COMPREHENSIVE

SUBAL CHANDRA MITRA

সরল বাঙ্গালা অভিধান।

অর্থাৎ

বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত যাবতীয় শব্দ এবং তাহার ব্যুৎপত্তি ও পরিচয়সহ
তদর্থ, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, বৈজ্ঞানিক ও পৌরাণিক বিবরণ,
জীবনচরিত, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থসমূহের বিবরণ, ঔপন্যাসিক ও
নাটকীয় চরিত্রপরিচয়, বৈষ্ণব পদাবলীর অর্থ, প্রবাদরূপে
প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা, বাঙ্গালা প্রবাদ
ও তাহার ব্যাখ্যা, আদালতী ও মহাজনী শব্দাবলী,
স্বরলিপির সঙ্কেত প্রভৃতি সংবলিত
বিস্তৃত শব্দকোষ।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

৬৬।৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট—নিউ বেঙ্গল প্রেস হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সাহিত্যসেবী ও ছাত্রবৃন্দের নিকট আশাতীত আদর লাভ করায় সরল বাঙ্গালা অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ অত্যল্পকাল মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতে ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান সংস্করণে পূর্ব্ব সংস্করণের বহুলাংশ সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইল। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন সমাসান্ত অনেক শব্দের প্রয়োগ আছে যে, তাহাদের অর্থগ্রহ করা সাধারণের ও ছাত্রবৃন্দের কষ্টকর; একটী সমাসান্ত শব্দের অর্থ সংগ্রহার্থ অভিধানের দুই তিন স্থান খুলিয়া দেখিতে হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ বর্ত্তমান সংস্করণে উক্ত সমাসান্ত শব্দগুলিকে শব্দাবলীর মধ্যে সংযোজিত করা হইল। ইহাতে শব্দার্থ-বিভাগে শব্দ-সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক অনেক নূতন নামও এবার সংযোজিত হইয়াছে। জীবনী অংশ মুদ্রিত হইবার পর তৎসম্বন্ধীয় যে সকল ঘটনা আমাদের জ্ঞান-গোচরে আসিয়াছে, স্থানপত্রে টীকাস্বরূপে সেইগুলি উল্লিখিত হইল। এবারে "প্রবাদ" শীর্ষক একটী নূতন অধ্যায় সন্নি-বেশিত হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গদেশ-প্রচলিত বিস্তর বাঙ্গালা প্রবাদবাক্য, তাহার ব্যাখ্যা এবং প্রয়োজনানুসারে উহার গল্পাংশ বিবৃত হইল। বৈষ্ণব গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দাবলী এবং সচরাচর ব্যবহৃত বৈদেশিক শব্দাবলীর সংখ্যাও বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই সকল কারণে ইহার আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া যাওয়াতে মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে হইল। এক্ষণে পূর্ব্ব সংস্করণের ন্যায় বর্ত্তমান সংস্করণ সাধারণের নিকট আদরণীয় হইলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

নিউ বেঙ্গল প্রেস,
৬৬।৬৭নং কলেজ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।
ফেব্রুয়ারি—১৯১২।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

ইংরাজী ১৯০৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর "সরল বাঙ্গালা অভিধান" সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ বঙ্গীয় পাঠক-সমাজ কর্ত্তৃক আশাতীত আগ্রহের সহিত পরিগৃহীত হইয়াছে দেখিয়া ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের বহুল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধিত হইয়াছে। এবার পুস্তকখানি প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছে; যথা—

প্রথম ভাগ—এই ভাগে শব্দার্থ ও জীবনচরিত প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমে শব্দ, তৎপরে উহার অর্থ, তাহার পর ধাতু ও প্রকৃতিপ্রত্যয় বিভাগসহকারে উহার বিস্তৃত ব্যুৎপত্তি, অনন্তর উহার বিশেষ্য বিশেষণাদি শ্রেণী ও লিঙ্গনির্ণয়—এইরূপ পর্য্যায় অবলম্বিত হইয়াছে। শব্দার্থ প্রকাশ কালে একার্থক বা তুল্যার্থক শব্দগুলির মধ্যে কমা (,) চিহ্ন এবং ভিন্নার্থক শব্দগুলির মধ্যে সেমিকোলন (;) চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। যে সকল স্থলে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যুৎপত্তি ও বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে, সেই স্থলে ১, ২ প্রভৃতি সংখ্যা সহযোগে ভিন্ন ভিন্ন ব্যুৎপত্তি ও অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। একই শব্দ কখনও বিশেষ্য, কখনও বিশেষণ, কখনও পুংলিঙ্গ, কখনও বা স্ত্রীলিঙ্গ হইতে পারে; এরূপ স্থলেও ঐ প্রভেদ বুঝাইবার জন্য ১, ২ প্রভৃতি চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ভাগে সহজবোধ্য দেশজ শব্দ প্রদত্ত হয় নাই; সাধুভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃতমূলক শব্দগুলিই ব্যাখ্যা ও ব্যুৎপত্তিসহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে জীবনচরিত ব্যতীত পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত জীবনচরিতের অনেকগুলি এবারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং অনেকগুলি নূতন লিখিত হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসে প্রখ্যাত দেশীয় ও বিদেশীয়, জীবিত বা পরলোকগত অনেক মহাত্মার নাম এবারে সংযোজিত হইল। অনেক বাঙ্গালা সাহিত্যগ্রন্থে সংস্কৃত ভাষাবিৎ বহু বিদেশীয় পণ্ডিতের নাম উল্লিখিত এবং তাঁহাদের মন্তব্যসকল উদ্ধৃত হইয়া থাকে; কিন্তু তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনেকেরই অভিজ্ঞতা নাই। সেই সকল বিদেশীয় পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত কি সাহিত্যক্ষেত্রে; কি ধর্ম্মনীতিক্ষেত্রে, কি রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে, কি কলাবিদ্যাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যাঁহারা ভারতের ইতিহাসে স্থান অধিকার করিয়াছেন, এরূপ বহু ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়া এই ভাগে যথাস্থানে বিন্যস্ত হইয়াছে। ইহাতে জীবনচরিতের মোট সংখ্যা প্রায় বার শত। এতাদৃশ অধিকসংখ্যক লোকের জীবনকথা অদ্যাপি আর কোন বাঙ্গালা পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। বর্ত্তমান শিক্ষা ও পরীক্ষা-প্রণালী অর্থপুস্তক প্রচারের অনুকূল নহে। এজন্য সরল বাঙ্গালা অভিধানখানি এমন ভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে যে, ইহাকে নিত্যসহচর করিয়া লইলে ছাত্রমণ্ডলীকে আর অর্থ-পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতে হইবে না।

দ্বিতীয় ভাগ—এই ভাগে প্রায় সার্দ্ধ সপ্ত শত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ

সকল পুস্তক কোন্ জাতীয় এবং তাহাদের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য বিষয় কি, ইহাই বিবৃত করা হইয়াছে। যাবতীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের পুস্তকই এই ভাগে আলোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাসের, মধুসূদন ও দীনবন্ধুর সমস্ত কাব্য, নাটক ও প্রহসনাদির, এবং রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের প্রধান প্রধান উপন্যাস ও নাটকাদির গল্পাংশ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে সন্নিবেশিত নাটকাদি কোন্ সময়ে কোন্ রঙ্গমঞ্চে প্রথমে অভিনীত হইয়াছিল, তাহাও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে।

তৃতীয় ভাগ—এই ভাগে উপরোক্ত গ্রন্থকর্তৃগণ প্রণীত উপন্যাস ও নাটকাদির পাত্রপাত্রীগণের প্রত্যেকের বিশেষ বিবরণ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে এবং তদুক্ত স্মরণীয় বাক্যগুলিও সবিস্তারে উদ্ধৃত হইয়াছে। রঙ্গালয়ে এই সকল চরিত্র অভিনয় করিয়া যাঁহারা প্রশংসা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নামও তৎসহ কথিত হইয়াছে। যতদূর জানা আছে, তাহাতে বলিতে পারা যায়, বাঙ্গালা কোন গ্রন্থে আজি পর্য্যন্ত এরূপ ভাবের সঙ্কলন প্রকাশিত হয় নাই।

চতুর্থ ভাগ—এই ভাগে বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীতে যে সকল মৈথিলী বা প্রাকৃত শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, সেই সকল শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পঞ্চম ভাগ—এই ভাগে সংস্কৃত প্রবাদবাক্যসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রয়োগবাহুল্যবশতঃ যে সকল সংস্কৃত শ্লোকের একাংশমাত্র প্রবাদরূপে পরিণত হইয়াছে, সেই সকল শ্লোক সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত ও তদানুষঙ্গিক উপাখ্যানসহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ষষ্ঠ ভাগ—এই ভাগে আদালতে এবং জমীদারী ও মহাজনী কার্য্যে ব্যবহৃত আরবী, পারসী ও ইংরেজী ভাষামূলক শব্দের ব্যাখ্যা ও ইংরেজী অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।*

এতদ্ভিন্ন, প্রথম সংস্করণে সন্নিবেশিত পরিশিষ্টগুলি—যথা "ভাষাবিচার", "অর্থভেদে শব্দবিভাগ", ও "সচরাচর ব্যবহৃত অশুদ্ধ পদের তালিকা"—কতকাংশে বর্দ্ধিত হইয়া প্রদত্ত হইল, এবং "হিন্দু-সঙ্গীত," "স্বরলিপি সঙ্কেত", "প্রুফ-সংশোধন-প্রণালী" ও "ভিন্ন ভিন্ন টাইপের নাম ও আকৃতির পরিচয়" নামধেয় তিনটি নূতন পরিশিষ্ট সংযোজিত হইল।

দ্বিতীয় সংস্করণে এই গ্রন্থখানি যাহাতে এককালে ছাত্রবৃন্দ, সাহিত্যসেবী, নাট্যামোদী ও বিষয়িপ্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক কর্ত্তৃক অপরিহার্য্য সহায়রূপে গৃহীত ও সমাদৃত হয়, তাহার জন্য যত্ন, চেষ্টা, অনুসন্ধান, পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করি নাই। কিন্তু প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলি একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণখানিকে কিঞ্চিৎ ত্বরান্বিতভাবে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। তজ্জন্য আমাদিগের অভিলষিত সকল বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না। এরূপ বিষয়বাহুল্যবিশিষ্ট বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলনে অনেক ত্রুটি বা প্রমাদ থাকিবার সম্ভাবনা। অতএব সুধীগণ সমীপে নিবেদন, তাঁহারা ইহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক এতন্মধ্যস্থ ত্রুটি বা প্রমাদ প্রদর্শন করিলে, এবং ইহার উন্নতিকল্পে পরামর্শ দান করিলে, ভবিষ্যৎ সংস্করণে কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাদের পরামর্শের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিব।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তক সঙ্কলন বিষয়ে কলিকাতা রাজকীয় টঙ্কশালার ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্ রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর আমাকে অশেষ প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী লিপিবদ্ধ প্রয়োজনীয় নোটগুলি আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, অনেক স্থান দেখিয়া দিয়াছেন, এবং অন্যান্য নানা প্রকারে উপাদান সংগ্রহে সহায়তা করিয়াছেন। ফলতঃ, তাঁহার সাহায্য না পাইলে, এই পুস্তক যেরূপভাবে প্রকাশিত হইল, সেরূপভাবে কিছুতেই প্রকাশিত হইত না। তাঁহার নিকট আমি অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিষয়পরিমাণ প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ বর্দ্ধিত হইলেও ইহার মূল্য বৰ্দ্ধিত হইল না। এক্ষণে ভরসা করি, প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণও বঙ্গীয় পাঠকসমাজে সমাদর প্রাপ্ত হইবে।

নিউ বেঙ্গল প্রেস।
১৫৯ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা।
সেপ্টেম্বর—১৯০৯।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

* প্রথম ভাগে 'ব' প্রমুখ শব্দগুলি ব্যাকরণসম্মত বর্গের অধীন করা হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ভাগে পাঠকের সুবিধায় মিশ্রিত বকারাদি শব্দমাত্রই অন্তঃস্থ 'ব'-এর পর্য্যায়ে সন্নিবেশিত হইল।

সূচীপত্র।

প্রথম ভাগ।

দ্বিতীয় ভাগ।

তৃতীয় ভাগ।

চতুর্থ ভাগ।

পঞ্চম ভাগ।

ষষ্ঠ ভাগ।

৭ম ভাগ

১ম পরিশিষ্ট।

২য় পরিশিষ্ট।

৩য় পরিশিষ্ট।

৪র্থ পরিশিষ্ট।

৫ম পরিশিষ্ট।

৬ষ্ঠ পরিশিষ্ট।

সরল বাঙ্গালা অভিধানের অন্তর্গত জীবনচরিত্রের

সূচীপত্র।

অ

* অধুনা ইনি কোহিনুর থিয়েটারে যোগদান করিয়াছেন।

* অধুনা ইনি ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। "নাট্যমন্দির" নামক একখানি সচিত্র মাসিক পত্র ইনি ১৩১৭ সালের শ্রাবণ মাস হইতে সম্পাদন করিতেছেন।

† অধুনা ইনি ষ্টার থিয়েটারের Honorary Director নামে অভিহিত।

আ

* ১৯১১ খ্রীঃ, ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর [ক]রোনেশন দরবার উপলক্ষে ইনি "নাইট্" [উ]পাধি ভূষিত হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে ইনি [সি], এস্, আই" উপাধি লাভ করেন।

* সন ১৩১৭ সালে ১১ই চৈত্র ইহার দেহান্তর ঘটিয়াছে।

* Sir Henry Cotton নামেও পরিচিত।

* ইঁহার প্রবর্ত্তিত বঙ্গব্যবচ্ছেদ কিয়দংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯১১ খ্রীঃ ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ দিল্লী নগরে করোনেশন দরবার উপলক্ষে যে ঘোষণা-পত্র পাঠ করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ মিলিত হইয়া একজন গভর্ণরের অধীন করা হইবে; বিহার ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা লইয়া একটি নূতন শাসনবিভাগ গঠিত হইয়া সকৌন্সিল একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরের অধীন করা হইবে; এবং আসাম প্রদেশ একজন চিফ কমিশনারের অধীনে যাইবে। ১৯১২ সালের ১লা এপ্রেল হইতে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে। কথিত ঘোষণাপত্রে আরও উক্ত হইয়াছে যে, অতঃপর ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে উঠাইয়া লইয়া দিল্লীতে সংস্থাপিত হইবে।

১৯১১ খ্রীঃ ২২শে জুন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক উপলক্ষে লর্ড কর্জ্জন (কয়্যণ) "মারকুইস" উপাধি লাভ করেন।

* ১৯১১ খ্রীঃ অন্তিমভাগে ইনি কুচ-বিহারের দাওয়ানের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

† ১৩১৭ সালে ১৩ই শ্রাবণ শুক্রবার ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

* ১৯১১ খৃঃ ২২শে জুন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক উপলক্ষে ইনি কে, সি, এস, আই (K. C. S. I.) উপাধি প্রাপ্ত হন।

* ১৩১৮ সালের ২৫শে মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রিকালে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

* ১৩১৬ সালে মাঘ মাসে ইনি কাশীধামে দেহত্যাগ করেন।

† ১৩১৭ সালে ৬ই আষাঢ় সোমবার বহুমূত্র রোগে ইনি লোকান্তরিত হন।

* ১৯১১ খ্রীঃ অব্দে ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে করোনেশন দরবার উপলক্ষে ইনি সি, এস, আই উপাধি লাভ করেন।

* অধুনা ইনি "হুগলী সমাচার" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সহিত সংসৃষ্ট। "বিশু দাদা" নামক ইহাঁর রচিত উপন্যাস সংপ্রতি প্রচারিত হইয়াছে।

* ১৯১১ খ্রীঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে করোনেশন্ দরবার উপলক্ষে ইনি 'সি, আই, ই' উপাধি লাভ করেন।

† "সাহিত্য-সংবাদ" নামক একখানি মাসিক পত্র ইঁহারই উপদেশানুসারে অধুনা প্রচারিত হইতেছে।

* ১৯১২ খ্রীঃ ৭ই জানুয়ারী সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ কলিকাতায় অবস্থান সময়ে ইঁহাকে তদীয় এবং সম্রাট্-মহিষী মেরীর দুই স্বাক্ষরিত ফটো দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। কলিকাতায় সম্রাট্-দম্পতীর অভ্যর্থনা উপলক্ষে ইনি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে শোভাযাত্রা প্রদর্শনের ভার লইয়াছিলেন। তৎকার্য্যে সফলতায় রাজসন্তোষের নিদর্শনস্বরূপ ইনি এই সম্মান লাভ করেন।

† কয়েক বৎসর আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া অধুনা ইনি বাঁকুড়া জেলার সদরে উক্তবিধ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

* ১৯১১ খ্রীঃ ১লা জুলাই (১৩১৮ সালে ১৬ই আষাঢ়) শনিবার ইনি রক্তামাশয় রোগে লোকান্তর গমন করেন। তদবধি ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন "ইণ্ডিয়ান মিরার" ও "সুলভ সমাচারের" সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছেন।

* কাহারও কাহারও মতে ইঁহার নাম "রামনিধি"। "নিধুবাবু" নামে ইনি প্রসিদ্ধ।

† ১৯১১ খৃঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর (১৩১৮ সালের ১লা আশ্বিন) সোমবার ইংলণ্ডে বেক্‌স্‌হিল নামক স্থানে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের আদেশানুসারে ইঁহার শবদাহ সামরিক সম্মানের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ অধুনা কুচবিহারের অধিপতি।

* ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর করোনেশন দরবার উপলক্ষে ইনি "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। সম্রাট্-দম্পতী কলিকাতায় আসিলে, গড়ের মাঠে যে বিরাট অভ্যর্থনা-সভা আহূত হয়, ইনি তাহার অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন। ইঁহার কার্য্যকুশলতায় প্রীত হইয়া কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্ব দিনে (১৯১২ খৃঃ ৭ই জানুয়ারী) সম্রাট্ ইঁহাকে একগাছি ছড়ি উপহার দেন। ছড়ির শিরোভাগ স্বর্ণমণ্ডিত এবং সম্রাটের নামাঙ্কিত।

* ভারতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে উদ্যোগ চলিতেছে, ইনিই তাহার মূল।

নাম — পৃষ্ঠা

* ১৯১০ খ্রীঃ ইনি বঙ্গীয় জমিদারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যরূপে প্রবেশ করেন।

* ১৯১২ খ্রীঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৩১৮,—২১শে মাঘ) রবিবার ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

† ১৯১০ খৃঃ নভেম্বর মাসে ইনি ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধির পদত্যাগ করেন, এবং সেই পদে লর্ড হার্ডিঞ্জ অধিষ্ঠিত হন।

* ইঁহার পঞ্চাশৎ বৎসর বয়স প্রাপ্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্-প্রমুখ সাহিত্যিকগণ ১৯১২ খ্রীঃ ২৮শে জানুয়ারী (১৩১৮ সালের ১৪ই মাঘ) রবিবার কলিকাতা টাউন্ হলে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করেন এবং সেখানে ইঁহাকে হস্তি-দন্তনির্ম্মিত পত্রে (পুঁথির আকারে) খোদিত অক্ষরে একখানি অভিনন্দন প্রদান করেন।

ল

ব

* ইনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন

* ১৯১১ খ্রীঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর করোনেশন দরবার উপলক্ষে ইনি "কে, সি, এস, আই" উপাধি লাভ করেন।

† ইনি ১৯১০ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি "রাজা বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন।

শ

* অধুনা ইনি বরোদা রাজ্যের ব্যবহার-বিভাগের অধ্যক্ষস্বরূপে নিযুক্ত আছেন।

* ১৯১১ খ্রীঃ ১০ই জানুয়ারি (১৩১৭ সালের ২৬শে পৌষ) মঙ্গলবার ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

ষ

স

* ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সেন অধুনা জয়পুর মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বরূপে কার্য্য করিতেছেন।

† ইনি "ডাক্তার অফ ফিলসফি" ও "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি ভূষিত।

‡ ইনি ভারতীয় গভর্ণমেন্টের ব্যবহার-সচিবের পদে এক বৎসরকাল কার্য্য করিয়া পদত্যাগ করিলে, সেই পদে অনরেবল আলি ইমাম অধিষ্ঠিত হন।

* ১৯১১ খ্রীঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর করোনেসন দরবার উপলক্ষে ইনি "সি, আই, ই" উপাধি লাভ করেন।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

সং—বিশেষ্য।
বিণ—বিশেষণ।
ক্রি·বিণ—ক্রিয়াবিশেষণ।
সর্ব্ব—সর্ব্বনাম।
ব্য—অব্যয়।
ক—কর্ত্তৃবাচ্য।
র্ম্ম—কর্ম্মবাচ্য।
ণ—করণবাচ্য।
সম্প্র—সম্প্রদানবাচ্য।
অপা—অপাদানবাচ্য।
অধি—অধিকরণবাচ্য।
ভা—ভাববাচ্য।
পু—পুংলিঙ্গ।
স্ত্রী—স্ত্রীলিঙ্গ।
ক্লী—ক্লীবলিঙ্গ।
ত্রি—ত্রিলিঙ্গ।
দ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্ব সমাস।
বহু—বহুব্রীহি সমাস।
কর্ম্মধা—কর্ম্মধারয় সমাস।
২তৎ—দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস।
৩তৎ—তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস।
৪তৎ—চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস।
৫তৎ—পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস।
৬তৎ - ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।
৭তৎ—সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস।
নঞ্তৎ—নঞ্ তৎপুরুষ সমাস।
উপ—উপপদ সমাস।
অলুক্ উপ—অলুক্ উপপদ সমাস।
প্রাদি—প্রাদি সমাস।

সরল বাঙ্গালা অভিধান।

অ

অ—১। বিষ্ণু। অব (রক্ষা করা) ড ক; সং; পু। ২। অভাব। বিণ; ব্য। অভাবে; নঞ্ নো নাপি ইত্যমরঃ। অভাব অর্থে নহি, অ, নো, ন এবং না অব্যয়। ৩। সম্বোধন। অ-অনন্ত ইতি বোপদেবঃ। নঞের স্থানে যে 'অ' হয়, তাহা নঞের তুল্যার্থক। তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ। স্বার্থেঽপি চ প্রয়োগঃ স্যাদ্ অকূপারাদিদর্শনাৎ। সাদৃশ্য, অভাব, অন্যতা, অল্পতা, অপ্রশস্ততা ও বিরোধ নঞের এই ছয়টী অর্থ। নঞের প্রয়োগ স্বার্থেও হয়; যেমন কূপার=সমুদ্র, অকূপার =সমুদ্র।

অকারের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। অকুহ বিসর্জ্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ। ইতি পাণিনিঃ। পাণিনি বলেন যে, অকার, কবর্গ, হ এবং বিসর্গ ইহাদের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। অকার ১৮ প্রকার; হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতভেদে তিন প্রকার, ঐ তিন প্রকারের প্রত্যেকে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ভেদে তিন প্রকার, এবং ঐ ৩×৩= ৯ প্রকারের প্রত্যেকে অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে দুই প্রকার। অতএব অকার ৩×৩×২=১৮ প্রকার হইল।

অই—সম্মুখে; ওখানে। অদস্ শব্দের অপভ্রংশ। পদ্যে "অই" শব্দের পরিবর্ত্তে কখন কখন "ওই" শব্দ ব্যবহৃত হয়। কাব্যে যতি ও ছন্দাদির অনুরোধে "অই" পদের পরিবর্ত্তে "ঐ" ব্যবহার দেখা যায়।

অঋণী—(অঋণিন্ শব্দ)। যে ঋণী নয়; যে কাহারও কিছু ধারে না; ঋণশূন্য; ঋণমুক্ত। ন ঋণী, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। "অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে।" হে বারিচর! যে অঋণী ও অপ্রবাসী সে সুখী হয়। পক্ষে অনৃণীও হয়। নঞ্‌তৎপুরুষ সমাস না করিয়া ন ও ঋণ শব্দে বহুব্রীহি সমাস করিলে অনৃণও হইতে পারে।

অংশ—১। বিভাগ; বণ্টন; ভাগ; স্থান; খণ্ড; অঙ্গ; ভূপরিধির ৩৬০ ভাগের এক এক ভাগ; রাশিচক্রের ত্রিংশৎ ভাগের এক ভাগ; অক্ষাংশ; ভগ্নাংশ। অন্‌শ+ঘঞ্ ভা। ২। স্কন্ধ, কাঁধ। অম+শ ক। সং; পু। বিশেষণে অংশনীয়, অংশিত, অংশী।

অংশক—১। ভাগ; দিবস, দিন; অল্পভাগ। অংশ+কণ্ স্বার্থে, অথবা অংশ+ক অল্পার্থে। সং; ক্লী। ২। দায়াদ, জ্ঞাতি; ভাগকারী। অন্‌শ+ণক ক। সং; পু।

অংশকূট, অংসকূট—ককুদ, বৃষের স্কন্ধোপরিস্থ উন্নত ভাগ, ষাঁড়ের ঝুঁটি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অংশগত—বিভাগসম্বন্ধীয়। অংশকে গত, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

অংশন—বিভজন, ভাগ করা। অন্‌শ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অংশনীয়—অংশ বা ভাগ করিবার উপযুক্ত; বিভাজ্য, বিভাজনীয়। অন্‌শ+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অংশ। [বিণ; ত্রি।

অংশপ্রার্থী—বিভাগ প্রার্থনাকারী। ৬তৎ।

অংশভাক্—অংশভাগী, অংশী, উত্তরাধিকারী। অংশ শব্দ—ভজ+ণ্বিণ্ ক। বিণ; পু।

অংশল—১। অংশগ্রাহী। অংশ শব্দ—লা (গ্রহণ করা) ড ক। ২। বলবান্। অংশ শব্দ+ল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

অংশহর—অংশগ্রাহী, দায়াদ। অংশ শব্দ—হৃ (হরণ করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

অংশাংশ—১। পৃথক্ পৃথক্ ভাগ। দ্বন্দ্ব। ২। ফলা; ভাগ ভাগ। ৬তৎ। সং; পু।

অংশান্তর—অন্য ভাগ। নিত্য। সং; পু।

অংশিত—বিভক্ত, যাহা ভাগ করা হইয়াছে এরূপ। অন্‌শ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অংশিনী—অংশযোগ্যা। অংশী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

অংশী—(অংশিন্ শব্দ)। অংশ পাইবার উপযুক্ত; অংশযোগ্য; ভাগী; অবশিষ্ট। অংশ শব্দ+ইন্ বিশিষ্টার্থে। বিণ, বিশেষ্যে অংশ। পুলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গে অংশিনী।

অংশীদার—অংশভাগী, দায়াদ, জ্ঞাতি। সং; দেশজ শব্দ।

অংশু—কিরণ, প্রভা; সূত্রাদির সূক্ষ্মাংশ; সূর্য্য; বস্ত্র; বেগ। [প্র, সহস্র, হিম, সুধা প্রভৃতির সহিত সর্ব্বদা ইহার সমাস হয়। যথা—প্রাংশু, সহস্রাংশু, হিমাংশু, সুধাংশু]। অপভ্রংশে আঁশ বা এঁশো হয়। অন্‌শ+উ ক। সং; পু।

অংশুক—বস্ত্র; শুক্ল বস্ত্র; উত্তরীয় বস্ত্র; সূক্ষ্মবস্ত্র; পত্র; তেজপত্র। অংশু শব্দ—কাশ +ড ক। সং; ক্লী।

অংশুকায়—যাহাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল অংশুতুল্য। যেমন প্রবাল কীট, তারা মৎস্য প্রভৃতি। বহু; বিণ; পু।

অংশুধর—১। সূর্য্য। অংশু ধারণ করে যে, এই বাক্যে অংশু শব্দ—ধৃ+অন্ ক, উপ; অথবা অংশুর ধর, ৬তৎ; সং; পু। ২। সূর্য্যবংশীয় অসমঞ্জ রাজা। ইনি সগররাজের পুত্র ও মনুর পিতা ছিলেন।

অংশুপতি—সূর্য্য। অংশুর পতি, ৬তৎ; সং; পু।

অংশুমতী—শালপর্ণী বৃক্ষ। অংশু শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ। সং; স্ত্রী।

অংশুমৎফলা—কদলী বৃক্ষ, কলাগাছ। অংশুমৎ দেখ। অংশুমৎ ফল যাহার, বহু; সং; স্ত্রী।

অংশুমান্—(অংশুমৎ শব্দ) ১। সূর্য্য। অংশু শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে। সং; পু। ২। অংশুবিশিষ্ট। বিণ; পু। ৩। সূর্য্যবংশীয় অসমঞ্জের পুত্র ও সগররাজের পৌত্র। কপিলমুনি সগররাজের ষষ্টিসহস্র পুত্রকে কোপানলে ভস্মীভূত করিলে ইনি অশ্বের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছিলেন। অংশুমান্ পাতালে গমনপূর্ব্বক স্তব দ্বারা মুনিবরকে সন্তুষ্ট করিয়া যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করেন। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কপিলমুনি অংশুমান্‌কে বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে মর্ত্তে আনয়ন করিতে পারেন, তাহা

বিপদ্। ন (নাই) কূল যাহার, অকূল, বহু ; তদ্রূপ যে পাথার, কর্ম্মধা। সং।

অকৃত—অননুষ্ঠিত, যাহা করা হয় নাই এরূপ ; অনিশ্চিত ; নিরর্থক। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। [কাল অতীত হইলে যাহা করা হয়, তাহাকেও অকৃত কহে। "কালাতীতস্তু যৎ কুর্য্যাদ্ অকৃতন্তদ্ বিনির্দ্দিশেৎ।"

অকৃতকর্ম্মা—অকর্ম্মণ্য ; অকেজো ; যে কার্য্য-ক্ষম নয় এরূপ। ন কৃত কর্ম্ম যৎকর্তৃক, বহু, অথবা ন কৃতকর্ম্মা, নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। কৃতকর্ম্মা দেখ।

অকৃতকার্য্য—বিফলমনোরথ ; ব্যর্থকাম ; বিফল-মনা। বহু অথবা নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অকৃতঘ্ন—যে কৃতঘ্ন নহে ; কৃতজ্ঞ। ন কৃতঘ্ন, নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অকৃতঘ্নতা। কৃতঘ্ন দেখ।

অকৃতজ্ঞ—যে কৃতজ্ঞ নহে ; যে উপকারীর নিকট বাধ্য থাকে না, বা উপকার স্মরণ রাখে না, প্রত্যুত তাহার অনিষ্ট চিন্তা করে, কৃতঘ্ন ; ন কৃতজ্ঞ, নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অকৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞ দেখ।

অকৃতজ্ঞতা—কৃতঘ্নতা। অকৃতজ্ঞ দেখ। অকৃতজ্ঞ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

অকৃতদার—যাহার (যে পুরুষের) এখনও বিবাহ হয় নাই এরূপ, অবিবাহিত ; অকৃত-বিবাহ ; অপরিণীত। অকৃত (অগৃহীত) হইয়াছে দার যৎকর্তৃক, বহু, অথবা কৃত (গৃহীত) হইয়াছে দার যৎকর্তৃক সে কৃতদার, ন কৃতদার, নঞ্ তৎ। বিণ ; পু। কৃতদার দেখ।

অকৃতাপরাধ—নিরপরাধ, নির্দ্দোষ। অকৃত হই-য়াছে অপরাধ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

অকৃতার্থ—অকৃতকার্য্য, বিফলমনোরথ। নঞ্-তৎ। কৃতার্থ দেখ। বিণ ; ত্রি।

অকৃতাহ্নিক—নিত্যক্রিয়াশূন্য ; সন্ধ্যাবন্দনাদির অনুষ্ঠাতা। বহু। বিণ ; ত্রি।

অকৃতিত্ব—অযোগ্যতা, অক্ষমতা। অকৃতি দেখ ; অকৃতিন্+ত্ব ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

অকৃতী—(অকৃতিন্ শব্দ)। যে কৃতী নহে ; যোগ্যতাহীন ; ক্ষমতাহীন ; অযোগ্য। নঞ্-তৎ ; বিণ ; ত্রি।

অকৃত্য—১। করণাযোগ্য, যাহা করা উচিত নয় এরূপ। ন কৃত্য (করণীয়), নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। অকার্য্য, নিন্দিত কার্য্য। ন (অপ্রশস্ত) কৃত্য (কার্য্য), নঞ্ তৎ। সং ; ক্লী।

অকৃত্রিম—কৃত্রিম নহে এরূপ ; কাল্পনিক নহে এরূপ ; প্রকৃত ; যথার্থ ; অকপট, ছলনা-শূন্য ; খাঁটি, বিশুদ্ধ ; অমিশ্রিত ; স্বাভা-বিক ; ঈশ্বরসৃষ্ট। স্বভাবোখমকৃত্রিমিতি ব্যবহারতত্ত্বম্। অর্থাৎ ব্যবহারতত্ত্বে লিখিত আছে যে, যাহা স্বভাবোথ, তাহাই অকৃত্রিম। ন কৃত্রিম (কার্য্যজাত), নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। কৃত্রিম দেখ।

অকৃপ—কৃপাশূন্য, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর। ন (নাই) কৃপা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

অকৃপণ—কার্পণ্যদোষশূন্য। নঞ্ তৎ। বিণ ;

অকৃষ্ট—যাহা কর্ষণ করা যায় নাই এরূপ ; অ-কর্ষিত। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। কৃষ্ট দেখ।

অকৃষ্টক্ষেত্র—যে ক্ষেত্রে চাষ দেওয়া হয় নাই। নঞ্ তৎ।

অকৃষ্টপচ্য—অকৃষ্টক্ষেত্রে স্বয়ং পক্ব ; কর্ষণাদি বিনা যাহা স্বয়ং ক্ষেত্রে জন্মিয়া পক্ব হয় এরূপ। [নীবার ধান্য, তৃণধান্য, উড়ি] অকৃষ্ট—পচ+ক্যপ্ কর্ম্ম-কর্তৃ। বিণ ; ত্রি।

অকৃষ্ণ—কৃষ্ণেতর, কাল ভিন্ন বর্ণবিশেষ ; কৃষ্ণবর্ণ-শূন্য ; পীত। নঞ্ তৎ ; বিণ ; ত্রি।

অকৃষ্ণকর্ম্মা—নিন্দিত কার্য্যশূন্য, নিষ্পাপ, সদা-চারী। অকৃষ্ণ (অনিন্দিত) হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহুব্রীহি সমাসে=অকৃষ্ণকর্ম্মন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

অকেশ—১। কেশশূন্য। ন (নাই) কেশ যাহার, বহু। ২। অল্প বা অপ্রশস্ত কেশযুক্ত। বহু [এখানে নঞের অল্প বা অপ্রশস্ত অর্থ]। ৩। দুঃখীর ঈশ্বর। ন (নাই) ক (সুখ) যাহার, অক, বহু, তাহাদের ঈশ, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

অকেশ পরাগকোষ—কেশরশূন্য পরাগকোষ। সং ; পু বা ক্লী।

অকৈতব—অকপট ; ছলশূন্য ; অকৃত্রিম ; ঋজু ; সরল। বহু। বিণ ; ত্রি। কৈতব দেখ।

অকোট—গুবাকবৃক্ষ। ন—কুট (কৌটিল্য) +অন্ ক, অর্থাৎ যে কুটিলভাব করে না, অর্থাৎ সরলভাবে বর্দ্ধিত হয়। সং ; পু।

অকৌটিল্য—কৌটিল্যহীনতা, সরলতা। ন কৌটিল্য, নঞ্ তৎ। সং ; ক্লী।

অকৌশল—কৌশলাভাব ; বিরোধ ; মনো-মালিন্য ; মনোভঙ্গ ; অপটুতা। ন অর্থাৎ নাই কৌশল, নঞ্ তৎ ; সং ; ক্লী।

অক্কা—১। মাতা, জননী। অক (দুঃখ)+ক্বি= অকি, অকি নামধাতু+ক্বিপ্ ক=অক্ (অর্থাৎ দুঃখিত) ; অক্—কৈ (শব্দ করা) +ড ক, অর্থাৎ যিনি প্রসবকালে দুঃখিত হইয়া শব্দ করেন। সং ; স্ত্রী। ২। চলিত ভাষায় অক্কা শব্দে মৃত্যু বুঝাইয়া থাকে। যথা—সে অক্কা পাইয়াছে, অর্থাৎ তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আরও দুই একটী গ্রাম্য শব্দ আছে, যদ্দারা মৃত্যুকে বুঝাইয়া থাকে। যেমন সে পটল তুলিয়াছে ; সে শিঙ্গা ফুঁকি-য়াছে। এগুলি শিষ্টাচারসম্মত প্রয়োগ নহে।

অক্টার্লনি, স্যার ডেভিড—(Sir David Ochterlony) ইনি দিল্লীর রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে হুলকার দিল্লী আক্রমণ করিলে ইনি সাতিশয় বীরত্ব প্রদ-র্শন করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপালীদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি গুর্খা সেনাপতি অমর-সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরা-জিত করেন। ইঁহার স্মরণার্থে কলিকাতায় গড়ের মাঠে একটী মনুমেণ্ট নির্ম্মিত হই-য়াছে।

অক্ত—১। মিশ্রিত ; লিপ্ত ; ব্যাপ্ত। অনজ্ (ম্রক্ষণ, মাখা)+ক্ত ক ; বিণ ; ত্রি। অক্ত শব্দটি প্রায় অন্য শব্দের সহিত সমাসযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, তৈলাক্ত, বিষাক্ত, রক্তাক্ত, ইত্যাদি। ২। গত। অনজ্ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

অক্রম—১। ক্রমবিপর্য্যয়, ব্যতিক্রম। ন ক্রম, নঞ্ তৎ। সং ; পু। ২। ক্রমরহিত। ন (নাই) ক্রম যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অক্রান্ত—নাক্রান্ত, যাহাকে আক্রমণ করা হয় নাই। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অক্রিয়—১। অক্রিয়ান্বিত, দুষ্কর্ম্মবিশিষ্ট ; অসৎ-কর্ম্মশীল ; দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন। ন (অর্থাৎ নিন্দিত) ক্রিয়া যাঁহার, বহু ; বিণ ; ত্রি। ২। কর্ম্মাদিশূন্য পরমাত্মা। সং ; পু।

অক্রিয়া—অবৈধ ক্রিয়া ; অপ্রশস্ত কর্ম্ম ; নিন্দিত কার্য্য ; শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য। ন অর্থাৎ কুৎ-সিত ক্রিয়া, নঞ্ তৎ ; সং ; স্ত্রী।

অক্রূর—১। যিনি ক্রূর নহেন ; সরল, অকপট। নঞ্ তৎ ; বিণ ; ত্রি।

২। যদুবংশে শাফল্কের ঔরসে এবং গান্দি-নীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে, ইঁহার পিতা শাফল্ক সাতিশয় পুণ্যবান্ লোক ছিলেন। কোন সময়ে কাশীরাজের রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া-ছিল। শাফল্ক সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র সকল অমঙ্গল দূরীভূত হয়। অনন্তর কাশীরাজ স্বীয় কন্যা গান্দিনীকে শাফল্কের সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ করেন। পরে অক্রূ-রের জন্ম হয়। পূর্ব্বে অক্রূর কংসালয়েই থাকিতেন। কৃষ্ণ ও বলরামকে বিনষ্ট করিবার জন্য কংস ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। অক্রূর কৃষ্ণবলরামকে আনয়ন করিবার জন্য কংস-কর্তৃক বৃন্দাবনে প্রেরিত হন। ইনি প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করিয়া কংসের অত্যাচার হইতে যাদবদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণকে অনু-রোধ করেন। অতঃপর কৃষ্ণহস্তে কংস ধ্বংস প্রাপ্ত হন। পাণ্ডবদিগের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের কিরূপ মনোভাব, তাহা অবগত হইবার জন্য কৃষ্ণ অক্রূরকে হস্তিনায় প্রেরণ করিয়া-

ছিলেন। কৃষ্ণপত্নী সত্যভামার পিতা সত্রাজিতের স্যমন্তক নামে একটী মণি ছিল। শতধন্বা নামক জনৈক ব্যক্তি সত্রাজিতের প্রাণসংহার করিয়া স্যমন্তক মণি হস্তগত করেন। অক্রূরই ঐ বিষয়ের উৎসাহদাতা ছিলেন। শতধন্বাকে কৃষ্ণ স্যমন্তক মণির জন্য উৎপীড়িত করিলে তিনি উহা গোপনে অক্রূরের হস্তে সমর্পণ করিয়া পলায়ন করেন। অক্রূর সেই রত্ন বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত রাখিতেন। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, স্যমন্তক মণি হইতে নিত্য প্রভূতপরিমাণে স্বর্ণ নির্গত হইত; গান্দিনীপুত্র সেই সমস্ত স্বর্ণ দ্বারা বিবিধ যাগযজ্ঞ ও দানাদি সম্পাদন করিয়া যশস্বী হন। স্যমন্তক মণি অক্রূরের নিকট আছে বলিয়া কৃষ্ণ সন্দেহ করিয়া কৌশল-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে অক্রূর সত্য ঘটনা প্রকাশ করেন। এক্ষণে অক্রূর কৃষ্ণকে স্যমন্তক মণি প্রদানে উদ্যত হইলে কৃষ্ণ স্বয়ং উহা গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকেই উহার অধিকারী করিলেন। যদুকুলের সহিত অক্রূরও বিনষ্ট হন।

অক্রেয়—মহার্ঘ; ক্রয় করিতে পারা যায় না এরূপ; যাহা প্রকৃত বা ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয় এরূপ; আক্রা। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ক্রেয় দেখ।

অক্রোধ—১। ক্রোধরাহিত্য; ক্রোধাভাব; গৃহস্থের দশটী ধর্ম্মের অন্তর্গত একটী ধর্ম্ম।

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধী বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥"
(মনু)।

অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয় (চুরি না করা), শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। ক্রোধহীন। ন (নাই) ক্রোধ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অক্রোধন—১। যাহার ক্রোধ নাই এরূপ; যিনি সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হন না এরূপ; ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও ক্রোধ দমন করিতে সমর্থ; অকোপন। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ২। কুরুবংশীয় অযুতায়ুসের পুত্র।

অক্ল্যাণ্ড, লর্ড (Lord Au kland)। ইনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেল হইয়া ভারতবর্ষে আইসেন। ইঁহার শাসনের ৬ বৎসর কাল কেবল কাবুল যুদ্ধের গোলযোগে অতিবাহিত হয়।

অক্ল্যাণ্ডের সময়ে ইংলণ্ডের মন্ত্রি-সভার এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, রুষীয়েরা শীঘ্রই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে, এবং যুদ্ধের সময়ে পারস্য ও কাবুলের সেনারা তাহাদিগের সহায়তা করিবে। তজ্জন্য ইংরেজরা কাবুল আক্রমণ করিলেন। সেই সময়ে দোস্ত মহম্মদ খাঁ কাবুলের আমীর ছিলেন। ব্রিটিশ সেনার সহিত যুদ্ধ করিলে পরাজয় ও বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া ভীরু আমীর স্বদেশ হইতে পলায়ন করিলেন। ইংরেজরা এক্ষণে শা শুজা নামক আপনাদের অনুগত এক ব্যক্তিকে কাবুলের আমীর করিলেন। কিন্তু আফগানবাসীরা শা শুজার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। তাহারা পূর্ব্ব আমীরের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অতঃপর দোস্ত মহম্মদ বিবাদে ক্ষান্ত হইয়া ইংরেজদিগের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র আকবর খাঁ পিতার ন্যায় তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হইলেন না। তিনি বিশেষ সাহস ও যুদ্ধকৌশল প্রদর্শনপূর্ব্বক কাবুলের সমুদয় ইংরেজসৈন্যকে বিনষ্ট করেন। ইংরেজ-পক্ষীয় প্রধান সেনানায়ক ম্যাক্‌নাটেন সাহেব এই যুদ্ধে বিনষ্ট হন। এই সমস্ত কারণে বিলাতের মন্ত্রিসভা অক্ল্যাণ্ডকে অকর্ম্মণ্য স্থির করিয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড এলেনবরা ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া ইঁহার হস্ত হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

অক্লান্ত—ক্লান্ত হয় না এরূপ; ক্লান্তিশূন্য; অশ্রান্ত; যে পরিশ্রম করিয়া কাতর হয় না। ন ক্লান্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অক্লিষ্ট—ক্লান্তিশূন্য, পরিশ্রমে যাহার ক্লেশ বোধ হয় না। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অক্লিষ্টকর্ম্মা—যে অক্লেশে কার্য্য সম্পাদন করে। অক্লিষ্ট হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অক্লিষ্টকান্তি—অবিবর্ণ, যাহার কান্তি বিবর্ণ হয় নাই এরূপ। অক্লিষ্ট হইয়াছে কান্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অক্লীব—বীর; ধীর; সহিষ্ণু, ধৈর্য্যশালী; অবন্ধ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ক্লীব=ফলহীন।

অক্লেদ্য—যাহা ক্লিন্ন হয় না, অপচ্য। নঞ্‌তৎ; বিণ; ত্রি।

অক্লেশ—ক্লেশাভাব। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অক্লেশে—ক্লেশ ব্যতিরেকে, বিনাক্লেশে, সহজে, অনায়াসে। বহু। ক্রি-বিণ।

অক্ষ—১। পাশক, পাটি। (বৈদ্যশাস্ত্রে) এক ভরি, ষোল মাষার ভার। (ভূগোলশাস্ত্রে) গোলকপৃষ্ঠে বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বের যে কোন স্থানের দূরত্ব। (খগোলে) রবি-মার্গ হইতে কোন নক্ষত্র বা গ্রহের দূরত্ব-পরিমাণ; আত্মা; রথচক্র; ক্রয়বিক্রয়-চিন্তা; বিভীতকী বৃক্ষ; বহেড়াগাছ; সর্প; রথ; শকট; চক্র; চক্রের মধ্যে মণ্ডল; রুদ্রাক্ষ; ইন্দ্রাক্ষ; জপমালা; জাতান্ধ; কুম্ভি; গরুড়; রাবণপুত্র; ব্যবহার-শাস্ত্র; বিবাদ-বিজ্ঞানতত্ত্ব; গ্রহগণের পরিভ্রমণের পথ; রাশিচক্রের অবয়ব। সং; পু। ২। ইন্দ্রিয়; রুদ্রাক্ষবীজ; তুঁতে; রসাঞ্জন। অক্ষ+অন্‌ ক অথবা অশ+স ণ। সং; ক্লী।

অক্ষকূট—চক্ষুতারকা। ৬তৎ। সং; পু।

অক্ষক্রীড়া—দ্যূতক্রীড়া, পাশা-খেলা। অক্ষ দ্বারা ক্রীড়া, ৩তৎ। সং; স্ত্রী। হিন্দু-শাস্ত্রে পাশক্রীড়া সাতিশয় দোষাবহ; "পাশা কর্ম্মনাশা"। পুরাণে বর্ণিত আছে, মহাদেব পাশক্রীড়ার প্রথম সৃষ্টি করেন। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদে পশুপতি পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করেন। পার্ব্বতীর জয় ও পশুপতির পরাজয় হইল—তদবধি পার্ব্বতীর দিন সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল। এবং পশুপতির দুঃখের অবসান হইল না। স্মৃতি-শাস্ত্রে দশমীর দিনে এই ক্রীড়া নিষেধ। যথা—

"শাকং মাষং মসুরঞ্চ পুনর্ভোজনমৈথুনে।
দ্যূতমত্যম্বুপানঞ্চ দশম্যাং বৈষ্ণবস্ত্যজেৎ॥"

অর্থাৎ বৈষ্ণব ব্যক্তি দশমীতে শাক, মাষকলায়, মসুর, দুইবার ভোজন, মৈথুন, পাশক্রীড়া এবং অতিশয় জলপান পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু পুরাণান্তরে দ্বাদশীর দিনে পাশক্রীড়ার নিষেধ দৃষ্ট হয়।

অক্ষচক্র—যন্ত্রবিশেষ। সং; ক্লী।

অক্ষজ—বজ্র। অক্ষ শব্দ—জন (জন্মান)+ড ক। দেহ হইতে জাত অর্থাৎ দধীচি মুনির দেহ (দেহের প্রধান অংশ অস্থি) হইতে উৎপন্ন। কেহ কেহ বলেন যে, অক্ষজ শব্দ লিপিকর প্রমাদবশতঃ পুরুষোত্তমের গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহা প্রকৃতপক্ষে "অস্থিজ" হইবে। সং; পু।

অক্ষত—১। ক্ষত নয়; অখণ্ডিত; ক্লীব; অনাহত; অবিদারিত; নির্দ্দোষ; নিখুঁত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ২। আতপ তণ্ডুল; যব, লাজা, খই। পু বা ক্লী। ৩। সর্ব্বশস্য। ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে অক্ষতা। ক্ষত দেখ।

অক্ষতযোনি—যে স্ত্রীর পুরুষ-সঙ্গম হয় নাই, কুমারী। ক্ষত (বিদারিত) হইয়াছে যোনি যাহার (যে স্ত্রীলোকের) সে ক্ষতযোনি, বহু; ন ক্ষতযোনি, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অক্ষতা—পুরুষসংসর্গরহিতা স্ত্রী; কর্কটশৃঙ্গী, কাঁকড়া শৃঙ্গী। সং; স্ত্রী।

অক্ষদণ্ড—(Axis) পৃথিবীর মধ্যদেশভেদী ও উভয় কেন্দ্রসংস্পর্শী কাল্পনিক সরল রেখা। ঐ কল্পিত ব্যাসোপরি পৃথিবীর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রতিদিন আবৃত্তি হয়।

অক্ষদর্শক—ব্যবহারদ্রষ্টা; বিচারক। অক্ষ শব্দ—দৃশ (দেখা)+ণক ক। অক্ষের (ব্যবহারের) দর্শক, ৬তৎ; সং; পু।

অক্ষদৃক্—(অক্ষদৃশ্ শব্দ) ব্যবহারদ্রষ্টা, বিচারক। সং ; পুং।

অক্ষদেবন—দ্যূত খেলা, পাশা খেলা। অক্ষ (পাশা) দ্বারা দেবন (খেলা), ৩তৎ। সং ; ক্লী।

অক্ষদেবী—(অক্ষদেবিন্ শব্দ) পাশক্রীড়ক, দ্যূতকারী। অক্ষ শব্দ—দিব (খেলা) + ণিন্ ক = অক্ষদেবিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি।

অক্ষধর—১। চক্রধারী, বিষ্ণু। অক্ষের (চক্রের) ধর (ধারণকর্ত্তা), ৬তৎ। সং ; পুং। ২। চক্রধারক, পাশক্রীড়ক। বিণ ; ত্রি।

অক্ষধুর—চক্রাগ্র, চাকার অগ্রভাগ। ৬তৎ। সং।

অক্ষধূর্ত্ত—১। পাশাক্রীড়ক। ৭মীতৎ। ২। বৃষ। সং ; পুং।

অক্ষপাদ—পুরাণে লিখিত আছে, বেদব্যাস গৌতম-প্রণীত ন্যায়সূত্রের নিন্দা করিয়াছিলেন বলিয়া গৌতম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি আর বেদব্যাসের মুখ দর্শন করিবেন না। অনন্তর বেদব্যাস বিবিধ স্তবস্তুতি করাতে মুনিবর প্রসন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে স্বাভাবিক চক্ষু দ্বারা মুখ দর্শন না করিয়া স্বীয় চরণে চক্ষুর সৃষ্টি করণানন্তর তদ্দ্বারা বেদব্যাসের মুখদর্শন করিয়াছিলেন। তদবধি মুনিবর "অক্ষপাদ" নামে খ্যাত হইলেন। ইহার অন্যার্থ চক্রাঙ্গ ; তার্কিক, নৈয়ায়িক। অক্ষ (অর্থাৎ জ্ঞান) দ্বারা পাদ (গমন) করেন যিনি, বহু।

অক্ষম—১। যাহার কোন ক্ষমতা নাই এরূপ ; ক্ষমতাশূন্য ; অকৃতী ; অযোগ্য ; দুর্ব্বল ; অপটু ; অপারক। ন ক্ষম (সমর্থ), নঞ্ তৎ। ২। ক্ষমাহীন। ন অর্থাৎ নাই ক্ষমা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অক্ষমা—ক্ষমাশূন্যতা ; অসহিষ্ণুতা ; ক্রোধ ; ঈর্ষা। নঞ্ তৎ ; সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

অক্ষমালা—১। জপমালা ; রুদ্রাক্ষমালা। ৬তৎ ; ২। ইনি বশিষ্ঠের পত্নী ছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, ইনি আদৌ শূদ্রকন্যা। কিন্তু মহর্ষির সংসর্গে ইনি পরম গুণবতী রমণীরূপে পরিণতা হইয়াছিলেন।

অক্ষয়—১। ক্ষয়রহিত ; অবিনশ্বর ; চিরস্থায়ী ; সদা বিদ্যমান ; অশেষ। ন (অর্থাৎ নাই) ক্ষয় যাহার, বহু ; বিণ ; ত্রি। ২। পরমাত্মা। সং ; পুং।

অক্ষয়—(বা অক্ষয়কুমার)। রাবণের ঔরসজাত মন্দোদরীর গর্ভোৎপন্ন পুত্র। যে সময় হনুমান্ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া রাবণের প্রমোদকানন ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে ইনি সাতিশয় বীরত্বসহকারে হনুমানের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে নিহত হইয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত—বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা। তিন ভাগ চারুপাঠ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার, পদার্থবিদ্যা, ধর্ম্মনীতি, দুই ভাগ ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়, প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহারই রচিত।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপের অদূরবর্ত্তী চুপী গ্রামে পীতাম্বর দত্তের ঔরসে ও দয়াময়ীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বাল্যকালে স্বগ্রামের পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করেন। অনন্তর দশম বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে ইংরেজি শিক্ষা করিবার জন্য ইনি কলিকাতার ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীতে প্রবিষ্ট হন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়, সুতরাং পরিবার-প্রতিপালনের জন্য এই অল্প বয়সেই ইঁহাকে বাধ্য হইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হয়।

তত্ত্ববোধিনী সভার অধীনে একটী পাঠশালা ছিল। উনিশ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমার মাসিক ৮৲ টাকা বেতনে ঐ পাঠশালার শিক্ষক নিযুক্ত হন। অনন্তর ইনি স্বীয় প্রভূত চেষ্টা দ্বারা বিদ্যাবিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। পরে তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার সম্পাদকের পদ শূন্য হইলে, অক্ষয়কুমার ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানবত্তার প্রচুর পরিচয় প্রদান করিবার অবসর প্রাপ্ত হন। অক্ষয়কুমার "মাদক-সেবনের অপকারিতা" সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ প্রচারিত করিয়াছিলেন।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

অক্ষয়তৃতীয়া—চান্দ্র বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া। এইরূপ কথিত আছে যে, এই দিনে সত্যযুগের উৎপত্তি হইয়াছিল। অক্ষয়া তৃতীয়া, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অক্ষয়বট—প্রয়াগ, ভুবনেশ্বর, জগন্নাথপুরী, বৈতরিণীতট প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে এক একটী অতি প্রাচীন বটবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, ঐ সকল বটবৃক্ষে জলসেক ও পূজা করিলে অতিশয় পুণ্যলাভ হয়।

অক্ষয়স্বর্গবাস—চিরস্থায়ী স্বর্গবসতি, যে স্বর্গবাস হইতে কখন বিচ্যুত হইতে হয় না। স্বর্গে বাস স্বর্গবাস, ৭তৎ, অক্ষয় স্বর্গবাস, কর্ম্মধা। সং ; পুং।

অক্ষয়া—বার ও তিথি ঘটিত যোগবিশেষ। সোমবারে অমাবস্যা, রবিবারে সপ্তমী, মঙ্গলবারে চতুর্থী এবং বৃহস্পতিবারে অষ্টমী হইলে তাহাকে "অক্ষয়া" বলে। সং ; স্ত্রী।

অক্ষয্য—১। ক্ষয়ের অযোগ্য। ন (অ) — ক্ষি (ক্ষয় হওয়া) + য র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। ঘৃত-মধুমিশ্রিত জল। অক্ষয় শব্দ + ষ্ণ্য তাহে সং ; ক্লী।

অক্ষর—১। ক্ষরণশূন্য ; ক্রিয়াশূন্য ; অনশ্বর স্থায়ী ; স্থির। ন ক্ষর, নঞ্ তৎ। বিণ ত্রি। ২। ব্রহ্মা ; পরমেশ্বর ; জীবাত্মা মোক্ষ ; উদক, জল ; শিব ; বিষ্ণু ; গগন ধর্ম্ম ; তপস্যা ; অপামার্গ, আপাং গাছ শব্দের সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও অখণ্ড অংশ অকারাদি বর্ণ। ন (নাই) ক্ষর (ক্ষরণ যাহার বা যাহাতে, বহু। সং ; ক্লী।

অক্ষরলিপি পঞ্চবিধ ; যথা—

"মুদ্রালিপিঃ শিলালিপি লিপির্লেখনি সম্ভবা
গুণ্ডিকাঘুণসম্ভূতা লিপয়ঃ পঞ্চধা স্মৃতাঃ॥"

অর্থাৎ মুদ্রালিপি, শিলালিপি, লেখনীসম্ভূত-লিপি, এবং গুণ্ডিকা ও ঘুণ সমুৎপন্ন লিপি এই পাঁচ প্রকার অক্ষরলিপি।

অক্ষরচণ—লিপিকর্ম্মে পটু, সুলেখক। অক্ষর দ্বারা বিত্ত (খ্যাত) বিত্ত অর্থে অক্ষর শব্দ + চণ। বিণ ; ত্রি। "অক্ষরচন" শব্দও হয়।

অক্ষরচুঞ্চু—অক্ষরচণ। অক্ষর দ্বারা বিত্ত (খ্যাত) এই অর্থে অক্ষর শব্দ + চুঞ্চু। বিণ ; ত্রি।

অক্ষরজননী—লেখনী ; কলম। অক্ষর অর্থাৎ বর্ণের জননী (উৎপাদিকা), ৬তৎ ; সং ; স্ত্রী।

অক্ষরজীবিক—১। মসিজীবী, অক্ষরজীবী। অক্ষর জীবিকা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অক্ষরজীবিকা—লেখকবৃত্তি। অক্ষর দ্বারা নির্ব্বাহিত জীবিকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অক্ষরজীবী—(অক্ষরজীবিন্ শব্দ)। লিখন-ক্রিয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে যে, লেখক। অক্ষর শব্দ—জীব + ণিন্ ক ; উপ। বিণ ; ত্রি।

অক্ষরতুলিকা—লেখনী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অক্ষরন্যাস—১। অক্ষরসংস্থাপন, অক্ষরলিখন। ৬তৎ। ২। লিপি। বহু। সং ; পুং।

অক্ষরবিন্যাস—অক্ষরন্যাস। ৬তৎ। সং ; পুং।

অক্ষরমুখ—১। অক্ষরের আদিবর্ণ, অ। ৭তৎ। সং ; ক্লী। ২। শিষ্য। অক্ষর (প্রণবাদি বর্ণ) মুখে যাহার, বহু। সং ; পুং। ৩। শাস্ত্রাভিজ্ঞ। বিণ ; ত্রি।

অক্ষরসংস্থান—অক্ষরন্যাস, লিখন। অক্ষরের সংস্থান, ৬তৎ। [সংস্থান অধিকরণবাচ্যে নিষ্পন্ন, সম্যক্ স্থিতি আছে যাহাতে], সং ; ক্লী। [সং ; ক্লী।

অক্ষরুচক—মৃত্তিকা লবণ, সৌবর্চ্চল লবণ।

অক্ষরেখা—(Lines of Latitude) নিরক্ষ রেখার উত্তর দক্ষিণে সমদূরবর্ত্তী কতকগুলি রেখা ; এগুলি গোলকের পূর্ব্ব পশ্চিমে মণ্ডলাকারে চিত্রিত থাকে।

অক্ষবতী—পাশক্রীড়া, পাশাখেলা। অক্ষ শব্দ + মতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

অক্ষবাট—দ্যূতস্থান ; পাশার ছক ; মল্লভূমি, কুস্তীর আখড়া। ৬তৎ। সং ; পু।

অক্ষবৃত্ত—নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরাল এবং বৃত্ত হইতে ক্রমশঃ দশ দশ অংশ অন্তরে কল্পিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত, Paralles of Latitude

অক্ষসূত্র—জপমালা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অক্ষাংশ—ভৌগোলিকগণ বিষুবরেখার উত্তর-দক্ষিণ অথবা পুর্ব্বপশ্চিম ভূভাগকে যে ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করেন, তাহার এক এক ভাগের নাম Degree বা অক্ষাংশ।

অক্ষাগ্রকীলক—চাকার খিল। অক্ষের অগ্র, তাহার কীলক, ৬তৎ। সং ; পু। [স্ত্রী।

অক্ষান্তি—অক্ষমা, অসহিষ্ণুতা। নঞ্‌তৎ। সং ;

অক্ষারলবণ—সৈন্ধবাদি লবণ, অশৌচকালীন ভক্ষ্য ঘৃত দুগ্ধ আতপতণ্ডুল মুগ যব তিল প্রভৃতি হবিষ্য দ্রব্য।

"গোক্ষীরং গোঘৃতঞ্চৈব ধান্যমুদ্গা যবাস্তিলাঃ।
ক্ষারমুদ্রং সৈন্ধবঞ্চৈব মক্ষারলবণং স্মৃতম্‌॥"

ন (নাই) ক্ষারলবণ যাহাতে, বহু। সং ; ক্লী।

অক্ষি—চক্ষুঃ, নেত্র, দর্শনেন্দ্রিয়। অক্ষ (ব্যাপ্তি) + কি অধি, যাহাতে রূপাদি বিষয় ব্যাপ্ত হয়। পর্য্যায় শব্দ—অক্ষি, চক্ষুঃ, নেত্র, লোচন, নয়ন, দর্শন, দৃষ্টি, দর্শনেন্দ্রিয় ইত্যাদি। সং ; ক্লী। অপভ্রংশে "আঁখি"।

অক্ষিক—রঞ্জন বৃক্ষ। সং ; পু।

অক্ষিকূটক—চক্ষুতারকা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অক্ষিগত—১। নেত্রগোচর। ২তৎ। ২। ঘৃণাস্পদ ; শত্রু, দ্বেষ্য। অক্ষি দ্বারা গত (অর্থাৎ জ্ঞাত), ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

অক্ষিব—সামুদ্রিক লবণ ; শোভাঞ্জন বৃক্ষ। ন (অ) —ক্ষিব + অন্‌ ক। সং ; পু।

অক্ষিবিকূণিত—অপাঙ্গদর্শন, কটাক্ষপাত। অক্ষি (চক্ষুঃ) বিকূণিত (সঙ্কুচিত) হয় যাহাতে, বহু ; অথবা অক্ষির বিকূণিত (বিকুণন), ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অক্ষীণ—অকৃশ, ক্ষীণ নয় এরূপ, স্থূল। ন ক্ষীণ, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অক্ষীণবৃত্ত—বেদবিহিত আচারনিষ্ঠ। অক্ষীণ (দৃঢ়) হইয়াছে বৃত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অক্ষীব—১। অমত্ত। ন ক্ষীব (উন্মত্ত), নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। সামুদ্রিক লবণ। ন—ক্ষীব + অন্‌ ক। সং ; ক্লী।

অক্ষুণ্ণ—ক্ষুণ্ণ নয় এরূপ ; অদুঃখিত ; অক্ষুব্ধ ; পূর্ণ ; অনালোড়িত ; সুস্থ ; অকর্ত্তিত ; অক্ষত ; অজিত। ন ক্ষুণ্ণ, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। ক্ষুণ্ণ দেখ।

অক্ষুব্ধ—ক্ষুব্ধ নয় এরূপ ; ক্ষোভশূন্য ; ভয় অথবা বিপদ্‌ উপস্থিত হইলে ব্যাকুলিত হয় না এরূপ ; অনাকুল, অব্যাকুল ; ধীর। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। ক্ষুব্ধ দেখ। [সং ; ক্লী।

অক্ষেত্র—অযোগ্যপাত্র ; মরুভূমি। নঞ্‌তৎ ;

অক্ষেম—অশুভ, অমঙ্গল। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী।

অক্ষোট, অক্ষোড়—আখরোট গাছ। সং ; পু।

অক্ষোভ—১। ক্ষোভরহিত, ক্ষোভশূন্য। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। হস্তিবন্ধন-স্তম্ভ, আলান ; ক্ষোভাভাব। সং ; পু। ক্ষোভ দেখ।

অক্ষোভ্য—অবিচল, অধৃষ্য। ন (অ) — ক্ষুভ্‌ (ক্ষুব্ধ হওয়া) + য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অক্ষৌহিণী—অক্ষ + উহিণী = অক্ষৌহিণী ; অক্ষ শব্দের অকারের পরস্থিত উহিনী শব্দের উকারের বৃদ্ধি হয়]। অসংখ্য সেনা। অক্ষৌহিণী শব্দের অন্য অর্থ, যথা—১০৯৩৫০ পদাতি, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তী এবং ২১৮৭০ রথ, এতৎসংখ্যক সেনা।

"একেভৈক-রথা ত্র্যশ্বা পত্তিঃ পঞ্চ পদাতিকা।
পত্ত্যঙ্গৈ স্ত্রিগুণৈঃ সর্ব্বৈঃ ক্রমাদাখ্যা যথোত্তরম্‌।
সেনামুখং গুল্মোগণো বাহিনী পৃতনা চমূঃ।
অনীকিনী দশানীকিন্যোক্ষৌহিণ্যথ সম্পদি॥"

একটী হস্তী, একখানি রথ, তিনটী অশ্ব ও পাঁচজন পদাতি লইয়া এক পত্তি হয়, তিন পত্তিতে এক সেনামুখ, তিন সেনামুখে এক গুল্ম, তিন গুল্মে এক গণ, তিন গণে এক বাহিনী, তিন বাহিনীতে এক পৃতনা, তিন পৃতনায় এক চমু, তিন চমুতে এক অনীকিনী, এবং দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয়।

অখট্টি—মন্দ আচরণ, আব্দার, আখটি। ন (অ) — খট্‌ + টি ভাবে। সং ; পু।

অখণ্ড—খণ্ডহীন, পূর্ণ ; সমগ্র, সম্পূর্ণ, নিখুঁত ; অবিভক্ত ; অক্ষত। বহু। বিণ ; ত্রি।

অখণ্ডদণ্ড—অব্যাহতপ্রভুত্ব, একাধিপত্য। বহু। বিণ ; ত্রি। [সং ; স্ত্রী।

অখণ্ডদ্বাদশী—অগ্রহায়ণের শুক্লা দ্বাদশী। কর্ম্মধা ;

অখণ্ডন—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ; কাল। খণ্ডন = খন্‌ড + অন ট্‌ ভা। বহু। সং ; পু।

অখণ্ডনীয়—খণ্ডন করিতে পারা যায় না এরূপ ; অকাট্য। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অখণ্ডিত—খণ্ডিত নয় এরূপ ; অকর্ত্তিত ; লিপ্ত, জোড়া। ন খণ্ডিত, নঞ্‌তৎ। বিণ ত্রি। খণ্ডিত দেখ।

অখণ্ডিতপত্র—যে পত্রের পার্শ্বদেশ খণ্ডিত নহে, আম কাঁঠাল প্রভৃতির পত্র। কর্ম্মধা। ক্লী।

অখাত—যাহা (যে জলাশয়) খনন করা নহে, দেবখাত, স্বাভাবিক খাত। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী। এই অর্থে আখাত শব্দও হয়। খাত দেখ।

অখাদ্য—ভোজনের অনুপযুক্ত, অভক্ষ্য। নঞ্‌-তৎ। বিণ ; ত্রি। খাদ্য দেখ। [ত্রি।

অখিন্ন—ক্লেশহীন, খেদশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ ;

অখিল—সমস্ত, সমগ্র। ন (অর্থাৎ নাই) খিল (শূন্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অখ্যাত—অপ্রসিদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ ত্রি।

অখ্যাতনামা—অপ্রসিদ্ধ নামবিশিষ্ট, যাহার নাম প্রসিদ্ধ হয় নাই। খ্যাত হইয়াছে নাম যাহার খ্যাতনামা (খ্যাতনামন্‌ শব্দ), বহু ন খ্যাতনামা, নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু।

অখ্যাতি—অপযশঃ ; নিন্দা ; অপবাদ। নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী। বিপরীতার্থক শব্দ সুখ্যাতি।

অগ—১। বৃক্ষ ; পর্ব্বত ; সূর্য্য। ন—গম (গমন করা) + ড ক, যে গমন করে না [সূর্য্য যে সৌরজগৎ সম্বন্ধে স্থির তাহা প্রাচীন ঋষিরাও অবগত ছিলেন, এ কারণ সূর্য্যের নাম 'অগ' রাখা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, বক্র গমনার্থক অগ ধাতুর কর্ত্তৃবাচ্যে অন্‌ করিয়া অগ (যিনি বক্রগমন করেন) হইয়াছে। সূর্য্যের ৬ মাস উত্তরায়ণ ও ৬ মাস দক্ষিণায়ন, এ কারণ তিনি বিষুব রেখাকে বৎসরের মধ্যে দুই দিন মাত্র স্পর্শ করেন, অর্থাৎ সরল গমন না করিয়া বক্র গমন করেন]। ২। সর্প। অগ (বক্র গমন করা) + অন্‌ ক। সং ; পু।

অগঙ্গ—গঙ্গাশূন্য, গঙ্গা হইতে চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত (দেশ)। ন (নাই) গঙ্গা যেখানে, বহু। বিণ ; ত্রি।

অগজ—বৃক্ষজাত ; শৈলজাত। অগ দেখ ; অগ শব্দ—জন (জন্মান) + ড ক। বিণ ; ত্রি।

অগণন—গণনা করা যায় না এরূপ ; অগণ্য, অ-সংখ্য ; বহুসংখ্যক। ন (ন) গণনা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। গণন দেখ।

অগণনীয়—অসংখ্য ; গ্রাহ্য করিবার যোগ্য নহে এরূপ। ন গণনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। গণনীয় দেখ।

অগণিত—অসংখ্য ; গণনা করিয়া শেষ করা যায় না এরূপ। ন গণিত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। গণিত দেখ।

অগণ্য—অসংখ্য, গণনা বা সংখ্যা করিতে পারা যায় না এরূপ ; অগ্রাহ্য, সামান্য। ন গণ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। গণ্য দেখ।

অগতি—১। নিরুপায়, গতিহীন। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। গতি অর্থাৎ উপায়ের অভাব। নঞ্‌তৎ ; সং ; স্ত্রী।

অগত্যা—কোন গতি না থাকাতে ; গত্যন্তর অভাবে ; সুতরাং, অনুপায়ে, কাজে কাজে। বহু। ক্রি-বিণ। [সংস্কৃত ভাষায় অগতি শব্দের তৃতীয়ার একবচনে 'অগত্যা' হয়, উহা অবিকৃতভাবে বঙ্গভাষায় চলিতেছে]

অগদ—১। নীরোগ, সুস্থ। ন (নাই) গদ (রোগ) যাহার, বহু ; বিণ ; ত্রি। ২। ঔষধ। ন (হয় না) গদ (রোগ) যাহা হইতে, বহু। সং ; পু।

অগদঙ্কার—বৈদ্য, কবিরাজ। অগদ শব্দ—কৃ (করা) + খণ্‌ ক। সং ; পু।

অগন্তব্য—গমনের অযোগ্য ; দুর্গম ; যেখানে

যাওয়া যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। গন্তব্য দেখ।

অগম—১। গতিশূন্য। বিণ; ত্রি। ২। বৃক্ষ; পর্ব্বত। সং; পু।

অগমতা—অমর্য্যাদা, অসম্মান। অগম+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অগম্য—গমনের অযোগ্য; যেখানে যাওয়া যায় না এরূপ; যেখানে গতিবিধির উপায় নাই এরূপ; দুর্গম; দুষ্প্রবেশ্য; অপ্রাপ্য; দুর্ব্বোধ, অজ্ঞেয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। গম্য দেখ।

অগম্যা—যে স্ত্রীলোকের সহিত সঙ্গম নিষিদ্ধ; যে স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভোগ করিলে নরকে যাইতে হয়। বিণ; স্ত্রী। [গুরুপত্নী, রাজপত্নী, স্বপত্নীর জননী, সুতা, পুত্রবধূ, শ্বশ্রূ, গর্ভবতী রমণী, ভগিনী, সহোদর ভ্রাতার স্ত্রী, ভগিনীর কন্যা, ভ্রাতার কন্যা, শিষ্যা, শিষ্যপত্নী, ভাগিনেয়ের স্ত্রী, ভ্রাতুপুত্রের পত্নী, শূদ্রের পক্ষে বিপ্রপত্নী, বিপ্রের পক্ষে শূদ্রকামিনী শাস্ত্রে অগম্যা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অগম্যা স্ত্রীর গমনে মহাপাতক হইয়া থাকে]। [সং; ক্লী।

অগম্যাগমন—অগম্যা স্ত্রী-সম্ভোগ। ৭তৎ।

অগর্হ—নিন্দাহীন, যাহার কোন নিন্দা নাই। ন (নাই) গর্হা (নিন্দা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

অগর্হিত—অনিন্দিত, প্রশংসাজনক। নঞ্‌তৎ।

অগস্তি—অগস্ত্য ঋষি। সং; পু।

অগস্ত্য—ঋগ্বেদে কথিত আছে যে, যজ্ঞস্থলে উর্ব্বশীকে দেখিয়া মিত্র ও বরুণের রেতঃস্খলন হয়। সেই শুক্র যজ্ঞীয় কুম্ভে পতিত হইলে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের উৎপত্তি হয়। অগস্ত্য মহাতপা ও মহাতেজা তপস্বী ছিলেন। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, তদানীন্তন অসুরগণ সমুদ্রমধ্যে লুক্কায়িত থাকিত এবং সুযোগমত দেবতাদিগের প্রতি অত্যাচার করিত। দেবতারা বিষম বিপন্ন হইয়া অসুরগণের অত্যাচার হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য অগস্ত্যকে অনুরোধ করেন। মুনিবর সমুদ্রজল পান করিয়া নিঃশেষিত করেন। সুতরাং অসুরগণ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ভগবান্ অগস্ত্য প্রথমে বিবাহ করিবেন না বলিয়াই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন; কিন্তু একদা তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটি গর্ত্তের ভিতর তাঁহার পিতৃপুরুষগণ দোদুল্যমান অবস্থায় অধোমুখে অবস্থিতি করিতেছেন। মহর্ষি তাঁহাদিগের এইরূপ ভাবে অবস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন, বৎস! আমরা তোমার পিতৃপুরুষ; তুমি বংশ রক্ষা না করিলে আমাদের সদ্গতি হইবে না। এই কথায় অগস্ত্য বিবাহের জন্য অভিলাষী হইয়া সমুদায় জীবের শ্রেষ্ঠাঙ্গ লইয়া একটী মনোহারিণী কন্যার সৃষ্টি করিলেন। সেই সময়ে বিদর্ভরাজ পুত্রকামনায় তপস্যা করিতেছিলেন। অগস্ত্য সেই কন্যাটী মহারাজকে প্রদান করিলেন। সেই কন্যা বিদর্ভরাজের গৃহে প্রতিপালিতা হইয়া লোপামুদ্রা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। বলা বাহুল্য, উত্তরকালে এই কন্যার সহিত মুনিবরের বিবাহ হয়।

সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ঈপ্সিত অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য একদা অগস্ত্য দানবরাজ ইল্বলের ভবনে গমন করিয়াছিলেন। ইল্বল মুনির প্রাণবধ করিবার বাসনায় মৃগরূপী ভ্রাতা বাতাপির মাংস দ্বারা তাঁহাকে ভোজনে তৃপ্ত করিল। মুনিবর তাহার দুষ্ট অভিপ্রায় অবগত হইয়া আহারান্তে তপোবলে বাতাপিকে জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন ইল্বল ভীত হইয়া অগস্ত্যকে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ অর্থ প্রদান করিল।

কথিত আছে, অগস্ত্য বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতের গুরু ছিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বত সূর্য্যকে আপনার চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে আদেশ করিলে সূর্য্য তাহাতে অসম্মত হন। এই অপমান বশতঃ বিন্ধ্যপর্ব্বত স্বীয় কলেবর বর্দ্ধিত করিয়া সূর্য্যের পরিভ্রমণপথ রুদ্ধ করিতে অভিলাষী হন। সূর্য্যের এই দারুণ বিপদে দেবগণ চিন্তাকুল হইয়া তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত অগস্ত্য মুনির সহায়তা প্রার্থনা করেন। মুনিবর বিন্ধ্যের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র পর্ব্বতরাজ প্রণাম করিবার জন্য অবনত হইলেন। তখন গুরু আদেশ করিলেন যে, "যাবৎ আমি দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাগমন না করিতেছি, তাবৎ তুমি এইরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিবে।" মুনিবর আর প্রত্যাগমন করিলেন না, বিন্ধ্যাচলও আর উন্নত হইতে পারিলেন না।

এই মহর্ষি এক্ষণে নক্ষত্ররূপে আকাশের দক্ষিণদিকে অবস্থিতি করিতেছেন। অগ—স্ত্যৈ+ড ক। ইহার অন্যার্থ বকপুষ্প।

অগস্ত্যযাত্রা—ভাদ্রমাসের প্রথম দিনে অগস্ত্যমুনি বিন্ধ্যাচলের নিকট হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, সেই জন্য মাসের প্রথম দিন মাত্রেই অগস্ত্যযাত্রা বলিয়া কথিত হয়। যাত্রার পক্ষে ঐ দিন অপ্রশস্ত বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। অগস্ত্য দেখ।

অগস্ত্যসংহিতা—অগস্ত্য সংগৃহীত সংহিতা, ধর্ম্মপাদবিশেষ।

অগস্ত্যোদয়—অগস্ত্য নামক নক্ষত্রের উদয়; ভাদ্রমাসের সপ্তদশ বা অষ্টাদশ দিনে অগস্ত্য মুনির নক্ষত্ররূপে উদয়। অগস্ত্যোদয়ে শরৎ ঋতুর চিহ্নসকল প্রকাশিত হইতে থাকে এবং মেঘ ও জল পরিষ্কার হয়। ৬তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

অগাত্মজা—হিমালয়কন্যা, পার্ব্বতী। ৬তৎ।

অগাধ—১। তলস্পর্শ করিতে পারা যায় না এরূপ, অতলস্পর্শ; অপরিমেয়; গভীর; প্রগাঢ়; অসাধারণ। ন অর্থাৎ নাই গাধ (তলস্পর্শ) যাহার, বহু। অথবা ন গাধ (তলস্পর্শযোগ্য), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ২। গর্ত্ত। সং; ক্লী।

অগার—গৃহ, আগার। অগ—ঋ+অল্ র্ম। সং; ক্লী।

অগির—১। অগ্নি; সূর্য্য; স্বর্গ; রাক্ষস। ন (নাই) গির (ভক্ষক, বিজ্ঞাপক) যাহা হইতে, বহু। সং; পু। ২। বাক্‌শক্তিহীন, বোবা। ন (নাই) গিরা (বাক্য) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অগু—১। কিরণশূন্য। ন (নাই) গো (কিরণ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। রাহুগ্রহ। সং; পু।

অগুণ—১। অনিষ্ট, অহিত; অমঙ্গল; অপকার; দোষ। ন গুণ (গুণবিরোধী), নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। গুণহীন, নির্গুণ, গুণরহিত। ন (অর্থাৎ নাই) গুণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অগুরু—১। কৃষ্ণবর্ণ চন্দন; গুগ্‌গুল। সং; পু বা ক্লী। ২। গুরু বা উপদেশকশূন্য; গৌরবশূন্য; লঘু, হাল্‌কা। বহু বা কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

অগূঢ়—প্রকাশিত, ব্যক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি

অগূঢ়গন্ধ—হিঙ্গু। অগূঢ় (অগুপ্ত) হইয়াছে গন্ধ যাহার, বহু। সং; ক্লী।

অগোচর—১। বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে পারা যায় না এরূপ; অপ্রকাশ্য; অবিজ্ঞেয়, অপরিজ্ঞেয়; অজ্ঞাত; অতীন্দ্রিয়। গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ে চরে যাহা এই বাক্যে গো শব্দ—চর+টক্ ক, উপ; ন গোচর, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ২। অগোচরে, অপ্রকাশ্যে; অজ্ঞাতসারে; পরোক্ষে; চুপি চুপি। বহু; ক্রি-বিণ।

অগৌকাঃ—১। পর্ব্বতবাসী। অগ (পর্ব্বত) হইয়াছে ওকঃ (বাস) যাহার, বহু; বিণ; পু। ২। সিংহ; সরভ; পক্ষী। সং; পুং; অগৌকস্ শব্দ।

অগৌণ—মুখ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অগৌণে—অবিলম্বে, শীঘ্র, ত্বরিত। ন (অর্থাৎ নাই) গৌণ (বিলম্ব) যাহাতে, বহু; ক্রি-বিণ।

অগৌর—গৌরবর্ণ নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগ্নায়ী—১। অগ্নির স্ত্রী, স্বাহা। অগ্নি শব্দ+

ঈপ্‌ স্ত্রীলিঙ্গে পত্নী অর্থে। ২। ত্রেতাযুগ। সং; স্ত্রী।

অগ্নি—১। বহ্নি, আগুন; [অগ্নি ত্রিবিধ, যথা—ভৌম, দিব্য ও জাঠর; কাষ্ঠাদি পার্থিব পদার্থসম্ভূত অগ্নিকে ভৌমাগ্নি; জল, বায়ু হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ বজ্র প্রভৃতিকে দিব্যাগ্নি; ও অন্নপানাদি পরিপাককারী উদরস্থ অগ্নিকে জাঠরাগ্নি বলা যায়।]

২। পরমপুরুষের মুখ হইতে ইহাঁর জন্ম হয়। মতান্তরে ধর্ম্মের ঔরসজাত ও বসুভার্য্যার গর্ভোৎপন্ন বলিয়া কথিত আছে। ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে যে, অগ্নি স্থূলকায়, রক্তবর্ণ ও লম্বোদর; ইহাঁর কেশ, শ্মশ্রু, ভ্রূ ও চক্ষুঃ পিঙ্গলবর্ণ, হস্তে শক্তি ও অক্ষসূত্র। ইহাঁর বাহন ছাগ।

ইনি একজন দিক্‌পাল ও পূর্ব্বদক্ষিণ দিকের অধিপতি। স্বাহা ইহাঁর স্ত্রী। একদা শ্বেতকী রাজার যজ্ঞে প্রচুরপরিমাণে হবির্ভোজন করিয়া অগ্নি পীড়িত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার নিকট রোগের প্রতিকারের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, খাণ্ডব বন দগ্ধ করিতে পারিলে রোগ আরোগ্য হইতে পারিবে। অনন্তর অগ্নি খাণ্ডব বন দগ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবরক্ষিত বন সহজে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন না বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। অর্জ্জুন সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন, তাহার অভাব জ্ঞাপন করিলেন। অগ্নি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়া স্বীয় সখা বরুণদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক অনেকগুলি অস্ত্র সংগ্রহ করিলেন। বরুণদেবের নিকট হইতে আনীত কপিধ্বজ রথ, গাণ্ডীব ধনুঃ ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় অর্জ্জুনকে এবং সুদর্শনচক্র ও কৌমোদকী গদা কৃষ্ণকে প্রদত্ত হইল। কথিত আছে, কৃষ্ণার্জ্জুনের সহায়তায় খাণ্ডব কানন দগ্ধীভূত হইলে অগ্নি রোগমুক্ত হইয়াছিলেন।

অগ্নিক—ইন্দ্রগোপ কীট। সং; পু। [সং; পু।

অগ্নিকণ—স্ফুলিঙ্গ, আগুনের ফিন্‌কি। ৬তৎ।

অগ্নিকর্ম্ম, অগ্নিকার্য্য—হবির্দান; অগ্নিজ্বালন; মৃত ব্যক্তির দাহক্রিয়া। সং; ক্লী।

অগ্নিকলা—ধূম্রার্চ্চিঃ উষ্মা জ্বলিনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী সুশ্রী সুরূপা কপিলা হব্যবহা কব্যবহা—অগ্নির এই দশ অবয়ব। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অগ্নিকাণ্ড—গৃহদাহ; আগ্নেয়াস্ত্রপ্রয়োগ। ৬তৎ; সং; পু।

অগ্নিকার্য্য—অগ্নিকর্ম্ম, মৃত ব্যক্তির সৎকার, দাহক্রিয়া। অগ্নি দ্বারা সম্পাদনীয় কার্য্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অগ্নিকুক্কুট—জ্বলন্ত তৃণগুচ্ছ; জ্বলন্ত নুড়া। অগ্নি কুক্কুট তুল্য, উপমিত সমাস। অথবা কুক্কুটাকার অগ্নি, কর্ম্মধা। [জ্বলন্ত নুড়া কুক্কুটাকার দৃষ্ট হয়]। সং; ক্লী।

অগ্নিকুণ্ড—হোমার্থ কুণ্ড; অগ্ন্যাধানের স্থল; হোম করিবার কুণ্ড; আগুন জ্বালাইবার গর্ত্ত। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অগ্নিকুমার—একদা অগ্নিদেব বশিষ্ঠ, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি সপ্তর্ষির ভার্য্যা অরুন্ধতী প্রভৃতির রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া একান্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দক্ষরাজদুহিতা অগ্নিপত্নী স্বাহা স্বামীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অরুন্ধতী ব্যতীত অন্য ছয়জন ঋষিপত্নীর রূপ ধারণপূর্ব্বক স্বামীর সহিত ছয়বার বিহার করেন। বিহার সমাধানান্তে স্বাহাদেবী একটী কাঞ্চনকুণ্ডে রেতঃ নিক্ষিপ্ত করেন। সেই তেজোবিশিষ্ট রেতঃ হইতে একটী সন্তান উদ্ভূত হয়। সেই সন্তানই অগ্নিকুমার বা কার্ত্তিকেয় নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

অগ্নিকোণ—পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্ত্তী কোণ। ঐ কোণের দিক্‌পাল অগ্নি। অগ্নিপতিক কোণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। পু।

অগ্নিক্রিয়া—বিধিপূর্ব্বক অগ্নিতে মৃতের দাহকার্য্য, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। ৩তৎ। সং; স্ত্রী।

অগ্নিক্রীড়া—আগুন লইয়া খেলা করা, বাজী পোড়ান। ৩তৎ। সং; স্ত্রী।

অগ্নিগর্জ্জন—আগুনের উচ্চ শব্দ, জোরে আগুন জ্বলিলে যে এক অব্যক্ত ভীষণ শব্দ হয়। ৬তৎ; সং; ক্লী।

অগ্নিগর্ভ—অগ্নিজার বৃক্ষ; সূর্য্যকান্তমণি, আতসী পাথর। [সূর্য্যকিরণে আতসী পাথর ধরিয়া তাহার নিম্নে একখানি সোলা বা অঙ্গার ধরিলে কিঞ্চিৎ কাল পরে উহা জ্বলিয়া উঠে]। অগ্নি গর্ভে যাহার, বহু। সং; পু, স্ত্রীলিঙ্গে অগ্নিগর্ভা।

অগ্নিগর্ভা—মহাজ্যোতিষ্মতীলতা, শমীলতা [কথিত আছে, এই বৃক্ষের গহ্বরে অগ্নি লুক্কায়িত ছিলেন]। বহু। সং; স্ত্রী।

অগ্নিচিৎ—সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। অগ্নি শব্দ–চি (চয়ন করা)+ক্বিপ্‌ ক। সং; পু।

অগ্নিচিত্যা—অগ্নিসঞ্চয়। অগ্নি–চি (চয়ন করা)+ক্যপ্‌ ভাবে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌।

অগ্নিজ—১। কার্ত্তিকেয়। অগ্নি হইতে জন্ম যাহার, উপ; অগ্নি–জন (জন্মান)+ড ক। সং; পু। ২। স্বর্ণ। সং; ক্লী।

অগ্নিজিহ্ব—বিষ্ণু; দেবতা। বহু। সং; পু।

অগ্নিজিহ্বা—অগ্নির সপ্তবিধ শিখা। কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, উগ্রা ও প্রদীপ্তা, অগ্নির এই সপ্তশিখা সপ্তজিহ্বা বলিয়া কীর্ত্তিত। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অগ্নিজ্বালা—অগ্নিশিখা; জলপিপ্পলী। অগ্নির জ্বালা, ৬তৎ; সং; স্ত্রী।

অগ্নিতপ্ত—অগ্নি দ্বারা তাপিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি

অগ্নিতরঙ্গ—আগুনের ঢেউ, বাতাসের বেগে ঢেউখেলান আগুন। ৬তৎ; সং; পু।

অগ্নিত্রয়—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দাক্ষিণ্য এই ত্রিবিধ অগ্নি। গৃহপতির অর্থাৎ গৃহস্বামীর সহিত নিত্য সম্বন্ধ যে অগ্নি, তাহাকে গার্হপত্য অগ্নি কহে। গার্হপত্য অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া হোমের জন্য যাহার সংস্কার করা হয়, তাহা আহবনীয় অগ্নি নামে খ্যাত। দক্ষিণ দিকের অগ্নির নাম দক্ষিণাগ্নি। বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, যেহেতু আদিতে দক্ষিণা প্রদত্ত হইলে তৃপ্ত হইয়া অমরদিগকে দক্ষিণা ভাগ পাওয়ায়, সেই হেতু উহার নাম দক্ষিণাগ্নি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অগ্নিদ—অগ্নিদাতা, যে আগুন লাগাইয়া দেয়। [অগ্নিদাতা আততায়ীর অন্যতম বলিয়া কথিত]। অগ্নি–দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি।

অগ্নিদগ্ধ—১। (যাহাদিগের দেহ যথাশাস্ত্র অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে) পিতৃলোক। সং; পু। ২। অগ্নি দ্বারা দগ্ধ। ৩তৎ; বিণ; ত্রি।

অগ্নিদগ্ধপ্রস্তর—অগ্নিসংযোগে জাত প্রস্তর। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, প্রস্তর দুই প্রকার—(১) অগ্নিদগ্ধ বা আগ্নেয় প্রস্তর এবং (২) বারুণ প্রস্তর। আগ্নেয় প্রস্তরের যে বর্ত্তমান অবস্থা দেখা যায়, উহা অগ্নি দ্বারা দ্রব হইয়া শীতল হইয়া জন্মিয়াছে।

অগ্নিদাতা—মৃতদেহ দাহনকারী, মুখাগ্নিকারী। ৬তৎ; সং; পু।

অগ্নিদাহ—আগুনে পোড়া, আগুন লাগা। ৩তৎ; [সং; পু।

অগ্নিদেবা—কৃত্তিকা নক্ষত্র। অগ্নি হইয়াছে দেব (অধিপতি) যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অগ্নিপক্ক—অগ্নিতে পাক করা (দ্রব্য)। ৩তৎ; বিণ; ত্রি।

অগ্নিপরীক্ষা—অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া শুদ্ধাশুদ্ধ স্থিরকরণ; আগুনে স্বর্ণাদি ধাতুর বিশুদ্ধতা অবিশুদ্ধতার পরীক্ষা। বিশুদ্ধ স্বর্ণ হাপরের মধ্যে রাখিলে বিবর্ণ হয় না; কিন্তু কৃত্রিম স্বর্ণ বিবর্ণ হইয়া যায়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকের পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে আগুনে পরীক্ষা করা হইত। সীতা প্রজ্বলিত আগুনের মধ্যে উপবেশন করিয়া আপনার সচ্চরিত্রতার পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে লাঙ্গলের ফাল উত্তপ্ত করিয়া ঐ স্ত্রীলোককে লেহন করিতে বলা হইত। স্ত্রী

সতী হইলে তাহার জিহ্বা দগ্ধ হইত না। প্রাচীনকালে চৌরদিগের দোষাদোষ বিচার করিতে হইলে অগ্নির সাহায্য গ্রহণ করা হইত। এক্ষণে ঐ সমস্ত নিয়ম প্রচলিত নাই। ৩তৎ। সং; স্ত্রী।

অগ্নিপ্রভ—অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী। অগ্নির প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অগ্নিপ্রয়োগ—অগ্নিদান, আগুন লাগান। ৬তৎ; সং; পু।

অগ্নিপ্রস্তর—অগ্ন্যুৎপাদক প্রস্তর, চকমকির পাথর। সং; পু।

অগ্নিপুরাণ—অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে একতম পুরাণ। এই পুরাণে ঈশানকল্পের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে "পুরাণ" দেখ। সং; ক্লী।

অগ্নিবর্ণ—ইনি একজন সূর্য্যবংশীয় নৃপতি। মহারাজ সুদর্শন ইহাঁর পিতা। সুদর্শন একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে প্রজাগণ সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিত এবং রাজ্য নিরুপদ্রব ছিল। অগ্নিবর্ণ রাজা হইয়া কুৎসিত আমোদপ্রমোদে মত্ত হইলেন। ব্যভিচারীর পরিণামে যাহা ঘটিয়া থাকে, অগ্নিবর্ণেরও তাহাই হইল। অল্প বয়সেই দুশ্চিকিৎস্য রাজযক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

অগ্নিবাহু—নরপতিবিশেষ; প্রিয়ব্রত নামক নৃপতির পুত্র। ইহাঁর মাতার নাম কাম্যা। ইনি আজীবন ব্রহ্মচর্য্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন; (অগ্নির বাহুস্বরূপ) ধূম। সং; পু।

অগ্নিভ—১। কৃত্তিকা নক্ষত্র। অগ্নিদেবতাক ভ (নক্ষত্র), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। স্বর্ণ। অগ্নির ন্যায় ভা (দীপ্তি) যাহার, বহু। সং; ক্লী। ৩। অগ্নিবর্ণ। বিণ; ত্রি।

অগ্নিভূ—১। কার্ত্তিকেয়। অগ্নি শব্দ—ভূ+ক্বিপ্‌ক; উপ। সং; পু। ২। জল। "আকাশাজ্জায়তে বায়ুর্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ। রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী॥" অর্থাৎ আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল এবং জল হইতে ভূমি উৎপন্ন হয়]। সং; ক্লী। ৩। অগ্ন্যুৎপন্ন। বিণ; ত্রি।

অগ্নিমণি—আতসী পাথর। ৬তৎ। সং; পু।

অগ্নিমন্থ—বৃক্ষবিশেষ, গণিকারিকা বৃক্ষ। অগ্নি—মন্থ (মন্থন করা)+ঘঞ্‌ র্ম। সং; পু।

অগ্নিময়—অগ্নিব্যাপ্ত। অগ্নি+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে; বিণ; ত্রি। [বাষ্কলির শিষ্য।

অগ্নিমাঠর—ঋগ্বেদাধ্যাপক ঋষিবিশেষ। ইনি

অগ্নিমান্দ্য—ক্ষুধামান্দ্য; পরিপাকশক্তির হ্রাস। *অজীর্ণ রোগ। ইংরেজীতে ইহাকে Dyspepsia বলে। পাকাশয় ও অন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ার কোন প্রকার অন্তরায় উপস্থিত* হইলে এই রোগের উৎপত্তি হয়। অগ্নির অর্থাৎ জঠরাগ্নির মান্দ্য (হ্রাস), ৬তৎ; সং; ক্লী।

অগ্নিমারুতি—অগস্ত্য মুনি। অগ্নিমরুৎ+ফি অপত্যার্থে। সং; পু।

অগ্নিমিত্র—নরপতিবিশেষ; ইনি বিদিশার অধীশ্বর ও পুষ্পমিত্রের বন্ধু ছিলেন।

অগ্নিমুখ—দেবতা। [দেবতারা অগ্নিরূপ মুখ দ্বারা হব্য পান করেন]; ব্রাহ্মণ (অগ্নিমুখে যাহাদের—ব্রাহ্মণদিগের মুখের অভিসম্পাতসূচক বাক্য অগ্নির ন্যায় দাহক) ভেলা, ভল্লাতক, চিতা। অগ্নি হইয়াছে মুখ (মুখস্বরূপ) যাহাদিগের বা মুখে যাহাদিগের, বহু। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অগ্নিমুখী।

অগ্নিমূর্ত্তি—অগ্নির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রোধসম্পন্ন। অগ্নি তুল্য মূর্ত্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অগ্নিমূল্য—দুর্মূল্য; মহার্ঘ; অত্যন্ত আক্রা। অগ্নির ন্যায় দাহক মূল্য যাহার, বহু। বিণ।

অগ্নিযন্ত্র—আগ্নেয়াস্ত্র, কামান; বন্দুক। অগ্নি প্রকাশক যন্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। পু।

অগ্নিরক্ষণ—১। অগ্ন্যাধান; অগ্নিস্থাপন। অগ্নির রক্ষণ, ৬তৎ। ২। অগ্নিহোত্র; গৃহ। অগ্নির রক্ষণ হয় যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

অগ্নিরজাঃ—ইন্দ্রগোপ কীট। সং; পু।

অগ্নিরেতঃ—স্বর্ণ। অগ্নির রেতঃ সদৃশ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

অগ্নিবাহ, অগ্নিবাহন—ছাগ। [শাস্ত্রে কথিত আছে যে ছাগ অগ্নির বাহন। ৬তৎ। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

অগ্নিবর্দ্ধক—পরিপাকশক্তির বৃদ্ধিকারক। ৬তৎ।

অগ্নিবাহন—ছাগ। ৬তৎ। সং; পু।

অগ্নিবৃদ্ধি—জঠরাগ্নির বৃদ্ধি, পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি। অগ্নির (জঠরাগ্নির) বৃদ্ধি, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অগ্নিবৃষ্টি—অনলবর্ষণ; সময়ে সময়ে আকাশ হইতে জ্বলন্ত অঙ্গার, ভস্ম প্রভৃতি বৃষ্টি হয়, ইহাকেই অগ্নিবৃষ্টি কহে। অত্যন্ত উত্তাপ বোধ হইলেও সাধারণতঃ তাহাকে অগ্নিবৃষ্টি কহে। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অগ্নিবেশ্ম—অগ্নিগৃহ, যে গৃহে অগ্নি রক্ষা করা হয়। অগ্নির বেশ্ম (গৃহ), ৬তৎ। সং; ক্লী।

অগ্নিবেশ্য—ইনি একজন ঋষি। অগ্নি হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইনি অগ্নিবেশ্য নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তৎকালীন কোন ব্যক্তিই ধনুর্ব্বিদ্যায় ইহাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। সুপ্রসিদ্ধ দ্রোণাচার্য্য ইহাঁরই প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। গুরুর গুণ শিষ্য সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

অগ্নিশর্ম্মা—(অগ্নিশর্ম্মন্ শব্দ)। ১। সাতিশয় ক্রোধসম্পন্ন, মহাক্রোধী। [কেহ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলে এইরূপ বলা যায়, তিনি যেন অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন]। অগ্নি তুল্য শর্ম্মা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; পু। ২। জনৈক ঋষির নাম। সং; পু।

অগ্নিশিখ—কুঙ্কুম; কুসুম্ভ পুষ্প; দীপ; স্বর্ণ; বাণ। অগ্নির শিখার ন্যায় শিখা (দীপ্তি) যাহার, বহু; সং; ক্লী।

অগ্নিশিখা—১। আগুনের শীষ। ৬তৎ। ২। বিষলাঙ্গলি বৃক্ষ; ঝুঁয়াড়া শাক। বহু। সং; স্ত্রী।

অগ্নিশুদ্ধ—অগ্নি সংস্পর্শে পবিত্রীকৃত। অগ্নি দ্বারা শুদ্ধ, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

অগ্নিশুদ্ধি—অগ্নি সংস্পর্শে পবিত্র হওয়া। ৩তৎ।

অগ্নিষ্টুৎ—যজ্ঞবিশেষ, বসন্ত কালে পঞ্চদিনে সম্পাদ্য যাগবিশেষ [প্রথমে প্রজাপতি এই যজ্ঞ করেন]। অগ্নি—স্তু+ক্বিপ্‌ ক বা অধি। সং; পু।

অগ্নিষ্টোম—যজ্ঞবিশেষ। চাক্ষুষ মনুর পুত্র। অগ্নি—স্তু+মন্ অধি। সং; পু।

অগ্নিষ্ঠ—কটাহ, কড়া। অগ্নি স্থ (স্থিতিকারক) যাহাতে, বহু। সং; পু।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা, আগুনের ফিন্‌কি। ৬তৎ। সং; পু।

অগ্নিষ্বাত্ত—পিতৃলোক; ইহাঁরা মরীচির পুত্র, এবং চন্দ্রলোকবাসী। অগ্নি—সু—আ—দা+ক্ত র্ম। নিত্য বহুবচনান্ত। সং; পু।

অগ্নিসংস্কার—দাহকার্য্য, অগ্নি দ্বারা পরিশুদ্ধকরণ। ৩তৎ। সং; পু। সংস্কার দেখ।

অগ্নিসখা—অগ্নির সখা, বায়ু। অগ্নি জ্বলিলেই বায়ুর সমাগম হয়, এজন্য অগ্নি বায়ুর সখা বলিয়া অভিহিত। অগ্নি সখা যার, বহু। সং; পু। তৎপুরুষে অগ্নি-সখ হয়।

অগ্নিসৎকার—দাহকার্য্য। ৩তৎ। সং; পু।

অগ্নিসন্দীপন—১। জঠরাগ্নিবর্দ্ধক ঔষধবিশেষ। অগ্নির সন্দীপন হয় যাহাতে, বহু। ২। অগ্নি প্রজ্বালন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অগ্নিসহায়—১। বায়ু। ৬তৎ। সং; পু। ২। বনকপোত। অগ্নির ন্যায় সহায় (অর্থাৎ সহগামী), ৬তৎ। সং; পু।

অগ্নিসার—রসাঞ্জন। বহু। সং; ক্লী।

অগ্নিসেবন—অগ্নির উত্তাপ উপভোগ, আগুন পোয়ান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অগ্নিস্তম্ভ—১। স্তম্ভাকার অগ্নি। অগ্নিময় যে স্তম্ভ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। মন্ত্র বা ঔষধাদি দ্বারা অগ্নির দাহিকাশক্তির নিবারণ। অগ্নির স্তম্ভ (স্তব্ধীভাব) হয় যাহা হইতে, বহু। সং; পু।

অগ্নিহোত্র—সাগ্নিকের প্রাত্যহিক হোম। [এই হোম সাগ্নিকগণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে করিয়া থাকেন। ইহা দ্বিবিধ। একমাসে এই যজ্ঞ উদ্‌যাপন করা যায়,

আবার যাবজ্জীবনও ইহার অনুষ্ঠান হইতে পারে। যাবজ্জীবন যে হোম করা যায়, সেই হোমের অগ্নি দ্বারা সাগ্নিকগণের অন্তিমে দাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। বৃথাগ্নি দ্বারা দাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে সাগ্নিকগণ সদ্গতির সন্দেহ করেন। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের স্থূল স্থূল প্রকরণ এই। অন্ধ, বধির এবং পঙ্গুর পক্ষে এই যজ্ঞ নিষিদ্ধ।

অগ্নিহোত্রী—(অগ্নিহোত্রিন্ শব্দ) অগ্নিহোত্র-যাগকারী; সাগ্নিক। অগ্নিহোত্র শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

অগ্নীধ্র—১। ঋত্বিকবিশেষ, অগ্নি সংরক্ষণে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ। অগ্নি শব্দ—ইন্ধ (দীপ্ত করা)+রক্ ক। সং; পু। ২। নরপতিবিশেষ। ইনি জম্বু দ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতের ঔরসে কাম্যার গর্ভে উৎপন্ন। ইনি পুত্রকামনায় তপস্যা করিয়া নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল নামক নয়টী পুত্র লাভ করেন। পরে ইঁহারা জম্বুদ্বীপকে নয় ভাগে বিভক্ত করেন।

অগ্নীন্ধন—১। আগুন জ্বালাইবার কাঠ। অগ্নি—ইন্ধ (দীপ্ত করা)+অনট্ ণ। ২। আগুন জ্বালান। অগ্নি—ইন্ধ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অগ্ন্যগার, অগ্ন্যাগার—অগ্নিহোত্রীর হোমের ঘর। অগ্নি রক্ষণার্থ অগার বা আগার (গৃহ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অগ্ন্যস্ত্র—কামান বন্দুক প্রভৃতি। অগ্নি প্রকাশক অস্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অগ্ন্যাধান—অগ্নিস্থাপন; শাস্ত্রবিহিত অগ্নি সংস্কার; অগ্নিহোত্র। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অগ্ন্যাহিত—সাগ্নিক। বহু। সং; পু।

অগ্ন্যুৎপাত—আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে অগ্নিপতন; উল্কাপাত; যে কোন প্রকারে অগ্নির দ্বারা উপদ্রব। অগ্নিসংক্রান্ত উৎপাত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অগ্ন্যুদ্গম—অগ্নির উর্দ্ধগমন, আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নির উর্দ্ধভাগে গমন। অগ্নির উদ্গম, ৬তৎ; সং; পু।

অগ্ন্যুদ্গার—আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নি নিঃসরণ। ৬তৎ। সং; পু।

অগ্র—১। প্রথম; আদ্য; প্রাপ্য; অধিক; শ্রেষ্ঠ। বিণ; ত্রি। ২। অগ্রভাগ; উচ্চতম ভাগ; শেষভাগ; সমূহ; অবলম্বন; পূর্ব্ব সময়; পল। সং; ক্লী। অগ+রক্ র্ম্ম। অগ্রে=আগে, পূর্ব্বে; সম্মুখে। ক্রি-বিণ।

অগ্রকায়—দেহের পূর্ব্বভাগ। কায়ের অগ্র, ৬তৎ। সং; পু

অগ্রগ—অগ্রগামী। অগ্র—গম (যাওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি

অগ্রগণ্য—প্রধান, যাঁহাকে অগ্রে গণনা করা যায়; শ্রেষ্ঠ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

অগ্রগামী—(অগ্রগামিন্ শব্দ) পুরঃসর, অগ্রেসর; পুরোগামী। অগ্রে গমন করে যে এই বাক্যে অগ্র—গম+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অগ্রগামিনী।

অগ্রজ—১। পূর্ব্বজ, জ্যেষ্ঠ। [কোন ব্যক্তির একাধিক পত্নী থাকিলে, যে সন্তান প্রথম স্ত্রীর গর্ভে জন্মিবে, সে অবশ্য জ্যেষ্ঠ হইবে না। যে অগ্রে জন্মিবে সেই অগ্রজ বা জ্যেষ্ঠ]। অগ্র—জন+ড ক, উপ। বিণ; ত্রি। ২। ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হয়। উল্লিখিত অঙ্গচতুষ্টয়ের মধ্যে মুখ প্রধান, প্রধান স্থান মুখ হইতে জাত বলিয়া ব্রাহ্মণ অগ্রজ নামে অভিহিত]। সং; পু।

অগ্রজঙ্ঘা—জঙ্ঘার অগ্রভাগ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অগ্রজন্মা—(অগ্রজন্মন্ শব্দ)। ১। ব্রাহ্মণ; ব্রহ্মা। সং; পু। ২। প্রথমোৎপন্ন, জ্যেষ্ঠ। বহু; বিণ। ত্রি।

অগ্রজাত, অগ্রজাতক—ব্রাহ্মণ। অগ্রে জাত, ৭তৎ, অথবা অগ্র (প্রধান স্থান) হইতে জাত, ৫তৎ। সং; পু।

অগ্রজাতি—ব্রাহ্মণ। অগ্র (শ্রেষ্ঠ) হইয়াছে জাতি যাহার, বহু। সং; পু।

অগ্রণী—১। প্রথম; শ্রেষ্ঠ; অধ্যক্ষ। বিণ ত্রি। ২। সেনাপতি; অগ্নি। অগ্র শব্দ—নী+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

অগ্রতঃ—প্রথমে; অগ্রে; সম্মুখে। অগ্র শব্দ+তস্ ৭মী স্থানে। ব্য।

অগ্রতঃসর—অগ্রগামী, আগুয়ান। অগ্রতঃ—সৃ (যাওয়া)+ট ক। বিণ; ত্রি।

অগ্রদানী—(অগ্রদানিন্ শব্দ) প্রেতোদ্দিষ্ট-দানগ্রাহী; দান গ্রহণ দ্বারা পতিত (ব্রাহ্মণ); প্রেতসম্পাদনের ষড়ঙ্গতিলাদি গ্রহণকারী। [বঙ্গদেশে অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরা একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত; বঙ্গের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা অন্য এক শ্রেণীভুক্ত। উভয় শ্রেণীর মধ্যে লোকলৌকিকতা বা আহার-ব্যবহার প্রচলিত নাই]। অগ্রে দান অগ্রদান, ৭তৎ; অগ্রদান+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

অগ্রদ্বীপ—গঙ্গার গর্ভে চর পড়িয়া প্রথমে যে দ্বীপ উৎপন্ন হয়, তাহাই এক্ষণে অগ্রদ্বীপ নামে কথিত। অগ্রজাত দ্বীপ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু ও ক্লী।

অগ্রনেতা—অগ্রণী; সেনাপতি। অগ্র শব্দ—নী (লওয়া)+তৃন্ ক=অগ্রনেতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

অগ্রপর্ণী—আলকুশী গাছ। অগ্র (প্রধান) হইয়াছে পর্ণ (পাতা) যাহার, বহু। স্ত্রী।

অগ্রপশ্চাৎ—ভালমন্দ; ভূত-ভবিষ্যৎ; পূর্ব্বাপর। দ্বন্দ্ব। ক্রি-বিণ।

অগ্রপাণি—হস্তাগ্র; দক্ষিণ হস্ত। পাণির অগ্র, ৬তৎ, বা অগ্র (প্রধান) পাণি, কর্ম্মধা। সং; পু।

অগ্রভাগ—প্রথমের ভাগ। কর্ম্মধা। সং; পু।

অগ্রভূমি—প্রাপ্য স্থান; প্রধান আশ্রয়। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অগ্রমাংস—বুকের কলিজার অগ্রভাগের মাংস; হৃদয় [বুক অগ্রমাংস, হৃদয় ও হৃদ্ এক পর্য্যায়; কেহ কেহ বলেন, বুক ও অগ্রমাংস এক পর্য্যায়, হৃদয় ও হৃদ্ ভিন্ন পর্য্যায়। শেষোক্তেরা বলেন, বুক ও অগ্রমাংসে বুক বুঝায়, এবং হৃদয় ও হৃদ্ শব্দে বুকের অন্তর্গত পদ্মাকার মাংস বুঝায়]; রোগবিশেষ, এই রোগে বক্ষঃস্থল ও উদরের মধ্যস্থিত উপাস্থিখণ্ডের বৃদ্ধি হয়। অগ্র (শ্রেষ্ঠ) যে মাংস, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অগ্রযান—১। সৈন্যাগ্রে গমন। ৭তৎ। ২। সেনাপতির অগ্রগামী সৈন্য। অগ্রে যান (গমন) যাহাদের, বহু। সং; ক্লী।

অগ্রযায়ী—অগ্রগ, অগ্রগামী। অগ্র-যা (যাওয়া) +ণিন্ ক=অগ্রযায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অগ্রযায়িনী।

অগ্রসন্ধানী—যমপঞ্জিকা, ইহাতে শুভাশুভ কর্ম্ম লিখিত আছে। অগ্র—সম্—ধা+অনট্ ণ+ঈপ্।

অগ্রসন্ধ্যা—ঊষা। (সন্ধ্যা তিনটী—প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা; ইহাদের মধ্যে সূর্য্যের উদয়জ্ঞাপক প্রাতঃসন্ধ্যাই প্রথম)। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অগ্রসর—অগ্রগামী; পুরঃসর। অগ্র শব্দ—সৃ+ট ক, উপ। বিণ; ত্রি।

অগ্রসামান্তবন্ধনী—পৃষ্ঠবংশ বা মেরুদণ্ড, ইহা কতকগুলি অঙ্গুরীয়াকার অস্থিখণ্ড দ্বারা বিনির্ম্মিত। এই অস্থিখণ্ডগুলি পরস্পর উপর্য্যুপরি সংস্থাপিত।

অগ্রস্ত্রী—প্রথম বিবাহিতা পত্নী। অগ্রে গৃহীতা স্ত্রী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অগ্রহ—বনপ্রস্থ। ন (নাই) গ্রহ (পরিগ্রহ) যাহার, বহু। সং; পু।

অগ্রহায়ণ—হেমন্ত ঋতুর দ্বিতীয় মাস। হায়নের (বৎসরের) অগ্র (প্রথম), ৬তৎ—অগ্রপদের পূর্ব্বনিপাত। সং; পু। পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ মাসে বৎসর আরম্ভ হইত এবং কার্ত্তিক মাসে বৎসর শেষ হইত, তজ্জন্য মার্গশীর্ষ মাসের নাম অগ্রহায়ণ হইয়াছে। পূর্ব্বে যে অগ্রহায়ণ মাসে বৎসর আরম্ভ হইত, তাহার বিশেষ কারণ আছে। চন্দ্র-সূর্য্যের গতি দর্শন করিয়া বৎসর গণনা করা

সাধারণ লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহারা স্বভাবের সামান্য সামান্য লক্ষণ সকল দর্শন করিয়া বৎসর নির্দ্ধারণ করিত। অগ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, হায়ন অর্থাৎ ব্রীহি (ধান, শস্য), যে সময়ে শ্রেষ্ঠ ব্রীহি উৎপন্ন হয়। ইহাতেই বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, সামান্য ব্যক্তিগণ ব্রীহির উৎপত্তি দেখিয়া বৎসর গণনা করিত।

অগ্রাহ্য—গ্রাহ্য করিবার উপযুক্ত নয় এরূপ; গ্রহণের অযোগ্য; অশ্রদ্ধেয়; অবজ্ঞেয়। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। গ্রাহ্য দেখ।

অগ্রিম—প্রথম; পূর্ব্বোৎপন্ন; প্রধান; জ্যেষ্ঠ; শ্রেষ্ঠ। অগ্র শব্দ+ডিম ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

অগ্রিয়, অগ্রীয়—প্রধান; প্রথম; জ্যেষ্ঠ; শ্রেষ্ঠ। অগ্র শব্দ+ইয়, ঈয় ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

অগ্রেদিধীষু—পুনর্ভূ বিবাহকর্ত্তা, যাহার ভার্য্যার পূর্ব্বে একবার বিবাহ হইয়াছিল। বহু। সং; পু।

অগ্রেদিধীষূ—অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা বিদ্যমানে বিবাহিতা কনিষ্ঠা সহোদরা।

"জ্যেষ্ঠায়াং বিদ্যমানায়াং কান্যায়ামুহ্যতেঽনুজা। সা চাগ্রেদিধীষুর্জ্জ্ঞেয়া পূর্ব্বা চ দিধীষূঃ স্মৃতা।" *অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা বিদ্যমানে কনিষ্ঠা বিবাহিতা হইলে ঐ কনিষ্ঠাকে অগ্রেদিধীষু বলিয়া* জানিবে, এবং জ্যেষ্ঠা দিধীষূ বলিয়া কথিত হয়। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

অগ্রেবণ—১। বনাগ্রভাগ। বনের অগ্র, ৬তৎ। ২। আগ্রানগর। সং; ক্লী।

অগ্রেসর—অগ্রগামী; প্রধান; শ্রেষ্ঠ। অগ্র শব্দ—সৃ+ট ক। বিণ; ত্রি। একারাগম।

অগ্র্য—প্রধান; শ্রেষ্ঠ; জ্যেষ্ঠ; আদ্য। অগ্র শব্দ+য ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

অঘ—পাপ; দোষ; দুঃখ; ব্যসন; কলঙ্ক। অঘ+অল্ ভা। সং; ক্লী।

অঘট, অঘটন—যাহা ঘটে না; যাহা ঘটা সম্ভব নয়; অসম্ভব। ন—ঘট+অন্, অনট্। বিণ; ত্রি।

অঘটনঘটনা—অসম্ভব বিষয়ের সংঘটন। অঘটনের ঘটনা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অঘটনঘটনাকৌশল—অসম্ভব বিষয় সংঘটনে দক্ষতা। ৬তৎ ও ৭তৎ। সং; ক্লী।

অঘটনঘটনাপটীয়সী—অসম্ভব বিষয়কে সম্ভব করণে সমর্থা। অঘটনের ঘটনা, তাহাতে পটীয়সী (অতিনিপুণা), ৬তৎ ও ৭তৎ। বিণ; স্ত্রী। [এই পদটী সচরাচর মায়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়।

অঘমর্ষণ—১। বেদমন্ত্রবিশেষ। অঘের (পাপের) মর্ষণ (নাশক), ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। তন্মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি। সং; পু। ৩। পাপনাশক। অঘ শব্দ—মৃষ (খণ্ডন করা)+অন ক। বিণ; ত্রি।

অঘাসুর—অঘ নামক অসুর। এই অসুর পুতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অঘাসুর কংসের অনুগত ভৃত্য ছিল। শ্রীকৃষ্ণের নন্দালয়ে অবস্থিতি সময়ে কংস কৃষ্ণের নিধনার্থ পুতনা ও বকাসুরকে নন্দালয়ে প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য, ইহারা কৃষ্ণের কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই, পক্ষান্তরে আপনারাই বিনষ্ট হইয়াছিল। ভ্রাতা ও ভগিনীর মৃত্যুতে অঘাসুর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক মায়া বিস্তার করিয়া এক ভয়ানক অজগরের রূপ ধারণ করে এবং পথপার্শ্বে অবস্থিতি করিতে থাকে। পর্ব্বতগহ্বর বিবেচনায় গোপবালকগণ ইহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করে। গোপবালকগণকে রক্ষা করিবার জন্য ও অঘাসুরকে বিনষ্ট করিবার জন্য কৃষ্ণ ইহার মুখমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নিজের দেহ এরূপ বিস্তারিত করিয়াছিলেন যে, তাহাতেই অঘাসুরের মৃত্যু হয়।

অঘোর—১। শিব। ন (নাই) ঘোর ভয়ানক যাহা হইতে, বহু। সং; পু। ২। অতি ভয়ানক; প্রচণ্ড; দুর্দ্ধর্ষ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অঘোরা। ৩। অভয়ানক, যিনি ভয়ানক নহেন, সৌম্যরূপবিশিষ্ট। ন (নয়) ঘোর ভয়ানক, নঞ্ তৎ। বিণ।

অঘোরপন্থী—১। অঘোরী; শৈবসম্প্রদায়বিশেষ। বরদা অঞ্চল ইহাদের আদি স্থান। তদ্ভিন্ন কাটিওয়ার প্রভৃতি স্থানেও অনেক অঘোরপন্থী দৃষ্ট হইত। এক্ষণে রাজওয়াড়ের অন্তর্গত আবু পর্ব্বতে এই সম্প্রদায়ের শৈব দৃষ্ট হয়। ইহারা নিতান্ত নির্গুণ ও বিকাররহিত। ইহারা মদ্য, মাংস, এমন কি নিজের মলমূত্রও খায়। দুর্গন্ধ, অপাচ্য, কাঁচা পাকা, যে যাহা দেয়, ইহারা অম্লানবদনে তাহা খাইয়া থাকে। তাহার প্রধান কারণ এই যে, নির্ব্বিকারচিত্ত হওয়াই অঘোরীদিগের ধর্ম্মনীতির প্রধান সূত্র। কোথাও শবদাহ হইলে অঘোরীরা মদ্যের সহিত সেই শবমাংস লইয়া ভক্ষণ করে। ইহারা মুখ পরিষ্কার করে না। ইহাদের মুখভরা দাড়ি, গোঁপ। কাহারও মাথায় লম্বা লম্বা চুল, কাহারও মাথায় জটা। পরিধানে কৌপিন ও বহির্বাস। মদ্যপানের জন্য ইহাদের সঙ্গে কপালপাত্র অর্থাৎ মড়ার মাথার খুলি থাকে। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ন্যায় ইহাদের সঙ্গে মালা ও অন্য কোনও বিশেষ পরিচ্ছদ থাকে না। ইহাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইহারা তাহার উত্তর দিতে চায় না। বরদা রাজ্যে অঘোরেশ্বর নামে ইহাদের মঠ ছিল। অঘোরস্বামী তথায় বাস করিতেন। এই সম্প্রদায় এক্ষণে প্রায় নির্ম্মূল হইয়া আসিতেছে। এই মত নূতন নহে। প্রাচীন কালেও যে এইরূপ সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মার্কোপলো, প্লিনী, অরিষ্টটল প্রভৃতি বৈদেশিকগণের গ্রন্থে ইহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বহুকাল পূর্ব্বে পারস্যদেশেও এই শ্রেণীর এক প্রকার সাধকের বাস ছিল। ইহাতেই অনুমান হয়, এই সম্প্রদায়ের শৈব নানা দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়েও বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে কখন কখন এই সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া আসে এবং জনপদে নানাপ্রকার উপদ্রব করে। ইহাদের মাথায় জটা, গলায় নানাপ্রকার পাথরের ও স্ফটিকের মালা, পরিধানে ঘাগরা, হস্তে ত্রিশূল।

২। দুরাচার উন্মার্গগামী সম্প্রদায়। এই হেতু যাহাদের খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, তাহাদিগকে লোকে "অঘোরপন্থী" বলিয়া থাকে।

অঘোরা—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। এই তিথিতে শিবপূজা করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হয়। অঘোর শব্দ (শিব)+অ অপত্যার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে আ, (যাহাতে শিবের উপাসনা হয় ইহাই বুৎপত্তিলভ্য অর্থ)। সং; স্ত্রী। ঘোর দেখ।

অঘোষ—১। গোপশূন্য (দেশাদি); শব্দশূন্য। ন (নাই) ঘোষ (গোপ) অথবা ঘোষ (ধ্বনি) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। কলাপ ব্যাকরণের সংজ্ঞাবিশেষ। সং; পু।

অঘোঃ—সম্বোধনসূচক বাক্য। ব্য।

অঘ্ন, অঘ্ন্য—১। ব্রহ্মা। অঘ (আরম্ভ করা)+ন, ঘ্নন্ ক, যিনি এই জগৎ আরম্ভ অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সং; পু। ২। বধের অযোগ্য। ন (অ)—হন (বধ করা)+যক্ কর্ম্ম নিপাতনে। বিণ; ত্রি।

অঘ্না, অঘ্ন্যা—গবী। অঘ্ন বা অঘ্ন্য+আপ্; সং; স্ত্রী।

অঙ্ক—১। চিহ্ন; কলঙ্ক; অপরাধ; সংখ্যাস্থাপন; সংখ্যাজ্ঞাপক চিহ্ন, যথা—১, ২, ৩, ইত্যাদি। অনক+অল্ ণ। ২। আঁক; রেখা; ক্রোড়; চিত্রযুদ্ধ, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় যুদ্ধোপকরণ লইয়া কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া প্রকৃত যুদ্ধপ্রণালী প্রদর্শন; নাটকের পরিচ্ছেদ বা সর্গ; দৃশ্যকাব্যবিশেষ; শরীর; স্থান; (দেশভেদে) সিংহাসনাধিরোহণকাল হইতে বর্ষ গণনা। অনক (লক্ষ্য করা)+অল্ অধি; সং; পু। বিশেষণে অঙ্কিত।

অঙ্কগত—ক্রোড়গত, ক্রোড়ে আসীন, ভাবার্থ—হস্তগত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

অঙ্কতি—১। বহ্নি; ব্রহ্মা; অগ্নিহোত্রী।

অন্চ (পূজা করা)+অতি র্ম্ম। ২। বায়ু। অন্চ (যাওয়া)+অতি ক। সং ; পু।

অঙ্কন—সংখ্যালিখন ; চিহ্নকরণ ; রেখাপাতন। অন্ক (লক্ষ্য করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী ; বিশেষণে অঙ্কিত। [সং ; পু।

অঙ্কপাত—অঙ্কসংস্থাপন ; চিহ্নিতকরণ। ৬তৎ।

অঙ্কপালি, অঙ্কপালিকা—১। আশ্লেষ, আলিঙ্গন। অঙ্ক শব্দ—পাল (পালন করা)+ই, ণক, স্ত্রীলিঙ্গে আ। ২। ধাত্রী। ৩তৎ। সং ; স্ত্রী।

অঙ্কপালী—অঙ্কপালি দেখ। সং ; স্ত্রী।

অঙ্কশাস্ত্র—গণিতশাস্ত্র ; যথা বীজগণিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি। ইহা প্রধানতঃ সরল ও মিশ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত। পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি বা ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং ত্রিকোণমিতি, এইগুলি সরল গণিত, এবং পরিমিতি, যন্ত্রবিজ্ঞান, স্থিতিবিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রভৃতি মিশ্রগণিত। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অঙ্কলক্ষ্মী—পত্নী, প্রণয়িনী। অঙ্কস্থিতা লক্ষ্মী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা ; সং ; স্ত্রী।

অঙ্কশায়ী (অঙ্কশায়িন্ শব্দ)—ক্রোড়ে শয়নকারী, ক্রোড়স্থিত। অঙ্ক—শী+ণিন্ ক। বিণ ; পু ; স্ত্রীলিঙ্গে অঙ্কশায়িনী।

অঙ্কশায়িনী—ক্রোড়ে শয়নকারিণী, ক্রোড়স্থিতা। অঙ্কশায়িন্+ঈপ্ ; বিণ ; স্ত্রী।

অঙ্কিত—লক্ষিত ; চিহ্নিত ; চিত্রিত ; গণিত। অন্ক (লক্ষ্য করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অঙ্ক, অঙ্কন।

অঙ্কী—কলঙ্কিত। অঙ্ক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=অঙ্কিন্, ১মার ১বচন। বিণ · পু। ২। পার্ষ্টি। সং ; ক্লী।

অঙ্কুর, অঙ্কূর—অচিরজাত উদ্ভিদ, আঁকুর ; মুকুল ; নবোৎপন্ন বস্তু ; আদি, আরম্ভ ; অগ্রভাগ ; লোম ; জল ; রক্ত। অন্ক (লক্ষ্য করা)+উর বা উর ক। সং ; পু। বিশেষণে অঙ্কুরিত।

অঙ্কুরক—পক্ষীর কুলায়, নীড়। অন্ক+উরন্ অধি+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

অঙ্কুরিত—জাতাঙ্কুর, যাহার অঙ্কুর জন্মিয়াছে এরূপ ; মুকুলিত ; রোমাঞ্চিত ; আবির্ভূত, প্রকাশিত। অঙ্কুর শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি। অঙ্কুর দেখ।

অঙ্কুরোদ্গম—মুকুলোৎপত্তি, আঁকুরের উদ্ভব। ৬তৎ। সং ; পু।

অঙ্কুশ, অঙ্কুষ—লৌহনির্ম্মিত সূক্ষ্মাগ্র হস্তিতাড়নদণ্ড, ডাঙ্গশ। অন্ক (গমন করা)+উশ বা উষ ণ। সং ; পু ও ক্লী।

অঙ্কুশ-দুর্দ্ধর—দুষ্ট হস্তী। ৩তৎ। সং ; পু।

অঙ্কোট, অঙ্কোঠ, অঙ্কোল—আঁকড় গাছ। অন্ক+ওট, ওঠ, ওল। সং ; পু।

অঙ্কোপরি—ক্রোড়ের উপর। ৬তৎ। ব্য।

অঙ্কোলিকা—আলিঙ্গন। অঙ্কের (ক্রোড়ের) উলি (দাহ) অঙ্কোলি, ৬তৎ ; অঙ্কোলি—কৃ (হনন করা)+ড ক, যে বক্ষোদাহ নাশ করে। সং ; স্ত্রী।

অঙ্ক্য—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, মৃদঙ্গ।

"সার্দ্ধতাল ত্রয়ায়ামশ্চতুর্দ্দশাঙ্গুলাননঃ।
হরিতক্যাকৃতির্যঃ স্যাদঙ্ক্যো হ্যঙ্কে সহি
বাদ্যতে॥"

অর্থাৎ যাহা সাড়ে তিন তাল বিস্তৃত, যাহার মুখ ১৪ অঙ্গুলি পরিমিত, যাহার আকার হরিতকীর ন্যায়, এবং যাহা অঙ্কে রাখিয়া বাজাইতে হয়, তাহার নাম অঙ্ক্য। অঙ্ক শব্দ (ক্রোড়)+য। সং ; পু।

অঙ্গ—১। অবয়ব ; শরীর ; মন ; উপায় ; বেদাঙ্গ ; বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষ ; (ব্যাকরণে) প্রত্যয় পরে থাকিলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রকৃতি। সং ; ক্লী। ২। দেশবিশেষ, ভাগলপুর। সং ; পু। ৩। গৌণ, অপ্রধান ; অধীন। বিণ। ত্রি। ৪। সম্বোধন ; স্বীকার। ব্য। অন্গ (গমন করা বা রোধ করা)+অল্ র্ম্ম। [অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গে প্রভেদ কি ? অঙ্গ শব্দে বৃহৎ অঙ্গকে ও প্রত্যঙ্গ শব্দে ক্ষুদ্র অঙ্গকে বুঝায়। যেমন মস্তক অঙ্গ ; ইহার প্রত্যঙ্গ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, দন্ত, জিহ্বা প্রভৃতি]।

৫। বলিরাজপুত্র ; একজন রাজা। ইহাঁর মাতার নাম সুদেষ্ণা। ইনি সাতিশয় প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। যে দেশে ইনি রাজত্ব করিতেন, সেই দেশের নাম ইহাঁর নামানুসারে "অঙ্গদেশ" রাখা হয়।

অঙ্গগ্রহ—দেহ-বেদনা। অঙ্গের (অবয়বের) গ্রহ (বাতাদিকৃত গ্রহণ), ৬তৎ। সং ; পু।

অঙ্গগ্লানি—দেহের কষ্ট, দেহের মলা প্রভৃতি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অঙ্গচালন—অবয়বের চালনা, হস্তপদাদির সঞ্চালন। ৬তৎ ; সং ; ক্লী।

অঙ্গজ—১। শরীরোৎপন্ন। বিণ ; ত্রি। ২। রক্ত। সং ; ক্লী। ৩। পুত্র ; কেশ ; রোগ ; কাম। অঙ্গ শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অঙ্গজা।

অঙ্গজনু—অঙ্গজ, পুত্র ও কন্যা। বহু। সং ; পু ও স্ত্রী।

অঙ্গজনুঃ—অঙ্গজ, পুত্র ও কন্যা। অঙ্গ হইতে জনুঃ (উৎপত্তি) যাহার, বহু। সং ; পু ও স্ত্রী।

অঙ্গত্র, অঙ্গত্রাণ—অঙ্গরক্ষক ; কবচ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া। অঙ্গ শব্দ—ত্রৈ (ত্রাণ করা) ড+বা অন ক। সং ; ক্লী।

অঙ্গদ—১। বাহুভূষণ ; বাজু। অঙ্গ শব্দ—দা (দেওয়া) কিংবা দৈ (পরিষ্কার করা)+ ড ক। সং ; ক্লী। ২। বালিরাজপুত্র। অঙ্গ শব্দ—দৈ (পোষণ করা)+ড ক। সং ; পু।

কপিরাজ বালীর পুত্র। তারার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। রামের হস্তে বালী নিহত হইলে অঙ্গদ স্বীয় পিতৃব্য সুগ্রীবের আশ্রয়ে থাকিয়া যুবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। পরে বানরসেনার প্রধান অধিনায়ক হইয়া রামের সপক্ষে লঙ্কাসমরে গমন করেন, এবং রামচন্দ্রের দূত হইয়া রাবণের নিকট যাইয়া তাঁহাকে রামভার্য্যা সীতাকে প্রত্যর্পণ করিয়া গোলযোগ নিষ্পত্তি করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু রাবণ সে কথায় কর্ণপাত না করায় ইনি লঙ্কেশ্বরকে যথোচিত লাঞ্ছনা করিয়া ফিরিয়া আসেন।

৩। এই নামে রাম-ভ্রাতা লক্ষ্মণের এক পুত্র ছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে কারুপথের রাজা করিয়াছিলেন।

অঙ্গদা—দক্ষিণস্থিত দিগ্‌হস্তীর ভার্য্যা। অঙ্গ—দৈ (শোধন করা)+ড ক+আপ্। সং।

অঙ্গন, অঙ্গণ—১। গমন। অন্গ (গমন করা) +অনট্ ভা। ২। চত্বর, উঠান। অন্গ+ অনট্ অধি। সং ; ক্লী।

অঙ্গনা—অঙ্গসৌষ্ঠবশালিনী রমণী ; নারী ; উত্তরদিগ্‌হস্তিনী ; কন্যারাশি। অঙ্গ শব্দ (দেহ)+ন প্রশস্তার্থে, অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, যাহার প্রশস্ত দেহ আছে। সং ; স্ত্রী।

অঙ্গনাপ্রিয়—১। স্ত্রীলোকের প্রীতিকর। বিণ ; ত্রি। ২। অশোকফুলের গাছ। [অশোক ফুলের গুচ্ছ দ্বারা অঙ্গনাসকল কেশরচনা করেন, তজ্জন্য ইহা স্ত্রীলোকের প্রিয়বৃক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অথবা সাংসারিক ও মানসিক শোকের নিবৃত্তি করিবার জন্য স্ত্রীলোকেরা অশোকপুষ্প দ্বারা অশোকষষ্ঠীর ব্রত করেন, সে কারণে উহা অঙ্গনাদের প্রিয়বৃক্ষ বলিয়া কথিত হয়] ; দক্ষিণদিগ্‌হস্তিবিশেষ। ৬তৎ। সং ; পু।

অঙ্গন্যাস—যথাবিহিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হৃদয়, মস্তক, শিখা, নেত্র, বাহু ও করতলের স্পর্শন। ৬তৎ। সং ; পু।

অঙ্গপালি—আলিঙ্গন। অঙ্গের (অঙ্গবিশেষের অর্থাৎ বক্ষঃ প্রভৃতির) পালি (রক্ষণক্রিয়া) ৬তৎ। সং ; পু।

অঙ্গপালিত—১। কৃতালিঙ্গন। অঙ্গপালি+ ইত জাতার্থে। ২। অঙ্গে ধৃত। অঙ্গে পালিত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—সকল অবয়ব। হস্ত, পদ, নাসিকা, কর্ণ ইত্যাদি। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী। [অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গে প্রভেদ কি, তাহা "অঙ্গ" পদে দেখ]।

অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত—অশৌচকালজাত ; অঙ্গশুদ্ধির

শোধনার্থ প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। অঙ্গশোধক প্রায়শ্চিত্ত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের পূর্ব্বে অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য]।

অঙ্গভঙ্গ, অঙ্গভঙ্গী—অঙ্গচালনা দ্বারা মনোভাবের প্রকাশ। ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গমর্দ্দ, অঙ্গমর্দ্দক, অঙ্গমর্দ্দী—অঙ্গসংবাহক, সেবক। অঙ্গ শব্দ—মৃদ+অন্, ণক, ণিন্ ক। বিণ; ত্রি।

অঙ্গরক্ষণী, অঙ্গরক্ষিণী—আঙরাখা; যথা—কোর্ট্, পিরাণ, ইত্যাদি। কবচ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া। অঙ্গ শব্দ—রক্ষ (রক্ষা করা)+ অনট্, ণিন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অঙ্গরক্ষা—অঙ্গরক্ষণী, বর্ম্ম। অঙ্গ শব্দ—রক্ষ (রক্ষা করা)+অন্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ। সং।

অঙ্গরাগ—১। কুঙ্কুমচন্দনাদি দ্বারা গাত্রবিলেপন। অঙ্গ শব্দ—রন্জ (রঙ করা)+ঘঞ্, ভা। অঙ্গের (গাত্রের) রাগ (রঞ্জন), ৬তৎ। ২। লেপনদ্রব্য। অঙ্গ শব্দ—রন্জ (রং করা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

অঙ্গরাজ, অঙ্গরাজ—অঙ্গদেশের অধিপতি, কর্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গরুহ—লোম, কেশ; পশম। অঙ্গ শব্দ—রুহ (জন্মান)+ক ক। সং; পু।

অঙ্গবিকৃতি—অপস্মার রোগ। অঙ্গের বিকৃতি হয় যাহা হইতে, বহু। সং; পু।

অঙ্গবিক্ষেপ—অঙ্গভঙ্গী, নৃত্যাদিকালীন অঙ্গচালন। ৬তৎ। সং; পু। বিক্ষেপ দেখ।

অঙ্গবৈকৃত—অঙ্গভঙ্গী, অঙ্গবিকার; ইসারা। ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গসংস্কার—কুঙ্কুমচন্দনাদি দ্বারা অঙ্গের শোভাসম্পাদন। ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গসঞ্চালন—অঙ্গচালনা, হস্তপদাদি অবয়বের চালনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অঙ্গসৌষ্ঠব—দেহের সৌন্দর্য্য; অঙ্গের সংগঠনে ক্রটিহীনতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অঙ্গস্পর্শ—দেহস্পর্শ করা। ৬তৎ; সং; পু।

অঙ্গহানি—অঙ্গের ক্রটি, কোন একটী অঙ্গ না থাকা; কার্য্যের অংশবিশেষের অননুষ্ঠান। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অঙ্গহার—অঙ্গবিক্ষেপ, নৃত্যাদিকালীন অঙ্গভঙ্গী। ৬তৎ। সং; পু ও স্ত্রী।

অঙ্গহীন—অবয়বহীন; যাহার এক বা একাধিক অঙ্গ নাই এরূপ; হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথোচিত পরিমাণহীন, বিকৃতাঙ্গ; অসম্পূর্ণ; ক্রটিযুক্ত; দ্রব্যকালাদি উপকরণশূন্য। ৩তৎ; বিণ; ত্রি।

অঙ্গহীনতা—অবয়বের ন্যূনতা, হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথোচিত পরিমাণহীনতা; অসম্পূর্ণতা; ক্রটি। অঙ্গহীন+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অঙ্গাঙ্গি—উভয় পক্ষে অঙ্গ দ্বারা যে যুদ্ধ করা হয়, যথা,—হাতাহাতি, চুলোচুলি। বঙ্গভাষায় স্ব স্ব পক্ষের লোকের প্রতি পক্ষপাত বা টান; প্রধান অপ্রধান ভাবে বিবেচনা। অঙ্গে অঙ্গে প্রবৃত্ত যে যুদ্ধ, ব্যতীহার বহু।

অঙ্গাঙ্গিভাব—গৌণ-মুখ্যভাব, আত্মীয়তা। পু।

অঙ্গাধিপ—কর্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

অঙ্গার—১। কালি; কলঙ্ক; আঙ্রা, কয়লা। সং; স্ত্রী। ২। মঙ্গলগ্রহ। অন্গ (পাওয়া) +আরন্ ক। সং; পু। ৩। রক্তবর্ণ। বিণ; ত্রি।

অঙ্গারক—১। আঙরা, কয়লা। সং; পু। ও স্ত্রী। ২। মঙ্গল গ্রহ। সং; পু। ৩। তৈলবিশেষ। সং; স্ত্রী। অঙ্গার শব্দ+ কণ্ স্বার্থে। অঙ্গার দেখ।

অঙ্গারধানী—অগ্নিপাত্র, আগুনের মালসা; ধুনুচী। অঙ্গার শব্দ—ধা (ধারণ করা)+ অনট্ অধি, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ। সং; স্ত্রী।

অঙ্গারপর্ণ—১। চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের উদ্যান। বহু। সং; স্ত্রী। ২। চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব। চিত্ররথ শব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখ] সং; পু।

অঙ্গারপুষ্প—ইঙ্গুদী বৃক্ষ। অঙ্গারের ন্যায় (লোহিতবর্ণ) পুষ্প যাহার, বহু। সং; পু।

অঙ্গারমলিন—অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। অঙ্গারবৎ মলিন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ।

অঙ্গারবল্লরী, অঙ্গারবল্লী—করঞ্জবিশেষ; কুঁচ। বহু। সং; স্ত্রী।

অঙ্গারশকটী—অগ্নিপাত্র, আগুনের খাপরা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অঙ্গারাম্ল—অঙ্গার ও অম্লজান বাষ্পের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন বাষ্পবিশেষ [Carbonic acid]। ইহা দুই প্রকার—একাম্ল-অঙ্গার ও দ্ব্যম্ল-অঙ্গার। উভয়ই বিষাক্ত। আমরা বায়ুর যে অম্লজান গ্রহণ করি তাহা শরীরস্খলিত অঙ্গারের সহিত মিশ্রিত হইয়া দ্ব্যম্ল অঙ্গার নামক বাষ্প উৎপন্ন হয়। ঐ দ্ব্যম্ল অঙ্গার বাষ্প আমরা শ্বাস পরিত্যাগ সহকারে শরীর হইতে বহির্গত করিয়া দিই এবং উদ্ভিদেরা উহা খাইয়া জীবিত থাকে। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

অঙ্গারি—অঙ্গারধানী, অগ্নিপাত্র। সং; স্ত্রী।

অঙ্গারিকা—অগ্নিপাত্র; ইক্ষুকাণ্ড; পলাশকলিকা। অঙ্গার শব্দ+ইক বিদ্যমানার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আ। সং; স্ত্রী।

অঙ্গারিণী—অগ্নিপাত্র; সূর্য্যত্যক্ত দিক্। অঙ্গার +ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অঙ্গারিত—১। দগ্ধপ্রায়। অঙ্গার+ইত। বিণ; ত্রি। ২। পলাশ কলিকার উদ্গম। সং; পু।

অঙ্গাবরণ—যাহা দ্বারা অঙ্গ আবৃত করা যায়, অঙ্গাচ্ছাদন বস্ত্র; কোর্ট্, পিরাণ ইত্যাদি ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অঙ্গিকা—কাঁচুলি। অঙ্গ+ইক+আপ্। সং; স্ত্রী।

অঙ্গিরাঃ—সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি মুনিকন্যা শ্রদ্ধার পাণিগ্রহণ করেন। (মতান্তরে কথিত আছে যে, ইনি দক্ষরাজের স্মৃতিনাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন)। ইঁহার দুই পুত্র, বৃহস্পতি ও উতথ্য। ইনি অঙ্গিরাসংহিতার প্রণয়নকর্তা। অঙ্গ শব্দ (জ্ঞান)+ইরস্ অস্ত্যর্থে=অঙ্গিরস্, ১মার ১বচন; অথবা অন্গ (গমন করা)+ইরস্ নামার্থে। সং; পু।

অঙ্গী—(অঙ্গিন্ শব্দ) প্রধান; মুখ্য; দেহী। অঙ্গ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=অঙ্গিন্, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি।

অঙ্গীকরণ—স্বীকারকরণ; প্রতিশ্রবণ। অঙ্গ শব্দ (স্ব)+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে=অঙ্গী; অঙ্গী—কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অঙ্গীকৃত।

অঙ্গীকার—পূর্ব্বে যাহা ছিল না তাহা স্বীয় অঙ্গকরণ; স্বীকার; প্রতিজ্ঞা; প্রতিশ্রুতি। অঙ্গ শব্দ (স্ব)+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে= অঙ্গী; অঙ্গী—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। পু।

অঙ্গীকৃত—স্বীকৃত; প্রতিশ্রুত। অঙ্গ শব্দ (স্ব) +চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে=অঙ্গী; অঙ্গী—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অঙ্গীভূত—অঙ্গত্বপ্রাপ্ত, পূর্ব্বে যাহা অঙ্গ ছিল না একণে অঙ্গ হইয়াছে। অঙ্গ শব্দ+ি =অঙ্গী; অঙ্গী—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অঙ্গুরি, অঙ্গুরী—অঙ্গুলি; পদবৃদ্ধাঙ্গুলী; অঙ্গুলিভূষণ, আঙটি। অন্গ (গমন করা বা পাওয়া)+উরি ণ। সং; স্ত্রী।

অঙ্গুরীয়, অঙ্গুরীয়ক—১। অঙ্গুলিভূষণ, আঙটি; শনিগ্রহের বেষ্টনী অর্থাৎ বেড় [Ring of the pianet Saturn]; শনিগ্রহ দেখিতে অতি চমৎকার, উহার চারিদিকে তিনটি বেড় আছে, তাহাদিগকে অঙ্গুরীয়ক কহে; একটি বড় বৃত্তের ভিতর আর একটি ছোট বৃত্ত থাকিলে উভয় বৃত্তের পরিধির মধ্যবর্ত্তী স্থানকেও অঙ্গুরীয়ক বলে। সং। পু। অঙ্গুরীয়=অঙ্গুরী শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। অঙ্গুরীয়ক=অঙ্গুরীয় শব্দ+ক স্বার্থে; অঙ্গুরী দেখ।

অঙ্গুল—১। করশাখা, আঙ্গুল; অঙ্গুষ্ঠ; বাৎস্যায়ন মুনি। সং; পু। ২। অষ্টযবোদর পরিমাণ, আটটী যব সারি সারি রাখিলে যে পরিমাণ স্থান অধিকার করে তাহা। অন্গ (গমন করা)+উল ণ। সং; স্ত্রী।

অঙ্গুলি, অঙ্গুলী—করপদশাখা, আঙ্গুল; [অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা এবং

কনিষ্ঠা এই পাঁচটী হস্তাঙ্গুলি]; গজকর্ণিকা বৃক্ষ (হাতিশুঁড়োর গাছ); করি-শুণ্ডের অগ্রভাগ। অন্গ (গমন করা)+উলি ণ। সং; স্ত্রী।

অঙ্গুলিগ—যাহারা অঙ্গুলীতে ভর দিয়া চলে। অঙ্গুলি শব্দ—গম (যাওয়া)+ড ক। ত্রি।

অঙ্গুলিতোরণ—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তিলক। অঙ্গুলি-কৃত তোরণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অঙ্গুলিত্র, অঙ্গুলিত্রাণ—অঙ্গুলিবদ্ধ চর্ম্ম, জ্যাকর্ষণ নিমিত্ত ধানুষ্কেরা ইহা অঙ্গুলীতে ধারণ করেন; অঙ্গুস্তানা; দস্তানা। অঙ্গুলি শব্দ—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড ক ও অনট্ ণ। সং; ক্লী।

অঙ্গুলিনির্দ্দেশ—অঙ্গুলি দ্বারা ভাব প্রকাশ, আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া। ৩তৎ। সং; পু।

অঙ্গুলিনিপীড়িত—অঙ্গুলি দ্বারা তাড়িত। ৩তৎ; বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

অঙ্গুলিমুদ্রা—নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক। ৬তৎ।

অঙ্গুলিমুদ্রিকা—অঙ্গুলিমুদ্রা। সং; স্ত্রী।

অঙ্গুলিমোটন—আঙুল মটকান। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; পু।

অঙ্গুলিসঙ্কেত—অঙ্গুলি দ্বারা ইসারা। ৩তৎ।

অঙ্গুলিসন্দেশ—অঙ্গুলি দ্বারা ইসারা। ৩তৎ। সং; পু।

অঙ্গুলী—অঙ্গুলি দেখ।

অঙ্গুলীপঞ্চক—অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী প্রভৃতি পাঁচটী অঙ্গুলি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অঙ্গুলীয়ক—অঙ্গুলিভূষণ, আঙটী। অঙ্গুলীয় +কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি।

অঙ্গুলীসম্ভূত—অঙ্গুলী হইতে উৎপন্ন। ৫তৎ।

অঙ্গুষ্ঠ—হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুল। অঙ্গু (হস্ত)—স্থা (থাকা)+ড ক। সং; পু।

অঙ্গুষ—শর, বাণ; নকুল। অন্গ (যাওয়া) +উষ ক। সং; পু।

অঙ্গ্রিয়া—[Angria]—ইনি একজন মারহাট্টা দলপতি, সুবিখ্যাত মারহাট্টা বীর শিবাজীর জনৈক সেনানায়কের বংশসম্ভূত। ইতিহাসে ইনি জলদস্যু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি কঙ্কণ উপকূলে ঘেরিয়া নামে একটী সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইনি পেশওয়ার অধীনতা স্বীকার করিতেন না। ইহাতে পেশওয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাঁকে দমন করিবার জন্য ইংরেজদিগের সহায়তা প্রার্থনা করেন। এতদর্থে ক্লাইভ ও নৌসেনাপতি ওয়াট্সন প্রেরিত হন। ওয়াট্সন অঙ্গ্রিয়ার জাহাজগুলি বিনষ্ট করেন, এবং স্থলে ক্লাইব ইহাঁর দুর্গটী অধিকার করেন।

অঙ্ঘঃ—পাতক, পাপ। অন্ঘ (যাওয়া)+ অস্ ণ। সং; ক্লী। অঙ্ঘস্ শব্দ।

অঙ্ঘ্রি—পদ, পা। অম্ঘ+ই ণ। সং; পু।

র্—১। চরণ, পা; বৃক্ষমূল। অন্ঘ (যাওয়া)+রি ণ। ২। শ্লোকের চরণ। অন্ঘ+রি অধি। সং; পু।

অঙ্ঘ্রিপ—বৃক্ষ। অঙ্ঘ্রি শব্দ—পা (পান করা) ড ক। সং; পু।

অঙ্ঘ্রিপর্ণী—চাকুলিয়া গাছ। অঙ্ঘ্রির ন্যায় পর্ণ যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অচক্ষুঃ—১। কুৎসিত চক্ষু। ন (কুৎসিত) চক্ষু, নঞ্তৎ। সং; ক্লী। ২। নেত্রহীন, যাহার দর্শনশক্তি নাই। ন অর্থাৎ নাই চক্ষুঃ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [দেখ।

অচঞ্চল—স্থির। নঞ্তৎ; বিণ; ত্রি। চঞ্চল

অচণ্ডী—শান্তা গাভী। ন চণ্ডী, নঞ্তৎ। সং; স্ত্রী।

অচতুর—চাতুরীশূন্য; অপটু। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অচতুরা।

অচর—স্থাবর, যাহা একস্থানে স্থির হইয়া থাকে —সেখান হইতে নড়িতে পারে না। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। চর দেখ।

অচল—১। গতিশক্তিহীন, যে চলিতে পারে না এরূপ; স্থির, দৃঢ়, অনড়; অপ্রচলিত; অব্যবহৃত; যাহা দ্বারা কাজ চলে না এরূপ; দোষ বা ত্রুটিযুক্ত; নির্ব্বাহের উপায়হীন। বিণ; ত্রি। ২। পর্ব্বত; প্রস্তর, পাষাণ; শঙ্কু, গোঁজ, খোঁটা; ব্রহ্ম; আত্মা; মহাদেব। নঞ্তৎ। ন (অ)—চল (চলা)+অন্ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অচলা।

অচলকীলা—পৃথিবী। অচল (স্থির) হইয়াছে কীল (স্তম্ভ) যাহার, অথবা অচল (পর্ব্বত) হইয়াছে কীল (স্তম্ভ) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

অচলা—১। অচঞ্চলা; স্থিরা; অটলা। বিণ; স্ত্রী। ২। (পূর্ব্বাচার্য্যেরা পৃথিবীকে স্থিরা এবং নক্ষত্রাদিকে ‘গতিশীল মনে করিতেন বলিয়া) পৃথিবী; ন চলা, নঞ্তৎ। লক্ষ্মী। ন অর্থাৎ নাই চলা (অস্থিরস্বভাবা) যাহা হইতে বহু। সং; স্ত্রী, পুংলিঙ্গে অচল। অচল দেখ।

অচিকিৎসনীয়, অচিকিৎস্য—দুশ্চিকিৎস্য, চিকিৎসা দ্বারা যাহার প্রতিকার হওয়া অসাধ্য বা অসম্ভব এরূপ। নঞ্তৎ। ন (অ)—সনন্ত কিৎ (রোগ নষ্ট করা)+অনীয় বা য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অচিকিৎসা—চিকিৎসাভাব; কুচিকিৎসা। ন (অ)—সনন্ত কিৎ (রোগ নষ্ট করা) অ ভাবে+স্ত্রীলিঙ্গে আ। সং; স্ত্রী।

অচিৎ—১। অজ্ঞান, মূর্খ। বহু। বিণ; ত্রি। ২। রামানুজসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের মতানুসারে পদার্থের প্রকারভেদ বিশেষ। তাঁহাদের মতে পদার্থ তিন প্রকার, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। তাঁহারা জীবাত্মাকে ভোক্তা ও নিত্য চেতনস্বরূপ বলিয়া চিৎ, এবং প্রত্যক্ষগোচর যাবতীয় পদার্থকে অচিৎ বলিয়া থাকেন। অচিৎও আবার তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—অন্নজলাদি ভোজ্যবস্তু, ভোজনপাত্রাদি ভোগোপকরণ, এবং শরীরাদি ভোগায়তন।

অচিন্তনীয়—অচিন্ত্য, চিন্তাতীত, ভাবিয়া স্থির করা যায় না এরূপ, অভাবনীয়। ন (অ) —চিন্ত (চিন্তা করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অচিন্তিত—যাহা চিন্তা করা যায় নাই এরূপ, অভাবিত; যাহা ঘটিবে বলিয়া মনে করা যায় নাই এরূপ। ন (অ)—চিন্ত (চিন্তা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অচিন্ত্য—১। অচিন্তনীয়; চিন্তাতীত, যাহা চিন্তা করিয়া স্থির বা নির্ণয় করা যায় না এরূপ, অভাবনীয়। বিণ; ত্রি। ২। ঈশ্বর (কারণ তিনি চিন্তার অতীত)। ন (অ)—চিন্ত ধাতু (চিন্তা করা)+য র্ম্ম। সং; পু।

অচির—১। অল্পকালস্থায়ী; অদীর্ঘ, অল্প। বিণ; ত্রি। ২। শীঘ্র, শম্বর। নঞ্তৎ। ক্রি-বিণ।

অচিরক্রিয়—চিরক্রিয় নহে এরূপ, অদীর্ঘসূত্রী, খুব শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সম্পাদন করে এরূপ। ন চিরক্রিয়, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অচিরদ্যুতি, অচিরপ্রভা, অচির-রোচিঃ, অচিরাংশু—ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ। অচির (অল্পকালস্থায়ী) দ্যুতি, প্রভা, রোচিঃ, বা অংশু যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অচিরস্থায়ী—অল্পকালস্থায়ী, ক্ষণিক। ন চিরস্থায়ী, নঞ্তৎ। বিণ; পু।

অচিরাৎ—অবিলম্বে, শীঘ্র। ব্য; ক্রি-বিণ।

অচিরাভা—বিদ্যুৎ। অচির (অল্পকালস্থায়ী) হইয়াছে আভা যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অচিরে—অবিলম্বে, শীঘ্র। ন (নাই) চির (বিলম্ব) যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অচিহ্নিত—কোনও চিহ্ন দ্বারা পরিচিত নহে এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অচিহ্নিত কর্ম্মচারী—যে সকল কর্ম্মচারীর সহিত রাজার কোনও নির্ব্বন্ধ নাই [Uncovenanted Servants.]।

অচেতন—যাহার চেতনা নাই এরূপ, নির্জ্জীব, জড়; জীবন আছে অথচ চেতনা নাই এরূপ, সংজ্ঞাহীন, অচৈতন্য, অজ্ঞান। বহু। বিণ; ত্রি। চেতনা দেখ।

অচেতাঃ—(অচেতস্) জ্ঞানহীন, তত্ত্বজ্ঞানরহিত। ন (নাই) চেতঃ (জ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

অচৈতন্য—সংজ্ঞাহীন, মূর্চ্ছিত, অজ্ঞান। বহু;

অচ্ছ—১। নির্ম্মল, পরিষ্কৃত; প্রতিবিম্বজনক। ন (নাই) ছ (নির্ম্মল) যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ভল্লুক; স্ফটিক। সং; পু।

অচ্ছম্—আভিমুখ্য, সম্মুখীনতা। ব্য।
অচ্ছত্র—রাজশূন্য, অরাজক। বহু; বিণ; ত্রি।
অচ্ছভল্ল—ভল্লুক। অচ্ছ শব্দ—ভল্ল (বধ করা) +অন্ ক। সং; পু।
অচ্ছা—বিষ্ণুর আচ্ছাদন। ন (নাই) ছ (নির্ম্মল) যাহা হইতে, বহু, অথবা অ অর্থাৎ বিষ্ণুর) (ছা (আচ্ছাদন), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
অচ্ছিদ্র—ছিদ্রহীন, যাহাতে ছিদ্র নাই এরূপ; নির্দ্দোষ, ত্রুটিশূন্য; অঙ্গহানিশূন্য, সম্পূর্ণ। বহু। বিণ; ত্রি। ছিদ্র দেখ।
অচ্ছিদ্রাবধারণ—কর্ম্মশেষে তাহার অঙ্গহানি আশঙ্কা নিবারণার্থ বিষ্ণুস্মরণ; "আজ অমুক মাসে, অমুক তিথিতে মৎকৃত এই কর্ম্ম অচ্ছিদ্র হউক" এইরূপ বাক্য কথন। ৬তৎ। সং; ক্লী। [তৎ; বিণ; ত্রি।
অচ্ছিন্ন—অখণ্ডিত, অবিভক্ত; ছেদশূন্য। নঞ-
অচ্ছিন্নসংশয়—গুরুবাক্যে সন্দিগ্ধ; শাস্ত্রে সন্দেহযুক্ত। অচ্ছিন্ন হইয়াছে সংশয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
অচ্ছেদ্য—ছেদনের অসাধ্য, ছেদন করিতে পারা যায় না এরূপ; যাহা ছেদন করা অকর্ত্তব্য এরূপ। নঞ্তৎ। ন (অ)—ছিদ (ছেদন করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
অচ্ছোদ—১। স্বচ্ছ-সলিল, নির্ম্মল জল। অচ্ছ (নির্ম্মল) উদক (জল)। ২। হিমালয়-প্রদেশস্থ এতন্নামক সরোবর। ইহার জল অতি নির্ম্মল বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহারই তীরে কাদম্বরী-বর্ণিত মহাশ্বেতার আশ্রম ছিল। অচ্ছ হইয়াছে উদক (জল) যাহাতে বহু। সং; ক্লী।
অচ্যুত—১। অচঞ্চল, স্থির; বিনাশশূন্য, অবিনশ্বর। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু, কৃষ্ণ। ন (অ)—চ্যুত (ক্ষরণ)+ক ক, যিনি ক্ষরিত হন না, অথবা ন (অ)—চ্যু (গমন বা পতন)+ক্ত ক যিনি স্থির বা যাঁহার পতন নাই। সং; পু। ৩। অদ্বৈত প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি অতিশয় কৃষ্ণ-ভক্ত ও সদাচারী ছিলেন। [অদ্বৈত দেখ]।
অচ্যুতরায়—দাক্ষিণাত্য প্রদেশান্তর্গত বিজয় নগরের জনৈক রাজার নাম। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণদেব রায় ও পিতামহের নাম নরসিংহ রায়। নরসিংহ রায়ই এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। অচ্যুতরায় খ্রীষ্টীয় ১৫৩০ হইতে ১৫৪২ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইঁহার তিন পুত্র,—সদাশিব, রামরাজা, ও তিরুমল্ল।
অচ্যুতাগ্রজ—কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বলদেব; ইন্দ্র। সং; পু। অচ্যুত দেখ।
অচ্যুতাবাস—বৈকুণ্ঠ; অশ্বত্থবৃক্ষ। অচ্যুতের (বিষ্ণুর) আবাস, ৬তৎ। সং; পু।

অজ—১। জন্মরহিত। বিণ; ত্রি। ২। ঈশ্বর; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, জীবাত্মা। নজ, উপ। ন (অ)—জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু। ৩। ছাগ, ছাগল; মেষ [কথিত আছে যে, দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গকালে অজ অর্থাৎ ব্রহ্মা মেষের রূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন]; মেষ, মেষরাশি; ধাতুবিশেষ; মাক্ষিক ধাতু। সং; পু। অজ (গমন করা)+অন্ ক, যে ঘাস খাইতে গমন করে। ৪। কন্দর্প; চন্দ্র। সং; পু। অ (বিষ্ণু) হইতে জ (জাত) উপ; অ (বিষ্ণু) শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। বিষ্ণুর (কৃষ্ণের) ঔরসে কন্দর্পের এবং বিষ্ণুর মন হইতে চন্দ্রের উদ্ভব হওয়াতে এই দুইজনের নাম অজ হইয়াছে। ৫। মাক্ষিক ধাতু। অজ+অল্ র্ম্ম।
৬। রামচন্দ্রের পিতামহ ও দশরথের পিতা। ইঁহার পিতা মহারাজ রঘু কোশলরাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া রাখিয়া যাওয়ায় অজ সচ্ছন্দে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে বিদর্ভরাজকন্যা ইন্দুমতীর স্বয়ংবর উপস্থিত হইলে ইনি সসৈন্যে বিদর্ভ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে নর্ম্মদানদীর তীরে শাপগ্রস্ত গন্ধর্ব্ব প্রিয়ংবদকে হস্তিরূপ হইতে মুক্ত করিয়া অজ প্রিয়ংবদের নিকট হইতে সম্মোহন নামক বাণ লাভ করেন। পরে স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইলে ইন্দুমতী ইঁহাকে বরমাল্য প্রদান করিয়া পতিত্বে বরণ করেন। অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কালে অন্যান্য নরপতিগণ ইঁহাকে আক্রমণ করিলে অজ গন্ধর্ব্বপ্রাপ্ত সম্মোহন শরে তাঁহাদের সকলকেই পরাস্ত করেন। ইন্দুমতীর গর্ভে ইঁহার দশরথ নামে এক পুত্র জন্মে। কিছুকাল পরে ইন্দুমতীর মৃত্যু হইলে তদীয় শোকে অজরাজ একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন। তন্নিবন্ধন দশরথের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্ট কাল তপশ্চরণে অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত ইনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন।
অজকর্ণ—অসন বৃক্ষ। সং; পু।
অজকব—মহাদেবের ধনু। অজ (বিষ্ণু) ক (ব্রহ্মা) যাহাতে বিদ্যমান, উপ; অজক+ব অস্ত্যর্থে; অথবা অজ (বিষ্ণু) কবন (গুণকীর্ত্তন) করেন যাহার, অজ—কব (স্তুতি করা)+অল্ র্ম্ম। সং; ক্লী।
অজকা—ছাগের গলদেশে লম্বিত স্তনাকৃতি মাংসখণ্ড। অজ+ক সম্বন্ধার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, সং; স্ত্রী।
অজগ—১। বিষ্ণু। অজ (ব্রহ্মা)—গৈ (গান করা)+ড র্ম্ম। সং; পু। ২। অগ্নি; মহাদেবের পিনাক, সুপ্রসিদ্ধ শিবধনুঃ। অজ শব্দ—গম (যাওয়া)+ড ক। ক্লী।
অজগন্ধা—বন যোয়ান গাছ। বহু। সং; স্ত্রী।
অজগন্ধিকা—বাবরি গাছ। সং; স্ত্রী।
অজগর—ছাগভক্ষক একজাতীয় বৃহৎ সর্প, ইহারা এত বড় হয় যে, আস্ত আস্ত ছাগল গিলিয়া ফেলে; পাহাড়ে বোরা সাপ। উপ। অজ (ছাগ) শব্দ—গৃ+অন্ ক। সং; পু। পর্য্যায় শব্দ—শয়ু, বাহস। অজ দেখ।
অজগব—শিবের ধনুক; শিব এই ধনুক দ্বারা ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। অজ (বিষ্ণু) গো (বাহন) যাহার, বহু=অজগু (মহাদেব), বিষ্ণু কোন সময়ে মহাদেবের বাহন হইয়াছিলেন, অথবা বিষ্ণুরূপী বৃষ শিববাহন। অজগু+ষ্ণ ইদমর্থে। সং; ক্লী।
অজগাব—শিবের ধনুক। সং; ক্লী।
অজজীবক—ছাগপালক। অজ শব্দ (ছাগ)—জীব (বাঁচা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।
অজজীবিক—ছাগপালক। অজ হইয়াছে জীবিকা যাহার, বহু। সং; পু।
অজটা—ভূমি আমলকী। ন (নাই) জটা যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।
অজড়া—আলকুশী। নজড়া, নঞ্তৎ। সং; স্ত্রী।
অজন্ম—১। মোক্ষ। সং; পু। ২। জন্মশূন্য, উৎপত্তির অভাববিশিষ্ট। ন (নাই) জন্ম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ৩। জারজ। ন (কুৎসিত) জন্ম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ৪। (চলিত ভাষায়) শস্যাদির অনুৎপত্তি, দুর্ভিক্ষ।
অজন্য—১। অমঙ্গলসূচক ভূকম্পনাদি উৎপাত। ন (অ)—ণিজন্ত জন বা জনি+য র্ম্ম; সং; ক্লী। ২। অনুৎপাদ্য। বিণ; ত্রি।
অজপ—১। ছাগপালক। অজ শব্দ (ছাগ)—পা (পালন করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। কুপাঠক। ন (কুৎসিত) হইয়াছে জপ (উচ্চারণ) যাহার, বহু। সং; পু।
অজপা—১। প্রাণবায়ু। ন (অ)—জপ (জপ করা)+অল্ ভাবে। ২। স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস নির্গমন ও প্রবেশ ক্রিয়া দ্বারা "হং সঃ" মন্ত্র জপ।
"বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতিমন্ত্রিণঃ।
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃন্তনী॥"
অর্থাৎ মন্ত্রগ্রহীতার বিনা জপেই জপ হয়, এ কারণ ইহাকে অজপা কহে; ইহা সংসার পাশচ্ছেদিকা। জীব প্রতিদিন ইহা একুশ হাজার ছয় শত বার জপ করে। সং; স্ত্রী।
অজপাদ—১। পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র। অজের (মেষরাশির) পাদের (চতুর্থাংশের) ন্যায় পাদ যাহার, বহু। ২। রুদ্রবিশেষ। অজের (ছাগের) পাদের ন্যায় পাদ যাহার, বহু। সং; পু।

অজমীঢ়—১। যুধিষ্ঠির। সং; পু। ২। ভারতবর্ষান্তর্গত একটী প্রদেশের নাম; অধুনা আজমীর নামে খ্যাত। সং; পু। ৩। চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজার নাম; হস্তী রাজার পুত্র। ইনি বহু যজ্ঞাদি করিয়া অতিশয় যশস্বী হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম সম্বরণ।

অজন্ত—১। সূর্য্য; ভেক। ন (নাই) জন্ত (দন্ত) যাহার, বহু। সং; পু। ২। দন্তহীন। বিণ; ত্রি।

অজয়—১। জয়াভাব, পরাজয়। ন জয়, নঞ্-তৎ। সং; পু; বিশেষণে অজিত। ২। অগ্নি। সং; পু। অজ শব্দ (ছাগ)—যা (গমন করা)+অ ক, যিনি অজবাহনে গমন করেন। ৩। অজেয়। ন (নাই) জয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অজয়া।

৪। ভাগীরথীর একটী উপনদের নাম। ইহার উৎপত্তিস্থান হাজারিবাগের উত্তরপূর্ব্বাংশস্থিত পাহাড়। ইহা তথা হইতে সাঁওতাল পরগণা ও বীরভুমের দক্ষিণভাগ এবং বর্দ্ধমানের উত্তরাংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া কাটোয়ার নিকটে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহারই উত্তর তীরে সুকবি জয়দেব গোস্বামীর বাসভুমি কেন্দুবিল্ব গ্রাম (কেঁদুলী) অবস্থিত।

অজয়গড়—ইহার আর এক নাম অজিতগড়।

অজয়া—সিদ্ধি, ভাঙ্গ। ন (নাই) জয় যাহার, (অর্থাৎ যাহাকে খাইলে সকলকেই নেশার বশীভূত হইতে হয়) বহু। সং; স্ত্রী।

অজর—১। জরাশূন্য, বার্দ্ধক্যহীন; জীর্ণ নয় এরূপ, অত্যন্ত কঠিন। ন (নাই) জরা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। দেবতা। [দেবগণ ত্রিদশ অর্থাৎ তিনটী অবস্থা বিশিষ্ট (বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ় নামক দশাত্রয় আপন্ন), উহাঁদের জরা অর্থাৎ বার্দ্ধক্য নাই] বহু। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অজরা। জরা দেখ।

অজরা—ঘৃতকুমারী। সং; স্ত্রী।

অজরামর—জরা ও মৃত্যুশূন্য, বার্দ্ধক্য ও মরণ রহিত। অজর ও অমর, দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি।

অজরামরবৎ—বার্দ্ধক্য ও মরণ রহিতের ন্যায়। অজরামর+চুৎ তুল্যার্থে। বিণ; ব্য।

অজর্য্য—সঙ্গত; সৌহৃদ্য। ন (অ)—জৃ (জীর্ণ হওয়া)+য ক, নিপাতনে। সং; ক্লী।

অজলোমা—(অজলোমন্)। শূয়াশিম্বী। অজের লোমের ন্যায় লোম যাহার, বহু। সং; পু।

অজশৃঙ্গী—গাড়র শিঙ্গী গাছ। সং; স্ত্রী।

অজস্র—নিরন্তর, সর্ব্বদা। ন (অ)—জস (ত্যাগ করা)+র ক, শীলাদ্যর্থে; বিণ।

অজহৎস্বার্থা—যে লক্ষণা স্বীয় অর্থ ত্যাগ করে না। শব্দের ত্রিবিধ বৃত্তি, যথা—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। অভিধান বা ব্যাকরণ অনুসারে শব্দের যে অর্থ, তদ্বোধিনী বৃত্তিকে অভিধা কহে। মুখ্যার্থের বাধা ঘটিলে যে বৃত্তি দ্বারা মুখ্যার্থ সহ সম্বদ্ধ অন্য অর্থের বোধ হয়, তাহাকেই লক্ষণাবৃত্তি কহে। বাক্যের গূঢ়ার্থ প্রকাশিকা বৃত্তিকে ব্যঞ্জনা বলে। যথা—গঙ্গায় বাস করিতেছে, এখানে যে বৃত্তি দ্বারা গঙ্গা শব্দের অর্থ ভগীরথ খাতাবচ্ছিন্ন জলপ্রবাহ বুঝাইতেছে, উহা অভিধাবৃত্তি। কিন্তু জলপ্রবাহে বাস করা অসম্ভব বলিয়া মুখ্যার্থের বাধ হইতেছে, একারণ তৎসহ সম্বদ্ধ অন্য অর্থ অর্থাৎ গঙ্গাতীর অর্থ লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে। ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা শৈত্য, পাবনত্ব প্রভৃতি গুণসম্পন্ন স্থলে বাস প্রতীত হইতেছে।

যে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা স্বীয় অর্থের অপরিত্যাগ হয়, এবং স্বীয় অর্থ উপাদানরূপে থাকে, তাহাকে অজহৎস্বার্থা লক্ষণা কহে। যেমন—কুন্তসমূহ প্রবেশ করিতেছে=কুন্তধারী পুরুষগণ প্রবেশ করিতেছে। ন (না) জহৎ (ত্যাগশীল) হইয়াছে স্বার্থ (আপনার অর্থ) যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অজহল্লিঙ্গ—যে শব্দ বিশেষণরূপে প্রয়োগেও স্বলিঙ্গ ত্যাগ করে না। "যথা বেদঃ শ্রুতির্বা প্রমাণম্," বেদ কিংবা শ্রুতিই প্রমাণ; এখানে বেদ পুংলিঙ্গ শব্দ এবং শ্রুতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; প্রমাণ ক্লীবলিঙ্গ শব্দ, কিন্তু বেদ ও শ্রুতি শব্দের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াও স্বলিঙ্গ ত্যাগ করে নাই। অর্থাৎ বেদ শব্দের বিশেষণস্বরূপ বলিয়া ইহা পুংলিঙ্গ ও শ্রুতি শব্দের বিশেষণ বলিয়া ইহা স্ত্রীলিঙ্গ হয় নাই। নারী প্রধানং উত পুরুষঃ প্রধানং=নারী প্রধান কি পুরুষ প্রধান? এখানে প্রধান শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ নারী শব্দের এবং পুংলিঙ্গ পুরুষ শব্দের বিশেষণ হইয়াও স্বীয় ক্লীবত্ব পরিত্যাগ করে নাই। অজহৎ (অত্যাগশীল) হইয়াছে লিঙ্গ যাহার, বহু। সং; পু।

অজাগর—১। জাগরণরহিত, চিরনিদ্রিত। ন (নাই) জাগর (জাগরণ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ভৃঙ্গরাজ বৃক্ষ। সং; পু।

অজাজি—জীরা। অজ শব্দ—অজ+ই র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

অজাজীব—ছাগব্যবসায়ী। অজ (ছাগ) হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। সং; পু।

অজাত—অনুৎপন্ন। নঞ্-তৎ। বিণ; ত্রি।

অজাতশত্রু, অজাতারি—১। যাহার শত্রু নাই এরূপ। অজাত (অনুৎপন্ন) হইয়াছে শত্রু বা অরি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। যুধিষ্ঠির (কারণ তিনি কখনও কাহারও দ্বেষ করেন নাই)। ৩। অজাতশত্রু নামে মগধের একজন রাজা ছিলেন। [মহারাজ জরাসন্ধতনয় সহদেব মগধে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া লোকান্তরিত হইলে আরও ৩৪ জন রাজা ক্রমে তথায় রাজত্ব করেন। তৎপরে অজাতশত্রু সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহারই রাজত্বকালে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা বুদ্ধদেব জন্মপরিগ্রহ করেন। ইনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে বৌদ্ধমত অবলম্বন করেন।] অজাত (জন্মে নাই) শত্রু বা অরি যাহার, বহু। সং; পু।

অজাতশ্মশ্রু—যাহার দাড়ি উঠে নাই এরূপ, অল্পবয়স্ক। অজাত (অনুৎপন্ন) হইয়াছে শ্মশ্রু যাহার, বহু; বিণ; ত্রি।

অজানেয়—উৎকৃষ্ট অশ্ব। অজ—আ—নী+য র্ম্ম। সং; পু।

অজাপালক—ছাগরক্ষক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

অজামিল—পুরাণোক্ত জনৈক দুষ্ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণ। ইনি নিজের সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া একটী বারবিলাসিনীর প্রণয়ে আসক্ত হইয়া দিবারাত্র তাহার আলয়ে অতিবাহিত করিতেন। এই বারাঙ্গনার গর্ভে ইঁহার আটটি পুত্র জন্মে। সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণের প্রতি ইনি সমধিক স্নেহানুরক্ত ছিলেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে সেই স্নেহানুরাগবশতঃ প্রিয়তম পুত্রকে "নারায়ণ" "নারায়ণ" বলিয়া অবিরত ডাকিতে ডাকিতে ইঁহার মন সেই সচ্চিদানন্দ নারায়ণে নিবিষ্ট হয়, এবং তাহাতেই ইনি মুক্তিলাভ করেন।

অজিত—১। অপরাজিত; অনায়ত্ত, অবশ। ন জিত, নঞ্-তৎ। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু; শিব; বুদ্ধদেব। সং; পু।

অজিতেন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়জয় করিতে অক্ষম, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, অবশেন্দ্রিয়, রিপুপরবশ। বিণ; ত্রি। ন জিতেন্দ্রিয়, নঞ্-তৎ; অথবা অজিত (অপরাজিত) ইন্দ্রিয় যৎকর্ত্তৃক, বহু। জিতেন্দ্রিয় দেখ।

অজিন—১। মৃগচর্ম্ম: পশুচর্ম্ম; চর্ম্ম। অজ (প্রাপ্ত হওয়া)+ইন র্ম্ম; সং; ক্লী। [ব্রতাকাঙ্ক্ষী যাহা প্রাপ্ত হন]। ২। নরপতিবিশেষ; পৃথুবংশীয় হবির্ধানের ঔরসে ধিষণার গর্ভে ইঁহার জন্ম।

অজিনপত্রা—চর্ম্মচটিকা, চামচিকা। অজিনময় (চর্ম্মময়) পত্র (পাখা) যাহার বহু। স্ত্রী।

অজিনপত্রিকা—চামচিকা। সং; স্ত্রী।

অজিনযোনি—মৃগ। অজিনের যোনি (কারণ), ৬তৎ। সং; পু।

অজির—১। বায়ু; ভেক। অজ (গমন করা)+ইর ক। ২। বিষয়; শরীর; প্রাঙ্গণ, উঠান। অজ (গমন করা)+কির অধি। সং; ক্লী।

অজিহ্ম—১। অকুটিল, অবক্র, সরল। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ২। ভেক। সং; পুং।

অজিহ্মগ—১। ঋজুগামী। অজিহ্ম শব্দ—গম (যাওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। শর, বাণ। সং; পুং। [ত্রি।

অজিহ্ব—জিহ্বারহিত, রসনাহীন। বহু। বিণ;

অজীগর্ত্ত—ঋষিবিশেষ; শুনঃশেফের পিতা। ইনি ঋবিক নামেও প্রসিদ্ধ।

অজীর্ণ—১। যাহা জীর্ণ হয় নাই এরূপ; যাহা পরিপাক পায় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ২। অপাক রোগ, অপচার, জীর্ণ বা পরিপাক না হওয়া। "অনাত্মবন্তঃ পশুবৎ ভুঞ্জতে যেঽপ্রমাণতঃ। রোগানীকস্য মূলান্তে অজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তি হি॥" অর্থাৎ যে সকল নির্ব্বোধ ব্যক্তি পশুর ন্যায় অপরিমিত ভোজন করে, তাহারা রোগসমূহের কারণস্বরূপ অজীর্ণ রোগ প্রাপ্ত হয়। সং; ক্লী।

অজীব—জীবনহীন, নির্জ্জীব; অবসন্ন। ন জীব (জীবন অর্থাৎ বল) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অজীবনি—অভিসম্পাতজনিত মৃত্যু; শাপ; ধিগ্‌জীবন। ন (অ)-জীব (বাঁচা)+অনি ভা। সং; স্ত্রী।

অজুগুপ্সিত—অনিন্দিত। নঞ্‌তৎ; বিণ; ত্রি।

অজেয়—যাহাকে জয় করা যায় না এরূপ, অপরাভবনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। জেয় দেখ।

অজ্জুকা—(নাট্যোক্তিতে) বারাঙ্গনা, বেশ্যা। অজ+উক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং; স্ত্রী।

অজ্ঞ—জ্ঞানহীন, মূর্খ, যে কিছুই জানে না। ন (অ)-জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ বিজ্ঞ।

অজ্ঞতা—জ্ঞানহীনতা, মূর্খতা। অজ্ঞ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অজ্ঞতামূলক—অজ্ঞতাজনিত, না জানা হেতু উৎপন্ন। অজ্ঞতা হইয়াছে মূল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অজ্ঞাত—যে জানিতে পারে নাই বা যাহা জানিতে পারা যায় নাই; অনবগত, অবিদিত; অপ্রকাশিত, গুপ্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অজ্ঞান।

অজ্ঞাতকুলশীল—যাহার বংশ বা স্বভাব জানা নাই। কুল ও শীল, দ্বন্দ্ব; অজ্ঞাত হইয়াছে কুলশীল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অজ্ঞাতচরিত্র—যাহার ব্যবহার জানা নাই এরূপ; অবিদিতচরিত। অজ্ঞাত হইয়াছে চরিত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অজ্ঞাতনামা—অপ্রসিদ্ধ নাম বিশিষ্ট, যাহার নাম জানা নাই এরূপ। অজ্ঞাত হইয়াছে নাম যাহার, বহু। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে অজ্ঞাতনাম্নী। (অজ্ঞাতনামন্ শব্দ)।

অজ্ঞাতযৌবনা—যাহার যৌবন জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় না এরূপ (স্ত্রীলোক); অপ্রকাশিতযৌবনা। [মুগ্ধনায়িকার প্রকারভেদ]। অজ্ঞাত যৌবন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

অজ্ঞাতসারে—অজ্ঞানিতরূপে, জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় না এমন ভাবে। ন জ্ঞাত, অজ্ঞাত, নঞ্‌তৎ; অজ্ঞাত সার যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অজ্ঞান—১। জ্ঞানাভাব; মায়া, অবিদ্যা। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ২। জ্ঞানহীন, মূঢ়; অচৈতন্য, সংজ্ঞাহীন, মূর্চ্ছিত। ন (নাই) জ্ঞান যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অজ্ঞানকৃত—জ্ঞান না থাকায় অনুষ্ঠিত, না জানা হেতু আচরিত। অজ্ঞান হেতু কৃত, ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

অজ্ঞানতা—জ্ঞানহীনতা, মূর্খতা। অজ্ঞান শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী। অজ্ঞান দেখ।

অজ্ঞানতিমির—অজ্ঞতারূপ অন্ধকার, অজ্ঞান রূপ তিমির, রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অজ্ঞেয়—যাহা জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় না এরূপ, অনবগম্য, অবোধ্য, জ্ঞানাতীত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অঞ্চল—১। বস্ত্রপ্রান্ত, আঁচলা, আঁচল; প্রান্ত; অংশ, প্রদেশ। অন্‌চ (গমন করা)+অল্ ণ। ২। প্রান্ত। অন্‌চ+অল্ অধি। ৩। অংশ, প্রদেশ। অন্‌চ+অল্ র্ম্ম। সং; পুং ও ক্লী।

অঞ্চলপ্রভাব—স্ত্রীলোকের প্রভুত্ব বা ক্ষমতা, প্রণয়িনীর প্রাদুর্ভাব। ৬তৎ। সং; পুং।

অঞ্চিত—পূজিত; প্রথিত; ভূষিত, চারু; আকুঞ্চিত, বক্রীকৃত; উথিত। অন্‌চ (পূজা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অঞ্জন—১। যাহা দ্বারা চক্ষু রঞ্জিত করা যায়, কজ্জল, কাজল; মসী; রসাঞ্জন; দেবার্চ্চনায় ব্যবহৃত ষট্ প্রকার অঞ্জনের অন্যতম। অন্‌জ (দীপ্তি পাওয়া)+অনট্ ণ। সং; ক্লী। ২। গমন; ব্যক্তকরণ; ম্রক্ষণ। অন্‌জ+অনট্ ভা। সং; ক্লী। পশ্চিমদিগ্‌হস্তী; পর্ব্বতবিশেষ; জ্যোষ্ঠী, আঁজনাই। অঞ্জ+অন ক। সং; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে অঞ্জনা।

অঞ্জনকেশী—গন্ধদ্রব্যবিশেষ। অঞ্জনের ন্যায় কেশ হয় যাহা হইতে, বহু। সং; স্ত্রী।

অঞ্জনা—১। উত্তরদিগ্‌হস্তিনী, অঙ্গনা; (অলঙ্কার শাস্ত্রে) ব্যঞ্জনাবৃত্তি। সং; স্ত্রী। অঞ্জন দেখ।

২। অঞ্জনানাম্নী এক বানরী ছিল। কুঞ্জরতনয়া নামে এক বিদ্যাধরী বিশ্বামিত্রের শাপে বানরীরূপে জন্মগ্রহণ করিলে তাহার গর্ভে অঞ্জনার জন্ম হয়। সুমেরুর রাজা কেশরীর সহিত অঞ্জনার বিবাহ হয়। পবনদেবের বরে অঞ্জনার গর্ভে হনুমানের জন্ম হয়।

অঞ্জনানন্দন—হনুমান্। ৬তৎ। সং; পুং।

অঞ্জনাবতী—অঞ্জন নামক দিগ্‌গজের স্ত্রী, ঈশানকোণের হস্তিনী। অঞ্জন শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌ [ক্বচিৎ হ্রস্বস্য দীর্ঘতা—বতু প্রভৃতি প্রত্যয় পরে থাকিলে কোন কোন স্থলে হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়, এ কারণ দীর্ঘ হইল]। সং; স্ত্রী।

অঞ্জনিকা—প্রতীক নামক দিগ্‌গজের পত্নী; জ্যেষ্ঠীবিশেষ, আঞ্জিনা। অঞ্জন+ইক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

অঞ্জনী—কালাঞ্জনী বৃক্ষ; কটুকা বৃক্ষ। সং;

অঞ্জলি—করপুট, আঁচলা; পরিমাণবিশেষ, আঁজলা। অন্‌জ (প্রকাশ পাওয়া)+অলি ণ। সং; পুং।

অঞ্জলিকা—বালমূষিকা। অঞ্জলি—কৃ ড+ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং; স্ত্রী।

অঞ্জলিকারিকা—লজ্জাবতী লতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। হেমচন্দ্র নামক অভিধান-লেখক বলেন যে, এই শব্দে পুত্তলিকা বুঝায়।

অঞ্জলিবদ্ধ—বদ্ধাঞ্জলি, কৃতাঞ্জলি। বহু। বিণ; ত্রি। [সং; ক্লী।

অঞ্জলিবন্ধ—অঞ্জলি বাঁধা, আঁজলা করা। ৬তৎ।

অঞ্জস, অঞ্জস—১। সমান; ঋজু, সরল। অন্‌জ (ব্যক্ত করা)+অস্, অস ক। ২। প্রকৃত, যথার্থ। অন্‌জ+অস্, অস র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অঞ্জসা—১। শীঘ্র। ক্রি-বিণ। ২। প্রকৃত, যথার্থ। বিণ; ব্য।

অঞ্জিষ্ঠ—রবি, সূর্য্য। অন্‌জ (দীপ্তি)+অন্ ক =অঞ্জ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে, অর্থাৎ সাতিশয় দীপ্তিসম্পন্ন। সং; পুং।

অঞ্জিষ্ণু—রবি, সূর্য্য। অন্‌জ (দীপ্ত করা)+ইষ্ণু ক। সং; পুং।

অট্টিহিষা—যাইবার ইচ্ছা। সনন্ত অন্‌হ (গমন করা)+শ ভাবে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং; স্ত্রী।

অট্ট—অতি উচ্চ শব্দ বা হাস্য। ব্য।

অটন—ভ্রমণ, গমন। অট+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অটনি—কোটি, ধনুর অগ্রভাগ। অট (গমন করা)+অনি ণ। সং; স্ত্রী।

অটনী—ধনুর অগ্রভাগ, ধনুকের হুল। অটনি+ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

অটমান—গমনশীল। অট (গমন করা)+শান ক। বিণ; ত্রি। [এই পদটী ব্যাকরণ অনুসারে অশুদ্ধ। তবে ইহার অনুকূলে এই মাত্র বলা যায় যে,

"আত্মনেপদমেষাহুঃ পরস্মৈপদিনঃ ক্বচিৎ।"

অর্থাৎ কোন কোন স্থানে পরস্মৈপদী ধাতুরও আত্মনেপদ বিধান দৃষ্ট হয়]।

অটল—অচঞ্চল, স্থির; দৃঢ়। ন (অ) টল (টলা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

অটবি, অটবী—বন, জঙ্গল। অট (গমন করা)+অবি অধি। সং; স্ত্রী।

অটাট্যা—ভ্রমণ, পর্য্যটন। যঙ্‌লুগন্ত অট+প্‌ ভাবে। সং; স্ত্রী।

অট্ট—১। অট্টালিকা; প্রাকারসন্নিহিত সৈন্য-গৃহ; প্রাসাদোপরিস্থ গৃহ; গুমটি ঘর। অট্ট (অতিক্রম করা।)+অল্‌ ণ বা র্ম্ম। সং; পু। ২। অন্ন, ভাত। অট্ট+অল্‌ ণ। সং; ক্লী। ৩। উচ্চ, সমধিক। অট্ট+ঘঞ্‌ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অট্টহসিত—উচ্চ হাস্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অট্টহাস—উচ্চ হাস্য। কর্ম্মধা। সং; পু।

অট্টহাসক—১। কুন্দবৃক্ষ, কুঁদ ফুলের গাছ। অট্টহাস শব্দ+ক সাদৃশ্যার্থে। সং; পু। ২। উচ্চ হাস্যকারী। অট্ট—হস+ণক ক। বিণ; ত্রি।

অট্টহাসী—১। মহাদেব, শিব। অট্টহাস শব্দ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে=অট্টহাসিন্‌ ১মার ১বচন। সং; পু। ২। উচ্চ হাস্যকারী। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অট্টহাসিনী।

অট্টহাস্য—উচ্চহাস্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অট্টাল, অট্টালক—প্রাসাদ; ইষ্টকাদি নির্ম্মিত হর্ম্ম্য। অট্ট (ভবন)—অল (ভূষিত করা)+অন্‌, ণক ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অট্টালিকা।

অট্টালিকা—ইষ্টকাদি নির্ম্মিত উত্তুঙ্গ বাটী। অট্টালক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং; স্ত্রী।

অট্টালিকাকার—প্রাসাদ প্রস্তুতকারক, রাজ-মিস্ত্রী। অট্টালিকা শব্দ—কৃ (করা)+ষণ্‌ ক। সং; পু।

"কুলটায়াঞ্চ শূদ্রায়াং চিত্রকারস্য বীর্য্যতঃ।
বভুবাট্টালিকাকারঃ পতিতো জারদোষতঃ॥"

অর্থাৎ কুলটা শূদ্রার গর্ভে, চিত্রকারের ঔরসে অট্টালিকাকারের জন্ম হয়, এবং জারদোষপ্রযুক্ত তাহারা পতিত হয়।

অট্যা—ভ্রমণ, পর্য্যটন। অট+ক্যপ্‌ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং; স্ত্রী।

অণক, অনক—নিন্দনীয়; কুৎসিত; নিকৃষ্ট, নীচ। অণ (শব্দ করা)+অক ক। বিণ; ত্রি।

অণব্য—চীনা নামক সূক্ষ্ম ধান্যের ক্ষেত্র। অণু শব্দ (সূক্ষ্ম ধান্য)+ষ্য ভবার্থে। সং; ক্লী।

অণি, অণী—১। প্রান্ত, সীমা; সূচী প্রভৃতির অগ্রভাগ। অণ+ই ণ। ২। চাকার ধুরার প্রান্তস্থ খিল। অণ (শব্দ করা)+ই ক। সং; পু ও স্ত্রী।

অণিমা—অণুত্ব, সূক্ষ্মত্ব, অতি সূক্ষ্মপরিমাণ; ঐশ্বর্য্যবিশেষ, অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্যের অন্যতম [ঐশ্বর্য্য দেখ]; স্বকীয় দেহকে ইচ্ছানুসারে সূক্ষ্ম করিবার ক্ষমতা, এই শক্তির প্রভাবে দেবগণ ও সিদ্ধগণ ইচ্ছামত আপনাদের দেহ সূক্ষ্ম করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন; কেহই তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। অণু শব্দ+ইমন্‌ ভাবার্থে=অণিমন্‌, প্রথমার ১বচন। সং; পু।

অণীমাণ্ডব্য—জনৈক ব্রহ্মর্ষির নাম। ইনি স্বীয় আশ্রমদ্বারে উপবিষ্ট হইয়া মৌনাবলম্বনে তপশ্চরণ করিতেন। একদা কতিপয় তস্কর নগর হইতে দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া পলাই-বার সময়ে নগরপালগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া মাণ্ডব্য ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইল এবং ঋষিবরের কুটীরে অপহৃত দ্রব্যাদি গোপন করিয়া আপনারা লুক্কায়িত রহিল। নগর-পালগণ তথায় উপস্থিত হইয়া মাণ্ডব্যকে তস্করদিগের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় মৌনব্রতা-বলম্বী ঋষি তাহাদের কথার উত্তর দিলেন ন। তখন তাহারা আশ্রম অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং তথায় অপহৃত দ্রব্য পাইয়া তস্করদিগের সহিত মাণ্ডব্যকেও বিচারালয়ে উপস্থিত করিল। সেখানেও ঋষিবর কোন কথার উত্তর না দেওয়ায় বিচারে ইহাঁর প্রতি শূল-দণ্ডের বিধান হইল। শূলে বিদ্ধ হইয়াও ঋষি জীবিত রহিলেন দেখিয়া রাজপুরুষদিগের চৈতন্য হইল। তখন তাহারা ইহাঁকে ছাড়িয়া দিল। শূল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মাণ্ডব্য যমালয়ে গমনপূর্ব্বক যমরাজকে আপনার শূলে বিদ্ধ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে, তিনি বাল্যকালে পতঙ্গ ধরিয়া তাহার পুচ্ছদেশে তৃণ বিদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে এই শাস্তিভোগ করিতে হইয়াছে। ঋষিবর এইরূপ অনুচিত দণ্ড-বিধানে কুপিত হইয়া যমরাজকে শাপ দিয়া মর্ত্ত্যলোকে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করেন, এবং এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া দেন যে, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে অজ্ঞান-কৃত পাপের জন্য কেহ দণ্ডভাক্‌ হইবে না।

অণীয়ান্‌—অতিসূক্ষ্ম। অণু শব্দ+ঈয়সু অতি-শয়ার্থে=অণীয়স্‌, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

অণু—১। ক্ষুদ্র, অল্প, কিঞ্চিৎ; সূক্ষ্ম। বিণ; ত্রি। ২। সূক্ষ্ম পরমাণু প্রভৃতি। সং; পু। অণ (শব্দ করা)+উ ক। ৩। ধান্যবিশেষ, চীনাধান। অন (বাঁচা)+উ ণ। সং; ক্লী।

অণুক—ক্ষুদ্র; পটু, নিপুণ। অণু শব্দ+ক স্বার্থে অথবা অণু—কৃ+ড ক, যিনি সূক্ষ্মকার্য্য করিতে পারেন। বিণ; ত্রি।

অণুচ্ছেদ—ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরি-চ্ছেদ। অণু (ক্ষুদ্র) যে ছেদ, কর্ম্মধা। সং; পু। [যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অণুভা—বিদ্যুৎ। অণু (সূক্ষ্ম) হইয়াছে ভা (দীপ্তি)

অণুমাত্র—সামান্যপরিমাণ, কিঞ্চিন্মাত্র। অণু (ক্ষুদ্র) হইয়াছে মাত্রা (পরিমাণ) যাহার, বহু; অথবা অণু শব্দ+মাত্র পরিমাণার্থে। বিণ; ত্রি। অণু দেখ।

অণুবীক্ষণ—যে যন্ত্রের সাহায্যে চক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্র বস্তুসকল দৃষ্টিগোচর হয়। [Micro-cope]; এই যন্ত্রের আকৃতি নলের মত—এক প্রান্ত সূক্ষ্ম ও অপর প্রান্ত স্থূল। উপ। অণু শব্দ (ক্ষুদ্র)—বি—ঈক্ষ (দেখা)+অনট্‌ ণ। সং; ক্লী।

অণুব্রীহি—সূক্ষ্ম ধান্য। কর্ম্মধা। সং; পু।

অণ্ড—ডিম্ব; মুষ্ক; অণ্ডকোষ; শুক্র; মৃগনাভি। অণ (জীবিত থাকা)+ড ণ। সং; ক্লী।

অণ্ডক—অণ্ডকোষ। অণ্ড+ক স্বার্থে। সং; পু।

অণ্ডকটাহ—বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড। অণ্ড যে কটাহও সে, কর্ম্মধা, অথবা অণ্ডাকার যে কটাহ (কটাহ স্বরূপে জীবগণের পাকস্থান), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। [বকরূপী ধর্ম্মের "কা বার্ত্তা?" এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, "অহো মহামোহময়ে কটাহে ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা।" অর্থাৎ কাল যে মহা-মোহময় কটাহে ভূতসকলকে পাক করিতেছে ইহাই বার্ত্তা। এই ব্রহ্মাণ্ডই মহামোহময় কটাহ]। সং; পু।

অণ্ডকোশ, অণ্ডকোষ—মুষ্ক। অণ্ডের (বীর্য্যের) কোশ বা কোষ, ৬তৎ। সং; পু।

অণ্ডজ—১। ডিম্ব হইতে জন্মগ্রহণ করে এরূপ, ডিম্বজ। বিণ; ত্রি। ২। যে সকল প্রাণী ডিম্ব হইতে জন্মে, পক্ষী, মৎস্য, সর্প, কৃকলাস প্রভৃতি। উপ। অণ্ড শব্দ (ডিম্ব)—জন (জন্মা)+ড ক; সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অণ্ডজা।

অণ্ডজা—কস্তুরীকা। সং; স্ত্রী। অণ্ডজ দেখ।

অণ্ডাকার, অণ্ডাকৃতি—ডিম্বাকৃতি, ডিম্বের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, বাদামে। অণ্ডের আকা-রের ন্যায় আকার, আকৃতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অণ্ডালু—অণ্ডযুক্ত, ডিমওয়ালা। অণ্ড শব্দ+আলু যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

অণ্ডীর—বলিষ্ঠ, সমর্থ; শক্ত। অণ্ড শব্দ+ঈর। বিণ; ত্রি।

অতঃ—এই হেতু, এজন্য, অতএব। [এতদ্‌+তস্‌ হেত্বর্থে পঞ্চমীর স্থানে]। ব্য।

অতঃপর—অনন্তর, ইহার পর, পশ্চাৎ। অতঃ (ইহার) পর, ৫তৎ; ব্য।

অতএব—এ নিমিত্ত, এই হেতু, এই কারণ। অতঃ+এব; এখানে কেবল সন্ধি হইয়াছে, সন্ধি সূত্রানুসারে বিসর্গের লোপ হইয়াছে এবং বিসর্গলোপের পরে আর সন্ধি হয় না—এই নিয়মানুসারে পশ্চাৎ স্বরসন্ধি হইল না, হইলে "অতৈব" হইত।

অতট—১। ভৃগুভূমি, পর্ব্বতাদির উচ্চস্থান; নদ্যাদির আড়ুলি। ন (নাই) তট (আল-ম্বন) যেখানে, বহু। সং; পু। ২। বিপুল, বিশাল। বিণ; ত্রি।

অতথ্য—অবাস্তব, মিথ্যা, অলীক। ন তথ্য (সত্য), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অতথ্যভাষী—মিথ্যাবাদী। অতথ্য–ভাষ (বলা) + ণিন্‌ ক = অতথ্যভাষিন্‌, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অতথ্যভাষিণী।

অতথ্যবাদী—অসত্যভাষী, মিথ্যাবাদী। অতথ্য –বদ (বলা) + ণিন্‌ ক = অতথ্যবাদিন্‌, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

অতন্দ্র—তন্দ্রাহীন; অনলস; অবহিত, সাবধান, সতর্ক। ন (নাই) তন্দ্রা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অতন্দ্রিত—অনলস, অবিরাম; অবহিত। ন তন্দ্রিত (তন্দ্রাযুক্ত), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অতর্ক—অহেতুক; শুষ্কতর্কপরায়ণ। ন (নাই) তর্ক যাহার বা যাহাতে, অথবা ন (কুৎসিত) হইয়াছে তর্ক যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অতর্কণীয়—তর্ক দ্বারা যাহার নির্ণয় হইতে পারে না এরূপ; যাহা ঘটিবে বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায় না এরূপ; অভাবনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অতর্কিত—যাহা ঘটিবে বলিয়া ভাবা যায় নাই এরূপ, অভাবিত, অচিন্তিত; অলক্ষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অতর্কিতচর—পূর্ব্বে অবিবেচিত। অতর্কিত + চরট্‌ ভূতপূর্ব্ব অর্থে। বিণ; ত্রি।

অতল—১। তলশূন্য। বহু। বিণ; ত্রি। ২। সপ্ত পাতালের মধ্যে প্রথম পাতাল; ভূগর্ভ [পাতাল দেখ]। ইহার তল, ৬তৎ (ইদম্‌ স্থানে অকার আদেশ)। সং; ক্লী।

অতলতল—অগাধ তলবিশিষ্ট। অতল হইয়াছে তল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অতলস্পর্শ, অতলস্পৃক্‌—যাহার তল (অর্থাৎ অধোদেশ) স্পর্শ করা যায় না এরূপ, অগাধ, অতিগভীর। নঞ্‌তৎ। তলস্পর্শ দেখ।

অতস—আত্মা; বায়ু। অত (যাওয়া) + অস সংজ্ঞার্থে। সং; পু।

অতসী—পুষ্পবৃক্ষবিশেষ; শণগাছ; মসিনা। অত + অস্‌ ক + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

অতি—অতিশয়; অতিক্রম; উৎকর্ষ; পূজন; অসম্ভাবন; প্রশংসা। ব্য। [অব্যয়া দ্যোতকা নতু বাচকাঃ। অর্থাৎ অব্যয় সকল দ্যোতক, বাচক নহে। যে শব্দ নিজেই অর্থপ্রকাশে সমর্থ সে বাচক, এবং যে শব্দ অন্য শব্দের সহিত মিলিত না হইয়া অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না, অন্য শব্দ সংযোগে অর্থ প্রকাশ করে, তাহারা দ্যোতক। অব্যয় ও দ্যোতক, ইহারা অন্য শব্দ সংযোগ ব্যতীত অর্থপ্রকাশে অসমর্থ। কিন্তু উচ্চৈস্‌, নীচৈস্‌, বহিস্‌, স্বর, অন্তর্‌ প্রভৃতি অব্যয়বাচক। এ কারণ অব্যয়ের দুইটী বিভাগ, যথা—স্বরাদিগণ ও নিপাত। নিপাত—চাদিগণ ও উপসর্গ। অতএব স্বরাদিগণ অর্থাৎ স্বর, প্রাতর, অন্তর্‌ প্রভৃতি অব্যয়বাচক, এবং চাদিগণ অর্থাৎ চ বা তু হি প্রভৃতি ও উপসর্গ প্র পরা অব প্রভৃতি দ্যোতক, বাচক নহে। অতএব 'অতি' এই অব্যয়ের যে যে অর্থ লিখিত হইল, অতি অব্যয় ঐ সকল অর্থের বাচক নহে, দ্যোতক অর্থাৎ উহা অন্য শব্দ বা ধাতুর যোগে ঐ সকল অর্থ প্রকাশ করিবে। এইরূপ অন্য স্থানেও জ্ঞাতব্য]।

অতিকথা—বৃথা কথন, নিষ্ফল বাক্য। অতিশয়িতা কথা, নিত্য। সং; স্ত্রী।

অতিকায়—১। প্রকাণ্ড-দেহ। বহু। বিণ; ত্রি। ২। জনৈক রাক্ষসের নাম। রাবণের ঔরসে ধান্যমালিনীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি অতি বিশালদেহ ও বলবান্‌ ছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম "অতিকায়" হইয়াছিল। রামরাবণের যুদ্ধে ইনি রামানুজ লক্ষ্মণের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সং; পু।

অতিকৃচ্ছ্র—অতিশয় কষ্ট; ছয় দিন এক এক গ্রাস অন্নভোজন এবং তিন দিন অনশনরূপ প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। অতিশয়িত কৃচ্ছ্র, নিত্য, বা অতিশয়িত হইয়াছে কৃচ্ছ্র যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

অতিকৃতি—ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ। সং; স্ত্রী।

অতিক্রম—উল্লঙ্ঘন, লঙ্ঘন; অধিক হওয়া; বিপর্য্যয়; শত্রুকে আক্রমণ; কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলেও ক্রিয়াপ্রবৃত্তি। অতি (বাহিরে) –ক্রম + অল্‌ ভা। ["উপসর্গেণ ধাত্বর্থো বলাদন্যত্র নীয়তে।" অর্থাৎ উপসর্গ কর্তৃক ধাতুর অর্থ বলপূর্ব্বক অন্যত্র নীত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ধাতুর যে অর্থ গণপাঠে নির্দ্দিষ্ট আছে, উপসর্গ যোগে তাহার অন্য প্রকার অর্থ হয়। যথা—হৃ ধাতুর অর্থ হরণ, কিন্তু প্রহার = আঘাত, আহার = ভোজন, বিহার = ক্রীড়া, সংহার = ধ্বংস, পরিহার = ত্যাগ। এখানেও সেইরূপ জ্ঞাতব্য]। সং; পু। বিশেষণে অতিক্রান্ত।

অতিক্রমণীয়—যাহা অতিক্রম করিতে পারা যায় বা করা কর্ত্তব্য এরূপ, লঙ্ঘনীয়। অতি –ক্রম + অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অতিক্রান্ত—লঙ্ঘিত; অতীত, গত; আক্রান্ত; অনাদৃত। অতি (বাহিরে) –ক্রম (পাদক্ষেপ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অতিক্রম ও অতিক্রমণ।

অতিগ—অতিক্রম করিয়া গমনকারী। অতি–

অতিগণ্ড—যোগবিশেষ, বিষ্কুম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত ষষ্ঠ যোগ। সং; পু।

অতিগন্ধ—১। সাতিশয় গন্ধসম্পন্ন। বহু। বিণ; ত্রি। ২। চম্পকবৃক্ষ; গন্ধক; ভূতৃণ। সং; পু।

অতিগর্ব্বিত—সাতিশয় অহঙ্কারযুক্ত। অতি (অতিশয়িত) যে গর্ব্ব অতিগর্ব্ব, নিত্য, অতিগর্ব্ব + ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

অতিগুহা—গহ্বরাতিক্রমকারিণী; ক্ষুদ্র চাকুলিয়া গাছ। গুহাকে অতিক্রান্তা, ২তৎ। স্ত্রী।

অতিচার—দ্রুতগমন, (জ্যোতিষে) গ্রহগণের নিজ নিজ রাশি অতিক্রম করিয়া অন্য রাশিতে গতি। [মঙ্গলাদি গ্রহ এইরূপে যদি পূর্ব্বরাশিতে গমন করে, তবে তাহাকে বক্রাতিচার এবং পররাশিতে গমন করিলে তাহাকে অতিচার কহে]। অতি–চর + ঘঞ্‌ ভা; সং; পু।

অতিচ্ছত্র—জলতৃণ; বেঙের ছাতা। সং; পু।

অতিচ্ছত্রা—শুল্‌ফা শাক। সং; স্ত্রী।

অতিজগতী—ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। স্ত্রী।

অতিজব—১। অতিশয় বেগ। অতিশয়িত যব, নিত্য। সং; পু। ২। অতিশয় বেগযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি।

অতিজাগর—নীলক্রৌঞ্চ, কাল বক। জাগরকে অতিক্রান্ত, ২তৎ। সং; পু।

অতিডীন—পক্ষীদিগের অতিশয় দীর্ঘগমন। অতিশয়িত ডীন, নিত্য। সং; ক্লী।

অতিতর—অত্যন্ত, অধিকতর। অতি + তর উৎকর্ষার্থে। বিণ; ত্রি।

অতিতরাং—অত্যন্ত, অত্যধিক। অতি + তরাম্‌ দুইএর মধ্যে একের উৎকর্ষার্থে; ব্য।

অতিথি—১। আগন্তুক, অভ্যাগত, গৃহাগত। ন (নাই) তিথি (নির্দ্ধারিত দিন) যাহার, বহু। সাধারণতঃ অতিথিরা কোনও স্থানে এক দিনের অধিক থাকে না এবং তাহাদের আগমনেরও নির্দ্ধারিত দিন নাই। সং; পু। ২। গোচর। অত + ইথিন্‌ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ৩। সূর্য্যবংশীয় জনৈক রাজার নাম। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের পৌত্র। কুশের ঔরসে ও নাগরাজভগিনী কুমুদ্বতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পর ইনি অতিশয় দক্ষতার সহিত রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন।

অতিথিপূজা—অতিথি-সেবা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অতিথিশালা—অভ্যাগতদিগের থাকিবার গৃহ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

অতিথিসৎকার—অতিথির পরিচর্য্যা। ৬তৎ।

অতিথিসেবা—অতিথিসৎকার, অতিথিপূজা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অতিদান—অপরিমিত দান। অতিশয়িত দান, নিত্য। সং; ক্লী।

অতিদীর্ঘ—অত্যন্ত দীর্ঘ, অপরিমিত লম্বা। নিত্য; বিণ; ত্রি।

অতিদেশ—অন্য ধর্ম্মের অন্যত্র আরোপণ। যেমন ইণ ধাতুর বিষয় বলিয়া শেষে সূত্র করিলেন যে, "ইণ্বদিক্" অর্থাৎ ইক্ ধাতুর কার্য্য ইণ ধাতুর ন্যায় হইবে। এখানে ইণের ধর্ম্ম ইকে আরোপ করা হইল। অতি—দিশ+অল্ ভা। সং; পু।

অতিদৈব—দৈবেরও অনায়ত্ত। দৈবকে অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

অতিদ্বয়—অদ্বিতীয়। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

অতিধৃতি—উনবিংশাক্ষরা বৃত্তিবিশেষ। সং; স্ত্রী।

অতিনৌ—নৌকা হইতে তীরে আগত। নৌকাকে অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

অতিপতন—অতিক্রম, অকর্ত্তব্যে আস্থা, কর্ত্তব্যে অনাস্থা; হানি, ক্ষতি। অতি—পত (পড়া) +অনট্ ভা। সং; ক্লী। [সং; স্ত্রী।

অতিপত্তি—অনিষ্পত্তি। অতি—পদ+ক্তি ভা।

অতিপথ—উত্তম পথ। সং; পু। নিত্য।

অতিপাত—অতিপতন। অতি—পত+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অতিপাতক—মহাপাপবিশেষ, (পুরুষের পক্ষে) মাতা, দুহিতা ও পুত্রবধূ অভিগমনরূপ পাপ, (স্ত্রীলোকের পক্ষে) পুত্র, পিতা ও শ্বশুর অভিগমনরূপ পাপ। নিত্য। সং; ক্লী। পাতক দেখ।

অতিপাতী—অতিক্রমকারী। অতি—পত+ণিন্ ক=অতিপাতিন্, পুংলিঙ্গ ১মা ১বচন। বিণ; পু। [বিণ; ত্রি।

অতিপ্রকৃত—অতি যথার্থ, অতিশয় সত্য। নিত্য।

অতিপ্রবন্ধ—অতিসাতত্য। অতি—প্র—বন্ধ +অল্ ভা। সং; পু।

অতিপ্রসক্তি—পুনরুক্তি, বাহুল্য, বাড়াবাড়; সাতিশয় আসক্তি; অলক্ষ্যে লক্ষ্য গমন। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [স্ত্রীলিঙ্গে অতিবলা।

অতিবল—অত্যন্ত বলশালী। বহু। বিণ; ত্রি।

অতিবলা—একপ্রকার বিদ্যা। এই বিদ্যার প্রভাবে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কার্য্যের বাধা ঘটে না। বিশ্বামিত্র ঋষি কৃশাশ্ব মুনির নিকট এই বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি রাক্ষসদিগের অত্যাচারদমনার্থে যে সময়ে রাম ও লক্ষ্মণকে আপনার আশ্রমে লইয়া যান, সেই সময়ে ভ্রাতৃদ্বয়কে এই বিদ্যা প্রদান করিয়া তাড়কা রাক্ষসীর বনমধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। সং; স্ত্রী।

অতিভার—অত্যন্ত ভার, অতি গুরুত্ব। অতিশয়িত ভার, নিত্য। সং; পু।

অতিভূমি—আধিক্য; কুলাতিক্রম। নিত্য। সং; স্ত্রী।

অতিভোজন—গুরুতর ভোজন, অপরিমিত আহার। নিত্য; সং; ক্লী।

অতিমঙ্গল্য—১। সাতিশয় মঙ্গলজনক। বিণ; ত্রি। ২। বিল্ববৃক্ষ। সং; পু।

অতিমাত্র—অত্যধিক, অতিশয়, অত্যন্ত। অতি (অতিশয়িতা) মাত্রা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অতিমান—১। অনুচিত, অতিরিক্ত অভিমান। অতি—মন+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। প্রমাণাধিক। মানকে (প্রমাণকে) অতি অর্থাৎ অতিক্রান্ত, নিত্য। বিণ; ত্রি।

অতিমানুষ—অমানুষিক, আলৌকিক, লোকাতীত। মানুষকে অতি অর্থাৎ অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

অতিমানুষ শক্তি—আলৌকিক ক্ষমতা, অমানুষিক তেজঃ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অতিমুক্ত—১। নির্ব্বাণমুক্তিপ্রাপ্ত; নিঃসঙ্গ; বন্ধ্য। অত্যুৎকৃষ্ট মুক্ত, নিত্য। বিণ; ত্রি। ২। মাধবীলতার গাছ; তিনিশ বৃক্ষ। সং; পু। [গাছ। সং; পু।

অতিমুক্তক—পুষ্পবৃক্ষবিশেষ; তিনিশ বৃক্ষ; গাব

অতিমোদা—নবমল্লিকা বৃক্ষ। বহু। সং; স্ত্রী।

অতিরক্ত—অত্যন্ত লোহিত বর্ণ; অতিশয় অনুরাগভাজন। অতিশয়িত রক্ত (লাল বর্ণ বা অনুরক্ত), নিত্য। বিণ; ত্রি।

অতিরথ—এক শ্রেণীর যোদ্ধা, যে বীর অসংখ্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। রথ (অর্থাৎ রথারোহীদিগকে) অতিক্রান্ত, ২তৎ। সং; পু।

অতিরসা—যষ্টিমধু; লতাফট্‌কী; রাস্না। অতিশয়িত রস যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অতিরাত্র—এক রাত্রি সাধ্য যাগবিশেষ; চাক্ষুষ মনুর পুত্র। ২তৎ। সং; পু।

অতিরিক্ত—শ্রেষ্ঠ; ভিন্ন; অধিক; উন্নত। অতি—রিচ (শূন্য করা)+ক্ত ক; অথবা রিক্তকে (শূন্যকে) অতি অর্থাৎ অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অতিরেক।

অতিরেক—আধিক্য; প্রাধান্য; ভিন্নতা। অতি—রিচ (শূন্য করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অতিরিক্ত।

অতিরোগ—ক্ষয়রোগ। অতি (অত্যুৎকট) রোগ, নিত্য। সং; পু।

অতিরোমশ—১। অতিশয় রোমযুক্ত। অতি (অতিশয়িত) রোমশ, নিত্য। বিণ; ত্রি। ২। বানর; বন-ছাগল। সং; পু।

অতিলঙ্ঘন—অতিক্রম। অতি—লঙ্ঘ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অতিবয়াঃ—বৃদ্ধ। অতিশয়িত হইয়াছে বয়ঃ যাহার, বহু; বিণ; পু।

অতিবর্ত্তন—অতিপাত, লঙ্ঘন, অতিক্রম। অতি—বৃত (থাকা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অতিবর্ত্তনীয়—লঙ্ঘনীয়, অতিক্রমণীয়। অতি—বৃত (থাকা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অতিবর্ত্তিত—লঙ্ঘিত, অতিক্রান্ত। অতি—বৃত (থাকা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অতিবর্ত্তী—অতিক্রমকারী। অতি—বৃত (থাকা) +ণিন্ ক=অতিবর্ত্তিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

অতিবর্ত্তুল—বাঁটুলা কড়াই। নিত্য। সং; পু।

অতিবাদ—অত্যুক্তি; অতি কঠোর নিন্দোক্তি, অপ্রিয়বাক্য। সং; পু।

অতিবাদী—অত্যুক্তিকারী; পরুষভাষী। অতি—বদ (বলা)+ণিন্ ক=অতিবাদিন্ ১মার ১বচন। বিণ; পু।

অতিবাহন—যাপন, কাটান। অতি—ণিজন্ত বহ বা বাহি+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অতিবাহিত।

অতিবাহিত—যাপিত। অতি—ণিজন্ত বহ বা বাহি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অতিবিকট—১। অতি ভয়ানক। নিত্য। বিণ; ত্রি। ২। দুষ্ট হস্তী। সং; পু।

অতিবিধা—বৃক্ষবিশেষ, আতৈচ্। সং; স্ত্রী।

অতিবৃত্ত—উদ্বৃত্ত; অতিক্রান্ত। অতি—বৃত (থাকা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অতিবৃষ্টি—প্রয়োজনাতিরিক্ত বা ক্ষতিকর অধিক বর্ষণ। অতিশয়িতা বৃষ্টি, নিত্য। সং; স্ত্রী। বিপরীতার্থক শব্দ অনাবৃষ্টি।

অতিবেল—অধিক; অসীম; মর্য্যাদাতিক্রান্ত। বেলাকে (সীমাকে) অতি অর্থাৎ অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

অতি ব্যথা—তীব্র বেদনা। নিত্য। সং; স্ত্রী।

অতিব্যস্ত—অতিশয় ব্যগ্র, অত্যন্ত অধীর। নিত্য। বিণ; ত্রি।

অতিব্যাপ্তি—অধিক ব্যাপন; অলক্ষ্যে লক্ষ্য গমন। [ইংরাজজাতিকে সুশিক্ষিত বলিতে অভিলাষ করিয়া যদি বলা হয়, "পশ্চিমদেশীয়েরা সুশিক্ষিত।" তাহা হইলে ইহাতে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে, কেননা পশ্চিমদেশে অশিক্ষিত বহু জাতিও আছে]। অতি (অতিশয়) ব্যাপ্তি, নিত্য। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অতিব্যাপ্ত।

অতিশক্তি—১। অতিশয় সামর্থ্য। নিত্য। সং; স্ত্রী। ২। অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন। অতিশয়িত শক্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অতিশয়—১। অত্যন্ত, অতিরিক্ত, অধিক। অতি—শী+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। আধিক্য। অতি—শী+অল্ ভা। সং; পু।

অতিশয়িত—অধিক, অতিরিক্ত। অতি—শী+ক্ত ক; অথবা, অতিশয় শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। অতিশয় দেখ।

অতিশয়োক্তি—কাব্যালঙ্কারবিশেষ। উপমেয়ের একবারে উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করার নাম অতিশয়োক্তি। যথা—প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে।

এখানে প্রসূন অর্থাৎ পুষ্পরূপ লক্ষ্মণকে বাঁচাও, এই অর্থ প্রকাশার্থে লক্ষ্মণের উল্লেখ না করিয়া উপমান পুষ্পকেই উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে। [Hyperbole]। অলঙ্কার দেখ। অতিশয় যে উক্তি, কর্ম্মধা ; অথবা, অতিশয় হইয়াছে উক্তি যাহাতে, বহু। সং ; স্ত্রী।

অতিশায়ন—আতিশয্য, আধিক্য ; প্রকর্ষ। অতি—ণিজন্ত শী বা শায়ি+অনট্ ভা। ক্লী।

অতিশায়ী—অধিক হয় এরূপ ; অতিক্রমকারী। অতি—শী+ণিন্ ক=অতিশায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

অতিশোভন—অতিশয় শোভাযুক্ত ; শ্রেষ্ঠ ; অতিসুন্দর। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

অতিসন্ধান—প্রবঞ্চনা। অতি—সম্—ধা+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অতিসর্গ—উৎসর্গ ; ত্যাগ, বিসর্জ্জন। অতি—সৃজ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অতিসর্জ্জন—দান, উৎসর্গ ; ত্যাগ, বিসর্জ্জন ; বধ। অতি—সৃজ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অতিসাম্যা—যষ্টি-মধু লতা। সং ; স্ত্রী।

অতিসার, অতীসার—উদরাময়, পেটের অসুখ, পেট নামান [Diarrhœa, Cholera]। অতি—সৃ+ঘঞ্ ক। সং ; পু।

অতিসারকী—অতিসার রোগযুক্ত, উদরাময় রোগী। অতিসার শব্দ+কিন্। বিণ ; ত্রি।

অতিসৃষ্ট—বিসর্জ্জিত, ত্যক্ত ; দত্ত ; নিযুক্ত। অতি—সৃজ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অতিসৌরভ—১। অতিশয় গন্ধযুক্ত। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। আম্রবৃক্ষ। সং ; পু।

অতিহসিত, অতিহাস্য—অতিশয় হাস্য, অশ্বচীৎকারের ন্যায় হাসি। কর্ম্মধা। সং ; পু ও ক্লী।

অতীত—গত, অতিক্রান্ত, ভূত ; মৃত। অতি—ই (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অত্যয়।

অতীতবেদী—ভূতদর্শী ; প্রাচীন ; অভিজ্ঞ, বৃদ্ধ ; ইতিহাস-বেত্তা। অতীত শব্দ (ভূত)—বিদ (জানা)+ণিন্ ক=অতীতবেদিন্, ১মার ১বচন। উপ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অতীতবেদিনী।

অতীন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়াতীত, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ; অপ্রত্যক্ষ, পরোক্ষ। ইন্দ্রিয়কে অতি অর্থাৎ অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

অতীব—নিরতিশয়, অত্যন্ত। ব্য। অতি+ইব অবধারণার্থে।

অতীসার—অতিসার দেখ।

অতুল—১। তুলনা-রহিত, অনুপম ; অপরিমেয়। ন (নাই) তুলা (তুল্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। তিলগাছ। সং ; পু।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—ইনি কলিকাতা সিমুলিয়া নিবাসী স্বর্গীয় মহেন্দ্র নাথ গোস্বামীর পুত্র। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীলঘুভাগামৃত, শ্রীপাদ-ঈশ্বরপুরী, শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়, বৃহৎ শ্রীভাগবতামৃত প্রভৃতি অনেকগুলি বৈষ্ণব সাহিত্য-গ্রন্থের সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া ইনি সাধারণ্যে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। ইনি একদিকে যেমন সুগায়ক, অন্যদিকে তেমনই সুবক্তা।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—ইনি অনেকগুলি গীতিনাট্য, নাটক ও সঙ্গীত রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর "নন্দবিদায়" নাটক এক সময়ে এমারেল্ড থিয়েটারে খুব প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। এমারেল্ড, ক্লাসিক, মিনার্ভা প্রভৃতি থিয়েটারে অভিনীত হইবার জন্য অতুলকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের ও রমেশচন্দ্রের অনেকগুলি উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া বিলক্ষণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় উপযোগী নাটক রচনাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

অতুলন—তুলনারহিত, অনুপম। ন (নাই) তুলনা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অতুলনা—তুলনারহিতা, অনুপমা। ন (নাই) তুলনা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

অতুলিত—তুলনারহিত, অন্য কিছুর সহিত যাহার তুলনা দেওয়া যায় না এরূপ। নঞ্তৎ। ন (অ)—তুল+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অতুল্য—অসমান, অসদৃশ ; তুলনারহিত। ন তুল্য, নঞ্তৎ, অথবা ন (নাই) তুল্য (সমান) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অতৃপ্ত—তৃপ্ত হয় নাই এরূপ, অতুষ্ট ; যাহার আশা মিটে নাই এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি।

অতৃপ্তি—অপরিতোষ, তৃপ্ত না হওয়া, অন্নাভিলাষ। ন তৃপ্তি, নঞ্তৎ। সং ; স্ত্রী।

অতেজঃ—ছায়া। ন তেজঃ, নঞ্তৎ, অথবা তেজের অভাব, অব্যয়ীভাব। সং ; ক্লী।

অতৈল—তিলোৎপন্ন স্নেহদ্রব্যসদৃশ দ্রব্য, সর্ষপাদির রস। "অতৈলং সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতম্।" অর্থাৎ সর্ষপতৈল ও ফুলল তেল অতৈল। যে যে বিষয়ে তৈল সেবন নিষিদ্ধ, তাহাতে সর্ষপ তৈল বা ফুলল তেল ব্যবহার করিতে পারা যায়। ন তৈল, নঞ্তৎ। সং ; ক্লী।

অৎক—পথিক ; দেহাবয়ব। অৎ (গমন করা) ক। সং ; পু।

অত্তা—(নাটোক্তিতে) মাতা ; শ্বশ্রূ। সং ; স্ত্রী।

অত্যধিক—অতিরিক্ত অধিক, খুব বেশী, যত বেশী হওয়া আবশ্যক বা উচিত নয়। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

অত্যন্ত—নিরতিশয়, খুব বাড়াবাড়ি, অতিরিক্ত অধিক, যতটা হওয়া বা করা উচিত নয়। অন্তকে অতি অর্থাৎ অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

অত্যন্তগামী—অতি শীঘ্রগমনকারী, অতি দ্রুতগামী। অত্যন্ত—গম (যাওয়া)+ণিন্ ক=অত্যন্তগামিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অত্যন্তগামিনী।

অত্যন্তসংযোগ—ব্যাপ্তি। কর্ম্মধা। সং ; পু।

অত্যন্তাভাব—সম্যক্ অভাব। কর্ম্মধা। সং ; পু।

অত্যন্তিক—অত্যন্তগামী, অতিশয় ভ্রমণশীল। অত্যন্ত+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

অত্যন্তিম—অতি চরম। অতিশয়িত অন্তিম, নিত্য। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

অত্যন্তীন—অত্যন্তগামী, অধিক। অত্যন্ত+ঈন।

অত্যম্ল—বৃক্ষাম্ল, তেঁতুল। সং ; ক্লী।

অত্যম্লা—টাবা লেবু। সং ; ক্লী।

অত্যয়—বিনাশ ; অভাব ; মৃত্যু ; অপচয় ; অতিক্রম ; দোষ ; দণ্ড ; কৃচ্ছ্র ; দুঃখ। অতি—ই (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে অতীত।

অত্যয়িত—মৃত ; অতীত ; অতিক্রান্ত। অত্যয়+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

অত্যর্থ—অত্যধিক, বিস্তর। ২তৎ। সং ; ক্লী।

অত্যল্প—অতিশয় অল্প, যৎকিঞ্চিৎ। নিত্য। বিণ ; ত্রি। [সং ; স্ত্রী।

অত্যষ্টি, অত্যষ্টী—সপ্তদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

অত্যহিত—অতি অমঙ্গল। নিত্য। সং ; ক্লী।

অত্যাকার—তিরস্কার ; ন্যক্কার। অতি—আ—কৃ+ঘঞ্ ভাবে। সং ; পু।

অত্যাচার—অসদাচরণ, অভদ্র-আচরণ ; অন্যায়াচরণ, উপদ্রব, উৎপীড়ন, দৌরাত্ম্য। অতি—আ—চর+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে অত্যাচারী।

অত্যাচারপরায়ণ—অন্যায়াচরণশীল, সর্ব্বদা উপদ্রবকারী। অত্যাচার হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অত্যাচারী—অত্যাচারকারী। প্রাদি বা নিত্য। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অত্যাচারিণী।

অত্যাজ্য—পরিত্যাগের অযোগ্য, যাহা পরিত্যাগ করা যায় না এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি।

অত্যাধান—উপশ্লেষ। অতি—আ—ধা+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অত্যায়ত—অতি বিস্তৃত। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

অত্যারূঢ়—১। অতিশয় বৃদ্ধি। অতি—আ—রুহ (আরোহণ করা)+ক্ত ভা। সং ; ক্লী। ২। প্রবৃদ্ধ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।...+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

অত্যারূঢ়ি—অতিবৃদ্ধি, সাতিশয় উন্নতি। অতি—আ—রুহ (আরোহণ করা) ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

অত্যাল—রক্তচিত্রক, রাঙচিতা গাছ। অতি—আ—অল+অন্ ক। সং; পু।

অত্যাবশ্যক—অতি প্রয়োজনীয়, অতিশয় দরকারী। নিত্য। বিণ; ত্রি।

অত্যাশ্চর্য্য—অতিশয় বিস্ময়জনক, অত্যদ্ভুত। নিত্য। বিণ; ত্রি।

অত্যাসক্ত—অত্যন্ত অনুরক্ত, নিতান্ত লিপ্ত। নিত্য। বিণ; ত্রি।

অত্যাহিত—অশুভ, অমঙ্গল; মহাভয়। অতি—আ—ধা+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

অত্যুক্তি—অধিক উক্তি, বাড়াইয়া বলা, অতিরিক্ত বর্ণনা। আরোপিত কথন; অসম্ভব উক্তি; অলঙ্কার বিশেষ, এই অলঙ্কারে আশ্চর্য্য শৌর্য্য ও ঔদার্য্য প্রভৃতির বর্ণন থাকে। যেমন হে রাজেন্দ্র, আপনি দাতা হইলে যাচকেরা কল্পবৃক্ষ হয়। অতি (অতিরিক্ত) যে উক্তি, নিত্য। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অত্যুক্ত। [বিণ; ত্রি।

অত্যুগ্র—অতিশয় উৎকট, অত্যন্ত প্রখর। নিত্য।

অত্যুজ্জ্বল—অতিশয় দীপ্তিমান্। অতিশয়িত উজ্জ্বল, নিত্য। বিণ; ত্রি।

অত্যুৎকট—অতিশয় উগ্র। নিত্য। বিণ; ত্রি।

অত্যুৎকৃষ্ট—অত্যুত্তম, খুব ভাল। নিত্য। বিণ; ত্রি।

অত্যুষ্ণ—অত্যন্ত গরম, অতিশয় উত্তপ্ত। অতিশয়িত উষ্ণ, নিত্য। বিণ; ত্রি।

অত্যূহ—১। অতিশয় বিতর্ক। অতিশয়িত উহ (তর্ক), নিত্য। ২। ডাকপাখী। অতি—উহ+অন্ ক। সং; পু।

অত্যূহা—শেফালিকা; নীলিকা। সং; স্ত্রী।

অত্র—এই স্থানে, এখানে। অব্যয়। এতদ্ শব্দ+ত্র সপ্তমী স্থানে।

অত্রত্য—এতদ্দেশীয়, এই দেশের, এই স্থানের; এই স্থানসম্বন্ধীয়; এই স্থানে জাত। অত্র (এই স্থানে)+ত্যণ্ ভবার্থে। বিণ; ত্রি;

অত্রভবান্—সম্মানার্হ, মান্য, পূজ্য। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অত্রভবতী।

অত্রস্ত—অভীত; অব্যগ্র। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি।

অত্রি—ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। অত্রি দক্ষসুতা অনসূয়ার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাঁর পুত্র,—দত্ত, সোম, ও দুর্ব্বাসা। কথিত আছে যে, ইহাঁর নেত্রজল হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হন। বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র ইহাঁর আশ্রমে আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। ন (নাই) ত্রি (সত্ত্ব রজঃ তম তিনগুণ) যাহার, বহু। সং; পু।

অত্রিজাত—চন্দ্র। অত্রি হইতে জাত, ৫তৎ। সং; পু।

অত্রিনেত্রজ—চন্দ্র। অত্রির নেত্র; ৬তৎ; অত্রিনেত্র,—জন+ড ক। সং; পু।

অথ, অথো—অনন্তর; প্রশ্ন; দৃঢ়তা; চিহ্ন; আরম্ভ; মঙ্গল; সংশয়; অনুজ্ঞা; সাকল্য; বিকল্প; সমুচ্চয়; প্রকরণ। অর্থ (যাচ্ঞা করা)+ড, ডো ক। ব্য।

অথ কিং—স্বীকার, সম্মতি। ব্য।

অথচ—আরও; অপিচ। ব্য।

অথর্ব্ব—চারিবেদের চতুর্থ বেদ। এই বেদ ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে নিঃসৃত। ভাগবতকার বলেন, অথর্ব্ববেদ ব্রহ্মার পূর্ব্ব-মুখ হইতে বিনিঃসৃত। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রথমে এক বেদ ছিল; পরে ব্রহ্মার আদেশে ব্যাসদেব তাহা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া পৈলকে ঋক্‌বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, এবং সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ শ্রবণ করাইতে নিযুক্ত করেন। কাহারও কাহারও মতে অথর্ব্ব বেদমধ্যে গণ্য নহে। মহামতি মনু ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। অমরকোষেও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সামবেদের ছন্দোক্ত উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, অথর্ব্ব চতুর্থ বেদ এবং পুরাণ ও ইতিহাস পঞ্চম বেদ। উইলসন সাহেবের মতে অথর্ব্ব বেদ নহে, বেদের ক্রোড়পত্রমাত্র। অথ শব্দ (মঙ্গল)—ঋ (গমন করা)+বনিপ্ ক=অথর্ব্বন্, ১মার ১বচনে অথর্ব্ব। সং; পু।

অথর্ব্বনি—অথর্ব্ববেদজ্ঞ। অথর্ব্বন্+ষ্ণি জ্ঞাতার্থে। বিণ; ত্রি।

অথর্ব্ববিৎ—অথর্ব্ববেদজ্ঞ। অথর্ব্ব—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; পু।

—১। বেদের ব্রাহ্মণভাগ। সং; পু। অথর্ব্ব দেখ।

২। জনৈক ঋষির নাম। ইনি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র। দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মাই সর্ব্ব প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা, নিয়ন্তা ও রক্ষয়িতা। তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে সকল বিদ্যার মূলস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় উপদেশ দেন। অথর্ব্বা আবার সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরার নিকট প্রকাশ করেন। অঙ্গিরা আবার সত্যবাহের নিকট তাহা ব্যক্ত করেন। সত্যবাহ আবার সেই বিদ্যা অঙ্গিরসকে প্রদান করেন। কথিত আছে যে, অথর্ব্বা প্রথমে অগ্নির সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথমে আর্য্যদিগের যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করেন। ইনি কর্দ্দম প্রজাপতির শান্তিনাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত দধীচি মুনি ইহাঁর পুত্র। বঙ্গভাষায় ইনি অথর্ব্ব নামে পরিচিত।

অথর্ব্ববেদে অথর্ব্বা ও বরুণ সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান বর্ণিত আছে। বরুণ অথর্ব্বাকে একটী নিত্যবৎসা পয়স্বিনী দিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে বরুণ আবার সেই ধেনু পুনর্গ্রহণ করিবার চেষ্টা পাইলে অথর্ব্বা বরুণকে বলিয়াছিলেন,—'আমরা উভয়ে বন্ধু এবং এক বংশে জন্মিয়াছি।' এই অংশ দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, অথর্ব্বা ও বশিষ্ঠ একই ব্যক্তি, এবং বরুণ ও বিশ্বামিত্র অভিন্ন। এরূপ অনুমান করিবার হেতু এই যে, রামায়ণ ও মহাভারতে এইরূপ একটী উপাখ্যান আছে,—বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের ধেনু বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন। ইহাতে মহা বিরোধ উপস্থিত হয়। তদ্ভিন্ন বংশের কথা বিবেচনা করিলেও উভয়ে একবংশীয় হইয়া পড়েন। সে যাহা হউক, উপাখ্যান দুইটীতে সাদৃশ্য আছে বলিয়া অথর্ব্বা ও বশিষ্ঠ একই ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করা সমীচীন বোধ হয় না।

অথবা—পক্ষান্তরে। ব্য।

অথো—অথ দেখ।

অদক্ষিণ—প্রতিকূল, বাম; অকর্ম্মণ্য; দক্ষিণাশূন্য। নঞ্ তৎ বা বহু। বিণ; ত্রি।

অদণ্ডনীয়—দণ্ডের অযোগ্য, যাহার দণ্ড হওয়া অনুচিত এরূপ, অদণ্ড্য। নঞ্ তৎ; অথবা, ন (অ)—দণ্ড+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অদণ্ড্য—অদণ্ডনীয়, যে দণ্ডযোগ্য নয় এরূপ। নঞ্ তৎ; অথবা, ন (অ)—দণ্ড+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অদত্ত—অনর্পিত, যাহা দান করা হয় নাই। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। অদত্ত ষোড়শ প্রকার; যথা—

(১) ভয়হেতু বন্দিগ্রাহাদিকে যাহা দেওয়া হয়।
(২) ক্রোধহেতু বৈরনির্য্যাতনের জন্য অন্যকে যাহা দেওয়া হয়।
(৩) পুত্রবিয়োগাদিজন্য শোকাবিষ্ট হইয়া যাহা দান করে।
(৪) কার্য্যের প্রতিবন্ধনিবারণার্থ উৎকোচরূপে যাহা দেওয়া হয়, অর্থাৎ ঘুষ।
(৫) পরিহাস করিয়া যাহা দেওয়া হয়।
(৬) একে আপন জিনিষ অন্যকে দান করিতেছে, অন্যও তাহাকে দান করিতেছে, ইহাকে দানব্যত্যাস কহে। দানব্যত্যাসে যাহা দেওয়া হয়।
(৭) ছল করিয়া দান অর্থাৎ শত দান অভিসন্ধি করিয়া সহস্র বলিয়া যে দান করা হয়।
(৮) বালক অর্থাৎ অপ্রাপ্ত ষোড়শবর্ষবয়স্ক কর্ত্তৃক যে দান।
(৯) মূঢ় অর্থাৎ লৌকিক ও বৈদিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ কর্ত্তৃক যে দান।
(১০) অস্বতন্ত্র অর্থাৎ পুত্রদাস্যাদি কর্ত্তৃক যে দান।
(১১) আর্ত্ত অর্থাৎ রোগাভিভূত ব্যক্তি যাহা দান করে।

(১২) মত্ত অর্থাৎ সুরা প্রভৃতি সেবনে জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি যাহা দান করে।
(১৩) উন্মত্ত অর্থাৎ বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তি যাহা দান করে।
(১৪) এ আমার এই কর্ম্ম করিবে, এই প্রতিলাভেচ্ছায় যাহা দান করা হয়।
(১৫) যে চতুর্ব্বেদ জানে না সে বলিল, আমি চতুর্ব্বেদ জানি, ইহা শুনিয়া তাহাকে যে দান করা হয়।
(১৬) আমি যজ্ঞ করিব এই কথা বলিয়া ধন পাইলে যে দ্যূতক্রীড়াদিতে ঐ ধন ব্যয় করে, তাহাকে যে দান করা হয়।
এই ষোড়শপ্রকার দত্ত অদত্ত বলিয়া কথিত হয়।
"গৃহ্নাত্যদত্তং যো লোভাদ্ যশ্চাদেয়ং প্রযচ্ছতি।
অদেয়দায়কো দণ্ড্যস্তথাঽদত্তপ্রতীচ্ছকঃ॥"
ইতি নারদঃ।
অর্থাৎ যে ব্যক্তি লোভবশে অদত্ত গ্রহণ করে, এবং যে অদেয় দান করে, তাহাদের মধ্যে অদেয়দায়কও দণ্ডনীয় এবং অদত্তগ্রাহকও দণ্ডার্হ।
অদত্তা—যে কন্যার (বিবাহার্থ) সম্প্রদান হয় নাই, অনূঢ়া, অবিবাহিতা। নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।
অদন—১। ভক্ষণ। অদ (ভক্ষণ করা) + অনট্ ভা। ২। ভক্ষ্যদ্রব্য। অদ + অনট্ র্ম্ম। ক্লী।
অদন্ত—দন্তহীন; যাহার দন্ত উঠে নাই বা পড়িয়া গিয়াছে এরূপ। ন (নাই) দন্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
অদভ্র—অনল্প, বহু, প্রচুর, বিস্তর, অধিক। নঞ্‌তৎ। বিণ, ত্রি।
অদর্শন—১। দর্শনাভাব; বিনাশ। দর্শনের অভাব, অব্যয়ী। সং; ক্লী। ২। দর্শনহীন; দৃষ্টির বহির্ভূত; অতীন্দ্রিয়। ন (নাই) দর্শন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
অদল—১। দলহীন। ন (নাই) দল যাহার, বহু; বিণ; ত্রি। ২। হিজ্জল বৃক্ষ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অদলা।
অদলা—ঘৃতকুমারীর গাছ। অদল শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্; সং; স্ত্রী। [সর্ব্ব; বিণ; ত্রি।
অদস্—উনি, উহা, ঐ, অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ্য।
অদহনীয়—দহনের অযোগ্য বা অদাহ্য। ন (অ) —দহ (দগ্ধ করা) + অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
অদাতা—দানের প্রবৃত্তিহীন, ধনাদি থাকিতেও দান করিতে কাতর, কৃপণ। নীতিশাস্ত্রকারেরা বলেন যে, আদাতা বংশদোষেণ অর্থাৎ পুরুষ বংশদোষে অদাতা হয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। (আদাতৃ শব্দ); স্ত্রীলিঙ্গে আদাত্রী। বিপরীতার্থক শব্দ দাতা।
অদাহ্য—অদহনীয়; অদহনশীল; শাস্ত্রানুসারে অগ্নিসংস্কারের অযোগ্য। ন দাহ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অদিতি—১। দক্ষরাজকন্যা ও কশ্যপ মুনির পত্নী। ইঁহার গর্ভে ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভগ, ত্বষ্টা, বরুণ, অংশ, অর্য্যমা, রবি, পুষা, মিত্র, বরদমনু ও পর্জ্জন্য এই দ্বাদশ দেবতার জন্ম হয়; এই হেতু ইনি দেবমাতা বলিয়া কথিত। সমুদ্রমন্থনে যে কুণ্ডল উত্থিত হইয়াছিল, তাহা ইন্দ্র ইঁহাকেই প্রদান করেন। পারিজাত লইয়া বিষ্ণু ও ইন্দ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অদিতি তথায় উপস্থিত হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করেন। বামন অবতারের সময় বিষ্ণু ইঁহারই গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ২। পৃথিবী। ন (অ) দো (ছেদন করা) + ক্তি র্ম্ম, যাহাকে ছেদন করিতে পারা যায় না। সং; স্ত্রী।
অদিতিজ—দেবতা। অদিতি শব্দ (দেবমাতা) —জন + ড ক। সং; পু।
অদিতি-নন্দন—দেবতা। ৬তৎ। সং; পু।
অদীন—ধনী; অকাতর। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ দীন। (দীন দেখ)।
অদূর—১। নিকটবর্ত্তী। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ২। নিকট, নিকটবর্ত্তিস্থান। সং; ক্লী।
অদূরদর্শিতা—অদূরদর্শী, দেখ। অদূরদর্শিন্ + তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।
অদূরদর্শী—অপরিণামদর্শী, যে পরিণাম বিবেচনা করে না এরূপ। অদূর—দৃশ + ণিন্ ক = অদূরদর্শিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অদূরদর্শিনী।
অদূরবর্ত্তিতা—অদূরবর্ত্তী দেখ। অদূরবর্ত্তিন্ + তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।
অদূরবর্ত্তী (অদূরবর্ত্তিন্)—অদূরস্থ, নিকটবর্ত্তী। অদূর—বৃত + ণিন্ ক। বিণ; পু। বিশেষ্যে অদূরবর্ত্তিতা।
অদৃক্—চক্ষুহীন; অন্ধ। ন (নাই) দৃক্ (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ; পু।
অদৃশ্য—দৃষ্টির বহির্ভূত, চক্ষুর অগোচর, দর্শনপথ হইতে অন্তর্হিত; অজ্ঞেয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অদৃশ্যা।
অদৃশ্যন্তী—বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তি মুনির ভার্য্যা, এবং পরাশরের মাতা। সং; স্ত্রী।
অদৃষ্ট—১। ভাগ্য, নিয়তি। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম (পাপ ও পুণ্য) ভেদে অদৃষ্ট দ্বিবিধ; জন্মান্তরীণ সংস্কার। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং কর্ম্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে। অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে অর্জ্জিত কর্ম্মকেই দৈব বা অদৃষ্ট কহে। পুরুষকার দ্বারা সামান্য অদৃষ্টের প্রতিরোধ হয়, কিন্তু প্রবল অদৃষ্টের নিরোধ হয় না। ভোগ দ্বারা অদৃষ্টের নাশ হয়, আর তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে অদৃষ্ট ধ্বংস হয়। সং; ক্লী। ২। অবীক্ষিত, অনবলোকিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অদৃষ্টক্রমে—ভাগ্যবশতঃ, কপালক্রমে। অদৃষ্টে ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।
অদৃষ্টচক্র—ভাগ্যরূপ চাকা। অদৃষ্ট রূপ চক্র রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।
অদৃষ্টচর, অদৃষ্টপূর্ব্ব—পূর্ব্বে অনবলোকিত, যাহ পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই এরূপ। অদৃষ্ট + চরট্ ভূতপূর্ব্ব অর্থে = অদৃষ্টচর; পূর্ব্বে (পূর্ব্বকাল ব্যাপিয়া) অদৃষ্ট = অদৃষ্টপূর্ব্ব ২তৎ। বিণ; ত্রি।
অদৃষ্টপরীক্ষা—ভাগ্যপরীক্ষা, ভাগ্যে শুভ ব অশুভ আছে, তাহা পরখ করিয়া দেখা ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
অদৃষ্টপুরুষ—ভাগ্যনিয়ামক দেবতা, ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অদৃষ্টের অধিষ্ঠাত পুরুষ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।
অদৃষ্টবাদ—ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে এইরূপ উক্তি। ৬তৎ। সং; পু।
অদৃষ্টবাদী—অদৃষ্টে বিশ্বাসকারী, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে এইরূপ বিশ্বাসী। ৬তৎ। বিণ; পু।
অদৃষ্টাকাশ—ভাগ্য-গগন, ভাগ্যরূপ আকাশ। রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।
অদৃষ্টি—১। বিরক্তিসূচক দৃষ্টি, রোষপূর্ণ দৃষ্টি। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী। ২। দৃষ্টিহীন। ন (নাই) দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
অদেয়—দিবার অযোগ্য; যাহা দেওয়া যায় না বা দেওয়া উচিত নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অদোষ—১। দোষশূন্য, নির্দ্দোষ। ন (নাই) দোষ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। গুণ। ন দোষ, নঞ্‌তৎ। সং; পু।
অদ্ধা—সত্য, যথার্থ, প্রকৃত। অৎ—ধা + ক্বিপ্ ক। ব্য।
অদ্ভুত—১। বিস্ময়, আশ্চর্য্য। অৎ—ভূ + ডুতচ্ অধি। সং; ক্লী। ২। বিস্ময়জনক; আকস্মিক। অদ্ভুত + অ অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। ৩। (কাব্যে) রসবিশেষ। সং; পু।
অদ্ভুতকর্ম্মা—(অদ্ভুতকর্ম্মন্)। আশ্চর্য্যজনক কার্য্যকারী। অদ্ভুত হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; পু।
অদ্ভুতরস—কাব্যরস দেখ।
অদ্ভুত রামায়ণ—ইহা ২৭ সর্গে বিভক্ত, এবং ইহাতে সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধের বর্ণনা আছে। ইহা বাল্মীকির রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ।
অদ্ভুতসার—খদিরসার। অদ্ভুত হইয়াছে সার (স্থিরাংশ) যাহার, বহু। সং; পু।
অদ্মর—ভোজনপ্রিয়, পেটুক। অদ + (ভোজন করা) + ক্মর ক। বিণ; ত্রি।
অদ্য—আজি; এক্ষণে। ব্য।
অদ্যকার—বর্ত্তমান দিবসীয়, আজিকার, এই দিনের। অদ্য শব্দ + কার ভাবার্থে; বিণ।

অদ্যতন—বর্ত্তমান দিবসীয় ; অদ্যকার, অতীত রাত্রির শেষাংশ হইতে আগামিনী রাত্রির প্রথমভাগ পরিমিত কাল। অদ্য শব্দ+ট্ন ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

অদ্যশ্বীন—যাহা আজি কালি হইবে এরূপ। অদ্য (আজি)+শ্বস্ (কালি)+ঈন ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অদ্যশ্বীনা।

অদ্যশ্বীনা—আসন্নপ্রসবা গবী। সং; স্ত্রী। অদ্যশ্বীন দেখ।

অদ্যাপি—আজিও, আজি পর্য্যন্ত, এখনও, এখন পর্য্যন্ত। অদ্য+অপি। ব্য।

অদ্যপ্রভৃতি, অদ্যাবধি—অদ্য হইতে, আজি অবধি। অদ্য (বর্ত্তমান কাল) হইয়াছে প্রভৃতি, অবধি (প্রথম সীমা) যাহার বা যাহাতে, বহু [এখানে অদ্য এই সপ্তম্যন্ত পদ প্রথমান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে, ইহা প্রাচানদিগের সম্মত বলিয়া নির্দ্দোষ। ইহা ক্রিয়াবিশেষণরূপেই প্রায়শঃ প্রযুক্ত হয়, কখন কখন অন্যরূপও হয়]। ব্য।

অদ্রি—পর্ব্বত; সূর্য্য; বৃক্ষ; পরিমাণবিশেষ। ন—দ্রম (গতি)+ডি ক, যে গমন করে না, অথবা ন—দ্রা (পলায়ন ও নিদ্রা)+ ডি ক, যে কখনও পলায়ন করে না, বা নিদ্রা যায় না, অথবা অদ (ভোজন)+ক্রিপ্ র্ম=অদ্ (যাহা ভোগ্য); অদ্—রা (দান করা)+ডি ক, যে ভোগ্য পদার্থ দান করে। সং; পু।

অদ্রিকর্ণী—অপরাজিতা লতা। সং; স্ত্রী।

অদ্রিকীলা—পৃথিবী। অদ্রি (পর্ব্বত) হইয়াছে কীল (শঙ্কু) যাহার, বহু; সং; স্ত্রী।

অদ্রিজ—১। শৈলেয় নামক গন্ধদ্রব্য; গিরিমাটী। সং; ক্লী। ২। পর্ব্বতজাত; পার্ব্বত্য। উপ; অদ্রি শব্দ (পর্ব্বত)—জন (জন্মা) ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অদ্রিজা।

অদ্রিজা—পার্ব্বতী, হর-পত্নী; সৈংহলী বৃক্ষ। সং; স্ত্রী। অদ্রিজ দেখ।

অদ্রিতনয়া—পার্ব্বতী, দুর্গা। অদ্রির (হিমালয়ের) তনয়া, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অদ্রিনন্দিনী—পার্ব্বতী, দুর্গা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অদ্রিভিৎ—গোত্রভিৎ, ইন্দ্র। উপ; অদ্রি শব্দ (পর্ব্বত) ভিদ (ভেদ করা)+ক্বিপ্ ক= অদ্রিভিদ্, ১মার ১বচন। সং; পু। পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, পূর্ব্বে পর্ব্বতসকলের পক্ষ ছিল, তাহারা ইচ্ছামত উড়িয়া লোকালয়ে পতিত হইয়া বহুসংখ্যক প্রাণী সংহার করিত। ইহাতে ইন্দ্র কুপিত হইয়া বজ্রাস্ত্র দ্বারা তাহাদিগের পক্ষ ছেদন করিয়াছিলেন।

অদ্রিরাজ—গিরিরাজ, হিমালয়। অদ্রির রাজা, ৬তৎ। সং; পু। [হিমালয়ের ন্যায় উন্নত পর্ব্বত পৃথিবীতে আর নাই, একারণ ইহাকে অদ্রিরাজ, গিরিরাজ প্রভৃতি বলে]।

অদ্রিরাট্—গিরিরাজ, হিমালয়। উপ; অদ্রি শব্দ (পর্ব্বত)—রাজ (দীপ্তি পাওয়া)+ ক্বিপ্ ক=অদ্রিরাজ্, ১মার ১বচন। সং; পু।

অদ্রিসার—১। গিরিসার, লৌহ। ৬তৎ। সং; পু। ২। লৌহবৎ কঠিন। অদ্রির ন্যায় সার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অদ্রীশ—১। হিমালয় পর্ব্বত। অদ্রির ঈশ, ৬তৎ। ২। শিব। অদ্রি স্থিত ঈশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অদ্বয়—১। দ্বয়হীন, যাহার দ্বিতীয় নাই এরূপ। ন (নাই) দ্বয় যাহার, বহু। দ্বয়=দ্বি শব্দ +অয়ট্, অবয়বার্থে। বিণ; ত্রি। ২। ব্রহ্ম। সং; ক্লী। ৩। বৌদ্ধ। সং; পু।

অদ্বয়বাদী—১। বৌদ্ধ। সং; পু। ২। অদ্বৈতবাদী, যে দ্বিতীয় স্বীকার করে না, একেশ্বরবাদী, যে একের অধিক ঈশ্বর মানে না। [ইহাদের মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং এই ব্রহ্মাণ্ড তাহার প্রত্যক্ষ সিদ্ধিস্বরূপ। যেরূপ রজ্জু প্রকৃত সর্প না হইয়াও সর্পবৎ প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তু এক ব্রহ্মের আদর্শস্বরূপ, প্রকৃতপক্ষে এই ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা নাই। উপ। অদ্বয় শব্দ—বদ (বলা)+ণিন্ ক=অদ্বয়বাদিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি। অদ্বয় দেখ।

অদ্বার—দ্বাররহিত। ন (নাই) দ্বার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অদ্বিতীয়—১। দ্বিতীয়রহিত, যাহার দ্বিতীয় বা সমান নাই এরূপ; তুলনারহিত, অতুল্য। বিণ; ত্রি। ২। ব্রহ্ম। সং; ক্লী। ন (নাই) দ্বিতীয় যাহার, বহু। দ্বিতীয়=দ্বি শব্দ+তীয়, পুরণার্থে। বিপরীতার্থক শব্দ দ্বিতীয়।

অদ্বৈত—১। দ্বৈতরহিত, দ্বিতীয়বর্জ্জিত, অভেদ। বিণ; ত্রি। ২। ব্রহ্ম। সং; ক্লী। ন (নাই) দ্বৈত (দ্বিতীয়ত্ব) যাহার বা যাহাতে, বহু। ৩। অদ্বৈত প্রভু নামে একজন পরম কৃষ্ণভক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। ইহাঁর জন্মস্থান নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর। ইনি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন, তবে তাঁহার অপেক্ষা কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। কারণ কথিত আছে যে, তিনি বাল্যকালে সর্ব্বদাই বলিতেন যে, "নবদ্বীপে যিনি জন্মগ্রহণ করিবেন [অর্থাৎ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ] আমি তাঁহার অনুচর হইব।" এ বিষয়ে ইহাঁকে জন্ দি ব্যাপ্‌টিষ্টের (John the Baptist) সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে কলেবর পরিগ্রহ করেন। তৎকালে অদ্বৈত প্রভুর বয়ঃক্রম ২০ বৎসর ধরিলে তাঁহার জন্ম ১৩৮৭ শকে হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। বৈষ্ণবদিগের পর্ব্বদিন দেখিয়া ইহাই অনুমিত হয় যে, মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই অতিশয় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ করিতে ভালবাসিতেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যে সময়ে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম করিলেন, অদ্বৈত প্রভুও সেই সময়ে সংসারের মায়া কাটাইয়া তাঁহার অনুচর হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে ইনি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং ইহাঁর আটটি পুত্র জন্মিয়াছিল। আট জনের মধ্যে সাত জন যথেচ্ছাচারী ছিল, কেবল কনিষ্ঠ পুত্র অচ্যুত পিতার ন্যায় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, এজন্য অদ্বৈত প্রভু তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। গৌরাঙ্গদেব ও অদ্বৈত প্রভু যে সময়ে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গে চারিদিক্ মাতাইয়া তুলিতেছিলেন, সেই সময়ে খড়দহের নিত্যানন্দ প্রভুও আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। প্রভুত্রয় কলেবর পরিত্যাগ করিলে নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের তিন জনের তিনটী দারুময় মূর্ত্তি স্থাপন করেন। অদ্যাপি সেই সকল মূর্ত্তির যথানিয়মে সেবা হইয়া থাকে। শান্তিপুরের উড়েগোস্বামী ভিন্ন অন্য যাবতীয় গোস্বামীরা সকলেই প্রায় অদ্বৈত প্রভুর সন্তান। এই বংশে অনেক সুবিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া কুল উজ্জ্বল করিয়াছেন। শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর প্রতিষ্ঠিত একটী কৃষ্ণমূর্ত্তি আছে, তাঁহার নাম শ্রীশ্রীমদনগোপাল। মদনগোপালের রাসে অদ্যাপি বিলক্ষণ জাঁক হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ অদ্বৈতাচার্য্যকে শিবের অবতার বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে,

নিত্যানন্দো ভক্তরূপো ব্রজে যঃ শ্রী হলায়ুধঃ।
ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ।

অর্থাৎ নিত্যানন্দ ভক্তরূপী, ইনি ব্রজে বলরাম ছিলেন। আর আচার্য্য অদ্বৈত ভক্তাবতার, ইনি পূর্ব্বে সদাশিব ছিলেন।

অদ্বৈতবাদ—এক ব্যতীত ঈশ্বর নাই এইরূপ উক্তি, একেশ্বরবাদ। কর্ম্মধা। সং; পু।

অদ্বৈতবাদী—অদ্বয়বাদী দেখ।

অধঃ—অধোভাগে, নিম্নে; পশ্চাৎ। ব্য।

অধঃকৃত—নিক্ষিপ্ত; পরাভূত। অধস্ শব্দ—কৃ (করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

অধঃক্ষিপ্ত—অবক্ষিপ্ত, অধন্যস্ত। অধস্—ক্ষিপ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

অধঃপতন—নিম্নগতি, অধঃপাত, উচ্ছন্ন যাওয়া। অধস্‌-পত+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী।

অধঃপতিত—নিম্নগতিপ্রাপ্ত, যে উচ্ছন্ন গিয়াছে এরূপ। অধস্‌-পত+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অধঃপাত—অধঃপতন; উচ্ছন্ন যাওয়া। অধস্‌ শব্দ-পত (পড়া)+ঘঞ্‌ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অধঃপতিত।

অধঃপুষ্পী—তৃণবিশেষ, চোর খড়িকা; গোজিহ্বা। সং; স্ত্রী।

অধঃশিরাঃ—যাহার মস্তক নিম্নদিকে এরূপ। অধঃ (নিম্নে) শিরঃ (মস্তক) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে=অধঃশিরস্‌ শব্দ; ১মার ১বচন; বিণ; ত্রি।

অধঃস্থ—নিম্নস্থ, নীচের দিকে স্থিত। অধস্‌ শব্দ (নিম্ন)-স্থা+ড ক; বিণ; ত্রি। অধস্থও হয়, কারণ যাহার পরে বর্গের ১ম বা ২য় বর্ণ থাকে, এরূপ শ, ষ, স, পরে থাকিলে বিকল্পে বিসর্গের লোপ হয়। যথা—অন্তস্থা, অন্তঃস্থা]।

অধন—১। ধনহীন, নির্ধন, দরিদ্র। ন (নাই) ধন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ধনাভাব। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি।

অধন্য—ভাগ্যহীন, হতভাগ্য। ন ধন্য, নঞ্‌তৎ।

অধম—১। অপকৃষ্ট, নীচ, জঘন্য, তুচ্ছ; নিন্দিত। অধস্‌+ম। বিণ; ত্রি। ২। নায়কবিশেষ, ভয়, দয়া ও লজ্জাহীন এবং কামক্রীড়ায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারশূন্য নায়ক। বিপরীতার্থক শব্দ উত্তম।

অধমর্ণ—ঋণী, ঋণ করিয়াছে এরূপ, দেনদার, খাতক, ধেরো। অধম ঋণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। অধম দেখ। ঋণ=ঋ (পাওয়া)+ক্ত ক, যাহা বৃদ্ধি পায়। বিপরীতার্থক শব্দ উত্তমর্ণ (=মহাজন)।

অধমা—১। তুচ্ছা, অপকৃষ্টা। বিণ; স্ত্রী। ২। নায়িকাবিশেষ, হিতকারী প্রিয়তমের অহিতকারিণী নায়িকা। সং; স্ত্রী।

অধমাঙ্গ—পদ, চরণ। সং; ক্লী। কর্ম্মধা। অধম দেখ। অঙ্গ=অন্‌গ (গমন করা বা পাওয়া)+অল্‌ র্ম্ম। বিপরীতার্থক শব্দ উত্তমাঙ্গ।

অধর—১। নিম্নোষ্ঠ, নীচের ঠোঁট; কখনও কখনও নীচের ও উপরের দুই ঠোঁটকেই বুঝায়। সং; পু। ২। অধম, নিম্ন, নীচ। নঞ্‌-ধৃ (ধরা)+অল্‌ র্ম্ম, যাহার স্বয়ং ধরিবার ক্ষমতা নাই। বিণ; ত্রি।

অধরচুম্বন—অধরে চুম্বনদান, ঠোঁটে চুমো খাওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অধরচুম্বিত—অধর দিয়া যাহাকে চুম্বন করা হইয়াছে। অধর দ্বারা চুম্বিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

অধরপল্লব—অধররূপ নবপত্র, অর্থাৎ নবোদ্গত পত্রবৎ কোমল অধর। অধর পল্লব প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

অধরপ্রান্ত—অধরের সীমা, ঠোঁটের শেষভাগ। ৬তৎ। সং; পু।

অধরমধু—১। বক্ত্রাসব, মুখে গৃহীত সুরা। অধর স্পৃষ্ট মধু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। অধরামৃত, অধররস। অধরের মধু (মধুতুল্য) উৎকৃষ্ট রস), ৬তৎ। সং; ক্লী।

অধরসুধা—অধরামৃত, অধররস। অধরের সুধা (সুধাতুল্য উৎকৃষ্ট রস), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অধরাৎ, অধরেণ, অধরস্তাৎ—অধোদিকে, নিম্নে, নীচে। অধর (নিম্ন)—আৎ, এন, স্তাৎ; ব্য।

অধরামৃত—অধরসুধা; অধররস। ৬তৎ। সং; ক্লী। অধর দেখ। অমৃত=ন (নাই) মৃত (মরণ) যাহা হইতে, বহু।

অধরীকৃত—অধঃকৃত; পরাভূত। অধর দেখ। অধর শব্দ-অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=অধরী-কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অধর্ম—১। ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য, পাপ, দুষ্কৃত। ন ধর্ম্ম, কর্ম্মধা; সং; ক্লী। ২। পুণ্যহীন, পাপময়। বিণ; ত্রি। ন (নাই) ধর্ম্ম যাহাতে, বহু। ধর্ম্ম=ধৃ (ধারণ করা)+ম ক, যাহাতে মনুষ্যকে ধরিয়া রাখে। বিপরীতার্থক শব্দ ধর্ম্ম। ধর্ম্ম দেখ।

অধর্ম্মাক্রান্ত—অধর্ম্মগ্রস্ত, পাপগ্রস্ত, পাপী। অধর্ম্ম দ্বারা আক্রান্ত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

অধর্ম্মাচরণ—পাপাচরণ, দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অধর্ম্মাচারী—পাপানুষ্ঠাতা, দুষ্কর্ম্ম অনুষ্ঠানকারী। অধর্ম্ম-আ-চর+ণিন্‌ ক=অধর্ম্মাচারিন্‌, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অধর্ম্মাচারিণী।

অধর্ম্মী—(অধর্ম্মিন্‌ শব্দ) অধর্ম্মাচারী, অধার্ম্মিক, ধর্ম্মভ্রষ্ট, পাপাচারী; পুণ্যরহিত। বিণ; ত্রি। অধর্ম্ম শব্দ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে=অধর্ম্মিন্‌, ১মার ১বচন। বিপরীতার্থক শব্দ ধর্ম্মী।

অধর্ম্ম্য—অধর্ম্মযুক্ত, ধর্ম্মবিরুদ্ধ। অধর্ম্ম শব্দ+ষ্ণ্য, যুক্তার্থে; অথবা, ন ধর্ম্ম্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। অধর্ম্ম দেখ। বিপরীতার্থক শব্দ ধর্ম্ম্য।

অধশ্চর—১। অধোগামী। উপ। বিণ; ত্রি। অধস্‌ শব্দ-চর (গমন করা)+টক্‌ ক। ২। চোর। সং; পু।

অধশ্চৌর—সিঁদেল চোর। অধোভেদক চৌর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অধস্তন—নিম্নগত, নিম্নস্থিত; নিম্নোৎপন্ন। অধস্‌ শব্দ+ট্টন ভবার্থে। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ উর্দ্ধতন। [শব্দ+স্তাৎ; ব্য।

অধস্তাৎ—নিম্নে, নীচের দিকে, পশ্চাৎ। অধস্‌

ধার্ম্মিক, নঞ্‌তৎ; অথবা, অধর্ম্ম শব্দ+ষ্ণিক, শীলাদ্যর্থে। বিণ; ত্রি। অধর্ম্ম দেখ; বিপরীতার্থক শব্দ ধার্ম্মিক।

অধি—আধিক্য; অধিকার; ঐশ্বর্য্য; উপরি; আধিপত্য; অধীনতা। ব্য, উপসর্গ।

অধিক—১। অতিরিক্ত; অনেক; বেশী; উত্তম; বলবান্‌। বিণ; ত্রি। ২। অর্থালঙ্কারবিশেষ, যেস্থলে আধার ও আধেয় এতদুভয়ের মধ্যে একের আধিক্য বর্ণিত হয়। [অলঙ্কার দেখ]। অধি-কৈ (শব্দ করা)+ড ক। সং; ক্লী।

অধিকতর—অপেক্ষাকৃত অধিক। অধিক+তর উৎকর্ষার্থে। বিণ; ত্রি। [তু। ব্য।

অধিকন্তু—আরও, বাড়ার ভাগ। অধিকং+

অধিকরণ—১। (ব্যাকরণে) কারকবিশেষ; বাচ্যবিশেষ; স্থান; বিচারালয়, পাত্র; আধার; বিষয়াদি পঞ্চ অবয়বসম্পন্ন গ্রন্থ [বিষয়াদি পঞ্চ যথা—বিষয়, বিশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর ও নির্ণয়। বিচারযোগ্য বাক্যকে বিষয় কহে। ইহার এইরূপ অর্থ কি না এই প্রকার সংশয়কে বিশয় বলে। প্রকৃতার্থ বিরোধী তর্কের উপন্যাসকে পূর্ব্বপক্ষ কহে। সিদ্ধান্তের অনুকূল তর্কের উপন্যাসকে উত্তর কহে, এবং মহাবাক্যার্থ তাৎপর্য্য নিশ্চয়কে নির্ণয় কহে]। মীমাংসাদর্শনের গ্রন্থবিশেষ। সং; ক্লী। অধি-কৃ (করা)+অনট্‌ অধি। ২। আধিপত্য; দখল করা। অধি-কৃ (করা)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অধিকৃত।

অধিকরণিক—বিচারকর্ত্তা, প্রাড়্‌বিবাক্‌, বিচারপতি। অধিকরণ (ধর্ম্মাধিকরণ) শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু।

অধিকর্দ্ধি—অধিক ধনশালী; সর্ব্বতোভাবে সুখী। অধিক হইয়াছে ঋদ্ধি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অধিকর্ম্মিক—হট্টাধ্যক্ষ, হাটের কর্ত্তা, বাজার দারোগা। অধিকর্ম্মন্‌ শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু।

অধিকাংশ—বেশীর ভাগ। অধিক যে অংশ, কর্ম্মধা। সং; পু।

অধিকাঙ্গ—১। অতিরিক্ত অঙ্গবিশিষ্ট। অধিক হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু; বিণ; ত্রি। ২। কটিবন্ধন। সং; ক্লী।

অধিকার, অধীকার—১। স্বামিত্ব, সত্ত্ব; আধিপত্য; ক্ষমতা; সম্পর্ক; প্রবেশ, নিয়োগ; আরম্ভ; অনুষ্ঠান; স্বীকার; দখল করা; রাজাদের ছত্রচামরাদি ধারণ; ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ অনুবৃত্তি [ইহা তিন প্রকার, যথা—

"সিংহাবলোকিতাখ্যশ্চ মণ্ডুকপ্লুতিরেব চ।
গঙ্গাস্রোত ইতি খ্যাতঃ অধিকারাস্ত্রয়ো মতাঃ॥"

অর্থাৎ সিংহদৃষ্টি, মণ্ডুকপ্লুতি ও গঙ্গাস্রোতঃ এই তিন প্রকার অধিকার। মতান্তরে

গোয়ুপ্প নামক আর একটী অধিকার আছে; প্রকরণ। অধি—কৃ (করা)+ ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। পদ। অধি—কৃ (করা)+ঘঞ র্ম্ম। সং; পু। বিশেষণে অধিকৃত। বিপরীতার্থক শব্দ অনধিকার।

অধিকারগত—আয়ত্তগত, স্বামিত্বের অন্তর্গত, দখলীকৃত। অধিকারকে গত, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

অধিকারী—(অধিকারিন্ শব্দ) যাহার অধিকার আছে, স্বামী, স্বত্ববান্; অধ্যক্ষ। অধিকার শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=অধিকারিন্, ১মার ১বচন। বিণ বা সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অধিকারিণী; বিপরীতার্থক শব্দ অনধিকারী। অধিকার দেখ।

অধিকৃত—১। যাহা অধিকার করা হইয়াছে এরূপ; নিযুক্ত; আয়ত্ত। অধি—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অনধিকৃত। ২। কার্য্যনির্ব্বাহক; অধ্যক্ষ; আয়ব্যয়াবেক্ষক; অধিকারী। অধি—কৃ (করা)+ক্ত ক। সং; পু।

অধিক্রম—আক্রমণ। অধি—ক্রম (গতি)+ অল্ ভা। সং; পু।

অধিক্ষিপ্ত—নিক্ষিপ্ত; প্রেরিত; তিরস্কৃত; নিন্দিত। অধি—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অধিক্ষেপ—নিক্ষেপ; প্রেরণ; তিরস্কার; নিন্দা। অধি—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ অল্ ভা। সং; পু।

অধিগত—প্রাপ্ত, লব্ধ; স্বীকৃত; জ্ঞাত, অধীত, শিক্ষিত। অধি—গম (পাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অধিগম। বিপরীতার্থক শব্দ অনধিগত।

অধিগম—প্রাপ্তি, লাভ; স্বীকার; জ্ঞান, শিক্ষা। অধি—গম (পাওয়া)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অধিগত।

অধিগম্য—প্রাপ্য, লভ্য; স্বীকার্য্য; জ্ঞেয়; শিক্ষণীয়। অধি—গম+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অধিজ্য—জ্যাযুক্ত (ধনুঃ), ছিলে পরান (ধনুক)। জ্যাকে অধিকৃত, ২তৎ। বিণ; ক্লী। জ্যা=জ্যা (জীর্ণ হওয়া)+ক্বিপ্।

অধিত্যকা—পর্ব্বতোপরি বিস্তৃত ভূমি (Table land) [পর্ব্বতের আসন্ন ভূমি উপত্যকা, এবং উর্দ্ধ ভূমি অধিত্যকা। কিন্তু অমরকোষের টীকাকার বলেন যে, পর্ব্বত শব্দ উপলক্ষণ মাত্র, সন্নিহিত উর্দ্ধ ভূমি অধিত্যকা]। সং; স্ত্রী। অধি (উপরি)+ ত্যকন্ ভবার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিপরীতার্থক শব্দ উপত্যকা।

অধিদেব—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; অন্তর্যামী পুরুষ। অধিষ্ঠাতা দেব, নিত্য। সং; পুং।

অধিদেবতা—অধিদেব দেখ। সং; স্ত্রী।

অধিদৈবত—অধিদেব দেখ। সং; ক্লী। [সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী বিরাট্ পুরুষ দেবতাদিগের অধিপতি বলিয়া তাঁহাকে অধিদৈব বলে]।

অধিনায়ক—প্রধান; অধ্যক্ষ। অধি—নী (লওয়া)+ণক ক; বিণ; ত্রি।

অধিপতি—রাজা; প্রভু; অধিকারী, স্বামী। অধিপ=অধি—পা (পালন করা) +ড ক। অধিপতি=অধি—পা (পালন করা)+ডতি ক, অথবা পা+ডতি=পতি, অধি (অধিক) পতি, নিত্য। সং; পু।

প্রভু, স্বামী; রাজা; পরমপুরুষ। অধি—ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্। সং; পু।

অধিভূত—যাহা বিনশ্বর দেহাদি পদার্থভূত সকলকে অধিকার করিয়া আছে; পরমপুরুষ। ভূতগণকে অধিকার করিয়া আছে, অব্যয়ী। সং; ক্লী। ভূত=ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিশেষণে আধিভৌতিক।

অধিমাংসক—দন্তরোগবিশেষ। মাংসকে অধিকার করিয়া অধিমাংস, অব্যয়ী; অধিমাংস —কৃ (হিংসা)+ড ক। সং; পু।

অধিমাস—বৎসরের বর্দ্ধিত মাস, মলমাস। এই মাসে শুভকার্য্য সম্পন্ন করা বিধেয় নহে। অধিক মাস, নিত্য। সং; পু।

অধিযজ্ঞ—কৃষ্ণ, বিষ্ণু। যজ্ঞকে অধিকার করিয়া স্থিত, ২তৎ। সং; পু। [শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "আমি এই দেহযজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে অধিষ্ঠান করিতেছি, এই নিমিত্ত আমি অধিযজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকি।"] যজ্ঞ=যজ (যজ্ঞ করা)+ন ভা।

অধিরথ—১। অতিরথ; মহারথ। অধিকৃত রথ যৎকর্ত্তৃক, বহু [বহুব্রীহি সমাসে অব্যয়ের পরস্থিত কৃদন্ত পদের লোপ হয়, এই নিয়ম অনুসারে 'কৃত' অংশের লোপ]।

২। কর্ণের পালক পিতার নাম। কুন্তীদেবী আপনার কুমারী অবস্থায় পুত্র কর্ণকে ভাসাইয়া দিলে অধিরথ তাহাকে স্বীয় আলয়ে আনিয়া ভার্য্যা রাধার হস্তে তাহার লালনপালনের ভার অর্পণ করেন। অধিরথ জাতিতে ক্ষত্রিয় হইলেও সারথির কার্য্য করিতেন বলিয়া সাধারণে তাঁহাকে সূতবংশীয় বলিয়াই জানিত এবং কর্ণও তাঁহার পুত্ররূপে পরিচিত হওয়ায় জনসমাজে সূতপুত্র আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছিলেন। অধিরথের পিতার নাম সত্যবর্ম্মা।

অধিরাজ, অধিরাট্—মহারাজ, সার্ব্বভৌম, সম্রাট্। অধিরাজ=অধি (অধিক) রাজা, নিত্য। অধিরাট্=অধি (প্রধান)—রাজ (দীপ্তি বা শোভা পাওয়া)+ক্বিপ্=অধিরাজ্ শব্দ, ১মার ১বচন। সং; পু।

অধিরূঢ়—আরূঢ়; আক্রান্ত; আক্রমণকারী। অধি—রুহ (আরোহণ করা)+ক্ত ক বা র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অধিরোহণ।

অধিরোপণ—আরোহণ করান; শরাসনে শরযোজনা। অধি—ণিজন্ত রুহ বা রোপি (আরোহণ করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অধিরোপিত।

অধিরোহণ—আরোহণ। অধি—রুহ (আরোহণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অধিরূঢ়।

অধিরোহণী, অধিরোহিণী—আরোহণী; কাষ্ঠ বা ইষ্টকাদিনির্ম্মিত সোপান; সিঁড়ি। অধিরোহণী=অধি—রুহ (আরোহণ করা) +অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। অধিরোহিণী =অধি—রুহ (আরোহণ করা)+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অধিবচন—নাম; সংজ্ঞা। অধি—বচ বা ব্রু+ অনট্ ণ, যদ্দ্বারা আপনাকে বলে অর্থাৎ পরিচিত করে। সং; ক্লী।

অধিবাস—১। নিবাস; বাসস্থান; ধন্না দিয়া থাকা। অধি—বস (বাস করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অধ্যুষিত। ২। গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সংস্কার। গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সংস্কারে নিম্নলিখিত ২২টী দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। যথা—মৃত্তিকা, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (পিটুলিনির্ম্মিত দ্রব্য), সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা, শ্বেতসর্ষপ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, চামর, দর্পণ, দীপ ও প্রশস্তপাত্র (সর্ব্বদ্রব্যযুক্ত ডালা)। কোনও পূজার পূর্ব্বদিনে অথবা কোন শুভ কার্য্যের পূর্ব্বদিনে সম্পাদিত কার্য্যবিশেষ। পূজার পূর্ব্বদিনে সায়ংকালে মন্ত্র পাঠ করিয়া ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসকল প্রথমে দেবদেবীর ললাটে পরে ভূমিতে স্পর্শ করাইয়া প্রশস্ত পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক সেই পাত্র পূর্ব্বোক্তক্রমে বারত্রয় স্পর্শ করাইবে, ইহাকে পূজার অধিবাস কহে। বিবাহের পূর্ব্বদিন শেষ রাত্রিতে দধিমঙ্গলাদি সম্পাদন করা। অথবা বিবাহ যে দিবসের রাত্রিতে হইবে, সেই দিবসে বরপক্ষীয়েরা যে বস্ত্র গন্ধদ্রব্যাদি কন্যাপক্ষের নিকট প্রেরণ করে, তাহাই অধিবাস শব্দে কথিত হয়। অধি—বাস (উপসেবা)+ অল ভা। ৩। পরিমল, সৌরভ। অধি —বস+ঘঞ্ অধি। ৪। স্থাপন। অধি— ণিজন্ত বস বা বাসি+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অধিবাসন—১। গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সংস্কারসাধন [অধিবাস দেখ]। অধি—বাস (উপসেবা)+অনট্ ভা। ২। যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে দেবতা স্থাপন। অধি—ণিজন্ত বস বা বাসি+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অধিবাসিত।

অধিবাসিত—১। গন্ধমাল্যাদি দ্বারা কৃত-সংস্কার [অধিবাস দেখ]। অধি–বাস+ক্ত র্ম। ২। স্থাপিত। অধি–ণিজন্ত বস বা বাসি+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অধিবাসন।

অধিবাসী—বাসকারী ব্যক্তি, যে বাস করে, বাসিন্দে। অধি–বস (বাস করা)+ণিন্ ক অধিবাসিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে অধিবাসিনী।

অধিবিদ্ব—অতিশয় বিদ্বাবান্ বা পণ্ডিত। অধি (আধিক্য) বিদ্যা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আপ্; সং; স্ত্রী।

অধিবিন্না—দ্বিতীয়বার বিবাহিত পুরুষের জীবিতা প্রথমা স্ত্রী, প্রথমবিবাহিতা যে পত্নী জীবিতা থাকিতে পতি পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিয়াছে; একাধিক বিবাহকারী স্বামীর প্রথম বিবাহিতা ভার্য্যা। অধি–বিদ (লাভ করা)+ক্ত র্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অধিবেত্তা—প্রথমা স্ত্রী সত্বে দ্বিতীয় বিবাহকারী। অধি–বিদ (লাভ করা)+তৃন্ ক=অধি-বেত্তৃন্ শব্দ, ১মার ১বচন। সং; পুং।

অধিবেদন—প্রথম স্ত্রী সত্বে দ্বিতীয় পত্নী-গ্রহণ। অধি–বিদ (লাভ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অধিবেশন—উপবেশন; অধিষ্ঠান। অধি–বিশ (উপবেশন করা)+অনট্ ভা; সং; পুং।

অধিশয়িত—শয়িত; অধিষ্ঠিত। অধি–শী (শয়ন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অধিশয়ন।

অধিশায়িত—অধিষ্ঠাপিত; সম্যক্ শায়িত। অধি–ণিজন্ত শী বা শায়ি+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

অধিশ্রয়—অধিশ্রয়ণ দেখ। অধি–শ্রি+অল্ ভা। সং; পুং।

অধিশ্রয়ণ—পাকার্থ চুল্লীর উপর স্থাপন, উনানের উপর চড়ান; পাককরণ, রন্ধন; দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের মুকুরের মধ্য দিয়া যাইয়া আলোকের কিরণরেখাসমূহ যে স্থানে মিলিত হয়, অধি-শ্রয়ণ বিন্দু (Focus)। অধি–শ্রি (পাক করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অধিশ্রয়ণী, অধিশ্রয়িণী—চুল্লী, উনন। অধিশ্রয়ণী=অধি–শ্রি (পাক করা)+অনট্ অধি, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। অধিশ্রয়িণী=অধিশ্রয়+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অধিশ্রিত—আশ্রিত; প্রাপ্ত; স্থাপিত। অধি–শ্রি (আশ্রয় করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অধিশ্রয়।

অধিষ্ঠাতা—অবস্থিতিকারী; অধ্যক্ষ। অধি–স্থা (থাকা)+তৃন্ ক=অধিষ্ঠাতৃ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে অধিষ্ঠাত্রী

অধিষ্ঠাত্রী—অধিষ্ঠানকারিণী, স্থিতিকারিণী [যে দেবতা যে স্থানে অধিষ্ঠান অর্থাৎ স্থিতি করেন, তাঁহাকে সেই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলে]; আশ্রয়দাত্রী। অধিষ্ঠাতা দেখ।

অধিষ্ঠান—১। সন্নিধান, স্থিতি; উপবেশন; উপ-স্থিতি; আশ্রয়; অধিকরণ। অধি–স্থা (থাকা)+অনট্ ভা। ২। প্রভাব; চক্র। অধি–স্থা (থাকা)+অনট্ ণ। ৩। নগর। অধি–স্থা (থাকা)+অনট্ অধি। সং; ক্লী। বিশেষণে অধিষ্ঠিত।

অধিষ্ঠানভূমি — আশ্রয়স্থান; উপবেশনস্থান। ৬তৎ; সং; স্ত্রী।

অধিষ্ঠিত—অবস্থিত; উপস্থিত; আবির্ভূত। অধি–স্থা (থাকা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি; বিশেষ্যে অধিষ্ঠান।

অধীত—১। যাহা অধ্যয়ন করা হইয়াছে এরূপ, পঠিত। অধি–ই (অধ্যয়ন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অধ্যয়ন। ২। অধ্যয়ন। অধি–ই (অধ্যয়ন করা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

অধীতি—পঠন, অধ্যয়ন। অধি–ই (অধ্যয়ন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অধীত।

অধীতী—১। অধ্যয়নকারী; কৃতাধ্যয়ন, যাহার পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে। বিণ; পুং। ২। যে অধ্যয়ন করিতেছে, ছাত্র (Student) অধীত শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=অধীতিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। সং; পুং। অধীত দেখ।

অধীন—আশ্রিত, আয়ত্ত, বশতাপন্ন, অনুগত। অধিকারী হইয়াছে ইন (প্রভু) যাহার, বহু, অথবা ইন (প্রভুকে) অধিশ্রিত, ২তৎ; বিণ; ত্রি। ইন=ই (গমন করা)+নক্ ক। বিশেষ্যে অধীনতা। বিপরীতার্থক শব্দ অনধীন।

অধীনতা—বশবর্ত্তিতা, আদেশানুবর্ত্তিতা, আনু-গত্য, অন্যের বশে থাকা। সং; স্ত্রী। অধীন শব্দ+তা ভাবে। অধীন দেখ।

অধীনা নদী—উপনদী, তোয়দানদী, উপকারিণী নদী, যে নদী পর্ব্বতাদি হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্য নদীতে পতিত হইয়াছে; যেমন গঙ্গার অধীনা নদী বা উপনদী রামগঙ্গা, কালী, ঈশা, যমুনা, গোমতী, ঘর্ঘরা, শোণ, গণ্ডকী ইত্যাদি। (Tributary river). স্ত্রী।

অধীয়ৎ—১। অনায়াসে অধ্যয়নকারী। অধি–ই (অধ্যয়ন করা)+শতৃ ক। ২। স্মরণ-কারী। অধি–ই (স্মরণ করা)+শতৃ ক; অধীয়ৎ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি।

অধীয়ান—অধ্যয়নকারী, ছাত্র। অধি–ই (অধ্যয়ন করা)+শান ক; বিণ; ত্রি।

অধীর—ধৈর্য্যহীন, অসহিষ্ণু; অস্থির, চঞ্চল; কাতর; ভীত। ন ধীর, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। ধীর=ধী (বুদ্ধি)–রা (গ্রহণ করা)+ড ক। বিশেষ্যে অধীরতা ও অধৈর্য স্ত্রীলিঙ্গে অধীরা।

অধীরচিত্ত—অস্থিরমনাঃ, চঞ্চলমতি, কাতরচিত্ত অধীর হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি

অধীরতা—চাঞ্চল্য, অস্থিরতা; ধৈর্য্যহীনতা অসহিষ্ণুতা। অধীর শব্দ+তা ভাবার্থে। স্ত্রী

অধীরা—১। অস্থিরা, চঞ্চলা; ধৈর্য্যহীনা। বিণ স্ত্রী। পুংলিঙ্গে অধীর [অধীরা নায়িকা দুই প্রকার;—মধ্যা-অধীরা ও প্রৌঢ়া-অধীরা কঠোরভাষিণী এবং পরুষবাক্য দ্বারা কোপ প্রকাশকারিণী নায়িকা মধ্যা, এবং তর্জ্জন ও তাড়নাদি দ্বারা কোপপ্রকাশকারিণী নায়িকা প্রৌঢ়া। প্রৌঢ়া-অধীরা দুই প্রকার —জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা]। [অধীর দেখ]। ২। চপলা, বিদ্যুৎ; নায়িকাবিশেষ। স্ত্রী।

অধীশ, অধীশ্বর—১। মহারাজ, রাজচক্রবর্ত্তী, সম্রাট্, সামন্ত রাজগণ যাঁহার নিকট সতত নত বা প্রণতভাবে স্থিত। সামন্ত রাজা। অধি (অধিক) ঈশ বা ঈশ্বর, নিত্য, অথবা অধি (অধিশ্রিত) হইয়াছে ঈশ বা ঈশ্বর, (রাজগণ) যাহার, বহু। সং; পুং। ২। প্রভু। বিণ; ত্রি। ঈশ=ঈশ (আধিপত্য করা)+ক ক; পুং; স্ত্রীলিঙ্গে ঈশা। ঈশ্বর=ঈশ (আধিপত্য করা)+বর ক; পুং; স্ত্রীলিঙ্গে ঈশ্বরী ও ঈশ্বরা, কিন্তু শেষোক্তটী বঙ্গভাষায় প্রচলিত নাই।

অধুত—অকম্পিত। ন–ধু (কম্পন)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। অধূতও হয়।

অধুনা—বর্ত্তমান সময়ে, এক্ষণে; সংপ্রতি, ইদানীং। ব্য। ইদম্ শব্দ+সপ্তমী বিভ-ক্তিতে নিপাতনে সিদ্ধ।

অধুনাতন—ইদানীন্তন, বর্ত্তমানকালীন, যাহা সংপ্রতি হইয়াছে বা জন্মিয়াছে এরূপ। অধুনা শব্দ+ট্যন ভবার্থে। বিণ; ত্রি। অধুনা দেখ। অধুনা হইতে আর একটী বিশেষণ—আধুনিক।

অধৃত—১। অধারিত, অকৃতধারণ। ন ধৃত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। ন ধৃ+ক্ত ভা; সং; পুং।

অধৃষ্ট—অপ্রগল্ভ, সলজ্জ, বিনীত। ন ধৃষ্ট, নঞ্-তৎ। বিণ; ত্রি। ধৃষ্ট=ধৃষ (প্রগল্ভ হওয়া)+ক্ত ক। বিশেষ্যে অধৃষ্টতা।

অধৃষ্য—অপরাজেয়, অনভিভবনীয়; দুর্দ্ধর্ষ, যাহার নিকট যাইতে ভয় হয় এরূপ। নঞ্ (অ)–ধৃষ (পরাজয় করা)+ক্যপ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অধৃষ্যা। বিশেষ্যে অধৃষ্যতা।

অধৃষ্যতা—অনভিভবনীয়তা; দুর্দ্ধর্ষত্ব। অধৃষ্য শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অধৃষ্যা—অধর্ষণীয়া, অনভিভবনীয়া। ন ধৃষ্যা, নঞ্তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অধৈর্য্য—ধৈর্য্যহীন, অসহিষ্ণু; অস্থির, চঞ্চল; উতলা। ন (নাই) ধৈর্য্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ধৈর্য্য=ধীর শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। স্ত্রীলিঙ্গে অধৈর্য্যা। বিশেষণে অধীর। অধীর দেখ।

অধোংশুক—কটিদেশ পরিধেয় বস্ত্র, ধুতি প্রভৃতি। অধঃ (নিম্নভাগের) অংশুক (বস্ত্র), ৬তৎ; অথবা অধঃ (অধোদেশে) ধৃত অংশুক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অধোক্ষজ—বিষ্ণু; ইন্দ্রিয়াতীত, অতীন্দ্রিয়। অধঃ (নিম্ন) স্থিত যে অক্ষ (ইন্দ্রিয়), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাসে অধোক্ষ (পাদ), তদুত্তরে জন (জন্মান)+ড ক (যিনি কোন কল্পে মহাদেবের পাদদেশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন)। সং; পু।

অধোগতি—নিম্নদিকে গতি; অপকৃষ্ট দশাপ্রাপ্তি; দুর্দ্দশা; নরকগমন। অধঃ (নীচে) গতি, ৭তৎ। সং; স্ত্রী। অধঃ দেখ। গতি=গম (যাওয়া)+ক্তি ভা। বিশেষণে গত। অপর বিশেষ্যে গমন। [স্ত্রী।

অধোঘণ্টা—অপামার্গ বৃক্ষ, আপাং গাছ। সং;

অধোজিহ্বিকা—তালুমূলস্থিত ক্ষুদ্র জিহ্বা, আল-জিভ্। জিহ্বিকা=ক্ষুদ্র জিহ্বা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অধোদৃষ্টি—১। নিম্নদিকে দৃষ্টি; যোগাভ্যাস সময়ে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে বদ্ধ দৃষ্টি। অধঃ অর্থাৎ অধোভাগে (কপালের অধোভাগে অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়মধ্যে) দৃষ্টি, ৭তৎ। অথবা অধঃ স্থিতা দৃষ্টি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। নিম্নভাগ দর্শনকারী। বহু; বিণ; ত্রি।

অধোভুবন—পাতাল দেশ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ভুবন দেখ।

অধোমর্ম্ম—(অধোমর্ম্মন্) গুহ্যদ্বার। অধঃস্থিত মর্ম্ম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। মর্ম্ম অর্থাৎ জীবনস্থানসমূহের মধ্যে গুহ্যদেশ সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন বা রহস্য (গোপনীয়)। সং; ক্লী।

অধোমুখ, অধোবদন—১। নিম্নমুখ, অবনতানন; যে লজ্জায় মুখ বা মাথা হেঁট করিয়া আছে এরূপ। অধঃ (নিম্নে) মুখ বা বদন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। নক্ষত্রগণবিশেষ।

অধোমুখা—গোজিহ্বা; তন্নামক বৃক্ষ। স্ত্রী।

অধোলোক—অধোভুবন, পাতাল। অধঃ স্থিত লোক (জগৎ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অধোবদন—অধোমুখ দেখ।

অধোবায়ু—অপান বায়ু, শরীরস্থ পঞ্চ বায়ুর মধ্যে যে বায়ুটী নিম্ন দেশে বিচরণশীল। [প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যান এই পাঁচটী শরীরস্থ বায়ু। হৃদয়ে প্রাণবায়ু, গুহ্যদেশে অপান বায়ু, নাভিদেশে সমান বায়ু, কণ্ঠ-

ব্যান বায়ু। উদান বায়ু যখন গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হয়, তখন জপাদি কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে]। সং; পু।

অধোবিন্দু—নভোমণ্ডলের যে বিন্দু ঠিক আমাদের পদতলের নিম্নে অবস্থিত (Nadir)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অধ্যক্ষ—১। প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গোচর। অক্ষকে (ইন্দ্রিয়কে) অধিকার করিয়া আছে, অব্যয়ী। বিণ; ত্রি। ২। প্রধান কর্ম্মকারক; প্রভু; যাহার হস্তে কোনও কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার থাকে, তত্ত্বাবধায়ক। সং; পু। অধি—অক্ষ (সম্পন্ন করা)+অন্ ক। বিশেষ্যে অধ্যক্ষতা।

অধ্যক্ষতা—প্রভুত্ব, কর্ত্তৃত্ব; তত্ত্বাবধান করা। অধ্যক্ষ শব্দ+তা ভাবার্থে; সং; স্ত্রী।

অধ্যগ্নি—১। অগ্নিসমীপে। ব্য। ২। বিবাহকালে অগ্নিসমীপে কন্যাকে প্রদত্ত ধন। অগ্নির অধি (সমীপে), অব্যয়ী। সং; ক্লী।

অধ্যণ্ডা—আলকুশী, ভুঁই আমলকী। সং; স্ত্রী।

অধ্যয়ন—পঠন, পড়া; বেদপাঠ। অধি—ই (পাঠ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অধীত ও অধ্যয়নশীল।

অধ্যয়নশীল—পঠনশীল, পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত। অধ্যয়ন হইয়াছে শীল অর্থাৎ স্বভাব যাহার, বহু; বিণ; ত্রি।

অধ্যর্দ্ধ—অর্দ্ধাধিক এক, সার্দ্ধ, দেড়। অধি (অধিক) অর্দ্ধ, নিত্য। বিণ; ত্রি।

অধ্যবসায়—অবিচলিত যত্ন, কার্য্যসাধনে দৃঢ়তা, কার্য্যসাধনে অবিচলিত-উৎসাহ (Perseverance); নিশ্চয়। অধি—অব—সো (নষ্ট করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অধ্যবসায়ী ও অধ্যবসায়শীল।

অধ্যবসায়ী—অধ্যবসায়বিশিষ্ট, অবিশ্রান্ত যত্নশীল, যে সঙ্কল্পিত কার্য্য সাধন না করিয়া ছাড়িতে চায় না, কার্য্যসম্পাদনবিষয়ে দৃঢ়ব্রত। অধ্যবসায় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=অধ্যবসায়িন্, ১মার ১বচন। সং; পু। অধ্যবসায় দেখ।

অধ্যশন—জীর্ণ না হইলেও ভোজন, অজীর্ণে ভোজন। অধি (অধিক) অশন (ভোজন), নিত্য; সং; ক্লী।

অধ্যাত্ম—আত্মবিষয়ক, পরমাত্মসম্পর্কীয়; চিত্তবিষয়ক; দেহবিষয়ক; পরব্রহ্ম। আত্মাকে অধিকার করিয়া আছে, অব্যয়ী। ব্য।

অধ্যাত্মতত্ত্ব—ঈশ্বরবিষয়ক সত্য, পরমেশ্বরবিষয়ক তত্ত্ব। অধ্যাত্ম (পরব্রহ্ম) বিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ—আত্মতত্ত্বে পারদর্শী। অধ্যাত্ম দেখ অধ্যাত্ম যে তত্ত্ব=অধ্যাত্মতত্ত্ব, কর্ম্মধা; তদুত্তরে বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

অধ্যাত্ম রামায়ণ—"সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ" নামক অধ্যায়ে দেখ।

অধ্যাপক—শিক্ষক, শিক্ষাগুরু, আচার্য্য, শিক্ষাদাতা। অধি—ণিজন্ত ই বা আপি (পড়ান) +ণক ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অধ্যাপিকা।

অধ্যাপন—অধ্যয়ন করান শিক্ষাদান, পড়ান; বেদাদি শাস্ত্র পড়ান। অধি—ণিজন্ত ই বা আপি (পড়ান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অধ্যাপিত।

অধ্যাপনা—অধ্যাপন দেখ। অধ্যাপন শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অধ্যাপয়িতা—অধ্যাপক। অধি—ণিজন্ত ই বা আপি (পড়ান)+তৃন্ ক=অধ্যাপয়িতৃন্ শব্দ, ১মার ১বচন। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অধ্যাপয়িত্রী।

অধ্যায়—গ্রন্থের অংশবিশেষ। সর্গ, বর্গ, পর্ব্ব, পরিচ্ছেদ, স্কন্ধ, কাণ্ড, অঙ্ক, উল্লাস, উচ্ছ্বাস, স্তবক, পটল, প্রকরণ, আহ্নিক ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ঐ অংশ প্রকাশিত হয়। অধি—ই (পাঠ করা)+ঘঞ্ কর্ম্ম। সং; পু।

অধ্যারূঢ়—আরোহণ করিয়াছে এতাদৃশ; অধিক। অধি—আ—রুহ (আরোহণ করা) ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অধ্যারোহণ।

অধ্যারোপ, অধ্যারোপণ—বিমোহ অর্থাৎ ভ্রান্তি, একে অন্য জ্ঞান। জ্ঞান ত্রিবিধ—নিশ্চয়, সংশয় ও ভ্রম। রজ্জুতে যে রজ্জুজ্ঞান, তাহা নিশ্চয়জ্ঞান, রজ্জুতে যে ইহা সর্প না কৃত্রিম অন্য কোনও পদার্থ ইত্যাদি জ্ঞান, তাহার নাম সংশয় এবং রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান, উহাই ভ্রমজ্ঞান। অ-তদ্রূপ বস্তুতে তদ্রূপ বস্তু কল্পনা; বস্তুতে অবস্তুত্বের আরোপ, সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মে অজ্ঞানাদি সকল জড়ের আরোপ, অসর্পভূত রজ্জুতে সর্পারোপ। অধ্যারোপ=অধি—আ—রূপ+অন্ ভা; সং; পু। অধ্যারোপণ=অধি—আ রূপ+অনট্ ভা; সং; ক্লী। বিশেষণে অধ্যারোপিত।

অধ্যাবাহনিক—বিবাহের পর পতিগৃহে গমনকালে পিতৃকুল হইতে প্রাপ্ত স্ত্রীধন। অধি—আ—ণিজন্ত বহ বা বাহি (বহন করা)+অনট্ ভা=অধ্যাবাহন, তদুত্তরে ষ্ণিক। ক্লী।

অধ্যাস—১। উপবেশন; অধিষ্ঠান। অধি—আস (উপবেশন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। আরোপ, এক বস্তুতে অন্য বস্তু জ্ঞান [যেমন পূর্ব্বে সর্প দেখা থাকাতে তাহার অবয়ব সম্বন্ধে মনে যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা দ্বারা পরে রজ্জু দেখিয়া রজ্জুকে সর্প বলিয়া জ্ঞান]। অধি—অস (ক্ষেপণ করা) ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অধ্যাসন—অধিষ্ঠান ; উপবেশন, বসা। অধি—আস (উপবেশন করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অধ্যাসিত।

অধ্যাসিত—১। অধিষ্ঠিত। অধি—আস (উপবেশন করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। অধিষ্ঠাপিত ; অধিরূঢ় ; নিবেশিত। অধি—ণিজন্ত আস বা আসি (উপবেশন করান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অধ্যাসন।

অধ্যাসীন—উপবিষ্ট। অধি—আস (উপবেশন করা) + শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অধ্যাসীনা।

অধ্যাহার—অসম্পূর্ণ-বাক্য-পূরণার্থ পদান্তর যোজনা, অস্পষ্টার্থের পদান্তর যোজনা দ্বারা স্পষ্টীকরণ ; আশঙ্কা-সম্পাদক পদানুসন্ধান ; উহ্য করা ; তর্ক। অধি—আ—হৃ (হরণ করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। অপর বিশেষ্যে অধ্যাহরণ। বিশেষণে অধ্যাহৃত।

অধ্যাহার্য্য—তর্ক্য ; উহ্য ; অনুসন্ধেয়। অধি—আ—হৃ (হরণ করা) + ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অধ্যুষিত—যে স্থানে বা যে দিকে বাস করা যায় এরূপ ; অধিষ্ঠিত ; উপবিষ্ট। অধি—বস (বাস করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অধিবাস।

অধ্যুষ্ট—খ্যাত, প্রসিদ্ধ। অধি—বস (বাস করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। [কেহ কেহ বলেন যে, এই শব্দে "সার্দ্ধ ত্রি অর্থাৎ সাড়ে তিন" বুঝায়]।

অধ্যুষ্ট্র—উষ্ট্রবাহিত শকটাদি। সং ; পু।

অধ্যূঢ়—সমৃদ্ধ ; বৃদ্ধিযুক্ত। অধি—বহ (বহন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অধ্যূঢ়া।

অধ্যূঢ়া—অধিবেদন-দোষযুক্তা স্ত্রী, স্ত্রী জীবিত থাকিতে যাহার স্বামী পুনরায় বিবাহ করে ; অনেক বিবাহকারী পুরুষের প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী। সং ; স্ত্রী।

অধ্যেতা—অধ্যয়নকারী, শিষ্য, ছাত্র, বিদ্যার্থী। অধি—ই (অধ্যয়ন করা) + তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অধ্যেত্রী।

অধ্যেষণ—সবিনয় জিজ্ঞাসা বা প্রবর্ত্তন। প্রার্থনা। অধি—ইষ (ইচ্ছা করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অধ্রুব—অনিশ্চিত ; অস্থির ; অনিত্য। ন ধ্রুব, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি।

অধ্ব—১। পথ। অত (সতত গমন করা) + ক্বনিপ্ অধি=অধ্বন্, ১মার ১বচন। ২। অবয়ব ; উপায়। সং ; পু। অত (সতত গমন করা) + বন্ ণ। ৩। কাল, সময়। অত (সতত গমন করা) + বন্ ক। সং ; পু। ৪। আক্রমণ। অত (সতত গমন করা) + বন্ ভা। সং ; পু।

অধ্বগ—১। পথিক, পান্থ, পথগামী। বিণ ; ত্রি। ২। সূর্য্য ; উষ্ট্র। অধ্বন্ (পথ) অধ্ব দেখ। স্ত্রীলিঙ্গে অধ্বগা।

অধ্বগা—পথগামিনী ; (নির্দ্ধারিত পথে গমনশীলা বলিয়া) গঙ্গা। অধ্বগ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। অধ্বগ দেখ।

অধ্বগামী—পথিক। অধ্বন্ শব্দ (পথ) — গম (যাওয়া) + ণিন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অধ্বগামিনী।

অধ্বজা—১। স্বর্ণুলী বৃক্ষ। অধ্বন্ শব্দ—জন (জন্মান) + ড ক। সং ; স্ত্রী। ২। ধ্বজশূন্যা, পতাকারহিতা (সেনা)।

অধ্বনীন, অধ্বন্য—পর্য্যটনকারী, যে দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া বেড়ায় ; পথিক। অধ্বন্ শব্দ (পথ) + ঈন, য সাধু অর্থে। বিণ ; ত্রি।

অধ্বর—১। যজ্ঞ। অধ্বন্ (পথ) শব্দ—রা (দান করা) + ড ক, যে স্বর্গপথ দান করে। সং ; পু। ২। সাবধান, অবহিত। বিণ ; ত্রি। ৩। অষ্ট বসুর মধ্যে একটী বসুর নাম। নঞ্ (অ) — ধ্বৃ (কুটিল হওয়া) + অন্ ক। সং ; পু।

অধ্বরথ—পথ-গমনোপযোগী রথ ; পথাভিজ্ঞ দূত। অধ্ব (পথ) রথ যাহার, বহু। সং ; পু।

অধ্বর্য্যু—যজুর্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্। অধ্বর (যজ্ঞ) শব্দ + যা (যাওয়া) + কু ক। সং ; পু। অধ্বর দেখ।

অধ্বশল্য—অপামার্গ, আপাং গাছ। সং ; পু।

অধ্বান্তশাত্রব—শ্যোনাক বৃক্ষ। সং ; পু।

অনংশ—১। ভাগের অযোগ্য, অনধিকারী। ন (নাই) অংশ (ভাগ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনংশা।

অনংশা—নন্দ ও যশোদার কন্যা ; সুতরাং সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের একরূপ ভগিনী। শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করিতেন, এবং অনেক সময়ে ইহাঁর পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন।

অনংশুমৎফলা—কদলী। সং ; স্ত্রী।

অনক—অধম, নীচ। অন (শব্দ করা) + অ + ক নিন্দার্থে। বিণ ; ত্রি।

অনক্ষ—নিরীন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়শূন্য ; চক্রহীন। ন (নাই) অক্ষ (ইন্দ্রিয় বা চক্র) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অনঃ—১। রথ, শকট, গাড়ী ; মাতাপিতা ; অন্ন। অন + অস্ ণ। সং ; ক্লী। ২। জন্ম ; জীবন। অন (বাঁচা) + অস্ ভা= অনস্ শব্দ, ১মার ১বচন।

অনক্ষর—১। বর্ণজ্ঞানহীন, নিরক্ষর, মূর্খ। বিণ ; ত্রি। ন (নাই) অক্ষর (বর্ণ) যাহার বা যাহাতে, বহু। ২। অবাচ্য, নিন্দা। অন্ (কুৎসিত) অক্ষর যাহার বা যাহাতে, বহু। সং ; ক্লী।

অনঘ—নিষ্পাপ ; নির্ম্মল ; দুঃখহীন ; মনোজ্ঞ। ন (নাই) অঘ (পাপ) যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

অনগ্নি—অগ্নিরহিত, দাহসংস্কারহীন। ন (নাই) অগ্নি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অনঙ্গ—১। অঙ্গহীন, নিরবয়ব। বিণ ; ত্রি। ২। আকাশ ; চিত্ত। সং ; ক্লী। ৩। কন্দর্প, মদন, কামদেব [উমার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়া মদন যখন শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে আরম্ভ করেন, তখন পরমযোগী সদাশিব স্বীয় বিকার অনুভব করিতে পারিয়া স্বশক্তি দ্বারা তাহার নিবারণ করেন এবং সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া কন্দর্পকে দেখিতে পান, এবং দেখিয়াই অতি ক্রুদ্ধ হন। তখন শঙ্করের তৃতীয় নেত্র হইতে ক্রোধোদ্দীপিত অগ্নিশিখা ভীষণ মূর্ত্তিতে নির্গত হইয়া কন্দর্প দহনে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়ে দেবগণ উচ্চস্বরে "ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরতি"—হে প্রভো ! ক্রোধ সংবরণ কর, ক্রোধ সংবরণ কর বলিতে লাগিলেন ; কিন্তু সেই বাক্য শেষ হইতে না হইতেই কামদেব ভস্মীভূত হইলেন। অতঃপর কামদেব পুনর্ব্বার অঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াও অনঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইহাঁর অনেক নাম, যথা—কন্দর্প, দর্পক, অনঙ্গ, কাম, পঞ্চশর, স্মর, মনসিজ, কুসুমেষু, অনন্যজ, পুষ্পধন্বা, রতিপতি, মকরধ্বজ, আত্মভূ ইত্যাদি]। ন (নাই) অঙ্গ (শরীর) যাহার, বহু। সং ; পু।

অনঙ্গপাল—১। খ্রীষ্টীয় শকাব্দার প্রারম্ভে দিলু নামধেয় জনৈক রাজা যুধিষ্ঠিরপ্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের সন্নিধানে এক নূতন নগরী নির্ম্মাণ করেন, এবং তাহার নামানুসারে ঐ নগরীর নাম দিল্লী রাখেন। কথিত আছে যে, পরে সীদিয়েরা এই নগরী ধ্বংস করিয়াছিল। সে যাহা হউক, ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অনঙ্গপাল নামক জনৈক তোমরবংশীয় রাজপুত রাজা এই নগরী পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া এইখানে তাঁহার রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশের উনিশজন রাজা ক্রমান্বয়ে এই স্থান শাসন করিয়াছিলেন।

২। পূর্ব্বোক্ত তোমরবংশীয় শেষ রাজার নামও অনঙ্গপাল। ইনি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পৃথ্বীরায়ের মাতামহ। আজমীরের চৌহানবংশীয় রাজা বিশালদেব ১১৫১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী জয় করাতে অনঙ্গপালকে বাধ্য হইয়া তাঁহার সহিত এই নিয়মে সন্ধি করিতে হইল যে, বিশাল দেবের পুত্র সোমেশ্বরের সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিবেন এবং এই কন্যার গর্ভজাত পুত্র দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে। এই সূত্রে সোমেশ্বরের পুত্র পৃথ্বীরায় দিল্লীর রাজাসনে অধিষ্ঠিত হন।

অনঙ্গ ভীমদেব—গাঙ্গদেব নামক চোলবংশীয় জনৈক রাজা ১০৮১ ও ১১১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোনও সময়ে উৎকল রাজ্য জয় করিয়া বিজয়-স্তম্ভ-স্বরূপ পুরী নগরীতে সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই বংশীয় পঞ্চম রাজা অনঙ্গ ভীমদেব মন্দিরটীকে সুন্দররূপে ভূষিত ও সজ্জিত করিয়া বিগ্রহদেবের সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

অনঙ্গাসুহৃৎ—(অনঙ্গাসুহৃদ্) মহাদেব। অনঙ্গের অসুহৃৎ (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

অনচ্ছ—অনির্ম্মল, মলযুক্ত, ঘোলা। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনঞ্জন—১। দোষশূন্য। ন—অন্‌জ+অনট্ কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। নিরঞ্জন পুরুষ, পরব্রহ্ম; আকাশ। সং; ক্লী।

অনটন—অচল হওন, অভাব, অপ্রতুল। নঞ্ (অন্)—অট (চলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অনডুহী, অনড্বাহী—গাভী। অনড্বান্ দেখ; অনডুহ বা অনড্বাহ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। স্ত্রী।

অনড্বান্—বৃষ, ষাঁড়, বলদ। অনস্ (শকট) শব্দ—বহ (বহন করা)+ক্বিপ্ ক=অনড্বাহ, ১মার ১বচন। স্ত্রীলিঙ্গে অনডুহী, অনড্বাহী।

অনতিক্রম—অতিক্রম না করণ, অনুল্লঙ্ঘন, অনতিবর্ত্তন। নঞ্ (অন্)—অতি—ক্রম+অল্ ভা। সং; ক্লী। অপর বিশেষ্যে অনতিক্রমণ। বিশেষণে অনতিক্রান্ত।

অনতিক্রমণীয়—যাহা অতিক্রম করিতে পারা যায় না বা করা উচিত নয় এরূপ, অনুল্লঙ্ঘনীয়, অনতিবর্ত্তনীয়। নঞ্ (অন্)—অতি—ক্রম+অনীয় কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। এইরূপ অপর বিশেষণ অনতিক্রম্য।

অনতিদীর্ঘ—যাহা অধিক দীর্ঘ নয় এরূপ। ন অতিদীর্ঘ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনতিদূর—যাহা অধিক দূর নয় এরূপ, নিকট। ন অতিদূর, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনতিপরিস্ফুট—অবিস্পষ্ট, যাহা বেশ পরিস্ফুট নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনতিপূর্ব্ব—অতিপূর্ব্বে নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ; বিণ; ত্রি।

অনতিযত্ন—বিশেষ যত্ন ব্যতীত, অল্প যত্নে। ন (নাই) অতিযত্ন যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অনতিবর্ত্তন—অনতিক্রমণ, অতিক্রম না করা, অনুল্লঙ্ঘন। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অনতিবর্ত্তনীয়—অনুল্লঙ্ঘনীয়, অনতিক্রমণীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনতিবিলম্ব—অধিক বিলম্ব ব্যতিরিক্ত, বেশী দেরি না করিয়া। ন (নাই) অতিবিলম্ব যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অনতিবিস্তৃত—অধিক বিস্তৃত নয় এরূপ। ন অতিবিস্তৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনত্য—শ্বেতসর্ষপ, গৌরসর্ষপ। সং; পু।

অনধিক—অল্প, কিঞ্চিৎ, ঈষৎ, কম। ন অধিক, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অধিক।

অনধিকবিলম্ব—অধিক বিলম্ব নয় এরূপ, অল্পবিলম্ব। নঞ্‌তৎ; বিণ; ত্রি।

অনধিকার—অধিকারাভাব, স্বত্বহীনতা, অধিকারশূন্যতা। ন অধিকার, নঞ্‌তৎ। সং; পু। বিশেষণে অনধিকারী। বিপরীতার্থক শব্দ অধিকার।

অনধিকারচর্চ্চা—যাহাতে অধিকার নাই তাহাতে হস্তক্ষেপ বা তাহা লইয়া আলোচনা। অধিকারের অর্থাৎ অধিকারশূন্য বিষয়ের চর্চ্চা, ষষ্ঠীতৎ। সং; স্ত্রী।

অনধিকারপ্রবিষ্ট—যাহাতে অধিকার নাই এমন স্থানে প্রবিষ্ট। বিণ; ত্রি।

অনধিকারপ্রবেশ—যাহাতে অধিকার নাই এমন স্থানে প্রবেশ। সং; ক্লী।

অনধিকারী—অনধিকার দেখ।

অনধিকৃত—অধিকৃত নহে এরূপ, অধিকারভুক্ত নয় এরূপ, যাহাতে দখল নাই। ন অধিকৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনধিকার। বিপরীতার্থক শব্দ অধিকৃত।

অনধিগত—অলব্ধ, অপ্রাপ্ত; অবিদিত, অজ্ঞাত, অপঠিত, অনধীত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনধিগম্য—অগম্য, যাহার মধ্যে বুদ্ধি প্রবেশ করে না, বুদ্ধির অতীত। নঞ্‌তৎ; বিণ; ত্রি।

অনধীত—অপঠিত, যাহা অধ্যয়ন করা হয় নাই এরূপ। ন অধীত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অধীত।

অনধ্যায়—অধ্যয়নাভাব, পাঠাভাব; যে কালে বা দিবসে অধ্যয়ন নাই বা নিষিদ্ধ; বন্ধ-ভাব। ন অধ্যায়, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অননুকরণীয়—অনুকরণের অসাধ্য বা অযোগ্য, যাহার অনুকরণ করিতে পারা যায় না অথবা করা কর্ত্তব্য নয়। ন অনুকরণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অনুকরণীয়।

অননুজ্ঞাত—অননুমত, যাহাতে অনুজ্ঞা বা অনুমতি লাভ হয় নাই। ন অনুজ্ঞাত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অনুজ্ঞাত।

অননুভবনীয়—অনুভবের অতীত, যাহা অনুভব করিয়া পাওয়া যায় না। নঞ্‌তৎ; বিণ।

অননুভূত—যাহা অনুভব হয় নাই এরূপ। ন অনুভূত, নঞ্‌তৎপুরুষ। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অনুভূত।

অননুভূতপূর্ব্ব,—পূর্ব্বে যাহা অনুভব করা হয় নাই এরূপ। ন অনুভূতপূর্ব্ব, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। অনুভূতপূর্ব্ব=অনুভূত হইয়াছে পূর্ব্বে যাহা, বহু। বিপরীতার্থক শব্দ অনুভূতপূর্ব্ব।

অননুমত—অননুজ্ঞাত। ন অনুমত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অননুমেয়—যাহা অনুমান করিতে পারা যায় না এরূপ; অবোধ্য। নঞ্‌তৎ; বিণ; ত্রি।

অননুমোদিত—যাহার অনুমোদন করা হয় নাই এরূপ। ন অনুমোদিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অনুমোদন।

অননুশীলন—অনুশীলনাভাব, আলোচনা না করা। নঞ্ (অন্)—শীল (প্রবৃত্ত হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিপরীতার্থক শব্দ অনুশীলন। বিশেষণে অননুশীলিত।

অননুশীলিত—যাহার অনুশীলন করা হয় নাই এরূপ। বিণ; ত্রি। অনুশীলন দেখ।

অননুষ্ঠিত—যাহার অনুষ্ঠান করা হয় নাই এরূপ, অকৃত। ন অনুষ্ঠিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। অনুষ্ঠিত=অনু—স্থা (থাকা)+ক্ত কর্ম্ম, বিণ; বিশেষ্যে অনুষ্ঠান। বিপরীতার্থক শব্দ অনুষ্ঠিত।

অনন্ত—১। অন্তহীন, অশেষ; অনশ্বর, অক্ষয়। বিণ; ত্রি। ২। ব্রহ্ম; আকাশ। সং; ক্লী। ৩। বিষ্ণু; বলদেব; মেঘ; বৃক্ষবিশেষ, নিসিন্দা গাছ; সর্পরাজ, শেষ নাগ। [ইঁহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দ্রষ্টব্য]। বিণ; পু। নাই অন্ত (শেষ বা ক্ষয়) যাহার, বহু। সর্পরাজের নাম অনন্ত। ইঁহার আর এক নাম শেষ। কদ্রুর গর্ভে মহামুনি কশ্যপের ঔরসে ইঁহার জন্ম। তুষ্টর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ভ্রাতৃগণের অসদাচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া ইনি তপস্যার্থ গমন করেন। দীর্ঘকাল সুকঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া অভীষ্ট বর লাভ করেন। ব্রহ্মার আদেশে অনন্তরাজ পাতালে গমন করিয়া স্বীয় মস্তকোপরি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন।

অনন্তকাল—অনন্ত সময়, চিরকাল। বিণ; ত্রি।

অনন্তকালস্থায়ী—চিরকালস্থিতিশীল। কর্ম্মধা; বিণ; ত্রি।

অনন্ত-চতুর্দ্দশী—ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্দ্দশী। এই দিনে অনন্ত-ব্রত সম্পাদিত হয়। অনন্ত প্রাপিকা (ব্রহ্ম প্রাপিকা) চতুর্দ্দশী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অনন্ত নিদ্রা—যে নিদ্রার অন্ত নাই অর্থাৎ মৃত্যু। কর্ম্মধা; বিণ; ত্রি।

অনন্তর—১। পশ্চাদ্বর্ত্তী; সন্নিহিত; অব্যবহিত। ন (নাই) অন্তর (ব্যবধান) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অব্যবহিতরূপে, (তাৎপর্য্যার্থ) ঠিক পরে। ক্রি-বিণ।

অনন্তরকরণীয়—পশ্চাৎ কর্ত্তব্য, যাহা পরে করা কর্ত্তব্য। বিণ; ত্রি।

অনন্তরজ—পশ্চাৎ-জাত, অনুজ; অনুলোমজাত। অনন্তর শব্দ—জন+ড ক। উপ। বিণ।

অনন্তবীর্য্য—১। অসীম বীর্য্যসম্পন্ন। বহু; বিণ;

ত্রি। ২। ভাবী কল্পে জিনদিগের যে ২৪ জন তীর্থকর জিন হইবেন, তাহার মধ্যে ত্রয়োবিংশ তীর্থকর জিন।

অনন্ত-ব্রত—ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে করণীয় ব্রতবিশেষ। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে;—'সকল পাপের হরণকারী শুভ এই অনন্তব্রত পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকে।' ইহা দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই এই ব্রত করিতে পারেন, ইহা জানা যাইতেছে। কিন্তু এদেশে প্রায় স্ত্রীলোকেরাই এই ব্রত করেন। কুশনির্ম্মিত অনন্ত প্রস্তুত করিয়া ঘটের উপর রাখিবে। পরে ভক্তিভাবে গন্ধ ও পুষ্পাদি এবং নানাবিধ নৈবেদ্য, চতুর্দ্দশ ফল এবং জলজাত কেশুরাদি মূল দ্বারা সেই অনন্তের পূজা করিবে। পরে যব কিংবা গম অথবা চাউলের গুঁড়া দ্বারা ঘৃত-পক্ক দুইখানি বড়া প্রস্তুত করিয়া তাহার একখানি অনন্তদেবকে নিবেদন করিয়া দিবে, আর একখানি নিজে খাইবে। খাইবার পূর্ব্বে কার্পাসের সূতার একগাছি ডোর কুঙ্কুম বা হরিদ্রা দ্বারা ছোবাইয়া লইবে। পরে বিষ্ণুনাম স্মরণ পূর্ব্বক চৌদ্দটী গাঁইট দিয়া পুরুষ দক্ষিণ বাহুতে তাগার মত ধারণ করিবে এবং স্ত্রীলোকেরা সেইরূপ বাম বাহুতে ধারণ করিবে। এদেশে জনপ্রবাদ আছে যে, অনন্তব্রতের ডোর ধরিয়া শীত নামিতে থাকে অর্থাৎ এই দিন হইতে শীতের আরম্ভ হয়। সাপেরাও এই দিন হইতে নাকি মুদ লইতে আরম্ভ করে।

অনন্তগামিনী—অসীমভাবে গমনশীলা, যাহার গমনের শেষ নাই। অনন্ত=বহু। পরে ২তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অনন্তশয়ন—যে শয্যার অন্ত নাই, বিষ্ণুর শয্যা; অনন্ত নাগরূপ শয্য। কর্ম্মধা ও রূপক কর্ম্মধা। অনন্তশয়ন বহুব্রীহিও হয়। *অনন্ত শয্যাবিশিষ্ট। শেষটী সং; স্ত্রী।* ১মটী সং; *স্ত্রী। শেষোক্ত অর্থে বিণ; ত্রি।*

অনন্তশীর্ষা—বাসুকির পত্নী। অনন্ত (বহু) শীর্ষ (মস্তক) যাহার, বহু। সং; স্ত্রী। ২। বাসুকি। সং; পু। ৩। অসীম-মস্তক; বহু মস্তকবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি।

অনন্তসাগর—যে সাগরের অন্ত অর্থাৎ শেষ নাই। কর্ম্মধা। সং; পু।

অনন্তা—পৃথিবী; দুর্গা; দূর্ব্বা; অনন্তমূল; গুড়ুচি; আমলকী; হরীতকী; পিপ্পলী। অনন্ত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। অনন্ত দেখ। সং; স্ত্রী।

অনন্য—১। অভিন্ন; যাহা অন্য নহে; অন্যের সহিত সম্পর্কশূন্য। ন অন্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। সং; পু।

অন্য সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে এরূপ। ন (নাই) অন্যকর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; পু।

অনন্যগতি, অনন্যগতিক—গত্যন্তর[illegible], যাহার অন্য গতি বা উপায় নাই, নিতান্ত নিঃসহায় বা নিরুপায়; একাশ্রয়। ন (নাই) অন্যগতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অনন্যচিন্তা—অন্য বিষয়ের ভাবনা না করা। ৬তৎ ও নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অনন্যচিত্তে—তদ্গতমনে, অন্য বিষয়ে মন না দিয়া। বহু; ক্রি-বিণ।

অনন্যদৃষ্টি—অন্য কোন দিকে বা বিষয়ে দৃষ্টিহীন, লক্ষিত বিষয় হইতে ভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টিহীন, একমাত্র লক্ষ্যদর্শী। ন (নাই) অন্যেতে দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অনন্যধর্ম্মা—যাহার অন্য কোনও ধর্ম্ম নাই এরূপ, যে একমাত্র ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আছে, একধর্ম্মা। ন (নাই) অন্যধর্ম্ম (ধর্ম্মন্) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে অনন্যধর্ম্মন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

অনন্যপূর্ব্ব—যাহা অন্যপূর্ব্ব নহে, যাহা পূর্ব্বে অন্যের ছিল না। অন্যপূর্ব্ব দেখ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনন্যমনাঃ—যাহার অন্য কোনও দিকে বা বিষয়ে মন নাই এরূপ, লক্ষ্য বিষয়ে একাগ্রচিত্ত। বিণ; পু। ন (নাই) অন্যতে মনঃ (মনস্) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে অনন্যমনস্ শব্দ, ১মার ১বচন। [বিণ; ত্রি।

অনন্যমাতৃক—যাহার অন্য মাতা নাই। বহু।

অনন্যবৃত্তি—একমাত্র বৃত্তি; অনন্যবিষয়, একাগ্রচিত্ত; একাগ্র। ন (নাই) অন্যেতে বৃত্তি (প্রবৃত্তি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অনন্যব্রত—যাহার অন্য ব্রত নাই। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনন্যব্রতা (=যে স্ত্রীর পতিসেবা ভিন্ন অন্য ব্রত নাই)।

অনন্যশরণ—যাহার অপর আশ্রয় নাই, যাহার অপর গৃহ নাই। বহু। বিণ; ত্রি।

অনন্যসহায়—যাহার অপর সাহায্যকারী নাই। বহু। বিণ; ত্রি।

অনন্যসাধারণ—অন্যের সহিত সমান নয় এরূপ, অসাধারণ; যাহাতে অন্যের অংশ বা অধিকার নাই। অন্যের (অপরের) সাধারণ (তুল্য, বা একবিধ) ৬তৎ, ন অন্যসাধারণ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনন্যোপায়—অনন্যগতিক, যাহার অন্য উপায় নাই। বহু। বিণ; ত্রি।

অনন্বয়—১। অন্বয়শূন্য, পরস্পর সম্বন্ধরহিত। ন (নাই) অন্বয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অর্থালঙ্কারবিশেষ, যেস্থানে একই

রূপে নির্দ্দেশ করা হয়। সং; পু। [অলঙ্কার দেখ]।

অনন্বিত—সম্বন্ধরহিত, সম্পর্কশূন্য, অসংলগ্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনপত্য—১। অপত্যশূন্য, নিঃসন্তান। ন অর্থাৎ নাই অপত্য যাহার, বহু। ২। যাহার সন্তান জন্মে নাই, অজাতাপত্য। অজাত হইয়াছে অপত্য যাহার, বহু। ৩। যাহার সন্তান জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন বিদ্যমান নাই, মৃতাপত্য। (অপত্য শব্দ দেখ)। বিণ; ত্রি।

অনপত্যতা—সন্তানহীনতা; অজাতপত্যতা; মৃতাপত্যতা। সং; স্ত্রী। অনপত্য দেখ।

অনপরাধ—১। নির্দ্দোষ। ন (নাই) অপরাধ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অপরাধাভাব, নির্দ্দোষতা, অপরাধ না থাকা। অপরাধের অভাব, অব্যয়ীভাব। সং; পু।

অনপরাধী—(অনপরাধিন্ শব্দ) নির্দ্দোষ, দোষশূন্য, অপরাধরহিত। অনপরাধ (অপরাধের অভাব)+ইন্ অস্ত্যর্থে। অথবা ন অপরাধী, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনপায়ী—অপায়রহিত, অবিনশ্বর। ন অপায়ী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অনপায়িনী। বিপরীতার্থক শব্দ অপায়ী।

অনপেক্ষ—নিরপেক্ষ, কাহারও অপেক্ষা করে না এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনপেক্ষতা ও অনপেক্ষত্ব।

অনপেক্ষতা, অনপেক্ষত্ব—অনপেক্ষ দেখ।

অনপেক্ষিত—অপ্রত্যাশিত, অসম্ভাবিত, অতর্কিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনপেত—যাহা অপেত (অপগত) নহে, বিদ্যমান; যুক্ত, বিশিষ্ট। ন অপেত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনভিজাত—অসৎকুলোৎপন্ন, অভদ্রবংশজাত, অকুলীন। ন (নয়) অভিজাত (ভদ্রবংশজাত), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনভিজ্ঞ—অভিজ্ঞতাশূন্য, অজ্ঞান, মূর্খ; অনিপুণ। ন অভিজ্ঞ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনভিজ্ঞতা।

অনভিজ্ঞতা—অভিজ্ঞতাশূন্যতা, বহুদর্শিতারাহিত্য। অনভিজ্ঞ+তা ভাবে; সং; স্ত্রী।

অনভিপ্রেত—অনভিমত, অনিচ্ছিত। ন অভিপ্রেত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনভিপ্রায়। বিপরীতার্থক শব্দ অভিপ্রেত।

অনভিভবনীয়—অনতিক্রমণীয়, অপরাজেয়, অভিভবের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনভিভূত—অব্যাহত; অপরাজিত; অব্যাকুল। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনভিমত—অনভিপ্রেত, অসম্মত, অননুমোদিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনভিলষণীয়—অবাঞ্ছনীয়, যাহা অভিলাষ করা

কর্ত্তব্য নহে অথবা যাহার অভিলাষ করা অসাধ্য এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনভিলষিত—অনিচ্ছিত, অনীপ্সিত, অবাঞ্ছিত। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অনভিলাষ।

অনভিলাষ—অনিচ্ছা। নঞ্ তৎ। সং ; পু।

অনভিব্যক্ত—অস্পষ্ট-প্রকাশিত, অব্যক্ত, অস্ফুট, অবিস্পষ্ট। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনভ্যাস—১। অভ্যাসের অভাব, অভ্যাস না করা। নঞ্ তৎ। সং ; পু। ২। অভ্যাসশূন্য। ন অর্থাৎ নাই অভ্যাস যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অনম—যে নত বা প্রণত হয় না, ব্রাহ্মণ। ন (অ)—নম (নমস্কার করা)+অন্ ক। সং ; পু।

অনমিত্র—বৃষ্ণির পৌত্র এবং সুমিত্রের পুত্র।

অনম্বর—১। অম্বরহীন, বিবস্ত্র, নগ্ন। ন (নাই) অম্বর (বসন) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। এক শ্রেণীর বৌদ্ধ। সং ; পু। ৩। (আবরণশূন্য বলিয়া) আকাশ। সং ; ক্লী।

অনয়—নীতিজ্ঞানশূন্য, নীতিবিহীন। ন অর্থাৎ নাই নয় অর্থাৎ নীতিজ্ঞান যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। ব্যসন ; বিপদ্ ; দুর্নীতি। ন (নয়) নীতি, নঞ্ তৎ। সং ; পু।

অনরণ্য—সূর্য্যবংশীয় নরপতিবিশেষ। মহারাজ বাণের পুত্র।

নর্গল—অর্গলহীন, যাহার খিল নাই ; স্বেচ্ছাচারী ; অপ্রতিবন্ধক, যাহার কোনও প্রতিবন্ধক নাই। ন (নাই) অর্গল (খিল বা প্রতিবন্ধক) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

র্ঘ্য—অমূল্য, অদেয় মূল্য। বহু ; বিণ ; ত্রি।

র্থ—১। অনিষ্ট, অশুভ। নঞ্ তৎ। সং ; পু। ২। অর্থশূন্য। ন (নাই) অর্থ যাহার বা যাহাতে, বহু ; বিণ ; ত্রি।

র্থক—১। ব্যর্থ, নিরর্থক ; অহেতুক, নিষ্প্রয়োজন। ন (নাই) অর্থ (প্রয়োজন) যাহাতে, বহু। ক আগম। বিণ ; ত্রি। ২। অসম্বদ্ধ প্রলাপ। সং ; ক্লী।

র্থপাত—অনিষ্টাপাত, বিপৎসংঘটন, অশুভ ঘটনা। অনর্থের পাত, ৬তৎ ; সং ; পু।

র্থহেতু—অশুভকারণ, বিপদের মূল। অনর্থের অর্থাৎ অশুভের হেতু, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনর্হ—অনুপযুক্ত, অযোগ্য। ন (নয়) অর্হ (যোগ্য), নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনল—১। অগ্নি, বহ্নি ; পিত্ত ; চিত্রক ; রাঙচিতা। অন (বাঁচা)+কল্ ণ, যাহা দ্বারা বাঁচা যায়। সং ; পু। ২। অষ্ট বসুর মধ্যে ষষ্ঠ বসু। অন (বাঁচা)+কল্ ক। সং ; পু।

অনলপ্রভা—১। জ্যোতিষ্মতী লতা। ২। অগ্নিশিখা, আগুনের দীপ্তি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অনলস—আলস্যশূন্য। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনলি—বকবৃক্ষ। সং ; পু।

[illegible]

অনবকাশ—অবকাশাভাব, অনবসর, অবকাশরাহিত্য। নঞ্ তৎ। সং ; পু।

অনবগত—অবিদিত, অজ্ঞাত। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অনবগতি। বিপরীতার্থক শব্দ অবগত।

অনবগীত—দোষশূন্য, অনিন্দিত। ন অবগীত (নিন্দিত), নঞ্ তৎ ; [অবগীত=যাহা অবজ্ঞার সহিত উচ্চারিত হয় অর্থাৎ অবজ্ঞাত, নিন্দিত]। বিণ ; ত্রি।

অনবদ্য—নির্দ্দোষ, অনিন্দ্য ; অনুমোদনীয়। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অবদ্য।

অনবধান—১। অমনোযোগী, অযত্নপরায়ণ, উপেক্ষাকারী। ন (নাই) অবধান (মনোযোগ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অনবধানতা। ২। অমনোযোগ, অযত্ন, উপেক্ষা। নঞ্ তৎ। সং ; ক্লী। বিপরীতার্থক শব্দ অবধান।

অনবধানতা—অমনোযোগ। অনবধান+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

অনবমাননীয়—অনুপেক্ষ, অবজ্ঞার অযোগ্য। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনবরত—১। নিরন্তর, অবিরাম। ন (নাই) অবরত (বিরাম) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। সতত, অবিশ্রামরূপে। ক্রি-বিণ।

অনবরার্দ্ধ্য—প্রধান। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনবরুদ্ধ—যে বা যাহা অবরুদ্ধ নহে, অবরোধশূন্য। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনবলম্ব, অনবলম্বন—অবলম্বনশূন্য, নিরাশ্রয় ; নিঃসহায়। বহু। বিণ ; ত্রি।

অনবলোভন—গর্ভিণীর চতুর্থ মাসে কর্ত্তব্য গর্ভসংস্কার। ন (অন্)—অব—লুভ (লোভ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অনবসর—অবসরাভাব, অনবকাশ ; অসময়, অনুপযুক্ত সময়। নঞ্ তৎ। সং ; পু।

অনবস্কর—মলশূন্য, নির্ম্মল, পরিষ্কৃত। ন (নয়) অবস্কর (ময়লা), নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনবস্থা—অবস্থার অভাব ; অস্থিরতা ; অনিশ্চয় ; অবিশ্রান্তি, তর্কের দোষবিশেষ, যে তর্কে উপপাদ্য ও উপপাদকের বিরাম নাই। ন অবস্থা (স্থিরতা), নঞ্ তৎ। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে অনবস্থিত। [বিণ ; ত্রি।

অনবস্থিত—অসংস্থানবিহীন, সচ্ছল। নঞ্ তৎ।

অনবস্থিতচিত্ত—অস্থিরচিত্ত, ক্ষণে ক্ষণে যাহার মতের পরিবর্ত্তন হয় এরূপ। অনবস্থিত হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অনবহিত—অনবধান, অমনোযোগী, অযত্নশীল, উপেক্ষাপরায়ণ। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। নঞ্ (অন্)—অব—ধা+ক্ত ক। বিশেষ্যে অনবধান।

অনশন—১। উপবাস, অভোজন, অনাহার। নঞ্ তৎ। সং ; ক্লী। ২। ভোজনশূন্য। বহু। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

অনশনক্লিষ্ট—উপবাস জন্য কাতর। ৩তৎ।

অনশনব্রত—আহার পরিত্যাগরূপ নিয়ম। নঞ্ তৎ ও রূপক। সং ; ক্লী।

অনশ্বর—অবিনাশশীল, চিরস্থায়ী, অক্ষয়। ন নশ্বর, নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনসূয়—অসূয়াশূন্য। ন (নাই) অসূয়া যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনসূয়া।

অনসূয়া—১। অসূয়াহীনতা। ন অসূয়া, নঞ্ তৎ। সং ; স্ত্রী। ২। অত্রি মুনির পত্নীর নাম। দক্ষ প্রজাপতির ঔরসে প্রসূতির গর্ভে ইঁহার জন্ম। [মতান্তরে কর্দ্দম ঋষির ঔরসে দেবদূতির গর্ভে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে]। বনবাস গমনকালে রামচন্দ্র ভার্য্যা সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণসহ অত্রি মুনির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলে অনসূয়া সীতাদেবীকে সবিশেষ যত্নপূর্ব্বক বিবিধ বসনভূষণে সজ্জিত করিয়াছিলেন এবং আশ্চর্য্যরূপ অঙ্গরাগে চর্চ্চিত করিয়াছিলেন।

৩। স্বনামপ্রসিদ্ধ শকুন্তলার একজন সখীর নামও অনসূয়া ছিল। ইনি অতি সুশীলা ছিলেন। শকুন্তলা যে সময়ে কণ্বমুনির আশ্রমে অবস্থিতি করিতেন, সেই সময়ে অনসূয়া তাঁহার প্রধানা সহচরী ছিল।

অনহঙ্কৃত—অহঙ্কারবিহীন, নিরহঙ্কার। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনাকর্ণনীয়—অশ্রোতব্য, শুনিবার অযোগ্য। ন (নয়) আকর্ণনীয় (শ্রবণযোগ্য), নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনাকাল—দুর্ভিক্ষ। সং ; ক্লী।

অনাকুল—অব্যাকুল, অব্যগ্র ; স্থির ; অসঙ্কীর্ণ। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ আকুল। [বিণ ; ত্রি।

অনাকুলিত—অব্যগ্র, স্থির, অনাকুল। নঞ্ তৎ।

অনাগত—ভবিষ্যৎ ; অনায়াত ; অনুপস্থিত ; অজ্ঞাত। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনাগত-বিধাতা—অনাগতের বিধাতা অর্থাৎ বিধানকর্ত্তা, ভবিষ্যতের জন্য সংস্থানকারী, ভবিষ্যকারী। অনাগতের (ভবিষ্যৎকালের) বিধাতা (বিধানকর্ত্তা), ৬তৎ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অনাগত-বিধাত্রী।

অনাগতার্ত্তবা—কুমারী, অজাতরজঃ কন্যা, যে কন্যার ঋতু হয় নাই। অনাগত (অনুপস্থিত) আর্ত্তব (স্ত্রীরজঃ) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

অনাগমন—না আসা, আগমনাভাব। নঞ্ তৎ।

অনাঘ্রাত—আঘ্রাণ করা হয় নাই এরূপ, যাহার ঘ্রাণ লওয়া হয় নাই এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। আঘ্রাত দেখ।

অনাচার—১। কদাচার, অভদ্র আচরণ, গর্হিত আচার; শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ আচরণ। ন (কুৎসিত) আচার, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। আচরণহীন; কদাচারী; শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধাচারী। ন (কুৎসিত) আচার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অনাচারী—কদাচারী, গর্হিতাচরণকারী, যাহার আচরণ কুৎসিত। বিণ; পু। অনাচার শব্দ+ইন্ শীলার্থে=অনাচারিন্, ১মার ১বচন। স্ত্রীলিঙ্গে অনাচারিণী। অনাচার দেখ।

অনাটন (গ্রাম্য)—অনটন, অভাব, অপ্রতুল। সং; ক্লী।

অনাতপ—আতপাভাব, রৌদ্রহীনতা, ছায়া। ন আতপ (রৌদ্র), নঞ্‌তৎ। সং; পু। [আতপের অভাব এই বাক্যে অব্যয়ীভাব সমাস করিলে ক্লীবলিঙ্গ হয়] বিশেষণে অনাতপ্ত।

অনাতুর—অরুগ্ন, পীড়িত নয় এরূপ; অক্লিষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনাত্মজ্ঞ—আত্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ, যে আপনাকে জানে না বা বুঝে না এরূপ। ন (নয়) আত্মজ্ঞ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনাত্মজ্ঞতা—আত্মবিষয়ে অনভিজ্ঞতা। অনাত্মজ্ঞ দেখ। অনাত্মজ্ঞ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অনাত্মনীন—নিজের অনিষ্টজনক। ন (নয়) আত্মনীন (আত্মহিতকর), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। আত্মনীন=আত্মন্ শব্দ+ীন্ হিতার্থে।

অনাত্মবেদিতা, অনাত্মবেদিত্ব—অনাত্মজ্ঞতা দেখ, অনাত্মবেদিন্ শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অনাত্মবেদী।

অনাত্মবেদী—অনাত্মজ্ঞ, আত্মবিষয়ে (আপনার বিষয়ে বা আত্মার বিষয়ে) অনভিজ্ঞ। অনাত্মন্ শব্দ–বিদ (জানা)+ণিন্ ক= অনাত্মবেদিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনাত্মবেদিতা, অনাত্মবেদিত্ব।

অনাত্মীয়—আত্মীয় নহে এরূপ, পর; বিপক্ষ, বিরুদ্ধ, বিদ্বেষী। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনাত্মীয়া। বিশেষ্যে অনাত্মীয়তা।

অনাত্মীয়তা—অনাত্মীয় দেখ।

অনাথ—নাথহীন, অস্বামিক, অসহায়, নিরাশ্রয়। ন (নাই) নাথ (প্রভু) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনাথা। বিপরীতার্থক শব্দ সনাথ।

অনাথনাথ—যাহার অন্য কোন আশ্রয় নাই, তাহার আশ্রয়। ন অর্থাৎ নাই নাথ যাহার, বহু, অনাথের নাথ, ৬তৎ। সং; পু। বিশেষণরূপেই অধিক স্থলে প্রযুক্ত হয়।

অনাথরক্ষণ—নিরাশ্রয়ের রক্ষাকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

অনাথা—স্বামিহীনা, পতিহীনা, বিধবা; অসহায়া, নিরাশ্রয়া। ন (নাই) নাথ (স্বামী) যে স্ত্রীলোকের, বহু। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে অনাথ। বিপরীতার্থক শব্দ সনাথা।

অনাথাশ্রম, অনাথ-নিবাস—মাতাপিতৃহীন-বালকবালিকাদিগের আশ্রয়স্থান। (Orphan asylum). ৬তৎ। সং; পু।

অনাদর—আদরাভাব, অসমাদর, অযত্ন, অসম্মান; উপেক্ষা, অবহেলা, তাচ্ছীল্য; অবজ্ঞা, অপমান। নঞ্‌তৎ। সং; পু ও ক্লী। বিশেষণে অনাদৃত ও অনাদরণীয়।

অনাদরণীয়—আদরের অযোগ্য, উপেক্ষণীয়, অবজ্ঞেয়। নঞ্‌তৎ; বিণ; ত্রি।

অনাদি—১। আদি-শূন্য, উৎপত্তি-রহিত। ন (নাই) আদি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। জগদীশ্বর। সং; পু।

অনাদীনব—দোষশূন্য, নির্দ্দোষ। ন (নয়) আদীনব (দোষী) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অনাদৃত—হতাদর, অবমানিত, অসম্মানিত; উপেক্ষিত; অবহেলিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনাদর।

অনাময়—১। রোগহীনতা, আরোগ্য, সুস্থতা। ন আময়, নঞ্‌তৎ অথবা আময়ের অভাব, অব্যয়ীভাব। সং; ক্লী। ২। নিরাময়, নীরোগ, সুস্থ। ন অর্থাৎ নাই আময় (রোগ) যাহার, বহু; বিণ; ত্রি।

অনামা, অনামিকা—কনিষ্ঠা ও মধ্যমার মধ্যবর্ত্তী অঙ্গুলি [Ring-finger. অঙ্গুলি দেখ]। ন (অপ্রশস্ত) হইয়াছে নাম যাহার, বহু; ইহা দ্বারা ব্রহ্মার শিরশ্ছেদন করা হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য। সং; স্ত্রী। অনামা=নঞ্ (অ)–নামন্ শব্দ +ডাপ্। অনামিকা=নঞ্ (অ)–নামন্ শব্দ+কণ্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্।

অনায়ত—অবিস্তৃত, অদীর্ঘ, দীর্ঘ নয় এরূপ; সন্নিহিত; অসংযত। ন আয়ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ আয়ত।

অনায়ত্ত—আয়ত্ত নয় এরূপ, যাহা আয়ত্ত করিতে পারা যায় না, অসামাল; অবশ, অবশীভূত, অবশতাপন্ন, অবাধ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ আয়ত্ত।

অনায়াস—১। ক্লেশাভাব, অক্লেশ; অল্প আয়াস, সামান্য পরিশ্রম। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। প্রযত্নশূন্য; শিথিল-যত্ন; অক্লেশ; সহজ। বহু। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ আয়াস।

অনায়াসকৃত—সহজে কৃত, অল্পায়াসে সাধিত; যাহা অক্লেশে করা হইয়াছে। বিণ; ত্রি।

অনায়াসলভ্য—অক্লেশে প্রাপ্য, যাহা পাইতে ক্লেশভোগ করিতে হয় না। অনায়াসে লভ্য, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

অনায়াসসিদ্ধ—অক্লেশে নিষ্পন্ন। বিনা কষ্টে সম্পন্ন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

অনায়াসে—সহজে, ক্লেশ বোধ না করিয়া। বহু।

অনারত—অবিশ্রান্ত, বিশ্রামরহিত, নিরন্তর। ন (নাই) আরত (বিশ্রাম) যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অনার্জ্জব—১। কুটিল, কপট। ন (নাই) আর্জ্জব (ঋজুতা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। কুটিলতা, কপটতা। ন (নয়) আর্জ্জব (ঋজুতা), নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অনার্ত্তবা—অজাতরজস্কা, রজস্বলা হয় নাই এরূপ (বালিকা)। ন অর্থাৎ হয় নাই আর্ত্তব (রজঃ) যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

অনার্য্য—অসৎ কুলজাত; অভদ্র; অসাধু; অসচ্চরিত্র; অপ্রধান; আর্য্যজাতি হইতে পৃথগ্‌জাতীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ আর্য্য। আর্য্য দেখ; বিশেষ্যে অনার্য্যতা। [ক্লী।

অনার্য্যক—অগুরু কাষ্ঠ, কৃষ্ণচন্দন কাষ্ঠ। সং;

অনার্য্যজ—অগুরু, কৃষ্ণচন্দন। সং; ক্লী।

অনার্য্যতা—অনার্য্যের ধর্ম্ম, অনার্য্যের কার্য্য। অনার্য্য শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অনালোচিত—যাহার আলোচনা করা হয় নাই এরূপ, অননুশীলিত; অপরিদৃষ্ট; অবিবেচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ আলোচিত।

অনালোড়িত—যাহা আলোড়িত হয় নাই এরূপ, অক্ষুণ্ণ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনাবশ্যক—অপ্রয়োজনীয়, যাহাতে প্রয়োজন নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনাবিল—যাহা ঘোলা নয় এরূপ, অপঙ্কিল, নির্ম্মল; অকলুষিত; অসন্দিগ্ধ। ন আবিল (ঘোলা), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনাবিলতা। বিপরীতার্থক শব্দ আবিল।

অনাবিলতা—অনাবিল দেখ।

অনাবিষ্কৃত—আবিষ্কৃত হয় নাই এরূপ, অপ্রকাশিত, অজ্ঞাত, অনুদ্ভাবিত। ন (হয় নাই) আবিষ্কৃত, নঞ্‌তৎ; বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনাবিষ্কার; বিপরীতার্থক শব্দ আবিষ্কৃত।

অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব—যাহা পূর্ব্বে কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই এরূপ। পূর্ব্বে অর্থাৎ পূর্ব্বকাল ব্যাপিয়া আবিষ্কৃত, ২তৎ; ন আবিষ্কৃতপূর্ব্ব, নঞ্‌তৎ; বিণ; ত্রি।

অনাবিষ্ট—আবিষ্ট নহে এরূপ, অমনোযোগী। ন আবিষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ আবিষ্ট। বিশেষ্যে অনাবেশ।

অনাবৃত—যাহা আবৃত নয় এরূপ, অনাচ্ছাদিত, মুক্ত, খোলা। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনাবৃত্তি—আবৃত্তি না করা, অনভ্যাস; অপুনরাগমন। ন আবৃত্তি, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অনাবৃষ্টি—বর্ষণাভাব, পর্য্যাপ্ত বৃষ্টির অভাব, উপযুক্ত কালে বৃষ্টি না হওয়া। অনাবৃষ্টি ষড়্‌বিধ ঈতির অন্যতম অংশ।

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিকা, শলভা, শুকা।
অত্যাসন্নাশ্চ, রাজানঃ ষড়েতা ঈতয়ঃ স্মৃতা॥
অর্থাৎ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, শলভ, শুক এবং অত্যাসন্ন রাজগণ—এই ছয়টী ঈতি। ইহাতে শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মে। ন আবৃষ্টি (সম্যক্ বৃষ্টি), নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।
বেশ—আবেশাভাব, অমনোযোগ, অযত্ন, উপেক্ষা, তাচ্ছীল্য। নঞ্‌তৎ। সং; পু। নঞ্ (অন্) – আ – বিশ + অল্ ভা। বিশেষণে অনাবিষ্ট। বিপরীতার্থক শব্দ আবেশ।
অনাশ্রম—১। যাহার আশ্রম নাই। বহু। বিণ; ত্রি। ২। আশ্রমের অভাব। নঞ্‌তৎ। সং; পু। অব্যয়ী। সং; ক্লী।
অনাশ্রমব্রত—১। আশ্রমাচারশূন্য, আশ্রমনির্দ্দিষ্ট ব্রতরহিত। বহু। বিণ; ত্রি। ২। আশ্রম-নির্দ্দিষ্ট ব্রতের অভাব। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।
অনাশ্রমব্রতধর্ম্ম—আশ্রমবিশেষে বিহিত নিয়মরূপ ধর্ম্মের অভাব। আশ্রমব্রত রূপ ধর্ম্ম, রূপক। ন আশ্রমব্রতধর্ম্ম, নঞ্‌তৎ। সং; পু।
অনাশ্রয়—আশ্রয়হীন, নিরাশ্রয়, সহায়শূন্য, অশরণ। ন (নাই) আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনাশ্রয়া।
অনাসন্ন—আসন্ন নয় এরূপ, অনিকটস্থ, দূরবর্ত্তী; অপ্রয়োজনীয়। ন (নয়) আসন্ন (নিকটবর্ত্তী), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অনাস্থা—আস্থা অর্থাৎ আদরের অভাব, অনাদর, উপেক্ষা, অবহেলা, তাচ্ছীল্য, অমনোযোগ। সং; স্ত্রী। বিপরীতার্থক শব্দ আস্থা।
অনাহত—১। অপ্রাপ্তাঘাত, আঘাত পায় নাই এরূপ, অক্ষত; নূতন। বিণ; ত্রি। ২। অধৌত নূতন-বস্ত্র; তন্ত্রোক্ত হৃদয়স্থিত সুষুম্নামধ্যস্থ দ্বাদশদল পদ্ম [যে স্থানে জীবাত্মা বাস করেন তাহাকে অনাহত বলে]। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। বিপরীতার্থক শব্দ আহত। বিণ।
অনাহার—১। আহারাভাব, উপবাস, অনশন। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। আহারশূন্য, অকৃতাহার। ন অর্থাৎ হয় নাই আহার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষণে অনাহারী।
অনাহারী—উপবাসী, অনাহারক্লিষ্ট, যে আহার করে নাই এরূপ। ন – আ – হৃ + ণিন্ ক। বিণ; ত্রি।
অনাহারে—ভোজন না করিয়া। বহু। ক্রি-বিণ।
অনাহ্লাদ—আহ্লাদশূন্যতা, অসন্তুষ্টি, অপ্রীতি, বিষাদ। নঞ্‌তৎ। সং; পু।
অনাহূত—অনিমন্ত্রিত, অনামন্ত্রিত, যাহাকে ডাকা হয় নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অনিগীর্ণ—অকথিত, অনুক্ত। ন (নয়) নিগীর্ণ (কথিত), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অনিচ্ছা—ইচ্ছার অভাব, অনভিলাষ। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অনিচ্ছু ও অনিচ্ছুক। বিপরীতার্থক শব্দ ইচ্ছা।
অনিচ্ছাকৃত—যাহা ইচ্ছা করিয়া করা হয় নাই। নঞ্‌তৎ ও ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
অনিচ্ছাসত্বে—ইচ্ছার অবিদ্যমানতায়, ইচ্ছা না থাকাতে। অনিচ্ছার সত্ব (বিদ্যমানতা), ৬তৎ। ভাবে সপ্তমী। সং; ক্লী।
অনিচ্ছু—ইচ্ছাবিহীন, অনভিলাষী। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনিচ্ছা।
অনিত্য—নিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে এরূপ, অচিরস্থায়ী, অস্থায়ী, বিধ্বংসী, নশ্বর। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনিত্যতা। বিপরীতার্থক শব্দ নিত্য।
অনিত্যতা—অনিত্যপদার্থনিষ্ঠ অসাধারণ ধর্ম্ম, অনিত্যের ভাব, স্থায়ী না হওয়া। অনিত্য + তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।
অনিদান—১। অহেতুক, অকারণ। ন অর্থাৎ নাই নিদান (আদিকারণ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। কারণশূন্যতা, হেতুরাহিত্য। ন নিদান, নঞ্‌তৎ। কিংবা নিদানের অভাব, অব্যয়ীভাব। সং; ক্লী। ৩। অকারণে। ন নিদান অর্থাৎ কারণ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।
অনিদ্রা—নিদ্রার অভাব, নিদ্রা না হওয়া, জাগরণ। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।
অনিন্দনীয়—নিন্দার অযোগ্য, অগর্হিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। নিন্দনীয় দেখ।
অনিন্দিত—যাহার কেহ কখনও নিন্দা করে নাই এরূপ, অবিগর্হিত, অবিগীত, অদূষণীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনিন্দা।
অনিভৃত—প্রকাশিত, অগুপ্ত; চঞ্চল। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অনিমন্ত্রিত—অনাহূত, যাহার নিমন্ত্রণ হয় নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অনিমিষ, অনিমেষ—১। নিমেষশূন্য, যাহার পলক পড়ে না এরূপ, স্পন্দনশূন্য। বিণ; ত্রি। ২। দেবতা; মৎস্য; অতি সূক্ষ্ম কালপরিমাণ। ন (নাই) নিমিষ বা নিমেষ যাহার, বহু। সং; পু। নিমিষ ও নিমেষ দেখ।
অনিমিষাচার্য্য—বৃহস্পতি। সং; পু। অনিমিষগণের (দেবগণের) আচার্য্য (শিক্ষাগুরু)।
অনিয়ত—নিয়ত নহে এরূপ, অনিশ্চিত, অস্থির। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিপরীত শব্দ নিয়ত।
অনিয়ন্ত্রিত—চালকশূন্য, উচ্ছৃঙ্খল; অনিবারিত। ন নিয়ন্ত্রিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অনিয়ম—নিয়মলঙ্ঘন, নিয়ম পালন না করা। ন নিয়ম, নঞ্‌তৎ। সং; পু।
অনিয়মিত—নিয়মশূন্য, যাহার নিয়ম নাই এরূপ; অনিরূপিত, অনির্দ্দিষ্ট, অনির্দ্ধারিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ নিয়মিত।
অনিরাকরণীয়—যাহার নিবারণ হয় না এরূপ, অনিবার্য্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অনিরাকৃত—যাহার নিরাকরণ করা হয় নাই এরূপ, অনিবারিত। নঞ্‌তৎ; বিণ; ত্রি।
অনিরুদ্ধ—১। অপ্রতিরুদ্ধ, অনিবারিত, অপ্রতিহত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ নিরুদ্ধ। ২। দূত, চর। সং; পু। ৩। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, প্রদ্যুম্নের পুত্র। ইনি শৌর্য্যবীর্য্যে অতুলনীয়, মহাবলপরাক্রান্ত যোদ্ধা ছিলেন। যুদ্ধে কেহই ইহাঁর গতিরোধ করিতে পারিত না, এই জন্যই ইহাঁর নাম অনিরুদ্ধ। ভোজকটের রাজা রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রার সহিত ইহাঁর প্রথম বিবাহ হয়। ইহাঁর পুত্রের নাম বজ্র। অনিরুদ্ধ পরে উষার পাণিগ্রহণ করেন।' এই বিবাহের ঘটনাটি অতি বিচিত্র। শোণিতপুরের রাজা বাণ দৈত্যের উষা নামে একটী পরমরূপবতী কন্যা ছিল, পার্ব্বতীর বরে উষা স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন, এবং স্বীয় সখী চিত্রলেখা দ্বারা তাঁহাকে আপনার কক্ষে লইয়া যান। অনিরুদ্ধ উষার সহিত অন্তঃপুরে বাস করিতেছেন, এই সংবাদ বাণ রাজার কর্ণগোচর হইলে, তিনি মহা ক্রুদ্ধ হইয়া অনিরুদ্ধকে বধ করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করেন। অনিরুদ্ধ তাহাদের সকলকেই বিনাশ করেন। পরে বাণ রাজা ঐন্দ্রজালিক মায়া বিস্তার করিয়া কৃষ্ণপৌত্রকে নাগপাশে বদ্ধ করেন। সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও প্রদ্যুম্ন সসৈন্যে শোণিতপুরে উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধের পর বাণ পরাস্ত হইলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যাদবগণ অনিরুদ্ধ ও নববধূ উষাকে লইয়া দ্বারকায় প্রতিগমন করেন। যদুবংশ ধ্বংসের সময় অনিরুদ্ধও নিহত হন।
অনিরুদ্ধপথ—১। আকাশ। ন নিরুদ্ধ অনিরুদ্ধ, নঞ্‌তৎ, অনিরুদ্ধ যে পথ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অবারিত-গতি। ন নিরুদ্ধ, নঞ্‌তৎ। অনিরুদ্ধ পথ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
অনিরুদ্ধ-ভাবিনী—অনিরুদ্ধের ভার্য্যা, বাণরাজার কন্যা উষা। অনিরুদ্ধের ভাবিনী অর্থাৎ পত্নী, ৬তৎ; সং; স্ত্রী। অনিরুদ্ধ দেখ।
অনিরূপিত—অনির্ণীত, অনির্দ্ধারিত, অনির্দ্দিষ্ট। ন নিরূপিত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অনির্ণয়—অনির্দ্ধারণ, অনিশ্চয়। নঞ্‌তৎ; সং; পু। [নির্ণয়ে অভাব এই বাক্যে অভাবার্থে অব্যয়ীভাব সমাস করিলে ক্লীবলিঙ্গ হইবে]।
অনির্ণীত—যাহার নির্ণয় হয় নাই এরূপ, অনির্দ্ধারিত, অনিরূপিত; অনিশ্চিত। ন নির্ণীত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অনির্ণেয়—যাহার নির্ণয় হয় নাই এরূপ, অনি-

রূপণীয়, অনির্দ্ধারণীয়। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি।

অনির্দ্দিষ্ট—যাহার নির্দ্দেশ করা হয় নাই, অনুক্ত; অনির্দ্ধারিত, অনিরূপিত, অনিয়মিত। নঞ্-তৎ। বিণ; ত্রি।

অনির্দ্দেশ্য—যাহা নির্দ্দেশ করা যায় না, অনুল্লেখ্য। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি।

অনির্দ্ধারণীয়—নির্দ্ধারণের অযোগ্য, অনির্ণেয়, অনিরূপণীয়। নঞ্ তৎ; বিণ; ত্রি।

অনির্দ্ধারিত—অনিরূপিত, অনির্ণীত, অনিয়মিত, অনিশ্চিত। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। [ত্রি।

অনির্ভর—লঘু; সামান্য, অল্প। নঞ্ তৎ। বিণ;

অনির্ম্মল—অপরিষ্কৃত, মলিন; আবিল। নঞ্-তৎ; বিণ; ত্রি।

অনির্ম্মাল্য—যাহা নির্ম্মাল্য নহে, যে পুষ্প দেবোদ্দেশে নিবেদিত নহে অথবা যে পুষ্পাভরণ উপভোগ করা হয় নাই তৎসমুদায়। ন নির্ম্মাল্য (দেবনিবেদিত পুষ্পাদি, উপযুক্ত পুষ্পাভরণাদি) নঞ্ তৎ; সং; ক্লী।

অনির্ম্মাল্যা—ঔষধবিশেষ। সং; স্ত্রী।

অনির্ব্বচনীয়—বচনাতীত, বর্ণনাতীত, যাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, যাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা অসাধ্য। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। নঞ্ (অন্) – নির্ – বচ (বলা) + অনীয় র্ম্ম।

অনির্ব্বাচ্য—যাহা ব্যাখ্যা করিয়া উঠা যায় না এরূপ; অনিরূপণীয়। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। নঞ্ (অ) – নির্ – বচ (বলা) + ঘ্যণ্ র্ম্ম।

অনির্ব্বাণ—নির্ব্বাণশূন্য; অম্লাত। বিণ; ত্রি।

অনির্ব্বাত—যাহা বায়ুরহিত নহে, অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহবিশিষ্ট। নঞ্ তৎ; বিণ; ত্রি।

অনির্ব্বাদ—নির্ব্বিবাদ, অনবজ্ঞা, অবজ্ঞা না করা। নঞ্ তৎ; সং; পু। নঞ্ (অ) – নির্ – বদ (বলা) + ঘঞ্ ভা। [পু।

অনির্ব্বাহ—অপ্রতুল, অভাব। নঞ্ তৎ। সং;

অনির্ব্বিণ্ণ—নির্ব্বাহের উপায়শূন্য, নিঃস্ব, দরিদ্র, দুঃখী; ভয়শোকাদিতে অকাতর; অখিন্ন। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি।

অনির্বৃতি—অসংস্থান, অভাব; অসন্তোষ; অশান্তি; দারিদ্র্য। ন (নয়) নির্বৃতি (স্বাচ্ছন্দ্য), নঞ্ তৎ। সং; স্ত্রী।

অনির্ব্বেয়—নির্ব্বাণের অযোগ্য, যাহা নিবাইতে পারা যায় না এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি।

অনিল—১। বায়ু, পবন, বাতাস; অষ্ট বসুর মধ্যে পঞ্চম বসু। অন (বাঁচা) + ইল ণ, যাহা দ্বারা বাঁচা যায়। সং; পু। ২। ভূমিশূন্য; ধেনুবিহীন; কথারহিত। ন অর্থাৎ নাই ইলা অর্থাৎ ভূমি বা ধেনু কিংবা বাণী যাহার, বহু; বিণ; ত্রি।

অনিলঘ্নক—বিভীতক বৃক্ষ, বয়ড়াগাছ। সং; পু।

অনিলসখ—অগ্নি, বহ্নিদেব, হুতাশন। অনিলের (বায়ুর) সখা, ৬তৎ; সং; পু।

অনিলাময়—বাতরোগ, বায়ুজন্য যে রোগ জন্মে। অনিল জাত আময় অর্থাৎ রোগ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অনিলান্তক—ইঙ্গুদীবৃক্ষ। সং; পু।

অনিবার—অনিবারণীয়, অনিবার্য্য; নিরন্তর, সতত, অবিরত। ন (নাই) নিবার (নিবারণ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অনিবারণীয়, অনিবার্য্য—নিবারণের অসাধ্য বা অযোগ্য, অপ্রতিষেধনীয়। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। নিবারণীয় ও নিবার্য্য দেখ। বিশেষ্যে অনিবার্য্যতা।

অনিবারিত—যাহার নিবারণ করা হয় নাই এরূপ, অপ্রতিষিদ্ধ, অনিষিদ্ধ। নঞ্ তৎ; বিণ; ত্রি। নিবারিত দেখ।

অনিবার্য্য—অনিবারণীয় দেখ।

অনিশ—সর্ব্বদা, অবিরাম, নিরন্তর অনবরত, (তাৎপর্য্যার্থ) সতত। ন (নাই) নিশা (বিরামকাল) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। [এই শব্দটী প্রায়ই ক্রিয়াবিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়, তখন উহা ক্লীবলিঙ্গ]।

অনিশ্চয়—নিশ্চয়ের অভাব। নঞ্ তৎ। সং; পু। নাই নিশ্চয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অনিশ্চয়তা—নিশ্চয়রাহিত্য, নিশ্চয়াভাব। অনিশ্চয় শব্দ (বহুব্রীহি নিষ্পন্ন) + তা, ভাবে। সং; স্ত্রী।

অনিশ্চিত—যাহার নিশ্চয় বা স্থিরতা নাই এরূপ, অস্থির, সন্দেহ-স্থল; অনিয়মিত, অনির্ণীত। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। বিপরীত শব্দ নিশ্চিত।

অনিষিদ্ধ—যাহার নিষেধ করা হয় নাই এরূপ; অপ্রতিষিদ্ধ, অনিবারিত; অবারিত। নঞ্-তৎ; বিণ; ত্রি। নিষিদ্ধ দেখ।

অনিষ্ট—১। ক্ষতি, হানি, অপকার; পাপ; দুঃখ। নঞ্ তৎ। সং; ক্লী। ২। অনিচ্ছিত, অবাঞ্ছিত, অনভিলষিত। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ ইষ্ট। ইষ্ট দেখ।

অনিষ্টকর, অনিষ্টকারক, অনিষ্টজনক—অপকারী। অনিষ্ট – কৃ (করা) + ট, ণক ক। অনিষ্ট – জন + ণিচ্ + ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনিষ্টকরী, অনিষ্টকারিকা, অনিষ্টজনিকা। [৬তৎ। সং; ক্লী।

অনিষ্টাচরণ—অপকারসম্পাদন। নঞ্ তৎ ও

অনিঃসৃত—অনির্গত, যাহা বহির্গত হয় নাই। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি।

অনিষ্টাপাত—অপ্রীতিকর ঘটনা, অশুভ ঘটনা, অমঙ্গল ঘটনা। ন ইষ্ট অনিষ্ট, নঞ্ তৎ; অনিষ্টের আপাত অর্থাৎ উপস্থিতি বা আগমন, ৬তৎ। সং; পু।

অনিষ্পন্ন—অসম্পন্ন, অসিদ্ধ; নিষ্পত্তিরহিত; অসমাপ্ত, অসম্পূর্ণ। নঞ্ তৎ; বিণ; ত্রি।

অনীক—১। সৈনিকপুরুষ; সৈন্য; বৃন্দ। অন (বাঁচা) + ঈকন্ ণ; যাহা দ্বারা (রাজা) বাঁচে। সং; পু। ২। যুদ্ধ, কলহ। ন (অ) – নী (লইয়া যাওয়া) + ক্বিপ্ অপ্ – কণ্ প্রত্যয়। সং; পু ও ক্লী।

অনীকস্থ—১। সৈন্য; রাজরক্ষি সৈন্য; হস্তিপক; ধ্বজাদি যুদ্ধচিহ্ন; রণবাদ্য। সং; পু। ২। যুদ্ধস্থিত। অনীক শব্দ – স্থা (থাকা) + ড ক। বিণ; ত্রি। অনীক দেখ।

অনীকিনী—১০,৯৩৫ পদাতি, ৬,৫৬১ অশ্ব, ২,১৮৭ গজ ২,১৮৭ রথ,—সমুদায়ে ২১,৮৭০ সংখ্যক সেনাদল [অক্ষৌহিণী দেখ]; সেনা। অনীক + ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং।

অনীতি—দুর্নীতি; নীতিবিরুদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান। নঞ্ তৎ। সং; স্ত্রী। নীতি দেখ।

অনীশ্বরবাদী—যে ঈশ্বর স্বীকার করে না, নাস্তিক। নঞ্ তৎ। সং; পু। ঈশ্বরবাদী = উপপদ সমাস। ঈশ্বর শব্দ – বদ (বলা) ণিন্ ক = ঈশ্বরবাদিন্ ১মার ১বচনে ঈশ্বরবাদী। স্ত্রীলিঙ্গে ঈশ্বরবাদিনী।

অনীহা—চেষ্টাশূন্য; স্পৃহাহীন; নিরুৎসাহ, অনুৎসাহ; যত্নাভাব। ন (অন্) – ঈহ (চেষ্টা করা) + অ ভা। সং; স্ত্রী।

অনু—১। পশ্চাৎ; সদৃশ; হীন; বীপ্সা; সহ; সমীপ; ভাগ; চিহ্ন; অনুক্রম; ইত্থম্ভাব; আয়াস। ব্য; উপসর্গ।

২। রাজা যযাতির পুত্র। শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে ইঁহার জন্ম। এই অনু হইতে ম্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হইয়াছিল।

অনুক—কামুক; কামী; লম্পট। অনু – কম (অভিলাষ করা) + ড ক। বিণ; ত্রি।

অনুকম্পা—দয়া, করুণা, সহানুভূতি, অন্যের অবস্থা দর্শনে আপনাকে তদবস্থ জ্ঞান করা (Pity)। অনু (সহিত) – কম্প (কম্পিত বা বিচলিত হওয়া) + অ ভা। [যে গুণ দ্বারা অপরের দুঃখে অনু অর্থাৎ সহ কাঁপে অর্থাৎ যে গুণ প্রভাবে অন্যের দুঃখ দর্শনে সহানুভূতি দ্বারা আপনার দুঃখ বোধ হয়, সুতরাং অন্যের দুঃখ দূরীভূত করিতে ইচ্ছা হয়]। সং; স্ত্রী।

অনুকম্প্য—অনুকম্পার পাত্র, কৃপার্হ। অনু—কম্প (কম্পিত বা বিচলিত হওয়া) + য র্ম্ম, অর্হার্থে। বিণ; ত্রি।

অনুকরণ—প্রতিরূপকরণ, সদৃশীকরণ, অন্যের সম্পাদিত কার্য্য দেখিয়া তদ্রূপ করণ, নকল করা। অনু (সদৃশ) – কৃ (করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অনুকৃত।

অনুকরণবৃত্তি—প্রাণিগণ যে বৃত্তি দ্বারা কোনও বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। অনুকরণের বৃত্তি ৬তৎ, কিংবা অনুকরণ সাধনী বৃত্তি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অনুকরণশীল—অনুকরণ করাই শীল অর্থাৎ স্বভাব যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অনুকরণীয়—যাহা অনুকরণ করিবার উপযুক্ত, যাহার অনুকরণ করা আবশ্যক। অনু—কৃ (করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অনুকর্ণ—১। অনুবর্তন; ব্যাকরণে—পূর্ব্ব-সূত্রোক্ত পদের পরসূত্রে অনুবর্তন; রথনিম্নস্থ কাষ্ঠ। অনু—কৃষ (টানা)+অল্ র্ম্ম। সং; পু। ২। আকর্ষণ। অনু—কৃষ (টানা)+অল্ ভা। বিশেষণে অনুকৃষ্ট।

অনুকর্ষণ—অনুকর্ষ; আকর্ষণ করা। অনু—কৃষ +অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অনুকৃষ্ট।

অনুকল্প—গৌণকল্প; অপ্রধান কল্প, মুখ্যের স্থান প্রাপ্ত প্রতিনিধি, যেমন মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ অর্থাৎ মধু অভাবে গুড় দিবে। এখানে গুড় মধুর অনুকল্প। ব্রীহ্যভাবে নীবারৈর্যজেত অর্থাৎ ব্রীহির অভাবে নীবার দ্বারা যজ্ঞ করিবে। এখানে ব্রীহি মুখ্যকল্প এবং নীবার অনুকল্প। [ব্রীহি=আশুধান্য। নীবার= উড়িধান্য]। অনু—কৃপ+অল র্ম্ম। সং; পু।

অনুকামীন—কামগামী; স্বচ্ছন্দাচারী; স্বেচ্ছা-বিহারী। অনু—কাম শব্দ (ইচ্ছা)+ঈন্। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনুকামীনতা।

অনুকার—অনুকরণ, অনুরূপকরণ, সদৃশীকরণ, নকল করা; সদৃশ বেশভাষাদির আবিষ্করণ। ইহার পর্য্যায় শব্দ—অনুহার, উপমা। অনু—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অনুকৃত ও অনুকারী।

অনুকারিতা—অনুকরণকারীর ধর্ম্ম; অনুকরণ করা। অনুকারিন্+তা ভাবার্থে; সং; স্ত্রী।

অনুকারী—অনুকরণকারী, যে নকল করে। বিণ; পু। অনু—কৃ (করা)+ণিন্= অনুকারিন্, ১মার ১বচন। স্ত্রীলিঙ্গে অনু-কারিণী। বিশেষ্যে অনুকারিতা।

অনুকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত; বিস্তৃত; ব্যাপ্ত। অনু—কৄ (বিক্ষিপ্ত হওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অনুকূল—১। সহায়, সদয়, পোষকতাকারী; সাহায্যকারী; অপ্রতিকূল; অনুগ্রহকারী; অনুরক্ত; যোগ্য। অনু—কূল (আচরণ করা)+ক ক, যে দোষাদির আচরণ করে, অথবা কূল অর্থাৎ নদ্যাদির তীর, তাহার অনু অর্থাৎ সদৃশ, কূলকে অনুকারী এই অর্থে ২তৎ, অর্থাৎ জলে নিমজ্জমান ব্যক্তির পক্ষে সমীপাগত কূল যেরূপ সহায়। স্ত্রীলিঙ্গে অনুকূলা। বিপরীতার্থক শব্দ প্রতিকূল। ২। নায়কবিশেষ, যে নায়ক বারাঙ্গনাপরাঙ্মুখ হইয়া স্ব-স্ত্রীতে আসক্ত; (কাব্যে) অলঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। সং; পু।

অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ইনি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটায় জন্মগ্রহণ করেন। অনুকূলচন্দ্র হিন্দুকলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কিছুদিন হাওড়ার ফৌজদারী আদালতে নাজিরের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। কলেজ ছাড়িয়া বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলেও ইঁহার অধ্যয়ন-প্রবৃত্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। আদালতের কর্ম্ম করিয়া অবসর সময়ে তিনি আইন-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যোগ্যতার সহিত আইন পরী-ক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর তিনি কলি-কাতা সদর কোর্টে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এইরূপ যোগ্যতা দর্শন করিয়া তাঁহাকে "উকিল-সরকার" নিযুক্ত করিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সদস্যস্বরূপে পরিগণিত হইলেন। ওকা-লতী ব্যবসায়ে তিনি আপন যোগ্যতা এরূপ ভাবে প্রকাশিত করিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজরূপে মনোনীত হইলেন। অনুকূলচন্দ্র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন যোগ্য সভ্য ছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট এই মহাত্মা পরলোক গমন করেন।

অনুকৃত—১। যাহার অনুকরণ করা হইয়াছে, সদৃশীকৃত। অনু—কৃ+ক্ত র্ম্ম; বিণ; ত্রি। ২। অনুকরণ। অনু—কৃ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

অনুক্ত—যাহা উক্ত বা কথিত হয় নাই, অক-থিত। ন উক্ত, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অনুক্রম—পর্য্যায়; যথাক্রম, অনুপূর্ব্ব। অনু—ক্রম (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পু।

অনুক্রমণিকা—গ্রন্থের অবতরণিকা, ভূমিকা, মুখবন্ধ; উপক্রমণিকা; নির্ঘণ্ট। অনু—ক্রম (গমন করা)+অনট্ ভা—কণ্+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অনুক্রোশ—অনুকম্পা, কৃপা, দয়া। অনু—ক্রুশ (দুঃখ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অনুক্ষণ—প্রতিক্ষণ, সর্ব্বদা, নিরন্তর। ক্ষণে ক্ষণে বীপ্সার্থে অব্যয়ী; ক্রি-বিণ।

অনুগ—অনুগমনকারী, পশ্চাদ্গামী; অনুচর; অনুসর। অনু (পশ্চাৎ)—গম (যাওয়া) +ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুগা।

অনুগত—১। বশংবদ; আশ্রিত, অধীন, বশ-বর্ত্তী, মতানুবর্ত্তী; অনুজীবী। অনু—গম (গমন করা)+ক্ত ক। ২। অনুসৃত। অনু—গম (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুগতা। বিশেষ্যে অনুগমন।

অনুগম—সঙ্গতি; মীমাংসা; অনুলোম; পশ্চাদ্-গমন; অনু—গম+অল্ ভা। সং; পু।

অনুগমন—পশ্চাদ্গমন, সঙ্গে গমন; অনুসরণ; মতানুবর্ত্তিতা; অনুমরণ, সহমরণ। অনু—গম+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অনুগত।

অনুগব—দৈর্ঘ্য। (অনু—গো+অ) সং; ক্লী।

অনুগবীন—গোর অনুগামী, গোরক্ষক, রাখাল। গোর পশ্চাৎ=অনুগব, ব্য; অনুগব শব্দ+ ঈন; সং; পু।

অনুগামী—পশ্চাদ্গামী, অনুগমনকারী, সহচর, সঙ্গে গমনকারী; অধীন; বশংবদ। অনু—গম+ণিন্ ক=অনুগামিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অনুগামিনী।

অনুগুণ—অনুগত; অনুকূল। বিণ; ত্রি।

অনুগৃহীত—অনুগ্রহ-পাত্র, যাহার প্রতি অনুগ্রহ করা হইয়াছে; অনুগ্রহপ্রাপ্ত। অনু—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুগৃহীতা। বিশেষ্যে অনুগ্রহ।

অনুগ্রহ—অনিষ্ট বারণ পূর্ব্বক ইষ্টসাধন, আনু-কূল্য; উপকার, দয়া; প্রসাদ, প্রসন্নতা। অনু—গ্রহ (গ্রহণ করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অনুগৃহীত।

অনুগ্রহপাত্র—দয়ার পাত্র, কৃপাভাজন, যাহার প্রতি দয়া করা কর্ত্তব্য। ৬তৎ। বিণ; ক্লী। পাত্র শব্দ অজহল্লিঙ্গ বলিয়া বিশেষণ অব-স্থায়ও ক্লীবলিঙ্গ হয়।

অনুগ্রাহক—অনুগ্রহকারী। অনু—গ্রহ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুগ্রাহিকা।

অনুগ্রাহী—অনুগ্রহকারী। অনু—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ণিন্ ক=অনুগ্রাহিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অনুগ্রাহিণী।

অনুগ্রাহ্য—অনুগ্রহপাত্র। অনু—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ঘ্যঞ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অনুচর—১। অনুগামী, পশ্চাদ্গামী, সহচর। অনু—চর (গমন করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। ভৃত্য, যে সঙ্গে সঙ্গে থাকে, যে ব্যক্তি অন্যের আদেশে কার্য্য করে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অনুচরী (=পরিচারিকা, দাসী)।

অনুচারী—১। অনুগামী, অনুচর। বিণ; পু। ২। ভৃত্য। অনু—চর (গমন করা)+ ণিন্ ক=অনুচারিন্, ১মার ১বচন; সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অনুচারিণী (=পরিচারিকা, দাসী)।

অনুচিকীর্ষা—অনুকরণ করিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি। অনু—সনন্ত কৃ+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অনুচিকীর্ষু।

অনুচিকীর্ষিত—যে বিষয়ে অনুকরণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। অনু—সনন্ত কৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি

অনুচিকীর্ষু—অনুকরণেচ্ছু। অনু—সনন্ত কৃ+ উ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনুচিকীর্ষা।

অনুচিত—অবিহিত, অন্যায্য, অযুক্তিযুক্ত; অন-ভ্যস্ত। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনৌচিত্য।

অনুচিন্তন—অনুক্ষণ চিন্তন বা আন্দোলন। সং; ক্লী। অনু—চিন্তি+অনট্ ভা। বিশেষণে অনুচিন্তিত।

অনুচ্চারণীয়, অনুচ্চার্য্য—যাহা উচ্চারণের অসাধ্য বা অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনুচ্ছিষ্ট—উচ্ছিষ্ট নহে এরূপ, যাহা এঁটো নয়; শুদ্ধ, পবিত্র; অব্যবহৃত। নঞ্‌তৎ; বিপরীতার্থক শব্দ উচ্ছিষ্ট। উচ্ছিষ্ট দেখ।

অনুজ—১। পশ্চাজ্জাত, কনিষ্ঠ, কনীয়ান, যবীয়ান, জঘন্য, জঘন্যজ। অনু (পশ্চাৎ)—জন (জন্মা)+ড ক; বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুজা। ২। এক প্রকার গন্ধদ্রব্য, প্রপৌণ্ডরিক নামক সুগন্ধি দ্রব্য। সং; ক্লী।

অনুজন্মা—(অনুজন্মন্) অনুজ। অনু (পশ্চাৎ) জন্ম যাহার, বহু; বিণ; ত্রি।

অনুজা—১। পশ্চাজ্জাতা, কনিষ্ঠা। অনু (পশ্চাৎ)—জন (জন্মা)+ড ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কনিষ্ঠা ভগিনী; বলাড়ুম্বুর; গন্ধভাদুল্যা। সং; স্ত্রী।

অনুজাতা—কনিষ্ঠা ভগিনী। অনু—জন+ক্ত ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অনুজিঘৃক্ষা—অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা। অনু—সনন্ত গ্রহ+শ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অনুজীবী—যে অন্যকে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, আশ্রিত, ভৃত্য, পোষ্য; অনুবর্ত্তী, সহচর। অনু—জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক=অনুজীবিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। *স্ত্রীলিঙ্গে অনুজীবিনী। বিশেষ্যে অনুজীবিতা।*

অনুজ্ঞা—আজ্ঞা, আদেশ। অনু—জ্ঞা (জানা)+ও ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অনুজ্ঞাত।

অনুজ্ঞাত—আদিষ্ট, অনুমত, যে বিষয়ে অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে; আদেশ-প্রাপ্ত, অনুজ্ঞা-প্রাপ্ত, যাহাকে অনুজ্ঞা করা হইয়াছে। অনু—জ্ঞা (জানা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনুজ্ঞা।

অনুতপ্ত—অনুতাপযুক্ত, পরিতপ্ত। অনু—তপ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনুতাপ।

অনুতর—তরপণ্য, পারঘাটের দান, পারানির কড়ি। অনু—তৃ (তরণ, পার হওয়া)+অল্ ণ। সং; ক্লী।

অনুতর্ষ—অভিলাষ; তৃষ্ণা, পিপাসা। অনু—তৃষ (পানের ইচ্ছা)+অল্ ভা। সং; পু।

অনুতর্ষণ—মদ্যপান-পাত্র। অনু-তৃষ (পানেচ্ছা)+অনট্ ণ বা অধি। সং; ক্লী।

অনুতাপ—অনুশোচনা, পশ্চাত্তাপ, কোনও অন্যায্য কার্য্য করিয়া তজ্জন্য পশ্চাৎ খেদ। [পাপকার্য্যমাত্রেরই প্রকৃতি এই যে, উহার সম্পাদন কালে প্রায়শঃ সুখবোধ হয়, কিন্তু পরিণামে সম্পাদিত বা চিন্তিত পাপকার্য্যের জন্য মনে কষ্ট জন্মে, ঐ ক্লেশকে অনুতাপ কহে]। অনু (পশ্চাৎ)—তপ (তপ্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অনুতাপী ও অনুতপ্ত।

অনুত্তম—১। অধম, নিকৃষ্ট। ন উত্তম, নঞ্‌তৎ। ২। অত্যুত্তম, সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ন (নাই) উত্তম যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি।

অনুত্তর—১। নিরুত্তর, উত্তরদানে অসমর্থ। ন অর্থাৎ নাই উত্তর (প্রতিবচন) যাহার, বহু। ২। অশ্রেষ্ঠ, অধম, নিকৃষ্ট। ন উত্তর (শ্রেষ্ঠ), নঞ্‌তৎ। ৩। অনুত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ন (নাই) উত্তর (শ্রেষ্ঠ) যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। ৪। উত্তরাভাব, কথার উত্তর না দেওয়া। ন উত্তর অর্থাৎ প্রতিবচনের অভাব, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অনুৎপন্ন—অজাত, যাহা জন্মে নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। নঞ্ (অন্)—উৎ—পদ+ক্ত ক। স্ত্রীলিঙ্গে অনুৎপন্না; বিশেষ্যে অনুৎপত্তি।

অনুদর—ক্ষীণোদর, কৃশ, ক্ষীণকায়, ক্ষীণমধ্য। ন (অল্প) উদর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অনুদাত্ত—১। নিম্নস্বর; বৈদিক মন্ত্রবিশেষ। [উচ্চস্বরকে উদাত্ত, নীচস্বরকে অনুদাত্ত এবং উচ্চনীচ সমাহার স্বরকে স্বরিত কহে। যে স্বরের আদ্য অর্দ্ধ উদাত্ত এবং শেষার্দ্ধ অনুদাত্ত, তাহাকে স্বরিত কহে]। নঞ্ (অন্)—উৎ (উর্দ্ধ)—আ—দা (দান করা বা বলা)+ক্ত র্ম্ম। সং; পু। ২। উদাত্তভিন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনুদার—১। নীচ, অসাধু, অসৎ; ক্ষুদ্র, নীচাশয়। ন উদার, নঞ্‌তৎ। ২। অতিশয় দাতা, অতিমহান্। ন (নাই) উদার যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। ৩। যাহার স্ত্রী অনুগতা, অনুগতদার। অনু (অনুগত) দারা যাহার (যে পুরুষের), বহু। সং; পু।

অনুদিত—১। অনুক্ত, অকথিত। নঞ্ (অন্)—বদ (বলা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। অপ্রকাশিত; অনুদ্গত। নঞ্‌তৎ। নঞ্ (অন্)—উদ্—ই (গমন করা)+ক্ত ক। বিশেষ্যে অনুদয়।

অনুদিন—প্রতিদিন, প্রত্যহ। দিনে দিনে বীপ্সার্থে অব্যয়ী। ব্য।

অনুদ্দিষ্ট—যাহার উদ্দেশ নাই এরূপ, যে বিদেশগত ব্যক্তির বহুকাল খোঁজখবর নাই। ন উদ্দিষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুদ্দিষ্টা। বিশেষ্যে অনুদ্দেশ।

অনুদ্দেশ—উদ্দেশ না পাওয়া, বিদেশগত ব্যক্তির বহুকাল খোঁজখবর না পাওয়া। নঞ্ (অন্)—উৎ—দিশ+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অনুদ্দিষ্ট। বিপরীতার্থক শব্দ উদ্দেশ।

অনুদ্ধত—বিনম্র, বিনীত। ন উদ্ধত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনৌদ্ধত্য। বিপরীতার্থক শব্দ উদ্ধত। উদ্ধত দেখ।

অনুদ্ধৃত—অনুত্তোলিত, যাহা উঠান যায় নাই এরূপ। ন উদ্ধৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনুদ্ভিন্ন—অপ্রকাশিত; অনুদ্গত; অপরিপুষ্ট। ন (নয়) উদ্ভিন্ন, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনুদ্ভিন্নদেহ—অপুষ্টশরীর, অপরিপুষ্ট কলেবর, অপ্রকাশিত দেহ। অনুদ্ভিন্ন হইয়াছে দেহ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। অনুদ্ভিন্ন দেখ।

অনুদ্যোগ—উদ্যোগাভাব, আলস্য, অবহেলা, ঔদাস্য। ন উদ্যোগ, নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অনুদ্রুত—১। অনুসৃত, পশ্চাদ্ধাবিত। অনু—দ্রু (পলায়ন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। সূক্ষ্ম কালপরিমাণবিশেষ; সঙ্গীতশাস্ত্রে দ্রুতের অর্দ্ধমাত্রা। [শব্দ রত্নাবলীতে উক্ত হইয়াছে যে, অর্দ্ধমাত্রাকে দ্রুত ও দ্রুতার্দ্ধকে অনুদ্রুত বলে]। সং; ক্লী।

অনুধাবন—পশ্চাদ্গমন; অনুসন্ধান; অভিনিবেশ, মনোযোগ; তত্ত্ব-নিশ্চয়ানুসরণ। অনু (পশ্চাৎ)—ধাব (ধাবিত হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অনুধাবিত।

অনুধাবিত—পশ্চাদ্ধাবিত; মনোযোগী; অভিনিবিষ্ট। অনু (পশ্চাৎ)—ধাব+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনুধাবন।

অনুধ্যান—মঙ্গলচিন্তা, ইষ্টচিন্তা; চিন্তা। অনু—ধ্যৈ (চিন্তা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অনুনয়—স্তব, স্তুতি, বিনয়, শিষ্টতা, কাতরোক্তি; ক্রোধাপনয়ন; প্রার্থনা। অনু—নী+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অনুনীত।

অনুনয়-বিনয়—অনুনয় পূর্ব্বে দেখ। বিনয়=নম্রতা। এই শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ থাকিয়াও বঙ্গীয় রীতি অনুসারে "ভরণ পোষণাদি" বৎ প্রথম কথাটীর বলবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। সং; পু।

অনুনাদিত—সম শব্দবিশিষ্ট, একসঙ্গে শব্দিত; সমকালে ধ্বনিত। অনুনাদ (একসঙ্গে শব্দ)+ইত জাতার্থে, বিণ; ত্রি।

অনুনাসিক—নাসিকা সাহায্যে উচ্চারিত বর্ণ, যথা—ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ইত্যাদি। নাসিকাকে অনুগত, ক্রান্তাদ্যর্থে ২তৎ। সং; পু।

অনুনীত—বিনীত; প্রার্থিত; প্রসাদিত, যাহাকে প্রসন্ন করান হইয়াছে। অনু—নী+ক্ত র্ম্ম। ত্রি

অনুনেয়—অনুনয়যোগ্য। অনু—নী (লইয়া যাওয়া)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অনুপ—উপমারহিত, সাদৃশ্যহীন, অনুপমেয়। বিণ; ত্রি।

অনুপকার—অপকার, অনিষ্ট, হানি, ক্ষতি; অগুণ। নঞ্‌তৎ। নঞ্ (অন্)—উপ—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অনুপকারী, অনুপকারক, অনুপকৃত। বিপরীতার্থক শব্দ উপকার।

অনুপকারক—অপকারক, অনুপকারী, অহিতকারী, অপকারী; অগুণকারক। ন উপকারক, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুপকারিকা। বিপরীতার্থক শব্দ উপকারক। [বিণ; স্ত্রী।

অনুপকারিণী—অনিষ্টকারিণী, অহিতকারিণী।

অনুপকারিতা—অপকারিতা ; অনিষ্টকারিতা। সং ; স্ত্রী।

অনুপকারী—অপকারী, অহিতকারী, অনিষ্টকারী। নঞ্‌তৎ ; বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অনুপকারিণী। বিশেষ্যে অনুপকার ও অনুপকারিতা।

অনুপকৃত—যে উপকার প্রাপ্ত হয় নাই, যাহার উপকার করা হয় নাই। নঞ্‌তৎ ; বিণ ; ত্রি স্ত্রীলিঙ্গে অনুপকৃতা। বিশেষ্যে অনুপকার।

অনুপদ—১। অনুগামী, পশ্চাদ্গামী। বিণ ; ত্রি। ২। পদে পদে, অনন্তর, পশ্চাৎ। পদের অনু (পশ্চাৎ), অব্যয়ী। সং ; ক্লী।

অনুপদিষ্ট—অশিক্ষিত, যে উপদেশ পায় নাই। নঞ্‌তৎ। নঞ্ (অন্)—উপ—দিশ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুপদিষ্টা। বিশেষ্যে অনুপদেশ। বিপরীতার্থক শব্দ উপদিষ্ট।

অনুপদী—১। অনুগামী। অনুপদ শব্দ (পশ্চাদ্গমন)+ইন্ অস্ত্যর্থে=অনুপদিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। ২। অন্বেষণকারী। বিণ ; ত্রি।

অনুপদীনা—পদাচ্ছাদন, মোজা, জুতা প্রভৃতি ; পদায়ত উপানৎ (টাইট বুট)। সং ; স্ত্রী।

অনুপপত্তি—অসঙ্গতি ; অসংলগ্নতা ; অনুৎপত্তি ; অযুক্তি ; অসিদ্ধি। ন উপপত্তি, নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে অনুপপন্ন।

অনুপপন্ন—অসঙ্গত ; অনুৎপন্ন ; অসংলগ্ন ; অযুক্ত ; অসিদ্ধ। ন উপপন্ন, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অনুপপত্তি।

অনুপম—উপমারহিত, নিরুপম, তুলনাশূন্য, অত্যুৎকৃষ্ট। ন (অর্থাৎ নাই) উপমা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুপমা।

অনুপমা—১। উপমারহিতা, অতুলা, নিরুপমা, সর্ব্বোৎকৃষ্টা। বিণ ; স্ত্রী। ২। উপমারাহিত্য, উপমার অভাব। ন উপমা, নঞ্‌তৎ। ৩। নৈঋ'ত কোণে যে দিগ্‌গজ আছে, তাহার স্ত্রীর নাম অনুপমা। সং ; স্ত্রী।

অনুপমেয়—উপমারহিত, উপমানাভাবপ্রযুক্ত যাহা উপমেয় হয় না ; অনুপম, সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ন উপমেয়, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুপমেয়া।

অনুপযুক্ত—অযোগ্য ; অযুক্ত, অনুচিত। ন উপযুক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুপযুক্তা।

অনুপলব্ধি—অপ্রাপ্তি ; অননুভূতি ; ধারণার অভাব ; প্রত্যক্ষাভাব। নঞ্‌তৎ। নঞ্ (অন্)—উপ—লভ (লাভ করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে অনুপলব্ধ।

অনুপস্থান—অনুপস্থিতি। ন উপস্থান (উপস্থিতি), নঞ্‌তৎ ; সং ; ক্লী।

অনুপস্থিত—উপস্থিত নহে এরূপ, অনাগত। ন উপস্থিত, নঞ্‌তৎ। নঞ্ (অন্)—উপ—স্থা (থাকা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অনুপস্থান ও অনুপস্থিতি।

অনুপস্থিতি—উপস্থিতির অভাব, অনাগমন। নঞ্‌তৎ ; সং ; স্ত্রী।

অনুপহত—অনাহত, অবিনাশিত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনুপাত—পশ্চাৎ পতন ; পশ্চাদ্গমন ; (গণিতে) একরাশির সহিত অন্য একরাশির যে সম্বন্ধ (Ratio) ; ত্রৈরাশিক। অনু (পশ্চাৎ) —পত (পতিত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে অনুপতিত।

অনুপাতক—মহাপাতকের তুল্য পাতক (পাপ)। অনুপাতক ৩৫ পঁয়ত্রিশ প্রকার ; যথা— (১) নীচ জাতি হইয়া আপনাকে উচ্চ জাতি বলিয়া পরিচয় প্রদান, (২) যে দোষ প্রকাশ করিলে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, রাজার নিকট তেমন দোষ প্রকাশ করণ, (৩) পিতার মিথ্যা দোষকথন, এই তিনটী ব্রহ্মহত্যার সমান ; (৪) বেদত্যাগ অর্থাৎ অধীত বেদের বিস্মৃতি ; (৫) বেদের নিন্দা, (৬) কৌট সাক্ষ্য—ইহা দুই প্রকার, জ্ঞাত বিষয় না বলা ও মিথ্যা কথা বলা। (৭) সুহৃদ্বধ (৮) জ্ঞানপূর্ব্বক অভ্যাস যোগে গর্হিত খাদ্যের অর্থাৎ বিষ্ঠাদিতে উৎপন্ন দ্রব্যের ভক্ষণ। (৯) অভক্ষ্য ভক্ষণ, এই ছয় প্রকার সুরাপানের তুল্য ; (১০) গচ্ছিত দ্রব্য হরণ, (১১) মানুষ চুরি, (১২) ঘোড়া চুরি; (১৩) রূপা চুরি, (১৪) ভূমি চুরি, (১৫) হীরা চুরি, (১৬) মণি চুরি, এই সাত প্রকার সুবর্ণ হরণের সমান ; এবং এতদ্ভিন্ন সপিণ্ড স্ত্রী, কুমারী, অন্ত্যজা, বন্ধুর স্ত্রী, ঔরস ভিন্ন পুত্রের স্ত্রী, পুত্রের অসবর্ণ স্ত্রী, সহোদরা, মাসী, পিসী, মামী, শাশুড়ী, প্রভৃতি ১৯ প্রকার অগম্যাগমন গুরুপত্নীহরণের তুল্য।

অনুপান—ঔষধের সহিত বা ঔষধ সেবনের পরে পেয় রসাদি, ঔষধের সহকারী দ্রব্য। সং ; ক্লী।

অনুপুষ্প—শর, নল, খাগ্ড়া। সং ; ক্লী।

অনুপূর্ব্ব—১। যথাক্রম, আনুক্রমিক। বিণ ; ত্রি। ২। অনুক্রম। সং ; পু।

অনুপ্রবেশ—অন্তঃপ্রবেশ, অনুরূপ প্রবেশ ; অধিষ্ঠান। অনু—প্র—বিশ (প্রবেশ করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে অনুপ্রবিষ্ট।

অনুপ্রস্থ—প্রস্থের অনুগত, আড়দিকে ঘটিত। প্রস্থের অনুগত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনুপ্রাণনা—বিষয়ান্তর দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়ের দার্ঢ্য সম্পাদন ; অন্য লোক দ্বারা বর্ণনীয় ব্যক্তির তেজোবর্দ্ধন। অনু—প্র—অণ ধাতু (জীবন)+ণি+অন ভা—স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে অনুপ্রাণিত।

অনুপ্রাণিত—সবলীকৃত ; সঞ্জীবিত ; কার্য্যসাধনী শক্তি দ্বারা সংবর্দ্ধিত ; নব শক্তি যোগে প্রভাবান্বিত। অনু—প্র—অন (প্রাণন, বাঁচা)+ণি+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

অনুপ্রাস—শব্দালঙ্কারবিশেষ, স্বরের বৈষম্য হইলেও যে শব্দসাম্য, তাহাকে অনুপ্রাস বলে। [অলঙ্কার দেখ]। অনু—প্রস (বিস্তার করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

অনুপ্লব—সহায় ; সহচর, অনুচর। অনু (পশ্চাৎ) —প্লু+অন্ ক। সং ; পু।

অনুবন্ধ—১। বন্ধন ; অবিচ্ছেদ ; সম্বন্ধ ; অনুবৃত্তি ; আরোপ ; অনুরোধ ; উপক্রম, আরম্ভ, উপলক্ষ ; প্রাচীন ব্যাকরণে কোনও কার্য্যের নিমিত্ত গৃহীত বর্ণ, উহা কার্য্যকালে থাকে না, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে যাহাকে "ইৎ" বলে, প্রাচীন ব্যাকরণে উহাকেই অনুবন্ধ বলে। অনু—বন্ধ (বন্ধন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। ২। পিতৃপ্রভৃতি গুরুজনের অনুযায়ী শিশু ; মুখ্যানুযায়ী, প্রধানের অনুগামী ; অনু—বন্ধ (বন্ধন করা)+অল্ ক। বিশেষণে অনুবন্ধী।

অনুবোধ—পশ্চাৎ জ্ঞান ; গন্ধের উদ্দীপন ; স্নানান্তে গন্ধদ্রব্যের পুনরুদ্দীপন ; পূর্ব্বগৃহীত চন্দনাদির গন্ধ ন্যূন হইলে প্রযত্নবিশেষ দ্বারা পুনর্ব্বার পূর্ব্ব সৌরভ উৎপাদন। অনু—বুধ (বোধ করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

অনুভব—বোধ, উপলব্ধি, জ্ঞান ; ধারাবাহিক জ্ঞান ; স্মৃতি ভিন্ন জ্ঞান অর্থাৎ অনুমান প্রভৃতি। অনু—ভূ (হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে অনুভূত। বিপরীতার্থক শব্দ অননুভব।

অনুভাব—প্রভাব, কোষদণ্ডজ মহত্ত্ব ; মহিমা ; তেজঃ ; স্বভাব ; সামর্থ্য ; সৎব্যক্তিদিগের অতি নিশ্চয় ; সৎব্যক্তিদিগের অভিপ্রায়ের নিশ্চয় ; নিশ্চয় ; মনোগত ভাবপ্রকাশক ভ্রূভঙ্গি প্রভৃতি, রত্যাদিসূচক গুণক্রিয়াদি, চক্ষুর চাতুর্য্য, ভ্রূক্ষেপ, মুখরাগ প্রভৃতি। উপসর্গ পূর্ব্বক ভূ ধাতুর ঘঞ্ হয় না, অল্ হয়, একারণ অগ্রে ভাব পদ সাধিয়া পশ্চাৎ অনু পদের সহিত সমাস করিতে হইবে। ভাব=ভূ+ঘঞ্ ভা। অনুরূপ বা অনুকৃত ভাব, এই বাক্যে প্রাদি সমাস।

অনুভূত—যাহা অনুভব করা হইয়াছে, উপলব্ধ, জ্ঞাত। অনু—ভূ (হওয়া)+ক্ত র্ম ; বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অনুভব ও অনুভূতি। বিপরীতার্থক শব্দ অননুভূত।

অনুভূতি—অনুভব। অনু—ভূ (হওয়া)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে অনুভূত। অনুভূত দেখ। বিপরীতার্থক শব্দ অননুভূতি।

অনুমত—অনুজ্ঞাত, আদিষ্ট ; অনুমোদিত ; স্বীকৃত, সম্মত। অনু—মন (বোধ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অনুমতি। বিপরীতার্থক শব্দ অননুমত।

অনুমতি—১। আদেশ, অনুজ্ঞা, অনুমোদন, সম্মতিপ্রদান। অনু – মন (বোধ করা) + ক্তি ভা। ২। যে পূর্ণিমাতে এক কলাহীন চন্দ্রের উদয় হয়, চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমা। অনু –মন + ক্তি অধি। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে অনুমত। বিপরীতার্থক শব্দ অননুমতি।

অনুমতিপত্র—অনুজ্ঞা-লিপি, যে চিঠীতে হুকুম দেওয়া হয়। অনুমতি সূচক পত্র, মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অনুমন্তা—আদেশকারী, অনুমতিকারক। অনু –মন (বোধ করা) + তৃন্ ক = অনুমন্তৃ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুমন্ত্রী।

অনুমন্ত্রণ—মন্ত্রোচ্চারণ সহকৃত যজ্ঞীয় সংস্কার-বিশেষ। অনু – মন্ত্র (মন্ত্রণা করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অনুমন্ত্রিত—মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে যজ্ঞে সংস্কৃত। অনু – মন্ত্র (মন্ত্রণা করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অনুমরণ—মৃতপতির অনুগমন, সহমরণ, পতির মৃতদেহ আশ্রয় করিয়া জ্বলন্ত চিতায় পত্নীর জীবনবিসর্জ্জন, মৃতপতির দেহের অপ্রাপ্তিতে পাদুকা গ্রহণপূর্ব্বক জ্বলন্ত চিতানলে দেহ-ত্যাগ। অনু (পশ্চাৎ বা সহিত) – মৃ (মরা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অনুমৃতা দেখ।

অনুমা—অনুমান দেখ।

অনুমান—ব্যাপ্য হেতু দ্বারা ব্যাপক বস্তু নিশ্চয়, কার্য্য দৃষ্টে কারণ বা কারণ দৃষ্টে কার্য্যবোধ, কিংবা কোনও সিদ্ধ বস্তুর জ্ঞান হইতে অনা-য়াসে যে অন্য কোনও জ্ঞান জন্মে [যেমন কোনও স্থানে ধোঁয়া উঠিতেছে দেখিলে আমাদের পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তথায় আগুন আছে বলিয়া আমরা 'অনুমান' করিয়া লই] ; যুক্তি, বোধ, বিবেচনা ; অর্থালঙ্কার-বিশেষ, সাধ্য বিষয়ের সাধন হয় বলিয়া যে অনুভব, তাহাকে অনুমান অলঙ্কার কহে। (জ্যামিতিতে) কোন প্রতিজ্ঞার উপপত্তি হইতে প্রতিজ্ঞান্তরের সিদ্ধতা-বোধ। অনু – মা (পরিমাণ করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অনুমিত।

অনুমাপক—অনুমানের কারণ, অনুমানজনক। অনু – ণিজন্ত মা বা মাপি (পরিমাণ করান) + ণক ক। বিণ ; ত্রি।

অনুমিত—হেতু দ্বারা অবধারিত ; বিবেচিত ; যে বিষয়ের অনুমান করা হইয়াছে। অনু – মা (পরিমাণ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অনুমান ও অনুমিতি।

অনুমিতি—অনুমান। অনু – মা + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে অনুমিত। অনুমান দেখ।

অনুমৃত—সহমৃত ; পশ্চাৎ মৃত। অনু (পশ্চাৎ বা সহিত) – মৃ (মরা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুমৃতা। বিশেষ্যে অনুমরণ। অনুমরণ দেখ। বিপরীতার্থক শব্দ অননুমৃত।

অনুমৃতা—পতির মৃতদেহের সহিত চিতানলে দেহত্যাগকারিণী ; মৃত পতির পাদুকাদি গ্রহণে চিতানলে শরীর বিসর্জ্জনকারিণী। সং ; স্ত্রী।

অনুমেয়—অনুমান দ্বারা জ্ঞেয়। অনু – মা (পরিমাণ করা) + য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অনুমান। অনুমান দেখ।

অনুমোদন—আহ্লাদপূর্ব্বক সম্মতিদান ; মত-প্রদান ; প্রবর্ত্তন ; প্রবৃত্তিদান। অনু – ণ্যন্ত মোদি + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অনুমোদিত। বিপরীতার্থক শব্দ অননু-মোদন।

অনুমোদিত—যাহা অনুমোদন করা হইয়াছে এরূপ ; অনুজ্ঞাত ; অনুগামী ; সদৃশ ; প্রোৎ-সাহিত। অনু – ণ্যন্ত মোদি + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অনুমোদন। বিপরীতার্থক শব্দ অননুমোদিত।

অনুযাত—অনুগত ; অনুসৃত, পশ্চাদ্গত ; অনু-কৃত। অনু (পশ্চাৎ) – যা (গমন করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

অনুযাত্র—অনুযায়ী ; অনুগামী। অনু (পশ্চাৎ) – যা (গমন করা) + ত্র ক। বিণ ; ত্রি।

অনুযাত্রিক, অনুযাত্রী—সহগামী, অনুচর, সম-ভিব্যাহারী। বিণ ; ত্রি।

অনুযায়ী—অনুগামী, সদৃশ, অনুরূপ ; অনুচর। অনু – যা (যাওয়া) + ণিন্ ক = অনুযায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অনুযায়িনী।

অনুযুক্ত—তিরস্কৃত ; জিজ্ঞাসিত, বেতন দিয়া অধ্যয়নকারী। অনু – যুজ + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুযুক্তা। বিশেষ্যে অনুযোগ।

অনুযোক্তা—অনুযোগকারী, তিরস্কারকারক ; বেতন গ্রহণ করিয়া অধ্যয়নকারী। অনু – যুজ + তৃন্ ক = অনুযোক্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অনুযোক্ত্রী।

অনুযোগ—জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন ; তিরস্কার ; অন্যের নিকট প্রাপ্ত অনাদর বা অযত্ন জন্য আক্ষেপ প্রকাশ। অনু – যুজ + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে অনুযুক্ত।

অনুযোজক—অনুযোগকারী। অনু – যুজ + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুযোজিকা।

অনুযোজন—প্রশ্ন। অনু – যুজ + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অনুযোজ্য—যাহার বিরুদ্ধে অনুযোগ করা যায়, অনুযোগের যোগ্য ; নিন্দনীয়। অনু – যুজ + য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুযোজ্যা। বিপরীতার্থক শব্দ অননুযোজ্য।

অনুরক্ত—১। অনুরাগবিশিষ্ট, যাহার অনুরাগ জন্মিয়াছে, আসক্ত, রত, প্রীত। অনু – রঞ্জ + ক্ত ক। ২। রঞ্জিত। অনু – রঞ্জ + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুরক্তা। বিশেষ্যে অনুরাগ ও অনুরক্তি। বিপরীতা-র্থক শব্দ অননুরক্ত, বিরক্ত।

অনুরক্তি—আসক্তি, অনুরাগ। অনু – রঞ্জ + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে অনুরক্ত।

অনুরঞ্জক—অনুরঞ্জনকারী, প্রীতিসম্পাদক। অনু – রঞ্জি + ণক ক। বিণ ; ত্রি।

অনুরঞ্জন—সন্তোষসাধন, প্রীতিসম্পাদন, অনু-রাগ জন্মান ; প্রীত বা তুষ্টকরণ ; রঞ্জিত-করণ, রঙ্ করা। অনু – রঞ্জি + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অনুরণন—অনুগত স্বর ; প্রতিশব্দ, প্রতিধ্বনি, আহত বস্তুর বহুক্ষণস্থায়ী শব্দ। অনু – রণ (শব্দ করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অনুরত—অনুরক্ত, অনুরাগবিশিষ্ট। অনু – রম (ক্রীড়া করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুরতা। বিশেষ্যে অনুরতি ও অনুরমণ।

অনুরথ্যা—ক্ষুদ্রমার্গ, গলিপথ। সং ; স্ত্রী।

অনুরাগ—প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা ; আসক্তি, প্রবৃত্তি ; আদর, যত্ন। অনু – রঞ্জ + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে অনুরক্ত ও অনু-রাগী। বিপরীতার্থক শব্দ অননুরাগ, বিরাগ।

অনুরাগসঞ্চার—প্রেমসঞ্চার, প্রেমের প্রথমাবস্থা। ৬তৎ। সং ; পু।

অনুরাগ-সিন্ধু—প্রেমসাগর। অনুরাগের সিন্ধু (সমুদ্র), ৬তৎ। সমুদ্রে যেমন জলরাশি অমেয়, তদ্রূপ যাঁহার প্রেমরাশির পরিমাণ করা যায় না। বিণ ; পু।

অনুরাগহীন—প্রেমশূন্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনুরাগহীনতা—প্রেমরাহিত্য ; প্রেমাভাব। অনুরাগহীন শব্দ + তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

অনুরাগানল—প্রেমাগ্নি। অনুরাগ রূপ অনল (অগ্নি), রূপক। সং ; পু।

অনুরাগান্ধ—অত্যন্ত ভালবাসার জন্য দোষগুণ দর্শনে অসমর্থ। ৭তৎ বা ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

অনুরাগী—অনুরাগবিশিষ্ট, আসক্ত, অনুরক্ত। অনুরাগ + ইন্ অস্ত্যর্থে = অনুরাগিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অনুরাগিণী। বিশেষ্যে অনুরাগ। বিপরীতার্থক শব্দ অননু-রাগী, বিরাগী।

অনুরাধা—সপ্তদশ নক্ষত্র। এই নক্ষত্রে জন্ম-গ্রহণ করিলে যশস্বী, কান্তিমান্, শত্রুগণের জেতা এবং নৃত্যগীত বাদিত্রাদিতে দক্ষ হয়। অনুরাধার আকার সর্পের ন্যায়। প্রত্যেক নক্ষত্রই কতিপয় তারার সমষ্টি, অনুরাধা সপ্ত তারাময়ী, কিন্তু দীপিকার টীকাকার বলেন যে, উহাতে তারাচতুষ্টয় দৃষ্ট হয়।

আর্য্যেরা প্রত্যেক পদার্থেরই অধিষ্ঠাতা দেব কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়া-ছেন যে অনুরাধার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মিত্র।

অনুরুদ্ধ—যাহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে, যে বিষয়ে অনুরোধ করা হইয়াছে; উপরুদ্ধ; অনুসৃত। অনু—রুধ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুরুদ্ধা। বিশেষ্যে অনুরোধ।

অনুরূপ—সদৃশ, তুল্য; অনুযায়ী; যোগ্য। অব্যয়ী। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুরূপা (=সদৃশী)।

অনুরোধ—উপরোধ, অভীষ্ট লাভার্থ প্রবৃত্তি প্রদান, সুপারিস; খাতির; অনুসরণ; প্রতীক্ষা; প্রতিরোধ। অনু+রুধ (রোধ করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অনুরুদ্ধ।

অনুলাপ—পুনঃ পুনঃ কথন, বার বার বলা। অনু—লপ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অনুলিপ্ত—লিপ্ত, যাহা লেপন করা হইয়াছে; অনুরঞ্জিত, যাহা রঙ করা হইয়াছে। অনু—লিপ (লেপন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনুলেপ।

অনুলেপ—লেপন, মাখান। অনু—লিপ (লেপন করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অনুলিপ্ত।

অনুলেপন—১। লেপনসাধন দ্রব্য, যথা চন্দন, কুঙ্কুম, পাউডার প্রভৃতি। অনু—লিপ (লেপন করা)+অনট্ ণ। ২। গন্ধদ্রব্যাদির লেপন। অনু—লিপ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অনুলোম—১। প্রতিরোম। ব্য। ২। অনুকূল। বিণ; ত্রি। ৩। অনুক্রম, যথাক্রম। অনুগত যে লোম, প্রাদি। সং; পু। ৪। সোজা দিকে (বিপরীত দিকে নয়); প্রকৃত প্রণালীক্রমে (বিপরীত প্রণালীক্রমে নহে); ক্রমানুসারে, যার পর যা এই ভাবে। ক্রি-বিণ। অব্যয়ী। বিরোধী শব্দ প্রতিলোম। [উচ্চতর জাতীয় পুরুষ নিম্নতর জাতীয়া রমণীর পাণিগ্রহণ করিলে সেই বিবাহকে অনুলোম বিবাহ বলে, এবং হীনতর জাতীয় পুরুষ উচ্চতর জাতীয়া কন্যা গ্রহণ করিলে প্রতিলোম বিবাহ বলে। যথা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ার কি বৈশ্যার এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যার পাণিগ্রহণ করিলে উহা অনুলোম বিবাহ। আর বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণকন্যার অথবা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করিলে উহা প্রতিলোম বিবাহ বলিয়া কথিত হয়]।

অনুলোমজ—ক্রমানুসারে উৎপন্ন; যথাক্রমে জাত, উত্তমবর্ণের ঔরসে অধমবর্ণার গর্ভে জাত। অনুলোম শব্দ—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনুলোমজা। অনুলোম দেখ।

অনুল্লঙ্ঘন—উল্লঙ্ঘন না করা, অনতিক্রম, অনতিবর্ত্তন। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। বিশেষণে অনুল্লঙ্ঘনীয়। উল্লঙ্ঘন দেখ।

অনুল্লঙ্ঘনীয়—উল্লঙ্ঘনের অসাধ্য বা অযোগ্য, অনতিক্রমণীয়, অনতিবর্ত্তনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনুল্লঙ্ঘনীয়তা।

অনুল্লঙ্ঘনীয়তা—অনুল্লঙ্ঘনীয় দেখ।

অনুবর্ত্তন—অনুবৃত্তি, সেবা; অনুগমন, পশ্চাদ্‌গমন; অবিচ্ছেদ; পশ্চান্নয়ন; স্থানান্তর গমন; পূর্ব্বসূত্রস্থ পদের পরসূত্রে উপস্থিতি। অনু (পশ্চাৎ)—বৃত+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিপরীতার্থক শব্দ অননুবর্ত্তন।

অনুবর্ত্তিতা—অনুবর্ত্তার ভাব বা কার্য্য, অনুবর্ত্তন। অনুবর্ত্তিন্+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অনুবর্ত্তী—পশ্চাদ্‌বর্ত্তী, অনুগামী, সহগামী, যে অন্যের কথামত চলে। অনু (পশ্চাৎ)—বৃৎ (বর্ত্তমান থাকা)+ণিন্ ক=অনুবর্ত্তিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অনুবর্ত্তিনী।

অনুবল—ক্ষমতানুযায়ী, ক্ষমতানুসারী। বলের অনুগত অর্থাৎ বলকে অনুগমন করে যে, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

অনুবাক—বেদের অধ্যায়; সাম ও যজুর্ব্বেদের অংশবিশেষ। সং; পু।

অনুবাক্যা—দেবতার আহ্বানসাধক ঋক্‌বিশেষ। সং; স্ত্রী।

অনুবাদ—পশ্চাৎ কথন; পুনঃ পুনঃ কথন; ভাষান্তরকরণ; অনুকরণ; অপবাদ, নিন্দা; কুৎসিতার্থ বাক্য। অনু—বদ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অনুবাদিত।

অনুবাদক—ভাষান্তরকারক; সদৃশ। অনু—বদ (বলা)+ণক ক; সং; পু।

অনুবাদিত—অনুবাদযুক্ত, যাহার অনুবাদ হইয়াছে। অনুবাদ শব্দ+ইত। বিণ; ত্রি।

অনুবাদী—অনুবাদকারী; সদৃশ, তুল্য, অনুরূপ। অনু—বদ (বলা) ণিন্ ক=অনুবাদিন্ শব্দ, ১মার ১বচন; বিণ; ত্রি।

অনুবাদ্য—অনুবাদযোগ্য, অনুবাদনীয়; অনুকরণীয়; উদ্দেশ্য; অনুকথনীয়। অনু—বদ+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অনুবাসন—ধূপন, বস্তিক্রিয়াবিশেষ। সং; ক্লী। [স্নেহাদ্যৈরণুবাসনম্ অর্থাৎ স্নেহ পদার্থ দ্বারা বস্তিশোধন ক্রিয়াকে অনুবাসন কহে]।

অনুবিদ্ধ—খচিত; যুক্ত; মিশ্রিত; তাড়িত; ব্যাপ্ত; গুম্ফিত, গ্রথিত। অনু—ব্যধ (বিদ্ধ করা)+ক্ত ক বা র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অনুবিম্ব—প্রতিবিম্ব। অনুরূপ বিম্ব, প্রাদি; সং; ক্লী।

অনুবৃত্তি—পশ্চাদ্‌গমন; অনুকরণ; অনুবন্ধ; অনুরোধ; সেবা; (ব্যাকরণশাস্ত্রে) পূর্ব্বসূত্র হইতে পরসূত্রে উপস্থিতি। অনু—বৃত (বর্ত্তমান থাকা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অনুবৃত্ত। বিপরীতার্থক শব্দ অননুবৃত্তি।

অনুবেল—প্রতিক্ষণ, নিরন্তর; বেলায় বেলায় (ক্ষণে ক্ষণে) বীপ্সার্থে অব্যয়ী। কূল-সমীপে; সমুদ্রের তীরে তীরে; উপকূলে। বেলার সমীপে, সামীপ্যার্থে অব্যয়ী। ব্য।

অনুব্যবসায়—(ন্যায়শাস্ত্রে) প্রত্যক্ষাদির জ্ঞান; (বেদান্তে) সিদ্ধান্ত জ্ঞান। অনু—বি—অব—সো+ঘঞ্ ভা। সং; ক্লী।

অনুব্যাধ—সংযোগ; মিলন। অনু—ব্যধ+ঘঞ্। ভা। সং; পু।

অনুব্রজন—গৃহাগত শিষ্ট ব্যক্তিরা যখন গমন করেন, তৎকালে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন রূপ শিষ্টাচার। অনু—ব্রজ+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [স্ত্রী।

অনুব্রজ্যা—পশ্চাদ্‌গমন; অনুব্রজন দেখ। সং;

অনুশয়—অনুতাপ; দ্বেষ, পূর্ব্ববৈর; অনুবন্ধ; অনুধাবন, মনোনিবেশ। অনু—শী+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অনুশয়িত।

অনুশয়ান—অনুতাপযুক্ত, যে অনুতাপ করিতেছে। অনু—শী+শান ক; স্ত্রীলিঙ্গে অনুশয়ানা= (পরকীয়া অন্তর্গত নায়িকাবিশেষ; ইষ্টহানিজনিত অনুতাপে দগ্ধা)।

অনুশয়িত—অনুতপ্ত, দুঃখিত। অনু—শী+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অনুশয়ী—(অনুশয়িন্ শব্দ)। ১। অনুতাপকারী; দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পাদমূলে শয়ন করে যে। অনুশয়+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। ২। পাদরোগবিশেষ। সং; স্ত্রী।

অনুশর—রাক্ষস। অনু—শৄ (হিংসা করা)+অন্ ক। সং; পু।

অনুশল্য—জনৈক মহাপরাক্রমশালী দেবদ্বেষী দৈত্যের নাম। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইনি জাতক্রোধ ছিলেন। ভারত-যুদ্ধের পর যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে এই দৈত্য হস্তিনাপুর অবরোধ করে। ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি সকলেই ইহার নিকট একে একে পরাজিত হন। পরে কর্ণতনয় মহাবীর বৃষকেতু অনুশল্যকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বন্দী করেন। তদবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট আনীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যকে নানা সদুপদেশ প্রদান করেন। ইহাতে দৈত্যের চৈতন্যোদয় হইলে তিনি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করেন।

অনুশাসন—আজ্ঞা; নিয়োগ; উপদেশ; শিক্ষাদান; ব্যুৎপাদন। অনু—শাস (শাসন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অনুশিষ্ট।

অনুশিষ্ট—অনুজ্ঞাত:; উপদিষ্ট; ব্যুৎপাদিত। অনু—শাস+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অনুশিষ্য—শিষ্যের শিষ্য। অনু (সদৃশ) শিষ্য, প্রাদি। সং; পু।

অনুশীলন—পুনঃ পুনঃ আলোচনা, আন্দোলন, অভ্যাস; অনুক্ষণ সেবা। অনু—শীল+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অনুশীলিত।

অনুশীলনসাপেক্ষ—অনুশীলনাপেক্ষ, অনুশীলন ব্যতিরেকে যাহা হয় না। সাপেক্ষ=অপেক্ষাবিশিষ্ট। অনুশীলনের (চর্চ্চার) সাপেক্ষ, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

অনুশীলনী—জ্যামিতিশাস্ত্রে—এক বা তদধিক নির্দ্ধারিত প্রতিজ্ঞা দ্বারা সম্পাদ্য বা উপপাদ্য অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা; অন্য শাস্ত্রে—অনুশীলন-সাধন। অনু—শীল+অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্; সং; স্ত্রী।

অনুশীলনীয়—অনুশীলনের যোগ্য, আলোচ্য; যাহার অনুশীলন করা আবশ্যক বা উচিত। অনু—শীল+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনুশীলনীয়তা।

অনুশীলিত—যাহার অনুশীলন করা হইয়াছে। অভ্যস্ত; পুনঃ পুনরালোচিত। অনু-শীল +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনুশীলন।

অনুশোচন—পশ্চাত্তাপ, যাহা গত হইয়াছে তদ্বিষয়ে চিন্তা ও আক্ষেপ; শোক। অনু—শুচ (শোক করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অনুশোচনা—পশ্চাত্তাপ; কোন অন্যায় কার্য্য সম্পাদনের পর যে মনঃক্লেশ জন্মে তাহা, শোক। অনু—শুচ+অন ভা; সং; স্ত্রী।

অনুষঙ্গ—প্রসঙ্গ; সম্বন্ধ; আসক্তি; অনুকম্পা; স্নেহ, প্রীতি, প্রণয়। অনু—সন্জ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অনুষ্টুপ্—(অনুষ্টুভ্) অষ্টাক্ষরা বৃত্তি [অনুষ্টুপ্ ছন্দে যে আটটী অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে সকল চরণেরই পঞ্চম বর্ণ লঘু ও ৬ষ্ঠ বর্ণ গুরু হইবে এবং ২য় ও ৪র্থ চরণের ৭ম বর্ণ লঘু হইবে, অন্য বর্ণ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই]। সরস্বতী। অনু—স্তুভ+ক্বিপ্ র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

অনুষ্ঠাতা—অনুষ্ঠানকর্ত্তা; কর্ম্মারম্ভকারক; সম্পাদক। অনু—স্থা+তৃন্ ক=অনুষ্ঠাতৃন্ শব্দ, ১মার ১বচন। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অনুষ্ঠাত্রী।

অনুষ্ঠান—আরম্ভ; কর্ম্মারম্ভ; সম্পাদন, নির্ব্বাহ; প্রদান। অনু—স্থা+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অনুষ্ঠিত।

অনুষ্ঠিত—আরব্ধ; সম্পাদিত, নির্ব্বাহিত। অনু—স্থা+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠ্যূত—অবিচ্ছিন্ন, পরস্পর সম্বদ্ধ। অনু—ষিব+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অনুষ্ঠেয়—অনুষ্ঠানযোগ্য; যাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অনু—স্থা+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অনুষ্ণ—১। শীতল; (কর্ম্মনির্ব্বাহের উপযুক্ত তেজঃ শূন্য বলিয়া) অলস, জড়। ন উষ্ণ, নঞ্ তৎ। ২। অত্যুষ্ণ। ন (নাই) উষ্ণ যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। ৩। উৎপল। সং; ক্লী।

অনুসন্ধান—অন্বেষণ; কোনও বিষয়ের নির্ণয়ার্থ চেষ্টা বা যত্ন। অনু—সম্—ধা+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অনুসন্ধানী।

অনুসন্ধানাত্মিকা—উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা। বহু; সং; স্ত্রী।

অনুসন্ধানী—অনুসন্ধানপটু; অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত। অনুসন্ধান শব্দ ইন্=অনুসন্ধানিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

অনুসন্ধায়িনী—অনুসন্ধানকারিণী। অনু—সম্—ধা+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। স্ত্রী।

অনুসন্ধায়ী—অনুসন্ধানকারী, অনুসন্ধান-পটু। অনু—সম্—ধা+ণিন্ ক=অনুসন্ধায়িন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অনুসন্ধায়িনী।

অনুসন্ধিৎসা—অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা, অন্বেষণ করিবার বাসনা। অনু—সম্—সনন্ত ধা+অন্ ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অনুসন্ধিৎসু।

অনুসন্ধিৎসু—অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক বা ব্যগ্র; অন্বেষণেচ্ছু। অনু—সম্—সনন্ত ধা+উ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনুসন্ধিৎসা।

অনুসন্ধেয়—অনুসন্ধানের যোগ্য; যাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। অনু—সম্—ধা+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অনুসরণ—পশ্চাদ্গমন, অনুগমন; অনুবর্ত্তন; অনুকরণ, অনুরূপকরণ; আচার। অনু—সৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অনুসৃত।

অনুসার—অনুগমন, অনুবর্ত্তন; অনুকরণ; আচার। অনু—সৃ (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অনুসৃত।

অনুসারিণী—অনুগমনকারিণী। সং; স্ত্রী।

অনুসারী—অনুসরণকারী; অনুগামী; অনুযায়ী; অনুরূপ। অনু—সৃ (গমন করা) ণিন্ ক= অনুসারিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অনুসারিণী।

অনুসারে—অতিক্রম না করিয়া; অনুকরণ করিয়া; অবলম্বন করিয়া। ক্রি-বিণ। অনুসার দেখ।

অনুসূয়া—কাহারও কাহারও মতে অত্রিমুনির পত্নী ও শকুন্তলার সহচরীর নাম "অনুসূয়া" এই নাম ছিল। অনসূয়া দেখ। অনু—সূ (প্রসব করা)+ক্যপ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্; স্ত্রী।

অনুস্বর, অনুস্বার—বিন্দুমাত্র বর্ণ, "ং"। অনু—স্বৃ (শব্দ করা) অল্ বা ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অনুহরণ, অনুহার—সদৃশীকরণ; সদৃশ গমন। অনু—হৃ (হরণ করা)+অনট্, ২য় পক্ষে ঘঞ্ ভা। সং; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

অনূক—১। অতীত জন্ম। সং; পু। ২। স্বভাব; কুল, বংশ। সং; ক্লী।

অনূচান—১। শিক্ষা কল্পাদিযুক্ত ষড়ঙ্গ বেদাধ্যয়নকারী। অনু—বচ (বলা)+কান ক। সং; পু। ২। বিনীত। বিণ; ত্রি।

অনূঢ়—অবিবাহিত, অপরিণীত, আইবুড়ো। ন ঊঢ় (বিবাহিত), নঞ্ তৎ। নঞ্ (অন্)—বহ (বহন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অনূঢ়া। [অনূঢ়।

অনূঢ়া—অবিবাহিতা। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে

অনূঢ়ান্ন—আইবুড়ো ভাত। অনূঢ়ার্থক অন্ন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। অনূঢ় (বা অনূঢ়া অন্ন) +অন্ন। অনূঢ় দেখ। [কেহ কেহ 'আইবুড়োভাত' বুঝাইতে আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যন্ন পদের ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা ব্যাকরণসম্মত নহে। কারণ আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যন্ন শব্দের অর্থ করিলে, 'আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিকল্পে ভুক্ত অন্ন' এইরূপই বুঝা যায়]।

অনূদিত—১। পশ্চাৎ-কথিত; ভাষান্তরিত, যাহা অনুবাদ করা হইয়াছে। অনু—বদ (বলা) +ক্ত র্ম্ম। ২। পশ্চাৎ উদিত, পরে প্রকাশিত। অনু—উদ্—ই+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনুবাদ।

অনূদ্য—যাহা বলা কর্ত্তব্য নয়, অবক্তব্য। অনু—বদ (বলা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অনূন—অখণ্ড, সম্পূর্ণ, সকল। ন (অন্) উন (অল্প), নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি।

অনূপ—১। সজল (দেশাদি), জলপ্রায় (স্থানাদি)। অনুগত হইয়াছে অপ্ অর্থাৎ জল যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। মহিষ। সং; পু।

অনূপজ—আর্দ্রক, আদা। অনূপ দেখ; অনূপ শব্দ—জন (জন্মান)+ড ক। সং; পু।

অনূপ দেশ—জলপ্রায় দেশ, জলপ্রধান দেশ, জলবহুল দেশ; যে দেশে নদী, হ্রদ, সরোবর প্রভৃতি জলাশয় অনেক আছে। অনূপ দেশে হংস, সারস, কারণ্ডব প্রভৃতি পক্ষিগণ সর্ব্বদা বাস করে; বরাহ, মহিষ, রুরু প্রভৃতি পশুগণ সতত অবস্থিতি করে; নানাজাতীয় বৃক্ষে ইহার শোভা বৃদ্ধি করে, এবং তথায় নানাবিধ শস্য, সুমিষ্ট ফল এবং অপূর্ব্ব সৌরভপূর্ণ কুসুমসমূহে অধিবাসীদিগের আনন্দ, স্বাস্থ্য ও শান্তি বিধান করে। এতাদৃশ দেশেই কদলী ইক্ষু প্রভৃতির উৎপত্তি হয়।

অনূরু—অরুণ, সূর্য্যসারথি। ন (নাই) ঊরুদ্বয় যাহার, বহু। ইঁহার মাতা অকালে ডিম্ব ভঙ্গ করায় ইঁহার অবয়ব সম্পূর্ণ হয় নাই]। সং; পু।

অনূরুসারথি—সূর্য্য। অনূরু দেখ; অনূরু (অরুণ) হইয়াছে সারথি যাঁহার, বহু। সং; পু।

অনৃচ—অনুপনীত বালক, যে বালকের উপনয়নসংস্কার হয় নাই। সুতরাং যে বেদমন্ত্র লাভ করিতে পারে নাই। অনধিগতা হইয়াছে ঋক্ অর্থাৎ বেদমন্ত্র যৎকর্ত্তৃক, বহু। সং; পু।

অনৃজু—কুটিল, বক্র, অসরল; ধূর্ত্ত। ন (নয়) ঋজু (সরল), নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি।

অনৃণী—ঋণশূন্য, অ-ঋণী। ন ঋণী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। অঋণী ও ঋণী দেখ।

অনৃত—১। অসত্য, মিথ্যা। ন ঋত (সত্য), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ২। কৃষিকর্ম্ম। ন (নাই) ঋত (হিংসা) যাহা হইতে, বহু।

অনৃতভাষিণী, অনৃতবাদিনী—অনৃতভাষী দেখ।

অনৃতভাষী, অনৃতবাদী—মিথ্যাবাদী, অসত্যবাদী। উপ। বিণ; পু। অনৃত শব্দ—ভাষ (বলা) + ণিন্ ক = অনৃতভাষিন্, ১মার ১বচনে অনৃতভাষী, পুংলিঙ্গ; স্ত্রীলিঙ্গে অনৃতভাষিণী। অনৃত শব্দ—বদ (বলা) + ণিন্ ক—অনৃতবাদিন্, ১মার ১বচনে অনৃতবাদী, পুংলিঙ্গ; স্ত্রীলিঙ্গে অনৃতবাদিনী।

অনেক—একাধিক, দুই তিন ইত্যাদি, বহু। ন এক, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অনেকত্ব ও অনৈক্য। বিপরীতার্থক শব্দ এক।

অনেকজ—১। বহুজাত। অনেক শব্দ—জন (জন্মান) + ড ক। বিণ; ত্রি। ২। (দ্বিজ বলিয়া) পক্ষী। সং; পু।

অনেকধা—বহুবিধ, নানাপ্রকার, বহুধা। অনেক শব্দ + ধাচ্, প্রকারার্থে। ব্য।

অনেকপ—হস্তী। অনেক শব্দ—পা (পান করা) + ড ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অনেকপা।

অনেকবিধ—নানাপ্রকার। অনেক হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অনেকশঃ—বহুবার। অনেক শব্দ—চশস্ বারার্থে। ব্য।

অনেড়মূক—শঠ; যে বোবা ও কালা, যে কেবল কালা বা কেবল বোবা নহে, কিন্তু যে কালা ও বোবা। এড় = কালা, বধির। মূক = বোবা। ন অর্থাৎ নাই এড়মূক যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি।

অনেহাঃ—যে প্রত্যাবৃত্ত হয় না, কাল, সময়। ন (অন্)—আ—অন্ (গমন করা) + অস্, ক = অনেহস্ শব্দ, ১মার ১বচন। সং; পু।

অনৈকান্তিক—অস্থির, চঞ্চল; ব্যভিচারী। ন ঐকান্তিক, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনৈক্য—১। ঐক্যশূন্য, একতারহিত। অবিদ্যমান হইয়াছে ঐক্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ঐক্যের অভাব, অমিলন। ন ঐক্য, নঞ্‌তৎ। ৩। অনেকত্ব। ন ঐক্য অর্থাৎ একত্ব, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অনৈসর্গিক—অস্বাভাবিক, কৃত্রিম। ন নৈসর্গিক (স্বাভাবিক), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অনোকহ—বৃক্ষ। অনস্‌এর (শকটের) অক (গতি) = অনোক, ৬তৎ; অনোক শব্দ—হন (বধ করা) + ড ক [যে শকটের গতি রোধ করে]। সং; পু।

অনৌচিত্য—ন্যায়বিরুদ্ধতা, অযুক্ততা, অকর্ত্তব্যতা। ন ঔচিত্য, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। বিশেষণে অনুচিত। বিপরীতার্থক শব্দ ঔচিত্য।

অন্ত—১। নাশ; শেষাবয়ব; প্রান্ত; সীমা, অবধি; নিশ্চয়। অম (গমন করা) + তন্ ভা। সং; পু। ২। অবসান, শেষ। সং; পু ও ক্লী। ৩। স্বরূপ; স্বভাব। সং; ক্লী। ৪। নিকটস্থ; সুন্দর। অম (গমন করা) + তন্ ক। বিণ; ত্রি।

অন্তঃ—(অন্তর্)। মধ্যে; চিত্তে; স্বীকারে। অন্ত শব্দ + রা (গ্রহণ করা) + ক্বিপ্ ক, নিপাতনে সিদ্ধ। ব্য।

অন্তঃকরণ—অন্তরিন্দ্রিয়, মন। অন্তর্ (মধ্যস্থিত) করণ (ইন্দ্রিয়), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। চিত্ত, চেতঃ, হৃদয়, স্বান্ত, হৃদ্, মানস, মনঃ এই সকল শব্দে অন্তঃকরণ বুঝায়। বেদান্ত মতে অন্তঃকরণের কার্য্যভেদে চারিটী নাম, যথা, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। ইহাদিগের বিষয় যথাক্রমে সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব ও স্মরণ। সং; ক্লী।

অন্তঃকুটিল—১। কুটিলহৃদয়। অন্তর (অন্তঃকরণ) কুটিল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। (মধ্যদেশ কুটিল বলিয়া) শঙ্খ। সং; পু।

অন্তঃপাতী—মধ্যবর্ত্তী, অন্তর্গত। অন্তর্ শব্দ—পত + ণিন্ ক = অন্তঃপাতিন্, ১মার ১বচনে অন্তঃপাতী। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অন্তঃপাতিনী। বিশেষ্যে অন্তঃপাতিতা।

অন্তঃপুর—স্ত্রীগৃহ, বাটীর যে অংশে স্ত্রীলোকেরা থাকে। পুরের অন্তঃ, ৬তৎ, অথবা অন্তর্ (মধ্যবর্ত্তী) যে পুর, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অন্তঃপুরচারী—স্ত্রীগৃহে বিচরণ করিবার অধিকারী। অন্তঃপুরে চরে যে, উপ। অন্তঃপুর শব্দ—চর (গমন করা) + ণিন্ ক = অন্তঃপুরচারিন্, ১মার ১বচনে অন্তঃপুরচারী। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অন্তঃপুরচারিণী।

অন্তঃপুরিকা—অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রী, কঞ্চুকী। অন্তঃপুর শব্দ + ইক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী

অন্তঃশত্রু—অন্তরস্থ শত্রু, অর্থাৎ কামক্রোধাদি রিপুগণ; দেশের মধ্যস্থ বৈরী। অন্তঃস্থিত অর্থাৎ অন্তরস্থ শত্রু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অন্তঃসংজ্ঞ—আভ্যন্তরীণ-জ্ঞানযুক্ত। অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে সংজ্ঞা (জ্ঞান) আছে যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

অন্তঃসংজ্ঞা—চৈতন্য। অন্তঃ স্থিতা সংজ্ঞা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অন্তঃসত্ত্বা—গর্ভিণী, গুর্ব্বিণী, গর্ভবতী। অন্তর্ (মধ্যে) সত্ত্ব (জন্তু) যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

অন্তঃসলিলবাহিনী—যে নদী কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত প্রকাশিতভাবে গমন করে, পশ্চাৎ মৃত্তিকার অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হয়। তখন উপরিভাগে নদী দেখা যায় না, কিন্তু কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা অপসৃত করিলেই উৎকৃষ্ট জল পাওয়া যায়। যে নদী প্রবাহিত হইতে হইতে পথে কোমল মৃত্তিকাবিশিষ্ট সুদৃঢ় পর্ব্বতখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া সেই পর্ব্বতের নিম্নদেশে ঐ কোমল মৃত্তিকা বিধৌত করিয়া তৎস্থান দিয়া প্রবাহিত হয়। যেমন গয়া প্রভৃতি স্থানে ফল্গু নদী। সং; স্ত্রী।

অন্তঃসার—১। অন্তর্গত স্থিরাংশ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। ২। অন্তর্গত স্থিরাংশবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

অন্তঃস্থ, অন্তস্থ—১। মধ্যস্থিত। উপ। অন্তর্ শব্দ—স্থা + ড ক। বিণ; ত্রি। ২। য, র, ল, ব,—এই বর্ণচতুষ্টয় [কেননা ইহারা স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যে অবস্থিত] সং; পু।

অন্তঃস্বেদ—মদস্রাবী হস্তী। অন্তঃ (মধ্যে) স্বেদ (মদস্বেদ) যাহার, বহু। সং; পু।

অন্তক—১। শমন, যম। ণিজন্ত অন্ত বা অন্তি + ণক ক, অথবা অন্ত শব্দ—কৃ + ড ক। সং; পু। ২। নাশক। বিণ; ত্রি।

অন্তকর—নাশকারী, বিনাশক। অন্ত শব্দ—কৃ + ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অন্তকরী।

অন্তকাল—শেষ সময়, চরমকাল, মৃত্যুকাল। অন্তস্থিত যে কাল, কর্ম্মধা। সং; পু।

অন্তগ—প্রান্তবর্ত্তী; পারগামী; মৃত। উপ। অন্ত শব্দ—গম + ড ক। বিণ; ত্রি।

অন্ততঃ—ন্যূনকল্পে; শেষকল্পে; শেষে। অন্ত শব্দ + তস্ প্রত্যয়। ব্য।

অন্তর—১। অবকাশ, ফাঁক; অবসর; মধ্য; অবধি; ছিদ্র, রন্ধ্র। অন্ত শব্দ—রা (দান করা) + ড ক। ২। পরিধান-বস্ত্র। অন্ত শব্দ—রা + ড ণ। ৩। অন্তর্দ্ধান; ব্যবধান; বহিঃস্থান; তারতম্য; প্রভেদ; আধিক্য; তাদর্থ্য; ব্যতিরেক। অন্ত শব্দ রা + ড ভা। ৪। আত্মা; আত্মীয়; সদৃশ; ভিন্ন; অন্য। অন্ত শব্দ—রা + ড ক। সং; ক্লী।

অন্তরঙ্গ—১। মধ্যস্থিত। অন্তর শব্দ—গম + খ ক। বিণ; ত্রি। ২। আত্মীয়জন, স্বজন, বান্ধব; অন্তঃকরণ; (ব্যাকরণে) প্রকৃত্যাশ্রিত কার্য্য। অন্তর্ (সদৃশ) অঙ্গ যাহার, বহু। সং; পু।

অন্তরঙ্গতা—আত্মীয়তা। অন্তরঙ্গ শব্দ + তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অন্তরজ্ঞ—মর্ম্মজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ। উপ। অন্তর শব্দ—জ্ঞা (জানা) + ড ক। বিণ; ত্রি।

অন্তর রহস্য—মধ্যের রহস্য, চিত্তগত রহস্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অন্তরস্থ—মধ্যগত, আন্তরিক, মনোগত। উপ। অন্তর শব্দ—স্থা + ড ক। বিণ; ত্রি।

অন্তরা—ব্যতিরেকে; মধ্যে; নিকটে। অন্তর্ শব্দ—ই (গমন করা) + ডা অধি। ব্য।

অন্তরাত্মা—অন্তঃকরণ; আত্মা; জীবাত্মা। অন্তঃস্থিত আত্মা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অন্তরাপত্যা—গর্ভবতী, অন্তঃসত্ত্বা। অন্তরে অপত্য যাহার, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

অন্তরায়—বাধা, প্রতিবন্ধ, বিঘ্ন। অন্তর শব্দ – ই (গমন করা) + ঘঞ্ ণ। সং ; পু। বিশেষণে অন্তরিত।

অন্তরাল—মধ্যবর্ত্তি স্থান, ব্যবধান, আড়াল। অন্তরা শব্দ – লা (গ্রহণ করা) + ড ক। সং ; পু।

অন্তরালবর্ত্তী—আড়ালে স্থিত। অন্তরাল (আড়াল) – বৃত ধাতু + ণিন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অন্তরালবর্ত্তিনী।

অন্তরিক্ষ, অন্তরীক্ষ—আকাশ, নভোমণ্ডল, গগন ; শূন্য। অন্তর্গত হইয়াছে ঋক্ষ (নক্ষত্র) যাহার, বহু, নিপাতনে অন্তরিক্ষ। অন্তরীক্ষ = অন্তর্ শব্দ – ঈক্ষ (দেখা) + অল্ র্ম, যাহা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে দৃষ্ট হয় ; আকাশ। সং ; ক্লী।

অন্তরিত—ব্যবহিত ; অপসারিত ; মৃত ; আবৃত ; অন্তর্গত। অন্তর্ শব্দ – ই (গমন করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অন্তরায়।

অন্তরিন্দ্রিয়—অন্তঃকরণ, মনঃ। অন্তর্গত ইন্দ্রিয়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অন্তরীক্ষবাসী—আকাশনিবাসী, শূন্যবাসী। অন্তরীক্ষ শব্দ – বস ধাতু (বাস করা) + ণিন্ ক। অন্তরীক্ষবাসিন্ শব্দ ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অন্তরীক্ষবাসিনী।

অন্তরীপ—জলবেষ্টিত ভূভাগ, দ্বীপ ; যে ভূভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া জলাভিমুখে গমন করিয়াছে তাহার অগ্রভাগ (cape)। অন্তর শব্দ – অপ্ (জল) শব্দ + অ প্রত্যয়। সং ; ক্লী।

অন্তরীয়, অন্তরীয়ক—অধোবস্ত্র ; যথা,—ধুতি ; ইজের, ইত্যাদি। সং ; ক্লী।

অন্তরে—মধ্যে। অন্তর্ শব্দ – ই (গমন করা) + বিচ্ ক। ব।

অন্তরেণ—মধ্যে ; বিনা, ব্যতিরেকে। অন্তর্ শব্দ – ই (গমন করা) + ন। ব্য। [অন্তরে, অন্তরা ও অন্তরেণ এই তিনটী অব্যয় শব্দে মধ্য বুঝায়]।

অন্তর্গড়ু—১। অলস ; অপ্রয়োজনীয়। বিণ ; ত্রি। ২। আভ্যন্তরিক গড়ু। সং ; পু।

অন্তর্গত—মধ্যগত ; মধ্যবর্ত্তী ; হৃদ্গত ; বিস্মৃত। অন্তর শব্দ – গম + ক্ত ক ; বিণ ; ত্রি।

অন্তর্গূঢ়—মনে গুপ্ত, বাহিরে অপ্রকাশিত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

অন্তর্গৃহ—গৃহের মধ্যস্থিত গৃহ, চোরকুঠারী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা ; সং ; ক্লী।

অন্তর্ঘন—অভ্যন্তর প্রদেশ ; গৃহের অবকাশ প্রদেশ। সং ; পু।

অন্তর্জল—জল-মধ্যে ; স্থল-জলে [মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মুমূর্ষু ব্যক্তির কিয়দংশ জলে ও কিয়দংশ স্থলে রাখা হয়, ইহাকেই সাধারণতঃ অন্তর্জল বলে] জলের অন্তঃ, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অন্তর্জলোৎস—ভূগর্ভস্থ উৎস। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে জল আছে, তরল পদার্থের সাধারণ ধর্ম্মানুসারে উহা সর্ব্বদাই সমপৃষ্ঠ থাকে। যদি কোনও বিশেষ কারণে তাহার ব্যত্যয় হয়, তবে ঐ জল ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, ইহাকেই অন্তর্জলোৎস কহে। (Artesian fountain)। সং ; পু।

অন্তর্জ্যোতিঃ—অন্তরাত্মা। সং ; ক্লী।

অন্তর্দাহ—অগ্নিদাহের ন্যায় মনের বিষম ক্লেশ, মন পুড়িয়া যাওয়া। ৬তৎ। সং ; পু।

অন্তর্দাহন—মন পোড়ান, মনের ভস্মীকরণবৎ অতি ক্লেশোৎপাদন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অন্তর্দেশ—অভ্যন্তরপ্রদেশ ; দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান। সং ; পু।

অন্তর্দ্ধান—তিরোধান, অদৃশ্য হওয়া, ব্যবধান। অন্তর শব্দ – ধা + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অন্তর্হিত।

অন্তর্দ্ধি—অন্তর্দ্ধান দেখ। [দরজা।

অন্তর্দ্বার—বাটীর মধ্যবর্ত্তী গুপ্তদ্বার ; খিড়কী

অন্তর্নিহিত—অন্তঃকরণে স্থাপিত। যাহা কেবল মনোমধ্যে আছে, কিন্তু বাহিরে অপ্রকাশিত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

অন্তর্বাণিজ্য—দেশের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়। অন্তর্গত যে বাণিজ্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অন্তর্ভাব—অন্তর্নিবেশ, মধ্যে পতন ; আন্তরিক ভাব। অন্তর্ – ভূ + ঘঞ্ ভা ; সং ; পু।

অন্তর্ভূত—অন্তর্গত, মধ্যবর্ত্তী, মধ্যস্থিত। অন্তর্ শব্দ – ভূ (হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অন্তর্ভাব।

অন্তর্মনাঃ—ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন ; সমাহিতচিত্ত ; গূঢ়চেতাঃ, যাহার মনোগত ভাব টের পাওয়া যায় না। অন্তর (অন্তর্হিত অর্থাৎ অজ্ঞাত) হইয়াছে মনঃ যাহার, বহুব্রীহি সমাসে অন্তর্মনস্ শব্দ, ১মার ১বচনে অন্তর্মনাঃ। বিণ ; পু।

অন্তর্মুখ—যে বাহিরে যায় না কেবল ভিতরের দিকেই যায় ; বাহ্য বস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্ম-বিষয়ে নিবিষ্টমনা। বিণ ; ত্রি।

অন্তর্যামী—১। অন্তরাত্মা ; জীবের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিয়ামক ; জগদীশ্বর। অন্তর্ শব্দ – ণিজন্ত যম বা যামি + ণিন্ ক = অন্তর্যামিন্, ১মার ১বচনে অন্তর্যামী। সং ; পু। ২। আন্তরিক ভাব-বেত্তা, অন্তরের কথা যিনি জানিতে পারেন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অন্তর্যামিনী। বিশেষ্যে অন্তর্যামিতা।

অন্তর্বৎ—মধ্যবিশিষ্ট ; অন্তর্গত। অন্তর্ শব্দ + বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

অন্তর্বত্নী—গর্ভবতী, গর্ভিণী, অন্তঃসত্ত্বা। অন্তর্ শব্দ বতু + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অন্তর্বর্ত্তী—মধ্যবর্ত্তী, অন্তর্ভূত, অন্তর্গত। উপ। অন্তর্ শব্দ – বৃত + ণিন্ ক = অন্তর্বর্ত্তিন্, ১মার ১বচনে অন্তর্বর্ত্তী। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অন্তর্বর্ত্তিনী। বিশেষ্যে অন্তর্বর্ত্তিতা।

অন্তর্বাণি—শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত। বিণ ; পু।

অন্তর্বাস—অন্তঃপরিধেয় বস্ত্র, বৈষ্ণবদিগের দ্বিবিধ পরিধেয়ের মধ্যে ভিতরের পরিধেয়, কৌপীন। সং ; ক্লী। বিপরীতার্থক শব্দ বহির্বাস।

অন্তর্বাহ—কোন তরল পদার্থপূর্ণ একটী পাত্রের এক মুখ সূক্ষ্ম চর্ম্মাবৃত করিয়া যদি অন্য-প্রকার তরল পদার্থপূর্ণ আর একটী পাত্রে নিমগ্ন করা যায়, আর ঐ দুই প্রকার তরল পদার্থের মধ্যে যদি সংশক্তি থাকে, তাহা হইলে একটী প্রবাহ চর্ম্মের মধ্য দিয়া বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করে, এবং আর একটী প্রবাহ ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এই প্রবাহদ্বয়ের প্রথম প্রকারকে অন্তর্বাহ ও দ্বিতীয় প্রকারকে বহির্বাহ বলে।

অন্তর্বিপ্লব—ঘরওয়ানা বিবাদ, স্বদেশের মধ্যে তদ্দেশীয়দিগের পরস্পর কলহ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অন্তর্বেদনা—মনের যাতনা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অন্তর্বেদি, অন্তর্বেদী—দুই নদীর মধ্যস্থ দেশ, দোয়াব ; ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ ; প্রয়াগ হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশ। সং ; স্ত্রী।

অন্তর্হাস—গূঢ়হাস্য, চাপা হাসি। অন্তর্হিত (অপ্রকাশিত) যে হাস, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অন্তর্হিত—১। তিরোহিত, যে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে ; ব্যবহিত, অদৃষ্ট। অন্তর্ শব্দ – ধা + ক্ত ক। ২। আবৃত। অন্তর শব্দ – ধা + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অন্তর্দ্ধান।

অন্তশয্যা—মৃত্যুকালীন ভূমিশয্যা ; মৃত্যু ; শ্মশান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অন্তস্তল—মধ্যবর্ত্তী স্থান, ভিতর, মনঃ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অন্তাবসায়ী—নাপিত ; চণ্ডালাদি। সং ; পু।

অন্তিক—১। সন্নিহিত। অন্ত শব্দ + ঝিক। বিণ ; ত্রি। ২। সামীপ্য, সন্নিধান। সং ; ক্লী

অন্তিকতম—অতি নিকট। অন্তিক শব্দ + তম অতিশয়ার্থে। বিণ ; ত্রি।

অন্তিম—চরম, শেষ ; অন্তকালীন ; অতি নিকট। অন্ত শব্দ + ডিম ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

অন্তিমকাল—চরম সময়, মৃত্যুর সন্নিহিত কাল। কর্ম্মধা। সং ; পু।

অন্তিমশয্যা—মৃত্যুশয্যা, যে শয্যায় শয়ান থাকিতে থাকিতেই মৃত্যু হয়। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অন্তেবাসী, অন্তবাসী—১। সমীপবর্ত্তী। উপ। দুইটী পদের মধ্যে প্রথমটীতে বিভক্তির লোপ না হওয়ায়, ঐ স্থলে অলুক্ সমাস হই-

য়াছে। অন্ত শব্দ—বস (বাস করা)। ণিন্ ক—অন্তেবাসিন্ বা অন্তবাসিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। শিষ্য, ছাত্র; চণ্ডালাদি নীচ জাতি। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অন্তেবাসিনী, অন্তবাসিনী।

অন্ত্য—১। অন্তিম, চরম; অবশিষ্ট; নীচ, নীচজাতীয়। অন্ত শব্দ+য ভবার্থে। বিণ; ত্রি। ২। চণ্ডাল। সং; পু। ৩। পরার্দ্ধের দশ ভাগ বা শত ভাগ সংখ্যা। সং; ক্লী।

অন্ত্যজ—১। নীচকুলজাত; অধম, নীচাশয়। উপ। অন্ত্য শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। চতুর্থ বর্ণ, শূদ্র। সং; পু।

অন্ত্যজন্মা—নীচকুলজাত, অধম, নীচাশয়, চতুর্থ বর্ণ, শূদ্র। অন্ত্য হইতে জন্ম হইয়াছে যাহার, বহু; বিণ; ত্রি।

অন্ত্যভ—শেষ নক্ষত্র, রেবতী নক্ষত্র; শেষরাশি, মীনরাশি। অন্ত্য যে ভ (নক্ষত্র বা রাশি), কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [সং; পু।

অন্ত্যবর্ণ—চতুর্থ বর্ণ, শূদ্র; শেষ অক্ষর। কর্ম্মধা।

অন্ত্যাবসায়ী—অন্তাবসায়ী দেখ।

অন্ত্যেষ্টি—শবদাহাদি চরম সংস্কার, মৃতসৎকার; চরম যজ্ঞ। অন্ত্য যে ইষ্টি (যোগ বা সংস্কার), কর্ম্মধা। সং; পু। ইষ্ট—যজ (যজ্ঞ করা) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—শেষ যজ্ঞ; শবদাহাদি ও পিণ্ডদানাদি কার্য্য। অন্ত্যেষ্টি পূর্ব্বে দেখ। অন্ত্যেষ্টিই ক্রিয়া, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অন্ত্র—নাড়ীভুঁড়ি, আঁতড়ি। অম (রুগ্ন হওয়া) +ত্র ণ। সং; ক্লী।

অন্ত্রবৃদ্ধি—রোগবিশেষ। (Hernia) সং; স্ত্রী।

অন্দরমহল—নারীগণাধিষ্ঠিত ভবনাংশ, বাটীর যে অংশে স্ত্রীলোকেরা থাকেন তাহা।

অন্দু, অন্দূ—হস্তীর পদবন্ধন-শৃঙ্খল; নিগড়; স্ত্রীলোকের পাদভূষণ, মল। অন্দ (বন্ধন করা)+উ, উক। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

অন্দুক, অন্দূক—অন্দু ও অন্দূ দেখ।

অন্ধ—১। অন্ধকার; জল। ণিজন্ত অন্ধ বা অন্ধি+অল্ ণ। সং; ক্লী। ২। দৃষ্টিহীন, দর্শনশক্তিহীন, দুই চক্ষুহীন; অন্ধকারক; নিবিড়; অন্ধকারময়। অন্ধ+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

অন্ধক—১। অন্ধ। অন্ধ শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। ২। অন্ধকার। সং; ক্লী। ৩। দেশবিশেষ। সং; পু।

৪। জনৈক মুনির নাম। ইনি নিজে বৈশ্য এবং ইঁহার ভার্য্যা শূদ্রকন্যা ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই অন্ধ ছিলেন। নদীর তীরে ইঁহাদের আশ্রম ছিল। একদা দশরথ সেই বনে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। অন্ধক-মুনির শিশু-পুত্র সিন্ধুক রজনীকালে অন্ধ জনকজননীর নিমিত্ত কুম্ভে জল পূরিতেছিলেন। দশরথ সেই শব্দে হস্তিভ্রমে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিয়া সিন্ধুককে বধ করেন। অন্ধক মুনি পুত্রশোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ভার্য্যাসহ জ্বলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জ্জন করেন এবং দশরথকে শাপ দেন যে, তাঁহাকে পুত্রশোকে কাতর হইয়া "হা পুত্র! হা পুত্র" করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। দশরথের শাপে বর হইল, কারণ এতাবৎকাল তিনি অপুত্রক ছিলেন। ইহার পর তাঁহার রামচন্দ্রাদি চারি পুত্র জন্মে।

৫। জনৈক দৈত্যের নামও অন্ধক। দিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে ইঁহার জন্ম। ইনি তপঃপ্রভাবে বরলাভ করিয়া মহাদেব ভিন্ন অন্য সকলের অবধ্য হওয়াতে দেবতাদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে থাকেন। ইঁহার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া দেবগণ নারদ ঋষির আশয় গ্রহণ করিলে একদা নারদ মন্দর পর্ব্বতের উদ্যানস্থিত মন্দার পুষ্পের মালা গলায় দিয়া অন্ধকের নিকট উপস্থিত হন। দৈত্যরাজ সেই পুষ্পের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই পুষ্প আহরণার্থে মন্দরপর্ব্বতে গমন করেন। তথায় মহাদেবের সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় অন্ধক মহাদেবের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। এই জন্য মহাদেবের এক নাম অন্ধকান্তক।

৬। বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম। মমতার গর্ভে উতথ্যের ঔরসে ইঁহার জন্ম।

৭। যদুবংশীয় জনৈক নৃপতির নামও অন্ধক। মহারাজ সাত্বতের সাতটী পুত্র, তন্মধ্যে অন্ধক চতুর্থ। অন্ধকের চারিটী পুত্র হইয়াছিল। তাঁহাদের নাম,—কুকুর, ভজমান, শুচিকম্বল, এবং বর্হিষ।

অন্ধকরিপু—১। মহাদেব। অন্ধক অর্থাৎ অন্ধকাসুর, তাহার রিপু অর্থাৎ (শত্রু), ৬তৎ। ২। সূর্য্য; অগ্নি; চন্দ্র। অন্ধকের অর্থাৎ অন্ধকারের রিপু, ৬তৎ। সং; পু।

অন্ধকার—তিমির, তমঃ। অন্ধ শব্দ—কৃ (করা) +ষণ্ ক। সং; পু ও ক্লী। [ধ্বান্ত, তমিস্র, তিমির ও তমঃ এই পাঁচটী শব্দে অন্ধকার বুঝায়। অন্ধতমস শব্দে গাঢ় অন্ধকার, অবতমস শব্দে অন্ধকার এবং সন্তমস শব্দে ব্যাপি অন্ধকার বুঝায়]।

অন্ধকারময়—তিমিরময়, অন্ধকারপূর্ণ, আলোকশূন্য। অন্ধকার শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি।

অন্ধকারাবৃত—অন্ধকারময়। অন্ধকার দ্বারা আবৃত (আচ্ছাদিত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

অন্ধকাসুহৃদ্—মহাদেব। অন্ধকের (দৈত্যবিশেষের) অসুহৃদ্ (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

অন্ধকূপ—আবৃত অন্ধকারময় কূপ, এঁদো পাতকূয়া; নরকবিশেষ। সং; পু।

অন্ধকূপহত্যা—বাঙ্গালার সুবাদার আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হইলে, তাঁহার দৌহিত্র সিরাজ-উদ্দৌলা বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (এপ্রেল, ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দ)। সুবাদারি পদপ্রাপ্তির অল্পকাল মধ্যেই সিরাজ-উদ্দৌলা ইংরাজদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হওয়ায় ইংরাজেরা তাঁহাদের কলিকাতাস্থ দুর্গ সিরাজ-উদ্দৌলার অনুমতি না লইয়াই মেরামত করিতেছিলেন। এদিকে রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তার অত্যাচারে জ্বালাতন হইয়া তথা হইতে সপরিবারে পলাইয়া কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই দুই কারণে সিরাজ-উদ্দৌলা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কলিকাতায় ইংরাজ গবর্ণর ড্রেক সাহেবকে লিখিয়া পাঠান যে, অবিলম্বে যেন কৃষ্ণদাসকে সুবাদারের হস্তে অর্পণ করা এবং কলিকাতার দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। ইংরাজেরা এই দুইটীর একটীতেও সম্মত না হওয়ায় সিরাজ-উদ্দৌলা ইংরাজদের কাশিমবাজারস্থ কুঠি লুঠ করিলেন এবং ৫০,০০০ সৈন্য লইয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংরাজদিগের কেবল ১৭০ জন লোক ছিল, তাহার মধ্যে আবার অনেকেই সমরব্যবসায়ী নহেন। যাহা হউক, ইঁহারা প্রাণপণে চারিদিন পর্য্যন্ত সুবাদারের সৈন্যকে বাধা দিলেন, কিন্তু পঞ্চম দিনে উপায়ান্তর না দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। মাণিকচাঁদ নামক সুবাদারের জনৈক হিন্দুস্থানী সেনাপতি ১৪৬ জন ইংরাজকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। কথিত আছে যে, ইঁহাদিগকে একটী অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। গৃহটীতে বায়ু চলাচলের সুবিধামত গবাক্ষাদি না থাকায় বন্দী ইংরাজগণ জ্যৈষ্ঠমাসের দারুণ গ্রীষ্মে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া সমস্ত রাত্রি ছটফট্ করিয়া জল জল করিয়াছিল। পরদিন প্রাতে দ্বার খুলিলে দেখা গেল যে, ১২৩ জন ইংরাজ শমনভবনে গমন করিয়াছেন, এবং অবশিষ্ট ২৩ জনের প্রাণ ধুক্ ধুক্ করিতেছে, তাহাদের কাহারও বাক্‌শক্তি নাই। পরে শুশ্রূষা দ্বারা এই ২৩ জনের প্রাণরক্ষা করা হইয়াছিল। (২১শে জুন, ১৭৫৬) এই ভীষণ লোমহর্ষণ ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অন্ধকূপ-হত্যা (Massacre of Black Hole) নামে জলদক্ষরে লিপিত হইয়া সিরাজউদ্দৌলার নিষ্ঠুর স্বভাবের ঘোষণা করিতেছে।

অন্ধতম—অতিশয় অন্ধকারবিশিষ্ট। অন্ধ শব্দ+তম। বিণ; ত্রি।

অন্ধতমস—গাঢ় অন্ধকার। অন্ধ (কারক)

তমঃ (অন্ধকার), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অন্ধতমোময়—গাঢ় অন্ধকারে পূর্ণ। অন্ধতমস্ শব্দ + ময়ট্। বিণ ; ত্রি। এইটী অশুদ্ধ পদ, "অন্ধতমসময়" হইবে। কারণ ধ্বান্তে গাঢ়ে অন্ধতমসম্ ইত্যময়ঃ। অর্থাৎ অমর বলেন যে, গাঢ় অন্ধকারকে অন্ধতমস কহে। সমাসান্ত অ প্রত্যয় হয়।

অন্ধতামিস্র—১। অন্ধকারময় নরকবিশেষ। অন্ধ (গাঢ়) হইয়াছে তামিস্র (অন্ধকার) যাহাতে, বহু। ২। ঘন অন্ধকার, ঘোর আঁধার। অন্ধকারক তামিস্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অন্ধপ্রায়—অন্ধসদৃশ, দৃষ্টিশক্তিবিহীনের তুল্য। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

অন্ধভাবে—দর্শনশক্তিরহিতভাবে ; হিতাহিত বিবেকশূন্যভাবে। অন্ধের ভাবের ন্যায় ভাব যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অন্ধস্—অন্ন। অদ + অস্ ণ ; সং ; ক্লী।

অন্ধাহি—কুঁচে। অন্ধ (দৃষ্টিহীন) যে অহি (সর্প), কর্ম্মধা। সং ; পু।

অন্ধিকা—দ্যুতক্রীড়াবিশেষ ; নেত্ররোগবিশেষ ; রাত্রি ; সর্পী। সং ; স্ত্রী।

অন্ধু—কূপ, কুয়া। অম (গমন করা) + তু সংজ্ঞার্থে। সং ; পু।

অন্ধুল—শিরীষ গাছ। সং ; পু।

অন্ধ্র—ব্যাধ ; দেশবিশেষ, কলিঙ্গের পশ্চিম ; জাতিবিশেষ। সং ; পু।

অন্ন—১। ওদন, ভাত ; প্রধান ভোজ্যবস্তু। অদ (ভোজন করা) + ক্ত কর্ম্ম। ২। ভক্ষিত, ভুক্ত, খাদিত। বিণ ; ত্রি।

অন্নকষ্ট—অন্নের নিমিত্ত ক্লেশ, অন্নাভাবে ক্লেশ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অন্নকোষ্ঠক—তণ্ডুলাদি রক্ষা করিবার গৃহ, গোলা। সং ; পু।

অন্নগতপ্রাণ—১। যে অন্নাভাবে বাঁচে না। অন্নগত হইয়াছে প্রাণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। অন্নগত যে প্রাণ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

অন্নগন্ধি—উদরাময় রোগ, পেটের ব্যায়রাম। সং ; পু।

অন্নদ—অন্নদাতা। অন্ন শব্দ – দা (দান করা) + ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অন্নদা।

অন্নদা—১। অন্নদাত্রী। বিণ ; স্ত্রী। ২। ভগবতী ; অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বরী। অন্ন – দা + ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। অন্নদ দেখ।

অন্নদাতা—যিনি অন্নদান করেন, প্রতিপালক। অন্ন শব্দ – দা (দান করা) + তৃন্ ক = অন্নদাতৃন্ শব্দ, ১মার ১বচনে অন্নদাতা। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অন্নদাত্রী (= অন্নদানকারিণী)।

অন্নদান—খাদ্যপ্রদান। ৬তৎ ; সং ; ক্লী। [অন্নদানাৎ পরং দানং নাস্তি কিঞ্চন কিঞ্চন অর্থাৎ অন্নদান হইতে শ্রেষ্ঠদান কিছু নাই কিছু নাই]।

অন্নদাস—যে ব্যক্তি অন্নের নিমিত্ত পরের দাসত্ব করে ; যে ব্যক্তি অন্যের গলগ্রহ হইয়া নির্লজ্জভাবে তাহার অন্ন ধ্বংস করে, ভাতমারা। অন্নার্থ দাস, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অন্নপূর্ণ—প্রচুর অন্নযুক্ত, অন্ন দ্বারা পরিপূর্ণ। ৩তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অন্নপূর্ণা।

অন্নপূর্ণা—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অন্নই যাহার আছে, লোকে প্রাতঃকালে যাঁহার নাম গ্রহণ করিলে সে দিনের জন্য আর অন্নের অভাব ঘটে না। আদ্যাশক্তি ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ ; এই মূর্ত্তি দ্বিভুজ, বামহস্তে সুবর্ণময় অন্নপাত্র, দক্ষিণ হস্তে দর্ব্বী (হাতা) লইয়া আশুতোষকে অন্ন পরিবেশন করিয়া দিতেছেন। দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতায় অন্নপূর্ণা চতুর্ভুজা। চারি হস্তে পদ্ম, অঙ্কুশ, অভয়, ও দান। পবিত্র বারাণসীধামে এই মূর্ত্তি একটী সুন্দর মন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। অন্ন দ্বারা পূর্ণা, ৩তৎ ; সং ; স্ত্রী।

অন্নপ্রাশন—বালকের ৬ষ্ঠ বা ৮ম মাসে এবং বালিকার ৫ম বা ৭ম মাসে প্রথম অন্নভোজন সংস্কার। অন্নের প্রাশন অর্থাৎ ভোজন, ৬তৎ, সং ; ক্লী। [জ্যোতিস্তত্ত্ব নামক গ্রন্থে উক্ত আছে যে, পিতা অলঙ্কৃত বালককে ক্রোড়ে লইয়া দেবসমীপে উপবেশন করিলে স্বর্ণপাত্রে অন্নস্থাপনপূর্ব্বক বালককে দিবে। এবং মধু, ঘৃত ও স্বর্ণের সহিত পায়সান্ন ঐ বালককে ভোজন করাইবে। বালক অন্নভোজন করিলে পর পিতা শিশুকে তাহার মাতার ক্রোড়ে দিবেন। পরে দেবাগ্রে সর্ব্বপ্রকার শিল্পভাণ্ড, শাস্ত্র ও শস্ত্রসমূহ রাখিয়া লক্ষণ দেখিবে। বালক শিল্পভাণ্ড ও অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে যাহা প্রথমে স্বয়ং স্পর্শ করিবে, ভবিষ্যতে তাহাই ঐ বালকের জীবিকা হইবে। এই সকল ব্যাপার যে শাস্ত্রোক্ত শুভদিনে সম্পন্ন করিতে হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য]।

অন্নভোক্তা—অন্নভোজী ; পংক্তিভোজী, যাহার সহিত একসঙ্গে বসিয়া ভোজন করা যায়। অন্ন শব্দ – ভুজ (ভোজন করা) + তৃন্ ক = অন্নভোক্তৃ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অন্নভোক্ত্রী (= অন্নভোজিনী)।

অন্নভোজী—অন্নভোক্তা ; পঙ্ক্তিভোজী। অন্ন ভোজন করে যে, উপ, অন্ন – ভুজ + ণিন্ ক। স্ত্রীলিঙ্গে অন্নভোজিনী।

অন্নময় কোষ—অন্ন দ্বারা রক্ষিত কোষ, (বেদান্তে) স্থূলশরীর। সং ; পু।

অন্নমল—মদ্য, মদ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অন্নরস—পাকাশয় মধ্য দিয়া ভুক্তদ্রব্যের গমন কালে তাহা হইতে উদ্ভূত একপ্রকার দুগ্ধবৎ রস (chyle)। ৬তৎ ; সং ; ক্লী।

অন্নবহনালী—যে নালী দিয়া ভুক্তদ্রব্য পাকাশয়ে উপস্থিত হয় ও তাহার অসার ভাগ নির্গত হইয়া যায়। অন্ন বহে যে নালী, কর্ম্মধা। স্ত্রী।

অন্নবিকার—বিষ্ঠা ; শুক্র। অন্নের বিকার অর্থাৎ রূপান্তরপ্রাপ্তি। ৬তৎ। সং ; পু।

অন্নবিবর্জ্জন—অন্নত্যাগ, কিয়ৎকালের জন্য বা যাবজ্জীবনের জন্য ভাত না খাওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অন্নব্যঞ্জন—ভাত ও তরকারী। অন্ন শব্দে রুটি প্রভৃতিও বুঝায়, ফলতঃ প্রধান খাদ্যকেই অন্ন কহে। সং ; ক্লী।

অন্নসত্র—অন্নদানার্থ সদাব্রত, নিরন্তর অন্নদান। ৬তৎ। সং ; ক্লী। সত্র শব্দে গৃহও বুঝায়, সুতরাং অন্নসত্র = অন্নগৃহ, যে গৃহে নিরন্তর অন্ন পাওয়া যায়।

অন্নসংস্থান—খাদ্যদ্রব্যের সংগ্রহ, খাওয়ার যোগাড়। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অন্নহীন- যাহার অন্নসংস্থান নাই। ৩তৎ। বিণ ; [ত্রি।

অন্নাদ—১। অন্নভোক্তা। উপ। বিণ ; পু। ২। বিষ্ণু। সং ; পু।

অন্নাচ্ছাদন—অন্নবস্ত্র, ভাতকাপড়। দ্বন্দ্ব। সং ; [ক্লী।

অন্নাভাব—অন্ন না থাকা। ৬তৎ। সং ; পু।

অন্নার্থী—অন্নের যাচক, যে অন্ন চায়। অন্ন – অর্থ ধাতু (প্রার্থনা করা) + ণিন্ ক = অন্নার্থিন্, পুংলিঙ্গে ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অন্নার্থিনী।

অন্য—ভিন্ন, অপর ; সদৃশ। অন (বাঁচা) + য ক। সর্ব্ব ; ত্রি।

অন্যগত—অপরসংক্রান্ত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

অন্যগতপ্রাণ—যাহার প্রাণ অন্যকে দিয়াছে, অর্থাৎ সে বাঁচিলে বাঁচে, মরিলে মরে এইরূপ। বহু। বিণ ; ত্রি।

অন্যতঃ—অন্য হইতে ; অন্যত্র। অন্য শব্দ + ৫মী বা ৭মী স্থানে তস্ প্রত্যয়। ব্য।

অন্যতম—বহুর মধ্যে একজন বা একটী, ভিন্নতম। অন্য শব্দ + তম প্রত্যয়। বিণ ; ত্রি।

অন্যতর—দুইএর মধ্যে একজন বা একটী। অন্য শব্দ + তর প্রত্যয়। বিণ ; ত্রি।

অন্যত্র—অন্য স্থানে ; অন্য বিষয়ে ; ভিন্ন, ব্যতিরেকে। অন্য শব্দ + ৭মীতে ত্র। ব্য।

অন্যথা—অন্য প্রকারে ; বিনা ; নতুবা ; বিপরীত, বিরুদ্ধ। অন্য + থাচ্ প্রকারার্থে ; ব্য।

অন্যথাচরণ—বিপরীত ব্যবহার। অন্যথা (অন্য প্রকার) যে আচরণ, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অন্যথাভাব—অন্যপ্রকার হওয়া, যেরূপ হওয়া উচিত বা আবশ্যক তাহার বিপরীত হওয়া। অন্যথা অর্থাৎ অন্যপ্রকার যে ভাব (সত্তা), কর্ম্মধা। অন্যথা শব্দ – ভূ + ঘঞ্ ভা। পু।

অন্যথাসিদ্ধি—অন্যপ্রকারে সিদ্ধি ; যেরূপ সত্তা·

বনা করা যায় না তদ্রূপ কর্ম্মের উৎপত্তি ; হেতুর দোষ ; হেত্বাভাসবিশেষ । [কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তিতা থাকিতে কার্য্যের উৎপাদক না হওয়াকে অন্যথাসিদ্ধি কহে। ইহা পাঁচ প্রকার]। সং ; স্ত্রী।

অন্যদা—অন্য সময়ে, কালান্তরে, সময়ান্তরে। অন্য শব্দ + দা কালার্থে। ব্য। [ত্রি।

অন্যদীয়—অন্যসম্বন্ধীয়। অন্যৎ শব্দ + ঈয় ; বিণ ;

অন্যপুষ্ট—পরভৃৎ, কোকিল। অন্য কর্তৃক (অর্থাৎ কাকের দ্বারা) পুষ্ট (পালিত), ৩তৎ। [কোকিলশাবক যে কাককর্তৃক প্রতিপালিত হয়, ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ]। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অন্যপুষ্টা।

অন্যপুষ্টা—কোকিলা। অন্যপুষ্ট দেখ।

অন্যপূর্ব্বা—যে কন্যা বাগ্দানাদি দ্বারা পূর্ব্বে অন্যদীয়া হইয়াছিল, বাগ্দানাদির পরে মৃতপতিকা বা অস্বীকৃত-ভর্তৃকা, অর্থাৎ বাগ্দানাদির পরে যদি বরের মৃত্যু হয়, বা বর কোনও কারণে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হয়, তবে ঐ কন্যাকে অন্যপূর্ব্বা বলে। অন্যপূর্ব্বা সাত প্রকার ; যথা—(১) বাগ্দত্তা, (২) মানদত্তা, (৩) কৃতকৌতুকমঙ্গলা, (৪) উদকস্পর্শিতা (যাহাকে জলস্পর্শ করান হইয়াছে), (৫) পাণিগৃহীতিকা (যাহার পাণিগ্রহণ করা হইয়াছে), (৬) অগ্নিপরিগতা (যে অগ্নির চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে) এবং (৭) পুনর্ভূপ্রসবা। এই সাত প্রকার কন্যা অগ্নির ন্যায় কুল দগ্ধ করে।

অন্যপূর্ব্বাগ্রাহী—যে ব্যক্তি অন্যপূর্ব্বা কন্যাকে বিবাহ করে। অন্যপূর্ব্বা দেখ ; অন্যপূর্ব্বা শব্দ—গ্রহ (গ্রহণ করা) + ণিন্ ক = অন্যপূর্ব্বাগ্রাহিণ্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

অন্যভৃৎ—কাক। অন্য অর্থাৎ অপরকে যে ভরণ (পোষণ) করে, অন্য—ভৃ + ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

অন্যভৃত—কোকিল। অন্য কর্তৃক ভৃত অর্থাৎ পুষ্ট ও পালিত, ৩তৎ। সং ; পু।

অন্যমত—১। যাহার অভিপ্রায় অন্যপ্রকার। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। ভিন্নমত। অন্য যে মত, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অন্যমনঃপ্রযুক্ত—বিষয়ান্তরে মনোনিবেশনিবন্ধন। কর্ম্মধা ও ৩তৎ। ক্রি-বিণ।

অন্যমনস্ক, অন্যমনঃ—অন্যাসক্তচিত্ত, যাহার মনঃ অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

অন্যমনাঃ—যাহার চিত্ত বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

অন্যবিধ—অন্যপ্রকার। অন্য হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অন্যাদৃক্, অন্যাদৃশ—অন্যপ্রকার, বিভিন্ন আকার। অন্যাদৃক্ = অন্য শব্দ—দৃশ (দর্শন করা) + ক্বিপ্ র্ম্ম। অন্যাদৃশ = অন্য শব্দ—দৃশ + টক্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

অন্যান্য—অপরাপর ; ভিন্ন ভিন্ন। দ্বন্দ্ব। বিণ ;

অন্যায়—১। অবিচার ; অনৌচিত্য, ন্যায়বহির্ভূতত্ব। নঞ্ তৎ। সং ; পু। ২। ন্যায়বিরুদ্ধ, অনুচিত, অন্যায্য। বিণ ; ত্রি।

অন্যায়তঃ—অন্যায়পূর্ব্বক, অন্যায়রূপে। অন্যায় শব্দ + তস্ প্রত্যয়। ব্য।

অন্যায়াচরণ—ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার, অন্যায্য ব্যবহার। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অন্যায়োপজীবী—ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। নঞ্ তৎ ও উপ। অন্যায়—উপ—জীব ধাতু + ণিন্ ক—অন্যায়োপজীবিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অন্যায়োপজীবিনী।

অন্যায্য—ন্যায়বিরুদ্ধ, অনুচিত ; অযোগ্য। ন ন্যায্য, নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অন্যূন—ন্যূন নহে, সমগ্র। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অন্যেদ্যুঃ—অন্যদিনে ; পরদিনে। অন্য শব্দ + এদ্যুস্ = অন্যেদ্যুস্ ; ব্য।

অন্যোদর্য্য—একপিতৃক হইয়াও যে অন্য উদরে জন্মিয়াছে, বৈমাত্রেয়, বিমাতার গর্ভজাত। অন্য উদরে ভব অর্থাৎ জাত এই অর্থে অন্য—উদর + য। বিণ ; ত্রি।

অন্যোন্য—১। পরস্পর। বিণ ; ত্রি। ২। অর্থালঙ্কারবিশেষ। [যেখানে পরস্পর উপকার হয়, তথায় অন্যোন্য নামক অলঙ্কার হয়। যথা ;—রাত্রি চন্দ্র দ্বারা দীপ্তি পাইতেছে এবং চন্দ্র রাত্রি দ্বারা দীপ্তি পাইতেছে। এখানে পরস্পর উপকার হইতেছে বলিয়া অন্যোন্য অলঙ্কার হইয়াছে]

অন্যোহন্যবিরোধী—পরস্পরবিরোধী, পরস্পরঅনিষ্টাকাঙ্ক্ষী। অন্য অন্যের প্রতি অন্য + অন্য, পূর্ব্ব পদের অন্তে সুমাগম (সকার), অন্যস্ + অন্য = অন্যঃ + অন্য = অন্যোন্য। অন্যোন্যের অর্থাৎ পরস্পরের বিরোধী, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। যেমন অহি ও নকুল পরস্পর বিরোধী। স্ত্রীলিঙ্গে অন্যোন্যবিরোধিনী।

অন্যোন্যাভাব—পরস্পরের অভাব। অন্যোন্যের (পরস্পরের) অভাব, ৬তৎ ; সং ; পু।

অন্যোন্যাশ্রয়—পরস্পর জ্ঞানসাপেক্ষ—জ্ঞানাশ্রয়। যেখানে কএর জ্ঞান ব্যতীত খএর জ্ঞান হয় না, এবং খএর জ্ঞান ব্যতিরেকে কএর জ্ঞান হয় না, তথায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। যেমন, যাহাতে অনেক দেশ আছে, তাহাকে মহাদেশ বলে, এবং মহাদেশের এক এক অংশকে দেশ বলে। এস্থলে মহাদেশের জ্ঞান ব্যতীত দেশের জ্ঞান হইতে পারে না, এবং দেশের জ্ঞান ব্যতিরেকেও মহাদেশের জ্ঞান হয় না, একারণ এখানে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়াছে।

অন্বক্—১। অনুগামী। অনু—অন্চ (গমন করা) + ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। পশ্চাৎ, অনুপদ। ব্য।

অন্বক্ষ—১। অনুগামী। বিণ ; ত্রি। ২। প্রত্যক্ষে, সমক্ষে। ব্য। [ক। বিণ ; ত্রি।

অন্বক্—অনুগমনকারী। অনু—অন্চ + বিচ্

অন্বয়—বংশ, কুল, আদিপুরুষ ; সন্তান ; অনুবৃত্তি ; সম্বন্ধ ; পদের পরস্পর সম্বন্ধ ; ধারা, পরস্পর সম্বন্ধ বাক্য বা পদসমূহের যথারীতি বিন্যাস ; অর্থ ; বিদ্যমানতা। অনু—ই (গমন করা) + অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে অন্বিত।

অন্বয়-যোজনা—বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক পদের (যথা কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া প্রভৃতির) পরস্পর সম্বন্ধনিরূপণ (Parsing)। সং ; স্ত্রী।

অন্বয়-বোধ—বাক্যস্থ পদ ও পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধনিরূপণ। ৬তৎ। সং ; পু।

অন্বয়ব্যতিরেক—অন্বয় = তৎসত্ত্বে তৎ সত্তা অর্থাৎ তাহা থাকিলে তাহা থাকা। ব্যতিরেক = তদসত্ত্বে তদসত্তা অর্থাৎ তাহা না থাকিলে তাহা না থাকা। মূল কথা, অনুগুণ হেতু দ্বারা সাধ্য সাধনকে অন্বয়, এবং বিপরীত ভাবে সাধ্য সাধন অর্থাৎ যদি ইহা না হয়, তবে এই এই দোষ হইতে পারে, এইরূপ যুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক সাধ্য সাধনকে ব্যতিরেক বলে। অন্বয় ও ব্যতিরেক, দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

অন্বয়ব্যতিরেকী—(অন্বয়ব্যতিরেকিন্) সাধ্যসাধন হেতু। অন্বয়ী হেতু ও ব্যতিরেকী হেতু এই—তুমি কোন্ আশ্রমী ? এই প্রশ্নে উত্তরদাতা বলিলেন যে, যে আশ্রমে দারপরিগ্রহ ও অর্থোপার্জ্জন করিতে হয় আমি সেই আশ্রমী। ইহাতে বুঝা গেল যে, তিনি গৃহী অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমী, কেননা গৃহস্থাশ্রমে ঐগুলি করিতে হয়। আবার যদি তিনি বলিতেন যে, আমি ব্রহ্মচারী নহি, বানপ্রস্থও নহি এবং ভিক্ষুকও নহি, তাহা হইলেও উহা বুঝাইত অর্থাৎ তিনি গৃহস্থাশ্রমী। এখানে প্রথম পক্ষে অন্বয়ী হেতুতে উত্তর এবং শেষ পক্ষে ব্যতিরেকী হেতুতে উত্তর দেওয়া হইল, বলা যায়।

প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে অর্থাৎ সাধ্য নির্দ্দেশ সম্বন্ধে এই হেতুদ্বয় যে কিরূপ প্রযুক্ত হয়, তাহা পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে। মনে কর, "কোনও ত্রিভুজের যে কোণের পার্শ্বস্থ দুই বাহুর বর্গদ্বয়ের সমষ্টি তৃতীয় বাহুর বর্গের সমান হয়, সেই কোণ সমকোণ।" ইহা ইউক্লিড্ যে হেতুতে সপ্রমাণ করিয়াছেন, উহা অন্বয়ী হেতু। আর যদি দেখান যায় যে, ঐ কোণ সমকোণ না হইলে হয় স্থূল কোণ, না হয় সূক্ষ্ম কোণ হইবে, কিন্তু স্থূল কোণ হইলে এই এই দোষ এবং সূক্ষ্ম কোণ হইলে এই

এই দোষ হয়, অতএব যখন উহা স্থূল কোণ বা সূক্ষ্ম কোণ হইতে পারিল না, তখন উহা অবশ্যই সমকোণ হইবে। এইরূপ প্রমাণ যে হেতু অবলম্বনে সম্পাদিত হয়, তাহাই ব্যতিরেকী হেতু। আবার মনে কর, "ঈশ্বর" আছেন" এই একটী প্রতিজ্ঞা হইল। এই সৃষ্ট ক্রিয়া, আর ক্রিয়ামাত্রই সকর্তৃক, অতএব সৃষ্টির কর্ত্তা কেহ অবশ্যই আছেন, তিনিই ঈশ্বর। এইরূপ প্রমাণ যে হেতু অবলম্বনে উপপন্ন হইল, উহাই অন্বয়ী হেতু। আর যদি এইরূপ প্রমাণ করা যায় যে, যদি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা না থাকিতেন, তবে ইহা এক্ষণে যেমন সুচারুরূপে চলিতেছে, কখনই তদ্রূপ চলিতে পারিত না। তাহাতে এই এই দোষ হইত, অতএব "ঈশ্বর নাই" ইহা যখন বলিতে পার না, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, "ঈশ্বর আছেন," এই শেষোক্তরূপ প্রমাণ যে হেতু অবলম্বনে উপপন্ন করা হইল, ইহার নাম ব্যতিরেকী হেতু। ইত্যাদি। অন্বয়ব্যতিরেক শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে।

অন্বয়ী—অন্বয়যুক্ত, সম্বন্ধবিশিষ্ট। অন্বয় শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = অন্বয়িন, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

অন্বর্থ—প্রকৃত অর্থযুক্ত; যুক্ত, যথার্থ; সঙ্গত, অর্থানুগত। শব্দটার যে অর্থ, উহার অভিধেয়ও যদি তাহাই হয়, তবে ঐ শব্দটাকে অন্বর্থ বলা যায়। যেমন একজনের নাম দুর্ম্মুখ। সে যদি কঠোর বাক্য বলে, তবে তাহার নাম অন্বর্থ বলা যায়। অনু (অনুগত) অর্থ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

অন্ববসর্গ—কামচারানুজ্ঞা। অনু – অব – সৃজ + ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অন্ববায়—বংশ, গোত্র, কুল। অনু – অব – ই (গমন করা) + অল্ ভা; সং; পু।

অন্বহ—অনুদিন, প্রতিদিন, প্রত্যহ। অহনে অহনে অর্থাৎ দিনে দিনে, অব্যয়ী। ব্য।

অন্বাক্তে—দুর্ব্বল ব্যক্তির বলাধান, যাহার শক্তির লাঘব হইয়াছে, তাহার শক্তিসম্পাদন। অনু – আ – জি (জয় করা) + ডে ভা। ব্য।

অন্বাচয়—অনুষঙ্গ, আনুষঙ্গিকতা, একটী উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহিত অপর একটী অনুদ্দেশ্য বিষয়ের সিদ্ধি। অনু (সহিত) – আ – চি (চয়ন করা) + অল্ ভা; সং; পু।

অন্বাধি—অমুককে ইহা দান করিও, ইহা বলিয়া যাহা গচ্ছিত রাখা যায়। অনু – আ – ধা + কি র্ম্ম। সং; পু।

অন্বাধেয়—বিবাহের পরে ভর্ত্তৃকুল বা মাতাপিতৃকুল হইতে লব্ধ স্ত্রীধন। সং; ক্লী।

অন্বাসন—১। অনুশোচনা, উপাসনা। অনু – আস + অনট্ ভা। ২। শিল্পগৃহ। অনু – আস + অনট্ অধি। ৩। স্নেহদ্রব্য। অনু – আস + অনট্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

অন্বাসিত—সেবিত, আরাধিত; পশ্চাদুপবেশিত। অনু – আস + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অন্বাহার্য্য—পিতৃলোকের মাসিক শ্রাদ্ধ। অনু – আ – হৃ + ঘ্যণ্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

অন্বাহিত—একজনের নিকট হইতে লইয়া অন্যের নিকট গচ্ছিত রাখা। অনু (পশ্চাৎ) আহিত (গচ্ছিত)। বিণ; ত্রি।

অন্বিত—মিলিত; সংলগ্ন; যুক্ত, বিশিষ্ট; অন্বয়বিশিষ্ট, সম্বন্ধবিশিষ্ট। অনু – ই (গমন করা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অন্বয়।

অন্বিষ্ট—যাহার অন্বেষণ করা হইয়াছে; আকাঙ্ক্ষিত। অনু – ইষ (ইচ্ছা করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অন্বেষণ।

অন্বীক্ষণ—অন্বেষণ, অনুসন্ধান। অনু – ঈক্ষ + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অন্বীক্ষা—অনুমান। অনু – ঈক্ষ + ও ভা; স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অন্বেষক—অন্বেষণকারী, অনুসন্ধানকর্ত্তা। অনু – ইষ (ইচ্ছা করা) + ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অন্বেষিকা।

অন্বেষণ—অনুসন্ধান, গবেষণা; আকাঙ্ক্ষা। অনু – ইষ (ইচ্ছা করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অন্বিষ্ট।

অন্বেষণা—তর্কাদি সহকারে ধর্ম্মান্বেষণ; অন্বেষণ। অনু – ইষ + অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্; সং।

অন্বেষণীয়—যাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক বা উচিত অথবা করিতে হইবে, অনুসন্ধেয়। অনু – ইষ (ইচ্ছা করা) + অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অন্বেষণীয়তা।

অন্বেষিত—যাহার অন্বেষণ করা হইয়াছে বা করা যায়, অন্বিষ্ট, গবেষিত। অনু – ণিজন্ত ইষ + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অন্বেষ্টব্য—অন্বেষণীয়, যাহা অন্বেষণ করিতে হইবে। অনু – ইষ + তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অন্বেষ্টা—অন্বেষক। অনু – ইষ (ইচ্ছা করা) + তৃন্ ক = অন্বেষ্টৃন্ শব্দ, ১মার ১বচনে অন্বেষ্টা। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অন্বেষ্ট্রী।

অপ্—সলিল, জল, বারি। আপ (পাওয়া) + কিপ্ র্ম্ম। সং; স্ত্রী। (নিত্যবহুবচনান্ত)।

অপ—অপকর্ষ; অপগম; বর্জ্জন; অপমান; অনাদর; অপচয়; বিয়োগ; বৈপরীত্য; বিকৃতি; হর্ষ; নির্দ্দেশ; চৌর্য্য। নঞ্ (অ) – পা (পাওয়া) + ড ক। ব্য।

অপকর্ম্ম—(অপকর্ম্মন্) কুকর্ম্ম, দুষ্কর্ম্ম। অপকৃষ্ট কর্ম্ম, অব্যয়ী। সং; ক্লী।

অপকর্ম্মা—দুষ্কর্ম্মকারী। বিণ; পু।

অপকর্ষ—অপকৃষ্টতা, হীনতা, জঘন্যতা; নিম্নাকর্ষণ; অপ্রধানতা। অপ – কৃষ + অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অপকৃষ্ট।

অপকলঙ্ক—মিথ্যাপবাদ, অকারণ দুর্নাম। সং; পু।

অপকার—ক্ষতি, হানি, অনিষ্ট; দ্বেষ। অপ – কৃ (করা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অপকারী ও অপকৃত।

অপকারক, অপকারী—ক্ষতিকারক, অনিষ্টকর, অহিতকারী। অপ – কৃ (করা) + ণক বা ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অপকারিকা, অপকারিণী।

অপকীর্ত্তি—অযশঃ, অখ্যাতি, দুর্নাম। অপকৃষ্টা কীর্ত্তি, প্রাদি। সং; স্ত্রী।

অপকৃত—১। যাহার অপকার করা হইয়াছে। অপ – কৃ (করা) + ক্ত। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অপকার ও অপকৃতি। ২। অপকার। অপ – কৃ (করা) + ক্ত ভা। সং; ক্লী।

অপকৃতি—অপকার। অপ – কৃ (করা) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অপকৃত।

অপকৃষ্ট—নিকৃষ্ট, হীন, অধম, জঘন্য; নিম্নাকৃষ্ট; অপনীত। অপ – কৃষ + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অপকর্ষ।

অপক্রম—প্রস্থান, পলায়ন। অপ – ক্রম + অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অপক্রান্ত।

অপক্রমণ—অপগম, অপসরণ, পলায়ন। অপ – ক্রম + অনট্ ভা; সং; ক্লী।

অপক্রান্ত—পলায়িত, অপসৃত, অপগত। অপ – ক্রম (গমন করা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অপক্রম ও অপক্রমণ।

অপক্রিয়া—১। অপকার, ক্ষতি, হানি। অপ – কৃ + শ ভা। ২। অপকর্ম্ম, কুকর্ম্ম, অপকৃষ্ট কর্ম্ম, মন্দ কাজ। অপকৃষ্টা ক্রিয়া, প্রাদি। সং; স্ত্রী।

অপক্রোশ—নিন্দা, তিরস্কার। অপ – ক্রুশ (চীৎকার করা) + অল্ ভা। সং; পু।

অপক্ক—অপরিণত, পাকা নয়, কাঁচা; অরন্ধিত, যাহা রন্ধন করা হয় নাই। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অপাক ও অপক্কতা।

অপক্ষপাত—পক্ষপাতের অভাব, কোনও দিকে বা কাহারও দিকে না টানা, ন্যায়োচিত ব্যবহার বা কার্য্য। নঞ্ তৎ। সং; পু। বিশেষণে অপক্ষপাতী।

অপক্ষপাতী—নিরপেক্ষ, যে কোনও এক পক্ষের সহায়তা করে না, ন্যায়োচিত কার্য্যকারী। নঞ্ তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অপক্ষপাতিনী। বিশেষ্যে অপক্ষপাত, অপক্ষপাতিত্ব।

অপগত—প্রস্থিত; পলায়িত; অপসৃত; রহিত। অপ – গম (গমন করা) + ক্ত ক বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অপগম ও অপগমন।

অপগম—অপগমন; নাশ। অপ – গম + অল্ ভা। সং; পু।

অপগমন—নাশ; প্রস্থান; পলায়ন। অপ – গম + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অপগত।

অপগা—নিম্নগা, স্রোতস্বতী, নদী। অপ (নিম্নে) –গম (গমন করা)+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

অপগ্রহ—প্রতিকূল গ্রহ, বিরুদ্ধ গ্রহ। সং ; পু।

অপঘন—১। মেঘশূন্য, নির্ম্মেঘ। অপ (অপগত) হইয়াছে ঘন (মেঘ) যাহা হইতে, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। শরৎকাল ; অবয়ব। অপগত হয় ঘন অর্থাৎ মেঘ যে সময়ে, বহু। সং ; পু।

অপঘাত—অপকৃষ্ট মরণ, বিনা রোগে কোনও রূপ আকস্মিক কারণে মৃত্যু। [যেমন বৃক্ষ হইতে পতিত বা জলে মগ্ন অথবা সর্পাদি দষ্ট হইয়া যে মৃত্যু হয়]। অপ–হন (নাশ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে অপহত।

অপঘাতক—অপঘাতকারী। অপ–হন (নাশ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপঘাতিকা (=অপঘাতকারিণী)।

অপঘাতী—অপঘাতকারী। অপ–হন (নাশ করা)+ণিন্ ক=অপঘাতিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অপঘাতিনী।

অপঘৃণ—লজ্জাহীন, নির্লজ্জ ; নির্দ্দয়। অপ (অপগত) হইয়াছে ঘৃণা (লজ্জা বা দয়া) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অপচয়—নাশ, হ্রাস, ক্ষয়, ক্ষতি ; অন্যায় ব্যয়। অপ–চি (চয়ন বা সংগ্রহ করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে অপচিত।

অপচায়িত—১। অপব্যয়িত। অপ–ণিজন্ত–চি বা চায়ি+ক্ত র্ম্ম। ২। শাণিত ; পূজিত। অপ–চায় (পূজা করা)+ক্ত র্ম্ম ; বিণ ; ত্রি।

অপচার—অহিতাচার ; স্বধর্ম্মব্যতিক্রম, স্বীয় ধর্ম্মের অন্যথাচরণ ; কুপথ্যসেবন ; অজীর্ণরোগ, অপাক। অপ–চর (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অপচিকীর্ষা—অপকার করিবার ইচ্ছা। অপ–সনন্ত কৃ+অন্ ভা। সং ; স্ত্রী।

অপচিত—১। ব্যয়িত ; ক্ষীণ। অপ–চি (চয়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অপচয় ও অপচিতি। ২। জিত্। অপ–চায় +ক্ত র্ম্ম। সং !

অপচিতি—১। ক্ষয় ; ব্যয়। অপ–চি+ক্তি ভা। ২। পূজা ; নিয়তি। অপ–চায়+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

অপচ্ছায়—ছায়াহীন। অপ (অপগত) হইয়াছে ছায়া যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপচ্ছায়া।

অপচ্ছায়া—অপ্রশস্ত ছায়া, আব্ছায়া। সং ; স্ত্রী।

অপজয়—পরাভব, পরাজয়। অপ (বিপরীত) –জি (জয় করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

অপঞ্চীকৃত—যাহার পঞ্চীকরণ করা হয় নাই। পঞ্চভূতের সৃষ্টির পরে প্রত্যেক ভূতকে প্রথমে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। অনন্তর প্রত্যেকের প্রথমার্দ্ধ ঠিক রাখিয়া শেষার্দ্ধ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া অবশিষ্ট চারি ভূতে এক এক অংশ অর্থাৎ মূল ভূতের অষ্টমাংশ দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে যে পঞ্চভূত হয়, উহাদিগকে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত কহে। উহাদিগের দ্বারাই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। যৎকাল পর্য্যন্ত পঞ্চভূতের পূর্ব্বোক্তরূপে পঞ্চীকরণ হয় নাই, তাবৎ উহারা অপঞ্চীকৃত ছিল ; সূক্ষ্মভূত। ন পঞ্চীকৃত, নঞ্তৎ ; সং ; ক্লী।

অপটান্তর—ব্যবধানশূন্য, অব্যবহিত, সংলগ্ন। বিণ ; ত্রি।

অপটী—বস্ত্রাবরণ, কানাৎ, পর্দ্দা। ন (অল্প) পট (বস্ত্র)=অপট, নঞ্তৎ। তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

অপটীক্ষেপ—(নাট্যে) পটক্ষেপ বিনা সসম্ভ্রমে পাত্রের প্রবেশ। ৬তৎ। সং ; পু।

অপটু—অনিপুণ, অক্ষম, অশক্ত, অসমর্থ ; রোগী, অসুস্থ। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অপটুতা। স্ত্রীলিঙ্গে অপটী ও অপটু।

অপটুতা—অপটুর ধর্ম্ম, অনৈপুণ্য, অক্ষমতা, অসামর্থ্য, অশক্ততা, অশক্তি ; রোগ, অসুস্থতা। নঞ্তৎ। সং ; স্ত্রী।

অপঠিত—যাহা পাঠ করা হয় নাই, অনধীত। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপণ্ডিত—শাস্ত্রাদি জ্ঞানবর্জ্জিত, মূর্খ। নঞ্তৎ। [বিণ ; ত্রি।

অপতর্পণ—রোগের প্রথম অবস্থায় ভোজন না করা ; লঙ্ঘন। অপ–তৃপ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অপত্নীক—১। মৃতপত্নীক, গৃহশূন্য। অবিদ্যমানা পত্নী যাহার, বহু, ক প্রত্যয়। ২। স্ত্রীশূন্য, যাহার স্ত্রী নাই। ন অর্থাৎ নাই পত্নী যাহার, বহু। বিণ ; পু।

অপত্য—সন্তান, সন্ততি, পুত্র বা কন্যা। নঞ্ (অ)–পত (পতিত হওয়া)+য ণ, যাহার জন্ম দ্বারা বংশ পতিত (অর্থাৎ লুপ্ত) হওয়া হইতে রক্ষা পায়। সং ; ক্লী।

অপত্যঘাতিনী—পুত্র-কন্যা-নাশিনী, সন্তানধ্বংসিনী। অপত্য (পুত্রকন্যাপ্রভৃতি–হন ধাতু (বধ করা)+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অপত্যনির্ব্বিশেষে—পুত্রকন্যার সহিত প্রভেদ না করিয়া, সন্তানতুল্যরূপে। বিশেষের (প্রভেদের) অভাব নির্ব্বিশেষ, অব্যয়ী ; অপত্য হইতে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ অপত্য হইতে নির্ব্বিশেষ আছে যাহাতে ৫তৎ, বা বহু। ১মপক্ষে ক্রিয়ার ব্যধিকরণ বিশেষণ এবং শেষ পক্ষে ক্রিয়ার সমানাধিকরণ বিশেষণ।

অপত্যশত্রু—কর্কট, কাঁকড়া। অপত্য হইয়াছে শত্রু (মৃত্যুকারণ) যাহার, বহু। সং ; পু। [সন্তান হইলেই কাঁকড়ার মৃত্যু হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে]।

অপত্যস্নেহ—সন্তানের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ বা ভালবাসা। ৭তৎ। সং ; পু।

অপত্রপ—লজ্জাহীন, নির্লজ্জ। অপ (অপগত) হইয়াছে ত্রপা (লজ্জা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অপত্রপা—ধৃষ্টতা। সং ; স্ত্রী।

অপত্রপিষ্ণু—লজ্জাশীল, লাজুক। অপ–ত্রপ (লজ্জিত হওয়া)+ইষ্ণু শীলার্থে। বিণ ; ত্রি।

অপত্রস্ত—ত্রাসযুক্ত, ভীত। অপ–ত্রস (ভীত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

অপথ—১। কুপথ, কুৎসিত পথ। ন পন্থাঃ, নঞ্তৎ। ২। পথাভাব। পথের অভাব, অব্যয়ী। সং ; ক্লী। ৩। পথশূন্য। অবিদ্যমান হইয়াছে পথ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অপথ্য—কুপথ্য, রোগীর ভোজনের অযোগ্য। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ পথ্য বা সুপথ্য।

অপদ—১। পদহীন। ন (নাই) পদ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। চরণাভাব। নঞ্তৎ। সং ; পু।

অপদস্থ—পদচ্যুত, অবমানিত, অনাদৃত, পরাজিত। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপদান্তর—সংযুক্ত, অব্যবহিত। নঞ্তৎ। বিণ ; [ত্রি।

অপদার্থ—পদার্থহীন, যাহাতে কোনও পদার্থ নাই ; অসার, অযোগ্য, অকর্ম্মণ্য। ন (নাই) পদার্থ যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

অপদিশ—কোনও নিকটবর্ত্তী দিগ্দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কোণ ; অগ্নি, নৈঋ্ত, বায়ু ও ঈশান কোণ দিগ্দ্বয়ের মধ্য, অব্যয়ী। [দুই দিকের মধ্য বুঝাইবার জন্য অপদিশ ও বিদিক্ শব্দ প্রযুক্ত হয়, তন্মধ্যে অপদিশ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, এবং অব্যয়ীভাবনিষ্পন্ন বলিয়া অব্যয়, আর বিদিক্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ]। অব্যয়ী। ব্য ; ক্লী।

অপদেবতা—ভূত, প্রেত, পিশাচাদি। সং ; স্ত্রী। [বিদ্যাধর, অপ্সরাঃ, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ও ভূত, ইহারা দেবযোনি অর্থাৎ দেবাংশক, কারণ দেবতারা ইহাদের আদিকারণ]।

অপদেশ—১। নির্দ্দেশ। অপ–দিশ (বলা)+অল্ ভা। ২। ছল ; চিহ্ন ; নিমিত্ত। অপ–দিশ+অল্ ণ। ৩। লক্ষ্য ; স্থান। অপ–দিশ+অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

অপধ্যান—অসদভিপ্রায় ; অমঙ্গল চিন্তা। ক্লী।

অপধ্বংস—ত্যাগ ; নিন্দা ; পতন ; অপঘাত। অপ–ধ্বন্স (ধ্বংস হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে অপধ্বস্ত।

অপধ্বংসজ—সঙ্কর জাতি। অপধ্বংস শব্দ–জন (জন্মান)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

অপধ্বস্ত—ত্যক্ত ; নিন্দিত ; পতিত ; চূর্ণিত।

অপ—ধ্বন্‌স+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অপধ্বংস।

অপনয়—অপনয়ন দেখ। অপ—নী+অল্ ভা। সং ; পু।

অপনয়ন—দূরীকরণ, পরিত্যাগ ; অপনোদন, নিবারণ ; মোচন, খণ্ডন ; প্রমার্জ্জন, মোছা ; অপহরণ ; অপকার। অপ—নী+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অপনীত। অপর বিশেষ্যে অপনয়।

অপনীত—দূরীকৃত ; নিবারিত ; খণ্ডিত ; প্রমার্জ্জিত ; অপহৃত ; অপচিত। অপ—নী+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অপনয় ও অপনয়ন।

অপনোদন—দূরীকরণ, অপসারণ, খণ্ডন ; মোচন ; অপচয়। অপ—ণিজন্ত নুদ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অপনোদিত।

অপপ্রয়োগ—অযথা ব্যবহার, অশুদ্ধ প্রয়োগ, ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ প্রয়োগ। অপকৃষ্ট অর্থাৎ সদোষ যে প্রয়োগ, প্রাদি। সং ; পু।

অপভয়—ভয়শূন্য, নির্ভয়। অপ (অপগত) হইয়াছে ভয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অপভাষা—অপকৃষ্ট ভাষা, অসাধু বাক্য, কটু কথা, ইতর ভাষা, চাষার ভাষা। অপকৃষ্টা ভাষা, প্রাদি। সং ; স্ত্রী।

অপভ্রংশ—অপভাষা ; ব্যাকরণদুষ্ট পদ, অশুদ্ধ কথা ; শব্দের প্রকৃত আকারের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত তাহার বিকৃত অংশ (Corruption of words) ; স্খলন ; পতন। অপ—ভ্রন্‌শ (ভ্রষ্ট হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে অপভ্রষ্ট।

অপমর্শ, অপমর্ষ—অপহরণ ; নিন্দা। অপ—মৃশ বা মৃষ+অল্ ভা। সং ; পু।

অপমান—মানহানি ; অমর্যাদা ; অবজ্ঞা, অনাদর। অপ—মান+অল্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অপমানিত। বিপরীতার্থক শব্দ সম্মান। [অর্থনাশ, মনস্তাপ, গৃহে সংঘটিত দুশ্চরিত্রতা, বঞ্চনা ও অপমান—মতিমান্ লোকে এই পাঁচটী প্রকাশ করিবেন না]।

অপমানসূচক—মানহানি-প্রকাশক। অপমানের সূচক, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপমানিত—অসম্মানিত, অবমানিত, অবজ্ঞাত, অনাদৃত। অপ—মান+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অপমান।

অপমৃত্যু—অপকৃষ্ট মৃত্যু, অপঘাত, অস্বাভাবিক কারণ (অর্থাৎ রোগাদি) ভিন্ন কোনও আকস্মিক কারণে প্রাণ হারান। অপকৃষ্ট মৃত্যু, প্রাদি। সং ; পু। [পক্ষী, মৎস্য, মৃগ, দণ্ডী, শৃঙ্গী, নখী ও বজ্রাগ্নি দ্বারা অথবা পতন, অনশন, বিষপান, উদ্বন্ধন, জলপ্রবেশ, অস্ত্রক্ষত প্রভৃতি দ্বারা সম্পাদিত মরণ]।

অপযশঃ—(অপযশস্) অখ্যাতি, অপকীর্ত্তি, দুর্নাম, কলঙ্ক। অপকৃষ্ট যশঃ (খ্যাতি), প্রাদি ; সং ; ক্লী। বিশেষণে অপযশস্বী।

অপযান—পলায়ন, অপগমন। অপ—যা+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অপর—১। অন্য, ভিন্ন, শত্রুভিন্ন ; প্রতিকূল ; পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ; বিপরীত। বিণ ; ত্রি। ২। হস্তীর পশ্চাৎ ভাগ বা পদ। সং ; ক্লী।

অপরক্ত—অনুরাগশূন্য ; বিরক্ত ; বিরাগী। অপ—রন্‌জ+ক্ত ক ; বিণ ; ত্রি।

অপরঞ্চ—আরও, অপিচ, কিঞ্চ। বা।

অপরতি—নিবৃত্তি ; বিরতি ; বিরাগ। অপ—রম+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। [সপ্তম্যর্থে। ব্য।

অপরত্র—অন্যত্র ; পরকালে। অপর শব্দ+ত্র

অপরপক্ষ—১। কৃষ্ণপক্ষ [ইহাই পিতৃপক্ষ ; পূর্ব্বপক্ষ দেবতাদিগের, অপরপক্ষ পিতৃগণের]। অপর (শুক্ল হইতে অন্য) যে পক্ষ, কর্ম্মধা। ২। (শাস্ত্রবিচারস্থলে) উত্তর দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নকে পূর্ব্বপক্ষ বলে]। সং ; পু।

অপররাত্র—রাত্রির শেষ প্রহর, শেষরাত্রি। রাত্রির অপর (শেষভাগ), ৬তৎ, অপর পদের পূর্ব্বনিপাত, অপর রাত্রি+ষ। সং ; পু।

অপরা—পশ্চিমদিক্ ; জরায়ু। সং ; স্ত্রী।

অপরাঙ্মুখ—অনিবৃত্ত, কর্ত্তব্য বিষয়ে যে বিমুখ নয়। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপরাঙ্মুখী।

অপরাজিত—১। অপরাভূত, অজিত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। শিব ; বিষ্ণু ; ঋষিবিশেষ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অপরাজিতা।

অপরাজিতা—১। অপরাভূতা। নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে অপরাজিত। ২। দুর্ব্বা ; দুর্গা ; স্বনামপ্রসিদ্ধ লতাবিশেষ ; ছন্দোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

অপরাদ্ধ—অপরাধী ; স্খলিত ; ভ্রান্ত। অপ—রাধ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অপরাধ

অপরাদ্ধপৃষৎক, অপরাদ্ধেষু—ভ্রষ্টলক্ষ্য, যাহার বাণ লক্ষ্যে লাগে নাই। অপরাদ্ধ (ভ্রষ্ট) হইয়াছে পৃষৎক অথবা ইষু (বাণ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অপরাধ—দুষ্কর্ম্ম জন্য দোষ, পাপ, নিয়মলঙ্ঘন, আইনের বিরুদ্ধাচরণ, ত্রুটি। অপ—রাধ+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে অপরাধী।

অপরাধিনী—কৃতাপরাধা, অপরাধকারিণী ; অপরাধবিশিষ্টা। অপরাধ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

অপরাধী—দোষী, অপরাধকারী। অপরাধ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে অথবা অপ—রাধ+ণিন্ ক =অপরাধিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অপরাধিনী। বিশেষ্যে অপরাধ।

অপরান্ত—পশ্চিমদিক্ স্থিত ; পশ্চিমদিগন্ত ; পশ্চিমদেশীয়, পাশ্চাত্য। বিণ ; ত্রি।

অপরাপর—অন্যান্য। বিণ ; ত্রি।

অপরামর্শ—অসৎ পরামর্শ, কুমন্ত্রণা। সং ; পু।

অপরাহ্ণ—দিনের শেষভাগ, সমস্ত দিবামানকে তিন সমান অংশে বিভক্ত করিলে যে অংশটা শেষ ভাগে পড়ে। অহনের (দিনের) অপর (শেষ ভাগ), ৬তৎ ; পূর্ব্ব পদের পর নিপাত। অপর শব্দ—অহন্ শব্দ+ষ। সং ; পু। বিপরীতার্থক শব্দ পূর্ব্বাহ্ণ। [বিণ ; ত্রি।

অপরিক্লিষ্ট—অক্লিষ্ট ; সহজসাধ্য। নঞ্‌তৎ।

অপরিগ্রহ—১। পরিজনশূন্য। অবিদ্যমান হইয়াছে পরিগ্রহ অর্থাৎ পরিজন বা স্ত্রী যাহার, বহু ; বিণ ; ত্রি। ২। স্ত্রীশূন্য। বিণ ; পু। ৩। গ্রহণ না করা, অন্যদত্ত বস্তুর অগ্রহণ। ন পরিগ্রহ, নঞ্‌তৎ। ৪। উদাসীন, সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক। ন অর্থাৎ নাই পরিগ্রহ অর্থাৎ অপরের দানগ্রহণ যাহার, বহু। সং ; পু। বিপরীতার্থক শব্দ পরিগ্রহ। বিশেষণে অপরিগৃহীত।

অপরিচিত—যাহার সহিত পরিচয় নাই ; অজ্ঞাত, অচেনা। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপরিচিতা। বিশেষ্যে অপরিচয়। বিপরীতার্থক শব্দ পরিচিত।

অপরিচ্ছন্ন—অপরিষ্কৃত, সমল, মলিন। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপরিচ্ছিন্না। বিশেষ্যে অপরিচ্ছন্নতা। বিপরীত শব্দ পরিচ্ছন্ন।

অপরিচ্ছিন্ন—যাহার ইয়ত্তা করিতে পারা যায় নাই, অসীম। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ পরিচ্ছিন্ন।

অপরিজ্ঞাত—অবিদিত, যাহা জানা যায় নাই তাদৃশ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপরিণত—অপরিপক্ক, কাঁচা। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপরিণতা।

অপরিণতবয়স্ক—তরুণবয়স্ক, যাহার অধিক বয়স নয় ও তজ্জন্য বহুদর্শিতা হয় নাই। নঞ্‌তৎ ; বিণ ; ত্রি।

অপরিণত-বুদ্ধি—তরল-বুদ্ধি, যাহার বুদ্ধির পরিপক্কতা হয় নাই। অপরিণতা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অপরিণামদর্শিতা—পরিণাম চিন্তা না করা, পরিণাম-দৃষ্টিরাহিত্য। অপরিণামদর্শিন+তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

অপরিণামদর্শী—যে পরিণাম চিন্তা করে না, উত্তরকালে কি ঘটিবে তাহা যে ভাবে না, অবিবেচক। পরিণাম দর্শন করে যে পরিণামদর্শী, উপ। ন পরিণামদর্শী অপরিণামদর্শী, নঞ্‌তৎ। নঞ্ (অ)—পরিণাম শব্দ—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক=অপরিণামদর্শিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অপরিণামদর্শিনী, বিশেষ্যে অপরিণামদর্শিতা। বিপরীতার্থক শব্দ পরিণামদর্শী।

অপরিণীত—অবিবাহিত, যাহার পরিণয় অর্থাৎ বিবাহ হয় নাই। নঞ্‌তৎ। নঞ্ (অ)—

পরি—নী+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপরিণীতা। বিপরীতার্থক শব্দ পরিণীত।

অপরিতৃপ্ত—অতৃপ্ত। নঞ্‌তৎ। নঞ্‌ (অ)—পরি—তৃপ (তৃপ্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপরিতৃপ্তা।

অপরিত্যাজ্য—অত্যাজ্য, যাহা ত্যাগ করিবার নহে। নঞ্‌তৎ। নঞ্‌ (অ)—পরি—ত্যজ+ঘ্যণ্ কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপরিত্যাজ্যা। বিশেষ্যে অপরিত্যাগ। বিপরীতার্থক শব্দ পরিত্যাজ্য।

অপরিপক্ক—যাহা ভালরকম পাকে নাই, কাঁচা; অপটু, অনিপুণ, অপরিণত। নঞ্‌তৎ। নঞ্‌ (অ)—পরি—পচ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপরিপক্কা। বিশেষ্যে অপরিপাক। বিপরীতার্থক শব্দ পরিপক্ক।

অপরিমিত—পরিমাণাতিরিক্ত, অপর্যাপ্ত, প্রচুর, অত্যন্ত অধিক। নঞ্‌তৎ। নঞ্‌ (অ)—পরি—মা (পরিমাণ করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ পরিমিত।

অপরিমেয়—যাহার পরিমাণ করা যায় না, পরিমাণাতিরিক্ত, অসীম, অত্যন্ত অধিক। নঞ্‌তৎ। নঞ্‌ (অ)—পরি—মা (পরিমাণ করা)+য কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ পরিমেয়।

অপরিম্লান—১। গ্লানিশূন্য, নির্ম্মল। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ২। রক্তাম্লান বৃক্ষ। সং; পু।

অপরিবর্ত্তনীয়—যাহার পরিবর্ত্তন করা যায় না, পরিবর্ত্তনানর্হ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অপরিশুদ্ধ—অবিশুদ্ধ, সম্যক্ শুদ্ধ নয়, একেবারে নির্দ্দোষ নয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অপরিশোধ্য—পরিশোধের অযোগ্য, যাহার পরিশোধ করা অসাধ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অপরিষ্কার—১। পরিষ্কারের অভাব, পরিষ্কৃতিরাহিত্য। ন পরিষ্কার, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। অপরিষ্কৃত। অবিদ্যমান হইয়াছে পরিষ্কার যাহার, বহু। বঙ্গভাষায় পরিষ্কার শব্দ বিশেষণভাবেও প্রযুক্ত হয়, কিন্তু বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট তাহা সাধুভাষা বলিয়া আদৃত নহে]।

অপরিষ্কৃত—অপরিচ্ছন্ন, সমল, মলিন। নঞ্‌তৎ; বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপরিষ্কৃতা (=মলিনা)।

অপরিসীম—যাহার সীমা নাই, অসীম, অনন্ত, অশেষ। ন (নাই) পরিসীমা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপরিসীমা।

অপরিস্ফুট—যাহা পরিস্ফুট নহে, অস্পষ্ট। নঞ্‌তৎ। নঞ্‌ (অ)—পরি—স্ফুট+ক ক। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ পরিস্ফুট।

অপরিস্ফুটরূপে—অস্পষ্টরূপে। বহু। ক্রি-বিণ।

অপরিহরণীয়—অপরিহার্য্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি

অপরিহার্য্য—যাহা পরিহার করিবার নহে, যাহা এড়াইবার যো নাই, অত্যাজ্য। ন পরিহার্য্য, নঞ্‌তৎ। নঞ্‌ (অ)—পরি—হৃ+ঘ্যণ্ কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অপরূপ—১। আশ্চর্য্য, বিস্ময়জনক। অপ (বিপরীত) হইয়াছে রূপ অর্থাৎ প্রকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। কুরূপ। অপকৃষ্ট রূপ, প্রাদি। ৩। কুৎসিত রূপবিশিষ্ট, কুৎসিতাকার। অপকৃষ্ট হইয়াছে রূপ অর্থাৎ আকার বা শরীর যাহার, বহু; বিণ; ত্রি।

অপরেদ্যুঃ—অন্য দিনে, পরশ্বঃ। অপর শব্দ+এদ্যুস্ দিনার্থে ৭মী বিভক্তির অর্থে। ব্য।

অপরোক্ষ—সাক্ষাৎ, প্রত্যক্ষ। অব্যয়ী। সং; ক্লী

অপর্ণ—পত্রহীন, নিষ্পত্র। অবিদ্যমান হইয়াছে পর্ণ অর্থাৎ পত্র যাহার, বহু; বিণ; ত্রি।

অপর্ণা—উমা, দুর্গা, পার্ব্বতী। ন (ভুক্ত নয়) পর্ণ (বৃক্ষপত্র) যৎকর্ত্তৃক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। কথিত আছে যে, পার্ব্বতী মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিবার কালে প্রথমে গলিত বৃক্ষপত্র ভোজন করিতেন, পরে তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন]। সং; স্ত্রী।

অপর্য্যাপ্ত—১। পর্য্যাপ্তাধিক, অসীম, প্রচুর; ন (নাই) পর্য্যাপ্ত (প্রচুর) যাহা হইতে, বহু। ২। অসম্পূর্ণ; অসমর্থ। ন পর্য্যাপ্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অপল—১। আলপিন; কীলক, খোঁটা। অপ—লা (গ্রহণ করা)+ড ক; সং; পু। ২। মাংসহীন। ন (নাই) পল (মাংস) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

অপলপিত—যাহার অপলাপ করা হইয়াছে, অপহ্নুত, অস্বীকৃত। অপ—লপ+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অপলাপ।

অপলাপ—অপহ্নব, অস্বীকার, গোপন, ভাঁড়ান; প্রেম। অপ—লপ+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অপলপিত।

অপলাষিকা—তৃষ্ণা, পিপাসা। অপ—লষ+ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অপবরক—অন্তর্গৃহ, গর্ভগৃহ, গৃহমধ্যস্থ গৃহ। অপ—বৃ (আবরণ করা)+অন্ ক=অপবর, তদুত্তরে কণ্। সং; পু।

অপবর্গ—মুক্তি, সংসারবন্ধনমোচন, জীবাত্মা-পরমাত্মায় মিলন; দান; ত্যাগ; নিষ্পত্তি; ফলসিদ্ধি; সমাপ্তি। ব্যাকরণে—উৎসর্গ সামান্য বিধি এবং অপবাদ বিশেষ বিধি। অপ—বৃজ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অপবর্জ্জন—মুক্তি; দান; ত্যাগ, বিসর্জ্জন; পরিহার। অপ—বৃজ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অপবর্জ্জিত।

অপবর্জ্জিত—ত্যক্ত; দত্ত; পরিহৃত; অপচিত। অপ—বৃজ (ত্যাগ করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অপবর্জ্জন ও অপবর্গ।

অপবর্ত্তক—নিরবশেষরূপে ভাজক, যে রাশি দ্বারা অন্য একটী রাশিকে ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না, তাহাকে ঐ রাশির অপবর্ত্তক কহে। অপ+বৃত+ণক ক; বিণ।

অপবর্ত্তন—পরিবর্ত্তন; বিচলন; সংক্ষিপ্তকরণ, কোন একটী রাশিকে তদপেক্ষা একটী ক্ষুদ্র রাশি দ্বারা ভাগ করা; ভাজ্যভাজকের বিভাজন। অপ—বৃত+অনট ভা। সং; ক্লী।

অপবর্ত্তিত—পরিবর্ত্তিত; বিচলিত। বিণ; ত্রি।

অপবর্ত্ত্য—শুদ্ধ ভাজ্য, যে রাশিকে অন্য কোন রাশি দ্বারা ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না, তাহাকে ঐ রাশির অপবর্ত্ত্য বলে। বিণ।

অপবাদ—নিন্দা, দোষারোপ, দুর্নাম; অপহ্নব; কুৎসিত বাদ্য; বিশেষ বিধি; আজ্ঞা, নিয়ম। অপ—বদ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অপবাদক—অপবাদকারী, নিন্দক। অপ—বদ (বলা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপবাদিকা (=নিন্দাকারিণী)।

অপবারণ—বর্জ্জন; ব্যবধান; অন্তর্দ্ধান। অপ—বারি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপবারিত—আচ্ছাদিত; বর্জ্জিত; ব্যবহিত; অন্তর্হিত। অপ—বারি+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অপবাহিত—তাড়িত, স্থানান্তরপ্রাপিত, সরাইয়া দেওয়া। অপ—বাহি+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অপবিত্র—অশুদ্ধ, অশুচি, অপূত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপবিত্রা। বিশেষ্যে অপবিত্রতা। বিপরীতার্থক শব্দ পবিত্র।

অপবিত্রতা—অপবিত্র দেখ। অপবিত্র+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অপবিদ্ধ—১। পরিত্যক্ত; প্রক্ষিপ্ত; প্রত্যাখ্যাত, নিরস্ত; চূর্ণিত; প্রেরিত। অপ—ব্যধ (তাড়না করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। পুত্রবিশেষ, মাতাপিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অপর গৃহীত পুত্র, যে ছেলেকে তাহার মাতা ও পিতা পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু অপরে গ্রহণ করিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেছে। সং; পু।

অপব্যয়—অপকৃষ্ট ব্যয়; অকারণ অর্থের অপচয়; বৃথা ব্যয়। অপকৃষ্ট ব্যয়, প্রাদি। সং; পু। বিশেষণে অপব্যয়িত ও অপব্যয়ী।

অপব্যয়ী—অপব্যয়কারী, অযথোচিত ব্যয়শীল, অসদ্ব্যয়ী। অপব্যয় শব্দ+ইন্ শীলাদ্যর্থে=অপব্যয়িন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অপব্যয়িনী (=অপব্যয়কারিণী)।

অপব্যবহার—অন্যায়রূপে ব্যবহার, অনুচিতভাবে কার্য্যে নিয়োজন। অপকৃষ্ট যে ব্যবহার, প্রাদি। সং; পু।

অপশঙ্ক—শঙ্কারহিত, নির্ভয়। অপ (অপগত) হইয়াছে শঙ্কা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অপশঙ্কা—দুঃশঙ্কা, মন্দ আশঙ্কা। অপকৃষ্ট শঙ্কা, প্রাদি। সং; স্ত্রী।

অপশদ, অপসদ—নীচ, অধম। অপ—শদ বা সদ (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

অপশব্দ—নিকৃষ্ট শব্দ; অসংস্কৃত শব্দ; ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ, অপভ্রংশ শব্দ। সং; পু।

অপশোক—শোকশূন্য। অপ (অপগত) হইয়াছে শোক যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অপষ্ঠু—১। বিরুদ্ধ, প্রতিকূল; বিপরীত। অপ—স্থা+কু ক। বিণ; ত্রি। ২। নির্দ্দোষ। ব্য। ৩। কাল। সং; পু।

অপসর—অপসরণ। অপ—সৃ+অল্ ভা। সং; পু।

অপসরণ—অপগমন, পলায়ন; স্থানান্তরে গমন, সরিয়া যাওয়া। অপ—সৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অপসৃত।

অপসর্জ্জন—বিসর্জ্জন, দান, ত্যাগ; মারণ; মুক্তি। অপ—সৃজ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপসর্প—অপসর্পণ; গুপ্তচর; দূত। অপ—সৃপ (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পু।

অপসর্পণ—স্থানান্তর গমন, পলায়ন। অপ—সৃপ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপসব্য—বিপরীত দিক্; দক্ষিণ দিক্; প্রতিকূল; অননুকূল। সব্য অর্থাৎ বাম হইতে অপগত, ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

অপসারণ—দূরীকরণ, নিষ্কাশন, চালন, সরান। অপ—ণিজন্ত সৃ বা সারি+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অপসারিত।

অপসারিত—চালিত; দূরীকৃত, নিষ্কাশিত, তাড়িত; বিবৃত; খোলা; বিস্তারিত। অপ ণিজন্ত সৃ বা সারি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অপসারণ।

অপসৃত—অপগত, অপক্রান্ত, পলায়িত। অপ—সৃ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অপসরণ।

অপস্কর—রথাবয়ব, চক্র, যুগ, অক্ষ প্রভৃতি; বিষ্ঠা। অপ—কৃ+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

অপস্নাত—অশৌচান্তে স্নাত; মৃত্যুর পর স্নাত। অপ—স্না (স্নান করা)+ক্ত ক বা র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অপস্নান।

অপস্নান—মৃত্যুর পর স্নান; অশৌচান্তে স্নান। অপ—স্না (স্নান করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অপস্নাত।

অপস্পশ—চরশূন্য। বিণ; ত্রি।

অপস্মার—মূর্চ্ছারোগবিশেষ, মৃগীরোগ (Epilepsy)। অপ (অপগত) স্মার (স্মরণশক্তি) যদ্দারা, বহু। সং; পু।

অপহত—বিনষ্ট। অপ—হন (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপহতা।

অপহরণ—অন্যায়রূপে গ্রহণ, চুরি, চৌর্য্য; কাড়িয়া লওয়া। অপ—হৃ (হরণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অপহৃত।

অপহর্ত্তা—অপহরণকর্ত্তা, চোর। অপ—হৃ (হরণ করা)+তৃণ্ ক=অপহর্ত্তৃন্, ১মার ১বচন; বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অপহর্ত্রী।

অপহসিত—অপকৃষ্ট হাস্য, অশ্রুৎপাদক উচ্চহাস্য। অপ—হস (হাস্য করা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

অপহস্ত—১। হস্তবহির্ভূত, বেহাত। হস্ত হইতে অপগত, ৫তৎ। ২। গলহস্তাদি দ্বারা বহিষ্কৃত; হস্ত দ্বারা অপসারিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। ৩। অপহরণ। হস্ত হইতে অপগম, ৫তৎ। সং; পু।

অপহস্তিত—হস্তবহির্ভূত, বেহাত; পরিত্যক্ত; নিরস্ত। অপহস্ত শব্দ+ইত। বিণ; ত্রি।

অপহা—উচ্ছেদক, বিনাশকারী। অপ—হন+ক্বিপ্ ক=অপহন্ শব্দ ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি।

অপহার—ক্ষতি, অপচয়; চুরি যাওয়া, অপহরণ; সঙ্গোপন; অপনয়ন। অপ—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অপহারক—অপহরণকারক, চোর; ক্ষতিকারক। অপ—হৃ (হরণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপহারিকা।

অপহারিত—যাহা হারান গিয়াছে; নাশিত। অপ—ণিজন্ত হৃ বা হারি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি

অপহারী—অপহরণকারী, অপহারক। অপ—হৃ+ণিন্ ক=অপহারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অপহারিণী।

অপহাস—বৃথা হাস্য। অপ—হস (হাস্য করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অপহৃত—চোরিত; অপচিত। অপ—হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপহৃতা=(চোরিতা)। বিশেষ্যে অপহরণ।

অপহৃত-চেতন—চৈতন্যহীন, যাহার চেতনা অপহৃত হইয়াছে। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপহৃতচেতনা।

অপহ্নব—অপলাপ; চৌর্য্য; স্নেহ, প্রেম। অপ—হ্নু (গোপন করা)+অল্ ভা; সং; পু। বিশেষণে অপহ্নুত।

অপহ্নুত—অপলপিত। অপ—হ্নু (গোপন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অপহ্নব ও অপহ্নুতি।

অপহ্নুতি—জানিয়া গোপন করা, ভাঁড়ান; অপলাপ, অস্বীকার; অর্থালঙ্কারবিশেষ (Denial) [অলঙ্কার দেখ]। অপ—হ্নু+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অপহ্নুত।

অপাংনাথ, অপাংপতি—সমুদ্র; বরুণ। অপাংনিধি দেখ; অপাং (জলসমূহের) নাথ (প্রভু), পতি (স্বামী), অলুক্ ৬তৎ; পু।

অপাংনিধি—সমুদ্র; বিষ্ণু। অপ্ শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে অপাং, অপাং (জলরাশির) নিধি (ধারক), অলুক্ ৬তৎ। সং; পু। নিধি=নি—ধা (ধারণ করা)+কি অধি।

অপাংপিত্ত—চিত্রকবৃক্ষ; অগ্নি। সং; পু।

অপাক—১। অজীর্ণরোগ, অপচার; অপক্কাবস্থা। নঞ্ (অ)—পচ (পাক করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অপক্ক। ২। অজীর্ণ; অপক্ক। বিণ; ত্রি।

অপাকরণ—অপসারণ; নিরাকরণ; প্রশমন; বিকৃতি, প্রকৃতির অন্যথাভাব; পরিশোধ। অপ—আ—কৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপাকৃত—অপসারিত; নিরাকৃত; পরিশোধিত; প্রশমিত। অপ—আ—কৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অপাকৃতি—অপাকরণের সমান অর্থ। অপ—আ—কৃ+ক্তি ভা; সং; স্ত্রী।

অপাক্ষ—১। নেত্রশূন্য। অপগত হইয়াছে অক্ষি অর্থাৎ চক্ষুঃ যাহার, বহু; বিণ; ত্রি। ২। কুৎসিত ইন্দ্রিয়। অপকৃষ্ট অক্ষি, প্রাদি। সং; ক্লী।

অপাঙ্‌ক্তেয়—এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজনের অযোগ্য। ন (অ)—পঙ্‌ক্তি শব্দ+ঢেয় অর্হার্থে। বিণ; ত্রি।

অপাঙ্গ—১। চক্ষুর প্রান্তভাগ; কটাক্ষ; তিলক। অপ (অপকৃষ্ট)—অন্‌গ (গমন করা)+অন্ ক। সং; ক্লী। ২। অঙ্গহীন। অপগত হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষণে অপাঙ্গী।

অপাঙ্গক—আপাংগাছ। সং; পু।

অপাঙ্গদর্শন—কটাক্ষপাত, আড়চোখে চাওয়া। ৩তৎ। সং; ক্লী।

অপাচ্য—পাকের অযোগ্য, যাহা জীর্ণ হয় না। ন পচ (পাক)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অপাটব—অপটুতা; অসুস্থতা; জড়তা; অক্ষমতা। নঞ্ তৎ। সং; ক্লী।

অপাত্র—কুপাত্র, অধম পাত্র; অযোগ্য পাত্র। ন (অপ্রশস্ত) পাত্র, নঞ্ তৎ। সং; ক্লী।

অপাত্রন্যস্ত—অপাত্রে রক্ষিত, অনুপযুক্ত লোকের নিকট গচ্ছিত। নঞ্ তৎ, ও ৭তৎ; বিণ।

অপাত্রীকরণ—নিন্দিত ব্যক্তি হইতে ধনগ্রহণ, বাণিজ্য, শূদ্রসেবা, মিথ্যা কথন, বিপ্রের এই চারি প্রকার পাপ। নববিধ পাপের মধ্যে অন্যতম পাপ। অপাত্র—কৃ+অভূততদ্ভাবার্থে অপাত্র শব্দের উত্তর চ্বি এবং কৃ ধাতুর উত্তর ভাবে অনট্। সং; ক্লী।

অপাদান (ব্যাকরণে) কারকবিশেষ; বাচ্যবিশেষ। অপ—আ—দা (দান করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপান—১। গুহ্যদেশস্থ বায়ু, বাতকর্ম্ম। অপ—অন (বাঁচা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু। [শরীরস্থ পঞ্চ বায়ুর মধ্যে অন্যতম। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটী শরীরস্থ বায়ু। প্রাণবায়ু হৃদয়ে, অপানবায়ু গুহ্যদেশে, সমানবায়ু নাভিদেশে, উদান-

বায়ু কণ্ঠদেশে এবং ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীরে অবস্থিতি করে]। ২। গুহ্যদেশ, মলদ্বার। অপ—অন (বাঁচা)+ঘঞ্ অপা। সং; ক্লী।

অপাপ—নিষ্পাপ, পাপশূন্য। অবিদ্যমান হইয়াছে পাপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অপামার্গ—আপাঙ্ গাছ। অপ—আ—মৃজ+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

অপায়—নাশ; অপগম, চলন; প্রতিবন্ধক, বিঘ্ন। অপ—ই (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অপায়ী।

অপায়ী—অপায়যুক্ত; বিনশ্বর। অপায় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=অপায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অপায়িনী।

অপার—১। অকূল; অসীম; অত্যন্ত অধিক; অগাধ। অবিদ্যমান হইয়াছে পার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অপর কূল বা তীর। অনধিগত পার, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি।

অপারক—অক্ষম, অসমর্থ, অশক্ত। নঞ্ তৎ।

অপার্থ—১। নিরর্থক; নিষ্ফল, ব্যর্থ। অপগত হইয়াছে অর্থ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অপার্থতা। ২। কাব্যদোষবিশেষ। সং; ক্লী।

অপার্থতা—অপার্থ দেখ।

অপার্থিব—অজড়, যাহা পৃথিবীর বস্তুগত নহে; নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি।

অপালন—পালনাভাব, পালন বা রক্ষা না করণ, অরক্ষণ। নঞ্ তৎ। সং; ক্লী।

অপাবরণ—আবরণ, আচ্ছাদন; প্রকাশ; স্বেচ্ছা প্রবৃত্তি। অপ—আ—বৃ (আবরণ করা)+অনট্ ভা। সং; পু।

অপাবর্ত্তন—প্রত্যাবর্ত্তন, ফিরিয়া আসা। অপ—আ—বৃত+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপাবৃত—অনাবৃত, অনাচ্ছাদিত; প্রকাশিত; উদ্ঘাটিত; স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত; স্বতন্ত্র, স্বাধীন। অপ—আ—বৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অপাবৃত্ত—প্রত্যাবৃত্ত, প্রতিনিবৃত্ত; ভূলুণ্ঠিত। অপ—আ—বৃত+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অপাশ্রয়—১। আশ্রয়হীন, নিরাশ্রয়। অপগত হইয়াছে আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া। অপকৃষ্ট আশ্রয়, প্রাদি। সং; পু।

অপাসঙ্গ—তূণীর, তূণ। সং; পু।

অপাসন—অপসারণ, দূরীকরণ; মারণ, বধ। অপ—অস (নিক্ষেপ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপাস্ত—নিরস্ত; অপসারিত; দূরীকৃত; অগ্রাহ্য, অপগত; খণ্ডিত। অপ—অস (থাকা বা নিক্ষেপ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অপাহরণ—অপনোদন; আকর্ষণ। অপ—আ—হৃ (হরণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপি—সম্ভাবনা; নিন্দা; সমুচ্চয়; অবধারণ; প্রশ্ন; শঙ্কা; অনুজ্ঞা; যুক্তপদার্থ; কামচার; অল্পতা; সন্দেহ; পুনঃ। ব্য; উপসর্গ।

অপিগীর্ণ—বর্ণিত; কথিত; স্তুত। অপি—গৄ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অপিচ—আরও, কিঞ্চ, অপরঞ্চ। ব্য।

অপিতু—কিন্তু; যদি। ব্য।

অপিধান—তিরোধান; আচ্ছাদন। অপি—ধা (ধারণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অপিনদ্ধ—পরিহিত। অপি—নহ (বন্ধন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অপীনস—১। পীনসরোগশূন্য। বিণ; ত্রি। ২। পীনসরোগ। সং; ক্লী।

অপুংপ্রভব—পিতৃমাতৃক উৎপাদয়িত্রী। পু।

অপুচ্ছ—পুচ্ছরহিত, লেজহীন। ন (নাই) পুচ্ছ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপুচ্ছা।

অপুচ্ছা—শিংশপা বৃক্ষ। সং; স্ত্রী।

অপুচ্ছাঙ্কুর—যাহাদের মুখগহ্বর ও মস্তক বৃহৎ, পুচ্ছ নাই এবং অগ্রপাদ পশ্চাৎ পাদের অপেক্ষা খর্ব্ব ও উল্লম্ফনশীল, মণ্ডূকাদি প্রাণী। সং; পু।

অপুত্র, অপুত্রক—পুত্রহীন। ন (নাই) পুত্র যাহার, বহুব্রীহি সমাসে বিকল্পে ক প্রত্যয়। বিণ; ত্রি।

অপুত্রকতা—পুত্রহীনতা, পুত্র না থাকা। অপুত্রক শব্দ+তা, ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

অপুনরাবৃত্তি—পুনর্জ্জন্ম না হওয়া, নির্ব্বাণমুক্তি; অপুনরাগমন। পুনঃ অর্থাৎ পুনর্ব্বার আবৃত্তি অর্থাৎ আসা, (তাৎপর্য্যার্থ) জন্ম। ন পুনরাবৃত্তি, নঞ্ তৎ; সং; স্ত্রী। [শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, মুক্তি হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না]।

অপুনর্ভব—পুনর্জ্জন্ম না হওয়া, নির্ব্বাণমুক্তি। ন (অ)—পুনর্—ভূ+অল্ ভা; সং; পু।

অপুরোদন্তী—যাহাদের মুখের সম্মুখভাগে দন্ত নাই। সং; পু। অপুরোদন্তিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। স্ত্রীলিঙ্গে অপুরোদন্তিনী।

অপুষ্পফলপ্রদ—পুষ্প ব্যতীত যে বৃক্ষের ফল জন্মে, কাঁঠাল গাছ। সং; পু।

অপূত—অপবিত্র, অশুচি; সংস্কারবিহীন; ব্রাত্য। ন পূত, নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি।

অপূপ—পিষ্টক, পিঠা, রুটি। ন (সদৃশ) পূপ, নঞ্ তৎ। সং; পু।

অপূরণী—শিমুলগাছ। সং; স্ত্রী।

অপূর্ণ—অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত; পূর্ণভাব প্রাপ্ত নহে। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি।

অপূর্ব্ব—১। যাহা পূর্ব্বে হয় নাই, আশ্চর্য্য, অভূতপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অত্যুত্তম। যাহা পূর্ব্বে ন অর্থাৎ হয় নাই, সুপ্ সুপা সমাস। বিণ; ত্রি। ২। অদৃষ্ট। সং; ক্লী।

অপূর্ব্বসুন্দরী—অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যসম্পন্না। নঞ্ তৎ ও কর্ম্মধা। বিণ; স্ত্রী।

অপেক্ষা—১। প্রতীক্ষা; অনুরোধ; সম্যক্ দর্শন; বিবেচনা; সম্বন্ধ; আকাঙ্ক্ষা। অপ—ঈক্ষ (দেখা)+অ ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অপেক্ষিত। ২। তুলনা। ব্য। যথা, —সে আমা "অপেক্ষা" কিসে বড়?

অপেক্ষাকৃত—তুলনাকৃত; সম্যগ্ দর্শন দ্বারা সম্পাদিত। অপেক্ষা দ্বারা কৃত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

অপেক্ষাবুদ্ধি—এই একটী এই একটী, ইত্যাকার অনেকত্ব বিষয়িণী বুদ্ধি। সং; স্ত্রী।

অপেক্ষিত—প্রতীক্ষিত; অনুরোধিত; পর্য্যবেক্ষিত; সম্বদ্ধ; আকাঙ্ক্ষিত। অপ—ঈক্ষ (দেখা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অপেক্ষা।

অপেত—১। অপগত; নির্গত। অপ—ই (গমন করা)+ক্ত ক। ২। ত্যক্ত। অপ—ই (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অপায়। বিপরীতার্থক শব্দ অনপেত।

অপেতরাক্ষসী—তুলসীগাছ। সং; স্ত্রী।

অপেয়—পানের অযোগ্য, যাহা পান করিতে নাই। নঞ্ তৎ। নঞ্ (অ)—পা (পান করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপেয়া। বিপরীতার্থক শব্দ পেয়।

অপোগণ্ড—শিশু, নাবালক, অপ্রাপ্তবয়স্ক; বিকলাঙ্গ; ভীরু; বলিযুক্ত। অপ—গম (গমন করা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

অপোঢ়—পরিত্যক্ত; উদ্ঘাটিত; অতিক্রান্ত; ভীত; নিরস্ত। অপ—বহ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি

অপোহ—অপনোদন; তর্ক। অপ—উহ+অল্ ভা। সং; পু।

অপোহিত—অপনোদিত; তর্কিত। বিণ; ত্রি।

অপৌরুষ—অগৌরব, পুরুষকার না থাকা; অমানবরচিত। নঞ্ তৎ। সং; ক্লী। পৌরুষ=পুরুষ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে।

অপৌরুষেয়—পুরুষের অর্থাৎ মানুষের কৃত নয়, অমানুষিক, অলৌকিক। ন পৌরুষেয়, নঞ্ তৎ। পৌরুষেয়=পুরুষ+ষ্ণেয় পুরুষসম্বন্ধীয় বা পুরুষকৃত। বিণ; ত্রি।

অপ্পতি—সমুদ্র; বরুণ। অপের (জলের) পতি, ৬তৎ। সং; পু।

অপ্পয়দীক্ষিত—কর্ণাটদেশীয় জনৈক পণ্ডিত। ইনি সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি মূল্যবান্ মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন, এবং ন্যায় দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট টীকা করেন। ইনি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন।

অপ্পিত্ত—অগ্নি; চিত্রক বৃক্ষ। সং; পু।

অপ্রকাণ্ড—১। কাণ্ডশূন্য। অবিদ্যমান হইয়াছে প্রকাণ্ড অর্থাৎ প্রকৃষ্ট কাণ্ড যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২ স্তম্ব, গুল্ম। সং; পু।

অপ্রকাশ—১। প্রকাশাভাব, অনুদয়; গোপন। নঞ্ (অ)—প্র—কাশ (দীপ্তি পাওয়া)+

অল্ তা। সং ; পু। ২। অপ্রকাশিত, গুপ্ত। নঞ্ (অ)—প্র—কাশ+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। নাট্যে—জনান্তিকে। [:বিণ ; ত্রি।

অপ্রকাশিত—গুপ্ত, অপ্রকাশ। নঞ্ তৎ।

অপ্রকাশ্য—যাহা প্রকাশযোগ্য নয়, যাহা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ বা করা কর্ত্তব্য নয়, গোপনীয়। নঞ্ তৎ। নঞ্ (অ)—প্র—কাশ (দীপ্তি পাওয়া)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ প্রকাশ্য।

অপ্রকৃত—অযথার্থ, মিথ্যা, কল্পিত। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্রখর—অতীক্ষ্ণ। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্রগুণ—ব্যস্ত ; ব্যাকুল, কাতর। অবিদ্যমান হইয়াছে প্রগুণ (ধৈর্য্যাদি) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অপ্রচার—যাহার প্রচার নাই। বহু। বিণ ; ত্রি।

অপ্রজ—প্রজাশূন্য ; নিঃসন্তান। প্রজার অভাব, অব্যয়ী। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অপ্রজা।

অপ্রজাঃ—(অপ্রজস্ শব্দ) সন্তানরহিতা, বন্ধ্যা। অপ্রজ দেখ ; অপ্রজ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

অপ্রণয়—অসদ্ভাব, বিরোধ, প্রণয়ভঙ্গ। ন প্রণয়, নঞ্ তৎ। সং ; পু।

অপ্রণয়ী—প্রণয়শূন্য। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্রণিধান—অমনোযোগ। নঞ্ তৎ। সং ; ক্লী।

অপ্রণিহিত—অমনোযোগী। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি

অপ্রতিকার্য্য, অপ্রতীকার্য্য—প্রতিকারের অসাধ্য, অচিকিৎস্য, অপ্রতিবিধেয়। নঞ্ (অ)—প্রতি—কৃ+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ প্রতিকার্য্য, প্রতীকার্য্য।

অপ্রতিপত্তি—অগৌরব ; অস্বীকার ; অনিশ্চয় ; জড়তা ; কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্যতা। ন প্রতিহত, নঞ্ তৎ। সং ; স্ত্রী।

অপ্রতিবন্ধ—অব্যাহত, প্রতিবন্ধকশূন্য, অপ্রতিহত। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্রতিভ—প্রতিভাশূন্য, হতবুদ্ধি, লজ্জিত, অপ্রস্তুত ; দীপ্তিহীন ; নিষ্প্রভ। অবিদ্যমান প্রতিভা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অপ্রতিম—তুলনারহিত, অনুপম, নিরুপম, অতুল। অবিদ্যমান প্রতিমা (তুলনা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অপ্রতিরথ—১। প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য, প্রতিযোদ্ধাহীন, যাহার সমকক্ষ যোদ্ধা আর নাই। অবিদ্যমান প্রতিরথ (প্রতিযোদ্ধা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। অতুলনীয় যোদ্ধা ; সামবেদকথিত মন্ত্রবিশেষ ; যুদ্ধার্থ যাত্রা ; যুদ্ধার্থ যাত্রাকালীন অনুষ্ঠিত মঙ্গলকার্য্য। সং ; পু ও ক্লী।

অপ্রতিরুদ্ধ—যাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারা যায় নাই ; অনিবারিত, অবাধিত। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ প্রতিরুদ্ধ।

অপ্রতিরূপ—যাহার সমকক্ষ নাই এরূপ ; যাহার দ্বিতীয় নাই, অদ্বিতীয়। ন (নাই) প্রতিরূপ (সদৃশ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অপ্রতিবিধেয়—যাহার প্রতিবিধান বা প্রতিকার করা অসাধ্য, অপ্রতিকার্য্য। নঞ্ তৎ। নঞ্ (অ)—প্রতি—বি—ধা+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অপ্রতিবিধান ও অপ্রতিবিধেয়তা।

অপ্রতিষিদ্ধ—অনিষিদ্ধ। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্রতিষেধনীয়—নিষেধের অযোগ্য, যাহা নিষেধ করা উচিত নয়। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্রতিষ্ঠ—প্রতিষ্ঠাহীন, যশোহীন ; অনির্ণীত ; স্থিতিশূন্য। ন (নাই) প্রতিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অপ্রতিষ্ঠা।

অপ্রতিসমাধেয়—প্রতিকারের অযোগ্য বা অসাধ্য। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্রতিহত—অব্যাহত, যে বিষয়ে কেহ বিঘ্ন উৎপাদনে সমর্থ হয় নাই। নঞ্ তৎ। বিণ।

অপ্রতিহতবেগে—যাহাতে বেগের প্রতিঘাত না হয় এরূপে, অব্যাহতবেগে। ক্রি-বিণ।

অপ্রতীকার্য্য—অপ্রতিকার্য্য দেখ।

অপ্রতুল—প্রকৃষ্ট পরিমাণাভাব ; অভাব ; অনির্বৃতি ; অসঙ্গতি। নঞ্ তৎ। সং ; ক্লী।

অপ্রতুলতা—অনুপমতা। অপ্রকৃষ্ট হইয়াছে তুলা যাহার, বহু। ন প্রতুল অপ্রতুল, তদুত্তরে ভাবার্থে তা। অপ্রতুল শব্দে চলিত ভাষায় অভাব বুঝায়, তদুত্তরে তা হইতে পারে না ;

অপ্রত্যক্ষ—যাহা প্রত্যক্ষ নয়, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অতীন্দ্রিয়, পরোক্ষ। ন প্রত্যক্ষ, নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ প্রত্যক্ষ।

অপ্রত্যক্ষবাদী—যাঁহারা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় স্বীকার করেন। অপ্রত্যক্ষ—বদ ধাতু (বলা)+ণিন্ ক—অপ্রত্যক্ষবাদিন্ ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপ্রত্যক্ষবাদিনী।

অপ্রত্যয়—১। অবিশ্বাস। নঞ্ তৎ। সং ; পু। ২। অবিশ্বাসী, সন্দিগ্ধ। ন অর্থাৎ নাই প্রত্যয় যাহাতে, বহু ; বিণ ; ত্রি। ৩। ব্যাকরণে—যাহা প্রত্যয় নহে।

অপ্রত্যাখ্যেয়—প্রত্যাখ্যানের অযোগ্য, যাহাকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না বা করা উচিত নয়। ন প্রত্যাখ্যেয়, নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্রত্যাশিত—যাহার প্রত্যাশা করা হয় নাই। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্রধান—১। যাহা প্রধান নয়, অনুৎকৃষ্ট। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। গৌণ। সং ; ক্লী।

অপ্রধৃষ্য—অধৃষ্য, যাহাকে পরাভূত করা যায় না, অপরাভবনীয়। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্রফুল্ল—অপ্রসন্ন, বিষণ্ণ, ম্লান। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্রফুল্লকর—ম্লান রশ্মিবিশিষ্ট। অপ্রফুল্ল হইয়াছে কর (কিরণ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। "যে অপ্রফুল্ল করে" এই অর্থে উক্ত পদটী শুদ্ধ নহে, তখন উহা "অপ্রফুল্লতাকর" হইবে।

অপ্রমত্ত—অবহিত, সাবধান, সতর্ক। ন প্রমত্ত (প্রমাদযুক্ত), নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অপ্রমাদ।

অপ্রমা—প্রমা অর্থাৎ নিশ্চয় জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান, ভ্রমজ্ঞান। নঞ্ তৎ। সং ; স্ত্রী।

অপ্রমাণ—প্রমাণশূন্য, অপ্রামাণিক, অগ্রাহ্য, বিশ্বাসের অযোগ্য। ন (নাই) প্রমাণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অপ্রমাদ—১। প্রমাদহীনতা, অবধান। নঞ্ তৎ ; সং ; পু। ২। অপ্রমত্ত, অবহিত ; প্রমাদশূন্য। ন অর্থাৎ নাই প্রমাদ (অনবধানতা) যাহার, বহু ; বিণ ; ত্রি।

অপ্রমিত—অপরিমিত, অপর্য্যাপ্ত ; অগণিত, অসংখ্য। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্রমেয়—১। অপরিমেয়, যাহার পরিমাণ করা অসাধ্য ; অগণনীয় ; অপরিজ্ঞেয় ; অক্ষেপ্য। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। ব্রহ্ম। সং ; ক্লী।

অপ্রবীণ—প্রবীণতাশূন্য, অর্ব্বাচীন। ন প্রবীণ, নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্রশংসনীয়—প্রশংসার অযোগ্য। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্রশস্ত—অপকৃষ্ট, খারাপ ; প্রতিকূল, অশুভ ; নিন্দিত ; অসচ্ছন্দ। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্রশুদ্ধ—অপরিশুদ্ধ। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্রসন্ন—অসন্তুষ্ট, বিরক্ত ; দুঃখিত ; ক্ষুব্ধ ; ম্লান। নঞ্ তৎ ; বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অপ্রসন্নতা।

অপ্রসন্নতা—বিষাদ, অসন্তোষ ; বিরক্তি ; দুঃখ ; ক্ষোভ ; ম্লানতা। নঞ্ তৎ ; সং ; স্ত্রী।

অপ্রসাদ—বিষাদ, প্রসাদের অভাব, প্রসন্নতা না থাকা। নঞ্ তৎ। সং ; পু।

অপ্রসিদ্ধ—অবিখ্যাত ; অজ্ঞাত ; অসিদ্ধ, অনিষ্পন্ন ; অমূলক, অপ্রামাণিক। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অপ্রসিদ্ধি।

অপ্রস্তুত—যাহা প্রস্তুত নয়, অনিষ্পন্ন ; অপ্রতিভ, লজ্জিত। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্রস্তুতপ্রশংসা—অর্থালঙ্কারবিশেষ। অপ্রস্তুত বিষয়ের প্রশংসা যদি প্রস্তুত বিষয়ের হয়, তবে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেস্থলে অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের প্রতীতি জন্মে, সেস্থলে অপ্রস্তুত প্রশংসা নামক অলঙ্কার হয়। [অলঙ্কার দেখ]। সং ; স্ত্রী।

অপ্রহত—খিল, অক্ষুণ্ণ ; অকৃষ্ট ; অনাহত লোকের গমনাগমনবিরহিত ; অপদদলিত। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি ; বিপরীতার্থক শব্দ প্রহত।

অপ্রাকরণিক—যাহা প্রস্তাবিত নয়, অপ্রাস্তাবিক। ন প্রাকরণিক, নঞ্ তৎ ; বিণ ; ত্রি। প্রাকরণিক=প্রকরণ শব্দ+ষ্ণিক।

প্রাকৃত—১। অসাধারণ। প্রাকৃতের অর্থাৎ নীচ জনের হয় না যাহা, সুপ্‌সুপা সমাস। ২। অলৌকিক। ন প্রাকৃত অর্থাৎ লৌকিক, নঞ্‌তৎ। ৩। অস্বাভাবিক, অনৈসর্গিক, কৃত্রিম। ন প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিজাত, নঞ্‌তৎ। ৪। যাহা প্রজা সংক্রান্ত নয়। ন প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি (প্রজা) সম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি।

অপ্রাগ্র্য—অমুখ্য, গৌণ, অপ্রধান। ন (নয়) প্রাগ্র্য (প্রধান), নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্রাপ্ত—১। যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, অনধিগত, অলব্ধ। নঞ্‌তৎ। নঞ্‌ (অ) – প্র – আপ + ক্ত কর্ম্ম। ২। প্রাপ্ত হয় নাই এরূপ (ব্যক্তি)। নঞ্‌তৎ। নঞ্‌ (অ) – প্র – আপ + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অপ্রাপ্তি। বিপরীতার্থক শব্দ প্রাপ্ত।

অপ্রাপ্তলক্ষণ—অলব্ধ-চিহ্ন। অপ্রাপ্ত (অলব্ধ) হইয়াছে লক্ষণ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

অপ্রাপ্তবয়স্ক—যে দায়াধিকারাদি বিষয়ে উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হয় নাই, নাবালক। ন প্রাপ্ত-বয়স্ক, নঞ্‌তৎ। প্রাপ্ত হইয়াছে বয়স যৎ-কর্ত্তৃক ইতি বহুব্রীহি সমাসে প্রাপ্তবয়স্ক। অথবা ন প্রাপ্ত, নঞ্‌তৎপুরুষে অপ্রাপ্ত ; অপ্রাপ্ত বয়স যাহার, বহুব্রীহি সমাসে অপ্রাপ্তবয়স্ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অপ্রাপ্ত-বয়স্কা (= ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স্কা)।

অপ্রাপ্তব্যবহার—যে ব্যবহারযোগ্য কাল (বয়স) প্রাপ্ত হয় নাই, দায়াধিকারাদি বিষয়ে উপ-যুক্ত বয়স যে পায় নাই, নাবালক, অপ্রাপ্ত-বয়স্ক। ন প্রাপ্ত অপ্রাপ্ত, নঞ্‌তৎ, অপ্রাপ্ত (অলব্ধ) হইয়াছে ব্যবহার অর্থাৎ ঋণা-দানাদি অষ্টাদশ প্রকার ব্যাপার যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

অপ্রাপ্তব্যবহারাশ্রম—যে ব্যবহার (আচরণ অর্থাৎ সদাচরণ) এবং আশ্রম (গৃহস্থাশ্রম) প্রাপ্ত হয় নাই। নঞ্‌তৎ, দ্বন্দ্ব ও বহু। বিণ ; ত্রি।

অপ্রাপ্তি—১। প্রাপ্তি-রাহিত্য, না পাওয়া ; অসদ্ভাব, অভাব, অসম্ভব ; অনুপপত্তি। নঞ্‌তৎ। নঞ্‌ (অ) – প্র – আপ + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। ২। প্রাপ্তিশূন্য, লাভশূন্য। ন (নাই) প্রাপ্তি যাহাতে, বহু। বিণ।

অপ্রাপ্য—যাহা পাওয়া অসাধ্য, সুদুষ্প্রাপ্য, সুদুর্লভ। নঞ্‌তৎ। নঞ্‌ (অ) – প্র – আপ + য কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্য অপ্রাপ্যতা।

অপ্রাপ্যতা—অলভ্যতা ; দুর্লভতা। অপ্রাপ্য শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

অপ্রামাণিক, অপ্রামাণ্য—অপ্রমাণসিদ্ধ, অশ্র-দ্ধেয়, হেয়, অগ্রাহ্য ; অবিশ্বাসযোগ্য। নঞ্‌-তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অপ্রামাণি-কতা, অপ্রামাণ্যতা।

অপ্রামাণিকতা—অপ্রমাণসিদ্ধতা ; অশ্রদ্ধেয়তা। অপ্রামাণিক শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

অপ্রামাণ্য—অপ্রামাণিক দেখ।

অপ্রামাণ্যতা—অপ্রামাণিকতা। অপ্রামাণ্য + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

অপ্রাসঙ্গিক—প্রাসঙ্গিকবিষয়াতিরিক্ত, যে বিষ-য়ের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে, তদিতর। নঞ্‌-তৎ। বিণ ; ত্রি।

অপ্রিয়—১। যে কাহারও প্রীতি বা ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারে না ; অপ্রীতিকর ; অশুভ, অনিষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী-লিঙ্গে অপ্রিয়া। বিপরীতার্থক শব্দ প্রিয়। ২। অনিষ্ট, ক্ষতি ; নিন্দা। সং ; ক্লী।

অপ্রিয়ভাষিণী—অপ্রিয়বাদিনী, যে রমণী কঠোর বাক্য বলে। অপ্রিয় – ভাষ + ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

অপ্রিয়ভাষিতা—অপ্রিয়কথনশীলতা, অপ্রীতিকর কথা বলা। অপ্রিয়ভাষিন্ অথবা অপ্রিয়-ভাষিণী শব্দ + তা, ভাবে, শেষ স্থলে পুং-বদ্ভাব।

অপ্রিয়ভাষী—যে অপ্রীতিকর কথা বলে, পরুষ-ভাষী, কর্কশবাদী, কটুভাষী। ন প্রিয়, নঞ্‌-তৎপুরুষে অপ্রিয়, অপ্রিয় ভাষে যে, উপপদ সমাসে অপ্রিয়ভাষী ; অপ্রিয় শব্দ – ভাষ (বলা) + ণিন্ = অপ্রিয়ভাষিন্, ১মার ১বচনে অপ্রিয়ভাষী, বিণ ; পু। বিশেষ্যে অপ্রিয়-ভাষিতা, স্ত্রীলিঙ্গে অপ্রিয়ভাষিণী।

অপ্রিয়বাদিতা—অপ্রিয়বাক্যশীলতা, নিরন্তর অপ্রিয় বাক্যকথন। অপ্রিয়বাদিন্ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

অপ্রিয়বাদিনী—অপ্রিয় কথনশীলা, যে রমণী নিরন্তর অপ্রীতিকর বাক্য বলে। অপ্রিয় – বদ + ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

অপ্রিয়বাদী—(অপ্রিয়বাদিন্) অপ্রিয় কথন-শীল, যে সর্ব্বদা অপ্রিয় কথা বলে, যে মর্ম্মা-ন্তিক কথা কয়। অপ্রিয় – বদ + ণিন্ ক ; বিণ

অপ্রিয়া—যে প্রীতিদায়িনী নহে, যে রমণীর আচ-রণ দর্শনে প্রীতি জন্মে না। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রীত—অসন্তুষ্ট, বিরক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অপ্রীতি। (প্রীত = প্রীতিপ্রাপ্ত)

অপ্রীতি—প্রীতির অভাব, অপ্রণয়, বিবাদ ; বিরোধ ; অসন্তোষ, বিরক্তি। নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে অপ্রীত।

অপ্রীতিকর—অসন্তোষজনক, বিরক্তিকর। ন প্রীতিকর, নঞ্‌তৎ ; অথবা ন প্রীতি, নঞ্‌-তৎপুরুষে অপ্রীতি, অপ্রীতিকে করে যে, উপপদ সমাসে অপ্রীতিকর ; অপ্রীতি শব্দ – কৃ (করা) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ প্রীতিকর।

অপ্রীতিভাজন—অসন্তোষের পাত্র, যাহার প্রতি অসন্তোষ জন্মিয়াছে। বিণ ; ক্লী।

অপ্সরা—স্বর্ব্বেশ্যা, স্বর্গকামিনী। অপ্ (জল) শব্দ – সৃ (গমন করা) + অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

অপ্সরাঃ—অপ্সরা ; স্বর্গবেশ্যা, উর্ব্বশীপ্রভৃতি। অপ্ (জল) শব্দ – সৃ (গমন করা) + অস্ ক = অপ্সরস্ শব্দ, ১মার ১বচন। সং ; স্ত্রী।

অপ্সরোগণ—বহুসংখ্যক অপ্সরাঃ। ৬তৎ। পু।

অপ্সরোনিন্দিত—অপ্সরা অপেক্ষাও প্রশংসিত। অপ্সরা নিন্দিতা হয় যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। এই পদটী স্ত্রীলোকের বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হয়, তৎকালে উহা "অপ্সরো নিন্দিতা" হইবে। আর রূপাদির বিশেষণ হইলে "অপ্সরোনিন্দিত" ই হয়)।

অফল—ফলহীন, যাহার ফল হয় না, বন্ধ্যা ; নিষ্ফল, বিফল। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অফলা। বিপরীতার্থক শব্দ সফল।

অফেন—১। ফেনশূন্য। ন (নাই) ফেন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ সফেন। ২। অহিফেন, আফীম। ন (কুৎ-সিত) ফেন (নির্য্যাস) যাহার, বহু। সং ; ক্লী

অবদ্ধ—১। যাহা বদ্ধ নয়, অসম্বদ্ধ ; অসংগত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। নিরর্থক ; প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী ; বৃথা। বিণ ; ক্লী।

অবদ্ধমুখ—দুর্ম্মুখ, মুখর ; অপ্রিয়ভাষী। অবদ্ধ অর্থাৎ অসংযত বা অসম্বদ্ধ হইয়াছে মুখ যাহার, বহু ; বিণ ; ত্রি।

অবধ্য—বধের অযোগ্য, যাহাকে বধ করিতে পারা যায় না বা করা উচিত নহে। নঞ্‌-তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অবধ্যা।

অবন্ধ্য—ফলবান্ ; সফল, সার্থক। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অবন্ধ্যা।

অবল—বলশূন্য, দুর্ব্বল। ন (নাই) বল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অবলা (= বল-হীনা)। বিপরীতার্থক শব্দ সবল।

অবলা—যোষিৎ, নারী। অপ্রশস্ত বল যাহার, বহু, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে অবল। [নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবহুজ্ঞ—বহুবিষয়ে অনভিজ্ঞ, অল্পজ্ঞ। ন বহুজ্ঞ,

অবাধ—বাধাহীন ; পীড়াশূন্য। ন (নাই) বাধা (পীড়া) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

অবাধে—বাধাশূন্যরূপে, অনায়াসে, নির্ব্বিঘ্নে। ন অর্থাৎ নাই বাধা যাহাতে, বহু ; ক্রি-বিণ।

অবাধ্য—বাধা দিবার অযোগ্য বা অশক্য ; অবশ্য, বাধ্য নয় এরূপ, অবশীভূত, অবশ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ বাধ্য। বিশেষ্যে অবাধ্যতা।

অবাধ্যতা—অবাধ্য হওয়া, বাধ্য না থাকা, বশী-ভূত না থাকা। অবাধ্য + তা, ভাবে। স্ত্রী।

অবান্ধব—বান্ধবশূন্য, বন্ধুহীন, মিত্রহীন। ন (নাই) বান্ধব (বন্ধু) যাহার (যে লোকের) বা যাহাতে (যে দেশে), বহু। বিণ ; ত্রি।

অবিন্ধন—বাড়বানল। অপ্ অর্থাৎ জল হইয়াছে ইন্ধন (উদ্দীপন বা জ্বালানি কাষ্ঠ স্বরূপ) যাহার, বহু ; সং ; পু। [কেহ কেহ বজ্রাগ্নি বলেন, কিন্তু তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না]। সং ; পু।

অবোধ—১। বোধহীন, অজ্ঞান। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। জ্ঞানাভাব, বোধহীনতা। নঞ্ তৎ। সং ; পু।

অব্জ—১। পদ্ম, কমল ; সংখ্যাবিশেষ, শত-কোটি। সং ; ক্লী। ২। (জলোৎপন্ন বলিয়া) শঙ্খ, শাঁক। সং ; পু ও ক্লী। ৩। (সমুদ্রের জল হইতে জাত বলিয়া) চন্দ্র ; ধন্বন্তরি। উপ। সং ; পু। অপ্ (জল) শব্দ—জন (জন্মা) + ড ক।

অব্জভোগ—পদ্মকন্দ, পদ্মের বীজকোষ। অব্জ অর্থাৎ পদ্মের ভোগ অর্থাৎ ভোগ্য অংশ, ৬তৎ। সং ; পু।

অব্জযোনি—ব্রহ্মা। অব্জ (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম) হইয়াছে যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। [ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া পৌরাণিকেরা নির্দ্দেশ করেন]। সং ; পু।

অব্জিনী—পদ্মলতা, পদ্মিনী, পদ্মসমূহ। অব্জ শব্দ + ইন্ সমূহার্থে + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী

অব্দ—১। জলদ, মেঘ ; মুস্তক, মুতা। উপ। অপ্ (জল) শব্দ—দা (দান করা) + ড ক। ২। বৎসর ; পর্ব্বতবিশেষ। সং ; পু।

অব্দসার—কর্পূরবিশেষ। অব্দে অর্থাৎ সংবৎসরে সার হয় যাহার, বহু ; সং ; পু।

অব্ধি—সমুদ্র। অপ্ শব্দ (জল)—ধা (ধারণ করা) + কি অধি। সং ; পু।

অব্ধিকফ—সমুদ্রের ফেনা। ৬তৎ। সং ; পু।

অব্ভ্র—জলদ, মেঘ ; ধাতুবিশেষ। উপ। অপ (জল) শব্দ—ভৃ (ধারণ করা) + ক ক। সং ; ক্লী।

অব্রহ্মণ্য—১। (নাট্যে) অবধ্য কথন। সং ; ক্লী। ২। ব্রাহ্মণের অযোগ্য। ন ব্রহ্মণ্য, নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অব্রাহ্মণ—১। অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, নিন্দিত ব্রাহ্মণ। ন (অপ্রশস্ত বা অপকৃষ্ট) ব্রাহ্মণ, নঞ্ তৎ। ২। যে ব্রাহ্মণ নয়, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি। ন (না) ব্রাহ্মণ, নঞ্ তৎ। সং ; পু।

অব্রুবাণ—বাক্‌শক্তিহীন, যাহার কথা কহিবার ক্ষমতা জন্মে নাই, শিশু। নঞ্ (অ)—ব্রু (বলা) + শান ক। বিণ ; ত্রি।

অভক্তি—অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা ; (ভক্তির অভাব জনিত দোষ বলিয়া) অবিশ্বাস ; অনাদর, অসম্মান। নঞ্ তৎ। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে অভক্ত। বিপরীতার্থক শব্দ ভক্তি।

অভক্ষ্য—অখাদ্য, অভোজ্য। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ ভক্ষ্য।

অভগ্ন—যাহা ভগ্ন নহে। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অভদ্র—১। যে ভদ্র নয়, অশিষ্ট, অসভ্য। নঞ্ তৎ। ২। অশুভ, অমঙ্গল ; দুঃখ। সং ; ক্লী। বিপরীতার্থক শব্দ ভদ্র। বিশেষ্যে অভদ্রতা।

অভদ্রতা—অসাধুতা, অশিষ্টতা, অসভ্যতা, অসাধু ব্যবহার। অভদ্র শব্দ + তা, ভাবে। স্ত্রী।

অভয়—১। ভয়শূন্য, নির্ভয়। ন (নাই) ভয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অভয়া। ২। ভয়াভাব, ভয়শূন্যতা। নঞ্ (অ)—ভী (ভয় করা) + অল্ ভা। সং ; ক্লী।

অভয়ডিণ্ডিম—যুদ্ধস্থলে বাদনীয় ঢক্কা, জয়ঢাক। অভয় জ্ঞাপক ডিণ্ডিম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা ; সং ; পু।

অভয়দক্ষিণা—কাহারো অঙ্গে প্রদত্ত অভয়, অভয়দান। অভয়ই দক্ষিণা অর্থাৎ ব্রতান্ত ব্যাপার, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অভয়দান—অভয়প্রদান, আশ্বাসদান, সাহস দেওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অভয়প্রদান—আশ্বাসদান, ভয় নাই বলিয়া সাহস দান। ৬তৎ ; সং ; ক্লী।

অভয়া—১। হরীতকী ; আদ্যাশক্তি ভগবতীর মূর্তিবিশেষ, এই মূর্তি অষ্টভূজা ও সিংহ-বাহিনী। সং ; স্ত্রী। ২। ভয়রহিতা। অবিদ্যমান হইয়াছে ভয় যাহার (যে স্ত্রীর), বহু ; পুংলিঙ্গে অভয়। অভয় দেখ।

অভব্য—১। অসুখ ; দুর্ভাগ্য ; অমঙ্গল, অশুভ। নঞ্ তৎ ; সং ; ক্লী। ২। অসাধু ; অসভ্য, অভদ্র ; দুর্ভাগ্য। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অভব্যা (= অসভ্যা)। বিশেষ্যে অভব্যতা।

অভব্যতা—অসাধুতা, অসভ্যতা, অভদ্রতা ; দুর-দৃষ্ট বিশিষ্টতা। অভব্য + তা ভাবে ; সং ; স্ত্রী।

অভাগিনী—দুর্ভাগ্যবতী। নঞ্ তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অভাগ্য—১। হতভাগ্য, দুর্ভাগ্য। অপ্রশস্ত হইয়াছে ভাগ্য যাহার, বহু ; বিণ ; ত্রি। ২। মন্দভাগ্য, অশুভাদৃষ্ট, দুরদৃষ্ট। অপ্রশস্ত ভাগ্য, নঞ্ তৎ ; সং ; ক্লী।

অভাজন—অপাত্র, গুণহীন, ক্ষমতাহীন, অযোগ্য। অবিদ্যমান হইয়াছে পাত্র যাহার, বহু ; বিণ ; ত্রি।

অভাব—অবিদ্যমানতা, অসত্তা, না থাকা ; মৃত্যু। নঞ্ তৎ। সং ; পু। [ত্রি।

অভাবগ্রস্ত—অভাবে পতিত। ৩তৎ। বিণ ;

অভাবনিরাকরণ—অভাবের দূরীকরণ, অভাব নিবারণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অভাবপক্ষে—একান্তপক্ষে। ক্রি-বিণ।

অভাব-মোচন—অভাবের দূরীকরণ, অভাব-শূন্যতা-সাধন, যাহাতে অভাব যায় তাহা করণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অভাবনীয়—অচিন্তনীয়, যাহা কখনও মনেও ভাবা যায় না, অসম্ভাবনীয়। নঞ্ (অ)—ণিজন্ত ভূ + অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অভাবিত—অচিন্তিত, অসম্ভাবিত। নঞ্ (অ)—ণিজন্ত ভূ বা ভাবি + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অভাষণ—কথা না বলা, মৌন। ন ভাষণ, নঞ্ তৎ। সং ; ক্লী।

অভি—সমন্তাৎ ; বীপ্সা ; ইত্থম্ভাব ; চিহ্ন ; নিকট ; আভিমুখ্য ; অভিলাষ ; সাদৃশ্য ; উৎকর্ষ। ব্য ; উপসর্গ।

অভিক—লম্পট, কামুক। অভি—কম (ইচ্ছা করা) + ড ক। বিণ ; ত্রি।

অভিক্রম—আরম্ভ ; আক্রমণ ; আরোহণ ; যুদ্ধ-যাত্রা, ভয়শূন্য হইয়া যুদ্ধে শত্রুর সমীপে গমন। অভি—ক্রম অল্ ভা। সং ; পু।

অভিক্ষেপ—পরাজয়, অভিভব। অভি—ক্ষিপ + অল্ ভা। সং ; পু।

অভিখ্যা—১। শোভা ; খ্যাতি, কীর্ত্তি ; নাম। অভি—খ্যা (বলা) + ও ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। নাম, সংজ্ঞা। অভি—খ্যা + ও ণ। সং ; স্ত্রী।

অভিগম—প্রত্যুদ্‌গমন ; প্রাপ্তি ; সেবা ; আশ্রয় ; অভি—গম + অল্ ভা। সং ; পু।

অভিগমন—প্রত্যুদ্‌গমন ; প্রাপ্তি ; আশ্রয় ; সেবা। অভি—গম (গমন করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অভিগত।

অভিগ্রস্ত—আক্রান্ত ; লুণ্ঠিত ; কবলিত। অভি—গ্রস (গ্রাস করা) + ক্ত র্ম্ম ; বিণ ; ত্রি।

অভিগ্রহ—স্পর্দ্ধা ; আক্রমণ ; অভিযোগ ; লুণ্ঠন ; গৌরব। অভি—গ্রহ + অল্ ভা। সং ; ক্লী।

অভিগ্রহণ—চৌর্য্য, লুঠ। অভি—গ্রহ + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অভিঘাত—আঘাত, দণ্ডাদি দ্বারা প্রহার ; যন্ত্রণা ; তাড়না ; বিনাশ। অভি—হন (বধ করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অভিঘাতী—১। শত্রু। অভি—হন + ণিন্ ক = অভিঘাতিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। সং ; পু। ২। অধাতকারী ; বিনাশকারী। বিণ ; ত্রি।

অভিঘার—১। হোম। অভি—ঘৃ (ক্ষরিত হওয়া) + ঘঞ্ ভা। ২। হোমের ঘৃত ; হব-নীয় দ্রব্য। অভি—ঘৃ + ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু।

অভিচার—অন্যের অনিষ্টসাধনের উদ্দেশে কৃত তান্ত্রিক প্রক্রিয়াবিশেষ ; ইহা ছয় প্রকার, যথা—মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চা-টন, বশীকরণ ; পরহিংসা। অভি—চর + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে অভিচারী।

অভিচারী—অভিচারকারী [অভিচার দেখ]। অভি—চর + ণিন্ ক = অভিচারিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অভিচারিণী।

অভিজন—১। কুলশ্রেষ্ঠ। অভি—জন (জন্মান) + অন্ ক। ২। বংশ ; জন্মভূমি। অভি—

জন+অল্ অধি। ৩। খ্যাতি; প্রসিদ্ধি। অভি–জন। অল্ ণ। সং; পু।

অভিজাত—সদ্বংশজাত, সংকুলোদ্ভব, কুলীন; জ্ঞানী, পণ্ডিত; বুধ; ন্যায্য; শ্রেষ্ঠ; সুন্দর; মনোহর; মধুর। অভি (অভিমত) জাত (জন্ম) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আভিজাত্য।

অভিজাততন্ত্র—রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিদের দ্বারা রাজ্যশাসন (Aristrocracy)।

অভিজিৎ—১। নক্ষত্রবিশেষ, এই নক্ষত্র খ-গোলকের দক্ষিণ দিকে নিরীক্ষিত হয়; প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। অভি–জি (জয় করা) +ক্বিপ্ ণ। ২। কুতপলগ্ন, দিবামানকে পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার অষ্টম ভাগ বা মুহূর্ত্ত। অভি–জি (জয় করা)+ক্বিপ্ অধি। সং; ক্লী ও স্ত্রী। ৩। যদুবংশীয় ভবের পুত্রের নাম। সং; পু।

অভিজ্ঞ—ভূয়োদর্শন দ্বারা লব্ধ জ্ঞান, ভুক্তভোগী (Experienced); বিদ্বান্, পণ্ডিত; নিপুণ। অভি–জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অভিজ্ঞা (=বিদুষী)। বিশেষ্যে অভিজ্ঞতা।

অভিজ্ঞতা—ভূয়োদর্শন লব্ধজ্ঞানতা, বহুদর্শন দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায়; পাণ্ডিত্য; নৈপুণ্য। অভিজ্ঞ শব্দ+তা ভাবে। স্ত্রী।

অভিজ্ঞা—প্রথমসঞ্জাত জ্ঞান, আদ্য জ্ঞান। অভি–জ্ঞা+ও ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অভিজ্ঞাত—১। চিহ্ন দ্বারা জ্ঞাত। অভি–জ্ঞা (জানা)+ক্ত র্ম্ম। ২। অনুসন্ধান দ্বারা বিদিত। অভি–জ্ঞা+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অভিজ্ঞান—১। স্মৃতিকারক চিহ্ন, স্মরণের উদ্রেকার্থে প্রদত্ত বস্তু। অভি–জ্ঞা (জানা) +অনট্ ণ। ২। নিশ্চিত জ্ঞান। অভি–জ্ঞা (জানা)+অনট্ ভা; সং; ক্লী।

অভিজ্ঞান-পত্র—ব্যক্তিবিশেষের পরিচয়জ্ঞাপক পত্র, পরিচয়-নিদর্শন পত্র (certificate)। অভিজ্ঞানই পত্র, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অভিতঃ—সম্মুখে, অভিমুখে; সকল দিকে; উভয় দিকে, নিকটে। অভি+তস্। ব্য।

অভিতপ্ত—অগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত; দুঃখিত। অভি–তপ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অভিদ্যোতিত—প্রকাশিত; উল্লাসিত; শোভিত; কৃত প্রমাণারম্ভ; প্রকাশিত হইতে আরম্ভ-কারী। অভি–দ্যুত (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অভিদ্রবণ—বেগে গমন, দ্রুত যাওয়া। অভি–দ্রু (গমন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভিদ্রুত—বেগে পলায়িত, দ্রুত প্রস্থিত। অভি–দ্রু (পলায়ন)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অভিদ্রোহ—অপকার; আক্রোশ, অনিষ্টচিন্তা। অভি–দ্রুহ (হিংসা করা)+অল্ ভা। পু।

অভিধা—১। নাম, সংজ্ঞা। অভি–ধা (ধারণ করা)+ও ভা। ২। শব্দের শক্তিবিশেষ [শব্দের যে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা নামে তিনটী শক্তি আছে, তন্মধ্যে প্রথম শক্তি। এই শক্তি দ্বারা শব্দের মুখ্যার্থের জ্ঞান হয়। ব্যাকরণ, অভিধান, উপমান, আপ্তবাক্য, ব্যবহার ও সিদ্ধপদ-সান্নিধ্য দ্বারা মুখ্যার্থ বা অভিধাশক্তি প্রকাশিত হয়]। অভি–ধা (ধারণ করা)+ও ণ। সং; স্ত্রী।

অভিধান—১। কথন। অভি–ধা (ধারণ করা) +অনট্ ভা। ২। নাম, সংজ্ঞা। অভি–ধা +অনট্ ণ। ৩। শব্দার্থ-কোষ (Dictionary)। অভি–ধা+অনট্ অধি। সং; ক্লী। বিশেষণে অভিহিত।

অভিধাবন—অনুসরণ। অভি–ধাব+অনট্ ভা। সং; পু।

অভিধেয়—১। বাচ্য, প্রতিপাদ্য; শব্দার্থ-বোধক; বক্তব্য। অভি–ধা (ধারণ করা) +য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। নাম। অভি–ধা +য ণ; সং; ক্লী।

অভিধ্যা—চিন্তা; অভিলাষ; পরদ্রব্যে স্পৃহা। অভি–ধ্যৈ (চিন্তা করা)+ও ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অভিধ্যান—চিন্তা; সাভিনিবেশ চিন্তা; অভিলাষ; পরস্বে স্পৃহা। অভি–ধ্যৈ (চিন্তা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভিনন্দন—১। সন্তোষপূর্ব্বক প্রশংসা, সন্তোষ-সহকারে গুণকীর্ত্তন; অনুমোদন। অভি–নন্দ+ণি+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। সর্ব্বতোভাবে আনন্দজনক। অভি–নন্দ+ণি+অন ক। সং; পু। ৩। অভিনন্দন-পত্র, সসন্তোষে গুণকীর্ত্তনজ্ঞাপক পত্রাদি। অভি–নন্দি+অনট্ ণ; সং; ক্লী। ৪। চতুর্থ জৈন তীর্থঙ্কর। বিশেষণে অভিনন্দিত।

অভিনয়—শরীরের চেষ্টাদি দ্বারা অবস্থানুকরণ, রঙ্গভূমিতে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ভাব-ভঙ্গী, কার্য্যকলাপ কথোপকথনাদি অবস্থার অনুকরণ, অর্থাৎ তাহাদের মত সাজিয়া ঠিক সেই ভাব দেখান; রসভাবাদি ব্যঞ্জক চেষ্টাবিশেষ, সঙ্ সাজিয়া তাহার অনুকরণ; প্রসাধন। অভি–নী (লইয়া যাওয়া)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অভিনীত।

অভিনব—১। নূতন, নবীন। অভি–নু+অল্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। স্তব। অভি–নু+অল্ ভা। সং; পু।

অভিনহন—সুদৃঢ় বন্ধন। অভি–নহ (বন্ধন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভিনির্ম্মুক্ত—১। পরিত্যক্ত; সূর্য্যাস্তকালে নিদ্রিত, যে সন্ধ্যাকালেই নিদ্রা যায়। অভি–নির্–মুচ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। যে ব্যক্তি সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত নিদ্রা যায়। সং; পু।

অভিনির্য্যাণ—যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধার্থে গমন। অভি–নির্–যা (যাওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভিনিবিষ্ট—১। আগ্রহযুক্ত; অতিশয় মনোযোগী; প্রবিষ্ট। অভি–নি–বিশ+ক্ত ক। ২। অন্তর্ভাবিত। অভি–নি–বিশ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অভিনিবেশ।

অভিনিবেশ—প্রবেশ; আগ্রহ; আবেশ; মনোযোগ; সবিশেষ যত্ন; প্রণিধান; আবেগ; যোগশাস্ত্র মতে—মরণ জন্য ভয়জনক অবিদ্যাবিশেষ। অভি–নি–বিশ (প্রবেশ করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অভিনিবিষ্ট।

অভিনিবেশশক্তি—একাগ্র হইবার ক্ষমতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অভিনিবেশশালী—(অভিনিবেশশালিন্)। অভিনিবেশবিশিষ্ট, অভিনিবিষ্ট। অভিনিবেশ–শল+ণিন্ ক। বিণ; ত্রি।

অভিনিষ্পতন—সবেগে নির্গমন; যুদ্ধাদির নিমিত্ত বেগের সহিত নির্গত হওয়া। সং; ক্লী।

অভিনীত—অভিনয়ের বিষয়ীভূত; যাহার অভিনয় করা হইয়াছে; সজ্জিত; বিনীত; ন্যায্য; সহিষ্ণু। অভি–নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অভিনয়।

অভিনীতি—অভিনয়; অনুকরণ; প্রিয়বাক্য-সমন্বিত যুক্তি। অভি–নী+ক্তি ভা। স্ত্রী।

অভিনেতা—অভিনয়কারী, যে অভিনয় করে, নট। অভি–নী (লইয়া যাওয়া)+তৃন্ ক=অভিনেতৃ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অভিনেত্রী (=অভিনয়কারিণী, নটী)।

অভিনেত্রী—নটী, অভিনয়কারিণী। অভিনেতৃ +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অভিনেয়—অভিনয়ের বিষয়ীভূত, অভিনয়ের যোগ্য, যাহার অভিনয় করিতে হইবে। অভি –নী+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অভিন্ন—ভেদরহিত, একই; অবিদারিত; অভগ্ন; অবিদলিত; একভূত; অমিশ্রিত। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অভেদ ও অভিন্নতা। বিপরীতার্থক শব্দ ভিন্ন।

অভিপন্ন—১। বিপন্ন; শরণাগত; স্বীকৃত; অপরাধী; সরল; পলায়িত। অভি–পদ (গমন করা)+ক্ত ক। ২। অভিগ্রস্ত; অভি–পদ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অভিপ্রণীত—বেদমন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত; সম্যগ্ রচিত; আরাধিত। অভি–প্র–নী+ক্ত র্ম্ম। বিণ।

অভিপ্রায়—১। আশয়, উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি, তাৎপর্য্য, মনোভাব; মত। অভি–প্র–ই+ঘঞ্ ভা। ২। অভিপূরণ, সম্যক্ পূরণ। অভি–প্রা (পূরণ)+ঘঞ্ ভা। ৩। সর্ব্বতোভাবে প্রীণন; সম্যক্ কামনা। অভি–প্রী (প্রীণন, কামনা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অভিপ্রেত।

অভিপ্রায়সিদ্ধি—উদ্দেশ্যসাধন ; ইচ্ছার পূর্ণতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অভিপ্রেত—অভীষ্ট, বাঞ্ছিত ; উদ্দিষ্ট ; সম্মত। অভি-প্র-ই (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অভিপ্রায়। বিপরীতার্থক শব্দ অনভিপ্রেত।

অভিভব, অভিভাব—পরাভব ; অবমান ; অনাদর ; তিরস্কার ; আকুলীভাব ; আক্রমণ। অভি-ভূ (হওয়া)+অল্ ভা, এবং ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে অভিভূত।

অভিভাবক—রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক ; আশ্রয়দাতা ; অভিভবকারক। অভি-ভূ+ণক ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অভিভাবিকা।

অভিভাবিকা—রক্ষিকা, তত্ত্বাবধায়িকা ; পরাজয়কারিণী। অভিভাবক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

অভিভূত—১। পরাভূত, পরাজিত ; তিরস্কৃত ; আবৃত। অভি-ভূ (হওয়া)+ক্ত র্ম্ম। ২। বিহ্বল ; আকুল ; অবশ ; অজ্ঞান। অভি-ভূ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অভিভব, অভিভূতি।

অভিভূতি—অভিভব ; অনাদর, অবজ্ঞা। অভি-ভূ (হওয়া)+ক্তি ভা ; সং ; স্ত্রী। বিশেষণে অভিভূত।

অভিমত—১। সম্মত, স্বীকৃত ; অভিপ্রেত ; মনোমত, প্রিয়। অভি-মন (মনে করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। মত, অভিপ্রায়। অভি-মন+ক্ত ভা। সং ; ক্লী। [ত্রি।

অভিমনাঃ—(অভিমনস্)। তৃপ্ত ; সন্তুষ্ট। বিণ ;

অভিমন্ত্রণ—আমন্ত্রণ, সম্বোধন ; আহ্বান ; অভিপ্রণয়ন। অভি-মন্ত্র (মন্ত্রণা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অভিমন্ত্রিত।

অভিমন্ত্রিত—আমন্ত্রিত ; সম্বোধিত, আহূত। অভি-মন্ত্র (মন্ত্রণা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অভিমন্ত্রণ।

অভিমন্থ—নেত্ররোগবিশেষ। সং ; পু।

অভিমন্যু—১। ইনি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। বিরাট-রাজ-তনয়া উত্তরার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। ইনি স্বীয় জনকের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া বাল্যকালেই মহাপরাক্রান্ত দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা হইয়াছিলেন। ভারতযুদ্ধের সময়ে ইহাঁর বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর মাত্র। প্রথম দিবসের যুদ্ধেই ইনি অদ্ভুত সমরনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া বিপুল বিক্রমে বহু কুরুসৈন্যের বিনাশসাধন এবং মহাবীর ভীষ্মের রথ-ধ্বজা ছেদন করেন। ত্রয়োদশ দিবসের সমরে যৎকালে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনাদিগের সহিত দূরে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই অবসরে দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ রচনা করিয়া পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করেন। পাণ্ডবদিগের মধ্যে একা অর্জ্জুন ভিন্ন আর কেহই সে ব্যূহ ভেদ করিবার কৌশল জানিতেন না। কেবল অভিমন্যুই পিতার নিকটে এই ব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু নির্গমের উপায় শিক্ষা করেন নাই। অসম সাহসে অভিমন্যু ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ; পরন্তু জয়দ্রথ দ্বার রক্ষা করায় ভীমাদি অপরাপর পাণ্ডবগণ কেহই ইহাঁর অনুগমন করিতে পারিলেন না। অভিমন্যু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একাই কুরুসেনা বিমথিত করিতে লাগিলেন দেখিয়া দ্রোণকর্ণাদি সপ্তরথী মিলিয়া অন্যায় সমরে অভিমন্যুর প্রাণসংহার করেন। এই সময়ে উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন ; সেই গর্ভে অভিমন্যুর পরীক্ষিৎ নামে একটী পুত্র হয়। অভি (অভিগত বা প্রাপ্ত) মন্যু (ক্রোধ) যাহাকে, নিত্য বা বহু, যিনি যুদ্ধকালে অতিশয় ক্রোধ প্রাপ্ত হইতেন, ইহাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।

২। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, চাক্ষুষমনুর পুত্রের নামও অভিমন্যু। নচলার গর্ভে ইহাঁর জন্ম।

৩। কথিত আছে যে, শ্রীমতী রাধিকার লৌকিক স্বামী আয়ানেরও পূর্ব্ব নাম অভিমন্যু।

৪। অভিমন্যু নামে কাশ্মীরে দুইজন রাজা ছিলেন। প্রথম জন শকাব্দের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। এই সময়ে কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল। মহারাজ কিন্তু স্বয়ং শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিয়মিত তাঁহার পূজা করিতেন। নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধগণ প্রায়ই রাজসভায় আসিয়া রাজপণ্ডিতদিগের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে বাদানুবাদ করিত এবং নীলপুরাণের অযথা নিন্দা করিয়া বেড়াইত ; এজন্য নাগজাতি কুপিত হইয়া অনেক বৌদ্ধের প্রাণসংহার করে। চান্দ্রব্যাকরণকার সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক চন্দ্রাচার্য্য মহারাজ প্রথম অভিমন্যুর জনৈক সভাপণ্ডিত ছিলেন।

৫। কাশ্মীরের দ্বিতীয় অভিমন্যু ৮৮০ শকাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। ইহাঁর পিতার নাম ক্ষেমগুপ্ত। ইহাঁকে বাল্যকালেই রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

অভিমর—অবরোধ ; স্বপক্ষ হইতে ভয় ; যুদ্ধ ; বিনাশ, বধ। অভি-মৃ (মরণ)+অল্ ভা। সং ; পু।

অভিমর্দ্দ—যুদ্ধ ; শত্রুকৃত পীড়ন ; মর্দ্দন, দলন ; চূর্ণন। অভি-মৃদ (মর্দ্দন করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

অভিমর্ষণ—অভ্যুক্ষণ ; ওষ্ঠাধর লেহন দ্বারা অপরাধক্ষাপন। অভি-মৃষ (সেচন)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অভিমৃষ্ট।

অভিমান—গর্ব্ব, দর্প, অহঙ্কার ; প্রণয়স্নেহ প্রভৃতি স্থলে মনের দুঃখজনিত আদরের সহিত ক্রোধ ; প্রণয়, প্রেম-প্রার্থনা ; প্রতীতি, জ্ঞান ; হিংসা। অভি-মন (মনে করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে অভিমানী।

অভিমানিনী—অভিমানী দেখ।

অভিমানী—গর্ব্বিত, দর্পিত, অহঙ্কৃত ; অনাদর জন্য অপমানবোধহেতুক ক্রোধাবিষ্ট। অভিমান শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=অভিমানিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অভিমানিনী। বিপরীতার্থক শব্দ নিরভিমান।

অভিমুখ—১। সম্মুখ, সমক্ষ ; উদ্দেশ। নিত্য। সং ; ত্রি। ২। সম্মুখবর্ত্তী ; কোনও কাজ করিতে উদ্যত। অভি (অভিগত) মুখ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অভিমুখী ও অভিমুখা। [বিণ ; ত্রি।

অভিমুখীন—সম্মুখবর্ত্তী। অভিমুখ শব্দ+ঈন।

অভিমৃষ্ট—স্পৃষ্ট, যাহাকে স্পর্শ করা হইয়াছে এরূপ ; সম্বদ্ধ ; সম্পর্কিত। অভি-মৃজ (শোধন, ভূষণ) ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অভিযাচিত—সমক্ষে প্রার্থিত। অভি-যাচ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অভিযাত—১। আক্রান্ত। অভি-যা+ক্ত র্ম্ম। ২। গত। অভি-যা+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

অভিযান—যুদ্ধযাত্রা, আক্রমণার্থ গমন ; অভিগমন। অভি-যা (যাওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অভিযাত।

অভিযুক্ত—আক্রান্ত, শত্রুকর্ত্তৃক অবরোধিত ; যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে, প্রতিবাদী ; ভর্ৎসিত ; কথিত ; আবিষ্ট। অভি-যুজ (যোগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অভিযোগ।

অভিযোক্তা—আক্রমণকারী ; অভিযোগকারী, বাদী। অভি-যুজ (যোগ করা)+তৃন্=অভিযোক্তৃ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অভিযোক্ত্রী (=অভিযোগকারিণী, বাদিনী ; আক্রমণকারিণী)।

অভিযোগ—আক্রমণ ; যুদ্ধার্থ আহ্বান ; যুদ্ধ ; বিচারকের নিকট কাহারও বিরুদ্ধে দোষারোপপূর্ব্বক বিচারপ্রার্থনা, নালিশ ; অভিনিবেশ ; উদ্যোগ ; শপথ, দিব্য ; ভর্ৎসনা, দোষারোপ। অভি-যুজ (যোগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে অভিযুক্ত।

অভিরত—অনুরক্ত, আসক্তিযুক্ত ; নিযুক্ত ; প্রীত। অভি-রম+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

অভিরতি—অনুরাগ, আসক্তি ; প্রীতি। অভি-রম+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

অভিরাদ্ধ—আরাধিত ; প্রসাদিত, যাহাকে

প্রসন্ন করা হইয়াছে এরূপ। অভি—রাধ+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অভিরাম—রমণীয়, সুন্দর, প্রীতিকর, মনোহর। অভি—রম+ঘঞ্ অধি। বিণ; ত্রি।

অভিরুচি—অভিলাষ, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, স্পৃহা; দীপ্তি। অভি—রুচ (ভাল লাগা)+কি ভা। সং; স্ত্রী।

অভিরূপ—১। অনুরূপ; প্রিয়, মনোহর; পণ্ডিত। অভি—রূপ (রূপযুক্ত করা)+অল্ কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু; শিব; চন্দ্র; কাম, মদন। সং; পু।

অভিরোধ—পীড়ন। অভি—রুধ (রোধ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভিলষণীয়—বাঞ্ছনীয়, আকাঙ্ক্ষণীয়, স্পৃহণীয়। অভি—লষ+অনীয় কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অভিলষিত—১। বাঞ্ছিত, ঈপ্সিত, অভীষ্ট। অভি—লষ (ইচ্ছা করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অভিলাষ। ২। ইচ্ছা, বাঞ্ছা। অভি—লষ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

অভিলাপ—সংকল্পের অঙ্গীভূত বাক্য। অভি—লপ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভিলাব—ধ্বংস; ছেদন। অভি—লূ (ছেদন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভিলাষ—বাঞ্ছা, স্পৃহা, ইচ্ছা; অনুরাগ; লোভ। অভি—লষ+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অভিলষিত, অভিলাষী।

অভিলাষিণী—অভিলাষী দেখ।

অভিলাষী—স্পৃহাযুক্ত, বাঞ্ছাযুক্ত, ইচ্ছুক; লোলুপ; লুব্ধ; লোভী। অভি—লষ+ণিন্ ক =অভিলাষিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অভিলাষিণী। বিশেষ্যে অভিলাষ।

অভিলাষুক—অভিলাষী। অভি—লষ (ইচ্ছা করা)+উকঞ্ ক। বিণ; ত্রি।

অভিবাদ—অপবাদ, অখ্যাতি; বন্দনা। অভি—বদ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভিবাদক—১। অভিবাদনকারী, বন্দনাশীল। অভি—ণিজন্ত বদ (বলা)+ণক ক। ২। নিন্দক, অপ্রিয় কথক, অপবাদক। অভি—বদ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অভিবাদিকা।

অভিবাদন—বন্দনা, নমস্কার। অভি—ণিজন্ত বদ (বলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভিবাদ্য—অভিবাদনযোগ্য, বন্দ্য। অভি—ণিজন্ত বদ (বলা)+য কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অভিবাদ্যা (=নমস্যা, বন্দনীয়া)।

অভিবিধি—অতিব্যাপ্তি, সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্তি। অভি—বি—ধা+কি ভা। সং; পু।

অভিব্যক্ত—প্রকাশিত; স্পষ্ট। অভি—বি—অন্জ (প্রকাশ করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অভিব্যক্তি।

অভিব্যক্তি—প্রকাশ; স্পষ্টতা। অভি—বি—অন্জ (প্রকাশ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অভিব্যক্ত।

অভিব্যাপ্ত—সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত। অভি—বি—আপ (ব্যাপ্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অভিব্যাপ্তি।

অভিব্যাপ্তি—সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্তি, অভিবিধি। অভি—বি—আপ (ব্যাপ্ত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অভিব্যাপ্ত।

অভিশঙ্কা—সংশয়; ভ্রান্তি; সর্ব্বদা আশঙ্কা। অভি—শন্ক (শঙ্কা করা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অভিশঙ্কী—সংশয়ী; অভিশঙ্কাযুক্ত। অভিশঙ্কা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে অভিশঙ্কিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

অভিশপ্ত—অভিশাপগ্রস্ত, যাহাকে অভিসম্পাত করা হইয়াছে। অভি—শপ (শাপ দেওয়া)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অভিশাপ।

অভিশস্ত—মিথ্যা অপবাদে দূষিত, কলঙ্কিত। অভি—শন্স (প্রশংসা করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অভিশস্তা।

অভিশস্তি—মিথ্যাপবাদ, কলঙ্ক, অভিশাপ; হিংসা। অভি—শন্স্+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

অভিশাপ—অভিসম্পাত, কোনও কারণে কাহারও প্রতি কুপিত হইয়া তাহার অমঙ্গলপ্রার্থনা; মিথ্যাপবাদ, অমূলক দোষারোপ। অভি—শপ (শাপ দেওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অভিশপ্ত।

অভিষঙ্গ, অভীষঙ্গ—অপবাদ; অভিশাপ; ব্যসন; শোক, দুঃখ; পরাভব; আক্রোশ; শপথ; হিংসা; আসক্তি; ভূতাবেশ। অভি—সন্জ (আসক্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভিষব, অভিষবণ—১। যজ্ঞান্ত স্নান; সোমরস পান; মদ্যসন্ধান, মদ প্রস্তুত করা; কাঁজি। অভি—সু (স্নান করা)+অল্, অনট্ ভা। ২। যজ্ঞ। অভি—সু+অল্, অনট্ সম্প্র। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

অভিষিক্ত—মন্ত্রপূত বা পবিত্র সলিল দ্বারা স্নাপিত; যাহার অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছে; নিযুক্ত। অভি—সিচ (সেচন করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অভিষিক্তা (=কৃতাভিষেকা)। বিশেষ্যে অভিষেক।

অভিষুত—সোমরস; কাঁজি। অভি—সু+ক্ত কর্ম্ম। সং; ক্লী।

অভিষেক—১। স্নান; রাজ্যাধিকারার্থ মন্ত্রপূত পবিত্র সলিল দ্বারা অভিষেচন, সমুদ্র ও পবিত্রতোয়া নদীর অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী প্রভৃতির জল সংগ্রহ করিয়া রাজ্যাভিষেক সময়ে যে স্নান করান হয়, উহাকে অভিষেক বলে। অভি—সিচ (সেচন করা)+ঘঞ্ ভা। ২। স্নাপন। অভি—ণিজন্ত সিচ বা সেচি+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অভিষিক্ত।

অভিষেণন—যুদ্ধযাত্রা, জয়ার্থ শত্রুসৈন্যের অভিমুখে গমন। অভি—সেনি নামধাতু+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভিষ্টুত—১। স্তুত; প্রশংসিত; বর্ণিত। অভি—স্তু (স্তব করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। স্তুতি, স্তব। অভি—স্তু+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

অভিষ্যন্দ, অভিস্যন্দ—অতিবৃদ্ধি, স্ফীতি, আধিক্য; নেত্ররোগবিশেষ; ক্ষরণ; উদ্বৃত্ত। অভি—স্যন্দ (ক্ষরিত হওয়া)+অল্ ভা; পু।

অভিষ্যন্দনগর—শাখা নগর, প্রধান নগরের উদ্বৃত্ত লোক দ্বারা কৃত নগর, নবস্থাপিত নগর, প্রধান নগরে লোকসংখ্যা অধিক হইলে উহার কিয়দংশ লোক লইয়া যেস্থানে নূতন নগর স্থাপিত করে, উপনগর। ক্লী।

অভিষ্যন্দবমন—দেশে লোকসংখ্যার আধিক্য হইলে কিয়দংশ লোককে স্থানান্তরে প্রেরণ। অভিষ্যন্দের বমন, ৬তৎ; সং; ক্লী।

অভিষ্বঙ্গ—আসক্তি, অনুরাগ; আলিঙ্গন। অভি—স্বন্জ (আসক্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। পু।

অভিসন্তাপ—১। তাপ; মনস্তাপ, দুঃখ; অভিশাপ। অভি—সম্—তপ (তপ্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। ২। যুদ্ধ। অভি—সম্—তপ+ঘঞ্ অধি; সং; পু। বিশেষণে অভি-

অভিসন্ধান—প্রবঞ্চনা; সম্মিলন, সন্ধি; সমুদ্যোগ; উদ্দেশ। অভি—সম্—ধা+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অভিসংহিত।

অভিসন্ধি—উদ্দেশ, অভিপ্রায়; সম্ভাবনা; বঞ্চনা; সমুদ্যোগ; সন্ধি। অভি—সম্—ধা (ধারণ করা)+কি ভা। সং; পু।

অভিসম্পাত—১। যুদ্ধ। অভি—সম্—পত+ঘঞ্ ভা। ২। শাপপ্রদান। অভি—সম্—পত+ণি+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভিসর—অনুচর; সহায়। অভি (পশ্চাৎ)—সৃ (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

অভিসরণ—অনুসরণ, অনুগমন; অভিসার, নায়ক নায়িকাদের সঙ্কেত স্থানে গমন। অভি—সৃ (গমন করা)+অনট্ ভা। ক্লী।

অভিসর্জ্জন—দান, বিসর্জ্জন, ত্যাগ; বধ। অভি—সৃজ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অভিসৃষ্ট।

অভিসার—১। যুদ্ধ; সম্ভোগাভিলাষে নায়ক-নায়িকাদের সঙ্কেতস্থানে গমন। অভি—সৃ (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। ২। বল; সাধন। অভি—সৃ (গমন করা)+ঘঞ্ ণ। ৩। সহায়। অভি—সৃ+ঘঞ্ ক। সং; পু। ৪। জাতিবিশেষ, পূর্ব্বকালে ইহারা কাশ্মীরের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিত।

অভিসারক—কান্তার্থে সঙ্কেতস্থানে গমনকারী (পুরুষ); অভিমুখে গমনকারী। অভি—সৃ (গমন করা)+ণক ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অভিসারিকা।

অভিসারিকা—কান্তার্থে সঙ্কেতস্থানে গমনকারিণী (নারী)। কান্তার্থিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং, সাঽভিসারিকা। অর্থাৎ যে নারী কান্তার্থিনী হইয়া সঙ্কেতস্থানে গমন করে, তাহাকে অভিসারিকা কহে। সং; স্ত্রী।

অভিসারিণী—অভিসারিকা। অভি—সৃ+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্।

অভিসারী—কান্তার্থে সঙ্কেতস্থানে গমনকারী (পুরুষ)। অভি—সৃ (গমন করা)+ণিন্ ক=অভিসারিন্, ১মার ১বচন। বিণ বা সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অভিসারিণী।

অভিসৃষ্ট—দত্ত, পরিত্যক্ত, বিসৃষ্ট। অভি-সৃজ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

অভিহত—আহত, আঘাত-প্রাপ্ত; বিনষ্ট; পরাজিত; তাড়িত; গুণিত। অভি—হন (বধ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অভিঘাত।

অভিহরণ—অপহরণ, চৌর্য্য, আহরণ; বিবাহকালীন যৌতুকদান। অভি—হৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভিহার—আক্রমণ; লুণ্ঠন; বর্ম্মধারণ; অভিযোগ; পৌনঃপুন্য। অভি—হৃ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভিহিত—কথিত, উক্ত, উল্লিখিত। অভি—ধা+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অভিহিতা। বিশেষ্যে অভিধা, অভিধান।

অভীপ্সিত—অভিলষিত, বাঞ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত। অভি—সনন্ত আপ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

অভীপ্সু—অভিলাষুক, ইচ্ছুক। অভি—সনন্ত আপ (প্রাপ্ত হওয়া)+উ ক। বিণ; ত্রি।

অভীর—১। আভীর, গোপজাতি, গোয়ালা। অভি—ঈর+অন্ ক। সং; পু। ২। দাক্ষিণাত্যদেশবিশেষ।

অভীষ্ট—অভিলষিত, বাঞ্ছিত। অভি—ইষ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অভীষ্টা।

অভীষ্ট-সিদ্ধি—অভিলষিতপ্রাপ্তি, ইষ্টলাভ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অভীষ্টসিদ্ধিলাভ—বাঞ্ছিত বিষয়ে সফলতা-প্রাপ্তি। সিদ্ধির লাভ, ৬তৎ, অভীষ্টে (অভীষ্টবিষয়ে) সিদ্ধিলাভ, ৭তৎ, অথবা অভীষ্ট যে সিদ্ধি, তাহার লাভ, কর্ম্মধা ও ৬তৎ। সং; পু।

অভুক্ত—যাহার ভোজন হয় নাই, উপবাসী, অনাহারী। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অভুক্তা—উপবাসিনী, অকৃতভোজনা। অভুক্ত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অভূততদ্ভাব—যাহা পূর্ব্বে ছিল না, তাহা হওয়া। ন ভূত অভূত, নঞ্তৎ; অভূতের তদ্ভাব, ৬তৎ। সং; পু।

অভূতপূর্ব্ব—যাহা পূর্ব্বে কখন হয় নাই। পূর্ব্বে অর্থাৎ পূর্ব্বকাল ব্যাপিয়া ভূত, ভূতপূর্ব্ব ২তৎ; পূর্ব্বপদের পরনিপাত; ন ভূতপূর্ব্ব, নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি।

অভেদ—১। ভেদাভাব, অবিশেষ, অভিন্নতা, একতা। নঞ্তৎ। সং; পু। ২। ভেদরহিত, নির্ব্বিশেষ, অভিন্ন, এক। বহু। বিণ; ত্রি।

অভেদ্য—ভেদাসাধ্য, যাহা ভেদ করিতে পারা যায় না। নঞ্তৎ। স্ত্রীলিঙ্গে অভেদ্যা (=ভেদাসাধ্যা)।

অভোগ্য—ভোগের অযোগ্য, যাহা ভোগ করা উচিত নয়। নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অভোগ্যা।

অভোজ্য—অভক্ষ্য, অখাদ্য, অভক্ষণীয়। নঞ্-তৎ। বিণ; ত্রি।

অভ্যক্ত—আপাদমস্তক তৈলাক্ত, যে সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিয়াছে এরূপ। অভি—অন্জ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অভ্যগ্র—আসন্ন; অগ্রবর্ত্তী; সমীপ, নিকট; অভিনব। অব্যয়ী; বিণ; ত্রি।

অভ্যঙ্গ—১। তৈলাদি দ্বারা অঙ্গমর্দ্দন, আভাঙ্ করিয়া গায়ে (তেল) মাখা। অভি—অন্জ (মাখা)+ঘঞ্ ভা। ২। যাহা আভাঙ্ করিয়া মাখা যায়, তৈলাদি। অভি—অন্জ (মাখা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

অভ্যঙ্ক—তিলকল্ক, তিলের খৈল। সং; পু।

অভ্যঞ্জন—১। তৈলাদি ম্রক্ষণ, তৈলাদি মর্দ্দন। অভি—অন্জ (মাখা)+অনট্ ভা। ২। তৈলাদি। অভি—অন্জ (মাখা)+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

অভ্যধিক—অতিশয় অধিক; সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। বিণ; ত্রি।

অভ্যনুজ্ঞা—অনুমতি, আদেশ, 'এই কার্য্য কর' এইরূপ আজ্ঞা; সম্মতি। সং; স্ত্রী।

অভ্যন্তর—১। অন্তরাল, ভিতর, মধ্যস্থান। অভিগত অন্তর, ২তৎ; সং; ক্লী। ২। অন্তর্গত, মধ্যবর্ত্তী। বিণ; ত্রি।

অভ্যন্তরীণ—অন্তর্বর্ত্তী, মধ্যবর্ত্তী, মধ্যস্থিত। অভ্যন্তর+ঈন্, ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

অভ্যন্তরীণ-বিবাদ—গৃহবিচ্ছেদ, গৃহকলহ, ঘরোয়া ঝগড়া। অভ্যন্তরীণ (গৃহগত) যে বিবাদ, কর্ম্মধা। সং; পু।

অভ্যমিত—পীড়িত, রোগী, আতুর। অভি—অম (রোগ হওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

অভ্যমিত্রীন, অভ্যমিত্রীয়, অভ্যমিত্র্য—১। সম্মুখীন যোদ্ধা, স্বীয় ক্ষমতায় শত্রুর সম্মুখ-গামী। অভি (সম্মুখ বা বিরুদ্ধ)—অমিত্র শব্দ (শত্রু)+ঈন, ঈয়, য গমনার্থে। সং; পু। ২। শত্রুর সম্মুখবর্ত্তী। বিণ; ত্রি।

অভ্যর্ণ—সমীপস্থিত, নিকটবর্ত্তী। অভি—অর্দ্দ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অভ্যর্থন—যাচ্ঞা, প্রার্থনা; সম্ভাষণ; সংবর্দ্ধনা, অভ্যাগত ব্যক্তির সৎকার ও সমাদর। অভি—অর্থ (যাচ্ঞা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অভ্যর্থিত।

অভ্যর্থনা—অভি—অর্থ+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। অভ্যর্থন দেখ।

অভ্যর্থনীয়—প্রার্থনীয়, যাচনীয়। অভি—অর্থ (যাচ্ঞা করা)+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি।

অভ্যর্থিত—প্রার্থিত; সংবর্দ্ধিত। অভি—অর্থ (যাচ্ঞা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অভ্যর্থন, অভ্যর্থনা।

অভ্যর্হিত—১। পূজিত, সম্মানিত, সমাদৃত। অভি—অর্হ+ক্ত র্ম। ২। শ্রেষ্ঠ; উচিত। অভি—অর্হ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অভ্যবকর্ষণ—উৎপাটন, শল্যাদি উদ্ধারকরণ, আকর্ষণ। অভি—অব—কৃষ (ভূমি চষা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভ্যবস্কন্দ, অভ্যবস্কন্দন—আক্রমণ; অবরোধ; প্রহার, শত্রুকে মারা। অভি—অব—স্কন্দ (গমন বা প্রহার করা)+অল্ অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

অভ্যবহরণ—ভক্ষণ, আহার, ভোজন। অভি—অব—হৃ+অনট্ ভা; সং; ক্লী।

অভ্যবহার—ভক্ষণ, আহার, ভোজন। অভি—অব—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অভ্যবহৃত, অভ্যবহার্য্য।

অভ্যবহার্য্য—আহার্য্য, ভক্ষ্য। অভি—অব—হৃ+য র্ম। বিণ; ত্রি।

অভ্যবহৃত—ভুক্ত, খাদিত, যাহা খাওয়া হইয়াছে। অভি—অব—হৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

অভ্যসন—অভ্যাস, আলোচনা। অভি—অস (অনুশীলন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভ্যসূয়—অসূয়াযুক্ত, ঈর্ষ্যান্বিত। অভিগতা অসূয়া যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

অভ্যসূয়া—গুণে দোষারোপ; নিন্দা; ঈর্ষা। অভিগত অসূয়া, প্রাদি। সং; ক্লী।

অভ্যস্ত—যাহা অভ্যাস করা হইয়াছে, শিক্ষিত, কণ্ঠস্থ; অভ্যাসানুরূপ; (ব্যাকরণে) দ্বিরুক্ত। অভি—অস (থাকা বা হওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অভ্যাস।

অভ্যাখ্যান—মিথ্যাভিযোগ, মিছা দাবী। প্রাদি। সং; ক্লী।

অভ্যাগত—১। গৃহাগত ব্যক্তি, অতিথি। অভি—আ—গম (গমন করা)+ক্ত ক। সং; পু। ২। সম্মুখাগত। বিণ; ত্রি।

অভ্যাগম—বিবাদ, বিরোধ; যুদ্ধ; মারণ; সমীপাগমন; স্বীকার; ফলপ্রাপ্তি; অভ্যুত্থান; সমীপ, নিকট। প্রাদি। সং; পু।

অভ্যাগমন—অভি—আ—গম+অনট্ ভা। সং; ক্লী। অভ্যাগম দেখ।

অভ্যাগারিক—পরিজন-ব্যাপৃত, পরিবার প্রতিপালনে মনোযোগী। অগার অর্থাৎ গৃহকে অভিগত, ক্রান্তাদ্যর্থে ২য়াতৎপুরুষে অভ্যাগার অর্থাৎ পরিজন, অভ্যাগারে সাধু এই অর্থে অথবা ইদমর্থে অভ্যাগার+ষ্ণিক; বিণ।

অভ্যাদান—আরম্ভ; সম্মুখস্থ হইয়া গ্রহণ। অভি—আ—দা+অনট্ ভা; সং; ক্লী।

অভ্যাপাত—বিপৎপাত। প্রাদি। সং; পু।

অভ্যামর্দ্দ—সংগ্রাম, যুদ্ধ। অভি—আঙ্—মৃদ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অভ্যাবৃত্তি—পৌনঃপুন্য, অসকৃদ্ভাব, বার বার হওয়া। অভি—আ—বৃত+ক্তি ভা। স্ত্রী।

অভ্যাশ—আবৃত্তি; নিকট। অভি—অশ (ব্যাপা)+ঘঞ্ ক। সং; পু।

অভ্যাস—আবৃত্তি, পুনঃ পুনঃ কথন; কোনও কার্য্য পুনঃ পুনঃ করণ; বাণক্ষেপ; নিকট; (ব্যাকরণে) দ্বিত্ব। অভি—অস (থাকা বা হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অভ্যস্ত, অভ্যাসী।

অভ্যাসসাপেক্ষ—অভ্যাসাপেক্ষ, যাহা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। সাপেক্ষ=বহু। পরে ৭তৎ বা ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

অভ্যাসাদন—প্রহার; আক্রমণ; শত্রুর সম্মুখে গমন। অভি—আঙ্+ণিজন্ত সদ বা সাদি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভ্যাসাধীন—অভ্যাসের অধীন (বশ), অভ্যাসলভ্য। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

অভ্যাসী—অভ্যাসকারী, যে অনায়াসে অভ্যাস করে। অভি—অস (থাকা বা হওয়া)+ণিন্ ক=অভ্যাসিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অভ্যাসিনী (=অভ্যাসকারিণী)।

অভ্যাহার—দস্যুতা, অপহরণ, ডাকাতি; আক্রমণ; ভোজন; পৌনঃপুন্য। অভি—আ+হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অভ্যাহৃত।

অভ্যুক্ষণ—জলসেচন, প্রোক্ষণ, জল ছিটান। অভি—উক্ষ (আর্দ্র করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অভ্যুক্ষিত।

অভ্যুক্ষণীয়—প্রোক্ষণযোগ্য, যাহাতে জল সেচন করিতে হইবে। অভি—উক্ষ (সেচন)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অভ্যুক্ষিত—প্রোক্ষিত, যাহার উপর জল সেচন করা হইয়াছে। অভি—উক্ষ (বর্ষণ)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অভ্যুক্ষণ।

অভ্যুচ্চয়—সমুচ্চয়, পুঞ্জ, রাশি। অভি—উৎ—(চি একত্র করা)+অল্ ভা। সং; পু।

অভ্যুচ্ছ্রিত—অতিশয় উন্নত; সমর্থ, পারগ। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

অভ্যুত্থান—উদয়; উদ্যম; উন্নতি; অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি; সুখ্যাতি; প্রত্যুদ্গমন, অভ্যাগত ব্যক্তির গৌরবার্থে আসন হইতে উত্থান; কাহারও বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ। অভি—উদ্—স্থা (থাকা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অভ্যুত্থিত।

অভ্যুত্থায়ী—(অভ্যুত্থায়িন্)। অভ্যুত্থানকারী, প্রত্যুদ্গামী। অভি—উদ্—স্থা+ণিন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অভ্যুত্থায়িনী (=প্রত্যুদ্গমনকারিণী)।

অভ্যুত্থিত—উদিত; প্রজ্বলিত; প্রবৃত্ত; কাহারও সম্মানার্থ আসন হইতে উত্থিত; কাহারও প্রতিকূলে ধৃতাস্ত্র। অভি—উদ্—স্থা (থাকা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অভ্যুত্থান।

অভ্যুদয়—উত্থান, উদয়; উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি; মঙ্গল; উৎসব; বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। প্রাদি। অভি—উদ্—ই (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অভ্যুদিত।

অভ্যুদয়হেতু—যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়, দর্শনশাস্ত্রে তাহাকে অভ্যুদয় হেতু বলে। কারণ এই পুণ্য দ্বারা ইহকালে ও পরলোকে সুখলাভ হয়। অভ্যুদয়ের হেতু, ৬তৎ। সং; পু।

অভ্যুদাহরণ—প্রতিকূল উদাহরণ। অভি—উদ্—আ—হৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অভ্যুদিত—উদিত, উত্থিত; সূর্য্যোদয়কালশায়ী; সূর্য্যোদয়েও নিদ্রিত; উন্নত; সমৃদ্ধ; প্রকাশিত; মঙ্গলার্থ প্রবৃত্ত। অভি—উদ্—ই (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অভ্যুদয়।

অভ্যুদীরিত—কথিত, উক্ত; বিক্ষিপ্ত। অভি—উদ্—ঈর (প্রেরণ করা বা বলা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। [ত্রি।

অভ্যুদ্ধৃত—সম্যগ্রূপে উদ্ধৃত। প্রাদি। বিণ;

অভ্যুদ্যত—উত্থিত; উদিত; প্রবৃত্ত। অভিমতরূপে উদ্যত। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

অভ্যুপগত—১। নিকটাগত; আসক্ত। অভি—উপ—গম (গমন করা)+ক্ত ক। ২। নির্ণীত, প্রতিজ্ঞাত, প্রতিশ্রুত; স্বীকৃত; প্রাপ্ত। অভি—উপ—গম+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অভ্যুপগম।

অভ্যুপগম—নিকটে গমন; নির্ণয়; প্রতিজ্ঞা, স্বীকার; প্রাপ্তি; আসক্তি; মত। অভি—উপ—গম+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অভ্যুপগত।

অভ্যুপপত্তি—অনুগ্রহ; উপকার; রক্ষণ; স্বীকার, অঙ্গীকার; সান্ত্বনা। অভি—উপ—পদ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

অভ্যুপায়—১। সদুপায়। অভি—উপ—ই (গমন করা)+অল্ ণ। ২। প্রতিজ্ঞা; স্বীকার। অভি—উপ—ই+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অভ্যুপেত।

অভ্যুপায়ন—উপহার, উপঢৌকন, ভেট। অভিমত উপায়ন অর্থাৎ উপঢৌকন, প্রাদি। সং; ক্লী।

অভ্যুপাবৃত্ত—প্রতিনিবৃত্ত। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

অভ্যুপেত—১। উপাগত। অভি—উপ—ই+ক্ত ক। ২। প্রাপ্ত; স্বীকৃত; প্রতিজ্ঞাত। অভি—উপ—ই+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অভ্যূষ, অভ্যূষ—ঈষৎ ভৃষ্ট শস্যাদি, অল্পভাজা কলায়াদি; পোলিকা; রোটী। অভি—উষ বা উষ (দগ্ধ করা)+ক ক। সং; পু।

অভ্র—১। আকাশ। নঞ্ (অ)—ভৃ (ভরণ করা)+ক ক। ২। মেঘ। অপ্ (জল) শব্দ—ভৃ (ধারণ করা)+ক ক। ৩। ধাতুবিশেষ, অভ্‌ভর; স্বর্ণ। অভ্র (গমন করা)+অন্ ক। সং; ক্লী। [এইরূপ কথিত আছে, বৃত্র বধসময়ে বজ্রীর বজ্রবিস্ফুলিঙ্গসকল গগনে পরিসর্পিত হইয়া গিরিশিখরসমূহে পতিত হইয়াছিল; তাহা হইতেই অভ্রের উৎপত্তি হয়। ইহা শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে চতুর্ব্বিধ এবং পিনাক, দর্দুর, নাগ ও বজ্র ভেদে চতুর্বিধ। এই সমুদায় অভ্রের মধ্যে বজ্রাভ্রই উৎকৃষ্ট, ইহা ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও মরণ হরণ করিতে সমর্থ]।

অভ্রংলিহ—১। বায়ু। সং; পু। ২। গগনস্পর্শী, অত্যুচ্চ। অভ্র (আকাশ)—লিহ (আস্বাদ)+খশ্ ক। বিণ; ত্রি।

অভ্রক—অভ্র ধাতু, আভ্, অভ্‌ভর। অভ্র শব্দ+ক স্বার্থে। সং; ক্লী।

অভ্রঙ্কষ—১। বায়ু, বাতাস। অভ্র শব্দ (আকাশ)—কষ+খ ক। সং; পু। ২। অত্যুচ্চ, গগনস্পর্শী। অভ্র (আকাশ) কষ+খ ক, যে আকাশকে বধ করিতে অর্থাৎ ভেদ করিতে সমর্থ। বিণ; ত্রি।

অভ্রপিশাচ—রাহু। অভ্রে অর্থাৎ আকাশে পিশাচ সদৃশ, অর্থাৎ পিশাচ যেমন দেবযোনির মধ্যে নিকৃষ্ট, তদ্রূপ যে গ্রহগণের মধ্যে নিকৃষ্ট। সং; পু।

অভ্রপুষ্প—১। আকাশ-কুসুম। অভ্র অর্থাৎ আকাশের পুষ্প, ৬তৎ। ২। জল। অভ্র (আকাশের বা মেঘের) পুষ্পের ন্যায়, ৬তৎ। সং; ক্লী। ৩। বেতস বৃক্ষ। অভ্র হইয়াছে পুষ্প অর্থাৎ পুষ্পবৎ যাহার, বহু। সং; পু।

অভ্রভেদী—(অভ্রভেদিন্)। অভ্রঙ্কষ, মেঘলোক ভেদকারী। অভ্রকে (মেঘকে) ভেদ করে যে, এই বাক্যে অভ্র—ভিদ ধাতু (ভেদ

করা) + ণিন্ ক—অভ্রভেদিন শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অভ্রভেদিনী।

অভ্রমাংসী—লতাবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

অভ্রমাতঙ্গ—দেবহস্তী, ঐরাবত। অভ্র গোচর মাতঙ্গ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অভ্রমু—পূর্ব্বদিকের হস্তিনী, ঐরাবতের স্ত্রী। অ—ভ্রম (ভ্রমণ করা) + উ ক, অথবা অভ্র (মেঘ) শব্দ—মা + ডু ক। সং ; স্ত্রী।

অভ্রমুবল্লভ—ঐরাবত। অভ্রমুর বল্লভ (প্রিয়), ৬তৎ। সং ; পু।

অভ্ররোহ—বৈদুর্য্যমণি। অভ্র অর্থাৎ মেঘের শব্দে রোহ অর্থাৎ উৎপত্তি যাহার, বহু। সং ; পু।

অভ্রাতৃক—ভ্রাতৃহীন, যাহার ভাই নাই। ন (নাই) ভ্রাতা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অভ্রান্ত—ভ্রান্তিশূন্য, ভ্রমশূন্য, যাহার ভুল হয় না। ন ভ্রান্ত, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি।

অভ্রান্তলক্ষ্য—যিনি লক্ষ্যবেধ বিষয়ে ভ্রমে পতিত হন না। অভ্রান্ত (ভ্রমশূন্য) হইয়াছে লক্ষ্য (ভেদ্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অভ্রি, অভ্রী—নৌকাপরিষ্কারক কাষ্ঠকুদ্দাল, কেঠো। অভ্র (গমন করা) + ই ক, স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

অভ্রিয়—মেঘজাত, মেঘসম্বন্ধীয় ; আকাশ সংক্রান্ত। অভ্র + ইয় ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

অভ্রেষ—১। ন্যায়, ঔচিত্য ; পক্ষপাতরাহিত্য। ন (অ) —ভ্রেষ (গমন করা) + অল্ ভা। সং ; পু। ২। গতিশূন্য। বিণ ; ত্রি।

অভ্রোত্থ—বজ্র, বাজ। অভ্র হইতে উত্থ (উত্থিত), ৫তৎ। সং ; ক্লী।

অম—১। আময়, পীড়া, রোগ। অম (রুগ্ন হওয়া) + অল্ ভা। সং ; পু। ২। অপক্ক। অম + অল্ অপা। বিণ ; ত্রি।

অমঙ্গল—১। মঙ্গলাভাব, অকল্যাণ। নঞ্তৎ। সং ; ক্লী। ২। মঙ্গলশূন্য, অশুভযুক্ত। ন (নাই) মঙ্গল যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অমঙ্গলা।

অমঙ্গলজনক—অশুভকর, অনিষ্টকারক। নঞ্তৎ ও ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। [স্ত্রী।

অমঙ্গলশঙ্কা—অশুভ হইবার ভয়। ৫তৎ ; সং ;

অমঙ্গলা—অশুভজনয়িত্রী। অমঙ্গল দেখ।

অমঙ্গল্য—অমঙ্গলজনক। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি।

অমত—১। অসম্মত, অস্বীকৃত। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। মতের অভাব, মত না থাকা, অসম্মতি। সং ; ক্লী। ৩। রোগ ; মৃত্যু ; কাল। অম (রুগ্ন হওয়া) + অত ণ। সং ; পু।

অমত্র—জলপাত্র ; ভোজনপাত্র। অম (ভোজন করা) + অত্রন্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

অমৎসর—অসূয়াশূন্য, অহিংসক। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। [সং ; ক্লী।

অমনুষ্যত্ব—মনুষ্যত্ব না থাকা। নঞ্তৎ।

অমনোযোগ—মনোযোগের অভাব, অনভিনিবেশ। মনের যোগ, ৬তৎ ; ন মনোযোগ, নঞ্তৎ। সং ; ক্লী। বিশেষণে অমনোযোগী।

অমনোযোগী—(অমনোযোগিন্)। যাহার মনোযোগ নাই, অনভিনিবিষ্ট। নঞ্তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অমনোযোগিনী।

অমন্ত্র—মন্ত্রহীন। বহু। বিণ ; ত্রি।

অমন্ত্রা—গ্রাসচতুষ্টয়পরিমিত ভিক্ষান্ন। অম + অন্ত্র র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

অমর—১। মরণহীন, মৃত্যুর অনধীন ; যে নানা প্রকার ভাল কাজ করিয়া চিরস্মরণীয় নাম রাখিয়া গিয়াছে। ন মর (মৃত্যুর অধীন), নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। দেবতা ; [মৃত্যুহীন বলিয়া দেবতাদের এই নাম হইয়াছে] ; পারদ। নঞ্ (অ) —মৃ (মরা) —অন্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অমরা।

অমরকোট—সিন্ধুনদের পরপারস্থ একটী প্রসিদ্ধ নগর। হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়া যৎকালে পলায়ন করেন, সেই সময়ে এই নগরে মহামতি আকবরের জন্ম হয়। (রবিবার, ১৫ই অক্টোবর, ১৫৪২ খ্রীঃ অব্দ)।

অমর কোষ—"সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ"—দ্বিতীয় ভাগ দেখ।

অমরত্ব—মৃত্যুর অনধীনত্ব ; দেবত্ব ; সৎকার্য্যাদি দ্বারা চিরস্মরণীয়ত্ব। অমর শব্দ + ত্ব ভাবে। সং ; স্ত্রী। [পদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অমরদারু—দেবদারু। অমরানুগৃহীত দারু, মধ্য-

অমরদ্বিজ—দেবল, পূজারি ব্রাহ্মণ। অমর পূজক দ্বিজ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অমরপুষ্পক—কল্পবৃক্ষ ; কাশতৃণ, কেশে। অমর অর্থাৎ অম্লান থাকে পুষ্প যাহার, বহু। পু।

অমরপুষ্পিকা—অধঃপুষ্পী বৃক্ষ। অমরাদৃত পুষ্প যাহার, বহু, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

অমরবাঞ্ছিত—দেবাভীষ্ট, সুরগণপ্রার্থিত, যাহা দেবতারাও ইচ্ছা করেন। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

অমরসিংহ—জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কবি। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ নবরত্নের মধ্যে তৃতীয়। ইনি "অমরকোষ" নামক সংস্কৃত পদ্য অভিধান প্রণয়ন করিয়া স্বীয় নাম অন্বর্থ করিয়া গিয়াছেন। যতদিন সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা থাকিবে, ততদিন অমরকোষও আপনার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইবে। অমরকোষের অন্য নাম "লিঙ্গানুশাসন"। কেহ কেহ বলেন, অমরসিংহ জৈন-মতাবলম্বী ছিলেন, এবং বুদ্ধগয়াতে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইঁহার অনেক গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক নষ্ট হয়।

অমরা—দেবনগরী, ইন্দ্রের পুরী ; গুড়ূচী ; দূর্ব্বা ; বিছাটি ; ঘৃতকুমারী ; বটবৃক্ষ ; জরায়ু। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে অমর। অমর দেখ।

অমরাত্মা—(অমরাত্মন্)। যশস্বী ; ধার্ম্মিক। অমর (মরণবিহীন) হইয়াছে আত্মা যাহার। অথবা অমরের আত্মার ন্যায় হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অমরাদ্রি—সুমেরুপর্ব্বত। অমর সেবিত অদ্রি অর্থাৎ পর্ব্বত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা ; কথিত আছে, এই পর্ব্বতই দেবতাদিগের বাসস্থান। সং ; পু।

অমরালয়—দেবপুরী, স্বর্গ। অমরের আলয় (বাসস্থান), ৬তৎ। সং ; পু।

অমরাবতী—ইন্দ্রালয়। কথিত আছে যে, এই পুরী বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা সুমেরু পর্ব্বতের উপরে অধিষ্ঠিত এবং দেবতাদিগের আবাসভূমি। এখানে শোক তাপ জরা মৃত্যু কিছুই নাই ; চিরবসন্ত বিরাজমান। এখানে নন্দন কানন, পারিজাত বৃক্ষ, সুরভী গাভী, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব প্রভৃতি সুখসাধন সামগ্রী সমস্তই বিদ্যমান, এবং অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ সর্ব্বদা নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকেন। অমর (দেবতা) শব্দ + মতু (বা বতু) অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। কৃষ্ণানদীর তীরে এই নামের একটী প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আছে। উড়িষ্যার রাজা সূর্য্যদেব খ্রীষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে এই নগর নির্ম্মাণ করেন। এখানেও বৌদ্ধদের অনেক মন্দিরাদি ছিল।

অমরু—একজন প্রসিদ্ধ কবি। অমরুশতক ব্যতীত ইহার আর কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—ইনি স্বর্গীয় দ্বারকানাথ দত্ত মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থিয়েটার (Classic Theatre) সংস্থাপন করিয়া তাহার অধ্যক্ষতাভার গ্রহণ করেন। ইনি একদিকে যেমন সুদক্ষ অধ্যক্ষ, অন্যদিকে তেমনই উৎকৃষ্ট অভিনেতা। এইখানে ইনি অভিনয়ের উপযোগী কয়েকখানি গীতিনাট্য ও প্রহসন রচনা করিয়া সাধারণের নিকট খ্যাতিলাভ করেন। উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচনায় ইঁহার স্বাভাবিক শক্তি দৃষ্ট হয়। ইনি বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রভৃতির কয়েকখানি উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।

অমরেশ, অমরেশ্বর—ইন্দ্র। অমরগণের ঈশ বা ঈশ্বর (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। সং ; পু।

অমর্ত্ত্য—১। অমর, দেবতা। নঞ্তৎ। সং ; পু। ২। স্বর্গীয়। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ মর্ত্ত্য।

অমর্ত্ত্যভুবন—দেবলোক, স্বর্গ। অমর্ত্ত্যদিগের (দেবগণের) ভুবন অর্থাৎ লোক, ৬তৎ ; পু।

অমর্য্যাদক—লোকের অবমাননাকারী। বিণ; ত্রি।

অমর্য্যাদা—অসম্মান, অবমাননা, অনাদর। নঞ্-তৎ। সং; পু। বিপরীতার্থক শব্দ মর্য্যাদা।

অমর্ষ—১। অক্ষমা, অসহিষ্ণুতা; ক্রোধ। নঞ্ (অ)-মৃষ (ক্ষমা করা)+অল্ ভা। সং; পু। ২। ক্রোধী। অবিদ্যমান মর্ষ অর্থাৎ ক্ষমা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অমর্ষণ—১। অক্ষমাপরায়ণ; অসহনশীল; ক্রোধী। ন (নাই) মর্ষণ (ক্ষমা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অক্ষমা, ক্রোধ। নঞ্-তৎ। নঞ্ (অ)-মৃষ (ক্ষমা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অমর্ষপরায়ণ—অত্যন্ত কোপন-স্বভাব। অমর্ষ (ক্রোধ) হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অমর্ষিত—অমর্ষযুক্ত, ক্রোধান্বিত। অমর্ষ (ক্রোধ) শব্দ+ইত, জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

অমর্ষী—অমর্ষযুক্ত, ক্রোধী, রাগী। অমর্ষ (ক্রোধ) শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=অমর্ষিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অমর্ষিণী।

অমল—১। নির্ম্মল, পরিষ্কৃত; শুভ্র। নঞ্-তৎ। বিণ; ত্রি। ২। অভ্রক ধাতু, অভ্ভর। সং; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে অমলা।

অমলক—অধিত্যকাস্থিত বাসভূমি; আমলকী। অম-লু+ড ক তদুত্তরে কণ্। সং; পু ও ক্লী।

অমলা—লক্ষ্মী; নাভিনাড়ী; ভূমি আমলকী। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে অমল। অমল দেখ।

অমা—১। সহিত; নিকট। নঞ্ (অ)-মা (পরিমাণ করা)+ক্বিপ্, র্ম্ম। ব্য। ২। অমাবস্যা; চন্দ্রের কলাবিশেষ। [এই কলা মালাসূত্রের ন্যায় অপরগুলিতে বিদ্ধ। ইহার ক্ষয়বৃদ্ধি নাই। অপর কলাসমূহ ইহাকে আশ্রয় করিয়া আছে]। সং; স্ত্রী।

অমাংস—ক্ষীণ, কৃশ, দুর্ব্বল। অবিদ্যমান অর্থাৎ অল্পপরিমাণ হইয়াছে মাংস যাহার, বহু; বিণ; ত্রি।

অমাংসল—ক্ষীণ, কৃশ, দুর্ব্বল। মাংস শব্দ+ল অস্ত্যর্থে, ন মাংসল, নঞ্-তৎ। বিণ; ত্রি।

অমাতৃক—মাতৃহীন। ন (নাই) মাতা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অমাত্য—মন্ত্রী, সভাসদ্; সহচর। অমা (নিকট) শব্দ-অত (সতত গমন করা)+য, সংজ্ঞার্থে। সং; পু।

অমানব—অলৌকিক। ন মানব, নঞ্-তৎ; বিণ; ত্রি। মানব=মানবকৃত।

অমানস্য—মনঃপীড়া, ব্যথা। ন (অ)-মনস্ শব্দ+ষ্য। সং; ক্লী।

অমানিশা—অমাবস্যা রজনী। অমার অর্থাৎ অমাবস্যা তিথির নিশা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অমান্য—অসম্মানার্হ, অবমাননীয়, অনাদরণীয়। নঞ্-তৎ। বিণ; ত্রি।

অমানুষ, অমানুষিক—অলৌকিক, মনুষ্যাতীত, অসাধারণ, অসামান্য। নঞ্-তৎ। বিণ; ত্রি। মানুষ, মানুষিক=মানবকৃত।

অমামসী, অমামাসী, অমাবসী, অমাবাসী—অমাবস্যা দেখ।

অমায়—সরল; অকপট; অবঞ্চক; মায়াশূন্য। ন (নাই) মায়া যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অমায়িক—কপটশূন্য, সরল, অকপট; সরলান্তঃকরণ। ন মায়িক (কপটাচারী), নঞ্-তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অমায়িকতা।

অমায়িকতা—অমায়িক আচরণ। অমায়িক শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অমাবস্যা, অমাবাস্যা—কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশী বা শেষ তিথি, যে তিথিতে চন্দ্র অদৃশ্যভাবে উদয় হয়। অমাবস্যা=অমা (সহ) শব্দ-বস (বাস করা)+য অধি, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। অমাবাস্যা=অমা (সহ) শব্দ-বস (বাস করা)+ঘ্যণ, অধি, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। যে তিথিতে পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত সমসূত্রে বাস করেন, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সং; স্ত্রী। [ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

অমাবাস্য—অমাবস্যাজাত। অমাবস্যা শব্দ+ষ্য

অমাবাস্যা—অমাবস্যা দেখ।

অমিত—১। অপরিমিত, অসীম। নঞ্-তৎ। ২। পীড়িত, রুগ্ন; গত। অম (রুগ্ন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অমিততেজা—(অমিততেজস্)। অপরিমিত শক্তিশালী, যাহার ক্ষমতার ইয়ত্তা নাই, অসীম প্রভাবসম্পন্ন। অমিত (অপরিমিত) তেজঃ যাহার, বহু। বিণ; পু।

অমিতবল—অপরিমিত শক্তিশালী, অত্যন্ত বলবান্। নঞ্-তৎ ও বহু। বিণ; ত্রি।

অমিতব্যয়িতা—অপরিমিত ব্যয়শীলতা, উপযুক্ত রূপের অধিক ব্যয় করা। অমিতব্যয়িন্ দেখ, তদুত্তরে ভাবার্থে তা। সং; স্ত্রী।

অমিতব্যয়ী (অমিতব্যয়িন্)—আয় অনুসারে অত্যন্ত অধিক ব্যয়শীল, আয় যেরূপ, তদধিক ব্যয়শীল। অমিতভাবে ব্যয় করে যে এই বাক্যে, অমিত-ব্যয় ধাতু (অকারান্ত ধাতু)+ণিন্ ক-অমিতব্যয়িন্ শব্দ, ১মার ১বচন; বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অমিতব্যয়িনী।

অমিতহস্ত—পরিমাণাধিক বা পরিমাণাল্প হইয়াছে হস্ত যাহার। অমিতব্যয়ী হইয়াছে হস্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অমিতাচারী—(অমিতাচারিন্) অপরিমিতভাবে ভক্ষ্যপানীয়াদির ব্যবহারকারী। অমিত-আ-চর (গমন করা)+ণিন্ ক-অমিতাচারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অমিতাচারিণী।

অমিতৌজাঃ—অপরিমিত ক্ষমতাশালী, অতিশয় বলবান্। অমিত (অপরিমিত) হইয়াছে ওজঃ (বল) যাহার এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে অমিতৌজস্, ১মার ১বচন; বিণ।

অমিত্র—যে মিত্র নয়, শত্রু। নঞ্-তৎ। সং; পু।

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ—যে ছন্দে চরণদ্বয়ের অন্ত্যবর্ণের মিল থাকে না, তাহাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ বলে। ছন্দঃ দেখ।

অমিশ্র—যাহা মিশ্র নয়, বিশুদ্ধ, খাঁটি। ন মিশ্র, নঞ্-তৎ। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

অমিশ্রিত—যাহা মিশ্রিত নয়, বিশুদ্ধ। নঞ্-তৎ;

অমী—রোগযুক্ত, রোগী। অম (রুগ্ন হওয়া)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

অমুক—অদস্ শব্দ হইতে উৎপন্ন। অনির্দ্দিষ্টনামা, উদ্দিষ্টনামা। বিণ; ত্রি।

অমুক্ত—১। মোক্ষরহিত। ন অর্থাৎ নাই মুক্তি যাহার, বহু। ২। অপরিত্যক্ত। নঞ্-তৎ। বিণ; ত্রি। ৩। ছুরি প্রভৃতি অস্ত্র, যাহা হস্তে ধৃত থাকে। সং; ক্লী।

অমুত্র—পরলোকে, জন্মান্তরে। অদস্ শব্দ+ত্র সপ্তমী বিভক্তির অর্থে। ব্য।

অমুষ্যপুত্র—সদ্বংশজাত, প্রসিদ্ধবংশোদ্ভব। অমুষ্য অর্থাৎ উহাঁর (কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির) পুত্র, অলুক্ ৬তৎ। অদস্ শব্দ ৬ষ্ঠীর ১বচনে অমুষ্য হইয়াছে। সং; পু।

অমুষ্যায়ণ, আমুষ্যায়ণ—সদ্বংশজাত, প্রসিদ্ধ বংশোদ্ভব। অমুষ্য=অদস্ শব্দের ৬ষ্ঠীর একবচনের রূপ, তদুত্তরে অপত্যার্থে ষ্ণায়ন, একবার আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হইয়াছে, একবার হয় নাই, একারণ রূপদ্বয় হইয়াছে; বিণ।

অমুদৃক্, অমুদৃক্ষ, অমুদৃশ—এইরূপ, এই প্রকার, এতদ্রূপ। অদস্ শব্দ-দৃশ (দেখা)+ক্বিপ্, সক্, টক্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অমূর্ত্ত—১। মূর্ত্তিহীন, আকৃতিশূন্য, নিরবয়ব; ন্যায়ে—আকাশ, কাল প্রভৃতি; বেদান্তে—বায়ু, অন্তরীক্ষ। ন (নয়) মূর্ত্ত (মূর্ত্তিবিশিষ্ট), নঞ্-তৎ। বিণ; ত্রি। ২। শিবের নাম। পু।

অমূর্ত্তগুণ (ন্যায়ে)—অমূর্ত্তদ্রব্যাশ্রিত গুণ, যথা—আকাশের শব্দ গুণ, আত্মার বুদ্ধি ও সুখ-দুঃখাদি গুণ। অমূর্ত্তের অর্থাৎ অমূর্ত্ত পদার্থের গুণ, ৬তৎ; সং; পু।

অমূল—মূলশূন্য, মূলরহিত। অবিদ্যমান মূল যাহার, বহু; বিণ; ত্রি।

অমূলক—মূলশূন্য, আদিকারণশূন্য; অপ্রামাণিক, কাল্পনিক, মিথ্যা। ন (নাই) মূল যাহার, বহু, ক প্রত্যয়। বিণ; ত্রি।

অমূল্য—মূল্যের ইয়ত্তা নাই এরূপ, বহুমূল্য; মূল্য দিয়া যাহা পাওয়া যায় না এরূপ। ন (নাই) মূল্য যাহার, অথবা অদেয় হইয়াছে মূল্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অমৃত—১। সুধা, যাহা পান করিয়া

অমর হইয়াছেন ; যজ্ঞশেষ ; অন্ন ; জল ; মৃত ; দুগ্ধ ; পারদ ; স্বর্ণ ; বিষ ; নবনীত ; তক্র, ঘোল ; মুক্তি ; যোগবিশেষ। ন (নাই) মৃত (মরণ) যাহা হইতে, বহু। সং ; ক্লী। ২। অমর, দেবতা ; ধন্বন্তরি। সং ; পুং। ৩। মরণশূন্য, অমর ; প্রীতিকর, প্রিয় ; সুন্দর। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অমৃতা। [অমৃত যে কি বস্তু, তাহা কোনও ব্যক্তি কখনও আস্বাদন করে নাই বা দেখেও নাই, তথাপি অমৃত বলিলে এক অত্যাশ্চর্য্য মোহনভাব মনোমধ্যে উদিত হয়। যেন অমৃত শব্দ সর্ব্বসুখপ্রদ বিষয়ের পরাকাষ্ঠা বোধক]। প্রকৃতপক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য, যাহা সর্ব্বাধিক শ্রুতিসুখপ্রদ, যাহার তুল্য উৎকৃষ্ট স্বাদু আর নাই, যাহার সৌরভে সর্ব্ব সদ্গন্ধ অপেক্ষা সমধিক আনন্দ লাভ হয়, যাহা স্পর্শ করিলে অন্যবিধ যাবতীয় সুখস্পর্শ দ্রব্য বিস্মৃত হইতে হয়, এবং যাহা চিন্তা করিলে অপার আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইতে হয়, এতাদৃশ পদার্থই অমৃত, সুধা ও পীযূষ বলিয়া অভিহিত। এই কারণেই

অমৃতং শিশিরে বহ্নিঃ

রমৃতং পণ্ডিতঃ সুতঃ।

অর্থাৎ শীতকালে অগ্নি অমৃত এবং পণ্ডিত পুত্র অমৃত ইত্যাদি বাক্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যোগমার্গাবলম্বীরা বলেন যে, সহস্রার হইতে অতি সুখদ, সর্ব্বসন্তাপনাশক এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাদি নিবারক একপ্রকার অপূর্ব্ব তরল পদার্থ নির্গত হয়, উহাই অমৃত।

মুমুক্ষুরা বলেন যে, ভগবচ্চিন্তনকালে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় পদার্থ সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া সাধককে অসাধ্য সাধনে সমর্থ করে, উহাই অমৃত।

পুরাণে বর্ণিত আছে যে, দেবতারা যে অমৃত সেবন করিয়া মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়াছেন, এবং নানাবিধ সুদুর্লভ শক্তি লাভ করিয়াছেন, উহা নিম্নলিখিতরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল ;—

পৃথুরাজার উপদেশ অনুসারে ধরিত্রীকে গাভীরূপা ও ইন্দ্রকে বৎস করিয়া দেবতাদিগের দ্বারা হিরণ্ময় পাত্রে পয়ঃ দোহন করা হইলে তাহা হইতে যে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা দুর্ব্বাসার শাপে সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়। পরে ইন্দ্র দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। তাহাতে বিষ্ণু নিজে কূর্ম্মরূপ ধারণ করেন, এবং মন্দার পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু করিয়া সমুদ্র মন্থন করা [illegible]লে তাহা হইতে অমৃত, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব প্রভৃতি উত্থিত হইয়াছিল]।

অমৃতকণা—সুধাবিন্দু, অমৃতের ক্ষুদ্র অংশ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অমৃতকর—সুধাংশু, চন্দ্র। অমৃতপূর্ণ বা অমৃততুল্য হইয়াছে কর অর্থাৎ কিরণ যাহার, বহু। সং ; পুং। [ক্লী।

অমৃতকুণ্ড—সুধাকূপ, সুধাভাণ্ড। ৬তৎ। সং ;

অমৃতজটা—জটামাংসী। সং ; স্ত্রী।

অমৃততরঙ্গিণী—চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। অমৃত পূর্ণ তরঙ্গিণী অর্থাৎ নদীতুল্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অমৃতদীধিতি—সুধাকর, চন্দ্র। অমৃততুল্য হইয়াছে দীধিতি (কিরণ) যাহার, বহু। সং ; পুং।

অমৃতপ—১। বিষ্ণু ; দেবতা। অমৃত শব্দ—পা (রক্ষা করা বা পান করা) + ড ক। সং ; পুং। ২। অমৃতপানকারী। বিণ ; ত্রি।

অমৃতপূর্ণ—পীযূষপূরিত, সুধাময়। অমৃত দ্বারা পূর্ণ, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

অমৃতপ্রাশ—কাশপ্রভৃতি নানা রোগের মহৌষধ ঘৃতবিশেষ। সং ; পুং।

অমৃতফল—১। রুচিফল ; নাসপাতি ; পেঁপে। অমৃত তুল্য ফল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। পটোলগাছ ; পারাবৎ বৃক্ষ। সং ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে অমৃতফলা।

অমৃতফলা—আমলকী বৃক্ষ ; দ্রাক্ষালতা। বহু। সং ; স্ত্রী। অমৃতফল দেখ।

অমৃতভাণ্ড—সুধাভাজন, অমৃত রাখিবার পাত্র। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অমৃতভাষিণী—অমৃতভাষী দেখ।

অমৃতভাষী—যাহার কথা অতি সুমিষ্ট, মধুরভাষী। উপ। অমৃত শব্দ—ভাষ (কথা বলা) + ণিন্ ক = অমৃতভাষিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে অমৃতভাষিণী (= মধুরবাদিনী)। [কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অমৃতমদিরা—সুধাতুল্য মদ্য। মধ্যপদলোপী

অমৃতমধুর—সুধার ন্যায় সুমিষ্ট। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

অমৃতময়—সুধাময়। অমৃত শব্দ + ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অমৃতময়ী।

অমৃতযোগ—(জ্যোতিষশাস্ত্রে) বার ও তিথি বা নক্ষত্র যোগে উৎপন্ন যোগবিশেষ। [যেমন সূর্য্য অন্ধকার ধ্বংস করেন, তদ্রূপ অমৃতযোগ বিশিষ্টা ভদ্রা, ব্যতীপাত, পাপযোগ প্রভৃতি দোষসমূহকে নষ্ট করে। এ কারণ অমৃতযোগ যাত্রায় অতি প্রশস্ত। অমৃত নামক যোগ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পুং।

অমৃতলাল বসু—ইনি ১২৬০ সালের ৬ই বৈশাখ কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় সাধারণ নাট্যশালা National Theatre সংস্থাপন সময়ে ইনি ইহার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। প্রথমে ইনি সাধারণের নিকট অভিনেতৃরূপেই পরিচিত হন, পরে দুই একখানি প্রহসন লিখিয়া নাট্যসাহিত্যের পরিপুষ্ট সাধন করেন। অতঃপর ইনি কিছুদিনের জন্য বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেন। এই সময়ে ইনি ব্রজলীলা নামক একখানি গীতিনাট্য প্রণয়ন করেন। পরে পুনরায় ইনি National Theatreএ গমন করেন। যখন ষ্টার থিয়েটার বীডন ষ্ট্রীটে সংস্থাপিত হয়, তখন তিনি বিবাহবিভ্রাট নামে একখানি সামাজিক প্রহসন প্রণয়ন করিয়া সাধারণের নিকট যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। এই বিবাহবিভ্রাটে অমৃতলাল "মিষ্টার সিংহের" ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অতি উৎকৃষ্ট অভিনয় করিয়াছিলেন। ষ্টার থিয়েটার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে পুনর্গঠিত হইলে ইনি ইহার অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করেন এবং অন্যতম অংশীদাররূপে পরিগণিত হন। আজ পর্য্যন্ত ইনি ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষতা করিতেছেন। এইখানে ইনি অনেকগুলি প্রহসন এবং দুই একখানি নাটক রচনা করেন। ইঁহার সামাজিক নাটক তরুবালা ও বিজয়বসন্ত এবং ধর্ম্মমূলক নাটক হরিশ্চন্দ্র অতিশয় সুখ্যাতির সহিত এইখানে অভিনীত হয়। হাস্যরসপ্রধান অভিনয়ে ইনি একজন সুনিপুণ অভিনেতা। পরন্তু কেবলই যে হাস্যরসপ্রধান অভিনয়প্রদর্শনেই ইনি সুনিপুণ তাহা নহে, পরন্তু গম্ভীরভাবাপন্ন অভিনয়েও ইনি সিদ্ধহস্ত। চন্দ্রশেখর, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির অভিনয়ই ইঁহার প্রমাণ। ইঁহার রসিকতা বড় স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী। ইঁহার নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয়কলার মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি যেরূপ, সেরূপ শক্তি খুব অল্প লোকেরই আছে। ইংরাজী সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতিতে ইনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ইঁহার ন্যায় সামাজিক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ফলকথা, ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যে পণ্ডিত, ইংরাজী শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, সমাজতত্ত্বজ্ঞ, সুচতুর, সুরসিক, বাগ্মিতাশক্তিসম্পন্ন,—একাধারে বহুগুণশালী। ইঁহার বক্তৃতায় হাস্যরসের সহিত গভীর ভাবের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষিত সম্ভ্রান্তদিগের মধ্যে যাহাতে থিয়েটারের আদর বৃদ্ধি হয়, এবং থিয়েটারদর্শন ও ইহাতে অভিনয় করা যে গর্হিত ও অপমানজনক কার্য্য নহে, ইহা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া ইহাকে উচ্চস্তরে লইয়া যাওয়াই ইঁহার বিশেষ লক্ষ্য। সাধারণ নাট্যশালার মধ্যে যে দুই চারিজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইনিই একজন।

অমৃতলালের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ ;—তরুবালা, বিজয়বসন্ত, হরিশ্চন্দ্র, বিবাহবিভ্রাট, তাজ্জব ব্যাপার,

রাজা বাহাদুর, কালাপানি, যাদুকরী, অবতার এবং একাকার।

অমৃতবল্লী—গুড়ূচী, গুলঞ্চ। সং; স্ত্রী।

অমৃত-বোধ—সুধাজ্ঞান, অমৃতে যেরূপ জ্ঞান তদ্রূপ জ্ঞান। ৬তৎ বা ৭তৎ। সং; পু।

অমৃতসর—পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত লাহোর বিভাগের একটী প্রসিদ্ধ জেলা ও প্রধান নগর। ইহা শিখদিগের পরম পবিত্র স্থান, এবং নানাপ্রকার শাল, কার্পেট ও বস্ত্র-শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

অমৃতসারজ—খাঁড়, গুড়। অমৃতের সার অমৃত-সার, ৬তৎ; তদুত্তরে জন (জন্মান)+ড ক। সং; পু।

অমৃতসূ—১। চন্দ্র। অমৃত শব্দ—সূ (প্রসব করা) +ক্বিপ্ ক। সং; পু। ২। দেবমাতা, অদিতি। অমৃত (দেবতা) শব্দ—সূ (প্রসব করা)+ক্বিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

অমৃতস্রবা—লতাবিশেষ; রুদন্তীগাছ। সং; স্ত্রী।

অমৃতস্রুৎ—অমৃতবর্ষী, সুধাক্ষরণশীল। অমৃত শব্দ—স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

অমৃতা—জলবাহিনী; সূর্য্যদীধিতি; গুড়ূচী; মদিরা, সুরা। সং; স্ত্রী।

অমৃতান্ধাঃ—(অমৃতান্ধস্)। সুধাভুক্, দেবতা। অমৃত হইয়াছে অন্ধস্ (অন্ন) যাহার, বহু। সং; পু।

অমৃতায়মান—অমৃততুল্য, সুধোপম। অমৃতায় নামধাতু+শান ক। অমৃতায়=অমৃতের ন্যায় আচরণ করে যে এই বাক্যে অমৃত শব্দ +ক্যঙ্। বিণ; ত্রি।

অমৃতাশন—দেবতা। অমৃত হইয়াছে অশন অর্থাৎ ভোজন যাহার, বহু। সং; পু।

অমৃতাহ্ব—নাসপাতি ফল। অমৃত হইয়াছে আহ্বা (নাম) যাহার, বহু। সং; ক্লী।

অমৃতোৎপন্ন—তুঁতিয়াবিশেষ। ৫তৎ। সং; ক্লী।

অমৃতোৎপন্না—মক্ষিকা। সং; স্ত্রী।

অমৃতোপম—অমৃতের ন্যায় মধুর ও সুখদ, সুধা-সদৃশ, অমৃতায়মান। বহু। বিণ; ত্রি।

অমেধাঃ—মেধাহীন, নির্ব্বোধ, মূর্খ। ন (নাই) মেধাঃ (বুদ্ধি) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে অমেধস্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি।

অমেধ্য—১। অপবিত্র বস্তু। ন (নয়) মেধ্য (পবিত্র), নঞ্তৎ। সং; ক্লী। ২। অপবিত্র, অযজ্ঞিয়। বিণ; ত্রি।

অমেয়—অপরিমেয়, যাহার পরিমাণ করা যায় না; ইয়ত্তাশূন্য, অসীম। নঞ্তৎ। নঞ্ (অ)—মা (পরিমাণ করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। মেয়=পরিমাণের যোগ্য।

অমেয়াত্মা—(অমেয়াত্মন্)। অপরিচ্ছেদ্য স্বরূপ, পরিমাণাতীত বুদ্ধি। অমেয় হইয়াছে আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহু। সং; পু।

অমোঘ—১। অব্যর্থ, সফল, সার্থক। ন মোঘ (নিষ্ফল), নঞ্তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অমোঘা। ২। বিষ্ণু; নদবিশেষ। সং; পু।

অমোঘত্ব—সার্থকতা, সফলতা। অমোঘ+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

অমোঘরেতাঃ—অব্যর্থবীর্য্য, যাহার বীর্য্য ব্যর্থ হয় না এরূপ। অমোঘ (অব্যর্থ) হইয়াছে রেতঃ যাহার, বহুব্রীহি সমাসে অমোঘরেতস্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি।

অমোঘবীর্য্য—অব্যর্থবীর্য্য। বহু। বিণ; ত্রি।

অমোঘা—পটোল লতা, পলতা; হরীতকী; বিড়ঙ্গ। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে অমোঘ। অমোঘ দেখ।

অম্ব—আহ্বান, সম্বোধন; গমন। ব্য।

অম্বক—১। নেত্র, নয়ন; তাম্র। অন্ব (গমন করা, প্রাপ্ত হওয়া)+ণক ক। সং; ক্লী। ২। পিতা। অন্ব (গমন করা)+অল্ র্ম্ম—কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

অম্বর—১। আকাশ; অভ্র; বস্ত্র; কার্পাস। অন্ব (গমন করা)+অরন্ ক। সং; ক্লী।

২। রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানীর নাম অম্বর। বর্ত্তমান রাজধানীর প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে আর্ব্বলি পর্ব্বতের মধ্যে ইহা অবস্থিত। এখানকার রাজা বিহারী মল্ল ও তদীয় পুত্র ভগবান্ দাস আকবরের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ভগবান্ দাসের পুত্র মানসিংহ আকবরের ও জাহাঙ্গীরের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। বাঙ্গালার অন্তর্গত যশোহর-রাজ প্রতাপাদিত্য দিল্লীর অধীনতা-পাশ ছেদন করিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলে, সম্রাট্ মানসিংহকে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মানসিংহ ভবানন্দ মজুমদারকে লইয়া সসৈন্যে যশোহরে উপস্থিত হইলে প্রথম প্রথম প্রতাপাদিত্যের হস্তে যথেষ্ট বিপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে প্রতাপাদিত্যেরই পরাজয় হয়। মানসিংহ অন্যান্য ধনরত্নের সহিত প্রতাপের অভীষ্ট দেবতা শিলাদেবীকে লইয়া যাইয়া অম্বরে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অম্বরচারী—(অম্বরচারিন্)। আকাশবিহারী, নভশ্চর। অম্বরে (আকাশে) চরে যে, এই বাক্যে অম্বর শব্দ—চর ধাতু (গমন, ভ্রমণ) +ণিন্ ক—অম্বরচারিন্ শব্দ, ১মার ১বচন; বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অম্বরচারিণী।

অম্বরমণি—সূর্য্য। অম্বরে অর্থাৎ আকাশে মণি অর্থাৎ মণির ন্যায়, ৭তৎ। সং; পু।

অম্বরলেখী—গগনস্পর্শী, অভ্রংকষ। অম্বর শব্দ (আকাশ)—লিখ+ণিন্ ক=অম্বরলেখিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি।

অম্বরীষ—১। ভর্জ্জনপাত্র, ভাজনা খোলা; যুদ্ধ, অন্তরীক্ষ, আকাশ। অন্ব (শব্দ করা)+ঈষন্ ক, নিপাতনে। সং; ক্লী। ২। সূর্য্য; শিব; বিষ্ণু; বালক; অনুতাপ; নরক-বিশেষ; আমড়া। সং; পু।

৩। জনৈক ঋষি, ইনি পুলহ নামক ব্রহ্মর্ষির পুত্র।

৪। মান্ধাতার ঔরসে বিন্দুমতীর গর্ভে অম্বরীষ নামে এক পুত্র জন্মে; তাঁহার অপর নাম ধর্ম্মসেন।

৫। সূর্য্যবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি সুশ্রুকের পুত্র। একদা ইনি একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে ইন্দ্র ইঁহার যজ্ঞীয় পশু হরণ করে। অম্বরীষ ঋচক মুনির পুত্র শুনঃশেফকে বধ করিবার নিমিত্ত ক্রয় করিয়া আনেন।

৬। সূর্য্যবংশীয় আর একজন নরপতির নাম অম্বরীষ। ইঁহার পিতার নাম নাভাগ। ইনি অতিশয় প্রবলপরাক্রান্ত ও প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন। বিষ্ণুর প্রতি ইঁহার অচলা ভক্তি ছিল; এই জন্য বিষ্ণু ইঁহার রক্ষার নিমিত্ত সুদর্শন চক্রকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অম্বরীষ বিপদে পড়িলেই চক্র আসিয়া ইঁহাকে রক্ষা করিত। এক সময়ে ইনি বর্ষব্যাপী এক ব্রতের উদ্যাপন করিতেছিলেন; তিন দিন অভুক্ত থাকিয়া চতুর্থ দিবসে দানাদিকার্য্য সমাপনান্তে পারণা করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে জ্বলজ্জটাকলাপ মহর্ষি দুর্ব্বাসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আতিথ্য স্বীকার করিয়া নদীতে স্নানার্থ গমন করিলেন। মহর্ষির প্রত্যাগত হইতে বিলম্ব হওয়ায় পারণার সময় অতীত হয় দেখিয়া উপস্থিত মুনিঋষিগণের পরামর্শে মহারাজ পারণা করিতে বসিয়া জলপান করেন। ইত্যবসরে দুর্ব্বাসা নদী হইতে প্রত্যাগত হইয়া রাজার জলগ্রহণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সহজ-কোপন-স্বভাব দুর্ব্বাসা ক্রোধে প্রজ্বলিত হুতাশনতুল্য হইয়া উঠিলেন, এবং রাজার বিনাশার্থ স্বীয় জটা হইতে এক উগ্রদেবতার সৃষ্টি করিলেন। উগ্রদেব অম্বরীষকে বধ করিতে উদ্যত হইলে সুদর্শন চক্র আসিয়া তাহাকে ভস্মীভূত করিল এবং দুর্ব্বাসার প্রাণসংহারার্থে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল। দুর্ব্বাসা ত্রিভুবন ঘুরিয়া কোন খানে নিস্তার না পাইয়া অবশেষে আবার অম্বরীষের শরণাপন্ন হন, এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে যাত্রা নিষ্কৃতি লাভ করেন। বিষ্ণুভক্তির এমনই মহিমা।

অম্বষ্ঠ—ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যা কন্যায়

গর্ভে জাত দ্বিজাতিবিশেষ ; পঞ্জাবের অন্তর্গত প্রাচীন স্থানবিশেষ ; এই স্থানের ক্ষত্রিয় অধিবাসীরাও অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত। অম্ব (পিতা) শব্দ—স্থা (থাকা)+ড ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অম্বষ্ঠা।

অম্বষ্ঠা—যুঁই গাছ ; আমরুল ; আমড়া। সং ; স্ত্রী। অম্বষ্ঠ দেখ।

অম্বা—১। মাতা ; দুর্গা। অন্ব (গমন করা)+অল্ কর্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা দুহিতার নাম অম্বা। ইঁহার অপর দুই ভগিনীর নাম অম্বিকা ও অম্বালিকা। স্বয়ংবর স্থল হইতে ভীষ্ম ইঁহাদের তিন জনকেই হরণ করিয়া আনেন। হস্তিনাপুরে আসিয়া ভীষ্ম শুনিলেন যে, অম্বা মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ভীষ্ম ইঁহাকে শাল্বরাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। ভীষ্ম ইঁহাকে হরণ করিয়া ইঁহার পতি হইবার অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া শাল্বরাজ ইঁহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হন। পরে অম্বা পরশুরামসহ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলে গুরু পরশুরামের আদেশেও ভীষ্ম ইঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় দুইজনে তুমুল যুদ্ধ হয়। ত্রয়োবিংশতি দিবস যুদ্ধের পর পরশুরাম পরাজিত হইলে অম্বা ভীষ্মের বধের নিমিত্ত তপস্যা করিতে গমন করেন। কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করিলে মহাদেব অম্বাকে এই বর দেন যে, তুমি জন্মান্তরে দ্রুপদগৃহে ক্লীবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ভীষ্মের বধের কারণ হইবে। পরে অম্বা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

অম্বালা—১। মাতা ; দুর্গা। অম্ব শব্দ—অল (ভূষিত করা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত দিল্লী বিভাগের একটী জেলা ও তাহার প্রধান নগরের নাম অম্বালা। এখান হইতে সিমলা পাহাড় ৪০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই নগর সর্দ্দার গুরুবকেসরপন্থী দয়াকুরের অধিকারে ছিল। মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাঁহার নিকট হইতে ইহা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। পরে সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ-সেনাপতি অক্টোলানি সাহেব ইহা দয়াকুরকে প্রত্যর্পণ করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে দয়াকুরের মৃত্যু হইলে সেই অবধি অম্বালা ইংরাজের রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। এই সহর হইতে ১৭ ক্রোশ দূরে ঈশান কোণে শ্রীমুর বা নহন'রাজ্য। এই স্থানে বাণ রাজার জঙ্গল আছে।

অম্বালিকা—১। মাতা ; দুর্গা। অম্বালা (মাতা) শব্দ+কণ্ স্বার্থে—স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ; সং। ২। কাশীরাজের কনিষ্ঠা কন্যার নাম অম্বালিকা। ইঁহার অগ্রজা দুই ভগিনীর নাম অম্বা ও অম্বিকা। স্বয়ংবর স্থল হইতে ভীষ্ম ইঁহাদের তিন জনকেই হরণ করিয়া আনেন, এবং তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত অম্বালিকার বিবাহ দেন। পতির মৃত্যুর পর ইনি শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অনুরোধে ব্যাসদেবের ঔরসে পাণ্ডু নামে এক পুত্র প্রসব করেন। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে ইনি বনে গমন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল তপস্যায় অতিবাহিত করেন।

অম্বিকা—১। মাতা ; দুর্গা ; দেবমাতা ; জৈনদেবীবিশেষ ; অম্বষ্ঠা। অম্বা (মাতা) শব্দ+কণ্ স্বার্থে—স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। কাশীরাজের মধ্যমা কন্যার নাম অম্বিকা। ইঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম অম্বা ও কনিষ্ঠার নাম অম্বালিকা। স্বয়ংবর স্থল হইতে ভীষ্ম ইঁহাদের তিন জনকেই হরণ করিয়া লইয়া গিয়া স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত ইঁহার বিবাহ দেন ; স্বামীর মৃত্যুর পর অম্বিকা আপনার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অনুরোধে ব্যাসদেবের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র নামে অন্ধ পুত্র প্রসব করেন। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে ইনি কনিষ্ঠা ভগিনী পাণ্ডুজননী অম্বালিকার সহিত বনে গমন করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল তপস্যায় অতিবাহিত করেন। ৩। আদ্যাশক্তি ভগবতীর এক নাম অম্বিকা। এই নামে তিনি শুম্ভনিশুম্ভনামক প্রবল পরাক্রান্ত দেবশত্রু দৈত্যদ্বয়কে বধ করেন। দৈত্যদ্বয় কর্ত্তৃক নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া দেবগণ ভগবতীর শরণাপন্ন হন। তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবতী শুম্ভনিশুম্ভের প্রাণবধের প্রতিজ্ঞা করেন, এবং স্বয়ং ভুবনমোহিনী ষোড়শীর রূপ ধারণ করিয়া হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন। শুম্ভের চরেরা ইঁহাকে দৈত্যরাজের মহিষী হইবার জন্য অনুরোধ করায় ইনি উত্তর করেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিবে, তিনি তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন। শুম্ভ এই কথা শুনিয়া ধূম্রলোচন, রক্তবীজ, চণ্ডমুণ্ড প্রভৃতি মহাবীরদিগকে একে একে ইঁহার নিকট প্রেরণ করেন, কিন্তু সকলেই ইঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। পরে নিশুম্ভ যুদ্ধার্থ আসিলে সেও হত হয়। অবশেষে শুম্ভ স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং সসৈন্যে শমন সদনে প্রেরিত হন। এই যুদ্ধ দেবীযুদ্ধ নামে প্রখ্যাত।

অম্বিকানাথ, অম্বিকাপতি—মহাদেব। অম্বিকার (দুর্গার) নাথ, পতি, ৬তৎ। সং ; পু।

অম্বিকেয়—কার্ত্তিকেয় ; গণেশ ; ধৃতরাষ্ট্র। অম্বিকা শব্দ+এয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

অম্বু—সলিল, জল, বারি। অন্ব (শব্দ করা)+উ ক। সং ; ক্লী।

অম্বুকণ—জলবিন্দু, শীকর। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অম্বুকণ্টক—নক্র, কুম্ভীর। অম্বুস্থিত কণ্টক অর্থাৎ শত্রু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অম্বুকিরাত—কুম্ভীর। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অম্বুকীশ—শিশুমার, শুশুক। অম্বুতে (জলে) কীশ (বানর), ৭তৎ। সং ; পু।

অম্বুকেশর—ছোলঙ্গ লেবুর গাছ। সং ; পু।

অম্বুচামর—শৈবাল। সং ; ক্লী।

অম্বুজ—১। জলজাত। উপ ; অম্বু (জল) শব্দ—জন (জন্মান)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। জলজ, পদ্ম ; বজ্র। সং ; ক্লী। ৩। চন্দ্র ; নিচুলবৃক্ষ, হিজল গাছ। সং ; পু। ৪। শঙ্খ। সং ; পু ও ক্লী। [ক্লী।

অম্বুজন্ম—পদ্ম। অম্বুতে জন্ম যাহার, বহু। সং ;

অম্বুতাল—শৈবাল, শেওলা। ৭তৎ। সং ; পু।

অম্বুদ—১। জলদানকারী। উপ। অম্বু (জল) শব্দ—দা (দান করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। জলদ, মেঘ ; মুস্তক ; অভ্র। সং ; পু।

অম্বুদাগম—জলদাগম, বর্ষাকাল। অম্বুদের (মেঘের) আগম অর্থাৎ আগমন হয় যে কালে, বহু। সং ; পু।

অম্বুধর—জলধর, মেঘ। অম্বু (জল) শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক। ৬তৎ। সং ; পু।

অম্বুধি—জলধি, সমুদ্র ; জলপাত্র ; ৪ সংখ্যা। উপ। অম্বু (জল) শব্দ—ধা (ধারণ করা)+কি অধি। সং ; পু।

অম্বুনিধি—জলধি, সমুদ্র, সাগর। অম্বুর নিধি, ৬তৎ, অথবা অম্বু (জল) শব্দ—নি—ধা (ধারণ করা)+কি অধি। উপ। সং ; পু।

অম্বুপ—১। জলপানকারী। অম্বু (জল) শব্দ—পা (পান করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। জলাধিপতি, বরুণ ; শতভিষা নক্ষত্র। অম্বু শব্দ—পা (রক্ষা করা)+ড ক। সং ; পু।

অম্বুভৃৎ—সমুদ্র ; মেঘ ; মুস্তক, মুথা ; অভ্রধাতু। অম্বু—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক ; পু।

অম্বুমান্—(অম্বুবৎ শব্দ) ১। নদীতট, কচ্ছ, কূল ; জলবহুল স্থান। অম্বু শব্দ (জল)+মতু অস্ত্যর্থে=অম্বুমৎ শব্দ, ১মার ১বচন। সং ; পু। ২। জলবিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি।

অম্বুমাত্রজ—শম্বুক, শামুক। অম্বুমাত্র শব্দ—জন (জন্মান)+ড ক। সং ; পু।

অম্বুমুক—(অম্বুমুচ্ শব্দ)। জলধর, মেঘ। অম্বু (জল) শব্দ—মুচ (মোচন করা)+ক্বিপ্ ক=অম্বুমুচ্ শব্দ, ১মার ১বচন। সং ; পু।

অম্বুর—দ্বারের অধঃকাষ্ঠ, গোবরাট্। অম্বু শব্দ—রা+ড ক। সং; পু।

অম্বুরাশি—জলধি, সমুদ্র। অম্বুর রাশি, ৬তৎ; অথবা অম্বুর রাশি আছে যাহাতে, বহু, অর্থাৎ যেস্থানে অপরিমেয় জলরাশি বিদ্যমান। সং; পু।

অম্বুরুহ—জলজ, পদ্ম। অম্বু শব্দ—রুহ (উৎপন্ন হওয়া)+ক ক। সং; ক্লী।

অম্বুবাচি, অম্বুবাচী—রজস্বলা পৃথিবী, মিথুন রাশিস্থ সূর্য্যের আর্দ্রানক্ষত্রের প্রথম পাদ ভোগকাল। এই স্থিতিকাল তিন দিন কুড়ি দণ্ড। সূর্য্য মাসে দুই পূর্ণনক্ষত্র একপাদ ভোগ করিয়া থাকেন। বৈশাখমাসে অশ্বিনী ও ভরণী এই দুই পূর্ণনক্ষত্র ও কৃত্তিকার একপাদ, জ্যৈষ্ঠমাসে কৃত্তিকার শেষ তিন পাদ, সম্পূর্ণ রোহিণী ও মৃগশিরার দুই পাদ সূর্য্যের ভোগ হয়। পরে আষাঢ় মাসের প্রথম ছয় দিন চল্লিশ দণ্ডে মৃগশিরার শেষ দুই পাদ সূর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন। তাহার পরে যে তিন দিন কুড়িদণ্ড সূর্য্য আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথম পাদে থাকেন, তাহারই নাম অম্বুবাচী। এই সময়ে পৃথিবী ভিতরে ভিতরে রজঃস্বলা হন। (খুব সম্ভবতঃ পৃথিবী বারিপাতে রসযুক্তা হইয়া বীজাদি অঙ্কুরিত করিবার উপযোগিনী হন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ)। এই সময় হইতে বর্ষার সূচনা হয় বলিয়া ইহাকে অম্বুবাচী বলে। এই তিন দিন বেদবেদাঙ্গের অধ্যয়ন ও ভূমিকর্ষণ নিষিদ্ধ। এই নিমিত্ত অনেকে শৌচার্থে পূর্ব্বে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া রাখেন। এই কালে যতি, বিধবা, ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বপাক বা পরপাক অন্ন ভোজন চণ্ডালান্ন ভোজনের তুল্য। অম্বুবাচীতে দুগ্ধপান করিলে সর্পভয় থাকে না, ইহাই স্মৃতির মত। অম্বু (জল বা জলবর্ষণ) শব্দ—বচ (বলা)+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অম্বুবাহ, অম্বুবাহ—১। জলবহনকারী। অম্বু শব্দ—বহ+বিণ, ষণ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। মেঘ; মুথা; অভ্রধাতু। সং; পু।

অম্বুবাহনী—জল-সেচনী, সিউনী। অম্বু শব্দ—ণিজন্ত বহ বা বাহি+অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; পু।

অম্বুবাহিনী—কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত জল-সেচন-পাত্র, জলসেচনী। অম্বু—বহ+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অম্বুবাহী—জলবহনকারী। অম্বু—বহ (বহন করা)+ণিন্ ক=অম্বুবাহিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অম্বুবাহিনী।

অম্বুসর্পিণী—জলৌকা, জোঁক। অম্বু শব্দ—সৃপ (গমন করা)+ণিন্ ক, অম্বুসর্পিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্—যে জলে গমনশীলা। সং; স্ত্রী।

অম্বূকৃত—থুথুবিশিষ্ট বাক্য বা রব। অম্বু শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে=অম্বূ, তদুত্তরে কৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অম্ভঃ—জল। অম্—ভস+ক্বিপ্ ক; সং; ক্লী।

অম্ভঃসার—মুক্তা। সং; ক্লী।

অম্ভঃসূ—ধূম। অম্ভস্ শব্দ—সূ (উৎপাদন করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

অম্ভোজ—১। জলজাত। উপ। অম্ভস্ (জল) শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। জলজ, পদ্ম। সং; ক্লী। ৩। (সমুদ্র হইতে উৎপন্ন বলিয়া) চন্দ্র। সং; পু।

অম্ভোজিনী—পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়; পদ্মলতা; পদ্মযুক্ত দেশ। অম্ভোজ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অম্ভোদ—জলদ, মেঘ। উপ। অম্ভস্ (জল) শব্দ—দা (দান করা)+ড ক। সং; পু।

অম্ভোধর—জলধর, মেঘ। ধরে যে সে ধর=ধৃ+অন্ ক। অম্ভের অর্থাৎ জলের ধর, ৬তৎ; সং; পু।

অম্ভোধি, অম্ভোনিধি—জলনিধি, সমুদ্র। অম্ভস্ (জল) শব্দ—ধা (ধারণ করা)+কি ক; ২য় পক্ষে অম্ভস্—নি—ধা+কি ক। পু।

অম্ভোরুহ—১। পদ্ম। অম্ভস্ শব্দ—রুহ (জন্মান)+ক ক। সং; ক্লী। ২। জলজাত; বিণ।

অম্ময়—জলময়। অপ্ (জল) শব্দ+ময়ট্ তদ্ধ-পার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অম্ময়ী।

অম্র—১। আম্রফল, আম। অম (ভোজন করা)+র র্ম্ম। সং; ক্লী। ২। আম্রবৃক্ষ, আমগাছ। অম্র+অ, অস্ত্যর্থে। সং; পু। [কোনও শব্দ ফলবাচক হইলে ক্লীবলিঙ্গ, এবং বৃক্ষবাচক হইলে পুংলিঙ্গ হয়]।

অম্রাত, অম্রাতক—১। আমড়া। অম্ল শব্দ—অত (গমন করা)+অন্ ক; ২য় পক্ষে কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী। ২। আমড়াগাছ। সং; পু।

অম্ল—১। ছয়টী রসের মধ্যে একতম রস, টক রস। অম (রুগ্ন হওয়া)+ল ণ। সং; পু। ২। দধ্যম্ল, তক্র, ঘোল। সং; ক্লী। ৩। অম্লরসযুক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অম্লী (=তেঁতুলগাছ)।

অম্লক—লকুচি গাছ। সং; পু।

অম্লকাণ্ড—লবণতৃণ। অম্ল নাশক কাণ্ড, মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অম্লকেশর—গোঁড়ালেবু। অম্ল অর্থাৎ অম্লরস বিশিষ্ট হইয়াছে কেশর যাহার, বহু; পু।

অম্লচূড়—অম্লশাক। সং; পু।

অম্লজনক, অম্লজান—বায়ুর উপাদানভূত বাষ্প-সমূহের অন্যতম অদৃশ্য-বাষ্প (Oxygen)। শুষ্ক বায়ুর মধ্যে শতকরা ২০.৯৬ ভাগ অম্লজান বাষ্প থাকে। ইহা স্বাদগন্ধরহিত। জীবগণ বায়ুস্থিত অম্লজনক বাষ্প শ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিয়া প্রাণধারণ করে। ইহা দ্বারা রক্তবিশোধন কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। অম্লের জনক, ৬তৎ, অম্লের জান অর্থাৎ জন্ম বা উৎপত্তি হয় যাহা হইতে, বহু; প্রাচীন পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে, এই বাষ্পের যোগেই অম্লরস জন্মে, একারণ ঐ নাম প্রদত্ত হইয়াছিল, প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। সং; পু।

অম্লজম্বীর—গোঁড়ালেবু। সং; পু।

অম্লনায়ক—অম্লবেতস। সং; পু।

অম্লনিশা—বৃক্ষবিশেষ, শটী গাছ। সং; স্ত্রী।

অম্লপঞ্চফল—অম্লরসবিশিষ্ট পাঁচ প্রকার ফল; যথা—অম্লবেতস, দাড়িম্ব, কুল, তেঁতুল, চুকাপালঙ্। সং; ক্লী।

অম্লপত্র—বৃক্ষবিশেষ, অশ্মন্তক গাছ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অম্লপত্রী।

অম্লপত্রী—ক্ষুদ্রাম্লিকা; পলাশীলতা। সং; স্ত্রী।

অম্লপিষ্ট—আমরুল শাক। সং; পু।

অম্লপূর—বৃক্ষাম্ল। সং; পু।

অম্লফল—তিন্তিড়ী, তেঁতুল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অম্রফল। সং; পু।

অম্ললোণিকা—আমরুল শাক। সং; স্ত্রী।

অম্লবাস্তুক—চুকা শাক। সং; ক্লী।

অম্লবীজ—তিন্তিড়ী, তেঁতুল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

অম্লবেতস—আমলকুচি গাছ। সং; পু।

অম্লশাক—১। অম্লদ্রব্যবিশেষ। সং; পু। ২। চুক্র, চুকাপালঙ্ শাক; বৃক্ষাম্ল। সং; ক্লী।

অম্লসার—১। কাঞ্জিক, কাঁজি। সং; ক্লী। ২। অম্লবেতস; হিন্তাল; নিম্বুক। সং; পু।

অম্লহরিদ্রা—অম্লাঙ্কুশ; আম আদা। সং; স্ত্রী।

অম্লান—ম্লান নয়, বিমল, পরিষ্কার, প্রফুল্ল, অবিষণ্ণ। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি।

অম্লান কুসুম—যে পুষ্প কখনও মলিন হয় না। সকল পুষ্পই কালাত্যয়ে ম্লান হয়, একারণ কবিগণ পরমাসুন্দরী রমণীকে "অম্লান কুসুম" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কারণ রমণী-পুষ্প সামান্য পুষ্পের ন্যায় হঠাৎ ম্লান হয় না। নঞ্ তৎ ও কর্ম্মধা। ভক্তেরা পরমেশ্বরকেও অম্লান কুসুম বলেন, কেননা তাহা কখনও ম্লান হয় না।

যে অম্লান কুসুমের মধু পান তরে,
লোলুপ নিয়ত মম মনোমধুকরে,
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু! তুমিও তার সরণি নিশ্চিত।
সম্ভাবশতক।

[যে ব্যক্তি, বিশেষতঃ যে রমণী, সর্ব্বদা সহাস্যবদনা, তাহাকেও কবিগণ অম্লান কুসুম বলিয়া থাকেন]।

অম্লানমুখ—১। অসঙ্কোচে, কিছুমাত্র সঙ্কোচ

না করিয়া। অম্লান দেখ ; অম্লান হইয়াছে মুখ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ। ২। প্রফুল্লমুখ, যাহার মুখ ম্লান নয়। অম্লান হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অম্লানবদনে—প্রফুল্লমুখে। নঞ্‌তৎ ও বহু। ক্রি-বিণ। অন্যান্য বিষয় অম্লান মুখ শব্দে দেখ।

অম্লিকা, অম্লীকা—তিন্তিড়ীবৃক্ষ, তেঁতুল গাছ ; শ্বেতাম্লিকা ; পলাশীলতা ; অম্লোদ্গার। সং ; স্ত্রী। [অম্ল দেখ।

অম্লী—তিন্তিড়ী বৃক্ষ, তেঁতুলগাছ। সং। স্ত্রী।

অম্লোটক—আমলকুচি, অশ্মন্তক বৃক্ষ। সং ; পু।

অয়—শুভাদৃষ্ট, সৌভাগ্য ; নরকবিশেষ ; পাশার গতিবিশেষ ; লাভ, লভ্য। সং ; পু।

অযত্ন—১। যত্নাভাব, অবহেলা, অনাদর, অনায়াস। নঞ্‌তৎ। সং ; পু। ২। যত্নহীন। অবিদ্যমান যত্ন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অযত্নকৃত—বিনা চেষ্টায় সম্পাদিত, অনায়াসসম্পন্ন। নঞ্‌তৎ ও ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

অযত্নসম্ভূত—বিনা যত্নে বা চেষ্টায় উদ্ভূত, অনায়াসসিদ্ধ। নঞ্‌তৎ ও ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

অযথা—১। অনুপযুক্তরূপে, অন্যায়রূপে। ব্য। ২। অপ্রকৃত, অমূলক, অলীক ; অযোগ্য ; অযত্ন। বহু। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

অযথাতথ—যেমন হওয়া উচিত তেমন নহে।

অযথাভাবে—যেরূপ অবস্থায় কার্য্য করা উচিত, সেরূপভাবে নহে। অযথা অর্থাৎ মিথ্যা হইয়াছে ভাব যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অযথাভূত—যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ নহে, অনেক অংশে হীন বা ত্রুটিবিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি।

অযথার্থ—অপ্রকৃত, মিথ্যা, অলীক ; অন্যায্য, অনুচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অযাথার্থ, অযাথার্থ্য ও অযথার্থতা।

অযথার্থতা—অসত্যতা, অলীকতা ; অন্যায্যতা ; অনৌচিত্য। অযথার্থ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

অয়ন—১। স্থান, ভূমি ; গৃহ, বাসস্থান ; আশ্রয়, বিশ্রামস্থান ; যুদ্ধভূমি। অয় বা ই (গমন করা)+অনট্ অধি। ২। পথ ; শাস্ত্র। অয় বা ই (গমন করা)+অনট্ ণ। ৩। গমন, গতি ; জন্ম ; সূর্য্যের উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমন, যথাক্রমে দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ নামে কথিত হইয়া থাকে। ১১ই পৌষ হইতে ৬ মাস উত্তরায়ণ এবং অবশিষ্ট ৬ মাস দক্ষিণায়ন। অয় বা ই (গমন করা)+অনট্ ভা ; সং ; ক্লী।

অয়ন-চলন—পথে গমন ; যুদ্ধভূমিতে যাত্রা ; গৃহে গমন। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

অয়নমণ্ডল—রাশিচক্র ও রাশিচক্রস্থিত সূর্য্য গমনের দৃশ্যমান পথ (Ecliptic)। অয়নের মণ্ডল, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অয়নাংশ—প্রাচীনেরা বলেন, সূর্য্যের গতিবিশেষের ভাগ। বিষুব রেখা হইতে সুমেরু পর্য্যন্ত ৯০ এবং কুমেরু পর্য্যন্ত ৯০ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক ভাগকে এক এক অংশ বলে। অয়নের অর্থাৎ সূর্য্যগতির প্রকাশক অংশকে অয়নাংশ বলে।

অয়নান্তবৃত্ত—সূর্য্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গমনের সীমানির্দ্ধারক কল্পিত গোলাকার রেখা (Tropics)। এই দুই বৃত্ত বিষুব রেখা সার্দ্ধ ২৩ অক্ষাংশ উত্তরে ও দক্ষিণে কল্পিত হইয়া থাকে। উত্তরের রেখাটীকে কর্কটক্রান্তি (Tropic of cancer) এবং দক্ষিণেরটীকে মকরক্রান্তি (Tropic of capricorn) বলে।

অযশঃ—(অযশস্ শব্দ)। অপযশ, অখ্যাতি ; দুর্নাম, নিন্দা। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী।

অযশস্কর—অকীর্ত্তিকর, অখ্যাতিজনক। নঞ্‌তৎ বা অযশঃ করে যে, উপ। অযশঃ শব্দ—কৃ (করা)+ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অযশস্করী।

অযশস্য—অকীর্ত্তিকর, দুর্নামজনক। ন (নয়) যশস্য, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অয়ঃ, অয়স্—১। লৌহ ; ইস্পাত ; লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র বা যন্ত্র। অয় বা ই (গমন করা)+অস্ ক। সং ; ক্লী। ২। বহ্নি, অগ্নি। পু।

অয়স্কান্ত—লৌহাকর্ষক মণি, চুম্বক পাথর। অয়স্ অর্থাৎ লৌহের কান্ত অর্থাৎ প্রিয়, ৬তৎ ; সং ; পু।

অয়স্কার—লৌহকার, কর্ম্মকার, কামার ; জঙ্ঘার উপরিভাগ। অয়স্ শব্দ—কৃ (করা)+ষণ্ ক। সং ; পু।

অযাচিত—১। অপ্রার্থিত, যাহা চাওয়া হয় নাই। ন যাচিত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। উপবর্ষ নামা মুনি। সং ; পু।

অযাচ্য—অপ্রার্থনীয়, যাহা প্রার্থিত নহে। ন (অ)—যাচ (যাচ্ঞা করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অযাজ্য—যাহা যাজনীয় নয়, পতিত শ্রুতিস্মৃতি, নিষিদ্ধ যাজন। ন (নয়) যাজ্য (যজনযোগ্য) নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অযাজ্যযাজন—পতিত ব্যক্তির যাজন। অযাজ্য দেখ ; অযাজ্যের যাজন, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অযাজ্যযাজী—অযাজ্য যাজনাকারী, পতিত ব্যক্তির যাজনাকারী। অযাজ্য দেখ ; অযাজ্য শব্দ—যজ (যাজনা করা)+ণিন্ ক, অযাজ্যযাজিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি।

অয়ি—সম্বোধন ; প্রশ্ন ; বিনয় ; উৎসাহ। ব্য।

অযুক্—অযুগ্ম, বিযোড়, যেমন ১, ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি। ন (অ)—যুজ (যোগ করা)+ক্বিপ্ ক=অযুজ্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি।

অযুক্ছদ, অযুগ্মচ্ছদ—সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, ছাতিম গাছ। অযুক্ বা অযুগ্ম (বিযোড়) হইয়াছে ছদ (পত্র) যাহার, বহু। সং ; পু।

অযুক্ত—যুক্তিবিরুদ্ধ, অসঙ্গত, অনুচিত ; সংযোগরহিত, অসংযুক্ত, পৃথক্ ; অনিয়োজিত ; অনবহিত। ন যুক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অযুক্তি।

অযুক্তি—অন্যায়, অনৌচিত্য ; অসৎ যুক্তি, অপরামর্শ ; অসংযোগ, বিয়োগ। ন যুক্তি, নঞ্‌তৎ। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে অযুক্ত।

অযুগ, অযুগ্ম—যুগ্ম ভিন্ন, বিষম, বিযোড়, যেমন ৩, ৫, ৭, ইত্যাদি। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অযুত—১। অসংযুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। দশসহস্র সংখ্যা, ১০০০০। সং ; ক্লী।

অযুতনায়ী—চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ। মহাভৌমের ঔরসে ও প্রাসেনজিৎতনয়া সুযজ্ঞার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি অযুতসংখ্যক নরমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই ইঁহার নাম অযুতনায়ী। ইনি পৃথুশ্রবার কন্যা কামার পাণিগ্রহণ করেন। কামার গর্ভে অক্রোধন নামে ইঁহার এক পুত্র হয়।

অয়ে—সম্বোধন ; স্মরণ ; বিষাদ ; ক্রোধ ; ভয় ; সম্ভ্রম ; ক্লান্তি। ব্য।

অযোগ—১। যোগাভাব, বিচ্ছেদ, বিশ্লেষ ; ধ্যানাভাব ; যোগ্যতাভাব, অনুপযোগিতা ; অনমুরাগ ; বিরহ ; অসম্বদ্ধতা ; কঠিনোদ্যম ; কষ্ট ; (জ্যোতিষ শাস্ত্রে) অশুভযোগ, কুযোগ ; বিরাগ, বিদ্বেষ। নঞ্‌তৎ। সং ; পু। ২। যোগরহিত, বিযুক্ত। বহু ; বিণ ; ত্রি। ৩। স্বর্ণকারের কূট, নাভি (নাই)। উপ। অয়স্ (লৌহ) শব্দ—গম (গমন করা)+ড ক। সং ; ।

অয়োগব—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে উৎপন্ন সঙ্করজাতিবিশেষ। শাস্ত্রানুসারে প্রতিলোম জাতিতে এক বর্ণের ব্যবধান থাকিলে তাহাকে স্পর্শ করা চলে। বৈশ্যে ও শূদ্রে কেবল এক বর্ণের ব্যবধান থাকায় অয়োগব জাতিকে স্পর্শ করা যায়। পরন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত অয়োগব জাতি কাহারা ইহা নির্ণয় করা সুকঠিন। অয়সের (লৌহের) ন্যায় গো (বাক্য) যাহার, বহু। সং ; পু।

অযোগবাহ—বাঙ্গালায় অনুস্বার ও বিসর্গ এই দুইটী বর্ণকে অযোগবাহ বলে। সং ; পু।

অয়োগুল—লোহার গুলি ; লৌহচূর্ণাদি নির্ম্মিত ঔষধের বড়ি। অয়ঃ (লৌহ) নির্ম্মিত গুল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অয়োগোলক—লৌহনির্ম্মিত গোলাকার বস্তু, লোহার গোলা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। পু।

অযোগ্য—অনুপযুক্ত, অনুপযোগী ; অক্ষম, অকর্ম্মণ্য ; অনুচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অযোগ্যা। বিশেষ্যে অযোগ্যতা।

অযোগ্যতা, অযোগ্যত্ব—যোগ্য না হওয়া, যোগ্যতার অভাব। অযোগ্য+তা, অথবা ত্ব, ভাবে। সং; ক্লী।

অযোগ্যম্মন্য—যে আপনাকে অযোগ্য বিবেচনা করে। অযোগ্য শব্দ—মন (মনে করা)+খশ্। বিণ; ত্রি।

অয়োগ্র—লৌহবদ্ধ লগুড়; লোহার মুষল; হাতুড়ি। অয়ঃ (লৌহ) হইয়াছে অগ্রে অর্থাৎ অগ্রভাগে যাহার, বহু। সং; ক্লী।

অয়োঘন—লৌহপিণ্ড, হাতুড়ি, মুদ্গর। অয়স্ শব্দ—হন+অল্ ণ। সং; পু।

অযোধ্য—যুদ্ধানর্হ, যুদ্ধে অশক্য, দুর্দ্ধর্ষ, অজেয়। নঞ্ তৎ। নঞ্ (অ)—যুধঃ (যুদ্ধ করা) +ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অযোধ্যা।

অযোধ্যা—প্রাচীন কোশল-রাজ্যের রাজধানী, সরযূনদীর তীরে অবস্থিত। সূর্য্যবংশীয় রাজারা এইখানে রাজত্ব করিতেন। শ্রীরামচন্দ্রের সময়ে ইহা সবিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠে। তৎকালে এই নগরী দৈর্ঘ্যে ১২ যোজন ও প্রস্থে ২ যোজন বিস্তৃত ছিল। স্বয়ং মনু এই পুরী নির্ম্মাণ করেন। মনু হইতে ১১২ পুরুষ এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর রাজা সুমিত্র অযোধ্যা পরিত্যাগ করেন। ইহার পর শ্রাবস্তীর রাজারা অনেক দিন এইখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তদনন্তর ইহা বৌদ্ধদিগের হস্তগত হয় এবং সেই সময়ে এখানকার অনেক হিন্দু মন্দিরাদি বিলুপ্ত হয়। বৌদ্ধ রাজা অশোকের এখানে বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এইরূপ জনপ্রবাদ আছে যে, কাশ্মীরের রাজা মেঘবাহনের সময়ে অযোধ্যা তাঁহারই শাসনাধীনে ছিল। বিক্রমজিৎ নামক জনৈক হিন্দু রাজা মেঘবহানকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন এবং অনেক লুপ্ত কীর্ত্তির পুনরুদ্ধার করেন। বিক্রমজিতের পর সমগ্র পাল-বংশীয়েরা এখানে ৬৪৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর অযোধ্যা জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে থারু নামে এক অসভ্য জাতি হিমালয় অঞ্চল হইতে আসিয়া অযোধ্যার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তথায় বসবাস স্থাপনপূর্ব্বক কৃষিকার্য্য করিতে লাগিল। ইহারা ১০০ বৎসর নিরুপদ্রবে বাস করার পর জৈনমতাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় রাজারা উত্তর পশ্চিম দিক্ হইতে আসিয়া থারুদিগকে অযোধ্যা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রদেব এই স্থান অধিকার করেন। তাহার পর অযোধ্যানগরী জৈনমতাবলম্বী ভড় নামক এক অসভ্য জাতির হস্তগত হয়। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী কণোজ জয় করিয়া অযোধ্যা লুণ্ঠন করেন। তদবধি দীর্ঘকালের প্রাচীন আর্য্য রাজধানী যবনাধিকারভুক্ত হয়। ক্রমে মুসলমানেরা লক্ষ্ণৌ নগরে রাজধানী স্থাপন করায় অযোধ্যা হতশ্রী হইয়া পড়ে। আসল অযোধ্যাপুরী এক্ষণে জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এইরূপে অতি প্রাচীনকাল হইতে অনেক বিপ্লবের পর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা ইংরাজরাজের হস্তগত হয়।

অযোধ্যারাম—সাধারণে ইনি আজু গোসাঞী নামে পরিচিত। ইঁহার নিবাস কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বাসস্থান হালিসহর। ইঁহার পিতা রাম রাম গোস্বামী সংস্কৃতশাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। আজু গোসাঞী তাদৃশ প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্র কিছু অসাধারণ প্রকার ছিল। তাঁহার কতকটা যেন পাগলামী ছিল, পরন্ত সেই পাগলামীর ভিতর খানিকটা কবিত্বশক্তিও ছিল। কৃষ্ণনগরাধিপ কৃষ্ণচন্দ্র হালিসহরে আসিলে কবিরঞ্জন ও আজু গোসাঞীকে আনাইয়া কৌতুক দেখিতেন। কবিরঞ্জন কোনও গান রচনা করিলে আজু গোসাঞী বিদ্রূপ করিয়া তাহার উত্তরে আর একটী গান রচনা করিয়া শুনাইতেন।

২। অযোধ্যারাম নামে আরও একজন কবি ছিলেন। ইনি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। ইনি তাদৃশ প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন না।

অযোনি—১। যোনি ভিন্ন অন্যস্থান। নঞ্ তৎ। সং; স্ত্রী। ২। অজন্য, জন্মরহিত; নিত্য। ন (নাই) যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অযোনিজ—১। অগর্ভজাত, যাহা যোনি হইতে জন্মে নাই, (যেমন উদ্ভিদ্ ও কৃমিদংশাদি। ন যোনিজ, নঞ্ তৎ; যোনি হইতে জাত, উপপদ সমাসে যোনিজ; যোনি শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। পরমেশ্বর; ব্রহ্মার-মানসপুত্র নারদাদি। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অযোনিজা।

অযোনিজা—আদ্যাশক্তি; (লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে অর্থাৎ ভূমি হইতে উৎপন্না বলিয়া) সীতা; (যজ্ঞ হইতে উৎপন্না বলিয়া) দ্রৌপদী। সং; স্ত্রী। অযোনিজ দেখ।

অযোনিসম্ভবা—সীতা, জানকী। অযোনি হইতে সম্ভব (জন্ম) যাহার, বহু; ন যোনিসম্ভবা, নঞ্ তৎ; সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে অযোনিসম্ভব। বিশেষণে অযোনিসম্ভূত।

অযোনিসম্ভূত—অগর্ভজাত, যোনি হইতে যাহার উৎপত্তি হয় নাই। যোনি হইতে সম্ভূত, ৫তৎ, ন যোনিসম্ভূত, নঞ্ তৎ; বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অযোনিসম্ভূতা। [ক্লী।

অয়োমল—লৌহমল, লৌহমরিচা। ৬তৎ। সং;

অয়োমুখ—১। লৌহাগ্র, বাণ; দানববিশেষ। বহু। সং; পু। ২। অয়োমুখবিশিষ্ট, লৌহমুখবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি।

অযৌক্তিক—যুক্তিবিরুদ্ধ, যুক্তিবহির্ভূত। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অযৌক্তিকতা।

অযৌক্তিকতা—যুক্তিবিরুদ্ধতা, যুক্তিবহির্ভূতা। অযৌক্তিক শব্দ+তা, ভাবে। সং; স্ত্রী।

অর—১। চাকার পাখি। ঋ (গমন করা)+অল্ ণ। সং; ক্লী। ২। শীঘ্র। ঋ (গমন করা)+অল্ ক। বিণ; ত্রি। ৩। শীঘ্রগামী। বিণ; ত্রি।

অরক্ষণীয়—যাহা রক্ষা করা অসাধ্য; যাহা রাখিতে পারা যায় না এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অরক্ষণীয়া।

অরক্ষণীয়া—রক্ষণের অযোগ্যা। সং; স্ত্রী।

অরক্ষিত—যাহা রক্ষা করা হয় নাই; অপালিত; অপ্রতিপালিত; অসঞ্চিত। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অরক্ষিতা (=অকৃতরক্ষণা)।

অরগ্বধ—সোঁদালী গাছ। সং; পু।

অরঘট্ট—কূপ, ইঁদারা, পাতকূয়া; কূপ হইতে জলোত্তোলন যন্ত্র। সং; পু।

অরঘট্টঘাটিকা—কূপের ভিত্তিগর্ত্ত; কূপের পাড়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অরজাঃ—১। অনার্ত্তবা স্ত্রী, যে স্ত্রী ঋতুমতী হয় নাই। বহু। সং; স্ত্রী। ২। রজোগুণরহিত। ন অর্থাৎ নাই রজঃ (রজোগুণ) যাহার, বহু। ৩। ধূলিশূন্য। ন অর্থাৎ নাই রজঃ (ধূলি) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

অরণি—১। ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি জ্বালিবার কাষ্ঠ। ঋ (গমন করা)+অণি সং; পু ও স্ত্রী। ২। গণিকারিকা বৃক্ষ; চকমকির পাথর। সং; পু। ৩। সূর্য্য; অগ্নি। ঋ (গমন করা)+অনি ক। সং; পু।

অরণী—অরণি দেখ।

অরণ্য—১। বন। ঋ (গমন করা)+অন্য অধি। সং; ক্লী। ২। রৈবত মনুর পুত্র। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অরণ্যানী।

অরণ্যকদলী—গিরিকদলী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অরণ্যকার্পাসী—বনকার্পাসী। সং; স্ত্রী।

অরণ্যকুলত্থিকা—বনকুলত্থী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা; সং; স্ত্রী।

অরণ্যঘোলী—শাকবিশেষ। সং; স্ত্রী।

অরণ্যচর—বনচর, যাহারা বনে বনে ভ্রমণ করে। অরণ্য—চর ধাতু (বিচরণ)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অরণ্যচরী। [সং; পু।

অরণ্যজীর—বনজীরা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা;

অরণ্যধান্য—নীবার, উড়িধান। ৬তৎ; সং; ক্লী।

অরণ্যময়—বনময়, বনে পূর্ণ। অরণ্য শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অরণ্যময়ী।

অরণ্যমুদ্গ—বনমুগ। সং ; পু।

অরণ্যবায়স—দ্রোণকাক, দাঁড়কাক। ৬তৎ। সং ; পু।

অরণ্যবাসী—(অরণ্যবাসিন্)। বনবাসী। অরণ্যে বাসী, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অরণ্যবাসিনী (=বনবাসিনী)।

অরণ্যশ্বা—দ্বীপী, বৃক, নেকড়ে বাঘ। অরণ্যের (বনের) শ্বন্ (কুকুর) অরণ্যশ্বন্, ৬তৎ। ১মার ১বচনে অরণ্যশ্বা। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অরণ্যশুনী (=বৃকী)।

অরণ্যষষ্ঠী—জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লষষ্ঠী ; জামাইষষ্ঠী ; বাঁটাষষ্ঠী। [এই ষষ্ঠীতে হিন্দুললনারা এক হস্তে ব্যজন ধরিয়া অরণ্যে গমনপূর্ব্বক সুসন্তানলাভার্থে ষষ্ঠীদেবীর আরাধনা করে এবং কন্দ ফলমূল আহার করিয়া থাকে]। সং ; স্ত্রী।

অরণ্যানী—বৃহদ্ বন, মহাবন ; অতি বিস্তৃত বন। অরণ্য শব্দ + আন মহদর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

অরতত্রপ—কুক্কুর। ন (নাই) রতে (রমণে) ত্রপা (লজ্জা) যাহার, বহু। সং ; পু।

অরতি—১। অস্থিরচিত্ত ; মনের ব্যাকুলিত ভাব ; রাগের অভাব ; রতিবিরহ ; উদ্বেগ ; ইষ্টবিয়োগ ; অসন্তোষ। ন রতি, নঞ্তৎ। সং ; স্ত্রী। ২। উদ্বেগ ; ক্রোধ। ঋ (গমন করা) + অতি। সং ; পু। ৩। রতিহীন, আসক্তিহীন ; অনুরাগহীন ; প্রীতিরহিত। ন (নাই) রতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অরত্নি—কফোণি ; কূর্পর, কনুই ; কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভিন্ন মুষ্টি। ন (অ) – ঋ (গমন করা) + কত্নি ক। সং ; পু।

অরন্ধন—পাকাভাব, রান্না না হওয়া। বাঙ্গালা দেশে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে ও আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে অরন্ধনের ব্যবস্থা আছে। কোন কোন স্থানে দশহরার দিন হইতে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতি পঞ্চমীতে এবং অন্যান্য অনেক দিনে অরন্ধন পালিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ লোকে ইহাকে "আরন্দ" বলে। অরন্ধনের পূর্ব্ব রাত্রে স্ত্রীলোকেরা অন্নব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া রাখেন, এবং ভাত নষ্ট হইবে বলিয়া তাহাতে জল দিয়া থাকেন। অরন্ধনের দিন উনান জ্বালিতে নাই। সে দিন গৃহিণীরা উনানের বাহিরে ও ভিতরে আলিপনা দেন এবং ঘরে মনসা পূজা করেন। ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে যে অরন্ধন হয়, তাহাকে 'বুড়ী-আরন্দ' এবং অন্যান্য দিনের অরন্ধনকে 'ইচ্ছা আরন্দ' বলে। নঞতৎ। সং ; ক্লী।

অরর—১। কোষ, আবরণ, থাপ্। ঋ (গমন করা) + অরন্ অধি। ২। বংশকোষ ; কবাট। ঋ + অরন্ ক। সং ; ক্লী। ৩। যুদ্ধ ; চর্ম্মভেদক ছুরিকা। সং ; পু।

অররু—শত্রু। ঋ (বধ করা) + অরু ক। সং ; পু।

অররে—সম্বোধন। বা।

অরব—১। রবের অভাব, শব্দাভাব। নঞ্তৎ। সং ; পু। ২। রবহীন, নীরব, নিঃশব্দ। অবিদ্যমান রব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অরবিন্দ—পদ্ম ; নীলোৎপল ; রক্তকমল ; সারস পক্ষী ; তাম্র। অর (চাকার পাখি) শব্দ – বিদ + শ ক।

অরবিন্দিনী—পদ্মিনী। অরবিন্দ শব্দ + ইন্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

অরসজ্ঞ—অরসিক। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অরসজ্ঞা।

অরসিক—রসবোধবিহীন, যাহার রসবোধ নাই। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অরসিকা।

অরসিকা—অরসিক দেখ। সং ; স্ত্রী।

অরাজক—রাজশূন্য, যে দেশে রাজা নাই ; রাজশাসনশূন্য, যে দেশে রাজা থাকিলেও রাজার তেমন শাসন নাই। ন (নাই) রাজা যেস্থানে, বহু। বিণ ; ত্রি।

অরাতি—শত্রু, অরি, রিপু। নঞ্ (অ) – রা (দান করা) + তি ক। সং ; পু।

অরাতিতপন—শত্রুপীড়ক, বিপক্ষদমনকারী। ৬তৎ ; বিণ ; ত্রি। [বহু। বিণ ; ত্রি।

অরাম—রামশূন্য। ন (নাই) রাম যেথানে,

অরাল—১। নত, কুটিল, বক্র, বাঁকা। অর শব্দ – আ – লা + ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। মত্তগজ, বন্যহস্তী ; ধুনা। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অরালা।

অরালা—বেশ্যা ; বিনীতা স্ত্রী ; যে রমণীর শীঘ্রই বিশ্বাস জন্মে। সং ; স্ত্রী।

অরি—অরাতি, শত্রু, বিপক্ষ ; কামক্রোধাদি ষড়্‌রিপু ; রথচক্র ; ৬ সংখ্যা। ঋ (বধ করা) + ই ক। সং ; পু।

অরিত্র—নৌকার কর্ণ, হাল বা দাঁড় ; গমনসাধন বাহনাদি। ঋ (গমন করা) + ইত্র ণ। সং ; ক্লী।

অরিন্দম—শত্রুদমনকারী। উপ। অরি (শত্রু) শব্দ – দম (দমন করা) + খ ক। বিণ ; ত্রি।

অরিন্দমী—(অরিন্দমিন্)। শত্রুদমনকারী, অরাতিবিজয়ী। অলুক্ সমাস। বিণ ; পু।

অরিমর্দ্দ—বৃক্ষবিশেষ, কালকাসান্দা গাছ। সং ; পু।

অরিমর্দ্দন—১। শত্রুদমনকারক, অরাতিনাশক, ৬তৎ। অরি শব্দ – মৃদ (চূর্ণ করা) + অন ক। বিণ ; ত্রি। ২। শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর। ৩। অর্জ্জুনের নামান্তর। ৪। শফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভে জাত পুত্র, অক্রূরের সহোদর। সং ; পু।

অরিষ্ট—১। সূতিকাগৃহ, আঁতুড় ঘর ; অন্তঃপুর ; শুভ বা অশুভ অদৃষ্ট। ন (নাই) রিষ্ট (অমঙ্গল) যেস্থানে, বহু। ২। মৃত্যুচিহ্ন ; মদ্য ; তক্র, ঘোল ; অনিষ্টসূচক উৎপাত ; ঔষধবিশেষ। ন (হয় না) রিষ্ট (অশুভ) যাহা হইতে, বহু। সং ; ক্লী। ৩। নিম্ববৃক্ষ ; লশুনবৃক্ষ। ন (নাই) রিষ্ট (অনিষ্ট) যাহা হইতে, বহু। ৪। কাক ; কঙ্কপক্ষী, কাঁক। ন (নাই) রিষ্ট (অকালমৃত্যু) যাহার, বহু। সং ; পু। ৫। মৃত্যুহীন, অবিনশ্বর ; অক্ষত, অহিংসিত ; কুশল, নিপুণ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অরিষ্টা।

৬। অসুরবিশেষ, বলি নামক দানবের পুত্র। অরিষ্ট কংসরাজের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিল। শ্রীকৃষ্ণের বধার্থে কংসকর্ত্তৃক নন্দালয়ে প্রেরিত হইলে অসুর বৃষভের রূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া বৃষরূপী অরিষ্ট তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ইহার শৃঙ্গধারণপূর্ব্বক ইহাকে নিরতিশয় নিপীড়িত করিলেন, এবং বাম শৃঙ্গ উৎপাটনপূর্ব্বক তদ্দারা বৃষরাজকে আঘাত করিয়া শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে অরিষ্টাসুরের ভবলীলার অবসান হইল।

অরিষ্টতাতি—মঙ্গলকর, সুখকর, শুভজনক। অরিষ্ট শব্দ + তাতি। বিণ ; ত্রি।

অরিষ্টদুষ্ট—১। মৃত্যুচিহ্ন দ্বারা দুষ্ট। অরিষ্ট =মৃত্যুচিহ্ন। ২। মদ্যপান দ্বারা দুষ্ট। অরিষ্ট =মদ্য। বিণ ; ত্রি।

অরিষ্টনেমি—১। কশ্যপমুনির পুত্র ; বিনতার গর্ভে ইহাঁর জন্ম।

২। জনৈক প্রজাপতি, ইনি দক্ষের চারিটী কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

৩। বৃষ্ণির প্রপৌত্র, চিত্রকের পুত্র।

৪। সূর্য্যের রথে অধিষ্ঠিত যক্ষের নামও অরিষ্টনেমি।

৫। তীর্থঙ্কর জিনবিশেষ। সং ; পু।

অরিষ্টসূদন—১। অরিষ্টনাশক। অরিষ্টের সূদন, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। শ্রীকৃষ্ণ। সং ; পু।

অরিষ্টা—১। কটকী ফলের গাছ। সং ; স্ত্রী। অরিষ্ট দেখ।

২। দক্ষের অন্যতমা কন্যা ; কশ্যপের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর মধ্যে ইনি চতুর্থ।

অরিহা—১। শত্রুহননকারী, রিপুনাশক। অরিকে হনন করে যে এই অর্থে অরি শব্দ – হন (হনন করা) + ক্বিপ্ ক = অরিহন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অরিঘ্নী। ২। সূর্য্য। সং ; পু।

অরুক্—রোগহীন, নীরোগ, সুস্থ। ন (অ) – রুজ (রুগ্ন হওয়া) + ক্বিপ্ ক = অরুজ্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি।

অরুগ্ন—রোগহীন, নীরোগ, সুস্থ। ন (নয়) রুগ্ন, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অরুচি—১। বিরাগ, অনভিলাষ, অপ্রীতি; বিতৃষ্ণা, অশ্রদ্ধা; আহারে অনিচ্ছারূপ রোগবিশেষ। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী। ২। ইচ্ছাহীন; দীপ্তিশূন্য। বহু। বিণ; ত্রি।

অরুচিকর—অপ্রীতিজনক, অসন্তোষকর। প্রথমে নঞ্‌তৎ, তৎপরে উপ। অরুচি শব্দ—কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি।

অরুণ—১। রক্তবর্ণযুক্ত। ঋ (গমন করা)+উনন্‌ ক। বিণ; ত্রি। ২। কুঙ্কুম; সিন্দূর। সং; ক্লী। ৩। সূর্য্য; কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণ; অব্যক্ত রক্তবর্ণ; কপিলবর্ণ; সন্ধ্যারাগ; কুষ্ঠবিশেষ; নিঃশব্দ ব্যক্তি; বোবা; আকন্দ গাছ; গুড়। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অরুণা।

৩। সূর্য্যের সারথির নাম। কশ্যপ মুনির ঔরসে বিনতার গর্ভে ইঁহার জন্ম। যে অণ্ডে ইঁহার জন্ম হয়, তাহা অকালে ভগ্ন হওয়াতে ইনি জানুহীন হন, এজন্য ইঁহার আর এক নাম অনুরু। ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম গরুড়। শ্যেনীর গর্ভে সম্পাতি ও জটায়ু নামে অরুণের দুই পুত্র হয়।

অরুণ-জ্যোতিঃ—ক্লী }
অরুণ-প্রভা—স্ত্রী } —প্রাতঃসূর্য্যের দীপ্তি; সূর্য্য সারথির দ্যুতি। ৬তৎ। সং।

অরুণলোচন—১। রক্তবর্ণ নেত্র। অরুণ (রক্ত-বর্ণ) লোচন (নেত্র) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। পারাবত, পায়রা। সং; পু।

অরুণসারথি—সূর্য্য। অরুণ হইয়াছে সারথি যাহার, বহু। সং; পু।

অরুণা—১। রক্তবর্ণা। বিণ; স্ত্রী। ২। মঞ্জিষ্ঠা; শ্যামালতা; অতিবিষা; কদম্বপুষ্প; ইন্দ্র বারুণী; গুঞ্জা; তেউড়ী; প্লক্ষদ্বীপস্থ সর্ব্ব-প্রধান নদীর নাম অরুণা। সং; স্ত্রী। অরুণ দেখ।

৩। অপ্সরাবিশেষ; কশ্যপের ঔরসে তাঁহার প্রধা নাম্নী পত্নীর গর্ভে ইঁহার জন্ম।

অরুণাত্মজ—অরুণ-তনয় জটায়ু পক্ষী [অরুণ ও জটায়ু দেখ]। ৬তৎ। সং; পু।

অরুণানুজ—গরুড় পক্ষী [অরুণ ও গরুড় দেখ]। ৬তৎ। সং; পু। [৬তৎ। সং; পু।

অরুণাবরজ—গরুড়। অরুণের অবরজ (কনিষ্ঠ),

অরুণিত—লোহিতবর্ণপ্রাপ্ত। অরুণ দেখ; অরুণ শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

অরুণিমা—রক্তিমা, লোহিতবর্ণত্ব। অরুণ শব্দ+ইমন্‌ ভাবার্থে=অরুণিমন্‌ শব্দ, ১মার ১বচন। সং; পু।

অরুণোদয়—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল, সূর্য্যো-দয়ের দুই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ চারিদণ্ড পূর্ব্ববর্ত্তী কালকে অরুণোদয় বলে। ৬তৎ। সং; পু।

অরুণোদয় সপ্তমী—মাঘমাসের শুক্লাসপ্তমী, মাকরী সপ্তমী। অরুণোদয়ে স্থিতা সপ্তমী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা; সং; স্ত্রী। [মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী সূর্য্যগ্রহণতুল্য, ঐ তিথিতে অরুণোদয় বেলায় স্নান করিলে মহা ফল হয়]।

অরুণোপল—পদ্মরাগমণি, চুণী। অরুণ (রক্তবর্ণ) যে উপল (প্রস্তর), কর্ম্মধা। সং; পু।

অরুন্তুদ—মর্ম্মপীড়াদায়ক, মর্ম্মভেদী, অত্যন্ত ক্লেশদায়ক; পরুষ, কঠোর। অরুস্‌ (মর্ম্ম স্থান) শব্দ—তুদ (পীড়া দেওয়া)+খশ্‌ ক। নিপাতনে অরুষ পদের সকারের লোপ। বিণ; ত্রি।

অরুন্ধতী—১। মহামুনি বশিষ্ঠের পত্নী। কর্দ্দম মুনির ঔরসে দেবহুতির গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি পতিভক্তি ও পতিসেবার অক্ষয় কীর্ত্তি এই মর্ত্ত্যলোকে রাখিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘ-কাল স্বামিসহবাসে পাতিব্রত্যের উচ্চতম আদর্শ প্রদর্শন করিয়া সেই ধর্ম্মফলে স্বামীর সহিত নক্ষত্রলোকে গমন করিয়াছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে অরুন্ধতীর উদয় হয়। কথিত আছে যে, যাহার পরমায়ু শেষ হই-য়াছে, সে ঐ নক্ষত্র দেখিতে পায় না। এদেশের হিন্দুরা বিবাহ করিয়া কুশণ্ডিকার সময়ে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখায়। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অরুন্ধতী যেরূপ পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া অতুল সুখ ও যশোভাগিনী হইয়াছেন, নববধূও যেন সেইরূপ পাতি-ব্রত্যধর্ম্ম পালন করিয়া অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয়ে যত্নবতী হন।

২। দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা।

অরুন্ধতীজানি—বশিষ্ঠ। অরুন্ধতী হইয়াছে জায়া যাহার, বহু। সং; পু। [বহুব্রীহি সমাসে "জায়া" শব্দ স্থানে "জানি" আদেশ; যথা যুবজানি]।

অরুষ্ক—১। পীড়াদায়ক। অরুস্‌ (মর্ম্মস্থান) শব্দ—কৈ (পীড়া দেওয়া)+ক ক। বিণ; ত্রি। ২। ভেলাগাছ। সং; পু।

অরুস্‌—১। মর্ম্মস্থান; ক্ষত, ঘা। ঋ (গমন করা)+উস্‌ ক। সং; ক্লী। ২। সূর্য্য। সং; পু।

অরূপরাশি—যে রাশির বর্গমূল, ঘনমূল, ইত্যাদি ঠিক বাহির করা যায় না, করণী (Surds)। সং; পু।

অরুংষিকা—রোগবিশেষ; এই রোগে মস্তকে বহুমুখযুক্ত ব্রণসমূহ উদ্ভূত হয়। ইহার ইংরাজী নাম Porrigo.

অরুষ—নাগবিশেষ; সূর্য্য। ঋ (গমন করা)+উষন্‌ ক। সং; পু।

অরে—ক্রোধ বা অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন। ব্য।

অরেরে—সক্রোধ সম্বোধন; অতি নীচ সম্বোধন। ব্য।

অরোক—দীপ্তিশূন্য, ছিদ্রশূন্য। নঞ্‌—রুচ+ঘঞ্‌ ভা। রোক=দীপ্তি ও ছিদ্র। অবিদ্যমান রোক যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অরোগ—১। রোগাভাব, সুস্থতা। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। রোগহীন, নীরোগ; আরোগ্য-প্রাপ্ত, রোগমুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি।

অরোগী—রোগহীন, সুস্থদেহ। অরোগ শব্দ+ইন অস্ত্যর্থে—আরোগিন শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অরোগিনী।

অরোচক—অরুচিজনক রোগবিশেষ। সং; পু।

অর্ক—১। সূর্য্য; রবিবার। অর্ক (তাপ দেওয়া)+অন্‌ ক। ২। ইন্দ্র; বিষ্ণু; পণ্ডিত; আকন্দ গাছ; স্ফটিক; তাম্র; আলোক, কিরণ; জ্যেষ্ঠভ্রাতা। অর্চ্চ (পূজা করা)+ঘঞ্‌ কর্ম্ম। সং; পু। ৩। নির্য্যাস, আরক। পু ও ক্লী।

অর্ক-চন্দন—রক্তচন্দন। সং; ক্লী।

অর্কতনয়—সূর্য্যপুত্র কর্ণ [কারণ সূর্য্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম]; যম; সুগ্রীব; শনি; মনু; অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অর্কতনয়া।

অর্কতনয়া—যমুনা; তপতী (তাপ্তি) নদী। সং; স্ত্রী। অর্কতনয় দেখ।

অর্কপত্র—১। আকন্দগাছের পাতা। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। আকন্দগাছ। অর্কের (সূর্য্যের) ন্যায় তীক্ষ্ণ পত্র যাহার, বহু। সং; পু।

অর্কপাদপ—নিম্ববৃক্ষ, নিমগাছ। সং; পু।

অর্কপ্রিয়া—রক্তজবা ফুল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অর্কভক্তা—হড়হড়িয়া গাছ; সং; স্ত্রী।

অর্কবন্ধু—বুদ্ধধর্ম্মপ্রণেতা গৌতম, সূর্য্যবংশে জন্ম-হেতু ইনি এই নাম পাইয়াছিলেন [বুদ্ধ দেখ] ৬তৎ; সং; পু।

অর্কব্রত—মাঘমাসের শুক্লসপ্তমী প্রভৃতি তিথিতে কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ; প্রজাদিগের করাদান-রূপ রাজগণের ব্রত। সং; পু।

অর্কাশ্মা, অর্কোপল—প্রস্তরবিশেষ, সূর্য্যকান্ত-মণি। অর্ক প্রিয় যে অশ্মন্‌ বা উপল, মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

অর্গল—১। খিল, হুড়কা; গোঁজ; প্রতিবন্ধক; অন্তরায়; দেবীমাহাত্ম্যের স্তোত্রবিশেষ। অর্জ্জ (উপার্জ্জন করা)+কল ণ। ২। কল্লোল। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অর্গলা।

অর্গলা—অর্গল [অর্গল দেখ]। সং; স্ত্রী।

অর্গলিকা—ক্ষুদ্র অর্গল, হুড়কা। অর্গল শব্দ+ঈ—কণ্‌ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং; স্ত্রী।

অর্ঘ—১। মূল্য, দাম। অর্ঘ (ক্রয় করা)+অল্‌ ভা। ২। পূজা। অর্হ (পূজা করা)+অল্‌ ভা। ৩। পূজার উপচারবিশেষ। অর্হ (পূজা করা)+অল্‌ ণ। সং; পু।

আপং ক্ষীরং কুশাগ্রঞ্চ দধি সর্পিঃ সতণ্ডুলম্
যব সিদ্ধার্থকশ্চৈব অষ্টাঙ্গোঽর্ঘঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অর্থাৎ জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, ঘৃত, তণ্ডুল, যব ও সিদ্ধার্থ (শ্বেতসর্ষপ) এই অষ্টাঙ্গযুক্ত অর্ঘ শাস্ত্রকারেরা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অর্ঘ্য—১। পূজা, মাণ্য। অর্ঘ (পূজা) শব্দ + য অর্হার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। পূজা সামগ্রীবিশেষ ; দেবতা পূজা পূজার নিমিত্ত ব্যবহৃত জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, ঘৃত, আতপতণ্ডুল, যব ও শ্বেতসর্ষপ, এই অষ্ট প্রকার দ্রব্য।

অর্চ্চক—পূজক, উপাসক, পূজাকারী। অর্চ্চ (পূজা করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি।

অর্চ্চন, অর্চ্চনা—পূজন, পূজা। অর্চ্চন = অর্চ্চ (পূজা করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। অর্চ্চনা = অর্চ্চ + অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। [অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অর্চ্চনীয়—পূজনীয়, মাননীয়। অর্চ্চ (পূজা)

অর্চ্চা—পূজা ; নির্ম্মিত দেবতা, প্রতিমা। অর্চ্চ (পূজা করা) + অ ভা। সং ; স্ত্রী।

অর্চ্চি, অর্চ্চিঃ—(অর্চ্চিস্ শব্দ)—বহ্নিশিখা, জ্বালা ; কিরণ ; দীপ্তি। অর্চ্চ (দীপ্তি পাওয়া) + ই বা ইস্ ণ ও ভা। সং ; যথাক্রমে পু, ক্লী ও স্ত্রী।

অর্চ্চিত—পূজিত, উপাসিত ; মাণ্য ; দীপ্ত। অর্চ্চ (পূজা করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অর্চ্চিতা। বিশেষ্যে অর্চ্চন, অর্চ্চনা।

অর্চ্চিষ্মান্—১। দীপ্তিমান্ ; প্রজ্বলিত। অর্চ্চিস্ শব্দ + মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অর্চ্চিষ্মতী। ২। অগ্নি ; সূর্য্য ; দেবর্ষিবিশেষ। সং ; পু।

অর্চ্চ্য—পূজ্য, আরাধ্য ; মান্য। অর্চ্চ (পূজা করা) + য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অর্জ্জক, অর্জ্জয়িতা—উপার্জ্জক, যে উপার্জ্জন করে, যে রোজগার করে। অর্জ্জক = অর্জ্জ (উপার্জ্জন করা) + ণক ক। অর্জ্জয়িতা = অর্জ্জ (উপার্জ্জন করা) + তৃন্ ক = অর্জ্জয়িতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অর্জ্জয়িত্রী।

ন—উপার্জ্জন, লাভ, রোজকার ; উপায়। অর্জ্জ (উপার্জ্জন করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অর্জ্জিত।

—উপার্জ্জিত, লব্ধ। অর্জ্জ (উপার্জ্জন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অর্জ্জন

অর্জ্জুন—১। শ্বেতবর্ণ। অর্জ্জ (সংস্কার বা পরিষ্কার করা) + উনন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। তৃণ ; নেত্ররোগবিশেষ, আঞ্জনি। সং ; ক্লী। ৩। শ্বেতবর্ণ ; ককুভ বৃক্ষ ; মাতার একমাত্র পুত্র ; ময়ূর। সং ; পু।

৪। তৃতীয় পাণ্ডব,—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের তৃতীয় সহোদর। পাণ্ডু-পত্নী কুন্তীর গর্ভে ইন্দ্রের ঔরসে ইঁহার জন্ম। সে কালে ইঁহার ন্যায় ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ যোদ্ধা অতি অল্পই ছিল। ইনি প্রথমে কৃপাচার্য্যের ও পরে দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। দ্রোণের যাবতীয় শিষ্যের মধ্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুর অতি প্রিয় পাত্র ছিলেন। অস্ত্রবিদ্যা-শিক্ষা সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ ইনি দ্রুপদরাজকে সমরে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া দ্রোণের নিকট আনিয়া দেন। জতুগৃহদাহের পর মাতা ও ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত বনে বনে কিছুকাল ভ্রমণ করিয়া পরে ব্যাসদেবের আদেশানুসারে একচক্রা নগরীতে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করেন। অতঃপর দ্রুপদতনয়া দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় গমনপূর্ব্বক প্রতিশ্রুত লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন, এবং মাতার নিদেশক্রমে পঞ্চ ভ্রাতা তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। একদা কোনও ব্রাহ্মণের সাহায্যার্থ অস্ত্রের প্রয়োজন হওয়ায় অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া তথায় যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীকে এক শয্যায় দেখিতে পান। এই পাপে ইনি দ্বাদশ বৎসর বনবাসের নিমিত্ত গৃহত্যাগ করেন। এই সময়ে ইনি নাগকন্যা উলূপীর ও মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে ইঁহার বভ্রুবাহন নামে এক পুত্র হয়। অতঃপর ইনি দ্বারকায় উপস্থিত হন। তথায় শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার সহিত সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর প্রণয়াসক্ত হন। কৃষ্ণের পরামর্শে ইনি সুভদ্রাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। অঙ্গীকৃত দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইলে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন। সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রুতকর্ম্মা নামে ইঁহার দুই পুত্র হয়। একদা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যমুনাতীরে অবস্থিতি করিতেছেন, এমন সময়ে অগ্নিদেব খাণ্ডব বন দহনার্থে অর্জ্জুনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অর্জ্জুন সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, পরন্তু দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার উপযোগী অস্ত্রশস্ত্রের অভাব জ্ঞাপন করিলেন। হুতাশন সখা বরুণের নিকট হইতে গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয়, ও কপিধ্বজ রথ ইঁহাকে অর্পণ করিলেন। এই সকল অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে অর্জ্জুন খাণ্ডববনরক্ষক দেবতাদিগকে পরাস্ত করেন। যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় রাজ্যচ্যুত হইলে ইনি ভ্রাতৃগণসহ বন গমন করেন। এই সময়ে ইনি মহাদেবকে তপস্যায় ও যুদ্ধে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাশুপত অস্ত্র প্রাপ্ত হন। পরে স্বর্গে গমন করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণের নিকট নানাস্ত্র শিক্ষা করেন, এবং নৃত্যগীতাদি বিবিধ প্রকার গান্ধর্ব্ব বিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। একদা স্বর্বেশ্যা উর্ব্বশী মন্মথপীড়িত হইয়া পার্থের নিকট উপস্থিত হইলে ইনি তাঁহাকে পৌরব বংশের জননী বলিয়া মাতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করেন। ইহাতে উর্ব্বশী ক্রোধান্বিতা হইয়া অর্জ্জুনকে এক-বৎসর কাল নপুংসক হইবার অভিসম্পাত প্রদান করেন। এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের সময়ে এই শাপই অর্জ্জুনের পক্ষে বরস্বরূপ হইয়াছিল। অনন্তর দেবশত্রু নিবাতকবচ ও হিরণ্যপুরবাসী দৈত্যগণকে বধ করিয়া ইনি দেবতাদিগের আশীর্ব্বাদ লাভ করেন। এইরূপে পাঁচ বৎসর কাল স্বর্গে বাস করিয়া ধনঞ্জয় মর্ত্ত্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণসহ বাস করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন দুর্য্যোধনকে সপরিবারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। অর্জ্জুন চিত্রসেনকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া দুর্য্যোধনাদিকে মুক্ত করিয়া দেন। দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পর এক বৎসরকাল অজ্ঞাত বাসের সময়ে অর্জ্জুন দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃচতুষ্টয়সহ বিরাটরাজভবনে উপস্থিত হন, এবং উর্ব্বশীর শাপে তথায় নপুংসকভাবে বৃহন্নলা নাম ধারণ পূর্ব্বক বিরাটরাজতনয়া উত্তরার নৃত্যগীতাদির শিক্ষক নিযুক্ত হন। বিরাটরাজের গোধন হরণ করিবার নিমিত্ত দুর্য্যোধন সসৈন্যে উত্তর গোগৃহে আগত হইলে, অর্জ্জুন বিরাটরাজতনয় উত্তরের সারথি হইয়া যুদ্ধে গমন করেন, এবং কুরুসৈন্য দর্শনে উত্তর ভীত হইলে পার্থ স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া ভীষ্ম দ্রোণ দুর্য্যোধনাদিকে পরাজিত করিয়া গোধন মোচন করেন। অজ্ঞাতবাসান্তে বিরাটরাজ সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বীয় তনয় উত্তরাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে অর্জ্জুন শিষ্যা কন্যাতুল্য বোধে তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া আপনার পুত্র অভিমন্যুর সহিত তাহার বিবাহ দেন। ভারতযুদ্ধে ইনি পাণ্ডবপক্ষে প্রধান সেনাপতি ছিলেন। মহাবীর ভীষ্ম, কর্ণ, এবং অধিকাংশ কুরুসৈন্য ইঁহার হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন। কুরুক্ষেত্র সমরে বিজয়লাভান্তে পাণ্ডবরাজ্য সংস্থাপিত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জ্জুন যজ্ঞের অশ্বের সহিত দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। মণিপুরে উপস্থিত হইলে স্বীয় তনয় বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে ইনি হতচেতন হন। ইঁহার অন্যতমা পত্নী উলূপী পাতাল হইতে সঞ্জীবনী আনিয়া ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ইহার পর অর্জ্জুন যজ্ঞাশ্ব সহ স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলে যজ্ঞ সমাপ্ত হয়। যদুবংশের ধ্বংসের সংবাদ পাইয়া ইনি দ্বারকায় উপস্থিত হন, এবং প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণের ও যাদবগণের বিনাশে

একান্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। অনন্তর দারুকের নিকট কৃষ্ণের অভিলাষ অবগত হইয়া যাদবগণের স্ত্রীবৃন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে আনয়ন করেন। ইহার পর পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যভার দিয়া অর্জ্জুন, দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ মহাপ্রস্থান করেন। লোহিত-সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলে অগ্নিদেবের আদেশে অর্জ্জুন গাণ্ডীব পরিত্যাগ করেন। অতঃপর সুমেরু পর্ব্বতে আরোহণ করিতে করিতে ক্রমে দ্রৌপদী, সহদেব, ও নকুলের পতন হইলে ইঁহার মৃত্যু হয়। কৌরবসৈন্য একদিনে বিনষ্ট করিবেন বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার অপরাধে, এবং সর্ব্বদা অন্যান্য বীরদিগকে অবজ্ঞা করায় ইঁহার যে পাপস্পর্শ হইয়াছিল সেই পাপে ইনি সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন নাই। অর্জ্জুন ভিন্ন ইঁহার আরও কতকগুলি নাম ছিল, যথা—ধনঞ্জয়, বিজয়, শ্বেতবাহন, ফাল্গুন, কিরীটী, বীভৎসু, সব্যসাচী, জিষ্ণু, কৃষ্ণ, পার্থ, কৌন্তেয়, ইত্যাদি।

২। মাহিষ্মতী পুরীতে অর্জ্জুন নামে এক নরপতি ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম কৃতিবীর্য্য। এজন্য ইনি সাধারণতঃ কার্ত্তবীর্য্য ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামে পরিচিত। কথিত আছে যে, ইনি অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট অনেক বর লাভ করিয়াছিলেন, যথা—সহস্র বাহু, ইচ্ছাগামী রথ, যুদ্ধে শত্রু কর্ত্তৃক অদৃশ্যতা, দুষ্ট দমন ক্ষমতা, ইত্যাদি। এইরূপে ইনি মহাপরাক্রান্ত বীর ও যুদ্ধে অজেয় বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠেন। ইনি স্বীয় রাজ্য এরূপ সুশাসিত করিয়াছিলেন যে, ইঁহার অধিকারমধ্যে চৌর্য্যাদি উপদ্রব একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল। লঙ্কেশ্বর রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ইঁহার নিকট আগত হইলে ইনি রাবণকে পরাস্ত পূর্ব্বক বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, পরে দয়াপরবশ হইয়া ছাড়িয়া দেন। একদা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মৃগয়ার্থ গমন করিয়া জমদগ্নি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। মুনিবর কামধেনু নন্দার সাহায্যে কার্ত্তবীর্য্যকে সসৈন্যে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান। কামধেনুর ঈদৃশী শক্তি দেখিয়া রাজা লোভপরবশ হইয়া মুনির নিকট কামধেনু প্রার্থনা করিলে মুনিবর তৎপ্রদানে অসম্মত হন। ইহাতে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় দুইজনে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। নন্দার সাহায্যে জমদগ্নি অসীম বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরিশেষে হত হন। জমদগ্নি সুত পরশুরাম এইরূপে পিতৃনিধনবার্ত্তা অবগত হইয়া অতি দীনমনে মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। আশুতোষ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা প্রদান করেন। অতঃপর পরশুরাম "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হন। যুদ্ধে বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া ইঁহার মহিষী মনোরমা সন্ধি করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাহা বীরধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া ইনি তাহাতে অস্বীকৃত হইলে মনোরমা যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন। অনন্তর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন স্বীয় তনয়কে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া যুদ্ধে গমন করেন এবং জামদগ্ন্যের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন।

অর্জ্জুনী—১। শ্বেতবর্ণা। বিণ ; স্ত্রী। অর্জ্জুন দেখ। ২। গাভী ; কুট্টনী ; করতোয়া নদী ; অনিরুদ্ধ-পত্নী ঊষা। সং ; স্ত্রী।

অর্ণ—১। অক্ষর, অকরাদি বর্ণ, শেগুন গাছ ; জল। ঋ (গমন করা) + ন ক। সং ; পু ও ক্লী। ২। পীড়াযুক্ত, পীড়িত। বিণ ; ত্রি।

অর্ণঃ—(অর্ণস্ শব্দ)। সলিল, জল। ঋ বা ঋণ (গমন করা) + অস্ ক। সং ; ক্লী।

অর্ণব—জলধি, সমুদ্র। অর্ণস্ (জল) শব্দ + ব অস্ত্যার্থে। সকারের লোপ। সং ; পু।

অর্ণবজ—১। সমুদ্রজাত। অর্ণব শব্দ — জন (জন্মান) + ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। সমুদ্রের ফেনা। সং ; পু ও ক্লী।

অর্ণবতরি—সমুদ্রে গমনযোগ্য তরণী, জাহাজ। অর্ণববাহী তরি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অর্ণবপোত, অর্ণবযান—অর্ণবতরি, জাহাজ। অর্ণববাহ পোত ও যান, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অর্ণবমন্দির—বরুণ। অর্ণব (সমুদ্র) হইয়াছে মন্দির (গৃহ) যাহার, বহু। সং ; পু।

অর্ণবযান—অর্ণবপোত দেখ।

অর্ণোদ—জলদ, মেঘ। অর্ণস্ (জল) শব্দ — দা (দান করা) + ড ক। সং ; পু।

অর্ণোভব—১। জলোৎপন্ন, যাহা জল হইতে উৎপন্ন হয়। অর্ণস্ (জল) হইতে ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। শঙ্খ, শাঁক। সং ; পু।

অর্ত্তন—অপবাদ, নিন্দা, কলঙ্ক। ঋত + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অর্ত্তি—পীড়া, যন্ত্রণা ; ধনুকের অগ্রভাগ। অর্দ্দ (পীড়া দেওয়া) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে অর্ত্তিক।

অর্ত্তিক—১। পীড়াযুক্ত, পীড়িত। অর্ত্তি (পীড়া) শব্দ + কণ্। বিণ ; ত্রি। ২। পিষ্টকবিশেষ, আস্কে পিঠা। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অর্ত্তিকা।

অর্ত্তিকা—(নাট্যে) জ্যেষ্ঠা ভগিনী। সং ; স্ত্রী। অর্ত্তিক দেখ।

অর্থ—১। প্রয়োজন ; প্রার্থনা। অর্থ (যাচ্ঞা করা) + অল্ ভা। ২। বিত্ত, ধন, ঐশ্বর্য্য ; বস্তু, পদার্থ, ধনাদি দ্রব্য। অর্থ (যাচ্ঞা করা) + অল্ কর্ম্ম। ৩। শব্দের অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য, মানে [অলঙ্কারশাস্ত্রে অর্থ ত্রিবিধ, যথা—মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ। যে শক্তি দ্বারা ব্যাকরণাদি উপায়সমূহের সাহায্যে পরিজ্ঞেয় শক্যার্থের জ্ঞান হয়, তাহাকে অভিধা-শক্তি বলে, এবং এই অভিধা দ্বারা যে অর্থের বোধ হয়, তাহাকে মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ বলে। মুখ্যার্থের বোধ হইলে তৎসংক্রান্ত যে অর্থান্তর কল্পিত হয়, তাহাকে লক্ষ্যার্থ কহে ; যথা—"যদু গঙ্গাবাসী হইয়াছে ;" এস্থলে গঙ্গা শব্দের মুখ্যার্থ 'ভগীরথখাতাবচ্ছিন্ন জলপ্রবাহ', পরন্তু জলপ্রবাহে যদুর বাস অসম্ভব, একারণ গঙ্গা শব্দে 'গঙ্গাতীর' অর্থ কল্পিত হয় ; এইরূপ অর্থকে লক্ষ্যার্থ বলে। কোন বাক্য উচ্চারিত হইলে, যদি অভিধা ও লক্ষণা শক্তির সাহায্যে বক্তার অভিপ্রায় পরিস্ফুটরূপে বোধগম্য না হয়, তাহা হইলে সে স্থলে অর্থপ্রতীতির নিমিত্ত অন্য যে শক্তির আবশ্যক হয়, তাহাকে ব্যঞ্জনা বলে। ব্যঞ্জনা দ্বারা যে অর্থের বোধ হয়, তাহাকে ব্যঙ্গার্থ বলে ; যথা,—

'তোমার সিঁথির সিন্দুর বজায় থাকুক', এই বাক্যটী কোনও রমণীর প্রতি উচ্চারিত হইলে, তাহার অর্থ হয় এই যে, 'তুমি চিরকাল সধবা থাক' ; পরন্তু কি অভিধা, কি লক্ষণা, অন্য কোনও শক্তি দ্বারাই এ অর্থের প্রতীতি হয় না ; একমাত্র ব্যঞ্জনা দ্বারাই উহা প্রকাশিত হয়] ; রাজার স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় রাজনীতি ; উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, অভিসন্ধি। ঋ (গমন করা) + থন্ কর্ম্ম। ৪। কারণ, হেতু। ঋ (গমন করা) + থন্ ণ। ৫। প্রকার, প্রণালী, রীতি ; নিবৃত্তি, নিষেধ। ঋ (গমন করা) + থন্ ভা। ৬। বিষয় ; ফল ; সৌভাগ্য ; কার্য্য। ঋ (গমন করা) + থন্ অধি।

অর্থকর—বিত্তোৎপাদক, ধনলাভজনক। উপ। অর্থ (ধন) শব্দ — কৃ + ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অর্থকরী। [কর দেখ।

অর্থকরী—বিত্তোৎপাদিকা। বিণ ; স্ত্রী। অর্থ-

অর্থকৃচ্ছ্র—অর্থক্লেশ, ধনকষ্ট। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অর্থগৃধ্নু—অর্থলোলুপ, ধনলোভী। উপ বা ৬তৎ। অর্থ (ধন) শব্দ — গৃধ (লোভ করা) + ক্নু ক। বিণ ; ত্রি।

অর্থগ্রহ—অর্থবোধ, অভিধেয় জ্ঞান। ৬তৎ। সং ; পু।

তঃ—ফলতঃ ; বস্তুতঃ ; কার্য্যতঃ ; অর্থাৎ। অর্থ শব্দ + তস্। ব্য। [সং ; ক্লী।

অর্থতত্ত্ব—প্রকৃত বিষয়, স্বরূপ, যাথার্থ্য। ৬তৎ।

অর্থদণ্ড—টাকাকড়ি জরীমানা করা। অর্থের বা অর্থ সংক্রান্ত দণ্ড, ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু ও ক্লী।

অর্থদূষণ—অষ্টবিধ ব্যসনমধ্যে একতম ব্যসনবিশেষ ; অপব্যয়, বাজে খরচ ; পরস্বাপহরণ ; ঋণ অস্বীকার। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অর্থন, অর্থনা—প্রার্থনা, যাচনা, যাচ্ঞা। অর্থ + অনট্ ভা, ২য় পক্ষে··· + অন ভা + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

অর্থপতি—ধনাধিপতি, কুবের ; রাজা ; ধনশালী, ধনী। অর্থের পতি, ৬তৎ। সং ; পু।

অর্থপর—অর্থলোভী, ধনার্জ্জনে আসক্ত ; কৃপণ। অর্থ হইয়াছে পর (প্রধান, শ্রেষ্ঠ, উপাস্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অর্থপরায়ণ—অর্থপর (সকল অর্থে)। অর্থ হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অর্থপরায়ণতা। [ত্রি।

অর্থপিপাসু—অত্যন্ত অর্থলোভী। ২তৎ। বিণ ;

অর্থপিশাচ—যে ব্যক্তি ন্যায়ান্যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার বিমুখ হইয়া কেবল অর্থোপার্জ্জনেই আত্মবিসর্জ্জন করে, যৎপরোনাস্তি ধনলোভী ব্যক্তি। ৭তৎ। সং ; পু।

অর্থপ্রয়োগ—বৃদ্ধিলাভার্থ ধনের বিনিয়োগ, টাকাকড়ি সুদে খাটান, ধান্যাদি বাড়ি দেওয়া। ৬তৎ। সং ; পু।

অর্থভাণ্ডার—ধনাগার। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অর্থভেদ—অর্থের বিভিন্নতা, অর্থবৈলক্ষণ্য। ৬তৎ। সং ; পু। [বিণ ; ত্রি।

অর্থলুব্ধ, অর্থলোভী—ধনলুব্ধ, অর্থগৃধ্নু। ৬তৎ।

অর্থবাদ—স্তুতিবাদ ; প্রশংসা, গুণকীর্ত্তন ; সাভিপ্রায় উক্তি। ৬তৎ। সং ; পু।

অর্থবান্—অর্থযুক্ত ; ধনশালী ; সার্থক ; অভিপ্রায়যুক্ত, উদ্দেশ্যবিশিষ্ট। অর্থ শব্দ + বতু অস্ত্যর্থে = অর্থবৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অর্থবতী (= ধনশালিনী)।

অর্থবিজ্ঞান—শব্দশক্তিগ্রহ, শব্দার্থজ্ঞান। অর্থের বিজ্ঞান, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অর্থবিৎ—অর্থজ্ঞ ; শব্দার্থ-পণ্ডিত, জ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞ, কার্য্যাভিজ্ঞ। উপ। অর্থ শব্দ – বিদ (জানা) + ক্বিপ্ ক = অর্থবিদ্, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি। [৬তৎ। সং ; পু।

অর্থবিনিয়োগ—অর্থপ্রয়োগ, কুসীদব্যবহার।

অর্থব্যবহার—১। ধনের যথোচিত আচরণ। ৬তৎ। সং ; পু। ২। অর্থনীতিশাস্ত্র। বহু। সং ; পু।

অর্থব্যবহারশাস্ত্র—শাস্ত্রবিশেষ, এই শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে কিরূপে অর্থের উপার্জ্জন, রক্ষণ ও ব্যয় করিতে হয়, তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। অর্থনীতিশাস্ত্র। সং ; ক্লী।

অর্থশাস্ত্র—অর্থোৎপাদক শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ; কৃষিশাস্ত্র। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [ত্রি।

অর্থশাস্ত্রঘটিত—অর্থনীতি-সংক্রান্ত। ৩তৎ। বিণ ;

অর্থশুচি—যে ধর্ম্মপথে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অর্থশৌচ।

অর্থশৌচ—অর্থবিষয়ে সাধুতা, টাকাকড়ি সম্বন্ধে সাউথুড়ি ; ধর্ম্মপথে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন। ৬তৎ। সং ; ক্লী। বিশেষণে অর্থশুচি।

অর্থসাপেক্ষ—ধনাপেক্ষ, যাহাতে ধনের অপেক্ষা আছে। ৬তৎ বা বহু। বিণ ; ত্রি।

অর্থসাহায্য—ধন দ্বারা সহায়তা। ৩তৎ। সং ; ক্লী

অর্থসিদ্ধি—প্রয়োজনসিদ্ধি, ইষ্টসিদ্ধি, সাফল্য। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

অর্থহানি—ধনহানি, ধনক্ষয়। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অর্থহীন—নির্ধন, ধনরহিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

অর্থাগম—ধনাগম, উপার্জ্জন, আয়। ৬তৎ। সং ; পু।

অর্থাৎ—অর্থবশতঃ, তাৎপর্য্যাধীন, তাৎপর্য্যবশতঃ ; বস্তুতঃ, ফলতঃ। অর্থ শব্দ + আৎ পঞ্চমী স্থানে। ব্য।

অর্থান্তর—অন্য অর্থ, অপর অর্থ ; অর্থভেদ, অভিপ্রায় ভেদ। অন্য অর্থ, নিত্য। সং ; ক্লী

অর্থান্তরন্যাস—কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ। অলঙ্কার দেখ। সং ; পু।

অর্থাপত্তি—সুতরাং প্রাপ্তি, অনুমানবিশেষ ; (কাব্যে) অলঙ্কারবিশেষ। অলঙ্কার দেখ। সং ; স্ত্রী।

অর্থাপহরণ—ধনহরণ, টাকাকড়ি বা মূল্যবান্ জিনিষ চুরি করা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অর্থিক—১। যাচক, ভিক্ষুক। অর্থিন্ শব্দ + কণ্ স্বার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। স্তুতিপাঠক, বৈতালিক। সং ; পু।

অর্থিত—প্রার্থিত, যাচিত ; জিজ্ঞাসিত, পৃষ্ট। অর্থ (প্রার্থনা করা) + ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অর্থন। স্ত্রীলিঙ্গে অর্থিতা।

অর্থিতা, অর্থিত্ব—প্রার্থী হওয়া, প্রার্থনা করা। অর্থিন্ শব্দ + তা ও ত্ব, ভাবে। সং ; স্ত্রী।

অর্থী—যাচক, ভিক্ষুক ; প্রার্থী, অভিলাষী ; অর্থবান্, ধনবান্ ; অভিযোগকারী, বাদী ; সেবক, ভৃত্য ; সহায়, সহচর। অর্থ (যাচ্ঞা করা) + ণিন্ ক = অর্থিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অর্থিনী।

অর্থে—নিমিত্তে। অর্থ + ডে ক। ব্য। অর্থে কৃতে হব্যয়ং তাবৎ তাদর্থ্যে বর্ত্ততে দ্বয়ম্ অর্থাৎ অর্থে ও কৃতে এই দুইটী একারান্ত অব্যয়ের অর্থ তাদর্থ্য।

অর্থোপার্জ্জন—ধনার্জ্জন, ধনসংগ্রহ। অর্থের উপার্জ্জন, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অর্থ্য—১। ন্যায্য, সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ; অর্থযুক্ত, সপ্রয়োজন ; বুদ্ধিমান্। অর্থ শব্দ + য। ২। প্রার্থনাযোগ্য ; জিজ্ঞাসাযোগ্য। অর্থ (যাচ্ঞা করা) + য কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ৩। শিলাজতু ; গৈরিক। সং ; ক্লী।

অর্দ্দন—১। প্রার্থনা, যাচ্ঞা ; পীড়া ; রণ ; হিংসা, হনন। অর্দ্দ (যাচ্ঞা করা, পীড়ন করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অর্দ্দিত। ২। বিনাশক, হন্তা। অর্দ্দ (পীড়ন করা) + অন ক। বিণ ; ত্রি।

অর্দ্দিত—১। প্রার্থিত, যাচিত ; পীড়িত ; হিংসিত, হত। অর্দ্দ (যাচ্ঞা করা, পীড়ন করা) + ক্ত কর্ম্ম। ২। গত। অর্দ্দ (গমন করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অর্দ্দন। ৩। পীড়া ; বায়ুরোগবিশেষ। অর্দ্দ (পীড়া দেওয়া) + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

অর্দ্ধ—১। অংশ ; সমাংশ ; একদেশ। ঋধ (বৃদ্ধি পাওয়া) + অল্ ণ। সং ; পু। ২। সমান অর্দ্ধাংশ, ঠিক অর্দ্ধেক। সং ; ক্লী। ৩। দ্বিধাকৃত, দুই ভাগ করা। বিণ ; ত্রি। [অর্দ্ধ শব্দে যখন ঠিক সমান দুই ভাগের এক ভাগ বুঝায়, তখন ক্লীবলিঙ্গ হয়। আর যখন অসমান ভাগ বুঝায়, তখন পুংলিঙ্গ হয়। ঠিক সমান অর্দ্ধভাগবিশিষ্ট বুঝাইলে ত্রিলিঙ্গ হয়]।

অর্দ্ধধার—ধারীর অর্দ্ধেক। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অর্দ্ধগঙ্গা—কাবেরী নদী (ইহাতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের অর্দ্ধেক ফললাভ হয়)। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অর্দ্ধগ্রস্ত—গ্রহণ সময়ে সূর্য্য বা চন্দ্রের অর্দ্ধভাগ ঢাকা পড়িলে, উহাদিগকে অর্দ্ধগ্রস্ত কহে। যাহাকে অর্দ্ধরূপে গ্রাস করা হইয়াছে। ২তৎ। ক্রিয়ার বিশেষণের সহিত দ্বিতীয়া সমাস। বিণ ; ত্রি।

অর্দ্ধচন্দ্র—চন্দ্রখণ্ড ; গলহস্ত, যাহা কাহারও গলদেশে অর্পণ করিয়া তাহাকে দূরীকৃত করা হয়, গলাধাকা ; অর্দ্ধচন্দ্রাকার অগ্রভাগবিশিষ্ট বাণ ; গজাভরণবিশেষ ; ময়ূরপুচ্ছের অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি চন্দ্রক ; ললনাদিগের ললাটদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকার তিলক ; অর্দ্ধচন্দ্রাকার নখক্ষত। চন্দ্রের অর্দ্ধ, ৬তৎ, অথবা অর্দ্ধ যে চন্দ্র, কর্ম্মধা। সং ; পু।

অর্দ্ধচন্দ্রাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি—যাহার আকার অর্দ্ধচন্দ্রের আকৃতি তুল্য। অর্দ্ধ চন্দ্রের আকার বা আকৃতির ন্যায় আকার বা আকৃতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অর্দ্ধজীবিত—অর্দ্ধপরিমাণে জীবিত, অর্দ্ধমৃত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

অর্দ্ধনারীশ, অর্দ্ধনারীশ্বর—উমা-মহেশ্বর, মহাদেবের মূর্ত্তিবিশেষ, এই মূর্ত্তিতে মহেশ্বর অর্দ্ধেক নারী ও অর্দ্ধেক পুরুষ হইয়া

আছেন। এই মূর্ত্তি মণির ন্যায় চিক্কণ, ত্রিনেত্র, চতুর্ভুজ ; হস্তে পাশ, রক্তপদ্ম, নর-কপাল ও শূল। তন্ত্রসারে মহাদেবের এই মূর্ত্তির নিম্নলিখিত রূপ ধ্যান লিখিত আছে ;—

"নীল প্রবালরুচিরং বিলসত্রিনেত্রং
পাশারুণোৎপল কপালক শূলহস্তম্।
অর্দ্ধাম্বিকেশমনিশং প্রবিভক্তভূষং
বালেন্দু বদ্ধ মুকুটং প্রণমামি রূপম্॥"

প্রথমে কর্ম্মধা ও তৎপরে ৬তৎ (অর্দ্ধনারী + ঈশ বা ঈশ্বর)। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

অর্দ্ধনাব—নৌ অর্থাৎ নৌকার অর্দ্ধেক। ৬তৎ।

অর্দ্ধনিদ্রা—যেরূপ অবস্থায় নিদ্রাজন্য আরামও বোধ হয়, অথচ বাহিরের বিষয়ও জানা যায়, তাদৃশী নিদ্রা। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অর্দ্ধনিমগ্ন—যাহার অর্দ্ধভাগ জলাদির অন্তঃ-প্রবিষ্ট। ২তৎ বা বহু। বিণ ; ত্রি।

অর্দ্ধনিমীলিত—যে চক্ষুর কিছু অংশ বোজা ও কিছু অংশ খোলা তাদৃশ। ২তৎ বা বহু। বিণ ; ত্রি।

অর্দ্ধনির্ম্মিত—অর্দ্ধরচিত। অর্দ্ধ রূপে নির্ম্মিত, ২তৎ, অথবা অর্দ্ধ হইয়াছে নির্ম্মিত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অর্দ্ধপথ—পথের অর্দ্ধেক। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অর্দ্ধপাদ—কবাটবিশেষ। সং ; ক্লী।

অর্দ্ধপুলায়িত—অশ্বের গতিবিশেষ। সং ; ক্লী।

অর্দ্ধভাক—অর্দ্ধাংশভাজন, অর্দ্ধেক অংশীদার। অর্দ্ধ শব্দ—ভজ (ভাগ করা) + বিণ্ ক = অর্দ্ধভাজ্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি।

অর্দ্ধভূমণ্ডল—ভূমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ ; ইউরোপীয়েরা ভূপৃষ্ঠকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—এক পৃষ্ঠে এসিয়া, ইউরোপ, ও আফ্রিকা, এবং অপর পৃষ্ঠে আমেরিকা—এবং এই দুই ভাগের প্রত্যেকটীকে এক একটী অর্দ্ধ-ভূমণ্ডল (Hemisphere) নাম দিয়াছেন।

অর্দ্ধমাণবক—দ্বাদশ-যষ্টিহার, বার-নর হার। সং ; পু।

অর্দ্ধমাত্রা—অর্দ্ধপরিমাণ ; অর্দ্ধচন্দ্রাকারা ব্রহ্ম-রূপিণী মহেশ্বরী, যথা—ওঁম্, এই শব্দের উপরিস্থ ৺অর্দ্ধচন্দ্রবিন্দুবৎ চিহ্ন। এ বিষয়ের প্রমাণ—

"অকারো ভগবান্ ব্রহ্মা উকারো বিষ্ণুরুচ্যতে
মকারো ভগবান্ রুদ্রোঽপ্যর্দ্ধমাত্রা মহেশ্বরী।"

অর্দ্ধমূর্চ্ছিত—মূর্চ্ছা জন্য যাহার অর্দ্ধজ্ঞান অপ-সারিত হইয়াছে। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

অর্দ্ধরাত্র—নিশীথ, মধ্যরাত্র ; মহানিশা, সার্দ্ধ প্রহর হইতে সার্দ্ধ তৃতীয় প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত। রাত্রির অর্দ্ধ, ৬তৎ। সং ; পু।

অর্দ্ধরুদ্ধ—যাহা অর্দ্ধভাগে অবরুদ্ধ ; যাহার অর্দ্ধেক আটকান। ২তৎ বা বহু। বিণ ; ত্রি

অর্দ্ধর্চ্চ—বেদমন্ত্রের অর্দ্ধভাগ। অর্দ্ধ যে ঋক্, কর্ম্মধা। সং ; পু বা ক্লী।

অর্দ্ধলুক্কায়িত—অর্দ্ধগুপ্ত, যাহার অর্দ্ধভাগ দৃষ্টির বহির্ভূত। ২তৎ বা বহু। বিণ ; ত্রি।

অর্দ্ধবয়স্ক—সচরাচর লোকে যতদিন বাঁচে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণে যে ব্যক্তির বয়ঃক্রম হইয়াছে। অর্দ্ধ হইয়াছে বয়ঃ যাহার, বহু, সমাসান্ত ক প্রত্যয়। বিণ ; ত্রি।

অর্দ্ধবয়স্কা—অর্দ্ধবয়স্ক + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। অর্দ্ধ-বয়স্ক দেখ।

অর্দ্ধবীক্ষণ—চক্ষুর অর্দ্ধাংশ দ্বারা দর্শন, কটাক্ষ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অর্দ্ধব্যক্তস্বর—যে কণ্ঠধ্বনির অর্দ্ধভাগ মাত্র প্রকাশিত। অর্দ্ধব্যক্ত এমন স্বর, কর্ম্মধা। সং ; পু। যাহার কণ্ঠধ্বনি অর্দ্ধপ্রকাশিত হয়। বহু। বিণ ; ত্রি।

অর্দ্ধশফর—মৎস্যবিশেষ, দাঁড়ি মাছ। সং ; পু।

অর্দ্ধসিক্ত—অর্দ্ধার্দ্র, যে বস্ত্রাদির অর্দ্ধভাগ ভিজা। ২তৎ বা বহু। বিণ ; ত্রি।

অর্দ্ধস্ফুট—আধফুটন্ত, আধ আধ। অর্দ্ধরূপে স্ফুট, ক্রিয়ার বিশেষণের সহিত ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

অর্দ্ধহাস—চৌষট্টি-নর হার। সং ; পু।

অর্দ্ধাংশ—অর্দ্ধভাগ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অর্দ্ধাঙ্গ—দেহের অর্দ্ধ ; পত্নী। অঙ্গের অর্দ্ধ, ৬তৎ। সং ; ক্লী। [৬তৎ। সং ; পু।

অর্দ্ধার্দ্ধ—একচতুর্থাংশ, সিকি। অর্দ্ধের অর্দ্ধ,

অর্দ্ধার্দ্ধি—দুই সমান ভাগ, আধা আধি। অর্দ্ধে অর্দ্ধে প্রবৃত্ত যে ভাগ, ব্যতীহারে বহুব্রীহি ; ব্য

অর্দ্ধাবৃত—যে বস্তুর অর্দ্ধভাগ আচ্ছাদিত। ২তৎ বা বহু। বিণ ; ত্রি।

অর্দ্ধাশন—অর্দ্ধভোজন, আধখাওয়া ; অর্দ্ধাংশ ব্যাপ্তি। অর্দ্ধ যে অশন, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

অর্দ্ধাসন—আসনের অর্দ্ধাংশ ; স্নেহপ্রকাশ ; নিন্দামোচন। আসনের অর্দ্ধ, ৬তৎ। সং ; ক্লী

অর্দ্ধেন্দু—অর্দ্ধচন্দ্র ; নখচিহ্ন ; গলহস্ত, গলা-ধাক্কা ; অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণ। প্রৌঢ়া স্ত্রীর যোনিদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অঙ্গুলি যোজন। সং ; পু।

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী—ইনি ১২৫৮ সালের ১০ই মাঘ বুধবার কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের মাতুল-পুত্র। ইহাঁকে 'আজন্ম অভিনেতা' বলিলে বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। অতি বাল্যকাল হইতেই ইহাঁর আশ্চর্য্য অনুকরণ-পটুতা দৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮৭২ সালে ৭ই ডিসেম্বর শনিবার (১২৭৯ সাল, ২৩শে অগ্রহায়ণ) National theatre নামক যে প্রথম সাধারণ নাট্যশালা সং-স্থাপিত হয়, অর্দ্ধেন্দুশেখর তাহার অন্য-তম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এই নাট্য-শালায় প্রথমেই ৺দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হয়। ইনি গোলক বসু, সাবিত্রী, উড্ সাহেব ও এক-জন চাষা এই চারিজনের ভূমিকা অভিনয় করেন। এই ভিন্ন ভিন্ন চারিটী ভূমিকাই একই অভিনয়ক্ষেত্রে ইনি এমন সুন্দররূপে অভিনয় করেন যে, দর্শকবৃন্দ তাঁহার অভি-নয় দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিল। অর্দ্ধেন্দু-শেখর যে একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা, সেই সময়েই সকলে ইহা বুঝিতে পারিল। সেই সাধারণ নাট্যশালার প্রথম সংস্থাপন হইতে তাঁহার মৃত্যুকালে পর্য্যন্ত ইনি কোন না কোন থিয়েটারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি যে কেবল উৎকৃষ্ট অভিনেতা ছিলেন তাহা নহে, পরন্তু সুদক্ষ অভিনয়শিক্ষকও ছিলেন। ইনি যেরূপ শিখাইতে পারিতেন, এমন শিক্ষক আজি-কালি প্রায় দেখা যায় না। ইনি সাহেব সাজিয়া এমন অভিনয় করিতেন যে, স্বর ও অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া অনেক সময় প্রকৃত বলিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হইত। এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত ইহাঁর সমকক্ষ হইতে কেহই সমর্থ হন নাই। আবার হাস্যরসাত্মক অভিনয়েও তাঁহার অদ্ভুত পারদর্শিতা লক্ষিত হইত। নবীন তপাস্বনীতে জলধর সাজিয়া ইনি দর্শক-বৃন্দকে হাসাইয়া অধীর করিয়া তুলিতেন। ফলতঃ, অর্দ্ধেন্দুশেখর অভিনেতার আদর্শ ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের অভিনেতাদিগের সে আদর্শে পৌঁছিতে বহু বিলম্ব হইবে। প্রাদেশিক ভাষাসমূহে তাঁহার আশ্চর্য্য অধিকার ছিল। ঢাকার কথা, চট্টগ্রামের কথা, বাঁকুড়ার কথা, বর্দ্ধমানের কথা,—ইনি যখন যে স্থানের কথা বলিতেন, তখনই ইহাঁকে তত্তৎস্থানবাসী বলিয়াই মনে হইত। একজন অভিনেতার পক্ষে ইহা অল্প গুণের কথা নহে। গম্ভীর বিষয়ের অভিনয়েও ইহাঁর আশ্চর্য্য পটুতা ছিল। অভিনয়ের উৎকর্ষ সাধন জন্য অর্দ্ধেন্দুশেখর আপন শরীরপাত করিয়াছিলেন।

১৩১৫ সালের ২১শে ভাদ্র বুধবার অর্দ্ধেন্দুশেখর দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তোফী "সাহিত্য পরিষদ সভার" সহকারী সম্পাদক। ইনি একজন সুপরি-চিত সাহিত্যসেবী।

অর্দ্ধোক্ত—১। অর্দ্ধ-কথিত, অসম্পূর্ণরূপে কথিত ; ক্রিয়ার বিশেষণের সহিত ২তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। অর্দ্ধ-কথন, অসম্পূর্ণরূপে কথন অর্থাৎ বলা। সং ; ক্লী।

অর্দ্ধোক্তি—অর্দ্ধ কথন, অসম্পূর্ণ বাক্য, সমুদয় কথা না বলা। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অর্দ্ধোচ্চারিত—যাহার অর্দ্ধভাগমাত্র উচ্চারণ করা হইয়াছে। ২তৎ বা বহু। বিণ ; ত্রি।

অর্দ্ধোদয়—যোগবিশেষ ; পৌষ কিংবা মাঘ মাসের অমাবস্যায় রবিবার, ব্যতীপাত যোগ, এবং শ্রবণা নক্ষত্র একত্র মিলিত হইলে অর্দ্ধোদয় যোগ হয়, ইহা কোটি সূর্য্যগ্রহণের সদৃশ। এরূপ সম্মিলন কচিৎ ঘটিয়া থাকে। ১২৭০ সালে, ১২৯৭ সালে, ১৩০৯ সালে এবং ১৩১৪ সালে হইয়াছিল। এই যোগ দিবাভাগেই প্রশস্ত, রাত্রিতে কদাচ প্রশস্ত নহে। অর্দ্ধের (অর্থাৎ সমৃদ্ধ পুণ্যের) উদয় যাহাতে, বহু। সং ; পু।

অর্দ্ধোদিত—অর্দ্ধোত্থিত, অর্দ্ধপ্রকাশিত ; অর্দ্ধকথিত। অর্দ্ধরূপে উদিত (প্রকাশিত বা কথিত) ক্রিয়াবিশেষণের সহিত ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

অর্দ্ধোরুক—রমণীদিগের অর্দ্ধোরু পর্য্যন্ত (উরুদেশের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত) ঘাগরার ন্যায় পরিধেয় বস্ত্র, কাচ, 'শায়া', ছোট কঞ্চুক। [যে সকল রমণী সূক্ষ্ম বসন ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেমন গলদেশ হইতে নাভি পর্য্যন্ত একটী শেমিজ পরিধান করেন, তদ্রূপ কেহ কেহ নাভি হইতে উরুদেশের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত একটী স্থূলাবরণ (শায়া) ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাকেই অর্দ্ধোরুক বলে।

অর্পণ—দান ; দেওয়া ; স্থাপন, ন্যাস ; নিক্ষেপ। ণিজন্ত ঋ বা অর্পি + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অর্পিত।

অর্পণা—অর্পণ দেখ। অর্পি + অন ভা ; সং ; স্ত্রী।

অর্পয়িতা—অর্পণকারী। ণিজন্ত ঋ বা অর্পি + তৃন্ = অর্পয়িতৃ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অর্পয়িত্রী।

অর্পিত—যাহা অর্পণ করা হইয়াছে এরূপ ; দত্ত ; স্থাপিত, ন্যস্ত ; নিক্ষিপ্ত। ণিজন্ত ঋ বা অর্পি + ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অর্পণ।

অর্পিস—হৃদয়, বুক ; অগ্রমাংস। ণিজন্ত ঋ বা অর্পি + ইসন্ ক। সং ; পু।

অর্ভ—১। বালক ; ছাত্র ; ওষধি, কলায়াদি শস্য ; শিশির। ঋ (গমন করা) + ভ ক ; সং ; পু। ২। দীপ্তিহীন, মলিন, প্রভাশূন্য, অল্পতেজঃসম্পন্ন। বিণ ; ত্রি।

অর্ভক—১। শিশু, বালক ; পশুশাবক ; অজ্ঞ, মূর্খ। অর্ভ দেখ ; অর্ভ শব্দ + কণ্ স্বার্থে ; অথবা ঋভ (বৃদ্ধি পাওয়া) + ণক ক। সং ; পু। ২। স্বল্প ; ক্ষীণ ; তুল্য, সদৃশ। বিণ ; ত্রি।

অর্ম্ম—নেত্ররোগবিশেষ। ঋ + মন্ ক। সং ; পু বা ক্লী। [পু।

অর্ম্মণ—দ্রোণপরিমাণ, ৩২ সের ওজন। সং ;

অর্য্যমা—সূর্য্য ; পিতৃলোকবিশেষ ; দেবমন্ত্রবিশেষ ; উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র। ঋ (গমন করা) + কনিন্ ক। সং ; পু।

অর্য্য—১। শ্রেষ্ঠ ; শ্লাঘ্য। ঋ (গমন করা বা পাওয়া) + য ক। বিণ ; ত্রি। ২। স্বামী ; বৈশ্য। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অর্য্যা (বৈশ্যপত্নী), এবং অর্য্যা, অর্য্যাণী (বৈশ্যজাতীয়া নারী)।

অর্য্যা, অর্য্যাণী—অর্য্য দেখ।

অর্ব্বন্—১। তুরঙ্গম, অশ্ব ; ইন্দ্র। ঋ + বনিপ্ কর্ত্তৃবাচ্যে = অর্ব্বন্, ১মার ১বচন। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অর্ব্বতী। ২। অধম। বিণ ; ত্রি।

অর্ব্বতী—ঘোটকী ; দূতী, কুট্‌নী। অর্ব্বন্ দেখ ; সং ; স্ত্রী।

অর্ব্বাক—(অর্ব্বাচ্ শব্দজ)। ১। পশ্চাৎ ; আদি ; সমীপ। ব্য। ২। পরবর্ত্তী ; নিকট ; নিকৃষ্ট। বিণ ; ত্রি।

অর্ব্বাচীন—পশ্চাদ্বর্ত্তী ; বিপরীত ; অধম ; অপ্রবীণ, যাহার বয়স হইয়াছে অথচ বুদ্ধির পরিপক্কতা জন্মে নাই এরূপ। অর্ব্বাচ্ শব্দ + ঈন, ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

অর্ব্বুদ—১। দশ কোটি সংখ্যা রোগবিশেষ, আব ; স্ত্রীগর্ভস্থ শুক্রশোণিতাত্মক ধাতু, গর্ভের দ্বিতীয় মাসে ইহাকে অর্ব্বুদ বলে, পরে মাংসপিণ্ড ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সন্তানরূপে পরিণত হয়। সং ; ক্লী। ২। পর্ব্বতবিশেষের নাম, এই পর্ব্বত রাজপুতানার অন্তর্গত আরাবলি শৈলশ্রেণীভুক্ত, ইহার আধুনিক নাম আবু পর্ব্বত ; [ইহা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ, এইখানে বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল। এই কালে উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। অদ্যাপি এখানে বশিষ্ঠের মন্দির আছে]। জাতিবিশেষ। পু।

অর্শ, অর্শঃ—স্বনামখ্যাত গুহ্যদেশের রোগবিশেষ (Hemorrhoids, piles) ; এই রোগ সরলান্ত্রের নিম্নে মলদ্বারের বাহিরে ও ভিতরে জন্মে। ঋ + শ বা অস্ ক, শকারাগম্। সং ; ক্লী। [অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

অর্শস—অর্শোরোগযুক্ত। অর্শস্ শব্দ + অ

অর্শোঘ্ন—ভল্লাতক বৃক্ষ ; শূরণ, ওল। অর্শস্ শব্দ – হন (বধ করা) + টক্ ক। সং ; পু।

অর্হ—১। পূজ্য ; মান্য। অর্হ (পূজা করা) + অল্ কর্ম্ম। ২। যোগ্য ; উপযুক্ত। অর্হ (যোগ্য হওয়া) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ৩। পরমেশ্বর ; ইন্দ্র। সং ; পু।

অর্হা—পূজা, সম্মান ; যোগ্যতা। অর্হ + অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ; সং ; স্ত্রী।

অর্হণ—পূজা ; সম্মান ; যোগ্যতা। অর্হ (পূজা করা বা যোগ্য হওয়া) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অর্হিত।

অর্হণীয়—পূজনীয়, সম্মাননীয়। অর্হ (পূজা করা) + অনীয় কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অর্হণীয়তা।

অর্হণীয়তা—পূজা ; সম্মান। অর্হণীয় + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

অর্হৎ—১। বুদ্ধ ; বৌদ্ধমতাবলম্বী, বৌদ্ধক্ষপণক। অর্হ + শতৃ ক। সং ; পু। ২। পূজ্য, প্রশস্ত ; যোগ্য। বিণ ; ত্রি।

অর্হিত—পূজিত ; প্রশংসিত ; সম্মানিত। অর্হ (পূজা করা) + ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অর্হণ। [সং ; ক্লী।

অল—বৃশ্চিকাদির পুচ্ছ, হুল। অল + অন্ ক।

অলং, অলম্—ভূষণ ; সামর্থ্য ; সম্পূর্ণতা, প্রাচুর্য্য ; নিষেধ, বারণ ; অত্যর্থ ; ব্যর্থতা। ব্য।

অলক—১। চূর্ণকুন্তল, স্ত্রীলোকের গণ্ডদেশে লম্বিত কেশ, ঝাপ্‌টা ; কুন্তল ; চূর্ণকুন্তলাকার মেঘ ; অঙ্গে বিলেপিত কুঙ্কুম। অল (ভূষিত করা) + অক ক। সং ; ক্লী। ২। ক্ষিপ্ত কুক্কুর। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অলকা (= কুবেরপুরী ; অষ্টম বা দশম বর্ষীয়া বালিকা)।

অলকট্—(Col. H. S. Olcott) আমেরিকাবাসী কর্ণেল অলকট, ম্যাডাম ব্লাভাস্কির সাহচর্য্যে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে থিয়জফিক্যাল সোসাইটী (Theosophical society) প্রতিষ্ঠা করেন। তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন কল্পে স্থানে স্থানে উক্ত সোসাইটীর শাখাসমিতি স্থাপিত হয়। ইনি আজীবন মূল সভার সভাপতি এবং থিয়সফিষ্ট পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সুযোগ্য সম্পাদকের সম্পাদনে এই পত্রিকা অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্মপরায়ণ কর্ম্মবীর উক্ত পত্রিকা, ক্ষুদ্রবৃহৎ অনেকগুলি গ্রন্থপ্রকাশ এবং অন্যান্য বিবিধ কার্য্য দ্বারা আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ উৎপাদন করেন। তাঁহার দীর্ঘকেশ, লম্বিত শুভ্র শ্মশ্রু এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার উন্নত চরিত্র, পবিত্র জীবনযাপন, সৌম্য শান্ত উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখিলে তাঁহাকে ঋষিকল্প বলিয়া বোধ হইত। অলকট্ সাহেব হস্তচালনা (Mesmaric pass) ও জলপড়া (Mesmerised water) দ্বারা অনেকের দুরূহ দুরারোগ্য রোগ অদ্ভুত অলৌকিক শক্তিবলে আরোগ্য করিতেন। ইনি পাশ্চাত্য দেশবাসী হইয়াও নিরামিষভোজী ছিলেন। এই মহাপুরুষ স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব যাহাতে সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয়, সে বিষয়ে প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র মান্দ্রাজ সহরের আদিয়ার (Adyar) নামক স্থানে এই মহাত্মা পরলোক গমন করেন।

অলকদাম—চূর্ণকুন্তলসমূহ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অলকনন্দা—কুমারী, বালিকা ; ভারতবর্ষের গঙ্গা

[বিষ্ণু-পাদোদ্ভূতা গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করিয়া ব্রহ্মলোকে পতিত হন। ব্রহ্মপুরী পরিবেষ্টন করিয়া ইনি চারিটী ধারায় বিভক্ত হন ; ধারা চারিটীর নাম সীতা, অলকনন্দা, চক্ষুঃ, ভদ্রা। অলকনন্দা ভারতবর্ষের অভিমুখে ধাবিত হইয়া দক্ষিণ দিক্ ব্যাপিয়া সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরসঙ্গমে পতিত হইয়াছেন। এই অলকনন্দাকে মহেশ্বর শত শত বৎসর আপনার মস্তকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতঃপর ভগীরথের আরাধনায় ভূমিতে অবতার্ণ হইয়া সগরসন্তানদিগকে নিস্তার করেন। পদ্মপুরাণের মতে, অলকনন্দা স্বর্গের নদী। গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে মেরুপর্ব্বতের নিম্নে, গঙ্গোত্তরীতে নামিয়া অধোগঙ্গা, জাহ্নবী ও অলকনন্দা নামে ত্রিধারায় বিভক্ত হন। অধোগঙ্গা পাতালের, জাহ্নবী পৃথিবীর এবং অলকনন্দা স্বর্গের নদী] । অলকা শব্দ (কুবের পুরী) – নন্দি (আনন্দিত করা) + অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

অলকমেঘ—যে সকল মেঘ আকাশে চূর্ণকুন্তলের বা বিক্ষিপ্ত কার্পাসের ন্যায় দৃশ্যমান হয়। সং ; পু।

অলকরাজি—চূর্ণকুন্তলসমূহ, ঝাপ্টাসঙ্কুল ; চূর্ণকুন্তলাকার মেঘসমূহ ; ক্ষিপ্ত কুক্কুরনিচয়। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অলকবন্ধন—চূর্ণকুন্তলবন্ধন ; ক্ষিপ্ত সারমেয় বন্ধন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অলকস্তর—যে সকল মেঘ প্রথমতঃ চূর্ণকুন্তলের আকারে উৎপন্ন হইয়া ছাড়া ছাড়া মেঘের সহিত মিশ্রিত হয়। সং ; পু।

অলকস্তূপ—যে সকল মেঘ প্রথমতঃ চূর্ণকুন্তলের আকারে উৎপন্ন হইয়া স্তূপমেঘের সহিত মিশ্রিত হয়। সং ; পু।

অলকস্পর্শী—মেঘস্পর্শী। অলক – স্পৃশ ধাতু (ছোঁওয়া) + ণিন্ ক – অলকস্পর্শিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অলকস্পর্শিনী।

অলকা—কুবেরপুরী ; হিমালয়ের উপরিভাগে অলকানন্দা তটে অবস্থিত। আট হইতে দশ বৎসর বয়স্কা বালিকা ; শ্বেত আকন্দ। সং ; স্ত্রী। অলক দেখ।

অলকা তিলকা—অঙ্গলিপ্ত কুঙ্কুম তিলপুষ্পাকৃতি চিহ্নবিশেষ। সং।

অলকাধিপ—কুবের। ৬তৎ। সং ; পু।

অলকাবলী—অলকসমূহ ; অলকাসমূহ। অলক ও অলকা দেখ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অলক্ত—লাক্ষারস, আল্তা। ন (নাই) রক্ত (লোহিতবর্ণ) যাহা হইতে, বহু, র স্থানে ল। সং ; পু। [স্বার্থে। সং ; ক্লী।

অলক্তক—অলক্ত, আল্তা। অলক্ত শব্দ + কণ্

অলক্তক রাগ—আলতার রঙ্। ৬তৎ। সং ; পু।

অলক্তকাঙ্কিত—আল্তা দ্বারা চিহ্নিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

অলক্ষণ—১। কুলক্ষণ, অশুভ চিহ্ন ; দুরদৃষ্ট, দুর্ভাগ্য। নঞ্তৎ। সং ; ক্লী। ২। কুলক্ষণাক্রান্ত শুভচিহ্নবর্জ্জিত ; দুর্ভগ ; লক্ষণহীন। অপ্রশস্ত লক্ষণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অলক্ষণা।

অলক্ষণা—কুলক্ষণাক্রান্তা, অশুভচিহ্নবিশিষ্টা। বিণ ; স্ত্রী। অলক্ষণ দেখ।

অলক্ষিত—যাহা লক্ষিত হয় নাই এরূপ, অনিরীক্ষিত, অদৃষ্ট ; অজ্ঞাত ; অতর্কিত ; অকৃতলক্ষণ। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ লক্ষিত।

অলক্ষ্মী—১। লক্ষ্মীর বিরোধিনী দেবতা ; দুষ্ট লক্ষ্মী, দুর্ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনি লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী। সমুদ্রমন্থনকালে ইঁহার উৎপত্তি হইলে সুরাসুর কেহই ইঁহাকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। পরে দুঃসহ নামক জনৈক মহাতপা মুনি ইঁহাকে বিবাহ করেন। পরন্তু ইঁহার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া কিছুদিন পরে তিনিও ইঁহাকে পরিত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া ইনি দেবগণকে আপনার বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবগণ এইরূপ উত্তর করেন—"যেস্থানে সর্ব্বদা কলহ, বিবাদ, অস্থি ও চিতাভস্ম বিদ্যমান আছে, সেই স্থানে তুমি বাস করিবে। আর যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মিথ্যাবাক্য ব্যবহার করে ; যে কদাচারী, পদ ধৌত না করিয়া রাত্রিকালে নিদ্রা যায়, তৃণ অঙ্গার অস্থি প্রস্তর প্রভৃতির দ্বারা যে দন্ত পরিষ্কার করে ; আর যে ব্যক্তি রাত্রিতে গাঁজা, লাউ, বেল ও ছাতিম প্রভৃতি আহার করে ; তুমি সেই সকল ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া বাস করিবে। বিশেষতঃ যে গৃহে পতি পত্নীর মধ্যে সর্ব্বদা কলহ হয়, সেই গৃহে তুমি গাঢ় প্রবেশ করিতে পারিবে। স্মৃতিসংগ্রহকার আচার্য্য-চূড়ামণি অলক্ষ্মীর পূজার এইরূপ বিধি দিয়াছেন,—"কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার রাত্রে গোময়ের পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া বামহস্তে নির্ম্মাল্য পুষ্প ও কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প দ্বারা অলক্ষ্মীকে পূজা করিবে। তাঁহার মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ, দ্বিভুজ, কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান, লৌহের অলঙ্কারে ভূষিত, কাঁকরের চন্দন সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত, হস্তে ঝাঁটা, গর্দ্দভে আরূঢ় ; ইনি সর্ব্বদাই কলহপ্রিয়।" ২। দুর্ভাগ্য, দুর্দ্দশা। নঞ্তৎ। সং ; স্ত্রী। বিপরীতার্থক শব্দ লক্ষ্মী।

অলক্ষ্মীক—"যে ব্যক্তি লোকের মর্ম্মপীড়ক, পরুষভাষী, ও বাক্যরূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে, তাহাকে অলক্ষ্মীক বলে। তাহার মুখে অলক্ষ্মীর চিহ্ন সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।"—(৺কালীপ্রসন্নসিংহের মহাভারত)। অলক্ষ্মী শব্দ + ক সমাসান্ত। বিণ ; ত্রি।

অলক্ষ্য—অদৃশ্য ; অচিহ্নিত, অনির্ণেয় ; অসমকক্ষ, যাহাকে প্রতিযোগী বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি।

অলক্ষ্যে—যাহা লক্ষ্য করা যায় না তাদৃশ বিষয়ে ; অলক্ষ্যভাবে। সং ; ক্লী। ক্রি-বিণ (যথাক্রমে)।

অলগর্দ্দ—জলঢোঁড়া সাপ ; কেউটে সাপ। অলক শব্দ – অর্দ্দ (গমন করা) + অন্ ক। সং ; পু।

অলঘু—যাহা লঘু নহে ; গুরু ; দীর্ঘ ; অশীঘ্র ; প্রবল ; সারবিশিষ্ট, গভীর। ন (নয়) লঘু, নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি।

অলঙ্করণ—১। ভূষিতকরণ, সজ্জিতকরণ, সাজান। অলম্ শব্দ – কৃ + অনট্ ভা। ২। আভরণ, ভূষণ। অলম্ শব্দ – কৃ + অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

অলঙ্করিষ্ণু—ভূষক ; প্রসাধনকারী। অলম্ শব্দ – কৃ + ইষ্ণু ক। বিণ ; ত্রি।

অলঙ্কর্ত্তা—প্রসাধনকর্ত্তা, ভূষক। অলম্ শব্দ – কৃ + তৃন্ ক – অলঙ্কর্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অলঙ্কর্ত্রী।

অলঙ্কর্ম্মীণ—কার্য্যদক্ষ, কার্য্যপটু। অলম্ – কর্ম্মন্ শব্দ + ঈন ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

অলঙ্কার—আভরণ, যাহা দ্বারা শরীরকে ভূষিত করা যায় (যেমন হার, বলয় প্রভৃতি), ভূষণ ; প্রসাধন, ভূষিতকরণ ; কাব্যাঙ্গশাস্ত্র-বিশেষ ; শব্দ ও অর্থের ভূষণ। অলম্ শব্দ (ভূষিত) – কৃ (করা) + ঘঞ্ ণ। সং ; পু। বিশেষণে অলঙ্কৃত।

হার, বলয় প্রভৃতি যেরূপ মানব-শরীরের শোভা সম্পাদন করে বলিয়া উহাদিগকে অলঙ্কার বলে, সেইরূপ অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি কাব্যের অঙ্গস্বরূপ শব্দ ও অর্থের শোভাসম্পাদন করে বলিয়া উহাদিগকেও অলঙ্কার বলে। অলঙ্কার প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, কাকু ও বক্রোক্তি, এই কয়েকটী শব্দালঙ্কার, এবং উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, প্রভৃতি বহুবিধ অর্থালঙ্কার প্রচলিত আছে।

শব্দালঙ্কার।

অনুপ্রাস (Alliteration) ;—একরূপ ব্যঞ্জন বর্ণের পুনঃ পুনঃ বিন্যাসকে অনুপ্রাস বলে ; যথা,—

"কোশাকুশী কুশাসন শোভে কক্ষতলে।
কমণ্ডলু করঙ্গ পুরিত গঙ্গাজলে॥"

যমক (Analogue) ;—একাকার ভিন্নার্থক পদদ্বয়ের বিন্যাসকে যমক বলে। যমক চারি প্রকার, যথা,—আদ্য যমক, মধ্য যমক, অন্ত্য যমক ও সর্ব্ব যমক।

(১) আদ্য যমক।

(ক) "ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে"।
(খ) "উদয় উদয়পুরে প্রফুল্ল অন্তরে"।

(২) মধ্য যমক।

(ক) "পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা"।
(খ) "ভানু করে করে ঝলমল"।

(৩) অন্ত্য যমক।

(ক) "কাতরে কিঙ্করে ডাকে তার ভব ভব"।
(খ) "হইল বিষম দায় শয়নে শয়নে"।
(গ) "আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুয়া দেয় ভাগ্যে আমি চিনি"।
(ঘ) "দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায় ফল,
সুলভ দেখিনু হাটে—নাহি যায় ফল"।

সর্ব্ব যমক।

"কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্ত সহকারে।
কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্ত সহকারে।"

শ্লেষ (Paronomasia) ;—একই শব্দের একাধিক অর্থে প্রয়োগের নাম শ্লেষ ; যথা,—
(ক) "গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশ খ্যাত"॥
(খ) "কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর"॥

কাকু (Tone of voice) ;—স্বরভঙ্গির নাম কাকু ; যথা,—
(ক) "ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে" ?
(খ) "কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ" ?

বক্রোক্তি (Equivoque) ;—কোনও বাক্যে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ যদি অন্য কোনও ব্যক্তি শ্লেষ বা কাকু দ্বারা অর্থান্তরে পরিণত করিয়া লয়, তবে বক্রোক্তি অলঙ্কার হয় ; যথা,—

প্রশ্ন। "দ্বিজরাজ হ'য়ে কেন বারুণী সেবন ?
উত্তর। রবির ভয়েতে তথা করে পলায়ন।"

[এস্থলে দ্বিজরাজ অর্থে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং বারুণী অর্থে সুরা, ইহাই প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রেতার্থ ; কিন্তু উত্তরদাতা দ্বিজরাজ শব্দের চন্দ্র ও বারুণী শব্দের পশ্চিমদিক্ অর্থ করিয়া লইয়া উত্তর দিয়াছেন]।

প্রশ্ন। "কেন সখি তাপ পাও অমৃত সেবনে ?
উত্তর। মৃত হ'লে বল তাপ পায় কোন্ জনে"

[এস্থলে অমৃত শব্দের অর্থ সুধা, ইহাই প্রশ্নকর্ত্রীর অভিপ্রেতার্থ ; কিন্তু উত্তরদাত্রী 'যে মৃত নহে' এইরূপ অর্থ করিয়া উত্তর দিয়াছেন]।

অর্থালঙ্কার।

স্বভাবোক্তি (Description) ;—পদার্থ সমূহের বর্ণনা চমৎকারজনক* হইলে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হইয়া থাকে ; অর্থাৎ যথাযথ বস্তুবর্ণনকে স্বভাবোক্তি কহে। যথা,—
"সারি সারি তরণী দুধারে শোভা পায়,
দাঁড়ি মাঝি আরোহীরা সুখে নিদ্রা যায় ;
কেহ বা বসিয়া আছে তস্করের ডরে,
কেহ বা গাইছে গীত গুন্ গুন্ স্বরে।"

উপমা (Simile)। কোনও অংশে একধর্ম্ম বিশিষ্ট ভিন্নজাতীয় বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য কথনকে উপমা বলে। ইহাতে যথা, সম, সমান, ন্যায়, যেমন প্রভৃতি উপমার বাচক শব্দগুলির স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলে পূর্ণোপমা এবং না থাকিলে লুপ্তোপমা বলা হইয়া থাকে ; যথা,—

পূর্ণোপমা।

(ক) "উত্তাল তরঙ্গময় সাগর সমান
কোলাহল পূর্ণ ছিল যেই জনস্থান"।
(খ) "স্বনিছে পবন দূরে রহিয়া রহিয়া,
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা"।

লুপ্তোপমা।

(ক) "বদনমণ্ডল চাঁদ নিরমল"।
(খ) পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি"।

মালোপমা ;—একটী উপমেয়ের একাধিক উপমান † থাকিলে তথায় মালোপমা হয় ; যথা,—
(ক) "মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত,
অগ্নি অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত"।
(খ) "মলিন-বদনা দেবী, হায়রে যেমতি,
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকর রাশি যথা) সূর্য্যকান্তমণি ;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে"।

রূপক (Metaphor) ;—উপমেয়ের সহিত উপমানের অভেদ কল্পনাকে রূপক অলঙ্কার বলে। রূপক দুই প্রকার,—পরম্পরিত রূপক ও সাঙ্গ রূপক, যথা,—
(ক) "বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তি-মেখলায়"।
(খ) "ডুবিল বিমল সুখ-সিন্ধুজলে মন"।
(গ) "আশার সরসে রাজীব"।

* মন্তব্য। চমৎকারজনকত্ব সকল অলঙ্কারের পক্ষেই আবশ্যক, পরন্তু এ কথাটীর আমরা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিব না।

† মন্তব্য। যে বস্তুর উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রদর্শনার্থে অন্য বস্তুর সহিত তুলনা দেওয়া হয়, তাহাকে উপমেয়, এবং সেই অন্য বস্তুকে উপমান বলে ; যথা,—চন্দ্রতুল্য বদন, তিলফুলতুল্য নাসা, এস্থলে বদন ও নাসা উপমেয়, এবং চন্দ্র ও তিলফুল উপমান।

পরম্পরিত রূপক ;—এক বস্তুর আরোপ সিদ্ধির নিমিত্ত অন্য বস্তুর আরোপ করার নাম পরম্পরিত রূপক ; যথা,—
(ক) "প্রতাপ-তপনে কীর্ত্তি-পদ্ম প্রকাশিয়া
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া"।

[এখানে, রাজলক্ষ্মীর আসনের নিমিত্ত পদ্মের আরোপ করা হইয়াছে ; পরন্তু প্রস্ফুটিত পদ্ম না হইলে আসন হয় না, আর সৌরতাপ না হইলে পদ্মের প্রস্ফুটন হয় না, সেই জন্য প্রতাপে তপনের আরোপ করা হইয়াছে]।

(খ) "শান্তির সরসী-মাঝে সুখ সরোরুহ রাজে
মনোভৃঙ্গ মজুক হরিষে ;
হে বিভো করুণাময় বিদ্রোহ-বারিদচয়,
আর যেন বিষ না বরিষে"।

সাঙ্গরূপক ;—যেস্থলে অঙ্গীতে কোনও বস্তুর আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া তদঙ্গভূত বস্তুতেও অন্য বস্তুর আরোপ করা হয়, সেস্থলে সাঙ্গরূপক হইয়া থাকে ; যথা,—
"—শোকের ঝড় বহিল সভাতে !
সুর সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন—
নিশ্বাস প্রবল বায়ু ; অশ্রু-বারিধারা
আসার ; জীমূত মন্দ্র হাহাকার রব"।

[এস্থলে ঝড়ে শোকের আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া ঝড়ের অঙ্গভূত বিদ্যুৎ, মেঘ, বাত্যা ও বৃষ্টিতে যথাক্রমে বামাকুল (অর্থাৎ তাহাদের রূপ), মুক্তকেশ, নিশ্বাস ও অশ্রুধারার আরোপ হইয়াছে।]

প্রতীপ (Reversed simile) ;—প্রকৃত উপমানকে উপমেয়রূপে বর্ণনা করিলে অথবা উপমানের বৈকল্য বর্ণনা করিলে তথায় প্রতীপ অলঙ্কার হয় ; যথা,—
(ক) "সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব অধরের তুল"।
(খ) "দুর্জ্জন যথায় তথায় কেন হলাহল,
জাতি যথা, কেন তথা প্রদীপ্ত অনল"।

ব্যতিরেক (Excess of object or subject) ;—উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণনা করিলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয় ; যথা,—
(ক) "কল্লোলিনী কলস্বরে করে কুল কুল,
কি ছার বংশীর ধ্বনি, নহে তার তুল"।
(খ) "দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি"।
(গ) "ভুজ যুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত"।
(ঘ) "যৌবন বসন্তসম সুখময় বটে,
দিনে দিনে উভয়ের পরিণাম ঘটে।
কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন,
ফিরে না ফিরে না আর ফিরে না
যৌবন।"

অতিশয়োক্তি (Hyperbole) ;—উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া উপ-

মানকেই উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করার নাম অতিশয়োক্তি অলঙ্কার ; যথা,—

(ক) "দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা বরিষণে"।

(খ) "—প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে"।

(গ) "উগরে নির্ঝরচয় মুক্তা-নিকর"।

অধিক (Excess of container or contained),—আধার ও আধেয়কে প্রথমে বড় বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাহার পর ছোট আধেয় বা ছোট আধারকে মহত্তর বলিয়া যদি বর্ণনা করা যায়, তবেই অধিক অলঙ্কার হয় ; যথা,—

(ক) "প্রলয়কালে যিনি আপনাতে জীব সকলকে সংহৃত করিয়া লইয়াছিলেন, সেই কৈটভারি শ্রীকৃষ্ণের যে শরীরে সমস্ত জগৎ বিলীন হইয়াও স্থান ছিল, তপোধন নারদের আগমনজনিত আনন্দ সে শরীরে আর ধরিল না।

[এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের শরীর আধার। প্রথমে সেই আধারকে এত বড় করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সমস্ত জগৎ তাহাতে লীন হইয়াছিল। এবং লীন হইয়াও আরও কত বস্তু ধরিতে পারিবার মত স্থান ছিল। পরে নারদের আগমনজনিত আনন্দ আধেয়। সেই আনন্দকে আবার এত বড় করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যে শরীরে সমস্ত জগতের সচ্ছন্দে স্থান সমাবেশ হইয়াছিল, সে শরীরে আনন্দের স্থান সঙ্কুলান হইল না, একেবারে উথলিয়া পড়িল। কেহ কেহ এস্থলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলেন]।

(খ) "হে মহারাজ! আপনার যশোরাশি অপরিমিত হইলেও ত্রিভুবনের উদর এত বৃহৎ যে, উহাতে তাহার পরিমাণ করা যাইতেছে।

[এস্থলে যশোরাশি আধেয়। প্রথমে উহাকে এত বড় বলা হইয়াছে যে, উহার আদৌ পরিমাণ করা যায় না। পরে ত্রিভুবন আধার। উহাকে আবার এত বড় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সেই অপরিমেয় যশোরাশিকে উহা অনায়াসে ধারণ করিতে পারে]।

উৎপ্রেক্ষা (Hypothetical Metaphor) উপমেয়কে উপমানরূপে বিতর্ক করিলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। যেন, বুঝি, প্রভৃতি শব্দ ইহার দ্যোতক। উৎপ্রেক্ষা দুই প্রকার। যথা—বাচ্যোৎপ্রেক্ষা এবং প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ;—যে স্থলে যেন, বুঝি, প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ থাকে, তথায় বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হইয়া থাকে ; যথা,—

(ক) "তরুণ অরুণ ভাতি জ্বলে কোন স্থলে,
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে"।

(খ) "——যেন তরু তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ"———।

(গ) "ধবল নামেতে গিরি হিমাচল শিরে ;
অভ্র-ভেদী দেব-আত্মা ভীষণদর্শন,
সতত ধবলাকৃতি অচল অটল,
যেন ঊর্দ্ধবাহু সদা শুভ্র-বেশধারী
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী"।

প্রতীয়মানোৎপেক্ষা ;—যে স্থলে যেন, বুঝি, প্রভৃতি উৎপ্রেক্ষাবোধক শব্দের উল্লেখ না থাকে, তথায় প্রতীয়মানোৎপেক্ষা অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা,—

"কজ্জল কিরণে শোভা করিছে নয়ন,
মেঘের আবলি মাঝে শোভে তারাগণ"।

সমাসোক্তি (Personification) ;—সমান কার্য্য, সমান লিঙ্গ, ও সমান বিশেষণ দ্বারা বর্ণনীয় নির্জীব পদার্থে অন্য কোনও সজীব পদার্থের ব্যবহার সম্যক্ আরোপ করিলে তথায় সমাসোক্তি অলঙ্কার হয় ; যথা,—

"সুখময় ঋতুনাথ বসন্তে যখন,
নব পরিচ্ছদে কর তনু আচ্ছাদন,
ফুল্ল ফুল দূর্ব্বাদল চারু আভরণে,
সাজাও আপন অঙ্গ সহাস্য বদনে ;
বিহঙ্গ নিনাদছলে গাও সুললিত ;
তখন না হয় কার মানস মোহিত" ?

উল্লেখ (Manifold of predication ;—একই পদার্থের অনেক প্রকারে উল্লেখকে উল্লেখ অলঙ্কার কহে যথা—

"কেহ বা জিহোবা, জোব, কেহ প্রভু কয়"।

দীপক (Identity of Action or Agent) ;—একই ক্রিয়ার সহিত প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত উভয় বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিলে অথবা একই কর্তৃপদের অনেকগুলি ক্রিয়া থাকিলে দীপক অলঙ্কার হয় ; যথা,—

(ক) "পদ্মে শোভে সরোবর, গৃহ পরিবারে,
উৎসবে সম্পদ্ শোভে, কাব্য অলঙ্কারে"।

(খ) "আজন, রঞ্জিত আহা কত শত রঙে,
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায় ; কভু বা
কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাহিতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি,
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদীতটে, দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত কান্তি!"—।

তুল্যযোগিতা (Identity of Attribute) ;—একই গুণ বা ক্রিয়ার সহিত নানা পদার্থের সম্বন্ধ থাকিলে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হয় ; যথা,—

(ক) "তীর, তারা, উল্কা, বায়ু, শীঘ্রগামী যেবা,
বেগ শিখিবারে সঙ্গে বেগে যাবে কেবা।"

(খ) "লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়,
পশুপক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়।"

(গ) "————————চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে।"

অপ্রস্তুত প্রশংসা (Allegory) ;—যে স্থলে অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের প্রতীতি জন্মে, সে স্থলে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা,—

"কিন্তু ভেবে দেখি যদি ভয় হয় মনে !
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ, নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন বদন সবে তার সমাগমে"।

অর্থান্তরন্যাস (Corroboration) ;—যেস্থলে অন্য বিষয়ের উল্লেখ দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়ের সমর্থন করা যায়, সেস্থলে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়। ইহাতে কখনও সামান্য দ্বারা বিশেষের এবং কখনও বা বিশেষ দ্বারা সামান্য অর্থের সমর্থন করিতে হয় ; যথা,—

(ক) "কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘপথ,
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ।"

(খ) "দশে মিলে করিলে মহৎকার্য্য হয়,
তৃণের সহিত রজ্জু হ'য়ে বাঁধে হস্ত"।

(গ) "কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার বুঝিতে না পারি।"

(ঘ) "চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?"

দৃষ্টান্ত (Parallel) ;—দৃষ্টান্ত কথনকে অর্থাৎ সমভাবাপন্ন বিষয়ের সাদৃশ্য কথনকে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার বলে। ইহাতে যথা* প্রভৃতি উপমাবাচক শব্দের প্রয়োগ থাকে না, এবং সাধারণ ধর্ম্ম এক হয় না ; যথা,—

(ক) "দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার,
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার।"

(খ) "কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয়,
শোভাকর পূর্ণশশী রাহুগ্রস্ত হয়!"

প্রতিবস্তূপমা (Parallel simile) ;—যেস্থলে যথা প্রভৃতি উপমাবাচক শব্দের স্পষ্ট প্রয়োগ থাকে না, অথচ দুইটী বিষয়ের সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয় এবং সাধারণ ধর্ম্ম এক হয়, সেস্থলে প্রতিবস্তূপমা* অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা,—

"ধন্য ধন্য দময়ন্তী তব গুণ গণ ;
যে গুণে করিলে নল মন আকর্ষণ।

* মন্তব্য। যথা প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ থাকিলে উপমা অলঙ্কার হয়, এবং সাধারণ ধর্ম্ম এক হইলে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হয়। পরে দেখ।

কৌমুদী জলধি জল করে উত্তোলন,
তাহাতে প্রশংসা তার আছে কি তেমন।"

নিদর্শনা (Transference of Attributes) ;—যে স্থলে সাদৃশ্য হেতু কাহারও উপর কোন অবাস্তবিক ধর্ম্ম বা কার্য্যের আরোপ করা যায়, তথায় নিদর্শনা অলঙ্কার হয় ; যথা,—

(ক) "রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারি
বধিল সম্মুখ রণে ? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?"

(খ) "কেন হেন দুরাকাঙ্ক্ষা কর অনিবার ?"
হেলায় ভেলায় সিন্ধু হইবে কি পার" ?

বিভাবনা (Effect without cause) ;—যেস্থলে কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, সেস্থলে বিভাবনা অলঙ্কার হইয়া থাকে, যথা,—

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে চাহিল আকাশ পানে ;
ঝরিল কামিনী-কক্ষ-কলসী অমনি"।

বিশেষোক্তি (Cause without effect)—যেস্থলে কারণ সত্ত্বেও কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, তথায় বিশেষোক্তি অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা,—

"যদি করি বিষপান তথাপি না যায় প্রাণ,
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়,
চিরজীবী করিল গোঁসাই"।

বিরোধ (Rhetorical contradiction) ;—যে স্থলে প্রকৃতপক্ষে বিরোধ নাই, কিন্তু আপাততঃ বিরোধ বলিয়া বোধ হয়, তথায় বিরোধ অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা,—

"অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি, মুখ বিনা বেদ পড়ি,
সবে দেন কুমতি সুমতি।

[এ কবিতাটী ঈশ্বরবিষয়ক বলিয়া বাস্তবিক ইহাতে বিরোধ নাই]।

অসঙ্গতি ;—এক স্থানে কারণ ও অন্য স্থানে কার্য্য ঘটনা হইলে অসঙ্গতি অলঙ্কার হয় ; যথা,—

"একের কপালে রহে আরের কপাল দহে।
আগুনের কপালে আগুন"।

ব্যাজস্তুতি (Irony) ;—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দা বুঝাইলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয় ; যথা,—

(ক) "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন"॥

(খ) "সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যথা তথা ঠাঁই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়"॥

(গ) "তব হে জনম অতি বিপুলে,
ভুবন-বিদিত অজের কুলে,
জনক-দুহিতা বিবাহ করি,
তাহাতে ভাসালে যশের তরি"।

অপহ্নুতি (Denial) ;—যে স্থলে উপমেয়ের গোপন করিয়া উপমানের স্থাপন করা যায়, তথায় অপহ্নুতি অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা,—

(ক) "কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ সার।
নহ ফণিরাজ উড়ে মণিহার"॥

(খ) শিশির বিন্দুর ছলে উষাদেবী কুতূহলে
ফুল্লনলিনীর ভালে পরায়েছে মুকুতার মালা"।

(গ) "ও নহে আকাশ নীল নীরনিধি হয় ;
ও নহে তারকাবলী নব ফেনচয় ;
ও নহে শশাঙ্ক কুণ্ডলিত ফণিধর ;
ও নহে কলঙ্ক তাহে শয়িত কেশব"।

ভ্রান্তিমান (Rhetorical mistake) ;—অত্যন্ত সাদৃশ্য হেতু প্রকৃত বিষয়ে অপর বস্তুর যে কবি-কল্পিত ভ্রম, তাহাকে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার বলে ; যথা,—

(ক) "দেখ সখে উৎপলাক্ষী
সরোবরে নিজ অক্ষি-
প্রতিবিম্ব ক'রে দরশন,
জলে কুবলয় ভ্রমে, বার বার পরিশ্রমে
ধরিবারে করিছে যতন"।

(খ) "———রথ চূড়া'পরে,
শোভিল দেবপতাকা, যেন অচঞ্চল
বিদ্যুতের রেখা। চারিদিকে মেঘকুল
হেরি সে কেতুর কান্তি ভ্রান্তি মদে মাতি
ভাবি তারে অচলা চপলা, দ্রুতগামী
গর্জ্জিয়া আইল সবে লভিবার আশে
সে সুর সুন্দরী।"———

সন্দেহ (Rhetorical doubt) ;—কবি-কল্পনাকৃত সংশয়কে সন্দেহ অলঙ্কার বলে ; যথা,—

"বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিবা ভবের ভবানী।
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী"॥

সহোক্তি ;—সহার্থ-বাচক শব্দ দ্বারা গুণ ক্রিয়াদির সমতা বা সমকালিকতার উল্লেখ করিলে সহোক্তি অলঙ্কার হয় ; যথা,—

(ক) "শন্ শন্ সমীরণ বহিল প্রবল,
করকা সহিত পড়ে বৃষ্টি অবিরল"।

(খ) "বিকসিত কামিনী-কুসুম-তরুতলে,
বসিলাম চিন্তা সখী সহ কুতূহলে"।

বিনোক্তি ;—বিনা বা বিনার্থক শব্দ সহযোগে কোনও বস্তুর শোভা প্রতীয়মান হইলে বিনোক্তি অলঙ্কার হয় ; যথা,—

(ক) "সরোজিনী বিনা সরঃ ভানু বিনা দিন,
নিশাপতি বিনা নিশা হয় প্রভাহীন"।

(খ) "তারে নাহি বলি জল যাতে নাহিক কমল,
চারু কমল সে নয় যাতে মধুপ না রয়।
তারে মধুপ কে ধরে যেবা কল না গুঞ্জরে,
তাহা গুঞ্জন কে কয় যাহা মনোহর নয়"।

অনুকূল ;—যে স্থলে অনিষ্টাচরণ হইতে ইষ্টলাভ হয়, তথায় অনুকূল অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা,—

"অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি,
ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড।"

[পাশাদি দ্বারা গলা বন্ধন করা একটী দণ্ড। কিন্তু ভুজপাশ দিয়া বাঁধিলে কথার কথা একটা দণ্ড হয় বটে, পরন্তু সে অনিষ্টে নায়কের ইষ্টসিদ্ধি।]

অর্থাপত্তি ;—দণ্ডাপূপ ন্যায়* দ্বারা যে অর্থের সিদ্ধি হয়, তাহার নাম অর্থাপত্তি। ইহাতে কখনও প্রস্তাবিত অর্থ দ্বারা অপ্রস্তাবিত অর্থের, আবার কখনও বা অপ্রস্তাবিত অর্থ দ্বারা প্রস্তাবিত অর্থের উপস্থিতি হয়। যথা,—

(ক) "এই হার রমণীর স্তনের উপর লুণ্ঠিত হইতেছে। মুক্তাবলীরই যখন এই দশা, তখন আমরা ত কন্দর্পের দাস, আমাদের আর কথা কি" ?

[মুক্তাবলী অচেতন পদার্থ বলিয়া তাহাদের পক্ষে রমণীর আলিঙ্গন অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভব হইলেও তাহারাই যখন স্ত্রী-আলিঙ্গন করিতেছে, তখন সজীব আমাদের পক্ষে ইহা তো নিতান্ত সম্ভবপর। এখানে প্রস্তাবিতের অর্থ দ্বারা অপ্রস্তাবিতের উপস্থিতি করা হইয়াছে। মুক্তাবলী বর্ণনীয় বলিয়া উহা প্রস্তাবিত বিষয়, আর কামপীড়িত ব্যক্তির কথা অপ্রস্তাবিত]।

(খ) "অজরাজ স্বাভাবিক ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বাষ্পগদগদ স্বরে বিলাপ করিয়াছিলেন। অতি তপ্ত হইলে লোহাই যখন গলিয়া যায়, তখন শরীরীর আর কথা কি" ? [এখানে অপ্রস্তাবিতের অর্থ দ্বারা প্রস্তাবিতের উপস্থিত করা হইয়াছে। বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া শরীরী প্রস্তাবিত, এবং বর্ণনীয় নয় বলিয়া লৌহ অপ্রস্তাবিত বিষয়]।

অলঙ্কৃত—অলঙ্কার দ্বারা প্রসাধিত, সজ্জিত, ভূষিত। অলম্ শব্দ (ভূষিত) – কৃ (করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অলঙ্কার।

অলঙ্কৃতি—অলঙ্কার। অলম্ – কৃ + ক্তি ণ ; স্ত্রী।

অলঙ্ক্রিয়া—অলঙ্করণ, ভূষিতকরণ ; ভূষণ। অলম্ শব্দ – কৃ + শ ভা বা ণ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে অলঙ্কৃত।

* দণ্ডাপূপ ন্যায়ের অর্থ ন্যায় শব্দে দেখ। এই সকল ভিন্ন সংস্কৃতভাষায় আরও বহুপ্রকার অলঙ্কার দেখা যায়।

অলঙ্ঘন—অনতিক্রম, অনতিবর্ত্তন, লঙ্ঘন না করা। নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী। বিশেষণে অলঙ্ঘিত। বিপরীতার্থক শব্দ লঙ্ঘন।

অলঙ্ঘনীয়, অলঙ্ঘ্য—যাহা লঙ্ঘন করিবার নহে এরূপ, লঙ্ঘনের অসাধ্য বা অযোগ্য, অনতিক্রমণীয়। বিণ ; ত্রি।

অলজ্জ—লজ্জাহীন, যাহার লজ্জা নাই। অবিদ্যমান হইয়াছে লজ্জা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অলঞ্জর—মৃন্ময় বহু জলধারক পাত্র, জালা। সং ; পু।

অলব্ধ—অপ্রাপ্ত, অনধিগত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অলাভ। বিপরীতার্থক শব্দ লব্ধ।

অলভ্য—অপ্রাপ্য ; অনধিগম্য, সুদুষ্প্রাপ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ লভ্য।

অলম্বুদ্ধি—অলংজ্ঞান, প্রয়োজন নাই এইরূপ জ্ঞান। অলম্ (ব্যর্থ) যে বুদ্ধি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অলম্বুষ—১। প্র-হস্ত। অলম্ শব্দ—বুস (ত্যাগ করা) + ক কর্ম্ম। ২। বমন। অলম্ শব্দ—বুস (ত্যাগ করা) + ক ভা। সং ; পু।

৩। রাক্ষসবিশেষ, রাবণের জনৈক মন্ত্রী।

৪। আর একজন রাক্ষসের নাম, জটাসুরের পুত্র। পিতৃহন্তা পাণ্ডবদিগের প্রতি ইহার জাতক্রোধ ছিল। কুরুক্ষেত্র সমরে অভিমন্যুর সহিত নানাপ্রকার মায়াযুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে ঘটোৎকচের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়।

অলম্বুষা—১। লজ্জাবতী লতা ; মঞ্জিষ্ঠা ; কুকশিম ; অন্যের প্রবেশ নিবারণার্থ দত্ত রেখা। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে অলম্বুষ। অলম্বুষ দেখ।

২। স্বর্ব্বেশ্যাবিশেষ। কশ্যপের ঔরসে তাঁহার প্রধা নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম। তৃণবিন্দু রাজার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। ইহাঁর পুত্রের নাম বিশাল রাজা।

অলর্ক—১। ক্ষিপ্ত কুকুর ; শ্বেত আকন্দ। অলম্ শব্দ—অর্ক (স্তুতি করা) + অন্ ক, নিপাতন। সং ; পু।

২। অষ্টপাদ তীক্ষ্ণদন্ত সূয্যাকৃতি কৃমিবিশেষ। সত্যযুগে দংশ নামে এক অসুর ছিল। সেই অসুর বলপূর্ব্বক ভৃগু মুনির ভার্য্যাকে হরণ করায় ভৃগু রোষাবিষ্ট হইয়া তাহাকে এই অভিশাপ প্রদান করেন,—"রে দুর্ম্মতি ! তুই যে পাপ করিলি, ইহাতে তুই মূত্র-শ্লেষ্মভোজী কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করিবি।" অসুর অনুতপ্ত হইয়া ভৃগুর পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করায়, মুনিবর পুনরপি বলিলেন,"—আমার বংশে রাম নামে এক মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার শুভ দর্শনে তুই শাপমুক্ত হইবি।" অতঃপর দ্বাপরযুগে কর্ণ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণরূপে পরশুরামের নিকট ব্রহ্মাস্ত্রাদি শিক্ষা করিতে গমন করেন। একদা পরশুরাম কর্ণের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়ে একটা ভীষণাকার কীট আসিয়া কর্ণের উরুদেশ ভেদ করিয়া রক্ত পান করিতে লাগিল। সেই কৃমির অষ্ট পদ, সূচির তুল্য লোম এবং শূকরের ন্যায় আকার। গুরুর নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে কর্ণ নিশ্চলভাবে অবস্থিত রহিলেন। অতঃপর কর্ণের উরু হইতে রুধিরধারা নির্গত হইয়া পরশুরামের অঙ্গ প্লাবিত করিল। তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন, নিকটে একটা ভীষণদৃশ্য কীট রহিয়াছে। রামের দর্শনমাত্রে সেই কীট শাপমুক্ত হইয়া পূর্ব্ব আকার প্রাপ্ত হইল।

৩। কাশীরাজ ; বৎসরাজের ঔরসে মদালসার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর জননী অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ও তত্ত্বদর্শিনী রমণী ছিলেন। মাতা পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেন। কথিত আছে যে, অলর্ক রাক্ষস হস্ত হইতে কাশীরাজ্য উদ্ধার করিয়া মনুষ্যের বাসোপযোগী করিয়া দেন, এবং দীর্ঘকাল নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করেন। এই মহাত্মা যোগাভ্যাস দ্বারা রিপুসমূহকে পরাজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরিশেষে ইনি ইহাঁর পুত্র সন্নতের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া যোগবলে দেহত্যাগ করেন।

অলবাল—আলবাল, বৃক্ষমূলে জলসেকার্থ মৃত্তিকাবেষ্টনী, আইল। ন (অ)—লূ (ছেদন করা) + আল কর্ম্ম। সং ; ক্লী।

অলস—১। শ্রমকাতর ; অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক ; দীর্ঘসূত্রী, কুড়ে ; ক্রিয়ামন্দ ; কার্য্যকরণে জড়প্রায়। নঞ্‌তৎ। ন (অ)—লস (শ্লিষ্ট হওয়া) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। পাদরোগবিশেষ, পাঁকুই বৃক্ষবিশেষ। সং ; পু।

অলসক—১। উদরাময় রোগবিশেষ। অলস শব্দ—কৃ + ড ক। সং ; পু। ২। আলস্যযুক্ত। অলস + কণ্ স্বার্থে। বিণ ; ত্রি।

অলসপরতন্ত্র—যে ব্যক্তি আলস্যযুক্ত বলিয়া পরাধীন। যে অলস সেই পরতন্ত্র, কর্ম্মধা। অলসের পরতন্ত্র এরূপ বাক্যে অলস লোকের অধীন বুঝায়। বিণ ; ত্রি।

অলসপ্রকৃতি—কুড়ে। অলসের প্রকৃতির ন্যায় প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অলস-প্রধান—অত্যন্ত অলস। ৭তৎ। বিণ ; ক্লী।

অলস-প্রাণ—কুড়ে। অলসের প্রাণের ন্যায় প্রাণ যাহার, অনুৎসাহী। বিণ ; ত্রি।

অলস-বিন্যস্ত—আলস্যপরায়ণে সম্যক্ ন্যস্ত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

অলাত—জ্বলন্ত অঙ্গার ; অঙ্গার, কয়লা। ন (অ)—লা (গ্রহণ করা) + ক্ত কর্ম্ম। সং ; পু ও ক্লী। [সং ; ক্লী।

অলাতচক্র—অঙ্গার-চক্র, চক্রাকার বহ্নি। ৬তৎ।

অলাত-শিলা—মৃদঙ্গার, পাথুরে কয়লা। স্ত্রী।

অলাবু, অলাবূ—তুম্বা, লাউ, কদু। ন (অ)—লম্ব (শব্দ করা) + উ বা ঊ ক। নিপাতনে ; সং ; স্ত্রী।

অলাভ—ক্ষতি, অপগম, নাশ ; অপ্রাপ্তি, অনধিগম। নঞ্‌তৎ। ন (অ)—লভ (লাভ করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে অলব্ধ। বিপরীতার্থক শব্দ লাভ।

অলার—দ্বার, দরজা, কবাট। অল শব্দ—ঋ (গমন করা) + ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

অলি—ভ্রমর ; কাক ; কোকিল ; বৃশ্চিকরাশি ; মদ্য। অল (ভূষিত করা) + ই ক। সং ; পু। [কর্ম্ম। সং ; ক্লী।

অলিক—ললাট। অল (ভূষিত করা) + ইকন্

অলিকুল—ভ্রমরসমূহ। ৬তৎ। সং ; পু।

অলিকুলসঙ্কুল—ভ্রমরসমূহে ব্যাপ্ত। অলির কুল, তদ্দ্বারা সঙ্কুল, ৬তৎ ও ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

অলিগর্দ্দ—অলগর্দ্দ দেখ।

অলিজিহ্বা—জিহ্বামূলের উপরিভাগে সংলগ্ন উপজিহ্বা, আলজিভ্। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অলিজিহ্বিকা—অলিজিহ্বা, আলজিভ্। অলিজিহ্বা শব্দ + কন্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

অলিঞ্জর—মৃন্ময় জলপাত্র ; জালা, কলসী। অলি শব্দ—জৄ (জীর্ণ হওয়া) + অন্ ক। সং ; পু।

অলিদূর্ব্বা—মালাদূর্ব্বা, মালঘাস, গেঁটে দূর্ব্বা। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অলিন্দ—দ্বারের বহিঃস্থিত রক, বারাণ্ডা, চাতাল। অল (ভূষিত করা) + কিন্দ ক। সং ; পু।

অলিপক, অলিম্পক—ভ্রমর ; কোকিল ; শ্বা, কুকুর। ন (অ)—লিপ (লেপ দেওয়া) + অক ক। সং ; পু।

অলিপত্রিকা—বৃক্ষবিশেষ, বৃশ্চিকের ন্যায় পত্রবিশিষ্ট ক্ষুদ্র বৃক্ষ। সং ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

অলিপর্ণী—বৃশ্চিকালী বৃক্ষ, বিছুটী গাছ। সং ;

অলিপ্রিয়—রক্তপদ্ম, রক্তোৎপল। ৬তৎ। সং ; ক্লী

অলিপ্রিয়া—পাটলা বৃক্ষ। সং ; স্ত্রী।

অলিমক—ভ্রমর ; কোকিল ; ভেক ; পদ্মের কেশর ; মধুক বৃক্ষ। অলি শব্দ—মা + ড ক, তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে, অথবা অল (ভূষিত করা) + ম ক। সং ; পু।

অলিবাহিনী—কোবিকা পুষ্প। অলিকে (গন্ধ দ্বারা) বহন করে যে, উপ ; অলি—বহ + ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

অলী—ভ্রমর ; বৃশ্চিক, বিছা। অল শব্দ (ভূল) + ইন্ অস্ত্যর্থে—অলিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। সং ; পু।

অলীক—১। অসত্য, মিথ্যা; ললাট; আকাশ, স্বর্গ। অল (বারণ করা)+ঈকন্ র্ম। সং; ক্লী। ২। অসত্য, মিথ্যা, অপ্রামাণিক, অমূলক; অসুখজনক, অপ্রীতিকর; অপ্রিয়; ক্ষুদ্র, অল্প। বিণ; ত্রি।

অলুক তৎপুরুষ—সমাস দেখ।

অলুব্ধ—লোভশূন্য, নির্লোভ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ লুব্ধ।

অলোকসাধারণ—অলোকসামান্য, যাহা সাধারণ লোকে নাই। ৭তৎ; বিণ; ত্রি।

অলোকসামান্য—অলোকসাধারণ, মহৎ, অসাধারণ, অলৌকিক। ন লোকসামান্য, নঞ্‌তৎ। লোকে সামান্য, ৭মীতৎপুরুষে লোকসামান্য। বিণ; ত্রি।

অলোকসুন্দরী—জগতে যেরূপ সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয় না, তাদৃশ সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা। নঞ্‌তৎ ও ৭তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অলোক-স্পন্দন—১। অতিসুখকর স্পন্দন, জগতে যেরূপ সুখপ্রদ স্পন্দন অনুভূত হয় না, তাদৃশ স্পন্দন। নঞ্‌তৎ ও ৭তৎ। ২। অতি সুখকর স্পন্দনবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

অলোভ—১। লোভশূন্য। অবিদ্যমান লোভ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। লোভের অভাব, লোভ না থাকা। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অলৌকিক—লোকাতীত; লোকে অবিদিত; অসাধারণ, অসামান্য; লোকব্যবহারে অনভিজ্ঞ, লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, সে বিষয়ে অজ্ঞ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অলৌকিকতা।

অলৌকিকতা—অসামান্যতা; লোকাতীত ব্যবহার। অলৌকিক শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী। অলৌকিক দেখ।

অল্প—ক্ষুদ্র; ঈষৎ; কম; অতি সামান্য; যৎকিঞ্চিৎ, কিছু। অল (বারণ করা)+প ক। বিণ; ত্রি; বিশেষ্যে অল্পতা।

অল্পক—অল্প দেখ। অল্প শব্দ+ক স্বার্থে।

অল্পচেতাঃ—লঘুচেতাঃ, ক্ষুদ্রমনা। অল্প (ক্ষুদ্র) হইয়াছে চেতস্ (মনঃ) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে অল্পচেতস্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

অল্পজীবী—(অল্পজীবিন্)। যে অল্পকাল বাঁচে। অল্প—জীব ধাতু (বাঁচা)+ণিন্ ক—অল্পজীবিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অল্পজীবিনী।

অল্পজ্ঞ—সামান্য জ্ঞানবিশিষ্ট, অবহুজ্ঞ; কোনও বিষয়ে সবিশেষ অবগত নহে এরূপ, অপারদর্শী। উপ। অল্প শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অল্পজ্ঞা। বিশেষ্যে অল্পজ্ঞতা।

অল্পজ্ঞতা—অল্পজ্ঞের ভাব বা ধর্ম্ম; অবহুজ্ঞতা। অল্পজ্ঞ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অল্পতনু—খর্ব্বদেহ, বামন; দুর্ব্বল, ক্ষীণকায়। অল্প (ক্ষুদ্র) হইয়াছে তনু (শরীর) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অল্পতন্বী।

অল্পতা—ক্ষুদ্রতা, অল্পের ভাব। অল্প দেখ। অল্প শব্দ+তা ভাবে; সং; স্ত্রী।

অল্পদর্শিতা—অল্পদর্শীর ভাব, অবহুদর্শিতা, অবিচক্ষণতা, অবিজ্ঞতা। অল্পদর্শী শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অল্পদর্শী—বহুদর্শী, অবিজ্ঞ, অবিচক্ষণ। উপ। অল্প শব্দ—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক=অল্পদর্শিন, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অল্পদর্শিনী। বিশেষ্যে অল্পদর্শিতা।

অল্পধী—অল্পবুদ্ধি। অল্প হইয়াছে ধী (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অল্পপদ্ম—রক্তপদ্ম, রক্তোৎপল। সং; ক্লী।

অল্পপ্রমাণক—১। ক্ষুদ্র পরিমাণ; খর্ব; অল্পপ্রমাণবিশিষ্ট। অল্প হইয়াছে প্রমাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। খরমুজ। সং; পু।

অল্পপ্রাণ—ক্ষুদ্রপ্রাণ, ক্ষীণজীবী; যাহার সামর্থ্য বা ক্ষমতা অল্প এরূপ; (ব্যাকরণে) বর্ণভেদ, যাহাদের উচ্চারণে অল্প প্রাণবায়ুর কার্য্য হয় এরূপ; বর্গের প্রথম, তৃতীয়, ও পঞ্চম বর্ণ, এবং য র ল ব, ইহারা অল্পপ্রাণ বর্ণ। অল্প হইয়াছে প্রাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অল্পবুদ্ধি—অল্পধী, ক্ষীণমতি, জড়বুদ্ধি। অল্প হইয়াছে বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অল্পভাষিতা—অল্পভাষীর ভাব বা ধর্ম্ম; মিতভাষিতা। অল্পভাষী শব্দ+তা ভাবে; সং; স্ত্রী। অল্পভাষী দেখ।

অল্পভাষী—যে অল্প কথা কয় এরূপ; মিতভাষী। উপ। অল্প শব্দ—ভাষ (কথা বলা)+ণিন্ ক=অল্পভাষিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অল্পভাষিণী। বিশেষ্যে অল্পভাষিতা।

অল্পমতি—১। অল্পবুদ্ধি। কর্ম্মধা। ২। মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন। বহু। বিণ; ত্রি।

অল্পমারিষ—ছোট নটে শাক। অল্প যে মারিষ (শাকবিশেষ), কর্ম্মধা। সং; পু।

অল্পবয়স্—১। কম বয়স। কর্ম্মধা; সং; ক্লী। ২। অল্পবয়স্ক। বহু। বিণ; ত্রি।

অল্পবয়স্ক—অনধিকবয়স্ক, কম বয়সের। অল্প হইয়াছে বয়স যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অল্পবয়স্কা (=অনধিকবয়স্কা, কমবয়সী)।

অল্পবয়স্কা—অল্পবয়স্ক দেখ।

অল্পবিদ্য—যে অল্পপরিমাণে লেখাপড়া জানে, অল্পজ্ঞ। অল্পা বিদ্যা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অল্পশক্তি—যাহার ক্ষমতা অল্প। অল্পা শক্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অল্পশঃ—অল্পে অল্পে, অল্প অল্প করিয়া, কিছু কিছু বা একটু একটু করিয়া। অল্প শব্দ+চশস্। বা।

অল্পসরঃ—ক্ষুদ্র সরোবর, পল্বল, ডোবা। অল্প (ক্ষুদ্র) যে সরঃ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অল্পসার—দুর্ব্বল, শক্তিহীন। অল্প হইয়াছে সার (শক্তি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অল্পাকাঙ্ক্ষী—অল্পাশয়, যে অধিক আকাঙ্ক্ষা করে না। অল্প শব্দ—আকাঙ্ক্ষ (আকাঙ্ক্ষা করা)+ণিন্ ক=অল্পাকাঙ্ক্ষিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অল্পাকাঙ্ক্ষিণী।

অল্পাধিক পরিমাণ—কমবেশ এতৎ পরিমাণ। অল্প বা অধিক হইয়াছে পরিমাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অল্পায়ত—অল্প বিস্তৃত, যাহার বিস্তার অল্প। অল্প পরিমাণে আয়ত (বিস্তৃত), ২তৎ। বিণ; ত্রি।

অল্পায়ুঃ—১। যাহার আয়ুষ্কাল অল্প এরূপ, অদীর্ঘজীবী; অল্পজীবী। অল্প হইয়াছে আয়ুঃ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ছাগ। সং; পু ও স্ত্রী।

অল্পাল্প—অল্পে অল্পে, অত্যল্প। বিণ; ত্রি।

অল্পাশয়—অনধিক-আশয়বিশিষ্ট, অল্পাকাঙ্ক্ষী। অল্প হইয়াছে আশয় (মনোগত ভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অল্পাশয়া।

অল্পাহার—১। সামান্য আহার, পরিমিত ভোজন। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। সামান্য আহারকারী, পরিমিতভোজী। অল্প হইয়াছে আহার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অল্পাহারী—অল্পাহার, পরিমিতভোজী। উপ। অল্প শব্দ—আ—হৃ (হরণ করা)+ণিন্ ক=অল্পাহারিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অল্পাহারিণী।

অল্পোপভুক্ত—যাহা অল্পপরিমাণে উপভোগ করা হইয়াছে। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

অল্ল—পরমেশ্বর; মুসলমানেরা এই নামে ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে, "আল্লা"। অল্ (পর্য্যাপ্ত)—লা (গ্রহণ করা)+ড ক; যিনি সর্ব্বগ্রাহী, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সং; পু।

অল্লা—পরমদেবতা; নাট্যে—মাতা। অল্ল দেখ; অল্ল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অব—ন্যূনতা; নিম্নতা; অনাদর; নিশ্চল; পরিভব; আদেশ, নিয়োগ; আলম্বন; ব্যাপ্তি; বিশ্রাম; শুদ্ধি; হীনতা; বিজ্ঞান; পুষ্টি। ব্য, উপসর্গ।

অবকট—১। বিপরীত; নিম্ন। অব (রক্ষা করা)+কটচ্। বিণ; ত্রি। ২। বৈপরীত্য, বিরূপতা। সং; ক্লী।

অবকর—১। আবর্জ্জনা, জঞ্জাল; সম্মার্জ্জনীনিক্ষিপ্ত ধূলি, ঝাঁটার ধূলা। অব—কৃ (বিক্ষেপ করা)+অল্ র্ম। ২। বিক্ষেপ। অব—কৃ+অল্ ভা। সং; পু।

অবকর্ষণ—বলপূর্ব্বক আকর্ষণ; অধোনয়ন।

অব–কৃষ (আকর্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবকলিত—সংকলিত, সমাহৃত; বদ্ধ; জ্ঞাত। অব–কল (শব্দ করা)+ক্ত র্ম্ম।-বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অবকলন।

অবকাশ—অবসর; কার্য্য হইতে বিরাম, ছুটী; দুই ঘটনার মধ্যবর্ত্তী কাল; স্থান; অব-স্থান। অব–কাশ (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ ভা। সং; পু। বিপরীতার্থক শব্দ অনবকাশ

অবকীর্ণ—১। বিধ্বস্ত; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; চূর্ণিত; ন্যস্ত। অব–কৃ (বিক্ষেপ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। উল্লঙ্ঘন। সং; ক্লী।

অবকীর্ণী—ক্ষতব্রত, ব্রতলঙ্ঘনকারী। অবকীর্ণ দেখ; অবকীর্ণ শব্দ+ইন্=অবকীর্ণিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

অবকৃষ্ট—অপসারিত; নিষ্কাশিত; বহিষ্কৃত, তাড়িত; অধম, হেয়। অব-কৃষ (কর্ষণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অবকেশী—১। অফল বৃক্ষ, বাঁজা গাছ। অবকেশ (নৈষ্ফল্য) শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু। ২। নিষ্ফল, বন্ধ্য; অল্পকেশবিশিষ্ট। বিণ।

অবকোটক—বক। অব–কুট (বক্র হওয়া)+ণক ক। সং; পু।

অবক্তব্য—যাহা বলা উচিত নয় এরূপ, অকথ্য, অকথনীয়; অনির্ব্বচনীয়, বাক্যে প্রকাশ করিবার নহে এরূপ। নঞ্-তৎ। ন (অ) –বচ (বলা)+তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অবক্রয়—নিষ্ক্রয়, মূল্য, দাম; ভাড়া। অব–ক্রী (ক্রয় করা)+অল্ ণ। সং; পু।

অবক্রিয়া—অকর্ম্ম; উদাসীনতা, অনাদর। অব–কৃ (করা)+শ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। স্ত্রী।

অবক্রোশ—ভর্ৎসনা, তিরস্কার; চীৎকার; শাপ। অব–ক্রুশ+ঘঞ্ ভা; সং; পু।

অবক্ষিপ্ত—উপহাসের সহিত উক্ত; যাহাকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে এরূপ। অব–ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অবক্ষেপ।

অবক্ষেপ—শ্লেষোক্তি; তিরস্কার; বিক্ষেপ; অধঃক্ষেপণ। অব–ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অবক্ষিপ্ত, অবক্ষেপক।

অবক্ষেপক—তিরস্কারকারী; বিক্ষেপকারী; যে শ্লেষোক্তি করে। অব–ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অবক্ষেপ, অবক্ষেপণ।

অবক্ষেপণ—নিন্দা, অপবাদ; শ্লেষোক্তি; তিরস্কার। অব–ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অবক্ষিপ্ত।

অবগণিত—অবমানিত, উপেক্ষিত, অনাদৃত, অবজ্ঞাত, তিরস্কৃত। অব–গণ (গণনা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অবগণ্ড—গণ্ডস্থ ব্রণ, বয়স ফোড়া। অব–গনড+অন্। সং; পু।

অবগত—১। জ্ঞাত, বিদিত; পরিজ্ঞাত। অব–গম (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। প্রস্থিত; অপসৃত; নিম্নগত। অব–গম (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অবগতি, অবগম।

অবগতি—বোধ, জ্ঞান; প্রস্থান, অপসরণ। অব–গম (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অবগত।

অবগপ—প্রাতঃস্নায়ী। অব–গম (গমন করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

অবগদিত—অকথিত, অনুচ্চারিত; নিন্দিত। অব–গদ (বলা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অবগন্তব্য—জ্ঞাতব্য, জ্ঞেয়, বোধ্য; পরিহার্য্য, ত্যাজ্য। অব–গম (গমন করা)+তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অবগম—অবগতি, জ্ঞান; প্রস্থান, অপসরণ। অব–গম (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অবগত।

অবগাঢ়—নিবিড়, নিশ্ছিদ্র; নিমগ্ন; নিম্ন; অন্তঃপ্রবিষ্ট; স্নাত। অব–গাহ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অবগাদ—নৌকার জলসেচনের পাত্র। অব–গম+ডাদক্ ক। সং; পু।

অবগাহ—১। অবগাহন। [অবগাহন দেখ]। অব–গাহ (স্নান করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অবগাহিত। ২। স্নানের ঘাট। অব–গাহ+অল্ অধি। সং; পু।

অবগাহন—স্নান, জলে নামিয়া স্নান; জলমধ্যে গমন; মজ্জন; অন্তঃপ্রবেশ। অব–গাহ (স্নান করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অবগাহিত।

অবগাহিত—জলমধ্যে গত; মজ্জিত; অন্তঃপ্রবিষ্ট; জলে নামিয়া স্নান করিয়াছে এরূপ। বিণ; ত্রি।

অবগীত—১। নিন্দিত; গীত। অব–গৈ (গান করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। অপবাদ; মন্দ গীত, কুৎসিত গীত। অব–গৈ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

অবগুণ—দোষ। অব–গুণ+অল্ ভা। সং; [পু।

অবগুণ্ঠন—১। স্ত্রীলোকদিগের মুখাচ্ছাদন বস্ত্র, ঘোমটা। অব–গুন্ঠ (বেষ্টন করা)+অনট্ ণ। ২। মুখাচ্ছাদন, মুখ ঢাকা দেওয়া। অব–গুন্ঠ (বেষ্টন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অবগুণ্ঠিত।

অবগুণ্ঠনমুদ্রা—অবগুণ্ঠন নিবন্ধন অঙ্গুলিমুদ্রা। যে সরঙ্ক বস্ত্র দ্বারা রমণীগণের অবগুণ্ঠন অর্থাৎ ঘোমটা প্রস্তুত করে, সেই বস্ত্র প্রকার বিশেষে ধারণ করাকে অবগুণ্ঠনমুদ্রা বলে।

অবগুণ্ঠনবতী—ঘোমটা-দেওয়া, আচ্ছাদন-বস্ত্র দ্বারা আবৃতমুখী। অবগুণ্ঠন শব্দ (পূর্ব্বে দেখ)+বতু, অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অবগুণ্ঠনাবৃত—ঘোমটা দ্বারা আচ্ছাদিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

অবগুণ্ঠিকা—মুখাচ্ছাদন-বস্ত্র; যবনিকা। অব–গুন্ঠ (বেষ্টন করা)+ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অবগুণ্ঠিত—কৃতাবগুণ্ঠন, ঘোমটা-দেওয়া; আচ্ছাদিত, আবৃত। অব–গুন্ঠ (বেষ্টন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে

অবগৃহ্য—(ব্যাকরণে) বিভক্তি। অব–গ্রহ (গ্রহণ করা)+ক্যপ্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

অবগোরণ—হননার্থ অস্ত্রাদি উত্তোলন, মারিবার জন্য লাঠী প্রভৃতি উঁচান। অব–গুর (উত্তোলন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবগ্রহ, অবগ্রাহ—অবরোধ; প্রতিবন্ধ; অনাবৃষ্টি; গ্রহণ, স্বীকার; হরণ, অপসারণ; তিরস্কার; নিগ্রহ; অনাদর; হস্তি-ললাট; ভ্রমজ্ঞান; অর্দ্ধমাত্রা-কাল। অব–গ্রহ (গ্রহণ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

অবগ্রহণ—অবজ্ঞা, অনাদর; প্রতিরোধ; অপাকরণ। অব–গ্রহ (গ্রহণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অবগ্রাহ্য—অবজ্ঞেয়; অপাকৃত্য। অব–গ্রহ+

অবঘট্ট—গর্ত্ত, ঘরট্ট। অব–ঘট (চালিত করা)+অন্ ক। সং; পু।

অবঘাত—সাঙ্ঘাতিক প্রহার; দারুণ আঘাত; অপহত্যা; ধান্যাদি কণ্ডন, চাউল কাঁড়া। অব–হন (বধ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অবঘাতী—অবঘাতকারক। অব–হন (বধ করা)+ণিন্ ক=অবঘাতিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অবঘাতিনী।

অবচনীয়—অকথ্য, অবক্তব্য; অনিন্দনীয়। নঞ্-তৎ; বিণ; ত্রি।

অবচয়—চয়ন, ফলাদি ছেদন; অপচয়। অব–চি (চয়ন করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অবচিত।

অবচিত—যাহা চয়ন করা হইয়াছে এরূপ, চিত; সঞ্চিত; আহৃত; অপব্যয়িত। অব–চি (চয়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অবচয়।

অবচূড়—মাল্য; চামর। ধ্বজার অগ্রভাগে বদ্ধ অধোলম্বিত বস্ত্র। সং; পু।

অবচূর্ণিত—চূর্ণীকৃত, পিষ্ট। অব–চূর্ণ (চূর্ণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অবচূল—পতাকার অধোভাগে নিবদ্ধ বস্ত্র; ধ্বজাগ্রবদ্ধ চামর। সং; পু। [সং; ক্লী।

অবচূলক—চামর। অবচূড় শব্দ+কন্ স্বার্থে।

অবচ্ছিন্ন—বিশিষ্ট, যুক্ত; মিশ্রিত; ছিন্ন; বিভক্ত, বিশ্লিষ্ট; ইতরব্যাবৃত্ত; সঙ্কুচিত।

অব–ছিদ (নির্ণয় করা, ছেদন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অবচ্ছেদ।

অবচ্ছুরিত—১। ব্যাপ্ত ; মিশ্রিত। অব–ছুর (ছেদন করা) : ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। অট্টহাস্য।…+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

অবচ্ছেদ—পরিচ্ছেদ, সীমা ; একদেশ ; বিচ্ছেদ ; খণ্ড, ছিন্নাংশ ; কর্ত্তন ; বিরাম ; নির্দ্ধারণ। অব–ছিদ (ছেদন করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে অবচ্ছিন্ন।

অবচ্ছেদক—পরিচ্ছেদক ; বিভাজক ; নিয়ামক ; নির্দ্ধারক। অব–ছিদ + ণক ক। বিণ ; ত্রি। [স্থাপন। সং ; পু।

অবচ্ছেদাবচ্ছেদ—প্রভেদ নিবারণপূর্ব্বক সামা-

অবজয়—বিজয়, জয়লাভ। অব–জি (জয় করা) অল্ ভা। সং ; পু।

অবজিতি—পরাজয়সাধন, বিজয়। অব–জি (জয় করা) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

অবজ্ঞা—অবমাননা, অনাদর, হেয়জ্ঞান। অব–জ্ঞা (জানা) + ঙ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে অবজ্ঞাত।

অবজ্ঞাত—অবমানিত, অনাদৃত, উপেক্ষিত, ঘৃণিত। অব–জ্ঞা (জানা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অবজ্ঞা, অবজ্ঞান।

অবজ্ঞান—অবজ্ঞা। অব–জ্ঞা (জানা) + অনট্। ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অবজ্ঞাত।

অবজ্ঞেয়—অবজ্ঞার যোগ্য, অশ্রদ্ধেয়, হেয়, অনাদরণীয়। অব–জ্ঞা (জানা) + য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অবট—কূপ ; গহ্বর ; স্বাভাবিক গর্ত্ত ; ব্রণাদিজনিত ক্ষত ; ঐন্দ্রজালিক, যাদুকর। অব (রক্ষা করা) + অটন্ ক। সং ; পু।

অবটি, অবটী—কূপ ; গর্ত্ত ; দেহস্থ ছিদ্রাদি। অব (রক্ষা করা) + অটিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

অবটীট—নতনাসিক, খাঁদা। অব (নত) হইয়াছে নাসিকা যাহার, বহুব্রীহি সমাসে নাসিকা শব্দ স্থানে টীট আদেশ। বিণ ; ত্রি।

অবটু—১। কূপ ; গর্ত্ত ; গ্রীবা, ঘাড়। অব–টীক (গমন করা) + ডু ক। সং ; স্ত্রী। ২। বৃক্ষবিশেষ। সং ; পু।

অবডীন—১। পক্ষীর গতিবিশেষ, পক্ষীর অধোগমন। অব–ডী (উড়া) + ক্ত ভা। সং ; ক্লী। ২। উড্ডীন।…+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

অবতংস—ভূষণ ; কর্ণভূষণ ; শিরোভূষণ ; কিরীট। অব–তন্স (ভূষিত করা) + অল্ ণ। সং ; পু ও ক্লী।

অবততি—সমূহ, সংহতি, দল। অব–তন (বিস্তার করা) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

অবতমস—ঈষৎ অন্ধকার। অব (অল্প) যে তমঃ, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [গাঢ় অন্ধকারকে অন্ধতমস এবং ক্ষীণান্ধকারকে অবতমস বলে]।

অবতর—অবতরণ [অবতরণ দেখ]। অব–তৄ (পার হইয়া যাওয়া) + অল্ ভা। সং ; পু।

অবতরণ—অবরোহণ, নীচে নামা ; উত্তরণ, পার হইয়া যাওয়া ; উল্লিখন ; উৎপত্তি, অবতার। অব–তৄ (পার হইয়া যাওয়া) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অবতীর্ণ। [স্ত্রী।

অবতরণিকা—ভূমিকা, গ্রন্থের প্রস্তাবনা। সং ;

অবতান—বিস্তার ; আবরণ, আচ্ছাদন। অব–তন (বিস্তার করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অবতার—১। উৎপত্তি ; প্রাদুর্ভাব ; অবতরণ, অবরোহণ, নামা ; দেবতাদিগের অংশোদ্ভব, দেবগণের ভূলোকে আবির্ভাব, [বিষ্ণুর দশ অবতার, যথা—(১) মৎস্য, (২) কূর্ম্ম, (৩) বরাহ, (৪) নৃসিংহ, (৫) বামন, (৬) পরশুরাম, (৭) রামচন্দ্র, (৮) কৃষ্ণ-বলরাম, (৯) বুদ্ধ, (১০) কল্কী। অব–তৄ (উত্তীর্ণ হওয়া) + ঘঞ্ ভা। ২। নদ্যাদির ঘাট, তীর্থ। অব–তৄ (উত্তীর্ণ হওয়া) + ঘঞ্ ণ। সং ; পু। বিশেষণে অবতীর্ণ।

অবতারণ—অবরোহণ, নামান ; প্রস্তাবন ; ভূতাদি-গ্রহ ; বস্ত্রাঞ্চল ; অর্চ্চনা। অব–ণিজন্ত তৄ বা তারি (পার করান) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অবতারিত।

অবতারণিকা, অবতারণী—উপক্রমণিকা ; সিঁড়ি। সং ; স্ত্রী।

অবতারস্বরূপ—অবতারতুল্য ; অবতারবিশেষ। অবতারের স্বরূপের ন্যায় স্বরূপ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অবতারণা—অবরোহণ করান, নামান। অব–তারি + অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ; সং ; স্ত্রী।

অবতারিত—অবরোপিত, যাহা নামান হইয়াছে এরূপ। অব–তারি + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অবতারণ।

অবতীর্ণ—আবির্ভূত ; ভূমণ্ডলে আবির্ভূত ; নিম্নগত, অবরূঢ় ; উত্তীর্ণ ; অবগাঢ়। অব–তৄ (উত্তীর্ণ হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অবতর, অবতরণ।

অবতোকা—গর্ভস্রাববিশিষ্টা গবী। অব (অপগত) হইয়াছে তোক (অপত্য) যাহা হইতে, বহু। সং ; স্ত্রী।

অবদংশ—সুরাপানানুষঙ্গিক চর্ব্বণদ্রব্য, চাট্। অব–দন্‌শ (দংশন করা) + অল্ র্ম্ম। সং ; পু। বিশেষণে অবদষ্ট।

অবদাত—১। নির্ম্মল, মনোজ্ঞ, সুন্দর ; শুক্লগুণবিশিষ্ট, শ্বেত। অব–দৈ (শুদ্ধ হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। শ্বেতবর্ণ ; পীতবর্ণ। সং ; পু।

অবদান—১। সম্পাদিত কর্ম্ম ; পরাক্রম, বিক্রমপ্রকাশ ; সর্ব্বজনপ্রশংসনীয় কর্ম্ম। অব–দা (দান করা) + অনট্ ভা। ২। ছেদন ; ছেদ, খণ্ড। অব–দো (ছেদন করা) + অনট্ ভা। ৩। শোধন। অব–দৈ (শুদ্ধ করা) + অনট্ ভা। ৪। পালন ; উশীর, বেণার মূল। অব–দে (পালন করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অবদত্ত ও অবদাত।

অবদারক—১। খননাস্ত্র। অব–ণিজন্ত দৄ বা দারি (বিদীর্ণ করা) + ণক ক। সং ; পু। ২। বিদারণকারী। বিণ ; ত্রি।

অবদারণ—১। বিদারণ, খনন, খোঁড়া। অব–ণিজন্ত দৄ বা দারি (বিদীর্ণ করা) অনট্ ভা। ২। খননাস্ত্র, কোদাল খন্তা সাবল ইত্যাদি। অব–দারি + অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

অবদাহ—১। জ্বরাদিজনিত দাহ। অব–দহ (তাপিত করা) + ঘঞ্ ণ। ২। দাহনাশক, বেণামূল, খস্‌খস্। অব (অপগত) হয়দাহ যদ্দ্বারা, বহু। সং ; ক্লী।

অবদাহেষ্ট—উশীরমূল, বেণামূল। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

অবদীর্ণ—বিদীর্ণ, ভিন্ন ; গলিত, দ্রবীভূত। অব–দৄ (বিদীর্ণ হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

অবদ্ধ—১। অসংযত ; সম্বন্ধবিহীন। ন (অ) – বদ্ধ (বন্ধন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। বিফল বাক্য। সং ; ক্লী।

অবদ্ধমুখ—অপ্রিয়ভাষী, দুর্ম্মুখ। অবদ্ধ (অসংযত) হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অবদ্য—১। অকথ্য ; নিন্দনীয় ; অধম, নীচ। ন (অ) – বদ (বলা) + য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। অনিষ্ট ; দোষ, পাপ ; নিন্দা। সং ; ক্লী। বিপরীতার্থক শব্দ অনবদ্য।

অবধান—প্রণিধান, মনোযোগ, অভিনিবেশ। অব–ধা (ধারণ করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অবহিত।

অবধারণ—স্থিরীকরণ, নির্ণয়, নিরূপণ, নিশ্চয় ; ইয়ত্তাপরিচ্ছেদ, সীমানির্দ্ধারণ, পরিমাণনিশ্চয়। অব–ণিজন্ত ধৃ বা ধারি (ধারণ করান) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অবধারিত।

অবধারিত—স্থিরীকৃত, নির্ণীত, নিরূপিত, নির্দ্ধারিত। অব–ণিজন্ত ধৃ বা ধারি (ধারণ করান) + ক্ত র্ম্ম। ত্রি। বিশেষ্যে অবধারণ।

অবধি—১। সীমা, অবসান ; অন্ত ; অবধান ; নিয়ম। অব–ধা (ধারণ করা) + কি ভা। ২। সময়। অব–ধা (ধারণ করা) + কি ণ। ৩। গর্ত্ত। অব–ধা (ধারণ করা) + কি অধি। সং ; পু। ৪। প্রথম আরম্ভ, পর্য্যন্ত। ব্য।

অবধীরণ, অবধীরণা—অবমাননা, হেয়জ্ঞান, অবজ্ঞা। অব–ধীর + অনট্ ভা, ২য় পক্ষে অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

অবধীরণীয়—অবমাননীয়, অনাদরণীয়, উপেক্ষণীয়। অব—ধীর+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অবধীরিত—অবমানিত, অনাদৃত, উপেক্ষিত। অব—ধীর+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অবধূত—১। কম্পিত, আন্দোলিত; বিক্ষিপ্ত, চালিত; তিরস্কৃত; অনাদৃত; অভিভূত; ত্যক্ত; সংসারমায়ামুক্ত। অব—ধূ (কম্পিত হওয়া)+ক্ত ক। অর্থবিশেষে কর্ম্মবাচ্যে। বিণ; ত্রি। ২। সন্ন্যাসিবিশেষ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অবধূতী (সংস্কৃত) ও অবধূতানী (দেশজ)।

অবধূত সন্ন্যাসী প্রধানতঃ দুই প্রকার—শৈব ও বৈষ্ণব। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে শৈব অবধূতদিগের বিবরণ লিখিত আছে। উক্ত তন্ত্রে চারি শ্রেণীর অবধূতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—ব্রহ্মাবধূত, শৈবাবধূত, বীরাবধূত ও কুলাবধূত।

তিন বর্ণের দ্বিজ ব্রহ্মোপাসক হইলে তাঁহাদিগকে যতি বা ব্রহ্মাবধূত বলা যায়। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে গৃহস্থাশ্রমেও থাকিতে পারেন, অথবা সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসও অবলম্বন করিতে পারেন।

বিধিপূর্ব্বক পূর্ণাভিষিক্ত সন্ন্যাসীকে শৈবাবধূত বলে।

বীরাবধূতদিগের সম্বন্ধে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে, যথা—"দেবি, যেরূপে অবধূত হয়, বলিতেছি শ্রবণ কর। তিনি সতত পঞ্চতত্ত্বসেবায় তৎপর থাকিয়া বীরাচার বিশিষ্ট স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিবেন। সন্ন্যাসসংক্রান্ত সমস্ত উৎকৃষ্ট বিষয়ের যেরূপ বিবরণ করিয়াছি, তিনি সেইরূপ বীরপ্রিয়ভাবে সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। দণ্ডী সকলে অমাবস্যার দিনে যেরূপ মস্তক মুণ্ডন করেন, প্রিয়ে! বীরাবধূত সেরূপ করিবে না। অসংস্কৃত কুন্তলরাশি ও লম্বমান মুক্তকেশসমূহ ধারণ করিবে। অস্থিমালায় শোভিত হইবে, বা রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করিবে। বীরশ্রেষ্ঠ অবধূতেরা বিবস্ত্র থাকিবে বা কৌপীন ধারণ করিবে এবং শরীরে রক্তচন্দন ও ভস্ম লেপন করিবে"।

কুলাচার মতে অভিষিক্ত হইয়া সে সাধক গৃহাশ্রমে থাকেন, তাঁহাকে কুলাবধূত বলে।

শঙ্কর বিজয়ে দশ প্রকার অবধূতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—(১) তীর্থ, (২) আশ্রম, (৩) বন, (৪) অরণ্য, (৫) গিরি, (৬) পর্ব্বত, (৭) সাগর, (৮) সরস্বতী, (৯) ভারতী, (১০) পুরী। "যে সকল সন্ন্যাসী ত্রিবেণী প্রভৃতি তীর্থ স্থানে থাকিয়া স্নানাদি করেন, তাঁহাদের নাম তীর্থ। যে সকল সন্ন্যাসী আশাবিবর্জ্জিত হন এবং সাধন দ্বারা পুনর্জ্জন্ম হইতে মুক্তিলাভ করেন, তাঁহাদিগকে আশ্রম কহে। বনে এবং নির্ঝরে যাঁহারা বাস করেন, তেমন যোগীকে বন বলা যায়। যাঁহারা অরণ্যে বাস করেন, এবং সর্ব্বদাই আনন্দিত, তাদৃশ সন্ন্যাসীর নাম অরণ্য। যে সকল সন্ন্যাসী গিরিতে বাস করেন, যাঁহারা গীতাভ্যাসে নিরত এবং যাঁহাদের বুদ্ধি গভীর ও অচল, তাঁহাদিগকে গিরি বলা যায়। যাঁহারা পর্ব্বতের মূলে বাস করেন, যাঁহারা ধ্যানে প্রবীণ এবং সারাৎসার পরব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, তেমন সন্ন্যাসীকে পর্ব্বত কহে। যে সকল সন্ন্যাসী সাগরসদৃশ গম্ভীরভাবে বসিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহাদের নাম সাগর। যে সকল সন্ন্যাসী স্বরবাদী এবং সুকবি, তাঁহাদের নাম সরস্বতী। যে সকল সন্ন্যাসী সদ্বিদ্বান্ এবং দুঃখবিবর্জ্জিত, তাঁহাদিগকে ভারতী বলা যায়। তত্ত্বজ্ঞ এবং পরব্রহ্মনিরত সন্ন্যাসীর নাম পুরী।"

"অবধূত বৈষ্ণবেরা রামানন্দের শিষ্য। এখনও বাঙ্গালার নানা স্থানে এবং ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে এই শ্রেণীর বৈষ্ণব অনেক দেখা যায়। ইহাদের আচারব্যবহার অতিশয় কুৎসিত। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা জাতি ভেদ মানে না এবং তাহাদের পান ভোজনেরও কোন নিয়ম নাই। তাহাদের মাথায় বড় বড় চুল, গলায় স্ফটিক প্রভৃতির মালা, কটিতে কৌপীন, গায়ে খিন্থা কিংবা কাঁথা, হাতে নারিকেলের কিস্তা। ইহারা সর্ব্বদাই অতি অপরিষ্কার ভাবে থাকে। লোকে ইহাদিগকে বাউলও বলে। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে ইহাদের আখড়া আছে। এক একটী আখড়ায় দুই তিন জন অবধূত এবং তাহাদের অনেকগুলি করিয়া সেবাদাসী থাকে। ইহারা ভেক দিয়া সকল জাতিকেই আপনাদের সম্প্রদায়ে গ্রহণ করে। ডুব্‌কী, গুপীযন্ত্র, একতারা প্রভৃতি ইহাদের বাদ্যযন্ত্র। ভিক্ষা করিবার সময়ে ইহারা প্রথমে গৃহস্থের দ্বারে গিয়া 'বীর অবধূত' এইরূপ নাম স্মরণ করে, তাহার পর বাদ্য বাজাইয়া গান করিয়া থাকে।"

অবধূতানী—'এ দেশীয় স্ত্রীলোকবিশেষে যেমন ভেক লইয়া বৈষ্ণবী হয়, সেইরূপ পশ্চিমোত্তর প্রদেশীয় কোন কোন স্ত্রীলোক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অবধূতানী নাম প্রাপ্ত হয়। সংস্কৃত ভাষায় ইহাদিগকে অবধূতী বলে। ইহারা সন্ন্যাসীদের ন্যায় বিভূতি রুদ্রাক্ষাদি শৈবচিহ্ন ধারণ করে, মধ্যে মধ্যে তীর্থপর্য্যটন করিতে যায় ও ভিক্ষা করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। প্রবাদ আছে যে, গঙ্গাগিরি নামে একটী স্ত্রীলোক প্রথমে অবধূতানী হয়। সন্ন্যাসীই যেমন সন্ন্যাসীর গুরু, সেইরূপ অবধূতানীর গুরু অবধূতানী।' (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ভাগ)।

অবধূতী—শিবাদেবী, ভগবতী। সং; স্ত্রী। অবধূত দেখ।

অবধেয়—অবধানযোগ্য, যে বিষয়ে অবধান করা কর্ত্তব্য। অব—ধা (ধারণ করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অবধ্য—বধের অযোগ্য, যাহাকে বধ করা বিধেয় নয়। নঞ্‌তৎ। ন (অ)—বধ (বধ করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অবধ্যা। বিশেষ্যে অবধ্যতা, অবধ্যত্ব।

অবধ্যতা, অবধ্যত্ব—অবধ্য দেখ। অবধ্যের বা অবধ্যার ভাব এই অর্থে অবধ্য বা অবধ্যা শব্দ+তা ও ত্ব। তা ও ত্ব পরে পুংবদ্ভাব।

অবন—রক্ষণ; প্রীণন; প্রাপ্তি; বৃদ্ধি; প্রার্থনা; গ্রহণ; বধ; শক্তি; বহন; আলিঙ্গন; তৃপ্তি; প্রবেশ; স্পৃহা; অনুষ্ঠান। অব (তৃপ্ত হওয়া, রক্ষা করা ইত্যাদি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবনত—নিম্নীভূত, নিম্নদিকে নত; প্রণত। অব—নম (নত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অবনতা। বিশেষ্যে অবনতি। বিপরীতার্থক শব্দ উন্নত।

অবনতমুখ—১। অধোগত মুখ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অধোমুখে স্থিত। অবনত হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অবনতমুখী।

অবনতমুখী—অবনতমুখ দেখ। অবনতমুখ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অবনতি—নমন; অধোনমন; প্রণতি; বিনয়; অধোগমন, অস্তগমন। অব—নম (নত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অবনত। বিপরীতার্থক শব্দ উন্নতি।

অবনদ্ধ—১। আচ্ছাদিত, আবৃত; লিপ্ত; খচিত। অব—নহ (বন্ধন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। বসনাদি পরিধান; মৃদঙ্গাদি বাদ্য; ঢক্কা, ঢাক। সং; ক্লী।

অবনমিত—নিম্নাভিমুখে আনীত; বক্রীকৃত। অব—ণিজন্ত নম বা নমি (নোয়ান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অবনয়, অবনায়—নিম্নাভিমুখে আনয়ন, অধঃপাতন, নিপাতন। অব—নী (লওয়া)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অবনয়ন—অধঃপাতন, নিপাতন; অবনতি। অব—নী (লওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবনাট—নতনাসিক, থাঁদা। অব (অবনত) হইয়াছে নাসিকা যাহার, বহুব্রীহি সমাসে, নাসিকা স্থানে নাট আদেশ। বিণ; ত্রি।

অবনাহ—পরিধান; বন্ধন। অব—নহ (বন্ধন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অবনি, অবনী—পৃথিবী, ভূমি; ত্রায়মাণ লতা। অব (রক্ষা করা) + অনি ক, স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈ। সং; স্ত্রী।

অবনিপতি, অবনীপতি—ভূপতি, পৃথ্বীশ্বর, রাজা। অবনি বা অবনীর পতি, ৬তৎ। সং; পু।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার চিত্রবিদ্যায় অনুরাগ দৃষ্ট হয়। অবনীন্দ্রনাথ পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্যাদি হইতে বিবিধ বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া অনেকগুলি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অনেক প্রদর্শনী হইতে পুরস্কার স্বরূপে ইনি অনেকগুলি পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষীয় পদ্ধতি অনুসারে ইঁহার চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়া থাকে। ইনি যে কেবল সুচিত্রকর তাহা নহে, পরন্তু বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যেও তিনি বিশেষ অনুরাগী। অনেক মাসিক পত্রিকা অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। ইনি প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাষী এবং সামাজিক। এক্ষণে ইনি গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ। গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যেমন আপন গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে তেমনই অবনীন্দ্রনাথের যোগ্যতারও পুরস্কার করিয়াছেন।

অবনেজন—প্রক্ষালন; পিণ্ডোপরি বা পিণ্ড দানার্থ আস্তৃত কুশে জলসেচন। অব—নিজ (ধৌত করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবন্তি—মালবদেশ; জাতিবিশেষ, বোধ হয় ইঁহারা মালবদেশের অধিবাসী ছিল। অব (রক্ষা করা) + অন্তি ক। সং; পু।

অবন্তি, অবন্তিকা, অবন্তী—১। উজ্জয়িনী নগরীর প্রাচীন নাম,—বিক্রমাদিত্যের রাজধানী। ইহা অবন্তী নদীর কূলে অবস্থিত। পুরাকালে এই নগরী শ্রীসৌন্দর্য্যের এবং বিদ্যার নিমিত্ত অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। অবন্তীর বর্ত্তমান নাম উজিন,—উজ্জয়িনী শব্দের অপভ্রংশ। এই নগরী এক্ষণে সিন্ধিয়ার অধিকারভুক্ত। স্কন্দ পুরাণে অবন্তিকা নগরী মোক্ষদায়িকা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ"॥

২। নদীবিশেষ,—অবন্তী নগরীর নিকট দিয়া প্রবাহিতা, পারিপাত্র পর্ব্বত হইতে নিঃসৃতা। কেহ কেহ বলেন, শিপ্রা ও অবন্তীনদী অভিন্ন। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও ভগবতী ভাগবতের মতে এই দুইটী ভিন্ন ভিন্ন নদী।

অবন্তিবর্ম্মা—কাশ্মীরের জনৈক ভূপতি। ইঁহার পিতার নাম সুখবর্ম্মা। তাৎকালিক মন্ত্রী শূর উৎপলাপীড় নামক নরপতিকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অবন্তিবর্ম্মাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইনি ৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়া ২৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

অবন্তিসোম—কাঞ্জিক, কাঁজি, আমানি। অবন্তি শব্দ—সু + ম র্ম্ম। সং; ক্লী।

অবন্ধকপ্রয়োগ—বন্ধক না রাখিয়া ঋণদান। অবন্ধক = বহুব্রীহি; অবন্ধক যে প্রয়োগ, কর্ম্মধা। সং; পু।

অবন্ধ্য—ফলবান্; সফল, সার্থক। ন (নয়) বন্ধ্য (বিফল), নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি।

অবপতন—অবনতি, অধঃপতন। অব—পত (পড়া) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবপন্ন—অধোগত, অধঃপতিত। অব—পদ (গমন করা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অবপাত—১। অধঃপতন, অবতরণ; নীচে নামা; নাট্যে—ভয়াদিহেতু পলায়নাদি দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের পরিবর্ত্তন। অব—পত (পতিত হওয়া) + ঘঞ্ ভা। ২। হস্তিপ্রভৃতি ধরিবার জন্য খনিত তৃণাচ্ছন্ন গর্ত্ত।···+ ঘঞ্ অধি। সং; পু।

অবপ্লুত—সহসা অবতীর্ণ, হঠাৎ নামিয়া আসা। অব—প্লু (লাফাইয়া যাওয়া) + ক্ত যথাক্রমে কর্ত্তৃ ও ভাববাচ্যে। বিণ; ত্রি।

অববুদ্ধ—জ্ঞাত, বিদিত; অনুভূত; জাগরিত। অব—বুধ (বোধ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অববোধ, পক্ষে অববোধিত।

অববোধ—১। জ্ঞান, পরিজ্ঞান; অনুভব; জাগরণ, জাগা। অব—বুধ + অল্ ভা। ২। জ্ঞাপন, জাগরণ, জাগান। অব—ণিজন্ত বুধ বা বোধি (বোধ করান) + অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অববুদ্ধ।

অবভাস—স্ফুরণ, প্রকাশ; আরোপ; ভান; সাক্ষাৎকার। অব—ভাস (দীপ্তি পাওয়া) + অল্ ভা। সং; পু।

অবভৃথ—যজ্ঞান্তে স্নান, স্নান; প্রধান যজ্ঞের অঙ্গীভূত যজ্ঞ। অব—ভৃ (পোষণ করা) + কথন্ ক। সং; পু।

অবভৃথস্নান—দীক্ষাশেষে স্নান। সং; ক্লী।

অবম—ন্যূন; নিকৃষ্ট, অধম; জ্যোতিষে—এক দিনে তিন তিথির যোগ। অব (কামনা বা বধ করা) + অম ক। বিণ; ত্রি।

অবমত—অবজ্ঞাত, অনাদৃত, তিরস্কৃত। অব—মন (বোধ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অবমতি।

অবমতি—১। অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, হেয়জ্ঞান। অব—মন (বোধ করা) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অবমত। ২। প্রভু। অব—মন + ক্তিচ্ ক। সং; পু।

অবমন্তা—অবজ্ঞাকারী, অবমাননাকারক, হেয়জ্ঞানকারী, তিরস্কারক। অব—মন (বোধ করা) + তৃন্ ক = অবমন্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অবমন্ত্রী।

অবমর্দ্দ—দলন, পীড়ন; ভিড়। অব—মৃদ (মর্দ্দন করা) + অল্ ভা। ভিড় অর্থে অধিকরণ। সং; পু।

অবমর্দ্দন—১। পীড়নকারী, ধ্বংসকারক। অব—মৃদ (মর্দ্দন করা) + অন ক। বিণ; ত্রি। ২। দলন, পীড়ন, ধ্বংস, উচ্ছেদ। অব—মৃদ (মর্দ্দন করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবমর্শ, অবমর্ষ—অসহন, অক্ষমা; বিলোপ; বিস্মৃতি। অব—মৃশ বা মৃষ + অল্ ভা। সং; পু। [বা মৃষ + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবমর্শন, অবমর্ষণ—অবমর্শ দেখ। অব—মৃশ

অবমান—অপমান, অবজ্ঞা। অব—মান (পূজা করা) + অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অবমানিত।

অবমাননা—অপমান, অবজ্ঞা। অব—মান (পূজা করা) + অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অবমানিত।

অবমানয়িতা—অন্যের অবমাননাকারক। অব—মান + ণিচ্ + তৃন্ ক—অবমানয়িতৃ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অবমানয়িত্রী।

অবমানিত—অবজ্ঞাত, অনাদৃত, অপমানিত। অব—মান (পূজা করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অবমান, অবমাননা।

অবমূর্দ্ধশয়—অধোমুখে শয়নকারী। অব (অবনত) হইয়াছে মূর্দ্ধা (মস্তক) যাহার, বহু, তদুত্তরে শী (শয়ন করা) + অন্ ক; বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ উত্তানশয়। [দেবতারা উত্তানশয় (ঊর্দ্ধমুখে শয়নকারী) এবং মনুষ্যেরা অবমূর্দ্ধশয় (= অধোমুখে শয়নকারী)।

অবমোচন—ত্যাগ; মুক্তি, ছাড়িয়া দেওয়া। অব—মুচ (মোচন করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অবমুক্ত। [সং; ক্লী।

অবমোটন—মোচড়ান। অব—মুট + অনট্ ভা।

অবয়ব—অঙ্গ, দেহ, হস্তপদাদি; উপকরণ; অংশ; (ন্যায়ে) প্রতিজ্ঞাদি-পঞ্চক। অব—যু (মিশ্রিত করা) + অল্ ণ। সং; পু।

অবয়বী—অবয়ববিশিষ্ট, অঙ্গী; উপকরণযুক্ত; অংশবিশিষ্ট। অবয়ব শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = অবয়বিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অবয়বিনী। বিপরীতার্থক শব্দ নিরবয়ব।

অবর—১। অশ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট, অধম; অপর, পশ্চাদ্বর্ত্তী, পশ্চিম; কনিষ্ঠ। ন বর (শ্রেষ্ঠ), নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অবরা। ২। হস্তিজঙ্ঘার পশ্চাদ্ভাগ। সং; ক্লী। ৩। অতিশ্রেষ্ঠ। অবিদ্যমান বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি।

অবরজ—১। পশ্চাজ্জাত, কনিষ্ঠ ; হীনবংশজাত, নিকৃষ্ট। অবর শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। অবর দেখ। বিণ ; ত্রি। ২। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ; অবরবর্ণ, শূদ্র। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অবরজা। [দেখ।

অবরজা—কনিষ্ঠা ভগিনী। সং ; স্ত্রী। অবরজ

অবরতি—নিবৃত্তি ; বিশ্রাম ; ত্যাগ। অব—রম +ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

অবরবর্ণ—১। চতুর্থ বর্ণ। অবর (শেষ) যে বর্ণ (জাতি). কর্ম্মধা। ২। শূদ্র। অবর হইয়াছে বর্ণ যাহার, বহু। সং ; পু।

অবরা—দুর্গা। ন (নাই) বরা (শ্রেষ্ঠা) যাহা হইতে, বহু। সং ; স্ত্রী।

অবরীণ—নিন্দিত, তিরস্কৃত। অব—রী (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অবরুগ্ন—রোগপ্রাপ্ত, পীড়িত ; ভগ্ন। অব—রুজ (রোগ হওয়া)+ক্ত ক ও র্ম্ম। বিণ।

অবরুদ্ধ—আচ্ছাদিত, আবৃত ; পরিবৃত, বেষ্টিত ; বদ্ধ, আবদ্ধ ; প্রতিরুদ্ধ, ব্যাহত ; বন্দী, কয়েদী। অব—রুধ (আবরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অবরুদ্ধা। বিশেষ্যে অবরোধ।

অবরূঢ়—অবতীর্ণ ; নিম্নাগত। অব—রুহ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অবরোহণ।

অবরেণ্য—অশ্রেষ্ঠ ; অপ্রার্থনীয়। ন বরেণ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবরোধ—১। আবরণ, আচ্ছাদন ; বেষ্টন, পরিবৃতি ; নিরোধ, আটকান ; প্রতিরোধ ; প্রতিবন্ধ। অব—রুধ (আবরণ করা)+ অল্ ভা। ২। অন্তঃপুর। অব—রুধ+অল্ অধি। ৩। অন্তঃপুর-স্ত্রী। অব—রুধ+ অল্ র্ম্ম। সং ; পু। বিশেষণে অবরুদ্ধ।

অবরোধক—১। অবরোধকারী, নিরোধকারী। অব—রুধ (আবরণ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। ২। বৃতি, বেড়া। সং ; ক্লী। ৩। অন্তঃপুররক্ষক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অবরোধিকা।

অবরোধন—১। প্রতিবন্ধ ; নিরোধ। অব—রুধ (আবরণ করা)+অনট্ ভা। ২। অন্তঃপুর। অব—রুধ+অনট্ অধি। সং ; স্ত্রী।

অবরোধিক—অন্তঃপুররক্ষক।. অবরোধ শব্দ+ ষ্ণিক। অনিৎ বলিয়া আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হইল না। সং ; পু। [দেখ।

অবরোধিকা—অন্তঃপুর-রক্ষক স্ত্রী। অবরোধক

অবরোপণ—অবতারণ, নামান ; উৎপাটন, অপনয়ন। অব—ণিজন্ত রুহ বা রোপি (আরোহণ করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অবরোপিত।

অবরোপিত—অবতারিত, যাহা নামান হইয়াছে এরূপ ; উৎপাটিত, অপসারিত। অব—ণিজন্ত রুহ বা রোপি (আরোহণ করান) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অবরোপণ।

অবরোহ—১। অবতরণ, নামা ; আরোহণ ; লতোদ্গাম। অব—রুহ (আরোহণ করা) +অল্ ভা। ২। লম্বমান শাখারূঢ় শিকড়, নমনা, ঝুরি। অব—রুহ+অন্ ক। ৩। স্বর্গ। অব—রুহ+অল্ অপা। সং ; পু।

অবরোহণ—অবতরণ, নামা ; আরোহণ, অধিরোহণ। অব—রুহ (আরোহণ করা)+ অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অবরূঢ়।

অবরোহিকা—অশ্বগন্ধা লতা। সং ; স্ত্রী।

অবরোহী—১। অবতরণকারী। অব—রুহ (আরোহণ করা)+ণিন্ ক=অবরোহিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অবরোহিণী। ২। বটবৃক্ষ। সং ; পু।

অবর্ণ—১। অপবাদ, নিন্দা। নঞ্‌তৎ। ২। 'অ' এই অক্ষর। কর্ম্মধা। সং ; পু। ৩। বর্ণহীন। ন (নাই) বর্ণ যাহার, বহু। ৪। নীচজাতি। অপ্রশস্ত হইয়াছে বর্ণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অবলক্ষ—১। মূর্গ ; শুক্লবর্ণবিশিষ্ট, শুভ্র। অব—লক্ষ (চিহ্ন করা)+অল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। শুক্লবর্ণ। সং ; পু।

অবলগিত—নাট্যে—দৃশ্যকাব্যের প্রস্তাবনা-বিশেষ। অব—লগ (লাগিয়া যাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। সং ; ক্লী।

অবলগ্ন—১। সংলগ্ন, সংযুক্ত, মিলিত। অব—লগ (লাগিয়া যাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। কটিদেশ, কাকাল। স ; পু বা ক্লী।

অবলম্ব—১। অবলম্বন, আশ্রয়, উপায় অব—লম্ব (লম্বিত হওয়া)+অল্ ভা। ২। আশ্রয়-স্থান। অব—লম্ব+অল্ অধি। ৩। আশ্রয় সাধন যষ্ট্যাদি। অব—লম্ব+অল্ ণ। সং ; পু। ৪। অবলম্বী। অব—লম্ব+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

অবলম্বন—১। আশ্রয় ; ভর ; নির্ভর ; গতি, উপায় ; ঝুলন। অব—লম্ব+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অবলম্বিত।

অবলম্বিত—১। লম্বমান ; অবনত, অধোগত ; আশ্রিত। অব—লম্ব (লম্বিত হওয়া)+ ক্ত ক। ২। ধৃত ; গৃহীত ; আশ্রিত ; রক্ষিত, পালিত। অব—লম্ব+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অবলম্বিতা। বিশেষ্যে অবলম্বন।

অবলম্বী—অবলম্বনকারী, আশ্রয়কারী, অধো-বিলম্বী। অব—লম্ব+ণিন্ ক=অবলম্বিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অবলম্বিনী।

অবলা—স্ত্রীলোক, নারী। ন অর্থাৎ অপ্রশস্ত হইয়াছে বল যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

অবলিপ্ত—১। গর্ব্বিত। অব—লিপ (লেপন করা)+ক্ত ক। ২। প্রলিপ্ত। অব—লিপ +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অবলেপ, অবলেপন।

অবলীঢ়—যাহা লেহন করা হইয়াছে এরূপ, আস্বাদিত ; ভক্ষিত, বিনাশিত ; ব্যাপ্ত ; দগ্ধ। অব—লিহ (লেহন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অবলেহন।

অবলীলা—যাহা ক্রীড়া অপেক্ষা সহজ, অনায়াস, অক্লেশ ; অনাদর ; অসঙ্কোচ। প্রাদি। স্ত্রী।

অবলীলাকৃত—অনায়াসে সাধিত। ৩তৎ। বিণ।

অবলীলাক্রমে—অনায়াসে, অক্লেশে, খেলিতে খেলিতে। অবলীলার ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ। অবলীলা দেখ।

অবলুণ্ঠন—ভূমিতে লোঠা অর্থাৎ গড়াগড়ি দেওয়া। অব—লুণ্ঠ (লোটা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অবলুণ্ঠিত।

অবলুণ্ঠিত—অবলুণ্ঠন করিয়াছে বা করিয়া আছে এরূপ। অব—লুণ্ঠ (লোটা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অবলুণ্ঠন।

অবলেপ—অহঙ্কার, গর্ব্ব, দর্প ; দূষণ, নিন্দন ; ক্ষেপণ ; আক্ষেপ ; প্রলেপ ; ভূষণ ; সঙ্গ, সম্বন্ধ। অব—লিপ (লেপন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে অবলিপ্ত।

অবলেপন—গর্ব্বপ্রকাশ ; প্রলেপন, ম্রক্ষণ, মাখা। অব—লিপ (লেপন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অবলিপ্ত।

অবলেহ—১। জিহ্বা দ্বারা লেহন, চাটা ; আস্বাদন। অব—লিহ (লেহন করা)+ অল্ ভা। ২। লেহ্য ঔষধাদি। অব—লিহ +অল্ র্ম্ম। সং ; পু। ৩। লেহনকারী। অব—লিহ+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

অবলেহন—জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন, চাটা। অব—লিহ (লেহন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অবলীঢ়।

অবলোকন—১। দর্শন, দেখা ; অনুসন্ধান। অব—লোক (দেখা)+অনট্ ভা। ২। নয়ন, চক্ষুঃ ; আলোক। অব—লোক+অনট্ ণ। সং ; ক্লী। বিশেষণে অবলোকিত।

অবলোকনীয়—নিরীক্ষণীয়, দর্শনযোগ্য। অব—লোক+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অবলোকিত—১। দৃষ্ট, নিরীক্ষিত। অব—লোক (দর্শন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অবলোকন। ২। দর্শন, নিরীক্ষণ। অব—লোক+ক্ত ভা। সং ; ক্লী। ৩। জৈনমুনি-বিশেষ, লোকনাথ। সং ; পু।

অববাদ—অপবাদ, নিন্দা ; অনুজ্ঞা, আদেশ ; বিশ্বাস, প্রত্যয়। অব—বদ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

অববাহিকা—কোন নদীর দুই পারের যতদূর হইতে জল আসিয়া সেই নদীতে পড়ে, তত দূর পর্য্যন্ত ভূভাগকে ঐ নদীর অববাহিকা (Basin) বলে। সং ; স্ত্রী।

অবশ—অনায়ত্ত, অনধীন, অবশীভূত; পরবশ, পরাধীন; দুর্ব্বল, শিথিল। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি।

অবশিষ্ট—১। যাহা শেষ থাকে এরূপ, পরিশিষ্ট, বাকি, উদ্বৃত্ত। অব—শিষ (শেষ থাকা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। বিয়োগফল, ভাগশেষ। সং; ক্লী।

অবশিষ্টাংশ—অবশিষ্ট ভাগ; বিয়োগফলের শেষাংশ; ভাগশেষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

অবশীভাব—বশীভূত না হওয়া, বশীভূত না থাকা, অবাধ্যতা। ন বশীভাব, নঞ্ তৎ। বশ শব্দ—ভূ + ঘঞ্ ভা, ভূ ধাতু পরে থাকায় বশ শব্দের উত্তর অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি প্রত্যয়। চ্ ইৎ অব্যয়, ইকার ইৎ, ব মাত্র প্রত্যয়ের লোপ। লুপ্ত চ্বি আশ্রয়ে অকার স্থানে দীর্ঘ ঈকার। যে পূর্ব্বে বশ ছিল না এখন তাহার বশ হওয়াকে বশীভাব বলে। বশীভাবের অভাব, অবশীভাব।

অবশেন্দ্রিয়—যাহার ইন্দ্রিয় সকল অবশীভূত এরূপ, অজিতেন্দ্রিয়। ন বশ অবশ, নঞ্ তৎ, অবশ হইয়াছে ইন্দ্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অবশেষ—১। পরিশেষ, অবসান, অন্ত; নিঃশেষ। অব—শিষ (শেষ থাকা বা করা) + অল্ ভা। সং; পু। ২। অবশিষ্ট, পরিশিষ্ট, বাকি। অব—শিষ + অন্ ক। বিণ; ত্রি।

অবশ্য—১। অবশ, অবাধ্য, অনায়ত্ত। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অবশ্যা। ২। নিশ্চিত, নিঃসন্দেহ, নিশ্চয়; অনিবার্য্য। সংস্কৃত 'অবশ্যম্' শব্দের অপভ্রংশ। ব্য।

অবশ্যকর্ত্তব্য—যাহা নিশ্চয়ই করিতে হইবে। অবশ্যম্ + কর্ত্তব্য, কৃত্য (তব্য, অনীয় য প্রভৃতি) প্রত্যয়ান্ত পদ পরে থাকিলে অবশ্যম্ শব্দের মকারের লোপ হয়। বিণ; ত্রি।

অবশ্য প্রতিপাল্য—যাহা নিশ্চয়ই পালন করিতে হইবে। (অবশ্যকর্ত্তব্য দেখ)। বিণ; ত্রি।

অবশ্যম্—নিশ্চিত, অনিবার্য্য। অব—শ্যৈ (গমন করা) + ডম্ র্ম্ম। ব্য; ক্লী।

অবশ্যম্ভাবিতা, অবশ্যম্ভাবিত্ব—নিশ্চিত সাধ্যত্ব। অবশ্যম্ভাবী দেখ। অবশ্যম্ভাবিন্ বা অবশ্যম্ভাবিনী শব্দ + তা, ত্ব ভাবে। সং; স্ত্রী।

অবশ্যম্ভাবী—যাহা নিশ্চয়ই হইবে এরূপ, অনিবার্য্য। অবশ্যম্ শব্দ—ভূ (হওয়া) + ণিন্ ক, ভবিষ্যদর্থে = অবশ্যম্ভাবিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। বিশেষ্যে অবশ্যম্ভাবিতা, অবশ্যম্ভাবিত্ব।

অবশ্যম্ভাব্যতা—এই পদটী অশুদ্ধ হইলেও বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের গ্রন্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ১মতঃ, ভাব্য পদই আবশ্যক অর্থে হয়। যথা, ঘ্যণোরাবশ্যকে। ২য়তঃ, ভাব্য এই কৃত্যপ্রত্যয়ান্ত পদ পরে থাকিলে "অবশ্যম্" শব্দের অন্ত্য মকারের লোপ হওয়া আবশ্যক। অপর, অবশ্যম্ভাবিন্ শব্দের উত্তর ষ্যঞ্ করিয়া ও তদুত্তরে তা করাও একটা হাস্যজনক ব্যাপারের অন্তর্গত হইয়া পড়ে।

অবশ্যা—১। অবশীভূতা স্ত্রী। ন (নয়) বশ্যা (বশীভূতা), নঞ্ তৎ। বিণ; স্ত্রী। ২। কুজ্ঝটিকা, কুয়াশা। অব—শ্যৈ (গমন করা) + ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অবশ্যায়—গর্ব্ব, অভিমান, দেমাক; কুজ্ঝটিকা; শিশির, হিম। অব—শ্যৈ (গমন করা) + ণ ক। সং; পু।

অবশ্রয়ন—চুল্লী হইতে অবতারণ, উনান হইতে নামান। অব—শ্রী (পাক করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবষ্টম্ভ—প্রারম্ভ; সূচনা; রোধ; অবলম্বন; আক্রমণ; স্তম্ভ; স্তব্ধীভাব, নিশ্চলতা; গর্ব্ব, অহঙ্কার। অব—স্তন্ভ + অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অবষ্টব্ধ।

অবস—১। সূর্য্য; রাজা। অব (রক্ষা করা) + অস ক। সং; পু। ২। রক্ষণ। সং; ক্লী।

অবসক্থিকা—পর্য্যঙ্কবন্ধ বস্ত্র; বস্ত্রাদি দ্বারা দৃঢ়রূপে জানুবন্ধন করিয়া উপবেশন। সং; স্ত্রী।

অবসথ, অবসথ্য—আবাস, গ্রাম; আড্ডা; পাঠশালা। ন—বস (বাস করা) + অথচ্ অধি, ২য় পক্ষে তদুত্তরে য স্বার্থে। সং; পু।

অবসন্ন—১। বিষণ্ণ; ম্রিয়মাণ; অবনত; বলহীন; বিনষ্ট; ক্ষয়প্রাপ্ত, নিঃশেষিত, সমাপ্ত। অব—সদ (বিষণ্ণ হওয়া, গত হওয়া) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অবসাদ, অবসন্নতা।

অবসন্নতা—অবসাদ। অবসন্ন বা অবসন্না শব্দ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অবসর—১। যোগ্যকাল; অবকাশ, সময়; প্রবেশ; প্রারম্ভ; প্রস্তাব; পর্য্যায়, বার; বৃষ্টি; গুপ্ত মন্ত্রণা। অব—সৃ (গমন করা) + অল্ ভা। ২। বৎসর; ক্ষণ। অব—সৃ + অল্ অধি। সং; পু।

অবসর্গ—অপ্রতিবন্ধক, স্বেচ্ছাচার। অব—সৃজ (সৃষ্টি করা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অবসর্প—গুপ্তচর; দূত। অব—সৃপ (গমন করা) অন্ ক। সং; পু।

অবসর্পিণী—জৈনদিগের কালভেদ, ইহা দশকোটি বর্ষে সমাপ্ত হইয়া থাকে। অব—সৃপ + ণিন্ ক + ঈপ্। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

অবসব্য—বামেতর, দক্ষিণ, ডান; প্রতিকূল।

অবসাদ—অবসন্নতা; বিষাদ; জড়তা, স্ফূর্ত্তিহীনতা; বিনাশ; ভ্রংশ; অবসান, শেষ। অব—সদ (বিষণ্ণ হওয়া) + ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অবসন্ন।

অবসাদন—সমাপন, নিঃশেষকরণ; বিনাশন; দুর্ব্বলকরণ। অব—ণিজন্ত সদ বা সাদি (গমন করান) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অবসাদিত।

অবসাদিত—বিষাদিত; অবসন্নতাপ্রাপিত; ক্ষীণ। অব—ণিজন্ত সদ বা সাদি (বিষাদিত করা) + ক্ত র্ম্ম বা ক, অথবা অবসাদ শব্দ + ই৩ যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অবসাদন।

অবসান—শেষ, সমাপ্তি; মৃত্যু; সীমা; নিশ্চয়। অব—সো (নষ্ট হওয়া বা করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অবসিত।

অবসায়—অবসান, শেষ, সমাপ্তি; নিশ্চয়। অব—সো (নষ্ট করা বা হওয়া) + ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অবসিত।

অবসারণ—দূরীকরণ, বহিষ্করণ। অব—ণিজন্ত সৃ বা সারি (সরান) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অবসারিত।

অবসারিত—দূরীকৃত, বহিষ্কৃত। অব—ণিজন্ত সৃ বা সারি + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অবসিত—১। বদ্ধ। অব—সি (বন্ধন করা) + ক্ত র্ম্ম। ২। সমাপ্ত; পরিণত। অব—সো (নষ্ট করা বা হওয়া) + ক্ত ক। ৩। জ্ঞাত; সঞ্চিত; বর্দ্ধিত; নিশ্চিত। অব—সো + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ৪। অবসান। অব—সো + ক্ত ভা। সং; ক্লী।

অবস্কন্দ—১। সৈন্যাবাস, শিবির, ছাউনি। অব—স্কন্দ (গমন করা) + অল্ অধি। সং; পু। ২। অবতরণ; অবগাহন; আক্রমণ। উক্ত ধাতুর উত্তর উক্ত প্রত্যয় + ভা। সং; ক্লী।

অবস্কন্দন—আক্রমণ; রোদন; অবগাহন; অবতরণ। অব—স্কন্দ (গমন করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

অবস্কর—আবর্জ্জনা, ওঁজ্লা; ঝাঁটার ধূলি; বিষ্ঠা; ময়লা। অব—কৃ (নিক্ষেপ করা) + অল্ র্ম্ম, সুমাগম। সং; পু।

অবস্তাৎ—শেষে, পশ্চাৎ। ব্য।

অবস্তার—আস্তরণ; যবনিকা, পরদা। অব—স্তৃ (বিস্তৃত করা) + ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

অবস্তু—১। অপদার্থ, অসার। ন (নাই) বস্তু (পদার্থ বা সার) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অপকৃষ্ট পদার্থ। নঞ্ তৎ। সং।

অবস্থা—ভাব, প্রকার; দশা, কালকৃত বৈলক্ষণ্য; অবস্থান, স্থিতি; কালকৃত দেহবৈলক্ষণ্য, ইহা বৈদ্যশাস্ত্রমতে চারি প্রকার, যথা—১৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বাল্য, ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন, তাহার পর বার্দ্ধক্য, এবং স্মৃতিশাস্ত্র মতে, ৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কৌমার, ১০ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর, তাহার পর ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত

যৌবন, (মতান্তরে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্য, তাহার পর তরুণ, তাহার পর যৌবন, ৭০ হইতে ৯০ বৎসর পর্য্যন্ত বার্দ্ধক্য, তাহার পর বর্ষীয়ান্। অব–স্থা (থাকা)+ঙ ভা, স্ত্রী-লিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

অবস্থান—১। স্থিতি ; অবস্থা, দশা। অব–স্থা (থাকা)+অনট্ ভা। ২। অবস্থিতি-স্থান, আবাস। অব–স্থা+অনট্ অধি। সং ; ক্লী। বিশেষণে অবস্থিত।

অবস্থান্তর—অন্য অবস্থা, ভাবান্তর, দশান্তর। অন্য অবস্থা, নিত্য। সং ; ক্লী।

অবস্থাপন—স্থাপিতকরণ ; স্থিরীকরণ, নির্দ্ধারণ। অব–ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (স্থাপন করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অবস্থাপিত।

অবস্থাপিত—স্থিরীকৃত ; নির্দ্ধারিত ; স্থাপিত। অব–ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (স্থাপন করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অবস্থাপন।

অবস্থিত—যে বা যাহা স্থিতি করিয়াছে এরূপ, স্থিত ; সুস্থির, অচঞ্চল ; অবিচলিত ; আশ্রিত ; নিবিষ্ট। অব–স্থা (থাকা) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অবস্থান, অবস্থিতি।

অবস্থিতচিত্ত—সুস্থিরমনাঃ। অবস্থিত অর্থাৎ সুস্থির হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অবস্থিতচিত্তা।

অবস্যন্দন—ক্ষরণ ; হিংসা। অব–স্যন্দ (গমন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অবস্রংসন—ক্ষরণ ; অধঃপতন। অব–স্রন্‌স (ক্ষরিত হওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অবস্রস্ত—ক্ষরিত ; চ্যুত ; অধঃপতিত। অব–স্রন্‌স+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

অবহসিত—উচ্চৈঃহাস্য। অব–হস (হাস্য করা) +ক্ত ভা ; সং ; ক্লী। [সং ; পু।

অবহস্ত—হস্তপৃষ্ঠ, হাতের অপর পিঠ। প্রাদি।

অবহার—১। আহ্বান, নিমন্ত্রণ ; প্রত্যর্পণ ; অন্য ধর্ম্মগ্রহণ ; দ্যূত ; সমীপ। অব–হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। চোর ; হাঙ্গর ; জলহস্তী। অব–হৃ+ণ ক। সং ; পু।

অবহিত—১। অবধানযুক্ত, সাবধান ; মনোযোগী। অব–ধা (ধারণ করা)+ক্ত ক। ২। জ্ঞাত, বিদিত। অব–ধা+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অবহিত্থ—মনোভাব গোপন ; আকারগুপ্তি। ন–বহিস্ (বাহিরে) শব্দ–স্থা (থাকা)+ ড ভা। সং ; ক্লী। [বিণ ; ত্রি।

অবহীন—পশ্চাৎ পতিত। অব–হা+ক্ত র্ম্ম।

অবহেল, অবহেলন—অবহেলা, অযত্ন, অনাদর। অব–হেড় (অনাদর করা)+অল্, অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অবহেলনীয়—অনাদরণীয়, উপেক্ষণীয়, অবজ্ঞেয়। অব–হেড় (অনাদর করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অবহেলা—অনাদর, উপেক্ষা ; অনায়াস। অব–হেড় (অনাদর করা)+অল্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আ। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে অবহেলিত।

অবহেলিত—অনাদৃত, উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত। অব–হেড় (অনাদর করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অবহেলা, অবহেলন।

অবাক্—১। বাক্যরহিত, বাক্‌শক্তিহীন, মূক ; অত্যন্ত বিস্ময়হেতু বাক্‌স্ফুরণশূন্য, বিস্ময়-বিহ্বল। ন (নাই) বাক্ (বাক্য) যাহার, বহু। ২। অবাঙ্মুখ, নতানন ; অধোবদন, হেঁটমুখ। অব–অন্চ (গমন করা)+ ক্বিপ্ ক=অবাচ্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অবাচী। ৩। নিম্ন-প্রদেশ, অধোদেশ ; পশ্চাৎ কাল। বা।

অবাক্‌পটু—কথোপকথনে অনিপুণ, বচনরচনায় অদক্ষ, বাঙ্‌নৈপুণ্যশূন্য। ৭তৎ ও নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অবাক্‌পট্বী।

অবাক্‌পুষ্পী—শতপুষ্পী, শুলফাশাক ; চোর খড়কী ; মৌরী। অবাক্ (অধোগত) হই-য়াছে পুষ্প যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

অবাক্‌শিরাঃ—নতমস্তক, অধোবদন। অবাক্ (অধোগত) হইয়াছে শিরঃ (মস্তক) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে অবাক্‌শিরস্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

অবাগ্র—নতবদন, অধোমুখ, নম্র। অব (বিপ-রীত অর্থাৎ অধঃ) হইয়াছে অগ্র (মস্তক) যাহার, বহু ; বিণ ; ত্রি।

অবাঙ্মুখ—অধোমুখ, অধোবদন, লজ্জাদিবশতঃ হেঁটমুখ। অবাক্ (নিম্নপ্রদেশগত) হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অবাচ্—অবাক্ দেখ, কারণ অবাচ্ ১মার ১বচনে অবাক্ হয়।

অবাচী—অধোদেশ ; দক্ষিণ দিক্। অবাক্ দেখ ; অবাচ্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী

অবাচীন—অধঃস্থ, অধোগত ; দাক্ষিণাত্য, দক্ষিণদেশীয় ; অধোমুখ। অবাচ্ শব্দ+ ঈন ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

অবাচ্য—১। নিন্দিত বাক্য, অকথা। ন (অপ্র-শস্ত) বাচ্য (বাক্য), নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী। ২। অকথ্য, অবক্তব্য ; নিন্দার্হ। ন (না) বাচ্য (কথ্য), নঞ্‌তৎ। ৩। দক্ষিণদেশীয়। অবাচ্ শব্দ+ক্য ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

অবাঞ্চৎ—অধোবদন ; অধোগামী। অব–অন্চ (গমন করা)+শতৃ ক। বিণ ; ত্রি।

অবাতবিক্ষোভিত—বায়ু দ্বারা চঞ্চল বা চালিত হয় নাই এরূপ। ন বাতবিক্ষোভিত, নঞ্‌তৎ, বাত দ্বারা বিক্ষোভিত বাতবিক্ষোভিত, ৩তৎ ; বিক্ষোভিত=বি–ণিজন্ত ক্ষুভ বা ক্ষোভি (চঞ্চল হওয়ান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অবাধ—বাধাশূন্য, অনর্গল। বহু। বিণ ; ত্রি।

অবাধে—নির্ব্বিঘ্নে, অক্লেশে। বা, ক্রি-বিণ।

অবাধ্য—অবশ, অনধীন, অনায়ত্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবান্তর—অন্তঃপাতী ; প্রধানের অঙ্গভূত বা মধ্যগত ; সামান্যের মধ্যে বিশেষ ; প্রসঙ্গ-ক্রমে উত্থাপিত। অব (অবগত) অন্তরকে (মধ্যকে), ক্রান্তাদ্যর্থে ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবান্তর বিভাগ—ভেদের ভেদ, বিভাগের বিভাগ। অবান্তর গত যে বিভাগ, মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অবান্তর শাসন—রাজ্যের অন্তর্গত বিষয়সমূহ যে শাসনের অধীন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অবাপিত—১। প্রাপিত। অব–ণিজন্ত আপ বা আপি (পাওয়ান)+ক্ত র্ম্ম। ২। যাহা রোপিত নহে। ন বাপিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবাপ্ত—প্রাপ্ত, লব্ধ, অধিগত। অব–আপ +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অবাপ্তি।

অবার—১। অবারণীয়, অনিবার্য্য। ন (অ) –বৃ (আবৃত করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। (নদ্যাদির) নিকটবর্ত্তী তীর, এপার। অব–ঋ (গমন করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; ক্লী

অবারণীয়, অবার্য্য—বারণ'শক্য, দুর্ব্বার, অনি-বার্য্য। ন (অ)–ণিজন্ত বৃ বা বারি (আবৃত করান)+অনীয় ও ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অবারণীয়তা, অবার্য্যতা।

অবারণীয়তা—অবারণীয় বা অবারণীয়া শব্দ+ তা ভাবে। সং ; স্ত্রী। অবারণীয় দেখ।

অবারপার—সমুদ্র। অবার (অপ্রাপ্য) হই-য়াছে পার যাহার, বহু ; সং ; পু।

অবারিকা—ধন্যাক, ধনিয়া। সং ; স্ত্রী।

অবারিত—অনিবারিত, অপ্রতিষিদ্ধ, অরুদ্ধ, অনিষিদ্ধ। ন (অ)–ণিজন্ত বৃ বা বারি (আবৃত করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অবাস্তব, অবাস্তবিক—অযথার্থ, অপ্রকৃত, অমূ-লক, অলীক ; ভ্রমাত্মক। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবাসা—বস্ত্রহীন, বিবসন, নগ্ন। ন (নাই) বাসস্ (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অবি—সূর্য্য ; প্রভু ; পর্ব্বত ; ছাগ ; মেষ ; মূষিক ; বায়ু ; কম্বল ; প্রাচীর। অব (রক্ষা করা বা গমন করা)+ই ক। সং ; পু।

অবিকত্থন—অগর্ব্বিত, নিরহঙ্কার, আত্মশ্লাঘা-শূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবিকল—কোনও অংশে অঙ্গহীন নয় এরূপ, সম্পূর্ণ ; অখণ্ড, অভগ্ন ; অবিসংবাদী। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ বিকল।

অবিকার—১। বিকার-রহিত, নির্ব্বিকার; অটল, স্থির, অপরিবর্ত্তিত। ন (নাই) বিকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বিকার-রাহিত্য; স্থিরতা। নঞ্‌তৎ। ন (অ)—বি—কৃ (করা)+ঘঞ্‌ ভা। সং; পু। বিশেষণে অবিকৃত। বিপরীতার্থক শব্দ বিকার।

অবিকৃত—বিকৃত হয় নাই এরূপ, ভাবান্তর প্রাপ্ত হয় নাই এরূপ, বিকাররহিত, অচঞ্চল। নঞ্‌তৎ। ন (অ)—বি—কৃ (করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি; বিশেষ্যে অবিকার। বিপরীতার্থক শব্দ বিকৃত।

অবিক্রীত—বিক্রীত হয় নাই এরূপ, যাহা বেচা হয় নাই। নঞ্‌তৎ। ন (অ)—বি-ক্রী (ক্রয় করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অবিক্রয়। বিপরীতার্থক শব্দ বিক্রীত।

অবিক্রেয়—বিক্রয়ের অযোগ্য, যাহা বিক্রয় করা কর্ত্তব্য নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ বিক্রেয়।

অবিক্লব—অকাতর, প্রশান্ত, অব্যাকুল, স্থির। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিক্ষত—অক্ষত, আঘাতপ্রাপ্ত নয় এরূপ; অখণ্ডিত, সম্পূর্ণ; অদূষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ বিক্ষত।

অবিক্ষিত—বিশেষরূপ ক্ষয়শূন্য, অবিক্ষীণ। ন (নাই) বিক্ষিত (বিশেষরূপ ক্ষয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

২। সূর্য্যবংশীয় জনৈক নরপতি। ইঁহার আর এক নাম অবিক্ষি। বিদিশাধিপ তনয়া ভামিনীর স্বয়ংবর উপস্থিত হইলে, ইনি স্বয়ংবর-সভা হইতে ভামিনীকে তাৎকালিক ক্ষাত্ররীত্যনুসারে হরণ করেন। ইহাতে অন্যান্য রাজগণ রোষাবিষ্ট হইয়া ইঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু একে একে সকলেই ইঁহার হস্তে পরাজয় প্রাপ্ত হন। পরে সকল রাজা একত্র হইয়া অন্যায় যুদ্ধে ইঁহাকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন। এ সংবাদ অবিক্ষিতের পিতার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি সসৈন্যে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া রাজগণকে পরাজিত করিয়া পুত্রকে মুক্ত করেন। ইহাতে ভামিনীর পিতা, অবিক্ষিতের সহিত স্বীয় তনয়ার বিবাহ দিতে সম্মত হন, পরন্তু অন্যায় যুদ্ধে পরাজিত করাতে অবিক্ষিত বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বনগমনপূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করেন। এদিকে ভামিনীও অন্য পুরুষকে স্বামিরূপে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া যে বনে অবিক্ষিত তপস্যার্থে গমন করিয়াছিলেন সেই বনে যাইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। পরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর প্রণয়াসক্ত হইয়া পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর অবিক্ষিত গৃহে প্রত্যাগত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগের পর পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া প্রণয়ি-যুগল বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

অবিক্ষিপ্ত—অচঞ্চল, স্থির, সাবধান। নঞ্‌তৎ বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি

অবিগর্হিত—অনিন্দিত, সাধুসম্মত। নঞ্‌তৎ

অবিগীত—অনিন্দিত, অবিগর্হিত; প্রশংসিত নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; পু

অবিগ্ন—করমর্দ্দক বৃক্ষ; পানি আমলার গাছ

অবিঘ্ন—১। বিঘ্নাভাব। বিঘ্নের অভাব, ন বিঘ্ন, নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। নিরাপদ, নির্ব্বিঘ্ন। অবিদ্যমান বিঘ্ন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অবিচল—অবিচলিত দেখ।

অবিচলিত—বিচলিত নয় এরূপ, স্থির; অব্যাকুল। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিচলিত ভাব—১। স্থিরতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। স্থিরভাববিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

অবিচার—১। বিচারাভাব, অযথার্থ বিচার, অনুচিত বিচার; অবিবেচনা; অহিতাচার; অত্যাচার। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। বিচার-রহিত; বিবেচনাশূন্য। বহু। বিণ; ত্রি।

অবিচারিত—যাহার বিচার করা হয় নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিচ্ছিন্ন—বিচ্ছেদশূন্য, অবাধ, অবিরাম, ধারাবাহিক; অস্বতন্ত্র। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অবিচ্ছেদ।

অবিচ্ছেদ—১। বিচ্ছেদশূন্যতা, অখণ্ডতা, সম্পূর্ণতা; সঙ্গতি, সংশ্লেষ, সম্বন্ধ। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। বিচ্ছেদশূন্য, অবিভক্ত, অখণ্ডিত; ধারাবাহিক। বহু। বিণ; ত্রি।

অবিচ্ছেদে—বিচ্ছেদ ব্যতিরেকে, একাদিক্রমে, ধারাবাহিকরূপে। বহু। ক্রি-বিণ।

অবিচ্ছেদ্য—বিচ্ছেদের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ; বিণ; ত্রি।

অবিজ্ঞ—অনভিজ্ঞ, অর্ব্বাচীন, অপ্রবীণ; অশিক্ষিত, মূর্খ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অবিজ্ঞতা। বিপরীতার্থক শব্দ বিজ্ঞ।

অবিজ্ঞতা—অবিজ্ঞের ভাব। অবিজ্ঞ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী। অবিজ্ঞ দেখ।

অবিজ্ঞাত—১। অপরিজ্ঞাত, অবিদিত। নঞ্‌তৎ। ন (অ)—বি—জ্ঞা (জানা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। পরমেশ্বর (কারণ তাঁহার স্বরূপ কেহ জানিতে পারে না)। সং; পু।

অবিজ্ঞেয়—অনবগম, অপরিজ্ঞেয়, জ্ঞানাতীত। নঞ্‌তৎ। ন (অ)—বি—জ্ঞা (জানা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

অবিত—ত্রাত, রক্ষিত, পালিত। অব+ক্ত র্ম্ম।

অবিতথ—১। অমিথ্যা, সত্য, যথার্থ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ২। যাথার্থ্য। ব্য।

অবিতৃপ্ত—অতৃপ্ত, অসন্তুষ্ট, অপরিতৃপ্ত। নঞ্‌তৎ। ন (অ)—বি—তৃপ (তৃপ্ত হওয়া বা করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অবিতৃষ্ণ—বিতৃষ্ণ হয় নাই এরূপ, সতৃষ্ণ, সাকাঙ্ক্ষ, সাভিলাষ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ বিতৃষ্ণ।

অবিথ্য—মেষের যোগ্য। অবি শব্দ+থ্যন্। বিণ; ত্রি। [ত্রি।

অবিদিত—অনবগত, অজ্ঞাত। নঞ্‌তৎ। বিণ;

অবিদূর—নিকট, সমীপস্থ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিদুন—মেষদুগ্ধ। অবি+দুন। সং; স্ত্রী।

অবিদ্ধকর্ণা—ভৃঙ্গরাজ, নিনুই গাছ। সং; স্ত্রী।

অবিদ্য—বিদ্যাশূন্য, মূর্খ; বিদ্যা বা জ্ঞানের অবিষয়ীভূত। ন (নাই) বিদ্যা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অবিদ্যমান—অবর্ত্তমান, অনুপস্থিত; সত্ত্বাশূন্য, অস্তিত্ববিহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অবিদ্যমানা। বিশেষ্যে অবিদ্যমানতা।

অবিদ্যমানতা—অবিদ্যমান দেখ। অবিদ্যমান শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অবিদ্যা—অজ্ঞান, মায়া,—'দেহই আমি' এইরূপ যে জ্ঞান তাহাকেই অবিদ্যা বলে; তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র, এই পাঁচ প্রকার অবিদ্যা; প্রকৃতি। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।

অবিধান—অব্যবস্থা, অবিধি, অন্যায় বিধি। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অবিধি—১। অব্যবস্থা, অনিয়ম, অশাস্ত্র। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। ব্যবস্থাবিরুদ্ধ, বিধিবিগর্হিত। বহু; বিণ; ত্রি।

অবিধেয়—অনুচিত, অকর্ত্তব্য; অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অবিধেয়তা।

অবিধেয়তা—অবিধেয় দেখ। অবিধেয় শব্দ+তা, ভাবে; সং; স্ত্রী।

অবিন—১। বহ্নি; বায়ু; রাজা; সমুদ্র। অব (রক্ষা করা)+ইনচ্ ক। সং; পু। ২। যষ্টা, যাগকারী। বিণ; ত্রি।

অবিনয়—১। বিনয়াভাব, অশিষ্টতা, ঔদ্ধত্য। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। বিনয়শূন্য, অবিনীত, অশিষ্ট, উদ্ধত। বহু। বিণ; ত্রি।

অবিনশ্বর—অবিনাশী, মরণ-রহিত, নাশহীন, অক্ষয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অবিনাভাব—তদসত্তায় তদসত্তা, অর্থাৎ না থাকিলে না থাকা। সং; পু।

অবিনাশী—নাশশীল নয় এরূপ, অবিনশ্বর, অক্ষয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু।

অবিনীত—অশিষ্ট, উদ্ধত, বিনয়-রহিত; অশিক্ষিত; অসৎ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অবিনীতা। বিশেষ্যে অবিনয়।

অবিনীতা—অশিষ্টা, উদ্ধতস্বভাবা; অসতী,

কুলটা। নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে অবিনীত। [তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবিন্যস্ত—যাহার বিন্যাস করা হয় নাই। নঞ্‌-

অবিপ্রিয়—১। অবিরক্তিকর, অপ্রতিকূল। ন (নয়) বিপ্রিয়, নঞ্‌তৎ ; বিণ ; ত্রি। ২। শ্যামাক তৃণ, শ্যামা ঘাস। অবির অর্থাৎ ছাগল বা মেষের প্রিয়, ৬তৎ। সং ; পু।

অবিপ্লুত—১। অক্ষত ; অবিনষ্ট ; অবাধে প্রবর্ত্তিত। নঞ্‌তৎ। ন (অ) – বি – প্লু (লাফাইয়া যাওয়া) + ক্ত ক। ২। আচরিত। ন (অ) – বি – প্লু + ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অবিভক্ত—ভাগ করা হয় নাই এরূপ, অপৃথক্‌কৃত ; ভাগ করিয়া লওয়া হয় নাই এরূপ ; পৃথক্‌ হয় নাই এরূপ, অপৃথগ্‌ভূত ; সম্মিলিত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবিভাজ্য—বিভাগানর্হ, যাহা ভাগ করা যায় না বা করা উচিত নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। [তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবিমিশ্র—যাহার মিশ্রণ করা হয় নাই। নঞ্‌-

অবিমুক্ত—১। অপরিত্যক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। বারাণসী, কাশী (যেহেতু উহা হরগৌরী বা মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্ত্তৃক অপরিত্যক্ত)। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

অবিমুক্তেশ্বর—বিশ্বেশ্বর, শিবলিঙ্গবিশেষ। ৬তৎ।

অবিমৃষ্য—অবিবেচনা করিয়া, বিবেচনা না করিয়া। বিণ ; ত্রি।

অবিমৃষ্যকারিতা—সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া কার্য্যকরণ, অবিবেচিতা। অবিমৃষ্য শব্দ – কৃ (করা) + ণিন্ ক, তদুত্তরে তা ভাবে। সং ; স্ত্রী। এই অর্থে অবিমৃষ্যকারিত্বও হয়। বিশেষণে অবিমৃষ্যকারী।

অবিমৃষ্যকারিত্ব—অবিমৃষ্যকারিতা দেখ।

অবিমৃষ্যকারিণী—অবিমৃষ্যকারী দেখ।

অবিমৃষ্যকারী—সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া কার্য্যকারী, পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া চিন্তিয়া সহসা কার্য্যকারী, অবিবেকী। অবিমৃষ্য শব্দ – কৃ + ণিন্ ক = অবিমৃষ্যকারিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অবিমৃষ্যকারিণী। বিশেষ্যে অবিমৃষ্যকারিতা, অবিমৃষ্যকারিত্ব।

অবিমৃষ্যভাষী—বিবেচনা না করিয়া যে কথা বলে। অবিমৃষ্য শব্দ – ভাষ (বলা) + ণিন্ ক = অবিমৃষ্যভাষিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অবিমৃষ্যভাষিণী।

অবিমৃষ্যবাদী—যে বিবেচনা না করিয়া কথা বলে, অবিবেচ্যভাষী। ন বিমৃষ্য – বদ + ণিন্ ক। শীলার্থে অবিমৃষ্যবাদিন্ ১মার ১বচনে। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অবিমৃষ্যবাদিতা, অবিমৃষ্যবাদিত্ব।

অবিরক্ত—বিরক্তিশূন্য, বিরাগশূন্য ; অনুরক্ত, আসক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবিরত—অবিশ্রান্ত, ক্রমাগত ; অনিবৃত্ত ; অনবরত, সতত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অবিরতি। [সং ; স্ত্রী।

অবিরতি—অনিবৃত্তি ; বিরামাভাব। নঞ্‌তৎ।

অবিরল—নিবিড়, ঘন ; নিরন্তর। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবিরাম—বিরামশূন্য, ক্রমিক, অবিশ্রান্ত। ন অর্থাৎ নাই বিরাম যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

অবিরুদ্ধ—বিরুদ্ধ নয় এরূপ, অনুযায়ী, অপ্রতিকূল ; অনুকূল ; অনুরক্ত ; সংলগ্ন, সঙ্গতিবিশিষ্ট ; অনিবারিত ; নির্দ্দোষ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অবিরোধ।

অবিরোধ—১। বিরোধাভাব, বিবাদহীনতা, সম্মতি ; সমন্বয়। নঞ্‌তৎ। সং ; পু। ২। বিরোধবিরহিত। বহু। বিণ ; ত্রি।

অবিরোধিনী—অবিরোধী দেখ।

অবিরোধী—কাহারও বিরোধী নয় এরূপ, অবিবাদপ্রিয় ; অবিরুদ্ধ, অনুযায়ী। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অবিরোধিনী।

অবিরোধে—নির্ব্বিরোধে, নির্ব্বিবাদে, বিনা বাধায়, বিনা আপত্তিতে। বহু। ক্রি-বিণ।

অবিলম্ব—১। বিলম্বাভাব, ত্বরা। নঞ্‌তৎ। সং ; পু। ২। বিলম্বশূন্য, ত্বরিত। বহু। বিণ ; ত্রি। [নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবিলম্বিত—ত্বরিত, ত্বরায় সম্পন্ন, শীঘ্র নিষ্পন্ন ;

অবিলম্বে—সত্বর, শীঘ্র, বিলম্বব্যতিরেকে, তৎক্ষণাৎ। বহু। ক্রি-বিণ।

অবিবক্ষিত—বিবক্ষাবিরহিত, যাহা বলা অভিপ্রেত নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবিবাদ—১। অবিরোধ। নঞ্‌তৎ। সং ; পু। ২। বিরোধশূন্য। বহু। বিণ ; ত্রি।

অবিবাদে—অবিরোধে, নির্ব্বিরোধে, বিনা বাধায়। বহু। ক্রি-বিণ।

অবিবাহিত—অপরিণীত, অকৃতদার, অনূঢ়। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অবিবাহিতা।

অবিবাহিতা—অবিবাহিত দেখ।

অবিবেক—১। বিবেকাভাব, সদসদ্বিবেচনাহীনতা, অবিমৃষ্যকারিতা ; ভ্রম। নঞ্‌তৎ। সং ; পু। ২। বিবেচনাশূন্য, অবিমৃষ্যকারী। বহু। বিণ ; ত্রি।

অবিবেকিতা—বিবেকরাহিত্য, অজ্ঞতা, মূঢ়তা। অবিবেকী দেখ। অবিবেকিন্ বা অবিবেকিনী শব্দ + তা ভাবার্থে ; সং ; স্ত্রী।

অবিবেকী—অবিবেচক, অবিমৃষ্যকারী। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অবিবেকিনী (= বিবেচনাশক্তিহীনা)।

অবিবেচক—বিবেচনাশূন্য, অবিবেকী। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবিবেচনা—বিবেচনাভাব ; অন্যায় বিবেচনা। সং ; স্ত্রী।

অবিশঙ্কা—শঙ্কাহীনতা, ভয়শূন্যতা, নির্ভীকতা। নঞ্‌তৎ। সং ; পু।

অবিশুদ্ধ—অনির্ম্মল, সমল, সদোষ, অপবিত্র ; মিশ্রিত, খাঁটি নয় ; দুষ্ট, অধার্ম্মিক ; অস্পষ্ট, অব্যক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবিশেষ—১। বিশেষাভাব, ভেদরাহিত্য, অভেদ। নঞ্‌তৎ। সং ; পু। ২। বিশেষবিরহিত, অভিন্ন। বহু। বিণ ; ত্রি।

অবিশ্রান্ত—অবিশ্রাম, অবিরাম। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবিশ্রাম—অবিরাম। বহু। বিণ ; ত্রি।

অবিশ্রুত—অবিখ্যাত, অপ্রসিদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবিশ্বসনীয়, অবিশ্বাস্য—বিশ্বাসের অযোগ্য, অপ্রত্যয়-যোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবিশ্বস্ত—যাহাকে বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হওয়া গিয়াছে এরূপ, অবিশ্বাসযোগ্য, প্রত্যয়ের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অবিশ্বাস, অবিশ্বস্ততা।

অবিশ্বস্ততা—অবিশ্বস্ত দেখ। অবিশ্বস্ত শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

অবিশ্বাস—বিশ্বাসাভাব, অপ্রত্যয়। নঞ্‌তৎ। সং ; পু। বিশেষণে অবিশ্বস্ত, অবিশ্বাসী।

অবিশ্বাসযোগ্য—বিশ্বাসের অযোগ্য, প্রত্যয়ানর্হ, যাহা বিশ্বাস করা যায় না। ৬তৎ ও নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অবিশ্বাসিতা—অবিশ্বাসী দেখ। অবিশ্বাসী শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

অবিশ্বাসিনী—অবিশ্বাসী দেখ।

অবিশ্বাসী—অবিশ্বাসযোগ্য, অবিশ্বস্ত ; বিশ্বাসবিহীন, অপ্রত্যয়শীল। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অবিশ্বাসিনী। বিশেষ্যে অবিশ্বাসিতা

অবিশ্বাস্য—অবিশ্বাসনীয় দেখ।

অবিষ—১। বিষহীন, নির্ব্বিষ। ন (নাই) বিষ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। সমুদ্র ; আকাশ ; রাজা। অব (গমন করা) + টিষ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অবিষী।

অবিষয়—১। বিষয়াতীত ; অজ্ঞাত ; ইন্দ্রিয়জ্ঞানহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। অপ্রকাশ, অদর্শন। সং ; পু। [দেখ।

অবিষী—নদী ; পৃথিবী ; স্বর্গ। সং ; স্ত্রী। অবিষ

অবিসংবাদ—অবিতণ্ডা, অবিরোধ। নঞ্‌তৎ। সং ; পু। বিশেষণে অবিসংবাদিত, অবিসংবাদী।

অবিসংবাদিত—অবিরোধিত, অপ্রতিরোধিত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অবিসংবাদ।

অবিসংবাদিতা—অবিসংবাদী দেখ।

অবিসংবাদিত্ব—অবিরোধিত্ব। অবিসংবাদিন্ শব্দ + ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী।

অবিসংবাদিরূপে—প্রতিবাদকারী না থাকে এরূপে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে। বহু। ক্রি-বিণ।

অবিসংবাদী—অবিরোধী। নঞ্ তৎ। বিণ; পু। বিশেষ্যে অবিসংবাদিতা।

অবিস্পষ্ট—১। অস্পষ্ট, অস্ফুট, অব্যক্ত। নঞ্-তৎ। বিণ; ত্রি। ২। অস্পষ্ট বাক্য। সং।

অবিহিত—বিধিবিরুদ্ধ, অবৈধ; অন্যায়, অনুচিত, অকর্ত্তব্য; নিষিদ্ধ; অসম্পাদিত, অকৃত। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অবিধান।

অবী—ঋতুমতী স্ত্রী, রজস্বলা। অব (রক্ষা করা) + ই ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ। সং; স্ত্রী।

অবীক্ষণ—১। দর্শনাভাব। নঞ্ তৎ। সং; ক্লী। ২। দর্শনশূন্য। বহু। বিণ; ত্রি।

অবীক্ষিত—১। অদৃষ্ট। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। ২। দর্শনাভাব, অদর্শন। নঞ্ তৎ। সং।

অবীচি—১। তরঙ্গশূন্য। ন (নাই) বীচি (তরঙ্গ) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। তরঙ্গাভাব; শ্রেণীহীনতা; অবকাশাভাব; অসুখ; নরকবিশেষ [ভাগবতে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি দ্রব্য বিনিময়ে বা দানে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, সে ব্যক্তি শতযোজন উর্দ্ধ গিরিশৃঙ্গ হইতে অধোমস্তক হইয়া অবীচি নরকে নিক্ষিপ্ত হয়]। নঞ্ তৎ। সং; পু।

অবীর—১। বীর নয়, দুর্ব্বল, হীনবীর্য্য। নঞ্-তৎ। ২। বীরশূন্য। ন (নাই) বীর যেখানে, বহু। বিণ; ত্রি।

অবীরা—পতি-পুত্রহীনা। ন বীরা (পতিপুত্রবতী), নঞ্ তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অবৃদ্ধিক—বৃদ্ধিহীন; কুসীদরহিত, সুদশূন্য। ন (নাই) বৃদ্ধি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অবেক্ষণ—দর্শন, নিরীক্ষণ; আলোচনা; বিচার; মনোযোগ; পালন; অনুসন্ধান; অনুরোধ; প্রতীক্ষা। অব—ঈক্ষ (দেখা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে অবেক্ষিত।

অবেক্ষণীয়—দর্শনীয়, অবলোকনীয়। অব—ঈক্ষ (দেখা) + অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অবেক্ষমাণ—নিরীক্ষমাণ, যে দেখিতেছে এরূপ। অব—ঈক্ষ (দর্শন করা) + শানচ্ ক। বিণ; ত্রি।

অবেক্ষা—অবেক্ষণ দেখ। অব—ঈক্ষ + অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অবেক্ষিত—দৃষ্ট, অবলোকিত; আলোচিত; পালিত। অব—ঈক্ষ (দেখা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অবেক্ষণ।

অবেদ্য—দুর্জ্ঞেয়, জ্ঞানাতীত; অবিবাহ্য। ন (অ) বিদ (জানা) + ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অবেল—অপহ্নব, অপলাপ, গোপন করা। সং; পু।

অবেলা—অসময়; অপগত সময়; শেষ বেলা। সং; স্ত্রী। [ত্রি।

অবৈতনিক—অবেতনগ্রাহী। নঞ্ তৎ। বিণ;

অবৈধ—বিধিবিরুদ্ধ, অবিহিত; অনুচিত, অকর্ত্তব্য। ন বৈধ, নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অবৈধতা।

অবৈধতা—অবৈধ দেখ। অবৈধ শব্দ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অবোদ—১। বিফলবাক্য। অব—বদ (বলা) + ক ভা। সং; ক্লী। ২। আর্দ্র, ভিজা। অব—উন্দ (আর্দ্র হওয়া) + ক ক। বিণ; ত্রি।

অব্দ—১। বৎসর। অব (রক্ষা করা) + দ ক। ২। মেঘ; পর্ব্বতবিশেষ। অব—অপ (জল) + দা (দান করা) ড ক। সং; পু।

অব্যক্ত—১। অস্পষ্ট; অপ্রকাশিত; অজ্ঞাত; অতিসূক্ষ্ম; অদৃশ্য। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু; শিব; কন্দর্প; মূর্খ ব্যক্তি। সং; পু। ৩। ব্রহ্ম; প্রকৃতি; কারণ। সং; ক্লী।

অব্যক্তপুষ্পক—যে বৃক্ষের পুষ্প দেখা যায় না। অব্যক্ত (অপ্রকাশিত) হইয়াছে পুষ্প যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [কর্ম্মধা। সং; পু।

অব্যক্তরাগ—ঈষৎ লোহিতবর্ণ, অল্প লাল রং।

অব্যক্তরাশি—(গণিতশাস্ত্রে) অজ্ঞাতরাশি [Unknown quantity].

অব্যক্তশিরস্ক—অস্পষ্ট-মস্তক, যাহার মস্তক স্পষ্ট দেখা যায় না, অব্যক্ত (অস্পষ্ট) হইয়াছে শিরঃ (মস্তক) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অব্যণ্ডা—আলকুশী। সং; স্ত্রী।

অব্যথ—১। ব্যথাশূন্য, অ-পরপীড়ক। ন (নাই) ব্যথা যাহার বা যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। সর্প। সং; পু।

অব্যথা—হরীতকী। ন (নাই) ব্যথা যাহা হইতে, বহু। সং; স্ত্রী।

অব্যথ্য—ব্যথারহিত; যে ব্যথা দেয় না এরূপ। ন (অ)—ব্যথ + ক্যপ্ ক। বিণ; ত্রি।

অব্যভিচারিত—বাধাশূন্য, অপ্রতিবন্ধক। ন ব্যভিচারিত, নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি।

অব্যভিচারী—অপরিবর্ত্তনশীল, স্থির; ব্যভিচাররহিত, অবিচল; ধর্ম্ম হইতে অবিচলিত; অবিসংবাদী। নঞ্ তৎ। বিণ; পু।

অব্যয়—১। ব্যয়রহিত; কৃপণ; অক্ষয়; অবিকৃত। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অব্যয়া। ২। ব্রহ্ম। সং; ক্লী। ৩। বিষ্ণু; শিব। সং; পু। ৪। ব্যাকরণে সর্ব্ববিভক্তিতে একরূপ শব্দ*। ন (অ)—বি—ই (গমন করা) + অল্ ভা। সং; পু ও ক্লী।

* যে সকল শব্দ সকল লিঙ্গে এবং সকল বিভক্তির সকল বচনে একরূপ থাকে, কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, তাহাদিগকে অব্যয় শব্দ বলে; যথা,—(সংস্কৃত) প্রত্যুত, ফলতঃ, প্রভৃতি, অতএব, অচিরাৎ, ঈষৎ, উচ্চৈঃ ইত্যাদি; (বাঙ্গালা) আজি, কালি, এখন, কখন, কাজে কাজেই, কেন, কেননা, ইত্যাদি। সংস্কৃত অব্যয়সমূহের মধ্যে প্র, পরা, অপ্, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আঙ্, এই বিংশতিটী ধাতুর সহিত নানা অর্থ প্রকাশ করে, এজন্য ইহাদিগকে উপসর্গ কহে। [মহর্ষি পাণিনির মতে ঐ বিংশতি ভিন্ন নিস্ ও দুস্ দুইটীও গৃহীত হইয়াছে]।

অব্যয়ীভাব—ব্যয়শূন্যতা, অবিনাশিত্ব, মরণধর্ম্মরাহিত্য। সমাসবিশেষ [সমাস দেখ]। অব্যয় শব্দ + চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে—অব্যয়ী, অব্যয়ী—ভূ + ঘঞ্ ভা। সং; পু।

অব্যর্থ—সার্থক, সফল, অমোঘ। ন ব্যর্থ, নঞ্-তৎ। বিণ; ত্রি।

অব্যবধান—ব্যবধানশূন্য, অব্যবহিত; প্রমত্ত; অনবহিত। বহু। বিণ; ত্রি।

অব্যবসায়—ব্যবসায়াভাব, অননুশীলন, উদ্যোগাভাব, চেষ্টাশূন্যতা। নঞ্ তৎ। সং; পু।

অব্যবসায়ী—ব্যবসায়ী নয় এরূপ, অননুশীলনশীল, ক্রিয়াশূন্য, চেষ্টাবিরহিত। নঞ্ তৎ। বিণ; পু

অব্যবস্থ—অস্থির, অনিশ্চিত। বহু। বিণ; ত্রি।

অব্যবস্থা—অবিধি; অনিয়ম; অস্থৈর্য্য। নঞ্-তৎ। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

অব্যবস্থিত—অস্থির; অনিয়মিত। নঞ্ তৎ।

অব্যবস্থিত-চিত্ত—অস্থিরচিত্ত, যাহার কোনও বিষয়ে চিত্তের স্থিরতা নাই, চঞ্চলচিত্ত। নঞ্ তৎ, ও বহু। বিণ; ত্রি।

অব্যবহার্য্য—ব্যবহারের অযোগ্য, অকর্ম্মণ্য; অনাচরণীয়; অনুপভোগ্য। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অব্যবহার্য্যতা।

অব্যবহার্য্যতা—অব্যবহার্য্য দেখ। অব্যবহার্য্য শব্দ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অব্যবহিত—ব্যবধানবিরহিত, নিকটস্থ, সন্নিহিত। ন ব্যবহিত, নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অব্যবধান।

অব্যবহৃত—যাহা কেহ ব্যবহার করে নাই এরূপ, অনাচারিত; অনুপভুক্ত; অপ্রচলিত। নঞ্-তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অব্যবহার।

অব্যাকুল—ব্যাকুলতাশূন্য, চিত্তের চঞ্চলতাশূন্য; আগ্রহশূন্য। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি।

অব্যাকৃত—১। বেদান্তে—ব্রহ্মব্যতীত জগতের উৎপত্তির বীজ; সাংখ্যে—অব্যক্ত। নঞ্-তৎ। সং; ক্লী। ২। অবিভক্ত; অভিন্ন। বিণ; ত্রি।

অব্যাখ্যেয়—দুর্ব্বোধ্য, যাহা ব্যাখ্যা করা যায় না এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ; ত্রি।

অব্যাঘাত—১। ব্যাঘাতশূন্য, অবাধ, নির্ব্বিঘ্ন। বহু। বিণ; ত্রি। ২। ব্যাঘাতাভাব, বাধাশূন্যতা, নির্ব্বিঘ্নতা। নঞ্ তৎ। সং; পু। বিশেষণে অব্যাহত।

অব্যাজ—১। কপটতাশূন্য; বাধারহিত। ন (নাই) ব্যাজ (কপটতা বা বাধা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অকপটতা,

সরলতা ; শীঘ্র, ত্বরা। নঞ্‌ তৎ। সং ; পু।

অব্যাপ্তি—লক্ষ্যবিষয়ে লক্ষণাগমন। নঞ্‌ তৎ। সং ; স্ত্রী। [বিণ ; ত্রি।

অব্যাপ্য—অব্যাপনীয় ; ব্যাপ্তিরহিত। নঞ্‌ তৎ।

অব্যাপ্যবৃত্তি—১। একাংশে অবস্থিতি। আত্মার বিশেষ গুণ—বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ও ভাবনাখ্য সংস্কার। আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ। সামান্য গুণ সংযোগ ও বিভাগ। এই দ্বাদশটী অব্যাপ্য বৃত্তি। সং ; স্ত্রী। একাংশে অবস্থিত, যাহা কোথাও থাকে কোথাও থাকে না এরূপ ; প্রাদেশিক। বিণ ; ত্রি।

অব্যাহত—ব্যাঘাতশূন্য, অপ্রতিহত ; অকুণ্ঠিত, অব্যর্থ। নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অব্যাহতা। বিশেষ্যে অব্যাঘাত, অব্যাহতি।

অব্যাহতভাবে—ব্যাঘাতশূন্যরূপে। বহু। ক্রি-বিণ।

অব্যাহতি—অব্যাঘাত, মুক্তি, নিস্তার, পরিত্রাণ। ন (অ)—বি—আ—হন (বধ করা) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে অব্যাহত।

অব্যুৎপন্ন—ব্যুৎপত্তিহীন ; অনভিজ্ঞ, অজ্ঞান। নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অব্যূঢ়—অনূঢ়, অবিবাহিত, অপরিণীত। নঞ্‌-তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অব্যূঢ়া।

অব্যূঢ়ান্ন—অনূঢ়ান্ন দেখ।

অব্রতী—ব্রতাচরণবিহীন ; অননুষ্ঠায়ী। নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অশকুন—১। অশুভ চিহ্নদর্শন, অমঙ্গল। সং ; ক্লী। ২। অযাত্রিক। বিণ ; ত্রি।

অশক্ত—শক্তিহীন, অক্ষম, অপারক। নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অশক্তি।

অশক্তি—শক্তিহীনতা, অসামর্থ্য, অপারকতা। নঞ্‌ তৎ। সং। স্ত্রী। বিশেষণে অশক্ত।

অশক্য—শক্তিবহির্ভূত, সাধ্যাতীত, অসাধ্য। ন শক্য, নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অশঙ্ক—শঙ্কাহীন, নিঃশঙ্ক, নির্ভয় ; নিশ্চিত। ন (নাই) শঙ্কা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অশঙ্কনীয়—যাহাতে কোন ভয় নাই। ন শঙ্কনীয়, নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অশঙ্কিত—অভীত ; নিঃশঙ্ক ; নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ত। ন শঙ্কিত, নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অশন—১। ভোজন, ভক্ষণ। অশ (ভক্ষণ করা) + অনট্‌ ভা। ২। ভক্ষ্য বস্তু, খাদ্য। অশ (ভক্ষণ করা) + অনট্‌ র্ম্ম। সং ; ক্লী। ৩। ভক্ষক। অশ (ভক্ষণ করা) + অন ক। সং ; পু।

অশননলী—গলনলী, যে নলী দ্বারা ভক্ষ্যদ্রব্য জঠরে নীত হয়। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অশনপর্ণী—বৃক্ষবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

অশন-বসন—খাদ্য ও পরিধেয়। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

অশনায়া—ভোজনেচ্ছা, বুভুক্ষা। অশন শব্দ + ক্যঙ্‌ = অশনায় নামধাতু, তদুত্তরে অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

অশনায়িত—বুভুক্ষিত, ক্ষুধিত। অশনায়া দেখ। অশনায়া শব্দ + ইত অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

অশনি—বজ্র ; বিদ্যুৎ। অশ (ভক্ষণ করা) + অনি ক। সং ; স্ত্রী।

অশনিপতন—বজ্রপাত। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অশনিপাত—বজ্রপতন। ৬তৎ। সং ; পু।

অশরণ—অনাথ, অসহায়, নিরাশ্রয়, গৃহশূন্য। ন নাই শরণ (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ।

অশরীর—১। শরীরহীন, দেহহীন। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। কন্দর্প ; পরমাত্মা। সং ; পু।

অশরীরিবাক্—দৈববাণী, আকাশবাণী। ন শরীরিবাক্, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

অশরীরী—শরীরহীন, দেহশূন্য, নিরবয়ব, নিরাকার। ন শরীরী, নঞ্‌ তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অশরীরিণী।

অশর্ম্ম—১। দুঃখ, কষ্ট। ন (নয়) শর্ম্ম (সুখ), নঞ্‌ তৎপুরুষে অশর্ম্মন্, ১মার ১বচন। সং ; ক্লী। ২। দুঃখিত, পীড়িত, ক্লিষ্ট। ন (নাই) শর্ম্ম (সুখ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অশাখা—শূলীতৃণ গাছ। ন (নাই) শাখা যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

অশান্ত—অপ্রশান্ত ; চঞ্চল, দুরন্ত ; দুর্বৃত্ত, দুর্দ্দান্ত। নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অশান্তা।

অশাসন—শাসনাভাব, অরাজক। ন অর্থাৎ অবিদ্যমান শাসন, নঞ্‌ তৎ। সং ; ক্লী।

অশাসনীয়—অদমনীয়, যাহাকে শাসন করা যায় না। ন শাসনীয়, নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অশাসিত—যাহাকে শাসন করা যায় নাই বা করিতে পারা যায় নাই এরূপ। ন শাসিত, নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অশাসন।

অশাস্ত্র—১। বেদাদিবিরুদ্ধ শাস্ত্র ; শাস্ত্রাভাব ; অবিধি। ন অর্থাৎ অবিদ্যমান শাস্ত্র, নঞ্‌-তৎ। সং ; ক্লী। ২। বেদাদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ ; শাস্ত্রবহির্ভূত ; অবিহিত। বহু। বিণ ; ত্রি।

অশাস্ত্রীয়—অশাস্ত্রসিদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবহির্ভূত। ন শাস্ত্রীয়, নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অশিক্ষিত—অবিদ্য, অজ্ঞ, মূর্খ ; অসভ্য, অভব্য। ন শিক্ষিত, নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অশিত—১। তৃপ্ত। অশ + ক্ত ক। ২। ভক্ষিত। অশ (ভক্ষণ করা) + ক্ত র্ম্ম। ৩। অশাণিত। ন শিত, নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি। শিত = শো (তীক্ষ্ণীকরণ) + ক্ত র্ম্ম।

অশিত্র—তস্কর, চোর ; চরু। অশ (ব্যাপ্ত হওয়া) + ইত্র। সং ; পু।

অশির—১। রাক্ষসবিশেষ ; অগ্নি ; সূর্য্য। অশ (ভক্ষণ করা) + ইর ক। সং ; পু। ২। হীরক। সং ; ক্লী।

অশিরা—নিশাচরী, রাক্ষসী। অশির দেখ ; অশির শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

অশিব—১। অমঙ্গল। নঞ্‌ তৎ। সং ; ক্লী। ২। অশুভ, অনিষ্টকর। বহু। বিণ ; ত্রি।

অশিশু—শিশুভিন্ন। নঞ্‌ তৎ। বিণ ; পু ও স্ত্রী।

অশিশ্বী—শিশুরহিতা, সন্তানহীনা, পুত্রকন্যাহীনা। ন (নাই) শিশু যাহার, বহু, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

অশিষ্ট—অশান্ত, দুরন্ত ; দুর্বৃত্ত, দুর্দ্দান্ত ; অসভ্য, অভব্য। ন শিষ্ট, নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অশিষ্টতা।

অশিষ্টতা—অশিষ্ট দেখ। অশিষ্ট বা অশিষ্টা শব্দ + তা ভাবে ; সং ; স্ত্রী।

অশীতি—১। ৮০ সংখ্যা। অষ্টদশন্ শব্দ + তি নিপাতনে। সং ; স্ত্রী। অষ্টদশন = অষ্ট গুণিত দশম্। ২। ৮০ সংখ্যক। বিণ ; ত্রি।

অশীতিপর—আশীর অধিক ; আশীর অধিক বয়স্ক। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

অশুচি—অশুদ্ধ, অপবিত্র। নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অশুদ্ধ—অশুচি, অপবিত্র, অবিশুদ্ধ, অসংশোধিত, ভুলযুক্ত। ন শুদ্ধ, নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অশুদ্ধি।

অশুদ্ধি—১। অপবিত্রতা ; অশৌচ ; ভুল। ন শুদ্ধি, নঞ্‌ তৎ। সং ; স্ত্রী। ২। শুদ্ধিবিরহিত, অশুচি, অপবিত্র। বহু। বিণ ; ত্রি।

অশুভ—১। অমঙ্গল। নঞ্‌ তৎ। ২। পাপ। ন (নাই) শুভ যাহা হইতে, বহু। সং ; ক্লী। ৩। অমঙ্গলজনক, অহিতকর। ন (নাই) শুভ যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

অশুভক্ষণ—যে সময়ে যাত্রাদি করিলে অমঙ্গল হয়। ন শুভক্ষণ, নঞ্‌ তৎ। সং ; পু।

অশূন্য—পরিপূর্ণ, সম্পন্ন। নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অশৃত—অপরিপক্ব, কাঁচা। ন (নয়) শৃত (পক্ব), নঞ্‌ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অশেষ—১। শেষাভাব। নঞ্‌ তৎ। সং ; পু। ২। শেষহীন ; সম্পূর্ণ ; সমুদায় ; অসীম ; অনন্ত। বহু। বিণ ; ত্রি।

অশেষজ্ঞ—সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, যাহার সব জানা আছে এরূপ। উপ। অশেষ শব্দ—জ্ঞা (জানা) + ড ক। বিণ ; ত্রি।

অশেষপ্রকারে—নানারূপে। ন অর্থাৎ নাই শেষ যাহার অশেষ, বহু। অশেষ হইয়াছে প্রকার যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অশেষবিধ—সর্ব্ববিধ ; বহুপ্রকার ; নানারকম। অশেষ হইয়াছে বিধা যাহার, বহু। বিণ।

অশোক—১। শোকহীন, বিগতশোক। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। পারদ। সং ; ক্লী। ৩। বিষ্ণু ; স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ [কথিত আছে যে, এই বৃক্ষমূলে বসিয়া তপস্যা করিয়া গৌরী তপস্যা দ্বারা সিদ্ধমনোরথা হইয়া হৃতশোকা হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম অশোক ; অঙ্গনাপ্রিয় দেখ। দশরথের মন্ত্রী। দুইজন রাজার নাম। ॥ সং ; পু।

* ১। প্রথম অশোক মগধের প্রথম রাজা। ইঁহার পিতা শিশুনাগ মৌর্য্যবংশীয় নরপতিদিগের সেনাপতি ছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন। অশোকের মাতা শিশুনাগের নর্ত্তকী ছিলেন, পরে মহারাজ তাঁহাকে বিবাহ করেন।

২। দ্বিতীয় অশোকই ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি সুবিখ্যাত মগধাধিপতি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও বিন্দুসারের পুত্র। ইনি অত সাহসী, অধ্যবসায়শীল ও প্রবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষ। কথিত আছে যে, বাল্যকালে ইনি অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিলেন, এবং আপনার ভ্রাতাদিগের প্রাণসংহার করিয়া খ্রীঃ পুঃ ২৬৩ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরন্তু ইহার কয়েক বৎসর পরে (খ্রীঃ পুঃ ২৫৮) হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ইঁহার স্বভাবেরও বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটে। অতঃপর ইনি জীবক্লেশকর যুদ্ধ ব্যাপার ছাড়িয়া রাজ্যের সুশাসনে ও বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। ইনি ধর্ম্মপ্রচারার্থে আপনার পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্তকে সিংহলে প্রেরণ করেন। কথিত আছে যে, তিনি সর্ব্বসমেত ৮৪,০০০ বুদ্ধচৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রজাদিগের শিক্ষার্থে প্রস্তরস্তম্ভে ও গিরিগাত্রে ভারতবর্ষের নানা স্থানে অনুশাসন ও উপদেশবাক্য ক্ষোদিত করাইয়াছিলেন, এবং স্থানে স্থানে কূপ ও পুষ্করিণী খনন, চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি অশেষবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে মগধ রাজ্য হিমালয় হইতে কুমারিকা ও উড়িষ্যা হইতে কাবুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইনি নিজে বৌদ্ধ হইলেও হিন্দুদিগের প্রতি কখনও অত্যাচার করিতেন না, প্রত্যুত সকল শ্রেণীর প্রজাকেই অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। এইরূপে ৩৭ বৎসর রাজত্ব করার পর অশোক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। খ্রীঃ পুঃ ২২৬ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

অশোকরোহিণী—কটকী। সং ; স্ত্রী।

অশোকবন, অশোকবনিকা—১। রাবণের লঙ্কাপুরীস্থ বিহারকানন। এই স্থানে প্রবেশ করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে সকল প্রকার শোক দুরীভূত হইত বলিয়া ইহার নাম অশোকবন। ২। অযোধ্যার রামচন্দ্রেরও এই নামে একটী প্রমোদ উদ্যান ছিল। দশাননকে বিনাশ করিবার পর তিনি অধিকাংশ সময় সীতার সহিত এইখানে বাস করিতেন।

অশোকষষ্ঠী—চৈত্র মাসের শুক্লষষ্ঠী [এই দিনে বঙ্গ দেশের পুত্রবতী ললনারা পুত্রের মঙ্গলোদ্দেশে ষষ্ঠী পূজা এবং ছয়টী অশোক কলিকার জল পান করেন। কথিত আছে যে, এরূপ করিলে তাঁহাদিগকে পুত্রবিয়োগজনিত শোক পাইতে হয় না]। ন (নাই) শোক যাহা হইতে, বহুব্রীহি সমাসে অশোকা, অশোকা যে ষষ্ঠী, কর্ম্মধারয় সমাসে অশোকষষ্ঠী। সং ; স্ত্রী।

অশোকসুন্দরী—পার্ব্বতীর কন্যা, নহুষের পত্নী এবং যযাতির জননী। সং ; স্ত্রী।

অশোকারি—কদম্ববৃক্ষ, কদমগাছ। সং ; পু।

অশোকাষ্টমী—চৈত্র মাসের শুক্ল অষ্টমী। ন (নাই) শোক যাহা হইতে, বহুব্রীহি সমাসে অশোকা ; অশোকা যে অষ্টমী অশোকাষ্টমী, কর্ম্মধা। সং ; পু।

লিঙ্গ পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, এই দিনে আটটী অশোক কলিকাযুক্ত জল পান করিলে শোক পাইতে হয় না। লিঙ্গপুরাণের বচনটী এই ;—

"মীনে মধৌ শুক্লপক্ষে অশোকাখ্যাং তথাষ্টমীন্। পিবেদ্ শোককলিকাঃ স্নায়াল্লৌহিত্য বারিণি।"

এই বচনে কেবল অশোক কলিকার জল পানের বিধান নাই, অধিকন্তু লৌহিত্য বারিতে স্নানেরও বিধি রহিয়াছে। লোহিত সরোবরে ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি হওয়ায় এই নদের আর একটী নাম লৌহিত্য। উক্ত বিধানানুসারে ঐ দিবসে ব্রহ্মপুত্র স্নানেরও যোগ হইয়া থাকে। পৃথিবীতে যত তীর্থ, নদী ও সাগর আছে, সকলেই ঐ তিথিতে ব্রহ্মপুত্রে আসে বলিয়া উহাতে সেই সময়ে স্নান করিলে সমস্ত পাপ দূর হয়।

অশোচনীয়, অশোচ্য—শোকের অযোগ্য ; যে বিষয়ে শোক করিতে নাই এরূপ। নঞ্-তৎ। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ শোচনীয়।

অশৌচ—অশুদ্ধি, অপবিত্রতা ; অশৌচ নানাপ্রকার, যথা—জননাশৌচ, মরণাশৌচ, কালাশৌচ, ইত্যাদি। ন শৌচ, নঞ্-তৎ, অথবা অশুচি শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী।

অশৌচান্ত—অশৌচসমাপ্তি, অশৌচের শেষ। অশৌচের অন্ত, ৬তৎ। সং ; পু।

অশ্ম, অশ্মন্—প্রস্তর, শিলা, পাথর ; পর্ব্বত। অশ (ব্যাপ্ত হওয়া)+ম, মন্ ক। পু।

অশ্মক—সূর্য্যবংশীয় জনৈক নরপতি। মদয়ন্তীর গর্ভে সৌদাসের ঔরসে ইঁহার জন্ম। ইঁহার জননী সাত বৎসরকাল ইঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, পরে আর সহ্য করিতে না পারিয়া একখণ্ড তীক্ষধার অশ্ম অর্থাৎ প্রস্তর দ্বারা স্বীয় উদর ভেদ করাতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এই জন্যই ইঁহার নাম অশ্মক।

অশ্মকদলী—কদলীবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

অশ্মকুট্ট, অশ্মকুট্টক—১। যে প্রস্তরে ধান্য রাখিয়া পেষণ করে। অশ্মন্ শব্দ—কুট্ট (পেষণ করা)+ক, ২য় পক্ষে স্বার্থে কণ্। বিণ ; ত্রি। ২। মুনিবিশেষ। সং ; পু।

অশ্মগর্ভ—মরকতমণি, পান্না। বহু। সং ; পু।

অশ্মঘ্ন—প্রস্তরভেদক বৃক্ষবিশেষ। অশ্মন্ শব্দ—হন (বধ করা)+টক্ ক। সং ; পু।

অশ্মজ—১। লৌহ ; শৈলেয় ; গিরিমাটী। অশ্মন্ শব্দ—জন (জন্মান)+ড ক। সং ; স্ত্রী। ২। শিলাজাত। বিণ ; ত্রি।

অশ্মজতুক—শিলাজতু। সং ; স্ত্রী।

অশ্মদারণ—পাষাণভেদকারী অস্ত্র, টঙ্ক, টাঙ্গি। অশ্মন্ (প্রস্তর) শব্দ—ণিজন্ত দৃ বা দারি +অনট্ ণ। সং ; স্ত্রী।

অশ্মন্ত—১। চুল্লী, উনান ; মৃত্যু। সং ; ক্লী। ২। অমঙ্গল ; অসীম। বিণ ; ত্রি।

অশ্মন্তক—চুল্লী ; অগ্নিস্থান ; বৃক্ষবিশেষ ; অম্লকুচি। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

অশ্মপুষ্প—শিলাজতু ; গন্ধদ্রব্যবিশেষ, শৈলেয়।

অশ্মভাল—দ্রব্যাদি বিচূর্ণের লৌহপাত্র, হামানদিস্তা। সং ; ক্লী।

অশ্মভিদ্—পাষাণভেদক বৃক্ষবিশেষ। অশ্মন্ শব্দ—ভিদ্ (ভেদ করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

অশ্মযোনি—মরকতমণি। অশ্মন্ (প্রস্তর) হইয়াছে যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। সং ; পু। [র। বিণ ; ত্রি।

অশ্মর—প্রস্তরযুক্ত, প্রস্তরসম্বন্ধীয়। অশ্ম শব্দ+

অশ্মরী—মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ ; ত্রিদোষ হইতে ইহার জন্ম এবং বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজভেদে ইহা চতুর্বিধ ; ইহার অপর নাম পাথরী। সং ; স্ত্রী। [ক। সং ; পু।

অশ্মরীঘ্ন—বরুণবৃক্ষ। অশ্মরী শব্দ—হন+টক্

অশ্মরীহর—ধান্যবিশেষ, দেধান। অশ্মরী শব্দ—হৃ (হরণ করা)+অন্ ক। সং ; পু।

অশ্মসার—লৌহ ; লোহার মরিচা। ৭তৎ। সং ; পু বা ক্লী। [পু।

অশ্মীর—শিলাজতু। অশ্মন্ শব্দ+ঈর। সং ;

অশ্র—চক্ষুর্জল ; শোণিত ; কোণ। অশ+রক্ ক। সং ; ক্লী।

অশ্রদ্দধান—শ্রদ্ধাশূন্য, যে শ্রদ্ধা করে না এরূপ। ন শ্রদ্দধান, নঞ্-তৎ। বিণ ; ত্রি।

অশ্রদ্ধা—অভক্তি ; ঘৃণা ; অনাদর ; অযত্ন ; অবিশ্বাস। ন শ্রদ্ধা, নঞ্-তৎ। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে অশ্রদ্ধিত, অশ্রদ্ধেয়।

অশ্রদ্ধিত—ঘৃণিত ; অনাদৃত। ন শ্রদ্ধিত, নঞ্-তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অশ্রদ্ধা।

অশ্রদ্ধেয়—শ্রদ্ধার অযোগ্য ; ঘৃণ্য ; হেয়। ন শ্রদ্ধেয়, নঞ্-তৎ। বিণ ; ত্রি।

অশ্রপ—রাক্ষস। অশ্র (রক্ত) শব্দ—পা (পান করা)+ড ক। সং ; পু।

অশ্রাদ্ধভোজী—শ্রাদ্ধান্নের অভক্ষক। শ্রাদ্ধ ভোজন করে যে, উপ ; শ্রাদ্ধ—ভুজ+ণিন্

ক, ১মার ১বচনে শ্রাদ্ধভোজিন। ন শ্রাদ্ধ-ভোজী, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অশ্রান্ত—অক্লান্ত; অবিরত; ক্রমিক, ধারাবাহিক। ন শ্রান্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অশ্রান্তি।

অশ্রান্তি—অক্লান্তি; অবিরাম। ন শ্রান্তি, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অশ্রান্ত।

অশ্রাব্য—শ্রবণের অযোগ্য; কুৎসিত; কটু। ন শ্রাব্য, নঞ্‌তৎ; বিণ; ত্রি।

অশ্রি—অস্ত্রপ্রান্ত, খড়্গাদির ধার; কোণ। ন —শ্রি (সেবা করা) + ক্বিপ্‌ ক অথবা অশ (ভোজন করা) + রি ক। সং; স্ত্রী।

অশ্রু—চক্ষুর্জল, নয়নবারি। ন (অ) — শ্রি (সেবা করা, আশ্রয় করা) + ড়ুন্‌ ক। সং; ক্লী।

অশ্রুত—শুনা যায় নাই এরূপ; শ্রুতিবিরুদ্ধ, বেদবিরুদ্ধ; শাস্ত্রজ্ঞানহীন। ন শ্রুত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অশ্রুতচর—যাহা পূর্ব্বে কখনও শুনা যায় নাই এরূপ, অশ্রুতপূর্ব্ব। শ্রুতচর উপপদ সমাস; শ্রুত শব্দ (কর্ণ) — চর ধাতু (বিচরণ করা) টক্‌ ক; শ্রুত = শ্রু ধাতু (শোনা) + ক্ত ণ, অর্থ কর্ণ। অথবা শ্রুত শব্দের উত্তর ভূতপূর্ব্ব অর্থে চরট্‌ প্রত্যয়। ন শ্রুতচর অশ্রুতচর, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অশ্রুতপূর্ব্ব—যাহা পূর্ব্বে কখনও শুনা যায় নাই এরূপ, অশ্রুতচর। ন শ্রুত অশ্রুত, নঞ্‌তৎ; পূর্ব্বে (পূর্ব্বকাল ব্যাপিয়া) অশ্রুত-পূর্ব্ব, ২তৎ; অথবা, পূর্ব্বে (পূর্ব্বকাল ব্যাপিয়া) শ্রুত শ্রুতপূর্ব্ব, ২তৎ; ন শ্রুতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অশ্রুতরঙ্গ—অত্যন্ত চোখের জল, এত অশ্রুবারি পতিত হইতেছে যেন তাহাতে তরঙ্গ উঠিয়াছে। ৬তৎ। সং; পু।

অশ্রুতস্বর—১। যে কণ্ঠধ্বনি পূর্ব্বে কখনও শোনা যায় নাই। অশ্রুত যে স্বর, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। যাহার কণ্ঠধ্বনি কখনও শ্রুত হয় নাই। অশ্রুত (অনাকর্ণিত) হইয়াছে স্বর (কণ্ঠধ্বনি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অশ্রুধারা—নয়ননির্গত জলধারা, ধারারূপে পতিত নেত্রজল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অশ্রুনয়ন—১। অশ্রুযুক্ত চক্ষুঃ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অশ্রুযুক্ত নেত্রবিশিষ্ট। অশ্রু হইয়াছে নয়নে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অশ্রুনয়না। [আপ্‌।

অশ্রুনয়না—অশ্রুনয়ন দেখ। তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে

অশ্রুপাত—নয়নবারি পতন, চক্ষু হইতে বারিধারার নির্গম। ৬তৎ। অশ্রু শব্দ — পত (পড়া) + ঘঞ্‌ ভা। সং; পু।

অশ্রুপূর্ণ—নয়নবারিপ্লুত, বাষ্পাকুল। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

অশ্রুপ্রবাহ—ধারারূপে পতিত নেত্রজল। ৬তৎ;

অশ্রুভরা—দেশজ শব্দ। অশ্রুপূর্ণ।

অশ্রুবারি—নেত্রজল। অশ্রুই বারি, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [ত্রি।

অশ্রুপ্লাবিত—অশ্রুজলে সিক্ত। ৩তৎ। বিণ;

অশ্রুবিসর্জ্জন—নেত্রজলপরিত্যাগ। ৬তৎ। সং; ক্লী। [ত্রি।

অশ্রুসিক্ত—অশ্রু দ্বারা আর্দ্র। ৩তৎ। বিণ;

অশ্রেয়ঃ—১। অপ্রশস্ত, অমুৎকৃষ্ট; অমঙ্গলজনক; হীন, অধম। বহু। বিণ; ত্রি।

অশ্রেয়স্কর—অমঙ্গলজনক; অবিধেয়, অনুচিত। অশ্রেয়কে করে যে, উপ। অশ্রেয়স্‌ শব্দ — কৃ (করা) + টক্‌ ক। বিণ; ত্রি।

অশ্রোত্রিয়—বেদপাঠবিহীন ব্রাহ্মণ। সং; পু।

অশ্রোতব্য—শ্রবণের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অশ্লীল—১। বিশ্রী, জঘন্য, কুৎসিত, লজ্জাজনক, অভদ্র, অসাধু। নঞ্‌তৎ। শ্লীল — শ্রী শব্দ (সৌভাগ্য) + ল, অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। ২। লজ্জাজনক গ্রাম্য বাক্য। সং; ক্লী।

অশ্লীলপ্রিয়—অশ্লীল বাক্য শুনিতে বা বলিতে অভিলাষী। অশ্লীল হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অশ্লীলভাষী—অশ্লীলবাদী, যে অশ্লীল কথা বলে এরূপ। অশ্লীল শব্দ — ভাষ (বলা) + ণিন্‌ ক = অশ্লীলভাষিন্‌ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অশ্লীলভাষিণী।

অশ্লেষা—সাতাশ নক্ষত্রের মধ্যে নবম নক্ষত্র, ইহার আকার চক্রের ন্যায়। [ইহা অশুভ নক্ষত্র। ইহাতে জন্মিলে দুষ্ট, কোপনস্বভাব, উৎপীড়ক হয়। এই নক্ষত্রে পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে ছয়মাস পর্য্যন্ত তাহার মুখ দেখিতে নাই, এই জন্যই ঐ নক্ষত্রের নাম অশ্লেষা] ন (অ) — শ্লিষ (আলিঙ্গন করা) + ঘঞ্‌ র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং; স্ত্রী।

অশ্ব—ঘোটক, হয়, বাজি; অশ্বজাতীয় পুরুষ; নৃপতিবিশেষ; বৃষ্ণিবংশীয় চিত্রকের পুত্র। অশ (ভক্ষণ করা) + ব ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অশ্বা, অশ্বী।

অশ্বকর্ণ—শালগাছ। সং; পু। [সং; পু।

অশ্বখুর—গন্ধদ্রব্যবিশেষ, নখী; ঘোড়ার খুর।

অশ্বখুরা—অপরাজিতা লতা। সং; স্ত্রী।

অশ্বগতি—১। ঘোটকের গতি, ছন্দোবিশেষ। [ছন্দ দেখ]। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। অশ্বের ন্যায় গতিবিশিষ্ট, অতিদ্রুতগামী। বহু। বিণ; ত্রি।

অশ্বগন্ধা—স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ। অশ্বের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অশ্বগোযুগ—অশ্বদ্বয়, এক জোড়া ঘোড়া। অশ্ব শব্দ + গোযুগ প্রত্যয়।

অশ্বগ্রীব—১। ঘোটকের ন্যায় গ্রীবাবিশিষ্ট, বক্রগ্রীব। বহু। বিণ; ত্রি।

২। বৃষ্ণিবংশীয় জনৈক নরপতি; ইনি চিত্রকের পুত্র ও বৃষ্ণির পৌত্র।

৩। বিষ্ণুদ্বেষী জনৈক অসুর, ইঁহার আর এক নাম হয়গ্রীব। [সং; পু।

অশ্বঘ্ন—করবীর বৃক্ষ। অশ্ব শব্দ — হন + টক্‌ ক।

অশ্বচালনা—ঘোটকের চালনা, ঘোড়দৌড় করা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অশ্বতর—১। দ্রুতগামী। অশ্ব শব্দ — তৃ (পার হইয়া যাওয়া) + অন্‌ ক। বিণ; ত্রি। ২। ঘোটকের ঔরসে গর্দ্দভীর গর্ভে বা গর্দ্দভের ঔরসে ঘোটকীর গর্ভে জাত অশ্ব, খচ্চর; গন্ধর্ব্ববিশেষ; নাগবিশেষ*। অশ্ব শব্দ + তর অল্পার্থে; সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অশ্বতরী।

* কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে যে সহস্র-সংখ্যক বহুশিরস্ক প্রবলপরাক্রমশালী নাগের উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে অশ্বতর নাগ অন্যতম প্রধান। এই নাগ ফাল্গুনমাসে সূর্য্যরথে যোজিত থাকে। [তর দেখ।

অশ্বতরী—স্ত্রী-অশ্বতর, খচ্চরী। সং; স্ত্রী। অশ্ব-

অশ্বতীর্থ—প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান; কান্যকুব্জদেশে কালী নদী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে এই তীর্থ অবস্থিত। সং; ক্লী।

অশ্বত্থ—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ; সুহ্য। ন (অ) — শ্বঃ শব্দ (কল্য) [কল্য নয় অর্থাৎ বহুকাল] — স্থা (থাকা) + ড ক, যে বহুকাল ধরিয়া আছে; অথবা, অশ্ব শব্দ — স্থা + ড ক, নিপাতনে, অশ্বের ন্যায় যে থাকে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অশ্বত্থা। ২। জল। সং; ক্লী।

অশ্বত্থ হিন্দুদিগের পবিত্র বৃক্ষ। এই বৃক্ষ ছেদন করিয়া কাঠ করিতে নাই, এমন কি ইহার পাতাও ছিঁড়িতে নাই। এই বৃক্ষের মূল বাঁধাইয়া দিলে, এবং বৈশাখ মাসে তাহাতে জলসেচন করিলে মহাফল হয়। অনেকে এই বৃক্ষের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। এই বৃক্ষ স্বয়ং বিষ্ণুরূপী। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই প্রকার কথার প্রচার আছে; যথা,—

১ম। একদিন হরগৌরী নির্জ্জনে ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছেন, এমন সময়ে অগ্নি, দেবগণের আদেশে তথায় উপস্থিত হন। ইহাতে রোষাবিষ্টা হইয়া পার্ব্বতী দেবগণকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন, "তোমরা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হও"। সেই শাপে ব্রহ্মা পলাশবৃক্ষ, বিষ্ণু অশ্বত্থ, ও রুদ্র বটবৃক্ষ হইলেন।

২য়। জলন্ধর নামক জনৈক রাক্ষস স্বর্গরাজ্য অধিকার করিবার আশয়ে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ইন্দ্র পরাস্ত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হন। তখন রাক্ষসের সহিত মহাদেব মহাহবে প্রবৃত্ত হইলেন। এ যুদ্ধে জলন্ধরের পতন অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তাহার পতিপ্রাণা পত্নী কিম্বা পতির

জীবনরক্ষার্থ অনন্যমনে বিষ্ণুর তপস্যা করাতে রাক্ষসের বধ কিছুতেই হয় না। ইহাতে দেবগণ সন্ত্রাসিত হইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলে বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধরিয়া বিন্দার তপোভঙ্গ করাতে রাক্ষসের পতন হইল। পরে বিন্দা সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া বিষ্ণুকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু বিন্দাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন, "তুমি তোমার পতির অনুগামিনী হও; তোমার ভস্মে যে বৃক্ষ জন্মিবে, তাহা আমার স্বরূপ হইবে, "সেই বৃক্ষের পূজা করিলে আমি পরিতৃপ্ত হইব।" এইরূপে বিন্দার ভস্মে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ, এই চারি বৃক্ষ হইল।

ভগবদ্গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—'সকল বৃক্ষের মধ্যে আমাকে অশ্বত্থ বৃক্ষ বলিয়া জানিবে।'

অশ্বত্থা—পূর্ণিমা তিথি। সং; স্ত্রী। অশ্বত্থ দেখ।

অশ্বত্থামা—১। দ্রোণাচার্য্যের পুত্র। কৃপাচার্য্যের ভগিনী কৃপী ইঁহার জননী। ইনি জন্মিয়াই উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি স্বীয় পিতা দ্রোণের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। পরন্তু ইনি অতিশয় চপলস্বভাব ছিলেন বলিয়া ইঁহা অপেক্ষা অর্জ্জুনই দ্রোণের প্রিয়পাত্র ছিলেন। পরে কিন্তু পিতার নিকট ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র পাইয়া ইনি অত্যন্ত হৃষ্ট হন, এবং ভূমণ্ডলে অজেয় হইবার আশয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মশিরের বিনিময়ে তাঁহার সুদর্শন চক্র প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণ ইঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া চক্র উত্তোলন করিতে বলেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া অশ্বত্থামা লজ্জিত হন। ইনি একজন শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইনি আপনার প্রাণটীকে অতি মূল্যবান্ জ্ঞান করিতেন বলিয়া অর্জ্জুনাদি মহাবীরগণের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের পর অশ্বত্থামা তাঁহার নিকট গমন করিয়া পাণ্ডববধের প্রতিজ্ঞা করেন। পরে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক প্রধান সেনাপতির পদে বরিত হইয়া ইনি স্বীয় মাতুল কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা সমভিব্যাহারে রাত্রিকালে পাণ্ডবশিবিরে গমন করেন। সে রাত্রে পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ ও সাত্যকিসহ শিবিরে অনুপস্থিত ছিলেন। অশ্বত্থামা সুষুপ্ত দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী প্রভৃতি অনেকের প্রাণবধ করিয়া হৃষ্টচিত্তে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের ছিন্ন মস্তক লইয়া দুর্য্যোধনের নিকট প্রতিগমন করেন। অশ্বত্থামা এত সহজে কৃষ্ণ-সখা পঞ্চপাণ্ডবের প্রাণসংহারে সমর্থ হইয়াছেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মনে ইহা প্রত্যয় না হওয়ায় তিনি ভীমের মস্তক পরীক্ষা করিতে চাহেন। ভীমের মস্তক বলিয়া অনুমিত ভীমতনয়ের মস্তক অন্ধরাজের হস্তে প্রদত্ত হইলে তিনি তাহা অনায়াসে নিষ্পেষিত করিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন প্রকৃত বৃত্তান্ত বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। জলপিণ্ড-স্থল বংশধরগণের এইরূপ নৃশংস হত্যায় ধৃতরাষ্ট্র ক্ষুব্ধ হইলেন। দুর্য্যোধনেরও হৃদে বিষাদ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার জীবনান্ত হইল। অতঃপর অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের ভয়ে গঙ্গাতীরে ব্যাসের নিকট পলায়ন করিলে দ্রৌপদীর উত্তেজনায় ভীম তাঁহার বধার্থে যাত্রা করেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরসহ তাঁহার অনুগামী হইলেন। ইঁহাদিগকে দেখিয়া অশ্বত্থামা ঐষীকাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তখন অর্জ্জুন আত্মরক্ষার্থ ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। পরন্তু ব্যাস ও নারদ কর্ত্তৃক স্বীয় শর সংযম করিয়া লইতে আদিষ্ট হইলে অর্জ্জুন জিতেন্দ্রিয় বলিয়া তাহাতে সমর্থ হন। তখন সেই শর উত্তরার গর্ভে নিপতিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যোগবলে গর্ভস্থ শিশু রক্ষিত হয়। অতঃপর অশ্বত্থামা পরাজয় স্বীকার করিয়া স্বীয় মস্তকস্থ সহজমণি প্রদানপূর্ব্বক বনগমন করেন। অশ্বের ন্যায় স্থান (শব্দ) যাহার, বহু, অশ্ব শব্দ—স্থা (থাকা) + মনিন্ ক = অশ্বত্থামন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

২। পাণ্ডবপক্ষের মালবরাজ ইন্দ্রবর্ম্মার হস্তীর নামও অশ্বত্থামা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্য মহাবিক্রমে পাণ্ডবসৈন্য নষ্ট করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, দ্রোণকে উন্মনা করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই। তাই তিনি অর্জ্জুনকে বলিলেন, 'তোমরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ঘোষণা কর যে, অশ্বত্থামা হত হইয়াছে।' পাণ্ডব পক্ষীয়েরা তাহাই করিল, কিন্তু দ্রোণ কাহারও কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন, 'যুধিষ্ঠিরের মুখে এ কথা না শুনিলে আমার বিশ্বাস হয় না।' যুধিষ্ঠির সত্যবাদী,—মিথ্যা কথায় তাঁহার নরক অপেক্ষাও ঘৃণা। এদিকে আবার ও কথা না বলিলেও যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে মালবরাজের অশ্বত্থামা হস্তী হত হয়। এই সুযোগে যুধিষ্ঠির 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' বলিলেন। পরন্তু 'ইতি গজঃ' শব্দ দুইটী বলিবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এরূপ উচ্চ বাদ্যধ্বনি করিতে আদেশ করিলেন যে, তাহাতে দ্রোণ কেবল 'অশ্বত্থামা হত' এই অংশমাত্র শুনিতে পাইলেন, অবশিষ্টাংশ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। এই সময় হইতে কেহ চতুরতা করিয়া কোনও কথা স্বার্থে প্রয়োগ করিলে, লোকে সচরাচর বলিয়া থাকে, 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' করিয়া সারিতে চাহেন, এই বাক্যটী এক্ষণে প্রবাদস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

অশ্বত্থী—পিপ্পলী, পিপুলগাছ। অশ্বত্থ শব্দ + ঈ ক্ষুদ্রার্থে। সং; স্ত্রী।

অশ্বদংষ্ট্রা—গোক্ষুর বৃক্ষ। সং; স্ত্রী।

অশ্বপাল, অশ্বপালক—অশ্বরক্ষক। অশ্বের পাল (পালক), ৬তৎ। সং; পু। [পু।

অশ্ববাল—ঘোড়ার কেশর; কেশে। ৬তৎ। সং;

অশ্বমহিষিকা—চিরশত্রুতা, অশ্ব এবং মহিষের ন্যায় নিত্য বিরোধ। অশ্ব ও মহিষ, দ্বন্দ্ব, তদুত্তরে ইক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অশ্বমার, অশ্বমারক—করবীর বৃক্ষ। সং; পু।

অশ্বমুখ—কিন্নর, কিম্পুরুষ। অশ্বের ন্যায় মুখ যাহার, বহু; সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অশ্বমুখী।

অশ্বমুখী—কিন্নরী। সং; স্ত্রী। অশ্বমুখ দেখ।

অশ্বমেধ—১। পূর্ব্বকালের প্রধান যজ্ঞবিশেষ। এই যজ্ঞে ঘোটক বলি দিয়া হোম করা হইত। বড় বড় রাজারাই এই যজ্ঞ করিতেন। নিরানব্বইটী যজ্ঞ করার পর সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত একটী অশ্বের ললাটে জয়পত্র বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। সেই অশ্ব এক বৎসরকাল পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিত। তাহার সঙ্গে সৈন্যসামন্ত থাকিত। কেহ অশ্বকে বন্ধন করিলে সঙ্গীয় সৈন্যেরা তাহার সহিত যুদ্ধ করিত। এই রূপে বৎসরান্তে অশ্ব প্রত্যাগত হইলে তাহাকে বধ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলের মেদ অগ্নিতে সংস্কার হইত, এবং দেহের অবশিষ্টাংশ দ্বারা হোম করা হইত। এই যজ্ঞের ফল ব্রহ্মহত্যাদি সর্ব্বপ্রকার পাপের ক্ষয় এবং স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ। অশ্বের মেধ (বধ) যাহাতে, বহু, অথবা অশ্ব দ্বারা কৃত মেধ (যজ্ঞ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

২। জনৈক রাজর্ষি, ভরতের পুত্র। অশ্বের মেধ (বধ) হইয়াছিল যৎকর্ত্তৃক, বহু। সং; পু।

অশ্বমেধিক—মেধাশ্ব, অশ্বমেধের যোগ্য অশ্ব, মহাভারতের পর্ব্ববিশেষ। অশ্বমেধ শব্দ + কণ্। সং; পু।

অশ্বমেধজ্ঞ—অশ্বমেধ যজ্ঞবিৎ, যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের বিষয় জ্ঞাত আছেন। অশ্বমেধের জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞাতা, ৬তৎ। অথবা অশ্বমেধ—জ্ঞা ধাতু (জানা) + ড ক। বিণ; ত্রি।

অশ্বমেধীয়—১। অশ্বমেধ-যজ্ঞ-সম্বন্ধীয়। অশ্বমেধ শব্দ + ঈয়। বিণ; ত্রি। ২। অশ্বমেধিক, অশ্বমেধযজ্ঞ-সম্বন্ধীয় অশ্ব। সং; পু।

অশ্বযুক্ (অশ্বযুজ্ শব্দ), অশ্বযুজ—আশ্বিন মাস ; অশ্বিনী নক্ষত্র। অশ্ব শব্দ—যুজ (যোগ করা) + ক্বিপ্ ক ক। সং ; স্ত্রী।
অশ্বরক্ষক—অশ্বপালক। ৬তৎ। সং ; পু।
অশ্বরজ্জু—খলীন, কবিকা, লাগাম। ইহাকে "কড়িখামি"ও বলে। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।
অশ্বরোধক—করবীর বৃক্ষ। ৬তৎ। সং ; পু।
অশ্ববক্ত্র—কিন্নর। অশ্বের স্থায় বক্ত্র (মুখ) যাহার, বহু। সং ; পু।
অশ্ববার—অশ্বারোহী। অশ্ব শব্দ—বৃ (পোষণ করা) + ঘঞ্ ক। সং ; পু।
অশ্ববারণ—গবয়। অশ্ব শব্দ—ণিজন্ত বৃ বা বারি + অন্ ক। সং ; পু।
অশ্ববিৎ—অশ্ববিদ্যাবিশারদ নল রাজা। উপ। অশ্ব শব্দ—বিদ (জানা) + ক্বিপ্। সং ; পু।
অশ্বশালা—মন্দুরা, ঘোড়া থাকিবার ঘর, আস্তাবল। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
অশ্বশৃগালিকা—অশ্ব ও শৃগালের স্বাভাবিক শত্রুতা। সং ; স্ত্রী।
অশ্বসাদি, অশ্বসাদী—অশ্বারোহী। উপ। অশ্বসাদি=অশ্ব শব্দ—সদ (গমন করা) + ইঞ্ ক। অশ্বসাদী=অশ্ব শব্দ—সদ (গমন করা) + ণিন্ ক=অশ্বসাদিন্, ১মার ১বচন।
অশ্বসেন—১। সনৎকুমারের পিতার নাম। ২। দ্রোণাচার্য্যের সারথির নাম। সং ; পু। ৩। নাগবিশেষ, তক্ষকের পুত্র। খাণ্ডববনদাহন কালে এই নাগ মাতার ও ইন্দ্রের সাহায্যে পরিত্রাণ লাভ করে, পরন্তু ইহার মাতা অর্জ্জুনের শরে নিহত হয়। ইহাতে অশ্বসেন ক্রোধান্ধ হইয়া অর্জ্জুনের প্রাণবধে কৃতসঙ্কল্প হয়, এবং কুরুক্ষেত্র সমরকালে কর্ণের অজ্ঞাতসারে তাহার তূণমধ্যে সর্পবাণরূপে অবস্থিতি করে। কর্ণ বাণরূপী সর্পকে অর্জ্জুনের প্রতি ক্ষেপণ করিলে, অর্জ্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া অর্জ্জুনের রথ কিঞ্চিৎ নিম্ন করেন, তাহাতে অর্জ্জুনের কিরীট ইহা দ্বারা ছেদিত হয়। অশ্বসেন পুনরায় কর্ণের নিকট গমন করিয়া বাণরূপে ব্যবহৃত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কর্ণ তাহাতে অসম্মত হন। তখন নাগ স্বয়ং অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে ধাবিত হয়, এবং অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হয়।
অশ্বস্তন—অসঞ্চয়ী, যে কল্যকার জন্ম সঞ্চয় করে না। শ্বঃ (পরদিনে) ভব এই অর্থে শ্বস্ শব্দ + তন, ন (নাই) শ্বস্তন যাহার, নঞ্ বহু। বিণ ; ত্রি। [দেখ।
অশ্বা—ঘোটকী। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে অশ্ব। অশ্ব
অশ্বাক্ষ—সর্ষপ বৃক্ষ। সং ; পু।
অশ্বারি—মহিষ। অশ্বের অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং ; পু।

অশ্বারূঢ়—ঘোটকে আরোহণ করিয়াছে এরূপ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অশ্বারোহণ।
অশ্বারোহক—অশ্বারূঢ়, ঘোড়সওয়ার। বিণ।
অশ্বারোহণ—ঘোড়ায় চড়া। অশ্বে আরোহণ, ৭তৎ। সং ; ক্লী। বিশেষণে অশ্বারূঢ়।
অশ্বারোহী—অশ্বারোহণকারী, সাদী। অশ্বে আরোহণ করে যে এই অর্থে অশ্ব শব্দ—রুহ + ণিন্ ক=অশ্বারোহিন্ শব্দ, ১মার ১বচন বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অশ্বারোহিণী।
অশ্বাসন—নাগবিশেষ। সং ; পু।
অশ্বিনী—১। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা, চন্দ্রের পত্নী। চন্দ্রের সপ্তবিংশতি ভার্য্যা অর্থাৎ সাতাশ নক্ষত্রের মধ্যে ইনি প্রথম। এই নক্ষত্রের আকার অশ্বমস্তকের স্থায় বলিয়া ইহাঁর এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে লোকে সর্ব্বপ্রকার সুখসম্পত্তির অধিকারী ও স্ত্রীবাধ্য হয়। এই নক্ষত্রের নামানুসারে আশ্বিন মাস নাম হইয়াছে। অশ্ব শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে=অশ্বিন্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

২। অশ্বিনী-রূপ-ধারিণী সূর্য্যপত্নী। ইহাঁর আর এক নাম সংজ্ঞা। সূর্য্যের সহিত ইহাঁর বিবাহ হইয়াছিল। সূর্য্যের তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া নিজের শরীর হইতে স্বসদৃশরূপ ছায়া নাম্নী এক কামিনীকে বহির্গত করিয়া তাহাকে প্রতিনিধিস্বরূপ রাখিয়া সংজ্ঞা পিত্রালয়ে পলায়ন করিলেন। ইহাঁর পিতা বিশ্বকর্ম্মা কন্যার ঈদৃশ আচরণে অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া তনয়াকে বলিলেন, 'তুমি পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া অতি অন্যায় করিয়াছ, আমি আর তোমার মুখাবলোকন করিব না।' তখন সংজ্ঞা অভিমানে পিতৃগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তর কুরুবর্ষে গমন করিয়া অশ্বিনীর রূপ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে সূর্য্যও সংজ্ঞার পলায়নবার্ত্তা বিদিত হইয়া বিশ্বকর্ম্মার আলয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় সংজ্ঞাকে না পাওয়ায় যোগবলে সকল কথা জানিতে পারিলেন। তখন তিনিও অশ্বরূপ ধারণ করিয়া উত্তর কুরুবর্ষে গমন করিলেন। তথায় কিছুদিন অশ্বিনীর সহিত অবস্থিতি করায় তাঁহার গর্ভে অশ্বরূপী সূর্য্যের ঔরসে যমজ দুই পুত্র জন্মে। সেই দুই পুত্র অশ্বিনীকুমার নামে পরিচিত হইলেন। ইহাঁরা চিকিৎসাবিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া স্বর্গে চিকিৎসা করায় স্বর্গবৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হন। "চিকিৎসা-সার-তন্ত্র" গ্রন্থ ইহাঁদের রচিত। ইহাঁরাই মাদ্রীসুত নকুল ও সহদেবের জনক।
অশ্বিনীকুমার—অশ্বিনী দেখ। ৬তৎ। সং ; পু।
অশ্বী—১। ঘোটকী। সং ; স্ত্রী। অশ্ব দেখ।

২। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, * স্বর্গবৈদ্য। অশ্বিনী শব্দ + অ অপত্যার্থে, নিপাতনে—অশ্বিন্ শব্দ, ১মার ১বচনে অশ্বী। সং ; পু।

* ইহাঁদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ;—"ত্বষ্টার দুইটী যমজ সন্তান হয়, তন্মধ্যে একটী কন্যা, নাম সরণ্যু ও অপরটী পুত্র, নাম ত্রিশির। বিবস্বানের সহিত তিনি সরণ্যুর বিবাহ দিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে বিবস্বানের ঔরসে যম ও যমী নামে যমজ পুত্রকন্যা জন্মিয়াছিল। সরণ্যু ঠিক আপনার স্থায় একটী কামিনী স্বামীর অজ্ঞাতসারে সৃষ্টি করিয়া তাহার নিকট নিজের যমজ সন্তান দুইটী রাখিয়া স্বয়ং অশ্বিনীর রূপ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিবস্বান্ না জানিয়া সেই কামিনীর গর্ভে মনু নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। মনু পিতার স্থায় তেজস্বী ও রাজর্ষি হইয়াছিলেন। ইনিই বৈবস্বত মনু। পরে বিবস্বান্ ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর পলায়ন বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া অশ্বরূপ ধারণকরিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। এদিকে সরণ্যুও হয়রূপী বিবস্বান্‌কে চিনিতে পারিয়া মৈথুনের নিমিত্ত স্বামীর সমীপস্থ হওয়ায় বিবস্বান্ তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। পরন্তু তৎকালে উভয়ের অত্যধিক বেগপ্রযুক্ত শুক্র ভূমিতে পতিত হয়। সরণ্যু গর্ভকামনায় তাহার আঘ্রাণ লইলেন। তাহাতেই দুইটী কুমারের জন্ম হয়, একটীর নাম নাসত্য ও অপরের নাম দস্র। অশ্বিদ্বয় নামে তাঁহাদেরই স্তব করা হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত অশ্বিনীর বৃত্তান্তে কথিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ও অশ্বিদ্বয়ের জন্মবৃত্তান্ত হইতে বুঝা যায় যে, অশ্বিনীকুমার ও অশ্বী, এবং সংজ্ঞা ও সরণ্যু অভিন্ন।
অশ্বীন—অশ্বের একদিন গমনযোগ্য। অশ্ব শব্দ + ঈন্। বিণ ; ত্রি।
অশ্বীয়—১। অশ্বসম্বন্ধীয়। অশ্ব শব্দ + ঈয়। বিণ ; ত্রি। ২। অশ্বসমূহ। সং ; ক্লী।
অশ্বোরস—১। শ্রেষ্ঠ অশ্ব। নির্দ্ধারতৎ। সং ; ক্লী। ২। বিশালবক্ষাঃ। বহু। বিণ ; ত্রি।
অষড়ক্ষীণ—ষট্‌চক্ষুর অদৃষ্ট, গুপ্ত। বহু। বিণ। [ত্রি।
অষাঢ়—আষাঢ় মাস। সং ; পু।
অষ্ট—(অষ্টন্)। আট, ৮ ; আটসংখ্যক। বিণ ;
অষ্টক—১। অষ্ট অধ্যায়বিশিষ্ট বা অষ্টশ্লোকাত্মক গ্রন্থ ; পাণিনিকৃত অষ্টাধ্যায়বিশিষ্ট গ্রন্থ। সং ; ক্লী।

২। বিশ্বামিত্র ঋষির পুত্র, দৃষদ্বতীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম।

৩। জনৈক নরপতি, যযাতির দৌহিত্র। ইনি পরম পুণ্যবান্ ছিলেন। কথিত আছে যে, যযাতি স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রের নিকট আপ-

নার পুণ্যকাহিনী বিবৃত করায় ভূতলে পতিত হইতে উদ্যত হইলে অষ্টক স্বীয় পুণ্যের অংশ যযাতিকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে পুনরায় স্বর্গে স্থাপন করেন, এবং নিজেও পুণ্যবলে স্বর্গে গমন করেন।

অষ্টকর্ণ—ব্রহ্মা। বহু। সং; পু।

অষ্টকা—শ্রাদ্ধবিশেষ; পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে কর্ত্তব্য পুপাষ্টকা, মাংসাষ্টকা এবং শাকাষ্টকা নামক শ্রাদ্ধ। অশ (ভোজন করা)+তকন্ অধি, স্ত্রী-লিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অষ্টকাঙ্গ—অক্ষ, পাশার ছক। বহু। সং; স্ত্রী।

অষ্টক্ষীর—গাভী, মেষ, ছাগ, মহিষ, মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্রের দুগ্ধ। সমাহার দ্বি। সং; ক্লী।

অষ্টদিক্—পূর্ব্ব, ঈশান, উত্তর, বায়ু, পশ্চিম, নৈঋ‍ত, দক্ষিণ, অগ্নি এই আট দিক্।

অষ্টদিক্পাল—আট দিকের পালনকর্ত্তা অর্থাৎ রক্ষক দেবতা; যথা—ইন্দ্র পূর্ব্বদিকের, বহ্নি অগ্নিকোণের, যম দক্ষিণদিকের, নিঋ‍তি নৈঋ‍তকোণের, বরুণ পশ্চিমের, মরুৎ বায়ু-কোণের, কুবের উত্তরের, ঈশ ঈশানকোণের। প্রথমে কর্ম্মধা ও পরে ৬তৎ। সং; পু।

অষ্টদিগ্গজ—পূর্ব্বাদি আট দিকের হস্তী,—ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদণ্ড, সার্ব্বভৌম, সুপ্রতীক এই আটটী হস্তী। দিকের গজ দিগ্গজ, অষ্ট দিগ্গজের সমাহার, ৬তৎ ও সমাহার দ্বিগু। সং; পু।

অষ্টধা—আট প্রকার, আট বার। অষ্টন্ শব্দ +ধাচ্, প্রকারার্থে। ব্য।

অষ্টধাতু—সুবর্ণ (সোণা), রজত (রূপা), তাম্র (তামা), সীসক (সীস), কান্তিক (কান্তি লৌহ), রঙ্গ (রাঙ্), লৌহ (লোহা), তীক্ষ্ণ লোহ (ইস্পাত), এই আট প্রকার ধাতু। কর্ম্মধা। সং; পু।

অষ্টনাগ—অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট, শঙ্খ, এই আট প্রকার সর্প। কর্ম্মধা। সং; পু।

অষ্টনায়িকা—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী, কৌমারী, এই অষ্ট নায়িকা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

অষ্টপাদ, অষ্টপাদ্—শরভ; উর্ণা, লূতা, মাকড়সা। অষ্ট পাদ যাহার, বহু। সং; পু।

অষ্টপারিষদ—বিষ্ণুর পারিষদগণ, যথা;—নন্দ, সুনন্দ, প্রচণ্ড, চণ্ড, কুমুদ, কুমুদেক্ষণ ও বল।

অষ্টপাশ—মায়াবন্ধন; ঘৃণা, অপমান, লজ্জা, মান, মোহ, দম্ভ, দ্বেষ ও বৈগুণ্য।

অষ্টভৈরব—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ, সংহার, এই অষ্ট ভৈরব। কর্ম্মধা। সং; পু।

অষ্টম—আটের পূরণ। অষ্টন্ শব্দ+মট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অষ্টমী।

অষ্টমঙ্গল—১। আট প্রকার মাঙ্গল্য দ্রব্য, যথা—ব্রাহ্মণ, গো, হুতাশন, স্বর্ণ, ঘৃত, আদিত্য, জল ও রাজা; সিংহ, বৃষ, হস্তী, জলকুম্ভ, ব্যজন, ধ্বজ, শঙ্খ, দীপ, এই আট বস্তু। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। খুরচতুষ্টয়, পুচ্ছ, মুখ, বক্ষঃ, ও পৃষ্ঠ, এই আট স্থানে মঙ্গল-সূচক শ্বেত বর্ণ আছে এরূপ অশ্ব। সং; পু।

অষ্টমান—বৈদ্যকশাস্ত্রে পরিমাণবিশেষ, ৩২ তোলা। সং; ক্লী।

অষ্টমিকা—বৈদ্যকশাস্ত্রে পরিমাণবিশেষ, ৪ তোলা। অষ্টম শব্দ+কণ্। সং; স্ত্রী।

অষ্টমী—তিথিবিশেষ, যে তিথিতে চন্দ্রের অষ্ট-কলার ক্রিয়া হয়। সং; স্ত্রী। অষ্টম দেখ।

অষ্টমূত্র—গো মেষ ছাগ মহিষ হস্তী ঘোটক গর্দ্দভ উষ্ট্র ইহাদের মূত্র। সং; ক্লী।

অষ্টমূর্ত্তি—মহাদেব। শিবের আট মূর্ত্তি এই এই,—সর্ব্ব নামে ক্ষিতিমূর্ত্তি, ভব নামে জলমূর্ত্তি, রুদ্র নামে অগ্নিমূর্ত্তি, উগ্র নামে বায়ুমূর্ত্তি, ভীম নামে আকাশমূর্ত্তি, ঈশান নামে সূর্য্যমূর্ত্তি, মহাদেব নামে চন্দ্রমূর্ত্তি, এবং পশুপতি নামে যজমানমূর্ত্তি। মতান্তরে পঞ্চভূত এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি এই আটটি শিবের মূর্ত্তি। বহু। সং; পু।

অষ্টরম্ভা—(দেশজ) শূন্য, ফাঁকি।

অষ্টলোহক—সুবর্ণ, রজত, তাম্র, রঙ্গ, সীস, কান্তলৌহ, মুণ্ডলৌহ, তীক্ষ্ণলৌহ, এই আট ধাতু। সং; ক্লী।

অষ্টবর্গ—(জ্যোতিষে) জন্মকালীন শুভাশুভ ফলসূচক আটটী গ্রহের সমুদায়; জীবকাদি অষ্টপ্রকার ঔষধবিশেষ। ঋষভ, জীবক, মেদা, মহামেদা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, এবং ক্ষীর কাপোলী। সং; ক্লী।

অষ্টবসু—আপ, ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, ধর, প্রত্যুষ, প্রভাব এই অষ্টবসু। সং; পু।

অষ্টবিধ—আট প্রকার। অষ্ট হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অষ্টশ্রবাঃ—ব্রহ্মা। অষ্ট হইয়াছে শ্রবস্ (কর্ণ) যাহার, বহু। সং; ক্লী।

অষ্টসিদ্ধি—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা, বশিতা, কামাবসায়িতা, এই আট প্রকার সিদ্ধি। সং; স্ত্রী।

অষ্টাংশিত—আট ভাগে বিভক্ত। বিণ; ত্রি।

অষ্টাকপাল—১। অষ্টকপালে যাহার পাক নিষ্পন্ন হইয়াছে; দুঃখী। বিণ; ত্রি। ২। যজ্ঞবিশেষ। সং; পু।

অষ্টাঙ্গ—১। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, এই আট প্রকার যোগ; অষ্টাঙ্গে প্রণাম যথা—জানু, পদ, হস্ত, উরঃ, বুদ্ধি, শিরঃ, বাক্য, চক্ষুঃ। বহু। সং; পু। ২। দেহের আটটি অবয়ব, যথা—দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, দুই চক্ষু, কণ্ঠ ও মেরুদণ্ড; কিংবা দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, জানু ও দুই চরণ; অথবা দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, দুই চক্ষু, মন, এবং বাক্য; রাজ-নীতির অঙ্গভূত আট প্রকার উপায়। সং; স্ত্রী।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম—অষ্টাঙ্গ দেখ।

অষ্টাঙ্গ যোগ—অষ্টাঙ্গ দেখ।

অষ্টাত্রিংশ—৩৮ সংখ্যার পূরক। বিণ; ত্রি।

অষ্টাত্রিংশৎ—আটত্রিশ, ৩৮। বিণ; ত্রি।

অষ্টাদশ—আঠার সংখ্যার পূরক। অষ্টাদশন্ শব্দ+ড, পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

অষ্টাদশন্—আঠার সংখ্যা। অষ্টাধিক দশ, মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা।

অষ্টাদশ পুরাণ—ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম্ম, মাৎস্য, গারুড়, ব্রহ্মাণ্ড।

অষ্টাদশ বিদ্যা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, এই ষড়ঙ্গ, এবং চতুর্ব্বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব, অর্থশাস্ত্র, সর্ব্বশুদ্ধ এই আঠার প্রকার বিদ্যা।

অষ্টাপদ—১। সারি-ফলক; সতরঞ্চ-ফলক; পাশার ছক্। অষ্টন্ (আট প্রকার) পদ (স্থান) আছে যাহার, বহু। ২। স্বর্ণ। অষ্টন্ (অষ্টপ্রকার ধাতুর মধ্যে) পদ (প্রতিষ্ঠা) যাহার, বহু। সং; পু ও ক্লী। ৩। শারভ; মর্কট; কীট; ধুস্তুর; কৈলাস পর্ব্বত। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অষ্টাপদী।

অষ্টাপদী—বনমল্লিকা। সং; স্ত্রী। অষ্টাপদ দেখ।

অষ্টাবক্র—জনৈক মুনি; উদ্দালক-তনয়া সুজাতার গর্ভে কাহোড় মুনির ঔরসে ইঁহার জন্ম। কথিত আছে যে, ইনি মাতৃগর্ভে থাকিয়াই সমুদায় বেদ, বেদাঙ্গ ও শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। একদা গর্ভস্থ শিশু স্বীয় জনককে সম্বোধন করিয়া বলেন, "পিতঃ! আমি শ্রবণ করিতেছি আপনার অধ্যয়ন সম্যক্ হইতেছে না।" শিষ্যগণসমক্ষে গর্ভস্থ শিশু কর্ত্তৃক অপমানিত হওয়ায় কাহোড় ইঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, 'তুমি গর্ভে থাকিয়া এইরূপে আমার অবমাননা করিলে, অতএব তোমার দেহের অষ্ট স্থল বক্র হইবে।' পিতার শাপে ইনি বিকলাঙ্গ হইয়া ভূমিষ্ঠ হওয়াতে ইঁহার নাম অষ্টাবক্র হইল। অতঃপর একদা অষ্টাবক্র স্বভাবতঃ বিকলাঙ্গ ভগীরথ রাজার নিকট উপস্থিত হইলে, ইঁহার সম্মানার্থে ভগীরথ গাত্রোত্থান করিতে বৃথা প্রয়াস পান। অষ্টাবক্র মনে করিলেন, তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার জন্যই মহারাজ ঐরূপ করিতেছেন। ইহাতে কোপাবিষ্ট হইয়া ইনি ভগীরথকে

শাপ দিলেন যে, 'যদি তুমি আমাকে বিদ্রূপ করিয়া থাক, তবে আমার ন্যায় বিকলাঙ্গ হও, নচেৎ উত্তমাঙ্গ হও।' ভগীরথের পক্ষে শাপে বর হইল, তিনি উত্তমাঙ্গ হইলেন। এক সময়ে কাহোড় মুনি জনকরাজসভায় বন্দী নামক জনৈক তার্কিকের সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া পূর্ব্ব কৃত পণানুসারে জলে নিমজ্জিত হন। অষ্টাবক্র এই সংবাদ অবগত হইয়া অচিরাৎ জনকরাজের সভায় উপস্থিত হন, এবং বন্দীকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় জনককে উদ্ধার করেন। অতঃপর পিতার উপদেশে সমঙ্গ নদীতে স্নান করিলে ইঁহার বিকলাঙ্গতা দূর হয়। অষ্টাবক্র-সংহিতা নামক স্বনামখ্যাত যোগশাস্ত্র ইঁহারই রচিত। কথিত আছে যে,অষ্টাবক্রমুনি জনক রাজাকে মোক্ষধর্ম্মের যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অষ্ট (দেহের আট স্থল) বক্র যাহার, বহু। সং; পু।

অষ্টাবক্রসংহিতা—যোগশাস্ত্রবিশেষ। অষ্টাবক্র দেখ। সং; স্ত্রী।

অষ্টাবিংশ—২৮ সংখ্যার পূরক। অষ্টাবিংশতি শব্দ+ডট্, পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

অষ্টাবিংশতি—আটাশ, ২৮। অষ্টন্ ও বিংশতি, দ্বন্দ্ব. অথবা অষ্টাধিক বিংশতি, অব্যয়ী। বিণ; ত্রি।

অষ্টাহ—আট দিন। অষ্ট অহন্ অর্থাৎ দিনের সমাহার, সমাহার দ্বিগু; অষ্টাহন্+অ= অষ্টাহ। সমাহার দ্বিগু না হইলে "অহন" স্থানে অহ্ন হয়, যেমন, তিন দিনে জাত, ত্র্যহ্ন। সর্ব্ব+অহন্=সর্ব্বাহ্ণ। এইরূপ পূর্ব্বাহ্ণ। কিন্তু এক শব্দের পরস্থিত 'অহন্' শব্দ স্থানে অহ্ন হয় না, যথা—একাহ।

অষ্টি—আঁটি, বীচি; যোড়শাক্ষর ছন্দোবিশেষ। অস (ক্ষেপণ করা) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

অষ্টী—আঁটি, ফলের বীচি। সং; স্ত্রী।

অষ্ঠীলা—গোলাকার প্রস্তরখণ্ড; অষ্টি, আঁটি; নাভির অধোদেশে গুল্মবৎ রোগবিশেষ, আঘাতজনিত কালশিরা। অষ্টি শব্দ—লা (দান করা, গ্রহণ করা) + অক। সং; স্ত্রী।

অষ্ঠীবান্—জানু, হাঁটু। অস্থি শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে, অষ্ঠীবৎ, ১মার ১বচন। সং; পু।

অসংখ্য—সংখ্যাতীত, অগণ্য। ন (নাই) সংখ্যা যাহার অসংখ্য, বহু। বিণ; ত্রি।

অসংখ্যাত—অসংখ্য, অগণ্য। ন. সংখ্যাত, নঞ্‌তৎ; বিণ; ত্রি। [ত্রি।

অসংখ্যেয়—সংখ্যাতীত, অগণ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ;

অসংজ্ঞ—সংজ্ঞাহীন, চেতনশূন্য। ন (নাই) সংজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অসংযত—বন্ধনবিহীন, অরুদ্ধ; অনিয়মিত; অদমিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসংযম—সংযমাভাব, ইন্দ্রিয়নিচয়ের ও কামক্রোধাদি রিপুগণের দমনাভাব। অবিদ্যমান সংযম, নঞ্‌তৎ। সং; পু। বিশেষণে অসংযত।

অসংযুক্ত—বিযুক্ত, ছন্ন। ন সংযুক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অসংযোগ।

অসংযোগ—সংযোগাভাব, বিশ্লেষ। ন সংযোগ, নঞ্‌তৎ। সং; পু। বিশেষণে অসংযুক্ত।

অসংলগ্ন—সম্বন্ধবিরহিত, পূর্ব্বাপরবিরুদ্ধ, অসঙ্গত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসংবর—অনিবার্য্য, যাহা সংবরণ করা যায় না এরূপ। ন—সম্—বৃ+অল্ র্ম। বিণ; ত্রি।

অসংবরণীয—সংবরণের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসংবিদান—স্বীকারহীন, অঙ্গীকারশূন্য; অজ্ঞ। ন—সম্—বিদ (জানা) + শানচ্ র্ম; বিণ; ত্রি।

অসংবৃত—অনাচ্ছাদিত, অনাবৃত, আবরণশূন্য। ন সংবৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসংশয়—১। নিঃসন্দেহ। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ২। সংশয়শূন্য, সন্দেহহীন, নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত। বহু। বিণ; ত্রি।

অসংশয়ান—অসন্দিহান। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসংশয়িত—অসন্দিগ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসংশ্লিষ্ট—অসম্বদ্ধ, অসংযুক্ত, অসম্পৃক্ত, অসংসৃষ্ট। ন সংশ্লিষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসংসক্ত—সংসর্গবিরহিত, অসংশ্লিষ্ট, বিচ্ছিন্ন। ন সংসক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসংসৃষ্ট—অসম্পৃক্ত, অসংশ্লিষ্ট; বিচ্ছিন্ন। ন সংসৃষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসংস্কৃত—সংস্কারবিহীন, যাহার রীতিমত সংস্কার হয় নাই এরূপ; অপরিষ্কৃত, অপরিচ্ছন্ন। ন সংস্কৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসংস্কৃত বাক্য—সংস্কৃত ভিন্ন অন্য বাক্য, অপভাষা। নঞ্‌তৎ ও কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

অসংস্থান—সংস্থানাভাব, অপ্রতুল, অনটন, অসঙ্গতি। ন সংস্থান, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অসংসাহসিক—দুঃসাহসিক; দুঃসাহস-সাধ্য। অসংসাহস শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অসংসাহসিকতা।

অসংসাহসিকতা—অসংসাহসিক দেখ। অসংসাহসী শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অসংহত—১। ব্যূহবিশেষ। সং; পু। ২। অসংযুক্ত, ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। [ন সকৃৎ, নঞ্‌তৎ। ব্য।

অসকৃৎ—মুহুর্মুহুঃ, পুনঃ পুনঃ, অনেকবার।

অসক্ত—অনাসক্ত; অপ্রতিবদ্ধ; বিষয়বিরাগী; অসংলগ্ন। ন সক্ত, নঞ্‌তৎ। ন (অ)—সন্জ (আসক্ত হওয়া) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

অসগোত্র—ভিন্নগোত্রীয়, অন্য বংশোদ্ভব। সমান গোত্র যাহার সগোত্র, বহু; সমাসে সমান শব্দ স্থানে "স" আদেশ। ন সগোত্র অসগোত্র, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসঙ্কুচিত—সঙ্কোচশূন্য, অকুণ্ঠিত; কোঁকড়ান নয়, জড়সড় নয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসঙ্কুল—বিস্তীর্ণ; অমিলিত; পরস্পর অবিরুদ্ধ। ন সঙ্কুল, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসঙ্কোচ—১। সঙ্কোচরাহিত্য, সঙ্কোচ না করা। নঞ্‌তৎ। সং; পু। ২। সঙ্কোচবিহীন। বহু। বিণ; ত্রি।

অসঙ্গ—১। সঙ্গরহিত, নির্লিপ্ত; অপ্রতিহত। বহু। বিণ; ত্রি। ২। বৈরাগ্য, ভোগাভিলাষরাহিত্য; নঞ্‌তৎ। ২। চন্দ্রবংশীয় যুযুধানের পুত্রের নাম। সং; পু।

অসঙ্গত—অসংলগ্ন; পূর্ব্বাপরবিরুদ্ধ; অযৌক্তিক, যুক্তিবিরুদ্ধ; অনুচিত। ন সঙ্গত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অসঙ্গতি।

অসঙ্গতি—অসংলগ্নতা; সংসর্গাভাব; অসংস্থান, অপ্রতুল; অর্থালঙ্কারবিশেষ। [অলঙ্কার দেখ]। নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী। বিশেষ্যে অসঙ্গত।

অসচ্চরিত্র—দুশ্চরিত্র, দুর্ব্বৃত্ত। ন সৎ অসৎ, নঞ্‌তৎ। অসৎ হইয়াছে চরিত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অসচ্চরিত্রা।

অসচ্চরিত্রা—অসচ্চরিত্র দেখ।

অসজ্জন—অসাধু লোক। সৎ যে জন, কর্ম্মধা। ন সজ্জন, নঞ্‌তৎ। অথবা ন সৎ অসৎ, নঞ্‌তৎ; অসৎ যে জন, কর্ম্মধা। সং; পু।

অসজ্জনোচিত—অসাধুসঙ্গত, অভদ্রোচিত। অসজ্জন কর্ত্তৃক উচিত (অভ্যস্ত), ৩তৎ। কিংবা অসজ্জনের উচিত (কর্ত্তব্য), ৬তৎ।

অসৎ—১। অসাধু; গর্হিত, নিন্দিত, খারাপ; অবিদ্যমান। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অসতী। ২। অনাদর। ব্য।

অসতর্ক—অসাবধান, সতর্কতারহিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অসতী—দুশ্চরিত্রা; কুলটা, ব্যভিচারিণী, পুংশ্চলী, স্বৈরিণী, ধৃষ্টা। নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অসত্য—১। মিথ্যা, অনৃত, অলীক। ন সত্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ২। অলীক বাক্য, মিথ্যা কথা। সং; ক্লী।

অসত্যবাদী—মিথ্যাবাদী। ন সত্য অসত্য, নঞ্‌তৎ; পরে উপ। অসত্য শব্দ—বদ (বলা) + ণিন্ ক=অসত্যবাদিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অসত্যবাদিনী।

অসত্যসন্ধ—বিফলপ্রতিজ্ঞ; কপটাচার, কৃতঘ্ন। ন সত্যসন্ধ, নঞ্‌তৎ; অথবা, অসত্যা হইয়াছে সন্ধা (অভিসন্ধি) যাহার; কিংবা, অসত্যে (অসত্য বিষয়ে) সন্ধা (অভিসন্ধি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অসদৃশ—বিসদৃশ, বিরুদ্ধ; অনুপযুক্ত; অননু-

রূপ ; বিষম ; অনুপম, অসাধারণ । ন সদৃশ, নঞ্ তৎ । বিণ ; ত্রি ।

অসদ্গ্রহ—অসৎ বিষয়ে প্রবৃত্তি বা আগ্রহ, শিশুর আবদার । অসৎ বিষয়ে গ্রহ (আগ্রহ), ৭তৎ । সং ; পু ।

অসদ্গ্রাহী—অনুচিত দানগ্রহণকারী, অশাস্ত্রীয় দানগ্রহীতা, ধনলোভী । অসৎ যে গ্রাহী (গ্রহণকারী), কর্ম্মধা ; অথবা অসৎ হইতে গ্রাহী, ৫তৎ । বিণ ; পু । স্ত্রীলিঙ্গে অসদ্গ্রাহিণী (=অনুচিত দানগ্রহণকারিণী) ।

অসদ্ভাব—অসত্তা, অবিদ্যমানতা ; অভাব, অসংস্থান ; অপ্রণয় ; দুষ্টভাব, দুঃস্বভাব । ন সদ্ভাব, নঞ্ তৎ । সং ; পু ।

অসন—১ । ক্ষেপণ । অস (ক্ষেপণ করা)+ অনট্ ভা । সং ; স্ত্রী । ২ । বৃক্ষবিশেষ, পিয়াসাল বৃক্ষ । সং ; পু ।

অসন্তুষ্ট—অতৃপ্ত ; বিরক্ত । নঞ্ তৎ । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে অসন্তুষ্টি, অসন্তোষ ।

অসন্তুষ্টি—অতৃপ্তি ; বিরক্তি । ন সন্তুষ্টি, নঞ্ তৎ । সং ; স্ত্রী । বিশেষণে অসন্তুষ্ট ।

অসন্তোষ—অতৃপ্তি ; বিরক্তি । অবিদ্যমান সন্তোষ, নঞ্ তৎ । সং ; পু । বিশেষণে অসন্তুষ্ট ।

অসন্দিগ্ধ—সন্দেহশূন্য, নিঃসন্দেহ, অসংশয়িত ; নিশ্চিত, অবধারিত, স্থির । নঞ্ তৎ । বিণ ।

অসন্দিহান—অসন্দেহকারী, অসংশয়মান । ন সন্দিহান, নঞ্ তৎ । সং ; পু ।

অসন্নদ্ধ—অকৃতসন্নাহ, বর্ম্মহীন ; গর্ব্বিত ; পণ্ডিতাভিমানী ; সমুদ্ভূত, জাত । ন সন্নধ, নঞ্ তৎ । বিণ ; ত্রি ।

অসন্নিকর্ষ—অসান্নিধ্য, দূরত্ব । ন সন্নিকর্ষ, নঞ্ তৎ । সং ; পু । বিশেষণে অসন্নিকৃষ্ট ।

অসন্নিকৃষ্ট—দূরস্থিত, অসন্নিহিত । নঞ্ তৎ । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে অসন্নিকর্ষ ।

অসন্নিধান—অনৈকট্য, দূরত্ব ; অনুপস্থিতি, নিকটে না থাকা । নঞ্ তৎ । সং ; ক্লী । বিশেষণে অসন্নিহিত ।

অসন্নিহিত—দূরবর্ত্তী । নঞ্ তৎ । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে অসন্নিধান ।

অসপত্ন—শত্রুহীন, অরিশূন্য । ন (নাই) সপত্ন (শত্রু) যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি ।

অসপিণ্ড—সপ্তমপুরুষেতর, সাতপুরুষের বহির্ভূত । নঞ্ তৎ । বিণ ; ত্রি ।

অসভ্য—সভার অনুপযুক্ত, ভদ্রসমাজের অযোগ্য ; অভদ্র, অশিষ্ট, খল । নঞ্ তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রীলিঙ্গে অসভ্যা । বিশেষ্যে অসভ্যতা ।

অসভ্যতা—অসভ্য দেখ । অসভ্য শব্দ+তা ভাবে ; সং ; স্ত্রী ।

অসভ্যা—অসভ্য দেখ । অসভ্য+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ।

অসম—১ । অসমান ; অসদৃশ, অনুপম ; বিষম, বিযোড় । নঞ্ তৎ । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে অসমতা । ২ । বুদ্ধ । নাই সম (তুল্য) যাহার, বহু । সং ; পু ।

অসমক্ষ—অগোচরে, অসাক্ষাতে । ন সমক্ষ, নঞ্ তৎ । ক্রি-বিণ ।

অসমঞ্জস—১ । অসদৃশ ; অসঙ্গত ; অনুপযুক্ত । নঞ্ তৎ । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে অসামঞ্জস্য । ২ । সগর রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র ; ইঁহার জননীর নাম কেশিনী । ইনি যৌবনের প্রারম্ভে অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠেন, এজন্য ইঁহার পিতা ইঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন । অতঃপর ইনি সাধুশীল হইয়া তপশ্চরণে জীবন উৎসর্গ করেন । সং ; পু ।

অসমতল—যাহা সমতল নহে, যাহার পৃষ্ঠদেশ সম নহে, যাহার উপরিভাগ উচ্চনীচ । সম তল অর্থাৎ পৃষ্ঠ যাহার, বহু ; ন সমতল, নঞ্ তৎ । সচরাচর ক্ষেত্রাদি বুঝায় বলিয়া ক্লীবলিঙ্গ ।

অসময়—অপ্রকৃত সময় ; অযোগ্য কাল ; দুঃসময় । অপ্রশস্ত সময়, নঞ্ তৎ । সং ; পু ।

অসমর্থ—অশক্ত, অক্ষম, দুর্ব্বল । নঞ্ তৎ । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে অসামর্থ, অসামর্থ্য ।

অসমর্থ সমাস—যে শব্দের সহিত যাহার সমাস হওয়া উচিত তাহাকে ব্যতিক্রম করিয়া অন্য শব্দের সহিত সমাস ।

অসমবায়িকারণ—(ন্যায়মতে) সমবায়িকারণের আসন্নতর কারণ, সমবায়িকারণে প্রত্যাসন্ন হইয়া যাহা কারণ হয় । সং ; ক্লী ।

অসমশীর্ষ—যাহাদিগের শীর্ষ (যে সকল বর্ণের উপরিভাগ) সম অর্থাৎ একরেখাস্থ নহে, যাহা সমশীর্ষ নহে । সমশীর্ষ, বহু । ন সমশীর্ষ, নঞ্ তৎ । বিণ ; ত্রি ।

বর্ণবিন্যাসের নিয়ম এই—

সমানি সমশীর্ষাণি ঘনানি বিরলানি চ ।

অর্থাৎ অক্ষরগুলি সম, সমশীর্ষ, ঘন ও বিরল হইবে । লাইন সোজা না হইলেই অক্ষরগুলিকে অসমশীর্ষ বলা যায় ।

অসমসাহসিক—সম্ভাবিত বিপদ্ বিষয়ের অসঙ্কোচে সাধনকারী । অসমসাহস শব্দ+ ষ্ণিক, কৃতার্থে । বিণ ; ত্রি ।

অসমস্ত—সমাসরহিত, ব্যস্ত ; অসমাপ্ত, অসম্পূর্ণ । নঞ্ তৎ । বিণ ; ত্রি ।

অসমান—অসম ; অসদৃশ ; ভিন্নজাতীয় । ন সমান, নঞ্ তৎ । বিণ ; ত্রি ।

অসমাপিকা ক্রিয়া—ক্রিয়া দেখ ।

অসমাপ্ত—অসম্পূর্ণ, অনবসিত । ন সমাপ্ত, নঞ্ তৎ । বিণ । বিশেষ্যে অসমাপ্তি ।

অসমাপ্তি—অসম্পূর্ণতা, শেষ না করা । নঞ্ তৎ । সং ; স্ত্রী । বিশেষণে অসমাপ্ত ।

অসমীক্ষ্যকারিতা—অবিমৃষ্যকারিতা, পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া কার্য্যকরণ । অসমীক্ষ্যকারিন্ শব্দ+তা ভাবে । সং ; স্ত্রী । অসমীক্ষ্যকারী দেখ ।

অসমীক্ষ্যকারী—সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কার্য্যকারী, অবিমৃষ্যকারী । ন (অ) —সম্—ঈক্ষ (দেখা)+যপ্=অসমীক্ষ্য, সম্যক্ দর্শন অর্থাৎ বিবেচনা না করিয়া ; অসমীক্ষ্য —কৃ (করা)+ণিন্=অসমীক্ষ্যকারিন্, ১মার ১বচন । বিণ ; পু । স্ত্রীলিঙ্গে অসমীক্ষ্যকারিণী । বিশেষ্যে অসমীক্ষ্যকারিতা ।

অসমীক্ষ্যভাষী—যে সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কথা বলে । অসমীক্ষ্যকারী দেখ । অসমীক্ষ্য —ভাষ (বলা)+ণিন্ ক=অসমীক্ষ্যভাষিন্ ১মার ১বচন । বিণ ; পু । স্ত্রীলিঙ্গে অসমীক্ষ্যভাষিণী (=অবিমৃষ্যকারিণী) ।

অসমীচীন—অনুপযোগী ; অসঙ্গত ; অনুত্তম, নিকৃষ্ট । নঞ্ তৎ ; বিণ ; ত্রি ।

অসম্পর্ক—সম্বন্ধাভাব, সম্পর্ক না থাকা । ন সম্পর্ক, নঞ্ তৎ । সং ; পু ।

অসম্পর্কীয়—সম্পর্কশূন্য, যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই । নঞ্ তৎ । বিণ ; ত্রি ।

অসম্পূর্ণ—অসমাপ্ত ; অপূর্ণাঙ্গ । নঞ্ তৎ । বিণ ; ত্রি ।

অসম্পৃক্ত—সম্পর্কশূন্য, অসংশ্লিষ্ট । নঞ্ তৎ । বিণ ; ত্রি ।

অসম্বদ্ধ—সম্বন্ধশূন্য, অসংলগ্ন ; অসঙ্গত । ন সম্বদ্ধ, নঞ্ তৎ । বিণ ; ত্রি ।

অসম্বদ্ধপ্রলাপ—সম্বন্ধশূন্য বাক্যকথন, অসঙ্গত উক্তি । কর্ম্মধা । সং ; পু ।

অসম্বদ্ধপ্রলাপী—অসম্বদ্ধভাষী, যে অসঙ্গত কথা বলে । ন (নয়) সম্বদ্ধ অসম্বদ্ধ, নঞ্ তৎ ; অসম্বদ্ধ যে প্রলাপী, কর্ম্মধা । বিণ ; ত্রি ।

অসম্বদ্ধভাষী—অসম্বদ্ধপ্রলাপী, যে অসঙ্গত কথা বলে । ন সম্বদ্ধ অসম্বদ্ধ, নঞ্ তৎ ; অসম্বদ্ধ অর্থাৎ অসংলগ্ন বাক্য বলে যে, অসম্বদ্ধ —ভাষ (কথন)+ণিন্ ক । বিণ ।

অসম্বাধ—বাধাশূন্য ; পরস্পর সংঘর্ষরহিত ; জনতা-রহিত ; বিরল ; অধিগম্য । ন (নাই) সম্বাধ (বাধা) যাহাতে, বহু । বিণ ; ত্রি ।

অসম্ভব—১ । সম্ভব নয় এরূপ, যাহা ঘটিতে পারে না । বহু । বিণ ; ত্রি । ২ । সম্ভবরাহিত্য ; অলৌকিক ঘটনা । নঞ্ তৎ । সং ; পু ।

অসম্ভাবনীয়—সম্ভাবনাশূন্য, যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই এরূপ । নঞ্ তৎ । বিণ ; ত্রি ।

অসম্ভাবিত—অতর্কিত, যাহা ঘটিবে বলিয়া সম্ভাবনা করা যায় নাই এরূপ । নঞ্ তৎ । বিণ ; ত্রি ।

অসম্ভাব্য—যাহা সম্ভাবনা-যোগ্য নহে এরূপ । ন সম্ভাব্য, নঞ্ তৎ । বিণ ; ত্রি ।

অসম্ভ্রম—১ । অমর্য্যাদা, অনাদর ; চাঞ্চল্যাভাব, স্থিরতা । নঞ্ তৎ । সং ; পু । ২ । অচঞ্চল,

স্থির; মর্য্যাদাশূন্য। অবিদ্যমান সম্ভ্রম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
অসম্ভ্রান্ত—সম্ভ্রমহীন, মর্য্যাদাশূন্য; অচঞ্চল, ধীর। ন সম্ভ্রান্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অসম্মত—অননুমত, অনভিমত; অস্বীকৃত; যে বিষয়ে সম্মতি নাই এরূপ; বিরোধী; প্রতিকূল; অপ্রিয়। ন সম্মত, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অসম্মতি।
অসম্মতি—সম্মতির অভাব, অমত। অবিদ্যমান সম্মতি, নঞ্‌তৎ। সং; স্ত্রী।
অসম্মান—অমর্য্যাদা, অবমাননা, অনাদর। ন সম্মান, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। [ত্রি।
অসম্যক্‌—অসম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নয়। নঞ্‌তৎ। বিণ;
অসম্যক্‌কারী—অসম্পূর্ণ কার্য্যকারী, যে কার্য্য সম্পূর্ণ করে না এরূপ। অসম্যক্‌ দেখ; অসম্যক্‌ শব্দ—কৃ (করা)+ণিন্‌ ক= অসম্যককারিন্‌, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি।
অসম্লিষ্ট—অসংসৃষ্ট, সংস্রবশূন্য, অসংযুক্ত। ন সম্লিষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অসবর্ণ—ভিন্নজাতীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। সবর্ণ দেখ।
অসহ—অসহিষ্ণু, ক্ষমাশূন্য; দুঃসহ, অসহ্য। ন সহ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অসহন—১। অসহিষ্ণু, ক্ষমাশূন্য। ন (অ)—সহ (সহ্য করা)+অন ক। বিণ; ত্রি। ২। অসহিষ্ণুতা। ন (অ)—সহ+অনট্‌ ভা; সং; ক্লী। ৩। শত্রু। সং; পু।
অসহনীয়—অসহ্য, যাহা সহ্য করা যায় না এরূপ। ন সহনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অসহমান—অসহিষ্ণু, ক্ষমাশূন্য। ন—সহ (সহ্য করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।
অসহায়—সহায়হীন; সঙ্গশূন্য, একাকী। ন (নাই) সহায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
অসহিষ্ণু—সহিষ্ণুতাশূন্য, সহ্য করিতে অশক্ত; ধৈর্য্যহীন, অধৈর্য্য। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অসহিষ্ণুতা।
অসহিষ্ণুতা—অসহিষ্ণুর ভাব। অসহিষ্ণু শব্দ+ তা ভাবে। সং; ক্লী।
অসহ্য—অসহনীয়, যাহা সহা যায় না এরূপ; দুঃসহ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। [ব্য।
অসাক্ষাৎ—অগোচরে, অপ্রত্যক্ষে। ক্রি-বিণ;
অসাক্ষাৎকার—পরোক্ষজ্ঞান; প্রত্যক্ষাভাব। সং; পু।
অসাক্ষিক—সাক্ষিহীন, যাহার কোন সাক্ষী নাই; অধিষ্ঠাতৃহীন। ন (নাই) সাক্ষী (সাক্ষাৎদ্রষ্টা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
অসাড়—(অঙ্গাদির পক্ষে) অবশ। সাড়া (শব্দ) নাই যাহাতে, যাহাতে স্পর্শ বোধ নাই। চলিত ভাষার শব্দ। বিণ।
অসাড়তা—অসাড় হওয়া। অসাড় শব্দ+তা ভাবে। ইহাও চলিত ভাষার শব্দ।

অসাধ—অনিচ্ছা। ইহাও চলিত ভাষার শব্দ।
অসাধারণ—যাহা সকলের নাই এরূপ; সচরাচর যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না এরূপ; অসামান্য; বিশেষ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অসাধারণত্ব—অসাধারণ দেখ। অসাধারণ শব্দ +তা ভাবে। সং; ক্লী।
অসাধু—অসৎ; দুশ্চরিত্র; দূষণীয়, নিন্দার্হ, গর্হিত; অপ্রিয়; অশিষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অসাধ্বী।
অসাধ্য—অসম্পাদ্য, যাহা সম্পন্ন করিতে পারা যায় না এরূপ; দুঃসাধ্য; সাধ্যাতীত; অনায়ত্ত; অপ্রতীকার্য্য, অচিকিৎস্য; প্রমাণদ্বারা অনির্ণেয়। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অসাধ্যসাধন—যাহা অপরে করিতে পারে না তাদৃশ বিষয়ের সম্পাদন। নঞ্‌তৎ ও ৬তৎ। সং; ক্লী।
অসাধ্বী—অসতী, কুলটা। ন সাধ্বী, নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে অসাধু।
অসামঞ্জস্য—অসমঞ্জসের ভাব। অসমঞ্জস শব্দ+ ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।
অসাময়িক—যাহা সময়োপযোগী নহে, কালানুপযুক্ত। ন সাময়িক, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অসামর্থ, অসামর্থ্য—অসমর্থের ভাব, অসমর্থ হওয়া। অসমর্থ শব্দ+ষ্ণ, ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।
অসামান্য—অসাধারণ, যাহা সচরাচর ঘটে না এরূপ; অনুপম। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।
অসাম্প্রত—অকর্ত্তব্য, অনুচিত, অযুক্ত। নঞ্‌তৎ। ব্য। [নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।
অসাম্য—অসাদৃশ্য; বিভিন্নতা; অনুপযুক্ততা।
অসার—১। সারহীন; আসল বস্তুশূন্য; অপদার্থ; দুর্ব্বল। বহু। বিণ; ত্রি। ২। এরণ্ড বৃক্ষ। সং; পু। ৩। অগুরু। সং; ক্লী।
অসারতা—সারশূন্যতা, দুর্ব্বলতা। অসার দেখ; অসার শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।
অসাবধান—অসতর্ক, অনবহিত, প্রমাদী। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অসাবধানতা।
অসাবধানতা—অসাবধানের ভাব, সাবধান না হওয়া, অসতর্কতা। অসাবধান শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।
অসি—১। খড়্গ, তরবারি, করবাল। অস (ক্ষেপণ করা)+ই র্ম্ম। সং; পু।
২। পৌরাণিক নদীবিশেষ। এই নদীটী বরণা নাম্নী নদীর দক্ষিণে গঙ্গাতে সংমিলিত হইয়া তাহার পর উত্তরবাহিনী হইয়া বরণাতে যাইয়া পতিত হইয়াছে। কাশী-ধাম এই দুই নদীর মধ্যগত হওয়াতে উহার অপর নাম বারণসী।
অসিক—অধর ও চিবুকের মধ্যভাগ। অস (ক্ষেপণ করা)+ইকন্‌ ক। সং; ক্লী।
অসিক্নী—১। অন্তঃপুরচারিণী অ-বৃদ্ধা দাসী। অসিত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌ বিকল্পে নিপাতনে অসিক্নী, পক্ষে অসিতাও হয়। সং; স্ত্রী। ২। নদীবিশেষ। ৩। বীরণ প্রজাপতির কন্যা; দক্ষ প্রজাপতির সহিত ইহার বিবাহ হয়।
অসিগণ্ড—ক্ষুদ্র বালিশ। অসি (নিক্ষিপ্ত) হয় গণ্ড যাহাতে, বহু। সং; পু।
অসিচর্ম্ম—ঢালতলওয়ার। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।
অসিত—১। কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামল, কাল। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। ২। কৃষ্ণবর্ণ; কৃষ্ণপক্ষ; শনিগ্রহ; পর্ব্বতবিশেষ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অসিতা ও অসিক্নী। অসিক্নী দেখ। ৩। সূর্য্যবংশীয় নরপতিবিশেষ; ইনি ভরতের পুত্র। ৪। মুনিবিশেষ, ব্যাসদেবের শিষ্য।
অসিতলোমা—একজন দানব; কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভে ইহার জন্ম। ব্রহ্মার বরে এই দানব সকলের অজেয় হইয়া পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজা হন এবং দেবতাদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। দেবতারা ইহার ভয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেব দেবগণকে লইয়া বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে, বিষ্ণু আপনার দেহ হইতে মহালক্ষ্মী নাম্নী এক শক্তির উদ্ভব করেন। সেই মহালক্ষ্মী এই দানবকে বধ করেন।
অসিতা—অন্তঃপুরচারিণী অ-বৃদ্ধাদাসী, অসিক্নী; স্বনামখ্যাত অপ্সরা। সং; স্ত্রী।
অসিতাপাঙ্গী—কৃষ্ণবর্ণ নেত্রপ্রান্তবিশিষ্টা স্ত্রী। অসিত (কৃষ্ণ) হইয়াছে অপাঙ্গ (চক্ষুঃ-প্রান্ত) যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।
অসিতার্চ্চিঃ—বহ্নি, আগুন। অসিত (কৃষ্ণবর্ণ) অর্চ্চিঃ (শিখা) যাহার, বহু। সং; পু। অসিতার্চ্চিস্‌ শব্দ। [সং; ক্লী।
অসিতোৎপল—নীলোৎপল, নীলপদ্ম। কর্ম্মধা;
অসিদংষ্ট্র—জলজন্তুবিশেষ, মকর, হাঙ্গর। অসির ন্যায় দংষ্ট্রা (দন্ত) যাহার, বহু। সং; পু।
অসিদ্ধ—অসম্পন্ন, অনিষ্পন্ন, অসম্পূর্ণ; সরলতাশূন্য; অপ্রামাণিক; অপক্ব। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অসিদ্ধি, অসিদ্ধতা।
অসিদ্ধতা, অসিদ্ধি—অনিষ্পত্তি; অসম্পূর্ণতা; সফলতারাহিত্য; অপ্রামাণিকতা। সং; স্ত্রী
অসিধারা—অসির অগ্রভাগ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
অসিধারা-ব্রত—অসিধার, যুবকযুবতীর অবিকৃতচিত্তে একত্রে অবস্থানরূপ ব্রত। অসিধারা রূপ ব্রত, রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
অসিধাব, অসিধাবক—অস্ত্রাদির ধাবকারক, যে অস্ত্রাদিতে শাণ দেয়। অসি—ধাব (পরিষ্কার করা)+অন্‌, ণক ক। সং; পু।
অসিধেনু, অসিধেনুকা—ছুরিকা। সং; স্ত্রী।
অসিনৈপুণ্য—অসিচালনায় দক্ষতা, খড়্গ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারগতা। অসিতে নৈপুণ্য, ৭তৎ। সং; ক্লী।

অসিপত্র—১। খড়্গাবৎ পত্রযুক্ত বৃক্ষ, ইক্ষুবৃক্ষ ; নরকবিশেষ, এই নরকে খড়্গাধারের উপর চাপিয়া কাটা হয়। অসির ন্যায় পত্র যাহার, বহু। সং ; পু। ২। খড়্গকোষ, তরওয়ালের খাপ ; ইঙ্গুপত্রের ন্যায় উভয় দিকে ধারবিশিষ্ট খড়্গ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অসিপত্রবন—নরকবিশেষ ; এই নরক-বনের বৃক্ষপত্রসকল খড়্গাবৎ। শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী ও উন্মার্গগামী যে সকল ব্যক্তি এই নরকে যায়, তাহাদিগের গাত্র ঐ সকল খড়্গাকার পত্র নিয়ত ছেদন করিতে থাকে। বিষ্ণুপুরাণের মতে, যে সকল ব্যক্তি অকারণে বৃক্ষ ছেদন করে, তাহারা এই নরকে প্রেরিত হয়। সং ; ক্লী।

অসিপুত্রিকা—ছুরিকা, ছুরী। অসির পুত্রিকা অর্থাৎ কন্যা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অসিপুচ্ছ, অসিপুচ্ছক—শিশুমার, শুশুক। অসির ন্যায় পুচ্ছ যাহার, বহু। সং ; পু।

অসিপুত্রী—ছুরিকা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অসিমার্গ—অসিপথ। সং ; ক্লী।

অসিমেদ—বিট্‌খদির। অসির ন্যায় (তীক্ষ্ণ) মেদ (নির্য্যাস) যাহার, বহু। সং ; পু।

অসিহেতি—খড়্গধারী যোদ্ধা। অসি হইয়াছে হেতি অর্থাৎ অস্ত্র যাহার, বহু। সং ; পু।

অসীম—সীমাশূন্য, অনন্ত, অশেষ। ন (নাই) সীমা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ সসীম।

অসু—১। প্রাণ ; প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান,—শরীরস্থ এই পঞ্চ বায়ু। অস (নিক্ষেপ) + উ ণ। সং ; পু। ২। চিত্ত। অস + উ ক। ৩। তাপ, উপতাপ। অস + উ র্ম্ম। সং ; ক্লী। [ত্রি।

অসুকর—কষ্টসাধ্য, দুষ্কর। নঞ্‌তৎ। বিণ ;

অসুখ—১। দুঃখ, কষ্ট, সন্তাপ, পীড়া, রোগ। সুখের অভাব, নঞ্‌তৎ। ন (অ) – সুখ (সুখ করা) + অল্‌ ভা। সং ; ক্লী। ২। দুঃখজনক, ক্লেশকর। ন (নাই) সুখ যাহাতে বা যাহা হইতে, বহু। ৩। অশক্য। ন (অ) – সুখ + অল্‌ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

অসুখিত—অসুখযুক্ত, পীড়াগ্রস্ত। অসুখ শব্দ + ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

অসুখী—অসুখিত, দুঃখিত, পীড়িত। নঞ্‌তৎ। অথবা অসুখ শব্দ + ইন্‌, অস্ত্যর্থে = অসুখিন্‌, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অসুখিনী।

অসুন্দর—কুৎসিত, কুরূপ ; অনুচিত। ন সুন্দর, নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অসুভৃৎ—প্রাণী, জীবন্ত, সজীব। অসু শব্দ – ভৃ (ধারণ করা) + ক্বিপ্‌ ক। বিণ ; ত্রি।

অসুমান্‌—প্রাণী, সজীব। অসু শব্দ (প্রাণ) + মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

অসুর—১। সুরবিরোধী, দৈত্য, দানব [ইহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে, "ব্রহ্মা অষ্টোনামক বিখ্যাত চতুর্ব্বিধ সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইলে পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তমোগুণ তাঁহাকে আশ্রয় করে, সেই সময়ে তাঁহার জঘন হইতে অসুরগণ উৎপন্ন হয়। সুরা অর্থাৎ বারুণীকে ইহারা অগ্রাহ্য করিয়াছিল বলিয়া ইহাদিগের নাম অসুর হয়]।" সূর্য্য ; রাহু। নঞ্‌তৎ। অথবা অস (ক্ষেপণ করা, দীপ্তি পাওয়া) + উরন্‌ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অসুরা, অসুরী।

২। দানববিশেষ ; ময়দানবের পুত্র। এই দানবের হাই উঠিলে ইন্দ্রজালপ্রভাবে তাহার মুখ হইতে তিনটী পুংশ্চলী স্ত্রী নির্গত হইয়া ত্রিলোক ভ্রমণ করিত। [সং ; স্ত্রী।

অসুররিপু—বিষ্ণু। প্রথমে নঞ্‌তৎ, পরে ৬তৎ।

অসুক্ষণ, অসুক্ষণ—অনাদর, অবজ্ঞা। সং ; ক্লী।

অসুরসা—বর্ব্বরী, বাবুই তুলসী। ন (নয়) সু (সুমিষ্ট) রস যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

অসুরা—রাত্রি ; রাশি। অসুর দেখ। সং ; স্ত্রী।

অসুরাহ্ব—কাংস্য, কাঁসার। সং ; ক্লী।

অসুলভ—দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসুরী—অসুরপত্নী। সং ; স্ত্রী। অসুর দেখ।

অসুস্থ—রুগ্ন, পীড়িত। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অসুস্থতা, অস্বাস্থ্য।

অসুস্থতা—অসুস্থ দেখ। [বিণ ; ত্রি।

অসূক্ষ্মদর্শী—স্থূলদর্শী, মোটাবুদ্ধি। নঞ্‌তৎ।

অসূয়ক—অসূয়াকারী, পরগুণে দোষাবিষ্কারক। অসূয় (অনাদর করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি।

অসূয়া—পরগুণে দোষারোপ, অযথা নিন্দা ; দ্বেষ ; ক্রোধ ; স্পর্দ্ধা। অসু + ক্য + অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌, সং ; স্ত্রী।

অসূয়াপর, অসূয়াপরতন্ত্র, অসূয়াপরবশ, অসূয়াপরায়ণ—পরগুণে দোষাবিষ্কারক ; ঈর্ষ্যাপরায়ণ। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

অসূর্য্যম্পশ্য—সূর্য্যকেও দেখিতে পায় না এরূপ, অর্থাৎ যাহার গাত্রে সূর্য্যকিরণের পাত হয় না, অথবা যে স্থানে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করে না। ন সূর্য্য অসূর্য্য, নঞ্‌তৎ ; অসূর্য্যকে দেখে যে, উপ। ন (অ) – সূর্য্য শব্দ – দৃশ (দেখা) + খশ্‌ ক। বিণ ; ত্রি।

অসূর্য্যম্পশ্যরূপা—যাহার রূপ কখনও সূর্য্যের মুখ দেখে না এমন (স্ত্রী), অর্থাৎ কখনও অন্তঃপুরের বা গৃহের বাহির হয় না এরূপ (রমণী)। অসূর্য্যম্পশ্য দেখ। অসূর্য্যম্পশ্য হইয়াছে রূপ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

অসৃক্‌—শোণিত, রক্ত, রুধির ; (জ্যোতিষে) সপ্তবিংশতি যোগের মধ্যে ষোড়শ যোগ। ন (অ) সৃজ (সৃজন করা) + ক্বিপ্‌ ক, অথবা অস (ক্ষেপণ করা) + ঋজ র্ম্ম = অসৃজ্‌ শব্দ, ১মার ১বচন। সং ; ক্লী।

অসৃকপ—রক্তপানকারী ; রাক্ষস। অসৃক্‌ দেখ ; অসৃক্‌ – পা (পান করা) + ড ক। সং ; পু।

অসৃগ্ধরা—ত্বক্‌, চর্ম্ম, চামড়া। অসৃক্‌ দেখ ; অসৃক্‌ শব্দ – ধৃ + অন্‌ ক। সং ; স্ত্রী।

অসেচনক—সৌম্যদর্শন, যাহাকে দেখিয়া তৃপ্তির শেষ হয় না, অতি প্রিয়দর্শন। নঞ্‌(নাই) সেচন (চক্ষু বা মনের ক্ষরণ) যাহা হইতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

অসৌষ্ঠব—১। সৌষ্ঠব না থাকা, অসৌন্দর্য্য ; অস্বরস, অকৌশল, অমনোমিলন ; (অলঙ্কারে) স্মরদশাবিশেষ। অবিদ্যমান সৌষ্ঠব, নঞ্‌তৎ। সং ; ক্লী। ২। সুষ্ঠুতাশূন্য, সৌন্দর্য্যহীন, কদাকার। ন (নাই) সৌষ্ঠব যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

অস্খলিত—স্খলনরহিত ; অপ্রতিহত ; অব্যাহত ; অবিচলিত, অচঞ্চল। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি।

অস্ত—১। পশ্চিমাচল। অস (ক্ষেপণ করা) + ক্ত অধি। সং ; পু। ২। (চন্দ্রসূর্য্য গ্রহাদির) অস্তগমন ; অবসান ; মৃত্যু। অস + ক্ত ভা। সং ; ক্লী। ৩। নিক্ষিপ্ত ; প্রেরিত ; চালিত ; ত্যক্ত ; অবসানপ্রাপ্ত। অস + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অসন।

অস্তুক—মোক্ষ, নির্ব্বাণ। অস্ত শব্দ + কণ্‌ স্বার্থে ; অথবা অস্ত (অবসান অর্থাৎ পুনর্জন্মাদির শেষ) – কৃ (করা) + ড ক। সং ; পু।

অস্তগত—পশ্চিমাচলপ্রাপ্ত, অস্তমিত ; দৃষ্টবহির্ভূত, অদৃশ্যভূত। অস্ত দেখ। অস্তকে গত (প্রাপ্ত), ২তৎ। অস্ত শব্দ – গম (প্রাপ্ত হওয়া, গমন করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অস্তগমন।

অস্তগমন—পশ্চিমাচলপ্রাপ্তি, অস্তমিত হওয়া ; অদৃশ্য হওন। অস্ত দেখ। অস্তের গমন, ৬তৎ। অস্ত শব্দ – গম (গমন করা, প্রাপ্ত হওয়া) + অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে অস্তগত।

অস্তগমনোন্মুখ—অস্তাচলে গমনোদ্যত। অস্তগমন পূর্ব্বে দেখ, তাহাতে (তদ্বিষয়ে) উন্মুখ, ৭তৎ। উন্মুখ = উদ্গত হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অস্তগিরি—সূর্য্যের অস্তগমনের পর্ব্বত, অস্তাচল, পশ্চিমাচল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। পু।

অস্তম্‌—অদর্শন ; বিনাশ। অস (ক্ষেপণ করা) + তম্‌ ভা। বা।

অস্তমতী—শালপর্ণী বৃক্ষ। সং ; স্ত্রী।

অস্তমন—অস্তগমন। অস্তম্‌ নামধাতু + অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

অস্তময়—বিনাশ, ক্ষয়, ধ্বংস ; মহাপ্রলয়। অস্তম্‌ শব্দ – ই (গমন করা) + অল্‌ ভা। সং ; পু।

অস্তমিত—অস্তগত ; বিলুপ্ত ; নষ্ট। অস্তম্‌কে ইত (প্রাপ্ত), ২তৎ। অস্তম্ শব্দ—ই (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

অস্তব্যস্ত—অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ; অস্তাচলে নিক্ষিপ্ত। বিণ ; ত্রি।

অস্তাগ—অতিগভীর, অগাধ। অস্ত শব্দ—হন (গমন করা)+ড ক ; বিণ ; ত্রি।

অস্তাচল—অস্তগিরি, পশ্চিমাচল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অস্তাচলগত—অস্তমিত, অস্তগিরিশিখরারূঢ়। অস্তাচল পূর্ব্বে দেখ। তৎপরে ২তৎ। বিণ।

অস্তাচলগামী—অস্তগমনোদ্যত। অস্তাচলগত। অস্তাচল শব্দ—গম (যাওয়া)+ণিন্ ক—অস্তাচলগামিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি।

অস্তাচলচূড়া—অস্তনামক পর্ব্বতের শিখরদেশ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অস্তাচলচূড়াবলম্বী—অস্ত নামক পর্ব্বতের শিখরাশ্রিত ; অস্তগমনোদ্যত। অস্তাচলচূড়া—অব—লম্ব ধাতু+ণিন্ ক—অস্তাচলচূড়াবলম্বিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অস্তাচলচূড়াবলম্বিনী।

অস্তাচলবর্ত্তী—অস্ত নামক পর্ব্বতে স্থিত, অস্তমিত। অস্তাচল—বৃত ধাতু+ণিন্ ক—অস্তাচলবর্ত্তিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অস্তাচলবর্ত্তিনী।

অস্তি—১। বিদ্যমানতা ; বিদ্যমান। অস (হওয়া)+তিপ্ ক। ব্য। ২। কংসের পত্নী। ইনি মহারাজ জরাসন্ধের কন্যা।

অস্তিত্ব—বিদ্যমানতা, সত্তা, স্থিতি, স্থায়িত্ব। অস্তি শব্দ+ত্ব ভাবে। অস্তি দেখ। সং ; ক্লী।

অস্তু—১। হউক। অস (হওয়া)+তু, অনুজ্ঞায়। ক্রিয়া। ২। প্রশংসা ; অনুজ্ঞা ; অসূয়া ; পীড়া ; লক্ষণ ; প্রতিক্ষেপ। অস+তুন্ ভাবে। ব্য।

অস্তোদয়—১। সূর্য্যের অস্ত হইতে উদয় পর্য্যন্ত নিয়মপূর্ব্বক কার্য্যকরণ ; অস্ত হইতে উদয় পর্য্যন্ত কাল। সং ; পু। ২। অস্ত হইতে উদয় পর্য্যন্ত। ক্রি-বিণ। অস্ত+উদয়।

অস্তোন্মুখ—অস্তগমনোদ্যত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

অস্ত্যান—তিরস্কার, ভৎর্সনা ; নিন্দা। অ—স্ত্যৈ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

অস্ত্র—ক্ষেপণীয় প্রহারসাধন দ্রব্য, যেমন বাণ ; খড়্গ ; শস্ত্রমাত্র। অস (ক্ষেপণ করা)+ত্র র্ম্ম। সং ; ক্লী।

অস্ত্রক্ষত—অস্ত্রাঘাতজনিত ক্ষত, অস্ত্রের আঘাত লাগিয়া যে ঘা হয়। অস্ত্র কৃত ক্ষত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [পু।

অস্ত্রক্ষেপ—অস্ত্র নিক্ষেপ করা। ৩তৎ। সং ;

অস্ত্রচিকিৎসা—ছুরিকাদি অস্ত্রের প্রয়োগ দ্বারা ব্রণাদি রোগের প্রতিকারসাধন [Surgery]। অস্ত্র দ্বারা চিকিৎসা, ৩তৎ। সং ; স্ত্রী।

অস্ত্রধারী—অস্ত্রধারণকারী, ধৃতাস্ত্র। উপ। অস্ত্র শব্দ—ধৃ (ধরা)+ণিন্ ক=অস্ত্রধারিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অস্ত্রধারিণী।

অস্ত্রলেখা—অস্ত্রের লেখা (রেখা, চিহ্ন, শ্রেণী ও স্থল) অস্ত্ররেখা, অস্ত্রচিহ্ন, অস্ত্রশ্রেণী, অস্ত্রস্থল, চলিত ভাষায় অস্ত্র দ্বারা লিখন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

অস্ত্রবিৎ—অস্ত্রজ্ঞ, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। উপ। অস্ত্র—বিদ (জানা)+ক্বিপ ক। বিণ ; ত্রি।

অস্ত্রবিদ্যা—অস্ত্রসংক্রান্ত বিদ্যা ; অস্ত্রনির্ম্মাণবিদ্যা ; অস্ত্রক্ষেপবিদ্যা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

অস্ত্রবৃষ্টি—অস্ত্রবর্ষণ, নিরন্তর অস্ত্রক্ষেপণ। ৬তৎ।

অস্ত্রশস্ত্র—ক্ষেপণীয় ও ধারণীয় যুদ্ধোপকরণ। অস্ত্র ও শস্ত্র, দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

অস্ত্রশালা, অস্ত্রাগার, অস্ত্রালয়—আয়ুধালয়, অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার ঘর। ৬তৎ। সং।

অস্ত্রাঘাত—অস্ত্র দ্বারা প্রহার। ৩তৎ। সং ; পু।

অস্ত্রাহত—অস্ত্রদ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত। অস্ত্রের দ্বারা আহত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

অস্ত্রী—অস্ত্রধারী। অস্ত্র শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=অস্ত্রিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অস্ত্রিণী।

অস্থান—কুস্থান ; অযোগ্য স্থান, অনুচিত স্থান ; অপবিত্র দেশ ; অযোগ্য পাত্র, অপাত্র। সং ; ক্লী। ২। অতলস্পর্শ। অপ্রাপ্য হইয়াছে স্থান অর্থাৎ তলপ্রদেশ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অস্থায়িতা, অস্থায়িত্ব—স্থিতিরাহিত্য। অস্থায়িন্ শব্দ+তা, ত্ব ভাবে।

অস্থায়ী—চিরদিন থাকে না এরূপ, ভঙ্গুর, নশ্বর। নঞ্‌তৎ। (অ)—স্থা (থাকা)+ণিন্ ক=অস্থায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অস্থায়িনী (=অচিরস্থায়িনী)।

অস্থাবর—১। অস্থিতিশীল, গমনশীল, জঙ্গম, যাহা এক স্থানে নিবদ্ধ থাকে না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। স্থাবর ভিন্ন ধন, জঙ্গম দ্রব্য [Moveable property]। সং ; ক্লী। [কৃণিন্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

অস্থি—হাড় [Bone]। অস (ক্ষেপণ করা)+

অস্থিগ্রন্থি—হাড়ের গাঁইট, যেস্থলে অস্থিদ্বয় মিলিয়া একটী সন্ধি দ্বারা বদ্ধ আছে। ৬তৎ। সং ; পু।

অস্থিচর্ম্ম—হাড় ও চামড়া। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট—যাহার শরীরে অস্থি (হাড়) ও চর্ম্ম (চামড়া) আছে, অন্যান্য দ্রব্য অর্থাৎ রক্তমাংসাদি বেশী নাই। দ্বন্দ্ব ও ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট—যাহার শরীরে কেবল চামড়া ও হাড় কয়খানি আছে—রক্ত মাংসাদি কিছু নাই এরূপ, কঙ্কালাবশেষ, অত্যন্ত কৃশ। অস্থি ও চর্ম্ম অস্থিচর্ম্ম, দ্বন্দ্ব ; অস্থিচর্ম্ম হইয়াছে অবশিষ্ট যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অস্থিচর্ব্বণ—হাড় চিবান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

অস্থিজ—মজ্জা। অস্থি শব্দ—জন+ড ক। সং ; পু।

অস্থিত পাটীগণিত—অঙ্কশাস্ত্রবিশেষ, Arithmetic of infinites। [সং ; পু।

অস্থিতুণ্ড—পক্ষী। অস্থিময় তুণ্ড যাহার, বহু।

অস্থিপঞ্জর—চর্ম্মরক্তমাংসাদিশূন্য শরীরের অস্থিসমূহ, অস্থিমাত্রাকার শরীর, কঙ্কাল। পঞ্জরের (পিঞ্জরের) ন্যায় অস্থি, উপমিত, অথবা অস্থি রূপ পঞ্জর, রূপক কর্ম্মধা। সং ; পু।

অস্থিভক্ষ—কুকুর ; হাড়গিলা পক্ষী। অস্থি শব্দ—ভক্ষ+ঘণ্ ক। সং ; পু।

অস্থিভঙ্গ—১। অস্থিভেদ, প্রহারাদি দ্বারা জীবশরীরের হাড়ভাঙ্গা। ৬তৎ। ২। বৃক্ষবিশেষ। সং ; পু।

অস্থিভেদ—অস্থিভঙ্গ। ৬তৎ। সং ; পু।

অস্থিভেদী—অস্থিভঙ্গকারী, যে হাড় ভাঙ্গিয়া দেয়। অস্থির ভেদী (ভেদকারী), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

অস্থিময়—অস্থ্যাত্মক। যথা অস্থিময় দেহ। অস্থির বিকার, যথা—অস্থিময়=অস্থিনির্ম্মিত। অস্থিরূপ অবয়ববিশিষ্ট। অস্থিময়=অস্থি হইয়াছে প্রধান অবয়ব যাহার। অস্থি শব্দ+স্বরূপ, বিকার, অবয়ব অর্থে ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অস্থিময়ী।

অস্থিরপঙ্কম, অস্থির পঙ্কক—পাটীগণিতের অঙ্কবিশেষ (Indeterminate Equation).

অস্থিমালী—১। অস্থিমালাধারী, যে হাড়ের মালা পরে। অস্থির মালা অস্থিমালা, ৬তৎ, তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে=অস্থিমালিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি। ২। শিব। সং ; পু।

অস্থির—চঞ্চল, চপলস্বভাব ; ব্যাকুল, উৎকণ্ঠিত ; অনিশ্চিত ; অধীর ; অস্থায়ী, নশ্বর। নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে অস্থিরতা, অস্থিরত্ব, অস্থৈর্য্য।

অস্থিরচিত্ত—চঞ্চলমনাঃ, যাহার মনের স্থিরতা নাই ; অব্যবস্থিতচিত্ত, যাহার মন একটী নির্দ্দিষ্ট পথে চলে না। নঞ্‌তৎ ও বহু। বিণ ; ত্রি।

অস্থির বায়ুমণ্ডল—ভূমণ্ডলের যে ভাগে কখনও ভীষণ ঝটিকা এবং কখনও বা বায়ুশূন্য থাকে। অস্থির হইয়াছে বায়ুমণ্ডল যাহাতে, বহু।

অস্থিরতা, অস্থিরত্ব—চাঞ্চল্য। অস্থির + তা, ত্ব ভাবে। সং ; স্ত্রী।

অস্থিবিদ্যা—অস্থিবিষয়ক বিদ্যা, যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে অস্থির অবস্থান ও অঙ্গাদির বিষয়ক জ্ঞান জন্মে (Anatomy)। সং; স্ত্রী।

অস্থিসঞ্চয়—মৃত্যুর চতুর্থ দিবসে দগ্ধ দেহের অস্থি-সঞ্চয়রূপ কার্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

অস্থিসন্ধি—অস্থিদ্বয়ের সংযোগস্থল, জোড়ের জায়গা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অস্থিসমর্পণ—গঙ্গায় মৃতদেহের অস্থিনিক্ষেপ। অস্থির সমর্পণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

অস্থিসার—১। মজ্জা। ৬তৎ। সং; পু। ২। রক্ত-মাংসশূন্য। বহু। বিণ; ত্রি।

অস্থূল—স্থূলতাশূন্য, সূক্ষ্ম। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অস্থৈর্য্য—অস্থিরতা, চাঞ্চল্য; অধীরতা; ব্যাকুলতা; অনিশ্চয়ত্ব; অস্থায়িত্ব, নশ্বরত্ব। স্থির শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। ন স্থৈর্য্য, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। বিশেষণে অস্থির। অস্থির দেখ।

অস্নাতক—যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যসমাপনপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশকালীন নিয়মিত স্নান করে নাই, অর্থাৎ যাহার ব্রহ্মচর্য্যসমাপন হয় নাই। নঞ্‌তৎ। সং; পু।

অস্নাবির—শিরাশূন্য, স্থূলদেহ ভিন্ন; যাঁহার স্থূল দেহ নাই। বিণ; ত্রি।

অস্পর্শ—১। অশুচিসংস্রব ত্যাগ। নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী। ২। স্পর্শশূন্য; যাঁহাকে স্পর্শ করা যায় না। ন (নাই) স্পর্শ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অস্পর্শনীয়, অস্পর্শ্য—স্পর্শের অযোগ্য, অশুচি, অত্যন্ত পাপিষ্ঠ। ন (অ)—স্পৃশ (স্পর্শ করা)+অনীয় বা য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

অস্পষ্ট—অস্ফুট, অব্যক্ত; অপরিষ্কার, ভাল শুনিতে বা বুঝিতে পারা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অস্পষ্টতা।

অস্পষ্টতা—অব্যক্ততা; অপরিষ্কৃত ভাব বা অবস্থা, অপরিষ্কার। অস্পষ্ট শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

অস্পষ্টভাষী—অস্পষ্টবাদী, যে অস্পষ্ট কথা বলে। অস্পষ্ট ভাষণ করে যে এই অর্থে অস্পষ্ট শব্দ—ভাষ+ণিন্ ক। বিণ; ত্রি।

অস্পষ্টলক্ষ্য—অপরিস্ফুটরূপে দৃশ্য। নঞ্‌তৎ ও ২তৎ। বিণ; ত্রি।

অস্পষ্টালোক—যে আলোকে স্পষ্টরূপে দেখা যায় না। কর্ম্মধা। সং; পু।

অস্পৃশ্য—স্পর্শের অযোগ্য, অশুচি। ন স্পৃশ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অস্পৃষ্ট—স্পর্শশূন্য, যাহাকে স্পর্শ করা হয় নাই এরূপ। ন স্পৃষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অস্পৃহ—স্পৃহাশূন্য, বিগতস্পৃহ, উদাসীন। ন (নাই) স্পৃহা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

অস্ফুট—অস্পষ্ট; অব্যক্ত; অপ্রকাশিত; অবিকসিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অস্ফুটকণ্ঠ—১। অস্পষ্ট বাণী, যে কণ্ঠস্বর স্পষ্টরূপে উচ্চারিত নহে। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। অস্পষ্ট কণ্ঠরববিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অস্ফুটকণ্ঠী, অস্ফুটকণ্ঠা।

অস্ফুটবাক্—(অস্ফুট বাচ্)। ১। অস্পষ্ট বাক্য। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। অস্পষ্ট-বাক্যবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

অস্ফুটস্বর—১। অস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনি। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। অস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনিবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

অস্ফুটস্বরে—অস্পষ্টরবে। অস্ফুট হইয়াছে স্বর যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অস্মদ্—উত্তমপুরুষ, আমি। অস (হওয়া)+মদ ক। সর্ব্ব; ত্রি।

অস্মদাদি—আমরা এবং আমাদিগের ন্যায় অন্যান্য লোক। অস্মদ (আমরা) হইয়াছে আদি যাহাদের, বহু। এইটী বিশেষণ, কিন্তু বিশেষ্যরূপে বহু স্থানে ব্যবহৃত হয়। যথা, অস্মদাদির কি সাধ্য যে এ বিষয়ের প্রতীকার করিব।

অস্মদীয়—আমাদিগের সম্বন্ধীয়, আমাদের। অস্মদ্ শব্দ+ঈয়। বিণ; ত্রি।

অস্মি—আমি। অস (হওয়া)+মি ক। ব্য।

অস্মিতা—অহংজ্ঞান, অহঙ্কার; অভিমান। অস্মি শব্দ+তা ভাবে। অস্মি দেখ। সং; স্ত্রী।

অস্র—১। বস্তু বা গৃহাদির কোণ; কেশ। অস (ক্ষেপণ করা)+র র্ম্ম। সং; পু। ২। রক্ত; চক্ষুর জল। সং; ক্লী।

অস্রকণ্ঠ—বাণ। অস্র (কোণবিশিষ্ট) হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। সং; ক্লী।

অস্রখদির—রক্তখদির, বিটখদির। সং; পু।

অস্রপ—রক্তপানকারী, রাক্ষস। অস্র শব্দ—পা (পান করা)+ড ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অস্রপা। [সং; স্ত্রী।

অস্রপা—রাক্ষসী, জলৌকা, জোঁক। অস্রপ দেখ

অস্রপত্রক—ভিণ্ডা গাছ। অস্র (রক্তবর্ণ) পত্র যাহার, বহু। সং; পু।

অস্রফলা—সল্লকী বৃক্ষ। অস্র (রক্তবর্ণ) ফল যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

অস্ররোধিনী—লজ্জালু লতা। সং; স্ত্রী।

অস্রু—চক্ষুর জল, নয়নবারি। অস (ক্ষেপণ করা)+রু র্ম্ম। সং; ক্লী।

অস্বচ্ছন্দ—অনায়ত্ত, পরাধীন, অসুখী। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অস্বতন্ত্র—পরাধীন, পরবশ। ন স্বতন্ত্র, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অস্বতন্ত্রা।

অস্বতন্ত্রা—পরাধীনা (নারী)। বিণ; স্ত্রী।

অস্বপ্ন—১। নিদ্রাশূন্য, বিনিদ্র। ন (নাই) স্বপ্ন (নিদ্রা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। সুর, দেবতা। সং; পু।

অস্বর—১। স্বরবর্ণ ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ; উদাত্তাদি স্বরশূন্য লৌকিক উচ্চারণ। বহু। সং; পু। ২। মন্দস্বরবিশিষ্ট। ন (অপ্রশস্ত) স্বর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

অস্বরস—অকৌশল, মনোমালিন্য। নঞ্‌তৎ।

অস্বর্গ্য—স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক, অধোগতি-বিধায়ক। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অস্বস্তি—অশান্তি, অমঙ্গল। নঞ্‌তৎ। ব্য।

অস্বস্থ—অপ্রকৃতিস্থ, অসুস্থ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্বাধ্যায়—১। বেদাধ্যয়নের নিষিদ্ধ দিন, অনধ্যায়কাল। ন (নাই) স্বাধ্যায় যাহাতে, বহু। সং; পু। ২। বেদাধ্যয়নশূন্য। বিণ।

অস্বামিক—যাহার স্বামী অর্থাৎ প্রভু বা অধিকারী নাই এরূপ, স্বামিহীন, বেওয়ারিস। ন (নাই) স্বামিন্ (স্বামী) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [সং; ক্লী।

অস্বাম্য—স্বত্বাভাব, অনধিকার। নঞ্‌তৎ।

অস্বার্থ—স্বার্থহীন, উদ্দেশ্যশূন্য; ভিন্নার্থক। বহু। বিণ; ত্রি।

অস্বাস্থ্য—অসুস্থতা, পীড়া; উপদ্রব। স্বস্থ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে; ন স্বাস্থ্য, নঞ্‌তৎ। সং; ক্লী।

অস্বীকার—অপলাপ, অপহ্নব; অসম্মতিপ্রকাশ, অনভিমতজ্ঞাপন। ন স্বীকার, নঞ্‌তৎ। সং; পু। বিশেষণে অস্বীকৃত।

অস্বীকৃত—অসম্মত; অননুমোদিত; অপহ্নুত, অপলপিত। নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অস্বীকার, অস্বীকৃতি।

অস্বীকৃতি—অস্বীকার দেখ। সং; স্ত্রী।

অস্বৈরী—অস্বাধীন, পরবশ। ন স্বৈরী (স্বাধীন), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি। [ব্য।

অহ—প্রশংসা; নিয়োগ; আক্ষেপ; নিগ্রহ।

অহং—অহম্ দেখ। [মান। সং; পু।

অহংমদ—অহঙ্কার, 'আমি বড়' এইরূপ অভি-

অহংযু—১। গর্ব্বিত, অভিমানী, অহঙ্কৃত। অহং+যু অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। ২। যোদ্ধা। পু।

অহঃপতি—সূর্য্য। অহনের পতি, ৬তৎ। পু।

অহঙ্কার—আত্মাভিমান, গর্ব্ব, অভিমান। অহম্ শব্দ—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে অহঙ্কৃত, অহঙ্কারী।

অহঙ্কারী—আত্মাভিমানী, গর্ব্বিত, অভিমানী। অহম্ শব্দ—কৃ (করা)+ণিন্ ক; অথবা অহঙ্কার শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে—অহঙ্কারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। বিশেষ্যে অহঙ্কার।

অহঙ্কৃত—অহঙ্কারী। অহম্ শব্দ—কৃ (করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে অহঙ্কার; অহঙ্কৃতি। বিপরীতার্থক শব্দ নিরহঙ্কার।

অহঙ্কৃতি—অহঙ্কার। অহম্ শব্দ—কৃ (করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে অহঙ্কৃত, অহঙ্কারী। বিপরীতার্থক শব্দ নিরহঙ্কার।

অহত—১। অক্ষত, অনাহত; অতাড়িত। ন (অ)—হন (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। নব বস্ত্র। সং; ক্লী।

ন্‌—দিন, দিবস। ন (অ)—হা (ত্যাগ করা)+কনিন্‌ ক। সং; স্ত্রী।

অহম্—১। আমি। অস্মদ্ শব্দের ১মার ১বচন। সর্ব্ব। পু ও স্ত্রী। ২। অহঙ্কার; অভিমান। অন্‌হ (ব্যাপা)+অম্‌ ক। ব্য।

অহমহমিকা—পরস্পরের গর্ব্ব বা বড়াই, 'আমিই বড় আমিই বড়' এইরূপ পরস্পরে অহঙ্কার প্রকাশ। অহম্ শব্দ—অহম্ শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অহমিকা—অহঙ্কার, গর্ব্ব, আত্মাভিমান। অহম্ শব্দ+কন্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

অহম্পূর্ব্ব—'আমি পূর্ব্বে আমি পূর্ব্বে' এইরূপ বলিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত। বিণ; ত্রি।

অহম্পূর্ব্বিকা—'আমি পূর্ব্বে আমি পূর্ব্বে' বলিয়া যোদ্ধৃগণের আগ্রহপ্রকাশ। স্ত্রী।

অহম্বুদ্ধি—আমিই বড় এইরূপ জ্ঞান, অহঙ্কার। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

অহম্মতি—অবিদ্যা, অজ্ঞান। রূপক কর্ম্মধা।

অহরহঃ—দিন দিন, প্রতিদিন; সর্ব্বদা। অহঃ ও অহঃ, দ্বন্দ্ব। ব্য।

অহর্দিব—অহরহঃ। অহন্ ও দিবা শব্দ দ্বন্দ্ব সমাসে নিষ্পন্ন। সং; ক্লী।

অহর্নিশ—দিবারাত্র। অহঃ ও নিশা, দ্বন্দ্ব। ব্য।

অহর্মণি—দিবাকর, সূর্য্য। অহনের মণি, ৬তৎ। সং; পু। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

অহর্ম্মুখ—দিনের আদি, প্রত্যূষ, প্রভাত।

অহল্য—অকৃষ্ট ভূমি, লাঙ্গলাদি দ্বারা যে ভূমি কর্ষণ করা হয় নাই। ন হল্য (হলকৃষ্ট), নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

অহল্যা—১। বৃদ্ধাশ্বের কন্যা, গৌতম ঋষির পত্নী। ইঁহারই জ্যেষ্ঠপুত্র শতানন্দ জনকরাজের পুরোহিত ছিলেন। একদা প্রত্যূষে গৌতম ঋষি স্নানার্থ গমন করিয়াছেন, এই অবকাশে দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া অহল্যার নিকট উপস্থিত হন এবং আপনার কামাভিলাষ ব্যক্ত করেন। অহল্যা তাঁহাকে দেবরাজ বলিয়া চিনিতে পারিয়াও তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন। এদিকে ইন্দ্র তথা হইতে প্রস্থান না করিতেই গৌতম স্নান করিয়া প্রত্যাগত হন এবং সমুদায় ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া উভয়কে অভিসম্পাত প্রদান করেন। ঋষিবরের শাপে ইন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে যোনি-চিহ্ন প্রকাশিত হইল। অহল্যা নিরাহারা, বাতভক্ষ্যা, ভস্মশায়িনী পাষাণরূপিণী হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে, রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রসহ মিথিলা গমন কালে গৌতমাশ্রমে উপস্থিত হইলে অহল্যার শাপমোচন হয়। তখন প্রায়শ্চিত্তান্তে গৌতম পুনরায় ইঁহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অহল্যার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে;—"ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলিতেছেন,—'হে অমরেন্দ্র! আমি বুদ্ধিদ্বারা কল্পনা করিয়া প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদিগের সকলেরই এক বর্ণ, এক ভাষা, এবং সকল বিষয়েই তাহারা এক প্রকার। কোন লক্ষণে কিংবা আকৃতিতে তাহাদিগের কিছুই ইতরবিশেষ ছিল না। তাহার পর একাগ্রচিত্তে আমি প্রজাদিগের বিষয়ে চিন্তা করিলাম। তাহাদিগের মধ্যে বিশেষ করিবার জন্য আমি একটী স্ত্রীলোক সৃষ্টি করিলাম। যে প্রাণীর যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উৎকৃষ্ট, আমি তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। তাহা হইতে রূপগুণসম্পন্না অহল্যা কন্যাকে নির্ম্মাণ করিলাম। হল শব্দে বৈরূপ্য; এবং হল হইতে যাহা প্রসূত হইয়াছে, তাহাকে হল্য কহে। যাহার শরীরে কিছুই বৈরূপ্য নাই, তাহাকে অহল্যা বলা যায়। আমি তাহার অহল্যা, এই নাম রাখিয়াছিলাম। হে দেবেন্দ্র! তাহার পর সেই কন্যা নির্ম্মাণ করা হইলে সে কাহার হইবে, আমার এই চিন্তা হইতে লাগিল। হে পুরন্দর! তুমি স্বর্গের রাজা, সুতরাং তুমি মনে করিয়াছিলে সেই কন্যা তোমারই হইবে। কিন্তু আমি তাহাকে গৌতমের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলাম। অনেক বৎসর গচ্ছিত রাখিয়া তিনি তাহাকে প্রত্যর্পণ করেন। সেই মহামুনির স্থৈর্য্য এবং তপঃসিদ্ধি জানিতে পারিয়া আমি তাহাকেই সেই কন্যা সম্প্রদান করিলাম। মহামুনি তাঁহাকে লইয়া রসভাবে সংবাস করিতে লাগিলেন। গৌতমকে কন্যাদান করা হইলে দেবতারা নিরাশ হইলেন। তুমি কামাতুর হইয়া ক্রুদ্ধমনে মুনির আশ্রমে গিয়া সেই দীপ্ত অগ্নিসদৃশ স্ত্রীকে দেখিয়াছিলে। তৎকালে তিনি কামার্ত্ত এবং ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়াছিলেন, এবং তুমি তাঁহার ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছিলে। মহর্ষি তোমাকে আশ্রমে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন সেই তেজস্বী ঋষি এই শাপ দিলেন যে, তোমার দশার ও ভাগ্যের বিপর্য্যয় ঘটিবে"।

কুমারিল ভট্টের মতে অহল্যা ও ইন্দ্রের উপাখ্যান রূপক বর্ণনামাত্র। অহল্যা শব্দে রাত্রিকে এবং ইন্দ্র শব্দে সূর্য্যকে বুঝায়। দিবসে সূর্য্যোদয় হইলে রাত্রি থাকে না, এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, অহল্যার নাম স্মরণ করিলে মহাপাতক নাশ হয়; যথা,—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনং॥"

২। অপ্সরাবিশেষ, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী। কথিত আছে যে, এই অপ্সরা অহল্যা, গৌতমপত্নী অহল্যা ও দেবরাজ ইন্দ্রের বৃত্তান্ত শুনিয়া ইন্দ্র নামক এক ব্যক্তির প্রণয়ে আসক্ত হন। রাজা এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া ইঁহাকে নগর হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন।

অহল্যাবাই—মালবপ্রদেশের প্রসিদ্ধা রাজ্ঞী; সুবিখ্যাত মলহর রাওএর পুত্র কুণ্ডজী রাওএর পত্নী। ইঁহার মালীরাও নামে এক পুত্র, ও মুক্তাবাই নামে এক কন্যা ছিল। যশোবন্ত রাওএর সহিত এই কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। পিতা বর্ত্তমানেই মালীরাওএর মৃত্যু হয়। পরে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মলহর রাও হোলকারের লোকান্তর হইলে কুণ্ডজীর পুত্র মালীরাও মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু নয় মাস পরে মালীরাওর মৃত্যু হইলে অহল্যাবাই পুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন। ইহাতে রাজ্যের কতিপয় প্রধান ব্যক্তি ও কর্ম্মচারী মিলিত হইয়া ইঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উদ্যত হইলে ইনিও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। পরন্তু সৌভাগ্যবশতঃ বিনা রক্তপাতেই সকল গোলযোগ নিষ্পত্তি হইয়া যায়। ইনি রাজবেশে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বয়ং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ভারতের অন্যান্য রাজধানীতে ইনি দূত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং ইঁহার রাজধানীতেও অন্যান্য রাজগণের দূত ছিল। ইনি অতিশয় দয়াদাক্ষিণ্যবতী ও লোকহিতৈষিণী রমণী ছিলেন। ইনি লেখাপড়াও উত্তমরূপ জানিতেন, এবং হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে ইঁহার নিরতিশয় আগ্রহ ছিল। ইনি মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুবিধবার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইনি বহু লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার নিজ ব্যয়ের নিমিত্ত বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। তদ্ভিন্ন সিংহাসনাধিরোহণকালে ইনি রাজকোষে দুই কোটী টাকা মজুদ পাইয়াছিলেন; এ সমস্ত অর্থই ইনি দেবমন্দির, ধর্ম্মশালা, রাজপথ নির্ম্মাণ ও অন্যান্য সদনুষ্ঠানে ব্যয় করেন। ইনি কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ এবং কলিকাতা হইতে কাশী পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করাইয়া দেন। ইঁহারই ব্যয়ে নির্ম্মিত গয়াধামের বিষ্ণুপদমন্দির ও নাটমন্দিরের তুল্য উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম্ম ভূমণ্ডলে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ইঁহার ন্যায় রাজকার্য্যদক্ষা অতি অল্প রমণীই নরলোকে আবির্ভূতা হইয়াছেন। হিন্দুললনারা যে অন্তঃপুরনিবদ্ধা দাসীমাত্র নহে, প্রত্যুত সুদুরূহ রাজকার্য্য সম্পাদনেও সবিশেষ

দক্ষা, অহল্যাবাই তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত-স্থল। ত্রিশ বৎসরকাল সুশৃঙ্খলায় রাজ্য-শাসন করার পর ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ষষ্টি বৎসর বয়সে এই গুণবতী রমণী লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

অহল্যাহ্রদ—গৌতম-আশ্রমস্থ স্বনামখ্যাত তীর্থ-বিশেষ। অহল্যা দ্বারা কৃত হ্রদ, মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

অহস্কর—সূর্য্য। অহন্‌কে (দিনকে) করে যে, উপ। অহন্ শব্দ (অহঃ) – কৃ (করা) + টক্ ক। সং ; পু।

অহহ, অহহা—খেদ ; অদ্ভুত ; সম্বোধন ; প্রকর্ষ। অহম্ শব্দ – হা (ত্যাগ করা) + ড, ক্বিপ্ ক। বা।

অহার্য্য—১। অহরণীয় ; অভেদ্য। ন হার্য্য (হরণযোগ্য), নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। পর্ব্বত। সং ; পু।

অহি—১। সর্প ; বৃত্রাসুর ; সূর্য্য ; রাহু ; পথিক ; খল ; বঞ্চক ; সর্পস্বামিক অশ্লেষা-নক্ষত্র। আ হন (বধ করা) + ইন্ ক, নিপাতনে। সং ; পু। ২। জল। অহ (ব্যাপা)। ইন্ ক। সং ; পু। ৩। ব্যাপক ; ব্যাপ্ত। বিণ ; ত্রি।

অহিংসক—হিংসাবর্জ্জিত। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অহিংসা—হিংসার অভাব ; কাহাকেও পীড়া না দেওয়া। নঞ্ তৎ। সং ; স্ত্রী।

অহিংস্য—অবধ্য ; যাহার হিংসা করা উচিত নয় এরূপ। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

অহিংস্র—অহিংসক, হিংসাশীল নয় এরূপ। নঞ্-তৎ। বিণ ; ত্রি।

অহিকান্ত—বায়ু। অহির (সর্পের) কান্ত (প্রিয়), ৬তৎ। সং ; পু।

অহিচ্ছত্র—আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত পঞ্চালরাজ্যের উত্তর অর্দ্ধাংশ। পঞ্চালরাজ্য প্রথমে দিল্লী নগরীর উত্তর ও পশ্চিম দিকে হিমালয় হইতে চম্বলনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরে দ্রোণা-চার্য্য পঞ্চালরাজ দ্রুপদকৃত অবমাননার প্রতিশোধস্বরূপ অর্জ্জুনের সহায়তায় দ্রুপদ-রাজকে পরাজিত করিয়া পঞ্চালরাজ্য দুই অংশে বিভক্ত করেন। গঙ্গার উত্তরতীরস্থ অর্দ্ধাংশ স্বয়ং রাখিয়া গঙ্গার দক্ষিণবর্ত্তী অর্দ্ধাংশ পরাজিত দ্রুপদকে প্রত্যর্পণ করেন। সেই উত্তর অর্দ্ধাংশের নাম অহিচ্ছত্র।

অহিজিৎ—শ্রীকৃষ্ণ ; ইন্দ্র। অহি শব্দ (কালীয় সর্প বা বৃত্রাসুর) – জি (জয় করা) + ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

অহিত—১। শত্রু। নঞ্ তৎ। সং ; পু। ২। অমঙ্গল ; কুপথ্য। সং ; ত্রি।

অহিতকর, অহিতকারী—অনিষ্টকর, অমঙ্গল-জনক, অপকারী। প্রথমে নঞ্ তৎ, পরে উপ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে অহিতকরী, অহিতকারিণী।

অহিতাচরণ—১। অনিষ্টকর ব্যবহার। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। অহিতাচারসম্পন্ন। অহিত (অনিষ্টকর) হইয়াছে আচরণ (ব্যবহার) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অহিতাচারী—(অহিতাচারিন্)। অহিতকর, অনিষ্টকারী। অহিত – আ – চর (গমন) + ণিন্ ক = অহিতাচারিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে অহিতাচারিণী।

অহিতুণ্ডিক—ব্যালগ্রাহী, সর্পখেলক, সাপুড়ে। অহির (সর্পের) তুণ্ড (মুখ) অহিতুণ্ড, ৬তৎ ; অহিতুণ্ড শব্দ + ষ্ণিক। সং ; পু।

অহিদ্বিট্—গরুড় ; ময়ূর ; ইন্দ্র। অহি শব্দ – দ্বিষ + ক্বিপ্ ক = অহিদ্বিষ্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

অহিনকুল—সাপ ও বেজি ; যাহাদের মধ্যে স্বাভাবিক বিদ্বেষ আছে। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

অহিনকুলতা—সাপ-বেজির বিদ্বেষভাব ; চির-বিদ্বেষ ; নিত্য বিরোধ। অহিনকুল দেখ। অহিনকুল শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

অহিপূতন—শিশুদিগের গুহ্যদেশে জাত রোগ-বিশেষ, ব্রণরোগ।

অহিফেন—সর্প-গরল, সাপের লাল, আফিঙ্। সং ; পু ও ক্লী।

অহিভয়—সর্পভীতি ; রাজাদিগের বিপক্ষভয়। ৫তৎ। সং ; ক্লী।

অহিভয়দা—ভূম্যামলকী, ভুঁই আমলকী। সং ; স্ত্রী।

অহিভুক্—গরুড় ; নকুল ; ময়ূর। উপ। অহি শব্দ (সর্প) – ভুজ (খাওয়া) + ক্বিপ্ ক = অহিভুজ্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

অহিমতেজাঃ—সূর্য্য, রবি। অহিম (উষ্ণ) তেজঃ (দীপ্তি) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে অহিম-তেজস্ শব্দ, ১মার ১বচন। সং ; পু।

অহিমর্দ্দনী—গন্ধনাকুলী। সং ; স্ত্রী।

অহিমার—অরিমেদক বৃক্ষ, গুয়ে বাবলা। সং ; পু।

অহিমেদক—অরিমেদক বৃক্ষ। সং ; পু।

অহিলতা—গন্ধনাকুলী লতা ; তাম্বুলী লতা। সং ; স্ত্রী।

অহীন—১। সর্পরাজ বাসুকী ; অনন্ত নাগ। অহিদিগের (সর্পদিগের) ইন (পতি, শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। সং ; পু। ২। হীন নহে এরূপ, অন্যূন। নঞ্তৎ। বিণ ; ত্রি।

অহীনগু—সূর্য্যবংশীয় জনৈক নরপতি, দেবানী-কের পুত্র। সং ; পু।

অহীরণি—দ্বিমুখ সর্প। অহি শব্দ (সর্প) – ঈর (প্রেরণ করা) + অনি ক। সং ; পু।

অহীশ্বর—সর্পরাজ, অনন্ত নাগ। অহিদিগের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু।

অহে—সমবয়স্ক বা আপনার অপেক্ষা ন্যূন ব্যক্তিদিগের সম্বোধনসূচক শব্দ। ব্য।

অহেতু—হেতুশূন্য, কারণহীন। ন (নাই) হেতু যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অহেতুক—হেতুশূন্য ; অকারণ ; মূলহীন ; আকস্মিক ; অনর্থক। বহু। বিণ ; ত্রি।

অহেতুকী—হেতুশূন্যা, স্বতোজাতা। [অহেতুকী ভক্তি—যে ভক্তি কোনও লাভাদির জন্য নহে]। অহেতুক + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। কেহ কেহ অনিৎ প্রত্যয় না করিয়া সেৎ প্রত্যয় করেন এবং তদনুসারে "অহৈতুকী" পদ সিদ্ধ করিয়া থাকেন।

অহো—সম্বোধন ; শোক, অনুতাপ ; নিন্দা ; দয়া ; বিষাদ ; আশ্চর্য্য ; প্রশংসা ; বিতর্ক ; দ্বৈধ ; অসূয়া ; অতএব ; পাদপূরণ। ব্য।

অহোরাত্র—১। দিবারাত্র, সূর্য্যের এক উদয় কাল হইতে অন্য উদয় কাল পর্য্যন্ত সময়। অহঃ ও রাত্রি, দ্বন্দ্ব। সং ; পু। ২। নিরন্তর, সর্ব্বদা, অবিরত। ব্য।

আ

আ—১। দ্বিতীয় স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। ২। শিব ; ব্রহ্মা ; অনন্ত। আপ (ব্যাপা) + ডা ক। সং ; পু। ৩। স্মরণ ; নিশ্চয়, জ্ঞান ; স্বীকার, স্পর্দ্ধা ; হাঁ ; আঃ, কোপ ; পীড়া। ব্য। ৪। ঈষৎ ; সম্যক্ ; সীমা ; ব্যাপ্তি ; (ক্রিয়াযোগে) বিস্তৃতি, বৈপরীত্য। সংস্কৃত আঙ্। আপ (ব্যাপা) + ডাঙ্ ক। উপসর্গ।

আই, আইমা—মাতামহী, মাতার মাতা কিংবা খুড়ী বা জেঠী অথবা মাসী বা পিসী। দেশজ।

আইন—ব্যবহারশাস্ত্র। পারস্য ভাষা।

আইন-ই-আকবরি—এই অভিধানের দ্বিতীয় ভাগে ইহার বিবরণ দেখ।

আইবড়—অবিবাহিত বা অবিবাহিতা। দেশজ। বিণ ; পু ও স্ত্রী।

আইশাশ—শ্বশুর মাতা, শাশুড়ীর মাতা বা সেইরূপ সম্পর্কীয়া স্ত্রীলোক। দেশজ। সং ; স্ত্রী।

আউট্রাম (সার্ জেম্‌স্)—ইনি একজন বিখ্যাত ইংরেজ সেনাপতি। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যা-ণ্ডের অন্তর্গত ডার্বিশিয়ারে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম বেন্‌জামিন আউট্রাম। ইনি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে নিম্নশ্রেণীর সেনানী হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিছুদিন পরে ইনি বোম্বাই নগরের দেশীয় পদাতি সৈন্যের লেফ্‌টেনাণ্ট ও আড্‌জুটাণ্ট হন। ১৮৩৫ হইতে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি মাহীকান্তার সুশৃঙ্খলা স্থাপনে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর ইনি গুজরাটের পলিটিক্যাল এজেণ্ট ও সিন্ধু-প্রদেশের কমিশনার হন। এই সময়ে আফ-গানদিগের সহিত ইংরেজের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধের অবসানে ইনি সিন্ধুপ্রদেশের কয়েক জন আমিরের বিরুদ্ধে এই বলিয়া গভর্ণর জেনারেলের নিকট রিপোর্ট করেন

যে, তাঁহারা ইংরেজের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছেন। সার চার্লস্ নেপিয়ার এ বিষয়ের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া আমিরদিগকে দোষী স্থির করিলে তাঁহাদিগের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হয়। ইহার পর আউট্রাম সাতারা ও বরদার রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ইহার কিছুদিন পরে অযোধ্যাপ্রদেশ ইংরেজ রাজ্য ভুক্ত হইলে গভর্ণর জেনারেল ডালহাউসি আউট্রামকে অযোধ্যার রেসিডেন্ট ও কমিশনার নিযুক্ত করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলে ইনি স্বদেশ গমন করেন। পর বৎসর পারস্যের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আউট্রাম সসৈন্যে পারস্যোপসাগরে উপস্থিত হন, এবং তথাকার গোলযোগ শেষ হইলে ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই সময়ে বিখ্যাত সিপাহি বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে ইংরেজ রাজ্য টলটলায়মান হইয়া উঠে। আউট্রাম লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করিতে যাইয়া নিজে তথায় অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে ইনি লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারেল এবং অযোধ্যার চীফ কমিশনার হন। পরিশেষে ইনি ভারতবর্ষের সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দের শীতঋতু ইনি মিসরে অতিবাহিত করেন। অতঃপর কিছুকাল ফ্রান্সে অবস্থিতি করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ ৬০ বৎসর বয়সে ইনি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি নগরে কালগ্রাসে পতিত হন। ইঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত কলিকাতার গড়ের মাঠ নামক ময়দানে ইঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আউল—ইহাদের আর একটী নাম "সহজ কর্ত্তাভজা"। প্রকৃতিসাধনবিষয়ে অনেকানেক সম্প্রদায়ের অনেকরূপ ভাব বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় কোন সম্প্রদায় এ বিষয়ে ইহাদের ন্যায় উদারভাব অবলম্বন করিতে পারে নাই। ইহাদের পরমার্থ সাধন কেবল দুই একটি নিজ প্রকৃতিসহবাসে পর্য্যাপ্ত হয় না: কি প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য, ইচ্ছানুরূপ বহুতর বারাঙ্গনা ও গৃহাঙ্গনা ইহাদের সাধনসম্পাদনে নিযুক্ত থাকে। ফলতঃ ইহারা কিরূপ সরল মতাবলম্বী, তাহা কি বলিব? শুনিয়াছি, আপনার প্রকৃতিকে অন্যদীয় সংসর্গে অনুরক্ত দেখিলেও কিছুমাত্র ঈর্ষা ও অসন্তোষ প্রকাশ করে না। প্রত্যুত, ওরূপ অনুষ্ঠান আপন মতানুগত সহজ সাধনের অঙ্গীভূত বলিয়াই অঙ্গীকার করে। বাউল ও নেড়ারা যেরূপ শ্মশ্রু ও ওষ্ঠ-লোমাদি সমুদায় কেশ রাখিয়া দেয়, ইহারা সেরূপ করে না; ঐ উভয়ই ক্ষৌরী হইয়া থাকে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল, কলিকাতার শ্যামবাজারে রঘুনাথ নামে একটি আউল ও তাহার কতকগুলি শিষ্য ছিল। এক্ষণে এ সম্প্রদায়ী লোক এ প্রদেশে আর সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। [ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়]।

আউলচাঁদ—নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা গ্রামে মহাদেব দাস নামে একজন বারুই ছিল। সে একদা পানের বরজ মধ্যে একটী পরম সুন্দর শিশুকে দেখিতে পাইয়া বাটীতে লইয়া আসিল। শিশুর বয়স তখন ৮ বৎসর, সে আত্মপরিচয় কিছুই দিতে পারিল না। মহাদেবের স্ত্রী শিশুটীকে পরম সুন্দর দেখিয়া উহার নাম "পূর্ণচন্দ্র" রাখিলেন।

পূর্ণচন্দ্র অনেক দিন মহাদেবের বাটীতে ছিল, কিন্তু মহাদেবের তাড়না অসহ্য হওয়াতে সে হরিহর নামক জনৈক বিষ্ণু-ভক্তের বাটীতে গেল। এখানে অবস্থান সময়ে সে সংস্কৃত ভাষা ও ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিল। হরিহর পূর্ণচন্দ্রকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু নানা কারণ প্রদর্শন করিয়া পূর্ণচন্দ্র তাহাতে অসম্মতি জানাইলেন।

১২৬৭ সালে ফুলিয়া গ্রামে গমনপূর্ব্বক পূর্ণচন্দ্র বৈষ্ণব চূড়ামণি বলরাম দাসের নিকটে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এই অবধিই পূর্ণচন্দ্রের নাম আউলচাঁদ হইল। পারস্য ভাষায় দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে আউলিয়া বলে, আউলিয়া হইতেই আউলচাঁদ নামের উৎপত্তি হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা দেশে কর্ত্তাভজা নামে যে সম্প্রদায় আছে, আউলচাঁদই তাহার প্রবর্ত্তক। আউলচাঁদ গুরু বলরাম দাসের সহিত পূর্ব্ব বাঙ্গালায় গমন করিয়াছিলেন, গুরু ফিরিলেন, কিন্তু আউলচাঁদ আর ফিরিলেন না। তিনি তীর্থপর্য্যটনে গমন করিলেন। আউলচাঁদ ভারতের বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া বজরা গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ইনি মধুর বাক্যে লোকদিগকে ধর্ম্মপথে আকর্ষণ করিতেন। এরূপও কিংবদন্তী আছে যে, আউলচাঁদ অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ ও খঞ্জকে সুস্থপদত্ব দান করিতে পারিতেন, তিনি বহুসংখ্যক লোককে দুঃসাধ্য রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

আউলচাঁদের ২২ জন প্রধান শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, রামশরণ পাল, খেলারাম মাল, পাঁচু মুচি, কৃষ্ণদাস, বিষ্ণু দাস, শ্যামচাঁদ, লক্ষ্মীকান্ত প্রভৃতি প্রধান। আউলচাঁদ শূল ব্যাধি হইতে রামশরণকে মুক্ত করায় সে তাঁহার শিষ্য হয়। রামশরণ ও তাহার বংশধরেরা সম্প্রদায়ের সকল ভার প্রাপ্ত হন।

আউলচাঁদ নবাগত শিষ্যদিগকে মন্ত্রদান করিয়া দশটী কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিতেন এবং কতকগুলি উপদেশ দিতেন। যথা—

পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্যহরণ ও পরহত্যা বা পরপীড়ন এই তিনটী কায়কর্ম্ম; পরদ্রব্যহরণেচ্ছা, পরহত্যা-করণেচ্ছা এবং পরস্ত্রীগমনেচ্ছা এই তিনটী মনঃকর্ম্ম এবং মিথ্যাকথন, কটু কথন, অনর্থক বচন ও প্রলাপ ভাষণ এই চারিটী বাক্যকর্ম্ম, এই সমুদায়ে দশটী কর্ম্ম নিষিদ্ধ।

উপদেশ (১) একমাত্র পরম চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিবে। কদাচ অন্য দেবতাদিগের নিন্দা করিবে না।

(২) মন্ত্রদাতা গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করিবে না এবং তাঁহাকে প্রত্যহ মানসে ও প্রত্যক্ষে প্রদক্ষিণ করিবে।

(৩) নিয়ত আত্মোন্নতির অদ্বিতীয় উপায় স্বরূপ হরিনাম উচ্চারণ করিবে এবং সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিবে।

(৪) সর্ব্বস্থানে ও সকল সময়ে সৎকথা ও বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনা করিবে।

(৫) কায়মনোবাক্যে অতিথি সেবা করিবে।

(৬) প্রাতঃ ও সায়ং সময়ে ধৌত বস্ত্র ধারণ করিবে।

(৭) ভোজনের পূর্ব্বে তুলসীতলস্থ মৃত্তিকা খাইয়া দেহ শুদ্ধ করিবে।

(৮) সকল জাতির অন্ন খাইবে, কিন্তু কখনও আমিষান্ন খাইবে না।

(৯) এই সম্প্রদায়সম্বন্ধীয় কোন কথা কাহাকেও বলিবে না।

(১০) সর্ব্বদা সত্যাচরণ করিবে এবং গুরু সত্য ও বিপদ্ মিথ্যা এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিবে।

এ সম্প্রদায়ী গুরুদিগের নাম মহাশয়, শিষ্যের নাম বরাতি। ইঁহারা শিষ্যকে প্রথমে "গুরু সত্য" এই মন্ত্র এবং পরে "কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার সুখে চলি-ফিরি, তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু।" এই মন্ত্র প্রদান করেন।

এই সম্প্রদায়ীরা প্রতি বর্ষে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ঘোষপাড়ায় একটা উৎসব করিয়া থাকেন।

আউলচাঁদ ১৬৯১ শকের বৈশাখ মাসে সায়ংসময়ে বোয়ালিয়া গ্রামে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, বোয়ালিয়া হইতে কৃষ্ণদাসের আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া আউলচাঁদ তথায় গমন করেন এবং শিষ্যদিগকে বলিয়া যান যে, আমিও আর বেশী দিন বাঁচিব না, এমন কি বোয়ালিয়া

হইতে আর আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। প্রকৃত পক্ষেও তাহাই ঘটিয়াছিল। আটল চাঁদ বোয়ালিয়ায় গমন করিয়াই জ্বরাক্রান্ত হইলেন এবং কয়েক দিবস পরে তাঁহার অন্তিম শয্যা প্রস্তুত হইল, তিনি হরিনাম শুনিতে শুনিতে এবং কিয়ৎক্ষণ অস্পষ্টভাবে হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন। আটলচাঁদ যথার্থ ভক্ত ছিলেন।

আউশ—বর্ষাকালজাত ধান্য। আশু শব্দের অপভ্রংশ।

আওরঙ্গজেব—দিল্লীর মোগল সম্রাট্ শাহজেহানের তৃতীয় পুত্র, এবং জাহাঙ্গীরের পৌত্র ও আকবরের প্রপৌত্র। ১৬১৮ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। শাহজেহানের চারি পুত্র,—সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দারা পিতার নিকটে থাকিয়া রাজ্যশাসন বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিতেন। দ্বিতীয় শাহ-শুজা। শাহজেহান তাঁহাকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া দিয়াছিলেন। তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেবকে তিনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশের সুবাদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চতুর্থ মুরাদ গুজরাটের সুবাদারী করিতেন। ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে শাহজেহান সাজ্ঘাতিক পীড়িত হইয়া পড়েন। পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র আওরঙ্গজেব সম্রাট্ হইবার অভিসন্ধিতে আগ্রার দিকে ছুটিলেন। তিনি মুরাদকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় অলস ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বিশেষতঃ দারা তো বিধর্ম্মী। তাঁহাদের কেহ সম্রাট্ হন, ইহা আওরঙ্গজেবের ইচ্ছা নহে। আবার আওরঙ্গজেবের নিজেরও রাজ্য লোভ নাই। অতএব মুরাদকে সম্রাট্ করাই তাঁহার ইচ্ছা। সরলবিশ্বাসী মুরাদ ইহাতে ভুলিয়া গেলেন। তখন উভয়ের মিলিত সৈন্য রাজধানীর দিকে ধাবিত হইল। এদিকে শাহশুজা তৎপূর্ব্বেই বাঙ্গালা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। পরন্তু দারার পক্ষীয় রাজপুতদিগের হস্তে তিনি পরাজিত হন। মালবাধিপতি যশোবন্ত সিংহ দারার পক্ষাবলম্বী হইয়া মুরাদ ও আওরঙ্গজেবের সৈন্যদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু উজ্জয়িনীর নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বীয় রাজধানীতে পলায়ন করেন (এপ্রেল, ১৬৫৮ খ্রীঃ)। ইতোমধ্যে শাহজেহান আরোগ্যলাভ করিয়া পুত্রদিগের মধ্যে গৃহ-বিবাদ যাহাতে না হয়, তাহার নিষ্ফল চেষ্টা করিলেন। আওরঙ্গজেব ক্রমশঃ অগ্রসর হইলে আগ্রার নিকট দারার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। দারা পরাজিত হইয়া দিল্লীতে পলায়ন করিলেন (জুন, ১৬৫৮ খ্রীঃ)। অতঃপর আওরঙ্গজেব আগ্রা অধিকার করিয়া শাহজেহানকে বন্দী করিলেন, এবং মুরাদকে কপটভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া বন্দী করিয়া গোয়ালিয়রের দুর্গে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আওরঙ্গজেব ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আলমগির উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পশ্চিমে দারা ও পূর্ব্বে শুজা যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন। আওরঙ্গজেব অচিরাৎ তাঁহার প্রিয়সখা মীরজুম্‌লাকে শুজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন, এবং বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া নিজেও তাহার অনুগামী হইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রামের পর শুজা পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় পলায়ন করেন (জানুয়ারি ১৬৫৯ খ্রীঃ)। ওদিকে দারা দিল্লীতে তিষ্ঠিতে না পারিয়া লাহোরে পলায়ন করেন; পরে লাহোর হইতে মুলতানে, মুলতান হইতে বক্করে, এবং বক্কর হইতে গুজরাটে পলাইয়া যান। পরন্তু আওরঙ্গজেব তাঁহার অনুসরণ করিয়া জয়পুরের নিকট তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া পলায়নপর হইতে বাধ্য করেন। অতঃপর এক ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দারাকে আওরঙ্গজেবের হস্তে অর্পণ করিলে তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। আওরঙ্গজেবের আদেশে মুরাদ ইতঃপূর্ব্বেই নিহত হইয়াছিল। এইরূপে তিনি আপনার রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া লইলেন।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শিবাজী নামক জনৈক মার্হাট্টাবীর প্রবল হইয়া উঠেন। তিনি প্রথমতঃ বিজাপুর-রাজ্যে ও তৎপরে মোগল অধিকারে প্রবেশ করিয়া উপদ্রব করিতে আরম্ভ করেন। সম্রাট্ শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পরাস্ত হন, এবং শিবাজীকে কোনও কোনও সুবার চৌথ প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া ও তাঁহার পুত্রকে পঞ্চসহস্রসংখ্যক সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধির উপর নির্ভর করিয়া শিবাজী সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দিল্লী গমন করেন। দরবারে উপস্থিত হইলে আওরঙ্গজেব তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর ওমরাহগণের সহিত বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। ইহাতে শিবাজী অপমানিত বোধ করিয়া সক্রোধে দরবার ত্যাগ করেন। আওরঙ্গজেব কিন্তু তাঁহাকে নজরবন্দীতে রাখেন এবং গুপ্তঘাতক দ্বারা তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিতে থাকেন। শিবাজী সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। অতঃপর তিনি কৌশলে দিল্লী হইতে বহির্গত হইয়া সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে এক বৎসর পরে আপনার রাজধানী রায়গড়ে উপস্থিত হইলেন। সম্রাটের এইরূপ আচরণে শিবাজী মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। [এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ শিবাজীর জীবনচরিতে দেখ]।

আকবরের পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান সম্রাটেরা হিন্দু প্রজাদিগের উপর জিজিয়া নামক কর স্থাপন করিয়াছিলেন। মুসলমান প্রজাদিগকে এই কর দিতে হইত না। মহামতি আকবর এই পক্ষপাতমূলক কর উঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আওরঙ্গজেব তাহা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিয়া হিন্দুদিগের বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। সম্রাটের রাজপুত সেনাপতিরা এই করের বিরুদ্ধে আবেদন করিয়া ফল না পাওয়াতে বিদ্রোহী হন। বিশেষতঃ সম্রাট্, যশোবন্ত সিংহের পরিবারবর্গের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করাতে বিদ্রোহ-বহ্নি অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। পরন্তু আওরঙ্গজেবের কার্য্যতৎপরতায় বিদ্রোহ শীঘ্রই উপশমিত হয়। রাজপুতদিগের মধ্যে উদয়পুরের রাণা রাজসিংহই অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। সম্রাট্ তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হন।

এই সময়ে আর একটী ঘটনায় আওরঙ্গজেবকে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। দিল্লীর সমীপবর্ত্তী কোনও স্থানে সত্নরামী নামে একটী সাধু হিন্দুসম্প্রদায় বাস করিতেন। তাঁহাদিগের সহিত সম্রাটের জনৈক পদাতির বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে ক্রমে তাহা তুমুল যুদ্ধে পরিণত হয়। অবশেষে সত্নরামী সম্প্রদায় পরাজিত হন (১৬৭৬ খৃঃ)।

অতঃপর বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা নামক ২টী স্বাধীন মুসলমান রাজ্য ধ্বংস করিয়া আওরঙ্গজেব তাঁহার সেনাপতিগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্যগুলি জয় করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। মার্হাট্টারা তাহাদিগের গিরিদুর্গের পশ্চাতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইবার ভাগ্যলক্ষ্মী সম্রাটের প্রতি প্রসন্না হইলেন। শম্ভুজী কনকান প্রদেশে সঙ্গমেশ্বর নামক স্থানে আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া সম্রাটের জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং বন্দী করিয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে বলায় শম্ভুজী আওরঙ্গজেবের প্রতি এরূপ অপমানজনক পরুষবাক্য প্রয়োগ করেন যে, সম্রাট্ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার জিহ্বা ছেদন ও চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহার

প্রাণবধ করিতে আজ্ঞা করিলেন (১৬-৮৯ খ্রীষ্টাব্দ)। পরন্তু আওরঙ্গজেব কিছুতেই মার্হাট্টাদিগকে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। উহারা ক্রমে ক্রমে দাক্ষিণাত্যের যাবতীয় সুবা লুণ্ঠন করিয়া প্রথমে মালব ও তৎপরে গুজরাট আক্রমণ করিল। এদিকে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে সম্রাটের কোষাগার অর্থশূন্য হইয়া পড়ায় মোগলেরা আর যুদ্ধ চালাইতে পারিতেছিল না। কাজেই মার্হাট্টারা একে একে আপনাদের গিরিদুর্গগুলি পুনরধিকার করিয়া লইল। সম্রাট্ হতাশমনে আহম্মদনগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আশ্রয় লইলেন; ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আহম্মদ নগরে আওরঙ্গজীবের মৃত্যু হয়।

আওরঙ্গজেব একদিকে যেমন মোগলসাম্রাজ্যের গৌরব সর্ব্বোচ্চ সীমায় উন্নীত করিয়াছিলেন, অন্য দিকে আবার তিনি উহার ধ্বংসেরও বীজ বপন করিয়াছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক সাজিয়া মুসলমান প্রজাবর্গের প্রিয় হইবার নিমিত্ত হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করিতেন। এইরূপে তিনি হিন্দুমুসলমানের সম্ভাবরূপ সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি শিথিল করিয়া ফেলেন। যে রাজপুতের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া আকবর ভারতের অধিকাংশ স্থলকে আপনার পদানত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব সেই রাজপুতদিগকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে সমদর্শিতাগুণে আকবর তাঁহার হিন্দুপ্রজাবর্গের নিকট 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব আপনার অসমদর্শিতা দোষে সেই হিন্দু প্রজাদিগের নিরতিশয় ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না, এমন কি আপনার পুত্রদিগকেও তিনি অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেন। আওরঙ্গজেবের মনে সর্ব্বদা ভয় ছিল যে, তিনি তাঁহার পিতা শাহজেহানের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, সুযোগ পাইলে তাঁহার পুত্রেরাও তাঁহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারে। অন্যান্য মুসলমান সম্রাট্দিগের ন্যায় তিনি অলস, বিলাসী বা অমিতব্যয়ী ছিলেন না। অবসর সময়ে তিনি একপ্রকার টুপি প্রস্তুত করিতেন। কথিত আছে যে, সেই টুপি বিক্রয় করিয়া তাঁহার সমাধির ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইয়াছিল। আওরঙ্গজেব বিদ্যাশিক্ষায় কখনও আলস্য করেন নাই। তিনি আরবী ও পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

আংশিক—একদেশ-সম্বন্ধীয়; অংশ-সম্বন্ধীয়; কতক। অংশ শব্দ + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

আঁখি—অক্ষি, চক্ষু। দেশজ, সংস্কৃত অক্ষি শব্দের অপভ্রংশ। সং। [ব্য।

আকণ্ঠ—কণ্ঠ পর্য্যন্ত, গলদেশ পর্য্যন্ত। অব্যয়ী।

আকণ্ঠমগ্ন—যাহার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়াছে। কণ্ঠ পর্য্যন্ত আকণ্ঠ, অব্যয়ী। আকণ্ঠ রূপে মগ্ন, ক্রিয়ার বিশেষণের সহিত ২তৎ। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

আকপিল—ঈষৎ কপিলবর্ণ, আপিঙ্গল। নিত্য।

আকপিশ—ঈষৎ কপিশবর্ণ। নিত্য। বিণ; ত্রি।

আকম্প—ঈষৎকম্প, সামান্য বিচলিত হওয়া, অল্প কাঁপা বা নড়া। প্রাদি বা নিত্য। সং; পু। বিশেষণে আকম্পিত। [আকম্পিত।

আকম্পন—আকম্প দেখ। সং; ক্লী। বিশেষণে

আকম্পিত—ঈষৎ কম্পিত, সামান্য বিচলিত। প্রাদি বা নিত্য। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আকম্প, আকম্পন।

আকম্প্র—কম্পবিশিষ্ট। আ—কম্প (কাঁপা) + র ক। বিণ; ত্রি।

আকর—১। খনি; উৎপত্তিস্থান; আদি, মূল; আধার, আস্পদ। আ—কৃ (করা) + অল্ অধি। ২। সমূহ। আ—কৃ + অল্ ভা। সং; পু। ৩। শ্রেষ্ঠ, প্রধান। আ—কৃ + অন্ ক। বিণ; পু।

আকরজ, আকরজাত—খনিজ, আকরোৎপন্ন, আকরিক। উপপদ বা ৫তৎ; আকর দেখ। আকর শব্দ—জন (জন্মা) + ড বা ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আকরিক—খনিজ, খনিজাত; খনিতে নিযুক্ত। আকর শব্দ + ষ্ণিক। আকর দেখ। বিণ; ত্রি।

আকরোৎপন্ন, আকরোদ্ভূত—আকরজাত, খনিতে উৎপন্ন। আকরে উৎপন্ন বা উদ্ভূত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

আকর্ণ—কর্ণপর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ব্য।

আকর্ণ চক্ষুঃ, আকর্ণ নয়ন, আকর্ণ লোচন—যে চক্ষুঃ কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আকর্ণ বিস্তৃত যে চক্ষুঃ, নয়ন, লোচন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আকর্ণন—শ্রবণ। আ—কর্ণ (ভেদ করা, শ্রবণ করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আকর্ণিত।

আকর্ণনীয়—শ্রবণীয়, শ্রবণ-যোগ্য, শ্রোতব্য। আ—কর্ণ (ভেদ করা, শ্রবণ করা) + অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আকর্ণপূরিত—কর্ণ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট, কর্ণ পর্য্যন্ত যাহাকে পূর্ণ করা বা আকর্ষণ করা হইয়াছে। অব্যয়ী ও ২তৎ। বিণ; ত্রি।

আকর্ণয়িতা—শ্রোতা, যে শুনে। আ—কর্ণ + তৃন্ ক। বিণ; ত্রি।

আকর্ণিত—শ্রুত। আ—কর্ণ (ভেদ করা, শ্রবণ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আকর্ণন।

আকর্ষ—১। আকর্ষণ; পাশক্রীড়া। আ—কৃষ (কর্ষণ করা) + অল্ ভা। ২। পাশা; ইন্দ্রিয়। আ—কৃষ + অল্ র্ম্ম। ৩। আঁকুশি; চুম্বক পাথর। আ—কৃষ + অল্ ণ। ৪। পাশফলক। আ—কৃষ + অল্ অধি। সং; পু।

আকর্ষক—১। আকর্ষণকারী। আ—কৃষ (কর্ষণ করা) + ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আকর্ষণী। ২। চুম্বক পাথর। সং; পু।

আকর্ষণ—১। টানা, টানিয়া আনা বা লওয়া; জড় পদার্থের যে গুণ থাকাতে পরমাণুসকল পরস্পরকে স্ব স্ব অভিমুখে আনয়ন করিবার চেষ্টা করে সেই গুণ [Attraction]; তন্ত্রোক্ত কার্য্যবিশেষ দ্বারা যোষাদির আনয়ন। আ—কৃষ (কর্ষণ করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আকর্ষণী—১। আঁকুশি। আ—কৃষ (কর্ষণ করা) + অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। আকর্ষণকারিণী। আ—কৃষ + অন ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

আকর্ষিক—১। আকর্ষক। আ—কৃষ (কর্ষণ করা) + ইক। বিণ; ত্রি। ২। অয়স্কান্ত, চুম্বক লৌহ। সং; পু।

আকর্ষিণী—১। আকর্ষণকারিণী; স্ত্রীজন-সমাকর্ষণকারিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। আঁকুশি। সং; স্ত্রী। আকর্ষী দেখ।

আকর্ষী—আকর্ষণকারী। আ—কৃষ (কর্ষণ করা) + ণিন্-ক = আকর্ষিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আকর্ষিণী।

আকলন—আকর্ষণ; অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা; বন্ধন; গণন; সংগ্রহ; অনুসন্ধান; ধারণ। আ—কল + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আকলিত—আকৃষ্ট; অভিলষিত; আকাঙ্ক্ষিত; বদ্ধ; গণিত; সংগৃহীত; গ্রথিত। আ—কল + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আকল্প—১। ভূষণ, আভরণ; বেশ, সজ্জা। আ—কৢপ (চিত্রিত করা ইত্যাদি) + অল্ ণ। ২। কল্পনা; উন্নতি; ব্যাধি, পীড়া। আ—কৢপ + অল্ ভা। সং; পু। ৩। কল্পান্ত পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ব্য।

আকল্পক—অজ্ঞান, মোহ; ঔৎসুক্য, উৎকণ্ঠা; গ্রন্থি; হর্ষ, আনন্দ। আ—কৢপ + ণক ক। সং; পু।

আকবর—*দিল্লীর দ্বিতীয় মোগল সম্রাট্ বাবরতনয় হুমায়ুন, শের খাঁ (শের শাহ্) কর্ত্তৃক পরাজিত ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া যৎকালে দেশে দেশে পলাইয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার মহিষী হামিদা* বেগম ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই অক্টোবর তারিখে

অমরকোট নগরে একটী পুত্রসন্তান প্রসব করেন। সেই পুত্রই বিশ্ববিশ্রুত মহামতি আকবর। সে দিবস হুমায়ুন কোন সামরিক কার্য্যোপলক্ষে অমরকোট হইতে একদিনের পথ দূরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সুসংবাদ যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার এমনই দুরবস্থা যে, তাঁহার বন্ধুবর্গকে প্রীতি উপহার দেন, এরূপ সঙ্গতি তাঁহার ছিল না। তাঁহার নিকট কেবল এক কৌটা কস্তুরী মাত্র ছিল। তিনি কৌটা খুলিয়া তাহা হইতে মৃগনাভি লইয়া উপস্থিত প্রিয়জনগণকে বিতরণ করিলেন এবং বলিলেন,—"এই কস্তুরীর সৌরভের ন্যায় আমার নবকুমারের যশঃসৌরভ যেন দিগন্তব্যাপী হয়।" হুমায়ুনের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। অত্যল্পকাল পরেই হুমায়ুনকে অমরকোট ত্যাগ করিয়া পারস্যাভিমুখে পলায়ন করিতে হয়। যাইবার সময়ে হুমায়ুন সমাতৃক আকবরকে হীরাটের শাসনকর্ত্তা তাঁহার অন্যতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিণ্ডালের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান। চারি বৎসরকাল আকবর এই পিতৃব্যের আশ্রয়ে ছিলেন। পরে পারস্য-রাজের সহায়তায় হুমায়ুন কাণ্ডাহার জয় করিলে আকবর তাঁহার নিকটে প্রেরিত হন। অতঃপর কাবুলের অধিকার লইয়া হুমায়ুনের অন্যতম ভ্রাতা কামরানের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আকবর দুইবার কামরানের হাতে পড়েন, এবং দুইবারই আসন্নমৃত্যুর হস্ত হইতে ভাগ্যে ভাগ্যে পরিত্রাণ লাভ করেন। অবশেষে ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন কামরানের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিয়া কাবুলে নিশ্চিন্তভাবে বসেন। এই সময় হইতে আকবর পিতার নিকট থাকিয়া রাজকার্য্যে তাঁহার সহায়তা ও নিজে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। গজনী অবরোধকালে এই শিশু রাজকুমার পিতার পার্শ্বে থাকিয়া বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করেন।

এদিকে শের শাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সলিম ও সলিমের লোকান্তর হইলে তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ, আদিলি নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। আদিলি, হিমু নামক তাঁহার অতি প্রিয়পাত্র জনৈক হিন্দুর হস্তে সমস্ত রাজ-কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। আদিলি ও হিমু যৎকালে চুনারের বিদ্রোহদমনে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই অবকাশে ইব্রাহিম শুর নামক আদিলির জনৈক আত্মীয় আগ্রা ও দিল্লী, এবং সিকন্দর শুর পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করেন। এইরূপ গৃহ-বিবাদের সুযোগ পাইয়া হুমায়ুন পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া সিকন্দর শুরের প্রতিনিধিকে তথা হইতে দূর করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি সিকন্দরকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন (১৫৫৫ খ্রীঃ)। পরন্তু ইহার পর বৎসরই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় শিশু আকবর চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন (১৫৫৬ খ্রীঃ)।

হিমু হুমায়ুনের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া ৩০ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি অনায়াসে আগ্রা অধিকার করিলেন, এবং হুমায়ুনের সৈন্য-দিগকে দিল্লী হইতে দূর করিয়া স্বয়ং মহা-রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য নাম ধারণ করিলেন। এই সময়ে আকবর পঞ্জাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। হিমু কালবিলম্ব না করিয়া পঞ্জাব অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই সময়ে আকবরের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র। আকবরের পারিষদবর্গের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে কাবুলে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিল। একমাত্র আকবর এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও অভিভাবক বৈরাম খাঁ এরূপ ঘৃণিত কার্য্যে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া সুপ্রসিদ্ধ পানিপথক্ষেত্রে নির্ভয়ে হিমুকে আক্রমণ করিলেন। হিমু অসাধারণ বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পাঠান সৈন্যগণের হঠকারিতায় তিনি পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন (১৫৫৬ খ্রীঃ)। ইতিহাসে ইহাই দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। হিমুকে আকবরের সমক্ষে উপস্থিত করা হইলে বৈরাম খাঁ আকবরের হস্তে একখানি নিষ্কোষিত তরবারি প্রদান করিয়া "কাফেরের" মস্তকচ্ছেদন করিতে বলিলেন। পরন্তু আকবর বৈরামের ন্যায় নিষ্ঠুর ছিলেন না। তিনি তরবারি গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা হিমুর মস্তকমাত্র স্পর্শ করিলেন। ইহা দেখিয়া বৈরাম এক আঘাতে হিমুর মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিলেন।

অতঃপর আকবর আগ্রা ও দিল্লী অধি-কার করিলেন। মোগলসাম্রাজ্য এই সময়ে চারিদিকে বিপজ্জালে বেষ্টিত ছিল, কিন্তু একমাত্র বৈরামের চেষ্টাতেই সাম্রাজ্য সুরক্ষিত ছিল। এ সকল গুণ থাকিলে কি হয়, তাঁহার চরিত্রে অন্য প্রকারের অনেক দোষ ছিল। তিনি অত্যন্ত গর্ব্বিত ও নিষ্ঠুর-স্বভাব ছিলেন। কাহারও প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। হিমু যৎকালে দিল্লী অব-রোধ করেন, তৎকালে তর্দ্দীবেগ খাঁ নামক এক ব্যক্তি মোগলপক্ষের দিল্লীস্থ প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি হিমুর হস্তে নগর সমর্পণ করিয়াছিলেন, এই অপরাধে বৈরাম বিনা বিচারে তাহার শিরশ্ছেদন করেন। এবম্প্রকারে তিনি আরও অনেক প্রধান প্রধান ওমরাহের প্রাণবধ করেন। করুণ-হৃদয় আকবর ইহাতে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া এতাদৃশ নৃশংস অভিভাবকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার জননীর পীড়ার ভান করিয়া আকবর বৈরামের শিবির পরিত্যাগপূর্ব্বক পীড়িতা জননীকে দেখিতে যাইতেছেন বলিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১৫৬০ খ্রীঃ)। বৈরাম বিদ্রোহী হইয়া পরাজিত হইলেন। আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া মক্কা যাইবার অনুমতি দিলেন, পরন্তু গুজরাটে উপস্থিত হইলে বৈরামের জনৈক পূর্ব্বশত্রু তাঁহার প্রাণবধ করে। ১৫৬০ হইতে ১৫৬৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত এই সাত বৎসরকাল আকবরকে আপনার অনুচর-বর্গের বিদ্রোহ দমনেই ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল।

এইরূপে ২৫ বৎসর বয়সে আকবর আপ-নার বিস্তৃত সাম্রাজ্যের শান্তি স্থাপন করিয়া রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বেই রাজপুতদিগের বলবিক্রমের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলেন। এজন্য তিনি তাহাদিগের সহিত নানাপ্রকারে মৈত্রী স্থাপন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধেও আবদ্ধ হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিম (জাহাঙ্গীর) যোধপুরের রাজপুত-কন্যার গর্ভজাত। জয়পুর-রাজ বিহারী মল্লকে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বিহারী মল্লের পুত্র ভগবান্ দাস পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন, এবং ভগবান্ দাসের পুত্র মানসিংহ প্রধান সেনা-পতিরূপে বরিত হইলেন। মাড়ওয়ারের রাজা কিছুদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরিশেষে তিনিও সন্ধিস্থাপন-পূর্ব্বক মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। কেবল চিতোরের রাণা উদয় সিংহই আকবরের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের প্রস্তাব ঘৃণাসহ-কারে প্রত্যাখ্যান করেন। আকবর ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চিতোর আক্রমণ করিয়া অধি-কার করেন (১৫৬৮ খ্রীঃ)। পরন্তু ইহার আট বৎসর পরে উদয় সিংহের পুত্র রাণা প্রতাপসিংহ পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া উদয় নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। রাজ-পুতানার মধ্যে একমাত্র উদয়পুরের রাণা-রাই দিল্লীর মুসলমান নরপতিদিগের অধী-নতা স্বীকার বা তাঁহাদিগের সহিত বৈবা-হিক সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। আকবরের

সুদক্ষ রাজস্ব-সচিব তোডরমল্ল হিন্দু ছিলেন। আরও অনেকানেক হিন্দু উচ্চ উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আকবরের ৪১৫ জন মনসব্‌দারের মধ্যে ৫১ জন হিন্দু ছিলেন।

বাঙ্গালায় মোগলেরা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলে, আকবর বাঙ্গালায় হিন্দু সুবাদার নিযুক্ত করিয়া বঙ্গ-রাজ্য স্থায়িরূপে আপনার সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। প্রথমে মানসিংহ ও তাহার পরে তোডরমল্ল অনেক দিন বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন।

১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর ও সিন্ধু জয় করিয়া এবং ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহার পুনরধিকার করিয়া দাক্ষিণাত্যের আহম্মদ নগর জয় করিবার জন্য আকবর আপনার দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ ও বৈরাম খাঁর পুত্র মির্জা খাঁকে প্রেরণ করেন। ইঁহারা আহম্মদ নগরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আহম্মদ নগরের সুলতানের ওনয়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধা চাঁদবিবি ঐ নগর অধিকার করিয়া আপনার শিশু ভ্রাতৃতনয়কে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। পরন্তু মোগলেরা আহম্মদ নগর অবরোধ করিলে চাঁদবিবি তাঁহাদিগকে বেরার প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করেন। ইহার অল্পকাল পরেই চাঁদবিবি বিশ্বাসঘাতকের হস্তে নিহত হইলে আহম্মদ নগরে আবার অরাজকতা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে মোগলেরা পুনরায় আহম্মদ নগর আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করেন এবং শিশু রাজকুমারকে বন্দী করিয়া গোয়ালিয়রের দুর্গে প্রেরণ করেন। ইহার পর খান্দেশ জয় করিয়া আকবর আপনার তৃতীয় পুত্র দানিয়ালকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করেন। গোলকণ্ডা ও বিজাপুরের নরপতিদ্বয় আকবরের সভায় দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করেন।

ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সলিম বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করেন। সে সময়ে আকবর সলিমকে আপনার ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিয়া, এবং তাঁহাকে আজমিরের সুবাদারি পদ প্রদান করিয়া ও উদয়পুরের রাণার বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যের প্রধান অধিনায়ক করিয়া শান্ত করেন; পরে আকবর যৎকালে দাক্ষিণাত্যের সমরে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে সলিম পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া রাজোপাধি ধারণপূর্ব্বক বেহার, প্রয়াগ, ও অযোধ্যা অধিকার করেন। আকবর তাঁহাকে সস্নেহপত্র লিখিয়া এবং বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সুবাদারি পদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে শান্ত করেন। অতঃপর সলিম আগ্রায় প্রত্যাগমন করিলে পিতা তাঁহাকে স্নেহালিঙ্গনদানে বঞ্চিত করেন নাই। অমিতাচারে সলিমের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় আকবর প্রয়াগে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের দ্বিতীয় পুত্র মুরাদের এবং ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার তৃতীয় পুত্র দানিয়ালের অতিরিক্ত পানদোষে মৃত্যু হয়। এই সমস্ত পুত্রশোকে আকবরের স্বাস্থ্যহানি হওয়ায় তিনি উৎকট রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র সলিমই তখন জীবিত ছিলেন। সুতরাং আইনানুসারে সিংহাসন তাঁহারই প্রাপ্য; কিন্তু তিনি পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহী হইয়া প্রজাদিগের বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সলিমের জ্যেষ্ঠপুত্র খসরু মানসিংহের ভগিনীর গর্ভসম্ভূত এবং খানি আজিম নামক জনৈক ওমরাহের জামাতা। এ কারণ অনেকেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। গতিক দেখিয়া সলিম রাজপ্রাসাদে যাতায়াত রহিত করিয়া দিলেন। কিন্তু সলিমের তৃতীয় পুত্র খুরম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আকবর জীবিত থাকিতে তিনি পিতামহের রুগ্নশয্যা পরিত্যাগ করিবেন না। আকবর এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া সলিমকে আপনার নিকট ডাকাইয়া আনাইয়া তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রচার করিলেন, এবং প্রধান প্রধান ওমরাহগণের সহিত সলিমের পুনর্ম্মিলন করাইয়া দিলেন। এইরূপে সমস্ত গোলযোগের নিষ্পত্তি করিয়া বিস্তীর্ণ মোগলসাম্রাজ্য সুদৃঢ় রাখিয়া অর্দ্ধশতাব্দীকাল রাজত্ব করার পর আকবর ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলেন।

আকবর মুসলমান-সম্রাট্‌দিগের শিরোভূষণস্বরূপ। তিনি যেমন অমায়িক, প্রিয়ভাষী, দয়াশীল, সুধীর, ও মিতাচারী ছিলেন, তেমনই কার্য্যদক্ষ, অধ্যবসায়শীল, বিদ্যাবান্, বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি সকল প্রকার ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি সমদর্শী ছিলেন এবং হিন্দুদিগকে উচ্চ উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পরাজিত রাজগণকে নিহত না করিয়া তাঁহাদিগকে করদ ও আশ্রিত নরপালরূপে স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আফগান নরপতিগণ মুসলমান ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর জিজ্রিয়া নামক যে পক্ষপাতমূলক কর স্থাপন করিয়াছিলেন, আকবর তাহা রহিত করেন, তীর্থযাত্রিগণকে কর প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন। ফলতঃ আকবর সর্ব্বপ্রকারেই আদর্শ নরপতি ছিলেন। এই জন্যই হিন্দুরা সমস্বরে "দিল্লীশ্বরো বা জগতীশ্বরো বা" বলিয়া তাঁহার স্তব করিত। বলিতে কি, এ পর্য্যন্ত অন্য কোনও বৈদেশিক নরপতি আকবরের ন্যায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাবর্গের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হন নাই।

আকবরনামা—এই অভিধানের পশ্চাদ্ভাগে "সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ" নামক অধ্যায় দেখ।

আকষ—কষ্টিপাথর। আ—কষ (বধ করা) + অল্ ণ। সং; পু।

আকস্মিক—অহেতুক, অচিন্ত্যনিমিত্তক, কারণ জানা যায় না অথচ কোথা হইতে আবির্ভূত; অকস্মাদুৎপন্ন, সহসা উপস্থিত বা উদ্ভূত। অকস্মাৎ শব্দ + ষ্ণিক; অকস্মাৎ দেখ। বিণ; ত্রি।

আকাঙ্ক্ষণীয়—বাঞ্ছনীয়, অভিলষণীয়; প্রার্থনীয়। আ—কান্ক্ষ (আকাঙ্ক্ষা করা) + অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আকাঙ্ক্ষণীয়তা।

আকাঙ্ক্ষণীয়তা—আকাঙ্ক্ষণীয় দেখ। আকাঙ্ক্ষণীয় শব্দ + তা ভাবে; সং; স্ত্রী।

আকাঙ্ক্ষা—অভিলাষ, বাঞ্ছা, ইচ্ছা; স্পৃহা; অনুসন্ধান, জিজ্ঞাসা; বাক্যার্থজ্ঞানের হেতুবিশেষ; (ব্যাকরণে) বাক্যের অর্থগ্রহজন্য এক পদ শ্রবণের পরেই অন্য পদ শ্রবণের যে ইচ্ছা হয়; যথা,—"রাম বনে" বলিবামাত্র "গমন করিয়াছিলেন" বা ঐরূপ কোন ক্রিয়া শ্রবণের ইচ্ছাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। আ—কান্ক্ষ (আকাঙ্ক্ষা করা) + অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে আকাঙ্ক্ষিত।

আকাঙ্ক্ষিত—বাঞ্ছিত, অভিলষিত, অভীষ্ট; প্রার্থিত; জিজ্ঞাসিত; আবশ্যক। আ—কান্ক্ষ (আকাঙ্ক্ষা করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আকাঙ্ক্ষা।

আকাঙ্ক্ষী—অভিলাষী, ইচ্ছু; প্রার্থী; জিজ্ঞাসু। আ—কান্ক্ষ (আকাঙ্ক্ষা করা) + ণিন্ ক = আকাঙ্ক্ষিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আকাঙ্ক্ষিণী (= অভিলাষিণী)।

আকায়—বসতি, নিবাস, বাসস্থান; চিতা। আ—চি (চয়ন করা) + ঘঞ্, অধি, চি স্থানে কি আদেশ। সং; পু।

আকার—১। আকৃতি, মূর্ত্তি; দেহ; 'আ' মাত্র বর্ণ। আ—কৃ (করা) + ঘঞ্, র্ম্ম। ২। ইঙ্গিত, হৃদ্গতভাব; শোকহর্ষাদিসূচক মুখভঙ্গ্যাদি চিহ্ন। আ—কৃ + ঘঞ্

ণ। ৩। আহ্বান। আ—ণিজন্ত কৃ বা কারি (করান)+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

আকারগুপ্তি—মুখবিকৃতি বা তদ্গত ভাবের গোপন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। আকার দেখ। গুপ্তি গুপ (গোপন করা)+ক্তি ভা।

আকার গোপন—যাহাতে আকার অর্থাৎ আকৃতি দর্শন করিয়া অপরে মনোগত অভিসন্ধি বোধ করিতে সমর্থ না হয়, এরূপ কার্য্য করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আকারণ—সম্বোধন, আহ্বান। আ—ণিজন্ত কৃ বা কারি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আকারণা—আকারণ দেখ। সং; স্ত্রী।

আকারপ্রকার—আকৃতি ও প্রকৃতি; অঙ্গ-বৈলক্ষণ্য ও প্রকার। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

আকারানুভাবকতা—যে বৃত্তি দ্বারা আকারের অনুভব করা যায়। সং; স্ত্রী।

আকারিত—আহূত; অনুমোদিত, অনুজ্ঞাত; জিজ্ঞাসিত। আ—ণিজন্ত কৃ বা কারি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আকারোপলক্ষিত—আকারধারী, আকৃতি-বিশিষ্ট। আকার দ্বারা উপলক্ষিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। আকার+উপলক্ষিত।

আকাল—দুঃসময়; দুর্ভিক্ষ। দেশজ। সংস্কৃত অকাল শব্দ হইতে উৎপন্ন।

আকালিক—অসময়োৎপন্ন, অকালে জাত বা উদ্ভূত; ক্ষণবিধ্বংসী, অচিরস্থায়ী। অকাল শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আকালিকী।

আকালিক প্রলয়—কপিলের শাপে অকালে অর্থাৎ অসময়ে জগৎ প্লাবন রূপ প্রলয় বিশেষ। কর্ম্মধা। সং; পু। [দেখ।

আকালিকী—বিদ্যুৎ। সং; স্ত্রী। আকালিক

আকাশ—গগন, শূন্যদেশ, অন্তরীক্ষ, নভঃস্থল। আ—কাশ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক। সং; পু। [আকাশ প্রথম ভূত; উহা হইতেই অন্যান্য ভূতসকল উৎপন্ন। অর্থাৎ আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল, এবং জল হইতে ভূমি উৎপন্ন হয়]।

আকাশকক্ষা—বৃত্তাকার গগনস্থ গোলক্ষেত্র, চক্রবাল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

আকাশকল্প—আকাশস্থ পরমাত্মা। আকাশ শব্দ +কল্প। সং; পু।

আকাশকুসুম—খ-পুষ্প। আকাশজাত কুসুম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। আকাশে কখনও ফুল জন্মে না, এ কারণ "বন্ধ্যাপুত্র" "কূর্ম্মলোম" প্রভৃতির ন্যায় "আকাশকুসুম"ও অলীক ও অবাস্তবিক। উন্মত্তাদির উক্তিতে এই সকল ব্যবহৃত হয়। চলিত কথায় যেমন হাতীর শিং, ঘোড়'র ডিম, সাধুভাষায় ও সংস্কৃতভাষায় তদ্রূপ আকাশকুসুম]।

আকাশগ—১। আকাশগামী, ব্যোমচারী। আকাশ শব্দ—গম+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। খেচর জীব, পক্ষী। সং; পু।

আকাশগঙ্গা—স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। আকাশ-স্থিতা গঙ্গা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

আকাশচর—১। আকাশবিহারী। বিণ; ত্রি। ২। পক্ষিপ্রভৃতি। সং; পু।

আকাশচিত্র—আকাশের চিত্র, আকাশের মান-চিত্র, আকাশের কোথায় কোন্ গ্রহ উপ-গ্রহাদি আছে, তন্নিরূপক চিত্র। সং; ক্লী।

আকাশজননী—(আকাশজননিন্)। প্রগণ্ডীর মধ্যস্থিত মানবদিগের বাহ্য বিষয় দর্শনের নিমিত্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র। ঐ ছিদ্র দ্বারা কামান বন্দুকের গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। আকাশজনন +ইন্, অস্ত্যর্থে।

আকাশদীপ, আকাশপ্রদীপ—লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে কার্ত্তিক মাসে শূন্যদেশে যে প্রদীপ দেওয়া হয়। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

আকাশদুহিতা—প্রতিশব্দ, প্রতিধ্বনি। ৬তৎ।

আকাশপট—আকাশচিত্র দেখ। আকাশ রূপ পট। সং; পু।

আকাশপ্রান্ত—আকাশের প্রান্তভাগ, যেস্থানে পৃথিবী ও আকাশ মিলিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ৬তৎ। সং; পু।

আকাশভাষিত—আকাশবাণী; (নাট্যোক্তিতে) কথিত বাক্য না শুনিয়াও 'কি বলিতেছ' ইত্যাদি উক্তি। আকাশ (শূন্য) যে ভাষিত, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আকাশমণ্ডল—গগনমণ্ডল, নভোমণ্ডল। আকাশ রূপ মণ্ডল, রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আকাশমাংসী—সূক্ষ্ম জটামাংসী লতা। সং; স্ত্রী।

আকাশমুখী—ঊর্দ্ধমুখ সন্ন্যাসী, যে সকল সন্ন্যাসী সর্ব্বদা ঊর্দ্ধমুখে থাকে। সং; পু।

আকাশমূলী—জলের পানা। আকাশে (শূন্যে) মূল যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

আকাশযন্ত্র—ব্যোমযান। আকাশযান দেখ।

আকাশযান—ব্যোমযান, বেলুন। ৬তৎ। সং।

আকাশরক্ষী—দুর্গের বহির্ভাগস্থ প্রাচীরের উপরিস্থিত প্রহরী। ৬তৎ। সং; পু।

আকাশবচন—দৈববাণী, অশরীরি বাক্য। আকাশের বচন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

আকাশবাণী—দৈববাণী, অশরীরিবাক্য। ৫তৎ বা ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

আকাশসলিল—আকাশ হইতে পতিত জল, বৃষ্টি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আকাশে—(নাট্যে) রঙ্গভূমিতে দৃষ্ট না হই-লেও কোনও পাত্রকে উদ্দেশ করিয়া সম্ভা-ষণ করা। কেহ কেহ ইহাকে সপ্তম্যন্ত শব্দ বলেন। তাঁহাদের মতে আকাশে=আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া। অপরে বলেন যে, এটী একারান্ত অব্যয় শব্দ।

আকিঞ্চন—১। দারিদ্র্য, দীনতা। অকিঞ্চন শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী। ২। যত্ন, চেষ্টা, আগ্রহ। দেশজ।

আকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত; ব্যাপ্ত, বিস্তৃত। আ—কৄ (বিক্ষিপ্ত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আকুঞ্চন—সঙ্কোচন, কোঁকড়ান; বক্রণ, বাঁকিয়া যাওয়া। আ—কুন্চ (বক্র হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আকুঞ্চিত।

আকুঞ্চনীয়তা—যে গুণ থাকাতে জড়পদার্থসকল বলপ্রয়োগ বা শৈত্য সংযোগাদি দ্বারা কুঞ্চিত হয় অর্থাৎ তাহাদের আয়তনের হ্রাস হয়, তাহাকে আকুঞ্চনীয়তা বলে। আ—কুন্চ (বক্র হওয়া)+অনীয়=আকুঞ্চনীয়, তদুত্তরে তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

আকুঞ্চিত—সঙ্কুচিত; ঈষৎ বক্রীকৃত; সঙ্কোচিত, নমিত। আ—কুন্চ (বক্র হওয়া)+ক্ত ক বা র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আকুঞ্চন।

আকুল—১। ব্যাকুল, অস্থিরচিত্ত; ব্যগ্র; বিহ্বল; চকিত, ভীত; চলিত; সঙ্ক্ষুভিত; সঙ্কীর্ণ; পূর্ণ; সন্দিহান; অস্বস্থ; অস্পষ্ট। আ—কুল (রাশীকৃত করা)+ক ক। ২। ব্যাপ্ত। আ—কুল+ক র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আকুলতা, আকুলত্ব।

আকুলতা, আকুলত্ব—আকুল দেখ। আকুল শব্দ +তা, ত্ব ভাবে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

আকুলিত—ব্যাকুলিত, অস্থির; বিপর্য্যস্ত; বিক্ষিপ্ত; উদ্ভ্রান্ত; সঞ্চালিত, আন্দোলিত। আ—কুল (রাশীকৃত করা)+ক্ত ক বা র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আকুলীকৃত—ব্যাকুলীকৃত, বিক্ষোভিত। আকুল শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে=আকুলী—কৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আকুলীভূত—কাতরীভূত, উদ্ভ্রান্ত। আকুল শব্দ +চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে=আকুলী—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আকূত—মনোভাব; তাৎপর্য্য; ইচ্ছা, আশয়। আ—কূ (কাতর শব্দ করা)+ক্ত ভা। সং।

আকৃতি—অবয়বসংস্থান, আকার, মূর্ত্তি; বপুঃ, শরীর; প্রকার; রূপ; দ্বাবিংশাক্ষর ছন্দো-বিশেষ। ছন্দঃ দেখ। আ—কৃ (করা)+ক্তি ণ বা অধি। সং; স্ত্রী।

আকৃষ্ট—যাহাকে আকর্ষণ করা হইয়াছে এরূপ; বশীকৃত; গৃহীত; প্রলোভিত। আ—কৃষ (কর্ষণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আকর্ষণ, আকৃষ্টি।

আকৃষ্টি—আকর্ষণ। আ—কৃষ (কর্ষণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

আকৃষ্যমাণ—বলপূর্ব্বক আনীয়মান, যাহাকে আকর্ষণ করা হইতেছে এরূপ। আ—কৃষ +শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আকেকর—ঈষৎ বক্রাক্ষি, কিঞ্চিৎ টেরা। আ

(ঈষৎ) কেকর (টেরা), নিত্য। বিণ; ত্রি; কেকর=কে (মস্তকে) কর (যে করে), অলুক্ সমাস। কে (মস্তকে)—কৃ+অন্ ক।

আক্রন্দ—নাদ, ধ্বনি; আহ্বান, দূরাহ্বান; ক্রন্দন-ধ্বনি, রোদন; তুমুল যুদ্ধ; বলপূর্ব্বক রাজ্যাদি গ্রহণকারী; রাজা, স্বামী; সহোদর; বন্ধু। আ—ক্রন্দ+অল্। প্রথম পাঁচটী অর্থে ভাববাচ্যে এবং শেষ চারি অর্থে কর্তৃবাচ্যে। সং; পু।

আক্রন্দিত—ক্রন্দন, আর্ত্তধ্বনি। আ—ক্রন্দ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

আক্রম—অতিক্রম; অভিভব, পরাভব; অধিকার, প্রাপ্তি; বিক্ষেপ; আক্রমণ; অধিষ্ঠান; উদয়; পরাক্রম, বিক্রম। আ—ক্রম (পাদক্ষেপ করা)+অল্ ভা। সং; পু। আর একটী বিশেষ্য আক্রমণ। বিশেষণে আক্রান্ত।

আক্রমণ—অন্যায়পূর্ব্বক অন্যের প্রতি বলপ্রকাশ, চড়াও হওয়া, জোর করিয়া ধরণ [অন্যান্য অর্থের জন্য আক্রম দেখ]। আ—ক্রম (পাদক্ষেপ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আক্রান্ত।

আক্রমণীয়—আক্রমণের যোগ্য, যাহা বা যাহাকে আক্রমণ করা আবশ্যক বা উচিত এরূপ। আ—ক্রম (পাদক্ষেপ করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আক্রমণীয়তা, আক্রমণীয়ত্ব।

আক্রমণীয়তা, আক্রমণীয়ত্ব—আক্রমণীয় দেখ। আক্রমণীয় শব্দ+তা, ত্ব ভাবে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও পু।

আক্রান্ত—যাহা বা যাহাকে আক্রমণ করা হইয়াছে এরূপ; অতিক্রান্ত; অভিভূত; অধিষ্ঠিত; অধিগত; ব্যাপ্ত। আ—ক্রম (পাদক্ষেপ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আক্রম, আক্রমণ, আক্রান্তি।

আক্রান্তি—আক্রমণ। আ—ক্রম (পাদক্ষেপ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে আক্রান্ত।

আক্রামক—আক্রমণকারী। আ—ক্রম (পাদক্ষেপ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আক্রামিকা (=আক্রমণকারিণী)।

আক্রীড়—১। ক্রীড়া, খেলা। আ—ক্রীড় (ক্রীড়া করা)+ঘঞ্ ভা। ২। রাজার সাধারণ উদ্যান, কেলিকানন; ক্রীড়াস্থান; আ—ক্রীড়+অল্ অধি। পুরুবংশীয় নরপতিবিশেষ। আ—ক্রীড়+অন্ ক। সং; পু।

আক্রীড়পর্ব্বত—কেলিপর্ব্বত, রাজাদিগের বিহারার্থ কৃত্রিম শৈল। সং; পু।

আক্রীড়ভূমি—বিহারস্থান, ক্রীড়াভূমি। সং; স্ত্রী।

আক্রুষ্ট—নিন্দিত; অভিশপ্ত; তিরস্কৃত; আহূত। আ—ক্রুশ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আক্রোশ—ভর্ৎসনা; শাপ, অভিসম্পাত; গালিদান; নিন্দা, অভিযোগ; ক্রোধ; আহ্বান। আ—ক্রুশ (রোদন করা, আহ্বান করা) অল্ ভা। সং; পু। আর একটী বিশেষ্য আক্রোশন।

আক্রোশক—তিরস্কারক, নিন্দক, অভিযোক্তা। আ—ক্রুশ+ণক ক। বিণ; ত্রি।

আক্রোশন—আক্রোশ দেখ। আ—ক্রুশ+অনট্ ভা। [বিশেষ্যে আক্লান্তি।

আক্লান্ত—নিরতিশয় ক্লান্ত। নিত্য। বিণ; ত্রি।

আক্ষপাটিক—অক্ষদর্শক; ধর্ম্মাধ্যক্ষ; বিচারক। অক্ষপট শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু।

আক্ষার—অপবাদ, ব্যভিচারজনিত দোষারোপ। আ—ক্ষার+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আক্ষারণ, আক্ষারণা—অপবাদ, ব্যভিচার, দোষারোপ। আ—ণিজন্ত ক্ষর বা ক্ষারি+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

আক্ষারিত—দূষিত, নিন্দিত, অপবাদগ্রস্ত। আ—ক্ষারি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আক্ষিক—১। পাশক্রীড়াবিষয়ক; পাশক্রীড়া দ্বারা জিত। অক্ষ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। পাশক্রীড়ানিমিত্ত ঋণ। সং; ক্লী।

আক্ষিপ্ত—আক্ষেপযুক্ত, ক্ষুব্ধ; ভর্ৎসিত; নিন্দিত; বিক্ষিপ্ত; আকৃষ্ট; অবসিত। আ—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত ক বা র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আক্ষেপ।

আক্ষীব—অক্ষীব দেখ।

আক্ষেপ—ভর্ৎসনা; নিন্দা; ক্ষোভ, মনস্তাপ; বিক্ষেপ; আকর্ষণ; অবসান; হাত-পা খেঁচা [Convulsion]। আ—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে আক্ষিপ্ত।

আক্ষেপক—১। ভর্ৎসনাকারী, নিন্দক। আ—ক্ষিপ+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। বাতরোগবিশেষ। সং; পু।

আক্ষোট, আক্ষোড়—আখরোট গাছ। সং; পু।

আক্ষোদন—মৃগয়া। আ—ক্ষুদ (চূর্ণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আখ, আখন—খননসাধন, খনিত্র, খন্তা। আ—খন (খনন করা)+ড ক, ২য় পক্ষে অন ক। সং; পু।

আখণ্ডল—ইন্দ্র। আ—খন্ড (ভগ্ন করা)+ডল ক, যিনি সম্যগ্‌রূপে (পর্ব্বত বজ্র দ্বারা) ভগ্ন করেন। সং; পু।

আখণ্ডলধনুঃ—ইন্দ্রধনুঃ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আখনিক—১। খননসাধন, খনিত্র; মূষিক; শূকর; চোর। আ—খন+ইক ক। সং; পু। ২। খননকারক। বিণ; ত্রি।

আখনিকবক—আখনিক দেখ। আ—খন+ইকবক ক। সং; পু।

আখর—১। খনিত্র, খন্তা। আ—খন (খনন করা)+র ণ। সং; পু। ২। কীর্ত্তন গানের সময়ে গায়কগায়িকা কর্তৃক সময়োপযোগী দুই চারিটী শ্রুতিমধুর অতিরিক্ত শব্দের প্রয়োগ; অক্ষর, বর্ণ। দেশজ। সংস্কৃত অক্ষর শব্দের অপভ্রংশ।

আখাত—দেবখাত, অকৃত্রিম জলাশয়। অখাত শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু ও ক্লী।

আখু—মূষিক; শূকর; সিঁদেল চোর; কৃপণবিশেষ। আ—খন (খনন করা)+ডু ক। সং; পু।

আখুকর্ণী—লতাবিশেষ। সং; স্ত্রী।

আখুগ—মূষিকবাহন, গণেশ। আখু শব্দ—গম+ড ক। সং; পু।

আখুপর্ণী—ইঁদুরকাণী পানা। সং; স্ত্রী।

আখুভুক্—মার্জ্জার, বিড়াল। আখু শব্দ (মূষিক)—ভুজ (ভোজন করা)+ক্বিপ্ ক =আখুভুজ্, ১মার ১বচন। উপ। আখু দেখ। সং; পু।

আখুরথ—গণেশ। আখু (ইন্দুর) হইয়াছে রথ যাহার, বহু। সং; পু।

আখুবিষহা—দেবতাড় বৃক্ষ। আখু—বিষ—হন+ক্বিপ্ ক আখুবিষহন্ শব্দের ১মার ১বচন। সং; পু।

আখেট, আখেটন—ত্রাস, ভয়; মৃগয়া। আ—খেট+অল্, ২য় পক্ষে অনট্ ভা। সং; পু ও ক্লী।

আখেটক—১। মৃগয়াশীল, শিকারী; ত্রাসজনক। আ—খেট+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। মৃগয়া। সং; পু।

আখেটিক—১। মৃগয়াজীবী, ব্যাধ; শিকারী কুকুর। আখেট শব্দ (মৃগয়া)+ইক নিপুণার্থে। সং; পু। ২। মৃগয়াবিষয়ক; ত্রাসজনক; মৃগয়াকারী। বিণ; ত্রি।

আখোট—আক্ষোট দেখ।

আখ্যা—১। নাম। আ—খ্যা (বলা)+ঙ ণ। ২। কথন। আ—খ্যা (বলা)+ঙ ভা। সং; স্ত্রী।

আখ্যাত—১। কথিত, উল্লিখিত; সূচিত; প্রকাশিত; ব্যাখ্যাত; প্রসিদ্ধ। আ—খ্যা (বলা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। ব্যাকরণে তিঙন্তপদ, তি প্রভৃতি বিভক্তিযুক্ত পদ।

আখ্যান—কথন; নামোল্লেখ; ইতিহাস; উপন্যাস, কল্পিত আখ্যায়িকা; আর্ষ মহাকাব্যের (রামায়ণমহাভারতাদির) সর্গ। আ—খ্যা (বলা)+অনট্ ভা, ণ, অধি। সং; ক্লী। বিশেষণে আখ্যাত।

আখ্যায়ক—কথক, প্রচারক; প্রকাশক।

বার্ত্তাহর। আ—খ্যা (বলা)+ণক ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আখ্যায়িকা।

আখ্যায়িকা—ইতিহাস বা উপন্যাসবিষয়ক প্রবন্ধবিশেষ, বৃত্তান্ত কথা। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে আখ্যায়ক। আখ্যায়ক দেখ।

আখ্যায়ী—কথক, বক্তা। আ—খ্যা (বলা)+ণিন্ ক=আখ্যায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আখ্যায়িনী।

আখ্যেয়—কথনীয়, বক্তব্য। আ—খ্যা (বলা) +য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আগ—দোষ, অধর্ম্ম ; পাপ ; ক্ষতি। আ—ই (গমন করা)+অস্ ক আগস্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গে ১মার ১বচন। সং : পু।

আগচ্ছমান—যে আসিতেছে এরূপ। আ—গম +শান ক। বিণ ; ত্রি।

আগত—১। আসিয়াছে বা উপস্থিত হইয়াছে এরূপ ; আয়াত, উপস্থিত। আ—গম (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আগম, আগমন। ২। আগমন। আ—গম +ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

আগতপ্রায়—প্রায় আগত, অল্প সময়ের মধ্যেই যিনি আগমন করিতেছেন। প্রায়=তুল্য। ৬তৎ। অথবা প্রায়—বাহুল্য। বাহুল্যরূপে আগত, ৩তৎ ; প্রায় পদের পর নিপাত।

আগন্তু, আগন্তুক, আগান্তু—১। অতিথি, অভ্যাগত ব্যক্তি ; নবাগত অপরিচিত ব্যক্তি ; আতিথ্যাদি দ্বারা উপজীবী জন। আগন্তু= আ—গম (গমন করা)+তুন্ ক। আগন্তুক—আগন্তু শব্দ+কন্ স্বার্থে। আগান্তু =আ—গম+তুন্ ক। সং ; পু। ২। আগমনশীল। বিণ ; ত্রি।

আগম—১। বেদাদিশাস্ত্র ; তন্ত্রশাস্ত্র ; শাস্ত্রজ্ঞান। [যাহা শিবমুখ হইতে নিঃসৃত, পার্ব্বতী কর্ত্তৃক আকর্ণিত, এবং বাসুদেবের অনুমোদিত তাহাই আগম বলিয়া কথিত হয়]। আ—গম (গমন করা)+অল্ ণ। সং ; পু ও ক্লী। ২। আগমন ; উপদেশ ; আশ্রয়। আ—গম+অল্ ভা। ৩। লেখ্যাদি প্রমাণ। আ—গম+অল্ ণ। ৪। (ব্যাকরণে) প্রকৃত্যাদির অনুপঘাতে উপস্থিত বর্ণ, প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের মধ্যে কাহারও বিনাশ না করিয়া তৎসম্বন্ধে বর্ণবিশেষের যে উপস্থিতি, তাহাকেই (ব্যাকরণে) আগম কহে। আ—গম+অন্ ক। সং ; পু। বিশেষণে আগত।

আগমন—উপস্থিতি, আসা ; মৈথুন, স্ত্রীসঙ্গম। আ—গম+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে আগত।

আগমবিরোধ—শ্রুতিবিরোধ, (অলঙ্কারশাস্ত্রে) কাব্যের অর্থদোষবিশেষ। আগমের বিরোধ, ৬তৎ। সং ; পু।

আগমবেদী—১। পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ। আগম শব্দ —বিদ (জানা)+ণিন্ ক=আগমবেদিন্, ১মার ১বচন। আগম দেখ। বিণ ; পু। ২। শঙ্করাচার্য্যের গুরু গৌড় পাদাচার্য্য। সং ; পু।

আগমিত—জ্ঞাত ; প্রাপ্ত ; অধীত, অভ্যস্ত। আ—ণিজন্ত গম বা গমি (গমন করান) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আগর—সম্বোধনপদ। দেশজ। ব্য।

আগস্কৃৎ, আগস্কৃত—অপরাধী, দোষী ; পাপী। আগস্ (দোষ)—কৃ (করা)+ক্বিপ্ ক, ২য় পক্ষে ক্ত র্ম্ম। আগঃ কৃত যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

আগাধ—অগাধ, অতি গভীর। অগাধ শব্দ+ ষ্ণ স্বার্থে। বিণ ; ত্রি।

আগান্তু—আগন্তু দেখ।

আগামী—পরে আসিবে বা হইবে এরূপ, ভাবী, ভবিষ্যৎ। আ—গম (গমন করা)+ণিন্ ক=আগামিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

আগার—আলয়, গৃহ। অগার শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। অগার দেখ। সং ; ক্লী।

আগুয়ান, আগুসর—অগ্রসর। দেশজ।

আগুল্‌ফ—গোড়ালি পর্য্যন্ত। গুল্‌ফ পর্য্যন্ত, অব্যয়ী। ব্য।

আগুল্‌ফলম্বিত—গুল্‌ফ পর্য্যন্ত লম্বমান। ২তৎ। বিণ ; ত্রি। [যেমন কেশপাশ আগুল্‌ফ লম্বিত]।

আগু—প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার, শপথ। আ—গূ+ক্বিপ্ ভা, অথবা আ—গম+ডু র্ম্ম। সং ; স্ত্রী। [দেশজ।

আগে—অগ্রে ; প্রথমে ; পূর্ব্বে ; সম্মুখে।

আগ্নেয়—১। অগ্নিসম্বন্ধীয় ; অগ্নিবিশিষ্ট ; অগ্নিধর, অগ্নিগর্ভ ; অগ্নিসংযোগে ক্রিয়াশীল ; অগ্নিজনক ; অগ্নির বৃদ্ধিকারী ; দীপ্তিমান্। অগ্নি শব্দ+ষ্ণেয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আগ্নেয়ী। ২। স্বর্ণ ; ঘৃত ; শোণিত ; অগ্নিপুরাণ ; ভস্ম দ্বারা স্নান ; বাণপুর। সং ; ক্লী। ৩। মহামুনি অগস্ত্য। সং ; পু।

আগ্নেয়গিরি বা পর্ব্বত—যে পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে সময়ে সময়ে ধূম, অগ্নিশিখা, ভস্ম, ধাতুনিঃস্রব প্রভৃতি নির্গত হয় [Volcano]। আগ্নেয় (অগ্ন্যুৎপাদক) গিরি, কর্ম্মধা।

আগ্নেয়প্রস্তর—যে সকল প্রস্তর অগ্নির সাহায্যে তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রথমে অগ্নিতাপে দ্রব হইয়া পরে বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

আগ্নেয়াস্ত্র—যে সকল অস্ত্র অগ্নির সাহায্যে ক্রিয়াশীল হয়, অথবা যে সকল অস্ত্র অগ্নি উদ্গীরণ করে, যথা—কামান, বন্দুক প্রভৃতি। [পূর্ব্বকালেও যে এ দেশে আধুনিক কামান-বন্দুকের ন্যায় অস্ত্রের প্রচলন ছিল, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাণাদিতে যে শতঘ্নী নামক ভীষণ আগ্নেয় প্রহরণের উল্লেখ দেখা যায়, এবং যাহা স্থলবিশেষে ব্রহ্মাস্ত্র, পাশুপত, বা একঘ্নী নামে আখ্যাত হইয়াছে, তাহা এইরূপ অস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধ চাঁদ কবি অনেক স্থলে নলনালা নামক একপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতেই অনুমান হয় যে, ভারতে যবনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও এদেশে কামান, বন্দুকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল]। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

আগ্নেয়ী—অগ্নায়ী, অগ্নিপত্নী, স্বাহা ; অগ্নিকোণ ; ঊরুর পত্নী। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে আগ্নেয়। আগ্নেয় দেখ।

আগ্রথন—গ্রন্থন, গাঁথা ; বন্ধন। আ—গ্রথ (গাঁথা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আগ্রহ—অতিযত্ন ; অতিব্যগ্রতা ; অভিনিবেশ, আসক্তি ; গ্রহণ ; অনুগ্রহ ; আক্রমণ ; অতিক্রম ; অতিবর্ত্তন। আ—গ্রহ (গ্রহণ করা) +অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সাগ্রহ, আগ্রহান্বিত।

আগ্রহাতিশয়—অত্যন্ত আগ্রহ। আগ্রহের অতিশয় (আধিক্য), ৬তৎ। সং ; পু। [ত্রি।

আগ্রহান্বিত—আগ্রহযুক্ত, ব্যগ্র। ৩তৎ ; বিণ ;

আগ্রহায়ণ, আগ্রহায়ণিক—অগ্রহায়ণ মাস। অগ্রহায়ণ শব্দ+ষ্ণ বা ষ্ণিক স্বার্থে। অগ্রহায়ণ দেখ। সং ; পু।

আগ্রহায়ণী—অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথি ; মৃগশিরানক্ষত্র। আগ্রহায়ণ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। আগ্রহায়ণ দেখ। সং ; স্ত্রী।

আগ্রহারিক—অগ্রদানী ব্রাহ্মণ। অগ্রহার শব্দ +ষ্ণিক। সং ; পু।

আগ্রা—ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশান্তর্গত আগ্রা বিভাগের প্রধান নগর। ইহা কিছুকাল মোগল-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই নগরে তাজমহল নামে সুপ্রসিদ্ধ সমাধিমন্দির আছে। এই নগরে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী সিকন্দরা নামক স্থানে আকবরের সমাধি মঠ বিদ্যমান।

আগ্রায়ণ—নব শস্য নিমিত্ত যজ্ঞ, নবান্নশ্রাদ্ধ। অগ্রায়ণ শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। সং ; ক্লী।

আঘট্টক—রক্তাপামার্গ বৃক্ষ, লাল আপাঙ্ গাছ। আ—ঘট্ট+অক ক। সং ; পু।

আঘাট—১। অপামার্গ বৃক্ষ, আপাঙ্ গাছ ; সীমা। আ—ঘাটি (হিংসা করা)+অন্ ক। সং ; পু। ২। কুঘাট। দেশজ শব্দ।

আঘাত—১। প্রহার ; তাড়ন ; আঘট্টন ; বধ ; ছেদন। আ—হন (বধ করা)+ ঘঞ্ ভা। ২। বধস্থান, বধ্যভূমি। আ—

হন+ঘঞ্ অধি। সং; পু। বিশেষণে আহত। [বিণ ; ত্রি।

আঘাতক—আঘাতকারী। আ—হন+ণক ক।

আঘাতন—১। আঘাত, প্রহার; বধ; বধ-সম্পাদন। আ—ণিজন্ত হন বা ঘাতি+অনট্ ভা। ২। বধস্থান, বধ্যভূমি। আ—ণিজন্ত হন বা ঘাতি (বধ করান)+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

আঘাতপ্রতিঘাত—কোনও বস্তুকে আঘাত করিলে আহত বস্তুও আঘাতকারীকে আঘাত করে, এই শেষোক্ত আঘাতকে প্রতিঘাত বলে। যেমন একটী রবারের বল ভূমিকে আঘাত করিল, ভূমিও উক্ত বলকে তখনই যে আঘাত করে, তাহাকে প্রতিঘাত বলে। আঘাত ও প্রতিঘাত প্রায় এক সময়েই সম্পন্ন হয়, এবং উহারা প্রতিকূলভাবে কার্য্য করে। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

আঘাতসহত্ব—যে গুণ থাকায় বস্তুসকল আঘাত প্রাপ্ত হইলে না ভাঙ্গিয়া পার্শ্বের দিকে বিস্তৃত হয়।

আঘাতী—আঘাতপ্রাপ্ত, আহত, যাহাকে আঘাত লাগিয়াছে এরূপ। আঘাত শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=আঘাতিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

আঘার—১। আজ্য, ঘৃত। আ—ঘৃ (সেচন করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। পাক; হোম।… +ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আঘূর্ণন—চক্রের ন্যায় ভ্রমণ, ঘোরা; পরিভ্রামণ, ঘোরান। আ—ঘূর্ণ+(ভ্রমণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আঘূর্ণিত।

আঘূর্ণিত—ভ্রামিত, ঘুরান। আ—ঘূর্ণ (ভ্রমণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আঘূর্ণন।

আঘোষিত—যাহার ঘোষণা করা হইয়াছে, প্রচারিত। আ—ণিজন্ত ঘোষি+ক্ত র্ম্ম। বিণ।

আঘ্রাণ—১। গন্ধগ্রহণ; তৃপ্তি। আ—ঘ্রা (ঘ্রাণ লওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আঘ্রাত। ২। তৃপ্ত। আ—ঘ্রা +ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আঘ্রাত—১। যাহার ঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে এরূপ; আক্রান্ত। আ—ঘ্রা (ঘ্রাণ লওয়া) +ক্ত র্ম্ম। ২। তৃপ্ত। আ—ঘ্রা+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আঘ্রাণ।

আঘ্রায়ক—আঘ্রাণকারী। আ—ঘ্রা+ণক ক। বিণ; ত্রি। [অঙ্কুশ দেখ। সং; পু।

আঙ্কুশিক—আঁকুশি। অঙ্কুশ শব্দ+ষ্ণিক।

আঙ্গ—অঙ্গসম্বন্ধীয়, শারীর। অঙ্গ শব্দ+ষ্ণ। অঙ্গ দেখ। বিণ; ত্রি।

আঙ্গার—১। অঙ্গারসম্বন্ধীয়। অঙ্গার শব্দ+ষ্ণ। অঙ্গার দেখ। বিণ; ত্রি। ২। অঙ্গাররাশি, অঙ্গারসমূহ। সং; ক্লী।

আঙ্গার্য্যস্তর—ভৌগোলিকদিগের মতে, বারুণস্তর তিন যুগে উৎপন্ন, তন্মধ্যে আবার প্রথম যুগে ছয় জাতীয় স্তর উৎপন্ন হয়। সেই ছয় জাতীয় স্তরের পঞ্চম জাতীয় স্তরের নাম আঙ্গার্য্যস্তর [Carboniferous Stratum]।

আঙ্গিক—১। অঙ্গসম্বন্ধীয়; অঙ্গজাত; অঙ্গভঙ্গী দ্বারা সূচিত। অঙ্গ শব্দ+ষ্ণিক। অঙ্গ দেখ। বিণ; ত্রি। ২। মৃদঙ্গবাদক। সং; পু। ৩। মৃদঙ্গবাদ্য। সং; ক্লী।

আঙ্গিরস—অঙ্গিরস্ মুনির পুত্র, দেবগুরু বৃহস্পতি; গোত্রবিশেষ। অঙ্গিরস্ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। অঙ্গিরাঃ দেখ। সং; পু।

আচঞ্চল—ঈষৎ চঞ্চল। আ (ঈষৎ) চঞ্চল, নিত্য। বিণ; ত্রি।

আচমন—পূজাদির পূর্ব্বে জল দ্বারা বিধিপূর্ব্বক দেহ-শুদ্ধি; সন্ধ্যাবন্দনাদির পূর্ব্বে হস্ত দ্বারা মুখে বারত্রয় জলপ্রদানপূর্ব্বক নাসিকাদি অষ্টাঙ্গে হস্তস্পর্শ; ভোজনান্তে হস্তমুখ প্রক্ষালন। আ—চম (ভক্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আচান্ত। [আচমন করিবার জল কখন কাংস্য, লৌহ, ত্রপু, সীসক, কিংবা পিত্তল নির্ম্মিত পাত্রে গ্রহণ করিবে না, কারণ এই সকল পাত্রের জলে শতবার আচমন করিলেও শরীর শুদ্ধ হয় না]।

আচমনক—নিষ্ঠীবন পাত্র, ডাবর। সং; পু।

আচমনীয়—আচমনার্থ বারি, মুখপ্রক্ষালনের জল; ভক্ষ্যদ্রব্য। আ—চম (ভক্ষণ করা) +অনীয় র্ম্ম। সং; ক্লী। [ব্য।

আচম্বিতে—হঠাৎ, অকস্মাৎ, সহসা। দেশজ।

আচরণ—আচার, ব্যবহার; রীতি; অনুষ্ঠান। আ—চর (গমন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আচরিত।

আচরিত—১। ব্যবহৃত; অনুষ্ঠিত। আ—চর +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আচরণ। ২। আচরণ। আ—চর+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

আচান্ত—কৃতাচমন, আচমন করিয়াছে এরূপ। আ—চম (ভক্ষণ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আচমন। [দেশজ। বিণ।

আচাভুয়া—বিস্ময়াবিষ্ট, বিস্ময়-বিহ্বল, হতবুদ্ধি।

আচাম—আচমন, পান; ভাতের মাড়। আ—চম (ভোজন করা)+ঘঞ্ ভা ও র্ম্ম। সং; পু।

আচার—আচরণ; ব্যবহার; রীতি। আ—চর (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে আচরিত।

আচারচ্যুত, আচারভ্রষ্ট—আচারহীন, সদাচারবর্জ্জিত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

আচারনিষ্ঠ—শাস্ত্রবিহিত আচরণে শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত, শাস্ত্রবিহিত আচারের অনুষ্ঠাতা। আচারে নিষ্ঠা আছে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

আচারপূত—আচার দ্বারা পবিত্র, সদাচার। আচার দ্বারা পূত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

আচারভ্রষ্ট—আচারচ্যুত দেখ।

আচারবতী—আচারবান্ দেখ।

আচারবর্জ্জিত—সদাচারভ্রষ্ট; নিয়মশূন্য, অব্যবস্থিত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

আচারবান্—আচারবিশিষ্ট, সদাচার; নিয়মবান্। আচার শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে=আচারবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আচারবতী।

আচারব্যবহার—আচরণ ও রীতি। দুইটী সমার্থক শব্দের একত্র সন্নিবেশ। আচার=আচরণ এবং ব্যবহার=প্রথা,-রীতি, দ্বন্দ্ব। সং; পু।

আচারহীন—আচারবর্জ্জিত, সদাচারভ্রষ্ট। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

আচারী—আচারবিশিষ্ট, আচারপূত, সদাচার। আচার শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=আচারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আচারিণী।

আচার্য্য—বেদাধ্যাপক; শিক্ষাগুরু; যজ্ঞাদি কার্য্যের প্রধান সম্পাদক; দ্রোণাচার্য্য; একজাতীয় ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ। আ—চর (গমন করা)+ঘ্যণ্ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আচার্য্যা, পত্নী অর্থে আচার্য্যানী (কেহ কেহ বলেন 'আচার্য্যী'ও হয়)।

আচার্য্যক—আচার্য্যের কর্ম্ম, উপদেশ। আচার্য্য শব্দ+কণ্। সং; ক্লী। আচার্য্য দেখ।

আচার্য্যচূড়ামণি—জনৈক বিখ্যাত শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত এবং ব্যবস্থা-সংগ্রহকার। সং; পু।

আচার্য্যা—ব্যাখ্যাকারিণী, শিক্ষাদাত্রী; বেদমন্ত্রাদির উপদেষ্ট্রী। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে আচার্য্য। আচার্য্য দেখ।

আচার্য্যানী—আচার্য্যপত্নী, গুরুপত্নী। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে আচার্য্য। আচার্য্য দেখ। [ণত্ব হইবে না]।

আচিত—ব্যাপ্ত, আকীর্ণ; একত্র সন্নিবেশিত, রাশীকৃত; গ্রথিত। আ—চি+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আচূষণ—আকর্ষণ, চুষিয়া লওয়া; রক্তমোক্ষণ। আ—চূষ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আচ্ছন্ন—আবৃত; অভিভূত। আ—ছদ (আবৃত করা)+ণি+ক্ত র্ম্ম, পক্ষে আচ্ছাদিত। বিণ; ত্রি।

আচ্ছাদক—আচ্ছাদনকারী, আবরক; তিরোধায়ক। আ—ণিজন্ত ছদ বা ছাদি+ণক ক। বিণ; ত্রি।

আচ্ছাদন—১। আবরণ। আ—ণিজন্ত ছদ বা ছাদি+অনট্ ভা। ২। আচ্ছাদন বস্ত্র;

ঢাকনি। আ—ছাদি+অনট্ ণ। সং; ক্লী। বিশেষণে আচ্ছাদিত ও আচ্ছন্ন।

আচ্ছাদনীয়—আচ্ছাদনযোগ্য; যাহা আবৃত করা আবশ্যক এরূপ। আ—ণিজন্ত ছদ বা ছাদি+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আচ্ছাদিত—আবৃত, যাহা ঢাকা গিয়াছে এরূপ। আ—ণিজন্ত ছদ বা ছাদি+ক্ত র্ম্ম, পক্ষে আচ্ছন্ন। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আচ্ছাদন।

আচ্ছিন্ন—বল দ্বারা গৃহীত; অস্ত্রাদি দ্বারা ছেদিত। আ—ছিদ (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আচ্ছেদ।

আচ্ছুরিত—১। নখাদি দ্বারা আহত; ক্ষত। আ—ছুর (ছেদন করা)+ক্ত ভা। বিণ; ত্রি। ২। নখে নখে শব্দ; উচ্চ হাস্য। সং; ক্লী। [কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী।

আচ্ছুরিতক—আচ্ছুরিত দেখ। আচ্ছুরিত শব্দ+

আচ্ছেদ—বল দ্বারা গ্রহণ; ছেদন, কর্ত্তন। আ—ছিদ (ছেদন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে আচ্ছিন্ন।

আচ্ছোদন—মৃগয়া, শিকার। সং; ক্লী।

আজ—১। গমন। অজ (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। ঘৃত। আ—অজ+অন্ ক। সং; পু। ৩। অজসম্বন্ধীয়, ছাগের। অজ+ষ্ণ। অজ দেখ। বিণ; ত্রি।

আজক—ছাগসমূহ, ছাগলের পাল। অজ+কণ্ সমূহার্থে। সং; ক্লী।

আজগব—শিবের ধনুঃ। অজগব দেখ। অজগব+ষ্ণ স্বার্থে। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

আজন—যাবজ্জীবন, মৃত্যুকালপর্য্যন্ত। অব্যয়ী।

আজন্ম—জন্মাবধি; যাবজ্জীবন। অব্যয়ী। ব্য।

আজমীঢ়—১। পাণ্ডবপক্ষীয় বিদুর; যদুবংশীয় নরপতিবিশেষ। অজমীঢ় শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। সং; পু।

২। রাজপুতনার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র করদ রাজ্য। ইহার প্রধান নগর আজমীঢ়, যাহা সাধারণতঃ আজমীর নামে পরিচিত। এই নগর অতি প্রাচীন; ইহার প্রাচীন নাম অজামীল,—অজামীল নামক নরপতি কর্ত্তৃক সংস্থাপিত। অধুনা রাজপুতানার রাজ্যসমূহের তত্ত্বাবধানার্থ গবর্ণর জেনারেলের এজেন্ট এই নগরে বাস করেন। ইহা আগ্রা হইতে ১৮০ মাইল পশ্চিমে।

আজব—আশ্চর্য্য, অদ্ভুত। যাবনিক শব্দ। বিণ।

আজানু—জানু পর্য্যন্ত, হাঁটু পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ব্য

আজানুবাহু—সুদীর্ঘ-বাহু, জানুদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান বাহু-বিশিষ্ট। আজানু পূর্ব্বে দেখ। আজানু লম্বিত হইয়াছে বাহু যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

আজানুলম্বিত—জানুদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান। প্রথমে অব্যয়ী, পরে ২তৎ। বিণ; ত্রি।

আজানেয়—শ্রেষ্ঠ ঘোটক, উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্ব। অজানেয় শব্দ+ষ্ণ। সং; পু।

আজি—১। সংগ্রাম, যুদ্ধ; আক্ষেপ; গমন। আ—অজ (গমন করা)+ইণ্ ভা। ২। যুদ্ধভূমি; সমতলভূমি; নির্দিষ্ট ক্ষণ।…ইণ্ অধি। ৩। নিন্দা; মর্য্যাদা। সং; স্ত্রী।

আজিহান—আগমনশীল, যে আসিতেছে এরূপ। আ—হা (গমন করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

আজীব—জীবিকা, প্রাণধারণোপায়। আ—জীব (বাঁচা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

আজীবন—১। জীবিকা। আ—জীব (বাঁচা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। যাবজ্জীবন। জীবন ব্যাপিয়া, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আজীব্য—১। উপজীব্য, সহায়, আশ্রয়, অবলম্বন। আ—জীব (বাঁচা)+য ণ। বিণ; ত্রি। ২। জীবিকা, জীবনোপায়। সং; ক্লী।

আজু—আজূঃ দেখ। সং; স্ত্রী।

আজূঃ—অবৈতনিক কার্য্য, বেগার দেওয়া। আ—জু+উর্। সং; স্ত্রী।

আজুগোসাঁঞী—অযোধ্যারাম গোস্বামী দেখ।

আজ্ঞপ্ত—যাহার প্রতি আজ্ঞা করা হইয়াছে এরূপ, আদিষ্ট; অনুমতিপ্রাপ্ত। আ—ণিজন্ত জ্ঞা বা জ্ঞাপি (জানান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আজ্ঞপ্তি।

আজ্ঞপ্তি—আজ্ঞা, আদেশ, অনুমতি। আ—ণিজন্ত জ্ঞা বা জ্ঞাপি (জানান)+ক্তি। সং; স্ত্রী। বিশেষণে আজ্ঞপ্ত।

আজ্ঞা—আদেশ, নিদেশ, হুকুম; অনুমতি। আ—জ্ঞা (জানা)+ও ভা। সং; স্ত্রী।

আজ্ঞাকারী—অন্যের আদেশানুসারে কার্য্যকারী, আজ্ঞাবহ, আদেশানুবর্ত্তী। উপ। আজ্ঞা শব্দ—কৃ (করা)+ণিন্ ক=আজ্ঞাকারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আজ্ঞাকারিণী।

আজ্ঞাচক্র—(তন্ত্রে) ষট্‌চক্রান্তর্গত চক্রবিশেষ, ষষ্ঠ চক্র। আজ্ঞা নামক চক্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আজ্ঞাধীন—আদেশানুবর্ত্তী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আজ্ঞাধীনা।

আজ্ঞানুযায়ী—নিদেশানুসারী; আদেশানুরূপ। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আজ্ঞানুযায়িনী

আজ্ঞানুরূপ—আদেশানুরূপ, অনুমত্যনুযায়ী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

আজ্ঞানুবর্ত্তী—আজ্ঞাকারী, নিদেশানুসারী, আজ্ঞাধীন। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আজ্ঞানুবর্ত্তিনী।

আজ্ঞানুসারী—আজ্ঞানুযায়ী, অনুমত্যনুযায়ী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আজ্ঞানুসারিণী।

আজ্ঞাপক—আজ্ঞাকর্ত্তা, আদেষ্টা, অনুমতিকারক; নিয়োগকর্ত্তা। আ—ণিজন্ত জ্ঞা বা জ্ঞাপি (জানান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আজ্ঞাপিকা।

আজ্ঞাপত্র—আদেশপত্র, হুকুমনামা। আজ্ঞাসূচক পত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আজ্ঞাপন—আদেশপ্রদান, নিয়োজন। আ—ণিজন্ত জ্ঞা বা জ্ঞাপি (জানান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আজ্ঞাপিত।

আজ্ঞাপালন—আদেশরক্ষণ, আদেশানুযায়ী কার্য্যের সম্পাদন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আজ্ঞাপিত—আজ্ঞপ্ত, আদিষ্ট। আ—ণিজন্ত জ্ঞা বা জ্ঞাপি (জানান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আজ্ঞাপন।

আজ্ঞাবহ—আজ্ঞাকারী, আদেশপালক। ২তৎ। আজ্ঞা শব্দ—বহ+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

আজ্য—হবিঃ, ঘৃত। আ—অন্জ (মাখান)+ক্যপ্ ণ; অথবা অজা+ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

আজ্যপ—১। ঘৃতপায়ী। আজ্য শব্দ (ঘৃত)—পা (পান করা)+ড ক। উপ। বিণ; ত্রি। ২। পিতৃলোকবিশেষ; ইঁহারা পুলস্ত্যের সন্তান এবং বৈশ্যজাতির পিতা। সং; পু।

আজ্যভাগ—হোমীয় ঘৃতের একাংশ; বৈদিকগণের ঘৃতাহুতিবিশেষ; যজুর্ব্বেদীদিগের বহ্নির উত্তর দক্ষিণ এবং পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঘৃতধারা; ঋগ্বেদিগণের বহ্নির উত্তরভাগে স্রুবদ্বারা অগ্নিসম্প্রদানক আহুতি এবং দক্ষিণভাগে সোমসম্প্রদানক আহুতি। ৬তৎ। সং; পু।

আজ্যভুক্—হুতাশন, বহ্নি। আজ্য শব্দ—ভুজ (ভোজন করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

আঞ্জনেয়—অঞ্জনা-তনয়, হনুমান্। অঞ্জনা শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু। অঞ্জনা দেখ।

আঞ্জিনেয়—সরীসৃপবিশেষ, আজনাই। সং; পু।

আটক—১। আবরণ; বাধা, প্রতিবন্ধক; রোধ, অবরোধ। দেশজ। ২। পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী নগর ও দুর্গের নাম আটক। ইহা সিন্ধুনদের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ আকবর এই নগর ও দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা এইখানে সিন্ধুনদের উপর দিয়া রেলওয়ে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন, এই আটক ও প্রাচীন তক্ষশীল অভিন্ন।

আটকৌড়ে—আটকড়া বা আটকলাই শব্দের অপভ্রংশে জাত। জন্মগ্রহণের পর জাতকের মঙ্গলকামনায় অষ্টম দিবসে যে শুভ অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকেই "আটকৌড়ে" বলে। উক্ত শুভ অনুষ্ঠানে আট রকম ভাজা কড়াই আত্মীয়স্বজনকে বিতরণ করিতে হয়। সচরাচর যে যে কড়াই এই অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত করা হয় তাহাদিগের

নাম,—মটর কলাই, বর্ব্বটী কলাই, ছোলা বা বুট কলাই, মুগ কলাই, মসুর কলাই, বীরি কলাই, ঘুনমুনে কলাই ও মাশ কলাই।

আটবিক—১। অটবীসম্বন্ধীয়; আরণ্য, বন্য। অটবী শব্দ+ফিক। বিণ; ত্রি। ২। বন্য জন, অরণ্যচর ব্যাধাদি; আরণ্যক সেনা। সং; পু।

আটি—শরালি পক্ষী। সং; পু।

আটোপ—গর্ব্ব, দেমাক, অহঙ্কার; সংরম্ভ; সম্ভ্রম। আ—টুপ (অহঙ্কার করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আড়ম্বর—তূর্য্যধ্বনি, রণবাদ্য; হস্তিধ্বনি; মেঘধ্বনি; আরম্ভ; বাহুল্য; গর্ব্ব; জাঁক; সমারোহ, ঘটা; হর্ষ; ক্রোধ; পক্ষ্ম, অক্ষিলোম। আ—ডম্বৃ (প্রেরণ করা)+অর ভা। সং; পু। বিশেষণে আড়ম্বরশালী।

আড়ম্বরশূন্য—জাঁকজমকরহিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ আড়ম্বরশালী।

আডাম সাহেব—ইনি ভারতের গবর্ণর-জেনারেল মার্কুইস অব্ হেষ্টিংসের কৌন্সিলের প্রধান মেম্বার অর্থাৎ সদস্য ছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস পদত্যাগ করিয়া ইংল্যাণ্ড গমন করিলে আডাম সাহেব কয়েক মাস প্রতিনিধি গবর্ণর-জেনারেলরূপে কার্য্য করেন। ইহাঁরই প্রযত্নে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার বিলোপ হওয়ায় ইনি সাধারণের অতিশয় অপ্রিয় হইয়াছিলেন।

আড়ি—শরালি পক্ষী [কথিত আছে যে কোনও সময়ে বিশ্বামিত্রের অভিশাপে বশিষ্ঠ মুনি আড়ি পক্ষীর আকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন]। সং; পু।

আঢ়ক—ধান্যাদির পরিমাণবিশেষ, চতুঃপ্রস্থ পমিমাণ, আড়ি; দুই মণ পরিমাণ; (জ্যোতিষে) পরিমাণবিশেষ, আড়া [কেহ কেহ বলেন এই পরিমাণ শত যোজন বিস্তীর্ণ ও ত্রিশ যোজন আয়ত, আবার কাহারও কাহারও মতে ত্রিশ যোজন আয়ত, শত যোজন বিস্তীর্ণ ও বিংশ যোজন গভীর]। আ—ঢৌক (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু ও ক্লী।

আঢ়কিক, আঢ়কীন—আঢ়ক পরিমিত বীজবপনের উপযুক্ত (ক্ষেত্রাদি)। আঢ়ক শব্দ +ইক, ঈন। বিণ; ত্রি।

আঢ্য—ধনী, ঐশ্বর্য্যশালী; যুক্ত, বিশিষ্ট; পূর্ণ; সম্পন্ন। আ—ধ্যৈ (ধ্যান করা)+ড ক। যিনি ধনের অতিশয় চিন্তা করেন। বিণ; ত্রি।

আঢ্যঙ্করণ—সমৃদ্ধিসম্পাদন, যদ্দারা সমৃদ্ধ হওয়া যায়, যাহাতে ধনী করে। আঢ্য শব্দ—কৃ (করা)+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

আঢ্যচর—ভূতপূর্ব্ব ধনী, যে পূর্ব্বে ঐশ্বর্য্যশালী ছিল। আঢ্য শব্দ+চরট্ ভূতপূর্ব্বার্থে। বিণ; ত্রি।

আঢ্যম্ভবিষ্ণু, আঢ্যম্ভাবুক—পূর্ব্বে ধনী ছিল না এক্ষণে হইয়াছে। আঢ্য শব্দ—ভূ (হওয়া) +খিষ্ণু, খুকঞ্ ক। বিণ; ত্রি।

আণ—শব্দ, ধ্বনি। অণ (শব্দ করা)+ঘঞ্ ভা।

আণক—১। অল্প, ঈষৎ, ক্ষুদ্র, অপকৃষ্ট। আ—অণ (শব্দ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। রতিবিশেষ। সং; ক্লী।

আণবিক—অণুসম্বন্ধীয়; অণুদ্বারা সাধিত। অণু শব্দ+ফিক। বিণ; ত্রি।

আণবিক আকর্ষণ—আকর্ষণ দেখ।

আণবিক বিপ্রকর্ষণ—বিপ্রকর্ষণ দেখ।

আণবীন—অণুধান্য বপনের উপযুক্ত। অণু শব্দ +খীন ভবাদ্যর্থে। বিণ; ত্রি।

আণি—অশ্রি, খড়্গাদির ধার; সীমা; রথচক্রের অগ্রস্থিত কীলক। অণ (শব্দ করা) +ইন্। সং; পু।

আণ্টুনি—প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। কেহ কেহ বলেন, ইনি ফরাসডাঙ্গার জনৈক বিখ্যাত ফরাসীর পুত্র। আবার কাহারও কাহারও মতে ইনি জাতিতে পর্ত্তুগীজ। ব্যবসায় কর্ম্ম উপলক্ষে ইনি এ দেশে আসিয়া ফরাসডাঙ্গায় বাস করেন। এখানে এক ব্রাহ্মণযুবতীর সহিত ইহাঁর গুপ্ত প্রণয় হয়, এবং শেষে তাহাকে লইয়া গরীটির নিকটে বাস করেন। বহুদিন বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর সংসর্গে থাকিয়া ইনি বেশ বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। কবির গাওনা শুনিয়া ইনি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। ইনি প্রথমে এক হিন্দু কবিওয়ালার দলে প্রবেশ করেন; পরে নিজেই দল বাঁধেন। কিছুদিন পর্য্যন্ত সখের দল চালাইয়া ইহাঁকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। শেষে ইনি পেশাদারী দল করেন। তাহাতে আণ্টুনি যথেষ্ট অর্থ ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালীর ন্যায় ধুতি চাদর পরিধান করিতেন।

আণ্ডীর—বহু ডিম্ববিশিষ্ট। অণ্ড শব্দ+ষ্ণ= আণ্ড+ঈর্ অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

আতঙ্ক—শঙ্কা, ভয়; রোগ, পীড়া; জ্বর; সন্তাপ; যাতনা; মুরজধ্বনি। আ—তন্ক (কষ্টে বাঁচা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে আতঙ্কিত।

আতঙ্কিত—শঙ্কিত, ভীত; সন্তপ্ত; রুগ্ন। আতঙ্ক শব্দ+ইত যুক্তার্থে। আতঙ্ক দেখ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আতঙ্ক।

আতঙ্গ—আতঙ্ক দেখ। আ—তন্গ+ঘঞ্ ভা।

আতঞ্চন—নিক্ষেপ, ক্ষেপণ; গলিত দ্রব্যে চূর্ণ নিক্ষেপ; দুগ্ধে দম্বল দেওয়া; উপদ্রব; বেগ; তুষ্টিসাধন। আ—তন্চ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আতত—১। বিস্তৃত; আরোপিত; প্রসারিত। আ—তন (বিস্তৃত করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। বীণাদি বাদ্য, মুরজধ্বনি। স্ত্রী।

আততজ্য—অধিজ্য, বিস্তৃত ছিলাসম্পন্ন। আতত (প্রসারিত) হইয়াছে জ্যা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

আততায়িতা—আততায়ী দেখ। আততায়িন্ শব্দ+তা ভাবে; সং; স্ত্রী।

আততায়ী—বধোদ্যত; অনিষ্টকারী; আক্রমণকারী। শাস্ত্রে ছয় প্রকার আততায়ীর উল্লেখ আছে, যথা—গৃহে অগ্নিদাতা, বিষপ্রয়োগকর্ত্তা, শস্ত্রপাণি (অর্থাৎ প্রাণঘাতক), ধনাপহারী, ভূম্যপহারী, এবং দারাপহারী। আততায়ীকে বধ করিলে দোষ হয় না। আতত শব্দ—ই (গমন করা, ব্যাপা)+ণিন্ ক=আততায়িন্, ১মার ১বচনে আততায়ী। বিণ; পু। বিশেষ্যে আততায়িতা।

আতপ—১। রবিকর, রৌদ্র। আ—তপ (তাপ দেওয়া)+অন্ ক। সং; পু। ২। ধান শুকাইয়া ঢেঁকিতে ভানিয়া যে চাউল প্রস্তুত হয়। স্থানবিশেষে ইহাকে "আরুয়"ও বলে।

আতপ-তণ্ডুল—আলো চা'ল। সং; ক্লী।

আতপত্র—ছত্র, ছাতা। আতপ শব্দ—ত্রৈ (রক্ষা করা)+ড ক। ৫তৎ অথবা উপ। সং; ক্লী।

আতপত্রক—ছাতা। সং; ক্লী।

আতপবারণ—আতপত্র, ছত্র। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আতপাভাব—ছায়া। আতপ=রৌদ্র। ৩তৎ। সং; পু।

আতর—১। তরপণ্য, নদীপারার্থ নৌকাভাড়া। আ—তৄ (উত্তীর্ণ হওয়া)+অল্ ণ। সং; পু। ২। সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। যাবনিক। সং।

আতর্পণ—তৃপ্তিসম্পাদন; প্রীতকরণ; তৃপ্তি, প্রীতি, সন্তোষ; আলিপনা। আ—তৃপ (তৃপ্তি করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আতাই—অবৈতনিক বাদ্যকর। সং; পু।

আতাপী—চিল পাখী। আ—তপ (তাপ দেওয়া) +ণিন্ ক। সং; পু।

আতার—আতর, তরপণ্য, নদী পার হইবার নৌকা ভাড়া। আ—তৄ (পার হওয়া)+ ঘঞ্ ণ। সং; পু।

আতায়ী—আতাপী, চিল পাখী। আ—তায় (বিস্তার করা)+ণিন্ ক। সং; পু।

আতালিপাতালি—সর্ব্বত্র, চারিদিকে। দেশজ শব্দ।

আতিথেয়—১। অতিথিসেবাপরায়ণ। অতিথি শব্দ+ঢেয়। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আতিথ্য, আতিথেয়তা। স্ত্রীলিঙ্গে আতিথেয়ী। ২। অতিথিসেবার বস্তু। সং; ক্লী।

আতিথেয়তা—আতিথেয় দেখ। আতিথেয় শব্দ +তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

আতিথেয়ী—অতিথিসেবাপরায়ণা। আতিথেয় দেখ। বিণ; স্ত্রী।

আতিথ্য—অতিথিসেবা। অতিথি শব্দ + ষ্য। অতিথি দেখ। সং; ক্লী।

আতিথ্যস্বীকার—অতিথি হওয়া [মদন ফকীরের ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিল, অর্থাৎ অতিথি হইল]। ৬তৎ; সং।

আতিদেশিক—অতিদেশপ্রাপ্ত, অন্যত্র আরোপিত। অতিদেশ শব্দ + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

আতিশয্য—আধিক্য। অতিশয় শব্দ + ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

আতিষ্ঠদগু—যে সময়ে গোসকল দোহনার্থ দণ্ডায়মান হয়। ব্য। আতিষ্ঠৎ + গো।

আতু—উড়ুপ, ভেলা। আ – তৄ (পার হওয়া) ডু। সং; পু।

আতুর—রোগী, পীড়িত; কাতর, অভিভূত। আ – তুর (বেগবান্ হওয়া) + ক ক। বিণ; ত্রি।

আতুরাবাস, আতুরনিবাস—চিকিৎসার্থী পীড়িত ব্যক্তিদিগের থাকিবার আশ্রম। ৬তৎ।

আতৃপ্য—১। তৃপ্তিসাধন-যোগ্য; প্রীতিকর। আ – তৃপ (তৃপ্ত করা) + ক্যপ্। বিণ; ত্রি। ২। আতাগাছ। সং; পু। ৩। আতা ফল। সং; ক্লী।

আতোদ্য—তত (বীণাদি বাদ্য), অনদ্ধ (মুরজাদি বাদ্য), শুচির (বংশ্যাদি বাদ্য), ঘন (কাংস্যতালাদি বাদ্য), এই চতুর্ব্বিধ বাদ্য। আ – তুদ (পীড়ন করা) + ঘ্যণ ম্ম। সং; ক্লী।

আত্ত—গৃহীত। আ – দা (দেওয়া) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আত্তগন্ধ—গৃহীতগন্ধ, আঘ্রাত; হতগর্ব্ব, পরাভূত। আত্ত (গৃহীত) হইয়াছে গন্ধ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

আত্তগর্ব্ব—হতগর্ব্ব, পরাভূত। আত্ত (হৃত) হইয়াছে গর্ব্ব যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

আত্তদণ্ড—দণ্ডপাণি, গৃহীতদণ্ড। আত্ত (গৃহীত) হইয়াছে দণ্ড যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

আত্তশস্ত্র—গৃহীতশস্ত্র, ধৃতাস্ত্র, শস্ত্রপাণি। আত্ত (গৃহীত) শস্ত্র যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

আত্মকর্ম্ম—স্বকীয় কর্ম্ম, স্বজাতির করণীয় কার্য্য। আত্ম (অর্থাৎ নিজের) কর্ম্ম, ৬তৎ। সং; ক্লী।

আত্মকৃত—স্বকৃত, নিজের অনুষ্ঠিত। আত্মন্ (নিজ) কর্ত্তৃক কৃত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

আত্মগত—স্বগত, মনে মনে; আত্মনিষ্ঠ। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

আত্মগরিমা—আত্মগৌরব। আত্মার গরিমা (গৌরব), ৬তৎ। সং; পু।

আত্মগুণ—বুদ্ধি হর্ষ অভিলাষ চেষ্টা ঘৃণা পরিমাণ সংখ্যা মিলন বিচ্ছেদ বিরহ গুণরাহিত্য ধারণা স্মৃতি আত্মার এই চতুর্দ্দশ প্রকার গুণ। ৬তৎ। সং; পু।

আত্মগুণাভিমানী—যে আপনার গুণের গর্ব্ব বা অভিমান করে। ৬তৎ ও ৭তৎ। আত্মগুণাভিমানিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। স্ত্রীলিঙ্গে আত্মগুণাভিমানিনী। [সং; স্ত্রী।

আত্মগুপ্তা—লতাবিশেষ, আলকুশী; ৩তৎ।

আত্মগোপন—মনোগত ভাবাদির অপ্রকাশ, যাহাতে মনের ভাব প্রকাশিত না হয়, এরূপভাবে কার্য্য করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আত্মগৌরব—আত্মাভিমান, নিজের গৌরব, স্বকীয় গুরুত্ব। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আত্মগ্রাহিতা—আত্মগ্রাহী দেখ। আত্মগ্রাহিন্ শব্দ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

আত্মগ্রাহী—স্বার্থপর, স্বোদরপূরক। আত্মন্ শব্দ – গ্রহ (গ্রহণ করা) + ণিন্ ক = আত্মগ্রাহিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। বিশেষ্যে আত্মগ্রাহিতা।

আত্মগ্লানি—কোনও অন্যায্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মনোমধ্যে যে গ্লানি জন্মে, তাহাকে আত্মগ্লানি বলে। আত্মগ্লানিই পাপকার্য্যের অবশ্যম্ভাবিত ফল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। বিপরীতার্থক শব্দ আত্মপ্রসাদ।

আত্মঘাত—১। আত্মহত্যা। আত্মার ঘাত (হনন), ৬তৎ। ২। অজ্ঞানতা। আত্মার ঘাত অর্থাৎ মৃতাবস্থা হয় যাহাতে, বহু। সং; পু।

আত্মঘাতিনী—আত্মঘাতী দেখ।

আত্মঘাতী—আত্মহত্যাকারী। আত্মন্ শব্দ – হন (বধ করা) + ণিন্ ক = আত্মঘাতিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আত্মঘাতিনী (= আত্মহত্যাকারিণী)।

আত্মঘোষ—কাক; কুক্কুট, মোরগ। আত্মন্ শব্দ – ঘুষ (শব্দ করা) + ক ক। সং; পু।

আত্মজ—সন্তান, পুত্র। আত্মন্ শব্দ – জন (জন্মা) + ড ক। ৫তৎ বা উপ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আত্মজা।

আত্মজন্ম—আপনার উৎপত্তি, পুত্ররূপে আত্মোৎপত্তি। ৬তৎ। সং; পু।

আত্মজন্মা—পুত্র, কন্যা। আত্মা হইতে জন্ম যাহার, বহু। আত্মজন্মন্ শব্দ, ১মার ১বচন। সং; পু ও স্ত্রী। [স্ত্রী।

আত্মজা—কন্যা, দুহিতা। আত্মজ দেখ। সং;

আত্মজ্ঞ—পণ্ডিত, বুধ; আপনার অবস্থা জানে অর্থাৎ বুঝিতে পারে এরূপ; পরমাত্মজ্ঞানবিশিষ্ট, তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট। আত্মন্ শব্দ – জ্ঞা (জানা) + ড ক। উপ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আত্মজ্ঞতা।

আত্মজ্ঞতা—আত্মজ্ঞ দেখ। আত্মজ্ঞ শব্দ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

আত্মজ্ঞান—পরমাত্মজ্ঞান, ব্রহ্মস্বরূপপরিজ্ঞান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আত্মতত্ত্ব—আত্মযাথার্থ্য, আত্মার স্বরূপ, আত্মার প্রকৃত অবস্থা; আত্মরহস্য, আপনার স্বরূপ, নিজের প্রকৃত অবস্থা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আত্মতত্ত্বজ্ঞ—পরমাত্মযাথার্থ্যজ্ঞানী, ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানী। প্রথমে ৬তৎ, পরে উপ। আত্মতত্ত্ব শব্দ – জ্ঞা (জানা) + ড ক। বিণ; ত্রি।

আত্মতা—পরমাত্মতা, ব্রহ্মস্বরূপত্ব; আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, প্রণয়। আত্মন্ শব্দ + তা ভাবে। স্ত্রী।

আত্মত্যাগ—আত্মহত্যা; জগতের উপকারার্থ ধনাদির কথা দূরে থাকুক, আত্মাকে (শরীরকে) পর্য্যন্ত ত্যাগ করা; স্বার্থবিসর্জ্জন। ৬তৎ। সং; পু।

আত্মত্যাগী—আত্মঘাতী, বিষশস্ত্রাদি দ্বারা আত্মহননকারী। আত্মার ত্যাগী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আত্মত্যাগিনী।

আত্মদর্শ—দর্পণ, মুকুর, আদর্শ। আত্মন্ শব্দ— দৃশ (দেখা) + অল্ অধি। সং; পু।

আত্মদর্শক—আপনাকে ভাল করিয়া দেখে যে, স্বকীয় দোষগুণের প্রতি দৃষ্টিস্থাপক। আত্মন্ শব্দ – দৃশ (দেখা) + ণক ক। সং; ক্লী।

আত্মদর্শন—পরমাত্ম সাক্ষাৎকার; ঈশ্বরলাভ; জীবাত্মাকে দেখা; আপনার দোষগুণের প্রতি লক্ষ্য রাখা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আত্মদর্শিতা—আত্মদর্শী দেখ। আত্মদর্শিন্ শব্দ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

আত্মদর্শিনী—আত্মদর্শী দেখ।

আত্মদর্শী—যে আপনাকে ভাল করিয়া দেখে এরূপ, স্বকীয় দোষগুণের প্রতি লক্ষ্যকারী। আত্মন্ শব্দ – দৃশ (দেখা) + ণিন্ ক = আত্মদর্শিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আত্মদর্শিনী। বিশেষ্যে আত্মদর্শিতা।

আত্মদোষ—নিজ দোষ, স্বকৃত অপরাধ। আত্ম অর্থাৎ আপনার দোষ, ৬তৎ। সং; পু।

আত্মদোষক্ষালন, আত্মদোষখণ্ডন—স্বকৃত দোষ খণ্ডন, নিজের নির্দ্দোষতাজ্ঞাপন। আত্মার দোষ আত্মদোষ, তাহার ক্ষালন, খণ্ডন, দুইবার ৬তৎ। সং; ক্লী।

আত্মদোষজ্ঞ—যে নিজের দোষ বুঝিতে পারে। আত্মদোষ শব্দ – জ্ঞা + ড ক। বিণ; ত্রি।

আত্মদ্রোহ—নিজের অনিষ্টাচরণ। ৬তৎ। সং; পু। বিশেষণে আত্মদ্রোহী।

আত্মদ্রোহিতা—আত্মদ্রোহী দেখ। আত্মদ্রোহিন্ শব্দ + তা ভাবে। সং।

আত্মদ্রোহিণী—আত্মদ্রোহী দেখ।

আত্মদ্রোহী—আত্মপীড়নকারী; আত্মঘাতী; সদাবিষণ্ণ; আত্মন্ শব্দ – দ্রুহ (পীড়ন করা) + ণিন্ ক = আত্মদ্রোহিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আত্মদ্রোহিণী (= আত্মঘাতিনী)। বিশেষ্যে আত্মদ্রোহিতা।

আত্মনিমগ্ন—১। যে আত্মাতেই ডুবিয়া রহিয়াছে, একমাত্র আত্মসংক্রান্ত বিষয়পরায়ণ, বাহ্যবিষয়ে অলিপ্ত ও অন্তর্বিষয়ে একান্ত লিপ্ত ; আপনার বিষয় লইয়া এরূপ ব্যস্ত যে অপরের বিষয় দেখিতে শুনিতে পায় না। ৭তৎ ; বিণ ; ত্রি।

আত্মনির্ভর—আপনার প্রতি নির্ভর, অন্যের প্রতি নির্ভর না করা ; ঈশ্বরে নির্ভর। ৭তৎ। সং ; পু।

আত্মনিবেদন—আপনার বিষয়ে বিনীতভাবে জ্ঞাপন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মনিষ্ঠ—আত্মজ্ঞানান্বেষী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, আত্মগত। আত্মনেতে (আত্মজ্ঞানে) নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আত্মনিষ্ঠা।

আত্মনিষ্ঠা—আত্মজ্ঞানান্বেষণ, ব্রহ্মনিষ্ঠা। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে আত্মনিষ্ঠ।

আত্মনীন—১। আত্মহিতকারী ; আত্মসম্বন্ধীয়, আপনার ; পথ্য। আত্মন্ শব্দ+ঈন। বিণ ; ত্রি। ২। পুত্র ; শ্যালক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আত্মনীনা।

আত্মনীনা—কন্যা। সং ; স্ত্রী। আত্মনীন দেখ।

আত্মনেপদ—(ব্যাকরণে) যে তিঙ্ আত্মফলভাগিত্ব প্রকাশ করে। অলুক্ সমাস। সং ; ক্লী।

আত্মপর—আপন জন ও অপর। দ্বন্দ্ব। বিণ ; ত্রি।

আত্মপরায়ণ—১। স্বার্থপর। বহু। ২। আত্মতত্ত্বরত। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আত্মপরায়ণা (=স্বার্থপরা বা আত্মতত্ত্বরতা)।

আত্মপরিচয়—স্বীয় পরিচয়, "আমার নাম এই, আমি অমুকের সন্তান, এই এই কার্য্য করি এবং আমার বাসস্থান অমুক স্থানে" ইত্যাদি নির্দ্দেশপূর্ব্বক আপনার বিষয় জানান। ৬তৎ। সং ; পু।

আত্মপীড়ন—আত্মাকে ক্লেশ দেওয়া, স্বয়ং কষ্ট ভোগ করা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মপীড়া—আত্মপীড়ন দেখ। সং ; স্ত্রী।

আত্মপ্রতারণা—আত্মবঞ্চন ; দানভোগহীন জীবনযাপন ; কোন পাপকার্য্য করিয়া "ইহা এ অবস্থায় পাপ নহে" বলিয়া মনে প্রবোধদান। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আত্মপ্রতিশ্রুতি—স্বীয় প্রতিজ্ঞা, আপনার অঙ্গীকার। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আত্মপ্রবঞ্চনা—আত্মবঞ্চন ; দানভোগবিহীন জীবনযাপন ; কোন পাপক্রিয়া অনুষ্ঠানের পরে "ইহা এ অবস্থায় পাপ নহে" বলিয়া মনে প্রবোধদান। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আত্মপ্রসাদ—কোন সৎকর্ম্ম করিলে মনে যে সুখসঞ্চার হয়। প্রসাদ=প্রসন্নতা। ৬তৎ। সং ; পু। বিপরীতার্থক শব্দ আত্মগ্লানি।

আত্মপ্রাধান্য—স্বীয় শ্রেষ্ঠতা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মবঞ্চক—আত্মবঞ্চনাকারী ; দায় ভোগবিহীন জীবনযাপক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

আত্মবন্ধু—আপনার বন্ধু, নিজের মিত্র ; (দায়ভাগে) নিজের পিতৃস্বসৃপুত্র, মাতৃস্বসৃপুত্র, এবং মাতুলপুত্র, এই তিন প্রকার আত্মবন্ধু। ৬তৎ। সং ; পু।

আত্মবলিদান—পরোপকারার্থে আত্মজীবনোৎসর্গ ; আত্মসুখবিসর্জ্জন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মবুদ্ধি—আত্মজ্ঞান, নিজের বুদ্ধি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আত্মবোধ—ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞান, আত্মসাক্ষাৎকার ; আত্মবিষয়ক জ্ঞান। ৬তৎ। সং ; পু।

আত্মভব—১। মনোগত, মানসজন্মা। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। কামদেব, কন্দর্প। ৩। আত্মবিদ্যমানতা, স্বগতা। ৬তৎ। সং ; পু।

আত্মভূ—১। স্বয়ং উৎপন্ন। আত্মন্ শব্দ–ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ ক ; বিণ ; ত্রি। ২। ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; শিব ; কামদেব, কন্দর্প। সং ; পু।

আত্মম্ভরি—স্বোদরমাত্রপূরক : স্বার্থপর। আত্মন্ শব্দ - ভৃ (ভরণ করা)+খি ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আত্মম্ভরিতা, আত্মম্ভরিত্ব।

আত্মম্ভরিতা, আত্মম্ভরিত্ব—আত্মম্ভরি দেখ।

আত্মযোনি—ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; শিব ; কামদেব, কন্দর্প। বহু। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

আত্মরক্ষা—আপনার অনিষ্টনিবারণ। ৬তৎ।

আত্মরূপ—১। আপনার সাদৃশ্য। ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। আপনার রূপে আপনি প্রকাশমান। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আত্মরূপা।

আত্মরূপা—আত্মরূপ দেখ।

আত্মলাভ—নিজের লাভ ; উৎপত্তি ; জ্ঞান ; তত্ত্বজ্ঞান। ৬তৎ। সং ; পু।

আত্মবৎ—আপনার ন্যায়, নিজের মত। আত্মন্ শব্দ+বৎ। ব্য।

আত্মবত্তা—আত্মসাদৃশ্য, সকলকেই আপনার মত জ্ঞান, ভেদবুদ্ধিরাহিত্যে, পক্ষপাতবিরহ ; মনস্বিতা। আত্মবৎ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

আত্মবশ—আপনার বশ, স্বায়ত্ত, স্বাধীন, আপনার ইচ্ছানুসারে গতিবিধি করিতে সমর্থ। আত্ম অর্থাৎ আপনার বশ, ৬তৎ ; বিণ ; ত্রি।

আত্মবান্—স্বত্ববান্ ; মনস্বী। আত্মন্ শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে=আত্মবৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আত্মবতী।

আত্মবিগ্রহ—আপনা আপনি লোকের মধ্যে বিরোধ। ৭তৎ। সং ; পু।

আত্মবিচ্ছেদ—আত্মবিরহ, আপনা আপনি লোকের মধ্যে অপ্রণয় বা বিবাদ। ৭তৎ। সং ; পু।

আত্মবিদ্—আত্মজ্ঞ ; পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মবিদ ; সুধী। আত্মন্ শব্দ–বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। [সং ; স্ত্রী।

আত্মবিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা ; অধ্যাত্মবিদ্যা। ৬তৎ।

আত্মবিরোধ—আপনার লোকের সহিত কলহ। ৬তৎ। সং ; পু।

আত্মবিসর্জ্জন—আত্মত্যাগ ; স্বার্থত্যাগ ; জীবনত্যাগ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মবিস্মরণ—আত্মবিস্মৃতি, নিজের প্রকৃত অবস্থা ভুলিয়া যাওয়া, আপনার দোষগুণাদির প্রতি লক্ষ্য না করণ। আত্ম অর্থাৎ আপনার সম্বন্ধে বিস্মরণ, ৬তৎ। সং ; ক্লী। বিশেষণে আত্মবিস্মৃত।

আত্মবিস্মৃত—নিজের প্রকৃত অবস্থা ভুলিয়া গিয়াছে এরূপ ; আপনার দোষগুণাদির প্রতি লক্ষ্যহীন বা তাহা বুঝিতে অক্ষম। ২তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আত্মবিস্মরণ, আত্মবিস্মৃতি।

আত্মবিস্মৃতি—আত্মবিস্মরণ দেখ। সং ; স্ত্রী।

আত্মবিহ্বল—আপনার বিষয়ে একান্ত অভিভূত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

আত্মবেদিতা, আত্মবেদিত্ব—আত্মবেদী দেখ।

আত্মবেদী—আত্মবিদ্, আত্মজ্ঞ ; স্বরূপজ্ঞ, আপনার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে সমর্থ। উপ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আত্মবেদিনী। বিশেষ্যে আত্মবেদিতা, আত্মবেদিত্ব।

আত্মশল্যা—শতাবরী, শতমূলী। সং ; স্ত্রী।

আত্মশাসন—মনঃ ও বহিরিন্দ্রিয়ের দমন ; স্বায়ত্তশাসন, রাজার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক আপনারাই (প্রজারাই) আপনাদিগের শাসনভার গ্রহণকরণ ; ৬তৎ ও ২য় পক্ষে ৩তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মশুদ্ধি—নিজের পবিত্রতা, আপনার নির্দ্দোষতা ; চিত্তশোধন, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা স্বকৃত পাপের খণ্ডন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আত্মশোধন—আত্মশুদ্ধি দেখ। সং ; ক্লী।

আত্মশ্লাঘা—আত্মপ্রশংসা, আপনাকে আপনি খুব বড় বা ভাল বলিয়া বর্ণন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে আত্মশ্লাঘী।

আত্মশ্লাঘী—আত্মপ্রশংসাকারী, আপনাকে আপনি খুব বড় বা ভাল বলিয়া বর্ণনাকারী। ৬তৎ। আত্মন্ শব্দ–শ্লঘ (শ্লাঘা করা)+ণিন্ ক=আত্মশ্লাঘিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। বিশেষ্যে আত্মশ্লাঘিতা।

আত্মসংযম—ইন্দ্রিয়াদির নিগ্রহ, জিতেন্দ্রিয়তা। ৬তৎ। সং ; পু। বিশেষণে আত্মসংযমী।

আত্মসংযমী—ইন্দ্রিয়নিগ্রহকারী, জিতেন্দ্রিয়। আত্মসংযম শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=আত্মসংযমিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

আত্মসংবরণ—উপস্থিত স্বীয় দুঃখাদির সংগোপন। ৬তৎ ; সং ; ক্লী।

আত্মসংশয়ী—আত্মার অস্তিত্বে সন্দেহবিশিষ্ট ; আপনার কার্য্যে বা কথায় সন্দেহযুক্ত। আত্মসংশয়=৬তৎ। তদুত্তরে+ইন্ অস্ত্যর্থে, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি।

আত্মসংস্রব—নিজের সংস্রব, স্বসম্পর্ক। আত্ম অর্থাৎ আপনার সংস্রব, ৬তৎ ; সং ; ক্লী।

আত্মসন্তানবৎ—আপনার পুত্রকন্যার ন্যায়। আত্মসন্তান=৬তৎ ; তদুত্তরে সাদৃশ্যার্থে চ্বৎ। ব্য।

আত্মসমর্থন—আপনাকে সমর্থিত করা, আপনি যাহা বলিয়াছে, তাহা প্রমাণসিদ্ধ করা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মসমর্পণ—আপনাকে দান করা ; আপনাকে ও আপনার লোকদিগকে নিরস্ত্র করিয়া বিপক্ষের অধীনতা স্বীকার করা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মসম্পর্কীয়—স্বসম্পর্কীয়, সম্বন্ধবিশিষ্ট। আত্ম অর্থাৎ আপনার সম্পর্কীয়, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

আত্মসম্বন্ধ—আত্মসম্পর্ক, স্বসম্বন্ধ। ৬তৎ। সং।

আত্মসম্বন্ধীয়—আত্মসম্পর্কীয়। আত্মার সম্বন্ধ, ৬তৎ। আত্মসম্বন্ধ+ীয়। বিণ ; ত্রি।

আত্মসম্ভব—কামদেব, কন্দর্প ; পুত্র। আত্মন্ হইতে সম্ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহু। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আত্মসম্ভবা।

আত্মসম্ভবা—আত্মজা, কন্যা। সং ; স্ত্রী। আত্মসম্ভব দেখ।

আত্মসম্ভ্রম—আত্মমর্য্যাদা দেখ। সং ; পু।

আত্মসম্মত—স্বসম্মত, নিজের অভিমত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

আত্মসম্মিত—আত্মসদৃশ, আত্মানুরূপ, আপনার তুল্য পরিমিত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

আত্মসাৎ—আত্মাধীন, আপনার আয়ত্ত, নিজের হস্তগত। আত্মন্ শব্দ+চসাৎ। ব্য।

আত্মসার—আত্মম্ভরি, স্বার্থপর। আত্মন্ হইয়াছে সার যাহার, বহু ; বিণ ; ত্রি।

আত্মসুখ—নিজ সুখ, স্বীয় সুখ ; আপনার দুঃখনিবৃত্তি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মসুখপরায়ণ—যে কেবল আপনার সুখই চায়। আত্মসুখ হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

আত্মসুখরত—স্বার্থপর। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

আত্মস্তুতি—আত্মার স্তুতি ; স্বীয় গুণকীর্তন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আত্মহত্যা—আত্মনাশ, স্বহস্তে আপনার বধসাধন। ৬তৎ। আত্মন্ শব্দ—হন (বধ করা) ক্যপ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে আত্মঘাতী।

আত্মহা—আত্মঘাতী, আত্মহত্যাকারী ; আত্মজ্ঞানবিরহিত, অজ্ঞ। আত্মন্ শব্দ—হন (বধ করা)+ক্বিপ্ ক=আত্মহন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

আত্মহারা—আত্মবিস্মৃ চলি শব্দ। বিণ ; ত্রি।

আত্মহিত—নিজের ইষ্ট, আপ র মঙ্গল। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [ত্রি।

আত্মহিতকর—স্বীয় মঙ্গলপ্রদ। ৬তৎ। বিণ ;

আত্মা—ব্রহ্ম ; জীব ; স্বয়ং, আপনি ; স্বরূপ ; দেহ ; হৃদয় ; মনঃ ; স্বভাব ; যত্ন ; বুদ্ধি, ধৈর্য্য ; সূর্য্য ; বহ্নি ; বায়ু ; অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আ—অত (গমন করা)+মন্ ক=আত্মন্ শব্দ, ১মার ১বচনে আত্মা। সং ; পু। [আর্য্যশাস্ত্রানুসারে আত্মা দ্বিবিধ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা]।

আত্মাদর—নিজের সম্মানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি, আপনাকে নীচ মনে না করা। ৭তৎ। সং ; পু। [ক্লী।

আত্মান্বেষণ—আত্মার অনুসন্ধান। ৬তৎ। সং ;

আত্মাপরাধ—স্বকৃত দোষ, নিজের কৃত অপরাধ। আত্মা (অর্থাৎ আপনার) অপরাধ, ৬তৎ। সং ; পু।

আত্মাপহার—আত্মগোপন। ৬তৎ। সং ; পু।

আত্মাপহারক—আত্মগোপনকারী, বঞ্চক, শঠ। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

আত্মাপহারী—আত্মাপহারক। ৬তৎ ; বিণ ;

আত্মাভিমানী—আপনাকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া গর্ব্বিত। বিণ ; ত্রি।

আত্মারাম—১। আত্মস্বরূপ জ্ঞানহেতু সদা পরমানন্দে মগ্ন ; সন্তুষ্টচিত্ত। আত্মাতে আরাম যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। এদেশে যাহারা নানাজাতীয় শুক পক্ষী পুষিয়া তাহাদিগকে রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম বলিতে শিক্ষা দেয়, তাহারা সাধারণতঃ ঐ সকল পক্ষীকে 'আত্মারাম' নামে সম্বোধন করিয়া থাকে।

আত্মাবমাননা—আত্মার অবমাননা, আপনাকে নীচ ভাবিয়া গ্লানিভোগ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আত্মাবলম্বন—স্বাবলম্বন, আত্মনির্ভর, কোনও বিষয়ের জন্য অপরের সাহায্যের প্রত্যাশী না হইয়া স্বয়ং তাহার সাধন বা সাধন-চেষ্টা। ৬তৎ। সং ; ক্লী। বিশেষণে আত্মাবলম্বী।

আত্মাবলম্বিতা—আত্মাবলম্বী দেখ। আত্মাবলম্বিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং।

আত্মাবলম্বী—স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল। ২তৎ। বিণ ; পু। বিশেষ্যে আত্মাবলম্বন ও আত্মাবলম্বিতা।

আত্মাশী—মৎস্য। আত্মন্ শব্দ—অশ (খাওয়া) +ণিন্ ক=আত্মাশিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। সং ; পু।

আত্মাশ্রয়—আত্মাবলম্বন, স্বাবলম্বন। ৬তৎ। সং ; পু। বিশেষণে আত্মাশ্রয়ী।

আত্মাশ্রয়ী—আত্মাবলম্বী, স্বাবলম্বী। ৬তৎ। বিণ ; পু। বিশেষ্যে আত্মাশ্রয়।

আত্মাহুতি—আপনাকে আহুতিদান। [যথা— স্বদেশোপকার মহাযজ্ঞে তিনি আত্মাহুতি প্রদান করিলেন]। সং ; স্ত্রী।

আত্মীয়—আত্মসম্পর্কীয়, স্বকীয় ; স্বজন, অন্তরঙ্গ ; বন্ধুজন। আত্মন্ শব্দ+ীয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আত্মীয়া। বিশেষ্যে আত্মীয়তা।

আত্মীয়তা—অন্তরঙ্গতা, বন্ধুত্ব, স্বজনত্ব। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে আত্মীয়। আত্মীয় দেখ।

আত্মীয়স্বজন—আপনার লোক। আত্মীয় ও স্বজন উভয়ই তুল্যার্থক। সং ; পু।

আত্মীয়হীন—স্বজনশূন্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

আত্মীয়া—আত্মীয় দেখ।

আত্মোৎকর্ষ—নিজ উৎকৃষ্টতা। ৬তৎ। সং ; পু।

আত্মোৎসর্গ—আত্মত্যাগ ; জগতের হিতের জন্য আত্মসুখ, এমন কি আত্মজীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগে সামর্থ্য। ৬তৎ। সং ; পু।

আত্মোদর—আপনার পেট ; স্বার্থ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আত্মোদ্ভব—আত্মজ, পুত্র ; কন্দর্প। আত্মন্ হইতে উদ্ভব যাহার, বহু। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আত্মোদ্ভবা।

আত্মোদ্ভবা—আত্মজা, কন্যা। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে আত্মোদ্ভব। আত্মোদ্ভব দেখ।

আত্মোন্নতি—স্বীয় উৎকর্ষ সাধন, আপনার শ্রীবৃদ্ধি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আত্মোপকারী—স্বীয় উপকারসাধক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

আত্মোপম—স্বসদৃশ, আত্মতুল্য। আত্মন্ হইয়াছে উপমা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আত্মোপম্য।

আত্মোপম্য—আত্মোপম দেখ।

আত্যন্তিক—অতিশয়িত, অতিরিক্ত ; অসীম, যৎপরোনাস্তি ; অনন্ত, অশেষ। অত্যন্ত শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আত্যন্তিকতা। [শব্দ+তা ভাবে। সং।

আত্যন্তিকতা—আত্যন্তিক দেখ। আত্যন্তিক

আত্যন্তীন—আত্যন্তিক দেখ। অত্যন্ত শব্দ+ীন্ ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

আত্যয়িক—নাশসম্বন্ধীয় ; অশুভনিমিত্তক ; দুঃখজনক ; বিপদ্‌সূচক। অত্যয় শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

আত্রেয়—অত্রিমুনির পুত্র,—দত্ত, সোম, ও দুর্ব্বাসাঃ ; অত্রিবংশোদ্ভব ; আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক মুনিবিশেষ, নাড়ীজ্ঞান প্রকরণ নামক গ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত। অত্রি শব্দ+ষ্ণেয়। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আত্রেয়ী।

আত্রেয়ী—অত্রিপত্নী ; অত্রিবংশীয়া স্ত্রী ; ঋতুমতী স্ত্রী ; নদীবিশেষের নাম। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে আত্রেয়। আত্রেয় দেখ।

আথর্ব্বণ—১। অথর্ব্ববেদজ্ঞ ; অথর্ব্ববেদ-

বিহিত। অথর্ব্বন্ শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। অথর্ব্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ; কুলপুরোহিত। সং; পু। ৩। অথর্ব্বমুনিপ্রণীত সূক্ত। সং; ক্লী। [বিণ।

আথিবিথি—ব্যস্তসমস্ত হইয়া। দেশজ। ক্রি-

আদত্ত—আত্ত, গৃহীত। আ—দা (দেওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আদান।

আদম—খ্রীষ্টিয়ানদিগের মতে প্রথমসৃষ্ট পুরুষ (Adam) ইঁহার স্ত্রীর নাম হবা (Eve)।

আদমসুমারী—(পার্শি শব্দ) মনুষ্য-গণনা (Census)।

আদর—যত্ন; সম্মান; ভক্তি, শ্রদ্ধা; আসক্তি; আরম্ভ। আ—দৃ (আদর করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে আদরণীয়, আদৃত।

আদরণীয়—আদরের যোগ্য; মাননীয়; গ্রহণীয়। আ—দৃ (আদর করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আদর।

আদরিণী—আদরী দেখ।

আদরী—আদরপ্রাপ্ত, অতিরিক্ত আদর পাইয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে এরূপ। আদর শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=আদরিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আদরিণী।

আদর্শ—দর্পণ, মুকুর; যাহা দেখিয়া অন্য কিছু লেখা বা করা যায়; নমুনা। আ—দৃশ+অল্ অধি, র্ম্ম। সং; পু।

আদর্শ চরিত্র—১। যে চরিত্র দর্শন পূর্ব্বক আপন আপন চরিত্র সংশোধন করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মধা; সং; ক্লী। ২। আদর্শ চরিত্র-বিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

আদর্শ পুরুষ—যে পুরুষের কার্য্যকলাপ দর্শন-পূর্ব্বক চরিত্রের বিশুদ্ধি ও উন্নতি সাধন করিতে হয়। কর্ম্মধা। সং; পু।

আদর্শ পুস্তক—যে পুস্তক দেখিয়া "বর্ণগুলি কিরূপে লেখা কর্ত্তব্য" এই বিষয় শিক্ষা করিতে হয়। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আদর্শ রমণী—যে নারীর চরিত্র জ্ঞাত হইয়া রমণীগণ স্ব স্ব চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে পারে। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

আদর্শ বিদ্যালয়—"মডেল স্কুল"; যে বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী জ্ঞাত হইয়া অন্যান্য বিদ্যালয় চালান যাইতে পারে। কর্ম্মধা। সং; পু।

আদর্শস্থানীয়—আদর্শ হইবার যোগ্য। বিণ।

আদর্শ স্বভাব—১। যে প্রকৃতি দর্শন করিয়া স্বীয় স্বভাবের দোষ সংশোধন ও গুণোন্নতি সম্পাদন করিতে হয়। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। আদর্শ স্বভাববিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

আদান—১। গ্রহণ, প্রতিগ্রহ; স্বীকার। আ—দা (দেওয়া)+অনট্ ভা। ২। অশ্বাভরণ। আ—দা+অনট্ র্ম্ম। সং; ক্লী। বিশেষণে আদত্ত।

আদানপ্রদান—দেওয়া লওয়া; বিবাহ সম্বন্ধে কন্যার সম্প্রদান ও প্রতিগ্রহ। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

আদায়—গ্রহণ, লওয়া। দেশজ শব্দ। ব্য।

আদি—১। প্রথম; অবয়ব; প্রারম্ভ; কারণ, উৎপত্তি, হেতু; মূল। আ—দা (দেওয়া)+কি র্ম্ম। ২। গ্রহণ। আ—দা+কি ভা। সং; পু। বিশেষণে আদিম, আদ্য। ৩। আদিম, প্রাথমিক, সর্ব্বপ্রথম। বিণ; ত্রি।

আদিকবি—প্রথম কবি; ব্রহ্মা; বাল্মীকি। কর্ম্মধা। সং; পু।

আদিকারণ—প্রথম কারণ, মূলকারণ; কণাদ মতে—সমবায়ি কারণ; অপর দর্শনের মতে—উপাদান কারণ; বৈদ্যকমতে—কারণের কারণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আদিতেয়—অদিতি-তনয়, দেবতা। অদিত শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

আদিত্য—অদিতি-তনয়, দেবতা; সূর্য্য; পুনর্ব্বসু নক্ষত্র। অদিতি শব্দ+ষ্ণ্য অপত্যার্থে। সং; পু।

অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি হয়, যথা—ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য্য, ভগ, বিবস্বান্, পুষা, সবিতা, ত্বষ্টা, বিষ্ণু। মতান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা সূর্য্যের তাপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইলে তাঁহার পিতা বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করেন; সেই দ্বাদশ খণ্ড ভিন্ন ভিন্ন নামে দ্বাদশ মাসে উদিত হইয়া থাকে; যথা—মাঘ মাসে অরুণ, ফাল্গুনে সূর্য্য, চৈত্র মাসে বেদজ্ঞ, বৈশাখে তপন, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে গভস্তি, ভাদ্রে যম, আশ্বিনে হিরণ্যরেতাঃ, কার্ত্তিকে দিবাকর, অগ্রহায়ণে চিত্র, পৌষে বিষ্ণু; ইঁহারাই কশ্যপ-তনয় দ্বাদশ আদিত্য নামে প্রকীর্ত্তিত। ঋগ্বেদে আদিত্যের সংখ্যা ছয়,—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ, এবং অংশু। তৈত্তিরীয়ে আট,—মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র, এবং বিবস্বান্।

আদিত্যপত্র—১। আকন্দ গাছ। সং; ক্লী। ২। ক্ষুপ, ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। সং; পু।

আদিত্যভক্তা—হুড়হুড়িয়া গাছ। সং; স্ত্রী।

আদিত্য-সূনু—বানররাজ সুগ্রীব; যম; শনি; মনু। আদিত্যের (সূর্য্যের) সূনু (পুত্র), ৬তৎ। সং; পু।

আদিৎসা—গ্রহণেচ্ছা। আ—সনন্ত দা (দানেচ্ছা করা)+অ ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে আদিৎসু।

আদিৎসু—গ্রহণেচ্ছু। আ—সনন্ত দা (দানেচ্ছা করা)+উ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আদিৎসা।

আদিদেব—বিষ্ণু; শিব; ব্রহ্মা; সূর্য্যের নাম বিশেষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

আদিপুরাণ—ব্রহ্মপুরাণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আদিপুরুষ—প্রথমপুরুষ, যাহা হইতে কোনও বংশের গণনা আরম্ভ হয়; বিষ্ণু। কর্ম্মধা। সং; পু।

আদিভূত—আকাশ, পঞ্চভূতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ভূত; যে আদিতে হইয়াছে। কর্ম্মধা।

আদিম—আদ্য, প্রথম, প্রথমভব। আদি শব্দ+ম ভবার্থে। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আদি।

আদিরস—রস দেখ।

আদিরসাশ্রিত—১। শৃঙ্গার রসপূর্ণ। ২তৎ। ২। যে সকল কাব্যে আদিরসের বিষয়ই বর্ণিত হয়, তৎসমুদায় আদিরসাশ্রিত। বিণ; ত্রি।

আদিরাজ—পৃথু; বৈবস্বত মনু। কর্ম্মধা। পু।

আদিবরাহ—নারায়ণ, বিষ্ণু। [বিষ্ণু প্রথমে বরাহরূপ ধারণ করিয়া প্রলয়জলধিজলে নিমগ্ন ধরিত্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন]।

আদিশূর—হিন্দুরাজত্বকালে বাঙ্গালার একজন বিখ্যাত রাজা। ইনি অতিশয় প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন। ইনি রাজসূয় যজ্ঞ করিবার সময়ে বঙ্গে উপযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাবহেতু উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কয়েক জন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণের বংশধরেরাই সম্ভবতঃ বাঙ্গালার বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, এবং তাঁহাদের সহিত যে কয়েকজন ভৃত্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই বঙ্গের উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণের আদিপুরুষ। বহুকাল অপুত্রক থাকায় আদিশূর পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞ উপলক্ষে ইনি কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনান। এই ব্রাহ্মণগণই বঙ্গের বর্ত্তমান রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ, এবং এই সকল ব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচজন ভৃত্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশধরেরাই দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ। এই যজ্ঞের পর আদিশূরের একটী পুত্র জন্মে। কিন্তু অল্প বয়সেই পুত্রটী কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় আদিশূর স্বীয় তনয়া লক্ষ্মীকে রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী করিয়া যান। ইনি ঠিক কোন্ সময়ে কোথায় রাজত্ব করিতেন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কেহ কেহ বলেন, ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুবর্ণগ্রামে (সোণার গাঁ) ইঁহার রাজধানী ছিল। আবার কেহ কেহ বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ কর্ণসুবর্ণ (বর্ত্তমান কাণসোণা) নামক স্থানে ইঁহার রাজধানী ছিল। পশ্চিমবঙ্গে শশাঙ্ক নামে এক প্রবল নরপতি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিতেন। কাহারও মতে আদিশূর শশাঙ্কের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। আদিশূর

হিন্দু রাজা এবং বঙ্গদেশের হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কল্পে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন।

আদিষ্ট—১। আজ্ঞপ্ত; অনুমত; নিযুক্ত; উপদিষ্ট; কথিত; (ব্যাকরণে) আদেশ-প্রাপ্ত। আ—দিশ (আদেশ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আদেশ। ২। আ—দিশ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

আদীনব—ক্লেশ; দোষ। আ—দীন+ব অস্ত্যর্থে। সং; পু।

আদীপন—উদ্দীপন, প্রজ্বালন; আলিপনা। আ—দীপ (দীপ্তি পাওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আদৃত—১। সম্মানিত; পূজিত। আ—দৃ (আদর করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। আদরযুক্ত। আ—দৃ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আদর।

আদেশ—১। আজ্ঞা, অনুমতি; উপদেশ; কথন; আদেশন, দেখান। আ—দিশ (আদেশ করা)+অল্ ভা। ২। (ব্যাকরণে) বর্ণস্থানে বর্ণান্তরোৎপত্তি, প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের অথবা ঐ উভয়ের বিনাশ করিয়া অন্য কোন বর্ণের বা বর্ণসমূহের উৎপত্তি। আ—দিশ অল্ র্ম্ম। সং; পু। বিশেষণে আদিষ্ট।

আদেশক—আদেশকর্ত্তা। আ—দিশ (আদেশ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

আদেশপালক—আজ্ঞাকারী; আজ্ঞানুসারে কার্য্যকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

আদেশবিরুদ্ধ—আজ্ঞার বিপরীত, যেরূপ করিতে আজ্ঞা দেওয়া হয়, তাহার বিপরীত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

আদেশী—আদেশকর্ত্তা; উপদেশক। আ—দিশ (আদেশ করা)+ণিন্ ক=আদেশিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আদেশিনী।

আদেষ্টা—আদেশকর্ত্তা; উপদেশক। আ—দিশ (আদেশ করা)+তৃণ্ ক=আদেষ্টৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আদেষ্ট্রী।

আদৌ—অগ্রে, প্রথমে, আদিতে। সংস্কৃত ভাষায় আদি শব্দ ৭মীর ১বচনে নিষ্পন্ন। ["মোটেই" "আদপেই" এইরূপ ভুল অর্থে অনেক স্থলে এই শব্দটীর ব্যবহার দেখা যায়]।

আদ্য—১। আদিম, প্রথম; শ্রেষ্ঠ, প্রধান। আদি শব্দ+ষ্ণ্য ভবার্থে। ২। ভক্ষ্য। অদ (ভক্ষণ করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ৩। ভক্ষ্যদ্রব্য। সং; স্ত্রী।

আদ্যন্ত—প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত, আগাগোড়া। আদি ও অন্ত, দ্বন্দ্ব। সং; পু।

আদ্যপ্রান্ত—আদ্যন্ত, পূর্ব্বাপর। আদ্য ও প্রান্ত, দ্বন্দ্ব; ক্রি-বিণ।

আদ্যমাষক—এক মাষা, পাঁচ রতি পরিমাণ। কর্ম্মধা। সং; পু।

আদ্যবীজ—আদি কারণ, মূল কারণ; (সাংখ্যে) প্রধান। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আদ্যশ্রাদ্ধ—মরণাশৌচান্তের পরদিনে করণীয় শ্রাদ্ধ, প্রথম কৃত্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আদ্যা—১। আদিভূতা। আদ্য শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে আদ্য। ২। প্রধানা শক্তি, ভগবতী, মহাদুর্গা, কালী। সং; স্ত্রী।

আদ্যূন—১। স্বার্থপর ঔদরিক; পেটুক; বিজিগীষারহিত। আ—দিব (ক্রীড়া করা)+ক্ত ক। ২। আদিশূন্য, অনাদি। আদি দ্বারা ঊন, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

আদ্যোপান্ত—আদ্যন্ত, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত। অন্তের উপ (সমীপ) উপান্ত, অব্যয়ী; আ+উপান্ত (উপান্ত পর্য্যন্ত) ওপান্ত, অব্যয়ী; আদি হইতে ওপান্ত, ৫তৎ। সং; ক্লী।

আদ্রিয়মাণ—যাহাকে আদর করা হইতেছে এরূপ। আ—দৃ (আদর করা)+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আদ্রিয়মাণা।

আদ্রিয়মাণা—আদ্রিয়মাণ দেখ।

আধর্ষিত—অপমানিত; আক্রান্ত; পরাভূত। আ—ধৃষ (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আধান—স্থাপন; সম্পাদন; গ্রহণ; উৎপাদন; গর্ভাধান; বন্ধক দেওয়া। আ—ধা (ধারণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আহিত।

আধানিক—১। গর্ভাধানসংস্কার। আধান শব্দ+ষ্ণিক। ২। ইদানীন্তন। আধুনিক শব্দজ।

আধার—স্থান; পাত্র; আলম্ব; আলবাল; বাঁধ; (ব্যাকরণে) অধিকরণকারকবিশেষ [কারক দেখ]। আ—ধৃ (ধারণ করা)+ঘঞ্ অধি। সং; পু।

আধি—১। মনঃপীড়া, মনোবেদনা; বিপদ্; স্থান; আশা। আ—ধা (ধারণ করা)+কি অধি। ২। স্থাপন; বন্ধক দেওয়া। আ—ধা+কি ভা। সং; পু।

আধিকরণিক—বিচারকর্ত্তা, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি। অধিকরণ+ষ্ণিক নিযুক্তার্থে। সং; পু।

আধিক্য—অধিকতা, আতিশয্য; শ্রেষ্ঠতা, প্রাধান্য, উৎকর্ষ। অধিক শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী। বিশেষণে অধিক।

আধিক্লিষ্ট—মনঃপীড়ায় ব্যথিত। আধি দেখ; আধি দ্বারা ক্লিষ্ট, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

আধিক্ষীণা—মনঃপীড়াবশতঃ কৃশকায়া। আধি (মনঃপীড়া) দ্বারা ক্ষীণা, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

আধিজ—মনোবেদনাজাত, দুঃখহেতুক। আধি দেখ; আধি শব্দ—জন (জন্মান)+ড ক। বিণ; ত্রি।

আধিজ্ঞ—বেদনাপ্রাপ্ত, ব্যথিত; বক্র। আধি শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

আধিদৈবিক—দেবতাকে অধিকার করিয়া প্রবৃত্ত, দেবতা হইতে উৎপন্ন, দৈবজাত, অতিবাত, বজ্রপাতাদিজনিত (দুঃখ)। দেবকে অধি (অধিকার করিয়া) অধিদেব, অব্যয়ী; অধিদেব শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

আধিপত্য—প্রভুত্ব, কর্ত্তৃত্ব; রাজ্যশাসন প্রজাপালনাদি রাজকার্য্য। অধিপতি শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

আধিভৌতিক—ভূতকে অধিকার করিয়া প্রবৃত্ত, প্রাণিগণ হইতে উৎপন্ন, ভূতজাত, দংশমশক বা ব্যাঘ্রসর্পাদি জাত (দুঃখ)। ভূতকে অধি (অধিকার করিয়া) অধিভূত, অব্যয়ী; অধিভূত শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

আধিরথি—কুন্তীপুত্র কর্ণ [জন্মের অব্যবহিত পরেই মাতৃকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে অধিরথ ইঁহাকে লালনপালন করেন বলিয়া এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কর্ণ দেখ]। অধিরথ শব্দ+ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

আধিরাজ্য—আধিপত্য। অধিরাজ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

আধিবেদনিক—অধিবেদনকালে প্রাপ্ত, দ্বিতীয় বিবাহকালে প্রথমা স্ত্রীকে প্রদত্ত (ধনাদি)। অধিবেদন শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে বা দেয়ার্থে। বিণ; ত্রি।

আধিশ্রয়ণ-ব্যবধি—মুকুরের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাংশ ও অধিশ্রয়ণ এতদুভয়ের অন্তর। সং; পু।

আধিশ্রয়ণিক—অধিশ্রয়ণসম্বন্ধীয়। অধিশ্রয়ণ দেখ। অধিশ্রয়ণ শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

আধুত, আধূত—ঈষৎ কম্পিত; ব্যাকুলিত, অভিভূত। আ—ধু বা ধূ (কম্পিত হওয়া) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আধুনিক—সাম্প্রতিক, ইদানীন্তন, নব্য। অধুনা শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

আধেয়—স্থাপনীয়; উৎপাদনীয়, উৎপাদ্য; বন্ধক দিবার যোগ্য, বন্ধকীয়। আ—ধা (ধারণ করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আধোরণ—হস্তীর চালক, মাহুত। আ—ধোর (গতিচাতুর্য্যকরণ)+অন্ ক। সং; পু।

আধ্মাত—১। শব্দিত। আ—ধ্মা (শব্দ করা) +ক্ত র্ম্ম। ২। বায়ুপূরিত; স্ফীত; দগ্ধ। আ—ধ্মা (শব্দ করা, অগ্নিসংযোগ করা) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আধ্মান। ৩। শব্দ; স্ফীতি; দাহ। আ—ধ্মা+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

আধ্মান—স্ফীত হওয়া; স্ফীতি; উচ্চারণ; বৃদ্ধি; উদরাধ্মান, পেট ফাঁপা। আ—ধ্মা

(শব্দ করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে আঘাত।

আধ্যাত্মিক—মানসিক (দুঃখ) ; আত্মসম্বন্ধীয়, ব্রহ্মবিষয়ক। অধ্যাত্ম + ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

আধ্যান—স্মরণ ; উৎকণ্ঠাযুক্ত চিন্তা, দুশ্চিন্তা। আ—ধ্যৈ (চিন্তা করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আধ্যাপক—অধ্যাপক, অধ্যাপনাকর্ত্তা। আ + অধ্যাপক। অধ্যাপক দেখ।

আনক—১। শব্দায়মান, উৎসাহকারী। আ—অন (শব্দ করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। ২। ভেরী ; পটহ, ঢাক ; মৃদঙ্গ ; শব্দযুক্ত মেঘ। সং ; পু।

আনকদুন্দুভি—বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণের জনক। সং ; পু। [ইঁহার জন্মকালে আনক এবং দুন্দুভির বাদ্য হইয়াছিল বলিয়া আনকদুন্দুভি নাম হইয়াছে]।

আনপ—নথ পর্য্যন্ত। অব্যয়ী ; ব্য।

আনত—নম্রীভূত, অবনত ; বিনীত ; পতিত। আ—নম (নম্র হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আনতি।

আনতি—প্রণাম ; অবনতি ; নম্রতা। আ—নম + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে আনত।

আনদ্ধ—১। বদ্ধ ; গ্রথিত ; বস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত। আ—নহ (বন্ধন করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র বেশভূষাদি। আ—নহ + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

আনন—বদন, মুখ। আ—অন (বাঁচা) + অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

আনন্তর্য্য—অনন্তরতা, অব্যবধান। অনন্তর শব্দ + ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

আনন্ত্য—অনন্তত্ব, অসীমত্ব ; বাহুল্য। অনন্ত শব্দ + ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

আনন্দ—১। হর্ষ ; বাসুদেবের বলবিশেষ। আ—নন্দ (হৃষ্ট দেওয়া) + অল্ ভা। ২। মদ্য, আত্মা ; ব্রহ্ম ; পূর্ব্ব, পশ্চিম, এবং দক্ষিণ এই তিন দ্বারবিশিষ্ট গৃহ। আ—নন্দ + অল্ ণ। সং ; পু।

আনন্দকৃষ্ণ বসু—ইনি ১৭৪৪ শকে ১৬ই ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয় ইঁহার মাতামহ। আনন্দকৃষ্ণ সমস্ত জীবন সাহিত্যসেবায় অতিবাহিত করেন। নানা বিদ্যানুশীলনই ইঁহার একমাত্র প্রিয় পদার্থ ছিল। বিশেষতঃ ইনি ইংরাজী ও সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা করিতেন। বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তির প্রথম শিক্ষা আনন্দকৃষ্ণের নিকট আরব্ধ হয়। Shakespeare বা অন্য ইংরাজ গ্রন্থকারের পুস্তক অধ্যয়নে অনেকেই ইঁহার সাহায্য পাইয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় আনন্দকৃষ্ণের নিকট ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন করিতেন। বিষয়কর্ম্মেও ইনি অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন। অনেককেই বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে ইঁহার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্র নাথ বসু Paper Currency অফিসের দাওয়ান ছিলেন। সম্প্রতি ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে আনন্দকৃষ্ণ পরলোক গমন করিয়াছেন।

আনন্দগিরি—ইনি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইনি প্রাদুর্ভূত হন। 'শঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তি' নামক গ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত। ইঁহার রচিত গীতার টীকা সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

আনন্দথু—আনন্দ, হর্ষ। আ—নন্দ (হৃষ্ট হওয়া) + অথু ভা। সং ; পু।

আনন্দন—১। আনন্দোৎপাদন ; সংবর্দ্ধন ; স্বাগত জিজ্ঞাসা ; গমনাগমন সময়ে সুহৃৎ প্রভৃতির আলিঙ্গন, আরোগ্য ও স্বাগতাদি প্রশ্ন দ্বারা আনন্দোৎপাদন। আ—ণিজন্ত নন্দ বা নন্দি (হৃষ্ট করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। আনন্দজনক ; সুখজনক। আ—নন্দি + অনক। বিণ ; ত্রি।

আনন্দপট—নবোঢ়ার বস্ত্র। আনন্দ (প্রীতিকর) যে পট (বস্ত্র), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

আনন্দময়—১। আনন্দপূর্ণ, সদানন্দ। আনন্দ শব্দ + ময়ট্। বিণ ; ত্রি। ২। পরব্রহ্ম, পরমাত্মা। সং ; ক্লী।

আনন্দময় কোষ—(বেদান্তে) পঞ্চ কোষের মধ্যে পঞ্চম কোষ, কারণশরীর। কর্ম্মধা। পু।

আনন্দমোহন বসু—১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলায় আনন্দমোহনের জন্ম হয়। ইনি দেশের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। অতঃপর অধ্যয়নের জন্য কলিকাতায় আগমন করিয়া এফ এ, বি এ ও এম এ পরীক্ষা দেন, এবং সকল পরীক্ষাতেই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া উচ্চ বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ইংলণ্ডে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ইংলণ্ডে গমন করিবার পূর্ব্বে ইনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা দিয়া দশ সহস্র টাকা বৃত্তি পাইলেন। আনন্দমোহন ধনীর সন্তান। ধন থাকিলে যুবকদিগের স্বভাবতঃ যে সকল দোষ আসিয়া পড়ে, আনন্দমোহনের জীবনে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার পাঠপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইংলণ্ডে গমন করিয়া ইনি প্রভূত পরিশ্রম সহকারে কেমব্রিজে তিন বৎসর গণিতবিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার প্রভূত পরিশ্রম এইরূপে পুরস্কৃত হইল। এতদ্দেশীয়ের মধ্যে যে উপাধি পূর্ব্বে কেহ কখন প্রাপ্ত হন নাই, আনন্দমোহন সেই গৌরবাত্মক Wrangler উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর ইনি স্বদেশ প্রত্যাগমনের ইচ্ছা করিলেন। স্বদেশ প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে ইনি অতি যোগ্যতার সহিত ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টে কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যস্বরূপে পরিগণিত হইলেন। আনন্দমোহন নির্জীব সদস্য ছিলেন না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সভ্য হইয়া শিক্ষা সম্বন্ধে বহুবিধ সংস্কার সাধন করেন। পূর্ব্বে প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদানের একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স ছিল। একমাত্র আনন্দমোহনের বিশেষ আন্দোলনে এ নিয়ম উঠিয়া যায়। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে পুরস্কারস্বরূপে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। ভবিষ্যৎ অধ্যয়নে ছাত্রদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য যাহাতে ঐ বৃত্তি প্রদত্ত হয়, এ বিষয়ে আনন্দমোহন বিশেষ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন। ফলতঃ ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুবিধ সংস্কার সাধন করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইলেন। আবার ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায় "সিটি স্কুল" সংস্থাপন করেন। অল্পদিন পরে ইহা "সিটি কলেজ" নাম ধারণ করে। ইনি কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। আনন্দমোহনের ক্ষণমাত্র বিশ্রাম ছিল না। ইনি সর্ব্বদা কোন না কোন দেশহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। পরন্তু এইরূপ প্রভূত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। স্বাস্থ্যলাভার্থ ইনি বৎসরাধিক ইয়ুরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। আনন্দমোহনের জীবিতকালে এমন দেশহিতকর কার্য্য ছিল না, যাহাতে ইনি যোগদান করেন নাই। তিনি জাতীয় মহাসমিতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৯৮ সালে মাদ্রাজ সমিতির ১৪শ বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে ইনি এই সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর প্রথম রাখীবন্ধন দিনে জাতীয় বন্ধনজ্ঞাপক Federation Hall নির্ম্মাণ অভিপ্রায়ে সার্কুলার রোডে ঐ গৃহের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে যে বৃহৎ সভা আহূত হয়, তথায় পীড়িত ও

শয্যাগত আনন্দমোহনকে একখানি কাষ্ঠাসনে বসাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। এই উপলক্ষে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেন, তাহা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করেন। প্রবন্ধটী স্বদেশভক্তিতে পূর্ণ মুমূর্ষু হতাশ ব্যক্তির হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। প্রবন্ধ পাঠ সময়ে অনেকেই অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। সাধারণ সভায় এই তাঁহার শেষ আগমন ও শেষ বক্তৃতা। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে আগষ্ট পক্ষাঘাত রোগে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর ভবনে এই কর্ম্মবীরের দেহত্যাগ ঘটে। এইরূপ দেশহিতৈষী, দানশীল, ধর্ম্মপরায়ণ লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। লর্ড রিপণ ইহাঁর যোগ্যতায় বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। কথিত আছে, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে যখন শিক্ষাসমিতি (Education Commisson) গঠিত হয়, সে সময়ে লর্ড রিপণ আনন্দমোহনকে ঐ সমিতির সভাপতি হইতে অনুরোধ করেন। আনন্দমোহন এই পদ গ্রহণে অস্বীকার করিলে তাঁহাকে অন্যতম সভ্যরূপে মনোনীত করা হয়। এতদ্দেশীয় কোন লোক সভাপতি হইলে উক্ত সমিতির কার্য্যের গুরুত্বের পাছে লাঘব হয়, এই আশঙ্কায় আনন্দমোহন সমিতির নেতৃত্বভার গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হন। এই ঘটনাটি সত্য হইলে ইহা আনন্দমোহনের সম্পূর্ণ দেশহিতৈষিতা ও মহত্ত্বের পরিচায়ক, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। [সং ; পু।

আনন্দরস—আনন্দরূপ রস। রূপক কর্ম্মধা।

আনন্দলহরী—এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। সং।

আনন্দবর্দ্ধন—১। আনন্দের বৃদ্ধি। ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। আনন্দের বৃদ্ধিকারক। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

আনন্দবিহ্বল—সাতিশয় আনন্দযুক্ত। ৩তৎ।

আনন্দসাগর—সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় অপরিমেয় আনন্দ। আনন্দ রূপ সাগর, বা আনন্দ সাগরসদৃশ, রূপক কর্ম্মধা বা উপমিত।

আনন্দস্রোতঃ—সুখপ্রবাহ, ধারাবাহিক সুখ। আনন্দ রূপ স্রোতঃ, রূপক কর্ম্মধা, অথবা আনন্দ স্রোতঃসদৃশ, উপমিত। সং ; ক্লী।

আনন্দাশ্রু—সুখাশ্রু ; আহ্লাদ জন্য অশ্রুজল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

আনন্দি—হর্ষ, প্রীতি। আ—নন্দ (হৃষ্ট হওয়া) +ই ভা। সং ; পু।

আনন্দিত—হৃষ্ট, আহ্লাদিত। আ—নন্দ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্ত ক ; অথবা আনন্দ শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আনন্দিতা। বিশেষ্যে আনন্দ।

আনন্দিতা—হৃষ্টা, আহ্লাদিতা। আনন্দিত দেখ।

আনন্দীবাই জোষী—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কল্যাণ নগরে, গণপত রাও অমৃতেশ্বর জোষীর ঔরসে ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতৃদত্ত নাম যমুনা। ইনি বাল্যকালে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে ইনি গোপাল বিণায়ক জোষীর সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। তাহার পর আনন্দী বাই চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে স্বামীকে কলিকাতায় রাখিয়া ইনি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গমন করেন, এবং ফিলাডেলুফিয়া নগরে একটী চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে আনন্দী বাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "ডাক্তার" উপাধি পান, এবং ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইয়া কোলাপুরে এলবার্ট এডওয়ার্ড হাঁসপাতালের স্ত্রী-বিভাগের চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে ২৭শে মে যক্ষ্মারোগে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর চিতাভস্ম আমেরিকায় প্রেরিত হইয়া তথায় প্রোথিত হয়।

আনন্দোচ্ছ্বাস—সুখের স্ফীতি, যেমন জলের বৃদ্ধি হইয়া উহার স্ফীতি হয়, তদ্রূপ বৃদ্ধি জন্য আনন্দের স্ফীতি। ৬তৎ। সং ; পু।

আনয়ন—স্থানান্তরপ্রাপণ, আনা। আ—নী (লইয়া যাওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে আনীত।

আনর্ত্ত—নৃত্যশালা, রঙ্গালয় ; জল ; রণ ; দেশবিশেষ, দ্বারকা, গুজরাটের একাংশ ; স্বনামখ্যাত রাজা, রেবার পিতা ; স্বনামখ্যাত পৌরবরাজ, ইহাঁর পিতার নাম বিভু ও পুত্রের নাম সুকুমার। আ—নৃত (নৃত্য করা)+ঘঞ্ অধি। সং ; পু।

আনর্ত্তিত—কম্পিত ; নর্ত্তিত, নাচান। আ—নৃত (নৃত্য করা)+ণি+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আনর্থ্য—অনর্থতা, ব্যর্থতা, বৈফল্য, নিষ্ফলত্ব। অনর্থ শব্দ+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

আনায়—১। জাল, ফাঁদ। আ—নী (লওয়া) +ঘঞ্ ণ। সং ; পু। ২। আনয়ন। আ—নী+ঘঞ্ ভা। সং ; ক্লী।

আনায়ী—জালিক, ব্যাধ। আনায় দেখ ; আনায় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

আনায্য—অগ্নিগৃহের দক্ষিণ ভাগে স্থাপিত অগ্নি, দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য অগ্নি হইতে আনীত হইয়া যে দক্ষিণাগ্নি আরোপিত হয়। আ—নী (লওয়া)+ঘ্যণ কর্ম্ম। সং ; পু।

আনাহ—রোগবিশেষ, মলমূত্ররোধক পীড়া। আ—নহ (বন্ধন করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

আনিল—১। পবনপুত্র হনুমান্ ও ভীম। অনিল শব্দ (বায়ু)+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং ; পু। ২। অনিলসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি।

আনীত—যাহা আনা হইয়াছে এরূপ। আ—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আনয়ন।

আনীল—১। ঈষৎ নীলবর্ণ। বিণ ; ত্রি। ২। কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব। সং ; পু।

আনুকূল্য—সাহায্য ; পোষকতা ; উপকার ; অনুগ্রহ। অনুকূল+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

আনুগত্য—অনুগতভাবে থাকা, অনুবৃত্তি, অনুগ্রহলাভাশয়ে অন্যের তোষামোদ বা উপাসনা। অনুগত শব্দ+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

আনুপদিক—পশ্চাদ্গামী। অনুপদ শব্দ+ ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

আনুপূর্ব্ব, আনুপূর্ব্ব্য—অগ্র পশ্চাদ্ভাবরূপ ক্রম, যথাক্রম ; অনুলোম ; পরিপাটী। পূর্ব্ব হইতে অনু (আরম্ভ করিয়া) অনুপূর্ব্ব, অব্যয়ী ; অনুপূর্ব্ব শব্দ+ষ্ণ বা ষ্য। সং ; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে আনুপূর্ব্বী।

আনুপূর্ব্বিক—যথাক্রম, যার পর যা এরূপ ক্রমে স্থিত, কৃত, বা নিষ্পন্ন, আগাগোড়া, ঠিক ঠিক, পর পর। পূর্ব্ব হইতে অনু (আরম্ভ করিয়া) অনুপূর্ব্ব, অব্যয়ী ; অনুপূর্ব্ব শব্দ+ ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আনুপূর্ব্বিকা।

আনুপূর্ব্বিকতা—আনুপূর্ব্বিক দেখ। আনুপূর্ব্বিক শব্দ+তা ভাবে। স ; স্ত্রী।

আনুমানিক—অনুমানবিষয়ীভূত ; অনুমানসিদ্ধ ; আন্দাজি। অনুমান শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আনুমানিকী।

আনুরক্তি—অনুরাগ, আসক্তি, ভালবাসা। অনুরক্ত শব্দ+ক্তি ভাবে। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে অনুরক্ত।

আনুরূপ্য—সাদৃশ্য ; তুল্যতা। অনুরূপ শব্দ+ ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী। বিশেষণে অনুরূপ।

আনুলোম্য—বর্ণানুক্রম। অনুলোম শব্দ+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

আনুশাসনিক—রাজনীতির অনুশাসন বিষয়ক (মহাভারতের অন্তর্গত পর্ব্ববিশেষ)। অনুশাসন শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

আনুষঙ্গিক—যাহা অন্য কিছুর সঙ্গে সঙ্গে ঘটে এরূপ, সংসর্গ, অপ্রধান ; আবশ্যক। অনুসঙ্গ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

আনুষ্ঠিক—অনুষ্ঠানসম্বন্ধীয়। অনুষ্ঠা শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

আনূপ—১। অনুপদেশস্থ জল। অনুপ শব্দ+ ষ্ণ ভবার্থে ; সং ; ক্লী। ২। তদ্দেশস্থ জন্তু, মহিষ, গণ্ডার, শূকরাদি। সং ; পু। ৩। জলবহুল, বহুজলবিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি।

আনৃণ্য—ঋণরাহিত্য, ঋণ হইতে মুক্তি ; প্রত্যুপকার দ্বারা অঙ্গকৃত উপকারের প্রতিশোধ। ন (নাই) ঋণ যাহার অনৃণ, বহু ; অনৃণ +ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী। বিশেষণে অনৃণ।

আনৃশংস্য—১। অক্রূরতা ; অনুকম্পা ; দয়া, করুণা। ন নৃশংস অনৃশংস, নঞ্ তৎ। অনৃ-

শংস, নঞ্ তৎ ; অনৃশংস শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। ২। সম্যক্ ক্রূরতা। আ (সম্যক্) নৃশংস

আনৃশংস, অব্যয়ী ; আনৃশংস শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

আনেতব্য—আনয়নযোগ্য, যাহাকে আনা উচিত। আ–নী (লওয়া)+তব্য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আনেতা—আনয়নকর্ত্তা, আহর্ত্তা। আ–নী (লইয়া যাওয়া)+তৃন্ ক=আনেতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আনেত্রী।

আন্তর—অন্তর্গত ; মনোগত। অন্তর শব্দ+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি।

আন্তরিক—অন্তর্গত ; হৃদ্গত, মনোগত ; আভ্যন্তরীণ ; প্রকৃত ; অন্তরের সহিত। অন্তর্ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

আন্তরিকতা—আন্তরিক দেখ ; মনোগত ভাব। আন্তরিক শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

আন্তরিক-স্রোতঃ—ভূমণ্ডলের গতি এবং সমুদ্রের কোন আভ্যন্তরিক কারণবশতঃ সমুদ্রের অভ্যন্তরে নিরন্তর প্রবাহিত স্রোত। সং ; ক্লী।

আন্তরীক্ষ—অন্তরীক্ষজাত ; আকাশসম্বন্ধীয়। অন্তরীক্ষ শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

আন্তরীণ—আন্তর্ব্বর্ত্তী, মধ্যস্থ। অন্তর্ শব্দ+ঈন্ ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

আন্তর্য্য—সাদৃশ্য, তুল্যতা। অন্তর শব্দ+ষ্ণ্য। সং ; ক্লী। [ত্রি।

আন্ত্রিক—অন্ত্রসম্বন্ধীয়। অন্ত্র শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ;

আন্দোলন—১। দোলন, কম্পন ; অনুশীলন, আলোচনা। আন্দোল (দোলা)+অনট্ ভা। ২। দোলা। আন্দোল+অনট্ ণ। সং ; ক্লী। বিশেষণে আন্দোলিত।

আন্দোলনীয়—আন্দোলনের যোগ্য, যাহার আন্দোলন কর্ত্তব্য, যে বিষয়ের আন্দোলন করা আবশ্যক। আন্দোলন (দোলন)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আন্দোলিত—দোলিত, ইতস্ততঃ চালিত, কম্পিত ; অনুশীলিত, আলোচিত। আন্দোল+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আন্দোলন।

আন্ধসিক—সূপকার, পাচক। অন্ধস্ শব্দ+ষ্ণিক কৃতার্থে। বিণ ; ত্রি।

আন্ধার, আঁধার—অন্ধকার। অন্ধকার শব্দের অপভ্রংশ। দেশজ। সং।

আন্বয়িক—সৎকুলজাত, কুলীন ; সাধকবিশেষ, কুলাচারী ; অন্বয়সঙ্গত। অন্বয় শব্দ+ষ্ণিক জাতার্থে। বি৷ ; ত্রি।

আন্বাহিক—নৈতিক, প্রতিদিনসাধ্য (পাকাদি)। অহনি অহনি ইতি অব্যয়ীভাব সমাসে—অন্বহ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

আন্বীক্ষিকী—অধ্যাত্মবিদ্যা ; তর্কবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র। অনু–ঈক্ষ (দেখা)+অ ভা+অন্বীক্ষা শব্দ+ষ্ণিক প্রয়োজনার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

আপ—১। জলরাশি। অপ্ শব্দ (জল)+ষ্ণ সমূহার্থে। সং ; ক্লী। ২। অষ্টবসুর মধ্যে পরিগণিত বসুবিশেষ। সং ; পু।

আপঃ—জল। আপ (পাওয়া)+অস্ র্ম্ম=আপস্, ১মার ১বচন। সং ; ক্লী। [ত্রি।

আপক্ক—ঈষৎ পক্ক, অৰ্দ্ধপক্ক ; ভৰ্জ্জিত। বিণ ;

আপগা—নদী ; স্বনামখ্যাত নদীবিশেষ। আপ শব্দ–গম+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী

আপণ—হট্ট, হাট, বাজার ; বিক্রয়স্থান, দোকান। আ–পণ (বাণিজ্য করা)+অল্ অধি। সং ; পু।

আপণিক—বিক্রেতা, ব্যবসায়ী, দোকানী ; আপণসম্বন্ধীয়। আপণ শব্দ+ষ্ণিক। আপণ দেখ। বিণ ; ত্রি।

আপতন—পতন, পড়া ; আগমন ; অভিধাবন ; অবরোহণ ; ঘটন। আ–পত (পড়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে আপতিত।

আপতিক—১। অকস্মাৎ উপস্থিত। আ–পত+ইক। বিণ ; ত্রি। ২। শ্যেনপক্ষী। পু।

আপতিত—পতিত ; আগত ; অবরূঢ় ; ঘটিত, যাহা ঘটিয়াছে এরূপ। আ–পত (পড়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আপতন।

আপত্তি—আপদ্ ; প্রাপ্তি ; অসম্মতি ; বাধকতা ; তর্কদোষ ; ভৎর্সনা। আ–পদ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে আপন্ন।

আপদ্—বিপদ্, বিপত্তি ; দুর্ভাগ্য ; দুর্ঘটনা। আ–পদ (গমন করা)+ক্বিপ্ ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে আপন্ন। [ত্রি।

আপদগ্রস্ত—বিপদগ্রস্ত, বিপন্ন। ৩তৎ। বিণ ;

আপদ্ধর্ম্ম—বিপদ্কালে অবলম্বিত অন্যায্য ধৰ্ম্ম। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

আপন—১। প্রাপণ, প্রাপ্তি, পাওয়া। আপ (পাওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে আপ্ত। ২। স্বকীয়, নিজের। দেশজ। বিণ।

আপন্ন—১। বিপন্ন, বিপদগ্রস্ত। আ–পদ (গমন করা)+ক্ত ক। ২। প্রাপ্ত, লব্ধ। আ–পদ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আপত্তি।

আপন্ন-সত্বা—অন্তঃসত্বা, গর্ভিণী। আপন্ন (প্রাপ্ত) সত্ব যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

আপমিত্যক—বিনিময়প্রাপ্ত, পরিবর্তনলব্ধ। অপ–মে (প্রতিদান করা)+যপ্+কণ্। সং ; ক্লী।

আপরাহ্নিক—অপরাহ্নসম্বন্ধীয় ; অপরাহ্নে করণীয় ; দিবসের ভাগত্রয়ের তৃতীয় ভাগে ভব। অপরাহ্ন দেখ। অপরাহ্ন শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

আপস্কার—গাত্রমূল। অপস্কার শব্দ+ষ্ণ। সং ; ক্লী।

আপস্তম্ব—ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক স্বনামখ্যাত ঋষিবিশেষ। সং ; পু।

আপাক—১। ঈষৎ পাক। আ–পচ (পাক করা)+ঘঞ্ ভা। ২। কুম্ভকারের পোয়ান। আ–পচ+ঘঞ্ অধি। সং ; পু।

আপাঙ্গ—বৃক্ষবিশেষ, অপামার্গ। সং ; ক্লী।

আপাটল—ঈষৎ পাটলবর্ণ। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

আপাণ্ডর, আপাণ্ডুর—ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

আপাত—১। পতন ; ঘটন ; আগমন, উপস্থিতি। আ–পত (পড়া)+ঘঞ্ ভা। ২। পথ ; তৎকাল, প্রথম সময়, কোন কিছু ঘটিবার সময়। আ–পত+ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু।

আপাতকঠিন—যাহা প্রথমে কঠিন, কিন্তু পরিণামে কঠিন নয়। বিণ ; ত্রি।

আপাতকঠোর—আপাতকঠিন দেখ।

আপাতকর্কশ—প্রথমানুষ্ঠান সময়ে কর্কশ, কিন্তু পরিণামে নহে। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

আপাততঃ—প্রথমতঃ ; সংপ্রতি, এক্ষণে। আপাত শব্দ+তস্। আপাত দেখ। ব্য।

আপাতমধুর—প্রথমতঃ মধুময়, আপাততঃ মধুর পরিণামে নয়। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

আপাতবিরস—যাহা প্রথমে বিরসবৎ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু পরিণামে সরস বলিয়া জানা যায়। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

আপাত্য—আক্রমণার্থ আগত ; আগন্তুক। আ–পত+ঘ্যণ্ ক। বিণ ; ত্রি।

আপাদমস্তক—পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত। ক্রি-বিণ।

আপাদিত—সম্পাদিত, নির্ব্বাহিত, অনুষ্ঠিত। আ–পিজন্ত পদ বা পাদি+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আপান—সুরাপানগোষ্ঠী, যেস্থানে অনেকে একত্র বসিয়া সুরাপান করে ; সুরাবিক্রয়স্থান (Alehouse, grog-shop)। আ–পা (পান করা)+অনট্ অধি। সং ; ক্লী।

আপানভূমি—সুরাপানস্থান। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আপামর—পামর পর্য্যন্ত, সর্ব্বসাধারণে। অব্যয়ী। ব্য।

আপালি—কেশকীট, উকুন। আ–পল (গমন করা)+ইণ্ ক। সং ; পু।

আপিঙ্গল—ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

আপীড়—১। কিরীট, শিরোভূষণ। আ–পীড় (পীড়ন করা)+অল্ ণ। ২। পীড়াদান ; সম্যক্ পীড়া ; বন্ধনবিশেষ ; গৃহবহির্নিঃসৃত কাষ্ঠ। আ–পীড়+অল্ ভা। সং ; পু।

আপীড়ন—গাঢ় আলিঙ্গন ; সম্যক্ পীড়ন ; দৃঢ় বন্ধন। আ–পীড় (পীড়ন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে আপীড়িত।

আপীড়িত—গাঢ়ালিঙ্গিত ; নিষ্পীড়িত ; বেদনা-

প্রাপ্ত ; দৃঢ় বদ্ধ ; শোভিত ; ভূষিত। আ—পীড়্+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আপীত—১। ঈষৎ পীতবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ। নিত্য। ২। সম্যক্ পীত। আ—পা (পান করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ৩। মাক্ষিক ধাতু। সং ; ক্লী।

আপীন—১। গবাদির স্তন, গরুর পালান। আ—প্যায় (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্ত ক ; অথবা, আ—পী (পান করা)+ক্ত র্ম্ম। সং ; ক্লী। ২। ঈষৎ স্থূল ; সম্যক্ স্থূল, সুপুষ্ট। আ—প্যায়+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ৩। কূপ। আ—পী (পান করা)+ক্ত। অধি। সং ; পু।

আপীল—উচ্চতর আদালতে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা (Appeal)। হাইকোর্টই এদেশের উচ্চতম আপীল আদালত। ইংরাজী শব্দ।

আপূপিক—১। পিষ্টক-ব্যবসায়ী, হালুইকর ; পিষ্টকপ্রিয়। অপূপ শব্দ+ষ্ণিক পাকার্থে ; বিণ ; ত্রি। ২। অপূপসমূহ। সং ; ক্লী।

আপূপ্য—অপূপসাধন বস্তু, ময়দা ছাতু প্রভৃতি। অপূপ শব্দ+ষ্ণ্য ইদমর্থে। সং ; পু।

আপূর্ত্ত—খাতাদি খনন। সং ; ক্লী।

আপুষ—রঙ্গধাতু, রাং। সং ; ক্লী।

আপৃচ্ছা—আলাপ, আভাষণ ; আবাহন ; জিজ্ঞাসা। আ—প্রচ্ছ+ঙ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

আপেক্ষিক—অপেক্ষাকৃত, তুলনাকৃত। অপেক্ষা শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

আপেক্ষিক গুরুত্ব—সমায়তন-সম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর গুরুত্বের যে সম্বন্ধ, তাহাকেই আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) বলে।

আপেক্ষিকতা—অপেক্ষা করা, তুলনা করা। আপেক্ষিক শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

আপ্ত—১। বিশ্বস্ত ; প্রত্যয়িত ; সন্নিকৃষ্ট, আত্মীয় ; অভিযুক্ত, দূষিত ; অভ্রান্ত, প্রামাণিক ; হিতোপদেষ্টা, ভ্রমাদিশূন্য তত্ত্বার্থবেদী। আপ (পাওয়া)+ক্ত ক। ২। প্রাপ্ত, লব্ধ, অধিগত। আপ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আপন, আপ্তি।

আপ্তকাম—পূর্ণাভিলাষ, সফলমনোরথ। আপ্ত হইয়াছে কাম যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

আপ্তকারী—যাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া যাবতীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া যায়। আপ্ত—কৃ+ণিন্ ক=আপ্তকারিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। স্ত্রীলিঙ্গে আপ্তকারিণী।

আপ্তবাক্—বেদ, আগম, আপ্তশ্রুতি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

আপ্তবাক্য—বিশ্বস্ত বাক্য, দোষগুণের বিচার না করিয়া যে বাক্য প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

আপ্তার—(দেশজ) অমঙ্গল নিবারণার্থ কার্য্যবিশেষ, প্রক্রিয়াবিশেষ অবলম্বন দ্বারা আত্মদেহ রক্ষা।

আপ্তি—প্রাপ্তি, লাভ ; ব্যাপ্তি ; সম্বন্ধ ; উপযোগিতা ; যোগ্যতা। আপ (প্রাপ্ত হওয়া) ক্তি ভা।। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে আপ্ত।

আপ্য—১। প্রাপ্তব্য, লভ্য। আপ (পাওয়া)+য র্ম্ম। ২। জলময়। অপ শব্দ (জল)+ষ্ণ্য ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি। ৩। কর্ম্মের শেষভূত মন্ত্রাদি। সং ; ক্লী। [ত্রি।

আপ্যান—আপীন। আ—প্যায়+ক্ত ক। বিণ ;

আপ্যায়ন—১। বৃদ্ধি, উন্নতি ; পুষ্টি ; তৃপ্তি ; তর্পণ ; প্রীতি। আ—প্যায় (বৃদ্ধি পাওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে আপ্যায়িত। ২। পুষ্টিকর ; বৃদ্ধিকর ; তৃপ্তিকর ; প্রীতিজনক। আ—প্যায়+অন ক ; বিণ ; ত্রি।

আপ্যায়িত—প্রবৃদ্ধ ; তৃপ্ত ; প্রীত। আ—প্যায় (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আপ্যায়ন।

আপ্রচ্ছন—আভাষণ ; জিজ্ঞাসা। আ—প্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আপ্রপদ—পাদাগ্র পর্য্যন্ত। প্রপদ (পাদাগ্র) অবধি, অব্যয়ী। সং ; ক্লী।

আপ্রপদীন—স্কন্ধ হইতে পাদাগ্র পর্য্যন্ত লম্বিত (বস্ত্রাদি)। আপ্রপদ শব্দ+ঈন। বিণ ; ত্রি।

আপ্লব, আপ্লাব—স্নান ; জলপ্লাবন ; উল্লম্ফন ; গতি ; সম্যক্ আবরণ। আ—প্লু (প্লুত হওয়া)+অল্ বা ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে আপ্লুত।

আপ্লাবন—প্লাবন। আ—ণিজন্ত প্লু বা প্লাবি+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আপ্লাবিত—জলপ্লাবিত ; সিক্ত। আপ্লাব শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।

আপ্লুত—১। সিক্ত ; স্নাত ; উৎপতিত। আ—প্লু (প্লুত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। স্নান ; উল্লম্ফন। আ—প্লু+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

আফলোদয়—ফলসিদ্ধি পর্য্যন্ত। ফলের উদয় ফলোদয়, ৬তৎ ; ফলোদয় পর্য্যন্ত, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আফলোদয়কর্ম্মা—ফলসিদ্ধি পর্য্যন্ত কার্য্যকারী আফলোদয় কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

আবদুল গণি—(খাজা) ঢাকার প্রসিদ্ধ মুসলমান জমীদার। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা কাশ্মীরবাসী। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় এবং তাহার পরে অনেক সময় ইনি গভর্ণমেণ্টের সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনিই ঢাকা সহরে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া কলের জল ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইনি ১৮৬৬ সালে বঙ্গীয় এবং পর বৎসর বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্যরূপে মনোনীত হন। গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সি, এস, আই, এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে "কে, সি, এস, আই" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৫ সালে ইনি নবাব হন এবং ১৮৭৭ সালে ১লা জানুয়ারী এই উপাধি বংশগত থাকিবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ১৮৯৬ সালে ঢাকা সহরে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার পুত্র নবাব বাহাদুর স্যার খাজে আসানুল্লা ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। আসানুল্লা সাহেব পিতার স্থায় বদান্য ছিলেন। ইঁহার পুত্র নবাব খাজে সলিমুল্লা বর্ত্তমান সময়ে ঢাকার নবাববংশের প্রতিনিধি। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী সলিমুল্লা সাহেব কে, সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি বর্ত্তমান সময়ে বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য।

আবদুল লতিফ—ইনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে ইঁহার আদি নিবাস ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলের লেখাপড়া সমাপ্ত করিয়া ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ঐ পদে থাকিয়াই ইঁহার জীবিতকাল অতিবাহিত হয়। মধ্যে কিছু দিনের জন্য লতিফ সাহেব কলিকাতা পুলিস আদালতের অন্যতর ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি বহুদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য ছিলেন। মুসলমানদিগের শিক্ষার উন্নতিকল্পে ইনি বিস্তর চেষ্টা করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহারই বিশেষ যত্নে Mohamedan Literary Society প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি তাহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ইঁহারই সম্পাদকতায় সভা পরিচালিত হইয়াছিল। উক্ত সভার বাৎসরিক অধিবেশন মহা সমারোহে সম্পন্ন হইত। মুসলমানদিগের প্রতিনিধিস্বরূপে গভর্ণমেণ্টের নিকট, ইঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। অনেক সময় গভর্ণমেণ্ট ইঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। মুসলমানসম্প্রদায় ও হিন্দুসম্প্রদায়—এই উভয় সম্প্রদায়ই ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। অমায়িকতা, পরোপকারিতা, পক্ষপাতশূন্যতা প্রভৃতি গুণে ইনি সকল সমাজেরই অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। এরূপ সর্ব্বজনপ্রিয় ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। ইনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে "নবাব," ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে "সি, আই, ই" এবং ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে "নবাব বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি গবর্ণমেণ্টের কিরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তালতলা লেনে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র

নবাব আবদুর রহমন (ব্যারিষ্টার) এক্ষণে কলিকাতা ছোট আদালতের দ্বিতীয় জজ।

আবদ্ধ—বদ্ধ, যাহা বা যাহাকে বদ্ধ করা হইয়াছে ; প্রতিরুদ্ধ, আটকান ; যাহা বন্ধক দেওয়া হইয়াছে এরূপ ; সংলগ্ন ; সংশ্লিষ্ট ; প্রাপ্ত ; ব্যাপৃত। আ—বন্ধ (বদ্ধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আবন্ধ।

আবন্ধ—১। দৃঢ়বন্ধন। আ—বন্ধ (বন্ধন করা) +ঘঞ্ ভা। ২। যোক্ত্র, যোতদড়ি ; যোয়াল ; প্রেম ; ভূষণ।। আ—বন্ধ+ঘঞ্ ণ। সং ; পু। বিশেষণে আবদ্ধ।

আবল্য—দৌর্ব্বল্য ; স্ফূর্ত্তিহীনতা, জড়তা। ন (নাই) বল যাহার ইতি অবল, বহু ; অবল শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

আবাধা—১। পীড়া ; ক্লেশ। আ—বাধ (পীড়া দেওয়া)+ঙ ভা। ২। ত্রিভুজক্ষেত্রের মধ্যস্থ লম্বরেখার দুই পার্শ্বস্থ ভূমি। আ—বাধ+ঙ ক। সং ; স্ত্রী। [অব্যয়ী। ব্য।

আবালবৃদ্ধ—বালক ও বৃদ্ধ পর্য্যন্ত। দ্বন্দ্ব ও

আবালবৃদ্ধবনিতা—বালক, বৃদ্ধ ও বনিতা পর্য্যন্ত। দ্বন্দ্ব ও অব্যয়ী। ব্য।

আবি—মহাদেব যে অন্ধক দৈত্যকে বিনষ্ট করিয়া অন্ধকারি নামে খ্যাত হন, আবি সেই অন্ধকের তনয়। আবির উৎপত্তির পরে অন্ধক ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়, এবং তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করে। ইহাতে ব্রহ্মা বর গ্রহণার্থ আদেশ করিলে, অন্ধক এই বর চাহিল যে, "আবি রূপান্তর প্রাপ্ত না হইলে কেহই ইহাকে নষ্ট করিতে পারিবে না।" ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে শিব অন্ধককে বিনষ্ট করিলেন বটে, কিন্তু বরদৃপ্ত আবিকে ধ্বংস করিতে পারিলেন না। আবিও পিতৃহন্তার বিনাশ জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সে শিবের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হইল। একদা পার্ব্বতী স্থানান্তরে গমন করিলে দৈত্য সর্পরূপ ধারণ ও দ্বার অতিক্রম করিয়া, দেবীর রূপ ধারণ করিল এবং মনে মনে মহা আনন্দিত হইল যে, এবার যখন মহাদেবকে একাকী পাইয়াছি, তখন ইহাকে নিশ্চয় ধ্বংস করিতে পারিব। অনন্তর দেবীরূপধারী আবি শিব সমীপে সমুপস্থিত হইয়া যেমন হাস্য কৌতুক আরম্ভ করিল, মহাদেব অমনি সমস্ত জ্ঞাত হইয়া উহার বিনাশ সাধন করিলেন। এইরূপে রূপান্তর পরিগ্রহ করায় "আবি", নামক দৈত্যের বিনাশ হয়।

আবুত্ত—(নাটকাদিতে) ভগিনীপতি। আ—বুধ (জানা)+ক্ত ক, নিপাতন সিদ্ধ। পু।

আবুল ফজল—ইনি দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্ প্রথিতনামা মহামতি আকবরের অতি সুদক্ষ, সুপণ্ডিত, ও প্রিয় অমাত্য ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম মুবারিক। ১০০১ খৃঃ অব্দে আগ্রা নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম আবুল ফৈজী। উভয় ভ্রাতাই নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, অধিকন্তু জ্যেষ্ঠ অতি সুকবি ছিলেন। উভয়েই আকবরের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। সম্রাট্ অনেক কার্য্যেই আবুল ফজলের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। মুসলমানধর্ম্মে ও কোরাণে ইঁহার আস্থা ছিল না। কথিত আছে, ইঁহারই উপদেশে আকবর নূতন ইলাহী ধর্ম্মের প্রচার করেন। পরন্তু আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সলিম (জাহাঙ্গির) নানা কারণে আবুল ফজলের ঘোর শত্রু ছিলেন। সলিম উচ্চার রাজা বীরসিংহকে উৎকোচপ্রদানে বশীভূত করিয়া তাঁহার দ্বারা আবুল ফজলের প্রাণবধ করান (১৬০২ খ্রীঃ)। এই সংবাদ পাইয়া আকবর প্রিয়বিয়োগে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তিন দিন একরূপ অনাহারেই ছিলেন। আবুল ফজল অতি সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে "আকবর-নাম" ও "আইন-ই-আকবরি" সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি অতি সাধুশীল ও সত্যপরায়ণ লোক ছিলেন। ইঁহার আহারশক্তিও প্রভূত ছিল। কথিত আছে যে, ইনি প্রতিদিন বাইশ সের দ্রব্য ভোজন করিতেন।

আবুল ফৈজী—বিখ্যাত পারসিক কবি এবং আকবরের প্রধান অমাত্য। আকবর ইঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ লেখক আবুল ফজল ইঁহারই কনিষ্ঠ সহোদর, ইঁহার অপেক্ষা চারি বৎসরের ছোট। ইনি সাধারণতঃ ফৈজী নামে প্রখ্যাত। [আবুল ফজল দেখ]।

আভরণ—১। ভূষণ, অলঙ্কার। আ—ভৃ (ধারণ করা)+অনট্ র্ম্ম। ২। সম্যগ্ ভরণ, পোষণ। আ—ভৃ (ভরণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আভা—১। দীপ্তি, প্রভা ; শোভা, কান্তি ; সাদৃশ্য। আ—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ঙ ভা। সং ; স্ত্রী।

২। উত্তর ব্রহ্মের একটী প্রধান নগরের নাম আভা। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডফরিণ ব্রহ্মরাজ থিবকে বন্দী করিয়া সমগ্র ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করিয়া "মার্কুইস্ অব্ ডফরিন্ ও আভা" এই উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়া এদেশ ত্যাগ করেন।

আভাষ—মুখবন্ধ, ভূমিকা ; প্রবেশিকা ; অনুষ্ঠান ; আলাপ। আ—ভাষ (বলা)+অল্ ভা। সং ; পু।

আভাষণ—আলাপ, পরস্পর কথোপকথন ; উক্তি। আ—ভাষ (বলা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে আভাষিত।

আভাষিত—কথিত, উক্ত। আ—ভাষ (বলা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আভাষণ।

আভাষ্য—আলাপের যোগ্য। আ—ভাষ+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আভাস—দীপ্তি ; প্রতিবিম্ব ; অভিপ্রায় ; সাদৃশ্য আ—ভাস (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু।

আভাসমান—দীপ্যমান ; প্রকাশমান ; প্রতীয়মান। আ—ভাস (দীপ্তি পাওয়া)+শান ক। বিণ ; ত্রি।

আভাস্বর—১। চৌষট্টি গণদেবতাবিশেষ। আ—ভাস (দীপ্তি পাওয়া)+বর। সং ; পু। ২। সম্যক্ দীপ্ত। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

আভিজন—কৌলীন্য। অভিজন শব্দ (কুলীন) +ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী।

আভিজাতিক—অভিজাতসম্বন্ধীয় ; বংশপরিচায়ক। অভিজাত শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

আভিজাতিক-চিহ্ন—বংশপরিচায়ক চিহ্ন। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

আভিজাত্য—কৌলীন্য, সদ্বংশে জন্ম, বংশমর্য্যাদা ; লজ্জা ; পাণ্ডিত্য। অভিজাত শব্দ (কুলীন)+ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী।

আভিধানিক—অভিধানসংক্রান্ত, কোষসম্বন্ধীয়। অভিধান শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। অভিধান দেখ।

আভিমুখ্য—সাম্মুখ্য, সম্মুখীনতা ; আনুকূল্য। অভিমুখ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

আভিরূপ্য—সৌন্দর্য্য। অভিরূপ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

আভিষেচনিক—রাজাদিগের অভিষেক সম্বন্ধীয়, বা তদর্থে প্রয়োজনীয়, অথবা সেই কার্য্যের উপযুক্ত। অভিষেচন শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

আভীক্ষ, আভীক্ষ্ণ্য—আধিক্য ; পৌনঃপুন্য। অভীক্ষ্ণ শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

আভীর—ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠার গর্ভে জাত জাতিবিশেষ, গোপ, গোয়ালা। আ—ভী শব্দ (ভয়)—রা (দান করা)+ড ক ; অথবা, আ—আভ—ঈর (প্রেরণ করা) অন্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আভীরী।

আভীরপল্লি, আভীরপল্লী—গোপপল্লী ; গোয়ালপাড়া। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আভীরবালা—গোপরমণী, গোয়ালিনী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

আভীরী—গোপী, গোয়ালিনী। সং ; স্ত্রী। আভীর দেখ।

আভীল—১। ক্লেশযুক্ত ; ভয়ানক। আ—ভী শব্দ লা+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। দৈহিক

ক্লেশ। আ—অভি—ইল (কষ্ট পাওয়া) +ক ক। সং; স্ত্রী।

আভুগ্ন—ঈষদ্বক্র, আকুঞ্চিত; চারিধারে ভগ্ন। আ—ভুজ (বক্র হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আভেরী—রাগিণীবিশেষ। সং; স্ত্রী।

আভোগ—পরিপূর্ণতা; উপভোগ; বিস্তার; প্রয়াস; বিমর্দ্দ; বরুণচ্ছত্র, সর্পফণা; সঙ্গীতের চারি চরণের চতুর্থ চরণ। আ—ভুজ (ভোগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। [কবির নামযুক্ত গীতসমাপিকা কবিতা, চলিত কথায় ইহাকে "ভণিতা" কহে। যেমন—"দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে।" "তোর একা হইতে না হয় যদি রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না।" ইত্যাদি।

যত্রৈব কবিনাম স্যাৎ
স আভোগ ইতীরিতঃ

অর্থাৎ যেখানেই কবির নাম থাকে, তাহাকেই আভোগ কহে]।

আভ্যন্তর, আভ্যন্তরীণ—অভ্যন্তরসম্বন্ধীয়, মধ্যের, ভিতরের। অভ্যন্তর শব্দ+ষ্ণ, ঈন। বিণ।

আভ্যুদয়িক—১। মাঙ্গলিক; শুভকার্য্য-নিমিত্তক; উন্নতিপ্রদ। অভ্যুদয় শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। বিবাহাদিকালীন কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধবিশেষ। অভ্যুদয় অর্থাৎ ইষ্টলাভ দ্বিবিধ, ভূত ও ভবিষ্যৎ। পুত্রজন্মাদি ভূত এবং বিবাহাদি ভাবী। একারণ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধও দ্বিবিধ। প্রথম অন্নারম্ভাদি সময়ে এবং দ্বিতীয় বিবাহাদি কালে কর্ত্তব্য। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহের তৃপ্ত্যর্থে শ্রাদ্ধ। সং; স্ত্রী।

আম—১। অপক্ব; পাক করা নয় এরূপ; কাঁচা। আ—অম (গমন করা, রুগ্ন হওয়া, ইত্যাদি)+ঘঞ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। অজীর্ণ রোগ; রোগ, পীড়া। আ—অম +ঘঞ্ ক। সং; পু।

আমগন্ধি—দুর্গন্ধবিশিষ্ট, অপক্ব গন্ধের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট। আমের (অপক্ব মাংসাদির) গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহু। আম শব্দ+ই। বিণ; ত্রি। [নিক শব্দ।

আমদানী—আয়; বাণিজ্য-দ্রব্য আনয়ন। যাব-

আমধুর—ঈষৎ মধুর রসবিশিষ্ট, অম্লমিষ্ট। আ (ঈষৎ) মধুর, নিত্য। বিণ; ত্রি।

আমন—ধান্যবিশেষ। যাবনিক শব্দ।

আমনস্য—পীড়া, কষ্ট, দুঃখ। অমনস্ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; স্ত্রী।

আমন্ত্রণ—সম্বোধন, আহ্বান; নিমন্ত্রণ; অভিনন্দন, সংবর্দ্ধনা; নিয়োজন, যাহার অকরণে প্রত্যবায় নাই। আ—মন্ত্র (মন্ত্রণা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আমন্ত্রিত। স্ত্রীলিঙ্গে আমন্ত্রণা।

আমন্ত্রণা—আমন্ত্রণ দেখ। আ—মন্ত্রি+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

আমন্ত্রয়িতা—আমন্ত্রণকারক। আ—মন্ত্রি+তৃন্ ক=আমন্ত্রয়িতৃ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আমন্ত্রয়িনী।

আমন্ত্রিত—সম্বোধিত, আহূত; নিমন্ত্রিত; অভিনন্দিত; নিয়োজিত। আ—মন্ত্র (মন্ত্রণা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আমন্ত্রণ।

আময়—রোগ, ব্যাধি। আম শব্দ—যা (যাওয়া, পাওয়া)+ড ক। আম দেখ। সং; পু।

আময়াবী—রুগ্ন, রোগী, ব্যাধিগ্রস্ত। আময় শব্দ (রোগ)—অব (যাওয়া, পাওয়া)+গিন্ ক =আময়াবিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আময়াবিনী।

আময়িক—রোগসম্বন্ধীয়; রোগ-প্রতিকার সংক্রান্ত। আময় শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

আমরণ—মরণকাল পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ব্য।

আমরক্ত—রোগবিশেষ, রক্তমলস্রাবরূপ পীড়া। সং; ক্লী।

আমরণস্থায়ী—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্থিতিশীল। আমরণ শব্দ+স্থা+গিন্ ক। বিণ; পু।

আমরণান্ত—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত। আমরণ হইয়াছে অন্ত যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

আমরণান্তিক—আমরণস্থায়ী, যাহা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত থাকে। আমরণান্ত+ষ্ণিক। বিণ।

আমর্শ—স্পর্শ; ধর্ষণ; পরামর্শ; ভক্ষণ; চিন্তা। আ—মৃশ (স্পর্শ করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে আমৃষ্ট। [সং; ক্লী।

আমর্শন—আমর্শ দেখ। আ—মৃশ+অনট্ ভা।

আমর্ষ—ক্রোধ। আ—মৃষ (ক্ষমা করা, সহ্য করা) +অল্ ভা। সং; পু। [যাবনিক। সং।

আমল—সময়; অধিকারকাল; অধিকার।

আমলক—১। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ, আমলকী গাছ। আ—মল (ধারণ করা)+ণক ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আমলকী। ২। ফলবিশেষ। আমলকী শব্দ+ষ্ণ। সং; ক্লী।

আমলকী—স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। সং; স্ত্রী। আমলক দেখ।

ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে;—"সখিগণ পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন্ তরু তুলসী ও বিল্বের ন্যায় শিবের ও বিষ্ণুর প্রিয়?' ভগবতী উত্তর করিলেন "আমলকীই শিব ও বিষ্ণুর প্রিয়। এক সময়ে কোনও পুণ্যাহে সকল দেবী প্রভাসে উপস্থিত হইলে তথায় লক্ষ্মী ও আমি হরিহরের পূজার নিমিত্ত পরস্পরের মনোগত ভাব বিজ্ঞাপিত করিলাম। অনন্তর আমাদিগের নেত্র হইতে অমল প্রেমাশ্রু বিচালিত হইয়া ভূপতিত হইলে তাহাতে চারিটি বিমলপ্রভ বৃক্ষ জন্মিল। সেই বৃক্ষে বিল্ব ও তুলসীর গুণ একত্র আছে, এবং তাহারই নাম আমলকী।"

আমবাত—বাতরোগবিশেষ। আম (পীড়াদায়ক) বাত, কর্ম্মধা। সং; পু। [সং; পু।

আমশূল—আমজনিত উদরের বেদনা, শূলরোগ।

আমহর্ষ্ট (লর্ড)—ইনি ১৮২৩ হইতে ১৮২৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। ১৮২৩ খৃঃ অব্দের প্রথমে মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ ইংলণ্ড গমন করিলে কৌন্সিলের প্রধান মেম্বার আডাম সাহেব কয়েক মাস গবর্ণর জেনারেলের কার্য্য করেন। অতঃপর লর্ড আমহার্ষ্ট গবর্ণর জেনারেল হইয়া ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে এদেশে আসেন। ইঁহার আগমনের কয়েক মাস পরেই বর্ম্মার মগদিগের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। বর্ম্মার মগেরা আসাম, আরাকান প্রভৃতি সীমান্ত প্রদেশ জয় করিয়া চট্টগ্রামের সন্নিহিত বঙ্গসাগরস্থ ইংরাজাধিকৃত সাহপুর নামক ক্ষুদ্র দ্বীপ আক্রমণপূর্ব্বক তথাকার অনেক সৈনিকের প্রাণবধ করে। লর্ড আমহার্ষ্ট সাহপুর পুনরধিকার করিলে, ব্রহ্মরাজ গবর্ণর-জেনারেলকে বদ্ধ করিয়া আভা নগরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত এক-গাছি সুবর্ণ-শৃঙ্খল প্রেরণ করেন। এই কারণে মগদিগের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ইংরাজ সেনাপতি সার আর্চ্চিবাল্ড্ ক্যাম্বেল জলপথে মান্দ্রাজ হইতে যাত্রা করিয়া রেঙ্গুন ও মার্ত্তাবান অধিকার করেন; ওদিকে কাপ্তেন রিচার্ড আসাম অধিকার করেন। মগদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ মহাবুন্দলা যুদ্ধের প্রচুর আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ডোনাবিউ নামক স্থানের যুদ্ধে হত হন (১৮২৪ খ্রীঃ)। অতঃপর সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত হয়, কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় সন্ধির কোনওরূপ মীমাংসা হয় না। দুই বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইল; ইংরাজ পক্ষের বহুল অর্থ-ক্ষয় এবং রোগে ও অনাহারে বহুসৈন্য-ক্ষয় হইতে লাগিল। তৃতীয় বৎসরে ক্যাম্বেল সাহেব ইরাবতী নদী দিয়া যান্দাবু উপস্থিত হইলে ব্রহ্মরাজ ভয় পাইয়া সন্ধি করেন। এই সন্ধিদ্বারা ইংরাজেরা আসাম, আরাকান, ও টেনাসারিম, এই তিনটি প্রদেশ, এবং যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ এক কোটি টাকা প্রাপ্ত হন (১৮২৬ খ্রীঃ)।

১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে ভরতপুর-পতি বলদেব সিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্র বলবন্ত সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরন্তু দুর্জ্জনশাল নামক বলদেবের এক ভ্রাতৃপুত্র বলবন্তকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হন। ইংরাজেরা বল-

বন্তের সহায় ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দ হইতে ভরতপুরের দুর্গ দুর্ভেদ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল। ইংরাজসেনাপতি লর্ড কম্বারমিয়ার দুর্গ অবরোধ করিয়া দুর্গপ্রাকারের কিয়দংশ তোপে উড়াইয়া দিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহা অধিকার করেন। দুর্জ্জনশাল সপরিবারে ইংরাজদিগের হস্তগত হইলে ইংরাজরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া বারাণসী প্রেরণ করিলেন, এবং বলবন্ত সিংহকে পিতৃসিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন (১৮২৬ খ্রীঃ)।

বর্ম্মার যুদ্ধোপলক্ষে সমুদ্র পার হইয়া ব্রহ্মে যাইতে আপত্তি করিয়া বারাকপুরের কতকগুলি সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল। প্রধান সেনাপতি পেজেট একদল ইংরাজ সৈন্যসহ কলিকাতা হইতে গমন করিয়া বিদ্রোহ দমন করেন (১৮২৫ খ্রীঃ)।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাকার্য্যের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত কলিকাতায় একটী শিক্ষা-কমিটী নিযুক্ত হয়, এবং দিল্লী ও আগ্রা কলেজ এবং উইলসন সাহেবের প্রযত্নে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে লর্ড আমহার্ষ্ট পদত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। ইঁহারই শাসনকালে শিমলা শৈলে গবর্ণর জেনারেলের গ্রীষ্মাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমানস্য—আমনস্য দেখ। অমানস+ষ্ণ্য ভাবে।

আমান্ন—অপক্ব ভক্ষ্য; আতপ তণ্ডুল; তণ্ডুল, চা'ল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। আম ও অন্ন দেখ।

আমাবাস্য—অমাবস্যায় কর্ত্তব্য। অমাবাস্যা শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। অমাবস্যা দেখ।

আমাশয়—আমস্থলী; রোগবিশেষ। আমের আশয়, ৬তৎ। সং; পু।

আমিক্ষা, আমীক্ষা—দুগ্ধবিকার, উষ্ণ দুগ্ধে দধি ক্ষেপণ করিলে যাহা জন্মে, ছানা। আ—মিষ (সেবন করা)+সক্ র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

আমিক্ষা সা শৃতেষ্ণে যা ক্ষীরে স্যাদ্ দধিযোগতঃ।

অর্থাৎ শৃত (পক্ব) ও উষ্ণ ক্ষীরে (দুগ্ধে) দধি যোগ করিলে যাহা হয়, তাহাই আমিক্ষা অর্থাৎ ছানা।

আমিক্ষীয়—১। আমিক্ষাজাত। আমিক্ষা শব্দ+ণীয় ভবার্থে। বিণ; ত্রি। ২। আমিক্ষার উপকরণ, দধি। সং; ক্লী।

আমিষ—মাংস; ভোগ্যবস্তু; সুন্দর বস্তু; উৎকোচ; কামগুণ, অভিলাষ; ভোজন; লাভ; লোভ্য বস্তু; রূপাদি বিষয়। অম (রুগ্ন হওয়া)+টিষচ্ ণ। সং; পু ও ক্লী।

আমিষপ্রিয়—১। মাংসলোলুপ। আমিষ হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। কঙ্কপক্ষী। সং; পু।

আমিষভুক্, আমিষাশী—মাংসভোজী। আমিষ শব্দ—ভুজ (ভোজন করা)+ক্বিপ্ ক=আমিষভুজ্, ১মার ১বচনে আমিষভুক্। আমিষ শব্দ—অশ (ভোজন করা)+ণিন্ ক=আমিষাশিন্, ১মার ১বচনে আমিষাশী। উপ। আমিষ দেখ। বিণ; পু।

আমিষলুব্ধ, আমিষগৃধ্নু—আমিষভোজী, মাংসলোভী। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

আমিষলোলুপ—মৎস্যমাংসপ্রিয়, মৎস্য-মাংস-ভোজনার্থ অত্যন্ত অভিলাষী। ৭তৎ। বিণ।

আমিষী—জটামাংসী। সং; স্ত্রী।

আমীন—তত্ত্বাবধায়ক, তদারককারী; জমি জরিপের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি। যাবনিক শব্দ।

আমুক্ত—বদ্ধ, পরিহিত, ত্যক্ত, নিক্ষিপ্ত। আ—মুচ (মোচন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আমোচন।

আমুখ—প্রস্তাবনা, আরম্ভ। সং; ক্লী।

আমুষ্মিক—পারলৌকিক। অমুষ্মিন্ (পরলোকে)+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

আমুষ্যায়ণ—সদ্বংশীয়, প্রসিদ্ধ-বংশোৎপন্ন। অদস্ শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে অমুষ্য; অমুষ্য+ষ্ণায়ন অপত্যার্থে। বিণ; ত্রি।

আমূল—মূল পর্য্যন্ত, প্রথমাবধি, আগাগোড়া। অব্যয়ী। ব্য।

আমূলতঃ—মূল হইতে। আমূল শব্দ+তস্। ৫মী বিভক্তির স্থানে। ব্য।

আমৃষ্ট—মর্দ্দিত; মার্জ্জিত; উচ্ছিন্ন। আ—মৃষ (সহা)+ক্ত র্ম্ম; অথবা আ—মৃজ (শুদ্ধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আমোচন—পরিধান; সংযোগ; মুক্তি। আ—মুচ (মোচন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আমুক্ত।

আমোদ—১। দূরগামী সুগন্ধ। আ—মুদ (হৃষ্ট হওয়া)+অল্ ণ। ২। হর্ষ, আনন্দ। আ—মুদ+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে আমোদিত। [৬তৎ। বিণ; ত্রি।

আমোদজনক—হর্ষোৎপাদক, আনন্দদায়ক।

আমোদন—১। প্রীণন, আনন্দ; সৌরভসম্পাদন। আ—ণিজন্ত মুদ বা মোদি+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। আমোদজনক। বিণ; ত্রি। [বহু। বিণ; ত্রি।

আমোদপ্রিয়—যে আমোদ আহ্লাদ ভালবাসে।

আমোদিত—সুরভিত; হৃষ্ট, আনন্দিত। আমোদ শব্দ+ইত যুক্তার্থে; অথবা, আ—মুদ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষণে আমোদ।

আমোদী—১। মুগ্ধজনক, সদ্গন্ধবিশিষ্ট; হর্ষযুক্ত, সানন্দ; সদানন্দ; আমোদপ্রমোদ করা যাহার স্বভাব এরূপ। আমোদ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=আমোদিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আমোদিনী। ২। মুখের সুগন্ধজনক দ্রব্য, যথা কর্পূরাদি যোগে কৃত বটিকা, বা আধুনিক তাম্বুলবিহারাদি। সং; পু।

আম্নাত—আখ্যাত, কথিত; বর্ণিত; পঠিত। অভ্যস্ত। আ—ম্না (অভ্যাস করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আম্বিকেয়—অম্বিকাতনয়, কার্ত্তিকেয়, ধৃতরাষ্ট্র। অম্বিকা শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে। অম্বিকা দেখ। সং; পু।

আম্র—১। আমগাছ। অম্র শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু। ২। আমফল। আম্র, চূত ও রসাল এই তিনটী আম্রের নাম। এবং ঐ আম্র যদি অতি সৌরভযুক্ত হয়, তবে তাহা সহকার বলিয়া খ্যাত হয়। আম শব্দ+ষ্ণ। সং; ক্লী।

আম্রকানন—আমবাগান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আম্রাত—১। আমড়াগাছ। আম্র শব্দ—অত (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু। ২। আমড়া ফল। আম্রাত শব্দ+ষ্ণ। সং; ক্লী।

আম্রাতক—১। আমড়া গাছ। আম্র শব্দ—অত (গমন করা)+ণক ক। সং; পু। ২। আমড়া ফল। আম্রাতক শব্দ+ষ্ণ। সং; ক্লী। ৩। কামরূপের অন্তর্গত তীর্থবিশেষ; এখানে আম্রাতকেশ্বর নামে শিব ও সিদ্ধিগঙ্গা নামে গঙ্গাদেবী আছেন।

আম্রাবর্ত্ত—আমড়া গাছ; আমসত্ত্ব। সং; পু।

আম্রেড়ক—পুনঃ পুনঃ কথনকারী, যে এক বিষয় বার বার বলে। আ—ম্রেড় (উন্মত্ত হওয়া)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

আম্রেড়ন—এক বিষয় পুনঃ পুনঃ কথন। আ—ম্রেড় (উন্মত্ত হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আম্রেড়িত—১। দ্বি-স্ত্রিরুক্তি, দুই তিন বার বলা। সং; ক্লী। ২। দুই তিন বার কথিত, পুনঃ পুনঃ নির্দ্দিষ্ট। বিণ; ত্রি।

আম্ল—অম্লরসযুক্ত, টক। অম্ল শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। বিণ; ত্রি। [স্ত্রী।

আম্লিকা—অম্লোদ্গার; তিন্তিড়ী বৃক্ষ। সং;

আয়—ধনাগম; প্রাপ্তি; লাভ; অন্তঃপুররক্ষক; (জ্যোতিষে) লগ্নের একাদশ স্থান। আ—ই বা অয়+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আয়ৎ—আগমনশীল, আসিতেছে এরূপ। আ—ই (গমন করা)+শতৃ ক। বিণ; ত্রি।

আয়ত—১। দীর্ঘ; বিস্তৃত; বিশাল। আ—যম (নিয়মিত করা, বেষ্টন করা)+ক্ত ক। ২। আকৃষ্ট; সংযত। আ—যম+ক্ত র্ম্ম। ৩। সম্যক্ যত্নশীল। আ—যত (যত্ন করা)

+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ৪। (জ্যামিতি, পরিমিতি প্রভৃতি শাস্ত্রে) যে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের অভিমুখীন ভুজ দুইটী পরস্পর সমান, কিন্তু সকল ভুজ সমান নহে, এবং চারিটী কোণের প্রত্যেকটীই সমকোণ, তাহাকে আয়ত কহে, অথবা যে সমান্তরিক চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের প্রত্যেক কোণ সমকোণ, তাহার নাম আয়ত। সং; ক্লী। ৫। সধবাত্ব, স্ত্রীলোকের পতিবিদ্যমানতা। দেশজ।

আয়তচ্ছদা—কদলীবৃক্ষ। আয়ত (বিস্তৃত) হইয়াছে ছদ (পত্র) যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

আয়ততল—যাহার তলদেশ বিস্তৃত। আয়ত হইয়াছে তল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

আয়তন—১। যজ্ঞস্থান; আলয়; স্থান; দেবাদি বন্দন স্থান, পুণ্যতীর্থাদি; ভদ্রাসন। আ—যত (যত্ন করা)+অনট্ অধি। ২। সম্যক্ যত্ন; বিস্তার; পরিসর; পরিমাণ। আ—যত+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আয়তলোচন—১। বিশাল নেত্র। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। বিস্তৃত নেত্রবিশিষ্ট। বহু; বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আয়তলোচনা। ক্রিয়ার বিশেষণে আয়তলোচনে।

আয়তাক্ষী—বিশাললোচনা স্ত্রী। আয়ত হইয়াছে অক্ষি (চক্ষু) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

আয়তি—১। উত্তরকাল, ভবিষ্যৎকাল, ফলদানকাল; প্রভাব, গৌরব। আ—যা (যাওয়া) +ডতি ক। ২। দৈর্ঘ্য; প্রাপণ; মিলন; যত্ন। আ—যম+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

আয়তীগব—যে সময়ে গো সকল গোষ্ঠ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসে। ব্য। ক্লী।

আয়ত্ত—বশীভূত, অধীন। আ—যত (যত্ন করা) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আয়ত্তি।

আয়ত্ততা—বশ্যতা, বশীভূততা। আয়ত্ত শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

আয়ত্তি—অধীনতা; অনুরাগ; প্রভাব; সামর্থ্য; দৈর্ঘ্য; সীমা। আ—যত (যত্ন করা)+ক্তি ভা; সং; স্ত্রী। বিশেষণে আয়ত্ত।

আয়ব্যয়—জমা ও খরচ; অর্থের আগম ও অর্থ ব্যয়িতকরণ। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

আয়স—১। লৌহ; লৌহময় বাণের ফলক। অয়স্ শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং; ক্লী। ২। লৌহময়, লৌহনির্ম্মিত। অয়স্ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আয়সী।

আয়সী—বর্ম্ম, লৌহময় কবচ। সং; স্ত্রী।

আয়স্ত—১। নিক্ষিপ্ত; ক্লেশিত, পীড়িত; তীক্ষ্ণীকৃত; আহত। আ—যস (যত্ন করা)+ক্ত কর্ম্ম। ২। সযত্ন; শ্রান্ত; কুপিত; উৎসুক। আ—যস+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আয়াস।

আয়াত—১। আগত। আ—যা (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। আগমন। আ—যা+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

আয়ান—আগমন; স্বভাব, প্রকৃতি। আ—যা (যাওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আয়ান—ব্রজধামবাসী জনৈক গোপপ্রধান। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পালয়িত্রী নন্দ-রাণী যশোদার সম্পর্কে ভ্রাতা ছিলেন। ধর্ম্মে ইহাঁর অচলা ভক্তি ছিল। বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধা বা রাধিকার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। কথিত আছে যে, ইনি পুরুষত্বহীন ছিলেন।

আযাম—বিস্তার; লম্বতা, দৈর্ঘ্য। আ—যম+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আয়াস—অতি যত্ন; শ্রম, শ্রান্তি, পীড়া, ক্লেশ। আ—যস (যত্ন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে আয়স্ত।

আয়াসসাধ্য—কষ্টসাধ্য, ক্লেশসম্পাদ্য, যাহা সম্পাদনে বহু কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

আয়াসী—আয়াসকারী, শ্রমী; শ্রান্ত; ক্লান্ত। আয়াস শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=আয়াসিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আয়াসিনী।

আয়ু—১। জীবিতকাল, যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়; জীবন। আ—যা (যাওয়া)+ডু ক। সং; পু। ২। চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ। পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। চ্যবনঋষির আশ্রমে জন্মিয়া ইনি সেইখানেই পালিত হইয়াছিলেন। নহুষাদি ইহাঁর চারিটি পুত্র হয়। ৩। অসুরবিশেষ।

আয়ুঃ—১। জীবিতকাল, যতদিন বাঁচা যায়; স্থিতিকাল; ঘৃত। ই (গমন করা)+উসু=আয়ুস্, ১মার ১বচন। সং; ক্লী। ২। পুরূরবার পুত্র। সং; পু।

আয়ুঃক্ষয়—পরমায়ুর ক্ষয়। ৬তৎ; আয়ুঃ=জীবিতকাল, জীবিত ব্যাপ্য কাল অথবা পরমায়ু। পাপানুষ্ঠানে আয়ুর ক্ষয় হয়, এতদ্ভিন্ন স্বভাবের নিয়মেও ক্রমশঃ আয়ুঃ ক্ষয় হইতেছে। [সত্যযুগে মনুষ্যগণ রোগশূন্য, সর্ব্বসিদ্ধার্থ এবং চারি শত বর্ষজীবী ছিলেন, ত্রেতাদি যুগে ইহাঁদের আয়ুঃ চতুর্থ চতুর্থ ভাগ করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে অর্থাৎ সত্যে ৪০০, ত্রেতায় ৩০০, দ্বাপরে ২০০, এবং কলিতে ১০০ বৎসর আয়ুঃ হয়]।

আয়ুঃপ্রদ—যাহাতে আয়ুঃ দান করে, যাহাতে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। সৎকর্ম্ম করিলে, পাপানুষ্ঠানে নিবৃত্ত হইলে এবং সিদ্ধপুরুষের আদিষ্ট পথে চলিলে দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারে। আয়ুস্—প্র—দা+ড ক। বিণ; ত্রি।

আয়ুঃশেষ—জীবনাবসান, মৃত্যু; জীবনের শেষভাগ। ৬তৎ। সং; পু।

আয়ুক্ত—নিযুক্ত; ব্যাপারিত; নিপুণ। আ—যুজ (যোগ করা)+ক্ত কর্ম্ম বা ক। বিণ; ত্রি।

আয়ুধ—অস্ত্র, শস্ত্র, প্রহরণ। আ—যুধ (যুদ্ধ করা)+ক ণ। সং; ক্লী। [ক্লী।

আয়ুধাগার—অস্ত্রাগার, শস্ত্রশালা। ৬তৎ। সং;

আয়ুধিক, আয়ুধীয়—শস্ত্রধারী; শস্ত্রজীবী। আয়ুধ শব্দ+ষ্ণিক, ণীয়। আয়ুধ দেখ। বিণ; ত্রি।

আয়ুর্দ্রব্য—ঔষধ। আয়ুঃ রক্ষক দ্রব্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

আয়ুর্যোগ—ঔষধ। আয়ুর যোগ হয় যাহা হইতে, বহু। [অনেকে আয়ুঃ সত্ত্বেও কালগ্রাসে পতিত হয়। যেমন তৈল থাকিলেও বায়ু প্রভৃতি দ্বারা দীপের নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ আয়ুঃ সত্ত্বেও কখনও কখনও মানুষ মরিয়া যায়। ঔষধ দ্বারা ঐ আয়ুর যোগ হয় অর্থাৎ উহা ভোগের উপযুক্ত হয় বলিয়া ঔষধকে আয়ুর্যোগ বলে।

আয়ুর্বৃদ্ধি—আয়ুষ্কালের বৃদ্ধি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

আয়ুর্বৃদ্ধিকর—আয়ুষ্কর, যাহা আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করে। আয়ুর বৃদ্ধি=আয়ুর্বৃদ্ধি, ৬তৎ; আয়ুর্বৃদ্ধি শব্দ—কৃ+ট ক। বিণ; ত্রি।

আয়ুর্বৃদ্ধ্যন্ন—অনুঢ়ান্ন দেখ।

আয়ুর্ব্বেদ—চিকিৎসাশাস্ত্র। ৬তৎ। সং; পু। "ভাবপ্রকাশের মতে আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা ঋগ্বেদের উপবেদ। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে এইরূপ লিখিত আছে;— "ঋগাদি চতুর্ব্বেদ সৃষ্ট করিয়া সেই সমুদায়ের অর্থচিন্তা করিতে করিতে প্রজাপতি আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্ট করিলেন। অনন্তর এই পঞ্চম বেদ সৃষ্ট হইলে ইহা ভাস্করকে প্রদান করিলেন। ভাস্কর সেই বেদ হইতে স্বীয় ষোড়শ শিষ্যকে সংহিতা শিক্ষা দিলেন। শিষ্যেরাও গুরুদত্ত সেই সংহিতা হইতে প্রত্যেকে এক একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিলেন।"

আয়ুর্ব্বেদী—চিকিৎসক, কবিরাজ; আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ। আয়ুর্ব্বেদ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=আয়ুর্ব্বেদিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

আয়ুষ্কর—আয়ুর্বৃদ্ধিকারক, পরমায়ুবৃদ্ধিকর। আয়ুস্ শব্দ—কৃ+ট ক। উপ। বিণ; ত্রি।

আয়ুষ্কাম—আয়ুষ্কালের বৃদ্ধি অভিলাষী। আয়ুঃ হইয়াছে কাম (কামনা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

আয়ুষ্মতী—আয়ুষ্মান্ দেখ।

আয়ুষ্মত্তা—আয়ুষ্মান্ দেখ।

আয়ুষ্মান্—১। দীর্ঘায়ুঃ; চিরজীবী। আয়ুস্ শব্দ+মতুপ্ অস্ত্যর্থে=আয়ুষ্মৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। বিশেষ্যে আয়ুষ্মত্তা। স্ত্রীলিঙ্গে আয়ুষ্মতী। ২। তিথিনক্ষত্রের যোগবিশেষ। সং; পু।

৩। উত্তান প্রজাপতির পুত্র; সুনৃতার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়।

আয়ুষ্য—১। আয়ুর্বৃদ্ধিকর। আয়ুস্ শব্দ + য্য। বিণ; ত্রি। ২। অন্ন। সং; ক্লী।

আযোগ—গন্ধমাল্যোপহার; ব্যাপার। আ—যুজ (যোগ করা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে আযুক্ত।

আয়োগব—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভজাত জাতি-বিশেষ। অয়োগব শব্দ + ষ্ণ। সং; পু।

আয়োজক—আয়োজনকারী, সংগ্রহকারক; উদ্যোগী। আ—যুজ (যোগ করা) + ণক ক। বিণ; ত্রি।

আয়োজন—১। উদ্যোগ; আহরণ, সংগ্রহ। আ—যুজ (যোগ করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আয়োজিত। ২। যোজন পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ব্য।

আয়োজিত—আহৃত, সংগৃহীত। আ—যুজ (যোগ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আয়োজন।

আয়োদধৌম্য—জনৈক ঋষি। উপমন্যু, আরুণি ও বেদ নামে ইঁহার তিন জন শিষ্য ছিল। ইনি সাতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। সং; পু।

আয়োধন—১। যুদ্ধ; বধ। আ—যুধ (যুদ্ধ করা) + অনট্ ভা। ২। যুদ্ধক্ষেত্র। আ—যুধ + অনট্ অধি। স; ক্লী।

আর—১। মঙ্গলগ্রহ; শনিগ্রহ। ঋ (গমন করা) + ঘঞ্ ক। সং; পু। ২। পিত্তল; মুণ্ডলৌহ; প্রান্তভাগ; কোণ; চক্রাঙ্গ কাষ্ঠ-বিশেষ। সং; ক্লী। [ও ক্লী।

আরকূট—পিত্তলাভরণ, পিত্তলরাশি। সং; পু

আরক্ত—১। ঈষৎ রক্তবর্ণ, আ-লোহিত; গাঢ় রক্তবর্ণ; ঈষৎ রক্ত, নিত্য। আ—রন্‌জ (রঙ্ করা) + ক্ত র্ম্ম। ২। সম্যক্ অনুরক্ত। আ—রন্‌জ + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আরক্ত নয়ন, আরক্ত নেত্র, আরক্ত লোচন—আলোহিত চক্ষুঃ, যাহার চক্ষুঃ ঈষৎ লাল বর্ণ হইয়াছে। ঈষৎ রক্ত, আরক্ত, নিত্য, পরে বহু। বিণ; ত্রি।

আরক্তিম—ঈষৎ রক্তবর্ণ। রক্ত শব্দ + ইমন্ ভাবার্থে রক্তিমন্; আ (ঈষৎ) রক্তিমা আরক্তিমা, নিত্য। [আরক্তিমা এই পদটী বাঙ্গালায় "আরক্তিম" আকারে ব্যবহৃত হয়। উহার পরে অন্য শব্দ থাকিলে এবং সমাস হইলে "আরক্তিম"ই হয়। বোধ হয়, ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে অব্যুৎপন্ন সাধারণ লেখকেরা সমস্ত পদের একাংশকে গ্রহণ করিয়াই ঐরূপ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন]।

আরক্ষ—১। হস্তীর মস্তকচর্ম্ম, গণ্ডকুম্ভের অধোভাগ; সৈন্য; ঘাটী, থানা। আ—রক্ষ (রক্ষা করা) + অন্ ক। সং; পু। ২। রক্ষক, রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত; রক্ষণীয়; রক্ষিত। বিণ; ত্রি।

আরজবেগী—যে কর্ম্মচারী বিচারপতির নিকট আবেদনপত্র দেয়, পেস্কার, আধুনিক 'বেঞ্চ ক্লার্ক' (Bench clerk)। যাবনিক।

আরণল্ড—স্যার এড্‌উইন (Sir Edwin Arnold) জন্ম ১০ই জুন, ১৮৩২ খৃঃ। ইনি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ সাল পর্য্যন্ত পুনা-নগরস্থিত গভর্ণমেণ্ট ডেকান কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ সালে ইনি "কে, সি, এস, আই" উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৯৭ সালে একটী জাপানী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ইনি কয়েক বৎসর অতি যোগ্যতার সহিত লণ্ডনের ডেলী টেলিগ্রাফ নামক পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ইনি শ্যাম,জাপান, তুরস্ক ও পারস্যরাজগণের প্রদত্ত অর্ডার (Order) লাভ করিয়াছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ কবি, অধ্যাপক ও সাময়িক পত্রচালক ছিলেন। বুদ্ধচরিত অবলম্বনে রচিত লাইট্ অব্ এসিয়া (Light of Asia) ইঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। হিতোপদেশের অনেক শ্লোকেরও ইনি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মার্চ্চ ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

আরণি—জলাবর্ত্ত, ঘূর্ণিত জল। আ—ঋ (গমন করা) + অনি ক। সং; পু।

আরণ্য—অরণ্যসম্বন্ধীয়, বন্য। অরণ্য শব্দ + ষ্ণ ভাবে। অরণ্য দেখ। বিণ; ত্রি।

আরণ্যক—১। বনজাত, বন্য। অরণ্য শব্দ + কণ্। বিণ; ত্রি। ২। বনপথ; হস্তী; অধ্যায়; গোময়। সং; পু। ৩। বেদাংশ-বিশেষ। সং; ক্লী।

আরতি—বিরতি, নিবৃত্তি; প্রতিমার সমক্ষে দীপাবর্ত্তন। আ—রম (ক্রীড়া করা) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

আরনাল—কাঞ্জিক, আমানি। অর শব্দ (শীঘ্র) —নল (বন্ধন করা) + ঘঞ্ ক = অরনাল + ষ্ণ ইদমর্থে। সং; ক্লী। [দেশ।

আরব—এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত একটি প্রকাণ্ড

আরব্ধ—যাহার আরম্ভ করা হইয়াছে এরূপ, কৃতারম্ভ, উপক্রান্ত; অনুষ্ঠিত। আ—রভ + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আরম্ভ।

আরভটি, আরভটী—১। অভিনয়, নাট্যরঙ্গ; রচনাবিশেষ; মহিমা। আ—রভ (আরম্ভ করা) + অটি, অটী র্ম্ম। সং; স্ত্রী। ২। বীর; ধৃষ্টতা। অর শব্দ + ষ্ণ = আর—ভট (পোষণ করা) + অল্ ভা। সং; পু।

আরম্ভ—১। উদ্যোগ; উপক্রম; প্রস্তাবনা; অনুষ্ঠান; উৎপত্তি; ত্বরা; গর্ব্ব; বধ। আ—রভ (সবেগে গমন করা) + ঘঞ্ ভা। ২। ব্যাপার, কার্য্য। আ—রভ + ঘঞ্ র্ম্ম। ৩। উপায়। আ—রভ + ঘঞ্ ণ। সং; পু। বিশেষণে আরব্ধ।

আরম্ভক—জনক, উৎপাদক। আ—রভ (সবেগে গমন করা) + ণক ক। বিণ; ত্রি।

আরব, আরাব—শব্দ, ধ্বনি। আ—রু (শব্দ করা) + অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আরশী, আরসী—দর্পণ, আয়না। দেশজ। সং।

আরা—ছুরিকা; চর্ম্মকারের বেধনাস্ত্র। ঋ (গমন করা) + ঘঞ্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

আরাতি—বিপক্ষ, শত্রু। আ—রা (দান করা) + অতি ক। সং; পু।

আরাত্রিক—নীরাজন, আরতি। অ—রাত্রি শব্দ + ষ্ণিক। সং; ক্লী।

আরাধক—আরাধনাকারী, উপাসক, সেবক। আ—রাধ (নিষ্পন্ন করা) + ণক ক। বিণ; ত্রি।

আরাধন—উপাসনা; সেবা, পরিচর্য্যা; অভ্যাস; প্রাপ্তি। আ—রাধ (নিষ্পন্ন করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে আরাধনা। বিশেষণে আরাধিত, আরাধ্য।

আরাধনা—আরাধন দেখ। আ—রাধ + অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্।

আরাধনীয়—উপাস্য; আরাধ্য। আ—রাধ (আরাধনা করা) + অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আরাধিত—উপাসিত; সেবিত; অভ্যস্ত; প্রাপ্ত। আ—ণিজন্ত রাধ বা রাধি (আরাধন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আরাধন, আরাধনা।

আরাধ্য—উপাস্য, পূজ্য। আ—রাধ + য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আরাধ্যা।

আরাধ্যমান—পূজ্যমান, সেব্যমান। আ—রাধ (আরাধনা করা) + শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আরাম—১। উপবন, উদ্যান, বাগান। আ—রম (ক্রীড়া করা) + ঘঞ্ অধি। ২। বিশ্রাম; বিরাম; প্রীতি; সাচ্ছন্দ্য। আ—রম + ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আরালিক—১। বক্রগামী। অরাল শব্দ (বক্র) ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। পাচক। সং; পু।

আরাবলী পর্ব্বত—রাজপুতনার অন্তর্গত প্রদেশের মেওয়ার রাণা উদয়সিংহ ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে আকবর কর্তৃক পরাজিত হইয়া রাজধানী চিতোর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার ৯ বৎসর পরে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র রাজপুতকেশরী মহাবীর প্রতাপ সিংহ মোগলদিগের হস্ত হইতে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া দুর্গম আরাবলী পর্ব্বতে পিতার নামানুসারে উদয়পুর নামে দুর্ভেদ্য গিরিনগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন।

আরিষ্টটল্—প্রাচীন গ্রীসের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত। খৃঃ পূঃ ৩৮৪ অব্দে ইঁহার জন্ম। ছাত্রাবস্থায় শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে যশস্বী হইয়া উঠিলে,

ইনি মাসিডনের রাজপুত্র সুপ্রসিদ্ধ আলেকজাণ্ডারের (সেকন্দারের) শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। আথেন্স্ নগরে অবস্থিতি করিয়া ইনি শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন। মহাবীর আলেকজাণ্ডার ইঁহাকে আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। ইঁহার বিদ্যাবত্তার ও প্রকৃষ্ট অধ্যাপনাপ্রণালীর কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িলে নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক শিষ্য বিদ্যা শিক্ষার্থ ইঁহার নিকট আগমন করিয়াছিল। ইনি বিবিধ বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। অলঙ্কার, কবিতা, রাজনীতি, বিজ্ঞান, ন্যায়, অঙ্কশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ইনি গবেষণাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। খ্রীঃ পূঃ ৩২২ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আরু—বৃক্ষবিশেষ ; কাঁকড়া ; শূকর ; পিঙ্গল বর্ণ। ঋ (গমন করা)+উণ্। সং ; পুং।

আরুণি—জনৈক ব্রাহ্মণকুমারের নাম। ইনি বিদ্যাশিক্ষার্থ আয়োদধৌম্য নামক ঋষির শিষ্য হইয়াছিলেন, এবং অতর্কিতভাবে সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিতেন। ইঁহার গুরুভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য একদা ধৌম্য ইঁহাকে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে নিযুক্ত করেন। জলের প্রবল স্রোতে আলি ভাসিয়া যাওয়ায় এবং জল রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া আরুণি স্বয়ং তথায় শয়ন করিয়া ক্ষেত্রের জল রক্ষা করেন। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ধৌম্য সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং অতি যত্নসহকারে শিক্ষা দিয়া অল্পকাল মধ্যে আরুণিকে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত করিয়া দিলেন।

আরুরুক্ষা—আরোহণেচ্ছা। আ—সনন্ত রুহ+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

আরুরুক্ষু—আরোহণ করিতে ইচ্ছুক। আ—রুহ+উ ক। বিণ ; ত্রি।

আরুক—ওষধিবিশেষ। সং ; ক্লী।

আরূঢ়—আরোহণ করিয়াছে এরূপ, কৃতারোহণ। আ—রুহ (আরোহণ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আরোহণ।

আরোগ্য—রোগাভাব, নীরোগতা, সুস্থতা ; রোগোপশম। ন (নাই) রোগ যাহার, অরোগ, বহু ; অরোগ শব্দ+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

আরোপ—অন্য বস্তুতে অন্য ধর্ম্মের স্থাপন ; উদ্ভাবন, কল্পনা। আ—ণিজন্ত রুহ বা রোপি (আরোহণ করান)+অল্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে আরোপিত।

আরোপণ—আরোপকরণ ; আরোহণ করান ; সংস্থাপন ; শরাসনে জ্যা-সংযোজন। আ—ণিজন্ত রুহ বা রোপি (আরোহণ করান) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে আরোপিত।

আরোপিত—কল্পিত ; স্থাপিত ; গচ্ছিত। আ—রুহ বা রোপি+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

আরোপ্যমাণ—১। আরোহ্যমাণ, যাহাকে আরোহণ করান হইতেছে। আ—রুহ+ণিচ্+শান র্ম। ২। বিমোহ্যমান, যাহাকে বিমুগ্ধ করান হইতেছে। আ—রূপ+ণিচ্+শান র্ম। বিণ ; ত্রি।

আরোহ—১। উচ্চতা ; দৈর্ঘ্য ; ভার। আ—ণিজন্ত রুহ (আরোহণ করা)+অল্ ভা। ২। স্ত্রীনিতম্ব। আ—রুহ+অল্ র্ম। ৩। আরোহী। আ—রুহ+অন্ ক। সং ; পুং।

আরোহক—আরোহণকারী। আ—রুহ (আরোহণ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

আরোহণ—উপরে উঠা, চড়া। আ—রুহ (আরোহণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে আরূঢ়।

আরোহণী—সোপান, সিঁড়ি। আ—রুহ (আরোহণ করা)+অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

আরোহিণী—আরোহী দেখ।

আরোহিত—যাহাকে আরোহণ করান হইয়াছে এরূপ। আ—ণিজন্ত রুহ বা রোহি (আরোহণ করান)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

আরোহী—আরোহণকারী। আ—রুহ (আরোহণ করা)+ণিন্ ক=আরোহিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে আরোহিণী।

আর্ক—ঋক্ষসম্বন্ধীয়, গ্রহনক্ষত্রাদিসম্বন্ধীয় ; ঋক্ষসমূহ। ঋক্ষ শব্দ+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি।

আর্জ্জব—ঋজুতা, সরলতা, অকাপট্য। ঋজু শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী।

আর্ত্ত—পীড়িত ; দুঃখিত ; ক্লিষ্ট ; উৎপীড়িত ; বিপন্ন। আ—ঋ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ। ত্রি। বিশেষ্যে আর্ত্তি।

আর্ত্তনাদ—পীড়িতের চীৎকার, কাতরধ্বনি। ৬তৎ। আর্ত্ত ও নাদ দেখ। সং ; পুং।

আর্ত্তস্বর—আর্ত্তনাদ দেখ।

আর্ত্তব—১। স্ত্রীরজঃ। ঋতু শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং ; স্ত্রী। ২। স্ত্রীরজঃসংক্রান্ত ; গ্রীষ্মাদি ঋতুসংক্রান্ত। ঋতু+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আর্ত্তবী (=ঋতুসম্বন্ধিনী)।

আর্ত্ত্য—১। স্ত্রীরজঃ। ঋতু শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী। ২। ঋতুসম্বন্ধীয় ; স্ত্রীরজঃসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি।

আর্ত্তি—১। পীড়া, রোগ ; ক্লেশ, মনোব্যথা। আ—ঋ (গমন করা)+ক্তি ভা। ২। ধনুকের অগ্রভাগ। আ—ঋ (গমন করা) +ক্তি ণ। সং ; স্ত্রী।

আর্ত্বিজীন—পুরোহিত। ঋত্বিজ্ শব্দ+খ= আর্ত্বিজ+ঈন। বিণ ; ত্রি।

আর্ত্বিজ্য—পৌরোহিত্য, পুরোহিতের কর্ম্ম। ঋত্বিজ্ শব্দ+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

আর্থ—অর্থসম্বন্ধীয়। অর্থ শব্দ+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি।

আর্থিক—অর্থগ্রাহী ; অর্থের নিয়োগকারী, মহাজন ; অর্থসম্বন্ধীয়। অর্থ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

আর্দ্র—সজল, ভিজা ; মৃদু ; নূতন ; শিথিল ; কাঠিন্যশূন্য। অর্দ্দ (গমন করা)+র ক ; বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আর্দ্রতা। স্ত্রীলিঙ্গে আর্দ্রা।

আর্দ্রক—আদা। আর্দ্র শব্দ+কন্। সং ; ক্লী।

আর্দ্রতা—আর্দ্র দেখ। আর্দ্র শব্দ+তা ভাবে।

আর্দ্রা—সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের ষষ্ঠ নক্ষত্র। সং ; স্ত্রী। আর্দ্র দেখ। ! বিণ ; ত্রি।

আর্দ্ধিক—অর্দ্ধাংশভোগী। অর্দ্ধ শব্দ+ষ্ণিক।

আর্য্য—মানী ; জ্যেষ্ঠ ; শ্রেষ্ঠ ; গুরু ; স্বামী ; সজ্জন ; সদ্বংশোদ্ভব ; উচিত, সঙ্গত। ঋ (গমন করা)+ঘ্যণ্ ক ; অথবা, অর্য্য শব্দ+ষ্ণ। ঋ ধাতু গমনার্থক বলিয়া জ্ঞানার্থক, কারণ "সর্ব্বে গত্যর্থাঃ জ্ঞানার্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থাশ্চ" অর্থাৎ সমুদায় গমনার্থক ধাতু জ্ঞানার্থক ও প্রাপ্ত্যর্থক। অতএব যাঁহারা জ্ঞানশীল, অথবা যাঁহারা (শাস্ত্রসীমায় গমন করেন, কিংবা যাঁহারা (শাস্ত্রের পার) প্রাপ্ত হন, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আর্য্যা।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, আর্য্যগণ প্রথমে পশুপালন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া কতকগুলি পশুসমভিব্যাহারে লইয়া তৃণপূর্ণ প্রদেশে গমন করিতেন ; পরে সেই স্থানের তৃণরাশি তাঁহাদের পশুসমূহ কর্ত্তৃক কবলিত হইয়া নিঃশেষিত হইলে তাঁহারা অন্য কোনও তৃণাচ্ছন্ন প্রদেশে যাইতেন। এইরূপে তাঁহারা নিরন্তর এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেন বলিয়া আর্য্য (গমনশীল) নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কালসহকারে আর্য্যগণ নিরন্তর এইরূপ স্থান পরিবর্ত্তন ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া এক স্থানে অবস্থিতির উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন, এবং কৃষিকর্ম্মরূপ উপায় প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই ব্রতী হন। এজন্য তাঁহারা আর্য্য (অর্থাৎ কৃষিকর্ম্মকারী) এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। শেষোক্ত পক্ষে আর্য্য শব্দের অর্থ কৃষিকর্ম্মকারী, কারণ ঋ ধাতুর কর্ষণার্থও আছে।

এতদ্ভিন্ন এতদ্দেশীয় শাস্ত্রে কতকগুলি উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেও আর্য্য শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকমাত্রেই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র, এই চতুর্ব্বর্ণই আর্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। আবার

কোনও কোনও গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণকে আর্য্য, এবং চতুর্থ বর্ণকে শূদ্র বলা হইয়াছে। ইহাতেই কেহ কেহ অনুমান করেন যে, শূদ্রবর্ণ আর্য্যবংশীয় নহে; আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া শূদ্র-নামক অনার্য্যজাতিবিশেষকে আপনাদের সমাজভুক্ত করিয়া লন। পরন্তু সেই "অনার্য্য শূদ্র" যে কাহারা, তাহা অদ্যাপি কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ফলতঃ, এ বিষয়ের কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই।

আর্য্যক—১। পিতামহ; মাতামহ। আর্য্য শব্দ + কণ্ প্রশস্তার্থে। সং; পু। ২। শ্রেষ্ঠ; মানী। আর্য্য শব্দ + কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। আর্য্য দেখ।

আর্য্যচরিত—সদাচারসম্পন্ন। আর্য্যোচিত চরিত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

আর্য্যজাতি—মানবজাতি ও আর্য্য দেখ।

আর্য্যতা—সদাচার, ধর্ম্মশীলতা। আর্য্য শব্দ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

আর্য্যপুত্র—গুরুপুত্র, পতি, স্বামী। [সংস্কৃত নাটকাদিতে স্বামীকে আর্য্যপুত্র বলিয়া সম্বোধন করার রীতি আছে]। ৬তৎ। সং; পু।

আর্য্যভট্ট—স্বনামখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত জ্যোতির্ব্বিদ্। ইঁহার গ্রন্থে জানা যায় যে, ইনি কুসুমপুরনিবাসী ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর সূর্য্য-প্রদক্ষিণ ও আহ্নিকগতি ইনিই সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন। পরন্তু বরাহমিহির প্রভৃতি ইঁহার পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইঁহার মত গ্রাহ্য করেন নাই। অনন্তর পিথাগোরাস, কোপর্নিকস, গালিলিও, নিউটন প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ঐ মত সত্য বলিয়া প্রচার করেন। আর্য্যসিদ্ধান্ত ও বীজগণিত নামক গ্রন্থদ্বয় ইঁহারই রচিত।

আর্য্যমিশ্র—প্রসিদ্ধ; মান্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

আর্য্যরাজ—কাশ্মীরের জনৈক নরপতি। ইঁহার অপর নাম সন্ধিমতি। কাশ্মীররাজ জয়েন্দ্রের মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। প্রত্যহ ১০০০ শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতেন। ইনি সন্ধীশ্বর ও ঈশেশ্বর নামে দুইটী শিব স্থাপনা করিয়াছিলেন। ৪৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া ইনি রাজপদ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুনিবেশে হিমাদ্রিপ্রস্থের অরণ্যে অবস্থান-পূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়াছিলেন। (খ্রীঃ পূঃ ২২)।

আর্য্যলিঙ্গী—আর্য্যোচিত লক্ষণবিশিষ্ট। আর্য্যোচিত লিঙ্গী (লক্ষণযুক্ত), কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

আর্য্যবৃত্ত—১। সদাচারসম্পন্ন, সাধুশীল। আর্য্যোচিত বৃত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। সদাচরণ, সাধুতা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

আর্য্যসিদ্ধান্ত—আর্য্যভট্টপ্রণীত জ্যোতিষগ্রন্থ-বিশেষ। আর্য্যভট্ট দেখ। সং; পু।

আর্য্যা—ভগবতী, পার্ব্বতী, শ্রেষ্ঠা; মান্যা; পূজনীয়া; ছন্দোবিশেষ। আর্য্য শব্দ স্ত্রী-লিঙ্গে আপ্। আর্য্য দেখ। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে আর্য্য।

আর্য্যাবর্ত্ত—উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমে আসমুদ্র ব্যাপ্ত দেশ। ৬তৎ। সং; পু।

আর্ষ—১। ঋষিসম্বন্ধীয়; ঋষিপ্রণীত; ঋষি-প্রযুক্ত। ঋষি শব্দ + ষ্ণ। ঋষি দেখ। বিণ; ত্রি। ২। বিবাহবিশেষ। বিবাহ দেখ।

আর্ষেয়—আর্য্য, ঋষিপ্রণীত, ঋষিপ্রযুক্ত। ঋষি শব্দ + ঢেয়। বিণ; ত্রি।

আর্হত—বুদ্ধবিশেষ: এই মতে আত্মা অবিনশ্বর, জীবের পরিমাণ দেহ-সদৃশ, এবং অর্হৎই ঈশ্বর। অর্হৎ শব্দ + ষ্ণ। সং; পু।

"আর্হতেরা দিগম্বর। ইহারা বলে, যদি প্রতি শরীরে এক এক আত্মা নিরন্তর অবস্থান না করে, তাহা হইলে ঐহিক ফল-সাধনের নিমিত্ত কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম্মে কোন মতেই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না; কারণ আপনার ফলভোগের জন্যই সকলে উপায়ানুষ্ঠান করে; যদি উপায়ানুষ্ঠানকর্ত্তা যে আত্মা, যে ফল ভোগ কালে উপস্থিত না থাকে, তবে একের ফলভোগের নিমিত্ত অপরের প্রবৃত্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আমি কৃষিবাণিজ্যাদি করিয়াছিলাম, আমি তাহার ফলভোগ করিতেছি, সকল লোকেরই এই অনুভব হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মাকে চিরস্থায়ী বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।' তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও রাগদ্বেষাদিশূন্য।' ইহাদের মতে সম্যগ্‌দর্শন, সম্যগ্‌জ্ঞান ও সম্যক্ চরিত্র এই তিনকে রত্নত্রয় করে।" ভাঃ।

আল—১। বহুল, অধিক; শ্রেষ্ঠ। বিণ; ত্রি। ২। হরিতাল। ণিজন্ত অল্ বা আলি (ভূষিত করা) + অন্। সং; ক্লী।

আলওয়াল—মুসলমান কবি। নিবাস ফরিদপুর জেলা। প্রায় ২৬০ বৎসর হইল ইনি পদ্মিনীর উপাখ্যানের অনুবাদ করেন। এই অনুবাদটি বঙ্গভাষায় পদ্যে সম্পন্ন হয়। কিন্তু পারসী অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হয়। গ্রিয়ার্সণ বলেন, মল্লিক মহম্মদ নামক একজন মুসলমান অযোধ্যার অন্তর্গত এক স্থানে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া উহাতে কৃতবিদ্য হন। অতঃপর ইনি পদ্মাবতী নাম দিয়া সংস্কৃত ভাষায় একখানি কাব্য রচনা করেন। ঐ কাব্যখানি দিল্লীর সম্রাট্ সের সাহকে ১৫৪০ খ্রীঃ উৎসর্গীকৃত হয়। আলওয়াল রচিত পদ্মিনী ঐ কাব্যেরই বঙ্গানুবাদ। কাব্যের আলোচ্য বিষয় আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক চিতোর আক্রমণ।

আলকাতরা—পাথুরিয়া কয়লা চুঁয়াইলে যে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ নিঃসৃত হয়।

আলক্ষ্য—সম্যক্ জ্ঞেয়, লক্ষণ দ্বারা অনুমান-যোগ্য। আ—লক্ষ (লক্ষ্য করা) + ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আলঙ্কারিক—অলঙ্কারশাস্ত্রজ্ঞ; অলঙ্কার-শাস্ত্রের লেখক। অলঙ্কার শব্দ + ষ্ণিক। অলঙ্কার দেখ। বিণ; ত্রি।

আলতামস (সুলতান)—ইনি দিল্লীর দাসরাজ-শ্রেণীর দ্বিতীয় সুলতান। ইনি ১২১৬ হইতে ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ভারত-বর্ষে স্থায়ী মুসলমান রাজ্যসংস্থাপক কুতবুদ্দিনের ন্যায় আলতামসও একজন ক্রীতদাস ছিলেন। পরে ক্রমশঃ কুতবুদ্দিনের প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং বিহারের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। কুতবুদ্দিনের মৃত্যু হইলে ইনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাঙ্গালার বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা মালিক খিলিজিকে পরাস্ত করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে মুলতান, সিন্ধু, কচ্ছ, কান্যকুব্জ গোয়ালিয়র, মালব প্রভৃতি অনেক স্থান অধিকার করেন, এবং উজ্জয়িনী লুণ্ঠন করিয়া বহুকাল হইতে পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত মহাকালের মন্দির বিধ্বস্ত করেন (১২৩২ খ্রীঃ)। ইঁহার রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ মোগল বীর নৃশংস চঙ্গিস খাঁ সমগ্র মধ্য এশিয়া উৎসন্ন করিয়া ভারতাক্রমণাভিপ্রায়ে সিন্ধু নদের তীরে আসিয়া উপস্থিত হন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সিন্ধু পার হইতে না পারিয়া প্রতিগমন করেন (১২২৯ খ্রীঃ)। ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আলতামস পরলোক গমন করেন।

আলপ্তিগিন—ইনি প্রথমে জনৈক মুসলমান নরপতির ক্রীতদাস ছিলেন, এবং ক্রমে তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। পরন্তু ইঁহার প্রভুর মৃত্যু হইলে শত্রুপক্ষের ভয়ে ইনি ৩ সহস্র তুর্কি ক্রীতদাস সমভিব্যাহারে গজনির নিকটবর্ত্তী কোনও দুর্গম প্রদেশে ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। ইনি প্রখ্যাত ভারতাক্রমণকারী মামুদের মাতামহ। ৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আলফ্রেড—ইনি প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের জনৈক প্রখ্যাত রাজা। এথেল্ উলফের ঔরসে অস্-বার্গার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয় (৮৪৯ খ্রীঃ)। বাল্যকালেই ইনি বিদ্যাশিক্ষায় সবিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া অতি অল্প বয়সে বিলক্ষণ উন্নতি করেন। পিতার মৃত্যুর পর

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা হইলে আলফ্রেড তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই উভয় কার্য্যই ইনি অতিশয় দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইলে ইনি রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে দিনেমারেরা ইংল্যাণ্ড জয় করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করে। তাহাদের সহিত ইহাঁকে অনেক বার যুদ্ধ করিতে হয়। একবার সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া ছদ্মবেশে জনৈক কৃষকের কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, একদিন কৃষকপত্নী ইহাঁকে অগ্নির উপরিস্থ রুটি উল্টাইতে বলিয়া কার্য্যান্তরে গমন করে। একে তো আলফ্রেড রাজা, এ সকল কার্য্যে অনভ্যস্ত, তাহার উপর তিনি আপনার দেশোদ্ধারের চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন, কাজেই রুটী উল্টাইতে বিস্মৃত হওয়ায় রুটি পুড়িয়া যায়। কৃষকপত্নী ফিরিয়া আসিয়া ইহা দেখিয়া আলফ্রেডকে নানারূপ তিরস্কার করিয়া বলে, 'আহাম্মক, খেতে পার, আর কাজ ক'র্ত্তে পার না।

আলফ্রেড বীণাবাদকের বেশে দিনেমারদিগের শিবিরে গমনপূর্ব্বক স্বচক্ষে তাহাদের বলাবল পরিদর্শন করিয়া আসেন, এবং তাহার পর আপনার সৈন্যসামন্তগণকে একত্র করিয়া এডিংটন নামক যুদ্ধে দিনেমারদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। অতঃপর উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইলে, আলফ্রেড দেশের কিয়দংশ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্টাংশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। নৌ-সেনার সৃষ্টি করিয়া ইনি দিনেমার-দস্যুদিগের উপদ্রব হইতে দেশের উপকূলভাগ নিরাপদ্ করেন।

এই সকল যুদ্ধ ভিন্ন আলফ্রেড দেশের আভ্যন্তরিক শাসনপ্রণালীর অনেক উন্নতিসাধন এবং বহু হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ইনি সুবিহিত বিধিসমূহের প্রণয়ন করিয়া বিচারকার্য্যের সৌকর্য্যসাধন করেন। অর্থদণ্ডের পরিবর্ত্তে স্থলবিশেষে কায়িক দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া দেশ শাসনের সুগমতা করেন। দেশে বিদ্যাচর্চ্চারও যথেষ্ট সুবিধা করিয়া প্রজাবর্গের হিতসাধন করেন।

ইনি সমস্ত দিবসকে তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ ধর্ম্মকার্য্যে, আর এক গ রাজকার্য্যে অতিবাহিত করিতেন, এবং অবশিষ্ট এক ভাগ আহার ও নিদ্রার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ইহাঁর মহিষীর নাম এল্সুইথ। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর দুই পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। ৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের লোকান্তর হয়।

আলমগীর (১ম)—দিল্লীর মোগল সম্রাট্ শাহ্ জহাঁর তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব পিতাকে বন্দী করিয়া এবং ভ্রাতৃত্রয়ের প্রাণসংহার করিয়া "আলমগীর" অর্থাৎ 'জগদ্বিজেতা' উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৬৫৮ খ্রীঃ)। [আওরঙ্গজেব দেখ]।

আলমগীর (২য়)—দিল্লীর মোগলসম্রাট্ আহম্মদ শাহ্ ও তদীয় উজির (প্রধান মন্ত্রী) গাজিউদ্দিনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে গাজিউদ্দীন সম্রাটের প্রাণবধ করিয়া জাহান্দার শাহ্এর এক পুত্রকে দ্বিতীয় আলমগীর উপাধি দিয়া দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করেন (১৭৫৪ খ্রীঃ), এবং স্বয়ং তাঁহার উজির হয়। অতঃপর গাজাউদ্দিন শঠতাপূর্ব্বক পঞ্জাব অধিকার করায় আহম্মদ শাহ্ আবদালি তৃতীয়বার ভারতবর্ষে আসিয়া দিল্লী, মথুরা প্রভৃতি নগর লুণ্ঠন ও অধিবাসীদিগকে হত্যা করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। অনন্তর গাজীউদ্দিন মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহায়তায় পঞ্জাব পুনরধিকার করেন। ইহাতে আহম্মদ শাহ্ আবদালী চতুর্থবার ভারতবর্ষে আগমনপূর্ব্বক মাহাট্টাদিগকে পরাস্ত করেন (১৭৫৯)। এই কারণে গাজীউদ্দীন প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সম্রাট্ আলমগীরকে হত্যা করিয়া শাহজাঁহা নামক এক ব্যক্তিকে সম্রাট্ করেন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার না করাতে আলমগীরের পুত্র শাহ্ আলম আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১৭৫৯ খ্রীঃ)

আলম্ব—১। অবলম্বন। আ—লম্ব্ (লম্বিত হওয়া)+অন্ ভা। ২। আশ্রয়। আ—লম্ব্+অন্ র্ম্ম। সং; পু।

আলম্বন—অবলম্বন, আশ্রয়করণ। আ—লম্ব্ (লম্বিত হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আলম্বিত।

আলম্বিত—ধৃত; আশ্রিত। আ—লম্ব্ (লম্বিত হওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আলম্বন।

আলম্বী—অবলম্বনকারী, আশ্রয়ী। আ—লম্ব্ (লম্বিত হওয়া)+ণিন্ ক=আলম্বিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আলম্বিনী।

আলম্ভ—বধ, হিংসা; স্পর্শ; যুদ্ধ। আ—লম্ভ (হিংসা করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

আলয়—১। গৃহ; আবাস, বাসস্থান। আ—লী (লয় পাওয়া)+অল্ অধি। সং; পু। ২। লয় পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ব্য।

আলর্ক—১। ক্ষিপ্ত কুক্কুরবিষ। অলর্ক শব্দ (কুকুর)+ষ্ণ ইদমর্থে। সং ক্লী। ২। অলর্কসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি।

আলবাল—বৃক্ষমূলে বেষ্টিত জলাধার। আ—লূ (ছেদন করা)+আল র্ম্ম। সং; ক্লী। অলবাল দেখ।

আলস্য—অলসতা, সামর্থ্য-সত্ত্বেও কর্ম্মে অনুৎসাহ। অলস শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী। বিশেষণে অলস।

আলস্যপরতন্ত্র—আলস্যের অধীন, অলস। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

আলস্যপরবশ—আলস্যের অধীন, অলস। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

আলস্যপরায়ণ—অলস, কুড়ে, যে সমর্থ হইয়াও কর্ম্মে অনুৎসাহী। আলস্য হইয়াছে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আলস্যপরায়ণা।

আলা উদ্দিন খিলিজি—ইনি দিল্লীর প্রথম খিলিজি সম্রাট্ জলাল উদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র। জলাল উদ্দিন ইহাঁকে কারার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইনি ৮,০০০ সৈন্যসমভিব্যাহারে বিন্ধ্যাচল পার হইয়া দেবগিরির অধিপতি রামরাজাকে ও মহারাষ্ট্রপতি যাদবকে পরাস্ত করিয়া বিস্তর ধনরত্নসহ দিল্লীতে প্রতিগত হন, এবং সদাশয় পিতৃব্যের কৃত উপকারের প্রত্যুপকারস্বরূপ তাঁহার প্রাণান্ত করিয়া স্বয়ং রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন (১২৯৫ খ্রীঃ), এবং কিছুদিন পরেই জলাল উদ্দিনের পুত্রদ্বয়েরও প্রাণসংহার করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করেন। ১২৯৭ খ্রীঃ ইনি গুজরাট অধিকার করিয়া তথাকার রাজমহিষী কমলাদেবীকে হরণ করেন। অতঃপর চিতোর-রাজ্ঞী পদ্মিনীর অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে হরণ করিবার অভিপ্রায়ে চিতোর আক্রমণ করিয়া উহা বিধ্বস্ত করেন (১৩০৩ খ্রীঃ), কিন্তু কামান্ধের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। পদ্মিনী শেষ মুহূর্ত্তে জলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া আপনার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। রাণাও পার্ব্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। আলা উদ্দিনের রাজত্বকালে মোগলেরা পাঁচবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, কিন্তু প্রত্যেকবারেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। মালিক কাফুর নামক ইহাঁর একজন সেনানী দক্ষিণাবর্ত্তের অন্তর্গত তৈলঙ্গ, কর্ণাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অনেক স্থান অধিকার করে। আলা উদ্দিন নির্দ্দয় অথচ বীর্য্যশালী ও সুবিচারক ছিলেন। ১৩১৬ খ্রীঃ অব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

আলাত—জ্বলন্ত অঙ্গার। অলাত শব্দ+ষ্ণ্য স্বার্থে। অলাত দেখ। সং; ক্লী।

আলান—১। বন্ধন-স্তম্ভ, বন্ধনের খোঁটা। আ—লা (গ্রহণ করা)+অনট্ অধি। ২।

বন্ধনরজ্জু। আ — লা + অনট্ ণ। ৩। বন্ধন। আ — লা + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আলাপ—কথোপকথন ; পরিচয়, জানাশুনা ; উচ্চারণ ; রাগরাগিণীর স্বর-সাধন। আ — লপ (বলা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

আলাপন—কথোপকথন, আভাষণ। আ — ণিজন্ত লপ বা লাপি (কথা কহা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে আলাপিত।

আলাপনীয়—আলাপযোগ্য। আ — ণিজন্ত লপ বা লাপি + অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আলাপিত—সম্ভাষিত, পরিচিত। আ — ণিজন্ত লপ বা লাপি + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আলাপী—পরিচিত ; আলাপপ্রিয়। আলাপ শব্দ + ইন্ বা আ — লপ + ণিন্ ক = আলাপিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

আলাপ্য—আলাপযোগ্য। আ — ণিজন্ত লপ বা লাপি + য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আলাবর্ত্ত—বস্ত্রনির্ম্মিত ব্যজন। আল শব্দ — আ — ণিজন্ত বৃত (চালিত করা) + অল্ ভা। সং ; ক্লী।

আলি—১। সখী ; শ্রেণী ; ক্ষেত্রের জলনির্গমন নিবারণার্থে নির্ম্মিত অনতি-উচ্চ বাঁধ ; আ'ল। অল (ভূষিত করা, বারণ করা, ইত্যাদি) + ইণ্ ক। সং ; স্ত্রী। ২। ভ্রমর ; বৃশ্চিক। সং ; পু। ৩। সরল ; অনর্থ। বিণ ; ত্রি।

৪। মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের জামাতার নাম আলি। ইঁহার পিতার নাম তালিব। ৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। মহম্মদের কন্যা ফতেমা বিবির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। মহম্মদ ইঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি বলিতেন, 'আমি জ্ঞানের ভাণ্ডার, আলি তাহার দ্বার। আমি আলির নিমিত্ত। আলিও আমার নিমিত্ত'। ফতেমার গর্ভে হাসান ও হুসেন নামে আলির দুই পুত্র জন্মে। অকালে ফতেমার মৃত্যু হইলে আলি আরও কতকগুলি পত্নীগ্রহণ করেন। সেই সকল পত্নীর গর্ভে ইহাঁর আরও ১৮টি পুত্র ও ১৮টী কন্যা জন্মে। মহম্মদের মৃত্যু র পর আলি শ্বশুরের পদলাভের চেষ্টা করেন, কিন্তু ওসমান ও ওমার কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া আরবে পলায়ন করেন। এইখানে ইহাঁর মুখে কোরাণের সুললিত ব্যাখ্যা শ্রবণে অনেকে মোহিত হইয়া ইহাঁর শিষ্য হইল। তৃতীয় খলিফা ওসমানের মৃত্যু হইলে আরব ও মিসরের লোকেরা ইহাঁকে খলিফা বলিয়া গ্রহণ করে (৬৫৫ খ্রীঃ)। কিন্তু পাঁচ বৎসরের পরে ইনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। ৬৬১ খ্রীঃ অব্দে একদা ইনি মস্‌জিদে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন, এমন সময়ে আবদুর রহমান নামক এক ব্যক্তি পশ্চাদ্দিক হইতে ইহাঁর পৃষ্ঠদেশে নিদারুণ আঘাত করিয়া পলায়ন করে। সেই আঘাতে চারি দিন পরে আলির মৃত্যু হয়।

আলিঙ্গন—পরস্পর আশ্লেষ, প্রীতিপূর্ব্বক পরস্পর বাহু ও বক্ষঃ মধ্যে সংযোজন, কোলাকুলি ইত্যাদি। আ — লিঙ্গ (গমন করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে আলিঙ্গিত।

আলিঙ্গিত—যাহাকে আলিঙ্গন করা হইয়াছে এরূপ, আশ্লিষ্ট। আ — লিঙ্গ (গমন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আলিঙ্গন।

আলিঙ্গ্য—অশ্লেষণীয়, যাহাকে আলিঙ্গন করা হইয়াছে। আ — লিঙ্গ + ণ্যণ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি

আলিঞ্জর—মৃত্তিকানির্ম্মিত জলপাত্র, জালা। অলিঞ্জর শব্দ + ষ্ণ স্বার্থে। সং ; পু।

আলিম্পন—আলিপনা। আ — লিপ (লেপন করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে আলিম্পনা।

আলিম্পনা—আলিম্পন দেখ।

আলিবর্দ্দি খাঁ—১৭৩৯ খ্রীঃ অব্দে সুজা উদ্দিনের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হন। সুজা, মৃত্যুকালে সরফরাজকে হাজি মহম্মদ, আলমচাঁদ ও জগৎশেঠের সহিত পরামর্শ করিয়া চলিতে বলিয়া যান ; কিন্তু সরফরাজ সিংহাসনে বসিয়াই ইহাঁদিগকে অপমানিত করেন। তাঁহারা জোগাড় করিয়া দিল্লী হইতে আলিবর্দ্দি খাঁর নামে সুবাদারি সনন্দ আনয়ন করেন। আলিবর্দ্দি খাঁ বিহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি সসৈন্যে মুরশিদাবাদ যাত্রা করিয়া যুদ্ধে সরফরাজকে নিহত করেন, এবং স্বয়ং বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত হন (১৭৪০ খ্রীঃ)। ইহাঁর তিনটী কন্যা ছিল। আপনার ভ্রাতা হাজি মহম্মদের তিন পুত্রের সহিত এই তিন কন্যার বিবাহ দেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠ জামাতা নিবাইস মহম্মদকে ঢাকার, মধ্যম সৈয়দ আহম্মদকে উড়িষ্যার, এবং কনিষ্ঠ জৈন উদ্দিনকে বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। সৈয়দ আহম্মদ উড়িষ্যার পদার্পণ করিয়াই নানাপ্রকার উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। ইহাতে দেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা পূর্ব্বশাসনকর্ত্তার পক্ষ হওয়াতে সৈয়দ আহম্মদ কারারুদ্ধ হইলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ এই সংবাদ পাইয়া উড়িষ্যায় গমন করেন এবং জামাতাকে উদ্ধার করেন।

প্রসিদ্ধ বর্গির হাঙ্গামাই আলিবর্দ্দির শাসনকালের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে হইতেই মার্হাট্টা নামে এক হিন্দুসম্প্রদায় দাক্ষিণাত্যে প্রবল হইয়া মোগলসাম্রাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া বিধ্বস্ত করিতেছিল। নাগপুরের মার্হাট্টা রাজা রঘুজি ভোঁসলা ও তাঁহার মন্ত্রী ভাস্কর পণ্ডিত ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা আক্রমণ করেন এবং আলিবর্দ্দিকে পরাস্ত করিয়া জগৎশেঠের গৃহ লুণ্ঠনপূর্ব্বক আড়াই কোটি টাকা প্রাপ্ত হন। আলিবর্দ্দি খাঁ দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ্এর সাহায্য প্রার্থনা করিলে সম্রাট, পেশওয়া বালাজি বাজিরাওকে বাঙ্গালা রক্ষা করিতে আদেশ করেন। পেশওয়া অবিলম্বে বাঙ্গালায় গমন করিয়া রঘুজীকে তাড়াইয়া দিলেন বটে, কিন্তু স্বয়ং দেশ লুণ্ঠন করিলেন। ইহাতে আলিবর্দ্দি সম্রাটের দেয় রাজস্ব বন্ধ করিয়া দিয়া একরূপ স্বাধীন হইয়া উঠেন। পর বৎসর রঘুজি পুনরায় বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া ভাগীরথীর পশ্চিম সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করেন এবং বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদিগের উপর যারপরনাই অত্যাচার করেন। আলিবর্দ্দি প্রকাশ্য যুদ্ধে ইহাঁদিগকে দমন করিতে না পারিয়া শঠতাপূর্ব্বক গুপ্তঘাতক দ্বারা ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণসংহার করাইলেন। ইহাতে মার্হাট্টারা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালায় ঘোরতর অত্যাচার করিতে থাকে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে দশ বৎসর যুদ্ধের পর আলিবর্দ্দি কিছুতেই মারহাট্টাদিগের উপদ্রব নিবারণ করিতে না পারিয়া অগত্যা তাহাদিগকে উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া এবং বাঙ্গালা ও বিহারের চৌথস্বরূপ বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করেন (১৭৫২ খ্রীঃ)। ইহাই বর্গীর হাঙ্গামা নামে প্রসিদ্ধ। বর্গীদের উৎপাতে বাঙ্গালা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই বর্গীদিগের অত্যাচার হইতে কলিকাতা রক্ষা করিবার জন্য আলিবর্দ্দি কলিকাতার ইংরাজদিগকে উহার চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করিবার অনুমতি দেন। এই খাত 'মার্হাট্টা ডিচ্' নামে প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি উহার নিদর্শন বর্ত্তমান থাকিয়া বর্গীদিগের নিদারুণ অত্যাচারের কথা মনে নিয়ত জাগরূক করিয়া দিতেছে। বর্গীর নাম শুনিলে সে কালে আতঙ্কে সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইত ; এমন কি, অন্তঃপুরনিবদ্ধা রমণীরাও আপনাপন শিশুপুত্রকে ঘুম পাড়াইবার সময়ে বলিতেন, "ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে। বুলবুলীতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে ?"

বর্গীর হাঙ্গামায় যে সময়ে সমগ্র বঙ্গরাজ্য উৎসেদ প্রাপ্ত হইতেছিল, সেই সময়ে দেশমধ্যে আরও তিনটি বিদ্রোহ উপস্থিত হয়।

প্রথমতঃ, সেনাপতি মুস্তফা খাঁ বিদ্রোহী হন, কিন্তু বিহারের শাসনকর্তা জৈন উদ্দিন কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। দ্বিতীয়তঃ, হাজি আহম্মদের পুত্র সমসের খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ব্বক জৈন উদ্দিন ও হাজি আহম্মদের প্রাণ-নাশ করেন। পরন্তু আলিবর্দ্দি খাঁ ইহাঁকে পরাস্ত করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করেন (১৭৪৯ খ্রীঃ)। তৃতীয়তঃ, সিরাজউদ্দৌলা মাতামহের পরিত্যক্ত বিহার রাজ্যের সিংহাসনের প্রার্থী হইয়া পাটনা আক্রমণ করিতে যাইয়া কারারুদ্ধ হন। আলিবর্দ্দি যাইয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন। ১৬ বৎসর এইরূপে রাজত্ব করার পর ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রেল আলিবর্দ্দি ৮০ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। ইহাঁরই শাসনকালে দিনেমারেরা শ্রীরামপুরে কুঠি নির্ম্মাণ করেন। বাণিজ্যব্যাপার লইয়া ইনি ইংরাজদিগের সহিত বা অপর ইউরোপীয় জাতির সহিত বিবাদ বিসংবাদে লিপ্ত হন নাই।

জ্ঞানী ও কার্য্যকুশল আলিবর্দ্দি বাল্যকালাবধি কখনও বৃথা আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিতেন না। তিনি শয্যা হইতে অতি প্রত্যুষেই গাত্রোত্থান করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, অতঃপর রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার্থ রাজসভায় উপস্থিত হইতেন। তিনি কবিতা ইতিহাস অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এইরূপ কথিত আছে, তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট নজরাণাস্বরূপ ১২ লক্ষ টাকার দাবী করেন। কৃষ্ণচন্দ্র ঐ টাকা দিতে না পারায় কারারুদ্ধ হইলেন, পরন্তু তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের বৈষয়িক বুদ্ধিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দেন। আলিবর্দ্দি অনেক সময়ে তাঁহার সহিত ধর্ম্ম ও বৈষয়িক কর্ম্মে কথোপকথন করিতেন। অবসর সময় তিনি মহাভারতের মর্ম্ম নবাবকে বুঝাইয়া দিতেন।

আলীঢ়—১। আস্বাদিত, ভক্ষিত; যাহা লেহন করা হইয়াছে এরূপ, চাটা; ক্ষত। আ—লিহ্ (লেহন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আলেহন। ২। শরাদি ক্ষেপণকালে উপবেশনবিশেষ। আ—লিহ্+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

আলীন—লয়প্রাপ্ত; প্রগুত, ব্যাপ্ত। আ—লী (লয় পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আলয়। [স্বার্থে। সং; ক্লী।

আলীনক—রঙ্গধাতু, রাং। আলীন শব্দ+কণ্

আলু—১। জলাধার, কলসী ইত্যাদি। আ—লূ (ছেদন করা)+ডু র্ম্ম। সং; স্ত্রী। ২। মূল বিশেষ; ভেলা। সং; ক্লী। ৩। পেচক; চন্দ্র। ঋ (গমন করা)+উণ্ ক। সং; পু।

আলুথালু—বিশৃঙ্খল; অসংযত, অবদ্ধ। দেশজ। বিণ।

আলুলায়িত—অসংযত, অবদ্ধ, উন্মুক্ত। আ—লূল (বিমর্দ্দন করা)+ক ক=আলুল। আলুল শব্দ ক্যঙ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; পু।

আলুলায়িতকুন্তলা—অসংযতবেণী, এলোকেশী। বহু। বিণ; ত্রি।

আলুলায়িতকেশা—অসংযতবেণী, এলোকেশী; যে রমণীর চুল বাঁধা নহে এরূপ। বিণ; স্ত্রী। পক্ষে "আলুলায়িতকেশীও" হয়।

আলূন—ঈষচ্ছেদিত; সম্যক্‌ছেদিত। আ—লূ (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আলেকজাণ্ডার (দি গ্রেট্)—ইনি গ্রীস দেশের অন্তর্গত মাসিডোনিয়ার বিখ্যাত রাজা. ইনি সাধারণতঃ সেকন্দর বাদসাহ নামে পরিচিত। ফিলিপের ঔরসে ওলিম্পিয়াসের গর্ভে খ্রীঃ পূঃ ৩৫৬ অব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি বাল্যকালে গ্রীসদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ আরিষ্টটলের অধীনে থাকিয়া অতিশয় যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা করেন। কথিত আছে যে, হোমারের ইলিয়াড নামক গ্রন্থ সর্ব্বদাই ইহাঁর সঙ্গে থাকিত। ইনি মহাবীর আকিলিসের বীরত্ব-কাহিনী শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। আকিলিসের বীরত্বের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলেই আলেকজাণ্ডার বীরমদে মাতিয়া উঠিতেন।

পিতার মৃত্যু হইলে বিংশবর্ষ বয়সে ইনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাঁর বিমাতা ক্লিওপ্যাট্রা ইহাঁর সিংহাসনপ্রাপ্তির অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়াছিলেন, মহাবীর বুদ্ধিকৌশলে সে সমস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করেন। অতঃপর দ্বাবিংশবর্ষ বয়সে ইনি এসিয়া-বিজয়ের মানসে ৪০,০০০ সৈন্যসহ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। পথে রোডস্, এসিয়া-মাইনর, আইওনিয়া, কোরিয়া, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি বহুজনপদ জয় করিয়া ক্রমে পারস্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পারস্যরাজ দরায়ুসের সহিত ঘোরতর যুদ্ধের পর দরায়ুস্ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন (৩৩৩ খৃঃ পূঃ অব্দ)। পর বৎসর আলেকজাণ্ডার মিসর জয় করিয়া তথায় আলেকজাণ্ড্রিয়া নামক নগর স্থাপন করিলেন। খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে ইনি ভারতবিজয়ে অগ্রসর হইলেন, এবং পর বৎসর পঞ্জাবে পদার্পণ করিলেন। এই সময়ে তক্ষশিলরাজ ইহাঁকে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিয়া নানাপ্রকারে ইহাঁর সাহায্য করায় আলেকজাণ্ডার তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। পুরু নামক একজন হিন্দু রাজা ইহাঁর গতিরোধে দণ্ডায়মান হইলে হিন্দুযবনে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অবশেষে পুরুরাজ পরাস্ত হইলেন। পরন্তু বীর বীরের পূজা করিতে জানে। হিন্দুরাজের বীরত্বদর্শনে আলেকজাণ্ডার সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন এবং অনেকগুলি জনপদ জয় করিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। অনন্তর আলেকজাণ্ডার মগধরাজ্য আক্রমণের অভিলাষী হন, কিন্তু ইহাঁর সৈন্যেরা তাহাতে সম্মত না হওয়ায় অগত্যা ইহাঁকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। ইনি সৈন্যগণের কিয়দংশ জলপথে প্রেরণ করিয়া অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া স্থলপথে বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া পারস্যে গমন করিলেন; অতঃপর বাবিলনে গমন করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১২ বৎসর ৮ মাস রাজত্ব করার পর এইখানেই মহাবীর আলেকজাণ্ডার জীবের চরমগতি প্রাপ্ত হন। ইনি যে কেবল নররুধিরে মেদিনী প্লাবিত করিয়া কীর্ত্তিমান্ হইয়াছিলেন তাহা নহে; বিজিত রাজ্যসমূহে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক বিস্তারেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আলেখ্য—১। চিত্র, চিত্রময় প্রতিমূর্ত্তি, ছবি। আ—লিখ্ (লেখা)+য র্ম্ম। সং; ক্লী। ২। লিখন; চিত্রকরণ। আ—লিখ+য ভা। সং; ক্লী। ৩। লেখনীয়। বিণ; ত্রি।

আলেখ্যশেষ—চিত্রাবশিষ্ট, মৃত। আলেখ্য হইয়াছে শেষ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

আলেপ—লেপন; আলিপনা। আ—লিপ (লেপন করা)+অল্ ভা। সং; পু।

আলেপন—আলেপ দেখ। আ—লিপ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আলেয়া—গলিত পদার্থাদি হইতে উৎপন্ন বাষ্পোদ্ভূত আলোক।

আলোক—১। দর্শন। আ—লোক (দেখা)+অল্ ভা। ২। দীপ্তি, আলো; দৃষ্টিপথ; জয়ধ্বনি; স্তুতি। আ—লোক+অল্ র্ম্ম। সং; পু। বিশেষণে আলোকিত।

আলোকন—১। দর্শন, দেখা। আ—লোক (দেখা)+অনট্ ভা। ২। প্রদর্শন, দেখান। আ—ণিজন্ত লোক বা লোকি (দেখান) অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আলোকিত।

আলোকপিণ্ড—পিণ্ডাকার আলোক। গোলাকার লোহাদি উত্তপ্ত হইলে দূর হইতে যে গোলাকার আলোক দৃষ্ট হয়।

আলোকময়ী—আলোকপূর্ণা, আলোকিতা। আলোক শব্দ+ময়ট্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ।

আলোকবিজ্ঞান—আলোক ও দর্শনবিষয়ক বিদ্যা (Optics)। সং; ক্লী।

আলোকস্তম্ভ—যে স্তম্ভে (থামে) আলোক প্রদত্ত হয়। অত্যুচ্চ স্তম্ভোপরি এই উদ্দেশ্যে আলোক প্রদত্ত হয় যে, উহা অতি দূরদেশ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা প্রায়শঃ সমুদ্রতীরেই প্রদত্ত হইয়া থাকে। আলোকোজ্জ্বল স্তম্ভ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

আলোকিত—১। আলোকবিশিষ্ট, দীপ্তিমান্। আলোক শব্দ+ইত যুক্তার্থে। ২। অবলোকিত, দৃষ্ট। আ—লোক (দেখা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
আলোচন—১। লোচন পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ব্য। ২। দর্শন; আন্দোলন, অনুশীলন, চর্চ্চা; নিরূপণ। আ—লোচ (দেখা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে আলোচনা। বিশেষণে আলোচিত।
আলোচনা—আলোচন দেখ।
আলোচনীয়—অনুশীলনীয়, আলোচনার যোগ্য। আ—লোচ+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
• আলোচিত—দৃষ্ট; আন্দোলিত, অনুশীলিত; নিরূপিত, অবধারিত। আ—লোচ (দেখা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আলোচন, আলোচনা।
আলোচ্য—আলোচনাযোগ্য, আলোচনার বিষয়ীভূত। আ—লোচ (দেখা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
আলোড়ন—মন্থন; ঘোঁটা; আন্দোলন; বিলোড়ন; আলোচনা; সম্মেলন। আ—লুড় (বিলোড়ন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আলোড়িত।
আলোড়িত—মথিত; আলোচিত; মেলিত। আ—লুড় (বিলোড়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আলোড়ন। [ত্রি।
আলোল—ঈষৎ চঞ্চল। প্রাদি বা নিত্য। বিণ;
আলোলিকা—উলুধ্বনি। সং; স্ত্রী।
আলোহিত—ঈষৎ লোহিতবর্ণ, আরক্ত। প্রাদি বা নিত্য। বিণ; ত্রি।
আলোহিতনয়ন, আলোহিতনেত্র, আলোহিতলোচন—যাহার চক্ষুঃ ঈষৎ রক্তবর্ণ। বহু। বিণ; ত্রি।
আল্যা—শিশুর আবদার। দেশজ।
আবনেয়—অবনী-তনয়, মঙ্গলগ্রহ। [কাশীখণ্ডে লিখিত আছে,—দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দাশ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব পত্নীশোকে কাতর হইয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার ললাট হইতে এক বিন্দু ধর্ম্ম ভূতলে পতিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে লোহিতাঙ্গ একটি কুমারের উদ্ভব হয়। পৃথিবী স্ত্রীজাতিসুলভ স্নেহবশতঃ সেই কুমারের লালনপালন করেন; সেই হেতু কুমারের আবনেয়, মাহেয় প্রভৃতি নাম হইল]। অবনী শব্দ (পৃথিবী)+ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু।
আবপন—১। ধান্যস্থাপন পাত্র। আ—বপ +অনট্ অধি। ২। পাত্র, ভাণ্ড; রোপণ, বীজবপন, বোনা, মুণ্ডন, কেশাদির সম্পূর্ণরূপে ছেদন। আ—বপ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
আবরক—আচ্ছাদক; ঢাকনি। আ—বৃ (ঘেরা) +অক ক। বিণ; ত্রি।
আবরণ—আচ্ছাদন; আচ্ছাদনসাধন; অবরোধ। আ—বৃ (ঘেরা)+অনট্ ভা। ২। ঢাকনি; ঢাল। আ—বৃ+অনট্ ণ। সং; ক্লী। বিশেষণে আবৃত।
আবরণশক্তি—যে শক্তিদ্বারা বস্তুর স্বরূপ তিরোহিত হইয়া অন্যরূপ প্রতীতি হয়, মায়াশক্তি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [যেমন, একখণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ বহু বিস্তৃত সূর্য্যমণ্ডলকে মনুষ্যের দৃষ্টি হইতে আবৃত রাখিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ অতি সামান্য অজ্ঞতাও পরমাত্মাকে মনুষ্যের মনশ্চক্ষুঃ হইতে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে]।
আবর্জ্জিত—প্রক্ষিপ্ত; আহৃত; দত্ত; সংযমিত, আনমিত। আ—বৃজ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আবর্জ্জন।
আবর্ত্ত—১। জলভ্রম, জলের পাক, ঘূর্ণি জল; ঘূর্ণন; পরিবর্ত্ত; চিন্তা। আ—বৃত (হওয়া, থাকা)+অল্ ভা। ২। স্বনামখ্যাত মেঘাধিপবিশেষ। আ—বৃত+অন্ ক। সং; পু।
আবর্ত্তক—১। আবরক; আবৃত্তিকারক। আ—বৃত (হওয়া, থাকা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। জলভ্রম; পাকজল; মেঘবিশেষ। আবর্ত্ত শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।
আবর্ত্তন—প্রত্যাবর্ত্তন; আলোড়ন, ঘোঁটা, আওটান; গুণন; দ্রবীকরণ, গলান; পুনঃ পুনঃ করণ। আ—বৃত (হওয়া, থাকা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আবর্ত্তিত।
আবর্ত্তমান—যে ফিরিয়া আসিতেছে, যাহা ফিরিয়া আসিতেছে। আ—বৃত+শান ক বর্ত্তমান কালে। বিণ; ত্রি।
আবর্ত্তবাত্যা—ঘূর্ণিবায়ু, যে ঝড় জলের পাকের ন্যায় ঘুরিতে থাকে। আবর্ত্ত সদৃশী বাত্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
আবর্ত্তিত—প্রত্যাবর্ত্তিত; আলোড়িত; দ্রবীকৃত; গুণিত; অভ্যস্ত। আ—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি (হওয়ান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আবর্ত্তন।
আবলি, আবলী—শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি, সারি; বংশ। আ—বল (গমন করা)+ই ভা। সং; স্ত্রী।
আবল্য—আলস্য, স্ফূর্ত্তিহীনতা, জড়তা; দৌর্ব্বল্য। অবল শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী
আবশ্যক—১। প্রয়োজনীয়, দরকারী; অবশ্যকর্ত্তব্য। অবশ্য শব্দ+কণ্। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আবশ্যকতা। ২। অবশ্যম্ভাব। সং; ক্লী।
আবশ্যকতা—আবশ্যক দেখ। আবশ্যক শব্দ+ তা ভাবে।
আবসিত—স্তূপীকৃত, রাশীকৃত; অবধারিত, নির্ণীত; সমাপ্ত; ভাণ্ডারে ন্যস্ত। আ—অব—সো (স্থাপন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
আবহ—১। বহনকারী; জনক, উৎপাদক। আ—বহ (বহন করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। জনক; দাতা; বায়ুবিশেষ। সং; পু।
আবহন—বহন; উৎপাদন। আ—বহ (বহন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
আবহমান—ক্রমাগত, যাহা বরাবর চলিয়া আসিতেছে এরূপ। আ—বহ (বহন করা) +শান ক। বিণ; ত্রি।
আবাপ—১। শত্রুবিষয়ক চিন্তা; রাজ্যরক্ষা; বীজবপন, নিক্ষেপ। আ—বপ (বপন করা) +ঘঞ্ ভা। ২। আলবাল; অম্বয়; একত্রাবস্থান; বন্ধুর ভূমি; ধান্যাদিস্থাপন পাত্র, থলিয়া; ভাণ্ড; প্রধান হোম।··· +ঘঞ্ অধি। ৩। কম্বলাদি ভূষণ।···ঘঞ্ ণ। সং; ক্লী।
আবাল—আলবাল। আ—বল (গমন করা) +ঘঞ্ র্ম্ম। সং; ক্লী। [অব্যয়ী।
আবালবৃদ্ধ—বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত। ৫তৎ ও
আবালবৃদ্ধবনিতা—বালক ও বৃদ্ধগণ হইতে রমণীগণ পর্য্যন্ত। আবালবৃদ্ধ পূর্ব্বে দেখ। পরে দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।
আবাল্য—বাল্যকালাবধি। অব্যয়ী। ব্য; ক্লী।
আবাস—বাসস্থান; গৃহ। আ—বস (বাস করা)+ঘঞ্ অধি। সং; পু।
আবাসভূমি—নিবাসস্থল। আবাস যোগ্য ভূমি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
আবাহন—আহ্বান; আমন্ত্রণ; মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক দেবতাহ্বান। আ—ণিজন্ত বহ বা বাহি (বহন করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আবাহিত। [সং; স্ত্রী।
আবাহনী—দেবতা আহ্বানার্থ মুদ্রাবিশেষ।
আবাহিত—আহূত; আমন্ত্রিত। আ—ণিজন্ত বহ বা বাহি (বহন করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আবাহন।
আবি—দৈত্যবিশেষ। ইহার পিতার নাম অন্ধক দৈত্য। মহাদেব ইহার পিতা অন্ধককে বধ করিয়াছিলেন। এই হেতু পিতৃহন্তাকে কিরূপে বিনষ্ট করিবে, তাহাই আবির একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। পরিশেষে তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট এই বর লইল যে, রূপান্তর গ্রহণ না করিলে ইহার মৃত্যু হইবে না।

পার্ব্বতীকে বিবাহ করিয়া আনিয়া মহাদেব যৎকালে মন্দর পর্ব্বতে বিহার করেন, সে সময়ে পার্ব্বতী কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন। একদা মহাদেব পার্ব্বতীকে কাল বলিয়া পরিহাস করেন। ইহাতে উমা লজ্জা বোধ করিয়া অরণ্যে গমন করেন। এই সুযোগ পাইয়া আবি সর্পের আকার ধারণ করিয়া দ্বার

অতিক্রমপূর্ব্বক গৃহমধ্যে যাইয়া পার্ব্বতীর রূপ ধারণ করিয়া পিতৃহন্তার বিনাশের চেষ্টা পায়। শিব সমুদায় বুঝিতে পারিয়া রূপান্তরিত দৈত্যের প্রাণ বধ করেন।

আবিক—মেষসম্বন্ধীয়। অবি শব্দ (মেষ) + কণ্ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। কম্বল। সং ; পু

আবিগ্ন—১। উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন। আ – বিজ (কাঁপা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

আবিদ্ধ—বিদ্ধ, ছিদ্রীকৃত ; নিক্ষিপ্ত ; বক্র ; ভগ্ন ; নিরস্ত ; অভিভূত ; মূর্খ। আ – ব্যধ (তাড়না করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আবির্ভবন—আবির্ভাব। আবিস্ শব্দ – ভূ (হওয়া) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আবির্ভাব—প্রকাশ ; উদ্ভব ; অধিষ্ঠান ; প্রাদুর্ভাব। আবিস্ শব্দ (প্রকাশ) – ভূ (হওয়া) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে আবির্ভূত।

আবির্ভূত—প্রকাশিত ; উদ্ভূত ; অবতীর্ণ ; অধিষ্ঠিত ; প্রাদুর্ভূত। আবিস্ শব্দ (প্রকাশ) – ভূ (হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আবির্ভূতা। বিশেষ্যে আবির্ভাব।

আবিল—কলুষিত ; পঙ্কিল, ঘোলা ; আকুল ; সন্দিগ্ধ। আ – বিল (ভেদ করা) + ক ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আবিলতা।

আবিলতা—আবিল দেখ। আবিল শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

আবিষ্করণ—আবিষ্কার, নূতন প্রকাশ। আবিস্ – কৃ (করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আবিষ্করণীয়—আবিষ্কারযোগ্য, যাহা আবিষ্কার করিতে হইবে বা করা উচিত এরূপ। আবিস্ শব্দ – কৃ + অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আবিষ্কর্ত্তা—আবিষ্কারক, নূতন প্রকাশক। আবিস্ – কৃ + তৃন্ ক। বিণ ; ত্রি।

আবিষ্কার—নূতন প্রকাশ, আবিষ্করণ। আবিস্ শব্দ (প্রকাশ) – কৃ (করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে আবিষ্কৃত।

আবিষ্কারক—আবিষ্কারকর্ত্তা, অবিষ্কর্ত্তা, নূতন প্রকাশক। আবিস্ শব্দ (প্রকাশ) – কৃ (করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি।

আবিষ্কৃত—নূতন প্রকাশিত। আবিস্ শব্দ (প্রকাশ) – কৃ (করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আবিষ্কার।

আবিষ্ক্রিয়া—আবিষ্কার। আবিস্ শব্দ (প্রকাশ) – কৃ (করা) + শ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে আবিষ্কৃত।

আবিষ্ট—১। ভূতাদিগ্রস্ত ; ব্যাপ্ত। আ – বিশ (প্রবেশ করা) + ক্ত র্ম্ম। ২। অভিনিবিষ্ট, মনোযোগী ; প্রবিষ্ট। আ – বিশ + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আবেশ।

আবিস্—(আবিঃ)। প্রকাশ ; উদ্ভব। আ – উ (শব্দ করা) + ইস্ ক। ব্য।

আবীত—১। অতীত, গত। আ – বী (গমন করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। দক্ষিণাংশ স্থাপিত যজ্ঞসূত্র। আ – অজ (ক্ষেপণ করা) + ক্ত ণ, অজ স্থানে 'বী' আদেশ। সং ; ক্লী।

আবীর—রঞ্জনকারী দ্রব্যবিশেষ, ফাগ। আ – বি – ঈর + অল্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

আবীরচূর্ণ—ফল্গু, ফাগ। সং ; ক্লী।

আবুক—(নাট্যোক্তিতে) পিতা। আ – অব (রক্ষা করা) + উক ক। সং ; পু।

আবুত্ত—(নাট্যোক্তিতে) ভগিনীপতি। আবৃৎ – তন (বিস্তার) + ড ক। সং ; পু।

আবৃত—১। বেষ্টিত ; আচ্ছাদিত ; ব্যাপ্ত ; পূরিত। আ – বৃ (ঘেরা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। ব্রাহ্মণের ঔরসে উগ্রকন্যার গর্ভসম্ভূত (বর্ণবিশেষ)। পু ও স্ত্রী।

আবৃতি—১। আচ্ছাদন ; বেষ্টন। আ – বৃ (ঘেরা) + ক্তি ভা। ২। আবরণ ; প্রাচীর। আ – বৃ + ক্তি ণ। সং ; স্ত্রী।

আবৃত্ত—১। পঠিত ; অভ্যস্ত ; গুণিত। আ – বৃত (হওয়া, থাকা) + ক্ত র্ম্ম। ২। আগত ; প্রত্যাবৃত্ত ; নিবৃত্ত। আ – বৃত + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আবৃত্তি।

আবৃত্তি—পঠন ; গুণন ; অভ্যাস ; আলোচন ; প্রত্যাগমন। আ – বৃত (হওয়া, থাকা) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে আবৃত্ত।

আবেগ—ত্বরা ; সম্ভ্রম ; ব্যাকুলতা, চিত্তচাঞ্চল্য। আ – বিজ (ভীত হওয়া) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

আবেদক—প্রার্থক ; বিজ্ঞাপক ; অভিযোক্তা। আ – ণিজন্ত বিদ বা বেদি + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আবেদিকা।

আবেদিকা—আবেদনকারিণী। আবেদক দেখ ; আবেদক শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

আবেদন—সবিনয় নিবেদন, নিবেদন, বিজ্ঞাপন ; প্রার্থনা ; দরখাস্ত ; নালিশকরণ। আ – ণিজন্ত বিদ বা বেদি (জানান) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে আবেদিত।

আবেদনীয়—নিবেদনীয়, যে বিষয়ের আবেদন করিতে হইবে। আ – ণিজন্ত বেদি + অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আবেদিত—নিবেদিত, বিজ্ঞাপিত ; প্রার্থিত। আ – ণিজন্ত বিদ বা বেদি (জানান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আবেদন।

আবেদ্য—নিবেদনীয়, আবেদনীয়। আ – বিদ + ণ্রি + য র্ম্ম।

আবেশ—প্রবেশ ; অভিনিবেশ, মনোযোগ ; অধিষ্ঠান ; গর্ব্ব ; অনুরাগ। আ – বিশ (প্রবেশ করা) + অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে আবিষ্ট।

আবেশন—১। প্রবেশ। আ – বিশ (প্রবেশ করা) + অনট্ ভা। ২। শিল্পশালা ; সূর্য্যাদির পরিধি। আ – বিশ + অনট্ অধি। সং ; ক্লী। [ক্বিক। সং ; পু।

আবেশিক—আগন্তুক, অতিথি। আবেশ শব্দ +

আবেষ্টক—বৃতি, প্রাচীর। আ – বেষ্ট (বেষ্টন করা) + ণক ণ ; সং ; পু।

আবোধন—বুদ্ধি, জ্ঞান। আ – বুধ (জানা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আশ—ভোজন। অশ (ভোজন করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে আশিত। [ভা।

আশংসন—আশংসা দেখ। আ – শন্স + অনট্

আশংসা—আশা ; ইচ্ছা ; কথন। আ + শন্স (আশা করা) + অ ভাবে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে আশংসিত।

আশংসিত—১। বাঞ্ছিত ; কথিত। আ – শন্স (আশা করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। আশা ; ইচ্ছা ; কথন। আ – শন্স + ক্ত ভা। সং ; ক্লী। [ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

আশক্ত—সমর্থ। আ – শক (পারক হওয়া) +

আশঙ্কনীয়—আশঙ্কাযোগ্য। আ – শন্ক (ভয় করা) + অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আশঙ্কা—ত্রাস, ভয় ; সন্দেহ ; সঙ্কোচ ; বিতর্ক। আ – শন্ক (ত্রাস হওয়া) + অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আ। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে আশঙ্কিত।

আশঙ্কাস্থল—আশঙ্কার যোগ্য, আশঙ্কার বিষয়, যে বিষয়ে আশঙ্কা করিতে হয়। ৬তৎ। ক্লী।

আশঙ্কিত—১। ত্রস্ত, ভীত ; সন্দিগ্ধ, সংশয়িত। আ – শন্ক (ত্রাস পাওয়া) + ক্ত ক। ২। যাহার আশঙ্কা করা হইয়াছে এরূপ। আ – শন্ক + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আশঙ্কা।

আশয়—১। অভিপ্রায় ; ইচ্ছা। আ – শী (শয়ন করা) + অল্ ভা। ২। বিভব ; মনঃ, অদৃষ্ট ; অভ্যন্তর। আ – শী + অল্ অধি। সং ; পু।

আশয়াশ—আশ্রয়াশ, অগ্নি। আশয় (আশ্রয়) – অশ (ভোজন) + ষণ ক। সং ; পু।

আশর—আগ্নি ; রাক্ষস। আ – শৄ (হিংসা করা) + অন্ ক। সং ; পু।

আশরফী—স্বর্ণমুদ্রা, মোহর। যাবনিক। সং।

আশা—১। আকাঙ্ক্ষা ; প্রত্যাশা ; দিক্ ; দৈর্ঘ্য। আ – অশ (ব্যাপা) + ৬ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। দিকের পক্ষে অধিকরণবাচ্যে। সং ; স্ত্রী। ২। দণ্ডবিশেষ, আশা সোঁটা নামধেয় দুই প্রকার দণ্ডের অন্যতর ; যোগীদিগের দণ্ডবিশেষ, এই দণ্ড কুক্ষিতলে স্থাপনপূর্ব্বক তদবলম্বনে কোন কোন যোগী যোগসাধন করেন। দেশজ।

আশাতীত—বাসনাতীত, যতদূর বাসনা করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষাও অধিক। আশাকে অতীত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

আশানন্দ—রামানন্দের দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম।

রামানন্দের দেহান্তর হইলে ইনিই গুরুর গদীতে অধিষ্ঠিত হন।

আশানন্দ ঢেঁকি—জনৈক বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণবীর। নদীয়া জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ শান্তিপুর গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। বঙ্গদেশের নানা স্থানে ইঁহার অলৌকিক বীরত্ব-কাহিনীর প্রচার আছে। সে সময়ে এদেশে ডাকাতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। বর্দ্ধমান, হুগলী, নদীয়া প্রভৃতি জেলার বড় বড় জমীদারেরা লাটের সময়ে আশানন্দের নিকট কালেক্টারীর দেয় টাকা পাঠাইয়া দিতেন। আশানন্দ তাঁহাদের লোকজনসমভিব্যাহারে সেই টাকা কালেক্টরীতে যাইয়া পৌছাইয়া দিতেন। কথিত আছে, এক সময়ে ইনি এইরূপ অনেক টাকা লইয়া যাইবার সময়ে পথে একদল দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। আশানন্দের সঙ্গে কেবল কয়েকজন পাইক মাত্র ছিল। পাইকদিগকে টাকা রক্ষা করিতে বলিয়া ইনি একাকী প্রায় দুইশত সশস্ত্র ডাকাতের সম্মুখীন হইলেন। ডাকাতেরা ইঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, ইনি লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া দস্যুদলের দুইজন অগ্রণীকে ধরিয়া বগলে পুরিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে অন্য দস্যুরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। আশানন্দ সেই দুই জন ডাকাতকে বগলে পুরিয়া লইয়া কাছারিতে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে কালেক্টর সাহেবের নিকট অর্পণ করিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন, কালেক্টর সাহেব ইঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। তিনি আর এক সময়ে এইরূপ টাকা লইয়া যাইবার সময়ে পথে রাত্রি উপস্থিত হওয়ায় জনৈক আত্মীয়ের বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করেন। ডাকাতেরা টাকার সন্ধান পাইয়া গভীর নিশীথে বাটী আক্রমণ করিল। গোলমালে আশানন্দের সহসা নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায়, ইনি তাড়াতাড়ি আর কিছু না পাইয়া ঢেঁকিশালা হইতে একটা ঢেঁকি লইয়া তাহাই ঘুরাইতে ঘুরাইতে দস্যুদলের সম্মুখীন হইলেন, এবং ঢেঁকির প্রহারে ডাকাতগণকে জর্জ্জরিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। সেই দিন হইতে ইঁহার নাম "আশানন্দ ঢেঁকি" হইল। এইরূপ অসামান্য ক্ষমতা দেখাইয়া ইনি অনেকবার ডাকাতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। ইঁহার বিলক্ষণ আহারশক্তি ছিল, তাহা না হইলে বল আসিবে কোথা হইতে? দরিদ্রের উপর ইঁহার অসাধারণ দয়া ছিল।

আশান্বিত—আশাযুক্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

আশাপথ—আশা রূপ পথ। রূপক। সং; পু।

আশাভরসা—চলিত বাঙ্গালা শব্দ। আশা দেখ।

আশালতা—আশা রূপ লতা। রূপক। সং; স্ত্রী।

আশাশূন্য—যাহার আশা নাই, আশারহিত, নিরাশ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

আশাস্পদ—আশার স্থল, যেখানে আশা করা যায়। ৬তৎ। বিণ; ক্লী।

আশাহত—নষ্টাশ, হতাশ। বহু; বিণ; ত্রি।

আশাহীন—আশাশূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

আশিত—১। ভুক্ত; তৃপ্ত। আ—অশ (ভোজন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। ভোজন; তৃপ্তি। আ—অশ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

আশিতঙ্গব—প্রচুর তৃণপূর্ণ ক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রে তৃণ ভক্ষণ করিয়া গোসকল তৃপ্তি লাভ করে। আশিত শব্দ—গো শব্দ+খীন প্রাগ্‌ভূতার্থে। বিণ; ত্রি।

আশিস্—১। শুভাকাঙ্ক্ষা; বাসনা, অভিলাষ। আ—শাস (শাসন করা, ইত্যাদি)+ক্বিপ্ ভা। ২। সর্পের বিষদন্ত। আ—শাস+ক্বিপ্ ণ। সং; স্ত্রী। ৩। আশাসয়িতা। আ—শাস+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

আশী—সর্পের বিষদন্ত। আ—অশ (ভোজন করা)+ক্বিপ্ ণ। সং; স্ত্রী।

আশীর্বচন, আশীর্ব্বচন—আশীর্ব্বাদ। [আশীর্ব্বাদ দেখ]। আশিস্ শব্দ—বচ (বলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আশীর্বাদ, আশীর্ব্বাদ—আশীর্বচন, শুভাকাঙ্ক্ষাসূচক বাক্য, ইষ্টার্থের কথন। [আশিস্ দেখ]। আশিস্ শব্দ—বদ (বলা)+ঘঞ্ ভা; আশিস্ শব্দের স্ বা ঃ স্থানে র্ হইয়াছে, এবং তদনন্তর ধাতুসম্বন্ধীয় র্ পরে থাকাতে পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্বস্বর (এস্থলে হ্রস্ব ই) দীর্ঘ হইয়াছে; নতুবা সাধারণ নিয়মানুসারে সন্ধি করিলে "আশীর্বাদ" না হইয়া "আশির্বাদ" হইত। সং; পু।

আশীর্ব্বাদক—আশীর্ব্বাদকারী, শুভপ্রার্থক। আশিস্ শব্দ—বদ (বলা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আশীর্ব্বাদিকা।

আশীবিষ—সর্প। আশীতে (দন্তে) বিষ যাহার, বহু। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আশীবিষা (=সর্পিণী)।

আশু—১। আউশ ধান। অশ (ব্যাপা)+উণ্ ক। সং; পু ও ক্লী। ২। শীঘ্র। ব্য। ক্রি-বিণ।

আশুগ—১। শীঘ্রগামী। আশু শব্দ (শীঘ্র)—গম (যাওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। বাণ; বায়ু; সূর্য্য। সং; পু।

আশুকারী—ক্ষিপ্রকারী, যে শীঘ্র কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে। আশু—কৃ+ণিন্ ক=আশুকারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আশুকারিণী (=ক্ষিপ্রকারিণী)।

আশুগতি—১। শীঘ্রগামী। আশু (শীঘ্র) গতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বায়ু। সং; পু। ৩। শীঘ্রগমন। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

আশুগামী—১। শীঘ্রগামী। আশু শব্দ (শীঘ্র)—গম (যাওয়া)+ণিন্ ক=আশুগামিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আশুগামিনী। ২। সূর্য্য। সং; পু।

আশুতর—অধিকতর শীঘ্র। আশু শব্দ+তর উৎকর্ষার্থে। বিণ; ত্রি।

আশুতোষ—১। সহজে সন্তুষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ২। মহাদেব, শিব। সং; পু।

আশুতোষ দেব—কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনকুবের স্বর্গীয় রামদুলাল সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সাধারণতঃ ইনি "ছাতুবাবু" নামেই পরিচিত ছিলেন। সঙ্গীত-বিদ্যায় ইঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। ইনি বিবিধবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া সাধারণ্যে বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞদিগের মধ্যে উৎসাহবর্দ্ধনার্থ ইনি অনেক সময় তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেন। ফলতঃ ইনি নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, সঙ্গীতজ্ঞের আদর করিয়া নিজ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিতেন এবং সঙ্গীতের উৎকর্ষসাধনকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। ইনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন। তারকেশ্বর ও কাশীধামে ছাতু বাবুর অনেক কীর্ত্তি আছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—ইনি কলিকাতা ভবানীপুরনিবাসী স্বর্গীয় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র; জন্ম ১৮৬৫ খ্রীঃ। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি গণিতে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পর বৎসর রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইনি ১৮৮৮ খ্রীঃ কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন এবং পর বৎসর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্যতম সভ্যস্বরূপে মনোনীত হন। ১৮৯৯ এবং পুনরায় ১৯০১ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন, এবং ১৯০৩ খ্রীঃ আবার উক্ত সভার প্রতিনিধিস্বরূপ বড়লাটের সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি হাইকোর্টের জজ পদে অধিষ্ঠিত হন ও এখনও ঐ পদে প্রতিষ্ঠার সহিত কার্য্য করিতেছেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ ইনি ডি, এল, উপাধি প্রাপ্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চেনসেলারের পদে আসীন হইয়া ইনি শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে অনেক কার্য্য করিতেছেন। ১৯০৮ খ্রীঃ ইনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি

ছিলেন। ইঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন দেখিয়া নদীয়ার পণ্ডিতগণ ইঁহাকে "সরস্বতী" উপাধি দিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্যেও ইঁহার বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। কলিকাতার সাহিত্যসভা ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত ইনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। এক বৎসর ইনি সাহিত্য-সভার সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৯০৮ খ্রীঃ ইনি স্বীয় বাল-বিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়াতে হিন্দু-সমাজের এক অংশে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই।

আশুব্রীহি—আউশ ধান্য। কর্ম্মধা। সং; পু।

আশু সন্তুষ্ট—যিনি শীঘ্রই সন্তুষ্ট হন। ২তৎ; বিণ; ত্রি।

আশুশুক্ষণি—অগ্নি; বায়ু। আ—সনন্ত শুষ (শুষ্ক করা)+অনি ক। সং; পু।

আশৈশব—বাল্যকাল হইতে। অব্যয়ী। ব্য। ক্রি-বিণ।

আশৌচ—অশৌচ। [অশৌচ দেখ]। অশৌচ শব্দ+ক স্বার্থে। সং; ক্লী।

আশ্চর্য্য—১। বিস্ময়জনক, অদ্ভুত। আ-চর (গমন করা)+য্যণ্, র্ম্ম। অদ্ভুতার্থে সুমাগম। বিণ; ত্রি। ২। বিস্ময়। সং; ক্লী।

আশ্চর্য্যজনক—বিস্ময়কর, যাহাতে বিস্ময় জন্মে। আশ্চর্য্যের (বিস্ময়ের) জনক (উৎপাদক), ৬তৎ; বিণ; ত্রি।

আশ্চর্য্যান্বিত—বিস্মিত, বিস্ময়যুক্ত, জাতবিস্ময়। আশ্চর্য্য দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ অথবা আশ্চর্য্যকে অন্বিত (অনুগত), ২তৎ। বিণ; ত্রি।

আশ্মন—১। প্রস্তরসম্বন্ধীয়। অশ্মন্ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। অরুণ, সূর্য্যসারথি। সং; পু। ৩। প্রস্তরসমূহ। সং; ক্লী।

আশ্যান—শুষ্ক, নীরস, চটচটে। আ (ঈষৎ) শ্যান (শুষ্ক), নিত্য। বিণ; ত্রি।

আশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ও ভৈক্ষ্য, শাস্ত্রোক্ত এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা * [মহানির্ব্বাণতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—কলিযুগে গার্হস্থ্য ও ভৈক্ষ্য ভিন্ন অন্য আশ্রম নাই; ব্যাসদেবও বলিয়াছেন,—কলির ৪৪০০ বৎসর পরে তিনটী মাত্র আশ্রম থাকিবে, সন্ন্যাস কেহ করিবে না]; তপোবন; বন; মঠ। আ-শ্রম (তপস্যা করা)+অল্ অধি।

* প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুর আদেশ পালন ও শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হয়। এই সময়ে রাজপুত্র হইতে দরিদ্রপুত্র পর্য্যন্ত সকলকেই গুরুর আজ্ঞাপালন, দুঃখসহিষ্ণুতা ও সুখে স্থিরতা অভ্যাস করিতে হয়। জীবনের এই অংশই পরবর্ত্তী অংশসমূহের মূল। যিনি এই অবস্থায় যেরূপ কৃতকার্য্য হন, তিনিই পরবর্ত্তিনী অবস্থায় তদনুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমীকে ব্রহ্মচারী কহে। ব্রহ্মচারীকে যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, তন্মধ্যে নিরামিষভোজন একটী প্রধান কার্য্য। ব্রহ্মচারিমাত্রকেই ঊর্দ্ধরেতা হইতে হয়। এই আশ্রমে অবস্থান কালেই যৌবনকাল উপস্থিত হয় এবং ঐ সময়ের কিয়দংশ এই আশ্রমাবস্থান কালেই অতিবাহিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই সময়ে শাস্ত্রাধ্যয়ন, অধ্যয়নলব্ধ শাস্ত্রজ্ঞান, গুরূপদেশ শ্রবণ এবং ঐ সকল ও উহাদিগের অনুরূপ ব্যাপার দ্বারা মনঃসংযম অভ্যাস একান্ত আবশ্যক। যাহাতে কোনও প্রকারে মনোমধ্যে ষড়্‌রিপুর, বিশেষতঃ কামের আধিপত্য বা সঞ্চার না হয়, তজ্জন্য এই আশ্রমে সবিশেষ যত্নাবলম্বন অবশ্য কর্ত্তব্য। কি জাগরণ, কি স্বপ্ন কোনও অবস্থায় যাহাতে চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে এবং চিত্তচাঞ্চল্যজনিত রেতঃস্খলন না হয়, তন্নিমিত্ত কঠোর মার্গ অবলম্বন করা ব্রহ্মচারীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক। হঠ যোগে অনেকগুলি আসনের উল্লেখ আছে, ঐ সকল আসনের মধ্যে যেগুলি যাহার পক্ষে সুগম, তাহার পক্ষে তাহাই অবলম্বনীয়। ঐ সকল আসন সাধিত হইলে, চিত্তচাঞ্চল্যের বহুপরিমাণে নিবৃত্তি হইতে পারে। মূল কথা, দুর্নিবার কামরিপুকে সংগ্রামে পরাভূত ও আত্মবশ্য রাখাই এই আশ্রমীর প্রধান কার্য্য। এই আশ্রমে সঞ্চিত পুণ্যপ্রভাবেই গার্হস্থ্যাশ্রমে সুখসমৃদ্ধি লব্ধ হইতে পারে।

শাস্ত্রকারেরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামে যে চতুর্ব্বর্গের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ধর্ম্মই প্রধান ও প্রথম অবলম্ব্য। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সেই ধর্ম্মই উপার্জ্জিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম, ধর্ম্মানুগত অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সুসাধিত হইলে মোক্ষমার্গ-আশ্রয়ে অধিকারলাভ হয়। সুতরাং নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, যেমন চতুর্ব্বর্গের মধ্যে ধর্ম্মই প্রথম অবলম্বনীয় এবং তদ্বিষয়ে যে যেরূপ কৃতকার্য্য হয়, অন্তিমেও সে সেইরূপ সহজে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যে যেরূপ কৃতকার্য্য হয়, পরবর্ত্তী আশ্রমসমূহেও তাহার তদনুরূপ কৃতকার্য্যতা লক্ষিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্য—এই আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া পত্নী পরিগ্রহ, সন্তান উৎপাদন এবং পত্নী ও সন্তানবর্গের ভরণপোষণ করিতে হয়। যাঁহাদিগের কৃপায় এই জগতে আগমন এবং নিরুদ্বেগে বাল্যজীবন যাপন হয়, সেই পরমারাধ্যা জননী ও পরম পূজ্যপাদ জনক জীবিত থাকিলে, যথোচিত ও যথাসাধ্য যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগের ভরণপোষণ, সুখস্বাস্থ্যসংবর্দ্ধন প্রভৃতি সম্পাদন করা, গৃহীর পক্ষে পরমধর্ম্ম। বহুলোকে নিরাকার পরব্রহ্মের ধারণায় অসমর্থ হইয়া সাকার দেবদেবীর উপাসনা করে, কিন্তু তাহারা জানে না যে, সাকার দেবদেবী যিনিই যত শক্তিসম্পন্ন হউন না কেন, মাতাপিতা অপেক্ষা কেহই প্রধান নহেন। অতএব কাঞ্চন পরিত্যাগপূর্ব্বক কাচের নিমিত্ত যত্নকারীর ন্যায় তাহারা মূর্ত্তিমতী দেবী জননীর ও মহীয়ান্ জনকদেবের আরাধনা না করিয়া সামান্য দেবদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়।

গৃহস্থাশ্রম জ্যেষ্ঠাশ্রম বলিয়া শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করেন। যেমন সমুদায় নদী নদ সাগরকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ অন্য ত্রিবিধ আশ্রমীই গৃহীকে আশ্রয় করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। এ কারণ এই আশ্রমই মানবের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র। প্রথমাশ্রমে উপার্জ্জিত জ্ঞান ও পুণ্যপ্রভাবে এই আশ্রম বহুপরিমাণে নিরাপদ্ ও নিরুদ্বেগ হইতে পারে। কিন্তু যতই সুবিধা হউক না কেন, যেমন বৎসরের মধ্যে কখনও না কখন ঝটিকাদির প্রাদুর্ভাব নিসর্গ-নিয়মসিদ্ধ, তদ্রূপ এই আশ্রমে অবস্থান কালেও মধ্যে মধ্যে বজ্রাঘাতসদৃশ বিপৎপাত অনিবার্য্য।

গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে যে সকল গুণবিশিষ্ট হওয়া ও যেরূপ নিয়মে চলা একান্ত আবশ্যক, তাহা শাস্ত্রানুসারে নিম্নে লিখিত হইল।—

(১) গৃহী স্বপত্নীরত হইবে, কখনও পরনারীর প্রতি আকৃষ্টচিত্ত হইবে না। পরস্ত্রীর প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করিবে।

(২) শিষ্টাচারসম্পন্ন হইবে। লোকে যাহাতে বিরক্ত হয়, শক্তিসত্ত্বে কখনও সেরূপ কার্য্য করিবে না।

(৩) গুরুজনে ও দেবগণে ভক্তিমান্ হইবে। যথোচিত যত্নপূর্ব্বক অতিথি সেবা করিবে। অতিথিকে সর্ব্বদেবময় বলিয়া বিবেচনা করিবে।

(৪) ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তদনুরূপ অধ্যাপনাদি কার্য্য করিবে।

(৫) গৃহী ব্রাহ্মণ বা কর্ম্মাভিষিক্ত হইলে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও শুল্ক হইতে পরিগ্রহ করিবে। বৈশ্য

হইলে যাজন করিবে না, তৎপরিবর্ত্তে চিকিৎসাকার্য্য করিবে এবং অন্য পঞ্চ কার্য্যই করিবে। ক্ষত্রিয় হইলে যজন, অধ্যয়ন, দান ও রক্ষণ এই কার্য্যচতুষ্টয় সম্পন্ন করিবে এবং বৈশ্য হইলে কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন প্রভৃতি ক্রিয়ায় নিরত থাকিবে। অপর, শূদ্র সেবাবৃত্তি অবলম্বন করিবে।

(৬) শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি অভ্যাস করিবে। ক্ষমা অশক্তের গুণ ও শক্তের ভূষণ।

(৭) ব্রাহ্মণের পক্ষে জীবনের চতুর্থ ভাগ ব্রহ্মচর্য্যে অতিবাহিত করিয়া দ্বিতীয় ভাগে গৃহস্থাশ্রমে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। এই সময়ে দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক গৃহে অবস্থিতি করা বিধেয়। অদ্রোহে বা অল্পদ্রোহে জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। কদাচ গর্হিত কর্ম্ম করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহের চেষ্টা করিবে না। শরীরকে নিতান্ত ক্লিষ্ট করিয়া ধনসঞ্চয় করা অনুচিত। যাহাতে শারীরিক বা মানসিক সবিশেষ ক্লেশ না হয়, এরূপে ধনসঞ্চয় করিবে।

অবস্থানুসারে ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত বা সত্যানৃত দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পার, কিন্তু শ্ববৃত্তি দ্বারা কখনও জীবিকানির্ব্বাহ করিবে না। উঞ্ছশিলকে ঋত, অযাচিতকে অমৃত, যাচিতকে মৃত, কৃষিকার্য্যকে প্রমৃত এবং বাণিজ্যকে সত্যানৃত কহে। আর সেবাকে শ্ববৃত্তি বলে, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে।

তৃতীয় আশ্রমের নাম বানপ্রস্থ—পুত্র উৎপাদন ও বনবাসে গমনপূর্ব্বক অকৃষ্টপচ্য ফলাদি ভক্ষণ করিয়া যে ঈশ্বরারাধনা করে, তাহাকে বানপ্রস্থ কহে। বানপ্রস্থ দ্বিবিধ—অশ্মকুট্ট ও দন্তোদূখলিক। বানপ্রস্থের ধর্ম্ম এই—ভূমিতলে থাকিয়া মূল ও ফল খাইবে, স্বাধ্যায়, তপস্যা ও ন্যায়ানুসারে সংবিভাগ ইহাদের ধর্ম্ম। বানপ্রস্থদিগের মধ্যে যাঁহারা তপঃকৃশ ও ধ্যানপরায়ণ, তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসী কহে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে, ভার্য্যাকে পুত্রের নিকটে রাখিয়া অথবা তাহাকে লইয়া বনে যাইবে। বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী, সাগ্নিক, উপসমাযুক্ত ও ক্ষমাবান্ হইবে। কালকৃষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করিবে না, অকালকৃষ্ট দ্রব্য দ্বারা অগ্নি, পিতৃদেবতা ও অতিথিদিগের এবং ভৃত্যবর্গের তৃপ্তি সম্পাদন করিবে। শ্মশ্রু, জটা ও লোম ধারণ করিবে, আত্মবান্, দান্ত, বারত্রয়স্নায়ী, প্রতিগ্রহ-নিবৃত্ত, স্বাধ্যায়বান্, ধ্যানশীল ও সর্ব্বভূতহিতে রত হইবে। দিনে, মাসে বা ছয় মাসে একবার অন্ন গ্রহণ করিবে। আশ্বিন মাসে কার্য্য ত্যাগ করিবে, ঐ সময় ব্রতাদি দ্বারা অতিবাহিত করিবে। যাহারা পক্ষান্তে বা মাসান্তে ভোজন করে, তাহাদিগকে দন্তোদূখলিক কহে। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যস্থ, বর্ষাকালে ভূতলশায়ী এবং হেমন্তে আর্দ্র বস্ত্রধারী হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, জটিত্ব, অগ্নিহোত্রিত্ব, ভূনাম্য্যা, অজিন ধারণ, বনে বাস পয়ঃপান, মূল ভক্ষণ, নীবার ও ফলদ্বারা জীবিকা, প্রতিষিদ্ধ বিষয় হইতে নিবৃত্তি, তিনবার স্নান, ব্রতধারণ, এবং দেবতা ও অতিথির পূজা এইগুলি বানপ্রস্থের ধর্ম্ম। আবার কেহ কেহ বলেন যে, প্রাজ্ঞব্যক্তি সন্তানের সন্তান দর্শন করিয়া আপনার শুদ্ধির নিমিত্ত বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করিবেন। সেখানে আরণ্যদ্রব্যের উপভোগ এবং তপস্যা দ্বারা আত্মদর্শন করিবে। ভূমিশয্যা, ব্রহ্মচর্য্য, পিতৃগণের, দেবগণের ও অতিথিদিগের পূজা, হোম, ত্রিবার স্নান, জটাবল্কল ধারণ ও বন্য-স্নেহনিষেবণ—এই গুলি বানপ্রস্থ বিধি। ব্যাসদেব বলেন যে, গৃহস্থাশ্রমে আয়ুর দ্বিতীয় ভাগ থাকিয় পত্নীর ও অগ্নির সহিত বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করিবে। অথবা ভার্য্যাকে পুত্রদিগে নিকটে রাখিয়া স্বয়ং গমন করিবে। অপত্যে অপত্য দেখিয়া, জর্জ্জরীকৃতশরীর হইয়া উত্তরায়ণে প্রশস্ত দিনে শুক্লপক্ষের প্রথম ভাগে গমন করিয়া অরণ্য-নিয়মে সমাহি হইয়া তপস্যা করিবে। ফল, মূল ও পত্র আহার করিবে, এবং ঐ আহার প্রতিদিন আহরণ করিবে। আহার্য্য যাহা পাইবে, তদ্দ্বারা পিতৃগণের, দেবতাদিগের ও অতিথি বর্গের সেবা করিবে। প্রতিদিন অতিথির পূজা করিবে, এবং স্নান করিয়া দেবগণের অর্চ্চনা করিবে। অথবা গ্রাম হইতে আনয়ন করিয়া অষ্টগ্রাসমাত্র ভোজন করিবে। প্রত্যহ জটা ধারণ করিবে, নখ ও রোম ত্যাগ করিবে না, সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন করিবে, অন্য হইতে বাগ্‌যত হইবে, অগ্নিহোত্রে হোম করিবে, মুনি-জনোচিত বিবিধ পবিত্র অন্ন দ্বারা ও শাক মূল ফল দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, চীরবস্ত্রধারী, শুচি, সর্ব্বভূতানুকম্পী ও প্রতিগ্রহবিবর্জ্জিত হইবে। স্বয়ংকৃত লবণ খাইবে। মদ্য মাংসাদি পরিত্যাগ করিবে, কালকৃষ্ট বা উৎসৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবে না, গ্রামজাত কিছুই খাইবে না, রাত্রিতে কিছুই আহার করিবে না, তৎকালে ধ্যানপরায়ণ হইবে। জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, তত্ত্বজ্ঞানবিচিন্তক, এবং ব্রহ্মচারী হইবে। পত্নীকে আশ্রয় করিবে না। যে ব্যক্তি পত্নীর সহিত বনে গমন করিয়া কামবশতঃ মৈথুনাচরণ করে, তাহার সেই ব্রত লুপ্ত এবং সে প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। এই সংশ্রবে যে গর্ভ জন্মে, দ্বিজাতিদিগের পক্ষে তাহাকে স্পর্শ করা অবিধেয়। ইহার বেদাধিকার থাকে না।

বানপ্রস্থ সাবিত্রীজপতৎপর হইয়া অধো-ভাগে শয়ন করিবে এবং সর্ব্বভূতের শরণ্য ও সংবিভাগপর হইবে। পরিবাদ, মিথ্যা কথা, নিদ্রা ও আলস্য পরিত্যাগ করিবে, একাগ্নি ও নিকেতনশূন্য হইয়া প্রোক্ষিত ভূমিকে আশ্রয় করিবে, মৃগের সহিত বিচরণ করিবে, এবং তাহাদিগের সহিত বাস করিবে এবং শিলায় বা শর্করায় সুসমাহিত হইয়া শয়ন করিবে। সদ্যঃ প্রক্ষালক, মাসসঞ্চয়িক, ষণ্মাসনিচয় অথবা বৎসরসঞ্চয়ী হইবে, শক্তি অনুসারে আহরণ করিয়া রাত্রিতে বা দিনে আহার করিবে। ইত্যাদি।

চতুর্থ আশ্রমের নাম ভৈক্ষ্য। এই আশ্রমে নিরন্তর ঈশ্বরারাধনাই কার্য্য। জীবিকা নির্ব্বাহার্থে ভিক্ষাই প্রশস্ত ও কর্ত্তব্য, কিন্তু "অন্ন দান কর বা অন্য কিছু দান কর" বলিয়া প্রার্থনা করিবে না, কেবল গৃহস্থ ভবনে বা বানপ্রস্থ আশ্রমীদিগের আশ্রমে গমন করিবে। তাহারা যদি ভিক্ষা দেয়, সেবা করায়, তবেই তথায় উপযুক্তকাল থাকিবে, নতুবা অন্যত্র যাইবে। সর্ব্বদাই হৃদয়ে পরমাত্মার স্মরণ করিবে। যদি ভাগ্যবান্ হয়, তবে নিয়ত তদ্দর্শন সুখে পরমানন্দে কালযাপন করিবে। ইত্যাদি।

আশ্রমবাসী—আশ্রমে বাসকারী; তপোবনে বাসশীল। আশ্রম—বস+ণিন্ ক—আশ্রম-বাসিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। স্ত্রীলিঙ্গে আশ্রমবাসিনী।

আশ্রমস্থ—আশ্রমে স্থিত, তপোবনে অবস্থিত। আশ্রম—স্থা+ড ক। বিণ; ত্রি।

আশ্রমিক—আশ্রমী, আশ্রমবাসী। আশ্রম শব্দ +ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

আশ্রমী—আশ্রমবিশিষ্ট; আশ্রমস্থ। আশ্রম শব্দ +ইন্ অস্ত্যর্থে—আশ্রমিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

আশ্রয়—১। অবলম্বন; ব্যপদেশ; সামীপ্য। আ—শ্রি (সেবা করা)+অল্ ভা। ২। গৃহ; আধার; বিষয়; কারণ; রক্ষক; সহায়। আ—শ্রি+অল্ র্ম্ম। সং; পু। বিশেষণে আশ্রিত, আশ্রয়ী।

আশ্রয়ণ—আশ্রয় দেখ। আ—শ্রি (সেবা করা) অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আশ্রয়ণীয়—আশ্রয়যোগ্য, যাহাকে আশ্রয় করা যায় এরূপ। আ—শ্রি (সেবা করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আশ্রয়দাতা—(আশ্রয়দাতৃ)। আশ্রয় দানকর্ত্তা, যিনি আশ্রয় দান করেন। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আশ্রয়দাত্রী।

আশ্রয়দান—আশ্রয় দেওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আশ্রয়প্রার্থী—(আশ্রয়প্রার্থিন্)। যে আশ্রয় প্রার্থনা করে, শরণার্থী। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আশ্রয়প্রার্থিনী।

আশ্রয়ভূক্—আশ্রয়ভোক্তা, কাক চিল প্রভৃতি পক্ষী। আশ্রয় শব্দ—ভুজ (ভোজন করা) +ক্বিপ্ ক=আশ্রয়ভুজ্ শব্দ, ১মার ১বচন। সং ; পু।

আশ্রয়াশ—১। হুতাশন, অগ্নি। আশ্রয় শব্দ—অশ (ভোজন করা ও ব্যাপ্ত হওয়া)+অন্ ক। সং ; পু। ২। আশ্রয়নাশক ; আশ্রয়ব্যাপক। বিণ ; ত্রি।

আশ্রয়ী—আশ্রয়প্রাপ্ত, অবলম্বনপ্রাপ্ত। আশ্রয় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=আশ্রয়িন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

আশ্রব—১। প্রতিশ্রুতি, স্বীকার ; ক্লেশ। আ—শ্রু (শ্রবণ করা)+অল্ ভা। সং ; পু। ২। কথার বাধ্য, বশীভূত। আ—শ্রু+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

আশ্রিত—আশ্রয়প্রাপ্ত ; শরণাগত ; সেবক ; স্থিত। আ—শ্রি (সেবা করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আশ্রিতা। বিশেষ্যে আশ্রয়।

আশ্রিতবৎসল—শরণাগতবৎসল, শরণাগতের প্রতি বাৎসল্যযুক্ত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

আশ্রিতবাৎসল্য—শরণাগত ব্যক্তির প্রতি স্নেহ। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

আশ্রুত—শ্রুত ; প্রতিশ্রুত, অঙ্গীকৃত। আ—শ্রু (শ্রবণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আশ্রব।

আশ্লিষ্ট—১। আলিঙ্গিত। আ—শ্লিষ (আলিঙ্গন করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। ব্যাপ্ত ; সংসক্ত ; সংবদ্ধ। শ্লেষোক্তিবিশিষ্ট। আ—শ্লিষ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আশ্লেষ।

আশ্লেষ—আলিঙ্গন ; মিলন ; একদেশ সম্বন্ধ ; শ্লেষ। আ—শ্লিষ (আলিঙ্গন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে আশ্লিষ্ট।

আশ্ব—১। অশ্বসমূহ। অশ্ব শব্দ+ষ্ণ। সং ; ক্লী। ২। অশ্ববাহ্য ; অশ্বসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি।

আশ্বত্থ—১। অশ্বত্থসম্বন্ধীয়। অশ্বত্থ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। অশ্বত্থ ফল। সং ; ক্লী।

আশ্বমেধিক—অশ্বমেধসম্বন্ধীয় ; মহাভারতের অন্তর্গত অশ্বমেধাধিকৃত (পর্ব্ববিশেষ)। অশ্বমেধ শব্দ+ষ্ণিক। [অশ্বমেধ দেখ]। বিণ ; ত্রি।

আশ্বযুজ—১। আশ্বিন মাস। অশ্বযুক্ত+ষ্ণ। সং ; পু। ২। আশ্বিন মাসসম্বন্ধীয়। বিণ।

আশ্বযুজী—আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা। আশ্বযুজ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

আশ্বলায়ন—বেদ-স্মৃতি-প্রণেতা জনৈক ঋষি। ["ইনি স্বীয় গুরু শৌনক-প্রণীত আর্য্যানুক্রমণি প্রভৃতি দশখানি সূত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া কর্ম্মজ্ঞ হইয়াছিলেন, এবং দ্বাদশ-অধ্যায়যুক্ত শ্রৌতসূত্র, চতুরাধ্যায়িক গৃহসূত্র, এবং ঐতরেয় আরণ্যকের চতুর্থ আরণ্যক প্রণয়ন করেন"]। অশ্বলায়ন শব্দ+ষ্ণ। সং ; পু।

আশ্বস্ত—আশ্বাসপ্রাপ্ত। আ—শ্বস (শ্বাসপ্রশ্বাস করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আশ্বাস।

আশ্বাস—আশা-প্রদান ; প্রবোধন ; সান্ত্বনা ; অনুনয় ; বিক্রম ; পরিচ্ছেদ। আ—শ্বস (শ্বাস প্রশ্বাস করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে আশ্বস্ত, আশ্বাসিত।

আশ্বাসক—আশ্বাসদাতা ; সান্ত্বনাবিধায়ক। আ—ণিজন্ত শ্বস বা শ্বাসি (শ্বাসপ্রশ্বাস করান)+ণক ক। বিণ ; পু।

আশ্বাসন—আশ্বাসপ্রদান ; আশাদান। আ—ণিজন্ত শ্বস বা শ্বাসি+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আশ্বাসিত—আশ্বাস প্রাপিত ; প্রবোধিত ; অনুনীত। আ—ণিজন্ত শ্বস বা শ্বাসি+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আশ্বিন—স্বনামখ্যাত মাস। অশ্বিনী শব্দ+ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্=আশ্বিনী অর্থাৎ অশ্বিনীনক্ষত্র যুক্তা পূর্ণিমা। আশ্বিনী শব্দ+ষ্ণ। সং ; পু। [এই মাসে সূর্য্য কন্যা রাশিস্থ হন। এই মাসে জন্মিলে,—

রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ কাব্যকলাবিদগ্ধঃ
স্যাদ্দভগর্ভাগ্র সুতীক্ষ্ণবুদ্ধিঃ।
সুখী বদান্যো বহুমানশালী।
ভক্তো ভবেদাশ্বিনমাসজন্মা।

অর্থাৎ আশ্বিন মাসে জাত ব্যক্তি রাজার প্রিয়, কাব্যকলায় সুপণ্ডিত, সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুখী, দাতা ও অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত হয়।

আশ্বিনী—আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা। সং ; স্ত্রী। আশ্বিন দেখ।

আশ্বিনেয়—অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নাসত্য, দস্র [অশ্বিনীকুমার দেখ] ; মাদ্রীতনয়, নকুল সহদেব (কেননা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে ইহাঁদের জন্ম)। অশ্বিনী শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

আশ্বীন—অশ্বের একদিন গম্য (পথ), একদিনে ঘোড়া যতটা পথ যাইতে পারে। অশ্ব শব্দ+ঈন। বিণ ; ত্রি।

আশ্বীয়—১। অশ্বসম্বন্ধীয়। অশ্ব শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। অশ্বসমূহ। সং ; ক্লী।

আষাঢ়—স্বনামপ্রসিদ্ধ মাস, বাঙ্গালা বৎসরের তৃতীয় মাস ; দণ্ড ; পলাশদণ্ড। আষাঢ়া শব্দ+ষ্ণ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্=আষাঢ়ী (আষাঢ়া-যুক্ত পূর্ণিমা)। তাহা আছে যাহাতে এই অর্থে আষাঢ়ী+ষ্ণ। সং ; পু। [এই মাসে সূর্য্য মিথুন রাশি গত হন। ইহাতে পূর্ব্ব বা উত্তরাষাঢ়াযুক্ত পৌর্ণমাসী হয়। এই মাসে জন্মিলে ;—

"অনল্পজল্পী প্রমদাভিলাষী
প্রমাদশীলো গুরুবৎসলশ্চ
বহুব্যয়ো মন্দহুতাশনঃ স্যাৎ
আষাঢ়মাস প্রভবো মনুষ্যঃ।

অর্থাৎ আষাঢ় মাসে জাত ব্যক্তি কুভাষী, প্রমদাভিলাষী, অনবধান, গুরুর প্রতি ভক্তিমান্, বহুব্যয়শীল ও মন্দাগ্নি হয়।

আষাঢ়া—নক্ষত্রবিশেষ, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র। আ—সহ (সহ্য করা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, নিপাতনে সিদ্ধ। সং ; স্ত্রী। [আষাঢ় দেখ।

আষাঢ়ী—আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা। সং ; স্ত্রী।

আস—১। আসন ; উপবেশনস্থান। আস (উপবেশন করা)+ঘঞ্ অধি। ২। ধনুক। অস (ক্ষেপণ করা)+ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

আসক্ত—১। অনুরক্ত ; সংসক্ত ; লগ্ন। আ—সন্‌জ (সঙ্গ করা)+ক্ত ক্ত। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আসক্তি, আসঙ্গ। ২। নিরন্তর, সতত। ব্য।

আসক্তি—অনুরাগ ; সঙ্গ ; অভিনিবেশ ; ভোগাভিলাষ। আ—সন্‌জ (সঙ্গ করা) +ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে আসক্ত।

আসঙ্গ—আসক্তি দেখ। আ—সন্‌জ (সঙ্গ করা) +ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

আসঙ্গলিপ্সা—সহবাস-স্পৃহা, অন্যের সহিত একত্র বা সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিবার ইচ্ছা। ৬তৎ। আসঙ্গ শব্দ—সনন্ত লভ (লাভ করিবার ইচ্ছা করা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

আসত্তি—সন্নিধি, নৈকট্য ; মিলন ; লাভ ; বুদ্ধির অবিচ্ছেদ ; (ব্যাকরণে) বাক্যবিন্যাসে যোগ্য ও সাকাঙ্ক্ষ পদসমূহের অব্যবধানে বিদ্যমানতা, যথা—"রাম বনে" এই কথা এখন বলিয়া দীর্ঘকাল পরে "গমন করিয়াছিলেন" বলিলে আসত্তির অভাববশতঃ বাক্য হয় না, কিংবা "রাম গমন ছিলেন করিয়া বনে" ইত্যাকাররূপে পদস্থাপন করিলেও বাক্য হয় না। আ—সদ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

আসন—১। বসিবার স্থান, পীঠ, পিঁড়ি, কম্বল, চৌকি, চেয়ার, বেঞ্চ, ইত্যাদি ; হস্তিস্কন্ধ।

আস (উপবেশন করা) + অনট্ অধি। ২। উপবেশন, বসা; জিগীষু ও শত্রুর পরস্পর কালপ্রতীক্ষার্থ অবস্থান; পদ্মাসনাদি উপবেশনবিশেষ, ইহা অষ্টাঙ্গ যোগের তৃতীয় যোগ এবং পঞ্চ প্রকার, যথা—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন, বীরাসন। আস + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আসীন। [দুই পাদতল দুই উরুর উপরিভাগে বিন্যস্ত করিয়া ব্যুৎক্রমে হস্তদ্বয় দ্বারা অঙ্গুষ্ঠদ্বয় বন্ধ করিবে (ধারণ করিবে), ইহাকে পদ্মাসন কহে। ইহা যোগিগণের অতি প্রিয়।

দুই পাদতল জানু ও উরুর মধ্যে সম্যগ্ভাবে রাখিয়া সরল দেহ হইয়া মন্ত্রাদি জপ করিবে। ইহাকে পণ্ডিতেরা স্বস্তিকাসন বলেন।

গুল্ফযুগ্ম পাদগ্রন্থিদ্বয় সীবনীর (লিঙ্গমূল হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত যে সেলাই আছে তাহার। পার্শ্বদ্বয়ে স্থিরভাবে রাখিবে এবং বৃষণের অধোদেশে হস্তদ্বয় দ্বারা পাদপার্ষ্ণি বন্ধন করিবে। ইহাকে যোগীরা ভদ্রাসন বলেন।

পাদদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলি প্রত্যঙ্মুখ করিয়া পাদদ্বয় যথাক্রমে উরুদ্বয়ে বিন্যস্ত করিবে, এবং তাহাতে করদ্বয় স্থাপন করিবে, এই অত্যুৎকৃষ্ট আসনকে বজ্রাসন বলে।

এক পদ অধঃস্থিত এবং অন্য পদ উরুদেশে বিন্যস্ত করিয়া সরল শরীরে অবস্থিতি করিবে, ইহাকে বীরাসন বলে]।

আসনবন্ধ—যোগশাস্ত্রোক্ত পদ্মাসনাদি উপবেশন বিন্যাস। ৬তৎ। সং; পু।

আসন্দী—ক্ষুদ্রখট্বা; চৌকি; আসন। আস (উপবেশন করা) + দ অধি, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

আসন্ন—নিকটস্থ, সন্নিহিত; উপস্থিত। আ—সদ (গমন করা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

আসন্নকাল—মুমূর্ষুসময়, মৃত্যুকাল; বিপৎকাল। কর্ম্মধা। সং; পু।

আসন্নমৃত্যু—১। যাহার মরণকাল নিকটবর্ত্তী। বহু। বিণ। ২। মরণের নিকটবর্ত্তিতা। আসন্ন যে মৃত্যু, কর্ম্মধা। সং; পু।

আসমুদ্র—সমুদ্র পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ব্য।

আসমুদ্রকরগ্রাহী—(আসমুদ্রকরগ্রাহিন্)। সম্রাট্, রাজচক্রবর্ত্তী, যিনি সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ হইতে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। সং; পু। [বিণ।

আসল—প্রকৃত, মূল, খাঁটি। যাবনিক শব্দ।

আসর—১। রাক্ষস। আ—সৃ (হিংসা করা) + অন্ ক। সং; পু। ২। সভা, মজলিস। যাবনিক শব্দ। সং।

আসব—চোয়ান মাদকদ্রব্য, মদিরা মদ্য; মধু। আ—সু (প্রসব করা) + অল্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

আসবদ্রু—তালবৃক্ষ। আসবজনক দ্রু (বৃক্ষ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

আসবপায়ী—মদ্যপায়ী। আসব (মদ্য) শব্দ—পা (পান করা) + ণিন্ ক = আসবপায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি।

আসবসেবী—সুরাপায়ী, যে নিরন্তর সুরা পান করে। আসব—সেব + ণিন্ ক শীলার্থে = আসবসেবিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ।

আসবাব—গৃহসামগ্রী; গৃহসজ্জার জিনিস। যাবনিক শব্দ। সং।

আসাদন—সন্নিধান; স্থাপন; পঁহুছন; প্রাপ্তি। আ—ণিজন্ত সদ বা সাদি (গমন করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আসাদিত।

আসাদিত—প্রাপ্ত; সন্নিধাপিত; সম্পাদিত। আ—ণিজন্ত সদ বা সাদি (গমন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আসাদন।

আসামী—প্রজা; কৃষক; প্রতিবাদী (defendant or accused)। যাবনিক শব্দ।

আসার—১। বৃষ্টিপাত; প্রবেশ; প্রসরণ; শত্রুকে বেষ্টন; বিস্তার। আ—সৃ (গমন করা) + ঘঞ্ ভা। ২। জলকণা; সুহৃদ্সম্পদ্। আ—সৃ + ঘঞ্ ক। সং; পু।

আসিকা—স্থিতি, অবস্থান। আস দেখ। আস শব্দ + কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

আসিত—১। উপবিষ্ট; স্থিত। আস (উপবেশন করা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। উপবেশন। আস + ক্ত ভা। ৩। আসন, বসিবার স্থান। আস + ক্ত অধি। সং; ক্লী। ৪। অসিতমুনির পুত্র, ইনি শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর। অসিত শব্দ + ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

আসিদ্ধ—বিচারকের আদেশানুসারে ধৃত। আ—সিধ (গমন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আসিধার—যুবকযুবতীর একত্রে অবিকৃতচিত্তে অবস্থানরূপ ব্রত। অসিধারা + ষ্ণ। সং; ক্লী।

আসীন—উপবিষ্ট; উদ্যোগশূন্য, অনুদ্যোগী। আস (উপবেশন করা) + শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আসীনা।

আসুতি—প্রসব; মদ চোয়ান। আ—সু (প্রসব করা) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

আসুর—১। অসুরসম্বন্ধীয়; নিন্দিত, গর্হিত; অপবিত্র; ভয়ঙ্কর। অসুর শব্দ + ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। বিবাহবিশেষ, কন্যাকে ও কন্যার আত্মীয়স্বজনকে অর্থপ্রদানপূর্ব্বক কন্যাপরিণয় [বিবাহ দেখ]। সং; পু। [বিণ।

আসুরিক—অসুরসম্বন্ধীয়। অসুর শব্দ + ষ্ণিক।

আসুরী—১। শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ি সংহিতান্তর্গত ছন্দোবিশেষ; অসুরভোগ্যা; রাজিকা, রাই সরিষা। অসুর শব্দ + ষ্ণ ইদমর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। জনৈক মুনি। ইনি সাংখ্য-প্রণেতা কপিলের শিষ্য।

আসেচন—১। সম্যক্ সেক। আ—সেচ (সেচন করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। অতি তৃপ্তিকর, যাহাকে দেখিয়া তৃপ্তির শেষ হয় না। অসেচন শব্দ + ষ্ণ স্বার্থে। বিণ; ত্রি।

আসেচনক—অসেচনক; অতিতৃপ্তিকারক। অসেচন শব্দ + কণ্। বিণ; ত্রি।

আসেধ—অবরোধ; প্রতিষেধ। আ—সিধ (গমন করা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে আসিদ্ধ। [+ য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আসেধ্য—অবরোধযোগ্য; প্রতিষেধ্য। আ—সিধ

আসেবা—সম্যগ্রূপে সেবা; পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি। আ—সেব + অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিশেষণে আসেবিত।

আস্কন্দন—আক্রমণ; আস্ফালন; যুদ্ধ; তিরস্কার; শোষণ; হনন; ধাবন; অশ্বের গতিবিশেষ। আ—স্কন্দ (গমন করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আস্কন্দিত—অশ্বের দ্রুতগতিবিশেষ। আ—ণিজন্ত স্কন্দ বা স্কন্দি + ক্ত ভা। সং; ক্লী।

আস্তর—আস্তরণ [আস্তরণ দেখ]। আ—স্তৃ (বিস্তার করা) + অল্ র্ম্ম। সং; পু।

আস্তরণ—শয্যা; শয্যার উত্তরচ্ছদ, বিছানার চাদর; কম্বল; হস্তিপৃষ্ঠস্থ কম্বলাদি; উত্তরীয় বস্ত্র। আ—স্তৃ (বিস্তার করা) + অনট্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

আস্তিক—ঈশ্বরবাদী; পরলোকবাদী। অস (হওয়া, থাকা) + তিপ = অস্তি (আছে); অস্তি শব্দ + কণ্ = আস্তিক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আস্তিক্য, আস্তিকতা। বিপরীতার্থক শব্দ নাস্তিক।

আস্তিক, আস্তীক—জনৈক মুনি। ইঁহার পিতার নাম জরৎকারু, বাসুকির ভগিনী জরৎকারু (মনসাদেবী) ইঁহার জননী। কথিত আছে যে, জরৎকারু (অর্থাৎ মনসাদেবী) স্বামীর নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলে জরৎকারু মুনি "অস্তি" (অর্থাৎ আমার ঔরসে তোমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে) বলিয়া চলিয়া যান; সেই হেতু ইঁহার নাম "আস্তিক"। অর্জ্জুনতনয় মহারাজ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপে তক্ষকদংশনে মৃত্যু হওয়ায়, তৎপুত্র জনমেজয় সর্পযজ্ঞ করিয়া নাগকুল নির্ম্মূল করিতে আরম্ভ করিলে, সর্প-রাজ বাসুকি স্বীয় ভগিনীর দ্বারা আস্তিককে সমুদায় জ্ঞাপন করান। আস্তিক যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া জনমেজয়কে সন্তুষ্ট করিয়া যজ্ঞ হইতে বিরত করেন। অতঃপর জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, আস্তিক বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছিলেন। আস্তিক দেখ। আস্তীক = অস্তি শব্দ (আছে) + ষ্ণিক। সং; পু।

আস্তিকতা—আস্তিক দেখ। আস্তিক শব্দ + তা ভাবে।

আস্তিক্য—আস্তিকতা, আস্তিক ব্যবহার। আস্তিক শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

আস্তীর্ণ—বিস্তীর্ণ ; বিস্তারিত ; আচ্ছাদিত ; পীড়িত। আ–স্তৃ (বিস্তার করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আস্তরণ।

আস্তৃত—বিস্তৃত ; প্রীণিত ; রক্ষিত। আ–স্তৃ (বিস্তৃত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আস্থা—১। অবলম্বন ; স্থিতি ; শ্রদ্ধা ; অপেক্ষা ; আদর ; মনোযোগ। আ–স্থা (থাকা)+ঙ ভা। ২। অস্থান, সভা। আ–স্থা+ঙ অধি। সং ; স্ত্রী। বিপরীতার্থক শব্দ অনাস্থা।

আস্থান—১। আস্থা ; স্থিতি। আ–স্থা (থাকা) +অনট্ ভা। ২। সভা। আ–স্থা+অনট্ অধি। সং ; ক্লী। বিশেষণে আস্থিত।

আস্থায়ী—সঙ্গীতের মুখবন্ধ, সঙ্গীতের প্রথম চরণ। [সঙ্গীতের চারি চরণের মধ্যে প্রথম চরণের নাম আস্থায়ী, দ্বিতীয় চরণের নাম অন্তরা, তৃতীয় চরণের নাম সঞ্চারী এবং ৪র্থ চরণের নাম আভোগ]।

আস্থিত—১। অধিষ্ঠিত ; আক্রান্ত ; ব্যাপ্ত। আ–স্থা+ক্ত র্ম্ম। ২। আশ্রিত ; প্রাপ্ত ; আরূঢ়। আ–স্থা (থাকা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ৩। স্থিতি। আ–স্থা+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

আস্পদ—১। স্থান ; আধার, পাত্র ; পদ। আ–পদ (গমন করা)+অল্ অধি, সুমাগম। ২। প্রতিষ্ঠা ; প্রভুত্ব ; কার্য্য। আ–পদ+অল্ ভা। সং ; ক্লী।

আস্পন্দন—কম্পন, স্পন্দন। আ–স্পন্দ (কাঁপা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

আস্পর্দ্ধা—আস্ফালন ; পরাভিভবেচ্ছা ; মাৎসর্য্যপ্রকাশ ; প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আ–স্পর্দ্ধ (স্পর্দ্ধা করা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে আস্পর্দ্ধী।

আস্পর্দ্ধী—আস্পর্দ্ধাকারী। আ–স্পর্দ্ধ (স্পর্দ্ধা করা)+ণিন্ ক = আস্পর্দ্ধিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আস্পর্দ্ধিনী।

আস্ফাল—হস্তীর কর্ণসঞ্চালন। আ–ণিজন্ত স্ফল বা স্ফালি+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

আস্ফালন—তাড়ন ; ধুনন ; সংঘর্ষ ; আস্ফোৎকর্ষখ্যাপন, গর্ব্বপ্রকাশ ; কোপপ্রকাশ। আ–ণিজন্ত স্ফল বা স্ফালি (গমন করান) অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে আস্ফালিত।

আস্ফালিত—চালিত ; তাড়িত। আ–ণিজন্ত স্ফল বা স্ফালি+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আস্ফালন।

আস্ফোট—মল্লদিগের তালঠোকা ; সংঘর্ষজনিত শব্দ ; আঘাত। আ–স্ফুট (ফোটা)+অল্ ভা। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

আস্ফোটন—আস্ফোট দেখ। অনট্ প্রত্যয়।

আস্ফোটনী—বেধনিকা ; ইহাকে চলিত ভাষায় তুরপুন, ভ্রমর বা ভোমর ইত্যাদি বলে। আ–স্ফুট+ণিচ্+অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

আস্য—বক্ত্র ; মুখ ; মুখমধ্য। অস (ক্ষেপণ করা)+ঘ্যণ্ অধি ; অথবা আ–স্যন্দ (যাওয়া)+ড অধি। সং ; ক্লী।

আস্যলাঙ্গল—শূকর। বহু। সং ; পু।

আস্যলোম—শ্মশ্রু, দাড়ি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

আস্যা—১। মুখস্থিতা জিহ্বা। আস্য শব্দ+ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। স্থিতি। আস (উপবেশন করা)+ঘ্যণ্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

আস্যাসব—মুখামৃত, লালা, থুথু। সং ; পু।

আস্রব—১। দুঃখ, ক্লেশ। আ–স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+অল্ ণ। ২। ক্ষরণ।...+অল্ ভা। সং ; পু।

আস্বনিত—১। সম্যক্ শব্দিত। আ–স্বন (শব্দ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। সম্যক্ শব্দ। আ–স্বন+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

আস্বাদ—১। মধুরাদি রস। আ–স্বদ (আস্বাদন করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। আস্বাদন ; পান ; ভোজন। আ–স্বদ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে আস্বাদিত।

আস্বাদক—স্বাদগ্রহণকারী। আ–ণিজন্ত স্বদ বা স্বাদি+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

আস্বাদন—স্বাদগ্রহণ, রসানুভব, চাকা ; পান ; ভোজন। আ–ণিজন্ত স্বদ বা স্বাদি (আস্বাদন করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে আস্বাদিত।

আস্বাদনীয়—স্বাদগ্রহণযোগ্য। আ–ণিজন্ত স্বদ বা স্বাদি+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আস্বাদিত—যাহার স্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ ; পীত ; ভুক্ত। আ–ণিজন্ত স্বদ বা স্বাদি (আস্বাদন করা)+ক্ত । বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আস্বাদন।

আস্বাদ্য—আস্বাদনীয়, স্বাদগ্রহণযোগ্য। আ–ণিজন্ত স্বদ বা স্বাদি+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

আহত—আঘাতপ্রাপ্ত ; প্রহৃত ; তাড়িত ; গুণিত ; জ্ঞাত ; দগ্ধ ; মৃষার্থক (বাক্য), যথা—'আমি বন্ধ্যার পুত্র'। আ–হন (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে আঘাত। ২। নববস্ত্র ; জীর্ণবস্ত্র। সং ; ক্লী। ৩। ঢক্কা। সং ; পু।

আহতলক্ষণ, আহিতলক্ষণ—গুণ দ্বারা খ্যাত। আহত (গুণিত) হইয়াছে লক্ষণ যাহার, আহিত (স্থাপিত) হইয়াছে লক্ষণ (সুলক্ষণ) যাহাতে, বহু ; বিণ ; ত্রি।

আহতি—আঘাত ; তাড়ন ; গুণন। আ–হন (বধ করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

আহম্মদ—ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত। ইঁহার পিতৃপুরুষেরা সিন্ধুপ্রদেশবাসী ছিলেন। দিল্লীর প্রথিতনামা সম্রাট্ আকবরের গুণগ্রাহিতার কথা শুনিয়া আহম্মদ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া আকবরের সভায় আগমন করেন (১৫৮২ খ্রীঃ)। ইতঃপূর্ব্বে ইনি 'খুলাসাৎ উল্ হয়াৎ' নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সম্রাট্ ইঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে 'তারিখি অল্ফি'র সঙ্কলনভার অর্পণ করিলেন, এবং ইঁহার যথেষ্ট আদর করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কতকগুলি ঈর্ষ্যাপরায়ণ লোকে মনে মনে ইঁহার বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। মির্জা ফুলাদ নামক এক ব্যক্তি একদা গভীর নিশীথে আহম্মদকে আহ্বান করিল। সরলচিত্ত আহম্মদ তাহার সহিত গমন করিলেন। দুর্বৃত্ত লাহোরের পথে মোল্লার প্রাণবধ করিল। আকবর এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন, এবং মির্জা ফুলাদকে হস্তিপদতলে মর্দ্দিত করিয়া তাহার প্রাণবধের আজ্ঞা দিলেন।

আহম্মদ খাঁ—(সার সৈয়দ)। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর ইনি দিল্লী সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মধ্য এশিয়া হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে বাস করেন এবং মোগলসম্রাট্দিগের অধীনে উচ্চ পদে আসীন থাকেন। ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে আহম্মদ খাঁ ইংরাজ সরকারের অধীনে কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে সব-জজের পদে ক্রমে ক্রমে উন্নীত হন। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় ইনি ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে ইনি ইংলণ্ডে যান। ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে ইনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং পর বৎসর আলিগড়ের এংগ্লো ওরিয়েণ্টাল (Anglo-oriental) কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে যত্নবান্ হন। এই কলেজ ইঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি এবং মুসলমানগণের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত চিন্তার ফল। ইনি উত্তর-পশ্চিম গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার, পরে ১৮৭৮ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে নিযুক্ত থাকিয়া অনেক হিতকর কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ ইনি কে, সি, এস, আই, উপাধি লাভ করেন। ইনি প্রত্নতত্ত্বানুরাগী ও শিক্ষা-সংস্কারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহার সময়ে ইনি মুসলমান-সমাজের একজন ক্ষমতাশালী মুখপাত্র বলিয়া গণ্য হইতেন। অনেক প্রয়োজনীয় ইংরাজি গ্রন্থ ইনি উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদিত করাইয়াছেন। ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে ইনি প্রত্নতত্ত্ব হিসাবে দিল্লীর

একখানি ইতিহাস লেখেন। "মুসলমানেরা ধর্ম্মতঃ মহারাণীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য কিনা?" এই মর্ম্মে হণ্টার সাহেব একখানি পুস্তক লেখেন। সৈয়দ আহম্মদ ইহার একটী উত্তর প্রণয়ন করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে মার্চ্চ ইনি লোকান্তরিত হন। একটি বক্তৃতা উপলক্ষে ইনি বলিয়াছিলেন, "হিন্দু ও মুসলমান একটি সুন্দরী রমণীর চক্ষুদ্বয়স্বরূপ; একটি চক্ষু আঘাত পাইয়া নষ্ট হইলে, অপরটিও নষ্ট হইবে"। ইহাতে ইঁহার রাজনৈতিক মতের উদারতার আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার পুত্র সায়েদ মামুদ এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে।

আহর—১। আহরণ। আ—হৃ (হরণ করা) + অল্ ভা। সং; পু। ২। আহরণকারী। আ—হৃ + অন্ ক। বিণ; ত্রি।

আহরণ—সংগ্রহ, সঞ্চয়; আনয়ন; আয়োজন। আ—হৃ (হরণ করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আহৃত।

আহরণীয়—আহরণযোগ্য। আ—হৃ (হরণ করা) + অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

আহর্ত্তা—আহরণকর্ত্তা, সংগ্রাহক, সঙ্কলয়িতা। আ—হৃ (হরণ করা) + তৃন্ ক = আহর্ত্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আহর্ত্রী।

আহব—১। যুদ্ধ, সংগ্রাম। আ—হ্বে (আহ্বান করা) + অল্ অধি, নিপাতনে। ২। যজ্ঞ। আ—হু (হোম করা) + অল্ অধি। পু।

আহবনীয়—যজ্ঞাগ্নিবিশেষ। আ—হু (হোম করা) + অনীয় অধি। সং; পু। [ব্য।

আহা—খেদ বা আক্ষেপসূচক শব্দ। দেশজ।

আহার—১। ভোজন; সংগ্রহ, আহরণ; বহন। আ—হৃ (হরণ করা) + ঘঞ্ ভা। ২। ভক্ষ্যবস্তু। আ—হৃ + ঘঞ্ র্ম্ম বা অপা। সং; পু। [যাহাতে আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্দ্ধন করে, যাহা উৎকৃষ্ট রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, স্থির ও প্রিয় তাহাই সাত্ত্বিক জনের প্রিয় বলিয়া সাত্ত্বিক আহার শব্দে কথিত হয়।

যাহা কটু, অম্ল, লবণ, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, বিদাহী, সুতরাং দুঃখ শোক ও পীড়া দায়ক, তাদৃশ আহার রাজসের ইষ্ট বলিয়া রাজসিক বলিয়া খ্যাত।

যাহা এক প্রহরের অধিক কাল পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছে, যাহার রস গত হইয়াছে অর্থাৎ যাহা শুকাইয়া গিয়াছে বা বিকৃত হইয়াছে, যাহা দুর্গন্ধযুক্ত, পর্য্যুষিত (বাসী), উচ্ছিষ্ট, এবং অপবিত্র, তাদৃশ আহার তামসপ্রিয়]। [স্ত্রী।

আহারনিদ্রা—ভোজন ও নিদ্রা। দ্বন্দ্ব; সং;

আহারপুষ্ট—ভোজন দ্বারা পুষ্টপ্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

আহারপ্রিয়—ভোজনানুরাগী, আহার করিতে ভালবাসে এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি।

আহারবিহার—ভোজন ও ক্রীড়া। দ্বন্দ্ব। সং; পু। [বঙ্গীয় রীতিতে "আহার বিহার" পদে ভোজনাদি ক্রিয়া বুঝায়। কারণ প্রায় সমার্থক শব্দের পর সংযোগ এই প্রণালীর অভিমত]।

আহারার্থী—ভোজনপ্রার্থী, ভোজনাভিলাষী। আহারের অর্থী (প্রার্থী), ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে আহারার্থিনী।

আহারী—ভোজনপটু, যে বিলক্ষণ খাইতে পারে। আহার শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = আহারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

আহার্য্য—আহরণীয়; আহারীয়, ভোজ্য; যত্নসাধ্য; কৃত্রিম, অস্বাভাবিক; আরোপিত। আ—হৃ (হরণ করা) + ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি

আহাব—১। কূপসমীপবর্ত্তী ক্ষুদ্র জলাশয়; যুদ্ধ; বহ্নি। আ—হ্বে (আহ্বান করা) + ঘঞ্ অধি। ২। আহ্বান। আ—হ্বে + ঘঞ্ ভা। ৩। দ্রোণকলস। আ—হ্বে + ঘঞ্ ণ। সং; পু।

আহিত—স্থাপিত; ন্যস্ত; নিষিক্ত; আরোপিত। আ—ধা (ধারণ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আধান।

আহিতলক্ষণ—আহতলক্ষণ দেখ।

আহিতাগ্নি—অগ্নিহোত্রী, সাগ্নিক। আহিত হইয়াছে অগ্নি যৎকর্ত্তৃক, বহু। সং; পু। [আহিতাগ্নি প্রভৃতি পদে পূর্ব্বপদের পরনিপাত বিকল্পে হয়, সুতরাং অগ্ন্যাহিতও হইবে]।

আহিতুণ্ডিক—সাপুড়ে। অহিতুণ্ড দেখ। অহিতুণ্ড শব্দ (সর্পমুখ) + ষ্ণিক। সং; পু।

আহুক—জনৈক নৃপতি। ইঁহার দুই পুত্র, দেবক ও উগ্রসেন। দেবক শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ মাতামহ; উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণের খুল-মাতামহ, কংসের পিতা।

আহুত—১। সম্যগ্রূপে হুত। আ—হু (হোম করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আহুতি। ২। গৃহস্থের করণীয় পঞ্চযজ্ঞ। আ—হু + ক্ত ভা। সং; ক্লী।

আহুতি—হোম, দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতাদি নিক্ষেপ। আ—হু (হোম করা) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে আহুত।

আহূত—যাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে, আমন্ত্রিত। আ—হ্বে + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আহূতি, আহ্বান।

আহূতি—আহ্বান, নিমন্ত্রণ; আমন্ত্রণ। আ—হ্বে (আহ্বান করা) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে আহূত।

আহৃত—সংগৃহীত, সঙ্কলিত; সঞ্চিত; আনীত; আয়োজিত। আ—হৃ (হরণ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আহরণ, আহার।

আহ্ন—১। দিনসমূহ। অহন্ শব্দ (দিন) + ষ্ণ। সং; ক্লী। ২। দৈনিক। বিণ; ত্রি।

আহ্নিক—১। দিনকৃত্য; দৈনিক। অহন্ শব্দ (দিন) + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। দৈনিক করণীয় সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য; নিত্যক্রিয়া; * গ্রন্থের অংশবিশেষ। সং; ক্লী।

* ১। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া সেই দিনের কর্ত্তব্যকর্ম্মসমূহ চিন্তা করিবে। অনন্তর মলমূত্রাদি ত্যাগ, মুখপ্রক্ষালন, ও দন্তধাবন করিবে। তৎপরে স্নান করিয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত আপনার ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে।

২। দ্বিতীয় যামার্দ্ধে ধর্ম্মশাস্ত্র অভ্যাস করিবে।

৩। তৃতীয় যামার্দ্ধে গুরু, দেবতা ও ধার্ম্মিকদিগকে প্রণাম করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিবে।

৪। ৪র্থ যামার্দ্ধে মধ্যাহ্ন স্নান, গাত্র মার্জ্জনাদি করিবে।

৫। ৫ম যামার্দ্ধে অতিথিকে ভোজন করাইবে অথবা ভিক্ষা দিবে। এবং যথাবিধি ভোজন করিবে।

৬। ৭। ৬ষ্ঠ ও ৭ম যামার্দ্ধে ইতিহাস পুরাণাদি শ্রবণ করিবে।

৮। ৮ম যামার্দ্ধে মৌলিক চিন্তা, সায়ংসন্ধ্যা, এবং ইষ্টদেবতাদি স্মরণ করিবে।

৯। রাত্রিকালে উপাসনা ও শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া অতিথি উপস্থিত থাকিলে তাহাকে অগ্রে ভোজন করাইবে, অনন্তর অবশ্য ভরণীয় পরিবারবর্গের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে।

১০। বিবাহিত না হইলে একাকী এবং বিবাহিত হইলে উপযুক্ত পত্নীর সহিত শয়ন করিবে।

শাস্ত্রকারগণ এইরূপ নিত্যক্রিয়ার বিধান করিয়াছেন।

আহ্নিকগতি—পৃথিবী আপন কক্ষপথে এক বৎসরে অর্থাৎ ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় সূর্য্যমণ্ডলকে ঘুরিয়া আসে, এবং এইরূপ ঘুরিবার সময়ে আপনার মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে সমস্ত দিবারাত্রে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আপনার দেহকে একবার আবর্ত্তন করে; এই আবর্ত্তনকে পৃথিবীর আহ্নিকগতি (Diurnal motion) বলে।

আহ্লাদ—আনন্দ, হর্ষ। আ—হ্লাদ (আহ্লাদিত হওয়া) + অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে আহ্লাদিত।

আহ্লাদক—আহ্লাদজনক, আনন্দকর। আ—ণিজন্ত হ্লাদ বা হ্লাদি+ণক ক। বিণ; ত্রি।

আহ্লাদন—প্রীণন, আহ্লাদজনন, প্রীতি, সন্তোষ। আ—ণিজন্ত হ্লাদ বা হ্লাদি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

আহ্লাদিত—আনন্দিত, হৃষ্ট, হর্ষযুক্ত। আহ্লাদ শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে আহ্লাদ।

আহ্লাদী—(আহ্লাদিন্)। সানন্দস্বভাব, সতত আনন্দ করাই যাহার প্রকৃতি। আহ্লাদ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে আহ্লাদিনী (=নিত্যানন্দা)।

আহ্বান—আমন্ত্রণ, ডাকা; সম্বোধন। আ—হ্বে (আহ্বান করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে আহূত।

আহ্বায়—১। আহ্বান, ডাকা। আ—হ্বে (আহ্বান করা)+ঘঞ্ ভা। ২। নাম, আখ্যা। আ—হ্বে+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

আহ্বায়ক—১। আহ্বানকারী। আ—হ্বে (আহ্বান করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। দূত। সং; পু।

ই—১। বাঙ্গালা বর্ণমালার তৃতীয় স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ২। কামদেব। অ (বিষ্ণু)+ঞি অপত্যার্থে। সং; পু। ৩। নিরাকরণ; নিন্দা; খেদ; কোপ; বিস্ময়; সম্বোধন। সংস্কৃত অব্যয়। ৪। কেবলার্থক; নিশ্চয়ার্থক; খেদপ্রকাশক। দেশজ। ব্য।

ইংরেজ—ইঙ্গ্রেজ দেখ।

ইঃ, ইস্—খেদ, ক্রোধ, বা বিস্ময়সূচক অব্যয়।

ইক্ষু—স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ, আক। ইষ (ইচ্ছা করা)+ক্সু র্ম্ম। সং; পু।

ইক্ষুকাণ্ড—কাশতৃণ; শরতৃণ। ইক্ষুর ন্যায় কাণ্ড যাহার, বহু। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

ইক্ষুগন্ধা—কাশতৃণ, কেশে; গোখুরী। বহু।

ইক্ষুচ্ছায়—আখসকলের ছায়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ইক্ষুমতী—নদীবিশেষ, সাঙ্কাশ্যনগরী ইহার তীরে অবস্থিত। মহাভারতের মতে এই নদী কুরুক্ষেত্রের মধ্যে। কনিংহাম সাহেব বলেন, ইহার অপর নাম ঈশানী।

ইক্ষুযন্ত্র—ইক্ষুর রসনিষ্পীড়ক যন্ত্র, আখমাড়া কল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ইক্ষুযোনি—পুড়ি আক। ৬তৎ। সং; পু।

ইক্ষুসার—আকের গুড়। ৬তৎ। সং; পু।

ইক্ষ্বাকু—১। ইনি সূর্য্যবংশীয় প্রথম নরপতি; বৈবস্বত মনুর ঔরসে তৎপত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়; ইনি অতিশয় প্রবলপ্রতাপ রাজা ছিলেন; ইঁহার শত পুত্র হইয়াছিল। ইনি অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ইনি মনুর নাসিকা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইক্ষু শব্দ—আ—কৃ (করা)+ডু ক। সং; পু। ২। কটু তুম্বী, তিত লাউ। সং; স্ত্রী।

ইঙ্গ—১। ইঙ্গিত; জ্ঞান। ইন্গ (গমন করা) ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। জঙ্গম; অদ্ভুত। বিণ; ত্রি।

ইঙ্গিত—চেষ্টিত, চেষ্টা; হৃদ্গতভাব; হৃদ্গত ভাবপ্রকাশক ভঙ্গি, ইসারা। ইন্গ (গমন করা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ইঙ্গিতজ্ঞ—ইঙ্গিত বুঝিতে সমর্থ, ইসারায় মনের কথা বুঝিয়া লইতে পারে এরূপ। ইঙ্গিত শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ইঙ্গিতজ্ঞা।

ইঙ্গুদ—তৈলপ্রদ তাপস-তরু, ইহার ফলের তৈল ঋষিরা ব্যবহার করিতেন। ইন্গ (গমন করা)+উ ভা=ইঙ্গু, ইঙ্গু শব্দ (গমন)—দা (দেওয়া)+ড ক; উপ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ইঙ্গুদী। [দেখ]। সং; ?

ইঙ্গুদী—তৈলপ্রদ বৃক্ষবিশেষ, ইঙ্গুদ। [ইঙ্গুদ

ইঙ্গুল—ইঙ্গুদী। সং; ক্লী। [সং; পু।

ইঙ্গ্রেজ, ইংরেজ—লণ্ডন দেশজাত জাতিবিশেষ।

ইছাই ঘোষ—অজয় নদের তীরবর্ত্তী ঢেঁকুর নামক জনপদের অধিপতি। ইনি জাতিতে গোপ, শক্তির উপাসক (সে সময়ে ঢেঁকুর, বঙ্গের পালবংশীয় রাজাদিগের অধীন ছিল। মহাশক্তির করুণাপ্রভাবে ইছাই স্বাধীন হইলেন, গৌড়রাজকে কর দিতে চাহিলেন না। গৌড়রাজ ইঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন,—যুদ্ধে গৌড়রাজ পরাজিত হইলেন। ইছাই ঘোষ বহুদিন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিলেন। এদিকে গৌড়রাজের ভাগিনেয় লাউসেন মহাযোদ্ধা হইয়া উঠিলেন। গৌড়রাজ ভাগিনেয়কে ইছাই ঘোষের দমনার্থ প্রেরণ করিলেন। দুই বীরে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। এবার ধর্ম্মবীর লাউসেনের জয় হইল,—ইছাই নিহত হইলেন। অজয় নদের পারে এখনও ইছাই ঘোষের রাজবাটীর চিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে। [ঘনরাম কৃত ধর্ম্মমঙ্গল]

ইচ্ছা—বাঞ্ছা, অভিলাষ; স্পৃহা। ইষ (ইচ্ছা করা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ইচ্ছু, ইচ্ছুক, ইচ্ছিত।

ইচ্ছাকৃত—যাহা ইচ্ছা করিয়াই করা হইয়াছে, যাহা হঠাৎ করা হয় নাই, জ্ঞানকৃত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [দেখ।

ইচ্ছাতন্ত্র রাজত্ব বা শাসনপ্রণালী—শাসনপ্রণালী

ইচ্ছাধীন—ইচ্ছার বশীভূত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ইচ্ছানুরূপ—ইচ্ছামত; যথাসাধ্য। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ইচ্ছানুসার—ইচ্ছার পশ্চাদ্গমন, অর্থাৎ যেরূপ ইচ্ছা তদনুরূপ করণ। ৬তৎ। সং; পু।

ইচ্ছাপূর্ব্বক—১। বাসনাপুরঃসর, অভিলাষ করিয়া। বহু। বিণ। ২। প্রায় সর্ব্বত্রই, ক্রি-বিণ।

ইচ্ছামত—ইচ্ছানুরূপ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ইচ্ছাময়—ইচ্ছাত্মক, অভিলাষময়। ইচ্ছা শব্দ+ময়ট্ তদ্রূপ অর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ইচ্ছাময়ী।

ইচ্ছামৃত্যু—১। ইচ্ছা না করিলে যাঁহার মৃত্যু হয় না এবং তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখনই তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে। ইচ্ছা দ্বারা মৃত্যু যাহার, অথবা ইচ্ছানুগত মৃত্যু যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ইচ্ছানুসারে মরণ। ইচ্ছানুগত মৃত্যু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ইচ্ছাযুক্ত—ইচ্ছাধীন। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ইচ্ছাবতী—স্পৃহাযুক্ত; কামুকা। ইচ্ছা শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ইচ্ছাবসু—কুবের। ইচ্ছানুগত বসু অর্থাৎ ধন যাহার, বহু। সং; পু।

ইচ্ছিত—ইচ্ছাযুক্ত, অভিলাষী। ইচ্ছা শব্দ+ইত। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ইচ্ছা।

ইচ্ছু—ইচ্ছাযুক্ত, অভিলাষী। ইষ (ইচ্ছা করা)+উ ক নিপাতনে সিদ্ধ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ইচ্ছা।

ইচ্ছুক—ইচ্ছু, ইচ্ছাযুক্ত। ইচ্ছু শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ইচ্ছা। সং; পু।

ইজ্জল—নিচুলবৃক্ষ; হিজল গাছ; জিউলি গাছ।

ইজ্য—১। দেবগুরু, বৃহস্পতি; বিষ্ণু; পরমেশ্বর; গুরু; শিক্ষক; পুষ্যানক্ষত্র। যজ (পূজা করা)+ক্যপ্ র্ম্ম। সং; পু। ২। পূজ্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ইজ্যা।

ইজ্যা—১। যজ্ঞ; দান; সঙ্গম, মিলন। যজ (পূজা করা)+ক্যপ্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। প্রতিমা; গুরু। যজ+ক্যপ্ র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ইড়া—ইক্ষ্বাকুকন্যা, বুধপত্নী, ইঁহার অপর নাম নাম ইলা [ইলা দেখ]; দক্ষকন্যা, কশ্যপ পত্নী; মনুকন্যা [ইড়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে;—"প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছায় মনু পাকযজ্ঞ করেন। যজ্ঞার্থ ঘৃত, নবনী ও আমিক্ষা জলে নিক্ষেপ করিলে তাহাতে সংবৎসর মধ্যে এক কন্যা উৎপন্ন হন, তাঁহার নিকট মিত্রাবরুণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে'? উত্তর হইল, 'মনুর কন্যা'। তাঁহারা পুনরপি বলিলেন, 'তুমি আমাদের'; কন্যা বলিলেন, 'না, যিনি আমাকে জন্ম দিয়াছেন, আমি তাঁহারই'। তথাপি তাঁহারা কন্যাকে পুনরায় চাহিলেন। তখন তিনি কোনও উত্তর না দিয়া মনুর নিকট গমন করিলেন। মনু জিজ্ঞাসা

করিলেন, 'তুমি কে' ? কন্যা উত্তর করিলেন, 'আমি আপনার তনয়া; আপনার ঘৃত, নবনী ও আমিক্ষা হইতে আমার জন্ম। আমাকে যজ্ঞে অর্পণ করুন, আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে'। অতঃপর সেই কন্যাকে লইয়া কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া মনু প্রজাপতি হইলেন"]। পৃথিবী; ধেনু; বাণী; স্বরা; শরীরের বামপার্শ্বস্থ রক্তবহা নাড়ীবিশেষ ["মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে সন্নিবিষ্ট চন্দ্রসূর্য্যাত্মক ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটী নাড়ী আছে; তাহারা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি এই তিনের গুণবিশিষ্ট। সাধকের পক্ষে ইড়া নাড়ী গঙ্গা, ও পিঙ্গলা যমুনাস্বরূপ। ঐ উভয় নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না সরস্বতীস্বরূপ। এই তিনের মিলনের নাম ত্রিবেণী; যোগিগণ এই ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিয়া সর্ব্বপাপ মুক্ত হন। যাঁহারা কামনাপূর্ব্বক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় ভবধামে আনিতে এইটীই যানস্বরূপ হন। সুষুম্না ব্রহ্মনাড়ী, উহাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত।] ইড় (গমন করা)+ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ইত—১। গত; প্রাপ্ত। ই+ক্ত ক। ২। জ্ঞাত; লব্ধ। ই+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ইতঃ (ইতস্ শব্দজ)—ইহা হইতে; এখান হইতে, এদিক হইতে; ইহাতে; এখানে, এদিকে। ইদম্ শব্দ (এই)+তস্, ৫মী বা ৭মী স্থানে। ব্য।

ইতঃপর—ইহার পর, অনন্তর। ৫তৎ। ব্য।

ইতঃপূর্ব্বে—ইহার পূর্ব্বে, অগ্রে বা আগে। ইদম্ শব্দ+তস্ ৫মী স্থানে=ইতঃ; পূর্ব্ব শব্দের যোগে ৫মী। ব্য।

ইতর—১। নীচ; পামর। ই শব্দ (কামনা) —তৃ (পার হওয়া)+অল্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। অন্য, ভিন্ন। বিণ; সর্ব্ব।

ইতরজাতি—১। নীচজাতি; মনুষ্যেতর জাতি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। নীচজাতীয়, মনুষ্যেতর জাতীয়। বহু। বিণ; ত্রি।

ইতরথা—অন্যথা, অন্যপ্রকার; নতুবা। ইতর শব্দ+থাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

ইতরবিশেষ—সামান্যবিশেষ, অল্প প্রভেদ; ভেদাভেদ, ভিন্নতা। দ্বন্দ্ব বা ৫তৎ। সং; পু।

ইতরেতর—অন্যোন্য; পরস্পর। দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি

ইতরেতরযোগ—দ্বন্দ্ব। ৬তৎ। সং; পু।

ইতরেতরাশ্রয়—পরস্পরকে আশ্রয় করা। ৬তৎ। সং; পু।

ইতরেতরাশ্রয়ী—পরস্পরাবলম্বী, যাহারা কার্য্যসাধনার্থ পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ করে। ইতরেতরাশ্রয় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

ইতরেদ্যুঃ—অপর দিনে, অন্য দিনে। ইতর শব্দ +এদ্যুস্। ব্য।

ইতস্ততঃ—এদিক্ সেদিক্; চারিদিক্। ইতঃ+ ততঃ; ইতঃ=ইদম্ শব্দ (এই)+তস্ ৭মী স্থানে; ততঃ=তদ্ শব্দ (সেই)+তস্ ৭মী স্থানে। ব্য।

ইতি—এই হেতু; এই প্রকার; ইহা; সমাপ্তি; প্রকরণ; উপক্রম; প্রকাশ; প্রকর্ষ। ই (গমন করা))+ক্তি ভা। ব্য।

ইতিকথা—ইহা কথা মাত্র, নিরর্থক কথন, উপকথা। সং; স্ত্রী।

ইতিকর্ত্তব্য—ইহাই কর্ত্তব্য, ইহাই করা উচিত বা আবশ্যক অথবা করার যোগ্য; কার্য্যসম্পাদনে আনুষঙ্গিকভাবে প্রয়োজনীয়। বিণ; ত্রি।

ইতিকর্ত্তব্যতা—'ইহাই কর্ত্তব্য' এইরূপ জ্ঞান। ইতিকর্ত্তব্য শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ়—কর্ত্তব্য অবধারণে অসমর্থ। ইতিকর্ত্তব্য দেখ; ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ইতিমধ্যে—ইহার মধ্যে, এমন সময়ে। গ্রাম্য। ব্য।

ইতিবৃত্ত—এই প্রকার চরিত্র; পূর্ব্ববৃত্তান্ত, ইতিহাস। সুপ্‌সুপা। সং; ক্লী।

ইতিহ—পরম্পরাগত উপদেশ, প্রাচীন কথা। ইতি (এবম্প্রকার)—হ (সমাচার), এই গাছে ভূত আছে এই প্রকার পরম্পরাগত প্রবাদ, ইহাই মৌলিক অর্থ। ব্য।

ইতিহাস—পুরাবৃত্ত; প্রাচীন আখ্যান; ইতিবৃত্ত; অষ্টাদশ শাস্ত্রান্তর্গত শাস্ত্রবিশেষ। ইতিহ দেখ। ইতিহ শব্দ—অস (নিক্ষেপ) +ঘঞ্ অধি। সং; পু।

মহাভারতের মতে, "যাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশ এবং পুরাবৃত্ত কথা আছে, তাহাই ইতিহাস"। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামীর মতে, "ঋষিপ্রোক্তাদি বহুবিধ আখ্যান, দেব ও ঋষিচরিত, এবং ভবিষ্যৎ অদ্ভুত ধর্ম্মকথাদি যাহাতে আছে, তাহাই ইতিহাস"। আধুনিক পাশ্চাত্য মতে, "জগতের অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনার বর্ণন দ্বারা সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি করাই ইতিহাসের উদ্দেশ্য"।

ইতিহাসজ্ঞ, ইতিহাসবেত্তা—ইতিহাস শাস্ত্রে পণ্ডিত, পুরাবৃত্ত বিষয়ে জ্ঞানী; ইতিহাস গ্রন্থের লেখক। উপ। বিণ; পু।

ইতিহাসবেদী—ইতিহাসজ্ঞ। উপ। বিণ; ত্রি। ইতিহাস—বিদ+ণিন্ ক। ১মার ১বচন।

ইতোমধ্যে—ইতিমধ্যে, ইহার মধ্যে। ব্য।

ইত্থম্—এবংবিধ, এই প্রকার। ইদম্ শব্দ (এই) +থম্ প্রকারার্থে। ব্য।

ইত্থম্ভূত—এবংভূত, ঈদৃশ; এই প্রকার জাত। ইত্থম্ শব্দ—ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

ইত্যবসরে—এই অবসরে, এই সুযোগে, এমন সময়ে, ইতিমধ্যে। কর্ম্মধা।

ইত্যাকার—এইরূপ। ইতি (ইহা) হইয়াছে আকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ইত্যাদি—এবং এইরূপ, এইরূপ আরও, এতৎ প্রভৃতি। ইতি হইয়াছে আদি যাহাদের, বহু। বিণ; ত্রি।

ইদম্—এই, ইহা, ইনি। ইন্দ (প্রভুত্ব করা)+ কম্ ক। সর্ব্ব; ত্রি।

ইদমীয়—এতৎসম্বন্ধীয়, এতদীয়। ইদম্ শব্দ (এই)+ঈয়। বিণ; ত্রি।

ইদানীন্তন—অধুনাতন, বর্ত্তমানকালীন; আধুনিক, সাম্প্রতিক, অনতিপূর্ব্বকালীন, নব্য, এখনকার, হালী। ইদানীম্ শব্দ+তন ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

ইদানীম্—সম্প্রতি, অধুনা, বর্ত্তমান সময়ে, এক্ষণে। ইদম্ শব্দ (এই)+দানীম্।

ইদাবৎসর—ত্রিশটী সূর্য্যোদয়ে যে মাস হয়, তাহার দ্বাদশ মাসে এক ইদাবৎসর হয়।

ইদ্ধ—১। প্রজ্বলিত; দীপ্ত; পরিষ্কৃত; অপ্রতিহত। ইন্ধ (দীপ্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। সমূহ। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

ইধ্ম—জ্বালানি কাষ্ঠ। ইন্ধ (দগ্ধ করা)+মক্ ণ।

ইধ্মবাহ—ঋষিবিশেষ; অগস্ত্যের পুত্র। সং; পু।

ইন—সূর্য্য; পতি; প্রভু; নৃপ, রাজা। ই (গমন করা)+নক্ ক। সং; পু।

ইনাম—পুরস্কার, পারিতোষিক। যাবনিক। সং

ইন্দম্বর—নীলপদ্ম। ৭তৎ। সং; ক্লী।

ইন্দারা—কূপ, ইঁদারা। সং।

ইন্দি, ইন্দী—লক্ষ্মী। ইন্দ (প্রভুত্ব করা)+ই ক। সং; স্ত্রী।

ইন্দিন্দির—ভ্রমর। সং; পু।

ইন্দিরা—লক্ষ্মী, কমলা। ইন্দ (প্রভুত্ব করা)+ ইর ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ইন্দিরামন্দির—বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ইন্দিরালয়—লক্ষ্মীর নিবাসস্থান; পদ্ম। ইন্দিরার আলয়, ৬তৎ। সং; পু।

ইন্দিরাবর—নীলোৎপল। সং; ক্লী।

ইন্দিবর, ইন্দীবর, ইন্দিবার, ইন্দীবার—নীলোৎপল, নীলপদ্ম। ইন্দির বা ইন্দীর (লক্ষ্মীর) বর (প্রিয়), ৬তৎ; দ্বিতীয় পক্ষেও তাই, তবে নিপাতনে। সং; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে ইন্দিবরিণী (=উৎপলিনী)।

ইন্দু—চন্দ্র, শশী; মৃগশিরা নক্ষত্র, কারণ ঐ নক্ষত্রের দেবতা চন্দ্র; কর্পূর। উন্দ (আর্দ্র করা)+উ ক। যিনি অমৃতধারা দ্বারা ভুবনকে আর্দ্র করেন। সং; পু।

ইন্দুক—অশ্মন্তক বৃক্ষ। সং; পু।

ইন্দুকমল—শ্বেতপদ্ম। ইন্দু সদৃশ কমল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ইন্দুকলা—চন্দ্রের ষোল ভাগের এক এক ভাগ;

(১) পূষা, (২) যশা, (৩) সুমনষা, (৪) রতি, (৫) প্রাপ্তি, (৬) ধৃতি, (৭) ঋদ্ধি, (৮) সৌম্যা, (৯) মরীচি, (১০) অংশুমালিনী, (১১) অঙ্গিরা, (১২) শশিনী, (১৩) ছায়া, (১৪) সম্পূর্ণমণ্ডলা, (১৫) তুষ্টি, (১৬) অমৃতা, এই ষোলটীর এক একটীকে ইন্দুকলা, চন্দ্রকলা, বা শশিকলা বলে। কালমাধবার গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে ;—চন্দ্রের প্রথমকলা অগ্নি পান করেন; দ্বিতীয় সূর্য্য, ৩য় বিশ্বদেবগণ, ৪র্থ বরুণ, ৫ম বষট্‌কার, ৬ষ্ঠ চন্দ্র, ৭ম স্বর্গীয় ঋষিগণ, ৮ম বিষ্ণু, কৃষ্ণপক্ষীয় নবম কলা যম, ১০ম বায়ু, ১১শ উষা, ১২শ অগ্নিষাত্তাদি পিতৃগণ, ১৩শ কুবের, ১৪শ শিব, ১৫শ ব্রহ্মা, এবং ষোড়শ কলা সর্ব্বদাই জলে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে ; এই জন্য অমাবস্যার দিনে চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায় না ; ঐ দিন চন্দ্র ওষধিতে পরিণত হন ; অনন্তর সেই ওষধি গবীরা ভক্ষণ করে, তাহাতে দুগ্ধ ও ঘৃতের উদ্ভব হয় ; সেই দুগ্ধঘৃতাদি দ্বারা ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞের ফলে অমৃতের উৎপত্তি, এবং সেই অমৃতে চন্দ্রকলা পুনরায় পূর্ণ হয়। ইন্দুর কলা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ইন্দুকলিকা—কেতকী। বহু। সং ; স্ত্রী।

ইন্দুকান্ত—চন্দ্রকান্ত মণি, চন্দ্রোদয়ে এই মণি অতি উজ্জ্বল শোভা ধারণ করে। ইন্দু (চন্দ্র) কান্ত (কমনীয়) যাহার, বহু। সং ; পু।

ইন্দুকান্তা—রাত্রি ; তারকা, নক্ষত্র। ইন্দু (চন্দ্র) কান্ত (পতি) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

ইন্দুজ—চন্দ্রপুত্র, বুধ। ইন্দু শব্দ (চন্দ্র)—জন (জন্মান)+ড ক। সং ; পু।

ইন্দুজনক—সমুদ্র, সাগর। [সমুদ্রমন্থনে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়]। ৬তৎ। সং ; পু।

ইন্দুজা—নর্ম্মদা নদী। ইন্দুজ দেখ। সং ; স্ত্রী।

ইন্দুনিভানন—চন্দ্রবদন। ইন্দুনিভ (চন্দ্রের ন্যায়) আনন (মুখ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ইন্দুনিভাননা।

ইন্দুপুত্র—বুধ। ৬তৎ। সং ; পু।

ইন্দুপুষ্পিকা—বিষলাঙ্গলী বৃক্ষ। ইন্দুর ন্যায় পুষ্প যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

ইন্দুভৃৎ—চন্দ্রশেখর, মহাদেব। ইন্দুকে (চন্দ্রকে) ধারণ করেন যিনি, উপ ; ইন্দু শব্দ—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

ইন্দুমতী—১। পূর্ণিমা। ইন্দু শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে—ইন্দুমৎ, তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী ২। সূর্য্যবংশীয় অজ নামক রাজার পত্নী ; দশরথের মাতা, সুতরাং রামচন্দ্রের পিতামহী। ইঁহার স্বয়ংবরকালে ইনি অন্যান্য নৃপবৃন্দকে উপেক্ষা করিয়া মহারাজ অজকে বরমাল্য প্রদান করেন। ইহাতে উপেক্ষিত রাজগণ অজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, অজ তাঁহাদের সকলকে পরাস্ত করিয়া ইন্দুমতীসহ অযোধ্যায় উপনীত হন। কিছুকাল পরে, এক দিন ইন্দুমতী পতির সহিত উদ্যানে বিচরণ করিতেছেন এমন সময়ে শূন্যপথগামী দেবর্ষি নারদের বীণা হইতে পারিজাত-মালা স্খলিত হইয়া ইঁহার দেহে পতিত হওয়ায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

ইন্দুমুখী—চন্দ্রবদনা, চন্দ্রমুখী। ইন্দুর (চন্দ্রের) ন্যায় [আহ্লাদজনক] মুখ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

ইন্দুমৌলি—শিব, মহাদেব। ইন্দু (চন্দ্র) মৌলিতে (মস্তকে) যাহার, বহু। সং ; পু।

ইন্দুর—মূষিক, আখু, ইন্দর। উন্দ+উর ক। সং ; পু। [কম্বুধা। সং ; ক্লী।

ইন্দুরত্ন—মুক্তা। ইন্দু সদৃশ রত্ন, মধ্যপদলোপী

ইন্দুরেখা, ইন্দুলেখা—চন্দ্রকলা ; সোমলতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ইন্দুলোহক—রৌপ্য। সং ; ক্লী। [পূর্ব্বে লোহ ও লোহকাদি শব্দ স্বর্ণরৌপ্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হইত, এইরূপ দেখা যায়, এবং হিরণ্য শব্দ লোহ অর্থেও দৃষ্ট হয়]।

ইন্দুবল্লী—সোমলতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ইন্দুব্রত—চান্দ্রায়ণ ব্রত, এই ব্রত করিলে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি ও সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ইন্দ্র—দেবরাজ* ; সূর্য্য ; আত্মা ; রাজা ; শ্রেষ্ঠ ; যোগবিশেষ ; কুটজ ; জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র ; দ্বীপবিশেষ। ইন্দ (আধিপত্য করা)+র ক। সং ; পু।

* পৌরাণিক মতে, দেবমাতা অদিতির গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ইন্দ্রের জন্ম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহাদেব ভিন্ন অন্যান্য দেবগণ সকলেই ইঁহার অধীন। ইঁহার রাজ্য অমরাবতী (স্বর্গ), উদ্যানের নাম নন্দন। (তথায় পারিজাত বৃক্ষ আছে), প্রাসাদের নাম বৈজয়ন্ত, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তী ঐরাবত, রথ বিমান, সারথি মাতলি, ধনু ইন্দ্রধনু, অস্ত্র বজ্র। তিলোত্তমা সৃষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে তিলোত্তমার দর্শনলালসায় ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে সহস্রসংখ্যক নেত্রের উদ্ভব হয়, তাহাতেই ইন্দ্র সহস্রলোচন হন। মতান্তরে উক্ত হইয়াছে, গুরুপত্নী অহল্যাকে হরণ করায়, তদীয় পতি গৌতমের শাপে ইঁহার সর্ব্ব গাত্রে নেত্রাকার সহস্রসংখ্যক স্ত্রীচিহ্নের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইন্দ্র পুলোমা নামক দানবের কন্যা শচীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার পুত্র জয়ন্ত, ঋষভ, ও মীঢ়। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ও বানররাজ বালী ইন্দ্রের পুত্র বলিয়া কথিত।

দৈত্য, দানব, রাক্ষসপ্রভৃতি দেব ও বেদ বিদ্বেষীদিগকে পরাভূত ও বিনষ্ট করিয়া ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য ও লোকস্থিতি রক্ষা করিতেন। সময়ে সময়ে তাহাদের নিকট নিজেও পরাজিত হইতেন ; এক সময় বৃত্রাসুর দ্বারা পরাজিত ও স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া পরে দধীচির অস্থিনির্ম্মিত বজ্রাস্ত্র দ্বারা তাহার প্রাণবধ করিয়া অমরাবতী পুনরধিকার করেন। এতদ্ভিন্ন অহি, শুষ্ণ, নমুচি, পিপ্রু, শম্বর, উরণ, পণি, বৎস প্রভৃতি প্রধান প্রধান অসুরকেও ইন্দ্র সংহার করেন। নমুচিবধবৃত্তান্ত শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপ লিখিত আছে ;—

"নমুচি নামক অসুর ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়, অন্নরস, ও সুরাসহ সোমপাত্র হরণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'আমি নমুচির নিকট শপথ করিয়াছি যে, দিবাভাগে বা রাত্রিতে, দণ্ডে বা ধনুকে, চপেটাঘাতে বা মুষ্টিপ্রহারে, শুষ্ক বা আর্দ্র স্থানে আমি তোমাকে হনন করিব না। তোমরা আমার এই সকল দ্রব্য আহরণ কর'। তিনি আরও বলিলেন, 'তাহা আমাদের সকলের হইবে, অতএব আহরণ কর'। অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী জলের ফেন দ্বারা বজ্রকে সিঞ্চন করিলেন, এবং বলিলেন, 'ইহা আর্দ্রও নয় শুষ্কও নয়'। তাহা (বজ্র) দ্বারা ইন্দ্র নমুচির মস্তক খণ্ড খণ্ড করিলেন, এই সময়ে রাত্রিশেষ হইয়াছে অথচ আদিত্যেরও উদয় হয় নাই, কাজেই না রাত্রি না দিবা"।

কথিত আছে যে, শতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে পারিলে ইন্দ্রত্ব পদ লাভ হয়। সেই জন্য ইন্দ্র নৃপতিগণের শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধানে ব্যাঘাত জন্মাইতেন। তপস্বী মুনিঋষিরাও ইঁহার ভীতিস্থল, এজন্য স্বর্গের অপ্সরা দ্বারা ইনি তাঁহাদের তপোভঙ্গের চেষ্টা দেখিতেন।

ইন্দ্র বারিবর্ষণ করেন, এবং বজ্র বিদ্যুৎ পরিচালন করেন।

ইন্দ্রক—সভাগৃহ ; আহ্বানগৃহ। ইন্দ্র শব্দ—কৈ (শব্দ করা)+ড ক। সং ; ক্লী।

ইন্দ্রকল্প—ইন্দ্রতুল্য। ইন্দ্র শব্দ+কল্প প্রায়ার্থে। বিণ ; ত্রি।

ইন্দ্রকীল—পর্ব্বত ; পর্ব্বতবিশেষ, ইহা হিমাদ্রি প্রদেশে অবস্থিত। কাহারও কাহারও মতে, ইহা মন্দর পর্ব্বতের নামান্তরমাত্র, শিশুপালবধের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এইখানে অনেক ক্রীড়াদি করিয়াছিলেন, এবং অর্জ্জুন এইখানে তপস্যা করিয়াছিলেন, আর কিরাতবেশী মহাদেবের সহিত এইখানেই

তাঁহার যুদ্ধ হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, মহেন্দ্র পর্ব্বতই ইন্দ্রকীল। ৬তৎ। সং; পু।

ইন্দ্রকুঞ্জর—ঐরাবত। ৬তৎ। সং; পু।

ইন্দ্রকৃষ্ট—বৃষ্টিজলবর্দ্ধিত (ধান্য)। ৩তৎ। বিণ।

ইন্দ্রকোষ—খট্বা; মঞ্চ, মাচা; বারাণ্ডা; গোজলা। ইন্দ্র (উত্তম) কোষ (স্থান), কর্ম্মধা। সং; পু।

ইন্দ্রগোপ—কীটবিশেষ। ইন্দ্র শব্দ (অত্যুত্তম)—গো শব্দ (কিরণ)—পা (ধারণ করা)+ড ক। সং; পু।

ইন্দ্রচাপ—ইন্দ্রধনুঃ। ৬তৎ। সং; পু।

ইন্দ্রচির্ভিটী—লতাবিশেষ। সং; স্ত্রী।

ইন্দ্রজাল—ভোজবাজী, ভেল্কি; কুহক; মায়া। ইন্দ্রগণের (ইন্দ্রিয়গণের) জাল (আবরক), বা ইন্দ্রের জাল (মায়া), ৬তৎ। সং; ক্লী।

—জালিক—ইন্দ্রজালসম্ভূত; বাজীকর। ইন্দ্রজাল শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

—জিৎ—রাবণের পুত্র, ইঁহার অপর নাম মেঘনাদ, ইন্দ্রকে জয় করিয়া ইনি ইন্দ্রজিৎ নাম প্রাপ্ত হন; ইঁহার ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ বীর সেকালে অতি অল্পই ছিল; ইনি মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া অর্থাৎ বিপক্ষের অদৃশ্যভাবে অবস্থিত থাকিয়া, যুদ্ধ করিতে পারিতেন; নিকুম্ভিলা যজ্ঞকালে রামানুজ মহাবীর লক্ষণ ইঁহার নিপাত সাধন করেন। [এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া 'মেঘনাদবধ কাব্য' লিখিয়া কবিবর মাইকেল অমরত্ব লাভ করিয়াছেন]। ইন্দ্র শব্দ—জি+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

ইন্দ্রতুল, ইন্দ্রতুলক—আকাশপতিত সূত্র, আকাশ-বুড়ীর সুতা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ইন্দ্রত্ব—ইন্দ্রের ভাব বা কর্ম্ম; প্রাধান্য; রাজত্ব। ইন্দ্র শব্দ+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

ইন্দ্রদারু—দেবদারু বৃক্ষ। সং; পু।

ইন্দ্রদ্যুম্ন—১। ইনি সূর্য্যবংশীয় এবং অবন্তীর (মালবের) রাজা। ইনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ইনি একদা পুরুষোত্তম বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া বিদ্যাপতি নামে এক ব্রাহ্মণকে নীলাচলে প্রেরণ করেন। বিদ্যাপতি নীলাচলে নারায়ণের দর্শন লাভ করিলেন, এবং প্রত্যাগত হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নকে স্বরূপ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। তচ্ছ্রবণে রাজা পরিবার ও প্রজাবর্গসহ দেবর্ষি নারদের সমভিব্যাহারে বিষ্ণুদর্শনাভিপ্রায়ে নীলাচলে যাত্রা করিলেন। পথে নানারূপ অমঙ্গল দর্শন করিয়া নারদকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দেবর্ষি উত্তর করিলেন, 'রাজন্! যে দিন বিদ্যাপতি নীলাচল পরিত্যাগ করেন, সেই দিন রমাপতিও অন্তর্হিত হইয়াছেন।' ইহা শুনিয়া রাজা হাহাকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। নারদ সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে বিষ্ণুর চারিটী দারুময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপন করিতে উপদেশ দিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদের আদেশে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ইন্দ্রদ্যুম্ন! তুমি মুহূর্ত্তেক অপেক্ষা কর, আমি সন্ধ্যা করিয়া আসিয়া তোমাকে বর দিব।' এই বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্ত মর্ত্ত্যলোকের ৬০,০০০ বৎসর। ব্রহ্মলোকে থাকিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন কিছুই জানিতে পারিলেন না। ব্রহ্মা সন্ধ্যা করিয়া আসিয়া রাজাকে বলিলেন, 'তুমি একবার তোমার নিজ রাজ্য হইতে ঘুরিয়া আইস, তৎপরে আমি তোমাকে এক মূর্ত্তি প্রদান করিব।' ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া দেখেন, তাঁহার রাজ্যের চিহ্নমাত্র নাই। এই কালের মধ্যে সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তিনি নিজের রাজ্য চিনিতেও পারিলেন না। অবশেষে সেকালের একটি পেচক ও পরে একটি কূর্ম্ম তাহার পূর্ব্বকাহিনী বর্ণন করিল। অনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন আবার রাজা হইলেন। কৌমাঙ্গ-রাজের কন্যা মাল্যবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। তৎপরে তিনি প্রস্তরনির্ম্মিত জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। একদিন জনৈক দূত আসিয়া রাজাকে জানাইল যে, সমুদ্রতীরে একখানি কাষ্ঠ ভাসিতেছে, ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতঃপূর্ব্বে ব্রহ্মার নিকট শুনিয়াছিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিম্ববৃক্ষে প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই নিম্ববৃক্ষ ভাসিয়া আসিয়া সমুদ্রের তীরে লাগিবে। রাজা মহাসমারোহে সেই কাষ্ঠ সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেন। বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া সেই কাষ্ঠে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। কথিত আছে যে, ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথদেবের সহিত [illegible]য় তনয়া সত্যবতীর বিবাহ দেন। ইন্দ্রের ন্যা[illegible] দ্যুম্ন (ধন) যাহার, বহু। সং; পু।

২। ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে আর একজন রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জগন্নাথদেবের মন্দির পুনঃসংস্কার করান।

৩। একজন অসুরের নাম, শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে বিনাশ করেন।

৪। জনৈক ঋষির নাম, শতপথব্রাহ্মণে ইনি ভাল্লবেয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

৫। জনৈক রাজর্ষির নাম।

৬। মগধের পালবংশীয় শেষ রাজার নামও ইন্দ্রদ্যুম্ন।

৭। একটী সরোবরের নাম।

ইন্দ্রধনুঃ—শক্র-ধনু, রামধনু। ৬তৎ। সং; ক্লী। বৃষ্টিকালে সূর্য্যোদয় হইলে সূর্য্যের বিপরীত দিকে প্রায়ই রামধনু দৃষ্ট হয়। বৃষ্টির জলকণায় সূর্য্য-রশ্মি পতিত হইয়া উহার আণবিক শক্তি প্রভাবে উক্ত নৈসর্গিক ব্যাপার সাধিত হয়। বৃষ্টির জলে চন্দ্রের আভা পড়িলেও সময়ে সময়ে রামধনু উঠে, কিন্তু তাহা অতি বিরল।

ইন্দ্রধ্বজ—ভাদ্র-শুক্ল-দ্বাদশীতে বর্ষার্থে রাজগণ কর্ত্তৃক পুরদ্বারে উচ্ছ্রিত ইন্দ্রদেবতাকধ্বজ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বৃহৎ-সংহিতায় লিখিত আছে;—অসুরকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া দেবগণ একদা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করায় ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে ক্ষীরোদসাগরে যাইয়া নারায়ণের স্তব করিতে বলিয়া দিলেন। দেবতারা তাহাই করিলে নারায়ণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে এক কেতু (ধ্বজ) দিলেন। ইন্দ্র তাহা পাইয়া অসুরদিগকে বিনষ্ট করিলেন। দেবরাজ বেণুময় যষ্টি প্রোথিত করিয়া যথাবিহিত পূজা করিলে ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন, যে রাজা এইরূপে ইন্দ্রধ্বজ পূজা করিবে, তাহার রাজ্যে প্রজাবৃদ্ধি ও শস্যাদি হইবে, তাহার প্রজারা নীরোগ হইবে।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ১৭৭১ শকে ২রা জ্যৈষ্ঠ ইঁহার মাতুলালয় পাণ্ডুগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণিয়ার একজন সুপ্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। ইনি ক্যাথিড্রাল কলেজ হইতে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন হেতমপুর স্কুলে হেড্ মাষ্টারের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৭১ সালের জানুয়ারী মাসে বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইন্দ্রনাথ কিছুদিন পূর্ণিয়াতে ওকালতী করেন। অতঃপর কিছুদিন মুঙ্গেরের কার্য্য করিয়া তাহাতে অসুবিধা হওয়াতে ইনি দিনাজপুরে পুনরায় ওকালতি করেন। পরে কিছুদিনের জন্য ইনি হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া বর্দ্ধমানে গমন করেন এবং সেইখানেই ওকালতি করেন।

ইন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি অদ্ভুত। সরস হাস্য পরিহাসে ও রঙ্গরসিকতায় ইদানীন্তন কালে ইনি অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্লেষব্যঙ্গপূর্ণ "পঞ্চানন্দ" মাসিক পত্রিকাই ইহার প্রমাণ। এই পঞ্চানন্দ পূর্ব্বে পৃথক্‌ভাবে বাহির হইত, পরে বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারীর অনুরোধে বঙ্গবাসীতেই পঞ্চানন্দ বাহির হইতে থাকে। ইনি "ভারত উদ্ধার" নামে একখানি ব্যঙ্গকাব্য প্রণয়ন করিয়া অনেক বাক্যবীরকে এক সময়ে লজ্জা দিয়াছিলেন।

ইঁহার কল্পতরু ও ক্ষুদিরাম উপন্যাস পাঠ করিলে ইনি যে একজন চিন্তাশীল, সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ, ও সকল দিকে প্রখরদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, এ বিষয়ে ধারণা হইবে। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত "সাধারণীর" ইনি একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। পরে জন্মভূমি, বঙ্গবাসী প্রভৃতি মাসিক ও সাময়িক পত্রে ইঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইঁহার সকল লেখাই মৌলিক, ইনি চর্ব্বিত চর্ব্বণ করেন না। ইঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। ইঁনি বাঙ্গালা সংস্কৃত ও ইংরাজী এই তিন ভাষাতেই বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৩১৭ সাল ৯ই চৈত্র বৃহস্পতিবার ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

ইন্দ্রনীল—নীলকান্তমণি, মরকত (Emerald); দুধে নীল গুলিলে যে রঙ্ হয়, তাহাকেও ইন্দ্রনীল বলে। সং; পু।

ইন্দ্রনীলমণি—ইন্দ্রনীল দেখ।

ইন্দ্রপুরী—অমরাবতী। ইন্দ্রের (দেবরাজের) পুরী (নগরী), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ইন্দ্রপুষ্প—ইন্দ্রযব; লবঙ্গ। সং; পু।

ইন্দ্রপুষ্পা, ইন্দ্রপুষ্পিকা—বিষলাঙ্গলী। সং; স্ত্রী।

ইন্দ্রপ্রমিত—ঋগ্বেদাচার্য্য ঋষিবিশেষ। ইনি পৈলের ছাত্র, এবং মার্কণ্ডেয়ের গুরু। ইঁহার পুত্রের নাম মণ্ডুক্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ—যুধিষ্ঠিরের রাজধানী, প্রাচীন দিল্লী। এই নগরটি খাণ্ডবারণ্যের মধ্যবর্ত্তী; মহারাজ যুধিষ্ঠির এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। বর্ত্তমান দিল্লীতে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। ঐ স্থানকে হিন্দি ভাষায় 'ইন্দরপথ্' বলে। সৌভরি সংহিতায় ইন্দ্রপ্রস্থ একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উহার এক-স্থলে এইরূপ লেখা আছে;—পুরাকালে দেবগণ এই ইন্দ্রপ্রস্থ ক্ষেত্র স্থাপন করেন। এই স্থানে পূর্ব্বকালে ইন্দ্র বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন, তদনুসারে ইহার নাম ইন্দ্রপ্রস্থ হয়। এই তীর্থে দেহত্যাগ করিলে বিষ্ণুলোক লাভ হয়। সং; পু।

ইন্দ্রভেষজ—শুঁঠ। ইন্দ্র (অত্যুত্তম) ভেষজ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ইন্দ্রযব—কুটজের (কুড়চির) বীজ; যবাকৃতি তিক্ত বীজবিশেষ। ৬তৎ। সং; পু ও ক্লী।

ইন্দ্রলুপ্ত, ইন্দ্রলুপ্তক—কেশনাশক শিরোরোগ-বিশেষ, টাক। সং; ক্লী।

ইন্দ্রলোক—সুরপুরী, অমরাবতী। ৬তৎ। সং।

ইন্দ্রবজ্র—ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ। সং; স্ত্রী।

ইন্দ্রবল—জনৈক প্রাচীন শবর রাজা, ইঁহার পিতার নাম উদয়ন। ইনি শবর হইলেও আপনাকে পাণ্ডুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

ইন্দ্রবারুণী—রাজগোমক; রাখাল সসা। স্ত্রী।

ইন্দ্রবৃক্ষ—দেবদারু বৃক্ষ। সং; পু।

ইন্দ্রবৃদ্ধা—একপ্রকার ব্রণরোগ। সং; স্ত্রী।

ইন্দ্রশত্রু—বৃত্রাসুর। ৬তৎ। সং; পু।

ইন্দ্রসাবর্ণি—চতুর্দ্দশ, অর্থাৎ শেষ, মনু। [এই মন্বন্তরে অবতার বৃহদ্ভানু, ইন্দ্রের নাম শুচি, পবিত্রচাক্ষুষাদি দেবতা, অগ্নিবাহু-শুদ্ধ মাগধাদি সপ্তর্ষি, এবং উরু গম্ভীর ব্রহ্মাদি মনু পুত্রগণ হইবেন। (ভাগবত)]। সং; পু।

ইন্দ্রসুত—জয়ন্ত; তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন; বানর-রাজ বালী। ৬তৎ। সং; পু।

ইন্দ্রসেন—১। স্বনামখ্যাত নৃপতি। ইনি পরীক্ষিতের পুত্র। ২। যুধিষ্ঠিরের পুত্র। ৩। নলের পুত্র, দময়ন্তীর গর্ভসম্ভূত। ৪। সূর্য্য-বংশীয় পূর্ণের পুত্র; ইঁহার পুত্রের নাম বীতিহোত্র। ৫। যুধিষ্ঠিরের সারথি। ইন্দ্রের ন্যায় মহতী সেনা যাহার, বহু। সং; পু।

ইন্দ্রা—ইন্দ্রপত্নী, শচী। সং; স্ত্রী।

ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রপত্নী, শচীদেবী। [ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে ইন্দ্রপত্নীর নাম প্রসহা]; শিবা, দুর্গা; অষ্টমাতৃকার একমাতৃকা; রতিবন্ধবিশেষ; সোন্দাল; নিসিন্দা; বড় এলাচ; ছোট এলাচ। ইন্দ্র শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। সং; স্ত্রী।

ইন্দ্রানুজ, ইন্দ্রাবরজ—উপেন্দ্র, বামনদেব। ইন্দ্রের অনুজ বা অবরজ, ৬তৎ। ইন্দ্রের জন্মের পর কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বামনদেবের জন্ম হইয়াছিল। সং; পু।

ইন্দ্রায়ুধ—ইন্দ্রধনু, রামধনু। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ইন্দ্রারি—দৈত্য; অসুর। ইন্দ্রের অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু। ইন্দ্র + অরি।

ইন্দ্রালয়—স্বর্গ; অমরাবতী। ৬তৎ। সং; পু।

ইন্দ্রিয়—১। জ্ঞানসাধন, যাহা দ্বারা পদার্থের জ্ঞান জন্মে [ইন্দ্রিয় সমুদায়ে চতুর্দ্দশটী;—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্য, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়; এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এই চারিটি অন্তরেন্দ্রিয়; মন সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক]; অন্তরিন্দ্রিয়, মনঃ; শুক্র, বীর্য্য; বল। ইন্দ্র শব্দ + ইয়, লিঙ্গার্থে। সং; ক্লী। ২। ইন্দ্রসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি।

ইন্দ্রিয়গোচর—ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, জ্ঞানপথবর্ত্তী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। গোচর দেখ।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণীয় অর্থাৎ অনুভবনীয়, জ্ঞানগম্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ইন্দ্রিয়ঘাত—ইন্দ্রিয়ের শক্তিবিলোপ। ৬তৎ। সং; পু।

ইন্দ্রিয়জয়—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়সমূহকে বশ করা। ইন্দ্রিয়ের জয়, ৬তৎ। সং; পু।

ইন্দ্রিয়তৃপ্তি—কর্ম্মেন্দ্রিয়বিশেষ দ্বারা সুখলাভ; রমণ। ৩তৎ। সং; স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়দমন—ইন্দ্রিয়জয় দেখ।

ইন্দ্রিয়দোষ—ইন্দ্রিয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা, লাম্পট্য। ইন্দ্রিয়ের দোষ, ৬তৎ। সং; পু।

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—ইন্দ্রিয়ের দমন, ইন্দ্রিয়সংযম, জিতেন্দ্রিয়তা। ৬তৎ। সং; পু।

ইন্দ্রিয়নিরোধ—ইন্দ্রিয়দমন, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ করা। ৬তৎ। সং; পু।

ইন্দ্রিয়পর—ইন্দ্রিয় সুখলাভে রত; ইন্দ্রিয়পরায়ণ। বহু। বিণ; ত্রি।

ইন্দ্রিয়পরবশ—ইন্দ্রিয়ের বশ বা বাধ্য, অজিতেন্দ্রিয়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ইন্দ্রিয়পরায়ণ—ইন্দ্রিয়সেবায় তৎপর, ভোগসুখাদিতে রত। ইন্দ্রিয় হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দেখ।

ইন্দ্রিয়মুগ্ধকর—ইন্দ্রিয়ের মোহজনক, রূপদর্শন, অঙ্গস্পর্শনাদির দ্বারা স্ব স্ব কার্য্যবিষয়ে ইন্দ্রিয়দিগের উদ্দীপক। বিণ; ত্রি।

ইন্দ্রিয়লালসা—ইন্দ্রিয়সুখের অত্যন্ত লাভেচ্ছা। ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়বশ—ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, অজিতেন্দ্রিয়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

ইন্দ্রিয়বিষয়—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়গোচর। ৬তৎ।

ইন্দ্রিয়বৃত্তি—ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার,—দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়সংযম—ইন্দ্রিয়ের দমন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, জিতেন্দ্রিয়তা। ইন্দ্রিয়ের সংযম, ৬তৎ। সং; পু।

ইন্দ্রিয়সেবা—ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিসাধন, ভোগসুখাদিতে আসক্তি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ইন্দ্রিয়সেবাপরায়ণ, ইন্দ্রিয়সেবী।

ইন্দ্রিয়সেবাপরায়ণ—ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনে তৎপর, ভোগসুখাদিতে আসক্ত। ইন্দ্রিয়ের সেবা ইন্দ্রিয়সেবা, ৬তৎ। ইন্দ্রিয়সেবা হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ইন্দ্রিয়সেবী—ইন্দ্রিয়সেবাপরায়ণ দেখ। ইন্দ্রিয়ের সেবী, ৬তৎ। বিণ; পু।

ইন্দ্রিয়ায়তন—ইন্দ্রিয়ের আধার, শরীর। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ইন্দ্রিয়ার্থ—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু [রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি, মনোহর যুবতী, বংশীগীত, স্বাদুরস, কর্পূরাদি গন্ধ, অনুরাগান্বিত স্পর্শ প্রভৃতি]। ৬তৎ। সং; পু।

ইন্ধন—১। জ্বালানি কাষ্ঠ; অধুনা জ্বালানি দ্রব্যমাত্রকে, অর্থাৎ কাঠ, ঘুঁটে, পাথুরে কয়লা প্রভৃতিকে ইন্ধন বলা যায়। ইন্ধ (প্রজ্বলিত করা) + অনট্ ণ। ২। উদ্দীপন। ইন্ধ + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ইভ—হস্তী ; নাগকেশর বৃক্ষ। ই (গমন করা) +ভক্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ইভী।

ইভরাজ, ইভরাট্—ঐরাবত। ৬তৎ। সং ; পু।

ইভষা—স্বর্ণক্ষীরী বৃক্ষ। সং ; স্ত্রী।

ইভোষণা—গজপিপ্পলী। সং ; স্ত্রী।

ইভ্য—ধনী। ইভ শব্দ+য্য অর্হার্থে। বিণ ; ত্রি।

ইভ্যা—হস্তিনী ; সল্লকী বৃক্ষ। সং ; স্ত্রী।

ইমন—রাগিণীবিশেষ। দেশজ। সং।

ইম্পে (সার ইলাইজা)—ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের রাজত্ব কালে ইম্পে কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট নামক বিচারালয়ে প্রধান বিচারপতি এবং হেষ্টিংসের পরম বন্ধু ছিলেন। কৌন্সিলের মেম্বরদিগের সহিত হেষ্টিংসের বিরোধ উপস্থিত হইল, নানাজনে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ উপস্থিত করিতে লাগিল। মহারাজ নন্দকুমার নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ এই বলিয়া অভিযোগ করিলেন যে, তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাসকে বাঙ্গালার নবাব সরকারে চাকরি করিয়া দিবার সময়ে তাঁহার নিকট হইতে হেষ্টিংস অনেক টাকা নজরানা লইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে পার্লেমেণ্ট হইতে নিয়ম হইয়াছিল যে, কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা এদেশীয় কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে নজরানা লইতে পারিবেন না। নন্দকুমারের কথায় কৌন্সিলের মেম্বরেরা হেষ্টিংসকে সেই টাকা সরকারী খাজনাখানায় জমা করিয়া দিতে বলিলেন। হেষ্টিংস অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন, অধিকন্তু নন্দকুমারের নামে ষড়যন্ত্র করিবার নালিশ রুজু করিলেন। এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বেই মোহন প্রসাদ নামক এক ব্যক্তি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এক জালের মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। ইম্পের নিকট এই মোকদ্দমার বিচার হইল। ইম্পে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন (১৭৭৫ খ্রীঃ)। জাল করার অপরাধে এদেশে কোনও কালে প্রাণদণ্ডের বিধি প্রচলিত ছিল না, এখনও নাই। তবে ইম্পে হেষ্টিংসের পরম বন্ধু, আর নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিপক্ষ। যে কোনও রূপে নন্দকুমারকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিতে না পারিলে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে তাঁহার আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইতে পারে। কাজেই ইম্পে. তদুপযোগী ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ইয়ৎ—এতাবৎ, এতৎপরিমিত, এত, এইটুকু। ইদম্ শব্দ (এই)+বতু পরিমাণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ইয়তী (=এতমিতা)।

ইয়ত্তা—এতাবত্তা, এতাবৎ পরিমাণ, এতখানি ; সীমা ; সংখ্যা। ইয়ৎ দেখ। ইয়ৎ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

ইরণ, ইরিণ—উষরভূমি, মরু। ঋ (গমন করা) ইন অধি। সং ; ত্রি।

ইরম্মদ—হস্তী ; বজ্রাগ্নি, বাজ ; বাড়বানল। ইরা শব্দ (জল)—মদ (ক্রীড়া করা)+খশ্ ক ; জলের সহিত বা মেঘের সহিত যে ক্রীড়া করে। সং ; পু।

ইরা—১। ভূমি, পৃথিবী ; রাত্রি ; জল ; অন্ন ; সুরা ; বাণী, বাক্য ; সরস্বতী। ই (গমন করা)+রক্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

২। কশ্যপের ধর্ম্মপত্নীগণের মধ্যে একজনের নাম ইরা ; তাহা হইতে বৃক্ষ, লতা, বল্লী, এবং সমস্ত তৃণজাতি উৎপন্ন হইয়াছিল।

ইরাচর—১। জলচর। ইরা শব্দ (জল)—চর (বিচরণ করা)+টক্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। করকা, শিল। সং ; ক্লী।

ইরাজ—মদন। ইরা শব্দ (মদ্য)—জন (জন্মান) +ড ক। সং ; পু।

ইরাণ—একটী দেশের নাম, সম্ভবতঃ আধুনিক পারস্যই প্রাচীন কালের ইরাণ। কেহ কেহ বলেন, এই ইরাণই আর্য্যদিগের আদি বাসস্থান ছিল।

ইরাবতী—১। পঞ্জাবের অন্তর্গত নদীবিশেষ। ২। ব্রহ্মদেশের স্বনামখ্যাত নদী ; ভব নামক রুদ্রের পত্নী। সং ; স্ত্রী। ইরাবান্ দেখ।

ইরাবান্—১। সমুদ্র। ইরা শব্দ (জল)+বতু অস্ত্যর্থে=ইরাবৎ, ১মার ১বচন। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ইরাবতী।

২। অর্জ্জুনের এক পুত্রের নাম ইরাবান্ ; নাগকন্যা উলূপীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী গোপনে একাসনে অবস্থিত আছেন, অর্জ্জুন সহসা ইহা দর্শন করিয়া যৎকালে দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসে ভ্রমণ করেন, সেই সময়ে নাগকন্যা উলূপীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয় ও সেই সময়ে উলূপীর গর্ভসঞ্চার হয়, সেই গর্ভে ইরাবানের জন্ম [অর্জ্জুন দেখ]। মতান্তরে কথিত আছে, নাগ ঐরাবতের পুত্র গরুড় কর্ত্তৃক নিহত হইলে, বংশরক্ষার্থ নাগ চিন্তিত হইলেন, এবং বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে অনুনয় বিনয়ে সন্তুষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা স্বীয় পুত্রবধূর গর্ভে ইরাবান্ নামক পুত্র উৎপাদন করিয়া লন।

যাহা হউক, ইরাবান্ নাগলোকেই প্রতিপালিত হন, এবং একজন মহাবীর ও দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা হইয়া উঠেন। কুরুক্ষেত্র সমরকালে ইনি পিতা ইহলোকে বর্ত্তমান আছেন শুনিয়া তথায় গমনপূর্ব্বক সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং যুদ্ধ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অর্জ্জুন তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে ইনি অষ্টম দিনের যুদ্ধে আপনার অশ্বসেনা দ্বারা সৌবলরাজের অশ্বসেনা ধ্বংস করেন। অতঃপর অলম্বুষ রাক্ষসের হস্তে ইনি নিধন প্রাপ্ত হন।

ইরিমেদ—বিট্ খদির। সং ; পু।

ইরিবেল্লিকা—ব্রণরোগবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

ইরেশ—বিষ্ণু ; বরুণ ; নৃপতি। ৬তৎ। সং ; পু।

ইর্ম্ম—ব্রণ, ক্ষত। ঋ (গমন করা)+মন্= ইর্ম্মন্, ১মার ১বচন। সং ; ক্লী।

ইর্ব্বারু, ইর্ব্বালু—কাঁকুড়। সং ; পু।

ইলবিলা—কুবেরের জননী। ইনি তৃণবিন্দুর কন্যা ও বিশ্রবার পত্নী। মতান্তরে ইঁহার নাম ইড়বিড়া ও ইঁহাকে পুলস্ত্যপত্নী বলা হইয়াছে। সং ; স্ত্রী।

ইলা—১। পৃথিবী ; ধেনু, গো ; বাণী। ইল (প্রেরণ করা)+ক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

২। বৈবস্বত মনুর কন্যা, বুধের পত্নী। মনু একটি যজ্ঞ করিয়া মিত্রাবরুণের উপাসনা করেন ; পরন্তু তাহাতে সামান্য ত্রুটি হওয়াতে পুত্রের পরিবর্ত্তে কন্যা উৎপন্ন হয়। পরে সেই কন্যা বিষ্ণুর বরে পুরুষভাব প্রাপ্ত হইয়া সুদ্যুম্ন নামে খ্যাত হন। অনন্তর একদিন মৃগয়াব্যপদেশে মহাদেবের অভিশপ্ত কুমার বনে প্রবেশ করায় ইনি পুনরায় স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। পুরোহিত বশিষ্ঠ মহাদেবের আরাধনা করিয়া এই বর লাভ করেন যে, ইনি একমাস পুরুষ ও একমাস স্ত্রী হইবেন। এইরূপ স্ত্রী অবস্থায় বুধের সহিত ইঁহার বিবাহ ও তাঁহার ঔরসে ইঁহার গর্ভে পুরূরবা নামে পুত্র হয়। পুরুষ অবস্থায় ইঁহার তিন পুত্র হয়,—উৎকল, গয়, ও বিমল। মতান্তরে কথিত আছে, কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র ইল কার্ত্তিকেয় জন্মস্থানে গমন করিয়া স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলে ইলা নামে খ্যাত হন। অনন্তর ভগবতীর আরাধনা করিয়া একমাস পুরুষভাব ও একমাস স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হন।

ইলাবৃত—১। জম্বুদ্বীপের নববর্ষের চতুর্থ বর্ষ। ইলাবৃতবর্ষ মেরুপর্ব্বত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহার উত্তরে নীলপর্ব্বত, দক্ষিণে নিষধ, পশ্চিমে মাল্যবান ও পূর্ব্বে গন্ধমাদন পর্ব্বত।

২। যে স্থানে অভিশপ্ত স্ত্রীরূপী ইলা বুধের সহিত বাস করিতেন, তাহারও নাম ইলাবৃত, উহা কৈলাসের সন্নিহিত। ৩। অগ্নীধ্রের পুত্র, ইনি পিতার নিকট ইলাবৃতবর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪। বুধগ্রহ। সং ; পু।

ইলীশ—স্বনামখ্যাত মৎস্যবিশেষ। ইল (গমন করা)+ক্বিপ্, ক=ইল (জলচর) ; ইলের ঈশ ইলীশ, ৬তৎ। সং ; পু।

ইলোরা—বোম্বাই দ্বীপের পূর্ব্বাংশে দৌলতাবাদের সন্নিকটস্থ একটি স্থান। এই স্থান গুহা-মন্দিরের নিমিত্ত বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। এখানে পাহাড় কুঁদিয়া বড় বড় দেবমন্দির সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, এই তিন পৃথক্ মতাবলম্বীদিগের দেবমূর্ত্তি এই সকল গুহামধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার কৈলাস বা রঙ্গমহল নামক দেবালয় গুহা-মন্দিরের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। পাহাড়ের গাত্রে কুঁদিয়া এমন দেবালয় শুধু ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পী ভাস্কর ও স্থপতিগণ কি অসামান্য কৌশল ও ক্ষমতায় ভূষিত ছিল, তাহা ইলোরার কৈলাস দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। লোকে মিসর দেশের পীরামিডের কথা শুনিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হন, চীনের প্রাচীরের কথা শুনিয়া ধন্য ধন্য করিয়া থাকেন, আগ্রার তাজমহল দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে প্রশংসা করেন, তাঁহারা একবার ইলোরার কৈলাস দেখিয়া আসুন; প্রাচীন হিন্দু রাজাদিগের অসাধারণ দেবভক্তি, স্বধর্ম্মানুরাগ, নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা, ও আলৌকিক কীর্ত্তি দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে ইলোরা, ঘ্রীষ্মেশ্বর নামক শিবতীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই তীর্থদর্শনমানসে লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ, জৈন, ও হিন্দু সন্তান এখানে আগমন করিতেন।

ইল্বলা—মৃগশিরা নক্ষত্রের শিরোদেশস্থ ক্ষুদ্র তারাপঞ্চক। সং; স্ত্রী।

ইলিশ, ইলীশ—মৎস্যবিশেষ, ইলীশ মাছ। ইল (গমন করা)+ক্বিপ্ ক=ইল; ইল শব্দ+লিশ (অল্প হওয়া)+ক ক। সং;; পু।

ইল্বল—১। অতি চঞ্চল মৎস্যবিশেষ; নক্ষত্রবিশেষ। ইল (গমন করা)+বল ক। সং; পু ২। জনৈক দৈত্য, সিংহিকার গর্ভে বিপ্রচিত্তির ঔরসে ইহার জন্ম, এই জন্য ইহার আর এক নাম সৈংহিকেয়। মণিমতীপুরে ইহার বাসস্থান ছিল। এই দৈত্য নানা মায়া শিক্ষা করিয়াছিল। সে এত মায়া জানিত যে, যে ব্যক্তি মরিয়া যমালয়ে গিয়াছে, ইল্বল ডাকিলে সেই মৃত ব্যক্তি সশরীরে উপস্থিত হইত।

ইহার কনিষ্ঠ বাতাপি এক তপস্বী ব্রাহ্মণের নিকট ইন্দ্রতুল্য পুত্রের বর প্রার্থনা করে। ব্রাহ্মণ তাহার অভিমত বর না দেওয়ায় বাতাপি ও ইল্বল উভয়েই ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইল এবং তদবধি ব্রহ্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইল। ইল্বল আপনার কনিষ্ঠ বাতাপিকে মেষরূপ ধারণ করাইয়া ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে কাটিত, এবং তাহার মাংস উত্তমরূপে রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে খাওয়াইত। পরে ইল্বল বাতাপিকে ডাকিবামাত্র সে সজীব হইয়া ব্রাহ্মণদিগের উদর ভেদ করিয়া বহির্গত হইত, এবং ব্রাহ্মণেরা পঞ্চত্ব পাইত। এইরূপে বহু ব্রাহ্মণের বিনাশসাধন করিলে পর, একদা অগস্ত্যমুনি কতকগুলি রাজর্ষি সমভিব্যাহারে ইল্বলের নিকট উপস্থিত হইলে ইল্বল পূর্ব্বের ন্যায় মেষরূপী বাতাপিকে ছেদন করিয়া তাহার মাংস পাক করিল। তদ্দর্শনে রাজর্ষিরা বিস্মিত হইলেন। অগস্ত্য তাঁহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন, "ভয় নাই আমি ঐ মাংস ভক্ষণ করিব।" এই বলিয়া অগস্ত্য সমুদায় মাংস একাই ভক্ষণ করিলেন। অতঃপর ইল্বল 'বাতাপি, বাতাপি' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। সেই সময়ে অগস্ত্যের বায়ু নিঃসরণ হইল। তিনি বলিলেন, 'কোথায় তোর বাতাপি, সে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে!' ইহা শুনিয়া ইল্বল অগস্ত্যের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন অগস্ত্যের নেত্রনিঃসৃত বহ্নি তাহাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

ইব—সাদৃশ্য; উৎপ্রেক্ষা; ঈষৎ; নিয়োগ; অবধারণ, নির্ণয়; বাক্যালঙ্কার। ইন্ব (ব্যাপা)+ক ক। ব্য।

ইষ, ঈষ—আশ্বিন মাস। ইষ (গমন করা)+ক অধি। সং; পু।

ইষিকা, ইষীকা—হস্তীর নেত্র-গোলক; তূলি; কাশতৃণ, কেশে। ইষ (ইচ্ছা করা)+ইকন্ বা ঈকন্ ক। সং; স্ত্রী।

ইষির—১। গতিশীল। ইষ (ইচ্ছা করা)+কির ক। বিণ; ত্রি। ২। বহ্নি। সং; পু।

ইষু—বাণ, তীর; পঞ্চম সংখ্যার চিহ্ন। ইষ (গমন করা)+উ ক। সং; পু ও স্ত্রী।

ইষুধি—শরধি, তূণ। ইষু শব্দ (বাণ)—ধা (ধারণ করা)+কি অধি। সং; পু ও স্ত্রী।

ইষুমান্—ইষুযুক্ত, বাণবিশিষ্ট। ইষু শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে=ইষুমৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ইষুমতী।

ইষ্ট—১। বাঞ্ছিত, অভিলষিত; অভিপ্রেত; প্রার্থিত; প্রিয়; প্রশংসিত। ইষ (ইচ্ছা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। যজ্ঞাদি কর্ম্ম। যজ (পূজা করা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ইষ্টক—দগ্ধ মৃত্তিকাখণ্ড, ইট। ইষ (ইচ্ছা করা)+তকক্ র্ম্ম। সং; পু।

ইষ্টকর্ম্ম—গণিতশাস্ত্রে অভীষ্ট সংখ্যা লাভার্থে প্রক্রিয়াবিশেষ। ইষ্টকর্ম্ম প্রকরণ পাঠ করিলে অজ্ঞাত রাশি নির্ণীত করার উপায় জ্ঞাত হওয়া যায়। ইষ্ট (অভিলষিত) যে কর্ম্ম, কর্ম্মধা; ইষ্টকর্ম্মন্ শব্দ, ১মার ১বচন।

ইষ্টকা—ইষ্টক, ইট। ইষ্টক দেখ। ইষ্টক শ +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ইষ্টকাপথ—১। ইষ্টকনির্ম্মিত পথ, পাকা রাস্তা। ইষ্টকা নির্ম্মিত পথ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। উশীর, বেণার মূল। ইষ্ট হইয়াছে কাপথ (কুৎসিত পথ) যাহার, বহু। সং; ক্লী।

ইষ্টকালয়—ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ, পাকা বাড়ী, কোটাঘর। ইষ্টক বা ইষ্টকা নির্ম্মিত আলয়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ইষ্টগন্ধ—১। সুগন্ধযুক্ত। ইষ্ট হইয়াছে গন্ধ যাহার, বহু: বিণ; ত্রি। ২। সুগন্ধিদ্রব্য; বালুকা। ৩। সদ্গন্ধ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ইষ্টতম—প্রিয়তম, অতিশয় অভিলষিত। ইষ্ট শব্দ+তম উৎকর্ষার্থে। বিণ; ত্রি।

ইষ্টতর—প্রিয়তর, দুইএর মধ্যে অধিক অভিলষিত। ইষ্ট+তর উৎকর্ষার্থে। বিণ; ত্রি।

ইষ্টদেব—দীক্ষাগুরু, মন্ত্রদাতা গুরু। কর্ম্মধা সং; পু।

ইষ্টদেবতা—অভীষ্ট দেবতা, উপাস্য দেবতা; দীক্ষা-গুরু। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ইষ্টবিয়োগ—প্রিয়বিচ্ছেদ। ৬তৎ। সং; পু।

ইষ্টসাধন—অভিলষিত সম্পাদন। ৬তৎ। ক্লী।

ইষ্টসিদ্ধি—অভিলষিত বিষয়ের সাধন, ফলোৎপাদন। ৬তৎ বা ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

ইষ্টাপত্তি—ইষ্টলাভ, অভিলষিত প্রাপ্তি; উপকার। ইষ্টের আপত্তি (প্রাপ্তি), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ইষ্টাপূর্ত্ত—অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ; বাপীকূপতড়াগাদি খনন এবং দেবালয় নির্ম্মাণ। সং; ক্লী।

ইষ্টালাপ—সদালাপ, পরস্পর ভদ্রালাপ। কর্ম্মধা। সং; পু।

ইষ্টি—১। যজ্ঞ। যজ (পূজা করা)+ক্তি ভা। ২। ইচ্ছা। ইষ (ইচ্ছা করা)+ক্তি ভা। ৩। ছন্দোবিশেষ। ইষ+ক্তি র্ম্ম। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ইষ্ট।

ইষ্ম—বসন্তকাল; কন্দর্প। ইষ (ইচ্ছা করা)+ম ণ বা অপা। সং; পু।

ইষ্য—বসন্তকাল। ইষ (ইচ্ছা করা)+য ণ বা অপা। সং; পু।

ইষ্বসন—চাপ, ধনু। ইষু শব্দ (বাণ)—অস (নিক্ষেপ করা)+অনট্ ণ বা অপা। ক্লী।

ইষ্বাস—১। ধনু। ইষু শব্দ (বাণ)—অস (নিক্ষেপ করা)+ঘঞ্ ণ বা অপা। সং; পু ২। ধনুর্দ্ধারী, শরক্ষেপক, তীরন্দাজ। ইষু—অস+ষণ্ ক। বিণ; ত্রি।

ইস্, ইঃ—খেদ; ক্রোধ; বিস্ময়। ব্য।

ইহ—এই স্থানে, এই সময়ে, ইত্যাদি। ইদম্ শব্দ+হ ৭মী স্থানে। ব্য।

ইহকাল—এই সংসারে যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়। সং; পু।

ইহজগৎ—এই দৃশ্যমান ভুবন। সং; ক্লী।

সপ্তম্যন্ত বলিয়া জগৎ শব্দেও ৭মী বিভক্তি দিয়া পদ রচনা করা আবশ্যক]।

ইহজন্ম—এই জন্মে। সং; ক্লী।

ইহজীবন—এই লোকে যত কাল বাঁচা যায়। সং; ক্লী। [ত্রি।

ইহত্য—অত্রত্য। ইহ শব্দ+ত্য ভবার্থে। বিণ;

ইহলোক—এই সংসার, পৃথিবী। সং; পু।

ঈ—১। চতুর্থ স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু; কন্দর্প। ২। লক্ষ্মী, কমলা। অ শব্দ (বিষ্ণু)+ঈপ্ স্ত্রীলিঙ্গে। সং; স্ত্রী। ৩। বিষাদ; অনুকম্পা; কোপ; দুঃখ; প্রত্যক্ষ; নিকট। ঈ+ক্বিপ্ ক। ব্য।

ঈক্ষণ—১। দর্শন, দেখা। ঈক্ষ (দেখা)+অনট্ ভা। ২। নেত্র, নয়ন, চক্ষুঃ। ঈক্ষ+অনট্ ণ। সং; ক্লী। বিশেষণে ঈক্ষিত।

ঈক্ষণিক—দৈবজ্ঞ, শুভাশুভদর্শী। ঈক্ষণ+ষ্ণিক (অনিৎ)। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ঈক্ষণিকা।

ঈক্ষিত—১। দৃষ্ট। ঈক্ষ (দেখা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। দর্শন, দেখা। ঈক্ষ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ঈক্ষিতা—দ্রষ্টা, দর্শক। ঈক্ষ (দেখা)+তৃন্ ক=ঈক্ষিতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ঈক্ষিত্রী।

ঈড়া—স্তব, স্তুতি; প্রশংসা। ঈড় (স্তুতি করা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আ। সং; স্ত্রী।

ঈতি—১। গতি। ঈ (গমন করা)+ক্তি ভা। অতিবৃষ্টি রনাবৃষ্টি মূষিকাঃ শলভাঃ শুকাঃ। অত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ॥ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পতঙ্গ, মূষিক, পক্ষী, অতি সন্নিহিত রাজা,—শস্যহানিকর এই ছয় প্রকার উপদ্রব। ঈ+ক্তি র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

ঈদৃক্, ঈদৃক্ষ, ঈদৃশ—এতাদৃশ, এইরূপ, এই প্রকার। ইহার ন্যায় দেখা যায় যাহাকে এই বাক্যে ইদম্ শব্দ—দৃশ (দেখা)+ক্বিপ্, সক্, টক্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ঈদৃশী—এতাদৃশী, এতৎপ্রকারা। ঈদৃশ দেখ। স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঈপ্সা—প্রাপ্তীচ্ছা, পাইবার ইচ্ছা; ইচ্ছা। সনন্ত আপ (পাইতে ইচ্ছা করা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ঈপ্সিত।

ঈপ্সিত—১। বাঞ্ছিত; অভিলষিত। সনন্ত আপ (পাইতে ইচ্ছা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। মনোরথ; স্পৃহা। সনন্ত আপ+ক্ত ভা। আপ+সন্ ইচ্ছার্থে=ঈপ্স্। সং; ক্লী।

ঈপ্সু—প্রাপ্তীচ্ছু, পাইতে অভিলাষী; ইচ্ছুক। সনন্ত আপ (পাইতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ; ত্রি।

ঈরণ, ঈরিণ—ইরণ দেখ।

ঈরিত—১। কথিত; প্রেরিত; ক্ষিপ্ত; বিক্ষিপ্ত, বিসৃষ্ট; কল্পিত। ঈর (প্রেরণ করা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। উক্তি, কথন। ঈর+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ঈর্ম্ম—ইর্ম্ম দেখ।

ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা—পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, অন্যের সুখসৌভাগ্যাদি দর্শনে অসুখানুভব; দ্বেষ; পতির অন্য-স্ত্রী-সহবাস-চিহ্ন-দর্শনে স্ত্রীর অভিমানবিশেষ। ঈর্ষ্য (দ্বেষ করা)+অ ভা। বিকল্পে যকার লোপ। সং; স্ত্রী।

ঈর্ষানল—হিংসারূপ অগ্নি। রূপক কর্ম্মধা; পু।

ঈর্ষান্বিত—ঈর্ষাযুক্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ঈর্ষামূলক—যাহার মূল ঈর্ষা। ঈর্ষা মূল যাহার, বহু। সমাসান্ত ক প্রত্যয়। বিণ; ত্রি।

ঈর্ষালু, ঈর্ষ্যালু—পরশ্রীকাতর, হিংসাযুক্ত। ঈর্ষা (বা ঈর্ষ্যা) শব্দ+আলু যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি

ঈর্ষাবশতঃ — হিংসানিমিত্ত, পরশ্রীকাতরতাবশতঃ। ঈর্ষার বশ, ৬তৎ। তদুত্তরে পঞ্চম্যর্থে তস্। হেত্বর্থে ৫মী। ব্য।

ঈর্ষী—ঈর্ষাযুক্ত, পরশ্রীকাতর। ঈর্ষা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=ঈর্ষিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

ঈলা—পৃথিবী; বাণী; ধেনু; স্তব। ঈড় (স্তব করা)+ক র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ঈলিত—স্তুত; প্রশংসিত। ঈড় (স্তুতি করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ঈশ—১। ঈশ্বর; শিব। ঈশ (প্রভুত্ব করা)+ক ক। সং; পু। ২। স্বামী; নিয়ন্তা; শ্রেষ্ঠ; সমর্থ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ঈশা।

ঈশসখ—কুবের। ঈশের (মহাদেবের) সখা, ঈশসখি+ষ, সমাসান্ত। ৬তৎ। সং; পু।

ঈশা—লাঙ্গলদণ্ড, ঈষ্; শিবপত্নী, দুর্গা; ঈশ্বরী। সং; স্ত্রী। ঈশ দেখ।

ঈশাদন্ত—অতিবৃহৎ দন্তযুক্ত হস্তী। বহু। সং; পু।

ঈশান—১। মহেশ্বর, শিব; একাদশ রুদ্রমধ্যে রুদ্রবিশেষ; শিবের অষ্টমূর্ত্তি মধ্যে সূর্য্যমূর্ত্তি। ঈশ (আধিপত্য করা)+শান ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ঈশানী। ২। প্রভু। বিণ; ত্রি।

ঈশানকোণ—পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের মধ্যবর্ত্তী কোণ (ঐ কোণের অধিপতি শিব)। সং; পু।

ঈশানী—মহেশ্বরী, দুর্গা। সং; স্ত্রী। ঈশান দেখ।

ঈশিতা—১। ঈশ্বর। ঈশ (আধিপত্য করা)+তৃন্ ক=ঈশিতৃ, ১মার ১বচন। সং; পু। ২। সমর্থ; শ্রেষ্ঠ। বিণ; ত্রি। ৩। ঈশ্বরত্ব; সামর্থ্য; অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের অন্যতম। ঈশ (আধিপত্য করা)+গিন্ ক=ঈশিন্; ঈশিন্ শব্দ+তা=ঈশিতা। সং; স্ত্রী।

ঈশিত্ব—ঈশ্বরত্ব; সামর্থ্য; অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের অন্যতম, এই ঐশ্বর্য্য থাকাতে স্থাবরাদি সর্ব্বভূত ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী। ঈশ (আধিপত্য করা)+গিন্ ক=ঈশিন; ঈশিন শব্দ+ত্ব ভাবে=ঈশিত্ব। সং; ক্লী।

ঈশী—ঈশ্বর; প্রভু; পতি। ঈশ (প্রভুত্ব করা, আধিপত্য করা)+গিন্ ক=ঈশিন্, ১মার ১বচন। সং; পু। বিশেষ্যে ঈশিতা, ঈশিত্ব।

ঈশ্বর—১। স্বামী; সমর্থ; শ্রেষ্ঠ। ঈশ (আধিপত্য করা)+বর ক। বিণ; ত্রি। ২। শিব; ব্রহ্ম; পরমেশ্বর; কামদেব। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ঈশ্বরা, ঈশ্বরী।

৩। সঙ্গীত-শাস্ত্রকারবিশেষ; ভরত মুনির প্রভৃতির ন্যায় ইনিও সঙ্গীতশাস্ত্র রচনা করেন।

৪। জনৈক সংস্কৃত গ্রন্থকার; রামস্তোত্র ও কৃষ্ণস্তুতি ইহাঁরই রচিত।

ঈশ্বরকৃষ্ণ—ইনি একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থকার; ইহাঁর প্রণীত সাংখ্যকারিকা সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে চিরপ্রসিদ্ধ।

ঈশ্বরচন্দ্র (রাজা)—ইনি পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের রাজা। ইহাঁর পিতার নাম রাজা শিবচন্দ্র। ১৭১৮ খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যু হইলে ঈশ্বরচন্দ্র রাজা হন। ইনি যেমন রূপবান, তেমনি বলবান্ ছিলেন। সঙ্গীতে ইহাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইহার সভায় বাক্পতি নামক একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ থাকিতেন। তিনি "সারদা মঙ্গল" নামে একখানি বাঙ্গালা সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেন। ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে ৫৫ বর্ষ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র নামে একটি পুত্র রাখিয়া লোকান্তরপ্রাপ্ত হন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—ইনি একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি, কাঁচড়াপাড়ানিবাসী বৈদ্যজাতীয় হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। বাঙ্গালা ১২১৩ সালে ইহাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালে ইনি বড় দুরন্ত ছিলেন; লেখাপড়ায় ইহাঁর তাদৃশ মনোযোগ ছিল না। গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাঁর অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি ছিল। একবার যাহা শুনিতেন, তাহাই আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। কথিত আছে যে, ইনি ১৭।১৮ বৎসর বয়সের সময় দেড় মাসের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের মিশ্র পর্য্যন্ত অর্থ সহিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইহাঁর কবিতা লিখিবার সখ ছিল। এই সময়ে ইহাঁর জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র মহেশচন্দ্রের সহিত ইহাঁর কবিতার লড়াই হইত। মহেশচন্দ্র একজন স্বভাবকবি ছিলেন। কোন কারণে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র জীবিত থাকিতে তিনি আর কবিতা লিখিবেন না।

ফলতঃ এ প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র একদিন মহেশচন্দ্রকে ঠাট্টা করিয়া বলেন, "দাদা! লেজ গুটালে কেন?" তাহাতে মহেশচন্দ্র এই উত্তর করেন ;—

"ওরে তুই ভায়ের তুই থাকলে লেজ,
থাকতো না সংসার।
একে তোমার লেজে গেছে মজে,
সোণার লঙ্কা ছারখার"।

দশমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃবিয়োগ হয়। ইহার কিছুদিন পরে ইঁহার পিতা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। এই ঘটনায় ঈশ্বরচন্দ্র নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় মাতুলালয়ে চলিয়া আসেন; এখানে থাকিয়া ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসের চেষ্টা করেন, কিন্তু অনুরাগের অভাবে তাহাতেও অধিক উন্নতি করিতে পারিলেন না। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে গুপ্তিপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। দুর্গামণি নাকি দেখিতে তেমন সুশ্রী ছিলেন না, অধিকন্তু কতকটা হাবা বোবার মত। কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র এ বিষয়েও সুখী হইতে পারিলেন না।

কলিকাতার ঠাকুরবংশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহের কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বদাই ঠাকুরবাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। ক্রমে গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহনের সহিত ইঁহার বন্ধুত্ব জন্মে। উভয়েই সমবয়স্ক। কথিত আছে যে, ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে যোগেন্দ্রমোহনেরও রচনাশক্তি জন্মিয়াছিল। এই যোগেন্দ্রমোহনের সাহায্যে ১২৩৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকর" নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ-প্রভাকরও অদৃশ্য হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্ব ও রচনাশক্তি দেখিয়া আন্দুলের জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক ঐ বৎসরেই "সংবাদ রত্নাবলী" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র উক্ত পত্রিকায় লেখা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতেন।

ইহার কিছুদিন পরে ঈশ্বরচন্দ্র তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন এবং শ্রীক্ষেত্রাদি দর্শন করিয়া ১২৪২ সালে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন, এবং কানাইলাল ঠাকুরের সাহায্যে "সংবাদ প্রভাকর" পত্রকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ১২৪৫ সালে সংবাদ প্রভাকর দৈনিক আকার ধারণ করে। বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদ পত্রের মধ্যে প্রভাকরই প্রথম। ইহার কিছুদিন পরে স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দুবিধবার বিবাহের বৈধতা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত পুস্তিকা প্রচার করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার প্রতিবাদস্বরূপ ব্যঙ্গ কবিতাসমূহ প্রভাকরে প্রকাশ করিয়া বিধবা-বিবাহবিরোধীদিগের চিত্তরঞ্জন করেন। ১২৫৩ সালে ইনি "পাষণ্ডপীড়ন" নামে আর একখানি পত্র প্রকাশ করেন। এই সময়ে "ভাস্কর" সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য) "রসরাজ" নামে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কবিতাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্রও পাষণ্ডপীড়ন পত্রে গৌরীশঙ্করের কবিতার উত্তর দিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে দুইখানি পত্রই উঠিয়া যায়। তখন ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৪ সালে সাধুরঞ্জন নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার ছাত্রদিগের কবিতা ও প্রবন্ধ মুদ্রিত হইত।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় ১০ বৎসর নানা স্থানে ঘুরিয়া বহু যত্ন ও পরিশ্রমে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, রাম বসু, হরুঠাকুর, নিতাই দাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের জীবনচরিত ও অনেক লুপ্ত কবিতা প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ প্রাচীন বঙ্গীয় কবিদিগের জীবনবৃত্তান্ত উদ্ধার বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী। ১২৬৪ সালে ইনি সংবাদ প্রভাকর পত্রে 'প্রবোধ প্রভাকর' 'হিত প্রভাকর' ও 'বোধেন্দুবিকাশ' নামক তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তৎপরে শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন; পরন্তু মঙ্গলাচরণ ও কয়েকটী শ্লোকের অনুবাদ করিয়া মৃত্যু শয্যায় শয়ন করেন। ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তদীয় অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত মহেশচন্দ্র গভীর দুঃখের সহিত গাহিয়াছিলেন ;—

"সাত মেড়াতে জড় হ'য়ে নষ্ট করলে প্রভাকর।
জন্মে কলম ধরেনিকো, রাম হ'ল এডিটর।
আগা পাছ বাদ দিয়ে শ্যাম হ'ল কমাণ্ডর।"

বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই প্রথম কেবল লেখনীর উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ইনি বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন ও সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি যেমন অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তেমনি তাহার সদ্ব্যয়ও করিতেন। ইনি মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। ইঁহার বাড়ীতে সদাব্রত ছিল। অন্নপ্রার্থী হইয়া কেহ কখনও বিমুখ হয় নাই। ইনি খুব উচ্চশ্রেণীর কবি না হইলেও একজন স্বভাবকবি ছিলেন। ইঁহার রচনা অতিশয় প্রাঞ্জল, তবে অনুপ্রাসের ভারে মধ্যে মধ্যে পীড়িত। হাস্যরসে ইঁহার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। বস্তুতঃ হাস্যরসে ইনি অদ্বিতীয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ইনি বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার পরিচিত স্বনামখ্যাত পণ্ডিত। বাঙ্গালা ১২২৭ সালের (১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের) ১২ই আশ্বিন তারিখে বীরসিংহ গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। সে সময়ে বীরসিংহ হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল, পরে বাঙ্গালার খ্যাতনামা লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেবের আমলে উহা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ইঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম ভগবতী দেবী। ঠাকুরদাস অতি অল্প বেতনের চাকুরি করিতেন,—পরিবার লইয়া বিদেশে থাকিবার সঙ্গতি তাঁহার ছিল না। কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র শৈশবে মাতা ও পিতামহীর সহিত বীরসিংহে থাকিয়া গ্রাম্য পাঠশালায় তৎকালপ্রচলিত বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করেন। অতঃপর ৯ বৎসর বয়সের সময়ে পিতার সহিত পদব্রজেই কলিকাতায় আগমন করেন। প্রতিভাবান্ পুরুষের বাল্যেই প্রতিভার বিকাশ হয়। পথে আসিবার সময় মধ্যে মধ্যে মাইল-নির্দ্দেশ-প্রস্তরসকল (Mile-stones) দেখিয়া ইনি পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা! রাস্তায় শিলের মত ওগুলা কি পোঁতা রহিয়াছে?" ঠাকুরদাস সকল কথা বলিলে, বালক উহা হইতেই ইংরেজী অঙ্কচিহ্নগুলি (১, ২, ৩, ইত্যাদি) শিখিয়া লইলেন।

কলিকাতায় আসিয়া ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষার্থ সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। বালক একেই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন; তাহার উপর ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রমসহকারে অধ্যয়ন করায় প্রত্যেক বারেই বার্ষিক-পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক পাইতে লাগিলেন। এইরূপে অল্পকালমধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায়, ব্যবহার প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ হইতে "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিদ্যাসাগরের পিতার আয় অতি সামান্য ছিল। এই সময়ে বিদ্যাসাগরের কনিষ্ঠ আরও দুইটি সহোদর বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতায় আগমন করেন। সুতরাং পাচক বা দাসদাসী রাখিয়া বাসায় এতগুলি লোকের ও দেশের পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। বালক ঈশ্বরচন্দ্র বাসার সমস্ত কাজ করিয়া

ও তৎপরে স্বহস্তে পাক করিয়া পিতাকে ও ছোট ভাই দুইটাকে খাওয়াইয়া তবে নিজে খাইতেন। দুই বেলাই এইরূপ করিতে হইত, কাজেই রীতিমত পুস্তক-পাঠের সময় তাঁহার ছিল না। তিনি পাক সময়েও পুস্তক নিকটে রাখিতেন এবং অবকাশ পাইলেই একটু পড়িয়া লইতেন। এইরূপ দারিদ্র্যে লালিত পালিত হওয়াতেই বিদ্যাসাগর দরিদ্রের মর্ম্ম-ব্যথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং দয়ার সাগর নামেও পরিচিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৪১ খ্রীঃ অব্দের এপ্রেল মাসে বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০, বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন। বিলাত হইতে আগত নূতন সিভিলিয়ান সাহেবেরা এই কলেজে কিছু এদেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া তবে স্ব স্ব পদে নিযুক্ত হইতেন। এক্ষণে বিদ্যাসাগরকে সর্ব্বদাই সাহেবদিগের সংস্রবে আসিতে হইত;—ইংরেজী জানা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া তিনি ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন এবং অল্পকালমধ্যে উহাতেও সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। সাহেবদিগের পরীক্ষার হিন্দি কাগজও তাঁহাকে দেখিতে হইত। এই নিমিত্ত তিনি হিন্দি ভাষাও শিক্ষা করিয়া লইলেন। ফলতঃ বিদ্যাসাগরের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী।

বিদ্যাসাগরের কার্য্যকারিতা ও বিচক্ষণতা দর্শনে সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষ ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে ইঁহাকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সহিত ইঁহার মতের মিল না হওয়ায়, পর বৎসরেই ইনি এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাহেব ছাত্রদিগের নিমিত্ত বিদ্যাসাগর তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা গদ্য পুস্তক বেতাল-পঞ্চবিংশতি মুদ্রিত করেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যাসাগর পুনরায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করেন। এবারে তথাকার প্রধান কেরাণী (Head writer) হন। ঐ পদের মাসিক বেতন ৮০, টাকা। ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর মাসিক ৯০, টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। সে সময়ে সংস্কৃত কলেজে প্রিন্সিপালের (Principal) পদ ছিল না। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দের, জানুয়ারী মাসে প্রিন্সিপালের পদ সৃষ্ট হইলে বিদ্যাসাগর মাসিক ১৫০, টাকা বেতনে প্রথম প্রিন্সিপাল হন। এইখানে তাঁহার বেতন ক্রমে ৩০০, টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে কলেজের অধ্যক্ষতা সত্বেও গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে মাসিক ২০০, টাকা বেতনে বিশেষ বিদ্যালয় পরিদর্শক (Special Inspector of schools) নিযুক্ত করেন। দুই পদে এক্ষণে বিদ্যাসাগরের বেতন মাসিক ৫০০, টাকা হইল।

এই সময়ে ইনি একটি গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। হিন্দু-বাল-বিধবাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বিধবা-বিবাহ যে শাস্ত্র-সম্মত তাহাই প্রতিপাদনার্থে পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন। দেশময় তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল। হিন্দুসমাজের সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত, কৃতবিদ্য মূর্খ, সকলেই বিদ্যাসাগরের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। এমন কি কেহ কেহ তাঁহার প্রাণবধেরও কল্পনা করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর স্বদেশীয় লোকের গ্লানি, নিন্দাবাদ, কুৎসা, নির্য্যাতন প্রভৃতি অকাতরে সহ্য করিয়া অকুতোভয়ে আপনার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন অনন্তর বহু যত্ন ও পরিশ্রমে ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বিধবাবিবাহের আইন বিধিবদ্ধ করিয়া লইলেন। তিনি কেবল আইন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার যত্নে ও ব্যয়ে দেশের নানা স্থানে কয়েকটি বিধবা-বিবাহও সাধিত হয়। এমন কি নিজের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রেরও একটী বিধবার সহিত বিবাহ দেন। বিধবা-বিবাহের আইনপ্রচলনকার্য্যে তাঁহার ঐকান্তিকতা, অধ্যবসায়, নির্ভীকতা, দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যালয়-পরিদর্শকের কার্য্য করিবার সময়ে বিদ্যাসাগর হ্যালিডে সাহেবের পরামর্শে দেশের নানা স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সময়ে ইয়ং নামক এক অল্পবয়স্ক যুবক সিভিলিয়ান নূতন ডিরেক্টর হন। কোন কোন বিষয়ে এই সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের মতের অমিল হওয়ায় উভয়ের মধ্যে মনের অকৌশল চলিতেছিল। বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপনের ৫।৬ মাস পরে বিদ্যাসাগর ঐ সকল স্কুলের বিল করিলে ইয়ং সাহেব সেগুলি অগ্রাহ্য করিলেন। এই সকল এবং অন্যান্য নানা কারণে বিরক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর অনায়াসে ৫০০, টাকা বেতনের গভর্ণমেণ্টের চাকরি ছাড়িয়া দিলেন।

মঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তা যাহা কিছু করেন, সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য। বিদ্যাসাগরের এই কর্ম্মত্যাগ প্রভৃত মঙ্গলের নিদান হইল। তাঁহাকে এক্ষণে একমাত্র লেখনীর উপরই আত্মনির্ভর করিতে হইল। তাঁহার ব্যয়ও বড় কম ছিল না। সেই ব্যয়ের অধিকাংশই তাঁহার দানে যাইত। তাঁহার দানের কথা আর কি বলিব ? তিনি যথার্থ ই মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি বলিতেন, "দরিদ্রের দুঃখ কয়জন দেখিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের ব্যথা কয়জন বুঝিয়াছে ?" বস্তুতঃ দরিদ্রের দুর্দ্দশার কথা শুনিলে, দুঃখীর দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া শোণিতধারা তীব্রবেগে ছুটিত, নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। এ সকল কবিকল্পনা বা অতিরঞ্জিত চাটুবাদ নহে। যাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই এখনও জীবিত। ১৮৬৬-৬৭ খ্রীঃ অব্দে দেশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়—যাহা বাহাত্তরে মন্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—সেই দারুণ দুঃসময়ে বিদ্যাসাগর জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে অন্নসত্র খুলিয়া প্রায় ছয় মাস কাল সহস্র অন্নপ্রার্থীকে অন্ন বিতরণ করিতেন। তদ্ভিন্ন দুই সহস্র টাকার বস্ত্র কিনিয়া বস্ত্রহীনদিগকে দান করেন। বঙ্গদেশে ধনাঢ্যের সংখ্যা নিতান্ত বিরল নহে, কিন্তু কয়জন ধনবান্ দানশীলতায় ধনহীন বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ হইতে পারেন ? এই সকল ব্যতীত তিনি গোপনে কত দুঃস্থ ভদ্র পরিবারের যে সাহায্য করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে তিনি অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কেবল বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়া তিনি এই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ ও সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়াও অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি যদি দানশীল ও মুক্তহস্ত না হইতেন, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়া যাইতে পারিতেন। বিদ্যাসাগর সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২৫ খানি বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়াছেন। বলিতে কি, বিদ্যাসাগরই বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের জনক। তিনি কার্য্য পরিত্যাগ না করিলে আমরা এতগুলি সুন্দর বাঙ্গালা পুস্তক পাইতাম না। তাই বলিতেছিলাম, তাঁহার কর্ম্মত্যাগে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইয়াছে।

বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্ত্তি তাঁহার মেট্রোপলিটান কলেজ। এই সময়ে সকলের ধারণা ছিল, সাহেব অধ্যাপক না হইলে কলেজ চলিতে পারে না। অনেক সাহেবও বলিতেন, বাঙ্গালীদের কলেজ চালাইবার ক্ষমতা নাই। বিদ্যাসাগর কিন্তু নিজব্যয়ে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করেন। প্রথম বর্ষের (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের) এফ্., এ পরীক্ষার ফল দেখিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে

বিদ্যাসাগরকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কলেজে বি, এ, ক্লাশ খোলেন। বি,এ, পরীক্ষাতেও প্রথম বৎসরেই (১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে) ১৬ জন ছাত্র প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া "ডিগ্রী" প্রাপ্ত হইল। একমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিঃস্বার্থতাই এরূপ উন্নতির একমাত্র কারণ। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় গবর্ণমেন্টের নিকট সি আই ই উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইলেন। তাঁহার দেখাদেখি অনেক স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের অনেকগুলিই এক একটি দোকান—আয়ের সম্পত্তি। বিদ্যাসাগর কখনও আপনার কলেজের এক কপর্দ্দকও নিজের ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করিতেন না। কলেজের উদ্বৃত্ত টাকা, কলেজের উত্তম বাটী, সুন্দর পুস্তকালয়, যন্ত্রালয় প্রভৃতি ব্যাপারেই ব্যয়িত হইত।

ইহা ভিন্ন তিনি জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে একটি অবৈতনিক উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শত শত বালককে অন্ন বস্ত্র দিয়া আপনার বাটীতে স্থান দিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। যে কোনও অনাথ বালক যখনই তাঁহার নিকট আপনার দুরবস্থার কথা জানাইয়াছে, তখনি বিদ্যাসাগর সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার সকল অভাব দূর করিয়া তাহার বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। এত দয়া না থাকিলে তাঁহার নাম 'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর' হইবে কেন? শেষ অবস্থায় তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে তিনি বৈদ্যনাথের নিকট কর্ম্মাটাড় নামক স্থানে স্বাস্থ্যাবাস নির্ম্মাণ করিয়া মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া থাকিতেন। সেখানকার অসভ্য সাঁওতালদিগকে তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে ভালবাসিতেন। তাহাদিগকে অন্ন বস্ত্র দান করিতেন; তাহাদের রোগের সময়ে ঔষধ পথ্য দিতেন, সেবাশুশ্রূষা করিতেন। তাহারাও বিদ্যাসাগরকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত।

বিদ্যাসাগরের হৃদয় যেমন কোমল ছিল, তেমনি হৃদয়ে অসাধারণ বলও ছিল। দুঃখীর দুঃখ দেখিলে যেমন তাঁহার হৃদয় করুণারসে বিগলিত হইত, আত্মীয় স্বজনের দোষ দেখিলে আবার সেই হৃদয় ক্রোধাগ্নিতে বজ্রাদপি কঠোর হইয়া পড়িত। অন্য লোকের সহস্র দোষ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিতেন, ক্ষমা করিয়া তাহার দোষসংশোধনের চেষ্টা পাইতেন; কিন্তু আপনার পরিজনবর্গের কাহারও দোষ দেখিলে তাহা তাঁহার অসহ্য হইত। তিনি মনে করিতেন, তিনি যেরূপ আদর্শপুরুষ, তাঁহার পরিবারের সকলেই সেইরূপ আদর্শপুরুষ হইবে। তাহার অন্যথা দেখিলেই তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেন। অধিক কথা কি, তাঁহার একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের ব্যবহারে তিনি এতদূর বিরক্ত ও রোষাবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি অক্লেশে নারায়ণকে ত্যজ্যপুত্র করেন। এইরূপ কতিপয় কারণে বিদ্যাসাগরের শেষ জীবন বিষাদময় হইয়া পড়িয়াছিল।

বিদ্যাসাগরের হৃদয় ভক্তিময় ছিল। জনকজননীকে তিনি আরাধ্য দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। একবার কাশীধামে জনৈক পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কাশীর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা মানেন কি না। বিদ্যাসাগর হাসিতে হাসিতে আপনার মাতাপিতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উত্তর করেন, "ইনিই আমার বিশ্বেশ্বর, আর ইনিই আমার অন্নপূর্ণা।" বস্তুতঃ তিনি মাতাপিতাকে ঈশ্বরতুল্য মান্য করিতেন। বৃদ্ধ মাতাপিতার মৃত্যুতে প্রৌঢ় বিদ্যাসাগর মাতৃহীন শিশুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন, এবং কিছুদিন বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তির দিকে ঊর্দ্ধে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতেন এবং অনবরত শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। এরূপ মাতাপিতৃভক্ত লোক আধুনিক সময়ে এদেশে নিতান্ত বিরল, সন্দেহ নাই।

সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠা বিদ্যাসাগরের মহাপ্রাণতায় ও লোকহিতৈষিতায়। পথপার্শ্বে দণ্ডায়মানা বেশ্যারাও তাঁহার দয়ায় বঞ্চিত হইত না। বাস্তবিকই বিদ্যাসাগর ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন। ১৮৯১ খৃঃ অব্দের ২৯শে জুলাই রাত্রি ২টার সময়ে (ইংরাজী হিসাবে ৩০শে জুলাই) ভারতমাতার এই সুসন্তান সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরদত্ত—জগদীশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত, যাহা ঈশ্বর দিয়াছেন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ঈশ্বরনিষ্ঠ—ঈশ্বরপরায়ণ, জগদীশ্বরে একান্ত নির্ভরশীল, ভগবদ্ভক্ত। ঈশ্বরে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ঈশ্বরনিষ্ঠা।

ঈশ্বরনিষ্ঠা—ঈশ্বরপরায়ণতা, জগদীশ্বরে একান্ত নির্ভর, ভগবদ্ভক্তি। ঈশ্বরে নিষ্ঠা, ৭তৎ। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ঈশ্বরনিষ্ঠ।

ঈশ্বরপরায়ণ—জগদীশ্বরে অত্যন্ত রত। ঈশ্বর হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ঈশ্বরপ্রসাদ—জগদীশ্বরের প্রসন্নতা, ঈশ্বরানুগ্রহ। ৬তৎ। সং; পু।

ঈশ্বরপ্রসাদাৎ—ঈশ্বরানুগ্রহবশতঃ। ঈশ্বরপ্রসাদ শব্দ + সংস্কৃত ৫মীর ১বচন। হেত্বর্থে ৫মী।

ঈশ্বর-প্রেম—জগদীশ্বরে প্রীতি। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

ঈশ্বর-প্রেমিক—জগদীশ্বরের প্রতি প্রীতিমান্। ঈশ্বরপ্রেমন্ শব্দ + ষ্ণিক, "ইহা কর্ত্তৃক কৃত" অর্থে। বিণ; ত্রি।

ঈশ্বরবাদ—ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপক মত। ৬তৎ। সং; পু। [বিণ; পু।

ঈশ্বরবাদী—ঈশ্বরবিশ্বাসী, আস্তিক। ৬তৎ।

ঈশ্বরবিরোধ—স্বামীর সহিত বিবাদ, মনিবের সহিত ঝগড়া; জগদীশ্বর কৃত নিয়মের অন্যথাচরণ। ৬তৎ। সং; পু।

ঈশ্বরসাধনা—ঈশ্বরলাভার্থ সাধনা, যাহাতে ঈশ্বর লাভ হয়, গুরুর উপদেশ অনুসারে তাদৃশী সাধন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ঈশ্বরা, ঈশ্বরী—দুর্গা; লক্ষ্মী; সরস্বতী; সর্ব্বপ্রকার শক্তি। সং; স্ত্রী। বিশেষ্যে ঈশ্বর। ঈশ্বর দেখ।

ঈশ্বরাবতার—কোন শক্তিমান্ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে লোকে তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলে। ৬তৎ। সং; পু।

ঈশ্বরোপাসনা—গুরুর উপদিষ্ট মার্গে ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তনাদি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [ব্য।

ঈষৎ—অল্প, কিঞ্চিৎ। ঈষ (গমন করা) + অৎ ক।

ঈষৎকর—অল্প; অল্পায়াসসাধ্য; অকিঞ্চিৎকর। ঈষৎ শব্দ—কৃ (করা) + খল্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ঈষদুষ্ণ—অল্প উষ্ণ, সামান্য গরম। ঈষৎ যে উষ্ণ, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

ঈষদূন—কিঞ্চিৎ ন্যূন, কিছু কম। ঈষৎ যে উন, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। [ত্রি।

ঈষদ্দীর্ঘ—অল্পপরিমাণে দীর্ঘ। কর্ম্মধা। বিণ;

ঈষদ্ভিন্ন—অল্পরূপে পৃথক্। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

ঈষন্মাত্র—অল্পমাত্র। বহু। বিণ; ত্রি।

ঈষা—লাঙ্গলদণ্ড, ঈষ। ঈষ (গমন করা) + ক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ঈষাদণ্ড—অক্ষ এবং যুগধারক দণ্ড। ৬তৎ। পু।

ঈষাদন্ত—ঈশাদন্ত দেখ।

ঈষিকা—তুলিকা; কাশতৃণ; শরের মাজা; হস্তীর নেত্রগোলক; অস্ত্রবিশেষ। ঈষ (আঘাত করা) ইকন্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ঈহা—চেষ্টা; ইচ্ছা; উদ্যোগ; উদ্যম। ঈহ (চেষ্টা করা, ইত্যাদি) + অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ঈহিত।

ঈহামৃগ—দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত রূপক শ্রেণীর একবিধ। ইহা চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। দেবদেবী ইহার নায়কনায়িকা। প্রেম ও কৌতুকবর্ণনাই ইহার উদ্দেশ্য।

ঈহিত—১। চেষ্টিত; ইষ্ট। ঈহ (চেষ্টা করা, ইত্যাদি) + ক্ত র্ম্ম। ২। উদ্যত। ঈহ + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ৩। চেষ্টা; ইচ্ছা; উদ্যোগ; উদ্যম। ঈহ + ক্ত ভা। সং; স্ত্রী।

উ—১। পঞ্চম স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ; শিব। অত (গমন করা)+ডু ক। সং; পু। ২। ভোঃ, সম্বোধন; বিতর্ক; ক্রোধোক্তি; দয়া; বিস্ময়; নিয়োগ; পাদপূরণ। উ (শব্দ করা)+ক্বিপ্ অধি। ব্য।

উই—একপ্রকার কীট, রুই। দেশজ। সং।

উইলকিন্স—স্যার চার্লস (Sir Charles Wilkins) জন্ম ১৭৪৯ বা ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দ। ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইংরাজদিগের মধ্যে ইনিই প্রথমে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। উইলকিন্স সাহেব কেবল সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, পরন্তু যাহাতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থসকল ইংরেজীতে অনুবাদিত হইয়া স্বজাতির মধ্যে প্রচারিত হয়, এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। এতৎকল্পে ইনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের আনুকুল্যে ভগবদ্গীতা ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। ১৭৮৫ খ্রীঃ এই অনুবাদ ইংলণ্ডে মুদ্রিত হয়। ১৭৭৯ খ্রীঃ ইনি একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত করেন। প্রথম বাঙ্গালা ও পারসী টাইপ ইঁহারই দ্বারা প্রস্তুত হয়। এসিয়াটিক সোসাইটী স্থাপন সময়ে ইনি স্যার উইলিয়াম জোন্সকে বিস্তর সাহায্য করেন। ইনিই "এসিয়াটিক রিসার্চেস" নামক মহামূল্য ধারাবাহিক গ্রন্থ প্রচারের অনুষ্ঠান করেন। ইঁহার হিতোপদেশ ও শকুন্তলার ইংরাজী অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ইনি ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাগমন করেন এবং ১৮০৮ খ্রীঃ ইনি আর একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৮৩৩ খ্রীঃ চতুর্থ জর্জ্জ ইঁহাকে নাইট উপাধি প্রদান করেন। ইঁহারই গীতার ইংরাজী অনুবাদ হইতে ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষায় উক্ত গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে। ১৮৩৮ খ্রীঃ ১৩ই মে এই মহাত্মা পরলোক গমন করিয়াছেন।

উইলসন—হরেস হেম্যান (Horace Hayman Wilson) ১৭৮৬ খ্রীঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা টাঁকশালে ১৮১৬ হইতে ১৮৩২ খৃঃ পর্য্যন্ত "এসে মাষ্টার"এর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮১১ হইতে ১৮৩৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারীর কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি রামকমল সেনের প্রধান বন্ধু ও সহায় ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। ইনি কালিদাসের মেঘদূতের ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর ইনি একখানি সুবৃহৎ সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান প্রণয়ন করিবার সংকল্প করেন, এবং বহুদিনের প্রভূত পরিশ্রমে এই অভিধান মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইনি ঐতিহাসিক, রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ, মুদ্রাতত্ত্বজ্ঞ, অভিনেতা ও সঙ্গীত-বিদ্যা-নিপুণ ছিলেন। থিয়েটার অব্ দি হিন্দুস্ (Theatre of the Hindus) নামক দুই খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থ ইঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি। ঐ গ্রন্থে ইনি নাটকাকারে অমিত্রাক্ষর ছন্দে মৃচ্ছকটিক, মালতী-মাধব, উত্তররামচরিত, বিক্রমোর্ব্বশী, মুদ্রারাক্ষস ও রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। ইহা ব্যতীত সংস্কৃত নাটকনাটিকা প্রকরণ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঐ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। ইঁহার অধ্যক্ষতায় ইঁহারই অনুবাদিত উত্তররামচরিত স্বর্গীয় প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের শুঁড়ার বাগানে ১৮৩১ খৃঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে অভিনীত হয়। হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রদায় ও দর্শনবিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ একত্র করিয়া ইনি পুস্তকাকারে ১৮৪০ খৃঃ প্রকাশিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত উইলসন সাহেবের এই পুস্তক অবলম্বনেই 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রণয়ন করেন। ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদও ইঁহার দ্বারা সম্পাদিত হয়। ১৮৬০ খৃঃ মে মাসে এই মনস্বী মহাপুরুষের দেহত্যাগ ঘটে। [স্বার্থে। সং; পু।

উকার—উ বর্ণ; মহাদেব। উ শব্দ+কার

উক্ত—১। কথিত; উল্লিখিত। বচ বা ব্রূ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উক্তি, বচন। ২। কথন। ব্রূ বা বচ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

উক্তি—১। কথন; বাক্য। ব্রূ বা বচ (বলা)+ক্তি ভা। সং। স্ত্রী। বিশেষণে উক্ত।

উক্থ—সামবেদের অংশবিশেষ; যজ্ঞবিশেষ। বচ (বলা)+থক্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

উক্ষা—বৃষ, ষাঁড়। উক্ষ+কনিন্ ক=উক্ষন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

উক্ষিত—লিপ্ত; সিক্ত; প্রোক্ষিত; অভিষিক্ত। উক্ষ (আর্দ্র করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ।

উখা—পাকস্থলী; হাঁড়ী; আখা, উনান। উখ (গমন করা)+ক অধি, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

উগ্র—১। ক্রুদ্ধ; তীব্র, প্রখর; প্রচণ্ড; উৎকট; ক্রূর, নিষ্ঠুর। উচ (মিলিত করা)+রক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। শিব; শিবের অষ্টমূর্ত্তির মধ্যে বায়ুমূর্ত্তি; পূর্ব্বফাল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, মঘা, ও ভরণী নক্ষত্র; কেরল দেশ; রাজবিশেষ; ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র; ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে জাত জাতিবিশেষ, আগুরি, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায়, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলায় কিয়দংশে, এবং হুগলি ও নদীয়া জেলার স্থানে স্থানে ইহাদের বাস, ইহারা অতিশয় উগ্রস্বভাব ও স্বাধীনতাপ্রিয়। হিন্দুরাজত্বকালে রাজার অন্তঃপুর ও কোষাগার রক্ষাই ইহাদের কার্য্য ছিল, সুতরাং ইহারা অতিশয় বিশ্বাসী; অধুনা কৃষি ও বাণিজ্যই ইহাদের প্রধান অবলম্বন। সং; পু।

উগ্রকর্ম্মা—ভীষণ কর্ম্মকারী। উগ্র হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহুব্রীহি সমাসে উগ্রকর্ম্মন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

উগ্রকাণ্ড—কারবেল, করলা। বহু। সং; পু।

উগ্রগন্ধ—১। তীব্রগন্ধবিশিষ্ট। উগ্র হইয়াছে গন্ধ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। হিঙ্গু, হিঙ; রশুন; চম্পক, চাঁপা। সং; ক্লী।

উগ্রগন্ধা—অজগন্ধা; যবানী; বচ। সং; স্ত্রী।

উগ্রচণ্ডা—চণ্ডিকাদেবী, ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ, এই মূর্ত্তি অষ্টাদশভুজা, ভগবতী এই মূর্ত্তিতে মহিষাসুরের প্রথম মূর্ত্তি বিনষ্ট করেন, দক্ষযজ্ঞ বিনাশহেতু আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা নবমীতে কোটি যোগিনীর সহিত এই মূর্ত্তি প্রথম আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

উগ্রতা—উগ্রের ভাব বা কর্ম্ম; তীব্রতা, ক্রূরতা, ইত্যাদি। উগ্র শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী। উগ্র দেখ।

উগ্রতারা—ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ। এক সময়ে দেবগণ শুম্ভ নিশুম্ভ দানবভ্রাতৃদ্বয়ের উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পরিত্রাণের নিমিত্ত হিমালয়ের গঙ্গাবতরণস্থানে গমন করিয়া মহামায়ার স্তব করিতে থাকেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবতী মাতঙ্গিনীর রূপ ধারণপূর্ব্বক দেবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'দেবগণ! তোমরা কাহার স্তব করিতেছ?' ইত্যবসরে তাঁহার শরীরকোষ হইতে এক দেবী বহির্গত হইয়া বলিলেন, 'দেবগণ আমারই স্তব করিতেছেন, আমি শুম্ভনিশুম্ভকে বধ করিব'। সং; স্ত্রী।

উগ্রত্ব—উগ্রতা দেখ। উগ্র শব্দ+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

উগ্রধন্বা—মহাধনুর্দ্ধর। উগ্র (প্রখর) হইয়াছে ধনুঃ যাহার, বহুব্রীহি সমাসে উগ্রধন্বন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

উগ্রপ্রকৃতি—উগ্রস্বভাব, কড়া মেজাজ। বহু। বিণ; ত্রি।

উগ্রভাব—উগ্রতা। ৬তৎ। সং; পু।

উগ্রমূর্ত্তি—ভয়ানক মূর্ত্তিবিশিষ্ট; ক্রোধনস্বভাব। বহু। বিণ; ত্রি।

উগ্রম্পশ্য—ভয়দর্শন। উগ্র শব্দ—দৃশ (দেখা)+খশ্ ক। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

উগ্রবক্তা—কর্কশভাষী; রুক্ষবাদী। কর্ম্মধা।

উগ্রশেখরা—জাহ্নবী, গঙ্গা। উগ্রের (শিবের) শেখরা (কিরীটরূপা), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

উগ্রশ্রবাঃ—১। রোমহর্ষণপুত্র সূত। ২। ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। সং; পু।

উগ্রসেন—১। পরীক্ষিৎপুত্র, জনমেজয়ের ভ্রাতা। ২। ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্রের নাম। ৩। মথুরার যাদববংশীয় একজন রাজা, কংসের পিতা এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ দেবকীর ভ্রাতা। ইঁহার পিতার নাম আহুক। দুর্বৃত্ত পুত্র কংস ইঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হন। পরে কৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া আবার ইঁহাকে রাজা করেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর ইঁহার মৃত্যু হয়। সং; পু।

উগ্রস্বভাব—কোপনস্বভাব, রুক্ষমেজাজ। বহু। বিণ; ত্রি।

উগ্রা—উগ্রজাতীয়া স্ত্রী; যোগিনীবিশেষ; কোপনা নারী; যবানী; বচ। উগ্র শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

উচিত—ন্যায়ানুগত, ন্যায্য; উপযুক্ত; পরিচিত; অভ্যস্ত। উচ (মিলন করা)+ক্ত ক; অথবা বচ (বলা)+ক্তি ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ঔচিত্য। বিপরীতার্থক শব্দ অনুচিত।

উচিতভাষী—উচিতবাদী, স্পষ্টবক্তা। উচিত শব্দ—ভাষ (বলা)+ণিন্ ক=উচিতভাষিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উচিতভাষিণী (=স্পষ্টবাদিনী)।

উচিতবাদী—উচিত কথা বলে এরূপ। উচিত শব্দ—বদ (বলা)+ণিন্ ক—উচিতবাদিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উচিতবাদিনী (=স্পষ্টবাদিনী)।

উচ্চ—উন্নত, উঁচু। উৎ—চি (চয়ন করা)+ড র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উচ্চতা।

উচ্চকবি—প্রধান কবি, উৎকৃষ্ট কাব্য-লেখক, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। [সং; ক্লী।

উচ্চকুল—উন্নত বংশ; সম্ভ্রান্ত বংশ। কর্ম্মধা।

উচ্চণ্ড—অতিকোপন; উদ্দাম; দুর্দ্দান্ত; ত্বরান্বিত। উৎ—চণ্ড+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

উচ্চতম, উচ্চতর—সাতিশয় উচ্চ, বহু বা দুইয়ের মধ্যে উচ্চ। উচ্চ শব্দ+তম, তর অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি।

উচ্চতা—ঔন্নত্য। উচ্চ শব্দ+তা ভাবে। উচ্চ দেখ। সং; স্ত্রী।

উচ্চনাদ—উচ্চধ্বনি। কর্ম্মধা। সং; পু।

উচ্চন্দ্র—রাত্রির অবসান। উৎ (ক্ষীণ) হইয়াছে চন্দ্র যাহাতে, বহু। সং; পু।

উচ্চপদস্থ—প্রধান কার্য্যকারী, রাজকার্য্য সমূহের মধ্যে অতি প্রধান কার্য্যসম্পাদক। কর্ম্মধা ও উপ। উচ্চপদ—স্থা+ড ক; বিণ; ত্রি। [ত্রি।

উচ্চমনাঃ—উন্নতচিত্ত, মহাশয়। বহু। বিণ;

উচ্চয়, উচ্চায়—১। চয়ন। উৎ—চি (চয়ন করা)+অল্, পক্ষান্তরে ঘঞ্ ভা। ২। পুঞ্জ, রাশি; নারী-কটি-বস্ত্র-গ্রন্থি, নীবি। উৎ—চি+অল্, পক্ষান্তরে ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

উচ্চরণ—উচ্চৈঃকীর্ত্তন; ঊর্দ্ধগমন। উদ্—চর (গমন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উচ্চরিত।

উচ্চরিত—কীর্ত্তিত; শব্দিত। উদ্—চর (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উচ্চরণ।

উচ্চলগ্ন—অত্যুৎকৃষ্ট শুভ কার্য্যসম্পাদক কাল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

উচ্চলিত—নির্গত; প্রস্থিত। উদ্—চল (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

উচ্চশিরঃ—উন্নতমস্তক। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

উচ্চহাস্য—চীৎকার করা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

উচ্চাটন—উন্মূলন; উৎপাটন; চঞ্চলকরণ; উৎকণ্ঠা; বিবাদ; তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত অভিচারবিশেষ, ইহার ফল বৈরীর মনের ব্যাকুলতা উৎপাদন ও তাহাকে দেশত্যাগ করান। উদ্—ণিজন্ত চট বা চাটি (ভেদ করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উচ্চাটিত।

উচ্চার—১। বিষ্ঠা; মল। উদ্—চর (গমন করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। উচ্চারণ। উদ্—চর+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উচ্চারণ—কীর্ত্তন, কথন, শব্দপ্রয়োগ। উদ্—ণিজন্ত চর বা চারি (গমন করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উচ্চারিত।

উচ্চারণীয়—উচ্চারণযোগ্য। উদ্—ণিজন্ত চর বা চারি+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উচ্চারিত—কীর্ত্তিত, কথিত, শব্দিত। উদ্—ণিজন্ত চর বা চারি (গমন করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উচ্চারণ।

উচ্চার্য্য—উচ্চারণযোগ্য, কথনীয়। উদ্—ণিজন্ত চর বা চারি (গমন করান)+য র্ম্ম। বিণ।

উচ্চার্য্যমান—যাহা উচ্চারণ করা যাইতেছে এরূপ। উদ্—ণিজন্ত চর বা চারি+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উচ্চাবচ—ভালমন্দ; বিবিধ, নানাপ্রকার; উন্নতানত, উঁচুনীচু, অসমতল। উদক (উৎকৃষ্ট) ও অবাক্ (নিকৃষ্ট), নিপাতনে। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

উচ্চাশয়—উন্নতাভিপ্রায়সম্পন্ন, উচ্চমনাঃ। বহু।

উচ্চিত—সংগৃহীত। উদ্—চি (চয়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উচ্চুঙ্গ—উইচিংড়া। সং; পু।

উচ্চৈঃ—উন্নত, উচ্চ; প্রচুর; অধিক। উদ্—চি (চয়ন করা)+ডৈস্। ব্য।

উচ্চৈঃশ্রবাঃ—১। ইন্দ্রের ঘোটক, সমুদ্রমন্থনে ইহার উৎপত্তি। উচ্চৈঃ (উন্নত) হইয়াছে শ্রবঃ (কর্ণ) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে উচ্চৈঃশ্রবস্, ১মার ১বচন। সং; পু। ২। উচ্চকর্ণযুক্ত; বধির। বিণ; পু।

উচ্ছন্ন—উৎসন্ন, নষ্ট। উদ্—ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদিত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উচ্ছল—সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত। উদ্—শল (যাওয়া)+অ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উচ্ছলিত—উদ্গত; উৎক্ষিপ্ত; উত্থিত; উথলিয়া উঠিয়াছে এরূপ। উদ্—শল (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

উচ্ছাদন—উদ্বর্ত্তন। উদ্—ণিজন্ত ছদ বা ছাদি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উচ্ছাস্ত্র—শাস্ত্রবিরোধী, অশাস্ত্রীয়। উৎক্রান্ত শাস্ত্রকে, ক্রান্তাদ্যর্থে ২তৎ। বিণ; ত্রি।

উচ্ছিত্তি—উচ্ছেদ; বিনাশ। উদ্—ছিদ (ছেদন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে উচ্ছিন্ন।

উচ্ছিদ্যমান—যাহার উচ্ছেদ করা হইতেছে এরূপ। উদ্—ছিদ (ছেদন করা)+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উচ্ছিন্ন—উৎপাটিত, উন্মূলিত; বিনাশিত। উদ্—ছিদ (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উচ্ছেদ, উচ্ছিত্তি।

উচ্ছিষ্ট—১। ভুক্তাবশিষ্ট, খাওয়ার পর যাহা পাতে পড়িয়া থাকে, এঁটো; ভোজনান্তে অসংস্কৃত বা অপরিষ্কৃত। উদ্—শিষ (শেষ থাকা)+ক্ত ক। ২। ত্যক্ত। উদ্—শিষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উচ্ছীর্ষক—উপাধান, বালিশ। উদ্ (উন্নত) হয় শীর্ষ (মস্তক) যাহা দ্বারা, বহুব্রীহি সমাসে কণ্। সং; ক্লী।

উচ্ছৃঙ্খল—বিশৃঙ্খল, অনিয়মিত; স্বেচ্ছাচারী, যথেচ্ছাচারী। উদ্ (উদ্গত) হইয়াছে শৃঙ্খল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা। [তা ভাবে।

উচ্ছৃঙ্খলতা—উচ্ছৃঙ্খল দেখ। উচ্ছৃঙ্খল শব্দ+

উচ্ছেত্তা—উচ্ছেদকারক; বিনাশক। উদ্—ছিদ (ছেদন করা)+তৃন্ ক=উচ্ছেতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উচ্ছেত্রী।

উচ্ছেদ—উৎপাটন, উন্মূলন; বিনাশ, ধ্বংস। উদ্—ছিদ (ছেদন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে উচ্ছিন্ন।

উচ্ছেদক—উচ্ছেত্তা দেখ। উদ্—ছিদ (ছেদন করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

উচ্ছেদনীয়—উৎপাটনীয়; ধ্বংসযোগ্য; বিনাশ্য। উদ্—ছিদ (ছেদন করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ।

উচ্ছ্রয়, উচ্ছ্রায়—উচ্চতা; উন্নতি; উৎকর্ষ। উদ্—শ্রি (সেবা করা)+অল্, পক্ষান্তরে ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে উচ্ছ্রিত।

উচ্ছ্রিত—উন্নত; উদিত; উৎপন্ন; প্রবৃদ্ধ। উদ্—শ্রি (সেবা করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উচ্ছ্রয়, উচ্ছ্রায়, উচ্ছ্রিতি।

উচ্ছ্রিতি—উচ্ছ্রয় দেখ। উদ্–শ্রি (সেবা করা) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে উচ্ছ্রিত।

উচ্ছ্বসন—উচ্ছ্বাস। উদ্–শ্বস (শ্বাস প্রশ্বাস করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উচ্ছ্বসিত—কম্পিত; বিকসিত; জীবিত; ক্রটিত; বিশ্লিষ্ট; শিথিলীভূত; ক্ষত। উদ্–শ্বস (শ্বাস প্রশ্বাস করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। উচ্ছ্বাস; নিশ্বাস; কম্পন। উদ্–শ্বস+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

উচ্ছ্বাস—স্ফীতি; নিশ্বাস; প্রাণ; বিশ্লেষ; বিকাশ; আশ্বাস; পরিচ্ছেদ। উদ্–শ্বস (শ্বাস প্রশ্বাস করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে উচ্ছ্বাসিত।

উচ্ছ্বাসিত—উন্মেষিত; বিশ্লেষিত। উদ্–ণিজন্ত শ্বস বা শ্বাসি (শ্বাস প্রশ্বাস করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উছল—উথলে উঠা। দেশজ, উচ্ছলিত শব্দের অপভ্রংশ।

উজ্জয়নী, উজ্জয়িনী—দক্ষিণাপথের অন্তর্গত মালব প্রদেশের রাজধানী। বিশালা ও অবন্তী নামেও ইহা প্রসিদ্ধ। ইহা অতি প্রাচীন নগরী। কে ইহা প্রথম স্থাপন করেন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে মহাভারতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়েই ইহা সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। সে প্রাচীন উজ্জয়নী এক্ষণে ভূগর্ভে গোপিত। তাহারই অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে বর্ত্তমান নগরী নির্ম্মিত হইয়াছে। উজ্জয়িনী=উদ্–জি (জয় করা)+অনট্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। উজ্জয়িনী=উদ্–জি +ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

উজ্জাসন—বধ, মারণ, হনন। উদ্–ণিজন্ত জস বা জসি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উজ্জীবন—মূর্চ্ছা বা অচৈতন্যের পর চৈতন্যলাভ। উদ্–জীব (বাঁচা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উজ্জীবিত।

উজ্জীবিত—মূর্চ্ছা বা অচৈতন্যের পর চৈতন্য প্রাপ্ত। উদ্–জীব (বাঁচা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উজ্জীবন।

উজ্জৃম্ভ—বিকাশ; মুখ-বিকাশ, হাইতোলা। উদ্–জৃম্ভ (হাই তোলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে উজ্জৃম্ভিত।

উজ্জৃম্ভিত—১। বিকাশ; হাইতোলা। উদ্–জৃম্ভ (হাই তোলা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। বিকসিত, উন্মিষিত। উদ্–জৃম্ভ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

উজ্জ্বল—১। নির্ম্মল; ভাস্বর, দীপ্ত; শোভমান। উদ্–জ্বল (দীপ্তিমান্ হওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উজ্জ্বলতা, ঔজ্জ্বল্য। ২। শৃঙ্গাররস। সং; পু। ৩। স্বর্ণ। সং; ক্লী।

উজ্জ্বলতা—নির্ম্মলতা; দীপ্তি। উজ্জ্বল শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

উজ্জ্বল দত্ত—ইনি একজন বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। ইনি উণাদি সূত্রের বৃত্তি রচনা করেন।

উজ্জ্বলিত—প্রদীপ্ত, জ্বলিয়া উঠিয়াছে এরূপ। উদ্–জ্বল (জ্বলা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

উজ্ঝিত—ত্যক্ত, উৎসৃষ্ট। উজ্ঝ বা উদ্ঝ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উঞ্ছ—বৃত্তিবিশেষ, উপেক্ষিত ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়া। উনছ (খুঁটিয়া লওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উঞ্ছবৃত্তি—উপেক্ষিত ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়া রূপ জীবিকা। উঞ্ছ রূপ বৃত্তি, রূপক কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। উঞ্ছ দেখ।

উঞ্ছশিল—উপেক্ষিত ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়া, বৃত্তিবিশেষ। উঞ্ছ যে শিলও সে অভেদাত্মক কর্ম্মধা। উঞ্ছ ও শিল দেখ। সং; ক্লী।

উঞ্ছশীল—উঞ্ছশিল দেখ।

উট—১। তৃণ, পর্ণ, কুট। উ (শব্দ করা)+ট ক। সং; পু। ২। উষ্ট্র। দেশজ, উষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশ।

উটজ—তৃণকুটীর, পর্ণশালা, কুঁড়েঘর। উট দেখ। উট–জন (জন্মা)+ড ক। পু।

উড়িষ্যা—বাঙ্গালার দক্ষিণস্থ একটি অতি প্রাচীন রাজ্য। ইহার প্রাচীন নাম ওড্র ও উৎকল। এই ওড্র শব্দ হইতে উড়িয়া ও উড়িষ্যা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

উড়ু—১। নক্ষত্র, তারা। উদ্–ডী (উড়া) +ডু ক। ২। জল। উড় (স্তুতি করা) +উ ক। সং; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে উড়ু, উড়ূ।

উড়ুকমৎস্য—একজাতীয় মাছ, ইহারা সময়ে সময়ে জল ছাড়িয়া ২০।২৫ হাত উর্দ্ধে উঠিতে পারে বলিয়া ইহাদের এইরূপ নাম হইয়াছে (Flying fish)।

উড়ুপ, উড়ূপ—১। ভেলা, মাড়। উড়ু বা উড়ূ শব্দ–পা (পালন করা)+ড ক। সং; ক্লী। ২। নক্ষত্রপতি, চন্দ্র। সং; পু।

উড়ুপতি—চন্দ্র; বরুণ। ৬তৎ। সং; পু।

উড়ুপথ—আকাশ। ৬তৎ। সং; পু।

উড়ুম্বর—১। যজ্ঞডুম্বুর গাছ। উদ্–উ–বৃ (আবৃত করা)+খশ্ ক। সং; পু। ২। যজ্ঞডুমুর ফল। উড়ুম্বর শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। সং; ক্লী। ৩। তাম্র। উড়ু শব্দ–বৃ+অল্ ণ। সং; পু।

উড্ডয়ন—নভোগতি, উড়া। উদ্–ডী (উড়া) +অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উড্ডীন।

উড্ডয়মান—নভোগমনকারী, উড়িতেছে এরূপ। উদ্–ডী (উড়া)+শান ক। বিণ; ত্রি। এই অর্থে ও এই ধাতুপ্রত্যয়ে উড্ডীয়মান পদও হয়।

উড্ডামর—অত্যুৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ; অতি প্রচণ্ড। বিণ; ত্রি।

উড্ডীন—১। নভোগত, উড়িয়াছে এরূপ। উদ্–ডী (উড়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। নভোগতি, উড়া। উদ্–ডী+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

উড্ডীয়মান—উড্ডয়মান দেখ।

উত—১। সন্দেহ; বিতর্ক; বিকল্প; প্রশ্ন; অত্যর্থ; সমুচ্চয়; পাদপূরণ। উ (শব্দ করা)+ক্ত ক। ব্য। ২। স্যূত, সূত্রে-গ্রথিত, (বস্ত্রাদি) বোনা। বে (বয়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উতঙ্ক—১। বেদ নামক মুনির একজন শিষ্য। ইনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, ও গুরুভক্ত ছিলেন। কোনও সময়ে জনমেজয় ও পৌষ্য নামক নরপতিদ্বয় বেদ মুনিকে আপনাদের উপাধ্যায়রূপে বরণ করেন। একদা বেদ উতঙ্ককে আপনার সংসারের সকল ভার দিয়া প্রবাসে গমন করেন। ইত্যবসরে একদিন বেদপত্নী, উতঙ্ককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'উতঙ্ক, তোমার গুরুদেব গৃহে নাই, তোমার গুরুপত্নী ঋতুমতী হইয়াছেন, যাহাতে তাঁহার ঋতু নিষ্ফল না হয়, তুমি তাহা কর।' গুরুপত্নী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও উতঙ্ক এরূপ কুকর্ম্ম করিলেন না। বেদমুনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শিষ্যের এবম্প্রকার আশ্চর্য্য বিশুদ্ধ চরিত্রের কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং 'তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে' এইরূপ বর প্রদান করিয়া উতঙ্ককে বিদায় দিলেন। উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে, বেদমুনি তাঁহার পত্নীর আদেশ পালন করিতে অনুমতি করিলেন। গুরুপত্নী পৌষ্যরাজপত্নীর কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিলেন। উতঙ্ক পৌষ্যরাজের নিকট যাইয়া চাহিবামাত্র পৌষ্যরাজ কুণ্ডল প্রদান করিলেন, কিন্তু বলিয়া দিলেন, "আপনি অতি সাবধানে কুণ্ডল লইয়া যাইবেন, কারণ নাগরাজ তক্ষক ইহার প্রতি লোলুপ হইয়া সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে।" উতঙ্ক আসিতে আসিতে পথে একজন উলঙ্গক্ষপণককে দেখিতে পাইলেন। কুণ্ডলদ্বয় ভূতলে রাখিয়া উতঙ্ক স্নানাদির নিমিত্ত সরোবরে গমন করিলেন। ইত্যবসরে ক্ষপণকরূপী তক্ষক কুণ্ডল লইয়া নাগলোকে প্রবেশ করিলেন। উতঙ্ক স্নানান্তে উঠিয়া দেখেন কুণ্ডল নাই। তখন তাঁহার পৌষ্যরাজের কথা স্মরণ হইল। অতঃপর বহু কষ্টে ইন্দ্রের বজ্রের সাহায্যে নাগলোকে গমনপূর্ব্বক কুণ্ডল আনিয়া গুরুপত্নীকে প্রদান করেন। তৎপরে গুরুর নিকট বিদায় লইয়া জনমেজয়ের নিকট আগমন করেন, এবং তক্ষকবিনা-

শার্থে ইনিই জনমেজয়কে সর্পযজ্ঞে উত্তেজিত করেন।

২। জনৈক মহর্ষি, গৌতম মুনির শিষ্য। ইনি অতিশয় গুরুভক্ত ছিলেন। ইনি গুরু-পত্নী অহল্যার আদেশে সৌদাসরাজপত্নীর কুণ্ডল আনিয়া দেন। গৌতম ইঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। অন্যান্য শিষ্যগণের পাঠ সমাপ্ত হইলে গৌতম তাহাদিগকে বিদায় দিলেন, কিন্তু উতঙ্ককে ছাড়িলেন না। এই-রূপে প্রায় শতবর্ষ অতীত হইলে উতঙ্ক গৃহে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তখন গৌতম স্বীয় কন্যার সহিত উতঙ্কের বিবাহ দিয়া গৃহগমনের অনুমতি প্রদান করিলেন। কথিত আছে যে, অতঃপর উতঙ্ক কোনও মরুভূমিতে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করেন। বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বর দিতে চাহিলে, শ্রীহরির দর্শন লাভই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর বলিয়া ঋষিবর অন্য বর প্রার্থনা করিলেন না। ইঁহার এইরূপ অনাসক্তি ও নির্লোভতা, এবং হরিভক্তি দর্শনে বিষ্ণু পরম পরিতুষ্ট হইয়া বর লইবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ করাতে ঋষিবর বলেন, "আমার বুদ্ধি যেন সতত ধর্ম্মে, সত্যে ও দমে নিরতা থাকে। আমার চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ যেন তোমার প্রতিই নিয়ত ভক্তিপ্রবণ হয়"। ত্রিলোকের হিতার্থে উতঙ্ক কুবলাশ্বরাজ দ্বারা দৈত্য ধুন্ধুর বিনাশসাধন করেন।

উতথ্য—জনৈক মুনি, বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ। মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে তৎপত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইঁহার জন্ম। মমতার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। মমতার গর্ভে দীর্ঘতমা নামে ইঁহার এক অন্ধ পুত্র জন্মে।

উতথ্য-তনয়—গৌতম মুনি। ৬তৎ। সং ; পু।

উতথ্যানুজ—বৃহস্পতি। ৬তৎ। সং ; পু। উতথ্য দেখ।

উতরোল—উচ্চশব্দ, গণ্ডগোল। চলিত শব্দ।

উতাহো—চিন্তা ; বিকল্প ; বিচার। ব্য।

উৎ—ঊর্দ্ধ ; লাভ ; বিভাগ ; উৎকর্ষ ; প্রকাশ ; প্রাবল্য ; অস্বাস্থ্য ; সামর্থ্য ; প্রাধান্য ; বন্ধন ; মোচন। উদ্ (শব্দ করা)+ক্বিপ্ ক। ব্য, উপসর্গ।

উৎক—উন্মনাঃ, উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত ; উৎসুক। উদ্+ক বা কন্ নিপাতনে। বিণ ; ত্রি।

উৎকট—১। অধিক ; দুঃসাধ্য ; তীব্র ; উদগ্র ; বিষম। উদ্+কটচ্ প্রত্যয়, নিপাতনে। বিণ ; ত্রি। ২। মত্তহস্তী। উদ্+কট নিপাতনে। সং ; পু।

উৎকণ্ঠ—১। উদ্গ্রীব। উদ্গত কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। শৃঙ্গারের ষোড়শ বন্ধান্তর্গত ত্রয়োদশ বন্ধ। সং ; পু।

"নারীপাদৌ চ হস্তেন ধারয়েদ্গলকে পুনঃ
স্তনার্পিতকরঃ কামী বন্ধশ্চোৎকণ্ঠসংজ্ঞকঃ"॥
[রতিমঞ্জরী]।

উৎকণ্ঠা—ঔৎসুক্য ; উদ্বেগ ; বেদনা। উদ্—কণ্ঠ (চিন্তা করা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে উৎকণ্ঠিত।

উৎকণ্ঠিত—উদ্বিগ্ন ; উৎসুক। উৎকণ্ঠা শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে উৎকণ্ঠিত (=উদ্বিগ্না)।

উৎকণ্ঠিতা—১। উদ্বিগ্না। বিণ। ২। নায়িকা-বিশেষ। সং ; স্ত্রী। উৎকণ্ঠিত দেখ।

উৎকন্ধর—উন্নত গ্রীবাবিশিষ্ট। উন্নতা হইয়াছে কন্ধরা (গ্রীবা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

উৎকর্ত্তন—খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন। উদ্—কৃত (কাটা)+ অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উৎকর্ষ—১। অতিশয় ; আধিক্য ; শ্রেষ্ঠতা। উদ্—কৃষ (চিহ্ন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উৎকৃষ্ট। ২। উৎকৃষ্ট। উদ্—কৃষ+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

উৎকর্ষণ—আকর্ষণ, অপসারণ, টানিয়া লওয়া। উদ্—কৃষ (আকর্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উৎকল—১। উড়িষ্যা দেশ [উড়িষ্যা দেখ] ; সুদ্যুম্ন বা ইলার পুত্র, পুরুষ অবস্থায় ইঁহার এই পুত্র হয় [ইলা দেখ] ; ধ্রুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। উদ্—কল (গমন করা)+অল্ অধি। সং ; পু। ২। ভারবাহক মুটে ; ব্যাধ। উৎক শব্দ—লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং ; ত্রি।

উৎকলিকা—উৎকণ্ঠা ; পুষ্পমুকুল, ফুলের কুঁড়ি ; ঊর্ম্মি। উদ্—কল (গমন করা)+ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

উৎকলিকাকুল—উদ্বেগহেতু অত্যন্ত ব্যাকুল, অতিশয় উৎকণ্ঠিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

উৎকলিত—উৎকণ্ঠিত ; তরঙ্গিত ; প্রবৃদ্ধ। উদ্—কল (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে উৎকলিতা।

উৎকাশ, উৎকাস—কাশরোগবিশেষ। সং ; পু।

উৎকীর্ণ—উল্লিখিত ; বিদ্ধ ; ক্ষোদিত ; চিত্রিত ; উৎক্ষিপ্ত। উদ্—কৄ (বিক্ষেপ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উৎকীর্ত্তন—বর্ণন ; প্রচার। উদ্—কীর্ত্ত (কীর্ত্তন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উৎকীর্ত্তিত—বর্ণিত, প্রচারিত ; ঘোষিত। উদ্—কীর্ত্ত (কীর্ত্তন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উৎকুণ—কেশকীট, উকুণ, ডেঙ্গুর। উদ্—কুণ (হিংসা করা)+ক ক। সং ; পু।

উৎকুট—ছত্র, ছাতা। উদ্—কুট (দগ্ধ করা)+ক ক। সং ; পু।

উৎকূলিত—কূলপ্রাপ্ত, উদ্বেল। উদ্—কূল+ক্ত র্ম্ম, বা উৎকূল শব্দ+ইত [illegible]ণ ; ত্রি।

উৎকৃতি—ষড়্‌বিংশাক্ষর বিশিষ্ট ছন্দোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

উৎকৃত্ত—খণ্ডিত, খণ্ড খণ্ড কৃত ; ছিন্ন ; উৎখাত। উদ্—কৃত (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম ; বিণ।

উৎকৃষ্ট—শ্রেষ্ঠ ; উত্তম ; সম্যক্ আকৃষ্ট ; উদ্ধে কৃষ্ট। উদ্—কৃষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উৎকর্ষ, উৎকৃষ্টতা।

উৎকৃষ্টতা—শ্রেষ্ঠতা ; উত্তমতা। উৎকৃষ্ট শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী। উৎকৃষ্ট দেখ।

উৎকৃষ্টভূম—প্রশস্ত ভূমিবিশিষ্ট দেশ। বহু। সং ; পু। [ঘঞ্, ণ। সং ; পু।

উৎকোচ—ঘুষ। উদ্—কুচ (সঙ্কুচিত হওয়া)+

উৎকোচক—উৎকোচদানকারী, যে ঘুষ দেয়। উদ্—কুচ (সঙ্কুচিত হওয়া)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

উৎকোচগ্রাহী—(উৎকোচগ্রাহিন্)। ঘুষখোর, যে সতত উৎকোচ গ্রহণ করে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে উৎকোচগ্রাহিণী।

উৎক্রম—ব্যতিক্রম ; উচ্চলন ; মরণ। উদ্—ক্রম (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উৎক্রান্ত।

উৎক্রান্ত—অতিক্রান্ত ; উদ্গত ; মৃত। উদ্—ক্রম (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উৎক্রম, উৎক্রান্তি।

উৎক্রান্তি—উৎক্রম ; মরণ। উদ্—ক্রম (গমন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে উৎক্রান্ত।

উৎক্রোশ—১। কুরর পক্ষী। উদ্—ক্রুশ (ক্রন্দন করা)+অন্ ক। ২। চীৎকার। উদ্—ক্রুশ+অল্ ভা। সং ; পু।

উৎক্ষিপ্ত—ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত। উদ্—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উৎক্ষেপ, উৎক্ষেপণ।

উৎক্ষেপ—ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ। উদ্—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উৎক্ষিপ্ত।

উৎক্ষেপক—ঊর্দ্ধে ক্ষেপণকারী। উদ্—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

উৎক্ষেপণ—ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ। উদ্—ক্ষিপ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে উৎক্ষিপ্ত।

উৎখলা—গন্ধদ্রব্যবিশেষ, মুরা। সং ; স্ত্রী।

উৎখাত—উৎপাটিত, উন্মূলিত ; বিদারিত ; অবদারিত। উদ্—খন (খনন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উৎখাতকেলি—বৃষাদির শৃঙ্গ দ্বারা মৃত্তিকা খনন, বপ্রক্রীড়া। সং ; পু। [বিণ ; ত্রি।

উত্ত—আর্দ্র। উন্দ (আর্দ্র হওয়া)+ক্ত ক।

উত্তপ্ত—১। উষ্ণ ; দগ্ধ ; পরিপ্লুত, স্নাত। উদ্—তপ (তাপ দেওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উত্তাপ। ২। শুষ্ক মাংস। উৎ—তপ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

উত্তম—১। উৎকৃষ্ট ; শ্রেষ্ঠ ; চরম। উদ্–তম (ইচ্ছা করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। বিপ-রীতার্থক শব্দ অনুত্তম, অধম। ২। বিষ্ণু ; তৃতীয় মনু, প্রিয়ব্রত রাজার পুত্র ; উত্তান-পাদ রাজার পুত্র, সুরুচির গর্ভে ইঁহার জন্ম, মৃগয়া ব্যাজে হিমাদ্রি প্রদেশে এক যক্ষের বনে প্রবেশ করিলে তাঁহার হস্তে ইনি নিধন প্রাপ্ত হন। সং ; পু।

উত্তমতা—উত্তমের ভাব, উত্তম অবস্থা। উত্তম শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

উত্তমমধ্যম—মারপিট করা ও কাণমলা প্রভৃতি দেওয়া। "উত্তম মধ্যম" শব্দের প্রকৃত অর্থ "ভাল ও মাঝারি" ; কিন্তু বঙ্গভাষায় সেরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

উত্তমর্ণ—ঋণদাতা, মহাজন। উত্তম (প্রধান) ঋণ যাহার, বহু ; অথবা ঋণে উত্তম, ৭তৎ। উত্তম পদের পূর্ব্বনিপাত। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অধমর্ণ। অধমর্ণ দেখ।

উত্তমসংগ্রহ—পরদারগমন। কর্ম্মধা। সং ; পু।

উত্তমসাহস—দুঃসাহস ; দণ্ডবিশেষ, এক হাজার বা আশী হাজার পণ দণ্ড। কর্ম্মধা। সং ; পু।

উত্তমা—১। উৎকৃষ্টা, শ্রেষ্ঠা। বিণ ; স্ত্রী। ২। নায়িকাবিশেষ, অহিতকারী প্রিয়তমেও যে নায়িকা হিতকারিণী ; ক্ষীরুই গাছ। সং ; স্ত্রী

উত্তমাঙ্গ—মস্তক। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

উত্তমারণী—ইন্দীবরী। সং ; স্ত্রী।

উত্তমোত্তম—অতিশয় উত্তম, সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উত্তম হইতে উত্তম, ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

উত্তমৌজাঃ—১। প্রধান তেজস্বী। উত্তম হই-য়াছে ওজঃ (বল) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। দশম মন্বন্তরাধিপতি মনুর পুত্র। পু।

উত্তম্ভ—উত্তোলন ; স্তম্ভীভাব ; নিবৃত্তি। উদ্–স্তন্ভ (স্তব্ধ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

উত্তর—১। প্রতিবচন, জবাব ; দোষভঞ্জন বাক্য ; জিজ্ঞাসিত বিষয়ে স্বীয় অভিমত প্রকাশ ; সিদ্ধান্ত ; প্রতিকার। উদ্–তৃ (পার হওয়া)+অল্ ণ ; সং ; ক্লী। ২। ঊর্দ্ধ ; শ্রেষ্ঠ ; দক্ষিণের বিপরীত (দিক্)। ৩। উত্তীর্য্য ; অনন্তর। উদ্–তৃ+অল ম্ম। বিণ ; ত্রি। ৪। শিব ; উপরিভাগ ; পর্ব্বতবিশেষ। উদ্–তৃ+অল্ ক। সং ; পু ৫। বিরাটরাজের পুত্রের নাম উত্তর। পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদীসহ পঞ্চভ্রাতা যখন ছদ্মবেশে বিরাটরাজভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় মধ্যে এক সময়ে বিরাটরাজ সুশর্ম্মা রাজার সহিত যুদ্ধে গমন করিলে সেই অনুপস্থিতিকালে কুরুবীরগণ বিরাটরাজের উত্তর গোগৃহে উপস্থিত হইয়া গোধনসকল হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। রাজধানীতে কেবল উত্তর ছিলেন। তিনি সংবাদ পাইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, "এ সময়ে আমি একজন সারথি পাইলে গোধন মোচন করিতে পারিতাম"। তখন ক্লীববেশধারী অর্জ্জুন উত্তরের সারথ্য স্বীকার করিয়া যুদ্ধে গমন করেন, কিন্তু কুরুসৈন্য-দর্শনে ভয়াভিভূত হইয়া উত্তর রথ ফিরা-ইতে বলেন। অর্জ্জুন তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া উত্তরকে রথের সহিত বাঁধিয়া স্বয়ং যুদ্ধ করেন, এবং কুরুবীরগণকে পরাস্ত করিয়া গোধন মোচন করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম দিবসেই উত্তর শল্যের হস্তে নিহত হন। উত্তরের আর এক নাম ভূমিঞ্জয়।

উত্তরকাণ্ড—রামায়ণের শেষ কাণ্ড। কর্ম্মধা। সং ; পু। [সং ; পু।

উত্তরকাল—ভবিষ্যৎকাল ; গৌণকাল। কর্ম্মধা।

উত্তরকালীন—উত্তরকালসম্বন্ধীয়, যাহা ভবি-ষ্যতে ঘটিবে। উত্তরকাল শব্দ+ঈন (অনিং) ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

উত্তর-কুরু—জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ, বর্ত্ত-মান রুশীয় তাতার, তুর্কিস্তান ও তিব্বতের উত্তর-পশ্চিমাংশকে অতি পূর্ব্বকালে উত্তর-কুরু বলিত। কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান ইরাণই উত্তর কুরুবর্ষ। সং ; পু ও ক্লী।

উত্তরকেন্দ্র—পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত, সুমেরু। সূর্য্যের গতি বিপর্য্যয়ে ঐস্থানে ক্রমাগত ছয় মাস দিবা ও ছয় মাস রাত্রি হইয়া থাকে।

উত্তরকোশল—প্রাচীন জনপদবিশেষ, বর্ত্তমান অযোধ্যা প্রদেশের উত্তরাংশ। [স্ত্রী।

উত্তরকোশলা—প্রাচীন অযোধ্যা নগরী। সং ;

উত্তরক্রিয়া—শ্রাদ্ধাদি কার্য্য। উত্তর (মরণের পশ্চাৎ) যে ক্রিয়া, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

উত্তরঙ্গ—১। দ্বারোপরিস্থিত বক্র কাষ্ঠ, কুমী-রকা। উত্তর শব্দ–গম (যাওয়া)+খশ্ ক। সং ; ক্লী। ২। উদ্গত-তরঙ্গ, তরঙ্গিত। উদ্গত হইয়াছে তরঙ্গ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। [কর্ম্মধা। সং ; পু।

উত্তরচ্ছদ—আস্তরণবস্ত্র, বিছানার চাদর।

উত্তরণ—পার হওয়া ; নির্গমন। উদ্–তৃ (পার হওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে উত্তীর্ণ।

উত্তরণস্থান—পান্থশালা, সরাই, আড্ডা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

উত্তরতঃ—উত্তরে বা উত্তর হইতে। উত্তর শব্দ +তস্। ৭মী বা ৫মী বিভক্তির স্থানে। ব্য।

উত্তরপক্ষ—বিচারপক্ষ, পূর্ব্বপক্ষের নিরাসক সিদ্ধান্তপক্ষ ; উত্তরবিকল্প ; কৃষ্ণপক্ষ। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

উত্তরপদ—সমাসের শেষপদ ; সমাসযোগ্যপদ।

উত্তরফল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী—অশ্বিন্যাদি সপ্ত-বিংশতি নক্ষত্রের দ্বাদশ নক্ষত্র। সং ; স্ত্রী।

উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদা—সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের ষড়্বিংশ নক্ষত্র। সং ; স্ত্রী।

উত্তরমানস—মানসের উত্তরস্থ তীর্থবিশেষ। ক্লী।

উত্তরমেরু—পৃথিবীর উত্তরপ্রান্ত (North Pole)। সং ; পু।

উত্তরবর্ত্তী—উত্তর দিকে স্থিত। উত্তর–বৃত+ণিন্ ক=উত্তরবর্ত্তিন্, ১মার ১বচন। উপ। বিণ ; ত্রি।

উত্তরবাদী—প্রতিবাদী, আসামী। উত্তর শব্দ–বদ (বলা)+ণিন্ ক=উত্তরবাদিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উত্তরবাদিনী।

উত্তরবারুণী—রাখাল সসা। সং ; স্ত্রী।

উত্তরসাক্ষী—পরসাক্ষী ; সহকারী ; স্বপক্ষ সম্ব-ন্ধীয় সাক্ষ্য পরিভাষণশীল, সাক্ষীদিগের বাক্য যে শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায়।

উত্তরসাধক—সাহায্যকারী ; কার্য্যসম্পাদনবিষয়ে উত্তরকালের সহায়। বিণ ; ত্রি।

উত্তরা—১। উত্তরদিক্। উত্তর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। ২ বিরাটরাজতনয়ার নাম উত্তরা, উত্তরের ভগিনী। পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদীসহ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা বিরাটরাজভবনে আশ্রয় লইয়া-ছিলেন। সেই সময়ে বৃহন্নলানামধারী ক্লীব-বেশী অর্জ্জুন ইঁহাকে নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দেন। অজ্ঞাতবাসান্তে বিরাটরাজ সকলের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া উত্তরাকন্যা-রত্ন অর্জ্জুনকে ভার্য্যারূপে সম্প্রদান করিতে চাহেন। শিষ্যা কন্যাস্থানীয়া বলিয়া অর্জ্জুন তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া আপনার পুত্র অভিমন্যুর সহিত ইঁহার বিবাহ দেন। সপ্ত-রথী কর্ত্তৃক অন্যায় সমরে অভিমন্যু নিহত হইলে উত্তরা দ্বাদশবর্ষ বয়সে যখন বিধবা হন, তখন পরীক্ষিৎ ইঁহার গর্ভে ছিল। পরে অশ্বত্থামা ঐষিকাস্ত্র প্রয়োগে গর্ভস্থ শিশুকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা পাইলে শ্রীকৃষ্ণ যোগ-বলে শিশুকে রক্ষা করেন। [পু।

উত্তরাধর—ওষ্ঠ, উপরের ঠোঁট। কর্ম্মধা। সং ;

উত্তরাধিকার—উত্তরকালের অধিকার, মৃত ধন-স্বামীর সহিত সম্পর্ক হেতু তাহার ত্যক্ত ধনে অধিকার। সং ; পু।

উত্তরাধিকারী—উত্তরকালের অর্থাৎ ভবিষ্যতের ধনাধিকারী, পূর্ব্বস্বামীর অভাবে তাহার সহিত সম্পর্কনিবন্ধন তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি পাইবার স্বত্ববিশিষ্ট। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উত্তরাধিকারিণী।

উত্তরাপথ—উত্তরদেশ। উত্তরা+পথিন্ শব্দ+অ। সং ; পু।

উত্তরাভাস—অসৎ উত্তর ; অপ্রকৃত উত্তর। উত্তরের (দোষগুণের) আভাস, ৬তৎ। সং ; পু।

উত্তরায়ণ—১। উত্তর দিগ্বর্ত্তী সূর্য্যের গমনপথ।

উত্তরের (উত্তরদিকের) অয়ন (পথ), ৬তৎ। ২। সূর্য্যের উত্তরে গতি। উত্তরে (উত্তরদিকে) অয়ন (গতি), ৭তৎ। সং ; ক্লী।

উত্তরায়ণান্তবৃত্ত—বিষুবরেখার ২৩।।০ অক্ষাংশ উত্তরে সূর্য্যগমনের সীমানিরূপক কল্পিত বৃত্তাকার রেখা (Tropic of Cancer), ইহার অপর নাম কর্কটক্রান্তি।

উত্তরার্দ্ধ—পরার্দ্ধ, শেষার্দ্ধ। কোন দ্রব্যের দুই অঙ্গ থাকিলে প্রথম অর্দ্ধকে পূর্ব্বার্দ্ধ ও শেষার্দ্ধকে উত্তরার্দ্ধ বলে ; শেষ খণ্ড। কর্ম্মধা। সং ; পু।

উত্তরাশা—১। প্রতিবচন লাভের প্রত্যাশা। ৬তৎ। ২। উত্তরদিক। উত্তর যে আশা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [৬তৎ। সং ; পু।

উত্তরাশাপতি—উত্তরদিকের অধিপতি, কুবের।

উত্তরাষাঢ়া—সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের একবিংশতিতম নক্ষত্র। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

উত্তরাসঙ্গ—উত্তরীয় বস্ত্র ; আচ্ছাদন বাস। কর্ম্মধা ; সং ; পু।

উত্তরীয়—উর্দ্ধদেহধারণীয় বস্ত্র, চাদর, উড়ানী। উত্তর শব্দ+ঈয়। সং ; ক্লী।

উত্তরোত্তর—ক্রমশঃ, পর পর। ৫তৎ। ক্রি-বিণ।

উত্তান—উর্দ্ধমুখ, চিৎ ; উদ্ধতল ; অগভীর। উদ্—তন+ঘঞ্ ক। বিণ ; ত্রি।

উত্তানপাদ—জনৈক নরপতি, স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র ; ইঁহার দুই স্ত্রী, সুরুচি ও সুনীতি। সুরুচির গর্ভে উত্তম নামে, এবং সুনীতির গর্ভে ধ্রুব নামে ধর্ম্মাত্মা বিষ্ণুপরায়ণ পুত্র হয়। সুরুচির বাক্যে রাজা সপুত্রা সুনীতিকে বনবাস দেন। পরে কিন্তু অনুতপ্ত হইয়া যথাসময়ে ধ্রুবের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। সং ; পু।

উত্তানশয়—১। চিৎ হইয়া শয়নকারী। উত্তান শব্দ—শী (শয়ন করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। শিশু। সং ; পু।

উত্তাপ—উষ্ণতা ; সন্তাপ। উদ্—তপ (তপ্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উত্তপ্ত।

উত্তাপিত—উষ্ণীকৃত ; সন্তাপিত। উদ্—ণিজন্ত তপ বা তাপি+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উত্তার—১। উদ্গত-তারক (নেত্র)। উদ্গতা তারা যাহার, বহু। ২। অত্যুচ্চ (শব্দাদি) ; শ্রেষ্ঠ। উন্নত তার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ৩। উত্তরণ ; বমন। উদ্—তৃ (পার হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

উত্তাল—১। উন্নত ; উৎকট ; শ্রেষ্ঠ ; মহৎ ; ত্বরিত ; বিকটশব্দকারী। উদ্—তল (উন্নত হওয়া)+ণ ক। বিণ ; ত্রি। ২। প্লবঙ্গম। পু ও স্ত্রী।

উত্তিষ্ঠমান—উঠিতেছে এরূপ, উত্থানশীল, বর্দ্ধমান ; বর্দ্ধনশীল। উৎ—স্থা (থাকা)+শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে উত্তিষ্ঠমানা।

উত্তীর্ণ—পারগত ; উত্থিত ; নির্গত ; অতিক্রান্ত ; উপস্থিত। উদ্—তৃ (পার হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

উত্তুঙ্গ—উন্নত, অত্যুচ্চ। উদ্ (অতিশয়) তুঙ্গ (উচ্চ), নিত্য। বিণ ; ত্রি।

উত্তুষ—ভৃষ্ট ধান্য, লাজ, খই। উদ্গত হইয়াছে তুষ যাহা হইতে, বহু। সং ; পু।

উত্তেজন—তীক্ষ্ণীকরণ, ধার দেওয়া ; উদ্দীপন ; সন্ধুক্ষণ ; প্রবর্ত্তন ; প্রোৎসাহন, উৎসাহদান। উদ্—তিজ (তীক্ষ্ণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে উত্তেজিত।

উত্তেজনা—উত্তেজন দেখ। সং ; স্ত্রী।

উত্তেজিত—১। শাণিত, তীক্ষ্ণীকৃত ; উদ্দীপিত ; প্রোৎসাহিত ; প্রবর্ত্তিত। উদ্—তিজ (তীক্ষ্ণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। অশ্বের গতিবিশেষ। উদ্—তিজ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী

উত্তোরণ—উচ্চ তোরণবিশিষ্ট বহির্দ্বার, যে নগরের বহির্দ্বার অতিশয় উচ্চ। বহু। সং ; ক্লী

উত্তোলন—উত্থাপন, উপরে উঠান। উদ্—তুল (তৌল করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে উত্তোলিত।

উত্তোলিত—উত্থাপিত ; উন্নমিত ; উৎক্ষিপ্ত। উদ্—ণিজন্ত তুল বা তোলি (তৌল করান) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উত্তোলন।

উত্ত্যক্ত—পরিত্যক্ত ; উৎক্ষিপ্ত ; বিরক্ত। উদ্—ত্যজ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উত্ত্রাস—অতিশয় ভয়। উদ্ (অতিশয়) ত্রাস, কর্ম্মধা। সং ; পু। [ক। বিণ ; ত্রি।

উত্থ—উত্থিত ; উৎপন্ন। উদ্—স্থা (থাকা)+ড

উত্থান—১। উদয় ; উত্থিতি, উঠা ; উন্নতি ; উৎপত্তি ; মলবেগ। উদ্—স্থা (থাকা)+অনট্ ভা। ২। উদ্যম ; উৎসাহ ; হর্ষ। উদ্—স্থা+অনট্ ণ। ৩। রাজ্য-চিন্তা ; পৌরুষ ; রণ ; পুস্তক। উদ্—স্থা+অনট্ অধি। সং ; ক্লী। বিশেষণে উত্থিত।

উত্থানপতন—উন্নতি ও পতন। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী। [উত্থানের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াই পার্থিব বিষয়ে পতন হয়]।

উত্থানশক্তি—উন্নতিলাভের ক্ষমতা, যে শক্তিদ্বারা উন্নত হইতে পারা যায় ; (শয্যা হইতে) উঠিবার ক্ষমতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

উত্থানশক্তিরহিত—উন্নতিলাভক্ষমতাশূন্য, যাহার উন্নতিলাভের ক্ষমতা নাই ; (শয্যা হইতে) উঠিবার ক্ষমতাশূন্য। ৩তৎ ; বিণ ; ত্রি।

উত্থানৈকাদশী—কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

উত্থাপক—উত্থাপনকর্ত্তা। উদ্—ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (স্থাপন করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে উত্থাপিকা।

উত্থাপন—উত্তোলন, উঠান ; প্রেরণ ; প্রবোধন। ক্ষোভণ। উদ্—ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (স্থাপন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে উত্থাপিত।

উত্থাপিত—উত্তোলিত ; প্রেরিত ; প্রস্তাবিত ; প্রবোধিত ; ক্ষোভিত। উদ্—ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (স্থাপন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উত্থাপন।

উত্থিত—কৃতোত্থান, উঠিয়াছে এরূপ ; উদ্যত ; উৎপন্ন ; উদ্গত ; বর্দ্ধিত। উদ্—স্থা (থাকা) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উত্থান।

উত্থিতাঙ্গুলি—চাপট, চাপড়। উত্থিত হইয়াছে অঙ্গুলি যাহাতে, বহু। বিণ ; পু।

উৎপত—১। পক্ষী। উদ্—পত (পড়া)+অন্ ক। সং ; পু। ২। উর্দ্ধগামী। বিণ ; ত্রি।

উৎপতন—উর্দ্ধগমন ; উড্ডয়ন ; উড়া ; উত্থান ; উৎপ্লবন ; উদয় ; উৎপত্তি। উদ্—পত (পড়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে উৎপতিত।

উৎপতিত—উত্থিত ; উড্ডীন ; উদ্গত ; উদিত। উদ্—পত (পড়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উৎপতন।

উৎপতিষ্ণু—উৎপতনশীল। উদ্—পত (পড়া)+ইষ্ণু ক। বিণ ; ত্রি।

উৎপত্তি—আবির্ভাব ; উদ্ভব, জন্ম। উদ্—পদ +ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে উৎপন্ন।

উৎপথ—কুপথ, অসৎপথ। নিত্য বা প্রাদি। সং ; পু।

উৎপথগামী—কুপথগামী। উৎপথ দেখ। উৎপথ —গম (যাওয়া)+ণিন্ ক=উৎপথগামিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উৎপথগামিনী। [উ৬ত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

উৎপথপ্রতিপন্ন—অসৎপথাবলম্বী, কুপথে চলিতে

উৎপথপ্রবৃত্ত—অসন্মার্গাবলম্বী। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি

উৎপদ্যমান—জায়মান, যাহা জন্মিতেছে এরূপ। উদ্—পদ (যাওয়া)+শান ক। বিণ ; ত্রি।

উৎপন্ন—১। জাত ; উদ্ভুত ; আবির্ভূত ; উত্থিত। উদ্—পদ (গমন করা)+ক্ত ক। ২। লব্ধ। উদ্—পদ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উৎপত্তি।

উৎপন্নবুদ্ধি—উপস্থিত বুদ্ধিবিশিষ্ট, কার্য্যকালে যাহার বুদ্ধির সহসা উদয় হয়। বহু। বিণ।

উৎপন্নমতি—উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন। বহু। বিণ ; ত্রি

উৎপন্নমতিত্ব—উৎপন্নমতি দেখ। উৎপন্নমতি+ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী।

উৎপল—১। জলপুষ্প ; পদ্ম ; কুষ্ঠবৃক্ষ। উৎ—পল (গমন করা)+অন্ ক। সং ; ক্লী। ২। নির্ম্মাংস, মাংসহীন। পলকে (মাংসকে) উৎক্রান্ত, ক্রান্তাদ্যর্থে ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

উৎপলিনী—পদ্মিনী ; পদ্মসমূহ। উৎপল শব্দ+ইন্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

উৎপাটক—উৎপাটনকারী, উন্মূলক। উদ্—ণিজন্ত পট বা পাটি (গমন করান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে উৎপাটিকা।

উৎপাটন—উন্মূলন, উপাড়িয়া ফেলা। উদ্—ণিজন্ত পট বা পাটি (গমন করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উৎপাটিত।

উৎপাটনীয়—উন্মূলনযোগ্য, যাহার উৎপাটন করা কর্ত্তব্য, বা করিতে হইবে। উদ্—ণিজন্ত পট বা পাটি+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উৎপাটিত—উন্মূলিত। উদ্—ণিজন্ত পট বা পাটি (গমন করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উৎপাটন।

উৎপাত—উৎপতন; উপদ্রব; দৈব অমঙ্গল, ইহা দিব্য, আন্তরীক্ষ্য, ও ভৌম ভেদে তিন প্রকার। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাদি দিব্য, উল্কাপাতাদি আন্তরীক্ষ্য, ভূকম্পাদি ভৌম। উদ্—পত (পড়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। [পু।

উৎপাতকেতু—উল্কাপাতাদি অমঙ্গল চিহ্ন। সং;

উৎপাদক—১। উৎপাদনকারী; জনক, জন্মদাতা; (গণিতে) গুণনীয়ক (Factor, Divisor)। উদ্—পদ (গমন করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে উৎপাদিকা। ২। শরভ। উদ্ (উর্দ্ধস্থিত) পাদ যাহার, বহু। সং; পু।

উৎপাদন—জনয়ন, উৎপত্তিকরণ, জন্মান। উদ্—ণিজন্ত পদ বা পাদি+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উৎপাদিত।

উৎপাদনীয়, উৎপাদ্য—জননীয়, উৎপাদন করিবার যোগ্য। উদ্—ণিজন্ত পদ বা পাদি (গমন করা)+অনীয়, য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উৎপাদয়িতা—উৎপাদক, জনক। উদ্—ণিজন্ত পদ বা পাদি+তৃন্ ক=উৎপাদয়িতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উৎপাদয়িত্রী।

উৎপাদয়িত্রী—উৎপাদনকারিণী, জননী। উৎপাদয়িতা দেখ। বিণ; স্ত্রী।

উৎপাদিত—জনিত, যাহাকে জন্মান হইয়াছে এরূপ। উদ্—ণিজন্ত পদ বা পাদি (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উৎপাদন।

উৎপাদী—উৎপত্তিশীল, জন্য। উদ্—পদ (যাওয়া)+ণিন্ ক=উৎপাদিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

উৎপাদ্য—উৎপাদনযোগ্য। উদ্—পদ বা পাদি+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উৎপাদ্যমান—যাহার উৎপাদন হইতেছে এরূপ। উদ্—ণিজন্ত পদ বা পাদি+শান ক। বিণ।

উৎপীড়—১। ফেন। উৎ পীড় (পীড়ন করা)+ক ক। ২। উৎপীড়ন; বাধা সংঘর্ষণ; আধিক্য, ছাপাছাপি। উদ্—পীড়+অল্ ভা। সং; পু।

উৎপীড়ন—বাধা; সংঘর্ষণ; উপদ্রব, পীড়াপীড়ি; উত্তেজন; প্রবর্ত্তন; আধিক্য, ছাপাছাপি। উদ্—পীড় (পীড়ন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উৎপীড়িত।

উৎপীড়িত—উপদ্রুত, ক্লিষ্ট; উত্তেজিত; প্রবর্ত্তিত। উদ্—পীড় (পীড়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উৎপীড়ন।

উৎপ্রেক্ষণ—উৎপ্রেক্ষা। উৎ—প্র—ঈক্ষ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উৎপ্রেক্ষা—উদ্ভাবন; বিতর্ক; অনুমান; উপেক্ষা; অনবধান; অর্থালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। উৎ—প্র—ঈক্ষ (দেখা)+অ ভা। সং; স্ত্রী।

উৎপ্লব—উৎপ্লবন দেখ। উদ্—প্লু (লাফান)+অল্ ভা। সং; পু।

উৎপ্লবন—উল্লম্ফন; উন্মজ্জন, ভাসা; সন্তরণ; উদ্রেক। উদ্—প্লু (লাফান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উৎপ্লবা—নৌকা। উৎ—প্লু (লাফান)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

উৎফাল—বৃদ্ধি; উল্লম্ফন। উৎ—ফল (যাওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উৎফুল্ল—১। বিকসিত; প্রফুল্ল, হৃষ্ট। উদ্—ফুল্ল (বিকসিত হওয়া)+ক্ত বা অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। যোনি। সং; ক্লী।

উৎস—প্রস্রবণ, যেস্থানে মন্দবেগে অজস্র জল প্রবাহিত হয়, ফোয়ারা। উন্দ (আর্দ্র হওয়া)+স ক। সং; পু।

উৎসঙ্গ—১। মধ্যভাগ; উরু; উর্দ্ধদেশ; শৈলকটক। উদ্—সন্জ (আলিঙ্গন করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। অঙ্ক, ক্রোড়।...+ঘঞ্ অধি। সং; পু। ৩। সঙ্গরহিত; উৎসৃষ্ট হইয়াছে সঙ্গ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

উৎসন্ন—নষ্ট, বিধ্বস্ত; উত্থিত। উদ্—সদ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

উৎসর্গ—ত্যাগ; দান; দেবোদ্দেশে দান; পুরীষত্যাগ; যাগবিশেষ; (ব্যাকরণে) সামান্য বিধি। উদ্—সৃজ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে উৎসৃষ্ট।

উৎসর্জন—ত্যাগ; দান। উদ্—সৃজ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উৎসৃষ্ট।

উৎসর্পণ—উল্লঙ্ঘন; পরিত্যাগ; উর্দ্ধগমন। উদ্—সৃপ (যাওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উৎসব—আনন্দ; আনন্দজনক ব্যাপার; উৎসেক; প্রসব; কোপ; ইচ্ছা; উন্নতি; অভ্যুদয়। উদ্—সু বা সূ (প্রসব করা)+অল্ ভা। সং; পু।

উৎসব-কৌতুক—উৎসবজনিত হর্ষ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

উৎসবসঙ্কেত—প্রাচীন পার্ব্বতীয় জাতিবিশেষ, ইহাদের দাম্পত্য নিয়ম নাই, স্ত্রীপুরুষে অনুরাগ হইলেই, ইহারা স্বেচ্ছাবিহার করিয়া থাকে। সং; পু।

উৎসবামোদ—উৎসবজনিত আনন্দ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা; সং; পু।

উৎসাদন—বিনাশন, উৎসন্নকরণ; উন্মূলন, তৈল চন্দনাদি দ্বারা পরিশোধন। উদ্—ণিজন্ত সদ বা সাদি+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উৎসাদিত।

উৎসাদনীয়—বিনাশযোগ্য; উন্মূলনীয়। উদ্—ণিজন্ত সদ বা সাদি+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উৎসাদিত—বিনাশিত; উন্মূলিত, উৎপাটিত; নির্ম্মূলীকৃত। উদ্—ণিজন্ত সদ বা সাদি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উৎসাদন।

উৎসারণ—নিরাকরণ, দূরীকরণ। উদ্—ণিজন্ত সৃ বা সারি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উৎসারণীয়—নিরাকরণীয়, নিরসনযোগ্য। উদ্—ণিজন্ত সৃ বা সারি+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উৎসারিত—নিরাকৃত, দূরীকৃত; স্থানান্তরিত। উদ্—ণিজন্ত সৃ বা সারি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উৎসাহ—অগ্লানি; আগ্রহ; উদ্যম; উদ্যোগ; অধ্যবসায়; স্থিরযত্ন; হর্ষ। উদ্—সহ (সহ্য করা)+ঘঞ্ ভা। ২। সূত্র, সংরম্ভ। উদ্—সহ+ঘঞ্ ণ। সং; পু। বিশেষণে উৎসাহিত, উৎসাহী।

উৎসাহক—উৎসাহদাতা। উৎ—সহ (সহ্য করা)+ণি+ণক ক। বিণ; ত্রি।

উৎসাহন—উৎসাহদান; উৎসাহপ্রদানসাধন। উদ্—সহ+ণি+অনট্ ভা, ণ। সং; ক্লী।

উৎসাহনীয়—উৎসাহযোগ্য, যাহাকে উৎসাহিত করিতে হইবে। উদ্—সহ+ণি+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

উৎসাহবর্দ্ধক—অন্যের উৎসাহবৃদ্ধিকারী। ৬তৎ।

উৎসাহবর্দ্ধন—১। উৎসাহবর্দ্ধক। উৎসাহ শব্দ—ণিজন্ত বৃধ বা বর্দ্ধি (বর্দ্ধিত করা)+অন ক। বিণ; ত্রি। ২। বীররস। সং; পু।

উৎসাহশীল—উৎসাহবিশিষ্ট, উদ্যোগী। বহু। বিণ; ত্রি।

উৎসাহিত—১। উৎসাহযুক্ত, উত্তেজিত। উদ্—সাহ শব্দ+ইত যুক্তার্থে। ২। যাহাকে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে এরূপ, উত্তেজিত। উদ্—ণিজন্ত সহ বা সাহি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উৎসাহ।

উৎসাহী—উৎসাহশীল, উৎসাহান্বিত। উৎসাহ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=উৎসাহিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

উৎসিক্ত—উদ্ধত, অবিনীত, গর্ব্বিত। উদ্—সিচ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

উৎসুক—অভীষ্টবিষয়ে উদযুক্ত, ইচ্ছুক; উৎকণ্ঠিত, উন্মনাঃ; ব্যগ্র, অনুরক্ত। উদ্—সূ (প্রসব করা)+কক্ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ঔৎসুক্য।

উৎসুকতা—উদ্যোগিতা ; ব্যগ্রতা ; উৎকণ্ঠা। উৎসুক শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

উৎসৃষ্ট—ত্যক্ত ; বিসৃষ্ট ; দত্ত ; উৎসর্গীকৃত, নিবেদিত ; প্রযুক্ত। উদ্—সৃজ (ত্যাগ করা) +ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উৎসর্গ।

উৎসৃষ্টার্থ—. । ত্যক্ত ধন, দত্ত ধন। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। ধনদাতা। উৎসৃষ্ট হইয়াছে অর্থ (ধন) যৎকর্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। [অনুবাদ সময়ে যদি কোনও শব্দের অর্থ অনূদিত না হয়, তবে উহাকে উৎসৃষ্টার্থ বলা যায়]।

উৎসেক—উদ্রেক ; গর্ব্ব, অভিমান ; দর্প। উদ্—সিচ (সিক্ত করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

উৎসেচন—উত্তেজন ; উপরিসেক। উদ্—সিচ+ অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উৎসেধ—১। উচ্চতা ; ঔদ্ধত্য। উদ্—সিধ (গমন করা)+অল্ ভা। ২। উপরিভাগ। উদ্—সিধ+অন্ ক। সং ; পু ও ক্লী। ৩। দেহ। সং ; ক্লী।

উৎসেধাঙ্ক—উচ্চতাসূচক অঙ্ক, উচ্চতাজ্ঞাপক চিহ্ন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

উদ্—উৎকর্ষ ; প্রকাশ ; ঔদ্ধত্য ; বিপরীত ; উচ্চতা ; বিভাগ ; লাভ ; প্রাবল্য ; প্রাধান্য ; সামর্থ্য ; বন্ধন ; নৈকট্য ; মোচন। উদ্ (আঘাত করা)+ক্বিপ্ ক। ব্য।

উদ, উদক—জল। উন্দ (আর্দ্র হওয়া)+অন্, ণক ক, নিপাতনে। সং ; ক্লী।

উদকক্রিয়া—প্রেতের উদ্দেশে জলদান, তর্পণাদি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

উদকুম্ভ—জলপূর্ণ কলস ; কমণ্ডলু। উদ পূর্ণ কুম্ভ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

উদচ্—১। উত্তরদিক, দেশ বা কাল। উদ্—অন্চ+ক্বিপ্ ক। ব্য ; ত্রি। ২। উত্তরাভিমুখ। বিণ ; ত্রি।

উদজ—১। পশুপ্রেরণ। উদ্—অজ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভা। সং ; পু। ২। উদকজাত, জলজ। উদ শব্দ (জল)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

উদঞ্চন—১। আচ্ছাদন পাত্র ; জল তুলিবার পাত্র। উদ্—অন্চ (গমন করা)+অনট্ কর্ম্ম, ণ। ২। উদ্গমন, উর্দ্ধক্ষেপণ।…+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উদঞ্চিত—১। পূজিত। উদ্—অন্চ (পূজা করা) +ক্ত কর্ম্ম। ২। আকুঞ্চিত ; উৎক্ষিপ্ত। উদ্—অন্চ (গমন করা)+ ক্ত কর্ম্ম। ৩। উদ্গাত। …+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

উদধি—জলধি, সমুদ্র। উদ শব্দ (জল)-ধা (ধারণ করা)+কি অধি। সং ; পু।

উদধিমেখলা—ধরণী, পৃথিবী। উদধি (সমুদ্র) হইয়াছে মেখলা (কটিভূষণস্বরূপ) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

উদপান—কূপসমীপস্থ ক্ষুদ্র জলাধার। উদ শব্দ (জল)—পা (পান করা)+অনট্ অধি। সং ; পু ও ক্লী।

উদয়—১। পূর্ব্বপর্ব্বত। উদ্—অয়, ই, বা ঈ (গমন করা)+অল্ অপা। ২। উৎপত্তি ; উত্থান ; উৎকর্ষ ; আবির্ভাব ; প্রাদুর্ভাব ; বৃদ্ধি ; লাভ ; ফলসিদ্ধি ; পরাভব ; সামর্থ্য। উদ্—অয়, ই, বা ঈ+অল্ ভা। ৩। লগ্ন। উদ্—অয়, ই, বা ঈ+অল্ অধি। সং ; পু। বিশেষণে উদিত। [সং ; পু।

উদয়কাল—সূর্য্যচন্দ্রাদির উদয় সময়। ৬তৎ।

উদয়গিরি—উদয়াচল ; উদয়পর্ব্বত, যে পর্ব্বতে সূর্য্য ও চন্দ্রকে প্রথমে উদিত দেখা যায়। উদয়ার্থ গিরি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা ; পু।

উদয়ন—১। উদয়। উদ্—অয় বা ই (গমন করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। অগস্ত্য। ৩। বৎসরাজ [বৎসরাজ দেখ] ৪। বৃষভরাজ। ৫। উদয়নাচায্য [উদয়নাচার্য্য দেখ]। উদ্ অয় বা ই+অন ক। সং ; পু।

উদয়নাচায্য—ইনি একজন বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। বুদ্ধদেব ও উদয়নাচায্য এক দিনে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধে নানা মত দৃষ্ট হয়। কাহারও কাহারও মতে ইঁহার জন্মস্থান মিথিলা ; কুসুমাঞ্জলি নামক প্রসিদ্ধ ন্যায়গ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত। লঘুভারত-রচয়িতার মতে, ইনি তীর্থ পর্য্যটনকালে কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ বলেন, বুদ্ধদেব ইঁহার ধর্ম্মশিক্ষক ছিলেন। পরন্তু এই মত বড় সমীচীন বোধ হয় না। কারণ কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে বৌদ্ধমত নিরাকৃত করিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। বৌদ্ধের শিষ্য তাঁহারই মত নিরাকরণের প্রয়াস পাইবেন কেন ?

উদয়নারায়ণ—মুর্শিদাবাদের বড়নগরের সন্নিধানে বিনোদ নামে একখানি গ্রাম ছিল। উদয়নারায়ণ ঐ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যকালে কিরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ জানা যায় না। তবে তিনি যে শিক্ষিত, ন্যায়পরায়ণ ও স্বধর্ম্ম নিরত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উদয়নারায়ণের বংশধরেরা 'লালা' উপাধি ধারণ করেন, ইহাতে আপাততঃ বোধ হয় যে, উহাঁরা কায়স্থ ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। উহাঁরা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। উদয়নারায়ণ ঘনশ্যাম রায়ের কন্যা শ্রীমতীকে বিবাহ করেন। ঘনশ্যাম ভরদ্বাজ গোত্রসম্ভূত, ইনি জঙ্গিপুরের সন্নিহিত "গণকর" গ্রামে বাস করিতেন। উদয়নারায়ণের পুত্রের নাম সাহেব রাম। কেহ কেহ বলেন যে, উদয়নারায়ণের শ্রীকণ্ঠ ও নীলকণ্ঠ নামে আরও দুইটী পুত্র ছিল।

উদয়নারায়ণ সমস্ত রাজসাহী চাকলার জমীদার ছিলেন। এই চাকলা পদ্মার উভয় পারেই ছিল। ফলতঃ, বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগের দুই একটী জেলা এবং মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণা তাঁহার জমীদারীর অন্তর্গত ছিল। এতাদৃশ প্রকাণ্ড স্থানের জমিদার হইয়াও ইনি অতি উৎকৃষ্টরূপে প্রজাপালন করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে হিন্দু জমীদারগণের প্রতি ঘোরতর অত্যাচারী হইয়াও মুর্শিদকুলী খাঁ ইঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু "অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ।" এই প্রবাদবাক্য সম্পূর্ণ সত্য। প্রথমে উদয়ের উন্নতি, যশঃ ও কার্য্যদক্ষতা যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, নবাব ততই আনন্দিত হইতে লাগিলেন। এমন কি তিনি উদয়ের রাজ্যরক্ষার্থে একদল সৈন্য সহিত গোলাম মহম্মদ ও কালিয়া জমাদার নামক দুই জন সেনানীকে উদয়নারায়ণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেনানীদিগকে ইহাও বলিয়া দিলেন যে, তোমরা রাজা উদয়নারায়ণের অধীন থাকিবে, তিনি যখন যেরূপ আদেশ করিবেন, অবিচারিতচিত্তে তাহাই করিবে। নবাব-প্রেরিত সৈন্য ও সেনানীরা রাজা উদয়নারায়ণের রাজধানী "বড় নগরে" উপস্থিত হইলে যখন যেখানে গোলযোগ উপস্থিত হইত, তখন তথায় প্রেরিত হইত। এবং তথাকার গোলযোগ নিবারণ করিয়া আসিত। এইরূপে উদয়নারায়ণের বুদ্ধিমত্তা ও প্রজারঞ্জকতায় এবং গোলাম মহম্মদের তেজস্বিতায় রাজসাহী সমস্ত জমীদারীয় আদর্শ হইল। সকল জমীদারই উদয়নারায়ণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল ঘটনা দর্শন ও শ্রবণ করিয়া মুর্শিদকুলী খাঁর চিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, উদয়ের যেরূপ অভ্যুদয় এবং মহম্মদের যেরূপ প্রভাব, তাহাতে ইহারা মিলিয়া অনায়াসে নবাবী গ্রহণ করিতে পারে, অতএব আর বৃদ্ধি হইতে না দিয়া এই সময়েই ইহাদের ধ্বংসসাধন করা কর্ত্তব্য। অসতের ছলের অসদ্ভাব নাই। এই সময়ে রাজসাহীর রাজস্ব বাকী ছিল এবং উদয়ের অধীন সৈন্যগণ বেতন না পাওয়ায় প্রজাবর্গের উপরে উৎপাত করিতেছে—এইরূপ হেতু বিন্যাস করিয়া, নবাব রাজসাহীর অভিমুখে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মহম্মদ জান নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ঐ দলের অধিনায়ক ছিলেন। নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরামও নবাব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাজা উদয়নারায়ণ এই সংবাদে চমৎকৃত ও

ভীত হইলেন, কিন্তু গোলাম মহম্মদ ও কালিয়া জমাদারের উত্তেজনায় অবশেষে যুদ্ধ করাই নিশ্চিত করিলেন। যুদ্ধারম্ভের পুর্ব্বে হঠাৎ একদিন গোলাম মহম্মদ উনবিংশতিজন সশস্ত্র অনুচর সঙ্গে করিয়া, নিভৃত স্থানে পরামর্শে প্রবৃত্ত মহম্মদজান ও রঘুরাম প্রভৃতি ৪।৫ জনকে আক্রমণ করেন। এতদ্দর্শনে মহম্মদজান ভীত হইয়া পলায়নে উদ্যত হইলে রঘুরাম তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্তিত করেন এবং স্বয়ং এক বিষাক্ত বাণ গোলাম মহম্মদের বক্ষোদেশে নিক্ষেপ করেন। গোলাম ঐ শরাঘাতেই দেহত্যাগ করিলেন। এবং তাঁহার সৈন্যগণ আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইতে লাগিল। ইহার পরেও যে যুদ্ধ হয়, তাহাতেও রাজা পরাজিত হন।

গোলামের মৃত্যুর পরে রাজা উদয় ভগ্নোৎসাহ হইলেন এবং অবিলম্বে বীরকিটি ভবন হইতে পলায়ন করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত ও কারাযন্ত্রণায় মৃত্যুগ্রাসে পাতিত হইলেন। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

এইরূপে উদয়নারায়ণের উদয়, অভ্যুদয় ও অপায় সংঘটিত হইল। ইনি হিন্দুধর্ম্মে সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। সাঁওতাল পরগণা জেলায় বীরকিটি নামক স্থানের রাধাগোবিন্দ, রামপুর হাটের অপরাজিতা, বড়নগরের মদনগোপাল এবং বননও গাঁ গ্রামের গিরিধারী মূর্ত্তি প্রভৃতি তদীয় ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। উদয়নারায়ণের পরে রাজসাহীর ভার রামজীবন ও কুমার কানুর উপরে প্রদত্ত হয়। রামজীবন নাটোরের রাজবংশের আদিপুরুষ রঘুনন্দনের ভ্রাতা।

উদয়নারায়ণ নামে আর একজন রাজাও ছিলেন। ইনি বঙ্গজ কায়স্থকুলে মিত্র বংশে পুর্ব্ববঙ্গের উলাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ এবং দৌহিত্রতানিবন্ধন বাকলা চন্দ্রদ্বীপের রাজ্যলাভ করেন। এই উদয়নারায়ণও পরাক্রমশালী ছিলেন। ইনি ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করেন।

উদয় সিংহ—১। মেওয়ারের সুপ্রসিদ্ধ রাণা সংগ্রামসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র।

২। মাড়ওয়ারের একজন রাজার নামও উদয়সিংহ। ইঁহার পিতার নাম মালদেব। ইনি দিল্লীশ্বর আকবরের অন্যতম প্রধান সভাসদ্ ছিলেন। ইনি ১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দে আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সলিমের সহিত আপনার কন্যা বালমতীর বিবাহ দেন। ঐ কন্যার গর্ভে শাহজাহার জন্ম। মাড়ওয়ার রাজ্য (যোধপুর) আকবর উদয়সিংহকে জাইগির দেন। ১৫৯৪ খৃঃ অব্দে উদয়সিংহের মৃত্যু হইলে, ইঁহার চারি পত্নী পতির শবদেহের সহিত চিতারোহণ করেন।

উদয়মান—উৎপদ্যমান; প্রকাশমান, যাহা প্রকাশিত হইতেছে এরূপ। উদ্—অয় (গমন করা)+শান ক। বিণ; ত্রি। [পু।

উদয়াচল—উদয় পর্ব্বত। উদয়গিরি দেখ। সং;

উদয়াদিত্য—ইনি সুবিখ্যাত মালবাধিপতি ভোজ রাজের পুত্র। ১০৯২ খৃঃ অব্দে ভোজ নরপতির মৃত্যু হইলে উদয়াদিত্য মালবের রাজা হন। ইনি পিতৃবৈরী চেদি ও চালুক্যদিগকে মালব হইতে দূরীভূত করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করেন।

উদয়াস্ত—১। উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত। ক্রিবিণ। ২। উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত কাল, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা। উদয় ও অস্ত, দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

উদয়াস্তগামী—উদয় পর্ব্বত হইতে অস্ত পর্ব্বতে গমনশীল। উদয়াবধি অস্ত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। উদয়াস্ত—গম+ণিন ক=উদয়াস্তগামিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উদয়াস্তগামিনী।

উদয়োন্মুখ—উদিত হইবার উপক্রম করিয়াছে এরূপ। উদয়ে উন্মুখ, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

উদর—১। জঠর, পেট। উদ্—ঋ (গমন করা)+অন্ ক। ২। অভ্যন্তর; যুদ্ধ। উদ্—ঋ+অল্ অধি। সং; ক্লী। [সং; পু।

উদরগ্রন্থি—রোগবিশেষ, গুল্মরোগ। ৭তৎ।

উদরতুষ্টি—পেটের পরিতোষ অর্থাৎ উত্তমরূপে ভোজন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

উদরত্রাণ—কোমরবন্ধ। উদরের ত্রাণ (রক্ষণ) হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং; স্ত্রী।

উদরপরতা—উদরসর্ব্বস্বত্ব, ঔদরিকতা, আত্মম্ভরিতা। উদর হইয়াছে পর (প্রধান) যাহার উদরপর, বহু। উদরপর শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

উদরপরায়ণ—উদরসর্ব্বস্ব, ঔদরিক, উদরম্ভরি। উদর হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উদরপরায়ণতা।

উদরপরায়ণতা—উদরপরায়ণ দেখ। উদরপরায়ণ শব্দ+তা ভাবে।

উদরপূর্ত্তি—পেটভরা, উদর পূর্ণ করা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; পু।

উদরভঙ্গ—রোগবিশেষ, উদরাময়, ভেদ হওয়া।

উদরম্ভরি—ঔদরিক, পেটুক, আত্মম্ভরি। উদর শব্দ—ভৃ (ভরণ করা)+খি ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উদরম্ভরিতা।

উদরম্ভরিতা—উদরম্ভরি দেখ। উদরম্ভরি শব্দ+তা ভাবে।

উদরসাৎ—উদরে দেয়। উদর শব্দ+চসাৎ, দেয় অর্থে। ব্য। [৬তৎ। সং; ক্লী।

উদরাধ্মান—পেট ফাঁপা। উদরের আধ্মান,

উদরান্ন—পেটের ভাত। উদর পূরক অন্ন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

উদরাময়—উদরের রোগ; পেটের অসুখ। উদরের আময়, ৬তৎ। সং; পু।

উদরাবর্ত্ত—নাভি। ৬তৎ। সং; পু।

উদরিণী—অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভবতী। উদর শব্দ+ইন্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

উদরিল—স্থূলোদর, ভুঁড়ে। উদর শব্দ+ইল, অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

উদরী—১। উদরস্ফীততা রোগবিশেষ। উদ্—দৃ (বিদীর্ণ হওয়া)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। উদরিল, স্থূলোদর। উদর শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=উদরিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

উদর্ক—ভবিষ্যৎকাল; ভাবিফল; বৃক্ষবিশেষ; মদনকণ্টকবৃক্ষ। উদ্—ঋচ (স্তুতি করা)+ঘঞ্ র্ম। সং; পু।

উদর্চ্চি—১। উচ্ছিখ, প্রজ্বলিত। উদ্গত অর্চ্চিঃ (প্রভা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। শিব; অগ্নি; কন্দর্প। সং; পু।

উদবাস—জলে বাস করা। ৭তৎ। সং; পু।

উদশ্বিত—অর্দ্ধজলমিশ্রিত তক্র। উদ শব্দ (জল)—শ্বি (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং; ক্লী।

উদাত্ত—১। উচ্চস্বরবিশেষ; মুখের ভিতর তালু প্রভৃতি উর্দ্ধভাগ হইতে যে স্বর উচ্চারিত হয়, তাহাই উদাত্ত; প্রযত্নপ্রেরিত বায়ু উর্দ্ধভাগে প্রতিহত হইয়া যে উচ্চ স্বরকে ব্যক্ত করে, তাহা উদাত্ত। উদ্—আ—দা (দান করা)+ক্ত র্ম। বিপরীতার্থক শব্দ অনুদাত্ত। ২। দাতা; মহৎ; সমর্থ। উদ্—আ—দা+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

উদান—১। কণ্ঠদেশস্থিত বায়ু; নাভি। উদ্—অন (বাঁচা)+ঘঞ্ ণ। ২। সর্প। উদ্—আ—অন (বাঁচা)+অন্ ক। সং; পু।

উদার—দানশীল, দাতা; গম্ভীর; সরল; মহাত্মা; উৎকৃষ্ট; দক্ষিণ। উদ্—আ—রা (দান করা) ড ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উদারতা, ঔদার্য্য।

উদারচরিত—উদারস্বভাব, রাগদ্বেষাদিশূন্য। বহু। বিণ; ত্রি। [ত্রি।

উদারচিত্ত—উদারহৃদয়, সরলমনাঃ। বহু। বিণ;

উদারচেতাঃ—উন্নতমনাঃ। উদার হইয়াছে চেতঃ যাহার, বহু, উদারচেতস্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

উদারস্বভাব—উদারচরিত, সরলস্বভাব। বহু।

উদারস্বভাবতা—উদারস্বভাব দেখ। সং; স্ত্রী।

উদার হৃদয়—উদারচেতাঃ দেখ।

উদারা—সুরবিশেষ, নিম্ন সপ্তকের সুর। স্ত্রী।

উদাস—১। উদাসীন; বিরাগী। উদ্‌—আস (উপবেশন করা)+অন্ ক। ২। উৎক্ষেপ; উচ্চতা; সংসারবিরাগ, বিষয়বাসনাপরিত্যাগ। উদ্‌—অস (হওয়া)+ঘঞ্ ভা। পু।

উদাসিতা—উদাসভাব, বৈরাগ্য। উদাসিন্ শব্দ +তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

উদাসী—১। সংসারবিরাগী। উদাস শব্দ+ইন্ =উদাসিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা নানকের ধর্ম্মমতাবলম্বী। নানকের "গ্রন্থ" নামক ধর্ম্মগ্রন্থই ইহাদের উপাস্য। ইহারা মঠে বাস করে, এবং অপরে রাঁধিয়া দিলে তবে খায়। সকল জাতিকেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত দেখা যায়।

উদাসীন—বিরাগী, সংসার-ত্যাগী; মধ্যস্থ; স্বতন্ত্র, উপস্থিত বিষয়ে নির্লিপ্ত; নিঃসম্পর্ক; যাহার সহিত আলাপ পরিচয় নাই এরূপ; তটস্থ। উদ্‌—আস (উপবেশন করা)+শান ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ঔদাসীন্য।

উদাসীনভাবে—কোনও পক্ষে লিপ্ত না হইয়া। বহু; ক্রি-বিণ।

উদাসীনসাম্যভাব—যে ভাবে অবস্থিত হইলে অবস্থান্তর জন্য সাম্যভাবের ব্যত্যয় হয় না, প্রত্যুত সেই নবাবস্থাতেও পুনরায় সাম্যভাব হয়, তাহারই নাম উদাসীনসাম্যভাব।

উদাহরণ—দৃষ্টান্ত; নিদর্শন; উল্লেখ; বর্ণন; কথাপ্রসঙ্গ। উদ্‌—আ—হৃ (হরণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উদাহৃত।

উদাহার—উদাহরণ। উদ্‌—আ—হৃ (হরণ করা) +ঘঞ্ ভা। সং; পু।

উদাহৃত—যাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে এরূপ; দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত; কথিত। উদ্‌—আ—হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উদাহরণ।

উদিত—১। উত্থিত; উদ্গত; উন্নত; উৎপন্ন; প্রাদুর্ভূত। উদ্‌—ই (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। উদয়। উদ্‌—ই+ক্ত ভা। ৩। লগ্ন। উদ্‌—ই (গমন করা)+ক্ত অধি। সং; ক্লী। ৪। উক্ত,কথিত; বদ্ধ। বদ (বলা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ৫। চলন, কথন। বদ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

উদীক্ষণ—প্রতীক্ষা; দর্শন, দেখা। উদ্‌—ঈক্ষ (দেখা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উদীচী—উত্তরদিক। উদচ্ শব্দ (উত্তর)+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

উদীচীন—উত্তরদিক্ সম্বন্ধীয়; উত্তরদেশীয়। উদীচী শব্দ+খীন। বিণ; ত্রি।

উদীচ্য—১। উত্তরদেশীয়। উদীচী শব্দ+ষ্য ভবার্থে। বিণ; ত্রি। ২। গন্ধদ্রব্যবিশেষ, বালা। সং; ক্লী। ৩। সরস্বতী নদীর উত্তর পশ্চিমস্থ প্রদেশ। সং; পু।

উদীচ্যবৃত্ত—পৃথিবীর উত্তর মেরুর ২৩৷৷০ অক্ষাংশ দক্ষিণে যে বৃত্তাকার রেখা কল্পিত হয় (Arctic circle)। ইহাকে উত্তর মেরুবৃত্তও বলে।

উদীচ্যেতর বৃত্ত—পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর ২৩৷৷০ অক্ষাংশ উত্তর যে বৃত্তাকার রেখা কল্পিত হয় (Antartic circle), ইহাকে দক্ষিণ মেরুবৃত্তও বলে।

উদীয়মান—যে উদিত হইতেছে এরূপ। উদ্‌—ঈ+শান ক। বিণ; ত্রি।

উদীরণ—উচ্চারণ; কথন; উদ্দীপন; বিজৃম্ভণ; প্রেরণ; প্রকাশন; উৎক্ষেপণ। উদ্‌—ঈর (প্রেরণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উদীরিত।

উদীরিত—উচ্চারিত; কথিত; প্রেরিত; বিজৃম্ভিত; উদ্দীপিত; প্রকাশিত; উৎক্ষিপ্ত। উদ্‌—ঈর (প্রেরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উদীরণ।

উদুম্বর—১। যজ্ঞডুমুর গাছ; দেহলী; ক্লীব; কুষ্ঠরোগবিশেষ। উদ্‌—উ—বৃ (ঘেরা)+খশ্ ক। সং; পু। ২। তাম্র। ৩। যজ্ঞডুমুর ফল। উদুম্বর শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। সং; ক্লী।

উদূখল—ধান্যাদি কণ্ডনার্থ পাত্রবিশেষ, এই পাত্রে তণ্ডুলাদি রাখিয়া মুষলপ্রহারে পরিষ্কার করা হয়, উখলি; গুগ্‌গুলু। উদ্‌—খ শব্দ (আকাশ)—লা (গ্রহণ করা) +ড ক। সং; ক্লী।

উদ্—উৎ দেখ। ব্য।

উদ্গত—উদিত; উত্থিত; উৎপন্ন। উদ্‌—গম (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উদ্গাম, উদ্গমন, উদ্গতি।

উদ্গতি—উদ্গাম দেখ। উদ্‌—গম (যাওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে উদ্গত।

উদ্গত্বর—উদয়শীল। উদ্‌—গম (যাওয়া)+ক্বরপ্ ক। বিণ; ত্রি।

উদ্গাম—উত্থান; উদয়; উৎপত্তি। উদ্‌—গম (যাওয়া)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে উদ্গত।

উদ্গমন—উদ্গাম দেখ। উদ্‌—গম (যাওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উদ্গত।

উদ্গমনীয়—১। আরোহণীয়। উদ্‌—গম (যাওয়া) +অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। ধৌতবস্ত্রযুগল, ধোয়া কাপড়ের যোড়। সং; ক্লী।

উদ্গাঢ়—অতিমাত্র, অতিশয়। উদ্ (অতিশয়) গাঢ়, কর্ম্মধা। ক্রি-বিণ।

উদ্গাতা—১। উচ্চৈঃস্বরে গানকর্ত্তা। উদ্ (উচ্চ) গাতা (গায়ক), কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। ২। সামবেদপাঠক। সং; পু। উদ্গাতৃ শব্দ।

উদ্গার—১। বমন; মুখ হইতে বায়ুনির্গম, ঢেকুর; উচ্চারণ। উদ্‌—গৄ (ভোজন করা) +ঘঞ্ ভা। ২। বড়িশ। উদ্‌—গ+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু। বিশেষণে উদ্গীর্ণ।

উদ্গিরণ—উদ্গার; বমন। উদ্‌—গৄ (ভোজন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উদ্গীর্ণ। [ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উদ্গীত—উচ্চে গীত। উদ্‌—গৈ (গান করা)+

উদ্গীতি—উচ্চৈঃস্বরে গান; আর্য্যা ছন্দোবিশেষ। উদ্‌—গৈ (গান করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

উদ্গীর্ণ—যাহা উদ্গিরণ করা হইয়াছে এরূপ, বান্ত, বমিত; নির্গত; উৎসৃষ্ট; উচ্চারিত; প্রতিবিম্বিত। উদ্‌—গৄ (ভোজন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি; বিশেষ্যে উদ্গার, উদ্গিরণ।

উদ্গ্রহ—গ্রহণ; গিলন। উদ্‌—গ্রহ (গ্রহণ করা) +অল্ ভা। সং; পু।

উদ্গ্রহণ—গ্রহণ; গেলন। উদ্‌—গ্রহ (গ্রহণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উদ্ঘট্টন—আঘাত, ধাক্কা মারা; উন্মোচন। উদ্‌—ঘট্ট (চালান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উদ্ঘট্টিত।

উদ্ঘট্টিত—আহত; উন্মোচিত। উদ্‌—ঘট্ট (চালান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উদ্ঘট্টন।

উদ্ঘন—কর্ম্মকার বা সূত্রকারের কাষ্ঠপরিষ্কারক কাষ্ঠময় বা লৌহময় আধারবিশেষ, যাহার উপর রাখিয়া কাষ্ঠাদি পরিষ্কার করা হয়। উদ্‌—হন (আঘাত করা)+অল্ অধি। সং; পু।

উদ্ঘর্ষণ—ইষ্টকাদি কঠিন পদার্থের গাত্র পরিষ্করণ। উদ্‌—ঘৃষ (ঘর্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী [অল্ র্ম্ম; ক্লী।

উদ্ঘস—ভক্ষ্যবস্তু। উদ্‌—অদ (ভক্ষণ করা)+

উদ্ঘাট—১। উদ্ঘাটন। উদ্‌—ঘট (চেষ্টা করা, ঘটা, ইত্যাদি)+ঘঞ্ ভা। ২। কৃত ঘাট; করসংগ্রহের স্থান। উদ্‌—ঘট+ঘঞ্ অধি। সং; পু।

উদ্ঘাটক—১। উন্মোচনকারী; উত্তোলনকারী। উদ্‌—ণিজন্ত ঘট বা ঘাটি (চেষ্টা করান, ইত্যাদি)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে উদ্ঘাটিকা। ২। কূপের জল তুলিবার যন্ত্রবিশেষ, ঘটি; চাবি। সং; পু।

উদ্ঘাটন—১। উন্মোচন, খোলা; উল্লেখ। উদ্‌—ণিজন্ত ঘট বা ঘাটি (চেষ্টা করান, ইত্যাদি)+অনট্ ভা। ২। কূপের জল তুলিবার যন্ত্র। উদ্‌—ণিজন্ত ঘট বা ঘাটি+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

উদ্ঘাটিত—উন্মোচিত; প্রকাশিত। উদ্‌—ণিজন্ত ঘট বা ঘাটি (চেষ্টা করান, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উদ্ঘাট, উদ্ঘাটন।

উদ্ঘাত—১। প্রতিঘাত, টক্কর লাগা; পাদস্খলন; উপক্রম; কুম্ভক। উদ্‌—হন

(বধ করা) + ঘঞ্ ভা। ২। অস্ত্রবিশেষ, মুদ্গারপ্রভৃতি ; গ্রন্থপরিচ্ছেদ ; অরঘট্ট। উদ্‌-হন+ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

উদ্দণ্ড—উন্নতদণ্ডধারী, লাঠি তুলিয়াই আছে এরূপ ; উৎকটদণ্ডকারী ; প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত। উন্নত দণ্ড যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। উন্নত দণ্ড ; উত্তোলিত লাঠি। প্রাদি। সং ; পু।

উদ্দান্ত—অতি দমিত, শান্ত। উদ্‌-দম+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

উদ্দাম—উচ্ছৃঙ্খল ; বন্ধনভ্রষ্ট ; স্বেচ্ছাচারী ; উৎকট। উদ্‌-দম (দমন করা) + ঘঞ্ ক। বিণ ; ত্রি।

উদ্দালক—ঋষিবিশেষ ; যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু ; ইঁহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। সং ; পু।

উদ্দিষ্ট—উপদিষ্ট ; লক্ষীকৃত ; অভিপ্রেত ; যাহার অনুসন্ধান করা হইয়াছে বা যাহার উদ্দেশ পাওয়া গিয়াছে এরূপ। উদ্‌-দিশ (আদেশ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উদ্দেশ।

উদ্দীপক—প্রকাশক, উদ্ভাবক ; উত্তেজক। উদ্‌-দীপ (দীপ্ত করা) + ণি + ণক ক। বিণ ; ত্রি।

উদ্দীপন—প্রকাশ ; উত্তেজন ; প্রজ্বলন ; বর্দ্ধিতকরণ ; প্রবলকরণ। উদ্‌-দীপ (দীপ্ত করা) + ণি + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষ্যে উদ্দীপিত। [সং ; পু।

উদ্দীপনবিভাব—শৃঙ্গাররসের বিভাববিশেষ।

উদ্দীপনীয়—উদ্দীপনযোগ্য, উত্তেজনীয়। উদ্‌-দীপ (দীপ্ত করা) + ণি + অনীয় র্ম্ম। বিণ।

উদ্দীপিত—প্রকাশিত ; উত্তেজিত ; প্রজ্বলিত ; বর্দ্ধিত। উদ্‌-ণিজন্ত দীপ বা দীপি (দীপ্ত হওয়ান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উদ্দীপন।

উদ্দীপ্ত—প্রকাশপ্রাপ্ত ; প্রজ্বলিত, জ্বলিয়া উঠিয়াছে এরূপ। উদ্‌-দীপ (দীপ্ত হওয়া) ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উদ্দীপন।

উদ্দেশ—১। প্রদেশ। উদ্‌-দিশ (আদেশ করা) + অল্ র্ম্ম। ২। অন্বেষণ, অনুসন্ধান ; অভিসন্ধি ; উল্লেখ ; নাম দ্বারা কথন। উদ্‌-দিশ+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উদ্দিষ্ট। ৩। সম্বন্ধীয়। উদ্‌-দিশ+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

উদ্দেশ্য—১। অভিপ্রেত ; লক্ষ্য। উদ্‌-দিশ (আদেশ করা) + য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। তাৎপর্য্য, অভিপ্রায়, অভিসন্ধি। সং ; ক্লী।

উদ্ধত—অবিনীত, দুরন্ত ; ধৃষ্ট ; উৎক্ষিপ্ত ; উৎকট। উদ্‌-হন (গমন করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উদ্ধতি, ঔদ্ধত্য।

উদ্ধতচারী—উদ্ধতকার্য্যকারী। উদ্ধত শব্দ-চর (বিচরণ করা) + ণিন্ ক = উদ্ধতচারিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

উদ্ধতচারিতা—উদ্ধত আচরণ, হঠকারিতা। উদ্ধতচারিন্ শব্দ + তা ভা। সং ; স্ত্রী।

উদ্ধতভাষী—উদ্ধত বাক্যপ্রয়োগকারী। উদ্ধত শব্দ-ভাষ (বলা) + ণিন্ ক = উদ্ধতভাষিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

উদ্ধতস্বভাব—উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি। উদ্ধত হইয়াছে স্বভাব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

উদ্ধতি—উন্নতি ; ধৃষ্টতা ; গর্ব্ব। উদ্‌-হন (গমন করা) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে উদ্ধত।

উদ্ধরণ—১। উদ্ধার ; ঋণশোধ। উদ্‌-হৃ (হরণ করা) + অনট্ ভা। ২। উত্তোলন। উদ্‌-ধৃ (ধরা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে উদ্ধৃত।

উদ্ধর্ষণ—রোমাঞ্চ, পুলক। উদ্‌-ণিজন্ত হৃষ বা হর্ষি + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উদ্ধব—১। উৎসব। উদ্‌-ধু (কাঁপা) + অল্ ভা। ২। যজ্ঞাগ্নি। উদ্‌-হু (হোম করা) + অল্ র্ম্ম। ৩। শ্রীকৃষ্ণের সখা, ইনি সত্যকের পুত্র, বৃহস্পতির শিষ্য ও বৃষ্ণিবংশীয় মন্ত্রী ; যদুবংশধ্বংসের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে আত্মতত্ত্ববিষয়ে উপদেশ দেন ; ইনি শেষ দশায় বদরিকাশ্রমে জীবন অতিবাহিত করেন। উদ্‌-হু (হোম করা) + অন্ ক। সং ; পু।

উদ্ধার—১। মোচন, মুক্তি ; ঋণপরিশোধ। উদ্‌-হৃ (হরণ করা) + ঘঞ্ ভা। ২। ঋণ ; ভাগ। উদ্‌-হৃ+ঘঞ্ র্ম্ম। ৩। উত্তোলন। উদ্‌-ধৃ (ধরা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উদ্ধৃত।

উদ্ধারণ ঠাকুর—১৪০৩ শকে সপ্তগ্রামে দত্তবংশে উদ্ধারণের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম শ্রীকর দত্ত এবং মাতার নাম ভদ্রাবতী। উদ্ধারণের জনক একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, বাণিজ্যে ইঁহার প্রভূত আয় হইত। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পরে উদ্ধারণ পিতার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন এবং যত্নপূর্ব্বক বিষয়ের তত্ত্বাবধানে প্রবৃত্ত হন। ইনি বাঙ্গালার নবাব হুসেন সার নিকট হইতে এক বিশাল প্রদেশের জমীদারী ক্রয় করিয়া আপন নামানুসারে উহার নাম "উদ্ধারণপুর" রাখেন। উদ্ধারণপুর অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, উহা প্রসিদ্ধ কাটোয়া নগরের সন্নিহিত।

উদ্ধারণ পরম ভক্ত ছিলেন। যে সময়ে ধর্ম্মপ্রচারার্থে নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে আগমন করেন, তৎকালে তিনি এই ধনকুবেরের বাটীতেই অবস্থিতি করিতেন। উদ্ধারণ সর্ব্বদা নিত্যানন্দের উপদেশ শ্রবণ করিয়া জ্ঞানলাভ করেন এবং তাঁহার মনে বৈরাগ্য সঞ্চারও হয়। এই কারণে কিয়দ্দিবস পরে উদ্ধারণ সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া পরম ধন লাভার্থে নীলাচলে গমন করেন। অনন্তর বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতে থাকেন। বৃন্দাবন গমনের পরে ১৪৬০ শকে মাঘ মাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে ৫৭ বৎসর বয়সে তদীয় আত্মা নিত্যধামে গমন করে। ইঁহার সমাধিমন্দির বংশীবটের সন্নিহিত প্রদেশে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

উদ্ধারণ দত্ত সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প শ্রুতিগোচর হয়। একদা এক শঙ্খবিক্রেতা সরস্বতী নদীর তীর দিয়া সপ্তগ্রামে যাইতেছিল। পথিমধ্যে এক সুন্দরী বালিকা উপস্থিত হইয়া উহার নিকট হইতে একযোড়া শাঁখা লইল। মূল্যের কথা জিজ্ঞাসিত হইলে বালিকা বলিল যে, ঐ যে দত্ত মহাশয়ের বাটী দেখা যাইতেছে, তুমি ঐ বাটীতে গিয়া দত্ত মহাশয়ের নিকট ইহার মূল্য গ্রহণ করিও। বিক্রেতা তাহাতে সম্মত হইল না, তখন বালিকা বলিল যে, "যদি তিনি শঙ্খ বিক্রয়ের কথায় প্রত্যয় না করেন, তবে তুমি বলিও যে, পূর্ব্ব ঘরের পশ্চিম দিকের কুলিঙ্গায় আপনার মেয়ের যে পাঁচটী স্বর্ণ মুদ্রা আছে, উহাই আমাকে দিতে বলিয়াছেন। ইহাতেও যদি তিনি সম্মত না হন, তবে তুমি এখানে আসিয়া তোমার শাঁখা ফেরত লইয়া যাইও।"

শঙ্খবিক্রেতা তখন সম্মত হইয়া দত্ত মহাশয়ের নিকটে গেল এবং সমুদায় বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিল। দত্ত অবাক্ হইলেন, পরে কুলিঙ্গায় পাঁচটী মোহর দেখিতে পাইয়া অধিকতর বিস্ময়ের সহিত শঙ্খবণিক্‌কে বলিলেন যে, যদি সেই মেয়েটীকে দেখাইতে পার, তবে ইহা তোমাকে দিব। অনন্তর উভয়ে সরস্বতী-তীরে পূর্ব্ব স্থানে আসিলেন। এবং বালিকার তত্ত্ব জানিবার জন্য বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না। তখন দত্তজা বলিলেন, শাঁখারি, তোমার বড়ই সৌভাগ্য যে, তুমি মাতার দর্শন পাইয়াছিলে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহাকে চিনিতে পার নাই। এই কথা শুনিয়া শাঁখারি কান্দিতে লাগিল। দয়াময়ী মাতা শঙ্খ-বণিকের ক্রন্দন দূর করিবার জন্য নদীগর্ভ হইতে উক্ত শঙ্খবিভূষিত হস্তদ্বয় দেখাইলেন। তখন সকলেই পরমানন্দে বিভোর হইল এবং দত্ত মহাশয় শাঁখারিকে উক্ত পঞ্চ স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন।

বৃন্দাবন লীলাকালে শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশটি প্রিয়সখা ছিলেন। তাঁহাদের নাম—শ্রীদামা, সুদামা, সুবল, মহাবল, সুবাহু, ভদ্রসেন, স্তোককৃষ্ণ, পুরাম, লবঙ্গ, মহাবাহু, গন্ধর্ব্ব

ও বীরবাহু। বৈষ্ণবেরা বলেন, ইঁহারাই আবার মানবদেহ ধারণ করিয়া চৈতন্য-দেবের পার্শ্বচর হইয়াছিলেন ও ইঁহারাই দ্বাদশগোপাল নামে অভিহিত আছেন। উদ্ধারণ দত্ত সুবাহুর অবতার ও ইঁহাদের অন্যতম। পদসমুদ্রে লিখিত আছে,—

শ্রীকর-নন্দন, দত্ত উদ্ধারণ,
ভদ্রাবর্ত গর্ভজাত।
ত্রিবেণীতে বাস, নিতাইর দাস,
শ্রীগৌরাঙ্গের পদাশ্রিত।

ইঁহার রচিত গ্রন্থ বা পদাবলী নাই। ইনি অধ্যয়নার্থে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রাপেক্ষা শ্রীহরি নামেই ইঁহার তন্ময়তা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত।

উদ্ধারার্থ—উদ্ধার নিমিত্ত। উদ্ধারের নিমিত্ত ইহা এই বাক্যে অর্থ শব্দের সহিত নিত্যসমাস, অথবা উদ্ধার হইয়াছে অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

উদ্ধৃত—১। মোচিত; উদ্ধার দ্বারা বিভক্ত। উদ্‌—হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। উত্তোলিত; গৃহীত। উদ্‌—ধৃ (ধরা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উদ্ধরণ, উদ্ধার।

উদ্ধৃতি—উত্তোলন, মোচন, উৎক্ষেপণ। উদ্‌—ধৃ (লওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

উদ্‌ধ্মান—চুল্লী, উনান। উদ্‌—ধ্মা (অগ্নিসংযোগ করা)+অনট্‌ অধি। সং; ক্লী।

উদ্বদ্ধ—ঊর্দ্ধে সংযত, টাঙ্গান। উদ্‌—বন্ধ (বাঁধা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উদ্বন্ধন।

উদ্বন্ধন—১। গলে রজ্জু দিয়া ঊর্দ্ধে বন্ধন; গলায় দড়ি দিয়া মরা। উদ্‌—বন্ধ (বাঁধা)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী। ২। বন্ধনমুক্ত। প্রাদি বা নিত্য। বিণ; ত্রি।

উদ্বাহু—ঊর্দ্ধবাহু, উপরদিকে হাত তুলিয়া রাখিয়াছে এরূপ। উন্নত হইয়াছে বাহু যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

উদ্বুদ্ধ—বিকসিত; প্রবুদ্ধ। উদ্‌—বুধ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উদ্বোধ।

উদ্বোধ—কিঞ্চিৎ বোধ; সংস্কারোদ্দীপন। উদ্‌—বুধ+অল্‌ ভা। সং; পু। বিশেষণে উদ্বুদ্ধ।

উদ্বোধক—উদ্দীপক; প্রকাশক; উদ্বোধকারক। উদ্‌—ণিজন্ত বুধ বা বোধি+ণক ক। বিণ; ত্রি।

উদ্বোধন—১। বোধোৎপাদন, জ্ঞাপন। উদ্‌—ণিজন্ত বুধ বা বোধি (জ্ঞাপন করা)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী। ২। জ্ঞাপক, জ্ঞানোৎপাদক। উদ্‌—ণিজন্ত বুধ বা বোধি+অন ক। বিণ; ত্রি।

উদ্ভট—১। প্রসিদ্ধ; উৎকট; শ্রেষ্ঠ; গ্রন্থবহির্ভূত। উদ্‌—ভট (বলা)+অন্‌ ক। বিণ; ত্রি। ২। কচ্ছপ; সূর্য্য। সং; পু।

উদ্ভব—১। উৎপত্তি, জন্ম। উদ্‌—ভূ (হওয়া)+অল্‌ ভা। সং; পু। ২। উৎপন্ন। উদ্‌—ভূ+অন্‌ ক। বিণ; ত্রি।

উদ্ভাবন—কল্পনা; চিন্তন; উৎপাদন। উদ্‌—ণিজন্ত ভূ বা ভাবি (চিন্তা করা)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উদ্ভাবিত।

উদ্ভাবনীয়—কল্পনীয়; চিন্তনীয়; সম্পাদনীয়। উদ্‌—ণিজন্ত ভূ বা ভাবি+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উদ্ভাবিত—কল্পিত; চিন্তিত; উৎপাদিত। উদ্‌—ণিজন্ত ভূ বা ভাবি (চিন্তা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উদ্ভাবন।

উদ্ভাস—উদ্দীপ্তি, প্রকাশ; শোভা। উদ্‌—ভাস (দীপ্তি পাওয়া)+ঘঞ্‌ ভা। সং; পু। বিশেষণে উদ্ভাসিত।

উদ্ভাসক—উদ্দীপক, দীপ্তিকারক। উদ্‌—ভাস (দীপ্ত হওয়া)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

উদ্ভাসন—উদ্দীপন, আলোকিতকরণ। উদ্‌—ভাস (দীপ্ত হওয়া)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী।

উদ্ভাসিত—দীপ্ত; শোভিত। উদ্‌—ভাস (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উদ্ভাস।

উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিদ্‌, উদ্ভিদ—যাহা ভূমি ভেদ করিয়া জন্মে, তরুলতাগুল্ম তৃণাদি। উদ্ভিদ্‌=উদ্‌—ভিদ (ভেদ করা)+ক্বিপ্‌ ক। উদ্ভিজ্জ=উদ্ভিদ্‌ শব্দ—জন+ড ক। উদ্ভিদ=উদ্‌—ভিদ+ক ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উদ্ভিজ্জবিদ্যা, উদ্ভিদ্বিদ্যা—যে শাস্ত্রের দ্বারা উদ্ভিদ্বিষয়ক সকল তত্ত্ব জানা যায় (Botany)। সং; স্ত্রী।

উদ্ভিজ্জাণু—দৃষ্টির অগোচর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্‌। ৬তৎ। সং; পু।

উদ্ভিদজল—শীতল জলবিশেষ; কোন কোন মরুভূমিতে পান্থপাদপ নামে একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে, ঐ বৃক্ষের স্থানবিশেষ কর্ত্তন করিলে একপ্রকার শীতল জল নির্গত হয়, পথিকেরা তাহা পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে, সেই জলকে উদ্ভিদজল বলে। সং; ক্লী।

উদ্ভিন্ন—১। উৎপন্ন; উত্থিত। উদ্‌—ভিদ (ভেদ করা)+ক্ত ক। ২। দলিত, দ্বিধাকৃত। উদ্‌—ভিদ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উদ্ভেদ।

উদ্ভূত—উৎপন্ন; উন্নত; প্রত্যক্ষযোগ্য। উদ্‌—ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উদ্ভব, উদ্ভূতি।

উদ্ভূতরূপ—উৎপন্নরূপ, চক্ষুর্গোচর রূপ। উদ্ভূত যে রূপ, কর্ম্মধা।

উদ্ভূতি—উন্নতি; উত্তম বিভূতি। উদ্‌—ভূ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে উদ্ভূত।

উদ্ভেদ—১। উৎপত্তি; প্রকাশ; উদ্‌গম; স্ফুরণ; রোমাঞ্চ। উদ্‌—ভিদ (ভেদ করা) ঘঞ্‌ ভা। সং; পু। বিশেষণে উদ্ভিন্ন।

উদ্‌ভ্রম—১। ঊর্দ্ধভ্রমণ; উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা; আকুলতা; উন্মাদ; বুদ্ধিলোপ। উদ্‌—ভ্রম (ভ্রমণ করা, ইত্যাদি)+অল্‌ ভা। সং; পু। বিশেষণে উদ্‌ভ্রান্ত।

উদ্‌ভ্রান্ত—ভ্রান্ত; আকুলিত; হতবুদ্ধি; ব্যস্ত; আঘূর্ণিত; উচ্ছৃঙ্খল। উদ্‌—ভ্রম (ভ্রমণ করা, ইত্যাদি)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উদ্‌ভ্রম।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম—আকুলতাসাধক প্রেম, যে প্রেমে মানুষ একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে; গ্রন্থবিশেষের নাম।

উদ্‌ভ্রান্তহৃদয়—আকুলচিত্ত, ব্যাকুলমনাঃ। উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে হৃদয় যাহার, বহু; বিণ; ত্রি।

উদ্যত—উদ্‌যুক্ত, উন্মুখ; প্রবৃত্ত; উত্থিত। উদ্‌—যম (বিরত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উদ্যম, উদ্যতি।

উদ্যতদণ্ড—দণ্ডদানে উদ্যত। উদ্যত হইয়াছে দণ্ড যাহার, বা যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

উদ্যতি—উদ্যম, উদ্যোগ, প্রবৃত্তি। উদ্‌—যম (বিরত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে উদ্যত।

উদ্যম—উদ্যোগ; উৎসাহ; উত্থান। উদ্‌—যম (বিরত হওয়া)+অল্‌ ভা। সং; পু। বিশেষণে উদ্যত।

উদ্যমশীল—উৎসাহশীল, উদ্যোগী। উদ্যম হইয়াছে শীল যাহার, বহু; বিণ; ত্রি।

উদ্যমশীলতা—উৎসাহশীলতা, উদ্যোগিতা। উদ্যমশীল শব্দ+তা ভাবে; সং; স্ত্রী।

উদ্যমী—উদ্যোগযুক্ত, চেষ্টাবান্‌। উদ্‌—যম (বিরত হওয়া)+ণিন্‌ ক, অথবা উদ্যম শব্দ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে=উদ্যমিন্‌, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

উদ্যান—১। উপবন, বাগান। উদ্‌—যা (যাওয়া) অনট্‌ অধি। ২। নিঃসরণ। উদ্‌—যা+অনট্‌ ভা। ৩। আবশ্যকতা, প্রয়োজন। উদ্‌—যা+অনট্‌ র্ম্ম। সং; ক্লী।

উদ্যানপাল, উদ্যানপালক—উদ্যানরক্ষক, মালী। ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উদ্যানপালিকা।

উদ্যানপ্রাচীর—উপবনের চতুর্দ্দিকে বেষ্টনকারী প্রাচীর। উদ্যান বেষ্টক প্রাচীর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

উদ্যানরাজি, উদ্যানরাজী—উপবনসমূহ। ৬তৎ। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

উদ্‌যাপন—ব্রতাদি সমাপন। উদ্‌—ণিজন্ত যা বা যাপি (যাওয়ান)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উদ্‌যাপিত।

উদ্‌যাপিত—যাহার উদ্‌যাপন করা হইয়াছে এরূপ, সমাপিত। উদ্‌—ণিজন্ত যা বা যাপি

(যাওয়ান) + ক্ত র্ম্ম । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে উদ্‌যাপন ।

উদ্‌যুক্ত—উদ্যোগবিশিষ্ট, চেষ্টিত ; উৎসাহিত । উদ্‌—যুজ (যোগ করা) + ক্ত : ক । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে উদ্যোগ ।

উদ্যোগ—উদ্যম ; চেষ্টা ; যত্ন ; উৎসাহ ; আয়োজন । উদ্‌—যুজ (যোগ করা) + ঘঞ্‌ ভা । সং ; পু । বিশেষণে উদ্যোগী, উদ্যুক্ত ।

উদ্যোগশীল—উদ্যোগপরায়ণ । বহু । বিণ ; ত্রি ।

উদ্যোগী—চেষ্টিত, যত্নশীল ; উৎসাহী । উদ্যোগ শব্দ + ইন্‌ অস্ত্যর্থে বা উদ্‌—যুজ + ঘিনুণ্‌ ক = উদ্যোগিন্‌, ১মার ১বচন । বিণ ; পু । স্ত্রীলিঙ্গে উদ্যোগিনী । বিশেষ্যে উদ্যোগ ।

উদ্যোতকর—জনৈক পণ্ডিত । ইনি দিঙ্‌নাগকৃত টীকার প্রতিবাদস্বরূপ ন্যায়ের এক টীকা রচনা করেন । কাহারও কাহারও মতে ইনি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন ।

উদ্রিক্ত—উত্তেজিত ; অতিশয়িত ; স্ফুট । উদ্‌—রিচ (শূন্য করা) + ক্ত র্ম্ম । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে উদ্রেক ।

উদ্রেক—বৃদ্ধি ; অতিশয় ; উপক্রম ; উদয় ; উত্তেজন । উদ্‌—রিচ (শূন্য করা) + ঘঞ্‌ ভা । সং ; পু । বিশেষণে উদ্রিক্ত ।

উদ্রেকা—মহানিম । সং ; স্ত্রী ।

উদ্বমন—উদ্গিরণ, বমি করা । উদ্‌—বম (বমন করা) + অনট্‌ ভা । সং, ক্লী । বিশেষণে উদ্বান্ত ।

উদ্বর্ত্ত—অতিরেক, আধিক্য । উদ্‌—বৃত (থাকা) + অল্‌ ভা । সং ; পু । বিশেষণে উদ্বৃত্ত ।

উদ্বর্ত্তন—১ । চন্দনাদি দ্বারা মলশোধন ; ঘর্ষণ ; উৎপতন ; উল্লুণ্ঠন । উদ্‌—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি (থাকান) + অনট্‌ ভা । ২ । বিলেপনদ্রব্য । উদ্‌—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি + অনট্‌ ণ । সং ; ক্লী ।

উদ্বহ—১ । নায়ক ; সন্তান ; বর ; বায়ুবিশেষ । উদ্‌—বহ (বহন করা) + অন্‌ ক । সং ; পু । ২ । উদ্বাহক । বিণ ; ত্রি ।

উদ্বহন—বিবাহ ; বহন ; উত্তোলন । উদ্‌—বহ (বহন করা) + অনট্‌ ভা । সং ; ক্লী ।

উদ্বান্ত—১ । উদ্গীর্ণ ; বমিত, যাহা বমি করা হইয়াছে এরূপ । উদ্‌—বম (বমন করা) + ক্ত র্ম্ম । ২ । উদ্গাত । উদ্‌—বম + ক্ত ক । বিণ ; ত্রি । ৩ । মদহীন গজ । সং ; পু ।

উদ্বাসন—বিসর্জ্জন ; বধ । উদ্‌—ণিজন্ত বস (বাস করান) + অনট্‌ ভা । সং ; ক্লী ।

উদ্বাস্তু—১ । বাসভূমির সংলগ্ন ভূখণ্ড । দেশজ । সং । ২ । বাস্তুশূন্য, বাস্তুত্যাগ করিতে বাধ্য ।

উদ্বাহ—বিবাহ ; বহন । উদ্‌—বহ (বহন করা) + ঘঞ্‌ ভা । সং ; পু । বিশেষণে উদ্বাহিত ।

উদ্বাহন—১ । দ্বিবার কর্ষণ । উদ্‌—বহ (বহন করা) + অনট্‌ ভা । ২ । বিবাহদান । উদ্‌—ণিজন্ত বহ বা বাহি (বহন করান) + অনট্‌ ভা । সং ; ক্লী । বিশেষণে উদ্বাহিত ।

উদ্বাহিত—বিবাহিত । উদ্‌—ণিজন্ত বহ বা বাহি (বহন করান) + ক্ত র্ম্ম । বিণ ; ত্রি । স্ত্রীলিঙ্গে উদ্বাহিতা । বিশেষ্যে উদ্বাহ, উদ্বাহন ।

উদ্বিগ্ন—ভীত ; উদ্বেগযুক্ত, উৎকণ্ঠিত ; ক্ষুভিত । উদ্‌—বিজ (ভয়ে কাঁপা) + ক্ত ক । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে উদ্বেগ ।

উদ্বিগ্নচিত্ত—১ । উৎকণ্ঠিতমনাঃ, ভীতান্তঃকরণ । উদ্বিগ্ন হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । ২ । উদ্বিগ্নযুক্ত মন । কর্ম্মধা । সং ; ক্লী ।

উদ্বিড়াল—ভূচর ও জলচর জন্তুবিশেষ, জলমার্জ্জার, ধেড়ে । সং ; পু ।

উদ্বীক্ষণ—দর্শন ; ঊর্দ্ধদর্শন । উদ্‌—বি—ঈক্ষ (দেখা) + অনট্‌ ভা । সং ; স্ত্রী ।

উদ্বীত—উচ্ছলিত ; উদ্‌গত ; প্লাবিত । উদ্‌—বি—ই (গমন করা) + ক্ত র্ম্ম । বিণ ; ত্রি ।

উদ্বৃত্ত—১ । দুর্বৃত্ত । উদ্ধত বৃত্ত (চরিত্র) যাহার, বহু । ২ । উৎক্ষিপ্ত ; উদ্‌ঘূর্ণিত ; ব্যস্ত, বমিত । উদ্‌—বৃত (থাকা) + ক্ত ক । ৩ । উত্থিত ; অতিরিক্ত । উদ্‌—বৃত + ক্ত ক । বিণ ; ত্রি ।

উদ্বেগ—১ । উৎকণ্ঠা ; ভয় ; ত্বরা ; উদ্‌গমন । উদ্‌—বিজ (ভয়ে কাঁপা) + ঘঞ্‌ ভা । সং ; পু । ২ । গুবাক, গুপারি । সং ; ক্লী । ৩ । বেগবান্‌ ; বেগহীন । বহু । বিণ ; ত্রি ।

উদ্বেজক—উদ্বেগজনক । উদ্‌—বিজ (ভয়ে কাঁপা) + ণক ক । বিণ ; ত্রি ।

উদ্বেজন—উৎকণ্ঠা ; ভয়, উদ্বেগ ; কম্পন ; ক্লেশ । উদ্‌—বিজ (কাঁপা) + অনট্‌ ভা । সং ; ক্লী ।

উদ্বেজয়িতা—উদ্বেগজনক । উদ্‌—ণিজন্ত বিজ বা বেজি (ভয়ে কাঁপান) + তৃন্‌ ক = উদ্বেজয়িতৃ, ১মার ১বচন । বিণ ; পু । স্ত্রীলিঙ্গে উদ্বেজয়িত্রী ।

উদ্বেজিত—ভয়প্রাপিত ; ক্লেশিত ; উত্যক্ত । উদ্‌—ণিজন্ত বিজ বা বেজি (ভয়ে কাঁপান) + ক্ত র্ম্ম । বিণ ; ত্রি ।

উদ্বেল—কূলাতিক্রান্ত ; সীমাতিক্রান্ত ; উচ্ছলিত । বেলাকে উৎক্রান্ত, ক্রান্তাদ্যর্থে ২তৎ । বিণ ; ত্রি ।

উদ্বেষ্ট—১ । অবরোধ ; আক্রমণ । উদ্‌—বেষ্ট (বেষ্টন করা) + অল্‌ ভা । সং ; পু । ২ । বেষ্টক । উদ্‌—বেষ্ট + অন্‌ ক । বিণ ; ত্রি ।

উদ্বেষ্টন—১ । উষ্ণীষ । উদ্‌—বেষ্ট (বেষ্টন করা) অনট্‌ ণ । ২ । আবরণ ; বন্ধন ; বন্ধনমোচন । উদ্‌—বেষ্ট + অনট্‌ ভা । সং ; ক্লী । ৩ । বেষ্টনরহিত ; বন্ধনযুক্ত । বিণ ; ত্রি ।

উন্দরু, উন্দুর, উন্দুরু, উন্দূর—মূষিক, ইঁদুর । উন্দ (আর্দ্র হওয়া) + অরু, উর, উরু, উর ক । সং ; পু ও স্ত্রী ।

উন্নত—উচ্চ ; গৌরবান্বিত ; স্ফীত । উদ্‌—নম + ক্ত ক । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে উন্নতি ।

উন্নতচিত্ত—উদারহৃদয়, মহাশয় । বহু । বিণ ; ত্রি

উন্নতচেতাঃ—উন্নতমনাঃ, উদারহৃদয় । বহু । বিণ ; ত্রি ।

উন্নতশীর্ষ—উচ্চশিরাঃ, যশঃ প্রভৃতি নিবন্ধন সম্ভ্রমশালী । বহু । বিণ ; ত্রি ।

উন্নতহৃদয়—উন্নতমনাঃ, যাহার হৃদয় (মনঃ) উন্নত । বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রীলিঙ্গে উন্নতহৃদয়া ।

উন্নতানত—বন্ধুর, উচ্চনীচ । যে উন্নত সেই আনত, কর্ম্মধা । বিণ ; ত্রি ।

উন্নতি—উচ্চতা ; বৃদ্ধি ; সমৃদ্ধি ; উদয় ; ঔদ্ধত্য ; গরুড়পত্নী । উদ্‌—নম (নত হওয়া) + ক্তি ভা । সং ; স্ত্রী । বিশেষণে উন্নত ।

উন্নতিশীল—যাহার ক্রমশঃই উন্নতি হইতেছে । বহু । বিণ ; ত্রি ।

উন্নতিসাধক—শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদন । ৬তৎ । বিণ ; [ত্রি ।

উন্নতিসাধন—শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদন । ৬তৎ । সং ; ক্লী ।

উন্নদ্ধ—উদ্বদ্ধ, ঊর্দ্ধে সংযত ; স্ফীত ; উৎকট । উদ্‌—নহ (বাঁধা) + ক্ত র্ম্ম । বিণ ; ত্রি ।

উন্নমন—উত্থাপন, উত্তোলন । উদ্‌—ণিজন্ত নম বা নমি (নত করা) + অনট্‌ ভা । সং ; ক্লী । বিশেষণে উন্নমিত ।

উন্নমিত—ঊর্দ্ধীকৃত ; উত্তোলিত । উদ্‌—ণিজন্ত নম বা নমি (নত হওয়ান) + ক্ত র্ম্ম । বিণ ; ত্রি । বিশেষণে উন্নয়ন ।

উন্নয়, উন্নায়—১ । উন্নতি ; উত্থান ; সাদৃশ্য । উদ্‌—নী (লইয়া যাওয়া) + অল্‌, পক্ষান্তরে ঘঞ্‌ ভা । ২ । উত্তোলন । উদ্‌—ণিজন্ত নী (লওয়ান) + অল্‌ ভা । সং ; পু ।

উন্নয়ন—উত্তোলন ; উন্নতি ; অনুমান ; বিতর্ক । উদ্‌—নী (লইয়া যাওয়া) + অনট্‌ ভা । সং ; ক্লী । বিশেষণে উন্নীত ।

উন্নস—উন্নত নাসিকাবিশিষ্ট । উন্নত নাসিকা যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি ।

উন্নাদ—উচ্চ ধ্বনি ; বিকট শব্দ । উদ্‌—নদ (শব্দ করা) + ঘঞ্‌ ভা । সং ; পু ।

উন্নিদ্র—নিদ্রাহীন । উদ্গতা নিদ্রা যাহা হইতে, বহু । বিণ ; ত্রি ।

উন্নীত—ঊর্দ্ধে নীত ; উন্নতিপ্রাপিত ; বিতর্কিত ; অনুমিত । উদ্‌—নী (লইয়া যাওয়া) + ক্ত র্ম্ম । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে উন্নয়ন ।

উন্মগ্ন—জলাদি হইতে উত্থিত । উদ্‌—মস্‌জ (মগ্ন হওয়া) + ক্ত ক । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে উন্মজ্জন ।

উন্মজ্জন—জলাদির মধ্য হইতে উত্থান, ভাসা । উদ্‌—মস্‌জ + অনট্‌ ভা । সং ; স্ত্রী । বিপরীতার্থক শব্দ নিমজ্জন ।

উন্মত্ত—১। উন্মাদগ্রস্ত ; ক্ষিপ্ত ; পাগল ; বাহ্যজ্ঞানশূন্য ; মাতাল। উদ্—মদ (মত্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উন্মাদ, উন্মত্ততা। ২। ধুস্তুর, ধুতুরা ; মুচুকুন্দ বৃক্ষ। উদ্—মদ+ক্ত ণ। সং ; পু।

উন্মত্ততা—রোগবিশেষ, ক্ষিপ্ততা, পাগলামি। উন্মত্ত শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

উন্মদ—১। উন্মাদগ্রস্ত, পাগল। উদ্—মদ (মত্ত হওয়া)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। উন্মাদ। উদ্—মদ+অল্ ভা। সং ; পু।

উন্মদিষ্ণু—উন্মাদযুক্ত, পাগল ; মত্ত, মাতাল। উদ্—মদ (মত্ত হওয়া)+ইষ্ণু ক। বিণ ; ত্রি।

উন্মনাঃ—উৎকণ্ঠিত ; ব্যাকুল ; উৎসুক ; অন্যমনস্ক। উৎকণ্ঠিত হইয়াছে মনঃ যাহার, বহুব্রীহি সমাসে উন্মনস্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

উন্মাদ—১। চিত্তবিভ্রম, বায়ুরোগবিশেষ। উদ্—মদ (মত্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। ২। উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত, পাগল। উন্মাদ শব্দ+অ অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

উন্মাদক—উন্মাদজনক, উন্মাদকারক। উদ্—ণিজন্ত মদ বা মাদি (মত্ত করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

উন্মাদকর—যাহাতে জীবজন্তুদিগকে পাগল করে। উন্মাদ—কৃ+ট ক। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

উন্মাদগ্রস্ত—উন্মত্ত, পাগল, ক্ষিপ্ত। ৩তৎ। বিণ ;

উন্মাদন—১। উন্মত্তকরণ, পাগল করা। উদ্—ণিজন্ত মদ বা মাদি (মত্ত করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। কন্দর্পের বাণবিশেষ। উদ্—ণিজন্ত মদ বা মাদি+অন্ ক। সং ; পু।

উন্মাদপ্রলাপ—উন্মত্তাবস্থায় কথিত অসংবদ্ধ বাক্য। উন্মাদ জাত প্রলাপ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

উন্মাদবশতঃ—চিত্তবিভ্রমকারক বায়ুরোগ হেতু। উন্মাদবশ শব্দ+তস্ ৫মী বিভক্তির স্থানে, হেত্বর্থে ৫মী। ব্য।

উন্মাদিত—যাহাকে উন্মত্ত করা হইয়াছে এরূপ। উদ্—ণিজন্ত মদ বা মাদি (মত্ত করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উন্মাদন।

উন্মাদিনী—উন্মাদযুক্তা, উন্মত্তা, ক্ষিপ্তা। বিণ ; স্ত্রী। উন্মাদী দেখ।

উন্মাদী—উন্মাদযুক্ত, উন্মত্ত। উন্মাদ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=উন্মাদিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উন্মাদিনী।

উন্মার্গ—১। কুপথ। উৎসৃষ্ট মার্গ, প্রাদি। সং ; পু। ২। কুপথগামী। উৎসৃষ্ট হইয়াছে মার্গ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

উন্মার্গগামিনী—উন্মার্গগামী দেখ।

উন্মার্গগামী—কুপথগামী, ভ্রষ্টাচারী, অসৎপথাবলম্বী। উন্মার্গ শব্দ—গম (যাওয়া)+ণিন্ ক=উন্মার্গগামিন্, ১মার ১বচন। উপ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উন্মার্গগামিনী।

উন্মিষিত—১। বিকশিত, প্রফুল্ল। উদ্—মিষ (স্পর্দ্ধা করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উন্মেষ। ২। উন্মীলন। উদ্—মিষ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

উন্মীলন—উন্মেষ ; বিকাশ ; (চক্ষু) খোলা। উদ্—মিল (নিমেষ ফেলা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষ্যে উন্মীলিত। বিপরীতার্থক শব্দ নিমীলন।

উন্মীলিত—বিকসিত ; উন্মিষিত ; প্রকাশিত। খোলা হইয়াছে এরূপ (চক্ষু)। উদ্—মীল+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উন্মীলন। বিপরীতার্থক শব্দ নিমীলিত।

উন্মুক্ত—মুক্ত, খোলা হইয়াছে এরূপ। উদ্—মুচ (মোচন করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উন্মোচন। বিপরীতার্থক শব্দ নিমীলিত।

উন্মুখ—ঊর্দ্ধমুখ ; উৎসুক ; উদ্যুক্ত, উদ্যত। উদাত্ত মুখ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

উন্মূলন—১। উৎপাটন, উপাড়িয়া ফেলা ; সমূলে বিনাশন। উদ্—মূল (রোপণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে উন্মূলিত।

উন্মূলয়িতা—উৎপাটনকারী। উদ্—মূল+তৃন্ ক=উন্মূলয়িতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

উন্মূলিত—উৎপাটিত ; সমূলে বিনাশিত। উদ্—মূল (রোপণ করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উন্মূলন।

উন্মেষ—উন্মীলন ; প্রকাশ, উদয়। উদ্—মিষ+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উন্মিষিত।

উন্মেষিতযৌবনা—উন্মীলিত তরুণভাবা, বিকশিত যৌবনা, যে রমণীর যৌবন কেবল প্রকাশিত হইয়াছে, তাদৃশী। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

উন্মোচন—মোচন, খোলা ; বন্ধনমুক্তকরণ ; ছিনিয়া লওয়া। উদ্—মুচ (মোচন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে উন্মুক্ত।

উন্মোচিত—যাহা মোচন করা হইয়াছে। উদ্—ণিজন্ত মুচ বা মোচি (মোচন করান)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উপ—আধিক্য ; হীনতা ; সামীপ্য, আসন্নতা ; সামর্থ্য ; ভূষণ ; সাদৃশ্য ; আরম্ভ ; দোষাখ্যান ; দান ; মারণ ; ইচ্ছা ; ব্যাপ্তি ; আশ্চর্য্যকরণ ; পূজা ; উদ্যোগ ; নিদর্শন ; তিরস্কার ; আনুকূল্য। বপ (বপন করা)+ক ক ব্য। উপসর্গ।

উপকণ্ঠ—১। সমীপ, নিকট। কণ্ঠকে উপগত, ক্রান্তাদ্যর্থে ২তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। গ্রামান্ত অশ্বগতিবিশেষ। সং ; ক্লী। ৩। কণ্ঠসমীপে। অব্যয়ী। ব্য।

উপকণ্ঠবাসী—নিকটবাসী, নিকটে বাস করে যে। উপকণ্ঠ—বস+ণিন্ ক=উপকণ্ঠবাসিন্, ১মার ১বচন। বহু। বিণ ; ত্রি।

উপকথা—কল্পিত গল্প ; উপন্যাস। নিত্য। সং।

উপকরণ—১। সামগ্রী, অঙ্গদ্রব্য, কোনও কার্য্যে যে দ্রব্যটি নিতান্ত প্রয়োজনীয়—যেমন, আহারে ব্যঞ্জনাদি, পূজায় পুষ্পাদি ; ছত্রচামরাদি রাজচিহ্ন ; পরিচ্ছদ। উপ—কৃ (করা)+অনট্ ণ। ২। উপকার। উপ—কৃ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উপকর্ত্তা—উপকারী, হিতকারক। উপ—কৃ (করা)+তৃন্ ক=উপকর্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উপকর্ত্রী। বিপরীতার্থক শব্দ অপকর্ত্তা (=অপকারক)।

উপকার—১। উপকৃতি, সাহায্য, আনুকূল্য ; অনুগ্রহ ; উপকরণ। উপ—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। ২। বিকীর্ণ কুসুমাদি। উপ—কৃ (ছড়ান)+ঘঞ্ কর্ম্ম। সং ; পু। বিপরীতার্থক শব্দ অপকার (=অনিষ্ট, অমঙ্গল)।

উপকারক—উপকারকর্ত্তা। উপ—কৃ (করা) +ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে উপকারিকা। বিপরীতার্থক শব্দ অপকারক।

উপকারকতা—উপকারিতা। উপকারক শব্দ+তা ভাবে। সং।

উপকারিকা—১। উপকারকর্ত্রী। বিণ ; স্ত্রী। উপকারক দেখ। ২। রাজবাটী ; রাজবাসযোগ্য পটমণ্ডপাদি ; পিষ্টকবিশেষ। স্ত্রী।

উপকারিণী—উপকারকর্ত্রী। বিণ ; স্ত্রী। উপকারী দেখ। বিপরীতার্থক শব্দ অপকারিণী।

উপকারিতা—উপকারকতা। উপকার দেখ। বিপরীতার্থক শব্দ অপকারিতা।

উপকারী—উপকারক, আনুকূল্যকারী ; হিতকর। উপ—কৃ (করা)+ণিন্ ক=উপকারিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উপকারিণী।

উপকীচক—বিরাটরাজের শ্যালক কীচকের অনুজ। কীচক দেখ। সং ; পু।

উপকূল—বেলাভূমি, সমুদ্র ও নদ্যাদির তীরবর্ত্তী ভূভাগ। উপগত কূল, প্রাদি। কূলের সমীপ, অব্যয়ীভাব। সং ; ক্লী।

উপকৃত—১। যাহার উপকার করা হইয়াছে এরূপ, কৃতোপকার ; অনুগৃহীত। উপ—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উপকার, উপকৃতি। ২। উপকার। উপ—কৃ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

উপকৃতি—উপকার। উপ—কৃ (করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিপরীতার্থক শব্দ অপকৃতি।

উপক্রম—আরম্ভ ; সম্যক্ বিবেচনাপূর্ব্বক আরম্ভ ; উপায় ; ধর্ম্মাদি দ্বারা ভৃত্যপরীক্ষা ; বশীকরণ ; চিকিৎসা। উপ—ক্রম (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উপক্রান্ত।

উপক্রমণিকা—ভূমিকা, অনুক্রমণিকা, প্রথম সূত্রপাত, পরে বাহুল্য করিয়া যে বিষয়ের বর্ণনা করা হইবে, সংক্ষেপে তাহার পূর্ব্বাভাস (Introduction)। সং ; স্ত্রী।

উপক্রমণীয়—যাহা উপক্রম বা আরম্ভ করিতে হইবে এরূপ। উপ—ক্রম (আরম্ভ করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উপক্রান্ত—যাহার উপক্রম করা হইয়াছে এরূপ, আরব্ধ। উপ—ক্রম (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উপক্রম।

উপক্রিয়া—উপকৃতি, উপকার। উপ—কৃ (করা) +শ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিপরীতার্থক শব্দ অপক্রিয়া।

উপক্রোশ—১। অপবাদ, নিন্দা। উপ—ক্রুশ (রোদন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। ২। উপগতক্রোশ, আসন্নক্রোশ। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

উপক্ষয়—ক্ষয়, অপচয়, হানি। উপ—ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উপক্ষীণ।

উপক্ষীণ—অপচয়প্রাপ্ত, ক্ষয়প্রাপ্ত, হানিগ্রস্ত। উপ—ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উপক্ষয়।

উপগত—১। স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত ; প্রাপ্ত ; জ্ঞাত। উপ—গম (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। উপস্থিত ; নিকটে গত, সন্নিহিত ; আসক্ত, অনুরক্ত। উপ—গম+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উপগম। ৩। স্বীকারপত্র, রসিদ। উপ—গম+ক্ত ণ। সং ; ক্লী।

উপগম—প্রাপ্তি ; জ্ঞান ; স্বীকার, অঙ্গীকার ; উপস্থিতি ; নিকটে গমন ; আসক্তি, আনুরক্তি। উপ—গম+অল্ ভা। সং ; পু।

উপগীতি—ছন্দোবিশেষ, আর্য্যাচ্ছন্দের প্রকার বিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

উপগুপ্ত—ইনি একজন বৌদ্ধ সিদ্ধপুরুষ, বুদ্ধ নির্ব্বাণের শতবর্ষ পরে কালাশোকের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি জাতিতে শূদ্র, সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, কথিত আছে যে, ইনি যোগবলে সমাধিকালে বুদ্ধদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। মথুরাতে ইনি প্রায় ১৮ লক্ষ লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

উপগ্রহ—১। রোধ, কারাবন্ধন ; অনুরোধ ; প্রার্থনা ; আনুকূল্য। উপ—গ্রহ (গ্রহণ করা) +অল্ ভা। ২। অনুষঙ্গী গ্রহ; প্রধান গ্রহের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণকারী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গ্রহ—যেমন পৃথিবী গ্রহের উপগ্রহ চন্দ্র। সং ; পু। ৩। কারারুদ্ধ। উপ—গ্রহ+অল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উপগ্রহণ—সংস্কারপূর্ব্বক বেদপাঠ। উপ—গ্রহ (গ্রহণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উপগ্রাহ্য—উপহার, উপঢৌকন। উপ—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ঘ্যণ র্ম্ম। সং ; পু।

উপঘাত—আঘাত ; ক্ষতি ; বিকলতা ; বিকৃতি। উপ—হন (বধ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উপহত।

উপঘাতক—বিনাশক ; অনিষ্টকারক ; পীড়ক। উপ—হন (বধ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

উপচক্ষু—দিব্যনেত্র ; চসমা। অব্যয়ী। সং ; ক্লী।

উপচয়—বৃদ্ধি ; পুষ্টি ; উন্নতি ; সংগ্রহ ; সমূহ ; (জ্যোতিষে) লগ্নের ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১০ম ও ১১শ স্থান। উপ—চি (চয়ন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উপচিত। বিপরীতার্থক শব্দ অপচয়।

উপচর—১। চরের সমীপ, দূতের নিকট। অব্যয়ী। সং ; ক্লী ; ব্য। ২। উন্নতি, বৃদ্ধি ; পুষ্টি ; সমূহ। উপ—চর+অল্ ভা। সং ; পু। ৩। জ্যোতিঃশাস্ত্রে লগ্নের ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১০ম ও একাদশ স্থান। উপ—চর+অল্ অধি। সং ; পু।

উপচরিত—সেবিত ; আরাধিত ; লক্ষণা দ্বারা বোধিত। উপ—চর (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উপচার।

উপচর্য্যা—পরিচর্য্যা, সেবা ; চিকিৎসা। উপ—চর (গমন করা)+ক্যপ্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

উপচায্য—মন্ত্রসংস্কৃত অগ্নি, যজ্ঞাগ্নি। উপ—চি (চয়ন করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। সং ; পু।

উপচার—সেবা ; চিকিৎসা ; উপকরণ ; সজ্জা ; ঘুষ ; ব্যবহার ; লক্ষণা দ্বারা অর্থবোধ। উপ—চর (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উপচরিত।

উপচিকীর্ষা—উপকার করিবার ইচ্ছা, পরোপকারপ্রবৃত্তি ; দুঃখীর দুঃখ বিমোচনের প্রবৃত্তি। উপ—সনন্ত কৃ (করিতে ইচ্ছা করা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

উপচিকীর্ষু—পরের উপকার করিতে অভিলাষী। উপ—সনন্ত কৃ (করিতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উপচিকীর্ষা।

উপচিত—পুষ্ট ; সঞ্চিত ; রচিত ; প্রবৃদ্ধ। উপ—চি (চয়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উপচয়।

উপচীয়মান—বর্দ্ধমান, বর্দ্ধনশীল ; সঞ্চীয়মান ; সঞ্চয় হইতেছে এরূপ। উপ—চি (চয়ন করা)+শান কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যে, অথবা কর্ম্মবাচ্যে। বিণ ; ত্রি।

উপজনন—১। উৎপত্তি, উদ্ভব। উপ—জন (জন্মা)+অনট্ ভা। ২। উৎপাদন। উপ—ণিজন্ত জন বা জনি (জন্মান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উপজিহ্বা—আলজিব। নিত্য। সং ; স্ত্রী।

উপজিহ্বিকা—উপজিহ্বা দেখ।

উপজীবিকা—আজীব, জীবিকা, জীবনোপায়। উপজীব শব্দ+কন্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং।

উপজীবী—অধীন, আশ্রিত, প্রতিপাল্য। উপ—জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক=উপজীবিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি।

উপজীব্য—জীবিকানির্ব্বাহার্থ অবলম্বনীয়, আশ্রয়। উপ—জীব+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উপঢৌকন—উপহার ; উৎকোচ। উপ—ঢৌক (গমন করা)+অনট্ ণ। সং ; ক্লী। [কোন কোন অভিধানে কর্ম্মবাচ্যে, আবার কোন কোন অভিধানে ভাববাচ্যে, অনট্ যোগ করিয়া এই পদটি সাধা হইয়াছে; কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ ঢৌক ধাতুর অর্থ গমন করা,—যদ্দ্বারা (প্রধান লোকের) উপ (সমীপে) গমন করা যায়, ইহাই এই পদের প্রকৃত ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। পূর্ব্বকালে এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কোন মান্যগণ্য লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইলে উপঢৌকন (উপহারদ্রব্য) লইয়া যাইতে হইত। এখনও অনেক স্থানে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে]।

উপতপ্ত—সন্তপ্ত ; পীড়িত ; কাতর। উপ—তপ (তাপ দেওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্য উপতাপ (=সন্তাপ, ক্লেশ)।

উপতাপ—সন্তাপ ; ক্লেশ, পীড়া ; ত্বরা। উপ—তপ (তাপ দেওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উপতপ্ত (=সন্তপ্ত ; পীড়িত)।

উপত্যকা—পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থল ; (ভূগোলে) দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ সমতল নিম্নভূমি (Valley)। উপ+ত্যকন্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

উপদংশ—১। মদ্যপানকালে ব্যবহৃত মুখরোচক ভক্ষ্য, চাট্। উপ—দন্শ (দংশন করা)+অল্ র্ম্ম। ২। মেঢ্রোগবিশেষ, গর্ম্মি রোগ। উপ—দন্শ+অন্ ক। সং ; পু।

উপদা—উপায়ন, উপঢৌকন ; উৎকোচ, ঘুষ। উপ—দা (দেওয়া)+ঙ র্ম্ম। সং ; স্ত্রী।

উপদিষ্ট—১। শিক্ষিত ; আদেশপ্রাপ্ত, আদিষ্ট ; কথিত। উপ—দিশ (আদেশ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উপদেশ। ২। উপদেশ। উপ—দিশ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

উপদেব—উপদেবতা দেখ।

উপদেবতা—দেবযোনি, ভূত, প্রেত, যক্ষ, প্রভৃতি। নিত্য। সং ; স্ত্রী।

উপদেশ—১। প্রবর্ত্তনবাক্য ; শিক্ষাবাক্য। উপ—দিশ (আদেশ করা)+অল্ র্ম্ম। ২। শিক্ষাদান ; উদ্দেশ ; আদেশ, অনুশাসন ; মন্ত্রদান, দীক্ষা। উপ—দিশ+অল্ ভা। ৩। নাম। উপ—দিশ+অল্ ণ। সং ; পু।

উপদেশক, উপদেষ্টা—১। উপদেশকর্ত্তা,

শিক্ষক। উপ—দিশ (আদেশ করা)+ণক, তৃন্ ক=উপদেষ্টৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। গুরু। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উপদেষ্ট্রী।

উপদেশমূলক—যাহার মূলে উপদেশ আছে। উপদেশ হইয়াছে মূলে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। যেমন, উপদেশমূলক গল্প।

উপদেশাত্মক—উপদেশপূর্ণ, উপদেশময়। উপদেশ হইয়াছে আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। যেমন, উপদেশাত্মক গ্রন্থ।

উপদেশ্য, উপদেষ্টব্য, উপদেশনীয়—যাহাকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক, যে উপদেশ লাভের যোগ্য। উপ—দিশ+ঘ্যণ, তব্য, অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উপদ্রব—উৎপাত; দৌরাত্ম্য; রোগবিকারবিশেষ। উপ—দ্রু (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে উপদ্রুত।

উপদ্রুত—১। যাহার উপর উপদ্রব করা হইয়াছে এরূপ, উপদ্রবগ্রস্ত। উপ—দ্রু (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। ব্যাকুল। উপ—দ্রু+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উপদ্রব।

উপদ্বীপ—ক্ষুদ্রদ্বীপ; প্রায়োদ্বীপ, যে ভূভাগের প্রায় চারিদিক্ জল দ্বারা বেষ্টিত (Peninsula) নিত্য। দ্বীপ দেখ। সং; পুং ও ক্লী।

উপধর্ম্ম—হীনধর্ম্ম, কাল্পনিক ধর্ম্ম। সিদ্ধ পুরুষ ব্যতিরিক্ত জনকর্তৃক প্রচারিত ধর্ম্ম। যেমন প্রাচীনকালে বেদ ব্যতিরিক্ত বিষয় উপধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইত, কারণ তখন মুনিঋষিগণ তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবে যাহা জ্ঞাত হইতেন, তাহাই বেদ বলিয়া সমাদৃত হইত।

উপধা—১। (ব্যাকরণে) অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ। উপ—ধা (ধারণ করা)+ঙ র্ম্ম। ২। ধর্ম্মাদি দ্বারা মন্ত্রিপ্রভৃতি ভৃত্য পরীক্ষা; ছলনা, ছল। উপ—ধা+ঙ ভা। ৩। উপায়। উপ—ধা+ঙ ণ। সং; স্ত্রী।

উপধাতু—ধাতুজাতীয় পদার্থ,—স্বর্ণমাক্ষিক, তারমাক্ষিক, তুথ, কাংস্য, পিত্তল, সিন্দূর ও শৈলেয়; শরীরস্থ ধাতুসদৃশ দ্রব্য, স্বেদাদি, স্তনদুগ্ধাদি। নিত্য। সং; পু।

উপধান—১। শিরোধান, বালিশ। উপ—ধা (ধারণ করা)+অনট্ অধি। ২। ধারণ। উপ—ধা (ধারণ করা)+অনট্ ভা। ৩। প্রণয়; ব্রতবিশেষ। উপ—ধা+অনট্ র্ম্ম। ৪। বিষ। উপ—ধা+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

উপধানীয়—শিরোধান, বালিশ। উপ—ধা+অনীয় অধি। সং; স্ত্রী।

উপধায়ক—জনক, উৎপাদক। উপ—ধা (ধারণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

উপনত—উপস্থিত; প্রাপ্ত। অধিগত; শরণাগত। উপ—নম (নত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উপনতি।

উপনতি—উপস্থিতি। উপ—নম (নত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে উপনত।

উপনন্দ—১। শ্রীকৃষ্ণের পালকপিতা গোপরাজ নন্দের অনুজ। ২। বাসুদেবের পুত্র, মদিরার গর্ভসম্ভূত। ৩। বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত নাগরাজবিশেষ। ৪। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র। রাজপুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুহনের সাহায্যে ইনি যুবরাজ নন্দের প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। [বিণ; ত্রি।

উপনম্র—উপনত দেখ। উপ—নম+র ক।

উপনয়—উপনয়ন। উপ—নী (লওয়া)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে উপনীত।

উপনয়ন—দ্বিজাতির যজ্ঞসূত্রধারণরূপ সংস্কার; [বৃহস্পতি রবি চন্দ্র ও তারাশুদ্ধিতে, হরিশয়ন ভিন্ন উত্তরায়ণে, গলগ্রহাদি দোষ রহিত হইলে শুক্লপক্ষে, বেদ ও বর্ণের অধিপতি গ্রহ শুদ্ধ হইলে দশযোগভঙ্গ যুতয়ামিত্রবেধরহিতে, রবি, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, একাদশী, দ্বাদশী ও দশমী তিথিতে, পুষ্যা, হস্তা, অশ্বিনী, উত্তরফল্গুনী উত্তরভাদ্রপদ স্বাতী শ্রবণা ধনিষ্ঠা শতভিষা চিত্রা অনুরাধা মৃগশিরা রেবতী পূর্ব্বফল্গুনী পূর্ব্বাষাঢ়া পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে উপনয়ন প্রশস্ত। মতান্তরে সোম ও বুধবার বিহিত]। আগমন। উপ—নী (লওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উপনীত।

উপনাম—কল্পিত নাম। উপায়বিশেষে প্রাপ্ত উপাধি। সং; ক্লী।

উপনায়ক—১। নায়কের গুণোৎকর্ষ কথন। নায়ককে উপগত, ক্রান্তাদ্যর্থে ২তৎ। ২। উপপতি, হীননায়ক। নিত্য। সং; পু।

উপনায়ন—উপনয়নার্থ আচার্য্যের নিকট আনা, যজ্ঞসূত্র ধারণ করান। উপ—ণিজন্ত নী বা নায়ি (লওয়ান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

উপনাহ—১। বীণার তন্ত্রিবন্ধনস্থান। উপ—নহ (বাঁধা)+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। প্রলেপ; পুল্টিস্ প্রভৃতি। উপ—নহ+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

উপনির্গম—১। নির্গমন। উপ—নির্—গম (গমন করা)+অল্ ভা। ২। নির্গমনপথ। উপ—নির্—গম+অল্ ণ। সং; পু।

উপনিবেশ—কৃষিবাণিজ্যাদির নিমিত্ত যে দূরদেশে লোক বসান যায়, বা লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাস করে (Colony)। উপ—নি—বিশ (প্রবেশ করা)+অল্ অধি। সং; পু।

উপনিবেশিত—কৃতোপনিবেশ, দূরদেশে নিবাসিত। উপ—নি—ণিজন্ত বিশ বা বেশি (প্রবেশ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উপনিষৎ (উপনিষদ্)—১। বেদশিরোভাগ, জ্ঞানকাণ্ড, বেদান্ত; ব্রহ্মবিদ্যা; বিদ্যা; ধর্ম্ম। উপ—নি—সদ (গমন করা)+ক্বিপ ণ। ২। সমীপস্থান; বিজন স্থান। উপ—নি—সদ (গমন করা)+ক্বিপ্ অধি। সং; স্ত্রী।

উপনীত—১। উপনয়নসংস্কৃত, ধৃত যজ্ঞসূত্র, যাহার উপনয়ন সংস্কার হইয়াছে এরূপ; আনীত; উপায়নীকৃত; প্রাপিত। উপ—নী (লওয়া)+ক্ত র্ম্ম। ২। উপস্থিত, আগত। উপ—নী+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ৩। উপনয়ন। উপ—নী+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

উপনেতা—উপনয়নকর্ত্তা; আনয়নকারী; উপায়নদাতা; উপনায়ক; প্রাপক। উপ—নী (লওয়া)+তৃন্ ক=উপনেতৃ, ১মার ১বচন। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উপনেত্রী।

উপনেত্র—নেত্রপ্রতিনিধি, চসমা। নিত্য। ক্লী।

উপন্যস্ত—বিন্যস্ত; আবদ্ধ; উল্লিখিত; দত্ত। উপ—নি—অস (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উপন্যাস।

উপন্যাস—১। বাক্যারম্ভ; উল্লেখ; দান। উপ—নি—অস (ক্ষেপণ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। প্রস্তাব; পাঠক বা শ্রোতার মনোরঞ্জনার্থ কল্পিত গল্প, উপকথা। উপ—নি—অস+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

উপন্যাসকার—উপন্যাসরচয়িতা। উপন্যাস শব্দ—কৃ+ষণ ক। বিণ; ত্রি।

উপন্যাসমূলক—উপন্যাস (কল্পিত গল্প) হইয়াছে মূল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

উপপতি—স্ত্রীলোকের বিবাহিত ভিন্ন অন্য পতি, অধর্ম্মপতি, জার, নাঙ্। নিত্য। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উপপত্নী।

উপপত্তি—যুক্তি; সঙ্গতি; উৎপত্তি; সিদ্ধি; কারণ; মীমাংসা; (গণিতে) সপ্রমাণকরণ (Demonstration)। উপ—পদ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে উপপন্ন।

উপপত্নী—বিবাহিতা রমণী ভিন্ন অন্য যে নারীর প্রতি পত্নীবৎ ব্যবহার করা হয়। সং; স্ত্রী। পত্নী দেখ। এখানে উপ শব্দ হীনার্থে প্রযুক্ত।

উপপদ—পদসমীপস্থ পদ; পূর্ব্বপদ; অপ্রধান পদ; জাতীয় বা বংশগত উপাধি। নিত্য। সং; ক্লী।

উপপদ সমাস—সমাস দেখ।

উপপন্ন—যুক্তিযুক্ত; সম্ভাবিত; সিদ্ধ; প্রমাণিত; সম্পন্ন; উৎপন্ন; মিলিত; আগত। উপ—পদ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উপপত্তি।

উপপাতক—পাপবিশেষ, গোবধাদি ঊনপঞ্চাশ প্রকার পাপ। নিত্য। সং; ক্লী। [উপপাতক ঊনপঞ্চাশ প্রকার—১। গোহত্যা। ২। অযাজ্যযাজন। ৩। পরদারগমন।

৪। আত্মবিক্রয়। ৫। গুরুত্যাগ। ৬। মাতৃত্যাগ। ৭। পিতৃত্যাগ। ৮। স্বাধ্যায়-ত্যাগ। ৯। অগ্নিত্যাগ। ১০। সুতত্যাগ। (প্রত্যেকের প্রতি যেরূপ ব্যবহার নির্দিষ্ট আছে, তাহা না করাকেই ত্যাগ বলে)। ১১। পরিবিত্তিতা (কনিষ্ঠ অগ্রে বিবাহ করিলে জ্যেষ্ঠের বিবাহকরণ)। ১২। পরিবেদন (জ্যেষ্ঠসত্বে বিবাহকরণ)। ১৩। ঐরূপ ব্যক্তিকে কন্যাদান। ১৪। ঐরূপ স্থলে পৌরোহিত্য। ১৫। কন্যাদূষণ। ১৬। বার্দ্ধুষ্য। ১৭। ব্রতলোপ। ১৮। তড়াগবিক্রয়। ১৯। আরামবিক্রয়। ২০। দারাবিক্রয়। ২১। অপত্যবিক্রয়। ২২। ব্রাত্যতা। ২৩। বান্ধবত্যাগ। ২৪। ভৃতাধ্যাপন। ২৫। ভৃতাধ্যয়ন। ২৬। অপণ্যবিক্রয়। ২৭। সর্ব্বাকরাধিকার। ২৮। মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তন। ২৯। ওষধিহিংসন। ৩০। স্ত্র্যাজীব। ৩১। অভিচার। ৩২। ইন্ধনার্থ অশুষ্ক দ্রুমচ্ছেদ। ৩৩। মন্ত্রৌষধ দ্বারা বশীকরণ। ৩৪। আত্মার্থ ক্রিয়ারম্ভ। ৩৫। অবৈধভোজন। ৩৬। অনাহিতাগ্নিতা। ৩৭। স্তেয়। ৩৮। ঋণাশোধন। ৩৯। অসৎশাস্ত্রাভিগমন। ৪০। কৌশীলব্যক্রিয়া। ৪১—৪৩। ধান্য-পশু ও কুপ্যস্তেয়। ৪৪। মদ্যপস্ত্রীনিসেবন। ৪৫—৪৮। স্ত্রী-শূদ্র-বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-হত্যা। ৪৯। নাস্তিকতা]।

উপপাদক—সম্পাদক, মীমাংসক। উপ—ণিজন্ত পদ বা পাদি+ণক ক। বিণ; ত্রি।

উপপাদন—সম্যক্ প্রতিপাদন; যুক্তি দ্বারা সমর্থন। উপ—ণিজন্ত পদ বা পাদি (গমন করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উপপাদিত।

উপপাদনীয়, উপপাদ্য—যুক্তি দ্বারা সমর্থনীয়, প্রমাণ্য। উপ—ণিজন্ত পদ বা পাদি (গমন করান)+অনীয়, পক্ষান্তরে য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উপপাদিত—যুক্তি দ্বারা সমর্থিত; কৃত; উৎপাদিত। উপ—ণিজন্ত পদ বা পাদি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উপপাদ্য—উপপাদনীয় দেখ।

উপপাপ—উপপাতক দেখ।

উপপুর—উপনগর, শাখানগর, বৃহৎ নগরের উপকণ্ঠস্থ ক্ষুদ্র নগর। নিত্য। সং; ক্লী।

উপপুরাণ—অষ্টাদশ ক্ষুদ্র পুরাণ, যথা—আদি, নৃসিংহ, বায়ু, শিবধর্ম্ম, দুর্ব্বাসঃ, নারদ, নন্দিকেশ্বর, উশনঃ, কপিল, বরুণ, শাম্ব, কালিকা, মহেশ্বর, পদ্ম, দেব, পরাশর, মরীচি, ভাস্কর। ["সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ" নামক দ্বিতীয় ভাগে এই সকল পুরাণের বিবরণ দেখ]। নিত্য। সং; ক্লী।

উপপ্লব—উল্কাপাতাদি উপদ্রব; বিপদ্; রাষ্ট্র-বিপ্লব, প্রভুশক্তির প্রতিকূলে প্রজাবর্গের অভ্যুত্থান; চন্দ্রগ্রহণ; সূর্য্যগ্রহণ; প্রতিবন্ধ; ভয়। উপ—প্লু (লাফাইয়া লাফাইয়া যাওয়া)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে উপপ্লুত।

উপপ্লুত—উপদ্রুত; পীড়িত; রাহুগ্রস্ত; ভীত। উপ—প্লু (লাফাইয়া লাফাইয়া যাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উপপ্লব।

উপভুক্ত—যাহা ভোগ করা হইয়াছে এরূপ; ভক্ষিত; ব্যবহৃত। উপ—ভুজ (ভোজন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উপভোগ।

উপভোক্তা—উপভোগকারী; উপযোগী। উপ—ভুজ (ভোজন করা)+তৃন্ ক=উপভোক্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উপভোক্ত্রী।

উপভোগ—সুখাদিভোগ; ভক্ষণ; ব্যবহার। উপ—ভুজ (ভোজন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে উপভুক্ত।

উপভোগ্য—উপভোগযোগ্য; যাহা উপভোগ করিতে হইবে এরূপ। উপ—ভুজ (ভোজন করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উপম—(শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) সদৃশ। উপ—মা (পরিমাণ করা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

উপমন্যু—আয়োদধৌম্য মুনির শিষ্য উপমন্যু অতিশয় গুরুভক্ত ছিলেন। ইনি গুরুর আদেশে তাঁহার গোচারণ করিতেন, এবং সেই সময় মধ্যে ভিক্ষা করিয়া উদর পূর্ত্তি করিতেন। একদা গুরু উপমন্যুকে স্থূলকায় দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উপমন্যু আপনার ভিক্ষাবৃত্তির কথা জানাইলেন। তখন গুরু বলিলেন, "দেখ উপমন্যু, আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষা দ্রব্য উপভোগ করা তোমার উচিত হয় নাই।" তদবধি উপমন্যু ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইতেন, গুরুর নিকট আনিয়া দিতেন। অতঃপর উপমন্যু এক দিন গোচারণকালে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিলে অন্ধ হন। এই অবস্থায় ইনি ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে এক কূপমধ্যে নিপতিত হন। এদিকে আয়োদধৌম্য শিষ্যকে যথাসময়ে গৃহাগত না দেখিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কূপসমীপে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তখন উপমন্যু কূপমধ্য হইতে আপনার অবস্থা নিবেদন করিলে আয়োদধৌম্য তাঁহাকে দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করিতে উপদেশ দিলেন। উপমন্যুর স্তবে তুষ্ট হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার চক্ষু ভাল করিয়া দিলেন। আয়োদধৌম্যও শিষ্যের এবংবিধ গুরুভক্তি দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিলেন। এক্ষণে গুরুভক্তির উপযুক্ত পুরস্কার হইল।

উপমা—১। সাদৃশ্য; অর্থালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। উপ—মা (পরিমাণ করা)+ঙ ভা। ২। উপমান। উপ—মা+ঙ ণ। সং; স্ত্রী।

উপমা অলঙ্কার—অলঙ্কার দেখ।

উপমাতা—১। উপমাকর্ত্তা। উপ—মা (পরিমাণ করা)+তৃন্ ক—উপমাতৃ, ১মার ১বচন। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উপমাত্রী। ২। মাতৃস্থানীয়া স্ত্রী; ধাত্রী, ধাই; মাতৃসদৃশা স্ত্রী, যথা—মাসী, পিসী, ইত্যাদি। নিত্য। সং; স্ত্রী।

উপমান—১। উপমা, সাদৃশ্য। উপ—মা (পরিমাণ করা)+অনট্ ভা। ২। যাহার সহিত উপমা দেওয়া যায়। উপ—মা+অনট্ ণ। সং; স্ত্রী।

উপমিত—তুলিত; সদৃশ, অনুরূপ। উপ—মা (পরিমাণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উপমা, উপমান, উপমিতি।

উপমিত সমাস—সমাস দেখ।

উপমিতি—উপমা; সাদৃশ্য-জ্ঞান। উপ—মা (পরিমাণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

উপমেয়—উপমার বিষয়ীভূত, যাহার উপমা দেওয়া হয়। উপ—মা (পরিমাণ করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। [যাহার উপমা দেওয়া যায়, তাহাকে উপমেয়, এবং যদ্দ্বারা উপমা দেওয়া যায়, তাহাকে উপমান বলে। চন্দ্রের ন্যায় মুখ, এখানে চন্দ্র উপমান, এবং মুখ উপমেয়]।

উপমেয়োপমা—যেখানে উপমান ও উপমেয় উভয়েরই পর্য্যায়ক্রমে উপমান উপমেয় ভাব লক্ষিত হয়, তথায় ঐ অলঙ্কার হয়। যেমন মতির ন্যায় কমলা এবং কমলার ন্যায় মতি।

উপযাচক—স্বয়ং যাচক, যে নিজে কাহারও নিকট যাইয়া যাচ্ঞা করে। উপ—যাচ (যাচ্ঞা করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে উপযাচিকা (=সম্ভোগপ্রার্থিনী)।

উপযাচিকা—স্বয়ং পরপুরুষের নিকট যাইয়া সম্ভোগ প্রার্থনা করে এরূপ (স্ত্রী)। বিণ; স্ত্রী। উপযাচক দেখ।

উপযাচিত—প্রার্থিত। উপ—যাচ (যাচ্ঞা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

উপযাচিতক—প্রার্থিত বস্তু; ইষ্টসিদ্ধির জন্য দেবোদ্দেশে মানিত। উপযাচিত শব্দ+কণ্ হিতার্থে। সং; ক্লী।

উপযাত—উপগত, সমীপাগত; প্রাপ্ত। উপ—যা (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উপযান।

উপযান—নিকটে গমন; প্রাপ্তি। উপ—যা

(যাওয়া) অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে উপঘাত।

উপযুক্ত—ন্যায্য ; যোগ্য, উপযোগী ; ভুক্ত। উপ—যুজ (যোগ করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উপযুক্ততা, উপযোগ।

উপযুক্ততা—ন্যায্যতা ; যোগ্যতা ; উপযোগিতা। উপযুক্ত শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

উপযোগ—১। আনুকূল্য ; উপকার ; ব্যয় ; ভোজন ; ভোগ ; উপযোগিতা ; নৈকট্য। উপ—যুজ (যোগ করা) + ঘঞ্ ভা। ২। কারণ। উপ—যুজ + ঘঞ্ ণ। সং ; পু। বিশেষণে উপযুক্ত, উপযোগী।

উপযোগিতা—আনুকূল্য ; প্রয়োজন ; উপযুক্ততা। উপযোগিন্ শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী। উপযোগী দেখ।

উপযোগী—উপকারী ; আনুকূল্য ; উপযুক্ত, যোগ্য। উপ—যুজ (যোগ করা) + ঘিনুণ্ ক = উপযোগিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উপযোগিনী, বিশেষ্যে উপযোগিতা।

উপরক্ত—পীড়িত ; রাহুগ্রস্ত। উপ—রন্জ (রঙ্ করা) + ক্ত র্ম্ম। ২। অনুরক্ত ; রক্তবর্ণ। উপ—রন্জ + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উপরাগ।

উপরত—নিবৃত্ত ; মৃত, মৃত্যুপ্রাপ্ত। উপ—রম (ক্রীড়া করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উপরতি, উপরম, উপরাম।

উপরতি—ক্ষান্তি ; নিবৃত্তি ; মৃত্যু ; বৈরাগ্য। উপ—রম (ক্রীড়া করা) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে উপরত।

উপরত্ন—রত্নসদৃশ চাক্‌চিক্যময় বস্তু, যথা—কাচ, কর্পূর, প্রস্তর, মুক্তা, শুক্তি, শঙ্খ ইত্যাদি, ইহাদের গুণও রত্নের ন্যায়, তবে কিছু ইতরবিশেষ আছে। নিত্য। সং ; ক্লী।

উপরন্ত—অসাধু শব্দ, অশিক্ষিত লোক "অধিকন্তু" পদের পরিবর্তে ইহা ব্যবহার করে।

উপরম, উপরাম—নিবৃত্তি ; মৃত্যু ; বৈরাগ্য। উপ—রম (ক্রীড়া করা) + অল্, পক্ষান্তরে ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উপরত।

উপরাগ—সূর্য্যগ্রহণ ; চন্দ্রগ্রহণ ; বিপদ্ ; অপবাদ ; বিরাগ ; প্রবৃত্তি ; সম্বন্ধ। উপ—রন্জ (রঙ্ করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উপরক্ত। [শব্দ + রি ব্য।

উপরি—ঊর্দ্ধে, উপরে ; অনন্তর, পরে। ঊর্দ্ধ

উপরিচর—পুরুবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি ইন্দ্রধ্বজ পূজার প্রবর্ত্তক। ইনি বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশে বিচরণ করিতেন বলিয়া ইঁহার নাম উপরিচর হয়। ইঁহার প্রবলপরাক্রম পাঁচ পুত্র জন্মে,—(১) বৃহদ্রথ (অপর নাম মহারথ), (২) প্রত্যগ্রহ, (৩) কুশাম্ব (অপর নাম মণিবাহন), (৪) মাবেল্ল, (৫) যদু ; এই পাঁচ জনের মধ্যে যিনি যে দেশে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তত্তৎ দেশ, তাঁহার নামে পরিচিত হয়।

উপরিচর রাজার রাজধানীর নিকটে শক্তিমতী নামে এক নদী ছিল। রাজা কোলাহল নামক পর্ব্বত বিদীর্ণ করিলে শক্তিমতী সেই বিদীর্ণ পথ দিয়া বহির্গত হইলেন। সেই পর্ব্বতে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। শক্তিমতী পুত্রকন্যা লইয়া রাজাকে অর্পণ করেন। পুত্রটি সেনানীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। যথাকালে গিরিবালা গিরিকা ঋতুস্নাতা হইয়া আপনার অবস্থা রাজার গোচর করিলেন। সে দিন রাজার পিতৃলোক তাঁহাকে মৃগয়া করিবার অনুমতি করেন। রাজা তাঁহাদিগের কথায় মৃগয়া করিতে বাহির হইলেন বটে, কিন্তু গিরিকার অলোকসামান্য রূপলাবণ্যের কথা অনুক্ষণ স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তিনি মৃগয়ার কথা ভুলিয়া গেলেন, এবং গিরিকাবিরহে নিতান্ত অধীর হইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। তথায় তাঁহার রেতঃস্খলন হইল। তখন রাজা অতি যত্নসহকারে সেই রেতঃ শোধন করিয়া শ্যেনপক্ষীকে দিয়া তাঁহার মহিষীর নিকট লইয়া যাইতে বলিলেন। শ্যেনপক্ষী রেতঃ লইয়া আকাশপথে যাইবার সময়ে অপর এক শ্যেন তাহার চঞ্চুস্থিত শুক্রকে মাংসপিণ্ড মনে করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। পরস্পরের বিবাদে রেতঃ চঞ্চুভ্রষ্ট হইয়া যমুনা নদীর জলে পতিত হইল। মৎস্যরূপা অদ্রি সেই রেতঃ ভক্ষণ করিল। এই ঘটনার দশমাস পরে জনৈক ধীবর সেই মৎস্যকে ধরিয়া তুলিলে তাহার উদর হইতে এক পুত্র ও এক কন্যা বহির্গত হইল। মৎস্যজীবী সেই পুত্রকন্যা লইয়া উপরিচর রাজাকে অর্পণ করিল। রাজা পুত্রকন্যাকে গ্রহণ করিলেন। পুত্রটি মৎস্যরাজ এবং কন্যাটি মৎস্যগন্ধা নামে বিখ্যাত হন। এই মৎস্যগন্ধাই ব্যাসদেবের জননী।

উপরিতন—ঊর্দ্ধতন। উপরি শব্দ + ট্টন ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে উপরিতনী।

উপরিতল—গৃহের ছাদ, উপরতলা। উপরিস্থিত তল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

উপরিলিখিত—উপরিভাগে যাহা লিখিত হইয়াছে। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

উপরুদ্ধ—অনুরুদ্ধ ; প্রতিবদ্ধ ; প্রতিবিদ্ধ ; আবৃত ; উৎপীড়িত। উ।—রুধ (রোধ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উপরোধ।

উপরূপক—রূপক ও উপরূপক ভেদে দৃশ্যকাব্যসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত। (কাব্য দেখ)। উপরূপক আবার অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত, —১। নাটিকা। ২। ত্রোটক। ৩। গোষ্ঠী। ৪। সট্টক। ৫। নাট্যরাসক। ৬। প্রস্থান। ৭। উল্লাপ্য। ৮। কাব্য। ৯। প্রেক্ষণ। ১০। রাসক। ১১। সংলাপক। ১২। শ্রীগদিত। ১৩। শিল্পক। ১৪। বিলাসিকা। ১৫। দুর্ম্মল্লিকা। ১৬। প্রকরণিকা। ১৭। হল্লীশা। ১৮। ভাণিকা।

উপরোধ—অনুরোধ ; প্রতিবন্ধ ; আবরণ ; পীড়া। উপ—রুধ (রোধ করা) + অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উপরুদ্ধ।

উপরোধক—১। উপরোধকর্ত্তা। উপ—রুধ (রোধ করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। ২। গৃহ। সং ; ক্লী। [উপরি। ব্য।

উপর্য্যুপরি—ক্রমাগত, পরে পরে। উপরি +

উপল—প্রস্তর ; রত্ন। উপ—লা (গ্রহণ করা) + ড ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উপলা।

উপলক্ষ, উপলক্ষ্য—অবলম্বন ; প্রয়োজন ; উদ্দেশ্য। প্রাদি বা নিত্য। সং ; পু।

উপলক্ষক—উদ্ভাবক ; লক্ষণ দ্বারা অধিকার্থবোধক। উপ—লক্ষ (দর্শন করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। [সং ; ক্লী।

উপলক্ষণ—লক্ষণাদ্বারা অধিকার্থবোধন। নিত্য।

উপলক্ষিত—সূচিত ; অনুমিত ; যুক্ত, বিশিষ্ট। উপ—লক্ষ (দর্শন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উপলব্ধ—জ্ঞাত ; প্রাপ্ত। উপ—লভ (লাভ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উপলব্ধি।

উপলব্ধি—জ্ঞান, অনুভূতি ; প্রাপ্তি। উপ—লভ (লাভ করা) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে উপলব্ধ। [র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উপলভ্য—জ্ঞেয় ; প্রাপ্য ; সাধ্য। উপ—লভ + য

উপলম্ভ—উপলব্ধি ; তিরস্কার। উপ—লভ (লাভ করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উপলব্ধ।

উপলম্ভ্য—স্তুত্য ; প্রশংসনীয়। উপ—লভ (লাভ করা) + ক্যপ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উপলা—প্রস্তরময় ভূমি ; শর্করা। সং ; স্ত্রী। উপল দেখ।

উপলেপ, উপলেপন—এক বস্তুর দ্বারা অন্য বস্তুর উপরিভাগে লেপ দেওয়া। উপ—লিপ + অল্, অনট্ ভা। সং।

উপবন—১। উদ্যান, বৃক্ষবাটিকা। নিত্য। সং ; ক্লী। ২। বনসমীপে। অব্যয়ী। ব্য।

উপবর্ষ—পাণিনি, কাত্যায়ন প্রভৃতি বৈয়াকরণগণের অধ্যাপক ঋষিবিশেষ। সং ; পু।

উপবাদ—অপবাদ। নিন্দা। উপ—বদ + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

উপবাস—অনাহার, অনশন ; বাস। উপ—বস (বাস করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উপোষিত।

উপবাসী—কৃতোপবাস, অনাহারী। উপবাস শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = উপবাসিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উপবাসিনী।

উপবিষ—বিষবিশেষ ; উপবিষ সাত প্রকার, যথা—আকন্দ, সেহুণ্ড, ধুতুরা, বিষলাঙ্গলা, করবীর, গুঞ্জা (কুঁচ), ও অহিফেন। নিত্য। সং ; পু ও ক্লী।

উপবিষ্ট—আসীন, বসিয়াছে এরূপ। উপ—বিশ (প্রবেশ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উপবেশন।

উপবীত—বামাংসস্থাপিত যজ্ঞসূত্র, পৈতা। উপ—বি—ই বা উপ—বী (গমন করা, ব্যাপ্ত হওয়া)+ক্ত ক। সং ; ক্লী। বিশেষণে উপবীতী।

উপবীতী—যজ্ঞসূত্রধারী। উপবীত+ইন্ অস্ত্যর্থে =উপবীতিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

উপবেদ—বেদসদৃশ বিদ্যা, যথা—আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, স্থাপত্যবেদ। নিত্য। পু।

উপবেশ—১। আসনগ্রহণ, বসা ; আসক্তি। উপ—বিশ+অল্ ভা। ২। আসন গ্রহণ করান, বসান। উপ—ণিজন্ত বিশ বা বেশি +অল্ ভা। সং ; পু।

উপবেশন—১। আসনগ্রহণ, বসা। উপ—বিশ (প্রবেশ করা)+অনট্ ভা। ২। বসান, স্থাপন। উপ—ণিজন্ত বিশ বা বেশি (প্রবেশ করান) অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে উপবেশিত।

উপবেশয়িতা—যে বসাইয়া দেয়। উপ—বেশি+ তৃন্ ক=উপবেশয়িতৃ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি।

উপবেশিত—যাহাকে বসান হইয়াছে এরূপ, স্থাপিত। উপ—ণিজন্ত বিশ বা বেশি+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উপবেশন।

উপব্যাঘ্র—বৃক, নেকড়ে বাঘ। নিত্য। সং ; পু।

উপশম—শান্তি ; নিবৃত্তি ; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। উপ—শম (শান্ত হওয়া)+অ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উপশান্ত।

উপশমক—উপশমকারক। উপ—ণিজন্ত শম বা শমি+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

উপশমনীয়—উপশমের যোগ্য ; যাহার উপশম করিতে হইবে। উপ—ণিজন্ত শম বা শমি +অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উপশমিত—কৃতোপশম, যাহার উপশম করা হইয়াছে। উপ—ণিজন্ত শম বা শমি+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উপশল্য—গ্রামের প্রান্তভাগ, গ্রামান্ত ; শল্য অর্থাৎ ভাগাড়, তাহার সমীপ, সমীপ্যার্থে অব্যয়ী। ব্য।

উপশান্ত—উপশমপ্রাপ্ত, নিবৃত্ত। উপ—শম (শান্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উপশম, উপশান্তি।

উপশান্তি—উপশম, নিবৃত্তি। উপ—শম (শান্ত হওয়া)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে উপশান্ত।

উপশায়—চৌকিদারের পালাক্রমে শয়ন ; রাত্রিকালে কোন কার্য্যে বহু লোক নিযুক্ত হইলে তাহাদিগের পর্য্যায়ক্রমে শয়ন। উপ—শী+ ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

উপশিষ্য—শিষ্যের শিষ্য। নিত্য। সং ; পু।

উপশ্রুত—প্রতিশ্রুত, অঙ্গীকৃত। উপ—শ্রু (শ্রবণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উপশ্রুতি।

উপশ্রুতি—প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ; স্বীকার ; উপকার ; দৈব শুভাশুভ প্রশ্ন। উপ—শ্রু+ ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে উপশ্রুত।

উপশ্লেষ—আশ্লেষ, আলিঙ্গন ; একদেশসম্বন্ধ ; বঞ্চনা। উপ—শ্লিষ (আলিঙ্গন করা)+ অল্ ভা। সং ; পু।

উপষ্টম্ভ—উপক্রম, আরম্ভ ; স্তম্ভন ; আড়ম্বর ; উপলক্ষ। উপ—স্তন্ভ (স্তব্ধ হওয়া)+অল্ ভা। ২। স্তম্ভ। উপ—স্তন্ভ+অল্ ণ। সং ; পু।

উপসংখ্যান, উপসঙ্খ্যান—গণনা ; সংগ্রহ ; (ব্যাকরণে) সমানার্থক পদ। উপ—সম্—খ্যা (বলা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উপসংহরণ—উপসংহার দেখ। উপ—সম্—হৃ (হরণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে উপসংহৃত।

উপসংহার—সমাপ্তি ; মৃত্যু ; নিবর্ত্তন ; সংগ্রহ ; আক্রমণ। উপ—সম্—হৃ (হরণ করা)+ ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উপসংহৃত।

উপসংহৃত—যাহার উপসংহার হইয়াছে এরূপ, সমাপিত। উপ—সম্—হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উপসংহার, উপসংহৃতি।

উপসংহৃতি—উপসংহার। উপ—সম্—হৃ+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে উপসংহৃত।

উপসম্পত্তি—অভিনব সম্পত্তি। নিত্য। সং ; স্ত্রী।

উপসম্পন্ন—১। পক্ক ; পর্য্যাপ্ত ; মৃত। উপ—সম্—পদ (গমন করা)+ক্ত ক। ২। লব্ধ, প্রাপ্ত ; প্রস্তুত। উপ—সম্—পদ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উপসর—নির্গমন ; অভিগমন ; গোগবীসঙ্গম। উপ—সৃ (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

উপসর্গ—১। উপদ্রব, উৎপাত ; ব্যাধি ; রোগবিকার। উপ—সৃজ (সৃজন করা)+ঘঞ্ ভা। ২। (ব্যাকরণে) প্র, পরা প্রভৃতি বিংশতি অব্যয় শব্দ। উপ—সৃজ+ঘঞ্ ক। সং ; পু।

উপসাগর—সাগরসদৃশ জলাংশ, যে সাগরাংশ প্রায় চতুর্দ্দিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত (Gulf, Strait)। নিত্য। সং ; পু।

উপসুন্দ—১। নরকাসুরের সেনাপতি ; ইনি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন। ২। একজন প্রতাপান্বিত দৈত্য। ইহার পিতার নাম নিকুম্ভ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সুন্দ। উভয় ভ্রাতা কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট এই বর লাভ করে যে, ইহারা অন্যের অবধ্য হইবে, কেবল পরস্পরের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইবে। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব থাকায় ইহারা প্রকারান্তরে অমর বলিয়া মনে করিল, এবং ত্রিলোক জয় করিয়া দেবতাদিগের ও মুনিঋষিদের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করিল। ইহাদের উৎপীড়নে উৎপীড়িত দেবগণ ও ঋষিগণ ব্রহ্মার নিকট যাইয়া দৈত্যদ্বয়ের বিনাশের প্রার্থনা জানাইলেন। ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা একটী অনুপম রূপবতী কামিনী সৃজন করাইলেন। বিশ্বকর্ম্মা যাবতীয় রত্নের তিল তিল লইয়া এই অলোকসামান্যা রমণী সৃষ্টি করিলেন বলিয়া তাঁহার নাম তিলোত্তমা হইল। অতঃপর ব্রহ্মার আদেশে তিলোত্তমা দৈত্যভ্রাতৃদ্বয়ের সমক্ষে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত দুই ভ্রাতায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া উভয়েই নিহত হইল।

উপসৃষ্ট—উপসর্গযুক্ত, উৎপাতগ্রস্ত ; যুক্ত ; ব্যাপ্ত ; বিসৃষ্ট ; আক্রান্ত ; কামুক। উপ—সৃজ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। মৈথুন। উপ—সৃজ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

উপসেক—জলসেচনপূর্ব্বক মৃদুতাসম্পাদন, জল দিয়া নরম করা। উপ—সিচ+ঘঞ্ ভা সং ; পু। বিশেষণে উপসিক্ত। [সং ; ক্লী

উপসেচন—উপসেক। উপ—সিচ+অনট্ ভা

উপসেবক—উপভোগকারী, পরস্ত্রীতে আসক্ত। উপ—সেব (সেবা করা)+ণক ক। বিণ ত্রি। [সং ; স্ত্রী

উপসেবা—পূজা ; চাকরি ; সম্ভোগ। নিত্য

উপসেবী—সেবাকারক, পরিচর্য্যাকারী। উপ—সেব (সেবা করা)+ণিন্ কর্ত্তৃবাচ্যে=উপসেবিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি।

উপস্ত্রী—উপপত্নী। নিত্য। সং ; স্ত্রী।

উপস্থ—১। পুংচিহ্ন, শিশ্ন ; স্ত্রীচিহ্ন, যোনি ; ক্রোড়। উপ—স্থা (থাকা)+ড ক। সং ; পু। ২। উপরিস্থ ; সমীপস্থ। বিণ ; ত্রি।

উপস্থাতা—উপস্থিত ; উপাসক ; সেবক। উপ—স্থা (থাকা)+তৃন ক=উপস্থাতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

উপস্থান—উপস্থিতি ; উপাসনা। উপ—স্থা+ অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে উপস্থিত।

উপস্থাপক—প্রস্তাবকর্ত্তা। উপ—ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (থাকান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

উপস্থাপন—উপস্থিত করা ; প্রস্তাব করা ; আনয়ন। উপ—ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উপস্থাপয়িতা—উপস্থাপক। উপ—ণিজন্ত স্থা

বা স্থাপি+ণক ক=উপস্থাপয়িতৃ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে উপস্থাপয়িত্রী।
উপস্থাপিত—প্রস্তাবিত; কৃতোপস্থান; আনীত। উপ—ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
উপস্থিত—১। আগত; নিকটস্থিত; প্রক্রান্ত। উপ—স্থা (থাকা)+ক্ত ক। ২। উপাসিত; জ্ঞাত। উপ—স্থা+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উপস্থান, উপস্থিতি।
উপস্থিতবক্তা—(উপস্থিতবক্তৃ)। কোন কথার উল্লেখমাত্র বিনা চিন্তায় সেই বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে সমর্থ; উপস্থিত বিষয়ে বক্তা, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে উপস্থিতবক্ত্রী।
উপস্থিতি—নিকটাগমন; আগমন; অবগতি; প্রাপ্তি। উপ—স্থা (থাকা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে উপস্থিত।
উপস্বত্ব—ভূমিপ্রভৃতি সম্পত্তি হইতে যাহা পাওয়া যায়, আয়, লাভ। নিত্য। ক্লী।
উপহত—আহত; বিঘ্নিত; দূষিত; বিঘটিত। উপ—হন (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উপঘাত।
উপহসিত—১। যাহাকে উপহাস করা হইয়াছে এরূপ। উপ—হস (হাস্য করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উপহাস। ২। হাস্য, পরিহাস। উপ—হস+ক্ত ভা। সং; ক্লী।
উপহস্তিকা—তাম্বূলাধার, পানের ডিবা। উপ-হস্ত শব্দ+ষ্ণিক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
উপহার—১। উপায়ন, উপঢৌকন, ভেটি, ডালি। উপ—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। হারের সমীপস্থ তদুপশোভক দ্রব্য। নিত্য। সং; পু।
উপহাস—পরিহাস, ঠাট্টা। উপ—হস (হাস্য করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে উপহসিত। [ত্রি।
উপহাসাস্পদ—উপহাসের পাত্র। ৬তৎ। বিণ;
উপহাস্য—উপহসনীয়, উপহাসাস্পদ। উপ—হস (হাস্য করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উপহাস্যতা।
উপহাস্যতা—উপহাস্য দেখ। উপহাস্য শব্দ+তা ভাবে। [বিণ; ত্রি।
উপহাস্যাস্পদ—উপহাস্য, উপহাসাস্পদ। ৬তৎ।
উপহৃত—আহৃত; আনীত; উপসৃষ্ট; অর্পিত। উপ—হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
উপাংশু—১। নির্জ্জনে; গোপনে। অব্যয়ী। ব্য। ২। পরশ্রবণাযোগ্য জপ। সং; পু।
উপাংশুবধ—নির্জ্জনে বধ, গোপনে বধ (Assassination)। সং; পু।
উপাক্ষ—১। প্রতিনিধি অক্ষ, উপনেত্র, চসমা। নিত্য। সং; ক্লী। ২। চক্ষুঃসমীপে। অব্যয়ী। ব্য।

উপাখ্যান—১। ইতিবৃত্ত; কল্পিত গল্প বা বৃত্তান্ত, উপন্যাস। উপ—আ—খ্যা (বলা)+অনট্ র্ম্ম। ২। কথন, বর্ণন। উপ—আ—খ্যা+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
উপাগত—১। নিকটাগত; উপস্থিত। উপ—আ—গম (গমন করা)+ক্ত ক। ২। স্বীকৃত; প্রাপ্ত; অনুভূত। উপ—আ—গম+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উপাগম।
উপাগম—উপস্থিতি; স্বীকৃতি; প্রাপ্তি; অনুভূতি। উপ—আ—গম (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে উপাগত।
উপাঙ্গ—অঙ্গের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ; তিলক, ফোঁটা। নিত্য। সং; ক্লী।
উপাচার্য্য—সহকারী আচার্য্য। নিত্য। সং; পু।
উপাত্ত—গৃহীত; প্রাপ্ত; স্বীকৃত। উপ—আ—দা (দেওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ত্রি। বিশেষ্যে উপাদান।
উপাদান—১। গ্রহণ। উপ—আ—দা+অনট্ ভা। ২। সমবায়ি কারণ, যে বস্তু অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া অন্য বস্তু উৎপাদন করে, অথবা যে বস্তুতে কোনও পদার্থ নির্ম্মিত বা প্রস্তুত হয়, যেমন ঘটের উপাদান মৃত্তিকা। উপ—আ—দা+অনট্ ণ। সং; ক্লী।
উপাদানময়—উপাদানাত্মক। [এই পদের পূর্ব্বে অন্য একটী পদ থাকা আবশ্যক। যথা তুচ্ছ উপাদানময়, মহার্ঘ্য উপাদানময় ইত্যাদি। কারণ সকল দ্রব্যই উপাদানময়]। উপাদান শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে উপাদানময়ী।
উপাদেয়—গ্রহণীয়, গ্রাহ্য; উৎকৃষ্ট, উত্তম। উপ—আ—দা (দেওয়া)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
উপাধান—১। শিরোধান, বালিশ। উপ—আ—ধা (ধারণ করা)+অনট্ অধি। ২। বিধান। উপ—আ—ধা+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
উপাধি—১। ধর্ম্মচিন্তা। উপ—আ—ধা (ধারণ করা)+কি ভা। ২। সমৃদ্ধি। উপ—আ—ধা+কি র্ম্ম। ৩। আধার। উপ—আ—ধা+কি অধি। ৪। ভেদক-ধর্ম্ম; ছল; কারণ; উপনাম, জাতি-বংশ-বিদ্যা-প্রভৃতির পরিচায়ক শব্দ, যথা—শর্ম্মা, মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর, বি, এ ইত্যাদি। উপ—আ—ধা+কি ণ। সং; পু।
উপাধিপত্র—উপাধিদানসূচক পত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
উপাধেয়—অভিনিবেশনীয়; আরোপ্য; উপাধির যোগ্য। উপ—আ—ধা (ধারণ করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
উপাধ্যায়—অধ্যাপক; বেদের একদেশাধ্যাপক। উপ—অধি—ই (অধ্যয়ন করা)+ঘঞ্ অপা। সমীপস্থ হইয়া যাঁহা হইতে জ্ঞানোপদেশ পাওয়া যায়, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উপাধ্যায়ী ও উপাধ্যায়ানী (উপাধ্যায়-পত্নী) এবং উপাধ্যায়া ও উপধ্যায়ী (স্বয়ং অধ্যাপিকা)।
উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী—বেদাধ্যাপিকা। উপাধ্যায় শব্দ+আপ্, ঈপ্। উপাধ্যায় দেখ।
উপাধ্যায়ানী, উপাধ্যায়ী—উপাধ্যায়-পত্নী। উপাধ্যায় শব্দ+আনীপ্, ঈপ্, পত্নী অর্থে। সং; স্ত্রী। উপাধ্যায় দেখ।
উপানৎ—চর্ম্মপাদুকা, জুতা। উপ—আ—নহ (বাঁধা)+ক্বিপ্ ণ=উপানহ্ শব্দ, ১মার ১বচন। সং; স্ত্রী।
উপানৎকার—চর্ম্ম-পাদুকা-প্রস্তুতকারক, জুতা-নির্ম্মাতা (Shoe-Maker)। উপানৎ করে যে, উপ। উপানহ্ শব্দ—কৃ (করা)+ষণ্ ক। সং; পু।
উপান্ত—১। সমীপ; প্রান্ত; পরিসর; শেষ। নিত্য। সং; পু। ২। (ব্যাকরণে)—অন্তের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী (বর্ণ) বিণ।
উপায়—১। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড,—রাজাদিগের এই চতুর্ব্বিধ সাধন; সাধন; পথ। উপ—ই বা অয় (গমন করা)+ঘঞ্ ণ। ২। উপাগমন; ধনাগম, আয়, উপার্জ্জন। উপ—ই বা অয়+ঘঞ্ ভা। সং; পু।
উপায়ক্ষম—উপার্জ্জনে সমর্থ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।
উপায়জ্ঞ—কার্য্যসাধনের ও অনিষ্টনিবারণের উপায়বিৎ। উপায়—জ্ঞা+ড ক। বিণ; ত্রি।
উপায়ন—১। উপঢৌকন, উপহার। উপ—ই বা অয় (গমন করা)+অনট্ ণ। ২। সমীপগমন। উপ—ই বা অয়+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
উপায়ান্তর—অন্য উপায়। নিত্য। সং; ক্লী।
উপারত—নিবৃত্ত; বিরত। উপ—আ—র (ক্রীড়া করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।
উপারূঢ়—আরূঢ়; প্রাপ্ত। উপ—আ—রুহ (আরোহণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
উপার্জ্জন—উপায়, অর্জ্জন, অর্থাহরণ; প্রাপ্তি। উপ—অর্জ্জ (অর্জ্জন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উপার্জ্জিত।
উপার্জ্জিত—অর্জ্জিত; আহৃত, সংগৃহীত, প্রাপ্ত, লব্ধ। উপ—অর্জ্জ (অর্জ্জন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উপার্জ্জন।
উপালম্ভ—তিরস্কার; সরোষবাক্য; দুঃখবাক্য; প্রাপ্তি। উপ—আ—লভ (লাভ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে উপালব্ধ।
উপালব্ধ—তিরস্কৃত। উপ—আ—লভ (লাভ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে উপালম্ভ।
উপাবর্ত্তন—পার্শ্বপরিবর্ত্তন, ঘূর্ণন; প্রত্যাগমন। উপ—আ—বৃত+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে উপাবৃত্ত।

উপাশ্রয়—আশ্রয়স্থল ; আস্পদ। উপ—আ—শ্রি (সেবা করা) + অল্ র্ম। সং ; পু।
উপাসক—উপাসনাকারক ; সেবক। উপ—আস (থাকা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি।
উপাসন—উপাসনা দেখ।
উপাসনা—সেবা ; আরাধনা। উপ—আস (থাকা) + অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে উপাসিত।
উপাসিত—সেবিত ; আরাধিত। উপ—আস (থাকা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। উপাসনা। উপ—আস + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।
উপাস্তি—১। উপাসনা। উপ—আস (থাকা) + ক্তি ভা। ২। শরক্ষেপ শিক্ষার্থে শরাভ্যাস। উপ—অস (ক্ষেপণ করা) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।
উপাস্থি—শরীরের অভ্যন্তরস্থ অস্থির ন্যায় পদার্থ (Cartilage)। সং ; পু।
উপাস্য—সেব্য ;আরাধ্য। উপ—আস (থাকা) + য র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে উপাস্যা।
উপাস্যমান—যাহার উপাসনা করা হইতেছে এরূপ, সেব্যমান, আরাধ্যমান। উপ—আস (থাকা) + শান র্ম। বিণ ; ত্রি।
উপাহিত—১। আরোপিত ; যোজিত। উপ—আ—ধা (ধারণ করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। উল্কাপাতাদি উপদ্রব। সং ; পু।
উপাহৃত—সংগৃহীত ; কল্পিত। উপ—আ—হৃ (হরণ করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। [পু।
উপেক্ষ—শ্বফল্কের পুত্র, অক্রূরের ভ্রাতা। সং ;
উপেক্ষক—উপেক্ষাকারী ; উদাসীন। উপ—ঈক্ষ (দেখা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি।
উপেক্ষণ—উপেক্ষা। উপ—ঈক্ষ অনট্ ভা। সং ; ক্লী।
উপেক্ষণীয়—উপেক্ষার যোগ্য। উপ—ঈক্ষ + অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি।
উপেক্ষা—ঔদাসীন্য ; অনাদর ; অবজ্ঞা ; ত্যাগ ; অস্বীকার। উপ—ঈক্ষ (দেখা) + অ ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে উপেক্ষিত।
উপেক্ষাপরায়ণ—ঔদাসীন্যে রত ; অবজ্ঞাকারক। উপেক্ষা (ঔদাসীন্য, অবজ্ঞা প্রভৃতি) হইয়াছে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।
উপেক্ষিত—অনাদৃত, অবজ্ঞাত ; ত্যক্ত ; অস্বীকৃত। উপ—ঈক্ষ (দেখা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উপেক্ষা।
উপেত—উপাগত ; সমীপগত ; উপস্থিত ; প্রাপ্ত ; মিলিত, যুক্ত ; গর্ভাধানের নিমিত্ত পতিতে উপগত। উপ—ই (গমন করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উপায়।
উপেন্দ্র—ইন্দ্রের কনিষ্ঠ, বামন, বিষ্ণু [বামনাবতারে বিষ্ণু কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে ইন্দ্রের পরে জন্মগ্রহণ করেন]। নিত্য। পু।
উপেন্দ্রনাথ দাস—১২৫৫ সালে কলিকাতায় কায়স্থকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীনাথ দাস ইঁহার পিতা। বাল্যকাল হইতে ইনি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হন, এবং পিতার অবাধ্য হইয়া উঠেন। ইহার ফলে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়াই ইনি গৃহ হইতে পলায়ন করেন, এবং নানা স্থানে ঘুরিয়া বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের জন্য বক্তৃতা দিতে থাকেন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে ইনি স্বয়ং এক উগ্রক্ষত্রিয়জাতীয়া রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই সময়ে ইনি কখন স্কুলস্থাপন, কখন সংবাদপত্র প্রকাশ প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য করিয়া ঋণজালে জড়িত হন ; শেষে থিয়েটারে যোগ দিয়া 'শরৎ সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নামক দুইখানি নাটক রচনা করেন। এই নাটকে রাজপুরুষগণের অত্যাচার ও অবিচারকাহিনী বর্ণিত থাকায় ইঁহার একমাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। শেষে হাইকোর্টে আপীল করিয়া ইনি দণ্ডাজ্ঞা হইতে মুক্তিলাভ করেন। ইহার পর ইনি ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাতযাত্রা করেন। কিন্তু সেখানে পাঠে মন না দিয়া কেবল বক্তৃতা ও অন্যান্য বৃথা কাজে সময় নষ্ট করিয়া ১২ বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে আসিয়া স্বয়ং এক থিয়েটার খুলেন, এবং 'দাদা ও আমি' নাটক রচনা করেন। কিন্তু এই থিয়েটারে তাঁহাকে প্রচুর ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। ইঁহার স্বাভাবিক ধীশক্তির অভাব ছিল না, কিন্তু সকল সময়ে সুপথে চালিত না হওয়ায় তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। ইংরাজী ভাষায় ইঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। ১৩০২ সালের ২২শে শ্রাবণ ইঁহার দেহত্যাগ হয়। ইঁহার এক ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ দাস এম, এ, বি এল, "সময়" পত্র বহুদিন যাবৎ পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।
উপেন্দ্র-বজ্রা—একাদশাক্ষরা সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। সং ; স্ত্রী। ছন্দঃ দেখ।
উপোষ—উপবাস, অনাহার। উপ—উষ (রুগ্ন হওয়া) + অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উপোষিত।
উপোষণ—উপোষ দেখ। উপ—উষ + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।
উপোষিত—১। কৃতোপবাস, অভুক্ত। উপ—বস (বাস করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। উপবাস। উপ—বস + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।
উপ্ত—কৃতবপন, যাহা বোনা হইয়াছে এরূপ ; বিক্ষিপ্ত। বপ (বপন করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বপন, উপ্তি।
উপ্তি—বপন, বোনা। বপ (বপন করা) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে উপ্ত।
উভ—দুই (জন), উভয়। উভ (পূরণ করা) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি।
উভচর—জল ও স্থল এই উভয় স্থানেই বিচরণ করে এরূপ (জন্তু)। উভ শব্দ—চর (বিচরণ করা) + টক্ ক। বিণ ; ত্রি।
উভয়—উভ, দুই (জন)। উভ শব্দ + অয়ট্ ; অথবা, উভ শব্দ—যা (যাওয়া) + ড ক। বিণ ; ত্রি।
উভয়তঃ—দুই দিকে ; দুই পক্ষে। উভয় শব্দ তস্ সপ্তমী স্থানে। ব্য। [স্থানে। ব্য।
উভয়ত্র—দুই স্থানে। উভয় শব্দ + ত্র, সপ্তমী
উভয়থা—দুই প্রকার। উভয় শব্দ + থাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।
উভরায়—উচ্চরবে, চীৎকার করিয়া। উভ (দুই দিকে অর্থাৎ সম্মুখে ও পশ্চাতে বা বামে ও দক্ষিণে) রা (রব)—ক্রিয়ার বিশেষণে 'য়' বিভক্তি হইয়াছে। অথবা উভ (পূর্ণ) রায় (বেগে) অর্থাৎ পূর্ণবেগে। উভয় পক্ষেই ক্রি-বিণ।
উম্—কোপ ; স্বীকার ; প্রশ্ন ; আমন্ত্রণ। উ (শব্দ করা) + ডুম্ ক। ব্য।
উমা—১। শিবপত্নী, দুর্গা, পার্ব্বতী। 'উ'র (শিবের) মা (লক্ষ্মী অর্থাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা), ষষ্ঠীতৎপুরুষ ; অথবা 'উ' (অয়ি পার্ব্বতি !) 'মা' (না, অর্থাৎ তপস্যা করিও না), এই কথা পার্ব্বতীর মাতা মেনকা বলাতে পার্ব্বতীর এক নাম 'উমা' হইয়াছে। "উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম।" [কালিদাসকৃত কুমারসম্ভব]। দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, এবং শিবকে পতিরূপে পাইবার নিমিত্ত অতি অল্প বয়সে গৌরী তপস্যায় প্রবৃত্ত হন ; সেই সময়ে মেনকা ইঁহাকে পূর্ব্বোক্তরূপ 'উ-মা' বলিয়া তপস্যা করিতে নিষেধ করেন, তাহাতেই পরে ইঁহার নাম 'উমা' হইল। ২। মসিনা ; হরিদ্রা। বে (বয়ন করা) + মক র্ম। ৩। কীর্ত্তি ; কান্তি ; শান্তি। উ শব্দ—মা (পরিমাণ করা) + ক্বিপ্ ক। সং ; স্ত্রী।
উমাচতুর্থী—উমার জন্মচতুর্থী, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা চতুর্থী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। [জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে সতী উমাদেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কারণ স্ত্রীলোকে সৌভাগ্য বৃদ্ধির নিমিত্ত ঐ তিথিতে তাঁহাকে পূজা করিবে]।
উমাধব, উমাপতি—শিব। ৬তৎ। সং ; পু।
উমাসুত—কার্ত্তিকেয়। ৬তৎ। সং ; পু।
উমিচাঁদ—খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমিনচাঁদ নামক জনৈক শিখ বণিক্ অপর

একজন শিখ বণিকের সহিত বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। এই আমিনচাঁদ বাঙ্গালার ইতিহাসে উঁমিচাদ নামে পরিচিত। সে সময়ে বৈষ্ণবদাস শেঠ ও মাণিকচাঁদ শেঠ নামক দুইজন বণিক বাঙ্গালায় বহুবিস্তৃত বাণিজ্য করিয়া প্রচুর ধনসম্পত্তি ও সমাজে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। আমিনচাঁদ আসিয়াই ইঁহাদের নিকট বাণিজ্যবিষয়ক কর্ম্মে নিযুক্ত হন, এবং আপনার কার্য্যদক্ষতাগুণে ইঁহাদিগের কারবারের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়া উঠেন। এই শেঠ বংশে বহুদিন কার্য্য করিয়া আমিনচাঁদও যথেষ্ট ধনসম্পত্তি উপার্জ্জন করেন। অবশেষে নিজেই স্বতন্ত্রভাবে কারবার করিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে বাঙ্গালা ও বিহারের সর্ব্বত্রই ইঁহার বাণিজ্যব্যবসায় প্রসার লাভ করে।

এই সময়ে বাঙ্গালায় ইংরাজদেরও বাণিজ্য চলিতেছিল। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসকল তখন ইংরাজদের অধিকারে ছিল। আমিনচাঁদ কলিকাতায় প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাটীতে বহুসংখ্যক দাসদাসী নিযুক্ত ছিল। তদ্ভিন্ন একদল অস্ত্রধারী সর্ব্বদা বাটীতে থাকিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিত। ফলতঃ আমিনচাঁদ সে সময়ে একজন সম্ভ্রান্ত ও পদমর্য্যাদাশালী বণিক্ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইংরেজদিগের পণ্যদ্রব্য সরবরাহের অধিকাংশ দাদন আমিনচাদ লইতেন। সেই সূত্রে ইংরেজদিগের সহিত ইঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও সদ্ভাব হইয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গালার সুবাদার (নবাব) আলিবর্দ্দি খাঁ। মুর্শিদাবাদ তাঁহার রাজধানী। এই মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারেও আমিনচাঁদের সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এমন কি, নবাবের সহিত ইংরেজদিগের কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইলে ইংরেজরা অনেক স্থলে আমিনচাঁদকে মধ্যস্থ মানিতেন। কিন্তু কিছুদিন পরে আমিনচাঁদ ইংরেজের অবিশ্বাসের পাত্র হইয়া পড়েন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দাদন লইয়া আমিনচাঁদ যথেষ্ট লাভ করিতেন। শেষে, লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া অন্যায়রূপেও লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইংরেজরা তাহা জানিতে পারিয়া আমিনচাঁদের দাদন বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং তদবধি ইঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

১৭৫৬ খৃঃ অব্দের ৯ই এপ্রেল তারিখে আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হইলে তদীয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার (নবাব) হইলেন। ইহার কয়েক দিন পরেই ইংরেজদিগের সহিত নবাবের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। [অন্ধকূপহত্যা দেখ]। নবাব সসৈন্যে কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। নবাবের সৈন্যগণ লুঠপাটে অধিক ধন না পাইয়া হতাশ হইয়া আমিনচাঁদের বাটী লুণ্ঠন করিয়া ৪ লক্ষ টাকার হীরামুক্তাদি জহরত ও বিস্তর টাকার বাণিজ্য দ্রব্য অপহরণ করিল। অতঃপর এই ঘটনার সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন রণপোত ও সৈন্যসামন্ত লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া আপনাদের দুর্গ পুনরধিকার করিলেন। নবাবের সহিত ইংরেজের সন্ধি হইল। ইহার কিছুদিন পরেই নবাবের সেনাপতি মিরজাফর ও অন্যান্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মিরজাফরকে নবাব করিবার চক্রান্ত করিলেন, এবং এ বিষয়ে ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ক্লাইভ্ সানন্দে তাহাতে সম্মতি দিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এদিকে আমিনচাদ এই ষড়্‌যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া বলিয়া বসিলেন, "আমাকে ৩০ লক্ষ টাকা না দিলে আমি নবাবকে সকল কথা বলিয়া দিব।" এই সময়ে ক্লাইভ "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" রূপ নীতিবিগর্হিত উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি দুইখানি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করিলেন, একখানি সাদা ও অপর খানি লাল। সাদা খানি আসল, ও লালখানি কৃত্রিম। সাদা কাগজে প্রকৃত চুক্তি সমস্ত লিখিত হইলে ওয়াট্‌সন সাহেব ও কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বারগণ স্বাক্ষর করিলেন; তাহাতে আমিনচাদের নাম বা তাঁহার প্রাপ্য ৩০ লক্ষ টাকার কথা কিছুই লিখিত হইল না। কৃত্রিম লাল কাগজখানিতে আমিনচাঁদকে ৩০ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার লিখিত হইল। কিন্তু ওয়াট্‌সন সাহেব বা অপর কোনও সাহেব এই কৃত্রিম কাগজে স্বাক্ষর করিতে চাহিলেন না। তখন ক্লাইভ্ তাহাতে ওয়াট্‌সন সাহেবের নাম জাল করিলেন।

অনন্তর পলাশীর যুদ্ধের পর মিরজাফর যখন নবাব হইলেন, তখন সাদা কাগজের চুক্তি অনুসারে সমুদায় বিষয় মিটান হইল। আমিনচাঁদ টাকা চাহিলে তাঁহাকে আসল সাদা কাগজখানি দেখাইয়া বলা হইল, তাঁহার নিকট যে লাল কাগজ আছে, তাহা জাল। এই কথা শুনিয়া আমিনচাঁদের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে না ধরিলে হতভাগ্য অর্থপিশাচ বৃদ্ধ আমিনচাঁদ ভূতলে পড়িয়া পঞ্চত্ব পাইতেন। ইহার পরেই তাঁহার উন্মাদ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। অতঃপর আমিনচাঁদ একদিন ক্লাইভের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, ক্লাইভ্ তাঁহাকে তীর্থপর্য্যটনের পরামর্শ দেন। হতভাগ্য আমিনচাঁদ সেই কথায় তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। ভ্রমণকালে মালদহের নিকট এককালে জ্ঞান হারাইলেন। এই সময়ে কখনও তিনি রাজা উজীর সাজিতেন, কখনও বা হায় কি হইল বলিয়া রোদন করিতেন। এইরূপ করিতে করিতে ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি কালগ্রাসে পতিত হন।

উমেশ—শিব। উমার ঈশ, ৬৩৩। সং; পু।

উমেশচন্দ্র দত্ত—১৮৪০ খৃঃ অব্দে ২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টম বর্ষ বয়সে পিতৃহীন হইয়া ইনি দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়া অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে বি, এ পাশ করিয়া ইনি হিন্দুস্কুল, কোন্নগর হাইস্কুল, বেথুন কলেজ ও হরিনাভির স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শেষোক্ত স্থানে ইনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া উপাসনার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু গ্রামস্থ লোকের প্রতিকূলতায় উহা বন্ধ করিতে বাধ্য হন। উত্তরকালে আবার তাঁহারাই সমাজস্থাপন উদ্দেশ্যে একখণ্ড ভূমি দান করেন। ইঁহার পূর্ব্বে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন। উমেশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করাতে দেশের লোক ইঁহার উপর এক সময়ে এত বিরক্ত হইয়াছিল যে, যখন তাঁহার পিতামহী দেহত্যাগ করেন, তখন তাঁহাদিগের প্ররোচনায় মজিলপুরের কোনও দোকানদার তাঁহাকে শবদাহ জন্য কাষ্ঠ বিক্রয় করে নাই। উমেশচন্দ্র অনুজ দীননাথের সহিত গৃহপার্শ্বস্থ একটি আম্রবৃক্ষ কুঠার দ্বারা স্বহস্তে ছেদন করিয়া দাহকার্য্য সম্পন্ন করেন। কলিকাতাই তাঁহার শেষ এবং প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। এইখানেই তাঁহার প্রিয়তম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, সিটি কলেজ ও মূকবধির বিদ্যালয় প্রভৃতি তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীরত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্ত্রীশিক্ষার জন্য তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ৪৫ বৎসর ধরিয়া এই উদ্দেশ্যে তিনি "বামাবোধিনী" পত্রিকা পরিচালিত করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি ধনী ছিলেন না, কিন্তু পরদুঃখমোচনে তাঁহার হৃদয় নিয়ত মুক্ত ছিল। তাঁহার ন্যায় আড়ম্বরশূন্য, ঈশ্বরপরায়ণ, নিস্পৃহ, নিষ্কাম ও সংযত কর্ম্মযোগী বর্ত্তমান সময়ে দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি দুই বৎসর বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইয়া

১৩১৪ সালের ১১ই আষাঢ় বুধবার রাত্রি ১১টার সময় কলিকাতায় তাঁহার আণ্টনী বাগান লেনস্থ "দত্তনিবাসে" প্রাণত্যাগ করেন। তিনি নিজে যেমন কর্ম্মী ছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মিগণের প্রতি তেমনি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তাই প্রতি বৎসর ডেভিড হেয়ার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বেথুন প্রভৃতি কৃতিগণের মৃত্যু দিনে তাঁহাদের কবরস্থানে বন্ধুবর্গের সহিত ভক্তিপ্রীতি উপহার প্রদান করিতেন। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে ১লা জুন তিনি এই উপলক্ষে হেয়ার সাহেবের কবরস্থানে উপস্থিত ছিলেন। সেই তাঁহার সাধারণের চক্ষে শেষ কার্য্য। সকল কার্য্যে তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ রাখিয়া প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক আন্তরিকতায় সকলেই তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ ছিল।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল—হুগলি জেলার অন্তর্গত খানাকুলের মধ্যস্থিত রামনগর গ্রামে ১২৫৯ সালের ভাদ্র মাসে উমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা দুর্গাচরণ বটব্যাল এবং মাতা প্রসন্নকুমারী। উমেশচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষেরা বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু ইঁহার বৃদ্ধ পিতামহ রামকানাই বটব্যাল শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন।

উমেশচন্দ্র রাধানগর ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। উক্ত বিদ্যালয় স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। উমেশ ঐ বিদ্যালয় হইতে ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃত কলেজে এফ, এ ও বি, এ অধ্যয়ন করেন এবং ৪ বৎসর অধ্যয়নের পরে ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর, ১৮৭৪ খ্রীঃ সংস্কৃতে এম, এ এবং ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে বি,এল উপাধি প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া মৌয়াট পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তখন গবর্ণমেণ্ট কাগজে শতকরা ৫৲ টাকা সুদ ছিল বলিয়া ষ্টুডেণ্টশীপ পরীক্ষোত্তীর্ণগণ দশসহস্র টাকা বৃত্তি পাইতেন। উমেশচন্দ্রও উহাই পাইয়াছিলেন।

১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে উমেশচন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। দশ বৎসর সুখ্যাতির সহিত ঐ কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক, ষ্টাটুটারি সার্ব্বিশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিবিলিয়ান হইয়া নানা স্থানে মাজিষ্ট্রেটী কার্য্য করেন। ১৩০৪ সালে বগুড়ায় অবস্থিতি সময়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক নানাবিধ চিকিৎসায় চিকিৎসিত হইয়া ১৩০৫ সালের ১লা শ্রাবণ পরলোক গমন করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এতাদৃশ বহুগুণান্বিত বঙ্গসন্তান ৪৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হইতে না হইতেই ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। ইঁহার মৃত্যুকালে তদীয় পিতা ও মাতা উভয়েই জীবিত ছিলেন।

উমেশচন্দ্র স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি তজ্জন্য আমাদিগের যে কৃতজ্ঞতাভাজন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি 'সাহিত্য' পত্রে বৈদিককালে গোহত্যাবিষয়ক যে কতিপয় প্রবন্ধ লেখেন, বোধ করি তাহাই তদীয় প্রথম বাঙ্গালা রচনা। পরে তিনি "সাধনা" পত্রিকায় সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা লিখিতে আরম্ভ করেন। উমেশচন্দ্রের রচনার ইহাই একটা প্রধান গুণ ছিল যে, তিনি প্রায়ই নূতন কথার অবতারণা করিতেন, পুরাতন কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দ্বারা বিরক্তি উৎপাদন করিতেন না। আর যেখানে বাধ্য হইয়া পুরাতনের উল্লেখ করিতেন, সেখানেও পুরাতনকে নূতনবৎ সজ্জিত করিয়াই প্রকাশিত করিতেন।

বিদ্যালয়ে পাঠ সময়ে উমেশচন্দ্র পৌত্তলিকতার প্রতি ঘৃণা করিতেন এবং হিন্দুর বর্ত্তমান উপাসনা-পদ্ধতির প্রতিও আস্থাশূন্য ছিলেন। তিনি বেদের বহু দেববাদের মধ্যে একেশ্বরবাদের আবিষ্কারে যত্ন করিয়াছিলেন। এক সময়ে ইনি নাস্তিক ভাবাপন্নও হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে বর্ণচতুষ্টয়ের সম্বন্ধে বেদমূলক আচারাদি স্বীকার করিতেন, তবে বলিতেন যে, কাল পরিবর্ত্তনে ঐ সকল আচারের পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ডবলু, সি, বনর্জ্জী (W. C. Bonerjee) নামে অধিকতর পরিচিত। ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দের ২৯শে ডিসেম্বর খিদিরপুরে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতামহ পীতাম্বর কলিয়র বার্ড কোং (Collier Bird & Co) নামক এটর্ণীর আফিসে প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। উমেশচন্দ্রের পিতা গিরিশচন্দ্র এটর্ণী ছিলেন। বাল্যকালে উমেশ লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতেন না। সখের থিয়াটারই ইঁহার অধিকতর উপভোগ্য ছিল। কিছুদিন কলিকাতার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও হিন্দুস্কুলে পাঠান্তে ১৮৬৪ খ্রীঃ বম্বের রস্তমজী প্রদত্ত বৃত্তি গ্রহণ করিয়া আইন পাঠের জন্য উমেশচন্দ্র ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইহার পূর্ব্বে বেঙ্গলী নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে ইনি বিশেষ সহায়তা করেন। ইনি ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে ব্যারিষ্টার হইয়া ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করেন এবং হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার দুইজন মাত্র ছিলেন—মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও মনোমোহন ঘোষ। মাইকেল ব্যবসায়ে তাদৃশ মনোযোগ দিতেন না, আর মনোমোহন মফঃস্বলেই অধিকাংশ সময় ব্যবসায় করিতেন। কার্য্যতঃ তখন উমেশচন্দ্রই বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রধান ব্যবসায়ী হইয়া হাইকোর্টে রহিলেন। এই সময়ে যাঁহারা ইঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নাম বিশেষভাবে-উল্লেখ-যোগ্য। উমেশচন্দ্র ইঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ উত্তরকালে আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে "কমলকৃষ্ণ সেলী বনর্জ্জী" এই নাম দিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র পরিহাস করিয়া কখন কখন বলিতেন যে, মাসে ১০,০০০ টাকা আমার উপার্জ্জন করা উচিত। অল্পদিনেই তাঁহার পরিহাস-বাক্য সত্যে পরিণত হইয়াছিল। কখন কখন ইঁহার মাসিক উপার্জ্জন উহার দ্বিগুণের অধিক হইয়াছিল। ইনি চারিবার ষ্টাণ্ডিং কৌন্সেল (Standing Counsel) হইয়াছিলেন। এদেশীয়গণের মধ্যে ইনি প্রথমে উক্ত পদ লাভ করেন। দুইবার ইনি হাইকোর্টের জজের পদ লইতে অনুরুদ্ধ হইয়া অস্বীকার করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য হন, এবং ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ খ্রীঃ উহার প্রতিনিধি হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে প্রবেশ করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে বম্বে সহরে জাতীয় সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। উমেশচন্দ্র এই সভার প্রথম সভাপতি হইবার সম্মান লাভ করেন। ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে তিনি দ্বিতীয়বার জাতীয় সভার সভাপতিরূপে বরিত হন। তিনি এই সমিতির উন্নতির জন্য কি এখানে কি ইংলণ্ডে বিস্তর যত্ন করিয়াছিলেন। ইঁহারই চেষ্টায় পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, জর্জ্জ ইউল, ও ব্রাডল (Bradlaugh) সাহেব সমিতিতে যোগদান করেন। ইনি সমিতির অধিবেশনে যে বক্তৃতা করিতেন, তাহাতে অলঙ্কারের ঘটা, কি বাক্যবিন্যাসের ছটা থাকিত না। সরল ভাষায় কথাগুলি এমন সাজাইয়া বলিতেন যে, তাহাতে শ্রোতৃগণ বক্তৃতার মর্ম্ম সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। ১৯০২ খ্রীঃ ইনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া বাস করিলেন এবং অল্পদিন মধ্যে প্রিভি কাউন্সিলে স্বীয় ব্যবসায় বিস্তৃত করিয়া ফেলিলেন। ইনি পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু ক্রমশঃ রোগাক্রান্ত হইয়া এমন দুর্ব্বল হইয়া

পড়িলেন যে, সে চেষ্টায় ইঁহাকে ক্ষান্ত হইতে হইল। ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে ২১ জুলাই ক্রয়ডন (Croydon) নামক স্থানে ইঁহার ক্রীত "খিদিরপুর হাউস" বাসভবনে ইনি মানবলীলা সংবরণ করেন। বেশভূষায়, বাহ্য আচারব্যবহারে ইনি পাশ্চাত্য দেশবাসীর ন্যায় ছিলেন, কিন্তু ইঁহার হৃদয় মাতৃভূমির সহিত সহানুভূতিপূর্ণ ছিল। ইনি আত্মীয় স্বজনের প্রতিও মমতাপূর্ণ ছিলেন। স্বীয় পরিবারের মধ্যে হিন্দুপ্রথানুযায়ী ক্রিয়াকর্ম্ম সম্পন্ন হইবার জন্য ইনি অকাতরে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেন। ইঁহার মাতৃভক্তি অপরিসীম ছিল। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কমলকৃষ্ণ সেলী বনর্জ্জী একণে কলিকাতা হাইকোর্টে রিসিভার (Receiver)। আর একটী পুত্র এইখানেই ব্যারিষ্টারের ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। [দেশজ। কবিপ্রয়োগ।

উর, উরহ—অবতীর্ণ হও, আবির্ভূত হও।

উরঃ—বক্ষঃ। ঋ (গমন করা + অস্ ক = উরস্, ১মার ১বচন। সং; ক্লী। [স্ত্রী।

উরঃসূত্রিকা—বক্ষোবিলম্বী মৌক্তিক হার। সং;

উরগ, উরঙ্গ, উরঙ্গম—সর্প। উরস্ শব্দ (বক্ষঃ) —গম (গমন করা) + ড, পক্ষান্তরে খ, ক, নিপাতনে। সং; পু।

উরগভূষণ—শিব, মহাদেব। উরগ (সর্প) হইয়াছে ভূষণ যাঁহার, বহু। সং; পু।

উরগরাজ—সর্পগণের রাজা, বাসুকি। ৬তৎ। সং; পু।

উরগস্থান—নাগলোক, পাতাল। ৬তৎ। সং।

উরগারি—গরুড়; ময়ূর; নকুল। উরগের (সর্পের) অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

উরগাশন—গরুড়; ময়ূর; নকুল। উরগ শব্দ (সর্প) —অশ (ভোজন করা) + অন ক। সং; পু।

উরগেন্দ্র—সর্পরাজ, বাসুকি। উরগের (সর্পের) ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। সং; পু।

উরজ—এই পদটি অশুদ্ধ; সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে "উরোজ" হওয়া উচিত। সংস্কৃত অভিধানসমূহে "উরোজ" শব্দ আছে, তাহার অর্থ 'কুচ, স্তন' লিখিত আছে।

উরশ্ছদ—বর্ম্ম, সাঁজোয়া। উরস্ শব্দ (বক্ষঃ) —ণিজন্ত ছদ বা ছাদি (আচ্ছাদন করান) + ঘ ক। সং; পু।

উরসিজ—কুচ, স্তন উরসি পদ (বক্ষে) — জন (জন্মা) + ড ক। অলুক্ উপ। সং; পু।

উরস্ত্র, উরস্ত্রাণ—বর্ম্ম, সাঁজোয়া; বক্ষোবস্ত্র। উরস্ শব্দ (বক্ষঃ) — ত্রৈ (ত্রাণ করা) + ড ক, পক্ষান্তরে অনট্ ণ। সং; ক্লী।

উরস্য—১। বক্ষোজাত, হৃদয়জাত; ঔরসজাত। উরস্ শব্দ + ষ্য ভবার্থে। বিণ; ত্রি। ২। ঔরস সন্তান। সং; পু।

উরু—মহৎ, বড়। ঊর্ণু (আচ্ছাদন করা) + কু ক, নিপাতনে। বিণ; ত্রি।

উরুক্রম—বামনদেব, বিষ্ণু; ঋষভদেব। উরু (মহান্) হইয়াছে ক্রম (পাদক্ষেপ) যাঁহার, বহু। সং; পু।

উরোজ—১। বক্ষোজাত। উরস্ শব্দ (বক্ষঃ) —জন (জন্মা) + ড ক। বিণ; ত্রি। ২। কুচ, স্তন। সং; পু।

ঊর্ণনাভ—মাকড়সা। ঊর্ণনাভ দেখ।

ঊর্ণা—ঊর্ণা দেখ। [সং; পু।

ঊর্ব্ব—জনৈক মুনি, ইঁহার পুত্রের নাম ঔর্ব্ব।

উর্ব্বর—সর্ব্বশস্যোৎপাদক (ভূমি ক্ষেত্রাদি)। উরু শব্দ — ঋ (গমন করা) + অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে উর্ব্বরা।

উর্ব্বরা—উর্ব্বর দেখ।

উর্ব্বশী—স্বনামখ্যাত স্বর্বেশ্যা। ইঁহার জন্ম সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে;—"নরনারায়ণ বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যায় নিরত হইলে ইন্দ্র স্বীয় রাজ্যচ্যুতির আশঙ্কায় কামদেব ও অপ্সরাদিগকে তাঁহার তপোভঙ্গের জন্য প্রেরণ করিলেন। নরনারায়ণ ইঁহাদিগের কার্য্যকলাপে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ইঁহাদিগকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন। সমাগত দেবগণ নরনারায়ণের এই অলৌকিক ইন্দ্রিয়সংযম দেখিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন নরনারায়ণ তাঁহাদিগকে অদ্ভুত দর্শনসমলঙ্কৃত রমণীমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন, এবং দেবগণকে সেই সকল রমণীর মধ্যে একটীকে গ্রহণ করিতে বলিলেন। দেবগণ উর্ব্বশীকে গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে প্রস্থিত হইলেন।" নারায়ণের উরু ভেদ করিয়া সমুদ্ভূত হওয়ায় ইঁহার নাম উর্ব্বশী হইল।

বেদের মতে, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠের জন্ম। বৃহদ্দেবতার মতে মিত্রাবরুণ যজ্ঞস্থলে উর্ব্বশীকে দর্শন করিলে বাসতীবর যজ্ঞে তাঁহাদিগের রেতঃস্খলন হয়, তাহাতেই অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্ম।

পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে;—"কোন সময়ে বিষ্ণু ধর্ম্মপুত্র হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে তপোনিরত হন। ইন্দ্র আপনার রাজ্যচ্যুতির ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত কামদেব ও অপ্সরাদিগকে প্রেরণ করেন। অপ্সরারা বিষ্ণুর ধ্যানভঙ্গে অকৃতকার্য্য হইলে কামদেব স্বীয় উরু হইতে উর্ব্বশীকে সৃষ্টি করিলেন। উর্ব্বশী বিষ্ণুর ধ্যানভঙ্গ করিতে সমর্থ হইলেন। ইহাতে ইন্দ্র সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া উর্ব্বশীকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উর্ব্বশীও তাহাতে সম্মতা হন। অতঃপর মিত্রাবরুণ উর্ব্বশীকে কামনা করিলে উর্ব্বশী ইঁহাকে প্রত্যাখান করেন। তাহাতে মিত্রাবরুণ অসন্তুষ্ট হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন। সেই শাপে উর্ব্বশী মনুষ্যভোগ্যা হইয়া রাজা পুরূরবার পত্নীরূপে দীর্ঘকাল মর্ত্ত্যলোকে বাস করেন।"

উর্ব্বশীরমণ—চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরূরবাঃ। উর্ব্বশী মিত্রাবরুণের শাপে মানবভোগ্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে রাজা পুরূরবা ইঁহাকে বিবাহ করেন। ৬তৎ। সং; পু। রমণ = স্বামী।

উর্ব্বশীবল্লভ—উর্ব্বশীরমণ দেখ। বল্লভ = স্বামী।

উর্ব্বী—পৃথিবী। উরু শব্দ (মহৎ) + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। উরু দেখ। সং; স্ত্রী।

উলঙ্গ—নগ্ন; বিবস্ত্র, বিবসন। দেশজ। বিণ।

উলণ—রোগবিশেষ। উল্বণ শব্দের অপভ্রংশ। সং।

উলুপ—উলুখড়। সং; ক্লী।

উলূক—যিনি অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, যাঁহার কুমন্ত্রণায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সসৈন্যে নিহত হয় এবং ধূর্ত্ততা প্রভৃতি বিষয়ে যাঁহার সদৃশ তৎকালে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই দুরাত্মা শকুনিই উলূকের জনক। উলূক পিতার ন্যায় পিতৃষস্-পুত্র দুর্য্যোধনের আশ্রিত ছিলেন। একারণ অনেক সময়ে স্ব-প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কার্য্যেও তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। পাণ্ডবেরা বিরাট নগরে যখন অবস্থিতি করেন, যখন সকলে জানিল যে, পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র উলূককে দূতরূপে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। দূতের যাহা কর্ত্তব্য, উলূক তাহা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জ্জুনাদির সমীপে তাঁহাদিগের অপ্রিয় বাক্য বলা যেরূপ লোকের কর্ত্তব্য, উলূক সে শ্রেণীস্থ ছিলেন না। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় হইয়া যে কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা উপযুক্ত হয় নাই, জনৈক ব্রাহ্মণকে এই দৌত্যকার্য্যে বরণ করাই ধৃতরাষ্ট্রের উচিত ছিল।

ভারতযুদ্ধে উলূক দুর্য্যোধনের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধে ইঁহার বিনাশ হইয়াছিল। অষ্টাদশ দিবসে সহদেবের হস্তে ইঁহার মৃত্যু হয়।

উলূক—পেচক; উলুখড়; দেবরাজ, ইন্দ্র। বল (বলবান্ হওয়া) + উক ক। সং; পু।

উলূপী—১। শিশুক নামক জলজন্তু, শিশুমার, শুশুক। 'উ'র (শিবের) রূপ, উলুপ, ৬তৎ। উলুপ শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = উলুপিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

২। ঐরাবত কুলসম্ভূত কৌরব্য নামক নাগরাজের কন্যার নাম উলূপী। অর্জ্জুন একাকী দ্বাদশ বৎসর বনবাসে ভ্রমণকালে এই নাগকন্যা দ্বারা আকর্ষিত হইয়া নাগ-

লোকে গমন করেন, এবং তথায় ইহাঁর প্রার্থনামতে ইহাঁকে বিবাহ করেন। উলূপী সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে এই বর দেন যে, তিনি জলমধ্যে অজেয় হইবেন এবং সমস্ত জলচর জন্তুই তাঁহার বধ্য হইবে। কুরুক্ষেত্র সমরের পর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে যজ্ঞীয় তুরঙ্গম মণিপুরে উপস্থিত হইলে অর্জ্জুনের মণিপুররাজকন্যা-চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত পুত্র বভ্রবাহন ঐ ঘোটক বন্ধন করেন। অতঃপর ঘোটকসমভিব্যাহারী অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইলে, বভ্রবাহন পিতার অভ্যর্থনা করিতে আগত হন। পুত্রকে রণসজ্জায় সজ্জিত না দেখিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার করেন। বভ্রবাহন সে তিরস্কার উপেক্ষা করেন। কিন্তু নাগকন্যা উলূপী তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পিতার সহিত যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত করেন। এই যুদ্ধে উলূপীর মায়ায় অর্জ্জুন পুত্রের নিকট পরাজিত ও সংজ্ঞাহীন হইযা পড়েন। পরে উলূপীই আবার নাগলোক হইতে মৃতসঞ্জীবনী আনিয়া পতির চৈতন্য সম্পাদন করেন। কুমিল্লা ও ত্রিপুরার রাজারা আপনাদিগকে অর্জ্জুনের ও উলূপীর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। সং ; স্ত্রী।

উলূলু—মাঙ্গলিক ধ্বনিবিশেষ। উলু শব্দের দ্বিত্ব। সং ; পু।

উল্কা—আকাশ হইতে পতিত অগ্নিপিণ্ড। উল (দগ্ধ করা)+ক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

উল্কাপাত—আকাশ হইতে উল্কার পতন। ৬তৎ।

উল্কামুখ—প্রেতবিশেষ। উল্কার ন্যায় মুখ যাহার, বহু। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উল্কামুখী।

উল্কামুখী—১। শৃগালীবিশেষ, খ্যাঁকশেয়ালী। বহু। সং ; স্ত্রী। ২। প্রচণ্ড ক্রোধজন্য সর্ব্বদা রক্তবর্ণ মুখবিশিষ্টা (স্ত্রীলোক)। বিণ ; স্ত্রী।

উল্মুক—অঙ্গার ; বৃষ্ণিবংশীয় নৃপতিবিশেষ। উল (দগ্ধ করা)+মুক ক। সং ; ক্লী।

উল্লঙ্ঘন—অতিক্রম ; লঙ্ঘন ; লাফাইয়া পার হওয়া। উদ্—লন্‌ঘ (লঙ্ঘন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে উল্লঙ্ঘিত।

উল্লঙ্ঘনীয়, উল্লঙ্ঘ্য—অতিক্রমণীয় ; উল্লঙ্ঘনযোগ্য ; উল্লঙ্ঘনীয়। উদ্—লন্‌ঘ (লঙ্ঘন করা)+অনীয়, য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

উল্লঙ্ঘিত—অতিক্রান্ত ; লঙ্ঘিত। উদ্—লন্‌ঘ (লঙ্ঘন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উল্লঙ্ঘন।

উল্লম্ফ—উল্লম্ফন দেখ।

উল্লম্ফন—লাফান ; অতিক্রমকরণ ; লাফাইয়া পার হওয়া। উদ্—রন্‌ফ (গমন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

উল্লসিত—প্রফুল্ল ; আনন্দিত ; শোভিত, উজ্জ্বল ; উদ্গত ; স্ফুরিত। উদ্—লস (ক্রীড়া করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উল্লাস।

উল্লাপ—ইষ্টবিয়োগ বা অনিষ্টসংযোগ জনিত শোকধ্বনি। উদ্—লপ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

উল্লাস—প্রফুল্লতা ; আহ্লাদ ; গ্রন্থপরিচ্ছেদ ; ঔজ্জ্বল্য ; প্রকাশ ; উত্তোলন। উদ্—লস (ক্রীড়া করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উল্লসিত।

উল্লাসিনী—উল্লাসী দেখ।

উল্লাসী—উল্লাসযুক্ত ; আনন্দিত, আহ্লাদিত ; প্রভাসম্পন্ন ; দীপ্তিযুক্ত। উল্লাস শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=উল্লাসিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উল্লাসিনী।

উল্লিখিত—চিত্রিত ; উৎকীর্ণ ; কুন্দিত ; চাঁচাছোলা ; কথিত, উক্ত। উদ্—লিখ (লেখা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ। বিশেষ্যে উল্লেখ, উল্লেখন।

উল্লুক—নীল বানর। সং ; পু।

উল্লেখ—কথন ; খনন ; অর্থালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। উদ্—লিখ (লেখা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে উল্লিখিত।

উল্লেখন—বমন ; কোঁদা ; চাঁচা ; কথন ; খনন। উদ্—লিখ (লেখা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে উল্লিখিত।

উল্লোল—১। দুলিতেছে এরূপ ; দোদুল্যমান। উদ্—লুড় (বিলোড়িত করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। বড় ঢেউ। সং ; পু।

উল্ব—জরায়ু, গর্ভাশয়। উচ (মিলিত হওয়া)+বন্ অধি। সং ; ক্লী।

উল্বণ—১। স্ফুট, ব্যক্ত ; বিশদ ; তীক্ষ্ণ ; বিস্তৃত ; ব্যাপ্ত ; উদ্ভট। উদ্—বী (গমন করা)+অন ক। বিণ ; ত্রি। ২। রোগবিশেষ। সং ; ক্লী।

উশনাঃ—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য। বশ (ইচ্ছা করা)+অনস্ ক=উশনস্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

উশীনর—১। গান্ধার দেশ। বশ (ইচ্ছা করা)+ই ভা=উশী (ইচ্ছা) ; উশীপ্রদ নর যথায় বাস করে, উশীনর, বহু। সং ; পু। ২। যদুবংশীয় জনৈক নরপতি ; ইহাঁর পিতার নাম মহামনা, ও পুত্রের নাম শিবি রাজা। ইনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, এবং বহু যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহাঁর ধর্ম্মবল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একদা ইন্দ্র শ্যেনমূর্ত্তি ও অগ্নিদেব কপোতমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। কপোত শ্যেন কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া উশীনর রাজার উরুদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলে শ্যেন রাজার নিকট আপনার ভক্ষ্য কপোতকে প্রার্থনা করে। রাজা আশ্রিতপরিত্যাগ ঘোর অধর্ম্ম বলিয়া তাহাতে অসম্মত হইয়া শ্যেনকে কপোতের পরিবর্ত্তে তাহার ইচ্ছানুসারে অন্য কিছু গ্রহণ করিতে বলেন। তখন শ্যেন রাজার স্বীয় দেহ হইতে কপোত-পরিমিত মাংস প্রার্থনা করে। রাজা অম্লানবদনে আপনার শরীর হইতে স্বহস্তে মাংস কর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কপোত-পরিমিত মাংস দিতে দিতে তাঁহার শরীরের সমস্ত মাংস নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন শ্যেন ও কপোত স্ব স্ব প্রকৃতি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করেন।

উশীর—বেণার মূল, খশ্‌খশে। বশ (ইচ্ছা করা)+ঈর র্ম্ম। সং ; পু ও ক্লী।

উষ—১। প্রভাত ; কামপরায়ণ, কামুক। উষ (রুগ্ন হওয়া, দাহ করা)+ক ক। ২। গুগ্‌গুলু ; ক্ষারমৃত্তিকা। উষ+ক র্ম্ম।

উষঃ—প্রত্যূষ। উষ (দগ্ধ করা)+অস্ ক=উষস্, ১মার ১বচন। সং ; ক্লী।

উষা—১। রাত্রি ; প্রভাত। ব্য। ২। রাত্রি ; গবী। সং ; স্ত্রী। উষ দেখ। ৩। দৈত্যপতি বাণরাজের কন্যার নাম উষা। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয় [অনিরুদ্ধ দেখ]।

উষাকল—কুক্কুট। উষা শব্দ—কল (শব্দ করা)+অন্ ক। সং ; পু।

উষাকাল—প্রত্যূষ সময় ; রাত্রিকাল। উষাই কাল, কর্ম্মধা ; সং ; পু।

উষাকালীন—উষাকালে যাহা হয়। উষাকাল শব্দ+ঈন। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

উষাপতি—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ। ৬তৎ।

উষিত—১। দগ্ধ, পর্য্যুষিত, বাসি। উষ (দগ্ধ করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। কৃতবসতি, বাস করিয়াছে এরূপ ; স্থিত, নিবিষ্ট। বস (বাস করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

উষীর—বেণার মূল, খশ্‌খশে। উষ (দগ্ধ করা)+ঈর র্ম্ম। সং ; পু ও ক্লী।

উষ্ট্র—উট ; ভারবহনকারী গাড়ী। উষ (দগ্ধ করা)+ষ্ট্রন্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে উষ্ট্রী, উষ্ট্রিকা।

উষ্ট্রকণ্টকভোজন ন্যায়—ন্যায় দেখ।

উষ্ট্রিকা—উষ্ট্রী, স্ত্রী-উট ; মৃত্তিকানির্ম্মিত মদ্যভাণ্ড। উষ্ট্র শব্দ+ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

উষ্ট্রী—উষ্ট্র দেখ।

উষ্ণ—১। গ্রীষ্মকাল ; উষ্মা ; পলাণ্ডু ; আতপ। উষ (দগ্ধ করা)+নক্ ক। সং ; পু। ২। তপ্ত, গরম ; তীব্র। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে উষ্ণতা, উষ্ণত্ব।

উষ্ণকটিবন্ধ—উত্তরায়ণান্তবৃত্ত ও দক্ষিণায়নান্তবৃত্ত এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ (Torrid Zone)। সং ; পু।

উষ্ণকাল—গ্রীষ্মকাল। কর্ম্মধা। সং; পু।

উষ্ণনদী—বৈতরণী নদী। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

উষ্ণপ্রস্রবণ—যে স্বাভাবিক বিবর দিয়া ভূগর্ভস্থ উষ্ণজল ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, অথবা যেস্থানে জল সর্ব্বদাই উষ্ণ থাকিয়া প্রবাহিত হয়, তাহাকে উষ্ণপ্রস্রবণ বলে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে উষ্ণপ্রস্রবণ আছে, এবং সেগুলি পবিত্র তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুঙ্গেরের নিকট এইরূপ একটী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে, তাহার নাম সীতাকুণ্ড। সং; ক্লী।

উষ্ণরশ্মি—সূর্য্য। উষ্ণ হইয়াছে রশ্মি যাহার, বহু। সং; পু।

উষ্ণবারণ—ছত্র, ছাতা। ৬তৎ। সং; পু ও ক্লী।

উষ্ণাগম—গ্রীষ্মকাল। উষ্ণের আগম হয় যাহাতে, বহু। সং; পু।

উষ্ণালু—আতপক্লান্ত; তাপসহনে অসমর্থ। উষ্ণ শব্দ+আলু। বিণ; ত্রি।

উষ্ণীষ—শিরস্ত্রাণ, পাগড়ি; কিরীট। উষ্ণ শব্দ (তাপ)+ঈষ (নাশ করা)+ক ক। সং; পু ও ক্লী।

উষ্ণীষধারী—শিরস্ত্রাণ ভূষিত, মস্তকে পাকড়ি-বিশিষ্ট। উষ্ণীষ শব্দ—ধৃ+ণিণুন্ ক=উষ্ণীষধারিন, ১মার ১বচন। সং; পু।

উষ্ণোপগম—গ্রীষ্মকাল। উষ্ণের উপগম যাহাতে, বহু। সং; পু।

উষ্ম, উষ্মা—গ্রীষ্মকাল; ক্রোধ; উত্তাপ; তীব্রতা; শ, ষ, স, হ, এই চারি বর্ণ। উষ্ম=উষ (দগ্ধ করা)+মক্ ক। উষ্মা=উষ+মন্ ক=উষ্মন্, ১মায় ১বচন। সং; পু।

উহ্যমান—যাহা বহন করা যায় এরূপ; আকৃষ্যমাণ; নীয়মান। বহ (বহন করা) শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ঊ

ঊ—ষষ্ঠ স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ; শিব; চন্দ্র। অব (গমন করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু। ২। রক্ষক। বিণ; ত্রি। ৩। দুঃখাদি-সূচক সম্বোধন; বাক্যারম্ভ; রক্ষা; দয়া। ব্য।

ঊঢ়—যাহা বহন করা হইয়াছে এরূপ; বিবাহিত, পরিণীত; ধৃত; অঙ্গীকৃত। বহ (বহন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ঊঢ়া। বিশেষ্যে ঊঢ়ি, বহন।

ঊঢ়া—বিবাহিতা। বিণ; স্ত্রী। ঊঢ় দেখ।

ঊঢ়ি—বিবাহ; বহন। বহ (বহন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ঊঢ়।

ঊত—১। কৃতবয়ন, বোনা হইয়াছে এরূপ (বস্ত্রাদি)। বে (বয়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। স্যূত, সেলাই করা হইয়াছে এরূপ; গ্রথিত। উয় (সেলাই করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ৩। রক্ষিত। অব (রক্ষা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ঊতি।

ঊতি—১। বয়ন (কাপড়) বোনা। বে (বয়ন করা)+ক্তি ভা। ২। স্যূতি, সেলাই। উয় (সেলাই করা)+ক্তি ভা। ৩। রক্ষণ; ক্ষরণ। অব (রক্ষা করা, ইত্যাদি)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ঊত।

ঊন—ন্যূন, কম; হীন; দুর্ব্বল। ঊন (কম করা) ক ক। বিণ; ত্রি।

ঊর, ঊরহ—ঊর দেখ।

ঊরু—জানুর উপরিভাগ, সক্থি, উরত। ঊর্ণু (আচ্ছাদন করা)+কু র্ম্ম। সং; পু।

ঊরুজ—বৈশ্য। ঊরু শব্দ-জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

ঊরুপর্ব্ব—জানু ও হাঁটু। ঊরুর পর্ব্ব বা ঊরুর পর্ব্ব আছে যাহাতে, ৬তৎ বা বহু। সং; পু

ঊরুস্তম্ভ—ঊরুরোগবিশেষ, ঊরুতে এক প্রকার স্ফোটক। সং; পু।

ঊরুস্তম্ভা—রম্ভা। সং; স্ত্রী।

ঊর্ণা—মেষাদির লোম, পশম; ভ্রূমধ্যস্থ রোমা-বর্ত্ত। ঊর্ণু (আচ্ছাদন করা)। ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ঊর্ণনাভ, ঊর্ণনাভি—মর্কটক, মাকড়সা। ঊর্ণা নাভিতে যাহার, বহু। সং; পু।

ঊর্ণাময়—মেষলোমবিকার সূত্রাদি। ঊর্ণা শব্দ +ময়ট্। সং; ক্লী।

ঊর্ণায়ু—মেষ; মেষলোমনির্ম্মিত কম্বল; ঊর্ণনাভ, মাকড়সা। ঊর্ণা শব্দ+যু অস্ত্যর্থে। পু।

ঊর্দ্ধ, ঊর্দ্ধ্ব—অনন্তর; ত্যক্ত; উচ্চ; উপরিস্থ; উৎকৃষ্ট। উদ্—স্থা (ত্যাগ করা, ইত্যাদি) +ড ক। বিণ; ত্রি।

ঊর্দ্ধ্বকায়—১। পূর্ব্বকায়, নাভির উপরের শরী-রাংশ। ৬তৎ। সং; পু। ২। উন্নত শরীর। বিণ; ত্রি।

ঊর্দ্ধগ—১। ঊর্দ্ধগামী; স্বর্গগামী; সৎপথাব-লম্বী; ধার্ম্মিক। ঊর্দ্ধ্ব শব্দ—গম (গমন করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। পরমেশ্বর; শিরোরোগবিশেষ। সং; পু।

ঊর্দ্ধগপুর—পুরনামক অসুরের পুর। ২। রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুর। সং; পু।

ঊর্দ্ধচরণ—১। ঊর্দ্ধপাদ। বহু। বিণ; ত্রি। ২। তপস্বিবিশেষ। সং; পু।

ঊর্দ্ধ্বতন—ঊর্দ্ধস্থিত; উপরিস্থ। ঊর্দ্ধ শব্দ+তন ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

ঊর্দ্ধ্বদৃষ্টি—১। ঊর্দ্ধ্বদেশে দৃষ্টিক্ষেপকারী; ঊর্দ্ধনেত্র। ঊর্দ্ধে দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী দৃষ্টি; ঊর্দ্ধ্বে নিক্ষিপ্ত দৃষ্টি; মৃত্যুকালে যেরূপ দৃষ্টি হয়, লোকে যাহাকে শিবনেত্র বলে। যোগ-বিশেষ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ঊর্দ্ধ্বদৃষ্টে—ঊর্দ্ধ্বদৃষ্টিতে পদের সংক্ষিপ্তাকার। উপরের দিকে চাহিয়া। ক্রি-বিণ।

ঊর্দ্ধ্বদেব—বিষ্ণু; পরমেশ্বর। ঊর্দ্ধ্ব (উৎকৃষ্ট) যে দেব, কর্ম্মধা। সং; পু।

ঊর্দ্ধ্বদেহ—মরণান্তে প্রাপ্ত দেহ, লিঙ্গদেহ। ঊর্দ্ধ্ব (উত্তরকালীন) যে দেহ, কর্ম্মধা। সং; পু। বিশেষণে ঔর্দ্ধ্বদেহিক, ঔর্দ্ধদৈহিক।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র—চন্দনাদি দ্বারা ললাটে কৃত ঊর্দ্ধ্বমুখ ফোঁটা, লম্বা ফোঁটা। কর্ম্মধা। সং; পু।

ঊর্দ্ধবাহু—১। উত্তোলিত হস্ত। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। ঊর্দ্ধ্বদিকে বাহু উত্তোলন করিয়া আছে এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি। ৩। পঞ্চম মন্বন্তরের সপ্তর্ষির অন্যতম। ৪। শৈব সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বিশেষ। ইঁহারা এক বা উভয় বাহু ঊর্দ্ধ্বে উত্তোলন করিয়া রাখেন, এই জন্যই ইঁহাদিগকে ঊর্দ্ধ্ববাহু বলে। ইঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। একমাত্র ভিক্ষাই ইঁহাদিগের উপজীব্য। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দিগম্বর বেশে থাকেন, কেহ বা কেবল গৈরিক বসনে দেহ আবৃত করিয়া রাখেন। ইঁহারা শৈব এবং মস্তকে জটা ধারণ করেন।

ঊর্দ্ধ্বমুখ—১। ঊর্দ্ধ্বদিকে মুখ করিয়া আছে এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি। ২। উন্নত মুখ। কর্ম্মধা। ৩। মুখের ঊর্দ্ধভাগ। মুখের ঊর্দ্ধ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

ঊর্দ্ধরেতাঃ—১। শুক্রসংযমকারী। ঊর্দ্ধ (ঊর্দ্ধ-গত) রেতঃ (শুক্র) যাঁহার, বহু। বিণ; পু। ২। মহাদেব, শিব [দক্ষযজ্ঞে সতী দেহ-ত্যাগ করিলে মহাদেব রেতঃ ঊর্দ্ধ্বে নীত করাতে ঊর্দ্ধরেতাঃ নাম প্রাপ্ত হন]। ৩। ভীষ্ম [মহারাজ শান্তনু, দাসরাজ-তনয়া সত্যবতীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্যদর্শনে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে পত্নীত্বে প্রার্থনা করিলে দাসরাজ এই বলিয়া তাহাতে অসম্মত হন যে, শান্তনুজ্যেষ্ঠপুত্র ভীষ্ম বিদ্যমানে সত্যবতীর পুত্র রাজ্যাধিকারী হইবে না; তখন মহানুভাব ভীষ্ম পিতার তৃপ্ত্যর্থে দারপরিগ্রহ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করাতে ঊর্দ্ধ্ব-রেতাঃ নামে প্রখ্যাত হন]। ৪। যোগী [কারণ ইঁহারাও শুক্রসংযম করিয়া থাকেন]। ৫ সনকাদি মুনিগণ। সং; পু।

ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌যস্তু স দেবো নতু মানুষঃ॥

ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ বীর্য্যধারণই সর্ব্বাপেক্ষা উৎ-কৃষ্ট তপস্যা। যিনি এই তপস্যা করিয়া ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারেন, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনিই যথার্থ দেবতা।

ঊর্দ্ধলিঙ্গ—মহাদেব, শিব। বহু। সং; পু।

ঊর্দ্ধ্বলোক—স্বর্গ। কর্ম্মধা। সং; পু।

ঊর্দ্ধশায়ী—১। উত্তানশায়ী, চিৎ হইয়া শয়ন করে এরূপ (যেমন শিশু)। ঊর্দ্ধ শব্দ—শী (শয়ন করা)+ণিন্ ক=ঊর্দ্ধশায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ঊর্দ্ধশায়িনী। ২। মহাদেব, শিব। সং; পু।

ঊর্দ্ধশ্বাস—দীর্ঘশ্বাস; মৃত্যুকালীন শ্বাস। ঊর্দ্ধ (ঊর্দ্ধগত) যে শ্বাস, কর্ম্মধা। সং; পু।

ঊর্দ্ধশ্বাসে—হাঁপাইতে হাঁপাইতে; খুব সবেগে। ঊর্দ্ধ হইয়াছে শ্বাস যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ঊর্দ্ধস্থ, ঊর্দ্ধস্থিত—উপরিস্থ, উপরিস্থিত। ঊর্দ্ধ শব্দ—স্থা+ড, পক্ষান্তরে ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

ঊর্দ্ধাম্নায়—বেদমার্গের অতিরিক্তবোধক তন্ত্রবিশেষ। দেবর্ষি নারদ ইহার বক্তা এবং ব্যাসদেব ইহার শ্রোতা। ইহাতে গুরুভক্তি, বিষ্ণুর দ্বাদশাবতার, গৌরাঙ্গের মাহাত্ম্যকাতন, শ্রীকৃষ্ণের পূজাবিধি, নারায়ণের স্তব, গয়ামাহাত্ম্য প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। ঊর্দ্ধ শব্দ—আ—ম্না+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

ঊর্দ্ধোত্থিত—যে উপরিভাগে উঠিয়াছে। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ঊর্ম্মি—১। তরঙ্গ; স্রোতঃ; অঙ্গুরীয়; বস্ত্রাদির চুনট। ঋ (গমন করা)+মি ক। ২। বেগ; ত্বরা; উৎকণ্ঠা; সঙ্গ; প্রকাশ; কোষ; সমূহ; পীড়া; ভ্রান্তি; দেহের ছয় প্রকার ধর্ম্ম, যথা—শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা। ঋ+মি ভা। সং; পু ও স্ত্রী। ৩। অশ্বের গতিবিশেষ। সং; স্ত্রী

ঊর্ম্মিকা—অঙ্গুরীয়; তরঙ্গ; বস্ত্রের চুনট; উৎকণ্ঠা; ভ্রমরধ্বনি। ঊর্ম্মি—কৈ (শব্দ করা)+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ঊর্ম্মিমান্—তরঙ্গিত; ঢেউখেলানে। ঊর্ম্মি শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে=ঊর্ম্মিমৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ঊর্ম্মিমতী।

ঊর্ম্মিমালী—সমুদ্র। ঊর্ম্মিমালা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=ঊর্ম্মিমালিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

ঊর্ম্মিলা—মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের কন্যা। রামানুজ লক্ষ্মণের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার গর্ভে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু নামে লক্ষ্মণের দুই পুত্র জন্মে। ঊর্ম্মি শব্দ—লা (গ্রহণ করা)+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, সং; স্ত্রী।

ঊর্ব্ব—জনৈক ঋষি, ইনি স্বীয় ঊরুদেশে অগ্নি স্থাপন করিয়া অগ্নিতুল্য এক পুত্র লাভ করেন। পুত্রের নাম ঔর্ব্ব, তাঁহার বাসস্থান বড়বামুখ সমুদ্র। সং; পু।

ঊর্ব্বরা—উর্ব্বরা দেখ।

ঊর্ব্বশ—ভরতবংশীয় মহাবীর্য্যের পুত্র। সং; পু।

ঊর্ব্বশী, উর্ব্বসী—স্বর্বেশ্যাবিশেষ [উর্ব্বশী দেখ]। সং; স্ত্রী।

ঊরুজানু—ঊরু ও জানু। ঊরু এবং অষ্ঠীবৎ (জানু), সমাহার দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

ঊষ—১। ক্ষার মৃত্তিকা; কর্ণরন্ধ্র; মলয়পর্ব্বত। ঊষ (পীড়া দেওয়া ইত্যাদি)+ক ক। সং; পু। ২। প্রভাত, প্রত্যূষ; শুক্র, বীর্য্য। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি।

ঊষর—ক্ষারময় (ভূমি)। ঊষ শব্দ+র অস্ত্যর্থে।

ঊষা—১। প্রত্যূষ। ২। ভবনামক রুদ্রের পত্নী। ৩। বেদোল্লিখিতা দেবীবিশেষ। ৪। বাণরাজের কন্যা, অনিরুদ্ধের পত্নী। ঊষা দেখ। ঊষ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ঊষাকাল—প্রাতঃসময়। কর্ম্মধা। সং; পু।

ঊষাকালীন—প্রাতঃসময়ে সংঘটিত বা সঞ্জাত। ঊষাকাল শব্দ+ঈন। বিণ; ত্রি।

ঊষাসমাগম—প্রাতঃকালের আগমন। ৬তৎ। সং; পু।

ঊহ—বিতর্ক; অনুমান; অধ্যাহার, যুক্তি দ্বারা দুরূহ বা অজ্ঞাত বিষয়ের নির্ণয়চেষ্টা। ঊহ (তর্ক করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে ঊহিত, ঊহ্য।

ঊহিত—তর্কিত; অনুমিত; অধ্যাহৃত; সম্ভাবিত। ঊহ (তর্ক করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ঊহ।

ঊহ্য—অধ্যাহার্য্য; তর্কণীয়, তর্ক দ্বারা নির্ণেয়; ব্যবহার্য্য, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ বা অর্থসঙ্গতি করিবার জন্য যে অনুপস্থিত বাক্য বা পদের উল্লেখ আবশ্যক। ঊহ (তর্ক করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ঊহ্যমান—১। সামগান গ্রন্থবিশেষ। সং; পু। ২। তর্ক্যমান, যাহার তর্ক করা হইতেছে। ঊহ+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ঋ।

ঋ—১। সপ্তম স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা; স্বর্গ। সং; পু। ২। দেবমাতা অদিতি। সং; স্ত্রী। ৩। নিন্দা; বাক্য; পরিহাস। ব্য

ঋক্—ঋগ্বেদ, ইহার একবিংশতি শাখা; ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্র; স্তুতি; পূজা। চতুর্ব্বেদ দেখ। ঋচ (স্তুতি করা)+ক্বিপ্ ণ=ঋচ্, ১মার ১বচন; যাহা দ্বারা দেবতাদিগের স্তুতি করা যায়, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সং; স্ত্রী।

ঋক্থ—দায়, ধন; জ্ঞাতি প্রভৃতির সম্পত্তি যাহা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায়; স্বর্ণ। ঋচ (স্তুতি করা)+থক্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

ঋক্‌সংহিতা—ঋগ্বেদসংহিতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ঋক্ষ—১। ভল্লুক; গণ্ডোয়ানাপ্রদেশস্থ পর্ব্বতবিশেষ; পুরুবংশীয় আজমীঢ় রাজার পুত্র; পৌরব বিদূরথের পুত্র; পুরুবংশীয় অরিহ রাজার পুত্র। ঋষ (বধ করা)+সক্ ক। ২। নক্ষত্র; রাশি। সং; ক্লী। ৩। বিদ্ধ। বিণ; ত্রি।

ঋক্ষবান্—গণ্ডোয়ানাপ্রদেশস্থ পর্ব্বতবিশেষ; ঋক্ষ, এই পর্ব্বতের মধ্য দিয়া নর্ম্মদা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। ঋক্ষ শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে=ঋক্ষবৎ, ১মার ১বচন। সং; পু।

ঋক্ষরাজ, ঋক্ষেশ—চন্দ্র; জাম্ববান্। ৬তৎ। পু।

ঋগ্বিধান—ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা ব্রতবিশেষের বিধান। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে ঋগ্বেদ জগতের আদিগ্রন্থ। সেই ঋগ্বেদের কোন্ কোন্ মন্ত্র জপ করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, ঋগ্বেদে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ঋগ্বেদ—প্রথম বেদ; ইহা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও সূত্রভেদে চারি প্রকার। ঋক্‌সংহিতাই ঋগ্বেদের আদি গ্রন্থ; উহা সকল বেদ এবং পৃথিবীর সকল শাস্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন। ঋক্‌সংহিতা ঠিক কোন্ সময়ে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন, "যে সময়ে আর্য্যসভ্যতা চারিদিকে বিস্তারিত হইতে আরম্ভ হয়, যে সময়ে সুসভ্য আর্য্যগণ অগ্নিপূজা প্রচার করিবার জন্য চারিদিকে পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করেন, সেই প্রাচীন কালে দ্বাপরের শেষভাগে প্রথম বেদের সংহিতা ভাগ সংগ্রহ করেন। মোক্ষমূলর প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, ঋগ্বেদের ছন্দসূভাগ খ্রীষ্টের জন্মের ১০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে রচিত হয়। ইঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, ঋগ্বেদই সমগ্র সভ্যজগতের আদি গ্রন্থ।

"One thing is certain; their is nothing more ancient and primitive, not only in india, but in the whole Aryan world, than the hymns of the Rig-veda"—Maxmuller's origin and growth of Religion.

ঋচীক—১। সবিতাবিশেষ, ইনি দিবের পুত্র; সূর্য্য। ঋচ (স্তুতি করা)+ঈকক্। সং; পু। ২। ভৃগুবংশীয় মুনিবিশেষ, সাধারণতঃ ভৃগুমুনি নামে পরিচিত। ইনি গাধি-তনয়া সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার শত-পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম জমদগ্নি। বিখ্যাত শুনঃশেফও তাঁহাদের অন্যতম।

ঋজু—১। সরল, অবক্র, সোজা; প্রাঞ্জল, সহজ, সোজা; সুন্দর। ঋজ (গমন করা)+কু ক। বিণ; ত্রি। ২। বসুদেবের পুত্রবিশেষ। সং; পু।

ঋজুকায়—১। সরলশরীর। বহু। বিণ; ত্রি। ২। কশ্যপ মুনি। সং; পু।

ঋজুগ—সরলগামী; পবিত্রচিত্ত; সহজ, অকঠিন। ঋজু—গম+ড ক। বিণ; ত্রি।

ঋজুতা—সরলতা; প্রাঞ্জলতা; সৌন্দর্য্য। ঋজু শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

ঋজুরেখা—(জ্যামিতিশাস্ত্রে) দুই বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্রতম দূরত্ব, ইহাকে সরলরেখাও বলে (Straight or Right line)। সং; স্ত্রী।

ঋজু রোহিত—সরল ইন্দ্রধনুঃ। [এখানে ঋজু শব্দের অতিরিক্ত উল্লেখ হইয়াছে, কেননা রোহিত শব্দের অর্থ সরল ইন্দ্রধনুঃ]। কর্ম্মধা।

ঋণ—১। কর্জ্জ, ধার, দেনা। [মিতাক্ষরার মতে, ব্রাহ্মণগণ ত্রিবিধ ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, যথা—ঋষি-ঋণ, দেব-ঋণ, ও পিতৃ-ঋণ ; ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ঋষি-ঋণ, যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা দেব-ঋণ, ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়]। ঋ (গমন করা)+ক্ত ক। ২। দুর্গ ; (গণিতে) ব্যবকলিত সংখ্যা। ঋ+ক্ত অধি। সং ; পু ও ক্লী।

ঋণগ্রস্ত—ঋণাভিভূত, দেনায় ডুবিয়া আছে এরূপ, ঋণী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

ঋণগ্রাহক—অধমর্ণ, ঋণগ্রহণকারী। বিণ ; ত্রি।

ঋণচিহ্ন—(গণিতে) ব্যবকলন বা বিয়োগ-চিহ্ন ('—' Minus)। সং ; পু।

ঋণজাল—অনেক ধার, বহু স্থানে ধার, অথবা ঋণরূপ জাল। ৬তৎ বা রূপক কর্ম্মধা।

ঋণদায়ক—উত্তমর্ণ, যে ধার দেয়। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ঋণদায়িকা।

ঋণদাস—দাসবিশেষ, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের বিনিময়ে দাসত্ব স্বীকার করে। ৬তৎ। পু।

ঋণমুক্ত—ঋণদায় হইতে বিমুক্ত, ঋণপরিশোধ করিয়াছে এরূপ। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ঋণমুক্তি। [সং ; স্ত্রী।

ঋণমুক্তি—ঋণ হইতে মুক্তি বা মোক্ষ। ৫তৎ।

ঋণলেখ্য—ঋণগ্রহণের অঙ্গীকারপত্র, তমসুক (Bond)। সং ; ক্লী।

ঋণাদান—ঋণগ্রহণ ; অধমর্ণের নিকট হইতে উত্তমর্ণের ঋণ আদায় ; (স্মৃতিশাস্ত্রে) অষ্টাদশ ব্যবহারের অন্যতম। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ঋণাপকরণ—ঋণশোধ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ঋণাপনয়ন, ঋণাপনোদন—ধার শোধ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ঋণী—ঋণগ্রস্ত, দেনাদার, অধমর্ণ ; উপকাররূপ-ঋণে আবদ্ধ। ঋণ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=ঋণিন্, ১মার ১ব-ন। বিণ ; পু।

ঋত—১। পরব্রহ্ম ; সত্য ; জল ; উঞ্ছ। ঋ (গমন করা)+ক্ত ক। সং ; ক্লী। ২। পূজিত ; পীড়িত। ঋ+ক্ত র্ম্ম।

ঋতধ্বজ—১। জনৈক ব্রহ্মর্ষি। ২। জনৈক রুদ্র, একাদশ রুদ্রের অন্যতম। ৩। বৈদিশ নগরের রাজা। ৪। প্রত্যর্দ্দনের নামান্তর। ৫। শত্রুজিতের পুত্র। গালবমুনির সূর্য্যপ্রদত্ত কুবলয় নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া বজ্রকেতু-নামক দানবের পুত্র পাতালকেতুর বিনাশ-সাধনপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক অপহৃতা মদালসাকে বিবাহ করেন।

ঋতপর্ণ, ঋতুপর্ণ—অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় জনৈক নরপতি। ইঁহার পিতার নাম অযুতাশ্ব। অক্ষক্রীড়ায় ও গণনা-বিদ্যায় ইনি সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পুণ্যশ্লোক নলরাজা কলিপ্রাপ্ত হইলে বাহুক নাম ধারণ করিয়া সারথির বেশে ইঁহার আশ্রয়ে বাস করেন। নল-মহিষী দময়ন্তী নলকে পাইবার আশয়ে আপনার স্বয়ংবরের অলীক সংবাদ ঘোষণা করিলে ঋতপর্ণ রাজা অশ্ববিদ্যাবিশারদ নলকে সারথি করিয়া শীঘ্রগমনে বিদর্ভ নগরাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে ইনি গণনা-বিদ্যার পরিচয় দিয়া নলকে অক্ষ-বিদ্যা প্রদান করেন। বিদর্ভে উপস্থিত হইয়া তৎপর দিবস নলের প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইনি পরম পরিতোষ লাভ করেন, এবং নলের নিকট অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হন। এই ঋতপর্ণ রাজার মন্ত্রপ্রভাবে কলি নলের শরীর হইতে বহির্গত হয়। [বিণ ; ত্রি।

ঋতম্ভর—সত্যপালক। ঋত শব্দ—ভৃ+খ ক।

ঋতম্ভরা—সত্যজ্ঞানরূপা চিত্তবৃত্তিবিশেষ ; প্লক্ষ-দ্বীপস্থ নদীবিশেষ। ঋত (সত্য)—ভৃ (ভরণ) +খ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ঋতব্রত—ব্রতবিশেষ। এই ব্রতে তিন রাত্রি উপবাস করিয়া ফাল্গুনী পুর্ণিমায় নুরী প্রদান করিতে হয়। উহার ফল এই যে, উহাতে সূর্য্যলোক লাভ হয়।

ঋতি—১। ঘৃণা ; স্পর্দ্ধা ; গতি ; নিন্দা। ঋ (গমন করা)+ক্তি ভা। ২। শুভ ; পথ ; সৌভাগ্য। ঋ+ক্তি র্ম্ম। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে ঋত।

ঋতিঙ্কর—শুভকর। ঋতি শব্দ (শুভ)—কৃ (করা)+খ ক। বিণ ; ত্রি।

ঋতু—হিম, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, এই ছয় কাল ; স্ত্রীরজঃ, স্ত্রীলোকের মাসিক শোণিত স্রাব ; দীপ্তি। ঋ (গমন করা)+তুক্ ক। সং ; পু।

ঋতুকাল—স্ত্রীলোকের রজোদর্শনের প্রথম রাত্রি হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত। ৬তৎ। পু।

ঋতুকালীন—স্ত্রীলোকের রজোদর্শন সময়ে সংঘটিত। বিণ ; ত্রি।

ঋতুধর্ম্ম—১। স্ত্রীজাতির রজোদর্শন ব্যাপার। ঋতু রূপ ধর্ম্ম, কর্ম্মধা। ২। বসন্তাদি ঋতুতে সংঘটিত ভাব। ৬তৎ। সং।

ঋতুনাথ—বসন্ত। ঋতুদিগের নাথ অর্থাৎ প্রধান, ৬তৎ।

ঋতুপতি, ঋতুরাজ—বসন্তকাল। ৬তৎ। সং ; পু

ঋতুপরিবর্ত্ত, ঋতুপরিবর্ত্তন—এক ঋতুর গমন ও অন্য ঋতুর আগমন। প্রথমটী পু ও দ্বিতীয়টী ক্লী।

ঋতুপর্ণ—ঋতপর্ণ দেখ।

ঋতুমতী—রজস্বলা, স্ত্রীধর্ম্মিণী, পুষ্পবতী। ঋতু শব্দ (স্ত্রীরজঃ)—মতুপ্ অস্ত্যর্থে+ঋতুমৎ ; ঋতুমৎ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

আমাদের শাস্ত্রের মতে, "ঋতুমতী স্ত্রী ঋতুর প্রথম দিন হইতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। দিবানিদ্রা, অঞ্জন, অশ্রুপাত, স্নান, অনুলেপন, তৈলাদি মর্দ্দন, নখচ্ছেদন, ধাবন, অতিশয় হাস্য বা উচ্চৈঃস্বরে কথন, উচ্চ শব্দ শ্রবণ, অবলেপন, বায়ুসেবন ও পরিশ্রম ত্যাগ করিবেন। কারণ গর্ভের সন্তান দিবানিদ্রা দ্বারা নিদ্রাশীল, অঞ্জন ব্যবহারে অন্ধ, অশ্রুপাত দ্বারা বিকৃত-দৃষ্টি, স্নান ও অনুলেপনে দুঃখিত, তৈলাদির মর্দ্দনে কুষ্ঠ-যুক্ত, নখচ্ছেদনে কুনখী, ধাবনে চঞ্চল, অতিশয় কথনে প্রলাপী, অতিশয় শব্দ শ্রবণে বধির, অবলেপনে চঞ্চল, বায়ু সেবন ও পরিশ্রমে উন্মত্ত হয়, এবং অতিশয় হাস্য করিলে তাহার দন্ত, ওষ্ঠ, তালু ও জিহ্বা, কপিশ-বর্ণ হয়।"

মহর্ষি সুশ্রুতের মতে, "স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলে প্রথম তিন দিন কুশাসনে শয়ন, করতল, শরাব, বা পাত্রে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন, এবং স্বামিসহবাস করিবেন না। চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া বস্ত্রালঙ্কার পরিধান ও স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক অগ্রে পতিকে দর্শন করিবেন। কারণ ঋতুস্নান করিয়া স্ত্রীলোক যেরূপ পুরুষ দর্শন করেন, সেইরূপ সন্তান হয়। অনন্তর সন্তান জন্য যে সকল নিয়ম আছে, পুরোহিত তাহা সমাধা করিবেন। পতি একমাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ভার্য্যার ঋতুকালের চতুর্থ দিবসে ঘৃত ও দুগ্ধ যোগে শালি তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবেন। পত্নীও একমাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সেই দিবসে তৈলমর্দ্দন ও অধিক পরিমাণে মাসকলাই সংযুক্ত অন্ন ভোজন করিবেন। পরে পতি বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বিশ্বাস করিয়া ও পুত্রকাম হইয়া সেই রাত্রিতে কিংবা ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম বা দ্বাদশ রাত্রিতে পত্নীতে উপগত হইবেন। চতুর্থ দিবস হইতে দ্বাদশ দিবসের মধ্যে যত পরে সহবাস হয়, সন্তান ততই হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়। ত্রয়োদশ দিবস হইতে আর সমাগম করিবে না। ঋতুর প্রথম দিবসে গমন করিলে আয়ুক্ষয়, দ্বিতীয় দিবসে সূতিকা-গৃহে সন্তান নষ্ট, এবং তৃতীয় দিবসে সন্তান অপূর্ণাঙ্গ বা অল্পায়ুঃ হয়। অতএব ঋতুর প্রথম তিন দিবস গমন করিবে না ; আবার দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে পুনর্ব্বার একমাসের পর গমন করা উচিত।"

ঋতুরাজ—ঋতুপতি দেখ।

ঋতুসংহার—মহাকবি কালিদাস প্রণীত ষড়্-ঋতুবর্ণনাত্মক ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ। ঋতুসমূহের

সংহার (মিলন) আছে যাহাতে, বহু। সং; পু।

ঋতুস্থলা—অপ্সরাবিশেষ। সং; স্ত্রী।

ঋতুস্নাতা—ঋতুর চতুর্থ দিবসে শুচি হইবার নিমিত্ত স্নান করিয়াছে এরূপ স্ত্রীলোক। ৭তৎ। বিশেষ্যে ঋতুস্নান।

ঋতুস্নান—স্ত্রীলোকের ঋতুর চতুর্থ দিবসে করণীয় বা কৃতস্নান। ঋতুতে স্নান। ৭তৎ। সং; স্ত্রী বিশেষণে ঋতুস্নাতা।

ঋতুর প্রথম তিন দিন স্ত্রীলোক অশুচি ও অস্পৃশ্যা থাকে, চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া শুচি হয়। স্নানের পর বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়া স্বামীর মুখ দেখিতে হয়। স্বামী বিদ্যমান না থাকিলে, তাঁহাকে মনে মনে ধ্যান করিয়া সূর্য্য দর্শন করা কর্ত্তব্য। ঋতুমতী দেখ।

ঋতুহরীতকী—ঋতুভেদে দ্রব্যবিশেষ সহযোগে ব্যবহার্য্য হরীতকী। সং; স্ত্রী।

ঋতে—বিনা, ব্যতিরেকে। ঋত (ত্যাগ করা) +কে ক। ব্য।

ঋত্বিক্—পুরোহিত [যজ্ঞকার্য্যে চারিজন মুখ্য পুরোহিত নিযুক্ত হন,—হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, ও উদ্গাতা; ইঁহাদের প্রত্যেকের অধীনে তিনজন করিয়া দ্বাদশজন ঋত্বিক্ নিযুক্ত হইয়া থাকেন]; ঋতুযাজক। ঋতুতে যাগ করেন যিনি, উপ। ঋ শব্দ—যজ+ক্বিপ্ ক —ঋত্বিজ্, ১মার ১বচন। সং; পু।

ঋদ্ধ—১। সমৃদ্ধিযুক্ত, সমৃদ্ধ। ঋধ (বৃদ্ধি পাওয়া) +ক্ত ক। ২। সঞ্চিত; প্রচুর। ঋধ+ক্ত ম। ৩। পক্বমর্দ্দিত ধান্য; সিদ্ধান্ত। সং; ক্লী।

ঋদ্ধি—মাঙ্গলিক কার্য্য; মাতৃকাবিশেষ; বৃদ্ধি; সমৃদ্ধি; সৌভাগ্য; লক্ষ্মী; পার্ব্বতী; সিদ্ধি, ভাং। ঋধ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্তি ণ। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ঋদ্ধ।

ঋভু—১। দেবতা। ঋ শব্দ—ভূ+ডু ক। সং; পু। ২। দেবগণবিশেষ; পতিনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিলে যৎকালে প্রমথগণ দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করে, সেই সময়ে ভৃগু অগ্নিকুণ্ড হইতে ঋভু নামক সৈন্যের সৃষ্টি করেন; ইঁহারা বৈবস্বত মন্বন্তরের দেবতা। ৩। ব্রহ্মার মানস পুত্র; কৌমার সৃষ্টিকালে ইনি উৎপন্ন হন; পুলস্ত্যনন্দন নিদাঘ ইঁহার শিষ্য। ৪। সুধন্বার পুত্রগণ, ইঁহারা শিল্পকলায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ৫। জনৈক মুনি। ৬। নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ।

ঋভুক্ষ—১। স্বর্গ। ঋভু শব্দ (দেবতা)—ক্ষি (বাস করা)+ড অধি। ২। ইন্দ্র; বজ্র। ঋভু শব্দ—ক্ষি+ড ক। সং; পু।

ঋষভ—১। বৃষ, ষাঁড়, কর্ণরন্ধ্র; কুম্ভীরপুচ্ছ; (কোনও শব্দের পরবর্ত্তী হইলে তাহার) শ্রেষ্ঠতাবোধক, যথা—পুরুষর্ষভ দেবর্ষভ ঔষধবিশেষ; স্বরবিশেষ; মুনিবিশেষ; স্বর্ণময় পর্ব্বতবিশেষ [ইহা কৈলাসের নিকটবর্ত্তী এবং হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ; ইহার পার্শ্বেই রৌপ্যময় কৈলাস; এই দুই পর্ব্বতের মধ্যে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সন্ধিনী ও সুবর্ণকরণী নামে ঔষধি আছে]; দক্ষিণসাগরস্থ একটি পর্ব্বত, এখানে রোহিত নামক গন্ধর্ব্বগণের বাস; পূর্ব্বসাগরস্থ পর্ব্বতবিশেষ। ঋষ (গমন করা)+অভক্ ক। সং; পু।

২। ভগবানের অবতার [অবতার দেখ]। ভাগবতোক্ত দ্বাবিংশতি অবতারের মধ্যে অষ্টম; ভারতবর্ষাধিপতি নাভিরাজের ঔরসে মরুদেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, ইনি জন্মিবামাত্র ইঁহার অঙ্গে ভগবৎলক্ষণসকল দেখা গেল। কালক্রমে নাভিরাজা পুত্র ঋষভের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া মরুদেবীসহ বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। ইনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে ইন্দ্র ইঁহাকে জয়ন্তী নামে একটী কন্যা পত্নার্থে প্রদান করেন। জয়ন্তীর গর্ভে ইঁহার শতপুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ভরত সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; কুশাবর্ত্তাদি ৯ জন ভরতের অনুগত, এবং কবি প্রভৃতি অপর ৯ জন ভাগবতধর্ম্মপ্রদর্শক। অবশিষ্ট ৮১ জন যজ্ঞশীল বিনীত, বেদজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ হইলেন। কিছুকাল পরে ঋষভদেব জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতকে রাজ্যভার দিয়া পরমহংস ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সংসার পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে ইনি উন্মাদের ন্যায় নগ্নাবস্থায় ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে প্রস্থান করেন এবং অচিরে মৌনব্রত অবলম্বন করেন। দুষ্ট লোকে ইঁহাকে পাগল মনে করিয়া ইঁহার গাত্রে মলমূত্রপ্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিয়া ইঁহাকে প্রপীড়িত করিবার চেষ্টা পাইত; কিন্তু ইনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, কারণ সে সময়ে ইঁহার মনোবিকার দূর হইয়াছিল। অতঃপর ইনি আজগর ব্রত অবলম্বন করেন, অর্থাৎ এক স্থানে থাকিয়া অশন, শয়ন, চর্ব্বণ ও মলমূত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইঁহার মলমূত্রে দুর্গন্ধের লেশমাত্র ছিল না। এরূপে ইনি একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ইঁহার দেহত্যাগের ইচ্ছা হওয়ায় নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া কুটকাচলের উপবনে উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ সেই বনে দাবানল উপস্থিত হইল এবং সেই অনলে ইনি ভস্মীভূত হইলেন। ভাগবতের মতে, ঋষভদেব স্বয়ং ভগবান্ ও কৈবল্যপতি, যোগচর্য্যা তাঁহার আচরণ, আনন্দ তাঁহার স্বরূপ।

জৈনেরাও ঋষভদেবকে আপনাদের আদি-তীর্থঙ্কর বা আদিনাথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ঋষভকূট—হেমকূট পর্ব্বত। সং; পু। [এই ঋষভকূট নামক পর্ব্বতে ঋষভ নামক তাপস ছিলেন। বোধ হয়, তপোবনের নামানুসারেই এইরূপ নাম হইয়াছে।

ঋষভদ্বীপ—শ্বেতদ্বীপ [এই দ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে এক পর্ব্বত আছে; কার্ত্তিকেয় এই পর্ব্বত বিদারণ করিয়াছিলেন]। সং; পু।

ঋষভধ্বজ—মহাদেব, শিব। ঋষভ (বৃষ) হইয়াছে ধ্বজ (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু।

ঋষভী—শ্মশ্রুলা স্ত্রী; বিধবা। ঋষভ দেখ। ঋষভ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ঋষি—মন্ত্রদ্রষ্টা মুনি [ঋষি সাত প্রকার,—শ্রুতর্ষি, কাণ্ডর্ষি, পরমর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি]; বেদ; দীধিতি, কিরণ। ঋষ (গমন করা) অথবা দৃশ (দেখা)+ ইক্ ক। যিনি জ্ঞানমার্গাবলম্বনে সংসারপারে গমন করেন তিনিই ঋষি, অথবা পরমার্থ তত্ত্বে যিনি সম্যক্ দৃষ্টি রাখেন তিনিই ঋষি, ইহাই ব্যুৎপত্তিসভ্য অর্থ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ঋষী। [রামায়ণে উক্ত সাতপ্রকার ঋষি ব্যতীত আরও কুড়ি প্রকারের ঋষি দেখিতে পাওয়া যায়;—১। বৈখানস—ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন। ২। বালখিল্য—ব্রহ্মার লোম হইতে উৎপন্ন। ৩। মরীচিপ—ইঁহারা সূর্য্যকিরণ পান করিয়া জীবনধারণ করেন। ৪। সংপ্রক্ষাল—ইঁহারা বিষ্ণুর পাদপ্রক্ষালন জল হইতে উৎপন্ন। ৫। অশ্মকুট্ট—ইঁহারা অপক্বকুট্টিতান্ন ভোজনে জীবন ধারণ করেন। ৬। আকাশনিলয়—ইঁহারা সর্ব্বদা অনাবৃত স্থানে বাস করিয়া থাকেন। ৭। অনবকাশিক—ইঁহারা এক পদে দাঁড়াইয়া থাকেন, কখন পদ পরিবর্ত্তন করিয়া অপর পদকে বিশ্রাম দেন না। ৮। দন্তোলূখল—ইঁহারা আহার্য্য সমস্ত দ্রব্যই দন্ত দ্বারা পেষণ করিয়া ভক্ষণ করেন। ৯। অশয্যা—ইঁহারা কখন শয়ন করেন না, বা নিদ্রাও যান না। ১০। পত্রাহার—পত্র ভোজনে ইঁহারা জীবনধারণ করেন। ১২। উন্মজ্জক—ইঁহারা আকণ্ঠ জলে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের ধ্যান করেন। ১১। গাত্রশয্যা—ইঁহারা ভূতলে শয়ন করিয়া থাকেন। ১৩। বায়ুভক্ষ—ইঁহারা বায়ুভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করেন। ১৪। জলাহার—ইঁহারা কেবল জলপান করিয়া জীবনধারণ করেন। ১৫। আর্দ্রপটবাস—আর্দ্রবস্ত্রে অবস্থান করাই ইঁহাদিগের নিয়ম। ১৬। স্থণ্ডিলশায়ী—যজ্ঞভূমিতে শয়ন করিয়া ইঁহারা রাত্রিযাপন করেন। ১৭। ঊর্দ্ধবাস—গিরিশিখরে অব-

স্নান করাই ইঁহাদের নিয়ম। ১৮। তপোনিষ্ঠ—ইঁহারা সকল সময়েই তপে নিযুক্ত থাকেন। ১৯। পঞ্চতাপান্বিত—ইঁহারা গ্রীষ্মকালে পঞ্চতাপের মধ্যে তপস্যা করেন। ২০। যযপ—ইঁহারা সর্ব্বদা যপ করেন। এতদ্ভিন্ন মহাভারতে বানপ্রস্থ, ফলাহারী, মূলাহারী প্রভৃতি কয়েকপ্রকার ঋষির নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋষিকুল্যা—মুনিদিগের কৃত্রিম নদী অর্থাৎ খাল; কৃত্রিম সরোবর; তীর্থবিশেষ। সং; স্ত্রী।

ঋষিলোক—যে লোকে ঋষিগণ বাস করেন; উহা শনিলোকের ঊর্দ্ধে এবং ধ্রুবলোকের অধোদেশে অবস্থিত। সং; পু।

ঋষিশ্রাদ্ধ—ঋষিদিগের কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ, এই শ্রাদ্ধে কার্য্য অপেক্ষা আড়ম্বর অধিক বলিয়া প্রবাদ আছে; সেই প্রবাদের মূল নিম্নলিখিত কবিতা—

"অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে।
দম্পতী কলহেচৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥"

ঋষী—ঋষিপত্নী। সং; স্ত্রী। ঋষি দেখ।

ঋষ্টি—১। দ্বিধার খড়্গ। ঋষ (গমন করা) + ক্তি র্ম। ২। গ্রহদোষ; অশুভ। ঋষ + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। [র্ম। সং; পু।

ঋষ্য—শ্বেতপাদ মৃগ। ঋষ (গমন করা) + ক্যপ

ঋষ্যমূক—ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগস্থিত পর্ব্বতবিশেষ। কেহ কেহ বলেন, এই পর্ব্বত পূর্ব্বঘাট ও নীলগিরি নামক পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী। অপর কাহারও কাহারও মতে, অধুনা যাহার নাম পশ্চিমঘাট পর্ব্বত, তাহাই রামায়ণের ঋষ্যমূক। পম্পা নদী এই পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। রামভার্য্যা সীতা রাবণ কর্ত্তৃক হৃতা হইলে রামচন্দ্র সীতার অন্বেষণে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া একটী পর্ব্বতে উপনীত হন। সেই পর্ব্বতবাসী কবন্ধ নামক দানব তাঁহাকে বলেন যে, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীবের নিকট যাইলে তিনি সীতার তত্ত্ব বলিতে পারিবেন। তদনুসারে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সহ ঋষ্যমূকে গমন করেন। এই পর্ব্বতে মতঙ্গমুনির আশ্রম ছিল। মতঙ্গমুনির অভিশাপে বালিরাজা এই পর্ব্বতে যাইতে পারিতেন না বলিয়া বালি-ভয়ে ভীত তদীয় অনুজ সুগ্রীব এইখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই স্থানে রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কিছুকাল বাস করেন, এবং সুগ্রীবের অনুচর হনুমানের দ্বারা সীতার সন্ধান পান। অতঃপর সুগ্রীবের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লঙ্কায় গমন করেন, এবং যুদ্ধে রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া সীতার উদ্ধার সাধন করেন। ঋষ্য (শ্বেতপাদ মৃগ) হয় মূক (নীরব) যেস্থানে, বহুব্রীহি, যেস্থানে মৃগসমূহ নির্ভয়ত্ব হেতু নীরব থাকে; অথবা, ঋষিদিগের নিকটে অমূক (ঋষি + অমূক), ৭তৎ। যে পর্ব্বত ঋষিদিগের সম্বন্ধে বাকশক্তিহীন নয় অর্থাৎ ঋষিদিগের সহিত কথোপকথন করিত; কিংবা ঋষিগণ হইয়াছেন অমূক (বহুভাষী) যেস্থানে, যেস্থানে ঋষিগণ বিবিধ প্রসঙ্গের কথোপকথনে কালাতিবাহিত করিতেন। সং; পু।

ঋষ্যশৃঙ্গ—জনৈক মুনি, কশ্যপবংশীয় বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র এবং অযোধ্যাপতি রাম-পিতা দশরথের জামাতা। কোন সময়ে অপ্সরা উর্ব্বশীকে দেখিয়া জলমধ্যে বিভাণ্ডক ঋষির রেতঃস্খলন হয়। এক মৃগী রেতঃসহ সেই জল পান করায় গর্ভবতী হয়। সেই গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম। মৃগীর গর্ভে জন্মহেতু ইঁহার একটি শৃঙ্গ হওয়ায় ইনি ঋষ্যশৃঙ্গ নাম প্রাপ্ত হন। জন্মাবধি যৌবনের আরম্ভ পর্য্যন্ত পিতা ভিন্ন অন্য নরনারীর মুখ দেখিতে না পাওয়ায় ইনি অতিশয় তপোনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া উঠেন। এই সময়ে দশরথ-বন্ধু অঙ্গদেশাধিপতি লোমপাদের রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর বৃষ্টি না হওয়ায় রাজা মহা বিব্রত হইয়া পড়েন। তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে, মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে রাজ্যে আনিতে পারিলেই অনাবৃষ্টি দূর হইবে। লোমপাদ এই কার্য্যে কতকগুলি পরমাসুন্দরী বেশ্যা নিয়োজিত করেন। বেশ্যারা বিভাণ্ডকের অনুপস্থিত কালে ঋষ্যশৃঙ্গকে নানারূপে প্রলোভিত করিয়া অঙ্গরাজ্যে আনয়ন করে। ইঁহার আগমনমাত্র দেশে প্রচুর বৃষ্টি হইল। তখন লোমপাদ রাজা কৃতকৃতার্থ হইয়া বিভাণ্ডক ঋষির কোপ ও অভিশাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত শান্তানাম্নী আপনার পালিতা কন্যার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দেন। এই শান্তা দশরথের ঔরসজাতা। দশরথ স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে পরম মিত্র লোমপাদকে এই কন্যা দান করিয়াছিলেন। দশরথ পুত্রাভাবে ক্লিষ্ট হওয়ায় এই ঋষ্যশৃঙ্গ দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করান, তাহাতেই রামচন্দ্রাদি পুত্রচতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করেন।

ঋষ্যের (শ্বেতপাদ মৃগের) ন্যায় শৃঙ্গ (শিঙ্ বা টিক্কি) যাহার, বহু। সং; পু।

—১। অষ্টম স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা; শিব; দৈত্য; স্বর্গ; বাক্যারম্ভ। সং; পু। ২। দেবমাতা, অদিতি; দৈত্যমাতা, দিতি; দনু; গতি; রক্ষা; স্মৃতি। সং; স্ত্রী। ৩। ভয়। বা।

ঌ

ঌ—১। নবম স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত পর্ব্বত। সং; পু। ২। দেবমাতা, অদিতি পৃথিবী। সং; স্ত্রী।

ৡ

ৡ—১। দশম স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। সং; পু। ২। দেবনারী; মাতৃবিশেষ। সং; স্ত্রী।

এ

এ—১। একাদশ স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও তালু; বিষ্ণু। ই (গমন করা) + বিচ্ ক। সং; পু। ২। পৃথিবী। সং; স্ত্রী। ৩। স্মৃতি; দয়া; অসূয়া; আহ্বান; আমন্ত্রণ। ব্য।

এক—সংখ্যা; কেবল, একাকী, অদ্বিতীয়; তুল্য; অন্য; শ্রেষ্ঠ; প্রথম। ই (গমন করা) + কন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে একা।

একক—একাকী, একলা। এক + কণ্। বিণ।

এককালীন—সমকালীন; এক সময়ে বা একবারে উৎপন্ন অথবা কৃত। এক যে কাল এককাল, কর্ম্মধা; এককাল শব্দ + ঈন, ভবার্থে। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে এককালীনতা।

এককালীনতা—যৌগপদ্য, এককালে সংঘটন। এককালীন শব্দ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

এককুণ্ডল—বলরাম; কুবের। এক কুণ্ডল যাহার, বহু; সং; পু। [সাধারণতঃ লোকে দুই কর্ণে দুইটী কুণ্ডল ধারণ করে, কিন্তু উঁহারা একটীমাত্র কুণ্ডল ধারণ করেন বলিয়া ঐ নাম হইয়াছে]।

একগুরু—এক অধ্যাপকের ছাত্র, সতীর্থ, সহপাঠী। এক গুরু যাহাদের, বহু। সং; পু।

একগ্রাম—তুল্যগ্রাম। সং; পু।

একগ্রামীন—এক গ্রামনিবাসী। বিণ; ত্রি।

একচক্র—সূর্য্য; গণ্ডার। বহু। সং; পু।

একচক্রা—নগরী বিশেষ। জতুগৃহদাহের পর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব জননীসহ কিছুকাল এই নগরীতে বাস করেন। এই স্থানে ভীম বকাসুরের নিপাত করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, বেহার প্রদেশের অন্তর্গত বর্ত্তমান আরা নগরীই প্রাচীন একচক্রা। সং; স্ত্রী।

একচর—১। একাকী; বিজনবাসী। একক ভাবে চরে যে, উপ। এক শব্দ—চর (বিচরণ করা) + অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। যে একাকী বিচরণ করে; সর্পাদি হিংস্রজন্তু; গণ্ডার। সং; পু।

একজ—এক হইতে জাত বা উদ্ভূত। এক শব্দ

—জন (জন্মা) —ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। সহোদর। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে একজা।

কজটা—দেবীবিশেষ, উগ্রতারা [অসুর ভয়ে ভীত দেবগণ মাতঙ্গী মহাবিদ্যার স্তব করিলে তাঁহার দেহ হইতে ঐ কৃষ্ণবর্ণা একজটার আবির্ভাব হইয়াছিল]। একা জটা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

কজন্মা—১। রাজা। এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় জন্ম যাহার, বহু। ২। শূদ্রজাতি। এক (একবার) জন্ম যাহার, যাহার দ্বিতীয় জন্ম অর্থাৎ উপনয়নাদি হয় না। সং ; পু।

একজাত—১। এক হইতে জাত বা উৎপন্ন। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। সহোদর। সং ; পু। স্ত্রালিঙ্গে একজাতা (=সহোদরা)।

একজাতি—শূদ্র [দ্বি-জাতি নয়]। এক জাতি যাহার অর্থাৎ যাহার দ্বিতীয় জন্ম (উপনয়নাদি) হয় না, বহু। সং ; পু। [ত্রি।

একজাতীয়—এক প্রকার, তুল্যপ্রকার। বিণ ;

একতঃ—এক দিকে ; এক দিক্ হইতে। এক +তস্ ৭মী বা ৫মী স্থানে। ব্য।

একতন্ত্রী—১। একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ; একতারা। সং ; পু। ২। একমতাবলম্বী। বিণ ; ত্রি।

একতম—অনেকের মধ্যে এক। এক+তম, নির্দ্ধারার্থে। বিণ ; ত্রি।

একতর—দুইএর মধ্যে এক। এক+তর, নির্দ্ধারার্থে। বিণ ; ত্রি।

একতা, একত্ব—ঐক্য ; সংহতি ; মিল ; সাম্য ; মুক্তিবিশেষ ; অভেদ, অভিন্নতা। এক শব্দ +তা, ত্ব, ভাবে। সং।

একতান—১। একাগ্রচিত্ত, একবিষয়াসক্ত ; তদ্গতচিত্ত। একে (এক বিষয়ে) তান যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। একযোগ স্বর, সম লয়। কর্ম্মধা। সং ; পু।

একতানতা—একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা। একতান শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

একতানমনাঃ—একাগ্রচিত্ত। একতান হইয়াছে মনঃ যাহার, বহুব্রীহি সমাসে একতানমনস্, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি।

একতাপন্ন—একত্বপ্রাপ্ত। একতাকে আপন্ন অর্থাৎ প্রাপ্ত, ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

একতার—একটী মাত্র নক্ষত্রবিশিষ্ট (আকাশ)। একা তারা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

একতারা—বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ভিক্ষুকগণ ইহার সাহায্যে গান করিয়া ভিক্ষা করে। দেশজ। সং। [সং ; পু।

একতাল—সমন্বিত লয় ; অবিচ্ছিন্ন স্বর। কর্ম্মধা।

একতালী—একস্বরযুক্ত যন্ত্র। সং ; স্ত্রী।

একতীর্থী—সতীর্থ, সহাধ্যায়ী, একপাঠী। এক যে তীর্থ (গুরু), একতীর্থ, কর্ম্মধা, একতীর্থ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=একতীর্থিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

একত্র—একস্থানে ; এক দিকে ; এক বিষয়ে। এক শব্দ+ত্র, ৭মী স্থানে। ব্য।

একত্রিংশ—একত্রিশ সংখ্যার পূরণ। একত্রিংশ শব্দ+ডট্। বিণ।

একত্রিংশৎ—একত্রিশ (৩১)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

একত্রিত—একস্থানে জাত বা স্থিত ; মিলিত ; সংগৃহীত। একত্র দেখ। একত্র শব্দ+ইত ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। [কোন কোন ব্যাকরণের মতে এই পদটী অশুদ্ধ। তাঁহারা বলেন, প্রথমান্ত পদের উত্তরই 'ইত' হয়, সপ্তম্যন্তের উত্তর "ইত" হইতে পারে না]।

একত্ব—একতা দেখ।

একদংষ্ট্র, একদন্ত—লম্বোদর, গণেশ। এক হইয়াছে দংষ্ট্রা বা দন্ত যাহার, বহু। সং ; পু। [কথিত আছে যে, পরশুরামের সহিত যুদ্ধকালে পরশুরামের কুঠারাঘাতে গণেশের একটি দাঁত ভগ্ন হওয়ায় সেই অবধি ইনি একদন্ত নামে প্রখ্যাত হন। মতান্তরে, কার্ত্তিকেয়ের সহিত ক্রীড়াযুদ্ধে গণেশের একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহাও নহে, উহাও নহে। এক সময়ে লঙ্কেশ্বর রাবণের পাশক্রীড়ার নিমিত্ত পার্ঘির প্রয়োজন হওয়ায গণেশের একটি দন্ত রাবণ উৎপাটন করিয়া লন, তাহাতেই লম্বোদরের নাম একদন্ত হইয়াছে]।

একদা—এককালে, এক সময়ে ; যুগপৎ, সমকালে। এক শব্দ+দা কালার্থে। ব্য।

একদৃক্—১। শিব ; তত্ত্বজ্ঞানী ; ব্রহ্মজ্ঞানী। একই (অভিন্ন) দেখেন যিনি, উপ। এক শব্দ—দৃশ (দেখা)+ক্বিপ্=একদৃশ্, ১মার ১বচন। ২। কাক। একা দৃক্ (চক্ষুঃ) যাহার, বহু, প্রবাদ এই যে, রামচন্দ্রের বাণে কাকের একটি চক্ষুঃ নষ্ট হইয়াছিল। [একাক্ষ দেখ]। সং ; পু। ৩। কাণ। বিণ ; ত্রি।

একদৃষ্টি—১। অনন্যদৃষ্টি, এক বিষয়েই যাহার দৃষ্টি। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। কাক ; কাণ। এক যে দৃষ্টি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

একদৃষ্টে—"একদৃষ্টিতে" পদের বর্ণসঙ্কোচে উৎপন্ন। কেবল একদিকে চাহিয়া থাকা।

একদেশ—একস্থান ; এক অংশ ; অবয়ব। সং ; পু।

একদেশীয়—একদেশের অধিবাসী। একদেশ শব্দ+ঈয়। বিণ ; ত্রি।

একদেহ—১। বুধগ্রহ। এক (মুখ্য) দেহ যাহার, বহু। ২। বংশ, গোত্র ; দম্পতি, স্ত্রীপুরুষ। এক (সমান) দেহ যাহার, বহু। ৩। এক শরীর। কর্ম্মধা। সং ; পু।

একধর্ম্মা—(একধর্ম্মন্) যাহাদিগের ধর্ম্ম এক, তুল্যধর্ম্মবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

একধা—একপ্রকার। এক+ধাচ্, প্রকারার্থে। ব্য।

একনয়ন—১। কাণ, কাণা। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। কাক। সং ; পু।

একনবতি—একানব্বই (৯১)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; স্ত্রী।

একপক্ষ—১। এক দিক্ ; কৃষ্ণ বা শুক্লপক্ষ, ১৫ দিন। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। সপক্ষ, সহায়। বহু। বিণ ; ত্রি।

একপঞ্চাশ, একপঞ্চাশত্তম—৫১ সংখ্যার পূরণ, পঞ্চাশের পরবর্ত্তী। একপঞ্চাশৎ শব্দ+ড ও তমট্ (যথাক্রমে)। বিণ ; ত্রি।

একপঞ্চাশৎ—৫১ সংখ্যা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ : ত্রি।

একপত্নী—১। পতিব্রতা ; সতী, সাধ্বী। এক হইয়াছে পতি যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। ২। সপত্নী। এক (সমান) হইয়াছে পতি যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। ৩। প্রধানা ভার্য্যা। একা (প্রধানা) যে পত্নী, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

একপত্রোৎপত্তিক—যাহার অঙ্কুর সময়ে একটি মাত্র পত্র উদ্গত হয় এরূপ (বৃক্ষ), যথা—নারিকেল, কদলী প্রভৃতি। বিণ ; ত্রি।

একপদ—১। একস্থান ; বৈকুণ্ঠ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। এক পদবিশিষ্ট ; একপদবাচ্য। বহু। বিণ ; ত্রি। ৩। শৃঙ্গারবন্ধবিশেষ, এক পদ হৃদয়ে ও অপর পদ স্কন্ধে স্থাপন করিয়া স্তনযুগল ধারণপূর্ব্বক সম্ভোগ। সং ; পু। [স্ত্রী।

একপদী—সঙ্কীর্ণ পথ ; একপেয়ে। বহু। সং ;

একপদীকরণ—১। দুই বা বহু পদকে এক পদ করা। একপদ শব্দ+চ্বিপ্রত্যয়+কৃ+অনট্ ভা। ২। যে একপদ ছিল না তাহাকে একপদ করা ; দুই বা বহু পদের একপদীকরণকে সমাস বলে। সং ; ক্লী।

একপদে—অকস্মাৎ। ব্য।

একপরামর্শী—এক মতাবলম্বী। একপরামর্শ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে একপরামর্শিন্, ১মার ১বচনে। বিণ ; ত্রি।

একপাঠী—যাহারা এক শ্রেণীতে এক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে। একপাঠ শব্দ+ইন্ একপাঠিন্, ১মার ১বচনে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে একপাঠিনী।

একপিতৃক—এক পিতার ঔরসজাত (সন্তান)। এক পিতা যাহাদের, বহু। বিণ ; ত্রি।

একপুত্রতা—একপুত্রত্ব, একমাত্র পুত্র হওয়া। একপুত্র শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

একভার্য্যা—একজনের ভার্য্যা, পতিব্রতা, সতী, সাধ্বী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

একমত—১। অভিন্ন মত, একপ্রকার মত। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। একপ্রকার মতবিশিষ্ট, একবাক্য। বহু। বিণ ; ত্রি।

[illegible] একমত, একপ্রকার মতধারী, একবাক্য। প্রথমে কর্ম্মধা ও পরে ৬তৎ। বিণ ; পু।

একমতি—উৎকৃষ্ট বুদ্ধি।·কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

একমনঃ—একপ্রকার চিত্ত। সং ; ক্লী।

একমনাঃ—একপ্রকার চিত্তবিশিষ্ট ; একাসক্ত। এক (একনিষ্ঠ) হইয়াছে মনঃ যাহার, এক-মনস্, ১মার ১বচনে। বহু। বিণ ; ত্রি।

একমাতৃক—এক মাতার গর্ভসম্ভূত, সোদর। এক হইয়াছে মাতা যাহাদের, বহু। বিণ।

একল—একক, একাকী, একলা। এক শব্দ—লা (দান বা গ্রহণ করা)+ড ক। বিণ।

একলব্য—নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র। অলৌকিক গুরুভক্তি প্রদর্শন দ্বারা একলব্য অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া এ মরজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কথিত আছে যে, অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষার্থ একলব্য দ্রোণসমীপে উপস্থিত হইলে নিষাদপুত্র বলিয়া দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন। অতঃপর এলকব্য বনগমনপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের কাষ্ঠময় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া অনন্যমনে তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন, এবং যোগবলে ও তপোবলে অল্প দিন মধ্যে ধনুর্ব্বিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। একদা দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনাদি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থে একলব্যের বনে উপস্থিত হন। ইহাঁদিগের একটী কুকুর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে জটাবল্কলধারী একলব্যকে দেখিয়া ভীষণ শব্দ করিতে থাকে। সেই চীৎকারে একলব্যের তপোবিঘ্ন হওয়ায় তিনি এককালে সাতটি সপ্তভেদী শর কুকুরের মুখবিবরে নিক্ষেপ করেন। কুকুরের শব্দশক্তি তিরোহিত হইল, কুকুর সেই অবস্থায় অর্জ্জুনাদির নিকট ফিরিয়া আসিলে, সকলে আশ্চর্য্যহইয়া শরক্ষেপকারীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে একলব্যের নিকট উপস্থিত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে একলব্য আপনাকে নিষাদপুত্র ও দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন। তখন অর্জ্জুন সমুদায় বৃত্তান্ত দ্রোণকে বিজ্ঞাপিত করিয়া অতি দুঃখিতান্তঃকরণে বলিলেন, "আপনি বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন, আমা অপেক্ষা আপনার ভাল শিষ্য নাই, তবে নিষাদপুত্র কিরূপে এমন উত্তম শিক্ষা লাভ করিল? এবংপ্রকার শরক্ষেপবিদ্যা আপনিতো আমাকে শিক্ষা দেন নাই। এক্ষণে বুঝা গেল, জগতে আমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বীর আছে।" অর্জ্জুন এই প্রকার খেদ প্রকাশ করিলে দ্রোণ তাঁহাকে লইয়া একলব্য সমীপে গমন করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে পূর্ব্ববৎ আপনাকে দ্রোণের শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিল। তখন দ্রোণ ছল করিয়া তাঁহার নিকট গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ তাঁহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রার্থনা করিলে একলব্য অম্লানবদনে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

একলিঙ্গ—১। সিদ্ধিসাধনস্থান বিশেষ, পঞ্চ ক্রোশমধ্যে যেখানে অন্য লিঙ্গ দেখা যায় না, তাহাকেই একলিঙ্গ বলে, সেই স্থান সিদ্ধিপ্রদ। এক হইয়াছে লিঙ্গ যেখানে, বহু। সং ; ক্লী। ২। কুবের। সং ; পু।

একবচন—ব্যাকরণশাস্ত্রোক্ত একত্ব-সংখ্যাবোধক ধর্ম্ম। সং ; ক্লী। বচন দেখ। [সং ; স্ত্রী।

একবর্ষিকা—এক বৎসর বয়স্কা গোবৎসা। বহু।

একবাক্য—একার্থবোধক বাক্য, এক কথা ; অবিসংবাদী বাক্য। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। একমত, একমতাবলম্বী ; একমতানুসারি-বাক্যযুক্ত। বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে একবাক্যতা। [+তা ভাবে।

একবাক্যতা—একবাক্য দেখ। একবাক্য শব্দ

একবাক্যে—একটীমাত্র কথায়, বেশী কথা না বলিয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

একবাদ—একমাত্র ব্রহ্মের কথন, অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, বেদান্তের এই মত। ৬তৎ। সং ; পু।

একবিংশ—২১ সংখ্যার পূরণ, ২১ সংখ্যক। এক-বিংশতি শব্দ+ডট্, পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি।

একবিংশতি—একুশ (২১)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; স্ত্রী।

একশেষ—দ্বন্দ্ব সমাসবিশেষ ; অতিশয়। এক হইয়াছে শেষ যাহার। বহু। সং ; পু।

একষষ্ঠ—৬১ সংখ্যক। একষষ্টি শব্দ+ডট্, পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; স্ত্রী।

একষষ্টি—একষট্টি (৬১)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা।

একহৃদয়—একরূপ চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ; অভিন্ন-হৃদয়। বহু। বিণ ; ত্রি।

একা—১। অদ্বিতীয়া ; একাকিনী। বিণ ; স্ত্রী এক দেখ। ২। দুর্গা। সং ; স্ত্রী। ৩। একক, একাকী। দেশজ। বিণ।

একাকার—তুল্যাকৃতি ; বিচার-আচার-শূন্য বহু। বিণ ; ত্রি।

।কাকিনী—একাকী দেখ।

একাকী—একক, অসহায় ; একলা। এক শব্দ +আকিন্=একাকিন্, ১মার ১বচন বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে একাকিনী।

একাক্ষ—১। একচক্ষুঃ, কাণ। এক হইয়াছে অক্ষি যাহার। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। কাক। সং ; পু।

[কাকের একাক্ষত্ব হইবার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে ;—পিতৃসত্যপালনার্থ রামচন্দ্র ভার্য্যা সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণসহ বন-গমন করিয়া যৎকালে চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থিতি করেন, সেই সময়ে একদিন এক দুষ্ট কাক সীতার স্তনে ও ওষ্ঠাধরে নখচঞ্চু-দ্বারা আঘাত করে। রাম কুপিত হইয়া তাহার বিনাশার্থে ব্রহ্মাস্ত্র সংযোগ করেন। তদ্দর্শনে ভীত হইয়া কাক রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হয়। তখন করুণহৃদয়া সীতার অনুরোধে দয়াময় রাম তাহার প্রাণ নষ্ট না করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাহার একটি চক্ষুঃ নষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হন। তদবধি কাকজাতি এক-নেত্র হইয়াছে]।

একাগ্র, একাগ্র্য—এক বিষয়েই আসক্ত ; অনাকুল। এক হইয়াছে অগ্র যাহার, একাগ্র, বহু। একাগ্র শব্দ+ষ্য স্বার্থে একাগ্র্য। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে একাগ্রতা।

একাগ্রচিত্ত—একমনাঃ, অনন্যমনাঃ, একবিষয়েই আসক্তহৃদয়। একাগ্র দেখ। একাগ্র হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে একাগ্রচিত্ততা। [+তা ভাবে।

একাগ্রচিত্ততা—একাগ্রচিত্ত দেখ। একাগ্রচিত্ত

একাগ্রচিত্তে—নিবিষ্টমনে, স্থিরহৃদয়ে। বহু ; ক্রি-বিণ।

একাগ্রতা—এক বিষয়ে আসক্তি। একাগ্র শব্দ +তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

একাত্মবাদী—বেদান্ত মতাবলম্বী ; বেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞ। একাত্মন্—বদ+ণিন্ ক=একাত্ম-বাদিন্, ১মার ১বচনে। [বিণ ; ত্রি।

একাত্মা—(একাত্মন্)। অভিন্নমনাঃ। বহু।

একাদশ—১। এগার (১১)। এক অধিক দশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। ১১ সংখ্যক, একাদশন্ শব্দ+ডট্, পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে একাদশী।

একাদশতনু—মহাদেব, একাদশবার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ জন্য ইহাঁর নাম একাদশতনু ও একাদশ রুদ্র। একাদশ নাম, যথা—অজ, একপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, পিণাকি, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ ও ঈশ্বর। একাদশ হইয়াছে তনু যাঁহার, বহু। সং ; পু।

একাদশী—তিথিবিশেষ ; হরিদিন, হরিবাসর। সং ; স্ত্রী। একাদশ দেখ। [একাদশী দ্বিবিধ—শুক্লা ও কৃষ্ণা। যে সময় সূর্য্যের দৃষ্টি হইতে চন্দ্রের একাদশ কলা বহির্গত হইয়া যায়, সেই সময় শুক্লা একাদশী এবং যে সময় চন্দ্রের একাদশ কলা সূর্য্যের দৃষ্টি-পথে প্রবেশ করে, সেই সময় কৃষ্ণা একাদশী হয়। এই তিথিতে জন্মগ্রহণ করিলে ক্রোধন, কষ্টসহিষ্ণু, প্রিয়ভাষী, স্বজনপালক, মহামতি, অতিহৃষ্ট, এবং দেবগুরুপ্রিয় হয়]।

একাদিক্রমে—এক হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর, পূর্ব্বাপর, আনুপূর্ব্বিকরূপে। এক হইয়াছে

আদি যাহার, একাদি, বহু। একাদি হইয়াছে ক্রম যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ ; ব্য।

একাধিক—একের বেশী। এক হইতে অধিক, ৫তৎ। বিণ ; ত্রি। [স্ত্রী।

একাধিপত্য—অদ্বিতীয় কর্তৃত্ব। কর্ম্মধা। সং;

একান্ত—অতিশয়, অত্যন্ত ; মনুষ্যসমাগমশূন্য, নির্জ্জন ; অবধারিত। এক হইয়াছে অন্ত যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

একান্তর—মধ্যে এক ব্যবধানতার পর অবস্থিত, তৃতীয়ক। এক হইয়াছে অন্তর যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

একান্তরিত—একান্তর দেখ। এক যে অন্তর একান্তর, কর্ম্মধা ; একান্তর শব্দ+ইত ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

একান্ন—১। একত্র অন্নভোক্তা, সহভোজী ; একভোজী। এক হইয়াছে অন্ন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। ৫১ সংখ্যা। দেশজ।

একান্নবর্ত্তী—(একান্নবর্ত্তিন্)। একই অন্নের অন্তর্গত (পরিবার), একান্নভোজী। বিণ।

একাম্র, একাম্রকানন—উৎকল দেশান্তর্গত নীলাচলের দুই যোজন উত্তরে স্থিত একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এখানকার ভুবনেশ্বরের মন্দির স্থাপত্য-বিদ্যা ও শিল্পনৈপুণ্যের আদর্শস্থল। উৎকলরাজ যযাতিকেশরী ৩৯৬ শকে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সং; ক্লী।

একায়ন—একাগ্র। এক হইয়াছে অয়ন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

একার্থ—১। এক অভিধেয় শব্দ ; অভিন্ন তাৎপর্য্য ; এক প্রয়োজন। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। একরূপ অর্থবিশিষ্ট ; অন্যের সহিত অভিন্ন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

একার্থতা—সমার্থতা, সমপ্রয়োজনতা। একার্থ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

একার্থপ্রতিপাদক, একার্থবোধক—একই অর্থ প্রকাশক। এক যে অর্থ, কর্ম্মধা, তাহার প্রতিপাদক, বোধক, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

একাবলী—এক নর মালা বা হার ; ছন্দোবিশেষ [ছন্দঃ দেখ]। একা হইয়াছে আবলী (মালা) যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

একাশীতি—একাধিক অশীতি, একাশী (৮১)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ.; স্ত্রী।

একাশ্রয়—১। অনন্যগতি ; একের আশ্রিত। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। এক আধার। কর্ম্মধা। সং ; পু। [২তৎ। বিণ ; ত্রি।

একাশ্রিত—একের শরণাগত ; অনন্যগতি।

একাহ—একদিন কাল। কর্ম্মধা। সং; পু।

একাহার—১। অহোরাত্রে একবার মাত্র ভোজন। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। অহোরাত্রে একবারমাত্র ভোজনকারী। বহু। বিণ.; ত্রি।

একাহারী—অহোরাত্রে একবারমাত্র ভোজনকারী। এক যে আহার একাহার, কর্ম্মধা ; একাহার শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=একাহারিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

একাহিক—একদিনসাধ্য ; একদিনে উৎপাদ্য। একাহ দেখ। একাহ শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

একীকরণ—একত্রীকরণ, অনেক বস্তু একত্র করা। এক শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে= একী ; একী—কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

একীভাব—এক হওয়া, একতা, মিলন। এক শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে=একী ; একী—ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে একীভূত।

একীভূত—এক হইয়াছে এরূপ, মিলিত। এক শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে=একী ; একী—ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে একীভাব।

একীয়—সহায়, একপথাবলম্বী ; একসম্বন্ধীয়। এক শব্দ+ঈয়। বিণ ; ত্রি।

একেক্ষণ—কাক [একাক্ষ দেখ] ; কাণপুরুষ ; শুক্রাচার্য্য [পুরাণে কথিত হইয়াছে,—ভগবান্ বামনদেব বলিরাজের নিকট ত্রিপাদ ভূমি মাত্র প্রার্থনা করায় বলি তাহা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলে তদীয় গুরু শুক্রাচার্য্য যোগবলে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া বলিকে তাহা প্রদান করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু বলি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ভয়ে সে কথা না শুনিয়া ত্রিপাদ ভূমি দান করিতে উদ্যত হইলেন ; তখন জল ব্যতিরেকে দান অসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে শুক্রাচার্য্য সূক্ষ্মরূপ ধারণ পূর্ব্বক ভৃঙ্গারমুখে অবস্থিত হইয়া জলপতন রোধ করেন, বামনদেব প্রকৃত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া ভৃঙ্গারের ছিদ্রান্বেষণচ্ছলে কুশ প্রবেশ করাইয়া দিয়া শুক্রাচার্য্যের এক চক্ষুঃ নষ্ট করেন ; সেই অবধি শুক্রাচার্য্য একনেত্র হইলেন ; কথাতেই বলে "কাণাশুক্র"]। এক হইয়াছে ঈক্ষণ (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। সং ; পু।

একেশ্বর—একক হইয়াও যে ঈশ্বর (শক্তিমান্), কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

একোদর—সহোদর। এক (অভিন্ন) উদর (জন্মস্থান) যাহার, বহু। সং ; পু।

একোদ্দিষ্ট—এক ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ; প্রেতোদ্দেশে বার্ষিক শ্রাদ্ধ। এক হইয়াছে উদ্দিষ্ট যাহাতে, বহু। সং ; স্ত্রী। [একটী প্রেতকে উদ্দেশ্য করিয়া যে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়, তাহাকে একোদ্দিষ্ট কহে। ব্রহ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বাহ্নে মাতৃশ্রাদ্ধ, অপরাহ্নে পিতৃকশ্রাদ্ধ, প্রাতঃসময়ে বৃদ্ধিনিমিত্তক শ্রাদ্ধ এবং মধ্যাহ্নে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে]। [বিণ ; ত্রি।

একোন—এক কম। একের দ্বারা উন, ৩তৎ।

এক্ষণে—"এইক্ষণে" শব্দের সঙ্কোচে জাত। এই সময়ে। সং ; পু।

এতৎ—এই, ইহা, ইতি। ই (গমন করা)+ তদ্ ক। বিণ ; ত্রি।

এতদীয়—এতৎসংক্রান্ত, এতৎসম্বন্ধীয়। এতদ্ শব্দ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ ; ত্রি।

এতদ্দেশীয়—এদেশে উৎপন্ন, এদেশবাসী। এতদ্দেশ=কর্ম্মধা। এতদ্দেশ শব্দ+ঈয় জাতার্থে

এতাদৃক্—এই প্রকার, ইহার ন্যায়। এতদ্ শব্দ —দৃশ (দেখা)+ক্বিপ্ কর্ম্ম=এতাদৃশ, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি।

এতাদৃশ—এই প্রকার, ইহার ন্যায়। এতদ্— দৃশ+টক্ কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে এতাদৃশী। [ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

এতাদৃশী—এতৎপ্রকার। এতাদৃশ+স্ত্রীলিঙ্গে

এতাবৎ—এতৎপরিমিত, এতটুকু, এতখানি। এতদ্ শব্দ+বতু পরিমাণার্থে। বিণ ; ত্রি।

এতাবতা—ইহা অবধারিত হওয়াতে, এতাবৎ বাক্য দ্বারা। এতাবৎ শব্দ সংস্কৃত ভাষায় ৩য়ার ১বচনে নিষ্পন্ন।

এতাবৎকাল—এ পর্য্যন্ত সময়, এই পরিমিত সময়। কর্ম্মধা। সং ; পু।

এধ—ইন্ধন, কাষ্ঠ ; তৃণ। এধ (বৃদ্ধি পাওয়া) অল্ কর্ম্ম। সং ; পু।

এধঃ—ইন্ধন, কাষ্ঠ ; তৃণ। এধ (বৃদ্ধি পাওয়া) +অস্ কর্ম্ম=এধস্, ১মার ১বচন। সং ; ক্লী।

এরকা—গ্রন্থিহীন তৃণবিশেষ ; নলখাগড়া ; শরগাছ। ই (গমন করা)+রক্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

[এরকার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে ;—"একদা মদমত্ত যাদবগণ মুনিবর দুর্ব্বাসাকে দ্বারকাধামে সমাগত দেখিয়া মনে করিল ইনি ভণ্ড ও প্রতারক ; অতএব ইঁহার পরীক্ষা করা আবশ্যক। তদনুসারে তাহারা পরমসুন্দর শাম্বকে নারীবেশে সজ্জিত করিয়া তদীয় উদরে চেলখণ্ড দ্বারা কৃত্রিম গর্ভ নির্ম্মাণপূর্ব্বক এই অভিপ্রায়ে দুর্ব্বাসার নিকট তাহাকে উপস্থিত করিল যে, ঋষি সেই গর্ভে কি সন্তান হইবে বলিলেই তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিবে। দুর্ব্বাসা যোগবলে সমস্ত বুঝিতে পারিয়া সক্রোধে বলিলেন, 'মূঢ়গণ! ইহার গর্ভ হইতে তোমাদের কুলনাশন মুষল উৎপন্ন হইবে।' এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলে, শাম্বের উদরজড়িত চেলখণ্ড হইতে মুষল নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে মহা ভীত হইয়া তাহারা সমুদ্রতীরে উহা ঘর্ষণ করিয়া ক্ষয় করিল, এবং অত্যল্প অংশ থাকিতে

জলে নিক্ষেপ করিল। ঐ মুষলঘর্ষণে যে ফেনরাশি উৎপন্ন হইল, তাহাতেই তীরভূমিতে এরকারাশি সঞ্জাত হয়। অতঃপর যাদবগণ দৈববশে কালপ্রাপ্তি নিবন্ধন সুরাপানে মত্ত হইয়া সেই এরকারূপ অস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, তাহাতেই তথায় যাদবগণের ক্ষয় হয়।"

এরণ্ড—ভেরাণ্ডা গাছ। আ—ঈর (গমন করা) + অণ্ডচ্ ক; সং; পু।

এলা—এলাচি ফল বা গাছ। ইল (ক্ষেপণ করা) + অল্ র্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

এলিজাবেথ—ইংলণ্ডের প্রখ্যাতা মহারাণী। ইনি দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ মোগল-সম্রাট্ আকবরের সমসাময়িক। ১৫৯৯ খ্রীঃ ইঁহারই নিকট অনুমতি-পত্র পাইয়া ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে প্রথমে বাণিজ্য করিতে আগমন করেন, এবং ক্রমে এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

এলেনবরা (লর্ড)—ভারতবর্ষের একজন গবর্ণর জেনারেল। ইনি প্রথম লর্ড এলেনবরার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে 'লর্ড' উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং সেই বৎসরেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ তত্ত্বাবধারক সমিতি বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি মনোনীত হন। অতঃপর ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে ইনি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া এদেশে আসেন। ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণর জেনারেল লর্ড অক্‌লাণ্ডের সময়ে কাবুলের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, এবং যুদ্ধের অবসান হইবার পূর্ব্বেই তিনি এদেশ পরিত্যাগ করেন। কাজেই এলেনবরাকে এদেশে আসিয়াই যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল।

এলেনবরা সর্ব্বদা যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত থাকায় ও সিন্ধুর আমিরদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ করায় এবং এইরূপ অন্যান্য কতিপয় কারণে ইংল্যাণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে পদচ্যুত করিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জকে ইঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। ইঁহার শাসনকালে এদেশে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদের সৃষ্ট হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

এলোকেশ—অসংস্কৃত চলিত ভাষার শব্দ। আলুলায়িত কেশ, যে চুল আলুথা রহিয়াছে।

এলোকেশী—যে রমণীর কেশপাশ অবদ্ধভাবে চারিদিকে ছড়ান আছে; শ্যামা-মা। সং; স্ত্রী।

এল্‌গিন লর্ড (১ম)—ভারতবর্ষের একজন গবর্ণর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি। ইনি ১৮১১ খ্রীঃ অব্দে লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে ইনি প্রথমে রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হন, এবং ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে জ্যামেকা দ্বীপের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া যান। ইঁহার কার্য্যদক্ষতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ কিছুদিন পরেই ইঁহাকে কানেডার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইনিই প্রথমে সেখানে স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া শত্রুকেও বশ করিয়া ফেলেন। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে ইনি স্বদেশে ফিরিয়া যান। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে ক্যাণ্টন নগরে চীনীয়দিগের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে এল্‌গিন সম্পূর্ণ ক্ষমতা-প্রাপ্ত বিশেষ দূত হইয়া সসৈন্যে ক্যাণ্টন নগরস্থ ইংরেজদিগের সাহায্যার্থ যাত্রা করেন। পথে ভারতবর্ষের সিপাহি-বিদ্রোহের কথা শুনিয়া তাঁহার সৈন্যদলকে লর্ড ক্যানিংয়ের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে সিপাহি যুদ্ধের অবসান হইলে ইনি চীনে গমন করিয়া তথাকার সকল গোলযোগ নিষ্পত্তি করেন। অতঃপর ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে ক্যানিংয়ের কার্য্যকাল শেষ হইলে এল্‌গিন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। কিন্তু অধিক দিন এখানকার রাজকার্য্য করিতে পান নাই। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা হইতে উত্তর-পশ্চিম যাত্রা করেন, এবং আগ্রায় দরবার করিয়া শিমলা শৈলে গমন করেন। তথা হইতে ফিরিবার সময়ে পীড়িত হইয়া হিমালয়ের এক ধর্ম্মশালায় কালগ্রাসে পতিত হন (২০শে নভেম্বর, ১৮৬৩ খ্রীঃ)।

এল্‌গিন লর্ড (২য়)—ইনি কর্জ্জনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে ধর্ম্মশালায় যে গভর্ণর জেনারেল লর্ড এল্‌গিনের প্রাণান্ত হয়, ইনি সেই এল্‌গিনের পুত্র। ইনি ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে এদেশে আগমন করেন। ইঁহার শাসনকালে দেশে যুদ্ধবিগ্রহ ও আধিব্যাধি-দুর্ভিক্ষাদি নানারূপ দৈব উৎপাতে প্রজামণ্ডলী পীড়িত হইয়াছিল। ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে চিত্রল রাজ্য লইয়া উমরা খাঁ নামক এক ব্যক্তির সহিত ইংরেজের বিরোধ উপস্থিত হয়। কিছুদিন যুদ্ধের পর উমরা খাঁ পলায়ন করিলে ইংরেজরা চিত্রলকে আপনাদের আশ্রিত রাজ্য করিয়া লইয়া অন্য এক ব্যক্তিকে তথাকার রাজা করেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দের শরৎকালে বোম্বাই নগরে "বিউবোনিক প্লেগ" নামে এক ভীষণ মহামারী উপস্থিত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে পুনা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া বহুপ্রজার প্রাণসংহার করে। ঐ বৎসরে ভালরূপ বর্ষণ না হওয়ায় ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই শস্যহানি হইয়া দুর্ভিক্ষের হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়। লর্ড এল্‌গিন এই উভয়বিধ দৈব উৎপাত নিবারণ করিয়া প্রজার প্রাণরক্ষা করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। আবার ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে দেশব্যাপী ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া বাঙ্গালার নানা স্থানে ও আসামের প্রায় সর্ব্বত্র বহু ইষ্টকালয় ধ্বংস ও অনেক লোকের জীবননাশ করে। ইহার অব্যবহিত পরেই আফগান সীমান্তবাসী আফ্রিদিপ্রভৃতি অসভ্য পার্ব্বতীয় জাতি ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। উহাদিগকে দমন করিতে ইংরেজরাজকে বহু অর্থব্যয় ও লোকক্ষয় করিতে হয়। পূর্ণ পাঁচ বৎসর কাল কার্য্য করিয়া লর্ড এল্‌গিন ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে এদেশ ত্যাগ করেন।

এব—অবধারণ; পরিসংখ্যা; সাদৃশ্য; ব্যবচ্ছেদ; নিয়ম; বাক্যপূরণ। ই (গমন করা) + বন্ ক। ব্য।

এবং, এবম্—এই প্রকার; সাম্য; স্বীকার; নিশ্চয়; প্রশ্ন। ই (গমন করা) + বম্ ক। ব্য

এবংবিধ—এই প্রকার, ঈদৃশ। এবং (এই প্রকার) হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [অনেকে "এবম্বিধ" লেখেন, কিন্তু উহা অশুদ্ধ, কারণ "বিধ" ভাগের বকার বর্গীয় নহে বলিয়া অনুস্বার স্থানে 'ম' হইতে পারে না।

এবম্ভূত—ঈদৃশ। এবম্—ভূ + ক্ত ক। বিণ; ত্রি:

এবে—এই সময়ে। পদ্যে পাদপূরণার্থ ব্যবহৃত হয়। ব্য।

এষণা—অন্বেষণ; ইচ্ছা। ইষ + অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ঐ

ঐ—১। দ্বাদশ স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও তালু; শিব। সং; পু। ২। সম্বোধন; আমন্ত্রণ; স্মরণ। ব্য। ৩। দূরস্থ পদার্থ বা পূর্ব্বোল্লিখিত শব্দবোধক। দেশজ। বিণ

ঐক—একসম্বন্ধীয়; একার্থবোধক। এক শব্দ + ষ্ণ তাহার ইহা অর্থে। বিণ; ত্রি।

ঐকতান—বাদ্যবিশেষ, কতকগুলি বিভিন্নজাতীয় বাদ্যযন্ত্র এক স্বরে বাদিত হইলে তাহাকে ঐকতান বলে। একতান দেখ; একতান শব্দ + ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

ঐকতানবাদন—কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বাদ্যযন্ত্র এক সুরে বাঁধিয়া বাজান। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ঐকপদ্য—বহু পদের একার্থবোধক সম্পাদন। যথা—স্ত্রী, যোষিৎ, অবলা, নারী। একপদ + ষ্য ভবার্থে। সং; ক্লী।

ঐকমত্য—মতের ঐক্য, একই প্রকার মত। একমত দেখ; একমত শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী। বিশেষণে একমত।

ঐকবাক্য—একবাক্যতা, একমতাবলম্বন। এক-বাক্য শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

ঐকবাক্যে—এককথাবলম্বনে, একমতাবলম্বনে। বহু। ক্রি-বিণ।

ঐকাগ্র্য—একাগ্রতা। একাগ্র শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী। [+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

ঐকান্তিক—নিশ্চিত; দৃঢ়; প্রগাঢ়। একান্ত শব্দ

ঐকান্তিকতা—নিশ্চয়; প্রগাঢ়তা; সাতিশয় মনঃসংযোগ। ঐকান্তিক শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

ঐকাহিক—একদিনসম্বন্ধীয়; একদিনসাধ্য; একদিনান্তরজাত। একাহ শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

ঐকাহিক জ্বর—একদিন অন্তর জ্বর। কর্ম্মধা। সং; পু।

ঐক্য—একতা, মিল; অবিরোধ; একরূপতা। এক+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী। বিশেষণে এক।

ঐক্ষব—ইক্ষুসম্বন্ধীয়; ইক্ষুজাত। (গুড়, চিনি প্রভৃতি)। ইক্ষু শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

ঐক্ষ্বাক—ইক্ষ্বাকু সম্বন্ধীয়; ইক্ষ্বাকুবংশীয়; ইক্ষ্বাকুর অধিকৃত (জনপদ)। ইক্ষ্বাকু শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

ঐতরেয়—ঋগ্বেদের শাখাবিশেষ। সং।

[ভাষ্যকারদিগের মতে, মহিদাস ঐতরেয় নামক ঋষি এই শাখার প্রবর্ত্তক। শঙ্করাচার্য্য বলেন, ইতরার অপত্য অর্থাৎ প্রণীত বলিয়া ইহার নাম ঐতরেয়। সায়ণাচার্য্য মহিদাস ঐতরেয়ের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন;—"কোনও মহর্ষির অনেকগুলি পত্নী ছিল, তন্মধ্যে একটীর নাম ইতরা। এই ইতরার গর্ভে মহিদাসের জন্ম। মহর্ষি অপরাপর পত্নীর পুত্রদিগকে ভালবাসিতেন, কিন্তু মহিদাসকে তাদৃশ ভালবাসিতেন না। কোনও যজ্ঞসভায় তিনি মহিদাসকে উপেক্ষা করিয়া অন্য পুত্রদিগকে কোলে করেন। ইহাতে মহিদাসজননী ইতরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া আপনার কুলদেবতা ভূমির নিকট প্রার্থনা করিলে ভূমিদেবতা যজ্ঞসভায় আবির্ভূত হন, এবং মহিদাসকে দিব্যসিংহাসনে বসাইয়া অন্য সকল পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হইবে বলিয়া বর প্রদান করেন।"]

ঐতিহাসিক—ইতিহাসসম্বন্ধীয়; ইতিহাসজ্ঞ। ইতিহাস শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

ঐতিহাসিকতা—ইতিহাসজ্ঞতা, উত্তমরূপে ইতিহাস জানা। ঐতিহাসিক শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

ঐন্দ্র—১। জয়ন্ত; বালী; সুগ্রীব; অর্জ্জুন। ইন্দ্র শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ঐন্দ্রী। ২। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র। সং; ক্লী। ৩। ইন্দ্রসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি।

ঐন্দ্রজালিক—কুহকসম্বন্ধীয়; কুহকী, বাজিকর (Magician)। ইন্দ্রজাল+ষ্ণিক। বিণ।

ঐন্দ্রলুপ্তিক—কেশনাশক রোগে আক্রান্ত, টেকো। ইন্দ্রলুপ্ত শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

ঐন্দ্রি—জয়ন্ত; বালী; সুগ্রীব; অর্জ্জুন; কাক। ইন্দ্র শব্দ+ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

ঐন্দ্রিয়ক—১। ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয়; প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয় শব্দ+কণ্। বিণ; ত্রি।

ঐন্দ্রী—ইন্দ্রপত্নী, শচী, শক্তিবিশেষ, দুর্গা; পূর্ব্বদিক্। সং; স্ত্রী।

ঐরাবণ—ঐরাবত হস্তী। সং। পু।

ঐরাবত—১। ইন্দ্রহস্তী; নাগরঙ্গ বৃক্ষ; সর্পবিশেষ। ইরাবত শব্দ (সমুদ্র)+ষ্ণ ভবার্থে। প্রসিদ্ধি আছে যে, সমুদ্রমন্থনে ঐরাবত হস্তীর উৎপত্তি। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ঐরাবতী। ২। সরল ইন্দ্রধনুঃ। সং; ক্লী।

ঐরাবতী—ঐরাবতপত্নী, অভ্রমু; বিদ্যুৎ; নদীবিশেষ, ইহার আধুনিক নাম রাবি। সং; স্ত্রী। ঐরাবত দেখ।

ঐল—ইলাতনয়, পুরূরবাঃ। ইলা শব্দ (বুধপত্নী)+ষ্ণ অপত্যার্থে; ইলা দেখ। সং; পু

ঐলবিল—কুবের। ইলবিলা শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

ঐশ—ঈশ্বরসম্বন্ধীয়। ঈশ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ঐশী।

ঐশশক্তি—ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ক্ষমতা। ঐশী যে শক্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [অসমাস স্থলে ঐশী শক্তি হইবে]। [মর্থে। বিণ; ত্রি।

ঐশিক—ঈশ্বরসম্বন্ধীয়। ঈশ শব্দ+ষ্ণিক ইদ-

ঐশী—ঈশ্বরসম্বন্ধিনী। বিণ; স্ত্রী। ঐশ দেখ।

ঐশীমায়া—ঈশ্বরসম্বন্ধিনী মায়া। অসমস্ত পদদ্বয়। সমাসে ঐশমায়া হয়।

ঐশীশক্তি—ঐশশক্তি দেখ। [বিণ; ত্রি।

ঐশ্বর—ঈশ্বরসম্বন্ধীয়। ঈশ্বর শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে।

ঐশ্বরিক—ঈশ্বরসম্বন্ধীয়। ঈশ্বর শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

ঐশ্বরী—ঈশ্বরসম্বন্ধিনী। ঈশ্বর দেখ। ঐশ্বর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঐশ্বর্য্য—প্রভুত্ব; সম্পত্তি, ধন; অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, বশিত্ব, কামাবসায়িতা,—এই অষ্টবিধ শক্তি। ঈশ্বর শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥

ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব—প্রভুত্ব বা ধনজনিত অহঙ্কার। ৬তৎ। সং; পু।

ঐশ্বর্য্যবান্—প্রভুত্বসম্পন্ন; ধনবান্। ঐশ্বর্য্য শব্দ বতু অস্ত্যর্থে, পুংলিঙ্গ, ১মার ১বচনে ঐশ্বর্য্যবান্। স্ত্রীলিঙ্গে ঐশ্বর্য্যবতী। বিণ; পু।

ঐশ্বর্য্যশালী—(ঐশ্বর্য্যশালিন্)। ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট। ঐশ্বর্য্য শব্দ+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ঐশ্বর্য্যশালিনী।

ঐশ্বর্য্যান্বিত—ঐশ্বর্য্যযুক্ত। ঐশ্বর্য্য দ্বারা অন্বিত (যুক্ত) ৩তৎ, অথবা ঐশ্বর্য্যকে অন্বিত (অনুগত), ২তৎ। বিণ; ত্রি।

ঐষীক—মহাভারত গ্রন্থের পর্ব্ববিশেষ। ঈষীকা শব্দ+ষ্ণ। সং; ক্লী।

ঐহিক—ইহলোকসম্বন্ধীয়; ইহকালসংক্রান্ত, এই কালের। ইহ শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

ও

ও—১। ত্রয়োদশ স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ; সম্বোধন; অভিপ্রায়; স্মরণ; দয়া। ব্য। ২। ব্রহ্মা। সং; পু।

ওঁ—ওঙ্কার, প্রণব, আদ্যবীজ [ওম্ দেখ]। ব্য।

ওক—১। পক্ষী; বৃষল, শূদ্র। উচ (একত্র করা)+ক ক। ২। গৃহ; আশ্রয়; স্থান। উচ+ক অধি। সং; পু।

ওকঃ—গৃহ; আশ্রয়; স্থান। উচ (একত্র করা)+অস্ অধি। সং; ক্লী।

ওঘ—১। সমূহ; জলবেগ, প্রবাহ; পরম্পরা। উচ (একত্র করা)+অল্ র্ম। ২। দ্রুতনৃত্য। উচ+অল্ অধি। ৩। উপদেশ। উচ+অল্ ভা। সং; পু।

ওঘবতী—মহাভারতোক্ত ওঘবান্ রাজার কন্যা। পতির আজ্ঞায় ইনি দ্বিজরূপধারী অতিথি ধর্ম্মকে আপনার আত্মা পর্য্যন্ত প্রদান করেন, তাহাতে ধর্ম্ম পরিতুষ্ট হইয়া ইহাঁকে বর দেন। তদনুসারে ইনি লোকের হিতার্থে অর্দ্ধদেহের দ্বারা নদীত্ব প্রাপ্ত হন। ওঘ শব্দ (জলপ্রবাহ)+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

ওঙ্কার—প্রণব, ওঁ। ওম্ শব্দ+কার স্বার্থে।

ওজঃ (ওজস্)—১। তেজঃ; বল; কাব্যগুণবিশেষ [কাব্যরস দেখ]। ওজ (বাঁচা)+অন্ ণ। ২। দীপ্তি; শোভা; অবষ্টম্ভ। ওজ+অস্ ভাবে। সং; ক্লী। বিশেষণে ওজস্বল, ওজস্বী।

ওজস্বল—তেজস্বী; বলবান্। ওজস্ শব্দ+বল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

ওজস্বিতা—ওজস্বী দেখ। ওজস্বিন্ শব্দ+তা ভাবে।

ওজস্বিতাময়—ওজস্বিতাপূর্ণ, ওজস্বী। ওজস্বিতা শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ওজস্বিতাময়ী।

ওজস্বিতাসম্পন্ন—ওজস্বী। ৩তৎ। বিণ ত্রি।

ওজস্বিনী—ওজস্বী দেখ।

ওজস্বী—তেজস্বী; বলবান্; দীপ্ত; ওজোগুণবিশিষ্ট। ওজস্ শব্দ+বিন্ অস্ত্যর্থে—ওজ-

স্বিন্‌. ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ওজস্বিনী। বিশেষ্যে ওজস্বিতা।

ওজিষ্ঠ—তেজীয়ান্‌; বলবান্‌। ওজস্বিন্‌ শব্দ + ইষ্ঠ অত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

ওজোগুণ—কাব্যের গুণবিশেষ। গুণ শব্দে দেখ। সং; পু।

ওজোন—বায়ুরাশিস্থ অম্লজনক নামক বাষ্পের রূপভেদবিশেষ, তড়িৎসংযোগে ইহার উৎপত্তি। অম্লজনক বাষ্প দ্বারা যে সকল কার্য্য ধীরে ধীরে হয়, ওজোন দ্বারা সেগুলি অতি সত্বর সাধিত হয়। ইহার শক্তিতে পূতি গন্ধ নিবারিত এবং বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ হয়। যাবনিক।

ওড়পুষ্প, ওড়ফুল—জবাকুসুম। দেশজ। ওড্র পুষ্পের অপভ্রংশ। সং।

ওড্র—জবাফুল। আ—উড (আলিঙ্গন করা) + রক্‌ ক। সং; ক্লী। ২। উৎকল দেশ, উড়িষ্যা। সং; পু।

ওত—১। যাহা বয়ন করা হইয়াছে এরূপ (বস্ত্র); প্রোত; অন্তর্ব্যাপ্ত। আ—বে (বয়ন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। বস্ত্রের দীর্ঘতন্তু, টানা। সং; ক্লী।

ওতপ্রোত—সর্ব্বস্থানব্যাপ্ত। ওত এবং প্রোত, দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি। [ক্রি-বিণ।

ওতপ্রোতভাবে—সর্ব্বস্থানব্যাপ্তরূপে। বহু।

ওতপ্রোতরূপে—যাহাতে সর্ব্বস্থানে ব্যাপে এই প্রকারে। বহু। ক্রি-বিণ।

ওতু—বিড়াল। অব (রক্ষা করা) + তুন্‌ ক। সং; পু। [অন্‌ র্ম্ম। সং; পু ও ক্লী।

ওদন—সিদ্ধান্ন, ভাত। উন্দ (আর্দ্র হওয়া) +

ওম্‌—প্রণব, বিষ্ণুশিবব্রহ্মাত্মক বীজমন্ত্র, ব্রহ্মা; স্বীকার; মঙ্গল; আরম্ভ; অপাকরণ। অব (রক্ষা করা) + ম্‌ ক; অথবা অ (বিষ্ণু) + উ (শিব) + ম্‌ (ব্রহ্মা), সমাহার দ্বন্দ্ব সমাসে সন্ধি করিয়া পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্য।

ওয়াজিদ আলি শাহ—ইনি অযোধ্যার শেষ নবাব। এক্ষণে অযোধ্যা ইংরেজদিগের আশ্রিত রাজ্য। ওয়াজিদ আলির সময়ে নানারূপ শাসনবিশৃঙ্খলা ঘটায় তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ডালহৌসী ইহাঁকে সতর্ক করিয়া এক পত্র লেখেন যে, দুই বর্ষ মধ্যে যদি ওয়াজিদ আলি শাসনসংস্কার না করেন, তাহা হইলে তাঁহার হাত হইতে অযোধ্যা কাড়িয়া লওয়া হইবে। এই পত্রেও ওয়াজিদের চৈতন্যোদয় না হওয়ায় ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে ডালহৌসী ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে অযোধ্যা ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন, এবং ওয়াজিদ আলিকে কলিকাতায় আনিয়া তাঁহার বার্ষিক ১২লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। অতঃপর কলিকাতার সন্নিহিত মুচিখোলায় তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহাঁর বংশধরেরা অদ্যাপি অযোধ্যার নবাববংশ বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন।

ওয়াট্‌সন—জনৈক প্রসিদ্ধ ইংরেজ নৌসেনাধ্যক্ষ। অন্ধকূপহত্যা দেখ।

ওয়ার্ড—(রেভঃ উইলিয়ম) (Rev. William Ward) ইনি ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ওয়ার্ড বাল্যকালে ছাপাখানার পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। জসুয়া মার্সম্যান (Joshua Marsman) এবং ইনি মিসনরীরূপে নিযুক্ত হইয়া ১৭৯৯ খ্রীঃ ১৩ই অক্টোবর শ্রীরামপুরে আগমন করেন। তথায় কেরীর সহিত মিলিত হইয়া ইনি 'মিসন' স্থাপন করেন। এখানে যাজন কার্য্য ব্যতীত ওয়ার্ড ছাপাখানার কার্য্যও দেখিতেন। এইখানেই ইনি বাইবেল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ মুদ্রণ জন্য টাইপ প্রস্তুত করেন, এবং কুড়িটির অধিক ভাষায় খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদিত করাইয়া মুদ্রিত করেন। ১৮১১ খ্রীঃ অব্দে ইনি ইংরাজী ভাষায় হিন্দুদিগের ইতিহাস, সাহিত্য ও পুরাণ বিষয়ক এক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন এবং ১৮২৩ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালাদেশে খৃষ্টধর্ম্মে প্রথম দীক্ষিত হিন্দু কৃষ্ণপাল নামক জনৈক ব্যক্তির জীবনচরিত প্রকাশিত করেন। ঐ বৎসর ৭ই মার্চ্চ ওয়ার্ড বিসূচিকা রোগে শ্রীরামপুরে দেহত্যাগ করেন।

ওয়ারেন—হেনরী ক্লার্ক (Henry clarke Warren) [১৮৫৪ খ্রীঃ ১৮ই নভেম্বর ইনি বোষ্টন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ওয়ারেন আমেরিকাতেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া প্রাচ্য দর্শন-সাহিত্যে অনুরাগী হন। পালি-সাহিত্য ইহাঁর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। বুদ্ধঘোষের "বিশুদ্ধি মাগ্‌গ" মূল হইতে অনুবাদ করিয়া ইনি "হারভার্ড ওরিয়েণ্টাল সিরিস্‌ (Harvard oriental series) নামক পত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত করেন। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইনি কখন প্রাচ্যদেশে আগমন করেন নাই।

ওয়াহাবী—আবদুল ওয়াহাব প্রবর্ত্তিত মুসলমান ধর্ম্মমতবিশেষ। মধ্য আরবের নাজদ প্রদেশে অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল ওহাব জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত স্থূলতঃ এই, —"এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিবে এবং যাহাতে তাঁহার মহত্ব ক্ষুণ্ণ হয়, এমন ভাবে মহম্মদকে বাড়াইবে না। মূর্ত্তি, উৎসব, উপবাসাদি অনুষ্ঠান নিষেধ। আর তরবারি সাহায্যে মুসলমান ধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইবে।" মুসলমানেরা সিয়া ও সুন্নি নামে দুই দলে বিভক্ত। সিয়াগণ বাহা-দুরশাহের পক্ষপাতী। সুন্নিগণ তাহা নহে। ওয়াহাবী মত সুন্নি মতের একটি সংস্কৃত শাখা। আমীর খাঁ নামক পাটনার জনৈক অর্থবান্‌ মুসলমান ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বরূপে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এই অভিযোগে ১৮৭১ খৃঃ অব্দে বিচারাধীন হন। বিচারফলে ইনি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত এবং সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হন; পরে ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে ১লা জানুয়ারী মহারাণীর দয়ার নির্ব্বাসনদণ্ড হইতে অব্যাহতি পান।

ওয়েবর—এল্‌ব্রেট ফ্রেডরিক (Albrecht Friedrick Weber) জর্ম্মাণ পণ্ডিত। জন্ম—১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮২৫। সংস্কৃত ভাষা বৈজ্ঞানিকভাবে অধ্যয়ন করিবার পথ যাঁহারা প্রথমে প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের মধ্যে ইনি অন্যতম। ১৮৪৯ হইতে ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দ মধ্যে ইনি শ্বেত যজুর্ব্বেদ ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত করেন। বার্লিন রাজধানীর রাজকীয় পুস্তকালয়ে যে সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, ওয়েবর সাহেব তাহার একটি মূল্যবান্‌ তালিকা প্রস্তুত করেন। ১৮৫০ হইতে ১৮৮৫ পর্য্যন্ত ইনি ভারতবিষয়ক নানা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। প্রাকৃত ভাষা অধ্যয়ন সম্বন্ধে ইনি পথপ্রদর্শক। ইনি জৈনধর্ম্ম-সম্বন্ধেও অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। অতঃপর ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। শেষাবস্থায় তাঁহার চক্ষুঃপীড়া জন্মে। ১৯০১ খ্রীঃ অব্দের ৩০ শে নভেম্বর ইহাঁর মৃত্যু হয়।

ওয়েলিংটন—ডিউক অব্‌ (First duke of Wellington)। ইনি লর্ড মর্ণিংটনের চতুর্থ পুত্র এবং ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল মারকুইস্‌ অব্‌ ওয়েলেসলীর ভ্রাতা। ইহাঁর জন্ম ১৭৬৯ খ্রীঃ অব্দ, ১লা মে। সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারী হইয়া ইনি ১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ভারতবর্ষে আগমন করেন। টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধের সময়ে ইনি সেরিংগাপাটামে উপস্থিত ছিলেন। টিপুর পরাজয় ও মৃত্যুর পর ইনি উক্ত রাজধানীর পর্য্যবেক্ষণ ভারপ্রাপ্ত হইয়া লুণ্ঠন বন্ধ ও শান্তিস্থাপন করিলেন। নবপ্রাপ্ত টিপুর রাজ্য ইনি কিছুদিন দক্ষতার সহিত শাসন করেন। ১৮০২।৩ খৃঃ অব্দে সিন্ধিয়া হোলকার ও বেরারের রাজা ইংরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। ইনি মান্দ্রাজ সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া হোলকারের হস্ত হইতে পুনা সহর রক্ষা করেন। আমেদনগর হস্তগত করিয়া ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ২৩শে সেপ্টেম্বর ৫০,০০০ সেনানী সংবলিত সমবেত-মার্হাট্টা শক্তিকে এসে

(Assay) নামক গ্রামের সন্নিকটস্থ স্থানে পরাভূত করেন। ঐ বৎসরের ২৯শে নভেম্বর আর্গাম (Argaum) যুদ্ধে মার্হাট্টা শক্তিকে বিশেষরূপে দুর্ব্বল করেন ও ১৫ই ডিসেম্বর গোয়াইলঘর (Gawailghar) হস্তগত করেন এবং সন্ধিপত্র দ্বারা বিস্তৃত প্রদেশ কোম্পানীর অধীনে আনেন। পর বৎসর ইনি ডেকানের সৈন্যগণকে কর্ম্ম হইতে অবসর দেন। ইনি বোম্বাই নগরে সম্মানচিহ্নস্বরূপে একখানি তরবারি উপহার প্রাপ্ত হন। ১৮০৫ খৃঃ ইনি মান্দ্রাজ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার পূর্ব্বেই ইনি কে, সি, বি, (K. C. B) উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। টালাভেরার যুদ্ধে (Battle of Talavera) (১৮০৯ খৃঃ ২৮শে জুলাই) ইনি জয়লাভ করিয়া ভাই-কাউণ্ট ওয়েলিংটন অব টালাভেরা (Vicount Wellington of Talavera) নামে ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে (Peerage) স্থান পাইলেন এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াটারলু (Waterloo) যুদ্ধে নেপলিয়নকে পরাজয় করিয়া ইংলণ্ডের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু এ সকল কথা ইংলণ্ডের ইতিহাসের বিষয়ীভূত। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর এই মহাযশস্বী বীরের দেহত্যাগ ঘটে।

ওয়েলেস্‌লী—(রিচার্ড কলী মারকুইস অব) (Richard Colley Marquis of Wellesley) ইনি ভুবনবিখ্যাত ডিউক অব্‌ ওয়েলিংটনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও প্রথম লর্ড মর্ণিংটনের পুত্র। ইনি ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে রাজসরকারে বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া পরে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন। এই পদে ১৭৯৮ খ্রীঃ ১৮ই মে হইতে ১৮০৫ খ্রীঃ ৩০শে জুলাই পর্য্যন্ত কার্য্য করেন। ইঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনাগুলি নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইল। টিপুসুলতানের পরাজয় ও মৃত্যু (৪ঠা মে, ১৭৯৯)। কিয়দংশ ব্যতীত, মহিসুর রাজ্য হিন্দুরাজ হস্তে পুনর্ব্বার গমন। হাইদ্রাবাদের নিজামকে কতকগুলি প্রদেশ প্রদান ও বন্ধু ও আশ্রিত রাজা বলিয়া পরিগণন। কর্নাট প্রদেশকে কোম্পানীর অধিকারে আনয়ন। মারহাট্টা শক্তির খর্ব্বীকরণ। ১৮০০ খ্রীঃ কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন। ভারতবর্ষে রবিবারকে বিশ্রাম-দিন বলিয়া স্থিরীকরণ। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইনি বিবিধ উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩৫ খ্রীঃ ইনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৮৪২ খ্রীঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করেন। জীবনের অন্তিমভাগ পর্য্যন্ত ইনি বিদ্যালোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

ওল—স্বনামখ্যাত মূলবিশেষ। আ—বল (বৃদ্ধি পাওয়া) + অন্‌ ক। সং; ক্লী।

ওলন্দাজ—ইউরোপের অন্তঃপাতী হল্যাণ্ড বা নেদার্লাণ্ড নামক দেশের অধিবাসীদিগকে ইংরেজীতে ডচ্‌ ও বাঙ্গালায় ওলন্দাজ বলে।

ওলাউঠা—রোগবিশেষ, ভেদবমন, বিসূচিকা। ওলা (নামা অর্থাৎ ভেদ) এবং উঠা (বমন)। কেহ কেহ বলেন, ওলাউঠা রোগ পূর্ব্বে এদেশে ছিল না, ১৮১৭ খ্রীঃ নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি স্থানে স্থানে প্রথম দেখা দেয়, এবং তৎপরে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; আবার কেহ কেহ বলেন, এই রোগ বরাবরই এ দেশে আছে। আয়ুর্ব্বেদে যাহাকে বিসূচিকা বলে, তাহাই আধুনিক ওলাউঠা বা কলেরা (Cholera)

ওলো—প্রাকৃত ভাষায় ব্যবহৃত 'ফলা' শব্দের অপভ্রংশ। স্ত্রীলোকগণ সচরাচর পরস্পর প্রণয়সূচক সম্বোধনে এই শব্দটী ব্যবহার করিয়া থাকে। [পু।

ওষ—দাহ। উষ (দাহ করা) + অল্‌ ভা। সং;

ওষণ—১। দাহক। উষ (দাহ করা) + অন ক। বিণ; ত্রি। ২। কটুরস, ঝাল। সং; পু

ওষধি, ওষধী—জ্যোতির্লতা, যে সকল লতাগুল্ম হইতে রাত্রিকালে উজ্জ্বল কিরণ নিঃসৃত হয়; ফলপাকান্ত উদ্ভিদ্‌, যে সকল উদ্ভিদের ফল পাকিলে গাছ মরিয়া যায়, যেমন কদলী, ধান্য ইত্যাদি। ওষ শব্দ (দাহ)—ধা (ধারণ করা) + কি অধি। সং; স্ত্রী।

ওষধিগর্ভ—চন্দ্র; সূর্য্য। বহু। সং; পু।

ওষধিজ—ফলপাকান্ত উদ্ভিদ্‌ হইতে উৎপন্ন (রম্ভা প্রভৃতি), জ্যোতির্লতা হইতে জাত (আলোকাদি)। ওষধি—জন + ড ক। বিণ; ত্রি। [৬তৎ। সং; পু।

ওষধিপতি, ওষধীপতি, ওষধীশ—চন্দ্র; কর্পূর।

ওষধিপ্রস্থ—হিমালয়; হিমালয়স্থ পুরবিশেষ, গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে এইখানে নিপতিতা হন। সং; পু। [থন্‌ র্ম্ম। সং; পু।

ওষ্ঠ—উপর ঠোঁট, ঠোঁট। উষ (দাহ করা) +

ওষ্ঠাগত—যাহা ওষ্ঠ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

ওষ্ঠাগত-প্রাণ—যাহার প্রাণ ওষ্ঠ পর্য্যন্ত আগত হইয়াছে এরূপ, যাহার প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছে এরূপ, মুমূর্ষু। ওষ্ঠকে আগত ওষ্ঠাগত, ২তৎ; ওষ্ঠাগত হইয়াছে প্রাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ওষ্ঠ্য—ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চার্য্য বর্ণ। ওষ্ঠ শব্দ + য্য ইদমর্থে। সং; পু।

ঔ

ঔ—১। চতুর্দ্দশ স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ ও কণ্ঠ; সম্বোধন; নির্ণয়; বিরোধ; শূদ্রজাতির প্রণব। ব্য। ২। পৃথিবী। সং; স্ত্রী। ৩। অনন্ত; শব্দ। সং; পু।

ঔচিত্য—উপযুক্ততা; কর্ত্তব্যতা; ন্যায্যতা। উচিত শব্দ + ষ্য ভাবে। সং; ক্লী। বিশেষণে উচিত।

ঔজসিক—১। তেজস্বী, বলশালী। ওজস্‌ শব্দ + ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। বীর, শূর। সং; পু।

ঔজ্জ্বল্য—উজ্জ্বলতা; দীপ্তি। উজ্জ্বল শব্দ + ষ্য ভাবে। সং; ক্লী। বিশেষণে উজ্জ্বল।

ঔডুম্বর—১। উডুম্বর কাঠনির্ম্মিত; তাম্রনির্ম্মিত। উডুম্বর শব্দ + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। যমবিশেষ। সং; পু। ৩। তাম্র; কুষ্ঠরোগবিশেষ। সং; ক্লী।

ঔৎকর্ষ—উৎকর্ষজনিত যশঃ, শ্রীবৃদ্ধি। উৎকর্ষ শব্দ + ষ্ণ ইদমর্থে। সং; স্ত্রী।

ঔত্তরপদিক—উত্তরপদগ্রাহক। উত্তরপদ + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

ঔত্তরেয়—উত্তরার গর্ভে অভিমন্যুর ঔরসজাত পুত্র, রাজা পরীক্ষিৎ। উত্তরা শব্দ + ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

ঔত্তানপাদ, ঔত্তানপাদি—উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব। উত্তানপাদ শব্দ + ষ্ণ, পক্ষান্তরে ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

ঔৎপাতিক—উৎপাতসম্বন্ধীয়। উৎপাত শব্দ + ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

ঔৎসর্গিক—উৎসর্গসম্বন্ধীয়। উৎসর্গ শব্দ + ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

ঔৎসুক্য—উৎসুকতা; উৎকণ্ঠা; আগ্রহ। উৎসুক শব্দ + ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

ঔদনিক—পাচক। ওদন শব্দ + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি

ঔদরিক—উদরম্ভরি, পেটুক। উদর শব্দ + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

ঔদার্য্য—উদারতা, মহত্ত্ব; বদান্যতা; দাতৃত্ব। উদার শব্দ + ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

ঔদাসীন্য—উদাসীনতা, সম্পদ্‌ বিপদে উপেক্ষা; অবজ্ঞা, উপেক্ষা। উদাসীন শব্দ + ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

ঔদাস্য—বৈরাগ্য; অমনোযোগ; অবজ্ঞা, উপেক্ষা। উদাস + ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

ঔদ্দালক—জনৈক মুনি। উদ্দালক শব্দ + ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

ঔদ্ধত্য—ধৃষ্টতা, অশিষ্টতা। উদ্ধত শব্দ + ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

ঔদ্ধারিক—১। উদ্ধারসম্বন্ধীয়; বিভাগকালে উদ্ধারার্থ দেয়। উদ্ধার দেখ। উদ্ধার + ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। দায়ধন। সং; ক্লী

ঔদ্বাহিক—বিবাহসম্বন্ধীয় ; বিবাহকালে কৃত ; বিবাহকালে লব্ধ (যৌতুক)। উদ্বাহ (বিবাহ)+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ : ত্রি।

ঔদ্ভিজ্জ, ঔদ্ভিদ—১। উদ্ভিদসম্বন্ধীয়। উদ্ভিজ্জ বা উদ্ভিদ্ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। পাংশুলবণ ; সৈন্ধবলবণ। সং ; ক্লী।

ঔধস্য—স্তন্যদুগ্ধ। উধস্+ষ্ণ্য ইদমর্থে। সং ; ক্লী

ঔন্নত্য—উন্নতি, উচ্চতা। উন্নত শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

ঔপচারিক—১। উপচারসম্বন্ধীয়। উপচার শব্দ +ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। উপচার। সং ; পু।

ঔপনিবেশিক—উপনিবেশসম্বন্ধীয় ; উপনিবেশকারী ; উপনিবেশবাসী। উপনিবেশ শব্দ+ ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

ঔপনিষদ—১। উপনিষৎসম্বন্ধীয় ; ব্রহ্মবিদ্যা-সংক্রান্ত ; উপনিষৎ শাস্ত্র-নির্ণীত। উপনিষদ্ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পরমাত্মা। সং ; পু।

ঔপম্য—সাদৃশ্য, তুল্যতা। উপমা শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং।

ঔপল—উপলসম্বন্ধীয় ; উপলনির্ম্মিত। উপল দেখ। উপল+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

ঔপসর্গিক—১। উপসর্গসম্বন্ধীয়। উপসর্গ দেখ। উপসর্গ শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। সন্নিপাত রোগবিশেষ।

ঔপাধ্যায়ক—উপাধ্যায়সম্বন্ধীয় ; উপাধ্যায় হইতে প্রাপ্ত। উপাধ্যায় দেখ। উপাধ্যায় শব্দ+ কণ্ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

ঔরস, ঔরস্য—ধর্ম্মপত্নীজাত স্বয়মুৎপাদিত (সন্তান)। উরস্ শব্দ+ষ্ণ পক্ষান্তরে ষ্ণ্য ভাবে। বিণ ; ত্রি।

ঔর্দ্ধদেহিক, ঔর্দ্ধ্বদেহিক—১। অন্ত্যেষ্টি সম্বন্ধীয়। ঊর্দ্ধদেহ+ষ্ণিক ইদমর্থে। ২। প্রেতকৃত্য, অন্ত্যেষ্টি, অগ্নিসংস্কার-তর্পণাদি ক্রিয়া। সং ; ক্লী।

ঔর্ব্ব—১। পার্থিব। উর্ব্বী শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। বাড়বানল। [বাড়বানলের উৎপত্তি সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে ;—ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ভৃগুমুনির অপমানের পর উর্ব্ব ঋষি যৎকালে গর্ভমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে ক্ষত্রিয়েরা উর্ব্বের জননীর গর্ভ নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে উর্ব্ব ঊরু ভেদ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন, এবং প্রতিহিংসা সাধনের নিমিত্ত কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। ইঁহার উগ্র তপস্যায় সর্ব্ব প্রাণী বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পিতৃপুরুষ পিতৃলোক হইতে ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে ক্রোধ ত্যাগ করিতে বলেন ; কিন্তু ইনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন পিতৃগণ ইঁহাকে বলিলেন যে, জলই সর্ব্বলোকের আশ্রয়, অতএব সর্ব্বলোকবিনাশক তাঁহার ক্রোধাগ্নি জলে নিক্ষেপ করিলেই তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে। তদনুসারে উর্ব্ব সমুদ্রমধ্যে আপনার ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করিলে, অগ্নি বৃহৎ অশ্বমুণ্ডরূপী হইয়া মুখদ্বারা অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া সমুদ্রের জলপান করিতে লাগিলেন]। উর্ব্ব +ষ্ণ অপত্যার্থে। সং ; পু।

ঔর্ব্বশেয়—উর্ব্বশীপুত্র ; অগস্ত্য ঋষি। উর্ব্বশী শব্দ +ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

ঔশনস—১। শুক্রাচার্য্যসম্বন্ধীয়। উশনস্+ষ্ণ ইদমর্থে। ২। শুক্রাচার্য্য-প্রণীত গ্রন্থ। ক্লী।

ঔশনসী—শুক্রাচার্য্যের কন্যা এবং রাজা যযাতির পত্নী দেবযানি। উশনস্ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ঔশীর, ঔষীর—১। চামরদণ্ড। উশীর বা উষীর শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। সং ; পু। ২। উশীরময় শয়নাসন ; আসন। সং ; ক্লী। ৩। উশীর সম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি।

ঔষধ—ওষধিজাত রোগনাশক দ্রব্য, ভেষজ ; ওষধি+ষ্ণ ভবার্থে। সং ; ক্লী।

ঔষধালয়—যেখানে ঔষধ থাকে বা পাওয়া যায়, ডাক্তারখানা। ৬তৎ। সং ; পু।

ঔষ্ঠ্য—ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চার্য্য। ওষ্ঠ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। বিণ ; ত্রি।

ক

ক—১। প্রথম হলবর্ণ। ২। আত্মা ; ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; সূর্য্য ; অগ্নি ; বায়ু ; যম ; দক্ষ ; কন্দর্প ; কাল ; রাজা ; পক্ষী ; ময়ূর ; দেহ ; শব্দ ; দীপ্তি। কৈ (শব্দ করা), অথবা কচ (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক। সং ; পু। ৩। মস্তক ; কেশ ; জল ; সুখ ; মনঃ ; ধন ; রোগ। সং ; ক্লী।

কংশ, কংস—১। কাংস্য, কাঁসা ; কাংস্যপাত্র ; পরিমাণবিশেষ। কম (কামনা করা)+স র্ম্ম। সং ; পু।

২। স্বনামখ্যাত অসুরবিশেষ, কৃষ্ণ-জননী দেবকীর পিতৃব্য উগ্রসেনের পুত্র, সুতরাং সম্পর্কে কৃষ্ণের মাতুল। ইনি জরাসন্ধ রাজার অস্তি ও প্রাপ্তি নাম্নী দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। একে স্বয়ং স্বভাবতঃ দুর্বৃত্ত, তদুপরি জরাসন্ধের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ায় কংস যাবতীয় যাদবগণকে উপেক্ষা করিয়া এবং স্বীয় জনক উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া আপনি মথুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে ইঁহার পিতৃব্যতনয়া দেবকীর সহিত বসুদেবের বিবাহ হইলে কংস দৈববাণীতে অবগত হন যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভসম্ভূত সন্তান তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিবে। অতঃপর কংস দেবকী ও বসুদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং তাঁহাদের এক একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে, আর ইনি সেই নবপ্রসূত শিশুর প্রাণবধ করেন। নিষ্ঠুর কংস এইরূপে ক্রমান্বয়ে সাতটি সদ্যোজাত শিশুকে শমন ভবনে প্রেরণ করেন। দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব সেই রজনীতেই কৌশল করিয়া শিশু কৃষ্ণকে গোকুলে নন্দালয়ে প্রেরণ করিয়া নন্দপত্নী যশোদার সদ্যোজাত কন্যাকে [যোগমায়াকে] আনাইয়া দেবকীর নিকট রাখিয়া দেন। পরদিন কংস সেই কন্যাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে তিনি পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শূন্যে উত্থিত হইলেন এবং বলিয়া গেলেন যে, কংসের ভাবী হন্তা জন্মগ্রহণ করিয়া গোকুলে বৃদ্ধি পাইতেছেন।

অতঃপর কংস তাঁহার ভাবী হন্তার প্রাণবিনাশের উপায় দেখিতে লাগিলেন, এবং কেশী, ধেনুক, পুতনা প্রভৃতি অনুগত অনুচর ও অনুচরীদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে, "তোমরা যে বালকের শরীরে বলাধিক্য দেখিবে, তাহারই প্রাণবধ করিবে।" উহারা কৃষ্ণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে, কৃষ্ণই যে তাঁহার ভয়ের কারণ, তাহা কংস বুঝিতে পারেন। অনন্তর কৃষ্ণের বধার্থে ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কৃষ্ণ ও বলরামকে আনিবার জন্য অক্রূরকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা আগত হইলে তাঁহাদের বিনাশের জন্য কংস বহুবলশালী মল্ল ও মত্ত মাতঙ্গ নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণ বলরাম তাহাদের সকলকে বধ করিয়া কংসের প্রাণবিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এদিকে কংসও তাঁহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে কংসেরই পতন হইল। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ আপনার জনকজননী ও উগ্রসেনকে কারামুক্ত করিয়া উগ্রসেনকে মথুরার রাজাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কম (কামনা করা)+স ক। সং ; পু।

কংসকার—কাংস্যবণিক্, কাঁসারি। কংস শব্দ—কৃ (করা)+ষণ্ ক। সং ; পু।

কংসজিৎ—শ্রীকৃষ্ণ। কংস শব্দ—জি (জয় করা) +ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

কংসারি—কংসের শত্রু, শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। পু।

কংসাবতী—কংসের ভগিনী, উগ্রসেনের কন্যা, দেবশ্রবার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

ককুৎ (ককুদ্)—বৃষস্কন্ধের ঝুঁটি ; ছত্রচামরাদি রাজচিহ্ন ; পর্ব্বতের অগ্রভাগ ; শ্রেষ্ঠ। ক শব্দ (সুখ)—কু (শব্দ করা)+ক্বিপ্ ক। নিপাতনে ত স্থানে দ্। সং ; স্ত্রী।

ককুৎস্থ—সূর্য্যবংশীয় জনৈক নরপতি। রামায়ণের মতে ইনি ভগীরথের পুত্র। [মতান্তরে, ইঁহার

পিতার নাম পুরঞ্জয়]। এই রাজা ত্রেতাযুগে অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। ইঁহার আদিম নাম পুরঞ্জয়; পরে নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে ককুৎস্থ নাম প্রাপ্ত হন। কোনও সময়ে দেবগণ অসুরকর্তৃক প্রপীড়িত হইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলে তিনি দেবগণকে পুরঞ্জয় রাজার সাহায্য গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। অনন্তর দেবগণ ঐ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা বিজ্ঞাপিত করিলে রাজা মহাবৃষভরূপী ইন্দ্রের ককুদে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধে গমন করেন, এবং অসুরগণের বিনাশ করিয়া সুরগণকে নিরুপদ্রব করেন। তদবধি ঐ ভূপতি ককুৎস্থ নামে বিখ্যাত হন। ককুদ্ শব্দ (বৃষের ঝুঁটি)—স্থা (থাকা)+ড ক। সং; পুং।

ককুদ—ককুৎ দেখ। ক শব্দ (সুখ)—কু শব্দ (পৃথিবী)—দা+ড ক। সং; পুং ও ক্লী।

ককুদ্মতী—কটিদেশ। সং; ক্লী। ককুদ্মান্ দেখ।

ককুদ্মান্—বৃষ। ককুদ্+শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে=ককুদ্মৎ, ১মার ১বচন। সং; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে ককুদ্মতী।

ককুদ্মী—বৃষ; জনৈক নৃপতি, বলদেব-পত্নী রেবতীর পিতা। ককুদ্ শব্দ+মিন্=ককুদ্মিন্, ১মার ১বচন। সং; পুং।

ককুন্দর, কুকুন্দর—নিতম্বস্থ আবর্তাকার গর্তদ্বয়। সং; ক্লী।

ককুভ—রাগবিশেষ; বীণার অলাবু (লাউ); কুটজ বৃক্ষ; গন্ধদ্রব্যবিশেষ; পক্ষিবিশেষ। সং; পুং।

কক্ষ—১। প্রকোষ্ঠ; বাহুমূল, বগল, কাঁক; পার্শ্ব; তৃণ; শুষ্ক তৃণ; শুষ্ক বন; লতা; স্পর্দ্ধাস্পদ, প্রতিযোগী; কচ্ছ, কাছা; বস্ত্রাঞ্চল। কষ (হিংসা করা)+স ণ। সং; পুং। ২। নক্ষত্র; গ্রহগণের পরিভ্রমণ পথ। সং; ক্লী।

কক্ষতল—বগল। ৬তৎ। সং; পুং।

কক্ষা—হস্তীর কক্ষ-বন্ধন-রজ্জু; কটিবন্ধ; বাহুমূল, বগল, কাঁক; কাঞ্চী, চন্দ্রহার, গোট; কচ্ছ, কাছা; বস্ত্রাঞ্চল; গৃহপ্রকোষ্ঠ; গৃহভিত্তি; রণাস্তর্গত স্থানবিশেষ; স্পর্দ্ধাস্থান, প্রতিযোগিতা; রক্তি। কষ (হিংসা করা)+স ণ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কক্ষান্তর—অন্য প্রকোষ্ঠ। অন্য কক্ষ, নিত্য সমাস।

কক্ষাবেক্ষক—দ্বারপাল; অন্তঃপুররক্ষী; উদ্যানপাল; কবি; রঙ্গাজীব; বিড়্গ। ৬তৎ। পুং।

কক্ষ্য—১। কক্ষোদ্ভব, কক্ষজাত; কক্ষপূরক। কক্ষ শব্দ+য্য ভবার্থে। বিণ; ত্রি। ২। রুদ্রবিশেষ; হর্ম্ম্যাদি প্রকোষ্ঠ; রাজান্তঃপুর; উত্তরীয় বস্ত্র; কক্ষবন্ধন রজ্জু, মেখলাদি বন্ধনের রজ্জু; পার্শ্বভাগ। সং; পুং।

কক্ষ্যা—কক্ষা দেখ। কক্ষ শব্দ+য্য, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কঙ্ক—কাঁকপক্ষী, বোধ হয় বাঙ্গালায় যাহাকে হাড়গেলা পাখী বলে; বিরাট রাজার সভায় অবস্থিতিকালীন যুধিষ্ঠিরের নাম [যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের নিকট অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইলে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের নিয়ম ছিল। সেই অজ্ঞাতবাসের বৎসর দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব বিরাটরাজের নিকট যাইয়া আপনাদের প্রকৃত জাতি ও নাম গোপন করিয়া কল্পিত নাম ধারণপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে যুধিষ্ঠির কঙ্ক, ভীম বল্লভ, অর্জ্জুন বৃহন্নলা, নকুল গ্রন্থিক, সহদেব তন্তিপাল এবং দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন]; ছলব্রাহ্মণ; যম; কংসের ভ্রাতা, উগ্রসেনের পুত্র। কন্‌ক+অন্ ক। সং; পুং।

কঙ্কণ—করভূষণ, কাঁকন, একপ্রকার বালা; বিবাহসূত্র; শেখর। যঙ্লুগন্ত কণ (পুনঃ পুনঃ শব্দ করা)+অন্ ক। সং; ক্লী।

কঙ্কত—কাঁকুই, চিরুণী। কন্‌ক (গমন করা)+অতচ্ ক। সং; স্ত্রী। স্ত্রীলিঙ্গে কঙ্কতী, কঙ্কতিকা। [কঙ্কত দেখ।

কঙ্কতিকা, কঙ্কতী—কাঁকুই, চিরুণী। সং; স্ত্রী।

কঙ্কপুরী—বারাণসী, কাশী। কঙ্ক অর্থাৎ সুখদা যে পুরী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কঙ্কমালা—করতালবাদন। সং; স্ত্রী।

কঙ্কমুখ—চিমুটা; সাঁড়াশি। বহু। সং; পুং।

কঙ্কর—১। কাঁকর; তক্র, ঘোল। ক শব্দ (শব্দ বা জল)—কৃ (করা)+খ ক। সং; ক্লী। ২। কর্কশ। বিণ; ত্রি।

কঙ্কা—উগ্রসেনের কন্যা, কংসের ভগিনী। স্ত্রী।

কঙ্কাল—অস্থিপঞ্জর (Skeleton); অস্থি; কটি। কন্‌ক+কালন্ ক। সং; পুং।

কঙ্কালমালা—অস্থিপঞ্জরসমূহ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কঙ্কালমালিনী—রুদ্রাণী। সং; স্ত্রী।

কঙ্কালমালী—অস্থিমালাধারী, রুদ্র, শিব। কঙ্কালের (অস্থির) মালা কঙ্কালমালা, ৬তৎ; কঙ্কালমালা শব্দ+ইন অস্ত্যর্থে=কঙ্কালমালিন্, ১মার ১বচন। সং; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে কঙ্কালমালিনী।

কচ—১। বন্ধ। কচ (বন্ধন করা)+অল্ ভা। ২। কেশ। কচ+অল্ র্ম। ৩। মেঘ; শুষ্ক ব্রণ; বৃহস্পতির পুত্র। কচ+অল্ ক। সং; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে কচা।

বৃহস্পতিপুত্র কচের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি প্রচলিত আছে;—দেবগণ কচকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট প্রেরণ করেন। ইনি সবিশেষ যত্নসহকারে শুক্রাচার্য্যের ও তৎকন্যা দেবযানীর সেবা করিতেন। তাঁহারা উভয়েই ইঁহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হন। দৈত্যগণ কচের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ইঁহার প্রাণবধ করে। দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য্য ইঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। কিছুদিন পরে দৈত্যেরা আবার ইঁহার প্রাণসংহার করে। এবারও দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য্য ইঁহার প্রাণদান করেন। ফলতঃ দেবযানী মনে মনে ইঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৃতীয় বারে দেবযানীর অভিপ্রায়ক্রমে কচ পুষ্পচয়নে গমন করিলে দৈত্যগণ ইঁহাকে হত্যা করিয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, এবং সেই ভস্ম সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া কৌশলে শুক্রাচার্য্যকে পান করায়। দেবযানী যথাসময়ে কচকে প্রত্যাগত না দেখিয়া অনুমানে বুঝিলেন যে, দৈত্যের হস্তে কচের প্রাণত্যাগ ঘটিয়াছে। তিনি পিতাকে সবিশেষ অনুরোধ করায় শুক্রাচার্য্য কচকে পুনর্জীবিত করিতে ইচ্ছা করিয়া জানিতে পারেন যে, কচ তাঁহার উদরমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন শুক্রাচার্য্য কচকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র প্রদান করিয়া বহির্গত হইতে বলেন। কচ গুরুর উদর ভেদ করিয়া বহির্গত হইলে শুক্রাচার্য্যের মৃত্যু হইল। কচ গুরুদত্ত মন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। অতঃপর কচ স্বস্থানে প্রস্থান করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে দেবযানী মনের কথা ভাঙ্গিলেন। তিনি কচকে পতিত্বে বরণ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। কিন্তু গুরুকন্যা সহোদরাতুল্যা জ্ঞানে কচ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে দেবযানী রুষ্টা হইয়া এই অভিশাপ প্রদান করেন যে, কচের মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা ফলপ্রদ হইবে না। কচ উত্তর করেন, "মন্ত্র অমোঘ, ইহা ব্যর্থ হইবার নহে। আমি এ মন্ত্রে ফল পাইব না বটে; কিন্তু আমি যাহাকে শিক্ষা দিব, সে অবশ্যই ফল পাইবে।" ইহা বলিয়া কচ দেবযানীকে অভিসম্পাত দিলেন যে, অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণভোগ্যা না হইয়া ক্ষত্রিয়ভোগ্যা হইবেন। এই পাপের ফলে দেবযানী ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির পত্নী হন। অতঃপর কচ আর বিলম্ব না করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন, এবং তথায় দেবগণকে ঐ মন্ত্র শিক্ষা দিলেন।

কচা—হস্তিনী। সং; স্ত্রী। কচ দেখ।

কচু, কচ্চী—কচু গাছ; তাহার মূল। সং; স্ত্রী।

কচুরায়—ইনি সুপ্রসিদ্ধ স্বাধীন বঙ্গাধিপ প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্তরায়ের পুত্র। কোন সময়ে প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া বসন্তরায়কে সপরিবারে বিনষ্ট করিতে কৃত-

সম্বল্প হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিলে প্রতাপ-মহিষী দয়াপরবশ হইয়া কচুরায়ের জীবন রক্ষা করেন। অতঃপর কচুরায় দিল্লী পলায়ন করিয়া পিতৃহন্তার সমুচিত প্রতিফল দিবার মানসে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নিকট সমস্ত জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। আকবরের সময় হইতেই মোগলেরা বঙ্গের প্রতাপকে শাসনে আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু প্রতাপাদিত্যের পরাক্রমে বার বার পরাস্ত হইয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এক্ষণে গৃহচ্ছিদ্রজ্ঞ কচুরায়কে পাইয়া জাহাঙ্গীর বহুসৈন্য সহ মানসিংহকে প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এবারে ছিদ্রজ্ঞ কচুরায়ের মন্ত্রণায় মানসিংহ যুদ্ধে জয়ী ও প্রতাপ বন্দী হইলেন। অতঃপর জাহাঙ্গীরের কৃপায় ও অধীনতায় কচুরায় যশোহরের দীর্ঘকালের স্বাধীন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

কচ্ছ—১। একপ্রকার বৃক্ষ, তুঁদগাছ; নৌকার পশ্চাদ্ভাগ; জলময় দেশ; বস্ত্রাঞ্চল, কাছা। কচ (বন্ধন করা, ইত্যাদি)+ছ ক। সং; পু। ২। জলপ্রান্তস্থিত। বিণ; ত্রি।

কচ্ছটিকা—কাছা। সং; স্ত্রী।

কচ্ছপ—কূর্ম্ম, কাছিম; বিষ্ণুর অবতারবিশেষ; নিধিবিশেষ; মল্লযুদ্ধ-বন্ধবিশেষ। কচ্ছ শব্দ—পা (পান করা)+ড ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কচ্ছপী। [কচ্ছপ দেখ।

কচ্ছপী—স্ত্রী-কচ্ছপ; সরস্বতীর বীণা। সং; স্ত্রী।

কজ্জল—১। অঞ্জন, কাজল। কু (কুৎসিত) যে জল, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। মেঘ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কজ্জলা, কজ্জলী।

কজ্জলা—মৎস্যবিশেষ। সং; স্ত্রী। কজ্জল দেখ।

কজ্জলী—পারদঘটিত ঔষধবিশেষ। সং; স্ত্রী। কজ্জল দেখ।

কজ্জল—অঞ্জন, কাজল। কু (কুৎসিত) যে জ্বল (অগ্নিশিখা), কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কঞ্চি, কঞ্চী—কঞ্চিকা দেখ। সং; স্ত্রী।

কঞ্চিকা—বেণুশাখা, বাঁশের গ্রন্থিমূল হইতে শাখা। সং; স্ত্রী। কন্‌চ (বন্ধন করা)+ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কঞ্চুক—কবচ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া; কাঁচুলি; জামা; বস্ত্র; নির্ম্মোক, সাপের খোলস। কন্‌চ (বন্ধন করা)+উক ক। সং; পু।

কঞ্চুকী—কবচধারী; অন্তঃপুরের বৃদ্ধ নপুংসক রক্ষক; সর্প। কঞ্চুক দেখ। কঞ্চুক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=কঞ্চুকিন্, ১মার ১বচন। পু।

কঞ্চুলিকা—কঞ্চুলী দেখ।

কঞ্চুলী—কাঁচুলি। কন্‌চ (বন্ধন করা)+উল ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ। সং; স্ত্রী।

কঞ্চুল—রমণীদিগের অলঙ্কারবিশেষ। সং; ক্লী।

কঞ্জ—১। জলজাত। কম্ (জল, সুখ, ইত্যাদি)—জন+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। পদ্ম; অমৃত। সং; ক্লী। ৩। ব্রহ্মা; কেশ। সং; পু।

কঞ্জজ—ব্রহ্মা। কঞ্জ শব্দ (পদ্ম)—জন (জন্মা)+ড ক। পদ্ম হইতে (অর্থাৎ বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে) যিনি জন্মিয়াছেন [প্রলয়-পয়োধিজলে বিষ্ণু সহস্রচতুর্যুগ শয়ান থাকার পর নিয়মিত কর্ম্মসূত্রানুসারে তৎকর্তৃক তদীয় দেহমধ্যে ভূর্লোকাদি তাবৎ বস্তু লক্ষিত হয়; তখন তাঁহার ইচ্ছাক্রমে তাঁহার নাভি-পদ্ম হইতে জগদ্বিধাতা ব্রহ্মার উদ্ভব হয়; এই জন্য ব্রহ্মার অন্যতম নাম পদ্ম-যোনি]। সং; পু।

কঞ্জনাভ—পদ্মনাভ, বিষ্ণু। সং; পু।

কঞ্জর—ব্রহ্মা; সূর্য্য; উদর; হস্তী। সং; পু।

কট—১। হস্তীর গণ্ড; তৃণ; তৃণাসন, মাদুর; শব; তক্তা। কট (বর্ষণ করা, আবরণ করা)+অন্ ক। ২। শবরথ; তৃণ-রজ্জু-বিশেষ, ধানের মরাই বেষ্টন করিবার বড়্। কট+অল্ ণ। ৩। শ্মশান। কট+অল্ অধি। ৪। কটি। কট+অল্ র্ম্ম। ৫। অতিশয়; সমযবন্ধ। কট+অল্ ভা। পু।

কটক—সানু, গিরিনিতম্ব; বলয়; সেনানিবেশ; সৈন্য; সেনারক্ষিত রাজধানী; গজদন্ত-মণ্ডল; সৈন্ধবলবণ; বঙ্গরাজ্যের বিভাগ-বিশেষ, উড়িষ্যা প্রদেশের একটী জেলা; সেই জেলার প্রধান নগর। কট (আবরণ করা)+ক ক। সং; পু ও ক্লী।

কটকট—১। অত্যন্ত; অতিশয়িত; সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কট-দ্বিত্ব, প্রকারার্থে। বিণ; ত্রি। ২। শিব; শব্দবিশেষ। সং; পু।

কটকার—বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, মাদুর প্রস্তুত করা এই জাতির ব্যবসায়। কট শব্দ (মাদুর)—কৃ (করা)+ঘ্যণ্ ক। পু।

কটন—স্যার জন (Sir John Cotton)—জন্ম ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ, ১৩ই সেপ্টেম্বর। সিবিল সারবিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতবর্ষে প্রথম আসেন এবং ক্রমে নানা পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আসামের চিফ কমিসনর হন। এই পদে ১৮৯৬ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া শেষোক্ত খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁকে কে, সি, এস, আই উপাধি প্রদান করেন। ইনি চিরকালই ভারতহিতৈষী এবং ভারতবাসীরাও ইহাঁর চিরকাল অনুরক্ত। কটন সাহেব নিউ ইণ্ডিয়া (New India) নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাঁহার ভারত-হিতৈষিতার প্রভূত পরিচয় দিয়াছেন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর ইনি ইংলণ্ড হইতে জাতীয় সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া একবার ভারতে আগমন করেন এবং সাধারণ কর্তৃক অতি সাদরে ও সমারোহের সহিত অভ্যর্থিত হন। ইনি এক্ষণে পার্লামেণ্টের মেম্বর থাকিয়া নানাপ্রকারে ভারতের হিতসাধন করিতেছেন। ইনি প্রত্যক্ষবাদ ধর্ম্মাবলম্বী (Positivist)। এরূপ দয়ালু, তেজস্বী ও নির্ভীক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সমদর্শিতা গুণে ইনি প্রজাবর্গের অশেষ অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। [পু।

কটাক্ষ—অপাঙ্গ দৃষ্টি, আড় চোখে দেখা। সং; পু।

কটাক্ষজাল—অপাঙ্গদৃষ্টিসমূহ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কটাক্ষদৃষ্টি—আড় চোখে চাওয়া। এখানে দৃষ্টি শব্দ নিরর্থক, কটাক্ষ শব্দের অর্থই আড় চোখে চাওয়া।

কটাক্ষপাত—আড়ভাবে দৃষ্টিপাত। ৬তৎ। সং; পু। কটাক্ষ দেখ। [সং; পু।

কটাগ্নি—শ্মশানাগ্নি; তৃণ দ্বারা প্রজ্বলিত বহ্নি।

কটাহ—পাত্রবিশেষ, কড়া; কচ্ছপের খোলা; দ্বীপবিশেষ; মহিষশিশু; নরকবিশেষ। কট শব্দ (অতিশয়)—আ—হন (হনন করা)+ড ক। সং; পু।

কটি, কটী—কোমর; হস্তিগণ্ড। কট (আবরণ করা)+ই র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

কটিত্র—কটিবন্ধ; চন্দ্রহার, গোট; ঘুনসী। কটি শব্দ—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড ক। সং; ক্লী।

কটিবন্ধ—কোমরবন্ধ; (ভূগোলে) ভূপৃষ্ঠের বিভাগসূচক ভূগোলকের চতুর্দ্দিকে বেষ্টনকারী রেখাবিশেষ। (Zone)। কটি শব্দ—বন্ধ (বন্ধন করা)+অল্ ণ। সং; পু।

কটিভূষণ—কাঞ্চী, চন্দ্রহার, গোট। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; ক্লী।

কটিমণ্ডল—মণ্ডলাকার কটিদেশ। উপমিত।

কটিসূত্র—কটিত্র দেখ।

কটীর—কটিদেশ; জঘন; কন্দর, গিরিগুহা। কট+ঈরন্ ক। সং; পু।

কটীরক—কটীর দেখ।

কটু—তিক্ত; কষায়; ঝাল; সুরভি; কর্কশ, রূঢ়; মৎসর; উগ্র; কুৎসিত। কট+উ ক। বিণ; ত্রি। ২। অকার্য্য। কট+উ র্ম্ম। সং; ক্লী। ৩। লতাবিশেষ। সং; স্ত্রী।

কটুকীট—মশক, মশা। কর্ম্মধা। সং; পু।

কটুতা—তিক্ততা; উগ্রতা; কার্কশ্য, রূঢ়তা। কটু শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

কটুতৈল—সর্ষপতৈল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কটুত্রয়—ত্রিকটু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ। সং; ক্লী।

কটুফল—১। পটোল লতা। বহু। ২। পটোল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কটুভাষিণী—কটুভাষী দেখ।

কটুভাষী—কটুবাক্যপ্রয়োগকারী, অপ্রিয়বাদী। কটু শব্দ—ভাষ (বলা)+ণিন্ ক=কটু-

ভাষিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে কটুভাষিণী (=অপ্রিয়বাদিনী)।

কটূক্তি—কটু কথা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কটোরা—মাটীর বাটি; খুরী। কট (গমন করা) +ওরন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কটোল—চণ্ডাল; কটুরস। সং; পুং।

কট্টার—অস্ত্রবিশেষ, কাটারি। সং; পুং।

কঠ—১। জনৈক মুনি, ইনি বৈশম্পায়নের শিষ্য; কঠশাখাধ্যায়ী। কঠ+অন্ ক। ২। বেদাংশবিশেষ, উপনিষদ্‌বিশেষ। কঠ+অন্ র্ম্ম। সং; পুং।

কঠর, কঠোর—কঠিন; পূর্ণ; জরঠ। কঠ (কষ্টে বাঁচা)+অরন্, পক্ষান্তরে ওরন্ ক। বিণ।

কঠিন—নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়; দৃঢ়, শক্ত; দুর্ব্বোধ; দুঃসহ। কঠ+ইন ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে কঠিনতা, কাঠিন্য।

কঠিনতম—বহুর মধ্যে কঠিন। কঠিন শব্দ+তম, বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ অর্থে। বিণ; ত্রি।

কঠিনতর—দুইএর মধ্যে কঠিন। কঠিন শব্দ+ তর, দুইএর মধ্যে একের উৎকর্ষার্থে। বিণ।

কঠিনতা—কঠিন দেখ।

কঠিনপৃষ্ঠ—কূর্ম্ম, কচ্ছপ। বহু। সং; পুং।

কঠোপনিষৎ—উপনিষদ্‌বিশেষ। এই অভিধানের দ্বিতীয় ভাগ দেখ।

কঠোর—কঠর দেখ।

কড়ম্ব—১। শাকাদির ডাঁটা। কড়+অম্বচ্ র্ম্ম। ২। কদম্ব; বাণ; অগ্রভাগ; অঙ্কুর; কুঁড়ি। কড়+অম্বচ্ ক। সং; পুং।

কড়ায় গণ্ডায়—সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া।

কড়ার—১। পিঙ্গল বর্ণ। সং; পুং। ২। পিঙ্গলবর্ণ। বিণ; ত্রি। ৩। অঙ্গীকার; সময়নিরূপণ। দেশজ।

কড়িমধ্যম—তালবিশেষ; যন্ত্রবিশেষ। সং; স্ত্রী।

কড়ে—কনিষ্ঠ, ক্ষুদ্র; শরীরের স্থানবিশেষে অঙ্গুলি বা যষ্টির তাড়নে উত্তেজিত করা। দেশজ।

কণ—সূক্ষ্মাংশ; অত্যল্পভাগমাত্র; ধান্যাংশ। কণ+অল্ র্ম্ম। সং; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে কণা, কণিকা, কণী।

কণভক্ষ—কণাদ দেখ। সং; পুং।

কণভুক্—কণাদ দেখ। সং; পুং।

কণা—সূক্ষ্মাংশ; ধান্যাংশ; জীরক; পিপুল; কুম্ভীর-মক্ষিকা। সং; স্ত্রী। কণ দেখ।

কণাদ—বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা মুনি; স্বর্ণকার; চটক। কণ শব্দ (কণিকা)+অদ +অন্ ক। সং; পুং।

কণিক—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জনৈক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। ইনি ধৃতরাষ্ট্রকে অসৎ পরামর্শ দিয়া পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই উত্তেজিত করিতেন। শত্রুকে যে কোন উপায়েই হউক না কেন নষ্ট করা উচিত এই বাক্যের দৃঢ়তা সমর্থনের জন্য ইনি স্বকপোল কল্পিত জম্বুকাদির উপাখ্যান ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন।

কণিকা, কণী—কণ দেখ।

কণ্টক—১। কাঁটা; বিঘ্ন; ক্লেশদায়ক বস্তু; রোমাঞ্চ; সূচ্যগ্র; নখ। কন্ট (গমন করা) +ণক ক। সং; পুং ও ক্লী। ২। বেণু; ক্ষুদ্র শত্রু; (ন্যায়ে) দোষোক্তি। সং; পুং।

কণ্টকফল—১। কাঁটাল। কণ্টক যুক্ত যে ফল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। কাঁটাল গাছ। কণ্টকযুক্ত ফল হয় যাহাতে, বহু। সং; পুং। [বিণ; ত্রি।

কণ্টকময়—কাঁটায় পূর্ণ। কণ্টক শব্দ+ময়ট্।

কণ্টকশয্যা—যে অবস্থায় বিছানায় থাকা মহা কষ্টকর হয়।

কণ্টকাশন—উষ্ট্র। কণ্টক শব্দ—অশ (ভোজন করা)+অন ক। সং; পুং।

কণ্টকিত—কণ্টকযুক্ত; রোমাঞ্চিত। কণ্টক শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

কণ্টকিফল, কণ্টকীফল—১। কাঁটাল গাছ। সং; পুং। ২। কাঁটাল ফল। সং; ক্লী।

কণ্টকী—১। কণ্টকযুক্ত। কণ্টক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=কণ্টকিন্, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি। ২। মৎস্যবিশেষ; খর্জ্জুরাদি কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ; বেউড় বাঁশ; কাঁটাল। সং; পুং।

কণ্টকীফল—কণ্টকিফল দেখ।

কণ্ঠ—১। মদনবৃক্ষ। কণ (শব্দ করা)+ঠ ক। সং; পুং। ২। গলদেশ; কণ্ঠধ্বনি; নিকট। সং; পুং ও ক্লী।

কণ্ঠগত—কণ্ঠাগত দেখ।

কণ্ঠগীত—যাহা কণ্ঠস্বর যোগে গান করা হইয়াছে। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

কণ্ঠনালী—গলার নলী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

—মাল্য, মালা; হার; চিক। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কণ্ঠমণি—গলদেশধারণীয় রত্ন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কণ্ঠরোধ—কণ্ঠস্বর বন্ধ হওয়া। ৬তৎ। সং; পুং।

কণ্ঠলগ্ন—গললগ্ন, যাহা গলায় লাগিয়া আছে। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

কণ্ঠস্বর—গলার আওয়াজ। ৬তৎ। সং; পুং।

কণ্ঠসূত্র—মাল্য, মালা; আলিঙ্গনবিশেষ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কণ্ঠস্থ—গলস্থিত; অভ্যস্ত, মুখস্থ। কণ্ঠ শব্দ—স্থা+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কণ্ঠস্থা।

কণ্ঠহার—গলদেশে পরিহিত হার নামক অলঙ্কার। সং; পুং।

কণ্ঠা—কণ্ঠ দেখ। [৭তৎ। বিণ; ত্রি।

কণ্ঠাগত—কণ্ঠ পর্য্যন্ত আগত বা উপস্থিত।

কণ্ঠাগতপ্রাণ—ওষ্ঠাগতপ্রাণ, যাহার প্রাণ বহির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছে এরূপ, মুমূর্ষু। কণ্ঠে আগত কণ্ঠাগত, ৭তৎ; কণ্ঠাগত হইয়াছে প্রাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কণ্ঠিকা, কণ্ঠী—একনরমালা; অশ্বের কণ্ঠবেষ্টন রজ্জু। সং; স্ত্রী। [সং; পুং।

কণ্ঠীরব—সিংহ; মত্তহস্তী; কপোত। বহু।

কণ্ঠেকাল—নীলকণ্ঠ, শিব, মহাদেব। কণ্ঠে (গলদেশে) কাল (কৃষ্ণবর্ণ) যাঁহার, বহু; সমুদ্রমন্থনোত্থিত বিষ পান করায় মহাদেবের কণ্ঠে নীলবর্ণ চিহ্ন হয়। সং; পুং।

কণ্ঠ্য—কণ্ঠ দ্বারা উচ্চার্য্য (বর্ণ); কণ্ঠসম্বন্ধীয়। কণ্ঠ শব্দ+য্য ভাবে। বিণ; ত্রি।

কণ্ডন—তুষনিষ্কাশন, কাঁড়া। কন্ড (ভেদ করা, কাঁড়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

কণ্ডনী—মুষল; উদূখল। কন্ড (ভেদ করা, কাঁড়া)+অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কণ্ডু—১। চুলকান। কন্ড (ভেদ করা)+উ ভা। সং; স্ত্রী।

২। জনৈক মুনি, মহর্ষি কণ্বের পুত্র। ইনি দীর্ঘকাল সুকঠোর তপশ্চরণে নিযুক্ত থাকায় ইন্দ্র ভীত হইয়া ইহাঁর তপোভঙ্গের নিমিত্ত প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন।

অপ্সরার রূপলাবণ্যে ও হাবভাবে বিমোহিত হইয়া কণ্ডু তপস্যায় জলাঞ্জলি দিয়া বহুকাল তাহার সহিত বাস করেন। প্রায় সহস্র বৎসর এইরূপে অতীত হইলে একদা সায়ংকালে কণ্ডু সন্ধ্যাবন্দনা করিতে উদ্যত হইলে প্রম্লোচা পরিহাস করিয়া কহিল, "এত কাল পরে কি তোমার সন্ধ্যাবন্দনা মনে পড়িল নাকি?" এই কথায় কণ্ডুর চৈতন্যোদয় হইলে তিনি অপ্সরাকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন এবং কালক্রমে সিদ্ধিলাভ করেন। সং; পুং।

কণ্ডূ, কণ্ডূতি—চুলকান। কণ্ডূ (চুলকান)+ ক্বিপ্, পক্ষান্তরে ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

কণ্ডূয়ন—চুলকান; চুলকনা, খোষ, পাঁচড়া। কণ্ডূ (চুলকান)+য্য+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

কণ্ডূয়মান—কণ্ডূয়নকারী, যে চুলকাইতেছে। কণ্ডূ+শান ক। বিণ; ত্রি।

কণ্ডূয়া—কণ্ডূয়ন দেখ। কণ্ডূ+য্য+অ ভা। সং; স্ত্রী।

কণ্ডূল—কণ্ডূযুক্ত, চুলকনাবিশিষ্ট। কণ্ডূ শব্দ +ল যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

কণ্ডোল—১। ডোল, ধান্যাদি রাখিবার পাত্রবিশেষ। কন্ড+ওল ণ। ২। উষ্ট্র। কন্ড (দর্প করা)+ওল ক। সং; পুং।

কণ্ব—১। পাপ। কণ (আর্ত্তনাদ করা)+ব ক। ২। জনৈক মুনি, পুরুবংশীয় অপ্রতিরথের পুত্র এবং কণ্ডুমুনির জনক। মালিনী নদীর তীরে ইহাঁর আশ্রম ছিল। ইনিই

দুষ্মন্ত-মহিষী শকুন্তলার পালকপিতা (শকুন্তলা দেখ]। ইনি যজুর্ব্বেদীয় কাণ্ শাখার প্রণেতা। সং ; পু।

কণ্-সুতা—দুষ্মন্ত-মহিষী শকুন্তলা [শকুন্তলা দেখ]। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

কণ্বাশ্রম—কণ্বমুনির তপোবন। ৬তৎ। সং ; পু। [মালিনী নদীর তীরে কুলপতি কণ্বের আশ্রম ছিল। উহা বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মারণ্য নামে অভিহিত হয়]।

কত—১। ফলবিশেষ, নির্ম্মলী ; জনৈক মুনির নাম। কৈ (শব্দ করা)+অত ক। সং; পু। ২। কি পরিমাণ বা সংখ্যা। দেশজ।

কতক—১। নির্ম্মাল্য। কত দেখ; কত+কণ্। সং ; পু। ২। কতিপয়, কিঞ্চিৎ, কিয়ৎ, কিছু। দেশজ।

কতি—কিয়ৎপরিমিত, কত। কিম্ শব্দ+ডতি পরিমাণার্থে। বিণ ; ত্রি।

কতিপয়—কিয়ৎ, কত, কতকগুলি। কতি দেখ ; কতি শব্দ+পয়। বিণ ; ত্রি।

কতিবিধ—কতপ্রকার। কতি দেখ। বিণ ; ত্রি।

কথং (কথম্)—কি প্রকারে ; কেন ; প্রশ্ন ; সম্ভ্রম ; হর্ষ ; নিন্দা ; সম্ভাবনা। কিম্ শব্দ+থম্ প্রকারার্থে। ব্য।

কথক—বক্তা ; কথোপজীবী, সর্ব্বজনসমক্ষে পুরাণ-ব্যাখ্যাকারী। কথ (বলা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে কথন, কথা।

কথঞ্চন, কথঞ্চিৎ—কোনও প্রকারে, কোনও রূপে। কথং দেখ ; কথম্ শব্দ+চন, পক্ষান্তরে চিৎ। ব্য।

কথন—উক্তি, বলা। কথ (বলা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে কথিত।

কথনীয়—বক্তব্য। কথি+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

কথম্ভূত—কিপ্রকার ; কিরূপ। কথং দেখ ; কথম্-ভূ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

কথা—উক্তি ; উচ্চারণ ; সত্যমিশ্রিত গল্পগ্রন্থ। কথ (বলা)+ঙ ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে কথক, কথিত।

কথান্তর—১। কথার অবসর। ৬তৎ। সং ; ক্লী। বঙ্গভাষায় বিবাদ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

কথাপ্রসঙ্গ—১। কথোপকথন ; কথাবার্ত্তা। ৬তৎ। ২। বিষবৈদ্য, সাপুড়ে। কথা হইয়াছে প্রসঙ্গ যাহার, বহু। সং ; পু।

কথাপ্রসঙ্গে—কথায় কথায়, প্রসঙ্গক্রমে, যথাক্রমে। বহু। ব্য। ক্রি-বিণ।

কথাপ্রাণ—কথোপজীবী, নাট্যাচার্য্য। কথা হইয়াছে প্রাণ অর্থাৎ জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

কথামুখ—গ্রন্থপ্রারম্ভ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কথিত—১। উক্ত ; বর্ণিত ; উচ্চারিত। কথ (বলা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। কথন। কথ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

কথোপকথন—বাক্যোবাক্য ; উক্তিপ্রত্যুক্তি ; বাদানুবাদ। কথা ও উপকথন, দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

কথ্য—কথনীয়, বক্তব্য, বলার উপযুক্ত। কথ (বলা)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অকথ্য।

কদক্ষর—১। কুৎসিত অক্ষর, খারাপ লেখা। কু (কুৎসিত) যে অক্ষর, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। কুৎসিত লেখক, যাহার হাতের লেখা ভাল নয় এরূপ। কু (কুৎসিত) অক্ষর যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

কদগ্নি—মন্দাগ্নি, অগ্নিমান্দ্য। কু (কুৎসিত) অগ্নি, নিত্য। 'কু' স্থানে 'কদ্' আদেশ। সং ; পু।

কদন—মারণ ; পীড়ন ; মর্দ্দন ; অবসাদ ; যুদ্ধ ; পাপ। ণিজন্ত কদ বা কদি+অনট্ ভা। সং ; পু।

কদন্ন—কুৎসিত-অন্ন ; জঘন্য ভক্ষ্য। কু (কুৎসিত) যে অন্ন, কর্ম্মধা। সং ; পু।

কদন্নভোজা—(কদন্নভোজিন্)। জঘন্য খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণকারী। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কদন্নভোজিনী।

কদম্ব—১। বৃক্ষবিশেষ, কদমফুলের গাছ। কদ+অম্বচ্ ক। সং ; পু। ২। পুষ্পবিশেষ, কদমফুল ; সমূহ। সং ; ক্লী। [সং ; ক্লী।

কদম্বক—সমূহ। কদম্ব দেখ ; কদম্ব শব্দ+কণ্।

কদম্বগোলক ন্যায়—ন্যায় দেখ।

কদর্থ—১। কুৎসিত অর্থ, বিকৃত অর্থ ; কুৎসিত তাৎপর্য্য। কু (কুৎসিত) যে অর্থ, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। ব্যর্থ, নিরর্থক। বহু। বিণ।

কদর্থন—বিড়ম্বনা ; অবমাননা ; যাতনাদান, পীড়ন। কু শব্দ (কুৎসিত)—ণিজন্ত অর্থ (যাচ্ঞা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে কদর্থিত।

কদর্থনা—কদর্থন দেখ। সং ; স্ত্রী।

কদর্থিত—দূষিত ; বিড়ম্বিত ; ক্লেশিত। কু শব্দ (কুৎসিত)—ণিজন্ত অর্থ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে কদর্থন, কদর্থনা।

কদর্য্য—কুৎসিত ; জঘন্য ; কৃপণ ; লোভী ; ক্ষুদ্র ; নীচ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে কদর্য্যতা।

কদর্য্যতা—কদর্য্য দেখ।

কদল—১। রম্ভাবৃক্ষ, কলাগাছ। ক শব্দ (বায়ু)—দল (দলন করা)+অল্ র্ম্ম। সং ; পু। ২। রম্ভা, ফল। কদলী শব্দ+ক অপত্যার্থে। সং ; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে কদলিকা, কদলী।

কদলিকা—রম্ভাবৃক্ষ, কলাগাছ। সং ; স্ত্রী। কদল দেখ। [সং ; স্ত্রী। কদল দেখ।

কদলী—কলাগাছ ; কল্প ; পতাকা ; মৃগীবিশেষ।

কদলীকুসুম, কদলীপুষ্প—কলার ফুল, মোচা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কদলীদণ্ড—থোড়। ৬তৎ। সং ; পু।

কদা—কখন্, কোন্ সময়ে, কবে। কিম্ শব্দ+দা কালার্থে। ব্য।

কদাকার—কুৎসিতাকার ; বিশ্রী। কু (কুৎসিত) হইয়াছে আকার যাহার, বহু। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কদাকারা।

কদাকারা—কদাকার দেখ।

কদাচ—কখনও। কদা+চ। ব্য।

কদাচন, কদাচিৎ—কোনও সময়ে, কখনও। কদা শব্দ+চন্, পক্ষান্তরে চিৎ। ব্য।

কদাচার—১। কুৎসিত আচরণ, অভদ্র ব্যবহার। কু (কুৎসিত) যে আচার, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। অভদ্রাচরণকারী। কু (কুৎসিত) হইয়াছে আচার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

কদাচারী—কুৎসিতাচরণকারী, অভদ্রাচারী। কু (কুৎসিত) যে আচার কদাচার, কর্ম্মধা ; কদাচার+ইন্ অস্ত্যর্থে=কদাচারিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কদাচারিণী।

কদাপি—কখনও। কদা শব্দ+অপি। ব্য।

কদাহার—১। কুৎসিত ভোজন। কু (কুৎসিত) যে আহার, কর্ম্মধা ; সং ; পু। ২। কুৎসিত ভোজনকারী। বহু। বিণ ; ত্রি।

কদুক্তি—কুৎসিত উক্তি ; কটুবাক্য ; অশ্লীল কথন। কু (কুৎসিত) যে উক্তি, কর্ম্মধা। স্ত্রী।

কদুষ্ণ—কবোষ্ণ, ঈষদুষ্ণ, অল্প গরম। কু (ঈষৎ) যে উষ্ণ, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

কদ্রু—পিঙ্গলবর্ণ। কম (কামনা করা)+ড্রু র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

কদ্রূ, কদ্রু—ইনি দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, এবং কশ্যপ ঋষির ভার্য্যা। পতির কৃপায় ইঁহার সহস্র নাগ সন্তান জন্মে। একদা উচ্চৈঃশ্রবা নামক ইন্দ্রাশ্ব দর্শনে ইঁহার ভগিনী অথচ সপত্নী বিনতার সহিত অশ্ববরের পুচ্ছের বর্ণ লইয়া বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। অশ্ববর শুভ্রবর্ণ, কিন্তু কদ্রু উহার পুচ্ছের বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতঃপর কদ্রু আপনার তনয়গণকে তাহাদিগের দেহাবরণে অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ করিতে বলেন। নাগেরা তাহাতে অসম্মত হইলে, ইনি তাহাদিগকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন যে, তাহারা রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তখন নাগগণ মাতার তুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিলে পরদিন দেখা গেল যে, উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ। সুতরাং পূর্ব্বনির্দ্ধারিত পণানুসারে বিনতা কদ্রুর দাসী হইলেন। এইরূপে দীর্ঘকাল গত হইলে বিনতানন্দন গরুড় স্বর্গ হইতে অমৃত আনিয়া দিয়া জননীর দাসীত্ব বিমোচন করেন। সং ; স্ত্রী।

কদ্বদ—কুৎসিত বক্তা ; কটুভাষী। কু শব্দ (কুৎসিত)—বদ (বলা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।
কনক—১। স্বর্ণ। কন (দীপ্তি পাওয়া)+অক ক। সং ; ক্লী। ২। কিংশুক বৃক্ষ ; ধুস্তুর বৃক্ষ। সং ; পু।
কনকক্ষার—সোহাগা। কনকের ক্ষার অর্থাৎ ক্ষরণ (দ্রবণ) হয় যাহা হইতে, বহু। সং ; পু।
কনকদণ্ড—১। স্বর্ণনির্ম্মিত দণ্ড। কর্ম্মধা। ২। রাজছত্র। বহু। সং ; পু।
কনকনির্ম্মিত—স্বর্ণরচিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।
কনকপুরী—স্বর্ণময়ী নগরী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।
কনকপ্রভা—১। নারীবিশেষ। কনকের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী। ২। মহাজ্যোতিষ্মতী লতা। সং ; স্ত্রী।
কনকময়—স্বর্ণময়, সুবর্ণনির্ম্মিত। কনক+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ ; ত্রি।
কনকলতা—স্বর্ণলতা, সুবর্ণবল্লী। কনক সদৃশী লতা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।
কনকসূত্র—সুবর্ণ সূত্র, সোণার তার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।
কনকাচল—হেমাদ্রি, সুমেরু পর্ব্বত। কনকময় যে অচল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।
কনকাঞ্জলি, কনকাঞ্জলী—কনকপূর্ণ অঞ্জলি ; মাঙ্গলিক ক্রিয়াবিশেষ [বঙ্গদেশে কোনও দেবপ্রতিমা-বিসর্জ্জনকালে সধবা গৃহস্বামিনী অন্যান্য বেশভূষাসমন্বিতা রমণীগণে বেষ্টিতা হইয়া প্রতিমা বরণ করিয়া স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল প্রসারিত করেন, এবং সেই সময়ে গৃহস্বামী প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ হইতে অলক্ষিতভাবে মুদ্রাসমন্বিততণ্ডুলপূর্ণ পাত্র প্রতিমার উপর দিয়া গৃহস্বামিনীর প্রসারিত বস্ত্রাঞ্চলে নিক্ষেপ করেন। ইহাকেই কনকাঞ্জলি বলে। গৃহস্বামিনী সেই কনকাঞ্জলি স্বীয় মস্তকে ধারণপূর্ব্বক জলধারা দিয়া গৃহপ্রবেশ করেন। বিবাহান্তে বরকন্যার বিদায়কালেও এইরূপ কনকাঞ্জলিদানের প্রথা প্রচলিত আছে]। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। স্ত্রী।
কনিংহাম—স্যার এলেকজাণ্ডার (Sir Alexander Cuningham). জন্ম ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২৩শে জানুয়ারী। সৈনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়া ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে ইনি ভারতে আগমন করেন। ভারতে আসিয়া নানা কার্য্য করিয়া ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন এবং পরে সৈনিক বিভাগের সহিত সংস্রব ত্যাগ করেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাকে পুনরায় গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করা হইলে তিনি কর্ম্ম করিতে স্বীকৃত হন এবং পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রথম 'সারভেয়ার' নিযুক্ত হন। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে এই বিভাগ উঠিয়া যায়। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে ইহা পুনঃ স্থাপিত হইলে কনিংহাম ইহার ডাইরেক্টর পদে মনোনীত হন। অতঃপর তিনি ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং দুই বৎসর পরে কে, সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি মুদ্রাতত্ব এবং ভারতীয় পুরাতত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক ইঁহার অনেক রচনা আছে। ইনি প্রাচীন ভারতের একখানি ভূগোল ও ভারতীয় "কাল" বিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে ২৮শে নভেম্বর ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহারই এক ভ্রাতা শিখদিগের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া সাধারণ্যে বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।
কনিখল—তীর্থবিশেষ। ইহা কুরুক্ষেত্রের উত্তরে অবস্থিত।
কনিষ্ঠ—অনুজ ; অতিক্ষুদ্র। যুবন্ বা অল্প+ইষ্ঠ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কনিষ্ঠা। বিশেষ্যে কনিষ্ঠতা।
কনিষ্ঠতা—কনিষ্ঠ দেখ। কনিষ্ঠ শব্দ+তা ভাবে।
কনিষ্ঠা—১। অনুজা ; অতি ক্ষুদ্রা। বিণ ; স্ত্রী। কনিষ্ঠ দেখ। ২। কনিষ্ঠাঙ্গুলি, ক'ড়ে আঙ্গুল। সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।
কনী—কন্যা। কন+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্।
কনীনিকা—অক্ষিতারা ; কনিষ্ঠা ভগিনী ; কনিষ্ঠাঙ্গুলি। কন (দীপ্তি পাওয়া)+ঈন্ ক—কন্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।
কনীয়সী—কনীয়ান্ দেখ।
কনীয়ান্—কনিষ্ঠ ; অতি ক্ষুদ্র। যুবন্ বা অল্প শব্দ+ঈয়সু=কনীয়স, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কনীয়সী।
কনীষ্ক—ইনি শকবংশীয় রাজা। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উত্তর ভারতবর্ষে ইনি রাজত্ব করিতেন। শকজাতির আদি নিবাস মধ্য এসিয়া প্রদেশ। হিন্দুরা ঐ প্রদেশকে শাকদ্বীপ বলিত। যে সকল শক মধ্যে মধ্যে ভারত আক্রমণ করিয়া স্থানে স্থানে রাজ্য স্থাপন করিত, কনীষ্ক তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও পরাক্রান্ত। ইঁহার রাজধানীর নাম পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেসোয়ার)। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইঁহারই সময়ে বৌদ্ধগণের চতুর্থ ও শেষ 'সঙ্গীতি' আহুত হয় এবং মহাযান নাম দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার সাধন করা হয়। এই ধর্ম্মপদ্ধতি সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হয় এবং মধ্য এসিয়া, চীন, তিব্বত, জাপান প্রভৃতি উত্তর দেশে আদরের সহিত গৃহীত হয়। ইহার পূর্ব্বে অশোক কর্ত্তৃক সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম্ম হীনযান নামে তদীয় পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রা কর্ত্তৃক সিংহলে প্রচারিত হয় (২৪৪ খৃঃ পূঃ)। পরে পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জ, বর্ম্মা প্রভৃতি দক্ষিণ দেশে প্রচলিত হয়। হীনযান পদ্ধতি পালি বা মাগধী ভাষায় সঙ্কলিত। কেহ কেহ বলেন, কনীষ্ক "বাসুদেব" নাম গ্রহণ করিয়া কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেন। অপর কাহারও কাহারও মতে বাসুদেব কনীষ্কের পুত্র হুবিষ্কের পুত্র। কনীষ্কের সময় হইতে শকাব্দ প্রচলিত হয় প্রথম শকাব্দ ৭৮ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক। শাকবংশ ভারতে ১৯০ বৎসর রাজত্ব করেন।
কন্তু—২। কন্দর্প, কাম। কম (কামনা করা) +তু র্ম্ম। সং ; পু। ২। চিত্ত ; হৃদয়। সং ; ক্লী। ৩। সুখী। কম (সুখ)+তু অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি। [সং ; স্ত্রী।
কম্প্রা—কাঁপা। কম (কামনা করা)+অন্ র্ম্ম।
কন্দ—১। মুল,—যথা আলু প্রভৃতি। কম (কামনা করা)+দ র্ম্ম। অথবা, কন্দ (আর্দ্র হওয়া)+অল্ র্ম্ম। ২। মেঘ। কম্ শব্দ (জল)—দা (দেওয়া)+ড ক। সং ; পু।
কন্দট—শ্বেতপদ্ম। কন্দ (আর্দ্র হওয়া)+অটন্ ক। সং ; ক্লী।
কন্দর—১। গিরিগুহা ; অঙ্কুশ। ক শব্দ (জল, মস্তক)—দৃ (বিদীর্ণ করা)+খ ক। সং ; পু। ২। আদা, শুঁঠ। সং ; ক্লী।
কন্দর্প—কামদেব, ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র ; ইঁহার পত্নীর নাম রতি। জীবমাত্রেরই উপর ইনি স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব একান্তমনে তপস্যায় নিযুক্ত হন। এদিকে সতী হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার অভিলাষিণী হন। সেই সময়ে কন্দর্প দেবগণের অনুরোধে মহাদেবের তপোভঙ্গের চেষ্টা করায় হরকোপানলে ভস্মীভূত হন। অতঃপর দেবতাদিগের প্রার্থনায় মহাদেব এই বর দেন যে, কন্দর্প অশরীরী হইয়াও পূর্ব্বের ন্যায় প্রাণিগণের উপর আধিপত্য করিতে পারিবেন। মতান্তরে উক্ত হইয়াছে, পতিবিয়োগে রতি বিলাপ করিতে করিতে মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে তিনি এই বর দেন যে, ভগবান্ বিষ্ণু দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার ঔরসে কন্দর্পের পুনর্জ্জন্ম হইবে। তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া প্রদ্যুম্ন নামে খ্যাত হন। কম শব্দ—দৃপ (দর্প করা, সন্দীপিত করা)+অন্ ক। সং ; পু।
কন্দর্পকূপ—স্ত্রীচিহ্ন। ৬তৎ। সং ; পু।
কন্দর্প-কেলি—১। প্রহসনবিশেষ। বহু। ২। কামজন্য ক্রীড়া। সং ; পু।

কন্দল—১। কলধ্বনি ; উপরাগ। কন্দ+কলচ্ ভা। ২। যুদ্ধ ; কলহ। কন্দ+অল ণ। ৩। নবাঙ্কুর ; অপযশঃ। কন্দ (মূল)—লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং ; পু।

কন্দলী—১। ভূমিকদলী ; মৃগীবিশেষ ; পতাকা। সং ; স্ত্রী। কন্দল দেখ।

২। ঔর্ব্ব ঋষির জানুসম্ভূতা কন্যার নামও কন্দলী। ইনি অতিশয় কলহপ্রিয়া ছিলেন বলিয়া ঐ নাম প্রাপ্ত হন। মহর্ষি দুর্ব্বাসার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। কন্যা সম্প্রদানকালে ঔর্ব্ব ঋষি দুর্ব্বাসাকে কন্দলীর অপরাধ ক্ষমা করিতে অনুরোধ করায় দুর্ব্বাসা ইঁহার শত দোষ মার্জ্জনা করিতে স্বীকৃত হন। পরন্তু অল্প দিন মধ্যেই অপরাধের সংখ্যা একশত উত্তীর্ণ হইলে কন্দলী পতি-শাপে ভস্মীভূতা হন। অতঃপর বিষ্ণুর প্রসাদে কন্দলী সেই ভস্ম হইতে কদলীবৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

কন্দুক, কন্দূক—গেণ্ডুক, খেলিবার গোলা ; ভাঁটা। কন্দ (রোদন করা)+উক, পক্ষান্তরে উক। সং ; পু।

কন্ধর—১। গ্রীবা, কাঁধ ; জলধর, মেঘ। ক শব্দ (মস্তক, জল)—ধৃ (ধারণ করা)+খ ক। সং ; পু।

কন্ধরা—গ্রীবা, কাঁধ। সং ; স্ত্রী। কন্ধর দেখ।

কন্যকা—কন্যা দেখ। কন (প্রীত হওয়া)+য ক+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কন্যকাজাত—অবিবাহিতা কন্যার গর্ভে উৎপন্ন, কানীন। যথা—ব্যাসদেব, কর্ণ প্রভৃতি। কন্যকাতে জাত, ৭তৎ। [সং ; পু।

কন্যকাপতি—কন্যার পতি, জামাতা। ৬তৎ।

কন্যা—নারী ; গৌরী ; পুত্রী, তনয়া ; দশবর্ষবয়স্কা কুমারী ; কন্যারাশি। কন (প্রীত হওয়া)+য ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কন্যাকাল—অবিবাহিতা বালিকার দশম বৎসর পর্য্যন্ত বয়ঃক্রম। ৬তৎ। সং ; পু।

অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী,
নববর্ষায় রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা,
তত উৰ্দ্ধং রজস্বলা।

অর্থাৎ ৮ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স্কাকে গৌরী, নববর্ষ বয়স্কাকে রোহিণী এবং দশবর্ষ বয়স্কাকে কন্যকা বা কন্যা বলে। দশাধিক বয়স্কাকে রজস্বলা বলা যায়।

কন্যাকুব্জ—কান্যকুব্জ দেশ। কন্যাগণ হইয়াছে কুব্জ যেখানে, বহু। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, রাজা কুশনাভের একশত পরম রূপবতী কন্যা ছিল ; পবনদেব তাহাদিগের রূপ-লাবণ্যে বিমোহিত হইয়া তাহাদিগের নিকট স্বীয় কামাভিলাষ ব্যক্ত করিলে, গর্ব্বিতা রাজকন্যারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে ; ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পবনদেব ঝটিকাপ্রবাহে তাহাদিগের মধ্যদেশ ভগ্ন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে কুব্জা করেন ; তদবধি ঐ দেশ কন্যাকুব্জ নামে খ্যাত হইয়াছে। সং ; পু।

কন্যাদান—যথাবিধি বরের হস্তে কন্যাসম্প্রদান, কন্যার বিবাহ দেওয়া। কন্যাকে দান, ২তৎ। সং ; ক্লী।

কন্যাদায়—কন্যার বিবাহদানরূপ দায়, কন্যার বিবাহদানে অক্ষমতা। কন্যা জন্য দায়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

কন্যাদায়গ্রস্ত—কন্যাদায়ে পীড়িত। কন্যাদায় দেখ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

কন্যাদূষণ—কুমারী-ধর্ষণ। ২তৎ। সং ; ক্লী।

কন্যাধন—কুমারী অবস্থায় লব্ধ ধন, ইহা এক প্রকার স্ত্রীধন, এই ধনে ভ্রাতা অধিকারী হয়। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কন্যান্তঃপুর—অন্তঃপুরের যে ভাগে রাজকন্যা বাস করেন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কন্যাশ্রম—পবিত্র তীর্থবিশেষ। এই স্থানে গমন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস ও শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে ভোজন করিলে শতসংখ্যক দিব্য কন্যা ও স্বর্গলোক লাভ হয়।

কপট—ছল ; বঞ্চনা, প্রতারণা ; শঠতা ; মায়া। কপ (চলা)+অটন্ ক। সং ; পু।

কপটচারিতা—কপটচারী দেখ।

কপটচারিণী—কপটচারী দেখ।

কপটচারী—কপটী ; ছদ্মবেশী ; কপট শব্দ—চর (চলা)+ণিন্ ক=কপটচারিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কপটচারিণী। বিশেষ্যে কপটচারিতা।

কপটতা—কপটভাব, প্রতারণা, শঠতা। কপট শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

কপটতাময়—কপটভাবপূর্ণ। কপটতা+ময়ট্ ; বিণ ; ত্রি।

কপটপটু—ঐন্দ্রজালিক ; কপটতায় নিপুণ ; কাপট্যে দক্ষ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

কপটবেশ—ছদ্মবেশ। কপট অর্থাৎ কাপট্যে কৃত বেশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

কপটবেশী—(কপটবেশিন্)। ছদ্মবেশধারী ; কপটাচারী। কপটবেশ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

কপটাচারিণী—কপটাচারী দেখ।

কপটাচারী—কপটাচরণকারী, কপটী, বঞ্চক। কপট—আ—চর+ণিন্ ক=কপটাচারিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কপটাচারিণী।

কপটিনী—কপটী দেখ।

কপটী—কপটাচারী, বঞ্চক, প্রতারক। কপট শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=কপটিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কপটিনী।

কপর্দ্দ, কপর্দ্দক—শিবজটা ; বরাটক, কড়ি। ক শব্দ (মস্তক বা জল অর্থাৎ গঙ্গাজল)—পৃ (পালন করা, পূরণ করা, ইত্যাদি)+বিচ্ ভা=কপর্ ; কপর্—দৈ (শোধন করা)+ড ক=কপর্দ্দ। কপর্দ্দক=কপর্দ্দ শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

কপর্দ্দকশূন্য—এক কড়া কড়ি বিহীন, অর্থাৎ অতি নিঃস্ব, সম্পূর্ণ নিঃসম্বল। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [সং ; স্ত্রী।

কপর্দ্দিনী—শিবপত্নী, পার্ব্বতী। কপর্দ্দী দেখ।

কপর্দ্দী—শিব ; একাদশ রুদ্রের অন্যতম, ইনি ঋগ্বেদে বায়ুর জনক বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কপর্দ্দ দেখ ; কপর্দ্দ শব্দ ইন্ অস্ত্যর্থে =কপর্দ্দিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কপর্দ্দিনী।

কপাট—দ্বারের আবরণ। ক শব্দ (বায়ু)—ণিজন্ত পট বা পাটি (গমন করান)+অন্ ক। সং ; পু ও ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে কপাটী।

কপাটী—কপাট। কপাট দেখ। সং ; স্ত্রী।

কপাল—১। মাথার খুলি ; ললাট ; ভিক্ষাপাত্র ; কলসের অর্দ্ধাংশ ; খাপরা। ক শব্দ (মস্তক)—ণিজন্ত পা বা পালি (পালন করা, রক্ষা করা)+অন্ ক। সং ; পু ও ক্লী। ২। সমূহ। কপ+কালন্ ঋ ; সং ; পু ও ক্লী। [ক্রি-বিণ।

কপালক্রমে—অদৃষ্টবশতঃ, ভাগ্যবশে। বহু।

কপালভৃৎ—শিব। কপাল শব্দ (মাথার খুলি) ভৃ (পালন করা, ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু। [দেখ। সং ; স্ত্রী।

কপালমালিনী—শিবানী, দুর্গা। কপালমালী

কপালমালী—শিব। কপালের মালা ইতি কপালমালা, ৬তৎ ; কপালমালা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=কপালমালিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কপালমালিনী।

কপালমোচন—কাশীধামস্থ তীর্থ ; পুষ্করতীর্থ [কথিত আছে যে, ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তকের কপাল এই স্থানে মোচিত অর্থাৎ পরিত্যক্ত হওয়ায় ইহা কপালমোচন নামে প্রসিদ্ধ হয়। মতান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, রামচন্দ্রের বনবাসকালে তিনি দণ্ডকারণ্যে এক রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন ; দৈবক্রমে সেই মস্তক যাইয়া মহোদর ঋষির উরুদেশ বিদ্ধ করে ; ইহাতে বহু দিন ক্লেশভোগ করার পর অন্যান্য মুনিগণের পরামর্শে মহোদর ঋষি সরস্বতী নদীর তীরস্থ ঔশনস তীর্থে গমন করিয়া তথায় স্নান করিলে তিনি নিষ্পাপ হন এবং তথায় তাঁহার উরুবিদ্ধ মস্তক চ্যুত হইয়া পতিত হয় ; তদবধি ঐ স্থান কপালমোচন নামে খ্যাত হইয়াছে]। কপালের মোচন হইয়াছে যেখানে, বহু। সং ; ক্লী।

কপালস্ফোট—একজন পিশাচের নাম। ইহার

সম্বন্ধে এইরূপ একটী কথার প্রসিদ্ধি আছে ;—কোন সময়ে গোবিন্দস্বামী নামক এক ব্রাহ্মণ সপরিবারে কাশীবাস করেন। অশোক দত্ত ও বিজয়দত্ত নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। এক সন্ন্যাসীর প্রমুখাৎ গোবিন্দ-স্বামী জানিতে পারেন যে, কিছুদিন তাঁহাকে কনিষ্ঠ পুত্রের বিয়োগ-যাতনা সহ্য করিতে হইবে। অতঃপর একদা রজনীতে বিজয়দত্ত শীতার্ত্ত হইয়া শ্মশানাগ্নিতে শীত নিবারণের উদ্দেশ্যে শ্মশানে গমন করে। সেই সময়ে তথায় শবদাহ হইতেছিল। বালসুলভ চাপল্যবশতঃ বিজয়দত্ত একখণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা চিতার মধ্যস্থিত শবের কপালে আঘাত করায় তাহা হইতে বসা নির্গত হইয়া বিজয়ের মুখমধ্যে প্রবেশ করে। সেই বসার স্বাদগ্রহমাত্র বিজয়দত্তের কপালস্ফোটত্ব প্রাপ্তি হয়। ইহাতে তাহার পিতা অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। অতঃপর বহুক্লেশে বিজয়দত্তের সেই পিশাচত্বপ্রাপ্তি হইতে মুক্তিলাভ ঘটিয়াছিল। সং ; পু।

কপালিকা—ক্ষুদ্র কপাল ; খাপরা। কপাল দেখ ; কপাল শব্দ+ষ্কিক অল্পার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কপালিনী—১। দুর্গা। সং ; স্ত্রী। কপালী দেখ। কপাল শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=কপালিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি। ২। শিব ; প্রতিলোমজ অন্ত্যজ জাতিবিশেষ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কপালিনী। ৩। ভাগ্যবান্, সৌভাগ্যশালী। বিণ।

কপি—বানর ; বিষ্ণু ; কপিলবর্ণ ; গন্ধর্ব্ববিশেষ। কপ+ই ক। সং ; পু।

কপিকন্দুক—মাথার খুলি। সং ; ক্লী।

কপিকেতন, কপিধ্বজ—অর্জ্জুন। কপি হইয়াছে কেতন বা ধ্বজা (রথচিহ্ন) যাহার, বহু। পু।

কপিঞ্জল—১। চাতকপক্ষী ; তিত্তির পক্ষী। ক শব্দ (জল)—পিন্জ+কলচ ক। সং ; পু। ২। মুনিবিশেষ, ইনি কাদম্বরী বর্ণিত পুণ্ডরীকের সখা।

কপিত্থ, কবিত্থ—১। কয়েত বেলের গাছ। কপি শব্দ (বানর)—স্থা (থাকা)+ড ক। সং ; পু। ২। কয়েত বেল। কপিত্থ শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী।

কপিধ্বজ—কপিকেতন দেখ।

কপিপ্রিয়—কপিত্থবৃক্ষ, কয়েতবেল গাছ ; আম্রাতক বৃক্ষ, আমড়া গাছ। ৬তৎ। সং ; পু।

কপিল, কবিল—১। পিঙ্গলবর্ণ। কপ বা কব (রঙ্ করা)+ইল ক। বিণ ; ত্রি। ২। অগ্নি ; বিষ্ণু ; পিঙ্গলবর্ণ ; কুক্কুর ; গন্ধর্ব্ব-বিশেষ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কপিলা। ৩। সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা জনৈক মুনি, কর্দ্দম প্রজাপতির ঔরসে দেবহূতির গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইন্দ্রদেব সগর রাজার যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়া ধ্যানমগ্ন কপিল মুনির নিকট রাখিয়া আসেন। অশ্বরক্ষকগণ অনুসন্ধান করিতে করিতে ইঁহার নিকট অশ্ব দেখিয়া ইঁহাকে অশ্বচোর মনে করিয়া ইঁহার লাঞ্ছনা করায়, ইঁহার কোপানলে সগর রাজার ষষ্টি সহস্র পুত্র ভস্মীভূত হয়। অতঃপর অংশুমান্ পাতালে গমনপূর্ব্বক ইঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া অশ্ব আনয়ন করেন। সেই সময়ে মুনিবর অংশুমান্‌কে বলিয়া দেন যে, জাহ্নবীর পূত-সলিলে সগরবংশের উদ্ধার হইবে। ভাগবতের মতে ইনি পঞ্চম অবতার।

কপিলবাস্তু—নগরবিশেষ, বুদ্ধদেবের জন্মস্থান ; অনেকে ইঁহার অবস্থিতিস্থান বারাণসীর ৫০ ক্রোশ উত্তরে নেপালের দক্ষিণে নির্দ্দেশ করেন।

কপিলা—১। ধেনু ; কামধেনু ; অগ্নিকোণের হস্তিনী ; জলৌকা। কপিল দেখ। সং ; স্ত্রী। ২। দক্ষপ্রজাপতির কন্যা এবং কশ্যপের পত্নী। মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, রম্ভা, মনোরমা প্রভৃতি কন্যা, এবং অতিবাহু, হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণকে ইনি প্রসব করেন। গো, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নানাপ্রকার অপত্যের ইনি জন্ম দেন।

কপিলাক্ষ—তীর্থবিশেষ।

কপিলাশ্রম—মহর্ষি কপিলের আশ্রম, ইহা সাগর সঙ্গমে অবস্থিত। যে দ্বীপের উপর কপিলাশ্রম অবস্থিত, তাহাকে এক্ষণে সাগর দ্বীপ বলে। ঐ স্থানে প্রত্যেক বৎসরে পৌষ-সংক্রান্তির সময়ে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়।

কপিশ—১। কৃষ্ণপীতমিশ্র বর্ণ। কপি শব্দ+শ। সং ; পু। ২। পাঁশুটে বর্ণযুক্ত। বিণ।

কপিশা—নদীবিশেষ ; মাধবীলতা ; পিশাচ-মাতা। কপিশ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কপীন্দ্র—সুগ্রীব ; হনুমান্। কপিগণের (বানরগণের) ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। সং ; পু।

কপূয়—কুৎসিত ; দুর্গন্ধ। কু শব্দ (কুৎসিত)—পূয় (দুর্গন্ধ হওয়া)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

কপোত—১। পারাবত, পায়রা ; পক্ষী ; বন-কপোত, ঘুঘু। ক'র (বায়ুর) পোতস্বরূপ, ৬তৎ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কপোতিকা, কপোতী। ২। জনৈক মুনি। জীবহিংসাভয়ে ইনি সর্ব্বদা কপোতরূপ ধারণ করিয়া থাকিতেন। ৩। গরুড়ের পুত্র।

কপোতবৃত্তি—১। সঞ্চয়বিহীন জীবিকা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। ২। সঞ্চয়রহিতভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহকারী। কপোতের বৃত্তির ন্যায় বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

কপোতারি—শ্যেন পক্ষী। ৬তৎ। সং ; পু।

কপোতিকা, কপোতী—কপোত দেখ।

কপোতেশ্বর—শিব। [কথিত আছে যে, ইনি পূর্ব্বে কুশস্থলীতে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে করিতে কপোতবৎ কৃশ হন, তাহাতেই ইঁহার নাম কপোতেশ্বর হয় ; মতান্তরে,—একদা হরপার্ব্বতী কপোতকপোতীরূপে বিহার করাতে শঙ্কর কপোতেশ্বর এবং শঙ্করী কপোতেশ্বরী নাম ধারণ করেন]। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কপোতেশ্বরী।

কপোতেশ্বরী—শঙ্করী, পার্ব্বতী। কপোতেশ্বর দেখ। সং ; স্ত্রী।

কপোল—গণ্ডদেশ, গাল। কপ (চলা, কাঁপা)+ওল ক। সং ; পু।

কপোলকল্পনা—বিনা কারণে কোন অবাস্তবিক বিষয়ের কল্পনা। সং ; স্ত্রী।

কপোলকল্পিত—বিনা কারণে যে অবাস্তবিক বিষয়ের কল্পনা করা হয় তাহা। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

কপোলদেশ—গণ্ডদেশ, গাল। কপোলই দেশ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

কপোলী—জানুরক্ষিণী। কপোল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কফ—শরীরস্থ ধাতুবিশেষ, শ্লেষ্মা। ক শব্দ (জল)—ফল (নিষ্পন্ন হওয়া)+ড ক। সং ; পু। (ত্রিদোষ দেখ)।

কফণি, কফোণি—কূর্পর, কনুই। ক শব্দ (সুখ)—ফণ (গমন করা)+ই ক। সং ; পু ও স্ত্রী।

কবন্ধ—১। ক্রিয়াযুক্ত নির্মস্তক দেহ, কন্ধকাটা। ক শব্দ (মস্তক, জল)—বন্ধ+অণ্ ক। সং ; পু ও ক্লী। ২। জল। সং ; ক্লী। ৩। রাহু ; ধূমকেতু ; রুদ্র ; উদর। সং ; পু। ৪। জনৈক রাক্ষস ; এই রাক্ষস পূর্ব্বে দৈত্য ছিল, অথচ রাক্ষসবেশে মুনিঋষিদিগকে উৎপীড়ন করিত। একদা এই দৈত্য স্থূলশিরা মুনির ফলমূলাদি বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া মুনিকে নির্য্যাতন করিলে মুনির শাপে প্রকৃত রাক্ষসরূপে পরিণত হয়। তখন রাক্ষস কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট দীর্ঘায়ু হইবার বর প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মবরে দৃপ্ত হইয়া রাক্ষস দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধপ্রার্থী হইলে ইন্দ্র ইঁহাকে মস্তক ও জঙ্ঘাহীন করেন। পরে দেবরাজের প্রসাদে ইহার যোজন-বিস্তৃত বাহু ও কুক্ষিমধ্যে দন্তযুক্ত মুখ হয়। কবন্ধ রাক্ষস এই অবস্থায় দণ্ডকারণ্যে পতিত থাকিয়া সুদীর্ঘ বাহু প্রসারণে জীবজন্তু ধরিয়া ভক্ষণ করিত। দীর্ঘকাল পরে রামলক্ষ্মণ রাবণহৃতা সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলে কবন্ধ বাহু প্রসারিত করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে ধরিয়া ফেলে। তখন রামচন্দ্র ইহার বাহুদ্বয় ছেদন করিলে কবন্ধ শাপমুক্ত হইয়া দিব্যদেহ ধরিল, এবং রামচন্দ্রকে

সুগ্রীবের সহিত মৈত্রীবন্ধন করিয়া সীতার অন্বেষণ করিতে বলিয়া গেল।

কবুতর—পারাবত, পায়রা। সং ; পু।

কভু—কদাপি এই পদদ্বয়ের অপভ্রংশে উৎপন্ন। কোন সময়ে, কখন। পদ্যে ব্যবহৃত হয়, গদ্যে হয় না।

কম্—জল ; মস্তক ; সুখ ; পাদপূরণ। কম (কামনা করা)+বিচ্ র্ম। ব্য।

কমঠ—১। কচ্ছপ ; বাঁশ ; দৈত্যবিশেষ। কম (ইচ্ছা করা)+অঠ র্ম। সং ; পু। স্ত্রী-লিঙ্গে কমঠী। ২। যতির ভাণ্ড। সং ; ক্লী।

কমণ্ডলু—১। সন্ন্যাসীদিগের জলপাত্রবিশেষ। ক শব্দ (ব্রহ্মা, জল)—মণ্ড শব্দ (ভূষণ) —লা (দান করা, গ্রহণ করা)+ডু ক। সং ; পু ও ক্লী। ২। অশ্বত্থ বৃক্ষ। সং ; পু।

কমন—১। কামুক। কম (কামনা করা)+অন ক। ২। কমনীয়, সুন্দর। কম+অন র্ম। বিণ ; ত্রি। ৩। অশোকবৃক্ষ ; কামদেব। সং ; পু।

কমনীয়—মনোহর, সুন্দর ; স্পৃহণীয়, বাঞ্ছনীয়। কম (ইচ্ছা করা)+অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি।

কমনীয়তা—কান্তিকতা, মনোহরত্ব, স্পৃহণীয়তা। কমনীয় শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

কমল—১। পদ্ম ; আশ্রয়। কম শব্দ (জল)—অল (ভূষিত করা)+অন্ ক। সং ; ক্লী। ২। সারস পক্ষী। সং ; পু। ৩। তাম্র ; ঔষধ ; জল। কম (ইচ্ছা করা)+অল্ র্ম। সং ; ক্লী। ৪। মৃগবিশেষ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কমলা, কমলী।

কমলকৃষ্ণ দেব—ইনি কলিকাতা শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র ও রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের ষষ্ঠ পুত্র। জন্ম ১৮২০ খ্রীঃ। কমলকৃষ্ণ হিন্দু কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং বাল্যকাল হইতেই সাহিত্য ও হিন্দুশাস্ত্রের অনুশীলন করেন। গুণাকর ও ভাস্কর নামক দুইখানি সাময়িক পত্র ইঁহারই আনু-কূল্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই দুই পত্রি-কাতেই ইনি অনেক সময় প্রবন্ধ লিখিতেন। ইনি বিদ্যালয়, ডাক্তারখানা, অন্নসত্র প্রভৃতি ব্যাপারে অনেক অর্থ ব্যয় করিতেন এবং সমস্ত সাধারণহিতকর কার্য্যের সহিত সংলিপ্ত থাকিতেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ইনি "রাজা" এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী "মহারাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। হিন্দু ধর্ম্মে ইঁহার বিশেষ আস্থা ছিল এবং কি জনসাধারণের মধ্যে, কি রাজদরবারে ইঁহার বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি দৃষ্ট হইত। ইনি দুইটি পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। প্রথম নীলকৃষ্ণ ; ইনি গতায়ু হইয়াছেন। দ্বিতীয় বিনয়কৃষ্ণ ; ইনি নানা বিষয়ে স্বীয় প্রতিভা প্রদর্শন করিয়া সমাজে গণ্য হইয়াছেন এবং বংশের মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

কমলকোরক, কমলকোষ—পদ্মকলিকা, পদ্মের কুঁড়ি। ৬তৎ। সং ; পু।

কমলজ—১। পদ্মজাত। কমল শব্দ (পদ্ম)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। ব্রহ্মা। সং ; পু। ৩। রোহিণী নক্ষত্র ; পদ্ম (কমল অর্থাৎ জলে জাত)। সং ; ক্লী।

কমলতুল্য—পদ্মসদৃশ। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

কমলনেত্র—১। পদ্মলোচন। উপমিত ; সং ; ক্লী। ২। পদ্মতুল্য চক্ষুর্বিশিষ্ট, বহু। বিণ ; ত্রি। [সং ; স্ত্রী।

কমলমালা—পদ্মফুলের মালা ; পদ্মসমূহ। ৬তৎ।

কমলযোনি—পদ্মযোনি, ব্রহ্মা। কমল (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম) হইয়াছে যোনি (জন্মস্থান) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

কমলষণ্ড—পদ্মসমূহ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কমলা—বরস্ত্রী ; লক্ষ্মী ; সম্পত্তি ; হিরণ্যকশিপুর পত্নী (অপর নাম কয়াধু)। কমল দেখ। সং ; স্ত্রী।

কমলাকর—পদ্মসরোবর ; পদ্মসমূহ। কমলের আকর, ৬তৎ। সং ; পু।

কমলাকর ভট্ট—ইনি একজন বিখ্যাত স্মৃতি-সংগ্রহকার। ইঁহার পিতার নাম রামকৃষ্ণ ভট্ট, পিতামহের নাম নারায়ণ ভট্ট। ইঁহার জন্মকাল ঠিক নির্ণয় করা দুরূহ ; তবে ইঁহার গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ইনি ১৫৩৪ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার সময়ে ইনি একজন প্রধান স্মার্ত্ত ছিলেন। তত্ত্বকমলাকর, পূর্ত্তকমলাকর প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ ইঁহার কৃত।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য—ইনি একজন বিখ্যাত সাধক। বাঙ্গালা ১২১৬ সালে ইনি অম্বিকা কালনা হইতে বর্দ্ধমানে আগমন করেন, এবং তৎকালীন বর্দ্ধমানপতি মহারাজ তেজশ্চন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সভাপণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন। ইনি অতি সাত্ত্বিক, নিরভিমান ও দেবীভক্ত ছিলেন। ইঁহার ইষ্টনিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া তেজশ্চন্দ্র ইঁহাকে আপনার গুরুপদে বরণ করেন, এবং ইঁহার বাসের নিমিত্ত বর্দ্ধ-মানের নিকটস্থ কোটালহাট গ্রামে সুন্দর বসতবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এইখানে কমলাকান্ত প্রতি বৎসর মহাসমারোহে শ্যামাপূজা করিতেন। পূজার দিন ইঁহার শত্রু মিত্র সকলে সমবেত হইয়া ইঁহার স্বর-চিত ভক্তিগাথা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইত।

রামপ্রসাদের পদাবলী যেরূপ সুধাধারা বর্ষণ করিয়া জগদম্বাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল, —অধিক কি মা স্বয়ং রামপ্রসাদের পদাবলী শ্রবণ করিতে আসিতেন—এই সাধকের প্রেমভক্তিভরা শ্যামাসঙ্গীতও সেইরূপ অমৃতধারা ঢালিয়া দিয়া চিত্তচকোরকে চরি-তার্থ করে। একদিন রজনীতে কমলাকান্ত একাকী 'ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা' নামক মাঠ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে কতকগুলি ভীষণাকার দস্যু ইঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। তখন নির্ভীক কমলাকান্ত পরমানন্দে রামপ্রসাদী সুরে এই বলিয়া আপনার শ্যামা মাকে ডাকিলেন,—

"আর কিছু নাই শ্যামা তোমার, কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি, অতেব হ'লেম সাহস ভাঙ্গা॥
জ্ঞাতিবন্ধু সুতদারা, সুখের সময় সবাই তারা,
কিন্তু বিপৎকালে কেউ কোথা নাই, ঘরবাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা।
নিজগুণে যদি রাখো, করুণা-নয়নে দ্যাখো,
নইলে জপ করি যে তোমায় পাওয়া, সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা।
কমলাকান্তের কথা, মা'রে বলি মনের ব্যথা,
আমার জপের মালা ঝুলিকাঁথা, জপের ঘরে রইল ঠাঙ্গা"॥

দস্যুরা সঙ্গীত শুনিয়া মোহিত হইল। তখন তাহারা কমলাকান্তের পদানত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কমলাকান্ত মায়া-মুগ্ধ ছিলেন না,—জীবন্মুক্ত সাধক বিবেক-স্রোতে ভাসিতেন।

কমলালয়া—পদ্মাসনা, লক্ষ্মী ; সম্পত্তি। কমল (পদ্ম) হইয়াছে আলয় (গৃহ) যাঁহার, বহু। সং ; স্ত্রী। কমল+আলয়া।

কমলাসন—১। ব্রহ্মা। কমল (পদ্ম) হইয়াছে আসন যাঁহার, বহু। সং ; পু। ২। পদ্মাসন। কমলময় যে আসন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। কমল+আসন।

কমলিনী—পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়। কমল শব্দ (পদ্ম)+ইন্ সমূহার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কমলী—বরস্ত্রী ; লক্ষ্মী। কমল দেখ। সং ; স্ত্রী।

কমলে কামিনী—ভগবতীর রূপবিশেষ। একদা কোন বণিক্ কোন নদীগর্ভে দেখিতে পাই-লেন যে, একস্থানে পদ্মবন রহিয়াছে এবং ঐ বনে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরিভাগে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী কামিনী উপবিষ্টা থাকিয়া এক হস্ত দ্বারা একটী হস্তীকে মুখ-মধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক গ্রাস করিতেছেন এবং অপর হস্ত দ্বারা ঐ উদ্গীর্ণ হস্তীকে জলে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এত-দ্দর্শনে বণিক্ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া রাজসমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা অত্যাশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শ্রবণে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিলেন যে, বণিকের বর্ণিত বৃত্তান্ত সমস্তই অলীক। তখন তিনি

বণিক্‌কে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। এদিকে মহামায়া মহাব্যস্ত হইলেন যে, "আমার দর্শনকারীর এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল।" কিয়ৎকাল বণিক্ গৃহে প্রত্যাগত না হওয়াতে তাঁহার লহনা ও খুল্লনা নাম্নী পত্নীদ্বয় অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। অতঃপর খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত পিতার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে নানারূপ বিপদে পড়িলেন, এবং অবশেষে পূর্ব্বোক্ত বনে কমলে কামিনী দর্শন করিলেন। শ্রীমন্ত রাজসকাশে উক্ত বিবরণ বর্ণন করিলে রাজা দর্শনাভিলাষী হইলেন, কিন্তু শ্রীমন্ত রাজাকে কমলে কামিনী প্রদর্শন করিতে না পারাতে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। শ্মশানে রাজকিঙ্করগণ দণ্ডদানে উদ্যত হইলে সেই সময়ে মহামায়া দর্শন দিলেন এবং তাহাদিগকে নানারূপ বিভীষিকা দেখাইয়া শ্রীমন্তের প্রাণরক্ষা করিলেন। পরে মহামায়ার অনুগ্রহে রাজা তাঁহার কমলে কামিনী রূপ দর্শন করিলেন এবং বণিক্‌কে মুক্তি দিয়া পুত্রসমভিব্যাহারে দেশে প্রেরণ করিলেন।

কমা বা প্রথম চিহ্ন—যতিচিহ্ন দেখ।

কমিতা—কামুক। কম (কামনা করা)+তৃন্ ক=কমিতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কমিত্রী।

কম্প—কাঁপনি। কম্প (কাঁপা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে কম্পমান্, কম্পিত।

কম্পন—১। কাঁপনি। কম্প+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। কম্পনযুক্ত। কম্প+অন ক। ৩। কম্পকারক। ণিজন্ত কম্প বা কম্পি (কাঁপান)+অন ক। বিণ; ত্রি।

কম্পনা—সেনা। কম্পন+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। স্ত্রী।

কম্পমান্—কাঁপিতেছে এরূপ, কম্পান্বিত। কম্প (কাঁপা)+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কম্পমানা।

কম্পমানা—কম্পমান্ দেখ।

কম্পিত—১। কম্পান্বিত; ভীত। কম্প (কাঁপা)+ক্ত ক। ২। চালিত। ণিজন্ত কম্প বা কম্পি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে কম্প, কম্পন।

কম্পিতাঙ্গ—১। যাহার অঙ্গসকল কাঁপিতেছে। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কম্পিতাঙ্গী। ২। অঙ্গকম্পন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কম্প্র—কম্পিত; ভীত। কম্প (কাঁপা)+র ক। বিণ; ত্রি।

কম্বল—১। মেষাদির লোমের আসন। কম (ইচ্ছা করা)+কল র্ম্ম নিপাতনে। ২। সর্পবিশেষ; সাস্না, গলকম্বল; উত্তরাসঙ্গ; কৃমি। সং; পু।

কম্বলী—১। কম্বলবিশিষ্ট। কম্বল শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=কম্বলিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কম্বলিনী। ২। গলকম্বলবিশিষ্ট বৃষ। সং; পু।

কম্বু—১। শঙ্খ, শাঁখ। কম্ব (গমন করা) +উ ক। সং; পু ও ক্লী। ২। শম্বুক; শামুক; গজ। ৩। বলয়; অঙ্গুরীয়। কম (কামনা করা)+বুক্ র্ম্ম। সং; পু।

কম্বুকণ্ঠ—১। শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়যুক্ত কণ্ঠ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। শঙ্খবৎ-রেখাত্রয়-যুক্ত-কণ্ঠবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

কম্বুকণ্ঠী—১। শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়যুক্ত গ্রীবা। সং; স্ত্রী। ২। শঙ্খবৎ রেখাত্রয়যুক্ত-কণ্ঠ-বিশিষ্টা (স্ত্রী)। বহু। বিণ; স্ত্রী।

কম্বুগ্রীব—শঙ্খবৎ-রেখাত্রয়-যুক্ত-গ্রীবাবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

কম্বুগ্রীবা—১। শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়যুক্ত গ্রীবা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। শঙ্খবৎ-রেখাযুক্ত-গ্রীবাবিশিষ্টা (স্ত্রী)। বহু। বিণ; স্ত্রী।

কম্বোজ—শঙ্খ; হস্তিবিশেষ; দেশবিশেষ। কম্ব (গমন করা)+ওজ ক। সং; পু।

কম্র—১। কামুক। কম (কামনা করা)+র ক। ২। কমনীয়, মনোহর। কম+র র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

কয়াধু—প্রহ্লাদের মাতা। ইনি জম্ভাসুরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক পরিণীতা হন। সং; স্ত্রী।

কর—১। কিরণ; বর্ষোপল, করকা, শিলা; রাজ্যের শান্তিসংস্থাপন এবং সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য রাজা প্রজাদিগের নিকট হইতে যে অর্থ গ্রহণ করেন। রাজস্ব; শুল্ক, টেকস। কৃ (করা)+অল্ র্ম্ম। ২। হস্ত; শুণ্ড, শুঁড়। কৃ+অল্ ণ। ৩। কর্ত্তা। কৃ+ট ক। পু।

করক—১। দাড়িম্ব বৃক্ষ; করঞ্জ বৃক্ষ; পলাশ বৃক্ষ; কোবিদার বৃক্ষ; বকুল বৃক্ষ; পক্ষিবিশেষ; করঙ্গ। কর দেখ; কর শব্দ+কণ্। সং; পু। ২। দাড়িম্ব। করক+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

করকচ—কড়ক শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন। সামুদ্রিক লবণ।

করকমল—পদ্মতুল্য হস্ত। উপমিত। সং; ক্লী।

করকা—বর্ষোপল, শিলা। করক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

করকোষ্ঠী—করদর্শনে জ্ঞাত কোষ্ঠী। কেহ কেহ কোষ্ঠী না দেখিয়া করস্থিত রেখামাত্র অবলম্বনে কোষ্ঠী করিতে পারেন, তাঁহাদিগের ঐরূপ কোষ্ঠীকে করকোষ্ঠী বলে। সং; স্ত্রী।

করগ্রহ—পাণিগ্রহণ, বিবাহ; করাদান। ৬তৎ। সং; পু।

করগ্রাহ—পাণিগ্রহণকর্ত্তা, পতি; করাদানকারী। কর শব্দ—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ষণ্ ক। সং; পু।

করগ্রাহী—রাজস্বগ্রহণকারী, খাজনা আদায়-কারী। কর—গ্রহ+ণিন্ ক=করগ্রাহিন্, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি।

করঙ্ক—কমণ্ডলু; খুঙ্গি, ডিপে, কৌটা; নারিকেলের মালা; মাথার খুলি; শরীরাস্থি। ক (বিক্ষিপ্ত করা)+অঙ্ক অধি। সং; পু।

করজ—১। হস্তজাত। কর শব্দ (হস্ত)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। নখ। ৩। করঞ্জবৃক্ষ। ক শব্দ (সুখ)—ণিজন্ত রন্‌জ+অন্ ক। সং; পু।

করজোড়—জোড়হাত। চলিত কথা।

করঞ্জ, করঞ্জক—করম্‌চা গাছ। সং; পু।

করট—১। কাক; করিগণ্ড; কুসুম্ভ বৃক্ষ, কুসুম ফুলের গাছ; বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, আদ্যশ্রাদ্ধ। সং; পু। ২। নিন্দ্যজীবী; নাস্তিক। বিণ; ত্রি।

করটা—দুঃখদোহ্যা গবী, যে গাভীকে অতিকষ্টে দোহন করিতে হয়। সং; স্ত্রী।

করণ—১। কারণ; প্রধান কারণ; ইন্দ্রিয়; শরীর; স্থান; ক্ষেত্র; (ব্যাকরণে) কারকবিশেষ [কারক দেখ]; বাচ্যবিশেষ [বাচ্য দেখ]। কৃ (করা)+অনট্ ণ। ২। কার্য্য। কৃ+অনট্ র্ম্ম। ৩। করা; হস্তদ্বারা লেপন; নৃত্যগীতে করাদ্যভিনয়। কৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৪। শূদ্রাগর্ভজাত বৈশ্যপুত্র; কায়স্থ। কৃ+অন ক। সং; পু।

করণী—(গণিতে) যে রাশির বর্গমূলাদি সুক্ষ্মরূপে নির্ণয় করা যায় না (Surds)। করণ দেখ; করণ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

করণীয়—করার উপযুক্ত, কর্ত্তব্য। কৃ (করা) +অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

করণ্ড—১। মধুচক্র; খড়্গ; পেটারি; খুঙ্গি, ঝাঁপি, সাজি, কৌটা, মাদুলি প্রভৃতি। কৃ +অণ্ডন্ র্ম্ম। ২। হংসবিশেষ; শৈবালবিশেষ। কৃ+অণ্ডন্ ক। সং; পু।

করতল—হস্ততল, হাতের তেলো; হস্ত। ৬তৎ। সং; পু ও ক্লী।

করতলগত—করের তলদেশে স্থিত, হস্তগত। করের তল, ৬তৎ, তাহাতে গত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

করতাল—কাংস্যনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, কর্ত্তাল। সং; ক্লী। [তাল। সং; স্ত্রী।

করতালী—হাততালী; বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, কর-

করতোয়া—স্বনামখ্যাতা নদী, অধুনা জলপাইগুড়ী, রঙ্গপুর ও বগুড়া জেলায় প্রবাহিত, তিথিবিশেষে ইহাতে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়; স্মার্ত্তগণ বলিয়াছেন, শ্রাবণ মাসে সকল নদীই রজস্বলা হওয়াতে বর্জ্জনীয়, কেবল করতোয়া অম্বুবাহিনী থাকে, সুতরাং বর্জ্জনীয় নহে। সং; স্ত্রী।

করদ—কর দেয় এরূপ, করদায়ী, করপ্রদ। কর (রাজস্ব)—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি।

করন্ধম—ইক্ষ্বাকু বংশীয় খনীনেত্রের পুত্র; ইহার প্রকৃত নাম সুবর্চ্চাঃ। ইনি নানা গুণালঙ্কৃত ও প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। দৈববশে ইঁহার কোষাগার অর্থশূন্য হইলে শত্রুগণ ইঁহার রাজ্য আক্রমণ করে। সেই সময়ে ইনি তাহাদের নিকট আপনার কর-দ্বয় সংপুটিত করিয়া তন্মধ্যে মুখমারুত ত্যাগ করাতে তাহারা পলায়নপর হয়। তদবধি ইনি করন্ধম নামে খ্যাত হন। সং; পু।

করন্যাস—তন্ত্রোক্ত ন্যাসবিশেষ, মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক করচিহ্নে অঙ্গুষ্ঠাদির স্থাপন। করে ন্যাস, ৭তৎ। সং; পু।

করপক্ষ—বাদুড় প্রভৃতি। করই পক্ষ যাহাদের, বহু। সং; পু।

করপত্র—ক্রকচ, করাত; জলকেলি। সং; ক্লী।

করপদ্ম—পদ্মতুল্য হস্ত, পদ্মহস্ত। উপমিত। সং; ক্লী।

করপল্লব—১। পল্লবতুল্য কর, কিশলয়সদৃশ কোমল ও লোহিত আভাযুক্ত সুন্দর হস্ত। কর রূপ পল্লব, রূপক কর্ম্মধা, বা কর (হস্ত) পল্লব তুল্য; উপমিত। ২। করশাখা, অঙ্গুলি। ৬তৎ। সং; পু ও ক্লী।

করপাল, করবাল—খড়্গ; হস্তযষ্টি; সোঁটা। কর (হস্ত)-ণিজন্ত পল, পক্ষান্তরে ণিজন্ত বল (বলবান্ করা)+অল্ ণ। সং; পু।

করপালিকা, করপালী—ক্ষুদ্র খড়্গ, ছোরা। সং; স্ত্রী। করপাল দেখ।

করপীড়ন—পাণিপীড়ন, পাণিগ্রহণ, বিবাহ-করণ। ৬তৎ বা ২তৎ। সং; ক্লী।

করপুট—জোড়হাত। ৬তৎ। সং; পু।

করপুটে—হাতজোড় করিয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

করপ্রদ—করদ, করদাতা। কর-প্র-দা+ড ক। বিণ; ত্রি।

করভ—১। মণিবন্ধ হইতে কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত কর-বহির্ভাগ। কর শব্দ (হস্ত)-ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক। ২। হস্তিশাবক; উষ্ট্র; উষ্ট্রশাবক; অশ্বতর। কৃ+অভচ্ র্ম্ম। সং; পু। [+ঈয়। বিণ; ত্রি।

করভীয়—করভপালক; করভসম্বন্ধীয়। করভ

করভূ—নখ। কর শব্দ (হস্ত)-ভূ (হওয়া) +ক্বিপ্ ণ। সং; পু।

করভূষণ—হস্তাভরণ; কঙ্কণ, বালা, চুড়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

করমর্দ্দ—১। হস্তদ্বারা মর্দ্দন। কর শব্দ (হস্ত) -মৃদ (মর্দ্দন করা)+অল্ ভা। ২। করঞ্জ-বৃক্ষ। কর শব্দ-মৃদ+অল্ ণ। সং; পু।

করমর্দ্দন—হস্তকম্পন, উভয়ের বন্ধুত্বসূচক পরস্পরের হস্ত ধরিয়া কম্পন (Hand-shaking)। কর (হস্ত)-মৃদ (মর্দ্দন করা)+অনট্ ভা। সং; পু।

করমালা—জপসংখ্যা নিরূপক করাঙ্গুলি-পর্ব্ব, শাক্তের পক্ষে অনামিকার মধ্যম পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মূল পর্ব্ব, কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র, পরে অনামিকার অগ্র, মধ্যমার অগ্র, মধ্য ও মূল, তৎপরে তর্জ্জনীর মূল, এই দশ পর্ব্বে জপ বিধি। সং; স্ত্রী।

করমুক্ত—হস্তচ্যুত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

করমুষ্টি—১। করসংক্রান্ত মুষ্টি অর্থাৎ কুঞ্চিত ভাব। কর্ম্মধা। সং; পু ও স্ত্রী। ২। কর দ্বারা মুষ্টি (চুরী), ৩তৎ। সং; পু ও স্ত্রী।

করম্ভ—দধি মিশ্রিত শক্তু (ছাতু)। ক শব্দ (জল)-রম্ভ (সবেগে গমন করা ইত্যাদি)+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

করম্ভি—যদুবংশীয় জনৈক নৃপতি, ইঁহার পিতার নাম শকুনি ও পুত্রের নাম দেবরাজ। সং; পু।

কররুহ—অঙ্গুলি, নখ। কর শব্দ (হস্ত)-রুহ (জন্মা)+ক ক। সং; পু।

করলগ্ন—যাহা হাতে লাগিয়াছে। ৭তৎ। বিণ।

করবাল—করপাল দেখ।

করবী—স্বনামখ্যাত পুষ্প। সং; স্ত্রী।

করবীর—১। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ; খড়্গ; শ্মশান। কর দ্বারা (মূল দ্বারা) বীর, ৩তৎ। সং; পু। ২। স্বনামপ্রসিদ্ধ পুষ্প। করবীর+ ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

করবীরী—অদিতি; শ্রেষ্ঠ গবী; একপুত্রা স্ত্রী। করবীর+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

করশাখা—করাঙ্গুলি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [পু।

করশীকর—হস্তিশুণ্ডের জলকণা। ৫তৎ। সং;

করশুদ্ধি—মন্ত্রবিশেষ দ্বারা হস্তশোধন। অগ্রে ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া পরে "ফট" এই মন্ত্র দ্বারা করের শোধন করিতে হয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

করসূত্র—হস্তের সূত্র; বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্য-উপলক্ষে হাতে যে সূতা বান্ধা হয়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

করস্পর্শ—হস্ত স্পর্শ করা বা হাত দিয়া স্পর্শ করা) ৬তৎ বা ৩তৎ। সং; পু।

করাঘাত—হস্ত দ্বারা প্রহার, চপেটাঘাত। ৩তৎ। সং; পু।

করাধীন—যে হাতের মধ্যে আছে। করের বা করে অধীন, ৬তৎ বা ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

করায়ত্ত—করাধীন। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

করাল—১। বৃহৎ; উচ্চ; দন্তুর; ভয়ঙ্কর; ব্যাপ্ত। কর শব্দ-অল+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। তৈলবিশেষ; গর্জ্জন তৈল। সং; পু। [পু।

করালভৈরব—তন্ত্রবিশেষ; ভৈরববিশেষ। সং;

করালবদন—১। যাহার মুখ অতি ভীষণ। বহু। বিণ ত্রি। ২। ভয়ানক মুখ। কর্ম্মধা। সং ক্লী।

করালবদনা, করালবদনী—ভীমমুখী, যে রমণীর মুখ অতি ভীষণ। করালবদন শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, ঈপ্। [আপ্। সং, স্ত্রী।

করালা—অনন্তমূল। করাল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে

করালী—চণ্ডিকা, জ্বালা; অগ্নিজিহ্বা। করাল +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

করিকর—হস্তিশুণ্ড। ৬তৎ। সং; পু।

করিকুম্ভ—হস্তীর মস্তকস্থ কুম্ভ। ৬তৎ। সং; পু।

করিকা—নখক্ষত, নখের আঁচড়। কর শব্দ+ ষ্ণিক ভাবে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

করিণী—হস্তিনী। করী দেখ। সং; স্ত্রী।

করিবন্ধ—আলান, হস্তিবন্ধনস্তম্ভ। করির (হস্তীর) বন্ধ অর্থাৎ বন্ধন হয় যাহাতে, বহু। সং; পু।

করিমুখ—১। গণেশ। করির (হস্তীর) মুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহু। সং; পু। ২। হস্তীর মুখ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

করির, করীর—১। বংশাঙ্কুর, বাঁশের কোঁড়া। কৃ (বিকীর্ণ করা)+ইরন্, পক্ষান্তরে ঈরন্ র্ম্ম। সং; পু ও ক্লী। ২। ঘট; বৃক্ষ-বিশেষ। সং; পু।

করিবর—হস্তিশ্রেষ্ঠ। করীর মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), নির্দ্ধার তৎ। সং; পু।

করিশাবক—হস্তিশিশু। ৬তৎ। সং; পু।

করিষ্যমাণ—যে করিবে; যাহা করিবে। কৃ (করা)+স্যমান, ক, র্ম্ম।

করী—হস্তী। কর (শুণ্ড)+ইন্ অস্ত্যর্থে- করিন্, ১মার ১বচন। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে করিণী।

করীন্দ্র—হস্তিশ্রেষ্ঠ; ঐরাবর্ত। ৬তৎ। সং; পু।

করীষ—শুষ্ক গোময়, ঘেঁটা, ঘুঁটে। কৃ (বিকীর্ণ করা)+ঈষন্ র্ম্ম। সং; পু ও ক্লী।

করীষাগ্নি—ঘুঁটের আগুন। করীষের অর্থাৎ শুষ্ক গোময়ের অগ্নি, ৬তৎ। সং; পু। করীষ+অগ্নি।

করুণ—১। দীন; দুঃখিত; শোকার্ত্ত; শোক-জনক; শোকসম্বন্ধীয়; দয়ালু। কৃ (বিকীর্ণ করা)+উনন্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। রস-বিশেষ [কাব্যরস দেখ]। কৃ+উনন্ ণ। ৩। বৃক্ষবিশেষ। কৃ+উনন্ ক। সং; পু।

করুণস্বর—কাতরতাপ্রকাশক কণ্ঠধ্বনি। কর্ম্মধা। সং; পু।

করুণস্বরে—কাতরস্বরে। বহু; ক্রি-বিণ।

করুণা—দয়া, কৃপা; পুলস্ত্য মুনির কনিষ্ঠা কন্যা, ইঁহার জ্যেষ্ঠার নাম মিত্রা। করুণ দেখ; করুণ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

করুণানয়নে—অনুগ্রহদৃষ্টিতে। রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

করুণানিদান—দয়ার আকরস্বরূপ, দয়াময়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

করুণাময়—দয়াময়। করুণা শব্দ+ময়ট্ অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে করুণাময়ী।

করুণাময়ী—দয়াময়ী। করুণাময় দেখ। বিণ।
করুণার্দ্র—দয়া দ্বারা গলিত হৃদয়। ৩৩৫। বিণ।
করুণাসাগর—দয়ার সাগর, যাঁহার দয়া সাগরের জলের ন্যায় অমেয়। ৬৩৫। বিণ ; পু।
করেণু—হস্তী। কৃ+এণুক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে করেণু, করেণুকা। [স্ত্রী।
করেণু, করেণুকা—হস্তিনী। করেণু দেখ। সং ;
করেণুমতী—নকুলপত্নী, ইঁহার গর্ভে নিরমিত্রের জন্ম হয়। সং ; স্ত্রী।
করোট—মস্তকের অস্থি, মাথার খুলি। ক শব্দ (মস্তক)—রুট+অন্ ক। সং ; পু।
করোটি, করোটী—করোট, মাথার খুলি। ক শব্দ (মস্তক)—রুট (রক্ষা করা)+ই ক। সং ; স্ত্রী। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্।
কর্ক—১। বহ্নি, অগ্নি ; শ্বেতাশ্ব ; তিল ; দর্পণ ; ঘট ; কণ্টক ; কাঁকুড়গাছ। কৃ (করা)+ক ক। সং ; পু। ২। শ্বেতবর্ণ ; শ্রেষ্ঠ ; উত্তম। বিণ ; ত্রি।
কর্কচির্ভটী—সাদা ফুটী। কর্কধা। সং ; পু।
কর্কট, কর্কটক—কাঁকড়া ; চতুর্থ রাশি ; পক্ষি-বিশেষ। কর্ক+অটন্ ক=কর্কট। কর্কটক =কর্কট শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।
কর্কটক্রান্তি—বিষুব রেখার ২৩।৩০ অক্ষাংশ উত্তরে কল্পিত রেখা (Tropic of cancer). ইহাকে উত্তরায়ণান্ত বৃত্তও বলে। সং ; স্ত্রী।
কর্কটি, কর্কটিকা, কর্কটী—কাঁকুড় ; কলসী ; সর্পবিশেষ। সং ; স্ত্রী।
কর্কন্ধু, কর্কন্ধূ—বদরীবৃক্ষ, কুলগাছ। কর্ক শব্দ (কাঁটা)—ধা+ডু, পক্ষান্তরে ডূ ক। সং। প্রথমটী পুংলিঙ্গ ও দ্বিতীয়টী স্ত্রীলিঙ্গ।
কর্কর—১। দর্পণ ; কাঁকর। সং ; পু। ২। কর্কশ ; কঠিন। বিণ ; ত্রি। [সং ; স্ত্রী।
কর্করী—নালযুক্ত জলপাত্র, গাড়ু, বদনা ; কুঁজা।
কর্কশ—১। কঠিন ; রূঢ় ; পরুষ ; খরস্পর্শ-বিশিষ্ট, খশ্‌খশে ; সাহসী ; নির্দ্দয়। কর্ক শব্দ+শ। ২। ইক্ষু ; খড়্গ ; খরস্পর্শ। সং ; পু।
কর্কশা—শঙ্কিত-ব্যভিচারিণী স্ত্রী। কর্কশ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।
কর্কারু—কুষ্মাণ্ড, পাকা চালকুমড়া। কর্ক শব্দ (শ্বেতবর্ণ)—ঋ (গমন করা বা পাওয়া)+উ ক। সং ; পু।
কর্কেতন—রত্নবিশেষ ; ইহা আতাম্র পীত এবং অগ্নিবৎ উজ্জ্বল। ইহা স্বর্ণময় পত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া হস্তে কিংবা গলায় ধারণ করিলে সর্ব্ববিধ রোগ নষ্ট হয়। বল ও মনের স্থৈর্য্য প্রভৃতি গুণ বর্দ্ধিত হয়।
কর্কোট—নাগবিশেষ [কর্কোটক দেখ]। বিল্ব-বৃক্ষ, বেলগাছ ; কাঁকুড়গাছ। কর্ক (হাস্য করা)+ওট ক। সং ; পু।
কর্কোটক—১। কর্কোট দেখ। ২। নাগবিশেষ, কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে ইহার জন্ম। ইহার নামানুকীর্ত্তনে কলিভয় নাশ হয়। দেবর্ষি নারদের শাপে এই নাগ এক স্থানে অবস্থিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল। দৈবক্রমে মহারাজ নল কলিপীড়িত হইয়া বনগমন করিলে এই নাগের কাতরোক্তি শ্রবণে দয়ার্দ্র হইয়া ইঁহাকে মুক্ত করেন। পরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে কর্কোটক নলকে দংশন করিলে নলের শরীর কৃষ্ণবর্ণ ও তাঁহার শরীরস্থ কলি বিষে জর্জ্জরিত হয়। অতঃপর কর্কোটক নলকে ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতে পরামর্শ প্রদান করে।
কর্চ্চুর—স্বর্ণ। কর্জ্জ (ব্যয় করা)+উর র্ম্ম। সং ; পু।
কর্জ্জন, লর্ড—George Nathanial First Baron Curzon of Kedleston. জন্ম ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দ—১১ই জানুয়ারী। বিদ্যাধ্যয়ন কালে ইঁহার প্রতিভা বিলক্ষণ দৃষ্ট হইত। ১৮৮৫ খ্রীঃ ইনি লর্ড সলস্‌বেরীর (Lord Salisbury) এসিষ্টাণ্ট প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য করেন। ১৮৯১—৯২ খ্রীঃ অব্দে ভারতের অণ্ডর সেক্রেটারী এবং ১৮৯৫—৯৮ খ্রীঃ অব্দে পররাষ্ট্র-বিভাগের অণ্ডর-সেক্রেটারী পদে আসীন থাকেন। ইনি মধ্য এসিয়া, পারস্যদেশ, আফগানিস্থান, পামীর, শ্যাম, ইণ্ডো-চায়না, এবং কোরিয়া রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া প্রাচ্যদেশবিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৮৬ হইতে ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইনি পার্লামেন্টের সদস্যস্বরূপে হাউস অব কমন্সে সাধারণ কার্য্যে যোগদান করেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দে ৬ই জানুয়ারী হইতে ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দের এপ্রেল মাস পর্য্যন্ত ইনি ভারতবর্ষের ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইঁহারই শাসনকালে N. W. Frontier নামক সীমাপ্রদেশ স্থাপিত হইয়া উহা একজন স্বতন্ত্র শাসকের অধীন করা হয়। তিব্বত দেশে ইনি যে মিসন প্রেরণ করেন, তাহার সহিত তিব্বতবাসিগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া একটী যুদ্ধ ঘটে। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লাসার সন্ধি স্থাপন হইয়া যুদ্ধ স্থগিত হয়। ইনি Imperial Cadet Corps নামক পশ্চিমদেশীয় রাজবংশীয় যুবকদল চালিত একটী অবৈতনিক সৈনিক সম্প্রদায় গঠিত করেন। ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে ২২শে জানুয়ারী ভারতেশ্বরীর দেহাবসান ঘটিলে তাঁহার স্মরণার্থে Victoria Memorial Hall নামক একটী সুবৃহৎ অট্টালিকা কলিকাতায় স্থাপন মানসে ইনি প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করেন। এই হল এখনও নির্ম্মিত হয় নাই। বর্ত্তমান সম্রাটের পিতার অভিষেক উপলক্ষে ইনি ১৯০২ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর হইতে ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী পর্য্যন্ত দিল্লী সহরে অভূতপূর্ব্ব সমারোহে Coronation Durbar নাম দিয়া একটী মহাসভা আহূত করেন। তথায় বহুদিন যাবৎ নানাপ্রকার উৎসবাদি সম্পন্ন হইয়াছিল। ইঁহার শাসন সময়ে Universities Act, official Secrets Act, Ancient monuments Preservation Act প্রভৃতি অনেক প্রকার আইন বিধিবদ্ধ হয়। ভারতের লুপ্তপ্রায় কীর্ত্তিসকলের সংরক্ষণে ইঁহার বিশেষ কৃতিত্ব লক্ষিত হয়। ইনি ভারতবর্ষে অবস্থান সময়ে অসাধারণ শ্রমশীলতা ও কার্য্যতৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজ্য পরিচালন কার্য্যের সকল বিভাগের উপর ইঁহার সমান দৃষ্টি ছিল। কার্য্যান্তে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে মান্দ্রাজের গভর্ণর লর্ড এম্‌থিল (Ampthill) ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দের এপ্রেল মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভারতের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন। ঐ ডিসেম্বর মাসের ১৩ই তারিখে কর্জ্জন আবার ভাইসরয় পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতে আগমন করেন। এইবারে বঙ্গব্যবচ্ছেদ কার্য্য সম্পন্ন হয়। ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই অক্টোবর (বাঙ্গালা ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন) বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। পশ্চিম বঙ্গের কতকাংশ, বেহার ও উড়িষ্যা লইয়া একটী বিভাগ, আর বঙ্গের অবশিষ্টাংশ ও আসাম প্রদেশ লইয়া আর একটী বিভাগ গঠিত হইল। ১৯০৫ খ্রীঃ ১৭ই নভেম্বর লর্ড মিণ্টোর হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়া লর্ড কর্জ্জন ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। সেখানে ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দের ১৮ই জুলাই ইঁহার পত্নী লেডী কর্জ্জন দেহত্যাগ করেন। ইনি লিটর (Leiter) নামধেয় আমেরিকার জনৈক ধনকুবেরের কন্যা ছিলেন। পত্নীবিয়োগজনিত শোকে অভিভূত হইয়া লর্ড কর্জ্জন কিছু দিন সাধারণ কার্য্যে যোগদানে বিরত ছিলেন। এক্ষণে ইনি আইরিস পিয়র (Irish peer) স্বরূপে হাউস অব লর্ডসের সদস্য হইয়া রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে আবার প্রবেশ করিয়াছেন। ইঁহার নামের প্রকৃত উচ্চারণ "কর্‌যন্"
কর্ণ—১। শ্রবণেন্দ্রিয়। কর্ণ (ভেদ করা)+অল্ র্ম্ম। ২। নৌকার হা'ল। কর্ণ+অল্ ক। ৩। সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের সম্মুখীন ভুজরেখা (Hypotenuse) ; চতুর্ভুজ ও বহুভুজ ক্ষেত্রের কোন এক কোণ হইতে তাহার অব্যবহিত কোণ ভিন্ন অন্য কোণ পর্য্যন্ত অঙ্কিত সরলরেখা (Diagonal)। কৄ (বিকীর্ণ করা)+ন ক। ৪। কুন্তীর

কানীন পুত্র। * কৃ (করা)+ন ক। সং ; পু।

* ৪। পাণ্ডুপত্নী ও পাণ্ডবজননী কুন্তীর কুমারী অবস্থায় সূর্য্যের ঔরসে জাত পুত্রের নাম কর্ণ। লোকলজ্জাভয়ে কুন্তীদেবী সদ্যোজাত শিশুকে মঞ্জুষা মধ্যে স্থাপন করিয়া ধাত্রীর সাহায্যে নদীতে ভাসাইয়া দেন। ঐ মঞ্জুষা সূত অধিরথের দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি উহা আহরণপূর্ব্বক তন্মধ্যে জীবিত সদ্যোজাত সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত শিশুকে দেখিয়া তাহা আপনার পত্নী রাধাকে লালনপালনার্থ প্রদান করেন। এই হেতু কর্ণ, সূতপুত্র ও রাধেয় নামেও খ্যাত। অতঃপর উপযুক্ত বয়সে কর্ণ শিক্ষার্থ হস্তিনাপুরে প্রেরিত হইলেন। এখানে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সহিত ইনিও অস্ত্র শিক্ষা করেন। অস্ত্রপরীক্ষার দিন অর্জ্জুনের অস্ত্রচালনার কৌশল দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। তখন কর্ণ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া অর্জ্জুনের প্রদর্শিত সমস্ত অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিলেন। ইহাতে পাণ্ডবভয়ে ভীত দুর্য্যোধন কর্ণের বীরত্ব দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ইহাঁর সহিত মৈত্রীস্থাপনপূর্ব্বক ইহাঁকে অঙ্গদেশের (বর্ত্তমান ভাগলপুরের) রাজত্ব প্রদান করেন।

দ্রোণাচার্য্যের নিকট ব্রহ্মাস্ত্র না পাইয়া কর্ণ মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিয়া ব্রাহ্মণপরিচয়ে পরশুরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। একদা সাগরতীরে অস্ত্রক্রীড়া করিতে করিতে কর্ণ অজ্ঞাতসারে এক ব্রাহ্মণের হোমধেনু বধ করেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ এই শাপ দেন যে, কর্ণের মৃত্যুকালে পৃথিবী তাঁহার রথচক্র গ্রাস করিবে। আর একদিন পরশুরাম কর্ণের ঊরুদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। দংশরূপী অলর্ক কর্ণের ঊরু ভেদ করিলেও গুরুর নিদ্রাভঙ্গভয়ে কর্ণ সেই নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করিয়া স্থিরভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। পরে শোণিত স্পর্শে পরশুরামের নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি কর্ণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া সন্দেহ করেন। পরে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি কর্ণকে অভিসম্পাত করেন যে, মৃত্যুকালে ব্রহ্মাস্ত্রসকল কর্ণের স্মরণ থাকিবে না।

স্বয়ংবর স্থল হইতে চিত্রাঙ্গদ রাজকন্যাকে হরণ করিবার সময়ে কর্ণ দুর্য্যোধনের সহায়তা করেন। এই বিবাদ উপলক্ষে মহাবীর জরাসন্ধের সহিত কর্ণের যুদ্ধ হইলে কর্ণ বিজয়ী হন। জরাসন্ধ ইহাঁর বীরত্বে তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে মালিনী নগরী প্রদান করেন। পরন্তু গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে কর্ণ পরাজিত ও দুর্য্যোধন আবদ্ধ হন। অর্জ্জুন এই সংবাদ পাইয়া গন্ধর্ব্বকে পরাস্ত করিয়া কুরুরাজকে মুক্ত করেন। ইহাতে দুর্য্যোধনকে নিতান্ত ম্রিয়মাণভাবে কালযাপন করিতে দেখিয়া কর্ণ তাঁহার প্রীত্যর্থে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বহুদেশ জয় করেন এবং বিবিধ রত্নরাজি আনিয়া দুর্য্যোধনকে উপহার দেন।

এই মহাবীরের যেমন শৌর্য্যবীর্য্যাদি গুণগ্রাম বিদ্যমান ছিল, তেমনি অলৌকিক দাতৃত্ব ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাও ছিল। এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের উপকারার্থে কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া ইহাঁর সহজাত কুণ্ডল ও কবচ প্রার্থনা করেন। কর্ণ অকুণ্ঠিতচিত্তে সে সমস্ত প্রদান করিয়া ইন্দ্রের নিকট একটি অমোঘ শক্তি প্রাপ্ত হন। কথিত আছে যে, ইহাঁর দাতৃত্ব ও সত্যপরায়ণতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ একদা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া ইহাঁর আতিথ্য স্বীকার করেন এবং ইহাঁর পুত্রের মাংসভোজনের অভিলাষ প্রকাশ করেন। কর্ণ ও তৎপত্নী পদ্মাবতী অম্লানবদনে প্রিয় পুত্র বৃষকেতুকে ছেদন করিয়া তাহার মাংস ব্রাহ্মণের আহারার্থ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া রাজা ও রাণীর ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া বৃষকেতুকে পুনর্জীবিত করিয়া দিলেন।

কর্ণ অর্জ্জুনের অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন এবং তাঁহাকে বধ করিবেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন। কুরুক্ষেত্র সমরের পূর্ব্বে কুন্তীদেবী গোপনে কর্ণকে তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত বলিয়া পাণ্ডবদিগের পক্ষে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ণ তাহাতে অসম্মত হন। তবে এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, অর্জ্জুন ভিন্ন তিনি অন্য কাহারও প্রাণবধ করিবেন না। যুদ্ধে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবকে আয়ত্ত করিয়াও জননীর নিকট স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কর্ণ তাঁহাদের প্রাণবধ করেন নাই। যুদ্ধের প্রাক্কালে ভীষ্ম ইহাঁকে অর্দ্ধরথী বলায় ভীষ্মের জীবন সত্ত্বে কর্ণ অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। সে প্রতিজ্ঞাও কর্ণ রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাবীর ভীষ্মের পতন হইলে পর দ্রোণাচার্য্যের সৈনাপত্যাধীনে ইনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ত্রয়োদশ দিবসের যুদ্ধে ইনি অন্য ছয় রথীর সহিত মিলিত হইয়া অন্যায় সমরে অর্জ্জুনপুত্র ষোড়শবর্ষীয় বালক অভিমন্যুর প্রাণবধ করেন। চতুর্দ্দশ দিবসীয় যুদ্ধে ভীমতনয় মহাবীর ঘটোৎকচকে ইন্দ্রদত্ত অমোঘশক্তি দ্বারা বধ করিতে বাধ্য হওয়ায় কর্ণ অর্জ্জুনের প্রাণনাশার্থ রক্ষিত অস্ত্রশূন্য হন। দ্রোণের মৃত্যু হইলে ষোড়শ দিবসে কর্ণ কুরুসৈন্যের প্রধান সেনাপতি হন। সপ্তদশ দিবসে অর্জ্জুনের সহিত মহাসমর করিয়া অবশেষে তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন।

কর্ণওয়ালিস্, লর্ড—ভারতবর্ষের খ্যাতনামা গভর্ণর জেনারেল। ১৭৩৮ খ্রীঃ ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি কর্ণওয়ালিস প্রদেশের দ্বিতীয় আর্ল ও প্রথম মার্কুইস। ইহাঁর পিতার জীবিতকালে ইনি লর্ড ব্রুস্ নামে পরিচিত ছিলেন। ১৭৬২ খ্রীঃ পিতার মৃত্যু হইলে ইনি তদীয় পদের অধিকারী হইয়া ইংলণ্ডপতির সবিশেষ প্রিয়পাত্র হন। এই সময়ে আমেরিকায় যুক্তরাজ্যের ঔপনিবেশিক ইংরেজরা স্বাধীনতালাভের নিমিত্ত মাতৃভূমির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। লর্ড কর্ণওয়ালিস ইংলণ্ডের সপক্ষে যুদ্ধ করিতে গমন করেন, এবং নিউ ইয়র্ক, ভার্জিনিয়া, হামডেন প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে জয়লাভ করেন। পরন্তু ইয়র্ক নগরে ফরাসি ও আমেরিকানদিগের দ্বারা এককালে আক্রান্ত হওয়ায় পরাজিত হইয়া বন্দী হন (১৭৮১ খ্রীঃ)। এই পরাজয়েই যুদ্ধের মীমাংসা হয়। পর বৎসর যে সন্ধি হইল, তাহাতে যুক্ত রাজ্য স্বাধীনতালাভ করিল; লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রভৃতি মুক্তিলাভ করিলেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংস পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলে স্যার জন ম্যাকফার্সন নামক একজন সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী ২০ মাস কাল ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেলের কার্য্য করেন। তৎপরে লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতি হইয়া আগমন করেন (১৭৮৬ খ্রীঃ) সম্ভ্রান্তবংশীয় ইংরেজদিগের মধ্যে ইনিই প্রথমে এই পদ গ্রহণ করেন। ইনি দুইবার গভর্ণর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত হন। প্রথমবার ১৭৮৬ হইতে ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত।

ইনি এদেশে আসিয়া ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের উৎকোচগ্রহণের লোভ নিবারণ করিলেন এবং সৈন্য-পোষণের আংশিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অযোধ্যার নবাবের দেয় ৭০ লক্ষ টাকা হ্রাস করিয়া তাহার স্থলে ৫০ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত করিলেন।

মাঙ্গালোরের সন্ধির পর টিপুসুলতানে আপনার বলবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিলেন। মহীশূরের পশ্চিমাংশের হিন্দুরা তাহাতে বাধা দিতে যাওয়ায় তাহার প্রতিফলস্বরূপ টিপু বহুসংখ্যক হিন্দুকে জোর করিয়া মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই সময়ে প্রায় দুই সহস্র ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মরক্ষার্থ আত্মহত্যা করেন। ইহাতে অন্যান্য হিন্দুগণ নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠেন। মাহারাট্টা-

নায়ক নানা ফর্ণবীস নিজামের সহিত মিলিত হইয়া টিপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। টিপু তাঁহাদিগকে বিস্তর টাকা ও রাজ্যের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিয়া শান্ত করেন (১৭৮৭ খৃঃ)।

ত্রিবাঙ্কুরের হিন্দু রাজা পূর্ব্বাবধি ইংরেজের অনুগত ও আশ্রিত ছিলেন। ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে টিপু এই রাজ্য আক্রমণ করায় ইংরেজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। কর্ণওয়ালিস স্বয়ং সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; নিজাম ও মার্হাট্টারা তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস টিপুকে অরিকেরা নামক স্থানে এবং মার্হাট্টারা তাঁহার সৈন্যদলকে সিমোগা নামক স্থানে পরাজিত করেন (১৭৯১ খ্রীঃ)। যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে আক্রান্ত হইলে টিপু যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ তিন কোটি টাকা এবং তাঁহার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন (১৭৯২ খ্রীঃ)। এই নবার্জ্জিত রাজ্যাংশ মিলিত পক্ষত্রয় সমভাগে ভাগ করিয়া লইলেন।

অতঃপর কর্ণওয়ালিস শাসন বিষয়ের উৎকর্ষ সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি গ্রহণের সময় হইতে বাঙ্গালার জমিদার ও প্রজা উভয়েরই দুরবস্থার একশেষ হইয়া আসিতেছিল। জমিদারদিগের কোনও নির্দ্দিষ্ট কর ছিল না; ইচ্ছামত উহার পরিমাণের বৃদ্ধি হইত। কোনও জমিদারের স্থায়ী স্বত্বও ছিল না। প্রথম প্রথম প্রতি বৎসরই জমীদারী নীলামে চড়িত; যে কেহ অধিক কর দিতে স্বীকৃত হইলে অন্যের জমিদারী লইতে পারিতেন। তৎপরে প্রজার শোণিত শোষণ করিয়াও অঙ্গীকৃত টাকা আদায় করিতে পারিতেন না, তাহার ফলে আপনারা বন্দী হইতেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলে এক বৎসরের স্থলে পাঁচ বৎসরের জন্য জমিদারদিগের সহিত বন্দোবস্তের নিয়ম হইল, কিন্তু তাহাতেও উক্ত দোষের প্রতিকার হইল না। প্রত্যুত ভূমির রাজস্ব বাকি পড়ায় কোম্পানির ক্ষতি হইতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষেরা ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালার ভূমি সংক্রান্ত একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। মুসলমান সম্রাটেরা ভূমির উৎপন্নের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর নির্দ্ধারিত করিতেন। কর্ণওয়ালিস তাহা করিলেন না। পূর্ব্বে কোন্ জমিদার কত কর দিতেন, তিনি তাহারই একটা গড় নির্ণয় করিলেন। তৎপরে সেই গড় অনুসারে জমিদারদিগের সহিত প্রথমতঃ দশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করিলেন (১৭৯১ খ্রীঃ), এবং বলিয়া দিলেন যে, বিলাতের কর্ত্তাদের অভিমত হইলে ইহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া গণ্য হইবে। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ড হইতে মঞ্জুর হইয়া আসিলে ইহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া ঘোষিত হইল। এই বন্দোবস্ত প্রথমে দশ বৎসরের জন্য হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে দশশালা বন্দোবস্তও বলে। এই ব্যাপারে স্যার জন শোর নামক একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী এবং রাজা নবকৃষ্ণ নামক একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী কর্ণওয়ালিসের যথেষ্ট সহায়তা করেন।

কর্ণওয়ালিস কলেক্টরদিগের হাত হইতে বিচার ক্ষমতা তুলিয়া লইলেন, এবং প্রত্যেক জেলায় এক এক জন জজ নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের উপর বিচার ভার অর্পণ করিলেন। ইঁহারা কেবল দেশীয় অর্থী-প্রত্যর্থীর বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন। ইঁহাদিগকে হিন্দু ও মুসলমান আইন বুঝাইয়া দিবার জন্য পণ্ডিত ও কাজী নিযুক্ত হইলেন। ইঁহাদিগের মোকদ্দমার আপীল ও দায়রার ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার জন্য কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনা, এই চারি স্থানে চারিটি 'প্রভিনসিয়াল' কোর্ট স্থাপিত হইল। এতদ্ভিন্ন প্রতি জেলায় কয়েক জন করিয়া মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বে পুলিসের কার্য্যভার জমিদারদিগের হস্তে ছিল। এক্ষণে তাহা রহিত হইয়া প্রতি দশ ক্রোশ অন্তর এক এক জন দারোগার কর্ত্তৃত্বাধীনে এক একটী থানা সংস্থাপিত হইল।

কর্ণওয়ালিসের সময়ে এদেশীয়ের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ রাজপদ হইল দারোগাগিরি ও মুন্সেফি। দারোগাদিগের বেতন হইল মাসিক ২৫ টাকা। মুন্সেফদিগের কোনও বেতন নির্দ্দিষ্ট ছিল না; তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ কমিশন পাইতেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস মৃত জমিদারদিগের নাবালক পুত্রের এবং অকর্ম্মণ্য উত্তরাধিকারীদিগের জন্য 'কোর্ট অব ওয়ার্ডস্' স্থাপন করেন। এই সময়ে বার্লো সাহেব প্রচলিত আইনসমূহ সঙ্কলিত করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও দেশের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করাইয়া প্রচার করিলেন (১৭৯৩ খ্রীঃ)। উহাই এদেশের পক্ষে ইংরেজী আইনের মূলভিত্তি স্বরূপ হইল।

অতঃপর ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে লর্ড কর্ণওয়ালিস ইংলণ্ড গমনোদ্দেশে মান্দ্রাজ নগরে জাহাজে আরোহণ করিলেন।

লর্ড ওয়েলেস্লি মার্হাট্টাদিগের সহিত অকারণ যুদ্ধ করিয়া অর্থব্যয় করিতেছেন, ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের ইহাই ধারণা হইয়াছিল। তদুপরি ইংরেজ সেনাপতি মনসনের পরাজয়-বার্ত্তা যখন তাঁহারা শুনিলেন, তখন তাঁহারা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা কর্ণওয়ালিসকে দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল করিয়া পাঠাইলেন (১৮০৫) এবং শীঘ্র যুদ্ধের অবসান করিতে বলিয়া দিলেন। কর্ণওয়ালিস কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াই লর্ড লেককে সিন্ধিয়া ও হোল্‌কারের রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিতে লিখিয়া পাঠাইলেন, এবং স্বয়ং অতিশয় বৃদ্ধ হইলেও উত্তর পশ্চিম প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কর্ণওয়ালিস্‌কে উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে হইল না। এদেশে পদার্পণ করার পর দশ সপ্তাহ অতীত না হইতেই পথে গাজিপুর নগরে ইঁহার মৃত্যু হইল। (১৮০৫ খ্রীঃ)।

কর্ণক—নিয়ন্তা; কর্ণধার। কর্ণ শব্দ—কৈ+ড ক। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

কর্ণকুহর—কর্ণরন্ধ্র, শ্রবণেন্দ্রিয়ের ছিদ্র। ৬তৎ।

কর্ণগূথ—কর্ণমল, কানের খোল। ৬তৎ। সং।

কর্ণগোচর—শ্রবণগোচর, শ্রবণের বিষয়ীভূত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

কর্ণগ্রাহ—কর্ণধার, মাঝি। কর্ণ অর্থাৎ হাইল গ্রহণ করে যে, বহু। সং; পু।

কর্ণজিৎ—অর্জ্জুন। কর্ণকে জয় করিয়াছেন যিনি, উপ। কর্ণ–জি+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

কর্ণধার—কাণ্ডারি, মাঝি। কর্ণকে (হা'ল) ধরে যে, উপ। কর্ণ শব্দ–ধৃ (ধরা)+ঘণ্ ক। সং; পু।

কর্ণপথ—কর্ণ মধ্যে শব্দপ্রবেশের পথ, শ্রবণবিবর। রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

কর্ণপরম্পরা—শ্রবণপরম্পরা, একজনে শুনিয়া অপরজনকে বলে, আবার সে শুনিয়া অন্যকে বলে, এরূপ ভাব। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কর্ণপাত—কাণ দেওয়া, শোনা। ৬তৎ। সং; পু।

কর্ণপূর—কর্ণভূষণ; নীলপদ্ম। সং; পু।

কর্ণপূর—ইঁহার পিতৃদত্ত নাম পরমানন্দ দাস। ইনি চৈতন্যদেবের প্রিয় পারিষদ্ কাঞ্চনপল্লী নিবাসী শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। জন্ম অনুমান ১৪৪৭ শকে। চৈতন্যদেব ইঁহাকে "পুরীদাস" এই নাম দেন। নীলাচলে যখন চৈতন্যদেব থাকিতেন, সেই সময়ে শিবানন্দ প্রতি বৎসরে উঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। বালক পরমানন্দকে লইয়া এক বৎসর শিবানন্দ মহাপ্রভুর নিকট গিয়াছিলেন।

শিবানন্দ যবে সেই বালক মিলাইলা।
মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা॥

যখন পরমানন্দের ৭ বৎসর বয়স, তখন একদিন মহাপ্রভু বলিলেন, "পড় পুরীদাস" পরমানন্দ একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন—

সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকে চমৎকার মন॥

কথিত আছে, ঐ শ্লোকে ব্রজাঙ্গনাগণের কর্ণভূষণের বর্ণনা ছিল বলিয়া মহাপ্রভু তাহাকে কবি "কর্ণপুর" এই উপাধি দিয়া কাব্য রচনা করিতে আদেশ করেন। ভক্তমাল গ্রন্থকার বলেন—

শিশুকালে যার মুখে পাদাঙ্গুষ্ঠ দিলা।
পাদাঙ্গুষ্ঠ দান ছলে শক্তি সঞ্চারিলা॥

প্রভুর শক্তিতে শক্তিমান্ কর্ণপুর সংস্কৃত কাব্য প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমেই ইনি "চৈতন্যচরিত মহাকাব্য" রচনা করেন। ১৪৬৪ শকে (মহাপ্রভুর তিরোভাবের ৯ বৎসর পরে) এই কাব্যের পরিসমাপ্তি হয়। তাহার পর ক্রমে অলঙ্কার কৌস্তুভ, আখ্যাণতক, আনন্দবৃন্দাবন চম্পু প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া ১৪৯৪ শকে চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক প্রণয়ন করেন। এই নাটকের একটী বাঙ্গালা অনুবাদ ১৬৩৪ শকে কুলনগরবাসী প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা প্রেমদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। "গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা" গ্রন্থ কর্ণপুর কর্ত্তৃক ১৪৯৮ শকে লিখিত হয়। এইখানি কবির শেষ গ্রন্থ। ইহা ব্যতীত ইনি বঙ্গভাষায় কয়েকটি মধুর পদ রচনা করিয়াছিলেন।

কর্ণভূষণ—কর্ণাভরণ, কাণের গহনা। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

কর্ণমল—কানের মলা, কানের খোল। ৬তৎ।

কর্ণবংশ—মঞ্চ, মাচা। সং; পু।

কর্ণবেধ—সংস্কারবিশেষ, চূড়াকরণ। ৬তৎ বা ২তৎ। সং; পু। [চলিত ভাষায় ইহাকে কাণ ফোঁড়া বলে। রাজপুত্রের স্বর্ণনির্ম্মিত সূচী দ্বারা এবং ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের রৌপ্যনির্ম্মিত সূচী দ্বারা এবং শূদ্রের লৌহনির্ম্মিত সূচী দ্বারা কর্ণ বিদ্ধ করিবে। কোনও মতে ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ১২শ মাসে, এবং কোনও মতে ১ম, ৭ম, ৮ম, ১০ম ও দ্বাদশ মাসে কর্ণ বেধ দেওয়া উচিত। কর্ণ বেধ শুক্ল পক্ষে ও শুভ দিনে দিতে হয়। কার্ত্তিক, পৌষ, ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে কর্ণ বেধ প্রশস্ত। উত্তরায়ণে কর্ণ বেধ করিবে, দক্ষিণায়নে কদাচ করিবে না।

জন্মমাসে, যুগ্ম বৎসরে, হরিশয়নে, রবিদৃষ্টিকালে, কৃষ্ণপক্ষে ও জন্মনক্ষত্রে কর্ণবেধ দিবে না]।

কর্ণবেষ্ট, কর্ণবেষ্টক—কর্ণভূষণ; কুণ্ডল; কানবালা। সং; পু।

কর্ণবেষ্টন—কর্ণবেষ্ট দেখ। সং; ক্লী।

কর্ণশূল—কর্ণের যাতনা, কানকামড়ানি। ৬তৎ। সং; পু।

কর্ণহীন—যাহার কর্ণ নাই, শ্রবণশক্তিহীন। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

কর্ণাটী—কর্ণাটদেশীয় স্ত্রী; কর্ণাটরাজমহিষী; রাগিণীবিশেষ। কর্ণাট+ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কর্ণাবতী—ইনি চিতোরপতি বিখ্যাত রাণা সংগ্রাম সিংহের মহিষী। গুজরাটের মুসলমান রাজা বাহাদুর শাহ্ মালব আক্রমণ করিলে সংগ্রাম সিংহ তাঁহাকে বাধা দেন। সেই রাগে সংগ্রামের মৃত্যুর পর ১৫২৯ খ্রীঃ অব্দে বাহাদুর চিতোর অবরোধ করিয়া অধিকার করেন। সংগ্রামের বিধবা মহিষী দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের নিকট "রাখি" প্রেরণ করিয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে হুমায়ুন আসিয়া চিতোর হইতে বাহাদুরের প্রতিনিধিকে দূর করিয়া দিয়া স্বাধীন করিয়া দেন। কর্ণাবতী অতি বুদ্ধিমতী ও রাজকার্য্যপারদর্শিনী ছিলেন। উঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পৌত্রের অভিভাবিকা হইয়া ইনি দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

কর্ণিক—অন্ধ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী। এই ব্রাহ্মণ নিয়ত কুপরামর্শ দিয়া অন্ধরাজের হৃদয়কন্দরনিহিত বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত রাখিতেন। এই কুমন্ত্রীর মন্ত্রণায় অন্ধরাজ কলে কৌশলে পাণ্ডবদিগকে অশেষ ক্লেশ দিয়া শেষে নির্ব্বংশ হন।

কর্ণিকা—১। করিশুণ্ডের অগ্রভাগস্থ অঙ্গুলিবৎ সূক্ষ্মাংশ; হস্ত-মধ্যাঙ্গুলি; পদ্মমধ্যস্থ বীজকোষ। কর্ণ+ণক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। কর্ণভূষণ, কেরাপাত। কর্ণ শব্দ+ষ্ণিক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কর্ণিকার—১। আরগ্বধ বৃক্ষ। কর্ণিকা দেখ; কর্ণিকা—ঋ (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু। ২। পুষ্পবিশেষ। কর্ণিকার শব্দ+ষ্ণ। সং; ক্লী।

কর্ণী—কর্ণবিশিষ্ট; কর্ণসম্বন্ধীয়; দীর্ঘকর্ণ। কর্ণ শব্দ+ইন্=কর্ণিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

কর্ণীরথ—স্কন্ধবাহ্য যান, রথ, ছোট পাল্কি, ডুলি। ৬তৎ। সং; পু।

কর্ণী-সুত—মথুরার রাজা কংসাসুর, ইঁহার মাতার নাম কর্ণী; তস্কর; তস্করশাস্ত্রপ্রবর্ত্তনকারী। ৬তৎ। সং; পু।

কর্ণেজপ—সূচক, অন্যের দোষোদ্ঘাটক, গোয়েন্দা; কুপরামর্শদাতা। কর্ণে জপ করে যে, অলুক্ উপ। কর্ণ শব্দ ৭মীর ১বচনে কর্ণে; কর্ণে—জপ (পুনঃ পুনঃ বলা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

কর্ত্তন—ছেদন, কাটা; সূত্রনির্ম্মাণ, কাটনা কাটা। কৃত (কাটা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে কর্ত্তিত।

কর্ত্তরিকা—কর্ত্তরী দেখ।

কর্ত্তরী—১। কাটারি, দা; ছুরি। কৃত (কাটা)+অরন্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। বাণপুঙ্খ। কৃত+অরন্ র্ম। স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কর্ত্তব্য—করণীয়, করার যোগ্য; উচিত, বিধেয়। কৃ (করা)+তব্য র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে কর্ত্তব্যতা। [ভাবে।

কর্ত্তব্যতা—কর্ত্তব্য দেখ। কর্ত্তব্য শব্দ+তা

কর্ত্তব্যপালন—যথানিয়মে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন। ৬তৎ। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি।

কর্ত্তব্যবিমুখ—যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে না। ৭তৎ।

কর্ত্তব্যবিমূঢ়—করণীয় কার্য্যনির্দ্ধারণ অসমর্থ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

কর্ত্তব্যানুরোধ—করণীয় কার্য্যের অনুরোধ। ৬তৎ। সং; পু।

কর্ত্তব্যাতিশয়—করণীয়ের আতিশয্য, অত্যন্ত করণীয়। ৬তৎ। সং; পু।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য—করণীয় ও অকরণীয়। নঞ্তৎ ও দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ—যাহার করণীয় কার্য্যে নিষ্ঠা অর্থাৎ আস্থা আছে। বহু। বিণ; ত্রি।

কর্ত্তব্যপরায়ণ—কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। কর্ত্তব্য হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কর্ত্তা—কার্য্যকারক; ক্রিয়ার সাধক; প্রণেতা; বিধাতা; প্রভু; অধ্যক্ষ। কৃ (করা)+তৃন্ ক=কর্ত্তৃন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কর্ত্রী। বিশেষ্যে কর্ত্তৃত্ব।

কর্ত্তাভজা—চৈতন্য সম্প্রদায়ের অনুরূপ বা তাহার শাখাস্বরূপ ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষ। মহাত্মা আউলে চাঁদ এই মতের প্রবর্ত্তক। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আউলে চাঁদ প্রাদুর্ভূত হইয়া এই মত প্রথম প্রকটিত করেন। আউলে চাঁদের শিষ্যেরা তাঁহাকে 'জয়কর্ত্তা' বলিয়া সম্বোধন করিত। তাহা হইতেই এই সম্প্রদায়ের নাম কর্ত্তাভজা হইয়াছে। তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে ঘোষপাড়ানিবাসী রামশরণ পালের যত্নেই এই মতের সমধিক প্রচার হয়। অদ্যাবধি ঘোষপাড়ায় দোলের সময়ে মহা সমারোহ হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের গুরুর নাম 'মহাশয়' এবং শিষ্যের নাম 'বরাতি'। দীক্ষার সময়ে 'মহাশয়' শিষ্য বা শিষ্যাকে প্রথমে এই উপদেশ দেন যে, 'গুরু সত্য'। অতঃপর গুরু তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুই এ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবি?' শিষ্য উত্তর করে 'পারিব'। তখন গুরু বলেন, —'তবে তুই মিথ্যা কথা কহিবি না, চুরি করিবি না, পরস্ত্রী গমন করিবি না, আপ-

নার স্ত্রীসঙ্গও অধিক করিবি না। শিষ্য অঙ্গীকার করে 'করিব না'। শেষে গুরু বলেন, 'বল, তুমি সত্য, তোমার বাক্য সত্য'। শিষ্য তাহাই বলিয়া মন্ত্র গ্রহণ করে। ইহা হইতেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, প্রথমে এই সম্প্রদায়ে কিছু-মাত্র ব্যভিচার-দোষ ছিল না। ইহাঁদের একটি প্রচলিত বচন আছে,—'মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্ত্তাভজা।" এই নিয়মানুসারে পুরুষেরা সমস্ত স্ত্রীলোককে ভগিনী জ্ঞান করিতেন ও ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পরন্তু কালক্রমে স্ত্রীপুরুষে একত্রে বাস করিতে করিতে এক্ষণে অনেক স্থলে ব্যভিচার দোষ আসিয়া পড়িয়াছে।

কর্ত্তিত—ছেদিত। কৃত (কাটা)+ণি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে কর্ত্তন।

কর্তৃকারক—কারক দেখ।

কর্তৃত্ব—কার্য্যকারকত্ব; ক্রিয়াসাধকত্ব; প্রভুত্ব; অধ্যক্ষতা। কর্ত্তা দেখ; কর্তৃ শব্দ+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

কর্তৃপক্ষ—কর্তৃবর্গ, কর্তৃসহায়। ৬তৎ। সং; পু।

কর্তৃবাচ্য—যে বাচ্যে কর্তৃপদ বাচ্য (কথনীয়) হয়। কর্ত্তায় সাধারণতঃ তৃতীয়া বিভক্তি হয়, কিন্তু কর্তৃবাচ্যে কর্ত্তা উক্ত হয় বলিয়া প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে। রাম কর্ত্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হইল, ইহা কর্ম্মবাচ্যের উদাহরণ। কর্তৃবাচ্যে "রাম চন্দ্র দেখিলেন" এইরূপ হইবে।

কর্ত্রী—কার্য্যকারিকা; অধ্যক্ষা; প্রধানা স্ত্রী, গৃহিণী। কর্ত্তা দেখ; কর্তৃ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কর্দ—কর্দ্দম, কাদা, পাঁক। সং; পু।

কর্দ্দম—১। পঙ্ক, পাঁক, কাদা। সং; পু। ২। কীর্ত্তিমানের পুত্র, ইনি একজন প্রজাপতি। ইহাঁর পুত্রের নাম অনঙ্গ। ইনি সত্য যুগে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রজা সৃষ্টি করিতে আদিষ্ট হইয়া, সরস্বতীতীরে বিন্দু সরোবর তীর্থে দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ গরুড়ধ্বজকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার প্রসাদে স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহুতিকে পত্নীত্বে লাভ করেন। দেবহুতির গর্ভে স্বয়ং ভগবান্ কপিলরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। অরুন্ধতী শান্তি কলা প্রভৃতি নামে ইহাঁর নয়টী কন্যাও দেবহুতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।

কর্দ্দমময়—কর্দ্দমব্যাপ্ত, পঙ্কপূর্ণ। কর্দ্দম শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি।

কর্দ্দমাক্ত—কাদামাখান। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

কর্দ্দমিত—পঙ্কিল, কর্দ্দমযুক্ত। কর্দ্দম শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

কর্পর—মাথার খুলি; কটাহ; কূর্ম্মের পৃষ্ঠাস্থি; খাপ্‌রা; অস্ত্রবিশেষ। কৃপ+অরন্ ক। সং; পু ও ক্লী।

কর্পাস—কাবাস তুলা। সং; পু ও ক্লী।

কর্পাসী—কাবাস গাছ। কর্পাস শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কর্পূর—স্বনামখ্যাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (Camphor)। সং; ক্লী।

কর্বুর, কর্বূর—১। রাক্ষস; পাপ। সং; পু। ২। স্বর্ণ; জল। সং; ক্লী। ৩। বিচিত্রবর্ণ। বিণ; ত্রি।

কর্ম্ম—(কর্ম্মন্)। কার্য্য, উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণাদি ক্রিয়া; কারকবিশেষ। কৃ+মন্ র্ম্ম=কর্ম্মন্, ১মার ১বচনে কর্ম্ম। সং; ক্লী।

কর্ম্মকর—১। কার্য্যকারক; পরিচারক; ভৃত্য; কারিকর। কর্ম্মন্ শব্দ—কৃ+ট ক। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

কর্ম্মকরী—দাসী। কর্ম্মকর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্।

কর্ম্মকর্ত্তা—কর্ম্মের (বিবাহাদি শুভ কার্য্যের বা শ্রাদ্ধাদি পুণ্যকর্ম্মের) কর্ত্তা অর্থাৎ অধ্যক্ষ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ব্যাকরণশাস্ত্রে যে কর্ম্ম সে যদি কর্ত্তা হয়, তবে তাহাকে কর্ম্মকর্ত্তা বলে। "কাষ্ঠ ভিন্ন হইল"—এখানে কাষ্ঠ আপনাকে আপনি ভিন্ন করিল—বুঝাইতেছে, একারণ "ভিন্ন হইল" ক্রিয়ার কর্ম্মও কাষ্ঠ এবং কর্ত্তাও কাষ্ঠ, এজন্য কাষ্ঠ কর্ম্মকর্ত্তা হইল।

কর্ম্মকর্তৃবাচ্য—যেমন কর্তৃবাচ্যে কর্ত্তা ও কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্ম উক্ত হয়, তদ্রূপ যে বাচ্যে কর্ম্মকর্ত্তা উক্ত হয়, তাহাকে কর্ম্মকর্তৃবাচ্য বলে। "কাষ্ঠ ভিন্ন হইল", এখানে ভিদ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় হইয়া কর্ম্মকর্ত্তা উক্ত হইতেছে, এজন্য ইহা কর্ম্মকর্তৃবাচ্যের উদাহরণ হইল। [সং; পু ও ক্লী।

কর্ম্মকাণ্ড—কর্ম্মসমূহ; বেদাংশবিশেষ। ৬তৎ।

কর্ম্মকার—১। কার্য্যকারক। কর্ম্মন্ শব্দ—কৃ (করা)+ষণ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। লোহকার, কামার। সং; পু।

কর্ম্মকারক—কারক দেখ।

কর্ম্মকারী—(কর্ম্মকারিন্)। যে কার্য্য করে। কর্ম্ম—কৃ+ণিন্ ক=কর্ম্মকারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কর্ম্মকারিণী।

কর্ম্মক্ষম—কার্য্য করিতে সমর্থ; কার্য্যদক্ষ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

কর্ম্মক্ষেত্র—কর্ম্মানুষ্ঠানের স্থান, ভোগভূমি ভারতবর্ষ, এই স্থানে মানব কর্ম্ম করিয়া সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কর্ম্মগত—কার্য্যসংক্রান্ত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

কর্ম্মচারিণী—কর্ম্মচারী দেখ।

কর্ম্মচারী—বেতন গ্রহণে অন্যের কার্য্যকারী। কর্ম্মন্ শব্দ (কার্য্য)—চর (গমন করা)+ণিন্ ক=কর্ম্মচারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কর্ম্মচারিণী।

কর্ম্মজ—কর্ম্মজাত; ক্রিয়াজন্য। কর্ম্মন্ শব্দ (কার্য্য)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

কর্ম্মজ্ঞ—কার্য্যসাধনের উপায়, সময়, কৌশলাদি বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ। কর্ম্মন্ শব্দ (কার্য্য)—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

কর্ম্মঠ—কর্ম্মক্ষম, কার্য্যকুশল। কর্ম্মন্ শব্দ (কার্য্য)+ঠ কুশলার্থে। বিণ; ত্রি।

কর্ম্মণ্য—কর্ম্মযোগ্য, কার্য্যের উপযুক্ত; কার্য্যপটু। কর্ম্মন্ শব্দ+য্য। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে কর্ম্মণ্যতা। বিপরীতার্থক শব্দ অকর্ম্মণ্য।

কর্ম্মণ্যতা—কর্ম্মণ্য দেখ। কর্ম্মণ্য শব্দ+তা ভাবে

কর্ম্মণ্যা—বেতন। কর্ম্মণ্য দেখ; কর্ম্মণ্য শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কর্ম্মত্যাগ—চাকরীপরিত্যাগ; বিষয় হইতে বিরতি। ৬তৎ। সং; পু।

কর্ম্মদক্ষ—কার্য্যকুশল, কর্ম্মপটু। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

কর্ম্মদেবী—ইনি সুপ্রসিদ্ধ চিতোরপতি সমর সিংহের অন্যতমা মহিষী। ইনি অতিশয় বীর্য্যবতী ও বুদ্ধিমতী, এবং পরাক্রমশালিনী ছিলেন। ইহাঁর স্বামী সমরসিংহ বিখ্যাত-তিরৌরীক্ষেত্রে স্বীয় শ্যালক দিল্লীশ্বর প্রাতঃস্মরণীয় পৃথ্বীরাজের পার্শ্বে রণশয্যায় শয়ন করিলে (১১৯৩ খ্রীঃ), মহম্মদ ঘোরী তাঁহার সেনাপতি কুতব উদ্দিনকে মোগল রাজ্য অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করেন। সেই সময়ে বীর্য্যবতী কর্ম্মদেবী পুরুষবেশে রণসজ্জা করিয়া রাজপুতসেনার সৈনাপত্য গ্রহণ করেন এবং কুতব উদ্দিনকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া স্বীয় রাজ্যাধিকার হইতে দূরীভূত করেন।

কর্ম্মদোষ—পাপ; সুকার্য্যের সম্পাদন জন্য দোষ। ৬তৎ। সং; পু।

কর্ম্মধারয়—সমাসবিশেষ [সমাস দেখ]। কর্ম্ম শব্দ—ণিজন্ত ধৃ বা ধারি (ধারণ করান)+শ ক। সং; পু।

কর্ম্মনাশা—১। বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী একটী নদী, চৌসার নিকটে ইহা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে, এই নদী অতি অপবিত্র, ইহার জলস্পর্শে সমস্ত পুণ্যকর্ম্মের বিনাশ হয়। পরন্তু ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে ইহা গঙ্গার তুল্য বলিয়া বর্ণিত আছে। উক্ত ব্রহ্মখণ্ডের মতে, ইহারই তীরে তাড়কা রাক্ষসীর বন ছিল। ২। পূর্ব্ববঙ্গেও কর্ম্মনাশা নামে একটী শাখা নদী আছে। কর্ম্ম নাশ করে যে, উপ। কর্ম্মন্ শব্দ—ণিজন্ত নশ বা নাশি (নাশ করা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কর্ম্মনিষ্ঠা—কর্ম্মে ভক্তিশ্রদ্ধা। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

কর্ম্মন্দী—মস্করী, ভিক্ষু। কর্ম্মন্‌শব্দ—অন্দ (বন্ধন করা)+ণিন্ ক=কর্ম্মন্দিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পুং।

কর্ম্মপথ—কার্য্যের পদ্ধতি। ৬তৎ। সং; পুং।

কর্ম্মফল—স্বকৃত কর্ম্মের ফল, সুখ বা দুঃখ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কর্ম্মভূমি—কর্ম্মক্ষেত্র, কার্য্যক্ষেত্র; আর্য্যাবর্ত্ত; ভারতবর্ষ; কৃষ্টভূমি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কর্ম্মভোগ—কৃত কর্ম্মের ফলভোগ; কোন বিষয়ে অনর্থক কষ্ট পাওয়া। ৬তৎ। পুং।

কর্ম্মমূল—কুশ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কর্ম্মযুগ—কলিযুগ। সং; ক্লী।

কর্ম্মযোগ—১। বেদবিহিত কর্ম্মে কৌশল; চিত্তশুদ্ধিজনক বৈদিক কর্ম্ম। ৭তৎ। ২। কর্ম্মরূপ যোগসাধন। রূপক কর্ম্মধা। সং; পুং। [ইহাই ক্রিয়াযোগ, ইহাই জ্ঞানযোগের সাধক। কর্ম্মযোগ ব্যতীত কাহারও জ্ঞান হইতে দেখা যায় না। কর্ম্মযোগ দ্বারা পাপক্ষয় হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব কর্ম্মযোগ পরম্পরা সম্বন্ধে জ্ঞানের সাধক। পুরুষ কর্ম্মের অনারম্ভে নিষ্কর্ম্মতা ভোগ করিতে পারে না, এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব কর্ম্ম করা অর্থাৎ কর্ম্মযোগ আশ্রয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

নিষ্কাম ও সকাম ভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ বলিয়া কর্ম্মযোগও দ্বিবিধ। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ ও সকাম কর্ম্মাদি দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হয়। এরূপ মনে হইতে পারে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভই যখন কর্ম্মের শেষ ফল, তখন ব্রহ্মজ্ঞানী কর্ম্ম করিবেন কেন? ইহার উত্তরে গীতায় উক্ত হইয়াছে;—হে অর্জ্জুন, সেই হেতু অসক্ত হইয়া সতত করণীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। পুরুষ অসক্ত হইয়া কর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক পরম পদার্থ প্রাপ্ত হয়। জনক প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারাই সম্যক্ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। লোক সংগ্রহ সন্দর্শন করিয়াও কর্ম্ম করা উচিত। দেখ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করে, সামান্য লোকে তাহারই অনুসরণ করে। এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রমাণ করেন, সামান্য লোকে তাহারই অনুবর্ত্তন করে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

হে পার্থ, ত্রিভুবনে আমার কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই, আমার অপ্রাপ্য বা অপ্রাপ্ত নাই, তথাপি আমি কর্ম্মে বর্ত্তমান আছি, অর্থাৎ কর্ম্ম করিতেছি। যদি আমি কর্ম্ম না করি, হে পার্থ, তবে মানবগণও আমার অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করিবে না। তাহা হইলে এই লোকসকল উৎসন্ন হইবে। আরও দেখ, আমি কর্ম্ম না করিলে আমিই সঙ্করের কারণ হই, এবং এই প্রজাদিগকে আমিই নষ্ট করি। অতএব জানিবে যে, যিনি কর্ম্মের অন্তিম ফল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কর্ম্ম করা তাঁহারও কর্ত্তব্য]।

কর্ম্মযোগী—কর্ম্মযোগে রত; ব্রহ্মজ্ঞান ও তদ্দ্বারা ব্রহ্মলাভের নিমিত্ত কর্ম্মযোগ পরায়ণ। কর্ম্মযোগ দেখ। কর্ম্মযোগ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে কর্ম্মযোগিন্, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কর্ম্মযোগিনী।

কর্ম্মরঙ্গ—কামরাঙ্গা। সং; পুং ও ক্লী।

কর্ম্মবশ—কর্ম্মের বশ; কার্য্যের অধীন। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

কর্ম্মবশতঃ—কার্য্যবশতঃ, কার্য্যানুরোধে। কর্ম্মবশ শব্দ+তস্ হেত্বর্থে। ব্য।

কর্ম্মবিপাক—স্বকৃত কর্ম্ম জন্য ফলভোগ; অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের পরিণাম। ৬তৎ। সং।

কর্ম্মব্যতীহার, কর্ম্মব্যতিহার—পরস্পর একজাতীয় ক্রিয়াসম্পাদন। দর্শন স্পর্শন, চুম্বন প্রভৃতি বিষ্ণু লক্ষ্মীকে ও লক্ষ্মী বিষ্ণুকে করিতেছেন। এস্থলে উল্লিখিত দর্শন স্পর্শন চুম্বনাদির ব্যতীহার হইয়াছে। ব্যাকরণে প্রসিদ্ধ শব্দ। ব্যাকরণে ব্যতীহার হইলে ধাতু বিশেষের উত্তর আত্মনেপদের বিভক্তি হয়। সং; পুং।

কর্ম্মশীল—ক্রিয়াবান্, কার্য্যসাধনপর, কর্ম্ম সম্পাদনে যত্নবান্। কর্ম্ম হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কর্ম্মশুচি—পবিত্রকর্ম্মা, নির্দ্দোষ কার্য্যকারী। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [ত্রি।

কর্ম্মশূর—কর্ম্মক্ষম, কার্য্যদক্ষ। ৭তৎ। বিণ;

কর্ম্মশৌচ—কর্ম্মশুচিত্ব, পবিত্র কর্ম্মত্ব। কর্ম্ম বিষয়ে শৌচ অর্থাৎ শুচিত্ব, ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

কর্ম্মসচিব—কর্ম্মসহযোগি মন্ত্রী। ৭তৎ। সং; পুং।

কর্ম্মসন্ন্যাস—কর্ম্মফলত্যাগ; কর্ম্মত্যাগ। ৬তৎ। সং; পুং। [ত্রি।

কর্ম্মসন্ন্যাসী—কর্ম্মফলত্যাগী; কর্ম্মত্যাগী। বিণ;

কর্ম্মসাক্ষী—কর্ম্মের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। সূর্য্যাদি নয় জন। [সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কাল ও পঞ্চ মহাভূত, এই নয়টী শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী। বিণ; ত্রি।

কর্ম্মসিদ্ধি—কার্য্যসিদ্ধি; কার্য্যের সফলতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [ক্লী।

কর্ম্মসূত্র—কর্ম্মরূপ রজ্জু। রূপক কর্ম্মধা। সং;

কর্ম্মস্থল—কর্ম্মক্ষেত্র, যেখানে কাজ করিতে হয়। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

কর্ম্মাকর্ম্ম—কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কর্ম্ম। দ্বন্দ্ব।

কর্ম্মাঙ্গ—শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অঙ্গ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—কার্য্যের অধ্যক্ষ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

কর্ম্মানুরূপ—কার্য্যের উপযুক্ত, যেমন কার্য্য তাদৃশ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [সং।

কর্ম্মানুষ্ঠান—কর্ম্ম নিষ্পাদন, কার্য্যের সূচনা।

কর্ম্মান্তর—অন্য কার্য্য। নিত্য সমাস। সং; ক্লী।

কর্ম্মান্তিক—কর্ম্মকর, চাকর। কর্ম্মের অন্তে গমন করে যে, বহু। সং; পুং।

কর্ম্মার—১। কামার। কর্ম্মন্ শব্দ—ঋ (গমন করা)+অন্ ক। ২। একপ্রকার বাঁশ। কর্ম্মন্ শব্দ—ঋ+অল্ ণ। সং; পুং।

কর্ম্মারম্ভ—কার্য্যানুষ্ঠান, কার্য্যারম্ভ। ৬তৎ। সং; পুং।

কর্ম্মার্হ—কার্য্যের উপযুক্ত; কার্য্যকর; কার্য্যক্ষম। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

কর্ম্মিষ্ঠ—কর্ম্মঠ, কার্য্যদক্ষ; ক্রিয়াশীল। কর্ম্মন্ শব্দ+ইষ্ঠ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে কর্ম্মিষ্ঠতা।

কর্ম্মিষ্ঠতা—কর্ম্মিষ্ঠ দেখ। কর্ম্মিষ্ঠ শব্দ+তা ভাবে।

কর্ম্মী—কর্ম্মকারী; কর্ম্মযুক্ত; কর্ম্মক্ষম। কর্ম্মন্ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=কর্ম্মিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পুং।

কর্ম্মেন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয় দেখ।

কর্ব্বট—দুইশত গ্রামের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নগর, যেখানে গিয়া সন্নিহিত জনপদবাসীরা ক্রয়-বিক্রয়কার্য্য করে। কর্ব্ব (গমন করা)+অট। সং; পুং।

কর্ব্বর—ব্যাঘ্র; রাক্ষস। সং; পুং।

কর্ব্বুর, কর্ব্বূর—১। রাক্ষস। কর্ব্ব+উর ও উর ক। সং; পুং। ২। নানাবর্ণবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি। [ত্রি।

কর্শিত—কৃশীকৃত। ণিজন্ত কৃশ+ক্ত কর্ম্মে। বিণ;

কর্ষ—১। কর্ষণ, ভূমিচষা। কৃষ (কর্ষণ করা) +অল্ ভা। ২। একতোলা পরিমাণ। কৃষ+অল্ কর্ম্মে। সং; পুং ও ক্লী।

কর্ষক—কর্ষণকারী, কৃষক, চাষা। কৃষ (কর্ষণ করা)+ণক ক। সং; পুং।

কর্ষণ—কৃষিকর্ম্ম, চাষ; আকর্ষণ। কৃষ (কৃষণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে কৃষ্ট।

কর্ষণীয়—চাষের উপযুক্ত, কর্ষণযোগ্য। কৃষ+অনীয় কর্ম্মে। বিণ; ত্রি। [পুং।

কর্ষাপণ—ষোল (১৬) পণ, এক কাহন। সং;

কর্ষিণী—১। আকর্ষণকারিণী; মনোহারিণী। কৃষ (কর্ষণ করা)+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। খলীন, অশ্বের মুখবন্ধন-রজ্জু-সংলগ্ন লৌহখণ্ড। কৃষ+ণিন্। স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্।

কর্ষিত—চাষ দেওয়ান হইয়াছে এরূপ, চষা হইয়াছে এরূপ, কৃষ্ট। ণিজন্ত কৃষ বা কর্ষি+ক্ত কর্ম্মে। বিণ; ত্রি।

কর্ষী—আকর্ষণকারী; মনোহর। কৃষ (কর্ষণ করা)+ণিন্ ক=কর্ষিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে কর্ষিণী।

কল—১। মধুরাস্ফুট (ধ্বনি)। কল (শব্দ

করা) অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। মধুরাস্ফুট ধ্বনি। সং ; পু। ৩। শুক্র। সং ; ক্লী। ৪। অজীর্ণ। কল+অল্ র্ম। বিণ ; ত্রি। ৫। ষণ্ড। দেশজ।

কলকণ্ঠ—কোকিল ; হংস ; কপোত। কল (মধুরাস্ফুট ধ্বনি) আছে কণ্ঠে যাহার, বহু। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কলকণ্ঠী।

কলকণ্ঠধ্বনি—১। মধুর কণ্ঠস্বর। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। মধুর কণ্ঠবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

কলকণ্ঠী—সুস্বরবতী। বিণ ; স্ত্রী। কলকণ্ঠ দেখ।

কলকল—কোলাহল, সমবেত বহু লোকের মিশ্রধ্বনি। কল শব্দ+দ্বিত্ব। সং ; পু।

কলঘোষ—কোকিল। কল (মধুরাস্ফুট) হইয়াছে ঘোষ (রব) যাহার, বহু। সং ; পু।

কলঙ্ক—চিহ্ন, তাম্রাদি পাত্রের দাগ ; অযশঃ ; অখ্যাতি, দুর্নাম। কল+ক্বিপ্ ক। সং ; পু। বিশেষণে কলঙ্কিত, কলঙ্কী।

কলঙ্ককর—কলঙ্কজনক, অপবাদকারক। কলঙ্ক—কৃ+ট ক। বিণ ; ত্রি।

কলঙ্কসাগর—সাগরের জলরাশির ন্যায় অপরিমেয় কলঙ্কবিশিষ্ট। বিণ ; পু।

কলঙ্কিত—কলঙ্কযুক্ত ; অযশোভাগী ; অপবাদগ্রস্ত। কলঙ্ক শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কলঙ্কিতা।

কলঙ্কিতা—কলঙ্কিত দেখ।

কলঙ্কিনী—কলঙ্কী দেখ।

কলঙ্কী—চিহ্নযুক্ত, দাগবিশিষ্ট ; অযশোভাগী ; অপবাদগ্রস্ত। কলঙ্ক+ইন্ অস্ত্যর্থে=কলঙ্কিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কলঙ্কিনী।

কলঙ্কুর—জলাবর্ত্ত, জলের পাক। সং ; পু।

কলত্র—ভার্য্যা, পত্নী ; জঘন ; নিতম্ব, কোটি ; দুর্গ। কল শব্দ—ত্রৈ+ড ক অথবা গড় (ক্ষরিত হওয়া)+অত্রন্ অধি। সং ; ক্লী।

কলধৌত—স্বর্ণ ; রৌপ্য। কল (শুক্র অর্থাৎ পারদ) দ্বারা ধৌত (মার্জ্জিত), ৩তৎ। সং ; ক্লী।

কলধ্বনি—১। মধুরাস্ফুট শব্দ। কর্ম্মধা। ২। কোকিল ; হংস ; পারাবত ; ময়ূর। কল (মধুরাস্ফুট) হইয়াছে ধ্বনি যাহার, বহু। সং ; পু।

কলনাদ—মধুরাস্ফুটধ্বনি। কর্ম্মধা। সং ; পু।

কলনাদিনী—মধুরাস্ফুটধ্বনিকারিণী (নদী)। কল—নদ (ধ্বনি) ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

কলনাদী—(কলনাদিন্)। মধুরাস্ফুট ধ্বনিকারক (নদপ্রভৃতি)। কলনাদিনী দেখ। বিণ ; ত্রি।

কলপ—দেশজ শব্দ। চুল প্রভৃতিতে রঙ দেওয়া। চুলে কলপ দেওয়া বলে।

কলম—১। ধান্যবিশেষ ; লেখনী। কল (সংখ্যা করা, ইত্যাদি)+অম র্ম। ২। চৌর। কল+অম র্ক। সং ; পু।

কলম্ব—১। শাকের ডাঁটা। কড়+অম্বক্ র্ম। ২। বাণ ; কদম্ব-বৃক্ষ। কড়+অম্বক্ ক। সং ; পু।

কলম্বিকা—কলম্বী দেখ।

কলম্বী—কলমী শাক। সং ; স্ত্রী।

কলরব—১। মধুরাস্ফুট ধ্বনি। কর্ম্মধা। ২। কোকিল ; পারাবত। কল (মধুরাস্ফুট) হইয়াছে রব যাহার, বহু। সং ; পু। [ক্লী।

কলল—জরায়ু · ভ্রূণ। কল+অল র্ম। সং ; পু ও

কলশ—বৃহৎ জলপাত্র, ঘট। কল শব্দ (মধুরাস্ফুট শব্দ)—শো+ড ক। সং ; পু ও ক্লী।

কলশি, কলশী—ঘট। কল শব্দ (মধুরাস্ফুট শব্দ)—শো+ই, ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কলস—বৃহৎ জলপাত্র, ঘট। ক শব্দ (জল)—লস (ক্রীড়া করা)+অন্ ক। সং ; পু ও ক্লী।

কলসি, কলসী—ঘট, ঘটী। ক (জল)—লস (ক্রীড়া করা)+ই, ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কলসোদধি—সাগর। সং ; পু।

কলস্বন—মধুরাস্ফুট শব্দকারী। কল (মধুরাস্ফুট) হইয়াছে স্বন (শব্দ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কলস্বনা।

কলস্বনা—কলস্বন দেখ। [পু।

কলস্বর—কলধ্বনি, মধুরাস্ফুট কণ্ঠধ্বনি। সং ;

কলস্বরা—মধুরনাদিনী, মধুরাস্ফুটধ্বনিকারিণী। কল অর্থাৎ মধুরাস্ফুট স্বর যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

কলস্বরে—সুস্পষ্টকণ্ঠে। বহু। ক্রি-বিণ।

কলহ—১। বিবাদ, ঝগড়া ; যুদ্ধ। কল শব্দ (মধুরধ্বনি)—হন (বধ করা)+ড ক। সং ; পু ও ক্লী। ২। খড়্গকোষ ; পথ ; ভণ্ডতা। সং ; পু। [ব্রহ্ম। সং ; পু।

কলহংস—রাজহংস ; কাদম্ব ; উত্তম রাজা ;

কলহকার—বাগ্‌যুদ্ধকারী। কলহ শব্দ—কৃ (করা)+ষণ্ ক। সং ; পু।

কলহপ্রিয়—১। বিবাদানুরাগী, ঝগড়া করিতে ভালবাসে এরূপ। কলহ হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। নারদ ঋষি, কারণ তিনি দ্বন্দ্বপ্রিয় বলিয়া প্রবাদ আছে। সং ; পু।

কলহান্তরিতা—নায়িকাবিশেষ, যে নায়িকা মানভরে নায়কের সহিত কলহ করিয়া পশ্চাৎ অনুতপ্তা হয়। কলহ দ্বারা অন্তরিতা, ৩তৎ। সং ; স্ত্রী।

কলা—১। চন্দ্রের ষোড়শাংশ ; অংশ ; লেশ ; কালপরিমাণবিশেষ ; স্ত্রীরজঃ ; কপট ; নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি (৬৪) বিদ্যা ; সুদ ; শৌর্য্যাদি গুণ ; কলনা ; সামর্থ্য ; বিভূতি ; শরীরের যে সকল অংশ স্নায়ুসমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত, জরায়ু দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং শ্লেষ্মা দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহাদিগকে 'কলা' বলে। কল+অল্ র্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। ব্রহ্মার পুত্র মরীচির পত্নী [কর্দ্দমপ্রজাপতির ঔরসে দেবহূতির গর্ভে ইহার জন্ম ; ইনি কশ্যপমুনির জননী]। নৌকা। কল+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। [বিণ ; ত্রি।

কলাকুশল—নৃত্যগীত বাদ্যাদিতে নিপুণ। ৭তৎ।

কলাকেলি—কামদেব। কলায় কেলি যাহার, বহু। সং ; পু। কলা=স্ত্রীরজঃ ; কেলি=ক্রীড়া।

কলাঙ্কুর—চৌর্য্যশাস্ত্র-প্রণেতা মূলদেব ; কংস ; কর্ণীসুত ; সারস পক্ষী। সং ; পু।

কলাদ—স্বর্ণকার। কলা শব্দ (অংশ)—আ—দা (দেওয়া)+ড ক। সং ; পু।

কলাধার—চন্দ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

কলানাথ—সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ গন্ধর্ব্ববিশেষ। ইনি সোমেশ্বরের শিষ্য। সং ; পু।

কলানিধি—চন্দ্র। ৬তৎ।

কলাপ—সমূহ ; ময়ূরপুচ্ছ ; ভূষণ ; কাঞ্চী ; তূণ ; চন্দ্র ; বিদগ্ধ ব্যক্তি ; স্বনামখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণ। কলা দেখ ; কলা—আপ+ষণ্ ক। সং ; পু।

কলাপক—১। কলাপ ; করিগলবন্ধ। কলাপ শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু। ২। একবাক্য প্রাপ্ত শ্লোকচতুষ্টয়। সং ; ক্লী।

কলাপী—১। ময়ূর। কলাপ শব্দ (ময়ূরপুচ্ছ)+ইন্ অস্ত্যর্থে=কলাপিন্, প্রথমার একবচন। ২। কোকিল।। কল শব্দ (মধুরাস্ফুট ধ্বনি)—আপ+ণিন্ ক=কলাপিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

কলাবউ—নবপত্রিকা। দুর্গাপূজার প্রথম দিন পূর্ব্বাহ্নে এই নবপত্রিকা বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া অর্চ্চনা করিতে হয়, ইহাতে কদলী প্রভৃতি নয়টি পল্লব থাকে বলিয়া ইহার নাম নবপত্রিকা। প্রত্যেক পল্লবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বতন্ত্র ;—কদলীর অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী, হরিদ্রার দুর্গা, ধান্যের লক্ষ্মী, কচুর কালিকা, মানকচুর চামুণ্ডা, জয়ন্তীর কার্ত্তিকী, দাড়িম্বের রক্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা, ও বিল্বের শিবা। পূজাকালে প্রত্যেক দেবতার স্বতন্ত্র পূজা করিতে হয়। এই নবপত্রিকা বধূর ন্যায় বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে বলিয়া সাধারণ লোকে ইহাকে "কলাবউ" বলিয়া থাকে, এবং গণেশের মূর্ত্তির নিকটে স্থাপিত হয় বলিয়া অশিক্ষিত ব্যক্তিরা ইহাকে গণেশের পত্নী বলিয়া মনে করে, পরন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক। দেশজ।

কলাবিদ্যা—কলাসংক্রান্ত বিদ্যা, গানবাদ্য নৃত্যাদি বিদ্যা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কলাবিধি—৬৪ কলাসংক্রান্ত নিয়ম। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

কলাভৃৎ—চন্দ্র ; শিব ; শিল্পী। কলা দেখ ; কলা শব্দ—ভৃ+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

কলায়—কড়াই, কলাই। কল শব্দ—অয় (গমন করা)+অন্ ক ; অথবা, ক শব্দ (বায়ু)—লা (গ্রহণ করা)+যক্ ক। সং ; পু।

কলালাপ—১। মধুরালাপ ; মধুরাস্ফুট ধ্বনি। কল (মধুর) যে আলাপ (কথন, ধ্বনি), কর্ম্মধা। ২। ভ্রমর ; কোকিল। কল (মধুর) হইয়াছে আলাপ (ধ্বনি) যাহার, বহু। সং ; পু।

কলাবতী—১। তুম্বুরু গন্ধর্ব্বের বীণা ; নায়িকাবিশেষ। কলা শব্দ+বতু=কলাবৎ ; কলাবৎ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। শ্রীরাধিকার জননীর নাম কলাবতী। ইনি কান্যকুব্জরাজের দুহিতা। বৃষভানু রাজার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ৩। অপ্সরাবিশেষ ; দীক্ষাবিশেষ, এই দীক্ষার সবিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে কলাবতী দীক্ষায় লিখিত হইয়াছে।

কলাবৎ—কালোয়াৎ, সঙ্গীতবিশারদ। দেশজ।

কলাবধূ—কলাবউ দেখ।

কলাবান্—১। কলাবিশিষ্ট। কলা শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে=কলাবৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। ২। চন্দ্র। সং ; পু।

কলি—কলহ ; যুদ্ধ ; দ্বেষ ; শূর ; চতুর্থ যুগ।* কল+ই ক। সং ; পু।

* কলিযুগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামও কলি। ক্রোধের ঔরসে তদীয় ভগিনী হিংসার গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি আবার স্বীয় ভগিনী দুরুক্তির পাণিগ্রহণ করেন। ভয় ইঁহার পুত্র এবং মৃত্যু ইঁহার কন্যা। ইঁহার অধিকারকাল ৪, ৩২,০০০ বৎসর। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, খ্রীঃ পূঃ ৩১০১ অব্দে ইঁহার শাসন আরম্ভ হইয়াছে। তাহা হইলে এক্ষণে ন্যূনাধিক ৫০০০ বৎসর মাত্র গত হইয়াছে। এক্ষণে আরও ৪,২৭,০০০ বৎসর ইনি শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবেন। কথিত আছে যে, কলির শেষাবস্থায় ধর্ম্মাধর্ম্ম লোপ পাইবে, হিন্দু, যবন, ম্লেচ্ছ, সব একাকার হইবে। এই কলিযুগের অন্তকালে ভগবান্ বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কৃতের বিনাশ সাধন করিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিবেন,—আবার সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। এই কলি নল রাজাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়াছিল [নল দেখ]।

কলি, কলিকা, কলী—১। কোরক, কুঁড়ি, অপ্রস্ফুটিত পুষ্প ; পদসমূহযুক্ত রচনাবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

কলিকাতা—ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজধানী। হুগলী নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। জাহাজে, নৌকায় বা রেলে এখানে আসা যায়। ইহা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ; ইংরাজ পল্লী ও দেশীয় পল্লী।

কলিকাতা বঙ্গদেশের অন্তর্গত। সুতরাং বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা অধিক। ইহার নিম্নে মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণ। ইহুদী এবং জৈন সম্প্রদায়ের লোকও এখানে অনেক আছে। রাজকর্ম্মচারী ও ব্যবসায়ী অনেক ইংরাজ এবং ব্যবসায়ী অনেক ইউরোপীয় ও আমেরিকানও এখানে বাস করে। মোট জনসংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ।

ব্যবসায় ও বাণিজ্যে এখানে অনেক লোক অর্থ উপার্জ্জন করে। বৈদেশিক অনেক দ্রব্য এখানে আনীত হইয়া ভারতের নানা স্থানে প্রেরিত হয়।

কলিকাতা সমতল ভূমি। এখানে গ্রীষ্মের আধিক্য দৃষ্ট হয়। পল্লিগ্রাম অপেক্ষা এখানে শীতের প্রভাব অল্প এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভাল।

কলিকাতা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীন ভারতবর্ষের প্রধান নগর, এবং গুরুত্বে লণ্ডন নগরের অব্যবহিত নিম্নেই ইহার স্থান। রাজপ্রতিনিধি শীতকালের ৪ মাস এখানে থাকেন। পশ্চিম-বঙ্গের ছোটলাট সহরের দক্ষিণ আলিপুর নামক স্থানে অবস্থান করেন। স্বাস্থ্য, গৃহনির্ম্মাণ, রাস্তানির্ম্মাণ ও মেরামত, গ্যাসের আলো, কলের জল, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি একটি বৃহৎ মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তব্যাধীন।

অনেক বড় বড় অট্টালিকা এখানে আছে বলিয়া কলিকাতাকে "City of palaces" বলিয়া অভিহিত করা হয়। নিম্নলিখিত স্থানগুলি দ্রষ্টব্য :—লাট সাহেবের বাড়ী, মনুমেণ্ট, গড়ের মাঠ, কেল্লা, আলিপুরের পশুশালা, খিদিরপুরের ডক্, যাদুঘর, বড় ডাকঘর, টাকশাল, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের প্রাসাদ, হগ্ সাহেবের বাজার, ইডেন গার্ডেন, হাইকোর্ট।

বঙ্গদেশের উচ্চ শিক্ষাকার্য্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দির বিজ্ঞানশিক্ষার অনেক সহায়তা করে। প্রেসিডেন্সি কলেজ, রিপণ কলেজ, সিটী কলেজ, মেট্রপলিটন কলেজ, ন্যাসন্যাল কলেজ, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউসন প্রভৃতি স্থানে, খ্রীষ্টীয় মিসনারিগণ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহে সাধারণের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে ; মেডিকেল কলেজে এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিবার আয়োজনও স্থানে স্থানে আছে। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন ও ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন নামক দুইটী রাজনৈতিক সভা দেশীয়গণের মুখপাত্রস্বরূপে কার্য্য করিয়া থাকে।

১৬৮৬ খ্রীঃ জব চার্ণকপ্রমুখ ইংরাজবণিক্‌গণ হুগলি পরিত্যাগ করিয়া সুতানটী গ্রামে আগমন করেন। তাঁহারাই কলিকাতা নগরের প্রতিষ্ঠাতা। দশ বৎসর পরে তাঁহারা এখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, এবং মোগল-সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের পৌত্র সাহজাদা আজীমের নিকট সুতানুটী, কলিকাতা, গোবিন্দপুর এই তিনখানি গ্রাম ক্রয় করেন। বাগবাজারের খাল হইতে বড় বাজার পর্য্যন্ত স্থানটিকে সুতানুটী বলিত। বড় বাজার হইতে লাট সাহেবের বর্ত্তমান বাড়ী পর্য্যন্ত স্থানটী কলিকাতা নামে খ্যাত ছিল ও লাট সাহেবের বাড়ী হইতে ভবানীপুরের অব্যবহিত উত্তর পর্য্যন্ত স্থানটির নাম গোবিন্দপুর ছিল। এই তিনটি গ্রামের সমষ্টিই বর্ত্তমান কলিকাতা। বঙ্গের নবাব সিরাজদ্দৌলা খ্রীঃ ১৭৫৬ অব্দে কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরের ২১শে জুন এখানে অন্ধকূপ-হত্যা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। পর বৎসরে কর্ণেল ক্লাইভ নৌসেনাপতি ওয়াটসনের সহকারিতায় কলিকাতা নগর পুনর্ব্বার ইংরাজের করায়ত্ত করেন। সেই বৎসরের ২৩শে জুনে পলাশী-যুদ্ধে জয়লাভের পর হইতেই কলিকাতা ইংরাজরাজ্যের ও বাণিজ্যের প্রধান ভিত্তিস্বরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

কলিঙ্গা—সুরূপা রমণী। কলিঙ্গ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কলিত—গণিত ; জ্ঞাত : প্রাপ্ত ; অনুগত ; গৃহীত ; আশ্রিত ; উক্ত ; উচ্চারিত ; বদ্ধ ; দৃষ্ট ; পৃথক্‌কৃত। কল (গণনা করা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

কলিদ্রুম—বিভীতক বৃক্ষ, বয়ড়াগাছ [নলরাজার শরীরে প্রবেশ করিবার ছিদ্র অন্বেষণার্থ কলি এই দ্রুমের আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া এই নামে আখ্যাত হইয়াছে]। সং ; পু।

কলিন্দ—সূর্য্য ; পর্ব্বতবিশেষ ; এই পর্ব্বত হইতে যমুনা নদীর উদ্ভব হওয়ায় তাহার আর এক নাম হইয়াছে কালিন্দী। কলি দেখ ; কলি শব্দ—দা+থ ক। সং ; পু।

কলিন্দকন্যা, কলিন্দনন্দিনী—যমুনা নদী। ৬তৎ। কলিন্দ দেখ। সং ; স্ত্রী।

কলিন্দজা—যমুনা নদী। কলিন্দ দেখ ; কলিন্দ

শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কলিপ্রিয়—১। কলহপ্রিয়। বহু। বিণ; ত্রি। ২। নারদ ঋষি; বানর; বিভীতক বৃক্ষ, বয়ড়াগাছ। সং; পু।

কলিযুগ—চতুর্থ যুগ। কলিযুগের অবতার কল্কী। কলিযুগে ব্রাহ্মণ নিরগ্নি, প্রাণ অন্নগত, মনুষ্যদেহ সার্দ্ধ ত্রিহস্তপরিমিত ও পরমায়ুঃ ১০৮ বৎসর। এ যুগে ভোজনপাত্রের নিয়ম নাই। এ যুগে ধর্ম্ম সঙ্কুচিত, তপঃ বিরহিত, সত্য দূরগত, লোক ধর্ম্মহত, দ্বিজগণ লুব্ধ, এবং মানবগণ নারীর বশ হয়।

কলিল—গহন, নিবিড়; মিশ্রিত। কল+ইল। র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

কলুষ—১। পাপ; মহিষ। কল+উষন্ ক। সং; পু ও ক্লী। ২। মলিন, পঙ্কিল, ঘোলা, কষায়িত; দুঃখিত; অসমর্থ; গর্হিত; ক্ষুব্ধ। বিণ; ত্রি।

কলুষিত—পাপযুক্ত; দূষিত; মলিন, পঙ্কিল। কলুষ দেখ; কলুষ শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

কলেবর—দেহ, শরীর। কল দেখ; কল শব্দের সপ্তমীর ১বচনে কলে; কলে (কলের মধ্যে) বর (শ্রেষ্ঠ), অলুক ৭তৎ। অথবা, কলে—বৃ (আবৃত করা)+অন্ ক, বা অল্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

কল্ক—খলি, খোল; কর্ণমল; কাইট; মল; শিটে; পাপ। কল+ক র্ম্ম। সং; পু ও ক্লী।

কল্কন—১। কলহ; দম্ভ। ণিজন্ত কল্ক বা কল্কি+অনট্ ভা। ২। কাথ; শিটে। ণিজন্ত কল্ক বা কল্কি+অনট্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

কল্কি—বিষ্ণুর দশম অবতার, ভাগবতের মতে দ্বাবিংশ অবতার। কলিযুগের অন্তকালে ভগবান্ বিষ্ণু সম্ভল নামক গ্রামে বিষ্ণুযশা নামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন। তৎপরে ভার্গবের নিখিল শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া মহাদেবের নিকট সর্ব্বগ অশ্ব ও সর্ব্বজ্ঞ শুক লাভ করিবেন। তদনন্তর সেই দেবদত্ত অশ্বে আরোহণ ও দেবদত্ত অসি গ্রহণ করিয়া ম্লেচ্ছদিগকে সমূলে নির্মূল করিবেন। অতঃপর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ সমগ্র ধরা ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। তৎপরে মহাপ্রলয়ে পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হইবে,—কল্কিদেবও অন্তর্হিত হইবেন। পরিশেষে আবার সত্যযুগের আরম্ভ হইবে।

কল্কিপুরাণ—এই অভিধানের ২য় ভাগ দেখ।

কল্কী—কল্কি দেখ। কল্ক+গিন্ ক=কল্কিন্, ১মার ১বচন। সং; পু। দশাবতার দেখ।

কল্প—১। বেদাঙ্গ গ্রন্থবিশেষ; ব্রহ্মার দিবাভাগ; [পুরাণমতে,—আমাদের ৪৩২ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার এক দিন, ও সেই পরিমাণ কালে তাঁহার এক রাত্রি হয়, দিবাভাগে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও রক্ষা, এবং রাত্রিতে উহার লয় হয়]; বিধি; শাস্ত্র; নিয়ম; ন্যায়; প্রলয়; অভিপ্রায়; বিকল্প। কৃপ+অল্ র্ম্ম। ২। কল্পবৃক্ষ। কৃপ+অল্ ক। সং; পু। ৩। (কোনও শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) তৎসদৃশবোধক। বিণ; ত্রি।

কল্পক—১। কল্পনাকারী, রচনাকারী; আরোপণকর্ত্তা। কৃপ+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। নাপিত। সং; পু।

কল্পতরু, কল্পদ্রুম, কল্পপাদক, কল্পবৃক্ষ—অভীষ্ট ফলদায়ক বৃক্ষ; কথিত আছে যে, এই বৃক্ষের নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়। সং; পু।

কল্পন—১। রচনা; আরোপ; বাস্তবিক যাহার সত্তা নাই, এমন বিষয়ে সত্তা ঘটাইয়া লওয়া বা দেওয়া; মনন; সামর্থ্য; পর্য্যাপ্তি; ছেদন। কৃপ (কল্পনা করা, ইত্যাদি)+অনট্ ভা। ২। হস্তিসজ্জা। কৃপ+অনট্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

কল্পনা—কল্পন দেখ। কল্পন শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ। সং; স্ত্রী।

কল্পনাকৌতুকী—কল্পনা করিতে আনন্দিত, কল্পনা করিয়া সুখী। কল্পনা জনিত কৌতুক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

কল্পনাগঠিত, কল্পনাঘটিত, কল্পনারচিত, কল্পনাপ্রসূত—কল্পিত। প্রথম তিন পদে ৩তৎ এবং শেষ পদে ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

কল্পনানয়ন—কল্পনারূপ চক্ষুঃ। রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কল্পনাপ্রবণ—কল্পনায় উন্মুখ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

কল্পনাবলে—কল্পনার প্রভাবে, কল্পনার জোরে। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কল্পনাশক্তি—নববিষয়ের উদ্ভাবনী ক্ষমতা। রূপক কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কল্পনাসংযুক্ত—যাহা প্রকৃত ও কল্পিত উভয় প্রকারেরই অন্তর্গত, যাহাতে প্রকৃত বিষয়ও আছে, কল্পিত বিষয়ও আছে। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

কল্পপাদপ—কল্পতরু দেখ। কল্পের (সঙ্কল্পের) দাতা পাদপ অথবা কল্পস্থায়ী পাদপ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কল্পপাদপদান—মহাদান বিশেষ। পুণ্যাহে কাঞ্চনময় ফলযুক্ত নানাভরণ ও বিহগাদি ভূষিত কল্পপাদপ রচনা করিয়া যথাবিহিত বিধানে দান করিতে হয়।

কল্পসূত্র—ইহাতে দৈনিক ক্রিয়াবিধি ও বৈদিক ক্রিয়াপদ্ধতি শ্রুতির মর্ম্মানুসারে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কল্পান্ত—ব্রহ্মার দিবাভাগের অবসান; প্রলয়। কল্প দেখ; ৬তৎ। সং; পু।

কল্পান্তস্থায়ী—যাহা প্রলয়ের অবসানেও থাকে। ৬তৎ ও উপ। বিণ; ত্রি।

কল্পিত—রচিত; আরোপিত; উদ্ভাবিত; সজ্জিত; দত্ত; সম্পাদিত; নিশ্চিত। ণিজন্ত কৃপ বা কল্পি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে কল্পন, কল্পনা।

কল্পিত ধর্ম্ম—অনীশ্বরে ঈশ্বরজ্ঞান; যে ধর্ম্ম কোন সিদ্ধপুরুষ কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই। সং; পু।

কল্পী—(কল্পিন্)। কল্পক দেখ। কৃপ+ণিন্ ক।

কল্প্য—কল্পনীয়, রচনীয়; অনুষ্ঠেয়। কল্পি+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

কল্মষ—১। পাপ। কর্ম্ম-সো+ড ক। সং; ক্লী। ২। নরকবিশেষ। সং; পু। ৩। মলিন; পাপিষ্ঠ। বিণ; ত্রি।

কল্মাষ—রাক্ষস; কৃষ্ণবর্ণ; শ্বেত-কৃষ্ণ-মিশ্রবর্ণ। কল+ক্বিপ্ ক=কল্; কল্-মষ+ষণ্ ক। সং; পু।

কল্মাষপাদ—সূর্য্যবংশীয় জনৈক নরপতি। ইঁহার প্রকৃত নাম সৌদাস। ইনি অতিশয় মৃগয়াসক্ত ছিলেন। একদা মৃগয়ান্তে রাজধানীতে প্রত্যাগমন কালে মহামুনি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তির সহিত পথে ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। শক্তি রাজাকে পথ ছাড়িয়া না দেওয়ায় রাজা তাঁহাকে কষাঘাত করেন। তখন শক্তি ইঁহাকে 'রাক্ষস হউন' এই বলিয়া অভিশপ্ত করেন। রাজা রাক্ষসরূপে বনগমন করিয়া শক্তি প্রভৃতি বশিষ্ঠের শত পুত্রকে ভক্ষণ করেন। কিছুকাল পরে শক্তির পত্নীকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে বশিষ্ঠ ইঁহাকে শাপমুক্ত করেন। পরিশেষে ইঁহার অনুরোধে বশিষ্ঠ সূর্য্যবংশের কুলগুরু হইলেন।

কল্য—১। প্রত্যুষ; গত বা আগামী দিন। কল (গণনা করা, ইত্যাদি)+যক্ র্ম্ম। সং; ক্লী। ২। সুস্থ; দক্ষ; সজ্জিত; সমর্থ; শুভকর; মূক-বধির। কলা দেখ; কলা শব্দ+ষ্য। বিণ; ত্রি।

কল্যা—সুরা, মদ্য। কল্য শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। স্ত্রী।

কল্যাণ—১। মঙ্গল; সুখ; স্বর্ণ; স্বর্গ। কল্য শব্দ (সুস্থ)—অণ (বাঁচা, ইত্যাদি)+অল্ র্ম্ম। সং; ক্লী। ২। সুখী; সাধু; শুভদায়ী; শুভযুক্ত। কল্যাণ শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

কল্যাণকর—শুভজনক, মঙ্গলদায়ক, হিতসাধক। কল্যাণ করে যে, উপ। কল্যাণ শব্দ (মঙ্গল)—কৃ (করা)+ট ক। বিণ।

কল্যাণভাজন—কল্যাণ কামনার পাত্রীভূত, মঙ্গলাস্পদ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

কল্যাণযোগ—জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত রাজগণের শুভ-যাত্রাসূচক গ্রহযোগবিশেষ। সং; পুং।

কল্যাণবৎ—কল্যাণবিশিষ্ট। কল্যাণ শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। পুংলিঙ্গে কল্যাণবান্; স্ত্রীলিঙ্গে কল্যাণবতী।

কল্যাণালয়, কল্যাণাস্পদ—কল্যাণভাজন দেখ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

কল্যাণী—১। বৎসতরী। কল্যাণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। কল্যাণবিশিষ্টা। বিণ; ত্রি।

কল্যাণীয়—মঙ্গলাস্পদ। কল্যাণ শব্দ+ঈয় ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

কল্ল—কালা, শ্রবণশক্তিহীন, বধির। কল্ল+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

কল্লোল—১। মহাতরঙ্গ; হর্ষ। কল্ল (অব্যক্ত শব্দ করা)+ওল ক। সং; পুং। ২। অরি, শত্রু। বিণ; ত্রি।

কল্লোলিনী—নদী। কল্লোল শব্দ (তরঙ্গ)+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কবচ—১। বর্ম্ম, সাঁজোয়া; বিঘ্ননিবারক মন্ত্র-বিশেষ, এই মন্ত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া শরীরে ধারণ করিলে নানাপ্রকার বিঘ্ন নিবারিত হয়। ক শব্দ (বায়ু)–বন্চ+ক; অথবা, কু (শব্দ করা)+অচ্ ক। সং; পুং ও ক্লী। ২। নাগরা নামধেয় বাদ্যযন্ত্র; বৃক্ষবিশেষ। সং; পুং।

কবচধারী—যে কবচ ধারণ করিয়াছে। কবচ–ণিজন্ত ধৃ+ণিন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কবচধারিণী।

কবচী—কবচধারী। কবচ দেখ; কবচ+ইন্ অস্ত্যর্থে=কবচিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু

কবয়ী—মৎস্যবিশেষ, কই মাছ। সং; পুং।

কবর—১। কর্ব্বুর বর্ণযুক্ত। কৃ (শব্দ করা) অরন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। কেশবিন্যাস, খোঁপা। সং; পুং। ৩। লবণ; অম্ল। সং; ক্লী।

কবরী—১। কেশবিন্যাস; খোঁপা; লবণ; অম্ল। কবর দেখ; কবর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। কর্ব্বুর বর্ণযুক্তা। বিণ; স্ত্রী।

কবরীভূষণ—খোঁপার অলঙ্কার, স্বর্ণ বা রৌপ্য-নির্ম্মিত কবরীর শোভাসম্পাদক অলঙ্কার বিশেষ, সোণা রূপার ফুল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কবর্গ—ক, খ, গ, ঘ, ঙ, এই পাঁচ বর্ণ। সং; পু

কবল—গ্রাস; মৎস্যবিশেষ, বেলেমাছ। 'ক'র (আত্মার) বল (শক্তি) হয় যদ্দারা, বহু। সং; পুং। বিশেষণে কবলিত।

কবলিকা—প্রলেপবিশেষ, পুল্‌টিস্। কবল+কণ্ ইদমর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কবলিত—গ্রস্ত; ভক্ষিত; ব্যাপ্ত। কবলি নাম-ধাতু (গ্রাস করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে কবল।

কবলীকৃত—গ্রস্ত, ভক্ষিত। কবল শব্দ–চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে+কৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

কবাট—কপাট দেখ।

কবি—১। কাব্যকার, কাব্যরচয়িতা; পণ্ডিত; বাল্মীকি; শুক্রাচার্য্য; সূর্য্য; ব্রহ্মা। কু (শব্দ করা)+ইন্ ক। সং; পুং। ২। খলীন। সং; স্ত্রী। ৩। বৈবস্বত মনুর কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বাল্যকাল হইতেই নিঃসঙ্গ হইয়া যোগসাধন করেন। ৪। কল্কিদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি বিদ্বান্ ও গুণবান্ ছিলেন।

কবিকল্পদ্রুম—বোপদেবকৃত সংস্কৃত ধাতুপাঠ গ্রন্থবিশেষ। সং; পুং। [সং; স্ত্রী।

কবিকল্পনা—কাব্যলেখকগণের কল্পনা। ৬তৎ।

কবিকল্পলতা—কাব্যরচনা শিক্ষোপযোগী গ্রন্থ-বিশেষ। সং; স্ত্রী।

কবিগুরু—কবিদিগের গুরু, আদিম কবি, কবি-শ্রেষ্ঠ বাল্মীকি। সং; পুং।

কবিজ্যেষ্ঠ—বাল্মীকি। কবিদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ (প্রধান), ৬তৎ। সং; পুং।

কবিতা—কবিত্ব; শ্লোক। কবি শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

কবিতানিকুঞ্জ—কবিতারূপ কুঞ্জবন। রূপক কর্ম্মধা। সং; পুং ও ক্লী।

কবিত্ব—কবির ভাব বা গুণ। কবি+ত্ব ভাবে। সং; স্ত্রী।

কবিত্বপূর্ণ—বর্ণনা ও রচনাসংক্রান্ত উৎকর্ষ প্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

কবিত্বশক্তি—কোনও বিষয়ের উৎকৃষ্ট বর্ণনা ও রচনা করিবার ক্ষমতা। রূপক কর্ম্মধা। স্ত্রী।

কবিবর—কবিশ্রেষ্ঠ। কবিদিগের মধ্যে বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ৭তৎ। অথবা কবি শব্দ+বর শ্রেষ্ঠার্থে। বিণ; ত্রি।

কবিরাজ পণ্ডিত—কবিরাজ পণ্ডিত জয়ন্তীপুরের রাজা কামদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি রাঘব পাণ্ডবীয় নামে একখানি মহাকাব্য রচনা করেন। ঐ কাব্য, প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত দ্ব্যর্থ শ্লোকে পরিপূর্ণ। এক পক্ষে রামচন্দ্র ও অন্য পক্ষে পাণ্ডবদিগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কবি সর্ব্বত্র পক্ষদ্বয় রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন বলিয়া কবিত্ব-বিষয়ে তাদৃশ চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। এই কাব্যে ত্রয়োদশ সর্গ। রাঘব-পাণ্ডবীয় মহাকাব্য বঙ্গদেশে অপ্র-চলিত নহে। চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরা যত্নপূর্ব্বক ইহা পাঠ করিয়া থাকেন।

রাঘব পাণ্ডবীয় গ্রন্থের উপক্রমণিকা ভাগে গ্রন্থকর্ত্তা "কবিরাজ পণ্ডিত" বলিয়া উল্লি-খিত হইয়াছেন। "কবিরাজ পণ্ডিত" গ্রন্থ কারের নাম কি উপাধি তাহা ঐ লিখন দর্শনে নির্ণয় করা অসাধ্য।

কবিসময়প্রসিদ্ধি—প্রাচীন কবিরা কতকগুলি ভাবে রূপ বা বর্ণ আরোপ করিয়াছিলেন, এবং কতকগুলি, জড়বস্তুর মধ্যে মানবো-চিত সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছিলেন। এগুলি অপ্রকৃত হইলেও তাঁহাদিগের অনুকরণে আধুনিক কবিরাও তদ্রূপ করিয়া থাকেন; কবিগণ সেরূপ বর্ণনা করিয়া দোষী বলিয়া গণ্য হন না; ঐরূপ বর্ণিত বিষয়কেই 'কবিসময়প্রসিদ্ধি' বলে। নিম্নে কতকগুলি প্রধান প্রধান কবিসময়প্রসিদ্ধির উল্লেখ করা যাইতেছে;—পাপ ও গগন কৃষ্ণবর্ণ; যশঃ ও হাস্য শুক্লবর্ণ; ক্রোধ ও অনুরাগ রক্তবর্ণ; নদী, সমুদ্র প্রভৃতিতে পদ্ম-কুসুমাদির বিকাশ; চকোরের জ্যোৎস্না-পান; চাতকের মেঘাম্বুপান; কন্দর্পের পুষ্পময় ধনু ও ভ্রমরপঙ্‌ক্তিরূপ ধনুর্জ্জ্যা; পদ্ম, নীলপদ্ম, অশোক, আম্র, ও নব-মল্লিকা, এই পঞ্চাত্মক কুসুমশর; রম-ণীর পদাঘাতে অশোকের পুষ্পোৎপত্তি ও মুখামৃতে বকুলের পুষ্পবিকাশ; বিরহে যুব-জনের হৃদয়ভেদ; বর্ষাকালে মানস সরোবরে রাজহংসদিগের গতি। দিবসে পদ্মবিকাশ ও কুমুদের নিমীলন; রাত্রিতে কুমুদের বিকাশ ও পদ্মের নিমীলন; মেঘদর্শনে ময়ূরের নৃত্য; নিশাকালে চক্রবাক চক্রবাকীর পরস্পর বিচ্ছেদ; পদ্মিনী সূর্য্যের এবং কুমুদিনী ও রাত্রি চন্দ্রের স্ত্রী, ইত্যাদি।

কবীর—বিখ্যাত ধর্ম্মবীর রামানন্দের দ্বাদশজন শিষ্যের মধ্যে কবীর সর্ব্বপ্রধান। ইনি বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। ১৩৮০ হইতে ১৪২০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইনি ধর্ম্মপ্রচার করেন। রামানন্দ কেবল হিন্দুকে উপদেশ দিতেন। কিন্তু কবীর হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই সমভাবে উপদেশ দিতেন। ইনি বলিতেন, বিষ্ণু ও আল্লা, রাম ও রহিম, একই; ভাষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ মাত্র। কবীরের দোঁহাবলী অতি উৎকৃষ্ট উপদেশ-বাক্য। ইহাঁর শিষ্যগণের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান ছিল। কথিত আছে যে, ইনি কলেবর ত্যাগ করিলে ইহাঁর হিন্দু শিষ্যেরা শবদেহ দাহ করিতে ও মুসলমান শিষ্যেরা প্রোথিত করিতে চাহেন। এইরূপে বিবাদ উপস্থিত হইলে সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, ইহাঁর শবদেহ আর সেখানে নাই। তখন সকলের জ্ঞানোদয় হইল। ইহাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত ও তদ্বিশ্বাসী সম্প্রদায় কবীরপন্থী নামে অভিহিত।

কবীরপন্থী—কবীর দেখ।

কবোষ্ণ—ঈষদুষ্ণ, অল্প তপ্ত। কু (ঈষৎ) যে উষ্ণ, কর্ম্মধা; 'কু' স্থানে 'কব' আদেশ। বিণ; ত্রি।

কব্য—মৃত পিতৃলোককে দেয় অন্নাদি খাদ্য-দ্রব্য। কু (শব্দ করা)+য কর্ম্ম। সং ; ক্লী।

কশা, কষা, কসা—চাবুক। কশ, কষ বা কস (শাসন করা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কশাঘাত—চাবুক দিয়া আঘাত করা। ৩তৎ। সং ; পু।

কশিপু, কসিপু—গ্রাসাচ্ছাদন, অন্নবস্ত্র ; শয্যা। কশ বা কস+পু ক। সং ; পু।

কশেরু, কসেরু—পৃষ্ঠাস্থি। মেরুদণ্ড। কশেরু=ক শব্দ (মস্তক)—শ+উ ক। কসেরু=কস (শাসন করা)+এরু ক। সং ; পু ও ক্লী।

কশেরুকা—মেরুদণ্ড। কশেরু শব্দ+কণ্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কশ্চন, কশ্চিৎ—কোনও লোক, কেহ। কঃ+চন, কঃ+চিৎ। এই দুইটী সংস্কৃত বিভক্ত্যন্ত পদ।

কশ্মল, কস্মল—১। মূর্চ্ছা ; পাপ। কশ বা কস (শাসন করা, ইত্যাদি)+মলচ্ ক। সং ; ক্লী। ২। মলিন ; পাপী। বিণ ; ত্রি।

কশ্মীর—দেশবিশেষ, কাশ্মীর দেশ। সং ; পু।

কশ্য—মদ্যবিশেষ ; অশ্বকটিদেশ। কশ+য কর্ম্ম। সং ; ক্লী। ২। কশার্হ। কশা শব্দ+য্য অর্হার্থে। বিণ ; ত্রি।

কশ্যপ—মৃগবিশেষ ; মৎস্যবিশেষ ; মুনিবিশেষ*। কশ্য—পা (পান করা)+ড ক। সং ; পু।

* কশ্যপমুনি দেবদৈত্যাদির জনক। ব্রহ্মার পুত্র মরীচির ঔরসে কলার গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি দক্ষপ্রজাপতির দ্বাদশ (মতান্তরে ত্রয়োদশ) কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহাদিগের গর্ভে দেব-দানব-নাগ প্রভৃতি সন্তানসকল জন্মগ্রহণ করে। বরুণের গাভী হরণাপরাধে ব্রহ্মার শাপে ইনি মর্ত্ত্যে বসু-দেবরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

কষ—কষ্টিপাথর। কষ+অল্ অধি। পু।

কষণ—১। ঘর্ষণ ; কষ্টিপাথরের পরীক্ষা করা। কষ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। অপক্ব। কষ+অন ক। বিণ ; ত্রি।

কষা—চাবুক। কষ (বধ করা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কষায়—১। রসবিশেষ, কষা রস ; ক্বাথ ; নির্য্যাস ; বিলেপনদ্রব্য ; সৌরভ। কষ+আয় ক। সং ; পু ও ক্লী। ২। রঞ্জিত ; লোহিত ; সুশ্রাব্য ; সুরভি ; অপটু। বিণ।

কষায়িত—রঞ্জিত, ছোবান ; বিলেপিত। কষায়ি নামধাতু (রঙ করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

কষিত—কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত। কষ (বধ করা) ইত্যাদি)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

কষ্ট—১। ক্লেশ, দুঃখ। কষ (বধ করা)+ক্ত ভা। সং ; পু। ২। ক্লিষ্ট ; দুঃখকর। কষ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

কষ্টকর—ক্লেশজনক। কষ্ট—কৃ+ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কষ্টকরী।

কষ্টকল্পনা—যে কল্পনা করিতে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, যাহা সহজে বোধগম্য হয় না, অথচ কল্পনা দ্বারা প্রতীতি জন্মাইতে হয়। কষ্ট প্রদা কল্পনা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কষ্টকল্পিত—বহু কষ্টে যাহার কল্পনা করা হয়। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

কষ্টদায়ক—ক্লেশজনক। কষ্ট—দা+ণ্ক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কষ্টদায়িকা।

কষ্টশ্রিত—ক্লেশে পতিত ; কঠোর ব্রতাবলম্বী। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

কষ্টসহ—ক্লেশসহিষ্ণু, ক্লেশসহনক্ষম। কষ্ট—সহ (সহ্য করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

কষ্টসহিষ্ণু—ক্লেশসহনশীল, যে নিরন্তর ক্লেশ সহ্য করিতে পারে। ২তৎ। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

কষ্টসাধ্য—অতিক্লেশে সম্পাদনীয়। ৩তৎ। বিণ ;

কষ্টেসৃষ্টে—অতি ক্লেশে ; অতি ক্লেশ সহ্য করিয়া। ক্রি-বিণ।

কষ্টি—১। কষণপ্রস্তর। কষ+ক্তি অধি। ২। কষ্ট, ক্লেশ। কষ+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

কসা—কশা দেখ।

কস্তরিকা, কস্তুরিকা—মৃগনাভি। কস্তুরী বা কস্তূরী শব্দ+কণ্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কস্তরী, কস্তূরী—মৃগনাভি। কস+তুর, পক্ষা-ন্তরে তূর ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কস্তুরিকামৃগ, কস্তূরীমৃগ—একজাতীয় হরিণ, ইহাদের নাভিতে কস্তুরী সঞ্চিত থাকে এবং ইহাদের শরীর হইতে তাহারই গন্ধ নিঃসৃত হয়, এই জন্যই ইহাদিগকে কস্তুরিকামৃগ বলে ; কেবল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ হরিণের নাভিতেই কস্তূরী পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধি এই-রূপ যে, ইহারা আপনার গন্ধে আপনি বিভোর হয়, এবং কোথা হইতে গন্ধ আসি-তেছে বুঝিতে না পারিয়া ইতঃস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়ায়। সং ; পু। [ব্য।

কস্মিন্‌কালে—কোন সময়ে ; কোনও কালে।

কহোড়—জনৈক মুনি, অষ্টাবক্রের পিতা। ইনি উদ্দালক ঋষির প্রিয় শিষ্য ছিলেন, এজন্য উদ্দালক ইঁহার সহিত স্বীয় তনয়া সুজাতার বিবাহ দেন। এই সুজাতার গর্ভে অষ্টা-বক্রের জন্ম। অষ্টাবক্র দেখ।

কহ্লার—শ্বেতপদ্ম, কুমুদ, সুঁদি। ক শব্দ (জল) —হ্লাদ (হৃষ্ট করা)+অন্ ক। অথবা 'ক'র (জলের) হার (মালা), ৬তৎ, নিপা-তন। সং ; ক্লী।

কাউয়েল্—এড্‌ওয়ার্ড বাইলস (Edward Byles Cowell) জন্ম ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ, ২৩শে জানুয়ারী। বাল্যেই ইনি স্যার উইলিয়ম জোন্সের গ্রন্থাবলীতে আকৃষ্ট হন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে হরেস হেমান উইলসনের শিক্ষা-ধীনে আসেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলি-কাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাস ও অর্থ-নীতিশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। অতঃপর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন (১৮৫৮ খ্রীঃ)। ইনি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কয়েক বৎসর পরে কেম্‌ব্রিজে সংস্কৃত অধ্যাপনা করেন। ইনিই উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম সংস্কৃত অধ্যাপক এবং ইঁহার সময় হইতেই উক্ত স্থানে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা বৃদ্ধি হয়। সংস্কৃত ব্যতীত ইনি পারসী, পালি, জেন্দ্ প্রভৃতি ভাষার অধ্যাপনা করিতেন। কলিকাতা ও কেম্‌ব্রিজে অবস্থানকালে কাউ-য়েল সাহেব অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই ফেব্রুয়ারীতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কাংস, কাংস্য—তাম্ররঙ্গমিশ্রিত ধাতু, কাঁসা ; বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, কাঁসী ; পানপাত্র। কংস দেখ ; কংস শব্দ+ঞ পক্ষান্তরে ষ্ণ্য। সং ; পু ও ক্লী।

কাংস্যকার—কাঁসারি। কাংস্য শব্দ (কাঁসা) —কৃ (করা)+যণ্ ক। সং ; পু।

কাঁচকড়া—তিমি মৎস্যের দন্তস্থানে একপ্রকার কোমলাস্থি থাকে, তাহাই কাঁচকড়া নামে খ্যাত। দেশজ ; সং।

কাঁচলি, কাঁচুলি—স্ত্রীলোকের স্তনাচ্ছাদক অঙ্গ-রক্ষিণীবিশেষ। কঞ্চুলিকা শব্দের অপভ্রংশ।

কাক—১। স্বনামখ্যাত পক্ষী ; বরাটকের চতুর্থাংশ, এক কড়ার চারি ভাগের এক ভাগ। কৈ (শব্দ করা)+ক ক। ২। দ্বীপবিশেষ ; তিলক। ক শব্দ (জল)— অক (গমন করা)+অন্ ক। ৩। খঞ্জ, খোঁড়া। কু শব্দ (কুৎসিত)—অক (গমন করা)+অন্ ক। সং ; পু।

কাকতন্দ্রা, কাকনিদ্রা—কাকের মত অতি সতর্ক নিদ্রা। সং ; ক্লী।

কাকতালীয়—ন্যায়বিশেষ। কাক ও তাল কাকতাল, দ্বন্দ্ব ; কাকতাল শব্দ+ঈয় তুল্যার্থে। সং ; পু। ন্যায় দেখ।

কাকতিমিনতি—কাতরস্বরে ও বিনীতভাবে ক্ষমা ও অভয় প্রার্থনা। দেশজ শব্দ। কাকতি কাকুক্তি শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন।

কাকপক্ষ—শিখণ্ডক ; মস্তকের উভয় পার্শ্বে কেশরচনাবিশেষ ; কাকের পক্ষের ন্যায় উভয় গণ্ডে লম্বমান অনতিদীর্ঘ সামান্য কেশগুচ্ছ, জুল্‌ফী, কাণপাটা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

কাকপুষ্ট—কোকিল। কাকের দ্বারা পুষ্ট (পালিত), ৩তৎ ; কথিত আছে যে,

কোকিল কাকের বাসা হইতে তাহার ডিম্ব অপসারিত করিয়া স্বীয় ডিম্ব তথায় স্থাপন করে, এবং কাক তাহা আপনার ডিম্ব মনে করিয়া সযত্নে পালন করে। সং ; পুং ও স্ত্রী।

কাকবন্ধ্যা—একমাত্র প্রসবিনী, যে স্ত্রীর একবার সন্তান প্রসবের পর আর গর্ভ হয় না। কাকের ন্যায় বন্ধ্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা ; প্রসিদ্ধি আছে যে, কাকী যাবজ্জীবনে একটি মাত্র সন্তান প্রসব করে। সং ; স্ত্রী।

কাকভীরু—পেচক। ৫তৎ। সং ; পুং।

কাকল—গ্রীবাভূষণ, কণ্ঠমণি ; গ্রীবার উচ্চদেশ। কু শব্দ (ঈষৎ)—কল (শব্দ করা)+অন্ ক। সং ; ক্লী।

কাকলি, কাকলী—সূক্ষ্ম মধুরাস্ফুটধ্বনি ; পক্ষীর মধুর কূজন ; যন্ত্রবিশেষ ; যত্রবিশেষ। কু শব্দ (ঈষৎ)—কল (শব্দ করা)+ইন্ ক। সং ; স্ত্রী।

কাকাক্ষিগোলক ন্যায়—ন্যায় দেখ।

কাকারি—পেচক। কাক হইয়াছে অরি (শত্রু) যাহার, বহু। সং ; পুং।

কাকিণী, কাকিনী—পাঁচ গণ্ডা কড়ি, এক বুড়ি কড়ি। কক+অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্, নিপাতনে। সং ; স্ত্রী।

কাকী—১। বায়সী, স্ত্রী-কাক। কাক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। পিতৃব্যপত্নী, খুড়ী। দেশজ ; স্ত্রী।

কাকু—শোকভয়াদি দ্বারা বিকৃত কণ্ঠধ্বনি ; দৈন্যোক্তি ; বক্রোক্তি [অলঙ্কার দেখ]। কক (চঞ্চল হওয়া)+উণ্ ক। সং ; স্ত্রী।

কাকুৎস্থ, কাকুৎস্থ্য—সূর্য্যবংশীয় রাজা ; রামচন্দ্র-প্রভৃতি। ককুৎস্থ দেখ ; ককুৎস্থ শব্দ+ষ্ণ, পক্ষান্তরে ষ্ণ্য অপত্যার্থে। সং ; পুং।

কাকুদ—তালু। কাকু দেখ ; কাকু শব্দ—দা (দেওয়া)+ড ক। সং ; ক্লী।

কাকুক্তি—কাতরবাক্য, কাকুতি ; বক্রোক্তি। কাকু যে উক্তি, কর্ম্মধা, অথবা কাকু দ্বারা উক্তি, ৩তৎ। সং ; স্ত্রী।

কাকোদর—সর্প। কু শব্দ (কুৎসিত, বক্র)—অক (গমন করা+অন্ ক=কাক (বক্রগামী) ; কাক হইয়াছে উদর যাহার, বহু। সং ; পুং।

কাকোল—১। কুলাল ; দ্রোণকাক, দাঁড়কাক ; শূকর ; সর্পবিশেষ। কক (চঞ্চল হওয়া)+ওল ক। সং ; পুং। ২। বিষবিশেষ ; নরকবিশেষ। ণিজন্ত কক বা কাকি (চঞ্চল করা)+ওল ক। সং ; ক্লী।

কাকোলূকিকা—কাক ও পেচকের স্বাভাবিক শত্রুতা। কাক ও উলূক কাকোলূক, দ্বন্দ্ব ; কাকোলূক শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কাঙ্ক্ষণীয়—বাঞ্ছনীয়, অভিলষণীয় ; স্পৃহণীয়। কাঙ্ক্ষ (ইচ্ছা করা)+অনীয়। র্ম্ম। বিণ।

কাঙ্ক্ষা—বাঞ্ছা, ইচ্ছা। কাঙ্ক্ষ (ইচ্ছা করা)+অ ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে কাঙ্ক্ষিত।

কাঙ্ক্ষিত—১। বাঞ্ছিত, অভিলষিত। কাঙ্ক্ষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। বাঞ্ছা, অভিলাষ। কাঙ্ক্ষ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

কাচ—বালি ও ক্ষারের সংযোগে উৎপন্ন স্বনামখ্যাত বস্তুবিশেষ, কাঁচ ; মোম ; লবণবিশেষ ; নেত্ররোগবিশেষ ; শিক্য, শিকে। কচ+ঘঞ্ ণ। সং ; পুং।

কাচভাজন—কাচনির্ম্মিত পাত্র, কাচের বাসন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কাচর—পীতবর্ণ। বিণ ; ত্রি।

কাজ—কর্ম্ম, কার্য্য। সংস্কৃত কার্য্য শব্দ, প্রাকৃতে 'কজ্জ' হয়, তাহা হইতে বাঙ্গালায় 'কাজ' হইয়াছে।

কাজলা—কোনও গুরুভার দ্রব্য উপর দিকে তুলিতে হইলে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ক্রমনিম্ন ধরাতল যন্ত্রের উপর দিয়া তুলিলে উহা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে তোলা যায়। যদি ক্রমনিম্ন ধরাতল যন্ত্রের উপর দিয়া দ্রব্যটিকে উপর দিকে ঠেলিয়া না তুলিয়া ধরাতলকে সেই দ্রব্যের নিম্ন দিয়া চালিত করা যায়, তাহা হইলে দ্রব্যটি উন্নত হইয়া উঠিবে। ক্রমনিম্ন ধরাতল এইরূপে প্রযুক্ত হইলে তাহাকে কাজলা, ছেনী বা ছেদনা (Wedge) বলা যায়। এই যন্ত্র কাষ্ঠনির্ম্মিত হইলে তাহাকে কাজলা, ও ধাতুনির্ম্মিত হইলে তাহাকে ছেনী বা ছেদনী বলে।

কাঞ্চন—১। স্বর্ণ ; কাঞ্চন-পুষ্প ; চম্পকপুষ্প। কান্চ (দীপ্তি পাওয়া)+অন ক। সং ; ক্লী। ২। চম্পকবৃক্ষ ; নাগকেশর বৃক্ষ। সং ; পুং। ৩। স্বর্ণনির্ম্মিত, স্বর্ণময়। কাঞ্চন শব্দ (স্বর্ণ)+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

কাঞ্চনকদলী—চাঁপা কলা। কাঞ্চন বর্ণা কদলী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কাঞ্চনগিরি—স্বর্ণময় পর্ব্বত, সুমেরু পর্ব্বত। কাঞ্চন এমন গিরি, কর্ম্মধা। সং ; পুং।

কাঞ্চনজঙ্ঘা—হিমালয় পর্ব্বতের দ্বিতীয় সমুচ্চ শৃঙ্গ, ইহার উচ্চতা ২৮, ১৪৬ ফুট, কেহ কেহ ইহাকে কাঁছেজুঁয়া বলেন।

কাঞ্চনপ্রভ—১। সুবর্ণের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। ঐলবংশীয় জনৈক নৃপতি। সং ; পুং।

কাঞ্চনসন্ধি—স্বর্ণবৎ দুর্ভেদ্য সন্ধি, যে সন্ধি ভেদ করা দুরূহ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। পুং।

কাঞ্চনাক্ষ—১। স্বর্ণবর্ণনেত্রবিশিষ্ট। কাঞ্চনের (স্বর্ণের) ন্যায় অক্ষি (চক্ষু) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। জনৈক দৈত্য। পুং।

কাঞ্চনী—হরিদ্রা ; গোরোচনা। কাঞ্চন শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কাঞ্চি—১। মেখলা, চন্দ্রহার, গোট। কান্চ (দীপ্তি পাওয়া)+ই ণ। সং ; স্ত্রী। ২। পুরীবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

কাঞ্চী—কাঞ্চি দেখ।

কাঞ্চীপদ—জঘন ; নিতম্ব ; পাছা। কাঞ্চীর (মেখলার) পদ (স্থান), ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কাঞ্জিক—কাঁজি, আমানি। সং ; ক্লী।

কাঞ্জিকা—কাঞ্জিক দেখ। সং ; স্ত্রী।

কাটব্য—কটুতা, কার্কশ্য। কটু শব্দ+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

কাঠঠোকরা—স্বনামখ্যাত পক্ষিবিশেষ (wood-pecker) সং।

কাঠা—বঙ্গদেশীয় পরিমাণবিশেষ, চারি হাতে এক রৈখিক কাঠা, পরন্তু ৪×৪ বা ১৬ বর্গ হাতে এক বর্গ কাঠা নহে, প্রত্যুত ৪×৮০ বা ৩২০ বর্গ হাতে এক বর্গ কাঠা ; ধান্যাদি মাপ করিবার (ওজনের নহে) পরিমাণবিশেষ। দেশজ।

কাঠাম—বংশাদিরচিত আকার, ঠাট, কাষ্ঠময় শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন।

কাঠিন্য—কঠিনতা, দৃঢ়তা ; দুর্ভেদ্যতা ; অকোমলত্ব ; জড় বস্তুর পরমাণুসকল দৃঢ়রূপে পরস্পরের সন্নিবদ্ধ হইলে যে গুণ প্রাপ্ত হয়। কঠিন দেখ ; কঠিন+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী। বিপরীতার্থক শব্দ কোমলতা।

কাণ—১। কাক। কণ (নিমীলিত করা)+ঘঞ্ ক। সং ; পুং। ২। এক চক্ষুঃহীন ; কাণা। বিণ ; ত্রি। ৩। কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয়। দেশজ। কর্ণ শব্দের অপভ্রংশ।

কাণভুজ—কণাদ-মুনিসম্বন্ধীয়। কণভুজ্ শব্দ (কণাদমুনি)+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

কাণের, কাণেয়—কাণসন্ততি। কাণ শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে। বিণ ; ত্রি।

কাণ্ড—নল ; নাল ; গ্রন্থপরিচ্ছেদ ; বাণ ; গুচ্ছ ; গাছের গুঁড়ি ; বৃন্ত, বোঁটা ; ঘটনা ; অবসর ; প্রকরণ ; প্রস্তাব ; ব্যাপার ; সমূহ ; অশ্ব। কণ (গমন করা, ইত্যাদি)+ড ক। সং ; পুং ও ক্লী।

কাণ্ডগ্রহ—প্রকরণবোধ, উপস্থিত বা প্রস্তাবিত বিষয়ের ধারণা বা জ্ঞান। কাণ্ডের (প্রকরণ বা প্রস্তাবের) গ্রহ (গ্রহণ, ধারণা), ৬তৎ। সং ; পুং।

কাণ্ডগ্রহরহিত—কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। ৬ ও ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

কাণ্ডজ্ঞান—কাণ্ডগ্রহ, প্রকরণবোধ ; স্থূলজ্ঞান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কাণ্ডপট—কানাৎ, তাঁবু ; পর্দ্দা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা ; সং ; পুং।

কাণ্ডপটী—কাণ্ডপট দেখ। কাণ্ডপট+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কাণ্ডপৃষ্ঠ—শস্ত্রাজীব ; ব্যাধ। কাণ্ড (বাণ) আছে পৃষ্ঠে যাহার, বহু। সং ; পুং। ২। নিন্দ্যজীবী। বিণ ; ত্রি।

কাণ্ডর্ষি—বেদভাগবিশেষের মীমাংসক ঋষি,—

যেমন, কর্ম্মকাণ্ড বেদভাগের মীমাংসক জৈমিনি, ব্রহ্মকাণ্ডের মীমাংসক বেদব্যাস, ভক্তিকাণ্ডের মীমাংসক শাণ্ডিল্য। কাণ্ডের বেদপরিচ্ছেদের) ঋষি, ৬তৎ। সং; পু।

কাণ্ডাকাণ্ড—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য; হিতাহিত। নঞ্-তৎ ও দ্বন্দ্ব। সং; পু।

কাণ্ডীর—তীরন্দাজ; নিন্দ্যজীবী। কাণ্ড শব্দ (বাণ, ইত্যাদি) + ঈর। বিণ; ত্রি।

কাণ্ব—কণ্বসম্বন্ধীয়; কণ্বসন্ততি। কণ্ব + ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

কাতর—১। মৎস্যবিশেষ, কাতলামাছ। সং; পু। ২। দুঃখিত; ভীত, অধীর, ব্যাকুল; চঞ্চল; বিবশ; বিহ্বল। কু শব্দ (কুৎসিত) —ত + অন্ ক। বিণ; ত্রি।

কাতরকণ্ঠ—যাহার কণ্ঠ অর্থাৎ কণ্ঠস্বর কাতরতাপ্রকাশক। বহু। বিণ; ত্রি।

কাতরচিত্ত—১। বিষণ্নমনাঃ। বহু। বিণ; ত্রি। ২। ব্যাকুলমনঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কাতরতা—কাতর্য্য দেখ। কাতর শব্দ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

কাতরস্বর—কাতরকণ্ঠ দেখ।

কাতরোক্তি—১। কাতরতাপ্রকাশক বাক্য। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। কাতরতাপ্রকাশক বাক্যভাষী। বহু। বিণ; ত্রি।

কাতর্য্য—কাতরতা, দুঃখ; ভীরুতা। কাতর + ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

কাতল—কাতলা মাছ। কাতর দেখ। সং; পু।

কাত্যায়ন—১। জনৈক মুনি, মহর্ষি গোভিলের পুত্র; স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ইনি অমর হইয়াছেন; কর্ম্মপ্রদীপ (ছন্দোগপরিশিষ্ট) ইঁহারই রচিত। ২। ব্যাকরণের বার্ত্তিককার বররুচি। কত শব্দ + ষ্ণায়ন। পু।

কাত্যায়নিকা, কাত্যায়নী—দুর্গা [মহিষাসুর বধের নিমিত্ত হিমালয়স্থ কাত্যায়নাশ্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর স্ব স্ব দেহ হইতে ইঁহাকে সৃজন করেন; মহর্ষি কাত্যায়নই সর্ব্বাগ্রে ইঁহার পূজা করেন; আশ্বিন মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে ইনি উদ্ভূতা ও শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে পূজিতা হন, এবং দশমীতে মহিষাসুরকে বধ করেন]; অর্দ্ধবৃদ্ধা কষায়বস্ত্র পরিহিতা বিধবা। কাত্যায়নিকা = কাত্যায়ন শব্দ + কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্; কাত্যায়নী = কাত্যায়ন শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কাত্যায়নী—কাত্যায়নিকা দেখ।

কাত্যায়নী—(রাণী) ইনি প্রাতঃস্মরণীয় "লালা" বাবুর পত্নী। ইঁহার পুত্রের নাম শ্রীনারায়ণ। শ্রীনারায়ণের দুই পত্নী—তারাসুন্দরী ও করুণাময়ী। উভয় পত্নীর গর্ভেই সন্তান না হওয়ায়, কাত্যায়নীর অনুরোধে দুইটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করা হয়। তারাসুন্দরীর দত্তক পুত্রের নাম প্রতাপচন্দ্র এবং করুণাময়ীর দত্তক পুত্রের নাম ঈশ্বরচন্দ্র। প্রতাপ ও ঈশ্বর সহোদর ভ্রাতা এবং কাত্যায়নীর ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহারা যতদিন প্রাপ্তব্যবহার না হইয়াছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত কাত্যায়নী ইঁহাদের বিষয় পরিদর্শন করিতেন। ইঁহারই সময়ে পাইকপাড়ার রাজবাড়ী ও কাশীপুরের ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। কাত্যায়নী দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধা ছিলেন। অন্নমেরু ও তুলাদান উপলক্ষে ইঁহার পূর্ব্বনিবাসস্থল বেলুড়ে মহাসমারোহ হইয়াছিল। ইনি ধর্ম্মকর্ম্মে ও দানাদিতে অন্যূন ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

কাত্যায়নীব্রত—কাত্যায়নী দেবীর উদ্দেশ্যে কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ; ব্রজধামের গোপবালাগণ হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাসে অরুণোদয়কালে যমুনায় স্নান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পতিকামনায় জলের নিকট বালুকাময়ী কাত্যায়নী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিত; শ্রীকৃষ্ণ ইহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া একদা কামিনীগণ তীরে বসন রাখিয়া অবগাহনার্থ যমুনার জলে অবতরণ করিলে ইহাদিগের বসন লইয়া কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া ইহাদিগের অভীষ্ট ফল প্রদান করিলেন।

কাদম্ব—১। শ্যামপক্ষ কলহংস, বালিহাঁস: বাণ। ণিজন্ত কদ বা কাদি (বিকল করা) + অম্বচ্ ক। ২। কদম্ব বৃক্ষ। কদম্ব শব্দ + ষ্ণ। সং; পু। ৩। কদম্বপুষ্প; কদম্বসমূহ। সং; ক্লী।

কাদম্বর—দধির সর; মদ্যবিশেষ; ইক্ষু গুড়। কাদম্ব দেখ; কাদম্ব শব্দ — রা (গ্রহণ করা) + ড ক। সং; পু।

কাদম্বরী—১। সরস্বতী; কোকিলা; শারিকা; সংস্কৃত উপন্যাসগ্রন্থবিশেষ, ইহাতে মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীকের প্রণয়-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, ইহার কিয়দংশ বাণভট্টের লিখিত, অবশিষ্টাংশ তাঁহার উপযুক্ত পুত্র লিখিয়া সমাপ্ত করেন। (এই অভিধানের দ্বিতীয় ভাগ দেখ)। কাদম্বর শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। কাদম্বর দেখ। ২। গৌড়ী মদিরা। কু (নীল) হইয়াছে অম্বর (বসন) যাহার, কদম্বর (বলরাম), বহু; কদম্বর শব্দ + ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কাদম্বা—শ্যামপক্ষা কলহংসী। কাদম্ব দেখ। কাদম্ব শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কাদম্বিনী—মেঘমালা। কাদম্ব শব্দ + ইন্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কাদাচিৎক—কদাচিদুৎপন্ন। কদাচিৎ শব্দ (কখনও) + কণ ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

কানক—স্বর্ণসম্বন্ধীয়; স্বর্ণনির্ম্মিত। কনক শব্দ (স্বর্ণ) + ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

কানন—১। বন; গৃহ। ণিজন্ত কন + অনট্ র্ম্ম। ২। ব্রহ্মমুখ। 'ক'র (ব্রহ্মার) আনন (মুখ), ৬তৎ। সং; ক্লী।

কাননকান্তার—বন ও দুর্গম পথ, অথবা বনের দুর্গম পথ। দ্বন্দ্ব বা ৬তৎ। সং; পু-ক্লী।

কানন কুসুম—বনফুল। ৬তৎ। [যে সকল রমণী পরমাসুন্দরী ও বিবিধ গুণভূষণে অলঙ্কৃতা হইয়াও লোকলোচনের অগোচর থাকেন, কবিগণ তাঁহাদিগকে কানন-কুসুম বলেন। কারণ তাঁহারা বন-পুষ্পের ন্যায় নগরবাসী জনের নেত্রপথের অতীত থাকেন।

কাননবাসী—(কাননবাসিন্) বনবাসী, যাহারা বনে বাস করে। কানন — বস + ণিন্ ক। বিণ; ত্রি।

কাননকুন্তলা—ভূমিবিশেষের বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়। কানন (উপবন) হইয়াছে কুন্তল যাহার, বহু, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কানীন—অবিবাহিতার সন্তান; ব্যাসদেব; কুন্তীপুত্র কর্ণ। কন্যা শব্দ (অনূঢ়া বালিকা) + ষ্ণীন অপত্যার্থে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কানীনী।

কান্ত—১। কমনীয়; মনোরম; শোভন। কম (কামনা করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। স্বামী; বসন্ত; চন্দ্র। সং; পু। ৩। লৌহ; কুঙ্কুম। কন + ক্ত ক = কন্ত; কন্ত + ষ্ণ। সং; ক্লী।

কান্তায়স, কান্তলৌহ—অয়স্কান্ত মণি। অয়স্ = লৌহ, তদুত্তরে স্বার্থে ষ্ণ আয়স = লৌহ। কান্ত হইয়াছে আয়স (লৌহ) যাহার, বহু। সং; পু। [কেহ কেহ কান্তায়স ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন]।

কান্তবাবু—ইনি কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি নিজে স্বাধীন রাজা ছিলেন না, বা গবর্ণমেণ্ট হইতেও রাজোপাধিতে ভূষিত হন নাই; তবে ইনি স্বকৃত বড় লোক। লোকে যাহাকে "স্বনামা পুরুষো-ধন্যঃ" বলে, ইনি তাহাই। ইঁহার পূর্ণ নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী, জাতিতে তিলী। কাশিমবাজারে ইঁহার সামান্য একখানি মুদির দোকান ছিল, এজন্য লোকে ইঁহাকে "কান্ত মুদি বলিয়া ডাকিত। অদ্যাপি "কান্তবাবু" অপেক্ষা "কান্ত মুদি" বলিলেই লোকে ইঁহাকে অধিক চিনিতে পারে। যে সময়ে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস কাশিমবাজারের কুঠিতে সামান্য কার্য্য করিতেন, সেই সময়ে সিরাজ-উদ্দৌলার সহিত ইংরেজদের বিরোধ হওয়ায় নবাব কাশিমবাজারের সমস্ত ইংরেজের প্রাণবধ করিবার আদেশ দেন। সেই ঘোর সঙ্কটকালে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস কান্ত মুদির দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিলে কান্ত মুদি আপনার

প্রাণের মায়া না করিয়া সাহেবকে একটি নিরাপদ্ স্থানে কয়েক দিবস লুকাইয়া রাখেন, এবং "পান্তা ভাত ও পুঁইশাক চড়্চড়ি" খাওয়াইয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করেন। অতঃপর হেষ্টিংস বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা হইলে কান্তর কপাল ফিরিল। পূর্ব্বকৃত মহোপকার স্মরণ করিয়া হেষ্টিংস কৃষ্ণকান্তকে আপনার দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন পরে হেষ্টিংস সাহেবের অনুগ্রহে কৃষ্ণকান্ত কোম্পানির নিকট গাজিপুর ও আজিমগড় জেলার অন্তর্গত "দুহাবেরার" পরগণা জাইগীর প্রাপ্ত হইলেন। কান্তবাবু কোন উপাধি লইতে অস্বীকার করায় তাঁহার পুত্র লোকনাথ "রাজা বাহাদুর" উপাধি লাভ করিলেন। এই লোকনাথ বর্ত্তমান মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রমাতামহ। লোকনাথের পুত্র হরিনাথ। তাঁহার পুত্র রাজা কৃষ্ণনাথ একবার খুনী মোকদ্দমায় পড়িয়া আদালতে হাজির হইতে হইবে এই অপমানের ভয়ে কলিকাতায় আত্মহত্যা করেন। কৃষ্ণনাথের পত্নী স্বর্ণময়ী অতিশয় দানশীলা ছিলেন; তিনি নানারূপ সৎকার্য্যে অনেক টাকা দান করায় গবর্ণমেণ্ট হইতে মহারাণী উপাধি লাভ করেন। বাং ১১৯৫ সালে কান্তবাবুর মৃত্যু হয়। কান্ত বাবু হেষ্টিংসের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। হেষ্টিংসের কৃপায় কান্তবাবু বিস্তর টাকা ও সম্পত্তি রাখিয়া যান। কান্ত বাবুর মুদির দোকান যেখানে ছিল, কাশিমবাজারের বর্ত্তমান মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সেইখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

কান্তা—ভার্য্যা, পত্নী; স্ত্রীবিশেষ, সুন্দরী স্ত্রী; প্রিয়ঙ্গুলতা। কম+ক্ত র্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্।

কান্তার—১। মহারণ্য, গহন বন; দুর্গম পথ; গর্ত্ত। সংস্কৃত কিম্ শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনে কান্ (কাহাদিগকে); কান্—ণিজন্ত তৃ বা তারি (পার করা)+অন্ ক। অথবা 'ক'র (সুখের) অন্ত কান্ত, ৬তৎ; কান্ত শব্দ—ঋ+অন্ ক। সং; পু ও ক্লী।

কান্তি—কামনা; শোভা; সৌন্দর্য্য; দীপ্তি; দুর্গা। কম (ইচ্ছা করা)+ক্তি ভা। স্ত্রী।

কান্তিক—লৌহবিশেষ, কান্তি লোহা। কান্তি শব্দ—কৈ (শব্দ করা) ড ক। সং; ক্লী।

কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১৮৩৫ খ্রীঃ শ্যামনগরের নিকট রাহুতা নামক গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়া ইনি তৎসময়ে জয়পুরাধিপতি মহারাজ রাম সিংহের অনুরাগ-দৃষ্টিতে পতিত হন এবং উত্তরকালে ঐ জয়পুরের প্রধান মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। ইহাঁর মন্ত্রিত্ব সময়ে জয়পুরের বিবিধ বিষয়ে উন্নতি সাধিত হয়। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ইহাঁকে রাও বাহাদুর ও পরে সি, আই, ই উপাধি দেন, এবং ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দে ফেমিন কমিশনের অন্যতম সভ্যরূপে মনোনীত করেন। ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে ইনি নাগপুরে দেহত্যাগ করেন।

কান্তিদ—১। শোভাদায়ক। কান্তি—দা+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। ঘৃত। সং; পু।

কান্তিদায়ক—শোভাদায়ক। কান্তি—দা+ণক ক। বিণ; ত্রি।

কান্তিভৃৎ—১। চন্দ্র। সং; পু। ২। কান্তিধারী; শোভাশালী। কান্তি শব্দ—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

কান্তিমতী—শোভাশালিনী, সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা। কান্তিমান্ দেখ। বিণ; ত্রি। ২। চন্দ্রকলা; স্বর্বেশ্যাবিশেষ। সং; স্ত্রী।

কান্তিমান্—১। কান্তিযুক্ত, শোভাশালী। কান্তি শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে=কান্তিমৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কান্তিমতী। ২। চন্দ্র। সং; পু।

কান্দর্প—১। কন্দর্পসম্বন্ধীয়। কন্দর্প দেখ; কন্দর্প শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। কন্দর্পতনয়। সং; পু।

কান্যকুব্জ—১। কনৌজ দেশ [কন্যাকুব্জ দেখ]। কন্যাকুব্জ শব্দ+ষ্ণ। সং; পু। ২। কনৌজদেশবাসী কান্যকুব্জ শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

কাপ—কৌতুককারী; কপট; ছল, শঠতা, চাতুরি। দেশজ।

কাপট্য—কপটতা; কুটিলতা; শাঠ্য। কপট দেখ; কপট শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

কাপথ—কুৎসিত পথ। কু (কুৎসিত) যে পথ, কর্ম্মধা। সং; পু ও ক্লী।

কাপালিক—বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ, কপালী; নরকপালধারী তান্ত্রিকবিশেষ, ইহাঁরা সর্ব্বাঙ্গে চিতাভস্ম মাখেন, ললাটে অঙ্গারের দাগ দিয়া থাকেন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান ও হস্তে নরকপাল ধারণ করেন, এবং তাহা দ্বারাই পানভোজনের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ও সর্ব্বদা ঘণ্টাধ্বনি করিয়া 'কালী' এবং 'ভৈরব' এই নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কপাল+ষ্ণিক। সং; পু।

কাপালী—(কাপালিন্)। ১। শিব। সং; পু। ২। ব্রতের নিমিত্ত ব্রহ্মকপাল ধারণকারী। কাপাল শব্দ+ইন্, অস্ত্যর্থে। স্ত্রীলিঙ্গে কাপালিনী।

কাপাস—তুলা। কার্পাস শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন। দেশজ শব্দ।

কাপিল—১। কাপিলমুনি-প্রণীত সাঙ্খ্যশাস্ত্র; সাঙ্খ্যমতাবলম্বী। কপিল শব্দ+ষ্ণ। সং; পু। ২। পিঙ্গলবর্ণ। বিণ; ত্রি।

কাপুরুষ—ভীরু ব্যক্তি; বীর্য্যহীন পুরুষ; অসার ব্যক্তি। কু (কুৎসিত, অধম) যে পুরুষ, কর্ম্মধা। সং; পু। বিশেষ্যে কাপুরুষত্ব, কাপুরুষতা।

কাপুরুষতা, কাপুরুষত্ব—কাপুরুষ দেখ। কাপুরুষ শব্দ+তা, ত্ব ভাবে।

কাম—১। কন্দর্প, মদন। ণিজন্ত কম বা কামি (ইচ্ছা করান)+অন্ ক। সং; পু। ২। রেতঃ, শুক্র। সং; ক্লী। ৩। ইচ্ছা, বাঞ্ছা, অভিলাষ; স্ত্রীপুরুষের সম্ভোগপ্রবৃত্তি। কম (ইচ্ছা করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে কামী, কামুক। (ষড়্‌রিপু ও চতুর্ব্বর্গ দেখ)।

কামকলা—১। কামপত্নী, রতি। ৬তৎ। ২। রতিশাস্ত্র। কাম রূপ কলা (বিদ্যা), রূপক কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কামকাম—ইষ্ট-বস্তু-লিপ্সু। কাম (অভীষ্ট)—কম (ইচ্ছা করা)+ণ্ ক।

কামকার—যথেচ্ছক্রিয়। কাম শব্দ (ইচ্ছা)—কৃ (করা)+ষণ্ ক। বিণ; ত্রি।

কামকেলি—১। লম্পট; উপপতি, জার। কাম হইয়াছে কেলি (ক্রীড়া) যাহার, বহু। ২। সুরতক্রিয়া, রতিক্রীড়া। ৪তৎ। সং; পু।

কামগ—ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র গমনক্ষম। কাম শব্দ (ইচ্ছা)—গম (গমন করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কামগা।

কামগন্ধ—কামের গন্ধ অর্থাৎ লেশ পরিমাণ, অত্যন্ত অল্প কামভাব। ৬তৎ। সং; পু।

কামগন্ধহীন—যাহার বা যাহাতে অত্যল্প মাত্রও কাম নাই। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

কামগা—কামগ দেখ।

কামচর—স্বেচ্ছাবিহারী; ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্রগামী। কাম শব্দ (ইচ্ছা)—চর (গমন করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

কামচার—১। স্বেচ্ছাচার। কাম শব্দ (ইচ্ছা)—চর (চলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। স্বেচ্ছাচারী। কাম শব্দ চর+ষণ্ ক। বিণ; ত্রি।

কামচারিণী—স্বেচ্ছাচারিণী। কামচারী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

কামচারী—স্বেচ্ছাচারী; লম্পটস্বভাব। কাম শব্দ (ইচ্ছা)—চর (চলা)+ণিন্ ক=কামচারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কামচারিণী।

কামজ—কামজাত, কামোৎপন্ন। কাম শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কামজা। [মৃগয়া, পাশক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরীবাদ, স্ত্রী, মদ, নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং বৃথা ভ্রমণ এই দশটী কামজ (কামজ ব্যসন)।

কামজা—কামজ দেখ।

কামজাল—কামোদ্দীপক (মালাচন্দন স্ত্রী প্রভৃতি)। বিণ; ত্রি।

কামজিৎ—কার্ত্তিকেয় (ইনি রূপে কামজয়ী); বুদ্ধ (ইনি কামকে জয় করিয়াছিলেন); মহাদেব (ইনি কামকে ভস্ম করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার জেতা)। কাম—জি+ক্বিপ্ ক।

কামতিথি—মদন ত্রয়োদশী। এই তিথিতে কামদেবের অর্চ্চনা করা হয়।

কামদ—অভীষ্টদাতা; ইষ্টসিদ্ধিদাতা; অভিলষিত-প্রদানকারী। কাম শব্দ—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কামদা।

কামদা—১। অভীষ্টদাত্রী, অভিলষিতদায়িনী। কামদ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। কামধেনু। সং; স্ত্রী।

কামদুঘা—কামধেনু। কাম (ইচ্ছা)—দুহ (দোহন করা)+ক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কামদুহ্—কামধেনু। কাম শব্দ (ইচ্ছা)—দুহ (দোহন করা)+ক্বিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

কামদেব—মদন, কন্দর্প, ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র [কন্দর্প দেখ]। কর্ম্মধা। সং; পু।

কামধর—আসাম প্রদেশান্তর্গত মৎস্যধ্বজ পর্ব্বতস্থ সরোবরবিশেষ। শাস্ত্রে কথিত আছে, এই সরোবরে স্নান করিলে লোকে নিষ্পাপ হইয়া শিবলোকে গমন করে। সং; পু।

কামধেনু—অভীষ্টদায়িনী গবী, সুরভি, দেবগবী [কথিত আছে যে, এই গবীর নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়]। কামদায়িনী যে ধেনু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। কামধেনুর উৎপত্তি বিবরণ এই —দক্ষের সুরভি নামে তনয়া ছিলেন, তিনি গোগণের মাতা, এবং মহাভাগা ও সর্ব্বলোকের উপকারিণী। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে সুরভির গর্ভে একটী কন্যা জন্মেন। তাঁহার নাম রোহিণী, তিনি শুভ্রবর্ণা ও মানবগণের কামদুঘা ছিলেন। অতিশয় তপোবলে উজ্জ্বল শূরসেন হইতে ঐ রোহিণীতে কামধেনুর উৎপত্তি হয়। কামধেনু সর্ব্ব সুলক্ষণসমন্বিতা]।

কামন—কামুক; অভিলাষুক, ইচ্ছুক। ণিজন্ত কম বা কামি+অন ক। বিণ; ত্রি।

কামনা—বাসনা, ইচ্ছা, অভিলাষ। ণিজন্ত কম বা কামি (ইচ্ছা করান)+অনট্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কামনাসিদ্ধি—বাসনাপূরণ, অভীষ্টবিষয়ে সিদ্ধতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

কামপত্নী—রতি, কামদেবের সহধর্ম্মিণী। ৬তৎ।

কামপাল—বলরাম, শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ। কাম শব্দ—ণিজন্ত পা বা পালি+অন্ ক। সং; পু।

কামপীঠ—কূপাদির উপরিভাগে বদ্ধ স্থান, পাড়। ৬তৎ। সং; পু ও ক্লী।

কামপ্রদ—১। অভীষ্টদাতা। কাম শব্দ—প্র—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ ত্রি। ২। পরমেশ্বর; রতিবন্ধবিশেষ, পুরুষের পদদয় স্ত্রীর স্কন্ধে আরোপিত করিয়া সম্ভোগ। সং; পু।

কামমহ—মদনোৎসব, চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব হইয়া থাকে। ৬তৎ। পু।

কামরূপ—১। স্বেচ্ছাক্রমে রূপধারী; সুরূপ, সুন্দর। বহু। বিণ; ত্রি। ২। আসাম বিভাগের একটী জেলা, হিন্দুদিগের পরম পবিত্র তীর্থস্থান। এইখানে সুবিখ্যাত কামাখ্যা দেবীর মন্দির অবস্থিত। প্রসিদ্ধি আছে, দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে শিব সতীর দেহ স্বীয় ত্রিশূলোপরি ঘূর্ণিত করাতে সতীদেহ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া নানা স্থানে পতিত হয়, এবং সেই সেই স্থান এক একটি পীঠস্থল বলিয়া খ্যাত হয়; ইহাও সেইরূপ একটি পীঠস্থান। সং; পু।

কামরূপিণী—কামরূপী দেখ।

কামরূপী—১। স্বেচ্ছাক্রমে রূপধারী; স্বরূপ। কামরূপ+ইন্ অস্ত্যর্থে=কামরূপিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। বিদ্যাধর। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কামরূপিণী।

কামরেখা—বেশ্যা। কামের অর্থাৎ কামক্রীড়ার রেখা অর্থাৎ সমূহ যাহাতে, বহু। সং; স্ত্রী।

কামল—১। বসন্তকাল। কাম শব্দ—লা (দান করা)+ড ক। সং; পু। ২। কামী, কামুক। কাম শব্দ+ল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি

কামলা—রোগবিশেষ, কাঁওল, এই রোগে চক্ষু ও অন্যান্য অবয়ব হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং রোগীও সমস্তই হরিদ্রাবর্ণ দেখে। কাম—লু+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কামবৎ—অভিলাষী; রত্যভিলাষবিশিষ্ট। কাম শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে; বিণ; ত্রি। ক্লীবলিঙ্গে কামবৎ, পুংলিঙ্গে কামবান্, স্ত্রীলিঙ্গে কামবতী।

কামবতী—কামনাযুক্তা; মৈথুনানুরাগবিশিষ্টা। কামবান্ দেখ। বিণ; ত্রি।

কামবান্—কামনাযুক্ত, অভিলাষযুক্ত; মৈথুনানুরাগবিশিষ্ট। কাম শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে—কামবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কামবতী।

কামবৃত্ত—যথেচ্ছাচারী। বহু। বিণ; ত্রি।

কামশক্তি—কামপত্নী, রতি; কামক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষমতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কামশর—কামদেবের বাণ; কামের পঞ্চবাণ যথা;—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন।

কামশাস্ত্র—স্বর্গাদির প্রতিপাদক শাস্ত্র; রতিশাস্ত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কামসখ—কন্দর্পের সখা বসন্তকাল; আম্রবৃক্ষ। কামের সখা, ৬তৎ। সং; পু।

কামসুত—প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধ [কন্দর্প]। কামের সুত, ৬তৎ। সং; পু।

কামাখ্যা—সতীদেবীর যোগিনী পীঠস্থান এবং তদধিষ্ঠাত্রী দেবী [কামরূপ দেখ]। সং; স্ত্রী

কামাতুর—কামার্ত্ত, কামপ্রভাবে অতি কাতর। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

কামায়ুধ—কামদেবের অস্ত্র। অরবিন্দ, অশোক, আম্র, নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কামাত্মা—কামাকুলচিত্ত, কামের নিতান্ত বশ; ফলকামী। বহু। বিণ; পু।

কামানল—কামরূপ অগ্নি, অত্যন্ত প্রবল কামাভিলাষ। রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

কামান্ধ—কাম দ্বারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, কামমুগ্ধ। কাম দ্বারা অন্ধ, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

কামাবশায়িতা—কামাবসায়িতা দেখ। কাম শব্দ—অব—শী (শয়ন করা)+ইন্ ক+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

কামাবসায়িতা—অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ইচ্ছানুসারিত্বরূপ ঐশ্বর্য্য; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ-শক্তি। কাম—অব—সো+ইন্ ক+তা ভাবে। সং; স্ত্রী। [পু।

কামারি—মহেশ্বর [কন্দর্প দেখ]। ৬তৎ। সং;

কামার্ত্ত—কামপীড়িত, নিতান্ত কামাভিলাষী। কাম দ্বারা আর্ত্ত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

কামিত—ঈপ্সিত; প্রার্থিত। ণিজন্ত কম বা কামি (ইচ্ছা করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

কামিনী—অতিশয় কামুকা স্ত্রী; ভীরু স্ত্রী; নারী, রমণী; স্বনামখ্যাত পুষ্প ও পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। কাম+ইন্ (বাহুল্যরূপে) অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে কামী।

কামিনীসুলভ—যাহা সকল স্ত্রীলোকেই দেখা যায়। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

কামী—১। কামবিশিষ্ট, কামুক। কাম শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=কামিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। চক্রবাক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কামিনী।

কামীন—কামুক। কাম+ঈন। বিণ; ত্রি।

কামুক—১। রমণাভিলাষী; অভিলাষী। কম (কামনা করা)+উক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কামুকা, কামুকী। ২। অশোক বৃক্ষ; অতিমুক্তলতা; চটক। সং; পু।

কামুকা—অভিলাষিণী; প্রার্থিনী। কামুক দেখ; কামুক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কামুকী—রমণাভিলাষিণী। কামুক দেখ; কামুক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

কামেশ্বর—পরমেশ্বর। ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কামেশ্বরী। [স্ত্রী।

কামেশ্বরী—কামাখ্যাস্থিতা দেবীবিশেষ। সং;

কামোদক—মৃতব্যক্তির উদ্দেশে স্বেচ্ছাক্রমে প্রদত্ত জল। কাম প্রদত্ত উদক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কাম্পিল্য, কাম্পিল্ল—দেশবিশেষ, পঞ্চাল, (অধুনা রোহিলখণ্ড) প্রদেশের অন্তর্গত, এই স্থানে পূর্ব্বকালে সংস্কৃত বিদ্যার, বিশেষতঃ চিকিৎসাবিদ্যার সবিশেষ চর্চ্চা ছিল। কম্পিলা বা কম্পিল্লা শব্দ (নদীবিশেষ)+ ষ্ণ। সং ; পু।

কাম্বোজ—দেশবিশেষ, কম্বোজ দেশ ; কম্বোজদেশীয় অশ্ব ; যবনজাতিবিশেষ ; পুন্নাগ। পু।

কাম্য—১। ভোগ্য ; অভিলষণীয় ; কমনীয়, সুন্দর ; অভীষ্ট। ণিজন্ত কম বা কামি (ইচ্ছা করান)+য র্ম্ম। ২। অভীষ্ট কর্ম্ম। সং ; ক্লী।

কাম্যকবন—অরণ্যবিশেষ, ইহা সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল, এইখানে পাণ্ডবেরা অনেক দিন বাস করেন। সং ; ক্লী।

কাম্যকূপ—অভীষ্টপূরক কূপ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

কাম্যমান—প্রার্থ্যমান, যাহার কামনা বা প্রার্থনা করা যাইতেছে এরূপ। ণিজন্ত কম বা কামি+শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

কায়—১। দেহ, শরীর ; সমূহ ; লক্ষ্য ; স্বভাব ; গৃহ। চি (চয়ন করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। প্রজাপতি দেবতা কচরু-বিবাহাদি। ক শব্দ (ব্রহ্মা)+ষ্ণ। সং ; পু। ৩। করতলস্থ কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশ, মনুষ্যতীর্থ। সং ; ক্লী

কায়ক্লেশ—শরীরের কষ্ট, উপবাসাদি কার্য্য। ৬তৎ। সং ; পু।

কায়ক্লেশে—উপবাস বা একাহার করিয়া, অতিকষ্টে। ক্রি-বিণ।

কায়মন—শরীর ও মন। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

কায়মনোবাক্যে—শরীর, অন্তঃকরণ ও বচন দ্বারা অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে। সং ; ক্লী।

কায়স্থ—১। জীবাত্মা। কায় (শরীর)—স্থা+ড ক। সং ; পু। ২। জাতিবিশেষ।

কায়িক—শারীরিক, দৈহিক। কায় শব্দ (শরীর)+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

কায়িকা—ধনের বৃদ্ধিবিশেষ। কায়িক শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কার—১। কার্য্য। কৃ (করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। করণ। কৃ+ঘঞ্ ভা। ৩। বধ ; ধ্বংস। কৄ (হিংসা করা)+ঘঞ্ ভা। ৪। যতি ; হিমালয়। কৄ+ঘঞ্ ক। (কোনও কর্ম্মপদের পরবর্ত্তী হইলে তাহার) কর্ত্তা। কৃ (করা) +ষণ্ ক। সং ; পু।

কারক—কর্ম্মকর্ত্তা। কৃ (করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কারিকা। [ক্রিয়ার সহিত কোন পদের অন্বয়কে কারক বলে। কারক ছয় প্রকার। যথা—কর্ত্তৃকারক, কর্ম্মকারক, করণকারক, সম্প্রদানকারক, অপাদানকারক ও অধিকরণকারক। ১। যে হয় বা করে, তাহাকে কর্ত্তা বলে। ২। কর্ত্তার কার্য্য দ্বারা যাহা সম্পাদিত হয়, তাহাকে কর্ম্ম বলে। ৩। কর্ত্তা যে সকল উপায়ে কার্য্য সম্পাদন করেন, তৎসমুদায়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বা প্রধানতম উপায়কে করণ বলে। ৪। যাহাকে দান করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাকে অর্থাৎ দানের উদ্দেশ্য বা পাত্রকে সম্প্রদান বলে। ৫। যাহা হইতে চলন, ভয়, ত্রাণ, জুগুপ্সা, পরাজয়, প্রমাদ, আদান, উৎপত্তি, বিরাম, অন্তর্দ্ধান ও নিবারণ বুঝায়, তাহাকে অপাদান বলে। অপাদানে ৫মী বিভক্তি হয়। ৬। পরম্পরা সম্বন্ধে ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে।

কারণ—১। হেতু, মূল ; সাধন। ণিজন্ত কৃ বা কারি (করান)+অনট্ ভা। ২। ইন্দ্রিয় ; দেহ। করণ শব্দ (ইন্দ্রিয়)+ষ্ণ। ৩। বধ। কৄ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

কারণজল—ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূলস্বরূপ জল। ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে গর্ভোদক নামক জলের সৃষ্টি করেন, পরে তাহা হইতে অণ্ড উত্থিত হয়, এবং চরাচর সমস্তই সৃষ্ট হয় ; এই জন্যই ঐ জলকে কারণজল বলে। কারণ রূপ যে জল, রূপক কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কারণজাত—১। কারণসমূহ। সং ; ক্লী। ২। কারণোৎপন্ন। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

কারণমালা—অলঙ্কারবিশেষ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থ যদি পর পর পদার্থের কারণরূপে বর্ণিত হয়, তবে তথায় কারণমালা অলঙ্কার হয়। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

কারণশরীর—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণভেদে শরীর ত্রিবিধ, তন্মধ্যে তৃতীয় প্রকার শরীর। সং ; ক্লী।

কারণা—তীব্র যাতনা। ণিজন্ত কৄ বা কারি (হিংসা করান)+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কারণিক—কারণসম্বন্ধীয় ; পরীক্ষক। কারণ+ ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

কারণীভূত—হেতুভূত। পূর্ব্বে যে কারণ ছিল না, এক্ষণে সে কারণ হইয়াছে। কারণ শব্দ চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে—ভূ+ক্ত ক। বিণ।

কারণোত্তর—প্রত্যবস্কন্দন, অভিযোগের বিষয় প্রথমে সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া পরে প্রতিকূল হেতু প্রদর্শনপূর্ব্বক তদুত্তর দান। ইহা তিন প্রকার যথা—বলবৎ, তুল্যবল ও দুর্ব্বল। ক্রমে উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ১। বাদী প্রতিবাদীকে বলিল যে, "তুমি আমার নিকট হইতে একশত মুদ্রা লইয়াছ।" প্রতিবাদী বলিল, "আমি তোমার নিকট একশত মুদ্রা লইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহা পরিশোধ করিয়াছি"। ২। "আমার এই ভূমি বরাবর দখলে আছে", বাদীর এই কথায় প্রতিবাদী বলিল যে, "আমার এই ভূমি বরাবর দখলে আছে"। এইটী সমবল। ৩। বাদীর ২য় প্রকারের উক্তিতে প্রতিবাদী বলিল, "এই ভূমি আমার, কেননা আমি ইহা দশ বৎসর ভোগ করিতেছি"। এইটি দুর্ব্বল কারণোত্তর। ব্যবহার তত্ত্বে এই সকল বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

কারণ্ডব—হংসবিশেষ। করণ্ড শব্দ+ষ্ণ= কারণ্ড ; কারণ্ড শব্দ (জল)—বা (গমন করা)+ড ক। সং ; পু ও স্ত্রী।

কারয়িতা—যে অন্যকে কোন কর্ম্ম করায় এরূপ। ণিজন্ত কৃ বা কারি (করান)+ তৃন্ ক= কারয়িতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কারয়িত্রী।

কারা—১। কারাগার ; জেলখানা। ২। দূতী ; সুবর্ণকারিকা। ণিজন্ত কৃ বা কারি (করান) +অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কারাগার—বন্ধনালয়, গারদঘর, জেলখানা। কারা দেখ ; কারা রূপ আগার, রূপক কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। কারা+আগার।

কারাপথ—দেশবিশেষ, এইখানে রামানুজ লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু রাজত্ব করিতেন। সং ; পু।

কারাবাস—১। কারাবরোধ, কারাগারে অবরুদ্ধ থাকা। ৭তৎ। ২। কারাগার। রূপক কর্ম্মধা। সং ; পু।

কারাবাসী—(কারাবাসিন্)। কারাগারে স্থিত। কারা (বন্ধনালয়) বস+ণিন্ ক =কারাবাসিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি।

কারি—১। শিল্পী। কৃ+ণি ক। বিণ ; ত্রি। ২। কার্য্য ; শিল্প। কৃ (করা)+ণি র্ম্ম। সং ; স্ত্রী।

কারিকর—শিল্পকর্ম্মকারক। সং ; পু।

কারিকা—১। যত্ন ; যাতনা ; মর্য্যাদা। ব্য। ২। কর্ম্মকর্ত্রী ; শ্লোকময় বৃত্তিবিশেষ, স্বল্পাক্ষর বৃত্তি দ্বারা বহ্বর্থপ্রকাশক কবিতা ; নটী ; শিল্পকর্ম্ম। কৃ (করা)+ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কারিত—যাহা করান হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত কৃ বা কারি (করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

কারীরী—যাগবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

কারীষ—করীষসমূহ, ঘুঁটের রাশ। সং ; ক্লী।

কারু—১। কর্ত্তা ; নির্ম্মাতা ; শিল্পকর। কৃ (করা)+উণ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। বিশ্বকর্ম্মা। সং ; পু।

কারুকার্য্য—শিল্পকর্ম্ম। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কারুকার্য্যবিশিষ্ট—যাহাতে আশ্চর্য্য শিল্পকার্য্য

দৃষ্ট হয়। কারুর (শিল্পীর) কার্য্য, তদ্দারা বিশিষ্ট, ৬তৎ ও ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।
কারুক্রিয়া—শিল্পীর কাজ, শিল্পকার্য্য। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
কারুজ—শিল্পজাত বস্তু ; চিত্র ; করভ ; গাত্রস্থ-তিলাদি চিহ্ন। কারু শব্দ (শিল্পকর)–জন (জন্মা)+ড ক। সং ; পু।
কারুণিক—করুণাময়, দয়ালু। করুণা+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। [সং ; ক্লী।
কারুণ্য—করুণা, দয়া। করুণ+ষ্য ভাবে।
কারুণ্যপরিপূর্ণ—অত্যন্ত দয়ালু। ৩তৎ। বিণ।
কারুণ্যপ্রফুল্ল—কারুণ্যহেতু প্রফুল্লতাযুক্ত, অপরের দয়া দর্শনে আনন্দপ্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ।
কার্কশ্য—কাঠিন্য ; কঠোরতা ; নির্দ্দয়তা। কর্কশ+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।
কার্ত্তবীর্য্য—ইনি সাধারণতঃ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামে খ্যাত [অর্জ্জুন দেখ]। কৃতবীর্য্য শব্দ +ষ্ণ অপত্যার্থে। সং ; পু।
কার্ত্তস্বর—স্বর্ণ। কৃতস্বর শব্দ (স্বর্ণখনিবিশেষ) +ষ্ণ। সং ; ক্লী।
কার্ত্তান্তিক—দৈবজ্ঞ, গণক। কৃতান্ত শব্দ (দৈব)+ষ্ণিক। সং ; পু।
কার্ত্তিক—১। পার্ব্বতীতনয় ষড়ানন। কৃত্তিকা শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে ; কথিত আছে যে, ষড়ানন কৃত্তিকা কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিলেন। ২। বাঙ্গালা বৎসরের সপ্তম মাস, এই মাসের পুর্ণিমা কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত ; ইহা অতি পবিত্র মাস, এই মাসে হিন্দুরা আকাশে দীপ দিয়া থাকেন ; এই মাসে প্রত্যহ প্রত্যূষে গঙ্গা-স্নান, বিষ্ণু ও তুলসীর অর্চ্চনা, এবং হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিলে বিশেষ পুণ্যলাভ হয়। কার্ত্তিকী শব্দ (কৃত্তিকাযুক্ত পুর্ণিমা) +ষ্ণ। সং ; পু। [ষ্ণিক। সং ; পু।
কার্ত্তিকিক—কার্ত্তিক মাস। কৃত্তিকা শব্দ+
কার্ত্তিকী—কৃত্তিকাযুক্ত পুর্ণিমা, কার্ত্তিক মাসের পুর্ণিমা। কৃত্তিকা শব্দ+ষ্ণ যুক্তার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।
কার্ত্তিকেয়—কার্ত্তিক, ষড়ানন। কৃত্তিকা শব্দ+ ষ্ণেয় অপত্যার্থে ; কার্ত্তিক দেখ। সং ; পু।
কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় (দেওয়ান)—প্রসিদ্ধ 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' প্রণেতা। ১২২৭ সালের কার্ত্তিক মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উমাকান্ত রায়। ইঁহাদের বংশ কৃষ্ণনগর রাজসংসারের দেওয়ান চক্রবর্ত্তী বলিয়া বিখ্যাত। পঞ্চম বৎসর বয়সে পিতার নিকট ইঁহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে অষ্টম বর্ষ বয়সে পার্শী শিখিতে আরম্ভ করিয়া ইনি তাহাতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, এবং কৃষ্ণনগর জজ আদালতে রিটর্ণ নবিশের সেরেস্তায় কাজ শিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে গবর্ণমেন্টের আদেশে আদালত হইতে পার্শীভাষা উঠিয়া যায় এবং ইংরাজী ভাষার প্রচলন হয়। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র অতঃপর ইংরাজী শিক্ষা করেন। প্রথমে ইনি ডাক্তারী পড়িবার জন্য কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন, কিন্তু নানা কারণে তাহা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে খাস সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। পরে ইনি এই রাজ-ষ্টেটের দেওয়ানী লাভ করেন, এবং তিনশত টাকা পর্য্যন্ত বেতন পান। ইনি রাজষ্টেটের উন্নতি এবং রাজপরিবারের মঙ্গল জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেন। ইনি "ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত নামক এক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিহাস সবিস্তারে লিখিত আছে। তদ্ব্যতীত ইনি "গীতমঞ্জরী" এবং আত্মজীবন-চরিত প্রণয়ন করেন। সঙ্গীতবিদ্যাতেও ইঁহার পারদর্শিতা ছিল। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে ২রা অক্টোবর তারিখে ইনি দেহত্যাগ করেন। সুবিখ্যাত নাটক-কার ও হাস্যরসাত্মক গীতরচয়িতা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইঁহার অন্যতম পুত্র।
কার্ৎস্ন্য—সম্পূর্ণতা ; সাকল্য। কৃৎস্ন শব্দ (সম্পূর্ণ, সকল)+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।
কার্পট—জতু, লাক্ষা, লা ; কর্ম্মপ্রার্থী, উমেদার। কর্পট শব্দ+ষ্ণ। সং ; পু।
কার্পটিক—জীর্ণবস্ত্রধারী ; কর্ম্মপ্রার্থী, উমেদার। কর্পট শব্দ (জীর্ণবস্ত্র)+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।
কার্পণ্য—কৃপণতা, ব্যয়কুণ্ঠতা ; দৈন্য। কৃপণ+ ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।
কার্পাস—১। কাপাস তুলা। কর্পাস দেখ ; কর্পাস শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং ; ক্লী। ২। কার্পাসজাত, কার্পাসনির্ম্মিত। কার্পাস শব্দ +ষ্ণ বিকারার্থে। বিণ ; ত্রি।
কার্পাসধেনু—মহাদানবিশেষ, কার্পাসসূত্র নির্ম্মিত ধেন্বাকার পদার্থ। ইহা দান করিলে ইন্দ্র-লোক লাভ হয়।
কার্পাসী—কাপাস তুলা। কর্পাস দেখ ; কার্পাস শব্দ+ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।
কার্ম্ম—কর্ম্মশীল, পরিশ্রমী (Busy)। কর্ম্মন্ শব্দ (কর্ম্ম)+ষ্ণ শীলার্থে। বিণ ; ত্রি।
কার্ম্মণ—১। কর্ম্মদক্ষ। কর্ম্মন্ শব্দ+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। ২। মূলকর্ম্ম, মন্ত্রতন্ত্রপ্রয়োগে বশীকরণাদি, যাদু করা ; বশীকরণাদি সাধন মণি ঔষধাদি। সং ; ক্লী।
কার্ম্মার—কর্ম্মকার, কামার। কর্ম্মার শব্দ+ষ্ণ সং ; পু।
কার্ম্মিক—নির্ম্মিত ; বিচিত্র (বস্ত্রাদি)। কর্ম্মন্ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।
কার্ম্মুক—১। কর্ম্মক্ষম। বিণ ; ত্রি। ২। ধনুক। কর্ম্মন্ শব্দ+উকঞ্। সং ; ক্লী। ৩। বাঁশ। সং ; পু।
কার্য্য—১। হেতু ; ফল ; কর্ম্ম ; প্রয়োজন। কৃ+ঘ্যণ্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।
কার্য্যকর—কার্য্যনির্ব্বাহক ; ফলোপধায়ক। কার্য্য শব্দ (কর্ম্ম)–কৃ (করা)+ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কার্য্যকরী। বিশেষ্যে কার্য্যকরতা, কার্য্যকরত্ব।
কার্য্যকরতা, কার্য্যকরত্ব—কার্য্যকর দেখ।
কার্য্যকরী—কার্য্যকর দেখ।
কার্য্যকলাপ—কর্ম্মসমূহ। ৬তৎ। সং ; পু।
কার্য্যকারণ—১। ক্রিয়া ও তদ্ধেতু। দ্বন্দ্ব। ২। ক্রিয়ার হেতু। ৬তৎ। সং ; ক্লী।
কার্য্যকারণভাব—কোনও দুইটী পদার্থের মধ্যে একটী কার্য্য ও অপরটী কারণ হইলে উহাদের সম্বন্ধকে কার্য্যকারণভাব বলে। কার্য্য ও কারণ, দ্বন্দ্ব, তাহাদের ভাব, ৬তৎ। সং ; পু।
কার্য্যকাল—কর্ম্মের সময়। ৬তৎ। সং ; পু।
কার্য্যকুশল—কর্ম্মদক্ষ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে কার্য্যকুশলতা।
কার্য্যকুশলতা—কার্য্যকুশল দেখ।
কার্য্যক্ষম—কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ, কর্ম্মক্ষম। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।
কার্য্যক্ষমতা—কার্য্যক্ষম দেখ।
কার্য্যক্ষেত্র—কর্ম্মভূমি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।
কার্য্যচিন্তক—কর্ম্মের ভাবনাকারক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।
কার্য্যতৎপরতা—কর্ম্মনৈপুণ্য, ক্ষিপ্রকারিতা। কার্য্যে তৎপর, ৭তৎ, তদুত্তরে ভাবে তা। সং ; স্ত্রী। [ক্লী।
কার্য্যদর্শন—কর্ম্মের তত্ত্বাবধান। ৬তৎ। সং ;
কার্য্যদর্শিতা—কার্য্যদর্শী দেখ।
কার্য্যদর্শিনী—কার্য্যদর্শী দেখ।
কার্য্যদর্শী—দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্যকারী ; তত্ত্বাবধায়ক। কার্য্য দেখেন যিনি, উপ। কার্য্য (কর্ম্ম)–দৃশ (দেখা) +ণিন্ ক=কার্য্যদর্শিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কার্য্যদর্শিনী। বিশেষ্যে কার্য্যদর্শিতা।
কার্য্যনির্ব্বাহক—কর্ম্মনির্ব্বাহকারী, কার্য্যসম্পাদক। কার্য্য শব্দ (কর্ম্ম)–নির্–বহ (বহন করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কার্য্যনির্ব্বাহিকা।
কার্য্যনির্ব্বাহিকা—কার্য্যনির্ব্বাহক দেখ।
কার্য্যনিষ্পত্তি—কার্য্যসমাধা, কাজ শেষ হইয়া যাওয়া। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
কার্য্যপরম্পরা—পরে পরে সাধিত কার্য্যসমূহ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
কার্য্যপ্রণালী—কর্ম্মের রীতি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
কার্য্যবশ—১। কার্য্যের বশীভূত, কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য আবদ্ধ। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। কার্য্যের অনুরোধ। সং ; পু।

কার্য্যবশতঃ—কার্য্যহেতু, কার্য্যের অনুরোধে, কার্য্যের জন্য। কার্য্যবশ শব্দ+তস্ হেত্বর্থক ৫মী স্থানে। ব্য।
কার্য্যসমাধা, কার্য্যসমাধান—কর্ম্মসমাধান, কর্ম্মনিষ্পত্তি। ৬তৎ। সং।
কার্য্যসম্পাদন—কর্ম্মনির্ব্বাহ। ৬তৎ। সং; ক্লী।
কার্য্যসাধন—কর্ম্মনির্ব্বাহ। ৬তৎ। সং; ক্লী।
কার্য্যসাধ্য—কর্ম্ম দ্বারা নিষ্পাদ্য। ৩তৎ। বিণ।
কার্য্যসিদ্ধি—কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিষ্পত্তি; অভীষ্ট-সিদ্ধি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
কার্য্যাকার্য্য—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য; ভালমন্দ কাজ। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।
কার্য্যানুরোধ—কার্য্যের অবশ্যকর্ত্তব্যতা জন্য বন্ধন। ৬তৎ। সং; পু। [সং; পু।
কার্য্যোদ্ধার—সম্পূর্ণরূপে কার্য্যসিদ্ধি। ৬তৎ।
কার্শ্য—কৃশতা, ক্ষীণতা। কৃশ শব্দ (ক্ষীণ)+ ষ্ণ্য ভাবে। সং; স্ত্রী।
কার্ষাপণ—১৬ পণ, ১ কাহন। কর্ষ শব্দ (তোলা)+ষ্ণ ইদমর্থে=কার্ষ; কার্ষ হইয়াছে আপন (ব্যবহার) যাহার, বহু। ক্লী।
কার্ষিক—তোলাপরিমাণ; এক বুড়ি, ৫ গণ্ডা। কর্ষ শব্দ (তোলা)+ষ্ণিক স্বার্থে। পু।
কার্ষ্ণ—১। কৃষ্ণসম্বন্ধীয়, কৃষ্ণদ্বৈপায়নসম্বন্ধীয়; কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। কৃষ্ণসার মৃগ, মৃগী। সং; পু ও স্ত্রী।
কার্ষ্ণি—কৃষ্ণপুত্র; কামদেব; ব্যাসপুত্র শুকদেব। কৃষ্ণ শব্দ+ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।
কাল—১। কৃষ্ণবর্ণ। সং; পু। ২। সময়; অবসর; শিব; যম; শনি; মৃত্যু। কাল (কালোপদেশ করা)+অন্ ক। ৩। লৌহ। সং; ক্লী। ৪। কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। বিণ।
কালক—১। যকৃৎ। সং; ক্লী। ২। ঢোড়াসাপ; জড়ুল। কল (গণনা করা, ইত্যাদি)+ণক ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কালিকা। ২। কৃষ্ণবর্ণযুক্ত। কাল শব্দ (কৃষ্ণবর্ণ)+কণ যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।
কালকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ, শিব; ময়ূর; খঞ্জন; দাত্যূহপক্ষী; চটকপক্ষী। কাল (কৃষ্ণবর্ণ) হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। সং; পু।
কালকূট—তীব্রবিষবিশেষ। কালের (যমের) কূট (নাশক), ৬তৎ। সং; পু ও ক্লী।
কালকৃত—১। সময়ে কৃত, যথাসময়ে সম্পাদিত। কাল কর্তৃক কৃত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। ২। সূর্য্য। কাল কৃত হয় যৎকর্তৃক, বহু। ৩। রোগবিশেষ। কাল কৃত অর্থাৎ আহুত হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং; পু।
কালকেতু—ব্যাধবিশেষ, ইন্দ্রতনয় নীলাম্বর শিবের শাপে ভূলোকে ধর্ম্মকেতু নামক ব্যাধের ঔরসে নররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারই নাম কালকেতু।
কালকেয়—দানবগণবিশেষ, কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী কালার গর্ভে ইহাদের জন্ম। কালা ব্রহ্মার নিকট বর পান যে, তাঁহার সন্তানগণ দেবতা, রাক্ষস ও পন্নগের অবধ্য হইবে। ইহারা হিরণ্যপুরে বাস করিত, এবং ব্রহ্মার বরে অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বর্গে বাসকালে নর অর্জ্জুন ইহাদের বধ করেন।
কালক্রমে—সময়ের গতিতে, কিছুকাল গত হইলে। ক্রি-বিণ। [কাটান। ৬তৎ। সং।
কালক্ষেপ, কালক্ষেপণ—কালাত্যয়, কাল
কালখণ্ড—যকৃৎ। কাল (কৃষ্ণবর্ণ) যে খণ্ড, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
কালগ্রন্থি—বৎসর। ৬তৎ। সং; পু।
কালগ্রাস—মৃত্যু। ৬তৎ। সং; পু।
কালচক্র—চক্রবৎ ভ্রাম্যমাণ কাল। দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ এই তিনটি কাল চক্রের নাভি, সংবৎসরাদি পক্ষ উহার অর (শলাকা), এবং ছয় ঋতু উহার নেমি বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [ত্রি।
কালচিন্তক—জ্যোতিঃশাস্ত্রবেত্তা। ৬তৎ। বিণ;
কালচিহ্ন—মৃত্যুর লক্ষণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।
কালজ্ঞ—১। দৈবজ্ঞ; কুক্কুট। কাল শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড ক। সং; পু। ২। কালবিৎ; অবসরজ্ঞ। বিণ; ত্রি।
কালজ্ঞান—১। জ্যোতিষশাস্ত্র। কালের জ্ঞান হয় যাহা হইতে, বহু। ২। সময়ের বোধ। ৬তৎ। সং; ক্লী।
কালঞ্জর—মৃত্যুঞ্জয়, শিব; পর্ব্বতবিশেষ; যোগিচক্র; দেশবিশেষ, কলিঞ্জর। কাল শব্দ—জৃ+খ ক। সং; পু। [কাল। সং; ক্লী।
কালত্রয়—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন
কালত্রয়দর্শী—ত্রিকালদ্রষ্টা। কালত্রয়—দৃশ+ণিন্ ক=কালত্রয়দর্শিন্, ১মার ১বচন। স্ত্রীলিঙ্গে কালত্রয়দর্শিনী।
কালত্রয়বেদী—ত্রিকালজ্ঞ। কালত্রয়—বিদ+ণিন্ ক=কালত্রয়বেদিন্, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি।
কালধর্ম্ম—কালের ধর্ম্ম, সময়ের স্বভাব অর্থাৎ যে সময়ে যাহা হওয়া প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম; মৃত্যু। ৬তৎ। সং; পু।
কালনা—১। চালনা। ণিজন্ত কল (প্রেরণ করা)+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। ২। বাঙ্গালা প্রদেশান্তর্গত বর্দ্ধমান জেলার একটী মহকুমা, ভাগীরথী গঙ্গার তীরে অবস্থিত। এই স্থানে বর্দ্ধমানের মহারাজগণের সমাজবাড়ী (সমাধি) এবং তাঁহাদের অনেক দেবকীর্ত্তি আছে। ঐ সকল দেবালয়ে নিত্য ভোগ ও অতিথিসেবা হইয়া থাকে।
কালনাগিনী—অসংস্কৃত পদ। স্ত্রী-জাতীয়া কেউটা সাপ। সং; স্ত্রী।
কালনিয়োগ—কালকৃত নিয়োগ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।
কালনিয়োজিত—কাল কর্তৃক কার্য্যবিশেষে প্রেরিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
কালনেমি—১। জনৈক রাক্ষস, লঙ্কেশ্বর রাবণের মাতুল। রামানুজ লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে হতচেতন হইয়া পড়িলে, মহাবীর হনুমান্ যৎকালে গন্ধমাদন পর্ব্বতে ঔষধ আনিতে গমন করেন, সেই সময়ে কালনেমি রাবণের আদেশে ও লঙ্কার অর্দ্ধেক রাজত্ব প্রাপ্তির প্রলোভনে পড়িয়া গন্ধমাদনে যাইয়া হনুমানকে ভুলাইবার চেষ্টা করে এবং অবশেষে তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়।
২। জনৈক দৈত্য, হিরণ্যকশিপুর পুত্র। এই দানব দেবগণকে পরাভূত করে এবং আপনার দেহ চারি অংশে বিভক্ত করিয়া একাই সকল দেবতার কার্য্য নির্ব্বাহ করে। পরিশেষে নারায়ণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। উত্তরকালে এই দানবই কংসরূপে জন্মগ্রহণ করে। কালের নেমিস্বরূপ, উপমিত। সং; পু।
কালপুরুষ—১। পুরুষাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জ। কাল (কালচক্র) পুরুষবৎ, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।
২। যমরাজের অনুচরবিশেষ। কথিত আছে যে, দেবাদেশে ইনি অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সহিত নির্জ্জনে কথোপকথনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র তাহাতে প্রস্তুত হইলে, ইনি রামকে পূর্ব্বাহ্ণেই অঙ্গীকারাবদ্ধ করিয়া লন যে, তাঁহাদের কথোপকথনকালে যে কেহ তথায় উপস্থিত হইবে, তাহাকেই বর্জ্জন করিতে হইবে। দুইজনে নিভৃতে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে উগ্রস্বভাব মহাতপা দুর্ব্বাসার আজ্ঞাক্রমে লক্ষ্মণ তথায় উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে রামচন্দ্র শোকসন্তপ্তহৃদয়ে লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।
কালপূর্ণ—১। আসন্নমৃত্যু, যাহার মৃত্যুসন্নিহিত। কাল অর্থাৎ জীবিত কাল পূর্ণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। কালের পূর্ণতা, জীবিত কালাবসান। সং; ক্লী।
কালপৃষ্ঠ—১। কর্ণের ধনুক। সং; ক্লী। ২। কঙ্ক পক্ষী; মৃগবিশেষ। কাল (কৃষ্ণবর্ণ) হইয়াছে পৃষ্ঠ যাহার, বহু। সং; পু।
কালপ্রবাহ—সময়ের স্রোতঃ, কালরূপ প্রবাহ, অবিচ্ছিন্নভাবে কালের গতি। সং; পু।
কালফণী—কৃষ্ণসর্প, কেউটা সাপ। সং; পু।
কালভুজঙ্গিনী—(অসংস্কৃত পদ)। কালসর্প। সং; স্ত্রী।

কালভৈরব—শিবাংশজাত ভৈরববিশেষ। কথিত আছে যে, কাশীশ্বর দেবাদিদেব মহাদেব একদা আপনার অংশ হইতে কালভৈরবের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার প্রতি কাশীধাম রক্ষার ভারার্পণ করিয়া বলেন, 'বৎস! যে দুষ্কৃতকারী এই স্থানে সমাগত হইবে, তুমি তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিবে'। পূর্ব্বে ব্রহ্মার পঞ্চমুণ্ড ছিল। তিনি স্বীয় কন্যাভিগমন পাপে লিপ্ত হইয়া শিবতত্ত্ব-জ্ঞান-লাভার্থ কাশীধামে সমাগত হইলে কালভৈরব মহাদেবের নির্দেশানুসারে আপনার বাম করের নখাগ্র দ্বারা ব্রহ্মার এক মুখ ছেদন করেন। তদবধি ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ হইলেন, এবং যে স্থানে তাঁহার সেই মুণ্ড পতিত হইয়াছিল, তাহা কপালমোচনতীর্থ নামে খ্যাত হইল। কাল রূপ যে ভৈরব, রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

কালমান—১। কালের (সময়ের) মান (পরিমাণ)। সং; ক্লী। ২। কৃষ্ণতুলসী। সং; পু।

কালমাহাত্ম্য—কালের (সময়ের) প্রাধান্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কালযবন—মহাবল যবনরাজবিশেষ। শূলপাণির নিয়োগে গার্গ্যভার্য্যাতে ইঁহার জন্ম। অপুত্রক যবনরাজকর্ত্তৃক ইনি প্রতিপালিত হন। শূলপাণির বর ছিল যে, ইনি যাদবগণের অবধ্য হইবেন। প্রতিপালক যবনরাজের মৃত্যু হইলে কালযবন তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ক্রমে ইনি একজন মহাপরাক্রমশালী রাজা হইয়া উঠেন। মগধরাজ জরাসন্ধ ইঁহাকে যাদবদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলে ইনি মথুরায় গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে, যাদবগণ কালযবনকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। সেই হেতু তিনি যাদবদিগকে মথুরা ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় যাইতে পরামর্শ দিলেন। যাদবগণ তাহাই করিলে কৃষ্ণ একাকী মথুরায় আসিয়া কালযবনের সম্মুখীন হইলেন। কালযবন তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইলে, কৃষ্ণ অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া কৌশলে ইঁহাকে মুচুকুন্দ রাজার পর্ব্বত-গহ্বরে লইয়া গেলেন। তথায় কালযবন বীরদর্পে রাজাকে পদাঘাত করিলে, তিনি ইন্দ্রের বরে জাগরিত হইয়া কোপদৃষ্টিতে ইঁহাকে ভস্মীভূত করেন। রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

কালযাপন—সময়ক্ষেপণ, সময়াতিবাহন, সময় কাটান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কালরাত্রি—সংহাররাত্রি; কল্পান্ত রাত্রি; ভগবতীর শক্তিবিশেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কালবেলা—জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে অশুভ সময়-বিশেষ। কালের (শনির) বেলা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [রবিবারে দিবায় পঞ্চম যামার্দ্ধ এবং রাত্রিতে ষষ্ঠ যামার্দ্ধ কালবেলা, উহা কর্ম্মের অযোগ্য সময়। এইরূপ সোমবারে দিনের দ্বিতীয় ও রাত্রির চতুর্থ যামার্দ্ধ, মঙ্গলবারে দিনের ৬ষ্ঠ যামার্দ্ধ ও রাত্রির ২য় যামার্দ্ধ, বুধবারে দিনের ৩য় ও রাত্রির ৭ম যামার্দ্ধ, বৃহস্পতিবারে দিনের ৫ম ও রাত্রির ৭ম যামার্দ্ধ, শুক্রবারে দিনের ৪র্থ যামার্দ্ধ, এবং রাত্রির ৩য় যামার্দ্ধ, শনিবারে দিনের ও রাত্রির ১ম ও ৮ম যামার্দ্ধ কালবেলা]।

কাল বৈশাখী—এদেশে চৈত্র ও বৈশাখ মাসের অপরাহ্নে বা সন্ধ্যার সময় যে ঝড়বৃষ্টি হয়, তাহাকেই লোকে কালবৈশাখী বলে। উহা প্রায়ই বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ হয়, কখন কখন উত্তরদিক্ হইতেও আরম্ভ হইয়া থাকে। উহা অল্পকালস্থায়ী এবং অল্পদূর-ব্যাপী। পরন্তু সময়ে সময়ে উহার শক্তিতে বৃক্ষাদি উৎপাটিত ও গৃহাদি ভূমিসাৎ হয়। তৎকালে ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ু উত্তপ্ত, কিন্তু ৪।৫ সহস্র ফুট ঊর্দ্ধস্থ বায়ু শীতল। এই দুই বায়ুর সংঘাতে ঝড় উৎপন্ন হয়। দেশজ।

কালশশী—কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও যে চন্দ্রের ন্যায় আনন্দদায়ক। কাল=কৃষ্ণবর্ণ। শশী=চন্দ্র। ইহা বিশেষ্য ও বিশেষণ এই উভয়রূপেই প্রযুক্ত হয়।

কালশুদ্ধি—শুদ্ধ সময়। কালের (সময়ের) শুদ্ধি, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কালসমুদ্র—সময়রূপ সাগর, সাগরবৎ অমেয় সময়। উপমিত। সং; পু। [সং; পু।

কালসর্প—কৃষ্ণসর্প, কেউটে সাপ। কর্ম্মধা।

কালসার—কৃষ্ণসার মৃগ। কাল (কৃষ্ণবর্ণ) হইয়াছে সার (শ্রেষ্ঠাংশ) যাহার, বহু। সং; পু।

কালস্কন্ধ—তমালবৃক্ষ। বহু। সং; পু।

কালস্রোতঃ—কালপ্রবাহ, নিরন্তর গমনশীল কাল। কালের স্রোতঃ বা কাল রূপ স্রোতঃ, ৬তৎ বা রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কালস্বরূপ—যমতুল্য। কালের (কৃতান্তের) স্বরূপের ন্যায় স্বরূপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কালা—১। নীলিনী; নীলগাছ। কাল দেখ; কাল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। ২। বধির। দেশজ। কল্ল শব্দের অপভ্রংশ।

কালাকাল—কাল ও অকাল, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট সময়। দ্বন্দ্ব। সং; পু। [সং; ক্লী।

কালাগুরু—কৃষ্ণচন্দন। কাল যে অগুরু, কর্ম্মধা।

কালাগ্নি—সর্ব্বসংহারক অনল, প্রলয়াগ্নি; পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ। রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

কালাচাঁদ—কালশশী দেখ। এই পদটী কৃষ্ণের প্রকাশার্থেই প্রায় ব্যবহৃত হয়।

কালাতিক্রম—সময়লঙ্ঘন। ৬তৎ। সং; পু।

কালাতিপাত—সময়লঙ্ঘন; সময়ক্ষেপণ। ৬তৎ। সং; পু।

কালাত্যয়—সময় বহিয়া যাওয়া। কালের অত্যয় (নাশ), ৬তৎ। সং; পু।

কালান্তক—যম। যিনি কাল তিনিই অন্তক (অন্তকারী), কর্ম্মধা। সং; পু।

কালান্তর—অন্য সময়, সময়ান্তর। অন্য কাল, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কালাপাহাড়—দেবদ্বেষী জনৈক মুসলমান সেনাপতি। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ইঁহাকে "রাজু" নামে অভিহিত করেন। ইঁহার প্রকৃত নাম রাজচন্দ্র বা রাজকৃষ্ণ বা রাজনারায়ণ। ইনি কামরূপ অঞ্চলে পোরাসুঠার, পোরা-কুঠার, কালাসুঠান, ও কালযবন নামে খ্যাত। কেহ কেহ বলেন, এই কালাপাহাড় প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন; কোন নবাবকন্যার প্রণয়ে পড়িয়া মুসলমানধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। কিন্তু মুসলমান ইতিহাসে কালাপাহাড় 'আফগান' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সে যাহা হউক, ইঁহার ন্যায় হিন্দুদেবদ্বেষী মুসলমান বঙ্গদেশে কখন দেখা যায় নাই। দেব-মন্দির ভঙ্গ, দেবমূর্ত্তি চূর্ণন, অশেষপ্রকারে হিন্দুর লাঞ্ছনা করাই ইঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। পূর্ব্বে আসাম, পশ্চিমে কাশী, ও দক্ষিণে উড়িষ্যা, ইহার মধ্যে তৎকালে যে সমস্ত বিখ্যাত হিন্দু দেবালয় ছিল, তাহার একটিও কালাপাহাড়ের বিধ্বংসী হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। ঐ সকলের মধ্যে কোনটি ভগ্ন, কোনটি অঙ্গহীন, কোনটি এককালে ধূলিসাৎ হইয়া যেন অদ্যাপি কালাপাহাড়ের সেই ভীষণ অত্যাচার কাহিনীর ঘোষণা করিতেছে। প্রবাদ এইরূপ যে, কালাপাহাড়ের আগমনসূচক কাড়া নাগরা বাজিলে দেবমূর্ত্তি সকল কম্পিত হইত।

এই কালাপাহাড় প্রথমে বাঙ্গালার নবাব সুলেমান কিরাণির ও পরে তাঁহার পুত্র দাউদের সেনাপতি ছিলেন। ইনি ১৫৬৮ খ্রীঃ অব্দে উড়িষ্যায় অভিযান করিয়া দেশটি জয় করেন এবং রাজা মুকুন্দদেবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করেন। এ সম্বন্ধে শ্রীক্ষেত্রের মাদলীপঞ্জীতে লিখিত আছে;—'মুকুন্দদেবের রাজত্বের অন্তিমকালে কালাপাহাড় উড়িষ্যায় প্রবেশ করেন। যুদ্ধে মুকুন্দদেব পরাজিত হন। তৎপরে মুকুন্দদেবের পুত্র গৌড়িয়া গোবিন্দ রাজা হইলে কালাপাহাড় পুরী লুণ্ঠন করিতে আগমন করেন। পাণ্ডারা জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি লইয়া গড় পারিকুদে লুকাইয়া রাখেন। কালাপাহাড় এই সংবাদ পাইয়া জগন্নাথবিগ্রহ আনাইয়া দগ্ধ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেন। সেই পাপে কালাপাহাড়ের হাত পা খসিয়া যায়, তাহাতেই

তাঁহার মৃত্যু হয়'। পরন্তু কালাপাহাড়ের মৃত্যু সম্বন্ধে আকবরনামায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে ;—'যখন মোগল-সেনাপতি মুনিম খাঁ দাউদকে ধরিবার জন্য কটকে উপস্থিত হন, তখন কালাপাহাড় ও অপর কয়েকজন আফগান সেনানায়ক কাকসাল অধিকার করেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই কালাপাহাড় কালীগঙ্গার তীরে মোগলবাহিনীর তোপে ভূতলশায়ী হন' (১৫৮০ খ্রীঃ)। [দেশজ।

কালামুখ—নির্লজ্জ, বেহায়া ; ধিক্কারবোধক।

কালাবৎ—যাহারা কেবল ধ্রুপদ তেওট প্রভৃতি তালানুযায়ী গান করে।

কালাশুদ্ধি—ব্রতনিয়ম কন্যাদানাদি কার্য্যের জন্য প্রশস্ত সময় না থাকা। ৬ৎ। স্ত্রী।

কালাশৌচ—শুভকর্ম্ম-ব্যাঘাতক শরীরের অপবিত্রতা ; মহাগুরু নিপাত জন্য যতকাল ব্যাপিয়া শরীর অপবিত্র থাকে,—সাধারণতঃ মহাগুরু নিপাতে সংবৎসরকাল অশৌচ ধরা হইয়া থাকে। সং ; ক্লী।

কালিক—১। কালসম্বন্ধীয় ; সময়োচিত। কাল শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। ২। ক্রৌঞ্চ, কোঁচ বক। সং ; পু।

কালিকা—চণ্ডিকা, কালী ; যোগিনীবিশেষ ; অসুরমাতাবিশেষ ; ঘনাবলি, মেঘমালা ; কুজ্ঝটিকা ; কৃষ্ণবর্ণ ; কলঙ্ক ; রোমাবলি ; কাকী ; শ্যামাপাখী ; শৃগালী ; বিচুটি ; পটোল শাখা ; কিস্তিবন্দী। কাল শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কালিকাদাস দত্ত—১৮৪১ খ্রীঃ ৩রা জুলাই ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম গোলোক নাথ দত্ত। ইনি প্রথমে কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলে এবং পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ ইনি বি, এ এবং বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর কিছুদিন মুন্সেফ ও পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন। ১৮৬৯ খৃঃ ইনি কুচবেহার রাজ্যের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। এ যাবৎ ইনি সেই কার্য্যেই নিযুক্ত আছেন। ১৮৮৩ খৃঃ ইনি কুচবেহাররাজ্যের মন্ত্রিসভার সভ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৯১ খৃঃ রায় বাহাদুর উপাধি এবং ১৯০০ খ্রীঃ সি, আই, ই (C. I. E) উপাধি প্রাপ্ত হন।

কালিকাপুরাণ—কালিকাদেবীর মাহাত্ম্যাদিপ্রতিপাদক পুরাণবিশেষ, অষ্টাদশ উপপুরাণের অন্যতম। সং ; ক্লী।

কালিকাব্রত—অমাবস্যায় স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য ব্রত। সং।

কালিকাশ্রম—বিপাশানাম্নী নদীর তটস্থিত তীর্থবিশেষ। সং ; পু।

কালিঙ্গ—১। কলিঙ্গদেশাধিপতি ; কলিঙ্গবাসী। কলিঙ্গ শব্দ+ষ্ণ। সং ; পু। ২। কলিঙ্গদেশজাত। বিণ ; ত্রি। ৩। হস্তী ; সর্প ; কাঁকুড়, তরমুজ ; লৌহবিশেষ। কু হইয়াছে লিঙ্গ যাহার, বহু। সং ; পু।

কালিদাস—ভারতের স্বনামখ্যাত সংস্কৃত কবি। ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের প্রধান রত্ন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, যৌবনের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত কালিদাস মহামূর্খ ও অতিশয় নির্ব্বোধ ছিলেন। এই সময়ে বিদ্যাবতী রাজকন্যা কমলা প্রচার করেন যে, যিনি বিচারে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন, রাজকন্যা তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন। একদা কয়েকজন পণ্ডিত রাজকন্যার নিকট পরাজিত হইয়া প্রতিশোধ লইবার উপায় অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, কালিদাস কোন বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া সেই শাখার মূলদেশ ছেদন করিতেছেন। তখন তাঁহারা পরামর্শ করিলেন যে, এই মহামূর্খের সহিত বিদ্যাভিমানিনী কমলার বিবাহ দেওয়া চাই। তাঁহারা বলিয়া কহিয়া কালিদাসকে রাজকন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত করাইয়া তাঁহাকে লইয়া কমলার নিকট উপস্থিত হইলেন। বিচারের সময়ে কালিদাস পণ্ডিতগণের শিক্ষামত মনোভাব প্রকাশসূচক ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতগণ সেই সকল ইঙ্গিতের অর্থ করিয়া বিচারে কালিদাসকে জয়ী করাইলে তাঁহার সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইল। বাসর ঘরে বর কন্যা সুখাসনে আসীন আছেন, এমন সময়ে বাহিরে একটি উষ্ট্র শব্দ করিয়া উঠিল ; রসময়ী কবিতা শ্রবণমানসে রাজকন্যা কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাথ ! ও কি ডাকিতেছে ?" পরন্তু শ্লোকের পরিবর্ত্তে কালিদাস বলিয়া উঠিলেন "উষ্ট",—তাঁহার জড়তাপ্রাপ্ত রসনা "উষ্ট্র" শব্দ উচ্চারণে অসমর্থ হইল। তখন কমলা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলে ?" কালিদাস বুঝিলেন যে, তাঁহার উচ্চারণ শুদ্ধ হয় নাই বলিয়াই রাজকন্যা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এবার শুদ্ধ করিয়া বলিতে যাইয়া তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল "উট্র"। তখন কমলা কপালে করাঘাত করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে আপনার ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন ;—

"কিং ন করোতি বিধির্যদি রুষ্টঃ
কিং ন দদাতি স এব হি তুষ্টঃ।
উষ্ট্রে লুম্পতি রং বা ষং বা
তস্মৈদত্তা নিবিড় নিতম্বা ॥"

অতঃপর কালিদাসকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া কমলা শয্যার আশ্রয় লইলেন। কালিদাস মহাদুঃখে বিশেষ যত্ন করিয়া অল্প দিনের মধ্যে নানা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া পণ্ডিত হইলেন। কথিত আছে যে, ইনি বনে ভ্রমণ করিতে করিতে সরস্বতীদেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করেন, এবং তাঁহার প্রসাদে ও তাঁহার উপদেশমত সরস্বতীকুণ্ডে অবগাহন ও তাহার জল পান করিয়া মহাকবি হইয়াছিলেন। সে যাহা হ'ক, অতঃপর কালিদাস শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে দ্বার উদ্ঘাটন করিতে বলিলেন। কমলা প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করায়, কবি উত্তর করিলেন, "অস্তি কশ্চিৎ বাগ্-বিশেষঃ।" তখন কমলা দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া পতির যথোচিত সম্ভাষণ করিলেন, এবং উক্ত শব্দচতুষ্টয় লইয়া চারিখানি কাব্য প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে কালিদাস প্রথমটি লইয়া কুমারসম্ভব, দ্বিতীয়টি লইয়া মেঘদুত, ও তৃতীয়টি লইয়া রঘুবংশ রচনা করেন। চতুর্থ শব্দটি লইয়া কালিদাস কোন কাব্য লিখিয়াছিলেন কিনা নিশ্চয় জানা যায় না,—লিখিয়া থাকিলেও সে গ্রন্থ এক্ষণে বিলুপ্ত ; কারণ "বিশেষ" শব্দ তাঁহার কোন গ্রন্থের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায় না।

কালিদাসের প্রাদুর্ভাব কাল সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য খ্রীঃ পূর্ব্ব ৫৭ সালে বিক্রম-সংবৎ নামে একটী অব্দ প্রতিষ্ঠিত করেন। কালিদাস যদি এই বিক্রমাদিত্যের সভা অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি খ্রীঃ অব্দ প্রচলনের সমসাময়িক। এই মতই বরাবর চলিয়া আসিতেছিল। অধুনা প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যশোধর্ম্মদেব নামে যে মালবের অধিপতি ছিলেন, কালিদাস তাহারই নবরত্নের অন্যতম। প্রমাণস্বরূপে তাঁহারা বলেন যে, নবরত্নের অপর রত্ন বরাহমিহির অবন্তীনগরে জন্মগ্রহণ করিয়া ৫৭৮ খ্রীঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন। সুতরাং কালিদাসও ঐ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত ছিলেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, বিক্রমাদিত্যের অপর নাম শকারি যশোধর্ম্মেই প্রযুজ্য। কারণ ইনি অনুমান ৫৩০ খ্রীঃ অব্দে করুর নামক স্থানে শকজাতির শাখা হুনবংশের অধিনায়ক মিহিরকুলকে পরাভূত করিয়া দূরে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, "বিক্রমাদিত্য" উপাধিবিশেষ, ব্যক্তিগত নাম নহে। ৫৭৮ খ্রীঃ অব্দ পূর্ব্ব হইতে

মালবস্থিত্যাব্দ নামে যাহা প্রচলিত ছিল, যশোধর্ম্ম দেব স্বীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্মরণার্থে তাহাকেই সংবৎ নাম দিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালের পূর্ব্বে "সংবৎ" এই নাম কেহই অবগত ছিল না। রাজতরঙ্গিণী কর্ত্তা বলেন যে, কাশ্মীরের সিংহাসন শূন্য হইলে যশোধর্ম্ম দেব উহাতে মাতৃগুপ্তকে বসাইয়া দেন। কেহ কেহ বলেন যে, এই মাতৃগুপ্ত কালিদাসেরই নামান্তর।

ইহাও কথিত আছে যে, প্রায় পাঁচ বৎসর কাল কাশ্মীরের সিংহাসনে উপবেশন করার পর কালিদাস প্রবরসেনকে রাজ্য প্রদান করিয়া বারাণসীতে জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন।

কালিদাসের রচিত এই কয়খানি গ্রন্থ অধুনা দেখিতে পাওয়া যায়,—অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, নলোদয়, ঋতুসংহার। [এই সমস্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই অভিধানের দ্বিতীয়ভাগে লিখিত হইল]। কালীর দাস, ৬তৎ। সং; পু।

কালিন্দী—যমুনা নদী; শ্রীকৃষ্ণের পত্নী; অসতি রাজার ভার্য্যা; জনৈক অসুরকন্যা। কলিন্দ শব্দ (পর্ব্বতবিশেষ) + ষ্ণ ভবার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। কলিঙ্গ (সূর্য্য) + ষ্ণ অপত্যার্থে + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। যম ও যমুনা সূর্য্যের সন্তান। সং; স্ত্রী।

কালিমা—কৃষ্ণতা; মালিন্য। কাল শব্দ (কৃষ্ণবর্ণ) + ইমন্ ভাবে = কালিমন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

কালিমাময়ী—এই পদটী অশুদ্ধ। অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের পুস্তকে ইহা ঐরূপভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। "কালিমময়ী" হইবে। কালিমন্ শব্দ + ময়ট্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। কৃষ্ণবর্ণা; কৃষ্ণবর্ণসম্পন্না। বিণ; ত্রি।

কালিয়—১। কাল-সম্বন্ধীয়। কাল শব্দ + ইয়। বিণ; ত্রি। ২। একটী সর্পের নাম। এই নাগ গরুড়ের ভক্ষ্য অপহরণ করিয়া ভক্ষণ করায় গরুড়ের সহিত ইহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া নাগবর কালিন্দী-হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেস্থান দুর্গম বোধে গরুড় তীরে বসিয়া ক্ষুধার তাড়নে একটি মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করেন। সৌভরি ঋষি তাঁহাকে নিষেধ করেন। নিষেধ না শুনায় সৌভরি ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া গরুড়কে অভিশাপ দিলেন যে, "অদ্যাবধি ঐই জল তোমার পক্ষে বিষ হইল, স্পর্শ মাত্রে তোমার প্রাণ যাইবে।" এইরূপে কালিয় তথায় নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল,—তাহার বিষে কালিন্দীর জল অপেয় হইয়া উঠিল। একদা সেই স্থানে গোচারণকালে রাখালগণ ও ধেনুসকল তৃষ্ণাতুর হইয়া সেই জল পান করিয়া সকলেই প্রাণ হারাইল। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীর জলে ঝম্প প্রদান করিলেন এবং কালিয়ের সহস্র ফণা মর্দ্দিত করিয়া তাহাকে দমন করিলেন এবং তৎপরে তাহাকে সুদূর সমুদ্রে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। সেই হইতে শ্রীকৃষ্ণের এক নাম হইল "কালিয়দমন"।

কালিয়দমন—শ্রীকৃষ্ণ [কালিয় দেখ]। সং; পু।

কালী—আদ্যাশক্তি ভগবতীর রূপবিশেষ [শুম্ভনিশুম্ভের সহিত যুদ্ধে চণ্ডবধকালে অম্বিকার ললাট হইতে ইনি উৎপন্ন হন, এবং রক্তবীজের সমুদায় রক্ত পান করিয়া তাহার বিনাশসাধন করেন। অতঃপর দক্ষযজ্ঞে গমনকালে সতী এই রূপ ধারণ করেন। এই মূর্ত্তি দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত। দেবীভক্ত হিন্দুগণ এই রূপের পূজা করিয়া থাকেন। এই মূর্ত্তি দিগম্বরী, আকর্ণ-নয়না, পূর্ণ-যৌবনা, মুক্তকেশী, লোলজিহ্বা মুণ্ডমালা-বিভূষিতা, চতুর্ভুজা ও শ্যামবর্ণা]। মাতৃকাবিশেষ; শান্তনু-পত্নী; নবমেঘ-শ্রেণী; কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি; অগ্নিজিহ্বাবিশেষ; স্বনামখ্যাত লিখনের উপাদান, মসী; অযশঃ। কাল দেখ; কাল শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর—ইনি কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাললাল ঠাকুরের একমাত্র পুত্র। জন্ম ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ। হিন্দু কলেজে ইঁহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও ডভেটন কলেজে কিছুকাল শিক্ষালাভ করিয়া উপযুক্ত ইংরেজী-শিক্ষকের নিকট গৃহে পাঠাভ্যাস করেন। অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা ইংরেজী সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইনি সাধারণ সভায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বড় যোগ দিতেন না, কিন্তু সাধারণহিতকর কার্য্যে অকাতরে অর্থদান করিতেন। ইঁহার পুত্রদ্বয়ের বিবাহ উপলক্ষে ইনি বিস্তর অর্থদান করিয়াছিলেন। এই সকল দানের মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত "বিজ্ঞান আলয়ের" পরীক্ষা-গৃহের যন্ত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য যে অর্থানুকূল্য করেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য ও ধর্ম্মসেবীদিগকে এবং দুঃস্থ জনগণকে ইনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। ইনি আদর্শ জমিদার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার জীবিতকালে ইঁহার পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু ঘটে। জীবনের শেষভাগে ইনি প্রায়ই কাশীধামে স্বীয় ভবনে বাস করিতেন এবং সেইখানেই দেহত্যাগ করেন (১৯০৫—সেপ্টেম্বর)। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের একমাত্র পুত্র প্রফুল্লনাথ ইঁহার বিষয়ের অধিকারী হইয়াছেন।

কালীকৃষ্ণ দেব—ইনি মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র এবং রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের দ্বিতীয় পুত্র। জন্ম ১৮০৮ খ্রীঃ। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে ইনি 'রাজা বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। ইনি রাসেলাস (Rasselas), গেজ ফেবল্‌স্ (Gay's Fables) প্রভৃতি গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া যশে ভাজন হইয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণ মহানাটকের অনুবাদ করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উৎসর্গ করিলে, মহারাণী স্বয়ং পত্র লিখিয়া বিশেষভাবে ইঁহাকে প্রশংসা করেন। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের দেহত্যাগের পর কালীকৃষ্ণই হিন্দুসমাজের নেতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ইনি সনাতন হিন্দু-রক্ষিণী সভার সভাপতি ছিলেন। ফলতঃ কালীকৃষ্ণ সকল হিতকর কার্য্যেই যোগদান করিতেন। স্ত্রীশিক্ষা যাহাতে প্রসারিত হয়, এ বিষয়ে ইঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এতৎকল্পে ইনি অনেক সময় ও বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ১১ই এপ্রিল কালীকৃষ্ণ দেবের মৃত্যু হয়। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "রাজা বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছিলেন।

কালীকৃষ্ণ মিত্র—১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সিমুলিয়ায় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম শিবনারায়ণ মিত্র। পিতার অবস্থা সচ্ছল না থাকায় পাঠ্যাবস্থায় ইঁহাকে কিঞ্চিৎ ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল। শেষে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় বৃত্তিলব্ধ অর্থে নিজের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজেই বহন করিতে সমর্থ হন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি অগ্রজের সহিত বারাসতে আসিয়া বাস করেন, এবং তথায় লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য একটী আদর্শ উদ্যান ও কৃষিভাণ্ডার স্থাপন করেন। কৃষিবিদ্যা বিষয়ে ইঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। এজন্য এতদ্বিষয়ক যন্ত্রাদি আনাইয়া পাশ্চাত্য প্রণালীতে কৃষক ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকে কৃষিবিষয়ক শিক্ষা দিতেন। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, ভৌতিকবিদ্যা, অতিপ্রাকৃতবিদ্যা, যোগশাস্ত্র, নিদানশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনায় ইনি জীবন অতিবাহিত করেন এবং বিধবাবিবাহ, কৃষিবিদ্যা, স্ত্রীশিক্ষা, মাদকনিবারণ, গার্হস্থ্য ব্যবস্থা ও শিশুচিকিৎসা প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং প্যারীচরণ সরকারের সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ১৮৯১

খ্রীঃ ৭০ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কালীচরণ একজন অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। ইনি হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য থাকিয়া নির্ভীকতার অনেক পরিচয় দিয়াছিলেন। কালীচরণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হইয়া শিক্ষা-সংক্রান্ত অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইনিই প্রথম বাঙ্গালী রেজিষ্ট্রার। ইনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসম্বন্ধে সাধারণ স্থানে অনেক বক্তৃতা করিতেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশেষভাবে যোগদান করিতেন। ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন নামক রাজনৈতিক সভা স্থাপনে ইনি একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। ইঁহার বাগ্মিতায় লোকের হৃদয় আলোড়িত হইত। ইনি অতি বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ১৯০৬ খ্রীঃ কলিকাতায় জাতীয় সমিতির অধিবেশনে ইনি উপস্থিত ছিলেন। সেইখানে ইনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সংজ্ঞা পাইলে ইঁহাকে বাড়ীতে আনা হয়। তাহার পর ইনি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। সে রোগ হইতে আর ইনি আরোগ্যলাভ করিতে পারিলেন না, তাহাতেই ইঁহার মৃত্যু হয় (১৯০৭ খ্রীঃ)। [বিণ ; ত্রি।

কালীন—কালসম্বন্ধীয়। কাল শব্দ + ঈন।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—কলিকাতার সন্নিহিত ভবানীপুরে ১২৬৮ সালে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ রবিবারে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত ও কবিতা রচনায় ইঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। হিতবাদী পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়া ইনি বার বৎসর কাল উহাকে সাতিশয় দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন। ইঁহার সম্পাদকতায় হিতবাদী যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। এই পত্রে ইনি স্বীয় মত নির্ভীক ভাবে পরিব্যক্ত করিয়া সাতিশয় তেজস্বিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি যেরূপ সুলেখক, সেইরূপ সুরসিক ও সুবক্তা ছিলেন। কবিবর বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহ করিয়া ইনি তাহার এক সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেন। জাপান হইতে প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে জাহাজে ১৯০৭ খ্রীঃ ৫ই জুলাই ইঁহার দেহান্তর হয়।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ—ইনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে ১২৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কালীপ্রসন্ন বাল্যকাল হইতেই বড় মেধাবী ছিলেন। যখন ইঁহার বয়স পাঁচ বৎসর, তখনই ইনি পারসীভাষায় "বন্দে নামাবয়াৎ" এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের অধিকাংশ স্থান কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিতেন। কথিত আছে যে, ইঁহার ছয় বৎসর বয়ঃক্রমসময়ে ইনি কলাপ ব্যাকরণের শব্দরূপ ও চতুষ্টয়-বৃত্তি অভ্যাস করিয়াছিলেন। অনন্তর কালীপ্রসন্ন ঢাকা কলেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বিশেষ যত্নসহকারে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট রঘুবংশ, মেঘদূত, ভট্টি প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ ও ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিছুদিনের জন্য ইনি ঢাকা ছোট আদালতের ক্লার্কের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, এবং তদনন্তর ভাওয়াল রাজষ্টেটের ম্যানেজারের কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত করেন। এই সময়ে ক্রমে ক্রমে ইনি প্রভাতচিন্তা, নিভৃত-চিন্তা প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করেন। এই সময়েই ইঁহার মাসিক পত্রিকা "বান্ধব" প্রকাশিত হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ডায়মণ্ড জুবিলি মহোৎসব উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" এবং ১৯০৯ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী সি, আই, ই, উপাধিতে ভূষিত করেন। রায় বাহাদুর কি বাঙ্গালা, কি ইংরাজী এই উভয় ভাষাতেই অতি সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। পূর্ব্ববঙ্গে কালীপ্রসন্নের ন্যায় পণ্ডিত, বাগ্মী, চিন্তাশীল ও সুলেখক দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯১১ খ্রীঃ অব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—মহাভারতের বিখ্যাত বাঙ্গালা অনুবাদক। ইনি কলিকাতা যোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ জমিদার-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ স্যার টমাস রমবোলড্ ও মিঃ মিডলটনের নিকট মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় দেওয়ানি করিতেন। কালীপ্রসন্নের পিতার নাম নন্দলাল সিংহ। কালীপ্রসন্ন সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইঁহার যত্নে ইঁহার বাটিতে ১৮৫৮ খ্রীঃ বেণীসংহার নাটকের অভিনয় হয়। ইহার ৮ মাস পরে বিক্রমোর্ব্বশী নাটকখানি বাঙ্গালায় স্বয়ং অনুবাদ করিয়া আপনার বাড়ীতে অভিনয় করান। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্তৃক মেঘনাদবধ কাব্য রচিত হইলে, কালীপ্রসন্ন স্বীয় বাটিতে একটি সভা আহ্বান করিয়া কবিবরকে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি অভিনন্দন-পত্র ও রৌপ্যনির্ম্মিত ক্ল্যারেট পানোপযোগী একটি মদ্যপাত্র প্রদান করেন। ইনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে মূল সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন, এবং উহা বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এই অনুবাদ কার্য্য ১৭৮০ শকে আরব্ধ হইয়া ১৭৮৮ শকে সমাপ্ত হয়। এই অনুবাদ কার্য্য বঙ্গদেশে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। এই অনুবাদিত গ্রন্থাবলী ইনি মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। ইনি 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' নামক একখানি সমাজ-রহস্য গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

কালীময়—কালীস্বরূপ। কালী শব্দ + ময়ট্ তদ্রূপ অর্থে।

কালীময় ঘটক—নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাটে ১২৪৭ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্ত। নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কিছুদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেন। কিন্তু চাকরী ভাল না লাগায় তাহা হইতে নিবৃত্ত হন। পরে ইনি রাণাঘাটের জমিদারদিগের সাহায্যে একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয় এবং শ্রমজীবিগণের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইনি পদ্যময় মিত্রবিলাপ, চরিতাষ্টক ১ম ও ২য় ভাগ, ছিন্নমস্তা উপন্যাস, কৃষিশিক্ষা, কৃষিপ্রবেশ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৩০৭ সালের ৩রা আষাঢ় ৬০ বৎসর বয়সে ইঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হয়।

কালীয়, কালীয়ক—কৃষ্ণচন্দন ; দারুহরিদ্রা। কালীয় = কাল শব্দ + ঈয়। কালীয়ক = কালীয় শব্দ + কণ্। সং ; ক্লী।

কালীয়হর—কালীয় দমন, শ্রীকৃষ্ণ। কালীয় নামক সুপ্রসিদ্ধ সর্পকে যিনি হরণ অর্থাৎ নির্ব্বাসন করেন। সং ; পু।

কালুষ, কালুষ্য—কলুষতা। কলুষ শব্দ + ষ্ণ, পক্ষান্তরে ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

কালেভদ্রে—কদাচিৎ, কখনও। প্রচলিত ভাষার পদ।

কালেয়—১। দৈত্যবিশেষ। কাল শব্দ + ঢেয়। সং ; পু। ২। কালসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি।

কালেশ—সূর্য্য ; শিব। ৬তৎ। সং ; পু।

কালোচিত—সময়োপযোগী, যেমন সময় তদ্রূপযুক্ত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

কাল্পনিক—কল্পনাজনিত ; আরোপিত ; অবাস্তবিক, মিথ্যা। কল্পনা শব্দ + ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

কাল্য—কালিক। কাল শব্দ + ষ্য ভবার্থে।

কাল্যা—উপসর্য্যা, আসন্নগর্ভগ্রহণা গবী। কাল্য শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কাবারী—১। ছত্র, টোকা। সং ; স্ত্রী। ২। বাখারি, বাঁশের চটা। দেশজ।

কাবেরী—১। ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশস্থ নদী-বিশেষ, ইহা পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন ও মহীশূর প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে বঙ্গসাগরে পড়িতেছে; আর্য্য-শাস্ত্রানুসারে ইহা একটী পবিত্র নদী। ক (জল) হইয়াছে বের (শরীর) যাহার, কবের, বহু; কবের শব্দ+ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। বেশ্যা। কু (কুৎসিত) হইয়াছে বের (শরীর) যে স্ত্রীর, বহু। সং; স্ত্রী।

কাব্য—১। শুক্রাচার্য্য। কবি শব্দ+ষ্ণ্য। সং; পু। ২। যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি-যুক্ত পদসমূহকে বাক্য, আ। রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলে, দোষগুলি কাব্যের অপকর্ষক এবং গুণ, অলঙ্কার ও রীতি কাব্যের উৎকর্ষের কারণ।

কাব্য দুই প্রকার,—দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্য-কাব্য। যে কাব্য রঙ্গভূমিতে নটনটী দ্বারা অভিনীত হয়, তাহার নাম দৃশ্যকাব্য।

যে কাব্য শ্রবণ করা যায়, তাহাকে শ্রব্য-কাব্য বলে। শ্রব্যকাব্য তিন প্রকার,—পদ্যময়, গদ্যময়, এবং পদ্যগদ্যময়। ঐ সকল কাব্য আবার তিন ভাগে বিভক্ত,—মহা-কাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্য।

যে কাব্যে কোন দেবতা বা অসাধারণ গুণসম্পন্ন পুরুষের কিংবা একবংশোদ্ভব বহু নৃপতির সবিস্তর বিবরণ লিখিত হয়, তাহার নাম মহাকাব্য। মহাকাব্যে প্রাকৃতিক বিবিধ দৃশ্য ও পরিবর্ত্তন বর্ণিত থাকে এবং তাহাতে আটটীরও অধিক সর্গ থাকে; যথা—রামায়ণ, মহাভারত, মেঘনাদবধ ইত্যাদি।

মহাকাব্য অপেক্ষা অল্পায়ত ক্ষুদ্র কাব্যকে খণ্ডকাব্য বলে; যথা,—সীতার বনবাস, শকুন্তলা প্রভৃতি।

পরস্পর নিরপেক্ষ কতকগুলি কবিতাকে কোষকাব্য বলে; যথা,—সদ্ভাবশতক, বীরাঙ্গনা কাব্য প্রভৃতি।

কাব্যকুঞ্জ—কাব্যরূপ নিকুঞ্জ। রূপক বা মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু ও ক্লী। [ইনি কাব্যকুঞ্জের কোকিলরূপে বিরাজিত অর্থাৎ যেমন কুঞ্জস্থিত পক্ষিগণের মধ্যে কোকিলের রব সুমধুর, তদ্রূপ কাব্য-লেখকদিগের মধ্যে ইঁহার রচনা সুমিষ্ট]।

কাব্যকুসুম—কাব্যরূপ পুষ্প। রূপক বা মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [ইনি কাব্যকুসুমে অলিরূপে ভ্রমণ করেন অর্থাৎ অলি যেমন যে পুষ্পে যে মধু থাকে, তাহা হইতে সেই মধু গ্রহণ করে, তদ্রূপ ইনিও যে কাব্যে যে রস আছে, সেই কাব্য হইতে সেই রস গ্রহণ করিয়া থাকেন]।

কাব্যচন্দ্রিকা—সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থবিশেষ। কাব্যের চন্দ্রিকা স্বরূপ, উপমিত কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কাব্যজগৎ—কাব্যরূপ জগৎ, কাব্যরূপ ভুবন, কাব্যলোক। সং; ক্লী। [ইনি কাব্য জগতে সম্রাট্ অর্থাৎ সম্রাট্ যেমন জগদ্বাসীর মধ্যে প্রধান, তদ্রূপ ইনিও কাব্য-লেখক-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ]। [সং; পু।

কাব্যপ্রকাশ—স্বনামখ্যাত অলঙ্কার গ্রন্থ। বহু।

কাব্যরস—কোন বর্ণনা শ্রবণ বা পাঠ করিলে অথবা নাটকাভিনয় দর্শন করিলে মনে যে স্থিরতর অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, সেই স্থায়ী ভাবের নাম কাব্যরস। কাব্যরস নয় প্রকার; যথা—আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত।

নায়কনায়িকার অনুরাগবিষয়ক ভাবকে আদিরস (The Erotic) বলে।

দয়া, ধর্ম্ম, দান, দেশভক্তি ও সংগ্রামা-দিতে উৎসাহবিষয়ক ভাবের নাম বীররস (The Heroic)।

ইষ্টবিয়োগ বা অপ্রিয়সংযোগে যে শোক-সঞ্চার হয়, তাহার নাম করুণরস (The Pathetic)।

আশ্চর্য্য বিষয়াদি দর্শনে যে বিস্ময়াত্মক ভাবের উদয় হয়, তাহার নাম অদ্ভুত রস (The Surprising)।

বিকৃত আকার, বাক্য ও চেষ্টা দ্বারা যে ভাবের উদয় হয়, তাহার নাম হাস্যরস (The Comic)।

যাহা হইতে মনে ভয় হয়, তাহার নাম ভয়ানকরস (The Fearful)।

যদ্দ্বারা মনে ঘৃণাজনক ভাবের উদয় হয়, তাহার নাম বীভৎসরস (The Disgustful)। [Terrible)।

ক্রোধজনক রসের নাম রৌদ্ররস (The

তত্ত্বজ্ঞানাদি জন্য যে শান্তভাবের উদয় হয়, তাহার নাম শান্তরস (The Quietistic)।

রসের উৎকর্ষসাধক ধর্ম্মের নাম গুণ (Style)। গুণ তিন প্রকার; যথা—মাধুর্য্য, ওজঃ, ও প্রসাদ।

কাব্যের যে গুণ থাকিলে শ্রবণমাত্র চিত্ত আর্দ্র ও দ্রবীভূত হয়, তাহার নাম মাধুর্য্য (Elegance)।

যে গুণ দ্বারা চিত্ত উদ্দীপিত হয়, তাহার নাম ওজঃ (Incitement)।

যে গুণ থাকিলে শ্রবণমাত্র অর্থগ্রহ হয়, তাহার নাম প্রসাদগুণ (Perspicuity)।

কাব্যরসিক—কাব্যরসজ্ঞ, কাব্যরসের মর্ম্মজ্ঞ। কাব্যরস শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

কাব্যলিঙ্গ—অলঙ্কারবিশেষ, অলঙ্কার দেখ। সং; ক্লী।

কাব্যবিশারদ—কাব্য বিষয়ে পণ্ডিত, কাব্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ; কাব্য দ্বারা খ্যাত। ৭তৎ ও ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

কাব্যা—পূতনা। কবি শব্দ+ষ্ণ্য, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

কাব্যালোচনা—কাব্যের অনুশীলন। ৬তৎ।

কাব্যাংশ—কাব্যের অংশ, অসম্পূর্ণ কাব্য। ৬তৎ। সং; পু।

কাশ, কাস—১। রোগবিশেষ, কাশি; কেসে। কাশ বা কাস (গমন করা, শব্দ করা, ইত্যাদি)+অন্ ক। সং; পু। ২। কেসের মূল। সং; ক্লী। ৩। প্রকাশ; গতি। কাশ বা কাস+অল্ ভা। সং; পু। ৪। শোভমান। বিণ; ত্রি।

কাশি, কাশিকা, কাশী—বারাণসী [বারাণসী দেখ]। কাশি=কাশ (দীপ্তি পাওয়া, ইত্যাদি)+ই ক। কাশিকা=কাশ+অন্ ক+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। কাশী=কাশ+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কাশিরাজ, কাশীরাজ—১। জনৈক নৃপতি। ২। দিবোদাস। ৩। ধন্বন্তরি। সং; পু।

কাশী—কাশি দেখ।

কাশীনাথ—শিব। ৬তৎ। সং; পু।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ—ইনি বঙ্গের একটি অমূল্য রত্ন। কলিকাতার এক বিখ্যাত কায়স্থ জমিদার বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম শিবপ্রসাদ ঘোষ। ইঁহাদের আদিনিবাস হুগলি জেলার অন্তর্গত পৈতাল গ্রাম। ইঁহার পিতামহ তুলসীরাম ঘোষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চাকরি করিয়া অগাধ ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। তুলসীরাম শেষ দশায় কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া কলিকাতার শ্যামবাজারে প্রাসাদতুল্য বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করেন।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট শনিবার খিদিরপুরে মাতামহ রামনারায়ণ বসু সর্ব্বা-ধিকারী মহাশয়ের বাটীতে কাশীপ্রসাদের জন্ম হয়। কাশীপ্রসাদ অকালে সপ্তম মাসে ভূমিষ্ঠ হন। বাল্যকালে ইনি অতিশয় আদুরে ছিলেন। সেই জন্য ১২ বৎসর বয়সে ইঁহার অক্ষর পরিচয় মাত্র পর্য্যন্ত বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল। এই সময়ে একদিন ইনি লেখা-পড়ার জন্য পিতার নিকট তিরস্কৃত হওয়ায় ইঁহার মনে অত্যন্ত ধিক্কার জন্মে; তখন কাশীপ্রসাদ ভাবিলেন যে, মাতুলালয়ে থাকিলে তাঁহার লেখা পড়া হইবে না। এই ভাবিয়া সে কথা মাতামহকে জানা-ইলেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় জামাতাকে বলিয়া কাশীপ্রসাদকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই অক্টোবর কাশীপ্রসাদ ৭ম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং অসা-

মান্য মেধা ও পরিশ্রম-বলে তিন বৎসর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উঠিলেন। এই শ্রেণীতে আর তিন বৎসর থাকিয়া অসীম যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে লেখাপড়া শিক্ষা করেন, এবং শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালকরূপে পরিগণিত হইয়া প্রতি বৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার পাইতে লাগিলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে কলেজের পরিদর্শক অধ্যাপক উইলসন সাহেব কলেজ পরিদর্শনে আসিয়া প্রথম শ্রেণীর বালকগণকে ইংরেজীতে পদ্য লিখিবার জন্য চেষ্টা করিতে বলেন। একমাত্র কাশীপ্রসাদই সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হন। ইঁহার প্রথম ইংরেজী পদ্য "The young poet's first attempt" ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে লিখিত হয়। যে সময়ে উইলসন সাহেব ছাত্রদিগকে পদ্য লিখিতে প্রবর্ত্তিত করেন, সেই সময়ে বার্ষিক পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হওয়ায় পরীক্ষাস্বরূপ বালকগণকে কোন একখানি ইংরেজী পুস্তকের সমালোচনা লিখিতে বলা হয়। কাশীপ্রসাদ মিলের লিখিত ভারত ইতিহাসের প্রথম চারি পরিচ্ছেদের সমালোচনা করিয়া ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি এরূপ সুযুক্তিপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, ইহার একাংশ প্রথমে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ও তৎপরে এসিয়াটিক জর্ণালে প্রকাশিত হয়। ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দের ১২ই জানুয়ারি কাশীপ্রসাদ কলেজ হইতে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন এবং পর বৎসরে কলেজ ত্যাগ করেন।

অতঃপর ইনি সাময়িক পত্রাদিতে ইংরেজী পদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সকল কবিতা পাঠ করিয়া ডেভিড্ হেয়ার, অধ্যাপক উইলসন প্রভৃতি বড় বড় সাহেবেরাও মুগ্ধ হইতেন। এইরূপে উৎসাহ পাইয়া কাশীপ্রসাদ কয়েকখানি ক্ষুদ্র ইংরেজী কবিতা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কাপ্তেন রিচার্ডসন-প্রমুখ পণ্ডিত ইংরেজেরাও শতমুখে সেই সকল কবিতার প্রশংসা করিয়াছেন। কাশীপ্রসাদ যে কেবল ইংরেজী পদ্যরচনাতেই পটু ছিলেন, এরূপ নহে। তিনি ছয়খানি অনতিদীর্ঘ পদ্যগ্রন্থও রচনা করেন। তন্মধ্যে "On Bengali Works and Writers" নামক পুস্তকে ইনি প্রাচীন বাঙ্গালা কবিগণের গ্রন্থাদি সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনা কালে উদ্ধৃত অংশসমূহের অতি সুন্দর অবিকল ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে "Shair and other poems" নামধেয় একখণ্ড পদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে "Memoir of Native Dynasties" নামক গ্রন্থ স্বীয় নাম গোপন করিয়া প্রকাশিত করেন। ইহার অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি তৎপূর্ব্বে রিচার্ডসন-চালিত "Literary Gazette নামক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রিচার্ডসন্ সাহেব "Selections from British Poets" নামক যে বৃহৎ দুই খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত করেন, তাহাতে কাশীপ্রসাদের রচিত কতিপয় পদ্য সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় পদ্যরচয়িতা বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা সামান্য সম্মানের বিষয় নহে। ১৮৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশীপ্রসাদ 'The Hindu Intelligencer" নাম দিয়া একখানি বৃহৎ সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করেন। ইনি নিজেই উহার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রখানি ১২ বৎসর কাল অতি দক্ষতার সহিত চলিয়াছিল। অবশেষে সিপাহি বিদ্রোহের পর সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আইন জারি হওয়ায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়। কাশীপ্রসাদ বাঙ্গালা রচনাতেও পটু ছিলেন। ইঁহার রচিত তালমানসঙ্গত প্রায় ৩০০ বাঙ্গালা গান আছে। গানগুলি নিধু বাবুর টপ্পার ন্যায় মধুর ও ভাবপূর্ণ, তবে তখনকার সামাজিক অবস্থানানুসারে উহার অধিকাংশই আদিরসঘটিত প্রেমবিষয়ক।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর কলিকাতাস্থ হেদুয়ার বাড়ীতে এই কবির মৃত্যু হয়। বড়ই দুঃখের বিষয়, শুনিতে পাওয়া যায়, ইঁহার পারিবারিক জীবন নিতান্ত অশান্তিময় ছিল। ইঁহার রচিত বাঙ্গালা গীতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

কাশীরাজ—কাশিরাজ দেখ।

কাশীরাম দাস (দেব)—ইনি বাঙ্গালা পদ্যে মহাভারত অনুবাদ করেন। ইঁহার রচনা দ্বারা অনুমান হয় যে, ইনি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পরবর্ত্তী লেখক। বোধ হয়, খ্রীষ্টীয় সপ্ত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইনি জাতিতে কায়স্থ। ইঁহার পিতার নাম কমলাকান্ত। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সিঙ্গিগ্রামে ইঁহার জন্ম। অধুনা সিঙ্গি গ্রামের অধিবাসীরা কাশীরামের নাম স্মরণীয় করিবার নিমিত্ত "কাশীরাম ইন্‌ষ্টিটিউশন" নামে একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, কাশীরাম নিজে সংস্কৃত জানিতেন না,—কথকের নিকট মহাভারতের উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া তাহাই পদ্যে রচনা করিতেন। এই মতের পোষকস্বরূপে তাঁহারা কাশীরামের নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করেন;—

শ্রুত মাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার॥

বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে, "শ্রুত" কথাটি লিপিকরপ্রমাদ: কোন প্রাচীন গ্রন্থে "শ্রুত" কথার পরিবর্ত্তে "সূত্র" এই কথাটি তাঁহারা পাঠ করিয়াছেন। আর কাশীরাম যে সংস্কৃত ভাষা বেশ জানিতেন, তাহা মূলের সহিত তাঁহার কৃত অনুবাদ মিলাইয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। তবে কৃত্তিবাসের ন্যায় ইনি অনেক স্থলে মূলের অনুসরণ করেন নাই। অনেক স্থল বর্জ্জন এবং অনেক স্থলে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কাশীরামের মহাভারতের রচনাকাল অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের রচনাকালের মত গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, তাহার কারণ এই যে, কাশীরাম কেবল প্রথম চারি পর্ব্ব রচনা করিয়া দেহত্যাগ করেন। তিনি গ্রন্থসমাপ্তি করিতে পারেন নাই, সুতরাং রচনাকালও উল্লিখিত হয় নাই। বর্ত্তমান কালের ২৮০ বৎসর পূর্ব্বে যে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ইহা কেবল অনুমানসিদ্ধ। কৃত্তিবাসের রামায়ণের ন্যায় কাশীরামদাসের মহাভারত যে বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য রত্ন, যে বিষয়ে আর মতদ্বৈধ নাই। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বঙ্গদেশের লক্ষ লক্ষ অল্পশিক্ষিত স্ত্রী ও পুরুষ মূলের তথ্য ও উপদেশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছে এবং প্রাচীন আর্য্যজাতির চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজ নিজ চরিত্র গঠনের আদর্শ পাইতেছে।

কাশীশ—শিব; কাশীর রাজা। ৬তৎ। সং; পু।

কাশ্মীর—১। কুঙ্কুম। কাশ্মীর শব্দ + ষ্ণ। সং; ক্লী। ২। ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে হিমালয়ের গর্ভস্থিত একটী দেশ। সং; পু। ৩। কাশ্মীর দেশের রাজা বা অধিবাসী। বিণ; ত্রি।

কাশ্মীরজ—কুঙ্কুম। কাশ্মীর শব্দ—জন (জন্মা) + ড ক। সং; ক্লী।

কাশ্যপ—১। কশ্যপবংশীয়। কশ্যপ শব্দ + ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। জনৈক মুনি; গোত্রবিশেষ; মৃগবিশেষ; অরুণ। সং; পু।

ব্রহ্মশাপে পরীক্ষিৎ রাজাকে তক্ষকে দংশন করিলে কাশ্যপ নামে একজন সর্পচিকিৎসক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে তক্ষকের বিষ হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে হস্তিনাপুরে গমন করিতেছিলেন। পথে তক্ষকের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইলে তক্ষক বলিলেন, "তুমি কোন ক্রমেই রাজাকে বাঁচাইতে পারিবে না।" ব্রাহ্মণ কৃতকার্য্যতার বিষয়ে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন। পরীক্ষার্থে তক্ষক একটী বটবৃক্ষ দংশন করিলে ব্রাহ্মণ স্বীয় বিদ্যাবলে বৃক্ষকে রক্ষা করিলেন। অতঃপর তক্ষক ধনলোভী

ব্রাহ্মণকে প্রভূত ধন দিয়া তাঁহার হস্তিনা-গমন নিবারণ করিলেন।

কাশ্যপি—১। গরুড়; অরুণ, সূর্য্যসারথি। কশ্যপ শব্দ (মুনিবিশেষ)+ঞি অপত্যার্থে। সং; পু। ২। পৃথিবী [পরশুরাম এক-বিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিবার পরে কশ্যপকে দান করেন, সেই হেতু পৃথিবীর এক নাম কাশ্যপি বা কাশ্যপী]। সং; স্ত্রী।

কাশ্যপী—পৃথিবী। কাশ্যপি দেখ। সং; স্ত্রী।

কাশ্যপেয়—সূর্য্য; গরুড়। কশ্যপ (মুনিবিশেষ)+ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

কাষায়—কষায়রক্ত, অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণ। কষায় শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। [ক। সং; ক্লী।

কাষ্ঠ—কাঠ। কাশ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্থন্

কাষ্ঠকীট—ঘুণ। ৬তৎ। সং; পু।

কাষ্ঠকুট্ট—কাঠঠোকরা পাখী (Woodpecker)। সং; পু।

কাষ্ঠকুদ্দাল—নৌকা পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত কাষ্ঠনির্ম্মিত কুদ্দাল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কাষ্ঠতক্ষ, কাষ্ঠতক্ষ—সূত্রধর, ছুতার। সং; পু।

কাষ্ঠফলক—কাষ্ঠনির্ম্মিত ফলক, ছোট তক্তা, আধুনিক বোর্ড প্রভৃতি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কাষ্ঠমঞ্চ—চৌকী, চেয়ার, কেদারা; সোপান-মঞ্চ, গ্যালারি; খাট; বেদি। মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কাষ্ঠময়—কাষ্ঠনির্ম্মিত। কাষ্ঠ শব্দ+ময়ট্ অবয়বার্থে বিণ; ত্রি। [তাৎপর্য্যার্থ নির্দ্দয় ও রসহীন হয়]।

কাষ্ঠমল্ল—শবযান, যে গাড়া বা খাটে করিয়া মৃতদেহ লইয়া যাওয়া হয়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কাষ্ঠহাসি—নীরস হাস্য, মনে প্রফুল্লতা না থাকিলে যে হাস্য করা হয় তাহা; মন-যোগান হাসি। হাসি=হাস্য শব্দের অপভ্রংশ।

কাষ্ঠা—দিক্, সীমা; কালপরিমাণবিশেষ, অষ্টাদশনিমেষাত্মক কাল। কাষ্ঠ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কাষ্ঠাসন—চৌকী, কেদারা, পিঁড়ী প্রভৃতি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কাসর—মহিষ। ক শব্দ (জল)—আ—সৃ (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

কাসার—জলাশয়, সরোবর, পুষ্করিণী; পকান্ন-বিশেষ, একপ্রকার মিঠাই। ক'র (জলের) আসার, ৬তৎ। সং; পু।

কাহিনী—কথা, গল্প; বিবরণ; প্রস্তাব। দেশজ।

কিংকর্ত্তব্য—কি করা উচিত বা আবশ্যক। বিণ; ত্রি।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়—কর্ত্তব্যাবধারণে অসমর্থ, কি করা উচিত বা আবশ্যক তাহা বুঝিতে অক্ষম। কিংকর্ত্তব্যবিষয়ে বিমূঢ়, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা—কিংকর্ত্তব্য দেখ। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় শব্দ+তা ভাবে।

কিংবদন্তি, কিংবদন্তী—জনশ্রুতি, লোক-পরম্পরাগত কথা; লোকাপবাদ। কিম্ শব্দ (কি)—বদ (বলা)+অন্তি ভা, পক্ষান্তরে অন্ত ভা, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কিংবা—বিকল্প; বা, অথবা, পক্ষান্তরবোধক শব্দ। কিম্+বা। ব্য।

কিংশুক—১। পলাশ পুষ্প। সং; ক্লী। ২। পলাশবৃক্ষ। কিম্ (কি)+শুক (পক্ষি-বিশেষ), ইঁহা কি শুক পক্ষী হইবে, এইরূপ বিতর্ক হইতে কিংশুক নামের উদ্ভব হই-য়াছে। সং; পু।

কিখি—১। ক্ষুদ্র শৃগালী, খেঁকশিয়ালী। সং; স্ত্রী। ২। বানর। কৃ (শব্দ করা)+ডিপি ক। সং; পু ও স্ত্রী।

কিঙ্কর—ভৃত্য, সেবক, পরিচারক। কিম্ শব্দ (কি)—কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কিঙ্করী।

কিঙ্করী—সেবিকা, পরিচারিকা, দাসী। কিঙ্কর দেখ। বিণ; স্ত্রী।

কিঙ্কিণি, কিঙ্কিণী—বিকঙ্কত বৃক্ষ; ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা, ছোট ঘণ্টা; কটিভূষণ; ঘুঙুর। কিম্ (অনু-করণ শব্দ)—নিজন্ত কিণ (শব্দ করা)+ক ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কিঙ্কির—১। গজকুম্ভ। সং; ক্লী। ২। কোকিল; অশ্ব; ভ্রমর। কিম্ শব্দ (কিছু)—কৃ (বিকীর্ণ করা)+ক ক। সং; পু।

কিঙ্কিরা—রক্ত। কিঙ্কির দেখ; কিঙ্কির শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কিঙ্কিরাত—শুকপক্ষী; কন্দর্প; রক্তাশোক বৃক্ষ; কোকিল। কিঙ্কির দেখ; কিঙ্কির শব্দ—অত (গমন করা)+অন্ ক। পু।

কিঞ্চ—আরও, আরও কিছু; সমুচ্চয়; আরম্ভ; সম্ভাবনা; সাকল্য। কিম্+চ। ব্য।

কিঞ্চন, কিঞ্চিৎ—অল্প কিছু; কোনও বস্তু। কিম্+চন, চিৎ। ব্য।

কিঞ্চলুক, কিঞ্চুলুক—মহীলতা, কেঁচো। কিম্ শব্দ (কিঞ্চিৎ)—চল বা চুল (চলা)+উ ক+কণ্। সং; পু।

কিঞ্চিদুচ্চ—অল্প উচ্চ। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

কিঞ্চিদূন—কিছু কম, কিঞ্চিৎ ন্যূন। ২তৎ। বিণ।

কিঞ্চিন্মাত্র—কিছু, কিছুমাত্র। কিঞ্চিৎ শব্দ+মাত্রচ্ পরিমাণার্থে। বিণ; ত্রি।

কিঞ্জল্ক—কেশর, পুষ্পরেণু; পদ্মকেশর। কিম্ শব্দ (কিঞ্চিৎ)—জল (আচ্ছাদন করা)+ক্বিপ্, ক—কণ্। সং; পু।

কিন্তু—প্রথমোক্তের বৈপরীত্য বা সঙ্কোচসূচক, পরন্তু। কিম্+তু। ব্য।

কিন্নর—দেবযোনিবিশেষ, কিম্পুরুষ, যক্ষ, স্বর্গীয় গায়ক। কিম্ (কুৎসিত) যে নর, কর্ম্মধা; কিন্নরদিগের মুখ অশ্বমুখসদৃশ ও অন্যান্য অবয়ব মনুষ্যের তুল্য, এই জন্যই উঁহাদিগকে কিন্নর, কিম্পুরুষ, তুরঙ্গবদন, ইত্যাদি বলে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কিন্নরী।

কিন্নরী—কিন্নর-স্ত্রী। কিন্নর দেখ। সং; স্ত্রী।

কিন্নরেশ—যক্ষরাজ, কুবের। কিন্নরগণের ঈশ, ৬তৎ। সং; পু।

কিম্—১। বিকল্প; প্রশ্ন; নিষেধ; কুৎসা; বিতর্ক। কৈ (শব্দ করা)+ডিম্ ক। ব্য। ২। কে; কি। সর্ব্ব; ত্রি।

কিমাকার—কি আকারের, কিরূপ, কিপ্রকার। কিম্ (কি) হইয়াছে আকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কিম্পুরুষ, কিম্পুরুষ—কিন্নর [কিন্নর দেখ]; বর্ষবিশেষ। কিম্ (কুৎসিত) যে পুরুষ বা পুরুষ, কর্ম্মধা। সং; পু।

কিয়দ্দূর—কিছু দূর। কিয়ৎ যে দূর, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কিম্ভূত—কীদৃশ, কি প্রকার। কিম্ শব্দ (কি)—ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে কিম্ভাব।

কিয়ৎ—কি পরিমাণ, কত; অল্প পরিমাণ, কিঞ্চিৎ, কিছু। কিম্ শব্দ+বতু পরি-মাণার্থে। বিণ; ত্রি। ব্য।

কিরণ—১। অংশু, চন্দ্র ও সূর্য্যের বিভা বা দীপ্তি। কৄ (বিকীর্ণ করা)+কন র্ম। ২। সূর্য্য। কৄ+কন ণ। সং; পু।

কিরণচ্ছটা—সূর্য্যরশ্মির দীপ্তি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কিরণমালী—সূর্য্য। কিরণের মালা (সমূহ) কিরণমালা, ৬তৎ। কিরণমালা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=কিরণমালিন্, ১মার ১বচন। পু।

কিরণসম্পাত—সূর্য্যরশ্মির পতন; চন্দ্রকিরণ-পাত। ৬তৎ। সং; পু।

কিরাত—ব্যাধ; অল্পতনু; ভূনিম্ব; অশ্বপাল, সহিস। কির শব্দ (প্রান্তভাগ)—অত+অন্ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কিরাতী।

কিরাতী—দুর্গা; চামরধারিণী; কুট্টনী; ব্যাধা; শিবানী। কিরাত দেখ; কিরাত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে কিরাত।

কিরীট—মুকুট, শিরোভূষণ। কৄ (ক্ষেপণ করা)+কীটন্ ক। সং; পু ও ক্লী।

কিরীটী—১। অর্জ্জুন [অর্জ্জুন যৎকালে দানব-দিগের সহিত যুদ্ধার্থ সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হন, সেই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে একটি সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল কিরীট প্রদান করেন]। কিরীট শব্দ (মুকুট)+ইন্ অস্ত্যর্থে=কিরীটিন্, ১মার

১বচন। সং ; পু। ২। মুকুটধারী ; বিণ ; পু।

কিম্মীর—১। জনৈক রাক্ষস, বক-রাক্ষসের ভ্রাতা, পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে ভীমসেন কর্ত্তৃক এই রাক্ষস নিহত হয়। কৄ (ক্ষেপণ করা)+মীরন্ ক। সং ; পু। ২। নানাবর্ণ। বিণ ; ত্রি।

কিল—সম্ভাবনা ; বার্ত্তা ; প্রসিদ্ধি ; ঐতিহ্য ; নিশ্চয় ; সত্য ; অলীক ; হেতু ; অরুচি ; অনুনয় ; তিরস্কার। কিল+ক ক। ব্য।

কিলকিলা—বানরাদির হর্ষধ্বনি ; অব্যক্ত-শব্দ। স্ত্রী।

কিলিঞ্জক—কট, মাদুর ; পর্দ্দা। সং ; পু।

কিশল, কিসল—নবপল্লব। কিম্ শব্দ—শল (গমন করা)+অন্ ক। সং ; পু ও ক্লী।

কিশলয়, কিসলয়—নবপল্লব। কিম্ শব্দ—শল+কয়ন্ ক। সং ; পু ও ক্লী।

কিশোর—১। শিশু ; ১১ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক ; নবযুগ। কশ (শব্দ করা, গমন করা, ইত্যাদি)+ওরন্ ক ; অথবা, কিম্ শব্দ—শ (গমন করা)+ওরন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। অশ্বশাবক ; সূর্য্য। পু।

কিশোরীচাদ মিত্র—জন্ম ১৮২২ খ্রীঃ অব্দ—মে মাস। কিশোরীচাদ হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজে শিক্ষিত হইয়া ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। ইনিই কলিকাতা রিভিউ নামক পত্রের প্রথম বাঙ্গালী লেখক। রামমোহন রায় শীর্ষক ইহাঁরই রচিত প্রবন্ধ ঐ পত্রিকায় পাঠ করিয়া হালিডে সাহেব (যিনি পরে বঙ্গের ছোটলাট হইয়াছিলেন) ইহাঁকে ডাকাইয়া আনেন এবং রাজসাহীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট-পদে নিযুক্ত করেন। পরে ইহাঁকে কলিকাতায় আনাইয়া সহরের জুনিয়র ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বসাইয়া দেন। এই সময়ে ইহাঁরই অধীনে মাইকেল মধুসূদন দত্ত দ্বিভাষীর পদে কিছুদিনের জন্য কার্য্য করেন। কিশোরীচাদ এই কার্য্য হইতে অবসর লইতে বাধ্য হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে নিজ শক্তির পরিচালনা করেন। ইনি ইণ্ডিয়ান ফিল্ড নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতেন। এই পত্র উত্তরকালে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রের সহিত মিলিত হয়। কলিকাতা রিভিউ পত্রের অনেক প্রবন্ধ কিশোরীচাদ কর্ত্তৃক লিখিত হইত। টেরিটোরিয়াল এরিষ্টোক্রেসি অব্ বেঙ্গল (Territorial Aristocracy of Bengal) অর্থাৎ বঙ্গের জমিদারগণ শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ ইহাঁরই লেখনীসম্ভূত এবং অনুসন্ধান ও অধ্যবসায়ের ফল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের একখানি জীবনচরিত ইনি প্রণয়ন করেন। রাজনৈতিক ব্যাপারেও ইনি যোগদান করিতেন এবং সাধারণ সভায় সময়ে সময়ে বক্তৃতাও করিতেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দের ৬ই অগষ্ট ইনি দেহত্যাগ করেন। কিশোরীচাদ প্যারীচাদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য অনেক। প্যারীচাদ আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন ছিলেন। কিশোরীচাদ অনেকটা জড়বাদীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেন।

কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—হুগলি জেলার অন্তর্গত জনাই গ্রামে ১৭৭০ শকে ১৬ই অগ্রহায়ণ ইহাঁর জন্ম হয়। বাল্য বয়স হইতেই রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাসে ইহাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিশোরীমোহন ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে জনাই ট্রেনিং স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। সুপ্রসিদ্ধ রমেশচন্দ্র দত্ত এবং বি এল গুপ্ত ইহাঁর সহপাঠী ছিলেন। ইনি ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি এ পাশ করিয়া কিছুদিনের জন্য স্বীয় গ্রামের স্কুলে হেডমাষ্টারি করেন, অনন্তর ইনি গবর্ণমেণ্টের পাবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগে Comptroller of Accounts অফিসে চাকরী গ্রহণ করেন। ঐ অফিসে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইহাঁর বিদ্যাবত্তার প্রচার হয় এবং ইনি উপরিতন কর্ম্মচারীদিগের বিশেষ অনুরাগভাজন হন। এইখানে কিশোরীমোহন ২০০৲ টাকা বেতন পাইতেন এবং সাহেবরাও ইহাঁকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু ইনি আইন পরীক্ষা দিবার জন্য ১৮৭৫ খ্রীঃ চাকরী ছাড়িয়া দেন এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। এই সময়ে "হালিসহর পত্রিকা" অর্দ্ধেক ইংরাজী ও অর্দ্ধেক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইত। কিশোরীমোহন আইন পড়িবার সময় এই পত্রিকার ইংরাজী অংশের সম্পাদন করিতেন। ইনি ইংরাজী অংশ এমন সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে লাগিলেন যে, অনেকের দৃষ্টি ইহাতে আকৃষ্ট হইল। স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অনুসন্ধান করিয়া এই সময়ে কিশোরীমোহনের সহিত আলাপ করিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ইনি বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলি জজ আদালতে ওকালতি করিতে যান, স্বীয় প্রতিভাবলে শীঘ্রই সেখানে যথেষ্ট পসার প্রতিপত্তি হয়। কিন্তু আইন-ব্যবসায় ইহার ভাল লাগিল না। ইনি আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া শম্ভুচন্দ্রের "রেইস-রায়ৎ পত্রিকায়" যোগদান করিলেন। কিশোরীমোহন অতি সুন্দর ইংরাজী লিখিতেন। শম্ভুচন্দ্রের মৃত্যুর পর ইনিই সম্পাদক হইলেন, এবং সুলিখিত সুচিন্তিত প্রবন্ধ দ্বারা পত্রিকাখানিকে শীঘ্রই সর্ব্বসাধারণের অতি প্রিয় করিয়া তুলিলেন। স্বর্গীয় কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন চরক-সংহিতার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে কিশোরীমোহনই এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ কিশোরীমোহনের দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই সকল কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট ইহাঁকে শেষাবস্থায় ২৫৲ টাকা হিসাবে মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

কিষ্কিন্ধ, কিষ্কিন্ধ্য—পর্ব্বতবিশেষ। সং ; পু।

কিষ্কিন্ধা, কিষ্কিন্ধ্যা—কিষ্কিন্ধ পর্ব্বতের গুহা, বালি রাজার রাজ্য। সং ; স্ত্রী।

কিষ্কিন্ধ্যাধিপ, কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি—কপিরাজ বালি ; সুগ্রীব। ৬ৎ। সং ; পু।

কীচক—১। বায়ুসংযোগে শব্দকারক বাঁশ ; দৈত্যবিশেষ। চীক (স্পর্শ করা)+ণক ক নিপাতনে। সং ; পু। ২। বিরাটরাজের শ্যালক ; ইনি কেকয়রাজের পুত্র। ইনি অতিশয় বলবান্ ও মহাযোদ্ধা ছিলেন। ইহাঁর প্রতাপে মৎস্যদেশ নিরুপদ্রব হইয়াছিল। ইনি বিরাট-শত্রু ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তদীয় রাজ্য বিরাটরাজের অধীন করিয়া দেন। এই সকল কারণে বিরাটরাজ ইহাঁকে অতিশয় ভালবাসিতেন, এবং ইহাঁর অনেক অত্যাচার সহ্য করিতেন। • বিরাটরাজভবনে পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসকালে কীচক সৈরিন্ধ্রীবেশধারিণী দ্রৌপদীর প্রতি কামভাবে উত্তেজিত হইয়া স্বীয় ভগিনী রাজ্ঞী সুদেষ্ণা দ্বারা তাঁহাকে স্বগৃহে আনয়ন করান। দ্রৌপদী ইহাঁর ভয়ে রাজসভায় পলায়ন করেন। কামান্ধ, দুর্ম্মতি কীচক তথায় যাইয়া দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক পদাঘাত করেন। অতঃপর ভীমসেনের পরামর্শে দ্রৌপদী কীচককে রজনীতে নাট্যশালায় যাইতে সঙ্কেত করেন। তদনুসারে পাপিষ্ঠ তথায় উপস্থিত হইলে দ্রৌপদীর পরিবর্ত্তে স্ত্রীবেশধারী ভীমকে প্রাপ্ত হন। তৎপরে উভয়ের মধ্যে মল্লযুদ্ধ উপস্থিত হয়। মহাবীর ভীম নরাধমের প্রাণসংহার করিয়া উহাকে কুষ্মাণ্ডাকারে পরিণত করিয়া রাজান্তঃপুরে নিক্ষেপ করেন। সং ; পু।

কীট—কৃমি, পোকা। কীট (বন্ধন করা, রঙ্ করা)+ক। সং ; পু।

কীটঘ্ন—১। গন্ধক। সং ; পু। ২। কীটবিনাশক। কীট শব্দ—হন+টক্ ক। বিণ ; ত্রি।

কীটজ—রেশম। কীট শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। সং ; পু।

কীটজা—লাক্ষা, লা। কীটজ দেখ ; কীটজ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কীটমণি—খদ্যোত, জোনাকি পোকা। কীটের মধ্যে মণিস্বরূপ, নির্দ্ধার বা ৭তৎ। সং ; পু

কীটাণু—চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্র কীট, যে সকল কীট অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না (Animalculæ) কীটের মধ্যে অণু, নির্দ্ধার বা ৭তৎ। সং ; পু।

কীটাদ—সে সকল প্রাণী কীট ভক্ষণ করিয়া জীবন রক্ষা করে (Insectivora)। কীট শব্দ – অদ (ভক্ষণ করা) + যণ্ ক। সং ; পু।

কীদৃক্, কীদৃক্ষ, কীদৃশ—কি প্রকার, কেমন। কিম্ শব্দ – দৃশ (দেখা) + যথাক্রমে ক্বিপ্, সক, টক্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

কীর্ণ—আচ্ছন্ন ; বিক্ষিপ্ত ; ব্যাপ্ত। কৄ (ক্ষেপণ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে কীর্ণি।

কীর্ণি—বিক্ষেপ ; ব্যাপ্তি ; আচ্ছাদন। কৄ (ক্ষেপণ করা) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে কীর্ণ।

কীর্ত্তক—কীর্ত্তনকারী, বর্ণনাকারক ; গুণকথক। কৄত (কীর্ত্তন করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি।

কীর্ত্তন—১। গুণকথন ; বর্ণন, কথন ; যশোগান। কৄত (কীর্ত্তন করা) + অনট্ ভা। ২। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক সঙ্গীত। কৄত + অনট্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

কীর্ত্তনা—কীর্ত্তন দেখ। কৄত (কীর্ত্তন করা) + অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কীর্ত্তনীয়—বর্ণনীয়, কথনীয় ; গণনীয়। কৄত (কীর্ত্তন করা) + অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

কীর্ত্তি—প্রসাদ ; যশঃ, সুখ্যাতি ; মৃত ব্যক্তির খ্যাতি। কৄত (কীর্ত্তন করা) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে কীর্ত্তিত। বিপরীতার্থক শব্দ অকীর্ত্তি।

কীর্ত্তিকলাপ—যশসমূহ ; নানাপ্রকার সুখ্যাতি। ৬তৎ। সং ; পু।

কীর্ত্তিচাঁদ (রাজা)—কীর্ত্তিচাঁদের পিতার নাম আলমচাঁদ। আলমচাঁদ "রায় রায়ান" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নবাব-সরকারে ইঁহার সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ইনি রাজস্ব-বিভাগে অত্যুচ্চ পদে কার্য্য করিতেন।

কীর্ত্তিচাঁদ প্রথমে বেহারের মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। তৎকালে ইনি নানাগুণে সিরাজের পিতা জৈন উদ্দীনের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। আফগান সর্দ্দারগণের বিদ্রোহিতা কালে ইঁহার প্রভুভক্তির খ্যাতি সর্ব্বত্র বিঘোষিত হয়। রাজস্বসংক্রান্ত অত্যাবশ্যক কতিপয় বিষয়ের জ্ঞাপন দ্বারা ইনি নবাবের শ্রদ্ধাপথে পতিত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন ও দেওয়ানী পদ গ্রহণ করেন। দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইয়া ইনি পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি কাগজের সাহায্যে নবাব সরকারে বহু অর্থ আদায় করিয়া দেন। দেনাদারদিগের মধ্যে জগৎশেঠ, বর্দ্ধমানের রাজা এবং অন্যান্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। অকাট্য প্রমাণ দর্শনে তাঁহারা স্ব স্ব দেয় পরিশোধ করিলেন। ইহাতে এক কোটীর অধিক টাকা রাজকোষে আনীত হইল দেখিয়া নবাব ইঁহার প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। অনন্তর দুই বৎসরকাল আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন।

কীর্ত্তিত—খ্যাত, কথিত ; বর্ণিত। কৄত (কীর্ত্তন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে কীর্ত্তন, কীর্ত্তনা, কীর্ত্তি।

কীর্ত্তিমন্দির—যশোমন্দির, কীর্ত্তি প্রকাশার্থ নির্ম্মিত গৃহ। কীর্ত্তি প্রকাশক মন্দির, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কীর্ত্তিমান্—১। কীর্ত্তিবিশিষ্ট, যশস্বী। কীর্ত্তি শব্দ + মতু অস্ত্যর্থে = কীর্ত্তিমৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কীর্ত্তিমতী। ২। বসুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র। সং ; পু।

কীর্ত্তিবাস ওঝা—ইনি রামায়ণের প্রথম বঙ্গানুবাদক। অনুমান খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের নিকটস্থ ফুলিয়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, ইনি সংস্কৃত জানিতেন না। মহাভারতের বঙ্গানুবাদক কাশীরামের ন্যায় ইনিও কথকদিগের নিকট রামায়ণ শ্রবণ করিয়া বাঙ্গালা পদ্যে ইহা রচনা করেন। এই জন্য মূলের সহিত ইঁহার অনুবাদের অনেক স্থলেই ঐক্য নাই। কিন্তু মূলের সহিত অনুবাদ একটু ধীরভাবে দেখিলে সহজেই প্রতীতি হইবে যে, উপরোক্ত মতটি সমীচীন নহে। অনেক স্থলে দেখা যায়, যেখানে মূলের অনুসরণ করা হইয়াছে, অনুবাদও ঠিক মূলানুযায়ী হইয়াছে। সংস্কৃতানভিজ্ঞের পক্ষে এরূপ করা সম্ভব নয়। তারপর নদনদী, দেশ প্রদেশের বর্ণনার পরম্পরা এতদূর মূলের অনুগামী যে, লোকমুখে শুনিয়া সেগুলি ঐরূপভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। তবে অনেক স্থলে তিনি মূল ত্যাগ করিয়া বিবিধ পুরাণ উপপুরাণের এবং অনেক স্থানে নিজের কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। আর সেই কল্পনার বলে কতকগুলি নূতন চরিত্র সৃষ্টি করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত রামায়ণ দ্বারা বঙ্গদেশের যে মহোপকার সধিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। লক্ষ লক্ষ অল্পশিক্ষিত নরনারী কীর্ত্তিবাসের রামায়ণপাঠে পরিতৃপ্ত ও শিক্ষিত হইয়াছেন এবং এখনও হইতেছেন। ইহা দ্বারা ভাষারও অনেক উন্নতি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইঁহার নাম কৃত্তিবাস। মাঘ মাসে সংক্রান্তি দিবসে রবিবারে পঞ্চমী তিথিতে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম বৎসর নির্ণয় করা সহজ নহে। অধ্যয়ন শেষ করিয়া রাজপণ্ডিত হইবার আশায় গৌড়েশ্বরের নিকট গমন করিয়া ইনি দ্বারীর হস্তে রাজসমীপে পঞ্চশ্লোক পাঠাইয়া দেন। শ্লোক পাঠান্তে রাজা অত্যন্ত প্রীত হইয়া কৃত্তিবাসকে ডাকাইয়া পাঠান। উত্তরকালে ইঁহারই ইচ্ছানুসারে কবি রামায়ণ রচনা করেন। কৃত্তিবাস বাঙ্গালার আদি কবি। ইঁহার ভাষা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত দেখিয়া কেহ কেহ ইঁহাকে মুকুন্দরামের পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণখানি কত সংস্কারকের হাতে পড়িয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

কীর্ত্তিবিস্তার—যশোবিস্তার, নানাদিকে সুখ্যাতি প্রচার। ৬তৎ। সং ; পু।

কীর্ত্তিশেষ—১। মৃত। কীর্ত্তি হইয়াছে শেষ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। মৃত্যু। কীর্ত্তির শেষ, ৬তৎ। সং ; পু।

কীর্ত্তিসরোবর—যশঃ স্থাপনার্থ নির্ম্মিত দীর্ঘিকা, যশোরক্ষার জন্য যে দীঘী খনন করা যায়। রূপক কর্ম্মধা বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ক্লী।

কীর্ত্তিস্তম্ভ—ঘটনাবিশেষের স্মরণার্থ অথবা কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত নির্ম্মিত স্তম্ভাদি, স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিমন্দির (Monument)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

কীল—১। খিল, হুড়কা ; শঙ্কু, গোঁজ ; কনুই। কীল (বন্ধন করা) + ক ণ। ২। অগ্নিশিখা ; লেশ। কীল + ক ক। সং ; পু।

কীলক—শঙ্কু, গোঁজ, খোঁটা। কীল শব্দ + কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

কীলা—অগ্নিশিখা ; লেশ। কীল + ক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কীলাল—মধু ; রক্ত ; জল ; সুধা, অমৃত। কীল শব্দ (অগ্নিশিখা) – অল (নিবারণ করা) + অন্ ক। সং ; ক্লী।

কীলিত—১। বদ্ধ। কীল (বন্ধন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। বন্ধন। কীল + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

কু—১। অশুভ ; নিবারণ ; পাপ ; ঈষৎ ; নিন্দা। কু (শব্দ করা) + ডু ক। ব্য। ২। পৃথিবী ; (মতান্তরে) আগমনিগমাদি বেদাঙ্গ ব্যাখ্যা। সং ; স্ত্রী। ৩। কদাকার, কুৎসিত, নিন্দনীয়। বিণ ; ত্রি।

কুকর্ম্ম—অসৎকার্য্য, দুষ্ক্রিয়া। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কুকর্ম্মকারী—(কুকর্ম্মকারিন্)। কুৎসিত কর্ম্ম-নির্ব্বাহক। বিণ; ত্রি।

কুকর্ম্মশালী—(কুকর্ম্মশালিন্)। কুকর্ম্মান্বিত, কুৎসিত কার্য্যনির্ব্বাহক। বিণ; ত্রি।

কুকর্ম্মশীল—দুষ্ক্রিয়ান্বিত। কুকর্ম্ম কর্ম্মধা; পরে বহু। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

কুকর্ম্মা—কুৎসিত কার্য্যনির্ব্বাহকারী। বহু।

কুকর্ম্মান্বিত—অসৎ কার্য্যযুক্ত, দুষ্ক্রিয়ান্বিত। কর্ম্মধা ও ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

কুকর্ম্মাসক্ত—কুৎসিত কার্য্যে রত, কুকর্ম্মে আসক্ত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

কুকর্ম্মী—(কুকর্ম্মিন্)। কুকার্য্যে লিপ্ত, অত্যন্ত কুকার্য্যকারী। বিণ; ত্রি। [ক্লী।

কুকুন্দর—নিতম্বস্থিত আবর্ত্তাকার গর্ত্তদ্বয়। সং;

কুকুর—১। যদুবংশীয় জনৈক নৃপ, ইঁহার পিতার নাম অন্ধকরাজ; দশার্হ দেশ। কু শব্দ (পৃথিবী)—কুর (শব্দ করা, ত্যাগ করা) + ক ক, অথবা কুক (গ্রহণ করা) + উর ক। সং; পু। ২। কুক্কুর, কুত্তা। দেশজ; কুক্কুর শব্দের অপভ্রংশ।

কুক্কুট—কুঁকড়া, মোরগ; তৃণোল্কা; স্ফুলিঙ্গ। কুক (গ্রহণ করা) + ক্বিপ্ ক = কুক্; কুক শব্দ—কুট (ছেদন করা) + ক ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কুক্কুটী।

কুক্কুটক—শূদ্রের ঔরসে নিষাদীর গর্ভজাত জাতি-বিশেষ। কুক্কুট শব্দ + কণ্। সং; পু।

কুক্কুটব্রত—ভাদ্রশুক্লসপ্তমীতে স্ত্রীজনকর্ত্তব্য ব্রত-বিশেষ, ললিতাসপ্তমী ব্রত; সন্তানার্থে স্ত্রীকর্ত্তব্য ব্রত। গ্রন্থবিশেষে "কুক্কুটী-ব্রত" শব্দও দৃষ্ট হয়। সং; ক্লী।

কুক্কুটমণ্ডপ—বারাণসীস্থিত মুক্তিমণ্ডপ। সং; পু।

কুক্কুটী—স্ত্রী-কুক্কুট, মুরগী; অনৃতাচরণ। কুক্কুট দেখ; কুক্কুট শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। স্ত্রী।

কুক্কুভ—বন্যকুক্কুট। কুক্ (অনুকরণ শব্দ)—কু (শব্দ করা) + ভক্ ক। সং; পু ও স্ত্রী।

কুক্কুর—কুকুর, কুত্তা। কুক (গ্রহণ করা) + ক্বিপ্ ক = কুক্; কুক - কুর (শব্দ করা) + ক ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কুক্কুরী।

কুক্কুরী—স্ত্রীকুকুর। কুক্কুর দেখ। সং; স্ত্রী।

কুক্রিয়—দুষ্ক্রিয়ান্বিত, অসৎকার্য্যকারক। কু (কুৎসিত) হইয়াছে ক্রিয়া (কার্য্য) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কুক্রিয়া—অসৎকার্য্য, দুষ্কর্ম্ম। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কুক্ষি—উদরগহ্বর, কোঁক; মধ্য, অভ্যন্তর। কুষ (নিঃসৃত হওয়া) + ক্সি ক। সং; পু।

কুক্ষিগত—উদরপ্রবিষ্ট; অভ্যন্তরপ্রাপ্ত। ৭তৎ বা ২তৎ। বিণ; ত্রি।

কুক্ষিজ—গর্ভজাত (সন্তান)। কুক্ষিশব্দ (উদর)—জন (জন্মা) + ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কুক্ষিজা।

কুক্ষিম্ভরি—উদরম্ভরি, পেটুক। কুক্ষি শব্দ (উদর)—ভৃ (ভরা) + খি ক। বিণ; ত্রি।

কুগ্রহ—মন্দগ্রহ, অনিষ্টকর গ্রহ। কর্ম্মধা। পু।

কুঙ্কুম—কাশ্মীরদেশজাত স্বনামখ্যাত গন্ধদ্রব্য-বিশেষ। কুক (গ্রহণ করা) + উমক্ র্ম্ম সং; ক্লী। [ক। সং; পু।

কুচ—যুবতীর স্তন। কুচ (সঙ্কুচিত হওয়া) + ক

কুচক্র—চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, কুমন্ত্রণা। কর্ম্মধা। সং।

কুচক্রী—চক্রান্তকারী, ষড়যন্ত্রকারী; কুমন্ত্রণা-দাতা। কুচক্র দেখ; কুচক্র শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = কুচক্রিন্, ১মার ১বচন। বিণ।

কুচন্দন—রক্তচন্দন; কুঙ্কুম। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কুচফল—দাড়িম্ব ফল। কুচ তুল্য যে ফল, মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী [সং; ক্লী।

কুচাগ্র—স্তনাগ্রভাগ, স্তনের বোঁটা। ৬তৎ।

কুজ—মঙ্গলগ্রহ; বৃক্ষ; নরকাসুর। কু শব্দ (পৃথিবী)—জন (জন্মা) + ড ক। সং; পু।

কুজা—কাত্যায়নী, দুর্গা; সীতা; জানকী। কু শব্দ (পৃথিবী)—জন (জন্মা) + ড ক, স্ত্রী-লিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কুজ্ঝটি, কুজ্ঝটিকা, কুজ্ঝটি—কুয়াসা [বায়ু-মণ্ডলের অধোভাগে জলীয় বাষ্পবিশিষ্ট বায়ুর সহিত তদপেক্ষা শীতল বায়ু বা শীতল ভূমির সংস্পর্শ হইলে উহার কিয়দংশ বাষ্প সূক্ষ্ম জলকণায় পরিণত হইয়া কুজ্ঝটিকা উৎ-পাদন করে]। কু (শব্দ করা) + ক্বিপ্ ক = কুৎ। কুৎ-ঝট (মিলিত হওয়া) + ই ক = কুজ্ঝটি। কুজ্ঝটি শব্দ + কণ্ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ = কুজ্ঝটিকা, কুজ্ঝটীকা। স্ত্রী।

কুঞ্চন—বক্রণ; সঙ্কোচন; অনাদর। কুন্চ (বক্র হওয়া, ইত্যাদি) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে কুঞ্চিত।

কুঞ্চি, কুঞ্চী—মানপাত্রবিশেষ, খুঁচি; আট-মুটা; কুঞ্চিকা। কুন্চ + ই, ঈপ্ ণ। সং; স্ত্রী।

কুঞ্চিকা—কঞ্চী; গুঞ্জা, কুঁচ; কুঁচে মাছ; চাবি, কুলুপকাটি। সং; স্ত্রী।

কুঞ্চিত—১। বক্রীভূত; সঙ্কুচিত। কুন্চ + ক্ত ক। ২। অবজ্ঞাত, অনাদৃত। কুন্চ (অবজ্ঞা করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে কুঞ্চন।

কুঞ্জ—লতাগৃহ, লতাদিদ্বারা আচ্ছন্ন স্থান; হস্তি-হনু; হস্তিদন্ত। কু শব্দ (পৃথিবী)—জন (জন্মা) + ড ক। সং; পু ও ক্লী।

কুঞ্জকানন—লতাগৃহ পূর্ণ উপবন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কুঞ্জর—হস্তী; [কোন শব্দের পরবর্ত্তী হইলে] শ্রেষ্ঠ; কেশ; দেশবিশেষ; পর্ব্বতবিশেষ। কুঞ্জ দেখ; কুঞ্জ শব্দ + র, অস্ত্যর্থে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কুঞ্জরা, কুঞ্জরী।

কুঞ্জরা—হস্তিনী; ধাতকী। কুঞ্জর শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কুঞ্জরাশন—অশ্বত্থ বৃক্ষ। কুঞ্জরের (হস্তীর) অশন (ভক্ষ্য), ৬তৎ। সং; পু।

কুঞ্জবন—কুঞ্জকানন দেখ। [সং; স্ত্রী।

কুঞ্জরী—হস্তিনী। কুঞ্জর শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্।

কুঞ্জল—কাঁজি, আমানি। কু (কুৎসিত) যে জল, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কুট—পর্ব্বত; দুর্গ। কুট (বক্র গমন করা) + ক ক। সং; পু।

কুটজ—১। গিরিমল্লিকা বৃক্ষ, কুড়চি। ২। অগস্ত্য ঋষি; দ্রোণাচার্য্য। সং; পু।

কুটি, কুটী—২। কুট্টনী। সং; স্ত্রী। ২। কুটি-লতা, বক্রতা। কুট (বক্র গমন করা) + ক ভা, ই, ঈ। ৩। গৃহ; কুঁড়ে। কুট + ক ক ই, ঈ। সং; পু ও ক্লী।

কুটিচর, কুটীচর—জলজন্তুবিশেষ; সন্ন্যাসিবিশেষ, সং; পু।

কুটির, কুটীর—বাসস্থান। পর্ণশালা, কুঁড়ে; কুটি বা কুটী—রা + ড ক। সং; পু ও ক্লী।

কুটিল—বক্র; অসাধু; ক্রূর; শঠ, ধূর্ত্ত। কুট (বক্র গমন করা) + ইল ক। বিণ; ত্রি।

কুটিলগ—১। সর্প। সং; পু ও স্ত্রী। ২। বক্র-গামী। কুটিল শব্দ (বক্র)—গম (গমন করা) + ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কুটিলগা।

কুটিলগতি—১। বক্রগমন। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। বক্রগামী। কুটিলা গতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কুটিলগা—১। সর্পী; নদী। ২। বক্রগামিনী। কুটিল শব্দ—গম (গমন করা) + ড ক। স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কুটিলচিত্ত, কুটিলচরিত—কপটাচারী। বহু। বিণ; ত্রি।

কুটিলপ্রকৃতি—অসরলস্বভাব। বহু। বিণ; ত্রি।

কুটিলপ্রশ্ন—১। অসরলপ্রশ্ন, যে প্রশ্নের উত্তর দান করা কষ্টসাধ্য। সং; পু। ২। কুটিল-প্রশ্নকারী। বহু। বিণ; ত্রি।

কুটিলা—১। বক্রা; ধূর্ত্তা। কুটিল দেখ; কুটিল শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; ত্রি। ২। নদীবিশেষ, সরস্বতী নদী; আয়ানের ভগিনী, সুতরাং শ্রীমতী রাধিকার ননন্দা। সং; স্ত্রী।

কুটিলাচরণ—১। কুটিলব্যবহার। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। কুটিলব্যবহারকারী। বহু। বিণ।

কুটীচর—কুটিচর দেখ।

কুটীর—কুটির দেখ।

কুটীরবাসী—পর্ণশালায় বাসকারী। কুটীর—বস—ণিন্ ক = কুটীরবাসিন্ শব্দ ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কুটীরবাসিনী।

কুটুম্ব—পোষ্যজন, পরিবার; জ্ঞাতি; যাহার সহিত বৈবাহিক সূত্রে সম্বন্ধ আছে। কুটুম্ব (পালন করা) + অন্ ক। সং; পু।

কুটুম্বিতা—পারিবারিক সম্বন্ধ; বিবাহ-সূত্রে বা

অন্য প্রকারে স্থাপিত সম্বন্ধ ; কুটুম্ব সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্যবহার। কুটুম্বী দেখ ; কুটুম্বিন্ শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

কুটুম্বিনী—কুটুম্ববিশিষ্টা স্ত্রী, পতিপুত্র দুহিতা প্রভৃতি বিশিষ্টা স্ত্রী ; গৃহিণী। কুটুম্বী দেখ। সং ; স্ত্রী।

কুটুম্বী—গৃহস্থ। কুটুম্ব দেখ ; কুটুম্ব শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = কুটুম্বিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

কুটক, কুট্টাক—১। ছেদক। বিণ ; ত্রি। ২। মৎস্যরঙ্গ, মাছরাঙ্গা। সং ; পু।

কুট্টন—কুটিয়া ফেলা ; দূষণ ; ছেদন ; খোঁড়ন। সং ; ক্লী।

কুট্টনী—দূতী, কুটনী। সং ; স্ত্রী।

কুট্টাক—কুট্টক দেখ।

কুট্টিম—রত্নখনি ; নিবদ্ধভূমি, পাকা মেজে ; চাতাল। কুট্ট (ছেদন করা) + ইম র্ম। সং ; পু ও ক্লী।

কুট্মল, কুড্মল—১। মুকুল, ফুলের কুঁড়ি ; দন্ত। কুট বা কুড (ছেদন করা) + ক্মলন্ ক। সং ; পু ও ক্লী। ২। নরকবিশেষ। সং ; ক্লী।

কুট্মলিত—মুকুলিত। কুট্মল শব্দ (মুকুল) + ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

কুঠ—বৃক্ষ। কু শব্দ (পৃথিবী) – স্থা (থাকা) + ড ক। সং ; পু।

কুঠর—দধিমন্থনদণ্ড। সং ; পু।

কুঠার—কুড়ালি, বাইস, টাঙ্গি। সং ; পু।

কুঠারিকা, কুঠারী—কুঠার দেখ। সং ; স্ত্রী।

কুড়াপন্থী—ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা এক 'কুড়ায়' অর্থাৎ এক রাশিতে সমুদায় আহার্য্য দ্রব্য একত্র করিয়া সম্প্রদায়ের সকলে মিলিয়া আহার করে বলিয়া 'কুড়াপন্থী' নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহারা কোনরূপ দেবমূর্ত্তির আরাধনা করে না, কেবল ইষ্টমন্ত্রের আরাধনা করে। ইহারা কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টিপাত এবং ভ্রূকুটিধ্যান অর্থাৎ ভ্রূর মধ্যস্থলবর্ত্তী দ্বিদল পদ্ম মধ্যে সত্যপুরুষ অবস্থিত আছেন, এইরূপ ধ্যান করিয়া থাকে। তুলসীদাস নামক একজন গন্ধবণিক এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। আগ্রা জেলার অন্তর্গত হাত্রাস নগরে তাঁহার বাস ছিল।

কুড্মল—কুট্মল দেখ।

কুড্য—১। ভিত্তি। কুড + ক্যপ্ র্ম। ২। কৌতূহল। সং ; ক্লী।

কুড্যচ্ছেদী—সিঁদেল চোর। কুড্য শব্দ (ভিত্তি) – ছিদ (ছেদন করা) + ণিন্ ক = কুড্যচ্ছেদিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

কুণাল—ইনি সুপ্রসিদ্ধ মগধরাজ অশোকের পুত্র। ইনি অতিশয় রূপবান্ ও ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। ইঁহার পত্নীর নাম কাঞ্চন। মহারাজ অশোকের কোনও অন্তঃপুরচারিণী ইঁহাকে পাপ পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া ইঁহার সর্ব্বনাশ সাধনের উপায় দেখিতে লাগিল।

এই সময়ে মহারাজ অশোক কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হন। তাদৃশ রোগলক্ষণাক্রান্ত এক দরিদ্রকে পাইয়া পূর্ব্বোক্তা রমণী তাহাকে বিষ প্রদানে নিহত করে। তৎপরে সেই মৃত ব্যক্তির উদরাভ্যন্তরে এক প্রকাণ্ড কৃমি দেখিয়া পিশাচী পলাণ্ডুর রসে কৃমিটাকে নাশ করে। অনন্তর পাপিষ্ঠা পলাণ্ডু-রসে অশোককে রোগমুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট এক বর গ্রহণ করিল। সেই বরে দুষ্টা এক সপ্তাহের জন্য রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া কুণালের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক তাঁহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিল।

কুণাল ভিক্ষুকের বেশে রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলে পতিব্রতা কাঞ্চনও তাঁহার সহিত গৃহত্যাগ করিলেন। বীণা বাজাইয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া কুণাল অতি ক্লেশে সস্ত্রীক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। একদা ইনি ভিক্ষুকবেশে পাটলীপুত্র নগরের রাজভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। দ্বারপালেরা ইঁহাকে সামান্য ভিক্ষুক জ্ঞানে পুরে প্রবেশ করিতে দিল না। অতঃপর অশোক বীণার ধ্বনিতে কুণালকে চিনিতে পারিয়া মহাসমাদরে ইঁহাকে গ্রহণ করিলেন, এবং অতিশয় রোষান্বিত হইয়া সেই পাপিষ্ঠার প্রাণবিনাশের আদেশ প্রদান করিলেন। তখন কুণাল অতি দীনভাবে কাতর কণ্ঠে এই বলিয়া তাহার প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন,—"পিতঃ! আমি অন্ধ হইয়াছি বলিয়া আমার কোন ক্লেশ নাই। রমণী আমার চক্ষু উৎপাটন করিয়া মিত্রের কার্য্য করিয়াছেন,—আমার জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে, অতএব আমার অনন্তজীবনদাত্রীর প্রাণবধ করিবেন না।" কুণালের অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল।

কুণ্ঠ, কুণ্ঠিত—জড় ; অলস ; মূর্খ ; অকর্ম্মণ্য ; সঙ্কুচিত ; ব্যাহত ; ভোঁতা। কুণ্ঠ (আলস্য করা) + অন্, পক্ষান্তরে ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

কুণ্ঠক—সঙ্কোচকারী ; কুৎসিত কর্ম্মকারী, মূর্খ। কুণ্ঠ (সঙ্কোচ করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি।

কুণ্ড—১। পতিসত্ত্বে জারজ পুত্র। কুন্ড (রক্ষা করা, দাহ করা, ইত্যাদি) + অল্ র্ম। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কুণ্ডা। ২। কোন বস্তু রাখিবার উদ্দেশ্যে ভূমিতে কৃত গর্ত্ত ; অগ্নি স্থাপনের গর্ত্ত ; দেব-জলাশয় ; পরিমাণপাত্রবিশেষ। কুন্ড + অল্ অধি ; সং ; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে কুণ্ডী।

কুণ্ডপায্য—যজ্ঞ। কুণ্ড শব্দ – পা (পান করা) + ঘ্যণ্ অধি, নিপাতনে। সং ; পু।

কুণ্ডভেদী—১। কুণ্ডভেদকারক। কুণ্ড শব্দ – ভিদ (ভেদ করা) + ণিন্ ক = কুণ্ডভেদিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। ২। ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র। সং ; পু।

কুণ্ডল—কর্ণভূষণ ; বলয়, বালা ; বলয়াকৃতি বন্ধনী ; পা-বেড়ি ; সমূহ। কুন্ড + কলচ্ র্ম। সং ; ক্লী।

কুণ্ডলিনী—শক্তিবিশেষ, কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ; সর্পী। কুণ্ডল শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কুণ্ডলী—১। কুণ্ডলধারী। কুণ্ডল শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = কুণ্ডলিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। ২। সর্প ; ময়ূর। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কুণ্ডলিনী।

কুণ্ডশায়িনী—কুণ্ডশায়ী দেখ।

কুণ্ডশায়ী—১। কুণ্ডে শয়নকারী। কুণ্ড শব্দ – শী (শয়ন করা) + ণিন্ ক = কুণ্ডশায়িন, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কুণ্ডশায়িনী। ২। ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র। সং ; পু।

কুণ্ডা—পতিসত্ত্বে জারজা কন্যা। কুণ্ড দেখ ; কুণ্ড শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং, স্ত্রী।

কুণ্ডাশী—১। কুণ্ডের অর্থাৎ পতিসত্ত্বে জারজ পুত্রের অন্নভোজী। কুণ্ড শব্দ – অশ (ভোজন করা) + ণিন্ ক = কুণ্ডাশিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কুণ্ডাশিনী। ২। ধৃতরাষ্ট্রের একটী পুত্রের নাম। সং ; পু।

কুণ্ডিক—কমণ্ডলু ; তাম্রকুণ্ড ; স্থালী। কুণ্ড দেখ ; কুণ্ড শব্দ + কন্। সং ; ক্লী।

কুণ্ডিকা—কুণ্ডিক দেখ। কুণ্ডিক শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কুণ্ডিন—১। দেশবিশেষ ; মুনিবিশেষ। সং ; পু। ২। বিদর্ভ নগর। সং ; ক্লী।

কুণ্ডী—কমণ্ডলু ; কলসী, ঘটী ; স্থালী। কুণ্ড দেখ ; কুণ্ড শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কুণ্ডীন—১। রত্ন ভাণ্ডার। সং ; ক্লী। ২। কুণ্ডযুক্ত। বিণ ; ত্রি।

কুণ্ডীর—১। মানব। সং ; পু। ২। বলশালী। বিণ ; ত্রি।

কুতঃ—কোথা হইতে ; কিজন্য, কেন ; কোথায়। কিম্ (কি) + তস্ ৫মী বা ৭মী স্থানে। ব্য।

কুতপ—১। দৌহিত্র ; সূর্য্য ; অগ্নি ; দ্বিজ ; অতিথি ; বৃষ। সং ; পু। ২। দিবামানকে ১৫ ভাগ করিলে তাহার অষ্টম ভাগ, অর্থাৎ দিবামানকে পূর্ণ ৩০ দণ্ড ধরিলে দিবসের পঞ্চদশ ও ষোড়শ দণ্ড [এই কাল শ্রাদ্ধের পক্ষে অতি প্রশস্ত, এই সময়ে পিতৃকৃত্য করিলে তাহা অক্ষয় হয়] ; বাদ্য ; ছাগকম্বল ; কুশ। কু (ঈষৎ) হইয়াছে তপ (সূর্য্যতাপ) যাহাতে, বহু। সং ; পু ও ক্লী।

কুতর্ক—কুৎসিত তর্ক, যে তর্ক সত্যনির্ণয়ার্থ কৃত নহে। কর্ম্মধা। সং; পুং।

কুতব উদ্দিন ঐবেক—ইনি ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমান সম্রাট্। তুর্কিজাতীয় কোন দরিদ্রের গৃহে ইহাঁর জন্ম। ইনি শৈশবে খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরে একজন মুসলমানের নিকট বিক্রীত হইয়া কিছু দিন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে জনৈক বণিক্ ইহাঁকে মহম্মদ ঘোরীর নিকট বিক্রয় করে। এখন হইতে দরিদ্র-সন্তান কুতব উদ্দিনের ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হইল। মহম্মদ ঘোরী প্রথমতঃ ইহাঁকে সামান্য সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। পরে ক্রমশঃ কুতব মহম্মদ ঘোরীর প্রধান সেনাপতি ও অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। মহম্মদ ঘোরীর রাজ্যবিস্তারে কুতবই তাঁহার প্রধান সহায়। ১১৭৮ খ্রীঃ অব্দে কুতব গুজরাট জয় করিতে যাইয়া তত্রত্য রাজা লবণ প্রসাদ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৎপরে অল্প দিনের মধ্যেই গোয়ালিয়র, কালঞ্জর, কাল্পী, ও বদায়ুন জয় করেন। দিল্লী জয়ের পর মহম্মদ ঘোরী কুতবের উপর তথাকার শাসনভার অর্পণ করেন। ১২০৫ খ্রীঃ অব্দে মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হইলে কুতব উদ্দিন দিল্লীতে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া স্থায়িরূপে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইহাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমানগণ কেবল ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, কেহই স্থায়ী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ১২১০ খ্রীঃ অব্দে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হওয়ায় কুতবের মৃত্যু হয়। অদ্যাপি দিল্লী নগরীতে কুতব মসজিদ ও কুতব মিনার নামক প্রসিদ্ধ সৌধদ্বয় কুতব উদ্দিনের নাম স্মৃতিপটে জাগরূক করিয়া দিতেছে। ভগ্নাবস্থাতেও উহার উচ্চতা ২৪০ ফুট ও ব্যাস ৫০ ফুট। কুতবের সময়ে উহার নির্ম্মাণ আরব্ধ ও অলতমশের সময়ে নির্ম্মাণ শেষ হয়।

কুতব মিনার—কুতব উদ্দিন ঐবেক দেখ।

কুতস্ত্য—কোথা হইতে আগত; কিরূপে জাত। কুতঃ দেখ; কুতস্ শব্দ + ত্য। বিণ; ত্রি।

কুতুক—কৌতূহল; ঔৎসুক্য; আনন্দ। কুতু শব্দ—কৈ (শব্দ করা) + ড ক। সং: ক্লী।

কুতু—চর্ম্মনির্ম্মিত তৈলাধার, কুপো, মসক। কু শব্দ (কুৎসিত)—তন (বিস্তার করা) + ডু ক। সং; স্ত্রী।

কুতূহল—১। কৌতূহল, কোন নূতন বিষয় দেখিবার, শুনিবার বা জানিবার নিমিত্ত আগ্রহ। কুতূ শব্দ—হল (চষা) + অন্ ক। সং; ক্লী। ২। অদ্ভুত, আশ্চর্য্য। বিণ; ত্রি।

কুতূহলী—কৌতূহলবিশিষ্ট, নূতনজ্ঞানলাভেচ্ছু। কুতূহল দেখ; কুতূহল শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = কুতূহলিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে কুতূহলিনী।

কুতৃণ—জলের পানা। কু (কুৎসিত) যে তৃণ, কর্ম্মধা; অথবা, কুর (জলের) তৃণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

কুত্র—কোথায়, কোন্ স্থানে; কোন্ বিষয়ে। কিম্ শব্দ (কি) + ত্র ৭মী স্থানে। ব্য।

কুত্রচিৎ—কোথাও, কোনও স্থলে। কুত্র + চিৎ। ব্য। [+ ত্য। বিণ; ত্রি।

কুত্রত্য—কোথায় জাত। কুত্র শব্দ (কোথায়)

কুত্রাপি—কোথাও; কোনও স্থানে। কুত্র দেখ; কুত্র + অপি। ব্য।

কুৎসন—নিন্দা, দোষকীর্ত্তন। কুৎস + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে কুৎসিত।

কুৎসা—নিন্দা, দোষকীর্ত্তন। কুৎস (নিন্দা করা) + অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে কুৎসিত।

কুৎসিত—নিন্দিত; দোষযুক্ত; হেয়, জঘন্য; বিশ্রী। কুৎস (নিন্দা করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে কুৎসন, কুৎসা।

কুথ—হস্তিপ্রভৃতির চিত্রিত পৃষ্ঠবস্ত্র; আস্তরণ; কুশ। কুথ + ক ক। সং; পুং।

কুথা—হস্তিপ্রভৃতির চিত্রিত পৃষ্ঠবস্ত্র; আস্তরণ। কুথ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। [পুং।

কুদাল—ভূমিখননযন্ত্রবিশেষ, কোদালি। সং;

কুদিন—সাবনদিন, দিবারাত্র; অশুভ দিন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কুদৃষ্টি—১। মন্দদৃষ্টি, কুৎসিতদর্শন। বহু। বিণ; ত্রি। ২। নাস্তিক মত, বেদবিরুদ্ধ জ্ঞান; মিথ্যা দৃষ্টি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কুদ্দার, কুদ্দাল—কোদাল; কোবিদার বৃক্ষ, কাঞ্চন গাছ। কুদ্দার = কু শব্দ (পৃথিবী)—ণিজন্ত দৃ (বিদার্ণ করা) + ষণ্ ক। কুদ্দাল কু = শব্দ (পৃথিবী)—দল (ভেদ করা) + ষণ্ ক। সং; পুং।

কুধ্র—পর্ব্বত, ধরাধর। কু (পৃথিবী)—ধৃ (ধারণ করা) + ক ক। সং; পুং।

কুনখ—১। কুৎসিত নখরোগবিশেষ, নখকুনি। কর্ম্মধা। সং; পুং। ২। উক্ত রোগযুক্ত। বিণ।

কুনখী—নখরোগযুক্ত; কুৎসিতনখবিশিষ্ট; সঙ্কুচিতনখ। (কুৎসিত) যে নখ কুনখ, কর্ম্মধা; কুনখ + ইন্ অস্ত্যর্থে = কুনখিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পুং। [সং; পুং।

কুনাথ—কুৎসিত প্রভু বা স্বামী। কর্ম্মধা।

কুনামা—কুৎসিত নাম বিশিষ্ট; অতি কৃপণ। অত্যন্ত কৃপণের বা সাতিশয় কদাচারীর নাম প্রাতঃকালে উচ্চারণ করিলে সে দিন অন্ন যোটে না বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, এ-কারণ উহাদিগকে কুনামা কহে। বহু। বিণ; ত্রি।

কুনীতি—দুশ্চর্য্যা; অসদাচরণ। কর্ম্মধা। স্ত্রী।

কুন্ত—প্রাস অস্ত্র, ভল্ল; পক্ষযুক্ত বাণ। ক (মস্তক)—উন্দ (আর্দ্র করা) + অন্ ক। সং; পুং।

কুন্তল—কেশ; পানপাত্র; যব; দেশবিশেষ। কুন্ত—লা (গ্রহণ করা) + ড ক। সং; পুং।

কুন্তি, কুন্তী—যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের জননী। ইনি যদুবংশীয় শূরসেনের কন্যা ও বসুদেবের ভগিনী। ইহাঁর প্রকৃত নাম পৃথা। শূরসেন পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে স্বীয় পিতৃষ্বসৃ-পুত্র অনপত্য কুন্তি-ভোজ রাজাকে আপনার প্রথমজাতা কন্যা পৃথাকে দুহিতৃত্বে অর্পণ করেন। পৃথা কুন্তিভোজ রাজার দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ায় কুন্তি নামে আখ্যাত হইলেন।

কোনও সময়ে মহর্ষি দুর্ব্বাসা কুন্তি-ভোজ রাজার আলয়ে আগমন করিয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। ঋষিবর সংবৎসর তথায় অবস্থিতি করেন, এবং কুন্তির সেবায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া ইহাঁকে এমন এক মন্ত্র প্রদান করেন যে, সেই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যে দেবতাকে স্মরণ করা যাইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। বালস্বভাবপ্রযুক্ত কুন্তী মন্ত্র পরীক্ষার্থ সূর্য্যদেবকে স্মরণ করিবামাত্র সূর্য্যদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপে সূর্য্যের ঔরসে কন্যাবস্থায় কুন্তীর কর্ণ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কুন্তী লোকলজ্জাভয়ে সদ্যোজাত শিশুটিকে মঞ্জুষামধ্যে স্থাপন করিয়া ধাত্রীর সাহায্যে নদীতে ভাসাইয়া দেন; পরে গুপ্তচর দ্বারা জানিতে পারেন যে, সেই পুত্র অঙ্গদেশে সূত অধিরথ ও তৎপত্নী রাধার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছেন।

অতঃপর কুন্তিভোজ কন্যার স্বয়ংবর ঘোষণা করিলে, কুন্তি স্বয়ংবর সভায় পাণ্ডুরাজাকে বরমাল্য অর্পণ করিয়া পতিত্বে বরণ করেন। পাণ্ডুরাজা মাদ্রী নাম্নী অপর আর এক পত্নীরও পাণিগ্রহণ করেন। কুন্তী ও মাদ্রী পতির সহিত বন ভ্রমণ করিতেন। অনন্তর এক ব্রাহ্মণের শাপে পাণ্ডু স্ত্রীসহবাসে বঞ্চিত হইলে, পুত্রোৎপাদন মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনায়, পাণ্ডু কুন্তীকে পুত্রোৎপাদন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করেন। তদনুসারে কুন্তী দুর্ব্বাসা ঋষিদত্ত মন্ত্রবলে ধর্ম্মরাজ, পবনদেব, ও ইন্দ্রের ঔরসে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম, ও অর্জ্জুন নামে পুত্রত্রয় উৎপাদন করেন। সপত্নী মাদ্রীকেও সেই মন্ত্র প্রদান করিলে, তিনি স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্বারা নকুল ও সহদেব নামক যমজ পুত্রদ্বয় উৎ-

পাদন করেন। কালনিয়োগে পাণ্ডুরাজার দেহান্তর হইলে এবং মাদ্রী তাঁহার অনুগমন করিলে, পাণ্ডবগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার কুন্তির উপর পড়িল।

অতঃপর পুত্রগণকে লইয়া কুন্তী হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন। পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষা হইলে তাঁহারা যশস্বী হইয়া উঠিলেন। তাহাতে দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রাণবধার্থ কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবকে জতুগৃহে প্রেরণ করেন। ধর্ম্মপ্রাণ দেবর বিদুরের মন্ত্রণাকৌশলে কুন্তী পুত্রগণসহ নির্ব্বিঘ্নে বনে পলায়ন করেন। তাহার পর একচক্রা নগরীতে জনৈক ব্রাহ্মণের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তথায় বক নামক রাক্ষসের উপদ্রব জন্য সেই ব্রাহ্মণ-পরিবারের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কুন্তী আপনার বলিষ্ঠ পুত্র ভীমসেনের দ্বারা তাহার বধ সাধন করেন। অনন্তর দ্রৌপদীর স্বয়ংবর স্থলে অর্জ্জুন লক্ষ্যবেধ করিয়া কন্যারত্ন লাভ করিলে কুন্তীর আদেশে পঞ্চ ভ্রাতায় তাঁহার পতি হইলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যস্থাপন করিলে, কুন্তী তাঁহাদের সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় রাজ্য হারাইয়া পত্নী ও ভ্রাতৃগণসহ বনগমন করিলে, কুন্তী ধর্ম্মাত্মা বিদুরের নিকট রহিলেন। ত্রয়োদশবর্ষান্তে কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইলে, কুন্তী গোপনে কর্ণের নিকট যাইয়া তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে পাণ্ডব পক্ষে থাকিতে অনুরোধ করেন। পরন্তু সত্যপরায়ণ কর্ণ তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া মাতার নিকট এই মাত্র অঙ্গীকার করেন যে, 'আমি অর্জ্জুন ভিন্ন কোনও পাণ্ডবের প্রাণবধ করিব না।' অগত্যা কুন্তী তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন।

কুরুক্ষেত্র সমরের পর কুন্তী যুধিষ্ঠিরের নিকট কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া তাঁহার তর্পণ করিতে বলেন। তখন ভ্রাতৃশোকে ক্ষিপ্তমনা যুধিষ্ঠির মাতাকে মৃদু তিরস্কার করেন। অতঃপর কুন্তী পুত্রগণের সহিত ১৫ বৎসর সুখে বাস করিয়া ধৃতরাষ্ট্রসহ বনগমন পূর্ব্বক অনন্যমনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। তিন বৎসর কাল তপস্যা করার পর, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীসহ কুন্তী দাবানলে ভস্মীভূত হন। ক শব্দ (মস্তক)—উন্দ (আর্দ্র করা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ই, ঈপ্; অথবা কুন্তি+ষ্ণ অপত্যার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ই, ঈপ্। সং

কুন্তিভোজ—জনৈক নৃপতি। ইনি যাদববংশীয় শূরসেনের পিতৃস্বসৃপুত্র। শূরসেনের সহিত ইঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। ইনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া শূরসেন অঙ্গীকার করেন যে, আপনার প্রথমজাত সন্তান কুন্তিভোজকে প্রদান করিবেন, এবং তদনুসারে স্বীয় প্রথমজাতা কন্যা পৃথাকে অর্পণ করেন। পৃথা ইঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া কুন্তি নামে পরিচিতা হন। কুরুক্ষেত্র সমরে কুন্তিভোজ পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে নিহত হন।

কুন্থন—ক্লেশপ্রকাশ, কোঁথান। কুন্থ (ক্লেশ দেওয়া, ক্লেশ পাওয়া ইত্যাদি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

কুন্দ—১। কুঁদ ফুল। কু (শব্দ করা, ইত্যাদি) +দ ক। সং; পু ও ক্লী। ২। ভ্রমি যন্ত্র, কুঁদ যন্ত্র। কু শব্দ—দো (ছেদন করা)+ড ক। ৩। নিধিবিশেষ। ক শব্দ (পৃথিবী) —উন্দ (আর্দ্র করা)+অন্ ক। সং; পু।

কুন্দদন্ত—১। কুন্দপুষ্পবৎ শুভ্র দন্ত। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। ২। কুন্দপুষ্পবৎ শুভ্র দন্তবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

কুন্দমালা—কুন্দপুষ্পনির্ম্মিত মালা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কুন্দিনী—পদ্মিনী, পদ্মসমূহ। কুন্দ শব্দ+ইন্ সমূহার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কুন্দু—মূষিক, ইঁদুর। কু (পৃথিবী)—দৃ (বিদীর্ণ করা)+ডু ক। সং; পু।

কুপতি—১। ভূপতি, রাজা। ৬ত৹। ২। কুৎসিত স্বামী। কর্ম্মধা। সং; পু।

কুপথ—কুৎসিতপথ। সং; পু ও ক্লী।

কুপথগামিনী—কুপথগামী দেখ।

কুপথগামী—অসৎপথাবলম্বী, ভ্রষ্টাচার, অসচ্চরিত্র। কু (কুৎসিত) যে পথ কুপথ, কর্ম্মধা। কুপথে গমন করে যে, উপ; কুপথ শব্দ—গম (গমন করা)+ণিন্ ক=কুপথগামিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কুপথগামিনী।

কুপথসুপথ—মন্দ ও ভাল পথ, অগম্য ও গম্য পথ; অধর্ম্ম্য ও ধর্ম্ম্য উপায়। কর্ম্মধা ও দ্বন্দ্ব। সং; পু।

কুপথ্য—অপথ্য, অহিতকর ভক্ষ্য, যাহা ভক্ষণ করিলে রোগ জন্মিতে বা বৃদ্ধি পাইতে পারে। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কুপিত—ক্রুদ্ধ, রাগান্বিত, রুষ্ট। কুপ (রাগ করা) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কুপিতা। বিশেষ্যে কোপ।

কুপিতা—১। ক্রুদ্ধা, রুষ্টা। কুপিত দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। যে পিতা স্বীয় কর্ত্তব্য পালন না করে, যে পিতা সন্তানের প্রতি অসদ্ব্যবহার করে। কর্ম্মধা। সং; পু।

কুপুত্র—যে পুত্র আপনার কর্ত্তব্য পালন না করে, যে পুত্র মাতাপিতার প্রতি অসদ্ব্যবহার করে, অসৎপুত্র। কর্ম্মধা। সং; পু।

কুপুরুষ—কাপুরুষ দেখ।

কুপূয়—কপূয় দেখ।

কুপোষ্য—নিকট সম্পর্কীয় নিরাশ্রয় নরনারীগণ; উপার্জ্জনে অসমর্থ পরিবারস্থ মানব। কুৎসিত পোষ্য, নিত্য সমাস। বিণ; ত্রি।

কুপ্য—স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন অন্য ধাতু। গুপ (রক্ষা করা ইত্যাদি)+ক্যপ্ র্ম নিপাতনে। সং; ক্লী।

কুবলাশ্ব—সূর্য্যবংশীয় জনৈক নৃপতি, মহারাজ বৃহদশ্বের পুত্র। ইনি অতিশয় বীর্য্যবান্ ও ক্ষমতাশালী নরপতি ছিলেন; মহর্ষি উতঙ্ক ত্রিলোকের উপকারের নিমিত্ত দৈত্য ধুন্ধুর বিনাশার্থে ইঁহাকে নিয়োজিত করেন। কুবলাশ্ব, ধুন্ধুকে বধ করিয়া ধুন্ধুমার নাম প্রাপ্ত হন। সং; পু।

কুবের—যক্ষরাজ, ধনাধিপ। ঋষি বিশ্রবার ঔরসে ইলবিলার গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট বর লাভ করিয়া অমর এবং উত্তরদিকের অধিপতি হন। ব্রহ্মা ইঁহাকে পুষ্পক রথও প্রদান করেন। যক্ষ ও কিন্নরগণ ইঁহার অধীন। ইনি প্রথমে লঙ্কায় বাস করিতেন। ইঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ ইঁহাকে স্থানচ্যুত করিলে ইনি পিতৃনির্দেশে কৈলাস-শিখরে স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। এইখানে মহাদেবের সহিত ইঁহার মিত্রতা হয়। ইঁহার পুরীর নাম অলকা এবং পুত্রের নাম নলকুবর। রাবণের সহিত কুবেরের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। রাবণ ইঁহাকে পরাস্ত করিয়া ইঁহার পুষ্পক রথ হরণ করেন। একদা ইঁহার অনুচর মাণিমান মহর্ষি অগস্ত্যের মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করায় তাঁহার শাপে ভীমের হস্তে ইঁহার অনুচরবর্গ পরাজিত হয়। কুন্ব (আচ্ছাদন করা)+এর ক; অথবা কু (কুৎসিত) হইয়াছে বের (শরীর) যাহার, বহু, কারণ কথিত আছে যে, যক্ষরাজ কুবেরের আটটা দাঁত ও তিনখান পা। সং; পু।

কুব্জ—উন্নতপৃষ্ঠ, কুঁজো। কু (ঈষৎ)—উব্জ (সরল হওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কুব্জা।

কুব্জা—১। উন্নতপৃষ্ঠা, কুঁজী। কুব্জ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। মথুরারাজ কংসাসুরের পরিচারিকাবিশেষ। কংসের আমন্ত্রণে কৃষ্ণবলরাম মথুরায় আগমন করিয়া রাজপথে কুব্জার সাক্ষাৎ পান। ইনি সে সময়ে রাজবাটীতে মাল্যচন্দন লইয়া যাইতেছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় ইঁহার নিকট সে সকল চাহিলে ইনি তাঁহাদিগকে সে সমস্ত অর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া কুব্জার পদে পদক্ষেপ ও চিবুক

ধারণ করিয়া ইহার অঙ্গবৈকল্য দূর করিয়া ইহাকে সরলা সুন্দরী করিয়া দেন। সং; স্ত্রী

কুব্জিকা—কুব্জা দেখ। দেবীবিশেষ; অষ্ট বর্ষা কন্যা। সং; স্ত্রী।

কুব্রহ্ম—অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। কর্ম্মধা। সং; পু।

কুমাতা—১। বাৎসল্য রহিতা জননী, যে মাতার সন্তান-বাৎসল্য নাই। কুৎসিতা মাতা, নিত্য। ২। জগজ্জননী। কু অর্থাৎ পৃথিবীর মাতা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কুমার—১। কার্ত্তিকেয়; যুবরাজ, পঞ্চম বর্ষীয় বালক; অশ্বচারক, সহিস; শুকপক্ষী। কুমার (ক্রীড়া করা)+অন্ ক; অথবা কু (কুৎসিত, হইয়াছে) মার (কন্দর্প) যাহা হইতে, বহু। সং; পু। ২। বিশুদ্ধ স্বর্ণ, খাঁটী সোনা। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কুমারী।

কুমারভৃত্যা—বালচিকিৎসা। কুমার শব্দ (শিশু)—ভৃ (ভরণ করা)+ক্যপ্, ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কুমারবাহী—কার্ত্তিকের বাহন, ময়ূর। কুমার শব্দ (কার্ত্তিক) বহ (বহন করা)+ণিন্ ক=কুমারবাহিন্; ১মার ১বচন। সং; পু।

কুমারসম্ভব—সুকবি কালিদাস প্রণীত কুমারের (কার্ত্তিকের) জন্মবিবরণ বিষয়ক কাব্য গ্রন্থ। (এই অভিধানের দ্বিতীয় ভাগ দেখ)। কুমারের (কার্ত্তিকের) সম্ভব (উদ্ভব বা জন্ম) বর্ণিত হইয়াছে যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

কুমারিকা—কুমারী, দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা; অনূঢ়া কন্যা; ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তস্থ অন্তরীপবিশেষ [Cape of Comorin]। কুমারী শব্দ+কণ্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কুমারিল ভট্ট—দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণ। ইনি অসাধারণ পণ্ডিত ও মেধাবী ছিলেন। ইনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। দেশে সে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের বিষম প্রাদুর্ভাব। বৌদ্ধের প্রকৃত ধর্ম্মভাব ছাড়িয়া দেশ তখন নাস্তিকতায় মগ্ন। এই ভয়ানক অধর্ম্ম হইতে স্বদেশকে উদ্ধার করিতে কুমারিল ভট্ট বদ্ধপরিকর হইলেন। ইনিই প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে তর্ক করিতে আরম্ভ করেন এবং বৈদিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন। কথিত আছে যে, ইনি কেবল তর্ক দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বৌদ্ধদিগকে নির্যাতন করিবার নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যের রাজগণকেও উত্তেজিত করিতেন। ইঁহার প্রণীত পূর্ব্বমীমাংসার ভাষ্য এবং বৈদিক দেবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা ইঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক।

কুমারী—দ্বাদশবর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা; অনূঢ়া কন্যা; রাজকন্যা; দুর্গা; ঘৃতকুমারী; নবমল্লিকা; নদীবিশেষ। কুমার দেখ; কুমার শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কুমুদ্—১। কৃপণ। বিণ, ত্রি। ২। কৈরব, শ্বেতোৎপল। কু শব্দ (পৃথিবী)—মুদ (হৃষ্ট করা)+কিপ্ ক। সং; ক্লী।

কুমুদ—১। কৈরব; শ্বেতোৎপল, সুঁদি; রক্তোৎপল; রৌপ্য। কু শব্দ (পৃথিবী)—মুদ (হৃষ্ট করা)+ক ক। সং; ক্লী। ২। নৈঋর্ত কোণের হস্তী; রামচন্দ্রের সেনানায়ক একটী বানর; কার্ত্তিক মাস। পু।

কুমুদনাথ, কুমুদবান্ধব—চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

কুমুদবদন—১। কুমুদরূপ মুখ। রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। কুমুদ তুল্য যাহার বদন। বহু। বিণ; ত্রি।

কুমুদাকর—হ্রদপ্রভৃতি। কুমুদের আকর (উৎপত্তিস্থান), ৬তৎ। সং; পু।

কুমুদানন্দ—চন্দ্র। কুমুদের আনন্দ যাহাতে বা যাহা হইতে, বহু। সং; পু।

কুমুদিনী—কুমুদসমূহ, কুমুদের ঝাড়। কুমুদ শব্দ+ইন্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কুমুদ্বতী—কুমুদের ঝাড়। কুমুদ্ শব্দ+বতু, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কুমুদ্বান্—কুমুদ-বহুল (স্থান)। কুমুদ্ শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে=কুমুদ্বৎ, ১মার ১বচন। বিণ।

কুমেরু—পৃথিবীর দক্ষিণ কেন্দ্র (Antartic pole)। কর্ম্মধা। সং; পু।

কুমেরুবৃত্ত—কুমেরুর ২৩া॰ অক্ষাংশ উত্তরে যে বৃত্তাকার রেখা কল্পিত হয়। সং; পু।

কুম্ভ—ঘট, কলস; গজকুম্ভ; মেষাদি দ্বাদশ রাশির একাদশ রাশি; পরিমাণপাত্রবিশেষ; জনৈক রাক্ষস, কুম্ভকর্ণের পুত্র; মিবারের জনৈক রাজা; নিশ্বাসরোধক চেষ্টাবিশেষ, কুম্ভক; বেশ্যাপতি। কু শব্দ (জল)—উম্ভ+অন্ ক। সং; পু।

কুম্ভক—নিশ্বাসরোধক চেষ্টা, প্রাণবায়ুর নিঃসারণ বা আকর্ষণ না করিয়া অন্তরে ধারণ, মুখ ও নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া শ্বাসরোধ। কুম্ভ শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

কুম্ভকর্ণ—জনৈক রাক্ষস, লঙ্কেশ্বর রাবণের কনিষ্ঠ (মধ্যম) ভ্রাতা। বিশ্রবার ঔরসে কৈকসীর (নিকষার) গর্ভে ইহার জন্ম। কুম্ভকর্ণ অতিশয় দীর্ঘকায় ও মহাবলশালী ছিল। এই রাক্ষস সতত জীবগণকে ধরিয়া ভক্ষণ করিত। যোগী, ঋষি, অপ্সরাদি, কাহারই ইহার হস্তে নিস্তার ছিল না। বলাধিক্যবশতঃ রাক্ষস একদা দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত লাঞ্ছিত করে।

কুম্ভকর্ণ কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে। ব্রহ্মা ইহাকে বর দিতে উদ্যত হইলে দেবগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। তখন বিধির আদেশে সরস্বতীদেবী রাক্ষসের কণ্ঠে আবির্ভূত হইলে কুম্ভকর্ণ এইরূপ বর প্রার্থনা করিল, "আমি যেন ছয়মাস কাল ক্রমাগত নিদ্রাসুখ ভোগ করিয়া একদিন মাত্র ভোজন করিতে পাই।" ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ "তথাস্তু" বলিয়া আরও বলিলেন, "কিন্তু যদি অকালে কেহ তোমার নিদ্রাভঙ্গ করে, তাহা হইলে তোমার মৃত্যু হইবে।"

অতঃপর কুম্ভকর্ণ লঙ্কায় উপস্থিত হইলে দৈত্যরাজ বলির দৌহিত্রী বজ্রজ্বালার সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই বজ্রজ্বালার গর্ভে ইহার কুম্ভ ও নিকুম্ভ নামে দুই পুত্র জন্মে। অতঃপর রাম রাবণের যুদ্ধে লঙ্কা বীরশূন্য হইলে অকালে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করা হয়। তাহাতেই রাক্ষস বধার্হ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া রামচন্দ্রের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। কুম্ভের ন্যায় কর্ণ যাহার, বহু। সং; পু।

কুম্ভকার—মৃৎপাত্রকার জাতিবিশেষ, কুলাল জাতি, কুমার। কুম্ভ শব্দ (ঘট)—কৃ (করা)+ষণ্ ক। সং; পু।

কুম্ভজ—অগস্ত্যমুনি। কুম্ভ হইতে জন্মিয়াছেন যিনি, উপ; কুম্ভ শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক; কথিত আছে যে, স্বর্বেশ্যা উর্ব্বশীকে দেখিয়া মিত্রাবরুণের রেতঃস্খলন হইলে উহা কুম্ভে ধৃত হইয়াছিল, তাহাতেই অগস্ত্যের জন্ম হয় এবং এই জন্য অগস্ত্যের ইত্যাকার নাম হয়। সং; পু।

কুম্ভজন্মা, কুম্ভযোনি, কুম্ভসম্ভব—অগস্ত্যমুনি; দ্রোণাচার্য্য; বশিষ্ঠ ঋষি। বহু। সং; পু।

কুম্ভদাসী—দূতী, কুট্টনী। কুম্ভের (বেশ্যাপতির) দাসী, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কুম্ভা—বেশ্যা। কুম্ভ দেখ; কুম্ভ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কুম্ভাণ্ড—জনৈক দৈত্য। দৈত্যরাজ বাণের অন্যতম অমাত্য। বাণরাজ কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধকে বন্দী করিয়া বধ করিতে ইচ্ছুক হইলে ইনি নিষেধ করেন। অবশেষে কৃষ্ণ আসিয়া বাণকে পরাস্ত করিয়া কুম্ভাণ্ডের হস্তে রাজ্যশাসনভার অর্পণ করেন।

কুম্ভাধিপ—শনিগ্রহ। ৬তৎ। সং; পু।

কুম্ভিকা—ক্ষুদ্র কলসী; শৈবাল, জলের পানা। কুম্ভী+কণ্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং।

কুম্ভিল—শ্লোকার্থ-চোর, যে ব্যক্তি অপরের রচনার ভাব ও অভিপ্রায় বা কোনও অংশ লইয়া স্বকীয় রচনা বলিয়া প্রচার করে; শাল মাছ; চোর; শ্যালক। কুম্ভ+ইল। সং; পু।

কুম্ভী—১। হস্তী; কুম্ভীর; এক প্রকার মৎস্য। কুম্ভ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=কুম্ভিন্, ১মার ১বচন। সং; পু। ২। ক্ষুদ্র কলসী; জলের পানা। কুম্ভ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কুম্ভীনস—বৃহৎ সর্প। কুম্ভীর ন্যায় নাসা যাহার, বহু। সং ; পু।

কুম্ভীনসী—একজন রাক্ষসী, সম্পর্কে লঙ্কেশ্বর রাবণের ভগিনী ও লবণ রাক্ষসের মাতা। রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে মধু রাক্ষস ইহাকে হরণ করে; পরে রাবণ মধুর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ গমন করিলে এই রাক্ষসীর অনুরোধে উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়। কুম্ভীনস শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কুম্ভীপাক—নরকবিশেষ, যে সকল পাপী অন্য প্রাণিগণকে বধ করিয়া ভক্ষণ করে, সেই সকল পাপীকে যমানুচরেরা এইখানে সুতপ্ত ফুটন্ত তৈলে নিক্ষেপ করিয়া যাতনা দেয়।

কুম্ভীর, কুম্ভীরক, কুম্ভীল, কুম্ভীলক—অতি বলবান্ জলজন্তুবিশেষ, কুমীর; চোর। কুম্ভিন্ শব্দ (মৎস্যাদি)—রা (গ্রহণ করা)+ড ক; অথবা, কুম্ভিন্ শব্দ—ঈর (প্রেরণ করা)+অন্ ক। সং ; পু।

কুম্ভীরাসন—আসনবিশেষ। এক পদের উপরে অন্য পদ এবং মস্তকের উপরে হস্তদ্বয় দিয়া দণ্ডাকারে যে অবস্থান, তাহাকে কুম্ভীরাসন বলে। সং ; স্ত্রী। [ক। সং ; পু।

কুরঙ্গ—মৃগ, হরিণ। কুর (শব্দ করা)+অঙ্গচ্

কুরঙ্গনয়না—মৃগনেত্রা, হরিণের ন্যায় আয়তলোচনা। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

কুরঙ্গম—মৃগ, হরিণ। কু শব্দ—রঙ্গ শব্দ—মা (পরিমাণ করা)+ড ক। সং ; পু।

কুরণ্ড—বিবৃদ্ধ অণ্ডকোষ, কোরণ্ড। কু (কুৎসিত) —রম (রমণ করা)+ড ণ। সং ; পু।

কুরর—উৎক্রোশ পক্ষী, কুরল পাখী; মেষ, ভেড়া। কু+ক্রন্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কুররী।

কুররী—কুরর দেখ।

কুরব—১। কুৎসিত শব্দ। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। কুৎসিত কণ্ঠধ্বনিবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। ৩। দুর্ণাম; কুরুবক বৃক্ষ; কুরুরাজ্যের একটী প্রদেশ। সং ; পু। [পু।

কুরবক—ঝিণ্টিবৃক্ষ, ঝাঁটী ফুলের গাছ। সং ;

কুরু—১। ওদন। কৃ (করা)+কু র্ম্ম। ২। বর্ষবিশেষ; দেশবিশেষ; কৃ+কু অধি। সং ; পু। ৩। চন্দ্রবংশীয় জনৈক নরপতি। সংবরণ রাজার ঔরসে সূর্য্যতনয়া তপতীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম। বহু পুণ্যকার্য্য করিয়া ইনি অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার পুরস্কারস্বরূপ ইহাঁর বংশধরগণ কুরুবংশ বা কৌরব নামে খ্যাত। মানবসমূহ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভ করিতে পারিবে, এই আশায় কুরুরাজ পঙ্ককের ভূমিকর্ষণ করেন। অধ্যবসায়-সহকারে বহুবৎসর ঐ কার্য্য করিলে পর ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে বর প্রদান করেন যে, ঐ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিবে, সে স্বর্গবাসী হইবে। তদনুসারে ঐ ক্ষেত্রের নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্র—দেশবিশেষ [কুরু দেখ]। ইহার আধুনিক নাম স্থানেশ্বর বা থানেশ্বর, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধভূমি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কুরুক্ষেত্রযোগ—একদিনে তিথিত্রয়, নক্ষত্রত্রয় ও যোগত্রয়ের সংঘটন হইলে উহাকে কুরুক্ষেত্রযোগ কহে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঐরূপ দিনে হইয়াছে বলিয়া ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে।

কুরুচি—১। মন্দবিষয়িণী স্পৃহা। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। কুৎসিতাভিলাষী। বহু ; বিণ।

কুরুরাজ—দুর্য্যোধন। সং ; পু।

কুরুবংশ—চন্দ্রবংশীয় শাখাবিশেষ [কুরু দেখ]। ৬তৎ। সং ; পু।

কুরুবক—ঝিণ্টিবৃক্ষ, ঝাটীফুলের গাছ। কু শব্দ —রু (রব করা)+উবঙ্ ণ+কণ্। সং ; পু

কুরুবর্ষ—জম্বুদ্বীপের বর্ষবিশেষ। ইহাকে উত্তর কুরুও বলে। সং ; ক্লী।

কুরুবিন্দ—দর্পণ; হিঙ্গুল; পদ্মরাগমণি; নীলগুচ্ছ; শস্য; শিলা; রত্নবিশেষ। কুরু (কুরুদেশ)—বিদ (থাকা)+শ ক। সং ; পু। [মধ্যে বৃদ্ধ, ৬তৎ। সং ; পু।

কুরুবৃদ্ধ—ভীষ্ম। কুরুগণের (কুরুবংশীয়দিগের)

কুরূপ—১। কুৎসিতরূপ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। কুৎসিত রূপবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

কূর্দ্দন, কুর্দ্দন—ক্রীড়া; আস্ফালন, কর্দ্দুনি। কূর্দ্দ বা কুর্দ্দ (ক্রীড়া করা)+অনট্ ভা। সং।

কূর্পর, কুর্পর—জানু; কনুই। কুর (ছেদন করা)+ক্বিপ্ ক=কুর্ বা কুর্; কুর্ বা কূর্ শব্দ—পৃ (পালন করা)+অন্ ক। সং ; পু।

কূর্ম্ম—দশাবতার দেখ।

কূর্ম্মাঙ্গন্যায়—ন্যায় দেখ।

কুল—বংশ, বংশীয়; সজাতীয়, গোষ্ঠী; সমূহ; গৃহ; দেহ; দেশ; ক্ষেত্রবিশেষ; রাজা বল্লাল সেনের প্রতিষ্ঠিত মর্য্যাদাবিশেষ [বল্লালসেন দেখ]। কুল (মিলিত হওয়া) +ক ক; অথবা, কু (শব্দ করা)+লক্ ক; কিংবা কু (পৃথিবী)—লা (গ্রহণ করা) +ড ক। সং ; ক্লী।

কুলক—১। একবাক্যতাপন্ন চতুরধিক শ্লোক সমুদয়; পটোল। কুল শব্দ (সমূহ)+কণ্। সং ; ক্লী। ২। বল্মীক; কুলশ্রেষ্ঠ। সং ; পু।

কুলকন্যা, কুলকামিনী—সদ্বংশোৎপন্না রমণী, কুলস্ত্রী। কুলে (সৎকুলে) জাতা কন্যা, কামিনী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কুলকর্ম্ম (কুলকর্ম্মন্)—বংশানুগত কার্য্য; বংশের নিয়মানুসারে সন্তানদিগের বিবাহাদি কার্য্যসম্পাদন; কুলীনের সহিত আদানপ্রদান করা। সং ; ক্লী।

কুলকলঙ্ক—১। বংশের নিন্দা। ৬তৎ। সং ; পু। ২। কুলের নিন্দার হেতু। কুলের কলঙ্ক হয় যাহা হইতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

কুলকলঙ্কিনী—যে নারীর ব্যভিচার-দোষে কুলে কলঙ্ক জন্মে। কুলের কলঙ্ক, ৬তৎ। কুলকলঙ্ক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

কুলকামিনী—কুলকন্যা দেখ।

কুলকুণ্ডলিনী—তন্ত্রপ্রসিদ্ধ মূলাধারস্থ সর্পাতুল্য শক্তিবিশেষ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [যাহা মূলাধার পদ্ম গহ্বরে শোভা পায়, এবং মত্ত অলিসমূহের ন্যায় মধুর শব্দ করে, আর যাহার শ্বাস ও উচ্ছ্বাসের বিবর্ত্তন দ্বারা জগতের জীব জীবিত থাকে, সেই শক্তিকে কুলকুণ্ডলী বা কুলকুণ্ডলিনী বলে]।

কুলক্রমাগত—বংশপরম্পরায় আগত। কুলের ক্রম, কুলক্রম, ৬তৎ; কুলক্রম দ্বারা আগত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

কুলক্রিয়া—কুলকর্ম্ম দেখ।

কুলক্ষণ—১। মন্দ চিহ্ন; অশুভ চিহ্ন। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। মন্দ চিহ্নবিশিষ্ট; অশুভ লক্ষণাক্রান্ত। কু (কুৎসিত) হইয়াছে লক্ষণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কুলক্ষণা

কুলক্ষণা—কুলক্ষণ দেখ।

কুলক্ষয়—বংশনাশ; কুলমর্য্যাদানাশ। ৬তৎ। সং ; পু।

কুলঘ্ন—কুলক্ষয়কারী, বংশনাশক। কুল (বংশ) —হন (বধ করা)+টক ক। বিণ ; ত্রি।

কুলজ—সদ্বংশজাত, কুলীন। কুল শব্দ (বংশ) —জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

কুলজ্ঞ—ঘটক, বংশের দোষগুণবিৎ। কুল—জ্ঞা+ড ক। বিণ ; ত্রি।

কুলট—কুলান্তরগামী পুত্র, দত্তকাদি। কুল শব্দ (বংশ)—অট (গমন করা)+অন্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কুলটা।

কুলটা—কুলত্যক্তা স্ত্রী; অসতী নারী; ভিক্ষুকী। কুলট দেখ; কুলট+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। স্ত্রী।

কুলতন্তু—বংশধর, সন্তান। কুলের তন্তুস্বরূপ, উপমিত কর্ম্মধা। সং ; পু।

কুলতিলক—বংশের গৌরবস্বরূপ, কুলশ্রেষ্ঠ। কুলের তিলক (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

কুলত্থ—কলায়বিশেষ, একপ্রকার কলাই। কুল শব্দ (ক্ষেত্র)—স্থা+ড ক। সং ; পু।

কুলত্যাগ—কুল হইতে নির্গমন। ৬তৎ। সং ; পু। [রমণীরা ভ্রষ্টা হইলে তাহাদিগের কুলত্যাগ ঘটে]।

কুলদূষক, কুলদূষণ—বংশের কলঙ্কস্বরূপ, কুলাঙ্গার। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

কুলদেবতা—বংশানুক্রমে পূজনীয় দেবতা, বংশ

বা পরিবারবিশেষে যে দেবতার আরাধনা করে। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

কুলধর্ম—বংশানুক্রমে আচরিত ধর্ম, বংশ বা পরিবারবিশেষের চিরাচরিত আচার বা ক্রিয়ানুষ্ঠান। ৬তৎ। সং ; পু।

কুলনায়িকা—তান্ত্রিক মতে পঞ্চমকার যজনে পূজনীয়া স্ত্রী। কুলনায়িকা নয় প্রকার, যথা—নটী, কাপালিকী, বেশ্যা, রজকী, নাপিতাঙ্গনা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপালকন্যা, মালাকার-কন্যা। সং ; স্ত্রী।

কুলনারী—কুলকন্যা দেখ।

কুলনাশ—১। বংশধ্বংস, বংশলোপ। ৬তৎ। ২। বংশনাশক ; পতিত। বিণ ; ত্রি।

কুলনাশন—বংশধ্বংসকারক। কুল শব্দ (বংশ) —ণিজন্ত নশ বা নাশি (নাশ করান) + অন ক। বিণ ; ত্রি।

কুলন্ধর—বংশধর, সন্তান। কুল শব্দ (বংশ) — ধৃ (ধারণ করা) + খ ক। সং ; পু।

কুলপতি—কুলশ্রেষ্ঠ, বংশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ; আশ্রমের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মুনি, যিনি দশসহস্র মুনিকে অন্নদান করিয়া শিক্ষাদান করেন, সেই ঋষিশ্রেষ্ঠই কুলপতি অভিধেয়। ৬তৎ। সং ; পু।

কুলপর্ব্বত—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিযাত্র, এই ৭টি কুলপর্ব্বত ; কেহ কেহ বলেন, হিমালয়ও কুলপর্ব্বত, সুতরাং তাঁহাদের মতে হিমালয় সমেত ৮ কুলপর্ব্বত। সং ; পু।

কুলপাংসল—কুলদূষক। বিণ ; ত্রি।

কুলপালক—বংশরক্ষক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কুলপালিকা। [৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

কুলপালিকা, কুলপালী—কুলস্ত্রী ; সাধ্বী স্ত্রী।

কুলপুত্র—কুলক্রমাগত পুত্র ; সদ্বংশজাত পুত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

কুলপুরোহিত—বংশপরম্পরায় পুরোহিত্যকারী। কুল ক্রমাগত পুরোহিত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

কুলপ্রদীপ—বংশোজ্জ্বলকারী, বংশের গৌরববর্দ্ধক। কুলের প্রদীপস্বরূপ, উপমিত কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ কুলাঙ্গার।

কুলভ্রষ্ট—কুলমর্য্যাদা রহিত। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

কুলমর্য্যাদা—বংশগৌরব ; কৌলীন্যজনিত সম্মান। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

কুললক্ষণ—বল্লালসেনের প্রবর্ত্তিত কৌলীন্যের ৯ প্রকার লক্ষণ, যথা—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা, দান।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

কুললক্ষ্মী—ভদ্র লোকের গৃহস্থিতা রমণী। কুলে (বংশে) লক্ষ্মী (লক্ষ্মীতুল্যা), ৭তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

কুলবতী—কুলানুসারিণী, যে স্ত্রী বংশের নিয়মানুসারে চলে ; কুলকামিনী, সাধ্বী-স্ত্রী। কুল শব্দ + বতু অস্ত্যর্থে + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

কুলবধূ—কুলস্ত্রী, কুলকামিনী, সাধ্বী স্ত্রী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

কুলবালা—কুলকন্যা, সতী স্ত্রী। ৬তৎ। সং ;

কুলবিদ্যা—কুলক্রমাগতা বিদ্যা, বংশ পরম্পরায় শিক্ষণীয়া বিদ্যা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [যে বংশে যে বিদ্যার আরাধনা করা হয়, সেই বিদ্যাই সেই বংশের কুলবিদ্যা। যেমন কোনও বংশের কুলবিদ্যা কালী, কোনও বংশের কুলবিদ্যা তারা এবং কোনও বংশের কুলবিদ্যা ভুবনেশ্বরী ইত্যাদি]।

কুলবিপ্র—কুলপুরোহিত। ৬তৎ। সং ; পু।

কুলশীল—বংশ ও স্বভাব ; সদ্‌বংশ ও সৎস্বভাব। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

কুলশীলমান—সদ্বংশে উৎপত্তি ও সদাচরণ জন্য সম্ভ্রম। কুল ও শীল, দ্বন্দ্ব, তজ্জনিত মান, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

কুলসম্ভব—সৎকুলোৎপন্ন ; কুলজাত। কুল হইয়াছে সম্ভব (উৎপত্তিস্থান) যাহার, অথবা কুল হইতে সম্ভব যাহার, বহু। বিণ।

কুলব্রত—কুলক্রমাগত ব্রত ; বংশানুক্রমে আচরিত ধর্ম্ম। সং ; ক্লী। [সং ; স্ত্রী।

কুলস্ত্রী—কুলনারী, কুলকামিনী, কুলবধূ। ৬তৎ।

কুলাঙ্গার—যাহা হইতে কুল মলিন হীন বা দগ্ধ হয়, কুলাধম। কুলের অঙ্গার স্বরূপ, উপমিত কর্ম্মধা। সং ; পু। বিপরীতার্থক শব্দ কুলপ্রদীপ।

কুলাচার—১। বংশানুক্রমে আচরিত ধর্ম্ম। ৬তৎ। ২। তন্ত্রোক্ত আচারবিশেষ। [তন্ত্রে পশ্বাচার, বীরাচার, ও কুলাচার, এই ত্রিবিধ আচারের উল্লেখ আছে ; তন্মধ্যে কুলাচার সর্ব্ব প্রধান]। সং ; পু।

কুলাচার্য্য—কুলগুরু ; কুলপুরোহিত ; ঘটক। ৬তৎ। সং ; পু।

কুলাদর্শ—বংশাবলী ও বংশপরিচায়ক চিহ্ন-বিষয়ক শাস্ত্র [Heraldry]। সং ; পু।

কুলাভিমান—সদ্‌বংশে জন্মগ্রহণের অভিমান। ৬তৎ। সং ; পু।

কুলায়—পক্ষীর বাসা, নীড় ; বাসস্থান। কুল —অয় (গমন করা) + অল্ অধি। সং ; পু।

কুলায়িকা—চিড়িয়াখানা। কুলায় দেখ ; কুলায় শব্দ + কণ্ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কুলাল—১। কুম্ভকার। কুল শব্দ — অল (ভূষিত করা, ইত্যাদি) + ষণ্ ক। ২। পক্ষিবিশেষ। কুল (রাশি করা) + কালন্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কুলালী। কুলাল দেখ।

কুলির, কুলীর—কর্কট, কাঁকড়া ; মেষাদি দ্বাদশ রাশির চতুর্থ রাশি। কুল (রাশি করা) + ইরক্ ক, পক্ষান্তরে ঈরক্ ক। সং ; পু।

কুলিশ—১। বজ্র। কুলিন্ শব্দ (পর্ব্বত) + শো (বিদীর্ণ করা) + ড ক। ২। মৎস্যবিশেষ ; অগ্রভাগ। কু শব্দ — লিশ (গমন করা ইত্যাদি)) + ক ক। সং ; পু ও ক্লী।

কুলিশধর—১। ইন্দ্র। সং ; পু। ২। বজ্রধারী। কুলিশের ধর, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

কুলী—১। সৎকুলোদ্ভব। বিণ ; পু। ২। পর্ব্বত। কুল শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = কুলিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু। ৩। পত্নীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী, বড় শ্যালিকা। সং ; স্ত্রী।

কুলীন—১। সদ্বংশীয় ; বল্লালপ্রবর্ত্তিত আচার বিনয়াদি নবগুণবিশিষ্ট, কুলমর্য্যাদাসম্পন্ন ; তন্ত্রোক্ত কুলাচার পরায়ণ [কুলাচার দেখ]। কুল শব্দ + ঈন। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে কৌলীন্য। ২। শ্রেষ্ঠ অশ্ব। সং ; পু।

কুলীর—কুলির দেখ।

কুলীরক—কুলির দেখ।

কুলুঙ্গ—কুরঙ্গ দেখ।

কুলোদ্বহ—বংশধর ; কুলশ্রেষ্ঠ। কুল শব্দ — উৎ —বহ (বহন করা) + অন্ ক। বিণ।

কুল্মাষ—কাঞ্জিক, কাঁজি ; বোর ধান। অপরিপক্ক যব ; খিচুরী ; বনকুলথ। কুল শব্দ — মষ (বধ করা) + ষণ্ ক। সং ; পু ও ক্লী।

কুল্য—১। মান্য ব্যক্তি। সং ; পু। ২। অস্থি ; মাংস ; পরিমাণবিশেষ ; সূর্প, কুলা। কুল (রাশি করা) + য র্ম। সং ; ক্লী। ৩। সৎকুলজাত। কুল শব্দ + য্য। বিণ ; ত্রি।

কুল্যা—কুলস্ত্রী, সাধ্বী নারী ; কৃত্রিম ক্ষুদ্র নদী ; গড়খাই ; পয়ঃপ্রণালী, নর্দ্দমা। কুল শব্দ + য্য, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কুল্লুক ভট্ট—মন্বর্থ মুক্তাবলীর টীকাকার জনৈক কবি, ইঁহার পিতার নাম দিবাকর ভট্ট।

কুবল—১। বদরী ফল, কুল ; মুক্তাফল ; দাড়িম্ব ; পদ্ম। সং ; ক্লী। ২। বদরী বৃক্ষ। কু শব্দ (পৃথিবী) — বল + অন্ ক। সং ; পু।

কুবলয়—উৎপল, পদ্ম ; নীলোৎপল ; শ্বেতোৎপল। 'কু'র (পৃথিবীর) বলয় স্বরূপ, উপমিত কর্ম্মধা ; অথবা, কু (কুৎসিত) হইয়াছে বলয় (পত্রবেষ্টন) যাহার, বহু। ক্লী।

কুবলয়াশ্ব—ধুন্ধুমার নৃপ। সং ; পু।

কুবাদ—১। অসদুক্তি, কটূক্তি ; মিথ্যা কথা। কু (কুৎসিত) যে বাদ (উক্তি), কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। কটুভাষী, মিথ্যাবাদী। কু (কুৎসিত) হইয়াছে বাদ (উক্তি) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

কুবাদিক—অসদ্বক্তা ; মিথ্যাবাদী ; বঞ্চক। কুবাদ দেখ ; কুবাদ শব্দ + ষ্ণিক। সং ; পু।

কুবিন্দ—তন্তুবায়, তাঁতি ; ভূপতি। কু শব্দ (কুৎসা, পৃথিবী) – বিদ (লাভ করা) + শ ক ; অথবা কুপ (দীপ্তি পাওয়া, ইত্যাদি) + বিন্দচ্ ক, নিপাতনে সিদ্ধ। সং ; পু।

কুবৃত্তি—১। মন্দ বৃত্তি ; নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, মন্দ ব্যবসায়। কুৎসিত বৃত্তি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। কুৎসিত বৃত্তিসম্পন্ন ; কুব্যবসায়ী। কুৎসিতা বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

কুবেণী—কুৎসিত-বেণীযুক্তা স্ত্রী ; মাছের চুবড়ী, খালুই। কু (কুৎসিত) হইয়াছে বেণী যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

কুবের—কুবের দেখ। [সং ; পু।

কুবেরাচল, কুবেরাদ্রি—কৈলাস পর্ব্বত। ৬তৎ।

কুশ—১। স্বনামখ্যাত তৃণবিশেষ, ইহা যজ্ঞাদি কার্য্যে লাগে। কু শব্দ (পৃথিবী) – শী (শয়ন করা) + ড ক। সং ; পু ও ক্লী। ২। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অন্তর্গত দ্বীপবিশেষ। সং ; পু। ৩। জল। সং ; ক্লী। ৪। মত্ত ; পাপিষ্ঠ। বিণ ; ত্রি। ৫। রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র*। কুশ শব্দ + ষ্ণ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কুশা, কুশী।

*কুশ ও তদনুজ লব উভয়েই অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের যমজ পুত্র। গর্ভাবস্থায় সীতা নির্ব্বাসিত হইলে, এই দুই ভ্রাতা তপোবনে জন্মগ্রহণ করেন। সীতার প্রসববার্ত্তা অবগত হইয়া মহাতেজা বাল্মীকি তথায় গমন করিলেন, এবং কুশমুষ্টি ও লব (কুশের নিম্নার্দ্ধভাগ) লইয়া বালকদ্বয়ের রক্ষা বিধান করিলেন। বৃদ্ধাদিগের হস্তে মন্ত্রপূত কুশাগ্র প্রদানপূর্ব্বক তিনি বলিলেন, "তোমরা ইহা দ্বারা জ্যেষ্ঠের গাত্রমার্জ্জনা করিবে", এবং লব প্রদান করিয়া কহিলেন, "ইহা দ্বারা কনিষ্ঠের গাত্রমার্জ্জন করিবে ; এতদনুসারে পরে আমি জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিব ; এই নামেই ইহারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে"। ক্রমে বাল্মীকির যত্নে ভ্রাতৃদ্বয় রাজপুত্রের উপযুক্ত ধনুর্বিদ্যাদি সর্ব্বপ্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হন। বাল্মীকি কুশ ও লবকে রামায়ণ গ্রন্থ অভ্যাস করাইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হন। ইঁহাদের রামায়ণ গান শ্রবণে সকলে বিমোহিত হন। অতঃপর যজ্ঞসভায় সীতার অন্তর্ধান হইলে রামচন্দ্র কুশ ও লবকে গ্রহণ করেন। কুশকে প্রথমতঃ কুশাবতীর ও লবকে শ্রাবস্তীর রাজা করা হয়। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর কুশ অযোধ্যার রাজা হন।

কুশণ্ডিকা—বিবাহকালের ধর্ম্মকার্য্যবিশেষ ; সর্ব্বহোমার্থক অগ্নিসংস্কার ক্রিয়া। ইহাতে নির্দ্দিষ্ট ঋক্ গান করিতে হয়। যদি গান করিতে না পারে, তবে তিন তিন বার আবৃত্তি করিতে হয়। অনন্তর দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। কুশ (সংশ্লিষ্ট হওয়া) + অণ্ডচ্ ক, তদুত্তরে কণ্ ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কুশধ্বজ—মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের অনুজ। ইঁহার পিতার নাম হ্রস্বরোম। ইঁহার কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির সহিত যথাক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ হয়। সাঙ্কাশ্য রাজ্যের রাজা সুধন্বা, জনকরাজ কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে কুশধ্বজ সেই রাজ্যের রাজা হন।

কুশনাভ—ইনি কুশরাজের পুত্র, এবং রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পিতামহ। কুশনাভ মহোদয় নামক নগর স্থাপন করেন। অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে ইঁহার একশত কন্যা জন্মে। ঐ সকল কন্যা, যৌবন প্রাপ্ত হইলে পবনদেব কর্ত্তৃক অঙ্গবৈকল্য প্রাপ্ত হয় [কন্যাকুব্জ দেখ]। অনন্তর সেই সকল কন্যা ধার্ম্মিক ব্রহ্মদত্ত রাজাকে ভার্য্যার্থে প্রদত্ত হইলে তাহাদের দেহদোষ বিদূরিত হয়। অতঃপর রাজর্ষি কুশনাভ পুত্রেষ্টিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, তাঁহার গাধি নামক পুত্র জন্মে।

কুশল—১। কল্যাণ, মঙ্গল। কুশ (আশ্লিষ্ট হওয়া) + কলন্ ক। সং ; ক্লী। ২। মঙ্গলবিশিষ্ট, কল্যাণযুক্ত। কুশল শব্দ + অ। ৩। সমর্থ, দক্ষ, নিপুণ। কুশ শব্দ – লা (গ্রহণ করা) + ড ক ; অথবা, কু শব্দ (পৃথিবী) – শল (গমন করা) অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

কুশলব—সীতা গর্ভজাত যমজ পুত্র। রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনানুরোধে পূর্ণগর্ভা সীতাকে নির্ব্বাসিতা করিলে সীতা বাল্মীকির তপোবনে অবস্থিতি করেন। তথায় তাঁহার যমজ পুত্রদ্বয় জন্মে। তন্মধ্যে প্রথমটীকে মন্ত্র সংস্কৃত কুশ দ্বারা নির্ম্মার্জ্জন করা হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম কুশ হয় এবং দ্বিতীয়টীকে লব অর্থাৎ লবণ দ্বারা নির্ম্মার্জ্জন করা হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম লব হয়। কুশ ও লব, দ্বন্দ্ব ; বিকল্পে কুশীলবও হয়।

কুশলী—কল্যাণযুক্ত। কুশল শব্দ (কল্যাণ) + ইন্ অস্ত্যর্থে = কুশলিন্ ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কুশলিনী।

কুশস্থল—কান্যকুব্জদেশ। সং ; ক্লী।

কুশস্থলী—দ্বারকাপুরী। সং ; স্ত্রী।

কুশা—রজ্জু। কুশ (আশ্লিষ্ট হওয়া) + অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কুশাক্ষ—বানর। কুশের ন্যায় সূক্ষ্ম অক্ষি যাহার, বহু। সং ; পু।

কুশাগ্র—কুশের অগ্রভাগ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কুশাগ্রবুদ্ধি—কুশের অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, অতি তীক্ষ্ণধী। বহু। বিণ ; ত্রি।

কুশাগ্রীয়—অতি সূক্ষ্ম। কুশাগ্র দেখ ; কুশাগ্র শব্দ + ণীয় সদৃশার্থে। বিণ ; ত্রি।

কুশাঙ্কুর—কুশের অঙ্কুর (অগ্রভাগ), ৬তৎ। সং ; পু।

কুশাবতী—রামপুত্র কুশরাজের রাজধানী। কুশ শব্দ + বতু, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। কুশ দেখ। সং ; স্ত্রী।

কুশাবর্ত্ত—গঙ্গাবতার তীর্থ। কুশের (জলের) আবর্ত্ত আছে যাহাতে, বহু। সং ; পু।

কুশাসন—১। কুশনির্ম্মিত বসিবার আসন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। মন্দ শাসন, অনুচিত শাসন। কু (কুৎসিত) যে শাসন, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কুশিক—মুনিবিশেষ ; শালবৃক্ষ ; বিভীতক বৃক্ষ। কুশ শব্দ + ষ্ণিক (অনিৎ)। সং ; পু।

কুশী—ফাল ; লৌহবিকার। কু – শো (তীক্ষ্ণ করা) + ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কুষীদ, কুসীদ—১। সুদ ; বৃদ্ধি-জীবিকা। কু শব্দ - শদ বা সদ + শ অধি। ২। বৃদ্ধিজীবী। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কুসীদায়ী।

জীবী—বৃদ্ধিজীবী ; টাকা সুদে খাটান যাহার ব্যবসায়। কুশীদ দ্বারা জীবী, ৩তৎ। বিণ ; পু। [ব্যবসায়। ৬তৎ। সং ; পু।

কুশীদব্যবহার—সুদ কষা ; টাকা সুদে খাটানর

কুশীলব—১। ভরতমুনি ; যাচক ; নট ; কবি। কু (কুৎসিত) যে শীল (ব্যবসায়) কুশীল, কর্ম্মধা ; কুশীল শব্দ – বা (গমন করা, প্রাপ্ত হওয়া) + ড ক। ২। রামচন্দ্রের কুশ ও লব নামক পুত্রদ্বয়। কুশ ও লব, দ্বন্দ্ব। সং ; পু। [কুশলব দেখ]।

কুশূল, কুসূল—তুষানল ; ধান্যাদি রাখিবার গৃহ, গোলাঘর। কুশ বা কুস + কূলচ্ অধি। সং।

কুশেশয়—১। পদ্ম। কুশ শব্দের সপ্তমীর একবচনে কুশে ; কুশে (জলে) শয়ন করে যে, অলুক উপ। কুশে (জলে) – শী (শয়ন করা) + অন্ ক। সং ; ক্লী। ২। সারসপক্ষী। সং ; পু।

কুশোদক—দানের নিমিত্ত কুশযুক্ত উদক (জল)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কুষীদ—কুশীদ দেখ।

কুষ্ঠ—মহাব্যাধি, স্বনামখ্যাত রোগবিশেষ, কুঠ ; ধবলরোগ। কুষ (নিঃসৃত করা, ইত্যাদি) ক্থন্। সং ; ক্লী।

কুষ্ঠী—কুষ্ঠরোগী। কুষ্ঠ শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = কুষ্ঠিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

কুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ড—গণদেবতাবিশেষ ; জরায়ু ; কুমড়া ; কাঁকুড়। কু শব্দ (পৃথিবী) – উষ্মন্ শব্দ (উষ্ণ) + অণ্ড প্রত্যয়। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কুষ্মাণ্ডী, কুষ্মাণ্ডী।

কুসংসর্গ—কুসঙ্গ ; অসৎসঙ্গ ; দোষীর সংস্রব। কু (কুৎসিত) সংসর্গ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

কুসংস্কার—ভ্রান্তসংস্কার, ভ্রান্তিমূলক বোধ। [প্রতিপদের দিনে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে অর্থহানি হয় ইত্যাদি সংস্কারকে বর্ত্তমান প্রণালীক্রমে শিক্ষিত ব্যক্তিরা কুসংস্কার বলেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, অক্ষি-স্পন্দন, জ্যোতিপতন, পক্ষিবিশেষের শব্দ দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করা কুসংস্কার। গ্রহণ-কালে ভোজনাদি নিষেধ কুসংস্কার। ইত্যাদি]। সং; পু।

কুসঙ্গ—অসৎ সঙ্গ। কর্ম্মধা। সং; পু।

কুসীদ—কুশীদ দেখ।

কুসুম—পুষ্প, ফুল; ফল; স্ত্রীরজঃ; নেত্ররোগ-বিশেষ। কুস (দীপ্তি পাওয়া) + উমক্ ক। সং, ক্লী।

কুসুমকলি—পুষ্পকোরক। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কুসুমকার্ম্মুক—পুষ্পধন্বা, কামদেব। কুসুম (পুষ্প) হইয়াছে কার্ম্মুক (ধনুক) যাহার, বহু। সং; পু।

কুসুমকোমল—পুষ্পবৎ কোমল। কুসুম সদৃশ কোমল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

কুসুমচয়ন—ফুল তোলা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কুসুমদাম—১। ফুলের মালা। কুসুম নির্ম্মিত দাম (মালা) মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। পুষ্পসমূহ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কুসুমপুর—পাটলিপুত্র নগর, আধুনিক পাটনা সহর। সং; ক্লী।

কুসুমময়ী—পুষ্পময়ী; পুষ্পব্যাপ্তা, পুষ্পাবয়বা। কুসুম শব্দ + ময়ট্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

কুসুমমালিকা—ছন্দোবিশেষ [ছন্দঃ দেখ]।

কুসুমবাস—ফুলের গন্ধ। ৬তৎ। সং; পু।

কুসুমশয্যা—পুষ্পশয্যা, ফুলশয্যা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

কুসুমসুবাসিত—পুষ্প দ্বারা সুগন্ধীকৃত। ৩তৎ।

কুসুমসৌরভ—পুষ্পের সদ্গন্ধ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কুসুমস্তবক—পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্পসমূহ; ফুলের মালা। ৬তৎ। সং; পু।

কুসুমাকর—বসন্তকাল। ৬তৎ। সং; পু।

কুসুমাগম—বসন্তকাল। কুসুমের আগমন যাহাতে, বহু। সং; পু।

কুসুমাঞ্জলি—পুষ্পাঞ্জলি; উদয়নাচার্য্য প্রণীত পরমাত্মনিরূপক গ্রন্থবিশেষ, ইহা একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ, ইহাতে বৌদ্ধমত নিরাকৃত করিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

কুসুমায়ুধ—কন্দর্প, কামদেব। বহু। সং; পু।

কুসুমাসব—পুষ্পমধু, মকরন্দ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কুসুমিত—পুষ্পিত, ফুলযুক্ত। কুসুম শব্দ + ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

কুসুমেষু—কন্দর্প। কুসুম হইয়াছে ইষু (বাণ) যাহার, বহু। সং; পু।

কুসুম্ভ—১। কুসুম ফুল; স্বর্ণ। কুস (দীপ্তি পাওয়া) + উম্ভক্ ক। সং; ক্লী। ২। কমণ্ডলু। সং; পু।

কুসৃতি—১। কুপথ; কপট, ভান; শঠতা; কুহক: কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। কুৎসিতাচার; শঠ। বহু। বিণ; ত্রি।

কুস্তুভ—সমুদ্র; বিষ্ণু। কু শব্দ (পৃথিবী) — স্তুন্ভ (রোধ করা) + ক ক। সং; পু।

কুস্বভাব—১। অসচ্চরিত্র, মন্দ প্রবৃত্তি। বহু। বিণ; ত্রি; ২। অসৎ প্রকৃতি। কর্ম্মধা। সং; পু।

কুহক—ইন্দ্রজাল, ভেল্কি; মায়া; ছল, প্রতারণা। কুহ (বিস্মিত করা) + ণক ক। সং; ক্লী। বিশেষণে কুহকী।

কুহকী—ইন্দ্রজালিক, বাজিকর, যাদুকর; মায়াবী; প্রতারক। কুহক শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে—কুহকিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কুহকিনী।

কুহন—১। কাচপাত্র; মৃদ্ভাণ্ড। কু শব্দ (পৃথিবী, মৃত্তিকা) — হন (বধ করা) + অল্ র্ম। সং; ক্লী। ২। ঈর্ষালু। বিণ; ত্রি।

কুহর—১। গহ্বর; ছিদ্র; সমীপ; কণ্ঠধ্বনি। কুহ শব্দ — রা (দান করা) + ড ক। সং; ক্লী। ২। নাগবিশেষ। কু শব্দ (পৃথিবী) — হৃ (গমন করা) + অন্ ক। সং; পু।

কুহরিত—১। ধ্বনিত। কুহরি নামধাতু (শব্দ করান) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। কোকিল-ধ্বনি; ধ্বনি। কুহরি নামধাতু + ক্ত ভা। সং। ক্লী।

কুহু, কুহূ—অমাবস্যা; কোকিলধ্বনি। কুহ (বিস্মিত করা) + কু পক্ষান্তরে উপ্ ক। সং; স্ত্রী। [বহু। সং; পু।

কুহুকণ্ঠ—কোকিল। কুহু হইয়াছে কণ্ঠে যাহার,

কুহুতান—কুহু ইত্যাকার তান (ধ্বনি), কোকিলের রব। কুহুই তান, কর্ম্মধা। সং।

কুহুরব—১। কুহুধ্বনি; কোকিলধ্বনি। কর্ম্মধা। ২। কোকিল। কুহু হইয়াছে রব যাহার, বহু। সং; পু।

কুহেলিকা—কুজ্ঝটিকা, কুয়াসা। কু (পৃথিবী) — হেড় (বেষ্টন করা) + ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; ক্লী। বিশেষণে কুহেলিকাময়।

কুহেলিকাচ্ছন্ন—কুজ্ঝটিকায় আবৃত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

কুহেলিকাময়—কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন; তমসাচ্ছন্ন। কুহেলিকা শব্দ + ময়ট্। বিণ; ত্রি।

কূ—পিশাচী। সং; স্ত্রী।

কূকুদ—অলঙ্কৃতা কন্যাকে যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক দান করে। কূক (গ্রহণ করা) + উদক্, অপ', নিপাতনে। সং; পু।

কূজন—পক্ষিধ্বনি, পাখীর শব্দ, অব্যক্ত শব্দ। কূজ (শব্দ করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে কূজিত।

কূজিত—১। ধ্বনিত, শব্দিত। কূজ (শব্দ করা) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। পক্ষিধ্বনি; অব্যক্ত শব্দ। কূজ + ক্ত ভা। সং; ক্লী।

কূট—১। লৌহপিণ্ডবিশেষ; গিরিশৃঙ্গ; স্তূপ; কলস; দম্ভ; কপট, জাল, মায়া; লাঙ্গলাদি বিশেষ; তুচ্ছ; নিশ্চল; বন্ধন; ফাঁদ। কুট (বক্র হওয়া, ইত্যাদি) + অন্ ক। সং; পু ও ক্লী। ২। গৃহ। সং; পু। স্ত্রী লিঙ্গে কূটী।

কূটকৃৎ—জালকারক। বিণ; ত্রি।

কূটবন্ধ—বন্ধনী, ফাঁদ। কর্ম্মধা। সং; পু।

কূটযন্ত্র—বন্ধনী, ফাঁদ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কূটযোদ্ধা—কপটাবলম্বনে যুদ্ধকারী, কপট-যোধ। কর্ম্মধা। বিণ; পু।

কূটশাল্মলি—১। কণ্টকী বৃক্ষ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। অস্ত্রবিশেষ। সং; ক্লী। [বিণ; পু।

কূটসাক্ষী—জাল সাক্ষী, মিথ্যাসাক্ষী। কর্ম্মধা।

কূটস্থ—একভাবে চিরস্থায়ী, যেমন আত্মা, আকাশ, ইত্যাদি; উদাসীন; মূল পুরুষ। কূট শব্দ — স্থা (থাকা) + ড ক। বিণ; ত্রি।

কূটাগার—প্রাসাদের সর্ব্বোপরি গৃহ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কূটার্থ—কঠিনার্থ; বিপরীতার্থ; লুক্কায়িত অর্থ, অপ্রকাশিত অর্থ। কর্ম্মধা। সং; পু। [স্ত্রী।

কূটী—গৃহ। কূট শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং;

কূণি—নখরোগী। বিণ; ত্রি।

কূণিত—সঙ্কোচিত। কূণ (সঙ্কুচিত হওয়া) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

কূদ্দাল—কুদ্দাল দেখ।

কূপ—কুয়া, পাৎকুয়া; গর্ত্ত, ছিদ্র; আধার; মাস্তুল। কূ (শব্দ করা) + পক্ ক, অথবা, কু (ঈষৎ) অপ্ (জল) যাহাতে, বহুব্রীহি সমাসে অ প্রত্যয়। স্ত্রীলিঙ্গে কূপী।

কূপক—নৌকার গুণবৃক্ষ; কুপো; কুকুন্দর; উদপান; চিতা। কূপ শব্দ + কণ্। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কূপিকা।

কূপদণ্ড—নৌকার মাস্তুল; গুণবৃক্ষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

কূপমণ্ডুক—১। কুয়ার ব্যাঙ্। ৬তৎ বা ৭তৎ। সং; পু। ২। কুয়ার ব্যাঙের মত যাহার অভিজ্ঞতা অতি সামান্য, অল্পজ্ঞ। বিণ।

কূপমাণ্ডুক—কূপমণ্ডুকের পুত্র। কূপমণ্ডুক শব্দ + ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কূপমাণ্ডুকী।

কূপমাণ্ডুকী—কূপমণ্ডুকের কন্যা। কূপমাণ্ডুক শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে কূপমাণ্ডুক।

কূপাঙ্ক—রোমাঞ্চ। কূপাকার অঙ্ক (চিহ্ন) আছে যাহাতে, বহু। সং; পু।

কূপিকা, কূপী—কুপো; গর্ত্ত; জলমধ্যস্থ প্রস্তর-স্তূপ। কূপিকা = কূপক শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে

আপ্। কুপী—কুপ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

(কু)র—অন্ন, ভাত। কুর (শব্দ করা) + অন্ ক।

(কূ)র্চ্চ—১। ব্রত। সং; ক্লী। ২। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থান; ছল; তুলি; কঠিন শ্মশ্রু, দাড়ী। কুর (শব্দ করা) + চঙ্ ক। সং; ক্লী। ৩। মস্তক; চরণ। সং; পু।

কূর্চ্চিকা—তূলি; তৃণগুচ্ছ; কূর্চ; সূচিকা; কুট্মল, কুঁড়ি; গাঢ়দুগ্ধ। কূর্চ্চ শব্দ + ষ্ণিক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কূর্দ্দন—কুর্দ্দন দেখ।

কূর্পর—কুর্পর দেখ।

কূর্পাস, কূর্পাসক—কঞ্চুক; কাঁচুলি। কূর্পর শব্দ—আস (থাকা) + ঘঞ্ অধি = কূর্পাস। কূর্পাস শব্দ + কণ্ = কূর্পাসক। সং; পু ও ক্লী।

কূর্ম্ম—কচ্ছপ; ভগবান্ বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার [ভাগবতের মতে একাদশ অবতার], এই অবতারে বিষ্ণু কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া সমুদ্র-মন্থনসময়ে মন্দার পর্ব্বত পৃষ্ঠে ধারণ করেন; দেহস্থ বায়ুবিশেষ। কু (কুৎসিত) হইয়াছে ঊর্ম্মি (বেগ) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে অ প্রত্যয়। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কূর্ম্মী।

কূর্ম্মকায়—১। কূর্ম্মবৎ শরীরবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। সং; পু। [শব্দে দেখ।

কূর্ম্মপুরাণ—এই অভিধানের দ্বিতীয় ভাগে পুরাণ

কূল—নদ্যাদির তীর, তট; স্তূপ; সৈন্যপৃষ্ঠ; তড়াগ, পুষ্করিণী। কুল (আচরণ করা) + ক ক। সং; ক্লী।

কূলঙ্কষ—সমুদ্র; নদ। কূল শব্দ (তট)—কষ (বধ করা) + খ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কূলঙ্কষা।

কূলঙ্কষা—নদী। কূলঙ্কষ দেখ; কূলঙ্কষ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কূলমুদ্রুজ—কূলভেদক, কূলোৎপাটক। কূল শব্দ—উদ্—রুজ (ভেদ করা) + খশ্ ক। বিণ।

কূলবতী—নদী। কূল (তীর) + বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কূলেচর—কূলে বিচরণকারী, কূলে ভ্রমণ করে এরূপ (চমরী-বারণাদি)। কূলে চরে যে, অলুক্ উপ। কূল শব্দ ৭মীর ১বচনে কূলে; কূলে—চর (ভ্রমণ করা) + টক্ ক। বিণ।

কূবর—১। যুগন্ধর, যেস্থানে যূপকাষ্ঠ সংলগ্ন থাকে। কূ (শব্দ করা) + বরট্ ক। সং; পু ও ক্লী। ২। কুব্জ, কুঁজো। সং; পু ও ক্লী। ৩। রম্য, মনোহর। বিণ; ত্রি।

কূষ্মাণ্ড—কুষ্মাণ্ড দেখ। [পু।

কৃক—গলদেশ। কৃ (করা) + কক্ ক। সং;

কৃকলাশ, কৃকলাস—সরীসৃপবিশেষ, কাঁকলাস। কৃক শব্দ (গলদেশ)—লশ বা লস (ক্রীড়া করা, ইত্যাদি) + অণ্ ক। সং; পু।

কৃকবাকু—কুক্কুট; ময়ূর; কাঁকলাস। কৃক শব্দ (গলদেশ)—বচ (বলা) + ঞুণ্ ক। পু।

কৃকাটিকা—গ্রীবা। কৃক (গলদেশ)—অট (গমন করা) + ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কৃচ্ছ্র—১। কষ্ট; পাপ; সান্তপন-প্রাজাপত্যাদি ব্রত। কৃত (ছেদন করা) + রক্ ক। সং; ক্লী। ২। কষ্টদায়ক; পাপিষ্ঠ। বিণ; ত্রি।

কৃৎ—ধাতূত্তর বিহিত প্রত্যয়। কৃ (করা) + ক্বিপ্ কর্ম্ম। সং; পু।

কৃত—সম্পাদিত; বিহিত; অভ্যস্ত; রচিত; উপযুক্ত। কৃ (করা, বধ করা, ইত্যাদি) + ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। সত্যযুগ; কার্য্য; পর্য্যাপ্ত। ৩। প্রয়োজন; ফল। কৃ + ক্ত ভা। সং; ক্লী। [লবণ। সং; ক্লী

কৃতক—১। কৃত্রিম। বিণ; ত্রি। ২। কৃত্রিম

কৃতকপুত্র—কৃত্রিম বা কল্পিত পুত্র, যে পুত্র জনকজননীকর্ত্তৃক গোপনে পরিত্যক্ত হইয়া কোনও দয়াবান্ ব্যক্তি দ্বারা গৃহীত ও পালিত হয়। কর্ম্মধা। সং; পু।

কৃতকর্ম্মা—কার্য্যক্ষম; কৃতকার্য্য; কর্ম্মসম্পাদন করিয়াছে এরূপ। কৃত হয় বা হইয়াছে কর্ম্ম যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রীহি সমাসে কৃতকর্ম্মন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

কৃতকাম—পূর্ণাভিলাষ, সিদ্ধমনোরথ। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কৃতকামা।

কৃতকার্য্য—পূর্ণাভিপ্রায়, সিদ্ধমনোরথ, চরিতার্থ; সফলচেষ্ট। কৃত হইয়াছে কার্য্য যৎকর্ত্তৃক বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে কৃতকার্য্যতা।

কৃতকার্য্যতা—কৃতকার্য্য দেখ। কৃতকার্য্য শব্দ + তা ভাবে।

কৃতকৃত্য—কৃতকার্য্য; কৃতার্থ, চরিতার্থ; বিদ্বান্। কৃত হইয়াছে কৃত্য (কার্য্য) যাহার বা যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে কৃতকৃত্যতা।

কৃতকৃত্যতা, কৃতকৃত্যত্ব—কৃতকৃত্য দেখ। কৃতকৃত্য শব্দ + তা, ত্ব ভাবে।

কৃতক্রিয়—কৃতকৃত্য। কৃত হইয়াছে ক্রিয়া যৎকর্ত্তৃক বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে কৃতক্রিয়তা।

কৃতঘ্ন—উপকারকের অপকারক; প্রাপ্ত উপকার মানে না এরূপ, অকৃতজ্ঞ, নিমকহারাম। কৃত শব্দ—হন (বধ করা) + টক্ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে কৃতঘ্নতা।

কৃতঘ্নতা—উপকারীর অপকার চেষ্টা, অকৃতজ্ঞতা, নিমকহারামি। কৃতঘ্ন দেখ; কৃতঘ্ন শব্দ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

কৃতজ্ঞ—১। প্রত্যুপকারক; উপকারস্বীকর্ত্তা; কেহ কেহ বলেন, বহু অপকার বিস্মৃত হইয়াও যে ব্যক্তি অল্প উপকারকে বহু বোধ করে তাহাকে কৃতজ্ঞ বলে। কৃত শব্দ—জ্ঞা (জানা) + ড ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে কৃতজ্ঞতা। ২। কুক্কুর। সং; পু।

কৃতজ্ঞতা—উপকারীর নিকট বিনীতভাবে উপকারস্বীকার; প্রত্যুপকার সাধনের চেষ্টা বা প্রবৃত্তি। কৃতজ্ঞ দেখ; কৃতজ্ঞ শব্দ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

কৃতজ্বর—মহাদেব। কৃত (সৃষ্ট বা ব্যাহত) হইয়াছে জ্বর যৎকর্ত্তৃক, বহু। সং; পু।

কৃততীর্থ—কৃতাবতরণ; কৃতোপায়; নিয়োজিত-সচিব। কৃত হইয়াছে তীর্থ যৎকর্ত্তৃক বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কৃতদার—বিবাহিত। কৃত হইয়াছে দার (পত্নী) যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

কৃতদাস—বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ ভৃত্য, 'এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত তোমার পরিচর্য্যা করিব' এইরূপ নিয়মে যে দাসত্ব করিতে আবদ্ধ হয়। কর্ম্মধা। সং; পু।

কৃতধী—শিক্ষিতবুদ্ধি; স্থিরচিত্ত। কৃত (শিক্ষিত) হইয়াছে ধী (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কৃতনিশ্চয়—স্থিরসঙ্কল্প; সিদ্ধিলাভবিষয়ে অসংশয়িত। বহু। বিণ; ত্রি।

কৃতপুঙ্খ—বাণক্ষেপনিপুণ। কৃত (অভ্যস্ত) হইয়াছে পুঙ্খ (বাণমূল) যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

কৃতম্—ব্যর্থ; নিষেধ; পর্য্যাপ্ত। কৃত (ছেদন করা, ইত্যাদি) + কম্ কর্ম্ম। ব্য।

কৃতমুখ—দক্ষ; বিজ্ঞ। বহু। বিণ; ত্রি।

কৃতলক্ষণ—লব্ধপ্রতিষ্ঠ; চিহ্নিত; গুণ দ্বারা বিখ্যাত, কৃতসংজ্ঞ। কৃত (অভ্যস্ত) হইয়াছে লক্ষণ (নাম) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কৃতবর্ম্মা—জনৈক যাদব, হৃদিকার পুত্র, ভারত-যুদ্ধে ইনি কুরুপক্ষ অবলম্বন করেন, এবং অশ্বত্থামার নৃশংস নৈশহত্যাকাণ্ডের সহকারি স্বরূপ ইনি পাণ্ডব-শিবিরের দ্বারদেশে অবস্থিত ছিলেন। যদুবংশ ধ্বংসের সময়ে ইনি নিধন প্রাপ্ত হন।

কৃতবিদ্য—শিক্ষিতবিদ্য, বিদ্বান্, সুপণ্ডিত। কৃত (শিক্ষিত) হইয়াছে বিদ্যা যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

কৃতবীর্য্য—নরপতিবিশেষ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পিতা। মাহিষ্মতী নগরীতে ইঁহার রাজধানী ছিল। ভৃগুবংশীয়গণ ইঁহার পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হন। সং; পু।

কৃতসংকল্প—সঙ্কল্পকারী। কৃত হইয়াছে সঙ্কল্প যৎকর্ত্তৃক। বহু। বিণ; ত্রি।

কৃতসাপত্নিকা—অধিবিন্না, যাহার পতি পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়াছে এরূপ (স্ত্রী)। কৃত হইয়াছে সাপত্ন্য যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

কৃতহস্ত—শরক্ষেপাদিতে শিক্ষিতহস্ত, ক্ষিপ্রহস্ত। কৃত (শিক্ষিত) হইয়াছে হস্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কৃতাকৃত—কিয়দংশে কৃত অবশিষ্টাংশে অকৃত, আরব্ধ কিন্তু অসমাপ্ত। অগ্রে কৃত পশ্চাৎ অকৃত, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

কৃতাগম—বেদপ্রণেতা ঈশ্বর। কৃত হইয়াছে আগম (বেদ) যৎকর্তৃক, বহু। সং ; পু।

কৃতাঞ্জলি—১। বিহিতাঞ্জলি, যোড়হাত। কৃত যে অঞ্জলি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। বদ্ধাঞ্জলি। কৃত হইয়াছে অঞ্জলি যৎকর্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

কৃতাঞ্জলিপুট—বদ্ধাঞ্জলি, যে যোড়হাত করিয়াছে। অঞ্জলিরূপ পুট, রূপক কর্ম্মধা। কৃত হইয়াছে অঞ্জলিপুট যৎকর্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

কৃতাঞ্জলিপুটে—বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, হাত যোড় করিয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

কৃতাত্মা—শিক্ষিতবুদ্ধি ; সংস্কৃতচিত্ত। কৃত (শিক্ষিত) হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; পু।

কৃতান্ত—১। সিদ্ধান্ত ; যম ; দৈব। কৃত হয় অন্ত (বিনাশ) যৎকর্তৃক, বা কৃতের (সৃষ্ট বস্তুর) অন্ত (নাশ) হয় যাহা হইতে, বহু। সং ; পু। ২। জ্ঞাত, সিদ্ধান্ত। বিণ ; ত্রি।

কৃতান্তজনক—সূর্য্য। ৬তৎ। সং ; পু॥

কৃতাপরাধ—অপরাধী, দোষী। কৃত হইয়াছে অপরাধ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কৃতাপরাধা।

কৃতাভিষেক—অভিষিক্ত। কৃত হইয়াছে অভিষেক যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

কৃতার্থ—কৃতকার্য্য, চরিতার্থ, কৃতকৃত্য। বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে কৃতার্থতা।

কৃতার্থতা—কৃতার্থ দেখ। কৃতার্থ শব্দ+তা ভাবে।

কৃতার্থম্মন্য—আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে এরূপ। কৃতার্থ দেখ ; কৃতার্থ শব্দ-মন (মনে করা)+খ্য ক। বিণ ; ত্রি।

কৃতালয়—কৃতবসতি। কৃত হইয়াছে আলয় যৎকর্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

কৃতাস্ত্র—শিক্ষিতাস্ত্র। কৃত (শিক্ষিত) হইয়াছে অস্ত্র যৎকর্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

কৃতাহ্নিক—সন্ধ্যাবন্দনাদি সম্পাদনকারী, যে দৈনিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছে। কৃত হইয়াছে আহ্নিক যৎকর্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি

কৃতি—১। যত্ন, চেষ্টা ; কার্য্য। কৃ (করা)+ক্তি র্ম্ম। ২। রচনা ; নির্ম্মিতি ; বিংশাক্ষর সংস্কৃত ছন্দঃ। কৃ+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

কৃতিত্ব—কৃতী দেখ।

কৃতী—কুশল, নিপুণ ; কার্য্যক্ষম, উপযুক্ত ; পণ্ডিত ; পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক ; কৃতার্থ। কৃত (কার্য্য)+ইন্ অস্ত্যর্থে=কৃতিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। বিশেষ্যে কৃতিত্ব।

কৃতে—নিমিত্তে ; কার্য্যার্থ। বা।

কৃতোদক—উদকক্রিয়া সম্পাদনকারী, স্নানতর্পণাদি সম্পাদক। বহু। বিণ ; ত্রি।

কৃতোদ্বাহ—বিবাহিত, পরিণীত। কৃত হইয়াছে উদ্বাহ (বিবাহ) যৎকর্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

কৃতোপকার—১। উপকারী। কৃত হইয়াছে উপকার যৎকর্তৃক, বহু। ২। উপকৃত। কৃত হইয়াছে উপকার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

কৃত্ত—বেষ্টিত ; ছিন্ন ; অভিপ্রেত। কৃত (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে কৃন্তন, কৃত্তি।

কৃত্তি—চর্ম্ম ; ত্বক্ ; ভূর্জপত্র। কৃত (ছেদন করা)+ক্তি র্ম্ম। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে কৃত্ত।

কৃত্তিকা—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের তৃতীয় নক্ষত্র ; কার্ত্তিকপালিকা, কার্ত্তিকের পালয়িত্রী ধাত্রী। [কার্ত্তিকেয় দেখ]। কৃত্তি শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ; অথবা, কৃত (ছেদন করা)+তিক র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। স্ত্রী।

কৃত্তিবাস—১। শিব, মহাদেব। কৃত্তি (চর্ম্ম) হইয়াছে বাস (বস্ত্র) যাহার, বহু। ২। বাঙ্গালা রামায়ণ-রচয়িতা জনৈক কবি [কার্ত্তিবাস দেখ]। সং ; পু।

কৃত্তিবাসাঃ—শিব, মহাদেব। বহু। সং ; পু।

কৃত্য—১। কার্য্য। কৃ (করা)+ক্যপ্ র্ম্ম। সং ; ক্লী। ২। তব্য, অনীয়, য, কেলিম, এই কয়টি কৃৎপ্রত্যয়। সং ; পু। ৩। কর্ত্তব্য। বিণ ; ত্রি।

কৃত্যবিৎ—কার্য্যাভিজ্ঞ। কৃত্য শব্দ (কার্য্য)—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

কৃত্যা—১। দেবতাবিশেষ। কৃত্য শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। ক্রিয়া। কৃ+ক্যপ্ ভা। সং স্ত্রী।

কৃত্রিম—১। ক্রিয়াদ্বারা নিষ্পন্ন ; কল্পিত ; অমূলক ; অবাস্তবিক ; অবিশুদ্ধ। কৃ (করা)+ত্রিমক ক। বিণ ; ত্রি। ২। পুত্রবিশেষ, যে সজাতীয় বালককে পুত্ররূপে গ্রহণ করা যায়। সং ; পু। ৩। বিটলবণ। সং ; ক্লী।

কৃত্রিম পুত্র—বসনাদি নির্ম্মিত কৃত্রিম পুত্তলিকা ; সজাতীয় শিশুকে পুত্ররূপে গ্রহণ ও প্রতিপালন করিলে তাহাকে কৃত্রিম পুত্র বলে। [পুত্র দেখ]। সং ; পু।

কৃৎস্ন—১। সকল ; সম্পূর্ণ। কৃত (বেষ্টন করা, ইত্যাদি)+ক্স্ন ক। বিণ ; ত্রি। ২। কুক্ষি ; জল। সং ; ক্লী।

কৃদন্ত—(ব্যাকরণে) কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দ। কৃৎ হইয়াছে অন্তে যাহার, বহু। সং ; পু।

কৃন্তন—ছেদন। কৃত (ছেদন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে কৃত্ত।

কৃন্তনিকা, কৃন্তনী—ছেদনী, ছুরিকাদি। কৃন্তনিকা=কৃত (ছেদন করা)+অনট্ ণ তদুত্তরে কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। কৃন্তনী=কৃত+অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কৃপ—গৌতম ঋষির পুত্র। কেহ কেহ বলেন, ইনি গৌতমের পৌত্র; শরদ্বান ঋষির পুত্র। ইনি এবং ইহার ভগিনী শরস্তম্বে জন্মগ্রহণ করেন ; মহারাজ শান্তনু কৃপাপূর্ব্বক ইহাদিগকে প্রতিপালন করায় ইহাদের নাম কৃপ ও কৃপী রক্ষিত হয়। কৃপ ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইলে কুরুপাণ্ডবগণের অস্ত্রশিক্ষক নিযুক্ত হন। এই জন্য ইনি সাধারণতঃ কৃপাচার্য্য নামে পরিচিত। ভারত-যুদ্ধে ইনি কৌরব পক্ষ অবলম্বন করিয়া সাধ্যমত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধের শেষ দিবস অশ্বত্থামার পৈশাচিক নৈশ হত্যাকাণ্ড কালে ইনি পাণ্ডবশিবিরের দ্বারদেশে ছিলেন। যুদ্ধাবসানে পাণ্ডবগণ ইহাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠিরাদি মহাপ্রস্থান করিলে, ইনি পরীক্ষিতের শিক্ষকরূপে নিয়োজিত হন। কৃপ+ক ক। সং ; পু।

কৃপণ—ব্যয়কুণ্ঠ, অর্থাদি ব্যয় করিতে কাতর ; নীচ ; দীন। কৃপ (কল্পনা করা, ইত্যাদি)+অনক্ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে কৃপণতা, কার্পণ্য।

কৃপণতা—কৃপণ দেখ। [বিশেষণে কৃপালু।

কৃপা—দয়া, করুণা। কৃপ+অ ভা। সং ; স্ত্রী।

কৃপাকটাক্ষ—সামান্যকৃপাদৃষ্টি। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

কৃপাণ—খড়্গ। কৃপা শব্দ—নুদ (প্রেরণ করা)+ড ক। সং ; পু।

কৃপাণপাণি—খড়্গহস্ত, অসিধারী। কৃপাণ (খড়্গ) হইয়াছে পাণিতে (হস্তে) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

কৃপাপাত্র—দয়ার ভাজন, যাহার প্রতি দয়া করা উচিত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

কৃপালু—দয়াশীল, দয়ালু। কৃপা+আলু শীলার্থে। বিণ ; ত্রি।

কৃপালেশ—বিন্দুমাত্র কৃপা, অত্যল্প করুণা। ৬তৎ। সং ; পু।

কৃপী—গৌতম ঋষির কন্যা ও সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্রাচার্য্য কৃপাচার্য্যের ভগিনী। ইনি এবং ইহার ভ্রাতা কৃপ শরস্তম্বে উৎপন্ন হন। মহারাজ শান্তনু কৃপাপূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহারা কৃপ ও কৃপী নামে অভিহিত হন। অনন্তর যৌবনসমাগমে দ্রোণাচার্য্য কৃপীকে বিবাহ করেন। দ্রোণের ঔরসে কৃপীর গর্ভে মহাবীর অশ্বত্থামা জন্মগ্রহণ করেন। কৃপ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কৃমি, ক্রিমি—কীট। ক্রম (গমন করা)+ই ক। সং ; পু।

কৃমিকোশোত্থ—কৌশেয়, রেশমী (বস্ত্রাদি)। কৃমির কোশ কৃমিকোশ, ৬তৎ। কৃমিকোশ শব্দ—উদ্—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি

কৃবি—বস্ত্রবয়নতন্ত্র, তাঁত। কৃ (করা)+কিন্ ণ। সং ; পু।

কৃশ—ক্ষুদ্র ; অল্প ; ক্ষীণ, দুর্ব্বল, কাহিল। কৃশ (ক্ষীণ হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে কৃশতা।

কৃশতা—কৃশ দেখ। কৃশ শব্দ + তা ভাবে।

কৃশর, কৃসর—তিলমিশ্রিত অন্ন ; দ্বিদলান্ন, খেচরী, খিচুড়ী। কৃ (বিক্ষিপ্ত করা) + সরক্ র্ম্ম। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কৃশরা, কৃসরা।

কৃশরা, কৃসরা—কৃশর দেখ। [কৃশাঙ্গী।

কৃশাঙ্গ—ক্ষীণদেহ। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে

কৃশাঙ্গী—১। প্রিয়ঙ্গুলতা। সং ; স্ত্রী। ২। ক্ষীণ-দেহা। কৃশাঙ্গ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ । বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে কৃশাঙ্গ। কৃশাঙ্গ দেখ।

কৃশানু—অনল, অগ্নি। কৃশ (কৃশ হওয়া) + আনুক্ ক। সং ; পু।

কৃশানুরেতাঃ—শিব। কৃশানু (অগ্নি) হইয়াছে রেতঃ যাহার, বা কৃশানুতে (অগ্নিতে) রেতঃ যাহার, বহু ; কথিত আছে যে, ভগবতী শিবের বীর্য্য ধারণে অসমর্থা হওয়ায় সেই রেতঃ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং তাহাতেই কার্ত্তিকের জন্ম হয়। সং ; পু।

কৃশাশ্ব—জনৈক মহর্ষি, ইনি দক্ষ প্রজাপতির জয়া ও সপ্রভা নাম্নী দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন সং ; পু।

কৃশোদরী—ক্ষুদ্রোদরসম্পন্ন ; যাহার (যে নারীর) উদর কৃশ। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

কৃষক—১। লাঙ্গলের ফাল ; বৃষ। কৃষ (কর্ষণ করা) + অক ণ। সং ; পু। ২। কর্ষক, ভূমিকর্ষণকারী, চাষী। কৃষ + অক ক। বিণ।

কৃষাণ—চাষী ; জন, মজুর। চলিত ভাষার শব্দ।

কৃষি—১। কৃষিকর্ম্ম, চাষ। কৃষ (কর্ষণ করা) + ইক্ ভা। সং ; স্ত্রী। ২। কৃষক, চাষা। কৃষ + ইক্ ক। সং ; পু।

কৃষিকার্য্য—ভূমিকর্ষণক্রিয়া, চাষ করা। কৃষিই কার্য্য, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [ত্রি।

কৃষিজাত—কৃষি-কার্য্যোৎপন্ন। ৫তৎ। বিণ ;

কৃষিজীবী—কৃষিব্যবসায়ী, কৃষক, চাষী। কৃষি দ্বারা জীবী, ৩তৎ। বিণ ; পু। [পু।

কৃষীবল—কৃষক, চাষা। কৃষি শব্দ + বলচ্। সং ;

কৃষ্ট—কর্ষণ করা হইয়াছে এরূপ, চষা (ক্ষেত্রাদি) ; আকৃষ্ট। কৃষ (কর্ষণ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে কর্ষণ, কৃষি, কৃষ্টি।

কৃষ্টপচ্য—কৃষ্টক্ষেত্রে পক্ব (ধান্যাদি)। কৃষ্ট—পচ (পাক করা) + ক্যপ্ র্ম্ম ক বি।।

কৃষ্টি—কর্ষণ ; কৃষি। কৃষ (কর্ষণ করা) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে কৃষ্ট।

কৃষ্ণ—১। বাসুদেব* ; বেদব্যাস ; অর্জ্জুন ; কোকিল ; কাক ; নীলবর্ণ। কৃষ (আকর্ষণ করা) + নক্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কৃষ্ণা। ২। লৌহ। সং ; ক্লী। ৩। নীলবর্ণযুক্ত। বিণ ; ত্রি।

* কৃষ্ণ, বিষ্ণুর অষ্টম অবতার [ভাগবতের মতে বিংশ অবতার] ; পরন্তু বলরামদেবই অষ্টম অবতার বলিয়া অনেক স্থলেই উল্লিখিত হইয়াছেন। বসুদেবের ঔরসে তৎপত্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণের জন্ম। দ্বাপর যুগের শেষভাগে ভাদ্র-রোহিণী নক্ষত্রে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। কংসের ভয়ে বসুদেব ইঁহার জন্মের অব্যবহিত পরেই ইঁহাকে ব্রজধামে নন্দালয়ে রাখিয়া তাঁহার সদ্যোজাতা কন্যাকে আনয়ন করেন [কংস দেখ]। নন্দ ও তৎপত্নী যশোদা ইঁহাকে আপনাদের পুত্র বলিয়া জানিতেন, এবং পুত্রবৎ লালনপালন করেন। শৈশবাস্তে কৃষ্ণ অন্যান্য গোপবালকের সহিত ধেনু সকল চরাইতেন। ইঁহার শারীরিক বল, বুদ্ধি, ও সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ব্রজবাসিগণ ইঁহাকে অতিশয় ভালবাসিত এবং ইঁহার অত্যন্ত বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। বাল্যকালেই ইনি দুর্বৃত্ত কংসের প্রেরিত পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, অঘ, অরিষ্ট প্রভৃতি অসুর ও অসুরীদিগকে বধ করেন, এবং কালিয় নাগকে দমন করিয়া কালিন্দীর জল নিরাপদ্ করিয়া দেন। ইঁহারই পরামর্শে গোপগণ ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট স্থান বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক তথায় বাস করেন।

নিয়োজিত লোক দ্বারা কৃষ্ণবলরামের বিনাশসাধনে অকৃতকার্য্য হইয়া কংস ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং কৃষ্ণবলরামকে আনিবার জন্য অক্রূরকে প্রেরণ করেন। অক্রূরের নিকট কংসের অত্যাচার-কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহার বধের নিমিত্ত কৃষ্ণ, বলরামসহ মথুরায় উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের বিনাশার্থ কংসনিয়োজিত হস্তী ও মল্লদিগের প্রাণবধ করিয়া, কৃষ্ণবলরাম রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তথায় কংস-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কৃষ্ণ তাহার প্রাণসংহার করিলেন। অতঃপর উগ্রসেনপ্রমুখ যাদবগণ কৃষ্ণকে মথুরার সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলে ইনি বলিলেন, "আমার রাজ্যে প্রয়োজন বা নৃপাসনে আকাঙ্ক্ষা নাই"। পরে ইনি কংসের পিতা উগ্রসেনকে মথুরার রাজা করিয়া নিজে অন্যান্য যাদবগণের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এতাবৎকাল কৃষ্ণের যথোচিত শিক্ষা হয় নাই। এক্ষণে ইনি বলরামসহ শিক্ষার্থ কাশীর সন্নিহিত অবন্তীপুরে আচার্য্য সান্দীপনি মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন। গুরুগৃহে কিছুকাল অবস্থান করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় শাস্ত্রশস্ত্রাদি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। কথিত আছে যে, পঞ্চজন নামক দৈত্য সান্দীপনি মুনির পুত্রকে হরণ করিয়াছিল। আচার্য্যপ্রবর গুরুদক্ষিণাস্বরূপ সেই পুত্রের কামনা করিলে, কৃষ্ণবলরাম দৈত্যকে বিনষ্ট করিয়া গুরুপুত্র আনয়ন করেন। এই দৈত্যকে বধ করিয়া কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রাপ্ত হন। অতঃপর ভ্রাতৃদ্বয় মথুরায় প্রত্যাগমন করেন।

মগধরাজ জরাসন্ধ জামাতা কংসের নিধনে কোপাবিষ্ট হইয়া বিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া কৃষ্ণপ্রমুখ যাদবগণের দণ্ডবিধানার্থ অষ্টাদশ বার মথুরা অবরোধ করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বীরত্বে ও কৌশলে তাঁহাকে প্রত্যেক বারই পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হয়। অবশেষে জরাসন্ধ কালযবনের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এরূপ দুই প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধে লোকক্ষয় করা অপেক্ষা বাসস্থান ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় কৃষ্ণ অন্যান্য যাদবদিগকে পরামর্শ দিয়া সুদূর দ্বারকা নগরীতে লইয়া গেলেন। অনন্তর স্বয়ং মথুরায় প্রত্যাগমন করিয়া কালযবনের সম্মুখীন হইলেন এবং তাহাকে কৌশলে মুচুকুন্দ রাজার পর্ব্বতগুহায় লইয়া গিয়া রাজার দ্বারা তাহার বিনাশ সাধন করিলেন। [কালযবন দেখ]।

বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী অতিশয় রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেমের অনুরাগিণী হইয়া তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার অভিলাষে পত্রসহ তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। অতঃপর রুক্মিণীর বিবাহ উপস্থিত হইলে তদানীন্তন রীত্যনুসারে কৃষ্ণ তাঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে কৃষ্ণের প্রদ্যুম্নপ্রমুখ দশটি পুত্র এবং চারুমতি নামে কন্যা জন্মে।

ধর্ম্মপ্রাণ পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রীতি ছিল। বিশেষতঃ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের গুণগ্রামে বশীভূত হইয়া কৃষ্ণ তাঁহার সহিত সখ্যস্থাপন করেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় কৃষ্ণও উপস্থিত ছিলেন। ছদ্মবেশী ভীমার্জ্জুনের সহিত অন্যান্য রাজগণের বিরোধ উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে কৃষ্ণই ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত থাকিয়া যাহাতে সুচারুরূপে যজ্ঞের সমাধা হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করেন। যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে ইনি ভীমার্জ্জুনসহ মগধে গমন করিয়া জরাসন্ধকে বন্দী নরপতিদিগের মুক্তিবিধান করিতে, অন্যথা তাঁহাদের তিন জনের মধ্যে একজনের সহিত যুদ্ধদান করিতে বলেন। জরাসন্ধ ভীমের সহিত

যুদ্ধে নিহত হন। ভীষ্মের আদেশে যজ্ঞে অর্চ্চনার অর্ঘ্য সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করায় শিশুপাল ক্রোধান্ধ হইয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং ইঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। খাণ্ডববন দাহনে সাহায্য করায় অগ্নিদেব বরুণের নিকট হইতে ইঁহাকে সুদর্শন চক্র ও কৌমোদকী গদা প্রদান করেন। ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্যচ্যুতির পর পাণ্ডবগণ বিরাটরাজ-ভবনে উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ দিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হন। অনন্তর দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধি করিতে পাণ্ডবদিগের মতি লওয়াইয়া ও হস্তিনাপুরে দূত প্রেরণ করিয়া কৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করেন। অতঃপর যুদ্ধাশঙ্কায় ইঁহাকে বরণ করিবার নিমিত্ত দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন উভয়েই দ্বারকায় উপস্থিত হন। তাঁহারা কৃষ্ণের গৃহে প্রবেশ করিয়া ইঁহাকে নিদ্রিত দেখিতে পাইয়া অভিমানী দুর্য্যোধন ইঁহার শিরোদেশে ও অর্জ্জুন ইঁহার পদতলে উপবেশন করিলেন। কৃষ্ণ জাগরিত হইয়া নয়ন উন্মীলন করিলে অগ্রে অর্জ্জুনকে ও পশ্চাৎ দুর্য্যোধনকে দেখিতে পান। সুতরাং পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে ইঁহাকে অর্জ্জুনের পক্ষাবলম্বন করিতে হইল। তখন দুর্য্যোধনকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত ইনি যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দুর্য্যোধনের ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে এক অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা দিতে এবং অর্জ্জুনের অভিপ্রায় মত স্বয়ং তাঁহার রথের সারথি হইতে স্বীকৃত হইলেন। অতঃপর কুরুপাণ্ডবের সন্ধিস্থাপন-জন্য স্বয়ং হস্তিনাপুরে গমন করিয়া বিফলপ্রযত্ন হন।

কুরুক্ষেত্র সমরে জ্ঞাতিনাশ ভয়ে অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইলে ইনি তাঁহাকে নানারূপ উপদেশ বাক্যে উত্তেজিত করেন। ইঁহার সেই সকল উপদেশ একত্র নিবদ্ধ হইয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে খ্যাত হইয়াছে। যুদ্ধের তৃতীয় ও নবম দিবসে মহাবীর ভীষ্ম কর্ত্তৃক পাণ্ডবপক্ষ বিনষ্টপ্রায় হইতে দেখিয়া ও স্বয়ং তাঁহার শরে জর্জ্জরিত হইয়া এবং অর্জ্জুনকে পিতামহ ভীষ্মের সহিত মৃদু যুদ্ধ করিতে অবলোকন করিয়া কৃষ্ণ ভীষ্মের প্রাণবধার্থ ধাবিত হন। তখন অর্জ্জুন ইঁহাকে শান্ত করিয়া ফিরাইয়া আনেন। দ্বাদশ দিবসের যুদ্ধে ভগদত্ত-প্রক্ষিপ্ত বৈষ্ণবাস্ত্রনিবারণে অর্জ্জুনের অসামর্থ্য জানিয়া কৃষ্ণ স্বয়ং তাহা নিবারণ করেন। সর্ব্ব বিষয়ে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া পাণ্ডবগণ যুদ্ধে জয়ী হইলেন। যুদ্ধশেষে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের পুত্রবধূ উত্তরার গর্ভনাশার্থ ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিলে শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে গর্ভস্থ ভ্রূণকে রক্ষা করেন।

কৃষ্ণকে অসংখ্য যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। কখনও বা স্বজনরক্ষার্থ, কখনও বা দুর্বৃত্তদিগের অত্যাচার হইতে মুনি, ঋষি, ও জনগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইনি বহু যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন, এবং অনেক দুরাত্মার বিনাশ সাধন করিয়াছেন। কংস, জরাসন্ধ, পঞ্চজন দৈত্য, কালযবন, শিশুপাল, শৃগাল, বাণাসুর, হংসডিম্বক, নরকাসুর, নিকুম্ভ, পৌণ্ড্রক প্রভৃতি প্রবলপরাক্রান্ত বীরগণ কৃষ্ণের হস্তে বিধ্বস্ত হইয়াছেন। পরন্তু ইনি স্বতঃপবৃত্ত হইয়া কখনও যুদ্ধ করেন নাই। প্রত্যুত লোকক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতেই সতত চেষ্টা পাইতেন।

আত্মবিরোধে যদুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, কৃষ্ণ দারুককে হস্তিনায় প্রেরণ করিয়া অর্জ্জুনকে আনাইয়া তাঁহাকে বল্ল ও স্ত্রীবৃন্দের রক্ষা বিধান করিতে অনুরোধ করিয়া স্বয়ং বনগমন করিলেন। পরে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক এক স্থানে শয়ন করিয়া রহিলেন। ইত্যবসরে জরা নামক এক ব্যাধ মৃগের অঙ্গভ্রমে ইঁহার পদ শরদ্বারা বিদ্ধ করিলে তাহাতেই ইঁহার দেহত্যাগ হইল।

কৃষ্ণের অসংখ্য নাম; তন্মধ্যে কয়েকটি প্রধান এই,—কেশব, গদাধর, মাধব, পীতাম্বর, জনার্দ্দন, হৃষীকেশ, দামোদর, গোবিন্দ, মধুসূদন, গোপাল, মুকুন্দ, যজ্ঞেশ, হরি, পুণ্ডরীকাক্ষ, অনন্ত, বাসুদেব, বিশ্বম্ভর, বনমালী, ইত্যাদি।

কৃষ্ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার বলিয়া থাকেন; তন্মধ্যে প্রধান একটী এই,—

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দঃ ণশ্চঃ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"

কৃষ্ণকমল গোস্বামী—নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাজনঘাট গ্রামে ১২১৭ সালে আষাঢ় মাসে কৃষ্ণকমলের জন্ম হয়। ইনি জাত্যংশে বৈদ্য ছিলেন। ইঁহার পিতা মুরলীধর গোস্বামী পুত্র কৃষ্ণকমলকে সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে বৃন্দাবনে লইয়া যান। সেইখানেই কৃষ্ণকমল ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। যখন কৃষ্ণকমলের বয়স ১৩।১৪ বৎসর, তখন ইনি নবদ্বীপে গমন করেন এবং এইখানেই সাহিত্য ব্যাকরণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। ইঁহার রচিত নিম্নলিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—স্বপ্নবিলাস, রাই উন্মাদিনী, বিচিত্র বিলাস, ভরত মিলন এবং সুবল সংবাদ। ইঁহার রাই উন্মাদিনী আবালবৃদ্ধ-বনিতার পরিচিত; এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহার রচনামাধুর্য্য ও কবিত্ব গোস্বামী মহাশয়কে অমর করিয়া রাখিবে। কৃষ্ণকমল জীবনের শেষভাগে ঢাকায় থাকিতেন। সেখানে ইনি "বড়গোঁসাই" নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহার পদাবলী সংবলিত গ্রন্থগুলি যাত্রাভিনয়ে এক সময়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ১২৯৪ সালে ১২ই মাঘ গোস্বামী মহাশয় পরলোক গমন করেন।

কৃষ্ণকর্ম্মা—পাপী, দোষী। কৃষ্ণ হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহুব্রীহি সমাসে কৃষ্ণকর্ম্মন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

কৃষ্ণকলি—স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ। কৃষ্ণবৎ (চূড়াবিশিষ্ট) কলি যাহার, বহু। সং; পু।

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী—ইঁহার উপাধি রসসাগর। পাদপূরণে ইঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কেহ কোন কবিতার একাংশমাত্র বলিলেই ইনি তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে কবিতাটী পূর্ণ করিয়া দিতেন। ইনি কৃষ্ণনগরাধিপতি রাজা গিরিশচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন। ১১৯৮ সালে নদীয়া জেলার বাগোয়ানের নিকটস্থ বাড়ে বাঁকা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃত, পারসী, হিন্দী এবং উর্দ্দু ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ১২৫১ সালে শান্তিপুরে ইঁহার কন্যার বাড়ীতে ইঁহার দেহান্তর হয়। ইঁহার পাদপূরণের একটী দৃষ্টান্ত এস্থানে দেওয়া গেল। একবার একজন প্রশ্ন করেন, —বড় দুঃখে সুখ। কৃষ্ণকান্ত উত্তর করেন;—

চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে।
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে॥
চকা বলে চকী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক।
বিধি হ'তে ব্যাধ ভাল—বড় দুঃখে সুখ॥

কৃষ্ণকায়—১। কৃষ্ণবর্ণদেহবিশিষ্ট। কৃষ্ণ হইয়াছে কায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। মহিষ। সং; পু। [বহু। সং; পু।

কৃষ্ণগতি—অগ্নি। কৃষ্ণ হইয়াছে গতি যাহার,

কৃষ্ণগীতি—কৃষ্ণবিষয়ক গান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কৃষ্ণগুণগান—শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন। দুইবার ৬তৎ। সং; ক্লী।

কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত—(K. G. Gupta). জন্ম ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে ঢাকা জেলার ভাটপাড়া গ্রামে। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে ইনি সিবিল সারভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গীয় শাসকের অধীনে নানা পদে কার্য্য করিয়া ১৯০৪ খ্রীঃ বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের বোর্ড অব রেভিনিউর অন্যতর সদস্য নিযুক্ত হন। ইঁহার পূর্ব্বে

কোন দেশীয় সিবিলিয়ান এই উচ্চপদ লাভ করেন নাই। ইহার পর ইনি ইণ্ডিয়ান ফিসরিস্ (Indian Fishries) কমিসনের নেতৃত্ব করেন। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে ইনি সৈয়দ বিল্‌গ্রামীর সহিত ভারত সচিবের (India Council) সভার সদস্য মনোনীত হন। ভারতবাসীরা উক্ত সভায় এই প্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন। এই পদে কৃষ্ণগোবিন্দ এখনও অধিষ্ঠিত আছেন।

কৃষ্ণচতুর্দ্দশী—কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথি। কৃষ্ণ স্থিতা (কৃষ্ণপক্ষ স্থিতা) যে চতুর্দ্দশী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কৃষ্ণচন্দ্র রায়—মহারাজ ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর ও নদীয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার। ইনি ১৭১০ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাজা রঘুরাম রায়। রঘুরামের শেষ বয়সে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। ইনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ও পারসী ভাষায় সুশিক্ষা লাভ করেন, এবং অস্ত্রবিদ্যাতেও বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ইনি মৃগয়াকালে প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্যাঘ্রাদির ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে শরবিদ্ধ করিতে পারিতেন। যে গ্রাম এখন শিবনিবাস বলিয়া খ্যাত, সেই স্থানেই কৃষ্ণচন্দ্র শিকারার্থে যাইতেন। কি কারণে বলা যায় না, রঘুরাম মৃত্যুকালে আপনার একমাত্র পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালকে রাজ্যাধিকারী করিয়া যান। পরে কৃষ্ণচন্দ্র জননী ও অপর কতিপয় সুহৃদের যত্নে ও মন্ত্রণাকৌশলে বহুকষ্টে পিতৃরাজ্য লাভ করেন। ইনি অতিশয় প্রজাহিতৈষী রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি গুণগ্রাহী ছিলেন এবং সর্ব্বদা পণ্ডিতগণে পরিবৃত থাকিয়া, তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিতে ভালবাসিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গকবিশিরোমণি ভারতচন্দ্রকে ফরাসডাঙ্গা হইতে আনাইয়া আপনার সভাসদ্ করেন। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, বিখ্যাত কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ অনুকূল বাচস্পতি প্রভৃতি বিদ্বজ্জন ইঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। এতদ্ভিন্ন গোপাল ভাঁড় হাস্যার্ণব প্রভৃতি কয়েকজন উপস্থিত বক্তা সর্ব্বদা ইঁহার সভায় থাকিতেন। অনেকে রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সহিত ইঁহার রাজসভার তুলনা করেন। হিন্দুধর্ম্মে ইঁহার বিশেষ আস্থা ও অনুরাগ ছিল। ইনি অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় নামক দুইটি যজ্ঞ করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকট "অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র" এই উপাধি লাভ করেন। ইনি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ সেনকে ইনি ১০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন। বঙ্গদেশে একটি প্রবাদ আছে যে, যে ব্রাহ্মণের কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ভূমি নাই, সে ব্রাহ্মণের মধ্যেই গণ্য নয়। কৃষ্ণচন্দ্রের সময় কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌম নামে এক পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া আগমবাগীশ নামে ইনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে, ইনি কালীপূজা ও দীপাবলী-প্রদান-প্রথা বঙ্গদেশে প্রচলিত করেন। জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্যোগেই এই দেশে আরম্ভ হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন। ইঁহার বুদ্ধিমত্তার অনেক আখ্যায়িকার প্রচার আছে। মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে কৃষ্ণচন্দ্রের পিতার দশ লক্ষ টাকা রাজস্ব বাকি ছিল। নবাব তদ্ভিন্ন কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট আরও ১২ লক্ষ টাকা নজরানা চাহেন। এই সকল টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় আলিবর্দ্দি খাঁ কৃষ্ণচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করেন। কেবল আপনার বুদ্ধিকৌশলেই কৃষ্ণচন্দ্র এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে যে ষড়্‌যন্ত্র হয়, কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে লিপ্ত ছিলেন। ইঁহারই পরামর্শে ইংরেজদিগের হস্তে দেশরক্ষার ভার অর্পণ করা হয়। ফলতঃ, প্রধানতঃ ইঁহারই যত্নে এদেশে ইংরেজরাজ্যের সূত্রপাত হয়। এজন্য ইংরেজরা ইঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিতেন। পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ্ ইঁহাকে পাঁচটি কামান উপঢৌকন দেন। অদ্যাপি সেই কামান কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে রহিয়াছে। ইংরেজরা চেষ্টা করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে "মহারাজেন্দ্র বাহাদুর" উপাধি আনাইয়া দেন। নবাব মির কাসিমের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নবাব কৃষ্ণচন্দ্র ও তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে মুঙ্গেরের দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া ইংরেজপক্ষীয় লোক বলিয়া ইঁহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। সেবারও কেবল নিজের বুদ্ধিবলে ও ইংরেজদিগের বিশেষ চেষ্টায় সেই ঘোর সঙ্কটে ইনি উদ্ধার লাভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র আপনার দুই রাণীর গর্ভে শিবচন্দ্রপ্রমুখ ছয় পুত্র রাখিয়া ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে লোকান্তর গমন করেন।

কৃষ্ণতিথি—তিথি দেখ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—জন্ম ১৪৯৬ খৃঃ। ইনি জাতিতে বৈদ্য। ইনি নিত্যানন্দের অনুজ্ঞায় বৃন্দাবন গমন করিয়া রূপসনাতন ও জীবগোস্বামীর নিকট অধ্যয়ন করেন। সেইখানেই ইনি ১৫৭২ খ্রীঃ অব্দে "চৈতন্যচরিতামৃত" রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া দশ বৎসরে রচনা সমাপ্ত করেন। মুরারিগুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের কড়চা, বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্যভাগবত" ও কবি কর্ণপুরের "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" গ্রন্থ অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত হয়। কথিত আছে, পুস্তকখানি গৌড়ে আনিবার সময় বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বিরের প্ররোচনায় কতকগুলি ডাকাত বলপূর্ব্বক উহা কাড়িয়া লয়। পরে উহা ফিরিয়া পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, গ্রন্থখানি হস্তান্তরিত হইলে ভগ্নহৃদয় হইয়া কৃষ্ণদাস ১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন। কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেবকে চক্ষে কখন দেখেন নাই।

কৃষ্ণদাস পাল—জন্ম ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দ। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও মেট্রপলিটান কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে বিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক জমীদার সভার সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর এই সভার সম্পাদক হন (১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দ)। ইঁহার কার্য্যকালে সভার বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। কিছুদিন পরে কৃষ্ণদাস এই সভার মুখপত্র হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রের পরিচালনা ভার প্রাপ্ত হইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস নানা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন বটে, কিন্তু কোন কার্য্যই অসম্পূর্ণ রাখিতেন না ; পরন্তু সকল কার্য্যই অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত করিতেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপাল সভার সদস্য থাকিয়া সহরের অনেক উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এবং ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে (যখন বাঙ্গালার প্রজা-সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইতেছিল) বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্যরূপে ইনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত। হন উভয় সভাতেই কৃষ্ণদাস সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও তেজস্বিতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। কি গভর্ণমেণ্টের উচ্চতম কর্ম্মচারিগণ, কি জমিদারগণ, কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকগণ, সকলেই সময়ে সময়ে কৃষ্ণদাসের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সরকারী ও বেসরকারী সাহেবরা ইঁহাকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন এবং ইঁহার অনুরোধে তাঁহারা অনেক বঙ্গবাসীর উপকার করিতেন। কৃষ্ণদাস নিজে অত্যন্ত আড়ম্বরশূন্য ছিলেন। তাঁহার কৃতজ্ঞতাও যেরূপ, পরোপকারিতাও সেইরূপ ছিল। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি যেরূপ, লিখন-শক্তিও সেইরূপ ছিল। শব্দাড়ম্বর বা ভাষার সৌন্দর্য্য অপেক্ষা যুক্তি এবং প্রমাণ প্রয়োগাদি দ্বারা কিরূপে আলোচ্য

বিষয় বিশদভাবে শ্রোতা বা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে, সেই দিকেই তাঁহার অধিকতর দৃষ্টি ছিল। তিনি বলিতেন, রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিলে তাঁহাদের নিকট হইতে যেরূপ কাজ পাওয়া যায়, চোখ রাঙ্গাইয়া সেরূপ পাওয়া যায় না। কার্য্যতঃ সেইরূপই ঘটিত। ইনি সাহেবদের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই দেশের ও দেশবাসিগণের অনেক উপকার করিতে পারিয়াছিলেন। ইনি জমিদারগণের বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন বটে, কিন্তু মধ্যবিত্ত বা নিম্নশ্রেণীর স্বত্বের জন্য আপনার লেখনী বা জিহ্বার পরিচালনা করিতে কখন বিস্মৃত হইতেন না। ইঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ মেধা ছিল। ইলবার্ট বিল যখন বড়লাটের সভায় আলোচিত হয়, তখন কৃষ্ণদাস সেই সভায় জলন্ত ভাষায় সেই বিলের সমর্থন করেন। ইলবার্ট সাহেব ইঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ইনি বিখ্যাত বাগ্মী ও সাময়িক পত্রচালক। ইঁহার মত লোক যে কোন দেশে যে কোন সময়ে যশোচিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারিবে।" ১৮৭৭ খ্রীঃ ইনি রায় বাহাদুর ও পর বৎসর সি, আই, ই উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে ২৪শে জুলাই বহুমূত্র রোগে ইনি দেহত্যাগ করেন। কয়েক বৎসর পরে কলিকাতা হ্যারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে ইঁহার একটি প্রস্তরময়ী পূর্ণমূর্ত্তি স্থাপিত হয়। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যার রির্চাড টেম্পল "Men and events of my ti ne in India" নামক স্বরচিত পুস্তকে লিখিয়াছেন—"রাজা স্যার তাঞ্জোর মাধব রাও ব্যতীত আমি ভারতবর্ষে কৃষ্ণদাস পালের মত রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ দেখিতে পাই নাই।" স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (N. N. Ghose) মহাশয় Kristo Das Pal, A study" নামধেয় একখানি কৃষ্ণদাসের জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকখানিতে কৃষ্ণদাসের রাজনৈতিক জীবনের একটি মূল্যবান্ বিশ্লেষণ আলোচিত হইয়াছে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—বেদব্যাস [ব্যাস দেখ]। কর্ম্মধা। সং ; পু।

কৃষ্ণধন—১। কৃষ্ণরূপ ধন। রূপক। সং ; ক্লী। ২। যে কৃষ্ণকে পরম ধন মনে করে। কৃষ্ণ ধন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

কৃষ্ণনাম—কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণনাম শব্দ। ৬তৎ বা কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কৃষ্ণপক্ষ—যে পক্ষে চন্দ্রকলার ক্ষয় হয়। কর্ম্মধা। সং, পু। পক্ষ দেখ।

কৃষ্ণপদ—শ্রীকৃষ্ণের চরণ ; শ্রীকৃষ্ণের স্থান, বৈকুণ্ঠ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

কৃষ্ণপদচ্ছায়া—কৃষ্ণপদের ছায়া, কৃষ্ণচরণাশ্রয়ে (যাহা ক্লেশকর পদার্থ রহিত)। দুইবার ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

কৃষ্ণপান্তী—প্রসিদ্ধ ধনী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট গ্রামে ১১৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তিলি বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম সহস্ররাম পান্তী। ইঁহাদের উপাধি পাল, কিন্তু পান বিক্রয় করায় পান্তী নামে অভিহিত হন। বাল্যে কৃষ্ণচন্দ্রের কিছুমাত্র বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই। ইনি মাথায় মোট লইয়া গাংনাপুরের হাটে যাইতেন, এবং তথায় দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া সন্ধ্যাকালে বাটীতে ফিরিয়া আসিতেন। ইনি অতিশয় সত্যপ্রিয় ছিলেন, প্রবঞ্চনা বা কুটিলতা কাহাকে বলে জানিতেন না। এই সত্যবাদিতা এবং সরলতার গুণেই ইনি কালে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ইঁহার ব্যবসায়-বুদ্ধি অতীব প্রখরা ছিল, ইহাতে সামান্য মূলধনে কার্য্য করিতে করিতে ক্রমে ব্যবসায় বিস্তৃত করেন। এক সময়ে কোন মহাজন ছোলা ক্রয় করিবার জন্য রাণাঘাটে আসিলে কৃষ্ণপান্তী তাহার নিকট সওদাপত্র লিখিয়া লন, এবং আড়ংঘাটার যুগলকিশোর নামক বিগ্রহের মোহান্ত গঙ্গারামের নিকট হইতে ছোলা ক্রয় করিয়া লইয়া উক্ত মহাজনকে দেন। ইহাতে ইঁহার ৬।৭ হাজার টাকা লাভ হয়। এই সময় হইতেই ইঁহার ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হয়। পরে কলিকাতায় লবণের ব্যবসায় করিয়া ইনি প্রচুর লাভবান্ হন, এবং অনেকগুলি জমিদারী ক্রয় করেন। এই সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজারা ইঁহার নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে টাকা ধার লইতেন। এই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ মহারাজ শিবচন্দ্র ইঁহাকে 'চৌধুরী' উপাধি প্রদান করেন। ইহার পর হইতেই ঐ বংশ পাল চৌধুরী বংশ নামে অভিহিত হয়। ইঁহার সততা ও সত্যবাদিতা বিষয়ক বহুবিধ গল্প প্রচলিত আছে। একবার নৌকাযোগে কলিকাতা হইতে রাণাঘাট যাইবার পথে একদল ডাকাইত ইঁহার নৌকা আক্রমণ করে। কিন্তু তৎকালে নৌকায় কিছু না থাকায় ইনি ডাকাইতদিগকে ডাকিয়া তাঁহার গদিতে যাইতে বলিয়া দিলেন, এবং তাহাদিগকে খুসী করিয়া বিদায় করিবেন বলিলেন। ইঁহার সত্যবাদিতায় ডাকাতদেরও বিশ্বাস ছিল, সুতরাং তাহারা নৌকা ছাড়িয়া দিয়া এক সময়ে ইঁহার গদিতে উপস্থিত হইল। অন্যান্য লোকেরা তাহাদিগকে পুলিসে ধরাইয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিল ; কিন্তু কৃষ্ণপান্তী তাহাতে অসম্মত হইয়া প্রতিশ্রুত অর্থদানে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। লেখা পড়া না জানিলেও ইনি মুখে মুখে অনেক টাকার হিসাব রাখিতে পারিতেন। ইঁহার ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র জমিদারির কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সামান্য দরিদ্রের সন্তান হইয়াও এবং লেখাপড়া না জানিয়াও ইনি একমাত্র সততা ও অধ্যবসায়ের গুণেই এতাদৃশ উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎকালে ভারতের গভর্ণর জেনারেল হইতে পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র পর্য্যন্ত ইঁহার নাম জানিতেন এবং ইঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও ইনি কখনও বিলাসভোগে উন্মত্ত হন নাই, সর্ব্বদা সামান্য অবস্থায় কালক্ষেপ করিতেন। ১২১৬ সালে ৬০ বৎসর বয়সে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। ইঁহার বংশ এখনও "রাণাঘাটের পাল চৌধুরী" নামে বিখ্যাত।

কৃষ্ণমিশ্র—বিখ্যাত জনৈক সংস্কৃত কবি, ইনি প্রবোধ চন্দ্রোদয় নামক উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করেন। সং ; পু।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—রেভঃ ডাঃ (K. M. Banerjee) বাঙ্গালায় ইনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। ১৮১৩ খৃঃ অব্দে ইনি কলিকাতায় শ্যামপুকুরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তথায় অবস্থান করিয়াই শিক্ষালাভ করেন। ইনি প্রথমে হেয়ার স্কুল, পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইঁহার পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকায় বাল্যে কৃষ্ণমোহনকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছিল। এই সময়ে ডিরোজিও (Derojio) নামক জনৈক ফিরিঙ্গি যুবক হিন্দু স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন, এবং তিনি ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক নূতন ভাব জাগাইয়া দেন। কৃষ্ণমোহনও এই নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পিতৃহীন হইয়া পর বৎসর হেয়ার স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া কিছুদিনের জন্য ইনি দক্ষিণারঞ্জন বাবুর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে সুবিখ্যাত পাদরি ডফ সাহেব ভারতে আগমন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। কৃষ্ণমোহন তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর তারিখে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। চারি বৎসর পরে ইঁহার স্ত্রী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী হন। ১৮৩৭ খ্রীঃ ইনি খ্রীঃ

আচার্য্যের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৫ বৎসর যাবৎ দক্ষতার সহিত এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইঁহার যাজন ক্ষেত্রস্বরূপ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হেদুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটী গির্জ্জা স্থাপিত হয়। উহা 'কৃষ্ণ বন্দ্যোর গির্জ্জা' নামে অভিহিত। ১৮৫২ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি শিবপুরে বিসপস্ কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৬৭।৬৮ খ্রীঃ ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন ; এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত স্থান হইতে ডি, এল, (Doctor of Law) উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতসভার সভাপতি ও সি, আই, ই উপাধি পান, এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক মিউনিসিপালিটী সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

স্বকীয় অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক যত্নের প্রভাবে কৃষ্ণমোহন সংস্কৃত, আরবী, পার্শী, উর্দ্দু, হিন্দী, বাঙ্গালা, ইংরাজি, লাটিন, গ্রীক, হিব্রু, উড়িয়া, তামিল, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত, হিন্দী, তামিল ও উড়িয়া ভাষার পরীক্ষকরূপে প্রত্যেক বৎসরে নিযুক্ত হইতেন। ইনি অনেকগুলি ইংরাজি পত্র ও পত্রিকার লেখক ছিলেন, এবং স্বয়ং সুধাংশু নামক একখানি বাঙ্গালা এবং Inquirer নামক একখানি ইংরাজি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তদ্ব্যতীত ইনি সর্ব্বার্থসংগ্রহ, ষড়্‌দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ এবং রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, নারদ পঞ্চরাত্র এবং ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মে ৭২ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইনি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীচরণ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, এবং শেষোক্ত ব্যক্তির সহিত ইঁহার এক কন্যার বিবাহ দেন। ইঁহার অপর কন্যা মনোমোহিনী হুইলার সাহেবের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। মনোমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শিকা (Inspectress) ছিলেন।

কৃষ্ণরাম বসু—নিবাস নিমতা। কালিকামঙ্গল নাম দিয়া ইনিই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান প্রণয়ন করেন। রচনাকাল আনুমানিক ১৬৯৮ খ্রীঃ অব্দ। কলিকাতা চড়কডাঙ্গায় ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে আত্মারাম ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তি ইহার একখানি প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন। সে সময়ে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচনা সম্পূর্ণ হয় নাই।

কৃষ্ণলক—গুঞ্জা, কুঁচ। কৃষ্ণ শব্দ – লা (গ্রহণ করা) + ড ক, তদুত্তরে কণ্। সং ; পু।

কৃষ্ণলোহ—অয়স্কান্ত মণি। কৃষ্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) লৌহ, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। কোনও কোনও স্থলে "কৃষ্ণলোহ" শব্দ দৃষ্ট হয়। উহার অর্থাদিও পূর্ব্ববৎ।

কৃষ্ণবর্ত্মা—১। অগ্নি ; রাহু। কৃষ্ণ হইয়াছে বর্ত্ম যাহার, বহুব্রীহি সমাসে কৃষ্ণবর্ত্মন্, ১মার ১বচন। সং ; পু। ২। দুরাচার। বিণ ; পু।

কৃষ্ণশার, কৃষ্ণসার—কালসার, মৃগবিশেষ ; শিংশপা বৃক্ষ ; স্নুহীবৃক্ষ। কৃষ্ণ হইয়াছে শার বা সার যাহার, বহু। সং ; পু। [পু।

কৃষ্ণসখ—অর্জ্জুন। কৃষ্ণের সখা, ৬তৎ। সং ;

কৃষ্ণসারথি—১। কৃষ্ণের রথচালক, দারুক। ৬তৎ। ২। অর্জ্জুন। কৃষ্ণ হইয়াছেন সারথি যাহার, বহু। সং ; পু।

কৃষ্ণসিংহ, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ—ইনি "লালা" বাবু নামে প্রসিদ্ধ। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র। মুর্শিদাবাদ জেলায় কাঁদির জমিদার এবং পাইকপাড়া রাজাদের অন্যতম পূর্ব্বপুরুষ। প্রথম যৌবনে পিতার সহিত মনোন্তর হওয়ায় ইনি স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিবার উদ্দেশে বৰ্দ্ধমান জেলার সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণ করেন। ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে ইনি উড়িষ্যায় সরকারী বন্দোবস্তি মহলসকলের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর ইনি সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। কথিত আছে, এক সময় ইনি জমিদারী দর্শন করিয়া প্রত্যাগমনকালে সন্ধ্যার সময় এক গ্রামে উপস্থিত হন। সেইখানে শুনিলেন, এক রজক-কন্যা তাহার পিতাকে বলিতেছে, "বাবা বেলা যে গেল, বাসনায় আগুন দাও"। কৃষ্ণচন্দ্র এই কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, আমার দিনও ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু বাসনায় আগুন দিতে পারিলাম কৈ। তখনই স্থির করিলেন, আর সংসারে থাকিব না। ৩০ বৎসর বয়সে ইনি মথুরাবাসী হইলেন এবং ঐ প্রদেশে কিছু জমিদারী ক্রয় করিলেন। বৃন্দাবনে "কৃষ্ণচন্দ্রমা" নামক বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক চতুষ্কোণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই মন্দির স্থাপন উদ্দেশ্যে পাথর ক্রয় করিবার জন্য যখন ইনি রাজপুতনায় গমন করেন, সেই সময় ইনি একটি বিপদে পড়েন। সেটি এই ;—রাজপুতনার কয়েকটি রাজার সহিত ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের একটি সন্ধিস্থাপন করিবার প্রস্তাব হয়। কর্ত্তৃপক্ষদের মনে সন্দেহ হয় যে, কৃষ্ণচন্দ্র উঁহাদের মধ্যে একজনকে সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিতে নিবারণ করিতেছেন। স্যার চার্লস মেটকাফ তখন দিল্লির দরবারে কোম্পানীর পক্ষে রেসিডেণ্ট। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে দিল্লীতে লইয়া যান। এই কার্য্যে মথুরা অঞ্চলবাসিগণ এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল যে, মেটকাফ সাহেব কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হন। অনুসন্ধান ফলে যখন অবগত হইলেন যে, কৃষ্ণচন্দ্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, তখন তাঁহাকে লইয়া দিল্লীর সম্রাটের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। দিল্লীশ্বরও কৃষ্ণচন্দ্রকে বিশেষ সম্মাননা করিলেন এবং ইঁহাকে "মহারাজা" উপাধি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র উপাধি লইতে অস্বীকার করিলেন। দিল্লী অবস্থান কালে মন্দিরের পোষণার্থ কিছু জমিদারী কিনিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন। অন্যান্য স্থানে কালীবাড়ী যেমন নিরাশ্রয় বাঙ্গালার আশ্রয়স্থল, লালা বাবুর মন্দিরও সেই রকম। এই মন্দিরসংলগ্ন একটি অন্নসত্র আছে। ইহার জন্য বাৎসরিক ২২০০০ টাকা ব্যয় হয়। ৪০ বৎসর বয়সে লালাবাবু বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া মাধুকরী ব্রত ধারণ করেন। ভক্তমাল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক কৃষ্ণদাস বাবাজী ইঁহার ধর্ম্মগুরুস্থানীয় ছিলেন।

লালাবাবু দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দৈনিক আহার্য্য আহরণ করিতেন। এ পর্য্যন্ত পদাভিমানে মথুরার প্রসিদ্ধ ধনী শেঠের বাড়িতে ভিক্ষা করিতে যান নাই। একদিন এই কথা মনে হওয়ায় ভাবিলেন যে, এখনও ত আমার অভিমান যায় নাই। যেমন এই কথা মনে উদয় হইল, তখনই ভিক্ষাপাত্র হস্তে শেঠভবনে উপস্থিত হইলেন। শেঠেরা এই অবস্থা দেখিয়া বাষ্পাকুলনয়নে ইঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিক্ষা দিলেন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষতঃ মথুরা ও বৃন্দাবনে লালা বাবুর নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে। ৪২ বৎসর বয়সে এই পুণ্যবান্ মহাপুরুষ পরলোকগমন করেন। মৃত্যু সম্বন্ধে যে একটা কিংবদন্তি আছে তাহা এই :—একজন গণক ইঁহার ক্ষুরে মৃত্যু হইবে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই আশঙ্কায় ইনি দাড়ি কামাইতেন না। একদিন ভ্রমণকালে দেখিলেন যে, গোয়ালিয়রের মহারাণী ইঁহাকে ভক্তিভরে নমস্কার করিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রদর্শন করিতেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র তখন মৌনব্রতাবলম্বী হইয়াছেন। মহারাণীর নিকট হইতে সরিয়া যাইবার

সময় মহারাণীর সওয়ারের মধ্যে একজনের ঘোড়ার ক্ষুর ইঁহার শরীরের উপর পতিত হয়। সেই ক্ষুরের আঘাতে এই সাধুর দেহত্যাগ ঘটে। কৃষ্ণচন্দ্রের পত্নী পাইকপাড়ার বিখ্যাতা রাণী কাত্যায়নী। কাত্যায়নীর পুত্রের নাম শ্রীনারায়ণ। তাঁহার পুত্র না হওয়ায় তিনি দুইটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন—প্রতাপনারায়ণ ও ঈশ্বরচন্দ্র।

কৃষ্ণসুন্দর—যিনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও দেখিতে সুন্দর, শ্রীকৃষ্ণ। সং ; পু।

কৃষ্ণা—দ্রৌপদী, ইঁহার বর্ণ কৃষ্ণ অর্থাৎ শ্যামবর্ণ ছিল এবং বিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ নরনারী দেখিতে অতি সুন্দর, এজন্য দ্রৌপদীর এক নাম কৃষ্ণা ; নীলী বৃক্ষ ; দক্ষিণভারতে প্রবাহিতা নদীবিশেষ। কৃষ্ণ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কৃষ্ণাগুরু—কৃষ্ণচন্দন। কৃষ্ণ যে অগুরু, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কৃষ্ণাচল—রৈবত পর্ব্বত। কৃষ্ণ যে অচল, কর্ম্মধা। সং ; পু।

কৃষ্ণাজিন—কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম। কৃষ্ণ যে অজিন, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কৃষ্ণানন্দ—তন্ত্রসার নামক সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের সংগ্রহকারক। সং ; পু।

কৃষ্ণায়স—চুম্বক লৌহ। কৃষ্ণ যে অয়স, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কৃষ্ণারাধনা—শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা অর্থাৎ পূজা ধ্যান প্রভৃতি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

কৃষ্ণার্চ্চিঃ—অগ্নি। কৃষ্ণ হইয়াছে অর্চ্চিঃ (শিখা) যাহার, বহু। সং ; পু।

কৃষ্ণাষ্টমী—কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি, শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কৃষ্য—কর্ষণযোগ্য। কৃষ (কর্ষণ করা) + ক্যপ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

কৢপ্ত—কল্পিত ; রচিত ; নিয়মিত ; ছিন্ন, ছেদিত। কৢপ (কল্পনা করা, ইত্যাদি) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে কৢপ্তি।

কৢপ্তি—কল্পনা ; রচনা ; নিয়ম। কৢপ (কল্পনা করা + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে কৢপ্ত।

কেকয়—দেশবিশেষ, পঞ্জাবের অন্তর্গত বিপাসা নদীর পশ্চিমভাগস্থ পর্ব্বতময় দেশ ; সূর্য্যবংশীয় জনৈক নৃপতি। সং ; পু।

কেকয়ী, কৈকয়ী—কেকয়বংশজা, দশরথ রাজার মধ্যমা পত্নী, ভরতের জননী। কেকয় শব্দ + ষ্ণ অপত্যার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ। সং ; স্ত্রী।

কেকর—বক্রাক্ষি, টেরা। 'ক' শব্দের সপ্তমীর একবচনে কে ; কে (মস্তকে) – কৃ (করা) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

কেকরাক্ষ—যাহার চক্ষুঃ টেরা। বহু। বিণ ;

কেকা—ময়ূরধ্বনি। কে (অনুরণ শব্দ) – কৈ (শব্দ করা) + ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং।

কেকাবল—ময়ূর। কেকা শব্দ (ময়ূরধ্বনি) + বলচ্, অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

কেকী—ময়ূর। কেকা শব্দ (ময়ূরধ্বনি) + ইন্ অস্ত্যর্থে—কেকিন্, ১মার ১বচন। পু।

কেতক—১। কেয়াফুলের গাছ। কিত (ইচ্ছা করা, ইত্যাদি) + ণক ক। সং ; পু। ২। কেয়াফুল। সং ; ক্লী। [ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কেতকী—কেয়াফুলের গাছ। কেতক + স্ত্রীলিঙ্গে

কেতন—১। গৃহ। কিত (বাস করা) + অনট্ অধি। ২। পতাকা ; চিহ্ন। কিত + অনট্ ণ। ৩। কৃত্য। কিত + অনট্ র্ম্ম। ৪। নিমন্ত্রণ। কিত + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

কেতু—নবম গ্রহ ; উৎপাতবিশেষ ; পতাকা ; চিহ্ন ; শত্রু ; রোগ। চায় (পূজা করা) + তুন্ র্ম্ম। সং ; পু। (নবগ্রহ দেখ)।

কেতুর সম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে ;— কেতু একজন দানব। সমুদ্র মন্থনের পর দেবগণ অমৃত পান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, এই দানবও দেবরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত অমৃতপানার্থ উপবিষ্ট হয়। ইহার কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত অমৃত প্রবেশ করিলে চন্দ্র ও সূর্য্য ইহাকে চিনিতে পারিয়া দেবগণের নিকট ইহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেন। তখন বিষ্ণু স্বীয় চক্রদ্বারা ইহার শিরশ্ছেদ করেন। অমৃত পান হেতু তত্রাপি ইহার মৃত্যু হইল না। ইহার মস্তকভাগ রাহু নামে ও দেহভাগ কেতু নামে বিদিত হইল।

কেতুমাল—জম্বুদ্বীপের নববর্ষের অন্যতম বর্ষ। সং ; পু।

কেদার—ক্ষেত্র ; ক্ষেত্রের আলি ; আলবাল ; শিব ; পর্ব্বতবিশেষ। 'ক' শব্দের সপ্তমীর একবচনে কে ; কে (জলে ইত্যাদি) – দৄ (বিদীর্ণ করা) + ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু।

কেদারবাহিনী—ক্ষেত্রমধ্য দিয়া প্রবাহিতা ক্ষুদ্রা নদী। "কেদারবাহিণী" এইরূপ বানানও হয়। সং ; স্ত্রী।

কেদারিকা—ক্ষেত্রের আলি ; ক্ষেত্র। কেদার শব্দ + কণ্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী

কেন—(সংস্কৃতে) কাহার বা কিসের দ্বারা ; (বাঙ্গালায়) কি হেতু, কি জন্য। কিম্ শব্দ ৩য়ার ১বচন। সর্ব্ব ; বাঙ্গালায় অব্যয়।

কেনার—মস্তক ; কপোল ; সন্ধি ; কুম্ভিনরক। কে (মস্তকে ইত্যাদি) – নৃ (পাওয়ান) + ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু।

কেনিপাত—কর্ণ, হা'ল ; দাঁড়। কে (জলে) – নি – পত (পড়া) + ণিচ্ + ঘঞ্ র্ম্ম। পু।

কেন্দ্র—বৃত্তাদি গোল বস্তুর ঠিক মধ্যস্থল ; সূর্য্য হইতে গ্রহাদির দূরত্ব ; মেরু, পৃথিবীর প্রান্ত। সং ; ক্লী। [ত্রি।

কেন্দ্রগত—কেন্দ্রস্থ, কেন্দ্রপ্রাপ্ত। ২তৎ। বিণ ;

কেন্দ্রস্রোতঃ—মেরুর নিকট হইতে আগত স্রোতঃ (Polar current). কেন্দ্রাগত স্রোতঃ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি—যে শক্তি প্রভাবে পদার্থকে আপনার কেন্দ্র ত্যাগ করিয়া দূরে যাইতে হয়। (Centrifugal force)।

কেন্দ্রাভিকর্ষণী শক্তি—যে শক্তি প্রভাবে পদার্থ সকল স্ব স্ব কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয় (Centri petal force)।

কেন্দ্রীভূত—যাহা কেন্দ্র ছিল না, এক্ষণে কেন্দ্র হইয়াছে। কেন্দ্র শব্দ + চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে + ভূ + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

কেয়ূর—১। অঙ্গদ, বাহুভূষণ, বাজু, তাগা, ইত্যাদি। কে (মস্তকে ইত্যাদি) – যা (যাওয়া) + উর ক ; অথবা, কে – যু (যোগ করা) + উর র্ম্ম। সং ; ক্লী। ২। রতিবন্ধবিশেষ। সং ; পু।

কেয়ূরবন্ধ—অঙ্গদপরিধানস্থান। কেয়ূর শব্দ (অঙ্গদ) – বন্ধ (বন্ধন করা) + অল্ অধি। সং ; পু।

কেরী—সুবিখ্যাত ইংরেজ-পাদরী। ইনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শ্রীরামপুরে অবস্থান করিতেন। বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে এবং বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনার্থ ইনি সবিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশ করেন, এবং ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া দশ বৎসরের পরিশ্রমে একখানি বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহাতে ৮০০০০ হাজার শব্দ সন্নিবেশিত হয়। এই গ্রন্থের মূল্য ১২০ টাকা ছিল। তদ্ব্যতীত ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে গোল্ডস্মিথ প্রণীত ইংলণ্ডের ইতিহাসের অনুবাদ প্রকাশ করেন, এবং কৃত্তিবাসী সপ্তকাণ্ড রামায়ণ প্রকাশিত করেন। বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য কেরী, মার্সম্যান্ প্রভৃতি পাদরিগণ যেরূপ অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে বঙ্গবাসী ইঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই জুন ইঁহার মৃত্যু হয়।

কেলি—ক্রীড়া ; পরীহাস, কৌতুক। কিল (ক্রীড়া করা) + ই ভা। সং ; পু ও স্ত্রী।

কেলিকদম্ব—স্বনামপ্রসিদ্ধ কদম্ববিশেষ। কেল্যর্থক কদম্ব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

কেলিকুঞ্চিকা—পরীহাসপাত্রী, স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী, ছোট শালী। কেলী শব্দ (পরীহাস) – কুন্চ (বক্র হওয়া, ইত্যাদি) + ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

কেলিগৃহ—ক্রীড়ানিকেতন, রতিমন্দির, রত্যাগার। কেলি নিমিত্ত গৃহ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কেলিভূমি—বিহারস্থান, ক্রীড়াভূমি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

কেলিমুখ—পরিহাস, কৌতুক। কেলির মুখ (আরম্ভক ব্যাপার), ৬তৎ।

কেলিসচিব—ক্রীড়া বিষয়ে মন্ত্রী, বিদূষক প্রভৃতি। ৭তৎ। সং; পুং।

কেবল—১। একমাত্র; কৃৎস্ন; নিরবচ্ছিন্ন। কেব (সেচন করা)+কলচ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। নিশ্চয়; তত্ত্বজ্ঞান। সং; ক্লী।

কেবলজ্ঞানী—১। তত্ত্বজ্ঞানী, ঈশ্বরজ্ঞান-সম্পন্ন। কেবলের (একমাত্রের অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বরের) জ্ঞান, ৬তৎ। কেবল-জ্ঞান শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=কেবলজ্ঞানিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। স্ত্রীলিঙ্গে কেবল-জ্ঞানিনী। ২। অর্হদ্বিশেষ। সং; পুং।

কেশ—১। চুল। কে (মস্তকে) শয়ন করে অর্থাৎ অবস্থিতি করে যে, সংস্কৃত ভাষায় ক শব্দ ৭মীর একবচনে "কে" হয়। কে—শী +ড ক। ২। দৈত্যবিশেষ। ক্লিশ+অন্ ক। ৩। বরুণ; বিষ্ণু। 'ক'র (জলের) ঈশ, ৬তৎ। সং; পুং।

কেশকর্ম্ম—কেশসংস্কার, কেশবিন্যাস। মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কেশকলাপ—কেশসমূহ। ৬তৎ। সং; পুং।

কেশকার—কেশসংস্কারকারক, কেশবিন্যাসক। বিণ; ত্রি।

কেশকীট—উৎকুণ, উকুন। কেশস্থিত কীট, মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

কেশগুচ্ছ—ভূষিত কেশ, বাঁধা চুল। সং; পুং।

কেশগ্রহ—১। কেশাকর্ষণ, চুলে ধরা। ৬তৎ। সং; পুং। ২। বলাৎকার সময়ে কেশগ্রহণ-পূর্ব্বক সুরতপ্রসঙ্গ। সং; পুং ও ক্লী।

কেশদাম—১। কেশের দাম (সূত্র), চুল বাঁধার দড়ি। ৬তৎ। ২। কেশস্থিত মাল্য। মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কেশপক্ষ, কেশপাশ, কেশহস্ত—কেশগুচ্ছ; ভূষিত কেশ। ৬তৎ। সং; পুং।

কেশমার্জ্জক, কেশমার্জ্জন—চিরুণী, কাঁকই। ৬তৎ। সং; পুং।

কেশর, কেসর—১। কিঞ্জল্ক। কেশর=কে (জলে)—শৃ (বধ করা)+অল্ র্ম। কেসর=কে—সৃ (গমন করা)+অন্ ক। সং; পুং ও ক্লী। ২। অশ্বসিংহাদির স্কন্ধস্থ কেশ; বকুলগাছ; নাগকেশর বৃক্ষ। সং; পুং।

কেশরচনা—কেশবিন্যাস। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কেশরী—সিংহ; অশ্ব; বানরবিশেষ, হনুমানের লৌকিক পিতা; (কোন শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। কেশর শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে কেশরিন্, ১মার ১বচন। সং; পুং।

কেশব—১। বিষ্ণু। ক (ব্রহ্মা)—ঈশ (রুদ্র) —বা+ড ক। সং; পুং। ২। প্রশস্ত কেশযুক্ত। কেশ শব্দ+ব অস্ত্যর্থে। বিণ।

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—নিবাস কলিকাতা বাগবাজার। ইনি কণ্ট্রোলার জেনারেল আফিসে বহুকাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিয়া পেন্সন গ্রহণ করেন। নাট্য-বিদ্যায় ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। বেলগেছিয়া ও পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটিতে যে সকল নাটক অভিনীত হয়, ইঁহারই শিক্ষকতায় তৎসমুদয় অভিনয় সম্পাদিত হইত। তদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থলে কি বাঙ্গালা, কি ইংরাজী নাটক অভিনয় সম্বন্ধে অনেকেই ইঁহার পরামর্শ ও শিক্ষকতার সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ইনি নিজেও একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। হাস্যরসাভিনয়ে ইঁহার বিশেষ নৈপুণ্য দৃষ্ট হইত। বেলগেছিয়া নাট্যমঞ্চে বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ইনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। নাটক প্রণয়ন সম্বন্ধে ইনি মাইকেল মধুসূদনকে অনেক সময়ে পরামর্শ দিতেন। ইঁহারই প্ররোচনায় মাইকেল টডের রাজস্থান পাঠ করিয়া কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনা করেন। প্রায় ৮২ বৎসর বয়সে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।

কেশবচন্দ্র সেন—ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিখ্যাত নেতা। ১৮৩৮ খ্রীঃ ১৯শে নভেম্বর কলিকাতা নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা প্যারীমোহন সেন বৈষ্ণবমতাবলম্বী হিন্দু ছিলেন। কেশব পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়া হিন্দু কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ ইঁহার বিবাহ হয়।

বাল্যকাল হইতে কেশবের মন ধর্ম্ম-পিপাসু ছিল। নয় দশ বৎসর বয়সের সময়ে ইনি তিলক কাটিয়া সর্ব্বাঙ্গে হরি-নামের ছাপ দিয়া মৃদঙ্গের সঙ্গে হরি সঙ্কী-র্ত্তন করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র, বাইবেল প্রভৃতি অন্য ধর্ম্মীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইনি ধর্ম্মচিন্তায় মনো-নিবেশ করিলেন। এই সময়ে রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা নামক একখানি ব্রাহ্ম পুস্তক পড়িয়া ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহার দুই বৎসর পরে ইনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কে মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন, ক্রমে ইঁহার ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন হয়। অনন্যমনে ধর্ম্ম চিন্তা করি-বার নিমিত্ত ইনি ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

অতঃপর কেশবচন্দ্র প্রগাঢ় ভক্তি সহ-কারে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুশীলন করিতে লাগি-লেন। ধর্ম্মের জন্য ইনি আত্মীয় স্বজনের নিকট অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে ইনি আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইলেন। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে ইনি ব্রাহ্মসমা-জের আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত হইয়া ক্রমশঃ আদি ব্রাহ্মসমাজের একরূপ সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া উঠিলেন এবং সমাজে নূতন নূতন নিয়ম প্রচলিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ইহাতে রক্ষণশীল ব্রাহ্মদিগের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপ-স্থিত হওয়ায় ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে কেশব আদি সমাজ পরিত্যাগ করিয়া ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে ২২শে আগষ্ট ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। অতঃপর কেশবচন্দ্র ধর্ম্ম-প্রচারে যত্নশীল হইয়া অসাধারণ বাগ্মিতায় শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম-প্রচারার্থ ইনি ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন। সর্ব্বত্রই ইঁহার বক্তৃ-তার মোহিনী শক্তিতে বিমোহিত হইয়া অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি সিমলায় গিয়া লর্ড লরেন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পথ পরিষ্কৃত করিয়া আসেন।

১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড গমন করেন। সেখানে ইঁহার বিশ্ববিমোহিনী বক্তৃতা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তথায় ধর্ম্ম ও বিদ্যা বিষয়ে প্রসিদ্ধ লোক-দিগের সহিত ইঁহার আলাপ পরিচয় হয়। স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইঁহাকে আপনার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া ও স্বাক্ষরিত ফটো ও পুস্তকাদি দিয়া সম্মানিত করেন। ইনি নানা স্থানে অন্যূন ৭০টী বক্তৃতা করিয়া ছয় মাস পরে দেশে প্রত্যাগমন করেন। দেশে আসিয়া Indian Reform Association, নৈশ বিদ্যালয়, সুলভ সমাচার প্রচার, মাদকতা নিবারণ সভা প্রভৃতি নানা দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন।

১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে কেশবচন্দ্রের কন্যার সহিত কোচবিহারের মহারাজের বিবাহের প্রস্তাব হয়। তৎপূর্ব্বে ইনি ব্রাহ্মদিগের বিবাহের বয়স কন্যার পক্ষে ১৪ বৎসর ও বরের পক্ষে ১৮ বৎসর নির্দ্ধারিত করিয়া তাহা বিধিবদ্ধ করেন। এক্ষণে বর ও কন্যা উক্ত বয়স প্রাপ্ত না হওয়ায় অনেক ব্রাহ্ম এই বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া পরিগণিত করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন কেশবচন্দ্র প্রকাশ করিলেন যে, বাগ্দান হইতেছে মাত্র, সুতরাং ইহাতে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হই-তেছে না। অবশেষে বলেন যে, আমি ঈশ্বরের "আদেশ" পাইয়া এই বিবাহ দিতেছি। এ সকল যুক্তিতে আপত্তি-কারীরা সন্তুষ্ট না হওয়ায় ইনি তাঁহাদের অনভিমতে এই উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করেন। বিবাহের পর শিবনাথশাস্ত্রিপ্রমুখ অধিকাংশ

ব্রাহ্ম ইঁহার নেতৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে কেশব "নববিধান" নাম দিয়া এক অভিনব ধর্ম্মমত প্রচার করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তির উপর নববিধানের প্রতিষ্ঠা করিয়া অপরাপর ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কতকগুলি নিয়ম তাহার সহিত একত্র করিয়া দিলেন। কথিত আছে যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আলাপ হইবার পর এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে কেশবের ইচ্ছা জন্মে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে ও শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে কেশবচন্দ্র বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে চিকিৎসকের উপদেশে ইনি প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া সূত্রধরের কার্য্য করিতেন; পরন্তু রোগ উত্তরোত্তর কঠিন হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে ৮ই জানুয়ারী ৪৬ বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্র দেহত্যাগ করেন।

কেশবের ধর্ম্ম মতের সহিত অনেকের অনৈক্য থাকিলেও সকলকে একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইনি একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। ইঁহার ন্যায় একাধারে ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীর ভারতবর্ষে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি দেখিতে যেমন সুপুরুষ, তেমনি মিষ্টভাষী ও বিনয়ী ছিলেন। ইঁহার এমন আকর্ষণী-শক্তি ছিল যে, যিনি একবার ইঁহার সহিত আলাপ করিতেন, তিনি ইঁহার প্রতিকূল মতাবলম্বী হইলেও পুনঃপুনঃ ইঁহার সংসর্গলাভ করিতে আগ্রহান্বিত হইতেন। ইঁহার অভিনয়-পটুতা ও অনুকরণ-শক্তি বাল্যকালেই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। হ্যামলেটের চরিত্র অভিনয় করিয়া ইনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। একবার ইঁহার পৈতৃক বাসস্থান গরিফা গ্রামে গিয়া ইনি সাহেব সাজিয়া এমন দক্ষতার সহিত ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া প্রদর্শন করেন যে, কেহই উঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটিতে ৮ গোপাল লাল মল্লিকের ভবনে যে বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয় হয়, কেশব তাহার প্রধান উদ্যোক্তা। জীবনের শেষভাগে নববৃন্দাবন নাটকের অভিনয় কার্য্য ইঁহারই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে সম্পন্ন হইয়াছিল এবং কয়েকবার ইহাতে ইনি পাহাড়ীবাবার ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কীর্ত্তনের ধরণের গীত রচনা ও কীর্ত্তনের সুরে গান গাওয়া এবং নগর সঙ্কীর্ত্তন করার প্রথা ইনি প্রচলিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে ইনিই প্রত্যেক বৎসরে কলিকাতার টাউনহলে ইংরাজী ভাষায় ধর্ম্মবিষয়ক একটী বক্তৃতা করিতেন। সেই বক্তৃতা কলিকাতার শিক্ষিত দেশীয় সমাজ এবং বড় বড় ইংরাজও আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন। এক বৎসর ভারতের অস্থায়ী ভাইসরয় লর্ড নেপিয়ার ও আর এক বৎসর লর্ড লিটন এই সভার উপস্থিত ছিলেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে কেশব সমান শক্তি দেখাইয়াছেন। কথিত ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে কোন কোন বৎসর কলিকাতা বিডনস্কোয়ারে কেশবের বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা শ্রবণে হিন্দু শ্রোতৃগণকে ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া অশ্রুপাত করিতে দেখা গিয়াছে এবং সহস্র সহস্র কণ্ঠোত্থিত হরিধ্বনিতে পল্লী মুখরিত হইয়াছে। ইনি অনেক হিন্দুযুবককে খ্রীষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পক্ষে বাধা দিয়াছিলেন। শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে জড়বাদের পরিবর্ত্তে ইনি যে ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কেশবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একজন উচ্চতম কর্ম্মচারী ছিলেন। কেশবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অগ্রজের কার্য্যে সহায়তা করিতেন। ইনি কলিকাতা এলবার্ট কলেজের অধ্যক্ষ থাকিয়া যথেষ্ট অধ্যাপনা-নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় ইনি "অশোকচরিত" নামক একখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর ইনি ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রের সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। এখন এই দুই ভ্রাতার মধ্যে কেহই জীবিত নাই।

কেশব ভারতী—ইনি আধুনিক বৈষ্ণব মতের প্রবর্ত্তক ধর্ম্মপ্রাণ চৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া গ্রামে ইঁহার আবাস ছিল, এবং সেইখানেই সন্ন্যাসী হইয়া অবস্থিতি করিতেন। গৌরাঙ্গদেব ইঁহার নিকট গমন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

কেশবাদিত্য—কাশীধামস্থ আদিত্য বিশেষ। সং ; পু। [সং ; পু।

কেশবিন্যাস—কেশরচনা, কবরীবন্ধন। ৬তৎ।

কেশবেশ—কেশের সজ্জা, কেশবিন্যাস, কবরী, খোঁপা। ৬তৎ। সং ; পু।

কেশাকেশি—পরস্পর কেশগ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধ, চুলোচুলি। ব্য। [সং ; স্ত্রী।

কেশাবমর্ষণ—কেশাকর্ষণ ; কেশস্পর্শ। ৬তৎ।

কেশিনী—১। সগর রাজার অন্যতমা পত্নী, ইঁহারই গর্ভে অসমঞ্জার জন্ম হয়। ২। দময়ন্তীর একজন সহচরী। সং ; স্ত্রী। কেশী দেখ।

কেশিমথন, কেশিসূদন—শ্রীকৃষ্ণ। কেশী দেখ] ৬তৎ। সং ; পু।

কেশী—১। বিষ্ণু ; সিংহ। সং ; পু। ২। শিখা, টিকী। কেশ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ৩। প্রশস্তকেশবিশিষ্ট। কেশ শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = কেশিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কেশিনী। ৪। জনৈক দৈত্য। মথুরার রাজা কংসের মল্ল। কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য কংস ইহাকে ব্রজধামে প্রেরণ করেন। এই দৈত্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়া যমুনাতীরে ব্রজবাসীর উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। কৃষ্ণ জানিতে পারিয়া ইহার নিকট গমন করেন। তখন অশ্বরূপী দৈত্য মুখব্যাদানপূর্ব্বক কৃষ্ণকে গ্রাস করিবার চেষ্টা পাইলে শ্রীকৃষ্ণ ইহার মুখবিবরে আপনার বাহু প্রবেশ করাইয়া ইহার শ্বাসরোধ করিয়া প্রাণ বিনাশ করেন।

কেসর—কেশর দেখ।

কৈকয়ী—অযোধ্যাপতি দশরথের মধ্যমা পত্নী, ভরতের জননী। কেকয় শব্দ + ষ্ণ অপত্যার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। কৈকেয়ী দেখ।

কৈকসী—রাবণাদির মাতা। ইনি সুমালী রাক্ষসের কন্যা। কুবেরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে সুমালী স্বীয় তনয়াকে বিশ্রবা ঋষির নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার পত্নী হইয়া বীর্য্যবান্ পুত্র উৎপাদন করিতে বলেন। পিতার আদেশে ইনি বিশ্রবার নিকট গমন করিয়া তাঁহার ভার্য্যা হন। কালক্রমে ইঁহার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ও বিভীষণ নামক তিন পুত্র জন্মে। মতান্তরে রাবণাদির জননীর নাম নিকষা। [সং ; পু।

কৈকেয়—কেকয় দেশের রাজা। কেকয় + ষ্ণ।

কৈকেয়ী—কেকয়দেশের রাজকন্যা, অযোধ্যানাথ দশরথের মধ্যমা মহিষী, এবং ভরতের জননী। একদা দশরথ যুদ্ধে আহত হইয়া কৈকেয়ীর শুশ্রূষায় সত্বর আরোগ্য লাভ করেন, এবং সেই সময়ে ইঁহাকে দুইটি বর প্রদানের অঙ্গীকার করেন। রামচন্দ্র যৌবন প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে কৈকেয়ী আপনার পরিচারিকা মন্থরার কুপরামর্শে চালিত হইয়া পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত দুই বরের এক বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও অপর বরে ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করেন। ভার্য্যা সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্র বনগমন করিলে এবং পুত্রশোকে দশরথের মৃত্যু হইলে ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় আগমন করিয়া জননীকে তিরস্কার করায় ইনি স্বকৃত অপকার্য্যের নিমিত্ত পরিতপ্ত হইয়া নিতান্ত-

খিন্নমনে দিন যাপন করিতে থাকেন। পরন্তু সৌজন্যের আধার রামচন্দ্র বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া ইঁহার সম্যক্ সংবর্দ্ধনা করেন। রামের অশ্বমেধ-যজ্ঞ শেষে কৌশল্যার দেহান্তরের পর কৈকেয়ীর মৃত্যু হয়। কৈকেয় দেখ; কৈকেয় শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ সং; স্ত্রী।

কৈটভ—জনৈক দৈত্য। বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে এই দানব এবং ইহার ভ্রাতা মধু উদ্ভূত হয়। ভ্রাতৃদ্বয় দৃপ্ত হইয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হওয়ায় বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হয়। কীট শব্দ—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক। পু।

কৈটভজিৎ—বিষ্ণু। কৈটভ শব্দ (দৈত্যবিশেষ)—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

কৈটভদ্বিট্—বিষ্ণু। কৈটভ শব্দ (দৈত্যবিশেষ)—দ্বিষ (হিংসা করা)+ক্বিপ্ ক=কৈটভদ্বিষ্, ১মার ১বচন। সং; পু।

কৈটভারি—বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু।

কৈতক—কেতকবিষয়ক। কেতক শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

কৈতব—ছল, কপট; দ্যূত, পাশক্রীড়া, পাশা খেলা। কিতব (ধূর্ত্ত, দ্যূতকর)+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

কৈতববাদ—ছলপূর্ব্বক কথন; কপটতা সহকৃত উক্তি; ধূর্ত্তের বাক্য। কৈতব সহকৃত বাদ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

কৈমুতিক—ন্যায়বিশেষ। কিমুত শব্দ+ষ্ণিক। সং; ক্লী। ন্যায় দেখ।

কৈরব—১। কিতব; শত্রু। সং; পু। ২। কুমুদ। কে (জলে)—রব শব্দ (ধ্বনি)+ষ্ণ। সং; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে কৈরবী।

কৈরবিনী—কুমুদের ঝাড়। কৈরব দেখ; কৈরব+ইন্ সমূহার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কৈরবী—কৌমুদী, জ্যোৎস্না। কৈরব শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কৈলাস—পর্ব্বতবিশেষ, হিমালয়ের উত্তর শিখর, মহাদেব ও কুবেরের বাসস্থান। কে (জলে)—লস (দীপ্তি পাওয়া)+ঘঞ্ ক, তদুত্তরে ষ্ণ। সং; পু।

কৈলাসনাথ—শিব; কুবের। ৬তৎ। সং; পু।

কৈবর্ত্ত—ধীবর, নিষাদৌরসে অয়োগবীজাত জাতিবিশেষ, জেলে। কে (জলে)—বৃত (থাকা)+অন্ ক=কেবর্ত্ত; কেবর্ত্ত শব্দ+ষ্ণ। সং; পু।

কৈবল্য—মোক্ষ, সংসারমুক্তি; জীবের নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া সচ্চিদানন্দ পরাৎপর পরমাত্মাতে বিলয়। কেবল শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

কৈশিক—১। কেশসমূহ। কেশ শব্দ+ষ্ণিক। সং; ক্লী। ২। কেশসম্বন্ধীয়; কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি।

কৈশিকতা—একটি কেশসদৃশ সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট অর্থাৎ কৈশিক নলকে জলাদি তরল দ্রব্যে নিমগ্ন করিলে যে অন্তঃ ও বহিঃ প্রবাহের ব্যাপার দৃষ্ট হয়, তাহাকে কৈশিকতা বলে। কৈশিক শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

কৈশিকাকর্ষণ—যে শক্তি প্রভাবে কেশসদৃশ সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট নল বা তত্তুল্য বস্তু দিয়া জলাদি তরল দ্রব্য সঞ্চারিত হয় (Capillary Attraction)। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কৈশিকাবনতি—কেশ সদৃশ সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট অর্থাৎ কৈশিক নলের অভ্যন্তরে তরল পদার্থের অবনতি (Capillary Depression)। সং; স্ত্রী।

কৈশিকী—নাটকের রচনাবিশেষ। কৈশিক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কৈশিকোন্নতি—কেশ সদৃশ সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট অর্থাৎ কৈশিক নলের অভ্যন্তরে তরল পদার্থের উন্নতি (Capillary Elevation)। সং; স্ত্রী।

কৈশোর—বাল্যকাল; শিশু অবস্থা। দশম বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কাল। কিশোর দেখ; কিশোর+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

কৈশ্য—কেশজাল। কেশ শব্দ+ষ্ণ্য সমূহার্থে। সং; ক্লী।

কোক—ভেক; তরক্ষু, নেকড়ে বাঘ; বিষ্ণু; খর্জ্জুর বৃক্ষ; চক্রবাক। কুক (গ্রহণ করা)+অন্ ক। সং; পু।

কোকনদ—রক্তপদ্ম; লাল সুঁদী। কোক শব্দ (চক্রবাক)—ণিজন্ত নদ (শব্দ করান)+অন্ ক। বিণ; ক্লী।

কোকনদচ্ছবি—রক্তবর্ণ। কোকনদের ন্যায় ছবি (দীপ্তি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

কোকবন্ধু—সূর্য্য। কোকের (চক্রবাকের) বন্ধু, ৬তৎ। সং; পু।

কোকিল—স্বনামখ্যাত পক্ষী, পিক। কুক (শব্দ করা)+ইল ক। সং; পু।

কোকিলকণ্ঠী—কোকিলের ন্যায় মধুর কণ্ঠস্বরবিশিষ্টা (স্ত্রী)। বহু। বিণ; স্ত্রী।

কোকিলবধূ—কোকিলা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

কোঙ্কণ—দেশবিশেষ। কোম্ (অনুকরণ শব্দ)—কণ (শব্দ করা)+অল্ অধি। সং; পু।

কোঙ্কণা—পরশুরামের মাতা, ইঁহার অপর নাম রেণুকা [রেণুকা দেখ]। সং; স্ত্রী।

কোচ—একপ্রকার নীচ জাতি। সং; পু।

কোজাগর—আশ্বিনী পূর্ণিমা। কঃ (কে)+জাগর (জাগিয়া আছে); উক্ত তিথিতে নিশাকালে লক্ষ্মী বলেন,—নারিকেলের জল পান করিয়া মহীতলে কে জাগিয়া আছে, তাহাকে আমি সম্পত্তি দিব। সং; পু।

কোট—১। কুটীর; কেল্লা। কুট (বক্র করা)+অল্ র্ম্ম। ২। কুটিলতা; বক্রতা। সং; পু।

কোটর—বৃক্ষগহ্বর, গাছের খোঁড়ল। কোট—রা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; পু ও ক্লী।

কোটরপ্রবিষ্ট—বৃক্ষগহ্বরের অন্তর্গত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

কোটরী—উলঙ্গা স্ত্রী। কোটর দেখ। কোটর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কোটবী—উলঙ্গা স্ত্রী; কালী, দুর্গা। কোট শব্দ—বা+ড ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কোটি, কোটী—উৎকর্ষ; শতলক্ষ সংখ্যা, ১,০০,০০,০০০। সং; স্ত্রী।

কোটিপতি—যাহার শতলক্ষ টাকা আছে। ৬তৎ। সং; পু।

কোটির—ইন্দ্র; ইন্দ্রগোপ কীট; নকুল, নেউল। কোটি—রা+ড ক। সং; পু।

কোটী—কোটি দেখ।

কোটীর—কিরীট, মুকুট; জটা। কোটি শব্দ—ঈর (প্রেরণ করা)+অন্ ক; অথবা, কুট (বক্র হওয়া, ইত্যাদি)+ঈরন্ ক। পু।

কোটেশন মার্ক বা উদ্ধরণ চিহ্ন—যতিচিহ্ন দেখ।

কোট্ট—দুর্গ, কেল্লা। সং; পু।

কোট্টবী—উলঙ্গা স্ত্রী; কালী, দুর্গা। কোট্ট শব্দ—বা+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কোট্টবীপুর—বাণাসুরপুর। ৬তৎ। সং; ক্লী।

কোণ—১। মঙ্গল গ্রহ; শনি। কুণ+অন্ ক। সং; পু। ২। গৃহাদির বিদিক্; দুই রেখা সংলগ্ন হইলে তাহাদের পরস্পরের অবনতিকে কোণ বলে। কুণ (শব্দ করা)+অল্ অধি। ৩। অস্ত্রের ধার; বীণাদিবাদনদণ্ড। কুণ+অল্ ণ।

কোণাঘাত—যে স্থলে একলক্ষ ঢক্কা ও দশ সহস্র ভেরী নিনাদিত হয়, তাহাকে কোণাঘাত বলে। সং; পু।

কোদণ্ড—১। ধনুক। কুণ (শব্দ করা)+অণ্ডচ্ ক। সং; পু ও ক্লী। ২। দেশবিশেষ; ধনুরাশি। সং; পু।

কোদণ্ডটঙ্কার—ধনুষ্টঙ্কার, ধনুকে ছিলা দিয়া শব্দ করা। ৬তৎ। সং; পু।

কোপ—ক্রোধ; বিরক্তি, অসন্তোষ। কুপ (কুপিত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে কুপিত, কোপন।

কোপকটাক্ষ—ক্রুদ্ধ হইয়া বক্রভাবে দৃষ্টি করা। কোপ জনিত কটাক্ষ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

কোপন—১। ক্রুদ্ধস্বভাব, রাগী। কুপ (কুপিত হওয়া)+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কোপনা। ২। অসুরবিশেষ। সং; পু।

কোপনপ্রকৃতি—ক্রুদ্ধস্বভাব, যে সহজেই ক্রুদ্ধ হয়। বহু। বিণ; ত্রি।

কোপনস্বভাব—ক্রুদ্ধস্বভাব, সহজে রাগিয়া উঠে এরূপ। কোপন হইয়াছে স্বভাব যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কোপনস্বভাবা।

কোপনা—ক্রুদ্ধস্বভাবা। কোপন দেখ। বিণ।

কোপনীয়—কোপের যোগ্য, যাহার প্রতি ক্রোধ করা কর্ত্তব্য। কুপ্ + অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

কোপযুক্ত—ক্রুদ্ধ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

কোপানল—ক্রোধরূপ অগ্নি। রূপক কর্ম্মধা। সং ; পু।

কোপাবিষ্ট—ক্রুদ্ধ। কোপ দ্বারা আবিষ্ট (ব্যাপ্ত), ৩তৎ, অথবা কোপে আবিষ্ট (অভিনিবিষ্ট), ২তৎ বা ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

কোপিত—১। জাতকোপ, যাহার কোপ জন্মিয়াছে। কোপ শব্দ + ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। যাহার কোপ জন্মান হইয়াছে। কুপ্ + ণিচ্ + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

কোপী—ক্রোধী, রোষাবিষ্ট। কোপ শব্দ (ক্রোধ) ইন্ অস্ত্যর্থে = কোপিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

কোমল—মনোহর, মৃদু, নরম ; কঠিন নয়, সহজ। কু (শব্দ করা) + মল ক ; অথবা, কম (কামনা করা) + কল র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে কোমলতা, কোমলত্ব।

কোমলকায়—১। মৃদু শরীর। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। মৃদুশরীরবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

কোমলতা, কোমলত্ব—কোমল দেখ। কোমল শব্দ + তা, ত্ব ভাবে।

কোমলপ্রাণ—১। কোনও করুণরসময় ব্যাপার দেখিলে যাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। করুণহৃদয়। কোমল যে প্রাণ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

কোমলাঙ্গ—সুকুমার-দেহ, নরম দেহবিশিষ্ট। কোমল হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে কোমলাঙ্গী।

কোমলাঙ্গী—কোমলাঙ্গ দেখ।

কোরক—পুষ্পমুকুল, কুঁড়ি ; মৃণাল ; কঙ্কোল। কুর (ছেদন করা) + ণক ক। সং ; পু ও ক্লী।

কোরাণ—আরবী ভাষায় লিখিত মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ। মহম্মদ নামক এক মহাপুরুষ এই গ্রন্থের প্রকাশক ও প্রচারক। মুসলমানেরা বলেন যে, মহম্মদ স্বয়ং এই গ্রন্থের প্রণেতা নহেন ; তিনি স্বর্গীয় দূতমুখে ঈশ্বরের নিকট হইতে এই গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। ইহাতে একেশ্বরবাদ প্রকটিত হইয়াছে। এতৎ প্রকটিত ধর্ম্মের নাম ইসলাম ধর্ম্ম।

কোল—১। শূকর। কুল (মিলিত হওয়া) + অন্ ক। সং ; পু। ২। বদর, কুল। সং ; ক্লী। ৩। ক্রোড় ; ভেলা ; মাড় ; দেশবিশেষ। কুল + অল্ অধি। সং ; পু। ৪। অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ ; ইহারা অতি প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়া হইতে ভারতবর্ষে আগমন করে, পরন্তু ইহাদের পরে আগত দ্রাবিড় জাতি কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া পর্ব্বতাদিতে আশ্রয় লয় ; অধুনা ইহাদিগকে বাঙ্গালার সীমান্তস্থিত দুর্গম পর্ব্বতে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহারা এক্ষণে ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী বলিয়া পরিগণিত।

কোলব্রুক—হেনরী, টমাস, (Henry Thomas Colebrooke) জন্ম ১৫ই জুন, ১৭৬৫ খ্রীঃ। ইনি কোম্পানীর কার্য্য গ্রহণ করিয়া ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে আসেন। প্রথম প্রথম ইনি প্রাচ্য সাহিত্যে বিরাগী ছিলেন ; কিন্তু কার্য্যের জন্য সংস্কৃত ভাষা হইতে ব্যবহারশাস্ত্র শিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়া, ইহার একটি সঙ্কলন ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া "Digest of Hindu Law" নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত করেন। ইনি কিছুদিন কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের জজ ছিলেন এবং অবৈতনিকভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যবহারের অধ্যাপনা করেন। ১৮০৭ হইতে ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইনি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি ছিলেন। শেষোক্ত বৎসরে ইনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া ১৮৩৭ খ্রীঃ ১০ই মার্চ্চ তথায় দেহত্যাগ করেন। ইংরাজদের মধ্যে ইনিই প্রথম ইংরাজী ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন ও বেদ অধ্যয়ন করেন। ভারতীয় বীজগণিত ও জ্যোতিষ, ইহাঁর বিশেষ জানা ছিল। জৈন ধর্ম্মসম্বন্ধেও ইহাঁর গ্রন্থ আছে। ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে ইনি কোম্পানীর পুস্তকাগারে ইহাঁর সংগৃহীত মূল্যবান্ সংস্কৃত হস্তলিপিগুলি দান করিয়াছিলেন।

কোলা—দেশবিশেষ। কোল দেখ ; কোল শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। [প্রয়োগ।

কোলানী—আদর, অভ্যর্থনা। দেশজ, কবি-

কোলাবিধ্বংসী—ম্লেচ্ছবিশেষ। কোলার (দেশবিশেষের) বিধ্বংসী, ৬তৎ। সং ; পু।

কোলাহল—কল কল ধ্বনি। কোল শব্দ – আ – হল (ভেদ করা) + অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

কোলি—কুলগাছ ; কুলফল। কুল (মিলিত হওয়া) + ই ক। সং ; পু ও স্ত্রী।

কোলিসর্প—যে সকল ক্ষত্রিয়কে সগর রাজা যবন করিয়াছিলেন। সং ; পু।

কোলী—কুলগাছ। সং ; স্ত্রী।

কোলোনচিহ্ন—যতিচিহ্ন দেখ।

কোবিদ—পণ্ডিত, জ্ঞানিজন ; দক্ষ ব্যক্তি। কু (শব্দ করা) + বিচ্ ক = কো (যাহা শব্দ করে বা শিক্ষা দেয়) ; কো শব্দ – বিদ (জানা) + ক ক। সং ; পু।

কোবিদবৈদ্য—পণ্ডিতগণের মধ্যে বেদজ্ঞ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

কোবিদার—কাঞ্চন গাছ ; মন্দার ; পারিজাত। কু শব্দ (পৃথিবী) – বি – দৄ (বিদীর্ণ করা) + ঘঞ্ ক। সং ; পু।

কোশ, কোষ—১। কুট্মল, কুঁড়ি। কুশ বা কুষ (নির্গত হওয়া) + অন্ ক। ২। আবরণ। কুশ বা কুষ + অল্ ণ। ৩। খড়্গাদির আবরণ, খাপ ; পানপাত্র ; অভিধান ; মঞ্জুষা ; ধনাগার ; পোকার গুটি ; কাঁটালাদির কুয়া। কুশ বা কুষ + অল্ অধি। ৪। যোনি ; মুষ্ক ; ডিম্ব। কুশ বা কুষ + অল্ অপা। সং ; পু ও ক্লী। ৫। কোষকাব্য। সং ; ক্লী।

কোশকার, কোষকার—গুটিপোকা ; অভিধানকর্ত্তা। কোশ বা কোষ শব্দ – কৃ (করা) + ষণ্ ক। সং ; পু।

কোশল, কোসল—কাশীর উত্তর অযোধ্যাপ্রদেশ সমেত সমগ্র ভূভাগ, ইহা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—উত্তর কোশল ও দক্ষিণ কোশল ; এই দক্ষিণ কোশলে রামরাজ্যের রাজধানী অযোধ্যানগরী অবস্থিত ছিল। কু শব্দ (পৃথিবী) – শল বা সল (গমন করা, ইত্যাদি) + অন্ ক। সং ; পু।

কোশলাত্মজা—দশরথের প্রধানা মহিষী কৌশল্যা, রামের জননী। কোশল শব্দ + ষ্ণ = কোশল (কোশলদেশের রাজা) ; কোশলের আত্মজা (কন্যা), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

কোশী, কোষী—ক্ষুদ্র কোষ ; জুতা ; শস্যের শুঁয়া ; শিম্বিকা। কুশ বা কুষ (নির্গত হওয়া) + অল্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কোষ—কোশ দেখ।

কোষকাব্য—কাব্য দেখ।

কোষবৃদ্ধি—অণ্ডকোষ স্ফীত হওয়া ; ধনের বৃদ্ধি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

কোষাগার—ধনাগার। কোষ (ধনাগারই) আগার, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কোষাধ্যক্ষ—ধনাগারের তত্ত্বাবধায়ক, ধনরক্ষক (Treasurer) ; কুবের। ৬তৎ। সং ; পু

কোষী—কোশী দেখ।

কোষ্ঠ—গৃহমধ্য ; উদরমধ্য ; শস্যাগার ; আত্মীয়। কুষ + থন্ ক। সং ; পু।

কোষ্ঠশুদ্ধি—উত্তমরূপ মলনির্গম, মলাধারের শোধন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

কোষ্ঠাগার—ধন ধান্য রাখিবার স্থান। কোষ্ঠই আগার, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

কোষ্ঠিকা, কোষ্ঠী—জন্মপত্রিকা, ঠিকুজি ; পাশকাদি ক্রীড়াপাত্র। কোষ্ঠিকা = কোষ্ঠ শব্দ + ইক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। কোষ্ঠী = কোষ্ঠ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

কোষ্ণ—কবোষ্ণ, ঈষদুষ্ণ, অল্প গরম। কু (ঈষৎ) যে উষ্ণ, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

কোসল—কোশল দেখ।

কোহল—মদ্যবিশেষ ; বাদ্যবিশেষ। কু শব্দ

(পৃথিবী) – হল (ভেদ করা) + অন্‌ ক। সং ; পু।

কোহিনুর—জগদ্বিখ্যাত ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একখানি হীরক। এই সুবৃহৎ সমুজ্জ্বল হীরকখানি কতকাল হইল পাওয়া গিয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। পূর্ব্বে ইহা মালবের হিন্দু রাজার ছিল। আলাউদ্দিন খিলিজী মালবের অধীশ্বর হইলে হীরকখানিও তাঁহার হয়। তৎপরে কোনক্রমে ইহা গোয়ালিয়রপতি বিক্রমাদিত্যের হস্তগত হয়। মোগলসম্রাট্‌ বাবর তাঁহার নিকট হইতে ইহা প্রাপ্ত হন। তদবধি ইহা মোগলসম্রাট্‌দিগের অধিকারেই ছিল। ১৭৩৯ খ্রীঃ অব্দে নাদির শাহ্‌ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। সেই সময়ে নাদির শাহ্‌ এই হীরকের পরিচয় পাইয়া কৌশলে ইহা মহম্মদ শাহ্‌এর নিকট হইতে হস্তগত করেন, এবং ইহার নাম 'কোহিনুর' রাখেন। নাদিরের পর কোহিনুর তাঁহার পুত্রের অধিকারে যায়। তৎপরে কাবুলপতি আহম্মদ শাহ্‌ উত্তরাধিকার-সূত্রে ইহা প্রাপ্ত হন। তৎপরে ইহা তাঁহার জ্যেষ্ঠ শাহ্‌ সুজার হস্তগত হয়। শাহ্‌ সুজা যখন কাবুল হইতে পলায়ন করিয়া পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের আশ্রয় লন, সেই সময়ে রণজিৎ তাঁহার নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করিয়া বিনিময়ে তাঁহার ভরণপোষণ জন্য বিস্তৃত জায়গীর প্রদান করেন। রণজিতের মৃত্যুর পর এই মহারত্ন তদীয় মহিষী ঝিন্দনা ও নাবালকপুত্র দলিপ সিংহের অধিকারগত হয়। দলিপের নাবালক অবস্থায় গভর্ণর জেনারেল ডালহৌসী পঞ্জাবের কোষাগারে হস্তক্ষেপ করিয়া এই অমূল্য নিধি হস্তগত করেন, এবং পরে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। এক্ষণে ইহা ইংলণ্ডেশ্বরের মুকুটের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়ে ইহাকে কাটিয়া ইহার পূর্ব্বাকার অপেক্ষা অনেক ছোট করা হইয়াছে।

কৌক্কুটিক—দাম্ভিক ব্যক্তি ; সন্ন্যাসিবিশেষ। কুক্কুট + ষ্ণিক। সং ; পু।

কৌক্ষ, কৌক্ষেয়—কুক্ষিসম্বন্ধীয় ; কুক্ষিবদ্ধ। কুক্ষি + ষ্ণ, পক্ষান্তরে ঢেয়। বিণ ; ত্রি।

কৌক্ষেয়ক—কুক্ষিবদ্ধ খড়্গ। কৌক্ষেয় + কণ্‌। সং ; পু।

কৌট—১। কুটজ বৃক্ষ, কুড়চি। কুট + ষ্ণ। সং ; পু। ২। স্বাধীন, স্বতন্ত্র। বিণ ; ত্রি।

কৌটতক্ষ—স্বাধীন সূত্রধর। কর্ম্মধা। সং ; পু।

কৌটিক—কূটকারী ; ব্যাধ। কূট শব্দ (ফাঁদ, ইত্যাদি) + ষ্ণিক। সং ; পু।

কৌটিল্য—১। কুটিলতা ; ক্রূরতা। কুটিল শব্দ + ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী। ২। সুপ্রসিদ্ধ চাণক্য পণ্ডিত, ইঁহারই চক্রান্তে মগধে নন্দবংশের রাজত্বের বিলোপ হয় এবং চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিলে চাণক্য স্বয়ং তাঁহার মন্ত্রী হন (খ্রীঃ পূঃ ৩১৬) ; সম্ভবতঃ ইনি অতিশয় কুটিলনীতিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া কৌটিল্য নামে খ্যাত হন। সং ; পু।

কৌণপ—রাক্ষস। কুণপ শব্দ (শব) + ষ্ণ ভোজনার্থে। সং ; পু।

কৌতুক—কুতূহল, ঔৎসুক্য ; ইচ্ছা ; উৎসব ; হর্ষ ; পরিহাস, তামাসা। কুতুক + ষ্ণ স্বার্থে। সং ; ক্লী।

কৌতুকপ্রিয়—হাস্যপরিহাসে প্রিয়। কৌতুক (হাস্যপরিহাস) হইয়াছে প্রিয় (প্রীতিকর) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

কৌতুকান্বিত—পরিহাসযুক্ত ; হর্ষযুক্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

কৌতুকাবহ—কৌতুকজনক। কৌতুকের আবহ (বহনকারী), ৬তৎ। অথবা কৌতুক – আ – বহ + অন্‌ ক। বিণ ; ত্রি।

কৌতুকিনী—১। নায়িকাবিশেষ। কৌতুকী দেখ ; কৌতুকিন্‌ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। সং ; স্ত্রী। ২। কৌতুকবিশিষ্টা। বিণ ; স্ত্রী।

কৌতুকী—কৌতুকযুক্ত। কৌতুক দেখ ; কৌতুক শব্দ + ইন্‌ অস্ত্যর্থে = কৌতুকিন্‌, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কৌতুকিনী।

কৌতূহল—ঔৎসুক্য, নূতন বিষয় জানিবার ইচ্ছা ; অভিলাষ। কুতূহল + ষ্ণ স্বার্থে। সং ; ক্লী। বিশেষণে কৌতূহলী।

কৌতূহলজনক—কৌতুককর, ঔৎসুক্যকারক, কুতূহলপ্রদ। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

কৌতূহলপর—কৌতুকপ্রিয়। বহু। বিণ ; ত্রি।

কৌতূহলপরবশ—অত্যন্ত কুতূহলী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

কৌতূহলময়ী—কৌতুকময়ী, কৌতুকপূর্ণা। কৌতূহল শব্দ + ময়ট্‌, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী। [বিণ ; ত্রি।

কৌতূহলাক্রান্ত—অত্যন্ত কৌতূহলী। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

কৌতূহলাবিষ্ট—কৌতূহলী। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

কৌতূহলিনী—কৌতূহলী দেখ।

কৌতূহলী—উৎসুক, নূতন জ্ঞানলাভেচ্ছু। কৌতূহল দেখ ; কৌতূহল শব্দ + ইন্‌ অস্ত্যর্থে = কৌতূহলিন্‌, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কৌতূহলিনী।

কৌতূহলোদ্দীপক—অত্যন্ত কৌতূহলজনক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

কৌন্তিক—প্রাস অস্ত্রধারী যোদ্ধা। কুন্ত শব্দ (প্রাস অস্ত্র) + ষ্ণিক। সং ; পু।

কৌন্তেয়—কুন্তিপুত্র, যুধিষ্ঠিরাদি। কুন্তি শব্দ + ঢেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

কৌপ—১। কূপ বিষয়ক বা সম্বন্ধীয়। কূপ শব্দ + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। কূপোদক, কূপের জল। সং ; ক্লী। [সং ; ক্লী।

কৌপীন—চীরবসন, কপ্নি ; পাপ। কূপ + খীন।

কৌমার—১। কুমারসম্বন্ধীয়। কুমার শব্দ + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। কুমারাবস্থা, বাল্যকাল, জন্মাবধি পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত, (তন্ত্র মতে) ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত। কুমার শব্দ + ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী। ৩। অবিবাহিত পুরুষ। কুমার শব্দ + ষ্ণ স্বার্থে। সং ; পু। [অবস্থা শব্দ দেখ]।

কৌমারিকেয়—কানীনপুত্র, অবিবাহিতা কন্যার সন্তান। কুমারিকা + ঢেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

কৌমারী—অবিবাহিতা কন্যা ; কার্ত্তিকের শক্তি, মাতৃকাবিশেষ ; প্রথম পত্নী। কৌমার দেখ ; কৌমার শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। সং ; স্ত্রী।

কৌমুদ—কার্ত্তিকমাস। কুর (পৃথিবীর) মুদ্‌ (আনন্দ) কুমুদ, ৬তৎ। কুমুদ শব্দ + ষ্ণ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে কৌমুদী।

কৌমুদী—কার্ত্তিকী পূর্ণিমা ; জ্যোৎস্না। কৌমুদ দেখ ; কৌমুদ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। সং ; স্ত্রী

কৌমুদীপতি—চন্দ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

কৌমুদীপ্রফুল্ল—১। জ্যোৎস্না দ্বারা আনন্দিত। ৩তৎ। ২। কৌমুদীর ন্যায় প্রফুল্ল (স্ফূর্ত্তিযুক্ত), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

কৌমুদীরূপিণী—কৌমুদীসদৃশী। কৌমুদীর রূপ, ৬তৎ। কৌমুদীরূপ শব্দ + ইন্‌ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

কৌমুদীবসনা—সর্ব্বতঃ জ্যোৎস্নাযুক্তা, জ্যোৎস্নাময়ী। কৌমুদী হইয়াছে বসন (বস্ত্র, গাত্রাবরণ) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী। যথা—

কৌমুদীবসনা নিশা মনোহরা অতি।
অনিল শীতল বহে মন্দ মন্দ গতি॥

কৌমোদকী—বিষ্ণুর গদা। কুর (পৃথিবীর) মোদক (আনন্দদায়ক) কুমোদক, ৬তৎ। কুমোদক শব্দ + ষ্ণ ইদমর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। সং ; স্ত্রী।

কৌরব, কৌরবেয়, কৌরব্য—কুরুবংশীয়। কুরু + যথাক্রমে ষ্ণ, ঢেয়, ষ্ণ্য অপত্যার্থে। সং ; পু।

কৌরবপ্রধান—কুরুবংশীয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভীষ্ম। ৭তৎ। বিণ ; পু।

কৌর্ম্ম—১। কূর্ম্মসম্বন্ধীয়। কূর্ম্ম শব্দ + ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। ২। কূর্ম্মসমূহ, কূর্ম্মজাতীয় জন্তু। সং ; পু। ৩। কূর্ম্মপুরাণ। সং ; ক্লী।

কৌল—১। সদ্বংশসম্ভূত ; তন্ত্রে কথিত কুলাচারপরায়ণ, দিব্য, বীর ও পশু এই ভাবত্রয়ের মধ্যে দিব্যভাবাক্রান্ত। কুল শব্দ + ষ্ণ।

বিণ; ত্রি। ২। তন্ত্রোক্ত আচারাদি। সং; ক্লী।

কৌলটিনেয়, কৌলটেয়—কুলটার সন্তান, ব্যভিচারিণীর পুত্র। কুলটা শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

কৌলিক—১। নাস্তিক; বামাচারী; তাঁতি। সং; পু। ২। কুলপরম্পরাগত; কুলধর্ম্মাচারী। কুল শব্দ+ঠিক। বিণ; ত্রি।

কৌপীন—গুহ্যদেশ; জনাপবাদ। কুল+খীন। সং; ক্লী।

কৌলীন্য—কুলীনত্ব, কুলমর্য্যাদা। কুলীন শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি।

কৌলেয়—সদ্বংশসম্ভূত। কুল+ঢেয় অপত্যার্থে।

কৌলেয়ক—১। সদ্বংশসম্ভূত। কৌলেয় দেখ; কৌলেয় শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। ২। কুক্কুর। সং; পু।

কৌবের—কুবের বিষয়ক বা সম্বন্ধীয়। কুবের+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

কৌবেরী—মাতৃবিশেষ; উত্তরদিক্। কৌবের+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কৌশল—নৈপুণ্য, দক্ষতা; উপায়, যুক্তি; মঙ্গল। কুশল+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

কৌশলকলা—চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে যে গুলিতে সবিশেষ মঙ্গল হয়। কৌশলদায়িনী (মঙ্গলকারিণী) কলা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

কৌশলেয়—কৌশলাপুত্র রামচন্দ্র। কৌশল্যা (দশরথপত্নী)+ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

কৌশল্যা, কৌসল্যা—অযোধ্যাপতি দশরথের প্রধানা মহিষী, রামচন্দ্রের জননী। ইনি কোশলাধিপতির তনয়া। ইনি দীর্ঘকাল নিঃসন্তানা ছিলেন। দশরথের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের পর ইঁহার গর্ভে রামের জন্ম হয়। রামের বনবাসে ও তজ্জন্য দশরথের মৃত্যুতে ইঁহাকে অতিশয় দুঃখিত মনে দিনযাপন করিতে হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে ইঁহার সুখের সীমা ছিল না। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের পর ইঁহার মৃত্যু হয়। কোশল বা কোসল শব্দ+ষ্য অপত্যার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

কৌশল্যায়ন, কৌশল্যায়নি—কৌশল্যাপুত্র রামচন্দ্র। কৌশল্যা শব্দ (দশরথপত্নী)+ষ্ণায়ন, পক্ষান্তরে ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

কৌশাম্বী—মগধের অন্তর্গত নগরবিশেষ; বৎসরাজনগরী। কুশাম্ব (বৎসরাজ)+ষ্ণ ইদমর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

কৌশিক—১। বিশ্বামিত্র ঋষি। কুশিক শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু। ২। জনৈক তপস্বী। ইনি মাতাপিতার অনভিমতে তপস্যার্থ গৃহত্যাগ করেন। দ্বিজবর তপোরত হইয়া বহুবর্ষ অতীত করিলেন। একদা এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া বেদোচ্চারণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী বলাকা ইঁহার শরীরে পুরীষ ত্যাগ করে। ইনি কুপিত হইয়া পক্ষীর অনিষ্ট চিন্তা করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে ভস্মীভূত হইল। ইহাতে ব্রাহ্মণ আপনার ক্ষমতা বিষয়ে অহঙ্কৃত হইলেন।

একদা কৌশিক গ্রামে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষার্থ এক গৃহস্থের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। গৃহস্বামিনী ভিক্ষা দিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার পতি শ্রান্ত ও ক্ষুধিত হইয়া গৃহাগত হইলেন। গৃহিণী প্রথমে আবশ্যকমত স্বামীর সেবা করিয়া পরে ভিক্ষা লইয়া কৌশিকের নিকট উপস্থিত হইলে ইনি রমণীর প্রতি কুপিত হন। তখন সেই সাধ্বী স্থিরচিত্তে ইঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমার প্রতি ক্রোধ করিবেন না। স্বামিসেবার ফলে আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি। আমি বকী নহি। আমার বিবেচনায় আপনি ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। আপনি মিথিলায় ধর্ম্মব্যাধের নিকট গমন করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা করুন"।

কৌশিক সেই রমণীর বাক্যে বিস্মিত হইয়া তাঁহার কথাক্রমে ধর্ম্মব্যাধের নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহার নিকট ধর্ম্মশিক্ষা পাইয়া জ্ঞানী হইলেন। ব্যাধ আপনার মাতাপিতার সেবা করিয়া ধার্ম্মিক হইয়াছেন শুনিয়া কৌশিক অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং তাঁহার উপদেশানুসারে গৃহে গমন করিয়া স্বীয় জনকজননীর সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কৌশিক, কৌষিক—১। ইন্দ্র; সাপুড়ে; অভিধানজ্ঞ; পেচক; নকুল, নেউল; কোষাধ্যক্ষ। কোশ বা কোষ শব্দ+ঠিক। সং; পু। ২। কৌশেয়, রেশমী। বিণ; ত্রি।

কৌশিকী—বিহার প্রদেশান্তর্গত নদীবিশেষ [কথিত আছে যে, ইনি বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী]; দেবীবিশেষ; (নাট্যে) রচনাবিশেষ। কৌশিক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং।

কৌশেয়, কৌষেয়—রেসমী (বস্ত্রাদি)। কোশ বা কোষ+ঢেয়। বিণ; ত্রি।

কৌষিক—কৌশিক দেখ।

কৌষেয়—কৌশেয় দেখ।

কৌসল্যা—কৌশল্যা দেখ। [ত্রি।

কৌসুম্ভ—কুসুম্ভরঞ্জিত। কুসুম্ভ+ষ্ণ। বিণ;

কৌস্তুভ—বিষ্ণুর বক্ষঃস্থ মণি। কু শব্দ (পৃথিবী)—স্তুন্ভ (ব্যাপা)+ক ক=কুস্তুভ (বিষ্ণু); কুস্তুভ+ষ্ণ। সং; পু।

ক্যানিং লর্ড (আর্ল)—জন্ম ১৪ই ডিসেম্বর ১৮১২ খ্রীঃ। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহাউসি কার্য্যত্যাগ করিলে তদীয় বন্ধু আর্ল ক্যানিং ভারতবর্ষের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া উক্ত সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারি এদেশে আগমন করেন।

ঐ বৎসরই পারস্য ও চীন দেশের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। পর বৎসর উভয় যুদ্ধেই ইংরেজেরা বিজয়ী হইলে সন্ধি স্থাপিত হয়। পারস্যপতি আর কখনও ইংরেজের মিত্ররাজ্য আফগানিস্থান আক্রমণ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করেন। চীন দেশেও ইংরেজেরা বাণিজ্যাধিকার লাভ করেন। দুই যুদ্ধেই ভারতীয় সিপাহি-সৈন্য ইংরেজ সেনার সহায়তা করিয়াছিল। পরবৎসর বিখ্যাত সিপাহি-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষের ইংরেজ-রাজ্য যায় যায় হইয়াছিল [সিপাহিবিদ্রোহ দেখ]।

ক্যানিঙের সদ্বিবেচনা, ধীরতা, উদারতা, প্রভৃতি গুণে এবং ইংরেজের প্রতাপে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। সিপাহি যুদ্ধের সময়ে ক্যানিং পক্ষপাতশূন্য দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন এবং লোকের প্রতি যাহাতে অযথা পীড়ন না হয়, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। এদিকে ইংলণ্ডের *লোকে ভয় পাইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তুলিয়া দিলেন,* এবং ভারতবর্ষের শাসনভার *সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার হস্তে অর্পণ করিলেন। এই সঙ্গে সঙ্গে* ডিরেক্টর সভা ও বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলও উঠিয়া গেল, এবং ভারতশাসনসম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান জন্য একজন স্বতন্ত্র সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ নিযুক্ত হইলেন। ১৫ জন মেম্বর (সদস্য) লইয়া ইণ্ডিয়া কাউন্সিল নামে এক সভা স্থাপিত হইল। ভারতবর্ষের শাসনকর্তা গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় (রাজপ্রতিনিধি) এই দুই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন, এবং তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ষ্টেট্ সেক্রেটারীর অধীন হইলেন। এই নিয়মানুসারে লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় হইলেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর ক্যানিং মহারাণীর এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। এই ঘোষণাপত্রের স্থূল মর্ম্ম এই যে, ইংরেজের শাসননীতি কেবল সুবিচার ও ধর্ম্মনিরপেক্ষতা দ্বারা চালিত হইবে, জাতিধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে এ দেশীয়েরা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যে প্রবেশ করিতে পারিবে। দেশীয় রাজারা আবশ্যকমত দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আর কোনও দেশীয় রাজ্য কাড়িয়া লইবেন না,

এবং ব্যবস্থাপক সভায় তিনজন এদেশীয় বেসরকারী সদস্য আসন প্রাপ্ত হইবেন। যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরেজ প্রজার প্রাণসংহারে যোগ দিয়াছিল, তাহারা ভিন্ন আর সকলেই এই ঘোষণা পত্রের বলে ক্ষমা প্রাপ্ত হইল, এবং যে সকল দেশীয় রাজা ও অন্যান্য ব্যক্তি এই ব্যাপারে ইংরেজের সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' নামক নূতন সম্মানসূচক উপাধি ও অন্যান্য পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

সিপাহি-বিদ্রোহ দমন ব্যাপারে ভারতবর্ষীয় ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের প্রায় ৪০ কোটি টাকা ঋণ হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন সামরিক বিভাগে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহাতেও বার্ষিক প্রায় ১০ কোটি টাকার প্রয়োজন হয়। এই অর্থকৃচ্ছ্রতা নিরাকরণার্থ জেম্‌স্ উইলসন নামক সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিজ্ঞ এদেশের রাজস্বসচিবের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি আমদানি ও রপ্তানির উপর শুল্ক আদায়ের পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিলেন, আয়-কর (ইন্‌কম্ ট্যাক্স) স্থাপন করিলেন, এবং করেন্সি নোট প্রচলিত করিলেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মেকলে সাহেব ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন, তাহা ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে আইনরূপে প্রচলিত হইল, এবং সেই সঙ্গে ফৌজদারি ও দেওয়ানি কার্য্যবিধি নামক আইন দুইটিও বিধিবদ্ধ হইল (১৮৬১ খ্রীঃ)। এতদ্ভিন্ন ক্যানিংএর সময়ে কলিকাতা, বোম্বাই, ও মান্দ্রাজ নগরে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া রীতিমত পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধি প্রদান আরব্ধ হয়।

এইরূপে সর্ব্বতোভাবে দেশে শান্তিস্থাপন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লর্ড ক্যানিং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে এদেশ পরিত্যাগ করেন। ইনি একজন শান্তপ্রকৃতি, ক্ষমতাপন্ন, প্রগাঢ়-বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে জ্বর রোগে লেডী ক্যানিং কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার নাম স্মরণার্থে "লেডি ক্যানিং" নামক মিষ্টান্ন খাদ্য প্রস্তুত হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন ক্যানিংএর মৃত্যু হয়।

ক্রকচ—করপত্র, করাত। সং; পু ও ক্লী।

ক্রকচচ্ছদ, ক্রকচপত্র—কেয়াফুল। সং; ক্লী।

ক্রতু—সোমরসসাধ্য যজ্ঞ; পূজা; সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপ বিষ্ণু; বৈশ্বদেববিশেষ; জনৈক মুনি। কৃ (করা)+কতু র্ম্ম। সং; পু।

ক্রতুদ্বিট্—অসুর। ক্রতু (যজ্ঞ)—দ্বিষ (হিংসা করা)+ক্বিপ্ ক=ক্রতুদ্বিষ্, ১মার ১বচন সং; পু।

ক্রতুধ্বংসী—দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকারী শিব। ক্রতু (যজ্ঞ)—ধ্বন্‌স (ধ্বংস করা)+ণিন্ ক=ক্রতুধ্বংসিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

ক্রতুভুক্—দেবতা। ক্রতু (যজ্ঞ)—ভুজ (ভোজন করা)+ক্বিপ্ ক=ক্রতুভুজ্, ১মার ১বচন। সং; পু।

ক্রতুরাজ—রাজসূয় যজ্ঞ। ক্রতুর (যজ্ঞের) রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। সং; পু।

ক্রতূত্তম—রাজসূয় যজ্ঞ। ক্রতুর (যজ্ঞের) মধ্যে উত্তম। ৭তৎ। সং পু।

ক্রথনক—উষ্ট্র, উট। সং; পু। [সং; পু।

ক্রন্দ—ক্রন্দন দেখ। ক্রন্দ (কাঁদা)+অল্ ভা।

ক্রন্দন, ক্রন্দিত—রোদন, কান্না, কাঁদা; আহ্বান। ক্রন্দ (কাঁদা)+অনট্, পক্ষান্তরে ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ক্রন্দনধ্বনি—রোদন শব্দ, কান্নার আওয়াজ। ৬তৎ। সং; পু।

ক্রন্দনপরায়ণ—অত্যন্ত রোদনকারী, রোরুদ্যমান। ক্রন্দন হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ক্রন্দিত—১। ক্রন্দন, রোদন। ক্রন্দ+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। ক্রন্দনকারী। ক্রন্দ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

ক্রম—আক্রমণ; অতিক্রম; বিক্রম; অনুক্রম; পর্য্যায়, যার পর যা এইরূপ নিয়ম; পদ্ধতি, প্রণালী; বিধি, নিয়ম; অবিচ্ছেদ; সঙ্কল্প; পাদক্ষেপ; ব্যবহার। ক্রম (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে ক্রান্ত।

ক্রমণ—১। পাদক্ষেপ, চলন। ক্রম (গমন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। পাদ, চরণ; যদুবংশীয় জনৈক নৃপ। ক্রম+অনট্ ণ। পু।

ক্রমবর্দ্ধমান—ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল (যেমন উচ্চস্থান হইতে নিক্ষিপ্ত বস্তুর বেগ)। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ক্রমবিকাশ—১। ক্রমানুসারে বিকাশ। ৩তৎ; বা ক্রমানুগত যে বিকাশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। ২। ক্রমানুসারে বিকাশশীল। ক্রমে বিকাশ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [এই জগতের বিকাশ ক্রমানুগত বলিয়া ইহার বিকাশকে ও ইহাকে "ক্রমবিকাশ" বলা যায়]।

ক্রমদীশ্বর—সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণকার। সং; পু।

ক্রমমাণ—ইতস্ততঃ গমনশীল। ক্রম (গমন করা) +শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ক্রমমাণা।

ক্রমশঃ—ক্রমে ক্রমে। ক্রম শব্দ+চশস্ বীপ্সার্থে। ব্য। [পু।

ক্রমসন্দর্ভ—অনুষ্ঠানজ্ঞানজ্ঞাপকগ্রন্থবিশেষ। সং;

ক্রমসূক্ষ্ম—ক্রমশঃ সরু। যে বস্তুর অগ্রভাগের দিকে যত যাওয়া যায় ততই ক্রমশঃ সূক্ষ্মতা দৃষ্ট হয়, তাহাকে ক্রমসূক্ষ্ম বলে [বাণ ক্রমসূক্ষ্ম]। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ক্রমাগত—ক্রমানুসারে উপস্থিত; কুলপরম্পরাক্রমে আগত; পিতাপিতামহাদিক্রমে আগত; ধারাবাহিক, অবিচ্ছেদী, অবিশ্রান্ত। ক্রম দ্বারা আগত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ক্রমান্বয়—ক্রমের অনুসরণ; ক্রমে সংঘটন। ৬তৎ। সং; পু। [ক্রি-বিণ।

ক্রমান্বয়ে—ক্রমে ক্রমে, যার পর যা এই নিয়মে।

ক্রমায়াত—পুরুষপরম্পরাক্রমে আগত। ক্রম দ্বারা আয়াত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ক্রমিক—ক্রমাগত, ধারাবাহিক; অবিশ্রান্ত। ক্রম+ষ্ণিক ভাবে। বিণ; ত্রি।

ক্রমুক—১। পূগবৃক্ষ, গুবাকবৃক্ষ, গুপারিগাছ। ক্রম (গমন করা)+উক ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্রমুকী। ২। গুবাক, গুপারি। ক্রমুক+ষ্ণ ভবার্থে। সং; ক্লী।

ক্রমুকী—পূগবৃক্ষ, গুবাকবৃক্ষ, গুপারিগাছ। ক্রমুক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ক্রমে ক্রমে—ক্রমশঃ, পর পর। ক্রিয়ার-ব্যধিকরণ বিশেষণ।

ক্রমেল, ক্রমেলক—উষ্ট্র, উট। ক্রম শব্দ—ইল (গমন করা)+ক ক=ক্রমেল। ক্রমেলক =ক্রমেল শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

ক্রমোন্নত—ক্রমশঃ উচ্চ। বিণ; ত্রি।

ক্রয়—মূল্য দিয়া বস্তুগ্রহণ, কেনা। ক্রী (ক্রয় করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে ক্রীত।

ক্রয়লেখ্য—বিক্রয়-পত্র, কোবালা (Deed of Sale)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ক্রয়বিক্রয়—কেনা-বেচা; ব্যবসায়, বাণিজ্য। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

ক্রয়বিক্রয়িক—বণিক্, ব্যবসায়ী। ক্রয়বিক্রয় দেখ। ক্রয়বিক্রয় শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু।

ক্রয়িক—বণিক্। ক্রয়+ষ্ণিক। সং; পু।

ক্রয্য—হট্টে প্রসারিত, বিক্রয়ার্থ স্থাপিত। ক্রী (ক্রয় করা)+ক্যপ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ক্রব্য—মাংস। কৃপ (কল্পনা করা, ইত্যাদি) +য র্ম্ম। সং; ক্লী।

ক্রব্যাদ, ক্রব্যাদ—১। রাক্ষস; মাংসভুক্ জন্তু। ক্রব্য (মাংস)—অদ (ভোজন করা)+ক্বিপ, পক্ষান্তরে ষণ্ ক। সং; পু। ২। মাংসাশী। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

ক্রশিষ্ঠ—অতিশয় কৃশ। কৃশ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে।

ক্রশীয়ান্—অতিশয় কৃশ। কৃশ শব্দ+ঈয়স্ অতিশয়ার্থে=ক্রশীয়স্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

ক্রাথ—দক্ষিণাপথেশ্বর রাহুগ্রহ; রাম-সেনাপতি একটী বানর; নাগবিশেষ। ক্রথ (বধ করা) +ষণ্ ক। সং; পু।

ক্রান্ত—আক্রান্ত; সংক্রান্ত; অতিক্রান্ত; ব্যাপ্ত; ক্রম (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম বা ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ক্রম, ক্রান্তি।

ক্রান্তি—আক্রমণ ; গতি ; সংক্রমণ ; পাদক্ষেপ ; খগোলের মধ্যবর্ত্তী ঈষদ্বক্র গোল রেখা, যেখান দিয়া সূর্য্য গমন করেন ; বিষুব রেখার ২৩৷৷০ অক্ষাংশ উত্তরে ও ২৩৷৷০ অক্ষাংশ দক্ষিণে কল্পিত রেখা, সূর্য্যের গমনের সীমা-সূচক কল্পিত বৃত্তাকার রেখা। ক্রম (গমন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে ক্রান্ত।

ক্রান্তিপাত—বিষুব রেখা ও অয়নমণ্ডলের সংযোগস্থল (Equinox), ইহা দুইটি—বাসন্ত (Vernal) ও শারত (Autumnal), পৃথিবী এই সংযোগস্থলে উপস্থিত হইলে বৎসরে দুইবার—যথাক্রমে চৈত্র ও আশ্বিন মাসে—দিবামান ও রাত্রিমান সমান হয়। সং ; পু।

ক্রান্তিপাতবিন্দু—ক্রান্তিপাতে জাত বিন্দু, ক্রান্তিপাতে যে বিন্দুদ্বয়ের উৎপত্তি হয়। ক্রান্তিপাত দেখ। তজ্জাত বিন্দু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ক্রান্তিবৃত্ত—যে কল্পিত বৃহৎ রেখা ভূমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া বিষুব রেখার মধ্য দিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে কর্কট ও মকরক্রান্তির সহিত সংলগ্ন হইয়াছে তাহার নাম ক্রান্তিবৃত্ত বা রবিমার্গ। সং ; ক্লী।

ক্রায়ক—ক্রয়কারী, ক্রেতা। ক্রী (ক্রয় করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

ক্রিমি—কীট। ক্রম (গমন করা)+ই ক। পু।

ক্রিয়মাণ—যাহা করা হইতেছে এরূপ, অনুষ্ঠীয়মান, সম্পাদ্যমান। কৃ (করা)+শান কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ক্রিয়া—শ্রাদ্ধ ; অনুষ্ঠান ; কর্ম্ম, কার্য্য ; গর্ভাধানাদি সংস্কার ; সামাদি প্রয়োগ ; চেষ্টা ; পূজা ; (ব্যাকরণে) ধাত্বর্থ। * কৃ (করা) +শ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

* যাহা দ্বারা হওয়া বা করা বুঝায় তাহার নাম ক্রিয়া। অথবা ধাতুর অর্থকে ক্রিয়া বলে। সমাপিকা ও অসমাপিকা ভেদে ক্রিয়া দ্বিবিধ। যে ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্যসমাপ্তি হয় তাহাকে সমাপিকা এবং যে ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্য সমাপ্তি হয় না তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক ভেদে ক্রিয়া দ্বিবিধ। আবার সকর্ম্মক ক্রিয়া এককর্ম্মক ও দ্বিকর্ম্মক ভেদে দুই প্রকার। যে ক্রিয়ার কর্ম্ম আছে তাহাকে সকর্ম্মক এবং যে ক্রিয়ার কর্ম্ম নাই, তাহাকে অকর্ম্মক ক্রিয়া বলে। আর যে ক্রিয়ার একটী কর্ম্ম তাহাকে এককর্ম্মক এবং যাহার দুইটী কর্ম্ম তাহাকে দ্বিকর্ম্মক বলে।

ক্রিয়াকলাপ—কার্য্যসমূহ। ৬তৎ। সং ; পু।

ক্রিয়াকুশল—কার্য্যদক্ষ, কার্য্যনিপুণ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

ক্রিয়াদ্বেষী—কর্ম্মকাণ্ডের বিদ্বেষ্টা ; বিবাদস্থলে লেখ্য ও সাক্ষীর দ্বেষ্টা। ক্রিয়া–দ্বিষ (দ্বেষ করা)+ণিন্ ক=ক্রিয়াদ্বেষিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

ক্রিয়ান্ধ—কর্ম্মের দোষগুণ বিচারে অসমর্থ ; অত্যন্ত ক্রিয়াসক্তি নিবন্ধন দোষগুণ বিচারে অশক্ত। ৩তৎ অথবা ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

ক্রিয়াফল—কর্ম্মফল। সৎক্রিয়া জন্য পুণ্য ও অসৎ ক্রিয়া জন্য পাপ বলিয়া ক্রিয়াফল শব্দে পাপ-পুণ্য বুঝায়। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ক্রিয়াযোগ—পূজাদি ক্রিয়ারূপ যোগ। রূপক কর্ম্মধা। সং ; পু।

ক্রিয়াবান্—ক্রিয়াযুক্ত ; কর্ম্মোদ্যত। ক্রিয়া শব্দ +বতু অস্ত্যর্থে=ক্রিয়াবৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্রিয়াবতী।

ক্রিয়াবাদী—(ক্রিয়াবাদিন্)। ১। ক্রিয়া বাচক। বিণ ; ত্রি। ২। ফরিয়াদী। ক্রিয়া—বদ+ণিন্ ক=ক্রিয়াবাদিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি।

ক্রিয়াবিশেষণ—যে পদ দ্বারা ক্রিয়া পদের বিশেষ করা যায়। ক্রিয়াবিশেষণ দুই প্রকার—সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ বিশেষণ। যদি বিশেষণপদ ক্রিয়ার বিশেষণ হয়, তবে তাহাকে সমানাধিকরণ ক্রিয়া-বিশেষণ, এবং যদি বিশেষ্যপদ ক্রিয়ার বিশেষণ হয়, তবে তাহাকে ব্যধিকরণ ক্রিয়া-বিশেষণ কহে।

ক্রিয়াশক্তি—কর্ম্মক্ষমতা ; জগদুৎপত্তি বিষয়ে পরমেশ্বরের ক্ষমতাবিকাশ। ক্রিয়া বিষয়া শক্তি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ক্রিয়াশীল—নিরন্তর কার্য্যকারী। বহু। বিণ ; ত্রি

ক্রিয়াশীলতা—নিরন্তর কার্য্যলিপ্ততা। ক্রিয়াশীল শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী ;

ক্রিয়াসক্ত—কর্ম্মে লিপ্ত। ক্রিয়ায় আসক্ত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

ক্রিয়াসমভিহার—ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য। ৬তৎ। সং ; পু।

ক্রিয়াসিদ্ধ—ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত। ৭তৎ। হাতে কলমে কাজ করিতে পটু, ব্যবহারের অনুযায়ী কার্য্য সম্পাদনে নিপুণ (Practical)। বিণ ; ত্রি। [ভা। সং ; পু।

ক্রীড়—ক্রীড়া দেখ। ক্রীড় (খেলা করা)+অল্

ক্রীড়ক—ক্রীড়াকারী। ক্রীড় (খেলা করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

ক্রীড়ন—ক্রীড়া দেখ। ক্রীড় (খেলা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

ক্রীড়নক—ক্রীড়া ; ক্রীড়াসাধন, খেলানা ; পরিহাস ; অবজ্ঞা। ক্রীড়ন (ক্রীড়াসাধন)+কণ্ স্বার্থে। সং ; ক্লী।

ক্রীড়া—খেলা ; অবজ্ঞা। ক্রীড় (খেলা করা) +অ ভা। সং ; স্ত্রী।

ক্রীড়াকৌতুক—খেলা ও হাস্য পরিহাস করা। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

ক্রীড়াচ্ছল—ক্রীড়া ব্যপদেশ ; খেলার ছল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ক্রীড়াভূমি—খেলার স্থান। ক্রীড়াসাধনী ভূমি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা।

ক্রীড়াময়—ক্রীড়াপূর্ণ, নিরন্তর ক্রীড়ায় রত। ক্রীড়া শব্দ+ময়ট্ তদ্রূপ অর্থে। বিণ ; ত্রি।

ক্রীড়ারথ—পুষ্পরথ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। পু।

ক্রীড়াশীল—নিরন্তর ক্রীড়া করাই যাহার স্বভাব। ক্রীড়া শীল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

ক্রীড়াসক্ত—খেলার অত্যন্ত রত। ৭তৎ। বিণ ;

ক্রীত—১। মূল্য দিয়া গৃহীত, কেনা (বস্তু)। ক্রী (ক্রয় করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ক্রয়। ২। পুত্রবিশেষ। সং ; পু।

ক্রীতক—ক্রীতপুত্র, মূল্য দিয়া গৃহীত সন্তান। ক্রীত+কণ্। সং ; পু।

ক্রীতদাস—কেনা গোলাম। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ক্রুঞ্চ—কোঁচ বক ; পর্ব্বতবিশেষ। ক্রুন্চ (বক্র হওয়া)+ক ক। সং ; পু।

ক্রুদ্ধ—কুপিত, রুষ্ট। ক্রুধ (ক্রোধ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ক্রোধ।

ক্রুষ্ট—১। আহূত। ক্রুশ+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। রোদন। ক্রুশ (কাঁদা)+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

ক্রূর—নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর ; পরদ্রোহী ; নৃশংস ; ঘোর ; কঠিন। কৃত (ছেদন করা)+রক্ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ক্রূরতা, ক্রৌর্য্য।

ক্রূরকর্ম্মা—নৃশংস ; ঘাতক ; নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়। ক্রূর হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহুব্রীহি সমাসে ক্রূরকর্ম্মন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

ক্রূরতা—ক্রূর দেখ। সং ; স্ত্রী।

ক্রূরমতি—নিষ্ঠুর, যাহার মনে দয়ার লেশ নাই। বহু। বিণ ; ত্রি।

ক্রূরলোচন—শনিগ্রহ। ক্রূর হইয়াছে লোচন (দৃষ্টি) যাহার, বহু। সং ; পু।

ক্রেতব্য, ক্রেয়—ক্রয়ের যোগ্য বা বিষয়ীভূত। ক্রী (ক্রয় করা)+তব্য, পক্ষান্তরে য কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ক্রেতা—ক্রয়কারক, খরিদ্দার। ক্রী (ক্রয় করা) +তৃন্ ক=ক্রেতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্রেত্রী।

ক্রেত্রী—ক্রেতা দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

ক্রেয়—ক্রেতব্য দেখ।

ক্রোড়—১। শূকর ; শনি। ক্রুড় (নিমজ্জিত হওয়া, ইত্যাদি)+অন্ ক। সং ; পু। ২। অঙ্ক, কোল ; বক্ষঃ ; বৃক্ষকোটর। সং ; ক্লী।

ক্রোড়পত্র—অতিরিক্ত পত্র, পুস্তকাদিতে কোন বিষয় পরিত্যক্ত বা পতিত হইলে যে পত্রে তাহা লিখিয়া যোজনা করিয়া দেওয়া হয়। সং ; ক্লী।

ক্রোড়া—অঙ্ক, কোল ; বক্ষঃ। ক্রোড় দেখ ; ক্রোড় শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।
ক্রোড়ীকৃত—আয়ত্তীকৃত। ক্রোড় শব্দ+অভূত-তদ্ভাবার্থে চ্বি—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ।
ক্রোধ—কোপ, রাগ। ক্রুধ (ক্রোধ করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে ক্রুদ্ধ, ক্রোধন, ক্রোধী। (ষড়্‌রিপু দেখ)। ২। লোভের পুত্র, স্বীয় ভগিনী হিংসার সহিত ইহার বিবাহ হয়, ইহার পুত্র কলি ও কন্যা দুরুক্তি।
ক্রোধজ—ক্রোধ হইতে উদ্ভূত। ক্রোধ শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।
ক্রোধন—কোপন, ক্রুদ্ধ-স্বভাব, রাগী। ক্রুধ (ক্রোধ করা)+অন ক। বিণ ; ত্রি। ২। ভৈরববিশেষ। সং ; পু।
ক্রোধপরায়ণ—অত্যন্ত ক্রোধী। ক্রোধ হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।
ক্রোধবহ্নি—ক্রোধাগ্নি, কোপাগ্নি। ক্রোধ রূপ বহ্নি, রূপক কর্ম্মধা। অথবা ক্রোধ বহ্নি সদৃশ, উপমিত। [যেখানে পরবর্ত্তী বাক্যাংশে ক্রোধের প্রাধান্য তথায় রূপক, এবং যথায় বহ্নির প্রাধান্য তথায় উপমিত সমাস]। সং ; পু।
ক্রোধাঙ্গ—কোপের অঙ্গ (ওষ্ঠাধর কম্পন, নেত্রলৌহিত্যাদি)। ৬তৎ। সং ; ক্লী।
ক্রোধিনা—ক্রোধী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।
ক্রোধী—১। ক্রুদ্ধস্বভাব, রাগী। ক্রোধ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=ক্রোধিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্রোধিনী। ২। দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী। ইঁহার গর্ভে পিশাচ, যক্ষ প্রভৃতির জন্ম হয়। সং ; স্ত্রী।
ক্রোধোদ্দীপন—কোপের অত্যন্ত বৃদ্ধিসম্পাদন। ক্রোধের উদ্দীপন, ৬তৎ। সং ; ক্লী।
ক্রোধোন্মত্ত—ক্রোধ দ্বারা উন্মত্ত, অতি ক্রোধে হিতাহিত বিবেচনাশূন্য। ৩তৎ। বিণ।
ক্রোধোপশম—কোপের শান্তি। ৬তৎ। সং ; পু।
ক্রোশ—১। রোদন ; আহ্বান। ক্রুশ (রোদন করা, ইত্যাদি)+অল্ ভা। বিশেষণে ক্রুষ্ট। ২। ৮০০০ হাত, অধুনা দুই মাইল। ক্রুশ+অল্ র্ম্ম। সং ; পু।
ক্রোশন—রোদন ; আহ্বান। ক্রুশ (কাঁদা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে ক্রুষ্ট।
ক্রোষ্টু—শৃগাল। ক্রুশ (ক্রন্দন করা)+তুন্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্রোষ্ট্রী।
ক্রৌঞ্চ—পর্ব্বতবিশেষ ; দৈত্যবিশেষ ; বক-বিশেষ, কোঁচবক ; সপ্তদ্বীপের মধ্যে দ্বীপ-বিশেষ [সপ্তদ্বীপ দেখ]। ক্রুঞ্চ দেখ ; ক্রুঞ্চ শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্রৌঞ্চী।
ক্রৌঞ্চপদা—পঞ্চবিংশ অক্ষর ছন্দঃ। সং ; স্ত্রী।
[—বকের স্ত্রী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
ক্রোশারণ্য—জনস্থানের নিকটস্থ অরণ্যবিশেষ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।
ক্রৌর্য্য—ক্রূরতা। ক্রূর দেখ ; ক্রূর+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।
ক্লম, ক্লমথ—শ্রম ; ক্লান্তি। ক্লম (ক্লান্ত হওয়া)+অল্, পক্ষান্তরে অথ ভা। সং ; পু। বিশেষণে ক্লান্ত।
ক্লাইভ—(লর্ড)। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ১৭২৫ খ্রীঃ অব্দে ২৯শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে ইনি অতিশয় দুরন্ত ছিলেন। বিদ্যালয়ে ইনি পাঠোন্নতি করিতে পারেন নাই ; কিন্তু বিদ্যালয়ের বাহিরে সর্ব্বপ্রকার দুঃসাহসিক কার্য্যে ইনি সকল বালকের অগ্রণী ছিলেন। অতি অল্প বয়সে ইনি গ্রামের উচ্চতম গির্জ্জার চূড়ায় উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন। ইঁহার পিতা এই সকল কারণে ইঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া ইঁহাকে দূরে অপসারিত করিবার অভিপ্রায়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে একটি মুহুরির (কেরাণীর) কার্য্য যোগাড় করিয়া দিয়া ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে মান্দ্রাজে প্রেরণ করেন। এদেশের জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় ইনি দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য পিতার নিকট পত্র লিখিলে তিনি তাহাতে অসম্মত হন। অতঃপর ইনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া বিস্মিত হইলেন। ইনি ভাবিলেন যে, আমার দ্বারা কোন মহৎ-কার্য্যের সাধন হইবে বলিয়াই আমার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইল না।

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সৈনিকবিভাগে কর্ম্ম পান। আরকটের নবাবের মৃত্যু হইলে ফরাসী গভর্ণর ঐ পদে চাণ্ডা সাহেবকে এবং ইংরাজেরা মহম্মদ আলীকে মনোনীত করেন। উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে ফরাসীরা চাণ্ডা সাহেবের এবং ইংরাজেরা মহম্মদ আলীর পক্ষ অবলম্বন করেন। এই যুদ্ধ উপলক্ষে ক্লাইভ অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া আরকট অবরোধ এবং চাণ্ডা সাহে-বের হস্ত হইতে দুর্গ রক্ষা করেন। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধ ঘটে এবং ইহার ফলে দক্ষিণদেশে ইংরাজের প্রতিষ্ঠা সম্যক্ বর্দ্ধিত হয়। পরে আরও কতকগুলি যুদ্ধে ক্লাইভ ফরাসিগণকে পরাজিত করেন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ফিরিয়া আসিয়া ইনি লেপ্টে-নাণ্ট কর্ণেল উপাধি প্রাপ্ত হন এবং মান্দ্রা-জের লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হন। অন্ধকূপহত্যার সংবাদ মান্দ্রাজে পৌ-ছিলে সেখান হইতে ক্লাইভ সসৈন্যে এবং ওয়াট্‌সন নৌবল লইয়া কলিকাতায় আগমন করেন এবং সিরাজউদ্দৌলার হস্ত হইতে কলিকাতা উদ্ধার করেন। পরে চন্দননগর অধিকার করায় নবাবের সহিত ক্লাইভের আবার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সময় নবা-বকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য একটী ষড়্‌যন্ত্র হইতেছিল, ক্লাইভ সেই ষড়্‌যন্ত্রে যোগ দেন। আমিনচাঁদ (উমিচাঁদ) নামক ষড়্‌যন্ত্রকারিগণের অন্যতম প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাকে ৩০ লক্ষ টাকা না দিলে তিনি এই গুপ্তমন্ত্রণার কথা নবাবের নিকট প্রকাশ করিয়া দিবেন। ক্লাইভ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু আমিনচাঁদের সহিত এই মর্ম্মে যে চুক্তি হইল, তাহাতে ওয়াট্‌সন অস্বীকার হওয়াতে ক্লাইভ ওয়াট্‌সনের নাম জাল করিয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। প্রকৃত চুক্তিপত্রে এই টাকা দিবার কোন কথাই রহিল না। এই কথা প্রকাশ হইলে আমিন-চাঁদ নৈরাশ্যবশতঃ উন্মাদগ্রস্ত হইলেন (উমি-চাঁদ দেখ)। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জুন পলা-শীর যুদ্ধ হয়। ইংরাজসেনার অধিনায়ক হইয়া ক্লাইভ পলাসীর ক্ষেত্রে একটী আম্রকাননে অবস্থিতি করিলেন। নবাবের সেনাপতিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় অল্প আয়াসেই পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজ জয়লাভ করিলেন। (সিরাজ-উদ্দৌলা দেখ)। সিরাজের পরাজয়, পলায়ন ও হত্যার পরে ক্লাইভ মীরজাফরকে বঙ্গের নবাব পদে অধিষ্ঠিত করিয়া ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করিলেন। সেখানে ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে Baron Clive of Plassey এই সম্মানযুক্ত নাম পাইলেন এবং ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে K. C. B. উপাধিতে ভূষিত হইলেন। ইতিমধ্যে কলিকাতার কাউন্‌সিল মীরজা-ফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরকাসীমকে বসাইলেন। পরে মীরকাসীমের সঙ্গে শুল্ক সম্বন্ধে মনোবাদ উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। যুদ্ধের ফলে মীরকাসীম পরাভূত হইলেন এবং তাঁহার স্থানে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে মীরজাফর পুনর্ব্বার নবাব হইলেন। ইহার পরেই ক্লাইভ বাঙ্গালার গভর্ণর ও প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া পুনরায় বঙ্গদেশে আগমন করি-লেন। ইনি ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে হইতে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া কোম্পা-নীর রাজত্ব দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট দিল্লীর সম্রাট্ সাহ আলমের নিকট হইতে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান বিনিময়ে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার "দেওয়ানী" ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কেম্পানীকে পাওয়াইয়া দিলেন। ইহার ফলে কোম্পানী এই প্রদেশের সমুদয়

রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন এবং দেশ রক্ষার জন্য সেনা রাখিবার অধিকার পাইলেন। মুর্সিদাবাদের নবাব "নাজিম" হইয়া কেবল ফৌজদারী বিভাগের কর্ত্তা হইয়া রহিলেন এবং কোম্পানীর নিকট হইতে বার্ষিক ৬০ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতে লাগিলেন। এই সময়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ অল্প বেতন পাইতেন এবং নানা অসৎ উপায়ে নিজ নিজ আয় বৃদ্ধি করিতেন। ক্লাইভ ইহাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন এবং অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের পথও রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ইংলণ্ডে শেষবার প্রত্যাবর্ত্তনের পরে ইঁহার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে নানা অভিযোগ উপস্থিত হয়। অনুসন্ধানের ফলে স্থির হইল যে, কতকাংশে দোষী হইলেও ইংলণ্ডের উন্নতিকল্পে ইনি বিশেষ প্রশংসাযোগ্য কায্য করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ ও উৎপীড়নজনিত মনোভঙ্গবশতঃ ইনি ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর আত্মহত্যা করেন। মীরজাফর ইঁহাকে যে ৭০,০০০ পাউণ্ড দান করেন, তাহা সৈনিক সম্প্রদায়ের আনুকুল্য কল্পে "ক্লাইভ ফণ্ড" নামক একটী ফণ্ডে ইনি দিয়া যান। ইহা ব্যতীত মীরজাফরের নিকট ইনি অনেক টাকা পাইয়াছিলেন। ইহার সমর্থন পক্ষে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, তখনকার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারেই ক্লাইভ এই সকল টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ক্লাইভের বীরত্ব, কায্যকুশলতা, অদম্য অধ্যবসায় যে ভারতে কোম্পানির রাজত্বস্থাপনের প্রধান উপকরণস্বরূপ হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ক্লান্ত—শ্রান্ত, পরিশ্রম জন্য অবসন্ন-দেহ ; ম্লান। ক্লম (ক্লান্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ক্লম, ক্লান্তি।

ক্লান্তি—শ্রম, পরিশ্রমজন্য দেহের অবসন্নতা। ক্লম+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে ক্লান্ত।

ক্লিন্ন—আর্দ্র ; ক্লেদযুক্ত। ক্লিদ (আর্দ্র হওয়া, ইত্যাদি)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ক্লেদ।

ক্লিশিত, ক্লিষ্ট—দুঃখিত, ক্লেশপ্রাপ্ত। ক্লিশ (ক্লেশ পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ক্লেশ।

ক্লিশ্যমান—১। যে কষ্ট পাইতেছে। ক্লিশ+শান ক। ২। যাহাকে ক্লেশ দেওয়া হইতেছে। ক্লিশ+শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ক্লীব—১। নপুংসক, হিজড়ে। ক্লীব (কুণ্ঠিত হওয়া)+ক ক। সং ; পু ও ক্লী। ২। পাপ। সং ; ক্লী। ৩। বিক্রমহীন, পুরুষত্বহীন ; নিষ্ফল ; অক্ষম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ক্লীবতা, ক্লীবত্ব, ক্লৈব্য।

ক্লীবতা, ক্লীবত্ব—ক্লীবের ভাব। ক্লীব দেখ।

ক্লীবলিঙ্গ—শব্দসংস্কার সিদ্ধার্থ ত্রিবিধ উপায়ের অন্যতম ; পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ব্যতীত সমস্তই ক্লীবলিঙ্গ ; নপুংসক লিঙ্গ। [শব্দের লিঙ্গভেদ অর্থানুসারে হয় না। দার, কলত্র ও ভার্য্যা এই তিন শব্দেই স্ত্রী বুঝায়, কিন্তু প্রথমটী পুংলিঙ্গ, দ্বিতীয়টী ক্লীবলিঙ্গ এবং তৃতীয়টী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ]।

ক্লেদ—১। আর্দ্রতা, সমলতা, ক্লিন্নতা। ক্লিদ (ক্লিন্ন হওয়া)+অল্ ভা। ২। মলযুক্ত জল ; পূযাদি। ক্লিদ+অন্ ক। সং ; পু।

ক্লেদিত—ক্লেদযুক্ত, আর্দ্র। ক্লেদ শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

ক্লেভারিং—ইনি ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। চারিজন সদস্যের মধ্যে ইনি ও আর দুইজন হেষ্টিংসকে অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা স্থির করিয়া তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠেন, এবং সকল বিষয়েই হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে মত দেওয়ায় তাঁহাকে অনেক দিন পর্যান্ত শক্তির দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে হইয়াছিল।

ক্লেশ—দুঃখ, কষ্ট ; অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই পঞ্চবিধ। ক্লিশ (ক্লেশ পাওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে ক্লিশিত, ক্লিষ্ট।

ক্লৈব্য—ক্লীবতা, পৌরুষহীনতা, বিক্রমহীনতা ; নিষ্ফলত্ব। ক্লীব দেখ ; ক্লীব+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

ক্লোম—পিত্তকোষ ; ফুস্ফুস্ ; মূত্রাধার। ক্লু (গমন করা)+মন্ সংজ্ঞার্থে। সং ; ক্লী।

ক্ক—কোথায়। কিম্ শব্দের ৭মীতে। ব্য।

ক্কচন, ক্কচিৎ—কোন স্থানে ; কোথাও ; কখনও। কিম্ শব্দের ৭মীতে ক্ক, তদুত্তরে চন বা চিৎ। ব্য।

ক্কণ—ধ্বনি, শব্দ। ক্কণ (শব্দ করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

ক্কণন—বীণাধ্বনি। ক্কণ (শব্দ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

ক্কণিত—১। ধ্বনিত। ক্কণ (শব্দ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। ধ্বনি। ক্কণ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

ক্কথিত—১। ক্কাথ। সং ; ক্লী। ২। অগ্নিপক্ক ; কর্শিত। ক্কথ (পাক করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ক্কাণ—বীণাধ্বনি। ক্কণ (শব্দ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

ক্কাথ—১। অগ্নি দ্বারা পাক। ক্কথ (পাক করা)+ঘঞ্ ভা। ২। সিদ্ধ বস্তুর রস, অগ্নিপক্ক বস্তুর নির্য্যাস। ক্কথ+ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু।

ক্ষ—১। প্রলয়। ক্ষি+ড অধি। ২। ক্ষত্রিয় ; রাক্ষস ; নৃসিংহ। ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+ড ক। সং ; পু।

ক্ষণ—১। উৎসব। ক্ষণ (বধ করা)+অল্ ভা। ২। কালের অংশবিশেষ, ১০ পল বা ৪ মিনিট ; অতি সূক্ষ্ম কাল ; অবকাশ ; পর্ব্ব। ক্ষণ+অন্ ক। সং ; পু।

ক্ষণকাল—অত্যল্পকাল। ক্ষণই কাল, কর্ম্মধা। সং ; পু।

ক্ষণজন্মা—শুভক্ষণে জাত, সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত, অসামান্য ক্ষমতাশালী। ক্ষণে (শুভক্ষণে) হইয়াছে জন্ম যাহার, বহুব্রীহি সমাসে ক্ষণজন্মন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

ক্ষণদ—১। জল। সং ; ক্লী। ২। গণক, দৈবজ্ঞ। ক্ষণ শব্দ (শুভক্ষণ)—দা (দেওয়া)+ড ক। সং ; পু।

ক্ষণদা—রাত্রি, নিশা। ক্ষণ শব্দ—দা (দেওয়া) +ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ক্ষণদাকর—নিশাকর, চন্দ্র। ক্ষণদা শব্দ (রাত্রি)—কৃ (করা)+ট ক। উপ, অথবা ক্ষণদায় (রাত্রিতে) কর (কিরণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

ক্ষণদাচর—নিশাচর, রাক্ষস। ক্ষণদা শব্দ (রাত্রি)—চর (ভ্রমণ করা)+অন্ ক। সং ; পু।

ক্ষণদ্যুতি—বিদ্যুৎ। ক্ষণস্থায়িনী দ্যুতি যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

ক্ষণধ্বংসিনী—ক্ষণধ্বংসী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

ক্ষণধ্বংসী—অল্পকালস্থায়ী ; অত্যল্পকালমধ্যে বিনাশশীল, ক্ষণভঙ্গুর। ক্ষণ—ধ্বন্স (নষ্ট হওয়া)+ণিন্ ক=ক্ষণধ্বংসিন্, ১মার একবচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষণধ্বংসিনী।

ক্ষণন—বধ, হত্যা। ক্ষণ (বধ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে ক্ষত।

ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ। ক্ষণস্থায়িনী প্রভা যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

ক্ষণভঙ্গুর—ক্ষণধ্বংসী, ক্ষণস্থায়ী। ৩তৎ। বিণ ; [ত্রি।

ক্ষণভোগ্য—ক্ষণকাল ব্যাপিয়া ভোগযোগ্য, যাহার ভোগ ক্ষণব্যাপী। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

ক্ষণমাত্র—কেবল, একক্ষণ, অত্যল্প কালমাত্র। ক্ষণ শব্দ+মাত্রচ্, পরিমাণার্থে। সং ; ক্লী।

ক্ষণবিধ্বংসিনী—ক্ষণবিধ্বংসী দেখ।

ক্ষণবিধ্বংসী—ক্ষণধ্বংসী দেখ। বিণ ; পু। স্ত্রী লিঙ্গে ক্ষণবিধ্বংসিনী।

ক্ষণবিলম্ব—অত্যল্পকাল দেরী করা। ক্ষণকাল ব্যাপিয়া বিলম্ব. ২তৎ। সং ; পু।

ক্ষণস্থায়ী—(ক্ষণস্থায়িন্)। যাহা অত্যল্পমাত্র কাল থাকে। ক্ষণ (ক্ষণকাল) ব্যাপিয়া স্থায়ী, ২তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষণস্থায়িনী।

ক্ষণিক—ক্ষণমাত্রস্থায়ী। ক্ষণ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি

ক্ষণিনী—নিশা, রাত্রি। ক্ষণ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ক্ষণেক—অত্যল্পকাল, একক্ষণ। [ক্ষণ+এক

—নিয়মানুসারে ক্ষণৈক হয়, কিন্তু বঙ্গভাষায় ক্ষণেক পদের বহু প্রচলন হইয়াছে]।

ক্ষণে ক্ষণে—প্রতিক্ষণ, সময়ে সময়ে। বীপ্সার্থে দ্বির্বচন। সং; পু। অধিকরণকারক।

ক্ষত—১। বিদ্ধ; দষ্ট; নষ্ট; ভগ্ন; বিদারিত; আহত; নিষ্পিষ্ট; ব্যথিত। ক্ষণ (বধ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। ব্রণ, ঘা; আহত স্থল। সং; ক্লী।

ক্ষতজ—রুধির, রক্ত; পুয। ক্ষত হইতে জন্মে যাহা, উপ। ক্ষত শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। সং; ক্লী।

ক্ষতবিক্ষত—শরীরের প্রায় সকল স্থানেই আঘাতপ্রাপ্ত (ব্যক্তি); প্রায় সর্ব্বাংশে আঘাতপ্রাপ্ত (শরীর)। দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি।

ক্ষতব্রত—অবকীর্ণী, ব্রতোল্লঙ্ঘনকারী। ক্ষত (নষ্ট) হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি

ক্ষতি—ক্ষয়; হানি; নাশ। ক্ষণ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ক্ষত। [ত্রি।

ক্ষতিগ্রস্ত—যাহার ক্ষতি হইয়াছে। ৩তৎ। বিণ;

ক্ষতিবৃদ্ধি—হানি ও লাভ। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

ক্ষত্তা—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার বা ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাত সন্তান; দাসীপুত্র; বিদুর; দ্বারপাল; সারথি। ক্ষদ (সংবরণ করা)+তৃন্ ক= ক্ষতৃ, ১মার ১বচন। সং; পু।

ক্ষত্র, ক্ষত্র—১। ক্ষত্রিয়, দ্বিতীয় বর্ণীয় লোক। ক্ষদ (সংবরণ করা)+ত্র ক। সং; পু। ২। ক্ষত্রিয়জাতি। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

ক্ষত্রকর্ম্ম—ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম; ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য।

ক্ষত্রধর্ম্ম—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, সাহসপুরুষকারাদি; ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র। সং; পু। [পু।

ক্ষত্রবন্ধু—নীচ বা অপকৃষ্ট ক্ষত্রিয়। ৬তৎ। সং;

ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়—দ্বিতীয় বর্ণ, রাজ্যরক্ষাদি কার্য্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী আর্য্যজাতি। ক্ষত্র দেখ; ক্ষত্র বা ক্ষত্র শব্দ+ইয় স্বার্থে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী, ক্ষত্রিয়ী।

ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী—ক্ষত্রিয়জাতীয়া স্ত্রী। ক্ষত্রিয় দেখ। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

ক্ষত্রিয়ী—ক্ষত্রিয়-পত্নী। ক্ষত্রিয়+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্।

ক্ষত্র—ক্ষত্র দেখ।

ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয় দেখ।

ক্ষন্তব্য—ক্ষম্য, সহনীয়, ক্ষমা করিবার যোগ্য। ক্ষম (সহা)+তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ক্ষন্তা—সহিষ্ণু; ক্ষমাশীল। ক্ষম+তৃন্ ক= ক্ষন্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষন্ত্রী।

ক্ষপণ—১। ত্যাগ; উপবাস। ক্ষপ (ক্ষেপণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। নির্লজ্জ। ক্ষপ+অন ক। বিণ; ত্রি।

ক্ষপণক—বৌদ্ধসন্ন্যাসী; নির্লজ্জ ব্যক্তি; কবিবিশেষ, বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের অন্তর্গত রত্ন। ক্ষপ (ক্ষেপণ করা)+অন ক, তদুত্তরে কণ্। সং; পু।

ক্ষপা—রাত্রি, নিশা। ক্ষপ (ক্ষেপণ করা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ক্ষপাকর—নিশাকর, চন্দ্র।। ক্ষপা শব্দ (রাত্রি) —কৃ (করা)+ট ক। সং; পু।

ক্ষপাচর, ক্ষপাটে—নিশাচর, রাক্ষস। সং; পু।

ক্ষপানাথ, ক্ষপাপতি—চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

ক্ষপিত—যাপিত; বিনাশিত; দগ্ধ। ণিজন্ত ক্ষপ বা ক্ষপি (ক্ষেপণ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ক্ষম—১। সমর্থ; যোগ্য; হিত; ক্ষমাপরায়ণ; সহিষ্ণু। ক্ষম+অন্ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ক্ষমতা। ২। যোগ্যতা। ক্ষম (সহা)+অল্ ভা। সং; ক্লী।

ক্ষমতা—সামর্থ্য, শক্তি; যোগ্যতা, উপযুক্ততা। ক্ষম দেখ; ক্ষম+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

ক্ষমতাপন্ন—শক্তিমান্। ক্ষমতাকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ; ত্রি।

ক্ষমতাবান্—সামর্থ্যসম্পন্ন; সমর্থ, শক্তিমান্। ক্ষমতা শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে=ক্ষমতাবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

ক্ষমতাশালী—শক্তিমান্। ক্ষমতা শব্দ+শালিন্ অস্ত্যর্থে=ক্ষমতাশালিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষমতাশালিনী।

ক্ষমা—১। শান্তি, নিবৃত্তি; সহিষ্ণুতা; তিতিক্ষা; মার্জ্জনা, অপকারীর অপকার করিবার অনিচ্ছা, অন্যকৃত অপরাধের প্রতি উপেক্ষা, মাপ করা। ক্ষম (সহা)+ঙ ভা। ২। পৃথিবী; দুর্গা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ক্ষমী।

ক্ষমাগুণ—ক্ষমা নামক গুণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা [ক্ষমা ও গুণ দেপ]। সং; পু।

ক্ষমাপরায়ণ—ক্ষমাশীল, ক্ষমী, মাপ করিতে ইচ্ছুক; সহিষ্ণু। ক্ষমা হইয়াছে পর (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) অয়ন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ক্ষমাপ্রার্থী (ক্ষমাপ্রার্থিন্)—যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, যে মাপ চায়। ক্ষমার প্রার্থী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষমাপ্রার্থিনী।

ক্ষমাবান্—ক্ষমাশীল, ক্ষমাপরায়ণ; সহিষ্ণু। ক্ষমা শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে=ক্ষমাবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষমাবতী।

ক্ষমাশীল—ক্ষমাপরায়ণ, ক্ষমী। ক্ষমা হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ক্ষমিতা—ক্ষমাশীল, ক্ষমাপরায়ণ, ক্ষমী। ক্ষম (সহা)+তৃন্ ক=ক্ষমিতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষমিত্রী।

ক্ষমী—ক্ষমাশীল, ক্ষমাপরায়ণ; সহিষ্ণু। ক্ষমা +ইন্ অস্ত্যর্থে=ক্ষমিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষমিণী।

ক্ষম্য—ক্ষন্তব্য, ক্ষমাযোগ্য। ক্ষম (সহা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ক্ষয়—১। হ্রাস; নাশ, ধ্বংস; ক্রমশঃ ক্ষীণতাপ্রাপ্তি; অন্ত। ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া, ইত্যাদি) +অল্ ভা। ২। গৃহ, নিবাসস্থান; রোগবিশেষ, ক্ষয়কাস; বৎসরবিশেষ; কল্পান্ত; মাসবিশেষ। ক্ষি+অল্ ধি। সং; পু। বিশেষণে ক্ষীণ।

ক্ষয়থু—কাসরোগ। সং; পু। [সং; পু।

ক্ষয়পক্ষ—যে পক্ষে চন্দ্রকলার ক্ষয় হয়, কৃষ্ণপক্ষ।

ক্ষয়মাস—সংক্রমণদ্বয় বিশিষ্ট চান্দ্র মাস, মলমাস। সং; পু।

ক্ষয়রোগ—যে রোগে শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, যক্ষ্মা। সং; পু।

ক্ষয়শীল—ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্তিস্বরূপ স্বভাববিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

ক্ষয়িত—ক্ষয়প্রাপ্ত; নাশিত; হ্রাসিত; ণিজন্ত ক্ষয়, বা ক্ষয়ি (ক্ষয় পাওয়ান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ক্ষয়ী—ক্ষয়শীল, নশ্বর। ক্ষয়+ইন্ অস্ত্যর্থে= ক্ষয়িন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

ক্ষয্য—ক্ষয়যোগ্য। ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ক্ষর—১। বিনাশশীল; নশ্বর। বিণ; ত্রি। ২। স্পন্দন; নাশ। ক্ষর (ক্ষরা)+অল্ ভা। ৩। জলদ, মেঘ। ক্ষর+অন্ ক। সং; পু। ৪। জল। সং; ক্লী।

ক্ষরণ—ধারাকারে বা বিন্দু বিন্দু করিয়া পতন; দ্রব দ্রব্যের ধীরে ধীরে পতন; মদাদি-স্রবণ। ক্ষর (ক্ষরা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে ক্ষরিত।

ক্ষরিত—বিগলিত; বিন্দু বিন্দু করিয়া পতিত। ক্ষর (ক্ষরা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ক্ষরণ।

ক্ষরী (ক্ষরিন্)—১। ক্ষরণবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি। ২। বর্ষাকাল। ক্ষর (জল)+ইন্ অস্ত্যর্থে =ক্ষরিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

ক্ষব, ক্ষবথু—হাঁচি; কাসি। ক্ষু (হাঁচা)+অল্, পক্ষান্তরে অথু ভা। সং; পু।

ক্ষাত্র—১। ক্ষত্রিয়সম্বন্ধীয়। ক্ষত্র শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। ক্ষত্রিয়ত্ব; ক্ষত্রিয়কর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম। ক্ষত্র শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

ক্ষান্ত—ক্ষমাপরায়ণ; বিরত নিবৃত্ত। ক্ষম (সহা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

ক্ষান্তি—ক্ষমা; নিবৃত্তি; প্রতীক্ষা। ক্ষম (সহা) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ক্ষান্ত।

ক্ষাম—বলহীন, দুর্ব্বল; নীরস; শুষ্ক; ক্ষীণ; রূক্ষ। ক্ষৈ (ক্ষীণ হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

ক্ষার—১। লবণ। সং; ক্লী। ২। ধাঁড়গুড়;

ভস্ম ; কাচ ; লবণরস ; ধূর্ত্ত। ক্ষর (ক্ষরা) +ণ ক। সং ; পু।

ক্ষারক—১। পক্ষীর পিঞ্জর ; মৎস্যাদির থালুই, রজক। ণিজন্ত ক্ষর বা ক্ষারি (ক্ষরান)+ণক ক। ২। কুঁড়ি, জালি। ক্ষর (ক্ষরা) +ণক ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষারিকা।

ক্ষারনদী—নরকস্থ নদীবিশেষ। ইহার জল অতীব লবণাক্ত। ক্ষার যুক্তা নদী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ক্ষারভূমি—লবণাক্ত স্থলভাগ, লোণা স্থান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ক্ষারমৃত্তিকা—সাজিমাটী। ক্ষার মিশ্রিত মৃত্তিকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ক্ষারসমুদ্র—লবণ-সমুদ্র। সং ; পু।

ক্ষারিকা—রজকী, ধোপানী। ক্ষারক দেখ। ক্ষারক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ক্ষারক।

ক্ষারিত—অপবাদিত, দুষিত। ণিজন্ত ক্ষর বা ক্ষারি (ক্ষরান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ক্ষারোদক—১। লোণা জল। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। লবণ-সমুদ্র। ক্ষার যুক্ত (লবণাক্ত) হইয়াছে উদক (জল) যাহার, বহু। সং ; পু।

ক্ষালন—ধৌতকরণ, ধোয়া। ণিজন্ত ক্ষল বা ক্ষালি (ধোয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে ক্ষালিত।

ক্ষালনা—ক্ষালন, ধৌতকরণ। ণিজন্ত ক্ষল বা ক্ষালি (ধোয়া)+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে ক্ষালিত।

ক্ষালিত—ধৌত, পরিষ্কৃত। ণিজন্ত ক্ষল বা ক্ষালি (ধোয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ক্ষালন, ক্ষালনা।

ক্ষি—বাস ; ক্ষয়। ক্ষি+ডি ভা। সং ; স্ত্রী।

ক্ষিত—১। বিনষ্ট ; ক্ষয়প্রাপ্ত। ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+ক্ত ক। ২। বিনাশিত। ক্ষি (ক্ষয় করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ক্ষয়, ক্ষিতি।

ক্ষিতি—১। বিনাশ ; ক্ষয়। ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া, বাস করা ইত্যাদি)+ক্তি ভা। ২। পৃথিবী ; বাসস্থান। ক্ষি (বাস করা)+ক্তি অধি। সং ; স্ত্রী।

ক্ষিতিজ—১। ভূমি হইতে জাত। ক্ষিতি শব্দ (পৃথিবী)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। মঙ্গলগ্রহ ; নরকাসুর। সং ; পু।

ক্ষিতিদেব—ব্রাহ্মণ। ৭তৎ। সং ; পু।

ক্ষিতিধর—নৃপতি ; পর্ব্বত ; অনন্তদেব। ক্ষিতি (পৃথিবী)—ধৃ (ধরা)+অন্ ক, অথবা ক্ষিতির ধর (ধারণকারী), ৬তৎ। সং ; পু।

ক্ষিতিনাথ, ক্ষিতিপতি—নৃপতি, রাজা। ৬তৎ। সং ; পু।

ক্ষিতিপ—রাজা। ক্ষিতি (পৃথিবী)—পা (পালন করা)+ড ক। সং ; পু।

ক্ষিতিভৃৎ—ক্ষিতিধর ; পর্ব্বত ; নৃপতি ; অনন্তদেব। ক্ষিতি (পৃথিবী)—ভৃ (ধারণ করা) +ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

ক্ষিতিরুহ—বৃক্ষ। ক্ষিতি শব্দ (পৃথিবী)—রুহ (জন্মা)+ক ক। সং ; পু।

ক্ষিতিবর্দ্ধন—শব, মৃতদেহ। ৬তৎ। সং ; পু।

ক্ষিতীশ, ক্ষিতীশ্বর—নৃপতি, রাজা। ৬তৎ। সং ; পু।

ক্ষিপ—ক্ষেপকারী। ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ক ক। বিণ ; ত্রি।

ক্ষিপ্ত—১। অত্যাসক্ত ; উন্মত্ত, পাগল। ক্ষিপ +ক্ত ক। ২। নিক্ষিপ্ত ; প্রেরিত ; হত ; বিকীর্ণ। ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ক্ষেপ, ক্ষেপণ।

ক্ষিপ্তাবাস, ক্ষিপ্তনিবাস—উন্মাদরোগগ্রস্তদিগের আশ্রম, পাগলা গারদ (Lunatic Asylum)। ৬তৎ। সং ; পু।

ক্ষিপ্নু—ক্ষেপণশীল। ক্ষিপ+ক্নু ক। বিণ ; ত্রি।

ক্ষিপ্যমাণ—যাহা ক্ষেপণ করা হইতেছে এরূপ। ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষিপ্যমাণা।

ক্ষিপ্র—শীঘ্র। ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+রক্ ক। বিণ ; ত্রি। [সং ; ক্লী।

ক্ষিপ্রকরণ—ক্ষিপ্রকারিতা, শীঘ্র কার্য্য করা।

ক্ষিপ্রকারিতা—ক্ষিপ্রকারী দেখ।

ক্ষিপ্রকারী—শীঘ্রকারী, দ্রুতকার্য্যসাধক। ক্ষিপ্র (শীঘ্র)—কৃ (করা)+ণিন্ ক=ক্ষিপ্রকারিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষিপ্রকারিণী। বিশেষ্যে ক্ষিপ্রকারিতা।

ক্ষিপ্রজব—দ্রুতবেগশালী, অতিবেগে গমনশীল। বহু। বিণ ; ত্রি।

ক্ষিপ্রবেগে—অত্যন্ত বেগে, প্রবল বেগে। কর্ম্মধা। অথবা ক্ষিপ্র বেগ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ক্ষিপ্রহস্ত—লঘুহস্ত, দ্রুতকার্য্যকারী, কার্য্যতৎপর। বহু। বিণ ; ত্রি।

ক্ষিপ্রহস্ততা—লঘুহস্ততা, কার্য্যতৎপরতা, শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যসম্পাদনক্ষমতা। ক্ষিপ্রহস্ত শব্দ +তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

ক্ষিয়া—ক্ষয়। ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+ভ ভা। সং ; স্ত্রী।

ক্ষীণ—জীর্ণ ; শীর্ণ ; সূক্ষ্ম ; কৃশ ; দুর্ব্বল ; শুষ্ক। ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ক্ষয়, ক্ষীণতা।

ক্ষীণচন্দ্র—ক্ষয়প্রাপ্ত চন্দ্র। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ক্ষীণজীবী—অল্পপ্রাণ, অতি অল্পে বিনাশশীল। ক্ষীণ—জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক=ক্ষীণজীবিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষীণজীবিনী।

ক্ষীণতম—বহুর মধ্যে ক্ষীণ, সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ। ক্ষীণ+তম বহুর মধ্যে একের আতিশয্য অর্থে। বিণ ; ত্রি। [সং ; ক্লী।

ক্ষীণতমঃ—অল্প অল্প অন্ধকার। কর্ম্মধা।

ক্ষীণতর—দুয়ের মধ্যে ক্ষীণ, অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। ক্ষীণ+তর আতিশয্যার্থে। বিণ ; ত্রি।

ক্ষীণতা—কৃশতা ; দুর্ব্বলতা ; সূক্ষ্মতা ; শুষ্কতা। ক্ষীণ দেখ ; ক্ষীণ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

ক্ষীণদৃষ্টি—১। যাহার দর্শনশক্তি প্রবল নহে। ক্ষীণা দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। অল্প দৃষ্টি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ক্ষীণপ্রকৃতি—দুর্ব্বলস্বভাব। বহু। বিণ ; ত্রি।

ক্ষীণমতি—স্বল্পবুদ্ধি। বহু। বিণ ; ত্রি।

ক্ষীণবল, ক্ষীণশক্তি—যাহার বল ক্ষয় হইয়াছে এরূপ, হীনবল, দুর্ব্বল। বহু। বিণ ; ত্রি।

ক্ষীণবুদ্ধি—স্বল্পবুদ্ধি, অতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

ক্ষীণশক্তি—১। অত্যল্প ক্ষমতাবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। অত্যল্প ক্ষমতা। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ক্ষীণশ্বাস—যাহার অল্পমাত্র শ্বাস বহিতেছে, মুমূর্ষু। বহু। বিণ ; ত্রি।

ক্ষীণালোক—অত্যল্প আলোক, যে আলোকে ভাল করিয়া দেখা যায় না। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ক্ষীব—উন্মত্ত ; মত্ত, মাতাল। ক্ষীব (মত্ত হওয়া)+ক্ত ক, নিপাতনে সিদ্ধ। বিণ ; ত্রি

ক্ষীয়মাণ—নাশ্যমান, যাহার ক্ষয় করা হইতেছে। ক্ষি (ক্ষয় করা)+শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ক্ষীর—১। জল ; দুগ্ধ। ঘস (ভোজন করা) +ঈরন্ র্ম্ম। সং ; ক্লী। ২। খুব ঘন করিয়া জ্বাল দেওয়া দুধ। দেশজ। সং ; ক্লী।

ক্ষীরকণ্ঠ—অপোগণ্ড বালক, যাহার গলা টিপিলে দুধ বাহির হয়। ক্ষীর (দুগ্ধ) কণ্ঠে যাহার, বহু। সং ; পু।

ক্ষীরজ—১। দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন। ক্ষীর (দুগ্ধ) —জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। দধি। সং ; ক্লী।

ক্ষীরধেনু—১। ক্ষীররচিতা ধেনু [দুগ্ধ ঘন করিয়া তদ্দ্বারা ধেনুর আকার নির্ম্মাণপূর্ব্বক দান করা হয়]। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। বহুদুগ্ধদাত্রী ধেনু। সং ; স্ত্রী।

ক্ষীরনীর—১। দুগ্ধ ও জল। দ্বন্দ্ব। ২। ক্ষীর নীরের ন্যায় অভিন্নভাবে মিশ্রণ ক্রিয়া ; আলিঙ্গন। সং ; ক্লী।

ক্ষীরপ—দুগ্ধপায়ী, স্তন্যপায়ী। ক্ষীর শব্দ (দুগ্ধ) —পা (পান করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

ক্ষীরবারিধি—ক্ষীরসমুদ্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ক্ষীরশর—দুগ্ধের শর। ৬তৎ। সং ; পু।

ক্ষীরসমুদ্র—পুরাণোক্ত দুগ্ধময় সাগরবিশেষ।

মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [পুরাণে বর্ণিত আছে যে, দেবতা ও দানবগণ ক্ষীর-সমুদ্র মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলে উহা হইতে ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবাঃ, পারিজাত, চন্দ্র, লক্ষ্মী প্রভৃতির উৎপত্তি হয়; শেষে ধন্বন্তরি অমৃতপূর্ণ ঘট লইয়া উত্থিত হন। বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দেবগণকে এই অমৃত পান করান]।

ক্ষীরসার—নবনীত, ননি, মাখন; ছানা। ৬তৎ। সং; পু।

ক্ষীরস্বামী—অমরটীকাকার শাব্দিক জনৈক পণ্ডিত। সং; পু।

ক্ষীরাব্ধি—পুরাণোক্ত দুগ্ধময় সাগরবিশেষ; ক্ষীরসমুদ্র। ক্ষীরময় যে অব্ধি (সমুদ্র), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ক্ষীরাব্ধিজ—চন্দ্র। ক্ষীরাব্ধি (ক্ষীরসমুদ্র)—জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

ক্ষীরাব্ধিজা—লক্ষ্মী। ক্ষীরাব্ধি (ক্ষীরসমুদ্র)—জন (জন্মা)+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং।

ক্ষীরাব্ধিতনয়া—লক্ষ্মী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ক্ষীরিকা—ক্ষীরা, শশা। ক্ষীর শব্দ+কণ্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ক্ষীরিণী—দুগ্ধবতী (গবী)। ক্ষীর (দুগ্ধ)+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ক্ষীরী—বট, অশ্বত্থ, ডুমুর, আকন্দ, শশা, সোমলতা প্রভৃতি বৃক্ষ, যাহাদের ক্ষীর (অর্থাৎ আঠা) আছে। ক্ষীর+ইন্ অস্ত্যর্থে=ক্ষীরিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

ক্ষীরোদ—ক্ষীরসমুদ্র। ক্ষীর হইয়াছে উদ (জল) যাহার, বহু। সং; পু।

ক্ষীরোদতনয়া—লক্ষ্মী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ক্ষীরোদনন্দন—চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—ইনি ১২৭০ সালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত খড়দহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের পাঠশালায় পাঠ শেষ করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ কলিকাতায় আসেন, এবং এখানে এম এ পর্য্যন্ত পাঠ করেন। অনন্তর ইনি জেনারেল এসেমব্লিজ কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। এই সময়ে ইনি থিয়েটারের জন্য নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার আলিবাবা নাটক এই সময়েই লিখিত হয়। অতঃপর ইনি অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করেন এবং এখন হইতে থিয়েটারে যোগদান করিয়া অনেকগুলি নাটক প্রণয়ন করেন। আজকাল ক্ষীরোদপ্রসাদের অনেক নাটক কলিকাতার সকল থিয়েটারেই অভিনীত হইতেছে। থিয়েটারের জন্য নাটক:ও প্রহসন লিখিতে ইনি সিদ্ধহস্ত। ক্ষীরোদপ্রসাদের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ;—আলিবাবা, প্রমোদরঞ্জন, সাবিত্রী, সপ্তম-প্রতিমা, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, রঞ্জাবতী, পদ্মিনী, প্রতাপাদিত্য, নারায়ণী, নন্দকুমার, চাঁদবিবি, দাদা ও দিদি। ইনি ১৩১৬ সালের বৈশাখ মাস হইতে "অলৌকিক রহস্য" নামে একখানি মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি তত্ত্ববিদ্যা (Theosophy) প্রচারে এবং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্নবান্।

ক্ষুণ্ণ—আহত; অভ্যস্ত; কুণ্ঠিত; ক্ষুব্ধ, দুঃখিত; চূর্ণীকৃত; প্রহত, মাড়ান; নিপুণ; দক্ষ। ক্ষুদ (পেষণ করা, ক্ষোদা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ক্ষোদ, ক্ষোদন।

ক্ষুৎ—১। হাঁচি। ক্ষু (হাঁচা)+ক্বিপ্ ভা। ২। ভোজনেচ্ছা, ক্ষুধা। ক্ষুধ (ভোজনের ইচ্ছা করা)+ক্বিপ্ ভা=ক্ষুধ্, ১মার ১বচনে ক্ষুৎ। সং; স্ত্রী।

ক্ষুত—হাঁচি। ক্ষু (হাঁচা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ক্ষুৎক্ষাম—ক্ষুধায় ক্ষীণ বা কাতর। ক্ষুৎ (ক্ষুধা) দ্বারা ক্ষাম (ক্ষীণ), ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ক্ষুৎপিপাসা—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত—ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর। দ্বন্দ্ব ও ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ক্ষুদ্‌বোধ—ক্ষুধার উদ্রেক, ক্ষুধা পাওয়া। ৬তৎ। সং; পু।

ক্ষুদ্র—ছোট; অল্প; নীচ; দরিদ্র। ক্ষুদ (পেষণ করা, ক্ষোদা)+রক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষুদ্রা।

ক্ষুদ্রক—১। অতিক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। ২। তোলপরিমাণ, একতোলা; শাকবিশেষ, ক্ষুদে নুনী; সূর্য্যবংশীয় প্রসেনজিতের পুত্র; ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ, ইহারা যে দেশে বাস করে, তাহাকে ক্ষৌদ্রক বলে। সং; পু। ৩। ক্ষুদ্র প্রহরণবিশেষ। সং; ক্লী।

ক্ষুদ্রকায়—১। ছোট শরীর। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। ছোট দেহবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

ক্ষুদ্রকায়া—ক্ষুদ্রদেহবিশিষ্টা। বহু। বিণ; স্ত্রী।

ক্ষুদ্রঘন্টিকা—কিঙ্কিনী, ঘুঙুর। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ক্ষুদ্রতম—অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র+তম আতিশয্যার্থে। বিণ; ত্রি।

ক্ষুদ্রনাসিক—যাহার নাক ছোট এরূপ, খাঁদা। ক্ষুদ্র হইয়াছে নাসিকা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

ক্ষুদ্রপ্রাণ—অল্পপ্রাণ, সহজেই বিনাশশীল। বহু।

ক্ষুদ্রবৃহৎ—ছোটবড়। দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি।

ক্ষুদ্রা—মধুমক্ষিকা; মাছি; বেশ্যা, নটী। ক্ষুদ্র দেখ। ক্ষুদ্র+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ক্ষুদ্রায়তন—অল্প বিস্তৃতিবিশিষ্ট, যাহার বিস্তার কম; ক্ষুদ্রগৃহবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

ক্ষুদ্রাশয়—নীচাশয়, ছোট নজরবিশিষ্ট; কৃপণ। বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ক্ষুদ্রাশয়তা, ক্ষুদ্রাশয়ত্ব।

ক্ষুদ্রাশয়তা, ক্ষুদ্রাশয়ত্ব—ক্ষুদ্রাশয় দেখ।

ক্ষুধা—ভোজনেচ্ছা; লালসা, ইচ্ছা। ক্ষুধ (ভোজনের ইচ্ছা করা)+আপ্ ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ক্ষুধিত।

ক্ষুধাতুর—ক্ষুধাপীড়িত, অত্যন্ত ক্ষুধিত। ক্ষুধা দ্বারা আতুর, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ক্ষুধাতৃষ্ণা—ক্ষুৎপিপাসা। দ্বন্দ্ব; সং; স্ত্রী।

ক্ষুধানিবৃত্তি—ক্ষুধার শান্তি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ক্ষুধামান্দ্য—ক্ষুধার অল্পতা, অল্প ক্ষুধা বোধ, উপযুক্ত ক্ষুধার অভাব। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ক্ষুধার্ত্ত—ক্ষুধায় কাতর, অত্যন্ত ক্ষুধিত। ক্ষুধা দ্বারা ঋত বা আর্ত্ত (পীড়িত), ৩তৎ। বিণ।

ক্ষুধাসঞ্চার—ক্ষুধার উদ্রেক, ক্ষুদ্বোধ হওয়া। ক্ষুধার সঞ্চার, ৬তৎ। সং; পু।

ক্ষুধিত—বুভুক্ষিত, ভোজনের ইচ্ছাযুক্ত, ক্ষুধার্ত্ত। ক্ষুধ (ভোজনের ইচ্ছা করা)+ক্ত ক, অথবা ক্ষুধা শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ক্ষুধ, ক্ষুধা।

ক্ষুন্নিবৃত্তি—ক্ষুধার শান্তি। ক্ষুতের নিবৃত্তি, ৬তৎ (ক্ষুৎ+নিবৃত্তি)। সং; স্ত্রী।

ক্ষুপ—ক্ষুদ্র শাখাযুক্ত বৃক্ষ; দ্বারকার পশ্চিমস্থিত পর্ব্বতবিশেষ; কৃষ্ণের সত্যভামা-গর্ভসম্ভূত পুত্র; সূর্য্যবংশীয় ইক্ষ্বাকুর পিতা। ক্ষু (হাঁচা)+পক্ ক। সং; পু।

ক্ষুব্ধ—১। ভয়প্রাপ্ত; ক্ষোভপ্রাপ্ত; দুঃখিত, কাতর; বিচলিত। ক্ষুভ (চঞ্চল হওয়া, কাতর হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ক্ষোভ। ২। মন্থনদণ্ড; রতিবন্ধবিশেষ। ক্ষুভ+ক্ত ণ। সং; পু।

ক্ষুভিত—দুঃখিত; ক্ষোভপ্রাপ্ত; বিচলিত; ব্যাকুলিত। ক্ষুভ (চঞ্চল হওয়া, কাতর হওয়া)+ক্ত ক। বিশেষ্যে ক্ষোভ।

ক্ষুমা—অতসীবৃক্ষ; রেশম; মসিনা গাছ; শণ; পাট; নীলগাছ। ক্ষু (হাঁচা)+মক্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ক্ষৌম।

ক্ষুর—নাপিতাস্ত্র, চুল কামাইবার অস্ত্র; অশ্বগবাদির পায়ের খুর; খট্বাদির পায়া। ক্ষুর (বিলেপনে)+ক ক। সং; পু।

ক্ষুরকর্ম্ম—ক্ষৌর, কামান। সং; ক্লী।

ক্ষুরধান—ক্ষুরভাঁড়। ক্ষুর শব্দ—ধা (ধারণ করা)+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

ক্ষুরধানী—ক্ষুরভাঁড়। ক্ষুরধান শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ক্ষুরধার—১। ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ ধারাল। বহু। বিণ; ত্রি। ২। নরকবিশেষ। পু।

ক্ষুরপত্র—১। বাণ। ক্ষুরের ন্যায় পত্র যাহার, বহু। সং; পু। ২। ক্ষুরবৎ পত্রযুক্ত (শরবণাদি)। বিণ; ত্রি।

ক্ষুরপ্র—খুরপো, ঘাসছেদনাস্ত্র; অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিবাণ। ক্ষুর—প্রথ (প্রক্ষেপ করা)+ড ক। সং; পু।

ক্ষুরিণী—নাপিতানী। ক্ষুরী দেখ। সং ; স্ত্রী।

ক্ষুরী—নাপিত ; ক্ষুরবিশিষ্ট পশু। ক্ষুর+ইন্ অস্ত্যর্থে=ক্ষুরিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষুরিণী। ২। ছুরী। ক্ষুর+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ক্ষুল্ল—লঘু ; কনিষ্ঠ ; ক্ষুদ্র ; অল্প। ক্ষুদ (পেষণ করা)+ক্বিপ্ ভা=ক্ষুদ্ ; ক্ষুদ্ শব্দ—লা (গ্রহণ করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

ক্ষুল্লক—ক্ষুল্ল দেখ। ক্ষুল্ল+কণ্ স্বার্থে।

ক্ষুল্লতাত—পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, খুড়া, কাকা। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ক্ষেত্র—(জ্যামিতিতে) ভূম্যাকৃতি ; ক্ষেত, ভূমি ; মাঠ, ময়দান ; স্থল ; ইন্দ্রিয় ; শরীর ; কলত্র ; সিদ্ধস্থান। ক্ষি (বাস করা, ইত্যাদি)+ষ্ট্রন্ অধি। সং ; ক্লী।

ক্ষেত্রজ—১। স্বপত্নীতে অন্য পুরুষ দ্বারা উৎপাদিত পুত্র। সং ; পু। ২। ক্ষেত হইতে উৎপন্ন। ক্ষেত্র—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

ক্ষেত্রজ্ঞ—১। জীবাত্মা ; কামুক জন। ক্ষেত্র (শরীর)+জ্ঞা (জানা)+ড ক। সং ; পু। ২। কৃষক ; বিদগ্ধ, নিপুণ। বিণ ; ত্রি।

ক্ষেত্রতত্ত্ব—ক্ষেত্রসমূহের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিষয়ক শাস্ত্র, জ্যামিতি (Geometry)। বহু। সং ; ক্লী।

ক্ষেত্রপতি—কৃষক ; ক্ষেত্রপাল ; রুদ্র। ৬তৎ। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; পু।

ক্ষেত্রপাল—ক্ষেত্রের রক্ষক ; দেবতাবিশেষ।

ক্ষেত্রফল—ক্ষেত্রের ফল (শস্যাদি) ; ক্ষেত্রান্তর্গত স্থানের পরিমাণফল, ভূমির কালি (Area)। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ক্ষেত্রভূমি—যে বাহুর উপরি ক্ষেত্রটী অবস্থিত বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহাকে ভূমি কহে ; ক্ষেত্রটী যে বাহুর উপরে অবস্থিত বলিয়া কল্পিত হয়, তাহাকে ক্ষেত্রভূমি বলে। ক্ষেত্রের (জ্যামিতিনির্দ্দিষ্ট ত্রিভুজাদি ক্ষেত্রের) ভূমি (আধারভূত বাহু)। ৬তৎ। ২। যে জমিতে চাষ দেওয়া যায়। ক্ষেত্র (কর্ষণযোগ্য) ভূমি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ক্ষেত্রভেদ—ক্ষেত্রবিশেষ ; ক্ষেত্র খনন করা। সং ; পু।

ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত—ত্রিবেণীর অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষেত্রমোহনের জন্ম হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ সাঙ্গ করিয়া ইনি কলিকাতায় আসিয়া ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। এখানে ইনি সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়িয়া অলঙ্কারশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। অনন্তর সংস্কৃত-কলেজ হইতে এফ এ পাশ করিয়া ক্ষেত্রমোহন প্রেসিডেন্সি কলেজে যান এবং এই খানেই তাঁহার পাঠ্যাবস্থা শেষ হয়। কলেজ ছাড়িয়া ক্ষেত্রমোহন ডেপুটি ইনস্পেক্টরের কার্য্য লইয়া মেদিনীপুরে যান (১৮৬৯ খ্রীঃ)। অনন্তর সে কার্য্য ছাড়িয়া সংবাদ পত্রে যোগদান করেন। "আর্য্যদর্শন" নামক মাসিক পত্রে কিছুদিন সহযোগী সম্পাদকের কার্য্য করিয়া ইনি "প্রভাত-সমীর" নামক প্রাত্যহিক পত্রিকার সম্পাদক হন। প্রভাত সমীর অর্থাভাবে উঠিয়া যাইলে নববিভাকর ও সহচরের সম্পাদন-ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত হয়। অনন্তর ইনি বহুদিন বঙ্গবাসীর 'দৈনিক' পত্রিকার সম্পাদন করেন। সংবাদপত্র বিভাগে ক্ষেত্রমোহন অতি যোগ্য ব্যক্তি। রাজনীতি ও অর্থনীতির আলোচনায় ক্ষেত্রমোহনের সমকক্ষ দুর্লভ। সংবাদ-পত্র-সম্পাদনেই ইনি জীবন অতিবাহিত করিলেন। এক্ষণে ইনি "হিন্দুস্থান" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী—জন্ম ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ। মেদিনীপুর জন্মস্থান। পিতার নাম রাধাকান্ত। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত গায়ক রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিকট ক্ষেত্রমোহন বাল্যে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। পরে ১৮৪৭ খ্রীঃ কলিকাতায় আসিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রায় ৪০ বৎসর যাবৎ মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভা-গায়ক ছিলেন। ইঁহার নিকট রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সঙ্গীত শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য পান। গোস্বামী মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যে ও সংস্কৃত সংগীত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি সংস্কৃত, হিন্দি ও বাঙ্গালা অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন। বেলগেছিয়া নাট্যশালার জন্য মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের উদ্যোগে যে ঐকতান-বাদনসম্প্রদায় সৃষ্ট হয়, তাহার জন্য অনেক গৎ প্রস্তুত করেন। পরে মহারাজ বাহাদুরের যত্নে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ-নাট্যালয়ে যে সকল নাটক অভিনীত হয়, তাহার গানের স্বর যোজনা করেন। বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের জন্য "কণ্ঠ-কৌমুদী" নামক স্বরলিপিযুক্ত গানের সঙ্কলন করেন। ইহার পূর্ব্বে হিন্দু সঙ্গীতের উপপত্তিক ও ক্রিয়াসিদ্ধাংশ সংবলিত "সঙ্গীতসার" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে সঙ্গীতশিক্ষার পথ উন্মুক্ত করেন। এই গ্রন্থে অনেক রাগরাগিণী স্বরলিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার সঙ্গীত-পাণ্ডিত্য জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ইনি জয়দেবের অনেকগুলি গীত নিজে স্বর যোজিত ও স্বর লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। বেঙ্গল একাডেমী অফ মিউজিক (Bengal Academy of Music) হইতে ইনি "সঙ্গীত-নায়ক" উপাধি এবং ঐ উপাধিসূচক স্বর্ণ-কেয়ূর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রায় ১৫ বৎসর হইল, ইঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইনি অপুত্রক ছিলেন।

ক্ষেত্রবিৎ—ক্ষেত্রজ্ঞ, জীবাত্মা। ক্ষেত্র (শরীর)—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

ক্ষেত্রাজীব—কৃষিজীবী, কৃষক। ক্ষেত্র হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। সং ; পু।

ক্ষেত্রাধিদেবতা—তীর্থবিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ক্ষেত্রাধিপ—ভূম্যধিকারী ; ক্ষেত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; মেষাদি দ্বাদশ রাশির অধিপতি মঙ্গলাদি গ্রহ। [জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে যে, মেষাদি দ্বাদশ রাশি যথাক্রমে মঙ্গল, শুক্র, বুধ, চন্দ্র, সূর্য্য, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, শনি ও বৃহস্পতির ক্ষেত্র]। ক্ষেত্রের অধিপ, ৬তৎ। সং ; পু।

ক্ষেত্রিক—ক্ষেত্রস্বামী। ক্ষেত্র শব্দ+ষ্ণিক অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

ক্ষেত্রিয়—১। পরদারানুরক্ত পুরুষ ; অসাধ্য রোগ। ক্ষেত্র+ইয় প্রত্যয়। সং ; পু। ২। ক্ষেত্রোদ্ভূত তৃণ। সং ; ক্লী। ৩। ক্ষেত্রসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি।

ক্ষেত্রী—ক্ষেত্রস্বামী। ক্ষেত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে=ক্ষেত্রিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

ক্ষেপ—চালন ; লঙ্ঘন ; গর্ব্ব ; বিলম্ব ; যাপন ; লেপন ; নিক্ষেপ ; প্রেরণ। ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে ক্ষিপ্ত।

ক্ষেপক—ক্ষেপণকারী। ক্ষিপ+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষেপিকা।

ক্ষেপণ—যাপন ; প্রেরণ। ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে ক্ষিপ্ত।

ক্ষেপণি, ক্ষেপণিকা—একপ্রকার ক্ষেপণীয় অস্ত্র ; ক্ষেপলা জাল ; দাঁড় ; ধ্বজি। ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অনি র্ম্ম। ক্ষেপণিকা=ক্ষেপণি+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ক্ষেপণিক—দাঁড়ী। ক্ষেপণি (দাঁড়)+ষ্ণিক। সং ; পু।

ক্ষেপণী—একপ্রকার ক্ষেপণীয় অস্ত্র ; ক্ষেপলা জাল ; দাঁড় ; ধ্বজি ; বন্দুকের গুলি, বাঁটুল, ঢিল প্রভৃতি ক্ষিপ্ত হইলে যে বক্রপথে গমন করে (Parabola)। ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অনট্ র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ক্ষেপণীয়—১। ক্ষেপণযোগ্য ; ক্ষেপণসাধ্য। ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। ভিন্দিপাল ; খড়্গ ; ক্ষেপণের অস্ত্র ; বাণ। সং ; ক্লী।

ক্ষেপিষ্ঠ—অতি ক্ষিপ্রগামী। ক্ষিপ্র+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ ; ত্রি।

ক্ষেপীয়ান্—অতি ক্ষিপ্রগামী। ক্ষিপ্র+ঈয়সু অতিশয়ার্থে=ক্ষেপীয়স্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষেপীয়সী।

ক্ষেম—১। কল্যাণ, মঙ্গল, শুভ। ক্ষি (ক্ষয় করা, ইত্যাদি)+ম ক। সং; পু ও ক্লী। ২। লব্ধবস্তু রক্ষা। ক্ষি+ম ভা। সং; ক্লী। ৩। শুভবিশিষ্ট। ক্ষেম শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

ক্ষেমকার, ক্ষেমকৃৎ—মঙ্গলজনক; সুখদায়ক। ক্ষেম শব্দ (মঙ্গল)—কৃ (করা)+ষণ্, পক্ষান্তরে ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

ক্ষেমঙ্কর—মঙ্গলজনক; সুখদায়ক। ক্ষেম শব্দ (মঙ্গল)—কৃ (করা)+খ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষেমঙ্করী।

ক্ষেমঙ্করী—মঙ্গলদাত্রী দেবীবিশেষ। ক্ষেমঙ্কর দেখ; ক্ষেমঙ্কর+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং।

ক্ষেমদর্শী—১। মঙ্গলদ্রষ্টা। ক্ষেম শব্দ (মঙ্গল)—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক=ক্ষেমদর্শিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষেমদর্শিনী। ২। কোশলাধিপতি নৃপতি-বিশেষ। সং; পু।

ক্ষেমমূর্ত্তি—কেকয়দেশাধিপতি জনৈক নৃপ। পু।

ক্ষেমমূর্ত্তি—ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম। পু।

ক্ষেমবতী—ক্ষেমবান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

ক্ষেমবান্—মঙ্গলবিশিষ্ট, কুশলী। ক্ষেম (মঙ্গল)+বতু অস্ত্যর্থে=ক্ষেমবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ক্ষেমবতী। [ক্লী।

ক্ষৈত্র—ক্ষেত্রসমূহ। ক্ষেত্র+ষ্ণ সমূহার্থে। সং;

ক্ষৈরেয়—ক্ষীরসম্বন্ধীয়; ক্ষীরসংস্কৃত। ক্ষীর+ঢ়েয়। বিণ; ত্রি।

ক্ষোণি, ক্ষোণী, ক্ষৌণি, ক্ষৌণী—পৃথিবী। ক্ষু (হাঁচা)+নি ক। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্। বিকল্পে বৃদ্ধিজন্য রূপ চতুষ্টয় হইয়াছে। সং; স্ত্রী।

ক্ষোদ—১। পেষণপাত্র। ক্ষুদ+অল্ অধি। ২। ক্ষুদ; চূর্ণ, গুঁড়া। ক্ষুদ+অল্ র্ম্ম। ৩। পেষণ; চূর্ণন। ক্ষুদ+অল্ ভা। সং; পু।

ক্ষোদক্ষম—পেষণযোগ্য; বিচারসহ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ক্ষোদন—চূর্ণন, পেষণ; উৎকীর্ণকরণ, খোদাই করা। ক্ষুদ+অনট্ ভা।

ক্ষোদিত—চূর্ণিত; পিষ্ট; উৎকীর্ণ, খোদাই করা হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত ক্ষুদ বা ক্ষোদি (পিষ্ট করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ক্ষোভ—আঘাত; স্খলন; বাধা; ধর্ষণ; উদ্বেগ; দুঃখ, মনস্তাপ। ক্ষুভ (ক্ষুব্ধ হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

ক্ষোভণ—কন্দর্পের বাণবিশেষ; সাঙ্খ্যপুরুষ; শিব; বিষ্ণু। ণিজন্ত ক্ষুভ বা ক্ষোভি (দুঃখিত করা)+অন ক। সং; পু।

ক্ষোভিত—চালিত; আন্দোলিত; আলোড়িত; ধর্ষিত; ভীত, শঙ্কিত, ত্রাসিত। ণিজন্ত ক্ষুভ বা ক্ষোভি (ক্ষুব্ধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ক্ষৌণি, ক্ষৌণী—ক্ষোণি দেখ।

ক্ষৌণীপ্রাচীর—১। সমুদ্র। ক্ষৌণী (পৃথিবী) হইয়াছে প্রাচীর যাহার, বহু। ২। প্রান্তস্থ আবরণ। ৬তৎ। সং; পু।

ক্ষৌণীভুক্—রাজা। ক্ষৌণী শব্দ (পৃথিবী)—ভুজ (ভোগ করা)+ক্বিপ্ ক=ক্ষৌণী-ভুজ্, ১মার ১বচন। সং; পু। [স্ত্রী।

ক্ষৌণীবিদ্যা—ভূতত্ত্ববিদ্যা (Geology)। সং;

ক্ষৌদ্র—১। মধু; জল। ক্ষুদ্রা শব্দ (মধুমক্ষিকা, ইত্যাদি)+ষ্ণ। সং; ক্লী। ২। ক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্রা সম্বন্ধীয়। ক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্রা+ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

ক্ষৌদ্রপটল—মধুক্রম, মৌচাক। ৬তৎ। সং; ক্লী

ক্ষৌদ্রেয়—১। ক্ষুদ্রাসম্বন্ধীয়। ক্ষুদ্রা+ঢ়েয় ইদ-মর্থে। বিণ; ত্রি। ২। মোম। সং; ক্লী।

ক্ষৌম—১। মসিনাসূত্র নির্ম্মিত; ক্ষুমানির্ম্মিত, রেশমী। ক্ষুমা শব্দ (মসিনাগাছ, রেশম)+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। দুকূল, রেশমী বস্ত্র। সং; পু ও ক্লী। ৩। পট্টবস্ত্র; শণ। সং; ক্লী। ৪। প্রাসাদ। ক্ষু (হাঁচা)+মন্ ক, তদুত্তরে ষ্ণ। সং; ক্লী।

ক্ষৌর—ক্ষুরকর্ম্ম, কামান। ক্ষুর+ষ্ণ। সং; ক্লী।

ক্ষৌরিক—ক্ষুরকর্ম্মকারক, নাপিত। ক্ষুর+ষ্ণিক। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

ক্ষৌরী—ক্ষুর। ক্ষুর+ষ্ণ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্।

ক্ষ্মা—সর্ব্বংসহা, পৃথিবী। ক্ষী+ম্ন অধি, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ক্ষ্মাধর—অনন্তদেব; পর্ব্বত; রাজা। ক্ষ্মা (পৃথিবী)—ধৃ (ধারণ করা)+অন ক, অথবা ক্ষ্মার (পৃথিবী) ধর (ধারণকর্ত্তা), ৬তৎ। সং; পু।

ক্ষ্মাপতি—ভূপতি, রাজা। ৬তৎ। সং; পু।

ক্ষ্মাভৃৎ—অনন্তদেব; পর্ব্বত; রাজা। ক্ষ্মা (পৃথিবী)—ভৃ (ভরণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

ক্ষ্বেড়—১। বিষ, গরল। ২। সিংহনাদ; ধ্বনি। ক্ষ্বিড়+অল্ ভা। সং; পু। [স্ত্রী।

ক্ষ্বেড়া—ধ্বনি; সিংহনাদ। ক্ষ্বিড়+ও ভা। সং;

ক্ষ্বেড়িত—বীরপুরুষদিগের সিংহনাদ। ক্ষ্বিড় (শব্দ করা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ক্ষ্বেলন—সঞ্চালন। ক্ষ্বেল (সঞ্চালিত করা)+অনট্ ভা। সং; পু।

ক্ষ্বেলা, ক্ষ্বেলী—খেলা; চালন। সং, স্ত্রী।

ক্ষ্বেলিত—সঞ্চালিত; চালিত। ক্ষ্বেল (সঞ্চা-লন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

খ

খ—১। দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। খন (বিদারণ করা)+ড ক। সং; পু। ২। সূর্য্য। খন+ড ক। সং; পু। ৩। আকাশ; শূন্য। সং; ক্লী। ৪। স্বর্গ; সুখ। খকখ (হাস্য করা)+ড ক। ৫। ইন্দ্রিয়। খদ (স্থির হওয়া)+ড ক। ৬। পুর, নগর। খট্ট (সংবরণ করা)+ড র্ম্ম। ৭। ব্রহ্ম। সং; ক্লী। ৮। দেহ। খর্ব্ব (গর্ব্ব করা)+ড ক।

খকুন্তল—ব্যোমকেশ, শিব। খ (আকাশ) হইয়াছে কুন্তল (কেশ) যাহার, বহু। সং।

খগ—১। আকাশগামী; শূন্যে বিচরণশীল। বিণ; ত্রি। ২। গ্রহ; পক্ষী; বাণ; সূর্য্য; বায়ু; দেবতা। খ শব্দ (আকাশ, শূন্য)—গম (গমন করা)+ড ক। সং; পু।

খগগতি—পক্ষীর গমন, ডয়ন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। উড্ডীন, প্রডীন, সংডীন, অনুডীন প্রভৃতি পক্ষীর নানাপ্রকার গতি আছে।

খগপতি—পক্ষিরাজ, গরুড়। ৬তৎ। সং; পু।

খগম—১। গগনে বিচরণশীল; গগনচারী (সিদ্ধগন্ধর্ব্বাদি)। খ শব্দ (আকাশ)—গম (গমন করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। তপোবলসম্পন্ন জনৈক ব্রাহ্মণের নাম। সহস্রপাদ নামক অপর এক ঋষিতনয়ের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল। একদা সহস্রপাদ বাল্যস্বভাবহেতু তৃণনির্ম্মিত এক কৃত্রিম সর্প প্রদর্শন করিয়া খগমকে ভয় দেখান। তাহাতে ইনি ভয়ে মূর্চ্ছিত হন। পরিশেষে সংজ্ঞালাভ করিয়া ইনি সখাকে বিষহীন ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া সাপ) হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। অতঃপর বন্ধুর কাতরতায় ও বিনয়বাক্যে বীতক্রোধ হইয়া তাঁহাকে রুরুমুনির দর্শনে শাপমুক্ত হইবার বর দেন।

খগরাজ—পক্ষিশ্রেষ্ঠ, গরুড়। ৬তৎ। সং; পু।

খগবতী—পৃথিবী। খগ+বতু অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

খগান্তক—শ্যেনপক্ষী, বাজপাখী। খগদিগের (পক্ষীদিগের) অন্তক (নাশক), ৬তৎ। সং।

খগাসন—বিষ্ণু। খগ (পক্ষী অর্থাৎ গরুড়) হইয়াছে আসন (বসিবার স্থান) যাহার, বহু। সং; পু।

খগেন্দ্র, খগেশ্বর—পক্ষিরাজ, গরুড়। খগগণের (পক্ষিগণের) ইন্দ্র বা ঈশ্বর (প্রভু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। সং; পু।

খগেন্দ্রধ্বজ—বিষ্ণু। খগেন্দ্র (গরুড়) হইয়াছে ধ্বজ যাহার, বহু। সং; পু।

খগোল—আকাশমণ্ডল; তৎপ্রতিরূপক কৃত্রিম গোলক খ (আকাশ) রূপ গোল, রূপক-কর্ম্মধা। সং; পু।

খগোলবিদ্যা—যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদির বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। খগোল সংক্রান্ত বিদ্যা, মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। সং; স্ত্রী।

খগোলবিবরণ—যে পুস্তকে খগোল বিষয়ের বর্ণনা থাকে। সং; ক্লী।

খচর—১। আকাশে বিচরণশীল; গগনগামী।

খ শব্দ (আকাশ)—চর (গমন করা)+ টক্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। রাক্ষস ; মেঘ ; সূর্য্য ; বায়ু ; গ্রহ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে খচরী।

খচরী—১। রাক্ষসী। সং ; স্ত্রী। ২। আকাশ-গামিনী। খচর দেখ ; খচর+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

খচারিণী—রাক্ষসী। খচারী দেখ ; খচারিন্+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

খচারী—গগনগামী। খ (আকাশ)—চর (গমন করা)+ণিন্ ক=খচারিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে খচারিণী।

খচিত—রচিত ; জড়িত ; অন্তর্নিবেশিত, মধ্যে মধ্যে স্থাপিত ; বদ্ধ ; ব্যাপ্ত। খচ (বন্ধন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

খজ, খজাক—দব্বী, হাতা। খজ (মন্থন করা) +অল্, পক্ষান্তরে আক ণ। সং ; পু।

খ-জল—আকাশের জল, বৃষ্টির জল ; শিশির। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [শাস্ত্রে খ-জল সম্বন্ধে এই-রূপ ব্যবস্থা আছে—বর্ষাকালে মেঘের সহিত আকাশে সর্প, কীট প্রভৃতি বিচরণ করে, অতএব অগস্ত্যোদয়ের পূর্ব্বে খ-জল পান করিবে না]।

খজ্যোতিঃ—খদ্যোত, জোনাকি। খ'তে (আকাশে) জ্যোতিঃ (দীপ্তি) যাহার, বহু। সং ; পু।

খঞ্জ—বিকলপদ, খোঁড়া। খনজ (খোঁড়াইয়া চলা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

খঞ্জন, খঞ্জরীট—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পক্ষী [কবিরা বলেন, ইহার নয়ন অতি সুন্দর এবং নৃত্য করিতে করিতে গমন অতীব মনোহর, এই জন্য তাঁহারা এই পক্ষীর চক্ষুর ও চলনের সহিত সুন্দরীদিগের চক্ষুর ও গমনের তুলনা করিয়া থাকেন]। খঞ্জন= খনজ (খোঁড়াইয়া চলা)+অন ক। খঞ্জরীট =খঞ্জ (খোঁড়া)—ঋ (গমন করা)+কীটন্ ক। সং ; পু।

খট—প্রহারবিশেষ, ঘুসি ; লাঙ্গল ; কফ ; তৃণ ; খড়। খট (আকাঙ্ক্ষা করা)+অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

খটিক—মুষ্টি ; খট দেখ ; খট+ষ্কিক। সং ; পু।

খটিকা—খড়ী। খট (আকাঙ্ক্ষা করা)+ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

খটিনী—খড়ী। খট দেখ ; খট+ইন্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

খটী—খড়ী। খট দেখ ; খট+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্।

খট্টাশ—জন্তুবিশেষ, খাটাশ। খট্ট (সংবরণ করা)+অন্ ক=খট্ট ; খট্ট—অশ (ভোজন করা)+অন্ ক। সং ; পু ও স্ত্রী।

খট্টি, খট্টী—শববহনার্থ খাট, মড়ার খাট। খট্ট (সংবরণ করা)+ই র্ম্ম। সং ; স্ত্রী।

খট্টা—শয়নার্থ খাট, পর্য্যঙ্ক। সং ; স্ত্রী।

খট্বাকা, খট্টিকা—শয়নার্থ ক্ষুদ্র খাট, খাটিয়া। খট্বা+কণ্, পক্ষান্তরে ষ্কিক অল্পার্থে, স্ত্রী-লিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

খট্বাঙ্গ—১। খাটের পায়ার মত মুদ্গর ; খট্বার অঙ্গ ; নরকপালাগ্র লগুড় ; শিবের অস্ত্র-বিশেষ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। সূর্য্যবংশীয় জনৈক নৃপতি। সং ; পু।

খট্বাঙ্গধর,—খট্বাঙ্গধারী, শিব। খট্বাঙ্গ শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক, অথবা খট্বাঙ্গের ধর (ধারণকর্ত্তা), ৬তৎ। সং ; পু।

খট্বাঙ্গভৃৎ—শিব। খট্বাঙ্গ শব্দ—ভৃ (ধারণ করা) ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

খট্বাঙ্গী—শিব। খট্বাঙ্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে=খট্বা-ঙ্গিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

খট্বারূঢ়—খট্বাস্থিত, খট্বায় শয়িত ; অনবহিত, প্রমত্ত ; উচ্ছৃঙ্খল। খট্বায় আরূঢ়, ৭তৎ (সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ২তৎ)। বিণ ; ত্রি।

খট্টিকা—খট্বাকা দেখ।

খড়—১। তৃণবিশেষ। খড়+অল্ র্ম্ম। সং ; ক্লী। ২। ভঙ্গ। খড়+অল্ ভা। সং ; পু।

খড়ক্কিকা, খড়ক্কী—খিড়্কী দরজা ; খড়্খড়ি। খড়ক্ (অব্যক্ত শব্দ)—কৃ+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্=খড়ক্কী। খড়ক্কী+ষ্কিক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্=খড়ক্কিকা। সং ; স্ত্রী।

খ-ডীন—পক্ষিগণের একপ্রকার গতি। খে (আকাশে) ডীন (গতিবিশেষ), ৭তৎ। সং ; ক্লী।

খড়্গ—১। গণ্ডার। খড়+গন্ ক। ২। গণ্ডারের শৃঙ্গ ; তরবাল ; খাঁড়া। খড়+গন্ ণ। সং ; পু। ৩। লৌহ। সং ; ক্লী।

খড়্গকোষ—খড়্গের খাপ। ৬তৎ। সং ; পু।

খড়্গধেনুকা—ছুরিকা ; গণ্ডারী। সং ; স্ত্রী।

খড়্গপত্র—১। অসিফলক। ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। ইক্ষুবৃক্ষ। সং ; পু।

খড়্গপাণি—খড়্গহস্ত, খড়্গধারী ; প্রহারোদ্যত। বহু। বিণ ; ত্রি।

খড়্গহস্ত—প্রহারোদ্যত ; বিরুদ্ধাচারী, খড়্গ-পাণি, খড়্গধারী ; একান্ত বিপক্ষ। বহু। বিণ ; ত্রি।

খড়্গী—১। খড়্গধারী। খড়্গ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=খড়্গিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। ২। গণ্ডার। সং ; পু।

খণ্ড—১। অংশ ; টুকরা ; পরিচ্ছেদ। সং ; পু ও ক্লী। ২। ভেদ ; ছেদ ; মণি-দোষ। খন্ড (ভগ্ন করা)+অল্ ভা। ২। খাঁড় গুড়। খন্ড+অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

খণ্ডকথা—অত্যল্প কথা। খণ্ড মিতা কথা, মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

খণ্ডকর্ণ—শকরকন্দ আলু। খণ্ডপূর্ণ (খাঁড়গুড়-যুক্ত) কর্ণ (কন্দ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

খণ্ডকাব্য—একবিষয়াত্মক ক্ষুদ্র কাব্য। কাব্য দেখ। সং ; ক্লী।

খণ্ডখর্জ্জূর—গুড় দিয়া পাক করা এক প্রকার সুস্বাদু খর্জ্জুর। খণ্ড (খাঁড় গুড়) দ্বারা পক্ব খর্জ্জুর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

খণ্ডধারা—কর্ত্তরী, কাঁচী। সং ; স্ত্রী।

খণ্ডন—নিরাকরণ, অপনয়ন ; ভঞ্জন ; কর্ত্তন ; ছেদন। খন্ড (ভগ্ন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে খণ্ডিত।

খণ্ডনীয়—নিরাকরণীয় ; খণ্ডনযোগ্য ; খণ্ডন-সাধ্য ; ভঞ্জনীয় ; ছেদ্য। খন্ড (ভগ্ন করা) +অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে খণ্ডনী-য়তা, খণ্ডনীয়ত্ব। বিপরীতার্থক শব্দ অখ-ণ্ডনীয়।

খণ্ডনীয়তা, খণ্ডনীয়ত্ব—খণ্ডনীয় দেখ।

খণ্ডপরশু, খণ্ডপশু—শিব ; জামদগ্ন্য, পরশু রাম ; রাহু ; ভগ্নদন্ত হস্তী। বহু। সং ; পু।

খণ্ডপ্রলয়—ক্ষুদ্র প্রলয়, ব্রহ্মা তাঁহার দিবাভাগের সৃষ্টি করিয়া সায়ংকালে যে লয় করেন, তাহা-রই নাম খণ্ডপ্রলয়। কর্ম্মধা। সং ; পু।

খণ্ডাভ্র—খণ্ড মেঘ, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ; দন্তক্ষত বিশেষ। খণ্ড যে অভ্র (মেঘ), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

খণ্ডিক—১। ক্রুদ্ধ, ক্রোধান্বিত। খণ্ড শব্দ+ ষ্কিক কৃত অর্থে, অর্থাৎ খণ্ড কৃত হয় যৎ-কর্তৃক। *বিণ ; ত্রি। ২। কক্ষদেশ, বগল।* খণ্ড+ষ্কিক ভবার্থে। ৩। কলায় ; ঋষি-বিশেষ। সং ; পু।

খণ্ডিত—কর্ত্তিত ; নিরাকৃত ; দ্বিধাকৃত ; ভিন্ন ; ভগ্ন ; ছিন্ন। খণ্ড (ভগ্ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে খণ্ডিতা। বিপরীতার্থক শব্দ অখণ্ডিত।

খণ্ডিতা—১। দ্বিধাকৃতা ; ছিন্না ; ভিন্না ; নিরা-কৃতা। খণ্ডিত দেখ ; খণ্ডিত+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। স্বামীর পরনারী সহবাসচিহ্নাদি দর্শনে কুপিতা ও ঈর্ষাযুক্তা স্ত্রী। খণ্ড+ক্ত ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

খতমাল—মেঘ ; ধূম, ধোঁয়া। খ'তে (আকাশে) তমাল (বৃক্ষবিশেষ) স্বরূপ, ৭তৎ। সং ; পু

খদির—১। খয়ের। সং ; ক্লী। ২। খয়ের গাছ ; ইন্দ্র। খদ (স্থির থাকা, বধ করা)+কির ক। সং ; পু। [পু।

খদিরসার—খয়ের। খদির দেখ। ৬তৎ। সং ;

খদিরিকা—১। লাক্ষা, গালা, লা। খদির+ ষ্কিক সাদৃশ্যার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। লজ্জাবতী লতা। সং ; স্ত্রী।

খদ্যোত—জ্যোতিরিঙ্গণ, জোনাকি ; সূর্য্য। খ (আকাশ)—দ্যুত (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক। সং ; পু।

খদ্যোতমালা—জোনাকিসকল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

খদ্যোতিকা—জ্যোতিরিঙ্গণ, জোনাকি। খদ্যোত দেখ; খদ্যোত শব্দ+কণ্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

খধূপ—হাউই বাজি। খ শব্দ (আকাশ)—ধূপ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক। সং; পু।

খনক—১। খননকারী। খন (খনন করা)+বক ক। বিণ; ত্রি। ২। সিঁদেল চোর; ইন্দুর। সং; পু।

খনন—খোঁড়া। খন (খনন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে খাত।

খননীয়—খননযোগ্য, খননসাধ্য। খন (খনন করা)+অনীয়, পক্ষান্তরে য র্ম। বিণ; ত্রি।

খনয়িত্রী—অস্ত্রবিশেষ, খন্তা। ণিজন্ত খন (খনন করা, খোঁড়া)+তৃন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। স্ত্রী।

খনা—জনৈক প্রাচীন বিদুষী রমণী। প্রবাদ এইরূপ যে, খনা সিংহল দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তথায় মিহিরের সহিত ইহার বিবাহ হয়। মিহিরের পিতা বরাহ ভারতবাসী এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় গণনায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মিহিরের জন্ম হইলে তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন যে, মিহিরের এক বৎসর মাত্র পরমায়ুঃ। পুত্রের অকাল মৃত্যু দর্শন পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে বরাহ, মিহিরকে একটি পাত্রের মধ্যে রাখিয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিলেন। দৈবক্রমে পাত্রটী সিংহলের তীরে উপস্থিত হইল। তৎকালে খনা কয়েকটি রাক্ষসীর সহিত স্নান করিতেছিলেন। খনা পূর্ব্বেই রাক্ষসীদিগের নিকট জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহাতে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভাসমান পাত্রমধ্যে একটি সুন্দর বালককে দেখিতে পাইয়া গণনা করিয়া দেখিলেন যে, বালকের পরমায়ু ১০০ বৎসর, তাহার পিতা ভ্রমে পড়িয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। খনা তখন বালকটিকে লইয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। মিহিরও রাক্ষসীদিগের নিকট জ্যোতিঃশাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। অতঃপর খনা তাঁহাকে বিবাহ করিলেন।

কিছুদিন পরে মিহির আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত হইয়া জন্মভূমি দর্শনার্থ সস্ত্রীক এদেশে আগমন করিলেন। আসিবার সময়ে তাঁহারা দেশ হইতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন। তাঁহারা মিহিরের পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া পরিচয় প্রদান করিলে, প্রথমে তিনি তাহা বিশ্বাস করেন নাই। পরে আবার গণনা করিয়া দেখিলেন, তাহাতেও পুত্র মিহিরের আয়ুষ্কাল ১ বৎসর হইল। তখন খনা বলিলেন—

"কিসের তিথি কিসের বার,
জন্ম নক্ষত্র কর সার।
কি কর শ্বশুর মতিহীন,
পলকে জীবন বার দিন॥"

কথিত আছে যে, ইহার পর খনা পতি ও শ্বশুরের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। পিতার ন্যায় মিহিরও বিক্রমাদিত্যের সভায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, এবং অন্যতম রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইলেন। একদা বিক্রমাদিত্য বরাহকে আকাশের নক্ষত্র গণনা করিয়া তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে বলেন। পিতা-পুত্রে তাহা না পারিয়া রাজার নিকট একদিন সময় চাহিলেন। তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগত হইলে খনা সমস্ত শুনিয়া অনায়াসে তাহা গণিয়া দিলেন। রাজা প্রকৃত উত্তর পাইয়া অনুসন্ধানে খনার পরিচয় পাইলেন। অতঃপর খনাকে আপনার সভায় আর একটি রত্ন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে সভায় আনিবার নিমিত্ত বরাহকে বলিয়া দিলেন। বরাহ কলঙ্কের ভয়ে পুত্রকে খনার জিহ্বা ছেদন করিতে আদেশ করিলেন। মিহির তাহাতে ইতস্ততঃ করায় খনা আপনার মৃত্যুকাল গণনা দ্বারা জানিতে পারিয়া স্বামীকে পিতৃনিদেশ পালন করিতে বলিলেন। জিহ্বা ছেদিত হওয়ায় কিছুক্ষণ পরেই খনা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন।

এই সকল কিংবদন্তীর মূলে কিছুমাত্র সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমতঃ, বরাহকে মিহিরের পিতা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং তাঁহারা বিক্রমাদিত্যের সভার রত্ন, ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের সভায় যে নবরত্ন ছিলেন, তাঁহাদের নাম, যথা—"ধন্বন্তরি ক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পর কালিদাসাঃ। খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং বৈ বররুচির্নব বিক্রমাদিতস্য।" এই শ্লোকে "বরাহমিহিরো" পদটি একবচনান্ত, সুতরাং বরাহমিহির একই ব্যক্তির নাম, দুই ভিন্ন ব্যক্তির নাম নহে। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালা বচনের ন্যায় যে সকল বচন প্রসিদ্ধ আছে, সেগুলি অধুনা সাধারণ-প্রচলিত গ্রাম্য বাঙ্গালায় বিরচিত। ঐগুলি বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য কোন দেশীয়ের রচিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না। অথচ খনাকে প্রথমে সিংহল ও তৎপরে উজ্জয়িনীবাসিনী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। তাঁহার ওরূপ বাঙ্গালা শিখিবার সম্ভাবনা কোথায়? এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তীসমূহ অমূলক বলিয়া প্রতীত হয়।

খনার বচন বলিয়া প্রসিদ্ধ বচনগুলি যদি যথার্থই খনার রচিত হয়, তবে নিঃসন্দেহই তাঁহার বাস বাঙ্গালাদেশে ছিল এবং তিনি দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। আবার সে খনা পুরুষ কি রমণী ছিলেন, তাহাও নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিবার উপায় নাই। সে যাহা হউক, তিনি যে জ্যোতির্ব্বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

খনি, খনী—আকর, যাহা খনন করিয়া ধাতু প্রভৃতি পাওয়া যায়; গর্ত্ত। খন (খনন করা) +ইন্ র্ম। সং; স্ত্রী। [ণ। সং; ক্লী।

খনিত্র—খননাস্ত্র, খন্তা। খন (খনন করা)+ত্র

খপুর—১। আকাশস্থিত নগর। সং; ক্লী। ২। গুবাক বৃক্ষ, গুপারি গাছ। সং; পু।

খপুষ্প—আকাশকুসুম [আকাশকুসুম দেখ]। ৭তৎ। সং; ক্লী।

খমণি—সূর্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

খর—১। শীঘ্র, ত্বরিত; কঠোর, কঠিন; উষ্ণ; তীক্ষ্ণ; তীক্ষ্ণস্পর্শ; কর্কশ। খ শব্দ—রা (দান করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। গর্দ্দভ; অশ্বতর, খচর। সং; পু। ৩। জনৈক রাক্ষস, লঙ্কেশ্বর রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। বিশ্রবার ঔরসে রাকার গর্ভে ইহার জন্ম। ইহার পুত্রের নাম মকরাক্ষ। রাবণের ভগিনী শূর্পণখা বিধবা হইলে, রাবণের আদেশে খর চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্য সহ শূর্পণখার অধীনে পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করিত। পিতৃসত্যপালনার্থ রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীসহ বনবাসী হইয়া যৎকালে পঞ্চবটীতে বাস করেন, সেই সময়ে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করিলে, খর সসৈন্যে রামের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিধন প্রাপ্ত হয়।

খরকর—১। প্রখর কিরণ। কর্ম্মধা। ২। সূর্য্য। খর (তীক্ষ্ণ) হইয়াছে কর (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

খরতর—প্রখর, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। খর শব্দ+তর আতিশয্যার্থে। বিণ; ত্রি।

খরদশনা—তীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্টা। খর হইয়াছে দশন (দন্ত) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

খরধার—তীক্ষ্ণধার, খুব ধারাল। বহু। বিণ; ত্রি

খরবাহিনী—অতিবেগে প্রবাহিতা। খর—বহ +ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

খরশর—১। তীক্ষ্ণবাণ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। তীক্ষ্ণবাণবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

খরশাণ—তীক্ষ্ণস্পর্শশাণযন্ত্র। কর্ম্মধা। সং; পু।

খরস্রোতঃ—অতি উৎকট স্রোতঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

খরস্রোতাঃ—অত্যুৎকট স্রোতোবিশিষ্টা। বহু। বিণ; স্ত্রী। (ইহা সর্ব্বদা নদীর বিশেষণ-

রূপেই প্রযুক্ত হয়। নদের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলেও ঐপ্রকার রূপই হইবে)।
খরা—গর্গরী। খর দেখ; খর+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
খরাংশু—সূর্য্য। খর (তীক্ষ্ণ) হইয়াছে অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।
খরিদ্দার—ক্রেতা, ক্রয়কারী। যাবনিক শব্দ।
খর্ব—১। মহাদেব; অশ্ব; দন্ত; দর্পক, কামদেব। খন (খনন করা)+কু ক, নিপাতনে সিদ্ধ। সং; পু। ২। শুভ্রবর্ণ; নির্ব্বোধ। বিণ; ত্রি। ৩। পতিংবরা কন্যা। সং; স্ত্রী।
খর্জন—কণ্ডুয়ন, চুলকান। সং; ক্লী।
খর্জু, খর্জু—১। খেজুর গাছ; একপ্রকার কীট। খর্জ (ঘর্ষণ করা, ইত্যাদি)+উ ক। ২। চুলকান। খর্জ+উ ভা। সং; স্ত্রী।
খর্জুর—১। খেজুর গাছ; বৃশ্চিক। খর্জ+উর ক। সং; পু। ২। খেজুর। সং; ক্লী।
খর্জুরী—খেজুর গাছ। খর্জুর দেখ; খর্জুর+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
খর্পর—১। মাথার খুলি; চোর; ধূর্ত্ত; শঠ ভিক্ষাপাত্র; খাপরা। সং; পু। ২ কাজল। সং; পু ও ক্লী।
খর্ম্ম—পৌরুষ; রেশমী বস্ত্র। সং; ক্লী।
খর্ব—১। বামন, বেঁটে। বিণ; ত্রি। ২ সংখ্যাবিশেষ। খর্ব (গমন করা)+অ ক। সং; ক্লী।
খর্বট—ক্ষুদ্র নগর; চারিশত গ্রামের মধ্যস্থ গ্রাম। খর্ব দেখ; খর্ব—অট (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।
খর্ব্ব—১। কুবেরের নিধিবিশেষ। সং; পু। ২। বামন, বেঁটে। বিণ; ত্রি।
খর্ব্বকায়—বামন, বেঁটে। বহু। বিণ; ত্রি।
খর্ব্বকৃতি—বামনের কার্য্য। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
খর্ব্বাকার, খর্ব্বাকৃতি—বামনবৎ আকার বিশিষ্ট, বেঁটে। খর্ব্ব হইয়াছে আকার, আকৃতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
খল—১। হিংস্র, পরশ্রীকাতর; দুর্জন; অন্ত্যজ, নীচ; নিষ্ঠুর, ক্রূর। খল (সঙ্কলন ও সঞ্চয়)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। খোল; মৃত্তিকা। সং; ক্লী।
খলতা—নীচতা; ক্রূরতা; হিংসা; দুর্জনতা। খল দেখ; খল+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।
খলতাজনিত—ক্রূরতায় উৎপাদিত, খলতা করায় যাহার উৎপত্তি হইয়াছে। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
খলতি—১। টাকবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি। ২। [illegible]র টাক। স্খল (স্খলিত হওয়া)+অ[illegible] ক। সং; পু।
খলপূ—মার্জ্জনকারী, ফরাশ। খল দেখ; খল—পূ (পরিষ্কার করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু ও ক্লী।
খলি—খোল; তৈলাদির শিটে। সং; পু।
খলিত—টাকবিশিষ্ট। স্খল (স্খলিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।
খলিন, খলীন—অশ্বাদির মুখস্থিত লাগাম বাঁধিবার লৌহ (Bit)। সং; পু ও ক্লী।
খলিনী—খলসমূহ; খামারসকল। খল+ইন্ সমূহার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
খলিশ—খলিশা মাছ। সং; পু ও স্ত্রী।
খলু—উৎপ্রেক্ষা; বাক্যালঙ্কার; বীপ্সা; নিষেধ; নিশ্চয়; হেতু; প্রশ্ন; জিজ্ঞাসা; বিনয়, অনুনয়। খল (সঞ্চয় করা)+উ ক। ব্য।
খলেকপোত—ন্যায়বিশেষ। সং; পু।
খলেকপোতিকা—ন্যায়বিশেষ। সং; স্ত্রী।
খল্ল—চর্ম্ম; চাতক; ঔষধ মাড়িবার খল। খল (সঞ্চয় করা, ইত্যাদি)+ক্বিপ্ ক, তদুত্তরে লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; পু।
খল্লিট, খল্লীট—টাকবিশিষ্ট; টেকো। বিণ; ত্রি
খল্লী—হাত পায়ে খিল ধরা। খল্ল দেখ। খল্ল+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
খবাষ্প—হিম, নীহার। খ'র (আকাশের) বাষ্প, ৬তৎ। সং; পু।
খশ, খস—দেশবিশেষ; তদ্দেশীয় লোক; জাতি বিশেষ। সং; পু।
খষ্প—ক্রোধ; বলাৎকার। সং; পু।
খস—পাঁচড়া, খোষ। সং; পু।
খাট—১। খট্বা। সং; পু। ২। ছোট; খর্ব। দেশজ; বিণ।
খাটি, খাটী—মড়া বহন করিবার খাট; কিণ, কালসিটে; আবদার। খট+ইঞ্ কর্ম্ম। স্ত্রী।
খাড়ি—যে সঙ্কীর্ণ সাগরাংশ উপকূলভাগে প্রবেশ করিয়াছে। সং। [বিণ; ত্রি।
খাড়িগক—খড়্গধারণকারী। খড়্গ+ষ্ণিক
খাণ্ডব—মহাভারতোক্ত ইন্দ্রপ্রস্থ সন্নিহিত প্রদেশ। [এইখানে খাণ্ডব বন নামে প্রসিদ্ধ অরণ্য ছিল। সুভদ্রা হরণের পর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় বহ্নিদেবের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত তাঁহাকে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে দিয়াছিলেন। এই দাহন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র সশস্ত্র হইয়া অন্যান্য দেবগণসহ অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে উপস্থিত হন। পরন্তু অসাধারণ ভুজবীর্য্যসম্পন্ন পরন্তপ পার্থ তাঁহাদিগের সমস্ত চেষ্টা যত্ন ব্যর্থ করিয়া অগ্নির তৃপ্তিসাধন করেন]। অধুনা মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত নিমার জেলার প্রধান নগর [প্রবাদ যে, এইখানেই খাণ্ডব দাহ হইয়াছিল]। খণ্ড (ভগ্ন করা, ইত্যাদি)+অন্ ক, তদুত্তরে ষ্ণ ও ব। সং; পু।
খাণ্ডবদাহন—খাণ্ডব নামক প্রসিদ্ধ বন দগ্ধ করান। ৬তৎ। সং; ক্লী। খাণ্ডব দেখ।
খাণ্ডিক—মোদক, ময়রা। সং; পু।
খাত—১। পুষ্করিণী; গর্ত্ত। খন (খনন করা)+ক্ত কর্ম্ম। সং; ক্লী। ২। খনন করা হইয়াছে এরূপ, খনিত। বিণ; ত্রি।
খাতক—১। গর্ত্ত। খাত+কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী। ২। অধমর্ণ, ঋণী; খননকারী। খাত দেখ; খাত শব্দ—কৃ+ড ক। সং; পু।
খাদক—ভক্ষক; অধমর্ণ, ঋণী। খাদ (ভক্ষণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।
খাদন—১। ভক্ষণ। খাদ (ভক্ষণ করা)+অনট্ ভা। ২। খাদ্যদ্রব্য। খাদ+অনট্ কর্ম্ম। সং; ক্লী।
খাদিত—ভক্ষিত। খাদ (ভক্ষণ করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে খাদন।
খাদির—খদিরনির্ম্মিত; খদিরবিষয়ক। খদির শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি।
খাদী—খাদক, ভক্ষক। খাদ (ভক্ষণ করা)+ণিন্ ক=খাদিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।
খাদ্য—ভোজ্য, ভক্ষ্য, খাওয়ার যোগ্য। খাদ (ভোজন করা)+য কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। [খাদ্য চয় প্রকার, যথা—ভক্ষ্য, ভোজ্য, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়। মোদকাদি ভক্ষ্য; অন্ন সূপাদি ভোজ্য; চাউল, চিড়া প্রভৃতি চর্ব্ব্য; আম্র ইক্ষু প্রভৃতি চোষ্য; রসালাদি লেহ্য; এবং দুগ্ধাদি পেয়]। [পু।
খাদ্যাভাব—ভক্ষ্যদ্রব্যের অপ্রতুল। ৬তৎ। সং;
খাদ্যোৎপন্ন—খাদ্য দ্রব্য হইতে উদ্ভূত, ভক্ষ্যজাত (শরীরের রস রক্তাদি ও বল প্রভৃতি খাদ্যোৎপন্ন)। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।
খানাতল্লাসী—বাসস্থানে কি কি দ্রব্য আছে, কোনও বিরুদ্ধ দ্রব্যাদি আছে কি না, ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধান।
খারি, খারী—ধান্যাদি শস্য মাপ করিবার পাত্র। খ—আ—রা (দান করা)+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
খারিন্ধম—শস্যপরিমাণকারক, কয়াল। খারি দেখ; খারি—ধ্মা (শব্দ করা ইত্যাদি)+খশ্ ক। বিণ; ত্রি।
খালিত্য—টাক। খলিত (টাকযুক্ত)+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।
খিখি—শৃগাল, খ্যাঁকশিয়াল। সং; পু ও স্ত্রী।
খিদির—সন্ন্যাসী; দুঃখী; চন্দ্র। সং; পু।
খিদ্যমান—খেদ করিতেছে বা দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এরূপ। খিদ+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে খিদ্যমানা।
খিন্ন—পরিশ্রান্ত; দুঃখিত; অলস। খিদ (খেদ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।
খিল—১। বিষ্ণু। সং; পু। ২। পরিশিষ্ট; উৎসন্ন; অকৃষ্ট (ক্ষেত্রাদি)। খ (শূন্য)—লা (গ্রহণ করা)+ড ক। বিণ; ত্রি।
খুর—কামাইবার অস্ত্র, ক্ষুর; খাটের খুর; ঘোটকাদির পায়ের খুর। খুর (ছেদন বা)+ণ। সং; পু।

খুরণস, খুরণস্—খুরনাসিক, খাঁদা। খুরের ন্যায় নাসিকা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

খুরপ্র—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণবিশেষ; ঘাস কাটিবার অস্ত্রবিশেষ, খুরপো। খুর–প্রথ (প্রক্ষেপ করা)+ড ক। সং; পু।

খুরলী—শরাভ্যাস; অস্ত্রশিক্ষা; অভ্যাস। খুর শব্দ+কলচ্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

খুরালিক—১। নাপিতের ভাঁড়। খুরালি (খুরসমূহ)+ষ্ণিক "ধৃত হয় যদ্দ্বারা" অর্থে। ২। নারাচাস্ত্র; উপাধান, বালিশ। খুর=খাটের খুর, খুর আছে যাহার, খুর+অ অস্ত্যর্থে=খুর–খাট; খুরের (খাটের) অল (শোভা) খুরাল; খুরাল+ষ্ণিক, যদ্দ্বারা খুরাল অর্থাৎ খাটের শোভা কৃত হয়। সং; পু।

খুল্ল—ক্ষুদ্র, ছোট; অল্প; লঘু; কনিষ্ঠ। খু (শব্দ করা)+ক্বিপ্ ক=খুৎ, তদুত্তরে লা (গ্রহণ করা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

খুল্লতাত—পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, খুড়া, কাকা। কর্ম্মধা। সং; পু।

খুল্লনা—ইনি বিখ্যাত শ্রীমন্ত সওদাগরের জননী। ইনি পূর্ব্বজন্মে রত্নমালা নামে স্বর্গের অপ্সরা ছিলেন। দুর্গার অভিশাপে ইনি মানবী হইয়া লক্ষপতি বণিকের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সহিত ধনপতি সদাগরের বিবাহ হয়। ইঁহারই গর্ভে শাপভ্রষ্ট শ্রীমন্ত জন্মগ্রহণ করেন। ধনপতি বাণিজ্যার্থ বিদেশে গমন করিলে খুল্লনা সপত্নীর হস্তে নিগৃহীতা হইয়াছিলেন। পরে শ্রীমন্তের চেষ্টায় তিনি দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে ইঁহার দুঃখময় জীবনের অবসান হয়।

খেচর—১। গগনে বিচরণকারী। খ শব্দের ৭মীর ১বচনে খে (আকাশে); খে–চর (বিচরণ করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। সূর্য্যাদি গ্রহ; পক্ষী; শিব। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে খেচরী।

খেচরান্ন—দ্বিদলান্ন, খিচুড়ী। খেচর (দ্বিদলাদি মিশ্রিত) যে অন্ন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

খেচরী—১। আকাশগামিনী। খেচর দেখ; খেচর+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। তন্ত্রোক্ত মুদ্রাবিশেষ; দ্বিদলান্ন, খিচুড়ী। সং; স্ত্রী।

খেটক—১। ফলক, ঢাল; ধনবৃদ্ধিজীবী, সুদখোর; বলদেবের গদা। খিট (জীবিত করা)+ণক ক। ২। পল্লীগ্রাম। খিট (ভয় পাওয়া)+ণক ক। সং; পু।

খেদ—শোক; দুঃখ; শ্রম, শ্রান্তি; অবসন্নতা। খিদ (খেদ করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে খিন্ন, খেদিত।

খেদিত—১। বিতাড়িত। খেদি (খেদ করান)+ক্ত কর্ম্ম। ২। খেদযুক্ত, দুঃখিত। খেদ (দুঃখ)+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

খেয়—১। খননযোগ্য। খন (খনন করা)+য কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। গড়খাই। সং; ক্লী।

খেলন—খেলা দেখ। খেল (খেলা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

খেলা—ক্রীড়া; লীলা। খেল (খেলা করা)+ও ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

খোড়, খোর, খোল—খঞ্জ। খোড়, খোর, খোল (খোঁড়াইয়া চলা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

খোল, খোলক—মৃদঙ্গ; আবরণকারী বস্ত্রবিশেষ; টোপর; পাগড়ী; হাঁড়ী; উইঢিপি; অভ্যন্তর। খোল=খু (শব্দ করা) +ল ক। খোলক=খোল+কণ্। সং; পু।

খ্যাত—কথিত; বিশ্রুত; প্রসিদ্ধ, খ্যাতিযুক্ত। খ্যা (বলা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে খ্যাতি।

খ্যাতনামা—(খ্যাতনামন্)। যাহার নাম প্রসিদ্ধ, যাহাকে দশজনে জানে। খ্যাত হইয়াছে নাম যাহার, বহু। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে খ্যাতনাম্নী।

খ্যাতি—১। প্রসিদ্ধি; লোকবিশ্রুতি; যশঃ; জ্ঞান। খ্যা (বলা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে খ্যাত। ২। দক্ষপ্রজাপতির এক কন্যার নাম খ্যাতি। ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগুর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার গর্ভে লক্ষ্মী নাম্নী কন্যা এবং ধাতা ও বিধাতা নামক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করে।

খ্যাতিপ্রতিপত্তি—সুখ্যাতি ও সম্মান। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী। [প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভাষার নিয়মে প্রায় সমার্থক শব্দদ্বয় অনেক স্থলে একদা প্রযুক্ত হয়। যথা—ভরণ পোষণ, দেখা সাক্ষাৎ, ইত্যাদি। সেইরূপ এখানেও খ্যাতি প্রতিপত্তি পদদ্বয়ের একদা প্রয়োগ করা হইয়াছে]।

খ্যাত্যাপন্ন—লব্ধখ্যাতি, প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত। খ্যাতিকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ; ত্রি।

খ্যাপক—কথক, প্রচারক, ঘোষক। ণিজন্ত খ্যা বা খ্যাপি (বলান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে খ্যাপিকা।

খ্যাপন—ঘোষণা, প্রচার; কথন; জ্ঞাপন। ণিজন্ত খ্যা (বলান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

গ

গ—১। তৃতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। ২। গণেশ; গন্ধর্ব্ব; গগন। গৈ (গান করা)+ড ক। ৩। গীত; ছন্দঃশাস্ত্রে গুরুস্বর বর্ণ। গৈ+ড কর্ম্ম। সং; পু। ৪। গায়ক। গৈ+ড ক। বিণ; ত্রি। একাক্ষর কোষে লিখিত আছে যে, পুংলিঙ্গ গ শব্দের অর্থ গণপতি ও গন্ধর্ব্ব, এবং ক্লীবলিঙ্গ গ শব্দের অর্থ গীত। গো শব্দে ধেনু ও সরস্বতী বুঝায়।

তন্ত্রশাস্ত্রে গকারের নিম্নলিখিত অর্থ আছে। গৌরী, গৌরব, গঙ্গা, গণেশ, গোকুলেশ্বর, শার্ঙ্গী, পঞ্চাত্মক, গাথা, গন্ধর্ব্ব, সর্ব্বগ স্মৃতি, সর্ব্বসিদ্ধি, প্রভা, ধূম্রা, দ্বিজাখ্য, শিবদর্শন, বিশ্বাত্মা, গো, পৃথগ্‌রূপা, বালবন্ধ, ত্রিলোচন, গীত, সরস্বতী, বিদ্যা, ভোগিনী, নন্দন, ধরা, ভোগবতী, হৃদয়, জ্ঞান, জালন্ধর ও লব।

গগন—আকাশ। গম (গমন করা)+অন ক

গগনগতি—১। আকাশে গমন। ৭তৎ। সং; ক্লী। ২। আকাশগামী। গগনে গতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ৩। দেবতা; গ্রহনক্ষত্রাদি। সং; পু।

গগনচর—আকাশগামী। গগন–চর (গমন করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি।

গগনপথ—আকাশরূপ পথ। রূপক। সং; পু।

গগনপ্রান্ত—আকাশের প্রান্তভাগ, আকাশের যে অংশ পৃথিবীর পরিধির সহিত সংযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। ৬তৎ। সং; পু।

গগনভ্রষ্ট—আকাশচ্যুত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

গগনমণ্ডল—নভোমণ্ডল, গোলাকার সমস্ত আকাশ। ৬তৎ অথবা কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গগনশোভন—আকাশের শোভাদায়ক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

গগনস্পর্শ—আকাশস্পর্শ। ৬তৎ। সং; পু।

গগনস্পর্শী—আকাশস্পর্শকারী। গগন—স্পৃশ+ণিন্ ক=গগনস্পর্শিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গগনস্পর্শিনী।

গগনাম্বু—দিব্যোদক, মেঘনিঃসৃত জল। গগনের (আকাশের) অম্বু (জল), ৬তৎ। সং; ক্লী।

গগনেচর—১। আকাশগামী। গগন শব্দের ৭মীর ১বচনে গগনে (আকাশে); গগনে—চর (গমন করা)+টক্ ক বিণ; ত্রি। ২। সূর্য্যাদিগ্রহ; নক্ষত্রাদি; রাশিচক্র; বিহঙ্গাদি। সং; পু।

গঙ্গা—স্বনামপ্রসিদ্ধা নদী, ভাগীরথী, জাহ্নবী। গম (গমন করা)+গন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্; অথবা, গো শব্দের ২য়ার ১বচনে গং (পৃথিবীকে); গাং–গম+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্; যিনি (ব্রহ্মলোক হইতে) পৃথিবীতে গমন করিয়াছেন, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ।

গঙ্গার উৎপত্তি ও মর্ত্ত্যলোকে আগমন সম্বন্ধে এস্থলে দুইটি পৌরাণিক উপাখ্যান সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে;—

১ম। দেবর্ষি নারদ একদা নানা রাগরাগিণীযুক্ত সঙ্গীত করেন। দেবর্ষির ত্রুটি নিবন্ধন সেই সকল রাগরাগিণীর তাল ভঙ্গ হয়; কিন্তু নারদ তাহা বুঝিতে পারেন নাই; প্রত্যুত তিনি মনে করিয়াছিলেন যে,

আমি অতি আশ্চর্য্য সঙ্গীতজ্ঞান লাভ করিয়াছি। নারদের এই গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত রাগরাগিণীগণ বিকলাঙ্গ নরনারীগণের আকারে পথপ্রান্তে পড়িয়া রহিলেন। নারদ সেই পথ দিয়া যাইবার সময়ে তাঁহাদিগের অঙ্গবৈকল্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন, "নারদ নামে একটি লোক আছে, সে মনে করে যে, আমি সঙ্গীতশাস্ত্রে কত জ্ঞানই লাভ করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ শাস্ত্রে তাহার বড় বেশী জ্ঞান নাই। আমরা রাগ রাগিণী; সে আলাপকালে আমাদের যে অঙ্গভঙ্গ করিয়াছে, অদ্যাপি তাহার সংশোধন হইতেছে না।" ইহা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ অহঙ্কারশূন্য হইলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের অঙ্গবৈকল্য মোচনের উপায় কি?" তাহাতে তাঁহারা বলিলেন যে, যদি মহাদেব স্বয়ং সঙ্গীত করেন, তবেই আমরা পুনর্ব্বার আমাদের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারি। দেবর্ষি এই কথা শুনিয়া মহাদেবের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে আমূল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মহেশ্বর শ্রবণমাত্র সম্মত হইয়া বলিলেন, "প্রকৃত শ্রোতা না থাকিলে আমি সঙ্গীতচর্চ্চা করি না; অতএব যদি জনৈক প্রকৃত শ্রোতা মিলাইতে পার, তবেই আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি।" তখন নারদ বুঝিলেন যে, আমি তো গায়কের উপযুক্তই নহি, পরন্তু এখন দেখিতেছি যে, শ্রোতারও উপযুক্ত হইতে পারিলাম না। যাহা হউক, অগ্রে উপস্থিত কার্য্য সম্পাদন করা আবশ্যক, পশ্চাৎ এ বিষয়ের যাহা হয় করা যাইবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি মহাদেবকে বলিলেন, "এ জগতে সঙ্গীতের প্রকৃত শ্রোতা কে কে হইতে পারেন আপান নির্দ্দেশ করুন, আমি তাঁহাদিগকে এস্থলে আনয়ন করিতেছি।" মহাদেব উত্তর করিলেন, "সংপ্রতি এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃত সঙ্গীত-শ্রোতা দেখিতে পাইতেছি না; তবে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে আনয়ন করিতে পারিলে একরূপ হইলেও হইতে পারে।" এতচ্ছ্রবণে দেবর্ষি অশেষ সাধনায় ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে তথায় আনয়ন করিলেন, মহাদেব সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কিয়ৎকালের পর দৃষ্ট হইলে যে, বিকৃতাঙ্গ রাগরাগিণীগণ সুস্থাঙ্গ হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। মহাদেব যে সঙ্গীত করিলেন, ব্রহ্মা তাহার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইলেন না; বিষ্ণু কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত যাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি দ্রবীভূত হইয়া গেলেন। ব্রহ্মা সঙ্গীতে একাগ্র হইতে পারেন নাই, এ কারণ তিনি স্বীয় কমণ্ডলুতে দ্রবীভূত বিষ্ণুকে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সেই দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গা নামে খ্যাত। ইহার বহুকাল পরে কপিল মুনির শাপে সগরবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ভগীরথ পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধারমানসে কঠোর তপশ্চরণে ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে গঙ্গাকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে পতনকালে দেবাদিদেব মহাদেব ইঁহাকে মস্তকে ধারণ করেন। পরে ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে বিন্দুসরোবরে ত্যাগ করেন। সেখান হইতে ইনি সপ্তধারায় প্রবাহিতা হন; তন্মধ্যে হ্লাদিনী, পাবনী, ও নলিনী নামে তিন ধারা পূর্ব্বদিকে ও সীতা, সিন্ধু, ও কুচক্ষু নামে তিন ধারা পশ্চিমদিকে গমন করেন, এবং এক ধারা ভগীরথের পশ্চাদ্গামিনী হইয়া ভাগীরথী নামে খ্যাত হইয়াছেন। করিবর ঐরাবত ইঁহাকে ধারণ করিতে প্রয়াস পাইলে, ইনি তাহাকে স্রোতে ভাসাইয়া মৃতবৎ করেন, এবং পরে দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন। হিমালয়ের গোমুখী নামক স্থান দিয়া ইনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। পথে জহ্নুমুনির যজ্ঞভূমি প্লাবিত করিয়া তাঁহার যজ্ঞদ্রব্য ভাসাইয়া লইয়া যাওয়ায় মুনিবর কুপিত হইয়া সমস্ত গঙ্গাজল পান করিয়া ফেলেন। পরে ভগীরথের ও দেবগন্ধর্ব্বাদির স্তবে তুষ্ট হইয়া জানু বিদারণপূর্ব্বক (মতান্তরে কর্ণপথ দিয়া) ইঁহাকে মুক্তিদান করেন। তদবধি গঙ্গা জহ্নুমুনির কন্যাস্থানীয়া হইয়া জাহ্নবী নামে খ্যাত হন। অনন্তর অব্যাহত ভাবে ভগীরথপ্রদর্শিত পথে প্রবাহিত হইলে ইঁহার পূত সলিলস্পর্শে সগরসন্তানগণের মুক্তি হয়।

একদা গঙ্গা ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথে অভিশপ্ত বসুগণের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদিগের স্তব ও অনুনয় বিনয়ে তুষ্ট হইয়া ইনি স্বয়ং মানবীরূপে তাঁহাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে শাপ হইতে মুক্ত করিতে স্বীকৃতা হন। অতঃপর মানবীবেশে শান্তনু রাজার পত্নী হইয়া তাঁহাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করেন যে, ইঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে তিনি ব্যাঘাত দিতে পারিবেন না, ব্যাঘাত জন্মাইবার চেষ্টা করিলেই ইনি অন্তর্হিতা হইবেন। শান্তনুর ঔরসে ইঁহার ক্রমে আটটি পুত্র জন্মে। পুত্র জন্মিবামাত্র ইনি তাহা জলে নিক্ষেপ করেন। এইরূপে সাতটী পুত্র নিক্ষিপ্ত হইলে পর, অষ্টম পুত্রের নিক্ষেপকালে শান্তনু ইঁহার কার্য্যে ব্যাঘাত দিয়া পুত্রটিকে রক্ষা করিতে বলেন। পুত্র রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু ইনি আর শান্তনুর ভার্য্যা রহিলেন না; পুত্র দেবব্রতকে (ভীষ্মকে) লইয়া অন্তর্হিতা হইলেন। অতঃপর দেবব্রত উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, গঙ্গা তাঁহাকে শান্তনুর নিকট অর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

২য়। গঙ্গা গিরিরাজ হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, তৎপত্নী মেনকার গর্ভে ইঁহার জন্ম। দেবগণের চেষ্টায় মহাদেবের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার অদর্শনে শোকাভিভূতা মেনকা ইঁহাকে সলিলরূপিণী হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। তদবধি ইনি জলরূপে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করিতে থাকেন।

পরবর্ত্তী অংশ পূর্ব্বের ন্যায়। পূর্ব্বে দেখ।

গঙ্গাগমন—গঙ্গায় গতি। ৬৩৫। সং; ক্লী।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ—ইনি পাইকপাড়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পিতার নাম গৌরাঙ্গ। ইঁহারা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবু (কৃষ্ণচন্দ্র) ইঁহারই পৌত্র। ইঁহাদের পূর্ব্বনিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঁদি গ্রাম। সেখানে এখনও ইঁহাদের বৃহৎ অট্টালিকা, দেবালয়, ও অন্যান্য কীর্ত্তি আছে; গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধাগোবিন্দ সিংহের স্থলাভিষিক্ত হইয়া বঙ্গের নায়েব-সুবাদার রেজা খাঁর অধীনে কানুনগোর কার্য্য করিতেন। মহম্মদ রেজা খাঁ পদচ্যুত হইলে, সেই সঙ্গে গঙ্গাগোবিন্দেরও কর্ম্ম যায়। অতঃপর ইনি কার্য্যান্বেষণে কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিতি করেন। এই সময়ে ভাগ্যক্রমে ইনি তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের শুভদৃষ্টিতে পড়েন এবং ক্রমে তাঁহার সকল কার্য্যের দেওয়ান হন। রাজস্ববিভাগের সমুদায় কার্য্যের ভার ইঁহার হাতে পড়ায় ইনি হেষ্টিংসের কৃপায় নানা উপায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাগোবিন্দ পদচ্যুত হন। কিন্তু ইহার পরেই হেষ্টিংসের বিরোধী সদস্য মন্‌সন সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় হেষ্টিংস ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় গঙ্গাগোবিন্দকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। এইবার গঙ্গাগোবিন্দের অর্থ উপার্জ্জনের পথ আরও প্রশস্ত হয়। তখন এমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না। পাঁচ বৎসর অন্তর মেয়াদী বন্দোবস্ত হইত। সুতরাং মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে গঙ্গাগোবিন্দ যাঁহার নিকট অধিকপরিমাণে অর্থ পাইতেন, তাঁহারই সহিত বন্দোবস্ত করিতেন। অল্প দিনের মধ্যেই গঙ্গাগোবিন্দ দেশের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। এমন কি নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও ইঁহাকে

ভয় করিয়া চলিতেন। কথিত আছে যে, গঙ্গাগোবিন্দ আপনার মাতৃশ্রাদ্ধে বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। সেরূপ শ্রাদ্ধ নাকি বঙ্গদেশে আর হয় নাই। শ্রাদ্ধসভার সমারোহ দেখিয়া নদীয়ার মহারাজ শিবচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"দাওয়ানজী, এ যে দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার দেখিতেছি।" গঙ্গাগোবিন্দ হাসিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে, তাহারও অধিক; কারণ দক্ষযজ্ঞে শিবের আগমন হয় নাই, এখানে হইয়াছে।" আরও দুইটি কর্ম্ম উপলক্ষে গঙ্গাগোবিন্দ বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। প্রথমটি বেলুড় গ্রামে নিজ বাসভবনে পুরাণ পাঠ। দ্বিতীয়টি পৌত্রের (লালা বাবুর) অন্নপ্রাশন। এই কার্য্যে স্বর্ণ পত্রে খোদিত লিপি দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রিত করা হইয়াছিল। হেষ্টিংস কর্ম্মত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলে গঙ্গাগোবিন্দেরও কর্ম্ম যায়।

গঙ্গাটেয়—চিঙ্গড়ীমাছ। গঙ্গাটা শব্দ + ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু। গঙ্গাটা = গঙ্গা — অট (গতি) + অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্।

গঙ্গাতীর—গঙ্গানদীর তট। ৬তৎ। সং; ক্লী। "ভাদ্রকৃষ্ণ চতুর্দ্দশ্যাং যাবদাক্রমতে জলম্। তাবদ্‌গর্ভং বিজানীয়াৎ তদূর্দ্ধং তীরমুচ্যতে। সার্দ্ধহস্তশতং যাবদ্ গর্ভতস্তীরমুচ্যতে॥" অর্থাৎ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে যে পর্য্যন্ত জল উত্থিত হয়, সেই পর্য্যন্ত গঙ্গার গর্ভ, তাহার উর্দ্ধদেশ তীর বলিয়া কথিত। গর্ভ হইতে দেড় শত হস্ত পর্য্যন্ত ভূমি তীর।

গঙ্গাদত্ত—১। গঙ্গাকর্ত্তৃক সমর্পিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। ২। ভীষ্ম। সং; পু।

গঙ্গাদ্বার—গঙ্গা যে স্থান দিয়া ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। ৬তৎ। সং; ক্লী। [ইহা হরিদ্বার, মোক্ষদ্বার, গঙ্গাদ্বার, মায়াপুরী প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত]।

গঙ্গাধর—শিব [গঙ্গা দেখ]; সমুদ্র। গঙ্গাকে ধরেন যিনি, উপ। গঙ্গা — ধৃ + অন্ ক, অথবা ধরে যে সে ধর = ধৃ + অন্ ক; গঙ্গার ধর (ধারক), ৬তৎ। সং; পু।

গঙ্গাধর কবিরাজ—বঙ্গের একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও শাস্ত্রীয় চিকিৎসক। ইঁহার পিতার নাম কবিরাজ ভবানীপ্রসাদ রায়। ১৭৯৮ খ্রীঃ অব্দে যশোহর জেলার মাগুরা গ্রামে গঙ্গাধরের জন্ম হয়। ইনি অতিশয় মেধাবী ও সুশীল ছিলেন। ইনি অতি অল্প বয়সে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, এবং অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আয়ুর্ব্বেদীয় চরকাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে ইঁহার নিয়ম ছিল, প্রত্যহ ১০ পাতা পুঁথি পাঠ লইবেন, এবং তাহা অভ্যাস করিয়া মনোমধ্যে দৃঢ়াঙ্কিত করিবার নিমিত্ত এবং হস্তাক্ষরের সৌন্দর্য্যসাধনার্থ প্রত্যহ সেই ১০ পাতা লিপিবদ্ধ করিবেন। এই লিখনপঠনের মধ্যে ইঁহার অধ্যাপকের অন্যান্য ছাত্রদিগকে ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্যাদি বিষয়ে পাঠ দিতেন। এই সময়ে ইনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের একখানি টীকা করেন। অতঃপর আয়ুর্ব্বেদের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ইনি কলিকাতায় আগমন করেন। সে সময়ে কলিকাতায় ইংরেজী ডাক্তারী চিকিৎসার বিশেষ প্রাদুর্ভাব। সুতরাং ইনি আধুনিক রাজধানী সুবিধাকর স্থান বিবেচনা না করিয়া প্রাচীন রাজধানী মুর্শিদাবাদে গমনপূর্ব্বক সৈদাবাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে গঙ্গাধরের বয়ঃক্রম ২১ বৎসর মাত্র। এই অল্প বয়সে ইনি খ্যাতনামা চিকিৎসক ও অধ্যাপকের সহিত বাদানুবাদ দ্বারা স্বীয় মত স্থাপন এবং অনেক লোকের বহুবিধ উৎকট রোগের শান্তি করায় দেশময় তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

গঙ্গাধর বাল্যকালে মুগ্ধবোধের যে টীকা করেন, তাহা ভিন্ন বোপদেব তাঁহার মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের যে অংশ শেষ করিয়া যান নাই, সেই অংশ সমাপ্ত করিয়া সমগ্র মুগ্ধবোধের পুনরায় আর একখানি টীকা করেন। এই দুইখানি টীকাই গঙ্গাধরের বিদ্যাবুদ্ধির সমুজ্জ্বল ও অদ্ভুত নিদর্শন। এই সময় ইনি "লোকালোক পুরুষীয়" ও "দুর্গবধকাব্য" নামে দুইখানি মহাকাব্য লেখেন। চরকসংহিতার চক্রদত্তকৃত একখানি টীকা আছে। সে টীকা অসম্পূর্ণ। গঙ্গাধর সমস্ত চরকের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া "জল্পকল্পতরু" নামে টীকা প্রণয়ন করেন। এই সকল ব্যতীত তিনখানি উপনিষদের ভাষ্য, পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্য, প্রাচ্যপ্রভা নামে অলঙ্কারশাস্ত্র, ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যান, পদ্যে দুইখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ, 'হর্ষোদয়' নামে চিত্রকাব্য, ভাগবত বিচার প্রভৃতি সর্ব্বশুদ্ধ ৪০ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বাঙ্গালা লেখাতেও ইঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। প্রথিতনামা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ বিষয়ক আন্দোলনে যখন সমগ্র বঙ্গদেশ সংক্ষুব্ধ, সেই সময়ে গঙ্গাধর 'বহুবিবাহরাহিত্য' 'বিধবাবিবাহপ্রতিষেধ' প্রভৃতি কয়েকখানি গবেষণা ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ করেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজ গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপূর্ব্ব দিনে নিজেন নাড়ীর গতি অনুভব করিয়া ও জ্যোতিঃশাস্ত্রের গণনা দ্বারা পরদিন মৃত্যু অবধারিত জানিয়া বলিয়াছিলেন, "আগামী কল্য, আমি কেবল গঙ্গাজল পান করিয়া থাকিব; কারণ কল্য ৩৩ দণ্ড পরে আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে।" আর সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও, একমাত্র চরকের টীকাই গঙ্গাধর কবিরাজকে অমর করিয়া রাখিবে। এই অমূল্য রত্নের নিমিত্ত সমগ্র শাস্ত্রীয় চিকিৎসক-সমাজ তাঁহার নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ।

গঙ্গাপুত্র—ভীষ্ম; কার্ত্তিকেয়; জাতিবিশেষ, মুদ্দফরাস। ৬তৎ। সং; পু।

গঙ্গাপ্রবাহ—গঙ্গার স্রোতঃ। ৬তৎ। সং; পু।

গঙ্গাপ্রাপ্ত—সজ্ঞানে গঙ্গাগর্ভে ত্যক্তপ্রাণ, মৃত। ২তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে গঙ্গাপ্রাপ্তি।

গঙ্গাপ্রাপ্তি—সজ্ঞানে গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ, মৃত্যু। ২তৎ। সং; স্ত্রী। বিশেষণে গঙ্গাপ্রাপ্ত।

গঙ্গাযাত্রা—মুমূর্ষুর গঙ্গাতীরে গমন [মরণ কালে "এই গঙ্গা, আমি মরিতেছি" এইরূপ জ্ঞান থাকিলে স্বর্গলাভ হয়, শাস্ত্রকারেরা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তদনুসারে আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি যে গঙ্গাতীরে গমন করে, তাহাকে গঙ্গাযাত্রা কহে]। গঙ্গাতে যাত্রা (গমন), ৭তৎ, অথবা গঙ্গার নিমিত্ত যাত্রা, ৪তৎ। সং; স্ত্রী।

গঙ্গাযাত্রিক—গঙ্গায় যাত্রাকারী, যোগাদি উপলক্ষে স্নান উদ্দেশে গঙ্গায় গমনকারী। গঙ্গাযাত্রা + ষ্ণিক তৎকৃত অর্থে। বিণ; ত্রি।

গঙ্গাযাত্রী—গঙ্গাযাত্রাকারী। গঙ্গাযাত্রা শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = গঙ্গাযাত্রিন্; ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গঙ্গাযাত্রিণী।

গঙ্গালহরী—গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গী; জগন্নাথপণ্ডিত কৃত গঙ্গাস্তোত্রবিশেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গঙ্গাবতার—১। স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে গঙ্গার অবতরণ। ৬তৎ। ২। গঙ্গার অবতরণস্থান। গঙ্গার অবতার হইয়াছে যে স্থান হইতে, বহু। সং; পু।

গঙ্গাসাগর—গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমস্থান। গঙ্গা সঙ্গত সাগর, বা গঙ্গাপ্রাপ্ত সাগর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [গঙ্গাসাগর হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থ। পৌষসংক্রান্তির সময়ে বহুতর যাত্রী এই স্থানে গমন করিয়া থাকে]।

গঙ্গাসুত—কার্ত্তিকেয়; ভীষ্ম। ৬তৎ। সং; পু।

গঙ্গাহ্রদ—স্বস্তিপুরে একটী কূপ আছে, লোকে উহাকে গঙ্গাহ্রদ বলে। উহা হিন্দুদিগের একটী তীর্থ স্থান।

গঙ্গাস্রোতোঙ্গায়—স্বায় দেখ।

গঙ্গু—দিল্লীবাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ জনৈক ব্রাহ্মণ।

ইনি দিল্লীশ্বর মহম্মদ তুঘলকের সমসাময়িক। দাক্ষিণাত্যের বাহমণি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হুসেন প্রথমে এই ব্রাহ্মণের সামান্য ভৃত্য ছিলেন। কথিত আছে যে, একদা ভূমি *কর্ষণ করিতে করিতে হুসেন কিঞ্চিৎ গুপ্তধন প্রাপ্ত হন এবং তাহা স্বয়ং আত্মসাৎ না করিয়া প্রভুকে আনিয়া দেন। ব্রাহ্মণ ভৃত্যের সাধুশীলতায় মুগ্ধ হইয়া গণনা করিয়া দেখেন* যে, কালে হুসেন রাজা হইবেন। তখন ব্রাহ্মণ হুসেনকে সে কথা জানাইয়া তাঁহাকে অঙ্গীকার করাইয়া লন যে, হুসেন রাজা হইলে ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী করিবেন। দিল্লীর রাজসভায় ব্রাহ্মণের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি মহম্মদ তুঘলককে হুসেনের সচ্চরিত্রতার কথা বলিয়া অনুরোধ করায় মহম্মদ তুঘলক হুসেনকে প্রথমে এক শত অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। ক্রমে হুসেন প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং পূর্ব্ব প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ "হুসেন গঙ্গু বাহমণি" উপাধি গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ-প্রভু গঙ্গুকে আপনার প্রধান মন্ত্রী করেন। গঙ্গুই সর্ব্বপ্রথমে মুসলমানের অধীনে এরূপ উচ্চপদ লাভ করেন।

গঙ্গোদ্ভেদ—তীর্থবিশেষ। গঙ্গার উদ্ভেদ (প্রথম বিকাশ) হইয়াছে যে স্থানে, বহু। সং।

গচ্ছ—১। বৃক্ষ, গাছ। গম (গমন করা) + শ ক। সং ; পু। ২। যাও। গম + লোট – হি (অর্থাৎ অনুজ্ঞা)। ক্রিয়াপদ।

গজ—পরিমাণবিশেষ, দুই হস্ত পরিমাণ ; হস্তী ; একটি বানর। গজ (শব্দ করা) + অন্ ক। সং ; পু।

গজকর্ণিকার—হাতিশুঁড়োর গাছ। সং ; পু।

গজকুম্ভ—হস্তীর মস্তকস্থ কুম্ভ। ৬তৎ। সং ; পু।

গজকূর্ম্মাশী—গজকচ্ছপ ভক্ষণকারী গরুড়। গজ ও কূর্ম্ম গজকূর্ম্ম, দ্বন্দ্ব। গজকূর্ম্ম – অশ (ভোজন করা) + ণিন্ ক = গজকূর্ম্মাশিন্, ১মার ১বচন ; উপ। সং ; পু।

গজগতি—অষ্টাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

গজগমনে—হস্তীর ন্যায় ধীর ও মনোহর ভাবে গমন করিয়া। গজের গমনের ন্যায় গমন হইয়াছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

গজগামিনী—গজের ন্যায় সুন্দর মন্থর গতিশালিনী (রমণী)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে গজগামী।

গজগামী—১। হস্তীর উপর আরোহণপূর্ব্বক গমনশীল। ৭তৎ। ২। গজের ন্যায় সুন্দর মন্থরগমনশীল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গজগামিনী।

গজঘণ্টা—হস্তীর গলদেশে শোভমান ঘণ্টা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

গজচ্ছায়া—তিথি নক্ষত্রের যোগবিশেষ। সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

গজতা—হস্তিসমূহ। গজ শব্দ + তা সমূহার্থে।

গজদঘ্ন, গজদ্বয়স—হস্তপরিমাণ। গজ + দঘ্নট্, পক্ষান্তরে দ্বয়সট্ প্রত্যয়। বিণ ; ত্রি।

গজদন্ত—১। হাতীর দাঁত ; দন্তের উপর উদ্গত দন্ত ; নাগদন্তক, দ্রব্যাদি স্থাপনার্থ ভিত্তি-গাত্রস্থ দণ্ডযুগল। ৬তৎ। ২। গণেশ। বহু। সং ; পু। ৩। যাহার দন্তের উপর দন্ত উদ্গত হইয়াছে এরূপ। বিণ ; ত্রি।

গজনিমীলিত—হস্তীর অক্ষিমুদ্রণ, হাতীর চক্ষু বুজা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গজপতি, গজরাজ—করিবর, শ্রেষ্ঠ হস্তী ; ঐরাবত। ৬তৎ। সং ; পু।

গজবন্ধনী—হস্তিবন্ধনস্তম্ভ ; হস্তিবন্ধন গৃহ বা স্থান, হাতীশালা। গজ শব্দ (হস্তী) – বন্ধ (বন্ধন করা) + অনট্ অধি, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

গজমুক্তা—হস্তিকুম্ভজাত মুক্তা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

গজমুখ—গণেশ। গজের মুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহু। সং ; পু।

গজযূথ—হাতীর পাল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গজসাহ্বয়, গজাহ্ব, গজাহ্বয়—হস্তিনাপুর, আধুনিক দিল্লী। সং ; ক্লী।

গজাজীব—হস্তিপালক, মাহুত। গজ হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। সং ; পু।

গজানন, গজাস্য—গণেশ। গজের ন্যায় আনন বা আস্য (মুখ) যাহার, বহু। সং ; পু।

গজারি—সিংহ ; গজাসুরদ্বেষী মহাদেব। গজের অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং ; পু।

গজারোহ—হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় ব্যক্তি, নিষাদী। ৭তৎ। সং ; পু।

গজাসুর—গজাকার জনৈক অসুর। পূর্ব্বকালে মহেশ নামক এক নৃপতি ছিলেন। তিনি একদা দেবর্ষি নারদকে উপেক্ষা করিয়া গমন করাতে দেবর্ষি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। তাহাতে তিনি জন্মান্তরে গজযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অসুরত্ব প্রাপ্ত হন। পরে শিব সেই গজাসুরকে বধ করিয়া তাহার চর্ম্ম নিজ ব্যবহারার্থ গ্রহণ করেন।

গজেন্দ্র—করিশ্রেষ্ঠ, হস্তিরাজ ; ঐরাবত। গজগণের ইন্দ্র (প্রধান), ৬তৎ। সং ; পু।

গজেন্দ্রগমনে—গজরাজের ন্যায় পরম সুন্দর ধীর মন্থর গমন করিয়া। গজেন্দ্রের গমনের ন্যায় গমন আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

গঞ্জ—১। গঞ্জনা, অবমাননা। গন্জ (শব্দ করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। ২। ধনাগার ; ভাণ্ডার গৃহ ; শস্যাদির বিক্রয়স্থান, হট্ট। গন্জ + ঘঞ্ অধি। সং ; পু ও ক্লী।

গঞ্জন—১। তিরস্কারক, তুচ্ছকারক। গন্জ (শব্দ করা) + অন ক। বিণ ; ত্রি। ২। তিরস্করণ। গন্জ + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

গঞ্জনা—লাঞ্ছনা ; গ্লানিসূচক বাক্য, তিরস্কার, ভৎর্সনা। গঞ্জ + অন ভা। স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

গঞ্জা—মদিরাগৃহ, শুঁড়িখানা ; মদ্যপাত্র ; হাট ; খনি। গন্জ + ঘঞ্ অধি, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

গঞ্জিকা—মদিরাগৃহ, যে স্থানে মদ্য প্রস্তুত বা বিক্রীত হয়। গঞ্জা (মদিরা গৃহ) + ক স্বার্থে + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। চলিত বাঙ্গালায় গাঁজা।

গঠন—আকার, আকৃতি ; নির্ম্মাণ ; রচন, গড়া। দেশজ। সং।

গঠিত—নির্ম্মিত ; রচিত। দেশজ। বিণ ; ত্রি।

গড়—পরিখা ; দুর্গ ; বাধা ; পর্দ্দা ; গড়ুই মাছ। সং ; পু।

গড়ি—গ'ড়ে (গবাদি পশু) ; অলস। গড় (ক্ষরিত হওয়া) + ই ক। বিণ ; ত্রি।

গড়ু—১। কুব্জ। বিণ ; ত্রি। ২। কুঁজ, গলগণ্ড প্রভৃতি ; গ্রন্থি। গড় (ক্ষরিত হওয়া) + উ ক ; সং ; পু।

গড়ুর, গড়ুল—কুঁজবিশিষ্ট, কুব্জ। বিণ ; ত্রি।

গড়ের, গড্ডর, গড্ডল—মেষ, ভেড়া, গাড়ল ; মেষ। সং ; পু।

গড্ডরিকা, গড্ডলিকা—একটি মেষের অনুসরণকারী মেষশ্রেণী ; প্রস্রবণ। গড্ডর (মেষ) + কণ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

গড্ডরিকাপ্রবাহ, গড্ডলিকাপ্রবাহ—অগ্রবর্ত্তী মেষের পশ্চাতে অন্যান্য মেষের গমন ; সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া অপরের দেখাদেখি কোনও মত বা প্রথার অনুবর্ত্তন। ৬তৎ। সং ; পু।

গড্ডলিকাপ্রবাহ ন্যায়—ন্যায় দেখ।

গড্ডুক, গড্ডূক—ভৃঙ্গার, গাড়ু, ঝারি। গড় (ক্ষরিত হওয়া) + ডুক, পক্ষান্তরে ডূক ক। সং ; পু।

গণ—শিবের অনুচরবৃন্দ ; প্রমথগণ ; সমূহ ; দল ; সজাতীয় ; হস্তী ২৭, রথ ২৭, অশ্ব ৮১, পদাতি ১৩৫, এতৎসংখ্যক সৈন্য। গণ (গণনা করা) + অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

গণক—১। গণনাকারক ; গণিতজ্ঞ। গণ (গণনা করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। ২। দৈবজ্ঞ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গণকী।

গণকার—১। গণক। গণ (গণনা, শুভাশুভ গণনা) – কৃ (করা) + ষণ্ ক। চলিত ভাষায় ইহাদিগকে গণৎকার বলে। ২। ভীমসেন। গণ (সৈন্য) – কৃ (বধ) বা কৄ (বিক্ষেপ) + ষণ্ ক। সং ; পু।

গণকী—গণক দেখ।

গণচক্রক—সজ্জনদিগের একত্র ভোজন। গণের (দলের) চক্র, ৬তৎ; তদুত্তরে স্বার্থে ক। সং; ক্লী।

গণতা—সমূহত্ব। সং; স্ত্রী। চলিত ভাষায়—আত্মীয় লোকের পক্ষে টানা।

গণতোষিণী—গণের (প্রমথগণের অথবা জীবগণের) তোষিণী (সন্তোষকারিণী), ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী [এই পদটি আদ্যাশক্তির বিশেষণার্থেই প্রায়শঃ প্রযুক্ত হয়]।

গণদেবতা—আদিত্য বার, বিশ্ব দশ, বসু আট, তুষিত ছত্রিশ, আভাস্বর চৌষট্টি, বায়ু উনপঞ্চাশ, মহারাজিক দুইশত কুড়ি, সাধ্য বার, রুদ্র এগার, এই সকল দেবতা। সং; স্ত্রী।

গণদ্রব্য—১। দ্রব্যসমূহ। গণ (সমূহ)+অর্শাদিত্ব প্রযুক্ত অ=গণ। গণ যে দ্রব্য, কর্ম্মধা। ২। সাধারণ বস্তু, যে বস্তুতে সকলের অধিকার আছে। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গণন—বার, তিথি ও গ্রহনক্ষত্রাদির স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে শুভাশুভ নিরূপণ; সংখ্যাকরণ; গ্রাহ্যকরণ; অবধারণ। গণ (গণনা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

গণনা—গণন দেখ। গণ (গণনা করা)+অনট্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

গণনাথ, গণনায়ক, গণপতি, গণাধিপ—গণেশ; শিব। ৬তৎ। সং; পু।

গণনীয়—গণ্য, সংখ্যেয়; গ্রাহ্য। গণ (গণনা করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

গণপর্ব্বত, গণাচল—কৈলাস পর্ব্বত। গণের (প্রমথগণের) পর্ব্বত বা অচল, ৬তৎ। সং।

গণভর্ত্তা—গণেশ; শিব। ৬তৎ। সং; পু।

গণশঃ—বহুশঃ, দলে দলে। গণ শব্দ+শস্ বীপ্সার্থে। ব্য।

গণান্ন—বহুস্বামিক অন্ন; বহুবিধ লোকের নিমিত্ত প্রস্তুত অন্ন। ৬তৎ বা ৪তৎ। সং; ক্লী

গণান্নভোজী—গণান্নভোজনকারী, বহুস্বামিক অন্নভক্ষক; বহুলোকের নিমিত্ত প্রস্তুত অন্ন ভক্ষণকারী। গণান্ন—ভুজ (ভোজন করা)+ণিন্ ক=গণান্নভোজিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

গণিকা—যুঁইফুল; বেশ্যা; হস্তিনী। গণ+ঠিক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

গণিত—১। সংখ্যাত, গণনা করা হইয়াছে এরূপ। গণ (গণনা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। অঙ্কশাস্ত্র। ৩। গণন। গণ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

গণিতজ্ঞ—অঙ্কশাস্ত্রবেত্তা; গণনবিষয়ে পণ্ডিত। গণিত—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

গণিম—গণনাদ্বারা বিক্রেয়। গণ (গণনা করা)+ইম র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

গণীভূত—দলে প্রবিষ্ট। গণ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে=গণী—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

গণেয়—গণ্য, গণনীয়। গণ (গণন করা)+য র্ম্ম, নিপাতনে। বিণ; ত্রি।

গণেরু—গণিকা, বেশ্যা; কনিকা বৃক্ষ; হস্তিনী। গণ—ঈর+উ ক। সং; স্ত্রী।

গণেরুকা—কুট্টনী, কুট্নী। গণেরু+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

গণেশ—শিব; গজানন। গজানন গণেশ সম্বন্ধে এইরূপ পৌরাণিক কথার প্রসিদ্ধি আছে:—ইনি মহাদেব ও পার্ব্বতীর জ্যেষ্ঠপুত্র। শনির দৃষ্টিতে ইঁহার মস্তক উড়িয়া গেলে বিষ্ণু একটি করিমুণ্ড আনিয়া ইঁহার স্কন্ধে যোজনা করিয়া ইঁহাকে জীবিত করেন। মতান্তরে, ইনি পার্ব্বতীর গাত্রমলসম্ভূত; স্বয়ং শিব একটি করিমুণ্ড সংযোজিত করিয়া দেওয়ায় ইনি সজীব হন। ইনি গণের অধীশ্বর এবং সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিদাতা। মূষিক ইঁহার বাহন।

দারপরিগ্রহ বিষয়ে অনিচ্ছুক হইয়া গণেশ তপশ্চর্য্যায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদিন তুলসীদেবী ইঁহাকে দেখিয়া ইঁহাকে পতিরূপে পাইতে অভিলাষিণী হন। পরে ইঁহার তপোভঙ্গ করিয়া ইঁহার নিকট আপনার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। গণেশ বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, এবং তুলসীর চিত্তচাঞ্চল্য জন্য তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন যে, তাঁহাকে অসুরের পত্নী হইতে হইবে। তুলসীও ইঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, অচিরে ইঁহাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইতে হইবে। অতঃপর ইনি পুষ্টিনাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

একদিন কৈলাসে গণেশকে দ্বারে প্রহরী রাখিয়া হরপার্ব্বতী নির্জ্জনে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে শিবশিষ্য ভার্গব মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে কৈলাসে উপস্থিত হন। গণেশ তাঁহাকে দেবাদিদেবের আদেশপ্রতীক্ষায় দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতে বলেন। পরশুরাম সে কথা না শুনিয়া পুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে উভয়ে বিবাদ আরম্ভ হইল। পরশুরাম স্বীয় কুঠারের আঘাতে গণেশের একটি দন্ত ছেদন করেন। তদবধি ইনি একদন্ত নামে খ্যাত হন। পরন্তু মহাত্মতাহেতু ইনি পরশুরামকে ক্ষমা করেন।

ব্যাসদেব মহাভারত গ্রন্থ রচনা করিবার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত লিপিকারকের অভাবে চিন্তিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি ব্যাসকে গণেশের শরণাপন্ন হইতে বলেন। তদনুসারে ব্যাসদেব গণেশের স্মরণ করিলে ইনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এই নিয়মে লেখকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন যে, ইঁহার লেখনীর বিরাম হইবে না। ব্যাসদেবও ইঁহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইলেন যে, অর্থ না বুঝিয়া ইনি কোনও শ্লোক লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন না। এজন্য ব্যাসদেব মধ্যে মধ্যে দুরূহ শ্লোক রচনা করিতেন। সেই সকল শ্লোক বুঝিয়া লিখিতে গণেশের বিলম্ব হইত। ইত্যবসরে ব্যাসদেব বিস্তর শ্লোক মনে মনে রচনা করিয়া লইতেন। ঐ সকল দুরূহ শ্লোক ব্যাসকূট নামে খ্যাত।

গণেশভূষণ—সিন্দূর। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গণ্ড—১। হস্তিকপোল; গণ্ডার; কপোল, গাল। গন্ড+অল্ র্ম্ম। ২। বীথী নামক নাট্যাঙ্গবিশেষ। গম (গমন করা)+ড ক। সং; পু।

গণ্ডক—গণ্ডার; বাধা, অন্তরায়; সংখ্যাবিশেষ, গণ্ডা। গণ্ড+কণ্ প্রত্যয়। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গণ্ডকী।

গণ্ডকী—নদীবিশেষ, ইহারই একদেশে শালগ্রাম স্থল, তপাকার শিলাই শালগ্রাম শিলা বলিয়া কথিত। গণ্ডক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

গণ্ডকী-শিলা—শালগ্রাম-শিলা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গণ্ডগাত্র—আতাফল। গণ্ডের (বিস্ফোটকের) ন্যায় গাত্র যাহার, বহু। সং; ক্লী।

গণ্ডগোল—বিবাদ, কলহ, ঝগড়া; অত্যন্ত কোলাহল। দেশজ শব্দ।

গণ্ডগ্রাম—বৃহৎগ্রাম, বহুজনাকীর্ণ গ্রাম। সং; পু। [সং; পু।

গণ্ডদেশ—গণ্ডস্থল, কপোল, গাল। কর্ম্মধা।

গণ্ডফলক—১। কপোল, গাল। সং; ক্লী। ২। বিস্তীর্ণ কপোলবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি।

গণ্ডভিত্তি—প্রশস্ত কপোল। রূপক কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গণ্ডমালা—গলদেশের স্ফোটকসমূহ; শিশুর মালাবিশেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গণ্ডমূর্খ—মহামূর্খ, অতিশয় নির্ব্বোধ। গণ্ডের (গণ্ডারের) ন্যায় মূর্খ, অথবা গণ্ড (প্রধান) যে মূর্খ, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

গণ্ডলেখা—গণ্ডস্থল, কপোল। রূপক কর্ম্মধা।

গণ্ডবিন্দু—কুবেরের সেনাপতি। সং; পু।

গণ্ডশৈল—পাহাড়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [সং; ক্লী।

গণ্ডস্থল—গণ্ডদেশ, কপোল, গাল। কর্ম্মধা।

গণ্ডস্থলী—গণ্ডস্থল, কপোল, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গণ্ডার—স্বনামপ্রসিদ্ধ জন্তুবিশেষ, গণ্ড। দেশজ।

গণ্ডু, গণ্ডূ—উপধান, বালিশ। গন্ড+উ, পক্ষে স্ত্রীলিঙ্গে উপ্। সং; স্ত্রী।

গণ্ডূপদ—মহীলতা, কেঁচো। গণ্ডূ (গ্রন্থি) পদে যাহার, বহু। সং; পু।

গণ্ডূষ—এক কোষ; এক কোষ জল; ব্রাহ্ম-

পাদি দ্বিজবর্ণত্রয়ের ভোজনের অগ্রে ও পশ্চাতে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জল প্রদান ; করিশুণ্ডাগ্র। গন্ড+উষন্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গণ্ডূষা।

গণ্ডূষা—গণ্ডূষ দেখ। সং ; স্ত্রী।

গণ্ডোপধান—গাল বালিশ। গণ্ডের নিমিত্ত উপধান, ৪তৎ। সং ; ক্লী।

গণ্ডোপল—করকা, শিল। গণ্ডের ন্যায় উপল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

গণ্য—গ্রহণীয়, গণনীয় ; বিবেচ্য। গণ (গণন করা)+য কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

গণ্যমান্য—যাহাকে দশজনে বড়লোক বলিয়া গণনা করিয়া মান্য করে, সম্ভ্রান্ত। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি। [বঙ্গীয় রীতি অনুসারে বহুস্থলে প্রায় সমার্থক শব্দের পুনরুক্তি হয় বলিয়া ঐরূপ হইয়াছে]।

গত—১। প্রাপ্ত ; জ্ঞাত। গম+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। গমন। গম+ক্ত ভা। সং ; ক্লী। ৩। চলিয়া গিয়াছে এরূপ, প্রস্থিত ; অতীত ; মৃত ; পতিত। গম (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

গতক্লম—বিগতশ্রম, অবসাদমুক্ত। বহু। বিণ ;

গতচেতন—হতজ্ঞান, সংজ্ঞাহীন, বিলুপ্তচৈতন্য। বহু। বিণ ; ত্রি।

গতজীব, গতজীবন, গতজীবিত—ত্যক্তপ্রাণ, মৃত। গত হইয়াছে জীব বা জীবন কিংবা জীবিত (প্রাণ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

গতনিদ্র—নিদ্রারহিত, জাগরিত, যাহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। গতা নিদ্রা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে গতনিদ্রা।

গতপ্রাণ—মৃত। গত হইয়াছে প্রাণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

গতভর্ত্তৃকা—প্রোষিতভর্ত্তৃকা ; বিধবা। গত হইয়াছে ভর্ত্তা (স্বামী) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

গতভূষণা—অলঙ্কাররহিতা। গত হইয়াছে ভূষণ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

গতযৌবন—১। অতীত তারুণ্য। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। যৌবনাতিক্রান্ত, বৃদ্ধ। গত হইয়াছে যৌবন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে গত-যৌবনা।

গতশোচন, গতশোচনা—অতীত বিষয়ের নিমিত্ত শোকপ্রকাশ। ৬তৎ। সং ; ক্লী ও স্ত্রী।

গতসঙ্গ—১। সঙ্গপ্রাপ্ত ; আসক্তিযুক্ত। গত (প্রাপ্ত) হইয়াছে সঙ্গ (সংসর্গ বা আসক্তি) যৎকর্ত্তৃক, বহু। ২। নিঃসঙ্গ ; আসক্তিরহিত। গত হইয়াছে (গিয়াছে) সঙ্গ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

গতাক্ষ—অক্ষিহীন, অন্ধ। গত হইয়াছে অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

গতাগত—যাতায়াত, যাওয়া আসা, গমনাগমন ; পক্ষীর গতি। গত ও আগত, দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

গতানুগতিক—১। গতানুযায়ী, অন্যের অনুকারী, *লোকদৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী ; ন্যায়বিশেষ। ন্যায় দেখ। গতের অনুগতি (অনুসরণ বা অনুকরণ), গতানুগতি, ৬তৎ ; গতানুগতি+* কণ্। বিণ ; ত্রি। ২। ন্যায়বিশেষ। সং ; ক্লী।

গতানুশোচন, গতানুশোচনা—অতীত বিষয়ের নিমিত্ত পরিতাপ। গতের নিমিত্ত অনুশোচন বা অনুশোচনা, ৪তৎ। সং ; প্রথমটি ক্লী ও দ্বিতীয়টি স্ত্রী। [আয়াত, দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

গতায়াত—গমনাগমন, যাওয়া আসা। গত ও

গতায়ুঃ—অতিবৃদ্ধ, আসন্নমৃত্যু ; মৃত। গত হইহইয়াছে আয়ুঃ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

গতার্ত্তবা—বৃদ্ধা ; বন্ধ্যা, বাঁজা। গত হইয়াছে আর্ত্তব যাহার, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

গতার্থ—গতপ্রয়োজন। গত হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

গতাসু—বিগতপ্রাণ, মৃত। গত হইয়াছে অসু (প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু) যাহার, বহু। বিণ।

গতি—১। পথ ; আশ্রয় ; গম্যস্থান। গম+ক্তি অধি। ২। উপায় ; নাড়ীব্রণ, সোর। গম+ক্তি ণ। ৩। গমন, যাওয়া ; জীবন যাত্রা ; নির্ব্বাহ ; সঞ্চার ; যাত্রা ; প্রাপ্তি ; অবস্থা ; প্রকার। গম (গমন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

গতিক—উপায় ; প্রকার ; অবস্থা। গতি দেখ। গতি+কণ্, স্বার্থে। সং ; পু।

গতিরোধ—গমনের বাধা। ৬তৎ। সং ; পু।

গতিবিজ্ঞান—পদার্থবিজ্ঞানের শাখাবিশেষ ; ইহাতে গতির নিয়ম, গতির নিবৃত্তি (স্থিতি), গতির হার (বেগ), বর্দ্ধমান বেগ ইত্যাদি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। সং ; ক্লী।

গতিবিধি—১। গমন ও নিয়ম। দ্বন্দ্ব। ২। গমনের নিযম। ৬তৎ। সং ; পু।

গতিশক্তি—চলিবার ক্ষমতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গতিশক্তিরহিত, গতিশক্তিবর্জ্জিত, গতিশক্তিশূন্য, গতিশক্তিহীন—যাহার গমনাগমনের শক্তি লোপ পাইয়াছে, চলাচলে অক্ষম। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

গতিসত্তম—পরমেশ্বর। গতিসমূহের মধ্যে সত্তম, ৭তৎ। সং পু।

গতিহীন—গমনাগমনশূন্য, অচল ; উপায়শূন্য, নিরুপায়। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [সং ; ক্লী।

গত্যন্তর—অন্য উপায়। অন্যা যে গতি, কর্ম্মধা।

গত্বর—অচিরস্থায়ী, অস্থায়ী ; গমনশীল। গম+ক্বরপ্ শীলাদ্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

গদ—১। কথন। গদ (বলা)+অল্ ভা। ২। রোগ, পীড়া। গদ+অল্ কর্ম্ম। ৩। কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সং ; পু।

গদা—লৌহাদি মুদ্গর ; মোটা লাঠি। গদ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। [পু।

গদাগ্রজ—শ্রীকৃষ্ণ। গদের অগ্রজ, ৬তৎ। সং ;

গদাধর—১। শ্রীকৃষ্ণ। গদা শব্দ—ধৃ (ধরা) অন্ ক ; অথবা গদার ধর, ৬তৎ। সং ; পু। ২। বঙ্গের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ইনি বঙ্গের অক্সফোর্ড নবদ্বীপের জনৈক বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। *অতি অল্প বয়সে ইনি দেশের পাঠ সমাপ্ত করিয়া* তৎকালপ্রচলিত রীত্যনুসারে ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার জন্য মিথিলা গমন করেন। সে সময়ে বঙ্গদেশে ন্যায়দর্শনের অধ্যাপনা হইত না। বঙ্গীয় ছাত্রগণকে মিথিলায় গমন করিয়া সে সকল অধ্যয়ন করিতে হইত। পাঠ সমাপ্ত করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইতে উদ্যত হইলে মৈথিল অধ্যাপকগণ তাঁহাদিগকে গ্রন্থাদি সঙ্গে আনিতে দিতেন না। সুতরাং গ্রন্থাভাবে বঙ্গীয় কৃতবিদ্য ছাত্রগণ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ন্যায়দর্শন শিক্ষা দিতে পারিতেন না।

গদাধর অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি যাহা কিছু অধ্যয়ন করিতেন, সমস্তই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইত। পাঠ সমাপ্ত করিয়া ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ইঁহার অধ্যাপক ইঁহাকে গ্রন্থাদি প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করেন। ইনি অম্লানবদনে তদীয় আদেশ প্রতিপালন করিলে, তিনি পরীক্ষা করিয়া বিস্মিত হইলেন যে, গ্রন্থসকল ইঁহার কণ্ঠস্থ। তখন তিনি ইঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অবশিষ্ট গ্রন্থদ্বয় ইঁহাকে প্রদান করিলেন, এবং শিরশ্চুম্বনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

অতঃপর পণ্ডিত গদাধর নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের যশঃসৌরভ অতি অল্পকাল মধ্যে বঙ্গের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইল। বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দ সুদূর মিথিলা গমন না করিয়া ইঁহার নিকটেই ন্যায়দর্শন শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই মহাত্মার প্রতিভাবলেই বঙ্গদেশে ন্যায়দর্শনের বহুলপ্রচারের সূত্রপাত হয়।

গদাধর মুখোপাধ্যায়—আনুমানিক ১১৫৩ সালে চব্বিশ পরগণায় ব্রাহ্মণবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভোলা ময়রা, নীলু পাটুনী, বলরাম বৈরাগী প্রভৃতির কবির দলে বাঁধনদারের কার্য্য করিতেন। ইনি রাম বসু প্রভৃতির ন্যায় প্রতিষ্ঠান্বিত হইতে না পারিলেও একজন প্রসিদ্ধ বাঁধনদার ও ও সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি আসরে প্রতিপক্ষের ধর উত্তরে রচনায় এমন সিদ্ধ হইয়াছিলেন

[কোনো]কালে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় [সমর্থ] হইত না। ইনি যখন যে দলে কাজ [করি]তেন, তখন সেই দলেরই প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইত। ইঁহার সখী-সংবাদ ও সপ্তমী বিষয়ক গানগুলি যেমন মধুর, তেমনই ভাবপূর্ণ। ইনি প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

গদাপাণি—বিষ্ণু, কৃষ্ণ। গদা পাণিতে (হস্তে) যাঁহার, বহু। সং; পু।

গদাভৃৎ—বিষ্ণু, কৃষ্ণ। গদা—ভৃ (ধারণ করা) + ক্বিপ্ ক। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

গদিত—উক্ত, কথিত। গদ (বলা) + ক্ত র্ম্ম।

গদী—১। রোগী, পীড়িত। গদ (রোগ) + ইন্ অস্ত্যর্থে = গদিন্, ১মার ১বচন। ২। গদাধারী। গদা + ইন্ অস্ত্যর্থে = গদিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ৩। বিষ্ণু, কৃষ্ণ। সং; পু।

গদগদ—১। হর্ষশোকাদির আতিশয্যবশতঃ বাক্যরোধজন্য অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি। গদ (বলা) + ক্বিপ্ র্ম্ম—গদ + অল্ র্ম্ম। সং; পু। ২। অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনিযুক্ত। বিণ; ত্রি।

গদগদকণ্ঠ—অনতিপরিস্ফুট কণ্ঠধ্বনিবিশিষ্ট। গদগদ হইয়াছে কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

গদগদবচন—১। অনতিপরিস্ফুট বাক্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অপরিস্ফুটভাষী। বহু। বিণ; ত্রি।

গদ্য—১। ছন্দোরহিত বাক্য, সাধারণ ভাষা। গদ (বলা) + য র্ম্ম। সং; ক্লী। ২। কথনীয়। বিণ; ত্রি।

গন্তব্য—গম্য, যেখানে যাওয়া আবশ্যক বা উচিত অথবা যাইতে হইবে এরূপ; প্রাপ্য; জ্ঞেয়। গম (গমন করা, ইত্যাদি) + তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

গন্তা—গমনশীল; প্রাপ্তিশীল। গম (গমন করা, ইত্যাদি) + তৃন্ ক = গন্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গন্ত্রী।

গন্তু—পথিক; ভ্রমণকারী। গম (গমন করা) + তুন্ ক। বিণ; ত্রি।

গন্ত্রী—১। গমনশীলা; প্রাপ্তিশীলা। গন্তা দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। গোশকট। গম (গমন করা) + ষ্ট্রন্ ণ। সং; স্ত্রী।

গন্ত্রীরথ—শকট, গরুর গাড়ী। সং; পু।

গন্ধ—১। বস্তুর যে অংশ নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করা যায়; আমোদ; ঘৃষ্টচন্দনাদি; সম্পর্ক; গন্ধক; লেশ। গন্ধ (পীড়ন করা, ইত্যাদি) + অন্ ক। ২। গন্ধদ্রব্য। ণিজন্ত গন্ধ + অন্ ক। সং; পু।

গন্ধক—স্বনামখ্যাত উপধাতু। গন্ধক ৪ প্রকার—রক্ত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ। রক্তবর্ণ গন্ধক স্বর্ণাদি সংস্কারে, পীতবর্ণ রসায়ন কার্য্যে, শ্বেত বর্ণ ব্রণ প্রলেপে এবং কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক সর্ব্ববিধ কার্য্যে প্রশস্ত। কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক অতীব দুর্লভ। কটুরস, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কষায়, সারক, পিত্তবর্দ্ধক ও পাকে কটু, এই সকল গন্ধকের গুণ; ইহা কণ্ডু, বীসর্প, কৃমি, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ ও বাত রোগ নাশ করে। গন্ধ + কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

গন্ধকারিকা—সৈরিন্ধ্রী, পরগৃহস্থিতা শিল্পনিপুণা স্বাধীনা রমণী। গন্ধ শব্দ (গন্ধ প্রধান বেশাদি) — কৃ + ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

গন্ধতৈল—যন্ত্রপাকজনিত তৈলবিশেষ, সুগন্ধি তৈল, চন্দনী আতর। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ; ক্লী।

গন্ধদ্বিপ, গন্ধহস্তী—মদগন্ধাঢ্য হস্তী, যে হস্তীর স্বেদমূত্রপুরীষাদি আঘ্রাণ করিয়া অন্যান্য হস্তী মত্ত হয়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গন্ধন—সূচন; প্রকাশন; উৎসাহ; উত্তেজন। গন্ধ + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

গন্ধনকুল, গন্ধমূষিক—ছুছুন্দরী, ছুঁচা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গন্ধমাদন—পর্ব্বতবিশেষ, ইহা ইলাবৃত্ত ও ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্যে অবস্থিত; রামানুজ লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে অচেতন হইলে, হনুমান্ ঔষধ আনয়নার্থ এই পর্ব্বতে গমন করেন এবং ঔষধ চিনিতে না পারায় ইহার শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া আনয়ন করিলে সুষেণ তাহা হইতে বিশল্যকরণী লইয়া তাহার প্রয়োগে লক্ষ্মণকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ২। গন্ধক; ভ্রমর। সং; পু।

গন্ধমাদনী, গন্ধমাদিনী—সুরা, মদ্য। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গন্ধমূষিক—গন্ধনকুল। [সং; পু।

গন্ধমৃগ—কস্তুরীমৃগ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা।

গন্ধরাজ—চন্দন; স্বনামখ্যাত পুষ্প। গন্ধ—রাজ (দীপ্তি পাওয়া) + অন্ ক। সং; পু।

গন্ধর্ব্ব—স্বর্গগায়ক, দেবযোনিবিশেষ, কথিত আছে যে, ব্রহ্মার কান্তি হইতে ইহাদের উদ্ভব; গায়ক। গান ধর্ম্ম যাহার, বহু। নিপাতন। [সং; ক্লী।

গন্ধর্ব্বনগর—গন্ধর্ব্বগণের বাসস্থান। ৬তৎ।

গন্ধর্ব্বলোক—গন্ধর্ব্বগণের আবাসস্থান, ইহা গুহ্যলোক ও বিদ্যাধর লোকের মধ্যে অবস্থিত। ৬তৎ। সং; পু।

গন্ধর্ব্ববধূ—গন্ধর্ব্বরমণী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গন্ধর্ব্ববিদ্যা, গন্ধর্ব্ববেদ—সঙ্গীতবিদ্যা। ৬তৎ। সং; প্রথমটি স্ত্রী ও দ্বিতীয়টি পু।

গন্ধবণিক্—বাণিজ্যোপজীবী বর্ণসঙ্কর জাতি, গন্ধবেণিয়া। ৬তৎ। সং; পু ও স্ত্রী।

গন্ধবৎ—গন্ধবিশিষ্ট। গন্ধ শব্দ + বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। পুংলিঙ্গে গন্ধবান্; স্ত্রীলিঙ্গে গন্ধবতী।

গন্ধবতী—সুরা; পুরীবিশেষ; পৃথিবী; মৎস্যগন্ধা, ব্যাসদেবের জননী [মৎস্যগন্ধা ও সত্যবতী দেখ]। গন্ধ + বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

গন্ধবহ, গন্ধবাহ—১। গন্ধবহনকারী; গন্ধযুক্ত। গন্ধ—বহ (বহন করা) + অন্, পক্ষান্তরে ঘণ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। বায়ু। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গন্ধবহা, গন্ধবাহা।

গন্ধবহা, গন্ধবাহা—নাসিকা, নাক। গন্ধবহ বা গন্ধবাহ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

গন্ধবারি—গন্ধদ্রব্য সংযুক্ত জল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গন্ধশালি—সুরভি ধান্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ।

গন্ধসার—চন্দনবৃক্ষ। গন্ধ হইয়াছে সার যাহার, বহু। সং; পু।

গন্ধহস্তী—গন্ধদ্বিপ দেখ।

গন্ধাজীব—গন্ধবণিক্। বহু। সং; পু।

গন্ধাধিবাস—আভ্যুদয়িকাদি কর্ম্মে চন্দন ও পুষ্পমাল্যাদি গন্ধদ্রব্যে কৃত অধিবাস। ৩তৎ। সং।

গন্ধার—গান্ধার দেখ। গন্ধ শব্দ—ঋ (গমন করা) + অন্ ক। সং; পু।

গন্ধেন্দ্রিয়—ঘ্রাণেন্দ্রিয়, নাসিকা। সং; ক্লী।

গন্ধোপজীবী—গন্ধবণিক্। সং; পু।

গভস্তি—১। অগ্নিদেবপত্নী স্বাহা। সং; স্ত্রী। ২। কিরণ; সূর্য্য। গ শব্দ (গগন, স্বর্গ) — ভস (দীপ্তি পাওয়া) + তি ক। সং; পু।

গভস্তিপাণি, গভস্তিহস্ত—সূর্য্য। সং; পু।

গভস্তিমান্—সূর্য্য। সং; পু।

গভস্তী—অগ্নিদেবপত্নী স্বাহা। সং; স্ত্রী।

গভীর—দুর্গম; দুষ্প্রবেশ; দুর্ব্বার; গম্ভীর; অতিশয় নিম্ন; নিবিড়, ঘন; দুর্দ্ধর্ষ। গম (গমন করা) + ঈরন্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে গভীরতা, গভীরত্ব।

গভীরতম—অত্যন্ত গভীর, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গভীর। গভীর + তম আতিশয্যার্থে। বিণ; ত্রি।

গভীরতা, গভীরত্ব—গভীরের ভাব। গভীর দেখ।

গভীরাত্মা—পরমেশ্বর। বহু। সং; পু।

গম—১। গমন। গম (যাওয়া) + অল্ ভা। ২। পথ। গম + অল্ ণ। সং; পু। ৩। শস্যবিশেষ, যাহা হইতে ময়দা হয়। দেশজ। গোধূম শব্দের অপভ্রংশ।

গমক—গময়িতা, গমন করায় এরূপ; বোধক। ণিজন্ত গম বা গমি (গমন করান, ইত্যাদি) + ণক ক। বিণ; ত্রি।

গমন—গতি, চলন, যাওয়া; প্রস্থান। গম

(গমন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে গত। [সং; ক্লী।

গমনাগমন—যাতায়াত, যাওয়া আসা। দ্বন্দ্ব।

গমনীয়—গম্য দেখ। গম (যাওয়া)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

গমনোদ্যত—গমন করিতে উদ্যোগী। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে গমনোদ্যতা।

গমনোন্মুখ—গমনোদ্যত, গমন করিতে কাল বিলম্ব শূন্য। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে গমনোন্মুখী।

গমাগম—চরাচর; সংসার; গমনাগমন। গম ও আগম, দ্বন্দ্ব। সং; পু।

গমিত—অতিবাহিত, যাপিত; জ্ঞাপিত; প্রাপিত। ণিজন্ত গম বা গমি (গমন করান) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

গম্ভীর—গভীর; নিবিড়; অগাধ; উদার; পূর্ণ। গম (গমন করা)+ঈরন্ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে গম্ভীরতা, গম্ভীরত্ব।

গম্ভীরতা, গম্ভীরত্ব—গম্ভীরের ভাব; গম্ভীর দেখ।

গম্ভীরনাদী—(গম্ভীরনাদিন্)। গম্ভীর শব্দকারী। গম্ভীর—নদ (শব্দ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গম্ভীরনাদিনী।

গম্ভীরপ্রকৃতি—গম্ভীর স্বভাববিশিষ্ট, যাহার স্বভাবের অন্ত বোধ হওয়া কঠিন, দুর্জ্ঞেয়-স্বভাব। বহু। বিণ; ত্রি।

গম্ভীরভাবাপন্ন—গাম্ভীর্য্যপ্রাপ্ত, গম্ভীর। গম্ভীরের ভাব, ৬তৎ; তাহাকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ; ত্রি।

গম্ভীরমুখ—যাহার মুখে গাম্ভীর্য্য লক্ষণ বিদ্যমান, যাহার মুখ দেখিয়া মনের ভাব জানা যায় না। বহু। বিণ; ত্রি।

গম্ভীরস্বর—১। গভীর ও ব্যাপক কণ্ঠধ্বনি। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি-বিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

গম্ভীরা—নদীবিশেষ। গম্ভীর+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

গম্য—যেখানে যাইতে কোন কষ্ট নাই; গমন-যোগ্য, গন্তব্য; গমনীয়; প্রাপ্য; সাধ্য; নিস্তীর্য্য; ভোগ্য; উহ্য; অনুমেয়, জ্ঞেয়; বিট; সর্প; উত্তরণযোগ্য; পারবিক। গম (গমন করা, ইত্যাদি)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে গম্যতা।

গম্যতা—গম্যের ভাব। গম্য দেখ।

গম্যমান—জ্ঞায়মান; অনুমীয়মান। গম (গমন করা, ইত্যাদি)+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

গয়—১। সুগ্রীবের অনুচর একটী বানর, ইনি লঙ্কাসমরে উপস্থিত থাকিয়া রামের সপক্ষে যুদ্ধ করেন। ২। জনৈক নৃপতি, অমূর্ত্ত রাজার পুত্র; ইনি অতি ধর্ম্মশীল রাজা ছিলেন, এবং সতত যজ্ঞাদি কার্য্যে রত থাকিতেন; গয়াপুরী ইঁহারই নির্ম্মিত। ৩। জনৈক অসুর, ইনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং স্বেচ্ছায় বিষ্ণুর হস্তে গয়াক্ষেত্রে নিধন প্রাপ্ত হন। গম (গমন করা)+ডয় ক। সং; পু।

গয়া—বাঙ্গালার লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরের অধীন বিহার প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী পাটনা বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা ও তাহার প্রধান নগর; ইহা হিন্দুর একটী পরম পবিত্র তীর্থস্থান। কথিত আছে যে, এই পুরী গয় নামক রাজর্ষি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। রাজর্ষি গয় একটি যজ্ঞ করিয়া প্রচুর অন্নাদি দান করেন; তাহাতে দেবগণ প্রীত হইয়া এই যজ্ঞক্ষেত্র তাঁহার নামে অর্থাৎ গয়া নামে প্রসিদ্ধ হইবে, এইরূপ বরদান করেন। এই স্থানে গয় নামক এক অসুরও নিহত হইয়া-ছিল [গয় দেখ]। এইস্থানে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে তাঁহারা স্বর্গে গমন করেন। গয় শব্দ+ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্; অথবা গৈ (গান করা)+ডয়, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

গয়াধাম—গয়াক্ষেত্র, যেখানে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করা হয়। গয়াই ধাম, কর্ম্মধা; অথবা গয়া নামক ধাম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গর—১। ববাদিকরণের পঞ্চম করণ। ২। বিষ; উপবিষ; রোগ। গ (ভোজন করা)+অল্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

গরদ—১। বিষপ্রদানকারী; রোগজনক। গর—দা+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। রেশমী বস্ত্র-বিশেষ। দেশজ। [সং; ক্লী।

গরল—বিষ। গৃ (ভক্ষণ করা)+অলচ্ র্ম্ম।

গরিমা—গুরুত্ব; গৌরব; মহিমা; মাহাত্ম্য; গর্ব্ব, আত্মাভিমান। গুরু+ইমন্ ভাবার্থে =গরিমন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

গরিষ্ঠ—১। গুরুতম; পূজ্যতম; অতি গৌরবা-ন্বিত; অতি মহান্; সর্ব্বাপেক্ষা বড়; অর্থ-বান্। গুরু+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। ২। জনৈক নৃপতি। সং; পু।

গরীয়সী—গরীয়ান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

গরীয়ান্—গুরুতর; পূজ্যতর; অতি গৌরবা-ন্বিত; অতি মহান্; অর্থবান্। গুরু শব্দ+ঈয়স্ উৎকর্ষার্থে=গরীয়স্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গরীয়সী।

গরুড়—পক্ষিরাজ। ইনি মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী বিনতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য ইঁহার আর এক নাম বৈনতেয়। ইনি ক্ষুধিত হইয়া পিতৃনিদেশে যুদ্ধনিরত গজ-কচ্ছপদ্বয়কে ভক্ষণ করেন। বিমাতার দাসীত্ব হইতে স্বীয় জননীকে মুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়া, ইনি বিমাতা কদ্রুর আদেশে সুধা আনিতে স্বর্গে গমন করেন। [কদ্রু দেখ]। তথায় অমৃত প্রাপ্ত হইয়া তাহা পান না করিয়া পক্ষিবর তাহা লইয়া আসিতেছেন, দেখিয়া বিষ্ণু ইঁহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ইঁহাকে বর দিতে প্রস্তুত হইলে, পক্ষিরাজ তদপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্তি এবং অমৃত পান না করিয়াও অজর অমর হইবার বরগ্রহণ করেন। অতঃপর ইনি বিষ্ণুকে বর দিতে উদ্যত হইলে, তিনি ইঁহাকে বাহনরূপে পাইতে চাহিলেন। তদবধি গরুড় বিষ্ণুর বাহন হইলেন, এবং গরুড়ের আসন বিষ্ণুর রথধ্বজের উপর স্থিত হইল।

অতঃপর ইন্দ্র সুধাগ্রহণার্থ ইঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরাস্ত হইয়া ইঁহার সহিত সখ্যস্থাপন করিলেন। ইন্দ্রের বরে সর্পগণ গরুড়ের ভক্ষ্য হইল। অনন্তর ইনি অমৃত আনয়ন পূর্ব্বক বিমাতাকে প্রদান করিয়া মাতার দাসীত্ব মোচন করিলেন। গরুড়ের যোগে ইন্দ্র সুধা হরণ করিলে, তাহা আর সর্পগণের বা সর্পমাতা কদ্রুর ভোগে আসিল না।

একদা গরুড় সুমুখ নামক নাগের পিতাকে ভক্ষণ করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিবার দিন-স্থির করিয়া প্রস্থান করেন। ইতোমধ্যে সুমুখের সহিত ইন্দ্র-সারথি মাতলির কন্যার বিবাহ হওয়ায় ইন্দ্র তাহাকে দীর্ঘায়ু হই-বার বর প্রদান করেন। তচ্ছ্রবণে গরুড় স্বর্গে গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রের ও বিষ্ণুর সমক্ষে স্বীয় বলের স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু পক্ষিবরের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলে, ইনি তাঁহার ভরে মৃতপ্রায় হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। অতঃপর সুমুখের সহিত গরুড় মিত্রতা স্থাপন করেন। গরুৎ (পক্ষ)—ডী (উড়া)+ড ক। পু।

গরুড়ধ্বজ—বিষ্ণু, কৃষ্ণ। গরুড় হইয়াছে ধ্বজ যাঁহার, বহু। সং; পু।

গরুড়পুরাণ—অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত পুরাণবিশেষ, ইহা গরুড়ের বিরচিত বলিয়া খ্যাত; ইহাতে চিকিৎসাদি শাস্ত্রসমুদায় বিবৃত হইয়াছে। সং; ক্লী।

গরুড়াগ্রজ—সূর্য্যসারথি অরুণ। ৬তৎ। সং; পু।

গরুৎ—পক্ষ, পাখা। গৃ (আর্দ্র করা) বা গ (শব্দ করা)+উৎ ক। সং; পু।

গরুত্মতী—গরুত্মান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

গরুত্মান্—১। পক্ষবিশিষ্ট। গরুৎ শব্দ (পক্ষ) +মতু অস্ত্যর্থে=গরুত্মৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। গরুড়; পক্ষী। সং; পু।

গর্গ—জনৈক মুনি। ইনি একজন খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি যাদবগণের কুলগুরুরূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম গার্গ্য এবং কন্যার নাম গার্গী। গ+গন্ ক। সং; পু।

গর্গর—ঘট, কলস। গর্গ+র অস্ত্যর্থে (জলপুরণ কালে 'গর্গ' ইত্যাকার শব্দ বিশিষ্ট বলিয়া)। সং; পু।

গর্গরী—কলসী, গাগরী। গর্গ (অনুকরণ শব্দ) —রা+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

গর্গস্রোত—তীর্থবিশেষ, জ্যোতির্ব্বিদ গর্গমুনির নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। ক্লী।

গর্জ, গর্জন—মেঘ সিংহাদির উচ্চ শব্দবিশেষ; নাদ; তর্জ্জন; ভৎর্সন। গর্জ (গর্জন করা) +অল্, পক্ষান্তরে অনট্ ভা। সং; প্রথমটি পু ও দ্বিতীয়টি ক্লী। বিশেষণে গর্জিত।

গর্জক—গর্জনকারী। গর্জ (শব্দ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

গর্জন—গর্জ দেখ। [সং; স্ত্রী।

গর্জা—গর্জ দেখ। গর্জ+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্।

গর্জিত—১। নাদিত। শব্দিত। গর্জ (শব্দ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। উন্মত্ত হস্তী। গর্জ +ক্ত ক। সং; পু ৩। গর্জ্জন। গর্জ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

গর্জ্জমান—গর্জ্জনশীল। (এই পদটি ব্যাকরণ অনুসারে অশুদ্ধ, কারণ গর্জ্জ ধাতু পরস্মৈপদী, উহার উত্তর শানচ্ হইতে পারে না, শতৃ হইবে। তবে তাচ্ছীল্য অর্থে শতৃ স্থানে শানচ্ করিলে হইতে পারে। তদনুসারে) গর্জ্জ+শতৃ (শতৃ স্থানে শানচ্) ক। বিণ; ত্রি।

গর্ত্ত—রোগবিশেষ; স্ত্রীনিতম্বের কুকুন্দর; ছিদ্র, রন্ধ্র; চারি ক্রোশের ন্যূন বিস্তৃত গহ্বর; গহ্বর; ত্রিগর্ত্তদেশ (আধুনিক কাঙ্গড়া)। গ (ভক্ষণ করা)+তন্ ক। সং; পু।

গর্দ্দভ—১। রাসভ, গাধা; গন্ধ। গর্দ্দ (শব্দ করা)+অভচ্ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গর্দ্দভী। ২। বিড়ঙ্গ; শ্বেতকুমুদ। সং; স্ত্রী।

গর্দ্দভী—স্ত্রী-গাধা। গর্দ্দভ দেখ। সং; স্ত্রী।

গর্দ্ধ—লিপ্সা, লোভ, স্পৃহা। গৃধ (লোভ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

গর্দ্ধন—লুব্ধ, লোভী। গৃধ (লোভ করা)+অন ক। বিণ; ত্রি।

গর্ভ, গর্ভ্ভ—১। গর্ভাশয়গত শুক্রশোণিতময়-পিণ্ড, ভ্রূণ; শিশু; অগ্নি। গৃ (সেচন করা)+ভ র্ম্ম। ২। কুক্ষি, উদরের যে অংশে শুক্র শোণিত সমবেত হইয়া সন্তান-রূপে পরিণত হয়; নিম্নোদর, তলপেট; অভ্যন্তর; নদীগর্ভ, ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে নদীর জল যে পর্য্যন্ত উঠে; পনস কণ্টকাবরণ; (নাট্যে) সন্ধিবিশেষ। গৃ+ভ অধি। সং; পু।

গর্ভক—১। কেশমধ্যপরিবৃত মাল্য, খোঁপার মালা; কেশভূষণ ফুল। গর্ভ শব্দ—কৈ (শব্দ করা)+ড ক। সং; পু। ২। রাত্রিদ্বয় মধ্যস্থ দিন; দুই রাত্রি এক দিন। সং; পু।

গর্ভকেশর—কেশরসমূহের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল, উহার শিরোদেশে আঠার ন্যায় এক প্রকার দ্রব পদার্থ থাকে। সং; পু ও ক্লী।

গর্ভকোষ—গর্ভাশয়, জরায়ু। ৬তৎ বা রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

গর্ভগৃহ—অন্তর্গৃহ, ভিতরের ঘর; সূতিকাগার, আঁতুড় ঘর। গর্ভ সদৃশ যে গৃহ, উপমান কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গর্ভজ—গর্ভে উৎপন্ন। গর্ভ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে গর্ভজা।

গর্ভধারণ—গর্ভে সন্তান গ্রহণ, অন্তঃসত্ত্বা হওয়া। গর্ভের (ভ্রূণের) ধারণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

গর্ভধারিণী—যিনি গর্ভে ধারণ করেন, জননী। গর্ভ শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

গর্ভপরিস্রব—সন্তান প্রসবের পর তাহার সহিত যে চর্ম্ম-পটোলিকা নির্গত হয়, সাধারণ কথায় ইহাকে ফুল বলে। ৬তৎ। সং; পু।

গর্ভপাত—গর্ভস্রাব, কোনও কারণে অকালে ভ্রূণের পতন, অকালে সন্তান নষ্ট হইয়া পড়িয়া যাওয়া। ৬তৎ। সং; পু।

গর্ভপাতক—গর্ভপাতকারী। গর্ভ—ণিজন্ত পত বা পতি+ণক ক। বিণ; ত্রি।

গর্ভপাতন—গর্ভপাত, গর্ভস্রাব করান, লজ্জা নিন্দাদি ভয়ে উদরস্থ শিশুকে অসময়ে ফেলান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গর্ভলক্ষণ—গর্ভসূচক চিহ্ন, যথা—উদরের স্ফীতি, মুখের অপাণ্ডুরতা, চুচুকের শ্যামিকা, মৃত্তিকাশয়ন, অরুচি, ইত্যাদি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গর্ভবতী—গর্ভিণী, অন্তঃসত্ত্বা। গর্ভ+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [রমণী গর্ভবতী হইলে তাহার স্তনদ্বয়ের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়, দেহের লোমসকল খাড়া হয়, চোখের পাতা বুজিয়া যাইতে থাকে, সুগন্ধ গ্রহণেও উদ্বেগ জন্মে, সর্ব্বদা মুখ দিয়া জল পড়ে, সুখাদ্য ভোজনেও বমন হয়, এবং শরীর অবসন্ন হইয়া থাকে। গর্ভে পুত্র জন্মিলে গর্ভিণীর দক্ষিণ চক্ষুঃ বৃহত্তর হয়, দক্ষিণ স্তনে অগ্রে দুগ্ধ সঞ্চারিত হয়, দক্ষিণ ঊরু স্থূল ও মুখ এবং বর্ণ উজ্জ্বল হয়, স্বপ্নে পুংলিঙ্গবাচক দ্রব্যাদিতে অভিলাষ জন্মে। আর গর্ভে কন্যা জন্মিলে বাম চক্ষুঃ বৃহত্তর হয়, বাম স্তনে অগ্রে দুগ্ধ জন্মে, বাম ঊরু স্থূল ও মুখ এবং বর্ণ মলিন হয়। গর্ভবতী রমণীর আর্ত্তববহ স্রোতের পথ রুদ্ধ হওয়ায় উহা আর অধোদিকে ক্ষরিত না হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। ইহাতে গর্ভিণীর শরীর পুষ্ট ও জরায়ু উৎপন্ন হয়। অবশিষ্টাংশ স্তনদ্বয়ে গমন করে বলিয়া স্তনযুগ স্থূলতর হইয়া থাকে।

গর্ভবতী নারী যথাসময়ে দোহৃদ (সাধ) প্রাপ্ত হইলে বীর্য্যশালী, গুণবান্ ও দীর্ঘায়ুসম্পন্ন সন্তান প্রসব করিতে পারে; অন্যথা গর্ভপীড়া জন্মিতে পারে। গর্ভবতী রমণীর যে যে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ না হয়, সন্তানের সেই সেই পীড়া জন্মে। এজন্য গর্ভিণীকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য]।

গর্ভবাস—১। গর্ভরূপ বাসস্থান। রূপক কর্ম্মধা। ২। গর্ভে অবস্থান। ৭তৎ। সং; পু।

গর্ভব্যূহ—গর্ভবৎ গূঢ় সেনাসন্নিবেশনবিশেষ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

গর্ভশয্যা—গর্ভাশয়, জরায়ু। রূপক কর্ম্মধা।

গর্ভসংক্রমণ—দেহান্তরপ্রাপ্তির নিমিত্ত জীবের গর্ভে প্রবেশ। ৭তৎ। সং; ক্লী।

গর্ভসময়—গর্ভধারণের উপযুক্ত কাল। সং; পু।

গর্ভস্থ—গর্ভের মধ্যস্থিত, গর্ভবাসী। গর্ভ—স্থা+ড ক। বিণ; ত্রি।

গর্ভস্রাব—গর্ভপাত, গর্ভস্থ ভ্রূণের অকালে পতন, গর্ভ নষ্ট হইয়া পড়িয়া যাওয়া। ৬তৎ। পু।

গর্ভস্রাবাশৌচ—গর্ভস্রাব জন্য দেহাশুদ্ধি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। অষ্টম মাস পর্য্যন্ত গর্ভস্রাবের কাল। ছয় মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে যত মাসে গর্ভস্রাব হইবে, গর্ভিণীর ততদিন অশৌচ হইবে, কিন্তু দৈব কার্য্যে দ্বিতীয় মাসাবধি ঐ অশৌচ ব্রাহ্মণীর পক্ষে এক দিন, ক্ষত্রিয়ার ২ দিন, বৈশ্যার ৩ দিন, এবং শূদ্রার ছয় দিন করিয়া বৃদ্ধি হয়। সপ্তম ও অষ্টম মাসে গর্ভস্রাব হইলে প্রসূতির স্বজাত্যুক্ত অশৌচ এবং নির্গুণ সপিণ্ডের ১ দিন অশৌচ হয়। ঐ বালক জীবিত অবস্থায় প্রসূত হইয়া মরিলেও এইরূপ অশৌচ হইবে। দ্বিতীয় দিনাদিতে মরিলে সপিণ্ডের অশৌচ থাকিবে না, কেবল মাতাপিতার অশৌচ থাকিবে।

গর্ভাগার—বাসগৃহ; অন্তর্গৃহ, ভিতরের ঘর; সূতিকাগৃহ। গর্ভ সদৃশ যে আগার, মধ্যপদলোপী বা উপমান কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গর্ভাঙ্ক—নাটকের অঙ্কের অন্তর্গত ক্ষুদ্র অঙ্ক। গর্ভস্থিত যে অঙ্ক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গর্ভাধান—নিষেকক্রিয়া, সংস্কারবিশেষ, স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বিবাহরূপ সংস্কার [পত্নীর প্রথম রজোদর্শনের ষোড়শ দিন মধ্যে ভর্ত্তা নিয়মিত দিনে সায়ংসময়ে শুচিভাবে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া যথাবিধানে বহ্নিস্থাপনপূর্ব্বক গর্ভাধানার্থ ভার্য্যাকে গ্রহণ করিবে, ইহাই শাস্ত্রের বিধান]। ৬তৎ। সং; ক্লী। [এ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম এই যে, ঋতুর প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে স্ত্রীতে উপগত হইলে পুরুষের আয়ুঃ ক্ষয় হয়, এবং উহাতে গর্ভ

উৎপন্ন হইলে তাহা অচিরাৎ বিনষ্ট হয়। তৃতীয় দিনে গর্ভাধান হইলে সন্তান অল্পায়ু ও বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে। অতএব ঋতুর চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ রাত্রিতেই গর্ভাধান বিধেয়। ঋতুর চতুর্থ দিবস হইতে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর যত পরে গর্ভাধান হইবে, সন্তান ততই দীর্ঘায়ু, নীরোগ ও বীর্য্যশালী হইবে]।

গর্ভাশয়—গর্ভকোষ, জরায়ু। ৬তৎ। সং; পুং। [যোনির আকার শঙ্খনাভির ন্যায় তিনটী আবর্ত্তযুক্ত। ইহার তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভাশয় অবস্থিতি করে। ইহার মুখ, বর্ণ, স্থিতি, আকৃতি প্রভৃতি সকলই রোহিত মৎস্যের ন্যায়]। [সর]। বিণ; ত্রি।

গর্ভাষ্টম—গর্ভসঞ্চারাবধি অষ্টম (মাস বা বৎ·

গর্ভিণী—গর্ভবতী, অন্তঃসত্ত্বা। গর্ভ+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

গর্ভিত—গর্ভযুক্ত, অন্তর্গত। গর্ভ+ইত জাতার্থে।

গর্ভোপঘাত—জাতগর্ভের নাশ, পেট ফেলা; মেঘের জলোৎপাদনশক্তির নাশ। গর্ভের উপঘাত, ৬তৎ। সং; পুং।

গর্ভোপঘাতিনী—গর্ভবিনষ্টকারিণী। গর্ভ—উপ—হন (বধ করা)+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

গর্ব্ব—দর্প, অহঙ্কার, দেমাক; ঐশ্বর্য্য, রূপ, যৌবন, কুল, বিদ্যা, ও বল হেতু অন্যের প্রতি অবজ্ঞাভাব। গর্ব্ব (অহঙ্কার করা) +অল্ ভা। সং; পুং। বিশেষণে গর্ব্বিত।

গর্ব্বর—গর্ব্বকারী, গর্ব্বিত। গর্ব্ব+র অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

গর্ব্বিত—অহঙ্কৃত, দেমাকী। গর্ব্ব দেখ; গর্ব্ব+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

গর্ব্বোজ্জ্বল—অহঙ্কারে দীপ্যমান; অভিমান-প্রকাশক। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

গর্ব্বোদ্ধত—অত্যন্ত গর্ব্বিত, অহঙ্কারে উন্মত্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

গর্হণ—নিন্দা; তিরস্কার। গর্হ (নিন্দা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে গর্হিত।

গর্হণা, গর্হা—কুৎসা, নিন্দা; তিরস্কার, ভর্ৎসনা। গর্হ (নিন্দা করা)+অন, পক্ষান্তরে অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে গর্হিত।

গর্হিত—নিন্দিত, দূষণীয়; জঘন্য, কুৎসিত; নিষিদ্ধ, অনুচিত। গর্হ (নিন্দা করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে গর্হণ, গর্হণা, গর্হা।

গর্হ্য—দূষণীয়; নিন্দনীয়। গর্হ (নিন্দা করা)+ঘ্যণ্ কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

গল—ধুনা; কণ্ঠ, গলা; গালা; একপ্রকার বাদ্য। গল (ভোজন করা)+অন্ ক। সং; পুং।

গলকম্বল—সাস্না, গরুর গলদেশে লম্বিত কম্বলাকার মাংস। ৬তৎ। সং; পুং।

গলগণ্ড—১। রোগবিশেষ, গলদেশে মাংসপিণ্ড। ৬তৎ। ২। হাড়গিলা পাখী। গলে গণ্ড যাহার, বহু। সং; পুং।

গলগ্রহ—কণ্ঠগ্রহ, গলার ভার; অকারণে ও অনিচ্ছার সহিত যাহার ভরণপোষণের ভার লইতে হয়, যে নির্গুণ অক্ষম ব্যক্তি কেবল বসিয়া বসিয়া অন্যের অন্ন ধ্বংস করে; যে কর্ম্মের আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু সমাপ্তি হয় নাই, অসমাপ্ত কর্ম্ম; তিথিবিশেষ। গলকে গ্রহণ করে যে, উপ; গল শব্দ—গ্রহ (গ্রহণ করা)+অন্ ক। সং; পুং।

গলৎ—যাহা গলিতেছে এরূপ; যাহা হইতে স্রাব হইতেছে এরূপ। গল (ক্ষরিত হওয়া) +শতৃ ক। বিণ; ত্রি।

গলৎকুষ্ঠ—ক্ষতযুক্ত কুষ্ঠ, যে কুষ্ঠ হইতে রক্তরসাদির স্রাব হইতেছে। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গলদশ্রু—১। যাহা হইতে অশ্রুপাত হইতেছে এরূপ। গলৎ অশ্রু যাহা হইতে, বহু। ২। যাহার অশ্রুপাত হইতেছে এরূপ (ব্যক্তি)। গলৎ অশ্রু যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

গলদশ্রুলোচন—যাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে, সাশ্রুনেত্র। গলৎ হইয়াছে অশ্রু যাহা হইতে, গলদশ্রু হইয়াছে লোচন যাহার, ২বার বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে গলদশ্রুলোচনা। ক্রিয়াবিশেষণে গলদশ্রুলোচনে।

গলন—ক্ষরণ; দ্রব হওয়া, গলিয়া যাওয়া, গলিয়া পড়া, স্রাব। গল (ক্ষরিত হওয়া) +অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে গলিত।

গলন্তিকা—ঝারা; ঝারী, গাড়ু; কুঁজো। গল (ক্ষরিত হওয়া)+শতৃ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্, তদুত্তরে কণ্ ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

গলরন্ধ্র—কণ্ঠের ছিদ্র। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গললগ্নীকৃতবাস—গলদেশে বস্ত্র সংলগ্ন করিয়াছে এরূপ, আপনার গলায় কাপড় দিয়াছে এরূপ।

গলশুণ্ডিকা—আলজিভ। গলের শুণ্ডিকা (শুণ্ডবৎ পদার্থ), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গলস্তনী—অজা, ছাগী। গলে স্তন যাহার, বহু। সং; স্ত্রী। [বিস্তার। সং; পুং।

গলহস্ত—অর্দ্ধচন্দ্র, গলাধাক্কা; তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ

গলাধঃকরণ—পান; ভোজন; গলের অধঃস্থ করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গলিত—ক্ষরিত; দ্রুত; দ্রবীভূত, গলিয়া গিয়াছে এরূপ; পতিত; জীর্ণ; শিথিল। গল (ক্ষরিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে গলন।

গলিতকুষ্ঠ—গলৎকুষ্ঠ দেখ। সং; ক্লী।

গলোদ্ভব—ঘোটকের গলদেশে উৎপন্ন রোমাবর্ত্তবিশেষ। গল হইতে উদ্ভব যাহার, অথবা গল হইয়াছে উদ্ভব (উৎপত্তি স্থান) যাহার, বহু। সং; পুং।

গল্ভ—ধৃষ্ট, উদ্ধত; নির্লজ্জ। গল্ভ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে গল্ভতা।

গল্ভতা—গল্ভের ভাব। গল্ভ দেখ। সং; স্ত্রী।

গল্ল—গাল, কপোল। গল (ভক্ষণ করা)+ল ক। সং; পুং।

গবত্র—বিচালি, খড়, গোভক্ষ্য। গোকে (গরুকে) ত্রাণ (রক্ষা) করে যে, গো (গরু) —ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড ক। সং; ক্লী।

গবয়—বনগব, গলকম্বলশূন্য গোতুল্য পশু; একটী বানরের নাম। গু (শব্দ করা)+ অয়চ্ ক; অথবা, গো শব্দ—ই (যাওয়া) +অন্ ক। সং; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে গবয়ী।

গবয়ী—স্ত্রী-গবয়। গবয় দেখ। সং; স্ত্রী।

গবল—১। মহিষের শৃঙ্গ। সং; ক্লী। ২। বন্য মহিষ। গু (শব্দ করা)+অলচ্। সং; পুং।

গবাক্ষ—১। জানালা, ঝরকা। গোর (গরুর) অক্ষি (চক্ষু) তুল্য, উপমিত কর্ম্মধা। পূর্ব্বে গরুর চক্ষুর ন্যায় গোল জানালা রাখার রীতি ছিল। সং; পুং। ২। সুগ্রীবানুচর জনৈক বানর; ইনি বৈবস্বতের পুত্র। কপিবর লঙ্কাসমরে উপস্থিত থাকিয়া রামের সপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

গবাদন—তৃণ। গোর (গরুর) অদন (ভক্ষ্য), ৬তৎ। সং; ক্লী। সন্ধির নিয়মানুসারে গবদনও হয়।

গবাম্পতি—বৃষ, ষাঁড়; গোস্বামী; গোপালক; রুদ্র; সূর্য্য; বহ্নি। গো শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে গবাম্; গবাম্ (গোসকলের) পতি, অলুক্ ৬তৎ। সং; পুং।

গবাশন—গোখাদক, মুচী, চামার। গো+ অশন=গবাশন (গবশনও হয়)। গো (গরু) —অশ (ভোজন করা)+অন ক। সং; পুং।

গবিনী—গোসমূহ। গো শব্দ+ইন্ সমূহার্থে+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

গবী—স্ত্রী-গো, গাই; বাণী। গো+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

গবেষণ—গবেষণা দেখ। গবেষ (অন্বেষণ করা) +অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে গবেষিত।

গবেষণা—কোন বিষয়ের তত্ত্বনিরূপণার্থ অন্বেষণ, সবিশেষ অনুসন্ধান (Research, investigation)। গবেষ (অন্বেষণ করা)+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে গবেষিত।

গবেষিত—যাহার গবেষণা করা হইয়াছে এরূপ, অন্বেষিত। গবেষ (অন্বেষণ করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে গবেষণ, গবেষণা।

গব্য—গোসম্বন্ধীয় (দুগ্ধঘৃতাদি); গোহিত। গো (গরু)+য্য। বিণ; ত্রি।

গব্যা—গোসমূহ ; ছিলা। গব্য+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

গহন—১। অরণ্য, বন। গহ (নিবিড় হওয়া) +অন ক। ২। যাতনা ; দুঃখ ; গহ্বর। গাহ (বিলোড়ন করা)+অনট্ অধি। সং ; ক্লী। ৩। দুর্গম ; দুষ্প্রবেশ ; দুরূহ ; দুর্ব্বোধ। গাহ+অনট্ র্ম। বিণ ; ত্রি।

গহ্বর—১। দেবখাত ; গর্ত্ত ; গুহা ; গহন। গাহ (বিলোড়ন করা)+বরচ র্ম। সং ; ক্লী। ২। লতাগৃহ। সং ; পু।

গাঙ্গ, গাঙ্গেয়—১। ভীষ্ম ; কার্ত্তিকেয়। সং ; পু। ২। স্বর্ণ ; কেশুর। সং ; ক্লী। ৩। গঙ্গাসম্বন্ধীয় ; গঙ্গাজাত। গঙ্গা+ষ্ণ, পক্ষান্তরে ঢেয়। বিণ ; ত্রি।

গাঙ্গায়নি—ভীষ্ম ; কর্ত্তিকেয়। গঙ্গা+ফায়ন অপত্যার্থে, তদুত্তরে স্বার্থে ফি। সং ; পু।

গাঙ্গিনী—গঙ্গার শাখানদী বিশেষ। মুর্শিদাবাদের কিছু উত্তরে গঙ্গানদী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উহার যে অংশ পূর্ব্ব দিকে গিয়া ব্রহ্মপুত্রের শাখা যমুনা (কনাই) নদীর সহিত মিশিয়াছে, তাহারই অন্য নাম গাঙ্গিনী।

গাঢ়—১। আক্রান্ত ; সেবিত। গাহ+ক্ত র্ম। ২। দৃঢ় ; ঘন, পাতলা নয় ; অতিশয়। গাহ (বিলোড়ন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

গাঢ়তর—অত্যন্ত ঘন, দুইটী ঘন দ্রব্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী ঘন। গাঢ়+তর আতিশয্যার্থে। বিণ ; ত্রি।

গাঢ়মুষ্টি—১। কৃপণ। গাঢ় হইয়াছে মুষ্টি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। খড়্গ। সং ; পু।

গাণপত্য—১। দলাধিপত্য। গণপতি (দলপতি) ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী। ২। গণেশোপাসক। গণপতি (গণেশ)+ষ্ণ্য ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

গাণিক্য—বেশ্যাসমূহ। গণিকা+ষ্ণ্য সমূহার্থে। সং ; ক্লী।

গাণ্ডি—গ্রন্থি, গাঁট। গন্ড+ইঞ্ ক। সং ; পু।

গাণ্ডিব, গাণ্ডীব—অর্জ্জুনের ধনুক। [ব্রহ্মা এই ধনু নির্ম্মাণ করিয়া চন্দ্রকে ও চন্দ্র বরুণকে প্রদান করেন ; পরে খাণ্ডবদাহন কালে অগ্নিদেবের প্রার্থনাক্রমে বরুণ উহা অর্জ্জুনকে প্রদান করেন] ; ধনুক। গাণ্ডি (গ্রন্থি)+ব অস্ত্যর্থে। সং ; পু ও ক্লী।

গাণ্ডীবধন্বা—গাণ্ডীব-ধনুধারী, অর্জ্জুন। গাণ্ডীব হইয়াছে ধনুঃ যাহার ইতি বহুব্রীহি সমাসে গাণ্ডীবধন্বন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

গাণ্ডীবী—অর্জ্জুন ; ধানুষ্ক ; ধনুর্দ্ধারী। গাণ্ডীব শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=গাণ্ডীবিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

গাতব্য—১। গান করিবার যোগ্য। গৈ (গান করা)+তব্য র্ম। ২। গন্তব্য। গা (গমন করা)+তব্য র্ম। বিণ ; ত্রি।

গাতা—গায়ক। গৈ (গান করা)+তৃন্ ক=গাতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গাত্রী।

গাত্র—দেহ, শরীর ; অঙ্গ ; গজের অগ্রজঙ্ঘার আদিভাগ। গম (গমন করা)+ষ্ট্রন্ ক। সং ; ক্লী।

গাত্রকণ্ডুয়ন—গা চুলকান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গাত্রদাহ—গাত্রজ্বালা, গা জ্বালা। ৬তৎ। সং ; পু।

গাত্রমার্জ্জনী—গামছা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গাত্ররুহ—রোম। গাত্র (দেহ)—রুহ (উদ্গত হওয়া)+অন্ ক। সং ; ক্লী।

গাত্রশূল—শরীরে বেদনা। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

গাত্রহরিদ্রা—বিবাহের পূর্ব্বে গাত্রে হরিদ্রা লেপনরূপ সংস্কার বিশেষ, গায়ে হলুদ। সং ; স্ত্রী। বিবাহের অযুগ্ম (১, ৩, ৫ প্রভৃতি) দিন পূর্ব্বে গাত্রহরিদ্রা সংস্কার সম্পন্ন হইয়া থাকে।

গাত্রাবরণ—গাত্রাচ্ছাদন ; বর্ম্ম, সাঁজোয়া ; চাদর প্রভৃতি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গাত্রিকা—গাত্রমার্জ্জনী, গামছা। গাত্র (দেহ) +ষ্কিক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

গাত্রোত্থান—শয্যা হইতে শরীর উত্তোলন, বিছানা হইতে গা তোলা। গাত্রের উত্থান, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গাথক—গায়ক। গৈ (গান করা)+থক ক। বিণ ; ত্রি।

গাথা—১। শ্লোক, পদ্য, কবিতা ; গান, গীত ; আর্য্যাচ্ছন্দঃ। গৈ (গান করা)+থন্ র্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। বর্ণন। গৈ+থন্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

গাধ—১। লোভ, লালসা। গাধ (পাইবার ইচ্ছা করা)+অল্ ভা। ২। তলস্পর্শ ; স্থান। গাধ+অল্ র্ম। সং ; পু। ৩। তলস্পর্শযোগ্য ; অনতিগভীর। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অগাধ।

গাধি—চন্দ্রবংশীয় জনৈক নরপতি, বিশ্বামিত্র ঋষির পিতা। গাধ (প্রতিষ্ঠিত হওয়া)+ই ক। সং ; পু।

গাধিজ—বিশ্বামিত্র ঋষি। গাধি (নৃপবিশেষ) —জন+ড ক। সং ; পু।

গাধিসুত—বিশ্বামিত্র ঋষি। ৬তৎ। সং ; পু।

গাধেয়—বিশ্বামিত্র ঋষি। গাধি (নৃপবিশেষ) +ঢেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

গান—গীতি ; ধ্বনি। গৈ (গান করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে গীত।

গান্দিনী—১। গঙ্গা। গো শব্দের ২য়ার ১বচনে গাং ; গাং (স্বর্গকে)—দা (দান করা)+কিন ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ ; যিনি স্বর্গ দান করেন, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। ২। অক্রূরের মাতা, কাশীরাজতনয়া। ইনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাল মাতৃগর্ভে ছিলেন। ইঁহার শুভকামনা করিয়া কাশীরাজ প্রত্যহ একটী করিয়া গবী দান করিতেন বলিয়া ইঁহার নাম গান্দিনী রক্ষিত হয়। ইঁহার সহিত যদুবংশীয় শ্বফল্কের বিবাহ হইলে তদীয় ঔরসে ইঁহার গর্ভে কৃষ্ণভক্ত অক্রূরের জন্ম হয়। গাং (গবীকে)—দা (দান করা)+কিন ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

গান্দিনীসুত—অক্রূর ; ভীষ্ম ; কার্ত্তিকেয়। ৬তৎ [গান্দিনী দেখ]। সং ; পু।

গান্ধর্ব্ব—১। গান। সং ; ক্লী। ২। গন্ধর্ব্বসম্বন্ধীয়। [গন্ধর্ব্ব দেখ]। গন্ধর্ব্ব+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ৩। অশ্ব ; বিবাহবিশেষ, এই বিবাহে বরকন্যা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া গোপনে পরিণয়পাশে আবদ্ধ হয় ; দ্বীপবিশেষ। সং ; পু।

গান্ধার—১। গন্ধক ; সিন্দুর। গন্ধ শব্দ—ধৃ +যণ্ ক। সং ; ক্লী। ২। স্বরবিশেষ ; রাগবিশেষ। সপ্তস্বর দেখ। সং ; পু। ৩। দেশবিশেষ। ইহা অতি প্রাচীন জনপদ। সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর হইতে আফগানিস্থানের অধিকাংশ পূর্ব্বকালে গান্ধার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল ; এখনও 'কান্দাহার' নাম সেই প্রাচীন 'গান্ধার' নামের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

গান্ধারী—দুর্য্যোধনাদির জননী। ইনি গান্ধার দেশাধিপতি সুবল রাজার তনয়া। কুরুবংশীয় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। পতি অন্ধ বলিয়া ইনি আজীবনকাল আপনার চক্ষুঃ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইঁহার গর্ভে দুর্য্যোধনাদি শত পুত্রের জন্ম হয়। ইনি দুর্য্যোধনকে সাধুপথ অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু দুর্য্যোধন ইঁহার সৎপরামর্শে কর্ণপাত করিতেন না। যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, দুর্য্যোধন সময়ে সময়ে জননীর নিকট গমন করিয়া স্বপক্ষের জয় কামনা করিবার নিমিত্ত ইঁহাকে অনুরোধ করিতেন। তখন ইনি কেবল এই মাত্র বলিতেন, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ", অর্থাৎ ধর্ম্ম যেখানে জয় সেখানে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে শ্রীকৃষ্ণসহ পাণ্ডবগণ গান্ধারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলে, ইঁহার শত পুত্রের শোক উচ্ছ্বসিত হয়। সে সময়ে ব্যাসদেব ইঁহার ক্রোধের শান্তি করেন। স্বীয় নেত্রবন্ধন বস্ত্রের নিম্নদেশ দিয়া ইনি যুধিষ্ঠিরের অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ

দর্শন করিলে সেগুলি বিকৃতাকার ধারণ করে। অতঃপর গান্ধারী সমরক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক মৃতপুত্র ও আত্মীয়স্বজন-সমূহের নিমিত্ত বিস্তর শোক করেন। অনন্তর ইনি পতিসহ পঞ্চদশ বৎসর পাণ্ডব-দিগের আশ্রয়ে হস্তিনাপুরে অবস্থিতি করেন। তৎপরে ইনি ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বন-গমনপূর্ব্বক তিন বৎসর কাল তপস্যা করিয়া অবশেষে দাবানলে ভস্মীভূত হন। গান্ধার + ষ্ণ ভবার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

গান্ধারেয়—গান্ধারীপুত্র, দুর্য্যোধনাদি। গান্ধারী শব্দ + ঢ়েয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

গান্ধিক—১। গন্ধদ্রব্যবাহী। বিণ ; ত্রি। ২। গন্ধবণিক। গন্ধ + ষ্ণিক। সং ; পু।

গামী—(গামিন্)। গমনশীল ; যে গমন করিবে। গম (যাওয়া) + ণিন্ শীলাদ্যর্থে বা ভবিষ্য-দর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গামিনী।

গামুক—গমনশীল। গম (গমন করা) + ঞুক ক। বিণ ; ত্রি।

গাম্ভীর্য্য—গম্ভীরতা, গভীরতা ; অচাঞ্চল্য ; হর্ষ-ক্রোধভয়াদিভাবহেতু মনের অবিকারিত্ব। গম্ভীর দেখ ; গম্ভীর + ষ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

গায়ক—গানকারী। গৈ (গান করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে গায়িকা।

গায়ৎ—গান করিতেছে এরূপ ; গায়ক। গৈ (গান করা) + শতৃ ক। বিণ ; ত্রি।

গায়ত্রী, গায়ত্রী—ত্রিপদামন্ত্রবিশেষ, বেদমাতা। [কথিত আছে যে, এই ত্রিপদাদেবী ব্রহ্মার পত্নী। একদা ব্রহ্মা যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইয়া সাবিত্রীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রকে প্রেরণ করেন। সাবিত্রী সে সময়ে গৃহ-কর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকায় যাইতে না পারাতে ব্রহ্মা পুনরায় দারপরিগ্রহ বাসনায় উপযুক্তা কন্যা অন্বেষণার্থ ইন্দ্রকে প্রেরণ করেন। ইন্দ্র এক গোপকন্যাকে আনয়ন করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে বিবাহ করেন। সেই গোপ-কন্যাই গায়ত্রী নামে খ্যাতা ; ষড়ক্ষর ছন্দঃ ; খদির। গায়ৎ (গায়ক) — ত্রৈ (ত্রাণ করা) + ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

গায়ন—গায়ক, গানকারক। গৈ (গান করা) + ণনট্ ক। বিণ ; ত্রি।

গারুড়—১। গরুড়সম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। গরুড় + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। পুরাণবিশেষ [গরুড়পুরাণ দেখ] ; স্বর্ণ ; বিষশাস্ত্র, বিষ-মন্ত্র ; মরকতমণি ; ব্যূহবিশেষ। সং ; ক্লী।

গারুত্মত—মরকতমণি। গরুত্মৎ (গরুড়) + ষ্ণ ভবার্থে ; প্রবাদ এইরূপ যে, গরুড়ের মুখ-নিসৃত শ্লেষ্মা হইতে এই মণির উৎপত্তি হই-য়াছে। সং ; ক্লী।

গার্গি—গর্গমুনির সন্তান। গর্গ (মুনিবিশেষ) + ষ্ণি অপত্যার্থে। সং ; পু।

গার্গী—জনৈক প্রাচীন বিদুষী ভারতমহিলা, গর্গ-মুনির তনয়া। ইঁহার ন্যায় বিদ্যাবতী ও প্রতিভাশালিনী রমণী ভূমণ্ডলে অতি অল্প জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কথিত আছে যে, ইনি জনকরাজের সভায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্ব-জনসমক্ষে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার কৃত ঋগ্বেদের টীকা অদ্যাপি আছে। সং ; স্ত্রী।

গার্গ্য—জনৈক মুনি, গর্গমুনির পুত্র। ইনি ঋগ্বে-দের অধ্যাপক এবং বিখ্যাত বৈয়াকরণ ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রেও ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি 'গার্গ্য সংহিতা' নামক একখানি জ্যোতিষের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি যাদবদিগের কুলগুরু ছিলেন এবং সেই বংশে বিবাহ করেন। শ্যালক কর্ত্তৃক নপুং-সক বলিয়া কথিত হইলে, ইনি যাদবদিগকে ত্যাগ করিয়া কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে ইনি যাদব-দিগের অজেয় একটী পুত্রের কামনা করিয়া বর গ্রহণ করেন। অতঃপর অপ্সরা গোপা-লির গর্ভে ইঁহার ঔরসে কালযবন নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। গর্গ (মুনি-বিশেষ) + ষ্য অপত্যার্থে। সং ; পু।

গার্হপত্য—১। গৃহপতিসম্বন্ধীয়। গৃহপতি + ষ্য ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। সাগ্নিক গৃহীর যজ্ঞাগ্নি, গৃহস্থ ব্যক্তি চিরকাল অবি-চ্ছেদে যে অগ্নি গৃহে রাখে। সং ; পু।

গার্হস্থ, গার্হস্থ্য—১। গৃহ সম্বন্ধীয়। গৃহস্থ + ষ্ণ, ষ্য ; বিণ ; ত্রি। ২। গৃহস্থধর্ম্ম, দ্বিতীয় আশ্রম। সং ; ক্লী।

গালন—গলান ; ছাঁকা ; ক্ষরণ করান। ণিজন্ত গল বা গালি + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

গালব—জনৈক মুনি ; লোধ্রবৃক্ষ। গল (গলিয়া যাওয়া) + ঘঞ্ ভা = গাল ; গাল — বা (বধ করা, ইত্যাদি) + ড ক। সং ; পু।

গালবাদ্য—বম্ বম্ শব্দ সহকারে গাল বাজান। গালের বাদ্য (বাদন), ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গালি, গালী—অভিসম্পাত, কটু কথা। গল (ক্ষরিত হওয়া) + ইঞ্, বিকল্পে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

গালিত—দ্রবীকৃত, যাহা গলান হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত গল বা গালি (গলান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

গালিলিও—ইনি একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর অন্তঃ-পাতী পাইসা নগরে ইঁহার জন্ম হয়। শিক্ষা সমাপনপূর্ব্বক ইনি পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পাইসা বিদ্যালয়ের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অসাধারণ প্রতিভা-বলে ইনি গণিতশাস্ত্রের সম্যক আলোচনা করিয়া অনেক তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। ইনি পরিদোলকের (পেণ্ডুলমের) গতি আবিষ্কার করিয়া জগতের মহোপকার সাধন করিয়াছেন, এবং দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের উদ্ভাবনা দ্বারা জ্যোতিঃশাস্ত্রের অসীম উপ-কার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীর গতি আবিষ্কার করেন এবং সূর্য্যকে সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র বলিয়া স্থির করেন। এই মতের জন্য ইঁহাকে অদূরদর্শী, সঙ্কীর্ণমনা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদিগের হস্তে অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়, এমন কি রাজদ্বারেও দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে।

গাবল্গণি—গবল্গণপুত্র সঞ্জয় [সঞ্জয় দেখ]। গবল্গন + ষ্ণি অপত্যার্থে। সং ; পু।

গাহন—বিলোড়ন ; মজ্জন। গাহ (বিলোড়ন করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

গির্, গিরা—১। বাক্য। গৃ (শব্দ করা) + ক্বিপ্ র্ম্ম = গির্ ; তদুত্তরে বিকল্পে আপ্ = গিরা। ২। বিদ্যাদেবী, সরস্বতী। উক্ত ধাতুর উত্তর উক্ত প্রত্যয় কর্ত্তৃবাচ্যে। স্ত্রী।

গিরি—১। পর্ব্বত ; সন্ন্যাসীবিশেষ। গৃ (ভক্ষণ করা) + কি ক। সং ; পু। ২। ক্ষুদ্র মূষিক। সং ; স্ত্রী।

গিরিকণ্টক—বজ্র। গিরির (পর্ব্বতের) কণ্টক (শত্রু), ৬তৎ। সং ; পু।

গিরিকদলী—বনরম্ভা। গিরি জাতা কদলী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

গিরিকন্দর—পর্ব্বতগুহা। ৬তৎ। সং ; পু।

গিরিকা—১। ছোট ইঁদুর, নেংটী ইঁদুর। গিরি দেখ ; গিরি + কণ্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। কোলাহল গিরির কন্যা, বসুরাজের পত্নী। সং ; স্ত্রী।

গিরিকূট—পর্ব্বতশৃঙ্গ ; পর্ব্বতের উপরিস্থ গৃহ। ৬তৎ ও মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

গিরিগুহা—পর্ব্বতের গহ্বর। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গিরিচর—১। পর্ব্বতে বিচরণকারী। গিরি — চর + টক্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। রুদ্রাক্ষ বিশেষ ; চোর। সং ; পু।

গিরিজ—১। পর্ব্বতজাত ; শৈলজাত। গিরি শব্দ (পর্ব্বত) — জন (জন্মা) + ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। অভ্রক ; গৈরিক ; শিলাজতু ; লৌহ। সং ; ক্লী।

গিরিজা—পার্ব্বতী, শিবানী, দুর্গা ; গিরি-মল্লিকা। গিরি শব্দ (হিমালয় পর্ব্বত) — জন (জন্মা) + ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

গিরিজানন্দন—কার্ত্তিক। ৬তৎ। সং ; পু।

গিরিতরঙ্গিণী—পার্ব্বত্য নদী। গিরিসম্ভূতা বা গিরিপ্রবাহিতা তরঙ্গিণী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গিরিতল—পর্ব্বতের নিম্নভাগ; পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশ। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

গিরিদুর্গ—পর্ব্বতের উপরিস্থ দুর্গ; পর্ব্বতবেষ্টিত দুর্গ। [এইরূপ দুর্গ শত্রুপক্ষের দুষ্প্রবেশ্য বলিয়া অন্যান্যপ্রকার দুর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; মহারাজ জরাসন্ধের এই প্রকার দুর্গ ছিল]। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গিরিধর—ইনি ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা ভাষায় গীত-গোবিন্দের একখানি অনুবাদ রচনা করেন। ইহাই গীতগোবিন্দের প্রথম বঙ্গানুবাদ।

গিরিনদী—গিরিতরঙ্গিণী দেখ।

গিরিনন্দিনী—পার্ব্বতী, দুর্গা; গঙ্গা; নদী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গিরিবর্ত্ম—(গিরিবর্ত্মন্) ১। পার্ব্বত্য পথ। গিরিস্থিত বর্ত্ম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। গিরিসঙ্কট, দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী পথ। সং; ক্লী।

গিরিব্রজ—জরাসন্ধের রাজধানী, ইহা মগধ দেশের অন্তর্গত। সং; ক্লী।

গিরিমল্লিকা—কুটজ বৃক্ষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গিরিমৃৎ—(গিরিমৃদ্)। গিরিমাটী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গিরিরাজ—পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ, হিমালয়। গিরিদিগের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

গিরিশ—শিব, মহাদেব। গিরি শব্দ (কৈলাস পর্ব্বত) – শী (শয়ন করা) + ড কর্; অথবা গিরি + শ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—প্রসিদ্ধ নাটককার ও অভিনেতা। ১২৫০ সালে ১৫ই ফাল্গুন কলিকাতা বাগবাজার বসুপাড়ায় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম নীলকমল ঘোষ। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া গিরিশচন্দ্র প্রথমে গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ও পরে হেয়ার স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। প্রবেশিকা-পরীক্ষার পাঠ্য পর্য্যন্ত পড়িয়া ইনি স্কুল ছাড়িয়া দেন। ইঁহার ১১ বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ ও ১৪ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। স্কুল ছাড়িয়া ইনি গৃহে বসিয়া চারি বৎসরকাল অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন করেন। ইনি প্রথমে কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া বাগবাজারে একটি থিয়েটারের দল গঠন করেন, এবং তাহাতে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় করেন। নিজে তাহাতে 'নিমচাঁদ' সাজিয়াছিলেন। পরে এই থিয়েটার যোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাটীতে উঠিয়া যায়, এবং ইহার নাম 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' হয়। ইহাতে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হইলে গিরিশচন্দ্র ইহার সংস্রব ত্যাগ করেন। পরে বিডন ষ্ট্রীটে 'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হইলে গিরিশচন্দ্র আসিয়া ইহাতে যোগ দেন এবং সখের অভিনয় করেন। পরে ইহাতে একশত টাকা বেতনে ম্যানেজার নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে ইনি নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার নাটকে বঙ্গীয় নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত হয়। যখন বিডন ষ্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইনি ইহাতে যোগদান করেন। ঐ স্থানে গোপাল লাল শীলের স্বত্বাধিকারিতায় এমারেল্ড থিয়েটার স্থাপিত হইলে কিছুদিন পরে ইনি ঐ থিয়েটারের কর্ত্তৃত্ব করেন। ষ্টার থিয়েটার হাতিবাগানে পুনর্গঠিত হইলে কিছুদিন পরে সেখানেও ইনি অধ্যক্ষতা করেন। যখন বিডন ষ্ট্রীটে মিনার্ভা থিয়েটার স্থাপিত হয়, তখন ইঁহারই অনুবাদিত ম্যাকবেথ লইয়া ঐ থিয়েটার খোলা হয় এবং ইনিই নায়কের ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্ব ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন লোকের হস্তে যায়। গিরিশচন্দ্র কিন্তু প্রায় সকল সময়েই ঐ থিয়েটারের সংস্রবে থাকিতেন। দুই একবার অমরেন্দ্র নাথ দত্ত স্থাপিত ক্লাসিক থিয়েটারেও যোগদান করেন। ১৩১৪ সালের ৩১শে শ্রাবণ যখন কোহিনুর থিয়েটার স্থাপিত হয়, তখন এইখানে ইনি ম্যানেজার পদে বরিত হন। পরে ১০ মাস কাল এই খানে থাকিয়া ইনি এখন আবার মিনার্ভা থিয়েটারের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার নাটক-রচনাপ্রণালী এইরূপ; —ইনি অনর্গল বলিয়া যান, ইঁহার নিযুক্ত লেখক সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লন। পরে সংশোধিত হইয়া পুস্তকাকারে পরিণত হয়। ইনি ইংরাজী সাহিত্য, বিশেষতঃ কাব্য ও নাট্যসাহিত্য বিশেষরূপে পাঠ করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যে ইঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। বিজ্ঞানেও অনুরাগ আছে। গিরিশচন্দ্র এক সময় হাফ আখড়ায়ের প্রত্যুত্তর রচনা করিয়া প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন। পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক ও ধর্ম্মভাবাত্মক অন্যূন ৭০ খানি নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন প্রণয়ন করিয়া এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি উপন্যাস নাটকাকারে পরিণত করিয়া ইনি বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি ও রঙ্গালয়ের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। ইঁহার রচিত সঙ্গীত যেমন সুমধুর, তেমনি বহুবিস্তৃত। ভদ্রলোকের মজলিস হইতে দূর পল্লীগ্রামে কৃষকের কণ্ঠে পর্য্যন্ত ইঁহার রচিত সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। ইনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্তশিষ্য। নাটকে ইঁহার যেমন প্রতিষ্ঠা, অভিনয়েও তদপেক্ষা কম নহে। নাট্যজগতে ইঁহার প্রতিভা ও প্রভাব চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—ইনি কলিকাতা শিমলায় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং গৌরমোহন আঢ্যের (বর্ত্তমান নাম ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী) স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ২০ বৎসর বয়সে বেঙ্গল রেকর্ডার (Bengal Recorder) নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই পত্র ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু পেট্রিয়ট নাম ধারণ করিয়া হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদন-কর্ত্তৃত্বে আসে। কিন্তু তখনও গিরিশচন্দ্র ইহাতে প্রবন্ধ লেখা বন্ধ করেন নাই। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র কলিকাতা মিলিটারী পে একজামিনার (Military pay Examiner) আপিসে কার্য্যে প্রবিষ্ট হন এবং উত্তর কালে ৩৫০ টাকা বেতনে উক্ত আপিসের রেজিষ্ট্রার পদে উন্নীত হন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গলী নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইনি তাহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার পরিচালনা করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বাঙ্গালী ধনকুবের রামদুলালের জীবন চরিত রচনা করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ ইঁহার মৃত্যু ঘটে। তখনকার সময়ে সরকারী কার্য্যে বেতনভোগী হইয়া নিযুক্ত থাকিলে সাময়িক পত্র সম্পাদনে কোন বাধা ছিল না। বেঙ্গলীর প্রবন্ধগুলি পাঠে আপিসের উচ্চতন ইংরাজ কর্ম্মচারীরা গিরিশের তেজস্বিতা ও ইংরাজী ভাষাজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সম্পাদন কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দিতেন।

গিরিশৃঙ্গ—১। পর্ব্বতশিখর, পাহাড়ের চূড়া। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। গণেশ। গিরিতে (পার্ব্বত্য প্রদেশে) শৃঙ্গ (প্রভুত্ব) যাহার, বহু (পার্ব্বত্য প্রদেশে বহুসংখ্যক গাণপত্য দৃষ্ট হয়)। সং; পু।

গিরিশ্রেণী—পর্ব্বতমালা, পরস্পর প্রায় সংযুক্ত বহুসংখ্যক পর্ব্বত। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গিরিসঙ্কট—দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথ, গিরিবর্ত্ম (Pass)। সং।

গিরিসার—লৌহ; রাঙ্; মলয়পর্ব্বত। ৬তৎ। সং; পু।

গিরিসুত—মৈনাক পর্ব্বত [ইনি হিমালয়ের পুত্র বলিয়া কথিত]। ৬তৎ। সং; পু।

গিরিসুতা—পার্ব্বতী, দুর্গা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গিরীন্দ্র—পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ, হিমালয়। ৭তৎ। সং; পু।

গিরীশ—১। মহাদেব; হিমালয় পর্ব্বত। ৬তৎ। সং; পু। ২। বৃহস্পতি। গিরের (বাক্যের) ঈশ, ৬তৎ। সং; পু।

গিল—গ্রাসক, ভক্ষক। গ (ভক্ষণ করা)+ক ক। বিণ; ত্রি।

গিলন—গ্রাসকরণ, ভক্ষণ। গৃ (ভক্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে গিলিত।

গিলিত—গ্রস্ত, ভক্ষিত। গৃ (ভক্ষণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে গিলন।

গীত—১। গান। গৈ (গান করা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। গান করা হইয়াছে এরূপ; বর্ণিত; উচ্চারিত। গৈ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

গীতগোবিন্দ—কবি জয়দেব কৃত গ্রন্থবিশেষ (এই অভিধানের দ্বিতীয়ভাগ দেখ)। গীত হইয়াছে গোবিন্দ যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

গীতপ্রিয়—১। গানানুরক্ত। গীত হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। মহাদেব। সং; ।

গীতবাদ্য—গান বাজনা। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

গীতা—উপদেশবিষয়ক কথা, যেমন ভগবদ্গীতা। গীত+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

গীতি—গান; ছন্দোবিশেষ। গৈ (গান করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

গীতিকা—১। গাথা। গীতি শব্দ+কণ্ সদৃশার্থে +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। ২। ছন্দোবিশেষ। ইহার প্রতি চরণে ২০ অক্ষর থাকে, এবং চারি চরণই তুল্য হয়।

গীতিকাব্য—যে সকল কাব্য এরূপ ভাবে রচিত হয় যে, তালমানাদি রক্ষা করিয়া গান করা যায়। সং; ক্লী।

গীতী—গীতজ্ঞ, গায়ক। গীত (গান)+ইন্ অস্ত্যর্থে=গীতিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

গীর্ণ—স্বীকৃত; প্রশংসিত; গিলিত; কথিত। গৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে গীর্ণি।

গীর্ণি—স্তুতি; প্রশংসা; গিলন। গৃ (শব্দ করা, ভক্ষণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে গীর্ণ।

গীর্পতি, গীঃপতি, গীষ্পতি—বৃহস্পতি; পণ্ডিত। 'গির্' এর (বাক্যের) পতি, ৬তৎ। সং; পু।

গীর্ব্বাণ—দেবতা। গির্ (বাক্য) হইয়াছে বাণ যাহার, বহু। সং; পু।

গুগ্গুল, গুগ্গুলু—স্বনামখ্যাত গন্ধনির্য্যাস। গুজ (শব্দ করা)+ক্বিপ্ ক=গুগ্, তদুত্তরে গুড় (রক্ষা করা)+ক ক। সং; পু।

গুচ্ছ, গুচ্ছক—বত্রিশনর হার; ময়ূরপুচ্ছ; স্তবক, থোলো; তৃণ প্রভৃতির গোছা; গু (শব্দ করা) বা গুধ (বেষ্টন করা, ইত্যাদি) +ছক্ ক=গুচ্ছ; গুচ্ছ+কণ্=গুচ্ছক। সং; পু।

গুচ্ছপত্র—তালগাছ। বহু। সং; পু।

গুচ্ছপুষ্প—ছাতিমগাছ। বহু। সং; পু।

গুচ্ছাকারে—থোলোর আকারে। বহু। ক্রি-বিণ

গুঞ্জ—নিকুঞ্জ, লতাগৃহ। গুনজ (শব্দ করা)+অল্ অধি। সং; পু।

গুঞ্জনধ্বনি—গুন্‌গুন্ শব্দ। গুঞ্জনই ধ্বনি, কর্ম্মধা। সং; পু।

গুঞ্জনবৎ—১। গুঞ্জনবিশিষ্ট। গুঞ্জন শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। ২। ভ্রমরগুঞ্জনতুল্য। গুঞ্জন+চ্ৎ সাদৃশ্যার্থে। বিণ; ব্য।

গুঞ্জর—গুঞ্জন। দেশজ শব্দ। সং।

গুঞ্জরণ—গুন্‌গুন্ শব্দ করা। দেশজ শব্দ। সং।

গুঞ্জরিত—গুন্‌গুন্ শব্দবিশিষ্ট। দেশজ শব্দ। বিণ।

গুঞ্জন, গুঞ্জিত—মধুর অস্ফুটধ্বনি; গুন্ গুন্ শব্দ। গুনজ (শব্দ করা)+অনট্, পক্ষান্তরে ক্ত ভা। সং; ক্লী।

গুঞ্জা—কুঁচ; পরিমাণবিশেষ; সুমধুর ধ্বনি; পটহ, ঢাক। গুনজ (শব্দ করা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

গুঞ্জিকা—গুঞ্জা, কুঁচ; তিন যব পরিমাণ। সং;

গুটি, গুটিকা, গুটী—ঘুঁটি; পোকার গুটি; বটিকা; গুলি। গুড় (রক্ষা করা)+টিক্ র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

গুটিকাপাত—সুরতিখেলা; কোন বিষয়ের গুণ দোষ নিরূপণের জন্য গুলি বাঁট করা। পু।

গুড়—১। আকের রস হইতে উৎপন্ন মিষ্টদ্রব্য; হাতীর সাজ। গু (শব্দ করা+ডক্ ক। ২। বর্ত্তুল। গুড় (রক্ষা করা)+ক ক। সং; পু

গুড়তৃণ—আক। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী

গুড়ত্বক্, গুড়ত্বচ—দারুচিনি; জয়িত্রী। গুড়ের ন্যায় মিষ্ট হইয়াছে ত্বক্ যাহার, বহু। সং, প্রথমটি ক্লী ও দ্বিতীয়টি পু।

গুড়া—সুহীবৃক্ষ; গুঁড়া। গুড় শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

গুড়াকা—তন্দ্রা, নিদ্রা; কর্ম্মে অনুৎসাহ, আলস্য। গুড় (রক্ষা করা)+আক ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

গুড়াকেশ—১। মহাদেব। গুড়ার ন্যায় কেশ যাঁহার, বহু। ২। অর্জ্জুন। গুড়াকার ঈশ, ৬তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

গুড়ূচী, গুড়ুচী—একপ্রকার লতা, গুলঞ্চ।

গুণ—১। অধিক ফল; সত্ত্ব রজঃ তমঃ; বিদ্যা বিনয় শৌর্য্যাদি; পদার্থের ধর্ম্ম, যে পদার্থ দ্রব্য পদার্থে অবস্থিতি করে, অথচ ক্রিয়া বা জাতি নহে; সূত্র, রজ্জু; ধনুকের ছিলা; ইন্দ্রিয়; মালা; অপ্রধান; (অলঙ্কারে) ওজঃ প্রসাদাদি [কাব্যরস দেখ]; (ন্যায়ে) রূপাদি চতুর্ব্বিংশতি; (দণ্ডনীতিতে) সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়, এই ছয়। গুণ+ক র্ম্ম। ২। ভীমসেন; পাচক। গুণ+ক ক। বিশেষণে গুণী। ৩। উৎকর্ষ; আবৃত্তি; বৃদ্ধি; ত্যাগ; (ব্যাকরণে) স্বরের পরিবৃত্তি বিশেষ, যথা—ই ও ঈ স্থানে এ, উ ও ঊ স্থানে ও ইত্যাদি। গুণ (মন্ত্রণা করা, ইত্যাদি)+ক ভা। সং; পু।

গুণক—১। গুণকারী। বিণ; ত্রি। ২। যে অঙ্ক দ্বারা গুণ করা যায়। গুণশব্দ+ণক ক। সং; পু।

গুণকথন—গুণকীর্ত্তন, প্রশংসা। ৬তৎ। সং; ক্লী

গুণকারক—উপকারক; আরোগ্যপ্রদ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

গুণকীর্ত্তক—গুণাখ্যায়ক, গুণকীর্ত্তনকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

গুণকীর্ত্তন—গুণবর্ণন, গুণের পুনঃপুনঃ উল্লেখ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গুণগৃহ—গুণের পক্ষপাতী। গুণ—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ক্যপ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

গুণগ্রহণ—অন্যের সদ্‌গুণ গ্রহণ করা; অপরের যে কি কি সদ্‌গুণ আছে তাহা বুঝা এবং তদনুসারে কার্য্য করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গুণগ্রাহিতা—অন্যের গুণগ্রহণের অর্থাৎ বুঝিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি, গুণজ্ঞতা। গুণগ্রাহী দেখ; গুণগ্রাহিন্+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

গুণগ্রাহী—অন্যের গুণ গ্রহণে অর্থাৎ বুঝিতে সমর্থ বা তৎপর, গুণজ্ঞ। গুণ শব্দ—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ণিন্ ক=গুণগ্রাহিন্, ১মার ১বচন। বিণ; । বিশেষ্যে গুণগ্রাহিতা।

গুণজনিত—গুণোৎপাদিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

গুণজ্ঞ—গুণগ্রাহী দেখ। গুণ শব্দ—জ্ঞা (জানা) +ড ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে গুণজ্ঞতা।

গুণজ্ঞতা—গুণগ্রাহিতা। গুণজ্ঞ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

গুণত্রয়—সত্ত্ব রজঃ তমঃ। ; ক্লী।

গুণধর্ম্ম—প্রজাপালনাদি রূপ ধর্ম্ম। সং; পু।

গুণধাম—(গুণধামন্) বহুগুণসম্পন্ন, গুণের গৃহ স্বরূপ। ৬তৎ। বিণ; ক্লী।

গুণন—আবৃত্তি; বর্ণন; পূরণ, এক অঙ্ক দ্বারা অন্য অঙ্ককে গুণ করা। গুণ শব্দ+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে গুণিত।

গুণনিকা—১। পুস্তাঙ্ক, ০। গুণ+অনট্ ণ, তদুত্তরে কণ্ ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। পুনঃ পুনঃ অনুশীলন; অভ্যাস; পাঠস্থিরীকরণ; নৃত্য। গুণ+অনট্ ভা, তদুত্তরে কণ্ ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

গুণনিধি—১। গুণের আধারস্বরূপ, প্রভূত গুণসম্পন্ন। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। কাম্পিল্য নগরবাসী যজ্ঞদত্তের পুত্র। সং; পু।

গুণনীয়—যাহাকে গুণ করিতে হইবে এরূপ, গুণ্য। গুণ+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

গুণনীয়ক—যে রাশি দ্বারা অন্য কোন রাশিকে ভাগ দিলে কিছুই ভাগশেষ থাকে না (Measure or Factor)। গুণনীয়+কণ্। সং; পু

গুণপক্ষপাতী—(গুণপক্ষপাতিন্)। গুণানুরাগী, যে গুণবানের দিকে টানে। গুণের পক্ষ,

৬তৎ, তাহাতে পড়ে যে, উপ ; গুণপক্ষ—পত+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গুণপক্ষপাতিনী। [শব্দ।

গুণপণা—নৈপুণ্য ; গুণবত্তা, গুণশালিতা। চলিত

গুণভৃৎ—গুণী, গুণধারী। গুণ শব্দ—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

গুণমণি—নানাগুণবিশিষ্ট বলিয়া রত্নস্বরূপ। গুণপূর্ণ মণি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

গুণময়—প্রভূত গুণসম্পন্ন, গুণবহুল, গুণপরিপূর্ণ। গুণ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে গুণময়ী।

গুণময়ী—গুণময় দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

গুণবতী—গুণশালিনী। গুণবান্ দেখ ; গুণবৎ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে গুণবান্।

গুণবত্তা—গুণশালিতা। গুণবান্ দেখ ; গুণবৎ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

গুণবাচক—যাহা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর গুণ ব্যক্ত করে এরূপ, গুণপ্রকাশক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

গুণবাদ—গুণসূচক বাক্য, গুণপ্রকাশক বাক্য ; গুণকীর্ত্তন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, পক্ষে ৬তৎ। সং ; পু।

গুণবান্—গুণযুক্ত, গুণশালী, গুণী। গুণ+বতু অস্ত্যর্থে=গুণবৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গুণবতী। বিশেষ্যে গুণবত্তা।

গুণবৃক্ষ—নৌকা জাহাজাদির মাস্তুল। গুণবন্ধনের বৃক্ষ, ৬তৎ। সং ; পু।

গুণশালিতা—গুণবত্তা। গুণশালী দেখ ; গুণশালিন্+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

গুণশালিনী—গুণবতী। গুণশালী দেখ ; গুণশালিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে গুণশালী।

গুণশালী—গুণযুক্ত, গুণবান্। গুণ+শালিন্ অস্ত্যর্থে=গুণশালিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গুণশালিনী। বিশেষ্যে গুণশালিতা।

গুণশূন্য—গুণহীন। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

গুণসঙ্গ—গুণের সংসর্গ ; গুণের সম্বন্ধ ; গুণ প্রতিবন্ধ ; সুখদুঃখাদিতে আসক্তি। ৬তৎ। সং ; পু।

গুণসম্পন্ন—গুণযুক্ত, গুণান্বিত। গুণ দ্বারা সম্পন্ন, ৩তৎ, অথবা গুণকে সম্পন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

গুণসাগর—১। সমুদ্রের ন্যায় অপরিমেয় গুণবিশিষ্ট ; নানাগুণধর। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। ব্রহ্মা ; বুদ্ধবিশেষ। সং ; পু।

গুণহীন—গুণশূন্য, যাহার কোন গুণ নাই। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

গুণাকর—১। আকরে যেমন অসংখ্য অভীষ্ট পদার্থ থাকে, তদ্রূপ যাহাতে অসংখ্য অভীষ্ট গুণ থাকে ; গুণাধার। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। বুদ্ধ। সং ; পু।

গুণাগুণ—গুণদোষ। ন গুণ অগুণ, অর্থাৎ গুণবিরোধী, নঞ্ তৎ। গুণ ও অগুণ, দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

গুণাধার—বহুগুণসম্পন্ন। গুণের আধার, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

গুণানুকরণ—গুণের অনুকরণ, কোন গুণীর গুণ দেখিয়া তদনুরূপ গুণলাভের চেষ্টা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গুণানুকীর্ত্তন—গুণিজনের গুণের পুনঃপুনঃ উল্লেখ ; প্রশংসা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গুণানুরাগ—গুণানুরক্তি, গুণদর্শনে গুণীর প্রতি ভালবাসা। গুণে অনুরাগ, ৭তৎ। সং ; পু।

গুণানুরাগিতা—গুণানুরাগ। গুণানুরাগিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

গুণানুরাগী—(গুণানুরাগিন্)। গুণ দর্শনে গুণীর প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট। গুণে বা গুণ দ্বারা অনুরাগী, ৭তৎ বা ৩তৎ। বিণ ; পু। বিশেষ্যে গুণানুরাগ, গুণানুরাগিতা। স্ত্রীলিঙ্গে গুণানুরাগিণী। [পু।

গুণানুবাদ—গুণকীর্ত্তন, প্রশংসা। ৬তৎ। সং ;

গুণান্বিত—গুণযুক্ত, গুণী, গুণবান্। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

গুণালঙ্কৃত—গুণশোভিত, গুণভূষিত। ৩তৎ।

গুণাবলী—গুণসমূহ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গুণিত—যাহাকে গুণ করা হইয়াছে এরূপ, পূরিত। গুণ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে গুণন।

গুণিতক—যে রাশিকে অন্য রাশিদ্বারা ভাগ করিলে কিছুই ভাগশেষ থাকে না, তাহা দ্বিতীয় রাশির গুণিতক (Multiple)। গুণিত+কণ্। সং ; পু।

গুণী—১। ধনু। সং ; পু। ২। গুণবান্, গুণশালী। গুণ+ইন্ অস্ত্যর্থে=গুণিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

গুণীভূত—অপ্রধানীভূত, অপ্রধানভাবে অবস্থিত। গুণ শব্দ (অপ্রধান)+চি্ অভূততদ্ভাবার্থে=গুণী ; তদুত্তরে +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

গুণোৎকর্ষ—১। গুণের উৎকৃষ্টতা, উৎকৃষ্ট গুণ। ৬তৎ। ২। গুণলভ্য শ্রেষ্ঠতা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ৩। গুণ দ্বারা প্রাধান্য। ৩তৎ। সং ; পু।

গুণোপেত—গুণযুক্ত, গুণশালী, গুণবান্। গুণকে উপেত (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

গুণ্ঠন—বেষ্টন ; আবরণ। গুন্ঠ (বেষ্টন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে গুণ্ঠিত।

গুণ্ঠিত—বেষ্টিত ; আবৃত। গুন্ঠ (বেষ্টন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে গুণ্ঠন।

গুণ্ড, গুণ্ডক—চূর্ণ, গুঁড়া ; কলধ্বনি। গুনড (গুঁড়া করা)+অল্ র্ম্ম=গুণ্ড ; গুণ্ড শব্দ+কণ্ স্বার্থে=গুণ্ডক। সং ; পু।

গুণ্ডিক—গুঁড়ি, তণ্ডুলাদি চূর্ণ। গুণ্ড (চূর্ণ) শব্দ+ষ্ণিক কৃতার্থে। সং ; পু।

গুণ্ডিত—১। চূর্ণিত। গুনড (গুঁড়া করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। চূর্ণবিশিষ্ট। গুণ্ড+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

গুণ্য—যাহাকে গুণ করিতে হইবে এরূপ, গুণনীয়। গুণ+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

গুৎস—১। স্তবক, গুচ্ছ ; গুচ্ছ ; বাত্রিশনর হার। গুধ (বেষ্টন)+স ক। ২। গ্রন্থিপর্ণবৃক্ষ। সং ; পু।

গুৎসক—স্তবক ; গ্রন্থপরিচ্ছেদ। গুৎস+ক স্বার্থে। সং ; ।

গুপ্ত—১। রক্ষিত ; গূঢ়, অদৃশ্য ; লুকায়িত ; অলক্ষিত ; সংবৃত। গুপ (রক্ষা করা, গোপন করা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে গোপন, গুপ্তি। ২। জাতিগত বা বংশগত উপাধিবিশেষ। সং ; পু।

গুপ্তগতি—চর, অপসর্প। গুপ্তা গতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

গুপ্তচর—১। গুপ্তভাবে বিচরণকারী। গুপ্ত—চর (বিচরণ করা)+টক্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। বলদেব। সং ; পু। ৩। পূর্ব্বে গুপ্ত। গুপ্তশব্দ+চরট্ ভূতপূর্ব্ব অর্থে। বিণ ; ত্রি।

গুপ্তধন—১। যাহার ধন কেহ জানে না। গুপ্ত হইয়াছে ধন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। গুপ্ত অর্থ, অপ্রকাশিত অর্থ। গুপ্ত যে ধন, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

গুপ্তমণি—কুমারীদিগের ক্রীড়াবিশেষ। সং ; পু।

গুপ্তরহস্য—যে গোপনীয় বিষয় গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যের অনুপস্থিতিতে বিশেষ্যও হয়। যথা—গুপ্তরহস্য প্রকাশ করা উচিত নহে।

গুপ্তি—১। শমন, যম। গুপ+ক্তিক্ ক। সং ; পু। ২। রক্ষা ; গোপন ; সংবরণ। গুপ (রক্ষা করা, গোপন করা, ইত্যাদি)+ক্তি ভা। ৩। ভূগর্ত্ত ; কারাগার ; অবকরস্থান ; নৌকাদির গর্ভ ; রত্নগর্ভ। গুপ+ক্তি অধি। সং ; স্ত্রী ;

গুম্ফ—১। বাহুভূষণ ; গোঁপ ; গুচ্ছ ; সন্দর্ভ। গুন্ফ+অল্ র্ম্ম। ২। গ্রন্থন, গাঁথুনি। গুন্ফ (গাঁথা)+অল্ ভা। সং ; পু।

গুম্ফন—গ্রন্থন, গাঁথা। গুন্ফ (গাঁথা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে গুম্ফিত।

গুম্ফমর্দ্দন—গোঁফে তা দেওয়া, দাড়ীতে হাতবুলান। গুম্ফের মর্দ্দন (সংবাহন), ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গুম্ফিত—গ্রথিত। গুন্ফ (গাঁথা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে গুম্ফন।

গুরু—১। ধর্ম্মোপদেষ্টা ; মন্ত্রোপদেষ্টা ; আচার্য্য,

অধ্যাপক ; বৃহস্পতি ; দ্রোণাচার্য্য ; জনক প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তি ; দীর্ঘ স্বরবর্ণ। গৃ (শব্দ করা, ইত্যাদি)+কু ক। সং ; পু। ২। প্রয়োজনীয় ; পূজ্য ; শ্লাঘ্য ; উৎকট ; দুর্ব্বহ ; দুর্ভর, কঠিন ; ভারী। গৃ+কু র্ম। বিণ ; ত্রি।

গুরুগোবিন্দ—ইনি শিখদিগের দশম গুরু। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইনি গুরুপদে বরিত হন। শিখবিদ্বেষীরা ইঁহার পিতা নবম গুরুকে বধ করে। সেই হইতে ইনি সমস্ত শিখকে একতাসূত্রে গ্রথিত করিবার এবং তাহাদিগকে বিপক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে যত্নশীল হন। এতদভিপ্রায়ে ইনি সমুদায় শিখকে একত্র করেন। জাতিবিচার ত্যাগ করিয়া সকল শিখকে একজাতীয় হইতে বলায় অনেকে ইঁহার শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করে। তথাপি প্রায় বিংশ সহস্র শিষ্য এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। এই সকল লোক প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক শপথ করিল যে, তাহারা জাতিবিচার মানিয়া চলিবে না, স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে প্রাণপণে রক্ষা করিবে, এবং কোনরূপ অস্ত্র সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিবে। যাহাতে পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার জাতিভেদের কথা না উঠে এই অভিপ্রায়ে সকলেরই উপাধি "সিংহ" করা হইল। অন্যান্য বিষয়ে গোবিন্দ নানকের মতের অনুসরণ করিলেন।

গোবিন্দ যে রাজার রাজ্যে বাস করিতেন, তাঁহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে, রাজা শিখদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। গোবিন্দ রাজসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করায়, রাজা দিল্লীর সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট্ সাহায্য করায় গোবিন্দ পরাভূত হইলেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গ শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হইল। কিন্তু পরে ইনি শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করেন। এই সংবাদে দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেব ইঁহাকে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আদেশ করেন। গোবিন্দ আত্মদোষ ক্ষালনে পারস্য ভাষায় লিখিত কবিতায় পত্র লিখিলে সম্রাট্ সন্তুষ্ট হন। অতঃপর গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হইলে তথায় তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারী তাঁহার প্রাণবধ করে।

গুরুগৃহ—গুরুর ভবন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গুরুজন—ভক্তিভাজন ব্যক্তি, মাতা পিতা পিতামহ পিতামহী প্রভৃতি। কর্ম্মধা। সং ; পু।

গুরুতম—অনেকের মধ্যে গুরু, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরু। গুরু+তম। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

গুরুতর—দুইএর মধ্যে গুরু। গুরু+তর। বিণ ;

গুরুতল্প—গুরুর শয্যা ; গুরুর ভার্য্যা। ৬তৎ। সং ; পু ও ক্লী।

গুরুতল্পগ—গুরুপত্নীগামী। গুরুর তল্প (শয্যা বা ভার্য্যা) গুরুতল্প, ৬তৎ ; গুরুতল্প—গম+ড ক। সং ; পু।

গুরুতা—গুরুত্ব দেখ। গুরু শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

গুরুত্ব—মহত্ত্ব ; পূজ্যত্ব ; অধ্যাপকত্ব ; মন্ত্রোপদেষ্টৃত্ব ; ধর্ম্মোপদেষ্টৃত্ব ; ভারবত্ত্ব ; কাঠিন্য। গুরু+ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী।

গুরুদক্ষিণা—গুরুকে দেয়া দক্ষিণা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। পাঠ সমাপ্তির পর গুরুকে কিছু অর্থাদি দান করিয়া গৃহে গমন করিতে হয়। ঐ অর্থাদিকে গুরুদক্ষিণা কহে। সং ; স্ত্রী।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—স্যার। জন্ম—২৬শে জানুয়ারী, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি হেয়ার স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন এবং সেইখান হইতে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গণিত বিদ্যায় এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পর বৎসরেই বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গুরুদাস কিছুদিনের জন্য বহরমপুর কলেজে আইনের অধ্যাপনা করেন। অতঃপর ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ডি, এল উপাধি লাভ করেন। অতঃপর গুরুদাস দুই বৎসর পরে ঠাকুর-ল-লেক্‌চারার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া "হিন্দুগণের বিবাহ ও স্ত্রীধন সম্বন্ধীয় আইন" বিষয়ে শিক্ষা দেন। ইনি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্যরূপে মনোনীত হন এবং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে অস্থায়ী ও পর বৎসর স্থায়িভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম জজের পদে অধিষ্ঠিত হন এবং এই পদ হইতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ বৎসরেই গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে 'নাইট' উপাধি প্রদান করেন। শিক্ষা বিষয়ে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চেন্‌সেলার পদে অধিষ্ঠিত হন এবং নিয়মিত দুই বৎসর কাল কার্য্য করিয়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আবার দুই বৎসরের জন্য ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটী কমিশনের অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ছাত্রমণ্ডলীর সহিত ইঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে এবং ইহাদের উন্নতিকল্পে অনেক কার্য্যও ইনি করিয়া থাকেন। ইনি ইংরাজী ভাষায় একখানি পাটিগণিত প্রকাশিত করিয়াছেন এবং "A few thoughts on Education" নামক একটি শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে ইনি বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন এবং সাহিত্যিক ব্যাপারে যোগদান করিয়া থাকেন। ইনি আড়ম্বরশূন্য নিষ্ঠাবান্ হিন্দু।

গুরুপত্নী—গুরুর ভার্য্যা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গুরুপরিচর্য্যা—গুরুর সেবা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গুরুপাক—দুষ্পাচ্য, যাহা সহজে পরিপাক করা যায় না এরূপ। গুরু (কঠিন) হইয়াছে পাক যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

গুরুপুত্র—গুরুর তনয়। ৬তৎ। সং ; পু।

গুরুপ্রসন্ন ঘোষ—কলিকাতা যোড়াবাগানের শিবনারায়ণ ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুরাগী ছিলেন। ছাত্রগণ ইউরোপে গমন করিয়া শিল্প শিক্ষা করিতে পারে এই উদ্দেশে ইনি মৃত্যুকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা দিয়া যান।

গুরুপ্রসাদ সেন (Honourable)—১২৪৯ সালের ৮ই চৈত্র বিক্রমপুরের অন্তর্গত ডোমসার নামক গ্রামে কাশীচন্দ্র সেনের ঔরসে গুরুপ্রসাদের জন্ম হয়। ইঁহার মাতার নাম সারদাসুন্দরী। ইঁহারা উচ্চবংশোদ্ভব এবং বিক্রমপুরবাসী বৈদ্যদিগের মধ্যে কুলীন। এক বৎসর বয়সে গুরুপ্রসাদ পিতৃহীন হইয়াছিলেন। স্বামী একে দরিদ্র ছিলেন, তাহাতে অসময়ে পঞ্চত্ব পাইলেন, এই উভয় কারণে সারদাদেবী নিতান্ত নিরুপায় হইলেন। এবং কাঁচাদিয়া গ্রামে গমন পূর্ব্বক স্বকীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধানাথ সেন মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

গুরুপ্রসাদ প্রথমে পাঠশালায় সামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করেন, পরে মক্তবে পার্শী শিক্ষার জন্য যান। পার্শী শিক্ষা কতক দূর হইলে ইঁহার মাতুল ইঁহাকে ইংরাজী শিখাইতে আরম্ভ করেন। গুরুপ্রসাদের মাতুল রাধানাথ সেন বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ জজ আদালতে ওকালতী করিতেন। তাঁহার দুইটী ভাগিনেয় তাঁহার নিকট থাকিতেন। একটী গুরুপ্রসাদ ও অন্যটী দ্বারকানাথ গুপ্ত। ইঁহারা সহোদরাধিক স্নেহে পরস্পর আবদ্ধ ছিলেন। উভয়েই বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া মাতুলের আশ্রয় লইয়াছিলেন। গুরুপ্রসাদ ময়মনসিংহ ইংরাজী স্কুলে পড়িয়া বিশেষ পারদর্শিতার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পরে ঢাকা কলেজ হইতে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কুড়ি টাকা বৃত্তি পান, অতঃপর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়া বি, এ ও এম, এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ইঁহার পূর্ব্বে বিক্রমপুরে কেহ বি, এ পাস হয় নাই। ইনি অসাধারণ মেধাবী ও বিদ্যানুরক্ত ছিলেন।

গুরুপ্রসাদ সর্ব্বপ্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজে

অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। পরে বি, এল পাশ করিয়া প্রথমে কৃষ্ণনগরে, পরে বাঁকিপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। কিন্তু উপর ওয়ালার কোনও সামান্য কথায় বিরক্ত হইয়া তিনি ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করেন এবং ঐ স্থানেই ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। তিনি জীবনের অবশিষ্ট কাল এইখানেই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন আইন-কানুনে সুদক্ষ, তেমনই দেশহিতকর কার্য্যে অনুরক্ত ছিলেন তিনি যেমন বিদ্বান্, তেমনই স্বাধীনচেতা, তিনি যেমন তেজস্বী, তেমনই বিনয়ী ছিলেন। ইঁহার উপার্জ্জনের সময়ে—ইঁহার দেশব্যাপিনী কীর্ত্তির সময়ে ইঁহার মাতা জীবিত ছিলেন। ঐ রমণী অসাধারণ বুদ্ধিমতী, পরদুঃখকাতরা এবং নানাবিধ মহীয়সী শক্তিতে বিভূষিতা ছিলেন। ইঁহার অসামান্য গুণগ্রামের উত্তরাধিকার করিয়াই গুরুপ্রসাদ গুণাধার হইয়াছিলেন।

গুরুপ্রসাদের যত্নে বেহারবাসিগণ নানাবিধ উপকার লাভ করিয়াছে। বেহারে যে জমীদারদিগের সভা আছে, উহা গুরুপ্রসাদের স্থাপিত। বেহারীদিগের অভাব ও অভিযোগ জানাইবার জন্য "বেহার হেরলড" নামে যে সংবাদপত্র আছে, গুরুপ্রসাদই উহার প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বেহারীদিগের সুশিক্ষার জন্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ বিদ্যালয় এখন টি, কে, ঘোষের একাডেমীর সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। ইনি বহু শিক্ষার্থীকে আপন বাসায় রাখিয়া ও তাহাদিগের খরচ পত্র দিয়া, লেখাপড়া শিখাইতেন। ইনি জন্মভূমির জন্যও অনেক কার্য্য করিয়াছেন। কাঁচাদিয়া গ্রাম পদ্মার গর্ভস্থ হইলে ঐ স্থানের অধিবাসীরা অন্যত্র গিয়া বাস করে, ঐ গ্রামের নাম স্বর্ণগ্রাম হয়। এই স্বর্ণগ্রামবাসীদিগের বাটী ও গৃহাদির জন্য গুরুপ্রসাদ বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। ইনি একবার পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ছোট লাটের আইন সভায় সদস্য হইয়াছিলেন।

ইনি সরল-বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ছিলেন এবং উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইনি সমাজের অনেক কু-প্রথার উচ্ছেদে যত্ন করিয়াছিলেন। ইনি আপন পুত্র ও জামাতৃগণকে শিক্ষার নিমিত্ত বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন এবং নিজেও প্রাচীন বয়সে ভ্রমণোদ্দেশে তথায় গিয়াছিলেন। ইনি ইংরাজী ভাষায় কতিপয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং "সোম প্রকাশ" নামক প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিয়া যশোলাভ করেন। ১৩০৭ সালের ২৮শে আশ্বিন তারিখে বাঁকিপুরে গুরুপ্রসাদের লোকান্তর হয়।

গুরুবরণ—গুরুর নিমিত্ত আনীত বস্ত্রযুগ্ম; বস্ত্রদ্বারা গুরুর পূজন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গুরুশিষ্য—মন্ত্রদাতা ও মন্ত্রগ্রহীতা। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

গুরুসেবা—গুরুর শুশ্রূষা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গুরুস্থানীয়—গুরুসদৃশ। গুরুর স্থান, ৬তৎ। গুরুস্থান শব্দ + ঈয় ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

গুরূপদেশ—গুরুদত্ত শিক্ষা। ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গুর্বঙ্গনা—গুরুপত্নী। গুরুর অঙ্গনা (পত্নী), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গুর্ব্বিণী—গর্ভিণী, সসত্ত্বা। গুর্ব্ব (উদ্যম করা, ইত্যাদি) + ইনন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ।

গুর্ব্বী—গুরুপত্নী; গৌরববতী; গর্ভিণী স্ত্রী। গুরু + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

গুল—গুড়। গুড় (শব্দ করা, ইত্যাদি) + ক ক। সং; পু। [স্ত্রী।

গুলি, গুলিকা, গুলী—বটিকা; গুটিকা। সং;

গুল্ফ—পাদগ্রন্থি, গোড়ালি। গল (গমন করা) + ভক্ ক। সং; পু।

গুল্ম—গুল্ম, তৃণাদির ঝাড়; প্লীহা; উদরমধ্যস্থ রোগবিশেষ; ছোট ছোট গাছ, যাহাদের বিস্তৃত শাখা প্রশাখা হয় না; থানা, ঘাটি; হস্তী ৯, রথ ৯, অশ্ব ২৭, পদাতি ৪৫, এতৎ সংখ্যক সৈন্য। গুড় (শব্দ করা, ইত্যাদি) + মক্ ক। সং; পু।

গুল্মিনী—লতা। গুল্ম + ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

গুল্মী—তাবু; এলালতা। গুল্ম + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্।

গুবাক, গূবাক—১। সুপারিগাছ। গু (বিষ্ঠাত্যাগ করা) + আক ণ। সং; পু। ২। সুপারি। সং; ক্লী।

গুহ—১। দ্রুতগামী অশ্ব। গুহ + ক র্ম্ম। সং। ২। কার্ত্তিকেয়; জনৈক চণ্ডাল, ইঁহার অপর নাম গুহক [গুহক দেখ]; কায়স্থ জাতির উপাধিবিশেষ। গুহ (আচ্ছাদন করা) + ক ক। সং; পু।

গুহক, গুহ—একজন নিষাদপতি। ইনি রামচন্দ্রের মিত্র ছিলেন। ভাগীরথীতীরে শৃঙ্গবেরপুরে ইঁহার বাসস্থান ছিল। বনবাস গমনকালে রামচন্দ্র ইঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহাদের যথোচিত অতিথি-সৎকার করেন। রাম ও লক্ষ্মণের জটা নির্ম্মাণার্থ বটবৃক্ষের নির্য্যাস, ভাগীরথীর অপর পারে যাইবার জন্য নৌকা প্রভৃতি প্রদান করিয়া ইনি তাঁহাদের সম্যক্ পরিচর্য্যা করেন। চতুর্দ্দশবর্ষান্তে রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রতিগমনকালে গুহক তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়া অতীব সুখী হইয়াছিলেন।

গুহষষ্ঠী—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষষ্ঠী। এই ষষ্ঠী কার্ত্তিকের অতি প্রিয় বলিয়া গুহষষ্ঠী নাম হইয়াছে। গুহ প্রিয়া ষষ্ঠী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গুহা—পর্ব্বতাদির গহ্বর; গর্ত্ত; ভিতর, অভ্যন্তর। গুহ (আচ্ছাদন করা) + ক অধি, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

গুহাচর—পর্ব্বতগহ্বরে ভ্রমণকারী। গুহা শব্দ – চর + টক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। (গহ্বরবৎ অতি গুহ্য স্থানে চরণশীল বলিয়া) পরমেশ্বর। সং; পু।

গুহালীন—পর্ব্বতগহ্বরে লয়প্রাপ্ত; পর্ব্বতগুহায় অচঞ্চলভাবে অবস্থিত। গুহাতে লীন, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

গুহাশয়—১। গুহাশায়ী, গুহাস্থিত। গুহা শব্দ – শী (শয়ন করা) + অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। সিংহাদি পশু; পরমাত্মা; জীবাত্মা। সং; পু।

গুহাহিত—১। গুহাতে নিহিত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। ২। হৃদয়স্থ আত্মা। সং; পু।

গুহের—১। লৌহকার, কামার। গুহ + এর ক সং; পু; ২। গোপ্তা, রক্ষক। বিণ।

গুহ্য—১। গোপনীয়, অপ্রকাশ্য; দুর্বোধ্য। গুহ (আচ্ছাদন করা) + ক্যপ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। জনশূন্যস্থান; মলদ্বার; উপস্থ। সং; ক্লী। [গুহ্য + কণ্। সং; পু।

গুহ্যক—কুবেরের অনুচর জনৈক দেবযোনি।

গুহ্যকেশ্বর—ধনাধিপ কুবের। গুহ্যকগণের ঈশ্বর (প্রভু), ৬তৎ। সং; পু।

গুহ্যগুরু—শিব। গুহ্যের (তন্ত্রশাস্ত্রের) গুরু, ৬তৎ। সং; পু। প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রই শিবরচিত।

গুহ্যভাষিত—গুপ্তবাক্য, ইষ্টমন্ত্র। গুহ্য যে ভাষিত (কথা), কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গূ—বিষ্ঠা, পুরীষ। গূ (বিষ্ঠাত্যাগ করা) + ক্বিপ্ র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

গূঢ়—১। গুপ্ত; প্রচ্ছন্ন, লুক্কায়িত; সংবৃত; গহন। গুহ (আচ্ছাদন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। রহঃ। ক্লী।

গূঢ়চারী—(গূঢ়চারিন্)। গূঢ়ভাবে বিচরণকারী। গূঢ় – চর + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গূঢ়চারিণী।

গূঢ়জ—গূঢ়ভাবে উৎপন্ন পুত্রবিশেষ। গূঢ় – জন (জন্মা) + ড ক। সং; পু।

গূঢ়পথ—১। গুপ্তপথ। কর্ম্মধা। ২। অন্তঃকরণ। গূঢ় হইয়াছে পন্থাঃ যাহার, বহু। সং; পু।

গূঢ়পাদ, গূঢ়পাৎ—১। গুপ্তপদবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ২। সর্প; কচ্ছপ। সং।

গূঢ়পুরুষ—প্রণিধি, গুপ্তচর। কর্ম্মধা। সং; পু।

গূঢ়মায়—যাহার মায়া বুঝা কঠিন। গূঢ়া হইয়াছে মায়া যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

গূঢ়সাক্ষী—(গূঢ়সাক্ষিন্)। প্রচ্ছন্নভাবে শিক্ষিত সাক্ষী। কর্ম্মধা। [নারদ বলেন, অর্থিকর্ত্তৃক স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত প্রত্যর্থীর বাক্য যাহাকে গুপ্তভাবে শোনান হয়, তাদৃশ সাক্ষীকে গূঢ়-সাক্ষী কহে]।

গূঢ়োৎপন্ন—গোপনে জাত পুত্রবিশেষ। গূঢ়রূপে উৎপন্ন, ২তৎ। সং ; পু।

গূথ—বিষ্ঠা, পুরীষ। সং ; পু ও ক্লী।

গূন—১। কৃত-মলত্যাগ, মলত্যাগ করিয়াছে এরূপ। গূ (বিষ্ঠাত্যাগ করা)+ক্ত ক। ২। উৎসৃষ্ট ; ত্যক্ত। গূ+ক্ত র্ম্ম। বিণ।

গূরণ—চেষ্টা, উদ্যম ; উত্তোলন। গূর (উদ্যম করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

গৃধ্নু—লুব্ধ, লোলুপ। গৃধ (লাভেচ্ছা করা) +ক্নু ক। বিণ ; ত্রি।

গৃধ্র—শকুনি পক্ষী। গৃধ (লাভেচ্ছা করা)+ রক্ ক। সং ; পু।

গৃধ্রকূট—পর্ব্বতবিশেষ। ইহার বর্ত্তমান নাম শৈলগিরি। ইহা মগধ দেশের পূর্ব্ব রাজ-ধানী গিরিব্রজ হইতে অনতিদূরে অবস্থিত। গৃধ্র পূর্ণ হইয়াছে কূট যাহার, অথবা গৃধ্র হইয়াছে কূটে (শৃঙ্গে) যাহার, বহু। সং ; পু। [সং ; পু।

গৃধ্ররাজ—সম্পাতি ; জটায়ু ; গরুড়। ৬তৎ।

গৃধ্রবট—দেবস্থানবিশেষ, এখানে বৃষবাহন শিবের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিলে ব্রাহ্মণদিগের দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের ফললাভ ও ইতরবর্ণের সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। সং ; পু।

গৃষ্টি—একবার প্রসূতা গাভী। গ্রহ (গ্রহণ করা) +ক্তি ক। নিপাতনে সিদ্ধ। সং ; স্ত্রী।

গৃহ—ঘর ; গৃহস্থাশ্রম ; কলত্র, ভার্য্যা ; মেষাদি রাশি। গ্রহ (গ্রহণ করা)+ক ক। সং ; পু ও ক্লী।

গৃহকচ্ছপ—গন্ধাদি পেষণ-শিলা। সং ; পু।

গৃহকর্ম্ম—গৃহকার্য্য, ঘরের কাজ। গৃহ সংক্রান্ত কর্ম্ম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

গৃহকার্য্য—গৃহকর্ম্ম। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গৃহগোধা, গৃহগোধিকা—জেঠী, টিকটিকী।

গৃহচ্ছিদ্র—ঘরের লোকের দোষ। ৬তৎ। সং ; পু। [৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

গৃহচ্যুত—ভবনভ্রষ্ট, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত।

গৃহতটী—রক্, দাওয়া, পিঁড়ে, বারান্দা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

গৃহত্যাগ—বাড়ী হইতে চলিয়া যাওয়া। ৬তৎ।

গৃহত্যাগী—যে গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে। গৃহ—ত্যজ (ত্যাগ করা)+ণিন্ ক=গৃহত্যাগিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি।

গৃহদাহ—ঘরপোড়া, ঘরে আগুন লাগা। ৬তৎ। সং ; পু।

গৃহদীপ্তি—পতিব্রতা স্ত্রী। গৃহের দীপ্তি (শোভা) স্বরূপা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গৃহদেবতা—গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বাস্তু দেবতা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

গৃহদেবী—ষষ্ঠী দেবী। সং ; স্ত্রী।

গৃহধর্ম্ম—গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান। গৃহে করণীয় ধর্ম্ম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। [পু।

গৃহনায়ক—গল্লাধ্যক্ষ ; ধনাধ্যক্ষ। ৬তৎ। সং ;

গৃহনাশন—কপোত ; ঘুঘু। ৬তৎ। সং ; পু।

গৃহনীড়—চটকপক্ষী। গৃহ হইয়াছে নীড় যাহার, বহু। সং ; পু। [সং ; পু।

গৃহপতি—গৃহস্বামী ; গৃহস্থাশ্রমী ; মন্ত্রী। ৬তৎ।

গৃহপাল, গৃহপালক—গৃহস্বামী, বাটীর কর্ত্তা। গৃহ শব্দ—ণিজন্ত পা বা পালি+ষণ্ ও ণক ক। সং ; পু।

গৃহপালিত—গৃহে পোষিত, যাহাকে ঘরে রাখিয়া পালন করা হইয়াছে। ৭তৎ। বিণ। ত্রি।

গৃহপোতক—বাসস্থান, বাস্তুভিটে। ৬তৎ। পু।

গৃহপোষ্য—গৃহে প্রতিপাল্য, যাহাকে ঘরে রাখিয়া পোষণ করা হয়। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

গৃহপ্রতিষ্ঠিত—ভবনে সংস্থাপিত, যাহাকে গৃহে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

গৃহপ্রাঙ্গণ—ঘরের সমীপস্থ উঠান। ৬তৎ। ক্লী।

গৃহভূমি—বাস্তুভিটে, বাস্তুভূমি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী

গৃহভেদ—সিঁদ চুরি ; গৃহবিচ্ছেদ, ঘরভাঙ্গা, পরিবারের লোকজনের পরস্পর মনোভঙ্গ-করণ। সং ; পু।

গৃহভেদিনী—গৃহভেদী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

গৃহভেদী—গৃহবিচ্ছেদকারী, কুমন্ত্রণা দ্বারা পরি-বারের লোকজনের মনোভঙ্গ করিয়া পর-স্পর বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয় এরূপ। গৃহ—ভিদ (ভেদ করা)+ণিন্ ক=গৃহভেদিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রী লিঙ্গে গৃহ-ভেদিনী।

গৃহমণি—প্রদীপ। ৬তৎ। সং ; পু।

গৃহমাচিকা—চামচিকা। গৃহের মাচিকা (মক্ষিকা), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গৃহমার্জ্জার—গৃহপালিত বিড়াল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

গৃহমৃগ—কুক্কুর। ৬তৎ। সং ; পু।

গৃহমেধী—গৃহিণীযুক্ত, গৃহস্থ। গৃহ—মেধ (সঙ্গ করা)+ণিন্ ক=গৃহমেধিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু। [বিণ ; ত্রি।

গৃহমেধীয়—গৃহস্থসম্বন্ধীয়। গৃহমেধিন্+ণীয়।

গৃহয়ালু—গ্রাহক। ণিজন্ত গ্রহ (গ্রহণ করা)+ আলু ক। বিণ ; ত্রি।

গৃহযুদ্ধ—ঘরাও বিবাদ ; রাজ্যের অন্তর্বিপ্লব। গৃহ সংক্রান্ত যুদ্ধ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।

গৃহলক্ষ্মী—গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রী, সুশীলা সচ্চ-রিত্রা রমণী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গৃহবাটিকা—বাড়ীর বাগান। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গৃহবাস—ভবনে অবস্থিতি, বাটীতে থাকা ; সং-সার আশ্রমে থাকা। ৭তৎ। সং ; পু।

গৃহবাসী—(গৃহবাসিন্)। গৃহস্থ ; ভবনস্থিত। গৃহ শব্দ—বস (বাস করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গৃহবাসিনী।

গৃহবিচ্ছেদ—আত্মবিবাদ ; আত্মীয়জনের সহিত মনোবাদ ; ঘরাও ঝগড়া। গৃহ সংক্রান্ত বিচ্ছেদ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

গৃহবিবাদ—ঘরাও বিরোধ ; অন্তর্বিবাদ। গৃহ সংক্রান্ত বিবাদ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। পু।

গৃহসজ্জা—ঘরের সাজ। গৃহ শোভিনী সজ্জা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

গৃহসন্নিধান—ভবনের নিকটবর্ত্তী স্থান, ঘরের নিকট। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গৃহসৌন্দর্য্য—ঘরের শোভা ; বাটীর শোভা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গৃহস্থ—১। সংসারী, দ্বিতীয়াশ্রমী। গৃহ শব্দ—স্থা (থাকা)+ড ক। সং ; পু। ২। গৃহে স্থিত। বিণ ; ত্রি।

গৃহস্থলী—গৃহরূপ স্থলী, ঘরকন্না। গৃহ রূপ স্থলী, রূপক কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

গৃহস্বামিনী—গৃহের কর্ত্রী, বাড়ীর গিন্নী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে গৃহস্বামী।

গৃহস্বামী—গৃহপতি, বাটীর কর্ত্তা। ৬তৎ। সং ; পু। [বিণ ; ত্রি।

গৃহহীন—গৃহশূন্য,যাহার ঘরবাড়ী নাই। ৩তৎ।

গৃহাগত—১। বাটীতে আগত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। অতিথি, আগন্তুক। সং ; পু।

গৃহাগ্নি—১। ঘরের আগুন। ৬তৎ। ২। গৃহদাহক অগ্নি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

গৃহান্তর—অন্য গৃহ। নিত্য। সং ; পু ও ক্লী।

গৃহারাম—গৃহসন্নিহিত বাগান। গৃহ সন্নিহিত আরাম (উদ্যান), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

গৃহালঙ্কার—ভবনভূষণ, ঘরের অলঙ্কার স্বরূপ, গৃহশোভাকর। ৬তৎ। সং ; পু।

গৃহাবগ্রহণী—চৌকাটের অধঃফলক ; চৌকাঠ। গৃহ অব—গ্রহ (গ্রহণ করা)+অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

গৃহাশ্রম—দ্বিতীয় আশ্রম। গৃহ রূপ (গৃহবাস রূপ) আশ্রম, রূপক কর্ম্মধা। সং ; পু।

গৃহিণী—পত্নী, ভার্য্যা। গৃহী দেখ ; গৃহিন্+স্ত্রী-লিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

গৃহিণীপণা—গিন্নীর কাজ। বঙ্গীয় চলিত শব্দ।

গৃহী—গৃহস্থাশ্রমী, গৃহস্থ। গৃহ+ইন্ অস্ত্যর্থে= গৃহিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গৃহিণী।

গৃহীত—গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ ; লওয়া হই-য়াছে এরূপ ; সাক্ষাৎকৃত ; ধৃত ; আত্ম-

সাংকৃত ; স্বীকৃত ; প্রাপ্ত, অভ্যস্ত ; জ্ঞাত। গ্রহ (গ্রহণ করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে গ্রহণ।

গৃহীতা—যে রমণীকে গ্রহণ করা হইয়াছে। গৃহীত দেখ। গৃহীত + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। দলিলপত্রাদিতে "গ্রহণকর্ত্তা" অর্থে গৃহীতা লিখিত হয়, এমন কি কোন কোন অভিধা-নেও ঐরূপ আছে। কিন্তু উহা নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। গ্রহণকর্ত্তা অর্থে "গ্রহীতা" হইবে, "গৃহীতা" নহে।

গৃহ্য—১। গুহ্যদেশ। সং ; ক্লী। ২। গৃহপালিত পশ্বাদি। সং ; পু। ৩। অধীন, আয়ত্ত ; স্বপক্ষ, দলাক্রান্ত। গ্রহ (গ্রহণ করা) + ক্যপ্ র্ম। ৪। গৃহোৎপন্ন। গৃহ + ক্য ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

গেটে—(Johann Wolfgang Von Goethe) জর্ম্মাণদেশীয় পণ্ডিত। ফ্রাঙ্ক-ফোর্ট অন দি মেন (Frankfort on the Main) সহরে ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে আগষ্ট ইনি জন্মগ্রহণ করেন। জর্ম্মাণ-সাহিত্য-জগতে ইঁহার নাম সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করি-য়াছে। গদ্যে পদ্যে নাটকে ইনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইঁহার ফাউষ্ট (Faust) নামক নাট্যকাব্য জগদ্বিখ্যাত। এই গ্রন্থখানি ৬০ বৎসরের অল্পাধিক চিন্তা ও পরিশ্রমের ফল। শকুন্তলা পাঠ করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে গেটে যে কবিতা রচনা করেন, তাহা ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়া অনেকের কণ্ঠস্থ হইয়া আছে। ইংরাজী অনুবাদটি পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইল ;—

"Wouldst thou the young year's blossom
and the fruits of its decline,
And all by which the soul is, charmed,
enraptured, feasted, fed ?
Wouldst thou the earth and heaven itself
in one Sole name combine ?
I name thee, O Sakuntala !
and all at once is said."

শকুন্তলা-প্রশংসাত্মক মূল কবিতা পাঠে জর্ম্মাণ দেশবাসিগণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নের অনুরাগ বিস্তৃতভাবে বর্দ্ধিত হয়। উইমার (Weimar) নগরে ১৮৩২ খ্রীঃ ২২শে মার্চ্চ গেটে ইহলোক ত্যাগ করেন।

গেয়—গান করিবার যোগ্য। গৈ (গান করা) + য র্ম। বিণ ; ত্রি।

গেহ—গৃহ। গ শব্দ (গণেশ, ইত্যাদি) - ঈহ (ইচ্ছা করা) + অল্ র্ম। প্রকৃতপক্ষে গ্রহ ধাতু জাত ও নিপাতনে সিদ্ধ। সং ; ক্লী।

গেহী—গৃহী, গৃহস্থ। গেহ (গৃহ) + ইন্ অস্ত্যর্থে =গেহিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

গৈরিক—১। গিরিজাত। বিণ ; ত্রি। ২। গিরিমাটী ; স্বর্ণ। গিরি শব্দ (পর্ব্বত + ষ্ণিক ভবার্থে। সং ; ক্লী।

গৈরিকবসন—গিরিমাটী দ্বারা রঙকরা কাপড়। গৈরিক রঞ্জিত বসন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

গৈরিকবসনধারী—গৈরিক বসন পরিধানকারী। গৈরিকবসন—ধৃ (ধারণ করা) + ণিন্ ক =গৈরিকবসনধারিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

গৈরিকবসনাবৃত—গেরুয়া কাপড়ে আচ্ছাদিত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

গো—১। পশু ; বৃষ ; জনৈক ঋষি ; যাগবিশেষ। গম (গমন করা) + ডো ক। সং ; পু। ২। স্বর্গ ; বাণ ; কিরণ ; জল ; ইন্দ্রিয় ; দৃষ্টি। সং ; পু ও ক্লী। ৩। সৌরভেয়ী ; বাণী ; মাতা ; দিক্ ; গায়ত্রী। সং ; স্ত্রী।

গোজলা গুঁই—প্রাচীন কবিওয়ালা। ইঁহার জন্মকালাদির বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে সম্ভবতঃ ইনি ১৫০ দেড়শত বৎসরের ঊর্দ্ধকালে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার কোন কোনও গান অতি সুন্দর। ইঁহার একটি গান এইরূপ—

এসো এসো চাঁদবদনি,
এ রসে নীরসো কোরো না ধনি।
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী, আমি যে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ প্রাণ তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি॥

গোকর্ণ—বিতস্তিপরিমাণ, বিঘৎ ; অশ্বতর ; মৃগবিশেষ ; সর্প ; তীর্থবিশেষ, ইহা পরশু-রাম তীর্থ নামেও খ্যাত এবং মালবদেশের প্রান্তসীমায় অবস্থিত [কাহারও কাহারও মতে এই তীর্থ হিমালয়স্থিত], সূর্য্যবংশীয় ভগীরথ এই স্থানে তপস্যা করেন। গোর ন্যায় কর্ণ যাহার, বহু। সং ; পু।

গোকীল—লাঙ্গল ; মুষল। গোর (পৃথিবীর) কীল (শঙ্কু) স্বরূপ, ৬তৎ। সং ; পু।

গোকুল—গোসমূহ ; গোষ্ঠ ; মথুরার নিকটস্থ এবং যমুনানদীর তীরস্থ গ্রামবিশেষ, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ আশৈশব নন্দালয়ে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গোকুলদাস তেজপাল—জন্ম ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ। ইঁহার পিতা বাল্যকালে বোম্বাই সহরে সামান্য ফেরিওয়ালা ছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি এবং তাহার পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোকুল-দাসকে কিছু সম্পত্তি দিয়া গিয়াছিলেন। গোকুলদাস ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন এবং মৃত্যুকালে অনেক টাকা দান করিয়া যান। তাঁহার নামসংশ্লিষ্ট হাসপাতাল বোম্বাই সহরে তাঁহার বদান্য-তার সাক্ষ্য দিতেছে। অনেকগুলি বিদ্যা-লয়ও গোকুলদাসের অর্থে পরিচালিত হই-তেছে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে গোকুলদাসের মৃত্যু হয়।

গোকুলধাম—গোকুল দেখ। গোকুল নামক ধাম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

গোকুলনাথ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং ; পু।

গোখলে—গোপালকৃষ্ণ (Gopal Krishna Gokhale) জন্ম কোলাপুরে, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। ইঁহার পিতা ধনশালী ছিলেন না। কিন্তু তিনি ইঁহাকে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গোখলে ডেকান এডুকেশন সোসাইটি (Deccan Education Society) নামক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সোসাই-টির নিয়ম এই যে, সভ্যগণ ৭৫, টাকা বেতনে ২০ বৎসরের জন্য ফার্গুসন (Fergusson) কলেজে অথবা সোসাইটির অধীন অন্যতম বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিবেন। ২০ বৎসরের শেষে ত্রিশটি টাকা পেন্সন স্বরূপ লইয়া অবসরগ্রহণ করিতে হইবে। সোসাইটি ইহা-দের জন্য ৩০০০, টাকার মূল্যে জীবনবীমা করিয়া দিবেন এবং বীমার সাময়িক দেয় টাকা সোসাইটি হইতে দেওয়া হইবে। গোখলে ১৮ বৎসর এই নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। দুই বৎসর বাকি ছিল বটে, কিন্তু কার্য্যকালে কখন অবসর লন নাই বলিয়া এই দুই বৎসর কার্য্যকালভুক্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। ইনি কেবল শিক্ষা-কার্য্যে শক্তি ব্যয় করেন নাই। রাজনীতি-ক্ষেত্রেও এই সময়ে প্রবেশ করেন। ২১ বৎ-সর বয়ঃক্রমকালে ইনি পুণা সার্ব্বজনিক সভার ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। ইনি এই সভার সম্পাদকতাও করেন। পরে ডেকান সভা স্থাপিত হইলে গোখলে ইহার সম্পাদক হন। "সুধাকর" নামক একখানি ইঙ্গ-মারাঠী সাপ্তাহিক পত্র চারি বৎসর ধরিয়া অন্যের সহযোগিতায় পরিচালিত করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন পুণা সহরে জাতীয়-সমিতির ১১শ অধিবেশন হয়, তখন গোখলে ইহার অন্যতম সম্পাদকের কার্য্য করেন। ইনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েল্বি (Welby) কমিশনে সাক্ষ্য দিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের

ব্যয়সম্বন্ধে আলোচনা করা ঐ কমিশনের উদ্দেশ্য। ইনি সাক্ষ্য এবং বিরুদ্ধবাদীর উত্তর প্রদানে যেরূপ যোগ্যতা ও নিপুণতা দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে ইঁহার এবং ইঁহার দেশের সম্মান সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯০০ এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বঙ্গে ব্যবস্থাপক সভার এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। শেষোক্ত সময় হইতে শেষোক্ত সভায় ইনি এখনও কার্য্য করিতেছেন। ইনি বিশেষ মনোযোগের সহিত অর্থনীতিশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন। প্রত্যেক বৎসর যখন বড়লাটের সভায় বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাবপত্র (Budget) আলোচিত হয়, গোখলে তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি লর্ড কর্জ্জনও ইঁহার ক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পরেন নাই। ইঁহাকে সি, আই, ই উপাধি প্রদান উপলক্ষে লর্ড কর্জ্জন বলিয়াছিলেন—আমি ইচ্ছা করি ভারতবর্ষ আপনার স্থায় আরও সুসন্তান দ্বারা সেবিত হউন। রাজনীতির উন্নতিকল্পে ইনি ভারতের প্রায় সকল স্থানে গিয়াছেন এবং সর্ব্বত্রই সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বারাণসীতে জাতীয় সভার অধিবেশনে ইনিই সভাপতিরূপে বরিত হন। ঐ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন সারভ্যাণ্টস্ অব ইণ্ডিয়া (Servants of India) সোসাইটী ইঁহারই উদ্যোগে স্থাপিত হয়। সভার উদ্দেশ্য—বৈধ উপায়ের দ্বারা ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন। এই সভার উন্নতিকল্পে গোখলে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে গোখলে দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে যান ও তথায় অনেক সভা সমিতিতে ভারতের অভাব ও অভিযোগ বিশদভাবে বিবৃত করেন। ঐ বৎসরের শেষভাগে আবার ভারতে প্রত্যাগমন করেন। ইঁহার রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক মত "নরম" দলের স্থায় হইলেও ইনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। ইনি যাহা বলেন বা লেখেন, তাহার ভাষা ধীর ও সংযত এবং যুক্তি ও প্রমাণ-প্রয়োগাদি বহুল। সুতরাং যাঁহাদের উদ্দেশ্যে কথিত বা লিখিত হয়, তাঁহাদের মর্ম্মস্পর্শী। ইনি মারহাট্টা ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত এবং রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় রানাডের শিষ্য। গোখলে দেশহিতৈষিতা, নির্ভীকতা নিঃস্পৃহতা ও আড়ম্বরশূন্ততার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। ভারতীয় সামান্য লোক হইতে ভারতসচিব লর্ড মর্লে পর্য্যন্ত সকলেরই ইনি শ্রদ্ধার পাত্র।

গোখাদক—১। গোমাংসভোজী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২ যবন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি। সং

গোগ্রাস—প্রায়শ্চিত্তানন্তর গোজাতির তৃপ্ত্যর্থক প্রদত্ত ঘাস; গোবৎ গ্রাস। ৬তৎ। সং।

গোঘ্ন—১। গোহত্যাকারী। গো শব্দ (গরু)—হন (বধ করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। অতিথি। গো শব্দ—হন+টক সম্প্র। [পুর্ব্বকালে অতিথি গৃহে উপস্থিত হইলে মধুপর্কের নিমিত্ত গোবধ করা হইত, এই কারণে অতিথির নাম গোঘ্ন হইয়াছে]। সং; পু।

গোচর—১। ইন্দ্রিয়ের বিষয়; বিষয়; আশ্রয়; স্থান; গোচারণ স্থান। গো শব্দ—চর+টক্ ক। সং; পু। ২। স্থিত, আশ্রিত। বিণ; ত্রি।

গোচর্ম্ম—গরুর চামড়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গোচারক—গোপালক, গোরক্ষক, রাখাল। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

গোচারণ—গরুকে ঘাস খাওয়ান, গরু চরান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গোজাত—গব্য (ঘৃতাদি); স্বর্গোৎপন্ন। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

গোণী—থলিয়া, গুণ; বস্তা; পরিমাণবিশেষ। গুণ+অল্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

গোণ্ড—১। নীচ জাতিবিশেষ। গুন্ড (পেষণ করা, ইত্যাদি)+অন্ ক। ২। বর্দ্ধিত নাভি, গোড়। গোর স্থায় অণ্ড, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গোতম—১। গো-শ্রেষ্ঠ। গো শব্দ+তম উৎকর্ষার্থে। ২। স্থায়শাস্ত্রপ্রণেতা জনৈক মুনি। সং; পু। [সং; ক্লী।

গোতীর্থ—তীর্থবিশেষ; গোচারণ স্থান, গোষ্ঠ।

গোত্র—১। কুল, বংশ; কুলপ্রবর্ত্তক ঋষি, যথা—ভরদ্বাজ, কশ্যপ ইত্যাদি; নাম; বন; ক্ষেত্র; পথ; ছত্র; গোগৃহ। গো শব্দ—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড ক। সং; ক্লী। ২। পর্ব্বত। গো (পৃথিবী)—ত্রৈ (ত্রাণ করা, ধারণ করা)+ড ক। সং; পু। ৩। কুৎসিত। বিণ; ত্রি।

গোত্রজ—বংশোদ্ভূত; বংশীয়। গোত্র শব্দ (বংশ)—জন+ড ক। বিণ; ত্রি।

গোত্রপ্রধান—হিমালয়। গোত্রের (পর্ব্বতের) প্রধান, ৬তৎ। সং; পু।

গোত্রভিৎ—ইন্দ্র। গোত্র শব্দ (পর্ব্বত)—ভিদ (ভেদ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

গোত্রা—১। গো-সমূহ। গো শব্দ (গরু)+ত্র সমূহার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। পৃথিবী। গোত্র (পর্ব্বত)+অ অস্ত্যর্থে। সং; স্ত্রী।

গোদা—গোদাবরী নদী। গো শব্দ (স্বর্গ, জল) —দা (দেওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

গোদান—১। গরুপ্রদান। গো শব্দ (গরু)—দা (দেওয়া)+অনট্ ভা। ২। কেশান্তসংস্কার, কেশচ্ছেদনরূপ সংস্কার। গো (কেশ)—দো (ছেদন করা)+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

গোদারণ—কুদ্দাল; লাঙ্গল। গো (পৃথিবী) —দারি (বিদীর্ণ করা)+অনট্ ণ। সং।

গোদাবরী—দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ নদী। গো শব্দ(স্বর্গ বা জল)—দা (দেওয়া)+ক্বনিপ্ ক=গোদাবন্, তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্; যে নদীতে স্নান করিলে স্বর্গ লাভ হয়, অথবা যে নদী উৎকৃষ্ট জলদান করে, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে গোদাবন্। [ক্লী।

গোদোহন—গরুর দুধ দোহন। ৬তৎ। সং;

গোদোহনী—গাই দোহার ভাঁড় বা কেঁড়ে। গো শব্দ (গরু) —দুহ (দোহন করা)+অনট্ অধি, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্; সং; স্ত্রী। [ক্লী।

গোধন—গরুরূপ ধন। রূপক কর্ম্মধা। সং;

গোধা—গোসাপ। সং; স্ত্রী।

গোধিকা—গোধা দেখ। সং; স্ত্রী।

গোধূম—গম শস্য। গুধ (বেষ্টন করা)+উম ক। সং; পু।

গোধূমচূর্ণ—ময়দা। ৬তৎ। সং; পু ও ক্লী।

গোধূমসার—গমের পালো। ৬তৎ। সং; পু।

গোধূলি—সায়ংকাল, যে সময়ে গোসকল ধূলি উড়াইয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়; ইহা ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন সময়ে ধরা হইয়া থাকে, যথা—হেমন্তে ও শিশিরে যে সময়ে ভাস্কর পিণ্ডীকৃত হইয়া মৃদুতা প্রাপ্ত হন, গ্রীষ্মে সূর্য্য অর্দ্ধাস্তমিত হইলে, বসন্তে ভানু অদৃশ্য হইলে, এবং বর্ষা ও শরৎকালে সূর্য্য অস্তগত হইলে পর গোধূলি হয়; সন্ধ্যার প্রাক্কাল। গোর (গরুর) ধূলি হয় যাহাতে (যে সময়ে), বহু। সং; পু।

গোধূলিলগ্ন—গোধূলিসময়ে বিবাহের জন্য নিরূপিত লগ্ন। গোধূলি নামক লগ্ন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, অথবা গোধূলিই লগ্ন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গোনর্দ্দ—সারস পক্ষী; দেশবিশেষ; কাশ্মীর দেশের জনৈক নরপতি। গো শব্দ (জল, ইত্যাদি)—নর্দ্দ (শব্দ করা)+অন্ ক। সং; পু।

গোনর্দ্দীয়—পতঞ্জলি মুনি। গোনর্দ্দ শব্দ+ীয়। সং; পু।

গোনস—একজাতীয় বৃহৎ সর্প। সং; পু।

গোপ—১। গোরক্ষক; গোয়ালাজাতি; ভূপতি। গো (গরু, পৃথিবী)—পা (পালন করা)+ড ক। ২। রক্ষাকারী। গুপ (রক্ষা করা)+অন্ ক। সং; পু।

গোপকন্যা—গোয়ালার মেয়ে। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গোপগোপিনী—গোয়ালা ও গোয়ালিনী। দ্বন্দ্ব।

গোপতি—ভূপতি ; গোপ ; মহাদেব ; সূর্য্য ; ইন্দ্র ; বৃষ ; শ্রীপতি। ৬তৎ। সং ; পু।

গোপথ—১। যে পথে গরু যায়। গোর পন্থাঃ, ৬তৎ (গোপথিন্+অ সমাসে)। ২। স্বর্গ-পথ। গো (স্বর্গ) প্রাপক পন্থাঃ, মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

গোপন—লুকায়িত করা ; রক্ষা। গুপ (রক্ষা করা, ইত্যাদি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে গুপ্ত।

গোপনারী—গোপের স্ত্রী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গোপনীয়—গুহ্য, অপ্রকাশ্য ; রক্ষণীয়। গুপ (রক্ষা করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

গোপরিচর্য্যা—গরুর সেবা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গোপবধূ—গোপনারী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গোপবল্লভ—১। গোপগণের প্রিয়। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। শ্রীকৃষ্ণ। গোপ হইয়াছে বল্লভ (প্রিয়) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

গোপা—শাক্যসিংহের পত্নী, কলিদেশাধিপতি দণ্ডপাণির তনয়া। ইনি অতি রূপবতী ও গুণবতী রমণী ছিলেন। শাক্যসিংহের বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহার পিতা পুত্রের জন্য অশোকভাণ্ড বিতরণের ব্যবস্থা করেন। অন্যান্য রাজপুত্রীর ন্যায় গোপাও অশোকভাণ্ডের প্রার্থিনী হইয়া কপিলবস্তুতে গমন করেন। রাজকুমারের অশোকভাণ্ড নিঃশেষ হইলে ইনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। এই উপলক্ষে উভয়ে কথোপকথন হইলে উভয়েই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। তখন শাক্যসিংহ আপনার অঙ্গুরীয় ইঁহাকে প্রদান করেন।

অতঃপর উভয়ের মধ্যে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, গোপার পিতা বলিলেন যে, শাক্যসিংহ বীরত্বের পরিচয় দিয়া তাঁহার কন্যার পতি হইতে পারেন। তখন শাক্য-সিংহ ব্যায়াম, শৌর্য্য, বিদ্যা, রাজনীতি, শিল্প প্রভৃতির সুকৌশল প্রদর্শন করিয়া গোপার পাণিগ্রহণ করিলেন। গোপা অতি বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী, ও ধর্ম্মশীলা রমণী ছিলেন। [বুদ্ধ দেখ]।

গোপাঙ্গনা—গোপবধূ। গোপের অঙ্গনা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গোপাদিত্য—কাশ্মীরদেশের জনৈক নৃপ। সং ; [পু।

গোপাধ্যক্ষ—১। গোপ-প্রধান। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। গোপরাজ, নন্দ। সং ; পু।

গোপানসী—চাল বা ছাদের নিম্নস্থ কাষ্ঠ, পাইড়ু। গুপ (রক্ষা করা)+আনসট্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

গোপায়িত—লুকায়িত ; রক্ষিত ; পরিপুষ্ট। গুপ (রক্ষা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে গোপায়িতা।

গোপায়িতা—১। লুকায়িতা, রক্ষিতা ; পরি-পুষ্টা ; পুষ্টা। গোপায়িত দেখ ; গোপায়িত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। রক্ষক। গুপ (রক্ষা করা)+তৃন্ ক— গোপায়িতৃ ১মার :বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গোপায়িত্রী।

গোপায়িত্রী—গোপায়িতা দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

গোপাল—ভূপতি, রাজা ; কৃষ্ণ ; গোপ। গো শব্দ (গরু, পৃথিবী)—ণিজন্ত পা (পালন করা)+ষণ্ ক। সং ; পু।

গোপাল উড়ে—কটক জেলার জাজপুর গ্রামে গোপালের জন্ম হয়। ১৮।১৯ বৎসর বয়সের সময় গোপাল কলিকাতায় আইসে। সেই সময়ে কলিকাতায় বহুবাজারে রাধামোহন সরকার নামক একজন বর্দ্ধিষ্ঠ লোক বাস করিতেন। তাঁহার একটী সখের যাত্রার দল ছিল। গোপাল প্রথমে ফিরি করিয়া নানা-বিধ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত। পরে উক্ত রাধা-মোহন বাবুর যাত্রার দলে যোগ দিয়াছিল। গোপাল অতি সুকণ্ঠ ছিল। যাত্রার দলে থাকিয়া গোপাল অতি অল্প দিনের মধ্যেই সুগায়ক হইল। সে বিদ্যাসুন্দরে মালিনী সাজিয়া প্রথম আসরে এমনই সুন্দর অভিনয় করিয়াছিল যে, রাধামোহন বাবু তাহাকে দশ টাকা হইতে একবারেই পঞ্চাশ টাকা বেতন করিয়া দিয়াছিলেন। রাধামোহনের মৃত্যুর পর গোপাল দলের সমস্ত আসবাব পাইল, এবং নিজে এক দল গঠন করিল। তখন ভৈরব হালদার নামক জনৈক ব্রাহ্ম-ণের দ্বারা সহজ বাঙ্গালা ভাষায় গান রচনা ও স্বর যোজনা করাইয়া গোপাল নূতন দলের সৃষ্টি করিল। বাঙ্গালা দেশের এমন স্থান নাই যেখান হইতে গোপাল বায়না না পাইয়াছে। গোপাল দেখিতে অতি সুন্দর ছিল, স্ত্রীলোক সাজিলে সহজে কেহ তাহাকে পুরুষ বলিয়া ধরিতে পারিত না।

গোপাল ভাঁড়—ইনি কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণ-চন্দ্রের সভায় "ভাঁড়" রূপে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার নামজড়িত যে সকল গল্প মুদ্রিত হই-য়াছে বা লোকপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, তাহা হইতে বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে, অল্পশিক্ষিত হইলেও ইনি বেশ সুরসিক ও প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন, এবং হাস্যরস উদ্দীপনে ইঁহার সম্যক্ শক্তি ছিল। তবে সকল গল্প যে তাঁহারই উক্তি, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

গোপালক—গোরক্ষক ; গোপ ; শ্রীকৃষ্ণ ; শিব। ৬তৎ। সং ; পু।

গোপালী—অপ্সরোবিশেষ, গার্গ্যমুনির ঔরসে ইহার গর্ভে কালযবনের জন্ম হয়। [গার্গ্য ও কালযবন দেখ]। সং ; স্ত্রী।

গোপাষ্টমী—কার্ত্তিকমাসের শুক্লাষ্টমী, এই দিনে শ্রীকৃষ্ণ গোপালনে নিযুক্ত হন। এই দিনে সংযত হইয়া গোপূজা, গোগ্রাসদান, গো-প্রদক্ষিণ প্রভৃতি কার্য্য করিলে অভীষ্ট লাভ হয়। সং ; স্ত্রী।

গোপিকা—গোবালা, গোয়ালিনী। গোপী+কণ্ তদুত্তরে আপ্। সং ; স্ত্রী।

গোপিকামোহন—১। গোপীগণের মুগ্ধতাকারী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। শ্রীকৃষ্ণ। সং ; পু।

গোপিনীবল্লভ—১। গোপীগণের প্রিয়। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। শ্রীকৃষ্ণ। সং ; পু। গোপিনী পদটী বিশুদ্ধ নহে, গোপী হইবে।

গোপী—গোপস্ত্রী, গোয়ালিনী। গোপ দেখ। গোপ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

গোপীচন্দন—বৈষ্ণবদিগের ব্যবহার্য্য তিলক মাটী। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গোপীজনবল্লভ—শ্রীকৃষ্ণ। প্রথমে কর্ম্মধা ও পরে ৬তৎ। সং ; পু।

গোপীনাথ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং ; পু।

গোপীমোহন ঠাকুর—ইনি কলিকাতা পাথুরিয়া-ঘাটার ঠাকুর-বংশের প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র। গোপীমোহন বহু-ভাষাবিৎ ছিলেন এবং দয়া, ধর্ম্ম, বিদ্যানু-রাগ, দানশীলতা প্রভৃতি বহু গুণে ভূষিত ছিলেন। ইনি সেই সময়ের সমাজের এক-জন বিশিষ্ট লোক বলিয়া গণ্য ছিলেন। দুর্গাপূজার সময় ইঁহার বাটিতে অনেক উচ্চতন রাজকর্ম্মচারী আসিতেন। তাহার মধ্যে জেনারেল ওয়েলেসলী (যিনি উত্তর-কালে ডিউক অব ওয়েলিংটন হইয়াছিলেন) অন্যতম। হিন্দু কলেজ সংস্থাপনে গোপী-মোহন প্রভূত অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া পুরুষানুক্রমে ইঁহার বংশের একজন উক্ত কলেজের গভর্ণর থাকিবেন, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ইনি পালোয়ান-গণের উৎসাহদাতা ছিলেন। বিখ্যাত পালোয়ান রাধাগোয়ালা ইঁহার অধীনে নিযুক্ত ছিল। লক্ষ্মীকান্ত ও কালী মির্জ্জা নামক প্রসিদ্ধ গায়কদ্বয়ও ইঁহার বৃত্তিভুক্ ছিলেন। ইনি বহু অর্থব্যয় করিয়া মূলা-জোড় গ্রামে গঙ্গাতীরে দ্বাদশটী শিবলিঙ্গ ও ব্রহ্মময়ীদেবী মূর্ত্তি স্থাপিত করেন এবং ইঁহাদের যথোপযুক্ত সেবাদি ও অতিথি সৎকারের জন্য প্রচুর সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার ছয় পুত্র—সূর্য্য-কুমার, চন্দ্রকুমার, নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার ও প্রসন্নকুমার। শেষোক্ত দুই-জনই সমাজে অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন।

গোপীযন্ত্র—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে একটী তার থাকে। সং ; ক্লী।

গোপুচ্ছ—১। গরুর লেজ। ৬তৎ। ২। একটী বানরের নাম ; হারবিশেষ। বহু। সং ; পু।

গোপুর—১। পুরদ্বার, নগরদ্বার ; দ্বার। গুপ (রক্ষা করা)+উর র্ম। ২। মুস্তকবিশেষ। গুপ+উর ণ। সং ; ক্লী।

গোপুরীষ—গোময়, গোবর। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গোপেন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু। ৬তৎ। সং ; পু।

গোপ্তব্য—রক্ষণীয় ; গোপনীয়, অপ্রকাশ্য, গুহ্য। গুপ (রক্ষা করা)+তব্য র্ম। বিণ ; ত্রি।

গোপ্তা—আশ্রয়দাতা ; রক্ষক। গুপ (রক্ষা করা)+তৃন্ ক=গোপ্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গোপ্ত্রী।

গোপ্য—১। অপ্রকাশ্য ; রক্ষণীয় ; গুপ্ত ; গোপনীয়। গুপ (রক্ষা করা, ইত্যাদি)+য র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। ভৃত্য ; দাসীপুত্র। সং।

গোপ্রচার—গোচারণস্থান। গো শব্দ (গরু)—চর (বিচরণ করা)+ঘঞ্ অধি। সং ; পু।

গোপ্রতর, গোপ্রতার—১। গরুসকলের পার হওয়া। ৬তৎ। ২। তীর্থবিশেষ। গো—প্র—তৄ (পার হওয়া)+অল্, পক্ষান্তরে ঘঞ্ অধি। সং ; পু।

গোভৃৎ—মহীধর, পর্ব্বত। গো শব্দ (পৃথিবী)—ভৃ (ধারণ করা)+কিপ্ ক। সং ; পু।

গোমক্ষিকা—দংশ, ডাঁশ। গো ক্লেশিনী মক্ষিকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

গোমতী—নদীবিশেষ। গোমান্ দেখ ; গোমৎ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

গোময়—গোবর। গো শব্দ (গরু)+ময়ট্। সং ; পু ও ক্লী।

গোমসূর্য্যাধান—গোবীজে টীকা দেওয়া (Vaccination)। গোর মসূরী গোমসূরি, তাহার আধান, ২বার ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গো-মসূর্য্যাহিত—যাহার গোবীজে টীকা দেওয়া হইয়াছে। ৬তৎ ও ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

গোমাতা—১। গোসমূহের মাতা, সুরভি। ৬তৎ। ২। কশ্যপ মুনির অন্যতমা পত্নী। স্ত্রী।

গোমান্—বহুগোশালী। গো (গরু)+মতু অস্ত্যর্থে=গোমৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গোমতী।

গোমায়ু—শৃগাল ; গন্ধর্ব্ববিশেষ। গো—মা (পরিমাণ করা)+উণ্ ক। সং ; পু।

গোমী—বহুসংখ্যক গোশালী ; আরাধক, উপাসক। গো+মিন্ অস্ত্যর্থে=গোমিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

গোমুখ—১। জপমালার থলি ; বিলেপন ; কুটিল বাদ্যভাণ্ড, শৃঙ্গাদি ; সিঁধবিশেষ। গোর মুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহু। সং ; ক্লী। ২। কুম্ভীর ; প্রমথবিশেষ ; যক্ষবিশেষ। সং ; পু।

গোমুখী—হিমালয়ের গোমুখাকার গঙ্গাপাত গুহা ; নদীবিশেষ ; জপমালার থলি। গোমুখ দেখ ; গোমুখ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

গোমূত্র—গরুর চোনা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গোমূত্রিকা—চিত্রকাব্যের বন্ধবিশেষ। গোমূত্র+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

গোমেদ—দ্বীপবিশেষ ; মণিবিশেষ। সং ; পু।

গোমেধ—যজ্ঞবিশেষ। গো—মেধ+অল্ অধি। সং ; পু।

গোযান—গো-শকট, গরুর গাড়ী। গো দ্বারা আকৃষ্ট যান, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।

গোরক্ষক—১। গোপালনকারী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। ভূপ, রাজা ; গোপালক, রাখাল। সং ; পু।

গোরক্ষনাথ, গোরখনাথ—জনৈক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী জনৈক ধর্ম্মশীল গোপের গৃহে ইঁহার জন্ম হয়। গ্রামস্থ অন্যান্য বালকগণের ন্যায় ইনিও বাল্যকালে গোচারণে নিযুক্ত হন।

একদিন গোরখনাথ বনে গরু চরাইতেছেন, এমন সময়ে একজন তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। আগন্তুকের সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে বালক গোরখনাথ নত হইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। সন্ন্যাসী কিছু আহারীয় দ্রব্য চাহিলে, ইনি শালপত্রে দুগ্ধ দোহন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। সন্ন্যাসী তাহা পান করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। সন্ন্যাসীর সহিত আলাপে গোরখনাথ মুগ্ধ হইলেন। অতঃপর সেই মহাপুরুষ কিছু দিতে চাহিলে, গোরখনাথ ভাবিলেন যে, ইঁহার নিকট আমি এমন দ্রব্য লইব যাহা অন্যের নাই। এইরূপ স্থির করিয়া গোরখনাথ মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন যে, ধনসম্পত্তি, রূপ, যৌবন প্রভৃতি অনেকেরই আছে এবং সে সকল থাকাতে তাহারা বিশেষ সুখী নহে। প্রার্থিত দ্রব্য স্থির করিতে না পারিয়া ইনি সাধুপুরুষকে এই বলিয়া প্রণিপাত করিলেন যে, আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই আমাকে প্রদান করুন্। তখন সন্ন্যাসী গোরখনাথকে বলিলেন, তুমি উৎকৃষ্ট দ্রব্যই পাইবে, কিন্তু তোমাকে এক সপ্তাহ কাল ইচ্ছানুরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে। গোরখনাথ তাহাতেই স্বীকৃত হইলে, মহাপুরুষ অদৃশ্য হইলেন।

অতি কষ্টে নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া সাধুর আদেশ পালনে যত্নবান্ হইয়া গোরখনাথ লোকের নিকট উন্মত্ত বা বায়ুগ্রস্ত বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ষষ্ঠ দিবসে মহাপুরুষ পুনরায় দর্শন দিলেন, এবং প্রতিজ্ঞা পালনে বালক গোরখনাথের দৃঢ়তা দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। বালকের আত্মীয়স্বজন তাঁহার নিকট বদ্ধাঞ্জলি হইয়া গোরখনাথের আরোগ্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি তাহাতে সম্মত হইয়া এই মাত্র বলিলেন যে, বালক আরোগ্য লাভ করিলে সাধুদিগের পন্থানুসরণ জন্য তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। যে সময়ের কথা হইতেছে, সে সময়ে অনেকে চারি পাঁচটি পুত্রের মধ্যে একটিকে সন্ন্যাসী হইবার অনুমতি দিত। সেই প্রথানুসারে গোরখনাথের জনকজননী বালকটীকে মহাপুরুষের হস্তে অর্পণ করিলেন। অতঃপর গোরখনাথ প্রকৃতিস্থ হইয়া কিছুকাল মাতাপিতার নিকট থাকিয়া সন্ন্যাসীর সহিত বহির্গত হইলেন।

অনন্তর গোরখনাথ মহাপুরুষের নিকট দীক্ষিত হইয়া অনন্যমনে তপশ্চরণপূর্ব্বক অল্পকাল মধ্যে ধর্ম্মমার্গে সবিশেষ উন্নতিলাভ করিলেন। কালক্রমে ইনি সাধুপুরুষ মধ্যে পরিগণিত হইলেন। ইঁহার নামানুসারে ইঁহার জন্মস্থান গোরক্ষপুর নামে অভিহিত হইয়াছে।

গোরস—গরুর শরীর হইতে নির্গত রস, গব্য, দুগ্ধাদি। ৬তৎ। সং ; পু ও ক্লী।

গোরসজ—১। দুগ্ধোৎপন্ন পদার্থ। গোরস শব্দ—জন+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। তক্র, ঘোল। সং ; ক্লী।

গোরোচনা—গরুর মস্তকজাত পীতবর্ণ দ্রব্য। গো হইতে জাতা যে রোচনা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

গোল—১। গোলাকার বস্তু। গুড় (বেষ্টন করা)+অন্ ক। সং ; পু। ২। মণ্ডল। সং ; ক্লী। ৩। বর্ত্তুলাকার। দেশজ ; বিণ। ৪। কোলাহল। দেশজ ; সং।

গোলক—১। মণ্ডল ; ভূপৃষ্ঠের প্রতিরূপক দারুময় বর্ত্তুল। গোল+কণ্। সং ; ক্লী। ২। স্বামীর মৃত্যুর পর উপপতি হইতে জাত পুত্র। সং ; পু।

গোলক্ষণ—গোর শুভাশুভ চিহ্ন ৬তৎ। সং ; ক্লীঃ। [ক্লী।

গোলযন্ত্র—ভূপৃষ্ঠের প্রতিরূপক গোলক। সং ;

গোলা—১। গোদাবরী নদী ; দুর্গা। গো শব্দ—লা (গ্রহণ করা)+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। বালকের বর্ত্তুলাকার ক্রীড়নক ; সীসকের বা লৌহের বর্ত্তুলাকার পিণ্ড ; শস্যাদির আগার। দেশজ। সং।

গোলাঙ্গুল—১। গরুর লেজ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। কৃষ্ণমুখ কপিবিশেষ। বহু। ৩। ন্যায়বিশেষ। সং ; পু।

গোলোক—পরমধাম ; স্বর্গ ; বৈকুণ্ঠ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

গোলোকধাম—১। বৈকুণ্ঠ ; স্বর্গ। গোলোক নামক ধাম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। ক্রীড়াবিশেষ। এই ক্রীড়ায় প্রদর্শিত হয় যে, অত্যুন্নত ব্যক্তিরও পতন হয়। সং ; ক্লী।

গোলোকপতি—বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু।
গোলোকপ্রাপ্তি—১। বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি; স্বর্গলাভ। ৬তৎ। ২। পুণ্যাত্মার দেহত্যাগ। সং; স্ত্রী।
গোলোকবাসী—বৈকুণ্ঠবাসী; স্বর্গে বাসকারী। গোলোক–বস (বাস করা)+ণিন্ ক= গোলোকবাসিন্; ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গোলোকবাসিনী।
গোলোকবিহারী—১। বিষ্ণু। সং, পু। ২। গোলোকে বিহরণশীল। গোলোক–বি–হৃ +ণিন্ ক=গোলকবিহারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গোলোকবিহারিণী।
গোল্ডষ্টুকার—থিয়োডোর (Theodore-Goldstucker) জর্ম্মাণ দেশে কণিগসবর্গ (Konigsberg) নগরে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি স্লেগেল ও লাসেনের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া প্রাচ্য-ভাষায় মনোযোগী হন। ইনি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকস্বরূপে নিযুক্ত হইয়া মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পাণিনি বিষয়ক এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ভারতীয় পুরাণ ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ রচনা করিয়া-ছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি লণ্ডনে Society for the Publication of Sanskrit Texts নামক সমিতি স্থাপন করেন। হিন্দুর দায় ব্যবহার সম্বন্ধে গভর্ণ-মেণ্ট ইঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই মার্চ্চ ইনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর দুই বৎসর পরে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট ইঁহার কৃত পাণিনির মহাভাষ্যের একখানি সংস্করণ প্রকাশিত করেন। বর্ত্ত-মান কালে হিন্দুর দায়সম্বন্ধীয় আইনের বে যথাযথ প্রয়োগ হইতেছে না, এই বিষয়ে ইনি একখানি গ্রন্থ লেখেন। এই গ্রন্থই ইঁহার শেষ রচনা। ইনি ইংরাজী-সংস্কৃত একখানি অভিধান লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।
গোবৎস—গরুর বাছুর। ৬তৎ। সং; পু।
গোবরগণেশ—গোবরনির্ম্মিত গণেশ, অর্থাৎ তাহার ন্যায় অকর্ম্মণ্য, ও অপটু। চলিত শব্দ, সাধু শব্দ নহে।
গোবর্দ্ধন—বৃন্দাবনস্থ একটী পর্ব্বত। গোর বর্দ্ধন (বৃদ্ধিকারক), ৬তৎ। সং; পু।
গোবর্দ্ধন—ইনি জয়দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। ইনি "আর্য্যাসপ্তশতী" নামক কাব্যের প্রণেতা। ঐ গ্রন্থ আর্য্যা ছন্দে রচিত এবং উহাতে সাত শত শ্লোক আছে, এই কারণেই উক্ত নাম প্রদত্ত হইয়াছে। গোবর্দ্ধনের রচনা যেমন, সারল্যে তেমনই মাধুর্য্যে বিখ্যাত। জয়দেব ইঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা পূর্ণ দৃষ্টিতে দর্শন করিতেন। তিনি স্বকীয় গ্রন্থে গোবর্দ্ধনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। "আচার্য্য-গোবর্দ্ধন-স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ।" অর্থাৎ আচার্য্য গোবর্দ্ধনের সহিত স্পর্দ্ধাকারী হইতে পারে, এরূপ কোনও ব্যক্তির বিষয় শ্রুতিগোচর হয় না। যাহা হউক, গোবর্দ্ধন যে অত্যুৎকৃষ্ট কবিগণের অন্তর্গত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।
গোবর্দ্ধনধর—শ্রীকৃষ্ণ। গোবর্দ্ধন শব্দ (পর্ব্বত-বিশেষ)–ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক; কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ঐশীশক্তি সপ্র-মাণ করিবার নিমিত্ত প্রবল ঝটিকার সময়ে একাঙ্গুলি দ্বারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্থাপন-পূর্ব্বক গোপালগণকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। সং; পু।
গোবর্দ্ধনধারণ—গোবর্দ্ধন নামক পর্ব্বতকে ধারণ করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।
গোবর্দ্ধনধারী—শ্রীকৃষ্ণ [গোবর্দ্ধনধর দেখ]। গোবর্দ্ধন শব্দ–ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ ক= গোবর্দ্ধনধারিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।
গোবলীবর্দ্দ ন্যায়—ন্যায় দেখ।
গোবাট—গোগৃহ। ৬তৎ। সং; ক্লী।
গোবাস—গোসমূহের বাসস্থান, গোষ্ঠ। ৬তৎ। সং; পু।
গোবিট্—গোময়, গোবর। গোর (গরুর) বিট্ (বিষ্ঠা), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
গোবিন্দ—১। শ্রীকৃষ্ণ; বৃহস্পতি। গো–বিদ (জানা, ইত্যাদি)+শ ক। সং; পু। ২। গোপালক। বিণ; ত্রি।
গোবিন্দ অধিকারী—প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। ইনি অনুমান ১২০৫ সালে হুগলি জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী জঙ্গিপাড়া গ্রামে বৈরাগীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ইঁহার সামান্যমাত্র বিদ্যাশিক্ষা হয়। তৎপরে ইনি হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতার নিকটবর্ত্তী ধুর-খালি গ্রামনিবাসী বিখ্যাত কীর্ত্তনগায়ক গোলক দাস অধিকারীর নিকট কীর্ত্তন গান শিক্ষা করেন, এবং কিছুদিন শিক্ষার পর স্বয়ং একটী 'কালীয়দমন' যাত্রার দল গঠন করেন। এই দলে রাধাকৃষ্ণের লীলাভিনয় হইত, এবং গোবিন্দ স্বয়ং দূতী সাজিতেন। এই উপলক্ষে স্বীয় দলের জন্য ইনি বহুসংখ্যক সঙ্গীত রচনা করেন। ইঁহার অধিকাংশ গানই অনুপ্রাসবহুল। ইঁহার দূতীগিরী দেখি-বার জন্য এবং গান শুনিবার জন্য বহু দূর-দেশ হইতেও লোক সকল ছুটিয়া আসিত। এইরূপে যাত্রার গানে তিনি বহু অর্থ উপা-র্জ্জন করেন; এমন কি শেষে জমিদারী পর্য্যন্ত খরিদ করিয়া যান। ভাবপূর্ণ ও অনু-প্রাসবহুল সঙ্গীতরচনায় ইঁহাকে অদ্বিতীয় বলিলেও চলে। অনুমান ১২৭৭ সালে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ইনি বিখ্যাত যাত্রাকর পরমানন্দের দলের একজন "বালক" ছিলেন। আর কাহারও কাহারও মতে ইনি পূর্ব্ববঙ্গবাসী জগদীশ গাঙ্গুলীর যাত্রার দলের "বালক" ছিলেন। প্রথম প্রথম ইঁহার যাত্রায় কীর্ত্তনাঙ্গের বাহুল্য ছিল। উত্তরকালে রুচি পরিবর্ত্তন হওয়ায় ইনি গানের সুরগুলি বহুলাংশে বর্ত্তমান রুচি অনুযায়ী করিয়াছিলেন। ইনি যাত্রার "নটকালীতে" বিশেষ পারদর্শিতা দেখাই-তেন এবং ভক্তিরসাশ্রিত গানে সকলকে মোহিত করিতেন। ইনি বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে অনেক গানের ভাব সংগ্রহ করিতেন। ইঁহার রচিত "শুক-সারীর পালা" ইহার অন্যতম প্রমাণ। "চূড়া নূপুরের দ্বন্দ্ব" ও এক সময়ে অনেককে আনন্দ প্রদান করিয়াছে। ইনি যাত্রা, কীর্ত্তন, এবং কথকতা এই তিন বিষয়েই নিপুণ ছিলেন। অধিকারী অপুত্রক ছিলেন। মৃত্যুর পর ইঁহার শ্যালক কিছুদিন ইঁহার দল চালাইয়াছিলেন।
গোবিন্দকূট—বিদ্যাধরগণের অধিষ্ঠিত পর্ব্বত-বিশেষ। সং; পু।
গোবিন্দ—জাতিতে কামার। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইঁহার নিকট গোবিন্দ ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হন এবং প্রভুর তিরোভাব পর্য্যন্ত ইঁহার সঙ্গে থাকেন। পরে "করচা" নামে প্রভুর একটি জীবনচরিত রচনা করেন।
গোবিন্দদাস—বৈষ্ণব পদরচয়িতা। ইনি ১৪৫৯ শকে (১৫৩৭ খ্রীঃ) বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ড নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন, মাতার নাম সুনন্দা। গোবিন্দদাস পরে পদ্মাতীরে তেলিয়াবুধরি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শক্তি-উপা-সক ছিলেন; পরে বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ইঁহার রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক অনেক-গুলি পদ আছে। এই সকল পদ ব্যতীত ইনি সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গীতমাধব পদাবলী এবং কর্ণামৃত নামক আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রবাদ, ইনি একবার কঠিন গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া 'রাধাকৃষ্ণ' এই চতুরক্ষর মন্ত্রগ্রহণেই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। ১৫৩৪ শকে (১৬১২ খ্রীঃ) ৭৫ বৎ-সর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইঁহার পদ-গুলি বিদ্যাপতির অনুকরণে রচিত ও অতি-শয় মধুর। বিদ্যাপতির "প্রেম কি অঙ্কুর" প্রমুখ পদটি ইনি সম্পূর্ণ করিয়া শেষে "গোবিন্দদাস রসপুর" এই ভণিতাটি যোগ

করিয়া দেন। ইহার জন্য ইঁহার গুরু ইঁহাকে কবিরাজ উপাধি প্রদান করেন।

গোবিন্দদ্বাদশী—ফাল্গুনমাসীয় পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বাদশী, ইহাতে উপবাস করিয়া যথাবিধি গোবিন্দের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। সং ; স্ত্রী।

গোবিষাণ—গোশৃঙ্গ, গরুর শিঙ্। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গোব্রজ—গোষ্ঠ। গোর ব্রজ (গতি) হয় যেখানে, বহু। সং ; ক্লী।

গোশাল—গোশালা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গোশালা—গোয়াল। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গোশীর্ষ—গরুর মস্তক ; চন্দনবিশেষ ; হরিচন্দন। ৬তৎ। সং ; পু ও স্ত্রী।

গোশৃঙ্গ—১। গরুর শিঙ্। ৬তৎ ; সং ; ক্লী। ২। জনৈক মুনি ; পর্ব্বতবিশেষ। গোর শৃঙ্গের ন্যায় শৃঙ্গ যাহার, বহু। সং ; পু।

গোষ্ঠ—গোস্থান ; গোঠ। গো (গরু)—স্থা (থাকা)+ড অধি। সং ; পু ও ক্লী।

গোষ্ঠলীলা—গোপ্রচার ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকৃত লীলাবিশেষ, শ্রীকৃষ্ণের গোচারণাদি কার্য্য। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

গোষ্ঠাগার—১। গোষ্ঠ, গোপ্রচার স্থান। গোষ্ঠই আগার, কর্ম্মধা। ২। বহুজনের নিবাসস্থান ; সভাগৃহ। গোষ্ঠের আগার, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গোষ্ঠাষ্টমী—গোপাষ্টমী দেখ। সং ; স্ত্রী।

গোষ্ঠী—যেখানে অনেক লোক সমবেত হয়, সভা ; পরিবার ; সংলাপ ; জ্ঞাতি ; দৃশ্যকাব্যবিশেষ। গোষ্ঠ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [সং ; ক্লী।

গোষ্ঠীন, গোষ্ঠীন—ভূতপূর্ব্ব গোষ্ঠ। গোষ্ঠ+ঈন।

গোষ্ঠীপতি—পরিবার বা বংশের প্রধান ব্যক্তি ; সমবেত লোকসমূহের প্রধান ব্যক্তি, সভাপতি। সং ; পু।

গোষ্পদ—১। গরুর ক্ষুর দ্বারা খনিত গর্ত্ত, গরুর পদচিহ্ন। বহু। ২। গরুর পদ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গোষ্পদীকৃত—যাহা পূর্ব্বে গোষ্পদ ছিল না এক্ষণে গোষ্পদ করা হইয়াছে, ভাবার্থ—অতি ক্ষুদ্রীকৃত। গোষ্পদ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে=গোষ্পদী—কৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

গোসর্প—গোধা, গোসাপ। গো শব্দ—সৃপ (গমন করা)+অন্ ক। সং ; পু।

গোসর্পিকা—স্ত্রী-গোসাপ ; বারনারী। গো শব্দ—সৃপ (গমন করা)+ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

গোসব—গোমেধ যজ্ঞ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা।

গোস্তন—১। চারি নর হার। বহু। ২। গরুর স্তন। ৬তৎ। সং ; পু। [স্ত্রী।

গোস্তনা, গোস্তনী—দ্রাক্ষা, আঙ্গুর। বহু। সং ;

গোস্বামী—বাচস্পতি ; উপাধিবিশেষ। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

গোহত্যা—গোবধ, গরুর প্রাণনাশ। ৬তৎ।

গোহ্য—১। আচ্ছাদ্য, আবরণীয়। গুহ+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। গুহ্যদেশ। সং ; ক্লী।

গৌড়—১। দেশবিশেষ, বাঙ্গালা দেশ, পুরাকালে সূর্য্যবংশীয় মহারাজ মান্ধাতার গৌড় নামক দৌহিত্র এই দেশে রাজত্ব করায় তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম গৌড় হয় ; তদ্দেশীয় লোক। গুড় শব্দ+ষ্ণ। সং ; পু।

গৌড়ী—গুড়দ্বারা প্রস্তুত সুরা ; সঙ্গীতের রীতিবিশেষ ; কাব্যের রীতিবিশেষ ; রাগিণীবিশেষ। গুড় শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

গৌণ—১। গুণসম্বন্ধীয় ; অপ্রধান। গুণ শব্দ+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। ২। বিলম্ব ; অপেক্ষা। দেশজ ; সং ; পু।

গৌণিক—গুণজ্ঞ। গুণ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

গৌণী—শব্দের বৃত্তিবিশেষ। গুণ শব্দ+ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

গৌতম—১। গোতমবংশীয়। গোতম+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। ২। শতানন্দ ঋষি [শতানন্দ দেখ] ; বুদ্ধদেব। সং ; পু। ৩। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোক্তা জনৈক ঋষি, গোতম মুনির পুত্র। ইঁহার প্রণীত সংহিতায় মানবের আচারব্যবহারের রীতিনীতি প্রকটিত আছে। রাজর্ষি বৈণ্যের যজ্ঞস্থলে অত্রি ঋষির সহিত ইঁহার ঘোর বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। সে সময়ে সনৎকুমার মধ্যস্থ হইয়া তাহা মীমাংসা করিয়া দেন। শরস্তম্বে জাত ইঁহার সন্তান কৃপ ও কৃপী।

ব্রহ্মা অহল্যাকে সৃজন করিয়া ন্যাসস্বরূপ ইঁহার নিকট রাখিয়া দেন। দীর্ঘকাল পরে ইনি অহল্যাকে প্রত্যর্পণ করিলে ব্রহ্মা ইঁহার জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও তপস্যার সম্যক্ পরিচয় পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হন, এবং ইঁহাকেই সেই কন্যারত্ন ভার্য্যার্থ প্রদান করেন। অহল্যার গর্ভে ইঁহার খ্যাতনামা পুত্র শতানন্দের জন্ম হয়। অনন্তর একদা ইন্দ্র ইঁহার রূপ ধরিয়া অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করিলে, ইনি উভয়কেই অভিসম্পাত করেন [অহল্যা ও ইন্দ্র দেখ]। অতঃপর গৌতম হিমালয়ে গমন করিয়া অনন্যমনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। বহু বর্ষ পরে ইঁহার আশ্রমে বিশ্বামিত্রসহ রামলক্ষ্মণের আগমনে অহল্যা শাপমুক্ত হইলে, গৌতম তথায় উপস্থিত হইয়া ভার্য্যার সহিত পুনর্ম্মিলিত হন।

গৌতমী—গোতমবংশীয়া স্ত্রী, দ্রোণভার্য্যা কৃপী ; গোদাবরী নদী ; জনৈক রাক্ষসী ; দুর্গা। গৌতম+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

গৌর—১। পরিষ্কৃত ; বিশুদ্ধ ; পীত ; শ্বেত ; লোহিত। গুড় (বেষ্টন করা)+ঘঞ্ অধি। অথবা, গু (শব্দ করা)+রণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। শ্বেত সর্ষপ ; চন্দ্র। সং ; পু।

গৌরচন্দ্র—গৌরাঙ্গ, চৈতন্যদেব। সং ; পু।

গৌরব—মহিমা ; সম্মান ; মর্য্যাদা ; আদর ; গুরুত্ব, ভার ; মহত্ব ; উৎকর্ষ ; আবশ্যকতা। গুরু+ষ্ণ ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

গৌরবপ্রকাশ—সম্মান প্রচার। ৬তৎ। সং ; পু।

গৌরবপ্রয়াসী—সম্মানলাভেচ্ছু। ৬তৎ। বিণ ; পু। [সং ; পু।

গৌরবরবি—সম্মানরূপ সূর্য্য। রূপক কর্ম্মধা।

গৌরব-লাঘব—১। গুরুত্ব ও লঘুত্ব। গৌরব ও লাঘব, দ্বন্দ্ব। ২। সম্মানহ্রাস। গৌরবের লাঘব, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গৌরবশালী—সম্মানবিশিষ্ট, সম্ভ্রান্ত। গৌরব শব্দ+শালিন্ অস্ত্যর্থে, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গৌরবশালিনী। [বিণ ; ত্রি।

গৌরবান্বিত—গৌরববিশিষ্ট, সম্মানিত। ৩তৎ।

গৌরবিত—গৌরবযুক্ত, আদরযুক্ত ; সম্মানিত। গৌরব+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

গৌরাঙ্গ—চৈতন্যদেব। গৌর হইয়াছে অঙ্গ যাঁহার, বহু। সং ; পু।

গৌরাঙ্গ-সুন্দর—১। গৌরবর্ণ শরীর বলিয়া দেখিতে অতি সুশ্রী। কর্ম্মধা। ২। গৌরাঙ্গ সদৃশ সুন্দর। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা (উপমান কর্ম্মধা)। বিণ ; ত্রি।

গৌরাঙ্গী—গৌরবর্ণ অঙ্গবিশিষ্টা। গৌরাঙ্গ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

গৌরিকা—গৌরী ; অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা। গৌরী+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

গৌরী—অষ্টমবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা ; পার্ব্বতী ; পৃথিবী ; হরিদ্রা ; গৌরবর্ণা স্ত্রী ; গোরোচনা ; বরুণপত্নী ; নদীবিশেষ ; রাগিণীবিশেষ। গৌর দেখ ; গৌর+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং।

গৌরীকান্ত—হর, শিব। ৬তৎ। সং ; পু।

গৌরীকাল—স্ত্রীলোকের অষ্টমবর্ষ সময়। ৬তৎ। সং ; পু।

গৌরীগুরু—হিমালয়। গৌরীর (ভগবতীর) গুরু (পিতা), ৬তৎ। সং ; পু।

গৌরীতীর্থ—তীর্থবিশেষ। সং ; ক্লী।

গৌরীপট্ট—শিবলিঙ্গের নিম্নস্থ পট্ট (পটি)। গৌরীর পট্ট (পেষণ প্রস্তর সদৃশ), ৬তৎ। সং ; পু।

গৌরীপুত্র—কার্ত্তিকেয়। ৬তৎ। সং ; পু।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য—ইনি কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িক। ইনি সাধারণতঃ গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য নামে খ্যাত। মুর্শিদাবাদ হইতে 'রসরাজ' নামক যে পত্র প্রকাশিত হইত, ইনি তাহার দ্বিতীয় সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রের সহিত ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত প্রভা-

করের কবিতাযুদ্ধ হইত। এতদ্ব্যতীত ইনি 'সংবাদ ভাস্কর' নামক আরও একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত ভূগোল ও জ্ঞানপ্রদীপ ১ম ও ২য় ভাগ এই দুইখানি পুস্তক আছে।

গৌরীশিখর—হিমালয়ের শৃঙ্গ, এই খানে গৌরী মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার নিমিত্ত তপস্যা করেন। সং; স্ত্রী।

গৌষ্ঠীন—গোষ্ঠীন দেখ।

গ্রথিত—গাঁথা হইয়াছে এরূপ; প্রোত; নির্ম্মিত; রচিত; আক্রান্ত। গ্রন্থ (গাঁথা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে গ্রন্থ, গ্রন্থন।

গ্রথী (গ্রথিন্)—মিথ্যা জল্পনাকারী। গ্রন্থ + কিন্ ক। বিণ; ত্রি।

গ্রন্থ—১। গাঁথনি; সম্পর্ক। গ্রন্থ (গাঁথা) + অল্ ভা। ২। সন্দর্ভ; পুস্তক; শাস্ত্র; সম্পত্তি। গ্রন্থ + অল্ র্ম্ম। সং; পু।

গ্রন্থকর্ত্তা—গ্রন্থকার, পুস্তকরচয়িতা। গ্রন্থ (পুস্তক) – কৃ (করা) + তৃন্ ক = গ্রন্থকর্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

গ্রন্থকার—গ্রন্থকর্ত্তা, পুস্তকপ্রণেতা। গ্রন্থ করে যে, উপ। গ্রন্থ (পুস্তক) – কৃ (করা) + ষণ্ ক। বিণ; ত্রি।

গ্রন্থকীট—সর্ব্বদা গ্রন্থপাঠে নিবিষ্টচিত্ত, যে কেবল পুস্তক লইয়া থাকে। সং; পু।

গ্রন্থন—গাঁথনি; রচনা। গ্রন্থ (গাঁথা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে গ্রন্থিত।

গ্রন্থনা—গ্রন্থন দেখ। গ্রন্থ (গাঁথা) + অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে গ্রন্থিত।

গ্রন্থবদ্ধ—পুস্তকলিখিত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

গ্রন্থবিহারী—যে কেবল পুস্তক লইয়াই থাকে, উহার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করে না। গ্রন্থে বিহারী, ৭তৎ। বিণ; পু।

গ্রন্থাগার—পুস্তকালয়, লাইব্রেরী। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গ্রন্থি বন্ধ; বংশপ্রভৃতির সন্ধি; দেহসন্ধি; গিরা, গাঁইট। গ্রন্থ (গাঁথা) + ই ভা। সং; পু। বিশেষণে গ্রন্থিল।

গ্রন্থিক—দৈবজ্ঞ, গণক; কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব [অজ্ঞাতবাসকালে ইনি এই আখ্যায় বিরাটরাজভবনে বাস করেন]। গ্রন্থ + ফিক। সং।

গ্রন্থিত—রচিত; যাহা গাঁথা হইয়াছে। গ্রন্থ + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

গ্রন্থিবন্ধন—গাঁইট কসা, গের দেওয়া; বিবাহকালে বরকন্যার বস্ত্রে বস্ত্রে বন্ধন। ৬তৎ। সং; ক্লী। বিশেষণে গ্রন্থিবদ্ধ।

গ্রন্থিভেদ—গাঁইট কাটা (Cut-purse); মনু ঈদৃশ অপরাধীর প্রথমবার কৃতাপরাধে অঙ্গুলিচ্ছেদন, দ্বিতীয়বারে হস্তপদ কর্ত্তন, ও তৃতীয়বারে প্রাণবধের বিধি নিরূপিত করিয়াছেন। গ্রন্থি (গাঁইট) – ভিদ (ভেদ করা) + ষণ্ ক। সং; পু।

গ্রন্থিমতী—গ্রন্থিযুক্তা। গ্রন্থি + মতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে গ্রন্থিমান্।

গ্রন্থিমান্—গ্রন্থিযুক্ত। গ্রন্থি + মতু অস্ত্যর্থে = গ্রন্থিমৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গ্রন্থিমতী।

গ্রন্থিল—সন্ধিবিশিষ্ট; গ্রন্থিযুক্ত। গ্রন্থি + ল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

গ্রন্থী—বহু গ্রন্থবিশিষ্ট। গ্রন্থ + ইন্ অস্ত্যর্থে = গ্রন্থিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

গ্রসন—১। গ্রাসকরণ, গিলন, ভক্ষণ। গ্রস (গ্রাস করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে গ্রস্ত। ২। জনৈক অসুর। সং; পু।

গ্রসমান—যে গ্রাস করিতেছে এরূপ। গ্রস (গ্রাস করা) + শান ক। বিণ; ত্রি।

গ্রস্ত—১। অভিভূত, গিলিত, ভক্ষিত; আচ্ছাদিত; আক্রান্ত। গ্রস (গ্রাস করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। লুপ্তবর্ণপদ বাক্য। সং; ক্লী।

গ্রহ—১। সূর্য্যাদি নয়টি [ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে, সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নয়টি গ্রহ; আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে, সূর্য্য স্বয়ং গ্রহ নহে; উহার চতুর্দ্দিকে যে সকল জ্যোতিষ্ক ভ্রমণ করে তাহারা গ্রহ, এবং গ্রহের চতুর্দ্দিকে যাহারা ভ্রমণ করে তাহারা উপগ্রহ; অতএব মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, হর্শেল ও নেপচুন গ্রহ, চন্দ্র উপগ্রহ, এবং রাহু ও কেতু পৃথিবীর ছায়া মাত্র]; পূতনাদি। গ্রহ (গ্রহণ করা) + অন্ ক। ২। অনুগ্রহ; সূর্য্যাদির গ্রাস; স্বীকার, গ্রহণ; ধারণ; উপরাগ; নির্বন্ধ; অধ্যবসায়; আগ্রহ; রণোদ্যম; জ্ঞান; সন্নিকর্ষ। গ্রহ + অল্ ভা। সং; পু।

গ্রহকোপ—গ্রহদুষ্ট হওয়া। ৬তৎ। সং; পু। গ্রহকোপে লোকের অমঙ্গল হয়।

গ্রহগোচর—গ্রহদিগের শুভাশুভ জ্ঞাপক গতিবিশেষ। সং; পু বা ক্লী।

গ্রহচিন্তক—দৈবজ্ঞ। ৬তৎ। সং; পু।

গ্রহণ—১। লওয়া; স্বীকার; জ্ঞান; আদর; বশীকরণ; বন্ধন; সূর্য্যাদির গ্রাস। * গ্রহ (গ্রহণ করা) + অনট্ ভা। ২। ইন্দ্রিয়; কর। গ্রহ + অনট্ ণ। ৩। বন্দী। গ্রহ + অনট্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

* যখন কোন অস্বচ্ছ পদার্থ একটি উজ্জ্বল বস্তু এবং যে বস্তু উহার দ্বারা আলোকিত হইতেছিল এতদুভয়েরঃ মধ্যবর্ত্তী হয়, তখন আলোকপ্রাপ্ত বস্তুটি ছায়াবৃত হয়, আর উজ্জ্বল বস্তুটির "গ্রহণ" হইয়াছে বলা যায়। চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলীরও "গ্রহণ" হইয়া থাকে।

পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়েই সূর্য্য হইতে আলোক প্রাপ্ত হয়। পৃথিবী সূর্য্যকে ৩৬৫ দিনে, আর চন্দ্র পৃথিবীকে ২৮ দিনে বেষ্টন করিয়া একবার ঘুরিয়া আইসে। ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্র যখন সমান্তরালভাবে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন সূর্য্য হইতে পৃথিবী যে আলোক পাইতেছিল তাহা বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহার উপরে একটি ছায়ার আবরণ পড়ে, ইহাই সূর্য্যগ্রহণ। সূর্য্যগ্রহণ কেবল অমাবস্যার দিনেই ঘটিতে পারে। আবার পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে যখন সমান্তরালভাবে চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপরে পতিত হয়। ইহাই চন্দ্রগ্রহণ। চন্দ্রগ্রহণ কেবল পূর্ণিমার রাত্রিতেই ঘটিতে পারে।

সাধারণ হিন্দুদিগের ধারণা এইরূপ, ব্রাহ্মণজাতীয় চন্দ্র ও সূর্য্য চণ্ডালজাতীয় রাহু ও কেতুর দ্বারা স্পৃষ্ট ও ভক্ষিত হয়, এই পাপ প্রক্ষালনের জন্য হিন্দুগণ গঙ্গাস্নান, শ্রাদ্ধ, হরিনামসংকীর্ত্তন দ্বারা অমঙ্গল দূর করিতে চেষ্টা করে।

পুরাণে লিখিত আছে, সমুদ্রমন্থন কালে রাহু ও কেতু নামক এইদ্বয় উপস্থিত না থাকায় ইহারা সমুদ্রোত্থিত সুধার অংশ পায় নাই। যখন ইহারা উপস্থিত হইল তখন সমস্ত সুধা দেবগণের মধ্যে বিতরিত হইয়া গিয়াছিল, তজ্জন্য তাহারা রাগান্ধ হইয়া মধ্যে মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্যকে কখন আংশিকভাবে কখন বা পূর্ণভাবে গ্রাস করিয়া থাকে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ইহাদিগকে উদ্গীরণ করিয়া দেয়।

হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ কিন্তু গ্রহণের প্রকৃত তথ্য অবগত ছিলেন। তাহা না হইলে ইঁহারা গ্রহণের দিন, সময় ও কাল প্রভৃতি এরূপ নিশ্চয়তার সহিত গণনা করিতে পারিতেন না। গ্রহণ সম্বন্ধে হিন্দু পঞ্জিকাকারগণের গণনা ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের গণনা অপেক্ষা অধিকতর ফলবতী হইতে সময়ে সময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

গ্রহণি, গ্রহণী—নাড়ীবিশেষ; উদরভঙ্গরোগ। গ্রহ (গ্রহণ করা) + অনি ক। সং; স্ত্রী।

গ্রহণী নাড়ী—নাড়ীবিশেষ। আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যস্থলে পিত্তধরা নামক যে ষষ্ঠীকলা আছে, তাহাকেই গ্রহণী নাড়ী কহে। এই নাড়ী অগ্নির আধার স্বরূপ পাচক নামক পিত্তকে ধারণ করে। এই গ্রহণী নাড়ীস্থিত এবং আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যবর্ত্তী পিত্তাধিষ্ঠিত পাচক নামক অগ্নি দ্বারা

ভুক্তদ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া কটু-রসাত্মক হয়।

গ্রহণীয়—গ্রহণযোগ্য, গ্রাহ্য। গ্রহ (গ্রহণ করা) + অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

গ্রহতত্ত্ব—গ্রহগণের যথাযথ বৃত্তান্ত, কোন্ গ্রহ কোন্ স্থানে আছে তাহার বিবরণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গ্রহতত্ত্ববিদ্যা—জ্যোতিঃশাস্ত্র। গ্রহতত্ত্ব সংক্রান্ত বিদ্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গ্রহদেবতা—সূর্য্যাদি গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গ্রহদোষ—গ্রহগণের দুষ্টতা (মন্দ ফলদায়কত্ব)। ৬তৎ। সং; পু।

গ্রহনায়ক—শনি; সূর্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

গ্রহনেমি—চন্দ্র। গ্রহ নেমি (চাকার প্রান্ত) সদৃশ, উপমিত সমাস। সং; পু।

গ্রহপতি—সূর্য্য; চন্দ্র; আকন্দগাছ। ৬তৎ। সং; পু।

গ্রহপীড়া—গ্রহবৈগুণ্য জন্য মানবের আধি ব্যাধি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গ্রহপূজা—নবগ্রহের বৈগুণ্যশান্তির নিমিত্ত তাহাদের পূজা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

গ্রহযাগ—গ্রহগণের বৈগুণ্যশান্তির নিমিত্ত কৃত হোম। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গ্রহরাজ—সূর্য্য; চন্দ্র; বৃহস্পতি। ৬তৎ। সং; পু

গ্রহবশতঃ—গ্রহহেতু, গ্রহদুষ্ট থাকা নিমিত্ত। গ্রহের বশ, ৬তৎ; তদুত্তরে তস্ ৫মী বিভক্তি স্থানে। ব্য।

গ্রহবহ্নি—সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহের বহ্নি। ৬তৎ। সং; পু। [পু।

গ্রহবিপ্র—দৈবজ্ঞ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং;

গ্রহবৈগুণ্য—গ্রহের অপ্রসন্নতা; গ্রহের প্রতিকূলতা বা অশুভফলদায়কত্ব। [জ্যোতিঃশাস্ত্র মতে, আদিত্যাদি নবগ্রহের স্থিতি ও সঞ্চারের আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য অনুসারে মানবের যথাক্রমে শুভাশুভ ঘটিয়া থাকে। সেই মতানুসারে, মনুষ্যের যখন সুখসমৃদ্ধি ঘটে, তখন গ্রহ সুপ্রসন্ন, আর যখন দুঃখ-দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তখন গ্রহ বিগুণ বলা হইয়া থাকে]। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গ্রহাচার্য্য—দৈবজ্ঞ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

গ্রহাধার—ধ্রুবতারা। ৬তৎ। সং; পু।

গ্রহিল—আগ্রহযুক্ত; নির্ব্বন্ধযুক্ত। গ্রহ (আগ্রহ) + ইল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে গ্রহিলা।

গ্রহীতা—গ্রহণকর্ত্তা; গ্রাহক। গ্রহ্ (গ্রহণ করা) + তৃন্ ক = গ্রহীতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গ্রহীত্রী।

গ্রাউস—ফ্রেডেরিক সামন (Frederic Salmon Grouse) জন্ম ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সিবিলিয়ান হইয়া ইনি ভারতে আগমন করেন। এখানে আসিয়া মথুরার একখানি বিস্তৃত বিবরণ লেখেন। অতঃপর তুলসীদাসের রামায়ণের একখানি ইংরাজী অনুবাদ রচনা করেন (১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ)। ইনি হিন্দীভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার পক্ষে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য ইনি গবর্ণমেণ্টের নিকট সি, আই, ই, উপাধি লাভ করেন (১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ)। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে মে গ্রাউস সাহেবের মৃত্যু হয়।

গ্রাম—বহুলোকের বাসস্থান, গাঁ; সমূহ; ষড়্জ মধ্যম গান্ধার এই তিন স্বরসংঘাত; স্বরাবয়ববিশেষ। গ্রস (গ্রাস করা) + ম ক। অথবা, গম (গমন করা) + ঘঞ্ অধি, নিপাতনে সিদ্ধ। সং; পু।

গ্রামকূট—শূদ্র। গ্রামে কূট (তুচ্ছ), ৭তৎ। সং; পু।

গ্রামগৃহ্য—গ্রামবহির্ভূত। গ্রাম শব্দ – গ্রহ (গ্রহণ করা) + ক্যপ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

গ্রামটি, গ্রামটিকা, গ্রামটী—ক্ষুদ্র গ্রাম। সং।

গ্রামণী—১। গ্রামের নায়ক (অর্থাৎ প্রধান লোক), মণ্ডল; অধিপতি। গ্রাম – নী (লইয়া যাওয়া) + ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। নাপিত; বিষ্ণু; যক্ষ। সং; পু। ৩। বেশ্যা। সং; স্ত্রী।

গ্রামতক্ষ—গ্রাম্য সূত্রধর, গ্রামের ছুতোর। ৬তৎ। সং; পু। [স্ত্রী।

গ্রামতা—গ্রামসমূহ। গ্রাম + তা সমূহার্থে। সং;

গ্রামদেবতা—গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবতা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গ্রামধর্ম্ম—মৈথুন, স্ত্রীসংসর্গ। ৬তৎ। সং; পু।

গ্রামবধূ—গ্রামবাসিনী বধূ, পাড়াগেঁয়ে বউ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

গ্রামমুখ—হট্ট, হাট, বাজার। ৬তৎ। সং; ক্লী।

গ্রামমৃগ—কুক্কুর। ৬তৎ। সং; পু।

গ্রামযাজক—গ্রামবাসীদিগের পুরোহিত; গ্রাম্যদেবতার পূজক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

গ্রামযাজী—গ্রামযাজক। গ্রাম – যজ + ণিন্ ক। বিণ; পু।

গ্রামলক্ষ্মী—গ্রামের লক্ষ্মী স্বরূপা, যে রমণী গ্রামে থাকায় গ্রামের লোকের সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয়। ৬ বা ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

গ্রামবাসিনী—গ্রামবাসী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

গ্রামবাসী—গ্রামে বাস করে এরূপ, অ-নাগরিক, গ্রাম্য। গ্রাম – বস (বাস করা + ণিন্ ক = গ্রামবাসিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে গ্রামবাসিনী।

গ্রামস্থ—গ্রামে স্থিত। গ্রাম – স্থা (থাকা) + ড ক। বিণ; ত্রি।

গ্রামান্ত—গ্রামের প্রান্তভাগ। ৬তৎ। সং; পু।

গ্রামান্তর—অন্য গ্রাম। নিত্য। সং; ক্লী।

গ্রামাভিমুখে—গ্রামের দিকে। গ্রামকে অভি (লক্ষ্য করিয়া) মুখ হইয়াছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

গ্রামী—গ্রামবিশিষ্ট; গ্রামস্বামী; গ্রামবাসী; গ্রাম্যধর্ম্মবিশিষ্ট, স্ত্রীসঙ্গমরত। গ্রাম + ইন্ অস্ত্যর্থে = গ্রামিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

গ্রামীণ—১। গ্রামে উৎপন্ন; গ্রামনিবাসী। গ্রাম + ঈন। বিণ; ত্রি। ২। কুক্কুর; কাক। সং; পু।

গ্রাম্য—গ্রামোদ্ভূত; গ্রামজাত; প্রাকৃত; অশ্লীল; নীচ, জঘন্য। গ্রাম + ষ্ণ্য ভবার্থে। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে গ্রাম্যতা।

গ্রাম্যজীবন—গ্রামে অবস্থান কারণ জীবন, গ্রামে থাকিয়া গ্রাম্যসুলভ উপকরণ দ্বারা জীবন ধারণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

গ্রাম্যতা—জঘন্যতা; প্রাকৃতত্ব; অশ্লীলতা। গ্রাম্য দেখ; গ্রাম্য + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

গ্রাম্যদেবতা—গ্রামদেবতা দেখ। কর্ম্মধা। স্ত্রী।

গ্রাম্যধর্ম্ম—মৈথুন, স্ত্রীসংসর্গ। কর্ম্মধা। সং; পু।

গ্রাম্যপথ—গ্রামস্থিত পথ, কাঁচা রাস্তা, জঙ্গলা পথ। কর্ম্মধা। সং; পু।

গ্রাম্যপশু—গো, মেষ, অজ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ, এই সাত। কর্ম্মধা। সং; পু।

গ্রাম্যমৃগ—কুক্কুর। কর্ম্মধা। সং; পু।

গ্রাম্যাশ্ব—গর্দ্দভ। কর্ম্মধা। সং; পু।

গ্রাবা—১। দৃঢ়। বিণ; পু। ২। প্রস্তর; পর্ব্বত। গ্রহ (গ্রহণ করা) + বনিপ্ ক = গ্রাবন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

গ্রাস—১। গিলন, ভক্ষণ। গ্রস + ঘঞ্ ভা। ২। একবারে যত অন্নাদি মুখে দিয়া গিলিতে পারা যায়, কবল। গ্রস (গ্রাস করা) + ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু। বিশেষণে গ্রস্ত।

গ্রাসাচ্ছাদন—অন্নবস্ত্র, অশন ও বসন, খাওয়া পরা। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

গ্রাহ—১। গ্রহীতা; গ্রহণকর্ত্তা। বিণ; ত্রি। ২। গ্রহণ; জ্ঞান; আগ্রহ; নির্ব্বন্ধ। গ্রহ (গ্রহণ করা) + ঘঞ্ ভা। ৩। হাঙ্গর; কুম্ভীর। গ্রহ + ণ ক। সং; পু।

গ্রাহক—১। শ্যেনপক্ষী, বাজপক্ষী; বিষবৈদ্য; রক্ষী। সং; পু। ২। গ্রহণকর্ত্তা, গ্রহীতা; ক্রেতা। গ্রহ (গ্রহণ করা) + ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে গ্রাহিকা।

গ্রাহিত—যাহা গ্রহণ করান হইয়াছে এরূপ, স্বীকারিত। ণিজন্ত গ্রহ বা গ্রাহি (গ্রহণ করান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

গ্রাহী—১। যে গ্রহণ করে, গ্রহণকারী; আকর্ষক; নির্ব্বন্ধপরায়ণ। গ্রহ (গ্রহণ করা) + ণিন্ ক = গ্রাহিন্, ১মার ১বচন; বিণ; পু ২। কপিত্থ, কয়েত বেল। সং; পু।

গ্রাহ্য—জ্ঞেয় ; উপাদেয় ; গণ্য ; গ্রহণীয়, স্বীকার্য্য ; গ্রহণযোগ্য ; আদরণীয়। গ্রহ (গ্রহণ করা) + য্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

গ্রিফিথ—রাল্ফ টমাস্ হচ্কিন (Ralph Thomas Hotchkin Griffith)· জন্ম ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে। ইংলণ্ডে ইনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮৫৪ হইতে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ-পর্য্যন্ত ইনি বেনারস কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপনা করেন। অনন্তর ঐ কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন (১৮৬৩-১৮৭৮ খ্রীঃ)। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন (১৮৭৮-১৮৮৫ খ্রীঃ)। ইনি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন ও এই সময়েই সি আই ই উপাধি লাভ করেন। অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ গ্রিফিথ সাহেবের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তন্মধ্যে বাল্মীকির রামায়ণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাঁর রচিত অপর কয়েকখানি গ্রন্থের নাম বাঙ্গালা ভাষায় নিম্নে প্রদত্ত হইল—প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের উদাহরণ, কুমারসম্ভব, রামায়ণ, কথাবলী ; ঋগ্বেদের স্তোত্র ; অথর্ব্ববেদের স্তোত্র ; শ্বেত যজুর্ব্বেদ। 'পণ্ডিত' নামধেয় একখানি সংস্কৃত পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গ্রিফিথ আট বৎসর ইহার সম্পাদকতা করেন। [সং ; স্ত্রী।

গ্রীবা—কন্ধরা, ঘাড়। গৃ + ব ণ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্।

গ্রীবাদেশ—স্কন্ধদেশ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

গ্রীবাভঙ্গ—স্কন্ধদেশের বক্রভাবে স্থাপন, ঘাড় নাড়া। ৬তৎ। সং ; পু। [স্ত্রী।

গ্রীবাভঙ্গি, গ্রীবাভঙ্গী—গ্রীবাভঙ্গ। ৬তৎ। সং ;

গ্রীবী—১। সুন্দর গ্রীবাবিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি। ২। উষ্ট্রজাতীয় জন্তু। গ্রীবা + ইন্ অস্ত্যর্থে = গ্রীবিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

গ্রীষ্ম—১। উষ্ণ ঋতু, বঙ্গদেশে সাধারণতঃ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্মকাল বলিয়া ধরা হইয়া থাকে ; উষ্মা। গ্রস (ভক্ষণ করা) + মক ক। সং ; পু। ২। উত্তপ্ত, উষ্ণ। বিণ ; ত্রি। (ষড়্ঋতু দেখ)।

গ্রীষ্মক্লিষ্ট—গ্রীষ্মদ্বারা ক্লেশযুক্ত, উত্তাপ হেতু দুঃখ প্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

গ্রীষ্মপ্রধান—যেস্থানে গ্রীষ্মঋতুই অধিক কাল স্থায়ী। গ্রীষ্ম প্রধান যেখানে, বহু। বিণ ; ত্রি।

গ্রীষ্মমণ্ডল—কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির অন্তর্বর্ত্তী ভূভাগ (Torrid Zone), এই ভূভাগে সূর্য্যরশ্মি সরলভাবে পতিত হওয়ায় গ্রীষ্মের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত অধিক। সং।

গ্রীষ্মাতিশয্য—গ্রীষ্মের আধিক্য, অত্যন্ত গ্রীষ্ম। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

গ্রীষ্মাবকাশ—গরমের ছুটী। বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্টের নিয়মে গ্রীষ্মকালে কলেজের কার্য্য প্রায় আড়াই মাস, এবং স্কুলের কার্য্য প্রায় দেড়মাস বন্ধ থাকে। ঐ অবকাশকে গ্রীষ্মাবকাশ কহে। গ্রীষ্ম হেতুক অবকাশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

গ্রৈব, গ্রৈবেয়—১। গ্রীবাভরণ ; কণ্ঠহার ; চিক ; কণ্ঠবন্ধন। গ্রীবা শব্দ + ষ্ণ, পক্ষান্তরে ঢেয় ইদমর্থে। সং ; ক্লী। ২। গ্রীবাসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি।

গ্রৈবেয়ক—গ্রীবাভরণ ; কণ্ঠহার ; চিক ; কণ্ঠবন্ধন। গ্রৈবেয় + কণ্ স্বার্থে। সং ; ক্লী।

গ্লপন—১। গ্লানিযুক্তকরণ ; নিন্দা। ণিজন্ত গ্লপি + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। গ্লানিদায়ক। গ্লপি + অন ক। বিণ ; ত্রি।

গ্লপিত—ম্লানীকৃত ; দগ্ধ। ণিজন্ত গ্লপি + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

গ্লস্ত—খাদিত ; ভক্ষিত। গ্লস (ভক্ষণ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

গ্লহ—১। দ্যূত। গ্লহ + অল্ ভা। ২। দ্যূতক্রীড়াদির পণ। গ্লহ (লওয়া) + অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

গ্লান, গ্লাস্নু—গ্লানিযুক্ত, শ্রান্ত, ক্লান্ত। গ্লৈ (ম্লান হওয়া) + ক্ত পক্ষান্তরে স্নু ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে গ্লানি।

গ্লানি—শ্রান্তি, ক্লান্তি ; অবসন্নতা ; অস্বাস্থ্য। গ্লৈ (ম্লান হওয়া) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে গ্লান।

গ্লৌ—চন্দ্র ; কর্পূর। গ্লৈ (ক্ষয় পাওয়া) + ডৌ ক। সং ; পু।

ঘ

ঘ—চতুর্থ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ; ঘণ্টা ; ঘুঙুর ; ঘর্ঘরধ্বনি ; বৎসর। হন (বধ করা) + ড র্ম্ম। সং ; পু।

ঘট—কুম্ভ, কলস ; গজকুম্ভ ; কুম্ভক, শ্বাসরোধ ; কুম্ভরাশি ; পরিমাণবিশেষ। ঘট (চেষ্টা করা, ইত্যাদি) + অল্ র্ম্ম। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ঘটী।

ঘটক—দূত ; যোজক ; যে ব্যক্তি মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিবাহ সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেয় ; যে জাতি বল্লাল সেন প্রতিষ্ঠিত কুলমর্য্যাদার বিষয় সমস্ত অবগত আছে। ঘট (চেষ্টা করা, ইত্যাদি) + ণক ক। সং ; পু।

ঘটকর্পর—জনৈক কবি, বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম রত্ন ; নবরত্ন দেখ। সং ; পু। [পু।

ঘটকার—কুম্ভকার। ঘট – কৃ + ষণ্ ক। সং ;

ঘটজ—কুম্ভসম্ভব, অগস্ত্য। ঘট – জন (উৎপত্তি) + ড ক। সং ; পু।

ঘটদাসী—দূতী, কুট্নী। সং ; স্ত্রী।

ঘটন—যোজনা ; সঙ্ঘটন, মেলন। ঘট (চেষ্টা করা, ইত্যাদি) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে ঘটিত।

ঘটনা—যোজনা ; সঙ্ঘটন, মেলন ; ব্যাপার ; আকস্মিক ব্যাপার। ণিজন্ত ঘট (চেষ্টা করা, ইত্যাদি) + অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। । সং ; স্ত্রী। বিশেষণে ঘটিত।

ঘটনাক্রমে—ব্যাপার বশতঃ। ঘটনার ক্রম যাহাতে, ৬তৎ ; অথবা ঘটনার ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ঘটনাধীন—আকস্মিক ব্যাপারাধীন। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

ঘটনাপূর্ণ—ব্যাপারপুরিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ঘটনাবলী—ব্যাপারসমূহ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ঘটনাবহ—ঘটনাকারক। ঘটনার আবহ (বহনকারী), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

ঘটনাস্রোতঃ—ধারাবাহিক ঘটনা। ঘটনা স্রোতঃ সদৃশী, উপমিত কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ঘটপট—ঘট ও বস্ত্র, কলস ও কাপড়। ঘট ও পট, দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

ঘটযোনি—কুম্ভযোনি, অগস্ত্য ঋষি। ঘট হইয়াছে যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। সং ; পু।

ঘটস্থাপন—কোন দেবতার পূজারম্ভের পূর্ব্বে প্রতিমার সমক্ষে ঘট বসান ; কোন দেবতার প্রতিমা না করিয়া তাহার স্থলে ঘট বসাইয়া তাহাতে সেই দেবতার আহ্বান ও পূজন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ঘটা—সঙ্ঘটন ; সভা ; সমূহ ; আড়ম্বর। ঘট (চেষ্টা করা, ইত্যাদি) + ও ভা। সং ; স্ত্রী।

ঘটিক—নিতম্ব। ঘট + ঞিক সদৃশার্থে। সং ; ক্লী।

ঘটিকা—১। কলসী ; ঘটী ; দণ্ডাত্মক কাল ; মুহূর্ত্ত ; দিবাভাগের বা রাত্রির দ্বাদশ ভাগ, আড়াই দণ্ড, এক ঘণ্টা ; গুল্ফ, পাদগ্রন্থি। ঘটী + কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ। সং ; স্ত্রী। ২। যোজনকারিণী। ণিজন্ত ঘট বা ঘটি (চেষ্টা করান) + ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। [লোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ঘটিকাযন্ত্র—ঘড়ী। ঘটিকা নির্ণায়ক যন্ত্র, মধ্যপদ-

ঘটিত—সংঘটিত ; যোজিত ; রচিত ; সংক্রান্ত। ঘট (চেষ্টা করা, ইত্যাদি) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ঘটন, ঘটনা।

ঘটিন্ধম—১। মুখমারুত দ্বারা ঘটীবাদক। ঘটী – ধ্মা (শব্দ করা, দগ্ধ করা) + খশ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। কুম্ভকার। সং ; পু।

ঘটী—ক্ষুদ্র জলপাত্র ; ঘড়ি ; দণ্ডাত্মক কাল ; মুহূর্ত্ত। ঘট + ই অল্পার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ঘটীযন্ত্র—কূপ পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে জল তুলিবার যন্ত্র ; কালনিরূপক যন্ত্র, যথা আধুনিক ঘড়ি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ঘটোৎকচ—একজন রাক্ষস। মধ্যম পাণ্ডব ভীমের ঔরসে হিড়িম্বা রাক্ষসীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। জন্মকালে ইঁহার মস্তক ঘটের (করিকুম্ভের) ন্যায় উৎকচ (অর্থাৎ কেশ-হীন) থাকায় ইঁহার নাম ঘটোৎকচ রাখা হয়। মতান্তরে, বালক একদিন মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হইলে হিড়িম্বা "ঘটোহাস্তোৎকচঃ" এই শব্দ করিয়া ডাকে, তাহাতেই বালকের নাম ঘটোৎকচ হয়। ইনি মাতামহের রাজ্যে রাজত্ব করিতেন। বনবাসকালে পাণ্ডবগণ বদরিকাশ্রমে গমন করিবার সময়ে ঝঞ্ঝাবাত ও বৃষ্টিতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। তখন ভীমের স্মরণমাত্রে ঘটোৎকচ সানুচর তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বহন করিয়া অভীষ্ট স্থানে লইয়া যান।

কুরুক্ষেত্র সমরে ঘটোৎকচ পাণ্ডবদিগের সাহায্যার্থ সদলবলে উপস্থিত হন এবং অতিশয় বিক্রমসহকারে যুদ্ধ করিয়া বহু কুরুসৈন্য বিনাশ করেন। চতুর্দ্দশ দিবসের নিশাযুদ্ধে ঘটোৎকচ কৌরবদলের রাক্ষস সেনা বধ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করেন। মহাবীর কর্ণ ইঁহার সহিত যুদ্ধে আপনার প্রাণনাশের সম্ভাবনা এবং কুরুসৈন্যের ত্রাস দেখিয়া কৌরবগণের বিশেষ অনুরোধে অর্জ্জুনবধের নিমিত্ত রক্ষিত ইন্দ্রদত্ত শক্তির প্রয়োগে ইঁহার বিনাশ সাধন করেন। মৃত্যুকালে ঘটোৎকচ স্বীয় কলেবর বর্দ্ধিত করিয়া কুরুসৈন্যের উপর পতিত হইয়া অনেকের জীবনান্ত করেন।

ঘট্ট—১। জলাবতারণিকা, ঘাট, তীর্থ। ঘট্ + অল্ অধি। ২। চালন। ঘট্ট (চালিত করা) + অল্ ভা। সং; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে ঘট্টা।

ঘট্টজীবী—পাটুনিজাতি, ইহারা ঘাটে পার করে, বৈশ্যার গর্ভে রজকের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি। ঘট্ট দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে যে, উপ; ঘট্ট—জীব (বাঁচা) + ণিন্ ক = ঘট্টজীবিন্, ১মার ১বচন। সং; পুং।

ঘট্টন—ঘোঁটন; সঙ্ঘটন; গঠন; আঘাত; ঘর্ষণ। ঘট্ট (চালিত করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে ঘট্টিত।

ঘট্টনা—ঘট্টন দেখ। ঘট্ট + অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ঘট্টিত—সঙ্ঘটিত; নির্ম্মিত। ঘট্ট (চালিত করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ঘট্টন, ঘট্টনা।

ঘট্টা—ঘাট, তীর্থ। ঘট্ট দেখ; ঘট্ট + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ঘণ্ট—মৎস্যাদির ব্যঞ্জনবিশেষ। হন (বধ করা, ইত্যাদি) + ট র্ম্ম। সং; পুং।

ঘণ্টা—১। এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। পিত্তল ঘট বা ঘটি (শব্দ করা) + অন্ ক স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, নিপাতনে [ঘণ্টাবাদ্যসম্বন্ধে পুরাণে অনেক প্রশংসা আছে। ঘণ্টাবাদ্য অতীব শুভকর। ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী, সুতরাং অন্য বাদ্যের অভাবে ঘণ্টাবাদ্যই বিধেয়। লক্ষ্মীর নিকট ঘণ্টাবাদন নিষিদ্ধ]। ২। আড়াই দণ্ড পরিমিত কাল। দেশজ। সং; স্ত্রী।

ঘণ্টাকর্ণ—১। জনৈক শিবানুচর, ঘেঁটু; একজন পণ্ডিতের নাম, জনৈক পণ্ডিত। ঘণ্টার ন্যায় কর্ণ যাহার, বহু। সং; পুং। ২। জনৈক পিশাচ। এই পিশাচ প্রথমে বিষ্ণুদ্বেষী ছিল, এবং বিষ্ণুর নাম কোনক্রমে কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে আপনার কর্ণে ঘণ্টা বন্ধন করিয়া রাখিত। তাহাতেই ইহার নাম হয় 'ঘণ্টা-কর্ণ'। সময়ে সময়ে ইহার মনে সদ্ভাবেরও উদ্রেক হইত। এই পিশাচ মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করে। মহাদেব ইহাকে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে কৈলাসাভিমুখে গমন করেন, সেই সময়ে ঘণ্টাকর্ণ বদরিকাশ্রমে তাঁহার দেখা পায়, এবং স্তবে তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করে। ইহার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও অচলা ভক্তির বিষয় অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে মুক্তি প্রদান করেন। অনন্তর ঘণ্টাকর্ণ স্বর্গে গমন করে।

ঘণ্টানাদ—ঘণ্টাধ্বনি। ৬তৎ। সং; পুং।

ঘণ্টাপথ—ঘণ্টাধারণকারী হস্তিপ্রভৃতির গমনযোগ্য প্রশস্ত পথ। সং; পুং।

ঘণ্টিকা, ঘণ্টী—ক্ষুদ্র ঘণ্টা; আলজিভ্। ঘণ্ট + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ = ঘণ্টী। ঘণ্টিকা = ঘণ্টী + কণ্ স্বার্থে, তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ঘণ্টু—প্রতাপ; হস্তীর গলদেশে লম্বমান ঘণ্টা। ঘণ (দীপ্তি পাওয়া) + টু ক। সং; পুং।

ঘণ্টেশ্বর—মঙ্গলগ্রহের পুত্র, ইনি ব্রণদাতা, সুতরাং অস্মদ্দেশীয় ঘেঁটু ঠাকুর; শিব। ঘণ্টার ঈশ্বর (প্রভু), ৬তৎ। সং; পুং।

ঘন—১। নিবিড়; কঠিন; দুর্ভেদ্য; পুষ্ট; স্থায়ী; অধিক; পুরু। বিণ; ত্রি। ২। ওঘ; কাঠিন্য; জমাট; মেঘ; মুস্তা; সমান তিন অঙ্কের গুণ; বিস্তার। হন (বধ করা, গমন করা) + অল্ র্ম্ম। সং; পুং। ৩। কাংস্যতালাদি বাদ্যযন্ত্র,—যথা করতাল, মন্দিরা, ঘণ্টা প্রভৃতি; মধ্যম নৃত্য; লৌহ। সং; ক্লী।

ঘনকফ—করকা, শিল। ঘনের (মেঘের) কফ (শ্লেষ্মার ন্যায়), ৬তৎ। সং; পুং।

ঘনকাল—বর্ষাঋতু। ৬তৎ। সং; পুং।

ঘনকৃষ্ণ—মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

ঘনক্ষেত্র—যে ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য, বিস্তার, ও বেধ তিনই পরস্পর সমান। সং; ক্লী।

ঘনগোলক—সুবর্ণ ও রৌপ্য। সং; পুং।

ঘনঘোর—মেঘবৎ ভীষণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি

ঘনচতুষ্কোণ—যে পদার্থের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে তাহাকে ঘন পদার্থ কহে। যে ঘনক্ষেত্রের প্রত্যেক তল চতুষ্কোণ তাহাকে ঘনচতুষ্কোণ বলা যায়।

ঘনজ্বালা—বিদ্যুৎ; বজ্রাগ্নি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ঘনত্ব—গাঢ়তা; কাঠিন্য; নিবিড়ত্ব। ঘন + ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

ঘননাভি—ধূম্র, ধোঁয়া। ঘনের নাভি অর্থাৎ প্রধান অঙ্গ, ৬তৎ। সং; পুং।

ঘনপত্র—পুনর্নবা। বহু। সং; পুং।

ঘনপদবী—আকাশ। ঘনের (মেঘের) পদবী (পথ), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ঘনপল্লব—নিবিড় পল্লব, ঘনসন্নিবিষ্ট নূতন পত্র বা ছোট ডাল। কর্ম্মধা। সং; পুং ও ক্লী।

ঘনমূল—যে সমান তিনটী রাশি পরস্পর গুণ করিলে একটি গুণফল পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটী সেই গুণফলের ঘনমূল, যেমন ২, ৮ এর ঘনমূল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ঘনরস—ঘন আঠা; জল; কর্পূর। সং; পুং।

ঘনরাম—বঙ্গভাষার একজন উচ্চশ্রেণীর প্রাচীন কবি। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তীর ঔরসে তৎপত্নী সীতাদেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালেই ইঁহার কবিত্ব-শক্তি প্রকাশ পায়। সময় পাইলেই ইনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য বা প্রবন্ধ রচনা করিতেন। ইঁহার মধুময় কবিতাগুলি পাঠ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেন। ইঁহার গুরু ইঁহার অদ্বিতীয় কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া ইঁহাকে একখানি মহাকাব্য রচনা করিতে বলেন। গুরুর আদেশে ইনি 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' নামক মহাকাব্য প্রণয়ন করেন। গুরু সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে কবিরত্ন উপাধি প্রদান করেন। ইঁহার রচনার মধ্যে এক্ষণে কেবল শ্রীধর্ম্মমঙ্গলই দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার ভাষা অতি সরল ও অনেকাংশে গ্রাম্যতাদোষ-বর্জ্জিত। কবি স্বয়ং বলিয়াছেন, "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনার আরম্ভকাল স্মরণ নাই, তবে ১৬৩৩ শকের অগ্রহায়ণ মাসে ইহা সমাপ্ত হইল।" বঙ্গীয় সাহিত্যে কবিবর কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণ প্রভৃতি যেরূপ উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঘনরাম তাহা হইতে কোন বিষয়ে কোন অংশে ন্যূন নহেন।

ঘনবর্ণ—মেঘবৎ বর্ণবিশিষ্ট। ঘনের (মেঘের) বর্ণের স্থায় বর্ণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ঘনবর্ণা। বাঙ্গালা পদ্যে ঘনবরণ ও স্ত্রীলিঙ্গে ঘনবরণী প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ঘনবর্ত্ম—আকাশ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ঘনবল্লী—ঘনজ্বালা, বিদ্যুৎ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ঘনবাত—নরকবিশেষ। ঘন (অত্যধিক) হইয়াছে বাত যেখানে, বহু। সং ; পু।

ঘনবাহন—মেঘবাহন ; ইন্দ্র। ঘন (মেঘ) হইয়াছে বাহন যাঁহার, বহু। সং ; পু।

ঘনবিন্যস্ত—অবিরল সন্নিবিষ্ট, ঘেঁসাঘেঁসিভাবে স্থাপিত। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

ঘনবিন্যাস—১। অবিরল সন্নিবেশ। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। অবিরল সন্নিবিষ্ট। ঘন বিন্যাস যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ঘনবীথি—আকাশ। ঘনের (মেঘের) বীথি (পথ), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ঘনশ্যাম—১। মেঘের স্থায় শ্যামবর্ণ। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি। ২। রামচন্দ্র। সং ; পু।

ঘনশ্রেণী—মেঘসমূহ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ঘনশ্রেণীবদ্ধ—১। মেঘসমূহে আবদ্ধ। ৭তৎ। ২। অবিরল সারি সারি সাজান। ৩তৎ ও কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

ঘনসার—১। কর্পূর ; পারদ ; চন্দন। ঘন (নিবিড়) হইয়াছে সার যাহার, বহু। ২। জল। ৬তৎ। সং ; পু।

ঘনস্বন—মেঘের শব্দ ; মেঘের স্থায় শব্দ। ৬তৎ। সং ; পু।

ঘনস্বনা—মেঘের স্থায় গভীর স্বরবিশিষ্টা। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

ঘনাগম—বর্ষাকাল। ঘনের (মেঘের) আগম (আগমন) হয় যাহাতে, বহু। সং ; পু।

ঘনাঘন—১। বর্ষণকারী মেঘ ; অপকারী হস্তী ; মত্ত হস্তী ; ইন্দ্র ; পরস্পর সজ্ঘর্ষণ। হন (বধ করা)+অন্ ক, তাহার দ্বিত্ব, নিপাতনে। সং ; পু। ২। নিষ্ঠুর ; নিরন্তর ; সতত ঘাতুক। বিণ ; ত্রি।

ঘনাত্যয়, ঘনান্ত—শরৎকাল। ঘনের (মেঘের) অত্যয় বা অন্ত (শেষ) হয় যাহাতে, বহু। সং ; পু।

ঘনান্ধকার—১। মেঘহেতুক অন্ধকার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। ঘোর অন্ধকার। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ঘনাশ্রয়—১। মেঘ। ঘনই আশ্রয়, কর্ম্মধা। ২। আকাশ। ঘনের (মেঘের) আশ্রয় (আধার), ৬তৎ। সং ; পু।

ঘনিষ্ঠ—১। অতিশয় ঘন। ঘন+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। অতি নিকট, আসন্ন ; বিশেষ আত্মীয়। দেশজ।

ঘনিষ্ঠতর—অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী আত্মীয়। ঘনিষ্ঠ+তর আতিশয্যার্থে। বিণ ; ত্রি।

ঘনিষ্ঠতা—নিকট সম্বন্ধ ; সতত আনুগত্য। ঘনিষ্ঠ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

ঘনীভূত—পূর্ব্বে ঘন ছিল না এক্ষণে ঘন হইয়াছে এরূপ, সান্দ্রীভূত, নিবিড়ীভূত। ঘন শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি, তদুত্তরে ভূ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

ঘনোপল—করকা, শিল। ঘনের (মেঘের) উপল (প্রস্তর), ৬তৎ। সং ; পু।

ঘরট্ট—পেষণযন্ত্র, জাঁতা। ঘৃ+অন্ ক=ঘর, তদুত্তরে অট্ট (অতিক্রম করা)+অন্ ক। পু।

ঘরসংসার—সংসারযাত্রা, বাড়ী ও তৎসহিত অন্যান্য বিষয়, গৃহস্থালী। বঙ্গীয় দেশজ শব্দ।

ঘরসন্ধান—ঘরের দোষগুণ প্রভৃতি জানা। দেশজ শব্দ।

ঘর্ঘর—১। ঘর ঘর শব্দ ; পেচক ; নদবিশেষ ; পর্ব্বতবিশষ ; স্বরবিশেষ। যঙ্লুগন্ত ঘৃ+অন্ ক। সং ; পু। ২। ঘর্ঘরশব্দবিশিষ্ট। বিণ।

ঘর্ঘরা, ঘর্ঘরিকা, ঘর্ঘরী—ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ; নদীবিশেষ ; বীণাবিশেষ। ঘর্ঘরা=ঘর্ঘর+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ঘর্ঘরী=ঘর্ঘর+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ঘর্ঘরিকা=ঘর্ঘরী+কণ্ স্বার্থে, তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ঘর্ম্ম—ঘাম ; গ্রীষ্ম ; রৌদ্র। ঘৃ (সেক করা)+ম ক। সং ; পু।

ঘর্ম্মচর্চ্চিকা, ঘর্ম্মবিচর্চ্চিকা—ঘামাচি। ঘর্ম্ম দ্বারা কৃতা যে চর্চ্চিকা বা বিচর্চ্চিকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ঘর্ম্মদীধিতি, ঘর্ম্মদ্যুতি, ঘর্ম্মভানু—সূর্য্য। ঘর্ম্ম (উষ্ণ) হইয়াছে দীধিতি, দ্যুতি, ভানু (কিরণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

ঘর্ম্মাক্ত—স্বেদজলে সিক্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ঘর্ম্মাক্তকলেবর—১। স্বেদজলে সিক্ত শরীর। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। স্বেদার্দ্র দেহবিশিষ্ট। ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে কলেবর যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ঘর্ম্মাপ্লুত—স্বেদজলে অভিষিক্ত, ঘামে ভিজা। ঘর্ম্ম দ্বারা আপ্লুত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ঘর্ম্মার্ত্ত—স্বেদজলপীড়িত, ঘর্ম্মাক্ত। ৩তৎ। বিণ।

ঘর্ম্মার্দ্র—স্বেদজলসিক্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ঘর্ষণ—ঘষা ; মার্জ্জন। ঘৃষ (ঘর্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

ঘর্ষণাল—ঘর্ষণসাধন, নোড়া। ঘর্ষণ—আল (পারক হওয়া)+অন্ ক। সং ; পু।

ঘর্ষণী—হরিদ্রা। ঘৃষ (ঘর্ষণ করা)+অনট্ কর্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ঘর্ষিত—যাহা ঘর্ষণ করা হইয়াছে এরূপ। ঘৃষ (ঘর্ষণ করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ঘস—ভক্ষণ, ভোজন। ঘস (ভোজন করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

ঘস্মর—পেটুক, ভোজনপ্রিয়। ঘস (ভোজন করা)+ম্মর ক। বিণ ; ত্রি।

ঘস্র—১। হিংস্র। ঘস (ভোজন করা)+রক্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। দিবস। ঘস+রক্ অধি। সং ; পু।

ঘা—১। কাঞ্চী, মেখলা। ঘট (সংযুক্ত করা, ইত্যাদি)+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। আঘাত। ঘট (বধ করা)+ড ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। ৩। ঘাত। দেশজ।

ঘাট—১। গ্রীবা, ঘাড়। ণিজন্ত ঘট (বধ করা) +অন্ ক। সং ; পু। ২। জলাবতরণিকা, তীর্থ। দেশজ ; ঘট্ট শব্দের অপভ্রংশ।

ঘাটা, ঘাটিকা—গ্রীবা, ঘাড়। ঘাট দেখ ; ঘাট +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্=ঘাটা। ঘাটিকা=ঘাট +কণ্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ঘাণ্টিক—ঘণ্টাবাদক ; স্তুতিপাঠক। ঘণ্টা+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

ঘাত—অঙ্কগুণন ; কোন রাশি সেই রাশি দ্বারা ধারাবাহিকরূপে বারংবার গুণিত হইলে যে গুণফল লব্ধ হয় ; প্রহার ; বধ। হন (বধ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

ঘাতক—হননকর্ত্তা, বধকারক। হন (বধ করা) +ণক ক। বিণ ; ত্রি।

ঘাতন—১। প্রহারসাধন অস্ত্র। ণিজন্ত হন বা ঘাতি+অনট্ ণ। ২। প্রহার ; বধ ; অঙ্কগুণন। ণিজন্ত হন বা ঘাতি (বধ করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

ঘাত প্রতিঘাত—আঘাত প্রতিঘাত দেখ।

ঘাতসহ—আঘাতসহনক্ষম, আঘাত পাইলে না ভাঙ্গিয়া পার্শ্বের দিকে প্রসারিত হয় এরূপ গুণসম্পন্ন (Malleable)। ঘাত (আঘাত) - সহ (সহ্য করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ঘাতসহত্ব।

ঘাতসহত্ব—যে গুণ থাকাতে কতকগুলি কঠিন জড়বস্তু আঘাত প্রাপ্ত হইলে না ভাঙ্গিয়া পার্শ্বের দিকে বিস্তৃত হয় (Malleability)। ঘাতসহ+ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী।

ঘাতাবেশ—যে প্রক্রিয়ায় কোন রাশিকে সেই রাশিদ্বারা ধারাবাহিকরূপে বারংবার গুণ করিয়া অন্য একটী রাশি উৎপন্ন হয় (Involution)। সং ; পু।

ঘাতী—বধকারী। হন (বধ করা)+ণিন্ ক= ঘাতিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ঘাতিনী।

ঘাতুক—ক্রূর, হিংস্র ; নিষ্ঠুর ; নাশক। হন (বধ করা)+উকঞ্ ক। বিণ ; ত্রি।

ঘাত্য—হননীয়, বধার্হ, বধ্য। হন (বধ করা) +ঘ্যণ্ কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ঘার—সেচন, ছেঁচা। ঘৃ (সেচন করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

ঘার্ত্তিক—একপ্রকার ঘৃতপূর খাদ্য, ঘিওড়। ঘৃত [+ষ্ণিক। সং ; পু।

ঘাস—দূর্ব্বাদি তৃণ। ঘস বা অদ (ভোজন করা)+ঘঞ্ কর্ম্ম। সং ; পু।

ঘুট—গুল্ফ, গোড়ালি। ঘুট (প্রতিঘাত করা) +ক ক। সং; পু।

ঘুটি, ঘুটী—গুল্ফ, গোড়ালি। ঘুট (প্রতিঘাত করা)+ই ক, বিকল্পে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ঘুটিকা—গুল্ফ, গোড়ালি। ঘুটী শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ঘুণ—একপ্রকার কাষ্ঠকীট। ঘুণ (ভ্রমণ করা) +ক ক। সং; পু।

ঘুণাক্ষর—ঘুণকৃত অক্ষর [ঘুণ কাঠ কাটিতে থাকে, দৈবাৎ কোন কোন কাটা অক্ষরের ন্যায় আকারবিশিষ্ট হইয়া পড়ে; সেই অক্ষরাকৃতি কাটা ঘুণাক্ষর নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঘুণ, অক্ষর কাহাকে বলে জানে না—অক্ষর কাটিবার জন্য যত্ন চেষ্টাও করে না, তথাপি সময়ে সময়ে স্থানবিশেষে হঠাৎ অক্ষরের মত হইয়া উঠে; সেইরূপ, যাহা করিব বলিয়া মনস্থ করা না যায়, তাহা যদি দৈবাৎ কোনরূপে ঘটিয়া উঠে, তবে তাহা ঘুণাক্ষর বলিয়া কথিত হয়]; সুরতি খেলা; অদ্ভুত ব্যাপার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।

ঘুণাক্ষরে—অতি সামান্যরূপে। ক্রি-বিণ।

ঘুঘুর—শব্দবিশেষ; ঘুরঘুরিয়া পোকা। ঘুর (অনুকরণ শব্দ)—ঘুর (শব্দ করা)+ক ক। সং; পু।

ঘুষিত, ঘুষ্ট—১। শব্দিত, ধ্বনিত। ঘুষ (শব্দ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। প্রচার, ঘোষণা। ঘুষ (ঘোষণা করা)+ক্ত ভা। সং: ক্লী। [ক। সং; পু।

ঘূক—পেচক। ঘূ (অনুকরণ শব্দ)—কৈ+ড

ঘূর্ণ—১। গীমা শাক; ভ্রমি, ঘূর্ণি, ঘোরা। ঘূর্ণ (ঘোরা)+অল্ ভা। সং; পু।

ঘূর্ণন—ঘুরন, ভ্রমণ, ঘোরা। ঘূর্ণ (ঘোরা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে ঘূর্ণিত।

ঘূর্ণায়মান—মণ্ডলাকার পথে ভ্রমণ করিতেছে এরূপ, ঘুরিতেছে এরূপ। ঘূর্ণ শব্দ+ক্যঙ্—ঘূর্ণায় নামধাতু, তদুত্তরে শান ক। বিণ; ত্রি।

ঘূর্ণি—ঘুরন, ঘোরা। ঘূর্ণ (ঘোরা)+ই ভা। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

ঘূর্ণিকা—শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানির সখী।

ঘূর্ণিত—ভ্রমিত, যাহা ঘোরান হইয়াছে এরূপ। ঘূর্ণ (ঘোরান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ঘূর্ণন।

ঘূর্ণিবায়ু—প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্ত।

ঘূর্ণ্যমান—ভ্রাম্যমাণ, যাহা ঘুরান হইতেছে এরূপ। ঘূর্ণ (ঘোরান)+শান ক। বিণ; ত্রি

ঘৃণা—দয়া, করুণা; জুগুপ্সা; অশ্রদ্ধা; অপমানজ্ঞান, লজ্জাবোধ। ঘৃ (সেচন করা)+নক্ ক, অথবা ঘৃণ (দীপ্তি পাওয়া)+ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ঘৃণিত।

ঘৃণার্হ—ঘৃণার যোগ্য; দয়ার যোগ্য। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ঘৃণাস্পদ—ঘৃণাভাজন। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ঘৃণি—কিরণ; সূর্য্য; শিখা; জল। সং; পু।

ঘৃণিত—জুগুপ্সিত; অবজ্ঞাত; জঘন্য; কুৎসিত; দয়ার্হ। ঘৃণ+ক্ত র্ম্ম, অথবা ঘৃণা+ইত। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ঘৃণা।

ঘৃণী—দয়াবান্; জুগুপ্সাকারী। ঘৃণা+ইন্ অস্ত্যর্থে=ঘৃণিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

ঘৃত—১। দীপ্ত। বিণ; ত্রি। ২। হবিঃ, ঘি; জল; সপ্তসমুদ্রের মধ্যে সমুদ্রবিশেষ। সপ্তসমুদ্র দেখ। ঘৃ (সেচন করা)+ক্ত র্ম্ম। ৩। দীপ্তি। ঘৃণ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ঘৃতকুমারী—স্বনামখ্যাত ওষধিবিশেষ। সং; স্ত্রী

ঘৃতকেশ—অগ্নি। ঘৃত (প্রদীপ্ত) কেশ (শিখা) যাহার, বহু। সং; পু।

ঘৃতধারা—১। ঘৃতের ধারা। ৬তৎ। ২। নদীবিশেষ। ঘৃত (জল)—ধৃ (ধারণ করা)+ণিচ্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ (অভিধানপ্রযুক্ত ঈপ্ হইল না)। সং; স্ত্রী।

ঘৃতপ—১। ঘৃতপানকারী। ঘৃত শব্দ—পা (পান করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। আজ্যপ নামক পিতৃগণ। সং; পু।

ঘৃতপূর—খাদ্যদ্রব্যবিশেষ, ঘার্ত্তিক, ঘিওড়। ঘৃত—পূর (পূরণ করা)+ক। সং; পু।

ঘৃতভোজী—ঘৃতভোজনকারী। ঘৃত—ভুজ (ভোজন করা)+ণিন্ ক=ঘৃতভোজিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ঘৃতভোজিনী।

ঘৃতাক্ত—ঘৃতদ্বারা লেপিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ঘৃতাচী—একজন অপ্সরা। ইঁহার গর্ভে রাজর্ষি কুশনাভের শত কন্যার জন্ম হয়। চ্যবনতনয় প্রমতি ইঁহার গর্ভে রুরু নামক পুত্র উৎপাদন করেন। মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, ইঁহাকে দেখিয়া ব্যাসদেবের মনে কামভাবের উদয় হওয়ায় অরণীমধ্যে তাঁহার রেতঃ স্খলিত হইয়া পতিত হয়, এবং তাহাতেই শুকদেবের জন্ম হয় [শুক দেখ]।

ঘৃতান্ন—১। ঘৃতমিশ্রিত অন্ন, ঘি ভাত। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অগ্নি। ঘৃত হইয়াছে অন্ন যাহার, বহু। সং; পু।

ঘৃতার্চ্চিঃ (ঘৃতার্চ্চিস্)—অগ্নি। ঘৃত (দীপ্ত) হইয়াছে অর্চ্চিঃ (শিখা) যাহার, বহু। সং; পু।

ঘৃতাহুতি—অগ্নিতে মন্ত্রপূত ঘৃতপ্রদান। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ঘৃতোদ—ঘৃতসমুদ্র। ঘৃত হইয়াছে উদক (জল) যাহার, বহু। সং; পু।

ঘৃষ্ট—১। মর্দ্দিত, যাহা ঘষা হইয়াছে এরূপ। ঘৃষ (ঘর্ষণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ঘর্ষণ, ঘৃষ্টি। ২। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

ঘৃষ্টতাড়িত—ঘর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন তাড়িতশক্তি।

ঘৃষ্টি—১। শূকর, শূকরী। ঘৃষ+তিক্ ক। সং; পু ও স্ত্রী। ২। ঘর্ষণ; স্পর্দ্ধা। ঘৃষ (ঘর্ষণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ঘৃষ্ট।

ঘোট, ঘোটক—অশ্ব, ঘোড়া। ঘুট (প্রতিঘাত করা)+অন্ পক্ষান্তরে ণক ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ঘোটকী। [বিণ; ত্রি।

ঘোটকারূঢ়—অশ্বারূঢ়, ঘোড়সওয়ার। ২তৎ।

ঘোণা—নাসিকা; অশ্ব-নাসিকা। ঘুণ (ভ্রমণ করা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। স্ত্রী।

ঘোণী—বরাহ, শূকর। ঘোণা+ইন্ অস্ত্যর্থে=ঘোণিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

ঘোর—১। দারুণ; ভয়ঙ্কর; সঙ্কটময়। বিণ; ত্রি। ২। শিব; জনৈক ঋষি। ঘুর (ভীষণ হওয়া) অথবা হন (বধ করা)+অন্ ক। সং; পু। ২। বিষ। সং; ক্লী।

ঘোরতর—ভীষণতর, অত্যন্ত ভীষণ। ঘোর শব্দ +তর আতিশয্যার্থে। বিণ; ত্রি।

ঘোরদংষ্ট্রা—১। ভয়ানক দন্ত। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। ভয়ানক দন্তবিশিষ্টা। বহু। বিণ।

ঘোরদর্শন—১। যাহাকে দেখিলে ভয় হয় এরূপ, বিকটাকার। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ঘোরদর্শনা। ২। পেচক। সং; পু।

ঘোরদর্শনা—ঘোরদর্শন দেখ।

ঘোরদৃশ্য—ভীষণদৃশ্য, যাহা দেখিলে ভয় পায়। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ঘোররূপা—ভীষণাকারা। বহু। বিণ; স্ত্রী।

ঘোরা—১। দারুণা; ভয়ঙ্করী। ঘোর দেখ; ঘোর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ভয়ানক রাত্রি। সং; স্ত্রী।

ঘোল—মথিত দধি, তক্র। ঘুর (ভীষণ করা) +অল্ র্ম্ম। সং; পু ও ক্লী।

ঘোষ—১। জাতিগত উপাধিবিশেষ। ঘুষ+অল্ ণ। ২। আভীরপল্লী, গোয়ালাপাড়া। ঘুষ (শব্দ করা, ঘোষণা করা)+অল্ অধি। ৩। ধ্বনি, শব্দ; কাংস্য, কাঁসা। ঘুষ +অল্ র্ম্ম। ৪। গোপাল, গোয়ালা। ঘুষ +অন্ ক। সং; পু।

ঘোষক—ঘোষণাকারক, প্রচারক। ণিজন্ত ঘুস বা ঘোষি+ণক ক। বিণ; ত্রি।

ঘোষণ—উচ্চৈঃকথন; উচ্চৈঃস্বরে প্রখ্যাপন। ঘুষ (ঘোষণা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে ঘোষিত।

ঘোষণা—উচ্চৈঃকথন; উচ্চৈঃস্বরে প্রখ্যাপন; সাধারণ্যে প্রচার। ঘোষণ দেখ; ঘোষণ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ঘোষিত।

ঘোষযাত্রা—আভীরপল্লীতে গমন [পূর্ব্বে রাজারা

আপনাদের অধিকারস্থ ঘোষপল্লীতে গমন করিয়া গোসমূহের তত্ত্বাবধান করিতেন। এইরূপ ঘোষযাত্রার ছলে দুর্য্যোধনাদি পাণ্ডবগণকে নির্য্যাতন করেন] । ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

ঘোষা—জনৈক নারী, ইনি স্বীয় পিত্রালয়ে- একবার কুষ্ঠাক্ত প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রসাদে যৌবন ও পতি লাভ করেন। সং ; স্ত্রী।

ঘোষিত—প্রচারিত, বিজ্ঞাপিত। ঘুষ (ঘোষণা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ঘোষণ, ঘোষণা।

ঘ্রাণ—১। গন্ধগ্রহণ। ঘ্রা (গন্ধ লওয়া)+অনট্ ভা। ২। নাসিকা, নাক। ঘ্রা+অনট্ ণ। সং ; ক্লী। ৩। ঘ্রাত, আঘ্রাত। ঘ্রা+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ঘ্রাণজ—ঘ্রাণেন্দ্রিয়োৎপন্ন, নাসিকাজাত। ঘ্রাণ—জন+ড ক। বিণ ; ত্রি।

ঘ্রাণতর্পণ—সুরভি, সুগন্ধ। ৬তৎ। সং ; পু।

ঘ্রাণশক্তি—গন্ধগ্রহণ ক্ষমতা। ঘ্রাণের শক্তি, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়—যে ইন্দ্রিয় দ্বারা ঘ্রাণ লওয়া যায়, নাসিকা। সং ; ক্লী।

ঘ্রাত—যাহার ঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে এরূপ। ঘ্রা (গন্ধ লওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ঘ্রাণ।

ঘ্রেয়—ঘ্রাণার্হ, যাহাকে আঘ্রাণ করা যায়। ঘ্রা (গন্ধ লওয়া)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ঙ

ঙ—১। পঞ্চম ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ; ইহাকে অনুনাসিক বর্ণও বলা যায়। ২। বিষয় ; ভৈরব। ঙু (শব্দ করা)+ড ক। ৩। বিষয়লালসা। ঙু+ড ভা। সং ; পু। তন্ত্রশাস্ত্রে ঙকারের নিম্নলিখিত নামসকল দৃষ্ট হয় ; যথা—শঙ্খী, ভৈরব, চণ্ড, বিন্দুত্তংস, শিশুপ্রিয়, একরুদ্র, দক্ষনখ, খর্পর, বিষয়স্পৃহা, কান্তি, শ্বেতাহ্বয়, ধীর, দ্বিজাত্মা, জ্বলিনী, বিয়ৎ, মন্ত্রশক্তি, মদন, বিঘ্নেশী, আত্মনায়ক, একনেত্র, মহানন্দ, দুর্দ্ধর, চন্দ্রমা, যতি, শিবঘোষা, নীলকণ্ঠ, কামেশী, ময়, অংশুক।

চ

চ—১। ষষ্ঠ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ২। সমুচ্চয় ; আরও, এবং, অবধারণ ; পাদপূরণ ; ইতরেতর যোগ ; সমাহার ; পক্ষান্তর। চি (একত্র করা)+ড ক। ব্য। ৩। চৌর ; চন্দ্র ; চণ্ডেশ্বর ; কূর্ম্ম। চর (গমন করা)+ড ক। সং ; পু।

চক—১। খল ; সাধু। চক (প্রতিঘাত করা) +অন্ ক। বিণ ; পু। ২। চতুঃশালার মধ্যস্থান ; বাজার ; ভূমির বিভাগ। দেশজ।

চকাসিত—শোভিত ; দীপ্ত, উজ্জ্বল ; প্রকাশিত। চকাস (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

চকিত—১। ভীত ; চমকিত ; কম্পিত ; তৃপ্ত। চক (প্রতিঘাত করা, তৃপ্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চকিতা। ২। ভয়। চক+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

চকিতা—১। ভীতা ; চমকিতা ; কম্পিতা ; তৃপ্তা। চকিত দেখ ; চকিত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ষোড়শাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

চকোর—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পক্ষী ; ইহারা জ্যোৎস্না পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, এইরূপ কবিসময়প্রসিদ্ধি আছে। (কবিসময়প্রসিদ্ধি দেখ)। চক (তৃপ্ত হওয়া)+ওরন্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চকোরী।

চকোরী—চকোর দেখ। সং ; স্ত্রী।

চক্র—১। হস্তস্থিত রেখাবিশেষ ; সমূহ ; চাকা ; সৈন্য ; ব্যূহবিশেষ ; দ্বাদশবিধ রাজ্য ; গ্রামসমূহ, চাকলা ; কুলাল যন্ত্রবিশেষ ; চক্রাকৃতি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র, জলাবর্ত্ত ; ললাটস্থ রেখাবিশেষ ; ঘানি ; ইন্দ্রজাল ; দণ্ডবিশেষ ; কাব্যবন্ধবিশেষ ; রাজ্য, দেশ, প্রদেশ ; সর্ব্বতোভদ্রাদি মণ্ডল ; কুম্ভকারের চাক ; দেহস্থ ষট্পদ্ম ; বীরাদি চক্র ; [হ্নবিশেষ। চক (প্রতিঘাত করা, তৃপ্ত করা)+রক্ র্ম্ম। সং ; ক্লী। ২। চক্রবাক, চকাপাখী। কৃ (করা)+ক ক, তাহার দ্বিত্ব। সং ; পু।

চক্রগোপ্তা—যোদ্ধৃবিশেষ ; সৈন্যরক্ষক, সেনাপতি ; গ্রামসমূহের রক্ষাকর্ত্তা, পল্লীরক্ষক ; রাজ্যরক্ষক ; রথচক্ররক্ষক। ৬তৎ। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; ক্লী।

চক্রচ্ছিদ্র—চক্রের মধ্যবর্ত্তী রন্ধ্র, চাকার ছেঁদা।

চক্রচ্ছিদ্রপথ—চাকার মধ্যবর্ত্তী ছিদ্ররূপ পথ। চক্রচ্ছিদ্র দেখ। রূপক। সং ; পু।

চক্রজীবক—কুম্ভকার, কুমার। চক্র দ্বারা জীবিত থাকে (জীবিকানির্ব্বাহ করে) যে, উপ। চক্র শব্দ—জীব (বাঁচা)+ণক ক। সং ; পু।

চক্রতীর্থ—১। সুদর্শন চক্র দ্বারা ৭ত প্রভাসস্থিত একটী বৈষ্ণবতীর্থ, কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশীতে কৃতোপবাস ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই তীর্থে স্নান করিয়া বিপ্রকে কাঞ্চন দান করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। ২। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটস্থ একটী তীর্থ, এখানে চক্রেশ্বর নামক শিব আছেন। সং ; ক্লী।

চক্রদত্ত—চক্রপাণিদত্ত কৃত একখানি বৈদ্যক গ্রন্থ। সং ; ক্লী।

চক্রদ্বার—পর্ব্বতবিশেষ। চক্রের ন্যায় দ্বার যাহার, বহু। সং ; পু।

চক্রধর—বিষ্ণু ; সর্প ; দেশাধিপতি, গ্রামাধিপতি। চক্র—ধৃ (ধারণ করা)+ণন্ ক। অথবা ধরে যে সে ধর, ধৃ+অন্ ক। চক্রের ধর, ৬তৎ (এইরূপ সমাস মল্লিনাথ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ টীকাকারগণের সম্মত। কারণ পূর্ব্ববৎ সমাস করিলে ষণ্ প্রত্যয় হইয়া চক্রধার শব্দ হয়)। সং ; পু।

চক্রনেমি—চক্রের পরিধি, চাকার বেড়। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

চক্রপাণি—বিষ্ণু। চক্র (সুদর্শন-চক্র) হইয়াছে পাণিতে (হস্তে) যাহার, বহু। সং ; পু।

চক্রপাণিদত্ত—জনৈক খ্যাতনামা পণ্ডিত, চক্রদত্ত নামক বিখ্যাত বৈদ্যক গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা নরপালের সময়ে প্রাদুর্ভূত হন।

চক্রপাদ—রথ ; শকট ; হস্তী। চক্র পাদ যাহার, অথবা চক্রবৎ পাদ যাহার, বহু। সং ; পু।

চক্রপাল—দেশের অধিপতি ; সেনাপতি। চক্র (রাজ্য বা সৈন্য)—ণিজন্ত পা বা পালি+ষণ্ ক। সং ; পু।

চক্রবন্ধু—সূর্য্য। চক্রের (চক্রবাকপক্ষীর) বন্ধু, ৬তৎ। সং ; পু।

চক্রভৃৎ—১। চক্রধারী। চক্র—ভৃ (ধারণ করা) +ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। পু।

চক্রভ্রম—কুন্দযন্ত্র, কুঁদ, শাণাদি যন্ত্র। চক্রের ন্যায় ভ্রম (ভ্রমণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

চক্রমুখ—শূকর। চক্রবৎ মুখ যাহার, বহু। সং ; পু। [অঙ্গস্বরূপ। সং ; স্ত্রী।

চক্রমুদ্রা—মুদ্রাবিশেষ। এই মুদ্রা দেবার্চ্চনার

চক্রবর্ত্তী—বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি, আসমুদ্রকরগ্রাহী, সম্রাট্। চক্রে (দেশসমূহে) বর্ত্তেন (প্রভুরূপে থাকেন) যিনি, উপ। চক্র—বৃত (থাকা)+ণিন্ ক=চক্রবর্ত্তিন্, ১মার ১বচন। ভরত, অর্জ্জুন (কার্ত্তবীর্য্য), মান্ধাতা, ভগীরথ, যুধিষ্ঠির, সগর, ও নহুষ, এই সাতজন চক্রবর্ত্তী।

চক্রবাক—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পক্ষী, চকা। চক্র—বচ (বলা)+ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু। [প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, চক্রবাকমিথুন দিবাভাগে মিলিত ও নিশাকালে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়]।

চক্রবাড়, চক্রবাল—১। মণ্ডল ; মণ্ডলাকার দিক্‌সমূহ ; কোন উন্মুক্ত স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ করিলে যেস্থলে ভূতল ও নভোমণ্ডল পরস্পর মিলিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, দৃষ্টি-পরিচ্ছেদসীমা (Horizon)। সং ; ক্লী। ২। লোকালোক পর্ব্বত। চক্র (দেশসমূহ)—বাড়+ষণ্ ক। সং ; পু।

চক্রবাত—ঘূর্ণি বায়ু, ঝড়। চক্রবৎ ঘূর্ণ্যমান বাত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

চক্রবিস্তার—চক্রের প্রসারণ। ৬তৎ। সং; পু।
চক্রবৃদ্ধি—সুদের সুদ (Compound interest)। সং; স্ত্রী।
চক্রব্যূহ—মণ্ডলাকারে সেনাসন্নিবেশ। [কুরুক্ষেত্র-সমরে দ্রোণাচার্য্য এইরূপ ব্যূহ রচনা করিলে, অভিমন্যু তাহা ভেদ করিয়া প্রবেশ করিয়া অন্যায় যুদ্ধে হত হন]। সং; পু।
চক্রহস্ত—বিষ্ণু। চক্র হস্তে যাঁহার, বহু। পু।
চক্রাকার—চক্রের স্থায় আকৃতিবিশিষ্ট। চক্রের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [স্ত্রীলিঙ্গে চক্রাঙ্গী।
চক্রাঙ্গ—রথ; গাড়ি; বাগান; হংস। সং; পু।
চক্রাঙ্গী—হংসী। চক্রাঙ্গ দেখ; চক্রাঙ্গ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
চক্রান্ত—কতকগুলি গুপ্ত-মন্ত্ররক্ষক লোক একত্র মিলিত হইয়া যে মন্ত্রণা করে, ষড়্‌যন্ত্র; কাহারও অনিষ্টসাধনের অভিপ্রায়ে কতকগুলি লোক একত্র হইয়া যে পরামর্শ করে। চক্রের (সমূহের) অন্ত (নৈকট্য, মেলন) হয় যাহাতে, বহু। সং; পু।
চক্রান্তকারী—চক্রান্ত করে যে এরূপ। চক্রান্তের কারী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চক্রান্তকারিণী।
চক্রায়ুধ—বিষ্ণু। চক্র হইয়াছে আয়ুধ (অস্ত্র) যাঁহার, বহু। সং; পু।
চক্রী—বিষ্ণু; কুম্ভকার; সর্প; তৈলিক, কলু; রথারূঢ় ব্যক্তি; চক্রবর্ত্তী, সম্রাট্; দেশাধিপ; গ্রামাধিপ; চক্রবাক; গর্দ্দভ; সূচক। চক্র+ইন্ অস্ত্যর্থে=চক্রিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।
চক্রীবান্—গর্দ্দভ, গাধা; জনৈক নৃপতি। চক্র+বতু অস্ত্যর্থে=চক্রীবৎ, ১মার ১বচন। পু।
চক্রেশ্বর—সম্রাট্; তান্ত্রিকমতাবলম্বী মদ্যপায়ীদিগের দলপতি। ৬তৎ। সং; পু।
চক্রেশ্বরী—দেবীবিশেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
চক্ষণ—১। কথন। চক্ষ (বলা, ইত্যাদি)+অনট্ ভা। ২। চাটনি, চাট্। চক্ষ+অনট্ র্ম। সং; ক্লী।
চক্ষুঃ—নয়ন, নেত্র, দর্শনেন্দ্রিয়। চক্ষ (দেখা)+উস্ ণ=চক্ষুস্, ১মার ১বচন। সং; ক্লী।
চক্ষুঃক্ষত—চোখের ঘা। ৬তৎ। সং; ক্লী।
চক্ষুঃশূল—যাহার দর্শনে মনের কষ্ট হয়, যে ব্যক্তি নানারূপ কষ্ট দিয়াছে। চক্ষুর শূল স্বরূপ, ৬তৎ, অথবা চক্ষুর শূল (ব্যথা) হয় যাহা হইতে, বহু। সং; পু বা ক্লী।
চক্ষুঃশ্রবাঃ—চক্ষুই যাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়; সর্প। চক্ষুঃ হইয়াছে শ্রবঃ (কর্ণ) যাহার ইতি বহুব্রীহি সমাসে চক্ষুঃশ্রবস্, ১মার ১বচন। সং; পু।
চক্ষুঃস্থির—বিস্মিত, হতবুদ্ধি। চক্ষুঃ হইয়াছে স্থির যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

চক্ষুরুন্মীলন—চোক মেলা। ৬তৎ। সং; ক্লী।
চক্ষুর্গোচর—নেত্রগোচর, চক্ষুর বিষয়ীভূত, দৃশ্য। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।
চক্ষুর্লজ্জা—অপকারক অপকৃতকে দেখিয়া যে লজ্জা বোধ করে, সম্মুখে কিছু বলিতে বাধ বাধ ভাব। চক্ষুর ভ্যা লজ্জা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। কেহ কেহ চক্ষুলজ্জা লিখেন কিন্তু উহা অশুদ্ধ।
চক্ষুষ্মতী—প্রখর দৃষ্টিসম্পন্না। চক্ষুস্ শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। পুংলিঙ্গে চক্ষুষ্মান্।
চক্ষুষ্মত্তা—তীক্ষ্ণদৃষ্টি। চক্ষুষ্মান্ দেখ; চক্ষুষ্মৎ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।
চক্ষুষ্মান্—তীক্ষ্ণদর্শন, প্রখরদৃষ্টিসম্পন্ন। চক্ষুস্+মতু অস্ত্যর্থে=চক্ষুষ্মৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চক্ষুষ্মতী। বিশেষ্যে চক্ষুষ্মত্তা।
চক্ষুষ্য—চক্ষুর হিতকর; প্রিয়দর্শন, সুন্দর। চক্ষুস্ শব্দ+ষ্য। বিণ; ত্রি।
চক্ষুস্তারকা—চোখের মণি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। "চক্ষুতারকা" পদ অশুদ্ধ।
চক্ষূরাগ—চোখের রক্তিমা। চক্ষুর রাগ, ৬তৎ (চক্ষুঃ+রাগ=সন্ধির নিয়মানুসারে বিসর্গ স্থানে র, এবং র পরে রকারের লোপ ও পূর্ব্ব স্বরের দীর্ঘতা হইয়াছে)। সং; পু।
চক্ষূরোগ—নেত্রপীড়া, চোখের ব্যারাম। চক্ষুর রোগ, ৬তৎ (চক্ষুঃ+রোগ=চক্ষূরাগবৎ সন্ধি)। সং; পু। "চক্ষুরোগ" অশুদ্ধ।
চঙ্কৎ—অস্থির, চঞ্চল। চন্চ (গমন করা)+শতৃ ক। বিণ; ত্রি।
চঞ্চরীক—মধুকর, ভ্রমর। যঙ্‌লুগন্ত চর (পুনঃ পুনঃ গমন করা)+ঈকন্ ক। সং; পু।
চঞ্চল—১। অস্থির; চপল; অব্যবস্থিত; কম্পিত; বিচলিত; লোলুপ। যঙ্‌লুগন্ত চল (পুনঃ পুনঃ চলা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চঞ্চলা। ২। বায়ু; লম্পট। পু।
চঞ্চলা—১। অস্থিরা; চপলা; অব্যবস্থিতা; কম্পিতা; বিচলিতা। চঞ্চল দে চঞ্চল+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে চঞ্চল। ২। লক্ষ্মী; বিদ্যুৎ। সং; ।
চঞ্চা—চাঁচ, দরমা; তৃণনির্ম্মিত মনুষ্যমূর্ত্তি। চন্চ (গমন করা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
চঞ্চু—১। পাখীর ঠোঁট। চন্চ (লাভ করা, ইত্যাদি)+উ ণ। সং; স্ত্রী। ২। এরণ্ড, ভেরেণ্ডা গাছ। সং; পু।
চঞ্চুক্ষত—পক্ষীর চঞ্চুর আঘাতে আহত বা বিদ্ধ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। চঞ্চু দ্বারা কৃত ক্ষত (ব্রণ)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
চঞ্চুপুট—চঞ্চুদ্বারা কৃত পাত্র, চঞ্চুরূপ পাত্র। কর্ম্মধা। সং; পু ও ক্লী।
চঞ্চূ—পাখীর ঠোঁট। চন্চ (গমন করা, ইত্যাদি)+উ ক। সং; স্ত্রী।

চটক—চড়ুই পাখী। চট (ভেদ করা)+অক ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চটকা, চটকিকা।
চটকা, চটকিকা—চটক দেখ।
চটু—উদর; চাটু, প্রিয় বাক্য; ব্রতিগণের আসনবিশেষ। চট (ভেদ করা)+উ ণ। সং; পু ও ক্লী।
চটুল—প্রিয়ংবদ; মিষ্টভাষী; চঞ্চল; শীঘ্র; সুন্দর। চট (ভেদ করা)+উল ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চটুলা।
চটুলা—১। প্রিয়ংবদা; চঞ্চলা; মনোহারিণী; সুন্দরী। চটুল দেখ; চটুল+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। চপলা, বিদ্যুৎ। সং; স্ত্রী।
চড়ক—চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে কৃত উৎসববিশেষ, গাজন [প্রবলপরাক্রান্ত অসুররাজ বাণ ঐ দিনে মহাদেবের প্রীতিসাধনোদ্দেশে বন্ধুজনসহ শিবভক্তিসূচক নৃত্যগীতাদিতে মত্ত হইয়া স্বীয় গাত্ররুধির প্রদানে তাঁহার তুষ্টি বিধান করেন। তদনুকরণে হিন্দুরা ঐ দিনে এই উৎসব করিয়া থাকেন]। দেশজ।
চণক—ছোলা, বুট; মুনিবিশেষ। চণ (দান করা)+অল্ র্ম, তন্তুন্তরে কণ্। সং; পু।
চণ্ড—১। তীক্ষ্ণ; অতি কোপন; উষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চণ্ডা, চণ্ডী। ২। তেঁতুল গাছ; যমদূত; একজন দৈত্য [দৈত্যরাজ শুম্ভের অন্যতম অনুচর: দেবীযুদ্ধে এই দৈত্য উপস্থিত হইলে ভগবতী ইহাকে কৌষিকীরূপে বধ করেন]। চন্ড (রোষ করা)+অন্ ক। সং; পু। ৩। তীক্ষ্ণতা; ক্রোধ। সং; ক্লী।
চণ্ডকৌশিক—জনৈক ঋষি, কাক্ষীবানের পুত্র; ইনি মহাতপস্বী ও উদারচরিত ছিলেন। সং।
চণ্ডনায়িকা—দুর্গা; অষ্টনায়িকান্তর্গত নায়িকাবিশেষ। চণ্ডের (চণ্ডনামক দৈত্যের) নায়িকা (যমালয় প্রাপিকা), অথবা চণ্ডের (উগ্রপ্রকৃতি রুদ্রের) নায়িকা (শক্তিবিশেষ), ৬তৎ, কিংবা চণ্ডী (কোপনা) যে নায়িকা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
চণ্ডভার্গব—চ্যবনবংশীয় জনৈক মুনি। সং; পু।
চণ্ডরশ্মি, চণ্ডাংশু—সূর্য্য। চণ্ড (তীক্ষ্ণ) হইয়াছে রশ্মি বা অংশু যাহার, বহু। সং; পু।
চণ্ডবতী—দুর্গা; অষ্টনায়িকার অন্যতমা নায়িকা। চণ্ড শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং।
চণ্ডবিক্রম—প্রচণ্ডবিক্রমশালী, অতি প্রবল পরাক্রান্ত। চণ্ড (তীব্র) হইয়াছে বিক্রম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
চণ্ডা—১। তীক্ষ্ণা; অতিকোপনা। চণ্ড দেখ। চণ্ড শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিন; স্ত্রী। ২। অতিকোপনা স্ত্রী; অষ্টনায়িকার অন্তর্গত নায়িকাবিশেষ। সং; স্ত্রী।
চণ্ডাতক—স্ত্রীলোকের অর্দ্ধোরু পর্য্যন্ত বস্ত্র,

কাচ। চণ্ডা শব্দ (কোপনা স্ত্রী)—অত (গমন করা)+ণক ক। সং; স্ত্রী।

চণ্ডাল—নিষাদ, চাঁড়াল, শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত অতি হীন বর্ণসঙ্কর জাতি। চন্ড (রোষ করা)+আলঞ্ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চণ্ডালী।

চণ্ডালী—চণ্ডাল দেখ। চণ্ডাল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্।

চণ্ডিকা, চণ্ডী—১। দুর্গা; মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী যোগিনীপ্রধানা দেবী; অতিকোপনা স্ত্রী; ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। চণ্ড দেখ; চণ্ড শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্=চণ্ডী। চণ্ডিকা=চণ্ডী শব্দ+কণ্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। ২। গ্রন্থবিশেষ। উহাতে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

চণ্ডিমা—কোপনতা; উগ্রতা। চণ্ড শব্দ (উগ্র)+ইমন্ ভাবার্থে=চণ্ডিমন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

চণ্ডীদাস—বাঙ্গালা ভাষার একজন বিখ্যাত প্রাচীন কবি। ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতির সমসাময়িক, এবং চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। ব্রাহ্মণকুলে ইঁহার জন্ম। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির গুণ শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষী হন। পরে ঘটনাক্রমে ভাগীরথীতীরে উভয়ে সাক্ষাৎ হইলে, পরস্পরের কবিত্ব ও রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া পরস্পর মিত্রতাপাশে বদ্ধ হন। চণ্ডীদাসের সময় বাঙ্গালা রচনার আদিকাল বলা যাইতে পারে। ইনি বঙ্গের আদি কবি না হইলেও বঙ্গভাষার সেই শৈশব অবস্থায় ইনি যেরূপ রচনা-পারিপাট্য, রসমাধুর্য্য, ও সুললিত ছন্দোবন্ধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই ইনি বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে প্রধান আসন পাইবার যোগ্য। চণ্ডীদাস অতি সরল ভাষায় যেরূপ মনের ভাব, হৃদয়ের নিখুঁত ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তৎকালীন অন্য কোন কবির লেখায় সেরূপ দেখা যায় না। ফলতঃ চণ্ডীদাস আমাদের দেশের একজন খাঁটি বাঙ্গালা কবি।

চণ্ডীমণ্ডপ—দুর্গাদি দেবতার পূজার গৃহ। ৬তৎ। সং; পু।

চণ্ডেশ্বর—শিবমূর্ত্তিবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

চতুঃশাখ—১। চারিশাখাযুক্ত। চতুর্ (চারি) হইয়াছে শাখা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বেদ। সং; পু।

চতুঃশাল, চতুঃশালা—চকমিলান বাড়ী; চারি-গৃহযুক্ত গৃহ, যে গৃহের মধ্যে চারি গৃহ আছে। চতুর্ (চারি) শালা (গৃহ) যাহার, বহু। সং; প্রথমটি ক্লী ও দ্বিতীয়টি স্ত্রী।

চতুঃষষ্টি—চৌষট্টি, ৬৪; তৎসংখ্যক। চতুর্ (চারি) অধিকা ষষ্টি (যাইট), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ও বিণ; স্ত্রী।

চতুঃষষ্টিতম—৬৪ সংখ্যার পূরক। চতুঃষষ্টি শব্দ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

চতুঃসপ্ততি—চুয়াত্তর, ৭৪; তৎসংখ্যক। চতুর্ (চারি) অধিকা সপ্ততি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ও বিণ; স্ত্রী।

চতুঃসপ্ততিতম—৭৪ সংখ্যার পূরক। চতুঃসপ্ততি+তমট্। বিণ; ত্রি।

চতুর—১। কার্য্যদক্ষ, নিপুণ; বুদ্ধিজীবী; চালাক; নেত্রগোচর। চত (যাচ্‌ঞা করা) উর ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চতুরা। ২। গালবালিশ; কাণবালিশ। চত+উর ক। সং; পু। ৩। শঠ, ধূর্ত্ত। বিণ; দেশজ।

চতুরঙ্গ—১। চারি অঙ্গযুক্ত। চতুর্ (চারি) অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, এই চারি অঙ্গবিশিষ্ট সৈন্য; সতরঞ্চ বা দাবা খেলা। সং; ক্লী।

চতুরচূড়ামণি—অত্যন্ত চালাক। চূড়া স্থিত মণি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। চতুরদিগের চূড়ামণি (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

চতুরতা—কার্য্যদক্ষতা, নৈপুণ্য; চাতুর্য্য, বুদ্ধিজীবিতা। চতুর+তা ভাবে। বিণ; স্ত্রী।

চতুরশীতি—চুরাশী, ৮৪; তৎসংখ্যক। চতুর্ (চারি) অধিকা অশীতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ও বিণ; স্ত্রী।

চতুরশীতিতম—৮৪ সংখ্যার পূরক। চতুরশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

চতুরস্র—১। চতুষ্কোণ, চারিকোণা; রম্য, সুন্দর; নির্দ্দোষ। চতুর্ (চারি) অস্র (কোণ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। চতুষ্কোণ ক্ষেত্র, চারি সরল রেখা দ্বারা পরিবদ্ধ স্থান, চতুর্ভুজ; চৌকি। সং; ক্লী।

চতুরা—কার্য্যদক্ষা, নিপুণা; অতি বুদ্ধিমতী। চতুর দেখ; চতুর+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ।

চতুরাত্মা—পরমেশ্বর। চতুর্ (চারি) আত্মা যাঁহার, বহু। সং; পু। [বহু। সং; পু।

চতুরানন—ব্রহ্মা। চতুর্ (চারি) আনন যাঁহার,

চতুরালি—চতুরতা, চালাকি। দেশজ শব্দ।

চতুরাশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ও সন্ন্যাস, এই চারি আশ্রম [আশ্রম দেখ]। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [ক। বিণ; ত্রি।

চতুর্—চারি, ৪। চত (যাচ্‌ঞা করা)+উরন্

চতুর্গুণ—চারিগুণ। চতুর্ (চারি দ্বারা) গুণ হইয়াছে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

চতুর্থ—চারি (৪) সংখ্যার পূরক। চতুর্ (চারি)+থট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চতুর্থী।

চতুর্থাংশ—চারিভাগের একভাগ। চতুর্থ যে অংশ, কর্ম্মধা। সং; পু।

চতুর্থী—তিথিবিশেষ; (ব্যাকরণে) বিভক্তিবিশেষ। চতুর্থ দেখ; চতুর্থ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চতুর্থীকর্ম্ম—চতুর্থী তিথিতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম; বিবাহের পর চতুর্থ দিবসে করণীয় কার্য্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চতুর্থীতৎপুরুষ—সমাসবিশেষ। সমাস দেখ।

চতুর্দ্দৎ, চতুর্দ্দন্ত—১। ঐরাবত হস্তী। চতুর্ (চারি) দৎ বা দন্ত যাহার, বহু। সং; পু। ২। চারি দন্তবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি।

চতুর্দ্দশ—১। চৌদ্দ, ১৪; তৎসংখ্যক। চতুর্ (চারি) অধিক দশন্ (দশ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাসে চতুর্দ্দশন্, ১মার ১বচন। ২। চৌদ্দ (১৪) সংখ্যার পূরক। চতুর্দ্দশন্+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চতুর্দ্দশী।

চতুর্দ্দশ পুরুষ—পিতা পিতামহাদি ক্রমে গণিত চৌদ্দপুরুষ; চতুর্দ্দশ পূরক পুরুষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

চতুর্দ্দশ বিদ্যা—৬ বেদাঙ্গ, ৪ বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ইতিহাস ও পুরাণ, এই ১৪ প্রকার বিদ্যা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চতুর্দ্দশ ভুবন—সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল; সপ্ত স্বর্গ যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ, ও সত্য; সপ্ত পাতাল, যথা—অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চতুর্দ্দিক্—চারিদিক্, যথা—উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম; সকল দিক্। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চতুর্দ্দোল—চারিজনে বহনীয় যানবিশেষ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চতুর্দ্ধা—চারি প্রকার; চারিবার। চতুর শব্দ (চারি)+ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

চতুর্দ্বার—চারি দ্বারবিশিষ্ট গৃহ। চতুর্ (চারি) দ্বার যাহার, বহু। সং; ক্লী।

চতুর্ধাম—মথুরামণ্ডলস্থ চারিটি ধাম, যথা—রামনাথ, বৈদ্যনাথ, জগন্নাথ, ও দ্বারকানাথ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চতুর্ভদ্র—চতুর্ব্বর্গ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চতুর্ভুজ—১। নারায়ণ, বিষ্ণু; চারি রেখা দ্বারা পরিবদ্ধ ক্ষেত্র, চতুরস্র। চতুর্ (চারি) ভুজ যাহার, বহু। সং; পু।

২। জনৈক রাজা। ইনি করুরি নামক স্থানের অধিপতি ছিলেন। ইনি বৈষ্ণবের প্রতি সাতিশয় ভক্তিমান্ ছিলেন, এবং যে কোন বৈষ্ণব ইঁহার নিকট আসিত, তাহাকেই ভক্তির সহিত সেবা করিতেন। একদা ইঁহার জনৈক বিপক্ষ রাজা এক ডোমকে ছদ্মবেশে বৈষ্ণব সাজাইয়া ইঁহার নিকট প্রেরণ করেন। ইনি তাহাকে ডোম জানিতে পারিয়াও যথোচিত ভক্তিসম্মান প্রদর্শন

করেন। পরিশেষে একখানি বহুমূল্য জরীর বস্ত্রে একটী কাণাকড়ি বাঁধিয়া ঐ ডোমকে দেন, এবং উহা তাহার প্রেরক রাজাকে উপহার দিতে বলেন। বিপক্ষ রাজা এই উপহার পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং সভাসদ্ পণ্ডিতবর্গকে এরূপ রহস্যের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন জনৈক সভ্য উত্তর করিল, "মহারাজ! এই ডোম কাণাকড়ি, এবং উহার বৈষ্ণববেশ জরির কাপড়। সুতরাং বৈষ্ণববেশে আবৃত হওয়ায় ডোমও বৈষ্ণবের ন্যায় পূজা পাইবার পাত্র। ভক্তিমান্ রাজা আপনার ভ্রম নিরাসার্থ আপনাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।" সভ্যের কথায় রাজার জ্ঞানোদয় হইল, এবং তিনি মহারাজ চতুর্ভুজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মিত্রতা স্থাপন করিলেন।

চতুর্ম্মুখ, চতুর্ব্বক্ত্র—চতুরানন, ব্রহ্মা; ঔষধবিশেষ। চতুর্ (চারি) মুখ বা বক্ত্র যাঁহার, বহু। সং; পু।

চতুর্যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারি যুগ। সমাহার দ্বিগু। সং; স্ত্রী।

বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ায় রবিবারে সত্যযুগের উৎপত্তি হয়। এই যুগের পরিমাণ ১৭,২৮,০০০ বৎসর। এই যুগে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ এই চারি অবতার। সত্যে বৈবস্বত, মনু, ইক্ষ্বাকু, বলি, পৃথু, মান্ধাতা, পুরোরবা প্রভৃতি রাজা ছিলেন। মানবগণের লক্ষবর্ষ পরিমিত পরমায়ুঃ ছিল। এই সময়ে মনুষ্যশরীর একবিংশতি হস্ত রিমিত ও মজ্জাগত প্রাণ ছিল। লোকে সুবর্ণপাত্রে ভোজন করিত। এই কালে সামবেদের অধিকার এবং পুষ্কর প্রধান তীর্থ ছিল। লোকসকল নিরন্তর ধর্ম্মরত ছিল। এই সময়ে পাপ ছিল না, ধর্ম্ম চতুষ্পাদ অর্থাৎ পূর্ণভাবে ছিল।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে সোমবারে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি হয়। এই যুগের পরিমাণ ১২,৯৬,০০০ বৎসর। ত্রেতায় বামন, পরশুরাম ও শ্রীরাম এই তিন অবতার। সূর্য্যবংশীয় ককুৎস্থ, ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র, মরুত্ত, অনরণ্য, সগর, অংশুমান, রঘু, অজ, দশরথ, রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে লোকের দশ সহস্র বর্ষ পরমায়ুঃ ছিল। মানবদেহ চতুর্দ্দশ হস্তপরিমিত এবং অস্থিগত প্রাণ ছিল। লোকে রৌপ্যপাত্রে আহার করিত। এই যুগে ঋগ্বেদের অধিকার ও নৈমিষারণ্য প্রধান তীর্থ ছিল। লোকে দানধর্ম্মাদিতে এবং তপস্যায় রত ছিল। ত্রেতায় পাপ এক পাদ এবং পুণ্য ত্রিপাদ ছিল।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বৃহস্পতিবারে দ্বাপরযুগ উৎপন্ন হয়। এই যুগের পরিমাণ ৮,৬৪,০০০ বৎসর। এই যুগে বলরাম, ও বুদ্ধ এই দুই অবতার। শাল্ব, বিরাট, ময়ূরধ্বজ, শান্তনু, দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির, জরাসন্ধ প্রভৃতি এই যুগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই কালে মানবের পরমায়ুঃ সহস্রবর্ষ ছিল। মানবদেহ সপ্তহস্ত পরিমিত এবং রুধিরগত প্রাণ ছিল। লোকে তাম্রপাত্রে ভোজন করিত। এই যুগে যজুর্ব্বেদের অধিকার এবং কুরুক্ষেত্র প্রধান তীর্থ ছিল। মানবগণ ধর্ম্মাধর্ম্মরত থাকায় পাপ দ্বিপাদ ও পুণ্য দ্বিপাদ ছিল।

মাঘীপূর্ণিমায় শুক্রবারে কলিযুগের উৎপত্তি হয়। ইহার পরিমাণ ৪,৩২,০০০ বৎসর। এই যুগের শেষভাগে কল্কি অবতার হইবেন। এই সময়ে মনুষ্যের আয়ুঃ ১২০ বৎসর। মানবদেহ সার্দ্ধত্রিহস্ত (৩।০ হাত) পরিমিত, এবং অন্নগত প্রাণ। কলিতে যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিত, জনমেজয়, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি ১২০ জন চন্দ্রবংশীয় রাজা রাজত্ব করিয়া স্বর্গারূঢ় হন। অতঃপর সাহা সোলতান প্রভৃতি উপাধিধারী একষষ্টিজন মুসলমান বংশীয় রাজা ১২৪৪ বৎসর রাজত্ব করেন। পরে ইংলণ্ডবাসীর অধিকার হয়। এক্ষণে তাঁহাদিগেরই অধিকার। কলিতে পুণ্য একপাদ ও পাপ ত্রিপাদ। গঙ্গা প্রধান তীর্থ, ভোজন পাত্রের নিয়ম নাই। এই কালে ধর্ম্ম, তপস্যা, সত্য প্রভৃতি প্রায় তিরোহিত। কলিতে পৃথিবী অল্পশস্যশালিনী, রাজগণ কুটিল, ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রাচার পরাঙ্মুখ, মানবগণ স্ত্রীবশীভূত, স্ত্রীগণ অতি চপলস্বভাবা, এবং লোকসকল সর্ব্বদা পাপানুরক্ত। এই সময়ে সাধুগণ অবসন্ন ও দুর্জ্জনগণ প্রভাবান্বিত। কলির প্রাবল্য সময়ে বেদমার্গানুসারী সাধুদিগের ক্লেশ হইবে, ম্লেচ্ছজাতীয় রাজগণ ধনলোলুপ হইবেন। রমণীগণ অতিদুর্দ্দান্ত, কলহরত এবং স্বামিনিন্দাপরায়ণা হইবে। অর্থলালসায় ভ্রাতা ভ্রাতাকে সংহার করিবে। বৈদিকী বা পৌরাণিকী দীক্ষা থাকিবে না। গঙ্গার স্রোত ছিন্ন ভিন্ন হইবে। এই যুগের ৫০১১ বৎসর গত হইয়াছে। কলির ত্রাণকারক ব্রহ্মনাম—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

চতুর্ব্বর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ, এই চারি পুরুষার্থ। সমাহার দ্বিগু। সং; পু।

চতুর্ব্বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই জাতি চতুষ্টয়। কর্ম্মধা। সং; পু। প্রথমবর্ণ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—যজন, অধ্যয়ন, দান ও রক্ষণ। তৃতীয় বর্ণ বৈশ্যের ধর্ম্ম—যজন, অধ্যয়ন, দান ও কৃষিবাণিজ্যাদি। চতুর্থবর্ণ শূদ্রের ধর্ম্ম—উক্ত বর্ণত্রয়ের সেবা; তাহাতে জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে বাণিজ্য।

চতুর্ব্বাহু—চতুর্ভুজ, বিষ্ণু। চতুর্ (চারি) বাহু যাঁহার, বহু। সং; পু।

চতুর্ব্বিংশ—চব্বিশ (২৪) সংখ্যার পূরণ, চতুর্ব্বিংশতিতম। চতুর্ব্বিংশতি + ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

চতুর্ব্বিংশতি—চব্বিশ, ২৪। চতুর (চারি) অধিকা বিংশতি (কুড়ি), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চতুর্ব্বিংশতিতম—চব্বিশ (২৪) সংখ্যার পূরণ, চতুর্ব্বিংশ। চতুর্ব্বিংশতি শব্দ + তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

চতুর্ব্বিদ্য—চারিবেদজ্ঞ। চতুর্ (চারি) বিদ্যা আছে যাহার, বহু। সং; পু।

চতুর্ব্বিধ—চারি প্রকার। চতুর (চারি) বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

চতুর্ব্বেদ—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, এই চারি বেদ। কর্ম্মধা। সং; পু।

চতুর্ব্বেদী—চারিবেদবেত্তা। ইহারই অপভ্রংশ চোবে। চতুর্ব্বেদ + ইন্ = চতুর্ব্বেদিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

চতুর্ব্যূহ—১। চারিব্যূহবিশিষ্ট। চতুর্ (চারি) ব্যূহ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই চতুরাত্মক বিষ্ণু। সং; পু।

চতুশ্চত্বারিংশৎ—চুয়াল্লিশ, ৪৪। চতুর্ (চারি) অধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম—চুয়াল্লিশ (৪৪) সংখ্যার পূরক। চতুশ্চত্বারিংশৎ শব্দ + তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

চতুষ্ক—চতুস্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ; চত্বর; চারি কোণা উঠান। চতুর্ শব্দ (চারি)—কৈ (শব্দ করা, ইত্যাদি) + ড ক। সং; ক্লী।

চতুষ্কী—চারিকোণযুক্তা পুষ্করিণী; চারিনর হার; মশারি; চৌকি। চতুষ্ক + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চতুষ্কোণ—চারিকোণবিশিষ্ট, চৌকোণা। বর্গ। বিণ; ত্রি।

চতুষ্টয়—১। চতুর্ব্বিধ, চারিপ্রকার; চারি। চতুর্ (চারি) + তয়ট্ অবয়বার্থে। বিণ; ত্রি। ২। চারিসংখ্যার সমষ্টি। সং; ক্লী।

চতুষ্পথ—১। ব্রাহ্মণ। চতুর্ (চারি) পথ (আশ্রম) যাহার, বহু। সং; পু। ২। চৌরাস্তা, চৌমাথা। চতুর্ (চারি) পথের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

চতুষ্পদ—১। চারিপদবিশিষ্ট। চতুর্ (চারি) পদ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। পশু। সং; পু। ৩। চৌপদী কবিতা; (জ্যোতিষে) করণবিশেষ, ইহাতে জন্মিলে মানব সদাচার-বিবর্জ্জিত, স্বল্পচিত্ত, ক্ষীণদেহ, ও নির্ধন হয়। সং; স্ত্রী।

চতুষ্পদী—চৌপদী কবিতা; ছন্দোবিশেষ (ছন্দঃ দেখ)। চতুষ্পদ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চতুষ্পাঠী—চারি বেদ অধ্যয়নের পাঠশালা, চৌপাড়ী; অধুনা সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়নালয় মাত্রেই চতুষ্পাঠী বা টোল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চতুর্ (চারি অর্থাৎ চারি বেদের পাঠ) অধ্যয়ন হয় যেথানে, বহু। সং; স্ত্রী।

চতুষ্পাণি—১। চতুর্ভুজ। বহু। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। সং; পু।

চতুষ্পাদ—চারি চরণবিশিষ্ট; সর্ব্বাবয়বে সম্পূর্ণ, সমগ্র, অখণ্ড। চতুর্ (চারি) পাদ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

চতুষ্পাদ্—১। চারি চরণবিশিষ্ট (পশু); চারি ভাগ (ধন)। চতুর্ (চারি) পাদ্ (পা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। পশু; ব্যবহারাঙ্গ বিশেষ। সং; পু।

চতুষ্পার্শ্ব—চারিপাশ, চারিধার। কর্ম্মধা। সং; পু ও ক্লী।

চতুস্তল—চারিতলবিশিষ্ট, চারি-তলা, চৌতলা। বহু। বিণ; ত্রি।

চতুস্ত্রিংশ—চৌত্রিশ (৩৪) সংখ্যার পূরক। চতুস্ত্রিংশৎ শব্দ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

চতুস্ত্রিংশৎ—চৌত্রিশ, ৩৪। চতুর্ (চারি) অধিকা ত্রিংশৎ (ত্রিশ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চত্বর—অঙ্গন, উঠান; রঙ্গস্থান; যজ্ঞস্থান; স্থণ্ডিল, হোমার্থ পরিষ্কৃত ভূমি। চত (যাচ্ঞা করা)+বরচ্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

চত্বারিংশ—চল্লিশ (৪০) সংখ্যার পূরক। চত্বারিংশৎ শব্দ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

চত্বারিংশৎ—চল্লিশ, ৪০। চতুর্ (চারি অর্থাৎ চারিবার) দশন্ (দশ), নিপাতনে। সং; স্ত্রী।

চত্বারিংশত্তম—চল্লিশ (৪০) সংখ্যার পূরক, চত্বারিংশ। চত্বারিংশৎ শব্দ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

চত্বাল—গর্ত্ত; চাতাল; হোমকুণ্ড; কুশ। চত (যাচ্ঞা করা)+বালন্ র্ম্ম। সং; পু।

চন্দ—চন্দ্র দেখ।

চন্দন—১। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বৃক্ষ; একটী বানর। চন্দ (আহ্লাদিত করা)+অন ক। সং; পু। ২। চন্দনকাষ্ঠ। সং; ক্লী।

চন্দনচর্চ্চিত—চন্দনদ্বারা বিলেপিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

চন্দনধেনু—পতিপুত্রবতী নারীর মরণোত্তর তদীয় স্বর্গকামনায় প্রদত্ত চন্দনাঙ্কিত গবী। চন্দনে অঙ্কিত ধেনু,মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। স্ত্রী।

চন্দনরেখা—চন্দনরসে অঙ্কিতা রেখা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, বা চন্দনের (সৃষ্ট চন্দনের) রেখা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

চন্দনাচল, চন্দনাদ্রি—মলয়পর্ব্বত। চন্দনযুক্ত যে অচল বা অদ্রি (পর্ব্বত), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

চন্দ্র, চন্দ—১। চাঁদ; তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা*; জল; কর্পূর; ময়ূরচন্দ্রক, হীরক; স্বর্ণ; মুক্তা; দ্বীপবিশেষ; (শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। চন্দ (আহ্লাদিত করা, দীপ্তি পাওয়া)+রক্, পক্ষান্তরে অন্ ক। সং; পু। ২। আহ্লাদজনক। বিণ; ত্রি।

* চন্দ্রদেবতা সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যানের প্রচার আছে;—

ইনি অত্রি ঋষির পুত্র। মতান্তরে, সমুদ্রমন্থনে ইঁহার উদ্ভব হয়। ইঁহার রথ ত্রিবক্র ও দশটি কুন্দধবল অশ্বদ্বারা বাহিত। ইনি দক্ষের সপ্তবিংশতি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অন্যান্য পত্নী অপেক্ষা ইনি রোহিণীর প্রতি অধিকতর প্রণয়ানুরাগী ছিলেন। সেই হেতু ইঁহার অন্য ভার্য্যারা দক্ষের নিকট ইঁহার অসমদর্শিতার বিষয়ে অনুযোগ করায় তিনি ইঁহাকে সকল স্ত্রীর প্রতি সমান অনুরাগ প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করেন। চন্দ্র সে কথায় কর্ণপাত না করায় দক্ষ ইঁহাকে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। চন্দ্র সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া পরিশেষে প্রভাসতীর্থে করিয়া শ্বশুরের আদেশ পালন করিলে, ইঁহার রোগের উপশম হয়। অনন্তর ইনি রাজসূয় যজ্ঞ করেন। কথিত আছে যে, ইনি বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে হরণ করেন, এবং তাঁহার গর্ভে বুধ নামক পুত্র উৎপাদন করেন। দেবগুরুর অপমানে দেবতারা ইঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে ইনি শুক্রাচার্য্য ও অসুরগণের শরণাপন্ন হন। তখন দেবাসুরে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়। অতঃপর ব্রহ্মার আদেশে চন্দ্র তারাকে প্রত্যর্পণ করিলে দেবাসুর যুদ্ধ রহিত হয়।

চন্দ্রক—১। ময়ূরপুচ্ছস্থ চন্দ্রাকার চিহ্ন; চন্দ্র; চন্দ্রমণ্ডল। চন্দ্র+কণ্। ২। চাঁদামাছ; হস্তনখ। চন্দ্র-কৈ (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক। সং; পু।

চন্দ্রকর—জ্যোৎস্না। চন্দ্রের কর (কিরণ), ৬তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

চন্দ্রকলা—চন্দ্রমণ্ডলের যোড়শ ভাগ। ৬তৎ।

চন্দ্রকবান্—ময়ূর। চন্দ্রক শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে=চন্দ্রকবৎ, ১মার ১বচন। সং; পু।

চন্দ্রকান্ত—১। কবিকল্পিত মণিবিশেষ [প্রসিদ্ধি আছে যে, চন্দ্র উদিত হইলে তদীয় কিরণ স্পর্শে এই মণি দ্রবীভূত হয়]। চন্দ্র হইয়াছে কান্ত (প্রিয়) যাহার, বহু। ২। চন্দন; কুমুদ। সং; পু ও ক্লী। ৩। চন্দ্রবৎ সুন্দর। বিণ; ত্রি।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (মহামহোপাধ্যায়)—১৭৫৮ শকে কার্ত্তিক মাসে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা রাধাকান্ত তর্কবাগীশ ময়মনসিংহ জেলার একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। চন্দ্রকান্তের প্রথম শিক্ষা পিতার নিকট হইয়াছিল। অনন্তর পিতার মৃত্যুর পর ইনি নবদ্বীপ নিবাসী ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও হরিদাস শিরোমণির নিকট স্মৃতি, শ্রীনন্দন তর্কবাগীশের নিকট ন্যায় এবং কাশীনাথ শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত পাঠ অধ্যয়ন করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ ইঁহাকে "তর্কালঙ্কার" উপাধি প্রদান করেন। অতঃপর ইনি দেশে প্রত্যাগমন করিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক বহুসংখ্যক ছাত্রকে অন্নদান ও বিদ্যাদান করেন। এই সময়ে তর্কালঙ্কার মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে "গোভিল গৃহ্যসূত্র" সম্পাদন করিবার ভার পান। ইহার ভাষ্যের হস্তলিপি না পাওয়া যাওয়াতে ইনি নিজেই একটী ভাষ্য লিখেন। এই "সভাষ্য গোভিল গৃহ্যসূত্র" প্রকাশিত হইলে সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ তর্কালঙ্কারের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। অনন্তর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকস্বরূপে নিযুক্ত হইয়া ইনি কলিকাতায় আসেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহার কার্য্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীগোপাল বসু মল্লিক বেদান্তশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পঁচিশ হাজার টাকা প্রদান করেন। তদনুসারে কর্ত্তৃপক্ষগণ বেদান্ত সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রণয়ন ও বক্তৃতা করিবার জন্য পণ্ডিতবর্গকে আহ্বান করেন। প্রার্থীদিগের মধ্যে তর্কালঙ্কার মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে ইনি ঐ পদ পান। ঐ পদে থাকিয়া ইনি ন্যূনাধিক পঁচিশ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। পাঁচ বৎসরের লেক্‌চার বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। এই বেদান্তবিষয়ক বক্তৃতা বাঙ্গালা ভাষার অক্ষয় সম্পদ্।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিম্নলিখিত পুস্তক-গুলি দেখিতে পাওয়া যায় ;—প্রবোধটক ; যুবরাজ প্রশস্তি ; সতী-পরিণয় ; কৌমুদী সুধাকর ; আনন্দ-তরঙ্গিণী, ভাব-পুষ্পাঞ্জলি গোভিল গৃহ্যসূত্রের ভাষ্য ; শ্রাদ্ধকল্প ভাষ্য ; গৃহ্যসংগ্রহ ভাষ্য ; শিক্ষা (বাঙ্গালা) ; সত্যবতী চম্পূ (বাঙ্গালা) ; মহর্ষি কণাদ কৃত বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্য ; কুসুমাঞ্জলি টীকা ; তত্ত্বাবলী সটীক।

চন্দ্রকান্তা—তারকা ; চন্দ্রপত্নী ; ওষধি ; রাত্রি ; চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। চন্দ্র হইয়াছেন কান্ত যাহার, বহ। সং ; স্ত্রী।

চন্দ্রকান্তি—রজত, রূপা। চন্দ্রের ন্যায় কান্তি যাহার, বহ। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

চন্দ্রকিরণ—চন্দ্রের রশ্মি, জ্যোৎস্না। ৬তৎ।

চন্দ্রকী—ময়ূর। চন্দ্রক+ইন্ অস্ত্যর্থে=চন্দ্রকিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

চন্দ্রকীর্ত্তি—জনৈক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক ও গ্রন্থকার, ইনি বাঙ্গালার অধিবাসী ছিলেন। সং ; পু।

চন্দ্রকুণ্ড—কামরূপস্থ সরোবর ; প্রবাদ এইরূপ যে, চন্দ্ররশ্মিতে ইহার উদ্ভব। সং ; পু।

চন্দ্রকূট—কামরূপস্থ পর্ব্বত। সং ; পু।

চন্দ্রকেতু—রামানুজ লক্ষ্মণের পুত্র ; রামচন্দ্র ইহাঁকে চন্দ্রকান্ত নামক দেশের রাজা করিয়া দেন। সং ; পু।

চন্দ্রগুপ্ত—মগধ রাজ্যের স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ নরপতি। মগধরাজ নন্দবংশীয় মহানন্দের ঔরসে তদীয় মুরানাম্নী এক শূদ্রা দাসীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। উত্তরকালে ইনি মগধে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা ইহাঁর মাতার নামানুসারে মৌর্য্যবংশ নামে খ্যাত হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইনি বিশিষ্ট বুদ্ধিশক্তির পরিচয় প্রদান করেন। যৌবনের প্রারম্ভে পিতৃনিদেশে ইনি পঞ্জাবে অবস্থিতি করেন, নানা কারণে ইনি অনেকের হিংসার পাত্র হওয়ায় মগধরাজের আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন।

এই সময়ে খ্যাতনামা গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার (সেকেন্দার) পঞ্জাবের কিয়দংশ জয় করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকশিবিরে গমন করিয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হন। ইহাঁর সাহায্যে মগধরাজ্য আক্রমণের সুবিধা হইতে পারে বিবেচনা করিয়া চতুর আলেকজাণ্ডার ইহাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছু দিন পরে তিনি ইহাঁর উপর নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন। তখন চন্দ্রগুপ্ত প্রাণভয়ে সে স্থান হইতেও পলায়ন করেন।

অতঃপর চন্দ্রগুপ্ত বিখ্যাত কূটরাজনীতি-বিশারদ পণ্ডিত চাণক্যের শরণাগত হন। চাণক্য স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলে নন্দবংশের ধ্বংস সাধন করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন (৩১৬ খ্রীঃ পূঃ)। কালসহকারে চন্দ্রগুপ্ত একজন অসামান্য প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হইয়া উঠিলেন। ইনি যে দৃঢ় ভিত্তির উপর রাজ্য স্থাপন করিয়া যান, তাহা বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিস্তৃত রাজ্য তাঁহার সেনাপতিরা ভাগ করিয়া লন। প্রধান সেনানী সেলিউকস পূর্ব্বাঞ্চল প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষ জয় করিতে অগ্রসর হইলে, চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে গ্রীকদিগের পরাজয় হয়। অনন্তর চন্দ্রগুপ্ত সেলিউকসের এক রূপবতী কন্যাকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করিয়া এবং গ্রীকদিগের অধিকৃত ভারতবর্ষের প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেলিউকসের সহিত সন্ধি করেন, এবং এই সকলের বিনিময়ে মিগাস্থিনিস্ নামক একজন গ্রীক রাজদূতকে আপনার সভায় থাকিবার অনুমতি দেন। চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ পূঃ ২৯০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

চন্দ্রগ্রহণ—গ্রহণ দেখ।

চন্দ্রচূড়—মহাদেব, শিব। চন্দ্র হইয়াছে চূড়া (শিরোভূষণ) যাহার, বহ। সং ; পু।

চন্দ্রদারা—অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি চন্দ্রের সাতাইস পত্নী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

চন্দ্রনাথ বসু—১২৫১ সালের ১৭ই ভাদ্র হুগলি জেলার অন্তর্গত কৈকালা গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। গ্রামের পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া চন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসেন, এখানে কিছুদিন জেনারেল এসেম্‌ব্লিতে পাঠ করিবার পর ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে যান এবং সেইখান হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৮৬০ খ্রীঃ)। অনন্তর প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ এ ও বি এ পাশ করেন। বি এ পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রনাথ এম এ পরীক্ষা এবং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বি এল পরীক্ষা দেন। শেষোক্ত পরীক্ষায় ইনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতে যান, কিন্তু এ কার্য্য ইহাঁর ভাল না লাগায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য গ্রহণ করেন (১৮৭৮ খৃঃ)। কিন্তু ডেপুটীগিরী চাকুরীও চন্দ্রনাথের প্রীতিকর হইল না। ছয়মাস পরে ইনি জয়পুর কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণ করেন। জয়পুর ইহাঁর পক্ষে স্বাস্থ্যকর না হওয়ায় কিছুদিন পরে এ কার্য্যও পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। এই সময়ে বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষের পদ শূন্য ছিল। তদানীন্তন ডিরেক্টর স্যার আলফ্রেড ক্রফট্ চন্দ্রনাথের যোগ্যতা ও বিদ্যাবত্তার বিষয় অবগত হইয়া ইহাঁকে লাইব্রেরীয়ান করেন (১৮৭৯ খৃঃ, ৭ই অক্টোবর)। এই কার্য্যে চন্দ্রনাথ বিলক্ষণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ ইহাঁর কার্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ইহাঁকেই গবর্ণমেণ্টের অনুবাদকের পদ প্রদান করেন।

চন্দ্রনাথ যৌবনকালে ইংরাজী ভাষার যথেষ্ট চর্চ্চা করিতেন। পরে ইহাঁর মাতৃভাষার উপর অনুরাগ হয়। বঙ্গদর্শন, প্রচার, নবজীবন, নব্যভারত, ভারতী, সাহিত্য এ সকল পত্রিকাই চন্দ্রনাথের প্রবন্ধ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। ইহাঁর প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। ইহাঁর সকল প্রবন্ধেই মৌলিকত্ব দৃষ্ট হয়। ফলতঃ চন্দ্রনাথের দ্বারা বঙ্গভাষার বিলক্ষণ পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। চিন্তাশীল চন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন ;—শকুন্তলা-তত্ত্ব, ত্রিধারা, পশুপতি সংবাদ, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি, সাবিত্রী তত্ত্ব, ফুল ও ফল, বেতালে বহু রহস্য ও হিন্দুত্ব। এতদ্ভিন্ন ইনি স্কুলপাঠ্য দুই একখানি পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। ১৩১৭ সালের ৬ই আষাঢ় ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

চন্দ্রপ্রভ—চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, সৌম্যদর্শন, সুন্দর ; কমনীয়। চন্দ্রের ন্যায় প্রভা যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চন্দ্রপ্রভা।

চন্দ্রপ্রভা—১। চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্না, সুন্দরী। চন্দ্রের ন্যায় প্রভা যাহার (যে স্ত্রীর), বহ। বিণ ; স্ত্রী। ২। ওষধিবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

চন্দ্রভাগ—পর্ব্বতবিশেষ। চন্দ্রের ভাগ হইয়াছে যেখানে, বহ ; জগতের হিতার্থ ব্রহ্মা আলোকান্ধকারের হ্রাসবৃদ্ধি জন্য এই পর্ব্বতে চন্দ্র ভাগ করেন বলিয়া ইহার নাম চন্দ্রভাগ হইয়াছে। সং ; পু।

চন্দ্রভাগা—কাশ্মীর দেশস্থ স্বনামখ্যাত নদী, সিন্ধুনদের অন্যতমা উপনদী ; আর্য্যমতে চন্দ্রভাগ পর্ব্বত হইতে ইহার উদ্ভব, এবং চন্দ্র এই নদীতে স্নান করিয়া দক্ষশাপ হইতে মুক্ত হন ; ইহার আধুনিক ইংরেজী নাম চেনাব (Chenab)। সং ; স্ত্রী। [পু।

চন্দ্রভানু—গোপবিশেষ, চন্দ্রাবলীর পিতা। সং ;

চন্দ্রভূতি—রৌপ্য। চন্দ্রের ন্যায় ভূতি (দীপ্তি) যাহার, বহ। সং ; স্ত্রী।

চন্দ্রমণি—চন্দ্রকান্তমণি। সং ; পু।

চন্দ্রমণ্ডল—চন্দ্রের বেষ্টনী, চন্দ্রের গোলাকার কলেবর। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রমস্)—চন্দ্র। চন্দ্র (জল)—মা (পরিমাণ করা)+অস্ ক, যে জলের পরি-

মাণ করে, অর্থাৎ যাহার উদয় বিশেষে জলের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। সং ; পু।

চন্দ্রমাধব ঘোষ—(স্যার)। জন্ম বিক্রমপুরে (১৮৩৯ খৃঃ)। ইঁহার পিতা রায় দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাহাদুর ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। কলিকাতায় অধ্যয়ন করিয়া ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রমাধব প্লিডারশিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি আইন-অধ্যাপক মনট্রিও (Montriou) সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে তখনকার লিগেল রিমেম্ব্রেন্সার (Legal Remembrancer) বোফোর্ট (Beaufort) সাহেব চন্দ্রমাধবকে বর্দ্ধমান জেলার সরকারী উকিলের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কালেক্টার সাহেবের সহিত মতের মিল না হওয়ায় কিছুদিন পরে চন্দ্রমাধব ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। অতঃপর ইনি অল্পকালের জন্য ডেপুটি কালেক্টারের পদ গ্রহণ করেন। পরে কলিকাতা হাইকোর্টে আসিয়া ওকালতী করেন। প্রসিদ্ধ রেণ্ট কেসের (Rent case) সময় চন্দ্রমাধব দ্বারকানাথ মিত্রের জুনিয়ার (সহকারী) হইয়া সাহায্য করেন। ক্রমে ইনি উকিল-শ্রেণীর শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রমাধব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে মনোনীত হন। অনন্তর কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম জজের পদে অধিষ্ঠিত হন (১৮৮৫-১২ই জানুয়ারী) এবং ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করিবার কয় মাস পূর্ব্ব হইতে অস্থায়িরূপে হাইকোর্টের চিফ জাষ্টিসের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরের ২৯শে জুন ইনি নাইট্ উপাধি লাভ করেন। বিচার কার্য্যে ইঁহার বিলক্ষণ তেজস্বিতা দৃষ্ট হইত। ইনি কয়েকবার বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সভাপতি হইয়াছিলেন এবং কায়স্থগণের মধ্যে বিবাহ-ব্যয়-বাহুল্য রহিত করিতে এবং কায়স্থগণের চারি শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলন করিতে এখনও বিশেষ যত্নবান্ আছেন। ইঁহার পুত্রগণ সকলেই শিক্ষিত ও কৃতী। জ্যেষ্ঠ যোগেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া দেশের অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়া ভারতবাসিগণ যাহাতে শিল্প শিক্ষা করিতে পারে, সে কার্য্যের সহায়তার জন্য যে একটি সভা আছে, যোগেন্দ্রনাথ তাহার সম্পাদক।

চন্দ্রমৌলি—শিব। চন্দ্র আছেন মৌলিতে মস্তকে) যাঁহার, বহু। সং ; পু। [পু।

চন্দ্ররশ্মি—চন্দ্রকিরণ, জ্যোৎস্না। ;

চন্দ্রলেখা—অসুররাজবাণের তনয়া উষার সহচরী, ইঁহার নাম চন্দ্ররেখাও লিখিত হয়, ইনি কুষ্মাণ্ড নামক মন্ত্রীর কন্যা ; নদীবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

চন্দ্রবংশ—চন্দ্র হইতে জাত পুরুষপরম্পরা। ৬তৎ। সং ; পু।

চন্দ্রবদন—১। চাঁদমুখ। চন্দ্রসদৃশ (মনোহর) বদন, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চন্দ্রবদনা।

চন্দ্রবিন্দু—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখার উপরিস্থ বিন্দু, ৺। সং ; পু।

চন্দ্রব্রত—চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত কৃত ব্রতবিশেষ, চান্দ্রায়ণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

চন্দ্রশালা—চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না ; প্রাসাদ বা রথের শিরোভাগস্থ গৃহ। চন্দ্র শব্দ—শাল (দীপ্তি পাওয়া) + অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

চন্দ্রশেখর—শিব ; তীর্থবিশেষ। চন্দ্র হইয়াছে শেখর (শিরোভূষণ) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

চন্দ্রসম্ভব—চন্দ্রপুত্র, বুধ। চন্দ্র হইতে সম্ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহু। সং ; পু।

চন্দ্রসরোবর—বৃন্দাবনের মধ্যস্থ সংকর্ষণ কুণ্ডের সন্নিহিত জলাশয় বিশেষ। সং ; পু।

চন্দ্রসুধা—চন্দ্রমণ্ডলে স্থিত অমৃত। চন্দ্রকিরণস্থ সুধা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, অথবা চন্দ্রের সুধা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

চন্দ্রহাস—১। রৌপ্য। চন্দ্রের ন্যায় হাস (হাস্য, দীপ্তি) যাহার, বহু। সং ; ক্লী। ২। রাবণের খড়্গ ; খড়্গ। সং ; ক্লী। ৩। জনৈক নরপতি। ইনি অতিশয় রূপবান্ ছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম চন্দ্রহাস হয়। কথিত আছে যে, এই রাজপুত্র শৈশবে পিতার বিপৎকালে অন্য রাজ্যে রক্ষিত হন। সেই রাজ্যের মন্ত্রী ইঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া রাজার নিকট ইঁহাকে উপস্থিত করেন। ইনি রাজভবনে গৃহীত হইয়া দাসীপুত্ররূপে পালিত হইতে লাগিলেন।

একদা সেই রাজভবনে ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছিল। আগন্তুক ব্রাহ্মণগণ চন্দ্রহাসের রূপ দর্শনে রাজজামাতা বিবেচনায় ইঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রাজা এই ব্যাপার অবগত হইয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। এবং ইঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত ঘাতকদিগের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইলে তাহারা ইঁহার অভিপ্রায়ানুসারে কিয়ৎক্ষণ চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া ইঙ্গিত দ্বারা শিরশ্ছেদের সময় জানাইবার প্রার্থনায় সম্মত হইল। ভগবৎকৃপায় ইতোমধ্যে তাহাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইলে তাহারা ইঁহার প্রাণবধ না করিয়া ইঁহার অতিরিক্ত একটি অঙ্গুলি ছেদন করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। চন্দ্রহাস তখন বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর অন্য এক রাজা মৃগয়ার্থ সেই বনে আসিয়া সুরূপ যুবক চন্দ্রহাসকে দেখিতে পাইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে সেই রাজা অন্যান্য উপহার দ্রব্যসম্ভারের সহিত চন্দ্রহাসকে পূর্ব্বোক্ত রাজার নিকট প্রেরণ করেন। ইঁহাকে দর্শনমাত্র রাজার পূর্ব্বহিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি একখানি পত্রসহ চন্দ্রহাসকে উদ্যানস্থিত স্বীয় পুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। পত্রে বিষপ্রদানে ইঁহার প্রাণবধের আদেশ ছিল। রাজপুত্র পত্রের অন্যরূপ অর্থ বুঝিয়া বিষের পরিবর্ত্তে ইঁহাকে রাজতনয়া স্বীয় ভগিনীকে ভার্য্যার্থে প্রদান করিলেন।

অতঃপর তিনজনে রাজার নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন ; তাঁহার ক্রোধানল অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি চন্দ্রহাসের জীবননাশে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। পুত্রের প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজা চন্দ্রহাসের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া, বিবাহান্তে সকলকে কালীবাড়ীতে দেবীকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন বিশ্বস্ত ঘাতককে নবজামাতার বধার্থে গোপনে উপদেশ দিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, মহামায়ার মায়ায় কালীবাড়ীতে রাজপরিবারস্থ সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইলেন। তচ্ছ্রবণে রাজা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা হইতে মুক্ত হইলেন। অতঃপর চন্দ্রহাস নির্ব্বিবাদে শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পরমসুখে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রা—চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না ; চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া। চন্দ্র দেখ ; চন্দ্র + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

চন্দ্রাংশু—১। চন্দ্রকিরণ, জ্যোৎস্না। চন্দ্রের অংশু (কিরণ), ৬তৎ। ২। পরমেশ্বর। চন্দ্র হইয়াছে অংশু যাঁহার, বহু। সং ; পু।

চন্দ্রাতপ—১। চন্দ্রকিরণ, জ্যোৎস্না। চন্দ্রের আতপ। (কিরণ), ৬তৎ। ২। চাঁদোয়া। চন্দ্র—আ—তপ (তাপ দেওয়া) + অন্ ক। সং ; পু।

চন্দ্রাত্মজ—চন্দ্রপুত্র, বুধ। ৬তৎ। সং ; পু।

চন্দ্রানন—১। চাঁদমুখ। চন্দ্রসদৃশ আনন (মুখ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। চন্দ্রতুল্য মনোহর মুখবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চন্দ্রাননা।

চন্দ্রাপীড়—কাশ্মীরদেশের জনৈক নরপতি। ইহাঁর পিতার নাম প্রতাপাদিত্য।

এস্থলে প্রতাপাদিত্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন, কাশ্মীর-রাজ বালাদিত্যের পুত্রসন্তান ছিল না, অনঙ্গ-লেখা নামে এক কন্যা ছিল। বালাদিত্য তাঁহাকে অশ্বত্থামবংশীয় দুর্লভবর্দ্ধন নামক এক সুপুরুষ কায়স্থ যুবার হস্তে সম্প্রদান করেন। কিন্তু কহ্লণ পণ্ডিত দুর্লভবর্দ্ধন ও তাঁহার উত্তরপুরুষবর্গকে কর্কোটনাগবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বালাদিত্যের মৃত্যুতে রাজবংশের লোপ হইলে, কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনই কাশ্মীর রাজ্যে অভিষিক্ত হন। দুর্লভবর্দ্ধন লোকান্তর গমন করিলে তৎপুত্র দুর্লভক কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মাতা-মহের নামানুসারে প্রতাপাদিত্য নাম গ্রহণ করেন। প্রতাপাদিত্য নরেন্দ্রপ্রভা নাম্নী এক নর্ত্তকীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন। এই নর্ত্তকীর গর্ভে প্রতাপা-দিত্যের চন্দ্রাপীড়, তারাপীড়, ও অবি-মুক্তাপীড় নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁরা পিতৃমাতামহের রীত্যনুসারে যথা-ক্রমে বজ্রাদিত্য, উদয়াদিত্য, ও ললিতাদিত্য নামে খ্যাত হন।

৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হইলে, চন্দ্রাপীড় পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহাঁর মহিষীর নাম প্রকাশা। ইনি অতিশয় প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। ইনি বিবিধ সুনিয়ম প্রচলিত করিয়া ন্যায়সম্মত শাসনে সকলেরই শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করেন। পরন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি নয় বৎসরের অধিক রাজ্যশাসন করিতে পান নাই। রাজ্যলোলুপ স্বীয় ভ্রাতা তারাপীড়ের নিয়োজিত জনৈক ব্রাহ্মণের অভিচারকার্য্য দ্বারা ইনি ৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নিধন প্রাপ্ত হন।

চন্দ্রাপীড়ের ন্যায়বিচারের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রকটিত হইতেছে। এক সময়ে ইনি বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপনের অভিলাষী হইয়া একটী মন্দিরনির্ম্মাণের আদেশ দেন। মন্দি-রের স্থান মনোনীত হইলে তথাকার অধি-বাসী প্রজাদিগকে ন্যায্য মূল্য লইয়া তাহা-দিগের অধ্যুষিত স্থান বিক্রয় করিয়া তাহা-দিগকে অন্যত্র উঠিয়া যাইতে বলা হইল। সকলেই যথোচিত মূল্য পাইয়া স্থানান্তরে উঠিয়া গেল, কেবল এক চর্ম্মকার তাহার আবাস বিক্রয় করিতে অস্বীকৃত হইল। চন্দ্রাপীড় এই কথা শুনিয়া স্বীয় কর্ম্মচারী-দিগকে বলিলেন যে, সে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মূল্য লইয়া তাহার আবাস বিক্রয় না করিলে, রাজার বলপূর্ব্বক তাহা লইবার অধিকার নাই। অতঃপর চন্দ্রাপীড় স্বয়ং সেই চর্ম্মকার-গৃহে গমন করিলে, সে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে উপযুক্ত অর্থ লইয়া বাসস্থান বিক্রয় করিয়া উঠিয়া গেল। ২। শিব। চন্দ্র হইয়াছে আপীড় (শিরোভূষণ) যাহার, বহু। সং; পু।

চন্দ্রালোক—চাঁদের আলো, জ্যোৎস্না। ৬তৎ। সং; পু।

চন্দ্রালোকিত—চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত, জ্যোৎস্না-ময়। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

চন্দ্রাবলী—ব্রজবাসিনী জনৈক গোপীর নাম। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার অতি প্রিয়সখী। রাধার পিতৃব্য চন্দ্রভানুর ঔরসে তৎপত্নী বিন্দু-মতীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। গোবর্দ্ধন মল্লের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। অন্যান্য ব্রজবাসীর ন্যায় ইনিও শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন।

চন্দ্রিকা—জ্যোৎস্না; নেত্রতারকা; চন্দ্রভাগা নদী; ছন্দোবিশেষ; চাঁদা মাছ; তীর্থ-বিশেষ। চন্দ্র+ষ্ণিক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

চন্দ্রিকাপায়ী—চকোর। চন্দ্রিকা শব্দ (জ্যোৎস্না) —পা (পান করা)+ণিন্ ক=চন্দ্রিকা-পায়িন্, ১মার ১বচন; চকোর জ্যোৎস্না পান করিয়া থাকে, এইরূপ কবিসময়-প্রসিদ্ধি আছে। সং; পু।

চন্দ্রিল—১। শিব। চন্দ্র শব্দ+ইল অস্ত্যর্থে। ২। নাপিত। সং; পু। ৩। বাস্তুক, বেথোশাক। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

চন্দ্রেশ্বর—চন্দ্রসেবিত কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ।

চন্দ্রোদয়—চাঁদের প্রকাশ। ৬তৎ। সং; পু।

চন্দ্রোপল—চন্দ্রকান্তমণি। চন্দ্রপ্রিয় যে উপল (প্রস্তর), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

চপল—১। তরল; চঞ্চল; অস্থির; ক্ষণিক; শীঘ্র; প্রগল্ভ; অনবস্থিত; দুর্ব্বিনীত; বিকল। চপ (সান্ত্বনা করা, চূর্ণ করা, ইত্যাদি)+অল ক; অথবা চুপ (ধীরে ধীরে গমন করা)+কল ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চপলা। ২। এক প্রকার প্রস্তর: পারদ; মৎস্য। সং; পু।

চপলতা—তরলতা, চাপল্য; চঞ্চলতা, অস্থিরতা, অনবস্থিতি; অবিমৃষ্যকারিতা; ঔদ্ধত্য। চপল দেখ; চপল+তা ভাবে। সং, স্ত্রী।

চপলা—১। চঞ্চলা; অনবস্থিতা; প্রগল্ভা। চপল দেখ; চপল+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। লক্ষ্মী; বিদ্যুৎ; পিপুল; ছন্দো-বিশেষ; কুলটা; সুরা; জিহ্বা। সং; স্ত্রী।

চপেট—চাপড়, চড়। চপ (চূর্ণ করা, ইত্যাদি) +অন্ ক, তদুত্তরে ইট (গমন করা)+ক ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চপেটা, চপেটিকা, চপেটী।

চপেটা, চপেটিকা, চপেটী—চাপড়, চড়। চপেট দেখ; চপেট+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্=চপেটা। চপেটি=চপেট+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। চপেটিকা =চপেটি+কণ্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। স্ত্রী।

চপেটাঘাত—চাপড় মারা, চড় মারা। চপেট বা চপেটা দ্বারা আঘাত, ৩তৎ। সং; পু।

চমৎ—চমকান। চম (ভক্ষণ করা, ইত্যাদি) +অৎ ক। ব্য।

চমৎকরণ—১। আশ্চর্য্যান্বিত করা। চমৎ—কৃ (করা)+অনট্ ভা। ২। যদ্দ্বারা চমৎকৃত হয়। চমৎ—কৃ+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

চমৎকার—আশ্চর্য্য, বিস্ময়; অকথনীয় আনন্দ। চমৎ দেখ; চমৎ—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

চমৎকারক—আশ্চর্য্যজনক, বিস্ময়কর। চমৎ—কৃ (করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

চমৎকারজনক—বিস্ময়কর। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

চমৎকারিণী—চমৎকারী দেখ।

চমৎকারিতা—বিস্ময়করত্ব, আশ্চর্য্যজননশক্তি। চমৎকারী দেখ; চমৎকারিন্+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

চমৎকারিত্ব—চমৎকারিতা দেখ। চমৎকারিন্ +ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

চমৎকারী—আশ্চর্য্যজনক, বিস্ময়োৎপাদক। চমৎ—কৃ (করা)+ণিন্ ক=চমৎকারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চমৎ-কারিণী।

চমৎকৃত—বিস্মিত, আশ্চর্য্যান্বিত। চমৎ—কৃ+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চমৎকৃতা।

চমর—১। চামর। সং; ক্লী। ২। মৃগবিশেষ। [হিমালয়ের উত্তর ভাগে যে প্রস্তরময় অরণ্য-বেষ্টিত স্থান আছে, তথায় এক প্রকার গরু হয়, তাহাকে চমর বলে; তাহার পুচ্ছে চামর হয়]। চম (ভক্ষণ করা, ইত্যাদি)+ অরন্ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চমরী।

চমরী—স্ত্রী-চমর। চমর দেখ; চমর+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চমস—যজ্ঞপাত্রবিশেষ, চামচ, চাম্চে। চম (ভক্ষণ করা)+অসচ্ ণ। সং; পু ও ক্লী।

চমসী—পিষ্টক; মিষ্টান্নবিশেষ। চম (ভক্ষণ করা)+অসচ্ কর্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চমীকর—স্বর্ণখনি। সং; পু।

চমূ—গজ ৭২৯; রথ ৭২৯, অশ্ব ২১৮৭, পদাতি ৩৬৪৫, এতৎসংখ্যক সৈন্য; সেনাদল। চম (ভক্ষণ করা)+উ ক; শত্রুকে ভক্ষণ অর্থাৎ বিনাশ করে যে, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সং; স্ত্রী।

চমূচর—সৈনিকপুরুষ; সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ। চমূ—চর (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

চমূনাথ—সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ। ৬তৎ। সং।

চমূরু—মৃগবিশেষ। চম (ভক্ষণ করা)+উরুচ্ কর্ম্ম। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চমূরু।

চমুরু—মৃগীবিশেষ। চমুরু দেখ। সং ; স্ত্রী।

চম্পক—১। চাঁপা গাছ ; নগরবিশেষ। চম্প (গমন করা, ইত্যাদি) + অক ক। সং ; পু। ২। চাঁপা ফুল ; চাঁপা কলা ; ছন্দোবিশেষ [ছন্দঃ দেখ]। সং ; ক্লী।

চম্পকচতুর্দ্দশী—জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্লা চতুর্দ্দশী, এই দিনে চম্পকপুষ্প দ্বারা শিবপূজা করিতে হয়। সং ; স্ত্রী।

চম্পকদাম—চাঁপা ফুলের মালা। চম্পক নির্ম্মিত দাম অর্থাৎ মালা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। চম্পকদামন্ শব্দ।

চম্পকদামবৎ—চাঁপাফুলের মালার ন্যায়। চম্পকদামন্ + বৎ তুল্যার্থে। ব্য।

চম্পকমালা—কণ্ঠাভরণবিশেষ ; ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

চম্পকরম্ভা—চাঁপা কলা। সং ; স্ত্রী।

চম্পকারণ্য—১। চাঁপাফুলের বন। চম্পকপ্রধান অরণ্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। তীর্থবিশেষ। সং ; ক্লী।

চম্পকাবতী—ছন্দঃ দেখ।

চম্পকোপম—চম্পকসদৃশ। চম্পক ও উপম পদে নিত্যসমাস, অথবা চম্পক হইয়াছে উপমা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

চম্পা—অঙ্গরাজ মহাবীর কর্ণের রাজধানী। আধুনিক ভাগলপুরের নিকটস্থ, চম্পরাজ কর্তৃক স্থাপিত বলিয়াই ইহার নাম 'চম্পা' হয় ; কর্ণের পত্নী ; নদীবিশেষ। চম্প (গমন করা) + অল্ অধি, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

চম্পাধিপ—মহাবীর কর্ণ। চম্পার অধিপ (রাজা), ৬তৎ। সং ; পু।

চম্পালু—কাঁটাল গাছ। চম্প + আলু অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

চম্পাবতী—অঙ্গাধিপ কর্ণের রাজধানী। চম্পা দেখ ; চম্পা + বতু, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী

চম্পূ—গদ্যপদ্যময় কাব্যগ্রন্থ। চম (ভক্ষণ করা) + উ র্ম্ম। সং ; স্ত্রী।

চয়—১। চয়ন ; আহরণ ; সঞ্চয়। চি + অল্ ভা। ২। সমূহ, রাশি ; প্রাকার ; পোস্তা, ভেড়ী। চি (চয়ন করা) + অল্ র্ম্ম। সং ; পু। বিশেষণে চিত।

চয়ন—সংগ্রহ, সঙ্কলন ; আহরণ ; পুষ্পাদি তোলা ; ইষ্টকাদি দ্বারা নির্ম্মাণ। চি (চয়ন করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে চিত। [র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

চয়নীয়—চয়নযোগ্য। চি (চয়ন করা) + অনীয়

চর—১। গুপ্ত দূত, প্রণিধি, যে ব্যক্তি রাজা বা অন্য কাহারও দ্বারা নিয়োজিত হইয়া গুপ্তভাবে লোকের ভাব পরীক্ষা বা অভিপ্রায়ের অনুসন্ধান করিয়া নিয়োগকারীর নিকট তাহার সংবাদ প্রদান করে ; মঙ্গলগ্রহ। চর (ভ্রমণ করা) + অন্ ক। সং ; পু। ২। জঙ্গম, অস্থাবর। বিণ ; ত্রি।

চরক—দূত, প্রণিধি ; ভিক্ষু ; জনৈক প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থকার, ইনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া উক্ত শাস্ত্রের আশানুরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত "চরক সংহিতা" চিকিৎসা-জগতে অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহাতে চিকিৎসা সংক্রান্ত অনেক প্রকার উপদেশ এবং সৃষ্টিপ্রকরণাবধি বহু বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা চরকের অনুবাদ দর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে, "এতাদৃশ গ্রন্থ জগতে আছে, ইহা আমরা জানিতে পারিলে বিগত এক শতাব্দী ব্যাপিয়া যে পরিশ্রম করা হইয়াছে, তাহা হইতে নিস্তার পাইতাম।" চরক ঋষি ঘোরতর মদ্যপায়ী ছিলেন। ইনি পদে পদে মদের প্রশংসা করিয়াছেন। চিকিৎসার্থে ত মদ্য প্রয়োজনীয় বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন যাগ যজ্ঞ, ধ্যান ধারণা সর্ব্ব বিষয়েই মদ্যের অত্যাবশ্যকতার উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি যদি পানযোগ্য মদ্য না পাওয়া যায়, তবে উহা দর্শন বা স্পর্শন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। একান্ত পক্ষে যদি তাহারও সম্ভাবনা না হয়, তবে "পান করিতেছি" বলিয়া চিন্তা করিবে এবং তৎপরে কার্য্যারম্ভ করিবে।

কথিত আছে যে, চরক ঋষি ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ধন্বন্তরি, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয় ও অগ্নিবেশ্য প্রভৃতির নিকট অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মূল কথা, চরকের পূর্ব্ববর্ত্তী মুনি প্রভৃতি যে যে চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একখানিও তাঁহার জ্ঞানপথের বহির্ভূত ছিল না। চরক-সংহিতা অতি অমূল্য চিকিৎসাগ্রন্থ।

চরকা—সূতা কাটিবার যন্ত্র। দেশজ শব্দ।

চরণ—১। ভ্রমণ, চলা ; আচরণ ; শীল। চর + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। পাদ, পা ; বেদের বহ্‌বৃচাদি শাখা ; শ্লোকের চতুর্থাংশ ; গোত্র ; মূল। চর (গমন করা, ইত্যাদি) + অনট্ ণ এবং অধি। সং ; পু ও ক্লী।

চরণকমল—পাদপদ্ম। চরণ রূপ কমল বা চরণ কমল সদৃশ, রূপক বা উপমিত কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

চরণগ্রন্থি—গুল্‌ফ, গোড়ালি। ৬তৎ। সং ; পু।

চরণচারী—পাদচারী, পদব্রজে গমনকারী। চরণ শব্দ (পাদ) — চর (গমন করা) + ণিন্ ক = চরণচারিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চরণচারিণী।

চরণতরী—পদরূপ নৌকা। রূপক কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চরণতল—পদতল, পায়ের তলা। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

চরণপ্রান্ত—পদের শেষ ভাগ, পদতল। ৬তৎ।

চরণবন্দনা—পাদপূজা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

চরণভূষণ—পদাভরণ, পায়ের গহনা, মল প্রভৃতি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

চরণযুগল—পদদ্বয়, দুই পা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

চরণরজঃ—পদধূলি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

চরণরেণু—পদধূলি। ৬তৎ, অথবা চরণলগ্ন রেণু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু ও স্ত্রী।

চরণবর্ত্তী—(চরণবর্ত্তিন্)। পদস্থিত। চরণ — বৃত (থাকা) + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চরণবর্ত্তিনী। [স্ত্রী।

চরণসেবা—পদসেবা, পা টেপা। ৬তৎ। সং ;

চরণস্পর্শী—(চরণস্পর্শিন্)। পাদস্পর্শকারক। চরণ — স্পৃশ + ণিন্ ক। বিণ ; পু। [সং ; স্ত্রী।

চরণাঙ্গুলি—পদাঙ্গুলি, পায়ের আঙ্গুল। ৬তৎ।

চরণাভরণ—পায়ের অলঙ্কার। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

চরণামৃত—পাদোদক। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

চরণাম্বুজ—চরণকমল, পাদপদ্ম। চরণ রূপ অম্বুজ (পদ্ম), রূপক কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

চরণায়ুধ—কুক্কুট। বহু। সং ; পু।

চরণারবিন্দ—চরণকমল, পাদপদ্ম। সং ; ক্লী।

চরণাবরণ—পাদাচ্ছাদন, যাহা দিয়া পা ঢাকা যায়, মোজা, ষ্টকিং। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

চরণাবলুণ্ঠিত—যে পায়ে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়াছে। চরণে অবলুণ্ঠিত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

চরম—পশ্চিম ; পশ্চাৎ ; শেষ ; অন্তিম। চর (গমন করা, ইত্যাদি) + অম র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

চরমপত্র, চরমলেখ্য—উইলপত্র, বিষয়ের বন্দোবস্ত জ্ঞাপক অন্তিম লেখ্য। সং ; ক্লী ও পু।

চরমাচল, চরমাদ্রি—অস্তপর্ব্বত। কর্ম্মধা। পু।

চরমোৎকর্ষ—উন্নতির পরাকাষ্ঠা, যতদূর হইতে পারে ততদূর উন্নতি। কর্ম্মধা। সং ; পু।

চরাচর—১। জঙ্গম ও স্থাবর, স্থাবরজঙ্গম। চর দেখ ; ন চর অচর (স্থাবর), নঞ্‌তৎ ; চর ও অচর, দ্বন্দ্ব। বিণ ; ত্রি। ২। স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল ব্রহ্মাণ্ড, জগৎ, বিশ্ব। চর (গমন করা, ইত্যাদি) + অল্ ক, নিপাতনে। সং ; ক্লী।

চরিত—১। কৃত, অনুষ্ঠিত ; ফলিত, সিদ্ধ, সফল ; আশ্রিত ; ভক্ষিত। চর + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে চর, চরণ, চরিত্র। ২। আচরণ, চরিত্র ; সঞ্চার ; কার্য্য। চর (আচরণ করা, ইত্যাদি) + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

চরিতাখ্যান—চরিত্রকীর্ত্তন, জীবনচরিতবর্ণন। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [বিণ ; পু।

চরিতাখ্যায়ক—জীবনবৃত্তান্ত-লেখক। ৬তৎ।

চরিতার্থ—কৃতকার্য্য, সফলকার্য্য, সিদ্ধমনোরথ ; অগর্ব্ব। চরিত হইয়াছে অর্থ (কার্য্য বা

প্রয়োজন) যাহার বা যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে চরিতার্থতা।

চরিতার্থতা—কৃতকার্য্যতা, কৃতার্থতা। চরিতার্থ দেখ ; চরিতার্থ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

চরিতাবলী—১। জীবনবৃত্তান্তসমূহ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। ২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত গ্রন্থবিশেষ। উহাতে কতকগুলি লোকের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

চরিত্র—আচরণ, চরিত। চর (আচরণ করা) + ইত্র ণ। সং ; ক্লী।

চরিত্রগুণ—আচরণের উৎকর্ষ। ৬তৎ। সং ; পু।

চরিত্রদোষ—দূষিতচরিত্র হওয়া। চরিত্রের দোষ, ৬তৎ, অথবা চরিত্র সংক্রান্ত দোষ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

চরিত্রবতী—সচ্চরিত্রা ; সদাচারসম্পন্না। চরিত্রবান্ দেখ ; চরিত্রবৎ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

চরিত্রবান্—দৃঢ়চরিত্র ; সচ্চরিত্র ; সদাচারসম্পন্ন। চরিত্র + বতু অস্ত্যর্থে = চরিত্রবৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চরিত্রবতী। [ত্রি।

চরিত্রহীন—অসচ্চরিত্র। ৩তৎ বা বহু। বিণ ;

চরিত্রাবলী—স্বভাবসমূহ ; আচরণসকল। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

চরিষ্ণু—সঞ্চরণশীল, গমনশীল। চর (গমন করা) + ইষ্ণু শীলার্থে। বিণ ; ত্রি।

চরু—যজ্ঞীয় পায়সান্ন। চর (ভক্ষণ করা) + উ র্ম্ম। সং ; পু।

চরুস্থালী—চরুপাকের পাত্র। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

চর্চ্চরী—চাচর উৎসব ; উৎসব ; বাদ্যবিশেষ ; গীতবিশেষ। চর্চ্চ (বলা) + অরন্ র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

চর্চ্চা—বিচার ; অনুশীলন ; লেপন। চর্চ্চ (বলা, ইত্যাদি) + ও ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে চর্চ্চিত।

চর্চ্চিত—অনুশীলিত ; আলোচিত ; বিলেপিত। চর্চ্চ (বলা, ইত্যাদি) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে চর্চ্চা।

চর্পট—চাপড় ; বিস্তার। চর্প (নিম্ন হওয়া, বিস্তৃত হওয়া) + অটন্ ণ ও ভা। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চর্পটা।

চর্পটা—চাপড়া ষষ্ঠী। ভাদ্রমাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে চর্পটার পূজা হইয়া থাকে।

চর্ভক—কাঁকুড়। সং ; পু।

চর্ম্ম—চাম, চামড়া ; ছাল ; ত্বক্ ; ঢাল। চর (গমন করা, ইত্যাদি) + মন্ ণ। সং ; ক্লী।

চর্ম্মকার—চামার, মুচি। চর্ম্ম — কৃ (করা) + ষণ্ ক। সং ; পু।

চর্ম্মগ্রন্থি—চামড়ার গাঁইট ; ৬তৎ। সং ; পু।

চর্ম্মচক্ষুঃ—চর্ম্মনির্ম্মিত চক্ষুঃ, স্থূলচক্ষুঃ (জ্ঞানচক্ষুঃ নহে)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

চর্ম্মচটী—চামচিকা ; বাদুড়। সং ; স্ত্রী।

চর্ম্মণ্বতী—নদীবিশেষ, ইহার আধুনিক নাম চম্বল। চর্ম্মন্ শব্দ (চর্ম্ম) বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। [এইরূপ কথিত আছে যে, মহারাজ রন্তিদেব সহস্র সহস্র বৃষ হত্যা করিয়া অতিথি ব্রাহ্মণদিগকে আহার করিতে দিতেন ; সেই সকল বৃষের চর্ম্মনিঃসৃত শোণিতে এই নদী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 'চর্ম্মণ্বতী' হয়]। সং ; স্ত্রী।

চর্ম্মতরঙ্গ—চর্ম্মের সঙ্কোচ, শিথিলীভূত চর্ম্ম, বলি। ৬তৎ। সং ; পু।

চর্ম্মদণ্ড—চাবুক, কোড়া। চর্ম্ম নির্ম্মিত দণ্ড, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

চর্ম্মন্—চর্ম্ম দেখ।

চর্ম্মপত্রা—বাদুড় ; চামচিকা। চর্ম্ম হইয়াছে পত্র (পক্ষ) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

চর্ম্মপাদুকা—চর্ম্মনির্ম্মিত পাদুকা ; উপানৎ, জুতা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চর্ম্মপ্রভেদিকা—চর্ম্ম বেধন করিবার অস্ত্র। ৬তৎ। সং ; পু।

চর্ম্মপ্রসেবক—চর্ম্মস্থালী ; ভস্ত্রা, কর্ম্মকারাদির হাপরের জাঁতা। চর্ম্ম — প্র — সিব (সেলাই করা) + অক র্ম্ম। সং ; পু।

চর্ম্মপ্রসেবিকা—ভস্ত্রা। চর্ম্মপ্রসেবক + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। [বিণ ; ত্রি।

চর্ম্মময়—চর্ম্মনির্ম্মিত। চর্ম্মন্ + ময়ট্ বিকারার্থে।

চর্ম্মবান্—চর্ম্মযুক্ত। চর্ম্মন্ + বতু অস্ত্যর্থে = চর্ম্মবৎ ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চর্ম্মবতী।

চর্ম্মব্যবসায়—চামড়ার ক্রয়বিক্রয়রূপ কার্য্য। ৬তৎ। সং ; পু।

চর্ম্মব্যবসায়ী—(চর্ম্মব্যবসায়িন্)। যে চামড়ার ব্যবসায় করে। চর্ম্মব্যবসায় শব্দ + ণিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

চর্ম্মস্থলা—১। চামড়া রাখিবার স্থান। ৬তৎ। ২। চামড়ার থলে, ব্যাগ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চর্ম্মার—চামার, মুচি। চর্ম্মন্ শব্দ — ঋ (গমন করা, পাওয়া) + ষণ্ ক। সং ; পু।

চর্ম্মাবরণ—চর্ম্মাচ্ছাদন, চামড়ার আবরণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

চর্ম্মাসন—শিব। চর্ম্ম (অর্থাৎ গজাসুরচর্ম্ম) হইয়াছে আসন যাঁহার, বহু। সং ; পু। [পু।

চর্ম্মিক—ঢালী, চর্ম্মধারী। চর্ম্ম + ষ্ণিক। সং ;

চর্ম্মিকা—ভূর্জপত্র ; চামড়ার কাগজ, পার্চমেণ্ট। চর্ম্ম + কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী

চর্ম্মী—কলাগাছ ; চর্ম্মধারী, ঢালী ; ভূর্জ্জবৃক্ষ ; ভূর্জ্জপত্র। চর্ম্ম বা চর্ম্মন্ + ইন্ অস্ত্যর্থে = চর্ম্মিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

চর্য্য—ব্যবহরণীয় ; আচরণীয়। চর (আচরণ করা) + য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

চর্য্যা—ভোজন ; আচরণ ; গতি ; গমন ; অনুষ্ঠান। চর (আচরণ করা, ইত্যাদি) + ক্যপ্ ভ', স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

চর্ব্বণ—দন্ত দ্বারা পেষণ, চিবান ; স্বাদগ্রহণ। চর্ব্ব (চিবান) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে চর্ব্বিত।

চর্ব্বণা—চিবান ; আস্বাদন লওয়া। চর্ব্বণ দেখ ; চর্ব্বণ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে চর্ব্বিত।

চর্ব্বণীয়—যাহা চর্ব্বণ করিতে হয় বা হইবে, চর্ব্বণযোগ্য, চর্ব্ব্য। চর্ব্ব (চিবান) + অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

চর্ব্বিত—যাহা চর্ব্বণ করা হইয়াছে এরূপ, চিবান ; ভক্ষিত ; আস্বাদিত। চর্ব্ব (চিবান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে চর্ব্বণ।

চর্ব্বিতচর্ব্বণ—যাহা একবার চিবান হইয়াছে তাহাকে আবার চিবান, (ভাবার্থ) এক কথা বার বার বলা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

চর্ব্ব্য—চর্ব্বণীয়, যাহা চর্ব্বণ করিতে হয় বা হইবে এরূপ। চর্ব্ব (চিবান) + য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়—খাদ্য দেখ।

চর্ষণি—মনুষ্য, মানব ; লোক, জন, ব্যক্তি। কৃষ (আকর্ষণ করা, ইত্যাদি) + অনি ক। সং ; পু।

চল—১। চঞ্চল, অস্থির। চল (চলা) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চলা। ২। অস্থিরতা ; চাঞ্চল্য। চল + অল্ ভা। সং ; পু।

চলচঞ্চু—চকোর পক্ষী। চলা (চঞ্চলা) হইয়াছে চঞ্চু যাহার, বহু। সং ; পু ও স্ত্রী।

চলচিত্ত—চঞ্চলচিত্ত ; অব্যবস্থিতচিত্ত। চল (চঞ্চল) হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে চলচিত্ততা। [সং ; স্ত্রী।

চলচিত্ততা—চলচিত্তের ভাব। চলচিত্ত দেখ।

চলচ্ছক্তি—গমনক্ষমতা। চলতের শক্তি, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [ত্রি।

চলচ্ছক্তিহীন—গতিশক্তিরহিত। ৩তৎ। বিণ ;

চলৎ—চঞ্চল, অস্থির ; গমনশীল ; কম্পমান। চল (চলা) + শতৃ ক। বিণ ; ত্রি।

চলদল, চলপত্র—অশ্বত্থগাছ। চল (চঞ্চল) হইয়াছে দল বা পত্র যাহার, বহু। সং ; পু।

চলন—১। গমন ; প্রস্থান ; কম্পন ; আচার, অনুষ্ঠান। চল (চলা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে চলিত। ২। চলনশীল। চল (চলা) + অ ক। বিণ ; ত্রি। ৩। চরণ, পাদ। চল + অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

চলনশিলা—বৃন্দাবনধামস্থ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

চলা—চঞ্চলা, অস্থিরা। চল (চলা) + অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। লক্ষ্মী ; বিদ্যুৎ। সং ; স্ত্রী।

চলাচল—১। অতিশয় অস্থির বা চঞ্চল। চল (চলা) + অন্ ক, দ্বিত্ব। বিণ ; ত্রি।

স্ত্রীলিঙ্গে চলাচলা। ২। কাক। সং; পু। [দেশ।

চলাচলা—অতিশয় অস্থিরা বা চঞ্চলা। চলাচল

চলাতঙ্ক—বাতরোগ। সং; পু।

চলিত—১। গত; প্রস্থিত; কম্পিত, বিচলিত। চল (চলা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। চলন; গতি। চল+ক্ত ভা। সং; পু।

চলিষ্ণু—চলিতেছে এরূপ, গমনশীল। চল (চলা) +ইষ্ণু ক। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

চলেন্দ্রিয়—চঞ্চলমনাঃ, অস্থিরচিত্ত। বহু।

চলোর্ম্মি—ক্রীড়াশীল তরঙ্গ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চবর্গ—স্পর্শবর্ণসমূহের দ্বিতীয় বর্গ, চ ছ জ ঝ ঞ এই পাঁচটী বর্ণ। সং; পু।

চষক—১। মদ্যবিশেষ। চষ+অক র্ম্ম। সং; ক্লী। ২। মদ্যপানপাত্র। চষ (ভক্ষণ করা)+অক ণ। সং; পু ও ক্লী।

চষাল—যূপকটক, সাঁপি; যজ্ঞীয় পশু বন্ধন করিবার জন্য কাষ্ঠবিশেষ। চষ (বধ করা) +আলচ্ র্ম্ম। সং; পু। [নিক।

চা—বৃক্ষবিশেষ; তাহার পত্র (Tea)। যাব-

চাঁদকবি—সুপ্রসিদ্ধ হিন্দি কবি। ইনি দিল্লীর শেষ হিন্দু-নরপতি পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক। তাঁহার রাজত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে ইনি "পৃথ্বী রায় রাসো" নামক পুস্তক হিন্দি কবিতায় তিন খণ্ডে প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের তাৎকালিক অবস্থা অনেক পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

চাঁদবিবি—দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধা মুসলমান বীরবালা; ইঁহার অপর নাম চাঁদ সুলতানা। ইনি আহম্মদনগররাজ হুসেন নিজাম শাহ্‌এর কন্যা ও মুর্ত্তজা নিজাম শাহ্‌-এর ভগিনী। ইঁহার অনুপম রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া বিজাপুররাজ আলি আদিল শাহ্ ইঁহার পাণিগ্রহণ করেন। সেই সময়ে রাজবালা শোলাপুর রাজ্য যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন। বিবাহের পর হইতেই ইঁহার হৃদয়ে পতিভক্তি জাগিয়া উঠে; অশনে শয়নে সকল সময়েই ইনি পতিকে প্রীত রাখিবার চেষ্টা করিতেন। পরন্তু ইঁহার ভাগ্যে অধিক দিন পতিসহবাস সুখ স্থায়ী হইল না। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পতিহীনা হইলেন। অতঃপর পতির সম্মানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইনি পতির ভ্রাতুষ্পুত্র নবমবর্ষীয় শিশু ইব্রাহিমকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার অভিভাবিকা হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দারেরা স্ব স্ব আধিপত্য লাভের নিমিত্ত গৃহবিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে আহম্মদনগর, গোলকোণ্ডা, ও বিদরের রাজারা মিলিত হইয়া বিজাপুর অবরোধ করিলেন। তখন চাঁদ বিবির উত্তেজনায় বিজাপুরের সর্দ্দারগণ গৃহবিবাদ ভুলিয়া সকলে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, এবং অবরোধকারীদিগের চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। পরন্তু এই একতা অধিক দিন স্থায়ী হইল না। বিজাপুরে আবার অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। ইব্রাহিম তখন প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া নিজেই সকল বিষয় দেখিতে লাগিলেন। চাঁদবিবি দেখিয়া শুনিয়া বিরক্ত হইয়া পিতৃরাজ্য আহম্মদনগরে চলিয়া গেলেন। আহম্মদনগরে যাইয়াও চাঁদবিবি শান্তি পাইলেন না। এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা মুর্ত্তজা আহম্মদনগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার পুত্র মীরণ তাঁহার প্রাণবধ করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। পরন্তু পিতৃঘাতক মীরণও অল্পকালমধ্যে জনৈক সর্দ্দারের হস্তে প্রাণ দিলেন। আহম্মদনগর অরাজক হইয়া পড়িল। এই সময়ে চাঁদবিবির আর এক ভ্রাতা বুর্হান নিজাম মোগল-সৈন্যের সাহায্যে আহম্মদনগর অধিকার করিলেন। ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বুর্হানের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ইব্রাহিম রাজা হইলেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বিজাপুর-সৈন্যের সহিত যুদ্ধে হত হইলেন। এই সময় আহম্মদনগরে পুনরায় ভয়ানক গোলযোগ আরম্ভ হইল। চাঁদবিবির ইচ্ছা ইব্রাহিমের শিশু পুত্র বাহাদুরই রাজা হয়। এই সময়ে কতকগুলি লোক চাঁদবিবির পক্ষাবলম্বী ও আর কতকগুলি ইঁহার বিরোধী হইলেন। বিরোধী পক্ষ আকবরের পুত্র মুরাদের সাহায্যপ্রার্থী হইল। মুরাদ আহম্মদনগর সসৈন্যে অবরোধ করিলেন। দুর্গের বড় বড় সেনাপতিরা ভয়ে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইলে, বীরবালা স্বয়ং অসিহস্তে দুর্গের ভগ্নস্থানে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কোমলকায়া রমণীর বীরত্ব দর্শনে লজ্জিত হইয়া সকল সেনাপতিই আসিয়া যুদ্ধে যোগ দিলেন। মোগল-সৈন্য পর্য্যুদস্ত হইল। মুরাদ বেগতিক দেখিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি বেরার প্রদেশ পাইলেই আহম্মদনগর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন। চাঁদবিবিও শেষ ফলের অনিশ্চয়তাহেতু তাহাতে সম্মত হইয়া সন্ধি করিলেন। কিছুদিন পরে মোগল-সৈন্য পুনরায় আহম্মদনগর অবরোধ করিল। চাঁদবিবি আবার রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মোগলবাহিনীর গতিরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু এবারে আহম্মদ নগরের যোদ্ধারা সমরে পরাঙ্মুখ হইল। সুতরাং চাঁদবিবি শত্রুহস্তে দুর্গ অর্পণ করিয়া সন্ধিদ্বারা মানসম্ভ্রম রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষীয় হামিদ খাঁ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া সৈন্যগণমধ্যে সেই কথা প্রচার করিয়া দিলেন। উত্তেজিত সৈন্যগণ হামিদ খাঁর সহিত চাঁদবিবির গৃহে প্রবেশ করিয়া অতর্কিতভাবে তাঁহার প্রাণবিনাশ করিল। বীরবালার জীবলীলা এইরূপে শেষ হইল।

চাঁদ রায়—(১) রাজমহলবাসী একজন বহু সম্পত্তিশালী জমিদার। ইনি ধনাঢ্য হইয়া অসচ্চরিত্র ও দস্যু দলপতি ছিলেন। প্রজাপীড়ন ও পরধনহরণই ইঁহার প্রধান ব্যবসায় ছিল। সতীর সতীত্বনাশ, সাধুর অপমান প্রভৃতি দুষ্কার্য্য ইঁহার অঙ্গভূষণ ছিল। ক্রমে ইনি এতদূর স্পর্দ্ধান্বিত হইয়া উঠিলেন যে, নবাব সরকারে রাজকর প্রেরণ রহিত করিয়া এক প্রকার স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। নবাব সৈন্য প্রেরণ করিয়াও ইঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে পাপের ফল ফলিল,—দস্যুপতি চাঁদ রায় উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ সন্তোষ রায় অনেক বৈদ্য আনাইয়া চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু রোগের প্রতীকার হওয়া দূরে থাকুক, পাপের ফল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে সন্তোষ রায় গড়েরহাটনিবাসী নরোত্তম ঠাকুরকে আনাইয়া জ্যেষ্ঠকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করাইলেন। কিছুদিন পরেই চাঁদ রায় আরোগ্য লাভ করিলেন। তদবধি ইঁহার মতি গতি ফিরিয়া গেল। সর্ব্বপ্রকার গর্হিতাচরণ পরিত্যাগ করিয়া ইনি সাধুশীল পরম বৈষ্ণব হইলেন।

(২) বিখ্যাত বারভূঁঞার মধ্যে একজন। ইনি বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন, শ্রীপুর ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ও নৌযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি নিজ বাহুবলে সন্দীপ পর্য্যন্ত অধিকার করেন। ইনি নিজের অধিকার মধ্যে নানাস্থানে ব্রহ্মোত্তর দান ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কেদার রায় নামে ইঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। চাঁদ রায়ের বংশ নাই, কিন্তু কেদার রায়ের বংশ আছে।

চাঁদ সদাগর—জনৈক স্বনামখ্যাত বণিক্। ইঁহার পুত্রের নাম লখিন্দর। চম্পাই নগরে ইঁহার বাস ছিল। ইনি মনসা দেবীর অত্যন্ত বিদ্বেষ্টা ছিলেন, এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন। ইহাতে মনসা অত্যন্ত কোপাবিষ্টা হওয়ায়, লখিন্দর বিবাহ রাত্রিতে বাসরঘরে সর্পদষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পতিপ্রাণা বেহুলা পতিশোকে ম্রিয়মাণা হইয়া নানাবিধ স্তবস্তুতিতে মনসাদেবীকে তুষ্ট করিলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া

নখিন্দরকে পুনর্জীবিত করিয়া দেন। তদবধি চাঁদ সদাগর মনসাবিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার একান্ত ভক্ত হইয়া পড়েন।

চাকচক্য—উজ্জ্বলতা, দীপ্তি। চক (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক, দ্বিত্ব, তদুত্তরে ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

চাক্রিক—তৈলকার, কলু; দলবদ্ধ হইয়া স্তুতি-পাঠক। চক্র শব্দ+ষ্ণিক। সং ও বিণ; ত্রি।

চাক্ষুষ—১। চক্ষুর্দ্বারা নিষ্পন্ন; চক্ষুর্গোচর। চক্ষুস্ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। চক্ষুর্জন্য জ্ঞান। সং; ক্লী। ৩। ষষ্ঠ মনু। সং; পু।

চাচলি—অতিশয় চঞ্চল; বক্রগামী। যঙ্লুগন্ত চল (পুনঃ পুনঃ চলা)+কি ক। বিণ; ত্রি।

চাঞ্চল্য—চপলতা; অস্থিরতা। চঞ্চল দেখ; চঞ্চল+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং; ক্লী।

চাঞ্চল্যপূর্ণ—অস্থির; চপলতাযুক্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

চাঞ্চল্যশূন্য—অস্থিরতারহিত, স্থির। ৩তৎ।

চাঞ্চল্যাধিক্য—অত্যন্ত অস্থিরতা। চাঞ্চল্যের আধিক্য, ৬তৎ। সং; ক্লী।

চাট—চৌর, বিশ্বাসঘাতক। চট (বধ করা)+অন্ ক, তদুত্তরে ষ্ণ। সং; পু।

চাটু—মিথ্যা প্রিয়বাক্য, খোসামোদ; স্তুতি-বাক্য; প্রিয়বাক্য। চট (ভেদ করা)+ঞুণ্ ণ। সং; পু ও ক্লী।

চাটুকার—অনুচিত প্রিয়ভাষী, খোষামুদে; স্তুতিবাদক; প্রিয়বাক্যবাদী। চাটু দেখ; চাটু শব্দ—কৃ (করা)+ষণ্ ক। বিণ; ত্রি।

চাটুপটু, চাটুচটু—ভাঁড়, মস্করা; খোষামোদে দক্ষ। চাটু বিষয়ে পটু, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

চাটুভাষিণী—চাটুবাদকারিণী; প্রিয়বাদিনী। চাটুভাষী দেখ। চাটুভাষিন্+স্ত্রীলিঙ্গ ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

চাটুভাষী—(চাটুভাষিন্)। চাটুকার। চাটু—ভাষ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চাটুভাষিণী।

চাটুবাদ—প্রিয়বাক্য; খোষামুদে কথা, তোষামোদপূর্ণ বচন। চাটুপূর্ণ যে বাদ (বাক্য), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।

চাটূক্তি—চাটুবাদ, প্রিয়বাক্য; মিথ্যা স্তুতি-বাক্য, খোষামুদে কথা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চাণক্য—কূটরাজনীতিবিশারদ পণ্ডিত। তক্ষশীলা ইঁহার আদি বাসভূমি। ইনি প্রথমে একজন সামান্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন করিয়া বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ইনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের জন্য যত্নশীল হন। কথিত আছে, বিবাহের পাত্রী স্থির হইলে, বিবাহার্থ গমন করিবার সময়ে পথে ইঁহার চরণে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হওয়ায় তাহা হইতে রুধিরপাত হয়। কাজেই সে দিন বিবাহ স্থগিত থাকে। চাণক্য কুশকুল সমূলে নির্ম্মূল করিবার অভি-প্রায়ে তথায় অবস্থিত হইয়া কুশমূলে তক্র ঢালিতে থাকেন। এই সময়ে মগধরাজ নন্দবংশীয় মহানন্দের মন্ত্রী শটকার সেই স্থলে উপস্থিত হন। তিনি ইঁহার সেই কঠোর প্রতিজ্ঞার বিষয় শুনিয়া এবং তৎপালনার্থ ইঁহার ঐকান্তিক অধ্যবসায় দেখিয়া স্বীয় শত্রুরাজ্যের অপর মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ইঁহাকে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করেন।

শটকার কৌশলে মহানন্দ দ্বারা চাণক্যের অপমান করাইলে, চাণক্য নন্দবংশধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করেন। অতঃপর মগধরাজ্য-লোলুপ চন্দ্রগুপ্ত ইঁহার সহিত মিলিত হইলে, ইনি স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে নন্দবংশের উৎসেদ সাধন পূর্ব্বক চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া স্বয়ং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হন। চাণক্যের বুদ্ধিবলে চন্দ্রগুপ্তের রাজশ্রী উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইঁহার মন্ত্রণায় চালিত হইয়া চন্দ্রগুপ্ত অচিরে ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইঁহার শেষ জীবনে চন্দ্রগুপ্তের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় ইনি পাটলীপুত্র ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন স্থানে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। চাণক্য পণ্ডিতের সঙ্কলিত শ্লোকসমূহ নীতি-শিক্ষার পক্ষে সবিশেষ উপযোগী।

চণক শব্দ (মুনিবিশেষ)+ষ্ণ্য অপত্যার্থে। সং; পু। ইহাতে বোধ হয়, চাণক্য চণক-মুনির পুত্র বা তদ্বংশীয় ছিলেন।

চাণক্যশ্লোক—চাণক্য প্রণীত বা সংগৃহীত অষ্টোত্তর শত শ্লোক। এই শ্লোকগুলি সুগভীর নীতিপূর্ণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

চাণূর, চানুর—জনৈক দৈত্য, মথুরেশ কংসাসুরের মল্ল; কংসের ধনুর্যজ্ঞ সময়ে এই দৈত্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হয়। চণ বা চন (শব্দ করা, বধ করা)+উরণ্ ক। সং; পু।

চাণ্ডাল—নিষাদ, চাঁড়াল। চণ্ডাল দেখ; চণ্ডাল+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চাণ্ডালী।

চাণ্ডালী—নিষাদী, চাঁড়ালী। চাণ্ডাল দেখ; চাণ্ডাল+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চাতক—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পক্ষী। চত (যাচ্ঞা করা)+ণক ক। যে (মেঘের নিকটে জল) যাচ্ঞা করে; এইরূপ কবিসময়প্রসিদ্ধি আছে যে, চাতকেরা মেঘাম্বু পান করে, কদাচ অন্য বারি পান করে না, সুতরাং পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জলের প্রত্যাশায় মেঘের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকে [কবিসময়-প্রসিদ্ধি দেখ]। সং; পু।

চাতুর—১। চতুর্জনবাহী শকট। চতুর্ (চারি)+ষ্ণ। ২। চাতুর্য্য, চতুরতা। চতুর+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

চাতুরাশ্রম্য—ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের ধর্ম্ম। চতুর্ (চারি) যে আশ্রম ইতি কর্ম্মধারয় সমাসে চতুরাশ্রম, তদুত্তরে ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

চাতুরিকা—চতুরতা, চাতুর্য্য। চাতুরী দেখ; চাতুরী+কণ্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং।

চাতুরী—চতুরতা; চাতুর্য্য; দুষ্ট কৌশল। চতুর দেখ; চতুর+ষ্ণ ভাবে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চাতুর্ভৌতিক—চতুর্ভূত হইতে (আকাশেতর চারি ভূত হইতে) উৎপন্ন। চতুর্ভূত+ষ্ণিক ভবার্থে। [ন্যায় মতে আকাশরূপ উপাদানের অনাবশ্যকতা হেতু দেহাদি চাতুর্ভৌতিক]। বিণ; ত্রি।

চাতুর্মাস—চারিমাসে জাত। চতুর্মাস+ষ্ণ ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

চাতুর্মাস্য—চারিমাস সাধ্য ব্রতবিশেষ। এই ব্রত আষাঢ়মাসে শুক্লা দ্বাদশী বা পূর্ণিমাতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে সমাপ্ত করিতে হয়। চতুর (চারি) যে মাস ইতি কর্ম্মধারয় সমাসে চতুর্মাস, তদুত্তরে ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

চাতুর্মাসিক—চারিমাস ব্যাপী (ব্রহ্মচর্য্যাদি)। চতুর্মাস শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

চাতুর্য্য—দুষ্ট কৌশল; চতুরতা, চাতুরী। চতুর দেখ। চতুর+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

চাতুর্য্যপ্রিয়—যে চতুরতা ভালবাসে। বহু। বিণ; ত্রি।

চাতুর্ব্বর্ণ্য—১। ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয়। চতুর (চারি) যে বর্ণ ইতি কর্ম্মধারয় সমাসে চতুর্ব্বর্ণ, চতুর্ব্বর্ণ+ষ্ণ্য স্বার্থে। ২। ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির ধর্ম্ম। চতুর্ব্বর্ণ+ষ্ণ্য ইদমর্থে। সং; ক্লী। ৩। ব্রাহ্মণাদি চারিজাতি-সম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি।

চাতুর্বিদ্য—বেদচতুষ্টয়াভিজ্ঞ। চতুর্বিদ্যা শব্দ+ষ্ণ জ্ঞাতার্থে বা অধ্যয়নার্থে। বিণ; ত্রি।

চান্দাল—চন্ডাল দেখ। চন্ডাল+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু। [+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

চান্দনিক—চন্দননির্ম্মিত; চন্দনচর্চ্চিত। চন্দন

চান্দ্র—১। চন্দ্রকান্তমণি; ত্রিংশৎ তিথিঘটিত মাস। সং; পু। ২। চান্দ্রায়ণ ব্রত; ব্যাকরণবিশেষ। সং; ক্লী। ৩। চন্দ্রসম্বন্ধীয়; চন্দ্রঘটিত; চান্দ্রব্যাকরণাধ্যায়ী। চন্দ্র+ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

চান্দ্রমস—১। মৃগশিরা নক্ষত্র। সং; ক্লী। ২। চন্দ্রসম্বন্ধীয়। চন্দ্রমস্ শব্দ (চন্দ্র)+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

চান্দ্রমাস—ত্রিংশৎতিথিঘটিত মাস, কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত এই মাস গণিত হইয়া থাকে। কর্ম্মধা। সং; পু

চান্দ্রায়ণ—চন্দ্রব্রত, শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রত্যহ ভোজননিয়মরূপ ব্রত; প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। চন্দ্র+ষ্ণায়ন। সং; পু ও ক্লী। [চান্দ্রায়ণ চারিপ্রকার; যথা —পিপীলিকামধ্য, যবমধ্য, যতিচান্দ্রায়ণ এবং শিশুচান্দ্রায়ণ। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদ্ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক এক গ্রাস অন্ন কমাইয়া অমাবস্যার দিন উপবাস করিবে, এবং শুক্লপক্ষে প্রতিপদ্ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে এক এক গ্রাস অন্ন বাড়াইয়া ভক্ষণ করিবে, এবং ত্রিকালস্নায়ী হইবে। ইহাই পিপীলিকামধ্য। শুক্লপক্ষ হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণপক্ষে ব্রত শেষ করিলে তাহাকে যবমধ্য বলা যায়। সংযতভাবে মধ্যাহ্ন কালে ৮ গ্রাস করিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে তাহাকে যতিচান্দ্রায়ণ বলে। আর শিশুচান্দ্রায়ণে প্রাতঃকালে চারি গ্রাস, এবং সূর্য্যাস্ত কালে চারি গ্রাস অন্ন ভোজন করিতে হয়। অধুনা চান্দ্রায়ণ ব্রতে অসমর্থ ব্যক্তি ৭॥০ ধেনুমূল্য ২২॥০ কাহন কড়ি বা তন্মূল্য দান করিয়া থাকে]।

চান্দ্রায়ণিক—চান্দ্রায়ণব্রত বিষয়ক; চান্দ্রায়ণব্রতকারী; চান্দ্রায়ণব্রতে দীক্ষিত। চান্দ্রায়ণ +ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

চান্দ্রী—জ্যোৎস্না; চন্দ্রপত্নী। চন্দ্র+ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চাপ—১। ধনুক; বৃত্তপরিধির যে কোন অংশকে চাপ বা ধনু বলে। চপ+ঘঞ্ ণ। সং; পু ও ক্লী। ২। ভার, চাপিয়া ধরা (Pressure)। দেশজ।

চাপদণ্ড—পিচকারীর ন্যায় জলের ঊর্দ্ধগমন ও অধোগমন সম্পাদক দণ্ড। সং; পু।

চাপল,চাপল্য—চাঞ্চল্য, অস্থিরতা; অনবস্থিতি; অবিমৃষ্যকারিতা; প্রগল্ভতা; ঔদ্ধত্য। চপল দেখ; চপল+ষ্ণ, ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী। বিশেষণে চপল।

চাপী—চাপধারী, ধনুর্দ্ধর। চাপ (ধনুক)+ইন্ অস্ত্যর্থে=চাপিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

চামর—১। বালব্যজন, চমরীপুচ্ছনির্ম্মিত এক প্রকার ব্যজন। চমর+ষ্ণ ইদমর্থে। ২। ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ। সং; ক্লী।

চামরী—১। চামরবিশিষ্ট। চামর+ইন্ অস্ত্যর্থে =চামরিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। চামর, বালব্যজন। চামর দেখ; চামর+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ৩। ঘোটক, অশ্ব। সং; পু।

চামীকর—স্বর্ণ। চমীকর (স্বর্ণখনি)+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু।

চামুণ্ডা—দুর্গা। চণ্ড (অসুরবিশেষ) ও মুণ্ড (অসুরবিশেষ), তদুভয়রে আপ্; দেবীমাহাত্ম্যে কথিত আছে যে, ভগবতী চণ্ড ও মুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে আক্রমণ করিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া লোকে 'চামুণ্ডা' নামে খ্যাতা হন। সং; স্ত্রী।

চার—১। কৃত্রিম বিষ। চর (বধ করা)+ঘঞ্ ক। সং; ক্লী। ২। গতি; বন্ধন। চর (গমন করা, ইত্যাদি)+ঘঞ্ ভা। ৩। জেলখানা; বন্ধনালয়। চর+ঘঞ্ অধি। ৪। চর, গুপ্তদূত, প্রণিধি। চর শব্দ (গুপ্তদূত)+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু।

চারচক্ষুঃ—রাজা। চার (চর) হইয়াছে চক্ষুঃ যাহার, বহু। সং; পু।

চারণ—১। নট, ভাট, বন্দি প্রভৃতির কর্ম্ম। চরণ+ষ্ণ ইদমর্থে। ২। লইয়া যাওয়া, মাঠে লইয়া আহার করান, চরান। ণিজন্ত চর বা চারি (গমন করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৩। নট; ধূর্ত্ত; ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠক; স্তুতিপাঠক, বন্দী; ভাট; দেবযোনিবিশেষ। ণিজন্ত চর বা চারি (গমন করান, ইত্যাদি) +অন ক। সং; পু।

চারপথ—রাজপথ। চারার্থ (গমনার্থ, বহুজনগমনার্থ) পথ বা পন্থাঃ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

চারভট—মৎস্যবিশেষ; বীর। চারগণের মধ্যে ভট, ৭তৎ। সং; পু।

চারবায়ু—গ্রীষ্মকালের বাতাস। চারসাধক (গমন সম্পাদক) বায়ু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

চারিত্র—স্বভাব, চরিত্র; দুষ্টচরিত্র। চরিত্র শব্দ +ষ্ণ স্বার্থে; অথবা চর (আচরণ করা) +ণিত্রন্ ভা। সং; ক্লী।

চারিমা—মনোহারিত্ব, চারুতা, সৌন্দর্য্য। চারু (সুন্দর)+ইমন্ ভাবে=চারিমন, ১মার ১বচন। সং; পু।

চারী—নৃত্যাঙ্গবিশেষ। সং; স্ত্রী।

চারু—অসামান্য; অসাধারণ; সুদৃশ্য; সুন্দর; মনোহর; সম্যক্। চর (গমন করা, ইত্যাদি) +ঞুণ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চার্ব্বী। বিশেষ্যে চারুতা।

চারুতা—সুদৃশ্যতা; সৌন্দর্য্য; মনোহারিত্ব। চারু দেখ; চারু+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

চারুতানিদান—মনোহরত্বের আদিকারণ, সৌন্দর্য্যের মূল হেতু। ৬তৎ। সং; ক্লী।

চারুধারা—ইন্দ্রপত্নী শচী। সং; স্ত্রী।

চারুনেত্র—১। মনোহরনয়নবিশিষ্ট; সুলোচন। চারু (সুন্দর) হইয়াছে নেত্র (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চারুনেত্রা। ২। মৃগ, হরিণ। সং; পু।

চারুনেত্রা—১। সুলোচনা; মনোহর নয়নবিশিষ্টা, মৃগনয়না। চারু (সুন্দর) হইয়াছে নেত্র (চক্ষুঃ) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। অপ্সরাবিশেষ। সং; স্ত্রী।

চারুলোচন—১। মনোহর নয়নবিশিষ্ট; সুলোচন। চারু (মনোহর) হইয়াছে লোচন (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চারুলোচনা। ২। মৃগ, হরিণ। সং; পু।

চারুলোচনা—চারুলোচন দেখ। চারুলোচন শব্দ +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

চারুব্রত—১। সুন্দর নিয়ম। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। উৎকৃষ্ট নিয়মধারক। বহু। বিণ; ত্রি।

চারুশিলা—সুন্দর প্রস্তর; মণিপ্রভৃতি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চারুশীল—সচ্চরিত্র; সুশীল, সৎস্বভাব। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চারুশীলা।

চারুশীলা—সচ্চরিত্রা; সুশীলা, সৎস্বভাবা। বহু। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে চারুশীল।

চারুহাসিনী—সুহাসিনী, সুন্দর হাস্যবিশিষ্টা। চারু (সুন্দর)—হস+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে চারুহাসী।

চারুহাসী—(চারুহাসিন্)। মনোহর হাস্যকারী। চারু (সুন্দর)—হস (হাস্য করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চারুহাসিনী।

চার্চ্চিক্য—শরীরে চন্দনাদি বিলেপন। চর্চ্চ (বলা, ইত্যাদি)+ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, তদুত্তরে ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

চার্ম্ম—১। চর্ম্মসম্বন্ধীয়, চর্ম্মাচ্ছাদিত। চর্ম্ম+ ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। চর্ম্মাচ্ছাদিত রথ। সং; পু। [সং; ক্লী।

চার্ম্মণ—চর্ম্মসমূহ। চর্ম্মন্ (চর্ম্ম)+ষ্ণ সমূহার্থে।

চার্ম্মিক—চর্ম্মদ্বারা রচিত, চর্ম্মনির্ম্মিত। চর্ম্মন্ শব্দ +ষ্ণিক "তদ্দারা কৃত" অর্থে। বিণ; ত্রি।

চার্ব্বাক—১। জনৈক নাস্তিক-মতাবলম্বী দার্শনিক পণ্ডিত। ইঁহার মতে,"সচেতন দেহ ভিন্ন আত্মা নাই; পরলোক নাই; সুখই পরম পুরুষার্থ, প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণ; পৃথিবী, জল, বায়ু ও অগ্নি হইতে সমস্ত পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে, ইত্যাদি"। কথিত আছে যে, বৃহস্পতি এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক; চার্ব্বাক্ বৃহস্পতির শিষ্য ছিলেন, এবং তাঁহার নিকট এই মত প্রাপ্ত হন। চারু (সুন্দর) হইয়াছে বাক্ (বাক্য) যাহার, বহু। সং; পু।

২। জনৈক রাক্ষস। এই রাক্ষস কৌরবগণের পক্ষাবলম্বী ও পাণ্ডবদিগের বিপক্ষ ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠিরাদি যৎকালে ব্রাহ্মণগণসহ হস্তিনাপুরে প্রবেশ করেন, তৎকালে চার্ব্বাক্ ব্রাহ্মণবেশে তাঁহাদিগকে তিরস্কার করে। পরে ব্রাহ্মণেরা ইহার প্রকৃত বৃত্তান্ত পাইয়া ইহাকে ভস্মীভূত করেন।

চার্ব্বাক-দর্শন—চার্ব্বাক্ প্রণীত দর্শনশাস্ত্র। এই শাস্ত্রের স্থূল মর্ম্ম এই যে,—যতদিন জীবন-

ধারণ করা যায়, ততদিন আপনার সুখের চেষ্টা করা বিধেয়। কারণ সকলকেই এক দিন কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, এবং মৃত্যুর পর এই দেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। পরলোক বলিয়া কিছুই নাই, সুতরাং পারলৌকিক সুখলাভের প্রত্যাশায় ধর্ম্মোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে আত্মাকে ক্লেশ প্রদান করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। যে দেহ একবার ভস্মীভূত হয়, তাহার পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব। এই স্থূল দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত অন্য কোন আত্মা নাই। ক্ষিতি, জল, বহ্নি ও বায়ু এই চারি ভূতের সম্মিলনে দেহের উৎপত্তি। যেমন পীতবর্ণ হরিদ্রা ও শুভ্রবর্ণ চূর্ণের সম্মিশ্রণে রক্তিমার উদ্ভব হয়, অথবা যেমন মাদকতা-শূন্য গুড় তণ্ডুলাদি হইতে সুরা প্রস্তুত হইলে উহা মাদকগুণযুক্ত হয়, সেইরূপ দেহের উৎপত্তি হইলেই তাহাতে স্বভাবতঃ চৈতন্যের বিকাশ হয়। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, অনুমানাদি প্রমাণ বলিয়া গণ্য নহে। উপাদেয় খাদ্য ভোজন, উত্তম বস্ত্র পরিধান, স্ত্রীসম্ভোগ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন সুখই পরম পুরুষার্থ। এই সকল সুখের সহিত দুঃখভোগ করিতে হয় সত্য, কিন্তু সে দুঃখে আস্থাপ্রদর্শন না করিয়া তন্মধ্যস্থ সুখই উপভোগ করা কর্ত্তব্য, দুঃখের ভয়ে সুখ পরিত্যাগ করা অনুচিত। কণ্টক শল্কাদি পূর্ণ বলিয়া কে মৎস্যভক্ষণে পরাঙ্মুখ হয়? তুষ দ্বারা আবৃত বলিয়া কি কেহ ধান্যকে পরিত্যাগ করে?

প্রতারক ধূর্ত্ত পণ্ডিতগণ আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরলোক ও স্বর্গনরকাদির কল্পনা করিয়া জনসমাজকে বৃথা ভীত এবং অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র, দণ্ডধারণ, ভস্মলেপন প্রভৃতি বুদ্ধি ও পুরুষকারশূন্য ব্যক্তিবৃন্দের উপজীবিকা মাত্র। প্রতারক শাস্ত্রকারেরা বলে, যজ্ঞে যে জীবকে বলি প্রদান করা যায়, সেই জীবের স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। উত্তম, কিন্তু তবে তাহারা আপন আপন মাতাপিতাকে বলি প্রদান করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গলাভের অধিকারী করে না কেন? তাহা না করিয়া আপনাদের রসনা তৃপ্তির জন্য ছাগাদি অসহায় পশুকে বলি দেয় কেন? এরূপে মাতাপিতাকে স্বর্গগামী করাইতে পারিলে তজ্জন্য আর শ্রাদ্ধাদির প্রয়োজন হয় না। শ্রাদ্ধও ধূর্ত্তদিগের কল্পনা। শ্রাদ্ধ করিলে যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে কোন ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথেয় না দিয়া তাহার উদ্দেশে বাটীতে কোন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেই ত তাহার তৃপ্তি হইতে পারে। আর প্রাঙ্গণে শ্রাদ্ধ করিলে যখন দ্বিতলোপরিস্থ ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না, তখন বহু উচ্চস্থিত স্বর্গবাসীর শ্রাদ্ধদ্বারা কিরূপে তৃপ্তি হইবে? সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রাদ্ধাদি কার্য্য কেবল অকর্ম্মণ্য ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায় ব্যতীত আর কিছুই নহে। বেদ ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও রাক্ষস এই ত্রিবিধ লোকের রচিত। "অশ্বমেধ যজ্ঞে যজমান-পত্নী অশ্বশিশ্ন গ্রহণ করিবে" ইত্যাদি ব্যবস্থা ভণ্ডের রচিত। স্বর্গনরকাদি ধূর্ত্তের কল্পিত আর পশুবধ ও মাংসাদি নিবেদনের বিধি রাক্ষস প্রণীত। সুতরাং এই বৃথা-কল্পিত শাস্ত্রে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বিশ্বাস করিতে পারেন না।

এই দেহ ভস্মীভূত হইলে তাহার আর পুনরাগমনের সম্ভাবনা নাই। অতএব

যাবজ্জীবং সুখং জীবেদ্
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।

অর্থাৎ যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়, ততদিন সুখে কালহরণ করাই কর্ত্তব্য। এজন্য ঋণ করিয়াও ঘৃতাদি উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য ভোজনে পশ্চাৎপদ হইবে না। এই শরীর ব্যতীত আর কোন আত্মা নাই। যদি থাকিত, এবং যদি তাহার দেহান্তর গ্রহণের ক্ষমতা থাকিত, তবে সে বন্ধু স্বজনের স্নেহে বাধ্য হইয়া পুনর্ব্বার ঐ দেহেই প্রবেশ করে না কি জন্য? অতএব দেখা যাইতেছে, বেদ, শাস্ত্র সকলই অপ্রামাণ্য; পরলোক, স্বর্গ, মুক্তি সকলই অবাস্তব, অগ্নিহোত্র, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমস্তই নিষ্ফল।

চার্ব্বী—১। সুন্দরী; মনোহারিণী। চারু দেখ; চারু স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মনোহারিণী স্ত্রী; জ্যোৎস্না; বুদ্ধি; কুবের-পত্নী। সং; স্ত্রী।

চাল—গৃহাচ্ছাদন; ছাদ। চল (গমন করা)+ণ ক। সং; পু।

চালক—চালনকর্ত্তা; নেতা। ণিজন্ত চল বা চালি (চালান)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

চালন—চালান; স্থানান্তরিতকরণ; এক স্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাওয়া। ণিজন্ত চল বা চালি (চালান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে চালিত।

চালনী—শস্যাদি চালিবার জন্য বহু ছিদ্রবিশিষ্ট একপ্রকার পাত্র। ণিজন্ত চল বা চালি (চালান)+অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চালনী ন্যায়—ন্যায় দেখ।

চালিত—যাহা বা যাহাকে চালান হইয়াছে এরূপ; স্থানান্তরিত। ণিজন্ত চল বা চালি (চালান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে চালন।

চাষ, চাস—১। নীলকণ্ঠ পক্ষী। চষ+ঘঞ্ ক। ২। ইক্ষু। চষ+ঘঞ্ র্ম্ম। ৩। কৃষি, ভূমিকর্ষণ। চষ (বধ করা, ভক্ষণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

চিকিৎসক—রোগাপনয়নকারী, বৈদ্য, ডাক্তার, কবিরাজ। সনন্ত কিত বা চিকিৎস (রোগাপনয়নের ইচ্ছা করা)+ণক ক। বিণ ও সং; পু।

চিকিৎসা—রোগাপনয়ন, রোগপ্রতিকারকল্পে ঔষধাদি প্রদান। সনন্ত কিত বা চিকিৎস (রোগাপনয়নের ইচ্ছা করা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে চিকিৎসিত। [যে ক্রিয়া দ্বারা শারীরিক ধাতুসকলের সমতা হয়, যে ক্রিয়া ব্যাধিনাশিনী, এবং দোষ, ধাতু ও মলের সাম্যকারিণী, যে ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন ব্যাধির বিনাশ হয় এবং অন্য ব্যাধির উৎপত্তি হয় না, সেই ক্রিয়াকেই চিকিৎসা বলা যায়, এবং তাদৃশ চিকিৎসাই চিকিৎসকদিগের অভিমত। এক রোগ প্রশমন করিয়া অন্য রোগের উৎপাদন করিলে তাহাকে চিকিৎসা বলা যায় না]।

চিকিৎসাধীন—চিকিৎসার বশীভূত। রোগীকে চিকিৎসকের চিকিৎসার অধীন বলা যায়। চিকিৎসার অধীন, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

চিকিৎসাপ্রণালী—চিকিৎসাপদ্ধতি, চিকিৎসা-বিষয়িণী রীতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

চিকিৎসালয়—চিকিৎসাগৃহ, ডাক্তারখানা। ৬তৎ। সং; পু।

চিকিৎসাবিধান—চিকিৎসা সম্পাদন, চিকিৎসা করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

চিকিৎসাব্যবসায়—ডাক্তারী, কবিরাজী। চিকিৎসাই ব্যবসায়, কর্ম্মধা, অথবা চিকিৎসা নামক ব্যবসায়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

চিকিৎসাশাস্ত্র—রোগনির্ণয় ও উপযুক্ত ঔষধ বিষয়ক শাস্ত্র, যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে রোগাপনয়ন করা যায়। ইহা অথর্ব্ব বেদের এক অঙ্গ। এই শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ নামে অভিহিত। লোকসৃষ্টির পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা লক্ষ শ্লোক ও সহস্র অধ্যায়ে এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহা আট ভাগে বিভক্ত; যথা—(১) শল্যতন্ত্র, (২) শালাক্যতন্ত্র, (৩) কায় চিকিৎসাতন্ত্র, (৪) ভূতবিদ্যা তন্ত্র, (৫) কৌমারভৃত্য তন্ত্র, (৬) অগদ তন্ত্র, (৭) রসায়ন তন্ত্র, ও (৮) বাজীকরণ তন্ত্র। চিকিৎসা বিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চিকিৎসিত—১। যাহার চিকিৎসা করা হইয়াছে এরূপ। সনন্ত কিত বা চিকিৎস (রোগাপনয়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। চিকিৎসা। সনন্ত কিত+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

চিকিৎস্য—প্রতীকার্য্য। সনন্ত কিত বা চিকিৎস (রোগাপনয়নের ইচ্ছা করা)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে চিকিৎস্যতা।

চিকীর্ষা—করিবার ইচ্ছা। সনন্ত কৃ বা চিকীর্ষ (করিতে ইচ্ছা করা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে চিকীর্ষিত, চিকীর্ষু।

চিকীর্ষিত—১। করিতে বাঞ্ছিত, অভিপ্রেত। সনন্ত কৃ বা চিকীর্ষ (করিতে ইচ্ছা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। চিকীর্ষা, করিবার ইচ্ছা। সনন্ত কৃ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

চিকীর্ষু—করিতে ইচ্ছুক। সনন্ত কৃ বা চিকীর্ষ (করিতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ ; ত্রি।

চিকুর—১। সরীসৃপ ; পক্ষিবিশেষ ; কেশ, চুল ; পর্ব্বত। চি (অব্যক্ত শব্দ)—কুর (শব্দ করা)+ক ক। সং ; পু। ২। চপল, চঞ্চল ; অস্থির ; অপরাধী। বিণ ; ত্রি। ৩। ঐরাবতবংশীয় নাগবিশেষ। ইহার পিতার নাম আর্য্যক এবং পুত্রের নাম সুমুখ। মাতলির কন্যা গুণকেশীর সহিত সুমুখের বিবাহ হয়। গরুড় এক সময়ে চিকুরকে বিনাশ করিলে মাতলি, বিষ্ণু ও ইন্দ্রের কৃপায় অমৃতদানে ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তাহাতে গরুড় আপনাকে অবমানিত জ্ঞানে ইন্দ্রকে ভয় প্রদর্শন করিলে ভগবান্ বিষ্ণু গরুড়ের স্কন্ধদেশে স্বীয় দক্ষিণ বাহু স্থাপিত করেন। গরুড় বাহুভরে বিকল হইয়া বিষ্ণুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বিষ্ণু পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চিকুরকে গরুড়ের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করেন। তদবধি গরুড় তাহার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন।

চিকুরজাল—কেশপাশ, কেশসমূহ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

চিক্কণ—১। গুবাক বৃক্ষ, সুপারি গাছ। সং ; পু। ২। গুবাক। সং ; ক্লী। ৩। স্নিগ্ধ, চিকণ, চক্‌চকে। চিত (বোধ করা, ইত্যাদি)+কণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

চিক্কণা—চক্‌চকে গাই। চিক্কণ দেখ ; চিক্কণ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

চিঙ্গট, চিঙ্গড়—চিঙড়ি মাছ। সং ; পু।

চিচ্ছক্তি—চৈতন্যশক্তি। চিৎ (চৈতন্য) রূপা যে শক্তি, রূপক কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চিঞ্চা—তিন্তিড়ী বৃক্ষ ; তেঁতুল। চম (ভক্ষণ করা)+কিপ্ ভা=চিম্, তদুত্তরে চর (গমন করা)+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

চিত—১। কৃতচয়ন, যাহা চয়ন করা হইয়াছে এরূপ ; সঞ্চিত ; অর্জ্জিত। চি (চয়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে চয়, চয়ন। ২। চয়ন। চি+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

চিতা—১। শবদাহার্থ চুল্লী। সং ; স্ত্রী। ২। সঞ্চিতা ; রচিতা ; অর্জ্জিতা। চিত দেখ ; চিত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

চিতাগ্নি—চিতার আগুন। চিতায় প্রজ্বলিত অগ্নি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

চিতানল—চিতাগ্নি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

চিতাভস্ম—চিতায় স্থিত ভস্ম, শবদাহের পর চিতায় যে অবশিষ্ট ছাই থাকে। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। চিতাভস্মন্ শব্দ।

চিতারোহণ—চিতায় আরূঢ় হওয়া, চিতার উপর চড়া [পূর্ব্বে সহমৃতা হইতে ইচ্ছুক রমণীরাই চিতায় আরোহণ করিতেন]। ৭তৎ। সং ; ক্লী। [স্ত্রী।

চিতাশয্যা—চিতারূপ বিছানা। রূপক। সং ;

চিতি—১। জ্ঞান। চি+ক্তি ভা। ২। রাশি, চয়, সমূহ ; সংহতি ; ইষ্টকাদি পরিমাণ নির্দ্ধারক অঙ্ক ; ইষ্টকাদি পুঞ্জ ; চিতা। চি (চয়ন করা)+ক্তি র্ম্ম। সং ; স্ত্রী।

চিৎ—চৈতন্য, জ্ঞান। চিত (বোধ করা)+কিপ ভা। সং ; স্ত্রী।

চিৎকার—উচ্চৈধ্বনি, চেঁচান। চিৎ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

চিত্ত—মনঃ, অন্তঃকরণ। চিত (বোধ করা)+ক্ত ণ। সং ; ক্লী।

চিত্তক্ষোভ—মনঃক্ষোভ, মনোদুঃখ ; চিত্তচাঞ্চল্য। ৬তৎ। সং ; পু।

চিত্তচমৎকারিণী—মনের বিস্ময়দায়িনী, মনোহারিণী। চিত্ত শব্দ—চমৎ—কৃ (করা)+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে চিত্তচমৎকারী।

চিত্তচাঞ্চল্য—চিত্তের চঞ্চলতা, মনের অস্থিরতা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

চিত্তজন্মা—কন্দর্প ; মনোভব, মনোভূ। চিত্ত হইতে জন্ম (জন্মন্) যাহার ইতি বহুব্রীহি সমাসে চিত্তজন্মন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

চিত্তজ্ঞ—মনের ভাব বুঝিতে পারে এরূপ, ভাবজ্ঞ, অভিপ্রায়বিৎ। চিত্ত—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে চিত্তজ্ঞতা।

চিত্তদমন—মনকে নিকৃষ্ট বিষয় হইতে ফিরান, মনঃসংযম। চিত্তের দমন, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

চিত্তদাহ—মনের জ্বালা, যেন মন পুড়িয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ। চিত্তের দাহ, ৬তৎ। সং ; পু।

চিত্তনদী—মনোরূপ নদী। রূপক। সং ; স্ত্রী।

চিত্তনিরোধ—মনকে বহির্বিষয় হইতে ফিরাইয়া অন্তর্মুখীকরণ, যোগ। ৬তৎ। সং ; পু।

চিত্তপ্রফুল্লতা—মনের শান্তি, মানসিক স্ফূর্ত্তি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

চিত্তপ্রসন্নতা—মনের তৃপ্তি বা সন্তোষ। ৬তৎ।

চিত্তপ্রসাদ—মনের তৃপ্তি বা সন্তোষ। ৬তৎ। সং ; পু।

চিত্তভাব—মনোগত ভাব, অভিপ্রায়। ৬তৎ। সং ; পু।

চিত্তভূমি—মনোরূপ ভূমি। রূপক কর্ম্মধা।

চিত্তযোনি—কন্দর্প ; মনোভব, মনোভূ। চিত্ত হইয়াছে যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। সং ; পু।

চিত্তরঙ্গিণী—মনোরূপ রঙ্গভূমিবিশিষ্টা, যে রমণীর চিত্তে নাট্যশালার ন্যায় আনন্দস্রোতঃ বিদ্যমান ; যে রমণীর চিত্তে প্রতিকূল বিষয়দ্বয়ের তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। চিত্ত রূপ রঙ্গ, রূপক। চিত্তরঙ্গ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

চিত্তরঞ্জিনী—মনোরঞ্জনকারিণী, মনের আনন্দদায়িনী। চিত্ত শব্দ—ণিজন্ত রন্‌জ বা রঞ্জি+ণিন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

চিত্তবিক্ষেপ—যোগাভ্যাসে ব্যাঘাতকারী মনের চাঞ্চল্য। ৬তৎ। সং ; পু।

চিত্তবিৎ—মনোভাবজ্ঞ, অভিপ্রায়বিৎ। চিত্ত—বিদ (জানা)+কিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

চিত্তবিনোদন—মনের আনন্দ সম্পাদন, মনকে প্রফুল্ল করান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

চিত্তবিশুদ্ধি—মনের পবিত্রতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

চিত্তবিপ্লব, চিত্তবিভ্রম—বাতুলতা ; বুদ্ধিভ্রংশ, উন্মাদরোগ। ৬তৎ। সং ; পু।

চিত্তবৃত্তি—মানসিক ধর্ম্ম ; মনোবৃত্তি : মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, এই চারি প্রকার। সং ; পু।

চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ—মনোবৃত্তির বেগ, মানসিক ধর্ম্মসমূহের বেগ। ৬তৎ। সং ; পু।

চিত্তবৈকল্য—মনের অস্থিরতা, অন্তঃকরণের নিস্তেজোভাব, বিকৃতচিত্ততা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

চিত্তশুদ্ধি—মনের পবিত্রতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

চিত্তসংযম—মনকে সংযত করা, মনকে কুৎসিত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা। ৬তৎ। সং ; পু।

চিত্তসমুন্নতি—আত্মসমাদর ; অভিমান ; মনের উন্নত অবস্থা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

চিত্তহারী—(চিত্তহারিন্)। মনোহর, সুন্দর। চিত্ত শব্দ—হৃ (হরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চিত্তহারিণী।

চিত্তাকর্ষক—মনোহর, যাহা মনকে আকর্ষণ করে। চিত্তের আকর্ষক, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিত্তাভোগ—মনোবৃত্তি। চিত্তের আভোগ, ৬তৎ। সং ; পু।

চিত্তোৎকর্ষ—মনের উন্নতি। ৬তৎ। সং ; পু।

চিত্য—১। অগ্নি। চি (চয়ন করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। ২। চয়ন। চি+ঘ্যণ্ ভা। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চিত্যা। [আপ্। সং ; স্ত্রী।

চিত্যা—চিতা। চিত্য দেখ ; চিত্য+স্ত্রীলিঙ্গে

চিত্র—১। আশ্চর্য্যজনক ; বিবিধ বর্ণযুক্ত। ণিজন্ত চিত্র+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২।

আশ্চর্য্য, চমৎকার। চিত্র শব্দ—চৈত্র (ত্রাণ করা)+ড ক। ৩। আলেখ্য, ছবি; আকাশ। চিত্র (চিত্রিত করা)+অল্ ক। ৪। যম। চি (চয়ন করা)+ক্ত ক। সং; পু।

চিত্রক—১। চিতাবাঘ। চিত্র—কৈ (শব্দ করা)+ড ক। সং; পু। ২। তিলক। চিত্র (তিলক)+কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী। ৩। চিত্রকর। চিত্র (চিত্রিত করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

চিত্রকণ্ঠ—পায়রা; ঘুঘু। চিত্র (নানাবর্ণযুক্ত) হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চিত্রকণ্ঠী।

চিত্রকণ্ঠী—কপোতী। চিত্রকণ্ঠ দেখ। চিত্রকণ্ঠ +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চিত্রকর, চিত্রকার—১। পটোজাতি। সং; পু। ২। চিত্রকারী, আলেখ্যকারক। চিত্র (আলেখ্য)—কৃ (করা)+ট, পক্ষান্তরে ষণ্ ক। বিণ; ত্রি।

চিত্রকায়—চিতাবাঘ। চিত্র (নানাবর্ণযুক্ত) হইয়াছে কায় যাহার, বহু। সং; পু।

চিত্রকার—চিত্রকর দেখ।

চিত্রকাব্য—পদ্মাদিবন্ধঘটিত কাব্য (Acrostic)। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চিত্রকূট—পর্ব্বতবিশেষ, রামগিরি [বুন্দেলখণ্ড-দেশে প্রসিদ্ধ কামতা পাহাড়, পিসানি (পয়স্বিনী) নদীর তীরে অবস্থিত; এক্ষণে উহা চিত্রকোট নামে প্রসিদ্ধ; পিতৃসত্যপালনার্থ রামচন্দ্র বনে গমন করিয়া ভার্য্যা সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণসহ কিছুকাল এই পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন]। চিত্র (আশ্চর্য্যজনক) হইয়াছে কূট (শৃঙ্গ) যাহার, বহু। সং; পু।

চিত্রকৃৎ—চিত্রকর। চিত্র শব্দ (আলেখ্য)—কৃ (করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

চিত্রগুপ্ত—যমবিশেষ, চতুর্দ্দশ যমের এক যম; যমরাজের লেখক কর্ম্মচারী [ব্রহ্মার কায় হইতে ইঁহার উৎপত্তি; পিতার আদেশে ইনি চণ্ডীকার প্রীত্যর্থে তপস্যা করিলে, দেবী প্রসন্না হইয়া ইঁহাকে পরোপকারী, স্বাধিকারস্থ ও চিরজীবী হইবার বর প্রদান করেন। ইনি ইরাবতী ও দক্ষিণা নাম্নী দুইটী ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের গর্ভে ইঁহার দ্বাদশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অনেকে বলেন, চিত্রগুপ্তের ঐ সকল পুত্রই কায়স্থগণের আদিপুরুষ।

চিত্রজল্প—বাক্যবিশেষ। [সুহৃদের দর্শনে অতিপ্রিয় ব্যক্তির গূঢ়রোষযুক্ত, নানাভাববিশিষ্ট, তীব্র উৎকণ্ঠাপূর্ণ জল্পকে (বাক্যকে) চিত্রজল্প বলে। ইহা জল্প, প্রজল্পাদি ভেদে দশাঙ্গবিশিষ্ট]। কর্ম্মধা। সং; পু।

চিত্রণ—চিত্রিতকরণ, আলেখ্য অঙ্কন। চিত্র (চিত্রিত করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে চিত্রিত।

চিত্রদেবী—শক্তিবিশেষ [কলিকাতা মহানগরীর উত্তরভাগে চিত্রদেবী নামে একটি শক্তি-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে; অনেকে বলেন, এই দেবীর নামানুসারে ঐ নগরাংশের নাম চিত্রপুর ও তৎপরে তাহারই অপভ্রংশে চিৎপুর হইয়াছে]। সং; স্ত্রী।

চিত্রধাম—বিচিত্র ভবন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

চিত্রনিপুণ—চিত্রকার্য্যে দক্ষ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

চিত্রনৈপুণ্য—চিত্রকার্য্যে দক্ষতা, অঙ্কননিপুণতা। ৭তৎ। সং; ক্লী।

চিত্রপক্ষ—বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

চিত্রপট—আলেখ্যপট, ছবি; ছিটবস্ত্র। সং; পু।

চিত্রপদা—অষ্টাক্ষর ছন্দোবিশেষ। চিত্র (আশ্চর্য্যজনক) পদ (চরণ) যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

চিত্রপুত্তলিকা—চিত্রকরা পুতুল, আশ্চর্য্য পুতুল। চিত্র লিখিত পুত্তলিকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চিত্রপৃষ্ঠ—কলবিঙ্কপক্ষী, চটক। সং; পু।

চিত্রপ্রকৃতি—অঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তি, চিত্র করা ছবি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চিত্রভানু—১। আকন্দগাছ; অগ্নি; সূর্য্য; ভৈরব। চিত্র হইয়াছে ভানু (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু। ২। মণিপুর দেশের জনৈক নরপতি। একাকী দ্বাদশ বৎসর বনবাসকালে অর্জ্জুন মণিপুরে গমন করিয়া ইঁহার কন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করিয়া তথায় এক বৎসরকাল অবস্থিতি করেন।

চিত্ররথ—জনৈক গন্ধর্ব্ব। কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার অপর নাম অঙ্গারপর্ণ। সময়ে সময়ে ইনি ইন্দ্রের সারথ্য করিতেন। তাহা হইতেই ইনি 'চিত্ররথ" নাম প্রাপ্ত হন। ইনি একদা মর্ত্ত্যেগঙ্গাতীরে জলবিহার করিতেছিলেন এমন সময়ে পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরী হইতে পঞ্চালে গমনকালে তথায় উপস্থিত হন। চিত্ররথ তাঁহাদের প্রতি রোষাবিষ্ট হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে অর্জ্জুনের নিকট পরাস্ত হইয়া তাঁহার হস্তে বন্দী হন। পরে দয়াশীল যুধিষ্ঠিরের কৃপায় ইনি মুক্তিলাভ করেন। অনন্তর চিত্ররথ অর্জ্জুনের সহিত মৈত্রীস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে চক্ষুষীবিদ্যা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করেন। চিত্র (বিচিত্র) হইয়াছে রথ যাঁহার, বহু। সং; পু।

চিত্ররেখা—১। অদ্ভুত রেখা। কর্ম্মধা। ২। অপ্সরোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

চিত্রলেখনী—যাহা দ্বারা চিত্র লেখা যায়, তুলি। চিত্র শব্দ—লিখ (লেখা)+অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চিত্রলেখা—১। একজন অপ্সরা; অষ্টাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। চিত্রা (বিচিত্রা) লেখা (লেখনশক্তি) যাহার, বহু। সং; স্ত্রী। ২। অসুররাজ বাণতনয়া উষার প্রিয়তমা সহচরী, বাণের অন্যতম মন্ত্রী কুষ্মাণ্ডের কন্যা। ইনি চিত্রবিদ্যায় অতিশয় নিপুণা ছিলেন। উষা স্বপ্নে কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধকে দেখিয়া তৎপ্রতি প্রণয়াসক্তা হইলে, চিত্রলেখা তাঁহাকে নানাদিগ্দেশীয় রাজকুমারগণের চিত্র প্রদর্শন দ্বারা কৌশলে তাঁহার প্রকৃত প্রণয়পাত্রের কথা জানিয়া লন। অতঃপর ইনি দ্বারকায় গমন করেন, এবং নারদের নিকট শিক্ষিত তামসীবিদ্যার প্রভাবে অন্যের অগোচরে অনিরুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত জ্ঞাপন করেন। অনন্তর অনিরুদ্ধকে লইয়া বাণরাজপুরীতে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে গোপনে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া উষার সহিত মিলন সঙ্ঘটন করিয়া দেন।

চিত্রবিদ্যা—চিত্র বিষয়ক বিদ্যা, অঙ্কণ বিদ্যা (Painting)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চিত্রবৃত্তি—অদ্ভুতব্যাপারশালী। চিত্র (অদ্ভুত) হইয়াছে বৃত্তি (ব্যাপার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

চিত্রশালা, চিত্রশালিকা—চিত্রবহুল গৃহ, যে গৃহে নানাবিধ আশ্চর্য্যজনক ও কৌতূহলোদ্দীপক পদার্থসমূহ সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়; চিত্রকরণগৃহ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চিত্রশিখণ্ডিজ—বৃহস্পতি। চিত্রশিখণ্ডী দেখ; চিত্রশিখণ্ডিন্—জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু

চিত্রশিখণ্ডী—মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, এই সাতজন ঋষি। চিত্র (অদ্ভুত) যে শিখণ্ড (শিখা) চিত্রশিখণ্ড, কর্ম্মধা; চিত্রশিখণ্ড শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে= চিত্রশিখণ্ডিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

চিত্রসেন—১। ধৃতরাষ্ট্রের একটী পুত্র, দুর্যোধনের ভ্রাতা। ২। অঙ্গাধিপ মহাবীর কর্ণের পুত্র। ৩। পাণ্ডবপক্ষীয় জনৈক বীর। ৪। ইন্দ্রের সভাসদ্ জনৈক গন্ধর্ব্ব, গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর পুত্র এবং স্বর্গের নৃত্যগীতাদির অধ্যক্ষ। বনবাসকালে অর্জ্জুন স্বর্গে গমন করিলে চিত্রসেন তাঁহাকে গান্ধর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা দেন। এক সময়ে দুর্যোধন ঘোষযাত্রায় গমন করিলে, তাঁহার সৈন্যগণ এই গন্ধর্ব্বের বন ভগ্ন করে। তাহাতে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন, এবং যুদ্ধে কর্ণাদি বীরগণকে পরাস্ত করিয়া স্ত্রীগণসহ দুর্যোধনকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুনকে ইঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইনি অর্জ্জুনের নিকট

পরাজিত ও বন্দী হইয়া পরে মুক্তিলাভ করেন।

চিত্রা—মায়া ; জনৈক অপ্সরাঃ ; ছন্দোবিশেষ ; চিতা গাছ ; সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত একটী নক্ষত্র ; একটী নদী ; শ্রীকৃষ্ণের জনৈক সখী। চি (চয়ন করা) + ক্ত্ র্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

চিত্রাক্ষ—১। বিচিত্র নয়নবিশিষ্ট। চিত্র (বিচিত্র) হইয়াছে অক্ষি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চিত্রাক্ষী। ২। ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্রের নাম। সং ; পু।

চিত্রাক্ষী—১। শারিকাপক্ষিণী। সং ; স্ত্রী। ২। বিচিত্রনয়না। চিত্রাক্ষ দেখ ; চিত্রাক্ষ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

চিত্রাঙ্গ—১। সর্প ; রাঙা চিতে। সং ; স্ত্রী। ২। কর্বুরাঙ্গ। বিণ ; ত্রি।

চিত্রাঙ্গদ—১। জনৈক গন্ধর্ব্ব। ২। কলিঙ্গদেশের একজন নরপতি। ৩। জনৈক নৃপ, শান্তনুর পুত্র ; সত্যবতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয় ; শান্তনুর মৃত্যু হইলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভীষ্ম স্বীয় প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ রাজ্যগ্রহণ না করায় ইনি পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন, এবং নানা দেশ জয় করিয়া রাজ্যবিস্তার করেন ; একদা ইনি মৃগয়ার্থ গমন করিয়া সরস্বতী তীরে এক গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হন। চিত্র (অদ্ভুত) হইয়াছে অঙ্গদ (বাহুভূষণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

চিত্রাঙ্গদা—১। লঙ্কেশ্বর রাবণের ভার্য্যা। ২। মণিপুররাজ চিত্রভানুর কন্যা। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের একাকী দ্বাদশ বৎসর বনবাসকালে তিনি মণিপুরে উপস্থিত হইয়া চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া ইঁহার পাণিগ্রহণের অভিলাষী হন। চিত্রভানু অর্জ্জুনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু এই নিয়ম করিলেন যে, চিত্রাঙ্গদার গর্ভে পুত্রসন্তান হইলে, তিনিই মণিপুরের রাজা হইবেন। অনন্তর অর্জ্জুনের সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে, অর্জ্জুন এক বৎসর কাল মণিপুরে অবস্থান করিলেন, এবং তাঁহার ঔরসে চিত্রাঙ্গদার বভ্রুবাহন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। অতঃপর অর্জ্জুন স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন, চিত্রাঙ্গদা মণিপুরেই রহিলেন। কিছুকাল পরে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জ্জুন অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মণিপুরে উপস্থিত হইলে অশ্ব লইয়া পুত্র বভ্রুবাহনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অর্জ্জুন হতচেতন হইলে, তাঁহার অন্যতমা পত্নী উলূপীর সহায়তায় তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করা হয়। তখন চিত্রাঙ্গদা স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। অনন্তর যজ্ঞকালে ইনি হস্তিনায় গমন করিয়া পতিসহ বাস করিতে লাগিলেন। চিত্রাঙ্গদ দেখ ; চিত্রাঙ্গদ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

চিত্রার্পিত—চিত্রে স্থাপিত, চিত্রপটে লিখিত। চিত্রে অর্পিত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিত্রিণী—স্ত্রীবিশেষ [স্ত্রী দেখ]। চিত্র + ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

চিত্রিত—যাহা চিত্র করা হইয়াছে এরূপ, চিত্রপটে অঙ্কিত, চিত্রার্পিত ; নানা বর্ণযুক্ত ; চিহ্নযুক্ত। চিত্র (চিত্রিত করা, ইত্যাদি) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে চিত্র, চিত্রণ।

চিদাকাশ—জ্ঞানময় এবং আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, পরব্রহ্ম। উপমিত কর্ম্মধা। সং ; পু ও ক্লী।

চিদাত্মা—চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্ম। চিৎ (চৈতন্য) হইয়াছে আত্মা যাঁহার, বহু। সং ; পু।

চিদানন্দ—যিনি চিৎ (জ্ঞান) স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। যিনি চিৎ তিনিই আনন্দ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

চিদাভাস—জ্ঞানের বিকাশ, জ্ঞানাভাস ; জীবাত্মা। ৬তৎ। সং ; পু।

চিদ্রূপ—১। জ্ঞানময়, ব্রহ্ম। চিৎ (জ্ঞান) হইয়াছে রূপ যাঁহার, বহু। সং ; ক্লী। ২। হৃদয়ালু ; স্ফূর্ত্তিমান্। বিণ ; ত্রি।

চিন্তক—চিন্তাকারী। চিন্ত (ভাবনা করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি।

চিন্তন—চিন্তাকরণ, ভাবা ; একাগ্রমনে ধ্যান ; অনুধ্যান। চিন্ত (ভাবা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে চিন্তিত।

চিন্তনীয়—চিন্ত্য, ভাব্য ; বিবেচ্য। চিন্ত (ভাবা) + অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি।

চিন্তা—১। ধ্যান, ভাবনা ; আলোচনা ; স্মরণ। চিন্ত (চিন্তা করা) + ঙ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে চিন্তিত। ২। শ্রীবৎস রাজার মহিষী ; দময়ন্তীর ন্যায় ইনিও পতিসহ অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন।

চিন্তাকুল—ভাবনায় ব্যাকুল। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিন্তানিমগ্ন—প্রগাঢ় চিন্তারত, অত্যন্ত চিন্তিত ; প্রগাঢ় চিন্তায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিন্তান্বিত—চিন্তাযুক্ত, চিন্তিত। ৩তৎ। বিণ ; [ত্রি।

চিন্তাভিভূত—ভাবনাগ্রস্ত, চিন্তনীয় বিষয় ভিন্ন অন্য কিছু মনে আসিতেছে না এরূপ ভাবে চিন্তিত। চিন্তা দ্বারা অভিভূত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিন্তামগ্ন—চিন্তানিমগ্ন দেখ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিন্তামণি—বাঞ্ছিত ফলপ্রদ মণি [কথিত আছে যে, এই মণি যাঁহার নিকট থাকে, তিনি যাহা অভিলাষ করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন] ; স্পর্শমণি ; ব্রহ্মা। চিন্তাতে সর্ব্বকামদ মণিস্বরূপ ; অথবা, চিন্তা শব্দ—মন (পূজা করা) + ইন্ র্ম। সং ; পু।

চিন্তাবিকৃতি—১। ভাবনারূপ বিকার। রূপক। ২। চিন্তাজনিত বিকার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চিন্তাশীল—সতত চিন্তাপরায়ণ ; প্রগাঢ়ভাবে চিন্তা করিতে সমর্থ, ভাবুক। চিন্তা হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চিন্তাশীলা।

চিন্তাসখী—চিন্তারূপা সহচরী, ভাবনাসঙ্গিনী। রূপক কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চিন্তাসন্তপ্ত—ভাবনাক্লিষ্ট। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিন্তিত—১। ভাবিত ; আলোচিত ; স্মৃত। চিন্ত (চিন্তা করা) + ক্ত র্ম। ২। ভাবনাকারক ; ভাবনাযুক্ত। চিন্ত + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ৩। চিন্তা, ভাবনা। চিন্ত + ক্ত ভা। সং ; স্ত্রী। [+ য র্ম। বিণ ; ত্রি।

চিন্ত্য—চিন্তনীয়, ভাব্য ; বিবেচ্য। চিন্ত (ভাবা)

চিন্ত্যমান—যাহা চিন্তা করা হইতেছে এরূপ, অনুধ্যায়মান। চিন্ত (ভাবা) + শান র্ম। বিণ ; ত্রি।

চিন্ময়—জ্ঞানময় (ব্রহ্ম)। চিৎ (জ্ঞান) + ময়ট্। বিণ ; ত্রি।

চিপিট—১। চিড়া। সং ; পু। ২। বিস্তৃত নাসিক ; বিস্তৃত, চেপ্টা। বিণ ; ত্রি।

চিপিটক—চিড়া। চিপিট দেখ ; চিপিট + কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

চির—১। দীর্ঘকালস্থায়ী। বিণ ; ত্রি। ২। দীর্ঘকাল। চি (চয়ন করা) + রক্ ক। সং ; ক্লী।

চির[illegible]—চিরদিন ঋণগ্রস্ত, চিরকাল বাধ্য। চির অর্থাৎ চিরকাল ব্যাপিয়া ঋণী, ২তৎ। বিণ ; ত্রি। যেমন, সন্তানগণ মাতাপিতার নিকট চিরঋণী।

চিরকর্ম্মা—চিরক্রিয়, দীর্ঘসূত্র, বিলম্বে কার্য্যকারী। চির (দীর্ঘকালস্থায়ী) হইয়াছে কর্ম্ম (কর্ম্মন্) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে চিরকর্ম্মন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

চিরকষ্ট—চিরদিন ক্লেশ। ২তৎ। সং ; ক্লী।

চিরকাঙ্ক্ষিত—দীর্ঘকালের বাঞ্ছিত, বহুদিনের অভিলষিত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিরকারিণী—চিরকারী দেখ। বিণ ; ত্রি।

চিরকারিতা—দীর্ঘসূত্রতা, বিলম্বে কার্য্যকারিতা। চিরকারী দেখ ; চিরকারিন্ শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

চিরকারী—১। চিরক্রিয়, দীর্ঘসূত্র, বিলম্বে কার্য্যকারী। চির (দীর্ঘকাল) — কৃ (করা) + ণিন্ ক = চিরকারিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চিরকারিণী। বিশেষ্যে চিরকারিতা। ২। মহর্ষি গৌতমের পুত্র। ইনি সাতিশয় মেধাবী ও কার্য্যকুশল ছিলেন। ইনি সুদীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতেন। দীর্ঘকাল বিবেচনার পর ইঁহার

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ হইত বলিয়া লোকে ইহাঁকে চিরকারী নামে অভিহিত করিত, এবং মূঢ় ব্যক্তিরা ইহাঁকে অলস, অপিচ নির্ব্বোধ বলিত। এই চিরকারীই শতানন্দ নামে পরিচিত। [শতানন্দ দেখ]।

চিরকাল—বহুকাল, দীর্ঘসময়। কর্ম্মধা। সং ; পুং।

চিরকীর্ত্তি—১। দীর্ঘকালব্যাপিনী সুখ্যাতি। ২তৎ। সং ; স্ত্রী। ২। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যশস্বী। বহু। বিণ ; ত্রি।

চিরকুমার—চিরকাল অবিবাহিত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চিরকুমারী।

চিরক্রিয়—দীর্ঘসূত্র, বিলম্বে কার্য্যকারী। চির হইয়াছে ক্রিয়া যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে চিরক্রিয়তা।

চিরক্রিয়তা—চিরকারিতা ; দীর্ঘসূত্রতা, বিলম্বে কার্য্যকারিতা। চিরক্রিয় দেখ ; চিরক্রিয় শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

চিরজীবন—১। দীর্ঘ জীবন, সমস্ত জীবন। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। চিরজীবী। বহু। বিণ ; ত্রি।

চিরজীবিনী—চিরজীবী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

চিরজীবী, চিরঞ্জীবী—দীর্ঘকাল জীবনধারণকারী ; অমর, অবিনশ্বর ; বহুকালস্থায়ী। চির = চিরম্ শব্দ (দীর্ঘকাল) — জীব (বাঁচা) + ণিন্ ক = চিরজীবিন্ বা চিরঞ্জীবিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে চিরজীবিনী। ২। বিষ্ণু ; শাল্মলীবৃক্ষ ; মাকণ্ডেয় ; অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান্, বিভীষণ, কৃপ, পরশুরাম, এই সাতজন চিরজীবী। সং ; পুং।

চিরজীবেষু—চিরজীবিষু। চিরজীব ([illegible]হি সমাসে নিষ্পন্ন বিশেষণ), তদুত্তরে সংস্কৃত ৭মীর বহুবচন। পত্রাদির শিরোনামায় ঐরূপ লেখে ; যথা – পরম কল্যাণায় শ্রীমৎ নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় চিরজীবেষু।—এইরূপ 'চিরজীবিষু' পদও লিখিত হয়।

চিরণ্টা—চিরকাল-পিতৃগৃহবাসিনী। চিরম্ (চিরকাল) – অট (গমন করা) + অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

চিরত্ন, চিরন্তন—চিরকালীন ; বহুকাল হইতে যাহা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এরূপ ; পুরাতন। চিরত্ন = চির শব্দ + ত্ন। চিরন্তন = চিরম্ শব্দ + ট্যন। বিণ ; ত্রি।

চিরদারিদ্র্য—চিরকালব্যাপিনী দরিদ্রতা। ২তৎ। সং ; ক্লী। [বিণ ; ত্রি।

চিরদাস—চিরকাল ব্যাপিয়া ভৃত্য। ২তৎ।

চিরদুঃখ—চিরকালব্যাপী ক্লেশ। ২তৎ। সং ; ক্লী।

চিরদুঃখী—চিরকাল অসুখী। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিরদুর্লভ—চিরকাল অসুলভ, চিরকাল বহুদুঃখে লভ্য। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিরনিদ্রা—চিরকালব্যাপিনী নিদ্রা ; মহানিদ্রা, মৃত্যু। ২তৎ। সং ; স্ত্রী।

চিরনিদ্রিত—মহানিদ্রাভিভূত, মৃত। ২তৎ। বিণ ;

চিরনির্ব্বাসন—চিরকালের জন্য স্বদেশ হইতে দূরীকরণ, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ। ২তৎ। সং ; ক্লী।

চিরনীহারসীমা—পর্ব্বতের যে ভাগ সকল সময়ে তুষারাচ্ছন্ন থাকে, তাহার নিম্নস্থ সীমাসূচক রেখা (Snow-line)। সং ; স্ত্রী।

চিরনূতন—চিরকাল নূতনবৎ প্রতীয়মান ; যাহা কখন পুরাতন হয় না। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিরপ্রচলিত—চিরদিন যাহা চলিয়া আসিতেছে। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিরপ্রবাসিনী—চিরপ্রবাসী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

চিরপ্রবাসী—বারমাস বিদেশে বাসকারী ; দীর্ঘকাল বিদেশবাসী। চিরকাল ব্যাপিয়া প্রবাসী, ২তৎ। বিণ ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে চিরপ্রবাসিনী।

চিরপ্রবাহিত—চিরকাল স্রোতস্বান্, যাহার স্রোত চিরকালই থাকে। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিরপ্রসিদ্ধ—চিরকাল বিখ্যাত। ২তৎ। বিণ।

চিরপ্রার্থিত—দীর্ঘকালের প্রার্থিত, অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষিত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিরপ্রোষিত—চিরকাল প্রবাসে স্থিত, যে দীর্ঘকাল প্রবাসে ছিল। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিরম্—দীর্ঘকাল, চিরকাল। চি (চয়ন করা) + রমুক্ ক। ব্য।

চিররাত্র—বহুকাল। সং ; পুং।

চিররুগ্ন—চিরকাল পীড়িত, আবাল্য রোগাক্রান্ত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিররুদ্ধ—চিরকাল আবদ্ধ। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিরলালিত—চিরকাল প্রতিপালিত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিরলোক—চিরস্থায়ী। চিরকাল ব্যাপিয়া লোকন (দর্শন) করা যায় যাহাকে, উপ। চির – লোক (দেখা) + অল্ কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

চিরবাঞ্ছিত—বহুদিনাবধি অভিলষিত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিরবিচ্ছেদ—চিরকালের নিমিত্ত বিরহ, যাহাতে পুনর্দর্শন না হয় এরূপ অদর্শন। ২তৎ। সং।

চিরবিদায়—চিরকালের জন্য গমনানুমতি গ্রহণ, আর কখন দেখা হইবে না এরূপভাবে বিদায়। চিরকালের নিমিত্ত বিদায়, ৪তৎ। সং ; পুং।

চিরবৈরী—চিরশত্রু, যাহার সহিত আজীবন শত্রুতা আছে। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিরশত্রু—চিরবৈরী। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিরসঙ্গী—চিরকাল ব্যাপিয়া সহচর, যে চিরকাল সঙ্গে থাকে। ২তৎ। বিণ ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে চিরসঙ্গিনী।

চিরসহায়—দীর্ঘকালের সহায়, বহুদিনের পৃষ্ঠপোষক। চিরকাল ব্যাপিয়া সহায়, ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিরসুখিনী—চিরসুখী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

চিরসুখী—দীর্ঘকাল সুখভোগকারী, যে আজন্ম দুঃখের মুখ দেখে নাই এরূপ। চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী, ২তৎ। বিণ ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে চিরসুখিনী। [সুহৃৎ, ২তৎ। সং ; পুং।

চিরসুহৃৎ—দীর্ঘকালের বন্ধু। চিরকাল ব্যাপিয়া

চিরসূতা—বহুকাল প্রসবিনী গাভী। ২তৎ। সং ; স্ত্রী।

চিরসেবিত—চিরকাল ব্যাপিয়া সেবিত, যাহা বহুকাল মানিয়া আসিতেছে। ২তৎ। বিণ।

চিরসৌভাগ্যবান্—চিরদিন সৌভাগ্যশালী। ২তৎ। বিণ ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে চিরসৌভাগ্যবতী।

চিরস্থায়িতা—বহুকাল বাঁচিয়া বা টিকিয়া থাকা ; অবিনশ্বরত্ব। চিরস্থায়ী দেখ ; চিরস্থায়িন্ – তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

চিরস্থায়িত্ব—চিরস্থায়িতা দেখ। চিরস্থায়িন্ + ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী।

চিরস্থায়িনী—চিরস্থায়ী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

চিরস্থায়ী—যে বা যাহা বহুকাল থাকে এরূপ, অল্প সময়ে যাহার নাশ, লোপ, পরিবর্ত্তনাদি ঘটে না এরূপ ; অবিনশ্বর। চিরকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী, ২তৎ। বিণ ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে চিরস্থায়িনী। বিশেষ্যে চিরস্থায়িতা, চিরস্থায়িত্ব।

চিরস্য—বহুকাল, দীর্ঘকাল। চির শব্দ – অস (থাকা) + ঘ্যণ্ কর্ম্ম। ব্য।

চিরাগত—যাহা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এরূপ, অনেক দিন হইতে প্রচলিত। চিরকাল ব্যাপিয়া আগত, ২তৎ। বিণ।

চিরাৎ—দীর্ঘকাল। চির শব্দ – অত (গমন করা) + ক্বিপ্ ক। ব্য।

চিরানন্দ—যাবজ্জীবন আনন্দোপভোগকারী। চিরকাল ব্যাপিয়া আনন্দ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

চিরানুকূল—চিরকাল হিতকারী ; চিরদিন অনুরক্ত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

চিরানুরক্ত—চিরদিন অনুরাগবিশিষ্ট। ২তৎ।

চিরানুশোচনা—চিরকালব্যাপী অনুতাপ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

চিরান্ধ—চিরকাল দৃষ্টিহীন, জন্মান্ধ। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিরাভ্যস্ত—বহুকালাবধি যাহা অভ্যাস করা হইয়াছে। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

চিরাভ্যাস—বহুকালব্যাপী অভ্যাস। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পুং।

চিরায়—দীর্ঘকাল। চির শব্দ – অয় (গমন করা) + যণ্ ক। ব্য।

চিরায়ুঃ—১। চিরজীবী। চিরকাল ব্যাপিয়া আয়ুঃ যাহার, বহু। বিণ ; পুং। ২। দেবতা। সং ; পুং।

চিরাশ্রিত—বহুকালাবধি আশ্রিত, যে অনেক দিন হইতে আশ্রয় লইয়াছে; বহুকালাবধি যাহাকে আশ্রয় করা হইয়াছে। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

চিরায়ুষ্মতী—চিরজীবিনী, চিরদিন সধবা থাকিয়া জীবনধারিণী। ২তৎ। বিণ; স্ত্রী।

চিরে—দীর্ঘকাল। চির শব্দ—ই (গমন করা) +বিচ্ ক। ব্য।

চির্ভটী—কাঁকুড়; ফুটি। সং; স্ত্রী।

চিল্লি, চিল্লিকা, চিল্লী—ভ্রূ; চক্ষুঃ, হাবপ্রকাশ। সং; স্ত্রী। [সং; ক্লী।

চিবু—চিবুক, দাড়ি, থুত্‌নি। চিব+কু র্ম।

চিবুক—দাড়ি, থুতনি। চিবু দেখ; চিবু+কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী।

চিহ্ন—কলঙ্ক; দাগ; লক্ষণ; ইসারা, সঙ্কেত; ধ্বজ, পতাকা। চিহ্ন নামধাতু (চিহ্নিত করা)+অল্ র্ম। সং; ক্লী।

চিহ্নিত—যাহাতে চিহ্ন করা হইয়াছে এরূপ; লক্ষিত; জ্ঞাত; দাগযুক্ত। চিহ্ন নামধাতু (চিহ্নিত করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে চিহ্ন।

চীৎকার—উচ্চৈর্ধ্বনি, চেঁচান। চীৎ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

চীন—১। এশিয়ার অন্তর্গত দেশবিশেষ, মৃগবিশেষ; ধান্যবিশেষ, চীনা ধান; চীনদেশীয় লোক। চি (চয়ন করা)+নক্ র্ম। সং; পু। ২। চীনদেশীয় বস্ত্র; পতাকা। সং; ক্লী

চীনবাস—চীনে কাপড়, পট্টবস্ত্রবিশেষ। মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; পু।

চীনাংশুক—একপ্রকার পট্টবস্ত্রবিশেষ। চীন নামক অংশুক (বস্ত্র), মধ্যপদলোপী কর্মধা। সং; ক্লী।

চীর—ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, নেকড়া, কানি; চীরকুট; বল্কল, গাছের ছাল। চি (চয়ন করা)+রক্ র্ম। সং; ক্লী।

চীরধারিণী—চীরধারী দেখ। বিণ; ত্রি।

চীরধারী—ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, নেকড়া পরা। চীর শব্দ (ছিন্নবস্ত্র)—ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ ক=চীরধারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চীরধারিণী। [ও বিণ; পু।

চীরভৃৎ—চীরী দেখ। চীর—ভৃ+ক্বিপ্ ক। সং

চীরী—চীরধারী; তাপস। চীর (ছিন্নবস্ত্র)+ইন্ অস্ত্যর্থে=চীরিন্, ১মার ১বচন। বিণ ও সং; পু।

চীর্ণ—বিভক্ত; কৃত; সঞ্চিত; সম্পাদিত; বিদীর্ণ; অনুশীলিত। চর (আচরণ করা, ইত্যাদি)+নক্ র্ম। বিণ; ত্রি।

চীবর—চীর, ছিন্নবস্ত্র; কৌপীন। চি (চয়ন করা) +বরচ্ র্ম। সং; ক্লী।

চীবরী—(চীবরিন্)। বৌদ্ধসন্ন্যাসী। চীবর+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

চুচুক, চূচুক—কুচাগ্র, স্তনের বোঁটা। চুচু (অনুকরণ শব্দ)—কৈ (শব্দ করা)+ড ক। সং; পু ও ক্লী।

চুঞ্চু—১। ছুঁচা। সং; পু। ২। (ব্যাকরণে) প্রত্যয়বিশেষ।

চুম্ব—মুখে মুখস্পর্শ, চুম্বন; চুমা। চুম্ব (চুম্বন করা)+অল্ ভা। সং; পু।

চুম্বক—১। অয়স্কান্ত মণি, লৌহাকর্ষক প্রস্তর; বিস্তৃত বহুগ্রন্থের সারসংগ্রহ। চুম্ব (চুম্বন করা)+ণক ক। সং; পু। ২। চুম্বনকারী; সার সংগ্রহকারী; গ্রন্থের একদেশাভিজ্ঞ। বিণ; ত্রি।

চুম্বকশলাকা—চুম্বকলৌহ নির্ম্মিত শলাকা। মধ্যপদলোপী কর্মধা। এই শলাকার এক প্রান্ত সর্বদা উত্তরাভিমুখ হইয়া থাকে, এ কারণ ইহার সাহায্যে দিগ্‌দর্শন যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। সং; স্ত্রী।

চুম্বন—মুখে মুখস্পর্শ, চুম্ব; চুমা খাওয়া। চুম্ব (চুম্বন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে চুম্বিত।

চুম্বিত—কৃতচুম্বন, যাহাকে চুম্বন করা হইয়াছে এরূপ। চুম্ব (চুম্বন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে চুম্ব, চুম্বন।

চুলুক—পঙ্ক, পাঁক, কাদা; গণ্ডূষ; ক্ষুদ্রপাত্র। চুল (উন্নত করা, ইত্যাদি)+উকক্ অধি। সং; পু।

চুলুকিত—গণ্ডূষ দ্বারা পীত; কর্দমযুক্ত; পঙ্কিল। চুলুক+ইত। বিণ; ত্রি।

চুল্লা—চুল্লী, উনান; চিতা। চুল্ল (হাব করা) +অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

চুল্লি, চুল্লী—অগ্নিস্থান, চুলা, উনান; চিতা। চুল্ল (হাব করা)+ই ক, স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চূড়া, চূলা—শিরোভূষণ; বাহুভূষণ, চুড়ি; দশটী সংস্কারের অন্তর্গত সংস্কারবিশেষ; শিখা; ঝুঁটি; কেশ; চাল বা ছাদের পাইড়; ভূষণ। চুল (উন্নত করা)+ও র্ম। সং; স্ত্রী।

চূড়াকরণ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির দশ সংস্কারের অন্তর্গত সংস্কারবিশেষ। চূড়া—কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [প্রথম বা তৃতীয় বর্ষে, অথবা কুলাচার অনুসারে, উত্তরায়ণে, চৈত্র ব্যতীত মাসে, শুক্লপক্ষে, রবি, চন্দ্র ও তারাশুদ্ধিতে, রবি, মঙ্গল ও শনি ভিন্ন বারে, রিক্তা প্রতিপদ্, ষষ্ঠী, অষ্টমী ও পূর্ণিমা ভিন্ন তিথিতে, রেবতী, রোহিণী, অশ্বিনী, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা, স্বাতি, হস্তা, মৃগশিরা, জ্যেষ্ঠা, শতভিষা, পুনর্বসু ও চিত্রা নক্ষত্রে, কন্যা, ধনু, মীন, বৃষ, কর্কট বা মিথুন লগ্নে, দশ-যোগভঙ্গদোষ যুক্ত যামিত্রাদি বেধ না থাকিলে, জন্ম চন্দ্র, মাস ও তারা বর্জ্জনপূর্ব্বক চূড়াকরণ বিধেয়। জ্যেষ্ঠ সন্তান হইলে জ্যৈষ্ঠের দশ দিন, অগ্রহায়ণ সমগ্র, এবং দক্ষিণায়নে পৌষ বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য]।

চূড়ান্ত—১। চূড়ার শেষ। ৬তৎ। ২। শেষ সীমা, পরাকাষ্ঠা; সিদ্ধান্ত, শেষ নিষ্পত্তি। সং; পু।

চূড়ামণি—১। শিরোরত্ন, শিরোভূষণ। ৬তৎ। সং; পু। ২। শ্রেষ্ঠ। বিণ; ত্রি। ৩। যোগবিশেষ।

"সূর্য্যগ্রহঃ সূর্য্যবারে সোমে সোমগ্রহস্তথা
চূড়ামণিরয়ং যোগস্তত্রানন্তং ফলং স্মৃতম্।

অর্থাৎ রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ কিংবা সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে চূড়ামণি যোগ হয়। এই যোগে স্নানদানাদি অনন্তফলদায়ক।

চূড়াল—শিখাবিশিষ্ট। চূড়া (শিখা)+ল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

চূত—১। গুহ্যদ্বার; প্রসবদ্বার। চুত (ক্ষরিত হওয়া)+ক অপা, নিপাতনে। ২। আম্রফল, আম। চূত+ষ্ণ ভবার্থে। সং; ক্লী। ৩। আম্রবৃক্ষ। চুষ (চোষা)+ক্ত র্ম। সং; পু।

চূতলতা—আম্রলতা, আমের মত ফল হয় এরূপ লতানে গাছ। মধ্যপদলোপী। সং; স্ত্রী।

চূর্ণ—কঠিন দ্রব্যের সূক্ষ্মতম আকার, গুঁড়া; খড়ী; ধূলি; আবীর; চূণ; ছাতু। চূর্ণ (গুঁড়া করা)+ঘঞ্ র্ম। সং; পু ও ক্লী। বিশেষণে চূর্ণিত।

চূর্ণক—১। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। সং; ক্লী। ২। গুঁড়া, ধূলি। চূর্ণ দেখ; চূর্ণ শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

চূর্ণকার—চূণারি জাতি। চূর্ণ (চূণ)—কৃ (করা)+ষণ্ ক। সং; ক্লী।

চূর্ণকুন্তল—অলক, চুলের ঝাপ্‌টা। চূর্ণ যে কুন্তল কর্মধা। সং; ক্লী।

চূর্ণন—চূর্ণকরণ, গুঁড়া করা। চূর্ণ (গুঁড়া করা) +অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে চূর্ণিত।

চূর্ণপদ—এক প্রকার নৃত্য, এই নৃত্যকালে সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগে যাইতে হয়। সং; ক্লী।

চূর্ণি, চূর্ণী—পতঞ্জলি কৃত ভাষ্য; কপর্দ্দকশত; নদীবিশেষ; ভাগীরথীর উপনদীবিশেষ, ইহা নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে। চূর্ণ (গুঁড়া করা)+কি ক; অথবা, চর (গমন করা)+ণি ক। সং; স্ত্রী।

চূর্ণিত—চূর্ণীকৃত, যাহাকে গুঁড়া করা হইয়াছে এরূপ; পিষ্ট। চূর্ণ (গুঁড়া করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে চূর্ণন।

চূর্ণীভূত—যাহা চূর্ণ ছিল না এক্ষণে চূর্ণ হইয়াছে। চূর্ণ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে—চূর্ণী—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

চূলিক—ঘৃতপক্ক গোধুম, লুচি। সং ; ক্লী।

চূলিকা—নাটকাঙ্গবিশেষ ; হস্তিকর্ণমূল ; চূড়া। চুল (উন্নত করা)+ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

চূষা—বরত্রা, হস্তীর কক্ষ-রজ্জু। চষ+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

চূষ্য—চোষণীয়, যাহা চুষিয়া খাইতে হয় এরূপ। চূষ (চোষা)+য ণ্য। বিণ ; ত্রি।

চেকিতান—১। অত্যন্ত জ্ঞানযুক্ত। যঙ্লুগন্ত কিত (পুনঃ পুনঃ জানা)+চানশ্ তাচ্ছীল্যার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। মহাদেব। সং।

চেট, চেড়—যে নায়ক কুপিতা নায়িকাকে কোপ হইতে শান্ত করে, উপনায়ক ; দাস। চিট (প্রেরণ করা)+অল্ ণ্য। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চেটী, চেড়ী।

চেটী, চেড়ী—উপনায়িকা ; দাসী। চেট দেখ ; চেট বা চেড়+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

চেতঃ—১। মনঃ, অন্তঃকরণ। চিত (বোধ করা)+অস্ ণ ; চেতস্, ১মার ১বচন। সং ; ক্লী। ২। আত্মা। সং ; পু।

চেতন—১। আত্মা, জীব। চিত (জ্ঞান করা) +অন ক। সং ; পু। ২। মনঃ। সং ; ক্লী। ৩। চৈতন্যযুক্ত, সংজ্ঞাবিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অচেতন।

চেতনা—সংজ্ঞা, চৈতন্য ; বুদ্ধি। চেতন দেখ। চেতন+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। [ক্লী।

চেতনাবিধান—চৈতন্যসম্পাদন। ৬তৎ। সং ;

চেতনাশূন্য—চৈতন্যরহিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

চেতিত—জ্ঞাপিত। ণিজন্ত চিত বা চেতি (বোধ করান)+ক্ত ণ্য। বিণ ; ত্রি।

চেৎ—যদি। চিত (বোধ করা)+বিচ্ ক। ব্য।

চেদি—দেশবিশেষ, শিশুপাল এই দেশের রাজা ছিলেন ; বংশবিশেষ ; চেদিদেশীয় লোক। সং ; পু।

চেদিপতি, চেদিরাজ—চেদিদেশাধিপতি শিশুপাল। ৬তৎ। সং ; পু।

চেয়—চয়নীয়, যাহা চয়ন করিতে হইবে বা করা আবশ্যক এইরূপ, চয়নযোগ্য। চি (চয়ন করা)+য ণ্য। বিণ ; ত্রি।

চেল—বস্ত্র ; পরিচ্ছদ। চিল (পরিধান করা) +অল্ ণ্য। সং ; ক্লী।

চেলী—বস্ত্র ; পট্টবস্ত্র ; পরিচ্ছদ। চিল (পরিধান করা)+অল্ ণ্য, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

চেষ্টক—১। চেষ্টাকারী, উদ্যোগী। চেষ্ট (চেষ্টা করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। ২। রতিবন্ধবিশেষ। সং ; পু।

চেষ্টমান—চেষ্টা করিতেছে এরূপ, যত্নশীল, উদ্যোগী ; চলৎ। চেষ্ট+শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চেষ্টমানা।

চেষ্টা—কায়িক ব্যাপার, অভীষ্টসাধনার্থ ক্রিয়া, যত্ন ; উদ্যোগ ; কার্য্য ; গতি। চেষ্ট (চেষ্টা করা)+অ ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে চেষ্টিত।

চেষ্টান্বিত—চেষ্টাযুক্ত, চেষ্টিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

চেষ্টাশূন্য—নিশ্চেষ্ট, উদ্যমহীন। ৩তৎ। বিণ।

চেষ্টিত—১। চেষ্টান্বিত। চেষ্ট (চেষ্টা করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। চেষ্টা। চেষ্ট+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

চৈতন্য—১। চেতনা, সংজ্ঞা ; ব্রহ্ম ; প্রকৃতি। চেতন+ষ্ণ্য ভাবাদি অর্থে। সং ; ক্লী। ২। চৈতন্যদেব, আধুনিক বৈষ্ণব মতের প্রধান প্রবর্ত্তক। বৈষ্ণবেরা ইঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি ভগবানের অংশাবতার। সে যাহা হউক, ইনি যে একজন প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ও হরিনামসাধক ছিলেন, তদ্বিষয়ে কাহারও সংশয় হইতে পারে না। এই মহাপুরুষ ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার শেষ রাজধানী পবিত্র নবদ্বীপধামে পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে তৎপত্নী শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার অনেকগুলি নাম ছিল। মৃতবৎসা জননীর পুত্র বলিয়া ইনি প্রথমতঃ নিমাই নামে অভিহিত হন ; পরে অন্নপ্রাশনের সময়ে ইঁহার নামকরণ হয় বিশ্বম্ভর ; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া অনেকে ইঁহাকে গৌরাঙ্গ বলিত ; এবং উত্তর কালে সন্ন্যাস গ্রহণের সময়ে ইনি চৈতন্য নাম প্রাপ্ত হন। এই শেষ নামেই ইনি সাধারণের নিকট সবিশেষ পরিচিত।

বাল্যকালেই চৈতন্য অসামান্য মেধা ও অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। অতি অল্প বয়সেই ইনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, পুরাণ, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত, প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিয়াও ইনি সতত অধ্যয়নে রত থাকিতেন। এই সময়ে ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়ায়, চৈতন্য অন্তরে দারুণ আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, চৈতন্যই শোকাতুরা জননীর একমাত্র অবলম্বন ও ভরসাস্থল হইলেন। অতঃপর শচীদেবীর চেষ্টায় বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীর সহিত ইঁহার বিবাহ হইল। কিছুদিন পরে লক্ষ্মীর মৃত্যু হইলে, বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী আর একটী সুশীলা কন্যার সহিত ইঁহার পরিণয় হইল।

একবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে চৈতন্য স্বয়ং চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে ইঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ প্রতিভার খ্যাতি দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। খ্যাতনামা পণ্ডিতসকল বিচারে ইঁহার নিকট পরাস্ত হইতে লাগিলেন ; কিন্তু ইঁহার সৌজন্যে এবং সরল, ও সাধু ব্যবহারে কেহই ইঁহার উপর রাগ করিতে পারিতেন না। ক্রমশঃ ইনি একজন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। একদিন রজতশুভ্র চন্দ্রিকাময়ী রজনীতে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরে ইনি শিষ্যগণসহ বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সমাগত হইয়া বলিলেন, "ওহে নিমাই, তুমি নাকি বড় পণ্ডিত।" নিমাই (চৈতন্য) অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আমি কি জানি, আপনি বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি, অনুগ্রহপূর্ব্বক গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন করুন, আমরা শুনিয়া সুখী হই।" আগন্তুক পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ কয়েকটি শ্লোক রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন। শ্লোকগুলির দোষাদোষ প্রদর্শনার্থ অনুরুদ্ধ হইয়া নিমাই শ্লোকগুলির অর্থ ও অলঙ্কারের দোষ দেখাইয়া দিলেন। তখন আত্মাভিমানী পণ্ডিতপ্রবর অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া চৈতন্যকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

চৈতন্য অতি উদারস্বভাব ছিলেন। একদিন ইনি অপর একটি পণ্ডিতের সহিত এক নৌকায় ভাগীরথী পার হইতেছিলেন। পণ্ডিত, চৈতন্যের হস্তে ন্যায়ের টীকা দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ইনি তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, পণ্ডিত বলিলেন, "আমিও একখানি ন্যায়ের টীকা লিখিয়াছি, কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের টীকা থাকিতে আমার টীকা কে পড়িবে ?" এই কথা শুনিবামাত্র চৈতন্য নিজের কৃত টীকাখানি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিলেন।

কিছুদিন পরে নিমাই পিতৃক্রিয়ার্থ গয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথায় বিষ্ণুপদমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণগণের স্তব, স্তুতি, পূজা, বন্দনা প্রভৃতি দর্শনে ও শ্রবণে ইঁহার হৃদয়ে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইল। এই স্থানে ঈশ্বরপুরী নামক এক বৈষ্ণব ব্রহ্মচারীর সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইল। সাধুর সহিত আলাপে ইঁহার ভক্তিস্রোতে প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইল। কয়েক দিন পরে নিমাই ব্রহ্মচারীর নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ভক্তিরসে প্লাবিত হওয়ায় এখন হইতে ইঁহার কেবল হরিনাম জপ, হরিধ্যান, হরিজ্ঞান সার হইল।

নবজীবন লাভ করিয়া নিমাই নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন। হরিধ্যান ভিন্ন অন্য কিছু এখন আর ইঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। নিমাই ভক্তিপ্রেমে একেবারে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। সংসারের কাজ কর্ম্ম আর ইঁহার

ভাল লাগিত না, কাজেই তাহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। অতঃপর ইনি অধ্যাপনা কার্য্যও বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন, কারণ ছাত্রদিগকে পড়াইবার সময়ে হরিনাম ভিন্ন আর কিছুই ইঁহার মুখে আসিত না। এক্ষণে নিমাই সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণ ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দসাগরে ভাসমান হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্ত বৈষ্ণবগণ ইঁহার ভক্তি ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার সহিত মিলিত হইলেন। যবন হরিদাস হরিনামরসে আর্দ্র হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও হরিনাম ত্যাগ না করিয়া ইঁহাদের সহিত যোগ দিলেন [হরিদাস দেখ]। ভক্ত বৈষ্ণবসকল এক জাতীয়; তাঁহাদিগের মধ্যে জাতি বিচার নাই। তাঁহারা জানিতেন

"চাণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ।"
"মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।
শুচি হ'য়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে।"

অতঃপর নিমাই সাধুভক্তবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া কেবল হরিনামরসে মগ্ন হইয়া রহিলেন। সাধনভজন ভিন্ন ইঁহার আর অন্য কার্য্য রহিল না। সংসারে থাকিয়াও ইনি কেবল ধর্ম্মজগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও চৈতন্যের মনের আশা মিটিল না। ইনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া ধর্ম্মার্থ জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। অবশেষে সংসারের বন্ধন, আত্মীয়-স্বজনের মায়া মমতা ছিন্ন করিয়া একদিন নিশাকালে গৌতম বুদ্ধের ন্যায় বৃদ্ধা জননী, যুবতী ভার্য্যা, ও প্রিয় সহচরবর্গকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিমাই পঁচিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিলেন, এবং কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া দণ্ডী কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

সন্ন্যাসী হইয়া চৈতন্য শান্তিপুরে ভক্ত অদ্বৈতের গৃহে গমন করিলে, সেখানে শচীদেবী ও ভক্তবৃন্দ ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; অতঃপর ইনি মধুর সম্ভাষণে সকলকে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ, মুকুন্দরাম প্রভৃতি কয়েকজন ধর্ম্মবন্ধু ইঁহার সহিত গমন করিলেন। পুরীর নিকটবর্ত্তী হইলে, জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত ইঁহার আগ্রহ এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, ইনি উন্মত্তের ন্যায় ছুটিলেন। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বিগ্রহমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ইনি অনুরাগের আবেগে তাহা ক্রোড়ে লইবার নিমিত্ত ধাবিত হইলেন, এবং কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তৎপরে সঙ্গিগণ দ্রুতপদে আসিয়া হরিনামের ধ্বনিতে ইঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

নীলাচলে অবস্থানের সময়ে পুরীরাজের সভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌমের সহিত ইঁহার হৃদ্যতা জন্মে। তিনি একজন তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, চৈতন্য বড় বেশী কিছু জানে না, বা বুঝে না। তিনি চৈতন্য ভাগবত শুনাইতে শুনাইতে একদিন

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থংভূতগুণোহরিঃ" ॥

শ্লোকের নয় রকম ব্যাখ্যা করিলেন। চৈতন্য উক্ত শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। তখন সার্ব্বভৌম পরাজয় স্বীকার করিয়া চৈতন্যের মতের অনুবর্ত্তী হইলেন।

অতঃপর ইনি নীলাচলেই আপনার আবাস স্থির করিলেন। ভাগবত হরিদাস প্রভৃতি দুই একজন ধর্ম্মবন্ধু ইঁহার নিকটে রহিলেন। অনন্তর ইনি নিত্যানন্দকে দেশে ফিরিয়া যাইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে বলিলেন। ইহার পর চৈতন্য কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে গমন করিলেন। তথায় রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইল। মধ্যে একবার দেশে প্রত্যাগমন করিয়া ইনি ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তৎপরে আবার নীলাচলে গমন করিলেন। সেই স্থানে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে ইনি তিরোহিত হন (১৫৩৩ খ্রীঃ)।

চৈতন্যময়—জ্ঞানময়। চৈতন্য শব্দ + ময়ট্ স্বরূপার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে চৈতন্যময়ী।

চৈতন্যরূপিনী—জ্ঞানস্বরূপা। চৈতন্যরূপী দেখ। চৈতন্যরূপিন্ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

চৈতন্যরূপী—(চৈতন্যরূপিন্)। জ্ঞানময়। চৈতন্যরূপ শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চৈতন্যরূপিনী।

চৈতন্যোদয়—চেতনাসঞ্চার, জ্ঞানোদয়। ৬৩৭। সং; পু।

চৈত্ত—(বৌদ্ধমতে) বিজ্ঞান ভিন্ন স্কন্ধ। চিত্ত শব্দ (মনঃ) + ষ্ণ। সং; ক্লী।

চৈত্য—১। চিতাসম্বন্ধীয়; উপাসনাস্থান; পূজাস্থান; বৌদ্ধদিগের মঠ। চিত (বোধ করা) + য র্ম্ম, তদুত্তরে ষ্ণ। সং; ক্লী। ২। রথ্যা বা শ্মশান পার্শ্বস্থ বৌদ্ধদিগের পূজনীয় বৃক্ষ। চিতা + ষ্ণ্য। সং; পু।

চৈত্র, চৈত্রিক—১। চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমাবিশিষ্ট মাস, মধুমাস। চৈত্রী দেখ; চৈত্রী + ষ্ণ, পক্ষান্তরে ষ্ণিক। সং; পু। ২। বৃদ্ধ ভিক্ষুক; বর্ষপর্ব্বতবিশেষ; চিত্রাগর্ভজ বুধপুত্র; ইনি সপ্তদ্বীপাধিপতি সুরথরাজার পিতামহ।

চৈত্রমখ—চৈত্রমাসের উৎসব। ৬৩৫। অথবা চৈত্রে কৃত মখ (উৎসব), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

চৈত্ররথ—কুবেরের উদ্যান, ইহা চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্ব দ্বারা রক্ষিত বলিয়া এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। চিত্ররথ + ষ্ণ। সং; ক্লী।

চৈত্রাবলী—চৈত্রী পূর্ণিমা। সং; স্ত্রী।

চৈত্রী—চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা; চৈত্রমাসের পূর্ণিমা। চিত্রা (নক্ষত্রবিশেষ) + ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চৈৎসিং—(রাজা)। বেনারসের রাজা বলবন্ত সিংহের ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে আগষ্ট মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র চৈৎসিং বেনারসের রাজা বলিয়া ঘোষিত হন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি অযোধ্যার নবাবের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া বার্ষিক কর দিতে অঙ্গীকার করিয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস নিয়মিত দেয় কর ব্যতীত ৫ লক্ষ টাকা দাবী করেন, এবং সিপাহীর সাহায্যে ঐ টাকা আদায় করেন। পর বৎসরও ঐরূপ দাবী করা হয় এবং দ্বিতীয় বৎসরে কোম্পানীর কার্য্যের জন্য সৈন্যদল দিবার জন্যও দাবী করা হয়। চৈৎসিং সৈন্য দ্বারা সাহায্য না করাতে তাঁহাকে ৫০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিতে বলা হয়। এই টাকা আদায় করিবার জন্য হেষ্টিংস স্বয়ং বেনারসে গমন করেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট স্বীয় প্রাসাদেই চৈৎসিং বন্দী হইয়া থাকেন। তাঁহার অনুচরগণ রক্ষিগণকে আক্রমণ ও নিহত করে। এই গোলযোগের সময় চৈৎসিং পলায়ন করেন। হেষ্টিংস চুনার দুর্গে প্রস্থান করিলে মেজার পপহাম (Major Popham) সসৈন্যে আসিয়া বেনারসে লতিফপুর ও বিজয়গড়ে চৈৎসিংহের যে সকল সেনা ছিল, তাহাদিগকে পরাজিত করেন। দেয় রাজস্ব দ্বিগুণীকৃত করা হইল এবং চৈৎসিংহের একমাত্র ভগ্নীর পুত্র মহীপ নারায়ণকে রাজা করা হইল। চৈৎসিং সামান্য মাত্র অনুচর লইয়া গোয়ালিয়রে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তথায় ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে মার্চ্চ দেহত্যাগ করেন। বেনারসের বর্ত্তমান রাজগণ চৈৎসিংহের বংশসম্পর্কিত ভূমিহার ব্রাহ্মণ। মহীপ নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উদিত নারায়ণ, এবং ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে উদিত নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ কাশীর রাজা হন। বর্ত্তমান রাজা স্যার্ প্রভু নারায়ণ ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও দত্তক পুত্র। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই জুন ইনি

কাশীরাজ্যের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। হেষ্টিং-সের সঙ্গে কান্তবাবু বেনারসে গমন এবং চৈৎসিংহের সুন্দর কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরের দালান, স্তম্ভ ও কার্ণিস প্রভৃতি উঠাইয়া আনিয়া কাশীমবাজার রাজবাটীর কিয়দংশ পরিশোভিত করেন। এই রাজবাটীতে যে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে, শোনা যায়, উহাও কান্তবাবুর আনীত চৈৎসিংহের সম্পত্তি। (কান্তবাবু দেখ)।

চৈদ্য—চেদিরাজ; শিশুপাল; চেদিদেশীয় লোক। চেদি (দেশবিশেষ)+ষ্ণ্য। সং; পু।

চোদনা—প্রেরণা; প্রবর্ত্তনা; তর্জনা। চুদ (প্রেরণ করা)+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

চোদয়িতা—প্রবর্ত্তক; প্রেরক। ণিজন্ত চুদ বা চোদি (প্রেরণ করা)+তৃন্ ক=চোদয়িতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে চোদয়িত্রী।

চোদিত—প্রেরিত; প্রবর্ত্তিত; নিয়োজিত। ণিজন্ত চুদ বা চোদি (প্রেরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

চোদ্য—১। অদ্ভুত; প্রশ্ন। সং; ক্লী। ২। প্রেরণযোগ্য। চুদ (প্রেরণ করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

চোপন—চুপে চুপে যাওয়া; মৌন, চুপ করিয়া থাকা। চুপ (আস্তে আস্তে যাওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

চোর—তস্কর, পরদ্রব্যাপহারক; গন্ধদ্রব্যবিশেষ; জনৈক কবি। চুর (চুরি করা)+অন্ ক। সং; পু। বিশেষ্যে চৌর্য্য।

চোল, চোলক—১। কাঁচুলি; ঘাগরা। চোল=চুল (উন্নত করা বা হওয়া)+অন্ ক। চোলক=চোল+কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী। ২। দেশবিশেষ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যথাক্রমে চোলী ও চোলিকা।

চোলিকা, চোলী—ঘাগরা। চোলিকা=চোলক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। চোলী=চোল+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

চোষ্য—চুষিয়া খাইবার উপযুক্ত, আম্রাদি। চূষ্য শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন।

চৌথ—রাজস্বের চতুর্থাংশ, মাহাট্টারা বিজিত রাজ্যসমূহ হইতে এই কর আদায় করিতেন; প্রজারা আপনাদিগের অধিকৃত ভূমিস্থিত বৃক্ষাদি কর্ত্তন করিলে, তাহার মূল্যের চতুর্থাংশ জমিদারকে দিয়া থাকে, তাহাকেও চৌথ বলে। চতুর্থ শব্দের অপভ্রংশ।

চৌধুরী—উপাধিবিশেষ। চতুর্ধুরিন্ বা চতুর্ধুরীণ শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন।

চৌম্বক—চুম্বকসম্বন্ধীয়; আকর্ষক। চুম্বক+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

চৌর—চোর, তস্কর; গন্ধদ্রব্যবিশেষ; কবিবিশেষ। চোর+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু।

চৌর্য্য—তস্করতা, চুরি। চোর+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

চৌর্য্যবৃত্তি—চুরি ব্যবসায়। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

চ্যবন—১। ক্ষরণ। চ্যু (পতিত হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে চ্যুত। ২। জনৈক ঋষি; মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে পুলোমার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে এক রাক্ষস পুলোমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে গর্ভস্থ বালক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে বিনির্গত হন, তাহাতেই ইহাঁর নাম চ্যবন হয়। দুরাত্মা রাক্ষস ইহাঁর তেজে ভস্মীভূত হয়।

উপযুক্ত বয়সে চ্যবন তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল একস্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তপস্যা করায় ইহাঁর শরীর বল্মীক দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইল। একদিন রাজা শর্য্যাতি সপরিবারে সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলে রাজার সুকন্যা নাম্নী দুহিতা কণ্টক দ্বারা বল্মীকমধ্যস্থ ঋষিবরের উজ্জ্বল নয়নদ্বয় বিদ্ধ করেন। চ্যবন রাজসৈন্যের মলমূত্রত্যাগ বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন রাজা ইহাঁকে স্বীয় দুহিতা ভার্য্যার্থে প্রদান করিয়া ইহাঁর তুষ্টি বিধান করেন।

অতঃপর চ্যবন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া ভার্য্যা সুকন্যাসহ সুখে বাস করিতে লাগিলেন। দেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রসাদে ইনি নবযৌবন লাভ করিলেন। সুকন্যার গর্ভে ইহাঁর প্রমতি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। স্বীয় শ্বশুরের যজ্ঞে ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস পান করিতে দেন। তাহাতে ইন্দ্র কুপিত হইয়া ইহাঁর বিনাশার্থে বজ্র নিক্ষেপে উদ্যত হইলে, ইনি তাঁহার হস্ত স্তম্ভিত করেন। অনন্তর তপোবলে এক অসুর সৃজন করিয়া তাহাকে ইন্দ্রের প্রাণনাশার্থ আদেশ করেন। তখন দেবরাজ চ্যবনের শরণাপন্ন হইয়া অব্যাহতি লাভ করেন।

চ্যবনপ্রাশ—রসায়ন অধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। এই ঔষধে কাশ ও শ্বাসাদি রোগের উপশম এবং বলবৃদ্ধি হয়। কথিত আছে যে, চ্যবন মুনি এই ঔষধ সেবনে বৃদ্ধকালে পুনরায় যৌবন লাভ করিয়াছিলেন। চ্যবন দেখ; চ্যবন (মুনিবিশেষ)—প্র-অশ (ভোজন করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

চ্যুত—পতিত; নষ্ট; ভ্রষ্ট; ক্ষরিত; মুক্ত; চঞ্চল। চ্যু (পতিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে চ্যুতি।

চ্যুতি—পতন; ক্ষরণ; নাশ; হানি। চ্যু (পতিত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে চ্যুত।

চ্যোত—চ্যুতি দেখ। চ্যুত (পতিত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে চ্যুত।

চ্যোতন্তী—চ্যোতৎ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

চ্যোতৎ—পতনশীল; ক্ষরণশীল; বিনাশশীল। চ্যুত (পতিত হওয়া)+শতৃ ক। বিণ; ত্রি। পুংলিঙ্গে চ্যোতন্। স্ত্রীলিঙ্গে চ্যোতন্তী।

চ্যোতন্—চ্যোতৎ দেখ। বিণ; পু।

ছ

ছ—১। সপ্তম ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণ স্থান তালু। ২। নির্ম্মল; তরল; ছেদক। ছো (ছেদন করা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

ছগ—ছাগ, ছাগল। ছো (ছেদন করা)+অগক্ র্ম্ম নিপাতনে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ছগী।

ছগল—১। ছাগ, ছাগল; অত্রিমুনি। ছো (ছেদন করা)+কল র্ম্ম নিপাতনে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ছগলী। ২। নীলাম্বর, নীলবস্ত্র। সং; ক্লী।

ছগলক—ছাগল। ছগল+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

ছগলী—ছাগী, স্ত্রী-ছাগল। ছগল দেখ; ছগল+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ছগী—ছাগী, স্ত্রীছাগল। ছগ দেখ; ছগ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ছটা—উজ্জ্বলতা; শোভা; সুন্দরতা; দীপ্তি; রেখা; সমূহ; পরম্পরা। ছো (ছেদন করা)+অটন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ছত্র, ছত্ত্র—১। আতপত্র, ছাতা। [পুরাণে কথিত আছে যে, এক সময় মহর্ষি জমদগ্নি বাণক্রীড়া করিতেছিলেন, এবং তৎপত্নী রেণুকা নিক্ষিপ্ত বাণসকল কুড়াইয়া আনিতেছিলেন। রেণুকা প্রখর সূর্য্যতাপে তাপিতা হইয়া স্বামীকে নিবেদন করিলে জমদগ্নি সূর্য্যকে তাপ সংবরণ করিতে বলেন। সূর্য্য তাহাতে জগতের ক্ষতি হইবে জানাইয়া তাপ নিবারণার্থ মহর্ষিকে ছত্র ও পাদুকা প্রদান করেন]। ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা)+ত্র ণ। ২। আচ্ছাদন; আবরণ। ণিজন্ত ছদ+ত্র ভা। সং; ক্লী।

ছত্রক—মাছরাঙ্গা পাখী; ছাতা; ঈশ্বরগৃহবিশেষ। ছত্র শব্দ+ক। সং; ক্লী।

ছত্রদণ্ড—১। ছত্র ও দণ্ড। দ্বন্দ্ব। ২। রাজছত্র। ছত্র রূপ দণ্ড, রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

ছত্রধর—ছত্রধারী, যে ছাতা ধরে। ছত্রের ধর, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ছত্রধারী—(ছত্রধারিন্)। যে ছাতি ধরে। ছত্র শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ছত্রধারিণী।

ছত্রভঙ্গ—স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য; ছাতিভাঙ্গা; নৃপনাশ, অরাজকতা; বৈধব্য। ৬তৎ। সং; পু।

ছত্রা—অতিচ্ছত্রা বৃক্ষ। ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা)+ত্র ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ছত্রাক—শিলীন্ধ্র; কোঁড়ক, ছাতা। ছত্র—অক (বক্রগমন করা)+ষণ্ ক। সং; ক্লী।

ছত্রাকী—রাস্না। ছত্রাক দেখ; ছত্রাক শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ছত্রী—১। ছত্রধারী। ছত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে= ছত্রিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। ক্ষৌরকার, নাপিত। সং; পু।

ছত্বর—গৃহ; কুঞ্জ। ছদ+বর ক। সং; পু।

ছদ—আম্রবৃক্ষ; পত্র; পক্ষ। ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা)+ঘ ণ। সং; পু।

ছদন—১। আচ্ছাদন। ছদ (আচ্ছাদন করা) + অনট্ ভা। ২। পত্র; পক্ষ। ছদ+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

ছদি—১। চাল, ছাদ। ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা)+ই ণ। ২। আচ্ছাদন, আবরণ। ণিজন্ত ছদ+ই ভা। সং; পু।

ছদিঃ—১। চাল, ছাদ। ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা)+ইস্ ণ=ছদিস্, ১মার ১বচন। ২। আচ্ছাদন। ণিজন্ত ছদ+ইস্ ভা। সং; স্ত্রী।

ছদ্ম—কৃত্রিম; ছল, কপট। ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা)+মন্ ণ=ছদ্মন্, ১মার ১বচন। সং; ক্লী।

ছদ্মবেশ—কপটবেশ, লোককে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে আত্মস্বরূপ গোপন করিয়া অন্য যে বেশ বা ভাব ধারণ করা যায়। কর্ম্মধা। সং; পু।

ছদ্মবেশী—ছদ্মবেশধারী, কপটবেশধারণকারী। ছদ্মবেশ দেখ; ছদ্মবেশ+ইন্ অস্ত্যর্থে= ছদ্মবেশিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

ছদ্মী—কপটী; ছদ্মবেশধারী। ছদ্ম দেখ; ছদ্মন্ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=ছদ্মিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

ছন্দ—অভিপ্রায়; ইচ্ছা; অভিলাষ; বশতা। ছন্দ (আচ্ছাদন করা) বা চন্দ (আহ্লাদিত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

ছন্দঃ—১। বেদ। ছন্দ (আচ্ছাদন করা) বা চন্দ (আহ্লাদিত করা)+অস্ র্ম=ছন্দস্, ১মার ১বচন। ২। ইচ্ছা; স্বৈরাচার; পদ্য-বন্ধ [নিম্নে বিস্তৃত বিবরণ দেখ]। ছন্দ বা চন্দ+অস্ ভা। সং; ক্লী।

ছন্দঃ—পরিমিত অক্ষরে বদ্ধ এবং শ্রবণ-মনের প্রীতিপ্রদ পদাবলির নাম ছন্দঃ। ছন্দঃ দুই প্রকার,—অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষর।

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ।

যে ছন্দে চরণদ্বয়ের অন্ত্যবর্ণের মিল থাকে না, তাহাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ বলে।

যথা,—

তোটক। নম নিত্য নিরাময় বিশ্বপতে,
নম চিন্ময় সত্য সনাতন হে।
তুমি পালক বিশ্বনিয়ন্তৃ, বিভো!
ভব ভাবন নাশ নিদান তুমি,
তুমি তাপ নিবারণ পাপহর।
তুমি ভীম ভবার্ণব ভেলক হে।

পয়ার। কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল, ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।

মিত্রাক্ষর ছন্দঃ।

যে ছন্দে চরণদ্বয়ের অন্ত্যবর্ণের মিল থাকে, তাহাকে মিত্রাক্ষর ছন্দঃ বলে। যথা,—

তোটক। বল নাথ কি কারণ মূঢ় মন,
বিষয়ের সুখে হইছে মগন।
ত্যজি অমৃত সাগর যত্ন ভরে
পড়িছে জ্বলপাবক কুণ্ড' পরে।

পয়ার। শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহেন বেদব্যাস।
তপস্যার নানা ধর্ম্ম প্রধান সন্ন্যাস।
সর্ব্বজীবে সমভাব জয়াজয় তুল্য।
স্তুতি নিন্দা মৃত্তিকা মাণিক্য তুল্য মূল্য॥

ছন্দঃপ্রকরণ।

দশাক্ষরা বৃত্তি।

দিগক্ষরা।

যাহার চরণে দশটী অক্ষর থাকে তাহাকে দিগক্ষরা ছন্দঃ কহে। যথা;—

শুন বাছা রাম মনোগত,
এ মায়ের আশা ছিল যত;
রেণুকা-তনয় তুল্য হবে,
সকলে তোমারে বীর কবে,
এই আশে রাম নাম তব,
রেখেছিনু হয়েছিল সব;
কে জানে সে পিতার আদেশে,
জননীরে বধে'ছিল শেষে।

একাদশাক্ষরা বৃত্তি।

একাবলি।

যাহার চরণে এগারটী করিয়া অক্ষর থাকে, এবং ষষ্ঠ বর্ণে যতি থাকে, তাহাকে একাবলি-ছন্দঃ বলে। কখন কখন ৮ম বর্ণেও যতি থাকে। যথা;—

(১) অধম বচনে অনেক বলে,
কাজে কিছু তার নাহিক ফলে।
সুজন বচনে কিছু না কয়;
কাজে তার গুণ প্রকাশ হয়।

(২) তব অন্বেষণে হে নাথ কত,
দিবা বিভাবরী ভূধরে গত।
উচ্চৈঃস্বরে সদা তোমাকে ডাকি,
ঝর ঝর ঝর ঝরিছে আঁখি;
মম দুখে দুখী পাষাণ-কায়,
প্রতিধ্বনিচ্ছলে কাঁদিছে হায়।

(৩) যখন দহন দহে গহন,
পবন সহায় হয় তখন;
সেই বায়ু হরে দীপ শিখায়;
ক্ষীণের গৌরব বল কোথায়?

(৪) ভো নভোমণ্ডল! বল স্বরূপ,
কে দিল তোমারে এরূপ রূপ।
অসংখ্য তারকাজালে মণ্ডিত;
বিবিধ বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত;
যখন বিশ্বের যে দিকে চাই,
সে দিকে তোমারে দেখিতে পাই।

দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তি।

দীর্ঘ একাবলি।

যে ছন্দের চরণে বারটী অক্ষর থাকে এবং একাবলির ন্যায় ৬ষ্ঠ বর্ণে যতি থাকে, তাহাকে দীর্ঘ একাবলিচ্ছন্দঃ বলে। যথা,—

দিবানিশি পোড়া পেটের লাগিয়া
কি না করিতেছি ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
বাণ্ডরে বানরী করিয়া যতনে,
নাচাইয়া ফিরি ভবনে ভবনে।
এই দুখে দেহ দহিছে সতত,
দশা দুখে দুখ নাহি ভাবি তত।

তোটক।

১ ১ ২ ১১২১ ১২ ১১ ২
প্রথমে লঘুবর্ণ দুটী হইবে,
গুরু অক্ষর এক পরে লিখিবে;
ধর বারটী অক্ষর এই মতে,
হয় তোটক সংস্কৃত শাস্ত্র মতে।

তোটক ছন্দঃ সংস্কৃতানুযায়ী মাত্রায় গ্রথিত; ইহার প্রত্যেক চরণে বারটি অক্ষর থাকে; প্রথমে দুইটী হ্রস্ব, তারপর একটি দীর্ঘ, এইরূপ ক্রমানুসারে সেই বারটী অক্ষর স্থাপিত হয়; অর্থাৎ বারটী অক্ষরের ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৯ম ও ১২শ বর্ণ গুরু এবং অবশিষ্ট ৮টি বর্ণ লঘু যথা;—

(১) ১১২ ১১২ ১১ ২ ১ ১২
পরকিঙ্করতা কভু না করিবে।
নিজভার পরোপরি নাহি দিবে॥
কভু দৈব বলে ভর না থুইবে।
নিজ পৌরুষ সাধ্য মতে করিবে॥

(২) ১১২১ ১২১১২১ ১২
বল নাথ কি কারণ মূঢ় মন
বিষয়ের সুখে হইছে মগন
ত্যজি অমৃত সাগর যত্ন ভরে
পড়িছে জ্বলপাবক কুণ্ড'পরে।

ভুজঙ্গ-প্রয়াত।

য-চারি প্রয়োগে ভুজঙ্গ প্রয়াত।

প্রথম বর্ণ লঘু এবং পরবর্ত্তী দুইটী বর্ণ গুরু, এইরূপ তিনটী বর্ণে 'য' হয়। যে ছন্দের প্রত্যেক চরণে চারিটী 'য' থাকে, তাহাকে ভুজঙ্গ-প্রয়াতচ্ছন্দঃ বলে। যথা;—

১২ ২ ১ ২ ২ ১২ ২ ১ ২ ২
মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে।

ত্রয়োদশাক্ষরা বৃত্তি।

চণ্ডী।

ন-যুগল স-যুগল গ ক্রম ভাবে,
যদি রয় পদ গত সে হয় চণ্ডী।

যে ছন্দের প্রত্যেক চরণে তেরটী অক্ষর থাকে এবং তন্মধ্যে কেবল ৯ম, ১২শ ও ১৩শ বর্ণ গুরু আর অবশিষ্ট সমস্ত লঘু হয়, তাহাকে চণ্ডী বলে। যথা ;—

(১) ১১ ১১ ১১ ১১ ২ ১১ ২ ২
জয় জয় ভব ভয় বারণ ধাতা।
তুমি বিভু সমুদয় জীবন পাতা॥
অগময় ভবগত এ গতি হীনে।
অগহর বুক করুণা ময়ি দীনে॥

(২) কি গুণ কি হিত বল মাদক পানে।
বুধগণ বহুবিধ দোষই জানে॥
ক্ষয় হয় ধন তনু জীবন তাহে।
স্বজন অপর জন না মুখ চাহে॥

চতুর্দ্দশাক্ষরা বৃত্তি।

পয়ার।

চতুর্দ্দশ বর্ণে হয় সকল পয়ার ;
অষ্টম অক্ষরে যতি প্রশস্ত তাহার।

পয়ার ছন্দের প্রত্যেক চরণে চৌদ্দটী অক্ষর থাকে, এবং সাধারণতঃ ৮ম অক্ষরে যতি থাকে ; কিন্তু যতি স্থাপনের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই ; অর্থানুসারেই যতিস্থাপন করা হইয়া থাকে। যথা ;—

(১) ধন জন যৌবনের গর্ব্ব কর মন ;
জাননা নিমিষে হরে সকলই শমন।

(২) স্মরহর বর, বরপিতা পুরহর।
পিতামহ সংহর, প্রপিতামহ হর॥

(৩) আমি জানি, আমার ভাগ্যের সীমা নাই।
সতী মোর কন্যা, তুমি আমার জামাই॥

পর্য্যায়সম।

পূর্ব্বে দুই চরণেই পয়ার ছন্দঃ শেষ হইত ; এক্ষণে চারি চরণে পয়ার শেষ করিবার জন্য প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিল করা হয় ; অথবা প্রথম ও চতুর্থ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে মিল করা হয়। যথা ;—

(১) দুর্ব্বাদলে অবিরল খদ্যোতের দলে,
সহসা হেরিলে, হেন জ্ঞান হয় মনে,
স্বভাব-বণিক শ্যাম নিকষ উপলে,
পরীক্ষা করিছে যেন কষিয়া কাঞ্চনে।

(২) পান্থশালা এ সংসার, কেহ নহে কার।
একদল আসে আর একদল যায় ;
আজি যার সঙ্গে দেখা কালি সে কোথায় ?
ইহারে উহারে বলি আমার আমার,
মিছা বৃদ্ধি করে লোকে জীবনের ভার।
মায়ার বিকারে ঘটে এরূপ বিচার।

মালঝাঁপ ও তরলপয়ার।

সদাকাল সুরসাল হয় মালঝাঁপ।
রীতি এর মিলনের সোপানের ধাপ॥
চতুর্থেতে অষ্টমেতে দ্বাদশেতে তার।
মিত্রাক্ষর পরস্পর দ্বি অক্ষর আর॥
চতুর্থেতে অষ্টমেতে থাকে মিল যার।
ভিন্নাকারে বলে তারে তরল পয়ার॥

মালঝাঁপ।

(১) গুণহীন চিরদিন পরাধীন রয়।
নাহি সুখ ম্লানমুখ চিরদুখ সয়॥
গুণমান মতিমান ধনবান্ হয়।
নাহি দুখ হাস্যমুখ সদা সুখময়॥

(২) কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরি বাণ খরসান হান হান হাঁকে॥

তরল পয়ার।

(১) কষ্ট পাও নাহি খাও বরঞ্চ সে ভাল,
ভিক্ষা কর প্রাণে মর ঘুচিল জঞ্জাল।
যে বান্ধব স্ব-বিভব-গর্ব্বিত হৃদয়,
তবু সবে নাহি লবে তাহার আশ্রয়।

(২) দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি,
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা,
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।

পঞ্চদশাক্ষরা বৃত্তি।

মালতী।

পয়ারের পরে যদি এক বর্ণ হয় হে,
তাহারে মালতীচ্ছন্দঃ কবিগণ কয় হে।
যথা,—

(১) তেজস্বীর তেজ সয় তত দুঃখ হয় না,
তার তেজে যার তেজ তার তেজ সয় না।
প্রখর রবির কর শিরে সহ্য হয় হে,
তার তেজে বালি তাতে পদে নাহি সয় হে।

(২) প্রভুকেও চাটু বাক্য কথন না কহিবে,
শত্রুকেও কটু বাক্য কভু নাহি বলিবে।
গল্পেতেও মিথ্যা কথা মুখে নাহি বলিবে,
পরনিন্দা পরদ্বেষ কভু নাহি করিবে।

তূণক।

২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২১ ২১ ২ ১ ২
আদ্য দীর্ঘ অন্ত হ্রস্ব এই রূপ বন্ধনে,
রাখিবে পনের বর্ণ তূণকের যোজনে।
যথা,—
২ ১ ২ ১ ২ ১ ২১ ২১ ২১ ২ ১ ২
ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে,
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে।
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে,
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দলোক কাঁপিছে ?

চামর।

২ ১ ১ ১ ২ ১ ১১ ২১ ১ ১ ২ ১ ২
আদ্যগুরু এক লঘু বর্ণ তিন তৎপরে
দ্বাদশটী বর্ণ লিখ এই মত অক্ষরে
তারপর বর্ণ তিন মধ্যলঘু অক্ষরে
পঞ্চদশ বর্ণগত পাদ ধর চামরে। যথা,—
না পড়িছ না শিখিছ তায় মন না দিবে,
জ্ঞান-ধন-হীন যদি শেষ দুখ পাইবে।
শৈশব ত দেখি গত আর কত খেলিবে,
বালক কি ভাব দিন এইমত যাইবে ?

ষোড়শাক্ষরা বৃত্তি।

কুসুম-মালিকা।

যদি পয়ারের আগে থাকে দুইটী অক্ষর,
তারে, কুসুম-মালিকা ছন্দঃ কহে কবিবর।
যথা,—
যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে ;
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু মিলনে ;
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে,
শেষে দিবসে বিকাশে পাশে দিবাকরে দেখে,
হ'ল তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়,
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়।

সপ্তদশাক্ষরা বৃত্তি।

মালতী-লতা।

যদি মালতীর অগ্রভাগে দুই বর্ণ রয় হে,
তারে কহেন মালতী-লতা কবি সমুদয় হে।
যথা,—

(১) তুমি, আপনার দোষ কভু দেখিতে না পাও হে,
দেখি, পাইলে পরের দোষ শতমুখে গাও হে।
সদা, জীবের জীবন হরি সুখে মাংস খাও হে,
তবু, জীবহত্যাকারী ব'লে ব্যাঘ্রে দোষ দাও হে।

(২) তুমি, ধনাশয়ে ধনীদের মুখ চেয়ে রও না,
দেখি, ধনীরে তুষিতে তার মিথ্যাগুণ কও না।
কভু, প্রভুর প্রগল্‌ভ বাণী কাণে নাহি শুনিছ,
নাহি, দুরাশায় দূরদেশে দ্রুতপদে ধাইছ,
আহা, সময়ে কোমলতর দূর্ব্বাদল খাও হে,
দেখি, নিদ্রা এলে সেইক্ষণে সুখে নিদ্রা যাও হে
নাহি, পুণ্যবান্ ভাগ্যবান্ তব তুল্য আর হে,
হেন, স্বাধীনতা সুখভোগ আর আছে কার হে,
আমি, তাই ভাই মৃগবর জানিবারে চাই হে,
তুমি,কি তপ করিয়াছিলে বল কোন্ ঠাঁই হে।

অষ্টাদশাক্ষরা বৃত্তি।

চম্পকাবলি।

এই ছন্দে অষ্টাদশ অক্ষর থাকে, তাহার পঞ্চম, দশম, ও পঞ্চদশ বর্ণে মিল থাকে এবং তাহার প্রথম, তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ, ত্রয়োদশ ও ষোড়শ অক্ষর গুরু এবং অবশিষ্ট সমস্ত লঘু হয়। যথা,—

২ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ২ ১১ ২১ ২ ১ ১ ২১১
বিশ্ব পাবন বিশ্বজীবন ভূত ভাবন শঙ্কর
সৃষ্টিকারক সৃষ্টিধারক সৃষ্টিনাশক ঈশ্বর।
লোককারণ লোকতারণ পাপবারণ-বারক।
পাহি পালক রক্ষ রক্ষক নাথ যাচক সেবক।

দীর্ঘচম্পকাবলি।

চম্পকাবলির অগ্রে দুইটি লঘুবর্ণ সংযুক্ত হইলে দীর্ঘ চম্পকাবলি হয়। যথা,—

(৩) যত দিন ভবে   না হবে না হবে
তোমার অবস্থা   আমার মত।
শুনে না শুনিবে   বুঝে না বুঝিবে
জানাইব আমি   যাতনা যত।
(৪) অতি মনোহয়   সোণার পিঞ্জর
বাস করি তায়   দিন রজনী।
করপদ্ম দিয়া   যতন করিয়া
মম সেবা করে   নৃপ আপনি।
সুমধুর পয়ঃ   সুধাসম পয়ঃ
রসাল দাড়িম   মম আহার।
নৃপতি সভায়   আমারে পড়ায়
পড়ি রামনাম   সুখ অপার।
নিজে শুক জাতি   ধীর নাম খ্যাতি
সবে যশ গায়   কত আদরে।
হায় একি দায়   তবু মন ধায়
সে সুখ জনম   তরু-কোটরে।

মিশ্রললিত।

(৫) নয়ন কেবল,   নীল উৎপল,
মুখ শতদল   দিয়া গঠিল।
কুন্দে দন্তপাঁতি   রাখিয়াছে গাঁথি
অধরে নবীন   পল্লব দিল।
শরীর সকল   চম্পকের দল
দিয়া অবিকল   বিধি রচিল।
তাই ভাবি মনে,   তবে কি কারণে
পাষাণেতে তব   মন গঠিল।

নর্ত্তক ত্রিপদী।

একুশ বর্ণ আগে,   লিখিবে তিন ভাগে,
সপ্তমে চতুর্দ্দশে তার
মিলন পরস্পর   অক্ষর শেষে ধর,
নর্ত্তক ত্রিপদীতে, আর। যথা,—
অভেদ ভাবে যেই,   পরম জ্ঞানী সেই,
তারে না লাগে পাপ ক্লেদ।
যে দেহে হরিহরে   অভেদরূপে চয়ে
সে দেহে নাহি তাপ খেদ।
একই কলেবর   হইলা হরিহর
বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ :
যে জানে দুই রূপে   সে মজে মোহকূপে
ভারতে নাহি এই খেদ।

ষড়্বিংশতিকাক্ষরা বৃত্তি।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

ছাব্বিশ অক্ষরময়   এ দীর্ঘ ত্রিপদী হয়
অষ্টমে ষোড়শে মিল কর।
প্রথম দ্বিতীয় ভাগে   ষোল বর্ণ লিখ আগে
শেষে রাখ দশটী অক্ষর। যথা,—
যদি তুমি ওহে ধীর   দুঃখিতের অশ্রুনীর
নিজ করে না কর মোচন ;
তব অশ্রু নিরখিয়া   দুখী হবে কার হিয়া
কে তাহা করিবে নিবারণ ?

সপ্তবিংশতিকাক্ষরা বৃত্তি।

ললিত ত্রিপদী।

দীর্ঘ ত্রিপদীর শেষে   এক বর্ণ বিনিবেশে,
ললিত ত্রিপদী ছন্দ হয় হে।
চব্বিশ বর্ণের সনে   রাখ যদি ত্রিমিলনে
হয় অতি মধুরতাময় হে। যথা,—
শিবনাম লয়ে মুখে   তরিব সকল দুখে,
দমন করিব সুখে শমনে।
শিবগুণ কি কহিব,   কোথায় তুলনা দিব,
জীব শিব হয় শিব সেবনে।

ঊনত্রিংশদক্ষরা বৃত্তি।

লঘু চতুষ্পদী।

এই লঘু চতুষ্পদী   লিখিতে বাসনা যদি
উনত্রিশ বর্ণ দিবে, এক চরণে,
চব্বিশ অক্ষর আগে,   বিরচিবে তিন ভাগে,
তার পরে পাঁচবর্ণ লিখ যতনে। যথা,—
তরিবারে পরিণাম,   হর জপে হরিনাম,
হরি ভজি পূর্ণকাম, কমলজ রে
ভব ঘোর পারাবার   হরিনাম তরিবার
হরিনাম লয়ে' পার হৈল গজ রে।

ত্রিংশদক্ষরা বৃত্তি।

ভঙ্গ পয়ার।

আগে আট বর্ণ ধর,   আগে আট বর্ণ ধর,
দ্বিতীয় অক্ষরে তার যতিচ্ছেদ কর।
সেই আটটি অক্ষর,   সেই আটটি অক্ষর,
পুনর্ব্বার অবিকল লিখ তারপর।
পরে পয়ার যেমন   পরে পয়ার যেমন
ভঙ্গ পয়ারের তাহা দ্বিতীয় চরণ।
ইথে তিন মিল ধরে   ইথে তিন মিল ধরে,
অষ্টমে ষোড়শে আর ত্রিংশৎ অক্ষরে। যথা,—
ওরে মানস বিহঙ্গ   ওরে মানস বিহঙ্গ
বিষম বিষয়বনে কর কত রঙ্গ।
তায় ফলেরে কেবল   তায় ফলেরে কেবল
বিষময় বিষম ইন্দ্রিয়-সুখ-ফল।

একত্রিংশদক্ষরা বৃত্তি।

ললিত চতুষ্পদী।

এ ললিত চৌপদীর   আগে তিন ভাগে ধীর
চব্বিশ অক্ষর স্থির,   প্রতি আটে মিলিবে,
পরে সাত বর্ণ হবে,   তুর্য্যে তার যতি রবে,
একত্রিশ বর্ণ হবে,   এক পাদ জানিবে।
(১) ধরাধামে ধেনুচয়   যেন দুগ্ধবতী রয়,
তুমি সর্ব্ব শস্যময়   হয় যেন হয় হে।
বর্ষাকালে বর্ষে বর্ষে   বারিধর যেন বর্ষে,
তার গুণে এই বর্ষে,   সব সুখময় হে।

ভঙ্গ ললিত চতুষ্পদী।

(২) শ্বেত হ'লো শ্যাম কেশ, নিশ্বাস হতেছে শেষ,
মনের বাসনা মোর   অদ্যাপি না পূরিল।
যতনে দুরাশাভরে   ডুবিলাম রত্নাকরে,
যাতনা হইল সার   রতন না মিলিল।
(৩) আইল রে গ্রীষ্মকাল যেন কালান্তের কাল
সৃষ্টি দহিবারে যেন   অতি ক্রোধ ভরে রে
জগৎলোচন রবি   ধরি দাবানল ছবি,
সহায় হইল সঙ্গে   লয়ে খর করে রে।

অধুনা উল্লিখিত ছন্দঃসমূহের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন করিয়া পদ্য লিখিত হইতেছে। ফলতঃ ইদানীং ভাবের দিকে যত দৃষ্টি, ছন্দঃ বা শব্দালঙ্কারের প্রতি তত দৃষ্টি নাই। আধুনিক ছন্দঃ সকল লঘু, দীর্ঘ, ভঙ্গ ও মিশ্র নামে অভিহিত হইবে। একটা উদাহরণ দেওয়া হইল ;—

দীর্ঘ পয়ার বা পয়ারাঙ্গ।

প্রভাত অধরে হাসি সন্ধ্যার মলিন মুখ,
উদ্যম ফুরায়ে যায়, ভাঙে আশা ঘুচে সুখ।
ইত্যাদি।

ছন্দরূপী—কামরূপী, ইচ্ছামত রূপ ধারণকারী। ছন্দানুরূপ রূপ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ছন্দ-রূপ+ইন্ অস্ত্যর্থে=ছন্দরূপিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ছন্দরূপিণী।

ছন্দানুগমন, ছন্দানুসরণ—অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্যকরণ, আপনার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অনুসারে চলা। ছন্দের অনুগমন বা অনুসরণ, ৬তৎ। সং ; ক্লী। [দেখ।

ছন্দানুগামিনী, ছন্দানুসারিণী—ছন্দানুগামী

ছন্দানুগামী, ছন্দানুসারী—অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্যকারী, স্বকীয় ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অনুসারে চলে যে এরূপ। ছন্দের অনুগামী বা অনুসারী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ছন্দানুগামিনী, ছন্দানুসারিণী।

ছন্দানুবর্ত্তন—ছন্দানুবৃত্তি দেখ। ছন্দের অনুবর্ত্তন, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ছন্দানুবর্ত্তিনী—ছন্দানুবর্ত্তী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

ছন্দানুবর্ত্তী—অন্যের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্যকারী, অন্যের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অনুসারে চলে যে এরূপ। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ছন্দানুবর্ত্তিনী।

ছন্দানুবৃত্তি—অন্যের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্যকরণ, অপরের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অনুসারে চলা, পরের মন যোগান। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ছন্দোগ—সামবেদগায়ক। ছন্দস্ শব্দ=ছন্দঃ (বেদ)-গৈ (গান করা)+ড ক। সং ; পু। [৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ছন্দোবদ্ধ—ছন্দের নিয়মানুসারে লিখিত (পদ্য)।

ছন্দোবন্ধ—ছন্দের গ্রন্থন, ছন্দঃ দ্বারা গ্রন্থন। ৬ বা ৩তৎ। সং ; পু।

ছর্দ্দ, ছর্দ্দন—এক প্রকার বমনরোগ। ছর্দ্দ (বমন করা)+অল্, পক্ষান্তরে অনট্ ভা। সং ; প্রথমটি পু ও দ্বিতীয়টি ক্লী।

ছর্দ্দি, ছর্দ্দী—এক প্রকার বমনরোগ। ছর্দ্দ (বমন করা)+ই ভা। সং ; স্ত্রী।

ছর্দ্দিঃ—একপ্রকার বমনরোগ। ছর্দ্দ (বমন করা)+ইস্ ভা=ছর্দ্দিস্, ১মার ১বচন। সং ; স্ত্রী।

ছল—কপট ; শঠতা ; প্রতারণা ; ব্যপদেশ ; ওজর ; স্খলন ; বাক্যদূষণবিশেষ, বক্তা যে অর্থে যে শব্দের প্রয়োগ করেন, সে শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া ভিন্নরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া প্রতিবাদী যে মিথ্যা দোষারোপ করে। ছো (ছেদন করা)+কল ভা। সং ; স্ত্রী।

ছলগ্রাহী—(ছলগ্রাহিন্)। বাক্যদোষগ্রাহী, ছল অন্বেষণকারী। ছলের গ্রাহী (গ্রহণকারী), ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ছলগ্রাহিণী।

ছলন—বঞ্চনা, প্রতারণা। ণিজন্ত ছল (ছলনা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

ছলনা—বঞ্চনা, প্রতারণা। ণিজন্ত ছল (প্রতারণা করা)+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ছলনাময়—প্রতারণাপূর্ণ। ছলনা শব্দ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ছলনাময়ী।

ছলিত—১। বঞ্চিত, প্রতারিত। ণিজন্ত ছল (প্রতারণা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। ছলনা, প্রতারণা। ণিজন্ত ছল+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

ছল্লি, ছল্লী—ছাল, ত্বক্। ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা)+ক্বিপ্ ভা=ছদ, তদুত্তরে লা (দান করা)+কি ক। সং ; স্ত্রী।

ছবি—১। দীপ্তি ; ঔজ্জ্বল্য ; শোভা। ছো (ছেদন করা)+অবি ক ণ। সং ; স্ত্রী। ২। চিত্রিত প্রতিরূপ, আলেখ্য, চিত্র। দেশজ।

ছা—১। আচ্ছাদন। ছদ (আচ্ছাদন করা)+ড ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। ছানা, শিশু। ছদ+ড র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ছাগ—অজ, ছাগল। ছগ (ছাগল)+ষ্ণ স্বার্থে। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ছাগী।

ছাগরথ, ছাগবাহন—অগ্নিদেব। ছাগ হইয়াছে রথ বা বাহন যাহার, বহু। সং ; পু।

ছাগল—অজ, ছাগ। ছগল শব্দ (ছাগ)+ষ্ণ স্বার্থে। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ছাগলী।

ছাগী—অজা, স্ত্রী-ছাগল। ছাগ দেখ ; ছাগ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ছাগ।

ছাত, ছিত—ছিন্ন ; সূক্ষ্ম ; বলহীন ; ক্ষীণ। ছো (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ছাত্র—অন্তেবাসী, শিষ্য। ছত্র (ছাতা)+ষ্ণ অস্ত্যর্থে। অথবা, ছত্র শব্দ (গুরুর দোষাবরণ)+ষ্ণ শীলাদ্যর্থে। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ছাত্রী।

ছাত্রজীবন—পাঠাবস্থা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ছাত্রনিবাস—যেখানে ছাত্রগণ অবস্থিতি করে, বোর্ডিং। ৬তৎ। সং ; পু।

ছাত্রবাৎসল্য—শিষ্যস্নেহ। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

ছাত্রাগার—ছাত্রনিবাস দেখ।

ছাত্রাবাস—ছাত্রনিবাস দেখ।

ছাত্রী—শিষ্যা। ছাত্র দেখ ; ছাত্র+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ছাদ—১। ছাল ; গৃহের আচ্ছাদন, চাল, ছাত। ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা)+ঘঞ্ ণ। ২। আচ্ছাদন। ণিজন্ত ছদ+ঘঞ্ ভা সং ; পু। বিশেষণে ছাদিত।

ছাদক—আচ্ছাদনকারী। ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

ছাদন—১। আচ্ছাদন। ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা)+অনট্ ভা। ২। ছাল ; গৃহের আচ্ছাদন, চাল, ছাত। ণিজন্ত ছদ+অনট্ ণ। সং ; ক্লী। বিশেষণে ছাদিত।

ছাদিত—আবৃত ; আচ্ছাদিত। ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ছাদ, ছাদন।

ছান্দস—ছন্দঃসম্বন্ধীয় ; বেদজাত। ছন্দঃ দেখ ; ছন্দস্+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। ২। বেদাধ্যায়ী ; বেদাধ্যাপক ; শ্রোত্রিয়। সং পু।

ছান্দোগ্য—সামবেদের উপনিষদ্‌বিশেষ। ছন্দোগ দেখ ; ছন্দোগ+ষ্ণ্য ইদমর্থে। সং ; ক্লী।

ছায়া—অনাতপ, রৌদ্রাভাব ; প্রতিবিম্ব ; কান্তি ; দীপ্তি ; পালন ; উৎকোচ ; শ্রেণী ; দুর্গা ; ঊনবিংশত্যক্ষর ছন্দোবিশেষ ; সূর্য্য-প্রিয়া। [সূর্য্যের প্রথমা পত্নী সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় দেহ হইতে আপনার অনুরূপ ছায়াকে সৃজন করেন। অতঃপর তিনি ছায়াকে পত্নীভাবে পতির নিকট রাখিয়া এবং স্বীয় সন্তানদিগকে ইহার হস্তে সমর্পন করিয়া, আমাকে না বলিয়া পিত্রালয়ে গমন করেন। ছায়া সূর্য্যের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। সূর্য্যের ঔরসে ইহাঁর গর্ভে সাবর্ণি-মনু ও শনি নামক দুই পুত্র ও তপতী নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। সপত্নীর সন্তানদিগকে অযত্ন করায় তাঁহারা ইহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। যম ইহাঁকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হওয়ায় ইনি অভিশাপপ্রদানে তাঁহার পদদ্বয় ক্ষত ও কীটপূর্ণ করিয়া দেন]। ছো+য ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ছায়াকর—ছত্রধর, ছাতা বরদার। ছায়া শব্দ—কৃ+ট ক। বিণ ; ত্রি।

ছায়াঙ্কিত—ছায়া (অনাতপ) দ্বারা চিহ্নিত, যে স্থলে ছায়া পড়িয়াছে। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ছায়াতনয়, ছায়াত্মজ, ছায়াসুত—শনৈশ্চর। ৬তৎ। সং ; পু।

ছায়াতরু—ছায়াপ্রধান বৃক্ষ, বিস্তৃত শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বৃহৎ বৃক্ষ। ছায়াপ্রধান যে তরু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ছায়ান্ধকার—১। ছায়াজনিত অন্ধকার, বৃক্ষাদির ছায়া হেতু যে অন্ধকার হয়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। আলো-আঁধার, অল্প অল্প আলোক ও অল্প অন্ধকার। দ্বন্দ্ব। সং ; পু। ৩। গাঢ় ছায়ায় অন্ধকারময়। ছায়া দ্বারা অন্ধকার হইয়াছে যেস্থানে, বহু। বিণ।

ছায়াপথ—জ্যোতিশ্চক্র মধ্যবর্ত্তী মণ্ডলাকার নক্ষত্রশ্রেণী ; সময়ে সময়ে, বিশেষতঃ শরৎ-কালে, আকাশে যে অস্ফুট আলোকবিশিষ্ট ঈষৎ শুভ্রবর্ণ মণ্ডলাকার পথ দৃষ্ট হয়, তাহা-কেই ছায়াপথ বলে ; দূরবর্ত্তী অসংখ্য অদৃশ্য নক্ষত্রপুঞ্জের অস্ফুট আলোকে ঐরূপ দৃশ্য দেখা যায় ; ইংরেজীতে ইহাকে milky way বলে। ছায়াবিশিষ্ট (দীপ্তিবিশিষ্ট) যে পথ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ছায়াপুরুষ—আকাশে দৃষ্ট স্বীয় ছায়ানুরূপ পুরুষ-মূর্ত্তি। ছায়াপুরুষ দর্শনে পাপক্ষয় হয়।

ছায়াময়—ছায়াপূর্ণ। ছায়া শব্দ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ছায়াময়ী।

ছায়ামূর্ত্তি—যে মূর্ত্তিকে ছায়াময়ী বলিয়া বোধ হয়, স্থূল দেহহীন মূর্ত্তি। ছায়াকারা মূর্ত্তি, মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ছায়ালোক—১। জ্যোতিশ্চক্র মধ্যস্থ ছায়াবৎ দৃষ্ট নক্ষত্রশ্রেণী। ছায়া বিশিষ্ট লোক, মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা ২। ছায়াস্থিত আলোক ; কান্তি জন্য আলোক। ৩। ছায়ার দর্শন। ৬তৎ। সং ; পু।

ছায়াশরীর—স্থূলদেহশূন্য বায়ুময় দেহ, ভূত-প্রেতাদির দেহ। ছায়াময় শরীর, মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ছায়াশরীরী—ছায়াময় শরীরধারী, ভূতপ্রেতাদি। বিণ ; ত্রি।

ছার—অধম, নিকৃষ্ট। দেশজ শব্দ।

ছারখার—সর্ব্বনাশ, সম্যক্ ধ্বংস। দেশজ শব্দ।

ছিক্কা—হাঁচি। সং ; স্ত্রী।

ছিত্বর—চতুর, ধূর্ত্ত ; ছেদক ; বিপক্ষ। ছিদ (ছেদন করা)+বরচ্ ক। বিণ ; ত্রি।

ছিদা—ছেদন ; অপহরণ। ছিদ (ছেদন করা)+অ ভা। সং ; স্ত্রী।

ছিদির—খড়্গ ; কুঠার। ছিদ (ছেদন করা)+কির ক। সং ; পু।

ছিদুর—শত্রু ; চতুর, ধূর্ত্ত ; ছেদনশীল। ছিদ (ছেদন করা)+কুর ক। বিণ ; ত্রি।

ছিদ্—(ছিৎ)। ছেদন ; অপহরণ। ছিদ (ছেদন করা)+ক্বিপ্ ভা। সং ; স্ত্রী।

ছিদ্র—রন্ধ্র, ছেঁদা ; সুযোগ ; অবকাশ ; দোষ। ছিদ (ছেদন করা)+রক্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

ছিদ্রদর্শী—(ছিদ্রদর্শিন্)। দোষদর্শী, ছলান্বেষী ; সুযোগাপেক্ষী। ছিদ্র—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ছিদ্রদর্শিনী।

ছিদ্রানুসন্ধান, ছিদ্রান্বেষণ—ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ান, পরের দোষ বাহির করিবার চেষ্টায় থাকা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ছিদ্রানুসারী—(ছিদ্রানুসারিন্)। দোষের অনু-সরণকারী, ছলগ্রাহী। ছিদ্রের অনুসারী, ৬তৎ। বিণ : পু।

ছিদ্রান্বেষী—পরের দোষ অনুসন্ধানকারী। ছিদ্র অন্বেষণ করে যে, উপ ; ছিদ্র শব্দ (দোষ) —অনু—ইষ (ইচ্ছা করা)+ণিন্ ক= ছিদ্রান্বেষিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ছিদ্রান্বেষিণী।

ছিদ্রিত—বিদ্ধ, নির্ভিন্ন। ছিদ্র (ভেদ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ছিন্ন—খণ্ডিত, ছেঁড়া; কর্ত্তিত। ছিদ (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ছিন্না। বিশেষ্যে ছেদ, ছেদন।

ছিন্ননাস—যাহার নাসিকা ছিন্ন হইয়াছে এরূপ; নাককাটা। বহু। বিণ ; ত্রি।

ছিন্নভিন্ন—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ; উচ্ছিন্ন, বিনষ্ট। দ্বন্দ্ব। বিণ ; ত্রি।

ছিন্নমস্তক—১। কাটা মাথা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। যাহার মাথা কাটা গিয়াছে এরূপ। ছিন্ন হইয়াছে মস্তক যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ছিন্নমস্তা—দশমহাবিদ্যার মধ্যে একমহাবিদ্যা, এই মূর্ত্তি মস্তকহীনা, দেবী স্বহস্তে আপনার মস্তক ছেদন করিয়া বাম করতলে ধারণ করিয়া আছেন। ছিন্ন হইয়াছে মস্ত (মস্তক) যাহার বা যৎকর্ত্তৃক, বহু। সং ; স্ত্রী।

ছিন্নবল্লী—ছিন্নলতিকা, কর্ত্তিতা লতা। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ছিন্নবসনা—যে রমণী ছেঁড়া কাপড় পরিয়াছে। ছিন্ন হইয়াছে বসন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

ছিন্নবাস—ছেঁড়া কাপড়। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ছিন্নবাসাঃ—(ছিন্নবাসস্)। ছিন্নবস্ত্রবিশিষ্ট, যে ছেঁড়া কাপড় পরিয়াছে এরূপ। ছিন্ন হইয়াছে বাসঃ (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ ; পু।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন—ছিন্নভিন্ন, ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বিণ ; ত্রি।

ছিন্নশিরঃ—(ছিন্নশিরস্)। কাটা মাথা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ছিন্নশিরাঃ—(ছিন্নশিরস্)। কর্ত্তিত-মস্তক, যাহার মাথা কাটা গিয়াছে এরূপ। ছিন্ন হইয়াছে শিরঃ (মস্তক) যাহার, বহু। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গেও এইরূপই হইবে।

ছুছুন্দরী—গন্ধমূষিক, ছুঁচা। ছুছু (অব্যক্ত শব্দ) —দৃ (বিদারণ করা)+খ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ছুরিকা—ছুরী। ছুরী দেখ ; ছুরী+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ছুরিত—ব্যাপ্ত ; ছিন্ন ; লিপ্ত। ছুর (লেপা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ছুরী—স্বনামখ্যাত অস্ত্র। ছুর (লেপা, ইত্যাদি) +ক ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ছেত্তা—ছেদনকর্ত্তা ; কর্ত্তনকারী। ছিদ (ছেদন করা)+তৃন্ ক=ছেতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ছেত্রী।

ছেদ—১। ছেদন ; বিরাম। ছিদ (ছেদন করা) +অল্ ভা। ২। খণ্ড ; পরিচ্ছেদ। ছিদ +অল্ র্ম্ম। সং ; পু। বিশেষণে ছিন্ন।

ছেদক—ছেদনকর্ত্তা ; কর্ত্তনকারী ; ভাজক। ছিদ (ছেদন করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ছেদিকা।

ছেদন—কর্ত্তন, কাটা। ছিদ (ছেদন করা)+ নট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে ছিন্ন।

ছেদনীয়, ছেদ্য—যাহা ছেদন করিতে হইবে বা করা আবশ্যক, ছেদনযোগ্য ; নির্দ্দেয়। ছিদ (ছেদন করা)+অনীয়, পক্ষান্তরে ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ছেদিত—দ্বিধাকৃত ; কর্ত্তিত ; খণ্ডশঃ বিভাজিত। ছেদি (কর্ত্তন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ছেদ্য—ছেদনীয় দেখ।

ছোটিকা—অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিতে শব্দ, তুড়ি। ছুট (ছেদন করা)+ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

জ

জ—১। অষ্টম ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ২। শিব ; বিষ্ণু। জি (জয় করা)+ ড ক। ৩। জনক, জন্মদাতা। জন (জন্মা) +ড অপা। ৪। উৎপত্তি। জন+ড ভা। সং ; পু। ৫। জাত। জন+ড ক। ৬। জয়যুক্ত। জি (জয় করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

জং বাহাদুর—মহারাজা স্যার্ (Maharaja Sir Jung Bahadur) ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নেপালের প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। যাহারা তখনকার প্রধান মন্ত্রীকে নিহত করিয়াছিল, তাহাদের অধিনায়ক-গণকে ধৃত ও নিহত করিয়া ইনি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর পদ অধিকার করেন। তৎপরে রাজমাতা ও দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক রাজাকে বহিষ্কৃত ও ভাবী রাজাকে সিংহা-সনে বসাইয়া আপনার আধিপত্য অবাধে বিস্তার করেন। ইনি নৃশংসতা ও রক্তপাতের সাহায্যে সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করিয়া নেপাল রাজ্য অতি দক্ষতার সহিত শাসন করিয়া-ছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলাই ইহার রাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র ছিল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইনি ইংলণ্ডে গিয়া প্রভূত সম্মান লাভ করেন। ইনি নাইট ও জি, সি, বি, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এক-দল গুর্খা সৈন্য লইয়া ইনি ইংরাজের সাহা-য্যার্থে নেপাল হইতে আগমন করেন এবং অযোধ্যাতে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে জি, সি, এস, আই উপা-ধিতে ভূষিত করা হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারি পথরঘাটা নামক স্থানে ইঁহার মৃত্যু হয়।

জক্ষণ—ভক্ষণ, ভোজন। জক্ষ (ভক্ষণ করা)+ অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

জক্ষ্ম—(জক্ষ্মন্)। ক্ষয়রোগ, যক্ষ্মা। জক্ষ (ভক্ষণ করা)+মন্ ক। সং ; পু।

জগচ্চক্ষুঃ—সূর্য্য। ৬তৎ ; জগৎ+চক্ষুঃ। সং ; পু।

জগজ্জন—জগতের লোক। জগতের জন, ৬তৎ। জগৎ+জন। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

জগজ্জননী—জগন্মাতা, বিশ্বের মাতা। ৬তৎ।

জগজ্জয়ী—ত্রিভুবনজয়কারী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

জগজ্জীবন—জগৎপ্রাণ, বায়ু। ৬তৎ। সং ; পু।

জগতী—পৃথিবী ; ভুবন ; দ্বাদশাক্ষর ছন্দো-বিশেষ। ছন্দঃ দেখ। জগৎ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

জগৎ—১। বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড ; লোক, ভুবন। গম (গমন করা)+ক্বিপ্ ক, নিপাতনে ; অ-থবা গম+অতি ক। সং ; ক্লী। ২। বায়ু। সং ; পু। ৩। জঙ্গম ; অস্থায়ী। বিণ ; ত্রি।

জগৎকর্ত্তা, জগৎস্রষ্টা—বিশ্বের সৃষ্টিকারক, পর-মেশ্বর। ৬তৎ। সং ; পু।

জগৎপতি—পরমেশ্বর। ৬তৎ। সং ; পু।

জগৎপাতা, জগৎপিতা—বিশ্বের পালনকর্ত্তা, ঈশ্বর। ৬তৎ। সং ; পু।

জগৎপ্রাণ—বায়ু। ৬তৎ। সং ; পু।

জগৎশেঠ—মুর্শিদাবাদবাসী প্রসিদ্ধ বণিক্-বংশ। ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে,—রাজ-দত্ত উপাধিমাত্র। শেঠ কথাটী শ্রেষ্ঠ শব্দের অপভ্রংশ। অধুনা এদেশীয় বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত সংক্ষিপ্তসার ইতিহাসে যেরূপ ভাবে জগৎশেঠ শব্দটির ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতে উহা একজন লোকের নাম বলিয়াই সহজে ধারণা হয়। পরন্তু সেরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। যাঁহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হয়, তাঁহার পূর্ণ নাম মহতাব রায় জগৎশেঠ। তাঁহার কথা পরে বলিব।

রাজপুতানার মধ্যস্থ যোধপুররাজ্যান্ত-র্গত নাগর নামক নগরে এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান ছিল। প্রায় তিন শত বৎসর অতীত হইল, ইঁহারা তথা হইতে অন্যান্য মাড়ওয়ারী বণিক্-দিগের সহিত গৌড়রাজ্যে আগমন করেন। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বংশের হীরানন্দ সা প্রথমে পাটনা নগরে আসিয়া বাস করেন। সে সময়ে পাটনায় ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির কুঠি ছিল। হীরানন্দের সাত পুত্র। এই সাত জনই পিতার ন্যায় ভারতের নানাস্থানে মহাজনী ও হুণ্ডীর কাজ করিতেন ; জ্যেষ্ঠ

পুত্র মাণিকচাঁদ ঢাকায় আসিয়া কুঠি স্থাপন করেন। ঢাকা তখন বাঙ্গালার রাজধানী। এইখানে থাকিয়াই মুর্শিদ কুলি খাঁ দেওয়ানী করিতেন। মাণিকচাঁদ নবাবের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলি রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়া মুকসদাবাদে উঠিয়া আসিলেন; তাঁহার নামানুসারে নবরাজধানীরও নাম হইল মুর্শিদাবাদ। মাণিকচাঁদও নবাবের সহিত উঠিয়া আসিয়া মুর্শিদাবাদে বাস করিলেন; এখানে নূতন টাকশাল স্থাপিত হইল; মাণিকচাঁদ তাহার কর্ত্তৃত্ব পাইলেন। মুর্শিদ কুলি খাঁর আবেদনানুসারে সম্রাট্ ফরখ্‌শিয়ার মাণিকচাঁদকে "শেঠ" উপাধি প্রদান করেন (১৭১৫ খ্রীঃ)। মাণিকচাঁদের পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি আপনার ভাগিনেয় ফতেচাঁদকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

১৭২২ খৃষ্টাব্দে মাণিকচাঁদের মৃত্যু হইলে ফতেচাঁদ তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়া অল্পদিনের মধ্যে তিনিও একজন ধনকুবের হইয়া পড়িলেন। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্রাট্ মহম্মদ শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, সম্রাট্ তাঁহাকে "জগৎশেঠ" উপাধি প্রদান করিলেন। কথিত আছে যে, এক সময়ে সম্রাট্ মুর্শিদকুলির উপর বিরক্ত হইয়া ফতেচাঁদকেই বঙ্গের সিংহাসন প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু উদারহৃদয় ফতেচাঁদ যাহাতে মুর্শিদই সিংহাসনে থাকিতে পান, তজ্জন্য আবেদন করেন। ইহাতে সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া ফতেচাঁদকে একটী বহুমূল্য সমুজ্জ্বল মরকত মণি প্রদান করেন; তাহাতে "জগৎশেঠ" নাম ক্ষোদিত ছিল। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলির মৃত্যু হইলে, সুজা উদ্দিন নবাব হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করেন। এই সময়ে ফতেচাঁদ তাঁহার অন্যতম প্রধান সচিব ছিলেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সরফরাজ খাঁ বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সরফরাজের কিঞ্চিৎ চরিত্রদোষ ছিল। এই লাম্পট্যদোষেই তাঁহার সহিত ফতেচাঁদের বিবাদ হয়। ফতেচাঁদের পুত্রবধূ অলোকসামান্য রূপলাবণ্যবতী ছিলেন। কথাটা সরফরাজের কাণে গেল। নবাব সুন্দরীকে একবার দেখিতে চাহিলেন। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ প্রথমে স্বীকৃত হন নাই; কিন্তু পরে অত্যাচারের ভয়ে একদিন সন্ধ্যাকালে ক্ষণকালের নিমিত্ত পুত্রবধূকে নবাবের প্রাসাদে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। নবাব সুন্দরীর ধর্ম্মনষ্ট করেন নাই বটে, কিন্তু ধনকুবের জগৎশেঠ আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিলেন। অতঃপর ফতেচাঁদ আলিবর্দ্দি খাঁর সহিত মিলিত হইয়া সরফরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আলিবর্দ্দিকে বাঙ্গালার মসনদে বসাইলেন। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরের মাহারাট্টা রাজা রঘুজী ভোঁসলার দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিত মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করেন, এবং জগৎশেঠের আড়াই কোটি টাকা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান।

১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র—দয়াচাঁদ ও আনন্দচাঁদ। দয়াচাঁদের ঔরসে স্বরূপচাঁদ ও আনন্দচাঁদের ঔরসে মহতাব রায় জন্মগ্রহণ করেন। স্বরূপচাঁদ "মহারাজ" এবং মহতাব "রায় জগৎশেঠ" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দ্দি খাঁ ইংরেজদিগের কাশিমবাজারস্থ কুঠি আক্রমণ করিলে, ইংরেজ বণিকগণ জগৎশেঠের নিকট হইতে ১২ লক্ষ টাকা লইয়া নবাবকে প্রদান করিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। তদবধি ইংরেজরা সময়ে সময়ে জগৎশেঠের নিকট অনেক উপকার প্রাপ্ত হন। এই জগৎশেঠ মহতাব রায়ই ইংরেজদিগের ভারতসাম্রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত করিয়া দেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হইলে, তাঁহার দৌহিত্র তরুণবয়স্ক উদ্ধত সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হইলেন। এই সময় হইতেই জগৎশেঠের সহিত ইংরেজদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইহার কিছুদিন পরেই সম্রাট্ দ্বিতীয় আলমগীর সিরাজের উপর ক্রুদ্ধ হন। পুর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। সেনাপতি মিরজাফর ইঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। এই দুঃসময়ে সিরাজ জগৎশেঠ মহতাব রায়ের নিকট তিন কোটি টাকা চাহিয়া বসিলেন। জগৎশেঠ তাহাতে আপত্তি করায় উদ্ধত সিরাজ জগৎশেঠের গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। ধনকুবের জগৎশেঠের এই অবমাননাই সিরাজের অধঃপতনের মূল কারণ অতঃপর অতিকষ্টে জগৎশেঠ মুক্তিলাভ করিলেন, এবং সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে আর এক ঘটনায় লক্ষ্মীশ্বর মহতাব রায় সিরাজের উপর আরও চটিয়া গেলেন। কথিত আছে যে, অসামান্যা নামে জগৎশেঠের এক অনুপম রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিলেন; তেমন সুন্দরী নাকি বাঙ্গালায় আর ছিল না। তাঁহার উপর বিলাসব্যসনাসক্ত কামুক সিরাজের কুদৃষ্টি পড়িল। কিন্তু প্রবলপ্রতাপ ধনকুবের জগৎশেঠের দুহিতাকে আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয় দেখিয়া নবাব কৌশলজাল বিস্তার করিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর সিরাজ রূপতৃষ্ণার মোহে অন্ততঃ একবার স্বচক্ষে দেখিয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদনমানসে বেগমের বেশে রমণীমূর্ত্তিতে শেঠভবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর কৌশলে শেঠতনয়াকে এক নিভৃত কক্ষে আনাইলেন। কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া ফলাফলের বিষয় চিন্তা না করিয়া আলিঙ্গনমানসে সুন্দরীর অঙ্গস্পর্শ করিলেন। শেঠদুহিতার তখন আর বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি ত্রস্ত হইয়া দ্রুতপদে তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক সাশ্রুনয়নে স্বামীর নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। শ্রবণমাত্র শেঠজামাতা শার্দ্দূলবৎ গর্জ্জন করিতে করিতে এক লম্ফে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং সিরাজ সেই সপ্তমহলবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠীপ্রাসাদ অতিক্রম করিয়া প্রস্থান করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ধরিয়া শতাধিকবার চর্ম্মপাদুকাপ্রহারে, ঘন ঘন মুষ্টিপ্রহারে ও চপেটাঘাতে কোমলকায় নবাবের প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া ছাড়িয়া দিলেন। এই মর্ম্মস্পর্শী দুঃসহ যাতনায় নিদারুণ অবমাননার কথা সিরাজের হৃদয়ে সুতীক্ষ্ণ শেলবৎ আমূল বিদ্ধ হইয়া রহিল। এই ঘটনার কতিপয় দিবস পরে শেঠজামাতা রাজপথ দিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে একজন যবনসেনানী হঠাৎ আসিয়া প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের সম্মুখে তাঁহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিয়া ফেলিলেন। ভয়ে সকল লোক পলায়ন করিল। অতঃপর সেই মস্তক রৌপ্য থালে রক্ষিত ও বহুমূল্য রুমালে আচ্ছাদিত হইয়া শেঠদুহিতার নিকট উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরিত হইল। জগৎশেঠ মহতাব রায় আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না।

ক্লাইভ কর্ত্তৃক চন্দননগর অধিকারের পর সিরাজের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। জগৎশেঠই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য প্রথমে প্রস্তাব করিলেন। মিরজাফর তাহাতে সম্মত হইলেন। অতঃপর পলাসীর রণক্ষেত্রে সিরাজ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে, মিরজাফর বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন (১৭৫৭ খৃঃ)। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মিরজাফর রাজ্যচ্যুত এবং তাঁহার জামাতা মিরকাসিম নবাবী পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু যখন ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার বিরোধ আরম্ভ হইল, তখন তিনি শুনিলেন, শেঠেরা ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া সপরিবারে শেঠদিগকে বন্দী করিবার আদেশ দিলেন (১৭৬৩ খৃঃ)। জগৎশেঠের পুরমহিলাগণ যখন এই কথা জানিতে

পারিলেন, তখন শত্রুহস্তে নিগৃহীত হইতে হইবে ভাবিয়া তাঁহারা আগুন হাতে করিয়া বারুদের উপর বসিয়া রহিলেন। এই নিদারুণ সঙ্কটকালে ক্লাইভ গিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন, কিন্তু মহারাজ স্বরূপচাঁদ ও জগৎ-শেঠ মহতাব রায় নবাবের বন্দী হইলেন। ইং-রেজগণ ইঁহাদের মুক্তির নিমিত্ত বিস্তর অনু-নয় বিনয় করিলেও নবাব সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। উধুনালার যুদ্ধে পরাজিত হইলে মিরকাসিম ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া মুঙ্গেরে আসিলেন, এবং সেখানেও রাজ্য-রক্ষার কোনও উপায় না দেখিয়া ক্রোধোন্মত্ত হইয়া মহারাজ স্বরূপচাঁদ ও জগৎশেঠ মহ-তাব রায়ের প্রাণবিনাশ করিলেন। দুই ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় স্ব স্ব পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলেন।

জগৎসাক্ষী—সূর্য্য, কারণ তিনি জগতের যাবতীয় ব্যাপার অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ৬তৎ। সং; পু।

জগদম্বা—দুর্গা। জগতের অম্বা (মাতা), ৬তৎ। জগৎ+অম্বা। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

জগদম্বিকা—জগন্মাতা, বিশ্বজননী। ৬তৎ। সং;

জগদাত্মা, জগদাধার—কাল; বায়ু; ঈশ্বর। জগতের আত্মা বা আধার, ৬তৎ। সং; পু।

জগদায়ুঃ—বায়ু। জগতের আয়ুঃ (প্রাণ), ৬তৎ। সং; পু।

জগদীশ—বিশ্বপতি, ঈশ্বর। ৬তৎ। সং; পু।

জগদীশ তর্কালঙ্কার—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও দীধিতি গ্রন্থের অন্যতম টীকাকার। অনু-মান খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম যাদব-চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। যাদবচন্দ্র নবদ্বীপের মধ্যে একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। ইঁহারা পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। জগদীশ বাল্যকালে অতিশয় দুর্বৃত্ত ছিলেন। তদুপরি শৈশবে পিতৃবিয়োগ হও-য়ায় ইঁহার দুর্বৃত্ততা আরও বাড়িয়া উঠে। দুর্বৃত্ততার মধ্যে পক্ষিশাবক ধরা একটা প্রধান রোগ ছিল। একদিন পক্ষিশাবক গ্রহণমানসে এক প্রকাণ্ড তালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া পক্ষীর কুলায় মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিলে এক বৃহৎ সর্প ফণা বিস্তার করিয়া ইঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। এই আকস্মিক বিপদে জগদীশ বিচলিত হইলেন না; আর কোন উপায় না দেখিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে সর্পের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। তখন সর্পও লেজ দিয়া তাঁহার হাত জড়াইয়া ধরিল; কিন্তু তাহাতেও ইনি ভীত হইয়া দিশাহারা হইলেন না। প্রত্যুত প্রত্যুৎপন্নমতিবলে তালশাখার করপত্রবৎ ধারাল প্রান্তে ঘর্ষণ করিয়া সর্পের মস্তক কাটিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, এবং তদবধি প্রতিজ্ঞা করিলেন, এরূপ কার্য্য আর কখনও করি-বেন না। একজন সন্ন্যাসী জগদীশের এইরূপ অসাধারণ সাহসিকতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অনেক সদুপদেশ দিলেন। সন্ন্যাসীর কথায় জগদীশ তাঁহার নিকট অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ইঁহার বয়ঃ-ক্রম অষ্টাদশ বৎসর,—অথচ অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত হয় নাই। জগদীশ প্রগাঢ় পরিশ্রমে দিবারাত্র অধ্যয়ন করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণ কাব্যাদির পাঠ সমাপ্ত করিলেন। এই সময়ে ইঁহার দুঃখের সীমা ছিল না। তৈলাভাবে রাত্রিতে রীতিমত পাঠ হইত না বলিয়া বাঁশের পাতা জ্বালাইয়া তাহার আলোকে অধ্যয়ন করিতেন। কাব্যাদির পাঠ শেষ হইলে জগদীশ সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট ন্যায় পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং অসাধারণ প্রতিভা-বলে অল্প সময়ে ন্যায়শাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়া অধ্যাপকের নিকট তর্কালঙ্কার উপাধি লাভ করিলেন। অতঃপর ইনি নবদ্বীপে টোল খুলিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু অর্থা-ভাবে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারেন নাই। অবশেষে গ্রামস্থ লোকের সহায়তায় জগদীশ চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলে, অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার যশঃ দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দূরদূরান্তর হইতে বহু ছাত্র আসিয়া তাঁহার টোল পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তাঁহার পূর্ব্বে দীধিতি গ্রন্থ অনেক স্থলে অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না, একারণে উহার অধ্যয়নে ব্যাঘাত হইত। সেই অভাব পূরণের নিমিত্ত দীধিতির টীকা রচনা করিয়া ইনি ন্যায়জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিলেন। ইহা ভিন্ন ইনি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে তর্কামৃত ও রহস্যপ্রকাশ নামক কাব্যপ্রকাশের একখানি টীকা পাওয়া যায়। জগদীশের দুই পুত্র, রঘুনাথ ও রুদ্রে-শ্বর। উভয়েই পরম পণ্ডিত ছিলেন।

জগদীশ চন্দ্র বসু—(ডাক্তার)। ইনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরনিবাসী একটি প্রাচীন বংশসম্ভূত। কলিকাতায় বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ইংলণ্ডে যান। সেইখানে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে B. Sc. উপাধি লাভ করেন। ইনি ভারতে প্রত্যা-গমন করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে এখনও ইনি নিযুক্ত আছেন। ইনি তাড়িৎ বিষয়ে যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ধারাবাহিক ক্রমে প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। তাহার পর আবার ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সেখানে বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীতে বিশেষ সম্মান লাভ করেন। বিজ্ঞান আলোচনায় এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদি কার্য্যে ইনি যেরূপ প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত কোনও বাঙ্গালী সেরূপ হইতে পারেন নাই। ইনি অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই-য়াছেন যে, মনুষ্য ও অন্যান্য জীবের ন্যায় উদ্ভিদ্, এমন কি ধাতব পদার্থেরও প্রাণ আছে। ইঁহার আবিষ্কারে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই ইঁহার উপর শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন। ইনি কেবল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পণ্ডিত নহেন। মাতৃ-ভাষাতেও বিলক্ষণ অনুরাগী। ইনি অনেক বাঙ্গালা মাসিক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। বঙ্গীয় বালকগণের শিক্ষার্থে মুকুল নামে যে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়, তাহার প্রতিষ্ঠাকল্পে ইনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৯০৩ খীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী Coronation Durbar উপলক্ষে ইনি সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হন।

জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী—১২৬৫ সালের ২০শে কার্ত্তিক তারিখে জগদীশের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম উমাচরণ। জগদীশ ভ্রাতা-দিগের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন।

বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ কালে হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসার প্রতি জগদীশের অনু-রাগ জন্মে। কালক্রমে ইনি ঐ অনুরাগের ফলস্বরূপ উক্ত চিকিৎসার প্রসারার্থে বহু যত্ন করিয়াছিলেন। ইনি প্রবেশিকা ও এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং যথাসময়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। ইনি হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতেন এবং ঐ চিকিৎসা যাহাতে সাধারণে শিখিতে পারে, তজ্জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থাষ্টক রচনা করিয়া প্রকা-শিত করেন। যথা—

(১) হোমিওপ্যাথিক মতে গৃহ-চিকিৎসা, (২) হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন, (৩) ওলাউঠা চিকিৎসা, (৪) নরশরীর তত্ত্ব, (৫) জ্বর চিকিৎসা, (৬) চিকিৎসা তত্ত্ব, (৭) ভৈষজ্য তত্ত্ব, (৮) সদৃশ চিকিৎসা বা "প্রাক্‌টিস অফ মেডিসিন"। এতদ্ভিন্ন ইনি একখানি বাঙ্গালা ও একখানি ইংরাজী মাসিক পত্র চালাইতেন। উক্ত

মাসিক পত্রদ্বয়ের নাম যথাক্রমে "হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক" ও "ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ড"। এতদ্ব্যতিরেকে ইনি একটী হোমিওপ্যাথিক স্কুল এবং বিশুদ্ধ ঔষধ প্রাপ্তির নিমিত্ত "লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানি" নামে একটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপন করেন। বঙ্গদেশে হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা প্রচলনার্থে জগদীশ অত্যন্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জগদীশচন্দ্র ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হন।

জগদীশ্বর—বিশ্বপতি, পরমেশ্বর। জগতের ঈশ্বর (প্রভু), ৬তৎ। সং; পু।

জগদীশ্বর গুপ্ত—১২৫২ সালে ভাদ্রমাসে নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুরে জগদীশ্বর গুপ্তের জন্ম হয়। জগদীশ্বর বাল্যকালীন শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কৃষ্ণনগরে গমন করেন। তথায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৪৲ টাকা ও এফ, এ পরীক্ষায় ২০৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অতঃপর বি, এ ও বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দিনাজপুরে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই তিনি মুনসেফির জন্য প্রার্থী হন এবং কিয়দ্দিবস পরে মুন্‌সেফী প্রাপ্ত হইয়া মেদিনীপুর, নীলফামারী, রাঁচি, বাঁকুড়া, জাজপুর, কাটোয়া, যশোহর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করেন। ইনি সটীক "চৈতন্য চরিতামৃত", "লীলা-স্তবক" এবং "চৈতন্য লীলামৃত" গ্রন্থ সংকলন করেন এবং সংবাদপত্রাদিতে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধও লিখিতেন। ঐ সকল প্রবন্ধে ইঁহার চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি অত্যল্প বয়সের মধ্যে তীর্থপর্য্যটনাদি প্রসঙ্গে ভারতের প্রায় প্রধান প্রধান স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৯২ খ্রীঃ ৭ই জুলাই তারিখে যকৃৎসংক্রান্ত রোগে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

জগদেব পমার—জনৈক বিষ্ণুভক্ত সাধু। ইনি অতিশয় হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন, সর্ব্বদা অনন্যমনে হরিনাম সাধন করিতেন। পরম ধার্ম্মিক বলিয়া সকলেই ইঁহাকে অকপটে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। ইনি যে দেশে বাস করিতেন, সেই দেশের রাজতনয়ার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, রাজা ইঁহাকেই কন্যারত্ন সম্প্রদানের অভিপ্রায় করিয়া ইঁহার নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ইনি কিন্তু দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইলে হরিসাধনের ব্যাঘাত হইবে আশঙ্কা করিয়া সে প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলেন। অতঃপর কীর্ত্তনশ্রবণার্থ একদিন সাধু জগদেব রাজবাটীতে গমন করিলেন। সুযোগ পাইয়া রাজকন্যা ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইতেছেন কেন? আমি আপনার ধর্ম্ম সাধনের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিব না। আমার অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই। আমার একমাত্র ইচ্ছা, আপনার সেবা করিয়া দেহ পবিত্র করি, এবং সর্ব্বদা হরিগুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করি।" তখন জগদেব রাজবালাকে হরির অনুরাগিণী জানিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন, এবং পরমানন্দে সস্ত্রীক হরিসাধন করিতে লাগিলেন।

জগদ্গুরু—পরমেশ্বর। জগতের গুরু, ৬তৎ। পু।

জগদ্গৌরী—মনসাদেবী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জগদ্দীপ—ঈশ্বর। জগতের দীপ স্বরূপ (প্রকাশক), ৬তৎ। সং; পু।

জগদ্ধাত্রী—দুর্গা। জগতের ধাত্রী (ধারণকর্ত্রী), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জগদ্বন্ধু—জগতের হিতকারী। ৬তৎ। বিণ।

জগদ্যোনি—১। পৃথিবী। সং; স্ত্রী। ২। ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব। জগতের যোনি (উৎপত্তি-হেতু), ৬তৎ। সং; পু।

জগদ্বাসী—(জগদ্বাসিন্)। লোকত্রয়নিবাসী। জগৎ শব্দ—বস+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে জগদ্বাসিনী।

জগদ্বিখ্যাত—ভুবনপ্রসিদ্ধ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

জগদ্ব্যাপক, জগদ্ব্যাপী—(জগদ্ব্যাপিন্)। বিশ্বব্যাপী, সর্ব্বত্র ব্যাপ্তিশীল। জগৎ শব্দ—বি—আপ+ণক ও ণিন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী লিঙ্গে জগদ্ব্যাপিকা ও জগদ্ব্যাপিনী।

জগন্নাথ—বিশ্বপতি, নারায়ণ, বিষ্ণু; পরমেশ্বর; জনৈক ভৈরব; পুরুষোত্তম *। জগতের নাথ, ৬তৎ। জগৎ+নাথ। সং; পু।

* পুরুষোত্তম জগন্নাথ সম্বন্ধে এইরূপ কথার প্রসিদ্ধি আছে।

এই মূর্ত্তি পুরীক্ষেত্রে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক স্থাপিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জরাব্যাধের শরাঘাতে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার শবদেহ সেই বৃক্ষমূলে পতিত থাকে। পরে কোন মহাপুরুষ সেই দেহাস্থি সংগ্রহ করেন; অনন্তর তাহা ইন্দ্রদ্যুম্নের হস্তগত হইলে, তিনি তাহাতে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তিনির্ম্মাণার্থ বিশ্বকর্ম্মাকে নিযুক্ত করেন। বিশ্বকর্ম্মা রাজাকে এই নিয়মে আবদ্ধ করিয়া মূর্ত্তিনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন যে, "আমার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ সময়ে যদি কেহ তাহা দর্শন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি কার্য্য ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিব।" বিশ্বকর্ম্মা দ্বার রুদ্ধ করিয়া মূর্ত্তিনির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পঞ্চদশ দিবস অতীত হইলে, ইন্দ্রদ্যুম্ন মূর্ত্তিদর্শনার্থ একান্ত ঔৎসুক্যবশতঃ অধীর হইয়া যেমন দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন, অমনি বিশ্বকর্ম্মা অন্তর্হিত হইলেন। তখনও মূর্ত্তির হস্তপদাদি নির্ম্মিত হয় নাই। অগত্যা মূর্ত্তি সেই অবস্থাতেই রহিল। পরে ব্রহ্মার আদেশে তদবস্থ মূর্ত্তিই জগন্নাথদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—হুগলি জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ ত্রিবেণী গ্রামে ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মণকুলে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। জগন্নাথের জন্মকালে রুদ্রদেবের বয়ঃক্রম ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। রুদ্রদেব শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। শাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। ক্রিয়াকাণ্ডের নিমন্ত্রণে এবং শিষ্যযজমানের দ্বারা যাহা কিছু আয় হইত, তাহাতেই তিনি কায়ক্লেশে বহু পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতেন। অনপত্যতা ও দারিদ্র্যনিবন্ধন তিনি বহুদিন বড়ই অসুখী ছিলেন; শেষাবস্থায় এক পুত্র লাভ করিয়া যারপর নাই সুখী হইলেন।

পুত্রের নামকরণের সময়ে রুদ্রদেব স্বীয় শ্বশুরের অভিপ্রায়ানুসারে বালকের নাম রাখিলেন জগন্নাথ। কথিত আছে যে, 'বৃদ্ধ বয়সে রুদ্রদেবের এক অলৌকিক গুণসম্পন্ন পুত্র জন্মিবে,' এই কথা কোন বিখ্যাত জ্যোতিষীর নিকট শ্রবণ করিয়া বাসুদেব ব্রহ্মচারী সেই জরাজীর্ণ রুদ্রদেবকে আপনার বালিকা কন্যা সম্প্রদান করেন। পরে সেই কন্যার পুত্রকামনায় বাসুদেব পুরুষোত্তম গমনপূর্ব্বক পুরশ্চরণাদি নানা দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাঁহার প্রতি এই-প্রত্যাদেশ হয় যে, "তোমার কন্যার গর্ভে এক অমূল্যরত্ন জন্মগ্রহণ করিবে; তুমি গৃহে গমন কর, শিশুর নাম জগন্নাথ রাখিও।" তদনুসারে তিনি দৌহিত্রের জগন্নাথ নাম রাখেন।

পাঁচ বৎসর বয়সের সময় জগন্নাথের বিদ্যারম্ভ হয়। রুদ্রদেব তাঁহাকে মুখে মুখে ব্যাকরণ ও অভিধান শিখাইতে লাগিলেন। পরে দুই চারিখানি সাহিত্যগ্রন্থও পড়াইলেন। জগন্নাথ আপনার অসাধারণ মেধা, অসামান্য স্মৃতিশক্তি ও অলৌকিক প্রতিভাবলে অনায়াসে ঐ সকল দুরূহ গ্রন্থ আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে অতি অল্পকাল মধ্যে পিতার নিকট ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি প্রথম পাঠ্যগুলি সমাপ্ত করিয়া জগন্নাথ, জ্যেষ্ঠতাত ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের বাঁশবেড়িয়া গ্রামস্থিত টোলে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কিছুদিনের মধ্যে তাহাতেও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন

হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষ মাত্র।

ইতোমধ্যে পুত্রবৎসল বৃদ্ধ রুদ্রদেব পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, এবং জগন্নাথের চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে এক শুলক্ষণা কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিলেন। অতঃপর জগন্নাথ ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং অতি অল্পকাল মধ্যে সেই অতীব দুরূহ শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তথাপি তিনি আরও সাত আট বৎসর ন্যায় ও অন্যান্য শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া এককালে নানাশাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর মাত্র। এ পর্য্যন্ত তিনি কেবল বিদ্যানুশীলনই করিয়াছিলেন, অর্থোপার্জ্জনের কথা একদিনও ভাবেন নাই। এক্ষণে সংসারের ভার মাথায় পড়িল দেখিয়া, জগন্নাথ ভাবিয়া আকুল হইলেন। সর্ব্বশান্ত হইয়া কোনওরূপে গলার কাচা নামাইয়া শুদ্ধ হইলেন।

অতঃপর কাযক্লেশে একখানি টোল বাঁধিয়া কয়েকটি ছাত্র লইয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই তিনি 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনাকৌশলের গুণে ক্রমে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ও প্রতিভার যশঃ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সৌভাগ্যলক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্রের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। উত্তরোত্তর তাঁহার মানসম্ভ্রম বাড়িয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে নিমন্ত্রণপত্র আসিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমশঃ তাঁহার বৈষয়িক উন্নতি হইতে লাগিল। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে পিত্তলের "অমৃতি" জলপাত্র, অনধিক দশ বিঘা নিষ্কর ভূমি ও তৃণাচ্ছাদিত নিতান্ত ভগ্ন একখানি ঘর ছিল। কিন্তু জগন্নাথ মৃত্যুকালে অন্যূন একলক্ষ টাকা নগদ ও বার্ষিক চারি হাজার টাকা লাভের নিষ্কর ভূমি রাখিয়া যান।

ক্রমে দেশের তৎকালীন প্রধান প্রধান সাহেব ও দেশীয়ের সহিত তর্কপঞ্চাননের বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর ও নবাবের দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমার, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস্, স্যার জন শোর, প্রভৃতি বড় বড় লোক তাঁহার যথেষ্ট মান্য করিতেন, এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার সাহায্য লইতেন। সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি হ্যারিংটন সাহেব তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অগাধ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন স্যার উইলিয়ম জোন্‌স্ তাঁহাকে এমন ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন যে, মধ্যে মধ্যে সস্ত্রীক ত্রিবেণীতে তাঁহার বাটীতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। দেশে সে সময় ডাকাতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়ায় জগন্নাথ সেই ভয়ে সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। এই ব্যাপার অবগত হইয়া স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্ নিজ ব্যয়ে কয়েকজন বন্দুকধারী প্রহরী জগন্নাথের বাটিতে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

রাজা নবকৃষ্ণ, তর্কপঞ্চাননের ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়া দেন, এবং 'হেদে পোতা' নামক একখানি তালুক প্রদান করেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র জগন্নাথকে অনেক নিষ্কর ভূমি এবং ত্রিবেণীতে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী দান করেন। নদিয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁহাকে উখড়া পরগণায় সাতশত বিঘা ভূমি প্রদান করেন। জগন্নাথের বংশাবলী সেই জমির আয় হইতে অদ্যাপি সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কথিত আছে যে, সে সময় গবর্ণমেণ্ট তর্কপঞ্চাননের দ্বারা দুরূহ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক ব্যবস্থা অনুবাদ করাইয়া লইতেন। স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্ প্রভৃতির অনুরোধে জগন্নাথ "অষ্টাদশ বিবাদের বিচারগ্রন্থ" ও "বিবাদ-ভঙ্গার্ণব" নামক দুইখানি দায়সংক্রান্ত বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। সঙ্কলন সময়ে তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ৭০০, টাকা এবং গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে মাসিক ৩০০, টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। তদ্ভিন্ন তিনি রামচরিত বর্ণনাদি দুই একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা এবং ন্যায় শাস্ত্রের কয়েকখানি সংগ্রহ পুস্তক প্রণয়ন করেন।

জগন্নাথের বুদ্ধি ও মেধা যে কত প্রবল ছিল, তাহা বলা যায় না। এমন কি তাঁহাকে শ্রুতিধর বলিলেও দোষাবহ হয় না। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে পশ্চাল্লিখিত অদ্ভুত গল্পের প্রসিদ্ধি আছে। একদিন তিনি ত্রিবেণীর বাঁধাঘাটে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেখানে একখান বজরা আসিয়া উপস্থিত হইল। বজরা হইতে দুইজন গোরা তীরে অবতীর্ণ হইয়া ঝগড়া বাধাইয়া দিল। কথান্তর হইতে হইতে দুইজনে শেষে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইয়া গেল। জগন্নাথ আহ্নিক করিতে করিতে তাহাদিগের ঝগড়া আদ্যোপান্ত শুনিলেন। অতঃপর সাহেবদ্বয় পরস্পরের নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিল। বিচারপতি, তাহাদের কেহ সাক্ষী আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল, "আমাদের সাক্ষী কেহই নাই, তবে আমরা যখন ঝগড়া করি, সেই সময়ে এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী সর্ব্বাঙ্গে মৃত্তিকা লেপন করিয়া জলের ধারে হাত পা নাড়িয়া কি করিতেছিল।" অনুসন্ধানে বিচারপতি জানিতে পারিলেন, সে সময়ে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ঘাটে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। বিচারপতি কর্ত্তৃক আহূত ও সাহেবদ্বয়ের বিবাদের বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া তর্কপঞ্চানন বলিলেন, "উঁহারা মারামারি করিয়াছে দেখিয়াছি, দুই জনের বচসাও শুনিয়াছি; কিন্তু ইংরেজী জানি না বলিয়া উঁহাদের কথার অর্থ বুঝিতে পারি নাই, তবে কে কি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিল, অবিকল বলিতে পারি।" এই বলিয়া যে যাহাকে যাহা বলিয়াছিল, পর পর সমুদায় অবিকল বলিলেন। বিচারপতি শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। তাঁহার এতাদৃশী স্মৃতিশক্তি অতি প্রাচীনকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কালিদাসের বিখ্যাত নাটক সংস্কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তল তাঁহার আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ ছিল।

জগন্নাথ যেমন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও অত্যুৎকৃষ্ট অধ্যাপক ছিলেন, তেমনি অতি দীর্ঘজীবনও ভোগ করিয়া গিয়াছেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ১১১ বৎসর হইয়াছিল। তত বয়সেও তাঁহার দর্শন বা শ্রবণশক্তির কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই।

জগন্নাথের তিন পুত্র,—জ্যেষ্ঠ কালিদাস, মধ্যম কৃষ্ণচন্দ্র, এবং কনিষ্ঠ রামনিধি। মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রের অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল। ঐ সকল সন্তানের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। অনুরূপ পৌত্র ঘনশ্যামের অকাল মৃত্যুতে জগন্নাথ শোকাকুল হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। [সং ; স্ত্রী।

জগন্মাতা—জগজ্জননী, বিশ্বের মাতা। ৬ তৎ।

জগর—কবচ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া। জাগৃ (জাগিয়া থাকা)+অন্ ক। সং ; পু।

জগল—মদ্যকল্ক ; পিষ্টমদ্য। যঙ্ লুগন্ত গল (পুনঃ পুনঃ গলা)+অন্ ক। সং ; পু।

জগ্ধ, জগ্ন্ধ—ভুক্ত, ভক্ষিত। অদ (ভক্ষণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে জগ্ধি, জগ্ন্ধি।

জগ্ধি, জগ্ন্ধি—ভোজন, ভক্ষণ। অদ (ভক্ষণ করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে জগ্ধ, জগ্ন্ধ।

জঘন—স্ত্রীলোকের নিতম্বের সম্মুখভাগ ; ভগপ্রদেশ। যঙ লুগন্ত হন (পুনঃ পুনঃ আঘাত করা)+অন্ ক। সং ; ক্লী।

জঘন্য—১। মেঢ়, শিশ্ন। সং ; ক্লী। ২। নীচ, গর্হিত। জঘন দেশ ; জঘন+ক্য। বিণ।

জঘন্যজ—১। শূদ্র। জঘন্য দেখ; জঘন্য—জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু। ২। কনিষ্ঠ। বিণ; ত্রি।

জঙ্গম—গমনশীল; অস্থায়ী; অস্থাবর। যঙ্লুগন্ত গম (পুনঃ পুনঃ গমন করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ স্থাবর।

জঙ্গমগুল্ম—পদাতি সৈন্য। কর্ম্মধা। সং; পু।

জঙ্গল—১। বন, অরণ্য; নির্জন স্থান। জঙ্গম দেখ। জঙ্গম—লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; ক্লী। ২। মাংস। যঙ্লুগন্ত গল (পুনঃ পুনঃ ক্ষরিত হওয়া)+অন্ ক। সং; পু ও ক্লী।

জঙ্ঘা—গুল্ফ হইতে জানু পর্য্যন্ত অংশ। জন (জন্মা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

জজপণ্ডিত—স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ বিচারপতি, সবজজ; জজের সাহায্যকারী পণ্ডিত। পূর্ব্বে জজদিগের সাহায্যার্থ এক একজন স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত থাকিতেন, উঁহাদিগকে জজপণ্ডিত বলিত।

জটা, জটি—কেশর, সিংহাদির ঘাড়ের ঝুঁটি; সংহত কেশ, জট; বৃক্ষের ঝুরি। জটা—জট (সংহত হওয়া)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। জটি—জট+ই ক। সং; স্ত্রী।

জটাজাল—জটাসমূহ। ৬তৎ। সং; পু।

জটাজুট—জটাসমূহ। ৬তৎ। সং; পু।

জটাজ্বাল—প্রদীপ। জটাস্বরূপ হইয়াছে জ্বালা (শিখা) যাহার, বহু। সং; পু।

জটাধর—১। জটাধারী, জটা ধারণ করিয়াছে এরূপ। জটার ধর, ৬তৎ, অথবা জটা শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। শিব। সং; পু।

জটামাংসী—এক প্রকার গন্ধদ্রব্য। সং; স্ত্রী।

জটায়ু—প্রসিদ্ধ পক্ষী। অরুণের ঔরসে শ্যেনীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সম্পাতি। জ্যেষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া ইনি ইন্দ্রকে জয় করেন। পরে সূর্য্যকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে, প্রচণ্ড রবিতেজে পীড়িত ও হতচৈতন্য হইয়া ধরাতলে পতিত হন। তখন সম্পাতি স্বীয় পক্ষ বিস্তার করিয়া ইঁহার প্রাণরক্ষা করেন, কিন্তু নিজে দগ্ধপক্ষ হইয়া ভূপতিত হন। অযোধ্যাপতি দশরথের সহিত জটায়ুর মৈত্রী ছিল। যখন রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যান, তখন জটায়ু সীতামুখনিঃসৃত "রাম, রাম" বলিয়া রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাবণের গতিরোধের চেষ্টা করেন। রাবণের সহিত যুদ্ধে ইনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলে, রাক্ষসনাথ সীতাকে লইয়া প্রস্থান করেন। অতঃপর রামচন্দ্র ভার্য্যার অন্বেষণ করিতে করিতে ইহার নিকট উপস্থিত হইলে, জটায়ু তাঁহাকে রাবণ কর্তৃক সীতার অপহরণ বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

জটায়ুঃ—প্রসিদ্ধ পক্ষী, জটায়ু [জটায়ু দেখ] জট (সংহত হওয়া)+অন্ ক=জট (সংহঃ অর্থাৎ দীর্ঘ); জট হইয়াছে আয়ুঃ যাহার, বহু। সং; পু।

জটাল, জটিল, জটী—১। জটাযুক্ত। জটাল জটা শব্দ+ল অস্ত্যর্থে। জটিল=জটা+ইল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। জটী=জটা+ইন্ অস্ত্যর্থে=জটিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। জটাধারী পুরুষ; ব্রহ্মচারী; বটবৃক্ষ; সিংহ। সং; পু।

জটাসুর—জনৈক রাক্ষস। পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসকালে এই রাক্ষস ব্রাহ্মণবেশে তাঁহাদিগের কুটীরে উপস্থিত হয়। সে সময়ে অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ছদ্মবেশী রাক্ষস পাণ্ডবদিগের সহিত কিছুকাল থাকিয়া ভীমের অনুপস্থিতি সময়ে দ্রৌপদীসহ অবশিষ্ট পাণ্ডবত্রয়কে হরণ করিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে থাকে। ইতোমধ্যে একদিন ভীম মৃগয়ার্থ গমন করিলে, দুষ্ট রাক্ষস অগ্রে তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র গোপন করিয়া যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে হরণ করে। ভীম কুটীরে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাদিগের অদর্শনে আকুল হইয়া দুর্বৃত্তের অনুসরণে ধাবিত হইয়া অবশেষে ইহার প্রাণবধ করেন। এই জটাসুরের পুত্র অলম্বল।

জটি—জটা দেখ।

জটিল—১। জটাল দেখ। ২। নানারূপ গোলযোগে জড়িত, দুর্ব্বোধ, দুরূহ। দেশজ। ৩। জনৈক ভক্ত সাধুপুরুষ। কথিত আছে যে, জটিল এক দুঃখিনী বিধবার একমাত্র পুত্র। তাঁহাদের সংসারে আর কেহ ছিল না। এক দিন পাঠশালায় যাইবার সময়ে বালক জটিল পথে ভয় পান। বাটী আসিয়া জননীকে ভয়ের কথা বলায়, ধর্ম্মশীলা মাতা পুত্রকে "গোবিন্দ" নাম স্মরণ করিতে বলিয়া দিলেন। গোবিন্দ কে, এই কথা মাতাকে জিজ্ঞাসা করায়, মাতা বলিলেন, "গোবিন্দ বালকদিগকে বড় ভালবাসেন; তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকেন, এবং বালকদিগের সহিত খেলাও করেন।" এই কথা শুনিয়া জটিলের আনন্দের সীমা রহিল না।

অতঃপর একদিন পাঠশালায় যাইবার সময় পথে ভয় পাইয়া জটিল "সখে গোবিন্দ, সখে গোবিন্দ" বলিয়া অতি ব্যাকুলভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে ডাকিতে লাগিলেন। সরলচিত্ত ভক্তের ব্যাকুলতায় ভয়ত্রাতা, বিপদ্ভঞ্জন, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, দয়াময় হরি, বালকবেশে উপস্থিত হইয়া জটিলের ভয়মোচন করিলেন। অনন্তর দুই জনে সেখানে খানিক খেলা হইল। ইহার পর জটিল প্রায়ই পথে সখা গোবিন্দের সহিত খেলা করিতেন।

ইহার কিছুদিন পরে, একদা জটিলের গুরুমহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে গুরুমহাশয় ছাত্রবৃন্দের কে কোন্ দ্রব্য সরবরাহের ভার লইবে, তাহা বাটীতে জানিয়া আসিতে বলায়, জটিল সখার উপদেশানুসারে আবশ্যক দধি সরবরাহের ভার লইলেন। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিবসে ইনি এক ভাণ্ডমাত্র দধি লইয়া গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন। দেখিয়াই গুরুর আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তিনি অতি রুক্ষস্বরে বলিলেন, "তুমি একি করিয়াছ, এই এক ভাণ্ড দধিতে কি হইবে?" জটিল উত্তর করিলেন, "আমার সখা বলিয়াছেন যে, এই এক ভাণ্ড দধিতেই সকল লোকের পর্য্যাপ্ত আহার হইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিবে।" কার্য্যতঃ তাহাই হইতে দেখা গেল। গুরুমহাশয় দেখিয়া শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জটিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সখা কোথায় থাকেন?" জটিল বলিলেন, "আমাদের বাড়ী যাইবার পথে তেঁতুল গাছের নিকট বনে তাঁহাকে আমি দেখিতে পাই। আপনি তাঁহাকে দেখিবেন তো আসুন।" গুরু শিষ্যের অনুগামী হইলেন। নির্দ্দিষ্ট তেঁতুল তলায় গুরুকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া জটিল বনমধ্যে "সখে গোবিন্দ, সখে গোবিন্দ" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গুরুকে বলিলেন, সখা বলিয়াছেন যে, তিনি আপনাকে দেখা দিবেন; কিন্তু আপনাকে এই স্থানে বসিয়া তেঁতুল গাছে যত পাতা আছে, তত বৎসর তপস্যা করিতে হইবে। শ্রীহরির দর্শনাশায় গুরু তাহাই করিতে বসিয়া গেলেন।

জটিলা—একজন গোপিনীর নাম। গোল নামক গোপের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার গর্ভে আয়ান ও দুর্ম্মদ নামে দুই পুত্র এবং কুটিলা নামে এক কন্যা জন্মে। এই আয়ান কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার লৌকিক স্বামী।

জটী—জটাল দেখ।

জটুল—শরীরস্থ এক প্রকার চিহ্ন, জড়ুল। জট (সংহত হওয়া)+উল ক। সং; পু।

জঠর—১। কর্কশ; কঠিন; বদ্ধ। জন+অরন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। কুক্ষি, কোঁক; পেট; গর্ভ। জন (জন্মা)+অরন্ অধি। সং; পু ও ক্লী।

জঠরযন্ত্রণা—গর্ভবাস ক্লেশ। জঠরে প্রাপ্ত যন্ত্রণা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জঠরাগ্নি, জঠরানল—উদরের মধ্যস্থিত অগ্নি;

উদরমধ্যস্থ যে রসের গুণে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হয়, তাহাকে সাধারণতঃ লোকে অগ্নি বলিয়া থাকে, কারণ অগ্নিতে যেরূপ খাদ্য-দ্রব্য পাক করা হয়, সেইরূপ উক্ত রসেও ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করিয়া থাকে। জঠরের অগ্নি বা অনল, ৬তৎ; অথবা জঠর স্থিত যে অগ্নি বা অনল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

জড়—১। নির্ব্বোধ; স্ফূর্ত্তিহীন; অন্ধ; শীতল; নিস্তেজ; অচেতন; মোহপ্রাপ্ত; মূক; অপটু; নিস্পন্দ। জল (আচ্ছাদন করা, ইত্যাদি)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। জল। সং; ক্লী।

জড়জগৎ—জড়পদার্থসমূহ। জড় = চৈতন্যশূন্য পদার্থ। জড়ের জগৎ বা জড়রূপ জগৎ, ৬তৎ বা রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

জড়জীব—যে সকল প্রাণীর জড়ভাবই অধিক। জড় সদৃশ জীব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

জড়তা, জলতা—মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা; স্ফূর্ত্তিহীনতা; জাড্য; অচৈতন্য; শৈত্য; শৈথিল্য; অপটুতা। জড় দেখ; জড়+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

জড়ত্ব—জড়ের ভাব, জড়তা [জড় দেখ]; চৈতন্যশূন্যতা ও নিশ্চেষ্টত্ব। জড়+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

জড়পদার্থ—চৈতন্যশূন্য পদার্থ, অন্যের বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকে যাহা চলিতে বা থামিতে পারে না, মৃৎপ্রস্তরাদি। কর্ম্মধা। সং; পুং।

জড়পিণ্ড—স্থূলভাবাপন্ন জড়পদার্থ। জড় পিণ্ড-সদৃশ, উপমিত। সং; পুং বা ক্লী।

জড়পুত্তলী—চৈতন্যশূন্য পুত্তলিকা, যে পুতুলের চৈতন্য নাই। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জড়প্রকৃতি—১। জড় স্বভাব। জড়ের প্রকৃতি, ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। জড়ের প্রকৃতির ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

জড়প্রায়—জড়সদৃশ, জড়ের মত। ৬তৎ। বিণ।

জড়ভরত—জনৈক ব্রাহ্মণ, জন্মান্তরে ইনি রাজর্ষি ভরত ছিলেন। ভরত মৃত্যুকালে মৃগের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করায়, পরজন্মে কালঞ্জর পর্ব্বতে জাতিস্মর মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তৎপরে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। এজন্মেও তিনি জাতিস্মর ছিলেন বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম-বৃত্তান্ত তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইত। সে কারণ ইনি সঙ্গপরিহার বাসনায় সর্ব্বদা জড়বৎ অবস্থান করিতেন। তাহাতেই তিনি জড়ভরত নামে খ্যাত হন। এই হেতু কাহাকেও নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্যম দেখিলে লোকে তাহাকে জড়ভরত বলিয়া থাকে। কর্ম্মধা। সং; পুং।

জড়ীভূত—জড়সদৃশ অবস্থাপন্ন, হতবুদ্ধি; নিতান্ত স্ফূর্ত্তিরহিত; ভয়াদি হেতু স্পন্দরহিত জড়শব্দ+চি অভূততদ্ভাবার্থে—জড়ী—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। [পুং।

জড়ুল—জটুল, দেহস্থ তিলক, চর্ম্মবিকার। সং;

জড়োপাসক—যাহারা জড়পদার্থকে ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসনা করে, মৃৎপ্রস্তরাদি বা অগ্নি জল প্রভৃতির উপাসনাকারী। জড়ের উপাসক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

জতু—লাক্ষা, লা, গালা; অলক্ত, আলতা। জন (জন্মা)+উ ক। সং; ক্লী।

জতুক—হিঙ্গু, হিঙ্; লাক্ষা। জতু+কণ্। সং; ক্লী। [সং; স্ত্রী।

জতুকা—চামচিকা। জতুক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্।

জতুগৃহ—লাক্ষানির্ম্মিত গৃহ [পাণ্ডবদিগের বিনাশার্থ দুর্য্যোধন এই গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; কেবল বিদুরের পরামর্শেই পাণ্ডবেরা এই ঘোর বিপদে পরিত্রাণ লাভ করেন]। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

জতুগৃহদাহ—লাক্ষানির্ম্মিত ভবনের ভস্মীকরণ। দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে পুড়াইয়া মারিবার অভিপ্রায়ে বারণাবতে জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় পাণ্ডবদিগকে প্রেরণ করেন। পাণ্ডবেরা ধর্ম্মাত্মা বিদুরের পরামর্শে দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া ভবন হইতে নদীতীর পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করেন, এবং গভীর রজনীতে ঐ গৃহে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক সুড়ঙ্গপথে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন।

জত্রু—কণ্ঠের উভয় পার্শ্বস্থিত দুইখানি অস্থি। জন (জন্মা)+রু ক। সং; ক্লী।

জন—লোক, ব্যক্তি; ইতর লোক, যে দৈনিক বেতনে অন্য ব্যক্তির কর্ম্ম করে; জনলোক, মহঃপরবর্ত্তী লোক। জন (জন্মা)+অন্ ক। সং; পুং।

জনক—১। উৎপাদক; জন্মদাতা। ণিজন্ত জন বা জনি (জন্মান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। জন্মদাতা পিতা। সং; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে জনিকা। ৩। মিথিলারাজ। জনক কোন একজন রাজার নাম নহে, ইহা মিথিলাধিপতিগণের এক প্রকার সাধারণ উপাধি। যেমন রঘুনামক সূর্য্যবংশীয় রাজার উত্তরবংশীয়েরা রঘু নামে পরিচিত, তদ্রূপ জনক নামক চন্দ্রবংশীয় রাজার বংশধরেরা জনক নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথম জনক মিথি নামক রাজা। ইনি নিমির পুত্র। মিথি স্বনামে মিথিলা নগর নির্ম্মাণ করেন। পরে নগরের জনন-সামর্থ্য প্রযুক্ত তাঁহার নাম জনক হয়। ইহার পর যখন যিনি মিথিলার রাজা হইতেন, তখনই তিনি জনক নামে খ্যাত হইতেন। পরন্তু অধুনা জনক বলিলে অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের শ্বশুর রাজর্ষি জনককেই বুঝায়। ইঁহার প্রকৃত নাম সীরধ্বজ। ক্ষত্রিয় হইয়াও ইনি জ্ঞানে ব্রাহ্মণদিগের পূজার্হ ছিলেন এবং রাজা হইয়াও সর্ব্বদা ঋষিতুল্য আচরণ করিতেন বলিয়াই রাজর্ষি জনক নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। কথিত আছে যে, সীরধ্বজ জনক একদা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে সীতামধ্যে অর্থাৎ লাঙ্গলপদ্ধতিতে একটী আলোকসামান্য রূপবতী কন্যা প্রাপ্ত হন, এবং সীতামধ্য হইতে উত্থাপিত হওয়ায় কন্যার 'সীতা' নাম রাখেন। সীতা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সুধন্বা নামক এক রাজা ইঁহার নিকট প্রার্থনা করেন, কিন্তু ইনি তাহাতে অসম্মত হওয়ায় সুধন্বা মিথিলা অবরোধ করেন। সীরধ্বজ যুদ্ধে সুধন্বাকে নিহত করিয়া তদীয় রাজ্যে স্বীয় ভ্রাতা কুশধ্বজকে রাজা করিয়া দেন।

অতঃপর সীরধ্বজ সীতার বিবাহের জন্য এই নিয়ম স্থির করিলেন যে, যিনি সুবৃহৎ হরধনু ভগ্ন করিতে পারিবেন, তিনিই সীতার ভর্ত্তা হইবেন। পরে রামচন্দ্র হরধনু ভগ্ন করিলে সীরধ্বজ রামের সহিত সীতার, ভরতের সহিত মাণ্ডবীর, লক্ষ্মণের সহিত উর্ম্মিলার, এবং শত্রুঘ্নের সহিত শ্রুতকীর্ত্তির পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করেন।

জনককন্যা, জনকতনয়া, জনকদুহিতা, জনকসুতা, জনকাত্মজা—সীতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জনকজননী—পিতা ও মাতা। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

জনঙ্গম—চণ্ডাল, চণ্ডালী। জন (ইতর লোক)—গম (গমন করা)+খ ক। পুং ও স্ত্রী।

জনচক্ষুঃ—লোকচক্ষুঃ, সূর্য্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

জনতা—জনসমূহ, ভিড়। জন+তা। সং; স্ত্রী।

জনদেব—রাজা; মিথিলার নৃপতিবিশেষ। ৭তৎ। সং; পুং।

জনন—১। বংশ। জন+অনট্ অধি। সং; ক্লী। ২। পিতা; উৎপাদক; ঈশ্বর। ণিজন্ত জন বা জনি (জন্মান)+অন ক। সং; পুং। ৩। উৎপত্তি, জন্ম। জন (জন্মা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

জননাশৌচ—সন্তানের জন্মজন্য অশৌচ, সূতিকাশৌচ। সং; ক্লী।

জননি—১। বংশ। জন+অনি অধি। ২। উৎপত্তি। জন (জন্মা)+অনি ভা। সং; স্ত্রী।

জননী—উৎপাদিকা; প্রসূতি; গর্ভধারিণী, মাতা। জন (জন্মা)+অনট্ অধি, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জনপদ—লোকালয়, লোকের বসতিস্থান, দেশ, নগর, গ্রাম; লোক। জনের পদ (স্থান), ৬তৎ। সং; পুং।

জনপ্রবাদ—জনশ্রুতি, জনরব ; লোকাপবাদ। ৬তৎ। সং ; পু।

জনপ্রিয়—লোকের প্রিয় অর্থাৎ ভালবাসার পাত্র। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

জনবহুল, জনভূয়িষ্ঠ—অনেক লোকে পরিপূর্ণ, বহুজনাকীর্ণ। জন হইয়াছে বহুল বা ভূয়িষ্ঠ (বহুসংখ্যক) যেখানে, বহু। বিণ ; ত্রি।

জনমানব—মনুষ্য [জন ও মানব উভয় শব্দই মনুষ্যবাচক। বঙ্গভাষার রীত্যনুসারে একার্থক বা প্রায় একার্থক শব্দের ঐরূপ যুগপৎ প্রয়োগ হইয়া থাকে]। সং ; পু।

জনমানবশূন্য—মনুষ্যরহিত, যেখানে একটীও লোক নাই, সাতিশয় নির্জ্জন। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

জনমেজয়, জন্মেজয়—মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র ; তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের প্রপৌত্র। কলিযুগের প্রথমাবির্ভাবকালে ইনি রাজত্ব করিতেন। পিতার মৃত্যুকালে ইনি অতি অল্পবয়স্ক ছিলেন। ইনি বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের উপদেশানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। কালক্রমে ইনি একজন প্রবলপরাক্রান্ত রাজা হইয়া উঠিলেন। তক্ষশীলা হইতে দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ইঁহার পদানত হইয়া পড়িল। ইনি কাশীরাজদুহিতা বপুষ্টমার পাণিপীড়ন করেন।

জনমেজয় প্রাচীন অমাত্যগণের নিকট স্বীয় প্রপিতামহের বিবরণ শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। তক্ষকদংশনে পিতার মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া ইনি তক্ষকপ্রমুখ সর্পকুল নির্ম্মূল করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে উতঙ্ক মুনি উপস্থিত হইয়া তদীয় পিতৃহন্তা তক্ষকের বিরুদ্ধে ইঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। অতঃপর জনমেজয় সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে শত শত সর্প যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। যজ্ঞে দেবগণ নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তক্ষক ভয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার উত্তরীয় মধ্যে লুক্কায়িত রহিলেন। তখন যজ্ঞে দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ আশ্রয়সহ তক্ষকের নাম উচ্চারণ করিয়া আহুতি প্রদান করিলেন। ইন্দ্র ভয়ে তক্ষককে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তক্ষক হতজ্ঞান হইয়া যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হইতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে বাসুকী-প্রেরিত আস্তিকমুনি যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া নানারূপ প্রবোধ বচনে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া যজ্ঞ রহিত করিয়া দিলেন। তখন তক্ষক অব্যাহতি পাইলেন। ইহার পর জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ইনি বৈশম্পায়নের নিকট মহাভারত শ্রবণ করেন। জনমেজয়=জন শব্দের দ্বিতীয়ার ১বচনে জনম্ (জনকে), তদুত্তরে ণিজন্ত এজ বা এজি (কম্পিত করা)+খশ্ ক। জন্মেজয় =জন্ম—ণিজন্ত এজ+শ ক। সং ; পু।

জনয়িতা—১। উৎপাদক, জন্মদাতা। ণিজন্ত জন বা জনি (জন্মান)+তৃন্ ক=জনয়িতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। ২। জনক, পিতা। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে জনয়িত্রী।

জনয়িত্রী—১। উৎপাদিকা, জন্মদাত্রী। জনয়িতা দেখ ; জনয়িতৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। জননী, মাতা। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে জনয়িতা।

জনরব—কিংবদন্তী, লোকপ্রবাদ, যে কথা লোকপরম্পরায় রটে বা শুনা যায়। সং ; পু।

জনলোক—মহঃপরবর্ত্তী লোক, এই স্থানে ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ ও উর্দ্ধরেতাঃ ঋষিগণ বাস করেন। জন দেখ ; জন রূপ লোক, রূপক কর্ম্মধা। সং ; পু।

জনশূন্য—মনুষ্যরহিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

জনশ্রুতি—লোকপ্রবাদ ; জনরব, কিংবদন্তী। জন হইতে শ্রুতি, ৫তৎ। সং ; স্ত্রী।

জনসঙ্ঘ—জনসমূহ, মানববৃন্দ, বহুলোক। ৬তৎ। সং ; পু।

জনসমাজ—মানবসমাজ, একত্র দলবদ্ধ বহুলোক। ৬তৎ। সং ; পু।

জনসাধারণ—সকললোক, সাধারণতঃ যাবতীয় মনুষ্য। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

জনস্থান—লোকের বসতিস্থান, লোকালয় ; দণ্ডকারণ্যমধ্যস্থ স্থানবিশেষ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

জনস্রোতঃ—ক্রমাগত গমনশীল বহু লোক। জন স্রোতঃ সদৃশ, উপমিত। সং ; ক্লী।

জনাকীর্ণ—লোকাকীর্ণ, বহুলোকে ব্যাপ্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

জনাতিগ—লোকাতীত, অলৌকিক। জন (লোক)—অতি—গম (গমন করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

জনান্ত—প্রদেশ, জেলা। জনের (অধিবাসীদিগের) অন্ত (সীমা), ৬তৎ। সং ; পু।

জনান্তিক—জনসমীপ ; অন্য জন সমক্ষেও পরস্পর গোপনে কথোপকথন, অন্য লোক উপস্থিত থাকিলে তাহার অশ্রাব্যভাবে পরস্পর কাণাকাণি করা। জনের অন্তিক (সমীপ), ৬তৎ। সং ; ক্লী।

জনাপবাদ—লোকাপবাদ, লোকনিন্দা। জন কৃত অপবাদ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

জনার্দ্দন—বিষ্ণু, গয়াক্ষেত্রে জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশে ইঁহারই হস্তে পিণ্ড অর্পিত হয় [যাহার উদ্দেশে এইরূপ পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহার মৃত্যুর পর স্বয়ং ভগবান্ সেই পিণ্ড গয়াশিরে অর্পণ করেন]। জন (লোক)—অর্দ্দ (যাচ্ঞা করা)+অনট্ র্ম্ম ; জনগণ যাঁহাকে যাচ্ঞা করে। অথবা জন শব্দ (অসুরবিশেষ)—ণিজন্ত অর্দ্দ বা অর্দ্দি (পীড়িত করা)+অন ক ; যিনি জন নামক অসুরকে পীড়ন করিয়াছেন। মহাভারতে কথিত আছে যে, তিনি দস্যুগণকে (অসুরদিগকে) বিত্রাসিত করেন বলিয়া জনার্দ্দন নামে খ্যাত হইয়াছেন।

জনাব্—আশ্রয়দাতা ; লোকপালক। জন শব্দ (লোক)—অব (রক্ষা করা)ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

জনাশ্রয়—জনস্থান, লোকালয় ; মণ্ডপ, সাময়িক কার্য্যের জন্য নির্ম্মিত গৃহ ; লোকালয়। ৬তৎ। সং ; পু।

জনি, জনী—১। জন্ম, উৎপত্তি। জন (জন্মা)+ই ভা, স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্। ২। মাতা ; জায়া ; নারী ; পুত্রবধূ ; বধূ। জন+ই অধি। সং ; স্ত্রী।

জনিকা—জননকর্ত্রী, উৎপাদিকা। জনক দেখ ; জনক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

জনিত—যাহা উৎপন্ন করা হইয়াছে এরূপ, উৎপাদিত। ণিজন্ত জন বা জনি (জন্মান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে জনিতা।

জনিতা—১। উৎপাদিতা। জনিত দেখ ; জনিত+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে জনিত। ২। জনক, পিতা। জন (জন্মা)+তৃন্ অপা=জনিতৃ, ১মার ১বচন। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে জনিত্রী।

জনিত্রী—জননী, মাতা। জনিতা দেখ ; জনিতৃ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে জনিতা।

জনী—জনি দেখ।

জনীন—লোকহিত ; লোকহিতকর। জন শব্দ+ঈন হিতার্থে। বিণ ; ত্রি।

জনু, জনূ—উৎপত্তি, জন্ম। জন (জন্মা)+উ ভা। (তথাদিত্ব প্রযুক্ত) বিকল্পে উপ্। সং ; স্ত্রী।

জনুঃ—উৎপত্তি, জন্ম। জন (জন্মা)+উস্ ভা =জনুস্, ১মার ১বচন। সং ; ক্লী।

জন্তু—প্রাণী, জীব। জন (জন্মা)+তুন্ ক। সং ; পু।

জন্ম—১। উদ্ভব, উৎপত্তি। জন (জন্মা)+মন্ ভা=জন্মন্, ১মার ১বচন। ২। সংসার, লোক। জন+মন্ অধি। সং ; ক্লী।

জন্মগ্রহণ—জন্ম লওয়া, জন্মা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

জন্মজরামরণ—উৎপত্তি বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী। [সং ; ক্লী।

জন্মজন্মান্তর—এই জন্ম ও অন্য জন্ম। দ্বন্দ্ব।

জন্মতিথি—যে তিথিতে জন্ম হয়। ৬তৎ। সং ; পু ও স্ত্রী।

জন্মদ—১। জন্মদাতা, জনক। জন্ম দেন যিনি, উপ ; জন্মন্ শব্দ—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। পিতা। সং ; পু।

জন্মনক্ষত্র—ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ের নক্ষত্র। জন্ম কালীন নক্ষত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
জন্মপরিগ্রহ—জন্মগ্রহণ। ৬তৎ। সং; পু।
জন্মভূমি—মাতৃভূমি, জন্মস্থান, যে দেশে জন্ম হয়। জন্মের ভূমি, ৬তৎ; অথবা জন্ম সংঘটনী যে ভূমি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। স্ত্রী।
জন্মমৃত্যু—উৎপত্তি ও মরণ। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।
জন্মরাশি—যে রাশিতে জন্ম হয়। ৬তৎ। পু।
জন্মবান্—প্রাণী। জন্মন্ শব্দ+বতু=জন্মবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।
জন্মান্তর—অন্য জন্ম, পূর্ব্ব বা পর জন্ম; লোকান্তর, পরলোক। অন্য যে জন্ম, নিত্য। ক্লী।
জন্মান্তরীণ—অন্য জন্মসম্বন্ধীয়, যাহা পূর্ব্বজন্মে ঘটিয়াছে বা পরজন্মে ঘটিবে এরূপ। জন্মান্তর দেখ; জন্মান্তর শব্দ+ঈন। বিণ; ত্রি।
জন্মান্তরীয়—অন্য জন্মসংক্রান্ত। জন্মান্তর শব্দ+ণীয় ভবার্থে। বিণ; ত্রি।
জন্মান্ধ—আজন্ম অন্ধ, জন্মাবধি দৃষ্টিশক্তিহীন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
জন্মাবচ্ছিন্ন—১। জন্ম দ্বারা সীমাবদ্ধ, যাবজ্জীবন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। ২। সমস্ত জীবন, যাবজ্জীবন কাল। জন্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ অর্থাৎ সীমাবদ্ধ কাল), ৩তৎ। সং; পু।
জন্মাবধি—জন্মকাল হইতে। জন্ম (জন্মকাল) হইয়াছে অবধি (প্রথম সীমা) যাহার বা যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।
জন্মাষ্টমী—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথি, শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন [শাস্ত্রে কথিত আছে যে, এই দিনে সমর্থ পুরুষ ও নারী উপবাস না করিলে যথাক্রমে রাক্ষস ও সর্পী হইয়া পরজন্মে অরণ্যে বাস করে]। ৬তৎ। স্ত্রী।
জন্মী—প্রাণী। জন্মন্ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=জন্মিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।
জন্মেজয়—জনমেজয় দেখ।
জন্য—১। জায়মান। জন (জন্মা) ঘ্যণ্ ক। ২। উৎপাদ্য। ণিজন্ত জন বা জনি (জন্মান) +য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ৩। নবোঢ়ার ভৃত্য, বা জ্ঞাতি। জনী+ষ্য। ৪। বরের বয়স্য, বরযাত্র। জন+ষ্য। সং; পু। ৫। লোকহিতকর। বিণ; ত্রি।
জন্যা—১। মাতৃসখী। জনী (মাতা)+ষ্য, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। বরযাত্রসমূহ। জন+ষ্য, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
জন্যু—১। প্রাণী, জীব। জন (জন্মা)+যু ক। ২। ব্রহ্ম, বিধাতা; অগ্নি। জন+যু অপা। সং; পু।
জপ—ইষ্টমন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ। জপ (হৃদয়ে উচ্চারণ করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে জপিত।
জপন—১। জপকারক। জপ+অন ক। বিণ; ত্রি। ২। জপ করা। জপ+অনট্ ভা। ২। স্বাধ্যায়, বেদ। জপ+অনট্ র্ম্ম। সং; ক্লী।
জপমালা—যে মালা হাতে করিয়া জপ করে, মুক্তা, স্ফটিক, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি নির্ম্মিত মালা। জপ সম্পাদিকা মালা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [পু।
জপযজ্ঞ—জপরূপ যজ্ঞ। রূপক কর্ম্মধা। সং;
জপস্থান—যে স্থানে বসিয়া জপ করা যায়, জপার্থ নির্ণীত পবিত্র স্থান। ৬তৎ। সং; ক্লী।
জপা—জবাফুল; জবাফুলের গাছ। জপ (জপ করা)+অল্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
জপিত—যাহা পুনঃ পুনঃ জপ করা হইয়াছে এরূপ। জপ (জপ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে জপ।
জপ্য—১। জপনীয়, যাহা জপ করা আবশ্যক বা উচিত এরূপ। জপ (জপ করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। জপ। জপ+য ভা। সং; ক্লী।
জবহর বাই—মিবারের সুপবিত্র রাঠোর বংশে এই বীররমণী জন্মগ্রহণ করেন। শিশোদীয় বংশীয় মিবাররাজ বিক্রমজিতের সহিত ইঁহার পরিণয় হয়। বাল্যকাল হইতেই ইনি বীরত্বের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। সর্ব্বদা বীরপুরুষদিগের মহিমাময় গাথা শ্রবণ করিতে করিতে ইঁহার হৃদয় বীররসে পূর্ণ হইয়া উঠিত। এমন কি, ইনি গোপনে একবার যুদ্ধক্ষেত্র দর্শনে গমন করেন, যুদ্ধ দেখিয়া সংগ্রামে মৃত্যুকেই মনুষ্যজীবনের প্রার্থনীয় বলিয়া স্থির করেন। মিবাররাজ বিক্রমজিৎ নানা কারণে সর্দ্দারগণের অপ্রীতিভাজন হইলে ছিদ্রান্বেষী গুর্জ্জররাজ বাহাদুর শাহ মিবার আক্রমণের সুযোগপ্রাপ্ত হন। রাণা বিক্রমজিৎ যখন বুন্দিপ্রদেশে লৈবা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন বাহাদুর শাহ গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে রাণার পরাজয় হয়। এদিকে বাহাদুর শাহের সেনাপতি লাত্রি খাঁ আসিয়া চিতোর আক্রমণ করেন, এবং বারুদের সাহায্যে চিতোরদুর্গের একাংশ ভগ্ন করিয়া দেন। ইহাতে বহু রাজপুত-সৈন্য হত হওয়ায় দুর্গ একপ্রকার অসহায় হইয়া পড়ে, এবং মুসলমানগণ দুর্গপ্রবেশে উদ্যত হয়। তখন রাণী জবহর বাই স্বয়ং বীরবেশে সজ্জিত হইয়া অসি ধারণপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যের গতিরোধার্থ অগ্রসর হন, এবং অতুল সাহস ও পরাক্রম সহকারে শত্রুনিপাত করেন। তাঁহার পরাক্রমে শত্রুসৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়নোদ্যত হয়। পরিশেষে সহসা শত্রুনিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া ইনি অমরধামে প্রস্থান করেন। ইহা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর ঘটনা।
জমদগ্নি—জনৈক ঋষি, বিখ্যাত ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরামের পিতা। ঋচিক মুনির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। জমদগ্নি বেদজ্ঞ হইয়াও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। রাজতনয়া রেণুকার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে ইঁহার পাঁচটি পুত্র হয়, তন্মধ্যে ভুবনবিদিত পরশুরাম সর্ব্বকনিষ্ঠ। জমদগ্নি একদিন শরক্রীড়া করিতেছিলেন, এবং রেণুকা নিক্ষিপ্ত শরগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিতেছিলেন, কিন্তু প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে রেণুকা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। তখন ঋষিবর সূর্য্যকে তাঁহার তেজ সংবরণ করিতে বলেন। পরন্তু জগতের অহিতাশঙ্কায় সূর্য্যদেব তেজ সংবরণ না করিয়া, ইঁহার পত্নীর নিমিত্ত ইঁহাকে ছত্র ও পাদুকা প্রদান করিয়া ইঁহার তুষ্টিবিধান করেন।

অনন্তর একদা রেণুকা স্নানার্থ নদীতে গমন করিয়া তথায় গন্ধর্ব্বদিগের ক্রীড়াদর্শনে কলুষিতচিত্তে আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন। জমদগ্নি তপোবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া সহধর্ম্মিণীর বধার্থ জ্যেষ্ঠপুত্রকে আদেশ করিলেন। তিনি মাতৃহত্যায় অসম্মত হওয়ায় পিতৃশাপে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ তিন সহোদরও ঐরূপ পিতৃাদেশ পালনে অস্বীকৃত হইয়া সেই দশা প্রাপ্ত হইলেন। তখন পরশুরাম আশ্রমে ছিলেন না। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র জমদগ্নি তাঁহাকে কলুষিতা জননীর জীবননাশের আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞামাত্র পরশুরাম স্বীয় কুঠারাস্ত্রে রেণুকার শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন জমদগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে, তিনি কাতরকণ্ঠে জননীর পুনর্জ্জীবন প্রার্থনা করিলেন। ঋষিবরের প্রসাদে রেণুকা পুনর্জ্জীবিত ও তাঁহার পুত্রচতুষ্টয় জড়ত্বমুক্ত হইলেন।

অতঃপর একদিন রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সসৈন্যে জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, ঋষিবর কামধেনু নন্দার সাহায্যে তাঁহাদের সকলেরই যথোচিত অতিথিসৎকার করিলেন। রাজা কামধেনুর এতাদৃশ গুণ দেখিয়া ঋষির নিকট তাহা প্রার্থনা করিলেন। জমদগ্নি তাহা প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলে, উভয়ের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। কামধেনুর সহায়তায় সৈন্য সৃষ্টি করিয়া জমদগ্নি রাজার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু পরিশেষে তাঁহার শরে

নিধন প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতেই পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের প্রতি জাতক্রোধ হন। জম (ভক্ষণ করা)+শতৃ ক=জমৎ (ভক্ষণকারী) ; অগ্নির জমৎ, ৬তৎ। পূর্ব্ব পদের পরনিপাত। সং; পু।

জমন—ভক্ষণ, ভোজন। জম (ভক্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং; পু।

জম্পতি—দম্পতি, স্ত্রীপুরুষ, পতি-পত্নী। জায়া ও পতি, দ্বন্দ্ব। সং; পু।

জম্বাল—কর্দ্দম ; শৈবাল। জল—বল (আবরণ করা)+ঘণ্ ক। সং। পু।

জম্বালিনী—নদী। জম্বাল দেখ ; জম্বাল+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জম্বীর—১। লেবুগাছ। সং; পু। ২। লেবু। সং; ক্লী।

জম্বু, জম্বূ—১। জম্বুদ্বীপ ; জামগাছ। জম (ভক্ষণ করা)+কু, পক্ষান্তরে কূ ক। সং; স্ত্রী। ২। জম্বুফল, জাম। সং; স্ত্রী ও ক্লী।

জম্বুক, জম্বূক—শৃগাল ; কুমারের অনুচর ; বরুণ ; নীচব্যক্তি। জম (ভক্ষণ করা)+উক, পক্ষান্তরে উক ক। সং; পু।

জম্বুখণ্ড—জম্বুদ্বীপ, ভারতবর্ষ। জম্বু নামক যে খণ্ড, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

জম্বুদ্বীপ—সপ্তদ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপবিশেষ, ভারতবর্ষ ; নীল পর্ব্বতের দক্ষিণে ও নিষধের উত্তরে সুদর্শন নামে এক সনাতন মহান্ জম্বু আছে, তাহার নামানুসারে ইহার নাম জম্বু হইয়াছে। জম্বু নামক যে দ্বীপ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

জম্ভ—১। জনৈক দৈত্য; জম্বীর। জনভ (নষ্ট করা)+অন্ ক। ২। ভক্ষণ; জৃম্ভন, হাই তোলা। জনভ+অল্ ভা। ৩। হনু। জনভ +অন্ ণ। সং; পু।

জম্ভন—রমণ, মৈথুন। জনভ (স্ত্রী-সম্ভোগ করা) +অনট্ ভা। সং; ক্লী।

জম্ভভেদন, জম্ভভেদী—জম্ভাসুরঘাতক, ইন্দ্র। জম্ভ (অসুরবিশেষ)—ভিদ (ভেদ করা) +অন, পক্ষান্তরে ণিন্ ক। সং; পু। [পু।

জম্ভরিপু—জম্ভাসুর-শত্রু, ইন্দ্র। ৬তৎ। সং;

জম্ভল—জম্বীর, লেবু। জনভ (নাশ করা)+কল ক। সং; পু।

জম্ভলা—জনৈক রাক্ষসী। জনভ (নাশ করা) +কল ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

জম্ভারাতি, জম্ভারি—জম্ভ নামক অসুরের শত্রু। ৬তৎ। সং; পু।

জয়—১। শত্রুপরাজয়, বিপক্ষকে হারাইয়া দেওয়া ; বশীভূতকরণ। জি (জয় করা)+অল্ ভা। ২। বিরাটভবনস্থ ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠির ; জয়ন্ত। জি+অন্ ক। সং; পু। বিশেষণে জিষ্ণু, জয়ী। ৩। বিষ্ণুর পার্ষদবিশেষ। এই জয় ও ইহার ভ্রাতা বিজয় বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক। একদা সনকাদি ঋষিগণ বিষ্ণুদর্শনমানসে বৈকুণ্ঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, জয় ও বিজয় তাঁহাদিগের গমনে বাধা দেন। তাহাতে ঋষিগণ কোপাবিষ্ট হইয়া ইহাঁদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, ইহাঁদিগকে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। তখন ভ্রাতৃদ্বয় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীহরি বলিলেন, "ঋষিবাক্য অন্যথা হইবার নহে; তোমাদিগকে ভূলোকে জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে; তবে তোমাদের জন্য আমি এই মাত্র করিতে পারি যে, যদি তোমরা আমার মিত্ররূপে জন্মগ্রহণ কর, তাহা হইলে সাত জন্ম, আর শত্রুরূপে জন্মিলে তিন জন্ম পরে তোমরা পুনরায় স্বস্থানে আসিতে পারিবে; এতদুভয়ের যাহা তোমাদের ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার।"

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সৈনিক-বিভাগে কেরাণীর কার্য্য লইয়া ভরতপুরে গমন করেন। ভরতপুর অবরোধ সময় ইনি সেইখানে উপস্থিত ছিলেন এবং লুণ্ঠিত অর্থের অংশীও হইয়াছিলেন। অনন্তর ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কলেক্টারীতে রেকর্ড-কিপারের কার্য্য করেন। ইনি উত্তরকালে অনেক জমিদারী সম্পত্তি ক্রয় করেন। জয়কৃষ্ণ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে মার্চ্চ জাল করা অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিলাত আপিলে নিম্ন-আদালতের রায় রহিত হইল না বটে, কিন্তু প্রিভি কাউন্সিলের বিচারকগণ ইহাঁর নির্দ্দোষতা সম্বন্ধে একরূপ যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য লিখিয়াছিলেন যে, তাহার ফলে গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে ইহাঁকে কারামুক্ত করিয়া দেন। ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সভা প্রতিষ্ঠাকার্য্যের ইনি অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। ইহার যাহাতে উন্নতি সাধন হয়, সে জন্য ইনি আজীবন চেষ্টিত ছিলেন। ইহাঁর বিষয়বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখরা ছিল এবং জমিদারী পরিচালনা কার্য্যে ইহাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য লক্ষিত হইত। ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হইলেও সাধারণ কার্য্যে সহায়তা করিতে, এমন কি সাধারণ সভায় উপস্থিত হইতেও বিরত হইতেন না। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ইহাঁরই সুযোগ্য পুত্র। জয়কৃষ্ণ নিজ বাসস্থান উত্তরপাড়ায় একটী বিদ্যালয় ও একটী সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিয়া পল্লীবাসীদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার—নদীয়া জেলার অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। উক্ত গ্রাম অধুনা যশোর জেলার অন্তর্গত। ইহাঁর পিতা কেবলরাম তর্কপঞ্চানন নাটোররাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কেবলরামের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে রঘুত্তম সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও জয়গোপাল সর্ব্বকনিষ্ঠ। কেবলরাম বৃদ্ধ বয়সে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কনিষ্ঠ পুত্র জয়গোপালকে সঙ্গে লইয়া কাশীবাসী হন। জ্যেষ্ঠপুত্র রঘুত্তম নাটোরে পিতৃপদ লাভ করিয়া "বাণীকণ্ঠ" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি রাজসভায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া একখানি তালুক লাভ করেন। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি সেই তালুক ভোগ করিতেছেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই রঘুত্তমের নিকট একখণ্ড হস্তলিখিত উত্তরচরিত পাইয়া কাশীতে প্রাপ্ত অপর একখণ্ডের সহিত মিলাইয়া সর্ব্ব প্রথম উত্তরচরিত মুদ্রিত করেন। জয়গোপাল কাশীতে শিক্ষালাভ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর প্রথম বিবাহ হয়। ৪৬ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর পিতার মৃত্যু হইলে ইহাঁর সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হয়। অতঃপর ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি শ্রীরামপুরের পাদরি কেরি সাহেবের অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করেন।

জয়গোপাল স্বীয় প্রতিভাবলে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৬ বৎসর তথায় কার্য্য করেন। বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন, শ্রীশচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গরত্নগণ সকলেই ইহাঁর ছাত্র। ইনি তখনকার সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম জজ-পণ্ডিতও ছিলেন। বিখ্যাত পাদরি কেরি ও মার্শম্যান শ্রীরামপুরে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিলে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত জয়গোপাল কর্ত্তৃক পরিশোধিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্গভাষার উন্নতির সূত্রপাত ইউরোপীয় মিসনরিদিগের যত্নেই হইয়াছিল, আর জয়গোপাল সেই মিসনরিদিগের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। সুতরাং বাঙ্গালীমাত্রেই জয়গোপালের নিকট প্রভূতপরিমাণে ঋণী। একপক্ষে রামায়ণাদি প্রকাশ করিয়া ইনি যেমন বঙ্গবাসীর অশেষ উপকার করিয়াছেন, পক্ষান্তরে সেইরূপ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রভূত অপকারও করিয়াছেন। আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারত আর পাইবার উপায় নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে হইলে প্রাচীন গ্রন্থ অবিকল মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক। জয়গোপাল তাহা

না করিয়া উক্ত গ্রন্থ সংশোধন ও তাহাতে নিজের রচনা সংযোজিত করিয়া তাহা বিকৃত করিয়াছেন। তবে জয়গোপাল যে একজন সুকবি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইনি কবি বিল্বমঙ্গলকৃত হরিভক্তি দ্বিকা সংস্কৃত কবিতাগুলির বঙ্গানুবাদ এবং ষড়্‌ঋতু বর্ণনা প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন। তদ্ভিন্ন ইনি পারসী অভিধান নামে একখানি কোষগ্রন্থও সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জয়গোপাল ইহলোক ত্যাগ করেন।

জয়চন্দ্র—কান্যকুব্জের শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা। ইনি দিল্লীশ্বর শেষ অনঙ্গপালের দৌহিত্র অনঙ্গপাল অপুত্রক ছিলেন। তিনি জয়চন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অপর দৌহিত্র পৃথ্বীরায়কে আপনার সিংহাসন দান করিয়া যান। ইহাতেই পৃথ্বীরায়ের উপর জয়চন্দ্রের বিষম বিদ্বেষ জন্মে। তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য জয়চন্দ্র নানা চক্রান্ত করেন, কিন্তু তাঁহার অসীম বীরত্বে ও বুদ্ধিবলে ইনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহাকে অপমান করিবার অভিপ্রায়ে জয়চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে অধীন সামন্তরাজগণকে যথাযোগ্য ভৃত্যোচিত কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়কে দ্বারী হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। পৃথ্বীরায় সে অপমানজনক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়ের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া তাহাকেই দ্বারিরূপে স্থাপন করিলেন।

জয়চন্দ্রের সংযুক্তা নামে এক অলোকসামান্য রূপবতী কন্যা ছিল। জয়চন্দ্র এই যজ্ঞে তাঁহারও স্বয়ংবরের আয়োজন করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরায়ের অসাধারণ বীরত্বাদির পরিচয় অবগত হইয়া সংযুক্তা ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরায়ও তাঁহার রূপগুণের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে সংযুক্তা যে তাঁহার অনুরাগিণী তাহা জানিতে পারিয়া সসৈন্যে কান্যকুব্জে উপস্থিত হইলেন, এবং সৈন্যদিগকে কিছু দূরে রাখিয়া স্বয়ং ছদ্মবেশে যজ্ঞভূমির নিকট লুকাইয়া রহিলেন। সংযুক্তা সমাগত রাজগণ মধ্যে পৃথ্বীরায়কে দেখিতে না পাইয়া দ্বারস্থিত পৃথ্বীরায়ের প্রতিমূর্ত্তির গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিলেন। জয়চন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। এদিকে পৃথ্বীরায় গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া সংযুক্তাকে অশ্বপৃষ্ঠে আপনার পার্শ্বদেশে বসাইয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। জয়চন্দ্র অপমানে ও ক্রোধে জিঘাংসু ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া সবন্ধুবান্ধবে সসৈন্যে পৃথ্বীরায়ের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিন্তু পৃথ্বীরায় সকলকে পরাজিত করিয়া আপনার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন।

স্বয়ং শত্রুদমনে অসমর্থ হইয়া স্বজাতিদ্রোহী জয়চন্দ্র মহম্মদ ঘোরীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। ঘোরী মহানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম যুদ্ধে মহম্মদ পরাস্ত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে তিনি পুনরায় আগমন করিলেন। এবার জয়চন্দ্র সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। পৃথ্বীরায় অসীম পরাক্রমে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন, এবং যুদ্ধ করিতে করিতে বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। দিল্লী ও আজমীর যবনের করতলগত হইল (১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)।

রাজ্যলোলুপ মহম্মদ পর বৎসর কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন। স্বার্থান্ধ জয়চন্দ্র তখন আপনার অবিমৃষ্যকারিতার পরিণাম বুঝিতে পারিলেন। খাল কাটিয়া বেনোজল আনিলে কিরূপ ফল হয়, জয়চন্দ্র মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। কিন্তু তখন আর উপায় নাই, মহাবীর পৃথ্বীরায় ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে এমন বীর আর কেহ নাই যে, শত্রুসেনার গতিরোধে সমর্থ হয়। তথাপি জয়চন্দ্র একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। মনে করিলেন, আমিও না হয় পৃথ্বীর ন্যায় সমরশায়ী হইব। কিন্তু কাপুরুষের ভাগ্যে কি তাহা ঘটিতে পারে? জয়চন্দ্র রাজ্যরক্ষার্থ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন বটে, কিন্তু পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন, এবং গঙ্গা পার হইবার সময়ে জলমগ্ন হইয়া মরিলেন, আত্মাপরাধের অপমৃত্যুরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। জয়চন্দ্রের কৃত কর্ম্মে প্রাচীনকালের সুবিখ্যাত কান্যকুব্জ জনমানবহীন মহাশ্মশানে পরিণত হইল।

জয়ঢক্কা—জয়সূচিকা ঢকা, জয়ঢাক। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জয়ৎসেন—বিরাটরাজভবনস্থ ছদ্মবেশী চতুর্থ পাণ্ডব নকুল। সং; পু।

জয়দাতা—বিজয়দায়ক, যাঁহার অনুগ্রহে জয়লাভ হয়। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে জয়দাত্রী।

জয়দেব—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কবি। ইঁহার রচিত গীতগোবিন্দ গ্রন্থের ন্যায় সুললিত মধুর গীতিকাব্য সংস্কৃত ভাষায় আর নাই। অনুমান খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। বঙ্গদেশান্তর্গত বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব (কেঁদুলি) গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামাদেবী। ইনি অতি অল্পবয়সে গৃহত্যাগ করিয়া উদাসীন হন। পরে পদ্মাবতী নাম্নী এক গুণবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারী হন। এই বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, জগন্নাথদেবের আদেশে পদ্মাবতীর পিতা তনয়াকে উদাসীন জয়দেবের নিকট উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু জয়দেব তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন পদ্মাবতীর পিতা অনন্যোপায় হইয়া কন্যাকে জয়দেবের নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়দেব তথাপি পদ্মাবতীকে যথেচ্ছ চলিয়া যাইতে বলিলেন। পদ্মাবতী অতি বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, "জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় পিতা আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আপনাকেই আমি পতিত্বে বরণ করিব, সুতরাং অন্য কাহাকেও স্বামিরূপে গ্রহণ করিয়া দ্বিচারিণী হইতে পারিব না; এক্ষণে আপনি আমাকে ছাড়িলেও আমি আপনাকে ছাড়িব না। সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া কায়মনোবাক্যে আপনার চরণসেবা করিব।" অতঃপর জয়দেব পদ্মাবতীর হাত এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলেন। এই বিবাহের পর গৃহী হইয়া জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করেন। কথিত আছে, "প্রিয়ে চারুশীলে" প্রমুখ গীতি রচনা কালে "স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং" এই পর্য্যন্ত লিখিয়া "দেহি পদপল্লবমুদারং" এই কথাগুলি লিখিতে যাইয়া ভাবিলেন যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মাথায় রাধা পা রাখিবেন, এ ভাবটি সঙ্গত নয়। এই ভাবিয়া লেখা অসম্পূর্ণ রাখিয়া স্নানার্থে বাহিরে যাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পদ্মাবতী দেখিলেন যে, জয়দেব স্নানান্তে গৃহে ফিরিয়া রচিত গ্রন্থে কি লিখিলেন এবং তাহার পর অন্নাহার করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পদ্মাবতী স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট আহার করিতেছেন, এমন সময়ে জয়দেব ফিরিয়া আসিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার আগে যে আজ আহার করিতেছ?" পদ্মাবতী উত্তর করিলেন, "সে কি? তুমি স্নানান্তে আহার করিয়া বাহিরে যাইলে পর আমি তো তোমার প্রসাদ খাইতেছি। আহার করিবার আগে তুমি যে পুঁথিতে কি লিখিলে।" জয়দেব অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাড়াতাড়ি পুঁথি খুলিলেন ও দেখিলেন যে, "দেহিপদপল্লবমুদারং" এই কথা-

গুলি নিজের হস্তাক্ষরে লিপিত রহিয়াছে। তখন তিনি বুঝিলেন যে, রসিকশ্রেষ্ঠ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই কথাগুলি লিখিয়া গীতাংশ পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। অনন্তর ভক্তিগদগদস্বরে পদ্মাবতীকে বলিলেন, "তুমি অতি ভাগ্যবতী, তাই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিয়াছ ও তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছ। আমিও তোমার প্রসাদ ভক্ষণ করিব।" এই বলিয়া ইনি পদ্মাবতীর ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষণ করিলেন। শোনা যায়, জয়দেব স্বপ্রতিষ্ঠিত এক বিগ্রহের জন্য অর্থসংগ্রহার্থ দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। এই সময়ে একদিন পথে দস্যুরা ইঁহার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক হাত-পা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যায়। অতঃপর বহুকষ্টে আরোগ্যলাভ করিয়া জয়দেব সস্ত্রীক দেশে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহার সম্মানার্থ অদ্যাপি কেঁদুলিতে প্রতি বৎসর জয়দেবের মেলা নামে প্রসিদ্ধ মেলা হইয়া থাকে।

জয়দ্রথ—সিন্ধুদেশের রাজা, দুর্য্যোধনের ভগিনীপতি। ধৃতরাষ্ট্রের তনয়া দুঃশলার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। পাণ্ডবগণের বনবাস সময়ে ইনি দ্রৌপদীহরণমানসে তাঁহাদের আশ্রমে উপস্থিত হন, এবং কুটীরে অন্য কেহ না থাকায় দ্রৌপদীকে একাকিনী পাইয়া তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইয়া পলায়নপর হন। এমন সময়ে পাণ্ডবগণ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া দ্রৌপদীকে দেখিতে না পাইয়া জয়দ্রথের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন, এবং ইঁহার রক্ষিগণের প্রাণবধ করিলেন। তখন জয়দ্রথ নিরুপায় দেখিয়া দ্রৌপদীকে রথ হইতে নামাইয়া দিলেন এবং অতি দ্রুতবেগে রথ চালাইয়া দিলেন। তদ্দর্শনে অর্জ্জুন ক্রোশান্তর হইতে শরক্ষেপ করিয়া ইঁহার রথের অশ্বদ্বয় বধ করিলেন। অশ্ব হত হইলে, জয়দ্রথ রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দ্রুতপদে পলাইতে লাগিলেন। তখন ভীমও ইঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ইঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। অবশেষে অনেক লাঞ্ছনা করিয়া পাণ্ডবগণ ইঁহাকে ছাড়িয়া দেন।

এইরূপে অবমানিত হইয়া জয়দ্রথ প্রতিশোধ গ্রহণাভিপ্রায়ে মহাদেবের তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ইঁহার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া দেবাদিদেব ইঁহাকে বর দেন যে, অর্জ্জুন ভিন্ন অপর পাণ্ডবচতুষ্টয়কে ইনি পরাভূত করিতে পারিবেন। অতঃপর কুরুক্ষেত্রসমরে অভিমন্যুবধের দিন জয়দ্রথ কৌরবপক্ষের ব্যূহদ্বার রক্ষা করায় পাণ্ডবেরা কেহই ব্যূহভেদ করিয়া অভিমন্যুর সাহায্য করিতে পারিলেন না। কারণ অর্জ্জুন সে সময়ে অন্যত্র নারায়ণী সেনার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়া চতুর্দ্দশদিবসীয় যুদ্ধে জয়দ্রথের প্রাণবধ করেন। জি (জয় করা) + শতৃ ক = জয়ৎ (জয়কারী); জয়ৎ হইয়াছে রথ যাহার, বহু। সং ; পু।

জয়দ্বল—বিরাটভবনস্থ ছদ্মবেশী পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব। জি (জয় করা) + শতৃ ক = জয়ৎ (জয়কারী); জয়ৎ হইয়াছে বল যাহার, বহু। সং ; পু।

জয়ধ্বজা—জয়পতাকা। জয় সূচিকা ধ্বজা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

জয়ধ্বনি—জয়সূচক শব্দ, বিজয়হেতু আনন্দকোলাহল; 'জয় হউক' এইরূপ আশীর্ব্বচন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

জয়ন—১। জয়। জি (জয় করা) + অনট্ ভা।
২। সৈনিক সজ্জা। জি + অনট্ ণ। ক্লী।

জয়নারায়ণ ঘোষাল—(মহারাজ বাহাদুর)। জন্ম ১১৫৯ সালের ৩রা আশ্বিন (ইংরাজী সেপ্টেম্বর ১৭৫১)। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্র কন্দর্প ঘোষালের পুত্র। এখন যেস্থানে কলিকাতার কেল্লা হইয়াছে, সেই স্থানে (গোবিন্দপুরে) কন্দর্প বাস করিতেন এবং সেই স্থানেই জয়নারায়ণের জন্ম। ১১৬১ সালে কন্দর্প খিদিরপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। জয়নারায়ণ ১৫ বৎসর বয়সে ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। জয়নারায়ণ ১১৭২ সালে মুরসিদাবাদে নবাবের অধীনে কর্ম্ম করেন। ১১৭৫ সালে সে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। পরে যশোহরের রাজস্বসংক্রান্ত গোলযোগ মিটাইতে যখন কলিকাতার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল সেকস্‌পিয়ার কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রেরিত হন, সেই সময় তিনি জয়নারায়ণকে সহকারিরূপে সঙ্গে লইয়া যান ১১৮৬ সালে জয়নারায়ণ পীড়িত হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। ইঁহার কার্য্যে কোম্পানী এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, ওয়ারেন হেষ্টিংস দিল্লির বাদসা মহম্মদ জেহান্দার সার নিকট হইতে জয়নারায়ণের জন্য একটি সনন্দ আনাইয়া দেন। সেই সনন্দ দ্বারা বাদসা ইঁহাকে মহারাজ বাহাদুর উপাধি দেন ও তিন হাজারী মনসবদারী পদে নিযুক্ত করেন। সেই সনন্দ ১১৮৮ সালে প্রদত্ত হয়। ইহার পরে অনেকবার জয়নারায়ণ কোম্পানীর সাহায্যে, পুরস্কার গ্রহণ না করিয়া, নিজের বুদ্ধি এবং কায়িক পরিশ্রম প্রযুক্ত করেন। তিনি ব্যবসায় বাণিজ্যে বিস্তর ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং নানা সৎকার্য্যে তাহা ব্যয়ও করিয়াছিলেন। তিনি কালীঘাটের কালীর চারিখানি রৌপ্যনির্ম্মিত হাত প্রস্তুত করাইয়া দেন। ভূকৈলাসের প্রাসাদ তিনিই নির্ম্মাণ করেন; সেখানে পতিতপাবনী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তিও স্থাপিত করেন। ১২০০ সালে বারাণসীতে "করুণা-নিধান" নামক রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বিদ্যাশিক্ষার্থ একটি বৃহৎ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহা জয়নারায়ণ কলেজ বলিয়া বিখ্যাত। এই বিদ্যালয় পরিচালনা জন্য খ্রীষ্টীয় মিসনারীগণের হস্তে যথেষ্ট মূলধন ন্যস্ত হয়। এই বিদ্যালয় ১২২৪ (১৮১৭ খ্রীঃ) স্থাপিত হয় এবং এইখানে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক বিনা ব্যয়ে আহার করিতে ও থাকিতে পারিবে, তাহার ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন। বেনারসের দুর্গাকুণ্ডের নিকট ধাতুময় গুরু প্রতিমা স্থাপন এবং তাহার সন্নিহিত স্থানে গুরুকুণ্ড পুষ্করিণী খনন তাঁহারই কীর্ত্তি। বেনারস বাস কালে ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শঙ্করী সঙ্গীত (সংস্কৃত), ব্রাহ্মণার্চ্চন চন্দ্রিকা (সংস্কৃত), জয়নারায়ণকল্পদ্রুম (সংস্কৃত), কাশীখণ্ড অনুবাদ (বাঙ্গালা) ও করুণানিধানবিলাস (বাঙ্গালা)। কেহ কেহ বলেন যে, কাশীখণ্ড অনুবাদ তাঁহার নিজের নহে। কিন্তু তিনি যে ইহার পরিশিষ্ট অংশে তদানীন্তন কাশীর অবস্থা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ১২২৮ সালে ২৫শে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দ্বিপ্রহরে ৬৯ বৎসর বয়সে এই পুণ্যাত্মা দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর সাত দিন পূর্ব্বে কাশীবাসী আত্মীয়গণকে পৃথক্ পৃথক্ পত্র লিখিয়া শেষ বিদায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। জয়নারায়ণই ভূকৈলাসের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার একমাত্র পুত্র কালীশঙ্কর ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হইতে রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। তাঁহার ৪র্থ পুত্র সত্যচরণও এই উপাধি পান, এবং ৫ম পুত্র সত্যশরণ এই উপাধি ব্যতীত সি, এস, আই উপাধিও প্রাপ্ত হন। সত্যচরণের পুত্র সত্যানন্দ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে সেপ্টেম্বর রাজা বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। ইনি জীবিত নাই এবং ইঁহার পরবর্ত্তিগণ কেহই রাজ-উপাধিতে এ পর্য্যন্ত ভূষিত হন নাই।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—বিখ্যাত আলঙ্কারিক ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ইনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত মুচাদি গ্রামে ১২১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট জয়নারায়ণ প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন।

১৮৪০ খ্রীঃ নিমচাঁদ শিরোমণির পদে ন্যায়ের অধ্যাপক হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত হন। ইনি এই সময়ে শালিখা গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তথায় অধ্যাপনা করিতেন। সেখানে স্থানের সঙ্কীর্ণতার জন্য নারিকেলডাঙ্গায় একটী বাড়ি কিনিয়া এই খানেই চতুষ্পাঠী উঠাইয়া আনেন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন প্রভৃতি অনেকেই উত্তরকালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। চতুষ্পাঠীর ছাত্রের মধ্যে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলেজের কার্য্য হইতে অবসর লইয়া জয়নারায়ণ ১২৭৬ সালে কাশীধামে বাস করেন এবং ১২৮০ সালে সেইখানেই দেহত্যাগ করেন। ইনি সংস্কৃত ভাষায় দর্শনবিষয়ক ১১ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ নামধেয় একখানি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করেন। কাশীবাসকালে ইনি ন্যায়শাস্ত্রসম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কাশীর মহারাজকে উপহার দেন। জয়নারায়ণ অতিশয় সরলচিত্ত ছিলেন এবং ইঁহার ছাত্রগণ ইঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। ইঁহার পুত্র হরমোহন ভট্টাচার্য্য বিদ্যালয়ের ডেপুটী ইন্স্পেক্টার ছিলেন। বঙ্গ-সঙ্গীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে ইনি বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

জয়নী—স্বর্গাধিপতি; ইন্দ্রকন্যা। জি+অন ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জয়ন্ত—১। শিব, চন্দ্র; অযোধ্যাধিপতি দশরথের মন্ত্রী; বিরাটরাজভবনস্থ ছদ্মবেশী মধ্যম পাণ্ডব ভীম। জি (জয় করা)+অন্ত ক। সং; পু। ২। দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র। ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। লঙ্কেশ্বর রাক্ষসরাজ রাবণ সসৈন্যে স্বর্গজয় করিতে গমন করিলে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি ভীমবিক্রমে যথাসাধ্য দেবসেনা রক্ষা করেন। অবশেষে রাবণতনয় মেঘনাদ মায়াবলে দশদিক্ তমসাচ্ছন্ন করিয়া অদৃশ্যভাবে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেবসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন। তখন ইঁহার মাতামহ দৈত্যপতি পুলোমা ইঁহাকে পাতালে লইয়া গিয়া রক্ষা করেন।

জয়ন্তিকা—হরিদ্রা, হলুদ। জয়ন্তী শব্দ+ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

জয়ন্তী—দুর্গা; পতাকা; স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ; অষ্টমীতিথিঘটিত যোগবিশেষ। জয়ন্ত দেখ; জয়ন্ত+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জয়পতাকা—জয়সূচিকা পতাকা, বিজয়লাভের চিহ্নস্বরূপ যে পতাকা উড্ডীন করা হয়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জয়পত্র—জয়সূচক পত্র; মোকর্দ্দমার বিচার শেষ করিয়া বিচারপতি বিজয়ী পক্ষকে যে চূড়ান্ত আদেশপত্র প্রদান করেন, ডিক্রী-পত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জয়পরাজয়—হারজিত; জয়ী বা জিত হওয়া। দ্বন্দ্ব। সং; পু। [পু।

জয়পাল—১। বিষ্ণু; রাজা; বৃক্ষবিশেষ। সং; ২। পাঞ্জাব অঞ্চলের একজন রাজা। ইনি অতিশয় প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। সিন্ধুনদের পরপারস্থ পেশাওর পর্য্যন্ত ইঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। লাহোর নগর ইঁহার রাজধানী ছিল। অলপ্তিগিন গজনি রাজ্য স্থাপন করিলে, উভয় রাজ্যের প্রান্তসীমা লইয়া অলপ্তিগিনের পুত্র সবক্তিগিনের সহিত ইঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। জয়পাল সসৈন্যে সিন্ধুনদের অপর পারস্থ পশ্চিম সীমান্তে উপস্থিত হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে, এমন সময়ে ভয়ানক ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাত আরম্ভ হইল। এই দৈবদুর্য্যোগে হিন্দুসৈন্যগণ ভয়চকিত ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। সবক্তিগিন সুযোগ বুঝিয়া হিন্দুদিগের প্রত্যাগমনের গিরিপথ রুদ্ধ করিলেন। অগত্যা জয়পালকে সন্ধির প্রার্থনা করিতে হইল। জয়পাল সেই স্থলেই পঞ্চাশটি হস্তী প্রদান করিলেন, এবং প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা পরে প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া সসৈন্যে লাহোরে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু যবনরাজের দূত প্রতিশ্রুত অর্থের নিমিত্ত লাহোরে আগমন করিলে, জয়পাল তাহা অগ্রাহ্য করেন। তাহাতেই পুনরায় বিবাদ আরম্ভ হয়।

এবার জয়পাল দিল্লী, আজমীর, কনৌজ, কালঞ্জর প্রভৃতি দেশের রাজগণের সহায়তায় বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় পেশাওর অঞ্চলে অগ্রসর হইলেন। লমঘন ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। এবারও জয়পাল পরাজিত হইলেন। পেশাওর অঞ্চল সবক্তিগিন আপনার রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন।

৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সবক্তিগিনের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সুলতান মাহমুদ গজনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুদিন পরে তিনি ভারত আক্রমণাভিপ্রায়ে ১০,০০০ সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্যসহ যাত্রা করিলে, জয়পাল তাঁহার গতিরোধার্থে পেশাওরের দিকে অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর হিন্দু-সৈন্যগণ পরাজিত হইলেন, মাহমুদ তাহাদিগকে শতদ্রু পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া আসিলেন, এবং জয়পালকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। অতঃপর জয়পাল অর্থ প্রদানে মুক্তিলাভ করিয়া লাহোর নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে বারংবার যবনহস্তে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হওয়ায় ইনি আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিয়া আত্মজীবন বিনাশে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর পুত্র অনঙ্গপালকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইলেন।

জয়লক্ষ্মী—জয়শ্রী। জয়কারিণী লক্ষ্মী (দেবীবিশেষ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, অথবা জয় রূপা লক্ষ্মী, রূপক, কিংবা জয়ের লক্ষ্মী (শোভা), ৬তৎ। সং: স্ত্রী।

জয়শীল—বিজয়শালী, যে সকল স্থানে সকল সময়ে জয়লাভ করে। বহু। বিণ; ত্রি।

জয়শ্রী—জয়লক্ষ্মী দেখ।

জয়স্তম্ভ—জয়সূচক স্তম্ভ। পূর্ব্বতন নৃপতিগণ যে দেশ জয় করিতেন, সেই দেশের প্রান্তে স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইতেন, উহাকে জয়স্তম্ভ বলে। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

জয়া—হরীতকী; ভঙ্গা, ভাঙ্; পার্ব্বতী; জয়ন্তী বৃক্ষ; পার্ব্বতীর সহচরী; তৃতীয়া, অষ্টমী, ত্রয়োদশী তিথি। জয় দেখ; জয় শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

জয়ী—জয়যুক্ত, জয়শীল। জয় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে =জয়িন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে জয়িনী।

জয়োল্লাস—বিজয় জনিত আনন্দ, যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় হর্ষ। জয় জনিত উল্লাস, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

জয়োঽস্তু—জয় হউক। সংস্কৃত বিভক্ত্যন্ত পদদ্বয় —জয়ঃ+অস্তু।

জয্য—যাহাকে জয় করিতে পারা যায় এরূপ। জি (জয় করা)+য কর্ম্ম। নিপাতনে। বিণ; ত্রি।

জরঠ—পাণ্ডুবর্ণ; জীর্ণ; বৃদ্ধ। জৄ (জীর্ণ হওয়া)+অঠ ক। বিণ; ত্রি।

জরণ—১। জীর্ণ, শীর্ণ। বিণ; ত্রি। ২। জীরক, জিরা। জৄ (জীর্ণ করা)+অন ক। সং; পু। ৩। হিঙ্গু, হিঙ্। সং; স্ত্রী।

জরতী—জরৎ দেখ।

জরৎ—জীর্ণ; বৃদ্ধ; পুরাতন, প্রাচীন। জৄ (জীর্ণ হওয়া)+শতৃ ক নিপাতনে, অথবা অতৃন্ ক। বিণ; ত্রি। পুংলিঙ্গে জরন্। স্ত্রীলিঙ্গে জরতী।

জরৎকারু—১। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ মুনি। মুনিবর তপস্যা দ্বারা ধর্ম্মজগতে সবিশেষ উন্নতি লাভ করেন, এবং অধিকতর উন্নতিকাঙ্ক্ষী হইয়া তপশ্চরণে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবার অভিপ্রায়ে বহুকাল দারপরিগ্রহে বিরত

থাকেন। অবশেষে বংশরক্ষার্থ পিতৃগণের অনুরোধে দারপরিগ্রহের অভিলাষী হন। অতঃপর ইনি নাগরাজ বাসুকির ভগিনী মনসাদেবীকে বিবাহ করেন। পত্নীর গর্ভসঞ্চার হইলে, মুনিবর পুনরায় তপশ্চরণার্থ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন। সেই গর্ভে লোকবিশ্রুত আস্তিক মুনির জন্ম হয়।

২। জরৎকারু মুনির পত্নী, মনসাদেবী। ইনি নাগরাজ বাসুকির ভগিনী। কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী কদ্রুর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। জরৎকারু মুনির সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে, ইঁহার গর্ভে আস্তিক মুনির জন্ম হয়। গর্ভসঞ্চারের পর ইঁহার স্বামী তপস্যার্থ গমন করিলে ইনি ভ্রাতৃগৃহেই রহিলেন। মহারাজ জনমেজয় সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া নাগকুল নির্ম্মূল করিতে উদ্যত হইলে, ইনি স্বীয় পুত্র আস্তিককে হস্তিনায় প্রেরণ করিয়া যজ্ঞ নিবারণ করেন। সং।

জরদ্গাব—বৃদ্ধ গো। জরৎ (বৃদ্ধ) যে গো, কর্ম্মধা; গো স্থানে গব আদেশ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে জরদ্গাবী।

জরদ্গাবী—বৃদ্ধা গবী (গাই)। জরদ্গাব দেখ; জরদ্গাব শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জরা—১। জরানাম্নী রাক্ষসী। জ+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। জীর্ণতা; বার্দ্ধক্য। জৄ (জীর্ণ হওয়া)+ঙ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

জরাগ্রস্ত—জরাতে একান্ত অভিভূত, অতি জীর্ণ; অতিবৃদ্ধ। জরা দ্বারা গ্রস্ত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে জরাগ্রস্তা। [ত্রি।

জরাজীর্ণ—বার্দ্ধক্য জন্য জীর্ণ। ৩তৎ। বিণ;

জরাভীরু—১। বার্দ্ধক্যে ভীত, জরার্থ ভয়প্রাপ্ত। ৪ বা ৫তৎ। বিণ; ত্রি। ২। কামদেব। সং; পু।

জরামৃত্যু—বার্দ্ধক্য ও মরণ। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

জরায়ু—গর্ভাবরণ-চর্ম্মথলী, গর্ভাশয়; জটায়ু পক্ষী। জরা শব্দ-ই (গমন করা, পাওয়া) +ঞুণ্ ক। সং; পু।

জরায়ুজ—জরায়ু হইতে জাত (মনুষ্য গো প্রভৃতি)। জরায়ুতে জন্মে যে, উপ; জরায়ু-জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

জরাসন্ধ—মগধের বিখ্যাত রাজা। বৃহদ্রথ নৃপতির পুত্র। বৃহদ্রথ পুত্রাভাবে সংসারে বীতরাগ হইয়া তপস্যার্থ পত্নীদ্বয়-সমভিব্যাহারে বনে প্রস্থান করেন। একদা গৌতমাত্মজ চণ্ডকৌশিক ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়া বিনীতভাবে স্বীয় দুঃখবৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। মহাতপাঃ ঋষিবর তাঁহাকে একটি আম্রফল প্রদান করিয়া বলিয়া দেন যে, এই ফল ভক্ষণ করিলে তোমার পত্নীর সন্তান হইবে। রাজা মহানন্দে রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক উক্ত ফলটি মহিষীদ্বয়কে সমান দুই অংশে বিভক্ত করিয়া ভক্ষণ করিতে বলেন। তদনুসারে তাঁহারা কার্য্য করিলে কিছুকাল পরে উভয়েই গর্ভবতী হন এবং নির্দ্দিষ্ট কালাবসানে প্রত্যেকে অর্দ্ধখণ্ড করিয়া সন্তান প্রসব করেন। ইহাতে বৃহদ্রথ দুঃখিত হইয়া খণ্ড দুইটি শ্মশানে ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা করেন। এদিকে জরা নামে এক রাক্ষসী ঐ স্থানে আসিয়া খণ্ডদ্বয় একত্রিত করায় একটি অপরূপ রূপসম্পন্ন জীবিত বালক হইল দেখিয়া উহা রাজাকে প্রদান করিয়া বলে যে, দুই খণ্ডে পুনর্বিভক্ত না হইলে বালকের মৃত্যু হইবে না। জরা কর্ত্তৃক সংযুক্ত-দেহ হওয়াতেই বালক জরাসন্ধ নামে খ্যাত হইল।

জরাসন্ধ অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। বৃহদ্রথের মৃত্যুর পর ইনি মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ক্রমে ইনি একজন প্রবলপরাক্রান্ত রাজা হইয়া উঠেন। ইঁহার বিংশ অক্ষৌহিণী সেনা ছিল, এবং অনেক রাজাও ইনি জয় করেন। চিত্রাঙ্গদ রাজদুহিতার স্বয়ংবর কালে ইনি মহাবীর কর্ণের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হন, এবং কর্ণের অসামান্য বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মালিনী নাম্নী নগরী প্রদান করেন।

জরাসন্ধ মথুরারাজ কংসের সহিত স্বীয় কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তির বিবাহ দেন। কৃষ্ণকর্ত্তৃক কংস নিহত হইলে, কৃষ্ণপ্রমুখ যাদবগণের বিনাশার্থ জরাসন্ধ অষ্টাদশ বার মথুরা অবরোধ করেন, কিন্তু কৃষ্ণের অসীম বীরত্বে ও বুদ্ধিকৌশলে প্রত্যেক বারেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। অতঃপর ইনি কালযবনের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ভীষ্মকরাজদুহিতা রুক্মিণীর সহিত চেদিরাজ শিশুপালের বিবাহ দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং রুক্মিণীকে হরণ করায় ইনি বিফলমনোরথ হন।

জরাসন্ধ রুদ্রদেবের উদ্দেশে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সেই যজ্ঞে নৃপদিগকে বলি দিবার চেষ্টা করেন। এই অভিপ্রায়ে ইনি অনেক রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করিয়া আপনার পুরীতে আনিয়া রাখিয়া দেন। কৃষ্ণ ইহা জানিতে পারিয়া সেই সকল রাজাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত ভীমার্জ্জুনসহ ইঁহার পুরীতে উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণ তখন ইঁহাকে রাজগণের মুক্তিবিধান অথবা যুদ্ধদান করিতে বলেন। ইনি যুদ্ধই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া ভীমের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন। মহাবল ভীম ইঁহাকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ইঁহার প্রাণবিনাশ করেন। অতঃপর জরাসন্ধের পুত্র সহদেব মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। জরা (রাক্ষসী বিশেষ) কর্ত্তৃক কৃত হইয়াছে সন্ধা (মিলন) যাহার, বহু। সং; পু।

জরূথ—স্থূল মাংস। জৄ (জীর্ণ হওয়া)+ঊথন্ ক। সং; পু।

জর্জ্জর—১। জীর্ণ; শীর্ণ; শিথিলাবরণ; বিশীর্ণ। জর্জ (ভর্ৎসনা করা, ইত্যাদি) +অরন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। ইন্দ্রধ্বজ; শৈলজ। সং; পু।

জর্জ্জরিত—যাহাকে জর্জ্জর করা হইয়াছে এরূপ; জীর্ণ, শীর্ণ। ণিজন্ত জর্জ্জরি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

জর্জ্জরীভূত—পূর্ব্বে জর্জ্জর ছিল না এক্ষণে জর্জ্জর হইয়াছে এরূপ, জীর্ণ, শীর্ণ। জর্জ্জর দেখ; জর্জ্জর শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি, তদুত্তরে ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে জর্জ্জরীভূতা।

জল—১। শীতল। বিণ; ত্রি। ২। সলিল, বারি। জল (আচ্ছাদন করা, ইত্যাদি) অন্ ক। সং; ক্লী। সপ্তসমুদ্র দেখ।

জলকণ্টক—পানিফল। জলে জাত যে কণ্টক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

জলকপি—শিশুমার, শিশুক। ৬তৎ। সং; পু।

জলকর—১। জলোৎপাদক। জল-কৃ+ট ক। বিণ; ত্রি। ২। যে জমির অন্তর্গত নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতি থাকে, সেই জমিকে এবং তদুৎপন্ন রাজস্বকে জলকর কহে।

জলকল্লোল—জলের মহাতরঙ্গ, জলের কল কল শব্দ। ৬তৎ। সং; পু।

জলকাক—পানকৌড়ী। ৬তৎ। সং; পু।

জলকান্ত—জলাধিষ্ঠাতা, বরুণ; সমুদ্র। ৬তৎ। সং; পু।

জলকুন্তল—শৈবাল, শেওলা। ৬তৎ। সং; পু।

জলকূর্ম্ম—শিশুমার, শুশুক। সং; পু।

জলকেলি, জলক্রীড়া—জলে নামিয়া অনেকে মিলিয়া খেলা করা; জল লইয়া খেলা করা। জলে ক্রীড়া, ৭তৎ; অথবা জল দ্বারা ক্রীড়া, ৩তৎ। সং; ক্লী।

জলক্রীড়া—জলকেলি দেখ।

জলগ—জলমগ্ন; জলগত। জল শব্দ-গম (গমন করা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

জলচত্বর—স্বল্পজলবিশিষ্ট দেশ। জলার্থ চত্বর (যজ্ঞস্থান) হয় যেখানে, বহু [পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানেই জলকষ্ট আছে, এজন্য ঐ স্থানকে জলচত্বর বলা যায়]। সং; ক্লী।

জলচর—১। জলজন্তু। সং; পু। ২। জলবিহারী। জলে চরে যে, উপ; জল শব্দ-চর (গমন করা)+ট ক। বিণ; ত্রি।

জলচারী—(জলচারিন্)। জলবিহারী (হংস

সারসাদি)। জল শব্দ–চর+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে জলচারিণী।

জলচ্ছত্র—যেখানে তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগকে জলদানার্থ জলরক্ষা করা হয়। ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় প্রপা ও প্রপান বলে।

জলজ—১। জলজাত। বিণ ; ত্রি। ২। পদ্ম। জলে জন্মে যে, উপ ; জল–জন (জন্মা)+ড ক। সং ; ক্লী। ৩। শঙ্খ। সং ; পু ও ক্লী।

জলজন্তু—যে সকল জন্তু জলে জন্মে ও তাহাতে বাস করে। জলজাত যে জন্তু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

জলদ—১। জলদাতা। বিণ ; ত্রি। ২। মেঘ ; মুস্তক। জল দান করে যে, উপ ; জল শব্দ –দা (দেওয়া)+ড ক। সং ; পু।

জলদকাল—বর্ষাকাল। কর্ম্মধা। সং ; পু।

জলদক্ষয়—শরৎকাল। জলদের (মেঘের) ক্ষয় হয় যাহাতে, বহু। সং ; পু।

জলদজাল—মেঘসমূহ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [স্ত্রী।

জলদমালা—মেঘসমূহ, কাদম্বিনী। ৬তৎ। সং ;

জলদস্যু—যাহারা জলপথে দস্যুবৃত্তি (ডাকাইতি) করে। জল বিহারী দস্যু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

জলদাগম—মেঘাগম, বর্ষাকাল। জলদের (মেঘের) আগম (আগমন) হয় যাহাতে, বহু। সং ; পু।

জলদোদয়—মেঘোদয়। ৬তৎ। সং ; পু।

জলদ্রোণী—জল সেচিবার পাত্র, ডোঙ্গা। জল পাতিনী দ্রোণী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

জলদ্বীপ—যে দ্বীপের বহু স্থানেই জল। জল প্রধান দ্বীপ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু বা ক্লী।

জলধর—১। জলধারী। বিণ ; ত্রি। ২। পয়োধর, মেঘ ; সমুদ্র। জল ধারণ করে যে, উপ ; জল শব্দ –ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক। সং ; পু।

জলধর সেন—জন্ম ১২৬৮ সাল, ১লা চৈত্র। পিতার নাম হলধর সেন। জাতি কায়স্থ। ১৮৭৮ খ্রীঃ জন্মগ্রাম কুমারখালীর বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলধর এফ, এ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। অল্প বয়স হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যে জলধরের অনুরাগ দৃষ্ট হইত। সোমপ্রকাশ ও গ্রামবার্ত্তায় ইনি নিয়মিতরূপে লিখিতেন। শেষোক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদক ইঁহার গুরুস্থানীয় স্বর্গীয় হরিনাথ মজুমদার যখন অসুস্থতানিবন্ধন পত্রিকা পরিচালনে অসমর্থ হইলেন, তখন কিছুদিনের জন্য জলধর উক্ত পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর লোটা কম্বল সম্বল করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে বহু তীর্থ পর্য্যটন করেন। সে সম্বন্ধে জলধর লিখিয়াছেন—"যথাক্রমে কন্যা, স্ত্রী ও মাতাকে বিসর্জ্জন দিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট, কক্ষচ্যুত, কুগ্রহের মত, শান্তির অন্বেষণে হিমালয়ের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ি। কত কি করিয়া বেড়াই। হিমালয়ের মধ্যেও শান্তি মিলিল না। আবার সংসারে আসিলাম। এ কয় বৎসর আমার অশৌচ—এ কয় বৎসর আমি সাহিত্যচর্চ্চা করি নাই।" সংসারে ফিরিয়া ইনি কিছুদিন মহিষাদল রাজার বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় জলধর নিজ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠকের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। অতঃপর কয়েক বৎসর প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বসুমতীর সম্পাদন করেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মৃত্যুর পর ইনি হিতবাদী পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হন।

জলধরমালা—মেঘশ্রেণী ; দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

জলধারা—জলের ধারা, জলের ক্রমিক পতন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

জলধি—পয়োধি, সমুদ্র ; সংখ্যাবিশেষ, সাগর, শতলক্ষকোটি। জল ধারণ করে যে, উপ ; জল শব্দ–ধা (ধারণ করা)+কি ক। সং ; পু।

জলধিগা—নদী। জলধিতে গমন করে যে, উপ ; জলধি (সমুদ্র)–গম (গমন করা)+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

জলধিজ—চন্দ্র। জলধিতে (সমুদ্রে) জন্মিয়াছে যে, উপ ; জলধি শব্দ (সমুদ্র)–জন (জন্মা)+ড ক ; [প্রসিদ্ধি আছে যে, সমুদ্রমন্থনে চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল]। সং ; পু।

জলধিজা—লক্ষ্মী। জলধিতে (সমুদ্রে) জন্মিয়াছেন যিনি, উপ ; জলধি শব্দ (সমুদ্র)–জন (জন্মা)+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ; প্রসিদ্ধি আছে যে, সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর জন্ম হয়। সং ; স্ত্রী।

জলনালী—পয়ঃপ্রণালী, নর্দ্দমা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

জলনিধি—সমুদ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

জলনির্গম—১। জলের নিঃসরণ। জলের নির্গম (নির্গমন) ; এস্থলে নির্গম=নির্–গম+অল্ ভা। ২। জলের নিঃসরণপথ, নর্দ্দমা, নালা। জলের নির্গম (নির্গমনপথ), ৬তৎ। এস্থলে নির্গম=নির্–গম+অল্ ণ। সং ; পু।

জলনীলিকা, জলনীলী—শৈবাল, শেওলা। জলনীলী=জল শব্দ–নীল (নীলবর্ণ করা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। জলনীলিকা=জলনীলী শব্দ+কণ্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

জলন্ধর—শিবানুচর জনৈক অসুর। এই অসুর সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে এইরূপ বৃত্তান্ত লিখিত আছে ;—একদা দেবরাজ ইন্দ্র শিবলোকে এক ভয়ঙ্কর পুরুষকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রভুর বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তিনি উত্তর না করায় ইন্দ্র কুপিত হইয়া বজ্রদ্বারা তাঁহাকে সমাহত করেন। তখন সেই পুরুষের ললাটদেশ হইতে বহ্নি নির্গত হইয়া দেবরাজকে দগ্ধ করিতে থাকায় ইন্দ্র তাঁহাকে রুদ্র বলিয়া জানিতে পারেন। তখন দেবরাজ তাঁহাকে স্তবস্তুতিতে তুষ্ট করিলে রুদ্র সেই অনল সাগরসঙ্গমে নিক্ষেপ করেন। তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে এক বালক উৎপন্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিল। অতঃপর সমুদ্র সেই বালককে আপনার পুত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে তাহার জাতকর্ম্মাদি নির্ব্বাহার্থে অনুরোধ করেন। ব্রহ্মা বালককে ক্রোড়ে লইবামাত্র সে ব্রহ্মার দাড়ি ধরিয়া টানাতে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে জলধারা নির্গত হইল। তাহাতেই তিনি শিশুর নাম রাখিলেন জলন্ধর। পরে ব্রহ্মা জলন্ধরকে অসুরগণের অধীশ্বর ও শিব ভিন্ন অন্যের অবধ্য হইবার বর প্রদান করেন।

ব্রহ্মার বরে দৃপ্ত হইয়া জলন্ধর অসুররাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কালনেমিতনয়া বৃন্দার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। অতঃপর এই অসুর ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে পরাভূত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। ইন্দ্র শিবের শরণাপন্ন হইলে তিনি দুর্বৃত্ত অসুরের প্রাণবধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দুই জনে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। পতিপ্রাণা সাধ্বী অসুররমণী বৃন্দা পতির মঙ্গল কামনায় একাগ্রচিত্তে বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় বিষ্ণুর প্রসাদে জলন্ধর শিবেরও অবধ্য হইয়া উঠিলেন। তখন দেবগণ বিষ্ণুর শরণাগত হইলে, দেবতাদিগের হিতার্থে বিষ্ণু জলন্ধরের বেশ ধারণ করিয়া বৃন্দার নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার তপোভঙ্গ হইল। সেই সময়ে জলন্ধরও শিবের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

বিষ্ণুর এইরূপ অন্যায়াচরণের নিমিত্ত সতী বৃন্দা বিষ্ণুকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন "তুমি পতির অনুমৃতা হও, তোমার ভস্মে যে বৃক্ষ জন্মিবে, তাহা আমার স্বরূপ হইবে, ঐ বৃক্ষকে পূজা করিলে আমার তুষ্টি জন্মিবে।" অতঃপর বৃন্দা বিষ্ণুর উপদেশমত কার্য্য করিলে, তদীয় ভস্ম হইতে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ, এই চারি বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। জল ধারণ করে যে, উপ ; জল শব্দ –ধৃ (ধারণ করা)+খ ক। সং ; পু।

জলপতি—বরুণ ; সমুদ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

জলপথ ১। জল যাইবার পথ। ৬তৎ। ২। জলরূপ পথ। রূপক কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

জলপারাবত—পানকৌড়ি। সং ; পু।

জলপ্রণালী—নর্দ্দামা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

জলপ্রদান—জলদান : প্রেতের উদ্দেশ্যে তর্পণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

জলপ্রপাত—পর্ব্বতাদি উচ্চ স্থান হইতে জলের সবেগে পতন, নির্ঝর, ঝরণা। জলের প্রপাত (পতন), ৬তৎ। সং ; পু। পার্ব্বতীয় প্রদেশ হইতে নিম্নদেশে আসিবার সময় কোন কোন নদীর জল সহসা অধিক নিম্নে পড়িয়া জলপ্রপাত উৎপন্ন করে।

জলপ্রায়—জলময় দেশ। জলের প্রায় (আধিক্য) যেখানে, বহু। সং ; ক্লী।

জলপ্রিয়—১। চাতক পক্ষী ; মৎস্য। সং ; পু। ২। পিপাসার্ত্ত। জল হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

জলপ্লাবন—জলে দেশ ডুবিয়া যাওয়া, অতিরিক্ত বন্যা। ৬৩ৎ বা ৩তৎ। সং ; ক্লী।

জলপ্লাবিত—জলমগ্ন, যাহা জলে ডুবিয়া গিয়াছে। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

জলবন্ধ, জলবন্ধক—বাঁধ, জলের গতিনিবারক সেতু। ৬তৎ। সং ; পু।

জলবুদ্‌বুদ—জলবিম্ব। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

জলভূমি—জলপ্রধান ভূমি, জলাভূমি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

জলভৃৎ—১। মেঘ। জল—ভৃ (ধারণ) + ক্বিপ্ ক। ২। কর্পূরবিশেষ। সং ; পু। ৩। জলধারণকারী। বিণ ; ত্রি।

জলমগ্ন—জলে ডুবিয়াছে এরূপ। ৭তৎ। বিণ।

জলময়—জলে পরিপূর্ণ, জলপ্লাবিত। জল শব্দ + ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

জলমার্গ—জল যাইবার পথ, নর্দ্দমা, নালা। ৬তৎ। সং ; পু।

জলমার্জার—উদ্‌বিড়াল। ৬তৎ। সং ; পু।

জলমুক্—জলধর, মেঘ। জল মোচন (ত্যাগ) করে যে, উপ ; জল শব্দ—মুচ (ত্যাগ করা) ক্বিপ্ ক = জলমুচ্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

জলমূর্ত্তি—শিব। জল হইয়াছে মূর্ত্তি (অষ্টমূর্ত্তির অন্যতমা মূর্ত্তি) যাহার, বহু। সং ; পু।

জলযন্ত্র—ধারাযন্ত্র, কৃত্রিম ফোয়ারা ; জল তুলিবার কল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

জলযাত্রা—১। জল আনয়নার্থ গমন। জলের নিমিত্ত যাত্রা (গমন), ৪তৎ। ২। জলের উপর দিয়া গমন। ৩তৎ। সং ; স্ত্রী।

জলযান—পোত, নৌকা, জাহাজাদি। জল শব্দ—যা (যাওয়া) + অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

জলযোগ—জলপান, জল খাবার খাওয়া। সং।

জলবিহারিণী—জলক্রীড়াকারিণী। জলবিহারী দেখ। জলবিহারিন্ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

জলবিহারী—(জলবিহারিন্)। জলক্রীড়াকারী। জল শব্দ—বি—হৃ + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে জলবিহারিণী।

জলরুহ—১। জলোদ্ভূত, জলজাত। বিণ ; ত্রি। ২। পদ্ম। জল—রুহ (উৎপন্ন হওয়া) + ক ক। সং ; ক্লী।

জলবাহ—১। জলবহনকারী। বিণ ; ত্রি। ২। জলধর, মেঘ। জল বহন করে যে, উপ ; জল শব্দ—বহ (বহন করা) + যণ্ ক। সং ; পু।

জলবিজ্ঞান—জল সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান। ৬তৎ। দিব্য ও ভৌম ভেদে জল দুই প্রকার। আকাশ-পতিত জল দিব্য, এবং পৃথিবীস্থিত জল ভৌম। দিব্য জল আবার চারি প্রকার—ধারাভব, করকাজাত, তৌষার ও হৈম। ধারারূপে পতিত বৃষ্টির জল ক্ষৌত বস্ত্রে বা ধৌত প্রস্তরে পতিত হইলে তাহাকে ধারাজল বলে। করকা (শিলা) জাত জলকে করকা জল বলে ; নদ্যাদি জলাশয়ের অন্তবর্ত্তী তেজঃ সংযোগে বাষ্পাকারে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া নীচে পড়িলে তাহাকে তৌষার জল বলে। আর হিমালয়াদি হইতে হিম গলিয়া যে জল পতিত হয়, তাহাকে হৈম জল বলে। ভৌম জলের আবার জাঙ্গল, আনুপাদি ভেদ আছে। ভৌম জল বর্ষাকালে গুরুপাক, মধুর ও সারক। শরৎকালে লঘুপাক। হেমন্তকালে স্নিগ্ধ, বলকর, ধাতুপোষক এবং গুরুপাক। শিশিরকালে কফ ও বায়ুনাশক এবং অপেক্ষাকৃত লঘুপাক। বসন্তে কষায়, মধুর ও রুক্ষ। গ্রীষ্মে পাচক। হেমন্তকালে সরোবর ও পুষ্করিণীর জল, বসন্ত ও গ্রীষ্মে কূপোদক ও প্রস্রবণের জল, বর্ষায় ঔদ্ভিদ্ ও আন্তরীক্ষ জল পান করা বিধেয়। শরৎকালে সকল জলই পান করা যায়। সুশ্রুতের মতে—পৌষে সরোবরের, মাঘে তড়াগের, ফাল্গুনে কূপের জল, চৈত্রে চৌণ্ড্য (চারিদিকে প্রস্তর দ্বারা আবদ্ধ ও লতাচ্ছাদিত স্বয়ংজাত স্বচ্ছ জলাশয়ের জল), বৈশাখে ঝরণার জল, জ্যৈষ্ঠে ঔদ্ভিদ্ জল (উৎসের জল), আষাঢ়ে কূপের জল, শ্রাবণে আন্তরীক্ষ জল, ভাদ্রে কৌপ জল, আশ্বিনে চৌণ্ড্য এবং কার্ত্তিকে সর্ব্ববিধ জল পান করা উচিত।

পশ্চিমবাহিনী নদীর জল লঘু। পূর্ব্ববাহিনী নদীর জল গুরু। দক্ষিণবাহিনী নদীর জল সমগুণযুক্ত। সহ্যাদ্রিজাত নদীর জল কুষ্ঠরোগজনক, বিন্ধ্যজাত নদীর জল পাণ্ডুকুষ্ঠকর, মলয়জাত নদীর জল ক্রিমিকর, মহেন্দ্র পর্ব্বতজাত নদীর জল শ্লীপদ ও উদরাময় রোগজনক, হিমবৎ পর্ব্বতের সন্নিহিত নদীর জল হৃদ্‌রোগ, শিরোরোগ, শ্লীপদ ও গলগণ্ড উৎপাদক। বেগবতী নদীর জল লঘুপাক, এবং মন্দগামিনী নদীর জল গুরুপাক। বৃষ্টির জল ত্রিদোষ শান্তিকারক, বলদায়ক, মেধাজনক, রুক্ষঘ্ন, শীতল, প্রফুল্লতাজনক, জ্বরদাহ এবং বিষরোগের শান্তিকর। নদীর জল বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ, অগ্নিকর ও লঘু। সরোবরের জল পিপাসানাশক, বলকর, কষায়, মধুর ও লঘু। বাপীজল বাতশ্লেষ্মাহর, কষায়, কটুপাক। তড়াগের জল বায়ুবর্দ্ধক, কষায়, কটুপাক ও স্বাদু। কূপের জল পিত্তবর্দ্ধক, কফঘ্ন, ক্ষারযুক্ত, অগ্নিবর্দ্ধক ও লঘু। ক্ষুদ্র কূপের জল অগ্নিবর্দ্ধক, রুক্ষ, মধুর। প্রস্রবণের জল অগ্নিকর, কফঘ্ন, দীপক, হৃদ্য ও লঘু। ঔদ্ভিদ জল (ফোয়ারার জল) পিত্তঘ্ন, অবিদাহী, মধুর। ক্ষেত্রজল মধুর, গুরু ও দোষবর্দ্ধক। জলার জল বহু দোষজনক। ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর জল মধুর, গুরু ও দোষবর্দ্ধক। সমুদ্রের জল লবণরসযুক্ত, আমিষগন্ধী এবং সর্ব্ববিধ দোষবর্দ্ধক। জঙ্গলপ্রদেশের জল মধ্যমগুণযুক্ত, প্রীতিকর, দীপক, বিদাহী, স্বাদু, শীতল ও লঘু। সর্ব্ববিধ ভৌম জল প্রাতেই সংগ্রহ করা উচিত।

জলবিম্ব—জলের বুদ্‌বুদ, জলের ভুড়ভুড়ি। ৬তৎ। সং ; পু ও ক্লী।

জলবিষুব—কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি। জল প্রধান যে বিষুব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

জলবিহার—জলকেলি, জলক্রীড়া। ৭তৎ বা ৩তৎ। সং ; পু।

জলব্যাল—জলঢোঁড়া সাপ। জলস্থিত যে ব্যাল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

জলশায়িনী—জলশায়ী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

জলশায়ী—১। নারায়ণ, বিষ্ণু। জল শব্দ—শী (শয়ন করা) + ণিন্ ক = জলশায়িন্, ১মার ১বচন। সং ; পু। ২। জলস্থিত। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে জলশায়িনী।

জলশুক্তি—শম্বুক। জল স্থিতা যে শুক্তি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

জলশূক—শৈবাল, শেওলা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

জলশূকর—কুম্ভীর। ৬তৎ। সং ; পু।

জলসর্পিণী—জলৌকা, জোঁক। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

জলসাৎ—জলে দেয়। জল শব্দ + চসাৎ দেয় অর্থে। ব্য।

জলসিক্ত—জলার্দ্র, ভিজে। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

জলসেক—জলসেচন। ৬তৎ। সং ; পু।

জলস্তম্ভ—স্তম্ভের ন্যায় দৃশ্যমান উৎক্ষিপ্ত জলরাশি। ৬তৎ। সং ; পু।

জলস্থল—জল ও স্থল। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

জলস্থলময়ী—জলস্থলাত্মিকা (পৃথিবী)। জলস্থল শব্দ + ময়ট্ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

জলহস্তী—হস্তীর ন্যায় জলজন্তুবিশেষ। জলস্থিত যে হস্তী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

জলহাস—ফেন। ৬তৎ। সং; পু।

জলাঞ্জলি—এক অঞ্জলি জল; দাহের পর প্রেতের প্রীত্যর্থে প্রদত্ত অঞ্জলিবদ্ধ জল। জল পূর্ণ যে অঞ্জলি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

জলাত্মক—জলময়। জল হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

জলাত্যয়—১। জলের নাশ। ৬তৎ। ২। শরৎকাল। বহু। সং; পু।

জলাধার—১। জলস্থিত। জল হইয়াছে আধার (থাকিবার স্থান) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। সাগর; জলাশয়; জলপাত্র। ৬তৎ। সং; পু।

জলাধিপ—বরুণ। ৬তৎ। সং; পু।

জলার্ক—জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

জলার্থী—জলপ্রার্থী, তৃষ্ণাতুর। জল—অর্থ (যাচন) + ণিন্ ক = জলার্থিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

জলার্দ্র—জলসিক্ত, ভিজা। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

জলার্দ্রা—জল দ্বারা আর্দ্র ব্যজন, ভিজা পাখা। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

জলাবর্ত্ত—জলভ্রম, জলের পাক, ঘূর্ণিজল। ৬তৎ

জলাশয়—১। জলাধার, সমুদ্রনদতড়াগাদি। ৬তৎ। সং; পু। ২। জড়াত্মা। জল (জড়) হইয়াছে আশয় (মনঃ) যাহার, বহু। বিণ।

জলি—জুলিয়স ই (Julius E. Jolly) জর্ম্মাণ পণ্ডিত। জন্ম ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর, হাইডেলর্গ (Heidelberg) নগরে। ভাষাতত্ত্ব, প্রাচ্যভাষা ও ব্যবহারশাস্ত্র এই তিনটিই ইনি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত হস্তলিপি পাঠ করিবার জন্য ইনি মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডে গমন করিতেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতবর্ষে আসেন এবং ঠাকুর-ল-লেক্‌চারার পদে দুই বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হন। হিন্দু-স্মৃতিশাস্ত্রে ইনি বিশেষ পণ্ডিত। মানবধর্ম্মশাস্ত্র, নারদ-সংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ ইনি অনুবাদিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।

জলেচর—জলচর দেখ।

জলেন্ধন—বাড়বাগ্নি, বাড়বানল। জল হইয়াছে ইন্ধন যাহার, বহু। সং; পু। [পু।

জলেবাহ—ডুবুরি। জলে—বহ + ণণ্ ক। সং;

জলেশ—জলাধিপতি, বরুণ; সমুদ্র। ৬তৎ। সং; পু।

জলেশয়—১। বিষ্ণু; মৎস্য। জল শব্দের ৭মীর একবচনে জলে; জলে—শী (শয়ন করা) + অন্ ক। সং; পু। ২। জলস্থিত। বিণ; ত্রি।

জলেশ্বর—সমুদ্র; শিববিশেষ; জলাধিপতি, বরুণ। ৬তৎ। সং; পু।

জলোকা—জোঁক। জল হইয়াছে ওক (আশ্রয়, স্থান) যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

জলোচ্ছ্বাস—জলের স্ফীতি, জল ফুলিয়া উঠা; পরীবাহ, জলপ্লাবন। ৬তৎ। সং; পু।

জলোদর—উদররোগবিশেষ, উদরী। জল হয় উদরে যাহা হইতে, বহু। সং; ক্লী।

জলোদরী—উদরস্ফীততা রোগবিশেষ। সং; স্ত্রী।

জলোদ্গম—জল উঠা। ৬তৎ। সং; পু।

জলৌকস, জলৌকা—জোঁক। জল হইয়াছে ওকস্ বা ওক (আশ্রয়স্থান) যাহার, বহু। সং; স্ত্রী। [ভা। সং; পু।

জল্প—জল্পনা দেখ। জল্প (কথা বলা) + অল্

জল্পক, জল্পাক—অতিরিক্ত কথক, বাচাল। জল্প (কথা বলা) + ণক পক্ষান্তরে ষাক ক। বিণ; ত্রি।

জল্পন—জল্পনা দেখ। জল্প (কথা বলা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে জল্পিত।

জল্পনা—কথন, বলা; বাচালতা। জল্প (কথা বলা) + অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে জল্পিত।

জল্পিত—১। কথিত; প্রস্তাবিত। জল্প (কথা বলা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। জল্পন, কথন। জল্প + ক্ত ভা। সং; ক্লী।

জব—১। বেগবান্; দ্রুতগমনশীল। জু + অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। বেগ। জু (বেগে চলা) + অল্ ভা। সং; পু।

জবন—১। বেগবান্ অশ্ব; মৃগবিশেষ; দেশবিশেষ, আরবদেশ; ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। সং; পু। ২। বেগ। জু (বেগে চলা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৩। বেগবান্, দ্রুতগামী। জু + অন ক। বিণ; ত্রি।

জবনিকা, জবনী—জবনজাতীয়া স্ত্রী; পর্দ্দা। জবন দেখ; জবনী = জবন শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্; জবনিকা = জবনী শব্দ + কণ্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

জবস—তৃণ। জু + অসচ্ ক। সং; পু ও ক্লী।

জবা—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বৃক্ষ বা পুষ্প। জপ (জপ করা) + অল্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

জবী—১। দ্রুতগামী, বেগবান্। জব শব্দ (বেগ) + ইন্ অস্ত্যর্থে = জবিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। অশ্ব; উষ্ট্র। সং; পু।

জমুস্বামী—জনৈক সাধুপুরুষ। অন্তর্ব্বেদ (বোধ হয় বর্ত্তমান দোয়াব) ইঁহার জন্মস্থান ছিল। ইনি অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। ইনি স্বয়ং কৃষিকার্য্য করিতেন, এবং তদ্দ্বারা যাহা পাইতেন, তাহা সাধুসেবায় ব্যয় করিতেন। ইঁহার একখানি লাঙ্গল ও দুইটা বলদ ছিল। একবার এক চোর ক্ষেত্র হইতে ইঁহার বলদ দুইটা চুরি করিয়া লইয়া যায়। উক্ত চোর বলদ দুইটাকে নিজ বাটীতে রাখিয়া আসিয়া দেখে যে, জমুস্বামীর ক্ষেত্রে অবিকল সেইরূপ দুইটা বলদ বাঁধা আছে। চোর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, সে বলদ দুইটিকে যেমন রাখিয়া গিয়াছিল তেমনই আছে। আবার ফিরিয়া আসিয়া ক্ষেত্রে বলদ দেখিতে পাইল। তখন সে জমুস্বামীর অসাধারণ মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া সাধুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। সাধুপুরুষ তাহাকে ক্ষমা করিয়া শিষ্য করিলেন। সাধুসঙ্গে এই চোরও একজন পরম সাধু হইয়া উঠিয়াছিল। ভক্তমাল গ্রন্থে এই সাধুপুরুষের বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

জহৎ—ত্যজৎ, যে ত্যাগ করিতেছে। হা (ত্যাগ করা) + শতৃ ক। বিণ; ত্রি।

জহৎস্বার্থা—স্বার্থত্যাগবিশিষ্টা লক্ষণা, যে লক্ষণা স্বীয় অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করে। জহৎ হইয়াছে স্বার্থ যাহাকে, বহু। সং; স্ত্রী।

জহর—জ্যোতির্ম্ময় প্রস্তরবিশেষ; বিষ, গরল; বিষপানে বা অন্য উপায়ে স্বেচ্ছায় জীবন-বিসর্জ্জন। যাবনিক।

জহরব্রত—রাজপুতানার কোন রাজ্য অজেয় শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে এবং রাজ্যরক্ষার উপায় নাই দেখিলে রাজপুত রমণীগণ সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত জ্বলন্ত হুতাশনে দেহ সমর্পণ করিয়া এবং রাজপুত পুরুষগণ অসিহস্তে রণক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিত; এইরূপ অনুষ্ঠানের নাম জহরব্রত।

জহ্নু—গঙ্গাপায়ী রাজর্ষিবিশেষ। ইঁহার পিতার নাম সুহোত্র। ইনি অতিশয় তপঃপরায়ণ রাজা ছিলেন, এবং সর্ব্বদা যজ্ঞাদি কার্য্যে রত থাকিতেন। সগরবংশের উদ্ধারার্থে যে সময়ে ভগীরথ গঙ্গাকে লইয়া আসেন, সেই সময়ে গঙ্গার জলপ্রবাহে ইঁহার যজ্ঞদ্রব্যাদি ভাসিয়া যায়। তাহাতে জহ্নু রোষাবিষ্ট হইয়া তপোবলে গঙ্গাকে পান করেন। পরে ভগীরথের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণপথে (মতান্তরে জানু বিদীর্ণ করিয়া) গঙ্গাকে বাহির করিয়া দেন। তাহাতেই গঙ্গার নাম হয় 'জাহ্নবী'। হা (ত্যাগ করা) + নু ক। সং; পু।

জহ্নুকন্যা, জহ্নুতনয়া, জহ্নুদুহিতা, জহ্নুসুতা—গঙ্গানদী। জহ্নু দেখ; ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জহ্নুসপ্তমী—বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি। [+ অন্ ক। সং; পু।

জাগর—বর্ম্ম, সাঁজোয়া। জাগৃ (জাগিয়া থাকা)

জাগরণ—অনিদ্রা, নিদ্রারাহিত্য, জাগিয়া থাকা; অপ্রমাদ, সাবধানতা। জাগৃ (জাগা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে জাগরিত।

জাগরা—নিদ্রারাহিত্য, জাগরণ; সাবধানতা, অপ্রমাদ। জাগৃ (জাগা) + অ ভা + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

জাগরিত—১। বিনিদ্র, নিদ্রা হইতে উত্থিত। জাগৃ (জাগা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। জাগরণ। জাগৃ + ক্ত ভা। সং; ক্লী।

জাগরিতা—বিনিদ্রা, নিদ্রোত্থিতা। জাগরিত দেখ। জাগরিত + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। স্ত্রী।

জাগরী—(জাগরিন্)। নিদ্রারহিত। জাগরা শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

জাগরূক—জাগরণশীল; অপ্রমত্ত, অবহিত; সাবধান। জাগৃ + উক ক। বিণ; ত্রি।

জাগর্ত্তি, জাগর্য্যা—জাগরণ; অপ্রমাদ, অবধান। জাগৃ (জাগা) + ক্তি, পক্ষান্তরে ক্যপ্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

জাগুড়—কুঙ্কুম। গুড়্‌লুগন্ত গুন্ড (পুনঃ পুনঃ পেষণ করা, ইত্যাদি) + অন্ ক। সং; ক্লী।

জাগ্রৎ—জাগরণশীল। জাগৃ (জাগা) + শতৃ ক। বিণ; ত্রি।

জাগ্রৎস্বপ্ন—জাগ্রৎ অবস্থায় যে স্বপ্ন দেখা যায়; অসম্ভব কল্পনা। সং; পু।

জাঙ্গল—১। কপিঞ্জল পক্ষী; বন্যমৃগাদি পশু; দেশবিশেষ, অল্প উদক ও তৃণবিশিষ্ট এবং প্রচুর আতপ ও বহু ধান্যাদি সংযুক্ত দেশকে জঙ্গল বলে। জঙ্গল দেখ; জঙ্গল + ষ্ণ। সং; পু। ২। মাংস। সং; ক্লী। ৩। জঙ্গলসম্বন্ধীয়; বন্য; অসভ্য। বিণ; ত্রি।

জাঙ্গলি, জাঙ্গলিক—১। জঙ্গলবাসী। জঙ্গল দেখ; জঙ্গল + ষ্ণি, পক্ষান্তরে ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। বিষবিষয়ক বৈদ্য। সং; পু।

জাঙ্গলী—বিষ বিষয়ক বিদ্যা। জাঙ্গল দেখ; জাঙ্গল শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জাঙ্গাল—আলি, সেতু, বাঁধ। দেশজ।

জাঙ্গুল—বিষ। জঙ্গল দেখ; জঙ্গল + ষ্ণ, নিপাতনে। সং; ক্লী।

জাঙ্গুলিক—জাঙ্গলি, জাঙ্গলিক, বিষবৈদ্য। জাঙ্গুল দেখ; জাঙ্গুল + ষ্ণিক। সং; পু।

জাঙ্গুলী—বিষবিষয়ক বিদ্যা। জাঙ্গুল দেখ; জাঙ্গুল শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জাঙ্ঘিক—১। জঙ্ঘাল, দ্রুতগামী; জঙ্ঘোপজীবী। জঙ্ঘা দেখ; জঙ্ঘা + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। উষ্ট্র। সং; পু।

জাজলি—তপোনিরত জনৈক ব্রাহ্মণ। ইনি অথর্ব্ববেদজ্ঞ পথ্যের শিষ্য ছিলেন। কঠোর তপস্যা দ্বারা ইনি সবিশেষ উন্নতি লাভ করেন, এবং যোগীর বিভূতিস্বরূপ সর্ব্বত্র গতায়াত ও সর্ব্ববিষয় দর্শন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। জাজলি মনে করিলেন, আমি একজন অদ্বিতীয় লোক হইয়া পড়িয়াছি সেই সময়ে আকাশে দৈববাণী হইল যে, সেরূপ মনে করা তাঁহার উচিত নয়, এমন কি, কাশীর তুলাধারও সেরূপ মনে করিতে পারেন না। অতঃপর জাজলি কাশীধামে গমনপূর্ব্বক তুলাধারের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন।

জাজ্বল্যমান—দেদীপ্যমান; অত্যুজ্জ্বল, প্রকৃষ্ট যঙন্ত জ্বল (পুনঃ পুনঃ জ্বলা) + শান ক বিণ; ত্রি।

জাঠর—১। উদরসম্বন্ধীয়। জঠর শব্দ + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। জঠরাগ্নি। সং; পু।

জাড্য—দীর্ঘসূত্রতা; আলস্য; জড়তা; মূর্খতা স্তব্ধীভাব। জড় দেখ; জড় শব্দ + ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

জাত—১। উৎপন্ন, উদ্ভূত; শিশু; ব্যক্ত, প্রকাশিত; প্রশংসিত, প্রশস্ত। জন (জন্মা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে জাতা। বিশেষ্যে জাতি। ২। উৎপত্তি; জাতি; সমূহ; ব্যক্তি। জন + ক্ত ভা। সং; ক্লী।

জাতক—১। জাত, উৎপন্ন। বিণ; ত্রি। ২। ভূমিষ্ঠ সন্তানের শুভাশুভনির্দ্ধারক পুস্তক; জাতকর্ম্ম। জাত দেখ; জাত + কণ্। সং।

জাতকর্ম্ম—সংস্কারবিশেষ; সন্তানের জন্মকালে কর্ত্তব্য কর্ম্মবিশেষ। [সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরে নাড়ীচ্ছেদ এবং স্তনদানের পূর্ব্বে পিতা কৃতস্নান হইয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন। পরে প্রক্ষালিত শিলায় ব্রহ্মচারী, কুমারী, গর্ভবতী, বা শ্রুতস্বাধ্যায় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ দ্বারা দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ব্রীহিযব গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে শিশুর জিহ্বায় স্পর্শ করাইবেন, এবং সুবর্ণদ্বারা ঘৃত লইয়া বালকের জিহ্বায় দিবেন]। ৬তৎ। সং; ক্লী।

জাতক্রিয়া—জাতকর্ম্ম দেখ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জাতক্রোধ—ক্রুদ্ধ, যাহার ক্রোধ জন্মিয়াছে। জাত হইয়াছে ক্রোধ যাহার, বহু। বিণ।

জাতরূপ—সুবর্ণ, স্বর্ণ। জাত হইয়াছে রূপ যাহার, বহু। সং; ক্লী।

জাতবেদাঃ—অনল, অগ্নি। জাত — বিদ (লাভ করা) + অস্ ক = জাতবেদস্, ১মার ১বচন, জাতমাত্রকে পায় যে, অর্থাৎ জাতমাত্রেরই (প্রাণিমাত্রেরই) জঠরে অবস্থিতি করে যে, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সং; পু।

জাতাপত্যা—সন্তানপ্রসবিনী, সন্তান প্রসব করিয়াছে এরূপ (স্ত্রী)। জাত হইয়াছে অপত্য (সন্তান) যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

জাতি—১। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ; একজাতীয় যাবতীয় পদার্থের অসাধারণ ধর্ম্ম, গোত্ব মনুষ্যত্ব প্রভৃতি নিত্য এবং অনেক-সমবেত ধর্ম্ম, ঘটত্বাদি [জাতির লক্ষণ এই—যাহার আকৃতি (সংস্থান) দ্বারা জ্ঞান হয়, যে সকল লিঙ্গ ভজনা না করে, যাহা একবার উপদেশ দ্বারা গৃহীত হইতে পারে, তাহাকে জাতি কহে; গোত্র এবং চরণও জাতি]। মালতীপুষ্প; অলঙ্কারবিশেষ; ষড়্‌জাদি সপ্তস্বর। জন + ক্তিচ্ ক। ২। জন্ম, উৎপত্তি; প্রকার, শ্রেণী; বংশ। জন (জন্মা) + ক্তি ভা। ৩। চুল্লী। জন + ক্তি অধি। সং; স্ত্রী।

জাতিগত—জাতিসংক্রান্ত, জাতিসম্বন্ধীয়। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

জাতিচ্যুত—জাতিভ্রষ্ট, কোন অশাস্ত্রীয় বা অসামাজিক কার্য্য জন্য যাহার জাতি গিয়াছে। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

জাতিধ্বংস—জাতিনাশ। ৬তৎ। সং; পু।

জাতিফল—জায়ফল। জাতি নামক যে ফল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

জাতিবর্ণ—আর্য্য ম্লেচ্ছাদি জাতি ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণ। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে—জাতির উচ্চতা নীচতা ও বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব নিকৃষ্টত্ব ভেদ না করিয়া; ইউরোপীয় ভারতবর্ষীয় প্রভৃতি জাতি এবং শুভ্রবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি বিষয়ে কোনও ভেদজ্ঞান না করিয়া। জাতি ও বর্ণ, দ্বন্দ্ব। নির্ব্বিশেষ, অব্যয়ী (অভাবার্থে—বিশেষের অভাব)। জাতিবর্ণের নির্ব্বিশেষ আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

জাতিব্রাহ্মণ—তপঃ ও শ্রুতিহীন ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি কেবল জাতিতে ব্রাহ্মণ—তপজপ কিছুই করে না। ৩তৎ। সং; পু।

জাতিভেদ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতির পৃথক্ জ্ঞান। ৬তৎ। সং; পু।

জাতিভ্রংশ—জাতিনাশ। জাতি হইতে ভ্রংশ, ৫তৎ। সং; ক্লী। বিশেষণে জাতিভ্রষ্ট।

জাতিভ্রষ্ট—জাতিচ্যুত, যাহার জাতি নষ্ট হইয়াছে এরূপ। জাতি হইতে ভ্রষ্ট, ৫তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে জাতিভ্রংশ।

জাতিমালা—জাতিসমূহের বিশেষ বিবরণজ্ঞাপক গ্রন্থবিশেষ। সং; ক্লী।

জাতিসঙ্কর—বর্ণসঙ্কর দেখ।

জাতিস্মর—পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তজ্ঞ; পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারে যে এরূপ। জাতির (পূর্ব্বজন্মের) স্মর (স্মরণকর্ত্তা), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

জাতী—মালতীপুষ্প। জাতি + ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জাতীয়—জাতিসম্বন্ধীয়; তৎপ্রকার। জাতি শব্দ + ঈয়। বিণ; ত্রি।

জাতু—কদাচিৎ ; সম্ভাবনা ; নিন্দা ; নিষেধ। জৈ (ক্ষয় হওয়া)+তুন্ ক। ব্য।

জাতুধান—রাক্ষস। জাতু (কদাচিৎ) হইয়াছে ধান (সন্নিধান) যাহার, বহু। সং ; পু।

জাতুষ—জতুনির্ম্মিত। জতু দেখ ; জতুস্+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি।

জাতূকর্ণ—জনৈক মুনি। সং ; পু।

জাতূকর্ণী—বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি ভবভূতির জননী। সং ; স্ত্রী।

জাতেষ্টি—জাতকর্ম্মসংস্কার। জাতের ইষ্টি, ৬তৎ। অথবা জাতে (পুত্রজননে) ইষ্টি, ৭তৎ। স্ত্রী।

জাত্য—কান্ত, কমনীয় ; কুলীন ; শ্রেষ্ঠ। জাতি +ষ্য সাধু অর্থে। বিণ ; ত্রি।

জাত্যন্ধ—জন্মান্ধ, আজন্মদৃষ্টিশক্তিহীন। জাতি (জন্ম) দ্বারা অন্ধ, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

জাত্যভিমান—জাতির গর্ব্ব, "আমি ব্রাহ্মণ আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ" ইত্যাকার গর্ব্বপূর্ণ ভাব। ৬তৎ। সং ; পু।

জান—১। প্রাণ। জন+ঘঞ্ ণ। ২। জ্ঞাতা। জ্ঞা+শ ক। সং ; পু। ৩। (যাবনিক শব্দ) পরলোকগত আত্মা এবং যিনি তাহাদের কথা শুনিতে পান তাদৃশ ব্যক্তি ; (সঙ্গীতশাস্ত্রে) যে স্বরটী যে রাগের প্রধান।

জানকী—জনকনন্দিনী, সীতা। জনক (মিথিলারাজ)+ষ্ণ অপত্যার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

জানকীরাম (রাজা)—আলিবর্দ্দি খাঁর নায়েবী আমলে রাজা জানকীরাম দেওয়ান হইয়া বাঙ্গালা হইতে পাটনায় যান। আলিবর্দ্দি নাজিমের পদ প্রাপ্ত হইয়া জানকীরামকে প্রথমে দেওয়ান-ই-তন্, পরে যুদ্ধবিভাগের প্রধান মন্ত্রী করেন। আলিবর্দ্দি মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া যখন পলায়ন করেন, তখন জানকীরাম তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। নবাবের পূর্ব্বোক্ত দুরবস্থা দর্শনে প্রভুভক্ত জানকীরাম পূর্ব্বসঞ্চিত স্বকীয় ধন দ্বারা সৈন্যসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইনিই প্রকৃত পক্ষে আলিবর্দ্দীর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। নবাব ইহাঁকে এরূপ বিশ্বাস করিতেন যে, মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণবধের কল্পনা কেবল ইহাঁর নিকটে ও প্রধান সেনাপতি মুস্তফা খাঁর কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কালক্রমে রাজা জানকীরামের প্রভুত্ব এরূপ হয় যে, নবাবের নিকট হইতে কাহারও কোনও অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে হইলে জানকীরামের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। সিরাজউদ্দৌলার পিতা জৈন উদ্দীন পাটনার ডেপুটি সুবাদার ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সিরাজ ঐ পদ প্রাপ্ত হন এবং জানকীরাম প্রতিনিধি-শাসন-কর্ত্তা হন। সিরাজের তখন অল্প বয়স, সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে রাজা জানকীরামই পাটনার ডেপুটী সুবাদার হইলেন। ইনি আজীবন এই পদে সসম্মানে নিযুক্ত ছিলেন।

বেহার বঙ্গের দ্বারস্বরূপ বলিয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণের ভার পাটনার শাসনকর্ত্তার উপরেই ন্যস্ত ছিল। মুসলমান রাজত্বে এতাদৃশ গুরুতর ভারও বাঙ্গালীদি'গর উপরে অর্পিত হইত।

১১৬৫ সালে ইং ১৭৫২ খৃঃ জানকীরামের মৃত্যু হয়। ইহাঁর চারি পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্লভ সৈন্যবিভাগের প্রতিনিধি দেওয়ান হইয়াছিলেন।

জানৎ—জ্ঞানবান্, জানে যে এরূপ। জ্ঞা (জানা) +শতৃ ক। বিণ ; ত্রি।

জানপদ—১। জানপদসম্বন্ধীয় ; জনপদবাসী, গ্রামনিবাসী ; দেশস্থ ; দেশান্তরাগত। জনপদ দেখ ; জনপদ শব্দ+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। ২। দেশ। সং ; পু।

জানপদী—অপ্সরোবিশেষ। গৌতম শরদ্বানের কঠোর তপশ্চরণে ভীত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র তপোভঙ্গার্থ এই অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। ইহাকে দর্শন করিয়া মুনির চিত্তবিকার উপস্থিত হয়। তাহাতে তাঁহার রেতঃ স্খলিত হওয়ায় কৃপ ও কৃপীর জন্ম হয়।

জানু—উরুদেশের সন্ধি, হাঁটু। জন (জন্মা)+ঞুণ্ ক। সং ; পু ও ক্লী।

জাপ—জপ। জপ (জপ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

জাপক—ইষ্টমন্ত্রের আরাধনাকারী ; জপকারী। জপ (জপ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

জাপন—১। জপ করান। ণিজন্ত জপ বা জাপি +অনট্ ভা। ২। জয় করান। ণিজন্ত জি +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

জাবাল—১। জনৈক মুনি। জপ+আল ক, তদুত্তরে ষ্ণ ; অথবা জবালা শব্দ (স্ত্রীবিশেষ) +ষ্ণ অপত্যার্থে। ২। অজাজীব, ছাগপালক। সং ; পু।

জাবালি—জনৈক মুনি। জপ (জপ করা)+ অল ক, তদুত্তরে ঞি, অথবা, জবালা শব্দ (স্ত্রীবিশেষ)+ঞি অপত্যার্থে। সং ; পু।

জাম—স্বনামখ্যাত ফলবিশেষ। দেশজ।

জামদগ্নেয়, জামদগ্ন্য—জমদগ্নি-সুত, পরশুরাম। জমদগ্নি শব্দ (মুনিবিশেষ)+ষ্ণেয় বা ষ্ণ্য অপত্যার্থে। সং ; পু।

জামাতা—কন্যার পতি, জামাই ; স্বামী। জায়া (ভার্য্যা)—মা (পরিমাণ করা)+তৃচ্ ক=জামাতৃ, ১মার ১বচন ; অথবা জায়া হইয়াছে মাতৃস্বরূপা যাহার, বহু। সং ; পু।

জামি—ভগিনী ; দুহিতা ; স্নুষা, পুত্রবধূ ; কুলস্ত্রী ; পতিব্রতা রমণী। জৈ (ক্ষয় হওয়া) +মি ক। সং ; স্ত্রী।

জামিত্র—বিবাহকালীন লগ্নের সপ্তম লগ্ন। জামি দেখ ; জামি শব্দ—ত্রৈ (ত্রাণ করা) +ড ক। সং ; ক্লী।

জামেয়—ভগিনীপুত্র, ভাগিনেয়। জামি (ভগিনী) +ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

জাম্বব—১। ভল্লূকরাজ, জাম্ববান্। সং ; পু। ২। জম্বু, জাম ; স্বর্ণ। জম্বু দেখ ; জম্বু শব্দ+ষ্ণ। সং ; ক্লী।

জাম্ববতী—শ্রীকৃষ্ণের ভার্য্যা, ভল্লূকরাজ জাম্ববানের কন্যা। কৃষ্ণ স্যমন্তকমণির জন্য যুদ্ধে জাম্ববান্‌কে পরাজিত করিয়া মণিসহ জাম্ববতীকে ভার্য্যার্থে প্রাপ্ত হন। জাম্ববতীর গর্ভে কৃষ্ণের শাম্ব প্রভৃতি দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পতির মৃত্যুর পর অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হস্তিনায় নীত হইলে ইনি কৃষ্ণের উদ্দেশে জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন বিসর্জ্জন করেন। জাম্ববান্ দেখ ; জাম্ববৎ শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

জাম্ববান্—ভল্লূকরাজ। ইনি ব্রহ্মার পুত্র ও কপিরাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী ছিলেন। রামরাবণের যুদ্ধের সময়ে উপস্থিত থাকিয়া রামের বিস্তর সাহায্য করেন। কৃষ্ণপত্নী সত্যভামার পিতা রাজা সত্রাজিৎ স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনকে স্যমন্তকমণি প্রদান করেন। পরে প্রসেন মৃগয়ার্থ গমন করিয়া সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হইলে, জাম্ববান্ সেই সিংহকে বধ করিয়া স্যমন্তকমণি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ সেই মণির জন্য জাম্ববানের সহিত যুদ্ধ করেন। জাম্ববান্ পরাজিত হইয়া মণিসহ আপনার কন্যা জাম্ববতীকে ভার্য্যার্থে অর্পণ করিয়া সন্ধি করেন। জম্বু+ষ্ণ= জাম্ব ; জাম্ব শব্দ+বতু=জাম্ববৎ, ১মার ১বচন। সং ; পু।

জাম্বূনদ—স্বর্ণ, সোণা। জম্বূনদী শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। সং ; ক্লী।

জায়ক—একপ্রকার সুগন্ধিকাষ্ঠ ; কৃষ্ণচন্দন। জি (জয় করা)+ণক ক। সং ; ক্লী।

জায়মান—উৎপদ্যমান, জন্মিতেছে যে এরূপ। জন (জন্মা)+শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে জায়মানা।

জায়া—ভার্য্যা, পত্নী। জন (জন্মা)+য অধি, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ; যাহাতে মনুষ্য সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে। সং ; স্ত্রী।

জায়াজীব, জায়ানুজীবী—বেশ্যাপতি ; নট। জায়া হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, জায়াজীব, বহু ; জায়া দ্বারা অনুজীবী (প্রাণধারণকারী) জায়ানুজীবী, ৩তৎ। সং ; পু।

জায়াপতি—জম্পতি, দম্পতি, স্ত্রীপুরুষ। জায়া ও পতি, দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

জায়ু—ঔষধ। জি (জয় করা) + উণ্ ক। সং ; পু।

জার—উপপতি। জৄ (জীর্ণ করা) + ঘঞ্ ৰ্ম। সং ; পু। [ত্রি।

জারক—পাচক। ণিজন্ত জৄ + ণক ক। বিণ ;

জারজ—উপপতি হইতে জাত (সন্তান)। জার (উপপতি) — জন (জন্মা) + ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে জারজা।

জারণ—জীর্ণকরণ, হজম করা। ণিজন্ত জৄ বা জারি (জীর্ণ করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে জারিত।

জাল—১। মৎস্য পশুপক্ষ্যাদি বন্ধন নিমিত্ত সূত্রাদি নির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ, ফাঁদ ; গবাক্ষ, জানালা ; গবাক্ষচ্ছিদ্র ; কপট, প্রতারণা ; দম্ভ ; কোরক ; সমূহ ; ইন্দ্রজাল। জল (আচ্ছাদন করা) + ণ ক। সং ; ক্লী। ২। কদম্ববৃক্ষ। সং ; পু।

জালক—জানালা ; জাল ; কোরক ; সমূহ ; কুলায় ; দম্ভ। জাল দেখ ; জাল + কণ্ স্বার্থে। সং ; ক্লী।

জালকারক—১। জালকারী, জালিয়াত। বিণ ; ত্রি। ২। মাকড়সা। ৬তৎ। সং ; পু।

জালজীবী—ধীবর, জেলে। সং ; পু। (জাল-জীবিন্ শব্দ)।

জালপাদ, জালপাদ্—হংস ; শরারি পক্ষী। জালবৎ পাদ বা পাদ্ (পা) যাহার, বহ। সং ; পু।

জালিক—১। জালজীবী ; কপটকারক, প্রতারক ; জালকারী, জালিয়াত। জাল দেখ ; জাল + ফিক। বিণ ; ত্রি। ২। ধীবর, জেলে ; ব্যাধ ; মাকড়সা। সং ; পু।

জালিকা—১। মোচা। জাল শব্দ + কণ্, স্ত্রী-লিঙ্গে আপ্। ২। মুখবস্ত্রবিশেষ ; জলৌকা, জোঁক ; চর্ম্মবিশেষ ; বিধবা। জাল + ফিক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

জালিনী—চিত্রশালা ; ঝিঙ্গা। সং ; স্ত্রী।

জালী—ঝিঙ্গা ; জাড়ী ঔষধ। জাল দেখ ; জাল শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

জাল্ম—১। ইতরজন, নীচ ব্যক্তি ; মূর্খ লোক ; সং ; পু। ২। জড় ; পামর ; মূর্খ। জল (আচ্ছাদন করা) + মক্ ক। বিণ ; ত্রি।

জাহাঙ্গীর—দিল্লীর চতুর্থ মোগলসম্রাট্। ইনি দিল্লীশ্বর আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পূর্ব্বনাম সলিম। সলিম পিতার অবাধ্য ছিলেন, এবং নানাপ্রকারে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ ও অপ্রীতি-কর কার্য্য করিতেন। ইনি একবার প্রকাশ্য-ভাবে বিদ্রোহী হইয়া আলাহাবাদে গমন-পূর্ব্বক আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু তাহাতেও ইঁহার প্রতি আকবরের স্নেহ অণুমাত্র বিচলিত হয় নাই। সলিমের বিশ্বাস ছিল যে, আবুলফজলের কুমন্ত্রণাতেই রাজসভায় তাঁ র প্রতিপত্তির হ্রাস হইয়াছে। এই বিশ্বা তিনি লোক নিযুক্ত করিয়া গুপ্তভাবে াকবরের মন্ত্রী আবুল ফজলের হত্যাসাধন করেন। প্রিয় সুহৃদের এইরূপ মৃত্যুসংবাদে আকবর অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে অনেকেই সলিমের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, সলিম পিতৃসিংহাসনের অধিকারী না হইয়া তাঁহার পুত্র, রাজা মানসিংহের ভাগিনেয়, খুসরু আকবরের উত্তরাধিকারী হন ; ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হইলেন। কিন্তু সলিম পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্তি বিষয়ে হতাশ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন না। তথাপি পুত্র-বাৎসল্যপ্রবৃত্ত আকবর সলিমকে ডাকাইয়া তাঁহাকেই আপনার উত্তরাধিকারী করিয়া গেলেন।

পিতার মৃত্যুর পর সলিম দিল্লীর সিংহা-সনে আরোহণ করিয়া জাহাঙ্গীর (ভুবন-বিজয়ী) নাম ধারণ করিলেন (১৬০৫ খ্রীঃ)। ইঁহার রাজত্বের অধিকাংশ সময়ই পুত্রদিগের বিদ্রোহদমন, পত্নীর প্রভুত্বব৻ন, ও নিজের ভোগবিলাসে অতিবাহিত হয়। সর্ব্বপ্রথম ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র খুসরু বিদ্রোহী হন। পিতা সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন শুনিয়া খুসরু পঞ্জাবে পলায়ন করেন, এবং বিদ্রোহী হইয়া অনুচরগণের সাহায্যে লাহোর অধিকার করেন। সংবাদ পাইয়া জাহাঙ্গীর লাহোরে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহ দমন করিলেন। খুসরু ধৃত হইয়া বন্দিভাবে কাবুলে প্রেরিত হইলেন। আজীবনকাল তাঁহাকে সেই অবস্থায় কাবুলেই থাকিতে হইল।

জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নিসা নাম্নী এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম নূরজহাঁ অর্থাৎ ভুবনালোক রাখেন। মেহেরুন্নিসা এক দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত পারসীক কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অলোকসামান্য রূপবতী ছিলেন। জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নিসাকে লাভ করিবার জন্য একান্ত লালায়িত হইয়া-ছিলেন। বৃদ্ধ আকবর ইহা জানিতে পারিয়া শের আফগান নামক এক বীর যুবকের সহিত মেহেরুন্নিসার বিবাহ দেওয়াইলেন, এবং শের আফগানকে বর্দ্ধমানের শাসন-কর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। সেই সঙ্গে মেহেরুন্নিসাও সলিমের দৃষ্টিপথ হইতে অপ-সৃতা হইলেন। সলিম কিন্তু মেহেরুন্নিসাকে ভুলিতে পারিলেন না। সিংহাসনারোহণের পরে জাহাঙ্গীর শের আফগানের জীবনান্ত করাইয়া মেহেরুন্নিসাকে আপনার নিকট আনাইলেন। মেহেরুন্নিসা কিছুকাল পতি-ব্রতা বিধবার ন্যায় বিরলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু অবশেষে সম্রাটের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহার সিংহাসনভাগিনী হইলেন (১৬১১ খ্রীঃ)।

এখন হইতে নূরজহাঁর আত্মীয়স্বজন রাজ-সভায় ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন ; বিশেষতঃ তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা একরূপ সর্ব্বময়কর্ত্তা হইয়া পড়িলেন। ক্রমে নূরজহাঁ সম্রাটের উপর এতদূর আধিপত্য স্থাপন করিলেন যে, মুদ্রাতে জাহাঙ্গীরের নামের পার্শ্বে নূরজহাঁর নামও অঙ্কিত হইতে লাগিল ; এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ওমরাহ ও মোগলসেনাপতি-গণ নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সম্রাটের পুত্রগণও বিদ্রোহ উপস্থিত করি-লেন। নূরজহাঁর পূর্ব্বস্বামী শের আফগানের ঔরসজাত তাঁহার এক কন্যা ছিল। ঐ কন্যার সহিত জাহাঙ্গীরের চতুর্থ পুত্র শেহ-রিয়ার বিবাহ হয়। যাহাতে শেহরিয়ার উত্তরকালে সিংহাসন লাভ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে নূরজহাঁ ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। এদিকে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খুরম যোধাবাই নাম্নী এক রাজপুতজাতীয়া মহিষীর গর্ভজাত ; সুতরাং রাজপুতেরা তাঁহার সপক্ষ ছিলেন। তিনি নূরজহাঁর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বিদ্রোহী হন। কিন্তু সুচতুরা নূরজহাঁ সেবার তাঁহাকে কয়েকটি স্থানের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিয়া শান্ত করেন।

১৬২৪ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের সুদক্ষ সেনা-পতি মহাবৎ খাঁ নূরজহাঁর আচরণে সন্দিহান হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, এবং জাহাঙ্গীর ও নূরজহাঁকে ছয়মাস বন্দি-ভাবে রাখেন। কেবল বুদ্ধিমতী নূরজহাঁর বুদ্ধিকৌশলেই সম্রাট্ সে যাত্রা পরিত্রাণ লাভ করেন। পরবৎসর খুরম ও মহাবৎ পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। ঐ বিদ্রোহ প্রশমিত হইবার পূর্ব্বেই জাহাঙ্গীর কাল-গ্রাসে পতিত হন।

১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার টমাস রো নামক একজন ইংরেজ ইংল্যাণ্ডরাজ প্রথম জেম্সের দূত হইয়া জাহাঙ্গীরের সভায় আগমন করেন। তাহার চিঠিপত্র হইতে দেশের তাৎকালিক অবস্থা ও জাহাঙ্গীরের চরিত্রসম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায় ; আগরা নগরী রাজধানী ছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধযাত্রাকালে সেনাকটক-সমূহও এক এক রাজধানীতে পরিণত হইত। জাহাঙ্গীর প্রজাদিগকে সুরাপান করিতে নিষেধ করিয়া আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, অথচ নিজে সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া নিশা যাপন করিতেন। সহজ অব-

স্থায় তিনি সাম্রাজ্যের মঙ্গলের চেষ্টা করিতেন। নগরমধ্যস্থ দুর্গ হইতে একটি শৃঙ্খল ভূতল পর্য্যন্ত লম্বমান থাকিত। সেই শৃঙ্খলের সহিত তাঁহার কক্ষস্থিত কতকগুলি স্বর্ণময় ঘণ্টা সংযোজিত ছিল। উহা আকর্ষণ করিয়া বিচারপ্রার্থীরা আপনাদের প্রার্থনা স্বয়ং সম্রাটের গোচর করিতে পারিত। তৎকালে এদেশে চিত্রবিদ্যা ও অন্যান্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত স্যার টমাস রো উপঢৌকনস্বরূপ ইংল্যাণ্ড-রাজদত্ত একখানি উৎকৃষ্ট চিত্র ও একখানি গাড়ী সম্রাট্‌কে প্রদান করেন। আগ্রার শিল্পীরা ঐ চিত্র ও গাড়ীর অবিকল অনুকরণ করিয়াছিল; আসলের সহিত নকলের কোনওরূপ বৈলক্ষণ্য ছিল না। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পর্ত্তুগিজবণিকেরাই সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে তামাকের আমদানি করেন। অল্পদিনের মধ্যে উহার সমধিক প্রচলন হওয়ায় সম্রাট্ তাহা নিবারণের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই।

জাহ্নবী—জহ্নুকন্যা, গঙ্গানদী। জহ্নু শব্দ (মুনিবিশেষ)+ষ্ণ অপত্যার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিশেষ বিবরণ জহ্নু শব্দে দেখ। সং; স্ত্রী।

জিগমিষা—গমনেচ্ছা। সনন্ত গম (যাইতে ইচ্ছা করা)+অ ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে জিগমিষু।

জিগমিষু—গমনোৎসুক, গমনেচ্ছু। সনন্ত গম (যাইতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে জিগমিষা।

জিগীষা—জয়েচ্ছা, জয় করিবার ইচ্ছা। সনন্ত জি (জয় করিতে ইচ্ছা করা)+অ ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে জিগীষু।

জিগীষু—জয়েচ্ছু, জয় করিতে ইচ্ছুক। সনন্ত জি (জয় করিতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে জিগীষা।

জিঘৎসা—ভোজনেচ্ছা, বুভুক্ষা, ক্ষুধা। সনন্ত অদ (ভোজন করিতে ইচ্ছা করা)+অ ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে জিঘৎসু।

জিঘৎসু—ভোজনেচ্ছু, বুভুক্ষু, ক্ষুধিত। সনন্ত অদ (ভোজন করিতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে জিঘৎসা।

জিঘাংসা—হননেচ্ছা, বধ করিবার ইচ্ছা; হিংসা; অনিষ্টসাধনেচ্ছা। সনন্ত হন. (বধ করিতে ইচ্ছা করা)+অ ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে জিঘাংসু।

জিঘাংসু—হননেচ্ছু, বধ করিতে ইচ্ছুক; অনিষ্টসাধনেচ্ছু। সনন্ত হন (বধ করিতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে জিঘাংসা।

জিঘ্র—ঘ্রাণকারী, গন্ধগ্রহণকারী। ঘ্রা (গন্ধ লওয়া)+শ ক। বিণ; ত্রি।

জিজিয়া—এক প্রকার শুল্ক। পূর্ব্বকালে ভারতীয় মুসলমান ভূপতিরা মুসলমান ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদিগের নিকট হইতে জন প্রতি একটা নির্দ্দিষ্ট হারে শুল্ক গ্রহণ করিতেন, তাহাই জিজিয়া নামে প্রসিদ্ধ। উদারমতি আকবর এই শুল্ক নিতান্ত পরধর্ম্মবিদ্বেষমূলক ও ন্যায়বিগর্হিত বিবেচনায় উঠাইয়া দিয়া হিন্দুদিগের প্রীতি আকর্ষণ করেন। ১৬৭১ খৃঃ অব্দে আওরঙ্গজেব এই কর পুনঃ প্রবর্ত্তিত করেন।

জিজীবিষা—জীবনেচ্ছা, বাঁচিবার ইচ্ছা। সনন্ত জীব (বাঁচিতে ইচ্ছা করা)+অ ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে জিজীবিষু।

জিজীবিষু—জীবনেচ্ছু, বাঁচিতে ইচ্ছুক। সনন্ত জীব (বাঁচিতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে জিজীবিষা।

জিজ্ঞাসমান—জিজ্ঞাসু, জানিতে ইচ্ছু, জিজ্ঞাসা করিতেছে যে এরূপ। সনন্ত জ্ঞা (জানিতে ইচ্ছা করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

জিজ্ঞাসা—জানিতে ইচ্ছা, প্রশ্ন। সনন্ত জ্ঞা (জানিতে ইচ্ছা করা)+অ ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে জিজ্ঞাসিত, জিজ্ঞাসু।

জিজ্ঞাসাবাদ—জিজ্ঞাসাপূর্ণ কথা, জিজ্ঞাসাপ্রধান আলাপ; জিজ্ঞাসাসূচক কথন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

জিজ্ঞাসিত—যাহাকে বা যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, পৃষ্ট। সনন্ত জ্ঞা (জানিতে ইচ্ছা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে জিজ্ঞাসা।

জিজ্ঞাসু—জানিতে ইচ্ছুক; মুমুক্ষু। সনন্ত জ্ঞা (জানিতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে জিজ্ঞাসা।

জিজ্ঞাস্য—যাহা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এরূপ, জিজ্ঞাসার যোগ্য, প্রষ্টব্য; জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত; অনুসন্ধেয়। সনন্ত জ্ঞা (জানিতে ইচ্ছা করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

জিজ্ঞাস্যমান—যাহা জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে। সনন্ত জ্ঞা বা জিজ্ঞাস+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

জিৎ—জয়কারী, জেতা। জি (জয় করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। [সাধারণতঃ এই শব্দটী অন্য শব্দের পরে প্রযুক্ত হয়; যথা—রণজিৎ, ইন্দ্রজিৎ, ইত্যাদি]।

জিত—যাহা জয় করা হইয়াছে এরূপ; বশীকৃত, স্বায়ত্তীকৃত; জয়লব্ধ। জি (জয় করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

জিতকাশী—জয়যুক্ত; অহঙ্কৃত; গর্ব্বিত। জিত শব্দ—কাশ (দীপ্তি পাওয়া)+ণিন্ ক—জিতকাশিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

জিতশত্রু—১। পরাজিত বৈরী। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। শত্রুজয়কারী। জিত হইয়াছে শত্রু যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

জিতাক্ষর—উত্তম পাঠে সমর্থ, যে কোন প্রকার হস্তাক্ষর পাঠে পটু। বহু। বিণ; ত্রি।

জিতাত্মা—কামক্রোধাদির দমনকারী; জিতেন্দ্রিয়। জিত (বশীকৃত) হইয়াছে আত্মা (আত্মন্) যৎকর্ত্তৃক, বহুব্রীহি সমাসে জিতাত্মন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

জিতারি—১। শত্রুজয়ী। জিত হইয়াছে অরি (শত্রু) যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বুদ্ধ। সং; পু।

জিতাষ্টমী—গৌণ আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী। রমণীগণ পুত্রকামনায় প্রাঙ্গণে পুষ্করিণী কাটিয়া প্রদোষ সময়ে শালিবাহন-পুত্র জীমূতবাহনের পূজা করেন। প্রদোষব্যাপিনী অষ্টমীতেই ব্রত কর্ত্তব্য। উভয় দিনে প্রদোষ প্রাপ্তি হইলে শেষ দিনে, এবং কোন দিনই প্রদোষ না পাইলে উদয়ব্যাপিনী অষ্টমীতে ব্রত কর্ত্তব্য। এই দিবস রমণীগণের উপবাস করা আবশ্যক। স্ত্রী।

জিতেন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয় বশ করিয়াছে যে এরূপ, কামক্রোধাদির পরাভবকারী, বশী। জিত (বশীকৃত) হইয়াছে ইন্দ্রিয় যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে জিতেন্দ্রিয়তা, জিতেন্দ্রিয়ত্ব।

জিতেন্দ্রিয়তা—ইন্দ্রিয়কে বশকরণ, কামক্রোধাদির পরাভব। জিতেন্দ্রিয় দেখ; জিতেন্দ্রিয় শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

জিতেন্দ্রিয়ত্ব—জিতেন্দ্রিয়তা দেখ। জিতেন্দ্রিয়+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি।

জিত্য—জেয়। জি (জয় করা)+ক্যপ্ র্ম্ম।

জিত্যা—লাঙ্গলের ফলা। জিত্য দেখ; জিত্য শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

জিত্বর—জয়ী, জয়যুক্ত, জয়শীল। জি (জয় করা)+ক্করপ্ ক। বিণ; ত্রি। [ক। সং; পু।

জিন—বুদ্ধদেব; বিষ্ণু। জি (জয় করা)+নক্

জিব্রা—অশ্বজাতীয় পশুবিশেষ (Zebra) ইহার সর্ব্বাঙ্গ শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ রেখায় চিত্রিত এবং দেখিতে অতি সুন্দর। যাবনিক। সং।

জিরাফ—আফ্রিকাদেশীয় অতি দীর্ঘ পদ ও গ্রীবাবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ (Giraffe) ইহার সম্মুখের পদদ্বয় পশ্চাতের পদদ্বয় অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘ, এজন্য পৃষ্ঠদেশ পশ্চাদ্ভাগে ক্রমনিম্ন। যাবনিক। সং।

জিষ্ণু—১। জয়কারী, জয়ী, জয়শীল। জি (জয় করা)+স্নুক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু; সূর্য্য; বসু; অর্জ্জুন; ইন্দ্র। সং; পু।

জিহীর্ষা—হরণেচ্ছা, হরণ করিবার ইচ্ছা। সনন্ত হৃ (হরণ করিতে ইচ্ছা করা)+অ ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে জিহীর্ষু।

জিহীর্ষু—হরণেচ্ছু, হরণ করিতে ইচ্ছুক। সনন্ত

হৃ (হরণ করিতে ইচ্ছা করা) + উ ক বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে জিহীর্ষা।

জিহ্ম—অপ্রসন্ন ; দীন ; বক্র, সঙ্কুচিত ; কুটিল ; কপট ; খল ; মন্দ। হা (ত্যাগ করা) + ম ক। বিণ ; ত্রি।

জিহ্মগ—১। বক্রগামী ; ধীরগামী ; মন্দগতি। জিহ্ম দেখ ; জিহ্ম শব্দ – গম (গমন করা) + ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। সর্প। সং ; পু।

জিহ্মিত—বক্রীকৃত ; নামিত ; ঘূর্ণিত। ণিজন্ত জিহ্ম নামধাতু + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

জিহ্ব—রসনা, জিভ্। লিহ্ (লেহন করা) + বন্ ণ। সং ; পু।

জিহ্বা—রসনা, জিভ্। লিহ (লেহন করা) + বন্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

জিহ্বাগ্র—জিহ্বার অগ্র অর্থাৎ শেষ ভাগ। ৬তৎ। সং ; পু।

জিহ্বাগ্রবর্ত্তী—রসনার অগ্রভাগ স্থিত। জিহ্বাগ্র –বৃত + ণিন্ ক = জিহ্বাগ্রবর্ত্তিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

জিহ্বামূল—জিহ্বার মূল অর্থাৎ আদিভাগ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

জিহ্বামূলীয়—১। জিহ্বামূলসম্বন্ধীয় ; জিহ্বামূল হইতে উচ্চার্য্য। জিহ্বামূল দেখ ; জিহ্বামূল শব্দ + ঈয়। বিণ ; ত্রি। ২। জিহ্বামূল হইতে উচ্চার্য্য বর্ণ ; মু, বজ্রাকৃতি বর্ণ, + । সং ; পু।

জীন—জীর্ণ, প্রাচীন, বৃদ্ধ। জ্যা (জরা পাওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

জীমূত—মেঘ ; পর্ব্বত ; ইন্দ্র। আকাশকে জয় করে যে এই অর্থে জি + ক্ত ; অথবা জীবন (উদক) হয় মূত (বদ্ধ) যাহাতে, বহু। পু।

জীমূতনাদ—মেঘধ্বনি। জীমূতের (মেঘের) নাদ (ধ্বনি), ৬তৎ। সং ; পু।

জীমূতমন্দ্র—মেঘধ্বনি, মেঘের ডাক। জীমূতের (মেঘের) মন্দ্র (ধ্বনি), ৬তৎ। সং ; পু।

জীমূতবাহন—ইন্দ্র ; দায়ভাগ নিবন্ধকার, স্মৃতিশাস্ত্রের সংগ্রহকর্ত্তা। জীমূত দেখ ; জীমূত (মেঘ) হইয়াছে বাহন যাঁহার, বহু। পু।

জীমূতবাহী—(জীমূতবাহিন্)। ইন্দ্র। জীমূত রূপ বাহ (বাহন), রূপক কর্ম্মধা। তাহা আছে যাহার এই অর্থে জীমূতবাহ + ইন্। সং ; পু।

জীর, জীরক—তরবারি ; জীরা ; অণু-ধান্য। জীর = জ্যা (জীর্ণ করা) + রক্ ক। জীরক = জীর + কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

জীর্ণ—১। বৃদ্ধ, প্রাচীন ; পুরাতন ; জর্জ্জরিত ; ক্ষয়প্রাপ্ত। জৃ (জীর্ণ হওয়া) + ক্ত ক। ২। যাহা পরিপাক করা হইয়াছে এরূপ, পরিপক্ব। জৃ (জীর্ণ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ৩। জীরক, জীরা। জৃ (জীর্ণ করা) + ক্ত ক। সং ; পু।

জীর্ণজ্বর—দ্বাদশাহাধিককালোৎপন্ন জ্বর রোগ। জীর্ণ (পুরাতন) যে জ্বর, কর্ম্মধা। সং ; পু।

জীর্ণতা—জীর্ণের ভাব ; বৃদ্ধত্ব ; জরা ; ক্ষীণতা। জীর্ণ দেখ ; জীর্ণ + তা ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

জীর্ণত্ব—জীর্ণতা দেখ। জীর্ণ শব্দ + ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী।

জীর্ণদেহ—১। জীর্ণ শরীর। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। জীর্ণ শরীরবিশিষ্ট। জীর্ণ হইয়াছে দেহ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

জীর্ণপত্র—১। জীর্ণ পাতা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। জীর্ণ পত্রবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। ৩। কদম্ব বৃক্ষ। সং ; পু।

জীর্ণপ্রায়—জীর্ণসদৃশ। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

জীর্ণবসন—১। পুরাতন কাপড়। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। পুরাতন বস্ত্রপরিধায়ী। বহু। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

জীর্ণসংস্কার—ভাঙ্গাচুরা সারা, মেরামত। ৬তৎ।

জীর্ণসংস্কৃত—অগ্রে জীর্ণ পশ্চাৎ সংস্কৃত, জীর্ণ হইবার পর যাহার মেরামত করা হইয়াছে। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

জীর্ণা—১। প্রাচীনা, বৃদ্ধা ; পুরাতনী। বিণ ; স্ত্রী। ২। মোটা জীরা। সং ; স্ত্রী

জীর্ণি—জরা, বার্দ্ধক্য ; ক্ষীণতা ; পরিপাক। জৃ (জীর্ণ হওয়া) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে জীর্ণ। [সং ; পু।

জীর্ণোদ্ধার—জীর্ণসংস্কার, মেরামত। ৬তৎ।

জীর্ণোদ্ধৃত—কৃত জীর্ণসংস্কার, যাহার মেরামত করা হইয়াছে। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

জীব—১। জীবিকা ; জীবন। জীব + অল্ ভা ২। দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা ; প্রাণ ; প্রাণী জীব (বাঁচা) + ক ক। সং ; পু।

জীবক—১। আশীর্ব্বাদক ; সাপুড়ে। ণিজন্ত জীব (বাঁচান) + ণক ক। ২। সেবক ; বৃদ্ধিজীবী, সুদখোর। জীব (বাঁচা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি।

জীবগোস্বামী—বৈষ্ণব কবি। ইনি প্রসিদ্ধ ভক্ত রূপ ও সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভের পুত্র। বাল্যকালে ইঁহার নাম অনুপম ছিল। ইনি পরম তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, এবং ষট্সন্দর্ভ, ক্রমসন্দর্ভ, কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা, মাধব মহোৎসব প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। রূপ সনাতনের অবর্ত্তমান সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দ ইঁহাকেই বৃন্দাবনের অভিভাবক এবং আচার্য্য পদে স্থাপন করেন।

জীবজগৎ—প্রাণিলোক। জীবময় বা জীবপূর্ণ জগৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

জীবজীব, জীবঞ্জীব—চকোর। জীব শব্দ (জীবন) – ণিজন্ত জীব (বাঁচান) + ক, পক্ষান্তরে খশ্ ক। সং ; পু।

জীবতত্ত্ব—প্রাণিবিদ্যা, যে শাস্ত্র দ্বারা প্রাণিসমূহের জাতি, স্বভাব, ক্রিয়া, চরিত্র প্রভৃতি অবগত হওয়া যায়। সং ; ক্লী।

জীবতত্ত্ববিৎ—(জীবতত্ত্ববিদ্)। প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ। জীবতত্ত্ব দেখ ; জীবতত্ত্ব – বিদ (জানা) + ক্বিপ্ ক। সং ও বিণ ; পু।

জীবতত্ত্ববিদ্যা—যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে জীববিষয়ক জ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ কোন্ জীবের কিরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি, কোন্ জীব কত দিন বাঁচে, কিরূপে সন্তান প্রসব করে, এবং কাহারা কিরূপ মণ্ডলে অবস্থিতি করে, ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। জীবের তত্ত্ব, ৬তৎ। তদ্বিষয়া বিদ্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

জীবৎ—বাঁচিয়া আছে এরূপ, জীবনবিশিষ্ট, জীবিত। জীব (বাঁচা) + শতৃ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে জীবন্তী।

জীবৎপতি—যাহার পতি জীবিত আছে এরূপ (স্ত্রী), সধবা। জীবৎ (জীবিত) পতি যাহার, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

জীবদ—১। জীবনদাতা। জীব শব্দ (জীবন) – দা (দেওয়া) + ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। বৈদ্য, চিকিৎসক, ডাক্তার। সং ; পু।

জীবদ্দশা—জীবিতকাল, যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়। জীবৎ-এর দশা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

জীবন—১। জল ; মজ্জা। জীব + অনট্ ণ। সং ; ক্লী। ২। প্রাণধারণ, বাঁচিয়া থাকা ; প্রাণ ; জীবিকা। জীব (বাঁচা) + অনট্ ভা। ৩। বায়ু। ণিজন্ত জীব বা জীবি (বাঁচান) + অন ক। সং ; পু।

জীবনক—অন্ন। জীবন শব্দ – কৃ + ড ক। সং ; ক্লী। [সং ; স্ত্রী।

জীবনকাহিনী—জীবিতকালের বিবরণ। ৬তৎ।

জীবনচরিত—যে গ্রন্থে ব্যক্তিবিশেষের জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা সবিশেষ বর্ণিত থাকে। সং ; ক্লী।

জীবনদান—প্রাণদান, বাঁচান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

জীবনধারণ—প্রাণধারণ, বাঁচা। ৬তৎ। সং ; ক্লী

জীবননদী—নদীবৎ নিরন্তর প্রবাহিত জীবন। জীবন নদী সদৃশ, উপমিত। সং ; স্ত্রী।

জীবননাটক—জীবনরূপ নাটক, নাটকবৎ সুখদুঃখাদি নানা ভাবপূর্ণ জীবন। রূপক। সং ; ক্লী।

জীবননাট্য—জীবনরূপ নাট্য (নৃত্যগীতবাদ্য), নৃত্যগীতবাদ্যের ন্যায় অভিনয় পূর্ণ বা সুখদুঃখাদি মিশ্রিত জীবন। রূপক। সং ; ক্লী।

জীবননাশা—জীবননাশক। দেশজ।

জীবনপ্রদীপ—প্রদীপবৎ দীপ্তিময় জীবন। জীবনরূপ প্রদীপ, রূপক, অথবা জীবন প্রদীপ সদৃশ, উপমিত। সং ; পু।

জীবনপ্রবাহ—জীবনস্রোতঃ, স্রোতের ন্যায় নিরন্তর প্রবাহিত জীবন। জীবনরূপ প্রবাহ,

রূপক বা জীবন প্রবাহ সদৃশ, উপমিত। সং ; পু। [সং ; পু।
জীবনযজ্ঞ—জীবিতকালরূপ যাগ। রূপক।
জীবনযাপন—জীবিতকালের অতিবাহন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।
জীবনযোনি—প্রাণের কারণ ; যন্ত্রবিশেষ, এই যন্ত্রের সাহায্যে মৃতবৎ শরীরে শ্বাসক্রিয়া উৎপাদন করা যায়। সং ; পু বা স্ত্রী।
জীবনযৌবন—জীবিতকাল ও তারুণ্য অবস্থা। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।
জীবনরত্ন—১। রত্নসদৃশ মূল্যবান্ জীবন। জীবন রত্ন সদৃশ, উপমিত। ২। জীবিতকালের মধ্যে যাহা সর্ব্বপ্রধান বোধ করা যায় (যেমন পতি স্ত্রীর জীবনরত্ন)। জীবনে রত্ন (রত্নসদৃশ), ৭তৎ। সং ; ক্লী।
জীবনবল্লভ—প্রাণপ্রিয়, যাহাকে প্রাণ হইতে অধিক ভালবাসা যায়। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।
জীবনবারি—জীবিতকালরূপ জল। রূপক। সং ; ক্লী।
জীবনবিনাশক—প্রাণহন্তা। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।
জীবনবিমা—মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীর জন্য টাকা গচ্ছিত রাখা। কোম্পানীবিশেষকে তিনমাস অন্তর কিছু কিছু টাকা দিলে তাঁহারা উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তত্তুল্য বা ততোধিক টাকা তদীয় উত্তরাধিকারীকে দিয়া থাকেন। এইরূপ বন্দোবস্তকে জীবন-বিমা কহে।
জীবনবৃত্তান্ত—জীবনচরিত দেখ।
জীবনসংগ্রাম—জীবিতকালে উন্নতি অবনতি এই ভাবদ্বয়ের সংঘর্ষ, জীবনকালে পরস্পর বিপরীত ভাবদ্বয়ের বা ভাবসমূহের উপস্থিতি সংঘটিত হইলে মনোমধ্যে যুদ্ধবৎ যে ব্যাপার ঘটে তাহা। জীবন সংক্রান্ত সংগ্রাম, অথবা জীবনে ঘটিত সংগ্রাম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।
জীবনসঙ্গিনী—সমগ্র জীবিত কালের সহচরী, যে রমণী যাবজ্জীবন সঙ্গে থাকে। ৭তৎ। বিণ ; স্ত্রী।
জীবনসর্ব্বস্ব—জীবিতকালের যাবতীয় ধনস্বরূপ। কর্ম্মধা ও ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।
জীবনসাধন—শস্য ; জীবনধারণের উপায়। ৬তৎ। সং ; ক্লী।
জীবনস্রোতঃ—জীবনপ্রবাহ, স্রোতোবৎ নিরন্তর প্রবাহিত জীবন। রূপক বা উপমিত। সং ; ক্লী।
জীবনহেতু—বিদ্যা, শিল্প, ভৃতি, সেবা, গোরক্ষা, বিপণি, কৃষি, বৃত্তি, ভিক্ষা, কুশীদ, এই দশবিধ জীবনোপায়। ৬তৎ। সং ; পু।
জীবনাধিক—প্রাণাধিক, প্রাণ হইতে অধিক মূল্যবান্ বা প্রিয়। জীবন হইতে অধিক (অধিক প্রেমাস্পদ), ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।
জীবনান্ত—প্রাণান্ত, মরণ। ৬তৎ। সং ; পু।
জীবনাভিনয়—জীবনের অভিনয় ; যেমন শরীর চেষ্টাদি দ্বারা অবস্থার অনুকরণকে অভিনয় কহে, সেইরূপ জীবনেও নানাবস্থায় যে নানা ভাবের সংঘটন হয় তাহা। ৬তৎ। সং ; পু
জীবনাহুতি—জীবন দান, যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় জগতের হিতকর কার্য্যরূপ যজ্ঞে জীবনকে আহুতি দেওয়া, জগতের উপকারার্থে প্রাণদান। জীবনের আহুতি বা জীবন দ্বারা আহুতি, ৬তৎ বা ৩তৎ। সং ; স্ত্রী।
জীবনী—জীবনদায়িনী, প্রাণরক্ষয়িত্রী। ণিজন্ত জীব বা জীবি (বাঁচান) + অন ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।
জীবনীয়—জীবনধারণের উপায়। জীবন শব্দ + ঈয় হিতার্থে। বিণ ; ত্রি।
জীবনীশক্তি—যে শক্তি জীবগণকে জীবিত রাখে (vital power)। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।
জীবনোপায়—জীবনরক্ষার উপায়, জীবিকা। ৬তৎ। সং ; পু।
জীবন্ত—জীবৎ, জীবনবিশিষ্ট, সজীব। জীব (বাঁচা) + অন্ত ক। বিণ ; ত্রি।
জীবন্মুক্ত—জীবদ্দশাতে মুক্ত অর্থাৎ সংসার মায়াদি হইতে বিমুক্ত, মহাপুরুষ, তত্ত্বজ্ঞানী। জীবৎ অথচ মুক্ত, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।
জীবন্মুক্তি—জীবদ্দশাতে মুক্তি, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হওয়ায় সংসারে থাকিয়াও সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ। জীবৎ অবস্থাতে মুক্তি, ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।
জীবন্মৃত—জীবদ্দশায় মৃতকল্প, জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ অর্থাৎ নিতান্ত অবসন্ন ও নিশ্চেষ্ট। জীবৎ অথচ মৃত, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।
জীবন্যাস—প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র, যাহাতে দেহরূপ পুরীতে প্রাণের অধিষ্ঠান হয়। ৬তৎ। পু।
জীবপতি—সধবা, যে স্ত্রীর পতি জীবিত। জীব (জীবিত) পতি যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী (এইরূপে "জীবপত্নী" ও হয়)।
জীবপূর্ণ—প্রাণি দ্বারা ব্যাপ্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।
জীবপ্রাণ—প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ ; বায়ু। ৬তৎ। সং ; পু। [ত্রি।
জীবপ্রিয়—প্রাণিগণের প্রীতিকর। ৬তৎ। বিণ ;
জীববলি—প্রাণিরূপ পুজোপহার, দেবতার উদ্দেশে ছাগাদি পশুবধ। রূপক কর্ম্মধা। সং ; পু।
জীবমন্দির—শরীর, দেহ। জীবের (প্রাণের) মন্দির (আলয়), ৬তৎ। সং ; ক্লী।
জীবমাতৃকা—কুমারী, ধনদা, নন্দা, বিমলা, মঙ্গলা, বলা, পদ্মা, এই সপ্ত জীবমাতৃকা। সং ; স্ত্রী। [সং ; ক্লী।
জীবরহস্য—প্রাণিসংক্রান্ত গোপনীয় তত্ত্ব। ৬তৎ।
জীবলোক—প্রাণিগণের আবাসস্থল, মর্ত্ত্যলোক, সংসার। ৬তৎ। সং ; পু।
জীবহত্যা—প্রাণিবধ, জীবহিংসা। ৬তৎ। সং।
জীবা—১। জীবিকা। ণিজন্ত জীব বা জীবি + অল্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। ধনুর্গুণ ; ভূমি ; বচা। ণিজন্ত জীব বা জীবি (বাঁচান) + অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।
জীবাতু—১। অন্ন ; জীবনৌষধ। জীব + আতু। ২। জীবিকা ; জীবন। জীব (বাঁচা) + আতু ভা। সং ; পু ও ক্লী।
জীবাত্মা—দেহস্থ আত্মা, জীবপুরুষ [বেদান্ত মতে, আত্মা দ্বিবিধ,—জীবাত্মা ও পরমাত্মা ; ঈশ্বর পরমাত্মা, আর শরীরের অভ্যন্তরে যে এক স্বচ্ছ অংশ আছে, তাহাতে ঈশ্বরের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহাই জীবাত্মা ; শরীর স্বভাবতঃ অচেতন জড় পদার্থ ; উক্ত প্রতিবিম্বের অধিষ্ঠানবলে শরীরে চেতনাসঞ্চারাদি হইয়া থাকে। মৃত্যুকালে ইনি জীবের পদ দ্বারা দেহ হইতে বিনির্গত হইলে বিষ্ণুলোক লাভ হয়। জঙ্ঘা দ্বারা বাহির হইলে বায়ুলোক, জানু দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইলে সাধ্যলোক, পায়ু দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইলে মৈত্রলোক, জঘন দ্বারা নির্গত হইলে মনুষ্যলোক, ঊরু দ্বারা প্রজাপতি লোক, পার্শ্ব দ্বারা মরুল্লোক, নাসাপথে চন্দ্রলোক, বাহুতে ইন্দ্রলোক, বক্ষে রুদ্রলোক, গ্রীবায় মহর্ষিলোক, মুখে বিশ্বদেবলোক, শ্রোত্রে দিগ্দেবলোক, ঘ্রাণে বায়ুলোক, নেত্রপথে সূর্য্যলোক, ভ্রূতে অশ্বিনেয় লোক, ললাটে পিতৃলোক, এবং ব্রহ্মরন্ধ্র পথে বাহির হইলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে]। জীবের আত্মা, (অধিষ্ঠাতা), ৬তৎ ; অথবা জীবও যে আত্মাও সে, কর্ম্মধা। সং ; পু।
জীবাধার—১। শরীর, দেহ ; হৃদয়। জীবের (জীবনের) আধার (আশ্রয়), ৬তৎ। ২। জগৎ। জীবগণের (প্রাণিসমূহের) আধার, ৬তৎ। সং ; পু।
জীবান্তক—১। জীবননাশক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। ব্যাধি। সং ; পু।
জীবিকা—জীবনোপায়, ব্যবসায়, বৃত্তি। জীব দেখ ; জীব (জীবিকা) + কণ্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।
জীবিকানির্ব্বাহ—জীবনযাত্রাসম্পাদন। ৬তৎ।
জীবিকান্বেষণ—জীবনোপায়ের অনুসন্ধান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।
জীবিত—১। জীবনবিশিষ্ট, সজীব, জীবন্ত। জীব (বাঁচা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। জীবন ; প্রাণ। জীব + ক্ত ভা। ৩। জীবিতকাল। জীব + ক্ত অধি। সং ; ক্লী।
জীবিতকাল—আয়ুঃ, যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়। ৬তৎ। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; ক্লী।
জীবিতপ্রয়োজন—প্রাণধারণের আবশ্যকতা।

জীবিতাবস্থা—জীবদ্দশা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জীবিতেশ—১। যম। জীবিতের ঈশ, ৬তৎ। সং; পু। ২। প্রাণেশ্বর। বিণ; ত্রি।

জীবিনী—জীবী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

জীবী—জীবনবিশিষ্ট, প্রাণী। জীব (বাঁচা)+ণিন ক=জীবিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

জীবোপাধি—প্রাণিগণের স্বপ্ন-সুষুপ্তি-জাগরণ রূপ অবস্থাত্রয়। ৬তৎ। সং; পু।

জুগুপ্সক—নিন্দাকারী। সনন্ত গুপ+ণক ক। বিণ; ত্রি।

জুগুপ্সা—নিন্দা, কুৎসা; ঘৃণা। সনন্ত গুপ (কুৎসা করা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে জুগুপ্সিত।

জুগুপ্সিত—নিন্দিত; ঘৃণিত। সনন্ত গুপ (কুৎসা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে জুগুপ্সা।

জুগোপিষা—গোপনেচ্ছা; রক্ষণেচ্ছা। গুপ+ণিচ্ স্বার্থে+সন্=জুগোপিষ+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

জুটিকা—চুলের ঝুঁটি; গুচ্ছ। জট (সংহত হওয়া)+ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

জুট—ঝুঁটি; বন্ধন; সমূহ; জটা। জট (সংহত হওয়া)+ক ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে জুটি, জুটিকা।

জুটিকা, জুটী—জুট দেখ। জুটী=জুট শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। জুটিকা=জুটী শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

জুতি—বেগ; গতি। জু (বেগে চলা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

জুষ—ঝোল; কাথ। জুষ (বধ করা)+অল্ ণ। সং; পু ও ক্লী।

জৃম্ভ, জৃম্ভণ—মুখবিকাশ; হাইতোলা। জৃন্ভ (হাইতোলা)+অল্, পক্ষান্তরে অনট্ ভা। সং; প্রথমটি পু ও দ্বিতীয়টি ক্লী।

জৃম্ভক—১। জৃম্ভনকারী, হাই তোলে যে এরূপ। জৃন্ভ (হাই তোলা)+ণক ক। ২। নিদ্রাকারক। ণিজন্ত জৃন্ভ বা জৃম্ভি (হাই তোলান)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

জৃম্ভকাস্ত্র—শত্রুর নিদ্রাকারক অস্ত্র, অর্থাৎ যে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলে আহত শত্রু মোহপ্রাপ্ত হইত, কিন্তু প্রাণে মরিত না। জৃম্ভক (নিদ্রাকারক) অস্ত্র, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

জৃম্ভণ—জৃম্ভ দেখ।

জৃম্ভমাণ—প্রকাশমান; যে হাই তুলিতেছে এরূপ। জৃন্ভ+শান ক। বিণ; ত্রি।

জৃম্ভা—হাইতোলা, মুখবিকাশ; স্ফুটন। জৃম্ভ দেখ; জৃম্ভ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

জৃম্ভিত—১। স্ফুটিত; প্রকাশিত। জৃন্ভ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। জৃম্ভা, জৃম্ভণ। জৃন্ভ (হাইতোলা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

জেতব্য—জেয়। জি (জয় করা)+তব্য র্ম। বিণ; ত্রি।

জেতা—জয়কর্ত্তা, জয়ী। জি (জয় করা)+তৃন্ ক=জেতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে জেত্রী। বিশেষ্যে জেতৃত্ব।

জেতৃত্ব—জেতা দেখ।

জেত্রী—জেতা দেখ। বিণ; স্ত্রী।

জেমন—ভোজন, ভক্ষণ। জিম (ভক্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

জেয়—জেতব্য, যাহা জয় করিতে হইবে বা করা উচিত এরূপ। জি+য র্ম। বিণ; ত্রি।

জৈগীষব্য—জনৈক সিদ্ধপুরুষ। ইনি আদিত্য তীর্থস্থ অসিত দেবলের আশ্রমে তপশ্চরণ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবল ইহাঁকে সিদ্ধ হইতে দেখিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিদ্ধ হইতে পারিলেন না। একদা দেবল হোমকালে ইহাঁকে আশ্রমে দেখিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে ইনি ভিক্ষুকরূপে আশ্রমে উপস্থিত হইলে দেবল যথা শক্তি ইহাঁর সৎকার করিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। দেবল ভাবিলেন, ইনি কি অলস! আমি এতাবৎকাল ইহাঁর সেবা করিতেছি, কিন্তু ইনি আমার সহিত বাক্যালাপও করিলেন না। পরে দেবল স্নানার্থ সাগরে গমন করিয়া দেখিলেন, তথায় ইনি স্নান করিতেছেন। তদ্দর্শনে দেবল সাতিশয় বিস্মিত হইয়া স্নানাহ্নিক সমাপনপূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, ইনি তথায় স্থাণুবৎ বসিয়া রহিয়াছেন। তখন দেবল ইহাঁর স্বরূপ অবগত হইবার আশায় অন্তরীক্ষে গমন করিয়া দেখিলেন, অন্তরীক্ষবাসী সিদ্ধচারণগণ ইহাঁর পূজা করিতেছেন। তদ্দর্শনে দেবলের ক্রোধ উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণ পরে জৈগীষব্য পিতৃলোকে গমন করিলেন। দেবলও ইহাঁর পশ্চাৎ চলিলেন। ক্রমে ইনি যমলোক, সোমলোক, অগ্নিহোত্র, চাতুর্ম্মাস্য, অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যাজ্ঞিকলোকে এবং রুদ্রস্থান, বসুস্থান, গোলোক প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ইহাতে দেবল বিস্মিত হইয়া তত্রত্য সিদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর করিলেন,—"জৈগীষব্য সারস্বত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তথায় তোমার গমনের শক্তি নাই।" তখন দেবল পুনরায় আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, জৈগীষব্য তথায় পূর্ব্ববৎ উপবিষ্ট। তদ্দর্শনে দেবল ইহাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক মোক্ষধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন।

জৈত্র—১। পারদ, পারা। সং। পু। ২। জয়যুক্ত, জয়শীল। জি (জয় করা)+তৃন্ ক, তদুত্তরে ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

জৈত্রী—জয়ন্তী বৃক্ষ। জৈত্র দেখ; জৈত্র শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জৈন—১। বৌদ্ধ। জিন শব্দ (বুদ্ধদেব)+ষ্ণ। সং; পু।

২। জিনপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম ও তদ্ধর্ম্মাবলম্বী জাতিবিশেষ। ঋষভদেব কর্ত্তৃক এই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র, কিন্তু ইহাতে হিন্দুধর্ম্মেরও অনেক অংশ দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টীয় ৮ম ৯ম শতাব্দীতে এই ধর্ম্ম সাতিশয় উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এই ধর্ম্মাবলম্বীরা দুই ভাগে বিভক্ত—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। দিগম্বরেরা এক্ষণে ভোজনকাল ব্যতীত অন্য সময়ে রঞ্জিত বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মমতের অধিক পার্থক্য নাই। ইহাঁদের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রথমতঃ কল্পসূত্র ও আগম এই দুই ভাগে বিভক্ত। দ্বিতীয়তঃ ইহার একাদশ উপাঙ্গ, দ্বাদশ উপাঙ্গ, নন্দীসূত্র, দশ পয়ন্ন প্রভৃতি কতকগুলি ভাগ আছে। এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত, মাগধী ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত। ইহাঁদের মতে দুই যুগ—উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী। অবসর্পিণীতে উত্তম হইতে আরব্ধ হইয়া ক্রমে কালের অবস্থা অধম হয়, পরে উৎসর্পিণী যুগের আরম্ভ হইয়া কালের উন্নতি হয়। ইহাদের প্রত্যেক ভাগে ২৪ জন করিয়া জিন, দ্বাদশ চক্রবর্ত্তী, ৯ বলদেব, এবং ৯ বাসুদেব আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই মতে জগতের লয় নাই। মানবগণ নিত্যসিদ্ধ, মুক্তাত্মা ও বদ্ধাত্মা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাঁদের পঞ্চ প্রতিজ্ঞা ও কর্ত্তব্য আছে। তাহা এই—(১) চুরি করিও না; (২) মিথ্যা বলিও না; (৩) বধ করিও না বা ক্লেশ দিও না; (৪) চিন্তা বাক্য ও কার্য্যে ন্যায়পরায়ণ হইবে; (৫) অনুপযুক্ত আশা করিও না।

জৈমিনি—মীমাংসাদর্শন প্রণেতা মুনি। ইনি বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন, এবং তাঁহার নিকট সামবেদ ও মহাভারতে শিক্ষিত হন। দর্শনশাস্ত্রে ইহাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইহাঁর প্রণীত জৈমিনিদর্শন বা পূর্ব্ব মীমাংসা ও জৈমিনি-ভারত ভারতবিখ্যাত। ইহাঁর রচিত মহাভারতের কেবল অশ্বমেধ পর্ব্বই এখন দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি এবং বৈশম্পায়নাদি অপর পাঁচজন বক্তাবারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহাতে বোধ হয়, ইনি তাড়িত বিদ্যাতেও সবিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। সং; পু।

জৈবাতৃক—১। দীর্ঘজীবী। বিণ; ত্রি। ২।

চন্দ্র; ঔষধ; কর্পূর। জীব (বাঁচা)+ আতৃকণ্ ক। সং; পু।

জোড়পাণি—জোড়হাত, একত্র বদ্ধ হস্তদ্বয়। দেশজ শব্দ।

জোন্স—স্যার্ উইলিয়ম (Sir William Jones). জন্ম ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৭৪৬ খ্রীঃ। ইনি ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সুপ্রীম-কোর্টের জজ পদে নিযুক্ত হন; পর বৎসর কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করেন ও আমরণ উহার সভাপতি ছিলেন। ইংরাজদের মধ্যে ইনিই প্রথমে প্রাচ্য সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিতে অভিলাষ করেন। কথিত আছে, কোনও ব্রাহ্মণ ইঁহাকে শিক্ষা দিতে সম্মত হন নাই। একজন বৈদ্য পণ্ডিত পৃথক্ আসনে বসিয়া শিক্ষা দিতেন ও শিক্ষা দিয়া স্নানার্থে নিজ গৃহে প্রবেশ করিতেন। এসিয়াটিক রিসার্চেস নামক ধারাবাহিক গ্রন্থে ইনি প্রাচ্যদেশ বিষয়ক নানা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সংস্কৃত, পারসী ও আরবী ভাষায় ইনি বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইঁহার অনুবাদিত শকুন্তলা পাঠে সংস্কৃত ভাষার উপর জর্ম্মণদেশের প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইনি গীতগোবিন্দ ও হিতোপদেশের ও মুসলমান আইনের অনুবাদ করেন। এসিয়াটিক সোসাইটি ইঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ অদ্যাপি বিরাজমান। পাশ্চাত্যদেশে প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনই ইঁহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে ইঁহার শরীর ভগ্ন হয়। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রেল ৪৮ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার জীবনের কার্য্য ইঁহার রচিত নিম্নলিখিত পদ্যে সুন্দররূপে সূচিত হইয়াছে—

Seven hours to law, to soothing slumber seven.
Ten to the world allot, and all to Haven.

জোষ—তৃপ্তি; সন্তোষ। জুষ (প্রীত হওয়া) + অল্ ভা। সং; পু। [স্ত্রী।

জোষণ—সেবা; প্রীতি। জুষ+অনট্ ভা। সং;

জোষিতা—জোষিৎ দেখ।

জোষিৎ, জোষিতা—স্ত্রী, যোষিৎ, নারী। জোষিৎ=জুষ (প্রীত করা)+ইৎ ক। জোষিতা=জোষিৎ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

জ্ঞ—অভিজ্ঞ; জ্ঞানী ব্যক্তি, পণ্ডিত। জ্ঞা (জানা)+ক ক। সং; পু।

জ্ঞপিত, জ্ঞপ্ত—তোষিত; শাণিত; নিশাদিত; জ্ঞাপিত; মারিত। জ্ঞপ (জানান ইত্যাদি) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

জ্ঞপ্তি—জ্ঞান, জানা। জ্ঞপ (জানান)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

জ্ঞা—জ্ঞান। জ্ঞা (জানা)+ক্বিপ্ ভা বা ণ। সং; স্ত্রী।

জ্ঞাত—বিদিত, যাহা জানা গিয়াছে এরূপ। জ্ঞা (জানা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে জ্ঞান।

জ্ঞাতব্য—জ্ঞেয়, যাহা জানা উচিত বা আবশ্যক এরূপ। জ্ঞা (জানা)+তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

জ্ঞাতসার—সারজ্ঞ। জ্ঞাত হইয়াছে সার যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

জ্ঞাতসারে—জ্ঞানগোচরে, বিদিতরূপে। ক্রি-বিণ।

জ্ঞাতা—বোদ্ধা, জ্ঞানী, জ্ঞানশালী। জ্ঞা (জানা) +তৃন্ ক=জ্ঞাতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে জ্ঞাত্রী।

জ্ঞাতি—দায়াদ; সপিণ্ড; সগোত্র, এক গোত্রে অর্থাৎ বংশে জাত ব্যক্তি। জ্ঞা (জানা)+ক্তিন্ ক। সং; পু।

জ্ঞাতিত্ব—জ্ঞাতির ভাব বা ধর্ম্ম। জ্ঞাতি+ত্ব ভাবে। সং; পু।

জ্ঞাতেয়—জ্ঞাতিত্ব, জ্ঞাতিধর্ম্ম। জ্ঞাতি+ঢেয় ভাবে। সং; ক্লী।

জ্ঞান—বোধ, জানা। জ্ঞা (জানা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে জ্ঞাত, জ্ঞানী। মোক্ষ-বিষয়া ধীকে জ্ঞান এবং শিল্পশাস্ত্রাদি বিষয়া ধীকে বিজ্ঞান কহে। যোগমতে বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয় সমুদায় ও আত্মার একত্বকে জ্ঞান কহে। ন্যায়মতে প্রমা ও অপ্রমা এই দুই প্রকার জ্ঞান।

জ্ঞানকৃত—জানিয়া শুনিয়া করা হইয়াছে এরূপ, জ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

জ্ঞানগম্য—বোধগম্য। জ্ঞান দ্বারা গম্য (জ্ঞেয়), ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

জ্ঞানগোচর—জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞেয়। ৬তৎ।

জ্ঞানগৌরব—১। জ্ঞানের মহত্ত্ব, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা। ৬তৎ। ২। জ্ঞান জন্য সম্মান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

জ্ঞানচক্ষুঃ—জ্ঞানরূপ নেত্র। রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি।

জ্ঞানজ্যেষ্ঠ—অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন। ৩তৎ।

জ্ঞানজ্যোতিঃ—জ্ঞানরূপ আলোক; বিশুদ্ধ জ্ঞান। রূপক বা উপমিত। সং; ক্লী।

জ্ঞানতঃ—জ্ঞানপূর্ব্বক, জানিয়া শুনিয়া। জ্ঞান +তস্। ব্য।

জ্ঞানতপন—জ্ঞানরূপ সূর্য্য। রূপক। সং; পু।

জ্ঞানতরঙ্গ—জ্ঞানোর্ম্মি, ধারাবাহিক জ্ঞান। ৬তৎ। সং; পু।

জ্ঞানদাতা—যিনি জ্ঞান দান করেন, শিক্ষক; গুরু। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [স্ত্রী।

জ্ঞানদান—জ্ঞানার্পণ, শিক্ষাদান। ৬তৎ। সং;

জ্ঞানদাস—বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামের দুই ক্রোশ পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাস ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে "মঙ্গল" ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য ইঁহাকে কেহ মঙ্গলঠাকুর, কেহ শ্রীমঙ্গল ও কেহ কেহ মদন মঙ্গল নামে অভিহিত করিতেন।

"রাঢ়দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।
তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয়॥"
ভক্তিরত্নাকর।

এই কাঁদড়া গ্রামে এখনও জ্ঞানদাসের মঠ বিদ্যমান আছে এবং প্রতি বৎসর পৌষ-পূর্ণিমায় মহোৎসবে মেলা হইয়া থাকে। জ্ঞানদাস নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবীদেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা ছিলেন। ইঁহার রচিত মাথুর ও মুরলীশিক্ষা বৈষ্ণবগীতিকাব্যের মহামূল্য রত্ন। ইঁহার ভাষা ও রচনাপ্রণালী চণ্ডীদাসের অনুকৃত। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস ও মনোহর সাঁই নামক কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক মনোহর দাসের সমসাময়িক ছিলেন।

জ্ঞানধন—১। জ্ঞানরূপ ধন। রূপক। সং; ক্লী। ২। জ্ঞানী। জ্ঞান হইয়াছে ধন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

জ্ঞাননিষ্ঠ—পরমার্থ চিন্তায় মগ্ন। জ্ঞানে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

জ্ঞানপতি—পরমেশ্বর; গুরু। ৬তৎ। সং; পু।

জ্ঞানপারগ—সাতিশয় জ্ঞানী, জ্ঞানের পারদর্শী। জ্ঞানের পার, ৬তৎ। জ্ঞানপার—গম+ড ক। বিণ; ত্রি।

জ্ঞানপিপাসা—জ্ঞানলাভেচ্ছা। ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

জ্ঞানপিপাসু—জ্ঞানলাভেচ্ছু, জিজ্ঞাসু। ২তৎ। বিণ; ত্রি। [৬তৎ। বিণ; ক্লী।

জ্ঞানভাণ্ডার—যাহার অত্যন্ত জ্ঞান আছে।

জ্ঞানমন্দির—জ্ঞানের গৃহ; অত্যন্ত জ্ঞানী। ৬তৎ। বিণ; ক্লী।

জ্ঞানময়—জ্ঞানস্বরূপ; পরমেশ্বর। জ্ঞান শব্দ+ ময়ট্। বিণ বা সং; ক্লী।

জ্ঞানযোগ—ব্রহ্মলাভজনক নিষ্ঠাবিশেষ। জ্ঞান রূপ যে যোগ, রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

জ্ঞানলিপ্সা—জ্ঞানলাভেচ্ছা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

জ্ঞানলিপ্সু—জ্ঞানলাভেচ্ছু। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

জ্ঞানবতী—জ্ঞানবান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

জ্ঞানবাদ—ভক্তি ও কর্ম্মকে প্রধান না বলিয়া জ্ঞানকেই প্রধান বলা; জ্ঞানের কথন। ৬তৎ। সং; পু।

জ্ঞানবান্—জ্ঞানী। জ্ঞান শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে= জ্ঞানবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে জ্ঞানবতী।

জ্ঞানবাপী—কাশীস্থ তীর্থকূপবিশেষ। সং; স্ত্রী।

জ্ঞানশালী—(জ্ঞানশালিন্)। জ্ঞানী। জ্ঞান শব্দ +শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে জ্ঞানশালিনী।

জ্ঞানশূন্য—জ্ঞানহীন, অজ্ঞান। ৩তৎ। বিণ।
জ্ঞানসাগর—সমুদ্রের ন্যায় অমেয় জ্ঞানসম্পন্ন। ৬তৎ। বিণ; পু।
জ্ঞানাঙ্কুর—সামান্য জ্ঞান, প্রথম জ্ঞান। ৬তৎ। সং; পু। [বিণ; ত্রি।
জ্ঞানানন্দ—জ্ঞানেই যাহার আনন্দ। বহু।
জ্ঞানানুশীলন—জ্ঞানচর্চ্চা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
জ্ঞানসাধন—ইন্দ্রিয়। ৬তৎ। সং; ক্লী।
জ্ঞানাপোহ—জ্ঞানলোপ; বিস্মরণ। ৬তৎ। সং; পু।
জ্ঞানাভ্যাস—জ্ঞেয় বিষয়ের চিন্তনকথনপ্রবোধনাদি। ৬তৎ। সং; পু।
জ্ঞানালঙ্কার—১। জ্ঞান-ভূষণ, জ্ঞানই যাহার ভূষণ। বহু। বিণ; ত্রি। ২। জ্ঞানরূপ আভরণ। রূপক। সং; পু।
জ্ঞানী—জ্ঞানবান্, যাহার জ্ঞান আছে এরূপ। জ্ঞান+ইন্ অস্ত্যর্থে=জ্ঞানিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।
জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর—ইনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র। জ্ঞানেন্দ্রমোহন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করিতেন। পরে তাঁহার দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন বলিয়া পিতা প্রসন্নকুমার ইঁহাকে বিষয়চ্যুত করেন এবং ঐ বিষয় ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহন ও উত্তরকালে ঠাকুরবংশের প্রতিনিধিগণ যথাক্রমে ভোগ করিবেন, এই মর্ম্মে একখানি উইল করেন। প্রসন্নকুমারের মৃত্যুর পর এই উইল লইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে মোকদ্দমা হয়। হাইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল হয়। চূড়ান্ত বিচারফলে যতীন্দ্রমোহন জীবিতকালে বিষয়ের স্বত্ব উপভোগ করিবেন, পরে জ্ঞানেন্দ্রমোহন সমস্ত বিষয় পাইবেন, ইহাই স্থির হইয়া যায়। যতীন্দ্রমোহনের জীবিত কালে জ্ঞানেন্দ্রমোহন তাঁহার ভাবিস্বত্ব ইংলণ্ডের এক সিণ্ডিকেটের নিকট বিক্রয় করিয়া কিছুদিন পরে দেহত্যাগ করেন। পরে যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর (১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার উত্তরাধিকারী মহারাজ স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর ঐ সিণ্ডিকেটের নিকট হইতে সমস্ত বিষয় ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। যাহার বার্ষিক উপস্বত্বমাত্র যতীন্দ্রমোহন উপভোগ করিতে পাইতেন, প্রদ্যোতকুমার স্থায়িভাবে সেই বিষয়ের পূর্ণ অধিকারী হইয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ইংলণ্ডে গিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর ভিতর তিনিই প্রথম ব্যারিষ্টার। কিন্তু ব্যবসায় করিবার অবসর তাঁহার বড় ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি প্রায়ই ইংলণ্ডে বাস করিতেন এবং সেই খানেই তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে।
জ্ঞানেন্দ্রিয়—যে ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান লাভ করা যায়; চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনঃ, এইগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়। জ্ঞান সাধন যে ইন্দ্রিয়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।
জ্ঞানোদয়—জ্ঞানসঞ্চার, জ্ঞানের প্রকাশ। ৬তৎ। সং; পু।
জ্ঞানোন্নতি—জ্ঞানের উৎকর্ষ, জ্ঞানের বৃদ্ধিসম্পাদন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
জ্ঞাপক—জ্ঞাপনকর্ত্তা, নিবেদক; সূচক। ণিজন্ত জ্ঞা বা জ্ঞাপি (জানান)+ণক ক। বিণ।
জ্ঞাপন—জানান, বিজ্ঞাপন। ণিজন্ত জ্ঞা বা জ্ঞাপি+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে জ্ঞাপিত।
জ্ঞাপনীয়—বেদনীয়, নিবেদনীয়। ণিজন্ত জ্ঞা বা জ্ঞাপি+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
জ্ঞাপয়িতা—নিবেদক, যে জানায়। ণিজন্ত জ্ঞা বা জ্ঞাপি+তৃন্=জ্ঞাপয়িতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।
জ্ঞাপিত—যাহা জানান হইয়াছে এরূপ, বিজ্ঞাপিত। ণিজন্ত জ্ঞা বা জ্ঞাপি (জানান)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে জ্ঞাপন।
জ্ঞেয়—জ্ঞানবিষয়, যাহা জানা উচিত বা আবশ্যক এরূপ, জানিবার যোগ্য। জ্ঞা (জানা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
জ্যা—পৃথিবী; মাতা; ধনুকের ছিলা, গুণ, মৌর্ব্বী; বৃত্তপরিধি খণ্ডের প্রান্তদ্বয়যোজক সরল রেখা। জ্যা (জীর্ণ হওয়া বা করা)+ক্বিপ্ ক। সং; স্ত্রী।
জ্যামিতি—ভূমির পরিমাণবিষয়ক শাস্ত্র, ক্ষেত্রতত্ত্ব (Geometry)। সং; স্ত্রী।
জ্যামিতিক—জ্যামিতি শাস্ত্র সংক্রান্ত। জ্যামিতি শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।
জ্যায়সী—জ্যায়ান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী।
জ্যায়ান্—জ্যেষ্ঠ; বৃদ্ধ; শ্রেষ্ঠ। বৃদ্ধ+ঈয়সু= জ্যায়স্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে জ্যায়সী। [সং; পু।
জ্যারোপ—গুণস্থাপন, ধনুকে ছিলা পরান।
জ্যেষ্ঠ—অগ্রজ, শ্রেষ্ঠ। বৃদ্ধ+ইষ্ঠ। বিণ; ত্রি।
জ্যেষ্ঠতাত—পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জেঠা। তাতের (পিতার) জ্যেষ্ঠ (অগ্রজ), ৬তৎ। পু।
জ্যেষ্ঠা—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে অষ্টাদশ নক্ষত্র; মধ্যমাঙ্গুলি; টিকটিকী। জ্যেষ্ঠ দেখ; জ্যেষ্ঠ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। স্ত্রী।
জ্যেষ্ঠাশ্রমী—গার্হস্থ্যাবলম্বী, গৃহস্থাশ্রমী, গৃহস্থ। জ্যেষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ) যে আশ্রম জ্যেষ্ঠাশ্রম, কর্ম্মধা; জ্যেষ্ঠাশ্রম শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে= জ্যেষ্ঠাশ্রমিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।
জ্যেষ্ঠী—টিকটিকী। জ্যেষ্ঠ দেখ; জ্যেষ্ঠ শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
জ্যৈষ্ঠ—বাঙ্গালা বৎসরের দ্বিতীয় মাস। জ্যেষ্ঠা দেখ; জ্যেষ্ঠা শব্দ+ষ্ণ। সং; পু।
জ্যৈষ্ঠী—জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা। জ্যেষ্ঠা শব্দ+ ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
জ্যৈষ্ঠ্য—জ্যেষ্ঠত্ব; শ্রেষ্ঠতা; উৎকর্ষ। জ্যেষ্ঠ দেখ; জ্যেষ্ঠ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।
জ্যোতিঃ—১। তেজঃ; চৈতন্য; চক্ষুঃ; শাস্ত্র-বিশেষ, জ্যোতিঃশাস্ত্র। দ্যুত (দীপ্তি পাওয়া) +ইস্ ক=জ্যোতিস্, ১মার ১বচন। সং; ক্লী। ২। সূর্য্য; অগ্নি। সং; পু। ৩। দীপ্তি; প্রকাশ; জ্বালা। দ্যুত+ইস্ ভা। সং; স্ত্রী।
জ্যোতিঃপ্রতিবিম্ব—জ্যোতির প্রতিচ্ছায়া। ৬তৎ। সং; পু ও ক্লী।
জ্যোতিঃপ্রফুল্ল—জ্যোতিঃ হেতু আনন্দিত; দীপ্তি দর্শনে প্রসন্ন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
জ্যোতিঃশাস্ত্র—গ্রহনক্ষত্রাদির গতিস্থিতি সঞ্চারাদি অনুসারে শুভাশুভনিরূপণবিষয়ক শাস্ত্র; গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, প্রভৃতির স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণকাল, গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারনিরূপণবিষয়ক বিদ্যা। সং।
জ্যোতিরাত্মা—সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি। জ্যোতিঃ আত্মা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
জ্যোতিরিঙ্গ, জ্যোতিরিঙ্গণ—খদ্যোত, জোনাকি পোকা। জ্যোতিঃ দেখ; জ্যোতিস্ শব্দ—ইন্গ (গমন করা, ইত্যাদি)+অন্, পক্ষান্তরে অন ক। সং; পু।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইনি জোড়াসাঁকো-নিবাসী স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র। ১২৫৫ সালের ২২শে বৈশাখ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে বংশে জন্ম, সে বংশের সকলেই লেখক, সকলেই কবি। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঁহার অন্যতম ভ্রাতা। ইনি যৌবনকাল হইতেই মাতৃভাষার চর্চ্চা করিতেছেন। বহুদিন যাবৎ ইনি ভারতী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ সকল লোকে অতি আদর করিয়া পড়িত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একজন উৎকৃষ্ট সমালোচক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক সময়ে ইঁহার অশ্রুমতী, পুরুবিক্রম ও সরোজিনী নাটক বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চ সকলে অতি সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল। ইদানীং ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত ও ফরাসী ভ্রমণবৃত্তান্ত ও নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিতেছেন। অনুবাদে ইনি সিদ্ধহস্ত। এমন সুন্দর অনুবাদ খুব কম লোকেই করিতে পারেন। সঙ্গীতরচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুনিপুণ। ইনি বহুসংখ্যক জাতীয় সঙ্গীত, প্রণয়-সঙ্গীত ও ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনা

করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এক সময়ে সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। কয়েক বৎসর ধরিয়া ইনি সঙ্গীত-প্রকাশিকা নামক মাসিক পত্রের সম্পাদন করিতেছেন।

জ্যোতির্ম্মণ্ডল—মণ্ডলাকার জ্যোতিঃ, গ্রহ-নক্ষত্রাদি। উপমিত। সং; ক্লী।

জ্যোতির্ম্ময়—জ্যোতিঃপরিপূর্ণ; দীপ্তিশালী। জ্যোতিঃ দেখ; জ্যোতিস্+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়ী।

জ্যোতির্ম্ময়ী—জ্যোতির্ম্ময় দেখ। বিণ; স্ত্রী।

জ্যোতির্ব্বিৎ—জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। জ্যোতিঃ দেখ; জ্যোতিস্ শব্দ (জ্যোতিঃশাস্ত্র)—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক=জ্যোতির্ব্বিদ্, ১মার ১বচন। সং ও বিণ; পু।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা—জ্যোতিঃশাস্ত্র দেখ। সং; স্ত্রী।

জ্যোতির্ব্বেত্তা—জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। জ্যোতিঃ দেখ; জ্যোতিস্ শব্দ (জ্যোতিঃশাস্ত্র)-বিদ (জানা)+তৃন্ ক=জ্যোতির্ব্বেতৃ, ১মার ১বচন। সং ও বিণ; পু।

জ্যোতির্ব্বিন্দু—কণমাত্র জ্যোতিঃ। ৬তৎ। সং।

জ্যোতিশ্চক্র—রাশিচক্র। ৬তৎ। সং; পু।

জ্যোতিষ, জ্যৌতিষ—জ্যোতিঃশাস্ত্র। জ্যোতিঃ দেখ; জ্যোতিস্ শব্দ+ষ্ণ। সং; ক্লী।

জ্যোতিষিক, জ্যৌতিষিক—১। জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ, জ্যোতির্ব্বেত্তা। জ্যোতিষ দেখ; জ্যোতিষ শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু। ২। জ্যোতিঃশাস্ত্র-সম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি।

জ্যোতিষ্ক—নভোমণ্ডলস্থ গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ। জ্যোতিঃ দেখ; জ্যোতিস্ শব্দ—কৃ (করা)+ড ক; অথবা জ্যোতিস্ শব্দ+কণ্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

জ্যোতিষ্কমণ্ডল—মণ্ডলাকার জ্যোতির্ম্ময় গ্রহ-নক্ষত্রাদি। জ্যোতিষ্ক দেখ; জ্যোতিষ্ক মণ্ডল-সদৃশ, উপমিত। সং; ক্লী।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীয়—জ্যোতিষ্কমণ্ডল সংক্রান্ত। জ্যোতিষ্কমণ্ডল+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

জ্যোতিষ্টোম—যজ্ঞবিশেষ। সং; পু।

জ্যোতিষ্পথ—আকাশ। জ্যোতির্গণের পথ, ৬তৎ। সং; পু।

জ্যোতিষ্মতী—১। জ্যোতির্ম্ময়ী, দীপ্তিবিশিষ্টা। জ্যোতিঃ দেখ; জ্যোতিস্+মতু, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে জ্যোতিষ্মান্। ২। জ্যোৎস্নালোকিতা রাত্রি; সত্ত্বগুণময় চিত্তবৃত্তি। সং; স্ত্রী।

জ্যোতিষ্মান্—১। জ্যোতির্ম্ময়, দীপ্তিবিশিষ্ট। জ্যোতিঃ দেখ; জ্যোতিস্ (দীপ্তি)+মতু অস্ত্যর্থে=জ্যোতিষ্মৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে জ্যোতিষ্মতী। ২। সূর্য্য; কুশদ্বীপাধিপতি, ইঁহার পিতার নাম প্রিয়ব্রত। সং; পু।

জ্যোৎস্না—চন্দ্রকিরণ, চন্দ্রিকা; কান্তি, শোভা। জ্যোতিঃ দেখ; জ্যোতিস্ শব্দ+ন, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

জ্যোৎস্নাময়ী—জ্যোৎস্নালোকিতা। জ্যোৎস্না+ময়ট্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

জ্যোৎস্নালোকিত—জ্যোৎস্না দ্বারা প্রদীপ্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

জ্যোৎস্নাবিলোকিত—জ্যোৎস্না জন্য দৃষ্ট, জ্যোৎস্নার আলোকে নিরীক্ষিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

জ্যোৎস্নী, জ্যৌৎস্নী—চন্দ্রিকাময়ী রাত্রি। জ্যোৎস্না দেখ; জ্যোৎস্না+ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। স্ত্রী।

জ্বর—গাত্রতাপ, স্বনামখ্যাত রোগবিশেষ; সন্তাপ। জ্বর (রোগ হওয়া)+অন্ ক। সং; পু।

জ্বরঘ্ন—জ্বরান্তক; জ্বরনাশক। জ্বর দেখ; জ্বর—হন (বধ করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি।

জ্বরবিকার—যাহাতে রোগীর জীবনের আশঙ্কা জন্মে এরূপ বিকৃতিময় জ্বর। ৭তৎ। সং।

জ্বরাতিসার—জ্বরযুক্ত অতিসার রোগ। মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

জ্বরান্তক—জ্বরঘ্ন, জ্বরনাশক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

জ্বরিত—জ্বরবিশিষ্ট। জ্বর+ইত জাতার্থে। বিণ।

জ্বলৎ—জ্বলিতেছে এরূপ, জ্বলন্ত; দীপ্তিশালী। জ্বল (দীপ্ত হওয়া)+শতৃ ক। বিণ; ত্রি।

জ্বলদগ্নি—জ্বলন্ত আগুন। জ্বলৎ যে অগ্নি, কর্ম্মধা। সং; পু।

জ্বলন—১। অগ্নি, অনল। জ্বল+অন ক। সং; পু। ২। দীপন; জ্বালা। জ্বল (দীপ্ত হওয়া) অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে জ্বলিত।

জ্বলন্ত—জ্বলৎ; প্রজ্বলিত। জ্বল (দীপ্ত হওয়া)+শতৃ ক=জ্বলৎ; জ্বলৎ শব্দের রূপ। বিণ।

জ্বলিত—১। যাহা জ্বলিতেছে এরূপ; দগ্ধ; দীপ্ত; প্রকাশিত; প্রজ্বলিত। জ্বল (দীপ্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। জ্বলন। জ্বল+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

জ্বাল—অগ্নিশিখা; আগুনের ঝল্কা। জ্বল (দীপ্ত হওয়া)+ণ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে জ্বালা।

জ্বালা—অগ্নিশিখা; জ্বলন, দাহ। জ্বাল দেখ; জ্বাল+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

জ্বালাতন—দাহপ্রাপ্ত; ক্লেশান্বিত, ত্যক্তবিরক্ত। জ্বালা শব্দ+তনষ্। বিণ; ত্রি।

জ্বালামালিনী—দেবীবিশেষ। জ্বালার মালা, ৬তৎ, তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

জ্বালামুখী—তীর্থবিশেষ, ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশান্তর্গত কাঙ্গড়া জেলায় অবস্থিত। সং; স্ত্রী। [আর্য্যমতে, দক্ষযজ্ঞে সতী দেহ ত্যাগ করিলে, শিব যখন সেই শবদেহ ত্রিশূলোপরি ঘূর্ণিত করেন, তখন সতীর দেহ ছিন্ন হইয়া এই স্থানে পতিত হয়; এই স্থানে ভূগর্ভস্থ এক প্রকার বাষ্প বায়ুসংযোগে জ্বলিয়া থাকে, সেই জন্যই ইহার নাম জ্বালামুখী।

জ্বালিত—ক্লেশিত, ভস্মীকৃত। ণিজন্ত জ্বল বা জ্বালি+ক্ত র্ম্ম। (জ্বলিত হয়, কারণ উপসর্গ পূর্ব্বে না থাকিলে জ্বলাদি ধাতুর হ্রস্ব হয়, এবং উপসর্গ পূর্ব্বে থাকিলে জ্বল ধাতুর নিত্য হ্রস্ব হয়)। বিণ; ত্রি।

জ্বালী—(জ্বালিন্)। ১। দীপ্তিমান্। জ্বল+ণিন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। শিব। সং; পু।

জ্বালেশ্বর—তীর্থবিশেষ। সং; পু।

ঝ

ঝ—১। নবম ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ২। ঝঞ্ঝাবাত; ধ্বনি; বৃহস্পতি; দৈত্যরাজ। ঝট (সংহত হওয়া বা করা)+ড ক। সং; পু। ৩। নিদ্রিত। বিণ; ত্রি।

ঝঙ্কার—ভ্রমরাদির গুঞ্জন; মধুর অস্ফুট ধ্বনি; ঝন্ ঝন্ শব্দ। ঝম্ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ঝঙ্কৃতি—ঝঙ্কার দেখ। ঝম্ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ঝঞ্ঝা—প্রবল বাত্যা, ঝড়; বৃষ্টি; ধ্বনিবিশেষ। ঝম্ (অনুকরণ শব্দ)—ঝট (সংহত হওয়া বা করা)+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ঝঞ্ঝানিল, ঝঞ্ঝামারুত, ঝঞ্ঝাবাত—প্রচণ্ড বায়ু, প্রবল ঝড়; ঝড়বৃষ্টি। ঝঞ্ঝা যুক্ত যে অনিল, মারুত, বা বাত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ঝঞ্ঝাবায়ু—ঝঞ্ঝানিল দেখ।

ঝটকা—ঝড়। দেশজ।

ঝটিকাবর্ত্ত—একপ্রকার ঘূর্ণিবায়ু।

ঝটিতি—শীঘ্র, তাড়াতাড়ি। ঝট (সংহত হওয়া বা করা)+কিতিচ্ ক। ব্য। [স্ত্রী।

ঝণঝণা—অব্যক্ত শব্দবিশেষ, ঝণঝণ শব্দ। সং;

ঝণঝণায়মান—যাহা ঝণঝণ শব্দে শব্দিত হই-তেছে এরূপ। ঝণঝণ শব্দ+ক্যঙ্=ঝণ-ঝণায় নামধাতু, তদুত্তরে শান ক। বিণ; ত্রি।

ঝনৎকার—ঝন্‌ঝন্ ইত্যাকার শব্দ। ঝনৎ (অনু-করণ শব্দ)—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ঝম্প—লম্ফ, লাফ, ঝাঁপ। ঝম্ (অনুকরণ শব্দ)—পত (পড়া)+ড ভা। সং; পু।

ঝম্পা—লম্ফ, লাফ, ঝাঁপ। ঝম্প দেখ; ঝম্প শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ঝম্পাক—বানর। ঝম্প শব্দ—অক (গতি)+অন্ ক। সং; পু।

ঝর—নির্ঝর, ঝরণা; সমূহ। ঝৄ (জীর্ণ হওয়া)+অল্ ণ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ঝরা, ঝরী।

ঝরা, ঝরী—নিঝ´র, ঝরণা ; সমূহ। ঝর দেখ ; ঝর+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, পক্ষান্তরে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ঝঝর—বাদ্যভাণ্ডবিশেষ ; ডিণ্ডিম ; পটহ ; শব্দবিশেষ ; নদবিশেষ। ঝর্ঝ (রব করা)+অরন্ ক। সং ; পু।

ঝর্ঝরা—বারনারী, বেশ্যা। ঝর্ঝ (নিন্দা করা)+অরন্ ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ঝলজ্ঝল—ছলছল দৃষ্টি ; হস্তিকর্ণের আস্ফালন। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ঝলজ্ঝলা।

ঝলজ্ঝলা—ঝলজ্ঝল দেখ। সং ; স্ত্রী।

ঝল্ল—জাতিবিশেষ। জল+অন্ ক, নিপাতনে। সং ; পু।

ঝল্লক—কাংস্যবাদ্য। ঝল্ল শব্দ—কৈ (শব্দ করা)+ড ক। সং ; পু।

ঝল্লরী—বাদ্যবিশেষ। ঝল্ল শব্দ—রা (গ্রহণ করা)+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ঝষ—১। বন। সং ; ক্লী। ২। মীন, মৎস্য ; তাপ। ঝষ+অন্ ক। সং ; পু।

ঝষকেতন, ঝষকেতু, ঝষধ্বজ—মীনকেতন, কন্দর্প। ঝষ হইয়াছে কেতন, কেতু, বা ধ্বজ যাহার, বহু। সং ; পু।

ঝা—ঝঞ্ঝাবাত ; ধ্বনি। ঝট (সংহত হওয়া বা করা)+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ঝাঙ্কৃত—নূপুরাদির ধ্বনি ; ঝাঁ ঝাঁ শব্দ। ঝাম্ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা)+ক্ত ভা। সং ; ক্লী। [পু।

ঝাট—নিকুঞ্জ ; কান্তার। ঝট+ঘঞ্ ণ। সং ;

ঝামক—ঝামা, অতিরিক্ত পোড়া ইট। ঝম (ভক্ষণ করা)+ণক ক। সং ; ক্লী।

ঝাবু, ঝাবুক—ঝাউগাছ। ঝা শব্দ—বা (গমন করা)+ডু ক=ঝাবু। ঝাবু শব্দ+কণ্=ঝাবুক। সং ; পু।

ঝিঙ্গী—ঝিঙা। লিঙ্গ (গমন করা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ঝিল্লী—ঝিঁ ঝিঁ পোকা। সং ; স্ত্রী।

ঝিণ্টিকা, ঝিণ্টা—ঝাঁটিগাছ। ঝিণ্টী=ঝিম্ (অনুকরণ শব্দ)—রট (রব করা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ঝিণ্টিকা=ঝিণ্টী শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ঝিন্দনকুমারী—পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের প্রিয়তমা পত্নী এবং মহারাজ দলিপ সিংহের জননী। রণজিৎসিংহ তাঁহার বিবাহিতা পত্নীদিগের মধ্যে ঝিন্দনকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ঝিন্দন দলিপসিংহকে প্রসব করেন। রণজিৎসিংহ এই সংবাদ শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইয়া অকাতরে ধন বিতরণ করেন। সেই সময়ে ১০১টি শিখ-তোপ গভীর নির্ঘোষে এই সুসংবাদ দিগ্দিগন্তে প্রচার করিয়াছিল। রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পর খড়্গসিংহ, নেওনেহাল সিংহ ও সেরসিংহ পর পর পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কেহই দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিতে পান নাই। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সেরসিংহ নিহত হইলে পঞ্চমবর্ষীয় দলিপ সিংহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং তাঁহার মাতা ঝিন্দন অভিভাবিকারূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ধ্যানসিংহের পুত্র হীরাসিংহ উজীর পদ প্রাপ্ত হইলেন।

মহারাণী ঝিন্দনের চরিত্র অতি বিচিত্র। ইনি পুরুষোচিত অটলতা, সহিষ্ণুতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি বিবিধ গুণে ভূষিতা ছিলেন। ইঁহার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী জগতের ইতিহাসে নিতান্ত বিরল। অনেকে ইঁহাকে ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। এত সদ্গুণ সত্ত্বেও একমাত্র দোষেই ইনি রাজদণ্ড পরিচালনের সম্পূর্ণ অযোগ্যা হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইনি নিজের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারেন নাই। লালসিংহ নামক একজন শিখ সর্দ্দার ইঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। লালসিংহের প্রতি ঝিন্দন এতদূর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, লালসিংহ মহারাণীর প্রাসাদেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বিষয়ে ঝিন্দনকে তিরস্কার করায় হীরাসিংহ প্রভৃতি মহারাণীর কোপে পড়িয়া লাহোর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং পলায়নকালে খালসা-সৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হইলেন।

এক্ষণে রাণীর ভ্রাতা জবাহিরসিংহ ও তাঁহার প্রিয়পাত্র লালসিংহ রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদবীতে আসীন হইলেন। এই দুই ব্যক্তিই বিলাসপ্রিয়, কাপুরুষ এবং বীরপ্রকৃতি খালসা-সৈন্যগণকে সুশাসনে রাখিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই খালসা সৈন্য জবাহির সিংহের প্রাণবধ করিল। অতঃপর তেজসিংহ প্রধান সেনাপতি হইলেন। প্রথম শিখযুদ্ধের পর লালসিংহ প্রধান সচিবপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহার পর ঝিন্দন ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হন। ভৈরওয়ালার সন্ধি অনুসারে দলিপ সিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে পঞ্জাবের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। মহারাণীকে বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া রাজকার্য্য হইতে অপসারিত করা হইল। ইতঃপূর্ব্বে লালসিংহ ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করায় মাসিক দুই সহস্র টাকা বৃত্তিসহ বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।

মহারাণী ঝিন্দন রাজকার্য্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় অতিশয় দুঃখিতা হইলেন এবং গোপনে শিখসর্দ্দারগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রাজ্যের যাবতীয় অশান্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট আশ্রয় পাইতে লাগিল। রেসিডেণ্ট এই সকল কথা গভর্ণর জেনারেলকে বিজ্ঞাপিত করায়, তিনি শিশু দলিপ সিংহকে জননীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার আদেশ দিলেন। সেই আদেশ পাইয়া রেসিডেণ্ট রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণের মত লইয়া রাণীকে তাঁহার নিজ অলঙ্কারপত্রাদিসহ সেখোপুরের দুর্গে প্রেরণ করিলেন। এই দুর্গে অবস্থানকালে রাণীর বৃত্তি হ্রাস করিয়া মাসিক চারি সহস্র টাকা ধার্য্য করা হয়। ইহার পর সুলতানের কয়েকজন সৈন্য মহারাণীর নামে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। অল্পায়াসে সেই বিদ্রোহ প্রশমিত হইল। এ বিদ্রোহে মহারাণী লিপ্ত ছিলেন না, এ কথা রেসিডেণ্টও স্বীকার করিয়াছেন। অতঃপর রাণীকে সেখোপুরের দুর্গ হইতে সমস্ত মণিরত্ন অলঙ্কারাদিসহ বারাণসীতে প্রেরণ করা হইল, এবং তাঁহার বৃত্তি আরও কমাইয়া মাসিক এক সহস্র টাকায় পরিণত করা হইল। কিছুদিন পরে ঝিন্দনকে পুনরায় বিদ্রোহে ও ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত ভাবিয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার মণিরত্ন অলঙ্কারাদি বাজেয়াপ্ত করিলেন।

রণজিৎমহিষীর নির্ব্বাসনে খালসা সৈন্য নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন, ঝিন্দনের নির্ব্বাসনই দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ। ইহার পর চিলিয়ানওয়ালার ক্ষেত্রে ইংরেজ-সৈন্য শিখ-সৈন্যের নিকট পরাভূত হইলে ঝিন্দন গভর্ণর জেনারেলের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, 'আমাকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিয়া পঞ্জাবে প্রেরণ করা হউক ; আমি সহজেই বিদ্রোহ দমন করিতে পারিব।' কিন্তু গভর্ণর জেনারেল সে কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। গুজরাটের যুদ্ধে শিখ-সৈন্য সম্পূর্ণ পরাজিত হইলে, শিখসর্দ্দারগণ ইংরেজের আশ্রয় প্রার্থনা করিল। অতঃপর পঞ্জাবরাজ্য ইংরেজসাম্রাজ্যভুক্ত হইল। শিশু মহারাজ দলিপসিংহ বৃত্তিসহ ফতেহপুরে প্রেরিত হইলেন। মহারাণী ঝিন্দন বারাণসী হইতে চনারে নীতা হইলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কৌশলে চনারের কারাবাস হইতে পলায়ন করিয়া অতি কষ্টে নেপালের প্রান্তসীমায় উপস্থিত হইয়া নেপালরাজের শরণার্থিনী হইলেন। নেপালের বিখ্যাত মন্ত্রী জঙ্গবাহাদুর তৎক্ষণাৎ ঝিন্দনকে নেপালস্থ ইংরেজ রেসিডেণ্টের নিকট প্রেরণ করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই দলিপসিংহ ইংল্যাণ্ডে গমন করিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দলিপসিংহ আপনার সম্পত্তির মীমাংসা এবং জননীর একটা বন্দোবস্ত করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিলেন। গভর্ণর জেনারেল ঝিন্দনকে নেপাল হইতে ভারতবর্ষে আসিবার অনুমতি দিলেন। মহারাণী দীর্ঘকাল পরে পুত্রমুখসন্দর্শনে অতিশয় পুলকিত হইয়া বলিলেন, 'আর আমি পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না।' মহারাণী ইতঃপূর্ব্বে চনারে যে সকল অলঙ্কারপত্র ফেলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হইল। অল্প দিন মধ্যেই দলিপ ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদিষ্ট হইলে, মহারাণী ঝিন্দন বহু অনুচরীসহ পুত্রের সহিত ইংল্যাণ্ডে গমন করিলেন। লণ্ডন নগরে ল্যাঙ্কেষ্টার গেটের নিকট একটী বৃহৎ বাটী তাঁহাদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মহারাণী ঝিন্দন লণ্ডন নগরে প্রাণত্যাগ করিলেন। যতদিন ঐ শবদেহ সৎকারার্থ ভারতবর্ষে নীত না হয়, ততদিন উহা কেনশালের সমাধিক্ষেত্রে রক্ষিত হইল। বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রণজিৎ-মহিষীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দলিপসিংহ জননীর মৃতদেহ লইয়া বোম্বাই নগরে উপনীত হন, এবং নর্ম্মদাতীরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

ঝিয়ারী—কন্যা। দেশজ শব্দ।

ঝিল্লিকা, ঝিল্লী—ঝিঁ ঝিঁ পোকা; তেজঃ, ঝাঁ ঝাঁ; পাতলা চামড়া। ঝিল্লী = চিল্ল (শিথিল হওয়া, ইত্যাদি) + অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। নিপাতনে। ঝিল্লীকা = ঝিল্লী শব্দ + কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ঝিল্লীধ্বনি—ঝিল্লীর শব্দ, ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। ৬তৎ। সং; পু।

ঝিল্লীরব—ঝিল্লীধ্বনি। ৬তৎ। সং; পু।

ঝুণ্ট—স্তম্ব; গুল্ম; ঝোপ। ঝট (সংহত হওয়া) + অন্ ক। সং; পু।

ঞ

ঞ—১। দশম ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ২। বৃষ; শুক্রাচার্য্য; ক্রূরজন; স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তি। সং; পু। তন্ত্রে ঞ-কারের নিম্নলিখিত নাম দৃষ্ট হয়; যথা—বোধনী, বিশ্বা, কুণ্ডলী, মধদ, বিয়ৎ, কৌমারী, নাগবিজ্ঞানী, সব্যাঙ্গুল, নখ, বক, শর্ব্বেশ, চূর্ণিতা, বুদ্ধি, স্বর্গাত্মা, ঘর্ঘরধ্বনি, ধর্ম্মৈকপাদ, সুমুখ, বিরজা, চন্দনেশ্বরী, গায়ন, পুষ্পধন্বা, রাগাত্মা, বরাঙ্গিণী।

ট

ট—১। একাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণ-স্থান মূর্দ্ধা। ২। পাদ; বামন; টঙ্কার-ধ্বনি; করঙ্ক; শিব; ত্রিলোকবিখ্যাত ব্যক্তি। টক + ড ক। সং; পু।

টঙ্ক—১। বিদীর্ণ প্রস্তর। টন্ক (বন্ধ করা, টাঁকা) + অল্ র্ম। ২। খড়্গাবরণ, খড়্গকোষ। টন্ক + অল্ অধি। ৩। প্রস্তর ভেদ করিবার অস্ত্র; খড়্গ; কোপ। টন্ক + অল্ ণ। সং; পু। ৪। খনিত্র, খননাস্ত্র; টাকা। ৫। টঙ্ক, টাঁকা। টন্ক + অল্ ভা। সং; পু ও ক্লী। ৬। দেশবিশেষ, রাজপুতনার অন্তর্গত সাতটি মুসলমানরাজ্যের সমষ্টি।

টঙ্কক—টাকা। টঙ্ক + ক স্বার্থে। সং; পু।

টঙ্কণ—১। অশ্ববিশেষ, টাঙ্গন। টন্ক (বন্ধ করা) + অন ক। সং; পু। ২। সোহাগা। সং; ক্লী।

টঙ্কন—১। সোহাগা। ২। অশ্ববিশেষ। টন্ক (বন্ধ করা) + অন ক। সং; পু।

টঙ্কপতি—টাঁকশালের কর্ত্তা। ৬তৎ। সং; পু।

টঙ্কবিজ্ঞান—বহুদেশ ও বহুকাল প্রচলিত মুদ্রা-পরিজ্ঞান বিষয়ক বিদ্যা। সং; ক্লী।

টঙ্কশালা—টাঁকশাল, যেখানে টাকা প্রস্তুত হয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [আপ্। সং; স্ত্রী।

টঙ্কা—জঙ্ঘা। টন্ক + অল্ অধি, স্ত্রীলিঙ্গে

টঙ্কার—ধনুকের জ্যার শব্দ; প্রসিদ্ধি; খ্যাতি। টঙ্ (অনুকরণ শব্দ) – কৃ (করা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু।

টঙ্কিত—বদ্ধ; উল্লিখিত। টন্ক (বন্ধ করা) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে টঙ্কন।

টঙ্গ—টাঙ্গী; খনিত্র, খননাস্ত্র। টন্ক (বন্ধ করা) + অল্ ণ। সং; পু ও ক্লী।

টড— (Col. James Tod)। ইনি বহুকাল ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের রাজপুতানার রেসিডেণ্ট-রূপে উদয়পুরে বাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ইনি রাজপুতজাতির বীরত্বে ও মহত্বে বিমোহিত হইয়া ঐ জাতির ইতিবৃত্তের অনু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং বহু পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া রাজস্থানের ইতিহাস নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রাজপুতানায় অনেক দিন থাকায় টড সাহেব রাজপুতদিগের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, সভ্যতা, সৌজন্য প্রভৃতি সমস্তই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজস্থানের রাজারা তাঁহাকে পরমহিতৈষী বন্ধু বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন এবং ভালবাসি-তেন। (জন্ম ১৭৮২—২০শে মার্চ্চ। মৃত্যু ১৮৩৫—১৭ই নবেম্বর)।

টনি—চার্লস। (Charles Tawney) জন্ম ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি রগ্বী ও কেম্ব্রিজের ত্রিনিটি কলেজে শিক্ষিত। ইনি বহুদিন যাবৎ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক থাকিয়া পরে উহার অধ্যক্ষ হন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার পদেও কিছু-দিন আসীন ছিলেন এবং বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃত্বভার তিনবার অস্থায়িভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এদেশীয় ছাত্রগণ যাহাতে ইংরাজী ভাষা বিশুদ্ধভাবে লিখিতে বা বলিতে পারে, সে বিষয়ে ইহাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ইনি উত্তর রামচরিত ও আরও কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরাজী অনু-বাদ করিয়াছেন। সি, আই, ই, উপাধি লাভ করিয়া ইনি এক্ষণে লণ্ডনে ভারতসচিবের অধীনে ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীর অধ্যক্ষস্বরূপে নিযুক্ত আছেন।

টল, টলন—বিচলন; স্খলন; বিহ্বলতা; বিপ্লব। টল (ব্যাকুল হওয়া) + অল্, পক্ষা-ন্তরে অনট্ ভা। সং; প্রথমটি পু ও দ্বিতীয়টি ক্লী।

টলিত—স্খলিত; বিহ্বল; বিচলিত। টল (টলা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

টলেমী—বিখ্যাত গ্রীক জ্যোতির্ব্বিৎ, গণিতজ্ঞ ও ভূগোলবেত্তা। ইহাঁর প্রকৃত নাম ক্লডিয়স টলেমিয়স্। ইনি সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে মিসরে বিদ্যমান ছিলেন। ইহাঁর রচিত জ্যোতিষ ও ভূগোলবিষয়ক বহু গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল গ্রন্থ বহু-কাল সমগ্র ইউরোপে ও আরব প্রভৃতি দেশে অভ্রান্ত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরি-গণিত ছিল। টলেমীর মতে পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলসমন্বিত জ্যোতিষ্কমণ্ডল সমস্ত অহোরাত্রে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইত্যাদি প্রকার নানা ভ্রান্ত মত বহুকাল সমাদৃত হইয়াছিল। অবশেষে কোপার্নিকস ঐ সমস্ত ভ্রান্ত মতের উচ্ছেদ করিয়া জগৎ সম্বন্ধীয় অভ্রান্ত মত আবিষ্কার করেন। ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধেও টলেমীর গ্রন্থ বহু সমাদরে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছিল। জ্যোতিষের ন্যায় টলেমীর ভূগোল শাস্ত্রও খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূগোল বলিয়া বিবেচিত ছিল।

টা—পৃথিবী। টক + ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

টাভার্ণিয়ে—(Jeane Baptiste Tavernier) জন্ম ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ—পারিস নগর। ইনি ফরাসীদেশীয় বণিক্। ইনি ছয়বার প্রাচ্য-দেশে ভ্রমণ করিয়া বহুল পরিমাণে ধন ও যশ অর্জ্জন করেন। প্রথম বারের

ভ্রমণ—১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়া আলেপ্পো, আলেকজাণ্ড্রিয়া, মাল্টা, পারসিয়া, ও এসিয়াটিক তুরস্কীর কিয়দংশ পর্য্যটন করেন। দ্বিতীয় বার—১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই সেপ্টেম্বর বহির্গত হইয়া মেসেদ. বসোরা ও সিরাজের মধ্য দিয়া ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইস্পাহানে আসেন। তথা হইতে ভারতে আসিয়া সুরাট, আগ্রা, গোয়া, গুলকণ্ডা, ঢাকা, ও অন্যান্য প্রধান সহর দর্শন করেন। তৃতীয় বার—১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বহির্গত হইয়া পশ্চিম বাঙ্গালায় লোহারডগা পর্য্যন্ত আসেন। এইবার সিংহল ও জাভা দর্শন করেন। চতুর্থ-বার—১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে বন্দর আব্বাসে গুলকণ্ডার রাজার জাহাজে চড়িয়া ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে আগমন করেন। এইবার গুজরাট, আরাঙ্গাবাদ, গুলকণ্ডা ও সুরাটে ভ্রমণ করেন। পঞ্চমবার—১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। এবারে ইস্পাহান হইতে একেবারে মাসুলীপাটানে আসিয়া বুরহানপুর ও মধ্য ভারত দর্শন করেন। ষষ্ঠবার—১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে পারিস নগরের জনৈক জহুরীর কন্যা গইসের (Goisse) সহিত বিবাহের কিছুদিন পরে বহির্গত হইয়া পারস্য ও ভারতের অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া আপনার প্রতিনিধিগণের সঙ্গে বাণিজ্য বিষয়ে সমুদায় বন্দোবস্ত করেন। এবার ৫ বৎসর পরে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারীতে ইনি দেশের রাজা চতুর্দ্দশ লুইর সহিত সাক্ষাৎরূপ সম্মান লাভ করেন। কথিত আছে, কোন কারণবশতঃ ইনি ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে Bastille নামক প্রসিদ্ধ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ইনি ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মস্কো নগরে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার ছয় বারের ভ্রমণবৃত্তান্ত ফরাসী ভাষায় ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে প্রকাশিত হয়। উত্তরকালে ইউরোপের বহু ভাষায় ইহা অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হয়। টাভার্ণিয়ে ভারত অবস্থান কালে এদেশের অবস্থা —বিশেষতঃ মোগলসম্রাটের ঐশ্বর্য্য ও কার্য্যাবলী যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠে আনন্দিত ও সময়ে সময়ে বিস্মিত হইতে হয়। তবে অন্য ভ্রমণকারীর মুখে শ্রুত বা রচিত পুস্তক পাঠে অবগত বৃত্তান্তগুলি নিজের বিবৃতির সঙ্গে এরূপ মিশ্রিত হইয়াছে যে, কোন্‌টি সাক্ষাৎ দর্শনের, আর কোন্‌টি বা অন্যের নিকট প্রাপ্ত বর্ণনা, তাহা অনেক সময়ে নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। বিখ্যাত ডাক্তার বার্ণিয়ে ইঁহারই সমসাময়িক। ভারতে অনেক স্থানে ইঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়; ইহা টাভার্ণিয়ের ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বার্ণিয়ে কোন পত্রে বা ইতিহাসে ইঁহার নাম একবারও উল্লেখ করেন নাই টাভার্ণিয়ে বণিকের চক্ষে ভারতবর্ষ দেখিয়াছিলেন, সুতরাং ব্যবসায় বাণিজ্য, হীরা জহরত ঘটিত বৃত্তান্তই বিস্তৃতভাবে ইঁহার গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিকভাবে দেশীয়গণের আচার ব্যবহার, মোগল দরবারের আড়ম্বর, ও অন্যান্য সুখপাঠ্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনায় স্থানে স্থানে ভ্রম লক্ষিত হয়।

টিটিভ, টিট্টিভ—টিটির পক্ষী। সং; পু।

টিপুসুলতান—মহীশূররাজ হয়দর আলির পুত্র। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। নয় বৎসর বয়সের সময়ে টিপু পিতার সহিত মার্হাটাদিগের হস্তে বন্দী হন। পরে সন্ধি হইলে আবার পিতার সহিত মুক্তিলাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই টিপু বীরপ্রকৃতি ও সাহসী ছিলেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে হয়দর আলি প্রাণত্যাগ করিলে, টিপু 'সুলতান' উপাধি ধারণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে ফরাসী-সেনাপতি বুসী ভারতে আসিয়া টিপুর অধীনে সৈনাপত্য পদ গ্রহণ করেন; কিন্তু ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসিতে সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় বুসী টিপুর সৈনাপত্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

টিপুর নানারূপ অত্যাচারে গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস টিপুকে দমন করিবার জন্য বিশিষ্টরূপ চেষ্টিত হইলেন। বোম্বাই হইতে জেনারেল ম্যাথু একদল সৈন্যসহ আসিয়া মহীশূরের অধিত্যকাস্থিত বেদ্‌নুর অধিকার করেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রেল তারিখে টিপু আসিয়া এই স্থান অবরোধ করেন। ইংরেজেরা পাঁচমাস কাল অবরোধ সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে সন্ধি করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। টিপু পরাজিত ইংরেজ-সৈন্যদিগকে মহীশূর দুর্গে আনিয়া বন্দী করিয়া রাখিলেন। বেদ্‌নুর হইতে টিপু প্রায় এক লক্ষ সৈন্য লইয়া মঙ্গলোড অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানেও ইংরেজেরা কিছুদিন আত্মরক্ষা করিয়া শেষে অনুপায় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে দুই দিক হইতে দুই দল ইংরেজ-সেনা টিপুর রাজধানী আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। টিপুর অত্যাচারে তাঁহার রাজ্যস্থিত হিন্দু প্রজারাও তাঁহার বিরুদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং এই সময়ে ইংরেজদিগের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তথাপি কিন্তু লর্ড ম্যাকার্টনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দুইজন দূত টিপুর নিকট প্রেরণ করিলেন। টিপু তিন মাস কাল অকারণ তাঁহাদিগকে আটকাইয়া রাখিয়া শেষে আপনার লোক দিয়া তাঁহাদিগকে মাদ্রাজে পাঠাইলেন। লর্ড ম্যাকার্টনি আবার টিপুর দূতের সহিত ইংরেজ-দূত প্রেরণ করিলেন। এবার দূত দুইজন অত্যন্ত লাঞ্ছিত হইলেন। তাঁহাদের জন্য দুইটি ফাঁসিকাষ্ঠ স্থাপিত হইল। তাঁহারা অতি কষ্টে পলায়ন করিয়া একখানি ইংরেজ-জাহাজে উঠিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। ইঁহার পর বহু সাধ্যসাধনার পর টিপু সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। সেই সন্ধি দ্বারা স্থির হয় যে, অতঃপর উভয় পক্ষ আর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইবেন না এবং পরস্পরে বিজিত প্রদেশ পরস্পরকে ফিরাইয়া দিবেন। ইতিহাসে ইহাই মঙ্গলোড় সন্ধি নামে প্রসিদ্ধ (১৭৮৩ খ্রীঃ)

মঙ্গলোড়ের সন্ধির পর টিপু আপনার বলবৃদ্ধি করিবার মানসে মহীশূরের চতুষ্পার্শ্বস্থ রাজ্যসমূহ আক্রমণ করিতে লাগিলেন। মহীশূরের পশ্চিম প্রদেশসমূহের হিন্দুরা বার বার তাঁহার গতিরোধ করিতে লাগিল। ইহাতে কুপিত হইয়া টিপু সেই সকল স্থানের হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ানদিগকে বলপূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। কোড়গের সহস্র সহস্র অধিবাসীকে ধরিয়া আনিয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন; সকলেই ভীত ও চকিত হইল; চারিদিকে অসন্তোষ-বহ্নি প্রধূমিত হইতে লাগিল। এই সময়ে প্রায় দুই সহস্র ব্রাহ্মণ ধর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা জীবনবিসর্জ্জন শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। ইহাতে সমগ্র হিন্দুসমাজ বিচলিত হইয়া উঠিল। মার্হাট্টা-পেশওয়ার সুদক্ষ মন্ত্রী ও সেনাপতি নানা-ফর্ণবিশ নিজামের সহিত মিলিত হইয়া টিপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিছুদিন যুদ্ধ চলিল। অবশেষে টিপু মার্হাট্টাদিগকে কতকগুলি প্রদেশ ও আদনি ছাড়িয়া দিয়া এবং নগদ ৩০ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া ও ১৫ লক্ষ টাকা পরে দিবার অঙ্গীকার করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন (১৭৮৭ খ্রীঃ)।

মঙ্গলোড়ের সন্ধি অনুসারে ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্য ইংরেজের আশ্রিত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে টিপু ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করিলে ইংরাজেরা ত্রিবাঙ্কোড়-রাজের সাহায্যার্থ টিপুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস্ নিজাম ও মার্হাট্টাদিগকে হস্তগত করিয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। টিপুও বিপুল

বিক্রমে রাজ্যরক্ষার আয়োজন করিলেন। এই যুদ্ধ ক্রমিক তিন বৎসর কাল চলিয়াছিল। টিপুকে দমন করা সহজ নয় দেখিয়া কর্ণওয়ালিস স্বয়ং সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিস অরিকেরা নামক স্থানের যুদ্ধে টিপুকে পরাজিত করিলেন, ওদিকে মার্হাট্টারা সিমোগা নামক স্থানের যুদ্ধে টিপুর সৈন্যগণকে পর্য্যুদস্ত করিল। যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রান্ত হওয়ায় টিপু অনন্যোপায় হইয়া আপনার দুই পুত্রকে ইংরেজ-শিবিরে প্রেরণপূর্ব্বক সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রথমে সন্ধি করিতে সম্মত হন নাই। শেষে কোড়গের রাজার অনুরোধে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ্চ সন্ধিপত্রে উভয় পক্ষের স্বাক্ষর হইল। এই সন্ধি অনুসারে টিপুর দুই পুত্র প্রতিভূস্বরূপ ইংরেজশিবিরে রহিয়া গেলেন। টিপু নগদ তিন কোটি টাকা এবং তাঁহার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিলেন। এই বিজিত রাজ্য নিজাম, ইংরেজ, ও মার্হাট্টারা ভাগ করিয়া লইলেন।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মর্ণিংটন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন। তিনি আসিয়াই দেখিলেন যে, টিপু ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইবার চেষ্টায় আছেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে নিজাম আলি, নানাফর্ণাবিশ ও আফগানদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন এবং ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। নিজামের অধীনে রেমণ্ড নামক একজন ফরাসী সেনাপতি দ্বারা শিক্ষিত ১৫ হাজার সৈন্য ছিল; সিন্ধিয়ার সৈন্যগণও ফরাসী সেনানায়কগণ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত হইয়াছিল। ওদিকে মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ঈজিপ্টে উপস্থিত; কখন্ আসিয়া ভারতে পদার্পণ করেন, তাহার স্থিরতা নাই। টিপু তাঁহার সহিতও পত্র লেখালেখি করিতেছিলেন। এই সময়ে আবার গভর্ণর জেনারেল কাবুলের সুলতান জেমান শাহএর নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন যে, তিনি হিন্দুস্থান আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া লর্ড মর্ণিংটন স্থির করিলেন যে, সর্ব্বাগ্রে টিপুকে দমন করিতে হইবে।* এই জন্য তিনি কালবিলম্ব না করিয়া মাদ্রাজস্থ প্রধান সেনাপতি লর্ড হারিসকে অবিলম্বে টিপুর রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন, এবং সেই সঙ্গে নিজামকে হস্তগত করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। ইংরাজের একুশ হাজার সৈন্য এবং নিজামের দশ হাজার সেনা ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বেলোড় হইতে শ্রীরঙ্গপত্তন অভিমুখে যাত্রা করিল। টিপুও বিপুল আয়োজনে শত্রুসৈন্যের গতিরোধার্থে অগ্রসর হইলেন। টিপুর একদল সেনা সেদাশির নামক স্থানে এবং স্বয়ং টিপু মালবেল্লি নামক স্থানে পরাজিত হইলেন (১৭৯৯ খ্রীঃ)। অতঃপর টিপু রাজধানী রক্ষার্থ ব্যস্তসমস্ত হইয়া দ্রুতগতিতে শ্রীরঙ্গপত্তনে উপস্থিত হইলেন। লর্ড হেরিসও কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নগর অবরোধ করিলেন, এবং অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ করিয়া দুর্গ প্রাকারের একস্থান ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। টিপু স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সেনা ও সেনাপতিদিগকে উৎসাহিত করিয়া ভগ্নস্থানে শত্রুর গতিরোধার্থে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। অপর পক্ষ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, টিপু রণশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া লর্ড মর্ণিংটন 'মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি' উপাধি পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। মহীশূরে মুসলমান রাজত্ব বিলুপ্ত হইল। মহীশূরের পূর্ব্ব হিন্দুরাজবংশীয় পঞ্চমবর্ষীয় একটী শিশুকে মহীশূরের রাজা করা হইল। টিপুর বংশধরেরা বৃত্তিসহ বেলোড়ে স্থানান্তরিত হইলেন। তাহার পর আবার সেখান হইতে আনীত হইয়া তাঁহারা কলিকাতার সন্নিহিত টালিগঞ্জ নামক স্থানে বাস করিতেছেন।

টিপ্পনী—টীকা, গ্রন্থের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা। টিপ (প্রেরণ করা) + ক্বিপ্ ক = টিপ্, তদুত্তরে পন (স্তুতি করা) + অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

টীকা—সবিস্তর ব্যাখ্যা; বিবৃতি, ব্যাখ্যান। টীক (গমন করা) + অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্।

টোড়রমল্ল—তোড়রমল্ল দেখ।

ঠ

ঠ—১। দ্বাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণ স্থান মূর্দ্ধা। ২। মণ্ডল; চন্দ্রবিম্ব; শূন্য; উচ্চধ্বনি; শিব; ইন্দ্রিয়গোচর। সং; পু।

ঠক্কুর—দেবতার প্রতিমা, ঠাকুর; বিপ্রের উপাধিবিশেষ। সং; পু।

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী—আনুমানিক ১২০৯ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা জমিদারী সেরেস্তায় সামান্য কার্য্য করিয়া কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ঠাকুরদাস গ্রাম্য পাঠশালার বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া উক্ত জমিদারী সেরেস্তায় মুহুরীগিরির কার্য্যে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু এ কাজ তাঁহার ভাল লাগিত না। অবসর পাইলেই তিনি সঙ্গীতরচনায় মনোনিবেশ করিতেন। ইহাতে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে পিতার নিকট তিরস্কৃত হইতে হইত, তথাপি তিনি সঙ্গীতালোচনা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এই সময় ভোলা ময়রা, আণ্টুনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতি কবির গান চারিদিকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঠাকুরদাস গোপনে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত পরিচিত হইলেন। তাহারাও কবির রচনামাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিলেন। তখন ঠাকুরদাস কবির পালার গান রচনা করিয়া বিভিন্ন দলে দিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ২৭।২৮ বৎসর।

ঠাকুরদাস সঙ্গীতরচনায় সুদক্ষ ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে কখনও দল করেন নাই। এবং সবিশেষ অনুরোধ ব্যতীত কখন আসরে দাঁড়াইয়া গান করেন নাই। তিনি আণ্টুনি ফিরিঙ্গি, রামসুন্দর স্বর্ণকার প্রভৃতির দলে স্থায়ী বাঁধনদার ছিলেন। প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে ঠাকুরদাসের পরলোক প্রাপ্তি হয়।

ঠাকুরদাস দত্ত—আনুমানিক ১২০৭ সালে হাবড়ার নিকটবর্ত্তী ব্যাঁট্রা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামমোহন দত্ত। এই রামমোহনের সহিত কবিওয়ালা রামবসুর সাতিশয় সৌহার্দ্দ্য ছিল। নামের সমতাবশতঃ উভয়ে উভয়কে মিতা বলিয়া ডাকিতেন। এই রামমোহনের প্ররোচনাতেই রামবসু নিজে কবির দল গঠন করেন। রামমোহন ফোর্ট উইলিয়মে চাকরি করিয়া সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি পুত্রের শিক্ষার নিমিত্ত একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দেন। ইঁহার নিকট ঠাকুরদাস কিঞ্চিৎ ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। শিক্ষালাভের সময় হইতেই ঠাকুরদাস সঙ্গীতচর্চ্চার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কোথাও গান হইতেছে শুনিলেই তিনি তাহা শুনিবার জন্য ছুটিয়া যাইতেন। রামমোহন নিজে সঙ্গীতপ্রিয় হইলেও পুত্রের এতটা বাড়াবাড়ি দেখিতে পারিতেন না। তিনি পুত্রকে এজন্য যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিতেন, কিন্তু পুত্রের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। শেষে একদিন পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে কাষ্ঠ-পাদুকা দ্বারা প্রহার করেন, তাহাতে ঠাকুরদাসের কয়েকটী দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। তথাপি ঠাকুরদাসের মতি ফিরিল না দেখিয়া তিনি তাঁহাকে ফোর্ট উইলিয়মে চাকরি করিয়া দিলেন। কিন্তু সঙ্গীত শ্রবণজন্য মধ্যে মধ্যে অনুপস্থিতিবশতঃ সে চাকরি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না।

তাহার পর রামমোহন পরলোকগামী হই-লেন ; ঠাকুরদাস স্বাধীনভাবে সঙ্গীতালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ২০।২১ বৎসর হইবে।

ঠাকুরদাস নিজে কখন কবির দল করেন নাই, বা কবির দলে গাওনা করেন নাই। তিনি গান রচনা করিয়া দিতেন, কবিওয়ালারা তাহা আগ্রহের সহিত লইয়া গিয়া গান করিত। ঠাকুরদাস এক পাঁচালীর দল করিয়াছিলেন, এবং তাহাতেই গাওনা করিতেন। তাঁহার কবিপ্রতিভায় তৎকালীন শিক্ষিত-সমাজ বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। মূলাজোড়, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন।

ড।

ড—১। ত্রয়োদশ ব্যঞ্জনবর্ণ। ২। বাড়বানল ; শব্দ ; শিব। সং ; পু।

ডক্কা—দুন্দুভিধ্বনি ; টিকারা। ডম্ (অনুকরণ শব্দ) – কৈ (শব্দ করা) + ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ডফ—রেঃ ডাঃ এলেক্‌জাণ্ডার (Rev. Dr. Alexander Duff). জন্ম ২৫শে এপ্রিল, ১৮০৬। ইনি মিসনারী হইয়া স্কটলণ্ড হইতে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আগমন করেন। ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা ভারতবাসীকে খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা ইঁহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে ইনি ফ্রি চর্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসন (Free Church Institution) নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ডফ সাহেব ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া যান এবং ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে আবার দেশে যাইয়া ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া ডফ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে ইনি বিশেষ সহায়তা করেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি কলিকাতা রিভিউ পত্রের সম্পাদক ছিলেন এবং উহাতে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত খ্রীষ্টান ধর্ম্মসম্বন্ধেও ইনি অনেক গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। ১৮৭৮ খৃঃ ১২ই ফেব্রুয়ারী ইনি পরলোক গমন করেন। কলিকাতা নিমতলা ষ্ট্রীটে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত ফ্রি চর্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসন (যাহার সহিত পরে ডফ কলেজ যুক্ত হইয়াছিল) এক্ষণে হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে স্থাপিত জেনারেল এসেমব্লিজস্ ইন্‌ষ্টিটিউসন (General Assembly's Institution) সঙ্গে মিলিত হইয়া স্কটীস্ চর্চ্চেস্ কলেজে (Scottish Churches College) পরিণত হইয়াছে। ডফ সাহেব যখন কলিকাতায় ছিলেন, সেই সময় স্বতঃ পরতঃ অনেকগুলি হিন্দু যুবককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করাতে হিন্দুসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে ও বাগ্মিতায় ইঁহার বিরোধিগণও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল।

ডফরিন—লর্ড। (Frederick-Temple Hamilton Temple Blackwood, first Marquess of Dufferin). জন্ম—১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ, ২১শে জুন। ইনি কানাডার গভর্ণর জেনারেল এবং অন্যান্য উচ্চ কার্য্য করিয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর ভারতের ভাইসরয় পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রাওলপিণ্ডিতে দরবার করিয়া আফগানিস্থানের আমীর আবদর রহমানকে অভ্যর্থনা করেন। ব্রহ্মদেশের রাজা থিব ইংরাজ ব্যবসায়িগণকে নানা রকমে উৎপীড়িত করাতে ইংরাজ-সৈন্য উক্ত দেশ আক্রমণ করে। থিবকে ধৃত করিয়া ভারতে লইয়া আসা হয় এবং রত্নগিরি নামক স্থানে নির্ব্বাসিতভাবে রাখিয়া দেওয়া হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী থিবরাজ্য ব্রিটিসরাজ্য-ভুক্ত এবং একজন চিফ কমিশনারের শাসনাধীন করা হয়। ঐ বৎসরেই ডফরিন গোয়ালিয়ারের রাজাকে গোয়ালিয়ার দুর্গ প্রত্যর্পণ করিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গের অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর তাঁহাদের বিশ্বাস বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতেশ্বরীর রাজ্যশাসনের পঞ্চাশৎ বাৎসরিক উৎসব লর্ড ডফরিন অতি সমারোহে সম্পন্ন করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর ইনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ঐ বৎসরই Marquis of Dufferin and Ava এই উপাধি ভূষিত হন। ঐ বৎসর হইতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রোম নগরে এবং ১৮৯১ হইতে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পারিস নগরে ইনি ব্রিটিশ দূত-স্বরূপে অবস্থান করেন। জীবনের শেষভাগে ইনি অসাবধানতার ফলে আর্থিক কষ্ট ভোগ করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী ইনি পরলোক গমন করেন। ইনি বিদ্যাবুদ্ধিতে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাবান্ ছিলেন। বিখ্যাত বাগ্মী সেরিডেনের পুত্র টমাস সেরিডেন ইঁহার মাতামহ ছিলেন। ইঁহার মাতাও বিদুষী ছিলেন। ইঁহার পত্নী হ্যারিয়েট ডফরিন ভারতমহিলাগণের সুচিকিৎসাকল্পে Countess of Dufferin's Fund নামক একটী অর্থভাণ্ডার স্থাপিত করেন। সেই ভাণ্ডার হইতে ভারতের নানা স্থানে স্ত্রীলোকের জন্য হাঁসপাতাল খোলা হইয়াছে এবং পরিচালিত হইতেছে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে এই ভারত-হিতৈষিণী মহিলা "Our Viceregal Life in India" নামধেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ডমফ—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। ঢাকার মত একখণ্ড কাষ্ঠের একদিকে চামড়ার ছাউনি করিয়া লইলেই এই যন্ত্র নির্ম্মিত হইল।

ডমর—আক্রমণ ; বিপ্লব। ডম্ (অনুকরণ শব্দ) – ঋ (গমন করা) + অল্ ভা। সং ; পু।

ডমরু—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ডুগ্‌ডুগি [ইহার আকার ক্ষুদ্র, মধ্যভাগ সঙ্কীর্ণ, এবং তাহার উভয় দিক্ ক্রমশঃ অধিকতর প্রশস্ত, এই জন্য কোন কোন কবি ইহার সহিত স্ত্রীলোকের কটিদেশের উপমা দিয়া থাকেন] ; চমৎকার। ডম্ (অনুকরণ শব্দ) – ঋ (গমন করা) + উ ক। সং ; পু।

ডমরুমধ্য—১। ডমরু বাদ্যযন্ত্রের মধ্যভাগ। ৬৩৫। সং ; পু ও ক্লী। ২। যে সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ড মধ্যে থাকিয়া দুই বৃহৎ ভূখণ্ডকে সংযুক্ত করে, যোজক Isthmus.

ডম্বর—১। উদ্ধত ; বিখ্যাত। ডম্ব (প্রেরণ করা) + অর ক। বিণ ; ত্রি। ২। বিলাস ; সমূহ ; উৎকর্ষ। সং ; পু।

ডয়ন—১। নভোগতি, উড়া। ডী (উড়া) + অনট্ ভা। ২। ডুলী, পাল্কী। ডী + অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

ডল্লক—বংশাদি নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, ডালা। অন্যায্য ভাষা। [দেখ।

ডবলিউ সি ব্যানার্জি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ডা—ডাকিনী। সং ; স্ত্রী।

ডাক—১। পিশাচবিশেষ। সং ; পু। ২। আহ্বান ; উচ্চ শব্দ। দেশজ।

ডাকিনী—পিশাচীবিশেষ [কথিত আছে যে, ইহারা হরপার্ব্বতীর অনুচরী] ; ডাইনী। ডাক + ইন্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ডামর—১। তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ। সং ; পু। ২। অবিনয়, উদ্ধত। ডমর দেখ ; ডমর শব্দ (উদ্ধত) + ষ্ণ স্বার্থে। বিণ ; ত্রি।

ডালহৌসী (লর্ড)—ভারতবর্ষের একজন গভর্ণর জেনারেল। ইঁহার পূর্ণ নাম জেম্‌স্ আণ্ড্রোণ রামজে, দশম আর্ল্ এবং প্রথম মার্ক্ইস্ অব্ ডালহৌসী (James Andrew Brown Ramsay, Tenth Earl and Marquis of Dalhousie)। ইনি হার্ডিংটন সায়ারে কলসটাউনের ব্রোণের উত্তরাধিকারিণীর তৃতীয় পুত্র। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে এপ্রেল তারিখে ইঁহার জন্ম হয়। লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই

জানুয়ারি তারিখে লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট হইতে ভারতের শাসনভার গ্র করেন।

মুলরাজ লাহোর দরবারের অধীনে মুলতানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর যখন তিনি পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হন, তৎকালে তিনি লাহোর দরবারকে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু নানারূপ ওজর আপত্তি করিয়া সে টাকা পরিশোধ করেন নাই। সন্ধি অনুসারে পঞ্জাব ইংরেজের আশ্রিত রাজ্য হইয়াছিল; এজন্য ইংরেজরা দরবারের পক্ষ হইতে মুলরাজের নিকট এই টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি এই টাকা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। ভরতপুরের ন্যায় মুলতানের দুর্গও দুর্ভেদ্য বলিয়া বিবেচিত ছিল। কিন্তু ইংরেজের অদম্য উৎসাহে ও রণকুশলতায় মুলতান দুর্গ ইংরেজের হস্তগত হইল (২রা জানুয়ারি, ১৮৪৯ খৃঃ)। মুলরাজ বন্দী হইলেন, এবং কিছুদিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

ডালহৌসীর সময়ে প্রথম শিখযুদ্ধ হয়; ইহাতে ইংরাজগণ পরাজিত হন। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে ইংরাজগণ জয়ী হন। এই যুদ্ধের পর ডালহৌসী ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া সমগ্র পঞ্চনদ রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। দলিপকে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। একাদশবর্ষীয় বালক দলিপ খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ইংল্যাণ্ডে গমন করিলেন।

চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধের নিদারুণ সংবাদ ইংল্যাণ্ডে পৌঁছিলে, ডিরেক্টরেরা সার নেপিয়ারকে ভারতের প্রধান সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ডালহৌসী সাহেবের সহিত নেপিয়ারের মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। সিপাহিদিগের বেতন ও ভাতা উপলক্ষে ডালহৌসী নেপিয়ারকে তিরস্কার করায়, নেপিয়ার পদত্যাগ করিয়া ইংল্যাণ্ডে গমন করেন (১৮৫১ খৃঃ)।

এই সময়ে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইহাতে ইংরাজেরা জয়ী হন। অতঃপর ব্রহ্মরাজের সহিত সন্ধি হইল। ইংরেজরা যে সকল স্থান জয় করিয়াছিলেন, তাহা আর ফিরাইয়া দিলেন না; সেগুলি ব্রিটিশসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল (১৮৫৩ খ্রীঃ)।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সতারার দেশীয় রাজার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি একটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সতারা রাজ্য ইংরেজের কৃত ও অধীন রাজ্য। সুতরাং ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতিতে গৃহীত পুত্র রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না ডালহৌসী সতারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। হায়দরাবাদের নিজামের নিকট ইংরেজদিগের ৮ লক্ষ টাকা বাকি পড়ে এই টাকা না দিতে পারায় নিজামের রাজ্যের অন্তর্গত বেরার নলদুর্গ ও রইচর দোয়াব ইংরেজেরা গ্রহণ করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূতপূর্ব্ব পেশওয়া বাজীরাওএর মৃত্যু হইলে ডালহৌসী তাঁহার পোষ্যপুত্র নানা সাহেবের বৃত্তি রহিত করিলেন। এই সময়ে কর্ণাটিকের নবাবের মৃত্যু হওয়ায় ডালহৌসী সেই পদ ও বৃত্তি উভয়ই রহিত করিয়া দিলেন। ঝাঁসি ও নাগপুরের রাজদ্বয় অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন; কিন্তু উভয়েই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডালহৌসী ঝাঁসি ও নাগপুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। অযোধ্যা প্রদেশে শাসনবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় পূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ নবাবকে সাবধান হইবার জন্য পত্র লিখিয়া দুই বৎসর সময় দিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে শাসন বিষয়ে কোনওরূপ উন্নতি হয় নাই বলিয়া এবং নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হওয়ায় নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে নবাবী হইতে বিচ্যুত করিয়া এবং তাঁহাকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া কলিকাতায় আনা হইল (১৮৫৬ খৃঃ)। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি মুচিখোলায় অবস্থিতি করিতেছেন।

ডালহৌসীর সাত বৎসর শাসনকালের অধিকাংশ সময়ই যুদ্ধবিগ্রহে অতিবাহিত হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার সময়ে দেশহিতকর অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তাঁহারই সময়ে এদেশে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের সূত্রপাত হয়; দুই পয়সায় ভারতের সর্ব্বত্র ডাকে পত্র যাতায়াতের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়; অনেকগুলি দীর্ঘ রাজপথ ও কৃষিখাল প্রস্তুত করা হয়। তাঁহারই সময়ে মাহাত্মা সার চার্লস উড্ সাহেবের যত্নে এদেশে বাহুল্যরূপে শিক্ষা বিস্তারের আরম্ভ হয়; কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ নগরে তিনটি প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি আর ২০ বৎসরের জন্য এক নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হন। তদনুসারে বাঙ্গালার লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণরের পদ সৃষ্ট হইয়া সার ফ্রেডারিক হালিডে প্রথম ছোটলাট নিযুক্ত হন (১৮৫৬ খ্রীঃ)। ডালহৌসীর সময়ে বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ডালহৌসী ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে পদত্যাগ করিয়া ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

ডালিম—দাড়িম্বৃক্ষ। দল (বিকশিত হওয়া) + ঘঞ্ ভা = দাল, তদুত্তরে ইম প্রত্যয়। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ডালিমী।

ডিউসেন—পল (Paul Deussen) জর্ম্মাণ পণ্ডিত। জন্ম—৭ই জানুয়ারী, ১৮৪৫ খৃঃ। ইনি সুপ্রসিদ্ধ লাসেনের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। পরে জিনিভা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এই ভাষার অধ্যাপনা করেন। ইনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জিনিভাতে অবস্থানকালে হিন্দু-দর্শন শিক্ষায় জীবন অতিবাহিত করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ১৮৮১ হইতে ১৮৮৯ খীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করেন। ইনি পৃথিবীর বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন। ১৮৯২।৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বেদান্ত, বেদান্তসূত্র, বেদান্তের সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের কি সম্বন্ধ, উপনিষদ্, বৈদিক স্তোত্রবিষয়ক অনেক গ্রন্থ বা প্রবন্ধ ইনি রচনা করিয়াছেন।

ডিঙ্গর—শঠ, ধূর্ত্ত, ডেঙ্গরা; নীচ। অনার্য্য ভাষা। সং; পু।

ডিণ্ডিম—এক প্রকার প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। ডিণ্ডি (অনুকরণ শব্দ)—মি (ক্ষেপণ করা) + ড ক। সং; পু।

ডিণ্ডিমেশ্বর—তীর্থবিশেষ। সং; পু।

ডিণ্ডির, ডিণ্ডীর—সমুদ্রের ফেনা। ডিণ্ডি শব্দ + র অস্ত্যর্থে। সং; পু।

ডিত্থ—কাষ্ঠময় গজ। শ্যামবর্ণ, বিদ্বান্, সুশ্রী, সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা যুবাকেও ডিত্থ বলে। সং; পু।

ডিম—১। দৃশ্যকাব্যবিশেষ। ডিম (বধ করা) + ক ক। সং; পু। ২। অণ্ড। দেশজ; ডিম্ব শব্দের অপভ্রংশ।

ডিমস্থিনিস্—ইউরোপের অন্তঃপাতী গ্রীসদেশের প্রসিদ্ধ বাগ্মী। খ্রীঃ পূঃ ৩৮৫ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। অতি অল্প বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় বাল্যকালে ইঁহার বিদ্যা শিক্ষার ত্রুটি হয়। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত ইঁহার চিত্তচাঞ্চল্য দূর হওয়ায় ইনি অতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া সে ত্রুটির অপনোদন করেন। অতঃপর দেশমধ্যে একজন বিখ্যাত বক্তা হইবার জন্য চেষ্টিত হন। কথিত আছে যে, এতদভিপ্রায়ে ইনি সাগরতীরে গমন করিয়া নির্জ্জনে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতেন। ইনি অতিশয় অধ্যয়নশীল ছিলেন। পাছে অধ্যয়নের ব্যাঘাত হয়, এই আশঙ্কায় ইনি মস্তকের অর্দ্ধাংশ মুণ্ডিত করিয়া ভূগর্ভস্থ একটী প্রকোষ্ঠে নিবিষ্টমনে গ্রন্থ পাঠ করিতেন। নিজের

ভাষা বিশুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ইনি একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আট দশ বার নকল করিয়াছিলেন। ক্রমে ইনি দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বক্তা হইয়া উঠিলেন। ইঁহার উদ্দীপনাময়ী বাগ্মিতায় উত্তেজিত হইয়া গ্রীকগণ মাসিডনপতি প্রথিতনামা ফিলিপের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে; আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর আণ্টিপিটার ইঁহার জীবননাশের চেষ্টা করেন। ডিমস্থিনিস পলায়ন করিয়া এক দেবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তৎপরে বিষপান করিয়া আত্মজীবনের বিনাশ করেন (খৃঃ পূঃ ৩২২)।

ডিম্ব—১। কালপণ্ড, প্লীহা; অণ্ড, ডিম; শিশু; ফুস্‌ফুস্। ডিন্‌ব (প্রেরণ করা) + অন্ ক। ২। ভয়ধ্বনি; বিপ্লব; কলহ। ডিন্‌ব + অ ণ। সং; পু।

ডিম্বক—রাজা ব্রহ্মদত্তের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা হংসের সহিত মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন, এবং তপস্যায় তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া অস্ত্রের অবধ্য হইবার বর লাভ করেন। এইরূপ বরদৃপ্ত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয় সকলের প্রতি অযথা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। একদা দুর্ব্বাসা ঋষিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার কৌপীন ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে লাঞ্ছিত করেন। ঋষিবর এই সকল কথা শ্রীকৃষ্ণের নিকট জ্ঞাপন করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে দমন করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। অনন্তর ব্রহ্মদত্ত এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, তদীয় পুত্রদ্বয় কৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়া করদ রাজা বিবেচনায় তাঁহার নিকট কর চাহিয়া পাঠান। ইহাতে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে হংস তাঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া কালিন্দীতে ঝম্প প্রদান করেন, এবং হংসকে জল হইতে উঠিতে না দেখিয়া ডিম্বকও যমুনাজলে জীবন বিসর্জ্জন করেন।

ডিম্বাহব—নৃপতিশূন্য যুদ্ধ, সামান্য যুদ্ধ। ডিম্ব যুক্ত যে আহব (যুদ্ধ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ডিম্ভ—শিশু; মূর্খ; শাল্বদেশাধিপতি; মগধরাজ জরাসন্ধের সেনাপতি। ডিন্‌ভ + অন্ ক। সং; পু। [বিশেষ। সং; স্ত্রী।

ডিম্ভচক্র—মানবের মঙ্গলামঙ্গলনিরূপক যন্ত্র-

ডিরোজিও—হেনরী লুই ভিভিয়ান (Henry Louis Vivian Derozio). বিখ্যাত ফিরিঙ্গি কবি ও দার্শনিক। ইনি ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ১০ই এপ্রেল কলিকাতার ইটালী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ফ্রান্সিস্ ডিরোজিও কলিকাতার ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন। ধর্ম্মতলায় ড্রমণ্ডস্ একাডেমিতে হেনরি ডিরোজিও শিক্ষিত হন। ইনি ১৪ বৎসর বয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া পিতৃব্যের সহিত ব্যবসায়কার্য্যে ভাগলপুরে গমন করেন। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি স্বরচিত কতকগুলি কবিতা প্রকাশিত করেন এবং ঐ বৎসর কলিকাতা হিন্দু কলেজে ৪র্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ইঁহার শিক্ষায় হিন্দুছাত্রগণ নাস্তিকতা শিক্ষা করিতেছে এবং অনাচারী হইয়া উঠিতেছে, এই হেতুবাদে ইঁহার বিরুদ্ধে কলেজের কর্তৃপক্ষগণের নিকট এক আবেদন উপস্থিত হয়। অনুসন্ধানের ফলে যদিও ডিরোজিওর দোষ সপ্রমাণ হয় নাই, তত্রাচ কর্তৃপক্ষগণ ইঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন। সুতরাং তিন বৎসর মাত্র কার্য্য করিয়া ইনি হিন্দুকলেজের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কিন্তু ইঁহার অনুরক্ত ছাত্রগণ ইঁহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন নাই। বাহিরে থাকিয়াও ইঁহাদের উপর ডিরোজিওর প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিল। ইঁহার ছাত্র এবং অনুরক্তগণের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি তথনকার শিক্ষিত অনেকেই ছিলেন। কলেজের কার্য্যত্যাগের পর ইনি সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন এবং ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান্ নামক একখানি পত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ফকির অব্ জংঘিরা (Fakir of Jungheera) ও অন্যান্য অনেক কবিতা ইঁহার লেখনীপ্রসূত। ইনি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করেন। এই অল্পবয়স্ক শিক্ষক অল্প দিনের মধ্যে শিক্ষাপ্রসঙ্গে হিন্দু ছাত্রগণের মধ্যে যে নবভাব প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, সে ভাবের প্রভাব হিন্দুসমাজকে বিলক্ষণ বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। ইনি ছাত্রগণকে স্বাধীনভাবে চিন্তাশক্তির প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিতেন এবং সেই উপদেশ ফলে ছাত্রসমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিয়াছিল। ফল যাহাই হউক, ইঁহার পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ ধীশক্তি ইঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। অল্ড্‌ল্যাং সাইন (Auld lang Syne) নামক গ্রন্থে ম্যাক্সমুলার লিখিয়াছেন—"Derozio though branded by the clergy as an infidel and a devil of the Thomas Paine School, was worshipped by his pupils as the incarnation of goodness and kindness." অর্থাৎ ধর্ম্মযাজকগণ কর্তৃক নাস্তিক এবং "টমাস পেন" শ্রেণীর পিশাচবিশেষ বলিয়া বর্ণিত হইলেও, ডিরোজিও তাঁহার ছাত্রগণ দ্বারা দয়া ও ভদ্রতার অবতারস্বরূপে পূজিত হইয়াছিলেন।

ডী—চাষপক্ষী; বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। সং; স্ত্রী।

ডীন—১। উড্ডয়মান, উড়ন। ডী (উড়া) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। নভোগতি, ডয়ন, উড়া। ডী + ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ডুডুম—অশ্বতর; নেকড়ে বাঘ। সং; পু।

ডুণ্ডুভ—ঢোঁড়া সাপ। ডুণ্ডু—ভা (দীপ্তি পাওয়া) + ড ক। সং; পু।

ডেভিডস্—টি, ডবলু, রাইস, (T. W. Rhys Davids). জন্ম—১৮৪৩ খৃঃ ১২ই মে। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে ইনি সিংহল সিভিল সারভিসে প্রবিষ্ট হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি লণ্ডনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিয়ান এবং ইউনিভারসিটি কলেজের পালী ভাষা ও বৌদ্ধসাহিত্যের অধ্যাপক। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে Buddhism নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে Buddhism, its history and literature নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহার রচিত Buddhist India নামক আর একখানি গ্রন্থ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধসাহিত্যে ইঁহার ন্যায় ব্যুৎপন্ন বর্ত্তমানকালে আর কাহাকেও দেখা যায় না।

ডোম—স্বনামখ্যাত বর্ণসঙ্কর অন্ত্যজ জাতিবিশেষ। সং; পু।

ডোর, ডোরক—বাহু প্রভৃতিতে বন্ধনসূত্র, যথা সূতার তাগা, ঘুনসী, কার প্রভৃতি। ডোর = দোস্—রা (দান করা) + ড ক। ডোরক = ডোর শব্দ + কণ্। সং; ক্লী।

ঢ—১। চতুর্দ্দশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ২। ঢক্কা, ঢাক; কুকুর; কুকুর-লাঙ্গূল; ধ্বনি। সং; পু।

ঢক্কা—পটহ, ঢাক। ঢক্ (অনুকরণ শব্দ)—কৈ (শব্দ করা) + ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ঢুণ্ঢন—অন্বেষণ, খোঁজা, ঢোঁড়া। ঢুন্ঢ (=অন্বেষণ করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ঢুণ্ঢি—কাশীস্থ গণেশবিশেষ। ঢুন্ঢ (অন্বেষণ করা) + ই র্ম্ম। সং; পু।

ঢোল—স্বনামখ্যাত বাদ্যযন্ত্র। ঢুল (উৎক্ষেপণ করা) + অন্ ক। সং; পু।

ঢোলক—ক্ষুদ্র ঢোল, ঢোলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। সং; পু।

ঢৌকন—১। উৎকোচ, ঘুষ। ঢৌক + অনট্ ণ। ২। গমন। ঢৌক (গমন করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ণ

ণ—১। পঞ্চদশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ২। নির্গুণ। বিণ; ত্রি। ৩। নির্ণয়; জ্ঞান; ভূষণ; জলাশয়। সং; পু। ণকারের তন্ত্রোক্ত নাম, যথা—নির্গুণ, রতি, জ্ঞান, জম্ভন, পক্ষিবাহন প্রভৃতি।

ণত্ব—(ব্যাকরণে) দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ হওয়া। ণ বর্ণ+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

ণত্ববিধান—(ব্যাকরণে) দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ হইবার নিয়ম। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ণ্য—ব্রহ্মলোকস্থ সরোবরবিশেষ। সং; পু।

ত

ত—১। ষোড়শ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণ স্থান দন্ত। ২। অমৃত; ক্রোড়; পুচ্ছ; চৌর; ম্লেচ্ছ। তক (হাস্য করা, সহ্য করা)+ড ক। সং; পু। ৩। পুণ্য। তৃ+ড ণ। ৪। তরণ। তৃ (উত্তীর্ণ হওয়া)+ড ভা। সং।

তক্র—পাদাম্বুসংযুক্ত দধি; ঘোল। তক (সহ্য করা)+রক্ ক। সং; ক্লী।

তক্রকূর্চ্চিকা—আমিক্ষা, দুগ্ধবিকার, ছানা। তক্র যুক্ত যে কূর্চ্চিকা (গাঢ় দুগ্ধ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

তক্রপিণ্ড—ছানা। তক্র দুষ্ট পিণ্ড (পিণ্ডাকার দুগ্ধবিকার), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [লোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তক্রমাংস—এখ্‌নি। তক্র পক্ব মাংস, মধ্যপদ-

তক্রবিজ্ঞান—তক্রবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান, তক্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে বোধ। তক্র প্রধানতঃ তিন প্রকার—তক্র, উদশ্বিৎ ও ঘোল। তিনভাগ দধিতে এক ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে তাহাকে তক্র বলে। অর্দ্ধাংশ জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ বলে। সরযুক্ত দধিতে জল মিশ্রিত না করিয়া মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল বলে। তক্র মধুর ও অম্লরসবিশিষ্ট। ইহা উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক। বিষ, শোফ, অতিসার, গ্রহণী, পাণ্ডু, অর্শ, প্লীহা, গুল্ম, অরুচি, বিষম জ্বর, তৃষ্ণা, বমন, শূল, বায়ু প্রভৃতি রোগে হিতকর। ইহা মুখপ্রিয় ও মূত্রকৃচ্ছ্র, অতিপান বা অতিভোজনজনিত রোগে উপকারক। তক্র শুণ্ঠী ও সৈন্ধবযুক্ত হইলে বায়ুপ্রশমনকর। চিনিসংযুক্ত হইলে পিত্তনাশক। ত্রিকটু যুক্ত হইলে কফাধিক্য শান্তিকর। ঘোল হিং, জীরা ও সৈন্ধবলবণযুক্ত হইলে অর্শনাশক, বায়ুপ্রশামক, অতিসার নিবারক, বস্তি ও শূলনাশক, এবং রুচি, পুষ্টি ও বলকারক হয়। গুড়যুক্ত হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারক, এবং সিতাযুক্ত হইলে পাণ্ডুরোগ নাশক। গ্রীষ্মকালে, ক্ষতরোগে, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্ত রোগে এবং দুর্ব্বল শরীরে তক্র অহিতকর।

তক্রাট—তক্রমন্থন করিবার দণ্ড। তক্র শব্দ—অট (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

তক্ষ—জনৈক নৃপ, ভরতের পুত্র। তক্ষ+অন্ ক। সং; পু।

তক্ষক—১। সূত্রধর; বিশ্বকর্ম্মা। তক্ষ (ত্বগ্মোচন করা)+ণক ক। সং; পু। ২। জনৈক নাগ। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে ইঁহার জন্ম। দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল। খাণ্ডবারণ্যে ইঁহার আবাস ছিল। নাগবর একদা স্ত্রী ও পুত্র অশ্বসেনকে আবাসে রাখিয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। সেই সময়ে অগ্নিদেব কৃষ্ণার্জ্জুনের সহায়তায় খাণ্ডববন দাহ করায় তক্ষকের স্ত্রী, পুত্রসহ পলাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অর্জ্জুনের শরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অশ্বসেন ইন্দ্রের সাহায্যে রক্ষা পান।

উতঙ্কমুনি গুরুদক্ষিণা প্রদানের নিমিত্ত যে সময়ে পৌষ্যরাজপত্নীর কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিয়া আনিতেছিলেন, সেই সময়ে তক্ষক পথে তাহা হরণ করেন। অতঃপর উতঙ্ক পাতালে গমনপূর্ব্বক অনেক চেষ্টায় তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হন। তদবধি তিনি তক্ষকের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া রহিলেন।

শৃঙ্গীনামক ঋষিকুমার মহারাজ পরীক্ষিৎকে তক্ষকদষ্ট হইবার অভিশাপ প্রদান করিলে, সেই শাপ সফল করিবার অভিপ্রায়ে তক্ষক হস্তিনাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে কাশ্যপ নামে এক ব্রাহ্মণের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। ব্রাহ্মণ বিষবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সর্পদষ্ট পরীক্ষিৎকে মন্ত্রবলে পুনর্জ্জীবিত করিবার অভিপ্রায়ে হস্তিনাপুরে যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তক্ষক তাহার প্রমাণ চাহিলেন। তক্ষক একটি সজীব বৃক্ষকে দংশন করায় বৃক্ষটি বিশুষ্ক হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ মন্ত্রবলে বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। তখন তক্ষক ব্রাহ্মণকে অর্থলোভী জানিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রভূত অর্থ প্রদানপূর্ব্বক হস্তিনাগমনে প্রতিনিবৃত্ত করেন। অনন্তর তক্ষক অতি সূক্ষ্মদেহ ধারণপূর্ব্বক ফলমধ্যে অবস্থিত হইয়া পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা ফলটি ভক্ষণার্থ ছেদন করিবামাত্র তক্ষক তাঁহাকে দংশন করিয়া শমনভবনে প্রেরণ করিলেন।

অতঃপর পরীক্ষিৎ-তনয় মহারাজ জনমেজয় প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সতক্ষক নাগকুল নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তক্ষক ভয়ে ইন্দ্রের উত্তরীয় মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইন্দ্র আত্মরক্ষার্থে ইঁহাকে পরিত্যাগ করিলে, ইনি ঋত্বিক্‌গণের মন্ত্রবলে অগ্নিতে পতিত হইতে যাইতেছিলেন, এমন সময় নাগরাজ বাসুকিপ্রেরিত আস্তিক মুনির অনুরোধে জনমেজয় সর্পযজ্ঞ রহিত করিলে তক্ষক পরিত্রাণ লাভ করেন।

তক্ষণ—কাষ্ঠাদির উপরিভাগ মসৃণকরণ, চাঁচা, রেঁদা করা, কৃশকরণ। তক্ষ (ত্বগ্মোচন করা)+অনট্ ভা। সং; পু।

তক্ষণী—সূত্রধরের অস্ত্রবিশেষ, রেঁদা, বাইশ। তক্ষ (ত্বগ্মোচন করা)+অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

তক্ষশিলা—নগরীবিশেষ, ভরতপুত্র তক্ষরাজের রাজধানী, পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত, এই স্থানে মহারাজ জনমেজয় সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সং; স্ত্রী।

তক্ষা—সূত্রধর; বিশ্বকর্ম্মা; চিত্রানক্ষত্র। তক্ষ (ত্বগ্মোচন করা)+কনিন্ ক—তক্ষন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

তগর—১। টগর ফুলের গাছ। ত (ক্রোড়)—গৃ (গ্রাস করা)+অন্ ক। সং; পু। ২। টগর ফুল। সং; ক্লী।

তঙ্কন—অতি কষ্টে জীবনধারণ। তনক (কষ্টে জীবনধারণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

তচ্ছীল—সেই স্বভাববিশিষ্ট। তৎ (সেইরূপ) হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে তাচ্ছীল্য।

তচ্ছ্রবণ—তাহা শোনা, পূর্ব্বোক্ত বিষয় আকর্ণন। তাহার শ্রবণ, ৬তৎ (তৎ+শ্রবণ)। সং; ক্লী।

তজ্জনিত—তাহা হইতে বা তৎকর্তৃক উৎপাদিত। ৫ বা ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

তট—১। কূল, তীর; সানু। তট (উন্নত হওয়া)+অন্ ক। সং; পু ও ক্লী। ২। ক্ষেত্র। সং; ক্লী। ৩। শিব। সং; পু

তটভূমি—তীর প্রদেশ। ৬তৎ বা কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

তটস্থ—তীরস্থিত; সমীপস্থ; উদাসীন, নির্লিপ্ত, না শত্রু না মিত্র, অপক্ষপাতী; অগণাক্রান্ত। তট দেখ; তট শব্দ—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

তটাক, তটাগ—তড়াগ, বৃহৎ পুষ্করিণী। তট দেখ; তট (তীর)—অক বা অগ (বক্রভাবে গমন করা)+অন্ ক। সং; পু ও ক্লী।

তটাঘাত—বপ্রক্রীড়া, তটাদিতে হস্তীর গুঁতাঘাত। তটে আঘাত, ৭তৎ। সং; পু।

তটারূঢ়—তীরে উত্থিত। তটে আরূঢ়, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

তটিনী—নদী। তট দেখ; তট শব্দ (তীর)+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

তটী—তট, তীর, কূল; সানু। তট দেখ; তট শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং, স্ত্রী।

তটোপরি—তীরের উপরিভাগে। ৬তৎ। ব্য।

তড়াক, তড়াগ—বৃহৎ জলাশয়। তড় (দীপ্তি পাওয়া, ইত্যাদি)+আক, পক্ষান্তরে আগ ক। সং; পু ও ক্লী। [পঞ্চশত ধনু (২০০০ হাত) পরিমিত জলাশয়কে তড়াগ বলে। ইহার জল বায়ুবর্দ্ধক, স্বাদু, কষায় ও কটুপাক। তড়াগোৎসর্গকারী অশ্বমেধ, বাজপেয় ও অগ্নিষ্টোমাদি যাগফল লাভ করেন, এবং এক কল্পকাল ব্রহ্মলোকে, তৎপরে দিব্য এক যুগ স্বর্গে বসতি করিয়া থাকেন]।

তড়াঘাত—তটাঘাত। ৭তৎ। সং; পু।

তড়ি—১। আঘাতকারী। তড় (আঘাত করা) +ই ক। ২। আঘাত। তড়+ই ভা। সং; পু।

তড়িৎ—সৌদামিনী, বিদ্যুৎ। তড় (দীপ্তি পাওয়া)+ইৎ ক। সং; স্ত্রী। বিশেষণে তাড়িত।

তড়িত্বান্—১। বিদ্যুৎ-বিশিষ্ট। তড়িৎ দেখ; তড়িৎ শব্দ (বিদ্যুৎ)+বতু অস্ত্যর্থে=তড়িত্বৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তড়িত্বতী। ২। মেঘ। সং; পু।

তড়িদ্গর্ভ—১। বিদ্যুৎবিশিষ্ট। তড়িৎ (বিদ্যুৎ) আছে গর্ভে (মধ্যে) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। মেঘ। সং; পু।

তড়িন্ময়—বিদ্যুন্ময়, বিদ্যুৎপূর্ণ; সৌদামিনীস্বরূপ। তড়িৎ শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি।

তণ্ডক—১। বহুরূপী। বিণ; ত্রি। ২। খঞ্জন পক্ষী; ফেন; তরুস্কন্ধ। তন্ড (তাড়না করা, ইত্যাদি)+ণক ক। সং; পু।

তণ্ডু—শিবের জনৈক অনুচর। তন্ড+উ ক। সং; পু। [স্ম। সং; পু।

তণ্ডুল—চাউল। তন্ড (তাড়না করা)+উল

তণ্ডুল-পরীক্ষা—চৌর্য্য সন্দেহে কর্তব্য পরীক্ষাবিশেষ। কাত্যায়ন লিখিয়াছেন, তণ্ডুল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া নূতন মৃণ্ময় পাত্রমধ্যে দেবতার স্নানজলে শুচিভাবে ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিবসে সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদিগকে স্নান করাইয়া শুদ্ধাচারে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট করাইবে। পরে ভূর্জপত্রে, তদভাবে পিপ্পলপত্রে নিম্নলিখিত মন্ত্রটী লিখিবে,

"আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ
দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে
ধর্ম্মো হি জানাতি নরস্য বৃত্তম্॥"

এই পত্রিকা উপবিষ্ট ব্যক্তিদের মস্তকে রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত তণ্ডুল চর্ব্বণ করিতে দিবে। এই সময় যাহার গাত্রকম্প হইবে, ও তালু শুষ্ক হইবে, এবং তণ্ডুল চর্ব্বণানন্তর ভূর্জপত্রে বা পিপ্পলপত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে তাহাতে রক্ত দৃষ্ট হইবে, তাহাকেই দোষী বলিয়া জানিবে।

তত—১। বীণাদি বাদ্য। সং; ক্লী। ২। বায়ু। তন+ক্ত ক। সং; পু। ৩। বিস্তৃত; ব্যাপ্ত। তন (বিস্তৃত হওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ততঃ—তদনন্তর; তন্নিমিত্ত; তথা হইতে; তথায়; তবে; তৎকর্তৃক। তদ্+তস্। ব্য।

ততস্ত্য—তত্রত্য; তদাগত; তাহা হইতে জাত। ততঃ দেখ; ততস্+ত্য। বিণ; ত্রি।

ততি—১। সেই পরিমিত। তদ্+ডতি। বিণ; ত্রি। ২। শ্রেণী; সমূহ। তন (বিস্তৃত করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ততোঽধিক—তাহা হইতে অধিক। ততঃ+অধিক। বিণ; ত্রি।

তৎ—১। তন্নিমিত্ত, সেই হেতু; তাহাতে; তবে। তন (বিস্তৃত হওয়া)+ক্বিপ্ ক। ব্য। ২। তাহা, ইহা। তদ্ শব্দের ক্লীবলিঙ্গের ১মার ১বচন। ৩। ব্রহ্ম। সং; ক্লী।

তৎকাল—সেই সময়; বর্তমান কাল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তৎকালধী—প্রত্যুৎপন্নমতি, উপস্থিতবুদ্ধি। তৎকালে (উপযুক্ত সময়ে) উৎপন্ন হয় ধী (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

তৎকালপ্রচলিত—সেই সময়ে যাহার চলন ছিল এরূপ। তৎকাল দেখ; তৎকালে (সেই সময়ে) প্রচলিত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

তৎকালসম্ভূত—সেই সময়ে উদ্ভূত; বর্তমান সময়ে উৎপন্ন। তৎকাল দেখ; তৎকালে সম্ভূত (উৎপন্ন), ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

তৎকালোচিত—সেই সময়ের পক্ষে উপযুক্ত বা বিহিত। তৎকাল দেখ; তৎকালে উচিত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

তৎক্রিয়—তৎকার্য্যকারক; তদ্ব্যবসায়ী; বিনা বেতনে তৎকর্ম্মকারক। তৎ হইয়াছে ক্রিয়া যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [পু।

তৎক্ষণ—ঠিক সেই সময়, সদ্যঃ। কর্ম্মধা। সং;

তৎক্ষণাৎ—সেই সময়েই, তখনই, অবিলম্বে। তৎক্ষণ দেখ; সংস্কৃত মতে তৎক্ষণ শব্দের ৫মীর ১বচন, যবর্থে পঞ্চমী, অর্থাৎ "তৎক্ষণকে পাইয়া" এইরূপ অর্থে। বাঙ্গালায় এই পদটিকে অব্যয় বলা যাইতে পারে।

তত্তুল্য—তাহার সহিত তুলনীয়, তাহার সমান, তৎসদৃশ, তাহার ন্যায়। তাহার সহিত তুল্য, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

তত্ত্ব, তত্ত—স্বরূপ, প্রকৃতি; অবস্থা; পদার্থ; ব্রহ্ম; নৃত্য; (সাংখ্যমতে) মূলাপ্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, মনঃ, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার। তদ্+ত্ব ভাবার্থে। সং; ক্লী।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু—তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু, ব্রহ্মবিষয় জানিতে ইচ্ছুক। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

তত্ত্বজ্ঞ—তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়াছে এরূপ; যাথার্থ্যবিৎ, স্বরূপবেত্তা। তত্ত্ব দেখ; তত্ত্ব জানিয়াছে যে, উপ; তত্ত্ব শব্দ+জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

তত্ত্বজ্ঞান—ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান; যাথার্থ্যজ্ঞান, স্বরূপবোধ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

তত্ত্বজ্ঞানী—ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন; যাথার্থ্যবিৎ, স্বরূপজ্ঞ। তত্ত্বজ্ঞান দেখ; তত্ত্বজ্ঞান শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=তত্ত্বজ্ঞানিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

তত্ত্বদর্শিতা—তত্ত্বদর্শীর ভাব বা কার্য্য; তত্ত্বজ্ঞতা; বিচক্ষণতা। তত্ত্বদর্শী দেখ। তত্ত্বদর্শিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী।

তত্ত্বদর্শী—তত্ত্বজ্ঞ; যাথার্থ্যবিৎ; বিচক্ষণ। তত্ত্ব দেখ; তত্ত্ব দর্শন করে যে, উপ; তত্ত্ব শব্দ—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক=তত্ত্বদর্শিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। বিশেষ্যে তত্ত্বদর্শিতা।

তত্ত্বনিরূপণ—ব্রহ্মনির্ণয়, ঈশ্বরসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় স্থিরীকরণ; যাথার্থ্যনির্ণয়, স্বরূপনির্ণয়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

তত্ত্বনির্ণয়—তত্ত্বনিরূপণ দেখ। ৬তৎ। সং; পু।

তত্ত্বন্যাস—তন্ত্রে কথিত পূজাঙ্গ ন্যাসবিশেষ। সং; পু।

তত্ত্ববিৎ—তত্ত্বজ্ঞ দেখ। তত্ত্ব দেখ; তত্ত্ব-বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; পু।

তত্ত্ববিবেক—জ্যোতিঃশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থবিশেষ। সং; পু। [বিণ, ত্রি।

তত্ত্বহীন—তত্ত্বজ্ঞানশূন্য, ঈশ্বরজ্ঞানরহিত। ৩তৎ।

তত্ত্বানুসন্ধান—প্রকৃত অবস্থার অন্বেষণ, যথার্থ ব্যাপার কি তাহা জানিবার নিমিত্ত খোঁজ লওয়া, যাথার্থ্যনিরূপণের প্রয়াস। ৬তৎ। সং; ক্লী।

তত্ত্বানুসন্ধায়ী—স্বরূপ অনুসন্ধানকারী, আত্মজ্ঞানান্বেষী। তত্ত্ব শব্দ—অনু—সম্—ধা+ণিন্ ক=তত্ত্বানুসন্ধায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। [সং; স্ত্রী।

তত্ত্বালোচনা—তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন। ৬তৎ।

তত্ত্বাবধান—কোন ব্যাপার যথাযথরূপে সম্পন্ন হইতেছে কি না তাহা মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ, কর্তৃত্বকরণ, অধ্যক্ষতাকরণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

তত্ত্বাবধায়ক—তত্ত্বাবধানকারী, যাহার উপর কোন বিষয় দেখিবার ভার থাকে। ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তত্ত্বাবধায়িকা।

তত্ত্বাবধায়িকা—তত্ত্বাবধায়ক দেখ।

তত্ত্বাবধারক—তত্ত্বনিরূপণকর্ত্তা, স্বরূপনির্ণয়কারী। ৬তৎ। বি। ; ত্রি।

তত্ত্বাবধারণ—স্বরূপনির্ণয়, যাথার্থ্যনিরূপণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

তৎপর—১। আসক্ত, নিষ্ঠ ; যত্নবান্ ; ব্যগ্র ; ক্ষিপ্রকারী ; দক্ষ। তাহাতে পর (আসক্ত), ৭তৎ। ২। তৎপ্রধান। তৎ (তাহা) হইয়াছে পর (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে তৎপরতা, তাৎপর্য্য।

তৎপরতা—ব্যগ্রতা ; দক্ষতা ; ক্ষিপ্রকারিতা ; যত্ন। তৎপর দেখ ; তৎপর+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

তৎপরায়ণ—তৎপ্রধান ; তদাসক্ত ; তদাশ্রিত। তৎ (তাহাই) হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

তৎপুরুষ—সমাসবিশেষ। সমাস দেখ। সং ; পু।

তত্র—তথায়, সেখানে ; সেই বিষয়ে। তদ্ শব্দ + ত্র ৭মী স্থানে। ব্য।

তত্রত্য—তৎস্থানস্থ, তৎস্থানজাত, সেখানকার। তত্র দেখ ; তত্র শব্দ+ত্য। বিণ।

তত্রভবতী—মান্যা, পূজ্যা। তত্রভবান্ দেখ ; তত্রভবৎ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

তত্রভবান্—মান্য, পূজ্য। তত্র=তদ্ শব্দ+ত্র ১মা স্থানে ; ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ডবতু ক=ভবৎ, ১মার ১বচনে ভবান্ ; তত্র (সেই) ভবান্ (মান্য), কর্ম্মধা। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তত্রভবতী। [+অপি। ব্য।

তত্রাপি—তত্রাচ, তথাচ, তথাপি, তবুও। তত্র

তত্ত্ব—তত্ত্ব দেখ।

তৎসংক্রান্ত—তৎসম্বন্ধীয়, তদ্বিষয়ক, তদ্ঘটিত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

তৎসংসৃষ্ট—তাহার সংসর্গে স্থিত, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বা পদার্থে সংসর্গকারক। ৭তৎ। বিণ।

তৎসদৃশ—তত্তুল্য, তাহার সমান, তাহার ন্যায়। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

তৎস্থলাভিষিক্ত—তাহার স্থানে অভিষিক্ত, তদীয় প্রতিনিধি। ৬ ও ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

তৎস্বরূপ—তদীয় প্রতিনিধি ; পূর্ব্বোক্তের সহিত ভেদরহিত, তাহার তুল্য। তাহার স্বরূপ, ৬তৎ, অথবা তাহার স্বরূপের ন্যায় স্বরূপ যাহার, বহু। [স্বরূপ—প্রথম পক্ষে স্ব (আপনার) রূপের ন্যায় রূপ যাহার, বহু, এবং দ্বিতীয় পক্ষে স্ব অর্থাৎ আপনার রূপ, ৬তৎ]। বিণ ; ত্রি।

তথা—সাদৃশ্য ; সেই প্রকার ; সেই হেতু ; স্বীকার ; সমুচ্চয়, এবং ; নিশ্চয় ; তাহাই। তদ্+থাচ্। ব্য।

তথাগত—১। তথাভূত। তথা (সেই প্রকারে) গত (ভূত), ৩তৎ। ২। সেই রূপে, সেই প্রকারে আগত। তথা (সেই প্রকারে) আগত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। ৩। বুদ্ধদেব। তথা (সত্য) গত (জ্ঞান) যাহার, বহু। সং ; পু।

তথাচ—তথাপি, তাহা হইলেও, তবুও। তথা+চ। ব্য। [অপি। ব্য।

তথাপি—তত্রাপি, তাহা হইলেও, তবুও। তথা

তথাভূত—তথাগত ; সেই প্রকারে সম্পন্ন। তথা দেখ ; তথা—ভূ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

তথাবিধ—সেই প্রকার, তাদৃশ। তথা (সেই) হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

তথাস্তু—তাহাই হউক, (যেরূপ বলা হইয়াছে) সেইরূপই ঘটুক। তথা (তদ্রূপ, তাহাই) অস্তু (হউক) ; অস্তু সংস্কৃত ক্রিয়া। ব্য।

তথাহি—পূর্ব্বোক্তের দৃঢ়ীকরণ, সমর্থন ; নিদর্শন বিবরণ ; প্রসিদ্ধি। তথা+হি (নিশ্চয়ার্থক অব্যয়)। ব্য।

তথৈব—সেইরূপই। তথা+এব। ব্য।

তথৈবচ—সেই প্রকারই, সেই রূপই ; রীতিপূর্ব্বক নয়, প্রকৃতপ্রস্তাব নয়, মনোযোগ ব্যতিরেকে। তথা+এব+চ। ব্য।

তথ্য—১। যাথার্থ্য ; প্রকৃত অবস্থা বা ব্যাপার। তথা দেখ ; তথা+ষ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী। ২। যথার্থ ; সত্য, অবিসংবাদী। বিণ ; ত্রি।

তথ্যভাষী—(তথ্যভাষিন্)। প্রকৃত বিষয়ের বক্তা, সত্যবাদী। তথ্য শব্দ—ভাষ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তথ্যভাষিণী।

তথ্যবাদী—(তথ্যবাদিন্)। তথ্যভাষী। তথ্য শব্দ—বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তথ্যবাদিনী।

তথ্যানুসন্ধান—প্রকৃত অবস্থার অনুসন্ধান, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার কি তাহারই খোঁজ লওয়া, যাথার্থ্যনিরূপণ চেষ্টা। তথ্য দেখ ; ৬তৎ। সং ; ক্লী।

তদতিরিক্ত—তাহার অতিরিক্ত, তাহা অপেক্ষা অধিক ; তাহা ভিন্ন। তাহার অতিরিক্ত, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

তদনন্তর—১। তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী, তাহার পরবর্ত্তী। তাহার অনন্তর (পশ্চাদ্বর্ত্তী), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। তাহার পরে। ক্রি-বিণ।

তদনুরূপ—তৎসদৃশ, সেই মত, তদ্রূপ। তাহার অনুরূপ, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

তদনুসার—তাহার অনুগমন, পূর্ব্বোক্তের পশ্চাদ্গমন। ৬তৎ। সং ; পু।

তদনুসারী—পূর্ব্বোক্তের অনুগামী, পূর্ব্বোক্তবৎ কার্য্যকারী। তদ্—অনু—সৃ (গমন)+ণিন্ ক=তদনুসারিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তদনুসারিণী।

তদনুসারে—সেই প্রকারে, তদ্রূপে, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীক্রমে। তাহার অনুসার (অনুগমন) আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

তদন্তঃপাতী, তদন্তর্গত, তদন্তর্ব্বর্ত্তী—তাহার মধ্যস্থিত, তাহার মধ্যে নিবিষ্ট ; তাহার মধ্যে পরিগণিত। তাহার অন্তঃপাতী, অন্তর্গত, বা অন্তর্ব্বর্ত্তী. ৬তৎ। বিণ ; পু।

তদভিমুখে—তাহার অভিমুখে, সেই স্থান বা পদার্থের দিকে মুখ করিয়া। তাহাকে অভি (লক্ষ্য করিয়া) মুখ হইয়াছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

তদর্থ—তাহার নিমিত্ত। তাহা হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহার বা যাহাতে, বহু। অথবা তাহার নিমিত্ত ইহা, নিত্য। বিণ ; ত্রি [সং ; ক্লী।

তদর্পণ—তাহার দান। তাহার অর্পণ, ৬তৎ।

তদবধি—সেই অবধি, সেই কাল অবধি। তৎ (সেই) হইয়াছে অবধি (সীমা) যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

তদবস্থ—সেই অবস্থায় অবস্থিত, পূর্ব্বভাবাপন্ন। তৎ (সেই) হইয়াছে অবস্থা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে তদবস্থা।

তদবস্থা—১। সেই অবস্থা, সেই ভাব। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। সেই একই অবস্থায় অবস্থিতা, পূর্ব্বভাবাপন্না। সেই হইয়াছে অবস্থা যাহার, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

তদা—তখন, সেই সময়ে। তদ্ শব্দ+দা কালার্থে। ব্য।

তদাত্মা—তৎস্বরূপ। সেই হইয়াছে আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহু। বিণ ; পু।

তদাত্ব—তৎকাল, বর্ত্তমান সময়। তদা দেখ ; তদা শব্দ+ত্ব। সং ; ক্লী।

তদানীং—তদানীম্ দেখ।

তদানীন্তন—তৎকালীন, সেই সময়ের। তদানীম্ দেখ : তদানীম্ শব্দ+ট্নন ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে তদানীন্তনী।

তদানীন্তনী—তদানীন্তন দেখ।

তদানীম্—(তদানীং)। তখন, সেই সময়। তদ্ শব্দ+দানীম্ কালার্থে। ব্য।

তদাপ্রভৃতি—তদবধি, সেই সময় অবধি। ব্য।

তদিতর—তদন্য, তদ্ভিন্ন, তাহা ছাড়া। তাহা হইতে ইতর (অন্য), ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

তদীয়—তৎসম্বন্ধীয়, তদধিকৃত, তাহার। তদ্ শব্দ+ণীয় ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

তদুপযোগী—(তদুপযোগিন্)। তাহার উপযোগী, পূর্ব্বোক্ত পদার্থের উপযুক্ত। তাহার উপযোগী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তদুপযোগিনী।

তদুপরি—তাহার উপরে। ৬তৎ। ব্য।

তদুপলক্ষে—তাহার উপলক্ষে। তাহা হইয়াছে উপলক্ষ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

তদেক—তাহা হইতে ভেদরহিত। তাহার সহিত এক, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

তদেকাত্মা—তাহার সহিত অভিন্নাত্মা, একাত্মা। বহু ও ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

তদ্—(তৎ) ১। তিনি, সে; তাহা; প্রসিদ্ধ। তন (বিস্তার করা) + অদ্ ক। সর্ব্ব; ত্রি। ২। ব্রহ্ম। সং; ক্লী।

তদ্গত—তদাসক্ত, তন্নিষ্ঠ, তাহাতেই নিবিষ্ট। তাহাকে গত, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

তদ্গতচিত্ত—তদাসক্তমনাঃ, তাহাতে একান্ত অভিনিবিষ্ট। তাহাকে গত (প্রাপ্ত), ২তৎ। তদ্গত হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে তদ্গতচিত্তা।

তদ্গুণ—১। তাহার গুণ। ৬তৎ। ২। প্রসিদ্ধ গুণ। তৎ (প্রসিদ্ধ) যে গুণ, কর্ম্মধা। ৩। কাব্যালঙ্কারবিশেষ। সং; ক্লী।

তদ্দণ্ড—সেই ক্ষণ, সেই মুহূর্ত্ত। কর্ম্মধা। সং।

তদ্দিন—সেই দিন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তদ্ধন—কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ। তৎ (সেই) হইয়াছে ধন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

তদ্ধর্ম্মা—(তদ্ধর্ম্মন্)—পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম বিশিষ্ট। তাহা হইয়াছে ধর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; পু।

তদ্ধিত—১। তাহার মঙ্গল। তাহার নিমিত্ত হিত (মঙ্গল), ৪তৎ। সং; ক্লী। ২। তাহার যোগ্য, প্রিয়, বা মঙ্গলজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ৩। শব্দোত্তর জায়মান প্রত্যয়, অর্থাৎ শব্দের উত্তর যে সকল প্রত্যয় হইলে পুনরায় শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। তাহাতে (মূল শব্দে) হিত (বিহিত) হয় যাহা, অথবা হিত (প্রাপ্তি) হয় যাহার বহু। সং; পু।

তদ্ভাব—তাহার ভাব; সেই ভাব। ৬তৎ বা কর্ম্মধা। সং; পু।

তদ্ভাবাপন্ন—তদীয় ধর্ম্মযুক্ত; সেই ভাব প্রাপ্ত। তদ্ভাবকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ।

তদ্ভিন্ন—তদন্য, তদিতর; তদ্ব্যতিরিক্ত। তাহা হইতে ভিন্ন, ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

তদ্রূপ—সেই রূপ, সেই প্রকার, তদ্বিধ। তৎ (সেই) হইয়াছে রূপ যাহার, বহু। বিণ।

তদ্বৎ—তত্তুল্য, তৎসদৃশ, সেইরূপ, তাহার মত। তদ্ শব্দ + চৎ। ব্য।

তদ্বিধ—সেই প্রকার, তদ্রূপ। তৎ (সেই) হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

তদ্বিষয়—সেই বিষয়, পূর্ব্বোক্ত বিষয়। কর্ম্মধা।

তদ্ব্যতিরিক্ত—তদ্ভিন্ন, তদন্য; তাহার অতিরিক্ত, তাহা ছাড়া। তাহা হইতে ব্যতিরিক্ত (ভিন্ন), ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

তনয়—পুত্র। তন (বিস্তার করা) + কয়ন্ ক; যে বংশাদি বিস্তার করে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তনয়া।

তনয়বৎসল—পুত্রবৎসল, পুত্রের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। তনয়ে বৎসল, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে তনয়বৎসলা।

তনয়া—কন্যা, দুহিতা। তনয় দেখ; তনয় শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে তনয়।

তনস্—পৌত্রাদি। তন (বিস্তার করা) + অসুন্ ক, যে বংশ বিস্তার করে। সং; পু।

তনিকা—রজ্জু; কাছি। তন (বিস্তৃত হওয়া বা করা) + ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং।

তনিমা—কৃশত্ব; সূক্ষ্মতা। তনু দেখ; তনু শব্দ (কৃশ) + ইমন্ ভাবার্থে = তনিমন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

তনু—১। শরীর; মূর্ত্তি। তন (বিস্তৃত হওয়া) বা করা) + উ ক। সং; স্ত্রী। ২। অল্প; কৃশ; কোমল। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে তন্বী, তনু। বিশেষ্যে তনুতা, তনুত্ব।

তনুঃ—শরীর। তন + উস্ কর্ত্তৃবাচ্যে = তনুস্, ১মার ১বচন। সং; ক্লী।

তনুচ্ছদ—বর্ম্ম, সাঁজোয়া। তনু (শরীর) – ছদ (আচ্ছাদন করা) + অন্ ক। সং; পু।

তনুজ, তনুজ—পুত্র। তনু বা তনূ শব্দ (শরীর) – জন (জন্মা) + ড ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তনুজা, তনূজা।

তনুজা, তনূজা—কন্যা। তনুজ দেখ; তনুজ বা তনূজ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে তনুজ, তনূজ।

তনুত্যাগ—দেহপরিত্যাগ, মৃত্যু। তনুর (শরীরের) ত্যাগ, ৬তৎ। সং; পু।

তনুত্র, তনুত্রাণ—বর্ম্ম, সাঁজোয়া। তনু শব্দ (শরীর) – ত্রৈ (রক্ষা করা) + ড, পক্ষান্তরে অন ক। সং; ক্লী।

তনুভৃৎ—শরীরধারী, দেহী, জীব, প্রাণী। তনু (শরীর) – ভৃ (ধারণ করা) + ক্বিপ্ ক। সং; পু।

তনুমধ্যা—কৃশমধ্যা স্ত্রী, যে নারীর কটিদেশ ক্ষীণ অর্থাৎ সরু; ষড়ক্ষর ছন্দোবিশেষ। তনু (কৃশ) হইয়াছে মধ্য যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

তনুরস—ঘর্ম্ম, ঘাম। ৬তৎ। সং, পু।

তনুরুচি—১। শরীরের দীপ্তি, কান্তি; দেহের শোভা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। ক্ষীণানুরাগবিশিষ্ট। তনু (ক্ষীণ) হইয়াছে রুচি (অনুরাগ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

তনুবার—বর্ম্ম, সাঁজোয়া। তনু শব্দ – বৃ (আবৃত করা) + ঘঞ্ ণ। সং; পু।

তনূ—দেহ, শরীর। তন (বিস্তৃত করা বা হওয়া) + ঊ ক। সং; স্ত্রী।

তনূজানি—পুত্র। তনূ (শরীর) হইতে জানি (উৎপত্তি) হয় যাহার, বহু। সং; পু।

তনূরুহ—১। লোম; পক্ষীর পালক। তনূ শব্দ (শরীর) – রুহ (জন্মা) + ক ক। সং; পু ও ক্লী। ২। পুত্র। সং; পু।

তন্তু—সূত্র, সুতা; সন্তান। তন (বিস্তৃত হওয়া বা করা) + তুন্ ক। সং; পু।

তন্তুকাষ্ঠ—বুরুষ। তন্তু সংযুক্ত কাষ্ঠ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তন্তুকীট—গুটিপোকা। তন্তু কারক যে কীট, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

তন্তুনাভ—উর্ণনাভ, মাকড়সা। তন্তু (সূত্র) আছে নাভিতে যাহার, বহু। সং; পু।

তন্তুপর্ব্ব—শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা। তন্তু (সূত্র, যজ্ঞোপবীত), তাহার পর্ব্ব (উৎসব) হইয়াছিল যে সময়ে, বহু (ঐ তিথিতে বামনদেবের উপবীত ধারণ হয়)। অথবা তন্তুধারক পর্ব্ব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [অস্ত্যর্থে। সং; ক্লী।

তন্তুর, তন্তুল—মৃণাল। তন্তু (সূত্র) – র ও ল

তন্তুবাপ, তন্তুবায়—তাঁতি; মাকড়সা। তন্তু শব্দ (সূত্র) – বপ পক্ষান্তরে বে (বয়ন করা) + ষণ্ ক। সং; পু।

তন্তুশালা—তাঁত ঘর। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

তন্তুসন্তত—বোনা কাপড়; সেলাই করা কাপড়। তন্তু (সূত্র) হইয়াছে সন্তত (সম্যক্ বিস্তৃত বা ব্যাপ্ত) যাহাতে, বহু। পু।

তন্ত্র—১। শাস্ত্রবিশেষ, শিব ও শক্তির উপাসনা বিষয়ক শাস্ত্র; বেদের শাখাবিশেষ; সিদ্ধান্ত; ঔষধ; পরিচ্ছেদ; প্রধান; হেতু; রাজ্য; স্বরাজ্য-চিন্তা; ইতিকর্ত্তব্যতা; বস্ত্রবয়নসামগ্রী, তাঁত; তন্তু; সমূহ; কুল; কুটুম্বভরণ; উভয় কার্য্যার্থ সকৃৎ প্রবৃত্তি হেতু। তন (বিস্তৃত করা বা হওয়া) + ষ্ট্রন্ ক। সং; ক্লী। ২। অধীন। বিণ; ত্রি।

তন্ত্রক—নববস্ত্র। তন্ত্র শব্দ (তাঁতির তাঁত) + কণ্। সং; ক্লী।

তন্ত্রকাষ্ঠ—তন্তুবায়ের তুরী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তন্ত্রতা—১। অধীনতা। তন্ত্র দেখ; তন্ত্র + তা ভাবাদ্যর্থে। সং; স্ত্রী। ২। অনেককে উদ্দেশ করিয়া একবার প্রবৃত্তি। যেমন অনেক ব্রহ্মহত্যার জন্য একবার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেই শুদ্ধ হয়।

তন্ত্রধারক—যে ব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ডের পদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থ দেখিয়া পূজাদি কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিকে মন্ত্র পাঠ করায়। ৬তৎ। সং; পু।

তন্ত্রবাপ, তন্ত্রবায়—তাঁতি; মাকড়সা। তন্ত্র শব্দ (তন্তু) – বপ পক্ষান্তরে বে (বয়ন করা) + ষণ্ ক। সং; পু।

তন্ত্রসংস্থিতি—রাজশাসন প্রণালী। সং; স্ত্রী।

তন্ত্র-হোম—তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী হোম। সং; পু।

তন্ত্রাবাপ—স্বরাজ্য ও পররাজ্য বিষয়ে চিন্তা। সং; পু।

তন্দ্রিত—অলস, অবসন্ন। তন্দ্র শব্দ + ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

তন্ত্রিপাল—বিরাট রাজ্যে গুপ্তভাবে অবস্থানকালে সহদেব গৃহীত নাম।

তন্ত্রী—বীণাদির তাঁত ; রজ্জু। তন্ত্র (ধারণ করা)+ঈ ণ। সং ; স্ত্রী।

তন্দ্রা—অল্প নিদ্রা, নিদ্রাবেশ ; অবসন্নতা ; আলস্য। তন্দ্র (অবসন্ন হওয়া)+অ ভা। সং ; স্ত্রী। [বিণ ; ত্রি।

তন্দ্রাভিভূত—নিদ্রাভিভূত, নিদ্রিত। ৩তৎ।

তন্দ্রালু—নিদ্রালু ; অলস। তন্দ্রা দেখ ; তন্দ্রা শব্দ+আলু অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

তন্দ্রি, তন্দ্রিকা—অল্প নিদ্রা, নিদ্রাবেশ ; আলস্য ; মূর্চ্ছা। তন্দ্রি=তন্দ্র (অবসন্ন হওয়া, মোহপ্রাপ্ত হওয়া)+ক্রিন্ ভা। তন্দ্রিকা=তন্দ্রি শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

তন্দ্রিত—নিদ্রিত, জড়ভাবাপন্ন ; অলস। তন্দ্র (অবসন্ন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে তন্দ্রা।

তন্দ্রী—তন্দ্রা, অল্প নিদ্রা ; আলস্য ; মূর্চ্ছা। তন্দ্র (অবসন্ন হওয়া, মোহপ্রাপ্ত হওয়া)+ক্রিন্ ভা। সং ; স্ত্রী। [ব্য।

তন্ন—তাহা নহে। তৎ (তাহা)+ন (না)।

তন্ন তন্ন—তাহা নহে তাহা নহে এবম্প্রকার অনুসন্ধানযুক্তভাবে ; বিশেষরূপে ; সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম। দেশজ। তন্ন দেখ।

তন্নিবন্ধন—১। সেই হেতু, সেই কারণ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। সেই কারণপ্রযুক্ত, সেই হেতুতে। তৎ (তাহাই) হইয়াছে নিবন্ধন (কারণ) যাহার বা যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

তন্নিমিত্ত—তজ্জন্য, সেই হেতু। তাহা হইয়াছে নিমিত্ত যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

তন্নিবারণ—তাহার নিবৃত্তি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

তন্মনস্ক—তদেকান্তরত-চিত্ত, তদ্গতচিত্ত। তাহাতেই মনঃ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

তন্ময়—তদাত্মক ; তৎস্বরূপ। তদ্ শব্দ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি।

তন্ময়চিত্তে—তদ্গতভাবে, যাহাতে মনে তাহা (পূর্ব্বোক্ত বিষয়) ভিন্ন আর কিছু না থাকে এরূপে। তন্ময় দেখ। তন্ময় হইয়াছে চিত্ত যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

তন্ময়তা, তন্ময়ত্ব—তদ্ভাবপূর্ণতা, তৎস্বরূপতা, তদাত্মকত্ব। তন্ময় শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। সং ; স্ত্রী ও ক্লী।

তন্মাত্র—১। তদাত্মক ; কেবল তাহাই। তদ্ শব্দ+মাত্র। বিণ ; ত্রি। ২। (সাংখ্যমতে) অমিশ্র ভূতপঞ্চক। তদ্ (তাহাই) হইয়াছে মাত্রা যাহার, বহু। সং ; ক্লী।

তন্বী—কৃশাঙ্গী। তনু দেখ ; তনু শব্দ (কৃশ) +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

তপ—১। গ্রীষ্মকাল ; সূর্য্য ; রৌদ্র ; আতপ। তপ (দাহ করা)+অন্ ক। সং ; পুং। ২। তাপদায়ক। বিণ ; ত্রি।

তপঃ—১। আচরণ। তপ (দাহ করা, ইত্যাদি) +অস্ ভা—তপস্, ১মার ১বচন। ২। তপস্যা, ধর্ম্মসাধনোদ্দেশে ক্লেশময় কর্ম্ম ; চান্দ্রায়ণাদি ব্রত [তপঃ তিন প্রকার—শারীর, বাচিক ও মানসিক। দেবতা, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য, ও অহিংসাকে শারীর তপঃ বলে। অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য কথন এবং বেদাভ্যাসকে বাচিক তপঃ বলে। মনের প্রসন্নতা, সৌম্যত্ব, মৌন, আত্মসংযম ও ভাবসংশুদ্ধিকে মানস তপঃ বলা যায়] ; ধর্ম্ম ; অদৃষ্ট ; লোকবিশেষ। তপ+অস্ ণ, তৎপরে পূর্ব্বোক্তরূপ। ৩। মাঘমাস ; শিশির ঋতু। সং ; ক্লী।

তপঃপ্রভাব—তপস্যার প্রভাব, তপোবল। ৬তৎ। সং ; পুং।

তপঃসিদ্ধ—যে তপস্যাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তপোদ্বারা সিদ্ধ, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

তপতী—১। তাপদায়িকা ; প্রকাশমানা। তপৎ দেখ ; তপৎ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সূর্য্যপত্নী, ছায়া ; সূর্য্যতনয়া, ছায়ার গর্ভসম্ভূতা, সংবরণ রাজার সহিত ইহাঁর বিবাহ হইলে ইহাঁর গর্ভে কুরুরাজের জন্ম হয় ; দক্ষিণ ভারতবর্ষস্থ নদীবিশেষ, তাপ্তী নদী। সং ; স্ত্রী।

তপৎ—তাপদ ; প্রকাশযুক্ত। তপ (দাহ করা) +শতৃ ক। বিণ ; ত্রি। পুংলিঙ্গে তপন্ ; স্ত্রীলিঙ্গে তপতী।

তপন—১। সূর্য্যকান্তমণি ; আকন্দগাছ ; সূর্য্য ; গ্রীষ্মকাল ; নরকবিশেষ। তপ (দাহ করা, ইত্যাদি)+অন ক। সং ; পুং। ২। তাপজনক। বিণ ; ত্রি।

তপনতনয়—যম ; শনি ; কর্ণ। তপনের (সূর্য্যের) তনয় (পুত্র), ৬তৎ। সং ; পুং। [সং ; স্ত্রী।

তপনতনয়া—যমুনা নদী ; শমীলতা। ৬তৎ।

তপনতাপন—১। সূর্য্যকিরণ। তপনের (সূর্য্যের) তাপন (কিরণ), ৬তৎ। ২। তাপপ্রদ সূর্য্য। তপন (তাপদায়ক) যে তাপন (সূর্য্য), কর্ম্মধা। সং ; পুং। ৩। সূর্য্যবৎ তাপদায়ক। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

তপনীয়—১। তপ্ত করিবার যোগ্য। তপ (দাহ করা)+অনীয় কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। স্বর্ণ, সোণা। সং ; ক্লী।

তপনেষ্ট—সূর্য্যপ্রিয়, তাম্র। তপনের (সূর্য্যের) ইষ্ট (অভিলষিত), ৬তৎ। সং ; ক্লী।

তপশ্চরণ, তপশ্চারণ—তপঃসাধন, তপস্যার অনুষ্ঠান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

তপস্য—১। ফাল্গুন মাস। তপঃ দেখ ; তপস্ +য্য। সং ; পুং। ২। তপস্যারত। বিণ।

তপস্যা—তপঃ, তপশ্চরণ, অরণ্যাদি বিজন স্থানে কঠোর নিয়মে দেবারাধনা ; ব্রতচর্য্যা। তপঃ দেখ ; তপস্ শব্দ+য্য—তপস্য নামধাতু হেতুতে অ ভা, ও স্ত্রী লিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

তপস্বিনী—তপস্বী দেখ।

তপস্বী—তাপস, অরণ্যাদি বিজন স্থানে কঠোর নিয়মে দেবারাধনাকারী ; ক্লেশসহিষ্ণু ; ধর্ম্মপরায়ণ ; অনুকম্প্য, দীন ; নির্দ্দোষ। তপঃ দেখ ; তপস্ শব্দ+বিন্ অস্ত্যর্থে—তপস্বিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে তপস্বিনী।

তপাত্যয়—আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস, বর্ষাকাল। তপের (আতপের) অত্যয় (নাশ) হয় যাহাতে (যে কালে), বহু। সং ; পুং।

তপোধন—১। তপস্যারূপ ধন। রূপক কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। তাপস, তপস্বী। তপঃ (তপস্যা) হইয়াছে ধন যাহার, বহু। পুং।

তপোনিধি—তাপস, তপস্বী। তপঃ হইয়াছে নিধি (রত্ন) যাহার, বহু। সং ; পুং।

তপোবল—তপঃপ্রভাব, তপস্যার শক্তি, তপশ্চরণজনিত ক্ষমতা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

তপোভঙ্গ—তপস্যার ব্যাঘাত। ৬তৎ। সং ; পুং।

তপোময়—১। পরমেশ্বর। সং ; পুং। ২। তপঃপ্রধান। তপঃ দেখ ; তপস্ শব্দ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে তপোময়ী।

তপোময়ী—তপঃপ্রধানা, ধর্ম্মপরায়ণা। তপোময় দেখ ; তপোময় শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

তপোলোক—পৃথিবীর কোটি যোজন ঊর্দ্ধস্থিত লোকবিশেষ। তপঃ দেখ ; তপঃ নামক যে লোক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পুং।

তপোবন—তপস্যাসাধনের বন ; মুনিঋষিদিগের আশ্রম। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

তপ্ত—তাপযুক্ত ; খেদযুক্ত ; উষ্ণ, গরম। তপ (দাহ করা, ইত্যাদি)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

তপ্তকাঞ্চন—অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণ, খাদশূন্য সোণা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণ—বিশুদ্ধ স্বর্ণতুল্য বর্ণবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা।

তপ্তকুম্ভ—নরকবিশেষ ; এই নরক তপ্ত কুম্ভবৎ অসহ্য। সং ; পুং।

তপ্তকৃচ্ছ্র—ব্রতবিশেষ। এই ব্রতে প্রতি-তিন দিন কেবল বায়ুতপ্ত দুগ্ধ, ঘৃত ও জল খাইতে হয়। সং ; পুং।

তপ্তবালুক—নরকবিশেষ। সং ; পুং।

তব—তোমার। সংস্কৃত ভাষায় ষষ্ঠী বিভক্তির একবচনান্ত। যুষ্মদ্ শব্দের রূপ। সর্ব্বনাম [বাঙ্গালায় ইহা প্রায় অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়]।

তম—১। অন্ধকার। ২। রাহু। তম+অল্ ক। সং ; ক্লী। ৩। তমোগুণ। তম (খিন্ন হওয়া বা করা, ইত্যাদি)+অল্ ণ। সং ; পুং।৩।

ক্লান্ত। বিণ; ত্রি। ৫। (ব্যাকরণে) বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষবোধক তদ্ধিত প্রত্যয়।

তমঃ—অন্ধকার; গুণবিশেষ, ইহা প্রকৃতির তৃতীয় গুণ, এই গুণের প্রাধান্য হইলে মানবের কামক্রোধাদি নীচ প্রবৃত্তিসমূহ প্রবল হয়; মোহ; শোক; পাপ। তম (খিন্ন হওয়া বা করা, ইত্যাদি)+অস্ ণ=তমস্, ১মার ১বচন। সং; ক্লী।

তমস—অন্ধকার। তম (খিন্ন হওয়া বা করা) +অসচ্ ণ। সং; ক্লী।

তমসা—নদীবিশেষ। তমস শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

তমসাচ্ছন্ন—অন্ধকারাবৃত। তমস দ্বারা আচ্ছন্ন, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

তমস্বিনী—১। অন্ধকারময়ী রাত্রি। সং; স্ত্রী। ২। তমোযুক্ত। তমস্বী দেখ; তমস্বিন্ শব্দ +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

তমস্বী—তমোযুক্ত, অন্ধকারবিশিষ্ট। তমঃ দেখ; তমস্ শব্দ+বিন্ অস্ত্যর্থে=তমস্বিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তমস্বিনী।

তমা—রাত্রি, রজনী। তম+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

তমাল—স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ; তিলক; খড়্গ। তম (খিন্ন হওয়া বা করা)+কালন্ ক। সং; পু।

তমালক—১। তমাল বৃক্ষ; তেজপাত; শুষুনি শাক। সং; পু। ২। তমালপত্র। সং; ক্লী।

তমালপত্র—১। তমালগাছের পাতা। ৬তৎ। ২। তিলক, ফোঁটা, টিপ। তমাল দেখ; তমালের পত্র, ৬তৎ। সং; ক্লী।

তমালিকা, তমালিনী—তমলুক। তমাল শব্দ +ষ্কিক ক্রীড়া করা বা সংসৃষ্টার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। পক্ষান্তরে তমাল+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

তমি, তমী—রজনী, রাত্রি। তম+ই ণ। স্ত্রী।

তমিস্র—১। ঘোরান্ধকার; অন্ধতমস; ক্রোধ; অজ্ঞান। তমঃ দেখ; তমস্ শব্দ+র। সং; ক্লী। ২। তমোযুক্ত। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে তমিস্রা।

তমিস্রপক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

তমিস্রা—১। তমোযুক্তা। তমিস্র দেখ; তমিস্র শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অন্ধকারময়ী রাত্রি। সং; স্ত্রী।

তমী—তমি দেখ।

তমোগুণ—প্রকৃতির তৃতীয় গুণ। তমঃ দেখ; তমঃ রূপ গুণ, রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

তমোঘ্ন—তমোনাশক। তমঃ দেখ; তমস্ শব্দ —হন (বধ করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। সূর্য্য; চন্দ্র; অগ্নি; প্রদীপ; জ্ঞান। সং; পু।

তমোজ্যোতিঃ—খদ্যোত, জোনাকি। তমঃ অর্থাৎ অন্ধকারে জ্যোতিঃ হয় যাহা হইতে, বহু। সং; পু।

তমোনুৎ, তমোনুদ—১। অন্ধকারনাশক: অজ্ঞাননাশক। তমঃ (অন্ধকার ও অজ্ঞান) —নুদ (প্রেরণ, দূরীকরণ)+ক্বিপ্, পক্ষান্তরে ক ক। বিণ; ত্রি। ২। সূর্য্য; চন্দ্র; অগ্নি; দীপ; পুত্র; জ্ঞান। সং; পু।

তমোপহ—অন্ধকারনাশক; অজ্ঞাননাশক। তমস্—অপ—হন+ড ক। বিণ; ত্রি।

তমোভিৎ,—(তমোভিদ্)। অন্ধকারভেদকারী। তমস্—ভিদ+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। খদ্যোত। সং; পু।

তমোমণি—খদ্যোত, জোনাকী। তমস্এ (অন্ধকারে) মণি সদৃশ, উপমিত। সং; পু।

তমোময়—অন্ধকারময়, তিমিরাচ্ছন্ন; অজ্ঞানাচ্ছন্ন। তমঃ দেখ; তমস্ শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে তমোময়ী।

তমোময়ী—তমোময় দেখ।

তমোরাশি—রাশীকৃত অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার। ৬তৎ। সং; পু।

তমোরি—প্রদীপ; জ্ঞান; সূর্য্য; চন্দ্র; অগ্নি। তমঃ দেখ; তমস্এর অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

তমোরূপী—অন্ধকারের রূপধারী; অন্ধকার সদৃশ। তমঃ অর্থাৎ অন্ধকারের রূপ (আকৃতি বা স্বরূপ), ৬তৎ। তমোরূপ+ ইন্ অস্ত্যর্থে=তমোরূপিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

তমোহর—১। সূর্য্য; চন্দ্র। তমস্—হৃ+অন্ ক। সং; পু। ২। অন্ধকারনাশক; অজ্ঞাননাশক। বিণ; ত্রি।

তমোহা—(তমোহন্)। অন্ধকারনাশক, অজ্ঞাননাশক। তমস্—হন+ক্বিপ্ ক। বিণ; পু।

তর—১। পারগামী। তৃ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। পারগমন, নদ্যাদি পার হওয়া; সন্তরণ; গতি। তৃ (পার হওয়া)+অল্ ভা। ৩। পথ। ত+অল্ ণ। সং; পু। ৪। দুই-এর মধ্যে একের উৎকর্ষবোধক তদ্ধিত প্রত্যয়।

তরঃ—১। বল; ভেলা, মাড়। তৃ+অস্ ণ। ২। বেগ। তৃ (পার হওয়া)+অস্ ভা=তরস্, ১মার ১বচন। ৩। তীর। তৃ +অস্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

তরক্ষু—বৃক, নেকড়ে বাঘ। তর শব্দ (পথ)—ক্ষি (ক্ষয় করা)+ডু ক। সং; পু।

তরঙ্গ—ঊর্ম্মি, ঢেউ; ভঙ্গি, চুনাট; কম্প। তৃ (পার হওয়া)+অঙ্গচ্ র্ম্ম। সং; পু।

তরঙ্গ-চঞ্চল—১। ঊর্ম্মিবৎ চঞ্চল, ঢেউএর ন্যায় অস্থির। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। ঢেউ হেতু বিচলিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

তরঙ্গ-তাড়ন—তরঙ্গাঘাত, ঢেউ দ্বারা প্রহার। ৩তৎ। সং; ক্লী।

তরঙ্গ-ভঙ্গ—ঊর্ম্মিরচনা; ঢেউ উঠা; ঊর্ম্মিভেদ। ৬তৎ; সং; পু।

তরঙ্গমালা—ঢেউসকল ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

তরঙ্গাকুল—ঊর্ম্মি দ্বারা ব্যাকুল, ঢেউহেতু অস্থির। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

তরঙ্গাভিঘাত—তরঙ্গতাড়ন. ৩তৎ। সং; পু।

তরঙ্গায়িত—ঊর্ম্মিযুক্ত, তরঙ্গবিশিষ্ট। তরঙ্গায় নামধাতু+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

তরঙ্গিণী—নদী। তরঙ্গ দেখ; তরঙ্গ শব্দ (ঢেউ)+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

তরঙ্গিত—চঞ্চল; তরঙ্গযুক্ত; ভঙ্গিযুক্ত। তরঙ্গ দেখ; তরঙ্গ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

তরঙ্গোচ্ছ্বাস—ঊর্ম্মির স্ফীতি, ঢেউ ফুলিয়া উঠা। ৬তৎ। সং; পু।

তরণ—১। পারগমন, নদ্যাদি পার হওন; প্লবন; গমন। তৃ (পার হওয়া, ইত্যাদি) +অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে তীর্ণ। ২। ডোঙ্গা; ভেলা, মাড়। ত+অনট্ ণ। সং; পু।

তরণি—১। নৌকা; ভেলা, মাড়। সং; স্ত্রী। ২। সূর্য্য; কিরণ। তৃ (উত্তীর্ণ হওয়া, ইত্যাদি)+অনি ক। ৩। ভেলক, ভেলা। তৃ+অনি ণ। সং; পু।

তরণী—নৌকা; ভেলা, মাড়। তরণি দেখ। সং; স্ত্রী।

তরণ্ড—১। ভেলক, ভেলা, মাড়; নৌকা; বড়িশ সূত্রবদ্ধ ফাতা। ত (উত্তীর্ণ হওয়া) +অণ্ডচ্ ণ। সং; পু ও ক্লী। ২। দেশবিশেষ। সং; পু। [বিশেষ্যে তারতম্য।

তরতম—ন্যূনাধিক, কমবেশী। দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি।

তরপণ্য—পারগমনের ভাড়া, খেয়ার কড়ি। তরের (পারগমনের) পণ্য (শুল্ক), ৬তৎ। সং; ক্লী।

তরমাণ—যে পার হইতেছে এরূপ; পার হওয়া যাহার স্বভাব। তৃ+শতৃ ক (তাচ্ছীল্যার্থে শতৃ স্থানে শান)। বিণ; ত্রি।

তরল—১। হারমধ্যমণি, গলার ধুকধুকি। সং; পু। ২। চঞ্চল; কম্পমান; দ্রব, জলবৎ; লম্পট, কামুক। ত (পার হওয়া, ইত্যাদি) +অল ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে তরলতা, তরলত্ব, তারল্য। [দেখ।

তরলত্রিপদী—বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ

তরলপয়ার—ছন্দঃ দেখ।

তরল-প্রকৃতি—চঞ্চলস্বভাব। বহু। বিণ; ত্রি।

তরল-মতি—চঞ্চল-বুদ্ধি। বহু। বিণ; ত্রি।

তরলা—১। অন্নমণ্ড। সং; স্ত্রী। ২। কম্পমানা; চপলা, চঞ্চলা। তরল দেখ; তরল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

তরলাবস্থা—দ্রবাবস্থা ; তারল্য ; চাঞ্চল্য। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

তরলিত—চঞ্চল ; কম্পিত ; দ্রবীভূত, বিগলিত। তরল দেখ ; তরল শব্দ+ক্বি=তরলি নামধাতু, তদুত্তরে ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

তরবার—তরবারি। তর শব্দ—ণিজন্ত বৃ বা বারি+ষণ্ ক। সং ; পু।

তরবারি—অসি, খড়্গ, তরওয়াল। তরকে (সমাগত বিপক্ষবলকে) বারণ করে যে টপ ; তর শব্দ—ণিজন্ত বৃ+ইন্ ক। সং ; পু।

তরস—মাংস। তরঃ দেখ; তরস্ শব্দ+অ। সং ; ক্লী।

তরসা—শীঘ্র। তৃ+অসচ্ ণ। ব্য।

তরস্বিনী—বেগবতী ; বলশালিনী। তরস্বী দেখ ; তরস্বিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

তরস্বী—১। বেগবান্ ; বলিষ্ঠ। তরঃ দেখ ; তরস্ শব্দ+বিন্ অস্ত্যর্থে=তরস্বিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তরস্বিনী। ২। বায়ু ; গরুড়। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

তরি—নৌকা। তৃ (পার হওয়া)+ই ণ ;

তরিণী—পারগামিনী। তরী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

তরী—১। নৌকা। তৃ (পার হওয়া, ইত্যাদি) +ই ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। পারগামী। তৃ+ইন্ ক=তরিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তরিণী।

তরু—বৃক্ষ। তৃ (পার হওয়া)+উ ক, ণ, বা অপা। সং ; পু।

তরুণ—১। নূতন। বিণ ; ত্রি। ২। যুবক। তৃ (পার হওয়া)+ উনন্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তরুণী।

তরুণতা—তারুণ্য, যৌবন ; নূতনত্ব। তরুণ শব্দ +তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

তরুণবয়স্ক—যুবা ; অল্পবয়স্ক। তরুণ হইয়াছে বয়ঃ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

তরুণী—যুবতী। তরুণ দেখ। সং ; স্ত্রী।

তরুতল—বৃক্ষের তলভাগ, গাছতলা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

তরুদত্ত—ইনি কলিকাতা রামবাগানের দত্তবংশীয় গোবিন্দচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা। জন্ম ১৮৫৬ খ্রীঃ। পিতা, মাতা, ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নী আরুর সহিত ১৮৬৯ খ্রীঃ বিদ্যাশিক্ষার্থে ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে ইংরাজী ও ফ্রান্সে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়া ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তরু এইখানে আসিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং স্থানীয় সাময়িক পত্রিকায় আপনার রচিত পদ্যাদি প্রকাশিত করেন। ফরাসী গ্রন্থ হইতে যে সকল গীতিকাব্য ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন, সেগুলি A sheaf gleaned from French Fields নাম দিয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে যক্ষ্মারোগে আরুর মৃত্যু হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট এই রোগে তরুরও দেহত্যাগ ঘটে। ইঁহারা উভয়েই অবিবাহিতা ছিলেন এবং মাতাপিতার ন্যায় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন। তরু অতি অল্প বয়সেই বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ভারতের বিদ্বজ্জন-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। De journal de Midlle. D, Anvers নামক একখানি উপন্যাস ইনি ফরাসী ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহার জীবিতকালে সেখানি মুদ্রিত হয় নাই। ইঁহার পিতা ও মাতা ইঁহার মৃত্যুর পর পরলোক গমন করেন। সুতরাং এ বংশের আর কেহ এখন বিদ্যমান নাই।

তরুমৃগ—বানর। তরুতে ভ্রমণকারী মৃগ (পশু), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

তরুরাগ—নবপল্লব। তরুতে রাগ (দীপ্তি) হয় যাহা হইতে, বহু। সং ; পু। [পু।

তরুরাজ—বৃক্ষশ্রেষ্ঠ ; তালগাছ। ৬তৎ। সং ;

তরুরাজি—বৃক্ষসমূহ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

তরুরুহ—এক বৃক্ষে জাত অন্য বৃক্ষ, পরগাছা। তরু (বৃক্ষ)—রুহ (জন্মা)+ক ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তরুরুহা।

তরুবল্লী—তরুরুহা, যে লতা তরু অবলম্বনে অবস্থিতি করে। তরু শ্রিতা লতা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

তরুবিলাসিনী—নবমল্লিকা। সং ; স্ত্রী।

তরুশায়ী—১। বৃক্ষে শয়নকারী। তরু শব্দ—শী (শয়ন করা)+ণিন্ ক=তরুশায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তরুশায়িনী। ২। পক্ষী। সং ; পু।

তরুশিখর—বৃক্ষের অগ্রভাগ, গাছের উপরিভাগ। ৬তৎ। সং ; পু ও ক্লী।

তরুসার—কর্পূর। ৬তৎ। সং ; পু।

তর্ক—১। বাক্‌বিতণ্ডা, বাদানুবাদ ; বিচার ; আশঙ্কা ; উৎপ্রেক্ষা। তর্ক (দীপ্তি পাওয়া, ইত্যাদি)+অল্ ভা। ২। ন্যায়শাস্ত্র ; হেতু, যুক্তি। তর্ক+অল্ ণ। সং ; পু। বিশেষণে তর্কিত। [বিণ ; ত্রি।

তর্কক—তর্ককারক ; যাচক। তর্ক+ণক ক।

তর্কজাল—১। তর্কসমূহ। ৬তৎ। ২। কূট তর্ক। তর্ক জাল সদৃশ, উপমিত। সং ; ক্লী।

তর্কপ্রবৃত্তি—তর্ক করিবার ইচ্ছা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

তর্কবিতর্ক—বাদানুবাদ। দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

তর্কবিদ্যা—তর্কশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র। তর্ক দেখ ; তর্ক রূপ বিদ্যা, রূপক কর্ম্মধা ; অথবা তর্কের বিদ্যা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

তর্কাভাস—অকিঞ্চিৎকর তর্ক। তর্কের আভাস (ঈষৎ সত্তা) আছে যাহাতে, বহু। সং।

তর্কিত—সম্ভাবিত ; বিচারিত ; উৎপ্রেক্ষিত ; অনুমিত। তর্ক+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে তর্ক।

তর্কী—১। তর্ককারী। তর্ক+ণিন্ ক=তর্কিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। ২। তর্কবিদ্যাবিৎ, নৈয়ায়িক। সং ; পু।

তর্কু—সূত্রনির্ম্মাণযন্ত্রবিশেষ, টেকো। কৃত (ছেদন)+উ ণ, নিপাতনে। সং ; স্ত্রী।

তর্কুলাসক—সূত্রনির্ম্মাণার্থ ব্যবহৃত চরকাযন্ত্র। তর্কু দেখ ; তর্কু শব্দ—ণিজন্ত লস+ণক ক। সং ; পু।

তর্জন—ভর্ৎসন ; ভয়প্রদর্শন ; আস্ফালন ; রোষ, ক্রোধ। তর্জ (ভর্ৎসনা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে তর্জিত।

তর্জনগর্জন—রোষ সহকৃত গম্ভীর শব্দ বা চীৎকার। তর্জন যুক্ত গর্জন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

তর্জনী—অঙ্গুষ্ঠের নিকটবর্ত্তী অঙ্গুলি। তর্জ (ভর্ৎসনা করা)+অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

তর্জিত—তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত ; বিতাড়িত। তর্জ (ভর্ৎসনা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে তর্জন।

তর্ণ, তর্ণক—সদ্যোজাত শিশু ; বাছুর। তৃণ (ভক্ষণ করা)+অন্, পক্ষান্তরে ণক ক। সং ; পু।

তর্পণ—১। তৃপ্তি, সন্তোষ। তৃপ (প্রীত হওয়া) +অনট্ ভা। ২। প্রীণন, প্রীতকরণ ; রক্ষণ। ণিজন্ত তৃপ (প্রীত করা)+অনট্ ভা। ৩। পিতৃযজ্ঞ, পূর্ব্বপুরুষগণের এবং দেব ও দেবকল্পদিগের প্রীত্যর্থে উদকদানব্যাপার [পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থ প্রত্যহ তর্পণ করিতে হয়। সমগ্র তর্পণে অশক্ত বা অবসরাভাব হইলে সংক্ষিপ্ত তর্পণ করা বিধেয়। "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" এই মন্ত্রে তিনবার জলাঞ্জলি দানকে সংক্ষিপ্ত তর্পণ বলে। প্রেতপক্ষে (ভাদ্রী পূর্ণিমা হইতে মহালয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত) তিলতর্পণ করা অত্যাবশ্যক। পিতা জীবিত থাকিলে তিলতর্পণ করিতে নাই]। ণিজন্ত তৃপ+অনট্ ণ। সং ; ক্লী। ৪। তৃপ্তিজনক ; সুখকর। ণিজন্ত তৃপ+অন ক। বিণ ; ত্রি।

তর্পণেচ্ছু—তর্পণ করিতে অভিলাষী। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

তর্পিত—সন্তোষিত। ণিজন্ত তৃপ বা তর্পি+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

তর্পী—(তর্পিন্)। তৃপ্তিকারক ; তর্পণকারী। ণিজন্ত তৃপ বা তর্পি+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তর্পিণী।

তর্ম্ম—যূপের অগ্রভাগ। তৃ (পার হওয়া)+মন্ ক=তর্ম্মন্, ১মার ১বচন। সং ; ক্লী।

তর্ষ—তৃষ্ণা, পিপাসা ; অভিপ্রায়, ইচ্ছা। তৃষ (তৃষ্ণার্ত্ত হওয়া)+অল্ ভা। সং : পু।

তর্ষণ—পিপাসা ; অভিলাষ। তৃষ+অনট্ ভা। সং ; স্ত্রী।

তর্ষিত—তৃষ্ণার্ত্ত, পিপাসিত। ণিজন্ত তৃষ বা তর্ষি (তৃষ্ণার্ত্ত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

তর্হি—তখন ; তবে। তদ্ শব্দ+র্হি। ব্য।

তল—১। অধোভাগ, তলা ; স্বরূপ ; পাতাল ; তেলো ; টালি ; উপরিভাগ ; পৃষ্ঠদেশ। তল (উন্নত হওয়া, ইত্যাদি)+অন্ ক। সং ; পু ও ক্লী। ২। করতল, চপেট, চড় ; খড়্গাদির মুষ্টি ; তালগাছ। সং ; পু।

তলত্র—চর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানা। তল শব্দ—ত্রৈ+ড ক। সং ; ক্লী।

তলধ্বনি—করতলের শব্দ, হাততালি। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; পু।

তলপ্রহার—চপেটাঘাত, চড় মারা। ৩তৎ।

তলভেদ—তলদেশে ছিদ্র করা। তলের ভেদ, ৬তৎ। সং ; পু।

তলযুদ্ধ—চপেটাঘাত সহকারে যুদ্ধ, চড়াচড়ি। ৩তৎ। সং ; ক্লী।

তলবার—তলওয়ার, খড়্গ ; চামাটী ; খাপ। তল—ণিজন্ত বৃ+ষণ্ ক। সং ; পু।

তলবারণ—ব্যাঘাতবারণার্থ হস্ততলবদ্ধ চর্ম্মবিশেষ, চামাচী ; তরবারি, তরওয়াল ; খাপ। তল (করতল)—ণিজন্ত বৃ+অন ক। সং ; ক্লী।

তলা—নিম্নভাগ। দেশজ শব্দ। [ক্লী।

তলাতল—সপ্তপাতালের চতুর্থ পাতাল। সং ;

তলাভিঘাত—করতল দ্বারা প্রহার, চপেটাঘাত। ৩তৎ। সং ; পু।

তলিত—১। তলবিশিষ্ট। তল দেখ ; তল শব্দ +ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। ভাজা মাংস। সং ; ক্লী।

তলিম—কুট্টিম, পাকা মেজে ; তল্প, শয্যা ; চন্দ্রহাস, খড়্গ ; চাঁদোয়া। তল+ইম ণ। সং ; ক্লী।

তলোদরী—কৃশোদরী, ভার্য্যা। তলের (অর্থাৎ মধ্যদেশের) স্থায় উদর যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

তল্প—অট্টালিকা, শয্যা ; ভার্য্যা। তল (উন্নত হওয়া)+প র্ম্ম। সং ; পু ও ক্লী।

তল্পক—শয্যাসংস্কারক ভৃত্য, ফরাস। তল্প (শয্যা)—কৃ+ড ক। সং ; পু।

তল্পকীট—মৎকুণ, ছারপোকা। তল্প স্থিত কীট, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

তল্ল—জলাশয় ; দিঘান ; গর্ত্ত। তল (প্রতিষ্ঠা, গতি ইত্যাদি)+ল র্ম্ম। সং ; ক্লী।

তবকার—সামবেদের শাখাবিশেষ। সং ; পু।

তষ্ট—কৃশীকৃত, যাহা চাঁচা হইয়াছে এরূপ। তক্ষ (কৃশ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

তষ্টা—সূত্রধর ; বিশ্বকর্ম্মা। তক্ষ (ত্বগ্মোচন করা)+তৃন্ ক=তষ্টৃ, ১মার ১বচন। সং ; পু।

তস্কর—চোর। তৎ শব্দ (সেই, অর্থাৎ নিন্দিত কর্ম্ম)—কৃ (করা)+ট ক। সং ; পু। বিশেষ্যে তস্করতা।

তস্করতা—চৌর্য্য। তস্কর দেখ ; তস্কর+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

তাচ্ছীল্য—১। তৎস্বভাবতা। তচ্ছীল দেখ ; তচ্ছীল শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী। ২। অশ্রদ্ধা, অনাদর, উপেক্ষা, অযত্ন। দেশজ।

তাজবিবি—ইনি ভারতের মোগলসম্রাট্ শাহ্‌জহাঁর প্রিয়তমা মহিষী। ইহাঁর প্রকৃত নাম মমতাজমহল ; অস্তুতঃ ইতিহাসে এই নামে প্রসিদ্ধ। ইহাঁরই সমাধির নিমিত্ত শাহ্‌জহাঁ তাজমহল নামক ভুবনবিখ্যাত সৌধ নির্ম্মাণ করেন। [মমতাজমহল দেখ]।

তাজমহল—ভারতের মোগলসম্রাট্ শাহ্‌জহাঁর প্রিয়তমা মহিষী মমতাজ মহলের সমাধিমন্দির। শাহ্‌জহাঁ নিজেও তথায় সমাহিত হন। তাজমহলের স্থায় সুদৃশ্য, মনোরম সৌধ ভূমণ্ডলে আর নাই। শ্বেত প্রস্তরই প্রধানতঃ ইহার নির্ম্মাণের উপাদান। তোরণ-দ্বার লোহিতবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। তাজসৌধটী উপরের গম্বুজ সহিত ২২০ ফিট উচ্চ। ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল এরূপ যে, ইহার নিকটে দাঁড়াইলে ইহা যেন এক মাইল দূরে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়।

শাহ-জহাঁর প্রিয়তমা মহিষী মমতাজমহল একদিন রহস্যচ্ছলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আমার মৃত্যুর পরেও কি আপনি আমাকে এইরূপ ভালবাসিবেন?" তদুত্তরে বাদসাহ বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিব।" মহিষীর মৃত্যুর পর বাদসাহের অনুমতিতে এই সৌধ নির্ম্মিত হয়। ১৬৩১ খ্রীঃ আরম্ভ হইয়া ১৬৪৮ খ্রীঃ ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। ক্রমাগত ১৭ বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন ২০,০০০ কারিগর ইহার নির্ম্মাণে নিযুক্ত ছিল।

তাজমহল জগতে একটি অতুলনীয় দৃশ্য। জনৈক কবি ইহাকে "মর্ম্মরে রচিত কাব্য" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অপর একজন ইহাকে "মর্ম্মরে গঠিত স্বপ্নদৃশ্য" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কর্ণেল স্লীমানের পত্নী তাজমহল দেখিয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে বলিয়াছিলেন, "যদি এইরূপ সমাধি সম্মান লাভ আমার ঘটে, তাহা হইলে আমি কালই মরিতে প্রস্তুত আছি।" বাস্তবিকই তাজমহল স্থপতিশিল্পের অননুকরণীয় উদাহরণ।

তাটস্থ্য—ঔদাসীন্য ; নৈকট্য। তটস্থ দেখ ; তটস্থ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

তাড়—আঘাত ; ধ্বনি ; তালগাছ। সং ; পু।

তাড়ক—তাড়নাকারী। তাড়ি+ণক ক। বিণ।

তাড়কা—একজন রাক্ষসীর নাম, সুকেতু যক্ষের কন্যা। সুকেতুর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাড়কাকে সহস্র মাতঙ্গের বল প্রদান করেন। সুন্দ নামক অসুরের সহিত ইহার বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে মারীচ নামক এক পুত্র জন্মে। অগস্ত্য ঋষির শাপে সুন্দের জীবনান্ত ঘটিলে, তাড়কা ও মারীচ তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। ঋষিবর ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাদিগকে রাক্ষসরূপে পরিণত করেন। অতঃপর তাড়কা অগস্ত্যের তপোবন প্রাণিশূন্য করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল, এবং রাক্ষসরাজ রাবণের অনুগত থাকিয়া সর্ব্বদা যজ্ঞার্থী ঋষিদিগের যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিত। পরে বিশ্বামিত্র স্বীয় যজ্ঞরক্ষার্থ রামচন্দ্রকে অযোধ্যা হইতে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা ইহার বধকার্য্য সাধন করেন।

তাড়ন—প্রহার ; তর্জ্জন, ভৎসন। ণিজন্ত তড় বা তাড়ি (আঘাত করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। [আপ্। সং ; স্ত্রী।

তাড়না—তাড়ন দেখ। তাড়ন শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে

তাড়নী—তাড়নদণ্ড, কোড়া ; কষা, চাবুক। ণিজন্ত তড় (আঘাত করা)+অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

তাড়িত—১। আহত ; বিদ্ধ। ণিজন্ত তড় বা তাড়ি (আঘাত করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। তড়িৎসম্বন্ধীয়, তড়িৎ-সম্ভূত, বৈদ্যুত। তড়িৎ দেখ ; তড়িৎ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ৩। পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টির সর্ব্বত্র যে অতি সূক্ষ্ম তেজোময় পদার্থ বিদ্যমান আছে ; পদার্থবিশেষের ঘর্ষণ দ্বারা যে আকর্ষণী বা বিকর্ষণী শক্তি জন্মে। সং ; ক্লী।

তাড়িত-বার্ত্তাবহ—বিদ্যুৎচালিত সংবাদবাহক যন্ত্র, টেলিগ্রাফ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

তাড়িত-শকট—বিদ্যুৎপ্রভাবে চালিত গাড়ী। কর্ম্মধা। সং ; পু।

তাড়িত-সংবাদ—বিদ্যুৎযোগে প্রেরিত বা আনীত বার্ত্তা, টেলিগ্রাম, তারের খবর। কর্ম্মধা। সং ; পু।

তাড়িতালোক—বৈদ্যুতিক আলোক, "ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট্"। কর্ম্মধা। সং ; পু।

তাড্যমান—যাহাকে প্রহার বা শাসন করা হইতেছে এরূপ ; যাহাতে আঘাত করা হইতেছে এরূপ ; আহন্যমান ; পীড্যমান। ণিজন্ত তড় বা তাড়ি (আঘাত করা)+শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে তাড্যমানা।

তাড্যমানা—১। আহন্যমানা ; পীড্যমানা।

তাড্যমান দেখ; তাড্যমান+আপ্ স্ত্রী-লিঙ্গে। বিণ; স্ত্রী। ২। ঢক্কা, ঢাক। সং।

তাণ্ডব—১। উদ্ধত নৃত্য; পুরুষের নৃত্য। তণ্ডু দ্বারা (নন্দি দ্বারা) কৃত এই অর্থে তণ্ডু শব্দ +ষ্ণ। ২। তৃণবিশেষ। সং; পুং ও ক্লী।

তাণ্ডবপ্রিয়—১। নৃত্যপ্রিয়। তাণ্ডব হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। শিব। সং; পু।

তাণ্ডবলীলা—নৃত্যলীলা। তাণ্ডব জনিত লীলা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

তাত—স্নেহপাত্র; পুত্র; পিতা; পূজ্য ব্যক্তি। তন (বিস্তৃত করা)+ক্ত ক। অথবা তত শব্দ+ষ্ণ। সং; পু।

তাতা—জামসেট্জি নসরওয়ান্জি (Jamsetji Nasarwanji Tata) জন্ম—গুজরাট প্রদেশে নওসারী নামক স্থানে, ১৮৩৯ খ্রীঃ। বম্বের তাতা কোম্পানি ইনি স্থাপিত করেন। ইনি অনেক স্থানে কল কারখানা করিয়া স্বাধীন ব্যবসায়ে জীবিকানির্ব্বাহের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। বোম্বের তাজমহল প্যালেস্ নামক হোটেল ইনিই নির্ম্মাণ করান। ইনি ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় যুবকগণ যাহাতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পাইয়া দেশজাত দ্রব্যের ব্যবসায় বিস্তার করিতে পারে, এমন একটি অনুষ্ঠান কল্পে ইনি গবর্ণমেণ্টের হস্তে বিস্তর অর্থ দিয়া গিয়াছেন। যতদিন এইরূপ অনুষ্ঠান সংঘটিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় যুবকগণ যাহাতে ইংলণ্ডে যাইয়া উপযুক্ত শিক্ষা পায়, তাহার আর্থিক ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন। বেঙ্গালোরে ইঁহার প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানটি স্থাপিত হইবে, গবর্ণমেণ্ট এইরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জর্ম্মন দেশে নাওহিম (Nauhim) নামক স্থানে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে মে তাতার মৃত্যু হইয়াছে।

তাতি—১। পুত্র। তন (বিস্তৃত করা)+তিঞ্ ক। সং; পু। ২। বৃদ্ধি। তন+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

তাৎকালিক—তৎকালসম্বন্ধীয়, তৎকালভব। তৎকাল দেখ; তৎকাল+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

তাৎপর্য্য—অভিপ্রায়; মর্ম্ম। তৎপর দেখ; তৎপর+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

তাৎপর্য্যগ্রহ—মর্ম্মাবধারণ, মর্ম্মগ্রহণ। ৬তৎ। পু।

তাদর্থ্য—তজ্জন্য; তদর্থতা; তদুদ্দেশ। তদর্থ দেখ; তদর্থ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

তাদবস্থ্য—তদবস্থতা, তদ্ভাবাপন্নতা। তদবস্থ দেখ; তদবস্থ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

তাদাত্ম্য—তদাত্মতা, তৎস্বরূপতা, অভেদ। তদাত্ম দেখ; তদাত্মন্+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

তাদৃক্—সেই প্রকার। তদ্—দৃশ (দেখা)+ক্বিপ্ র্ম্ম—তাদৃশ্, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি।

তাদৃক্ষ—সেই প্রকার, সেই রকম। তদ্—দৃশ (দেখা)+সক্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

তাদৃশ—সেই প্রকার। তদ্ শব্দ—দৃশ (দেখা) +টক্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে তাদৃশী।

তাদৃশী—তদ্বিধা, সেই প্রকার। তাদৃশ দেখ; বিণ; স্ত্রী।

তান—১। বিস্তার। তন (বিস্তৃত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। ২। গানের অঙ্গস্বর। তন+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

তানসেন—ভারতবর্ষের একজন অতি প্রসিদ্ধ গায়ক। আকবরের সভাসদ্ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখিয়াছেন, সহস্র বর্ষের মধ্যে এরূপ উচ্চশ্রেণীর গায়ক দেখা যায় নাই। তানসেন প্রথমে একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন; পরে বৃন্দাবনে গমন করিয়া হরিদাস স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভাটের বাঘেলারাজ রামচাঁদ ইঁহার সঙ্গীতপটুতাগুণে বিমুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে অতি সম্মানের সহিত আপনার সভায় রাখেন। কথিত আছে যে, তিনি ইঁহার গানে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে প্রায় কোটি টাকা দান করিয়াছিলেন।

তানসেনের খ্যাতি অতি অল্পদিন মধ্যে সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সম্রাট্ ইব্রাহিম সুর অনেক চেষ্টা করিয়াও ইঁহাকে আগ্রায় লইয়া যাইতে পারেন নাই। ইহার কিছুকাল পরে আকবর তানসেনের অসাধারণ গীতশক্তির কথা শুনিয়া তাঁহাকে আনাইবার জন্য ব্যগ্র হন, এবং জলালুদ্দিন কুচীকে রাজা রামচাঁদের নিকট প্রেরণ করেন। রামচাঁদ আকবরের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি সাশ্রুনয়নে তানসেনকে বিদায় দিলেন। তানসেন যে দিন প্রথম সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইয়া গান শুনান, সেই দিনই আকবর তাঁহাকে দুই লক্ষ টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন।

প্রবাদ আছে যে, তানসেন প্রথম প্রথম সম্রাটের সহিত দেখা করিতে চাহিতেন না; তাঁহার নিকট দিয়া যাইলেও গান গাহিতেন না। সম্রাট্ অনেক সময়ে গোপনে তাঁহার গান শুনিতেন। শেষে একদিন আকবর আপনার দুহিতাকে তানসেনের নিকট প্রেরণ করেন। বাদশাহতনয়ার রূপে তানসেন বিমুগ্ধ হইলেন; যুবতীও তানসেনের গানে উদ্ভ্রান্ত হইলেন। আকবরের মনস্কামনা পূর্ণ হইল; তিনি উভয়ের বিবাহ দিয়া দিলেন। তখন হইতে তানসেন মুসলমান হইলেন এবং আকবরের একজন প্রধান সভাসদ্ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এই সময়ে তিনি গায়ক-চূড়ামণি মিঞা তানসেন নামে খ্যাত হন।

তানসেনের মৃত্যুসম্বন্ধে এক অশ্রুতপূর্ব্ব কিংবদন্তীর প্রচার আছে। অনেক ওস্তাদ সঙ্গীতসংগ্রামে তানসেনের নিকট পরাজিত ও অবমানিত হইয়া তাঁহার প্রাণনাশের এক চক্রান্ত করে। তাহারা স্থির করিল, কোনও প্রকারে তানসেনকে দিয়া দীপকরাগ গাওয়াইতে পারিলেই তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, কারণ প্রসিদ্ধি আছে যে, দীপকরাগ গাহিলে গায়ক জ্বলিয়া যায়। একদিন রাজসভায় প্রসঙ্গক্রমে তাহারা দীপক-রাগের কথা উত্থাপন করিল। আকবর দীপক-রাগ শুনিতে চাহিলেন। তাহারা সকলেই বলিল, "আমরা দীপক-রাগ জানি না, কেবল মিঞা তানসেন জানেন।" সম্রাট্ তানসেনকে দীপক-রাগ গাহিতে অনুরোধ করিলেন। তানসেন বলিলেন, "যদি আমাকে চান, তবে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করুন্।" আকবর সে কথা শুনিলেন না। তখন তানসেন আপনার কন্যাকে মল্লার রাগ গাহিতে বলিয়া নিজে দীপক-রাগ আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, মল্লার রাগালাপের প্রভাবে দীপকরাগের জ্বালা প্রশমিত হইবে। কিন্তু পিতার মরণাশঙ্কায় তানসেনের কন্যার স্বরবিকৃতি জন্মিল। কাজেই তাহাতে ফল হইল না। তানসেন দীপক-রাগ গাহিতে গাহিতে আপনার জ্বলনে আপনি দগ্ধ হইলেন। তানসেনের আদি লীলাক্ষেত্র গোয়ালিয়রে মহাসমারোহে তাঁহার সমাধি হইল। গায়ক, গায়িকা ও নর্ত্তকীদিগের নিকট তানসেনের সমাধিক্ষেত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত। তানসেন যে কেবল একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন তাহা নহে, তিনি অনেক নূতন রাগরাগিণীরও উদ্ভাবন করিয়াছেন।

তান্ত—ক্লান্ত, শ্রান্ত; ম্লান। তম (গ্লান হওয়া) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

তান্তব—১। তন্তু দ্বারা নির্ম্মিত। তন্তু শব্দ+ষ্ণ বিকারার্থে। বিণ; ত্রি। ২। বয়ন, বোনা। সং; ক্লী।

তান্তবতা—যে গুণ থাকাতে কতকগুলি দ্রব্যকে টানিয়া তন্তু অর্থাৎ তার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সং; স্ত্রী।

তান্তিয়া তোপী—অনুমান ১৮১৯ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, এবং নানা সাহেবের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় ইনি ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন কাণপুরে যে হত্যাকাণ্ড ঘটে,

ইনিই তাহার উত্তেজক। ঐ বৎসর ১৬ই আগষ্ট ইনি বিথুরের যুদ্ধের নেতৃত্ব করেন। কিন্তু হেভলক (Havelock) কর্ত্তৃক ঐ যুদ্ধে পরাজিত হন। কাণপুর হইতে ইনি জেনারেল উইন্ডহামকে (General Wyndham) বিতাড়িত করিলে স্যার কলিন ক্যাম্বেল (Sir Colin Campbell) ইঁহার গতিরোধ করেন। পরে ঝান্সীর রাণীর সহিত মিলিত হইলে স্যার হিউ রোজ (Sir Hugh Rose) ঝান্সীতেই ইঁহাকে আক্রমণ করেন। ইনি পলায়ন করিয়া ২০,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করেন, কিন্তু রোজ ঐ সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত করেন। পরে ইনি যখন গোয়ালিয়রের দুর্গ হস্তগত করেন, রোজ ইঁহার হস্ত হইতে ঐ দুর্গ উদ্ধার করেন। তান্তিয়া অতঃপর মধ্য ভারতবর্ষে পলায়ন করেন, পরে রাজপুতানা ও বুন্দেলখণ্ডের নানা স্থানে লুক্কায়িত থাকেন। অবশেষে ১০ মাস পরে মেজর মীড(Major Meade) কর্ত্তৃক জঙ্গলমধ্যে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রেল ধৃত হন। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া ঐ মাসের ১৮ই তারিখে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইনি নিষ্ঠুর, ধূর্ত্ত, এবং বিদ্রোহিদলের মধ্যে একমাত্র যুদ্ধনিপুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

তান্ত্রিক—তন্ত্রশাস্ত্রের মতাবলম্বী; তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ; সিদ্ধান্তজ্ঞ; তন্ত্র সম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। তন্ত্র দেখ; তন্ত্র শব্দ + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

তাপ—জ্বর; উষ্ণতা; যাতনা; মনঃপীড়া; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ দুঃখ; [আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে] জড়াত্মক অণুসমূহের কম্পন। তপ (দাহ করা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু।

তাপক—তাপদায়ক। তপ (দাহ করা) + ণক ক। বিণ; ত্রি।

তাপক্লিষ্ট—উষ্ণতায় কাতর; যাতনায় অস্থির; জ্বরাক্রান্ত। তাপ দ্বারা ক্লিষ্ট, ৩তৎ। বিণ।

তাপত্রয়—ত্রিবিধ তাপ, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিনপ্রকার দুঃখ। তাপের ত্রয়, ৬তৎ। সং; ক্লী।

তাপন—১। তাপপ্রদ। বিণ; ত্রি। ২। সূর্য্য; কিরণ। ণিজন্ত তপ বা তাপি + অন ক। সং; পু।

তাপমান—১। তাপের পরিমাণনিরূপণ। ৬তৎ। ২। তাপের পরিমাণনিরূপক যন্ত্রবিশেষ (Thermometer)। তাপের মান (পরিমাণ নিরূপণ) হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং; ক্লী।

তাপমান-যন্ত্র—যে যন্ত্র দ্বারা তাপের অর্থাৎ উষ্ণতার পরিমাণ করিতে পারা যায় (Thermometer)। সং; ক্লী।

তাপস—তপস্বী। তপঃ দেখ; তপস্ + ষ্ণ। পু।

তাপসতরু, তাপসদ্রুম—ইঙ্গুদী বৃক্ষ। সং; পু।

তাপসপ্রিয়—পিয়ালবৃক্ষ। ৬তৎ। সং; পু।

তাপসেক—বেদনাযুক্ত স্থানে উত্তাপ প্রদান; সদ্যঃপ্রসূতা রমণীদিগকে তাপ দেওয়া। দেশজ শব্দ। [ষ্য। সং; স্ত্রী।

তাপস্য—তপস্বীর ধর্ম্ম; তপস্যাচরণ। তাপস + ষ্য। সং; ক্লী।

তাপহারী—(তাপহারিন্)। উত্তাপনাশক; মনস্তাপবিনাশী; দুঃখনাশকারী। তাপ—হৃ (হরণ করা) + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তাপহারিণী।

তাপাধিক্য—অধিকতর তাপ, অত্যন্ত উত্তাপ। তাপের আধিক্য, ৬তৎ। সং; ক্লী।

তাপিত—সন্তাপিত; ক্লেশিত। ণিজন্ত তপ বা তাপি (তপ্ত করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

তাপিনী—তাপী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

তাপী—১। তাপপ্রদ। তপ (তাপ দেওয়া) + ণিন্ ক = তাপিন্, ১মার ১বচন। ২। তাপযুক্ত। তাপ + ইন্ অস্ত্যর্থে = তাপিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তাপিনী। ৩। নদীবিশেষ। তাপ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

তাম—দুঃখ; পাপ; ইচ্ছা। তম (ম্লান হওয়া, ইচ্ছা করা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু।

তামর—জল; ঘৃত। তাম শব্দ (ইচ্ছা)—রা (গ্রহণ করা) + ড ক। সং; ক্লী।

তামরস—দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ; পদ্ম; তাম্র; স্বর্ণ; ধুতুরা। তামর দেখ; তামর শব্দ—সস + ড ক। সং; পু।

তামস—১। তমোগুণান্বিত; অন্ধকারময়। তমঃ দেখ তমস্ + ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। চতুর্থ মনু; ভূতপ্রেতাদির উপাসক; সর্প; খলজন। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তামসী।

তামস-তপঃ—অজ্ঞানিকর্ত্তৃক আত্মপীড়া স্বীকারপূর্ব্বক অথবা পরের অনিষ্টের উদ্দেশে কৃত তপস্যা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তামস-দান—অনুপযুক্ত স্থানে ও অনুপযুক্ত কালে অপাত্রে প্রদত্ত এবং গ্রহীতার সৎকার না করিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক কৃত দান। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তামস-পুরাণ—মাৎস্য, কৌর্ম্ম, লৈঙ্গ, শৈব,স্কান্দ ও আগ্নেয় পুরাণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তামস-যজ্ঞ—বিধিহীন অন্নদানরহিত মন্ত্রহীন দক্ষিণাশূন্য এবং শ্রদ্ধাবিরহিত যজ্ঞ। কর্ম্মধা। সং; পু।

তামস-শাস্ত্র—অসুর মোহনার্থ শিবকৃত পাশুপতাদি, কণাদকৃত নয়নালপটাদি, এবং বৌদ্ধশাস্ত্র ও জৈমিনিকৃত নিরীশ্বর সাংখ্য শাস্ত্র। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তামস-স্মৃতি—গৌতম, বার্হস্পত্য, সামুদ্র, যাম, সাংখ্য ও ঔশনস স্মৃতি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

তামসিক—তমোগুণবিশিষ্ট; তমোগুণপ্রধান। তমঃ দেখ; তমস্ শব্দ + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

তামসী—১। অন্ধকারময়ী। তমঃ দেখ; তমস্ + ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অন্ধকারময়ী রাত্রি; কালী; মায়াবিদ্যা বিশেষ [রাবণপুত্র মেঘনাদের নিকুম্ভিলা যজ্ঞে তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে এই বিদ্যা প্রদান করেন; এই বিদ্যার প্রভাবে মেঘনাদ অন্ধকার উৎপাদন করিয়া অন্যের অদৃশ্যভাবে যুদ্ধ করিতে পারিতেন]। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে তামস।

তামিস্র—১। অন্ধকারময় নরক। সং; ক্লী। ২। নিশাচর। তমিস্রা দেখ; তমিস্রা (অন্ধকার রাত্রি) + ষ্ণ। ৩। অজ্ঞানবিশেষ। তমিস্র দেখ; তমিস্র + ষ্ণ। সং; পু।

তাম্র—১। অরুণবর্ণ। বিণ; ত্রি। ২। ধাতুবিশেষ, তামা [কার্ত্তিকের শুক্র হইতে (মতান্তরে গুড়াকেশ নামক অসুরের মাংস হইতে) তাম্রের উৎপত্তি বলিয়া কথিত। জবাপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, মৃদু, ঘাতসহ এবং লৌহ সীসক বর্জ্জিত তাম্রই উৎকৃষ্ট। কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, অতিশয় শুভ্র, শুভ্রবর্ণ, ঘাতসহনাক্ষম এবং লৌহ সীসকমিশ্রিত তাম্র নিকৃষ্ট। ইহা কষায়, মধুর, তিক্ত ও অম্লরসবিশিষ্ট, পাকে কটু, সারক, পিত্তনাশক, কফনিবারক, লঘুপাক, পাণ্ডু, উদর, অর্শ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাশ, ক্ষয়, ও অম্লপিত্তাদি রোগনাশক]। তম (ম্লান হওয়া, ইচ্ছা করা) + র ক। সং; ক্লী। ২। কুষ্ঠরোগবিশেষ। তাম্র + ষ্ণ। সং; পু।

তাম্রকর্ণী—পশ্চিমদিকের হস্তিনী। সং; স্ত্রী।

তাম্রকার—কাঁসারি। তাম্র শব্দ (তামা)—কৃ (করা) + ষণ্ ক। সং; পু।

তাম্রকূট—তামাক। তাম্রের কূটপ্রায়, উপমিত। সং; পু।

তাম্রচূড়—কুক্কুট। তাম্র (অরুণবর্ণ) হইয়াছে চূড়া যাহার, বহু। সং; পু। [ক্লী।

তাম্রপট, তাম্রপত্র—তাম্রফলক। ৬তৎ। সং;

তাম্রপর্ণী—কর্ণাট দেশান্তর্গত নদীবিশেষ; লঙ্কাদ্বীপ। সং; স্ত্রী।

তাম্রপল্লব—১। রক্তপল্লব। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। রক্তপল্লব বিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ৩। অশোক বৃক্ষ। সং; পু।

তাম্রপাত্র—তামার পাত্র। তাম্র নির্ম্মিত পাত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।

তাম্রপ্রভ—তাম্রের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট। তাম্রের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, অথবা তাম্রা (রক্তবর্ণা) প্রভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্তী—তমলুক। সং; ক্লী ও স্ত্রী।

তাম্রশাসন—তামার পাতে লিখিত রাজশাসন-

সূচক লিপি [পূর্ব্বে কাহাকেও কোন স্থান দান করিতে হইলে অথবা কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে হইলে রাজারা তাম্রপাত্রে স্বীয় আদেশ ক্ষোদিত করিয়া উহা প্রদান করিতেন। উহাকেই তাম্রশাসন কহে]। তাম্রে লিখিত শাসন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

তাম্রশিখী—কুক্কুট, কুঁকড়া। তাম্র (অরুণবর্ণ) যে শিখা তাম্রশিখা, কর্ম্মধা ; তাম্রশিখা শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = তাম্রশিখিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

তাম্রসার—রক্তচন্দন বৃক্ষ। তাম্র (অরুণবর্ণ) হইয়াছে সার যাহার, বহু। সং : পু।

তাম্রাক্ষ—১। অরুণনয়ন, রক্তবর্ণ চক্ষুর্বিশিষ্ট। তাম্র (অরুণবর্ণ) হইয়াছে অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ : ত্রি। ২। কোকিল। সং ; পু।

তাম্রিক—১। তাম্রনির্ম্মিত। তাম্র দেখ ; তাম্র + ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। ২। কাঁসারি। পু।

তাম্রিকা, তাম্রী—জলোপরি ভাসমান অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট সময়নিরূপক তাম্রবাটী। তাম্র + কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, পক্ষান্তরে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

তাম্বূল—পর্ণ, পান, নাগবল্লী। তম + ণূলট্ ক। সং ; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে তাম্বূলী।

তাম্বূলকরঙ্ক—পানের ডিপে। ৬তৎ। সং ; পু।

তাম্বূলপেটিকা—পানের ডিবা। ৬তৎ। স্ত্রী।

তাম্বূলরাগ—১। পান খাইলে মুখাদিতে যে রক্তিমা হয় ; পানের দাগ। ২। মসুর। তাম্বূলের রাগের ন্যায় রাগ যাহার, বহু। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

তাম্বূলবল্লী—পর্ণলতা, পানের গাছ। ৬তৎ।

তাম্বূলিক—তাম্বূলব্যবসায়ী ; তামুলি (জাতি)। তাম্বূল দেখ ; তাম্বূল + ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

তাম্বূলী—১। তাম্বূলব্যবসায়ী ; তামুলি (জাতি) তাম্বূল দেখ ; তাম্বূল শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = তাম্বূলিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। ২। পর্ণ, পান। তাম্বূল দেখ ; তাম্বূল শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

তায়ন—বৃদ্ধি। তায় (বিস্তৃত হওয়া) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

তার—১। অত্যুচ্চ (শব্দ বা স্বর) ; পরিষ্কৃত ; দীপ্ত ; স্থূল ; উৎকৃষ্ট ; বিস্তৃত। বিণ ; ত্রি। ২। উত্তরণ। তৃ (উত্তীর্ণ হওয়া) + ঘঞ্ ভা। হারমধ্যমণি ; উচ্চস্বর ; বানরবিশেষ ; রজ্জু ; প্রণব। তৃ + ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

তারক—১। উদ্ধারকারী, রক্ষক। ণিজন্ত তৃ বা তারি (পার করা, ইত্যাদি) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। ২। ভেলক, ভেলা। সং ; পু ও ক্লী। ৩। চক্ষুর তারা ; নক্ষত্র। সং ; ক্লী। ৪। কর্ণধার। ৫। জনৈক অসুর, তারকাসুর। এই অসুর ব্রহ্মার বরে দৃপ্ত হইয়া দেবতাদিগের অনেক লাঞ্ছনা করায় তাঁহারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ইহার বধার্থ সকলে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অতঃপর মহাদেবের ঔরসে পার্ব্বতীর গর্ভে কুমার কার্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিয়া তারকাসুরের নিধন সাধন করেন। ইহাই মহাকবি কালিদাস কৃত কুমারসম্ভব নামক কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। সং ; পু।

তারকজিৎ—কার্ত্তিকেয়। তারক (অসুরবিশেষ) —জি (জয় করা) + ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

তারকব্রহ্ম—'ওঁ শ্রীরাম রাম' এই ষড়ক্ষর মন্ত্র [কাশীধামে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণে এই মন্ত্র প্রদান করেন ; এই মন্ত্র প্রাপ্তিমাত্র সে ব্যক্তি নিস্তার লাভ করে]। সং ; ক্লী।

তারকা—চক্ষুর তারা ; নক্ষত্র। তারক দেখ ; তারক শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

তারকারি—কার্ত্তিকেয়। তারকের (অসুরবিশেষের) অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং ; পু।

তারকিত—নক্ষত্রযুক্ত। তারক দেখ ; তারক + ইত জাতার্থে ; বিণ : ত্রি।

তারণ—১। রক্ষাকর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা, উদ্ধারকর্ত্তা। ণিজন্ত তৃ বা তারি (পার করা) + অন ক। বিণ ; ত্রি। ২। ভেলক, ভেলা ; বৎসরবিশেষ। সং ; পু। ৩। পারকরণ ; বিপদ্ হইতে পরিত্রাণকরণ। ণিজন্ত তৃ + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

তারতম্য—তরতমতা, কমবেশী ; ন্যূনাধিক্য ; ইতরবিশেষ। তরতম দেখ ; তরতম শব্দ + ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

তারল—লম্পট, কামুক। তরল শব্দ + ষ্ণ স্বার্থে। বিণ ; ত্রি।

তারল্য—তরলতা, দ্রবত্ব ; চপলতা, চাঞ্চল্য। তরল দেখ ; তরল + ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

তারা—১। চক্ষুর তারকা ; নক্ষত্র। তৃ (উত্তীর্ণ হওয়া, ইত্যাদি) + ঘঞ্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। দুর্গা ; দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় মহাবিদ্যা ; বুদ্ধদেবী। ণিজন্ত তৃ বা তারি (পার করা)) + ঘঞ্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। ৩। দেবগুরু বৃহস্পতির ভার্য্যা। চন্দ্র ইহাঁকে হরণ করায় বৃহস্পতি অন্যান্য দেবগণের সহায়তায় চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হন। চন্দ্র দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য ও দৈত্যগণের শরণাপন্ন হওয়ায় দেবাসুরে যুদ্ধের সম্ভাবনা হইয়া উঠে ; তখন ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় চন্দ্র তারাকে প্রত্যর্পণ করায় যুদ্ধ নিবারিত হয়। চন্দ্রের ঔরসে ইহাঁর বুধ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ৪। কপিরাজ বালীর ভার্য্যা। বালীর ঔরসে ইহাঁর অঙ্গদ নামে মহাবীর পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রাম কর্ত্তৃক বালী নিহত হইলে, তারা স্বীয় দেবর সুগ্রীবকে পতিরূপে গ্রহণ করেন।

তারাচক্র—দীক্ষাকালে প্রদেয় মন্ত্রের শুভাশুভ পরিজ্ঞাপক চক্রবিশেষ। সং ; ক্লী।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি—বিখ্যাত পণ্ডিত এবং বহু গ্রন্থরচয়িতা ; ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কাশীধামে এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষায় যাবতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'তর্কবাচস্পতি' উপাধি প্রাপ্ত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ইহাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার চেষ্টায় ইনি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পূর্ব্বেই ইনি অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত বহুবিধ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কাপড়ের কারবার, স্বর্ণালঙ্কারের দোকান, কৃষিকার্য্য প্রভৃতি বহুবিধ ব্যবসায়ে ইনি লিপ্ত ছিলেন। নেপাল হইতে কাষ্ঠ আনাইয়া বিক্রয়, বীরভূমে বিঘাপ্রতি দুই আনা খাজানায় দশহাজার বিঘা জমি লইয়া চাষ, এবং তথায় পাঁচশত গরু রাখিয়া তাহা হইতে উৎপন্ন ঘৃত কলিকাতায় চালান দেওয়া প্রভৃতি ইহাঁর অনেকগুলি ব্যবসায় ছিল ; কিন্তু ব্যবসায়কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও ইনি শাস্ত্রালোচনা বা সাহিত্যসেবা পরিত্যাগ করেন নাই। ইনি বার বৎসর পরিশ্রম ও প্রায় ৮০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া 'বাচস্পত্য বৃহৎ অভিধান' নামক এক সুবৃহৎ অভিধান প্রণয়ন করেন ; তদ্ব্যতীত শব্দস্তোম মহানিধি, আশুবোধ ব্যাকরণ, শব্দার্থরত্ন, বহুবিবাহবাদ প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ এবং বেণীসংহার, কাদম্বরী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। ইনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, এবং বিধবা-বিবাহ প্রচলন বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায় ছিলেন। বহু বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার মতান্তর হওয়ায় তিনি 'লাঠী থাকিলে পড়ে না' নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়া বহুবিবাহ প্রথার পক্ষ সমর্থন করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে গয়া মাহাত্ম্য ও গয়া শ্রাদ্ধাদি পদ্ধতি নামক পুস্তক রচনা করিয়া তাহার তিন সহস্র খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ৮ কাশীধামে ইহাঁর পরলোক প্রাপ্তি হয়। ইহাঁর পুত্র জীবানন্দ বিদ্যাসাগর বি, এ, সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্য নাটকাদি প্রকাশিত করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে অনেক সুবিধা করিয়াছেন। সংপ্রতি জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হইয়াছে।

তারাপতি—দুর্গাপতি, শিব ; নক্ষত্রপতি, চন্দ্র ; বৃহস্পতি ; কপিরাজ বালী ; সুগ্রাব। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; পু।

তারাপথ—আকাশ। তারার পন্থাঃ, ৬তৎ।

তারাপন্ম—আকাশ। ৬তৎ। সং ; পু।

তারাপীড়—চন্দ্র ; অনেক নরপতি। তারার (নক্ষত্রের) আপীড় (ভূষণ), ৬তৎ। সং ; পু।

তারাপুত্র—বুধ ; অঙ্গদ। ৬তৎ। সং ; পু।

তারাবতী—ইক্ষ্বাকুরাজের ঔরসে তৎপত্নী মনোস্বিনীর গর্ভে পার্ব্বতীর অংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবর্ত্তাধিপতি মহারাজ পৌষ্যের পুত্র চন্দ্রশেখরের সহিত ইঁহার পরিণয় হয়। চন্দ্রশেখর দৃষদ্বতী নদীতীরে করবীরপুর নামক এক সুন্দর নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি তথায় পতি সহ বহু দিন সুখে বাস করেন। ইনি অশেষ গুণবতী রমণী ছিলেন। ইঁহার গর্ভে বেতাল, ভৈরব, উপরিচর, মদন ও অলর্ক নামক পাঁচটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। একদা দৃষদ্বতী নদীতে স্নান কালে মহর্ষি কপোত ইঁহাকে দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হন, এবং ইঁহার নিকট সম্ভোগ প্রার্থনা করেন। ইনি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে মুনিবর শাপ দিতে উদ্যত হন। তখন ইনি স্বীয় ভগিনী-সম্পর্কীয়া ও মুনিশাপে দাসীরূপে অবস্থিতা চিত্রাঙ্গদাকে স্বীয় বসনভূষণে সজ্জিত করিয়া মুনির নিকট প্রেরণ করেন। মুনিবরের ঔরসে অনূঢ়া চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তুম্বুরু ও সুবর্চ্চা নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়।

তারাবাই—প্রসিদ্ধ রাজপুতজাতীয়া বীরমহিলা। চৌলুক্য বংশীয় রাও শুরতান ইঁহার পিতা। তোড়াটঙ্ক বা তক্ষশীলা ইঁহার রাজধানী। রমণী হইলেও তারাবাইএর হৃদয় বীরভাবে পূর্ণ ছিল। ইনি শৈশবকাল হইতেই পিতার নিকট যুদ্ধবিদ্যা, মল্লক্রীড়া, অশ্বারোহণ প্রভৃতি পুরুষোচিত শিক্ষায় শিক্ষিত হন। তারার জন্মের পরই পাঠানেরা আসিয়া তোড়াটঙ্ক অধিকার করে। শুরতান রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া সামান্য অবস্থায় কালযাপন করিতে বাধ্য হন। তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তোড়াটঙ্ক উদ্ধারার্থ কয়েকবার চেষ্টা করেন; কিন্তু প্রবল ক্ষমতাশালী পাঠানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। এই সকল যুদ্ধে তারাও পিতার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্বদর্শনে শত্রুমিত্র সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিল। শুরতান কিছুতেই রাজ্য উদ্ধার করিতে না পারিয়া শেষে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—যে ব্যক্তি পাঠানহস্ত হইতে তোড়াটঙ্ককে উদ্ধার করিয়া দিতে পারিবে, তাহারই হস্তে তিনি লোকললামভূতা তারাকে সমর্পণ করিবেন।

তারা যে কেবল বীররমণী ছিলেন তাহা নহে, সৌন্দর্য্যেও তিনি অদ্বিতীয়া ছিলেন তাঁহার রূপ ও গুণের সুখ্যাতি শ্রবণে অনেক রাজপুতই এই রমণীরত্নলাভের জন্য উৎসুক হইল, কিন্তু কেহই শুরতানের প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে পারিল না চিতোরের মহারাণা রায়মল্লের কনিষ্ঠ পুত্র জয়মল্ল তারাকে লাভ করিবার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু তাহাতে জয়লাভ করিতে পারিলেন না। জয়ী হইতে না পারিলেও জয়মল্ল আশা ছাড়িতে পারিলেন না, তিনি কাপুরুষের ন্যায় অর্থের প্রলোভনে শুরতানকে বশ করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু শুরতান তাহাতে সম্মত হইলেন না পরিশেষে তিনি এবংবিধ কাপুরুষতা দর্শনে জয়মল্লকে নিহত করিলেন। জয়মল্লের পিতা রাণা রায়মল্ল এই সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ পুত্রহন্তা শুরতানকে বেদনোর প্রদেশ জায়গীর স্বরূপে দান করিলেন। রায়মল্লের মধ্যম পুত্র পৃথ্বীরাজ পিতার আদেশে পূর্ব্বে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃত পৈতৃক রাজ্য গদবার প্রদেশ উদ্ধার করিয়া পিতার ক্ষমালাভে সমর্থ হইলেন, এবং পিতার আদেশে রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পৃথ্বীরাজ অতিশয় বীর ছিলেন। তিনি শুরতানের প্রতিজ্ঞা পূরণার্থ অগ্রসর হইলেন। বীর্য্যবতী তারা এতদিনে মনোমত পাত্র সমাগত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। পরে মহরম দিবসে পাঠানেরা যখন উৎসবে প্রমত্ত ছিল, তখন তারা ও পৃথ্বীরাজ পঞ্চশত সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে তারার হস্তে পাঠান সর্দ্দার লিল্লা খাঁকে নিহত হইতে হইল। অন্যান্য পাঠানগণও পরাজিত ও পর্য্যুদস্ত হইয়া তোড়াটঙ্ক ত্যাগ করিল। বিজয়ী পৃথ্বীরাজ ও তারাবাইএর নাম চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল। শুরতান সানন্দে প্রাণপ্রতিম কন্যাকে পৃথ্বীরাজের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বীর-রমণী তারা বীরপতি লাভে কৃতার্থ হইলেন।

কিন্তু তারার অদৃষ্টে এ সুখ অধিক দিন স্থায়ী হইল না। পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি, পাভুরায় পত্নীকে প্রহার করায় পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে অবমানিত করেন। ইহাতে পাভুরায় ক্ষুব্ধ হইয়া পৃথ্বীরাজের অজ্ঞাতে তাঁহার ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া দিলেন। পৃথ্বীরাজ সেই বিষমিশ্রিত আহার্য্য ভক্ষণ করিয়া জীবনত্যাগ করেন। সাধ্বী সহধর্ম্মিণী তারাবাই পতির সহিত জ্বলন্ত-চিতায় প্রবেশপূর্ব্বক পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

তারামণ্ডল—১। নক্ষত্রমণ্ডল। ৬তৎ। ২। প্রকাণ্ড দেবমন্দির। তারা—মণ্ড+অলন্ ক। সং ; স্ত্রী।

তারামৃগ—তারা চিহ্নযুক্ত মৃগ ; মায়ামৃগ ; মৃগশিরা নক্ষত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু

তারারত্ন—তারারূপ রত্ন, রত্নের ন্যায় শোভমান নক্ষত্র। রূপক বা উপমিত। সং ; স্ত্রী।

তারিণী—১। তারণকারিণী ; ত্রাণকর্ত্রী ; উদ্ধারিণী। ণিজন্ত তৃ বা তারি (ত্রাণ করা)+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। সং ; স্ত্রী।

তারুণ্য—তরুণ অবস্থা ; যৌবন। তরুণ দেখ ; তরুণ শব্দ (যুবা)+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

তারুণ্যগর্ব্বিত—যৌবনগর্ব্বে অহঙ্কৃত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [সং ; স্ত্রী।

তারুণ্যাবস্থা—যৌবনাবস্থা, যৌবনকাল। কর্ম্মধা।

তার্কিক—তর্কশাস্ত্রজ্ঞ ; তর্কশাস্ত্রব্যবসায়ী ; তর্কশাস্ত্রাধ্যায়ী। তর্ক দেখ ; তর্ক শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

তার্ক্ষ—কশ্যপ মুনি। সং ; পু।

তার্ক্ষ্য—অশ্ব ; রথ ; বৃক্ষবিশেষ ; গরুড় ; অরুণ ; সর্প। তার্ক্ষ দেখ ; তার্ক্ষ শব্দ+ষ্য অপত্যাদ্যর্থে। সং ; পু।

তার্য্য—তরণীয়, তরণযোগ্য। তৃ+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি।

তাল—১। করতলাঘাত। তড় (আঘাত করা)+ঘঞ্ ভা। ২। করতাল বাদ্যযন্ত্র ; করতল। তড়+ঘঞ্ ণ। ৩। খড়্গমুষ্টি। তল+ঘঞ্ ণ। সং ; পু। ৪। গীতবাদ্য বিষয়ে কালক্রিয়া পরিমাণ ; কালপরিমাণবিশেষ ; অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলিমিত পরিমাণ। তন (বিস্তৃত করা, বা হওয়া)+ঘঞ্ ভা, নিপাতনে। ৫। হরিতাল ; লেখ্যপত্র। সং ; ক্লী। ৬। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বৃক্ষ ; তালফল। ণিজন্ত তাল বা তালি+অন্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তালী।

তালক—তালা ; কুলুপ ; হরিতাল। তল+ণক ক। সং ; ক্লী।

তালকী—তালের রস, তাড়ী। তালক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

তালজটা—তালগাছের জটার ন্যায় পদার্থ।

তালধ্বজ—বলরাম ; পর্ব্বতবিশেষ। তাল হইয়াছে ধ্বজ যাহার, বহু। সং ; পু।

তালনবমী—ভাদ্রমাসীয় শুক্লনবমী। সং ; স্ত্রী।

তালপত্র—তালগাছের পাতা ; কর্ণের অলঙ্কার বিশেষ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

তালবন—তালগাছের অরণ্য ; বৃন্দাবনস্থ প্রধান দ্বাদশ বনের অন্যতম বন [এই স্থানে ধেনুকাসুর বাস করায় ইহা জীবজন্তুর

অগম্য ছিল। বলরাম ঐ অসুরকে বধ করেন। এই সময় হইতে ইহা পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণনীয় হইয়াছে]। সং ; স্ত্রী।

তালবৃন্ত—তালপত্রনির্ম্মিত ব্যজন ; তালপাতের পাখা। তালের বৃন্তের ন্যায় বৃন্ত যাহার, অথবা তালে (করতলে) বৃন্ত যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

তালবেতাল—তাল ও বেতাল নামক যক্ষদ্বয়। কথিত আছে যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতা দ্বারা ইহাদিগকে তুষ্ট করিয়া তালবেতাল সিদ্ধ হন। অতঃপর ইহারা রাজার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী ও আজ্ঞাবহ অনুচর হইয়া পড়িল। বিক্রমাদিত্য ইহাদিগের দ্বারা রাজ্যের সকল স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিতেন।

তালবোধ—তালজ্ঞান, গীত বাদ্যের কোথায় কোন্ তাল হইবে তদ্বিষয়ক জ্ঞান। ৬তৎ। সং ; পু।

তালব্য—তালু হইতে উচ্চারিত। তালু দেখ ; তালু শব্দ+য্য। বিণ ; ত্রি।

তালাঙ্ক—বলরাম। তাল (তালচিহ্নিত) অঙ্ক (ধ্বজ) যাহার, বহু। সং ; পু।

তালি—১। বৃক্ষবিশেষ। সং ; স্ত্রী। ২। হাততালি। দেশজ।

তালিক—করতালি ; করতাল ; চপেট, চাপড় ; মোহর ; ফর্দ্দ। তাল দেখ ; তাল শব্দ+ ষ্ণিক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তালিকা।

তালিকা—তালিক দেখ। সং ; স্ত্রী।

তালিনিকুঞ্জ—তালিপূর্ণ কুঞ্জবন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু বা ক্লী।

তালী—১। তালবৃক্ষ। তাল দেখ ; তাল শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। গীতবাদ্যকালে তালপ্রদানকারী। তাল শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=তালিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। ৩। শিব ; মুনিবিশেষ। সং ; পু।

তালু—তেলো, টাকরা। তৄ (গমন করা)+ ঞুণ্ ক। সং ; ক্লী।

তালুজিহ্ব—কুম্ভীর ; আলজিভ্। তালু হইয়াছে জিহ্বা যাহার, বহু। সং ; পু।

তাবৎ—১। সমুদায়, সাকল্য ; সেই পর্য্যন্ত, সীমা ; অবধি ; পরিমাণ ; অবধারণ ; তৎকালে ; ততক্ষণে ; বাক্যালঙ্কার। তদ্ শব্দ +ডাবৎ। ব্য। ২। তৎসংখ্যক ; স্বল্প। তদ্ শব্দ+বতু পরিমাণার্থে। বিণ ; ত্রি।

তাষ্ট্র—বিশ্বকর্ম্মা রচিত। ত্বষ্টা দেখ ; ত্বষ্টৃ শব্দ +ষ্ণ। বিণ ; ত্রি।

তাস্কর্য্য—তস্করতা, চৌর্য্য। তস্কর দেখ ; তস্কর শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। সং ; ক্লী।

তিক্ত—১। তিক্তরসযুক্ত, তেঁতো ; সুগন্ধি। তিজ (তীক্ষ্ণ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। তিক্তরস। সং ; পু।

তিক্তক—চিরতা ; নিম্ব ; পটোল ; কৃষ্ণখদির। তিক্ত দেখ ; তিক্ত শব্দ+কণ্। সং ; পু।

তিক্তপত্র—কাঁকরোল। তিক্ত হইয়াছে পত্র যাহার, বহু। সং ; পু। [বহু। সং ; পু।

তিক্তসার—খদির। তিক্ত হইয়াছে সার যাহার,

তিক্তা—কটুকী। তিক্ত দেখ। তিক্ত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

তিগ্ম—১। তীক্ষ্ণ ; উষ্ণ। তিজ (তীক্ষ্ণ করা)+ মক্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। তীক্ষ্ণতা। তিজ+ মক্ ভা। সং ; ক্লী। [কর্ম্মধা। সং ; পু।

তিগ্মকর—১। সূর্য্য। বহু। ২। শুক্র রাজস্ব।

তিগ্মরশ্মি, তিগ্মাংশু—সূর্য্য। বহু। সং ; পু।

তিতিক্ষা—ক্ষমা, সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা। সনন্ত তিজ+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে তিতিক্ষু।

তিতিক্ষিত—যাহার তিতিক্ষা করা হইয়াছে ; কৃততিতিক্ষ, কৃতক্ষম। সনন্ত তিজ বা তিতিক্ষ+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

তিতিক্ষু—ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু। সনন্ত তিজ+উ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে তিতিক্ষা।

তিতীর্ষু—পার হইতে ইচ্ছুক, তরণেচ্ছু। সনন্ত তৄ (পার হইতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ ; ত্রি।

তিতুমীর—২৪-পরগণা জেলায় বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত মুসলমানবহুল হায়দারপুর গ্রামে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিতুমীরের জন্ম হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যক্তি কলিকাতায় পালোয়ানী বৃত্তি করিত। কিছুদিন পরে নদীয়ার কয়েকজন জমিদারের নিকট লাঠিয়ালের কর্ম্ম করে। তিতু এই সময় একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হইয়া দণ্ডিত হয়। ৩৯ বৎসর বয়সে তিতু মক্কাযাত্রা করে এবং সেইখানে ওয়াহাবী ধর্ম্মের অন্যতম প্রচারক সৈয়দ আহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিতু মক্কা হইতে ফিরিয়া "তিতু মিঞা" নামধারণপূর্ব্বক ওয়াহাবী ধর্ম্ম প্রচারে যত্নবান্ হয়। এই সময়ে মিস্কিন নামে এক ফকির আসিয়া ইহার কার্য্যের সহায়তা করিতে থাকে। তিতু কেবল হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী ছিল না—তাহার বিরুদ্ধমতাবলম্বী মুসলমানগণকেও ঘৃণা এবং তাহাদের উপর অত্যাচার করিত। ক্রমে পুঁড়ের জমিদার কৃষ্ণদেব রায় এবং গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সহিত তিতুর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ইহাতে জমিদারদ্বয় ও হিন্দু প্রজাগণ বিশেষ উৎপীড়িত হন। তিতুকে শাসন করিবার জন্য বারাসাতের ম্যাজিষ্ট্রেট আলেকজাণ্ডার সাহেব সসৈন্যে গমন করেন ; কিন্তু পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আসেন। উপর্য্যুপরি জয়লাভে স্ফীত হইয়া তিতু আপনাকে বাদসাহ বলিয়া ঘোষিত করে এবং নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে এক বাঁশের কেল্লা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার মধ্যে অস্ত্রসংগ্রহ করিয়া রাখে। দিন দিন ইহার দলবৃদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ও নীলকুঠীর সাহেবদিগের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্কের কর্ণগোচর হইলে, তাঁহার আদেশ মত দুইটি কামান, একশত গোরা ও তিনশত সিপাহি তিতুকে দমন করিবার জন্য কলিকাতা হইতে নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে উপস্থিত হইল। সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল সাহেব বাঁশের কেল্লার সম্মুখে আসিয়া তিতুকে সরকার স্বাক্ষরিত গ্রেপ্তারী পরওয়ানা দেখাইলেন। তিতু গ্রাহ্য করিল না। তারপর আরও দুই বার দেখাইলেন। তাহাতেও কোন ফল হইল না দেখিয়া কর্ণেল সাহেব কামান দাগিতে অনুমতি দিলেন। কামান গর্জ্জিয়া উঠিল এবং চতুর্দ্দিক্ ধূমাচ্ছন্ন হইল। তিতুর দল ভীত হইল, কিন্তু ফাঁকা আওয়াজ করা হইয়াছিল বলিয়া কেহই আঘাতপ্রাপ্ত হইল না। তিতুর সহায় ফকির গর্ব্বমিশ্রিত হাস্য করিয়া বলিলেন, "গোলা খা ডালা।" ইহাতে তিতুর পক্ষীয়গণ উৎসাহিত হইয়া ধর্ম্মের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিব বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প হইল। পরে যখন প্রকৃতপ্রস্তাবে ইংরাজ-সেনা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, তখন তিতুর দল বহুলপরিমাণে প্রাণ দিল এবং অবশিষ্ট পলায়ন করিল। বাঁশের কেল্লা কামানের গোলায় ধরাশায়ী হইল এবং একটা গোলার আঘাতে তিতুর দক্ষিণ উরু ভগ্ন হইল। অনতিবিলম্বে তিতুর প্রাণবায়ুও বহির্গত হইল। এই ঘটনার তারিখ ১৪ই নভেম্বর ১৮৩১ খ্রীঃ। ৩৫০ জন বন্দী বিচারার্থে আলিপুরে প্রেরিত হয়। তাহার মধ্যে ১৪০ জন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আর তিতুর সেনাপতি মাসুমকে নারিকেলবেড়িয়া বাঁশের কেল্লার সম্মুখে ফাঁসি দেওয়া হয়। যুদ্ধ শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বেই ফকির অন্তর্হিত হন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তিনি সিদ্ধপুরুষ পীর। অত্যাচারী মুসলমানগণের ধ্বংসের উদ্দেশে তিনি তিতুকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

তিত্তির, তিত্তিরি—স্বনামখ্যাত পক্ষী। তিত্তি (অনুকরণ শব্দ)—রা (দান করা)+ড, পক্ষান্তরে ডি ক। সং ; পু।

তিথি—চান্দ্রমাসের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ, প্রতিপদ্ আদি। [তিথির সংখ্যা ১৬। তন্মধ্যে প্রতিপৎ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধিনিবন্ধন প্রতিমাসে কৃষ্ণ

ও শুক্লারূপে দুইবার উদয় হয়। পূর্ণিমার পরবর্ত্তী প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত তিথি কৃষ্ণা, এবং অমাবস্যার পরবর্ত্তী প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিথি শুক্লা]। অত (গমন করা)+ইথিন্ ক। সং; পু ও স্ত্রী।

তিথিকৃত্য—তিথিবিশেষে করণীয় কার্য্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তিথিক্ষয়—অমাবস্যা। তিথির ক্ষয় হয় যাহাতে, বহু। সং; পু।

তিথিসন্ধি—তিথিদ্বয়ের মিলন। ৬তৎ। সং; পু।

তিথী—তিথি। অত+ইথিন্ ক। সং; স্ত্রী।

তিথ্যমৃতযোগ—বারতিথিযোগে শুভকর যোগ বিশেষ। [রবি বা সোমবারে পূর্ণা (পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা) হইলে, মঙ্গলবারে ভদ্রা (দ্বিতীয়া, সপ্তমী, দ্বাদশী), গুরুবারে জয়া (তৃতীয়া, অষ্টমী, ত্রয়োদশী), বুধ ও শনিবারে নন্দা (প্রতিপৎ, ষষ্ঠী ও একাদশী), শুক্রবারে রিক্তা (চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী) হইলে তিথ্যমৃতযোগ হয়]। সং; পু।

তিনকাল—ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ; সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর; খণ্ড প্রলয়, দৈনন্দিন প্রলয় ও মহাপ্রলয়; বাল্য যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা।

তিন্তিড়ী, তিন্তিলী—তেঁতুলগাছ; তেঁতুল। তিম (আর্দ্র করা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

তিন্তিড়ীক—১। তেঁতুলগাছ। তিন্তিড়ী দেখ। তিংড়ী শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং; পু। ২। তেঁতুল। সং; ক্লী।

তিমি—একজাতীয় প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মৎস্য। তিম (আর্দ্র করা)+কি ক। সং; পু।

তিমিকোষ—সমুদ্র। ৬তৎ। সং; পু।

তিমিঙ্গিল—অতি প্রকাণ্ড একপ্রকার মৎস্য। তিমি—গ (গ্রাস করা)+খশ্ ক। সং।

তিমিত—আর্দ্র, ভিজা; নিশ্চল, স্থির। তিম (আর্দ্র করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

তিমির—১। অন্ধকার। সং; ক্লী। ২। নেত্ররোগবিশেষ। তম (গ্লান হওয়া) বা তিম (আর্দ্র করা)+কির ণ নিপাতনে। সং।

তিমির-রিপু—সূর্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

তিমুর—খ্যাতনামা ভারতাক্রমণকারী। ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সমরকন্দ নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি চঙ্গিজ খাঁর উত্তরাধিকারীদিগের নিকট হইতে সমরকন্দ নগর জয় করিয়া লইয়া ক্রমে অসংখ্য তাতার সৈনিক সংগ্রহপূর্ব্বক সমগ্র মধ্য এশিয়ায় আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। অতঃপর তিমুর বিপুলবাহিনীসহ ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতাভিমুখে ধাবিত হইলেন, এবং পথে যে সকল রাজ্য পাইলেন, তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ইঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণে দিল্লীশ্বর মাহ্‌মুদ তুঘলক রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক গুজরাটে পলায়ন করিলেন। তিমুর দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া আপনাকে হিন্দুস্থানের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং নগর লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। তদুপলক্ষে মোগল-সৈন্যের সহিত নগরবাসীদিগের বিবাদ হওয়ায় মোগলেরা যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই অতি নৃশংসভাবে হত্যা করিতে লাগিল। ক্রমাগত পাঁচদিন কাল অবাধে এইরূপ হত্যাকাণ্ড চলিল, দিল্লীর রাজপথসমূহ দিয়া নরশোণিতের নদী বহিল, কোন কোন পথ শবরাশিতে দুর্গম হইয়া উঠিল, মৃতদেহের পূতিগন্ধে নগরে তিষ্ঠান ভার হইল। তথাপি তিমুরের কোনরূপ চিত্তবিকার দেখা গেল না। তিনি অবিচলিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড দেখিতে লাগিলেন। দিল্লীতে ১৫ দিন অবস্থিতি করার পর তিমুর স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, এবং পথে মীরট নগরের অধিবাসীদিগকে ঐরূপে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়া হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে জম্বু গমন কালে তথাকার পার্ব্বত্য হিন্দুরা তাঁহার লাঞ্ছনার একশেষ করে। অতঃপর তিনি যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই প্রতিগমন করিলেন। ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিমুরের মৃত্যু হয়। বোধ হয় চঙ্গিজ ও তিমুরের ন্যায় নৃশংস মানববৈরি ভূমণ্ডলে আর জন্মগ্রহণ করে নাই। পশুবৎ নির্দ্দয় ব্যবহারে উভয়েই তুল্য, কিন্তু তিমুর অধিকন্তু বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসে তিমুরের নাম তৈমুরলঙ্গ, তাইমুর ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

তিরশ্চীন—আড়ভাবে অবস্থিত; বক্র অবস্থিত; কুটিল। তির্য্যচ্+খীন। বিণ; ত্রি।

তিরস্—অবজ্ঞা; তিরস্কার; অন্তর্ধান; বক্র। তৃ (গমন ইত্যাদি)+অসুক্ ক। ব্য।

তিরস্করণী, তিরস্করিণী, তিরস্কারিণী—পর্দ্দা, কানাৎ; অদর্শনবিদ্যা; যে বিদ্যার প্রভাবে আপনাকে অদৃশ্য রাখা যায়। সং; স্ত্রী।

তিরস্কার—ভর্ৎসনা; অবজ্ঞা; নিন্দা। তিরস্ দেখ; তিরস্—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে তিরস্কৃত।

তিরস্কৃত—ভর্ৎসিত, অবজ্ঞাত; নিন্দিত। তিরস্ দেখ; তিরস্—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে তিরস্কার, তিরস্ক্রিয়া।

তিরস্ক্রিয়া—তিরস্কার দেখ। তিরস্—কৃ (করা)+শ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে তিরস্কৃত।

তিরোধান—১। অন্তর্ধান, লোকচক্ষুর অদৃশ্য হওয়া। তিরস্ দেখ; তিরস্ (=তিরঃ)—ধা (ধারণ করা)+অনট্ ভা। ২। আচ্ছাদন বস্ত্রাদি। তিরস্—ধা+অনট্ ণ। সং; পু ও ক্লী। বিশেষণে তিরোহিত।

তিরোভাব—অন্তর্ধান, লোকচক্ষুর অদৃশ্য হওয়া। তিরস্ (=তিরঃ)—ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

তিরোভূত—অন্তর্হিত। তিরস্—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে তিরোভাব।

তিরোহিত—অন্তর্হিত, দৃষ্টির বহির্ভূত। তিরস্ দেখ; তিরস্ (=তিরঃ)—ধা (ধারণ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে তিরোধান।

তির্য্যক্—১। বক্রগামী। তিরস্ দেখ; তিরস্ শব্দ (বক্র)—অন্চ (গমন করা)+ক্বিপ্ ক=তির্য্যচ্ ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি। ২। পশু; পক্ষী। সং; পু। ৩। বক্র; কুটিল; নিরুদ্ধ। ব্য।

তির্য্যগ্‌গতি—১। বক্রগতি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। বক্রগামী। বহু। বিণ; ত্রি।

তির্য্যগ্‌যোনি—পশুপক্ষীর জাতি। ৬তৎ। তির্য্যক্ দেখ। সং; স্ত্রী।

তিল—স্বনামখ্যাত তৈলকর শস্য; তদাকার গাত্রস্থ চিহ্ন; অতি সূক্ষ্ম কাল বা পরিমাণ। তিল (স্নেহময় হওয়া)+ক ক। সং; পু।

তিলক—১। তিলযুক্ত। বিণ; ত্রি। ২। ফোঁটা [আধুনিক বৈষ্ণবদিগের তিন প্রকার তিলক দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলের কলির ন্যায় অগ্রভাগ ও গোড়া সরু যে তিলক, তাহা কলি; উহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলে রসকলি নামে অভিহিত হয়। হরিণের শৃঙ্গের ন্যায় শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট অর্থাৎ মাথা চেরা যে তিলক, তাহা মৃগ; হরিণের বর্ণের ন্যায় বিভিন্ন বর্ণের যে তিলক, যাহা হাতের পাঁচ অঙ্গুলি দ্বারা থাবা মারিয়া দেওয়া হয়, তাহার নাম বাঘথাবা তিলক]; গাত্রতিল। তিল দেখ; তিল+কণ্। সং; পু ও ক্লী। ৩। তিলগাছ। সং; পু।

তিলকট—তিলরজঃ, তিলের গুঁড়া। তিল শব্দ+কট রজঃ অর্থে। সং; পু।

তিলকল্ক—তিলের খইল। ৬তৎ। সং; পু।

তিলকালক—১। গাত্রতিল। তিলের ন্যায় কাল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা; তদুত্তরে স্বার্থে ক। সং; পু। ৩। গাত্রে তিলবিশিষ্ট। তিলকাল শব্দ+কণ ভাবে। ৩। অলকে (চূর্ণকুন্তলে) তিলবিশিষ্ট। তিলক ইহয়াছে অলকে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

তিলকী—তিলকধারী। তিলক+ইন্ অস্ত্যর্থে=তিলকিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

তিলতৈল—তিলস্নেহ, তিলের তেল। ৬তৎ। অথবা তিল+তৈল প্রত্যয় স্নেহার্থে। সং; ক্লী।

তিলপেঞ্জ—শস্যরহিত তিল। সং; পু।

তিলমাত্র—একতিল পরিমিত। তিল হইয়াছে মাত্রা (পরিমাণ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

তিলবৎ—তিলের ন্যায়। তিল শব্দ+বৎ সাদৃশ্যার্থে। ব্য।

তিলার্দ্ধ—তিলপরিমিত কালের অর্দ্ধ, অত্যন্ত অল্প সময়। ৬তৎ। সং; পু।

তিলোত্তমা—স্বর্গের বেশ্যা; সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দেবদ্বেষী অসুরদ্বয়ের বিনাশার্থ বিরিঞ্চির আদেশে বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বের যাবতীয় উত্তম (সুন্দর) পদার্থের তিল তিল লইয়া ইহাকে নির্ম্মাণ করেন, তাহাতেই ইহার নাম হয় তিলোত্তমা [উপসুন্দ দেখ]। সং; স্ত্রী।

তিলোদক—তিলমিশ্রিত জল। তিল মিশ্রিত যে উদক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তিষ্য—১। পুষ্যানক্ষত্র। সং; পু। ২। পৌষমাস। তিষ্যা (পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা)+ষ্ণ। ৩। কলিযুগ। সং; পু।

তীক্ষ্ণ—১। ক্ষিপ্রকারী; আত্মত্যাগী; শাণিত, ধারাল। তিজ (তীক্ষ্ণ করা)+ক্স্ন ক। বিণ; ত্রি। ২। লৌহ; সৈন্ধব লবণ। সং; পু। ৩। উগ্রতা। তিজ+ক্স্ন ভা। ক্লী।

তীক্ষ্ণদংষ্ট্র—১। ধারাল দন্তবিশিষ্ট। তীক্ষ্ণ (ধারাল) হইয়াছে দংষ্ট্রা (দন্ত) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ব্যাঘ্র। সং; পু।

তীক্ষ্ণধার—১। অতিশয় ধারাল। তীক্ষ্ণ হইয়াছে ধার (প্রান্ত) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অসি, খড়্গ। সং; পু।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি—১। অত্যন্ত সূক্ষ্মবুদ্ধিবিশিষ্ট। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

তীক্ষ্ণরশ্মি—সূর্য্য। তীক্ষ্ণ (উগ্র) হইয়াছে রশ্মি (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

তীক্ষ্ণরস—১। তীব্র রসসম্পন্ন। বহু। বিণ; ত্রি। ২। যবক্ষার। সং; পু।

তীক্ষ্ণশূক—যব। সং; পু।

তীক্ষ্ণায়স—ইস্পাত। তীক্ষ্ণ যে অয়ঃ (অয়স্), কর্ম্মধা (সমাসে অ প্রত্যয়)। সং; ক্লী।

তীর—নদীকূল, তট; বাণ, শর। তীর (কর্ম্ম সমাপ্ত করা)+অন্ ক। সং; ক্লী।

তীরবাসী—তটনিবাসী, তটে বাসকারী। তীর শব্দ—বস (বাস করা)+ণিন্ ক—তীরবাসিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তীরবাসিনী।

তীরস্থ—তটস্থিত। তীর শব্দ—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

তীরোপরি—তটের উপরে। ৬তৎ। ব্য।

তীর্ণ—কাতর, অভিভূত; উত্তীর্ণ, পারগত; আপ্লুত। তৃ (পার হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে তরণ।

তীর্থ—১। যজ্ঞ; উপায়; দর্শনশাস্ত্র; উপাধ্যায়; স্ত্রীরজঃ; অঙ্গুলির অগ্রভাগ দৈবতীর্থ, কনিষ্ঠার মূলভাগ (প্রজাপতি) কায়তীর্থ, তর্জ্জনীর মূলভাগ পৈত্রতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠের মূলভাগ ব্রাহ্মতীর্থ; মানস, জঙ্গম ও স্থাবর এই তিন প্রকার তীর্থ; [সত্য, ক্ষমা, দয়া, দম, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সরলতা, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, মিষ্টবাক্য, জ্ঞান, ধৈর্য্য, পুণ্য, মনঃশুদ্ধি, এইগুলি মানসিক তীর্থ। নির্ম্মলচিত্ত এবং সর্ব্বকামপ্রদ ব্রাহ্মণগণ জঙ্গম তীর্থ; এবং ভূমির অদ্ভুত প্রভাবে, জলের তেজে ও মুনিগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত হওয়ায় পবিত্র কাশী, প্রয়াগাদি স্থান স্থাবর বা ভৌমতীর্থ]। তৃ+থক্ ণ। ২। পুণ্য ক্ষেত্র, পাপমুক্তির নিমিত্ত লোকেরা যে স্থানে গমন করে; জলাবতরণিকা, ঘাট। তৃ+থক্ কর্ম্ম। ৩। সৎপাত্র; কূপসমীপস্থ জলাশয়; ঋষিসেবিত জল। তৃ+থক্ অধি। সং; পু ও ক্লী।

তীর্থকর, তীর্থঙ্কর—শাস্ত্রকার; বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মুনি; তীর্থ দেখ; তীর্থ শব্দ (দর্শনশাস্ত্র)—কৃ (করা)+অন্, পক্ষান্তরে খ ক। সং; পু। [সং; পু।

তীর্থকাক—তীর্থস্থিত কাক; লোলুপ। ৭তৎ।

তীর্থদর্শন—তীর্থস্থান দেখা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

তীর্থযাত্রা—তীর্থস্থানের উদ্দেশে গমন। তীর্থে যাত্রা, ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

তীর্থযাত্রী—(তীর্থযাত্রিন্)। তীর্থযাত্রাকারী। তীর্থযাত্রা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তীর্থযাত্রিণী।

তীর্থরাজ—কাশী। ৬তৎ। সং; পু।

তীর্থবাস—নিয়মিতরূপে তীর্থক্ষেত্রে অবস্থিতি। ৭তৎ। সং; পু।

তীর্থবাসী—(তীর্থবাসিন্)। তীর্থে বাসকারী। তীর্থ শব্দ—বস+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তীর্থবাসিনী।

তীর্থসেবী—(তীর্থসেবিন্) ১। তীর্থবাসী। তীর্থ (গঙ্গাদি তীর্থ)—সেব (সেবা করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। ২। বকপক্ষী। তীর্থ (ঘাট)—সেব+ণিন্ ক। সং; পু।

তীবর—তিয়র জাতি; ব্যাধ; সমুদ্র। তৃ (পার হওয়া)+ষ্বরচ্ ক। সং; পু।

তীব্র—১। অধিক; মহৎ; উষ্ণ; তীক্ষ্ণ; উগ্র, কড়া; দুঃসহ। তীব (স্থূল হওয়া)+রক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। আধিক্য; উগ্রতা; উষ্ণতা; তীক্ষ্ণতা। তীব+রক্ ভা। সং; ক্লী।

তীব্রতা—আধিক্য; উষ্ণতা; তীক্ষ্ণতা; উগ্রতা। তীব্র দেখ; তীব্র+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

তীব্রদৃষ্টি—১। তীক্ষ্ণদৃষ্টি, অন্তর্ভেদে সমর্থ দৃষ্টি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন, দৃষ্টিদ্বারা মনোগতভাব বুঝিয়া লইতে সমর্থ। বহু। বিণ; ত্রি।

তীব্রমধুর—অতি মধুর; উগ্র অথচ স্নিগ্ধ। ২তৎ বা কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

তীব্রস্বর—১। কর্ণভেদী ধ্বনি, কড়া আওয়াজ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। কর্ণভেদী ধ্বনিকারক, কড়া আওয়াজবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

তু—অবধারণ; পক্ষান্তর; নিগ্রহ; সমুচ্চয়, এবং; প্রভেদ; পাদপূরণ। তুদ (পীড়ন করা)+ডু ক। ব্য।

তুকারাম—মহারাষ্ট্রীয় প্রসিদ্ধ কবি ও সাধু। ১৫৮৮ খ্রীঃ অব্দে পুণার নিকটস্থ দেহুগ্রামে বণিক্‌বংশে ইহার জন্ম হয়। সাংসারিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল না থাকায় ইনি সামান্য শিক্ষিত হইয়া ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সেই কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া সংসারের আনুকূল্য করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার ভার্য্যা সক্রেটিস্-পত্নী জ্যান্টিপির ন্যায় অতিশয় কোপনস্বভাবা ছিলেন। কথিত আছে যে, একদা তুকারাম কতকগুলি ইক্ষুদণ্ড উপহার পাইয়া সেগুলি প্রার্থী বালকবালিকাদিগকে দান করিয়া একখণ্ড মাত্র লইয়া গৃহে উপস্থিত হন। ইঁহার গুণবতী সহধর্ম্মিণী সমস্ত কথা শুনিয়া সেই ইক্ষুদণ্ড দ্বারা ইঁহার পৃষ্ঠদেশে এমন আঘাত করিলেন যে, তাহাতে ইক্ষুটী দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া গেল। তিতিক্ষু তুকারাম সক্রেটিসের ন্যায় কেবল এইমাত্র বলিলেন, "প্রিয়ে, তুমি আমাকে এতই ভালবাস যে, আকগাছটি তোমার একেলা খাইতে ভাল লাগিবে না বলিয়া দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে।"

তুকারামের বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার জনকজননীর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। এই সকল ঘটনায় তুকারাম নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। অতঃপর ইঁহার মনে ঈশ্বরসাধনপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। কথিত আছে যে, এই সময়ে ইনি স্বপ্নে চৈতন্যশিষ্য জনৈক বাবাজীর নিকট মন্ত্র প্রাপ্ত হন। অতঃপর ইনি সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল ভজন পূজনেই মনোনিবেশ করিলেন। ইনি নিজে শ্লোকরচনা করিয়া কথকতা ও কীর্ত্তন করিতেন, এবং এই উপায়ে লোককে ধর্ম্মপথের পথিক করিতে চেষ্টা করিতেন। ক্রমে ইঁহার অনেক শিষ্য হইল।

মারাঠাকেশরী শিবাজি তুকারামের সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে আনয়নার্থ দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু তুকারাম রাজপুরে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বিনীতভাবে

ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। অতঃপর উদারচেতা শিবাজি স্বয়ং ইহাঁর কুটীরে আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। মহারাষ্ট্রপতি ইহাঁকে প্রভূত অর্থ উপহার দিলে, নির্লোভ তুকারাম তাহা অনাবশ্যক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। ক্রমে শিবাজি ইহাঁর ভক্ত হইয়া পড়িলেন, এবং ইহাঁর ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে সংসারে বীতরাগ হইয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনগমন করিয়া ধর্ম্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হন। শিবাজির মাতা জিজাবাই তুকারামের নিকট উপস্থিত হইয়া পুত্রকে পুনরায় সংসারী করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তনশ্রবণার্থ শিবাজি উপস্থিত হইলে তুকারাম তাঁহাকে সার উপদেশ দিয়া পুনরায় সংসারী করেন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়।

তুঙ্গ—১। উগ্র; অত্যুচ্চ; উন্নত; বৃহৎ; শ্রেষ্ঠ। তুন্জ (বলিষ্ঠ হওয়া)+ঘঞ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। পর্ব্বত; নারিকেল বৃক্ষ; মেষাদি রাশিবিশেষ; অত্রির পুত্র। সং; পু।

তুঙ্গভদ্র—মত্তহস্তী। সং; পু।

তুঙ্গভদ্রা—মহীশূর রাজ্যান্তর্গত নদীবিশেষ। সং; স্ত্রী।

তুঙ্গী—১। উচ্চস্থানস্থ (গ্রহ)। তুঙ্গ (উচ্চ, উচ্চস্থান)+ইন্ অস্ত্যর্থে=তুঙ্গিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। হরিদ্রা; বর্ব্বরা; রাত্রি। তুঙ্গ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

তুঙ্গীপতি—চন্দ্র। তুঙ্গীর (রজনীর) পতি, ৬তৎ। সং; পু।

তুঙ্গীশ—শিব; সূর্য্য; কৃষ্ণ। সং; পু।

তুচ্ছ—১। সামান্য, ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর, অল্প; শূন্য; অসার; হীন। তুল (ওজন করা)+ছ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। তুষ। সং; ক্লী।

তুচ্ছজ্ঞান—সামান্য বলিয়া বোধ; অসার বলিয়া বিবেচনা। তুচ্ছে (সামান্যে বা অসারে) যে জ্ঞান, ৭তৎ। সং; ক্লী।

তুণ্ড—১। রাক্ষসবিশেষ; শিব। সং; পু। ২। আস্য, মুখ; ঠোঁট। তুন্ড (ভেদ করা)+অন্ ক। সং; ক্লী।

তুণ্ডি—১। নাভি। সং; স্ত্রী। ২। মুখ; চঞ্চু। তুন্ড (ভেদ করা)+ইন্ ক। সং; পু।

তুণ্ডিভ, তুণ্ডিল—বৃহৎনাভিবিশিষ্ট; স্থূলোদর। তুণ্ডি—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক, পক্ষে তুণ্ডি শব্দ+ল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

তুথ—তুঁতে। তুদ (পীড়া দেওয়া)+থক্ ক। সং; ক্লী।

তুন্দ—উদর, ভুঁড়ি। তুদ (পীড়া দেওয়া)+ক ক। সং; ক্লী।

তুন্দি—নাভি। সং; স্ত্রী। ২। গন্ধর্ব্ববিশেষ। সং; পু। ৩। উদর, পেট, ভুঁড়ি। তুদ (পীড়া দেওয়া)+ইন্ ক। সং; স্ত্রী।

তুন্দিভ, তুন্দিল—স্থূলোদর, ভুঁড়িওয়ালা। তুন্দি দেখ; তুন্দি+ভ, ল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

তুন্নবায়—দরজী। তুন্ন (ছিন্ন)—বে (বয়ন, সেলাই করা)+ষণ্ ক। সং; পু।

তুফান—জোরবাতাসে নদ্যাদির জলের স্ফীতি; বন্যা; ঝড়। যাবনিক শব্দ।

তুমুল, তুমূল—১। সঙ্কুল যুদ্ধ, মিশ্রযুদ্ধ, কলহ, গণ্ডগোল, হুড়োহুড়ি। তু (বধ করা)+মূলক্, মুলক্ অধি। সং; ক্লী। ২। ব্যাকুল; বিশৃঙ্খল; ভয়ানক; অতিশয়; ঘোরতর; উৎকট। তু+মূলক্, মুলক্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

তুমুল রব—ঘোরতর শব্দ। কর্ম্মধা। সং; পু।

তুম্ব—অলাবু, লাউ। তুম্ব (পীড়া দেওয়া)+অন্ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তুম্বি, তুম্বী।

তুম্বকী—(তুম্বকিন্)। ঢক্কার ন্যায় যন্ত্রবিশেষ। তুম্বক+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

তুম্বি, তুম্বী—অলাবু, লাউ। তুম্ব দেখ। স্ত্রী।

তুম্বুরু—সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ জনৈক গন্ধর্ব্ব; ঋষিবিশেষ। তুম্ব (পীড়ন করা)+উরু ক। সং; পু।

তুর—২। দ্রুতগামী। তুর (বেগে চলা)+ক ক। বিণ; ত্রি। ২। শীঘ্র। ক্রি-বিণ। ৩। বেগ; ত্বরা। সং; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে তুরা।

তুরগ—অশ্ব; চিত্ত, মনঃ। তুর দেখ; তুর (শীঘ্র)—গম (গমন করা)+ড ক। সং; পু।

তুরঙ্গ, তুরঙ্গম—অশ্ব; চিত্ত। ত্বরা দেখ; ত্বরা শব্দ—গম+খ ক। সং; পু।

তুরঙ্গবক্ত্র, তুরঙ্গবদন—কিন্নর। তুরঙ্গের বক্ত্রের বা বদনের ন্যায় বক্ত্র বা বদন যাহার, বহু। সং; পু।

তুরঙ্গী—অশ্বারোহী, ঘোড়সওয়ার। তুরঙ্গ দেখ; তুরঙ্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে=তুরঙ্গিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

তুরা—বেগ; ত্বরা। তুর দেখ; তুর+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

তুরি, তুরী—তন্তুবায়ের বস্ত্রবয়নের মাকু। তুর (বেগে চলা)+ই ক। সং; স্ত্রী।

তুরীয়—১। পরব্রহ্ম। সং; ক্লী। ২। চতুর্থ। চতুর্ শব্দ (চারি)+ছীয় নিপাতনে। বিণ; ত্রি।

তুর্য্য—চতুর্থ। চতুর্ শব্দ (চারি)+য্য নিপাতনে। বিণ; ত্রি।

তুর্য্যগোল—সময়নির্ণায়ক যন্ত্র, ঘড়ি। সং; ক্লী।

তুর্ব্বসু—রাজা যযাতির পুত্র; ইনি দেবযানীর গর্ভসম্ভূত। যযাতির জরাভার গ্রহণে স্বীকৃত না হওয়ায় ইনি পিতৃশাপে হৃতরাজ্য হন [যযাতি দেখ]।

তুলনা—সাদৃশ্য, উপমা; পরিমাণ। তুল (ওজন করা)+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

তুলসী—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। তুলা শব্দ (সাদৃশ্য)—সো (নাশ করা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

তুলসীবৃক্ষের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই প্রকার পৌরাণিক উপাখ্যানের প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। (১ম) বিষ্ণুপুরাণমতে, জলন্ধর-পত্নী বৃন্দার দেহভস্ম হইতে তুলসীর জন্ম হয়। [জলন্ধর দেখ]।

(২য়) ব্রহ্মপুরাণমতে,—তুলসী পূর্ব্বে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার সখী ছিলেন। কোন কারণে শ্রীমতী তুলসীর প্রতি রুষ্টা হইয়া অভিশাপ প্রদান করায় ইনি রাজা ধর্ম্মধ্বজের তনয়ারূপে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভকালে তুলসী তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে একদিন ধ্যানমগ্ন গণেশদেবকে দেখিয়া তৎপ্রতি প্রণয়াসক্ত হন, এবং তাঁহার তপোভঙ্গ করিয়া তাঁহার পত্নী হইবার অভিলাষ করেন। দারপরিগ্রহে ধর্ম্মসাধনের ব্যাঘাত হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া গণেশ তাহাতে অস্বীকৃত হইলে, তুলসী তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, "অচিরে তোমাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইতে হইবে।" তখন গণেশও তুলসীকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, "তুমি যেরূপ কামাতুরা, তাহাতে তুমি দেবভোগ্যা না হইয়া অসুরভোগ্যা হইবে।" অতঃপর শঙ্খচূড় নামক অসুরের সহিত তুলসীর বিবাহ হয়। কিছুদিন পরে শঙ্খচূড়ের সহিত দেবগণের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, পতিপ্রাণা তুলসী বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফলে স্বয়ং মহাদেবও শঙ্খচূড়কে বধ করিতে অসমর্থ হইলেন। তখন দেবগণের একান্ত অনুরোধে বিষ্ণু, শঙ্খচূড়ের বেশ ধরিয়া তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করিলে, অসুররাজের পূর্ব্বপ্রাপ্ত বরের নিয়মানুসারে তিনি নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর পতিপরায়ণা তুলসী পতিবিরহে শোকাকুলা হইয়া বিষ্ণুর পদে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করিলে তাঁহার শরীর হইতে গণ্ডকীশিলার এবং কেশ হইতে তুলসীবৃক্ষের উদ্ভব হইল।

তুলসীদাস—সুবিখ্যাত হিন্দি কবি ও সাধু। ব্রাহ্মণকুলে ইহাঁর জন্ম। উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করিয়া ইনি সংসারী হন। ইনি পত্নীপ্রেমে এতদূর মুগ্ধ ছিলেন যে, একদণ্ডও তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না, এজন্য কদাচ ভার্য্যাকে তাঁহার পিত্রালয়ে যাইতে দিতেন না। একদা শ্বশুরের নিতান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু নিজেও বাহকগণের সহিত পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। ইহাতে ইহাঁর পত্নী অতি দুঃখের সহিত মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "হায়! এতটুকু অনুরাগ যদি তোমার ভগবানের প্রতি হইত, তাহা হইলে আজ ভাগ্যফল অন্ত

রূপ হইত।" ভার্য্যার এই কথায় তুলসীদাসের জ্ঞানোদয় হইল। অতঃপর ইনি সেই অনুরাগ ঈশ্বরে অর্পণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। ইহার পর তুলসীদাস আর পত্নীর সমভিব্যাহারী হইলেন না, গৃহেও ফিরিয়া গেলেন না। সেই দিন হইতে তিনি ঈশ্বরান্বেষণে বহির্গত হইলেন, এবং সাধন ভজন দ্বারা ধর্ম্মমার্গে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, একদা একটী রমণীকে সহমরণে গমন করিতে উদ্যত দেখিয়া তুলসীদাস তাঁহাকে প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক নিবৃত্ত করেন এবং তাঁহার মৃত বা মৃতকল্প পতিকে জীবিত করিয়া দেন। এই সংবাদ শুনিয়া দিল্লীশ্বর আকবর ইহাঁকে কোনরূপ অলৌকিক কার্য্য দেখাইতে অনুরোধ করেন; কিন্তু ইনি তাহাতে অস্বীকৃত হওয়াতে আকবর কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন, এবং পরে মুক্তিলাভ করেন।

তুলসীদাস হিন্দি ভাষায় রামচরিত প্রণয়ন করেন। ইহার সেই গ্রন্থ "তুলসী রামায়ণ" নামে খ্যাত। নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক তুলসীদাসের দোঁহাবলী অমূল্য রত্ন। উহা অনেকেরই জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ করিয়াছে।

তুলা—১। পরিমাণদণ্ড, ওজনের দাঁড়ি, নিক্তি; ভারের পরিমাণ; শত পল পরিমাণ; মেষাদি দ্বাদশ রাশির সপ্তম রাশি; ভাণ্ড। তুল (ওজন করা)+অ ণ। ২। তুলনা; সাদৃশ্য। তুল+অ ভা। ৩। স্তম্ভোপরিস্থ কাষ্ঠ। তুল +অ র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

তুলাকূট—১। ওজনে কম দেওয়া, ওজন বিষয়ে ছলনা। ৭তৎ। সং; ক্লী। ২। যে ওজনে কম দেয়। তুলাতে কূট (ছল) আছে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

তুলাকোটি, তুলাকোটী—নূপুর; তুলাদণ্ডের অগ্রভাগ; অর্ব্বুদসংখ্যা। সং; স্ত্রী।

তুলাদণ্ড—পরিমাণদণ্ড; নিক্তি; দাঁড়ি। সং; পু।

তুলাদান—আপনার দেহপরিমাণানুরূপ দান। সং; ক্লী।

তুলাধর—সূর্য্য। তুলা দেখ; তুলা—ধৃ+অন্ ক। সং; পু।

তুলাধার—১। তুলাদণ্ডধারী, বাণিজ্যকারী। তুলা দেখ; তুলা শব্দ—ধৃ (ধারণ করা) +ঘঞ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। তুলারাশি; তুলা দণ্ডরজ্জু। সং; পু। ৩। কাশীস্থ জনৈক সাধুপুরুষ। ইনি ধর্ম্মমার্গে সবিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। দৈববাণীর আদেশক্রমে জাজলি ঋষি ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইলে, তুলাধার তাঁহাকে মোক্ষপদপ্রাপ্তির সার উপদেশ প্রদান করেন।

তুলাধারী—(তুলাধারিন্)। যে ওজন করে। তুলা শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তুলাধারিণী।

তুলাপুরুষ—মহাদানবিশেষ, ইহাতে আপনার ওজনের পরিমাণ স্বর্ণাদি দান করিতে হয়।

তুলামান—তুলাদণ্ডে পরিমাণকরণ। ৩তৎ। সং; ক্লী।

তুলাযন্ত্র—যে যন্ত্রের সাহায্যে দ্রব্য ওজন করা যায়, তুলদাঁড়ী। তুলা সাধক যন্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

তুলাব্রত—আত্মপরিমাণ তুলা কোন ধাতুদান রূপ ব্রত। সং; ক্লী। [অষ্টধাতুর তুলায় মনোবাক-কায়-সম্ভব সর্ব্ব পাপের বিমুক্তি হয়। স্বর্ণ তুলায় পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী দশ পুরুষের উদ্ধার হয়। এবং কখনও দারিদ্র্য হয় না। রজত তুলায় স্বর্গলাভ হয়। তাম্র তুলায় কুষ্ঠাদি বহুরোগের মোচন হয়। কাংস্য তুলায় ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি হয়। লৌহ তুলায় রত্নাধিপ হয়। পিত্তল তুলায় অপ্সরঃ-পরিবৃত বিমানে ও স্বর্গে সুখে বাস করে। সীসকের তুলায় গন্ধর্ব্বত্ব লাভ হয়। রঙ্গের তুলায় চন্দ্রসাযুজ্য প্রাপ্তি হয়]।

তুলিত—পরিমিত, ওজন করা হইয়াছে এরূপ; উপমিত; চালিত; উৎক্ষিপ্ত। তুল (ওজন করা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

তুলিম—তুলাদণ্ড দ্বারা ওজন করিয়া বিক্রেয়। তুল (ওজন করা)+ইম র্ম্ম, নিপাতনে। বিণ; ত্রি।

তুল্য—সদৃশ, একরূপ, সমান। তুলা দেখ; তুলা+য্য। বিণ; ত্রি।

তুল্যপতিক—সমানস্বামিক। তুল্য হইয়াছে পতি (প্রভু, কর্ত্তা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

তুল্যযোগিতা—কাব্যালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। সং; স্ত্রী।

তুষ, তুস—ধান্যত্বক্, ধানের খোষা। তুষ (তুষ্ট করা)+ক ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তুষা।

তুষা—ধান্যত্বক্, তুষ। তুষ দেখ; তুষ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

তুষানল—তুষাগ্নি, তুষের আগুন; তুষাগ্নিতে জীবিত দেহের দাহরূপ প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। ৬তৎ; বা তুষ জাত যে অনল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

তুষার—১। হিম; নীহার, স্বাভাবিক বরফ; জলকণা, গুড়নি বৃষ্টি। তুষ (তুষ্ট হওয়া বা করা)+আরক্ ক। সং; পু। ২। স্নিগ্ধ; শীতল। বিণ; ত্রি।

তুষারকর—১। চন্দ্র। তুষার (শীতল) হইয়াছে কর যাহার, বহু। ২। কর্পূর। তুষার (শীতল)—কৃ (করা)+ট ক। সং; পু।

তুষারগিরি—হিমগিরি, হিমালয়। তুষার পূর্ণ গিরি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

তুষারধবল—বরফের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। তুষারের ন্যায় ধবল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

তুষারমূর্ত্তি, তুষারাংশু—চন্দ্র। তুষার (শীতল) হইয়াছে মূর্ত্তি (আকার) বা অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

তুষারাদ্রি—হিমালয়পর্ব্বত। তুষার প্রধান যে অদ্রি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

তুষিত—৩৬ সংখ্যক গণদেবতা। তুষ+কিতচ ক। সং; পু।

তুষ্ট—তৃপ্ত; সন্তুষ্ট; আহ্লাদিত। তুষ (তুষ্ট হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে তুষ্টা। বিশেষ্যে তোষ, তোষণ, তুষ্টি।

তুষ্টি—সন্তোষ; আহ্লাদ; হর্ষ; মাতৃকাবিশেষ। তুষ (তুষ্ট হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে তুষ্ট।

তুষ্টিমান্—১। সন্তোষবিশিষ্ট। তুষ্টি শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে=তুষ্টিমৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তুষ্টিমতী। ২। কংসের ভ্রাতা। সং; পু।

তুস্ত—রজঃ, ধূলি। তুস+ক্ত অধি। সং; ক্লী।

তুহিন—১। শীতল, স্নিগ্ধ। বিণ; ত্রি। ২। হিম, তুষার; জ্যোৎস্না। তুহ (পীড়া দেওয়া)+ইন ক। সং; ক্লী।

তুহিনকর, তুহিনাংশু—চন্দ্র; কর্পূর। তুহিন (শীতল) হইয়াছে কর বা অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

তুহিনদীধিতি—চন্দ্র। তুহিন (শীতল) হইয়াছে দীধিতি (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

তুহিনাংশু—চন্দ্র। বহু। সং; পু।

তুহিনাদ্রি—হিমাদ্রি, হিমালয়। তুহিন প্রধান অদ্রি (পর্ব্বত), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

তূণ—শরধি, বাণাধার। তূণ (পূর্ণ করা)+ক র্ম্ম। সং; পু।

তূণক—পঞ্চদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ [ছন্দঃ দেখ]। সং; ক্লী।

তূণি—সঙ্কোচ। তূণ (সঙ্কুচিত হওয়া)+ই ভা। সং; স্ত্রী।

তূণী—১। তূণ, শরধি, বাণাধার। তূণ দেখ; তূণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। সঙ্কোচ। তূণ (সঙ্কুচিত হওয়া)+ই ভা, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

তূণীর—তূণ, শরধি, বাণাধার। তূণ (পূর্ণ করা)+ঈরন্ র্ম্ম। সং; পু।

তূর—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ত্বর+ক র্ম্ম। সং; ক্লী।

তূরী—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। তূর+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

তূর্ণ—১। সত্বর। ত্বর (বেগে চলা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। শীঘ্র। ক্রি-বিণ।

তূর্ণি—ত্বরা। ত্বর+ক্তি (মতান্তরে নি) ভাবে। সং; স্ত্রী।

তূর্য্য—একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। তূরী দেখ; তূরী+ ক্য, বা চতুর্+ক্য। সং; ক্লী।
তূর্য্যধ্বনি—বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের শব্দ। ৬তৎ। সং; পু। [সং; পু।
তূর্য্যাচার্য্য—বাদ্যবিষয়ের শিক্ষাদাতা। ৬তৎ।
তূর্য্যাজীব—বাদ্যব্যবসায়ী। তূর্য্য (বাদ্য) হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। সং; পু।
তূল—১। আকাশ। সং; ক্লী। ২। কার্পাস: শিমুলতুল। তূল (পূরণ করা, ইত্যাদি)+ ক ক। সং; পু ও ক্লী। [ক্লী।
তূলক—কার্পাস। তূল+কণ্ স্বার্থে। সং;
তূলনালী—তুলার পাঁইজ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
তূলি, তূলিকা—বর্ত্তিকা, চিত্রসাধনী, যাহা দ্বারা রঙ্ লইয়া চিত্র অঙ্কিত করা হয়; তূলময়ী শয্যা। তূল (পূরণ করা, ইত্যাদি)+ই ক। পক্ষান্তরে তূলি+কণ্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
তূবর—শ্মশ্রুহীন লোক, মাকুন্দ; নপুংসক; শৃঙ্গহীন বৃষ; কষায় রস। তু (বধ করা, ইত্যাদি) +ষ্বরচ্ ক। সং; পু।
তূষ্ণীক—তূষ্ণীম্ভূত, নীরব, মৌনী। তূষ্ণীম্ দেখ; তূষ্ণীম্ শব্দ+অক। বিণ; ত্রি।
তূষ্ণীম্—নীরব; মৌন। তুষ (তুষ্ট করা বা হওয়া)+নীম্ ক। ব্য।
তূষ্ণীম্ভাব—মৌনাবলম্বন, নীরব থাকা। তূষ্ণীম্ দেখ; তূষ্ণীম্ শব্দ—ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে তূষ্ণীম্ভূত।
তূষ্ণীম্ভূত—মৌনাবলম্বী, নীরব। তূষ্ণীম্ দেখ; তূষ্ণীম্ শব্দ—ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে তূষ্ণীম্ভাব।
তূস্ত—রেণু, গুঁড়া, ধূলা; পাপ; জটা। তুস (শব্দ করা)+তন্ ক। সং; ক্লী।
তৃণ—ঘাস, খড় প্রভৃতি। তৃণ (ভক্ষণ)+ক র্ম। সং; ক্লী।
তৃণজাতি—উলুখড়। সং; স্ত্রী।
তৃণজীবী—(তৃণজীবিন্)। তৃণভোজী, যে সকল পশু তৃণ খাইয়া জীবনধারণ করে। তৃণ শব্দ—জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক। বিণ; ত্রি।
তৃণজ্ঞান—তৃণতুল্য বোধ করা, তুচ্ছজ্ঞান। ৭তৎ। সং; ক্লী।
তৃণদ্রুম—নারিকেল গাছ; গুবাক গাছ; তাল গাছ; তালী; খর্জ্জুর; হিন্তাল গাছ। তৃণবৎ (তৃণের ন্যায় অসার) দ্রুম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।
তৃণধান্য—নীবার, শ্যামাক, উড়িধান প্রভৃতি। তৃণোৎপন্ন যে ধান্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
তৃণপুষ্প—গন্ধদ্রব্যবিশেষ। সং; ক্লী।
তৃণরাজ—নারিকেল গাছ; তাল গাছ। ৬তৎ। সং; পু।

তৃণবৎ—তৃণতুল্য। তৃণ শব্দ+চ্ৎ সাদৃশ্যার্থে। বিণ; ব্য।
তৃণবিন্দু—জনৈক মুনি। সং; পু।
তৃণবিন্দুসরঃ—তৃণবিন্দু মুনির সরোবরস্বরূপ তীর্থ, ইহা কাম্যক বনের নিকটস্থ মরুভূমির প্রান্তভাগে অবস্থিত। সং; ক্লী।
তৃণাগ্নি—তৃণ দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি, খড়ের আগুন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।
তৃণাটবী—তৃণপূর্ণ বন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
তৃণাবর্ত্ত—১। ঘূর্ণিবায়ু। তৃণের আবর্ত্ত (ঘূর্ণি) হয় যদ্দারা, বহু। সং; পু। ২। কংসানুচর দৈত্যবিশেষ। এই দৈত্য কংস কর্ত্তৃক কৃষ্ণবধার্থে প্রেরিত হইয়া কৃষ্ণহস্তে নিহত হয়।
তৃণাসন—তৃণনির্ম্মিত আসন, মাদুর, দরমা, কুশাসন প্রভৃতি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
তৃণোদ্ভব—১। তৃণজাত। বহু। বিণ; ত্রি। ২। নীবার, উড়িধান। সং; পু।
তৃণোল্কা—তৃণজাত অগ্নি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
তৃণৌকঃ—(তৃণৌকস্)। তৃণকুটীর। তৃণ নির্ম্মিত ওকঃ (বাসস্থান), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
তৃণ্যা—তৃণরাশি, তৃণসমূহ। তৃণ শব্দ+য্য সমূহার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
তৃতীয়—তিনের পূরণ। ত্রি শব্দ+তীয় পূরণার্থে, নিপাতনে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে তৃতীয়া।
তৃতীয়প্রকৃতি—নপুংসক, ক্লীব। তৃতীয় হইয়াছে প্রকৃতি যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।
তৃতীয়া—অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পরবর্ত্তী তৃতীয় তিথি। তৃতীয়+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
তৃতীয়াকৃত—১। তিনবার কৃষ্ট। তৃতীয় শব্দ+ ডাচ্—কৃ+ক্ত র্ম। ২। তৃতীয়া তিথিতে সম্পাদিত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।
তৃপ্ত—আহ্লাদিত; সন্তুষ্ট; হৃষ্ট। তৃপ (তুষ্ট হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে তৃপ্তা, বিশেষ্যে তৃপ্তি।
তৃপ্তি—আনন্দ, সন্তোষ, হর্ষ; ক্ষুন্নিবৃত্তি; তৃষ্ণানিবৃত্তি। তৃপ (তুষ্ট হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে তৃপ্ত।
তৃপ্তিপূর্ব্বক—সন্তোষ সহকারে। তৃপ্তি হইয়াছে পূর্ব্বে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি (অধিকাংশ স্থলে ক্রি-বিণ)।
তৃষ্, তৃষা—পিপাসা; ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা; লোভ। তৃষ (তৃষ্ণার্ত্ত হওয়া)+ক্বিপ্ ২য় পক্ষে ও ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
তৃষাকাতর—পিপাসার্ত্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
তৃষাতুর—তৃষ্ণায় কাতর। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
তৃষাপীড়িত—পিপাসায় কাতর। ৩তৎ। বিণ।
তৃষিত—তৃষ্ণার্ত্ত; পিপাসিত; ইচ্ছু; লুব্ধ।

তৃষ (তৃষ্ণার্ত্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।
তৃষ্ণক্—তৃষ্ণার্ত্ত, পিপাসিত। তৃষ (তৃষ্ণার্ত্ত হওয়া)+৬নজ্ ক=তৃষ্ণজ্, ১মা'র ১বচন। বিণ; ত্রি।
তৃষ্ণা—জলপানেচ্ছা, পিপাসা; লিপ্সা; রোগবিশেষ। তৃষ+নক্ ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
তৃষ্ণাতুর—পিপাসায় কাতর। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
তৃষ্ণার্ত্ত—অত্যন্ত পিপাসিত। তৃষ্ণা দ্বারা আর্ত্ত (পীড়িত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
তৃষ্ণালু—তৃষ্ণাযুক্ত, পিপাসিত। তৃষ্ণা শব্দ+ আলু অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।
তৃষ্য—১। লোভনীয়; বাঞ্ছনীয়। তৃষ+ক্যপ্ র্ম। বিণ; ত্রি। ২। লোভ; বাঞ্ছা। তৃষ +ক্যপ্ ভা। সং; ক্লী।
তেজঃ—১। দীপ্তি; তীক্ষ্ণতা; তাপ; প্রতাপ; পরাক্রম; পৌরুষ; শক্তি; অপমানাদির অসহন। তিজ (তীক্ষ্ণ করা)+অস্ ভা= তেজস্, ১মার ১বচন। ২। শুক্র; অগ্নিসূর্য্যাদি; স্বর্ণাদি; ঘৃত; মজ্জা। তিজ+অস্ ক। সং; ক্লী। বিশেষণে তেজস্বী। ৩। পঞ্চভূতের অন্যতম। পঞ্চভূত দেখ।
তেজন—১। তীক্ষ্ণকরণ। তিজ (তীক্ষ্ণ করা)+ অনট্ ভা। ২। বাঁশ। তিজ+অনট্ র্ম। সং; ক্লী।
তেজপত্র—পত্রবিশেষ, তেজপাত। তিজ (তীক্ষ্ণ করা)+অন্ ক=তেজ (তীক্ষ্ণকারী); তেজ যে পত্র, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
তেজস্কর—তেজোবৃদ্ধিকারক; শক্তিকারক; দীপ্তিজনক। তেজঃ দেখ; তেজস্ শব্দ—কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি।
তেজস্বতী—তেজস্বান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী।
তেজস্বান্—প্রভাবশালী; বলবান্। তেজঃ দেখ; তেজস্ শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে=তেজস্বৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তেজস্বতী।
তেজস্বিতা—প্রভাবশালিতা; বলবত্তা। তেজস্বী দেখ; তেজস্বিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।
তেজস্বিনী—তেজস্বী দেখ। বিণ; স্ত্রী।
তেজস্বী—তেজোবিশিষ্ট; প্রভাবশালী; বলবান্। তেজঃ দেখ; তেজস্ শব্দ+বিন্ অস্ত্যর্থে= তেজস্বিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তেজস্বিনী। বিশেষ্যে তেজস্বিতা।
তেজিত—শাণিত; মার্জ্জিত; উত্তেজিত। ণিজন্ত তিজ বা তেজি (শানান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।
তেজিষ্ঠ—অতি তেজস্বী। তেজস্বী দেখ; তেজস্বিন্ শব্দ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে তেজিষ্ঠা।
তেজীয়সী—অতি তেজস্বিনী। তেজস্বী দেখ; তেজস্বিন্ শব্দ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে তেজীয়ান্।
তেজীয়ান্—অতি তেজস্বী। তেজস্বী দেখ;

তেজস্বিন্ শব্দ+ঈয়স্ অতিশয়ার্থে=তেজীয়স্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তেজীয়সী।

তেজোগর্ভ—তেজঃপূর্ণ। তেজঃ হইয়াছে গর্ভে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

তেজোনিধি—তেজোবিশিষ্ট, তেজঃশালী। তেজের নিধি (আধার), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

তেজোময়—তেজঃপূর্ণ; জ্যোতির্ময়, দীপ্তিশীল; ভাস্বর; উজ্জ্বল। তেজঃ দেখ; তেজস্ শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে তেজোময়ী।

তেজোময়ী—তেজোময় দেখ। বিণ; স্ত্রী।

তেজোমূর্ত্তি—১। তেজঃপূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট বহু। বিণ; ত্রি। ২। সূর্য্য। সং; পু।

তেজোরূপ—পরব্রহ্ম; তেজঃস্বরূপ। তেজ হইয়াছে রূপ যাহার, বহু। সং; ক্লী।

তেজোবান্—তেজস্বী [এই পদটী কোন কোন অভিধানে গৃহীত হইলেও ইহা অশুদ্ধ কারণ তেজস্+বতু করিলে পদত্ব না হও য়ায় স্ স্থানে বিসর্গ হইবে না, সুতরাং তেজস্বান্ হইবে]। [ত্রি

তেজোহীন—তেজঃশূন্য, নিস্তেজ। ৩তৎ। বিণ

তেন—সেই জন্য। তদ্ শব্দ+এন। ব্য।

তেম, তেমন—আর্দ্রীভাব; আর্দ্রীকরণ, ভিজান তিম (আর্দ্র হওয়া বা করা)+অল্, পক্ষান্তরে অনট্ ভা। সং; প্রথমটি পু ও দ্বিতীয়টি ক্লী।

তেমনী—চিম্‌নি; ধূম বহির্গত হইবার মার্গ। তেমন দেখ; তেমন+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং।

তেলাং—কাশীনাথ ত্রিম্বক। বম্বে প্রদেশে থানা নামক সহরে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে আগষ্ট ইঁহার জন্ম হয়। ইনি সারস্বত গৌড় ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। ইঁহার পিতার নাম বপুতেলাং। ইনি পিতৃব্য কর্ত্তৃক দত্তকরূপে গৃহীত হন। তেলাং ১৮৬৭ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বোম্বে এল্‌ফিন্‌স্‌টন্ কলেজে শিক্ষকতা করেন, পরে এড্‌ভোকেট হইয়া ব্যবহার-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইনি ১৮৬৮ খ্রীঃ এম, এ ও ১৮৭১ খ্রীঃ এল, এল, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইংরাজী ও সংস্কৃত, সাহিত্য, দর্শন ও অর্থনীতি ইনি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ম্যাক্সমুলারের Sacred Books or the East নামক ধারাবাহিক গ্রন্থের জন্য তেলাং ভগবদ্গীতাকে ইংরাজী পদ্যে অনুবাদিত করিয়া দেন। ব্যবহারজ্ঞানে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া বোম্বে হাইকোর্টের জজেরা হিন্দু ল (Hindu Law) সম্বন্ধে অনেক সময় ইঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি শিক্ষা কমিশনের অন্যতম সভ্যরূপে মনোনীত হন এবং ঐ বৎসর সি, আই, ই উপাধি লাভ করেন। দুই বৎসর পরে বোম্বে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বে হাইকোর্টের জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। জাতীয় সমিতিগঠনে ইনি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর ইনি দেহত্যাগ করেন।

তৈক্ষ্ণ্য—তীক্ষ্ণতা। তীক্ষ্ণ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

তৈজস—১। তেজোবিকার; ধাতুনির্ম্মিত। তেজঃ দেখ; তেজস্+ষ্ণ বিকারার্থে। বিণ। ত্রি। ২। ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য। সং; ক্লী। [স্ত্রী।

তৈজসাবর্ত্তনী—মূষা, ধাতুদ্রবণ পাত্র, মুচি। সং;

তৈত্তিল—গণ্ডার। তিল (গমন করা, ইত্যাদি) +ক ক, তদুত্তরে ষ্ণ নিপাতনে। সং; পু।

তৈত্তির—১। তিত্তিরি পক্ষী; তিত্তিরি পক্ষিসমূহ। তিত্তির শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে বা সমূহার্থে। সং; পু বা ক্লী। ২। গণ্ডার। সং; পু।

তৈত্তিরীয়—তিত্তিরিসম্বন্ধীয়; তিত্তিরিপ্রোক্ত যজুর্বেদ-শাখ্যাধ্যায়ী। তিত্তিরি+ণীয়। বিণ; ত্রি।

তৈত্তিরীয়া—যজুর্ব্বেদের শাখাবিশেষ। তৈত্তিরীয় দেখ; তৈত্তিরীয়+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

তৈল—তিলাদির স্নেহ, তেল। তিল দেখ; তিল +ষ্ণ বিকারার্থে। সং; ক্লী।

তৈলকার—তেলী, কলু। তৈল—কৃ (করা)+ ষণ্ ক। সং; পু। [সং; ক্লী।

তৈলকিট্ট—তেলের কাইট; খোল। ৩তৎ।

তৈলঙ্গ—দেশবিশেষ, আধুনিক কার্ণাটিক; তত্রত্য লোক। সং; পু।

তৈলঙ্গীস্বামী—কাশীর সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ। পিতৃদত্ত নাম তৈলঙ্গধর। জাতি ব্রাহ্মণ। জন্ম ১৫২৯ শকাব্দায় দাক্ষিণাত্য প্রদেশে হোলিয়া নামক স্থানে। ৪০ বৎসর বয়সে ইনি পিতৃহীন হন; পরে মাতার নিকট কিছু যোগ শিক্ষা করেন। ৫২ বৎসর বয়সে ইঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটে। এই ঘটনায় সংসারে ইঁহার এমন অনাস্থা জন্মে যে, যেখানে মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেখান হইতে ইনি আর গৃহে ফিরিলেন না। ইঁহার ভ্রাতা সেইখানেই ইঁহার বাসোপযুক্ত গৃহনির্ম্মাণ ও আহারাদির ব্যবস্থা করাইয়া দিলেন। এইখানে একাদিক্রমে ইনি ২০ বৎসর যোগসাধনা করেন। ভগীরথ স্বামী নামক পাতিয়ালা রাজ্যের এক সন্ন্যাসীর সহিত তৈলঙ্গী স্বামীর এইখানেই সাক্ষাৎ হয়। তিনি ইঁহাকে আরও যোগ শিক্ষা দেন ও গণপতি স্বামী এই আখ্যা প্রদান করেন। লোকে কিন্তু ইঁহাকে বরাবরই ত্রৈলিঙ্গের অপভ্রংশ তৈলঙ্গী স্বামী বলিয়া অভিহিত করিত। তৈলঙ্গী স্বামী অতঃপর সেতুবন্ধ রামেশ্বর, নেপাল, তিব্বৎ প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়া নর্ম্মদাতীরে মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে অবস্থান করেন। এইখানে খাকিবাবা নামক জনৈক যোগী একদিন দেখিলেন, নর্ম্মদানদীর জল দুগ্ধে পরিণত হইয়া তৈলঙ্গীর নিকট আসিল এবং স্বামীজীও হৃষ্টচিত্তে সেই দুগ্ধ পান করিলেন। খাকিবাবা নিকটে আগমন করিবামাত্র দুগ্ধ আবার জলাকার ধারণ করিল। খাকিবাবা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সকলকে জ্ঞাত করিলে এক আন্দোলন উপস্থিত হইল। স্বামীজী বিরক্ত হইয়া এলাহাবাদ পর্য্যটনপূর্ব্বক কাশীধামে অসি ঘাটের নিকট তুলসীদাসের উদ্যানে গোপনে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অনেককে দুরারোগ্য রোগমুক্ত করিতে লাগিলেন। ইহাতে জনতাবৃদ্ধি হইল দেখিয়া দশাশ্বমেধঘাট ও কাশীর অন্যান্য স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ইনি দারুণ শীতে শরীরকে জলমগ্ন করিতেন এবং প্রচণ্ড গ্রীষ্মে উত্তপ্ত বালুকার উপর শয়ন করিতেন। জীবনের অন্তিম ভাগে ইনি একপ্রকার মৌনব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। তবে শাস্ত্রীয় কোন প্রসঙ্গের মীমাংসা করিতে হইলে কখন কখন দুই একটি কথা কহিতেন। কথিত আছে, জনৈক ভক্ত ধনী ইঁহাকে ২০ ভরি ওজনের স্বর্ণবলয় গড়াইয়া পরাইয়া দিয়াছিলেন। এই বলয় অপহরণ মানসে কয়েকজন দুষ্প্রবৃত্ত ব্যক্তি ইঁহাকে ৭।৮ বোতল সুরাপান করাইয়া দেয়। ইহাতে স্বামীজীর কিছুই জ্ঞানশূন্যতা ঘটিল না। পরে স্বয়ং হস্ত হইতে বলয় দুইখানি উন্মোচন করিয়া দুষ্টগণকে প্রদান করেন। ইঁহাকে যিনি যাহা দিতেন, জাতি এবং দ্রব্যনির্ব্বিশেষে স্বামীজী তাহাই পান বা ভোজন করিতেন। ইনি উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতেন বলিয়া একদা কাশীর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ধৃত হইয়া আনীত হন। ম্যাজিষ্ট্রেট ইঁহাকে বস্ত্র পরিধান করিতে বলিলেন, এবং তদন্যথায় খানা খাওয়াইয়া দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। স্বামীজী বলিলেন, "তুমি যদি আমার খানা খাইতে পার, তাহা হইলে আমিও তোমার খানা খাইব।" সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "তোমার কি খানা ?" উত্তরস্বরূপে স্বামীজী মলত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ভক্ষণার্থে সাহেবকে দিতে গেলেন। সাহেব বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিলে স্বামীজী তখনই উহা ভক্ষণ করিলেন। সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই দণ্ডেই স্বামীজীকে ছাড়িয়া দিলেন এবং যথেচ্ছ বিচরণ করিতে আদেশ করিলেন। যখন দয়ানন্দ সরস্বতী কাশীধামে

আসিয়া পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন সেখানে একটি হুলস্থুল পড়িয়া যায়। শিষ্যগণ স্বামীজীকে এই সকল ব্যাপার অবগত করিলে তিনি এক খণ্ড কাগজে দয়ানন্দকে কি লিখিয়া পাঠান। তাহা পড়িয়া দয়ানন্দ কাশীধাম ত্যাগ করেন। কাগজে কি লিখিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা দুইজন ভিন্ন কেহই অবগত নহেন। ১৮০০ শকাব্দায় স্বামীজী কাশীর পঞ্চগঙ্গাগর্ভে "লাট" নামধেয় একটি লিঙ্গস্থাপন করেন। পরে যেখানে তাঁহার আশ্রম ছিল, সেইখানে ত্রৈলিঙ্গেশ্বর নামক আর একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এইখানে স্বামীজীর একটি মূর্ত্তিও স্থাপিত হইয়াছে। মৃত্যুর ১৫ দিন পূর্ব্বে শিষ্যগণকে স্বামীজী বলিয়াছিলেন যে, ১৫ দিন পরে আমার দেহত্যাগ ঘটিবে। তাঁহার বাসকোষ্ঠের সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া ১৫ দিন ইনি সমাধিস্থ ছিলেন। পঞ্চদশ দিবস আগত হইলে দ্বারসকল উন্মোচন করিতে আদেশ করেন এবং কোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া যোগাসনে উপবেশনপূর্ব্বক প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করেন। ১৮০৯ শকাব্দা পৌষ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে এই মহাপুরুষের জীবাত্মা পরমাত্মায় সম্মিলিত হয়। সংগৃহীত জন্ম-তারিখ যদি নির্ভুল হয়, তাহা হইলে স্বামীজী ২৮০ বৎসর মর্ত্ত্যজগতে অবস্থান করিয়াছিলেন। জীবিতকালে ইনি এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, যিনি যখন বারাণসীতে গমন করিতেন, স্বামীজীকে একবার দর্শন করা তাঁহার পক্ষে দেবদর্শনের ন্যায় অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। স্বামীজীর শিষ্য ও ভক্তগণ ইঁহাকে দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বর বলিয়া অভিহিত করেন। স্বামীজী "মহাবাক্য রত্নাবলী" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

তৈলনিষিক্ত—তৈলার্দ্র, তেলে ভিজান। তৈল দ্বারা নিষিক্ত (উত্তমরূপে সিক্ত), ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

তৈলপক্ব—তেলে পাক করা। ৭তৎ। বিণ·

তৈলপা, তৈলপায়িকা—তেলাপোকা, আরসুলা। তৈল—পা (পান করা)+ড, পক্ষান্তরে ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

তৈলপিপীলিকা—পিপীলিকাবিশেষ। তৈল খাদিকা পিপীলিকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

তৈলযন্ত্র—কলুর ঘানি। তৈল নিষ্পীড়ক যন্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

তৈলশালা—তেল প্রস্তুত করিবার ঘর, ঘানিঘর। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

তৈলসেক—তৈলাক্ততা। তৈল দ্বারা সেক (সিক্ত করা), ৩তৎ। সং ; পু। চলিত বাঙ্গালায়—খোষামুদী করা।

তৈলাভাব—তেল না থাকা। তৈলের অভাব (অবিদ্যমানতা), ৬তৎ। সং ; পু।

তৈলিক—১। তৈলসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি। ২। তৈলকার, কলু। তৈল+ষ্ণিক। সং ; পু।

তৈলিনী—তেলিনী, কলুস্ত্রী। তৈলী দেখ। স্ত্রী।

তৈলী—তৈলকার, তেলী, কলু। তৈল শব্দ+ইন্ =তৈলিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে তৈলিনী। [পু।

তৈষ—পৌষমাস। তৈষী দেখ ; তৈষী+ষ্ণ। সং ;

তৈষী—তিষ্য অর্থাৎ পুষ্যা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা। তিষ্য দেখ ; তিষ্য+ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং।

তোক—শিশু, অপত্য। তু (বৃদ্ধি করা)+ক ক। সং ; ক্লী। [সং ; ক্লী।

তোটক—দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ [ছন্দঃ দেখ]।

তোডরমল্ল—দিল্লীশ্বর আকবরের সুপ্রসিদ্ধ রাজস্বসচিব ও একজন প্রধান সেনাপতি। পঞ্জাব প্রদেশে কায়স্থকুলে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি প্রথমে গুজরাট দেশে রাজকার্য্যে প্রবেশ করেন, এবং আপনার অসাধারণ সদ্গুণের ও সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়া ক্রমে আকবরের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ও বিখ্যাত লোক হইয়া উঠেন। আকবর নিজে গুণজ্ঞ ছিলেন। তিনি ইঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে অনেক গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ ইঁহাকে পাঠানদিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ জয় করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। অতঃপর ইনি ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কাবুলের বিদ্রোহ দমনার্থ রাজা মানসিংহের সহিত প্রেরিত হন। সাম্রাজ্যের সমস্ত ভূমির বন্দোবস্ত ও কর অবধারণের যে প্রথা আকবর প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা তোডরমল্লের উদ্ভাবিত ; তাহাতেই ইঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইনি অতিশয় নির্লোভ, অকপট ও অমায়িক লোক ছিলেন।

তোত্র—প্রাজনদণ্ড, গবাদিপশু-চালন দণ্ড, পাঁচনবাড়ি ; অঙ্কুশ। তুদ (পীড়া দেওয়া) +ষ্ট্রন্ ণ। সং ; ক্লী।

তোদ—ব্যথা, পীড়া। তুদ (পীড়া)+অল্ ভা। সং ; পু।

তোদন—তোত্র দেখ। তুদ+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

তোমর—অস্ত্রবিশেষ, শাবলাদি। তু (বধ করা) +বিচ্ ক=তো, তদুত্তরে মৃ (মরা)+অল্ ণ। সং ; পু ও ক্লী। [ক। সং ; ক্লী।

তোয়—জল। তু (বাঁচান, পূরণ করা)+ডোয়

তোয়কাম—১। জলার্থী, জলেচ্ছু। তোয় (জল) হইয়াছে কাম (কাম্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। জলবেতস। সং ; পু।

তোয়কৃচ্ছ্র—১। জলকষ্ট। তোয় সংক্রান্ত কৃচ্ছ্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। ব্রতবিশেষ, এই ব্রতে কেবলমাত্র জলপান করিয়া থাকিতে হয়। সং ; ক্লী।

তোয়ডিম্ব—করকা, শিল। সং ; পু।

তোয়দ—১। জলদানকারী। বিণ ; ত্রি। ২। জলদ, মেঘ ; মুস্তক ; ঘৃত। তোয় (জল)—দা (দেওয়া)+ড ক। সং ; পু।

তোয়দাগম—বর্ষাঋতু। তোয়দ দেখ ; তোয়দের (মেঘের) আগম (আগমন) হয় যাহাতে, বহু। সং ; পু।

তোয়ধর—মেঘ। তোয়ের (জলের) ধর (ধারণকর্ত্তা), ৬তৎ। সং ; পু। ধর= ধৃ+অন্ ক।

তোয়ধি, তোয়নিধি—জলনিধি, সমুদ্র। তোয় দেখ ; তোয় (জল)—ধা (ধারণ করা), বা নি—ধা+কি অধি। সং ; পু।

তোয়বিম্ব—জলবিম্ব। তোয়ের বিম্ব, ৬তৎ, অথবা তোয়েগত বিম্ব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

তোয়সূচক—ভেক। ৬তৎ (ভেকের রবে জানা যায় যে, শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে)। সং ; পু।

তোয়াঞ্জলি—জলাঞ্জলি, এক আঁজলা জল। তোয় পূর্ণ অঞ্জলি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। [পু।

তোয়াধার—জলাধার, জলাশয়। ৬তৎ। সং ;

তোরণ—১। কন্ধরা। সং ; ক্লী। ২। বহির্দ্বার, ফটক, গেট্। তুর (বেগে চলা)+ অন অধি। সং ; পু ও ক্লী।

তোল, তোলক—১ তোলা, ১ ভরি, ১৬ মাষা। তোল=তুল (ওজন করা)+ঘঞ্ ণ। তোলক=তোল শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু ও ক্লী।

তোলন—ওজন করা ; উত্তোলন, উঠান। ণিজন্ত তুল বা তোলি+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

তোলা—ওজন। ণিজন্ত তুল (ওজন করা)+ অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

তোষ—সন্তোষ ; আনন্দ, হর্ষ। তুষ (তুষ্ট হওয়া) +অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে তুষ্ট।

তোষণ—১। সন্তোষ ; আহ্লাদ, হর্ষ। তুষ (তুষ্ট হওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। সন্তুষ্টকরণ। ণিজন্ত তুষ বা তোষি (তুষ্ট করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

তোষিত—তুষ্ট ; তর্পিত, সন্তোষিত। ণিজন্ত তুষ (তুষ্ট করা)+ক্ত কর্ম্ম বণ ; ত্রি। বিশেষ্যে তোষণ।

তৌর্য্য—তূর্য্যবাদ্য ; মৃদঙ্গাদি ধ্বনি। তূর্য্য দেখ ; তূর্য্য+ষ্ণ। সং ; ক্লী।

তৌর্য্যত্রিক—নৃত্যগীতবাদ্য। তৌর্য্যের ত্রিক, ৬তৎ। সং ; ক্লী। [ক্লী।

তৌল—পরিমাণক্রিয়া ; মাপন ; তুলাযন্ত্র। সং ;

তৌলিক—১। পরিমাণকারী, যে ব্যক্তি ওজন করে, কয়াল। তুলা দেখ; তুলা+ষ্ণিক। ২। চিত্রকর, পটো। তুলি দেখ; তুলি +ষ্ণিক। সং; পু।

ত্যক্ত—দত্ত; ক্ষিপ্ত; বর্জিত, যাহা ত্যাগ করা হইয়াছে এরূপ; বিসৃষ্ট। ত্যজ (ত্যাগ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ত্যজন, ত্যাগ।

ত্যজন—ত্যাগ, বর্জন। ত্যজ (ত্যাগ করা)+ অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে ত্যক্ত।

ত্যজ্যমান—যাহা ত্যাগ করা হইতেছে এরূপ। ত্যজ (ত্যাগ করা)+শান র্ম্ম। বিণ: ত্রি।

ত্যাগ—দান; বৈরাগ্য; বর্জন; বিসর্জন। ত্যজ (ছাড়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে ত্যক্ত, ত্যাগী।

ত্যাগিনী—ত্যাগী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

ত্যাগী—ত্যাগশীল, বর্জনকারী; বিবেকী; দাতা; বীর, শূর। ত্যাগ দেখ; ত্যাগ+ইন্ অস্ত্যর্থে=ত্যাগিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ত্যাগিনী।

ত্যাজ্য—ত্যাগের যোগ্য, বর্জনীয়। ত্যজ (ত্যাগ করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

[ত্র]প—লজ্জা। ত্রপ (লজ্জিত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

[ত্র]পমাণ—লজ্জমান, যে লজ্জা পাইতেছে এরূপ। ত্রপ+শান ক। বিণ; ত্রি।

[ত্র]পা—১। লজ্জা। ত্রপ (লজ্জিত হওয়া)+ঙ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। (কুলের লজ্জ স্বরূপা বলিয়া) কুলটা, ভ্রষ্টা স্ত্রী, বেশ্যা; কুল; কীর্ত্তি। সং; স্ত্রী।

[ত্র]পারণ্ডা—বেশ্যা। ত্রপা হীনা রণ্ডা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

[ত্র]পিত—লজ্জিত। ত্রপ (লজ্জা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

[ত্র]পিষ্ঠ—অতি লজ্জাশীল। ত্রপা দেখ; ত্রপিন্+ ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ: ত্রি।

[ত্র]পু—রঙ্গ: সীসক। ত্রপ+উ ক। সং; ক্লী।

[ত্রয়]—১। ত্রিত্ব সংখ্যাবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি। ২। তিন সংখ্যা। ত্রি+অয়ট্। সং; ক্লী।

[ত্র]য়ঃপঞ্চাশৎ—তিপ্পান্ন, ৫৩। সং (বিণ); স্ত্রী।

[ত্রয়]স্ত্রিংশ—তেত্রিশের পূরণ। ত্রয়স্ত্রিংশৎ শব্দ+ ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

[ত্রয়]ী—তিন সংখ্যা; ঋক্, যজুঃ, সাম, এই তিন বেদ; ত্রিবর্গবতী স্ত্রী; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই তিন। ত্রি+অয়ট্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং: স্ত্রী।

[ত্রয়ী]তনু—সূর্য্য। ত্রয়ী (বেদ) হইয়াছে তনু (শরীর) যাহার, বহু। সং; পু।

[ত্রয়ী]ধর্ম্ম—সাম ঋক্ ও যজুঃ এই বেদত্রয়োক্ত কর্ম্ম। ত্রয়ীর ধর্ম্ম, ৬তৎ, অথবা ত্রয়ী নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ত্রয়ীমুখ—ব্রাহ্মণ। ত্রয়ী (তিন বেদ) মুখে যাহার, বহু। সং; পু।

ত্রয়োদশ—১। ১৩ সংখ্যা; ১৩ সংখ্যাবিশিষ্ট। তিনের দ্বারা অধিক যে দশ (দশন্), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা সমাসে ত্রয়োদশন্, ১মার ১বচন। ২। ১৩ সংখ্যার পূরণ। ত্রয়োদশন্ +ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

ত্রয়োদশী—তিথিবিশেষ। ত্রয়োদশ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ত্রস—১। ভীষণ বন। ত্রস+অল্ অধি। সং; ক্লী। ২। চল, জঙ্গম, গমনশীল। ত্রস (ভীত হওয়া, ইত্যাদি)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

ত্রস্ত—ভীত; চকিত; কম্পিত, বিচলিত। ত্রস (ভীত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ত্রাস। [বিণ: ত্রি।

ত্রস্নু—স্বভাবতঃ ভীত; ভয়শীল। ত্রস+ক্নু ক।

ত্রাণ—১। রক্ষক। ত্রৈ+অন ক। ২। রক্ষিত। ত্রৈ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ৩। রক্ষা; উদ্ধার। ত্রৈ (রক্ষা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ত্রাত—যাহার ত্রাণ করা হইয়াছে এরূপ, রক্ষিত। ত্রৈ (রক্ষা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ত্রাণ।

ত্রাতা—রক্ষণশীল, রক্ষাকর্ত্তা। ত্রৈ (রক্ষা করা) +তৃন্ ক=ত্রাতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ত্রাত্রী।

ত্রায়মান—১। রক্ষা করিতেছে এরূপ, রক্ষক। ত্রৈ (রক্ষা করা)+শান ক। ২। রক্ষিত হইতেছে এরূপ, রক্ষ্যমাণ। ত্রৈ+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ত্রায়মানা।

ত্রাস—ভীতি, ভয়; মণির দোষ। ত্রস (ভীত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে ত্রস্ত।

ত্রাসিত—যাহার ত্রাস জন্মান হইয়াছে এরূপ, ভীষিত। ণিজন্ত ত্রস বা ত্রাসি (ভীত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ত্রাহি—রক্ষা কর। ত্রা+হি, অনুজ্ঞা, মধ্যম পুরুষের ১বচন। ক্রিয়া।

ত্রি—৩ সংখ্যা, তিন। তৃ (গমন করা)+ড্রি ক। বিণ; ত্রি।

ত্রিংশ—৩০ সংখ্যার পূরণ। ত্রিংশৎ দেখ; ত্রিংশৎ +ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

ত্রিংশৎ—৩০ সংখ্যা, ত্রিশ। ত্রিরাবৃত্ত যে দশন্ (দশ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; স্ত্রী।

ত্রিংশৎক—৩০ সংখ্যার পূরণ। ত্রিংশৎ দেখ; ত্রিংশৎ+কণ্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

ত্রিংশত্তম—৩০ সংখ্যার পূরণ। ত্রিংশৎ দেখ; ত্রিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

ত্রিক—পৃষ্ঠবংশধর, মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ; ত্রিপথ সংস্থান, তেমাথা রাস্তা; ত্রিফলা; ত্রিকটু; ত্রিবর্গ। ত্রি শব্দ+কণ্। সং; ক্লী।

ত্রিককুৎ—১। তিন ককুদ্‌বিশিষ্ট। ত্রি (তিন) ককুদ্ (শৃঙ্গ, ঝুঁটি) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে ত্রিককুদ্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। চিত্রকূট পর্ব্বত; বিষ্ণু। সং; পু।

ত্রিকটু—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, এই তিনটি কটু দ্রব্য। ত্রি (তিন) কটুর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিকর্ম্মা—(ত্রিকর্ম্মন্)। দান যজ্ঞ ও অধ্যয়ননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। ত্রি (দানাদি তিনটি) হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; পু।

ত্রিকা—তেকাঠা; কূপনেমি। ত্রি+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ত্রিকাল—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই তিন সময় *; প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন এই তিন সময়। ত্রি (তিন) কালের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

* যে কাল অতীত হইয়াছে তাহাকে ভূতকাল বলে। অতীতকাল অদ্যতন, অনদ্যতন ও পরোক্ষ ভেদে ত্রিবিধ। যে ক্রিয়া হইতেছে তাহাকে বর্ত্তমান ক্রিয়া, এবং বর্ত্তমান ক্রিয়ার কালকে বর্ত্তমান কাল বলে। আরব্ধ ক্রিয়ার অপরিসমাপ্তি কালকে বর্ত্তমান বলে। বর্ত্তমান চতুর্ব্বিধ —প্রবৃত্তোপরত, বৃত্তাবিরত, নিত্যপ্রবৃত্ত ও সামীপ্য। যে ক্রিয়া হয় নাই ও হইতেছে না তাহাকে ভবিষ্যৎ ক্রিয়া, এবং ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। ভবিষ্যৎ দ্বিবিধ—অদ্যতন ও দূরবর্ত্তী।

ত্রিকালজ্ঞ—কালত্রয়দর্শী, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই তিন কালের সমস্ত কথাই যাঁহার জানা আছে এরূপ। ত্রিকাল দেখ; ত্রিকাল —জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ত্রিকালজ্ঞা।

ত্রিকালদর্শিনী—ত্রিকালদর্শী দেখ।

ত্রিকালদর্শী—ত্রিকালজ্ঞ। ত্রিকাল দেখ; ত্রিকাল শব্দ—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক=ত্রিকালদর্শিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ত্রিকালদর্শিনী।

ত্রিকুল—পিতৃকুল মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল। সং; ক্লী। [যাহার, বহু। সং; পু।

ত্রিকূট—ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত। ত্রি (তিন) কূট (শৃঙ্গ)

ত্রিকোণ—১। তিনকোণা। ত্রি (তিন) কোণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। যোনি, ভগ; লগ্নের পঞ্চম ও নবম স্থল; ত্রিভুজ ক্ষেত্র। সং; ক্লী। ৩। তিনকোণ। কর্ম্মধা। সং; পু।

ত্রিগণ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই তিন। ত্রি (তিন) গণের সমাহার, দ্বিগু। সং; পু।

ত্রিগর্ত্ত—পঞ্জাব প্রদেশান্তর্গত জনপদবিশেষ, উহার আধুনিক নাম কাঙড়া; গণিতবিশেষ। ত্রি (তিন) গর্ত্ত আছে যাহার, বহু। সং; পু।

ত্রিগর্ত্তা—ঘুঘুরিকা ; কামুকা স্ত্রী। ত্রিগর্ত্ত দেশ : ত্রিগর্ত্ত + স্ত্রীলিঙ্গে আপ। সং : স্ত্রী।

ত্রিগুণ—১। তিন গুণ। বিণ ; ত্রি। ২। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ। ত্রি (তিন) গুণের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী। [সত্ত্বগুণ দ্বারা মানবহৃদয় সত্য, ভক্তি, দয়া প্রভৃতির আধার হয়। প্রকাশই ইহার প্রধান ধর্ম্ম। সত্ত্বগুণ প্রভাবে জগৎ প্রতিপালিত হইতেছে। রজোগুণের প্রধান কার্য্য চেষ্টা, ইহার প্রভাবেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। দ্বেষ, অহঙ্কার, দাম্ভিকতা প্রভৃতি এই গুণে উৎপাদিত হয়। তৃতীয় গুণের নাম তমঃ, ইহার প্রভাবে মনুষ্য অলস ও মোহমগ্ন হয়। তমোগুণের প্রধান ধর্ম্ম ধ্বংস]।

ত্রিগুণাত্মক—সত্ত্ব-রজস্তমো-গুণময়। ত্রিগুণ দেখ ; ত্রিগুণ হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ত্রিগুণিত—যাহাকে তিন গুণ করা হইয়াছে। ত্রি (তিন) দ্বারা গুণিত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ত্রিচক্র—১। তিন চাকাবিশিষ্ট। ত্রি (তিন) চক্র (চাকা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের রথ। সং ; পু।

ত্রিচক্ষুঃ—শিব। ত্রি (তিন) হইয়াছে চক্ষুঃ যাহার, বহু। সং ; পু।

ত্রিজগৎ—ত্রিভুবন, ত্রিলোক, স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল। ত্রি (তিন) জগতের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

ত্রিজটা—একজন রাক্ষসী। রাবণ ইঁহাকে অশোককাননে সীতার রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত করেন। ত্রিজটা রাক্ষসী হইলেও তাহার হৃদয়ে সদ্ভাবের একান্ত অসদ্ভাব ছিল না। রাক্ষসী সীতার রূপগুণের পক্ষপাতিনী হইয়া অশেষপ্রকারে তাঁহাকে সান্ত্বনা ও যত্ন করিত।

ত্রিজাতক—জৈত্রী, এলাচ, তেজপত্র, এই তিন। সং ; ক্লী। [. বিশেষ। সং ; পু।

ত্রিণাচিকেত—যাজ্ঞিকবিশেষ ; যজুর্ব্বেদের অংশ-

ত্রিত—১। দেশবিশেষ। ২। ঋষিবিশেষ, ব্রহ্মার মানসপুত্র। ৩। মুনিবিশেষ, মহর্ষি গৌতমের পুত্র। তপস্যা দ্বারা ইনি ধর্ম্মমার্গে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার ভ্রাতা ইঁহাকে পিতার ন্যায় মান্য করিতেন। একদা ইনি একত ও দ্বিত নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত যজ্ঞীয় পশু-আহরণার্থ গমন করেন। প্রত্যাগমনকালে পশুর লোভে ইঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ইঁহাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করেন। অতঃপর বৃকদর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিবার সময়ে ত্রিত এক কূপমধ্যে নিপতিত হন। কথিত আছে যে, ইনি সেই স্থানেই সোমযাগ করেন। তখন দেবতারা তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে উদ্ধার করেন। অনন্তর ত্রিত আশ্রমে গমনপূর্ব্বক ভ্রাতৃদ্বয়কে অভিশাপ দিয়া বৃকরূপে পরিণত করেন।

ত্রিতন্ত্রী—সেতার। ত্রি (তিন) তন্ত্র, কর্ম্মধা। ত্রিতন্ত্র + ইন্ অস্ত্যর্থে = ত্রিতন্ত্রিন্, ১মার ১বচন। আমীর খসরু পারস্য ভাষার নিয়মে ত্রিতন্ত্রীর নাম সেতার রাখেন।

ত্রিতয়—১। ৩ সংখ্যা, তিন। ত্রি + তয়ট্। সং ; ক্লী। ২। ত্রিত্ব সংখ্যান্বিত। বিণ ; ত্রি।

ত্রিতল—তেতালা, যাহার উপরে উপরে তিন থাক ঘর আছে। বহু। বিণ ; ত্রি।

ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার দুঃখ। সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

ত্রিদণ্ড—দণ্ডত্রয় ; বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড, কায়দণ্ড, এই তিন প্রকার দণ্ড। ত্রি (তিন) দণ্ডের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

ত্রিদণ্ডী—বাঙ্‌মনঃকায়দণ্ডযুক্ত। ত্রিদণ্ড দেখ ; ত্রিদণ্ড শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = ত্রিদণ্ডিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

ত্রিদশ—১। যাহাদের চিরদিনই তৃতীয় দশা অর্থাৎ যৌবন আছে ; অথবা যাহারা তিন অধিক তিন গুণিত দশ অর্থাৎ ৩৩ সংখ্যাবিশিষ্ট ; দেবতা ; উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ, বা বাল্যযৌবনজরা, এই তিন অবস্থা বিশিষ্ট। ত্রি (তিন) দশা (অবস্থা) যাহার, বহু। ২। ৩৩ সংখ্যাবিশিষ্ট, যথা—আদিত্য ১২, রুদ্র ১১, বসু ৮, বিশ্বদেব ২। ত্রির (তিনের) দ্বারা অধিক যে ত্রিরাবৃত্ত দশন্ (দশ), কর্ম্মধা। সং ; পু।

ত্রিদশগুরু—দেবগুরু, বৃহস্পতি। ৬তৎ। সং ; পু। [স্ত্রী।

ত্রিদশদীর্ঘিকা—স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। ৬তৎ। সং ;

ত্রিদশপতি—দেবরাজ, ইন্দ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

ত্রিদশবধূ, ত্রিদশবনিতা—স্বর্ব্বেশ্যা, অপ্সরাঃ। ত্রিদশ দেখ ; ত্রিদশগণের (দেবগণের) বধূ বা বনিতা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ত্রিদশবর্ত্ম—স্বর্গপথ। ৬তৎ। সং ; পু বা ক্লী। ত্রিদশবর্ত্মন্ শব্দ।

ত্রিদশাধিপ—দেবরাজ, ইন্দ্র। ত্রিদশ দেখ ; ত্রিদশগণের (দেবগণের) অধিপ (প্রভু), ৬তৎ। সং ; পু।

ত্রিদশাধ্যক্ষ—বিষ্ণু। ৬তৎ। সং ; পু।

ত্রিদশারি—দেবশত্রু, অসুর। ৬তৎ। সং ; পু।

ত্রিদশালয়—স্বর্গ। ত্রিদশ দেখ ; ৬তৎ। সং ; পু।

ত্রিদশাবাস—স্বর্গ ; সুমেরু পর্ব্বত। ৬তৎ। সং ; পু।

ত্রিদশেশ্বর—ইন্দ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

ত্রিদশেশ্বরী—ইন্দ্রাণী ; ভগবতী, দুর্গা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ত্রিদিব—স্বর্গ ; আকাশ ; সুখ। ত্রি (তিন, ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেশ্বর) — দিব (ক্রীড়া করা, দীপ্তি পাওয়া, ইত্যাদি) + ক অধি। সং ; পু ও ক্লী।

ত্রিদিবেশ—দেবতা। ত্রিদিব দেখ ; ত্রিদিবের (স্বর্গের) ঈশ (প্রভু), ৬তৎ। সং ; পু।

ত্রিদিবৌকাঃ—দেবতা। ত্রিদিব দেখ ; ত্রিদিব (স্বর্গ) হইয়াছে ওকঃ (বাসস্থান) যাঁহার, বহুব্রীহি সমাসে ত্রিদিবৌকস্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

ত্রিদোষ—বাত, পিত্ত, কফ, এই তিনের দোষ। ৬তৎ। সং ; পু।

ত্রিদোষঘ্ন—বাত পিত্ত কফ নামক দোষত্রয় নাশক। ত্রিদোষ—হন + টক্ ক। বিণ।

ত্রিদোষজ—তিন দোষে উৎপন্ন, সান্নিপাতিক। ত্রিদোষ দেখ। ত্রিদোষ—জন + ড ক। বিণ ; ত্রি।

ত্রিধা—ত্রিবিধ, তিনপ্রকার ; তিনবার ; তিনখণ্ড। ত্রি শব্দ + ধাচ্। ব্য।

ত্রিধামা—শিব ; বিষ্ণু ; অগ্নি ; মৃত্যু। ত্রি (তিন) হইয়াছে ধাম (ধামন্) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে ত্রিধামন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

ত্রিধামূর্ত্তি—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন মূর্ত্তিতে বিদ্যমান পরমেশ্বর। বহু। সং ; পু।

ত্রিধার—ধারাত্রয়বিশিষ্ট। ত্রি (তিন) হইয়াছে ধারা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ত্রিধারা—গঙ্গা। ত্রি (তিন) হইয়াছে ধারা যাহার, বহু ; শাস্ত্রে কথিত আছে যে, গঙ্গার এক ধারা স্বর্গে, আর এক ধারা মর্ত্ত্যে, এবং অন্য এক ধারা পাতালে গিয়াছে। সং ; স্ত্রী।

ত্রিনয়ন, ত্রিনেত্র—ত্রিলোচন, শিব [ত্রিলোচন, দেখ]। ত্রি (তিন) হইয়াছে নয়ন বা নেত্র যাহার, বহু। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ত্রিনয়না, ত্রিনেত্রা। [স্ত্রী।

ত্রিনয়না, ত্রিনেত্রা—দুর্গা। ত্রিনয়ন দেখ। সং ;

ত্রিনবতি—তিরেনব্বুই, ৯৩। ত্র্যধিকা নবতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ত্রিপক্ষ—১। তিন পক্ষ। কর্ম্মধা। ২। তৃতীয় পক্ষ। তিনের পূরণ পক্ষ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ত্রিপঞ্চাশৎ—তিপান্ন, ৫৩। ত্র্যধিকা পঞ্চাশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; স্ত্রী।

ত্রিপতাক—১। ঊর্দ্ধ বলিত্রয়যুক্ত ললাট। সং ; ক্লী। ২। মধ্যমা ও অনামিকাহীন অপর অঙ্গুলিত্রয়যুক্ত কর। সং ; পু। ৩। তিন পতাকাবিশিষ্ট। ত্রি (তিন) হইয়াছে পতাকা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ত্রিপত্র—১। তিন পাতাবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। বেলগাছ ; কুশত্রয়নির্ম্মিত পদার্থবিশেষ। সং ; পু।

ত্রিপথ—তেমাথা পথ; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিন। ত্রি (তিন) পথের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; পুং।

ত্রিপথগা—ত্রিমার্গগামিনী, গঙ্গা [ত্রিধারা দেখ]। ত্রি (তিন) যে পথ ত্রিপথ, কর্ম্মধা; ত্রিপথ শব্দ—গম (গমন করা) + ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ত্রিপথগামিনী—গঙ্গা [ত্রিধারা দেখ]। ত্রি (তিন) যে পথ ত্রিপথ, কর্ম্মধা; ত্রিপথ শব্দ—গম+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ত্রিপদিকা—ত্রিপদী দেখ। ত্রিপদী শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ত্রিপদী—ছন্দোবিশেষ [ছন্দঃ দেখ]; হস্তীর পাদবন্ধন শৃঙ্খলাদি; তেপায়া। ত্রি (তিন) পাদ যাহার, বহু, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ত্রিপাদ—১। তিনপাদবিশিষ্ট। ত্রি (তিন) পাদ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। জ্বর; বিষ্ণু [শাস্ত্রে কথিত আছে যে, দৈত্যরাজ বলির নিগ্রহার্থ, ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বলির যজ্ঞস্থলে গমনপূর্ব্বক ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করেন। দৈত্যরাজ তাহাতে প্রতিশ্রুত হইলে, ভগবান্ এক পাদ দ্বারা স্বর্গ ও অপর পাদ দ্বারা মর্ত্ত্য আক্রমণপূর্ব্বক নাভিপদ্মোদ্ভূত তৃতীয় পাদস্থাপনের স্থান না পাইয়া বলিকে তাহা নির্দ্দেশ করিতে বলেন। অঙ্গীকারপরায়ণ, দানশীল বলি আপনার মস্তক পাতিয়া দিয়া তাহাতেই তৃতীয় পাদ স্থাপন করিতে বলায় বামনদেব তাহাই করিয়া বলিকে পাতালে নীত করেন; তদবধি বিষ্ণুর এক নাম হইল ত্রিপাদ]। সং; পুং।

ত্রিপিষ্টপ, ত্রিবিষ্টপ—১। স্বর্গ। ত্রি (তৃতীয়) যে পিষ্টপ (ভুবন), কর্ম্মধা। ২। ত্রিভুবন, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল। ত্রি (তিন) পিষ্টপের (ভুবনের) সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিপুট—১। তট; খেঁসারি কলাই। ত্রি (তিন) হইয়াছে পুট (আচ্ছাদন) যাহার, বহু। ২। শর। সং; পুং।

ত্রিপুণ্ড্র, ত্রিপুণ্ড্রক—ললাটস্থ ভস্মাদি কৃত বক্র রেখাত্রয়বিশিষ্ট তিলক (ফোঁটা)। ত্রি (তিন) পুণ্ড্রের (তিলকের) সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিপুর—১। জনৈক অসুর। ত্রি (তিন) পুর যাহার, বহু। সং; পুং। ২। ময়দানবরচিত স্বর্ণ, রৌপ্য, ও লৌহের পুরত্রয়; এই পুরগুলি অসুরগণের অধিষ্ঠান ছিল; অসুরগণ ঘোর অত্যাচার করিয়া দেবতাদিগের নিগ্রহ আরম্ভ করিলে মহাদেব অসুরগণের জীবনান্ত করিয়া পুরত্রয়ের উচ্ছেদ সাধন করেন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ত্রিপুরদহন—শিব। ত্রিপুর নামক অসুরকে দগ্ধ করিয়াছিলেন যিনি, উপ; ত্রিপুর শব্দ (অসুরবিশেষ)—দহ (দগ্ধ করা)+অন ক। সং; পুং।

ত্রিপুরা—১। দেবীবিশেষ। ২। প্রাচীন চেদীরাজ্য; পূর্ব্ববঙ্গস্থ দেশবিশেষ। সং; স্ত্রী।

ত্রিপুরান্তক, ত্রিপুরারি—মহাদেব। ত্রিপুরের (জনৈক অসুরের) অন্তক (বিনাশক) বা অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পুং।

ত্রিপুরী—নর্ম্মদাতীরস্থ নগরবিশেষ, ইহার বর্ত্তমান নাম তেওর।

ত্রিপুরুষ—পিতা হইতে তিন পুরুষ; যজ্ঞবিশেষ (এই যজ্ঞে পিত্রাদি পুরুষত্রয় ভোক্তা হয়); পুরুষত্রয়ের সম্মিলন। সং; পুং।

ত্রিপুষ্কর—যোগবিশেষ [এই যোগে জন্মিলে তাহাকে জারজ বলিয়া জানিবে, এবং এই যোগে মরিলে সর্ব্বনাশ হয়]; ব্রহ্মকৃত তীর্থবিশেষ। সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিফলা—হরীতকী, আমলকী, বয়ড়া এই তিন ফল। ত্রি (তিন) ফলের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; স্ত্রী।

ত্রিবলি, ত্রিবলী—উদর কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে মাংসের সঙ্কোচজনিত রেখা। ত্রি (তিন) বলির বা বলীর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; স্ত্রী

ত্রিভুজ—তিন সরল রেখা দ্বারা পরিবদ্ধ ক্ষেত্র, ত্রিকোণ ক্ষেত্র। ত্রি (তিন) ভুজ যাহার, বহু। সং; ক্লী।

ত্রিভুবন—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই তিন লোক। ত্রি (তিন) ভুবনের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিমধু—১। ঋগ্বেদের অংশবিশেষ। সং; পু ২। ঘৃত, চিনি, মধু, এই তিন দ্রব্য। ত্রি (তিন) মধুর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং।

ত্রিমার্গগা—ত্রিপথগামিনী, গঙ্গা [ত্রিধারা দেখ]। ত্রি (তিন) যে মার্গ (পথ) ত্রিমার্গ, কর্ম্মধা; ত্রিমার্গ শব্দ—গম (গমন করা)+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ত্রিমার্গী—তেমাথা পথ। ত্রি (তিন) মার্গের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; স্ত্রী।

ত্রিমূর্ত্তি—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। সমাহার দ্বিগু। সং; পুং।

ত্রিযম্বক, ত্র্যম্বক—ত্রিলোচন, শিব। ত্রি (তিন) অম্বক (চক্ষুঃ) যাঁহার, বহু। সং; পুং।

ত্রিযামা—রাত্রি, রজনী। ত্রি (তিন) যাম (প্রহর) আছে যাহাতে বা যাহার, বহু। কেননা রজনীর আদ্যন্ত যামার্দ্ধদ্বয় দিন মধ্যে গৃহীত। সং; স্ত্রী।

ত্রিযুগ—বসন্ত বর্ষা ও শরৎ এই তিন কাল। সং; ক্লী।

ত্রিরাত্র—মধ্যবর্ত্তী দিবাদ্বয়সংযুক্ত তিন রাত্রি। ত্রি (তিন) রাত্রির সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিরেখ—১। রেখাত্রয়বিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ২। শঙ্খ। সং; পুং।

ত্রিলিঙ্গ—পুংত্ব স্ত্রীত্ব ও ক্লীবত্ববিশিষ্ট শব্দ (যেমন তট, তট, তটী)। বহু। বিণ; ত্রি।

ত্রিলোক, ত্রিলোকী—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই তিন লোক, ত্রিভুবন। ত্রি (তিন) লোক ত্রিলোক, উত্তরপদ দ্বিগু। ত্রিলোকী—ত্রি (তিন) লোকের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; প্রথমটি ক্লী ও দ্বিতীয়টি স্ত্রী।

ত্রিলোকনাথ—ঈশ্বর। ত্রিলোক দেখ; ৬তৎ। সং; পুং।

ত্রিলোকবিখ্যাত—স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল তিন লোকে প্রসিদ্ধ। ত্রি (তিন) লোকে বিখ্যাত, উত্তরপদ দ্বিগুগর্ভ ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ত্রিলোকী—ত্রিলোক দেখ।

ত্রিলোকেশ—বিষ্ণু; শিব; সূর্য্য। ত্রিলোক দেখ; ৬তৎ। সং; পুং।

ত্রিলোচন—ত্রিনেত্র, শিব। ত্রি (তিন) লোচন (চক্ষু) যাঁহার, বহু। [কথিত আছে যে, একদা গৌরী হরের নেত্রদ্বয় সমাবৃত করায় সমগ্র জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়; তখন সৃষ্টিরক্ষার্থে তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার ললাট হইতে সমধিক জ্যোতির্ম্ময় একটি তৃতীয় নেত্র উদ্ভূত হয়। অপিচ, ইহাও প্রসিদ্ধি আছে যে, দুইটি নেত্র বাহ্যবস্তুপ্রকাশক; এবং তৃতীয় নেত্র জ্ঞান ও আত্মার প্রকাশক, সেটি বাহ্যেন্দ্রিয় নহে, অন্তরিন্দ্রিয়]। সং; পুং।

ত্রিবর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই তিন; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন; আয়, ব্যয়, বৃদ্ধি, এই তিন; উৎপত্তি, স্থিতি, ধ্বংস, এই তিন; ত্রিফলা; ত্রিকটু। সমাহার দ্বিগু। সং; পুং।

ত্রিবর্গপারীণ—ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের পারগত। ত্রিবর্গ দেখ। ত্রিবর্গের পার, ৬তৎ। ত্রিবর্গপার শব্দ+ঈন স্বার্থে। বিণ; ত্রি।

ত্রিবর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই দ্বিজাতিত্রয়। সং; পুং।

ত্রিবর্ণক—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন; ত্রিকটু; ত্রিফলা। সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

ত্রিবর্ষ—তিন বৎসর। কর্ম্মধা। সং; পুং ও ক্লী।

ত্রিবর্ষিকা—তিন বৎসর বয়স্কা গাভী। ত্রি (তিন) বর্ষ বয়ঃক্রম যাহার, বহুব্রীহি সমাসে কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ত্রিবর্ষীয়—ত্রিবর্ষজাত; তিনবৎসর বয়স্ক। ত্রিবর্ষ শব্দ+ঈয় স্বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ত্রিবর্ষীয়া।

ত্রিবিক্রম—১। বামনরূপী বিষ্ণু [ত্রিপাদ ও বামন দেখ]। ত্রি (তিন) বিক্রম (চরণ,

পাদ) যাঁহার, বহু। সং ; পু। ২। ত্রিলোক আক্রমণ। সং ; ক্লী।

ত্রিবিদ্যা—বেদত্রয়ী, তিন বেদ। ত্রিবিধা বিদ্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ত্রিবিধ—তিন প্রকার। ত্রি (তিন) হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ত্রিবিষ্টপ—ত্রিপিষ্টপ দেখ।

ত্রিবৃৎ—লতাবিশেষ, তেউড়ী। ত্রি শব্দ (তিন) —বৃ (আবৃত করা) + ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

ত্রিবৃত্ত—ত্রিগুণিত। ত্রি (তিনবার) বৃত্ত, সুপ্-সুপা সমাস। অথবা ত্রি (তিন) হইয়াছে বৃত্ত (বৃত্তি) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ত্রিবেণী—১। যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গতা গঙ্গা, যে স্থানে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, এই তিনটী নদীর মিলন হইয়াছে ; এই স্থান আলাহাবাদের (প্রয়াগের) সন্নিহিত। ত্রি (তিন) বেণী (প্রবাহ) সঙ্গত হইয়াছে যেখানে, বহু ; অথবা ত্রি (তিন) বেণীর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং ; স্ত্রী। ২। হুগলি জেলাতেও ত্রিবেণী নামে একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম আছে ; এখানেও অপর দুইটী নদী আসিয়া ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই জন্যই ইহার নাম ত্রিবেণী। পূর্ব্বে এই স্থান অতি সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যস্থান ছিল। এখানে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরও বাস ছিল। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি দেশবিখ্যাত পণ্ডিতগণ এই ত্রিবেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

ত্রিবেদী—ঋক্, যজুঃ, সাম, এই তিন বেদ অধ্যয়নকারী, তেওয়ারী। ত্রি (তিন) যে বেদ ত্রিবেদ, কর্ম্মধা ; ত্রিবেদ শব্দ + ইন্ = ত্রিবেদিন্, ১মার ১বচন। সং ও বিণ ; পু।

ত্রিশক্তি—কালী তারা ও ত্রিপুরা, এই তিন দেবী। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ত্রিশঙ্কু—শলভ ; চাতক পক্ষী ; মার্জ্জার ; স্বনামখ্যাত সূর্য্যবংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপ। অযোধ্যায় ইঁহার রাজ্য ছিল। রাজা হরিশ্চন্দ্র ইঁহারই পুত্র। ইনি সশরীরে স্বর্গগমন কামনায় কুলগুরু বশিষ্ঠ ও তদীয় পুত্রগণকে যজ্ঞ করিতে বলেন। তাঁহারা তাহাতে অসম্মত হইলে, ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বামিত্র স্বীয় তপোবলে ইঁহাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন। কিন্তু দেবগণ ইঁহাকে নিম্নে নিক্ষেপ করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র তপঃপ্রভাবে ত্রিশঙ্কুকে ঊর্দ্ধে অবস্থিত রাখিয়া নূতন নক্ষত্রলোক সৃজনপূর্ব্বক অন্য দেবতা ও স্বর্গের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দেবতারা ত্রিশঙ্কুকে সেই মধ্যপথে নক্ষত্রসমূহে পরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতে দিলেন। ত্রি (তিন) শঙ্কু যাহার, বহু। সং ; পু।

ত্রিশঙ্কুযাজী—(ত্রিশঙ্কুযাজিন্)। বিশ্বামিত্র। ত্রিশঙ্কু (নৃপতিবিশেষ) — যজ (যজ্ঞ করা) + ণিন্ ক। সং ; পু।

ত্রিশিখ—১। শিখাত্রয়যুক্ত। ত্রি (তিন) শিখা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। রাক্ষসবিশেষ, রাবণের পুত্র। সং ; পু। ৩। ত্রিশূল। সং ; ক্লী।

ত্রিশিরাঃ—রাক্ষসবিশেষ, খরের সেনাপতি ; জ্বরপুরুষ ; কুবের। ত্রি (তিন) শিরঃ (শিরস্) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে ত্রিশিরস্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

ত্রিশীর্ষক—তিন ফলকযুক্ত একপ্রকার অস্ত্র, ত্রিশূল। ত্রি (তিন) শীর্ষ (মস্তক) যাহার, বহু, অথবা ত্রি (তিন) শীর্ষের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

ত্রিশূল—ত্রিফলকযুক্ত অস্ত্র, শিবের অস্ত্র। ত্রি (তিন) শূল (লৌহফলক) যাহার, বহু, অথবা ত্রি (তিন) শূলের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

ত্রিশূলী—১। ত্রিশূলধারী। ত্রিশূল দেখ ; ত্রিশূল + ইন্ অস্ত্যর্থে = ত্রিশূলিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। ২। শিব। সং ; পু।

ত্রিশৃঙ্গ—ত্রিকূটপর্ব্বত। ত্রি (তিন) শৃঙ্গ যাহার, বহু। সং ; পু।

ত্রিশোক—১। কণ্পুত্র মুনিবিশেষ। সং ; পু। ২। ত্রিতাপযুক্ত। ত্রি (ত্রিবিধ) শোক যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ত্রিষবণ, ত্রিসবন—তিনকালে তিনবার স্নান। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ত্রিষষ্টি—তেষট্টি, ৬৩। ত্র্যধিকা ষষ্টি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; স্ত্রী।

ত্রিষ্টুভ্—একাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ত্রি শব্দ —স্তুভ্ + ক্বিপ্ ক। সং ; স্ত্রী।

ত্রিসংসার—ত্রিজগৎ, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই লোকত্রয়। সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

ত্রিসন্ধ্য—পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, ও অপরাহ্ণ, এই তিন কাল। ত্রি (তিন) সন্ধ্যার সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

ত্রিসপ্ত—একুশ, ২১। ত্রি গুণিত সপ্ত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

ত্রিসপ্ততি—তিয়াত্তর, ৭৩। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; স্ত্রী। [৩৩৫। সং ; পু।

ত্রিসর্গ—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণে সৃষ্টি।

ত্রিসবন—ত্রিষবণ দেখ।

ত্রিসীম—সীমাত্রয় বিশিষ্ট। ত্রি (তিন) হইয়াছে সীমা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ত্রিসীমা—তিন প্রান্ত। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। চলিত ভাষায়—কোনও প্রান্ত।

ত্রিস্পৃশা—একদিনে একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী এই তিন তিথির সংযোগ। ত্রি (তিন) —স্পৃশ + ক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ত্রিস্রোতাঃ—১। ত্রিধারা, ত্রিপথগা, গঙ্গা। ত্রি (তিন বা তিন লোকে) স্রোতঃ (স্রোতস্) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে ত্রিস্রোতস্, ১মার ১বচন। সং ; স্ত্রী।
২। অধুনা উত্তরবঙ্গে রঙ্গপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়া তীস্তা নামে যে নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকেও লোকে ত্রিস্রোতা বলিয়া থাকে। [ত্রি।

ত্রিহায়ণ—ত্রিবর্ষবয়স্ক (গবাদি)। বহু। বিণ ;

ত্রিহায়ণী—ত্রিবর্ষবয়স্কা গাভী। ত্রি (তিন) হইয়াছে হায়ন (বৎসর) যাহার, বহু, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ত্রুটি, ত্রুটী—অপরাধ ; ন্যূনতা ; হানি ; সংশয় ; অঙ্গহীনতা ; টুবরা ; সূক্ষ্মকালবিশেষ। ত্রুট (ছেদন করা) + কি র্ম্ম, বিকল্পে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ত্রুটিত—১। ছিন্ন। ত্রুট + ক্ত র্ম্ম। ২। ভগ্ন ; গলিত ; স্খলিত। ত্রুট + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

ত্রেতা—দ্বিতীয় যুগ, এই যুগে বামনদেব পরশুরাম, ও রাম এই তিন অবতার [চতুর্যুগ দেখ] ; দক্ষিণ, গার্হপত্য, আহবনীয়, এই তিন অগ্নি ; দ্যূতক্রীড়ার পাশকত্রয়ের পতনবিশেষ। ত্রিকে (ত্রিত্বকে) ইত (গত, প্রাপ্ত), ২তৎ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ত্রৈকালিক—ত্রিকালসংক্রান্ত, প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সায়ংকালে সংঘটিত। ত্রিকাল শব্দ + ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ত্রৈকালিকী।

ত্রৈগুণিক—তিনগুণ গ্রাহক। ত্রিগুণ দেখ ; ত্রিগুণ + ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

ত্রৈগুণ্য—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ। ত্রিগুণ দেখ ; ত্রিগুণ + ষ্ণ্য স্বার্থে। সং ; ক্লী।

ত্রৈধাতুক—স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহে রচিত। ত্রিধাতু শব্দ + কণ্ নিষ্পন্নার্থে। বিণ ; ত্রি।

ত্রৈপুরুষ—পুরুষত্রয়ব্যাপী। ত্রিপুরুষ শব্দ + ষ্ণ + ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

ত্রৈমাতুর—সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণ। ত্রিমাতৃ শব্দ + ষ্ণ (ঋ স্থানে উর্) অপত্যার্থে [কৌশল্যা ও কৈকেয়ী প্রদত্ত পায়সান্নভোজনে সুমিত্রার গর্ভে জাত বলিয়া কৌশল্যা ও কৈকেয়ীও মাতৃস্বরূপা]। সং ; পু।

ত্রৈমাসিক—মাসত্রয়সম্বন্ধীয় ; তিন মাসে উৎপন্ন। ত্রি (তিন) যে মাস ত্রিমাস, কর্ম্মধা ; ত্রিমাস + ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

ত্রৈরাশিক—রাশিত্রয়ঘটিত অঙ্কসংস্থানপ্রণালী (Rule of Three)। ত্রি (তিন) যে রাশি ত্রিরাশি, কর্ম্মধা ; ত্রিরাশি + কণ্। সং ; ক্লী।

ত্রৈলঙ্গস্বামী—তৈলঙ্গী স্বামী দেখ।

ত্রৈলোক্য—ত্রিভুবন, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল। ত্রি (তিন) লোকের সমাহার, ত্রিলোকী ; ত্রিলোকী + ষ্ণ্য স্বার্থে। সং ; ক্লী।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—১২৫৪ সালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত শ্যামনগরের নিকট রাহুতা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। গ্রামের পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ চুঁচুড়ায় ডফ সাহেবের স্কুলে এবং পরে ভদ্রেশ্বরের নিকট তেলিনীপাড়া স্কুলে পাঠ করেন। ইঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল। কাজেই ইঁহাকে অতি অল্প বয়সেই স্কুল ছাড়িয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। ইনি প্রথমে বীরভূম জেলায় দ্বারকা নামক স্থানে স্কুল-মাষ্টারী করিতে প্রবৃত্ত হন। পরে এই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পুলিসের দারোগাগিরি কার্য্য করেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ স্যার উইলিয়ম হণ্টার সাহেবের সহিত ইঁহার পরিচয় হইলে হণ্টার সাহেব ইঁহার কথাবার্ত্তায় এবং পাণ্ডিত্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে কলিকাতায় আপনার আফিসে ১২৫৲ টাকা বেতনের একটী কার্য্য দেন। অতঃপর ইনি উত্তর পশ্চিমে কৃষিবাণিজ্যের অফিসে হেড ক্লার্কের কার্য্যে নিযুক্ত হন। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের যাহাতে উন্নতি হয়, এই সময়ে ইনি এই বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরে এবং বড় বড় রেল ষ্টেশনে ভারতীয় কারুকার্য্যের যে সকল দোকান দেখিতে পাওয়া যায়, ইঁহার উদ্যোগেই সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গাজোরের চাষ করিলে দুর্ভিক্ষের সময়ে অনেক লোকের প্রাণরক্ষা হইতে পারে, ত্রৈলোক্যনাথ গভর্ণমেণ্টকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলে গভর্ণমেণ্ট অনেক জেলায় গাজোরের চাষের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। পরবর্ত্তী দুর্ভিক্ষের সময়ে গাজোর দ্বারা দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের বহু উপকার হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-গভর্ণমেণ্টের রাজস্ববিভাগে ইঁহার চাকুরি হইলে ইনি উত্তর পশ্চিমের শিল্পোন্নতির জন্ম যথেষ্ট চেষ্টা করেন এবং তাহাতে বিশেষ কৃতকার্য্যও হন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের প্রদর্শনী আরম্ভ হয়। এই সময়ে ত্রৈলোক্যনাথ ইংলণ্ড গমন করেন এবং ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। ইঁহার Visit to Europe নামক গ্রন্থে সমুদায় কার্য্যাবলী ও ভ্রমণবৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ রাজস্ববিভাগের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা মিউজিয়মের চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময়ে ইনি গভর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে Art Manufacturers of India নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ দ্বারা দেশের অনেক শিল্পীর প্রভূতপরিমাণে উপকার হইয়াছে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পেন্সন গ্রহণ করেন। ত্রৈলোক্যনাথ বাঙ্গালা ভাষারও একজন প্রসিদ্ধ লেখক। 'বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত জন্মভূমি মাসিক পত্রিকায় ইনি অনেক সারবান্ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "বিশ্বকোষ" নামক বৃহৎ অভিধান ইনি ও ইঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্রথমে আরম্ভ করেন। এক্ষণে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ত্রৈলোক্যনাথের নিম্নলিখিত বাঙ্গালা পুস্তকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়;—কঙ্কাবতী, ভূত ও মানুষ, ফোকলা দিগম্বর, মুক্তামালা। এতদ্ভিন্ন স্কুলপাঠ্য দুই একখানি গ্রন্থ ইনি রচনা করিয়াছেন।

ত্রৈলোক্যমোহন—ত্রিভুবনের মোহজনক। ৬৩৭৭। বিণ; ত্রি।

ত্রৈবর্ণিক—ত্রিবর্ণজাত, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যোৎপন্ন। ত্রিবর্ণ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

ত্রৈবার্ষিক—তিন বৎসর-ব্যাপী। ত্রি (তিন) যে বর্ষ, কর্ম্মধা; ত্রিবর্ষ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

ত্রোটক—১। ছেদনসাধন, যদ্দ্বারা ছেদন করা যায়। ত্রুট+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। দৃশ্যকাব্যের প্রকারবিশেষ। সং; ক্লী।

ত্রোটকী—রাগিণীবিশেষ। সং; স্ত্রী।

ত্র্যক্ষর—১। প্রণব, ওম্ (অ+উ+ম=ওম্)। ত্রি (তিন) হইয়াছে অক্ষর যাহাতে, বহু। ২। ছন্দোবিশেষ। সং; ক্লী। ৩। ত্রিবর্ণাত্মক। বিণ; ত্রি।

ত্র্যক্ষরা—প্রণবরূপা পরমা বিদ্যা। সং; স্ত্রী।

ত্র্যম্বক—শিব। ত্রিয়ম্বক দেখ।

ত্র্যম্বকসখ—কুবের। ত্র্যম্বক দেখ; ত্র্যম্বক (শিব) হইয়াছে সখা যাঁহার, বহু। সং।

ত্র্যহস্পর্শ—একদিনে তিন তিথির স্পর্শ; তিন দিনে এক তিথির স্পর্শ। [এক সাবনদিনে তিন তিথি হইলে তাহাকে দিনক্ষয় বা ত্র্যহস্পর্শ বলে। ত্র্যহস্পর্শে দানধ্যানাদি কার্য্য প্রশস্ত, কিন্তু যাত্রাদি কার্য্যে ইহা অশুভ]। ত্র্যহের (তিন তিথির) স্পর্শ, ৬তৎ। পু।

ত্র্যাহিক—দিনত্রয়ান্তরিত; তৃতীয়-দিন-ভব। ত্র্যহ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

ত্বক্—বল্কল, গাছের ছাল; চর্ম্ম; স্পর্শেন্দ্রিয়। ত্বচ (আবরণ করা)+ক্বিপ্ ক=ত্বচ্, ১মার ১বচন। সং; স্ত্রী। [অগ্নিতে দুগ্ধ জ্বাল দিলে তাহার উপর যেমন সর পড়ে, সেইরূপ শুক্রশোণিত পরিপাক হইয়া দেহরূপে যখন পরিণত হয়, তখন ইহার উপর উপর্য্যুপরি সাতটী ত্বক্ উৎপন্ন হয়। সেই সাতটী ত্বকের নাম—(১) অবভাসিনী, (২) লোহিতা, (৩) শ্বেতা, (৪) তাম্রা, (৫) বেদিনী, (৬) রোহিণী, এবং (৭) স্থূলা। এই সাতটী ত্বকের একত্র স্থূলতা পরিমাণ পাঁচ যব ও এক যবের কুড়ি ভাগের উনিশ ভাগ]। [বহু৮ সং; পু।

ত্বক্সার—বাঁশ; দারুচিনি। ত্বকে সার যাহার,

ত্বগ্‌দোষ—১। কুষ্ঠরোগ। ৬তৎ। সং; পু। ২। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। বহু। বিণ; ত্রি।

ত্বচ—ত্বক্ দেখ। ত্বচ+অন্ ক। সং; ক্লী।

ত্বচা—ত্বক্ দেখ; ত্বচ+ক্বিপ্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ত্বদীয়—ত্বৎসম্বন্ধীয়, তোমার। যুষ্মদ্ শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ত্বদীয়া।

ত্বদ্বিধ—ত্বৎসদৃশ, তোমার মত। তোমার ন্যায় বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ত্বরমাণ—যে ত্বরা করিতেছে এরূপ। ত্বর+শান ক। বিণ; ত্রি।

ত্বরা—বেগ; শীঘ্রতা। ত্বর (বেগে চলা)+অ ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ত্বরিত।

ত্বরাপর—ত্বরান্বিত, ত্বরাযুক্ত। ত্বরা হইয়াছে পর (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ত্বরিত—১। সত্বর; শীঘ্র। ত্বর (বেগে চলা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। ত্বরা। ত্বর+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ত্বরিতগমন—১। শীঘ্রগামী। ত্বরিত হইয়াছে গমন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। শীঘ্রগমন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ত্বরিতগমনে—শীঘ্র গমন করিয়া, দ্রুতগতিতে। ত্বরিত হইয়াছে গমন যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ। [বিণ; ত্রি।

ত্বষ্ট—কৃশীকৃত। ত্বক্ষ (কৃশ করা)+ক্ত র্ম্ম।

ত্বষ্টা—সূত্রধর; বিশ্বকর্ম্মা। ত্বক্ষ (ত্বগুচ্চোচন করা, চাঁচা)+তৃন্=ত্বষ্টৃ, ১মার ১বচন। পু।

ত্বাদৃক্, ত্বাদৃক্ষ, ত্বাদৃশ—তোমার সদৃশ। তোমার ন্যায় দেখা যায় যাহাকে, উপ। যুষ্মদ্ বা ত্বদ্ শব্দ (তুমি)—দৃশ (দেখা)+যথাক্রমে ক্বিপ্, সক্, টক্ র্ম্ম; বিণ; ত্রি।

ত্বাষ্ট্র—১। ত্বষ্ট সম্বন্ধীয়। ত্বষ্টা দেখ; ত্বষ্টৃ শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। বৃত্রাসুর। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ত্বাষ্ট্রী।

ত্বাষ্ট্রী—সূর্য্যপত্নী, সংজ্ঞা। ত্বাষ্ট্র দেখ; ত্বাষ্ট্র+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ৎসরু—খড়্গাদির মুষ্টি; হাতোল। ৎসর (ছদ্মগতি)+উ ক। সং; পু।

থ

থ—১। সপ্তদশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। ২। পর্ব্বত; ভয়রক্ষক; রোগবিশেষ। স্থা (থাকা)+ড ক, নিপাতনে। সং; পু।

থতমত—অপ্রতিভ, কি করা উচিত হঠাৎ নির্ণয়ে অশক্ত। দেশজ শব্দ।

থিবো—জর্জ্জ ফ্রেডারিক উইলিয়াম (George

Frederick William Thibaut) জন্ম ১৮৪৮ খ্রীঃ, জার্ম্মান রাজ্যের অন্তর্গত হিডেল্‌বর্গ (Heidelberg) নগরে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে আসেন ও কিছুদিন অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের অধীনে কার্য্য করেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ ইনি বেনারস সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্ম অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ হইতে ১৮৮৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ঐ কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। ১৮৮৮ হইতে ১৮৯৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত এলাহাবাদের মিয়র সেণ্ট্রাল কলেজের অধ্যাপকতা করেন। এক্ষণে ইনি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার পদে সমাসীন আছেন। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। ইনি যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন বা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য :—বৌধায়নপ্রণীত শুল্বসূত্র (ইংরাজী অনুবাদ সহিত); অর্থ সংগ্রহ (ইংরাজী অনুবাদ সহিত); বরাহমিহির-প্রণীত পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা (সানুবাদ)। এই গ্রন্থখানি পণ্ডিত সুধাকর ত্রিবেদীর সহায়তায় প্রকাশিত (১৮৮৯ খ্রীঃ)। শঙ্করভাষ্য সহিত বেদান্তসূত্র (সানুবাদ)। রামানুজ-ভাষ্য সহিত বেদান্তসূত্র (সানুবাদ)। ভারতীয় জ্যোতিষ (ফলিত ও গণিত) ও গণিতশাস্ত্র বিষয়ক অনেক প্রবন্ধও লিখিয়াছেন। ইনি গ্রিফিথ সাহেবের সহিত "বেনারাস সংস্কৃত সিরিজ" (Benares Sanskrit Series) সম্পাদিত করিয়াছেন।

থুৎকার—নিষ্ঠীবনত্যাগ, থুথু ফেলা। থুৎ (অনুকরণ শব্দ)-কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

দ—১। অষ্টাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। ২। পর্ব্বত। দা (দেওয়া)+ড ক। ৩। দান। দা+ড ভা। সং; পু। ৪। দাতা। দা+ড ক। ৫। শুদ্ধ; অবদাত। দৈ (শোধন)+ড ক। বিণ; ত্রি।

দংশ—১। বনমক্ষিকা, ডাঁশ; অসুরবিশেষ [অলর্ক দেখ]। দন্‌শ (দংশন করা)+অন্ ক। ২। দংশন; খণ্ডন। দন্‌শ+ঘঞ্ ভা। ৩। দন্ত; বর্ম্ম। দন্‌শ+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

দংশক—১। দংশনকারী। দন্‌শ (দংশন করা) +ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। ডাঁশ; মশা। সং; পু।

দংশন—১। দন্তাঘাত, কামড়ান। দন্‌শ (দংশন করা)+অনট্ ভা। ২। বর্ম্ম। দন্‌শ+অনট্ ণ। সং; স্ত্রী।

দংশভীরু—মহিষ। দংশ (ডাঁশ) হইতে ভীরু, ৫তৎ। সং; পু-স্ত্রী।

দংশিত—১। দন্তাহত, দন্তাঘাতপ্রাপ্ত। পিক্ষত্ত দন্‌শ (কামড়ান)+ক্ত র্ম্ম। ২। বর্ম্মিত; বর্ম্মযুক্ত। দংশ দেখ; দংশ শব্দ (বর্ম্ম)+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

দংশিতাধর—যে অধর কামড়াইয়া রহিয়াছে এরূপ। দংশিত হইয়াছে অধর যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

দংশী—বনমক্ষিকা, ডাঁশ। দন্‌শ (কামড়ান) +অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে দংশ।

দংষ্ট্রা—বড় লম্বা দাঁত, দাড়া। দন্‌শ (দংশ করা)+ষ্ট্রন্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী

দংষ্ট্রী—১। বৃহদ্দন্তবিশিষ্ট। দংষ্ট্রা দেখ; দংষ্ট্রা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=দংষ্ট্রিন্, ১মার ১বচন বিণ; পু। ২। শূকর; সর্প। সং; পু।

দক্ষ—১। ক্ষিপ্রকর; সমর্থ, পটু, নিপুণ। দক্ষ (বেগবান্ হওয়া, ইত্যাদি)+অন্ ক বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে দক্ষতা। স্ত্রীলিঙ্গে দক্ষা। ২। প্রজাপতিবিশেষ; শিবের বৃষ কুক্কুট; মুনিবিশেষ; বৃক্ষবিশেষ। সং; পু।

দক্ষপ্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র; বিধাতার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার ভার্য্যার নাম প্রসূতি। দক্ষের অনেকগুলি কন্যা হয়; তন্মধ্যে মহর্ষি কশ্যপ বারটী, ধর্ম্মরাজ দশটী, চন্দ্র সাতাইশটী, অরিষ্টনেমী চারিটী, ও অঙ্গিরা দুইটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা সতীর সহিত শিবের বিবাহ হয়।

একদা ভৃগুঋষির যজ্ঞে শিব শ্বশুরকে অভিবাদন না করায় দক্ষ কুপিত হইয়া জামাতাকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করিবার সঙ্কল্প করেন, এবং শিবকে অপমানিত করিবার অভিপ্রায়ে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শিবভিন্ন অন্য সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করেন। সতী বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃযজ্ঞে উপস্থিত হন। কন্যাকে দেখিয়া দক্ষ কটুবাক্যে শিবনিন্দা করিতে আরম্ভ করেন। পতিনিন্দাশ্রবণে পতিপ্রাণা সতী দেহত্যাগ করেন। শিব এই সংবাদ পাইয়া সানুচর যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। শিবের অনুচরেরা যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দক্ষের শিরশ্ছেদন করিয়া তাহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর প্রসূতির অনুরোধে শিব দক্ষকে পুনর্জীবিত করিলেন, কিন্তু তাঁহার মস্তক ভস্মীভূত হওয়ায় একটি ছাগমুণ্ড আনিয়া দক্ষের স্কন্ধে যোজনা করা হইল। শিবনিন্দার ফলে দক্ষ ছাগমুণ্ড হইলেন।

দক্ষকন্যা, দক্ষজা—সতী, দুর্গা; অশ্বিনীপ্রভৃতি নক্ষত্র। দক্ষকন্যা=৬তৎ। দক্ষজা=দক্ষ শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

দক্ষতা—সমর্থতা, পটুতা, নৈপুণ্য। দক্ষ দেখ; দক্ষ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

দক্ষসাবর্ণি—নবম মনু। সং; পু।

দক্ষা—১। সমর্থা, নিপুণা, ক্ষিপ্রকরী। দক্ষ দেখ; দক্ষ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী। সং; স্ত্রী।

দক্ষিণ—১। অনুকূল; দাক্ষিণ্যযুক্ত; উদার; সরল; সমর্থ; দক্ষ; বামেতর, ডাইন; যাম্য দিক্ বা দেশ সম্বন্ধীয় (উত্তরের বিপরীত); পরচ্ছন্দানুবৃত্তি। দক্ষ (বেগবান্ হওয়া, ইত্যাদি)+ইন ক। বিণ; ত্রি। ২। নায়কবিশেষ; সকল নায়িকাতে যে নায়কের সমান অনুরাগ থাকে। সং; পু।

দক্ষিণকালিকা—দেবীবিশেষ, কালীর মূর্ত্তিভেদ। সং; স্ত্রী।

দক্ষিণতঃ—দক্ষিণ দিকে, স্থানে বা দেশে; দক্ষিণে, ডাইনে। দক্ষিণ দেখ; দক্ষিণ+তস্ ৭মী স্থানে। ব্য।

দক্ষিণস্থ—১। দক্ষিণে স্থিত। দক্ষিণ দেখ; দক্ষিণ—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। সারথি। সং; পু।

দক্ষিণা—১। দক্ষিণ দিক্, যজ্ঞপত্নী, শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণাংশসম্ভূতা; দেবীবিশেষ; পুরোহিতের পারিশ্রমিক। দক্ষিণ দেখ; দক্ষিণ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। ২। দক্ষিণবর্ত্তী; ডাইন দিকে। ব্য।

দক্ষিণাগ্নি—দক্ষিণদিকে স্থাপনীয় যজ্ঞিয় অগ্নি। সং; পু।

দক্ষিণাচল—মলয়পর্ব্বত। সং; পু।

দক্ষিণাচার—১। দক্ষিণ দিকে গতিবিশিষ্ট। দক্ষিণায় (দক্ষিণ দিকে) চার (বা আচার) অর্থাৎ গতি আছে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। তন্ত্রোক্ত আচারবিশেষ। মানব স্বধর্ম্মরত হইয়া পঞ্চতত্ত্ব (মদ্যমাংসাদি) দ্বারা পূজা করিবে, এবং নিজে শিব হইয়া শিবাকে অর্চ্চনা করিবে। ইহাই দক্ষিণাচার নামে অভিহিত। সং; পু।

দক্ষিণাৎ—দক্ষিণবর্ত্তী; দক্ষিণে; দক্ষিণ হইতে। দক্ষিণ দেখ; দক্ষিণ শব্দ+আৎ। ব্য।

দক্ষিণাপথ—দক্ষিণ দেশ, ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ (Deccan)।

দক্ষিণায়ন—১। বিষুব রেখা হইতে সূর্য্যের দক্ষিণ দিকে গমন। দক্ষিণাতে (দক্ষিণ দিকে) অয়ন (গমন), ৭তৎ। ২। শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাস। দক্ষিণাতে অয়ন হয় যে সময়ে, বহু। সং; স্ত্রী।

দক্ষিণায়নান্তবৃত্ত—সূর্য্যের দক্ষিণে গমনের শেষসীমাসূচক কল্পিত বৃত্তাকার রেখা, উহা বিষুব রেখা হইতে ২৩॥০ অক্ষাংশ দক্ষিণে

কল্পিত হইয়া থাকে ; উহার আর এক নাম মকরক্রান্তি।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৮১৪ খ্রীঃ অক্টোবর। ইনি কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র। হিন্দু কলেজের ডিরোজিও (Deroizo) সাহেবের প্রিয় ছাত্রদের অন্যতম। যখন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহ হইতে বিতাড়িত হন, তখন দক্ষিণারঞ্জন তাঁহাকে আশ্রয় দেন। আবার যখন তাঁহার অনুপস্থিতিতে কৃষ্ণমোহন বাটি হইতে বহিষ্কৃত হন, তখন দক্ষিণারঞ্জন নিজগৃহ ত্যাগ করিয়া ডিরোজিও সাহেবের বাটীর নিকট বাস করেন। ইনি কিছুদিন কলিকাতা মিউনিসিপালিটির টেক্‌স্ কলেক্টর ও বাঙ্গালার নবাব নাজিমের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে বর্দ্ধমানের ডিপুটি কলেক্টার হন। ইহার পর কিছুদিনের জন্য বিশেষ কারণবশতঃ ইনি লোকনয়নের অন্তরালে থাকেন। ১৮৫১ কি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি লক্ষ্ণৌ সহরে গমন করেন। সিপাহিবিদ্রোহের সময় গভর্ণমেণ্টের সহায়তা করার জন্য লর্ড ক্যানিং ইহাকে রায়বেরিলীর অন্তর্গত শঙ্করপুর তালুক জায়গীরস্বরূপে প্রদান করেন (১৮৫৮ খ্রীঃ)। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহারই যত্নে আউধ তালুকদার এসোসিয়েসন (Oudh Talukdar's Association) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইনিই উহার প্রথম সেক্রেটারী পদ গ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌ টাইমস্ নামক সংবাদপত্র ইনি ক্রয় করিয়া লইয়া উহাকে তালুকদারদিগের মুখপত্ররূপে পরিণত করেন। কলিকাতা বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ইনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই ইহার মৃত্যু হয়।

দক্ষিণাবর্ত্ত—১। ডাইনদিকে আবর্ত্তবিশিষ্ট। দক্ষিণে আবর্ত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণদেশ। সং ; পু।

দক্ষিণাহি, দক্ষিণেন—দক্ষিণবর্ত্তী, ডাইন দিকে। দক্ষিণ দেখ ; দক্ষিণ+আহি, এন। ব্য।

দক্ষিণীয়, দক্ষিণ্য—দক্ষিণাপ্রাপ্তিযোগ্য, দক্ষিণার্হ। দক্ষিণা দেখ ; দক্ষিণা শব্দ+যথাক্রমে ঈয়, ক্য। বিণ ; ত্রি।

দক্ষেশ্বর—দক্ষ প্রজাপতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ। সং ; পু।

দগ্ধ—১। যাহাকে পোড়ান হইয়াছে এরূপ, ভস্মীকৃত। দহ (দগ্ধ করা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। ২। উত্তপ্ত ; সন্তপ্ত ; কাতর। দহ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে দহন, দাহ। স্ত্রীলিঙ্গে দগ্ধা।

দগ্ধকাক—দাঁড়কাক। কর্ম্মধা। সং ; পু।

দগ্ধকাষ্ঠ—পোড়া কাঠ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

দগ্ধশলাকা—উত্তপ্ত শলা ; অগ্নিতে উত্তপ্ত ধাতুযষ্টি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

দগ্ধা—১। ভস্মীকৃতা ; সন্তপ্তা ; উত্তপ্তা ; কাতরা। বিণ ; স্ত্রী। দগ্ধ দেখ ; দগ্ধ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। তিথিবিশেষ, ইহা মাঙ্গল্যকার্য্যে অপ্রশস্ত। সং ; স্ত্রী।

দগ্ধাবশিষ্ট—পুড়িয়া গিয়া যাহা বাকী থাকে। আদৌ দগ্ধ পশ্চাৎ অবশিষ্ট, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

দণ্ড—১। যষ্টি, লগুড়, লাঠি। দম (দমন করা) +ড ণ। ২। দমন, শাসন, শাস্তি। উক্ত ধাতুর উত্তর উক্ত প্রত্যয়, ভা। ৩। যুদ্ধ ; ব্যূহ বিশেষ। উক্ত ধাতুর উত্তর উক্ত প্রত্যয়, অধি। ৪। সৈন্য, চারিহস্তপরিমাণবিশেষ ; কোণ ; ষষ্টিপলাত্মক কাল, ২৪ মিনিট। উক্ত ধাতুর উত্তর উক্ত প্রত্যয়, ণ। সং ; পু।

দণ্ডক—১। কাম্যকর্ম্ম ; ছন্দোবিশেষ। দণ্ড দেখ ; দণ্ড শব্দ—কৈ (শব্দ করা)+ড ক। সং ; পু ও ক্লী। ২। জনৈক নৃপ ; জনস্থান, দণ্ডকারণ্য। দন্ড (দমন করা)+ণক ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দণ্ডকা।

দণ্ডকা—জনস্থান, দণ্ডকারণ্য। দণ্ডক দেখ ; দণ্ডক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। [দণ্ডক রাজা ব্রহ্মশাপে সপরিবারে ও প্রজাগণসহ ভস্মীভূত হইলে, তদীয় রাজ্য অরণ্যরূপে পরিণত হইয়া দণ্ডকা বা দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত হয়]। সং ; স্ত্রী।

দণ্ডকারণ্য—জনস্থানস্থিত বন। দণ্ডকা দেখ ; দণ্ডকা (জনস্থান) স্থিত যে অরণ্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

দণ্ডগৌরী—জনৈক অপ্সরাঃ। সং ; স্ত্রী।

দণ্ডগ্রহণ—শাস্তি লওয়া ; দণ্ডধারণ, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন। ৬তৎ বা ২তৎ। সং ; ক্লী।

দণ্ডচক্রাদি-ন্যায়—ন্যায় দেখ।

দণ্ডদাতা—দণ্ডদানকারী, শাস্তিদাতা। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

দণ্ডধর—১। দণ্ডধারী, যষ্টিহস্ত। দণ্ড দেখ ; দণ্ড শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক। ২। শমন, যম ; নৃপতি ; কুম্ভকার। সং ; পু।

দণ্ডধারী—(দণ্ডধারিন্)। ১। যষ্টিহস্ত। দণ্ড শব্দ —ধৃ+ণিন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। যম ; রাজা ; কুম্ভকার। সং ; পু। [ক্লী।

দণ্ডন—শাসন, দণ্ডদান। দন্ড+অনট্ ভা। সং ;

দণ্ডনায়ক—সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ ; বিচারপূর্ব্বক দণ্ডবিধানকর্ত্তা, জজ। ৬তৎ। সং ; পু।

দণ্ডনীতি—রাজনীতিশাস্ত্র, যাহাতে রাজ্যশাসনসম্পর্কীয় যাবতীয় নিয়মাদি আছে। দণ্ডের (দমনের) নীতি (নিয়ম) আছে যাহাতে, বহু। সং ; স্ত্রী।

দণ্ডনীয়—দণ্ডদানের যোগ্য, দণ্ডার্হ। দন্ড+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দণ্ডপাণি—১। দণ্ডধারণকারী, দণ্ডধারী। দণ্ড আছে পাণিতে (হস্তে) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। শমন, যম ; শিবানুচরবিশেষ। সং ; পু।

দণ্ডপাদ—উদ্ধোত পাদ ; যে উপরদিকে পা রাখিয়াছে এরূপ। দণ্ডবৎ পাদ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

দণ্ডপারুষ্য—অষ্টাদশ প্রকার বিবাদান্তর্গত বিবাদবিশেষ। সং ; ক্লী।

দণ্ডপাল—দৌবারিক, দ্বাররক্ষক, দরওয়ান ; মৎস্যবিশেষ, দাঁড়িকা। সং ; পু।

দণ্ডপালক—দৌবারিক, দ্বাররক্ষক। দণ্ড শব্দ —পালি+ণক ক। সং ; পু।

দণ্ডভৃৎ—১। দণ্ডধারী। দণ্ড—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। রাজা ; যম ; কুম্ভকার। সং ; পু।

দণ্ডযোগ্য—দণ্ডার্হ, শাস্তিদানের উপযুক্ত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

দণ্ডবৎ—দণ্ডের ন্যায় ; দণ্ডের ন্যায় সরলভাবে ভূপতিত হইয়া। দণ্ড শব্দ+চৎ। ব্য।

দণ্ডবান্—দণ্ডধারী, দণ্ডী। দণ্ড শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে=দণ্ডবৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

দণ্ডবিধাতা—দণ্ডবিধানকর্ত্তা, দণ্ডদাতা। দণ্ডের বিধাতা, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দণ্ডবিধাত্রী। [সং ; ক্লী।

দণ্ডবিধান—দণ্ডদান, শাস্তিদান করা। ৬তৎ।

দণ্ডবিধি—দুষ্কৃতদমনার্থ নিয়মাবলী, পেনাল কোড (Penal Code) ; দণ্ডবিধান।

দণ্ডসহায়—দণ্ডবিষয়ে সাহায্যকারী, দুষ্টদমনে রাজার সহায়। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

দণ্ডস্থান—দণ্ডদানের স্থান, যেখানে দণ্ড দেয়। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দণ্ডস্বরূপ—দণ্ডতুল্য। বহু। বিণ ; ত্রি।

দণ্ডাদণ্ডি—দণ্ড দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ, লেঠোলেঠি। দণ্ড শব্দ—দণ্ড+চ্ঞি। ব্য।

দণ্ডাধান—দণ্ডের বশীভূত, দণ্ডপ্রাপ্তির যোগ্য। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

দণ্ডায়মান—দাড়াইয়া আছে এরূপ, অনুপবিষ্ট। দণ্ড শব্দ+ক্য=দণ্ডায় নামধাতু (দণ্ডবৎ হওয়া), তদুত্তরে শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দণ্ডায়মানা।

দণ্ডার—মত্তহস্তী ; বুনোহাতী ; কুলালচক্র ; ধনুক ; শকটবিশেষ। দণ্ড—ঋ (গমন করা)+অন্ ক। সং ; পু।

দণ্ডার্হ—দণ্ডযোগ্য, শাস্তি পাইবার উপযুক্ত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

দণ্ডাহত—দণ্ড দ্বারা আহত, যষ্টিপ্রহৃত। ৩তৎ

দণ্ডিক—১। দণ্ডধারী। দণ্ড+ষ্ণিক। বিণ ত্রি। ২। ডানকোণা মাছ। সং ; পু।

দণ্ডিত—দমিত ; শাসিত। দন্ড (শাসন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দণ্ডিতা। বিশেষ্যে দণ্ড।

দণ্ডী—১। দণ্ডধারণকারী। দণ্ড + ইন্ অস্ত্যর্থে = দণ্ডিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। ২। দ্বারপাল, দৌবারিক ; যম ; রাজা ; পণ্ডিত-বিশেষ ; চতুর্থাশ্রমী, সন্ন্যাসী। সং ; পু। ৩। জনৈক নৃপ ; ইনি ঘোটকীরূপিণী অভিশপ্তা অপ্সরা উর্ব্বসীকে প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ ইঁহার নিকট ঘোটকী প্রার্থনা করিলে, ইনি তাহা প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন। অতঃপর দণ্ডী কৃষ্ণের ভয়ে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কেহই ইঁহাকে আশ্রয় দিলেন না। অবশেষে দণ্ডী পাণ্ডবগণের শরণাপন্ন হইলে, মহাবল ভীম ভ্রাতৃগণের অমতে ইঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। এই কারণে পাণ্ডবদিগের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে কৌরবগণ পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন, এবং দেবগণ কৃষ্ণের সাহায্যার্থ আগমন করেন। তখন অষ্ট বজ্র একত্র হইলে উর্ব্বসী শাপমুক্তা হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। দণ্ডীও স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন।

দণ্ডে দণ্ডে—প্রতি দণ্ডে, প্রতি মুহূর্ত্তে। বীপ্সায় দ্বির্বচন। সং ; পু।

দণ্ড্য—দণ্ডার্হ, দণ্ডনীয়। দণ্ড দেখ ; দণ্ড শব্দ + য্য। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

দৎ—দন্ত, দাঁত। দম (দমন করা) + ডৎ ণ।

দত্ত—১। যাহা দেওয়া হইয়াছে এরূপ, অর্পিত, উৎসৃষ্ট ; বিসৃষ্ট ; ত্যক্ত। ২। দা (দেওয়া) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দত্তা। ৩। নৃপবিশেষ ; ঋষিবিশেষ ; পুত্রবিশেষ ; জাতিগত উপাধিবিশেষ। সং ; পু। ৪। দান, অর্পণ। দা + ক্ত ভা। সং ; পু।

দত্তক—পোষ্যপুত্র, দত্তকপুত্র। দত্ত দেখ ; দত্ত + কণ্। সং ; পু।

দত্তকপুত্র—পোষ্যপুত্র। দত্তক দেখ ; সং ; পু।

দত্তকপুত্রাশৌচ—পোষ্যপুত্র সংক্রান্ত অশৌচ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [সপিণ্ড জ্ঞাতি দত্তকপুত্র হইলে তাহার মরণে দত্তকগ্রহণকারী পিত্রাদি ও সাপিণ্ডবর্গের পূর্ণাশৌচ হয়। এবং সপিণ্ড জনন মরণে ঐ দত্তকেরও পূর্ণাশৌচ হয়। এতদ্ভিন্ন দত্তকের মরণে পিত্রাদি সপিণ্ডের ৩ দিন অশৌচ হয়। সপিণ্ড জনন মরণেও দত্তকের ঐ প্রকার ত্রিরাত্রাশৌচ হয়। কাহারও কাহারও মতে সপিণ্ড বা অসপিণ্ড দত্তকের মরণে পিত্রাদি সপিণ্ডের তিন দিন অশৌচ, এবং সপিণ্ডের জনন মরণে দত্তকেরও ত্রিরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে]।

দত্তা—অর্পিতা ; উৎসৃষ্টা ; বিসৃষ্টা ; ত্যক্তা ; পরিণীতা। দত্ত দেখ ; দত্ত + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দত্তাত্মা—স্বয়ংদত্ত পুত্র, অর্থাৎ যে অন্যের নিকট উপস্থিত হইয়া "আমি তোমার পুত্র হইলাম" এইরূপ বলিয়া কাহারও পুত্রত্ব স্বীকার করে। দত্ত হইয়াছে আত্মাকে (নিজকে) যাহা দ্বারা, বহু। সং ; পু।

দত্তাত্রেয়—জনৈক ঋষি, অত্রিমুনির পুত্র ; বিষ্ণুর অংশে ইঁহার জন্ম, সুতরাং ইনি ভগবানের অংশাবতার ; ইনি প্রহ্লাদাদিকে আত্মবিদ্যা শিক্ষা দেন ; ইঁহার পুত্রের নাম নিমি। সং ; পু।

দত্তাপহারী—যে ব্যক্তি কোন বস্তু একবার দান করিয়া পুনরায় তাহা ফিরাইয়া লয়। দত্ত বস্তুর অপহারী, ৬তৎ। সং ও বিণ ; পু।

দত্তাপ্রদানিক—কোন বস্তু দান করিয়া তাহা ফিরাইয়া লইতে গেলে যে বিবাদ হয়। দত্তের অপ্রদান দত্তাপ্রদান, ৬তৎ। তদুত্তরে ষ্ণিক ভবার্থে। সং ; ক্লী।

দত্তি—বিতরণ ; অর্পণ ; দান। দা (দেওয়া) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে দত্ত।

দত্ত্রিম—১। দান দ্বারা নির্বৃত্ত বা নিষ্পন্ন। বিণ ; ত্রি। ২। দত্তকপুত্র। দা (দেওয়া) + ত্রিমক ক। সং ; পু।

দদৎ, দদান—দাতা ; দানকর্ত্তা। দা (দেওয়া) + শতৃ, শান ক। বিণ ; ত্রি।

দদ্রু, দদ্রূ—রোগবিশেষ, দাদ, ছুলিপ্রভৃতি। দদ (দান করা) + রু ক। সং ; পু।

দদ্রুঘ্ন—১। দদ্রুনাশক, যাহাতে দাদ আরাম হয়। দদ্রু শব্দ—হন + টক্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। চাকুন্দা গাছ। সং ; পু।

দদ্রুণ—দদ্রুবিশিষ্ট, দদ্রুরোগে পীড়িত। দদ্রু দেখ ; দদ্রু শব্দ + ন অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

দধৎ, দধান—ধারণকর্ত্তা। ধা (ধারণ করা) + শতৃ, শান ক। বিণ ; ত্রি।

দধি—১। দই। ধা (ধারণ করা) + কি ক। সং ; ক্লী। ২। ধারণকর্ত্তা ; ধারক। বিণ ; ত্রি। ৩। সপ্তসমুদ্রের অন্যতম সমুদ্র। সপ্ত সমুদ্র দেখ।

দধিচার—দধিমন্থন যষ্টি। দধি—ণিজন্ত চর বা চারি + ষণ্ ক। সং ; পু।

দধিবামন—শালগ্রামবিশেষ [অতি ক্ষুদ্র দুই চক্র বিশিষ্ট শালগ্রামশিলাকে দধিবামন কহে। উহা গৃহীদিগের পক্ষে সুখদায়ক]। সং ; পু।

দধিমণ্ড—দধির মাত্। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [পু।

দধিমুখ—জনৈক বানর, রামের সেনাপতি। সং ;

দধিসার—ননী, মাখন। ৬তৎ। সং ; পু।

দধীচ, দধীচি—জনৈক মুনি। অথর্ব্ব মুনির ঔরসে তৎপত্নী শান্তির গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া দেবরাজ ইঁহার তপোভঙ্গের নিমিত্ত অলম্বুষা অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। অলম্বুষা দর্শনে ইঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে, তাহাতেই পুত্র সারস্বতের জন্ম হয়। ইনি অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন। ইনি শিষ্য নন্দীকে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিলে, তদবধি নন্দী শিবের পার্শ্বচররূপে পরিগণিত হইলেন। ইনি দক্ষ প্রজাপতিকে শিবহীন যজ্ঞ করিতে নিষেধ করেন। দক্ষ সে কথায় কর্ণপাত না করায় ইনি যজ্ঞক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন।

বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া দেবগণ জানিতে পারেন যে, দধীচি মুনির অস্থিনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যতীত অন্য অস্ত্রে অসুরের বিনাশ হইবে না। তখন ইন্দ্র সন্দিগ্ধ হৃদয়ে ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, মুনিবর অকুণ্ঠিতচিত্তে পরোপকারার্থ আত্মজীবনদানে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া বলিলেন যে, নশ্বর অস্থিপঞ্জর লোকহিতার্থে, বিশেষতঃ দেবকার্য্যে নিয়োগ করা অপেক্ষা জীবের পক্ষে অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে ? অতঃপর দধীচি যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিলে, ইঁহার পবিত্র অস্থিতে বজ্রাস্ত্র নির্ম্মিত হয়, এবং সেই অস্ত্রাঘাতে বৃত্রাসুরের প্রাণসংহার করা হয়। দধ (দান করা) + ঈচ, পক্ষান্তরে ঈচি ক। পু।

দধৃক্—ধৃষ্ট, লজ্জাহীন ; প্রগল্ভ। ধৃষ (ধৃষ্ট হওয়া) + ক্বিপ্ ক = দধৃষ্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। [সং ; পু।

দধ্ন—যমবিশেষ। দধ (দান করা) + ন ক।

দনু—কশ্যপভার্য্যা, দক্ষরাজের কন্যা। ইঁহার গর্ভে শম্বর, নমুচি, পুলোমা, নিকুম্ভ, নরক প্রভৃতি চল্লিশটি পুত্রের জন্ম হয় ; এই সকল পুত্রই দানব নামে খ্যাত।

দনুজ—দানব, দৈত্য, অসুর। দনু দেখ ; দনু—জন (জন্মা) + ড ক। সং ; পু।

দনুজদলনী—অসুরনাশিনী, দুর্গা। দনুজ দেখ ; দনুজ (অসুর)—দল (দলন করা) + অন ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

দন্ত—দশন, দাঁত ; ৩২ সংখ্যা ; কুঞ্জ ; সানু। দম (দমন করা) + তন্ ণ। সং ; পু।

দন্তক—১। দন্ত। দন্ত শব্দ + কণ্, স্বার্থে। ২। নাগদন্ত, ভিত্তিগাত্রে প্রোথিত ডাণ্ডা ; দন্তাকৃতি শৈলোপল। দন্ত + কণ্ সাদৃশ্যার্থে। সং ; পু।

দন্তকাষ্ঠ—১। দন্ত ধাবন কাষ্ঠ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। বিকঙ্কত বৃক্ষ। সং ; পু।

দন্তচ্ছদ—ওষ্ঠ, ঠোঁট। দন্তের ছদ (আবরণ), ৬তৎ। সং ; পু।

দন্তধাবন—১। দন্তমার্জ্জন, দাঁত মাজা। ৬ত।

২। দন্তমার্জনী, দন্তকাষ্ঠ, দাঁতন, 'টুথ ব্রশ'; খদির বৃক্ষ। দন্ত—ধাব (মাজা) + অনট্ ণ। সং; স্ত্রী।

দন্তপতন, দন্তপাত—দাঁত পড়া। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও পু।

দন্তমাংস—দাঁতের মেড়ে। দন্ত লগ্ন মাংস, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দন্তবক্র—শিশুপালের ভ্রাতা। ইনি কৃষ্ণবিদ্বেষী ছিলেন। সং; পু।

দন্তবিকাশ—দাঁত বাহির করা। ৬তৎ। সং; পু।

দন্তশূল—দাঁত কন্‌কনানি (Tooth-ache)। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

দন্তহীন—যাহার দাঁত নাই এরূপ। ৬তৎ।

দন্তাঘাত—দাঁত দ্বারা আঘাত, কামড়ান। ৩তৎ। সং; পু।

দন্তালিকা, দন্তালী—ঘোটকাদির মুখরজ্জু, লাগাম। দন্তালিকা=দন্ত শব্দ—অল (অলঙ্কৃত করা)+ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। দন্তালী=দন্ত শব্দ—অল+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

দন্তাবল—দন্তী, হস্তী। দন্ত+বলচ্ অস্ত্যর্থে।

দন্তী—১। দন্তবিশিষ্ট। দন্ত শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে =দন্তিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। হস্তী; পর্ব্বত। সং; পু।

দন্তুর—উন্নত দন্তবিশিষ্ট; উন্নতানত, এবড়ো খেবড়ো; অসরল। দন্ত+ উর অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

দন্তোদ্গম—দাঁত উঠা। ৬তৎ। সং; পু।

দন্তোন্মীলন—দন্তবিকাশ, দাঁত বাহির করা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দন্ত্য—দন্তদ্বারা উচ্চার্য্য (বর্ণ); দন্তের হিতকর। দন্ত+য্য। বিণ; ত্রি।

দন্দশূক—১। সর্প; রাক্ষস। যঙ্‌লুগন্ত দন্শ (পুনঃপুনঃ দংশন করা)+উক ক। সং; পু। ২। হিংস্র, ক্রূর। বিণ; ত্রি।

দভ্র—১। অল্প, সামান্য। দন্ভ (দম্ভ করা)+ রক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। সমুদ্র। সং; পু।

দম—১। দণ্ড; দমন; চিত্তের স্থৈর্য্য; দুষ্কর্ম্ম হইতে মনের নিবৃত্তি। দম (দমন করা)+ অল্ ভা। ২। কর্দ্দম, কাদা, পাঁক, দাঁক। দম+অপ্ ম্ম। সং; পু।

দমঘোষ—ইনি চেদিরাজ্যের রাজা ছিলেন। বসুদেব-ভগিনী শ্রুতশ্রবার সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে, তাঁহার গর্ভে ইঁহার শিশুপাল ও দন্তবক্র নামে দুই পুত্র জন্মে। ইনি মগধরাজ জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার শাসনে ইঁহাকে আত্মীয় যাদবগণের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করিতে হয়।

দমঘোষজ—দমঘোষপুত্র শিশুপাল। দমঘোষ দেখ; দমঘোষ—জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

দমথ—দণ্ড; দমন, শাসন। দম (দমন করা)+ অথ ভা। সং; পু।

দমন—১। শাসন, নিগ্রহ, বশ করা, পরাভূত করা। দম (দমন করা)+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী। ২। বীর; শত্রু; পুষ্পবিশেষ; মুনিবিশেষ [বিদর্ভরাজ ভীম অনপত্য ছিলেন, দমন মুনির বরে দম প্রভৃতি পুত্র এবং অসামান্য রূপগুণসম্পন্না দময়ন্তী নাম্নী কন্যা প্রাপ্ত হন; মুনিবরের নামানুসারেই পুত্রকন্যার ঐরূপ নাম রাখা হয়]। দম (দমন করা)+অন ক। সং; পু।

দমনক—বৃক্ষবিশেষ; ষড়ক্ষরপাদ ছন্দঃ। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

দমনীয়—দমনযোগ্য, শাসনীয়। দম+অনীয় র্ম্ম।

দময়ন্তী—দমনমুনির বরপ্রভাবে সঞ্জাতা বিদর্ভরাজ ভীমের তনয়া, নিষধাধিপতি মহারাজ নলের মহিষী [দমন ও নল দেখ]। ণিজন্ত দম (দমন করা)+শতৃ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দমিত—শাসিত, বশীকৃত; ভার বহনাদি ক্লেশসহিষ্ণু। দম (দমন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে দম, দমন।

দমী—শাসনকারী; দমনশীল; জিতেন্দ্রিয়, কামক্রোধাদির পরাভবকারী। দম শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=দমিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

দম্পতি—জম্পতি, পতিপত্নী, স্ত্রীপুরুষ। জায়া ও পতি, দ্বন্দ্ব; এই সমাসে জম্পতি পদও হয়। সং; পু। বিশেষ্যে দাম্পত্য।

দম্পতিপ্রণয়—স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা। দ্বন্দ্ব ও ৬তৎ। সং; পু।

দম্ভ—অহঙ্কার, দর্প, গর্ব্ব; কল্ক; শঠতা। দন্ভ (গর্ব্ব করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে দম্ভী, দাম্ভিক।

দম্ভক—প্রতারক; গর্ব্বিত। দম্ভ শব্দ—কৃ+ ড ক। বিণ; ত্রি।

দম্ভী—গর্ব্বিত, অহঙ্কারী; শঠ। দম্ভ দেখ; দম্ভ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=দম্ভিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

দম্ভোলি—কুলিশ, বজ্র। দন্ভ (গর্ব্ব করা)+ ওলি ক। সং; পু।

দম্য—১। দমনীয়, শাসনীয়। দম (দমন করা) +য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। ভারবহনযোগ্য গোবৎস। সং; পু।

দয়া—কৃপা, পরদুঃখমোচনপ্রবৃত্তি। দয়+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে দয়ালু।

দয়ানন্দ সরস্বতী—কাঠিওয়াড় প্রদেশে মোরভি নামক স্থানে শৈবধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণবংশে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে দয়ানন্দের জন্ম হয়। ইনি যৌবনকালে গৃহত্যাগ করিয়া কাশী এবং নর্ম্মদা নদীতীরে গমন করেন এবং এই সময় সন্ন্যাসী হইয়া "দয়ানন্দ সরস্বতী" এই নাম গ্রহণ করেন। ইনি অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেন এবং অনেক স্থানে গমন করিয়া যোগ শিক্ষা করেন। দয়ানন্দ ভারতবর্ষের অনেক সাধারণ সভায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মবিষয়ক বাদানুবাদ করেন। প্রথমে ইনি সমস্ত বেদকেই ঈশ্বরবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে কিন্তু কেবল মন্ত্রাংশকেই ঈশ্বরবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। দয়ানন্দই আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি কলিকাতায় যখন আগমন করেন, তখন রাজা স্যার্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের "প্রমোদকানন" নামক উদ্যানে কিছুদিন অবস্থান করেন। সেই সময়ে অনেক বাঙ্গালী ও শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইত। সকলেই ইঁহার বুদ্ধিমত্তা ও অগাধ পাণ্ডিত্যে বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। ইনি কতকাংশে ধর্ম্মসংস্কারকও ছিলেন। উত্তরকালে বৈদিক ধর্ম্মের যে অপপ্রয়োগ ঘটিয়াছিল, তাহার প্রতিকার করিতে ইনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে অক্টোবর আজমীরে ইঁহার দেহত্যাগ হয়। দয়ানন্দ একখানি আত্মজীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

দয়াপরতন্ত্র—কৃপার অধীন, কৃপাযুক্ত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

দয়ালু—কৃপালু, করুণাময়, দয়াবান্। দয়া শব্দ +আলু অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

দয়ালুচিত্ত—কৃপাযুক্তমনাঃ। বহু। বিণ; ত্রি।

দয়াময়—কৃপাময়, করুণাময়, দয়াবান্। দয়া শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দয়াময়ী।

দয়াময়ী—করুণাময়ী, দয়াবতী। দয়া শব্দ+ ময়ট্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

দয়ার্দ্র—দয়াসিক্ত, পরদুঃখ দর্শনে গলিতচিত্ত, অত্যন্ত দয়াযুক্ত। দয়া দ্বারা আর্দ্র, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

দয়ার্দ্রচিত্ত—কারুণ্যপূর্ণ হৃদয়, পরদুঃখ দর্শনে যাহার মনঃ গলিয়া গিয়াছে এরূপ। দয়ার্দ্র দেখ; দয়ার্দ্র হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দয়াবতী—দয়াময়ী, করুণাবতী। দয়া শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে দয়াবান্।

দয়াবান্—দয়াময়, কৃপালু, দয়ালু। দয়া শব্দ+ বতু অস্ত্যর্থে=দয়াবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দয়াবতী। [বিণ; ত্রি।

দয়াহীন—নির্দ্দয়, দয়াশূন্য, করুণারহিত। ৩তৎ।

দয়িত—১। প্রিয়, কমনীয়, ভালবাসার পাত্র। দয় (রক্ষা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। পতি, স্বামী। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দয়িতা।

দয়িতা—১। প্রিয়া, ভালবাসার পাত্রী। দয়িত দেখ; দয়িত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পত্নী, ভার্য্যা, বনিতা, স্ত্রী। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে দয়িত।

দর—১। গর্ত্ত। দৃ+অল্ র্ম্ম। ২। ভয়; কম্প। দ (ভীত হওয়া, ইত্যাদি)+অল্ ণ। সং; পু ও ক্লী। ৩। অল্প। বা।

দরদ—১। ভয়প্রদ। দর দেখ; দর শব্দ (ভয়) –দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। জাতিবিশেষ; দেশবিশেষ। সং; পু।

দরদ্—১। ভয়। দৃ (বিদীর্ণ করা)+অদ্ ভা। ২। হৃদয়। দৃ+অদ্ র্ম্ম। ৩। প্রপাত; পর্ব্বত; ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। দৃ+অদ্ ক। সং; স্ত্রী।

দরবিগলিত—১। অল্পপরিমাণে গলিত। ২৩৭। ২। ভয়বশতঃ পতিত; কম্পহেতু স্খলিত। ৩৩৫। বিণ; ত্রি।

দরি, দরী—কন্দর, গুহা। দর দেখ; দৃ+ই র্ম্ম। পক্ষে দর শব্দ (গর্ত্ত)+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ। সং; স্ত্রী।

দরিত—১। দুঃখ, ক্লেশ। দৃ+ক্ত ণ। সং; ক্লী। ২। ভীত; কম্পিত। দর দেখ; দর শব্দ+ইত জাতার্থে। ৩। বিদীর্ণ। দৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দরিদ্র—নির্ধন, গরিব; দীন; বিহীন; ক্ষীণ। দরিদ্রা (গরিব হওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দরিদ্রা। বিশেষ্যে দরিদ্রতা, দারিদ্র, দারিদ্র্য।

দরিদ্রতা—নির্ধনতা; দৈন্য। দরিদ্র দেখ; দরিদ্র+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

দরিদ্রা—ধনহীনা; দীনা। দরিদ্র দেখ; দরিদ্র শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

দরিদ্রিত—নির্ধনীভূত; দুঃস্থ; দুরাবস্থাপন্ন, দুর্গত। দরিদ্রা (গরিব হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দরিদ্রিতা।

দরী—১। ভীত; কম্পনশীল। দর দেখ; দর শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=দরিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। কন্দর, গুহা। দর (গর্ত্ত) +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ। সং; স্ত্রী।

দরোদর—দুরোদর, দ্যূতক্রীড়া। দর (অল্প) হইয়াছে উদর যাহার, অথবা দর (ভয়) আছে উদরে যাহার, বহ। সং; ক্লী।

দর্দুর—ভেক; মেঘ; পর্ব্বতবিশেষ; বাদ্যভাণ্ড। দৃ (বিদীর্ণ হওয়া)+উর ক। সং। পু।

দর্দুরা—দুর্গা। দর্দুর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

দদ্রু, দদ্রূ—দাদরোগ। দরিদ্রা (গরীব হওয়া) +রু, উ ণ। সং; পু।

দর্প—১। গর্ব্ব, অহঙ্কার; মনের উদ্ধতা; তাপ। দৃপ (গর্ব্ব, করা)+অল্ ভা। ২। কস্তুরীমৃগ। দৃপ+অল্ ক। সং; পু।

দর্পক—মদন, কন্দর্প। ণিজন্ত দৃপ (পীড়া দেওয়া) +ণক ক। সং: পু।

দর্পণ—১। আদর্শ, মুকুর, আর্শি, আয়না। দৃপ (দীপ্ত হওয়া বা করা)+অন ক। সং; পু। ২। নয়ন, চক্ষু। সং; ক্লী।

দর্পনারায়ণ রায় (দেওয়ান)—দর্পনারায়ণ বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার সন্নিহিত খাজুরডিহী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি খাজুরডিহীর মিত্রবংশীয়, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। দর্পনারায়ণ বাদসাহ সরকার হইতে প্রধান কানুনগোর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ক্রমান্বয়ে মালদহ ও ঢাকায় বাস করেন এবং মুর্শিদাবাদে রাজধানী সংস্থাপনের পরে দর্পনারায়ণই প্রথমে "ডাহা পাড়ায়" বাসস্থান নির্দ্ধারিত করেন। ডাহা অর্থাৎ ঢাকা, পাড়া অর্থাৎ পল্লী; ঢাকা হইতে যে সকল হিন্দু মুর্শিদাবাদে আগমন করেন, তাঁহারা যে পল্লীতে থাকিতেন তাহারই নাম কালে ঢাকাপল্লী বা ডাহাপাড়া হয়।

ইতঃপূর্ব্বে ভূপতিরায় দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্রকে তাদৃশ উপযুক্ত বিবেচনা না করিয়া, মুরশিদ কুলি খাঁ তৎকালীন কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে দক্ষ বলিয়া দর্পনারায়ণকে দেওয়ানীর ভার প্রদান করেন। এই কর্ম্মচারী কানুনগো ও খালসা দেওয়ানী উভয় পদ প্রাপ্ত হইয়া এক বৎসরের মধ্যে বিংশতিলক্ষ টাকা বেশী আয় দেখাইয়া দেন। ইহাতে নবাব সন্তুষ্ট হন এবং কাগজপত্র প্রস্তুত হইলে উহাতে সহি করিবার জন্য দর্পনারায়ণকে বলেন (কেননা কানুনগোর স্বাক্ষরিত না হইলে বাদসাহ উহা গ্রাহ্য করিবেন না)। দর্পনারায়ণ তদুত্তরে বলেন যে, আমাকে ৩ লক্ষ টাকা না দিলে আমি উহাতে সহি করিব না। তখন নবাব বলিলেন যে, বাদসাহকে কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসার পরে তোমাকে লক্ষ টাকা প্রদান করিব। কিন্তু ইহাতেও দর্পনারায়ণ সম্মত হইলেন না। তাহা দেখিয়া নবাব অন্য উপায়ে কার্য্য-সিদ্ধি করিলেন, সুতরাং দর্পনারায়ণ লক্ষ টাকাতেও বঞ্চিত হইলেন।

নবাব প্রথমে দ্বিতীয় কানুনগো জয়নারায়ণকে সহি করিতে বলিলেন। জয়নারায়ণ ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া উহাতে সহি করিলেন। অনন্তর, সহকারী কানুনগো রঘুনন্দনকে সহি করিতে ও কানুনগোর মোহর অঙ্কিত করিতে বলিলে, তিনিও তাহাতে সম্মত হইয়া আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিলেন। এই রঘুনন্দনই নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

দর্পনারায়ণের মৃত্যুসম্বন্ধে নানা প্রকার গল্প প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি নবাবের খরদৃষ্টিতে পড়িয়া কারাগারে প্রেরিত হন এবং সেই স্থানেই দেহত্যাগ করেন। অন্য কেহ বলেন যে, নবাব তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি কোনও প্রকার অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু স্বাভাবিক নিয়মে দর্পনারায়ণের মৃত্যু হইলেও পাছে সম্রাট্ সন্দেহ করেন এই জন্য তাঁহার মৃত্যুর পরে কানুনগো রসুমের অংশের দশ আনা ভাগ তদীয় পুত্রকে প্রদান করা হইত।

দর্পহা—(দর্পহন্)। ১। দর্পহারী। দর্প–হন (নষ্ট করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। সং; পু।

দর্পহারী—(দর্পহারিন্)। গর্ব্বনাশক, দম্ভচূর্ণকারী। দর্প–হৃ (হরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু।

দর্পিত—দর্পযুক্ত, গর্ব্বিত, অহঙ্কৃত। দর্প দেখ; দর্প শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

দর্পী—দর্পবিশিষ্ট, গর্ব্বিত, অহঙ্কারী। দর্প দেখ; দর্প শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=দর্পিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

দর্ভ—দূর্ব্বা, শ্যামাক, কুশ, কাশ, বল্বজ, মৌঞ্জ, এই ছয় প্রকার তৃণ। দৃন্ভ (গ্রন্থন করা)+ঘঞ্ ক। সং; পু।

দর্ভময়—কুশময়, দূর্ব্বাদি ষড়্‌বিধ তৃণের অন্যতম দ্বারা রচিত। দর্ভ শব্দ+ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ; ত্রি।

দর্ব্ব—রাক্ষস; হিংস্র প্রাণী। দৃ (বিদারণ করা) +ব ক। সং; পু।

দর্ব্বি, দর্ব্বী—হাতা; সর্পফণা। দৃ (বিদারণ করা, ইত্যাদি)+বি ক। সং; স্ত্রী।

দর্ব্বীকর—ফণাধর, সর্প। দর্ব্বী শব্দ (ফণা)–কৃ (করা)+অন্ ক। সং; পু।

দর্শ—১। অমাবস্যা। দৃশ (দেখা)+অল্ অধি। ২। দর্শন, দেখা। দৃশ+অল্ ভা। সং; পু।

দর্শক—১। দর্শনকারী, দৃষ্টিকর্ত্তা, দেখে যে এরূপ। দৃশ (দেখা)+ণক ক। ২। দর্শয়িতা, প্রদর্শনকারী, দেখায় যে এরূপ; দ্বারপাল। ণিজন্ত দৃশ বা দর্শি (দেখান)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

দর্শন—১। অবলোকন, দেখা; জ্ঞান; স্বপ্ন; বুদ্ধি; ধর্ম্ম; উপলব্ধি। দৃশ (দেখা)+ অনট্ ভা। ২। নয়ন, চক্ষু; মুকুর; সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত, এই ছয় এবং বৌদ্ধশাস্ত্র ও অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞানপ্রধান শাস্ত্র; জ্ঞানশাস্ত্র। দৃশ+ অনট্ ণ। সং; ক্লী। [ত্রি।

দর্শনক্ষম—দর্শন করিতে সমর্থ। ৭৩৫। বিণ;

দর্শনশাস্ত্র—যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে সৃষ্টি স্থিতি

লয় এবং তৎসমুদায়ের বিধানকর্ত্তার বিষয়ে জ্ঞান জন্মে ; সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত এই ছয় শাস্ত্র ; বৌদ্ধশাস্ত্র ও অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞান-প্রধান শাস্ত্র। দর্শন দায়ক (জ্ঞানপ্রদ) শাস্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

দর্শনীয়—দর্শনযোগ্য, যাহা দেখা যাইতে পারে এরূপ ; সুদৃশ্য, সুন্দর। দৃশ (দেখা) + অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দর্শনেন্দ্রিয়—চক্ষুঃ। দর্শন সম্পাদক ইন্দ্রিয়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

দর্শযামিনী—অমাবস্যার রাত্রি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

দর্শয়িতা—প্রদর্শক ; দেখায় যে এরূপ ; দ্বারপাল। ণিজন্ত দৃশ বা দর্শি (দেখান) + তৃন্ ক = দর্শয়িতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দর্শয়িত্রী।

দর্শয়িত্রী—দর্শয়িতা দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

দর্শাত্যয়—শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ তিথি। দর্শ দেখ ; দর্শের (অমাবস্যার) অত্যয় (নাশ) হয় যাহাতে, বহু। সং ; পু।

দর্শিত—যাহা দেখান হইয়াছে এরূপ ; প্রকাশিত। ণিজন্ত দৃশ বা দর্শি (দেখান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দর্শিনী—দর্শী দেখ।

দর্শী—দৃষ্টিকর্ত্তা, দর্শক, দ্রষ্টা। দৃশ (দেখা) + ণিন্ ক = দর্শিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দর্শিনী।

দল—১। দমন ; দলন। দল (ভেদ করা) + অল্ ভা। ২। পত্র, পাতা ; সমূহ ; খণ্ড। দল + অল্ র্ম। ৩। অস্ত্রের ফলক। সং ; ক্লী।

দলন—মর্দ্দন, নিষ্পীড়ন ; শাসন ; উৎপীড়ন ; ভেদন ; স্ফুটন। দল (ভেদ করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে দলিত। [পু।

দলপতি—দলাধ্যক্ষ, দলের কর্ত্তা। ৬তৎ। সং ;

দলবদ্ধ—দলভুক্ত, যাহারা দল বাঁধিয়াছে (একমতাবলম্বী বা একত্রাবস্থিত বহু লোককে দল কহে)। ৭তৎ বা বহু। বিণ ; ত্রি।

দলিত—১। মর্দ্দিত, নিষ্পীড়িত ; খণ্ডিত ; উদ্ঘাটিত ; পিষ্ট ; শাসিত ; উৎপীড়িত। দল (ভেদ করা) + ক্ত র্ম্ম। ২। প্রস্ফুটিত, বিকশিত। দল + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

দলিতফণিনী—মর্দ্দিত সর্পী, যে সর্পীকে মাড়ান হইয়াছে। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

দলীপ সিং—(মহারাজ বাহাদুর স্যার)। জন্ম ১৮৩৭ খৃঃ—ফেব্রুয়ারী। ইনি পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের পুত্র। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। শিখযুদ্ধের সময় ইনি অল্পবয়স্ক ছিলেন। যুদ্ধশেষে পঞ্জাব যখন ইংরাজরাজ্যভুক্ত হয়, তখন (১৮৪৯ খৃঃ ২৯শে মার্চ্চ) ইনি একখানি সন্ধিপত্র দ্বারা স্বীয় অধিকার কোম্পানীর হস্তে দান করেন এবং বাৎসরিক বৃত্তিভোগী হন। ১৮৫০ হইতে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি ফতেগড় বাস করেন এবং ঐখানেই ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পর বৎসর ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কে, সি, এস, আই, এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জি, সি, এস, আই, উপাধি লাভ করেন। ব্যয়-বাহুল্যবশতঃ ইঁহার অনেক ঋণ হয় এবং সেই ঋণের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট ব্যবস্থা করেন। ইহাতে দলীপ সিং গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের টাইমস্ প্রভৃতি সাময়িক পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাগমন করিবার অনুমতি পাইয়া শিখজাতিকে একটি ঘোষণাপত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে পঞ্জাবপ্রদেশ পাইবার দাবী সূচিত থাকে। পাছে তাঁহার আগমনে শিখজাতি উত্তেজিত হয়, এই মনে করিয়া ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফরিণ দলীপের ভারত আগমন বন্ধ করিয়া দেন। তখন দলীপ এডেন বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এপ্রেল হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত সেইখানে থাকিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে আবার ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান এবং সেই সময় খৃষ্টধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আবার শিখধর্ম্মাবলম্বী হন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া বরাবরই ইঁহাকে স্নেহ করিতেন, এবং ইঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিতেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে অক্টোবর পারিস নগরে দলীপের মৃত্যু হয়। [ঝিন্দনকুমারী দেখ]।

দব—১। সন্তাপ। দু + অল্ ভা। ২। বনাগ্নি, দাবানল ; অরণ্য, বন। দু (তপ্ত করা) + অল্ ক। সং ; পু।

দবথু—উদ্বেগ ; সন্তাপ ; পরিতাপ। দু (তপ্ত করা, ইত্যাদি) + অথু ভা। সং ; পু।

দবদহন—দাবাগ্নি। দব জাত (বনোৎপন্ন) দহন (অগ্নি), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।

দবাগ্নি—কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ হইলে বনমধ্যে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, বনাগ্নি, দাবানল। দব দেখ ; দবোৎপন্ন যে অগ্নি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

দবীয়ান্—(দবীয়স্)। অপেক্ষাকৃত দূরস্থিত। দূর শব্দ + ঈয়সু দুয়ের মধ্যে একের আতিশয্য অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দবীয়সী।

দশ—১০ এই সংখ্যা। দনশ (দীপ্তি পাওয়া) + কন্ = দশন্, তাহারই প্রথমান্ত পদ। বিণ।

দশক—১০ সংখ্যা। দশ দেখ ; দশন্ + ক। সং ; ক্লী। [রাবণ। বহু। সং ; পু।

দশকণ্ঠ, দশকন্ধর, দশগ্রীব, দশমুখ—লঙ্কেশ্বর

দশকর্ম্ম—গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কারজনক কর্ম্ম। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

দশকুমার, দশকুমারচরিত—দণ্ডিপ্রণীত দশজন-কুমারের জীবনবৃত্তান্তঘটিত আশ্চর্য্য উপাখ্যান। সং ; ক্লী।

দশদিক্—পূর্ব্ব, অগ্নি, দক্ষিণ, নৈর্ঋত, পশ্চিম, বায়ু, উত্তর, ঈশান এই আট দিক্ এবং উর্দ্ধ ও অধঃ এই দুই দিক্, সমুদায়ে দশদিক্। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, রাক্ষস, বরুণ, বায়ু, কুবের ও মহাদেব যথাক্রমে পূর্ব্বাদি আট দিকের অধিপতি। ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত সার্ব্বভৌম ও সুপ্রতীক এই আটটী দিগ্গজ যথাক্রমে পূর্ব্বাদি আটদিকে আছে।

দশধা—দশপ্রকার ; দশবার। দশ দেখ ; দশন্ শব্দ + ধাচ্ প্রকারাদ্যর্থে। ব্য।

দশন—১। দন্ত, দাঁত ; পর্ব্বতশিখর। দনশ (দংশন করা, ইত্যাদি) + অনট্ ণ। সং ; পু। ২। বর্ম্ম। ৩। দংশন, কামড়ান। দনশ + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

দশনচ্ছদ—ওষ্ঠ, ঠোঁট। দশনের (দন্তের) ছদ (আবরণ), ৬তৎ। সং ; পু। [স্ত্রী।

দশনাবলী—দন্তপঙ্ক্তি, দন্তসমূহ। ৬তৎ। সং ;

দশপুর—মালবের অন্তর্গত নগরবিশেষ। সং ; পু।

দশবল—বুদ্ধদেব। দশপ্রকার (বুদ্ধি, কান্তি প্রভৃতি) বল যাঁহার, বহু। সং ; পু।

দশভুজা—দুর্গাদেবী। দশ হইয়াছে ভুজ যাঁহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

দশম—১০ সংখ্যার পূরণ। দশ দেখ ; দশন্ + মট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দশমী।

দশমস্থায়—স্থায় দেখ।

দশমহাবিদ্যা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা, এই দশ দেবী। সং ; স্ত্রী।

দশমিক—যে ভগ্নাংশের হর দশের শক্তিবিশেষ (১০, ১০০, ১০০০, ইত্যাদি), এবং যাহা বিন্দুবিশেষের স্থানবিশেষে সন্নিবেশ নিবন্ধন অখণ্ড আকারে প্রকাশিত হয়। [দশমিক (দশম + ষ্ণিক) এই নামটি ঠিক হয় নাই, উহার নাম "দশমূল" রাখা উচিত। কারণ দশের শক্তিবিশেষই উহার হর এবং তাহাই উহার মূল। যথা—৫·৩ = পাঁচ অখণ্ড তিন দশাংশ, ৫৩·০৮ = তিপ্পান্ন অখণ্ড আট শতাংশ, ০.২৪৩ দুইশত তেতাল্লিশ সহস্রাংশ, ইত্যাদি]।

দশমী—১। তিথিবিশেষ ; জীবনের অন্ত্যাবস্থা। দশম দেখ ; দশম শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। জীবনের অন্ত্যাবস্থাপ্রাপ্ত, অতিবৃদ্ধ। দশম + ইন্ অস্ত্যর্থে = দশমিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

দশমূল—একপ্রকার পাচন। দশ মূলের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

দশযোগভঙ্গ—বিবাহাদি সংস্কার কর্ম্মে নক্ষত্রবেধ

বিশেষ। কর্ম্মকালীন নক্ষত্রাঙ্ক ও রবিযুক্ত নক্ষত্রাঙ্ক যোগ করিলে যদি (২৭ এর অধিক হইলে ২৭ ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা) ১২। ৬। ৪। ১। ১০। ১৯। ১১। ১৮। ২০ হয়, তাহা হইলে দশযোগভঙ্গ হয়। ইহাতে বিবাহাদি কার্য্য অশুভদায়ক। ইহার প্রতিপ্রসব—সূর্য্য নক্ষত্রের প্রথম পাদে থাকিলে চতুর্থ পাদ, দ্বিতীয় পাদে থাকিলে তৃতীয় পাদ, তৃতীয় পাদে দ্বিতীয় পাদ, এবং চতুর্থ পাদে থাকিলে প্রথম পাদ দুষ্ট হয়, সুতরাং দুষ্ট পাদ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অংশে কার্য্য করা যায়।

দশরথ—অযোধ্যার নৃপ, রামচন্দ্রাদির পিতা। সূর্য্যবংশীয় প্রথিতনামা মহারাজ রঘুর পুত্র অজের ঔরসে তদীয় মহিষী ইন্দুমতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। কৌশল্যা, কৈকেয়ী, ও সুমিত্রা নামে ইঁহার তিনটী প্রধানা মহিষী ছিলেন। ইনি দীর্ঘকাল অপুত্রক ছিলেন। দশরথ একদা মৃগয়ার্থে বনে গমন করিয়া রজনীতে অন্ধকমুনির পুত্রকে মৃগভ্রমে শব্দভেদী বাণ দ্বারা বধ করেন। তাহাতে অন্ধক মুনি ইঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, "আমার ন্যায় তোমাকেও পুত্রশোকে প্রাণ হারাইতে হইবে।" এই শাপ দশরথের পক্ষে বরস্বরূপ হইল। অতঃপর ইনি জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির দ্বারা পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ করাইয়া তাহার ফলে চারিটি পুত্ররত্ন লাভ করেন। কৌশল্যার গর্ভে রামের, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরতের, এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামক দুই যমজ ভ্রাতার জন্ম হয়। দশরথ যেমন শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন তেমনই সত্যপরায়ণ ছিলেন। একদা যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে, কৈকেয়ী অতি যত্নপূর্ব্বক শুশ্রূষা করিয়া ইঁহাকে সুস্থ করেন। সেই সময়ে ইনি কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিবার অঙ্গীকার করেন।

রামচন্দ্রাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের বিবাহের পর রাম রাজ্যশাসনের উপযুক্ত হইয়াছেন দেখিয়া দশরথ তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার আয়োজন করেন। এদিকে কৈকেয়ী স্বীয় দুষ্টবুদ্ধি পরিচারিকা মন্থরার পরামর্শে দশরথের পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে এক বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও অপর বরে ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করিলেন। সত্যপরায়ণ দশরথ কিছুতেই কৈকেয়ীকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পিতৃভক্ত রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থ তৎক্ষণাৎ ভার্য্যা জানকী ও অনুজ লক্ষ্মণসহ বনে গমন করিলেন। এদিকে মহারাজ পুত্রশোকে হাহাকার করিতে করিতে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। দশ দিকে [অব্যাহতগতি] রথ যাহার, বহু। সং; পু।

দশবিধ—দশপ্রকার। দশ হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দশসালা বন্দোবস্ত—ইহার অপর নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে তাৎকালিক গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ এই বন্দোবস্ত করেন। মুসলমান-শাসনকাল হইতে এদেশের জমিদারেরা পুরুষানুক্রমে স্ব স্ব অধিকৃত ভূভাগের কর আদায় করিতেন এবং রাজকোষে নির্দ্ধারিত রাজস্ব প্রদানপূর্ব্বক উদ্বৃত্তাংশ আপনারা ভোগ করিতেন। ইংরেজরাজও প্রথমে এ প্রথার পরিবর্ত্তন করেন নাই। পরে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস নিয়ম করেন যে, প্রত্যেক পাঁচ বৎসর অন্তর জমিদারীর নূতন বন্দোবস্ত হইবে। ইহাতে নানাপ্রকার কুফল ফলিতে লাগিল দেখিয়া কর্ণওয়ালিশ জমিদারদিগের সহিত রাজস্বের একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। নিয়ম হইল যে, অতঃপর তাঁহাদের দেয় কর আর কখনও বর্দ্ধিত হইবে না; তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট দিনে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে রাজস্ব জমা দিবেন, না দিলে জমিদারী নীলামে বিক্রীত হইবে। বাঙ্গালা, বিহার, ও বারাণসী বিভাগে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। এই বন্দোবস্ত প্রথমতঃ দশ বৎসরের জন্ত হয়; সেই জন্তই ইহার নাম দশসালা বন্দোবস্ত। পরে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ইহার অনুমোদন করিলে ইহা চিরস্থায়ী হয়।

দশহরা—জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্ল দশমী, গঙ্গার মর্ত্ত্যে আগমন-দিন। দশন্ শব্দ (দশ অর্থাৎ দশবিধ পাপ) – হৃ (হরণ করা) + অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। [অদত্ত বস্তুর গ্রহণ, অবৈধ হিংসা, পরদারগমন, এই ত্রিবিধ কায়িক পাপ। পরুষ ব্যবহার, মিথ্যা কথন, ক্রূরতা, অসংবদ্ধ প্রলাপ এই চারিপ্রকার বাঙ্ময় পাপ। অপরের বস্তুলাভে অভিলাষ, মনে মনে পরের অনিষ্ট চিন্তা, মিথ্যা অভিনিবেশ এই তিন প্রকার মানস পাপ। দশহরা দিবসে গঙ্গাস্নানে এই দশ প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম দশহরা]।

দশা—১। বস্ত্রের প্রান্তভাগ; দশী; দীপবর্ত্তিকা, সলিতা, পলিতা। দন্শ্ + ঙ র্ম্ম। ২। অবস্থা, ভাব; জন্মকালীন গ্রহাদির স্থিতিজনিত ভাব; বাল্যাদি বয়স, গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৌমার, পৌগণ্ড, যৌবন স্থাবির্য্য, জরা, প্রাণরোধ, বিনাশ, এই দশ প্রকার দেহজ দশা; ইচ্ছা, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা, মরণ, এই দশ প্রকার কামদশা। দন্শ (দংশন করা, ছেদন করা, ইত্যাদি) + ঙ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

দশাকর্ষ—১। বস্ত্রাঞ্চল, আঁচল, আঁচলা। দশা — আ — কৃষ + অল্ র্ম্ম। ২। গ্রহণ। দশা শব্দ — আ — কৃষ + অল্ ভা। ৩। প্রদীপ। দশা দেখ; দশা শব্দ — আ — কৃষ (আকর্ষণ করা) + অন্ ক। সং; পু।

দশানন, দশাস্য—লঙ্কেশ্বর রাবণ। দশ হইয়াছে আনন বা আস্য (মুখ) যাহার, বহু; এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, লঙ্কেশ্বর রাবণের দশটি মস্তক ছিল। সং; পু।

দশার্ণ—বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণপূর্ব্বস্থ একটি দেশ। দশ হইয়াছে ঋণ (দুর্গ) যাহার, বহু। সং; পু।

দশার্ণা—নদীবিশেষ। দশার্ণ দেখ; দশার্ণ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী;

দশার্হ—দেশবিশেষ। সং; পু।

দশাবতার—১। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ (মতান্তরে বলরাম), বুদ্ধ, কল্কি, ভগবানের এই দশ অবতার। কর্ম্মধা। ২। নারায়ণ, বিষ্ণু। দশ হইয়াছে অবতার যাঁহার, বহু। সং; পু। [দশাবতার সম্বন্ধে পুরাণে লিখিত আছে যে,—প্রলয়-পয়োধি-সলিলে বেদ নিমগ্ন থাকায় ভগবান্ মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করেন; ইহাই মৎস্যাবতার। কূর্ম্মাবতারে ভগবান্ ভাসমানা পৃথিবীকে পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছিলেন। বরাহঅবতারে ভগবান্ নিমজ্জমানা ধরণীকে দন্ত দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং মহাবল হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করিয়াছিলেন। নৃসিংহ অবতারে প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ নরসিংহরূপ ধারণ করেন। বামন রূপে ভগবান্ বলিকে ছলনা করেন। পরশুরাম অবতারে ধরণী নিঃক্ষত্রিয়া হয়। রাবণবধার্থ ভগবান্ রামরূপে অবতীর্ণ হন। কংসাদি দুর্ব্বৃত্তগণের বিনাশ দ্বারা পৃথিবীর ভার মোচনের নিমিত্ত এবং অধর্ম্মপ্লাবিত ভারতে ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ কৃষ্ণাবতারের আবির্ভাব। বুদ্ধাবতারে ভগবান্ জীবক্ষয়কর হিংসার নিরোধ করিয়াছিলেন। কলির শেষে ভগবান্ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া পুনরায় সত্য ধর্ম্মের প্রচার করিবেন]।

দশাবিপর্য্যয়—অবস্থা-পরিবর্ত্তন, দুরবস্থা, দুর্দ্দশা। ৬তৎ। সং; পু। [বহু। সং; পু।

দশাশ্ব—চন্দ্র। দশ হইয়াছে অশ্ব যাহার [রথের],

দশাশ্বমেধ, দশাশ্বমেধিক—বারাণসীস্থ তীর্থবিশেষ। দশ হইয়াছে অশ্বমেধ যাহাতে, বহু।

পক্ষান্তরে দশ যে অশ্বমেধ, কর্ম্মধা। দশাশ্বমেধ + ষ্ণিক ইদমর্থে [কথিত আছে যে, ব্রহ্মা এই স্থানে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাস্নান করিলে মহাপুণ্যসঞ্চয় হয়]। সং; পু।

দশাশ্বমেধঘাট—কাশীস্থ গঙ্গার ঘাটবিশেষ। এই স্থানে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া ইহা দশাশ্বমেধ নামে অভিহিত। এই ঘাটে বিস্তর দেবালয় বিদ্যমান ছুর্গোৎসবের সময় এই ঘাটে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জ্জিত হয়।

দশাহ—দশ দিন. দশদিনব্যাপক কাল। দশ অহনের (দিনের) সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; পু।

দশেন্ধন—দীপ। দশা দেখ; দশা (দীপবর্ত্তিকা) হইয়াছে ইন্ধন যাহার, বহু। সং; পু।

দশের—শ্বাপদ, হিংস্রজন্তু। দন্শ (দংশন করা) + এরক্ ক। সং; পু।

দশেরক—তৃণজলাদিশূন্য স্থান, মরুভূমি। দশের দেখ; দশের শব্দ + কণ্। সং; পু।

দস্যু—তস্কর, চোর; ডাকাইত; শত্রু; পরপীড়ক ব্যক্তি; ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তি। দস (উৎক্ষেপণ করা) + যু ক। সং; পু। বিশেষ্যে দস্যুতা।

দস্যুতা—শত্রুতা; চৌর্য্য; অপহরণ; ডাকাতি। দস্যু দেখ; দস্যু + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

দস্র—অশ্বিনীকুমারদ্বয়; গর্দ্দভ। দস (উৎক্ষেপণ করা) + র ক। সং; পু।

দহন—১। দাহ, দগ্ধকরণ, পোড়ান। দহ (দগ্ধ করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে দগ্ধ। ২। অগ্নি, অনল; দুষ্ট ব্যক্তি; চিতাগাছ। দহ + অন ক। সং; পু। ৩। দগ্ধকারী। বিণ; ত্রি।

দহনীয়—দহনযোগ্য, জ্বলনীয়। দহ (দগ্ধ করা) + অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দহর—১। শিশু; ভ্রাতা; ছোট ইন্দুর। সং; পু। ২। স্বল্প; সূক্ষ্ম; দুর্ব্বোধ। বিণ; ত্রি।

দহরাকাশ—চিদাকাশস্থ ঈশ্বর। আকাশ হইতে দহর (দুর্ব্বোধ), ৫তৎ (দহর পরে পূর্ব্বনিপাত)। সং; পু।

দহ্যমান—যাহা দগ্ধ হইতেছে এরূপ। দহ ধাতু (দগ্ধ করা) + শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দহু—১। বন। দহ (দগ্ধ করা) + রক্ র্ম্ম। সং; ক্লী। ২। দাবানল, বনাগ্নি; অগ্নি। দহ + রক্ ক। সং; ক্লী।

দা—১। রক্ষণ; পালন। দে (পালন করা) + ক্বিপ্ ভা। ২। দান। দা (দেওয়া) + ক্বিপ্ ভা। ৩। ছেদন; উপতাপ। দো (ছেদন করা) + ক্বিপ্ ভা। সং; স্ত্রী।

দাক্ষায়ণী—দক্ষপ্রজাপতির সুতা, সতী। দক্ষ দেখ; দক্ষ শব্দ (প্রজাপতিবিশেষ) + ফায়ন অপত্যার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং।

দাক্ষিণাত্য—দক্ষিণদিক্সম্বন্ধীয়; দক্ষিণদেশবাসী। দক্ষিণা দেখ; দক্ষিণা শব্দ (দক্ষিণ দিক্) + ত্যণ্ ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

দাক্ষিণ্য—১। সৌজন্য; সারল্য, সরলতা; পরচ্ছন্দানুবৃত্তি; আনুকূল্য; নিপুণতা, দক্ষতা। দক্ষিণ দেখ; দক্ষিণ শব্দ + ষ্যঞ ভাবে। সং; ক্লী। ২। দক্ষিণা পাইবার যোগ্য। দক্ষিণা দেখ; দক্ষিণা + ষ্য। বিণ; ত্রি।

দাক্ষী—পাণিনি মুনির জননী। দক্ষ শব্দ + ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

দাক্ষীসুত—পাণিনি মুনি। দাক্ষী দেখ। ৬তৎ।

দাড়িম, দালিম—১। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। দল (বিদারণ করা) + ইমন্ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দাড়িমী, দালিমী। ২। দাড়িম ফল। সং; ক্লী।

দাড়িম্ব—১। দালিমগাছ। দা (দান করা) + ডিম্ব ক। সং; পু। ২। দালিম ফল। সং; ক্লী।

দাঢ়া, দাঢ়ি—দংষ্ট্রা, দার্ঘদন্ত, লম্বা দাঁত। দো (ছেদন করা) + ঢ, ঢি ণ। সং; স্ত্রী।

দাণ্ডিক—দণ্ডধারণের উপযুক্ত। দণ্ড শব্দ + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

দাত—১। পূত, পবিত্র। দৈ (শুদ্ধ করা) + ক্ত র্ম্ম। ২। কর্ত্তিত; ছিন্ন। দো (ছেদন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দাতব্য—দেয়, দান করিবার যোগ্য। দা (দান করা) + তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দাতা—দানকর্ত্তা, দানশীল। দা (দান করা) + তৃন্ ক = দাতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রালিঙ্গে দাত্রী।

দাতাকর্ণ—কর্ণ দেখ।

দাতৃত্ব—দানশীলতা, বদান্যতা। দাতৃ শব্দ + ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

দাত্র—অস্ত্রবিশেষ, দা, কাটারি। দো (ছেদন করা) + ত্র ণ। সং; ক্লী।

দাদাভাই নরোজী—(Dadabhai Naoroji) ইনি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর বোম্বে সহরে পার্শী পুরোহিতবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বার বৎসর বয়সে ইহাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। মাতার যত্নে নরোজীর সুশিক্ষা হয়। তথনকার বোম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এরস্কিন পেরি (Sir Erskine Perry) ইহাঁকে ইংলণ্ডে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইবার জন্য পরামর্শ দেন, এবং তদ্বিষয়ক ব্যয়ের অর্দ্ধেকভার বহন করিতে স্বীকার করেন। পাছে নরোজী খৃষ্টান হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় পার্শী সমাজ এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না। সুতরাং তথন আর নরোজীর ইংলণ্ডে গমন ঘটিল না। ইনি ১৮৫০ হইতে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বোম্বের এল্‌ফিন্‌ষ্টন্ ইন্‌ষ্টিটিউসনে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। শেষোক্ত খ্রীষ্টাব্দে দাদাভাই কামা কোম্পানীর অংশী হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিলেন। ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে ইনি শিক্ষাসম্বন্ধে অনেক কার্য্য করেন। পার্শীজাতির বালিকাগণের শিক্ষার্থ প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন ইহাঁরই যত্নে হইয়াছিল। বম্বে এসোসিয়েসন, ফ্রামজী ইন্‌ষ্টিটিউট, বিধবাবিবাহ সভা প্রভৃতি অনেকগুলি অনুষ্ঠানে ইনি বিশেষ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রাষ্ট গোফটার্ (Rast Goftar অর্থাৎ সত্য-বক্তা) নামক গুজরাটী সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং দুই বৎসর ধরিয়া ইহার সম্পাদকতা করেন। ইংলণ্ডে গমন করিয়া রাজনীতিক কার্য্যে ইহাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয় ও স্বদেশহিতকল্পে বিবিধ ব্যাপারে ইনি নিযুক্ত হন। ডবলিউ, সি, ব্যানার্জ্জির সহযোগে লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান সোসাইটী স্থাপন করেন, এবং পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক বৃহৎ সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কামা কোম্পানীর সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়া স্বয়ং ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন, এবং উত্তমর্ণদিগের ভদ্রতায় ও বন্ধুদিগের সাহায্যে ঋণমুক্ত হইয়া ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বে সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অল্পদিন পরে ইংলণ্ডে গিয়া ফসেট্ নামযুক্ত ফিনান্স কমিটিতে (Fawcett Committee) সাক্ষ্য দেন। সাক্ষ্যদানকালে ইনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীর বাৎসরিক আয় গড়ে ২০৲ টাকা মাত্র। তথন এ কথায় অনেকে হাস্য এবং ভারতীয় রাজকর্ম্মচারিগণ ইহাঁর উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে ভারতের রাজস্বসচিব মেজর্ বেয়ারিং যথন অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীর গড়ে আয় ২৭৲ টাকা, তথন নরোজীর কথা যে অনেকাংশে সত্য, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া বরোদারাজ্যের দেওয়ানপদে অধিষ্ঠিত হন। দুই বৎসরের কিছু কম সময় এই কার্য্য করিয়া নরোজী কয়েক বৎসর বোম্বেতে অবস্থান করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বম্বে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ গ্রহণ করেন এবং এই বৎসরে জাতীয় সমিতির স্থাপনে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার ইংলণ্ডে যাইয়া পার্লামেন্টের সভ্য হইবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু সেবারে ইনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। ঐ বৎসরের শেষভাগে ইনি

ভারতে পুনর্ব্বার আসিয়া কলিকাতায় জাতীয়-সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির পদে আসীন হন। পর বৎসরের প্রারম্ভে পবলিক সারভিস কমিশনের সমক্ষে মূল্যবান্ সাক্ষ্য প্রদান করিয়া ইংলণ্ডে আবার গমন করেন। পাঁচ বৎসরের অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে উন্নতিশীল দলের অন্যতম প্রতিনিধিস্বরূপে ইনি পার্লামেণ্টে প্রবেশাধিকার পান। ভারতবর্ষীয়গণের মধ্যে ইনিই প্রথম পার্লামেণ্টের মেম্বর। পর বৎসর ইঁহারই প্ররোচনায় হার্বার্ট পল (Herbert Paul) সাহেব পার্লামেণ্টে এই প্রস্তাব করেন যে, ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে যুগপৎ প্রবর্ত্তিত হউক। গভর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও সভ্য-সংখ্যা হিসাবে এ প্রস্তাব পার্লামেণ্টে গৃহীত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহা এ পর্য্যন্ত কার্য্যকর বলিয়া দৃষ্ট হয় নাই। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ইনি জাতীয় সমিতির নবম অধিবেশনের সভাপতি পদে বরিত হইয়া লাহোর সহরে আসেন। এই উপলক্ষে স্থানে স্থানে ইঁহার অভ্যর্থনার জন্য যেরূপ আয়োজন হইয়াছিল, সেইরূপ আয়োজন কেবলমাত্র একজন ব্যতীত কোন রাজপ্রতিনিধিরও জন্য হয় নাই, এ কথা হাণ্টার সাহেব টাইমস্ পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে উন্নতিশীল দলের সহিত ইনি পার্লামেণ্ট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েল্‌বি (Welby) কমিশন নামক ভারত-গবর্ণমেণ্টের-ব্যয়-তদন্ত উদ্দেশে একটি সমিতি গঠিত হয়। এই কমিশন নরোজীর ঐকান্তিক চেষ্টার ফল। ইনি ঐ সমিতির অন্যতম সদস্যরূপে মনোনীত হন এবং উহার সমক্ষে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যে সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাহাতে ইঁহার ভারতবিষয়ক রাজনীতি ও রাজস্ব সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান প্রকাশিত হয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার Poverty and un-British Rule in India নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ভারতবিষয়ক সকল আবশ্যক কথা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে এবং ইহাতে নরোজীর গভীর গবেষণা, পাণ্ডিত্য ও দেশহিতৈষিতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষে কলিকাতা সহরে জাতীয় সমিতির অধিবেশনে ইনি সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনবার এই সমিতির সভাপতি হওয়া এ পর্য্যন্ত আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। ইঁহার অভ্যর্থনার জন্য এখানেও সমুচিত আয়োজন হইয়াছিল। হাওড়া ষ্টেসন হইতে ইঁহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান পর্য্যন্ত পথে যে জনসমাগম হইয়াছিল, যাঁহারা চক্ষে না দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সে দৃশ্যের সম্যক বর্ণনা করিয়া বুঝান সহজ নহে। কার্য্যান্তে ইনি আবার ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান এবং সেখানে গিয়া কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। ঈশ্বরপ্রসাদে ইনি আরোগ্য লাভ করিয়া বৎসরান্তে বম্বে সহরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইঁহার বয়স এক্ষণে ৮৪ বৎসর, কিন্তু ভারতশাসনসংস্কারমগ্ন ইঁহাকে এখনও পর্য্যন্ত যৌবনসুলভ মানসিক বলে বলীয়ান্ করিয়া রাখিয়াছে। গোখলে মহাশয় অল্পদিন হইল ইঁহার সম্বন্ধে কোন সাধারণ সভায় বলিয়াছেন "ইনি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোক", এবং বম্বের একজন বহুদর্শী সাময়িক-পত্র পরিচালক বলিয়াছেন, "ইনি দশ লক্ষের মধ্যে এক জন।" বাস্তবিক ইঁহার তুল্য কর্ম্মবীর ও সর্ব্বজনসমাদৃত স্থবির বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষে ত দেখা যায় না; অন্য দেশে বিদ্যমান আছেন কিনা তাহাও বলা কঠিন। ১৯০৯ সালের ১৫ই মে ইঁহার পত্নীবিয়োগ হয়।

দান—১। বিতরণ, দেওয়া, স্বস্বত্বনিবৃত্তিপূর্ব্বক পরস্বত্বোৎপত্তি; ইহা ত্রিবিধ—প্রেরক, অনুমন্তৃক ও অনিরাকর্ত্তৃক। দা (দেওয়া)+ অনট্ ভা। ২। হস্তীর মদজল। দা+অনট্ র্ম্ম। ৩। পালন, রক্ষণ। দে (পালন করা) +অনট্ ভা। সং; ক্লী।

দানপত্র—"অমুক বস্তু বা বিষয় অমুককে দান করিলাম" এইরূপ বলিয়া যে পত্র লিখিত হয়। দান সূচক পত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দানব—দৈত্য, অসুর। দনু দেখ; দনু+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

দানবদলন—অসুর সংহার। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দানবদলনী—দুর্গা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দানবসংহার—অসুরধ্বংস। ৬তৎ। সং; পু।

দানবারি—১। দেবতা; বিষ্ণু। দানব দেখ; ৬তৎ। সং; পু। ২। হস্তীর মদজল। দান দেখ; দান রূপ যে বারি (জল), রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দানবীর—দানকার্য্যে সমধিক উৎসাহশীল (ব্যক্তি), যাচকের অভিলাষপূরণার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত, এমন কি পুত্রকলত্রাদির শিরশ্ছেদনে বা আত্মজীবন বিসর্জ্জনে অকুণ্ঠিত, অতিশয় দাতা। দান বিষয়ে বীর, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

দানশীল—অতিশয় দাতা। দান হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দানশীলা। [স্ত্রী।

দানশীলা—অতিদাত্রী। দানশীল দেখ। বিণ;

দানশৌণ্ড—অতিশয় দানশীল। দান বিষয়ে শৌণ্ড (অত্যাসক্ত), ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

দানসাগর—বাঙ্গালার হিন্দুদিগের মধ্যে শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে যে (ভূম্যাসনাদি) ষোড়শ দানের ব্যবস্থা ও প্রথা আছে, তাহার প্রত্যেক প্রকারের ষোড়শসংখ্যক বস্তু দান; ১৬ ষোড়শ; বল্লালসেনকৃত গ্রন্থবিশেষ। সং।

দানীয়—১। দানের পাত্র। দা+অনীয় সম্প্র। ২। দানযোগ্য; দেয়, দাতব্য। দা (দান করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দান্ত—১। জিতেন্দ্রিয়; শান্ত; তপস্যাজনিত ক্লেশসহনক্ষম; সৌম্য। দম+ক্ত ক। ২। দমিত; বশীকৃত। দম (দমন করা)+ক্ত র্ম্ম। ৩। দন্তদ্বারা নির্ম্মিত। দন্ত+ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

দান্তি—ইন্দ্রিয়বিনিগ্রহ; তপস্যার ক্লেশসহন; দমন; শাসন; জিতেন্দ্রিয়তা। দম (দমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে দান্ত।

দাপক—দানপ্রবর্ত্তক, যে দেওয়ায়। ণিজন্ত দা বা দাপি (দান করান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দাপিকা।

দাপন—দানপ্রবর্ত্তন, দান করান, দেওয়ান। ণিজন্ত দা বা দাপি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

দাপয়িতা—(দাপয়িতৃ)। দাপক দেখ। ণিজন্ত দাপি+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দাপয়িত্রী।

দাপিত—যাহা দেওয়ান হইয়াছে এরূপ; বশীকৃত; দণ্ডিত; সাধিত। ণিজন্ত দা বা দাপি (দেওয়ান, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দাপ্য—যাহা দেওয়ান যায় এরূপ। ণিজন্ত দা বা দাপি (দেওয়ান)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দাম—সূত্র; রজ্জু; গুচ্ছ; মাল্য। দো (ছেদন করা)+মন্ র্ম্ম=দামন্, ১মার ১বচন। সং; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে দামনী, দামা।

দামনী, দামা—দাম দেখ। [ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দামিনী—বিদ্যুৎ। দাম+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে

দামোদর—১। শ্রীকৃষ্ণ। দাম দেখ; দাম (রজ্জু) উদরে যাঁহার, বহু; প্রসিদ্ধি আছে যে, যশোদা কৃষ্ণকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিলে ইনি সে সমস্ত রজ্জু হরণ করিয়াছিলেন। ২। নদবিশেষ, এই নদ বর্দ্ধমানের নিকট দিয়া প্রবাহিত।

দামোদর মুখোপাধ্যায়—প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক। ১২৫৯ সালের ২রা ফাল্গুন নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর গ্রামে মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা-ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোরত্ন ইঁহার মাতুল ছিলেন। মাতুলালয়েই ইনি প্রতিপালিত হন, এবং বহরমপুর কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ইংরাজীতে ইঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল; বাঙ্গালা ও সংস্কৃতেও ইনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি প্রথমে মৃণ্ময়ী নামক উপন্যাস রচনা করেন। এই বঙ্কিমচন্দ্রের কপাল-

কুণ্ডলার উপসংহার। ইহার পর ইনি মা ও মেয়ে, দুই ভগিনী, বিমলা, কর্ম্মক্ষেত্র, শান্তি, সোণার কমল, যোগেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, সপত্নী, নবাবনন্দিনী (দুর্গেশনন্দিনীর উপসংহার), ললিতমোহন, অমরাবতী, নবীনা প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি ৯টী টীকাভাষ্য ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ প্রায় সাড়ে তিন হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থ সঙ্কলনকালে চক্ষুতে ছানি হওয়ায় ইহাঁর দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয়, এবং ক্রমে অন্ধ হইয়া যান। এইরূপে ৫।৬ বৎসর থাকিয়া ১৩১৩ সালে চক্ষু কাটাইয়া পুনরায় কিঞ্চিৎ দর্শনশক্তি লাভ করেন। জ্ঞানাঙ্কুর, প্রবাহ ও একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রও ইহাঁর সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। হিন্দু-ধর্ম্মে ইহাঁর আস্থা ছিল। ১৩১৪ সালের ৩১শে শ্রাবণ ৫৪ বৎসর বয়সে ইহাঁর দেহান্তর হয়।

দাম্পত্য—১। স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধীয়। দম্পতি দেখ; দম্পতি শব্দ+ষ্ণ্য ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। পতিপত্নীর প্রণয়। সং; ক্লী।

দাম্পত্যনীতি—স্বামিস্ত্রী-সংক্রান্ত প্রণালী, স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর ব্যবহার বিষয়ক রীতি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দাম্পত্যপ্রণয়—স্বামিস্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা। কর্ম্মধা। সং; পু।

দাম্পত্যপ্রেম—দাম্পত্য প্রণয়। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দাম্পত্যসুখ—পতিপ্রেমে পত্নী, ও পত্নীপ্রেমে পতি যে সুখ লাভ করে। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দাম্ভিক—১। গর্ব্বিত; অহঙ্কারী, ধূর্ত্ত, ভণ্ড, শঠ। দম্ভ দেখ; দম্ভ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। বক পক্ষী। সং; পু।

দাম্ভিকতা—দাম্ভিকের ভাব, গর্ব্ব। দাম্ভিক দেখ; দাম্ভিক+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

দায়—১। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধন, পৈতৃক ধন; যৌতুক ধন; বিভাজ্য বস্তু; ধন। দা (দান করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। দান; ক্ষতি। দা+ঘঞ্ ভা। ৩। ছেদন; লয়; ঠাট্টা; উৎপাত; উপদ্রব। দো (ছেদন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ৪। দাতা। দা+ণ ক। বিণ; ত্রি।

দায়ক—দাতা; দায়ী, ক্ষতিপূরণকারী। দা (দান করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দায়িকা।

দায়গ্রস্ত—বিপন্ন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

দায়বন্ধু—ভ্রাতা। দায়ে (পৈত্রিক ধন বিষয়ে) বন্ধু, ৭তৎ। সং; পু।

দায়ভাগ—১। পৈতৃক ধনের বিভাগ। ৬তৎ। ২। জীমূতবাহন কৃত ধনবিভাগবিষয়ক গ্রন্থ-বিশেষ। দায়ের বিভাগ নিরূপিত হইয়াছে যাহাতে. বহু। সং; পু।

দায়াদ—পুত্র; উত্তরাধিকারসূত্রে ধনগ্রহণের অধিকারী; জ্ঞাতি; সপিণ্ড। দায় (পৈতৃক-ধন)—আ—দা (গ্রহণ করা)+ড ক। ২। ধনভাগী; ধনাধিকারী। দায় (ধন)—অদ (ভোজন করা)+অন্ ক। সং; পু।

দায়িত্ব—দাতৃত্ব; ক্ষতিপূরণ, ঝুঁকি। দায়ী দেখ; দায়িন্ শব্দ+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

দায়িত্বজ্ঞান—দায়িত্ববোধ, "আমার প্রতি এই কার্য্য সম্পাদনের ভার আছে, অতএব আমাকে ইহা অবশ্যই সম্পাদন করিতে হইবে" এইরূপ বোধ। ৬তৎ বা মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দায়িত্ববোধ—দায়িত্বজ্ঞান দেখ। সং; পু।

দায়ী—দানকর্ত্তা, দাতা; ক্ষতিপূরণকারী; যাহার উপর কোন বিষয়ের ঝুঁকি আছে—যাহার জন্য জবাবদিহি করিতে হয় এরূপ। দা (দান করা)+ণিন্ ক—দায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। বিশেষ্যে দায়িত্ব।

দার—১। ভার্য্যা, পত্নী, স্ত্রী; কাম। দৃ (বিদীর্ণ করা)+ঘঞ্ ক। সং; পু।

দারক—১। বিদারণকারী, ভেদক। দৃ (বিদারণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। পুত্র; শিশু। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দারিকা।

দারকর্ম্ম—বিবাহ। সং; ক্লী।

দারগ্রহণ, দারপরিগ্রহ—ভার্য্যাগ্রহণ, বিবাহ। ৬তৎ। সং; প্রথমটি পু ও দ্বিতীয়টি ক্লী।

দারণ—১। বিদীর্ণকরণ, বিদারণ, ভেদন। ণিজন্ত দৃ বা দারি (বিদীর্ণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। বিদারণকারী, ভেদকারী। ণিজন্ত দৃ+অন ক। বিণ; ত্রি।

দারদ—১। দরদসম্বন্ধীয়। দরদ দেখ; দরদ+ষ্ণ ইদমর্থে; বিণ; ত্রি। ২। পারদ, পারা; হিঙ্গুল; এক প্রকার বিষ। সং; পু।

দারপরিগ্রহ—দারগ্রহণ দেখ।

দারা—মোগলসম্রাট্ শাহ্‌জহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। শাহ্‌জহাঁর আরও তিন পুত্র ছিলেন; তাঁহাদের নাম যথাক্রমে শুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ। দারা উদারস্বভাব, শিষ্ট, ও বিনয়ী ছিলেন; কিন্তু মহম্মদীয় ধর্ম্মে ইহাঁর তাদৃশ আস্থা ছিল না। ইনি আকবরের প্রবর্ত্তিত নূতন ইলাহী মতাবলম্বী ছিলেন। আকবরের ন্যায় ধর্ম্মসম্বন্ধে দারা অনেকটা উদারভাব পোষণ করিতেন। ইনি উপনিষদ্গুলি পারস্য ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। শাহজহাঁ অন্যান্য পুত্র অপেক্ষা দারাকেই অধিক ভালবাসিতেন, এবং সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া রাজকার্য্য শিক্ষা দিতেন। ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে বৃদ্ধ শাহ্‌জহাঁ পীড়িত হইলে, তাঁহার উত্তরাধিকার লইয়া তাঁহার পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। দারা রাজধানীতে থাকিয়া রাজকার্য্য দেখিতে লাগিলেন। আওরঙ্গজেব প্রলোভন প্রদর্শনে মুরাদকে হস্তগত করিয়া উভয়ে মিলিত হইয়া আগ্রা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা দারার সেনাপতি যশোবন্তসিংহকে উজ্জয়িনীর নিকট পরাস্ত করিলেন। এদিকে শুজা বাঙ্গালা হইতে রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু দারার পুত্র সুলেমান ও জয়পুররাজ জয়সিংহ কর্ত্তৃক কাশীর নিকটে পরাজিত হইলেন। পরন্তু দারা নিজে আগ্রার নিকটস্থ সামগড় নামক স্থানে আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলেন। অতঃপর দারা পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন; এবং আবার পরাজিত হইয়া সিন্ধুদেশে আশ্রয় লইলেন; কিন্তু তত্রত্য জনৈক সর্দ্দার কর্ত্তৃক আওরঙ্গজেবের হস্তে অর্পিত হওয়ায় তৎকর্ত্তৃক নিহত হইলেন (১৬৫৯ খৃঃ)।

দারাসুত—স্ত্রীপুত্র। দারসুত শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

দারিকা—১। বিদারিকা। দারক দেখ; দারক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কন্যা, দুহিতা। সং; স্ত্রী।

দারিত—বিদারিত, ভেদিত। ণিজন্ত দৃ বা দারি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে দারণ।

দারিদ্র, দারিদ্র্য—দরিদ্রতা, নির্ধনতা, দৈন্য, অকিঞ্চনত্ব। দরিদ্র দেখ; দরিদ্র শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

দারিদ্র্যগ্রস্ত—দরিদ্রতায় অভিভূত, অর্থকষ্টে পতিত, অতি গরীব। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

দারিদ্র্যমোচন—নির্ধনতা দূরীকরণ, দরিদ্রাবস্থা হইতে মুক্তিদান, সধনতাসম্পাদন। ৫তৎ বা ৬তৎ। সং; ক্লী।

দারিদ্র্যব্যঞ্জক—নির্ধনতাপ্রকাশক, যাহাতে জানা যায় এ ব্যক্তি গরীব। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

দারু—১। পিত্তল; কাষ্ঠ; দেবদারুবৃক্ষ। দৃ (বিদারণ করা)+ঞুণ্ র্ম্ম। সং; পু ও ক্লী। ২। বিদারক, ভেদক; শিল্পী। দৃ+ঞুণ্ ক। ৩। দাতা। দা (দান করা)+রু ক। ৪। ছেদক। দো (ছেদন করা)+রু ক। ৫। শোধক। দৈ (শোধন করা)+রু ক। বিণ; ত্রি।

দারুক—১। দেবদারু বৃক্ষ। দারু দেখ; দারু শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং; পু। ২। কাষ্ঠ; সং; ক্লী। ৩। শ্রীকৃষ্ণের সারথি। দারুক যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সারথি ছিলেন। ইনি সারথ্য কর্ম্মে অসামান্য নৈপুণ্য প্রদ-

র্শন করিয়া যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। সুভদ্রাহরণ সময়ে যদুবংশীয়েরা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের রথে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন, দারুক বদ্ধাবস্থায় রথের উপরিভাগে রহিয়াছেন এবং সুভদ্রা অর্জ্জুনের সারথ্য সম্পাদন করিতেছেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা লজ্জিত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। দারুক কৃষ্ণের আদেশে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চতুর্দ্দশ দিবসে কৃষ্ণরথাধিরূঢ় সাত্যকির সারথ্য করিয়াছিলেন এবং জয়দ্রথ বধের দিন কৃষ্ণার্জ্জুনের সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণের রথ লইয়া অসীমপ্রায় কুরুসৈন্যের মধ্যে নির্ভয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। যদুকুল বিনষ্ট হইলে যদুনাথের আদেশে ইনি হস্তিনা হইতে অর্জ্জুনকে দ্বারকায় আনয়ন করেন। ভয়াবহ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অধিকাংশ রথী ও সারথির মৃত্যু হয়, কিন্তু অসামান্য সারথ্যনিপুণ দারুককে ঐ যুদ্ধে কোনরূপ বিপদে পতিত হইতে হয় নাই। দৃ (বিদারণ করা) + উকঞ্ ক। সং ; পু।

দারুকা—কাষ্ঠনির্ম্মিত পুত্তলিকা। দারু (কাষ্ঠ) + কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

দারুণ—ভয়াবহ ; দুঃসহ ; উৎকট ; ঘোর ; ক্লেশকর ; কর্কশ ; উগ্র। ণিজন্ত দৃ (বিদীর্ণ করা) + উনন্ ক। বিণ ; ত্রি।

দারুতীর্থ—তীর্থবিশেষ। সং ; ক্লী। [ত্রি।

দারুনির্ম্মিত—কাষ্ঠ দ্বারা রচিত। ৩তৎ। বিণ ;

দারুপুত্রিকা—কাঠের পুতুল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

দারুময়—কাষ্ঠনির্ম্মিত। দারু শব্দ + ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দারুময়ী।

দারুযন্ত্র—কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্র ; যন্ত্রবিশেষ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

দারুসার—চন্দন। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

দার্ঢ্য—দৃঢ়তা ; স্থৈর্য্য ; কাঠিন্য। দৃঢ় দেখ ; দৃঢ় শব্দ + ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

দার্ব্বট—মন্ত্রণাভবন ; চিন্তাগৃহ। দারু দেখ ; দারু – অট (গমন) + অল্ অধি। সং ; ক্লী।

দার্শনিক—দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ ; দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয়। দর্শন শব্দ + ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

দার্শনিক তত্ত্ব—দর্শনশাস্ত্রসংক্রান্ত তত্ত্ব। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

দার্শনিকতত্ত্বজ্ঞ—দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয় তত্ত্বের জ্ঞাতা। দার্শনিকতত্ত্ব – জ্ঞা + ড ক। বিণ ; ত্রি।

দার্শনিকতত্ত্ববিদ্—দার্শনিকতত্ত্বজ্ঞ। দার্শনিকতত্ত্ব – বিদ (জানা) + ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

দার্ষদ—পাষাণনির্ম্মিত ; প্রস্তরনির্ম্মিত ; পাষাণসম্বন্ধীয়। দৃষদ্ + ষ্ণ। বিণ ; ত্রি।

দাল—দমন ; দলন। দল (দলন করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

দাব—১। বন ; বনাগ্নি, দাবানল ; অগ্নি। দু (তপ্ত করা) + ণ ক। ২। তাপ। দু + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

দাবদগ্ধ—বনাগ্নি দ্বারা কৃতদাহ ; দাবানলসন্তপ্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

দাবদাহ—বনাগ্নি দ্বারা দহন ; দাবানল সন্তাপ। ৩তৎ ও ৬তৎ। সং ; পু।

দাবাগ্নি, দাবানল—বনাগ্নি, কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ দ্বারা বনমধ্যে যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া বন দগ্ধ করে। দাবোদ্ভব (বনোৎপন্ন) যে অগ্নি বা অনল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা ; অথবা দাব রূপ যে অগ্নি বা অনল, রূপক কর্ম্মধা। পু।

দাশ—১। ধীবর, জেলে ; ভৃত্য, দাস। দাশ (বধ করা, দান করা) + অল্ ভা। ২। ব্রাহ্মণ। দাশ (দান করা) + অল্ সম্প্র। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দাশী।

দাশরথ, দাশরথি—দশরথপুত্র, রাম। দশরথ দেখ ; দশরথ + ষ্ণ, ষ্ণি অপত্যার্থে। সং।

দাশরথি রায়—বঙ্গের বিখ্যাত পাঁচালী-রচয়িতা ও গায়ক। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটস্থ বাঁদমুড়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বাল্যকালে অতি সামান্য বাঙ্গালা ও ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া এক নীলকুঠিতে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। পরে ইঁহার মাতুলালয় পীলা গ্রামের অকাবাই অক্ষয়া পাটনী নাম্নী এক রমণীর কবির দলের গান ও ছড়া বাঁধিতে থাকেন। একদা কোন স্থানে কবি গাহিতে যাইয়া ইনি অত্যন্ত গালি খান এবং তদবধি কবির দল পরিত্যাগ করেন। অতঃপর দাশরথি গান ও ছড়া বাঁধিয়া কতকগুলি বয়স্যের সহিত একটী পাঁচালীর দলের সৃষ্টি করেন। এইবার প্রতিভাবান্ কবি প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেন। ক্রমেই ইঁহার যশঃ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তৎকালে আবালবৃদ্ধবনিতা ইঁহার পাঁচালী শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিমোহিত হইত। পাঁচালী গাহিয়া ইনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিভাশালী পুরুষের লোকান্তর ঘটে। ইঁহার রচিত পাঁচালীর ৬০টি পালা মুদ্রিত হইয়াছে।

দাশার্হ—১। দশার্হদেশীয়। দশার্হ দেখ ; দশার্হ শব্দ + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। যদুবংশীয় ব্যক্তি ; যাদব ; কৃষ্ণ। সং ; পু।

দাশী—ধীবরী ; ভৃত্যা, দাসী। দাশ দেখ ; দাশ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

দাশ্বতী—দাশ্বান্ দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

দাশ্বান্—দান করিয়াছে এরূপ। দাশ (দান করা) + ক্বসু ক = দাশ্বৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দাশ্বতী।

দাস—ভৃত্য, চাকর ; ধীবর, জেলে ; শূদ্রজাতি। দাস (দান করা) + অল্ সম্প্র। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দাসী।

দাসদাসী—পরিচারক পরিচারিকা, চাকর চাকরাণী। দ্বন্দ্ব। সং ; স্ত্রী।

দাসব্যবসায়—দাস দাসী ক্রয়বিক্রয় রূপ বৃত্তি। দাস সংক্রান্ত ব্যবসায়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। [পূর্ব্বে পৃথিবীর বহুস্থানেই দাসব্যবসায় ছিল। ইউরোপের কোন কোন স্থানে অল্পদিন পূর্ব্বেও এই ব্যবসায়ের প্রচলন ছিল। লোকে সামান্য অর্থলোভে মানুষ বিক্রয় করিত। বিক্রীত মানুষকে আজীবন ক্রেতা প্রভুর ইচ্ছাধীনে চলিতে হইত। ক্রীতদাসের বিবাহ হইলে তাহার যে পুত্রকন্যা জন্মিত, তাহাদিগকে মাতাপিতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিক্রয় করা হইত। কখন বা স্ত্রী হইতে স্বামীকে এবং স্বামী হইতে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্রেতা প্রভু গবাদি পশুর ন্যায় তাহাদিগকে বিক্রয় করিতেন। এক্ষণে এই ঘৃণিত ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে]।

দাসানুদাস—ভৃত্যের ভৃত্য। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

দাসী—ভৃত্যা, কর্ম্মকরী, চাকরাণী ; ধীবরী, শূদ্রা। দাস দেখ ; দাস শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

দাসীবৃত্তি—পরিচারিকার কার্য্য, চাকরাণীগিরি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

দাসেয়—দাসীর গর্ভজাত পুত্র। দাসী দেখ ; দাসী শব্দ + ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

দাসের—১। উষ্ট্র। দাস (দান করা) + এরক ক। ২। দাসীপুত্র। দাসী দেখ ; দাসী শব্দ + ষ্ণেয় অপত্যার্থে (ষ্ণেয় স্থানে এর)। পু।

দাস্য—দাসত্ব, ভৃত্যত্ব, পরসেবারূপ বৃত্তি। দাস দেখ ; দাস শব্দ + ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

দাস্যবৃত্তি—দাসত্বরূপ জীবিকা, চাকরী। রূপক। সং ; স্ত্রী।

দাহ—ভস্মীকরণ ; জ্বলন ; আভ্যন্তরিক যাতনা ; সন্তাপ। দহ (দগ্ধ করা, ইত্যাদি) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে দগ্ধ।

দাহক—১। দাহকারক, দহনকর্ত্তা। দহ (দগ্ধ করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দাহিকা। ২। রাংচিতা। সং ; পু।

দাহক্রিয়া—ভস্মীকরণ ; সৎকাররূপ কার্য্য, শবদেহ ভস্মীকরণ। দাহই ক্রিয়া, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

দাহন—পোড়ান ; সন্তাপ। ণিজন্ত দহ বা দাহি (পোড়ান, ইত্যাদি) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

দাহবতী—দাহবান্ দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

দাহবান্—দাহযুক্ত ; জ্বলন্ত। দাহ শব্দ + বতু = দাহবৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দাহবতী।

দাহিকা—দগ্ধকারিণী, দহনকর্ত্রী। দাহক দেখ; দাহক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।
দাহিকাশক্তি—যে শক্তি প্রভাবে অগ্ন্যাদি পদার্থ কাষ্ঠাদিকে দগ্ধ করিতে পারে [সমাসান্ত নহে; সমাসে দাহকশক্তি হয়]।
দাহিত—১। ভস্মীকারিত, যাহাকে ভস্ম করান হইয়াছে। ণিজন্ত দহ বা দাহি (ভস্ম করান) +ক্ত র্ম্ম। ২। সন্তাপিত; জাতদাহ। দাহ শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।
দাহী—দাহক, যে দগ্ধ করে। দহ+ণিন্ ক= দাহিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দাহিনী।
দাহ্য—দাহ করিবার যোগ্য বা শক্য, যাহা সহজে দগ্ধ করিতে পারা যায় এরূপ, দহনীয়, জ্বলনীয়। দহ (দগ্ধ করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ।
দাহ্যপদার্থ—যে সকল পদার্থ অগ্নিসংযোগ মাত্রেই জ্বলিয়া উঠে, যাহা সহজে দগ্ধ হয়। কর্ম্মধা। সং; পু।
দিক্—উত্তরাদি দশ দিক্ [দশদিক্ দেখ]; রীতি; দন্তক্ষতবিশেষ। দিশ (দান করা, ইত্যাদি)+ক্বিপ্ র্ম্ম=দিশ্, ১মার ১বচন। সং; স্ত্রী।
দিক্‌কন্যা—ব্রহ্মার দিগ্‌রূপিণী তনয়া। রূপক • কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
দিক্কর—শিব; যুবক। দিক্ দেখ; দিশ্ শব্দ (দিক্)—কৃ (করা)+ট ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দিক্করী।
দিক্করী—যুবতী। দিক্কর দেখ; দিক্কর+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
দিক্‌পতি, দিক্‌পাল—১। পূর্ব্বাদি দশ দিকের রক্ষক; ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋ´ত, বরুণ, বায়ু, কুবের, মহাদেব, ব্রহ্মা, অনন্ত, পূর্ব্বাদিক্রমে এই দশ। ২। সূর্য্য, শুক্র, মঙ্গল, রাহু, শনি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি পূর্ব্বাদিক্রমে এই আট। ৬তৎ। সং; পু।
দিক্‌শূল—গ্রহাদির অশুভজনক অবস্থিতি; দিথিশেষে গমনে নিষিদ্ধ বার। সং; স্ত্রী। দিক্‌শূলের নিয়ম এই,—

"শুক্রাদিত্যদিনে ন বারুণদিশং
ন জ্ঞে কুজে চোত্তরাম্,
মন্দেন্দোশ্চ দিনে ন শক্রক্কুভং
যাম্যাং গুরৌ ন ব্রজেৎ।"

অর্থাৎ শুক্রবার ও রবিবারে পশ্চিম দিকে, বুধ ও মঙ্গলবারে উত্তর দিকে, শনি ও সোমবারে পূর্ব্ব দিকে এবং বৃহস্পতিবারে দক্ষিণ দিকে গমন করিবে না।
দিগক্ষরা—ছন্দোবিশেষ [ছন্দঃ দেখ]।
দিগন্ত—দিকসমূহের শেষভাগ। ৬তৎ। সং; পু।
দিগন্তচুম্বিত—দিকের প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। দিগন্ত দেখ; দিগন্ত হইয়াছে চুম্বিত যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।
দিগন্তপ্রসারিত—দিকের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তারিত ৭তৎ। বিণ; ত্রি।
দিগন্তর—১। দিগবকাশ। দিকের অন্তর (অবকাশ), ৬তৎ। ২। অন্য দিক্। কর্ম্মধা (নিত্য)। সং: ক্লী।
দিগন্তবিলীন—দিকের শেষ ভাগে লয় প্রাপ্ত; দিগন্তব্যাপ্ত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।
দিগন্তব্যাপী—দিকের প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্তিশালী। দিগন্ত—বি—আপ+ণিন্ ক=দিগন্তব্যাপিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দিগন্তব্যাপিনী।
দিগম্বর—১। বিবস্ত্র, উলঙ্গ। বিণ; ত্রি। ২। অন্ধকার। দিক্ রূপ অম্বর, রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ৩। মহাদেব; বৌদ্ধবিশেষ। দিক্ হইয়াছে অম্বর (বসন) যাহার, বহু। সং; পু।
দিগম্বর মিত্র—(রাজা)। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কোন্নগর গ্রামে জন্ম। বাল্যকালে ইনি কলিকাতা শ্যামপুকুরে পিতা শিবচরণ মিত্রের নিকট থাকিয়া হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। প্রথমে ইনি মুর্শিদাবাদের কালেক্টারের অধীনে আমিনের কার্য্য করেন, পরে কাসিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। রাজা প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া ইহাঁকে কাসিমবাজারের বিপুল রাজসম্পত্তির ম্যানেজার পদে উন্নীত করেন। তৎকালে কোন সাময়িক পত্রে এই কথাটি প্রচারিত হয় যে, রাজা কৃষ্ণনাথ দিগম্বরকে লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। কথাটি বাস্তবিক সত্য নহে, কিন্তু রাজা এই সংবাদপাঠান্তে সত্য সত্যই দিগম্বরকে লক্ষ টাকা দান করিলেন। এই টাকা মূলধন করিয়া দিগম্বর নীল ও রেসমের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। প্রথম প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন বটে, কিন্তু স্বীয় বুদ্ধিবলে উত্তরকালে লাভবান্ হইয়া ২৪ পরগণা, যশোহর, বাখরগঞ্জ ও কটক জেলায় জমিদারী ক্রয় করিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। পরে এই সভার সভাপতিও হইয়াছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সংক্রামক জ্বরের কারণ অনুসন্ধান উদ্দেশে একটি কমিশন গঠিত হয়। দিগম্বর ইহার অন্যতম সদস্য থাকিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, রেলওয়ে হইয়া মাঠের স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী অবরুদ্ধ হওয়াতে ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। মতটি তখন গৃহীত হয় নাই, কিন্তু উত্তরকালে ইহার সত্যতা অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় দিগম্বর গভর্ণমেণ্টকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি ক্রমান্বয়ে তিনটি বঙ্গের ছোট লাট কর্ত্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে মনোনীত হন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতার সরিফ পদে অধিষ্ঠিত হন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম এই পদ লাভ করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী ইনি সম্রাট্ এডওয়ার্ড সমক্ষে প্রকাণ্ড দরবারে সি, এস, আই, উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। পর বৎসর ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে এপ্রেল ইহাঁর দেহত্যাগ ঘটে। ঠিক ঐ দিনে ইনি রাজা উপাধি লাভ করেন। জমিদারী ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে ইহাঁর ভূয়োদর্শন ছিল।
দিগম্বরী—১। কালী; দুর্গা। দিগম্বর দেখ; দিগম্বর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। বিবস্ত্রা। বিণ; স্ত্রী।
দিগ্‌গজ—ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম, সুপ্রতীক, এই আট দিক্ হস্তী। ৬তৎ। সং; পু।
দিগ্দর্শন, দিগ্দর্শনযন্ত্র—দিঙ্‌নির্ণায়ক যন্ত্র, যে যন্ত্রের সাহায্যে অকূল সমুদ্রাদিতে দিক্ নির্ণয় করিতে পারা যায়, কারণ ঐ যন্ত্রস্থ চৌম্বকশলাকা নিয়ত উত্তরাভিমুখী থাকে, কম্পাস। সং; ক্লী।
দিগ্‌দিগন্ত—দিক্‌সমূহ ও বিদিক্‌সমূহ। দিগ্‌দ্বয়ের অন্ত দিগন্ত, ৬তৎ (দুই দিকের শেষ প্রান্ত অর্থাৎ কোণ); দিক্ (পূর্ব্বাদি) ও দিগন্ত (ঈশানাদি কোণ), দ্বন্দ্ব। সং; পু।
দিগ্ধ—১। মিশ্রিত; লিপ্ত। দিহ (লেপন করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। বিষাক্ত বাণ। সং; পু। ৩। লেপন। দিহ+ক্ত ভা। সং।
দিগ্‌ভ্রম—দিগ্‌বিষয়ে ভ্রান্তি, একদিকে অন্যদিক্ বোধ করা, দিশাভুল। ৭তৎ। সং; পু।
দিগ্বসন—দিগম্বর, উলঙ্গ। দিক্ হইয়াছে বসন (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
দিগ্বসনা—দিগম্বরী, বিবস্ত্রা। দিগ্বসন+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।
দিগ্বস্ত্র—১। বিবসন, উলঙ্গ। দিক্ হইয়াছে বস্ত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। শিব; বৌদ্ধবিশেষ। সং; পু।
দিগ্বাসাঃ—১। বিবস্ত্র, উলঙ্গ। দিক্ হইয়াছে বাসঃ (বস্ত্র) যাহার ইতি বহুব্রীহি সমাসে দিগ্বাসস্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। শিব; বৌদ্ধবিশেষ। সং; পু।
দিগ্বিজয়—সকল দিক্ জয় করা, অর্থাৎ যুদ্ধাদি দ্বারা নানা দিকে আপনার ক্ষমতা ও আধিপত্য সংস্থাপন। ৬তৎ। সং; পু।
দিগ্বিজয়ী—দিগ্বিজয়কারী, যুদ্ধাদি দ্বারা নানাদিকে আধিপত্য-স্থাপক। দিক্ দেখ; দিশ্ শব্দ (দিক্)—বি—জি (জয় করা)+ণিন্ ক=দিগ্বিজয়িন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

দিগ্বিদিক্—দিক্ ও বিদিক্ ; দিক্—পূর্ব্ব, উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম, এই চারি ; বিদিক্—ঈশান, অগ্নি, নৈঋ‌ত, বায়ু এই চারি; (তাৎপর্য্যার্থ) হিতাহিত, কাণ্ডাকাণ্ড, ভালমন্দ। দ্বন্দ্ব। সং ; স্ত্রী।

দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞান—দিক্ ও বিদিকের (কোণের) জ্ঞানের ন্যায় সহজ জ্ঞান বা অনায়াসলভ্য জ্ঞান (গুরুলঘুজ্ঞান, হিতাহিতজ্ঞান, ন্যায়ান্যায়জ্ঞান, ইত্যাদি)। দিগ্বিদিক্ দেখ ; দিগ্বিদিকের বা দিগ্বিদিকে জ্ঞান, ৬তৎ বা ৭তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; ক্লী।

দিঙ্মণ্ডল—দিক্‌রূপ চক্র। রূপক কর্ম্মধা।

দিঙ্মাত্র—১। সামান্য, অল্পমাত্র। দিক্ হইয়াছে মাত্রা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। একদেশ। সং ; ক্লী। [ত্রি।

দিত—ছিন্ন। দো (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ;

দিতি—১। দক্ষরাজের অন্যতমা কন্যা, কশ্যপের ভার্য্যা, ইঁহারই গর্ভে দৈত্যগণের জন্ম হয়। দো+তিক্ ক। ২। ছেদন, খণ্ডন। দো (ছেদন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

দিতিজ—দৈত্য, দানব, অসুর। দিতি শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। সং ; পু।

দিতিসুত—দৈত্য। ৬তৎ। সং ; পু।

দিৎসা—দানেচ্ছা, দান করিবার বাসনা। সনন্ত দা (দিতে ইচ্ছা করা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে দিৎসু।

দিৎসু—দানেচ্ছু ; দান করিতে ইচ্ছুক। সনন্ত দা (দিতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে দিৎসা।

দিদৃক্ষমান—দর্শনলাভেচ্ছু। সনন্ত দৃশ (দেখিতে ইচ্ছা করা)+শান ক। বিণ ; ত্রি।

দিদৃক্ষা—দর্শনেচ্ছা। সনন্ত দৃশ (দেখিতে ইচ্ছা করা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে দিদৃক্ষু।

দিদৃক্ষু—দর্শনেচ্ছু। সনন্ত দৃশ (দেখিতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে দিদৃক্ষা।

দিধি—ধীরতা, ধৈর্য্য। ধা (ধারণ করা)+কি ভা। সং ; পু।

দিধিষু—১। পুনর্ভূপতি, দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রীর স্বামী। দিধি দেখ ; দিধি শব্দ (ধৈর্য্য)—সো (নাশ করা)+কু ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দিধিষূ, দিধিষ্। ২। পুনর্ভূ, দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রী। সং ; স্ত্রী।

দিধিষূ—পুনর্ভূ, দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রী। দিধিষু দেখ। সং ; স্ত্রী।

দিন—সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কাল, দিবাভাগ, দিবস ; এক সূর্য্যোদয় হইতে অব্যবহিত পরবর্ত্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কাল, অহোরাত্র। দী (ক্ষয় হওয়া)+ডিন ক। সং ; ক্লী।

দিনকর, দিনকৃৎ—সূর্য্য। দিন দেখ ; দিন শব্দ—কৃ (করা)+ট, ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

দিনকর রাও—রাজা স্যার (Raja Sir Dinkar Rao) ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। ইনি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে ডিসেম্বর রত্নগিরি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে ইনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পূর্ব্বে ইনি সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। দিনকর গোয়ালিয়ার রাজসরকারে প্রথমে সামান্য হিসাবরক্ষকরূপে প্রবেশ করেন। উত্তরকালে (১৮৫১ খ্রীঃ) ইনি এই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। এই পদ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে পরিত্যাগ করেন। মন্ত্রিত্ব সময়ে ইনি রাজ্যের বহুবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সিপাহিবিদ্রোহের সময় গোয়ালিয়রের মহারাজকে ইংরাজপক্ষে রাখিয়া বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপ ইনি বেনারস জেলায় একটি জমিদারী জায়গীর স্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়রের মন্ত্রিত্ব ত্যাগের কিছুকাল পরে ইনি ঢোলপুর রাজ্যের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দিনকর বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য স্বরূপে মনোনীত হন এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কে, সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বরোদার গাইকোবাড়ের বিচার জন্য যে একটী বিচারকসমিতি গঠিত হয়, তাহাতে তিনজন ভারতবাসী স্থান পাইয়াছিলেন—জয়পুরাধিপতি, গোয়ালিয়রাধিপতি এবং দিনকর রাও। ইহা দিনকর রাওয়ের পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে রাজা উপাধি দেওয়া হয় এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এই উপাধি বংশগত হইল বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী দিনকর দেহত্যাগ করেন।

দিনকরাত্মজ—শনি ; যম। দিনকরের আত্মজ (পুত্র), ৬তৎ। সং ; পু।

দিনকরাত্মজা—যমুনা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

দিনক্ষয়—সায়ংকাল, সন্ধ্যা ; ত্র্যহস্পর্শ। ৬তৎ। সং ; পু।

দিনদগ্ধা—বারতিথির যোগবিশেষ। রবিবারে দ্বাদশী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী, বুধবারে তৃতীয়া, বৃহস্পতিবারে ষষ্ঠী, শুক্রবারে দ্বিতীয়া (মতান্তরে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা), এবং শনিবারে সপ্তমী তিথি হইলে তাহাকে দিনদগ্ধা কহে। দিনদগ্ধায় যাত্রাদি শুভকার্য্য নিষিদ্ধ।

দিননাথ—সূর্য্য। ৬তৎ। সং ; পু।

দিনপাত—দিনযাপন, দিন কাটান ; সংসারযাত্রানির্ব্বাহ। ৬তৎ। সং ; পু। [পু।

দিনমণি—সূর্য্য। দিনের মণি স্বরূপ, ৬তৎ। সং ;

দিনমান—দিবসের পরিমাণ [সাধারণতঃ ৩০ দণ্ড বা ১২ ঘণ্টা কাল দিনের পরিমাণরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু বৎসরের মধ্যে দুই দিন মাত্র (১০ই আশ্বিন ও ১০ই চৈত্র) দিনের পরিমাণ এইরূপ থাকে। অন্য সময়ে কখনও হ্রস্ব, কখনও বা দীর্ঘ হইয়া থাকে। ১০ই পৌষ দিনের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস এবং ১০ই আষাঢ় সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়া থাকে]। দিনের মান (পরিমাণ), ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দিনযাপন—দিন অতিবাহিত করা, দিন কাটান। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; স্ত্রী।

দিনযামিনী—দিবা ও রাত্রি ; সর্ব্বক্ষণ। দ্বন্দ্ব।

দিনাত্যয়—দিবাবসান ; সায়ংকাল। দিনের অত্যয় (অতিগমন), ৬তৎ, পক্ষে দিনের অত্যয় হয় যে সময়ে, বহু। সং ; পু।

দিনাদি—প্রত্যূষ, প্রাতঃকাল। দিনের আদি, ৬তৎ। সং ; পু।

দিনান্ত—সায়ংকাল, সন্ধ্যা। ৬তৎ। সং ; পু।

দিনান্তক—অন্ধকার। দিনের অন্তক (নাশক), ৬তৎ। সং ; পু। [পু।

দিনাবসান—দিনান্ত, সায়ংকাল। ৬তৎ। সং ;

দিনেশ—সূর্য্য। ৬তৎ। সং ; পু।

দিনোদয়—দিবসের প্রকাশ, দিনের আগমন ; সুদিনের উপস্থিতি। ৬তৎ। সং ; পু।

দিলীপ—সূর্য্যবংশীয় জনৈক নৃপ। ইনি সর্ব্বাংশে আদর্শ নরপতি ছিলেন। ইঁহার মহিষী সুদক্ষিণাও ইঁহার অনুরূপ গুণসম্পন্না ছিলেন। দীর্ঘ কাল অনপত্য থাকায়, ইঁহারা অতিশয় মনঃক্লেশে ছিলেন। অবশেষে কুলগুরু বশিষ্ঠের উপদেশে কামধেনু নন্দার সেবায় নিযুক্ত হইলে ইঁহাদের রঘু নামক দেশবিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

দিলু—জনৈক নৃপ। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের অতি নিকটে একটি নূতন নগরী নির্ম্মাণ করাইয়া আপনার নামানুসারে তাহার নাম দিল্লী রাখেন, এবং তথায় রাজধানী স্থাপন করেন।

দিব, দিব্—১। স্বর্গ। দিব (ক্রীড়া করা)+ক, ক্বিপ্ অধি। ২। আকাশ। দিব (দীপ্ত পাওয়া)+ক, ক্বিপ্ ক। সং ; প্রথমটি ক্লী ও দ্বিতীয়টী স্ত্রী।

দিবস—দিবা, দিন। দিব (ক্রীড়া করা)+অসচ্ অধি। সং ; পু ও ক্লী।

দিবসকর—সূর্য্য। দিবস শব্দ—কৃ (করা)+ট ক। অথবা দিবসে কর (কিরণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

দিবসমুখ—প্রভাতসময়। দিবসের মুখ (আরম্ভ কাল), ৬তৎ। সং; ক্লী।

দিবসরজনী—দিনযামিনী দেখ।

দিবসাত্যয়—দিবাবসান, দিনক্ষয়; সায়ংকাল। দিবসের অত্যয় (নাশ), ৬তৎ। সং; পু.।

দিবস্পতি—স্বর্গাধিপতি, ইন্দ্র। দিব্ শব্দ ষষ্ঠীর একবচনে দিবঃ; দিবঃ (স্বর্গের) পতি, অলুক্ ৬তৎ। সং; পু। [অধি। ব্য।

দিবা—দিনে: দিন। দিব (ক্রীড়া করা)+ডা

দিবাকর—সূর্য্য। দিবা (দিন)—কৃ (করা)+ ট ক। সং; পু।

দিবাচর—১। দিবসে জীবিকার্থ ভ্রমণকারী। দিবা শব্দ—চর+টক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। চণ্ডাল; পক্ষিবিশেষ। সং; পু।

দিবাতন—দিনভব, দিবসীয়। দিবা দেখ; দিবা +ষ্টন ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

দিবানিদ্রা—দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া, দিনে ঘুমান। ৭তৎ। সং; স্ত্রী। দিবানিদ্রা কামজ ব্যসনের অন্তর্গত বলিয়া উহা সেবন করা অকর্ত্তব্য। চিকিৎসাশাস্ত্রে কথিত আছে—দিবসে নিদ্রা গেলে কফের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রায় কোন দোষ হয় না। যাহাদের দিবানিদ্রা অভ্যাস, তাহাদের দিবানিদ্রা না হইলে বাতাদি ত্রিদোষ কুপিত হয়। ব্যায়াম, স্ত্রীসহবাস, পথবাহন, অশ্বারোহণ করিলে, অতীসার, শূল, শ্বাস, হিক্কা, বাত, মদাত্যয়, ও অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হইলে, এবং ক্লান্ত তৃষিত, শিশু, বৃদ্ধ, ক্ষীণ, উপবাসী বা রাত্রিজাগরণকারী হইলে দিবানিদ্রা কর্ত্তব্য। দিবসে আহারান্তে নিদ্রায় বাত-পিত্ত নাশ, কফের বৃদ্ধি এবং দেহের পুষ্টি হয়।

[দি]বানিশ, দিবারাত্র—১। অহোরাত্র, রাতদিন। দিবা ও নিশি বা রাত্রি, দ্বন্দ্ব। সং; পু। ২। সর্ব্বদা, অনুক্ষণ। ব্য। ক্রি-বিণ।

[দি]বানিশি—দিন ও রাত্রিতে, অর্থাৎ সর্ব্বকালে। দিবা ও নিশ্ শব্দে দ্বন্দ্ব, পরে ৭মীর ১বচন। অথবা অসমস্ত পদদ্বয়। দিবা= দিনে, নিশি=রাত্রিতে। সংস্কৃত ভাষায় নিশা ও নিশ্ শব্দের ৭মীর ১বচনে নিশি হয়।

[দি]বান্ধ—১। দিবসে দৃষ্টিহীন, দিন-কাণা। দিবা দেখ; দিবা (দিনে) অন্ধ, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। ২। পেচক। সং; পু।

[দি]বাভীত—চোর; পেচক; চন্দ্র। দিবা দেখ। ৭তৎ। সং; পু।

[দি]বামণি—সূর্য্য। দিবার মণি (রত্ন সদৃশ), ৬তৎ। সং; [illegible] [সং; ক্লী।

[দি]বামধ্য—মধ্যাহ্ন, দিনের মধ্যভাগ। ৬তৎ।

[দি]বারাত্র—দিবানিশ দেখ।

দিবাবসু—সূর্য্য। দিবা দেখ; দিবা (দিনে) বসু (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

দিবাশয়—দিবানিদ্রাকারী। দিবা দেখ; দিবা (দিনে) শয় (শয়নকারী), ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

দিবাস্বপ্ন—দিবানিদ্রা, দিনে ঘুমান। দিবানিদ্রা দেখ; ৭তৎ। সং; পু।

দিবোকাঃ, দিবৌকাঃ—স্বর্গের অধিবাসী, দেবতা। দিব্ পক্ষান্তরে দিব (স্বর্গ) হইয়াছে ওকঃ (বাসস্থান) যাঁহার ইতি বহুব্রীহি সমাসে দিবোকস্ বা দিবৌকস্, ১মার ১বচন। (দিবোকস্ শব্দটী সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। মল্লিনাথ প্রভৃতির মতে উভয় পক্ষেই দিবৌকস্ হইবে)। সং; পু।

দিবোদাস—১। কাশীরাজ। ইহাঁর পিতার নাম সুদেব। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে দিবোদাস বারাণসীপুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজ্য-স্থাপন করেন। কিছুকাল পরে হৈহয়গণ ঐ পুরী আক্রমণ করিলে, ইনি প্রবলপরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াও শেষে পরাজিত হন। অতঃপর ইনি ভরদ্বাজমুনির শরণাগত হইলে, তিনি ইহাঁর একটি মহাবীর্য্যবান্ পুত্রের নিমিত্ত যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞের ফলে প্রতর্দ্দনের জন্ম হইলে, তিনি হৈহয়দিগকে পরাভূত করিয়া পিতৃরাজ্য নিষ্কণ্টক করেন। বিশ্বেশ্বর অনেক কৌশলে দিবোদাসের নিকট হইতে বারাণসী গ্রহণ করেন। ২। বিখ্যাত চিকিৎসক। কথিত আছে যে, ইনি ভাস্করের নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করেন। চিকিৎসাদর্শন নামক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ ইহাঁরই প্রণীত। দিব্ শব্দের ষষ্ঠীর ১বচনে দিবঃ, দিবঃ (স্বর্গের) দাস, অলুক্ ৬তৎ। সং; পু।

দিব্য—১। স্বর্গীয়; আকাশোৎপন্ন, আকাশীয়; মনোহর, সুন্দর, কমনীয়; উৎকৃষ্ট। দিব্ দেখ; দিব্+য্য। বিণ; ত্রি। ২। শপথ; লবঙ্গ; চন্দন। সং; ক্লী।

দিব্যচক্ষুঃ—১। অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী, দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়সমূহও অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে দর্শনক্ষম; সুলোচন, সুন্দর চক্ষু-বিশিষ্ট। দিব্য দেখ; দিব্য হইয়াছে চক্ষুঃ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। কৃষ্ণ; অন্ধজন। সং; পু। ৩। অতি সুন্দর চক্ষুঃ; অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শনশক্তি। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দিব্যজ্ঞান—উৎকৃষ্ট বোধ; স্বর্গীয় জ্ঞান; তত্ত্ব-জ্ঞান। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দিব্যদর্শী—দিব্যচক্ষুঃ, অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী। দিব্য দেখ; দিব্য শব্দ—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক =দিব্যদর্শিন্, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি।

দিব্যনদী—স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। দিব্যা যে নদী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

দিব্যনারী—স্বর্বেশ্যা, অপ্সরাঃ। কর্ম্মধা। সং;

দিব্যরত্ন—বাঞ্ছিত ফলদায়ক মণিবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

দিব্যরথ—বিমান; ব্যোমযান, বেলুন্। কর্ম্মধা।

দিব্যবস্ত্র—১। উত্তম বসন, ভাল কাপড়; সূর্য্যশোভা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। উৎকৃষ্ট বসনধারী। দিব্য হইয়াছে বস্ত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দিব্যা—১। স্বর্গীয়া। দিব্য দেখ; দিব্য শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উপনদী বিশেষ। সং; স্ত্রী। [ক্লী।

দিব্যাস্ত্র—শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, স্বর্গীয় অস্ত্র। কর্ম্মধা। সং;

দিব্যোদক—শিশির; বৃষ্টির জল। দিব্য (অন্ত-রীক্ষ সম্বন্ধীয়) যে উদক (জল), কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দিশা—উত্তরাদি দিক্; রীতি; দন্তক্ষতবিশেষ। দিশ (দান করা, ইত্যাদি)+ক্বিপ্ র্ম্ম, স্ত্রী-লিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

দিশাহারা—দিগ্‌ভ্রান্ত; কার্য্যাকার্য্য নির্ণয়ে অসমর্থ; অনবধান; "কি করিতে কি করে তাহার স্থিরতা নাই" এরূপ। দেশজ শব্দ।

দিশ্য—দিগ্‌ভব; দিক্ হইতে আনীত। দিক্ দেখ; দিশ্ শব্দ (দিক্)+য্য। বিণ; ত্রি।

দিষ্ট—১। প্রদর্শিত; দত্ত; আদিষ্ট, উপদিষ্ট। দিশ (আদেশ করা, দান করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। কাল। সং; পু। ৩। ভাগ্য, অদৃষ্ট। সং; ক্লী।

দিষ্টান্ত—মৃত্যু। দিষ্ট দেখ; দিষ্টের (ভাগ্যের) অন্ত (শেষ), ৬তৎ। সং, পু।

দিষ্টি—১। উপদেশ; আনন্দ; পরিমাণবিশেষ। দিশ+ক্তি ভা। ২। ভাগ্য; সুদ; উৎসব। দিশ (আদেশ করা)+ক্তি র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

দিষ্ট্যা—আনন্দে, হর্ষে; মঙ্গলে; ভাগ্যক্রমে। দিষ্টি দেখ; দিষ্টি শব্দ ৩য়ার ১বচন। ব্য।

দীক্ষক—দীক্ষাদাতা, মন্ত্রদাতা; উপদেষ্টা। দীক্ষ (অভিষিক্ত করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে দীক্ষা।

দীক্ষা—উপদেশ; যজ্ঞ; সংস্কার; ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ ["দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ। তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ব-দর্শিভিঃ॥" অর্থাৎ অত্যন্ত জ্ঞান প্রদত্ত হয়, এবং সঞ্চিত পাপের ক্ষয় হয় বলিয়া তত্ত্বদর্শী মুনিগণ ইহাকে দীক্ষা নামে অভিহিত করিয়াছেন। দীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, পতি সিদ্ধমন্ত্র না হইলে পত্নীকে দীক্ষা দিতে পারিবে না। পিতা, পুত্র কন্যাকে এবং ভ্রাতা, ভ্রাতা ভগিনীকে মন্ত্র দিবে না। পিতা, মাতামহ, কনিষ্ঠ সহোদর, এবং বৈরীপক্ষীয় মন্ত্রগ্রহণ নিষিদ্ধ। তন্ত্রোক্ত দীক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত কাল এবং স্থানের নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু সিদ্ধ মন্ত্র সকল কালে সকল স্থানেই গ্রহণ করিতে পারা যায়]; প্রবর্ত্তনা;

কাব্যের নিয়ম ; নিয়ম বা সঙ্কল্প করিয়া কোনও বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া। দীক্ষ (উপদেশ দেওয়া) + অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে দীক্ষিত।

দীক্ষা-গুরু—ইষ্টদেব : মন্ত্রদাতা, মন্ত্রাদির উপদেষ্টা। দীক্ষা দাতা গুরু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

দীক্ষাগ্রহণ—ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করা, দীক্ষিত হওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

দীক্ষান্ত—যজ্ঞসমাপ্তি। দীক্ষা দেখ। ৬তৎ।

দীক্ষিত—গৃহীতমন্ত্র, যাহার মন্ত্র গ্রহণ হইয়াছে এরূপ ; সংস্কৃত ; উপদিষ্ট ; কর্ম্মে সঙ্কল্পপূর্ব্বক কৃতসংযম ; নিয়ম বা সঙ্কল্পপূর্ব্বক কোনও বিষয়ে প্রবৃত্ত। দীক্ষ (উপদেশ দেওয়া) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে দীক্ষা। স্ত্রীলিঙ্গে দীক্ষিতা।

দীক্ষিতা—দীক্ষাপ্রাপ্তা, যে রমণী মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছে। দীক্ষিত দেখ ; দীক্ষিত + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দীধিতি—রশ্মি, কিরণ। দীধী (দীপ্তি পাওয়া) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

দীধিতিমান্—কিরণমালী, সূর্য্য। দীধিতি দেখ। দীধিতি শব্দ + মতু অস্ত্যর্থে = দীধিতিমৎ, ১মার ১বচন। সং ; পু।

দীন—দরিদ্র, দুঃখী ; দুঃখিত ; হীন ; শোচ্য ; সন্তপ্ত ; ভীত ; ক্ষুব্ধ ; কাতর। দী (দীন হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দীনা। বিশেষ্যে দীনতা, দৈন্য।

দীনতা—দীনের ভাব, দরিদ্রতা, দৈন্য ; কাতরতা। দীন দেখ ; দীন শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী। [ঈশ্বর। ৬তৎ। সং ; পু।

দীননাথ—দরিদ্রের আশ্রয় ; নারায়ণ, ভগবান্,

দীনবন্ধু—দরিদ্রের সখা বা সহায় ; নারায়ণ, ভগবান্, ঈশ্বর। ৬তৎ। সং ; পু।

দীনবন্ধু মিত্র—বঙ্গের খ্যাতনামা নাটককার। পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী চৌবেড়িয়া গ্রামে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধুর জন্ম। ইনি শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়া, পরে হুগলি কলেজে ও অবশেষে কলিকাতার হিন্দু কলেজে পাঠ সমাপ্ত করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ডাকবিভাগের কার্য্যে প্রবিষ্ট হন, এবং অতি অল্পকাল মধ্যে শ্রমশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়া ১৫০৲ টাকা বেতনে ডাকবিভাগের অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent) নিযুক্ত হন। এই পদে ইনি ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ডাকবিভাগের কর্ত্তা হইয়া লুসাই যুদ্ধে গমন করেন। ইঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর বহুমূত্ররোগে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ছাত্রাবস্থা হইতে দীনবন্ধু বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিতেন। তাৎকালিক প্রসিদ্ধ প্রভাকরসম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত ইঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। পাঠ্যাবস্থায় ইনি মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিয়া প্রভাকর পত্রে প্রকাশ করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু "নীলদর্পণ" নাটক রচনা করেন। এই নাটক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে লঙ্ সাহেব ইংরাজীতে অনুবাদ করায় দেশমধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। ইহার জন্য লঙ্ সাহেবের কারাদণ্ড পর্য্যন্ত হয়। যাহা হউক, এই নীলদর্পণের ফলে কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষু সমধিক প্রস্ফুটিত হওয়ায় নীলকরদিগের অত্যাচার অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। অতঃপর দীনবন্ধু "নবীন তপস্বিনী," "সধবার একাদশী" "লীলাবতী" "কমলেকামিনী" প্রভৃতি নাটক, "জামাইবারিক" প্রভৃতি প্রহসন, এবং "দ্বাদশ কবিতা" ও "সুরধুনী কাব্য" নামক পদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রাজকার্য্য উপলক্ষে ইনি নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া সেই সেই দেশবাসিগণের ভাষা ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, ইঁহার রচিত গ্রন্থসমূহে ইনি সেই অভিজ্ঞতার প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। ইঁহার নাট্যাদিতে সন্নিবেশিত অনেক ঘটনা ও চরিত্র প্রকৃতমূলক। হাস্যরসে দীনবন্ধুর সমকক্ষ বঙ্গভাষার লেখকদিগের মধ্যে নাই বলিলেও হয়। ইনি "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় কয়েকটি কবিতা ও গল্প লিখিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রগণ সকলেই কৃতবিদ্য ও ভাল চাকুরী করেন।

দীনভাব—দীনতা, দৈন্য। ৬তৎ। সং ; পু।

দীনভাবাপন্ন—দৈন্যযুক্ত। দীনভাবকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

দীনবৎসল—দরিদ্রের প্রতি স্নেহশীল। দীনে বৎসল, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

দীনসত্ত্ব—১। হীনপ্রাণী। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। হীনবল। বহু। বিণ ; ত্রি।

দীনহীন—অতি দরিদ্র, নিতান্ত দুঃখী। দীন হইতে হীন, ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

দীনা—১। দরিদ্রা ; দুঃখিনী ; দুঃখিতা ; শোচ্যা ; কাতরা ; হীনা। দীন দেখ ; দীন + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মূষিকা। সং ; স্ত্রী।

দীনার—স্বর্ণমুদ্রা, সুবর্ণের অলঙ্কার, সোণার গহনা। দীন শব্দ – ঋ (গমন করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

দীনেশচন্দ্র সেন—১৭৮৮ শকে কার্ত্তিক মাসে ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জের অধীন কাজুরী গ্রামে মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র সেন ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। দীনেশচন্দ্র ঢাকা কলেজ হইতে বি এ পাশ করিয়া ত্রিপুরা জিলা স্কুলে হেড্ মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর কিছুদিনের জন্য হবিগঞ্জ স্কুলেও শিক্ষকতা করেন। এই সময়ে ইনি "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। এই "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" লিখিতে ইঁহাকে বহুবর্ষব্যাপী প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, পুঁথি সংগ্রহ করিবার জন্য বঙ্গদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" দীনেশচন্দ্রের অক্ষয়কীর্ত্তি। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের এমন উৎকৃষ্ট ইতিহাস আর নাই। এই গ্রন্থ দীনেশচন্দ্রকে অমর করিয়া রাখিবে। এই গ্রন্থ রচনার জন্য ইনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তিলাভ করিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন,—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ; তিন বন্ধু ; বেহুলা ; সতী ; ফুল্লরা ; রামায়ণী কথা।

দীপ—প্রদীপ ; আলোকপ্রকাশক। দীপ (দীপ্ত হওয়া) + ক ক। সং ; পু।

দীপক—১। কুঙ্কুম ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। ণিজন্ত দীপ বা দীপি (দীপ্ত করান) + ণক ক। সং ; ক্লী। ২। প্রদীপ ; সঙ্গীতের রাগবিশেষ। সং ; পু। ৩। প্রকাশক ; উত্তেজক, উদ্দীপক ; শোভাজনক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দীপিকা।

দীপঙ্কর—৯৮০ খ্রীঃ অব্দে গৌড় নগরে কালী কিঙ্কর নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে, কমলাবতী নাম্নী ব্রাহ্মণীর গর্ভে দীপঙ্করের জন্ম হয়। ইনি যথাসময়ে গুরুগৃহে অবস্থিতি করিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন। এবং যৌবনারম্ভে সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হন। অল্পকাল পরেই ইনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মানুশীলন আরম্ভ করেন। এই সময়েই ইনি হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তত্তৎশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন। ইহার পরে যোগসাধনার জন্য ধর্ম্মরক্ষিতের নিকট বৌদ্ধমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

অনন্তর, তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্মালোচনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান ব্রহ্মদেশে বহুকষ্টে গমন করিয়া, চন্দ্রকীর্ত্তিনাম[illegible]নৈক বৌদ্ধযাজকের নিকট যোগশিক্ষার্থে দ্বাদশ বৎসর অবস্থিতি করেন। দীপঙ্কর উল্লিখিত দ্বাদশ

বৎসরের পরে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন; পরে ইনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া ধর্ম্মপালরূপে মনোনীত হন। ক্রমে তদীয় গুণবত্তা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। রাজা ন্যায়পাল তদীয় বিদ্যাবত্তা ও ধার্ম্মিকতা দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপন রাজধানী বিক্রমশীলার প্রধান যাজক করিতে অভিলাষী হন, কিন্তু দীপঙ্কর তাহাতে অসম্মত হইলেন।

এই সময়ে হ্লা লামাও নামে এক রাজা তিব্বতদেশের থোলিং নগরে রাজত্ব করিতেন। তৎপ্রেরিত বৌদ্ধধর্ম্মশিক্ষার্থিগণ দীপকিঙ্করকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য অনেকবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। উক্ত রাজাও উহাঁকে স্বদেশে লওয়াইবার জন্য বহু লোক ও বহু অর্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দীপঙ্কর কিছুতেই সম্মত হন নাই।

পূর্ব্বোক্ত রাজার মৃত্যুর পরে তদীয় সন্তানগণ বহু যত্ন করিয়া দীপঙ্করকে তিব্বতে লইয়া যান। তখন তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর। তথায় তিনি ১৫ বৎসর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারপূর্ব্বক ১০৫৩ খ্রীঃ অব্দে জৈয়স নগরে মানবলীলা সংবরণ করেন। জৈয়স নগরী বর্ত্তমান লাসা নগরীর সন্নিহিত।

দীপন—১। উদ্দীপন, উত্তেজন। ণিজন্ত দীপ বা দীপি (দীপ্ত করান) + অনট্ ভা। ২। কুঙ্কুম, টগর গাছের মূল। সং; ক্লী। ৩। ময়ূরশিখা; পলাণ্ডু। সং; পু। ৪। প্রকাশক; উদ্দীপক, উত্তেজক। বিণ; ত্রি।

দীপনির্ব্বাণ—প্রদীপ নিভিয়া যাওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দীপনীয়—১। দীপনযোগ্য, যাহাকে জ্বালাইতে বা উদ্দীপ্ত করিতে হইবে। ণিজন্ত দীপি + অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। যমানী; ঔষধ বর্গবিশেষ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

দীপমালা—দীপসমূহ; ছন্দোবিশেষ। ৬তৎ।

দীপবতী—নদীবিশেষ। এই নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া শৃঙ্গাটক পর্ব্বতের পশ্চিমভাগে কামাখ্যায় প্রবাহিত হইয়াছে। সং; স্ত্রী।

দীপবৃক্ষ—দীপাধার, পিলসুজ প্রভৃতি। দীপ ধারক বৃক্ষ (বৃক্ষবৎ পদার্থ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

দীপশলাকা—দিয়াশলাই। সং; স্ত্রী।

দীপশিখা—প্রদীপের শীস্। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দীপাগার—আলোকগৃহ। ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দীপান্বিতা—কার্ত্তিকমাসীয় অমাবস্যা, এই দিনে দিবাভাগে পিতৃলোকের তর্পণ ও শ্রাদ্ধ এবং রাত্রিকালে দেবগৃহাদি দীপমালায় সুশোভিত করিতে হয়। ইহার অপর নাম দীপালী, দেওয়ালী। দীপের দ্বারা অন্বিতা (যুক্তা), ৩তৎ। সং; স্ত্রী।

দীপালী—দেওয়ালী [দীপান্বিতা দেখ]। সং স্ত্রী। [পু।

দীপালোক—প্রদীপের আলো। ৬তৎ। সং;

দীপালোকিত—প্রদীপ দ্বারা আলোকিত, দীপালোকে জ্যোতির্ম্ময়। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

দীপাবলী—প্রদীপসমূহ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দীপিকা—১। প্রকাশিকা; উদ্দীপিকা। দীপক দেখ; দীপক শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রদীপ; জ্যোৎস্না; গ্রন্থবিশেষ; রাগিণীবিশেষ। সং; স্ত্রী।

দীপিত—প্রজ্বলিত; প্রকাশিত; উদ্দীপিত। ণিজন্ত দীপ বা দীপি (দীপ্ত করান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে দীপন। স্ত্রীলিঙ্গে দীপিতা।

দীপ্ত—১। দীপ্তিযুক্ত; উজ্জ্বল; জ্বলিত; দগ্ধ; প্রকাশিত। দীপ (দীপ্ত করা) + ক্ত র্ম্ম; বিণ; ত্রি। ২। স্বর্ণ; হিঙ্গু। সং; ক্লী।

দীপ্তক—স্বর্ণ। দীপ্ত + কণ্। সং; ক্লী।

দীপ্তকীর্ত্তি—১। প্রদীপ্তযশাঃ, যাহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত হইয়াছে। বহু। বিণ; ত্রি। ২। কার্ত্তিকেয়। সং; পু।

দীপ্তকেতু—১। দীপ্তধ্বজযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি। ২। নৃপতিবিশেষ; দক্ষসাবর্ণি মনুর পুত্রবিশেষ। সং; পু।

দীপ্তজিহ্বা—উল্কামুখী, শৃগালীবিশেষ। দীপ্তা হইয়াছে জিহ্বা যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

দীপ্তমূর্ত্তি—১। বিষ্ণু। সং; পু। ২। সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিযুক্ত। দীপ্তা মূর্ত্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দীপ্তলোচন—১। উজ্জ্বল নেত্রবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ২। বিড়াল। সং; পু।

দীপ্তাগ্নি—১। প্রজ্বলিত হুতাশন। কর্ম্মধা। ২। অগস্ত্য ঋষি। দীপ্ত (উত্তেজিত) হইয়াছে অগ্নি (জঠরানল) যাহার, বহু। সং; পু। ৩। তীক্ষ্ণ জঠরানলযুক্ত। বিণ; ত্রি।

দীপ্তাঙ্গ—১। উজ্জ্বল অবয়ব। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। উজ্জ্বল অবয়ববিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ৩। ময়ূর। সং; পু।

দীপ্তি—শোভা, সৌন্দর্য্য, কান্তি; তেজঃ, প্রভা। দীপ (দীপ্ত হওয়া) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে দীপ্ত।

দীপ্তিমতী—দীপ্তিমান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

দীপ্তিমান্—প্রভাশালী, ভাস্বর, উজ্জ্বল; শোভাবিশিষ্ট। দীপ্তি দেখ; দীপ্তি শব্দ + মতু অস্ত্যর্থে = দীপ্তিমৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দীপ্তিমতী।

দীপ্য—১। দীপ্তিযোগ্য, প্রকাশযোগ্য। দীপ (দীপ্তি পাওয়া) + য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। ময়ূরশিখা; রুদ্রজটা, জীরক; যমানী। সং; পু।

দীপ্যমান—যাহা দীপ্তি পাইতেছে এরূপ, ভাস্বৎ, উজ্জ্বল। দীপ (দীপ্তি পাওয়া) + শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দীপ্যমানা।

দীপ্র—দীপ্তিশালী; তীক্ষ্ণ। দীপ (দীপ্ত হওয়া) + র ক। বিণ; ত্রি।

দীয়মান—যাহা দেওয়া হইতেছে এরূপ। দা (দেওয়া) + শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দীয়মানা।

দীর্ঘ—১। আয়ত, লম্বা; অধিক। দৃ (বিদারণ করা) + ঘক্ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে দৈর্ঘ্য। ২। দ্বিমাত্রাবিশিষ্ট স্বরবর্ণ; শালবৃক্ষ। সং; পু।

দীর্ঘ একাবলী—ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

দীর্ঘকণ্ঠ—১। লম্বকণ্ঠ। দীর্ঘ হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বক পক্ষী। সং; পু।

দীর্ঘকন্দ—মূলক, মূলো। দীর্ঘ হইয়াছে কন্দ যাহার, বহু। সং; ক্লী।

দীর্ঘকাণ্ড—১। অতিবৃহৎ ব্যাপার। কর্ম্মধা। ২। গুণ্ড তৃণ। বহু। সং; পু। [পু।

দীর্ঘকীল, দীর্ঘকীলক—আখরোট গাছ। সং;

দীর্ঘকেশ—১। লম্বা চুলবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ২। লম্বা চুল। কর্ম্মধা। ৩। ভাল্লুক। সং; পু।

দীর্ঘগতি—১। দ্রুতগামী; বহুদূর গমনে সমর্থ। দীর্ঘা গতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। উষ্ট্র। সং; পু।

দীর্ঘগ্রীব—১। লম্বা গ্রীবাবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ২। উষ্ট্র; বক। সং; পু।

দীর্ঘচম্পকাবলি—ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

দীর্ঘজঙ্ঘ—১। লম্বা জঙ্ঘাবিশিষ্ট। দীর্ঘা হইয়াছে জঙ্ঘা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। উষ্ট্র; বক। সং; পু।

দীর্ঘজিহ্ব—সর্প; দানববিশেষ। দীর্ঘা হইয়াছে জিহ্বা যাহার, বহু। সং; পু।

দীর্ঘজীবিনী—দীর্ঘজীবী দেখ।

দীর্ঘজীবী—দীর্ঘায়ুঃ, অধিককাল জীবনধারণকারী। দীর্ঘ শব্দ (দীর্ঘকাল) – জীব (বাঁচিয়া থাকা) + ণিন্ ক = দীর্ঘজীবিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দীর্ঘজীবিনী।

দীর্ঘতপাঃ—১। দীর্ঘকাল তপঃসাধক। দীর্ঘ হইয়াছে তপঃ যাহার, বহুব্রীহি সমাসে দীর্ঘতপস্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। গোতম ঋষি; নৃপবিশেষ। সং; পু।

দীর্ঘতমাঃ—১। বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্যের ঔরসে তৎপত্নী মমতার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। খুল্লতাত বৃহস্পতির শাপে ইনি অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাহা হইলেও ইনি তপশ্চরণ দ্বারা ধর্ম্মমার্গে বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। অতঃপর প্রদ্বেষী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ-

কন্যার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। তাহার গর্ভে ইহাঁর গৌতমাদি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গোধর্ম্ম আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রদ্বেষী ইহাঁকে নানাপ্রকারে বিস্তর কষ্ট দিয়া অবশেষে নদীতে নিক্ষেপ করেন। ২। ধন্বন্তরির পিতা, কাশীরাজের পুত্র। সং ; পু।

দীর্ঘত্রিপদী—ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

দীর্ঘদর্শী—১। দূরদর্শী ; জ্ঞানী, পণ্ডিত। দীর্ঘ শব্দ—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক=দীর্ঘদর্শিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি। ২। গৃধ্র, কারণ গৃধ্র অনেক দূর হইতে দেখিতে পায় ; ভল্লুক। সং ; পু।

দীর্ঘদৃষ্টি—১। পণ্ডিত ; দূরদর্শী। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। দূরবীক্ষণযন্ত্র, দূরবীণ। সং ; স্ত্রী।

দীর্ঘনাদ—১। দীর্ঘ শব্দকারী ; যাহার কণ্ঠস্বর বহুদূর পর্য্যন্ত যায়। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। শঙ্খ। সং ; পু।

দীর্ঘনিঃশ্বাস—সবলে পাতিত নিঃশ্বাস, দুঃখাদি হেতু জোরে যে নিঃশ্বাস ফেলা যায়। কর্ম্মধা। সং ; পু।

দীর্ঘনিদ্রা—দীর্ঘসময়ব্যাপিনী নিদ্রা ; চিরনিদ্রা, মরণ, মৃত্যু। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

দীর্ঘপক্ষ—১। বিস্তৃত পাখা। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। বিস্তৃত পক্ষবিশিষ্ট। দীর্ঘ পক্ষ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

দীর্ঘপদ—১। লম্বা পা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। লম্বা পদবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

দীর্ঘপাদ—কঙ্কপক্ষী, হাড়গেলা পাখী ; বক পক্ষী। বহু। সং ; পু।

দীর্ঘপুণ্ড্র—১। লম্বা ফোঁটা। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। লম্বা ফোঁটাবিশিষ্ট। দীর্ঘ হইয়াছে পুণ্ড্র যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

দীর্ঘপৃষ্ঠ—সর্প। দীর্ঘ হইয়াছে পৃষ্ঠ যাহার, বহু।

দীর্ঘমারুত—হস্তী। দীর্ঘ হইয়াছে মারুত (নিশ্বাস-বায়ু) যাহার, বহু। সং ; পু।

দীর্ঘরাগা—হরিদ্রা। দীর্ঘ (দীর্ঘকালস্থায়ী) রাগ (রঙ্) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

দীর্ঘরাত্র—বড় রাত্রি, লম্বা রাত ; বহুকাল। কর্ম্মধা। সং ; পু।

দীর্ঘরোমা—১। লম্বালোমবিশিষ্ট। দীর্ঘ হইয়াছে রোম (রোমন্) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে দীর্ঘরোমন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। ২। ভল্লুক ; ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র ; শিবানুচরবিশেষ। সং ; পু।

দীর্ঘবিলম্বিত—আয়তভাবে লম্বমান, বিস্তৃতরূপে ঝুলিয়া পড়িয়াছে এরূপ। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

দীর্ঘসত্র—১। বহুকালসাধ্য যজ্ঞ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। বহুকালসাধ্য যজ্ঞকারী। বহু। বিণ ; ত্রি।

দীর্ঘসূত্র—চিরক্রিয়, বিলম্বে কার্য্যকারী, 'যাচ্চি যাব হচ্চে হবে কর্চ্চি ক'রবো' এইরূপ ভাবাপন্ন। দীর্ঘ হইয়াছে সূত্র যাহার, বহু বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে দীর্ঘসূত্রতা।

দীর্ঘসূত্রতা—বিলম্বে কার্য্যকারিতা, চিরক্রিয়তা সত্বর কর্ম্মসাধনে অপ্রবৃত্তি বা আলস্য, 'যাচ্চি যাব হচ্চে হবে কর্চ্চি ক'রবো' এই-রূপ ভাব। দীর্ঘসূত্র দেখ ; দীর্ঘসূত্র+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

দীর্ঘসূত্রী—চিরক্রিয়, বিলম্বে কার্য্যকারক। দীর্ঘ যে সূত্র, কর্ম্মধা। দীর্ঘসূত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে= দীর্ঘসূত্রিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। [কাহারও মতে এই পদটী অশুদ্ধ, কেননা বহুব্রীহি সমাস দ্বারাই যখন অর্থ প্রতীতি হয়, তখন কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া তাহার উত্তর ইন্ করিবার আবশ্যক কি ? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে, এখানে লম্বা সূতো বা তদ্বিশিষ্ট বুঝাইতেছে না। এস্থলে নিন্দার্থে ইন্ প্রত্যয় করিতে হইয়াছে]।

দীর্ঘাকার, দীর্ঘাকৃতি—১। দীর্ঘ অবয়ব-বিশিষ্ট। দীর্ঘ হইয়াছে আকার বা আকৃতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। দীর্ঘ অব-য়ব। কর্ম্মধা। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

দীর্ঘায়ত—দীর্ঘভাবে বিস্তৃত, অধিকতর দৈর্ঘ্য-সম্পন্ন। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

দীর্ঘায়ুঃ—১। দীর্ঘজীবী ; বহুকাল জীবনধারণ-কারী। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। মার্কণ্ডেয় মুনি ; কাক ; শাল্মলী বৃক্ষ। সং ; পু। ৩। দীর্ঘজীবন। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [শরীর ও জীবাত্মার সংযোগকে জীবন এবং তদবচ্ছিন্ন কালকে আয়ুঃ বলা যায়। এই আয়ুর হিতকর ও অহিতকর দ্রব্য এবং সেই দ্রব্য-সমূহের গুণকর্ম্মাদি অবগত হইয়া আয়ুষ্কর দ্রব্য সেবন এবং অনায়ুষ্কর দ্রব্য পরিত্যাগ করিলে দীর্ঘায়ুঃ লাভ করা যায়]।

দীর্ঘায়ুরস্তু—"দীর্ঘ আয়ুষ্কাল হউক"; বা "আপনি দীর্ঘজীবী হ ন", এইরূপ আশীর্ব্বচন। দীর্ঘায়ুঃ+অস্তু (হউক বা হউন) ; অস্তু সংস্কৃত ক্রিয়াপদ। বাঙ্গালায় সমস্ত পদটি অব্যয় বলিয়া ধরিলেও চলে।

দীর্ঘিকা—তিনশত ধনুপরিমিত জলাশয়, বৃহৎ পুষ্করিণী, দীঘী। দীর্ঘ দেখ ; দীর্ঘ শব্দ+ কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

দীর্ণ—১। খণ্ডিত, বিদারিত। দৃ (বিদারণ করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। ভগ্ন ; ভীত। দৃ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

দীব্যমান—খেলা করিতেছে এরূপ ; ক্রীড়ক ; ক্ষেপক। দিব (ক্রীড়া করা)+শতৃ, তাচ্ছীল্য অর্থে শতৃ স্থানে শান। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দীব্যমানা।

দুঃ [দুর্, দুস্]—দুষ্ট ; নিন্দিত ; নিষিদ্ধ ; দুঃখ। দো (ছেদন করা)+ডুর্, ডুস্ ক। ব্য।

দুঃখ, দুঃখ্থ—১। ক্লেশ, কষ্ট, তাপ ; দুর্দ্দশা ; দৈন্য। দুঃখ (ক্লেশ দেওয়া বা পাওয়া)+ অল্ ভা। সং ; ক্লী। ২। দুঃখজনক, ক্লেশ-কর। দুঃখ+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

দুঃখত্রয়—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধি-ভৌতিক, এই তিন প্রকার দুঃখ। সং ; ক্লী।

দুঃখদগ্ধ—দুঃখরূপ অগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত, অত্যন্ত দুঃখিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

দুঃখনিবৃত্তি—দুঃখের উপশম, কষ্টের শান্তি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

দুঃখময়—দুঃখপরিপূর্ণ, ক্লেশপূর্ণ। দুঃখ শব্দ+ ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ। ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দুঃখময়ী।

দুঃখবিমোচন—দুঃখনিরাকরণ ; ক্লেশ দূরীকরণ। ৬তৎ বা ৫তৎ। সং ; ক্লী।

দুঃখশান্তি—দুঃখনিবৃত্তি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

দুঃখহর—দুঃখনাশক, ক্লেশনিবারক। হরণ করে যে সে হর, উপ=হৃ+অন্ ক। দুঃখের হর, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দুঃখহরা।

দুঃখহারী—(দুঃখহারিন্)। দুঃখনাশক। দুঃখ শব্দ—হৃ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দুঃখহারিণী।

দুঃখাভিঘাত—দারিদ্র্যাদি দ্বারা কৃত আঘাত ; দুঃখ যন্ত্রণা। দুঃখ কৃত আঘাত, মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

দুঃখিত—দুঃখী, দুঃখযুক্ত, অসুখী, ক্লিষ্ট। দুঃখ দেখ ; দুঃখ+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দুঃখিতা।

দুঃখিনী—দুঃখী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

দুঃখী—দুঃখিত, দুঃখভোগী ; হীনাবস্থ, দীন ; দুর্দ্দশাগ্রস্ত। দুঃখ দেখ ; দুঃখ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=দুঃখিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দুঃখিনী।

দুঃশল—ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। সং ; পু।

দুঃশলা—অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা। একশত পুত্রের পর গান্ধারীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। সিন্ধুরাজকুমার জয়দ্রথের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। কুরুক্ষেত্রসমরে জয়দ্রথ হত হইলে, দুঃশলা শিশুপুত্র সুরথকে রাজপদে অভি-ষিক্ত করিয়া স্বয়ং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করি-তেন। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ইনি তাঁহাকে রাজ্যশাসনভার অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জ্জুন সিন্ধুরাজ্যে উপস্থিত হইলে ভীরু সুরথ ভয়ে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তখন দুঃশলা অর্জ্জুনকে সমুদায় জ্ঞাপন করিলে, তিনি সুরথের পুত্রকে সিন্ধুরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। সং ; স্ত্রী। [খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দুঃশাস—দুর্দ্দমনীয়। দুর্—শাস (শাসন করা)

দুঃশাসন—১। অতি কষ্টে শাসনীয়। দুর্—

শাস+অন র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। দুঃখে শাসন। দুর্—শাস (শাসন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৩। দুর্য্যোধনের মধ্যম ভ্রাতা। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে তৎপত্নী গান্ধারীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি দুর্য্যোধনের অতিশয় অনুগত ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। ইনি জ্যেষ্ঠকে নিয়ত পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা দিতেন, এবং সর্ব্বদা তাঁহাদের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত থাকিতেন। যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় পরাস্ত হইলে, ইনি দুর্য্যোধনের আদেশে দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক রাজসভায় আনয়ন করেন, এবং তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বসন আকর্ষণ করিতে থাকেন, কিন্তু ভগবানের অপার মহিমায় ইনি তাহাতে অকৃতকার্য্য হন। এইরূপ দুরাচরণহেতু ভীম প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি যুদ্ধে দুঃশাসনের বক্ষঃ ভেদ করিয়া রুধির পান করিবেন। কুরুক্ষেত্রসমরের সপ্তদশ দিবসে ইনি ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, ভীম ইঁহাকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিয়া ইঁহার বক্ষঃস্থল বিদারণপূর্ব্বক রক্ত পান দ্বারা স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করেন। তাহাতেই দুঃশাসন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

দুঃশীল—দুষ্টস্বভাব, দুশ্চরিত্র। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দুঃশীলা। বিশেষ্যে দুঃশীলতা, দুঃশীলত্ব। বিপরীতার্থক শব্দ সুশীল।

দুঃসম—কুৎসিত, নিন্দনীয়। বিণ; ত্রি।

দুঃসময়—দুঃখময় সময়, দুরবস্থার সময়; অকাল, দুর্ভিক্ষ। সং; পু।

দুঃসহ—অতি কষ্টে সহনীয়, অসহনীয়, অত্যন্ত ক্লেশকর। দুর্—সহ (সহ্য করা)+খল্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ঃসাধ্য—কষ্টসাধ্য; দুষ্কর, অপ্রতিবিধেয়। দুর্—সাধ (সাধনা করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ঃসাহস—অনুচিত সাহস। সং; ক্লী।

ঃসাহসিক—অনুচিত সাহসী; অসমসাহসিক; দুঃসাহসসাধ্য। দুঃসাহস দেখ; দুঃসাহস শব্দ +ইক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে দুঃসাহসিকতা।

ঃসাহসিকতা—দুঃসাহসিকের ভাব, দুঃসাহস, অনুচিত সাহস। দুঃসাহসিক দেখ। দুঃসাহসিক শব্দ+তা ভাবে। সং; ক্লী।

ঃস্থ—দুরবস্থাপন্ন, দুর্দ্দশাগ্রস্ত; দরিদ্র; মূর্খ। দুর্—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দুঃস্থা। বিশেষ্যে দুঃস্থতা।

ঃস্থিত—দুঃখে অবস্থিত। দুর্—স্থা (থাকা) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দুঃস্থিতা।

ঃস্থিতি—দুঃখে অবস্থান; দুরবস্থা, দুর্দ্দশা; অস্থিরতা। দুর্—স্থা (থাকা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে দুঃস্থিত।

দুঃস্পর্শ—দুঃখে স্পর্শনীয়। দুর্—স্পৃশ (স্পর্শ করা)+খল্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুঃস্বপ্ন—অশুভসূচক স্বপ্ন, যে স্বপ্ন দেখিলে অমঙ্গল ঘটে বা ঘটিবে বলিয়া শঙ্কা হয়। পু।

দুকূল—ক্ষৌমবস্ত্র; সূক্ষ্মবস্ত্র; উত্তরীয় বাস, শুভ্রবস্ত্র। দুর—কূল (আবরণ করা)+ক ক। সং; ক্লী।

দুগ্ধ—১। ক্ষীর, দুধ। দুহ+ক্ত র্ম্ম। সং; ক্লী। ২। দোহন। দুহ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

দুগ্ধপাচন—দুধ জ্বাল দিবার পাত্র। দুগ্ধ—ণিজন্ত পচ বা পাচি+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

দুগ্ধপোষ্য—১। দুগ্ধ দ্বারা প্রতিপাল্য, একমাত্র দুগ্ধ খাইয়া জীবনধারণ করে এরূপ। ৩৩৫। বিণ; ত্রি। ২। অতি শিশু। সং; পু।

দুগ্ধফেন—দুধের ফেনা। ৬৩৫। সং; পু।

দুগ্ধফেননিভ—দুধের ফেনার মত শুভ্র ও কোমল। দুগ্ধের ফেন, ৬তৎ, তৎ সদৃশ, নিত্য। অথবা দুগ্ধফেনের নিভার (দীপ্তির) ন্যায় নিভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দুগ্ধবতী—দুগ্ধবিশিষ্টা, দুগ্ধদায়িনী। দুগ্ধ শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

দুগ্ধা—যাহাকে দোহন করা যায় এরূপ। দুহ (দোহন করা)+ক্ত র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ।

দুত—পরিতপ্ত; গত। দু (অনুতাপ করা, গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

দুন্দুভি—১। পাশক। দুন্দু (অনুকরণ শব্দ) —ভা (দীপ্তি পাওয়া, শব্দ করা)+ডি ক। সং; স্ত্রী। ২। বৃহৎ ঢক্কা, নাগরা; বরুণ; রাক্ষসবিশেষ। সং; পু। ৩। দৈত্যবিশেষ। এই অসুর মহাকায় ও প্রভূত বলশালী ছিল। বলদৃপ্ত হইয়া দুন্দুভি একদা যুদ্ধার্থ সমুদ্রের নিকট গমন করে। বরুণ ইহাকে হিমালয়ের নিকট যাইতে বলেন। তদনুসারে অসুর হিমালয়ের নিকট 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া উপস্থিত হইলে, নগরাজ পরাভব স্বীকার করিয়া ইহাকে কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালীর নিকট গমন করিতে উপদেশ দেন। কপিরাজের সহিত অসুরের ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সমরে বালী জয়ী হন, দুন্দুভি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মায়াবী।

দুরক্ষ—১। কপট পাশা; দুষ্ট দ্যূত। সং; পু। ২। দুষ্টনেত্রবিশিষ্ট। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে অক্ষি (নেত্র) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দুরক্ষর—কঠোর অক্ষরযুক্ত, অত্যন্ত রূঢ়। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে অক্ষর যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দুরক্ষরা।

দুরক্ষর-বাণী—কঠোর বর্ণপূর্ণ বচন, অতি রূঢ় বাক্য। দুরক্ষরা বাণী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দুরতিক্রম, দুরতিক্রমণীয়—অলঙ্ঘ্য; দুর্লঙ্ঘ্য; দুর্জ্জয়; দুস্তর; অসাধ্য। দুর্—অতি—ক্রম (গমন)+খল্, অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুরত্যয়—দুর্বিনাশ্য; দুস্তর; দুরতিক্রম। দুর্ (দুঃখে) হয় অত্যয় (নাশ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

:—১। দুর্ভাগ্য, পোড়া কপাল: পাপ। দুর্ (দুষ্ট) যে অদৃষ্ট (ভাগ্য), কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। হতভাগ্য। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে অদৃষ্ট যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দুরধিগম—যাহা অতি কষ্টে জানা যায় বা পাওয়া যায় এরূপ; দুর্গম; দুষ্প্রাপ্য; দুর্জ্জ্ঞেয়। দুর (দুঃখে) হয় অধিগম (প্রাপ্তি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দুরধিগম্য—দুর্গম; দুর্জ্জ্ঞেয়; দুষ্প্রাপ্য। দুর্—অধি—গম (গমন করা, প্রাপ্ত হওয়া)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুরন্ত—দুর্দ্দান্ত, দুষ্ট, অবাধ্য; দুষ্টাবসান; পরিশেষে ক্লেশকর; দুর্জ্জ্ঞেয়; গম্ভীর। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে অন্ত (শেষ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দুরপনেয়—দুর্মোচনীয়; যাহার অপনয়ন বা অপনোদন করা দুঃসাধ্য। দুর্—অপ—নী (লইয়া যাওয়া)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুরভিগ্রহ—অতিক্লেশে গ্রহণীয়; বহু চেষ্টায় জ্ঞেয়। দুর্ (দুষ্কর) হইয়াছে অভিগ্রহ (গ্রহণ বা জ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দুরভিসন্ধি—১। মন্দ অভিপ্রায়। দুষ্ট অভিসন্ধি, নিত্য। সং; পু। ২। মন্দ অভিপ্রায়বিশিষ্ট। দুষ্ট হইয়াছে অভিসন্ধি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দুরবগম্য—দুর্জ্জ্ঞেয়। দুর্—অব—গম+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুরবগাহ—দুর্জ্জ্ঞেয়; দুর্ব্বোধ, জটিল; দুষ্প্রবেশ্য; দুরধিগম। দুর (দুঃখে) হয় অবগাহ (অন্তঃপ্রবেশ) যাহাতে, বহু। বিণ।

দুরবস্থ—মন্দ অবস্থাবিশিষ্ট; দুঃস্থ; দুর্দ্দশাগ্রস্ত। দুর্ (দুঃখজনক) হইয়াছে অবস্থা যাহার, বহু; অথবা, দুর্—অব—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি। [স্ত্রী।

দুরবস্থা—দুর্দ্দশা, ক্লেশকর অবস্থা, দৈন্য। সং;

দুরাকাঙ্ক্ষ—দুরাশাগ্রস্ত; অনুচিত-উচ্চাভিলাষী, কিছুতেই যাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না এরূপ। দুর্ (নিন্দিত, অনুচিত) হইয়াছে আকাঙ্ক্ষা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দুরাকাঙ্ক্ষা—দুরাশা, দুষ্ট আকাঙ্ক্ষা, অনুচিত উচ্চাভিলাষ, দুষ্প্রাপ্য বস্তুলাভের অভিলাষ। নিত্য। সং; স্ত্রী।

দুরাক্রম্য—কষ্টে আক্রমণীয়, যাহা আক্রমণ করা দুঃসাধ্য। দুর্—আ—ক্রম (গমন করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুরাগ্রহ—১। মন্দ অভিলাষ, দুষ্ট অভিনিবেশ। দুর্ (দুষ্ট) যে আগ্রহ, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। দুষ্ট-আগ্রহযুক্ত ; দুশ্চেষ্ট। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে আগ্রহ যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি।

দুরাচরণীয়—দুঃখে আচরণীয়, অতিক্লেশে অনুষ্ঠেয়। দুর্—আ—চর+অনীয় র্ম্ম। বিণ।

দুরাচার—১। দুষ্ট আচার, দুর্ব্যবহার, কদাচার, দুর্বৃত্ততা। দুর্ (দুষ্ট) যে আচার, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। দুষ্টাচারী, দুর্ব্যবহারকারী, কদাচারী, দুর্বৃত্ত। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে আচার (আচরণ) যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি।

দুরাত্মা—দুষ্টস্বভাব ; দুর্বৃত্ত ; দুষ্টচিত্ত, পাপাশয় ; উৎপীড়ক ; নির্দ্দয়। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে আত্মা যাহার, বহ। বিণ ; পু।

দুরাধর্ষ—দুর্দ্দম্য, দুর্দ্ধর্ষণীয় ; অক্ষোভ্য। দুর্—আ—ণিজন্ত ধৃষ বা ধর্ষি (প্রগল্‌ভ করা) +খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দুরানম—অতি কষ্টে নত করিতে পারা যায় এরূপ। দুর্—আ—নম (নম্র করা)+খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দুরাপ—দুর্লভ ; দুষ্প্রাপ্য। দুর্—আপ (পাওয়া)+খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দুরারোহ—অতি কষ্টে আরোহণ করা যায় যেখানে এরূপ ; দুর্গম ; অত্যুন্নত। দুর্ আ—রুহ (আরোহণ করা)+খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে দুরারোহতা।

দুরারোহতা—দুরারোহ দেখ।

দুরালভ—অতি কষ্টে লাভযোগ্য ; দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য। দুর—আ—লভ (লাভ করা)+খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দুরালাপ—১। দুষ্টবাক্য, কটুবচন, গালি। দুর্ (দুষ্ট) যে আলাপ, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। দুষ্টবক্তা, কটুভাষী। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে আলাপ (বাক্য) যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি।

দুরাশয়—১। মন্দ অভিপ্রায়যুক্ত, দুষ্টাভিপ্রায়, পাপাশয়, অসদুদ্দেশ্যযুক্ত ; দুরাকাঙ্ক্ষ। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে আশয় (অভিপ্রায়) যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি। ২। দুষ্ট অভিপ্রায়। কর্ম্মধা। সং ; পু।

দুরাশা—দুরাকাঙ্ক্ষা ; দুষ্ট বাসনা। সং ; স্ত্রী।

দুরাসদ—দুর্দ্ধর্ষ ; দুঃসহ ; দুষ্প্রাপ্য ; দুরধিগম। দুর্—আ—সদ+খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দুরিত—১। পাপ ; অনিষ্ট। দুর্—ই+ক্ত ভা। সং ; ক্লী। ২। পাপিষ্ঠ। দুর্—ই+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

দুরুক্ত—দুর্বাক্য, মন্দকথা, গালি। সং ; ক্লী।

দুরুচ্ছেদ—দুরপনেয় ; দুর্নিবার। দুর্ (দুঃখে) হয় উচ্ছেদ যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি।

দুরুত্তর—১। মন্দ উত্তর, দুষ্ট উত্তর। সং ; ক্লী। ২। দুস্তর, যাহা অতি কষ্টে পার হওয়া যায় এরূপ। দুর্—উৎ—তৃ (উত্তীর্ণ হওয়া)+খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দুরুধরা—সূর্য্য ও গ্রহান্তরের মধ্যস্থলে চন্দ্রের অবস্থিতিরূপ যোগ। সং ; স্ত্রী।

দুরুপসদ—দুর্গম ; দুষ্প্রাপ্য ; দুরধিগম ; দুঃসহ। দুর্—উপ—সদ (গমন করা, পাওয়া) +খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দুরুপস্থান—দুর্জ্জয় ; দুরভিগম্য। দুর্—উপ—স্থা (থাকা)+অনট্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দুরূহ—দুস্তর্ক্য ; দুজ্ঞেয় ; দুর্বোধ, কঠিন। দুর্—উহ (তর্ক করা)+খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে দুরূহত্ব।

দুরোদর—১। দ্যূত, পাশাক্রীড়া। দুর্ (দুষ্ট) —আ (সম্যক্) হইয়াছে উদর (অভ্যন্তর) যাহার, অথবা উদর পর্য্যন্ত (আ+উদর) ওদর, দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে ওদর (উদর পর্য্যন্ত) যাহার, বহ। সং ; ক্লী। ২। দ্যূতক্রীড়ক ; পণ ; পাশক। সং ; পু।

দুর্গ—১। অগম্য, দুর্গম। দুর্—গম (গমন করা) +ড র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। গড়, কেল্লা [দুর্গ ৬ প্রকার ; যথা—ধম্বদুর্গ, মহীদুর্গ, গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, মৃদ্দুর্গ ও বনদুর্গ]। সং ; ক্লী। ৩। অসুরবিশেষ, এই অসুর দুর্গা কর্ত্তৃক হত হয় ; মহাবিঘ্ন, ভববন্ধ, কুকর্ম্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয়, অতিরোগ। সং ; পু।

দুর্গকারক—দুর্গকর্ত্তা, দুর্গনির্ম্মাতা। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

দুর্গত—দুর্দ্দশাগ্রস্ত ; দুঃখী, দরিদ্র। দুর্—গম (গমন করা, পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে দুর্গতি।

দুর্গতি—দুরবস্থা, দুর্দ্দশা ; দারিদ্র্য ; নরক। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে দুর্গত।

দুর্গন্ধ—১। দুষ্টগন্ধ, পূতিগন্ধ, খারাপ গন্ধ। সং ; পু। ২। পূতিগন্ধবিশিষ্ট। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে গন্ধ যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি।

দুর্গন্ধী—(দুর্গন্ধিন্)। পূতিগন্ধবিশিষ্ট, ক্লেশজনক গন্ধযুক্ত। দুর্গন্ধ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দুর্গন্ধিনী। বিশেষ্যে দুর্গন্ধিতা, দুর্গন্ধিত্ব, দুর্গন্ধ।

দুর্গপতি—দুর্গাধ্যক্ষ, দুর্গরক্ষক, দুর্গেশ। ৬তৎ। সং ; পু।

দুর্গম—অতিকষ্টে গমন করা যায় যেখানে এরূপ, দুষ্প্রবেশ ; দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ ; দুর্বোধ। দুর্—গম (গমন করা)+খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দুর্গসঞ্চর—সেতু, সাকো, পুল। দুর্গ দেখ ; দুর্গ শব্দ (দুর্গম স্থান)—সম্—চর (গমন করা) +অল্ ণ। সং ; পু।

দুর্গা—মহাদেবী, পরমা প্রকৃতি, হরমহিষী। [সুরথ রাজার সময় হইতে ধরাধামে এই দেবীর পূজা-প্রথা চলিত হইয়াছে। তৎপরে রামচন্দ্র লঙ্কেশ্বর রাবণের বিনাশার্থে সৌরাশ্বিন মাসে ব্রহ্মার দ্বারা দেবীর বোধন করাইয়া দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন। শরৎকালে দেবদেবীগণ নিদ্রিত থাকেন বলিয়া তাঁহাকে অকালে বোধন করাইতে অর্থাৎ জাগাইতে হইয়াছিল। তদবধি এদেশে শারদীয়া পূজার আরম্ভ হইয়াছে]। দুর্—গম (গমন করা, পাওয়া)+ড র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, যাঁহাকে অতি দুঃখে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যে দেবীকে পাইতে কঠোর সাধনা করিতে হয়। দুর্গাদেবীর ভক্তগণ নানাজনে নানাভাবে দুর্গানামের ব্যুৎপত্তি সাধন ও অর্থ করিয়া থাকেন।

দুর্গাচরণ লাহা—(মহারাজ)। ইনি সপ্তগ্রামের সুবর্ণ বণিক্-বংশ-সম্ভূত। ইনি চুঁচুড়া সহরে অনুমান ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা প্রাণকৃষ্ণ লাহা পূর্ব্বে সামান্য কর্ম্ম করিয়া উত্তরকালে অনেক সওদাগর আফিসের মুৎসুদ্দি হইয়াছিলেন এবং ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নিজেও একটি সওদাগরী আফিস খুলিয়াছিলেন। দুর্গাচরণ বাল্যে কলিকাতা শিব ঠাকুরের গলিতে গোবিন্দ বসাকের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থে প্রবেশ করেন। দুই বৎসর কাল এইখানে থাকিয়া হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হন। এইখানে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ইঁহার সহপাঠী ছিলেন। কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত হইবার অগ্রেই ইঁহার পিতা বিষয়কার্য্য শিখাইবার জন্য ইঁহাকে নিজের আফিসে লইয়া যান। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যু হইলে দুর্গাচরণ আফিসের নেতা হইয়া ব্যবসায়ের সমধিক উন্নতি সাধন করেন। উত্তরকালে ইনি অনেকগুলি সওদাগর আফিসের মুৎসুদ্দি হইয়াছিলেন। ইনি বাণিজ্যে ও পরে জমিদারী ক্রয় করিয়া বিপুল সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কি ইংরাজ, কি দেশীয় সমাজে ইনি ধনী এবং তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। গভর্ণমেণ্টও অনেক সময় ইঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন। ইনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক এবং ১৮৮২ ও ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতার সরিফ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সি, আই, ই, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা, এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ইনি মহারাজ উপাধি লাভ করেন। এদেশীয়গণের মধ্যে ইনিই প্রথম পোর্ট-কমিশনার হইতে পারিয়াছিলেন। ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে ইনি দুইবার সভাপতিস্বরূপে বৃত হন। ১৯০৪

খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ ইনি পরলোক গমন করেন। ইঁহার দুই পুত্র—কৃষ্ণদাস ও হৃষিকেশ। উভয়েই বাণিজ্যকার্য্যে নিপুণ এবং পিতার ন্যায় সাধারণহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। কৃষ্ণদাস ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সরিফ পদ লাভ করেন। দুর্গাচরণের দুই ভ্রাতা শ্যামাচরণ ও জয়গোবিন্দও সাধারণ কার্য্যে যোগদান করিতেন এবং জ্যেষ্ঠের ন্যায় দানশীলতারও যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ডাক্তার। কলিকাতা তালতলানিবাসী প্রসিদ্ধ ডাক্তার। ইনি বারাকপুরের নিকট পৈতৃক বাসস্থান মণিরামপুর গ্রামে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়সে হিন্দুকলেজে শিক্ষার্থ প্রবিষ্ট হন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইনি সতীর্থগণের অপেক্ষা ইতিহাস ও গণিতে অধিকতর পারদর্শিতা দেখান। তৎপরে বিবাহিত হইয়া অনিচ্ছাসত্বে পিতৃকর্তৃক সল্ট্ বোর্ডের (Salt Board) অধীনে একটি সামান্য কর্ম্মে নিয়োজিত হন। দুর্গাচরণ একদিন উক্ত বোর্ডের দাওয়ান স্বনামখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজের পাঠতৃষ্ণার অতৃপ্ততার কথা জ্ঞাত করেন। দ্বারকানাথ দুর্গাচরণের পিতাকে ডাকাইয়া পুত্রকে আবার হিন্দুকলেজে অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করিতে বলেন। কলেজে প্রেরণ করা হইল বটে, কিন্তু অর্থের অসচ্ছলতা হেতু দুই এক বৎসর থাকিয়া শিক্ষা সমাপ্ত না করিয়া দুর্গাচরণ কলেজের শিক্ষা বন্ধ করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে সাহিত্য ও বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ পাঠে দুর্গাচরণ অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন। দুর্গাচরণ ২১ বৎসর বয়সে হেয়ার সাহেবের ইংরাজী বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন এবং সাহেবের অনুমতি লইয়া প্রত্যহ দুই ঘণ্টা কাল মেডিকেল কলেজে যাইয়া ডাক্তারী বিদ্যা শিখিতে লাগিলেন। ডাক্তারী শিক্ষা করিবার কারণ নিম্নে বিবৃত করা হইল। এক দিন বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালে শুনিলেন যে, ইঁহার স্ত্রী কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। গৃহে তৎক্ষণাৎ আসিয়া দেখিলেন যে, রোগীর অবস্থা বড়ই মন্দ। তখনই ডাক্তার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন, কিন্তু ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আসিবার পূর্ব্বেই রোগী প্রাণত্যাগ করে। দুর্গাচরণ ভাবিলেন যে, ঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা না হওয়াতেই তাঁহার স্ত্রীর প্রাণবিয়োগ ঘটে। সেই সময় হইতেই ইনি পিতার অমতেও চিকিৎসাশাস্ত্রশিক্ষায় যত্নবান্ হইলেন। জোন্স সাহেব হেয়ার স্কুলের অধ্যক্ষ হইয়া দুর্গাচরণকে যে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা সময় অবসর দেওয়া হইত, তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। দুর্গাচরণ অতঃপর শিক্ষকতা কার্য্য ত্যাগ করিয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষায় সমস্ত সময়ই নিযুক্ত করিলেন। ইনি পাঁচ বৎসর কাল মেডিকেল কলেজে শিক্ষা করেন। এই সময় বহুবাজারের নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় সাংঘাতিকরূপে রোগাক্রান্ত হন। সকল চিকিৎসক রোগীর জীবনাশা ত্যাগ করিলে দুর্গাচরণকে ডাকা হইল। ইনি যে ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন, তাহা নবাগত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জ্যাক্সনকে দেখান হইল। তিনি ঐ ব্যবস্থা অনুমোদন করিলেন। অল্প সময়ে রোগীর অবস্থা ভাল হইয়া আসিল দেখিয়া সাহেব আনন্দিত হইলেন, এবং দুর্গাচরণকে ডাকাইয়া তাঁহার কর-মর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "তুমি নেটিভ জ্যাক্সন্।" সেই সময় হইতে দুর্গাচরণের প্রসার প্রতিপত্তি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। নীলকমল বাবু আরোগ্য লাভ করিলে পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি বন্ধুর অনুরোধে দুর্গাচরণ ৮০৲ টাকা বেতনে কলিকাতা কেল্লার পাঞ্জাকির পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সকালে বৈকালে অবসর দিনে ইনি ডাক্তারী ব্যবসায় করিতে পারিবেন এরূপ ব্যবস্থা করিয়া লওয়া হইল। কিছুদিন পরে এ কার্য্য ত্যাগ করিয়া ৩৪ বৎসর বয়সে কেবলমাত্র চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে ইঁহার নামডাক এতই হইয়াছিল যে, যাঁহারা ইঁহার চিকিৎসা সাহায্য পাইতেন, তাঁহারা মনে করিতেন যে, স্বয়ং ধন্বন্তরীকে পাইলাম। ইনি এ ব্যবসায়ে যে নিপুণতা দেখাইয়াছিলেন ও সফলতালাভ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালাদেশের চিকিৎসক-ইতিহাসে দুর্লভ। ন্যূনাধিক ১০ বৎসর ব্যবসায় করিয়া ইনি লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কি ধনী, কি নির্ধন, যে কেহ ইঁহার চিকিৎসাপ্রার্থী হইতেন, ইনি সযত্নে সকল সময়ই তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতেন। আহার ও পরিচ্ছদ বিষয়ে ইঁহার কিছুমাত্র আড়ম্বর ছিল না। স্বাস্থ্যভঙ্গবশতঃ জীবনের শেষভাগে ইনি চিকিৎসা ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় ইনি অনেকটা মানসিক কষ্ট উপভোগ করিতেছিলেন, কারণ যদিও এই সময় ইঁহার মধ্যম পুত্র (এক্ষণে ভারত-বিখ্যাত) সুরেন্দ্রনাথ সিবিল সারভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, বয়োধিক্য জন্য ইঁহাকে নির্ব্বাচিত করা হইবে না, এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। দুর্গাচরণের মৃত্যুর পূর্ব্ব সপ্তাহে পুত্রের পত্রে অবগত হইয়াছিলেন যে, বিচারফলে তাঁহার অনুকূল হইবার আশা আছে। ইহাতে দুর্গাচরণ কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ইনি হঠাৎ নিউমোনিয়াযুক্ত জ্বরাক্রান্ত হন এবং ২২শে তারিখে মানবলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুর এক ঘণ্টা পরে সংবাদ আসে যে, সুরেন্দ্রনাথ বিজয়ী হইয়াছেন। দুর্গাচরণের আর এক পুত্র জিতেন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টার ব্যবসায়ী হইয়াছেন। শারীরিক বলের জন্য ইঁহার প্রসিদ্ধি আছে।

দুর্গাদাস দে—বাঙ্গালা ১২৭২ সালের ১৭ই শ্রাবণ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে কায়স্থ। কর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থায় ইনি কলিকাতা বাগবাজারে "মডেল স্কুল" প্রতিষ্ঠা করেন। এবং নয় বৎসরকাল এখানে শিক্ষাদান করেন। পরে "ষ্টার এজেন্সি" নামে একটি পুস্তকালয় খুলেন। "আদর্শ ব্যাকরণ" নামে একখানি স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ এই সময়ে ইনি প্রণয়ন করেন। 'মজলিস' নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়া ইনি ব্যঙ্গলেখকরূপে সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হন। নাট্যজগতে সুপ্রসিদ্ধ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অমৃতলাল বসু এই পত্রিকাতে অনেক সময়ে প্রবন্ধ লিখিতেন। "গল্পগুজব" নামে একখানি ধারাবাহিক পত্র প্রকাশিত করিয়া দুর্গাদাস স্বরচিত কয়েকটি গল্প ইহাতে নিবদ্ধ করেন। পরে "দুর্গাদাসের দপ্তর" নামে একখানি মাসিক রঙ্গ-পত্র প্রকাশিত করেন। বঙ্গীয় নাট্যালয়ের সংস্রবে আসিয়া ইঁহার নাট্যপরিচালন-জ্ঞান বিলক্ষণ জন্মে। এই কারণে ইনি ক্রমান্বয়ে সিটি, মিনার্ভা, ক্লাসিক, গ্র্যাণ্ড, প্রভৃতি থিয়েটারের কার্য্যাধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়াছিলেন। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া নাট্য-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ইঁহার রচিত পুস্তকের মধ্যে শ্রী, ছবি, জুবিলী-যজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, ল'বাবু, ও মহিলামজলিস বিশেষ প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সুবর্ণগোলক ও বিরহ বর্ণনা নামক দুইটি হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ সংযোজিত করিয়া দুর্গাদাস সুবর্ণগোলক নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৩১৮ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ইনি পুরীধামে ইহলোক ত্যাগ করেন।

দুর্গাদাস লাহিড়ী—ইঁহার পিতার নাম সুধারাম লাহিড়ী। ১২৭০ সালে ১৫ই বৈশাখ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চক ব্রাহ্মণবেড়িয়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণ। ইঁহার পিতা সাতিশয় নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। ইঁহাদের পৈতৃক বাসভবনে

সমারোহের সহিত দুর্গোৎসবাদি পর্ব্ব হইত। ইনি বাল্যকাল হইতেই অতিশয় প্রতিভাশালী। এক দিনেই ইঁহার বর্ণমালা অধিকৃত হয়। ১২৯৪ সালে ইনি "অনুসন্ধান" পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্র সাতিশয় যোগ্যতার সহিত ১৮ বৎসর কাল পরিচালিত হয়। এক্ষণে ইনি বঙ্গবাসী সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্য করিতেছেন। ইনি একজন সুলেখক। বাঙ্গালীর গান, স্বাধীনতার ইতিহাস, বঙ্গের ইতিহাস, রাণীভবানী প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদন দ্বারা ইনি বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থখানিতে ইনি যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠিত অন্নরক্ষিণী সভার ইনি একজন প্রধান উদ্যোগী। ইঁহার রসপূর্ণ বাগ্মিতায় অনেকেই মুগ্ধ। ইঁহার অধ্যবসায় অনুকরণীয়। এক্ষণে ইনি পৃথিবীর ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

দুর্গাধ্যক্ষ—দুর্গরক্ষক প্রধান সেনাপতি। ৬তৎ। সং ; পু।

দুর্গানবমী—কার্ত্তিকমাসীয় শুক্লনবমী, জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজার তিথি। সং ; স্ত্রী।

দুর্গাপূজা—দুর্গাদেবীর আরাধনা, শরৎকালীন মহাপূজা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [আশ্বিনের শুক্লা সপ্তমীতে আরম্ভ করিয়া দশমী পর্য্যন্ত এই পূজা কৃত হয়। প্রজাপতি ব্রহ্মা, মধু কৈটভ নামক অসুরের ভয়ে ভীত হইয়া প্রথমে এই পূজা করেন। পরে মহাদেব এই পূজা করিয়া ত্রিপুরাসুরকে নিহত করেন। অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মীহীন হইয়া দুর্গাপূজা করিয়া পুনরায় স্বাধিকার প্রাপ্ত হন। তৎপরে মহারাজ সুরথ শত্রুকর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া মেধস মুনির উপদেশানুসারে নদীতটে মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক পূজা করেন, এবং তাহার ফলে হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত ও জন্মান্তরে সাবর্ণি নামক মনু হন। শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধার্থ লঙ্কাধামে দুর্গাপূজা করিয়া দেবীর বরে রাবণকে বিনাশ করেন। ইহা মহাপূজা ও হিন্দুগণের পক্ষে একটী মহোৎসবরূপে পরিগণিত]।

দুর্গেশ—১। দুর্গাধিপতি। দুর্গের ঈশ (প্রভু), ৬তৎ। ২। শিব। দুর্গার (ঈশ), ৬তৎ। সং ; পু।

দুর্গেশ-নন্দিনী—১। দুর্গাধিপতির তনয়া। দুর্গের ঈশ, তাহার নন্দিনী, দুইবার ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। ২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় বিরচিত উপন্যাস গ্রন্থবিশেষ।

দুর্গোৎসব—দুর্গাদেবীর পূজা জন্য উৎসব [দুর্গাপূজা দেখ]। ৬তৎ। সং ; পু।

দুর্গ্রহ—১। দুঃখে গ্রহণীয় ; কষ্টে জ্ঞাতব্য। দুর্—গ্রহ্ (গ্রহণ ও জ্ঞান) + খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। দুষ্ট গ্রহ। নিত্য। সং ; পু।

দুর্গ্রহবশতঃ—মন্দ গ্রহজন্য, গ্রহদোষ হেতু। দুর্গ্রহ দেখ ; দুর্গ্রহের বশ, ৬তৎ ; তদুত্তরে তস্ ৫মী স্থানে (হেত্বর্থে ৫মী)। ব্য।

দুর্ঘট—যাহা অতি কষ্টে ঘটে এরূপ, দুঃসাধ্য। দুর্—ঘট (সঙ্ঘটন) + খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দুর্ঘটনা—অশুভ ঘটনা, আকস্মিক বিপৎপাত। নিত্য। সং ; স্ত্রী।

দুর্জন—দুষ্টলোক ; খল, ক্রূর ; নিষ্ঠুর ব্যক্তি। দুঃ জন, নিত্য। সং ; পু।

দুর্জয়—যাহা বা যাহাকে জয় করা দুঃসাধ্য, অজেয় ; দুর্দ্দমনীয়। দুর্—জি (জয় করা) + খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দুর্জাত—১। যাহা সম্পূর্ণরূপে জন্মে নাই এরূপ ; অসম্পূর্ণজাত, অসম্যক্ জাত। দুর্—জন (জন্মা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। দুরদৃষ্ট ; দুর্ভাগ্য ; ব্যসন। সং ; পু।

দুর্জ্ঞেয়—দুঃখে জ্ঞাতব্য ; যাহা জানা বড়ই কঠিন। দুর্ (দুঃখে) জ্ঞেয়, নিত্য, অথবা দুর্—জ্ঞা (জানা) + য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দুর্জ্ঞেয়া। বিশেষ্যে দুর্জ্ঞেয়ত্ব। বিপরীতার্থক শব্দ সুজ্ঞেয়।

দুর্দমনীয়, দুর্দম্য—অশাসনীয় ; যাহা বা যাহাকে দমন করা দুঃসাধ্য, দুর্বৃত্ত, দুর্জয় ; অশান্ত, দুরন্ত। দুর্—দম (দমন করা) + অনীয়, য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দুর্দ্দর্শ—অতি কষ্টে দর্শনীয়, দুর্নিরীক্ষ্য। দুর্—দৃশ (দেখা) + খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দুর্দ্দশা—দুর্গতি, দুরবস্থা ; কষ্ট। নিত্য। সং ; স্ত্রী।

দুর্দ্দশাগ্রস্ত—অতিশয় দুর্গত, দুরবস্থায় পতিত। দুর্দ্দশা কর্ত্তৃক গ্রস্ত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

দুর্দান্ত—দুর্দ্দমনীয়, অশান্ত, দুরন্ত। দুর্—দম (দমন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দুর্দিন—বিপৎপূর্ণ দিন ; মেঘাচ্ছন্ন দিন ; বর্ষণ, বাদল। নিত্য। সং ; ক্লী।

দুর্দৈব—১। দুরদৃষ্ট, দুর্ভাগ্য ; দুর্ঘটনা। দুষ্ট দৈব (অদৃষ্ট), নিত্য। ২। পাপ। দুর্ (দুষ্ট) হয় দৈব যাহা হইতে, বহু। সং ; ক্লী।

দুর্দ্ধর—১। দুর্দ্ধর্ষ ; দুর্দ্ধার্য্য, দুঃসহ। দুর্—ধৃ (ধারণ করা) + খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। জনৈক দৈত্য। সং ; পু।

দুর্দ্ধর্ষ—অতি প্রবলপরাক্রান্ত, অধর্ষণীয়, যাহার কোনওরূপ অবমাননাদি করিতে পারা যায় না ; অক্ষোভ্য। দুর্—ধৃষ (প্রগল্ভ করা) + খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দুর্নয়—অসৎ নীতি ; মন্দনীতি, কুনীতি। দুর্ (দুষ্ট) নয়, নিত্য। সং ; পু। [ক্লী।

দুর্নাম—অখ্যাতি, নিন্দা ; অর্শোরোগ। সং ;

দুর্নামা—ঝিনুক। সং ; স্ত্রী।

দুর্নিমিত্ত—অমঙ্গলসূচক লক্ষণ, অমঙ্গলের চিহ্ন। দুর্ (দুষ্ট) যে নিমিত্ত (চিহ্ন), কর্ম্মধা। ক্লী।

দুর্নিরীক্ষ্য—যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা দুঃসাধ্য এরূপ, দুর্দ্দর্শ। দুর্—নির্—ঈক্ষ (দেখা) + য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দুর্নিবার—অনিবার্য্য ; অনিবারণীয় ; যাহা নিবারণ করা দুঃসাধ্য এরূপ। দুর্—নি—ণিজন্ত বৃ বা বারি (বারণ করা) + খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দুর্নিবার্য্য—অতি কষ্টে নিবারণীয়, যাহার নিবারণ অতি ক্লেশসাধ্য। দুর্—নি—ণিজন্ত বৃ বা বারি + য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দুর্নীতি—দুষ্টনীতি, মন্দ আচরণ, কুরীতি। নিত্য। সং ; স্ত্রী।

দুর্বল—শক্তিশূন্য, বলহীন ; জীর্ণ ; অশক্ত ; কৃশ, ক্ষীণ। দুর্ (হীন) হইয়াছে বল (শক্তি) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

দুর্বুদ্ধি—১। দুরভিসন্ধি ; দুর্ম্মতি, কুবুদ্ধিশালী। দুর্ (দুষ্টা) হইয়াছে বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। কুবুদ্ধি ; দুষ্ট মতি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

দুর্বোধ—যাহা সহজে বোধগম্য করা অর্থাৎ বুঝা দুঃসাধ্য এরূপ ; কঠিন, দুর্জ্ঞেয়। দুর্ (দুঃখে) হয় বোধ (জ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ।

দুর্ভক্ষ্য—১। যাহা অতি কষ্টে ভক্ষণ করা যায় এরূপ। দুর্—ভক্ষ (ভক্ষণ করা) + য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ৩। ভক্ষ্যের অভাব, অন্নকষ্ট, দুর্ভিক্ষ। ব্য।

দুর্ভগ—দুরদৃষ্ট, ভাগ্যহীন, হতভাগ্য। দুর (দুষ্ট) হইয়াছে ভগ (ভাগ্য) যাহার, বহু ; বিণ ; ত্রি।

দুর্ভর—দুর্ব্বহ, গুরু, ভারী ; দুঃসহ ; অসহনীয়। দুর্—ভৃ (ধারণ করা) + খল্ র্ম্ম। বিণ।

দুর্ভাগ্য—১। দুরদৃষ্ট, মন্দ কপাল ; পাপ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। হতভাগ্য, মন্দভাগ্য, দুরদৃষ্ট। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে ভাগ্য যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

দুর্ভাগ্যক্রমে—দুরদৃষ্টবশতঃ। দুর্ভাগ্যের ক্রম, ৬তৎ, অথবা দুর্ভাগ্যের ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ১ম পক্ষে ক্রিয়ার ব্যধিকরণ বিশেষণ, এবং শেষপক্ষে ক্রিয়ার সমানাধিকরণ বিশেষণ।

দুর্ভাগ্যদগ্ধ—দুরদৃষ্টরূপ অগ্নিতে দগ্ধ, দুরদৃষ্টসম্পন্ন, দুরদৃষ্টবশতঃ ক্লেশের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

দুর্ভাবনা—দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

দুর্ভিক্ষ—ভিক্ষাভাব, দেশে ভিক্ষার অভাব, অকাল, অন্নকষ্ট। ভিক্ষার দুর্ (হীনতা বা অভাব), অব্যয়ী। ব্য। বঙ্গভাষায় বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দুর্ভিক্ষপীড়িত—অকাল জন্য নানা ক্লেশে পতিত। দুর্ভিক্ষ দেখ; তদ্দ্বারা পীড়িত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

দুর্ভেদ্য—অতি কষ্টে ভেদনীয়, অভেদনীয়; অতিশয় কঠিন। দুর্‌—ভিদ (ভেদ করা) + ঘ্যণ্ র্ম। অথবা দুঃখে ভেদ্য, নিত্য। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে দুর্ভেদ্যতা।

দুর্ভেদ্যতা—দুর্ভেদ্য দেখ। সং; স্ত্রী।

দুর্মতি—১। দুর্ব্বুদ্ধি, কুমতিশালী। দুর্‌ (দুষ্টা) হইয়াছে মতি (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। দুষ্টা বুদ্ধি। সং; স্ত্রী।

দুর্মদ—১। উন্মত্ত; দুর্দ্ধর্ষ। দুর্‌—মদ + অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র; রাধিকার দেবর। সং; পু।

দুর্মনাঃ—দুঃখিতচিত্ত; উদ্বিগ্নমনাঃ; চিন্তাযুক্ত। দুর্‌ (দুঃখিত) হইয়াছে মনঃ (মনস্) যাহার ইতি বহুব্রীহি সমাসে দুর্ম্মনস্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

দুর্মনায়মান—আকুলায়মান হৃদয়; উদ্বিগ্নচিত্ত; দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। দুর্ম্মনাঃ দেখ; দুর্ম্মনস্ শব্দ + ক্য = দুর্ম্মনায় নামধাতু, তদুত্তরে শান ক। বিণ · ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দুর্ম্মনায়মানা।

দুর্মনায়মানা—দুর্ম্মনায়মান দেখ। বিণ; স্ত্রী।

দুর্মুখ—১। অপ্রিয়বাদী; মন্দমুখ, কটুভাষী। দুর্‌ (মন্দ) হইয়াছে মুখ (মুখনিঃসৃত বাক্য) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অশিক্ষিত অশ্ব; বানরবিশেষ; নাগবিশেষ; দৈত্যবিশেষ; অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের গুপ্তচরবিশেষ। সং; পু।

দুর্মূল্য—মহার্ঘ, মহামূল্য; অক্রেয়। দুর্‌ (অনুচিত, অতিরিক্ত) হইয়াছে মূল্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দুর্মূল্যতা—মহার্ঘতা, অক্রেয়তা, আক্রা। দুর্ম্মূল্য শব্দ + তা ভাবার্থে। সং; স্ত্রী। [পু।

দুর্যোগ—দুঃখকর যোগ; দুর্দিন। কর্ম্মধা। সং;

দুর্যোধ—অতি কষ্টে যোধনীয়, অযোধ। দুর্‌—যুধ (যুদ্ধ করা) + খল্ র্ম। বিণ; ত্রি।

দুর্যোধন—১। অতি দুঃখে যোধনীয়, দুযোধ। দুর্‌—যুধ (যুদ্ধ করা) + অন র্ম (যুধ ধাতু অকর্ম্মক হইলেও দুর্যোধ ও দুর্যোধন পদে সকর্ম্মক বিবক্ষা হয়)। বিণ; ত্রি।

২। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসজাত পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ইঁহার জননীর নাম গান্ধারী। ইনি বাল্যে পাণ্ডবদিগের সহিত একত্রে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে সভ্রাতৃক দুর্যোধন পাণ্ডববিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন। ক্রীড়ায় তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে না পারায় ইঁহার মনে বিদ্বেষভাবের সঞ্চার হয়। বিশেষতঃ ভীমের বলবিক্রম হেতু ইনি তাঁহার বিলক্ষণ বিদ্বেষ্টা হইয়া উঠেন। অতঃপর ইনি ভীমের বিনাশার্থ তাঁহাকে দুই বার বিষ প্রদান করেন, কিন্তু ভাগ্যবলে ভীম দুইবারই তাহাতে রক্ষা পান। অতঃপর সকলেই প্রথমে কৃপাচার্য্য ও পরে দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। গদাযুদ্ধে দুর্যোধন সমধিক দক্ষতালাভ করিলেন। কিন্তু পাণ্ডবদিগের বল, বীর্য্য, ও শিক্ষার উৎকর্ষের সহিত ইঁহার চিরপোষিত বিদ্বেষানল ক্রমে তীক্ষ্ণতর হইতে লাগিল। অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষার দিন দুর্যোধন ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কৃত্রিম যুদ্ধ ক্রমে সাঙ্ঘাতিক প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হইবার উপক্রম হইলে দ্রোণাচার্য্য মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, দুর্যোধন ক্ষোভে ও হিংসায় একেবারে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন; কিসে পাণ্ডবদিগের বিনাশসাধন করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবেন, স্বতঃপরতঃ তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাদিগের আশু বিনাশের নিমিত্ত বারণাবতে এক জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া পাণ্ডবগণকে কৌশলে তথায় প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা বিদুরের চেষ্টায় নিরীহ পাণ্ডবগণ আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এদিকে দুর্যোধন তাঁহাদিগকে মৃত মনে করিয়া মনে মনে অতিশয় সুখী হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক রাজ্য করিতে লাগিলেন। তাহাতেও কিন্তু দুর্যোধনের হিংসা হইল। তাহার উপর আবার যুধিষ্ঠির মহাসমারোহে রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন। সেই যজ্ঞ দর্শনে নিমন্ত্রিত হইয়া দুর্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। তথায় পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য্য ও সুখ সৌভাগ্য দেখিয়া ইঁহার দুঃখের সীমা রহিল না। ইতঃপূর্ব্বে দুর্যোধন দ্রৌপদীর স্বয়ংবর স্থলে গমন করিয়া লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন। অথচ ছদ্মবেশী অর্জ্জুন অনায়াসে সেই লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদীরত্ন লাভ করেন। ইহাতে পাপমতি দুর্যোধন পাণ্ডবভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী এই সকলের প্রতিই দারুণ জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে দুর্যোধন সস্ত্রীক পাণ্ডবগণের অনিষ্টসাধনের নূতন উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অতঃপর দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের মত করাইয়া যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার্থে হস্তিনাপুরে আমন্ত্রণ করিলেন। রাজধর্ম্মানুসারে যুধিষ্ঠির আসিয়া উপস্থিত হইলে দুর্যোধনের মাতুল অক্ষক্রীড়াপটু দুষ্ট শকুনি ভাগিনেয়ের প্রতিনিধিস্বরূপে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। শকুনির কপট ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির রাজ্যাদি সমস্ত হারাইয়া পরে একে একে ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে ও শেষে দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত পণে হারাইয়া বসিলেন। এইবার দুর্যোধন অনেক দিনের পোষিত প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইয়া পাঞ্চালীকে সভামধ্যে আনয়ন করিবার আদেশ দিলেন। দুর্ম্মতি দুঃশাসন কেশাকর্ষণপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে লইয়া আসিলে, দুর্বৃত্ত দুর্যোধন তাঁহাকে নানারূপ পরিহাস করিয়া স্বীয় উরুদেশের বস্ত্রোত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহাকে বাম উরু প্রদর্শন করেন। তদ্দর্শনে ভীম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি যুদ্ধে গদাঘাতে সেই উরু ভগ্ন করিবেন। অতঃপর অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে নানারূপে সন্তুষ্ট করিয়া পাণ্ডবগণকে স্বরাজ্যে প্রতিগমনের অনুমতি প্রদান করেন। কিছুদিন পরে দুর্বুদ্ধি দুর্যোধন পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ার্থ আহ্বান করিয়া আনাইলেন। এবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাতবাস পণ রাখিয়া খেলা হইল। ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির পরাজিত হওয়ায় পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ বনগমন করিলেন। দুর্যোধন নিষ্কণ্টকে উভয় রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া অতীব সুখী হইলেন।

দুর্যোধন ভানুমতী নাম্নী এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তাহার পর সখা কর্ণের সহায়তায় চিত্রাঙ্গদরাজকন্যাকে স্বয়ংবর সভা হইতে হরণ করিয়া তাঁহাকেও বিবাহ করেন। ইঁহার লক্ষ্মণ নামে এক পুত্র ও লক্ষ্মণা নামে এক কন্যা হয়। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে ইনি তাঁহার স্বয়ংবরের ঘোষণা করেন। কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব তাঁহাকে স্বয়ংবর সভা হইতে হরণ করিলে, ইনি তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। বলরাম শাম্বকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেও ইনি তাহা অগ্রাহ্য করায় বলদেব হস্তিনাপুর ধ্বংস করিতে উদ্যত হন। তখন দুর্যোধন শাম্বকে মুক্ত করিয়া তাঁহার সহিত লক্ষ্মণার বিবাহ দেন; এবং এইরূপে বলরামের তুষ্টি সাধন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন;

পাণ্ডবদিগকে রাজ্যচ্যুত ও বনবাসী করিয়াও হিংসকের হিংসানল নির্ব্বাপিত হয় নাই। তাঁহাদের বিনাশের নিমিত্ত দুর্যোধন এক নূতন উপায় স্থির করিলেন। একদা মহাতপাঃ দুর্ব্বাসা ঋষিকে কোন প্রকারে

তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে দশসহস্র শিষ্যসহ দ্রৌপদীর ভোজনান্তে যুধিষ্ঠিরের নিকট অতিথি হইবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, কোপনস্বভাব ঋষি ভক্ষ্য দ্রব্য না পাইয়া পাণ্ডবগণকে ভস্মীভূত করিবেন। পরন্তু কৃষ্ণের কৌশলে দুর্য্যোধনের সে চেষ্টাও বিফল হইল।

অতঃপর দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে আপনার ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের এবং স্বচক্ষে তাঁহাদের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া সুখী হইবার মানসে ছলপূর্ব্বক ঘোষযাত্রা করিলেন। যুধিষ্ঠিরাদির দৈন্যদর্শনে পরম পুলকিত হইয়া প্রত্যাগমনকালে চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের বনে গমন করিলে তাঁহার সহিত কৌরবগণের বিরোধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে কর্ণপ্রমুখ বীরগণ পরাস্ত হইলে দুর্য্যোধন স্বয়ং রণে গমন করেন এবং পরাজিত ও নারীগণসহ বন্দী হইলেন। সংবাদ পাইয়া যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে গন্ধর্ব্বের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। অর্জ্জুন চিত্রসেনকে পরাভূত করিয়া দুর্য্যোধনাদিকে মুক্ত করিলেন। এইরূপে হতমান হইয়া দুর্য্যোধন অতি দীনচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কর্ণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রভূত অর্থ আনয়নপূর্ব্বক ইঁহাকে প্রদান করিলে, ইনি বৈষ্ণবযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া কতকটা হৃষ্ট হইলেন।

একদা দুর্য্যোধন ভীষ্মদ্রোণাদি মহাবীরগণের মত করাইয়া বিরাটরাজের গোধন-হরণ মানসে যাত্রা করেন। তৎকালে পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে বিরাটরাজের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। বৃহন্নলাবেশী অর্জ্জুন সারথি হইয়া এবং বিরাটতনয় উত্তরকে রথী করিয়া লইয়া কৌরবদিগের বিরুদ্ধে উপস্থিত হন কুরুসেনা দর্শনে উত্তর ভয় পাইলে, অর্জ্জুন নিজে যুদ্ধ করিয়া কৌরবপক্ষীয় ভীষ্মদ্রোণাদি বীরগণকে পরাস্ত করেন। এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়া দুর্য্যোধন হস্তিনায় প্রতিগমন করেন।

ত্রয়োদশবর্ষান্তে পাণ্ডবগণ হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবার আশায় দুর্য্যোধনের নিকট দূত প্রেরণ করিলে, দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমি দিতেও অস্বীকৃত হইলেন। অতঃপর যুদ্ধের আশঙ্কায় দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বপক্ষে বরণ করিতে চাহিলে, কৃষ্ণ স্বয়ং কোনও পক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় এবং ইঁহাকে এক অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা প্রদান করায় ইনি সন্তুষ্টচিত্তে হস্তিনায় প্রত্যাগত হইলেন। অতঃপর কৃষ্ণ নিজে সন্ধিস্থাপনার্থ অনুরোধ করিবার নিমিত্ত হস্তিনায় গমন করিলে ইনি তাঁহাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিয়া তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলেন।

অতঃপর যুদ্ধের আয়োজন করিয়া দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করেন। মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি ইঁহার সেনাপতি ছিলেন; তথাপি ইঁহাকে পরাস্ত হইতে হইল, কারণ ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। চতুর্দ্দশ দিবসীয় যুদ্ধে ইনি দ্রোণ-দত্ত উৎকৃষ্ট বর্ম্ম ধারণ করিয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন, এবং অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি ইঁহাকে অস্ত্রহীন করেন। পরে অস্ত্রাঘাতে পীড়িত হইয়া দুর্য্যোধন প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কৌরবপক্ষীয় সমস্ত সেনা বিনষ্ট হইলে যুদ্ধের ঊনবিংশ দিবসে ইনি পলায়নপূর্ব্বক এক হ্রদে প্রবেশ করেন। পাণ্ডবগণ ইঁহার অনুসরণে তথায় উপস্থিত হইলে, ইনি ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এবং তাঁহার গদাঘাতে ভগ্নোরু হইয়া ভূতলশায়ী হন। পরে অশ্বত্থামার পৈশাচিক নৈশ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া অতি হর্ষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

দুর্লক্ষণ—মন্দ লক্ষণ। দুর্ (দুষ্ট) লক্ষণ, নিত্য। সং; ক্লী।

দুর্লক্ষ্য—অতি কষ্টে দর্শনীয়, দুর্নিরীক্ষ্য, অদৃশ্য। দুর্—লক্ষ (চিহ্ন করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুর্লঙ্ঘ্য—অতি কষ্টে লঙ্ঘনীয়, দুরতিক্রম্য, অলঙ্ঘ্য। দুর্—লঙ্ঘ (লঙ্ঘন করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুর্লভ, দুর্লভ্য—দুষ্প্রাপ্য; বহুমূল্য, দুর্মূল্য, বিরল। দুর্—লভ (লাভ করা)+খল্, ক্যপ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুর্ললিত—দুষ্ট চেষ্টাযুক্ত; অতিরিক্ত প্রশ্রয়-প্রাপ্ত; আবদারে। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে ললিত (চেষ্টা) যাহার বহু। বিণ; ত্রি।

দুর্ব্বচঃ—দুর্বাক্য; মন্দ কথা; নিন্দা বাক্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দুর্ব্বৎসর—মন্দ বৎসর, যে বর্ষে শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মে না, যে বৎসর নানা প্রকারে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। দুর্ (দুষ্ট) বৎসর, নিত্য। সং; পু।

দুর্ব্বর্ণ—১। মলিন। বিণ; ত্রি। ২। রজত, রৌপ্য। দুর্ (নিন্দিত) হইয়াছে বর্ণ যাহার, বহু। সং; ক্লী।

দুর্ব্বহ—অতি কষ্টে বহনযোগ্য, যাহা অতি দুঃখে বহন করা যায় এরূপ, অতি ভার; দুঃসহ। দুর্—বহ (বহন করা)+খল্ র্ম্ম। বিণ।

দুর্ব্বাক্য—মন্দ বাক্য, কটু কথা, অপ্রিয় বাক্য; অশ্লীল বাক্য, গালি। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দুর্ব্বার—যাহা অতি দুঃখে নিবারণ করা যায় এরূপ, অনিবারণীয়, অনিবার্য্য। দুর্—ণিজন্ত বৃ বা বারি (বারণ করা)+খল্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুর্ব্বাসাঃ—১। কুৎসিত বস্ত্রধারী। দুর্ (নিন্দিত) হইয়াছে বাসঃ (বসন অর্থাৎ বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। জনৈক মুনি। মহর্ষি অত্রির ঔরসে অনসূয়ার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বামদেবের শিষ্য ছিলেন। তপস্যায় বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়া ইনি অতি তেজঃসম্পন্ন যোগী হন। শঙ্করের আদেশে ইনি শ্বেতকীরাজের দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞে যাজনক্রিয়া করেন। ইঁহার অযুতসংখ্যক শিষ্য ছিল। দুর্ব্বাসা ঔর্ব্বতনয়া কন্দলীকে বিবাহ করেন। বিবাহকালে শ্বশুরের অনুরোধে কন্দলীর শত অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কলহপ্রিয়া কন্দলী অতি অল্পকালের মধ্যে শতসংখ্যক অপরাধের সীমা অতিক্রম করায় ইনি তাঁহাকে শাপ প্রদানে ভস্মীভূত করেন। যাদববংশীয়া একনাংশা নাম্নী আর এক কন্যাকেও ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

দুর্ব্বাসা অতিশয় স্বেচ্ছাপরতন্ত্র ও কোপনস্বভাব ছিলেন। ইঁহার কোনও বিষয়ের নিয়ম ছিল না। ইঁহাকে সন্তুষ্ট করা সহজসাধ্য ছিল না। একদা ইনি কুন্তিভোজ নরপতির গৃহে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা কুন্তি (পাণ্ডবজননী) ইঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন। মুনিবর তথায় এক বৎসরকাল অবস্থিতি করেন, এবং কুন্তির সেবায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এমন এক মন্ত্র প্রদান করেন যে, সেই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যে দেবতাকে আহ্বান করা যাইবে, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে। আর এক সময়ে ইনি দুর্য্যোধনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পাণ্ডবনিগ্রহে গমন করেন, কিন্তু কৃষ্ণের কৌশলে ইঁহার প্রয়াস বিফল হয়। একদা মুনিবর দেবরাজকে এক ছড়া মালা প্রদান করেন। দেবেন্দ্র তাহা নিজে ধারণ না করিয়া ঐরাবতের মস্তকে রক্ষা করেন। ইহাতে কুপিত হইয়া ইনি ইন্দ্রকে শ্রীভ্রষ্ট করেন। অন্য এক সময়ে ইনি কণ্ব মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, পতিধ্যানপরায়ণা শকুন্তলা ইঁহার সংবর্দ্ধনা না করায় ইনি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদানে দীর্ঘকাল পতিবিরহযন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য করেন। এইরূপ কোপনস্বভাব হেতু একবার দুর্ব্বাসাকে মহা বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। একদা ইনি মহারাজ অম্বরীষের নিকট উপস্থিত হইয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। ইনি স্নানার্থ নদীতে গমন করিলে, রাজা ব্রতজন্য তিন দিবস উপবাসের পর

পারণার সময় অতীত হইয়াছে দেখিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের উপদেশক্রমে জল গ্রহণ করেন। মুনিপুঙ্গব প্রত্যাগত হইয়া এই কথা শ্রবণ করেন, এবং কুপিত হইয়া স্বীয় জটা ছিন্ন করিলে তাহা হইতে এক উগ্রমূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়া রাজাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। তখন বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র তাহাকে বিনাশ করিয়া দুর্বাসাকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল। মুনিবর প্রাণ-ভয়ে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া কোথাও আশ্রয় পাইলেন না। অবশেষে বিষ্ণুর উপদেশে অম্বরীষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পরিত্রাণ লাভ করেন।

রামচন্দ্র কালপুরুষের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে, ইনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে রামের নিকট যাইয়া আপনার আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিতে বলেন। রামের নিষেধ সত্ত্বেও ইঁহার ভয়ে লক্ষ্মণ তথায় গমন করায় রাম কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। একদা ইনি দ্বারকায় উপস্থিত হইলে, সুরাপানমত্ত যাদবগণ কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে স্ত্রী-বেশে সজ্জিত করিয়া এবং তাঁহার কৃত্রিম গর্ভাকার উদরস্ফীতি রচনা করিয়া ইঁহার নিকট আনয়ন করেন এবং তাঁহার প্রসবের কাল গণনা করিয়া দিতে বলেন। মুনিবর যোগবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া উত্তর করেন যে, এই গর্ভে একটী মুষল প্রসূত হইয়া যদুকুল নির্ম্মূল করিবে। কিছুকাল পরে কার্য্যেও তাহাই হইয়াছিল। [ত্রি।

দুর্বিনীত—উদ্ধত, অবিনয়ী মন্দব্যবহারী। বিণ;

দুর্বিনেয়—অবিনয়ার্হ; দুর্দ্দমনীয়। দুর্‌-বি-নী+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুর্বিপাক—১। দুর্ঘটনা; মন্দ পরিণাম। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। মন্দপরিণামযুক্ত। দুর্‌ (দুষ্ট) হইয়াছে বিপাক (পরিণাম) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দুর্বিষহ—অতি অসহ্য; দুর্ব্বহ। দুর্‌-বি-সহ (সহ্য করা)+খল্‌ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুর্বুদ্ধি—১। দুর্ম্মতি; অসৎবুদ্ধিযুক্ত। দুর্‌ (দুষ্টা) বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। দুষ্ট বুদ্ধি। নিত্য। সং; স্ত্রী।

দুর্বৃত্ত—দুরাত্মা; দুশ্চরিত্র; উদ্ধত, অশিষ্ট; ধূর্ত্ত। দুর্‌ (নিন্দিত বা দুষ্ট) হইয়াছে বৃত্ত (চরিত্র) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দুশ্চর—অতি দুঃখে বা কষ্টে আচরণীয়; দুর্গম। দুর্‌-চর (আচরণ করা, গমন করা)+খল্‌ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুশ্চরিত্র—১। অসচ্চরিত্র, কুস্বভাবাপন্ন, কুব্যব-হারী। দুর্‌ (দুষ্ট) হইয়াছে চরিত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। কুস্বভাব, মন্দ প্রকৃতি। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দুশ্চিকিৎস্য—দুরারোগ্য, দুর্নিবার, দুরপনেয় (রোগ)। দুর্‌-চিকিৎস+য র্ম্ম। বিণ।

দুশ্চিন্তা—অশুভ ভাবনা, অমঙ্গল চিন্তা। দুর্‌ (দুষ্টা) যে চিন্তা, কর্ম্মধা (এই সকল সমাস নিত্য নামে অভিহিত, কারণ ইহার বাক্য থাকে না)। সং; স্ত্রী।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত—অশুভ ভাবনায় কাতর। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

দুশ্চেষ্টা—মন্দচেষ্টা, কুকর্ম্মে চেষ্টা। নিত্য।

দুশ্চেষ্টিত—মন্দ চেষ্টা, কুৎসিত আচরণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দুশ্ছেদ্য—দুঃখে ছেদনীয়, যাহা ছেদন করা কঠিন। দুর্‌-ছিদ (ছেদন করা)+ঘ্যণ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুষ্কর—অতি কষ্টে করণীয়, কষ্টসাধ্য; কঠোর; দুঃসাধ্য, কঠিন। দুর্‌-কৃ (করা)+খল্‌ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। [সং; ক্লী।

দুষ্কর্ম—মন্দ কর্ম্ম, পাপ, দুরাচার। কর্ম্মধা।

দুষ্কর্ম্মা—পাপী; দুষ্ক্রিয়ান্বিত। দুর্‌ (দুষ্ট) হইয়াছে কর্ম্ম (কর্ম্মন্‌) যাহার ইতি বহুব্রীহি সমাসে দুষ্কর্ম্মন্‌, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

দুষ্কুল—অসৎকুল, নীচবংশ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দুষ্কুলীন—নীচকুলোৎপন্ন, নীচ বংশে জাত। দুষ্কুল শব্দ+ঈন ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

দুষ্কৃত—১। দুষ্কর্ম্ম, অসৎকার্য্য, দুরাচার, পাপ। সং; ক্লী। ২। দুঃখে বা অন্যায়ে কৃত। দুর্‌-কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুষ্কৃতি—দুষ্কর্ম্ম, অসৎকার্য্য, পাপ; দুর্ভাগ্য। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দুষ্ক্রিয়া—মন্দকার্য্য, কুকর্ম্ম। দুষ্টা ক্রিয়া, নিত্য। সং; স্ত্রী।

দুষ্ক্রিয়ান্বিত—কুকার্য্যকারী। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

দুষ্ক্রীত—অনুচিত বা অতিরিক্ত মূল্যে ক্রীত। দুর্‌-ক্রী (ক্রয় করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুষ্ট—দুর্বৃত্ত, দুর্জন; দোষযুক্ত; অধার্ম্মিক; অধম। দুষ (দোষযুক্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ।

দুষ্টপ্রকৃতি—১। কুস্বভাব। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। মন্দস্বভাবসম্পন্ন। দুষ্টা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দুষ্টব্রণ—যে ব্রণের পরিণাম ফল অশুভ। কর্ম্মধা। সং; পু বা ক্লী।

দুষ্টমতি—১। দুর্ব্বুদ্ধি। দুষ্টা মতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অসৎ বুদ্ধি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দুষ্টাশয়—দুরভিপ্রায়, মন্দ অভিসন্ধিসম্পন্ন। দুষ্ট হইয়াছে আশয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [ক। ব্য।

দুষ্ঠু—মন্দ; কুৎসিত; দুঃস্থিত। দুর্‌-স্থা+ডু

দুষ্পরাজেয়—অতিকষ্টে জেয়, দুর্জয়; দুর্দ্দমনীয়। দুর্‌-পরা-জি (জয় করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুষ্পরিহর—দুস্ত্যজ, যাহার ত্যাগ দুঃসাধ্য। দুর্‌-পরি-হৃ+খল্‌ (মতান্তরে অল্‌) র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুষ্পাচ্য—গুরুপাক, যাহা সহজে জীর্ণ হয় না। দুর্‌-পচ+ঘ্যণ্‌ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুষ্পূর—অতি কষ্টে পূরণীয়, অপূরণীয়। দুর্‌-পূর (পূরণ করা)+খল্‌ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুষ্প্রধর্ষ—দুর্ধর্ষ, অধর্ষণীয়, অদম্য, অশাসনীয়। দুর্‌-প্র-ধৃষ (ধর্ষণ করা)+খল্‌ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুষ্প্রবৃত্তি—দুষ্টপ্রবৃত্তি, অসৎ বিষয়ে অভিলাষ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দুষ্প্রবেশ—যাহাতে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য এরূপ; দুর্গম। দুর্‌ (দুঃখে) প্রবেশ করা যায় যাহাতে, বহু। অথবা দুর্‌-প্র-বিশ+অল্‌ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুষ্প্রবেশ্য—দুর্গম, যাহাতে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। দুর্‌-প্র-বিশ+ঘ্যণ্‌ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুষ্প্রসহ—অত্যন্ত দুঃসহ। দুর্‌-প্র-সহ (সহ্য করা)+খল্‌ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুষ্প্রাপ, দুষ্প্রাপ্য—কষ্টলভ্য, দুর্লভ। দুর্‌-প্র-আপ (পাওয়া)+খল্‌, ঘ্যণ্‌ র্ম্ম। বিণ।

দুষ্প্রাপণীয়—দুঃখে প্রাপ্য, দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ। দুর্‌-প্র-আপ+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুষ্মন্ত, দুষ্যন্ত—চন্দ্রবংশীয় ঐতিরাজের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। একদা ইনি মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়া কণ্ব মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, তথায় মুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলাকে দেখিয়া তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হন। শকুন্তলাও রাজার প্রতি আসক্ত হন। অতঃপর সেই স্থলেই গান্ধর্ব্ব-বিধানমতে ইঁহাদের বিবাহ হয়। রাজা পরমানন্দে কয়েক দিন তথায় অবস্থিতি করেন, তাহাতেই শকুন্তলার গর্ভসঞ্চার হয়। অনন্তর ইনি অভিজ্ঞানস্বরূপ স্বীয় অঙ্গুরী শকুন্তলাকে প্রদান করিয়া রাজ-ধানীতে প্রত্যাগমন করেন। রাজকার্য্যের গুরুভারে দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা একেবারেই বিস্মৃত হন। কতিপয় বর্ষ অতীত হইলে শকুন্তলা দুষ্মন্তের ঔরসে স্বীয় গর্ভজাত ভরত নামক পুত্রকে লইয়া হস্তিনায় স্বামীর নিকট উপস্থিত হন। রাজা প্রথমে শকু-ন্তলাকে চিনিতে পারেন নাই। পরে দৈববাণীতে সমস্ত অবগত হইয়া পুত্রসহ ভার্য্যাকে গ্রহণ করেন। অতঃপর ভরত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে রাজপদে অভি-ষিক্ত করিয়া দুষ্মন্ত অবশিষ্ট জীবন ধর্ম্মকর্ম্মে অতিবাহিত করেন।

দুস্তর—যাহা পার হওয়া কঠিন এরূপ, অপার; দুরতিক্রম্য। দুর্‌-তৃ (পার হওয়া)+খল্‌ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুস্থিত—দুঃস্থিত দেখ।

দুহিতা—কন্যা, পুত্রী, তনয়া। দুহ (দোহন করা)+তৃচ্ ক=দুহিতৃ, ১মার ১বচন। মাতার স্তনদুগ্ধ দোহন করে বলিয়া অর্থাৎ পুত্র অপেক্ষা কন্যা সন্তানের উৎপত্তিতে অধিকতর মাতৃস্তন্য জন্মে বলিয়া কন্যাকে দুহিতা বলে। পরন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিৎ (Linguist) পণ্ডিতগণ বলেন যে, পূর্ব্বকালে গৃহপালিত গো-দোহন কন্যাদিগের কার্য্য ছিল বলিয়া তাহাদিগের 'দুহিতা' এই নাম হইয়াছে। সং; স্ত্রী।

দুহ্য—দোহনীয়, দোহনযোগ্য। দুহ (দোহন করা)+ক্যপ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দুহ্যমান—যাহাকে দোহন করা হইতেছে এরূপ। দুহ+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দু—দুঃখ। দু (পরিতাপ করা)+ক্বিপ্ ভা। সং; ক্লী।

দূত—সংবাদবাহক, বার্ত্তাবহ; চর। দু (পরিতাপ করা)+ক্ত ক। সং; পু।

দূতি, দূতী—বার্ত্তাবাহিনী; কুট্টনী, যে নারী নায়ক ও নায়িকার মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া উভয়ের সংযোগ করিয়া দেয়। দু (পরিতাপ করা, ইত্যাদি)+তিক্ ক, বিকল্পে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দূত্য—দূত বা দূতীর কার্য্য বা ধর্ম্ম। দূত বা দূতী শব্দ+ষ্য। সং; ক্লী।

দূন—পরিতপ্ত; ক্লিষ্ট; ক্লান্ত, শ্রান্ত। দু (পরিতাপ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

দূর—যাহা নিকট নয় এরূপ; অসন্নিকৃষ্ট; অগোচর; অত্যন্ত; দীঘ। দুর্—রা (দান বা আদান)+ড ক, অথবা দু (দুঃখ)—রা (দান করা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

দূরতঃ—দূর হইতে, দূরে। দূর দেখ; দূর শব্দ+তস্ ৫মী বা ৭মী স্থানে। ব্য।

দূরতম—অত্যন্ত দূরবর্ত্তী। দূর শব্দ+তম বহুর মধ্যে একের আতিশয্যার্থে। বিণ; ত্রি।

দূরতা, দূরত্ব—অসান্নিহিতত্ব, দূরাবস্থান। দূর শব্দ+তা ও ত্ব ভাবে। সং; স্ত্রী ও ক্লী।

দূরত্বজ্ঞাপক—দূরতাপ্রকাশক, যদ্দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানের দূরতা জানা যায়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

দূরদর্শন—দূরে থাকিয়া দেখা। দূর হইতে দর্শন, ৫তৎ। ২। দূরবীক্ষণ যন্ত্র। সং; ক্লী। ৩। পণ্ডিত। দূর শব্দ—দৃশ (দেখা, জানা)+অন ক। সং; পু।

দূরদর্শিতা—পরিণামদর্শিতা; পাণ্ডিত্য। দূরদর্শী দেখ; দূরদর্শিন্+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

দূরদর্শিনী—দূরদর্শী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

দূরদর্শী—১। পরিণামদর্শী, ভবিষ্যৎ বুঝিয়া কার্য্যাবধারণে সমর্থ; পণ্ডিত। দূর দেখ; দূর শব্দ—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক=দূরদর্শিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দূরদর্শিনী। বিশেষ্যে দূরদর্শিতা। ২। গৃধ্র, কারণ উহা অনেক দূর হইতে দেখিতে পায়। সং; পু।

দূরদেশ—দূরবর্ত্তী স্থান। কর্ম্মধা। সং; পু।

দূরবর্ত্তিতা—দূরস্থতা, দূরে অবস্থান। দূরবর্ত্তিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী। বিশেষণে দূরবর্ত্তী।

দূরবর্ত্তিনী—দূরবর্ত্তী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

দূরবর্ত্তী—দূরস্থিত। দূর দেখ: দূর শব্দ—বৃত (থাকা)+ণিন্ ক=দূরবর্ত্তিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দূরবর্ত্তিনী।

দূরবীক্ষণ—যে যন্ত্র দ্বারা দূরের বস্তু বড় দেখা যায়, দূরবীণ যন্ত্র। দূর দেখ; দূর শব্দ—বি—ঈক্ষ (দেখা)+অনট্ ণ; এই যন্ত্র দ্বারা দূরদেশস্থ বস্তু অনায়াসে দেখা যাইতে পারে। এই যন্ত্রের সাহায্যে বহুসংখ্যক গ্রহনক্ষত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। প্রথমে হল্যাণ্ডদেশীয় জনসন্ নামক একজন পণ্ডিত এই যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। পরে গ্যালিলিও ও হর্শেল ইহার বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন।

দূরশ্রবণ—১। দূরে অবস্থিতি পূর্ব্বক শ্রবণ, দূর হইতে শোনা। ৫তৎ। ২। যন্ত্রবিশেষ। দূর হইতে শ্রবণ হয় যদ্দ্বারা, বহু। অথবা দূর—শ্রু (শোনা)+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

দূরশ্রবণ-যন্ত্র—এক প্রকার যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে দূরের শব্দ স্পষ্ট শুনা যায়। দূরশ্রবণ দেখ; দূরশ্রবণ নামক যন্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ক্লী।

দূরশ্রুত—দূরে আকর্ণিত, যে শব্দ বহুদূরে হইতেছে কিন্তু শোনা যাইতেছে। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

দূরস্থ, দূরস্থিত—দূরবর্ত্তী। দূর দেখ; দূর শব্দ—স্থা (থাকা)+ড, ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

দূরাগত—দূরদেশ হইতে উপস্থিত, যাহা দূর হইতে আসিয়াছে। দূর হইতে আগত, ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

দূরীকরণ—অপসারণ, দূর করিয়া দেওয়া। দূর শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=দূরী, তদুত্তরে কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে দূরীকৃত।

দূরীকৃত—যাহাকে দূর করা হইয়াছে এরূপ, তাড়িত, অপসারিত। দূর শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=দূরী, তদুত্তরে কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে দূরীকরণ।

দূরীভূত—যে দূর হইয়াছে এরূপ; দূরবর্ত্তী। দূর শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=দূরী, তদুত্তরে ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

দূর্ব্বা—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ তৃণ। দূর্ব্ব (বধ করা)+অন্ ক বা অল্ র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

দূর্ব্বাষ্টমী—ভাদ্রমাসীয় শুক্লাষ্টমী। সং; স্ত্রী।

দূশ্য—বস্ত্রগৃহ, তাঁবু। দূ (দুঃখ)—শ্যৈ (গতি)+ক অধি (যে স্থানে ক্লেশে গমন করিতে হয়)। সং; ক্লী।

দূষক—দূষয়িতা, দোষ ধরে যে এরূপ, দোষারোপকারী; অপবাদক, নিন্দক। ণিজন্ত দূষ বা দূষি (দোষ দেওয়া)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দূষিকা।

দূষণ—১। দোষ দেওয়া; দোষ। ণিজন্ত দূষ বা দূষি (দোষ ধরা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। দূষয়িতা, দূষক। ণিজন্ত দূষ+অন ক। বিণ; ত্রি। ৩। রাক্ষসবিশেষ। এই রাক্ষস সম্পর্কে লঙ্কাপতি রাবণের মাতৃষস্রেয় ছিল, এবং তাঁহার আদেশে দণ্ডকারণ্যবাসী খর নামক রাক্ষসের সহিত মিলিত হইয়া দশাননভগিনী শূর্পণখার রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদিত হইলে, দূষণ রামের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। সং; পু।

দূষণাবহ—দোষজনক। দূষণের আবহ (বহনকর্ত্তা), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

দূষণীয়—দূষ্য; নিন্দনীয়। ণিজন্ত দূষ (দোষ দেওয়া)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দূষয়িতা—দূষক দেখ। ণিজন্ত দূষ (দোষ দেওয়া)+তৃন্ ক=দূষয়িতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দূষয়িত্রী।

দূষিকা—১। দূষয়িত্রী; অপবাদিকা। দূষক দেখ; দূষক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নেত্রমল, চক্ষের পিঁচুটি। সং স্ত্রী।

দূষিত—উপহত; দোষযুক্ত; দোষপ্রাপ্ত; নিন্দিত। ণিজন্ত দূষ (দোষ দেওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দূষ্য—১। দূষণীয়; নিন্দনীয়; ত্যাগযোগ্য। ণিজন্ত দূষ (দোষ দেওয়া)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দূষ্যা। ২। বস্ত্রাবাস, তাঁবু। দূষি+ষ্যণ্ অধি। সং; ক্লী।

দূষ্যা—১। দূষণীয়া; নিন্দনীয়া, ত্যাগযোগ্যা। দূষ্য দেখ; দূষ্য+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অশ্বহস্তী প্রভৃতির কটিবন্ধ। সং।

দৃক্—১। দর্শন, দৃষ্টি; জ্ঞান। দৃশ+ক্বিপ্ ভা=দৃশ্, ১মার ১বচন। ২। নেত্র, চক্ষুঃ। দৃশ+ক্বিপ্ ণ। সং; স্ত্রী। ৩। দর্শক। দৃশ+ক্বিপ্ ক। বিণ; পু।

দৃক্পাত—দৃষ্টিক্ষেপ; গ্রাহ্যকরণ। ৬তৎ। সং; পু।

দৃক্প্রিয়া—সুন্দরতা, শোভা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দৃক্শক্তি—১। দর্শনশক্তি; জ্ঞানশক্তি, প্রকাশরূপ চৈতন্য। সং; স্ত্রী। ২। সর্ব্বপ্রকাশক

চেতন পুরুষ। দৃকের (জ্ঞানের) শক্তি হয় যাহা হইতে, বহু। সং; পু।

দৃক্শ্রুতি—সর্প। দৃক্ (চক্ষুঃ) হইয়াছে শ্রুতি (কর্ণ) যাহার, বহু। সং; পু।

দৃঢ়—১। সমর্থ; কঠিন; স্থির; গাঢ়; অবিচলিত; অত্যন্ত। দৃহ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে দৃঢ়তা, দার্ঢ্য। ২। লৌহ। সং; ক্লী।

দৃঢ়তা—দার্ঢ্য; কাঠিন্য; স্থৈর্য্য; গাঢ়তা। দৃঢ় দেখ; দৃঢ় শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—স্থিরপ্রতিজ্ঞ, স্থিরসঙ্কল্প, সর্ব্বাবস্থায় আপনার প্রতিশ্রুতিপালনে অটল। দৃঢ়া হইয়াছে প্রতিজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি বিশেষ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞা—দৃঢ়পণ; স্থিরসঙ্কল্প। দৃঢ়া যে প্রতিজ্ঞা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দৃঢ়মুষ্টি—১। কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ; দৃঢ়রূপে বদ্ধমুষ্টি, যে হাত খুব শক্ত করিয়া মুটো করিয়াছে এরূপ। দৃঢ়া হইয়াছে মুষ্টি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। খড়্গ। সং; পু। ৩। শক্ত মুটো। দৃঢ়া মুষ্টি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দৃঢ়মূল—১। বদ্ধমূল, অটল, অচল। দৃঢ় হইয়াছে মূল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। নারিকেল গাছ; মুঞ্জতৃণ। সং; পু।

দৃঢ়লোমা—শূকর। দৃঢ় হইয়াছে লোম (লোমন্) যাহার ইতি বহুব্রীহি সমাসে দৃঢ়লোমন্, ১মার ১বচন। সং; পু ও স্ত্রী।

দৃঢ়ব্রত—ফলোদয় পর্য্যন্ত কার্য্যকারী, দৃঢ়-অধ্যবসায়শীল। দৃঢ় হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দৃঢ়সংলগ্ন—অটলভাবে লাগান। দৃঢ়রূপে সংলগ্ন, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

দৃঢ়স্বরে—স্থিরতাব্যঞ্জক রবে। দৃঢ় হইয়াছে স্বর যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

দৃঢ়ীকৃত—যাহা পূর্ব্বে দৃঢ় ছিল না এক্ষণে দৃঢ় করা হইয়াছে। দৃঢ় শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে=দৃঢ়ী—কৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ, ত্রি। বিশেষ্যে দৃঢ়ীকরণ।

দৃঢ়ীভূত—যাহা পূর্ব্বে দৃঢ় ছিল না এক্ষণে দৃঢ় হইয়াছে। দৃঢ় শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে =দৃঢ়ী—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

দৃতি—চর্ম্ম; ভস্ত্রা; ভিস্তী; মৎস্যবিশেষ। দৃ (বিদীর্ণ করা)+ক্তি র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

দৃপ্ত—উদ্ধত; দুষ্ট; গর্ব্বিত। দৃপ (দর্প করা) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে দর্প।

দৃশৎ, দৃষৎ—প্রস্তর, শিলা। দৃ (বিদীর্ণ করা বা হওয়া)+শদ্, ষদ্ অধি। সং; স্ত্রী।

দৃশদ্বতী, দৃষদ্বতী—নদীবিশেষ; দেবীবিশেষ। দৃশৎ দেখ; দৃশদ্ বা দৃষদ্ শব্দ (প্রস্তর)+ বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দৃশা—দৃক্ দেখ। সং; স্ত্রী।

দৃশি, দৃশী—চক্ষুঃ; শাস্ত্র। দৃশ (দেখা ও জানা)+কি ণ, স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দৃশ্য—১। দর্শনীয়; রূপবান্; সুশ্রী। দৃক্ দেখ; দৃশ্ শব্দ+ক্য, অথবা দৃশ+ক্যপ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। দর্শনীয় বস্তু বা ব্যাপার। সং; ক্লী।

দৃশ্যকাব্য—কাব্য দেখ।

দৃশ্যপট—নাটকাদির অভিনয় কালে দর্শনীয় পট, 'সিন্'। কর্ম্মধা। সং; পু।

দৃশ্যসঙ্গীত—নৃত্য (নৃত্য শোনা যায় না দেখা যায়, এজন্য উহার নাম দৃশ্যসঙ্গীত)। দৃশ্য যে সঙ্গীত (সঙ্গীতবৎ আনন্দদায়ক), কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দৃষ্ট—১। যাহা দেখা হইয়াছে এরূপ, বীক্ষিত, অবলোকিত; জ্ঞাত; লৌকিক। দৃশ (দেখা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। দর্শন, দেখা; জ্ঞান। দৃশ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

দৃষ্টচর—পূর্ব্বে দৃষ্ট, যাহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে এরূপ। দৃষ্ট+চরট্ ভূতপূর্ব্বার্থে। বিণ; ত্রি।

দৃষ্টপ্রত্যয়—যাহাকে দেখিয়াই বিশ্বাস করা যায়। দৃষ্ট (দর্শন) দ্বারা প্রত্যয় হয় যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

দৃষ্টরজাঃ—নবীনা যুবতী, নবযৌবনবিশিষ্টা স্ত্রী। দৃষ্ট হইয়াছে রজঃ (রজস্ অর্থাৎ স্ত্রীকুসুম) যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

দৃষ্টাদৃষ্ট—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, যাহার কোন অংশ দৃষ্ট ও কোন অংশ দৃষ্টির বহির্ভূত; পূর্ব্বে দৃষ্ট পরে অদৃষ্ট; জ্ঞাতাজ্ঞাত; লৌকিক ও অলৌকিক। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

দৃষ্টান্ত—উদাহরণ, নিদর্শন; উপমান; মৃত্যু; কাব্যালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। দৃষ্ট হয় অন্ত যাহাতে, বহু। সং; পু।

দৃষ্টান্তস্থল—উদাহরণের বিষয়, যাহা লইয়া উদাহরণ দেওয়া যায়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দৃষ্টি—১। দর্শন; জ্ঞান। দৃশ (দেখা)+ ক্তি ভা। ২। নয়ন, নেত্র। দৃশ+ক্তি ণ। সং; স্ত্রী।

দৃষ্টিগোচর—নয়নপথবর্ত্তী; দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত। দৃষ্টির (নেত্রের) গোচর (বিষয়ীভূত, সমীপবর্ত্তী), ৬তৎ; দৃষ্টি ও গোচর দেখ। বিণ; ত্রি।

দৃষ্টিপথ—চক্ষুঃপথ। ৬তৎ। সং; পু।

দৃষ্টিপথবর্ত্তী—নেত্রগোচর, নেত্রগম্যপথে স্থিত। দৃষ্টিপথ—বৃত (থাকা)+ণিন্ ক=দৃষ্টিপথবর্ত্তিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

দৃষ্টিবন্ধু—জোনাকি পোকা। ৬তৎ। সং; পু।

দৃষ্টিবিক্ষেপ—নেত্রের বিকৃত ভাবে ক্ষেপণ, কটাক্ষ, আড়দৃষ্টি। ৬তৎ। সং; পু।

দৃষ্টিবিজ্ঞান—আলোক ও দর্শনবিষয়া বিদ্যা। দৃষ্টি সংক্রান্ত বিজ্ঞান, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

[বিণ; ত্রি।

দৃষ্টিবিরহিত—দর্শনশক্তিবর্জ্জিত, অন্ধ। ৩তৎ।

দৃষ্টিবিষ—সর্পবিশেষ, যাহার দৃষ্টিতে বিষ আছে। দৃষ্টিতে বিষ যাহার, বহু। সং; পু।

দেউল—মন্দির। অপভ্রষ্ট শব্দ।

দেদীপ্যমান—দীপ্তিশীল; জাজ্বল্যমান; শোভমান। যঙন্ত দীপ (পুনঃ পুনঃ দীপ্তি পাওয়া)+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দেদীপ্যমানা।

দেয়—দানযোগ্য, দাতব্য, যাহা দেওয়া আবশ্যক বা উচিত এরূপ। দা (দেওয়া)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দেব—ঈশ্বর; স্বর্গবাসী, দেবতা, সুর; মেঘ; রাজা; বিজিগীষু ব্যক্তি; ব্রাহ্মণ। দিব (ক্রীড়া করা)+অন্ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দেবী।

দেবক—শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ। দিব (ক্রীড়া করা) +ণক ক। সং; পু।

দেবকণ্ঠ—দেববৎ মধুর কণ্ঠস্বরযুক্ত। দেবের কণ্ঠের ন্যায় কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দেবকণ্ঠী।

দেবকন্যা—১। দেবতনয়া, দেবপুত্রী। ৬তৎ। ২। দেবকন্যাসদৃশী কন্যা। সং; স্ত্রী।

দেবকর্দ্দম—সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ; চন্দন-অগুরু-কর্পূর-কুঙ্কুম মিশ্রিত দ্রব্য। সং; পু।

দেবকল্প—দেবসদৃশ। দেব শব্দ+কল্প ঈষদর্থে। বিণ; ত্রি।

দেবকার্য্য—১। দেবতার প্রীত্যর্থে কৃত কর্ম্ম, পূজা, উপাসনা; যাগ, যজ্ঞ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। দেবতার কার্য্য, দেবতাদিগের কৃত কর্ম্ম। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দেবকী, দৈবকী—কৃষ্ণের জননী। ইনি উগ্রসেন-ভ্রাতা দেবকের ঔরসজাতা কন্যা ছিলেন। ইঁহার স্বামীর নাম বসুদেব। ইঁহার বিবাহোৎসবকালে উগ্রসেনতনয় কংস জানিতে পারেন যে, দেবকীর অষ্টমগর্ভসম্ভূত সন্তান তাঁহার প্রাণবিনাশ করিবে। তখন কংস ভগিনীপতি সহ ভগিনীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং দেবকীর এক একটী সন্তান যেমন জন্মিতে লাগিল, অমনি কংস তাহাকে লইয়া বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। অবশেষে অষ্টম গর্ভে রজনীতে কৃষ্ণের জন্ম হইলে বসুদেব গোপনে তাঁহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া নন্দপত্নী যশোদার সদ্যোজাতা কন্যাকে আনয়ন পূর্ব্বক দেবকীর নিকট রাখিয়া দিলেন। পরদিন কংস সেই কন্যার প্রাণবধে চেষ্টিত হইলে দৈববাণীতে অবগত হন যে, তাঁহার জীবনহন্তা অন্যত্র বর্দ্ধিত হইতেছে। অতঃপর কংস পতিসহ ভগিনী দেবকীকে কারামুক্ত করিয়া

দিলেন। কালক্রমে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংস নিহত হইলে দেবকী পুত্রমুখ দর্শনে অতি সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর বসুদেব যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিলে, দেবকী তাঁহার অনুগামিনী হন। কথিত আছে যে, দেবকী ও বসুদেব জন্মান্তরে পৃশ্নি ও সুতপ নামে খ্যাত ছিলেন; ভগবানের বরে অদিতি ও কশ্যপ নামে জন্মগ্রহণ করিয়া বামনরূপী ভগবান্‌কে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। অদিতি কশ্যপকে বরুণের গবী প্রত্যর্পণ করিতে নিষেধ করায়, ব্রহ্মার শাপে পুনরায় মানুষী হইয়া দেবকী নামে খ্যাতা হইয়াছিলেন। দেবক দেখ; দেবক+ঈ অপত্যার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দেবকীনন্দন—কৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

দেবকুণ্ড—দেবখাত। দেব কৃত কুণ্ড, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দেবকুল—১। দেববংশ; দেবসমূহ। ৬তৎ। ২। দেবালয়, দেবার্চ্চনার স্থান। দেব—কুল (ভালবাসা)+ক ম্ম। সং; ক্লী।

দেবকুল্যা—গঙ্গা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেবকৃপা—দেবতাদিগের দয়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেবখাত—অকৃত্রিম জলাশয়, হ্রদ। দেব কৃত যে খাত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দেবখাত-বিল—পর্ব্বতের গহ্বর। দেবখাত হইয়াছে বিল যাহার, বহু। অথবা দেবখাত যে বিল, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [স্ত্রী।

দেবগণিকা—স্বর্বেশ্যা, অপ্সরাঃ। ৬তৎ। সং;

দেবগন্ধর্ব্ব—দেবতা ও গন্ধর্ব্ব। সং; পু।

দেবগান্ধারী—রাগিণীবিশেষ। সং; স্ত্রী।

দেবগায়ন—স্বর্গীয় গায়ক, গন্ধর্ব্ব। ৬তৎ। পু।

দেবগিরি—১। পর্ব্বতবিশেষ। ২। নগরবিশেষ, যাদববংশীয় ভিল্লম নামক নরপতি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন।

দেবগুরু—বৃহস্পতি। ৬তৎ। সং; পু।

দেবগৃহ—দেবালয়, দেবমন্দির; সূর্য্যমণ্ডলাদি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দেবচর্য্যা—১। দেবতার অর্চ্চনার্থ চেষ্টা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। দেবারাধনা; দেবসেবা। সং; স্ত্রী। [পু।

দেবচিকিৎসক—অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ৬তৎ। সং;

দেবজন—১। দেবতুল্য লোক। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। রাজা; গন্ধর্ব্ব। সং; পু।

দেবজ্ঞান—দেবতা বলিয়া বোধ। ৭তৎ। সং।

দেবতরু—মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ, হরিচন্দন, এই পঞ্চ বৃক্ষ। সং; পু।

দেবতা—অমর, সুর, দেব। দেব দেখ; দেব শব্দ+তা স্বার্থে; অথবা, দেব শব্দ—তন (বিস্তার করা)+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

দেবতাড়—রাহু; অগ্নি। সং; পু।

দেবতাপ্রতিষ্ঠা—বিধিপূর্ব্বক দেবমূর্ত্তির সংস্থাপন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেবত্র—দেবসেবার্থে নিয়োজিত বা উৎসৃষ্ট (ভূম্যাদি)। দেব দেখ; দেব শব্দ—ত্রৈ (পালন করা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

দেবত্ব—দেবভাব। দেব দেখ; দেব শব্দ+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

দেবদত্ত—১। দেবতাকে প্রদত্ত। ৪তৎ। ২। দেবতাকর্ত্তৃক প্রদত্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। ৩। এক ব্যক্তির নাম; অর্জ্জুনের শঙ্খ। পু।

দেবদর্শন—দেবতাদিগের সাক্ষাৎকার, দেবগণকে দেখা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দেবদানব—দেবতা ও অসুর। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

দেবদারু—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। সং; পু।

দেবদাসী—১। দেবগণের সেবিকা। ৬তৎ। ২। বারাঙ্গনা, বেশ্যা। সং; স্ত্রী।

দেবদীপ—চক্ষুঃ। দেবের (ইন্দ্রিয়ের) দীপ, ৬তৎ। সং; পু।

দেবদুর্লভ—১। যাহা দেবতাতেও পাওয়া যায় না। ৭তৎ। ২। যাহা দেবতারও দুষ্প্রাপ্য। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

দেবদেব—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহেশ্বর। ৬তৎ। পু।

দেবদ্রোণী—দেবযাত্রা; স্বয়ম্ভুলিঙ্গাদির অধিষ্ঠান গহ্বর। সং; স্ত্রী।

দেবদ্বিজ—দেবতা ও ব্রাহ্মণ। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

দেবধান্য—দেধান। দেব প্রিয় ধান্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দেবন—১। পাশক। দিব+অনট্ ণ। সং; পু। ২। ক্রীড়া; স্তুতি; দীপ্তি; দুঃখ। দিব (ক্রীড়া করা, দীপ্তি পাওয়া, ইত্যাদি)+অনট্ ভা। ৩। ক্রীড়াস্থান। দিব+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

দেবনদী—গঙ্গা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেবনা—পশ্চাত্তাপ, দুঃখ; ক্রীড়া। দিব (ক্রীড়া করা, ইত্যাদি)+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

দেবনিন্দিত—দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। দেব হইয়াছে নিন্দিত যদ্দারা, বহু। বিণ; ত্রি।

দেবনিন্দুক—দেবতার নিন্দাকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [ত্রি।

দেবনির্ম্মিত—দেবতাকর্ত্তৃক রচিত। ৩তৎ। বিণ;

দেবপতি—দেবরাজ, ইন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

দেবপত্নী—দেবভার্য্যা। দেব হইয়াছে পতি যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

দেবপথ—আকাশ; ছায়াপথ। ৬তৎ। সং; পু।

দেবপশু—দেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট পশু। দেবোৎসৃষ্ট পশু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

দেবপুরী—অমরাবতী, ইন্দ্রের নগরী। ৬তৎ।

দেবপূজ্য—দেবগুরু বৃহস্পতি। ৬তৎ। সং; পু।

দেবপ্রশ্ন—গ্রহনক্ষত্রাদির সঞ্চার অনুসারে ঘটিত শুভাশুভ প্রশ্ন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ বি এল (অনারেবল)—ইনি সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্বর্গীয় রায় বাহাদুর সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর দ্বিতীয় পুত্র ও স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর ভ্রাতুষ্পুত্র। হাওড়া জেলার বামুনপাড়া গ্রামে ইনি ১৮৬২ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। রামেশ্বরপুরের মাইনর স্কুলে ইঁহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে বহুবাজার ইংরাজী স্কুল, সংস্কৃত কলেজ, হেয়ার স্কুল ও হাওড়া স্কুলে ক্রমান্বয়ে অধ্যয়নের পর এবং ডফ্ স্কলারশিপ্, গোবিন্দপ্রসাদ স্কলারশিপ্ ও নানাবিধ সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি পাইয়া ১৮৮২ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সি কলেজে ইঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ঐ বৎসরে ইনি বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এটর্ণী অফিসে প্রবিষ্ট হন। ১৮৮৮ খ্রীঃ ইনি এটর্ণি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। "মিত্র ও সর্ব্বাধিকারী" নামক বিখ্যাত এটর্ণি অফিসের ইনি অন্যতর অংশীদার। ১৮৯০ খ্রীঃ ইনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সভার এবং ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী কমিটির অন্যতম সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯৫ খ্রীঃ ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" নির্ব্বাচিত হন এবং ক্রমান্বয়ে 'ল-ফ্যাকাল্টি' ও সিণ্ডিকেটের সভ্য নিযুক্ত হন। অতঃপর ইণ্ডিয়া ক্লাবের সম্পাদক, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের কোষাধ্যক্ষ, ন্যাসন্যাল কাউন্সিলের সম্পাদক, Calcutta Temperance Federetion সভার সভাপতি ও প্রেসিডেন্সি কলেজ Governing Bodyর সভ্য, রিপন কলেজ Governing Bodyর সভ্য ও Calcutta High Schoolএর সম্পাদক, Law Reporting সভার সভ্য ইত্যাদি অবৈতনিক পদে নিযুক্ত হন। মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ-নিবারিণী সভা, Graduate's Association সভা, বাল্যবিবাহনিবারিণী সভা, সুরাপান নিবারিণী সভা, ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন, University Institute, ন্যাশন্যাল কংগ্রেস, সাহিত্য সভা, সাহিত্যপরিষৎ প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্যের সহিত ইনি ঘনিষ্ঠভাবে সংলিপ্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপে ইনি দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন এবং Calcutta Police Bill, Excise Bill

ও Calcutta improvement Bill সম্পর্কে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া সাধারণের অধিকার লাভপক্ষে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ইনি London Universities of the Empire Congressএর অন্যতর প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনি বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, বিনয়ী ও মিষ্টভাষী—একাধারেঃ বহুগুণসম্পন্ন। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মধুপুর নামক স্থানে যে Edward George নামক আদর্শ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, প্রধানতঃ সেটি ইঁহারই উদ্যমের ফল। মধুপুরে ইঁহার পিতৃসমাধির উপর সাধারণের হিতার্থে, এক সুন্দর শ্মশানঘাট ও জলাশয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে ইনি বিলক্ষণ পটু। কি ব্যবস্থাপক সভায়, কি মিউনিসিপ্যাল সভায়, কি বিশ্ববিদ্যালয় সভায়, সকল স্থানেই ইনি তেজস্বিতা, নির্ভীকতা ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহার পরোপকারিতা গুণ লোকপ্রসিদ্ধ। আইন-ব্যবসায়ী হইয়াও ইনি কাহাকেও মোকদ্দমায় লিপ্ত হইতে উৎসাহ দেন না। যাহাতে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে না হয়, সে বিষয়ে ইনি লোকসাধারণকে পরামর্শ দেন। ইঁহার শিক্ষানুরাগ সাধারণের অনুকরণীয়।

[দে]বভক্ত—দেবতার প্রতি ভক্তিমান্। ৭তৎ।

[দে]বভবন—১। দেবগৃহ, দেবমন্দির। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। স্বর্গ; অশ্বত্থবৃক্ষ। সং; পু।

[দে]বভাষিত—১। দেবোক্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। ২। দৈববাণী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

[দে]বভূ—১। স্বর্গ। দেব–ভূ+ক্বিপ্ অধি। সং; স্ত্রী। ২। দেবতা। সং; পু।

[দে]বভূমি—১। স্বর্গ। ৬তৎ। ২। দেবপ্রিয় স্থান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

[দে]বভূয়—দেবত্ব। দেব দেখ; দেব শব্দ–ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ ভা। সং; ক্লী।

[দেব]মণি—কৌস্তুভমণি; অশ্বের গলদেশস্থ রোমাবর্ত্ত। ৬তৎ। সং; পু।

[দেব]মন্দির—দেবালয়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

[দেব]মাতা—অদিতি [অদিতি দেখ]। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

[দেব]মাতৃক—বৃষ্টির জল দ্বারা উৎপন্ন শস্যে পালিত (দেশ)। দেব (দেবতা) হইয়াছে মাতৃস্বরূপ যেখানে বা যাহার, বহু। বিণ।

[দেব]মান—দেবলোকের সময়ের পরিমাণ। ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

[দেব]মায়া—অজ্ঞান, অবিদ্যা। দেব কৃতা মায়া, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দেবমাস—মনুষ্যলোকের ত্রিশ বৎসর; গর্ভের অষ্টম মাস। সং; পু।

দেবযজি—দেবপূজক, মুক্তাদি। দেব শব্দ (দেবতা)–যজ (পূজা করা)+ই ক। সং; পু।

দেবযাত্রা—দেবতার নিকট গমন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [সং; ক্লী।

দেবযান—দেবরথ, বিমান, ব্যোমযান। ৬তৎ।

দেবযানী—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা। ইনি পিতার অতিশয় স্নেহপাত্রী ছিলেন। বৃহস্পতিতনয় কচ দেবাদেশে সঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষার্থে শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক তদীয় আশ্রমে অবস্থিতি কালে, দেবযানী তাঁহার পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া ক্রমে তাঁহার অনুরাগিণী হইয়া উঠেন। অসুরগণ কচের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বধ করিলে দেবযানী পিতাকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পুনর্জীবিত করেন। অতঃপর কচ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া স্বর্গে গমনোদ্যত হইলে দেবযানী তাঁহাকে পতিভাবে পাইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। কচ গুরুকন্যা সহোদরা জ্ঞানে তাহাতে অসম্মত হইলে, ইনি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, তাঁহার মন্ত্র নিষ্ফল হইবে। কচও অভিসম্পাত করেন যে, দেবযানী ক্ষত্রিয়-ভোগ্যা হইবেন।

দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বের তনয়া শর্ম্মিষ্ঠার সহিত দেবযানীর সখীভাব ছিল। একদা উভয়ে একত্র জলক্রীড়ায় গমন করেন। স্নানান্তে শর্ম্মিষ্ঠা অগ্রে তীরে উঠিয়া ভ্রমক্রমে দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করেন। এই বিষয় লইয়া উভয়ের কলহ হইলে শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে আঘাত করিয়া এক শুষ্ক কূপে নিক্ষেপ করেন। মহারাজ যযাতি দৈবক্রমে মৃগয়ার্থ সেই বনে গমন করেন, এবং জল অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কূপের নিকট উপস্থিত হন। রাজা কূপমধ্যে দেবযানীকে দেখিতে পাইয়া ইঁহাকে তাহা হইতে উদ্ধার করেন। দেবযানী যযাতির সৌজন্যে ও রূপে মুগ্ধ হন। অতঃপর ইনি পিতার নিকট শর্ম্মিষ্ঠার দুর্ব্যবহারের কথা জ্ঞাপন করিলে তিনি বৃষপর্ব্বরাজের রাজ্য ত্যাগ করিতে উদ্যত হন। তখন দৈত্যরাজ শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসীরূপে প্রদান করিয়া ইঁহার তুষ্টি বিধান করেন।

অনন্তর আর একদিন দেবযানী ক্রীড়ার্থ সেই বনে গমন করেন। যযাতিও মৃগয়ার্থ তথায় উপস্থিত হন। উভয়ে সাক্ষাৎ হইলে, উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। অনন্তর শুক্রাচার্য্যের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক যযাতি দেবযানীর পাণিগ্রহণ করেন, এবং পরিচারিকা শর্ম্মিষ্ঠাসহ ইঁহাকে রাজভবনে লইয়া যান। যযাতির ঔরসে ইঁহার যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র জন্মে। অতঃপর যযাতি গোপনে শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিলে, তাঁহার গর্ভে তিনটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তখন দেবযানী সমুদায় অবগত হইয়া ক্রোধভরে পিতৃগৃহে গমন করেন।

দেবযু—১। ধার্ম্মিক। দেব শব্দ–যা (যাওয়া)+কু ক। বিণ; ত্রি। ২। দেবতা। সং।

দেবযুগ—সত্যযুগ। ৬তৎ। সং; পু।

দেবযোনি—উপদেবতা; বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ, ভূত, ইহারা সব দেবযোনি। দেব হইয়াছে যোনি (উৎপত্তিস্থল) যাহার, বহু। সং; পু। [স্ত্রী।

দেবযোষা—দেবরমণী; অপ্সরাঃ। ৬তৎ। সং;

দেবর—পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, দেওর। দিব (ক্রীড়া করা)+অরন্ ক। সং; পু।

দেবরক্ষিত—১। দেবগণ কর্তৃক পরিত্রাত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। ২। দেবরাজ পুত্রবিশেষ। সং; পু। [সং; পু।

দেবরথ—দেবযান, বিমান, ব্যোমযান। ৬তৎ।

দেবরহস্য—অতি গোপনীয়। দেবের রহস্য, ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [পু।

দেবরাজ—ইন্দ্র। দেবগণের রাজা, ৬তৎ। সং;

দেবরাত—১। মহারাজ পরীক্ষিৎ, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পৌত্র; পরীক্ষিৎ যখন তাঁহার জননী অভিমন্যু-পত্নী উত্তরার গর্ভস্থ, সেই সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন, এইজন্য তিনি দেবরাত নামে খ্যাত হন। সং; পু। ২। দেবদত্ত। দেব শব্দ–রা (দান করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দেবর্ষি—দেব অথচ ঋষি, নারদাদি মুনি [ঋষি দেখ]। কর্ম্মধা। সং; পু।

দেবল—১। দেবোপজীবী, যে ব্রাহ্মণ গ্রাম্য বা তাদৃশ সাধারণ দেবতার পূজা করিয়া বেড়ায়, পূজারি ব্রাহ্মণ। দেব শব্দ–লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; পু। ২। জনৈক মুনি। ইঁহার পিতার নাম অসিত ঋষি ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ধৌম্য। ইনি যখন কঠোর তপশ্চরণ করেন, সে সময়ে জৈগীষব্য ইঁহার আশ্রমে বাস করিতেন। জৈগীষব্য অগ্রে সিদ্ধ হওয়ায় দেবল আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অতঃপর তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দেবল মোক্ষপদলাভের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

দেবলোক—স্বর্গ। ৬তৎ। সং; পু।

দেববাক্য—দৈববাণী, সংস্কৃত ভাষা; দৈববাণী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেববাণী—দেববাক্য। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেববাহন—অগ্নি। দেব—ণিজন্ত বহ বা বাহি+অন ক। সং; পু।

দেববিদ্যা—দেবজ্ঞান বিষয়া বিদ্যা, নিরুক্তবিদ্যা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [পু।

দেববিদ্বেষ—দেবতায় শত্রুভাব। ৭তৎ। সং;

দেববিদ্বেষী—(দেববিদ্বেষিন্) ১। দেবতার শত্রুভাবাপন্ন। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। অসুর। সং; পু। [সং; পু।

দেববৃক্ষ—মন্দারবৃক্ষ; সপ্তপর্ণবৃক্ষ; গুগ্‌গুল।

দেবব্রত—ভীষ্ম। দেব (ইন্দ্রিয়সংযম) হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। সং; পু।

দেবব্রতী—(দেবব্রতিন্)। দেবতার্থ ব্রতকারী। দেবব্রত+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

দেবশত্রু—অসুর। ৬তৎ। সং; পু।

দেবশর্ম্মা—ব্রাহ্মণজাতির সাধারণ উপাধি। সং; পু। [সং; পু।

দেবশিল্পী—(দেবশিল্পিন্)। বিশ্বকর্ম্মা। ৬তৎ।

দেবসত্তম—দেবপ্রধান। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

দেবসভা—দেবলোকস্থিত সুধর্ম্মা নামক সভা; রাজসভা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেবসাৎ—দেবতাকে দেয়, দেবাধীন। দেব শব্দ+চসাৎ। ব্য।

দেবসাযুজ্য—দেবসাদৃশ্য, দেবতার সহযোগ। ৬তৎ। সং; ক্লী। [স্ত্রী।

দেবসৃষ্টা—সুরা। দেবকর্তৃক সৃষ্টা, ৩তৎ। সং;

দেবসেনা—ইন্দ্রের কন্যা, কার্ত্তিকেয়ের পত্নী [ইঁহাকে ষষ্ঠীদেবী বা মহাষষ্ঠীও বলে। বিবাহের পূর্ব্বে একদা দেবসেনা মানসশৈলে বিহারার্থ গমন করিয়া কেশি নামক দৈত্য কর্তৃক অপহৃতা হন। অনন্তর দেবরাজ কেশীকে পরাস্ত করিয়া দেবসেনার উদ্ধার সাধন করেন]; দেবসৈন্য। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেবসেনাপতি—কার্ত্তিকেয়। ৬তৎ; [দেবসেনা দেখ]। সং; পু।

দেবস্ব—দেবসেবার্থে নিয়োজিত ধন বা সম্পত্তি, যাজ্ঞিক ধন। দেবের স্ব (ধন), ৬তৎ। সং; ক্লী।

দেবহূতি—স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা, কর্দ্দম প্রজাপতির ভার্য্যা। খ্যাতনামা কপিল ইঁহারই পুত্র। অরুন্ধতী প্রভৃতি ইঁহার নয়টী কন্যা। সং; স্ত্রী।

দেবহূয়—১। দেবগণের আহ্বান। দেব শব্দ—হ্বে (আহ্বান করা)+ক্যপ্, ভা। সং; ক্লী। ২। দেবাসুর যুদ্ধ। দেব আহূত যাহাতে, উপ। দেব—হ্বে+ক্যপ্, অধি। সং; পু। [ক্লী।

দেবহেলন—দেবগণের অবজ্ঞা। ৬তৎ। সং;

দেবহ্রদ—শ্রীপর্ব্বতস্থ তীর্থবিশেষ। সং; পু।

দেবা—দেবর। দিব (ক্রীড়া করা)+ণ ক—দেবৃ, ১মার ১বচন। সং; পু।

দেবাকার, দেবাকৃতি—দেবতার ন্যায় মূর্ত্তি বিশিষ্ট। দেবের আকারের বা আকৃতির ন্যায় আকার বা আকৃতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দেবাক্রীড়—দেবোপবন, ইন্দ্রের উদ্যান। দেব—আ—ক্রীড়+অল্ অধি। সং; পু।

দেবাগারিক—দেবমন্দিরে নিযুক্ত। দেবাগার+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। [স্ত্রী।

দেবাঙ্গনা—দেবরমণী; অপ্সরাঃ। ৬তৎ। সং;

দেবাজীব—পূজারি ব্রাহ্মণ। দেব (অর্থাৎ দেবপূজা) হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। সং; পু।

দেবাজীবী—(দেবাজীবিন্)। পূজারি বামুন। দেব দ্বারা আজীবী (জীবিকানির্ব্বাহকারী), ৩তৎ। সং; পু।

দেবাত্মা—১। দেবস্বরূপ। বহু। বিণ; ত্রি। ২। অশ্বত্থ বৃক্ষ। সং; পু।

দেবাদিদেব—শিব; বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু।

দেবাদেশ—দেবতার আজ্ঞা। ৬তৎ। সং; পু।

দেবানুকম্পা—দেবতার অনুগ্রহ। দেবের অনুকম্পা, ৬তৎ, অথবা দেব কৃত অনুকম্পা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

দেবানুচর—১। দেবানুগামী। ৬তৎ। বিণ, ত্রি। ২। বিদ্যাধরাদি উপদেব। সং; পু।

দেবান্তক—দৈত্যবিশেষ; রাক্ষসবিশেষ। দেবগণের অন্তক (নাশক), ৬তৎ। সং; পু।

দেবাপি—চন্দ্রবংশীয় রাজা প্রতীপের পুত্র এবং শান্তনুর ভ্রাতা; ইনি স্বীয় তপস্যাপ্রভাবে বিশ্বামিত্র ও সিন্ধু দ্বীপের ন্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সং; পু।

দেবায়তন—দেবালয়। দেবের আয়তন (আলয়), ৬তৎ। সং; ক্লী।

দেবায়ুধ—ইন্দ্রধনু, রামধনু; দেবতার অস্ত্র, বজ্রাদি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দেবারণ্য—দেবতার বিচরণ স্থান; তীর্থবিশেষ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দেবারাধনা—দেবসেবা, দেবতার উপাসনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেবালয়—স্বর্গ; দেবায়তন। ৬তৎ। সং; পু।

দেবালয়প্রতিষ্ঠা—দেবমন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক উৎসর্গ করা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দেবাবাস—স্বর্গ; সুমেরুপর্ব্বত; দেবমন্দির; অশ্বত্থ বৃক্ষ। ৬তৎ। সং; পু।

দেবাহার—অমৃত, সুধা। দেব যোগ্য যে আহার (খাদ্যদ্রব্য), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। পু।

দেবী—স্ত্রী-দেবতা; দুর্গা; মহিষী; ব্রাহ্মণী। দেব দেখ; দেব+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দেবীপুরাণ—দেবীমাহাত্ম্যাদি-বিবরণযুক্ত উপপুরাণবিশেষ। সং; ক্লী।

দেবীভাগবত—দেবীমাহাত্ম্যসূচক ভাগবতাখ্য পুরাণবিশেষ। সং; ক্লী।

দেবীমাহাত্ম্য—মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত দেবী-মহিমার প্রকাশক গ্রন্থবিশেষ। সং; ক্লী।

দেবী সিং—(মহারাজ বাহাদুর)। মুর্শিদাবাদে নসীপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা পাণিপতে বাস করিতেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দেবী সিং বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে নূতন প্রণালী বিধিবদ্ধ হয়। এই সময় দেবী সিংকে রাজস্ববিভাগের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করা হয়। ইঁহার কার্য্যকালে কোম্পানীর প্রাপ্য রাজস্ব বহুলপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া আদায় হয়। ইতিহাসে লিখিত আছে যে, দেবী সিং নানাপ্রকার অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে ইনি পূর্ণিয়া, এদরাকপুর, রংপুর, ও দিনাজপুর জেলার ইজারা গ্রহণ করেন। ইহাতে দেবী প্রভূত ধন সঞ্চয় করেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রংপুরের প্রজাগণ প্রকাশ্যভাবে বিরুদ্ধাচরণ করিলে দেবীকে পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয় এবং ইঁহার কৃত কার্য্যের অনুসন্ধান জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। গভর্ণর জেনারেল স্যার্ জন সোর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অত্যন্ত গুরুতর অপরাধগুলি দেবীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয় নাই। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রেল দেবীসিংহের মৃত্যু ঘটে। ইঁহার ভ্রাতা বাহাদুর সিং ইঁহার উত্তরাধিকারী হন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুরের মৃত্যু ঘটিলে পর, তাঁহার মধ্যম পুত্র রাজা বাহাদুর উদ্‌মন্ত সিং এই বংশের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হন। কলিকাতা বড়বাজারে ইঁহার যথেষ্ট ভূসম্পত্তি ছিল। তাহার মধ্যে অনেকটা ইঁহার পারিবারিক বিগ্রহ রঘুনাথজীর সেবার্থে উৎসর্গীকৃত করা হইয়াছিল। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কিষণচাঁদ বংশের প্রতিনিধি বলিয়া গৃহীত হন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিচাঁদ রাজপদে অভিষিক্ত হন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইঁহার পুত্র রণজিৎ সিং বর্ত্তমান সময়ে নসীপুরের রাজা। ইনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ও দশ বৎসর পরে রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। রণজিৎ সিং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার যখন অন্যতম সদস্য ছিলেন, সেই সময়ে দেশের অনেক হিতসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্জ্জন মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ উপলক্ষে নসীপুরের রাজবাটীতে গমন করেন। রাজা বাহাদুর অমায়িকতা গুণে এবং দেশহিতৈষিতায় সাধারণ্যে প্রশংসাভাজন হইয়া আছেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ইনি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শৈশবে দেবেন্দ্রনাথ মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে অধ্যয়ন করেন, এবং পরে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। শৈশবে ইনি পিতামহী কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার প্রতিই সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। ইঁহার অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতামহীর মৃত্যু হয়। অন্যান্য লোকের সহিত দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার দাহকার্য্যের জন্য শ্মশানে গমন করেন। এই সময়েই ইঁহার মনোমধ্যে বৈরাগ্যভাবের উদয় হয়, এবং সত্যতত্ত্ব কি তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ উপস্থিত হয়। এই সময়ে সহসা ঈশোপনিষদের একখানি ছিন্ন পত্রে একটি শ্লোক পড়িয়াই ইঁহার হৃদয়ে একেশ্বরবাদের উদয় হয়, এবং রামমোহন রায়ের সহিত যোগ দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে মনোযোগী হন। এজন্য ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে হিন্দুশাস্ত্রান্তর্গত ব্রহ্মপ্রতিপাদক তত্ত্বসমূহের বহুল প্রচারার্থ তত্ত্ববোধিনী নামক সভা স্থাপন করেন; এবং পরে তত্ত্ববোধিনী নামক এক মাসিক পত্রিকায় উক্ত ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। প্রথমে অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ জন সভ্যের সহিত ইনি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মসভায় কোনরূপ উপাসনাদির পদ্ধতি ছিল না, কেবল তথায় উপনিষদের শ্লোক পাঠ এবং ব্যাখ্যা হইত। দেবেন্দ্রনাথই তথায় উপাসনাপদ্ধতি প্রচলন করেন, এবং উপাসনার জন্য একটী প্রার্থনাও প্রস্তুত করিয়া দেন। অতঃপর ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদিগের কর্ত্তব্যাদি বহুবিধ বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়। ইঁহার ধর্ম্মপ্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মগণ ইঁহাকে 'মহর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করেন। অতঃপর ইনি মন্থরী পর্ব্বতে গমন করিয়া তথায় চারি বৎসরকাল নির্জ্জনে ব্রহ্মসাধনায় নিযুক্ত থাকেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর একরূপ সংসারত্যাগী হইয়া পারিবারিক বাটি হইতে দূরে অবস্থান করিতেন। ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম—তাৎপর্য্য সহিত ১ম ও ২য় খণ্ড, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, উপদেশাবলী, ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা, বক্তৃতাবলী, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি, পরলোক ও মুক্তি, উপহার, আত্মজীবনী। এতদ্ব্যতীত ইনি ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ এবং উপনিষদের সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় বৃত্তি রচনা করেন। ইঁহার দানশীলতাও যথেষ্ট ছিল। ইনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা ইংরাজি ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে জানুয়ারী তারিখে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ দাস—১২৬৩ সালের ২১শে শ্রাব ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীনাথ দাস। দেবেন্দ্র পিতার চতুর্থ পুত্র। ইঁহার ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্র নাথ "সময়" নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের স্বত্বাধিকারী।

দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া, ১৮৭২ খৃঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় হইয়া মাসিক ২০৲ স্কলারসিপ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ এ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া গোয়ালিয়র মেডেল ও মাসিক ৪০৲ টাকা স্কলারসিপ পান। ইনি সিবিল-সার্ব্বিস পরীক্ষা প্রদানের জন্য বিলাতে গমন করিয়া যথাসময়ে ঐ পরীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক সপ্তদশ স্থান অধিকার করেন। কিন্তু তখন বয়ঃসংক্রান্ত নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়াতে কার্য্য লাভে বঞ্চিত হন। অতঃপর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। সেখানে প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় দুইশত টাকা মূল্যের কতকগুলি পুস্তক ও দুই বৎসরের জন্য মাসিক ৬০৲ টাকা স্কলারসিপ পান। কিন্তু তৃতীয় বৎসরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও র‍্যাঙ্গলার হইতে পারেন নাই, কারণ তিনি দ্বিতীয় বিভাগে বি, এ পাশ হইয়াছিলেন।

সিবিল সার্ব্বিস ও র‍্যাঙ্গলার পরীক্ষা উভয় বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে দেবেন্দ্রনাথ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। অনন্তর ৫ মাস পরে আবার সপরিবারে বিলাত চলিয়া যান। বিলাতে গিয়া তিনি নানা ভাষা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দি, হিন্দুস্থানী (উর্দ্দু প্রভৃতি), পার্শী, ইংরেজী, লাটিন, গ্রীক ও ইটালিয়—এই দশটি ভাষা জানিতেন। তিনি ভারতবাসী ইংরেজ যুবকদিগের জন্য একটী স্কুল খুলেন, উহাতে হিন্দি, পার্শী, সংস্কৃত, ও হিন্দুস্থানী এই ভাষাচতুষ্টয়ের শিক্ষা দিতেন। সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থীদিগের জন্য বিলাতে যে রেনের স্কুল ছিল, তিনি তাহাতে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক হন, এবং বার্বে'স ইনিষ্টিটিউশনেও অধ্যাপকতা করিতেন। এই সময়ে বিলাতের প্রধান প্রধান মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হন। সংবাদ পত্রে লেখার কার্য্য উত্তমরূপে চালাইতে হইলে সংক্ষিপ্ত-লেখা বা "শর্ট হ্যাণ্ড" শিক্ষা করা আবশ্যক, একারণ তিনি ঐ বিষয়ও এই সময়ে অভ্যাস করেন। তিনি প্রতিমিনিটে দেড়-শত কথা লিখিতে পারিতেন।

ইনি বিলাতে অবস্থানকালে "মিরোগী" নামক একখানি ইটালিয় ভাষার নাটক বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। এতদ্ব্যতীত "পাগলের কথা" নামে একখান বাঙ্গালা পুস্তকও লিখিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ কতকগুলি ইংরেজ বন্ধুর অনুরোধে প্রায় চারিমাস কাল ব্যাপিয়া পরবর্ত্তী ৬টী বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ১। বৈদিক কাল, চারি বেদ ও উপনিষদ্। ২। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য—রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসের কাব্যনাটকাদি ও প্রাকৃত ভাষা। ৩। সংহিতা। ৪। প্রাচীন দর্শন—মীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও যোগ। ৫। পরবর্ত্তী দর্শনশাস্ত্র—জৈন, চার্ব্বাক, ভগবদ্গীতা, বৌদ্ধশাস্ত্র। ৬। পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ, অলঙ্কার, অভিধান, অঙ্কশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, সঙ্গীতবাদ্য প্রভৃতি।

বিলাতে অবস্থানের শেষ দুই বৎসর দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় অসুস্থ হইয়া পড়েন। ১৮৯১ খৃঃ অব্দে তিনি ২।৩ বার ব্রন্‌কাইটিস রোগে শয্যাশায়ী হন। এই কারণে ডাক্তারেরা স্বদেশে যাইতে পরামর্শ দেন, তিনিও তদনুসারে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কলিকাতায় আসিবার পরে সিটি কলেজে ইংরাজী অধ্যাপকের কার্য্য করিতে থাকেন। এখানে প্রায় এক বৎসর কার্য্য করিয়া আপন ভবনে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থীদিগের জন্য একটী ক্লাস খুলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সেঞ্চুরী স্কুল ও পরে সেঞ্চুরী কলেজ স্থাপন এবং ৭ বৎসর কাল অতি দক্ষতার সহিত ঐ কলেজের কার্য্য সম্পাদন করেন। পরে সেঞ্চুরী কলেজটী উঠিয়া যায়।

অনন্তর ইনি বরিশাল ব্রজমোহন ইন্‌ষ্টিটিউশনে ও কলিকাতা সিটি ও রিপণ কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এফ এ, ও বি, এর পাঠ্যপুস্তকের নোট প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন, এবং পাঁচ বৎসরে ৩১ খানি ইংরাজী পুস্তকের নোট প্রস্তুত করেন। ১৩১৫ সালে ৫২ বৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ লোকান্তরে গমন করেন।

দেবেশ—শিব। দেবগণের ঈশ (প্রভু), ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দেবেশী।

দেবেশী—দুর্গা। দেবেশ দেখ; দেবেশ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দেবোচিত—দেবযোগ্য ; দেবার্হ। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

দেবোপম—দেবতাতুল্য। দেব সদৃশ এই বাক্যে নিত্য, অথবা দেব হইয়াছে উপমা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

দেশ—স্থান, ভূমির অংশবিশেষ ; মহাদেশের এক এক বৃহৎ অংশ। দিশ (আদেশ করা) + অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

দেশকাল—স্থান ও সময়। দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

দেশকালজ্ঞ—দেশ ও কালের অবস্থা ভালরকম বুঝে যে এরূপ। দেশ ও কাল দেশকাল, দ্বন্দ্ব ; দেশকাল—জ্ঞা + ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দেশকালজ্ঞা।

দেশকালাতীত—১। দেশ ও সময়ে অনবচ্ছিন্ন। বিণ ; ত্রি। ২। পরমেশ্বর। দ্বন্দ্ব ও ২তৎ। সং ; পু।

দেশকালোচিত—যেমন স্থান ও যেমন সময় তদুপযুক্ত। ৬তৎ। বিণ, ত্রি। [পু।

দেশত্যাগ—জন্মভূমি পরিত্যাগ। ৬তৎ। সং ;

দেশত্যাগী—(দেশত্যাগিন্) । যে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়াছে এরূপ। দেশ—ত্যজ + ঘিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দেশত্যাগিনী।

দেশদেশান্তর—এক দেশ হইতে অন্যদেশ, নানা দেশ। অন্য দেশ, দেশান্তর, নিত্য ; দেশ ও দেশান্তর, দ্বন্দ্ব, অথবা দেশ হইতে দেশান্তর, ৫তৎ। সং ; ক্লী।

দেশধর্ম্ম—দেশাচার। দেশ প্রচলিত ধর্ম্ম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

দেশপর্য্যটন—দেশভ্রমণ, দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান। দেশে (দেশসমূহে) পর্য্যটন, ৭তৎ। সং ; ক্লী। [পু।

দেশভেদ—দেশবিশেষ, পৃথক্‌দেশ। ৬তৎ। সং ;

দেশভ্রমণ—দেশপর্য্যটন। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

দেশরূপ—১। উৎকৃষ্ট দেশ। দেশ শব্দ + রূপ উৎকর্ষার্থে। সং ; পু। ২। ন্যায়, ঔচিত্য। দেশের রূপ, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দেশবিখ্যাত—দেশপ্রসিদ্ধ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

দেশবিদেশ—স্বদেশ ও অন্য দেশ। বিভিন্ন দেশ বিদেশ, নিত্য। দেশ ও বিদেশ, দ্বন্দ্ব। সং।

দেশবিধান—দেশীয় নিয়ম, দেশবাসিগণের আচার ব্যবহার বিষয়ক পদ্ধতি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দেশব্যাপী—(দেশব্যাপিন্) । সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত, যাহা দেশ ব্যাপিয়া আছে। দেশে ব্যাপী, ৭তৎ। অথবা দেশকে ব্যাপিয়াছে যে, উপ ; দেশ শব্দ—বি—আপ্ + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দেশব্যাপিনী।

দেশহিতৈষী—দেশের মঙ্গলেচ্ছু। দেশের হিত, ৬তৎ। দেশহিত—ইষ (ইচ্ছা করা) + ণিন্ ক = দেশহিতৈষিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দেশহিতৈষিণী। [সং ; পু।

দেশাচার—দেশব্যবহার, দেশের রীতি। ৬তৎ।

দেশাধিপ—দেশের অধিপতি, রাজা। ৬তৎ। সং ; পু।

দেশান্তর—অন্য দেশ। নিত্য। সং ; ক্লী।

দেশান্তরীয়—অন্যদেশোৎপন্ন ; অন্যদেশ সম্বন্ধীয়। দেশান্তর + ঈয় ভবাদ্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

দেশিক—পথিক, পান্থ ; উপদেষ্টা, গুরু। দেশ শব্দ + ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

দেশিনী—১। দেশজাতা। দেশী দেখ ; দেশিন্ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। তর্জনী অঙ্গুলী। সং ; স্ত্রী।

দেশী—(দেশিন্) । দেশজাত, স্বদেশীয়। দেশ + ইন্ ভবার্থে। বিণ ; পু।

দেশীয়—দেশ্য ; দেশসম্বন্ধীয় ; দেশজাত। দেশ শব্দ + ঈয় ভবাদ্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

দেশ্য—১। দেশীয় ; দেশজাত। দেশ শব্দ + ষ্য ভবাদ্যর্থে। বিণ ; ত্রি। ১। পূর্ব্বপক্ষ। দিশ (কথন) + ঘ্যণ্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

দেষ্ণু—১। দানশীল। দা (দান করা) + ইষ্ণু ক শীলার্থে। ২। দুর্দ্দান্ত। বিণ ; ত্রি। ৩। চন্দ্র ; রজক। সং ; পু।

দেহ—১। শরীর, অবয়ব, অঙ্গ। দিহ (লেপন করা) + অল্ র্ম্ম। সং ; পু ও ক্লী। ২। লেপন। দিহ + অল্ ভা। সং ; ক্লী।

দেহকর্ত্তা—পঞ্চভূত ; ঈশ্বর ; সূর্য্য। ৬তৎ। সং ; পু।

দেহক্ষয়—১। দেহনাশ। ৬তৎ। ২। রোগ। দেহের ক্ষয় হয় যাহা হইতে, বহু। সং ; পু।

দেহজ—১। পুত্র। দেহ শব্দ—জন + ড ক। সং ; পু। ২। শরীরজাত। বিণ ; ত্রি।

দেহজা—কন্যা। দেহজ দেখ ; দেহজ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

দেহতত্ত্ব—শারীরস্থান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দেহতরু—শরীররূপ বৃক্ষ। রূপক। সং ; পু।

দেহত্যাগ—মৃত্যু। ৬তৎ। সং ; পু।

দেহদ—১। শরীরদাতা। দেহ শব্দ—দা (দান করা) + ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। পারদ। সং ; পু।

দেহধারক—১। শরীরধারী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। অস্থি, হাড়। সং ; ক্লী।

দেহধারণ—জীবিত থাকা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দেহধারী—(দেহধারিন্)। শরীরধারণকারী। দেহ—ধৃ (ধারণ) + ণিন্ ক। বিণ ; পু।

দেহপণে—শরীরকে পণ করিয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

দেহপাত—শরীরের পাতন, শরীরনাশ। ৬তৎ। সং ; পু। [পু।

দেহপিঞ্জর—শরীররূপ পিঁজরা। রূপক। সং,

দেহভার—শরীরের গুরুত্ব। ৬তৎ। সং ; পু।

দেহভৃৎ—শরীরী, প্রাণী। দেহ দেখ ; দেহ শব্দ —ভৃ (ধারণ করা) + ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

দেহমহিমা—শরীরের প্রভাব। ৬তৎ। সং ; পু।

দেহযষ্টি—শরীররূপ যষ্টি। রূপক। সং ; পু।

দেহযাত্রা—জীবনযাপন, সংসারযাত্রা। সং ; স্ত্রী।

দেহলতা—শরীররূপ লতা। রূপক। সং ; স্ত্রী।

দেহলাভ—শরীর প্রাপ্তি। ৬তৎ। সং ; পু।

দেহলি, দেহলী—চৌকাঠের অধঃস্থিত কাষ্ঠ ; ঘরের সম্মুখবর্ত্তী রক্, বারান্দা, দাওয়া, পিঁড়ে। দেহ শব্দ—লা (গ্রহণ করা) + ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

দেহসার—মজ্জা। ৬তৎ। সং ; পু।

দেহাতীত—শরীরাতীত, শরীর হইতে ব্যতিরিক্ত ; দেহাভিমানশূন্য, পণ্ডিত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

দেহাত্মবাদী—যাহাদের মতে দেহই আত্মা, পৃথক্ আত্মা নাই ; চার্ব্বাক, বৌদ্ধবিশেষ। দেহও যে আত্মাও সে, দেহাত্মা (দেহাত্মন্), কর্ম্মধা ; দেহাত্মন্ শব্দ—বদ (বলা) + ণিন্ ক = দেহাত্মবাদিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

দেহান্ত—শরীরের নাশ, মৃত্যু। দেহের অন্ত (নাশ), ৬তৎ। সং ; পু।

দেহান্তর—অন্য দেহ, শরীরান্তর। অন্য যে দেহ, নিত্য। সং ; ক্লী।

দেহায়তন—শরীরের পরিমাণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দেহাবসান—দেহত্যাগ, মৃত্যু। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দেহী—শরীরী, প্রাণী ; আত্মা। দেহ + ইন্ অস্ত্যর্থে = দেহিন্, ১মার ১বচন। বিণ ও সং ; পু।

দৈতেয়, দৈত্য—অসুর, ইহারা দিতির গর্ভজাত [দিতি দেখ]। দিতি শব্দ + ঢেয়, পক্ষান্তরে ষ্য অপত্যার্থে। সং ; পু।

দৈত্যকুল—অসুরবংশ ; অসুরসমূহ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দৈত্যগুরু—শুক্রাচার্য্য। ৬তৎ। সং ; পু।

দৈত্যনিসূদন, দৈত্যারি—বিষ্ণু, কৃষ্ণ। দৈত্যের নিসূদন (বিনাশক) বা অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং ; পু।

দৈত্যপতি—হিরণ্যকশিপু। ৬তৎ। সং ; পু।

দৈত্যপূজ্য—১। অসুরগণের অর্চ্চনীয়। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। শুক্রাচার্য্য। সং ; পু।

দৈত্যমাতা—দিতি [দিতি দেখ]। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

দৈত্যসেনা—ব্রহ্মার কন্যা ; দানব কেশীর প্রতি ইহার অনুরাগ ছিল, দানব তাহা জানিতে পারিয়া ইহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করে। সং ; স্ত্রী।

দৈত্যারি—দৈত্যনিসূদন দেখ।

দৈন—১। দীনতা। দীন শব্দ + ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী। ২। দিনভব, দৈনিক। দিন দেখ ; দিন শব্দ + ষ্ণ ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

দৈনন্দিন—প্রতিদিন যাহা হয়, প্রাত্যহিক, প্রতিদিবসীয়। দিন—দিন শব্দ + ষ্ণ ভবার্থে, নিপাতনে নকারাগম। বিণ ; ত্রি।

দৈনন্দিন-প্রলয়—ব্রহ্মার এক এক দিনের অন্তে

নিখিল বস্তুর বিলয়। কর্ম্মধা। সং; পু।
দৈনিক—দিনসম্বন্ধীয়; প্রাত্যহিক। দিন শব্দ +ষ্ণিক ভবাদ্যর্থে। বিণ; ত্রি।
দৈন্য—কার্পণ্য, ব্যয়কুণ্ঠতা; দীনতা, দারিদ্র্য; শোচনয়তা। দীন দেখ; দীন শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; স্ত্রী।
দৈন্যদশা—দারিদ্র্যাবস্থা, নির্দ্ধনতা। দৈন্যই দশা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
দৈন্যপীড়িত—ধনাভাবে কাতর, ধন না থাকায় ক্লিষ্ট। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
দৈর্ঘ্য—দীর্ঘতা; লম্বা দিকের পরিমাণ। দীর্ঘ দেখ; দীর্ঘ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।
দৈব—১। দেবসম্বন্ধীয়; ভাগ্যজাত। দেব শব্দ +ষ্ণ ভবাদ্যর্থে। বিণ; ত্রি। ২। অদৃষ্ট, ভাগ্য; অঙ্গুলির অগ্রভাগরূপ দেবতীর্থ। সং; ক্লী। ৩। বিবাহবিশেষ [বিবাহ দেখ]। সং; পু।
দৈবকর্ম্ম—দেবোদ্দেশে কৃত কর্ম্ম, যজ্ঞাদি। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
দৈবকী—দেবকী দেখ।
দৈবক্রমে—দৈববশতঃ, হঠাৎ। দৈবের ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।
দৈবগতি—দৈবের গতি; দৈব ঘটনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
দৈবগত্যা—দৈবের গতিক্রমে, দৈববশতঃ। দৈবগতি দেখ; দৈবগতি শব্দের ৩য়ার ১বচন। ব্য। [কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
দৈবঘটনা—অতর্কিত ঘটনা, আকস্মিক ব্যাপার।
দৈবজ্ঞ—অদৃষ্টফলগণক, ভাগ্যকথয়িতা। দৈব দেখ; দৈব শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দৈবজ্ঞা।
দৈবজ্ঞা—দৈবজ্ঞ দেখ। সং; স্ত্রী।
দৈবত—১। দেবতা সম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। দেবতা দেখ; দেবতা শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। দেবতা। দেবতা শব্দ +ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু ও ক্লী। ৩। দেবতা-সমূহ। দেবতা শব্দ+ষ্ণ সমূহার্থে। সং; ক্লী।
দৈবতন্ত্র—ভাগ্যাধীন। দৈবের তন্ত্র (অধীন), ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; ক্লী।
দৈবতীর্থ—করাঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ। কর্ম্মধা।
দৈবদুর্বিপাক—অদৃষ্টের মন্দ পরিণাম, ভাগ্যের প্রতিকূলতা, ভাগ্যবিপর্য্যয়। দুর্ (দুষ্ট) যে বিপাক (পরিণাম) দুর্বিপাক, কর্ম্মধা। দৈবের (অদৃষ্টের) দুর্বিপাক (মন্দ পরিণাম), ৬তৎ। সং; পু।
দৈবধন—১। দৈবলব্ধ ধন, ভাগ্যলব্ধ অর্থ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। দেবোদ্দেশে প্রদত্ত ধন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
দৈবপ্রশ্ন—দৈববাণী। কর্ম্মধা। সং; পু।
দৈবযুগ—মনুষ্যমানে চারি যুগ, দেব পরিমাণে দ্বাদশ সহস্র বৎসর। সং; ক্লী।
দৈবযোগ—দৈবঘটনা। কর্ম্মধা। সং; পু।
দৈবযোগে—দৈবঘটনায়, হঠাৎ। বহু। ক্রি-বিণ।
দৈবলব্ধ—অদৃষ্টবশতঃ প্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
দৈবলেখক—দৈবজ্ঞ, গণক। ৬তৎ। সং; পু।
দৈববাণী—আকাশবাণী, দেবতারা অলক্ষিত-ভাবে থাকিয়া যে আদেশবাণী বা উপদেশ-বাক্য নির্দ্দেশ করেন। দৈব দেখ; দৈবী যে বাণী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
দৈববিড়ম্বনা—অদৃষ্টের প্রতিকূলতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
দৈববিপত্তি—বিধিকৃত বিপদ্। দৈবী (দেবকৃতা) যে বিপত্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
দৈববিপাক—অদৃষ্টের পরিণাম বা মন্দ পরি-ণাম। ৬তৎ। সং; পু।
দৈবশক্তি—ঈশ্বরসম্বন্ধিনী ক্ষমতা, ঐশ্বরিক ক্ষমতা, ঐশী শক্তি। দৈবী যে শক্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
দৈবাগত—অকস্মাৎ উপস্থিত, যাহার আসিবার কোন কারণ ছিল না অথচ আসিয়া উপ-স্থিত হইয়াছে এরূপ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
দৈবাৎ—দৈববশতঃ; অকস্মাৎ, হঠাৎ। দৈব দেখ; দৈব শব্দ—অত (গমন করা)+ ক্বিপ্ ক। ব্য।
দৈবাত্যয়—দেবকৃত বা অদৃষ্টকৃত উপদ্রব। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।
দৈবাদেশ—দৈববাণী, প্রত্যাদেশ। দৈব যে আদেশ, কর্ম্মধা। সং; পু।
দৈবানুগৃহীত—ঈশ্বরের অনুকম্পা প্রাপ্ত। দৈব (অদৃষ্ট কর্তৃক) বা দৈব (দেবকর্তৃক) অনুগৃহীত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
দৈবানুগ্রহ—দেবকৃপা; অদৃষ্টের প্রসন্নতা। দৈবের অনুগ্রহ, ৬তৎ, অথবা দৈব (দেব-সম্বন্ধীয়) যে অনুগ্রহ, কর্ম্মধা। সং; পু।
দৈবায়ত্ত—দৈবাধীন, অদৃষ্ট অনুসারে ঘটিত, পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে সংঘটিত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।
দৈবিক—দেবঘটিত; দেবতাসম্বন্ধীয়। দেব দেখ; দেব শব্দ+ষ্ণিক ভবাদ্যর্থে। বিণ; ত্রি।
দৈবী—দেবসম্বন্ধিনী; অদৃষ্টানুসারে সংঘটিতা। দেব শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
দৈবীশক্তি—দেবসম্বন্ধিনী ক্ষমতা, ঐশী শক্তি। অসমস্ত পদদ্বয়। সং; স্ত্রী।
দৈবোপহত—হতভাগ্য, দুরদৃষ্ট। দৈব কর্তৃক উপহত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
দৈব্য—১। দেবসম্বন্ধীয়। দেব শব্দ+ষ্ণ্য ইদ-মর্থে। বিণ; ত্রি। ২। ভাগ্য, অদৃষ্ট। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি।
দৈশিক—দেশসম্বন্ধীয়। দেশ+ষ্ণিক ইদমর্থে।
দৈষ্টিক—একমাত্র ভাগ্যের উপর নির্ভরকারী, পুরুষকারহীন; যন্ত্রবিষ্য। দিষ্ট শব্দ (ভাগ্য) +ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।
দৈহিক—দেহসম্বন্ধীয়, শারীরিক, কায়িক। দেহ দেখ; দেহ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।
দোগ্ধা—১। দোহনকর্ত্তা, দোয়াল। দুহ (দোহন করা)+তৃন্ ক=দোগ্ধৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দোগ্ধ্রী। ২। বৎস; গোপাল। সং; পু।
দোগ্ধ্রী—১। দোহনকর্ত্রী। দোগ্ধা দেখ; দোগ্ধৃ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুগ্ধবতী ধেনু। সং; স্ত্রী।
দোদুল্যমান—পুনঃ পুনঃ দোলনশীল, নিয়ত দুলিতেছে এরূপ। যঙন্ত দুল (পুনঃ পুনঃ দোলা)+শান ক। বিণ; ত্রি।
দোধূয়মান—পুনঃ পুনঃ কম্পমান; ধুধুকারী। যঙন্ত ধূ (পুনঃ পুনঃ কম্পিত হওয়া)+ শান ক। বিণ; ত্রি।
দোর্দ্দণ্ড—বাহুদণ্ড, ভুজদণ্ড। দোষ্ দেখ; দোষ্ রূপ দণ্ড, রূপক কর্ম্মধা। দোঃ+দণ্ড। সং; পু।
দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ—ভুজপ্রভাব, বাহুবল। দোর্দ্দণ্ড দেখ; দোর্দ্দণ্ডের প্রতাপ, ৬তৎ। সং; পু।
দোল—দোলা; ডুলি; ঝুলি; ধান্যাদি রাখি-বার পাত্র, ডোল। দুল (দোলা)+অন্ ক। সং; পু।
দোলক—ঘড়ীর দোলক, যাহার দোলনে ঘড়ীর কাঁটা চলে। ণিজন্ত দুল বা দোলি+ণক ক। সং; পু।
দোলদুর্গোৎসব—দোল ও দুর্গাপূজা জন্য উৎ-সব। দ্বন্দ্ব। সং; পু।
দোলন—কম্পন; দুলন; ইতস্ততশ্চলন। দুল (দোলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
দোলমঞ্চ—দোলার্থ কৃত বেদিকা, যে মৃন্ময় বা ইষ্টকাদিরচিত মঞ্চের উপরিভাগে দোল-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।
দোলযাত্রা—শ্রীকৃষ্ণের দোলারোহণরূপ উৎসব-বিশেষ। দোল সংক্রান্ত যাত্রা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
দোলা—১। ডুলি; ঝুলি; ডোল। দোল দেখ; দোল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। দোলন। দুল (দোলা)+ঙ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
দোলায়মান—দুলিতেছে এরূপ, দোদুল্যমান; বিচলিত; ইতস্ততঃ ভাবাপন্ন; চঞ্চল। দোল শব্দ+ণ্যা=দোলায় নামধাতু, তদুত্তরে শান ক। বিণ; ত্রি।
দোলায়িত—দোলন দেখ; দোল শব্দ+ণ্যা= দোলায় নামধাতু, তদুত্তরে ক্ত ভা। সং; ক্লী।
দোলী—ডুলি; ঝুলি; ডোল। দোল দেখ; দোল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
দোষ—অপরাধ; পাপ; অনিষ্ট; কুকর্ম্ম;

কলঙ্ক ; ত্রুটি ; অনিয়ম ; গোবৎস ; বাত পিত্ত ও কফ ; কাব্যাপকর্ষক ধর্ম্মবিশেষ। দুষ (দোষ করা) + অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে দুষ্ট।

দোষক্ষালন—দোষের অপনোদন, দোষ দূরীভূত করা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দোষগ্রাহী—দোষগ্রহণকারী, দুর্জ্জন। দোষ দেখ ; দোষ শব্দ – গ্রহ (গ্রহণ করা) + ণিন্ ক = দোষগ্রাহিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

দোষজ্ঞ—১। পণ্ডিত ; চিকিৎসক। সং ; পু। ২। দোষবিৎ, দোষ বিষয়ে জ্ঞানী। দোষ শব্দ – জ্ঞা (জানা) + ড ক। বিণ ; ত্রি।

দোষত্রয়—বাত, পিত্ত, কফ, এই ত্রিদোষ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দোষা—১। রাত্রি। দম (দমন করা) + ডোস্ অধি, তদুত্তরে আপ্। ব্য। ২। বাহু। দম + ডোস্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

দোষাকর—১। নিশাকর, চন্দ্র। দোষা দেখ ; দোষা (রাত্রিতে) কর (কিরণ) যাহার, বহু, অথবা দোষা শব্দ (রাত্রি) – কৃ (করা) + ট ক। সং ; পু। ২। দোষাশ্রয়, দোষের আধার, বহুদোষযুক্ত। দোষের আকর, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

দোষাতন—রাত্রিকালীন। দোষা দেখ ; দোষা (রাত্রি) + ট্টন ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

দোষাপনয়ন—দোষমোচন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দোষারোপ—দোষের আরোপ, দোষ দেওয়া। ৬তৎ। সং ; পু।

দোষাবহ—দোষাকর ; দোষজনক। দোষ শব্দ – আ – বহ (বহন করা) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

দোষাশ্রিত—দোষাবলম্বী ; দোষযুক্ত। ২তৎ

দোষিক—রোগ, ব্যারাম। দোষ + ঞ্চিক ভবার্থে। সং ; পু।

দোষী—দোষযুক্ত, পাপী, অপরাধী। দোষ + ইন্ অস্ত্যর্থে = দোষিন্, ১মার ১বচন। বিণ।

দোষৈকদর্শী—যে কেবল দোষ দেখে। এক (কেবল) যে দোষ দোষৈক, কর্ম্মধা ; অথবা দোষের এক (একত্ব), ৬তৎ। দোষৈক শব্দ – দৃশ (দেখা) + ণিন্ ক = দোষৈকদর্শিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

দোষৈকদৃক্—দোষৈকদর্শী ; কেবল দোষদর্শী। এক (কেবল) যে দোষ দোষৈক, কর্ম্মধা। দোষৈক শব্দ – দৃশ (দেখা) + ক্বিপ্ ক = দোষৈকদৃশ্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

দোষ্, দোস্—বাহু, ভুজ। দম (দমন করা) + ডোস্ ণ। সং ; পু।

দোসর—সঙ্গী। অপভ্রষ্ট শব্দ।

দোহ—১। দোহন ; তৃপ্তি। দুহ (দোহন করা) + অল্ ভা। ২। দোহনপাত্র, কেঁড়ে। দুহ + অল্ অধি। সং ; পু।

দোহক—দোহনকর্ত্তা, দোগ্ধা। দুহ (দোহন করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দোহিকা।

দোহজ—১। দোহনজাত। দোহ শব্দ – জন + ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। দুগ্ধ। সং ; ক্লী।

দোহদ—১। গর্ভিণীর স্পৃহা, সাধ ; ইচ্ছা, অভিলাষ ; গর্ভ ; চিহ্ন ; বৃক্ষাদির পোষক ঔষধাদি। দোহ দেখ, দোহ শব্দ (তৃপ্তি) – দা (দেওয়া) + ড ক। ২। গর্ভলক্ষণ। ক্লী।

দোহদদান—সাধ দেওয়া, নবম ও দশমমাসে গর্ভিণীকে তদীয় স্পৃহণীয় বস্তুদান [গর্ভবতী দেখ]। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

দোহদলক্ষণ—গর্ভচিহ্ন ; গর্ভস্থ শিশু, জ্রূণ ; বয়ঃসন্ধি। সং ; ক্লী।

দোহদবতী—সাধযুক্তা ; গর্ভিণী। দোহদ দেখ ; দোহদ শব্দ + বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দোহদিনী—গর্ভবতী, গর্ভিণী। দোহদ শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দোহদী—কামনাযুক্ত, কামী। দোহদ দেখ ; দোহদ শব্দ (ইচ্ছা, কাম) + ইন্ অস্ত্যর্থে = দোহদিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

দোহন—১। দুগ্ধ আকর্ষণ, দোহা ; সংগ্রহকরণ। দুহ (দোহন করা) + অনট্ ভা। ২। দোহনপাত্র, কেঁড়ে। দুহ + অনট্ অধি। সং ; ক্লী।

দোহনী—দোহনপাত্র, কেঁড়ে। দুহ (দোহন করা) + অনট্ অধি, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। স্ত্রী।

দোহ্য—দোহনীয়, দোহনযোগ্য। দুহ (দোহন করা) + য কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

দৌত্য—দূতের কর্ম্ম বা ব্যবসায়। দূত দেখ ; দূত + ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

দৌত্যকার্য্য—দূতকৃত্য, দূতের করণীয় কার্য্য। দৌত্যরূপ কার্য্য, রূপক। সং ; ক্লী।

দৌরাত্ম্য—দুর্বৃত্ততা ; নিষ্ঠুরতা ; উপদ্রব ; অত্যাচার। দুরাত্মা দেখ ; দুরাত্মন্ + ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

দৌর্গ—১। দুর্গসম্বন্ধীয়। দুর্গ শব্দ (গড়) + ষ্ণ ইদমর্থে। ২। দুর্গাসংক্রান্ত। দুর্গা + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

দৌর্গত্য—১। দুরবস্থা, নির্ধনতা। দুর্গত শব্দ + ষ্ণ্য ভাবার্থে। ২। মলিনতা। সং ; ক্লী।

দৌর্গন্ধ—খারাপ গন্ধ। দুর্গন্ধ শব্দ + ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী।

দৌর্জ্জন্য—দুর্জ্জনতা ; ক্রূরতা ; দুর্ব্যবহার। দুর্জ্জন দেখ ; দুর্জ্জন + ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

দৌর্ব্বল্য—দুর্ব্বলতা, শক্তিহীনতা ; ক্ষীণতা। দুর্ব্বল দেখ ; দুর্ব্বল + ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

দৌর্ভাগিনেয়—দুর্ভগার সন্তান, ভাগ্যহীনার পুত্র। দুর্ভগা শব্দ (ভাগ্যহীনা) + ষ্ণেয় অপত্যার্থে (ষ্ণেয় স্থানে ইনেয়)। সং ; পু।

দৌর্ম্মনস্য—দুর্ভাবনা ; মনঃক্ষোভ ; দুঃখ ; উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। দুর্ম্মনাঃ দেখ ; দুর্ম্মনস্ শব্দ + ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

দৌবারিক—দ্বাররক্ষক, দ্বারপাল, দরওয়ান। দ্বার + ষ্ণিক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দৌবারিকা।

দৌবারিকা—দ্বাররক্ষাকারিণী, দ্বারপালিকা। দ্বার + ষ্ণিক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে দৌবারিক।

দৌর্হৃদ—গর্ভ ; গর্ভিণীর সাধ। দুর্হৃদ্ শব্দ + ষ্ণ ভাবে (মতান্তরে দ্বিহৃদয় + ষ্ণ, নিপাতনে সিদ্ধ)। সং ; ক্লী।

দৌষ্কুলেয়—দুষ্টকুলোৎপন্ন, নীচবংশোদ্ভব। দুষ্কুল দেখ ; দুষ্কুল + ষ্ণেয় অপত্যার্থে। বিণ ; ত্রি।

দৌষ্মন্তি—রাজা দুষ্মন্তের পুত্র, খ্যাতনামা বর্ষবিভাজক ভরত [দুষ্মন্ত ও ভরত দেখ]। দুষ্মন্ত + ষ্ণি অপত্যার্থে। সং ; পু।

দৌহিত্র—দুহিতার পুত্র, কন্যার ছেলে। দুহিতা দেখ ; দুহিতৃ শব্দ (কন্যা) + ষ্ণ অপত্যার্থে। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দৌহিত্রী।

দৌহিত্রী—দুহিতার কন্যা। দৌহিত্র দেখ ; দৌহিত্র + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

দ্যাবাপৃথিবী—স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়। দ্যো (স্বর্গ) ও পৃথিবী, দ্বন্দ্ব ; নিপাতনে সিদ্ধ। সং ; স্ত্রী।

দ্যাবাভূমি—দ্যাবাপৃথিবী। দ্বন্দ্ব। সং ; স্ত্রী।

দ্যু—১। আকাশ ; স্বর্গ ; দিন। দিব + ক্বিপ্ ক। সং ; ক্লী। ২। সূর্য্য ; অগ্নি। সং ; পু।

দ্যুতি—প্রকাশ ; শোভা ; দীপ্তি, প্রভা, ঔজ্জ্বল্য। দ্যুত + কি ভা। সং ; স্ত্রী।

দ্যুতিকর—১। দীপ্তিকারক। দ্যুতি শব্দ – কৃ (করা) + ট ক। বিণ ; ত্রি। ২। ধ্রুব নক্ষত্র। সং ; পু।

দ্যুতিত—দ্যোতিত দেখ।

দ্যুতিধর—বিষ্ণু। দ্যুতির ধর (ধারক), ৬তৎ। সং ; পু।

দ্যুতিমতী—প্রভাসম্পন্না, দীপ্তিশালিনী। দ্যুতি দেখ ; দ্যুতি + মতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দ্যুতিমান্—১। দীপ্তিশালী, উজ্জ্বল ; ভাস্বর। দ্যুতি দেখ ; দ্যুতি (দীপ্তি) + মতু অস্ত্যর্থে = দ্যুতিমৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দ্যুতিমতী। ২। ক্রৌঞ্চদ্বীপপতি, প্রিয়ব্রতের পুত্র। সং ; পু।

দ্যুপতি—ইন্দ্র ; সূর্য্য। দ্যু দেখ ; দ্যুর (স্বর্গের, আকাশের) পতি, ৬তৎ। সং ; পু।

দ্যুমণি—সূর্য্য। দ্যু দেখ ; দ্যুর (আকাশের) মণিস্বরূপ, ৬তৎ। সং ; পু।

দ্যুমৎসেন—জনৈক রাজা, সত্যবানের পিতা। শাল্বদেশে ইঁহার রাজ্য ছিল। ইনি অতি ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন, এবং সর্ব্বথা ন্যায়ানুমোদিতভাবে রাজ্যশাসন করিতেন।

বিধিনির্ব্বন্ধে হঠাৎ অন্ধ হওয়ায়, ইঁহার শত্রুপক্ষ প্রবল হইয়া ইঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলে ইনি ভার্য্যা ও শিশুপুত্র সত্যবান্‌সহ অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সত্যবান্ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, প্রাতঃস্মরণীয়া আদর্শসতী সাবিত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অতঃপর পূর্ব্বনির্দ্ধারিত দিবসে সত্যবানের মৃত্যু হইলে পতিগতপ্রাণা সাবিত্রী স্বীয় ধর্ম্মবলে ধর্ম্মরাজের সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পতির পুনর্জীবন, শ্বশুরের চক্ষু ও রাজ্যাধিকার প্রভৃতি বর প্রাপ্ত হন। অনন্তর দ্যুমৎসেন হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া পুত্র কলত্রাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া অনেক দিন রাজ্যসুখ ভোগ করেন। অবশেষে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্টাংশ ধর্ম্মসাধনে নিয়োজিত করেন।

ম্ন—স্বর্গ; ধন; সামর্থ্য, বল। দ্যু দেখ; দ্যু শব্দ—ম্না+ড ক। সং; ক্লী।

লোক—স্বর্গলোক। দ্যু দেখ; দ্যু নামক যে লোক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

সৎ—স্বর্গবাসী; দেবতা; সূর্য্যাদি গ্রহ। দ্যু দেখ; দ্যু শব্দ (স্বর্গ)—সদ (বাস করা) +কিপ্ ক। সং; পু।

ত—অক্ষক্রীড়া, পাশাখেলা; জুয়াখেলা। দিব (ক্রীড়া করা)+ক্ত ক। সং; পু ও ক্লী।

তকর, দ্যূতকার, দ্যূতকৃৎ—যে পাশা খেলে, জুয়ারী। দ্যূত দেখ; দ্যূত (পাশকক্রীড়া) —কৃ (করা)+যথাক্রমে ট, ষণ্, কিপ্। ক। সং; পু।

তপূর্ণিমা—কোজাগরপূর্ণিমা [এই রাত্রিতে জাগরণ করিয়া দ্যূতক্রীড়া করিলে লক্ষ্মীবৃদ্ধি হয় বলিয়া এইরূপ নাম হইয়াছে]। সং; স্ত্রী।

তপ্রতিপৎ—কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপৎ। সং; স্ত্রী। এই দিবসে দ্যূতক্রীড়া করিলে তাহাতে যে জয়ী হয়, তাহার পক্ষে ঐ বৎসর শুভদায়ক হইয়া থাকে।

তবীজ—কপর্দ্দক, কড়ি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

তবৃত্তি—দ্যূতক্রীড়াব্যবসায়ী, যে পাশা খেলিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। দ্যূত হইয়াছে বৃত্তি (ব্যবসায় বা জীবিকা) যাহার, বহু। বিণ।

তবেদী—(দ্যূতবেদিন্)। পাশাক্রীড়াভিজ্ঞ। দ্যূত—বিদ+ণিন্ ক। বিণ; পু।

ন—১। ক্রীড়ক। দিব (ক্রীড়া করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। লগ্নাপেক্ষা সপ্তম রাশি। সং; ক্লী।

দ্যো—স্বর্গ; আকাশ। দ্যুত (দীপ্তি পাওয়া) +ডো অধি, অথবা, দিব (দীপ্তি পাওয়া, ক্রীড়া করা)+ডো অধি। সং; স্ত্রী।

দ্যোত—আলোক, দীপ্তি, দ্যুতি; প্রকাশ; আতপ, রৌদ্র। দ্যুত (দীপ্তি পাওয়া)+ অল্ ভা। সং; পু।

দ্যোতক—১। দীপ্তিশীল। দ্যুত (দীপ্তি)+ণক ক। ২। প্রকাশক, সূচক, ব্যঞ্জক। ণিজন্ত দ্যুত বা দ্যোতি+ণক ক। ৩। উদ্বোধক। বিণ; ত্রি।

দ্যোতন—দীপ্তি পাওয়া; প্রকাশ; উদ্বোধন। সং; ক্লী।

দ্যোতমান—শোভমান, দীপ্যমান। দ্যুত+শান ক। বিণ; ত্রি।

দ্যোতিত—শোভিত; দীপিত; প্রকাশিত। দ্যোত (দীপ্তি করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দ্যোভূমি—১। স্বর্গ ও পৃথিবী। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী। ২। পক্ষী। দ্যো (অন্তরীক্ষ) হইয়াছে ভূমি যাহার, বহু। সং; পু।

দ্রঢ়িমা—দৃঢ়তা, দার্ঢ্য, কাঠিন্য; স্থিরতা, স্থৈর্য্য। দৃঢ় দেখ; দৃঢ় শব্দ+ইমন্ ভাবার্থে =দ্রঢ়িমন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

দ্রঢ়িষ্ঠ—অতি কঠিন, অতি দৃঢ়। দৃঢ় দেখ; দৃঢ় শব্দ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি।

দ্রঢ়ীয়সী—দ্রঢ়ীয়ান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

দ্রঢ়ীয়ান্—অতিশয় দৃঢ়। দৃঢ় শব্দ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে+দ্রঢ়ীয়স্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

দ্রব—১। বেগ; গতি; পরিহাস; প্রস্থান; পলায়ন; ক্ষরণ; গলন। দ্রু (গমন করা, গলা)+অল্ ভা। ২। রস। দ্রু+অন্ ক। সং; পু। ৩। গলিত; তরল। বিণ; ত্রি।

দ্রবণ—গতি, গমন; ক্ষরণ, গলন। দ্রু (গলা, গমন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে দ্রব, দ্রুত।

দ্রবত্ব—দ্রবের ভাব, তরলত্ব-গুণ। দ্রব দেখ; দ্রব (তরল)+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

দ্রবন্তী—নদী। দ্রু (গমন করা, ইত্যাদি)+ শতৃ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দ্রবিড়—ম্লেচ্ছবিশেষ; দেশবিশেষ। দ্রু (গমন করা)+ইড় ক। সং; পু।

দ্রবিণ—পরাক্রম; ধন; কাঞ্চন, সুবর্ণ। দ্রু (গমন করা, গলা)+ইন ক। সং; ক্লী।

দ্রবিণপ্রদ—১। সুবর্ণদাতা; ধনদাতা। দ্রবিণ শব্দ—প্র—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। সং; পু।

দ্রবীকরণ—তরল করা, গলান। দ্রব দেখ; দ্রব শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চি্=দ্রবী, তদুত্তরে কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

দ্রবীকৃত—যাহা গলান হইয়াছে এরূপ। দ্রব দেখ; দ্রব+অভূততদ্ভাবার্থে চি্=দ্রবী, তদুত্তরে কৃ (করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দ্রবীভাব—দ্রবণ, গলন, গলিয়া যাওয়া। দ্রব +অভূততদ্ভাবার্থে, চি্=দ্রবী, তদুত্তরে ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; ক্লী।

দ্রবীভূত—বিগলিত। দ্রব দেখ; দ্রব শব্দ+ অভূততদ্ভাবার্থে চি্=দ্রবী, তদুত্তরে ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

দ্রব্য—বস্তু, পদার্থ, সামগ্রী; বিত্ত; পিত্তল; ভেষজ; ক্ষিতি, জল, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, কাল, দিক্, আত্মা, মনঃ এই নয়। দ্রু+য কর্ম্ম। সং; পু।

দ্রব্যগুণ—১। দ্রব্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম। ৬তৎ। ২। দ্রব্যের গুণনির্ণায়ক গ্রন্থবিশেষ। সং; পু।

দ্রব্যজাত—১। দ্রব্যোৎপন্ন। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। ২। দ্রব্যসমূহ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

দ্রব্যময়—বহুদ্রব্যযুক্ত। দ্রব্য শব্দ+ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ; ত্রি।

দ্রব্যশুদ্ধি—মন্ত্রাদি বা প্রক্ষালনাদি দ্বারা দ্রব্যের শোধন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

দ্রষ্টব্য—দর্শনীয়, দর্শনযোগ্য, যাহা দেখা আবশ্যক বা উচিত এরূপ। দৃশ (দেখা)+ তব্য কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দ্রষ্টা—দর্শক, দর্শনকর্ত্তা; সাক্ষী; বিচারপতি। দৃশ (দেখা)+তৃন্ ক=দ্রষ্টৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দ্রষ্ট্রী।

দ্রষ্ট্রী—দ্রষ্টা দেখ। বিণ; স্ত্রী।

দ্রাক্—সত্বর, ঝটিতি, শীঘ্র। দ্রা (পলায়ন করা)+কক্ ক। ব্য।

দ্রাক্ষা—আঙ্গুর; কিস্‌মিস্; মনকা। দ্রাক্ষ +অল্ কর্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

দ্রাঘিমা—১। দৈর্ঘ্য। দীর্ঘ শব্দ+ইমন্ ভাবে =দ্রাঘিমন্, ১মার ১বচন। সং; পু। ২। ভূপৃষ্ঠে নিরক্ষরেখাকে লম্বভাবে ছেদ করিয়া যে কতকগুলি অর্দ্ধবৃত্তাকার রেখা কল্পনা করা যায়, তাহাদের নাম দ্রাঘিমা (Longitudes)

দ্রাঘিমান্তর—কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের মাধ্যন্দিন রেখা হইতে অন্যান্য স্থানের দূরত্ব।

দ্রাঘিষ্ঠ—অতিশয় দীর্ঘ। দীর্ঘ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি।

দ্রাঘীয়ান্—অতি দীর্ঘ। দীর্ঘ শব্দ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে=দ্রাঘীয়স্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দ্রাঘীয়সী।

দ্রাব—গতি, গমন; পলায়ন; গলন, দ্রব। দ্রু (গমন করা, গলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে দ্রুত।

দ্রাবক—১। দ্রবকারক; প্রবর্ত্তক। ণিজন্ত দ্রু বা দ্রাবি (গলান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। রসবিশেষ (Acid)। ৩। লম্পট; তস্কর, চোর; চন্দ্রকান্তমণি। দ্রু +ণক ক। সং; পু।

দ্রাবণ—১। বিতাড়িত করা; দ্রবীকরণ, গলান। ণিজন্ত দ্রু বা দ্রাবি (গমন করান, গলান) +অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। বিতাড়ক; প্রপীড়ক। ণিজন্ত দ্রু+অন ক। বিণ; ত্রি।

দ্রাবিকা—লালা, লাল। সং; ক্লী।

দ্রাবিড়—ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমা সমীপস্থ দেশ-বিশেষ; তদ্দেশীয় লোক। দ্রবিড় দেখ; দ্রবিড়+ষ্ণ। সং; পু।

দ্রাবিড়ক—বিটলবণ। সং; ক্লী।

দ্রাবিড়ী—ছোট এলাচ। দ্রবিড়+ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দ্রাবিত—বিতাড়িত, দূরীকৃত। ণিজন্ত দ্রু বা দ্রাবি (গমন করান, গলান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

দ্রাব্য—দ্রবণীয়, যাহা তাপযোগে সহজে দ্রব হয়। দ্রব শব্দ+ষ্য অহার্থে। বিণ; ত্রি।

দ্রু—বৃক্ষ; বৃক্ষের অবয়ব, শাখাদি। দ্রু (গমন করা)+ডু ক। সং; পু।

দ্রুঘণ—১। ব্রহ্মা; ভূমিচম্পকবিশেষ। দ্রু—হন+অন্ ক। ২। মুদ্গর; কুঠার। দ্রু দেখ; দ্রু (বৃক্ষ)—হন (বধ করা)+অল্ ণ। পু।

দ্রুণস—দীর্ঘনাসাবিশিষ্ট। দ্রুর (বৃক্ষের) ন্যায় নাসিকা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দ্রুণি, দ্রুণী—দ্রোণী, ডোঙ্গা; কচ্ছপী। দ্রুণ (হিংসা করা, গমন করা ইত্যাদি)+কি ক, তদুত্তরে বিকল্পে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দ্রুত—১। শীঘ্রতা। দ্রু (গমন করা, গলা, ইত্যাদি)+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। পলায়িত; প্রস্থিত; শীঘ্র; দ্রবীভূত। দ্রু+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে দ্রুতি।

দ্রুতগামী—শীঘ্রগামী, অতি শীঘ্র গমনে সমর্থ। দ্রুত শব্দ—গম (যাওয়া)+ণিন্ ক=দ্রুতগামিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দ্রুতগামিনী।

দ্রুতচারী—১। দ্রুতগামী। দ্রুত শব্দ—চর+ণিন্ ক=দ্রুতচারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। যে সকল জন্তু ভূমিতে ত্বরিতবেগে গমন করিতে পারে। সং; পু।

দ্রুতপদ—১। শীঘ্রগামী। দ্রুত হইয়াছে পদ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; ক্লী।

দ্রুতমধ্যা—ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ। সং; স্ত্রী।

দ্রুতবিলম্বিত—১। শীঘ্র অথচ বিলম্বযুক্ত। কম্বধা। বিণ; ত্রি। ২। দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; ক্লী।

দ্রুতবেগে—ত্বরিতগতিতে। বহু। ক্রি-বিণ।

দ্রুতি—দ্রবীভাব, গলিয়া যাওয়া; পলায়ন, প্রস্থান। দ্রু (গলা, গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে দ্রুত।

দ্রুনখ—কণ্টক, কাঁটা। দ্রু অর্থাৎ বৃক্ষের নখ (নখতুল্য পদার্থ), ৬তৎ। সং; পু।

দ্রুপদ—চন্দ্রবংশীয় নরপতি, পাণ্ডব-পত্নী দ্রৌপদীর পিতা। বাল্যকালে ইনি দ্রোণাচার্য্যের সহিত একত্র এক গুরুর নিকট অস্ত্রবিদ্যাদি শিক্ষা করায় শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় এবং উভয়ের সমবয়স্কতাবশতঃ পরস্পরের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর দ্রুপদ পঞ্চালরাজ্যের অধীশ্বর হইলে, দ্রোণাচার্য্য পূর্ব্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া ইঁহার নিকট আশ্রয়-প্রার্থী হন, কিন্তু ইনি পদগৌরবে মত্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এইরূপে অপমানিত হইয়া দ্রোণ হস্তিনায় গমন করিলেন, এবং তথায় পরম সমাদরে গৃহীত হইয়া কুরুপাণ্ডব বালকগণের অস্ত্রশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। রাজকুমারগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাঁহারা গুরুদক্ষিণা দিতে উদ্যত হইলে দ্রোণ বলিলেন যে, "যদি তোমরা গুরুরঃ প্রার্থনানুরূপ গুরুদক্ষিণা দিতে চাও, তবে আমি আর কিছুই চাহি না; তোমরা কেবল পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে বন্ধন করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।" এই কথা শুনিয়া কুমারগণ পঞ্চালরাজ্য আক্রমণ করিলেন। দ্রুপদ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া একে একে সকলকে পরাস্ত করিলেন। অবশেষে মহাবীর অর্জ্জুন সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুপদকে পরাভূত ও বন্দী করিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট আনিয়া দিলে, দ্রোণ ইঁহাকে ক্ষমা করিয়া ইঁহার রাজ্যের উত্তরাংশ স্বয়ং গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণাংশ ইঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। এইরূপে লাঞ্ছিত হওয়ায় দ্রুপদের হৃদয়ে প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। অতঃপর ইনি কাম্পিল্য নগরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যের প্রাণনাশে সমর্থ পুত্রের কামনা করিয়া এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেন। সেই যজ্ঞের অগ্নি হইতে ইঁহার কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) নাম্নী কন্যা ও ধৃষ্টদ্যুম্ন নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই ধৃষ্টদ্যুম্নই উত্তরকালে দ্রোণের শিরশ্ছেদন করেন। দ্রুপদের শিখণ্ডী নামে আর একটী পুত্র ছিলেন।

কৃষ্ণা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে দ্রুপদ, অর্জ্জুনকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহারই হস্তে কন্যারত্ন সম্প্রদানের অভিপ্রায় করেন, কিন্তু জতুগৃহদাহের পর পাণ্ডবগণের কোন সংবাদ না পাইয়া ইনি লক্ষ্যভেদ পণে কন্যার বিবাহ ঘোষণা করিলেন। এই বিবাহ উপলক্ষে দেশদেশান্তর হইতে রাজগণ পঞ্চালে সমবেত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই লক্ষ্যভেদে সমর্থ হন নাই। অবশেষে ছদ্মবেশী অর্জ্জুন তাহা বিদ্ধ করিলে, দ্রুপদ তাঁহারই হস্তে কন্যারত্ন অর্পণ করিলেন, কিন্তু বিধিনির্বন্ধে পঞ্চপাণ্ডবই দ্রৌপদীর স্বামী হইলেন [দ্রৌপদী দেখ]। ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্যচ্যুতির পর পাণ্ডবগণ বিরাট রাজপুরীতে প্রকাশিত হইলে, দ্রুপদ জামাতৃগণের নিকট উপস্থিত হন। অতঃপর কুরু-পাণ্ডবে সমর উপস্থিত হইলে, দ্রুপদ সবান্ধবে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন, এবং প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া পঞ্চদশ দিবসীয় রণে দ্রোণাচার্য্যের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন।

দ্রুম—বৃক্ষ; পারিজাত বৃক্ষ; কুবের; রুক্মিণী-গর্ভজাত কৃষ্ণের পুত্র। দ্রু (গমন করা)+ম ক। সং; পু।

দ্রুমময়—কাষ্ঠনির্ম্মিত। দ্রুম শব্দ+ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ; ত্রি।

দ্রুমবান্—বৃক্ষবিশিষ্ট। দ্রুম শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে =দ্রুমবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দ্রুমবতী। [সং; পু।

দ্রুমশ্রেষ্ঠ—তালগাছ; প্রধান গাছ। ৭তৎ।

দ্রুমারি—হস্তী। ৬তৎ। সং; পু।

দ্রুহিণ—ব্রহ্মা; কামক্রোধাদির উদ্দেশ্যে দ্রোহ করেন যিনি। দ্রুহ+ইনক্ ক। সং; পু।

দ্রোণ—১। পরিমাণ পাত্রবিশেষ, আঢ়ক; আঢ়কচতুষ্টয়, ৩২ সের পরিমাণ। দ্রু (গমন করা)+ন ক। সং; পু ও ক্লী। ২। দাঁড়কাক; মেঘবিশেষ; শাল্মলিদ্বীপের পর্ব্বতবিশেষ। সং; পু।

৩। ভরদ্বাজমুনির পুত্র, অশ্বত্থামার পিতা। ঘৃতাচী নাম্নী স্বর্বেশ্যাকে দেখিয়া ভরদ্বাজ মুনির রেতঃস্খলন হওয়ায় মুনিবর তাহা এক দ্রোণী মধ্যে রক্ষা করেন; সেই দ্রোণীতে (ডোঙ্গাতে) জন্ম হওয়ায় ইঁহার নাম দ্রোণ (দ্রোণী+ষ্ণ) হয়। বাল্যকালে দ্রুপদের সহিত একত্র থাকিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে। ভরদ্বাজের দেহত্যাগের পর দ্রোণ তপশ্চরণ দ্বারা ধর্ম্মমার্গে উন্নতিলাভ করেন। অনন্তর বংশরক্ষার্থে গৌতমতনয়া কৃপীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার অশ্বত্থামা নামে বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর পরশুরাম সর্ব্বস্ব দান করিতেছেন শুনিয়া দ্রোণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, এবং সমগ্র ধনুর্ব্বেদে শিক্ষালাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে ইনি দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হন। অনন্তর, দ্রুপদ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতার মৃত্যুর পর পঞ্চালরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন শুনিয়া অভাবে ক্লিষ্ট দ্রোণ বাল্যসখার আশ্রয়-প্রার্থী হইলে, দ্রুপদ ইঁহার আদর অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক, সামান্য ব্রাহ্মণ যে রাজাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতে সাহসী হইয়াছেন, এই অপরাধে ইঁহাকে নানারূপ কটুবাক্য বলিয়া রাজ্য হইতে দূরীভূত করেন। এইরূপে অপমানিত দ্রোণ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হন। ভীষ্ম ইঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণপূর্ব্বক রাজকুমারগণের অস্ত্রশিক্ষক স্বরূপে নিযুক্ত করেন। তদবধি ইনি দ্রোণাচার্য্য নামে খ্যাত হন।

রাজকুমারগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাঁহারা ইঁহাকে গুরুদক্ষিণা দিতে উদ্যত হইলেন। দ্রোণ বলিলেন, "বৎসগণ! যদি প্রকৃত গুরুদক্ষিণা দান তোমাদের অভিমত হয়, তবে পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে বন্ধন করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।" ইহা শুনিয়া নৃপনন্দনগণ পঞ্চাল আক্রমণ ও দ্রুপদের সহিত যুদ্ধ করিয়া সমরে জয়ী হইয়া গুরুর আদেশানুরূপ দক্ষিণাদান করিলেন। তখন দ্রোণ দ্রুপদকে বলিলেন, "সখে! এখন আমাকে চিনিতে পার কি? দেখ, তোমার রাজ্য ও জীবন আমার করতলগত; কিন্তু আমি পূর্ব্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া তোমার জীবন ভিক্ষা দিলাম। তবে অতঃপর যাহাতে তুমি আমাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিতে না পার, এজন্য তোমার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ আমি গ্রহণ করিলাম, অপরার্দ্ধাংশ তোমাকেই দিলাম।" এইরূপে ভাগীরথীর উত্তরে দ্রোণের রাজ্য হইলে, ইনি অহিচ্ছত্রনগরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক পুত্রকলত্রসহ পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্রুপদ মর্ম্মান্তিক অপমানে জাতক্রোধ হইয়া প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনার্থ দ্রোণবধক্ষম পুত্রকামনায় এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। তাহাতে তাঁহার কৃষ্ণা নামে কন্যা ও ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে পুত্র উৎপন্ন হন। এই ধৃষ্টদ্যুম্নই উত্তরকালে দ্রোণাচার্য্যের শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র সমরে দ্রোণ কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন। ভীষ্মের শরশয্যা-গ্রহণের পর একাদশ দিবসে ইনি কুরুসৈন্যের প্রধান সেনাপতিপদে বরিত হন। চতুর্দ্দশ দিবসীয় যুদ্ধে ইনি অপর ছয়জন রথীর সহিত মিলিত হইয়া অন্যায় সমরে বালকবীর অভিমন্যুর প্রাণবধ করেন। পঞ্চদশ দিবসে ইনি তুমুল সংগ্রাম করিয়া দ্রুপদের ও বিরাট-রাজের জীবনান্ত করেন। অতঃপর অশ্বত্থামা নামক হস্তী নিহত হইলে কৃষ্ণের কৌশলে "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে" এইরূপ রব উঠিল। দ্রোণ মনে করিলেন, আমার একমাত্র পুত্রই বিনষ্ট হইয়াছে। অনন্তর ইনি পুত্রশোকে একান্ত অভিভূত ও ম্রিয়মাণ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ইঁহার রথে আরোহণপূর্ব্বক খড়্গাঘাতে ইঁহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। দ্রোণাচার্য্য পঞ্চাশীতি ২র্ষ বয়ঃক্রম কালে লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

দ্রোণকলস—ক্রমময় যজ্ঞপাত্রবিশেষ। সং; পু।

দ্রোণকাক—দাঁড়কাক। সং; পু।

দ্রোণক্ষীরা—দ্রোণপরিমিত দুগ্ধদাত্রী গাভী। দ্রোণ (দ্রোণপরিমিত) ক্ষীর (দুগ্ধ) হয় যাহার, বহ। সং; স্ত্রী।

দ্রোণাচার্য্য—দ্রোণ দেখ।

দ্রোণি, দ্রোণী—জলসেচনী; ডিঙ্গি; ডোঙা; জলের গামলা; গরুর গামলা; দুই পর্ব্বতের অন্তর্বর্ত্তী স্থান। দ্রু (গমন করা, ইত্যাদি) +নি, নী ক। সং; স্ত্রী।

দ্রোণীদল—১। কেতকফুল। সং; স্ত্রী। ২। কেতক গাছ। দ্রোণীর ন্যায় দল যাহার, বহ। সং; পু।

দ্রোহ—অপকার, অনিষ্টাচরণ; অনিষ্টচিন্তা; পরাভব, অভিভব। দ্রুহ (অনিষ্টাচরণ করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে দ্রোহী।

দ্রোহিণী—অনিষ্টকারিণী। দ্রোহী দেখ; দ্রোহিন্ +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

দ্রোহিতা—অনিষ্টাচরণ। দ্রোহী দেখ; দ্রোহিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

দ্রোহী—অনিষ্টকারী; অনিষ্টচিন্তক; অভিভবকারী। দ্রুহ (অনিষ্টাচরণ করা)+ণিন্ ক=দ্রোহিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দ্রোহিণী। বিশেষ্যে দ্রোহিতা।

দ্রৌণি—দ্রোণাত্মজ, অশ্বত্থামা। দ্রোণ শব্দ+ ঞি অপত্যার্থে। সং; পু।

দ্রৌপদ—দ্রুপদ রাজার পুত্র। দ্রুপদ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

দ্রৌপদী—দ্রুপদতনয়া, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী। দ্রুপদ দেখ; দ্রুপদ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ইঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণা; ইনি পঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা বলিয়া দ্রৌপদী নামে খ্যাতা হন। এই নামেই ইনি সাধারণতঃ পরিচিতা। পঞ্চাল দেশে জন্ম হওয়ায় ইঁহার আর এক নাম পাঞ্চালী। দ্রুপদের আর এক নাম যজ্ঞসেন, এই জন্য কৃষ্ণা, যাজ্ঞসেনী নামেও বিদিতা। দ্রৌপদী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে দ্রুপদ ইঁহাকে অর্জ্জুনের হস্তে সম্প্রদান করিবার অভিপ্রায় করেন। কিন্তু জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবগণের কোন সংবাদ না পাইয়া, তিনি লক্ষ্যবেধপণে কন্যার বিবাহ ঘোষণা করিলেন, এবং অতি উচ্চস্থানে লক্ষ্যবস্তু স্থাপনপূর্ব্বক এক সুদৃঢ় কার্ম্মুক নির্ম্মাণ করাইলেন। পাঞ্চালীর রূপগুণের কথা শুনিয়া নানা দিগ্দেশ হইতে রাজগণ ও নৃপনন্দনসমূহ রমণীরত্নলাভের আশায় পঞ্চালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু লক্ষ্য বিদ্ধ করা দূরে থাকুক, অনেকে সেই শরাসনে জ্যারোপণই করিতে পারিলেন না। বীরবর কর্ণ ধনুকে জ্যারোপণ পূর্ব্বক শরসন্ধান করিতে উদ্যত হইলে, দ্রৌপদী সর্ব্বজনসমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি সূতপুত্রকে কদাচ বরমাল্য প্রদান করিব না।" ইহাতে কর্ণ লজ্জিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অবশেষে ছদ্মবেশী অর্জ্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া কৃষ্ণার পতি হইবার অধিকারী হইলেন। অনন্তর দ্রৌপদী ভীমার্জ্জুন সহ রজনীতে ভার্গবের কুটীরে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় সে রাত্রি বাস করিয়া পরদিন পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে পিতৃগৃহে গমন করিলেন। বিধিনির্ব্বন্ধে ব্যাসদেবের আদেশে পঞ্চপাণ্ডবের সহিত ইঁহার বিবাহ হইল। অনন্তর, পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিলে দ্রৌপদী পতিগণ সহ তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপতির ঔরসে, ইঁহার যথাক্রমে প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতসোম, শ্রুতকর্ম্মা, শতানীক, ও শ্রুতসেন নামক পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

রাজসূয় যজ্ঞের পর যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের কপট দ্যূতে রাজ্য, ধন, জন, ও শেষে পাঞ্চালীকে পর্য্যন্ত হারেন। সেই সময়ে ইনি অপমান ও লাঞ্ছনার একশেষ ভোগ করেন। দুরাত্মা দুঃশাসন, দুর্জ্জন দুর্য্যোধনের আদেশে ইঁহাকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক রাজসভায় আনয়ন করে। যুধিষ্ঠির দ্যূতপণে যথাসর্ব্বস্ব হারিয়াছিলেন, সুতরাং দ্রৌপদীর পরিহিত বসনও তখন দুর্য্যোধনের হইয়াছে। সুতরাং পাপমতি দুর্য্যোধন ইঁহার বস্ত্র উন্মোচন করিয়া লইতে আদেশ করিলে, দুঃশাসন তাহা আকর্ষণ করিতে লাগিল। ইঁহার কাতরবচনেও সভায় কেহ তাহা নিবারণ না করিলে, ইনি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিলেন, এবং অনন্যোপায়া হইয়া অতি দীনভাবে দীনশরণ হরির শরণাগত হইয়া আর্ত্তস্বরে আর্দ্রনয়নে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। বিপদ্ভঞ্জন, লজ্জানিবারণ, জগন্নাথ শ্রীহরি অদ্ভুত কৌশলে দুর্ম্মতি দুঃশাসনের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ইঁহার লজ্জানিবারণ করিলেন। অতঃপর ইনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণকে দ্যূতের পণ হইতে মুক্ত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে যুধিষ্ঠির পুনরায় অক্ষক্রীড়ায় হৃতসর্ব্বস্ব হইলে, দ্রৌপদী পুত্রগণকে দ্বারকায় প্রেরণপূর্ব্বক স্বয়ং পতিগণসহ পদব্রজে বনগামিনী হইলেন।

বনবাসকালে কৃষ্ণা স্বহস্তে রন্ধন করিতেন এবং সাধ্যানুসারে স্বামী ও অতিথিগণের পরিচর্য্যা করিতেন। এই সময়ে একদা ইনি জয়দ্রথ কর্ত্তৃক হৃতা হন। পরে পাণ্ডবেরা পাপিষ্ঠের পশ্চাদনুসরণপূর্ব্বক ইঁহাকে দুরাত্মার কবল হইতে উদ্ধার করেন। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে রাজ্যচ্যুত ও বনবাসী করিয়াও তৃপ্ত হন নাই। তিনি

তাঁহাদিগের বনাশের নিমিত্ত একদিন সশিষ্য দুর্ব্বাসা ঋষিকে দ্রৌপদীর ভোজনান্তে পাণ্ডবদি গর আশ্রমে প্রেরণ করেন। ভক্ষ্যদ্রব্যের ভাবে অতিথিসেবার ত্রুটি হইলে সর্ব্বনাশ ঘটিবে বুঝিয়া দ্রৌপদী প্রমাদ গণিলেন, এবং সাতিশয় কাতরা হইয়া দীনবচনে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। কৃষ্ণের যোগবলে ও কৌশলে দুর্ব্বাসা ভোজনে বীতস্পৃহ হইয়া শিষ্যগণকে লইয়া পলায়ন করিলেন।

দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের সময়ে দ্রৌপদীর দুঃখকষ্টের ও অপমান লাঞ্ছনার শেষ ছিল না। ইনি রাজকন্যা ও রাজমহিষী হইয়াও সৈরিন্ধ্রীবেশে বিরাটরাজমহিষীর পরিচারিকারূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কায়ক্লেশে দশমাস অতীত হইলে দ্রৌপদী রাজশ্যালক ও রাজ্যরক্ষক কীচকের কুদৃষ্টিতে পতিতা হইলেন। পাপাশয় ইঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া স্বীয় ভগিনী রাজ্ঞী সুদেষ্ণা দ্বারা ইঁহাকে কার্য্যব্যপদেশে আপনার গৃহে লইয়া যায়, এবং ইঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করিবার অভিপ্রায় ইঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, ইনি দৌড়িয়া একেবারে রাজসভায় উপস্থিত হন। দুর্বৃত্ত কীচকও ইঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া সভামধ্যে সর্ব্বজনসমক্ষে ইঁহাকে পদাঘাত করে। কীচকবলে রক্ষিত রাজা তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে সাহসী হইলেন না। তখন দ্রৌপদী অন্য উপায় না দেখিয়া রজনীতে ভীমের নিকট গমনপূর্ব্বক কীচকের অত্যাচার হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে বলিলেন। অনন্তর দ্রৌপদীর কপটসঙ্কেতক্রমে কীচক নিশাকালে নাট্যশালায় উপস্থিত হইলে দ্রৌপদীবেশী ভীম দুর্বৃত্ত কীচককে পশুবৎ বধ করিয়া দ্রৌপদীর শঙ্কা দূর করিলেন।

কুরুক্ষেত্র সমরকালে পাঞ্চালী পাণ্ডবশিবিরে অবস্থান করিতেন। যুদ্ধশেষে অশ্বত্থামার নৃশংস নৈশ হত্যাকাণ্ডে ইঁহার পঞ্চ পুত্র বিনষ্ট হইলে ইনি নিতান্ত শোকাভিভূতা হইয়া ভীমকে পুত্রহন্তার প্রাণসংহারার্থ প্রেরণ করেন। বৃকোদরকে সে কার্য্যে অসমর্থ জানিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনসহ তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনন্তর অশ্বত্থামা পরাজয় স্বীকার করিয়া ও প্রাণভিক্ষা লইয়া স্বীয় মস্তকস্থ সহজাত মণি প্রদানপূর্ব্বক বনগমন করিলে, ইনি সেই মণি পাইয়া রাজাকে প্রদান করেন। পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধযজ্ঞান্তে যদুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, দ্রৌপদী ভর্ত্তৃগণসহ মহাপ্রস্থানে যাত্রা করিলেন। ইঁহার পঞ্চপতির মধ্যে অর্জ্জুনের প্রতি মনে মনে ইঁহার অনুরাগ কিছু অধিক ছিল। একমাত্র এই পক্ষপাতিত্বরূপ পাপে দ্রৌপদী সশরীরে স্বর্গারোহণে অসমর্থা হইয়া সুমেরুশিখরে গমন সময়ে ভূধরপৃষ্ঠে পতিত হইয়া তনুত্যাগ করেন।

দ্রৌহিক—দ্রোহার্থ, দ্রোহযোগ্য, অপকারার্হ। দ্রোহ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

দ্বন্দ্ব—১। যুগ্ম; মিথুন, স্ত্রীপুরুষ; শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ, রাগদ্বেষ, ইত্যাদি বিরুদ্ধযুগ্ম; বিবাদ; কলহ; যুদ্ধ। দ্বি শব্দ+দ্বি শব্দ, নিপাতনে। সং; ক্লী। ২। সমাসবিশেষ, যে সমাসে উভয় পদের প্রাধান্য থাকে। সমাস দেখ। সং; পুং।

দ্বন্দ্বচর—চক্রবাক পক্ষী। দ্বন্দ্ব দেখ; দ্বন্দ্ব (মিথুন)—চর (চরা)+টক্ ক। সং; পুং।

দ্বন্দ্বচারী—(দ্বন্দ্বচারিন্)। চক্রবাকপক্ষী। দ্বন্দ্ব (মিথুন)—চর (বিচরণ করা)+ণিন্ ক। সং; পুং।

দ্বন্দ্বজ—১। কলহজাত, বিবাদোৎপন্ন। দ্বন্দ্ব দেখ; দ্বন্দ্ব (কলহ, যুদ্ধ)—জন (জন্মা) +ড ক। বিণ; ত্রি। ২। দোষদ্বয়োৎপন্ন রোগ। সং; ক্লী। [ক্লী।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ—দুইজনের পরস্পর যুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ। সং;

দ্বয়—১। দ্বিত্বসংখ্যাবিশিষ্ট, দুই। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দ্বয়ী। ২। দ্বিত্ব সংখ্যা, দুইটি বস্তু; যুগ্ম। দ্বি শব্দ (দুই)+অয়ট্। সং; ক্লী।

দ্বয়ী—দ্বয় দেখ।

দ্বাঃস্থ, দ্বাস্থ, দ্বাঃস্থিত, দ্বাস্থিত—১। দ্বারে স্থিত। দ্বার্ (দুয়ার)—স্থা+ড, ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। দ্বারপাল। সং; পুং।

দ্বাচত্বারিংশ—৪২ সংখ্যার পূরণ। দ্বাচত্বারিংশৎ শব্দ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

দ্বাচত্বারিংশৎ—বিয়াল্লিশ সংখ্যা, ৪২। দ্বির (দুইএর) দ্বারা অধিক যে চত্বারিংশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

দ্বাত্রিংশ—৩২ সংখ্যার পূরণ। দ্বাত্রিংশৎ শব্দ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

দ্বাত্রিংশৎ—বত্রিশ, ৩২। দ্বির (দুইএর) দ্বারা অধিক যে ত্রিংশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

দ্বাদশ—১। বার, ১২। দ্বির (দুইএর) দ্বারা অধিক যে দশন্ (দশ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা সমাসে দ্বাদশন্, ১মার ১বচন। ২। ১২ সংখ্যার পূরণ। দ্বাদশন্ শব্দ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দ্বাদশী।

দ্বাদশপত্রক—যোগবিশেষ। সং; ক্লী।

দ্বাদশপুত্র—ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত, শৌদ্র, এই বার প্রকার পুত্র। দ্বাদশ বিধ পুত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

দ্বাদশমল—দেহস্থ বার প্রকার মল—বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণকিট্ট, নখ, শ্লেষ্মা, অস্থি, দূষিকা ও স্বেদ। সং; পুং।

দ্বাদশমাসিক—মৃত্যুর পর দ্বাদশ মাসে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ। সং; ক্লী।

দ্বাদশমূর্ত্তি—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা প্রভৃতি ১২ নামধারী সূর্য্য। সং; পুং।

দ্বাদশযাত্রা—বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসে ভগবান্ হরির ভিন্ন ভিন্ন যাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—বৈশাখে চন্দনযাত্রা, জ্যৈষ্ঠে স্নানযাত্রা, আষাঢ়ে রথযাত্রা, ইত্যাদি। সং; স্ত্রী।

দ্বাদশরাশি—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, এই ১২ রাশি। সং; পুং।

দ্বাদশলোচন, দ্বাদশাক্ষ—ষড়ানন, কার্ত্তিকেয়। দ্বাদশ (১২) হইয়াছে লোচন বা অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। সং; পুং।

দ্বাদশাংশু, দ্বাদশার্চ্চিঃ—বৃহস্পতি। দ্বাদশ হইয়াছে অংশু (কিরণ) বা অর্চ্চিঃ (তেজঃ) যাহার, বহু। সং; পুং।

দ্বাদশাক্ষর—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই দ্বাদশ বর্ণাত্মক বিষ্ণুমন্ত্র। বহু। সং।

দ্বাদশাঙ্গুল—১২ অঙ্গুলিপরিমিত, বিঘৎ। দ্বাদশ অঙ্গুলির সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; পুং।

দ্বাদশাত্মা—সূর্য্য—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, উরুক্রম, এই দ্বাদশ নামধারী। দ্বাদশ (১২) হইয়াছে আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহু। সং; পুং।

দ্বাদশী—তিথিবিশেষ। দ্বাদশ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে মৎস্য দ্বাদশী বলে; পৌষ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে কূর্ম্ম দ্বাদশী বলে। এইরূপ মাঘের শুক্লা দ্বাদশী বরাহ দ্বাদশী, ফাল্গুনের নৃসিংহদ্বাদশী, চৈত্রের বামন দ্বাদশী, বৈশাখের জামদগ্ন্য দ্বাদশী, জ্যৈষ্ঠের রাম দ্বাদশী, আষাঢ়ের কৃষ্ণ দ্বাদশী, শ্রাবণের বুদ্ধ দ্বাদশী, ভাদ্রের কল্কি দ্বাদশী, আশ্বিনের পদ্মনাভ দ্বাদশী, কার্ত্তিকের নারায়ণ দ্বাদশী। এতদ্ভিন্ন বৈশাখের শুক্ল দ্বাদশী পিপীতকী দ্বাদশী, জ্যৈষ্ঠের বিশোক দ্বাদশী, ভাদ্রের শ্রবণ দ্বাদশী, কার্ত্তিকের মন্বন্তরা, অগ্রহায়ণের অখণ্ড দ্বাদশী, ফাল্গুনের গোবিন্দ দ্বাদশী নামে খ্যাত।

দ্বাপর—১। তৃতীয় যুগ; এই যুগের অবতার কৃষ্ণ ও বুদ্ধ; এই যুগে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ধ্বংস আরম্ভ হয় [চতুর্যুগ দেখ]। ২। সন্দেহ। দ্বি (দুই) হইয়াছে পর (প্রধান বিচার্য্য বিষয়) যাহাতে, বহু। সং; পুং।

দ্বার, দ্বার্—দুয়ার, দরজা; কবাট; উপায়;

সম্মুখ। ণিজন্ত দৃ বা দ্বারি (আচ্ছাদন করা)+অন্, পক্ষান্তরে বিচ্ ক। সং; প্রথমটি ক্লী ও দ্বিতীয়টি স্ত্রী।

দ্বারকা—কৃষ্ণের নগরী, গুজরাট প্রদেশান্তর্গত হিন্দুদিগের পরম পবিত্র স্থান। [ইহাতে প্রবেশ মাত্র মনুষ্যের জন্ম খণ্ডন হয়। দ্বারকায় দান, শ্রাদ্ধ ও দেবপূজা করিলে গঙ্গাদি তীর্থে কৃত ফলাপেক্ষা চতুর্গুণ ফল লাভ হয়]। দ্বার শব্দ—কৈ+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—১৮৪৬ খ্রীঃ বিক্রমপুরের অধীন মাগুরখণ্ড গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। পিতা কৃষ্ণপ্রাণ গাঙ্গুলি অতি দরিদ্র ছিলেন। ৭ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রাম্য পাঠশালায় কিছু লেখাপড়া শিখিয়া পরে ইনি ফরিদপুরে কিছুকাল ইংরাজী পাঠ করেন। অতঃপর কালীপাড়া গ্রামে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া ফরিদপুরের অধীন উলপুর এবং লোনসিং গ্রামে শিক্ষকের কার্য্য করেন। ইনি লোনসিংএ অবস্থিতির সময়ে 'অবলাবান্ধব' প্রকাশিত করেন। অতঃপর ১৮৬৯ খ্রীঃ কলিকাতায় আসেন। ইনি ব্রাহ্ম সমাজের স্ত্রীলোকদিগের আসন নির্দ্দেশ লইয়া গোলযোগ তুলিয়া ইহার মীমাংসা করাইয়া লন। সাধারণ-হিতকর অনেক কার্য্যেই ইনি যোগদান করিতেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ কুমারী অকররোড সাহায্যে হিন্দুমহিলা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ভারতসভা স্থাপনে ইনি একজন বিশেষ উদ্যোক্তা ছিলেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ইনি ভারতসভার সহকারী সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্মগণ যখন নববিধান পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময়ে ইনি এই সমাজ স্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কিছুদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ ২৭ শে জুন এই কর্ম্মবীরের মৃত্যু হয়।

দ্বারকানাথ ঠাকুর—কলিকাতা জোড়াসাঁকোস্থ ঠাকুরবংশের প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি নীলমণির পুত্র এবং জ্যেষ্ঠতাত রামলোচন কর্ত্তৃক দত্তকরূপে গৃহীত হন। ইনি সেরবোর্ণ (Sherborne) সাহেবের বিদ্যালয়ে বাল্যে শিক্ষা করেন। পরে ল এজেণ্ট ও বাণিজ্য বিষয়ক এজেণ্টের কার্য্য করেন। ছয় বৎসরকাল কলিকাতার কালেক্টার ও সল্ট এজেন্সির সেরেস্তাদারী করেন, পরে কিছুদিনের জন্য উক্ত এজেন্সির দেওয়ানি পদে উন্নীত হন। শুল্ক, লবণ এবং আফিম বোর্ডের দেওয়ানিও কিছুদিন করিয়াছিলেন। স্বাধীনভাবে বিষয়কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় ইনি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এই পদ পরিত্যাগ করেন এবং অল্পদিন পরেই "কার ঠাকুর কোং" নামক সওদাগরী আফিস স্থাপিত করেন। এই উপলক্ষে অনেক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের কুঠিসকল প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় ইঁহার ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে প্রসার প্রতিপত্তি চরমসীমায় উপনীত হইল। সে সময় এমন কোন সাধারণ-হিতকর কার্য্য ছিল না, যাহার সহিত দ্বারকানাথ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, বা যাহার উন্নতিকল্পে তিনি মুক্তহস্তে আর্থিক সাহায্য করেন নাই। ইংরাজ সমাজে ইঁহার সম্মান অপরিসীম। ইঁহার ক্রীত বেলগেছিয়া উদ্যানে উচ্চশ্রেণীস্থ ইংরাজগণ প্রায়ই পানভোজনে নিমন্ত্রিত হইয়া আপ্যায়িত হইতেন। তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেলও মধ্যে মধ্যে ইঁহার অতিথি হইতেন এবং সর্ব্বদাই ইঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও জমিদার সভা (Landholder's Society) ইঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দুকলেজ স্থাপনায় ইনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ সৃষ্টি বিষয়ে ইনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই জানুয়ারী ইনি ইউরোপ যাত্রা করেন। রোমে পোপের সাক্ষাৎলাভ করিয়া ১০ই জুন তারিখে লণ্ডন নগরে পৌছেন। ১৬ই জুন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভারতবাসীর পক্ষে এ গৌরবলাভ এই প্রথম। পরে রাজপ্রাসাদে মহারাণীর সহিত ভোজন করেন। মহারাণীর অনুরোধে ইনি ইংলণ্ডের সেনা-সম্মিলন (Review) ও রাজপ্রাসাদস্থ শিশু-আগার পরিদর্শন করেন। এগুলিও ভারতবর্ষীয় কোন প্রজাস্থানীয়ের পক্ষে এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। দ্বারকানাথের অনুরোধে মহারাণী ও তাঁহার স্বামী প্রিন্স এলবার্ট তাঁহাদের দুইখানি বৃহৎ তৈলচিত্র কলিকাতাবাসিগণকে প্রদান করেন। এই দুইখানি চিত্র এখনও কলিকাতা টাউনহল পরিশোভিত করিয়া আছে। দ্বারকানাথ স্কটলণ্ডেও বহু সম্মান অর্জ্জন করেন। আসিবার সময়ে ফ্রান্সের সম্রাট্ লুই ফিলিপের সহিত প্যারিস নগরে সাক্ষাৎ করিয়া ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ আবার ইউরোপ যাত্রা করেন। যাইবার সময় কাইরো নগরে ইজিপ্টের রাজপ্রতিনিধি ও নেপল্‌স্ সহরে ইতালীর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ বৎসরের ২৪শে জুন লণ্ডন নগরে উপস্থিত হন। এবারেও মহারাণীর নিকট বিশেষ সম্মানলাভ করেন। প্রাসাদে অভ্যর্থনা উপলক্ষে দ্বারকানাথ সিংহাসনের পশ্চাতে দাঁড়াইবার দুর্লভ সম্মান প্রাপ্ত হন। বকিংহাম প্রাসাদে গমন উপলক্ষে দ্বারকানাথ মহারাণী ও প্রিন্স এলবার্টের ক্ষুদ্র আকারে চিত্রিত মূর্ত্তি সম্মান-উপঢৌকনস্বরূপে প্রাপ্ত হন। ছবির নীচে মহারাণী স্বহস্তে এই কথাগুলি লিখিয়া দিয়াছিলেন :—"To Dwarkanath Tagore, with best regards from Victoria R, Albert, Buckingham Palace, July 8, 1845" এই বৎসর দ্বারকানাথ আয়লাণ্ড দেশ ভ্রমণ করিয়া সেখানেও বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন। পর বৎসর ৩০শে জুন তারিখে ডাচেস অব ইন্‌ভর্ণেস (Duchess of Inverness) ইঁহাকে একটি ভোজ দেন। ভোজনসময়ে দ্বারকানাথ কম্প অনুভব করেন। এই জন্য ইনি শীঘ্রই লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন। এখানে আসিয়া জ্বর ভোগ করিয়া ১লা আগষ্ট ইনি দেহত্যাগ করেন। কেন্‌সাল্ গ্রিন্ (Kensal Green) নামক স্থানে মহাসমারোহে ইঁহার সমাধি হয়। কবরের উপর রৌপ্যফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি বঙ্গানুবাদের সহিত লিখিত হয়—"Babu Dwarka Nath Tagore, Zemindar, died 1st August 1846, aged 52 years." দ্বারকানাথ ইউরোপ ভ্রমণকালে যেরূপ সমারোহের সহিত থাকিতেন, তাহাতে ইনি "Indian Prince" এই আখ্যা পাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষেও ইঁহার মান অতুলনীয় ছিল। ভারতবাসিগণের মধ্যে ইনিই প্রথম J. p. (Justice of the Peace) সম্মান লাভ করেন। প্রথমবার ইউরোপ ভ্রমণান্তে ইনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে অস্বীকার করেন। দ্বিতীয়বার গমনকালে ডাক্তার গুডিভের তত্ত্বাবধানে ৪টি বাঙ্গালী যুবক ইঁহার সঙ্গে চিকিৎসা শিক্ষার্থে ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁহাদের নাম ভোলানাথ বসু, কান্ত চক্রবর্ত্তী, দ্বারকানাথ বসু ও গোপাললাল শীল। ইঁহাদের ভিতর দুইজনের সমস্ত ব্যয়ভার দ্বারকানাথ ঠাকুর বহন করেন। অপর দুই জনের ব্যয়ভার গভর্ণমেণ্ট বহন করেন। দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রদ্ধাস্পদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিতীয় পুত্রের নাম গিরীন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম নগেন্দ্রনাথ। ইঁহাদের মধ্যে কেহই এক্ষণে জীবিত নাই।

দ্বারকানাথ মিত্র—১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি জেলার

আগুলী গ্রামে এই মনস্বী জন্মগ্রহণ করেন ইঁহার পিতা হুগলি আদালতে মোক্তারী করিতেন। ইঁহার অবস্থা তত সচ্ছল না হইলেও পুত্রকে রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা দানে ইনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। প্রতিভার প্রভাব প্রায়ই বাল্যকাল হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। দ্বারকানাথের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। হুগলি কলেজ ও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন কালে ইঁহার মানসিক বৃত্তির বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। ইনি যেকন বিষয়ক যে প্রবন্ধটি রচনা করেন, তাহাতে হিন্দুকলেজের প্রবন্ধ-রচয়িতা শ্রেণীর শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায় অন্যতর ম্যাজিষ্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে দ্বিভাষী পদগ্রহণ করেন। অল্পদিন পরেই প্লিডারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতে উকিল স্বরূপে প্রবেশ করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে ইনি এই আদালতে ব্যবসায় করিতে থাকেন এবং উত্তরকালে তদানীন্তন সমব্যবসায়িগণের অগ্রণী হইয়া উঠেন। প্রধান বিচারপতি স্যার্ বার্ণেস পিকক ইঁহার গুণের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন ১৫ জন জজের সমক্ষে বিখ্যাত Rent case বিচারাধীন হয়, তখন প্রজা পক্ষে দ্বারকানাথ ক্রমান্বয়ে ৭ দিন ধরিয়া আপন পক্ষ যেরূপ যোগ্যতা ও তেজস্বিতার সহিত সমর্থন করেন, তাহাতে কি বিচারপতিগণ, কি ব্যবহারাজীবগণ, কি জনসাধারণ সকলেই দ্বারকানাথের অসাধারণ শক্তি দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন। অল্প দিনের জন্য ইনি হাইকোর্টের জুনিয়ার প্লিডার পদে কার্য্য করিয়া ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যুজনিত শূন্য বিচারাসন অধিকার করেন। ৭ বৎসরকাল হাইকোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইনি যেরূপ ব্যবহারজ্ঞান, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি তর্কশক্তি ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কেবল বাঙ্গালীর পক্ষে কেন, অনেক ইংরাজ বিচারপতির পক্ষেও দুর্লভ। প্রসিদ্ধ "অসতী" মকদ্দমার বিচারে হাইকোর্টে এই নিষ্পত্তি হয় যে, হিন্দু বিধবা অসতী হইলেও বিষয়চ্যুত হইবে না। এই বিচারের বিরুদ্ধে ফুল বেঞ্চের সমক্ষে আপিল করা হয়। দ্বারকানাথ ফুল বেঞ্চের অন্যতম জজ ছিলেন। সহ-বিচারকগণ হাইকোর্টের রায় বাহাল রাখেন। কিন্তু দ্বারকানাথ ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া হিন্দু ব্যবহারজ্ঞান ও যুক্তির প্রাখর্য্য যেরূপ বিশদভাবে দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার দেশবাসিগণের নিকট তিনি অগণ্য প্রশংসাবাদের পাত্র হইয়াছিলেন। এই বিচার দ্বারকানাথের পীড়া ও মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল কয়েকমাস ধরিয়া কণ্ঠের ভিতর ক্ষত রোগে পীড়িত হন। পীড়িতাবস্থায় ইনি জন্মস্থান দেখিবার ইচ্ছা করেন। পরিবর্ত্তনে মঙ্গল হইতে পারে এই ভাবিয়া স্থানীয় চিকিৎসকগণ ইঁহার দেশগমনে সম্মতি দেন। সেইখানেই ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ২রা মার্চ্চ দ্বারকানাথ দেহত্যাগ করেন। জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত ইঁহার পাঠানুরাগের হ্রাস হয় নাই। ইনি প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) ছিলেন, এবং ফরাসী ভাষায় লিখিত এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা কোম্‌তের (Comte) গ্রন্থগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। ইঁহার মাতৃভক্তি অতুলনীয়। দেশে বিদ্যালয় ও ডাক্তারখানা স্থাপন দ্বারা এবং আরও নানা প্রকারে ইনি ইঁহার দানশীলতা এবং শিক্ষানুরাগ দেখাইয়া গিয়াছেন। উচ্চ গণিতে ও বিজ্ঞানেও ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা দৃষ্ট হইত। ইঁহার ইংরাজী ভাষাজ্ঞান ইংরাজগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। দ্বারকানাথ মিত্রের মত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি বাঙ্গালীর মধ্যে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' সংবাদপত্র সম্পাদক ও বিবিধ গ্রন্থ রচয়িতা। ইনি ১২২৭ সালে কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্বস্থিত চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে দাক্ষিণাত্য বৈদিককুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। গ্রাম্য পাঠশালায় কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া দ্বারকানাথ স্বগ্রামে জনৈক আত্মীয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন; পরে ইঁহার পিতা ইঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কিছুকাল অল্প বেতনে শিক্ষকের কার্য্য করিয়া সংস্কৃত কলেজে লাইব্রেরীয়ানের পদে নিযুক্ত হন এবং শেষে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া ২৮ বৎসর চাকরীর পর অবসর গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া যান। দ্বারকানাথ তাহা হইতে রোম ও গ্রীসের ইতিহাস নামক দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন। ইহার পর ইনি নীতিসার, বিশ্বেশ্বর বিলাপ এবং ভূষণসার ব্যাকরণ প্রভৃতি পুস্তকসমূহ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক কৃতবিদ্য বধির যুবকের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য সোমপ্রকাশ নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্কল্প করেন, কিন্তু সারদাপ্রসাদ বর্দ্ধমান রাজবাটীতে মহাভারতের অনুবাদ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায় উক্ত কার্য্য স্থগিত থাকে; ইহার কিছুদিন পরে দ্বারকানাথ প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর উৎসাহে বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে সোমপ্রকাশ প্রকাশিত করেন। দ্বারকানাথ উহার সম্পাদক হন। কিছুকাল পরে সোমপ্রকাশের সমস্ত ভার দ্বারকানাথের উপরই পড়ে। দ্বারকানাথও অসীম অধ্যবসায়ের সহিত মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার পরিচালনা করেন। এই সোমপ্রকাশ এক সময়ে অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৮৭৮ অব্দে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন (Vernacular Press Act) বিধিবদ্ধ করিলে দ্বারকানাথ মুচলেকা দিতে অসম্মত হইয়া সোমপ্রকাশের প্রচার বন্ধ করেন। পরে লর্ড রিপণ উক্ত আইন রহিত করিয়া দিলে সোমপ্রকাশ পুনঃ প্রকাশিত হয়। সোমপ্রকাশ ব্যতীত 'কল্পদ্রুম' নামক আর একখানি মাসিকও ইনি প্রকাশ করেন। ইনি অতিশয় শ্রমশীল ছিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইলেও ইনি কখনও কাহারও নিকট বিদায় বা বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। ইঁহার নিজব্যয়ে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। স্বাস্থ্যের জন্য ইনি সাতারা নগরে যান। সেইখানে ১২৯১ সালে ৮ই ভাদ্র তারিখে বিস্ফোটক রোগে ইঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বারকানাথ সেন—(মহামহোপাধ্যায়)। ফরিদপুর জেলার খান্দারপাড়া গ্রামে ইনি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা সীতারাম রায়ের সভাপণ্ডিত ও রাজবৈদ্য অভিরাম কবীন্দ্র দ্বারকানাথের অন্যতম পূর্ব্বপুরুষ। দ্বারকানাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ গোপাল কর "রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা। পুরুষানুক্রমে এই বংশ সংস্কৃতভাষার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কলিকাতা কুমারটুলীর সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন দ্বারকানাথের পিতামহ রামসুন্দরের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্যে দ্বারকানাথ বিক্রমপুরের টোলে অধ্যয়ন করেন। অনন্তর মুর্শিদাবাদের সুবিখ্যাত গঙ্গাধর কবিরাজের নিকট দর্শন ও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে দ্বারকানাথ কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই ইঁহার যশঃ সর্ব্বত্র

বিকৃত হইয়া পড়ে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মেবারের যুবরাজ পীড়িত হইলে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার চিকিৎসার জন্য সেখানে যান। সকল স্থানেই ইঁহার চিকিৎসাকার্য্যের সাফল্য দর্শনে গভর্ণমেণ্ট পরিতুষ্ট হইয়া ইঁহাকে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি দান করেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে ইনিই প্রথমে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট এই উপাধি লাভ করেন। ইনি অন্যূন ৫০০০ ছাত্রকে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতের নানা স্থানে চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইনি আয়ুর্ব্বেদে যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায় ও উপনিষদেও তেমনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৩১৫ সালের ২৯শে মাঘ) উদরী রোগে কলিকাতায় এই মহাত্মার দেহত্যাগ ঘটে। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন এম, এ, অনেক দিন হইতে দক্ষতার সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাব্যবসায় করিতেছেন।

দ্বারকেশ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

দ্বারদেশ—দরজা, দুয়ার। দ্বার রূপ দেশ, রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

দ্বারপাল—দ্বারপ, দ্বাররক্ষক। দ্বার শব্দ—ণিজন্ত পা বা পালি (পালন করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। [পু।

দ্বারপালক—দ্বাররক্ষক, দ্বারবান্। ৬তৎ। সং;

দ্বারযন্ত্র—তালা, কুলুপ। দ্বার রোধক যন্ত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

দ্বাররক্ষক—দ্বারবান্। ৬তৎ। সং; পু।

দ্বাররক্ষী—(দ্বাররক্ষিন্)। দ্বারবান্। দ্বার শব্দ—রক্ষ+ণিন্ ক। সং; পু।

দ্বাররোধ—দরজা বন্ধ করা। ৬তৎ। সং; পু।

দ্বারবতী, দ্বারাবতী—দ্বারকানগরী। দ্বারবতী=দ্বার শব্দ+বতু, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। দ্বারাবতী=দ্বার শব্দ+ডাচ্, তদুত্তরে বতু ও স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

দ্বারবান্—দ্বারপাল, দরওয়ান। দ্বার শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে=দ্বারবৎ, ১মার ১বচন। পু।

দ্বারস্থ—১। দ্বারে স্থিত; অবনতভাবে অন্যের দ্বারে উপস্থিত। দ্বার—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। দ্বারপাল। সং; পু

দ্বারা—সাধনে, করণে; কারণে; সাহায্যে; আনুকূল্যে। সংস্কৃতে দ্বার্ শব্দের ৩য়ার ১বচন। বাঙ্গালায় ৩য়ার বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত।

দ্বারাধ্যক্ষ—দ্বারপাল। ৬তৎ। সং; পু।

দ্বারিক—দ্বারপাল; দ্বারযুক্ত। দ্বার শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু ও বিণ; ত্রি।

দ্বারিকা—দ্বারকানগরী। দ্বার শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

দ্বারী—১। দ্বারে স্থিত। দ্বার শব্দ+ইন্=দ্বারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি। ২। দ্বারপাল। সং; পু।

দ্বারোদ্ঘাটন—দ্বার উন্মুক্ত করা, দরজা খোলা। দ্বারের উদ্ঘাটন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

দ্বাবিংশ—২২ সংখ্যার পূরণ। দ্বাবিংশতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

দ্বাবিংশতি—বাইশ, ২২। দ্বির দ্বারা অধিক যে বিংশতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; স্ত্রী।

দ্বাষষ্টি—বাষট্টি, ৬২। দ্বির দ্বারা অধিক যে ষষ্টি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; স্ত্রী।

দ্বাষষ্টিতম—৬২ সংখ্যার পূরণ। দ্বাষষ্টি শব্দ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

দ্বাসপ্ততি—বায়াত্তর, ৭২। দ্বির দ্বারা অধিক যে সপ্ততি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; স্ত্রী।

দ্বাসপ্ততিতম—৭২ সংখ্যার পূরণ। দ্বাসপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

দ্বি—দ্বিত্ব-সংখ্যান্বিত, দুই, ২। দৃ (আচ্ছাদন করা)+ডি ক। বিণ; ত্রি।

দ্বিঃ—দুইবার; দুইপ্রকার। দ্বি শব্দ+সুচ্ বারার্থে। ব্য।

দ্বিক—১। দ্বিত্ব সংখ্যাবিশিষ্ট। দ্বি+কণ্। বিণ; ত্রি। ২। দ্বিত্বসংখ্যা। সং; ক্লী।

দ্বিকর—১। দুই করবিশিষ্ট, দ্বিভুজ। দ্বি (দুই) হইয়াছে কর (ভুজ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। করদ্বয়, দুই হাত। কর্ম্মধা। পু।

দ্বিকর্ম্মক—দুইটি কর্ম্মযুক্ত। দ্বি (দুই) হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দ্বিকর্ম্মিকা।

দ্বিগু—১। দুই গরুবিশিষ্ট। দ্বি (দুই) হইয়াছে গো (গরু) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। সমাসবিশেষ [সমাস দেখ]। সং; পু।

দ্বিগুণ—দুই গুণ, ডবল। দ্বি (দুই) দ্বারা গুণ হইয়াছে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দ্বিগুণিত—দুইবার গুণিত, ডবল। দ্বি (দুই) দ্বারা গুণিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

দ্বিগুণীকৃত—যাহাকে দ্বিগুণ করা হইয়াছে এরূপ। দ্বিগুণ শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চি্=দ্বিগুণী, তদুত্তরে কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

দ্বিচারিণী—দুই পুরুষ-সংসর্গে রতা। দ্বি—চর (গমন করা)+ণিন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

দ্বিজ—ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়; বৈশ্য; দন্ত; অণ্ডজ প্রাণী, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি। দুইবার জন্মে যে, উপ; দ্বিঃ শব্দ (দুইবার)—জন (জন্মা)+ড ক (নিপাতনে সুচের লোপ)। সং; পু।

দ্বিজদাস—শূদ্র। ৬তৎ। সং; পু।

দ্বিজন্মা—দ্বিজ দেখ। দ্বি (দুই) জন্ম (জন্মন্) যাহার ইতি বহুব্রীহি সমাসে দ্বিজন্মন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

দ্বিজপতি—চন্দ্র; দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ; পক্ষিরাজ, গরুড়। ৬তৎ। সং; পু।

দ্বিজবন্ধু—নীচ দ্বিজ। পিতৃ, মাতৃ, ক্ষত্রিয়, বিপ্র, প্রভৃতির পরে থাকিলে বন্ধু শব্দে নীচ বুঝায়। সং; পু।

দ্বিজরাজ—চন্দ্র; ব্রাহ্মণ; পক্ষিরাজ, গরুড়; সর্পরাজ, অনন্ত। দ্বিজগণের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

দ্বিজবর, দ্বিজসত্তম, দ্বিজোত্তম—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। দ্বিজগণের মধ্যে বর ইত্যাদি, ৭তৎ। সং।

দ্বিজলিঙ্গী—দ্বিজাতির বেশধারক; ছদ্ম ব্রাহ্মণ। দ্বিজের লিঙ্গ (চিহ্ন), ৬তৎ। দ্বিজলিঙ্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে=দ্বিজলিঙ্গিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

দ্বিজবাহন—বিষ্ণু। দ্বিজ (পক্ষী, গরুড়) হইয়াছে বাহন যাঁহার, বহু। সং; পু।

দ্বিজসত্তম—দ্বিজবর দেখ।

দ্বিজসেবক—ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সেবারত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

দ্বিজা—১। দ্বিজপত্নী। দ্বিজ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। পালঙ্শাক; রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য। সং; স্ত্রী।

দ্বিজাগ্র্য—দ্বিজশ্রেষ্ঠ, বিপ্র। দ্বিজদিগের অগ্র্য (অগ্রজাত), ৬তৎ। সং; পু।

দ্বিজাতি—দ্বিজ দেখ। দ্বি (দুই) হইয়াছে জাতি (জন্ম) যাহার, বহু। সং; পু।

দ্বিজিহ্ব—সর্প [গরুড় জননীর দাসীত্ব মোচনার্থ স্বর্গ হইতে অমৃত আনয়ন করিয়া বিমাতাকে প্রদান করেন, কিন্তু ইন্দ্র তাহা হরণ করায় সর্পজননীর তাহা ভোগে আসে নাই; সেই সর্পগণ, "গরুড় এই কুশাসনে অমৃত রাখিয়াছেন" মনে করিয়া কুশাসন চাটিতে আরম্ভ করে, তাহাতেই তাহাদের জিহ্বা চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত হয়]। যে ব্যক্তি দুই জনের নিকট দুই রূপ কথা বলিয়া বেড়ায়, খল; চৌর; সূচক। দ্বি (দুই) হইয়াছে জিহ্বা যাহার, বহু। সং; পু।

দ্বিজেন্দ্র—দ্বিজশ্রেষ্ঠ। দ্বিজগণের মধ্যে ইন্দ্র, ৭তৎ। সং; পু।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দৃষ্ট হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে ইনি বিশেষ যত্নশীল। ইনি আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য অনেক উপদেশ ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। বঙ্গ সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। ইনি অতি যোগ্যতার সহিত

কিছুদিন তত্ত্ববোধিনীর পত্রিকার ও কিছুদিন ভারতীর সম্পাদকতা করেন। এই দুই পত্রিকায় এবং অন্যান্য অনেক মাসিক পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ অনেক সারবান্ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইনি অনেক সাধারণ সভায় দর্শন, সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ে অনেকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। ইনি কিছুদিনের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই প্রাচীন বয়সেও ইনি অক্লান্তভাবে ধর্ম্ম, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—সাধারণতঃ ইনি ডি এল রায় নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি কৃষ্ণনগরের মহারাজের দেওয়ান স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ইঁহারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এক সময়ে বঙ্গবাসীর সম্পাদক ছিলেন। ১২৭০ সালে জুলাই মাসে ইঁহার জন্ম হয়। ১২৯১ সালে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষিকার্য্য শিক্ষার্থ ষ্টেট্ স্কলারশিপ পাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন এবং এখানে "সেটেলমেণ্টের" কার্য্য শিক্ষা করেন। ইনি কিছুদিন সেটেলমেণ্ট অফিসারের কার্য্যও করেন এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। অনন্তর ইনি আবকারী বিভাগের প্রথমে ইন্‌স্পেক্টর স্বরূপে নিযুক্ত হন। এই সমস্ত গুরুতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন। ভারতী, নব্যভারত, প্রভা, প্রবাসী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অনেকগুলি নাটক প্রহসন লিখিয়া ইনি বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ইঁহার "হাসির গানেই" ইনি সর্ব্বত্র পরিচিত। ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছেন ;—কল্কি অবতার, আর্য্যগাথা, আষাঢ়ে, হাসির গান, ত্র্যহস্পর্শ, বিরহ, পাষাণী, তারাবাই, রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, নুরজাহান, সাজাহান, মেবার পতন। ইনি "পূর্ণিমা মিলন" নামে সাহিত্যসেবীদিগের মাসিক সম্মিলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

দ্বিজোত্তম—দ্বিজবর দেখ।

দ্বিট্—দ্বেষকারী, দ্বেষ্টা, হিংসক। দ্বিষ (দ্বেষ করা)+ক্বিপ্, ক=দ্বিষ্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

দ্বিতয়—১। দুই সংখ্যা, দ্বয় ; যুগ্ম। দ্বি+তয়ট্। সং ; ক্লী। ২। দ্বিসংখ্যাযুক্ত। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দ্বিতয়ী।

দ্বিতয়ী—দ্বিতয় দেখ।

দ্বিতল—দুই তল বিশিষ্ট (গৃহ) ; দোতলা (বাড়ী)। বহু। বিণ ; ত্রি।

দ্বিতীয়—দুইএর পূরণ। দ্বি+তীয় পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দ্বিতীয়া।

দ্বিতীয়া—তিথিবিশেষ, চন্দ্রের দ্বিতীয় কলার হ্রাসবৃদ্ধি ক্রিয়াদ্বারা বিনির্দ্দিষ্ট তিথি। [আষাঢ়ের শুক্ল দ্বিতীয়া রথদ্বিতীয়া, শ্রাবণের শুক্ল দ্বিতীয়া মনোরথ দ্বিতীয়া, এবং কার্ত্তিকের শুক্ল দ্বিতীয়া ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নামে খ্যাত]। পত্নী। দ্বিতীয় শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

দ্বিতীয়াশ্রম—গার্হস্থ্যাশ্রম। কর্ম্মধা। সং ; পু।

দ্বিত্র—দুই বা তিন। (পাণিনির মতে) দ্বি বা ত্রি এই বাক্যে দ্বিত্রি+ড, (মুগ্ধবোধের মতে) দ্বি বা ত্রি পরিমাণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

দ্বিত্ব—উভয়ত্ব। দ্বি শব্দ+ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী।

দ্বিদল—ডাইল ; মুগ, কলায় প্রভৃতি। সং ; পু।

দ্বিদশ—বিংশতি, ২০। দ্বি গুণিত দশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

দ্বিদেহ—গজানন, গণেশ। দ্বিঃ (দুই প্রকার) হইয়াছে দেহ যাহার, বহুব্রীহি ; গণেশের মুণ্ডটি হস্তীর, এবং অবশিষ্ট অবয়ব মনুষ্যের ন্যায়। সং ; পু।

দ্বিদ্বাদশ—যোগবিশেষ। কন্যার রাশির দ্বাদশে বরের রাশি, এবং বরের রাশির দ্বিতীয়ে কন্যার রাশি হইলে তাহাকে দ্বিদ্বাদশ কহে। উহা দেবগণেরও পরিত্যাজ্য।

দ্বিধা—দ্বিবিধ, দুইপ্রকার ; দুইবার। দ্বি+ধাচ্। ব্য। [স্ম। বিণ ; ত্রি।

দ্বিধাকৃত—দুই ভাগে বিভক্ত। দ্বিধা—কৃ+ক্ত

দ্বিধাগতি—১। উভচর। দ্বিধা (দ্বিবিধ) হইয়াছে গতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। কুম্ভীর। সং ; পু।

দ্বিধীকরণ—দুই অংশে ভাগ করা। দ্বিধা শব্দ+চি অভূততদ্ভাবার্থে=দ্বিধী—কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

দ্বিনবতি—বিরানব্বই, ৯২। দ্বি দ্বারা অধিক যে নবতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ।

দ্বিনবতিতম—৯২ সংখ্যার পূরণ। দ্বিনবতি শব্দ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি।

দ্বিপ—হস্তী। দ্বি শব্দ—পা (পান করা)+ড ক ; হস্তীরা শুণ্ড দ্বারা জল উত্তোলনপূর্ব্বক মুখমধ্যে দিয়া থায়, এইরূপে তাহাদের দুইবার পান করা হয় ; এইজন্য হস্তীকে দ্বিপ বলে। সং ; পু।

দ্বিপক্ষ—শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ। শুক্লপক্ষের তিথি ১৫, এবং কৃষ্ণপক্ষের তিথি ১৫ সংখ্যক। শুক্লপক্ষের পঞ্চদশীকে পূর্ণিমা, এবং কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশীকে অমাবস্যা বা দর্শ কহে। যে পক্ষে প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রোদয় হয় তাহা শুক্লপক্ষ, যে পক্ষে প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রোদয় হয় না তাহা কৃষ্ণপক্ষ। শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলার বৃদ্ধি, এবং কৃষ্ণপক্ষে হ্রাস হয়।

দ্বিপঞ্চাশৎ—বায়ান্ন, ৫২। দ্বি দ্বারা অধিক যে পঞ্চাশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; স্ত্রী।

দ্বিপঞ্চাশত্তম—৫২ সংখ্যার পূরণ। দ্বিপঞ্চাশৎ শব্দ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি।

দ্বিপদ—১। দুই পদবিশিষ্ট। দ্বি (দুই) হইয়াছে পদ্ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। পক্ষী ; মনুষ্য ; দেবতা ; রাক্ষস। সং ; পু।

দ্বিপদা—ঋক্‌বিশেষ। দ্বিপদ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

দ্বিপাদ—১। দুই পদবিশিষ্ট। দ্বি (দুই) হইয়াছে পাদ (চরণ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। বানরাদি পশু। সং ; পু।

দ্বিপাদ্—দুই পদবিশিষ্ট। দ্বি (দুই) হইয়াছে পাদ (চরণ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

দ্বিপায়ী—বারণ, হস্তী [দ্বিপ দেখ]। দ্বি শব্দ—পা (পান করা)+ণিন্ ক=দ্বিপায়িন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

দ্বিভাব—দুই ভাববিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

দ্বিভাষী—(দ্বিভাষিন্)। যে দুই ভাষায় কথা কহে, দোভাষী। দ্বি প্রকারা ভাষা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। দ্বিভাষা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

দ্বিভুজ—১। হস্তদ্বয়বিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। দুই হাত। কর্ম্মধা। সং ; পু।

দ্বিমাতৃক—জরাসন্ধ [কারণ বৃহদ্রথের দুই পত্নী হইতে ইঁহার জন্ম। জরাসন্ধ দেখ] ; গণেশ। দ্বি (দুই) মাতা যাহার, বহু। সং ; পু।

দ্বিমুখ—১। মুখদ্বয়বিশিষ্ট, যাহার দুই দিকে দুই মুখ আছে এরূপ। দ্বি (দুই) মুখ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে দ্বিমুখা। ২। রাজসর্প। সং ; পু।

দ্বিমুখা—১। মুখদ্বয়বিশিষ্টা। দ্বিমুখ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। জোঁক ; গাড়ু। সং ; স্ত্রী।

দ্বিমূর্দ্ধ—১। দ্বিশিরাঃ, মস্তকদ্বয়বিশিষ্ট। দ্বি (দুই) মূর্দ্ধা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। কশ্যপের পুত্র। সং ; পু। [বহু। সং ; পু।

দ্বিরদ—হস্তী। দ্বি (দুই) রদ (দন্ত) যাহার,

দ্বিরদরদ—হস্তিদন্ত। দ্বিরদ দেখ ; দ্বিরদের (হস্তীর) রদ (দন্ত), ৬তৎ। সং ; পু।

দ্বিরদান্তক—সিংহ। দ্বিরদ দেখ ; দ্বিরদের (হস্তীর) অন্তক (নাশক), ৬তৎ। সং ; পু

দ্বিরশন—দুইবার ভোজন। দ্বিঃ দেখ ; দ্বিঃ (দুইবার) যে অশন (ভোজন), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

দ্বিরাগমন—নবোঢ়া কন্যার দ্বিতীয়বার পতিগৃহে আগমন। দ্বিঃ দেখ ; দ্বিঃ (দুইবার, এখানে দ্বিতীয়বার) যে আগমন, কর্ম্মধা।

সং ; স্ত্রী। [বিবাহমাসের প্রথমে যদি দ্বিরাগমন হয়, তাহা হইলে সবিশেষ দিনক্ষণের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু তাহা না হইলে বৈশাখ, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাসে, রবি, চন্দ্র ও বৃহস্পতি শুদ্ধ থাকিলে যাত্রোক্ত শুভকালে দ্বিরাগমন প্রশস্ত। অস্তগত ও সম্মুখস্থ শুক্র হইলে কদাপি দ্বিরাগমন বিধেয় নহে। অষ্টম বর্ষে দ্বিরাগমনে শ্বশ্রূর, দশম বর্ষে শ্বশুরের এবং দ্বাদশ বর্ষে পতির মৃত্যু হয়। এক গ্রামে, এক বাড়ীতে দুর্ভিক্ষ সময়ে, অথবা রাষ্ট্রবিপ্লবাদি কালে স্বামীর সহিত আসিলে সম্মুখস্থ শুক্র দোষাবহ হয় না]।

দ্বিরাপ—হস্তী। দ্বিঃ দেখ ; দ্বিঃ শব্দ (দুইবার)—আ—পা (পান করা)+ড ক [দ্বিপ দেখ]। সং ; পু।

দ্বিরাশী—(দ্বিরাশিন্)। দ্বির্ভোজী, দুইবার ভোজনকারী। দ্বিঃ (দুইবার)—অশ (ভোজন করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দ্বিরাশিনী।

দ্বিরুক্ত—দুইবার কথিত ; (ব্যাকরণে) অভ্যস্ত ; দ্বিত্বপ্রাপ্ত। দ্বিঃ দেখ ; দ্বিঃ (দুইবার) উক্ত (কথিত), কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

দ্বিরুক্তি—দুইবার কথন ; দ্বিতীয়বার কথা বলা, প্রতিবাদ। দ্বিঃ দেখ ; দ্বিঃ (দুইবার, দ্বিতীয়বার) যে উক্তি (কথন), কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

দ্বিরূঢ়া—পুনর্ভূ, দুইবার বিবাহিতা নারী। দ্বিঃ দেখ ; দ্বিঃ (দুইবার) ঊঢ়া (বিবাহিতা), কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

দ্বিরূপ—১। রূপদ্বয়বিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। দুই আকার শব্দের অভিধানবিশেষ। সং ; পু।

দ্বিরেফ—মধুকর ভ্রমর। দ্বি (দুই) রেফ (´ এইরূপ চিহ্ন) যাহার (মস্তকে), বহু। সং ; পু।

দ্বিবক্ত্র—১। মুখদ্বয়বিশিষ্ট। দ্বি (দুই) বক্ত্র (মুখ) যাহার, বহু। বিন ; ত্রি। ২। রাজসর্প ; দানববিশেষ। সং ; পু।

দ্বিবচন—(ব্যাকরণে) দ্বিত্ববোধক বিভক্তি। সং ; স্ত্রী।

দ্বিবর্ষ—দুই বৎসর। কর্ম্মধা। সং ; পু ও স্ত্রী।

দ্বিবর্ষা—দুই বৎসর বয়স্কা গাভী। দ্বি (দুই) হইয়াছে বর্ষ যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

দ্বিবার্ষিক—দুই-বৎসরোৎপন্ন (ধান্যাদি শস্য) ; দুই বর্ষ বয়স্ক। দ্বিবর্ষ দেখ ; দ্বিবর্ষ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

দ্বিবাহিকা—দোলা, ডুলি। দ্বি (দুইজন) হইয়াছে বাহক যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

দ্বিবিদ—কায়রূপ বানর। কপিবর লঙ্কাসমরে সুগ্রীবের অধীনে একজন সেনানায়ক ছিলেন। রামচন্দ্র স্বর্গারোহণকালে ইহাকে কলিযুগ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে বলিয়া যান। ইহার সহিত নরকাসুরের মিত্রতা ছিল। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নরক নিহত হইলে, দ্বিবিদ যাদবদ্বেষী হইয়া অতিশয় অত্যাচারপরায়ণ হইয়া উঠেন। একদা বলদেব ভার্য্যাসহ রৈবতক পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে দ্বিবিদ তথায় উপস্থিত হইয়া নানারূপ উৎপাত করিতে আরম্ভ করায়, বলরাম ইহার প্রাণবধ করেন। সং ; পু।

দ্বিবিধ—দুই প্রকার। দ্বি (দুই) হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ : ত্রি।

দ্বিবিন্দু—বিসর্গ। বহু। সং ; পু।

দ্বিশত—দুই শত, ২০০। দ্বি গুণিত শত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা বিণ : ত্রি।

দ্বিশফ—যে সকল পশুর খুর দ্বিখণ্ডিত, গোমহিষাদি। দ্বি (দুই) হইয়াছে শফ (খুর) যাহার, বহু। সং ; পু।

দ্বিশিরাঃ—(দ্বিশিরস্)। অগ্নি। বহু। সং ; পু।

দ্বিষৎ—১। দ্বেষ্টা। দ্বিষ (দ্বেষ করা)+শতৃ ক। বিণ ; ত্রি। পুংলিঙ্গে দ্বিষন্ ; স্ত্রীলিঙ্গে দ্বিষতী। ২। অরাতি, শত্রু। সং ; পু।

দ্বিষন্তপ—পরন্তপ, শত্রুতাপন। দ্বিষৎ দেখ ; দ্বিষৎ শব্দ (শত্রু)—তপ (তাপ দেওয়া) +খশ্ ক। বিণ ; ত্রি।

দ্বিষ্ট—দ্বেষের পাত্র, যাহাকে দ্বেষ করা যায় এরূপ। দ্বিষ (দ্বেষ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে দ্বেষ।

দ্বিষ্ঠ—উভয়স্থ। দ্বি—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

দ্বিসপ্ততি—বায়াত্তর, ৭২। দ্বির দ্বারা অধিক যে সপ্ততি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; স্ত্রী।

দ্বিসপ্ততিতম—৭২ সংখ্যার পূরণ। দ্বিসপ্ততি+তমট্, পূরণার্থে। বিণ : ত্রি।

দ্বিহায়নী—দুই বৎসর বয়স্কা গাভী। দ্বি (দুই) হায়ন (বৎসর) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

দ্বিহৃদয়া—গর্ভিণী। দ্বি (দুই) হৃদয় যাহার, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

দ্বীপ—১। জলবেষ্টিত স্থল। দ্বি (দুই)—অপ্ (জল)+অ প্রত্যয়। যে ভূভাগের চারিদিকে জল (Island) ; যথা—সিংহল ; ৭ মহাদ্বীপ—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর, এবং ১১ উপদ্বীপ—কুরু, চন্দ্র, বরুণ, সৌম্য, নগ, কুমারিক, গভস্তিমান্, রমণ্যান্, তাম্রপর্ণ, কশেরু, ইন্দ্র, সর্ব্বশুদ্ধ এই ১৮। দ্বি (দুই দিকে) অপ্ (জল) যাহার, বহু। ২। দ্বিবর্ণ চর্ম্ম, দুই প্রকার রঙের চামড়া। দ্বি শব্দ—ঈ (গমন করা, পাওয়া)+পক্ ক। সং ; পু ও স্ত্রী।

দ্বীপবতী—নদী। দ্বীপ দেখ ; দ্বীপ শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

দ্বীপবান্—সমুদ্র ; নদ। দ্বীপ দেখ ; দ্বীপ+বতু অস্ত্যর্থে—দ্বীপবৎ, ১মার ১বচন। সং ; পু।

দ্বীপী—ব্যাঘ্র ; সমুদ্র। দ্বীপ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে —দ্বীপিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

দ্বেধা—দুই প্রকার ; দুইবার। দ্বি+ধাচ্, নিপাতনে। ব্য।

দ্বেষ—শত্রুতা, বৈর ; ঈর্ষ্যা, অসূয়া ; ক্রোধ ; বিরাগ। দ্বিষ (দ্বেষ করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে দ্বিষ্ট।

দ্বেষণ—১ দ্বেষ, হিংসা। দ্বিষ (দ্বেষ করা)+অনট্ ভা। সং ; স্ত্রী। ২। শত্রু। দ্বিষ+অন ক। সং ; পু।

দ্বেষানল—শত্রুতা রূপ অগ্নি। দ্বেষ রূপ অনল, রূপক। সং ; পু।

দ্বেষী—দ্বেষযুক্ত, দ্বেষকারী, বিদ্বেষী। দ্বেষ শব্দ +ইন্ অস্ত্যর্থে অথবা দ্বিষ (দ্বেষ করা)+ণিন্ ক=দ্বেষিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দ্বেষিণী।

দ্বেষ্টা—দ্বেষকারী, বিদ্বেষী। দ্বিষ (দ্বেষ করা) +তৃন্ ক=দ্বেষ্টৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দ্বেষ্ট্রী।

দ্বেষ্য—১। দ্বেষের বিষয় বা পাত্র। দ্বিষ (দ্বেষ করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। আততায়ী, শত্রু। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে দ্বেষ্যা।

দ্বৈগুণ্য—দ্বিগুণ করা। দ্বিগুণ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; স্ত্রী।

দ্বৈত—১। দ্বিবিধত্ব ; দ্বিতীয়ত্ব। সং ; স্ত্রী। বিপরীতার্থক শব্দ অদ্বৈত। ২। দ্বৈতবাদী ; দ্বিত্বযুক্ত। বিণ ; ত্রি।

দ্বৈতবন—সরস্বতীতীরস্থ শোকমোহ-রহিত বনবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

দ্বৈতবাদ—দ্বিবিধত্ব স্বীকার, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভিন্নতা কথন। ৬তৎ। সং ; পু।

দ্বৈতবাদী—দ্বিবিধত্ব স্বীকারকারী, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এতদুভয়ের ভিন্নতাবাদী। দ্বৈত দেখ ; দ্বৈত শব্দ—বদ (বলা)+ণিন্ ক=দ্বৈতবাদিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। বিপরীতার্থক শব্দ অদ্বৈতবাদী। [নৈয়ায়িকেরা দ্বৈতবাদী এবং বৈদান্তিকেরা অদ্বৈতবাদী]।

দ্বৈতাদ্বৈত—জীব ও ঈশ্বরের প্রভেদ। দ্বৈত এবং অদ্বৈত, দ্বন্দ্ব। সং ; স্ত্রী।

দ্বৈতী—(দ্বৈতিন্)। দ্বৈতবাদী। দ্বৈত+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

দ্বৈতীয়িক—দ্বিতীয়। দ্বিতীয় শব্দ+ষ্ণিক স্বার্থে। বিণ ; ত্রি।

দ্বৈধ—দ্বিধা, দুই প্রকার ; অরিবিজিগীষু ব্যক্তির জয়পরাজয় বিষয়ে সংশয় ; সংশয়, সন্দেহ ; মতভেদ। দ্বিধা দেখ ; দ্বিধা শব্দ+ষ্ণ। সং ; স্ত্রী।

দ্বৈধম্—দ্বিধা ; প্রবলশত্রুর প্রতি মৌখিক আত্ম-

সমর্পণ; একের সহিত সন্ধি ও অপরের সহিত বিবাদ। দ্বি শব্দ+ধম্, নিপাতনে। ব্য।

দ্বৈধীভাব—দ্বিবিধত্ব, দ্বিধা মত। দ্বৈধ শব্দ+চি্ব অভূততদ্ভাবার্থে=দ্বৈধী—ভূ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

দ্বৈপ—১। দ্বীপসম্বন্ধীয়। দ্বীপ দেখ; দ্বীপ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। ব্যাঘ্রচর্ম্ম। দ্বীপী দেখ; দ্বীপিন্ শব্দ (ব্যাঘ্র)+ষ্ণ। সং; ক্লী। ৩। ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথ। সং; পু।

দ্বৈপসাগর—মহাসাগরের বা সাগরের যে অংশে বহুসংখ্যক দ্বীপ থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে "আর্কিপিলেগো" কহে। যেমন গ্রীসান্ আর্কিপিলেগো, আইবিরিয়ান্ আর্কিপিলেগো, ইণ্ডিয়ান্ আর্কিপিলেগো।

দ্বৈপায়ন—ব্যাসদেব। দ্বীপ শব্দ+অয়ন, তদুত্তরে ষ্ণ; যমুনাদ্বীপে ব্যাসের জন্ম হওয়ায় ইনি দ্বৈপায়ন নাম প্রাপ্ত হন। সং; পু। [ত্রি।

দ্বৈপ্য—দ্বীপসম্বন্ধীয়। দ্বীপ+ষ্ণ্য ইদমর্থে। বিণ;

দ্বৈমাতুর—১। দুই মাতার সন্তান। দ্বিমাতৃ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে (ষ্ণ পরে উর)। বিণ; ত্রি। ২। গণেশ; জরাসন্ধ। সং; পু।

দ্বৈমাতৃক—মেঘের ও নদীর জলে যে দেশে শস্য উৎপন্ন হয়। দ্বি (নদী ও বৃষ্টি) হইয়াছে মাতা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

দ্বৈরথ—দুই রথীর যুদ্ধ, অর্থাৎ দুই ব্যক্তি রথারূঢ় হইয়া যে যুদ্ধ করে। দ্বি (দুই) যে রথ দ্বিরথ, কর্ম্মধা। দ্বিরথ+ষ্ণ। সং; ক্লী।

দ্বৈরাত্রিক—দুই রাত্রিতে জাত। দ্বিরাত্রি শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

দ্বৈবিধ্য—দ্বিবিধত্ব, দ্বিপ্রকারতা, দুই রকম। দ্বিবিধ+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

দ্বৈহায়ন—দুই বৎসর বয়স হওয়া। দ্বিহায়ন+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

দ্ব্যক্ষর—অক্ষর দ্বয়াত্মক মন্ত্রাদি, দুই অক্ষরাত্মক 'কৃষ্ণ' নাম। বহু। সং; ক্লী।

দ্ব্যঙ্গুল—অঙ্গুলিদ্বয় পরিমিত। দুই অঙ্গুলির সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

দ্ব্যণুক—দুই পরমাণুর সমষ্টি। সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

দ্ব্যর্থ—দুই প্রকার অর্থবিশিষ্ট। দ্বি (দুই) অর্থ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

দ্ব্যাত্মবাদী—(দ্ব্যাত্মবাদিন্)। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয় স্বীকারকারী। দ্বি আত্মা, কর্ম্মধা। দ্ব্যাত্মন্—বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু।

দ্ব্যামুষ্যায়ণ—দত্তকপুত্রবিশেষ, যে পুত্র জন্মদাতা ও দত্তকগ্রহীতা উভয়ের পুত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়া উভয়ের পিণ্ডদান ও ধনাধিকার করে।

দ্ব্যাহিক—দিনদ্বয়ান্তরিত; যাহা দুই দিন অন্তর ঘটে এরূপ; দ্বিতীয় দিনভব। দ্বি+অহন্, তদুত্তরে ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

ধ

ধ—১। ঊনবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত; ধনেশ্বর, কুবের; বিধাতা; ধন। সং; ক্লী।

ধট—তুল, নিক্তি, দাঁড়ি; তুলা দিব্য; তুলারাশি। ধট (শব্দ করা)+অন্ ক। সং; পু।

ধটক—পরিমাণবিশেষ, ধাড়া। ধট দেখ; ধট+কণ্। সং; পু।

ধটিকা—চীরবস্ত্র, ধড়া; পাঁচ সের পরিমাণ, ধাড়া। সং; স্ত্রী।

ধটী—(ধটিন্) ১। শিব; তুলারাশি। সং; পু। ২। তুলাধারক। ধট শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

ধন—স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি; অর্থ, টাকাকড়ি; প্রিয়বস্তু; ধনিষ্ঠা নক্ষত্র; স্নেহ, যোগচিহ্ন, + প্লস্ (plus)। ধন (সমৃদ্ধ হওয়া, শব্দ করা)+অন্ ক। সং; ক্লী।

ধনক্ষয়—অর্থহানি, ধননাশ। ৬তৎ। সং; পু।

ধনকুবের—কুবের তুল্য ধনী, অত্যন্ত ধনবান্। ধনে কুবের (কুবের তুল্য), ৭তৎ। বিণ।

ধনগর্ব্ব—বহু অর্থ জন্য অহঙ্কার। ধন জনিত গর্ব্ব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ধনগর্ব্বিত—বহু অর্থ জন্য অহঙ্কৃত। ধনগর্ব্ব+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

ধনগৌরব—অর্থের প্রাধান্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধনজন—অর্থ ও লোক। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

ধনঞ্জয়—অগ্নি; শরীরস্থ বায়ু; তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন [এ সম্বন্ধে অর্জ্জুন স্বয়ং বলিতেছেন,—"আমি নিখিল জনপদ জয় করিয়া ধনসংগ্রহ পূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি করি, এই নিমিত্ত আমার নাম ধনঞ্জয় হইয়াছে]। ধন দেখ; ধন শব্দ—জি (জয় করা)+খ ক। সং; পু।

ধনতৃষ্ণা—অর্থলালসা, ধনলাভের সাতিশয় বাসনা। ধনের তৃষ্ণা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ধনদ—১। ধনদানকর্ত্তা। ধন দেখ; ধন শব্দ—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ধনদা। ২। ধনেশ্বর, কুবের। সং; পু।

ধনদণ্ড—অর্থদণ্ড, অর্থ গ্রহণ দ্বারা শাস্তিপ্রদান। ধন গ্রহণ দ্বারা দণ্ড, ৩তৎ। সং; ক্লী।

ধনদা—ধনদাত্রী। ধনদ দেখ; ধনদ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ধনদানুচর—কুবেরের অনুচর, যক্ষ। ধনদ দেখ; ধনদের (কুবেরের) অনুচর, ৬তৎ। সং।

ধনদানুজ—কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, রাবণ। ধনদ দেখ; ৬তৎ। সং; পু।

ধনদায়ী—১। ধনদাতা। ধন শব্দ—দা (দান করা)+ণিন্ ক=ধনদায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। অগ্নি। সং; পু।

ধনদাস—অর্থের দাস, অর্থের জন্য ধনীর আনুগত্য স্বীকারকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ধনধান্য—অর্থ ও ধান। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

ধনধান্যরত্ন—১। অর্থ ধান এবং মণি। দ্বন্দ্ব। ২। ধন ও ধান্যরূপ মণি। রূপক। সং; ক্লী।

ধনপতি—১। ধনেশ্বর; কুবের; ধনী ব্যক্তি। ৬তৎ। সং; পু। ২। জনৈক বণিক্। ধনপতি সওদাগর উজানি নগরে বাস করিতেন, এবং বাণিজ্যার্থে দেশদেশান্তরে গমনাগমন করিতেন। খুল্লনা ও লহনা নামে ইঁহার দুই ভার্য্যা ছিল। সপত্নীদ্বয়ের কলহে ইঁহাকে সর্ব্বদা জ্বালাতন হইতে হইত; পারিবারিক সুখ ইঁহার ছিল না বলিলেই হয়। রাজা বিক্রমকেশরী কর্ত্তৃক সিংহলে প্রেরিত হইলে, ইনি তথায় কালিদহে কমলে-কামিনী দর্শন করিয়া রাজাকে তাহা জ্ঞাপন করেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত রাজা তাঁহার সহিত গমন করেন, কিন্তু কমলে-কামিনী দেখিতে না পাইয়া ধনপতির কথা মিথ্যা বিবেচনায় তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখেন। দীর্ঘকাল পরে ইঁহার পুত্র শ্রীমন্ত সিংহলে গমনপূর্ব্বক রাজাকে কমলে-কামিনী দর্শন করাইয়া পিতাকে কারামুক্ত করেন। অতঃপর ধনপতি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পুত্রের উপর সমস্ত বিষয় কার্য্যের ভারার্পণপূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করেন।

ধনপিশাচ—অতি কৃপণ, অত্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠ। ধনে পিশাচ (পিশাচসদৃশ), ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ধনপিশাচিকা—অনুপযুক্ত ধনতৃষ্ণা, সাতিশয় ধনলোভ। ধন সংক্রান্ত পিশাচিকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ধনপিশাচী—ধনপিশাচিকা দেখ। [ত্রি।

ধনপূর্ণ—ধন দ্বারা পরিপূরিত। ৩তৎ। বিণ;

ধনপ্রয়োগ—অর্থের বিনিয়োগ, টাকা খাটান। ৬তৎ। সং; পু।

ধনপ্রিয়—যে অর্থকে অত্যন্ত ভালবাসে। ধন হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ধনভাণ্ডার—ধনাগার, অর্থ রাখিবার গৃহ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধনমাহাত্ম্য—ধনের প্রাধান্য, অর্থের মহিমা। ৬তৎ। সং; ক্লী। [ক্লী।

ধনরত্ন—অর্থ ও মণিমাণিক্যাদি। দ্বন্দ্ব। সং;

ধনলক্ষ্মী—ধনৈশ্বর্য্য। ধন ও লক্ষ্মী, দ্বন্দ্ব, অথবা ধন হেতুকা লক্ষ্মী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ধনলাভ—অর্থাগম, অর্থপ্রাপ্তি। ৬তৎ। সং; পু।

ধনলালসা—অর্থসংক্রান্ত লোভ। ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ধনলিপ্সা—অর্থলাভেচ্ছা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ধনলোভ—অর্থলালসা, ধন পাইবার বাসনা। ধনের লোভ, ৬তৎ, অথবা ধন বিষয় লোভ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ধনবতী—১। ধনশালিনী। ধন শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী পুংলিঙ্গে ধনবান্। ২। ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। স্ত্রী

ধনবান্—ধনী, ধনশালী। ধন শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে =ধনবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু স্ত্রীলিঙ্গে ধনবতী।

ধনশালী—বহুধনবিশিষ্ট, ধনবান্। ধন শব্দ+শালিন্ অস্ত্যর্থে=ধনশালিন্, ১মার ১বচন বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধনশালিনী।

ধনসম্পদ্—অর্থসম্পত্তি। ধন রূপ সম্পদ্, রূপক কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ধনসম্পন্ন—অর্থশালী, প্রভূত ধনাধিকারী। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [পু।

ধনাগম—অর্থাগম, অর্থলাভ, আয়। ৬তৎ। সং;

ধনাগার—ধনভাণ্ডার, অর্থ রাখিবার গৃহ। ধনের আগার, ৬তৎ, অথবা ধনার্থ আগার, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ধনাঢ্য—বহু ধনবিশিষ্ট, ধনী। ধন দ্বারা আঢ্য, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ধনাধিকৃত—ধনাধ্যক্ষ, যাহার উপর ধনরক্ষার ভার থাকে। ধন অধিকৃত যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

ধনাধিপ—১। কুবের। ৬তৎ। সং; পু। ২। ধনী, ধনবান্। বিণ; ত্রি।

ধনাধ্যক্ষ—কুবের; কোষাধ্যক্ষ, খাজাঞ্চী (Treasurer)। ৬তৎ। সং; পু।

ধনাপহারী—অর্থ অপহরণকারী, চোর। ধন শব্দ—অপ—হৃ (হরণ করা)+ণিন্ ক= ধনাপহারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধনাপহারিণী।

ধনার্চ্চিত—ধনী। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ধনার্জ্জন—অর্থোপার্জ্জন, টাকা রোজগার। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধনার্জ্জনলালসা—অর্থোপার্জ্জনের লোভ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [পু।

ধনার্জ্জনলোভ—ধনার্জ্জনলালসা। ৬তৎ। সং;

ধনার্জ্জনস্পৃহা—অর্থোপার্জ্জনের লালসা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ধনার্জ্জনেচ্ছা—অর্থোপার্জ্জনের অভিলাষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ধনার্থিনী—ধনার্থী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

ধনার্থী—ধনপ্রার্থী, ধনাভিলাষী। ধনের অর্থী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধনার্থিনী।

ধনিক—১। ধনিয়া, ধ'নে। ধনী দেখ; ধনিন্ শব্দ—কৈ (শব্দ করা)+ড ক। সং; পু। ২। ধনবান্, ধনী; ঋণদাতা, উত্তমর্ণ। ধন +ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ধনিকা।

ধনিকা—ধনিক-বধূ; সুন্দরী রমণী; সাধ্বী স্ত্রী; যুবতী। ধনিক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ধনিষ্ঠা—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের ত্রয়োবিংশ নক্ষত্র। ধনী দেখ; ধনিন্ শব্দ+ইষ্ঠ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ধনী—ধনবান্, ঐশ্বর্য্যশালী। ধন দেখ; ধন+ইন্ অস্ত্যর্থে=ধনিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

ধনু, ধনুঃ—১। বাণক্ষেপণযন্ত্র, শরাসন, ধনুক; মেষাদি দ্বাদশ রাশির নবম রাশি; চারি হস্তপরিমিত দণ্ড, রৈখিক কাঠা। ধনু=ধন (শব্দ করা)+উ ক। সং; পু। ধনুঃ=ধন +উস্ ক=ধনুস্, ১মার ১বচন। সং; পু ও ক্লী। ২। পিয়াল বৃক্ষ। সং; পু।

ধনুর্গুণ—ধনুকের ছিলা। ধনুঃ দেখ; ধনুস্এর গুণ, ৬তৎ। ধনুঃ+গুণ। সং; পু।

ধনুর্ধর, ধনুর্ভৃৎ, ধনুষ্মান্—ধনুর্ধারী, ধানুষ্ক, তীরন্দাজ। ধনুর্ধর=ধনুর ধর (ধারণকারী) ৬তৎ। ধনুর্ভৃৎ=ধনুস্—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। ধনুষ্মান্=ধনুস্ শব্দ +মতু অস্ত্যর্থে=ধনুষ্মৎ, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি।

ধনুর্ধারী—ধনুর্ধর, ধানুষ্ক। ধনুঃ ধরে যে, উপ; ধনুস্ শব্দ (ধনুঃ)—ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ ক=ধনুর্ধারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। [স্ত্রী।

ধনুর্ব্বাণ—ধনুক ও শর। সমাহার দ্বন্দ্ব। সং;

ধনুর্ব্বেদ—শস্ত্রবিদ্যা; শস্ত্রবিদ্যা-বোধক শাস্ত্র, ইহা যজুর্ব্বেদের উপবেদ, বিশ্বামিত্র ঋষি ইহার প্রণেতা। সং; পু।

ধনুষ্কর, ধনুষ্পাণি—ধনুর্ধর, ধানুষ্ক। ধনুঃ হইয়াছে করে বা পাণিতে (হস্তে) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [স্ত্রী।

ধনুষ্কোটি—ধনুকের অগ্রভাগ। ৬তৎ। সং;

ধনুষ্টঙ্কার—১। ধনুকের ছিলার শব্দ। ধনুর টঙ্কার, ৬তৎ। ২। এক প্রকার রোগ, এই রোগের আবির্ভাবকালে শরীর ধনুর ন্যায় বক্র হইয়া উঠে। সং; পু।

ধনুষ্পাণি—ধনুষ্কর দেখ।

ধনুষ্মান্—ধনুর্ধর দেখ।

ধনেশ, ধনেশ্বর—১। কুবের। ৬তৎ। সং; পু। ২। ধনস্বামী, ধনের অধিকারী। বিণ; ত্রি।

ধনোপার্জ্জন—অর্থোপার্জ্জন, টাকা রোজগার। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধন্য—শ্লাঘ্য, প্রশংসার্হ; ভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী; কৃতার্থ। ধন+ক্য যোগ্যার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ধন্যা।

ধন্যবাদ—"তুমি বা সে ধন্য" এইরূপ কথন, প্রশংসাবাদ। সং; পু।

ধন্যা—১। শ্লাঘ্যা; ভাগ্যবতী; কৃতার্থা। ধন্য দেখ, ধন্য শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ধনিয়া। সং; স্ত্রী।

ধন্যাক—ধনে, ধনিয়া। ধন (শব্দ করা, ইত্যাদি)+আকন্ ক। সং; ক্লী।

ধন্ব—১। ধনুক। ধন্ব (গমন করা)+অল্ ণ; অথবা ধন্ব+কন্ ণ=ধন্বন্, ১মার ১বচন। সং; ক্লী। ২। মরুভূমি; ধন্ব +অল্ অধি। সং; পু।

ধন্বন্তরি—১। দেবচিকিৎসক [সমুদ্র মন্থনে ইঁহার উদ্ভব; ইনি সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া উত্থিত হন; ইনি শঙ্কর ও গরুড়ের শিষ্য ছিলেন; ভাস্করের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন; "চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান" নামক গ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত]। ২। জনৈক পণ্ডিত, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের নামের প্রথমেই ইঁহার নাম পাওয়া যায়। ধন্ব দেখ, ধন্বের অন্ত ধন্বন্ত, তদুত্তরে ঋ (গমন করা)+ই ক। সং; পু।

ধন্বা—(ধন্বন্) ১। মরুভূমি। সং; পু। ২। ধনুঃ। ধন+কনিপ্ ণ। সং; ক্লী।

ধন্বী—১। ধনুর্ধারী, ধানুষ্ক। ধন্ব শব্দ (ধনু)+ইন্ অস্ত্যর্থে=ধন্বিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন। সং; পু।

ধমন—নল, চোঙা। সং; পু।

ধমনি, ধমনী—নাড়ী, শিরা (Artery); গলনলী। ধম (শব্দ করা)+অনি ক। সং; স্ত্রী। [নাভিদেশ হইতে ২৪টী ধমনী উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে দশটী উর্দ্ধদিকে, দশটী অধোদিকে, এবং চারিটী তির্য্যগ্‌ভাবে গমন করিয়াছে। উর্দ্ধগত দশটী ধমনী শব্দস্পর্শাদি, প্রশ্বাস, উচ্ছ্বাস, জৃম্ভন, হাঁচি, হাস্য, কথন, রোদন, গান প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করে। ইহা হৃদয়ে গমন করিয়া তিন প্রকারে ত্রিশটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। অধোগত দশটী ধমনী অধোবায়ু, মূত্র, পুরীষ, শুক্র ও আর্ত্তব প্রভৃতি অধোদিকে বহন করে। ইহা পিত্তাশয়ে গিয়া তিন প্রকারে ত্রিশটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। তির্য্যগ্‌গত চারিটী ধমনীর প্রত্যেকে অসংখ্য শাখায় বিভক্ত হইয়া গবাক্ষের ন্যায় বহুচ্ছিদ্রপূর্ণ সমগ্র দেহ পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক লোমকূপের সহিত ইহার মুখ সংলগ্ন হইয়া আছে। ঐ মুখ দ্বারা শরীরের ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়, এবং শারীরিক রসসমূহ শরীরের ভিতরে ও বাহিরে সন্তর্পিত হয়। ঐ সকল ধমনীমুখ দ্বারা স্পর্শজনিত সুখদুঃখের অনুভব হয়]।

ধম্মিল্ল—সংযত কেশ; চুলের খোঁপা। ধম (শব্দ করা)+বিচ্ ক=ধম্, তদুত্তরে মিল (মিলিত হওয়া)+ল ক। সং; পু।

ধর—১। ধারণকর্ত্তা। বিণ ; ত্রি। ২। পর্ব্বত। ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক। সং ; পু।

ধরণ—১। ধারণ। ধৃ (ধারণ করা)+অনট্ ভা। ২। পরিমাণবিশেষ ; পদ্ধতি, প্রণালী। ধৃ+অনট্ ণ। সং ; ক্লী। ৩। পর্ব্বত। ধৃ+অন ক। সং ; পু।

ধরণি, ধরণী—পৃথিবী। ধৃ (ধারণ করা)+অনি র্ম্ম। সং ; স্ত্রী।

ধরণিতল, ধরণীতল—ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরিভাগ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ধরণিধর, ধরণীধর, ধরাধর—পর্ব্বত ; নাগরাজ অনন্ত ; কূর্ম্মরাজ। ৬তৎ বা উপ। ধরণি, ধরণী বা ধরা শব্দ (পৃথিবী)—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক। সং ; পু।

ধরণিমণ্ডল, ধরণীমণ্ডল—ভূমণ্ডল, পৃথিবী। ৬তৎ। অথবা, ধরণি বা ধরণী মণ্ডল তুল্য, উপমিত ; কিংবা মণ্ডল (অর্থাৎ মণ্ডলাকার) যে ধরণী, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ধরণীধাম—পৃথিবীরূপ বাসস্থান। রূপক। সং ; ক্লী। [পু।

ধরণীপতি—রাজা ; শিব ; বিষ্ণু। ৬তৎ। সং ;

ধরণীভার—পৃথিবীর ভার। ৬তৎ। সং ; পু।

ধরণীভৃৎ—ধরণীধর, পর্ব্বত ; নাগরাজ অনন্ত। ধরণী—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু। [পু।

ধরণীশ্বর—রাজা ; শিব ; বিষ্ণু। ৬তৎ। সং ;

ধরণীসুত—মঙ্গলগ্রহ ; নরকাসুর। ৬তৎ। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ধরণীসুতা—সীতা, রামপত্নী [সীতা দেখ]।

ধরা—পৃথিবী ; জরায়ু, গর্ভাশয় ; মজ্জা ; নাড়ীবিশেষ। ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ধরাতল—১। ভূতল, ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরিভাগ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। যাহার কেবল দৈর্ঘ্য ও বিস্তার আছে, কিন্তু বেধ নাই।

ধরাধর—ধরণীধর দেখ। [ক্লী।

ধরাধাম—পৃথিবীরূপ বাসস্থান। রূপক। সং ;

ধরাপতি—রাজা। ৬তৎ। সং ; পু।

ধরাবন্ধ—তড়াগ, পুষ্করিণী। সং ; পু।

ধরাভার—ভূভার, পৃথিবীর ভার। ৬তৎ। সং ; পু। [পু।

ধরামর—ব্রাহ্মণ। ধরাতে অমর, ৭তৎ। সং ;

ধরাশয্যা—ভূমিরূপ বিছানা। রূপক। সং ; স্ত্রী।

ধরাশায়ী—ভূতলে পতিত ; মৃত। ধরা শব্দ (পৃথিবী)-শী (শয়ন করা)+ণিন্ ক=ধরাশায়িন্, ১মার ১ব ন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধরাশায়িনী।

ধরিত্রী—পৃথিবী। ধৃ (ধারণ করা)+ইত্র ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ধর্ত্তব্য—ধারণযোগ্য ; বিবেচ্য, গ্রাহ্য। ধৃ (ধারণ করা)+তব্য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ধর্ত্তা—ধারক ; ধারণকর্ত্তা। ধৃ (ধারণ করা) +তৃন্ ক=ধর্ত্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধর্ত্রী।

ধর্ত্রী—ধারণকর্ত্রী। ধর্ত্তা দেখ ; ধর্ত্তৃ শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ধর্ম্ম—১। সুকৃত, শুভাদৃষ্ট, পুণ্য ; স্বভাব ; গুণ ; সৎকর্ম্ম ; শাস্ত্রানুযায়ী আচার ; রীতি ; অহিংসা ; সাদৃশ্য ; যজ্ঞ ; দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের পাপপুণ্যাদি বিষয়ক বিশ্বাস ও পারলৌকিক পরিত্রাণলাভাদি উদ্দেশ্যে অনুসৃত উপাসনাপদ্ধতি, যেমন হিন্দু ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, প্রভৃতি। ধৃ (ধারণ করা)+ম ক ; যাহা [মনুষ্যকে] ধারণ বা পোষণ করে। [এই ধর্ম্ম শব্দের নানারূপ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা,—অভিধান মতে,—সৎসঙ্গ ; দীপিকা মতে,—পুরুষের বিহিত ক্রিয়া-সাধ্য গুণের নাম ধর্ম্ম ; পুরাণ মতে—যাহার দ্বারা লোকস্থিতি বিহিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম ; ভারত মতে,—ধর্ম্মের লক্ষণ অহিংসা ; যুক্তিবাদি মতে,—মনুষ্যের কর্ত্তব্য সম্পাদনই ধর্ম্ম ; জ্ঞানবাদি মতে,—মনের যে প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে, তাহার নাম ধর্ম্ম]। সং ; পু ও ক্লী। ২। যম ; যমতনয় যুধিষ্ঠির ; ধনুক ; সোমপায়ী ব্রাহ্মণ ; শিবের বৃষ। সং ; পু।

ধর্ম্মকর্ম্ম—ধর্ম্মোদ্দেশে কৃত কর্ম্ম, পুণ্যজনক কার্য্য, যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ধর্ম্মসঞ্চয় হয়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ধর্ম্মকাম—ধর্ম্মানুষ্ঠাতা, ধর্ম্মলাভেচ্ছু। ধর্ম্ম হইয়াছে কাম (কাম্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ধর্ম্মকাল—ধর্ম্মলাভার্থ সময় ; ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ধর্ম্মকুণ্ড—কাম্যবনস্থ কুণ্ডবিশেষ। সং ; ক্লী।

ধর্ম্মকৃৎ—১। ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী। ধর্ম্ম—কৃ+ ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। সং ; পু।

ধর্ম্মকৃত্য—ধর্ম্মকার্য্য। ধর্ম্মানুগত কৃত্য (কার্য্য), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ধর্ম্মকেতু—বুদ্ধদেব। ধর্ম্ম হইয়াছে কেতু (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং ; পু। [ক্লী।

ধর্ম্মক্ষেত্র—ধর্ম্মস্থান, পুণ্যধাম ; কুরুক্ষেত্র। সং ;

ধর্ম্মঘট—১। বৈশাখমাসে প্রত্যহ দাতব্য জলপূর্ণ কলস। ধর্ম্ম রক্ষার্থ ঘট, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। সকলে একমত হইয়া কোনও কাজ করিতে বা না করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। দেশজ।

ধর্ম্মচর্চ্চা—ধর্ম্মানুশীলন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ধর্ম্মচারিণী—১। ধার্ম্মিকা, ধর্ম্মশীলা। ধর্ম্মচারী দেখ ; ধর্ম্মচারিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ধর্ম্মপত্নী। সং ; স্ত্রী।

ধর্ম্মচারী—ধার্ম্মিক, ধর্ম্মশীল। ধর্ম্ম শব্দ—চর (আচরণ করা)+ণিন্ ক=ধর্ম্মচারিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধর্ম্মচারিণী। বিপরীতার্থক শব্দ অধর্ম্মচারী।

ধর্ম্মচিন্তা—ধর্ম্মবিষয়িণী ভাবনা, কিরূপে ধর্ম্মলাভ হইবে এইরূপ ভাবনা। ধর্ম্মের চিন্তা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ধর্ম্মজ—ঔরস (পুত্র)। ধর্ম্ম শব্দ—জন (জন্মা) +ড ক। বিণ ; ত্রি।

ধর্ম্মজন্মা—(ধর্ম্মজন্মন্)। যুধিষ্ঠির। বহু। সং ; পু।

ধর্ম্মজ্ঞ—ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ ; ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ক বোধবিশিষ্ট। ধর্ম্ম জানে যে, উপ। ধর্ম্ম শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। [বিষয়ক বোধ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ধর্ম্মজ্ঞান—ধর্ম্ম কি বস্তু তাহা জানা ; পাপপুণ্য

ধর্ম্মতঃ—ধর্ম্মানুসারে ; ধর্ম্মের নিকটে। ধর্ম্ম+ তস্। ব্য। [মর্ম্ম। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ধর্ম্মতত্ত্ব—ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য, ধর্ম্মের নিগূঢ়

ধর্ম্মত্যাগ—ধর্ম্মবর্জ্জন, ধর্ম্মকর্ম্মবিসর্জ্জন। ৬তৎ। সং ; পু।

ধর্ম্মত্যাগী—(ধর্ম্মত্যাগিন্)। ধর্ম্মত্যাগকারী। ধর্ম্ম শব্দ—ত্যজ+ঘিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধর্ম্মত্যাগিনী।

ধর্ম্মদান—কেবল ধর্ম্মার্থ দান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ধর্ম্মদাস সুর—বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চের সুবিখ্যাত শিল্পী। জন্ম—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বাগবাজারে। বাল্যে ইঁহার "ম্যাপ" আঁকিতে ও সরস্বতী প্রতিমার বাগান সাজাইতে বিশেষ নৈপুণ্য দৃষ্ট হইত। প্রথম প্রথম ইনি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফির সহিত দুই একটি সখের থিয়েটারে অভিনেতৃরূপে যোগদান করেন। পরে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধর্ম্মদাস মিলিত হইয়া "সধবার একাদশী" অভিনয় করেন। নিয়মিতরূপে অভিনয় করা হইবে এই মানসে স্থায়ী ষ্টেজ ও দৃশ্যপটাদি প্রস্তুত করাইবার জন্য চাঁদা তোলা হইল। চাঁদার সংগৃহীত টাকায় বেতনভোগী চিত্রকর রাখা অসম্ভব দেখিয়া ধর্ম্মদাস নিজেই দৃশ্যপটগুলি অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইনি কম্বুলিয়াটোলা Preparatory স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। কিন্তু এই কার্য্য করিতে গেলে দৃশ্যপট আঁকিবার অসুবিধা হয় বলিয়া কখন অমৃতলাল বসু ও কখন বা অর্দ্ধেন্দু ইঁহার হইয়া স্কুলে অধ্যাপনা করিতেন। এই সময়ে একজন ভিক্ষুক ইংরাজ আসিয়া উপস্থিত হয়। সে ব্যক্তি জাহাজে রঙ্গের কাজ করিত। তাহার সহিত বন্দোবস্ত হইল যে, সে ধর্ম্মদাসের বাড়ীতে আহা-

রাদি করিয়া রং ফলাইবে ও রাত্রিকালে মঞ্চের উপর শয়ন করিয়া থাকিবে। এই-রূপে ধর্ম্মদাসের পরিশ্রমে ষ্টেজ ও দৃশ্যপট-গুলি প্রস্তুত হইলে শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়ীতে গিরিশ, অর্দ্ধেন্দু, অমৃতলাল, মতিলাল, মহেন্দ্রলাল প্রভৃতির সমবেত সাহায্যে লীলাবতী নাটকের অভিনয় আরম্ভ করা হয়। এই অভিনয় গ্রন্থকার ও অন্যান্য শিক্ষিত দর্শকের এতদূর মনোহরণ করিয়া-ছিল যে, অভিনেতৃবৃন্দ সাধারণ নাট্যালয় স্থাপন করিতে অভিলাষী হইলেন। এই অভিলাষ কার্য্যে পরিণত হইয়া ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জোড়াসাঁকো ৺মধু-সূদন সান্যালের বাড়ীতে নীলদর্পণ নাটক লইয়া ন্যাসন্যাল থিয়েটার নামে বাঙ্গালীর প্রথম সাধারণ নাট্যালয় স্থাপিত হইল। ইহাতে গিরিশচন্দ্র তখন যোগদান করিলেন না, পরে পারিশ্রমিক না লইয়া কৃষ্ণকুমারী নাটকে ভীমসিংহের ভূমিকা লইয়া এইখানে কয়েকবার অভিনয় করিয়া-ছিলেন। কর্তৃপক্ষীয়গণের মধ্যে মতভেদ বশতঃ এখানকার অভিনয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে বন্ধ হইয়া যায়। তখন দুইটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। একটি দল "হিন্দু থিয়েটার" নাম দিয়া কয়েক দিন অপেরা হাউসে অভিনয় করেন। অপর দল ধর্ম্ম-দাসের কর্ত্তৃত্বাধীনে ন্যাসন্যাল থিয়েটার নামে একদিন টাউনহলে ও পরে কিছুদিন রাজা স্যার্ রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে অভিনয় করেন। অতঃপর দুইটি দলই উঠিয়া যায়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে ও ধর্ম্মদাসের ঐকান্তিক পরিশ্রমে যেস্থানে এখন মিনার্ভা থিয়েটার অবস্থিত, সেইখানে গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার গৃহনির্ম্মাণ ও অনেক-গুলি দৃশ্যপটাদি ধর্ম্মদাস কোনও ইংরেজের সাহায্য না লইয়া চিত্রিত করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম্মদাস অর্দ্ধেন্দুকে "মাষ্টার" পদে অভিষিক্ত করিয়া এই থিয়েটার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে লইয়া গিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। এই দল ফিরিয়া আসি-বার কিছুদিন পরে উপেন্দ্রনাথ দাস ইহার ডাইরেক্টার হন এবং অমৃতলাল বসু তাঁহার সহকারী হন। এই সময় শরৎ-সরোজিনী ও সুরেন্দ্রবিনোদিনী নাটকের অভিনয় হয়। শেষোক্ত নাটকে আপত্তিকর বিষয় আছে, এই অভিযোগে ইঁহারা দুই-জনেই পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ডিকেন্স সাহেব কর্ত্তৃক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ধর্ম্মদাস এবং অন্যান্য ব্যক্তির চেষ্টায় হাইকোর্টের বিচারপতি ফিয়ার সাহেবের নিকট আপিল করা হইলে ইঁহারা নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া কারামুক্ত হন। ভুবনমোহনের হস্ত হইতে যখন এই থিয়েটার প্রতাপচাঁদ জহরী কিনিয়া লন, তখন ধর্ম্মদাস ইহার ম্যানেজার হন। এই সময় গিরিশচন্দ্রের রাবণ-বধ, সীতার বনবাস প্রভৃতি নাটক রচিত ও এইখানে অভিনীত হয়। প্রতাপচাঁদের সহিত মনোন্তর হওয়ায় গিরিশচন্দ্র বিডন ষ্ট্রীটে (অধুনা যেখানে কোহিনুর থিয়েটার অবস্থিত) ষ্টার থিয়েটার স্থাপিত করেন ও তাহার ম্যানেজার বলিয়া অভিহিত হন। সেই সময় ধর্ম্ম-দাসের কর্ত্তৃত্বাধীনে গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারে শ্রীবৎস-চিন্তা অভিনয় উপলক্ষে সমুদ্র বনে পরিণত হওন, এইরূপ একখানি Diorama ইঁহার দ্বারা বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চে প্রথম প্রদর্শিত হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এইখানে "কুমার-সম্ভব" অভিনয় কালে ইনি মদনভস্ম ও বসন্তের আবির্ভাব নামক দুইখানি Mechanical Diorama প্রদর্শন করেন। ইহার কিছু পরেই ষ্টার থিয়েটার কোম্পানী এই থিয়েটারটি কিনিয়া লইয়া গৃহটি ভাঙ্গিয়া ফেলে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন গোপাললাল শীল ষ্টার থিয়েটার কিনিয়া লইয়া ঐ স্থানে বহুব্যয়ে এমারেল্ড থিয়ে-টার প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন ধর্ম্মদাস হাতি-বাগানে বর্ত্তমান ষ্টার থিয়েটার গৃহের নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং ঐ গৃহ নির্ম্মিত হইলে সেইখানেই ষ্টেজ-ম্যানেজার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন। পরে যখন নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটার নির্ম্মাণ করাইয়া গিরিশচন্দ্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে ম্যাক্-বেথ অভিনয় করান, তখন ধর্ম্মদাস এই থিয়েটারে যোগ দিতে আহূত হন। তাহার পরে এইখানে ইনি ষড়্ঋতু, চারি যুগ প্রভৃতির দৃশ্য, মেঘনাদবধে স্বর্গ ও নরক দৃশ্য, ও করমেতি বাইয়ে American Diorama দেখাইয়াছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটার নরেন্দ্রনাথ সরকারের সম্পত্তি হইবার কিছুদিন পরে ধর্ম্মদাস এইখানে আবার যোগদান করেন। পরে, সিটি, এমারেল্ড, ইউনিক, ক্লাসিক, কর্জ্জন, প্রভৃতি থিয়েটারে কোন না কোন সময়ে অল্প বা অধিক দিনের জন্য ইনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারে যখন লর্ড লিটন আসেন, তখন শকুন্তলার অভিনয় উপযোগী কয়েকখানি দৃশ্য ও দুষ্মন্তের রথখানি কোন প্রকার পারিশ্রমিক না লইয়া ইনি প্রস্তুত করিয়া দেন। ফল কথা, সাধারণ নাট্যালয় স্থাপনকল্পে যাঁহারা প্রধান উদ্যোক্তা, তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মদাস অগ্রণী ছিলেন। ইঁহার জীবনঘটনা সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাসের সহিত জড়িত। ইঁহার উদ্যম ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রশংসার্হ। ১৩১৪ সালে কোহিনুর থিয়ে-টার স্থাপিত হইলে ইনি এই থিয়েটারে ম্যানেজার স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় শিল্প-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে ইনি মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেন। ১৯১০ খৃঃ ২৮শে জুলাই (১৩১৭ সাল ৮ই শ্রাবণ) ইঁহার দেহান্তর হয়।

ধর্ম্মদীপিকা—গৌড়দেশপ্রসিদ্ধ মীমাংসা-গ্রন্থ-বিশেষ। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মদ্রবী—গঙ্গা। ধর্ম্ম শব্দ—দ্রু (দ্রব হওয়া বা করা) + অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মদ্রোহী—ধর্ম্মের দ্বেষকারী, অধার্ম্মিক। ধর্ম্ম শব্দ -দ্রুহ (অনিষ্টাচরণ করা) + ণিন্ ক = ধর্ম্মদ্রোহিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

ধর্ম্মদ্বেষ—ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ, ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরক্তি; ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দান। ৬তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মদ্বেষী—(ধর্ম্মদ্বেষিন্)। ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ-কারী; ধর্ম্মকার্য্যে বাধাদায়ক। ধর্ম্ম—দ্বিষ +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধর্ম্মদ্বেষিণী

ধর্ম্মধ্বজ—ইনি সত্যযুগে মিথিলায় রাজত্ব করি-তেন। ইনি সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ও পণ্ডিত ছিলেন। পঞ্চশিখ নামক ঋষি ইঁহাকে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা দেন। নানাস্থান হইতে বিদ্যাবান্ ও ধর্ম্মচারী ব্যক্তিগণ ইঁহার নিকট আগমন করিতেন। একদা সুলভা নাম্নী ব্রহ্মচারিণী ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ইঁহার নিকট আগমন করেন এবং ইঁহার সঙ্গলাভ করিয়া কৃতার্থা হন। ধর্ম্ম হইয়াছে ধ্বজ (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। সং; পু।

ধর্ম্মধ্বজী—জীবিকার্থ জটাদি ধর্ম্মচিহ্নধারী, কপট ধার্ম্মিক, যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ধার্ম্মিক নয়, কিন্তু লোককে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত বেশভূষা-কথোপকথনাদি দ্বারা আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রচার করে। ধর্ম্মের ধ্বজ (চিহ্ন) ধর্ম্মধ্বজ, ৬তৎ। ধর্ম্মধ্বজ + ইন্ অস্ত্যর্থে = ধর্ম্মধ্বজিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

ধর্ম্মনন্দন—যুধিষ্ঠির। ধর্ম্মের (যমের) নন্দন (পুত্র), ৬তৎ। সং; পু। [সং; পু।

ধর্ম্মনাভ—বিষ্ণু। ধর্ম্ম নাভিতে যাঁহার, বহু।

ধর্ম্মনিষ্ঠ—ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত, ধর্ম্মপরায়ণ। ধর্ম্মে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ধর্ম্মনিষ্ঠা।

ধর্ম্মনিষ্ঠা—১। ধর্ম্মবিষয়ে আন্তরিক অনুরাগ, সাধ্যানুসারে ধর্ম্মপথে চলা। ৭তৎ। সং; স্ত্রী। ২। ধর্ম্মপরায়ণা। ধর্ম্মে নিষ্ঠা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

ধর্ম্মনীতি—ধর্ম্মানুমোদিত নীতি, যে নীতি পালন করিলে ধর্ম্মপথে থাকা যায়; ধর্ম্মজ্ঞানবিষয়ক শাস্ত্র। ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মপতি—১। ধর্ম্মানুসারে গৃহীত স্বামী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। বরুণ। সং; পু।

ধর্ম্মপত্নী—ধর্ম্মাচরণার্থ পত্নী, সহধর্ম্মিণী, বিবাহিতা স্ত্রী। ধর্ম্মার্থী পত্নী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং: স্ত্রী।

ধর্ম্মপথ—ধর্ম্মরূপ মার্গ, ধর্ম্মানুষ্ঠান। রূপক। সং; পু।

ধর্ম্মপর—ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মশীল, ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম হইয়াছে পর (প্রধান বস্তু) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মপরায়ণ—ধর্ম্মনিষ্ঠ, ধর্ম্মাত্মা, অতিশয় ধার্ম্মিক। ধর্ম্মে পরায়ণ (অত্যাসক্ত), ৭তৎ; অথবা, ধর্ম্ম হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মপাঠক—ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নকারী। ধর্ম্ম শব্দ—পঠ+ণক ক। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মপাল—ইনি পালবংশীয় দ্বিতীয় রাজা। ৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল এই পালরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার রাজধানীর নাম ওদণ্ডপুরী। ধর্ম্মপাল পূর্ব্বদিকে কামরূপ পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের অনেকাংশ বহুদিন এই পাল রাজাদিগের শাসনাধীনে ছিল। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। খ্রীষ্ট দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গে সেনরাজগণ প্রবল হইলে পশ্চিমবঙ্গ ও মিথিলা তাঁহাদের হস্তে পতিত হয়। পাল রাজারা কেবলমাত্র মগধদেশ লইয়া রহিলেন। ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলিজি পাল রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করেন।

ধর্ম্মপিপাসু—ধর্ম্মলাভেচ্ছু, যাহার ধর্ম্মলাভ বাসনা অতিশয় বলবতী। ৭তৎ বা ২তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মপুত্র—১। যুধিষ্ঠির। ধর্ম্মের (যমের) পুত্র, ৬তৎ। কুন্তীর আকর্ষণ-মন্ত্র-প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া যম পাণ্ডুর ক্ষেত্রে কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরকে উৎপাদন করেন [কুন্তি দেখ], এজন্য যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপুত্র নামে পরিচিত। ২। ধর্ম্মছেলে। সং; পু।

ধর্ম্মপ্রণালী—ধর্ম্মাচরণের পদ্ধতি; দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের পাপপুণ্যের বিশ্বাস ও পারলৌকিক পরিত্রাণাদি লাভের নিমিত্ত অনুসৃত উপাসনা-পদ্ধতি। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মপ্রমাণ—ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া কথিত বা কৃত। ধর্ম্ম প্রমাণ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। ক্রিয়া-বিশেষণও হয়।

ধর্ম্মপ্রবক্তা—রাজনিযুক্ত সভ্যবিশেষ; ধর্ম্ম-নির্ণায়ক পুরুষ। ৬তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মপ্রবণ—ধর্ম্মে অত্যাসক্ত, পরম ধার্ম্মিক। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মপ্রবর—ধর্ম্ম বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মে প্রবর (অত্যুত্তম), ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি—ধর্ম্মবিষয়ে প্রবৃত্তি, ধর্ম্মপথে চলিবার মতি। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মপ্রাণ—পরম ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম হইয়াছে প্রাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মবন্ধন—ধর্ম্মজনিত বন্ধন, এক ধর্ম্মাবলম্বন হেতু পরস্পর বাধ্যবাধকতা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ধর্ম্মবন্ধু—এক ধর্ম্মাবলম্বন হেতু পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন; ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বন্ধুত্বকারী। ধর্ম্মে (ধর্ম্মবিষয়ে) বন্ধু, ৭তৎ। বিণ: ত্রি।

ধর্ম্মবুদ্ধি—ধর্ম্মজ্ঞান দেখ। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মভয়—ধর্ম্মের ভয়, অধর্ম্ম করিলে ধর্ম্মের নিকট দণ্ডনীয় হইতে ও পরকালে যাতনা ভোগ করিতে হয় এইরূপ ধারণা। ৫তৎ। সং।

ধর্ম্মভাণক—কপট ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম—ভাণ (শব্দ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। [স্ত্রী।

ধর্ম্মভিক্ষা—ধর্ম্মরক্ষার্থ প্রার্থনা। ৬তৎ। সং;

ধর্ম্মভীতি—ধর্ম্মভয়। ৫তৎ। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মভীরু—ধর্ম্মভয়যুক্ত, অধর্ম্মাচরণ করিলে ধর্ম্মের নিকট দণ্ডনীয় হইতে ও পরকালে যাতনা ভোগ করিতে হয়, এইরূপ বিশ্বাসযুক্ত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মভৃৎ—ধর্ম্মচারী, ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম—ভৃ (ধারণ বা পোষণ করা)+ক্বিপ্‌ ক। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মভ্রষ্ট—ধর্ম্মচ্যুত, অধর্ম্মাচরণ হেতু ধর্ম্মে পতিত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মভ্রাতা—এক ধর্ম্মাবলম্বন হেতু পরস্পর ভ্রাতৃভাবাপন্ন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ধর্ম্মমন্দির—ধর্ম্মানুষ্ঠানার্থ গৃহ: যেমন—হিন্দুদিগের দেবালয়, খ্রীষ্টানদিগের গির্জ্জা, মুসলমানদিগের মসজিদ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ধর্ম্মময়—ধর্ম্মপরিপূর্ণ, অধর্ম্মের সংস্রব রহিত; ধর্ম্মস্বরূপ। ধর্ম্ম শব্দ+ময়ট্‌। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মমার্গ—ধর্ম্মপথ। ধর্ম্ম প্রাপক মার্গ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ধর্ম্মমূল—ধর্ম্মের মূল কারণ; যেমন—সত্য, অহিংসা, দম প্রভৃতি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধর্ম্মমূলক—ধর্ম্মহেতুক, যাহার মূলে ধর্ম্ম আছে এরূপ। ধর্ম্ম হইয়াছে মূল যাহার, বহু। বিণ।

ধর্ম্মযুগ—ধর্ম্মময় যুগ, যে যুগে অধর্ম্মের লেশ ছিল না, সত্যযুগ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ক্লী।

ধর্ম্মযুদ্ধ—ন্যায়ানুসারে সম্পাদিত যুদ্ধ। ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ বা ধর্ম্ম মূলক যুদ্ধ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ধর্ম্মরক্ষা—অধর্ম্ম হইতে ত্রাণ, ধর্ম্মনাশ হইতে না দেওয়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মরাজ—যম; যুধিষ্ঠির; বুদ্ধদেব; নৃপতি। ধর্ম্মের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মলক্ষণ—ধর্ম্মের চিহ্ন; ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধর্ম্মবাসর—পূর্ণিমা। ধর্ম্ম সাধক বাসর (দিন), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ধর্ম্মবিৎ—ধর্ম্মজ্ঞ; ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম শব্দ—বিদ (জানা)+ক্বিপ্‌ ক=ধর্ম্মবিদ্‌, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

ধর্ম্মবিদ্যা—মীমাংসাদি বিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মবিপ্লব—ধর্ম্মের অতিক্রম, ধর্ম্মনাশ, ধর্ম্ম লইয়া বিষম গোলযোগ। ৬তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মবিরুদ্ধ—ধর্ম্মবিরোধী, অধর্ম্ম-সম্মত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মবিবেক—হলায়ুধ প্রণীত নিবন্ধবিশেষ। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মবৃদ্ধ—সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ।

ধর্ম্মব্যাধ—জনৈক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যাধ। এই ব্যাধ মিথিলা দেশে বাস করিতেন, এবং সাধুপথ অবলম্বন করিয়া স্বকীয় ব্যবসায়ে রত ছিলেন। জনকজননীর পরিচর্য্যার ফলে ইনি ধার্ম্মিক পুরুষ হইয়াছিলেন। কৌশিক নামক জনৈক গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ এক পতিব্রতা রমণীর উপদেশে ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ইঁহার নিকট আগমন করিলে, ইনি তাঁহাকে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। অতঃপর ব্রাহ্মণ গৃহে গমনপূর্ব্বক পিতামাতার সেবায় প্রবৃত্ত হন।

ধর্ম্মব্রত—ধর্ম্মপালনে তৎপর। ধর্ম্ম হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মশালা—আদালত, বিচারালয়; ধর্ম্ম আরাধনা করিবার জন্য গৃহ; অতিথিশালা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মশাসন—১। ধর্ম্মশাস্ত্র। ধর্ম্ম সংক্রান্ত শাসন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। ধর্ম্মের অনুশাসন। সং; ক্লী।

ধর্ম্মশাস্ত্র—মনু-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র; যে শাস্ত্রে সাংসারিক ও পারলৌকিক সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা থাকে; বেদ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধর্ম্মশাস্ত্রকার—ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা; স্মৃতিশাস্ত্ররচয়িতা; মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শতাতপ, ও বশিষ্ঠ, এই বিংশতি ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রকার। ধর্ম্মশাস্ত্র দেখ; ধর্ম্মশাস্ত্র শব্দ—কৃ (করা)+ষণ ক। সং; পু।

ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট—স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে নিরূপিত। ধর্ম্মশাস্ত্র দেখ; ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী—ধর্ম্মশাস্ত্রানুগত ব্যবস্থাদাতা, স্মার্ত্ত। ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবসায়, ৬তৎ। তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে = ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত—ধর্ম্মশাস্ত্রে যে বিষয়ে মত দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তৃক অনুমোদিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা—ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চা। ৬তৎ।

ধর্ম্মশিক্ষক—ধর্ম্মোপদেষ্টা, ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষাদাতা। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মশীল—ধর্ম্মপরায়ণ, ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম হইয়াছে শীল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মসংস্কার—দেশবিশেষে প্রচলিত ধর্ম্মের দোষাদির সংশোধন ও ধর্ম্মপ্রণালীর উন্নতিবিধান। ৬তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মসংস্কারক—দেশপ্রচলিত ধর্ম্মের দোষ সংশোধক ও উন্নতিবিধায়ক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মসংস্থাপন—ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, অধর্ম্মের বিনাশপূর্ব্বক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধর্ম্মসংহিতা—ধর্ম্মশাস্ত্র দেখ। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মসঙ্কর—পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র মিলন। ৬তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মসঙ্গত—ধর্ম্মানুমোদিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মসঙ্গীত—ধর্ম্মসংক্রান্ত গান, যাহাতে ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হয় এমন গান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ধর্ম্মসভা—ধর্ম্মসমাজ; ধর্ম্মরক্ষিণী সভা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মসাবর্ণি—একাদশ মনু। সং; পু। [পু।

ধর্ম্মসুত—যুধিষ্ঠির [ধর্ম্মপুত্র দেখ]। ৬তৎ। সং;

ধর্ম্মসূত্র—জৈমিনি মুনিপ্রণীত ধর্ম্মনিরূপক গ্রন্থবিশেষ। সং; ক্লী।

ধর্ম্মহানি—ধর্ম্মক্ষয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মাচরণ—ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবহার, ধর্ম্মানুষ্ঠান। ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ধর্ম্মাচার্য্য—ধর্ম্মশিক্ষক। ধর্ম্মবিষয়ে আচার্য্য, ৭তৎ। ২। ঋগ্বেদীয়দিগের তর্পণীয় পুরুষবিশেষ। সং; পু।

ধর্ম্মাত্মা—ধর্ম্মশীল, ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু।

ধর্ম্মাধর্ম্ম—পাপপুণ্য; সদসৎ কর্ম্ম। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, দ্বন্দ্ব। সং; পু।

ধর্ম্মাধিকরণ—১। ধর্ম্মস্থান, বিচারালয়, ন্যায় অন্যায়ের বিচারস্থল; আদালত (Court of Justice)। ধর্ম্ম শব্দ — অধি — কৃ (করা) + অনট্ অধি। সং; ক্লী। ২। ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, বিচারক, জজ্। ধর্ম্ম শব্দ — অধি — কৃ + অনট্ র্ম্ম। সং; পু।

ধর্ম্মাধিকার—ন্যায় অন্যায় বিচারের অধিকার, বিচারকের পদ বা কার্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মাধিকারী—ন্যায় অন্যায় বিচারের অধিকারী, বিচারক। ধর্ম্মাধিকার দেখ; ধর্ম্মাধিকার + ইন্ অস্ত্যর্থে = ধর্ম্মাধিকারিন্, ১মার ১বচন। সং; পু। [৬তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মাধ্যক্ষ—প্রাড়্‌বিবাক, প্রধান বিচারপতি।

ধর্ম্মানুগত—ধর্ম্মের অনুযায়ী, ধর্ম্মের নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত; ধর্ম্মপথাবলম্বী। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মানুমোদিত—ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ, ধর্ম্মবিহিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মানুযায়ী—ধর্ম্মানুগত দেখ। ৬তৎ। বিণ; পু।

ধর্ম্মান্তর—অন্য ধর্ম্ম। নিত্য। সং; ক্লী।

ধর্ম্মান্দোলন—ধর্ম্মবিষয়ক আন্দোলন, ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক বিতর্ক। ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ধর্ম্মান্ধ—এক ধর্ম্মে দৃঢ়তর বিশ্বাস নিবন্ধন ধর্ম্মান্তরের উৎকৃষ্ট বিষয়কেও নিকৃষ্ট বলিয়া বোধকারী। ধর্ম্মে অন্ধ বা ধর্ম্ম দ্বারা অন্ধ, ৭তৎ বা ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মাভাস—অপ্রশস্ত ধর্ম্ম; শ্রুতিস্মৃতি হইতে উদিত যে ধর্ম্ম তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম, অন্য শাস্ত্রে যে ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ধর্ম্মাভাস। সং; পু।

ধর্ম্মারণ্য—তপোবন; পুণ্যস্থানবিশেষ [চন্দ্র যখন গুরুপত্নী তারাকে হরণ করেন, তখন ধর্ম্ম প্রপীড়িত হইয়া গহন বনে প্রবেশ করাতে, ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, "হে ধর্ম্ম! তুমি এই বন আশ্রয় করিয়াছ বলিয়া ইহা ধর্ম্মারণ্য নামে বিখ্যাত হইবে"]। সং।

ধর্ম্মার্জ্জন—ধর্ম্মসঞ্চয়, পুণ্যকার্য্য সম্পাদন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধর্ম্মার্থ—১। ধর্ম্মের নিমিত্ত। ধর্ম্ম হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ধর্ম্ম ও ধন। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

ধর্ম্মাবতার—সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ [রাজা, বিচারপতি, বা তাদৃশ বড় লোককে এই কথা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়া থাকে]। ধর্ম্মের অবতার স্বরূপ, ৬তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মাবলম্বী—(ধর্ম্মাবলম্বিন্)। ধর্ম্মাশ্রিত, ধর্ম্মগ্রহণকারী। ধর্ম্ম শব্দ — অব — লম্ব + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধর্ম্মাবলম্বিনী।

ধর্ম্মাসন—বিচারাসন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধর্ম্মিষ্ঠ—অতি ধর্ম্মপরায়ণ। ধর্ম্মী দেখ; ধর্ম্মিন্ শব্দ + ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মিষ্ঠা—অতি ধর্ম্মপরায়ণা। ধর্ম্মিষ্ঠ দেখ। ধর্ম্মিষ্ঠ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ধর্ম্মী—ধর্ম্মযুক্ত, ধর্ম্মপরায়ণ; ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম + ইন্ অস্ত্যর্থে = ধর্ম্মিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

ধর্ম্মেন্দ্র—ধর্ম্মরাজ, যম; ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ। ৭তৎ। সং; পু।

ধর্ম্মোত্তর—ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ। ধর্ম্ম দ্বারা উত্তর (শ্রেষ্ঠ), ৩তৎ, অথবা ধর্ম্ম হইয়াছে উত্তর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মোদ্দেশে—ধর্ম্মার্থে, ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

ধর্ম্মোন্নতি—ধর্ম্মের বৃদ্ধি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ধর্ম্মোপদেশ—ধর্ম্মশিক্ষা। ধর্ম্মের উপদেশ, ৬তৎ। অথবা ধর্ম্ম সংক্রান্ত উপদেশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ধর্ম্মোপদেশক—ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশদাতা, গুরু। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মোপাসক—ধর্ম্মের উপাসনাকারী, ধর্ম্মাবলম্বী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ধর্ম্মোপাসনা—১। ধর্ম্মের আরাধনা। ৬তৎ। ২। ধর্ম্মবিষয়ক উপাসনা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [ত্রি।

ধর্ম্মোপেত—ধর্ম্মযুক্ত, ধর্ম্ম্য, ন্যায্য। ৩তৎ। বিণ;

ধর্ম্ম্য—ধর্ম্মের অনুযায়ী, ধর্ম্মযুক্ত; ধর্ম্মলব্ধ। ধর্ম্ম শব্দ + য্য। বিণ; ত্রি।

ধর্ষ, ধর্ষণ—অবজ্ঞা; পরাভব; অপবাদ; বলাৎকার; অমর্ষ; রমণ। ধৃষ (বধ করা, ধৃষ্টতা করা) + অল্, পক্ষান্তরে অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে ধৃষ্ট।

ধর্ষক—১। ধর্ষণকারী। ধৃষ + ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। নট, নৃত্যকারী। সং; পু।

ধর্ষণী—অসতী স্ত্রী। ধৃষ (বধ করা) + অনট্ র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ধর্ষিত—পরাভূত, পরাজিত; অবমানিত; বলাৎকৃত; তিরস্কৃত। ণিজন্ত ধৃষ বা ধর্ষি (বধ করা, ইত্যাদি) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ধর্ষিতা। ২। রমণ। ণিজন্ত ধৃষ + ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ধর্ষিতা—১। অবমানিতা; বলাৎকৃতা। ধর্ষিত দেখ; ধর্ষিত শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অসতী স্ত্রী। সং; স্ত্রী।

ধব—১। পতি; ধূর্ত্ত ব্যক্তি; মনুষ্য। ধু বা ধূ (কম্পিত করা) + অন্ ক। ২। কম্প। ধু বা ধূ + অল্ ভা। সং; পু।

ধবল—১। শুক্লবর্ণ, সাদা রঙ; কর্পূরবিশেষ; শ্বেতকুষ্ঠ; বৃষশ্রেষ্ঠ। ধাব (পরিষ্কার করা) + কলচ্ র্ম্ম। সং; পু। ২। শুক্লবর্ণযুক্ত, সাদা; মনোরম; সুন্দর। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ধবলা, ধবলী।

ধবলগিরি—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পর্ব্বত, হিমালয়ের অংশবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

ধবলপক্ষ—১। শুক্লপক্ষ। ধবল (শুক্ল) যে পক্ষ (মাসার্দ্ধ), কর্ম্মধা। সং; পু। ২। হংস। ধবল (শুক্লবর্ণ) হইয়াছে পক্ষ (পাখা) যাহার, বহু। সং; পু।

ধবলমৃত্তিকা—খড়িমাটী। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
ধবলা, ধবলী—শুক্লবর্ণ-ধেনু। ধবল দেখ; ধবল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ও ঈপ্। সং; স্ত্রী।
ধবলাকার—শুভ্রাকৃতি। ধবল (শুভ্র) হইয়াছে আকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
ধবলিত—শুভ্রীভূত; শুভ্রীকৃত। ধবল দেখ; ধবল+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।
ধবলিমা—শুক্লত্ব, শুভ্রতা। ধবল শব্দ (শুক্ল)+ইমন্ ভাবে=ধবলিমন্, ১মার ১বচন। পু।
ধবলীকৃত—যাহাকে শুভ্র করা হইয়াছে। ধবল শব্দ+চি অভূততদ্ভাবার্থে=ধবলী—কৃ+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।
ধবলীভূত—যাহা শুভ্র হইয়াছে। ধবল+চি অভূততদ্ভাবার্থে=ধবলী—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।
ধবিত্র—মৃগচর্ম্মনির্ম্মিত ব্যজন অর্থাৎ পাখা। ধূ (কম্পিত হওয়া)+ইত্র ণ। সং; ক্লী।
ধা—ধারক; বিধাতা। ধা (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু। [সং; স্ত্রী।
ধাতকী—পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, ধাই ফুলের গাছ।
ধাতা—১। ধারণকর্ত্তা, ধারক; রক্ষাকর্ত্তা, রক্ষক; নির্ম্মাণকর্ত্তা; জার। বিণ; ত্রি। ২। বিধাতা, ব্রহ্মা; বিষ্ণু; পিতা; আত্মা; আদিত্যবিশেষ; বায়ুবিশেষ। ধা (ধারণ করা)+তৃন্ ক=ধাতৃ, ১মার ১বচন। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধাত্রী।
ধাতু—শরীরস্থ বাত, পিত্ত, কফ; ইন্দ্রিয়; শোণিতাদি; স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস্য, পিত্তল, তাম্র, সীস, রঙ্গ, লৌহ এই অষ্টবিধ তৈজস ধাতু [মানবের বলি, পলিত, লালিত্য, কৃশতা, দুর্ব্বলতা, জরা প্রভৃতি নিবারণ পূর্ব্বক দেহকে ধারণ করিয়া রাখে বলিয়া ইহারা ধাতু নামে অভিহিত]; রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, শরীরস্থ এই সপ্ত ধাতু; পারদ; হরিতাল; হিঙ্গুল; গন্ধক; অভ্রক; গৈরিক; মনঃশিলা; ভূ, স্থা, গম প্রভৃতি ক্রিয়াবোধক প্রকৃতি। ধা (ধারণ করা)+তুন্ ক। সং; পু।
ধাতুক্ষয়—শরীরস্থ ধাতুর ক্ষীণতা; কাশরোগ বিশেষ। ৬তৎ। সং; পু।
ধাতুঘ্ন—১। শরীরস্থ ধাতুর নাশক। ধাতু—হন+টক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। আমানি, কাঁজি। সং; ক্লী।
ধাতুদ্রাবক—সোহাগা। ৬তৎ। সং; পু।
ধাতুপাঠ—পাণিন্যাদি প্রণীত ধাত্বর্থবোধক গ্রন্থ। ধাতু বিষয়ক পাঠ আছে যাহাতে, বহু। সং; পু।
ধাতুপোষক—পুষ্টিকর। ধাতুর পোষক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।
ধাতুময়—ধাতুনির্ম্মিত। ধাতু শব্দ+ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ; ত্রি।
ধাতুমল—রসাদি ধাতুর পরিপাকে উৎপন্ন কেশাদি উপধাতু। সং; পু বা ক্লী।
ধাতুবিদ্যা—যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতুর গুণাগুণ এবং প্রাপ্তি-স্থানাদির বিষয় অবগত হওয়া যায়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
ধাত্রিকা—আমলকী। ধাত্রী+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
ধাত্রী—মাতা; উপমাতা, ধাইমা; পৃথিবী; আমলকী। ধাতা দেখ; ধাতৃ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। [পু।
ধাত্রীপুত্র—উপমাতার পুত্র; নট। ৬তৎ। সং;
ধাত্রেয়ী—উপমাতা, ধাইমা। ধাত্রী দেখ; ধাত্রী (উপমাতা)+ঢেয় স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
ধান—১। আধার; নিধান, স্থান। ধা (ধারণ করা)+অনট্ অধি। সং; ক্লী। ২। ধান্য। দেশজ; ধান্য শব্দের অপভ্রংশ।
ধানা—ভৃষ্ট যব; শক্তু; ধন্যাক, ধনিয়া। ধা (ধারণ করা)+ন ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
ধানিকা, ধানী—আধার, নিধান; স্থান। ধানী=ধা (ধারণ করা)+অনট্ অধি, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ধানিকা=ধানী+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।
ধানুষ্ক—ধনুর্ধারী। ধনুঃ দেখ; ধনুস্+কণ্।
ধানুষ্য—বংশ, বাঁশ। ধনুঃ নির্ম্মিত হয় যদ্দ্বারা এই অর্থে ধনুস্ শব্দ+ষ্ণ্য। সং; পু।
ধান্য—সতুষ তণ্ডুল, ধান; পরিমাণবিশেষ। ধা (ধারণ করা)+যৎ ক। সং; ক্লী। [ধান্য প্রধানতঃ তিন প্রকার; যথা—শালি, ষষ্টিক ও আশু। হেমন্তোদ্ভব ধান্য শালি (আমন); গ্রীষ্মোদ্ভব ধান্য ষষ্টিক (বোরো); এবং বর্ষাজাত ধান্য আশু (আ শ)]।
ধান্যচমস—চিঁড়া। সং; পু।
ধান্যপঞ্চক—শালি, ব্রীহি, শূক, শিম্বি, ক্ষুদ্র, এই পাঁচ প্রকার শস্য। সং; ক্লী।
ধান্যাক—ধনিয়া। ধন্যাক+ষ্ণ স্বার্থে। সং; ক্লী
ধাম—গৃহ; স্থান, আধার; শরীর; জন্ম; তেজঃ; প্রভাব; কিরণ। ধা (ধারণ করা)+মন্=ধামন্, ১মার ১বচন। সং; ক্লী।
ধামনিধি—সূর্য্য। ধাম দেখ; ধামের (কিরণের, তেজের) নিধি (আধার), ৬তৎ। সং; পু।
ধায্য—ঋত্বিক্, পুরোহিত। ধা (ধারণ করা)+ঘ্যণ্ ক, নিপাতনে। সং; পু।
ধায্যা—অগ্নি জ্বালাইবার মন্ত্র। ধায্য দেখ; ধায্য+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
ধার—১। ঋণ; প্রান্ত; অস্ত্রশস্ত্রের তীক্ষ্ণ প্রান্ত; তীক্ষ্ণতা, প্রাখর্য্য। ধৃ (ধারণ করা)+ঘঞ্ কর্ম্ম। সং; পু। ২। ধারাকারে পতিত জল। ধারা+ষ্ণ। সং; ক্লী।
ধারক—১। ধারণকর্ত্তা; ঋণী, অধমর্ণ। ধৃ (ধারণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ধারিকা। ২। পাত্র, আধার; কলস; ভেদনিবারক ঔষধ; পুরাণপুস্তক ধারণ করিয়া যে পুরাণপাঠকের ভ্রমাদি অপনোদন করে। সং; পু।
ধারকতা—ধারকের কার্য্য; পুরাণাদি পাঠকালে বা দুর্গাপূজা প্রভৃতিতে পাঠকের বা পূজকের ভ্রম দূরীকরণার্থ ধারকের কার্য্যকারী। ধারক শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।
ধারণ—১। অবলম্বন; গ্রহণ; ধরা; রক্ষণ; স্থাপন; বহন। ণিজন্ত ধৃ বা ধারি (ধারণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
ধারণা—স্থিরতা; নিশ্চয়; চিত্তের একাগ্রতা: বিশ্বাস; সংস্কার; সিদ্ধান্ত; যমাদি গুণযুক্ত আত্মাতে মনঃসমর্পণ, অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের অভিনিবেশ; মেধা। ণিজন্ত ধৃ বা ধারি (ধারণ করা)+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
ধারণী—শ্রেণী; নাড়ী; মন্ত্রবিশেষ। ণিজন্ত ধৃ বা ধারি (ধারণ করা)+অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
ধারণীয়—ধারণযোগ্য; রক্ষণীয়। ণিজন্ত ধৃ বা ধারি (ধারণ করা)+অনীয় কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।
ধারয়িতা—ধারক, ধারণকর্ত্তা। ণিজন্ত ধৃ বা ধারি (ধারণ করা)+তৃন্ ক=ধারয়িতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধারয়িত্রী।
ধারয়িত্রী—১। ধারণকর্ত্রী। ধারয়িতা দেখ; ধারয়িতৃ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ধরিত্রী, পৃথিবী। সং; স্ত্রী।
ধারয়িষ্ণু—ধারণশীল। ণিজন্ত ধৃ বা ধারি+ইষ্ণু ক শীলার্থে। বিণ; ত্রি।
ধারা—১। বৃষ্টি; দ্রব দ্রব্যের অনবরত ক্ষরণ। ধৃ (ধারণ করা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। প্রাকার; সমূহ। ধৃ+অ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
ধারাকারে—অবিচ্ছেদে ক্ষরিত ভাবে। বহু। ক্রি-বিণ। [ক্লী।
ধারাগৃহ—জলধারাযুক্ত গৃহ, ফোয়ারা। সং;
ধারাট—মেঘ; চাতকপক্ষী; মত্তহস্তী; ঘোটক। ধারা দেখ; ধারা শব্দ (বৃষ্টি, ইত্যাদি)—অট (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।
ধারাধর—মেঘ; অম্বু। ধারা দেখ; ধারা শব্দ (বৃষ্টি ইত্যাদি)—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক। সং; পু।
ধারাপাত—জলধারার পতন। ৬তৎ। সং; পু।
ধারাযন্ত্র—ফোয়ারা; গোলাবপাশ। ৬তৎ। সং; ক্লী।
ধারাল—সুতীক্ষ্ণ, শাণিত। ধারা দেখ; ধারা শব্দ+ল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

ধারাবর্ষণ—অবিচ্ছেদে বর্ষণ, ক্রমাগত বৃষ্টি। ধারা সম্পাদ্য বর্ষণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ধারাবাহিক—অবিরতস্থায়ী, অবিচ্ছেদে স্থিতিশীল; অবিচ্ছিন্ন, ক্রমাগত, ক্রমিক। ধারা দেখ: ধারা শব্দ—বহ (বহন করা)+অন্ ক, তদুত্তরে ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

ধারাবাহিকরূপে—ক্রমাগতভাবে, অবিচ্ছিন্নরূপে। বহু। ক্রি-বিণ।

ধারাবাহিনী—ধারাবাহী দেখ।

ধারাবাহী—ধারাবাহিক দেখ। ধারা শব্দ বহ (বহন করা)+ণিন্ ক=ধারাবাহিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধারাবাহিনী।

ধারাসম্পাত—বৃষ্টিপতন। ৬তৎ। সং; পু।

ধারিণী—১। ধারণকর্ত্রী। ধারী দেখ; ধারিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ধরিত্রী, পৃথিবী। সং; স্ত্রী।

ধারিত—যাহা ধরান হইয়াছে এরূপ; গ্রাহিত; বাহিত; স্থাপিত। ণিজন্ত ধৃ বা ধারি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ধারণ।

ধারী—ধারণকর্ত্তা, ধারক। ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ ক=ধারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধারিণী। [বিণ; ত্রি।

ধারু—পানকারী। ধে (পান করা)+রু ক।

ধার্ত্তরাষ্ট্র—অন্ধ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, দুর্য্যোধনাদি; কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুঃ ও চরণযুক্ত শ্বেত হংস; সর্পবিশেষ। ধৃতরাষ্ট্র দেখ; ধৃতরাষ্ট্র+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

ধার্ম্মিক—ধর্ম্মচারী, ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মশীল। ধর্ম্ম শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ধার্ম্মিকা।

ধার্ম্মিক-চূড়ামণি—ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত ধার্ম্মিক। চূড়ামণি দেখ; ৬তৎ। বিণ; পু।

ধার্ম্মিকপ্রবর—অত্যন্ত ধার্ম্মিক। ৭তৎ। বিণ।

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ—অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ। ৭তৎ। বিণ।

ধার্য্য—ধারণীয়; গ্রাহ্য, গ্রহণীয়। ধৃ (ধারণ করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ধার্য্যমাণ—গৃহ্যমান, যাহা ধারণ করা যাইতেছে এরূপ। ণিজন্ত ধৃ বা ধারি+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ধার্ষ্ট্য—ধৃষ্টতা, প্রগল্‌ভতা, নির্লজ্জতা। ধৃষ্ট দেখ; ধৃষ্ট+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

ধাবক—১। শীঘ্রগামী, দ্রুতগমনশীল, দৌড়িয়া চলে এরূপ। ধাব (বেগে চলা, ধৌত করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। রজক, ধোপা। সং; পু। ৩। জনৈক কবি। ইনি মহাকবি কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোক। কালিদাস প্রণীত মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় ইঁহার নামোল্লেখ আছে। ধাবক প্রথমে অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। পরে যত্ন ও প্রতিভাবলে কবিত্বশক্তি লাভ করেন। অনন্তর, একশত সর্গে নৈষধচরিত রচনা করিয়া মহারাজ শ্রীহর্ষকে অর্পণ করিলে, তিনি পারিতোষিকস্বরূপ কবিকে প্রচুর নিষ্কর ভূমি দান করেন। ধাবক রত্নাবলী নাটকেরও রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

ধাবন—ধৌতকরণ, ধোয়া; শীঘ্রগমন, দৌড়ন। ধাব (ধৌত করা, বেগে চলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে ধৌত, ধাবিত।

ধাবনকূর্দ্দন—দৌড়ান ও ক্রীড়া; দৌড়িতে দৌড়িতে খেলা। দ্বন্দ্ব বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ধাবমান—দ্রুতগমনশীল; দৌড়িতেছে এরূপ। ধাব (বেগে চলা)+শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ধাবমানা।

ধাবিত—১। দ্রুতগত, দৌড়িয়াছে এরূপ। ধাব+ক্ত ক। ২। অনুসৃত; ধৌত। ধাব (বেগে চলা, ধোয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ধিক্—নিন্দা; ভৎর্সনা; অবজ্ঞা। ব্য।

ধিক্কার—ধিক্‌করণ, ধিক্ শব্দের প্রয়োগ; ভৎর্সনা; নিন্দা। ধিক্ দেখ; ধিক্ শব্দ—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ধিক্‌কৃত—১। ধিক্ শব্দের প্রয়োগপ্রাপ্ত; নিন্দিত; ভৎর্সিত; অবজ্ঞাত। ধিক্ দেখ; ধিক্ শব্দ—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। ধিক্কার; নিন্দা; ভৎর্সনা। ধিক্ শব্দ—কৃ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ধিক্‌ক্রিয়া—ধিক্কার দেখ। সং; স্ত্রী।

ধিষণ—বৃহস্পতি। ধৃষ (গর্ব্বিত হওয়া ইত্যাদি)+কন ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধিষণা।

ধিষণা—বুদ্ধি। ধিষণ দেখ; ধিষণ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ধিষ্ট্য, ধিষ্ণ্য—স্থান; গৃহ; আসন। সং; ক্লী।

ধী—বোধশক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান। ধ্যৈ (চিন্তা করা)+ক্বিপ্ ণ। সং; স্ত্রী।

ধীগুণ—শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, তর্ক, বিতর্ক, অর্থবোধ, তত্ত্বজ্ঞান, এই আট প্রকার বুদ্ধিগুণ। সং; পু।

ধীত—১। পীত, যাহা পান করা হইয়াছে এরূপ। ধে (পান করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। আরাধিত; অনাদৃত। ধী (আরাধনা করা, অনাদর করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ধীতি।

ধীতি—১। পান; পিপাসা। ধে (পান করা)+ক্তি ভা। ২। আরাধনা; অনাদর। ধী (আরাধনা করা, অনাদর করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ধীত।

ধীপ্রদীপ্ত—তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। ধী দ্বারা প্রদীপ্ত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ধীমতী—বুদ্ধিমতী। ধী শব্দ (বুদ্ধি)+মতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ধীমান্।

ধীমান্—১। বুদ্ধিমান্, জ্ঞানবান্। ধী শব্দ (বুদ্ধি)+মতু অস্ত্যর্থে=ধীমৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধীমতী।

ধীর—১। ধৈর্য্যশালী, সহিষ্ণু, শোকক্লেশাদিতে অনভিভূত; বুদ্ধিমান্; পণ্ডিত; গম্ভীর; স্থিরোন্নতচিত্ত; ঠাণ্ডামেজাজবিশিষ্ট; স্থির; অদ্রুত, মন্দ। ধী শব্দ (বুদ্ধি)—রা (গ্রহণ করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ধীরা। বিশেষ্যে ধীরতা, ধীরত্ব, ধৈর্য্য। ২। বলিরাজ। সং; পু।

ধীরতা—ধৈর্য্য; সহিষ্ণুতা; চিত্তের স্থিরতা; পাণ্ডিত্য; গাম্ভীর্য্য; অদ্রুতত্ব। ধীর দেখ; ধীর শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী। [ক্লী।

ধীরত্ব—ধীরতা দেখ। ধীর+ত্ব ভাবে। সং;

ধীরপ্রকৃতি—গম্ভীরস্বভাব; শান্তস্বভাব। বহু। বিণ; ত্রি।

ধীরপ্রশান্ত—নায়কবিশেষ, যে নায়কের সামান্য গুণ অনেক আছে। সং; পু।

ধীরভাব—ধীরতা, ধৈর্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

ধীরভাবে—ধৈর্য্যসহকারে। বহু। ক্রি-বিণ।

ধীরললিত—নায়কবিশেষ, যে নায়ক চিন্তাশূন্য, নম্র, ও নৃত্যগীতাদিতে অনুরক্ত। সং; পু।

ধীরবিক্ষিপ্ত—স্থিরভাবে নিক্ষিপ্ত। ধীর রূপে বিক্ষিপ্ত, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

ধীরা—১। ধৈর্য্যশালিনী; স্থিরচিত্তা; বুদ্ধিমতী; মনোহারিণী; অদ্রুতা। ধীর দেখ; ধীর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নায়িকাবিশেষ, যে নায়িকার কোপ প্রকাশ জানা যায় না। নায়িকা দেখ। সং; স্ত্রী।

ধীরাধীরা—নায়িকাবিশেষ, যে নায়িকার কোপ প্রকাশ কতকটা বাহিরে প্রকাশ পায়, আর কতকটা অব্যক্ত থাকে। নায়িকা দেখ। ধীরা অথচ অধীরা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ধীরে ধীরে—শনৈঃ শনৈঃ; আস্তে আস্তে। ক্রি-বিণ।

ধীরোদাত্ত—নায়কবিশেষ, যে নায়ক আত্মশ্লাঘা করে না, হর্ষশোকাদিতে অভিভূত হইয়া পড়ে না, বিনয় দ্বারা গর্ব্বকে প্রচ্ছন্ন রাখে, এবং অঙ্গীকার পালন করে। নায়ক দেখ। সং; পু।

ধীরোদ্ধত—নায়কবিশেষ, যে নায়ক মায়াবী, উদ্ধত, চঞ্চল, অহঙ্কৃত ও আত্মশ্লাঘানিরত। নায়ক দেখ। সং; পু।

ধীবর—মৎস্যজীবী, জালিয়া, কৈবর্ত্ত, জেলে। ধা (ধারণ করা)+ষ্বরচ্ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধীবরী।

ধীবরী—ধীবর-স্ত্রী, জালিয়ানী। ধীবর দেখ; ধীবর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ধীবা—ধীবর। ধ্যৈ (চিন্তা করা)+কনিপ্ ক=ধীবন্, ১মার ১বচন। সং; পু। [স্ত্রী।

ধীশক্তি—বুদ্ধিশক্তি, বুদ্ধির প্রভাব। ৬তৎ। সং;

ধীসচিব—অমাত্য, মন্ত্রী। সং; পু।

ধুত—কম্পিত; পরিত্যক্ত। ধু (কাঁপান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ধুতি।

ধুতি—১। কম্প; পরিত্যাগ। ধু (কাঁপা, কাঁপান)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ধুত। ২। অস্মদ্দেশীয় পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র। দেশজ।

ধুনন—স্পন্দন; কম্পন; চালন। ণিজন্ত ধু বা ধুনি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ধুনান, ধুন্বান—কাঁপাইতেছে এরূপ। ধু (কাঁপান) +শান ক। বিণ; ত্রি। [ক। সং; স্ত্রী।

ধুনি, ধুনী—নদী। ধু (কাঁপা, কাঁপান)+নিক্

ধুন্ধু—জনৈক অসুর, মধুকৈটভের পুত্র। ধুন্ধু কঠোর তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট দেবদানবাদির অবধ্য হইবার বর লাভ করে। এই বরলাভে দৃপ্ত হইয়া অসুর দেবতাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং উতঙ্কমুনির আশ্রমসন্নিধানে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার তপশ্চরণের ব্যাঘাত ঘটাইতে লাগিল। অবশেষে উতঙ্কমুনি বিষ্ণুর আদেশে কুবলয়াশ্ব রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অসুরবধার্থ অনুরোধ করিলেন। রাজা একবিংশতি পুত্রসহ অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ধুন্ধু রাজার অষ্টাদশ পুত্রের প্রাণবধ করিয়া পরিশেষে তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল।

ধুন্ধুমার—১। কুবলয়াশ্ব রাজা। ধুন্ধু দেখ; ধুন্ধু শব্দ (জনৈক অসুর)—মৃ (মারা)+ষণ্ ক। ২। ঝুল; ইন্দ্রগোপকীট। ধূম শব্দ—ধূম শব্দ—ঋ (গমন করা)+ষণ্ ক। সং; পু।

ধুন্বান—ধুনান দেখ।

ধুর, ধুরা—চিন্তা; ভার; সম্মুখ; শকটাদির অগ্রভাগ। ধুর্=ধুর্ব্ব (বধ করা)+ক্বিপ্ ক; ধুর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্=ধুরা। স্ত্রী।

ধুরন্ধর—শ্রেষ্ঠ, মুখ্য; ভারবাহক। ধুর্ দেখ; ধুর্ শব্দ (ভার)—ধৃ (ধারণ করা)+খ ক। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

ধুরীণ, ধুর্য্য—ধুরন্ধর দেখ। ধুর্ শব্দ+ঈন, য্য।

ধুবন—কম্পন। ধু (কাঁপা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ধুবিত্র—ব্যজন। ধু (কাঁপান)+ইত্র ণ। সং; ক্লী।

ধুস্তর, ধুস্তূর, ধুস্তুর, ধুস্তূর—ধুতুরাগাছ। পু।

ধূ—কম্পন। ধূ+ক্বিপ্ ভা। সং; স্ত্রী।

ধূত—ভৎর্সিত; তর্কিত; কম্পিত। ধূ (কাঁপা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ধূনক—ধুনা। ণিজন্ত ধূ বা ধুনি (কাঁপান)+ণক ক। সং; পু।

ধূনন—চালন; কম্পন, কাঁপান। ণিজন্ত ধূ বা ধুনি (কাঁপান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ধূপ—গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ধূপ (সন্তপ্ত করা)+অন্ ক। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

ধূপক—সন্তাপক। ধূপ (সন্তাপ)+ণক ক

ধূপায়িত, ধূপিত—শ্রান্ত; তাপিত; ধূপবাসিত ধূপ (সন্তপ্ত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ধূপন।

ধূম—ধুঁয়া; মহা আড়ম্বর। সং; পু।

ধূমকেতন, ধূমধ্বজ—ধূমকেতু দেখ।

ধূমকেতু—অগ্নি; কেতুগ্রহ; উৎপাতবিশেষ; সৌরজগতের অন্তর্বর্ত্তী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থবিশেষ। ধূম হইয়াছে কেতু (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু। আকাশমণ্ডলে কখনও কখনও যে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সুবৃহৎ লাঙ্গুলের ন্যায় অংশ বিস্তারপূর্ব্বক উদিত হয়, উহাকেই লোকে ধূমকেতু কহে। শাস্ত্রে ধূমকেতুর উদয় অনিষ্টজনক বলিয়া লিখিত আছে। বিশেষতঃ যে ধূমকেতুর আকার ইন্দ্রধনুর ন্যায়, অথবা যাহার মস্তকে দুইটী বা তিনটী চূড়া থাকে, উহা সাতিশয় অনিষ্টদায়ক যাহাদিগের দেহ হ্রস্ব ও প্রসন্ন, তাহারা তত অনিষ্টকর নহে। আবার দক্ষিণদিকে ধূমকেতুর উদয় হইলে ঘোরতর অনিষ্ট হয়, অন্য দিকে উদিত হইলে তাদৃশ অনিষ্টকর হয় না। আধুনিক পাশ্চাত্যমতে, অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহাদির ন্যায় ধূমকেতুও এক নির্দ্দিষ্ট পথে নিয়মিতরূপে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এইরূপে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে উহা যখন পৃথিবীর কক্ষাপথের নিকটবর্ত্তী হয়, তখনই লোকলোচনের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। পৃথিবীর বেগ প্রত্যহ ষোল লক্ষ মাইল, কিন্তু কোন কোন ধূমকেতুর বেগ দিনে ৭ কোটি মাইলও হইয়া থাকে। ইহার শির লক্ষাধিক মাইল। শির অপেক্ষা শিখা বৃহৎ। কোন কোন ধূমকেতুর শিখা দশকোটী মাইল দীর্ঘ হইতে দেখা গিয়াছে। প্রায় সকল ধূমকেতুরই এক একটী পুচ্ছ দেখা যায়। এই পুচ্ছ এক প্রকার তরল বাষ্পে গঠিত। ইহা সূর্য্যের বিপরীত দিকে অবস্থান করে, এবং যতই সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, পুচ্ছের আকার ততই বাড়িতে থাকে। আবার সূর্য্য হইতে দূরে গমন করিতে আরম্ভ করিলেই পুচ্ছের আয়তন কমিয়া যায়। এই পুচ্ছের আকার ৪৩ লক্ষ মাইলেরও অধিক লম্বা হইয়া থাকে। ধূমকেতু যখন প্রথমে কেবল দূরবীক্ষণ-দৃশ্য থাকে, তখন উহা একটি ক্ষুদ্র শুভ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় দেখায় মাত্র। পরে যত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই উহার বাষ্পকণারাশি উজ্জ্বল হইতে থাকে। ক্রমে উহাতে তারকা দৃষ্ট হয়, এবং তারকা হইতে রশ্মি বহির্গত হইতে থাকে। এই রশ্মি কখন বাড়ে, কখন বা কমে। পরিশেষে উহা শিরের আকার ধারণ করে। তখন তারকার পরিমাণ কমিয়া যায়, কিন্তু উজ্জ্বলতা বর্দ্ধিত হয়। অতঃপর তারকা হইতে শিখা বহির্গত হয়। এই তারকা কঠিন জড়পিণ্ড, কি দ্রবীভূত কণাপুঞ্জ তাহা এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর ধূমকেতু দেখা যায়। এক শ্রেণীর কেতু একবার মাত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চিরদিনের জন্য সৌরজগৎ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আর এক শ্রেণীর কেতু, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি বৃহৎ গ্রহসমূহের আকর্ষণে সৌরজগতে আবদ্ধ থাকিয়া অন্যান্য গ্রহের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। হেলি সাহেবই প্রথমে ধূমকেতুর গতি নিরূপণ করেন। ১৬৮২ খ্রীঃ যে ধূমকেতু দেখিয়া হেলি সাহেব উহার তথ্য নিরূপণ করেন, তাহা "হেলির ধূমকেতু" নামে প্রসিদ্ধ। এই ধূমকেতু ৭৫।০ বৎসর অন্তর দেখা দিয়া থাকে। গত ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এই ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কোন কোন ধূমকেতু চারি শত, সাতশত, আটশত, তিনশত, বা শতাধিক বৎসর অন্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ধূমজ—১। ধূম হইতে জাত। ধূম—জন (জন্মা) +ড ক। বিণ; ত্রি। ২। মেঘ। সং; পু।

ধূমতরঙ্গ—বায়ুবেগে তরঙ্গবৎ চালিত ধূম। ৬তৎ। সং; পু।

ধূমযোনি—মেঘ; অগ্নি। ধূম হইয়াছে যোনি (উৎপত্তিহেতু) যাহার, বহু। সং; পু।

ধূমল, ধূম্র—১। কৃষ্ণলোহিতবর্ণ। ধূম শব্দ—লা বা রা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; পু। ২। কৃষ্ণলোহিতবর্ণযুক্ত। বিণ; ত্রি।

ধূমাকার—ধোঁয়ার মত আকৃতিবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

ধূমাকীর্ণ—ধূমে ব্যাপ্ত, ধূমময়। ধূম দ্বারা আকীর্ণ, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ধূমাচ্ছন্ন—ধূমে আবৃত, ধোঁয়ায় ঢাকা। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ধূমাভ—ধূমলবর্ণযুক্ত। ধূমের ন্যায় আভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ধূমায়িত—ধূমব্যাপ্ত; যাহা হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে এরূপ। ধূমায় নামধাতু+ক্ত ক। বিণ।

ধূমাবতী—দশমহাবিদ্যার অন্যতমা, দুর্গা। [কথিত আছে যে, একদিন পার্ব্বতী শঙ্করের নিকট আহার প্রার্থনা করেন। শঙ্করের তাহা দিতে বিলম্ব হওয়ায় ঠাকুরাণী শঙ্করকেই গ্রাস করেন। তাহাতে দেবীর শরীর হইতে ধূম নির্গত হইয়া ইঁহাকে বিবর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন শঙ্কর বলিলেন, "দেবি! যখন তুমি আমাকে গ্রাস করিলে,

তখন তোমার বিধবাবেশ ধারণ করা কর্ত্তব্য। এই বেশে তুমি জগতের পুজনীয়া হও, এবং তোমার এই মূর্ত্তি ধূমাবতী নামে খ্যাত হউক।"]। ধূম শব্দ+ডাচ্=ধূমা, তদুত্তরে বতু অস্ত্যর্থে ও স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ধূমিকা—কুজ্ঝটিকা, কুয়াসা। ধূম শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ধূমিত—ধূমযুক্ত। ধূম+ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।

ধূম্র—ধূমল দেখ।

ধূম্রক—উষ্ট্র। ধূম্র শব্দ—কৈ (দীপ্তি পাওয়া) +ড ক। সং ; পু।

ধূম্রলোচন—১। কপোত, পায়রা। ধূম্র হইয়াছে লোচন যাহার, বহু। সং ; পু। ২। জনৈক অসুর, দৈত্যরাজ শুম্ভের সেনাপতি। শুম্ভের দূত অম্বিকাকে আনিতে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলে [অম্বিকা দেখ], দৈত্যরাজ ধূম্রলোচনকে সসৈন্যে দেবীর নিকট প্রেরণ করেন। অতঃপর অসুর দেবীর সহিত যুদ্ধে রণশয্যায় শয়ন করে। সং ; পু।

ধূর্জটি—শিব। ধূর্ শব্দ (ভার, ত্রৈলোক্যের চিন্তাভার)—জট (সংহত হওয়া, বহন করা) +ইন্ ক। সং ; পু।

ধূর্ত্ত—শঠ, বঞ্চক, প্রতারক ; দ্যূতকারী, জুয়ারি। ধূর্ব্ব (বধ করা)+তন্ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ধূর্ত্ততা।

ধূর্ত্ততা—ধূর্ত্ত দেখ। [সং ; পু ও স্ত্রী।

ধূলি—রেণু, ধুলা। ধূ (কাঁপা)+লিক্ ক।

ধূলিধূসর—ধূলিতে আচ্ছন্ন হওয়ায় ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ধূলিধূসরিত—ধূলি দ্বারা ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণযুক্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ধূলিধ্বজ—বায়ু ; ঘূর্ণিবায়ু। ধূলি হইয়াছে ধ্বজ (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং ; পু।

ধূলিপটল, ধূলীপটল—বায়ুবলে উড্ডীয়মান ধূলিরাশি। ৬তৎ। সং ; পু।

ধূলিলিপ্ত—ধুলামাখা। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ধূলিলুণ্ঠিত—ধুলায় পতিত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

ধূলিশয্যা—ধুলারূপ বিছানা। রূপক। সং; স্ত্রী।

ধূলিশায়ী—১। ধুলায় শয়ান। ধূলি শব্দ—শী (শয়ন করা)+ণিন্ ক=ধূলিশায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধূলিশায়িনী। ২। পতিত। বিণ ; ত্রি।

ধূলী—রেণু, ধুলা। ধূ (কাঁপা)+লিক্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ধূল্যবলুণ্ঠিত—যে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়াছে এরূপ। ধূলিতে অবলুণ্ঠিত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

ধূসর—১। ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, শ্বেতকৃষ্ণমিশ্রিত রঙ্ ; কপোত, পায়রা ; উষ্ট্র ; গর্দ্দভ। ধূ (কাঁপা, কাঁপান)+সরক্ ক। সং ; পু। ২। ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি।

ধূসরিত—ধূসরবর্ণযুক্ত। ধূসর দেখ ; ধূসর শব্দ +ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

ধূসরিমা—ধূসরত্ব। ধূসর দেখ ; ধূসর+ইমন্ ভাবে=ধূসরিমন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

ধূস্তর, ধুস্তূর—ধুস্তুর দেখ।

ধৃত—১। যাহা ধরা হইয়াছে এরূপ ; গৃহীত ; অবলম্বিত। ধৃ (ধারণ করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। স্থিত। ধৃ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ধৃতি।

ধৃতরাষ্ট্র—১। পাণ্ডু রাজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ধৃত হইয়াছে রাষ্ট্র (রাজ্য) যৎকর্ত্তৃক, বহু। ২। নাগবিশেষ। ৩। হংসবিশেষ। সং ; পু।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায় ;—

ব্যাসদেবের ঔরসে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অম্বিকার গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি জন্মান্ধ বলিয়া বিচিত্রবীর্য্যের অপর পত্নীর গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র পাণ্ডু রাজপদ প্রাপ্ত হন। গান্ধারপতি সুবলের কন্যা গান্ধারীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে ইঁহার দুর্য্যোধনাদি শত পুত্র ও দুঃশলা নাম্নী কন্যা হয়। যুযুৎসু নামে ইঁহার বৈশ্যাগর্ভজাত আর একটি পুত্র ছিল। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর, তৎপুত্র যুধিষ্ঠির বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। পাণ্ডবগণের অসাধারণ বীরত্বে ও সরল সাধু ব্যবহারে তাঁহাদিগের যশঃ ক্রমশঃ বিস্তৃত হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্রের মনে অসূয়ার উদয় হইল। এদিকে উপযুক্ত পুত্র দুর্য্যোধনও পাণ্ডববিনাশের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণকে রাজ্যচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে বারণাবতে প্রেরণ করিলে তাঁহারা দুষ্ট দুর্য্যোধনের পরামর্শে তাঁহার নির্ম্মিত জতুগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। সেই গৃহদাহ ও পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসের পর যখন অর্জ্জুন অলৌকিক কার্য্য সাধন করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যস্থাপন করিতে বলিলেন।

পাণ্ডবদিগের উন্নতি দর্শনে ধৃতরাষ্ট্রের মন পুনরায় বিচলিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে ইঁহাকে প্রকাশ্যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইল না। দুর্য্যোধনই সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন, ইনি কেবল সেগুলির অনুমোদন করিতেন। ইঁহার মত করাইয়া দুর্য্যোধন কপট দ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত জিতিয়া লইলেন। দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করাইয়া তাঁহার বিলক্ষণ অপমান ও লাঞ্ছনা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র সভায় উপস্থিত থাকিয়াও তাহার কোন প্রতিকার করিলেন না, প্রত্যুত পুত্রের সে দুষ্কার্য্যে অনুমোদন করিলেন। তাহার পর যখন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করা অসাধ্য হইল, তখন পাঞ্চালীকে দৈববলসম্পন্না মনে করিয়া তাঁহাকে বর প্রদানপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতের পণ হইতে মুক্ত করিলেন। অতঃপর ইঁহার মত লইয়া দুর্য্যোধন পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতে আহ্বান করিয়া কপট ক্রীড়ায় তাঁহাদিগকে কেবল রাজ্যচ্যুত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। দুর্বৃত্ত তাঁহাদিগকে ত্রয়োদশ বর্ষের জন্য বনবাসী করিল। পাণ্ডবগণ বনে গমন করিলে ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মপরায়ণ বিদুরকে কর্ত্তব্য বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদুর পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে বলায় ধৃতরাষ্ট্র অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতে বলিলেন। বিদুর পাণ্ডবদিগের নিকট গমন করিলে, ইনি ভ্রাতৃশোকে অধীর হইয়া তাঁহাকে পুনরানয়ন করাইলেন।

ত্রয়োদশ বর্ষান্তে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় যখন যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, তখন ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের জন্য চিন্তাকুল হইলেন। কিন্তু পুত্রগণ তখন আর তাঁহার বাধ্য ছিলেন না। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসদেবের বরে দিব্যচক্ষুঃ প্রাপ্ত সঞ্জয়ের নিকট সমরক্ষেত্রের যথাযথ বিবরণ শুনিতে লাগিলেন ; অবশেষে ইঁহার পুত্রগণ সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, ইনি যৎপরোনাস্তি শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইঁহার শত পুত্র ভীমের হস্তে নিপতিত হওয়ায়, বৃকোদরের উপর ইনি জাতক্রোধ হইলেন। যুদ্ধাবসানে পাণ্ডবগণ ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, কৃষ্ণ ইঁহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, এক লৌহময় নরমূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক, ভীম বলিয়া তাহা ইঁহার নিকট অর্পণ করিলে, ইনি আলিঙ্গন করিবার ছলে তাহা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিরতিশয় লজ্জিত হইলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির হস্তিনায় রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলে, ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চদশ বৎসর তাঁহার আশ্রয়ে বাস করেন। তৎপরে সস্ত্রীক বনগমনপূর্ব্বক সার্দ্ধ দ্বিবৎসর তপশ্চরণ করিয়া অবশেষে দাবদাহে ভস্মীভূত হন।

ধৃতব্রত—গৃহীতব্রত, ব্রতধারী। ধৃত হইয়াছে ব্রত যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

ধৃতাত্মা—(ধৃতাত্মন্) ১। ধীরচিত্ত ; আত্মতত্ত্বজ্ঞ। ধৃত হইয়াছে আত্মা (ধৈর্য্য বা পরমাত্মা) যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। সং ; পু।

ধৃতাস্ত্র—গৃহীতাস্ত্র, অস্ত্রধারী। ধৃত হইয়াছে অস্ত্র যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

ধৃতি—১। উদ্ধার; সার; ধারণ; ধৈর্য্য; স্থিতি; ইচ্ছা। ধৃ (ধারণ করা)+ক্তি ভা। ২। মাতৃকাবিশেষ; অষ্টাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ধৃ+ক্তি ণ। সং; স্ত্রী।

ধৃতিমতী—ধৈর্য্যশালিনী; ধীরা। ধৃতি দেখ; ধৃতি শব্দ+মতু, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ধৃতিমান্।

ধৃতিমান্—১। ধৈর্য্যশালী; ধীর; সন্তুষ্ট। ধৃতি দেখ; ধৃতি+মতু অস্ত্যর্থে=ধৃতিমৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধৃতিমতী। ২। নৃপবিশেষ; অজমীর রাজার পৌত্র। সং; পু। [সং; পু।

ধৃতিহোম—বিবাহের অঙ্গীভূত হোমবিশেষ।

ধৃষ্ট—১। প্রগল্‌ভ; নির্লজ্জ; উদ্ধত; লম্পট। ধৃষ (প্রগল্‌ভ হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ধৃষ্টা। বিশেষ্যে ধৃষ্টতা। ২। নায়কবিশেষ, যে নায়ক অপরাধী হইয়াও নিঃশঙ্ক, তিরস্কৃত হইলেও লজ্জিত হয় না, এবং দোষ দেখাইয়া দিলেও মিথ্যা কথা বলিয়া তাহা অপলাপ করে। সং; পু।

ধৃষ্টকেতু—চেদিরাজ শিশুপালের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি চেদিরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত হন। শুক্তিমতী নগরীতে ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি পাণ্ডবদিগের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা বনগমন করিলে ইনি যাইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরেও ইনি পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন। চতুর্দ্দশ দিবসের যুদ্ধে ইনি বহুসংখ্যক কৌরব-সৈন্যের বিনাশসাধন করিয়া অবশেষে দ্রোণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন।

ধৃষ্টতা—প্রগল্‌ভতা; নির্লজ্জতা, ঔদ্ধত্য; লম্পটতা। ধৃষ্ট দেখ; ধৃষ্ট+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—দ্রুপদ রাজার পুত্র। দ্রোণবধক্ষম পুত্রকামনায় দ্রুপদ রাজা যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে ইঁহার উদ্ভব হয়। দ্রোণাচার্য্যের নিকট ইনি ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরকালে ইনি সভায় ভগিনীর রক্ষকস্বরূপ উপস্থিত ছিলেন। অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদী-সহ চলিয়া গেলে ইনি পাণ্ডবদিগের অনুগমন করেন এবং তাঁহাদিগের কুটীরের নিশাকালীন ঘটনাবলী অবগত হইয়া পিতার নিকট সমুদায় জ্ঞাপন করেন। পাণ্ডবেরা বনগমন করিলে, ইনি বনে যাইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি পাণ্ডবপক্ষের সেনানী হইয়া অনেক কৌরব-সৈন্য বিনষ্ট করেন। পঞ্চদশ দিবসের যুদ্ধে দ্রোণ, তাঁহার একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামা হত হইয়াছে মনে করিয়া, শোকে ম্রিয়মাণ হন, এবং রথোপরি উপবিষ্ট হইয়া দেহত্যাগের অভিপ্রায়ে যোগাবলম্বন করেন। সেই সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন যাইয়া খড়্গাঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া পিতার অভিপ্রায় সিদ্ধ করেন। যুদ্ধান্তে অশ্বত্থামার নৃশংস নৈশহত্যাকাণ্ড সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন সুপ্ত অবস্থায় তাঁহার দ্বারা আক্রান্ত ও অতি নির্দ্দয়ভাবে নিহত হন।

ধৃষ্ণক্, ধৃষ্ণু—প্রগল্‌ভ; সহিষ্ণু। ধৃষ্ণক্=ধৃষ (প্রগল্‌ভ হওয়া)+ঙ=ক নজ্ ধৃষ্ণজ্ ১মার ১বচন; ধৃষ্ণু=ধৃষ+ক্নু ক। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

ধৃষ্ণি—কিরণ। ধৃষ (প্রগল্‌ভ হওয়া)+নি ণ।

ধেনু—নবপ্রসূতা গাভী, সবৎসা গো। ধে (পান করা)+নু ক। সং; স্ত্রী।

ধেনুক—জনৈক অসুর, এই অসুর বৃন্দাবনের নিকটে বাস করিত। কৃষ্ণের পরামর্শে নন্দঘোষাদি বৃন্দাবনে গমন করিলে, ধেনুক অত্যন্ত উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর বলরামের সহিত যুদ্ধে অসুর নিপতিত হয়। ধেনু+কণ্। সং; পু।

ধেনুকা—ধেনু; পশুনায়িকা; হস্তিনী। ধেনু শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ধেনুকারি—শ্রীকৃষ্ণ। ধেনুকের (তন্নামক অসুরের) অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

ধেনুদুগ্ধ—গাভীর দুগ্ধ; ফুটী। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধেনুপাল—গোপাল, গোরক্ষক। ধেনু শব্দ—ণিজন্ত পা বা পালি+অণ্ ক। বিণ; ত্রি।

ধেনুমান্—(ধেনুমৎ)। ধেনুর স্বত্বাধিকারী। ধেনু শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধেনুমতী।

ধেনুমূল্য—গোমূল্য, প্রায়শ্চিত্তার্থ যে ধেনুদান করিতে হয় তাহার মূল্য [গোমূল্য ১ কাহন বা চারি আনা, এবং পয়স্বিনী ধেনুমূল্য তিন কাহন বা বার আনা]। ৬তৎ। সং; ক্লী। [র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ধেয়—গ্রহণীয়; জ্ঞেয়। ধা (ধারণ করা)+য

ধৈর্য্য—ধীরতা, যে গুণের প্রভাবে বিপৎকালেও অটলভাবে থাকা যায়; নির্ব্বিকারচিত্ততা; স্থিরতা; সহিষ্ণুতা; চিত্তোন্নতি। ধীর দেখ; ধীর শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্য—ধীরতা ও গম্ভীর ভাব। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

ধৈর্য্যচ্যুত—ধৈর্য্যহীন, অধীর। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

ধৈর্য্যচ্যুতি—ধৈর্য্যহীনতা, ধৈর্য্যনাশ, অধীর হওয়া। ৫ বা ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [ক্লী।

ধৈর্য্যধারণ—ধীর ভাব অবলম্বন। ৬তৎ। সং;

ধৈর্য্যশালী—ধীরতাসম্পন্ন, ধীর। ধৈর্য্য শব্দ+শালিন্ অস্ত্যর্থে=ধৈর্য্যশালিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধৈর্য্যশালিনী।

ধৈর্য্যাবলম্বন—ধীর ভাব আশ্রয় করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ধৈবত—স্বরবিশেষ; (নারদমতে) অশ্বস্বরতুল্য; (তানসেন মতে) ভেকস্বরতুল্য। [সপ্তস্বর দেখ]। ধাবৎ শব্দ+অ, নিপাতনে সিদ্ধ। সং; পু।

ধোরণ—হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি যান। ধোর (গমন করা)+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

ধোরণি, ধোরণী—পরম্পরা; কিংবদন্তী, জনশ্রুতি। ধোর+অনি ভা। সং; স্ত্রী।

ধোরিত—অশ্বের গতিবিশেষ; গতি; বধ। ধোর +ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ধৌত—১। যাহা ধোয়া হইয়াছে এরূপ; মার্জ্জিত; শাণিত; ক্ষালিত; শুভ্র। ধাব (ধোয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। রজত, রৌপ্য। সং; ক্লী।

ধৌতবাসাঃ—(ধৌতবাসস্)। ধৌতবস্ত্র পরিধায়ী। ধৌত হইয়াছে বাসঃ (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ; পু।

ধৌম্য—পাণ্ডবদিগের পুরোহিত। ইনি অসিত ঋষির পুত্র। উৎকোচক নামক তীর্থে আশ্রম স্থাপনপূর্ব্বক তপশ্চরণ করিয়া ইনি বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ ইঁহাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় পৌরোহিত্যে বরণ করিলে, ইনি তাঁহাদিগের সুখদুঃখের ভাগী হইয়া কি রাজত্বকালে কি বনবাসকালে সকল অবস্থাতেই তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদিগের হিত-চেষ্টা করিতেন। কেবল পাণ্ডবদিগের এক বৎসর অজ্ঞাতবাসকালে বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পঞ্চালে দ্রুপদ রাজার আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন।

ধৌরেয়—১। ভারবাহী, ধুরন্ধর; অগ্রবর্ত্তী। ধুর্ বা ধুরা শব্দ+ঢেয় বাহকার্থে। বিণ; ত্রি। ২। ভারবাহক বৃষাদি। সং; পু।

ধ্মাঙ্ক্ষ, ধ্বাঙ্ক্ষ—কাক; মৎস্যাশী পক্ষী; তক্ষক; ভিক্ষু। সং; পু।

ধ্মাত—শব্দিত; বাদিত; দগ্ধ; সন্ধুক্ষিত। ধ্মা (শব্দ ও অগ্নিসংযোগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ধ্যাত—চিন্তিত; আলোচিত; স্মৃত। ধ্যৈ (চিন্তা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ধ্যান।

ধ্যাতব্য—চিন্তনীয়; স্মরণীয়। ধ্যৈ (চিন্তা করা) +তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ধ্যান—চিন্তা; স্মৃতি; অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের বৃত্তিপ্রবাহ; এক বিষয়ক জ্ঞানধারা, অনন্যমনে অতিনিবিষ্টভাবে একাগ্রচিত্তে কোনও বিষয় চিন্তন। [যোগ দেখ]। ধ্যৈ (চিন্তা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ধ্যানগম্য—ধ্যান দ্বারা প্রাপ্য বা জ্ঞেয়। ৩তৎ।

ধ্যানজ্ঞান—১। ধ্যান ও জ্ঞান। দ্বন্দ্ব। ২। ধ্যানের বোধ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ধ্যানমগ্ন—ধ্যানে অভিনিবিষ্ট, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্রচিত্ত। ধ্যানে -মগ্ন, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

ধ্যানযোগ—ধ্যান রূপ যোগ, ধ্যান দ্বারা ধ্যেয় বস্তুর সহিত মিলন। রূপক। সং ; পু।

ধ্যানস্থ—ধ্যানরত, ধ্যানপরায়ণ। ধ্যান শব্দ—স্থা+ড ক। বিণ ; ত্রি।

ধ্যানাভ্যাস—ধ্যানের অভ্যাস, ধ্যানের ক্রমিক শিক্ষা। ৬তৎ। সং ; পু।

ধ্যানিক—ধ্যানসাধ্য। ধ্যান শব্দ+ষ্ণিক নিষ্পন্নার্থে। বিণ ; ত্রি।

ধ্যাম—কৃষ্ণবর্ণ ; মলিন। ধ্যৈ (চিন্তা করা)+মক্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ধ্যেয়—ধ্যানের বিষয়ীভূত ; চিন্তনীয় ; স্মরণীয়। ধ্যৈ (চিন্তা করা)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ধ্রিয়মাণ—যাহা বা যাহাকে ধারণ করা হইতেছে এরূপ। ধৃ (ধারণ করা)+শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ধ্রিয়মাণা।

ধ্রুপদ—সঙ্গীতাঙ্গবিশেষ। অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারি অঙ্গ ধ্রুপদে প্রায়শঃ লক্ষিত হয়। দেবলীলা, রাজকীর্ত্তি, প্রবলসংগ্রাম প্রভৃতি বর্ণনায় ইহা অবলম্বিত হয়। স্বরবিস্তৃতিনিবন্ধন গায়িকারা ইহাতে সবিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিতে পারে না, গায়কগণই এবিষয়ে নিপুণ হইয়া থাকে।

ধ্রুব—১। স্থির ; নিশ্চিত ; নিত্য ; অবশ্য। ধ্রু (স্থির হওয়া)+ক ক। বিণ ; ত্রি। ২। নিশ্চল নক্ষত্রবিশেষ, উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রে ধ্রুব নামে দুইটী নিশ্চল তারা আছে ; বিষ্ণু ; শিব ; শঙ্কু ; বট ; স্থাণু ; বসুবিশেষ [অষ্টবসু দেখ] ; ললাটস্থ যোগবিশেষ ; আবর্ত্তবিশেষ। ৪। উত্তানপাদ রাজার পুত্র, সুনীতির গর্ভজাত। একদা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমকে রাজাসনে উপবিষ্ট পিতার ক্রোড়ে দর্শন করিয়া বালক ধ্রুবও তথায় যাইতে সমুৎসুক হইলেন। তদ্দর্শনে ইঁহার বিমাতা সুরুচি ইঁহাকে নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "তুই আমার উদরে না জন্মিয়া তোর অপ্রাপ্য রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইবার জন্য কেন বৃথা মহৎ অভিলাষ করিতেছিস্? তুই কি জানিস্ না যে, সুনীতির গর্ভে তোর জন্ম?" বিমাতার দুর্ব্বাক্য-বাণে এবং পিতার অনাদর-শল্যে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ধ্রুব মাতার নিকট গমনপূর্ব্বক সমস্ত কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সুনীতি পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "বৎস! ইহার জন্য দুঃখ করিয়া ফল নাই। একমাত্র দীনশরণ হরি ভিন্ন দীনজনের আর উপায় নাই। তিনি কৃপা করিলে সকল দুঃখ দূর হইতে পারে।" জননীর এই কথা শুনিয়া হরির সাক্ষাৎ পাইবার জন্য ধ্রুবের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একদা রজনীতে সুনীতি নিদ্রিত হইলে পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব মাতৃ-অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া বনে বনে হরির অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বালকের মনে এখন হরি ভিন্ন অন্য চিন্তা, অন্য বিষয় স্থান পাইল না। একমাত্র হরিই তাঁহার জ্ঞান, হরিই তাঁহার লক্ষ্য, হরিই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইলেন। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু আত্মবিস্মৃত হইয়া, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া, অন্তরে বাহিরে কেবল হরিকেই দেখিতে লাগিলেন। বনে বৃক্ষ, লতা, স্থাণু প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতে পান, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি আমার সেই হরি?"

তন্ময়চিত্ত, তদ্গতপ্রাণ, এরূপ ভক্তের পক্ষে হরিলাভের পথ পাইতে অধিক বিলম্ব হয় না। অতঃপর দৈবক্রমে নারদের দর্শন পাইয়া ধ্রুব তাঁহার নিকট হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, এবং তাঁহার উপদেশানুসারে যোগযুক্ত হইয়া মধুবনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহার কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া দেবগণ চিরাচরিত প্রথানুসারে নানা প্রকারে ইঁহার তপোভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু যাঁহার অন্তর বাহির হরিময়, যাঁহার নিজের পৃথক্ সত্তা নাই, যিনি সম্পূর্ণরূপে হরিতে ডুবিয়া আছেন, তাঁহার নিকট কৌশল খাটিবে কেন? দেবতাদিগের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অতঃপর উপযুক্ত সময়ে হরির দর্শনলাভে ও ইচ্ছানুরূপ বরপ্রাপ্তিতে কৃতার্থ হইয়া ধ্রুব গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

হরি যাঁহার উপর প্রসন্ন, সকলকে বাধ্য হইয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইতে হয়। রাজা উত্তানপাদও এক্ষণে আর ধ্রুবের প্রতি বিরূপ নাই। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে ধ্রুবকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। ধ্রুব ন্যায়ানুমোদিতভাবে রাজ্যশাসন করিয়া ক্রমশঃ যশস্বী হইয়া উঠিলেন। অতঃপর দারপরিগ্রহ করিলে ইঁহার শিষ্টি ও ভব্য নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বৈমাত্রের ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ার্থ বনে গমন করিলে, তথায় যক্ষের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন। ধ্রুব যক্ষদিগের সহিত অনেক যুদ্ধ করেন। পরিশেষে পিতামহ মনুর উপদেশে যুদ্ধে ক্ষান্ত হন। যক্ষরাজ কুবের ইঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে, ধ্রুব এইমাত্র প্রার্থনা করিলেন, "আমার মন নিয়ত যেন হরিপদে রত থাকে।" বহুকাল রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিয়া ধ্রুব দেহান্তে স্বোপার্জ্জিত ধ্রুবলোকে গমন করেন।

ধ্রুবলোক—ধ্রুবের অবস্থান জন্য বিষ্ণুনির্ম্মিত লোক। ৬তৎ। সং ; পু।

ধ্বংস, ধ্বংসন—বিনাশ ; ক্ষয়, হানি ; গমন। ধ্বন্স (বিনষ্ট হওয়া বা করা)+অল্, পক্ষান্তরে অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী। বিশেষণে ধ্বংসিত ও ধ্বস্ত।

ধ্বংসাবশেষ—উচ্ছেদের পরে অবশিষ্টাংশ। ধ্বংসান্তর অবশেষ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ধ্বংসিত—নাশিত ; ক্ষয়িত ; খণ্ডিত। ধ্বন্স (বিনষ্ট করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ধ্বংস, ধ্বংসন।

ধ্বংসী—নাশশীল, নশ্বর। ধ্বংস দেখ ; ধ্বংস শব্দ (নাশ)+ইন্ অস্ত্যর্থে=ধ্বংসিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

ধ্বজ—পতাকা, নিশান ; চিহ্ন, লক্ষণ ; খট্বাঙ্গ ; মেঢ্র, শিশ্ন। ধ্বজ (গমন করা)+অন্ ক। সং ; পু ও স্ত্রী।

ধ্বজদণ্ড—পতাকাদণ্ড। উপমিত। সং ; পু।

ধ্বজপট—পতাকার অংশীভূত বস্ত্রখণ্ড। ধ্বজে যোজিত পট (বস্ত্র), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং : পু।

ধ্বজভঙ্গ—পুরুষত্বহীনতা, পুরুষের স্ত্রীসঙ্গমশক্তির লোপ। ধ্বজের (মেঢ্রের) ভঙ্গ (সামর্থ্যহীনতা), ৬তৎ। সং ; পু।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ—ধ্বজাকার, বজ্রাকার, ও অঙ্কুশাকার চিহ্ন, এই ত্রিবিধ চিহ্ন কেবল ভগবান্ বিষ্ণুর পাদপদ্মে বিদ্যমান আছে। সং ; পু।

ধ্বজারোপণ—দেবমন্দিরাদিতে মন্ত্রপূত করিয়া ধ্বজ প্রোথিত করণ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ধ্বজাহৃত—যুদ্ধে জিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ধ্বজিনী—১। ধ্বজধারিণী। ধ্বজ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ধ্বজী। ২। সেনা। সং ; স্ত্রী।

ধ্বজী—১। ধ্বজধারী। ধ্বজ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে =ধ্বজিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ধ্বজিনী। ২। রথ ; রাজা। সং ; পু। [সং ; পু।

ধ্বন—শব্দ। ধ্বন (শব্দ করা)+অল্ ভা।

ধ্বনন—শব্দ ; অব্যক্ত শব্দকরণ ; অলঙ্কারশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট শব্দনিষ্ঠ ব্যাপারবিশেষ। ধ্বন (শব্দ করা)+অনট্ ভা। সং ; স্ত্রী।

ধ্বনি—শব্দ [শব্দ দুই প্রকার—ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গাদিজাত শব্দকে ধ্বনি এবং কণ্ঠসংযোগজাত শব্দকে বর্ণ কহে]। ধ্বন (শব্দ করা)+ই ভা। সং ; পু।

ধ্বনিকাব্য—উৎকৃষ্ট কাব্য। সং; ক্লী।

ধ্বনিগ্রহ—১। শব্দজ্ঞান। ৬তৎ। ২। কর্ণ, কাণ। ধ্বনিকে গ্রহণ করে যে, উপ। ধ্বনি শব্দ—গ্রহ+অন্ ক। সং; পু।

ধ্বনিত—১। শব্দিত; ব্যঞ্জনা দ্বারা প্রতিপাদিত। ধ্বন (শব্দ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। শব্দ। ধ্বন+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ধ্বস্ত—বিনষ্ট; পতিত। ধ্বন্‌স (বিনষ্ট হওয়া) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

ধ্বাঙ্ক্ষ—ধ্বাঙ্ক্ষ দেখ।

ধ্বান—শব্দ। ধ্বন (শব্দ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। [সং; পু।

ধ্বান্ত—অন্ধকার। ধ্বন (শব্দ করা)+ক্ত অধি।

ধ্বান্তারাতি, ধ্বান্তারি—সূর্য্য; চন্দ্র; অগ্নি। ধ্বান্তের (অন্ধকারের) অরাতি বা অরি (শত্রু, নাশক), ৬তৎ। সং; পু।

ন

ন—১। বিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। বন্ধন; দান; গণেশ; যুদ্ধ। সং; পু। ২। সাদৃশ্য; অভাব; ভেদ; অল্পতা; অপ্রশস্ততা, বিরোধ। ব্য।

নকিঞ্চন—দীন; অকিঞ্চন। বহু; বিণ; ত্রি।

নকুল—১। কুলহীন। ন (নাই) কুল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। শিব; বেজী। পু। ৩। চতুর্থ পাণ্ডব, সহদেবের সহোদর। অশ্বিনীকুমারের ঔরসে পাণ্ডুরাজার ক্ষেত্রে মাদ্রীর গর্ভে ইহার জন্ম। ইহার জননী পতির সহমৃতা হইলে, ইনি বিমাতা কুন্তীর দ্বারা পালিত হন। পরে অন্যান্য ভ্রাতাদিগের সহিত কৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্যের নিকট ইনি শিক্ষা প্রাপ্ত হন। অসিমুষ্টি ধারণ বিষয়ে ইনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। পাঞ্চালীর গর্ভে ইহার শতানীক নামক এক পুত্র হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে ইনি পশ্চিমদিকে গমন করিয়া রাজন্যবর্গের নিকট কর সংগ্রহ করেন। অজ্ঞাতবাসের বৎসর ইনি বিরাটরাজভবনে গ্রন্থিক নাম ধারণপূর্ব্বক অশ্বাধ্যক্ষরূপে অবস্থিতি করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি বীরবিক্রমে যুদ্ধে বহু কৌরব সৈন্যের নিধন সাধন করেন। ষোড়শ দিবসের যুদ্ধে ইনি কর্ণের নিকট পরাজিত ও অবমানিত হন। যুদ্ধান্তে রাজ্যভোগের পর নকুল ভ্রাতৃগণসহ মহাপ্রস্থানে যাত্রা করেন; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্ বলিয়া গর্ব্বহেতু পাপস্পর্শ হওয়ায় নকুল সশরীরে স্বর্গে যাইতে না পারিয়া সুমেরু শিখরে পতিত হন। সং; পু।

নকুলী—কুক্কুটী; জটামাংসী; কুঙ্কুম। নকুল দেখ; নকুল+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নকুলীশ, নকুলেশ, নকুলেশ্বর—ভৈরববিশেষ, কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গবিশেষ। নকুলীর (গৌরীর) ঈশ, ৬তৎ। সং; পু।

নক্ত—রজনী, রাত্রি। নজ (লজ্জিত হওয়া) +তন্ ক। সং; ক্লী।

নক্তচর, নক্তঞ্চর—১। নিশাচর, রাত্রিচর। নক্ত শব্দ (রাত্রি) বা নক্তম্ শব্দ (রাত্রিতে) —চর (ভ্রমণ করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। রাক্ষস; চোর; পেচক; বিড়াল। সং; পু।

নক্তচারী—নক্তচর দেখ। নক্ত শব্দ (রাত্রি)—চর (ভ্রমণ করা)+ণিন্ ক = নক্তচারিন্, ১মার ১বচন। সং ও বিণ; পু।

নক্তন্দিব—অহর্নিশ, দিবারাত্র, রাত্রিদিন। নক্তম্ (রাত্রি) ও দিবা, দ্বন্দ্ব, নিপাতনে। ব্য।

নক্তভোজী—(নক্তভোজিন্)। রজনীতে ভোজনকারী, নক্তব্রত ধারণহেতু দিবাভোজনত্যাগী। নক্ত (রাত্রি)—ভুজ (ভোজন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নক্তভোজিনী।

নক্তমাল—করঞ্জ বৃক্ষ। নক্তম্—অল+অন্ ক। সং; পু। [ক। ব্য।

নক্তম্—রাত্রিতে। নজ (লজ্জিত হওয়া)+তম্

নক্তব্রত—দিবসে ভোজন না করিয়া রাত্রিতে ভোজনরূপ নিয়ম। মুসলমানগণ ইহাকে "রোজা" বলেন। সং; ক্লী।

নক্র—কুম্ভীর; জলজন্তু। ন (না)—ক্রম (গমন করা)+ড ক। সং; পু।

নক্ষত্র—তারকা, তারা; অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি; মুক্তা। নক্ষ (গমন করা)+অত্রন্ ক; অথবা ন (না)—ক্ষর (স্খলিত হওয়া), ক্ষদ (সংবরণ করা), বা ক্ষী (ক্ষয় পাওয়া)+ষ্ট্রন্ ক। সং; পু।

নক্ষত্রচক্র—রাশিচক্র; তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগ্রহণোপযোগী চক্রবিশেষ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

নক্ষত্রজাত—নক্ষত্রবিশেষে উৎপন্ন। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; ক্লী।

নক্ষত্রদান—নক্ষত্রবিশেষে দ্রব্যবিশেষ প্রদান।

নক্ষত্রনাথ—চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

নক্ষত্রনেমি—চন্দ্র; ধ্রুবনক্ষত্র; বিষ্ণু। নক্ষত্রের নেমি (পরিধি), ৬তৎ। সং; পু।

নক্ষত্রমণ্ডল—তারাসমূহ। ৬তৎ বা উপমিত। সং; ক্লী।

নক্ষত্রমালা—নক্ষত্রসমূহ; তারকাশ্রেণী; সপ্তবিংশতি মুক্তার মালা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

নক্ষত্রযাজক—নক্ষত্রদোষের শান্তিকারক, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। নক্ষত্র শব্দ—যজ+ণক ক। সং; পু।

নক্ষত্রযোগ—নক্ষত্রবিশেষে ক্রূরাদি গ্রহের যোগ। সং; পু।

নক্ষত্ররাজ—চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

নক্ষত্রলোক—নক্ষত্ররূপ ভুবন। রূপক। পু।

নক্ষত্রবিদ্যা—ফলিতজ্যোতিষ। ইহাতে গ্রহনক্ষত্রাদির সঞ্চার অনুসারে মঙ্গলামঙ্গল নিরূপণের সঙ্কেত লিখিত হইয়াছে। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নক্ষত্রবেগে—অতিদ্রুত বেগে। নক্ষত্রের বেগের ন্যায় বেগ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নক্ষত্রশূল—যাত্রাদি কার্য্যে নিষিদ্ধ পূর্ব্বাদি দিকে অবস্থিত নক্ষত্রবিশেষ। সং; পু।

নক্ষত্রসন্ধি—পূর্ব্বনক্ষত্র হইতে পর নক্ষত্রে চন্দ্রাদি গ্রহের সংক্রমণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

নক্ষত্রাধিপ—চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

নক্ষত্রামৃত—নক্ষত্র ও বার যোগে অমৃত যোগ। নক্ষত্র জনিত অমৃত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নক্ষত্রালোক—নক্ষত্রের জ্যোতিঃ। নক্ষত্র নির্গত আলোক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

নক্ষত্রেশ—চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

নখ—অঙ্গুলির অগ্রভাগস্থিত উপাস্থি। নহ (বন্ধন করা)+খ ক। সং; পু ও ক্লী।

নখকুট্ট—নাপিত। সং; পু ও ক্লী।

নখকৃন্তন—নখচ্ছেদনাস্ত্র, নরুন। নখ শব্দ—কৃত (ছেদন করা)+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

নখকৃন্তনী—নরুন। নখকৃন্তন শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নখদর্পণ—বিদ্যাবিশেষ। এই বিদ্যাপ্রভাবে নখরূপ দর্পণে জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়। সং; পু।

নখর—নখ। নখ শব্দ—রা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; পু ও ক্লী।

নখরায়ুধ, নখায়ুধ—সিংহব্যাঘ্রাদি পশু; গৃধ্রকুক্কুটাদি পক্ষী। নখর বা নখ হইয়াছে আয়ুধ (অস্ত্র) যাহার, বহু। সং; পু।

নখাঘাত—নখ দ্বারা আঘাত, আঁচড়ান। ৩তৎ। সং; পু।

নখিন্দর—চাঁদ সদাগরের পুত্র। বেহুলা নাম্নী এক রূপগুণসম্পন্না কন্যার সহিত নখিন্দরের বিবাহ হয়। চাঁদ সদাগর প্রথমে মনসাদেবীর বিদ্বেষ্টা ছিলেন বলিয়া, বাসরঘরে নখিন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। পরে মনসাদেবী পতিগতপ্রাণা বেহুলার স্তবস্তুতিতে তুষ্টা হইয়া নখিন্দরের পুনর্জীবন দান করেন।

নখী—১। নখরবিশিষ্ট। নখ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে = নখিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। নহ (বন্ধন করা)+খ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নগ—পর্ব্বত; বৃক্ষ। গমন করে না যে, উপ; ন (না)—গম (গমন করা)+ড ক। সং।

নগজ—১। পর্ব্বতজাত। নগ শব্দ (পর্ব্বত)—

জন (জন্মা) + ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নগজা। ২। হস্তী। সং ; পু।

নগজা—১। পর্ব্বতজাতা। নগজ দেখ ; নগজ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। পার্ব্বতী। স্ত্রী।

নগণ্য—গণনার অনুপযুক্ত, গণনার্হ নহে এরূপ, তুচ্ছ। নঞ্ তৎ। বিণ ; ত্রি।

নগনন্দিনী—পার্ব্বতী। নগের (পর্ব্বতের, হিমালয়ের) নন্দিনী (কন্যা), ৬তৎ। সং।

নগপতি—পর্ব্বতরাজ, হিমালয়। ৬তৎ। পু।

নগভিৎ—(নগভিদ্) ১। পর্ব্বতভেদকারী। নগ শব্দ (পর্ব্বত) + ভিদ (ভেদ করা) + কিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। ইন্দ্র। সং ; পু।

নগর—সহর, বহুসংখ্যক লোক, নানাজাতি ও শিল্পবাণিজ্যাদির স্থান। নগ শব্দ (পর্ব্বত) + র অস্ত্যর্থে ; যেখানে পর্ব্বতপ্রমাণ গৃহাদি আছে। সং ; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে নগরী।

নগরকীর্ত্তন—নগরের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

নগরন্ধ্রকর—কার্ত্তিকেয়। নগের (পর্ব্বতের, ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের) রন্ধ্র ইতি নগরন্ধ্র ; নগরন্ধ্র শব্দ – কৃ (করা) + ট ক। সং ; পু।

নগরপাল—নগররক্ষক, সহর-কোতওয়াল ; পাহারাওয়ালা, চৌকিদার। নগরের পাল (রক্ষক), ৬তৎ। সং ; পু।

নগররক্ষক—নগরপাল। ৬তৎ। সং ; পু।

নগরী—নগর, সহর। নগর শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

নগাধিপ, নগাধিরাজ—হিমালয় পর্ব্বত। নগসমূহের অধিপ বা অধিরাজ, ৬তৎ। পু।

নগেন্দ্রনাথ বসু—১৭৮৮ শকে ইঁহার জন্ম হয়। প্রথম যৌবনে ইনি "তপস্বিনী" ও "ভারত" নামে দুইখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদন করিতেন। পরে সে পত্রিকাদ্বয় উঠিয়া যাইলে ইনি দর্জ্জিপাড়া থিয়েট্রিক্যাল ক্লবের জন্য শঙ্করাচার্য্য, পার্শ্বনাথ প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্রথমে বিশ্বকোষ বাহির করিতে আরম্ভ করেন। রঙ্গলাল "অ" অক্ষর শেষ করিবার পর বিশ্বকোষ সম্পাদন করিবার ভার নগেন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত হয়। নগেন্দ্রনাথ সুচারুরূপে বিশ্বকোষ সঙ্কলন করিয়া আসিতেছেন। এই বিশ্বকোষই ইঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ১৩০৩ হইতে ১৩০৫ সাল পর্য্যন্ত ইনি সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র "সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা"র সম্পাদক ছিলেন ; এখনও আবার আছেন। ইনি কিছুদিন Text - Book Committeeরও সদস্য ছিলেন। ইঁহার সম্পাদকতায় "কায়স্থ পত্রিকা" প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ইনি সাহিত্য পরিষদের জন্য পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী, জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল, জয়নারায়ণের কাশীপরিক্রমা প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ সম্পাদিত করিয়াছেন। পুরাতত্ত্ব সঞ্চয়, প্রাচীন কীর্ত্তি উদ্ধার ও পুরাতন পুঁথি সংগ্রহই ইঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এতৎকল্পে ইনি অমানুষিক পরিশ্রম করিতেছেন। কিছুদিন হইল ইনি "প্রাচ্যতত্ত্ব-মহার্ণব" এই সম্মানযুক্ত উপাধি দ্বারা ভূষিত হইয়াছেন।

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—(N. N. Ghose) জন্ম ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ, আগষ্ট মাস। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এফ, এ পরীক্ষায় ইনি উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বি, এ, পাঠ কালে ইনি সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষা দিবার উদ্দেশে ইংলণ্ডে যান। উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দেন এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। আইন অপেক্ষা সাহিত্যে ইঁহার অধিকতর অনুরাগ থাকায়, ইনি ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মেট্রপলিটন কলেজে সাহিত্য এবং ইতিহাসের অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে এই কলেজের অধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত হন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই কার্য্য প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছিলেন। মিউনিসিপাল কমিসনর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য থাকিয়া ইনি অনেক সময়ে তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি মিরার, বেঙ্গলী প্রভৃতি পত্রে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। কিছুদিন পর্য্যন্ত ইণ্ডিয়ান ইকো (Indian Echo) নামক পত্রের সম্পাদকতা করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান নেশান (Indian Nation) নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অতি যোগ্যতার সহিত ইঁহার সম্পাদকতা করিয়া আসিতেছিলেন। ইঁহার ইংরাজী-ভাষাজ্ঞানে ইংরাজগণও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। কি লেখায়, কি বক্তৃতায় ইঁহার ইংরাজী ভাষায় পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি অসাধারণভাবে প্রকাশিত হইত। বাঙ্গালা ভাষাতেও ইনি ভাল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। ইঁহার পিতা ভগবতীপ্রসন্ন ঘোষ হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া নগেন্দ্রনাথ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পিতৃভবনেই বাস করিতেন। জীবনের প্রথমভাগে নগেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষবাদের (Positivism) অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু তাহার পরে আনুষ্ঠানিক হিন্দুর ন্যায় সমাজে থাকিতেন। শেষে কয়েক বৎসর ইনি এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত রাধাস্বামী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন এবং গীতাদি পাঠে আস্থাবান্ ছিলেন। ইনি কৃষ্ণদাস পালের ও মহারাজ নবকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত রচনা করিয়া গবেষণা, লিপিপটুতা ও চিন্তাশক্তির সম্যক্ পরিচয় দিয়াছিলেন। কিছুদিন হইল ইনি বেরি-বেরি রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ইনি পুরীধামে গমন করেন। নগেন্দ্রনাথ সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু হৃদয়-দৌর্ব্বল্য আরোগ্য হইল না। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই এপ্রেল প্রাতঃকালে হৃদ্‌রোগে অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া ইনি দেহত্যাগ করেন। ইঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বঙ্গের ছোটলাট স্যার্ এডওয়ার্ড বেকার সাহেব একটি প্রশংসাসূচক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া সংবাদ পত্রে প্রকাশিত করেন। এ সম্মান রাজকার্য্যের সহিত সম্বন্ধহীন ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর লাভ করিতে সচরাচর দেখা যায় না। রাষ্ট্রনীতি বা দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথের মত সমাজবিশেষের মতের সহিত ঐক্য না থাকিলেও এবং সেজন্য ইনি কতকটা উক্ত সমাজের অপ্রিয় হইলেও নির্ভীকতার সহিত মত প্রকাশ করিতে ইনি কখনই পশ্চাৎপদ হইতেন না। মতবিভিন্নতাসত্ত্বেও ইঁহার বিনয়, শিষ্টাচার, সরলতা এবং অগাধ পাণ্ডিত্যে সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে ইনি সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। নগেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বঙ্গদেশে যে একটী উচ্চশ্রেণীর ভাবুক ও সাহিত্যিকের অভাব ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে আর মতদ্বৈধ নাই।

নগৌকাঃ—সিংহ ; পক্ষী ; বানর। নগ (পর্ব্বত, বৃক্ষ) হইয়াছে ওকঃ (বাসস্থান) যাহার ইতি বহুব্রীহি সমাসে নগৌকস্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

নগ্ন—১। বিবস্ত্র, উলঙ্গ। নজ (লজ্জিত হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। ক্ষপণক, স্তুতিপাঠক। সং ; পু। [ত্রি।

নগ্নক—বিবস্ত্র। নগ্ন শব্দ + কণ্ স্বার্থে। বিণ ;

নগ্নক্ষপণক—উলঙ্গ বৌদ্ধসন্ন্যাসী ; উলঙ্গ জৈনসন্ন্যাসী ; উলঙ্গ কাপোলাসক। কর্ম্মধা। সং ; পু।

নগ্নজিৎ—বাস্তু-গ্রন্থকারক পণ্ডিত বিশেষ। ভূপতিবিশেষ। ইনি কৃষ্ণপত্নী নাগ্নজিতীর পিতা, এবং কোশলের রাজা ছিলেন। ইনি কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে পণ করিয়াছিলেন যে, যে তাঁহার রক্ষিত সপ্ত মহাবৃষ বধে সমর্থ হইবে, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। মহামতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া নাগ্নজিতীর পাণিগ্রহণ করেন।

নগ্নিকা—বিবসনা, বিবস্ত্রা ; অপ্রাপ্তবয়স্কা। নগ্ন

দেখ ; নগ্ন+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

নগ্নীকরণ—বিবস্ত্রীকরণ, উলঙ্গ করা। নগ্ন শব্দ+চি্ব অভূততদ্ভাবার্থে=নগ্নী—কৃ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নঙ—উপপতি, জার, নাঙ্। নং (বন্ধনকে)—গম (গমন করা)+ড ক। সং ; পু।

নচিকেতাঃ—(নচিকেতস্)। ঋষিবিশেষ ; অগ্নি ; রাজশ্রবার পুত্র। সং ; পু।

নচেৎ—নতুবা, তাহা না হইলে। ন+চেৎ। ব্য।

নজরবন্দী—দৃষ্টিপথে আবদ্ধ রাখা, চোখে চোখে রাখা। যাবনিক শব্দ।

নট—১। নর্ত্তক, নৃত্যব্যবসায়ী ; নাটকের অভিনেতা। নট (নৃত্য করা)+অন্ ক। ২। বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ। নশ (নাশ করা)+ডট ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নটী। [স্ত্রী।

নটচর্য্যা—নটের বাক্যাভিনয়। ৬তৎ। সং ;

নটন—নৃত্য। সং ; ক্লী।

নটবর—শ্রেষ্ঠ নট, নৃত্যকর্ম্মে সবিশেষ প্রবীণ। নটসমূহের মধ্যে বর (প্রধান), ৭তৎ। সং ; পু।

নটী—১। স্ত্রী-নট, নর্ত্তকী ; অভিনেত্রী। নট (নৃত্য করা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। বেশ্যা। নশ (নাশ করা)+ডট ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

নটেশ্বর—শিব। নটের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু।

নড়—নলতৃণ, খাগ্‌ড়া। নড় (ভ্রষ্ট হওয়া)+অন্ ক। সং ; পু।

নত—প্রণত, প্রণাম করিতেছে এরূপ ; আনত, নুইয়া আছে এরূপ ; নিম্ন ; নম্র ; কুটিল, বক্র, নোয়ান। নম+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নতি, নমন।

নতনয়ন—১। অবনত দৃষ্টিসম্পন্ন। নত হইয়াছে নয়ন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। অবনত চক্ষুঃ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নতনাসিক—খাঁদা। নতা হইয়াছে নাসিকা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নতমস্তক—১। অবনতশিরাঃ। নত হইয়াছে মস্তক যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। নীচু মাথা। কর্ম্মধা। সং ; পু।

নতশিরঃ—অবনত মস্তক। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নতশিরাঃ—যে মাথা নীচু করিয়াছে এরূপ। নত হইয়াছে শিরঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু।

নতাঙ্গী—সন্নতগাত্রী স্ত্রী। নত হইয়াছে অঙ্গ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

নতি—নম্রীভাব ; নমন। নম (নত হওয়া)+ক্তি ভা। সং ; ক্লী।

নতুবা—নচেৎ, তাহা না হইলে। ন+তু+বা। ব্য।

নতোন্নত—উন্নতাবনত, উচ্চনীচ। নত অথচ উন্নত, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

নদ, নদী—যে জলস্রোত কোন পর্ব্বত, হ্রদ, প্রস্রবণ, প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন ও নানা জনপদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া অন্য কোনও জলাশয়ে পতিত হয়, চারি ক্রোশের অধিক বাহিনী জলনালী ; সরিৎ। এই সকল জলস্রোতের মধ্যে যেগুলির নাম পুংবাচক তাহাদিগকে নদ বলা হয়, যেমন ব্রহ্মপুত্র, শোণ প্রভৃতি ; আর যেগুলির নাম স্ত্রীবাচক, তাহাদিগকে নদী বলা হয়, যেমন গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি ; ইহা ভিন্ন এতদুভয়ের আর কোন প্রভেদ নাই। নদ=নদ (শব্দ করা)+অন্ ক। সং ; পু। নদী=নদ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

নদীকান্ত—সরিৎপতি, সমুদ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

নদীগর্ভ—নদীর অভ্যন্তর ভাগ, তীরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান। ৬তৎ। সং ; পু।

নদীজ—১। নদী হইতে জাত। নদী—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। গঙ্গাপুত্র, ভীষ্ম। সং ; পু।

নদীন—সরিৎপতি, সমুদ্র ; বরুণ। নদীসমূহের ইন (পতি), ৬তৎ। সং ; পু।

নদীপতি—সরিৎপতি, সমুদ্র ; বরুণ। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; পু।

নদীপথ—নদীরূপ পথ, জলপথ। রূপক কর্ম্মধা।

নদীপ্রদেশ—যে প্রদেশ দিয়া নদী প্রবাহিত হয়। নদী প্রবহণ প্রদেশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

নদীভব—১। নদীজাত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। সৈন্ধব লবণ। সং ; ক্লী।

নদীমাতৃক—যে দেশে নদীর জলে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়। নদী হইয়াছে মাতৃস্বরূপা যাহার বা যেখানে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নদীমুখ—সমুদ্রের সহিত নদীর সম্মিলন স্থান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

নদীবক্ষঃ—নদীর জলময় অংশের উপরিভাগ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

নদীবক্ষঃস্থিত—নদীর জলময় অংশের উপরিভাগে অবস্থিত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

নদীষ্ণ—নদীতে স্নানকারী ; নদীর বিশেষজ্ঞ। নদী—স্না (স্নান করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

নদীসৈকত—নদীপুলিন, নদীর বালুকাময় তট। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

নদীস্রোতঃ—নদীর প্রবাহ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

নদ্ধ—বদ্ধ ; ব্যাপ্ত। নহ (বন্ধন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ননন্দা, ননান্দা—ভর্ত্তার ভগিনী, ননদ। ন (না)—নন্দ+ঋ ক=ননন্দৃ বা ননান্দৃ, ১মার ১বচন। সং ; স্ত্রী।

ননু—অনুনয় ; বাক্যারম্ভ ; স্বীকার ; প্রত্যুক্তি ; অনুজ্ঞা ; সম্মতি ; আক্ষেপ ; প্রশ্ন ; সম্ভাষণা ; বিরোধ। ন (না)—নুদ (প্রেরণ করা)+ডু ক। ব্য।

নন্দ—১। আনন্দ। নন্দ (আনন্দিত হওয়া)+অল্ ভা। ২। কুবেরের নিধিবিশেষ ; পরমেশ্বর ; মদিরার গর্ভজাত বসুদেবের পুত্র। ণিজন্ত নন্দ বা নন্দি (আনন্দিত করা)+অন্ ক। সং ; পু। ৩। কৃষ্ণের পালকপিতা। মথুরার রাজার অধীনে ইনি ব্রজের গোপদিগের অধিপতি ছিলেন। ইঁহার ভার্য্যার নাম যশোদা। কৃষ্ণের জনক বসুদেবের সহিত ইঁহার মিত্রতা ছিল। সেই জন্যই বসুদেব কৃষ্ণকে ইঁহার আশ্রয়ে রাখেন। তাঁহারই পরামর্শে ইনি ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে, ইনি তাঁহার বিরহশোকে অত্যন্ত কাতর হন, কারণ কৃষ্ণকে ইনি আপনার পুত্র বলিয়া মনে করিতেন এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে অতি যত্নের সহিত লালনপালন করিয়াছিলেন। ইনি সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, এবং জীবনের শেষভাগ ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহিত করেন।

৪। জনৈক নৃপ। ইনি নন্দবংশ নামক মগধের রাজশ্রেণীর আদি পুরুষ। মহারাজ মহানন্দের ঔরসে এক শূদ্রার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি যথাকালে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে একজন প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতি হইয়া উঠেন। কথিত আছে যে, বররুচি কিছুকাল ইঁহার মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। অনুমান খ্রীষ্টের প্রায় চারি শতাব্দী পূর্ব্বে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ইঁহার নামানুসারে নন্দবংশ নামে খ্যাত। এই বংশীয় আটজন রাজা প্রায় একশত বৎসর মগধে রাজত্ব করেন।

নন্দক—১। আনন্দজনক। ণিজন্ত নন্দ বা নন্দি (আনন্দিত করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। ২। বিষ্ণুর খড়্গ। সং ; পু।

নন্দকী—বিষ্ণু। নন্দক দেখ ; নন্দক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=নন্দকিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

নন্দকুমার বসু—(দেওয়ান)। ২৪ পরগণার অন্তর্গত বহড়ু গ্রামের জমীদারবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পিতা রামচরণ (অপর নাম সাতু) বসু কাসিমবাজারের কান্ত বাবুর জমীদারীর ম্যানেজারপদে নিযুক্ত ছিলেন। মণ্ডলঘাটে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীর আড়ং-গোমস্তা স্বরূপে নন্দকুমার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। পরে কাশীমবাজারের রেসমের কুঠীর দেওয়ান হন। অতঃপর পাটনার কুঠীর দাওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া ঐ কুঠীর আয় ১০,০০০ টাকা করিয়া দেন।

পূর্ব্বে ইঁহার আয় ৫০০০ টাকার অধিক ছিল না। নন্দকুমারের কার্য্যকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া বঙ্গের গভর্ণর পারিতোষিক স্বরূপ ইঁহাকে ৫০০০৲ টাকা প্রদান করেন। উত্তরকালে কলিকাতার পরমিটের (Custom House) দাওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। অনেক স্থানে দাওয়ান ছিলেন বলিয়া নন্দকুমার দাওয়ান আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন। ইনি রামদুলাল দের সমসাময়িক ছিলেন। কথিত আছে যে, একদা দুইজনে কর্ম্ম উপলক্ষে ডায়মণ্ড হারবারে গিয়া ঝড় বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঝাঁ্যাতলা মুড়ি দিয়া রাত্রি কাটাইয়াছিলেন। সুখসমৃদ্ধির সময়েও সেই ঘটনা স্মরণ রাখিবার জন্য উভয়েই সুখ-শয্যার নিম্নে একখানি ঝাঁ্যাতলা পাতিয়া রাখিতেন। লালাবাবুর সঙ্গে নন্দকুমারের বিশেষ সৌজন্য ছিল। জীবনের শেষভাগে যখন নন্দকুমার বৃন্দাবনে বাস করেন, তখন লালা বাবুর সহায়তায় এইখানে একটি কুঞ্জবাটী স্থাপন করিয়া রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেবার ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য মথুরায় কিছু বিষয় ক্রয় করেন। এই কুঞ্জবাটীতে এখনও রীতিমত বিগ্রহসেবা চলিতেছে। বৃন্দাবনের গোবিন্দজী, গোপীনাথ ও মদনমোহনের বর্ত্তমান মন্দিরত্রয় ইঁহারই অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হয়। এখনও পর্য্যন্ত মথুরা ও বৃন্দাবনে ইঁহার নাম শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইনি বহড়ুর বাটীতে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহার জন্য প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে রীতিমত ঠাকুরসেবা ও পর্ব্বাদি এখনও সমারোহে সম্পন্ন হইতেছে। ইনি চুনার হইতে পাথর আনাইয়া বহড়ুর ঠাকুরবাটী বহুব্যয়ে নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। ইহার ন্যায় কারুকার্য্য ও পৌরাণিক চিত্রসমন্বিত দেবালয় এ প্রদেশে দৃষ্ট হয় না। নন্দকুমার অতি ধর্ম্মপরায়ণ ও দানশীল ছিলেন। তাঁহার দত্ত দ্রব্যাদি এখনও ঐ প্রদেশস্থ ব্রাহ্মণদিগের বাড়ীতে দেখা যায়। কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে নন্দকুমারের নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইনি চারি পুত্র রাখিয়া ১২৪১ সালে বৃন্দাবনে দেহত্যাগ করেন। ইঁহাদের নাম রামধন, গোবিন্দপ্রসাদ, বৈদ্যনাথ ও রাজকৃষ্ণ। প্রথমোক্ত তিন জনই কোম্পানীর অধীনে উচ্চতন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৈদ্যনাথের তিন পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। কন্যা দুইটির মধ্যে একটি শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেবের পত্নী ছিলেন। অপরটির রামবাগানের রসময় দত্তের দ্বিতীয় পুত্র কৈলাস চন্দ্র দত্তের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীনাথ ইংরাজী ভাষায় ও সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষা-দান, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ প্রভৃতি দেশের অনেক হিতকর কার্য্যে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের আনুকূল্য ও ভদ্রলোকের আদর আপ্যায়নে ইনি মুক্তহস্ত ছিলেন। ইঁহার চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ যদুনাথ এখন জীবিত নাই। মধ্যম মহেন্দ্রনাথ। তৃতীয় রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ। চতুর্থ দেবেন্দ্রনাথ।

নন্দকুমার রায়—(মহারাজ)। পিতার নাম পদ্মলাল রায়। আদিনিবাস রাঢ়দেশে ভাদুরি হাট বা বব্রিহাট নামক গ্রামে। জন্ম—অনুমান ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম বয়সে ইনি হিজলী ও মহিষাদল পরগণার আমিন বা তসিলদার পদে নিযুক্ত হন। পরে উকিল স্বরূপে ক্লাইভের সঙ্গে পাটনায় গমন করেন। ক্লাইভের উপর ইঁহার এরূপ প্রভাব দৃষ্ট হইত যে, লোকে ইঁহাকে The Black Colonel বলিত। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি হুগলির ফৌজদার ছিলেন। দিল্লির সম্রাট্ ইঁহাকে অনুমান ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে "মহারাজ" উপাধি প্রদান করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইঁহাকে বর্ত্তমান নদীয়া ও হুগলীর কালেক্টার পদে অধিষ্ঠিত করেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বাঙ্গালার নায়েব সুবার পদ প্রাপ্ত হন। পরে পদচ্যুত হইলে মহম্মদ রেজা খাঁ ঐ পদে বসেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৭৪ পর্য্যন্ত ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার গভর্ণর ছিলেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি প্রথম গভর্ণর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হইলে নন্দকুমার রেজা খাঁর কার্য্য সম্বন্ধে ইঁহার নিকট অভিযোগ করেন। বিচারফলে রেজা খাঁ পদচ্যুত হন। হেষ্টিংস নন্দকুমারের অনুরোধে তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাসকে বালক নবাব মোবারকদ্দৌলার অভিভাবিকা মণিবেগমের অধীনে কর্ম্ম করিয়া দেন। হেষ্টিংসের চারিজন সদস্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম কর্ণেল মন্সন্, জেনারেল ক্লেভারিং, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস্ ও রিচার্ড্ বারওয়েল। শেষোক্ত কর্ম্মচারী ব্যতীত অপর তিনজন ইংলণ্ড হইতে আসেন এবং মন্ত্রণাগৃহে ইঁহারা তিনজন একদলভুক্ত হইয়া হেষ্টিংস্ ও বারওয়েলকে সংখ্যাধিক্যবশতঃ প্রায় সকল বিষয়েই পরাভূত করিতেন। এই মনোবাদে অবসর পাইয়া নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে মন্ত্রণাসভায় এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। অভিযোগ এই যে, কোম্পানীর নিয়মের বিরুদ্ধে হেষ্টিংস প্রভূতপরিমাণে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া (স্বীয় পুত্র) রাজা গুরুদাস এবং মণিবেগমকে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করেন ; আর উৎকোচ লইয়া অনেক দোষী ব্যক্তিকে নিষ্কৃতি দেন। অভিযোগ সপ্রমাণ না হওয়ায় হেষ্টিংস বারওয়েলের দ্বারা নন্দকুমারের নামে ষড়্‌যন্ত্র করা অপরাধে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই অভিযোগ বিচারাধীন অবস্থায় নন্দকুমারের নামে জাল করার অপরাধে একটি অভিযোগ উপস্থিত হয়। তাহার বিবরণ এই—বোলাকীদাস নামে মুর্শিদাবাদের জনৈক ধনী নন্দকুমারের নিকট খত লিখিয়া ৭০,০০০ টাকা ধার করিয়াছিলেন। বোলাকীর মৃত্যুর পর তাহার অছিগণ এই ঋণ পরিশোধ করে এবং ঐ টাকা প্রাপ্তির জ্ঞাপন স্বরূপে নন্দকুমার ঐ খতের উর্দ্ধাংশ ছিঁড়িয়া ফেলেন। অভিযোগ এই যে, নন্দকুমার উক্ত টাকা পুনরায় দাবী করিবার জন্য সেই খতের একখানি প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া বোলাকী দাসের জাল দস্তখত তাহাতে সংযুক্ত করিয়াছেন। এই অভিযোগ লেমেষ্টার (Lemaistre) ও হাইড্ (Hyde) বিচারপতির সমক্ষে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই মে উপস্থিত করা হয়। ইঁহারা এই অভিযোগের চূড়ান্ত বিচার জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি স্যার্ ইলাইজা ইম্পের (Sir Elijah Impey) নিকট প্রেরণ করেন। ইম্পে উক্ত দুইজন বিচারপতি এবং চেম্বার্স বিচারপতির সাহচর্য্যে এই অভিযোগের বিচার করেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই জুন আরম্ভ হইয়া ৮ দিন ধরিয়া বিচারকার্য্য চলে। ১২ জন ইংরাজ জুরী বিচারে সহায়তা করেন। নন্দকুমারের পক্ষ সমর্থনার্থ ফারার (Farrer) সাহেব নিযুক্ত ছিলেন। নন্দকুমার প্রশ্নোত্তরে বলিলেন, "আমি নির্দ্দোষ। আমার বিচার ঈশ্বর ও আমার দেশবাসীরা করিবেন, ইহাই আমি ইচ্ছা করি।" এই ৮ দিন ব্যাপী বিচারকালে জজেরা বা জুরীরা কেহই আদালতগৃহ পরিত্যাগ করেন নাই। ১৬ই জুন প্রাতে বিচারপতিরা নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন এবং তৎকালে ইংলণ্ডে প্রচলিত আইন অনুসারে ইঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিলেন। ৫ই আগষ্ট ফাঁসির দিন স্থির হইল। ইংলণ্ডে রাজার নিকট আপীল করিবার উদ্দেশে ফাঁসির দিন স্থগিত রাখিবার জন্য আবেদন পড়িল। ইহার মধ্যে নন্দকুমার এবং মুরসি-

দাবাদের নবাব নাজিমের আবেদনও ছিল। কিন্তু জজেরা কোন আবেদনই গ্রাহ্য করিলেন না। জীবনের অবশিষ্ট কয়দিন নন্দকুমার কেবল ঈশ্বরচিন্তায় অতিবাহিত করেন। ইঁহাকে সাধারণ কারাগারে রাখা হইয়াছিল। সেখানে থাকিয়া জাতি রক্ষা করিয়া পানভোজন অসম্ভব। পণ্ডিতেরা বলিলেন, প্রায়শ্চিত্ত করিলেই চলিবে। কিন্তু কিছুতেই নন্দকুমার আহারাদি করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে জেলের ছাদের উপর একটী শিবির স্থাপিত করিয়া দেওয়া হইল। সেইখানে তিনি কেবল মিষ্টান্ন খাইয়া জীবনধারণ করিতেন। জেলে অবস্থান কালে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার চিত্ত বিচলিত হয় নাই। ফাঁসিকাষ্ঠ দেখিয়াও তিনি ভীত হন নাই। পরন্তু তিনি নিজেই সঙ্কেত করিলে তাঁহাকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট দিনে ফাঁসি দেওয়া হইল। কেহই মনে করেন নাই যে, একজন মহারাজ ও ব্রাহ্মণের ফাঁসি হইতে পারে। ফাঁসির দিন কলিকাতায় হিন্দুরা কেহ রন্ধন করিয়া আহার করেন নাই। ব্রহ্মহত্যাপাতকে কলিকাতা কলুষিত হইল এই ভাবিয়া অনেক ব্রাহ্মণ সহর ত্যাগ করিয়া গঙ্গার অপর পারে বালী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানে বাসস্থাপন করিলেন। নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাস। এই গুরুদাসের নামে কলিকাতায় একটি রাস্তা এখনও আছে। নন্দকুমারের এক কন্যা ছিল। নাম সুমণি। জগৎচাঁদের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহাদের পুত্র রাজা মহানন্দ কুঞ্জঘাটা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। নন্দকুমার সময়ে সময়ে কুঞ্জঘাটায় কন্যার বাড়ীতে থাকিতেন। এই বাড়ীতে একখানি সহচরবেষ্টিত গৌরাঙ্গদেবের বাস্তব চিত্র আছে। কথিত আছে, নন্দকুমারের জন্য এইখানি চিত্রিত হইয়াছিল। কুঞ্জঘাটার রাজবংশের বর্ত্তমান প্রতিনিধি কুমার দেবেন্দ্রনাথ এই চিত্রখানি ভ্রমণকারীদিগকে অতি যত্নের সহিত দেখাইয়া থাকেন।

নন্দথু—আনন্দ। নন্দ (আনন্দিত হওয়া) + অথু ভা। সং ; পু।

নন্দদুলাল—শ্রীকৃষ্ণ। নন্দের (নন্দ ঘোষের) দুলাল, ৬তৎ। দুলাল = অপভ্রংশ শব্দ।

নন্দন—১। পুত্র ; বিষ্ণু ; শিব। ণিজন্ত নন্দ বা নন্দি (আনন্দিত করা) + অন ক। সং ; পু। ২। ইন্দ্রের উদ্যান, মেরুর উত্তরে অবস্থিত। সং ; ক্লী। ৩। সুখদ, আনন্দজনক। বিণ ; ত্রি।

নন্দনকানন—ইন্দ্রের উদ্যান [পুরাণে বর্ণিত আছে যে, এই উদ্যানে সর্ব্বঋতুতে ও সর্ব্বসময়েই সুখলাভ করা যায়। ইহা সাতিশয় আনন্দদায়ক বলিয়া নন্দন নামে অভিহিত। এখানে মন্দার, পারিজাত, সন্তানক, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন এই পাঁচটী বিবিধ গুণসম্পন্ন বৃক্ষ আছে]। নন্দন নামক কানন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ক্লী।

নন্দনন্দন—নন্দের পুত্র, কৃষ্ণ। ৬তৎ। সং ; পু।

নন্দনবন—নন্দনকানন দেখ।

নন্দলাল—শ্রীকৃষ্ণ (নন্দ কর্ত্তৃক লালিত বলিয়া ঐ নাম হইয়াছে)। নন্দ শব্দ — লালি + অল্ কর্ম্ম। সং ; পু।

নন্দা—১। আনন্দ। নন্দ (আনন্দিত হওয়া) + অল্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। দুর্গা ; ভর্ত্তৃভগিনী, ননদ ; প্রতিপদ্, ষষ্ঠী, একাদশী, এই তিন তিথি ; নাদা। ণিজন্ত নন্দ বা নন্দি (আনন্দিত করা) + অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ। সং ; স্ত্রী। ৩। নদীবিশেষ। ইহা হেমকূটের অদূরে অবস্থিত। এই নদীতে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। ইহার নিকটে ঋষভকূট নামে এক পর্ব্বত আছে।

নন্দি—১। আনন্দ। নন্দ (আনন্দিত হওয়া) + ই ভা। ২। দ্যূতাঙ্গবিশেষ। নন্দ + ই ণ। সং ; পু ও ক্লী। ৩। শিবের অনুচরবিশেষ ; জামাতার মিত্র। নন্দ + ই ক। সং ; পু। ৪। আনন্দজনক। বিণ ; ত্রি।

নন্দিকা, নন্দী—ইন্দ্রের উদ্যান, নন্দন কানন। সং ; স্ত্রী।

নন্দিকেশ্বর—১। শিবের প্রধান অনুচর, নন্দি। নন্দিকার ঈশ্বর, ৬তৎ। ২। পুরাণবিশেষ। সং ; পু।

নন্দিগ্রাম—গ্রামবিশেষ, রামের বনবাস কালে ভরত তাঁহার পাদুকাযুগল সম্মুখে রাখিয়া এইখানে রাজত্ব করেন।

নন্দিঘোষ—অর্জ্জুনের রথ। নন্দি (আনন্দজনক) হইয়াছে ঘোষ (শব্দ) যাহার, বহু। সং ; পু।

নন্দিত—১। আনন্দিত। নন্দ (আনন্দিত হওয়া) + ক্ত ক। ২। তোষিত। ণিজন্ত নন্দ বা নন্দি (আনন্দিত করা) + ক্ত কর্ম্ম। বিণ।

নন্দিনী—১। কন্যা ; দুর্গা ; গঙ্গা। ণিজন্ত নন্দ বা নন্দি (আনন্দিত করা) + ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

২। বশিষ্ঠের হোমধেনু। সুরভির গর্ভে ইঁহার জন্ম। মহারাজ দিলীপ ভার্য্যাসহ এই ধেনুর সেবা করিয়া পুত্রধন লাভ করেন। একদা সস্ত্রীক বসুগণ বনবিহার করিতেছিলেন। দ্যু-নামক বসুর বনিতা নন্দিনীকে দেখিয়া ইঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য পতির নিকট অনুরোধ করেন। দ্যু অন্য বসুর সাহায্যে ইঁহাকে হরণ করিলে, বশিষ্ঠের শাপে তাঁহাদিগকে ধরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই কামধেনু নন্দিনীর নিমিত্ত বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের বিরোধ হয়। বিশ্বামিত্র তখন রাজা। একদা রাজা বিশ্বামিত্র সসৈন্যে বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, ঋষিবর নন্দিনীর সহায়তায় লোকজনসহ রাজাকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান। তাহা দেখিয়া রাজার লোভ হইল। তিনি নন্দিনীকে লইতে চাহিলেন ; বশিষ্ঠ কিন্তু নন্দিনীকে ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। বিশ্বামিত্র তখন বলপ্রকাশে নন্দিনী গ্রহণের অভিপ্রায়ে বশিষ্ঠের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ঋষিবর কামধেনুর দ্বারা অসংখ্য সৈন্যের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সহায়তায় সসৈন্য বিশ্বামিত্রকে পরাস্ত করেন। বিশ্বামিত্র তখন বুঝিলেন: ব্রহ্মতেজের নিকট, তপঃপ্রভাবের নিকট, অন্য সকলই নগণ্য।

নন্দিবর্দ্ধন—১। আনন্দবর্দ্ধনকারী। নন্দির (আনন্দের) বর্দ্ধন (বর্দ্ধক), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। পুত্র ; পক্ষান্ত। সং ; পু।

নন্দী—শিবের প্রধান অনুচর, নন্দি, নন্দিকেশ্বর। ইনি দধীচি মুনির শিষ্য ছিলেন। শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ক্রমে ইনি একজন প্রধান শিবভক্ত হইয়া উঠেন। ইনি একদা গুরুসহ দক্ষালয়ে গমন করেন। তথায় দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া ইনি তাঁহাকে ছাগমুণ্ড হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। নন্দ (আনন্দিত হওয়া) + ণিন্ ক = নন্দিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

নন্দীশ—১। শিব। নন্দির (অনুচরবিশেষের) ঈশ (প্রভু), ৬তৎ। ২। নন্দিকেশ্বর। নন্দির (আনন্দের) ঈশ, ৬তৎ। সং ; পু।

নন্দ্য—আনন্দযোগ্য, আহ্লাদার্হ। নন্দি + ঘ্যণ্ কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নপুংসক—ক্লীব, হিজ্‌ড়ে ; ছিন্নমুষ্ক, খোজা। ন স্ত্রী ন পুমান্, নিপাতনে। সং ; পু ও ক্লী। [শুক্র ও শোণিতের পরিমাণ সমান হইলে নপুংসক সন্তান জন্মিয়া থাকে। নপুংসক পাঁচপ্রকার ; যথা—আসেক্য, সুগন্ধী, কুম্ভীক, ঈর্ষ্যক ও ষণ্ড। তন্মধ্যে ষণ্ডের শুক্রধাতু জন্মে না]।

নপ্তা—পৌত্র ; দৌহিত্র। ন (না) — পত (পতিত হওয়া) + তৃন্ ক = নপ্তৃ, ১মার ১বচন। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নপ্ত্রী।

নপ্ত্রী—পৌত্রী ; দৌহিত্রী। নপ্তা দেখ ; নপ্তৃ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

নভ—১। শ্রাবণ মাস। সং ; পু। ২। আকাশ। সং ; ক্লী।

নভঃ—১। গগন, আকাশ ; বয়স্। নহ (বন্ধন করা) বা নভ (বধ করা) + অস্ ক = নভস্, ১মার ১বচন। সং ; ক্লী। ২। শ্রাবণ মাস ; বর্ষাকাল ; মেঘ ; পক্ষী। সং ; পু।

নভঃপ্রাণ—বায়ু। নভঃ হইয়াছে প্রাণ যাহার, বহু (আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি)। সং ; পু।

নভঃসদ্—দেবতা। নভঃ দেখ ; নভস্ শব্দ (আকাশ)—সদ (বাস করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

নভগ—ইনি বৈবস্বত মনুর পুত্র। বহুকাল গুরু-গৃহে অবস্থাননিবন্ধন ভ্রাতৃগণ ইঁহাকে ব্রহ্ম-চারী বোধ করিয়া যাবতীয় পৈতৃক ধন আপনারা বিভাগ করিয়া গ্রহণ করেন, ইঁহার জন্য কিছুই রাখেন না। ইনি বহু-কালান্তে গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পিতার নিকট ভ্রাতৃবর্গের ব্যবহার নিবেদন করিলে মনু ইঁহাকে অঙ্গিরা ঋষির যজ্ঞে যাইতে ও তথায় বিশ্বদেবের স্তুতি পাঠ করিতে অনুমতি করেন। অনন্তর ঐরূপ অনুষ্ঠিত হইলে ঋষিগণ রুদ্রপ্রাপ্য যজ্ঞাবশিষ্ট ইঁহাকে প্রদান করেন। রুদ্রদেব স্বীয় অংশ চাহিলে ইনি তদীয় প্রসাদ মাত্র প্রার্থনা করিলেন। ইঁহার দীনভাব ও সচ্চরিত্রতা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া রুদ্রদেব ইঁহাকেই স্বপ্রাপ্য সমস্ত অংশ সমর্পণ করিলেন। ইনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন বলিয়া "মুনি" বলিয়াই পরিচিত আছেন।

নভশ্চক্ষুঃ—সূর্য্য। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

নভশ্চর—১। খেচর, আকাশগামী। নভঃ দেখ ; নভস্ শব্দ (আকাশ)—চর (গমন করা) +টক্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। পক্ষী ; বায়ু ; মেঘ ; সূর্য্যাদি গ্রহ ; বিদ্যাধরাদি ; রাক্ষস। সং ; পু। [অসচ্ ক। সং ; ক্লী।

নভস—আকাশ ; স্বর্গ। নভ (বধ করা)+

নভস্তল—গগনতল, আকাশদেশ। ৬তৎ। ক্লী।

নভস্থল—আকাশপ্রদেশ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। 'নভঃস্থল'ও হয়।

নভস্থিত—আকাশস্থ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

নভস্য—ভাদ্রমাস। নভঃ দেখ ; নভস্ শব্দ+ক্য। সং ; পু।

নভস্বান্—বায়ু। নভঃ দেখ ; নভস্ শব্দ+বতু অস্ত্যার্থে=নভস্বৎ, ১মার ১বচন। সং ; পু।

নভোমণি—সূর্য্য। নভস্এর (আকাশের) মণি স্বরূপ, ৬তৎ। সং ; পু।

নভোমণ্ডল—গগনমণ্ডল, আকাশদেশ। নভস্এর (আকাশের) মণ্ডল, ৬তৎ। অথবা নভঃ (আকাশ) মণ্ডলের ন্যায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নভোরজঃ—কুজ্ঝটিকা, কুয়াশা ; অন্ধকার। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

নভোরেণু—অন্ধকার ; কুজ্ঝটিকা, কুয়াশা। ৬তৎ। সং ; পু ও স্ত্রী।

নভ্রাট্—(নভ্রাজ্)। মেঘ। ন—ভ্রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

নমঃ—নমস্কার, প্রণাম ; ত্যাগ। নম (নত হওয়া)+অস্ ক=নমস্ বা নমঃ। ব্য।

নমন—১। নত হওয়া। নম (নত হওয়া)+ অনট্ ভা। ২। নতকরণ, নোয়ান। ণিজন্ত নম বা নমি (নত হওয়ান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নমনীয়—নমনের যোগ্য, নমনসাধ্য। নম (নত হওয়া)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নমসিত, নমস্যিত—অভিবাদিত। নমঃ দেখ ; নমস্ শব্দ+ইত। বিণ ; ত্রি।

নমস্কার—প্রণাম। নমঃ দেখ ; নমস্ শব্দ—কৃ +ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে নম-স্কৃত। [নমস্কার ত্রিবিধ ; কায়িক, বাচিক ও মানসিক। ইহাদের প্রত্যেকে আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার। হস্তপদ প্রসারিত করিয়া দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইয়া ললাট দ্বারা ভূমি স্পর্শ করাকে উত্তম কায়িক নমস্কার বলে। জানুদ্বয় ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া ললাট দ্বারা ভূমি-স্পর্শকে মধ্যম কায়িক নমস্কার, এবং কেবল করতলদ্বয় মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা ললাট স্পর্শকে অধম কায়িক নমস্কার বলে। ভক্তিসহকারে স্বরচিত সংগীতাদি দ্বারা স্তুতি করিয়া যে নমস্কার, তাহা উত্তম বাচিক নমস্কার। বৈদিক বা পৌরাণিক স্তোত্র পাঠ করিয়া যে নমস্কার তাহা মধ্যম বাচিক নমস্কার। আর নিজ অভীষ্টের উল্লেখ করিয়া চলিত ভাষায় নমস্কার করাকে অধম বাচিক নমস্কার বলা যায়। এইরূপ ইষ্ট, মধ্য ও অনিষ্টগত মনোভাব জ্ঞাপনরূপ ত্রিবিধ মানস নমস্কার। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুকে দেখিয়া নমস্কার না করিলে অনন্ত-কাল কালসূত্র নামক নরকে পতিত হইতে হয়। সভাস্থলে, যজ্ঞশালায় এবং দেবালয়ে নমস্কার করিতে নাই। উপবিষ্ট হইয়া নম-স্কার করিতে নাই, করিলেও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে নাই। দূরস্থিত, জল-মধ্যস্থ, ধাবিত, মদগর্ব্বিত এবং ক্রোধীকে নমস্কার করিবে না। পুষ্প বা জল হাতে থাকিলে, কিংবা তৈলাভ্যঙ্গ অবস্থায়, বা জলে থাকিলে নমস্কার বা আশীর্ব্বাদ করিতে নাই। মাতা বা পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ন্যূনবয়স্ক হইলে তাহাকে নমস্কার করিবে না। গুরুপত্নী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী, এবং বিমাতা বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও নমস্কার করা বিধেয়। দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইয়া হৃদয়, চিবুক, মুখ, নাসিকা, ললাট, ব্রহ্মরন্ধ্র এবং কর্ণদ্বয় দ্বারা ভূমিস্পর্শকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম কহে। তিনবার বর্ত্তুলভাবে প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা ভূমিস্পর্শকে উগ্রপ্রণাম কহে। উগ্রপ্রণামই শ্রেষ্ঠ।

নমস্কৃত—যাহাকে নমস্কার করা হইয়াছে এরূপ। নমঃ দেখ ; নমস্ শব্দ—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নমস্কার।

নমস্য—প্রণম্য ; পূজনীয়। নমঃ দেখ ; নমস্ শব্দ+ক্য=নমস্য নামধাতু, তদুত্তরে য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নমস্যা।

নমস্যা—১। প্রণম্যা, পূজনীয়া। নমস্য দেখ ; নমস্য শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পূজা ; নতি। নমস্ শব্দ+ক্য= নমস্য নামধাতু, তদুত্তরে অ ভা ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

নমিত—যাহাকে নোয়ান গিয়াছে এরূপ, বক্রী-কৃত। ণিজন্ত নম বা নমি (নত করা, নোয়ান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নমন।

নমুচি—১। কন্দর্প, মদন। ন (না)—মুচ (ত্যাগ করা)+কি ক। সং ; পু। ২। জনৈক দৈত্য। কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভে ইহার জন্ম। ইন্দ্র অন্যান্য অসুরদিগকে বধ করিয়া অবশেষে ইহার হস্তে পরাজিত ও আবদ্ধ হন। পরে, রাত্রি কিংবা দিবাভাগে ইহাকে বধ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া মুক্তি লাভ করেন। অতঃপর অসু-রের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ইহাকে না রাত্রি না দিবা অর্থাৎ সন্ধ্যা-কালে বধ করেন।

নমুচিদ্বিট্—ইন্দ্র ; শিব। নমুচি শব্দ (জনৈক অসুর)—দ্বিষ (দ্বেষ করা)+ক্বিপ্ ক= নমুচিদ্বিষ্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

নমুচিসূদন—ইন্দ্র ; শিব। ৬তৎ। সং ; পু।

নমেরু—রুদ্রাক্ষ ; সুরপুন্নাগবৃক্ষ। নম (নত হওয়া)+এরু ক। সং ; পু। [ত্রি।

নম্য—নমনীয়। নম (নত করা)+য র্ম্ম। বিণ ;

নম্র—নত, প্রণত ; বিনীত ; নরম, কোমল। নম (নত হওয়া)+র ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নম্রতা।

নম্রতা—নতি ; বিনয়। নম্র দেখ ; নম্র+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী। [ক্রি-বিণ।

নম্রভাবে—নম্রতাসহকারে, নত হইয়া। বহু।

নয়—১। নীতি ; উপদেশ। নী (লইয়া যাওয়া)+অল্ ভা। ২। নীতিশাস্ত্র ; দ্যূতবিশেষ। নী+অল্ ণ। সং ; পু। ৩। ন্যায্য। বিণ ; ত্রি।

নয়ন—১। নেত্র, চক্ষুঃ। নী (লইয়া যাওয়া) +অনট্ ণ। ২। প্রাপণ ; লইয়া যাওয়া ; যাপন। নী+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নয়নকোণ—নেত্রপ্রান্ত। ৬তৎ। সং ; পু।

নয়নগোচর—দৃষ্টিগোচর, দৃষ্টিপথে পতিত। নয়-নের গোচর (বিষয়), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

নয়নজল—নেত্রবারি, অশ্রু, চোখের জল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

নয়ননন্দন—নেত্রের আনন্দদায়ক, চক্ষুঃপ্রীতি-কর। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।
নয়নপদ্ম—পদ্মতুল্য মনোহর চক্ষুঃ। নয়ন পদ্ম তুল্য, উপমিত। সং; ক্লী।
নয়নপল্লব—চক্ষুঃরূপ পাতা; চোখের পাতা। রূপক বা ৬তৎ। সং; পুং। [ত্রি।
নয়নপ্রীতিকর—নেত্রানন্দবিধায়ক। ৬তৎ। বিণ;
নয়নমণি—১। চক্ষুর তারা। ৬তৎ। সং; পুং। ২। অত্যন্ত স্নেহাস্পদ, যাহাকে না পাইলে অন্ধবৎ অবস্থা হয় এরূপ। বিণ; ত্রি।
নয়নযুগল—চক্ষুর্দ্বয়। ৬তৎ. সং; ক্লী।
নয়নরঞ্জন—চক্ষুর আনন্দবর্দ্ধক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।
নয়নবাণ—বাণতুল্য হৃদয়বিদারিণী দৃষ্টি। নয়ন রূপ বাণ, রূপক কর্ম্মধা। সং; পুং।
নয়নবারি—নয়নজল। ৬তৎ। সং; ক্লী।
নয়নস্নিগ্ধকর—চক্ষুর স্নিগ্ধতাসম্পাদক, নেত্র-তৃপ্তিদায়ক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।
নয়নানন্দবিধান—চক্ষুর প্রীতিসম্পাদন। ২ বার ৬তৎ। সং; ক্লী।
নয়নাভিরাম—১। চক্ষুর প্রীতিকর, রমণীয়। বিণ; ত্রি। ২। চন্দ্র। সং; পুং।
নয়নাসার—ধারারূপে পতিত চক্ষুর জল। ৬তৎ। সং; পুং।
নয়নোন্মীলন—নেত্রবিকাশ, চোখ মেলা। ৬তৎ। সং; ক্লী।
নয়নোপান্ত—চক্ষুকোণের সমীপ দেশ। অন্তের সমীপে উপান্ত, অব্যয়ী। নয়নের উপান্ত, ৬তৎ। সং; ক্লী।
নয়বিৎ—নীতিশাস্ত্রজ্ঞ। নয় দেখ; নয় শব্দ (নীতিশাস্ত্র)—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক=নয়বিদ্, ১মার ১বচন। বিণ; পুং।
নর—মনুষ্য; পুরুষ; জনৈক ঋষি; বিষ্ণুর অংশাবতার; [নরনারায়ণ দেখ]; অর্জ্জুন; বিষ্ণু; পরমাত্মা। নৃ+অন্ ক। সং; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে নারী।
নরক—১। নর। নর শব্দ+কণ্ স্বার্থে। ২। পাপীদিগের দুঃখভোগের স্থান, নিরয়। ন (লইয়া যাওয়া)+অক অধি। সং; পুং। ৩। জনৈক দৈত্য। বিষ্ণুর বরাহ অবতারে, তদীয় ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি শিশুকালে একদা একটী মৃত নরমুণ্ড প্রাপ্ত হইয়া তাহার উপর স্বীয় মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক রোদন করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে ইঁহার নাম নরক রক্ষিত হয়। প্রাগ্জ্যোতিষপুরে ইঁহার রাজধানী ছিল। বিদর্ভরাজতনয়া মায়ার সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে, তাঁহার গর্ভে ইঁহার ভগদত্ত প্রভৃতি চারি পুত্র হয়। মাতার অনুরোধে পিতার নিকট বর প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার প্রভাবে নরকাসুর অস্ত্রের অজেয় হইয়া ক্রমে অতিশয় অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন, এবং বাণ, কংস প্রভৃতি দুরাচার অসুরদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক সাধু সজ্জনদিগের উপর নানাপ্রকার উপদ্রব করিতে লাগিলেন। এমন কি, দেবমাতা অদিতিরও কুণ্ডল অপহরণ করিতে ভীত হইলেন না। দিব্যাঙ্গনাদিগকে হরণ করিয়া অসুর স্বপুরে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিতে লাগিলেন। অবশেষে পাপের মাত্রা পূর্ণ হইলে ভূভারহারী জনার্দ্দন লোকহিতার্থে নরকাসুরের প্রাণবধ করেন। [ক্লী।
নরককুণ্ড—যমপুরীস্থ দুঃখময় স্থানবিশেষ। সং;
নরকগামী—যে নরকে যাইবে, পাপী। নরক শব্দ—গম+ণিন্ ক=নরকগামিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে নরকগামিনী।
নরকঙ্কাল—মনুষ্যাস্থি; মানুষের অস্থিপঞ্জর। ৬তৎ। সং; পুং।
নরকজিৎ—দৈত্যারি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ। নরক দেখ; নরক শব্দ—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ ক। সং: পুং। [পুং ও ক্লী।
নরকপাল—মড়ার মাথার খুলি। ৬তৎ। সং;
নরকমুক্ত—নরক হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি [পাপিগণ নরক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পশ্বাদি বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে]।
নরকান্তক—দৈত্যারি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ। নরকের (দৈত্যের) অন্তক (নাশক) ৬তৎ। পুং।
নরকীলক—গুরুঘাতী, গুরুহত্যাকারী। সং; পুং।
নরকেশরী—নরসিংহ [নরসিংহ দেখ]। নর অথচ কেশরী, কর্ম্মধা। সং; পুং।
নরগণ—জন্মকালীন গণবিশেষ। ভরণী, রোহিণী প্রভৃতি নক্ষত্রে জন্মিলে নরগণ হইয়া থাকে।
নরঘাতক—মনুষ্যহন্তা। নর শব্দ—হন+ণক ক। বিণ; ত্রি।
নরঘ্ন—নরঘাতক, মানুষহন্তা। নর—হন+টক্ ক। বিণ; ত্রি।
নরদেব—ব্রাহ্মণ; রাজা। নরগণের মধ্যে দেব, ৭তৎ। সং; পুং।
নরদেহ—মনুষ্যশরীর। ৬তৎ। সং; পুং বা ক্লী।
নরনারায়ণ—বদরিকাশ্রমস্থ ঋষিদ্বয়। ধর্ম্মরাজ-পত্নী মূর্ত্তির গর্ভে ইঁহাদের জন্ম। কথিত আছে যে, বিষ্ণুর অংশে ইঁহাদের উদ্ভব। ভ্রাতৃদ্বয়ের শরীর ভিন্ন হইলেও, অন্য সর্ব্ব বিষয়ে ইঁহারা এক ছিলেন। বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক উভয়ে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে, দেবতারা ইঁহাদের কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া অপ্সরাসহ কামদেবকে ভ্রাতৃযুগলের তপোভঙ্গার্থে প্রেরণ করেন। দেবতার মদ-গর্ব্ব ও অপ্সরার রূপগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত ইঁহারা রমণীরত্ন উর্ব্বশীকে সৃজন করিয়া ত্রিদিবে প্রেরণ করেন। কথিত আছে যে, এই নরনারায়ণই দ্বাপরের শেষে যথাক্রমে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হন। নর ও নারায়ণ, দ্বন্দ্ব, বা নর অথচ নারায়ণ, কর্ম্মধা। সং; পুং।
নরপতি—নৃপতি, রাজা। ৬তৎ। সং; পুং।
নরপশু—পশুবৎ মনুষ্য, কদাচারী পশুতুল্য মানব, নরাধম। নর রূপ পশু, রূপক কর্ম্মধা। অথবা নর পশুর ন্যায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পুং।
নরপিশাচ—মানবাকার পিশাচ, যাহার আকৃতি মনুষ্যের ন্যায় কিন্তু আচরণ পিশাচতুল্য ভয়ানক। নরাকার পিশাচ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং।
নরপুঙ্গব—মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। নর পুঙ্গব প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পুং।
নরমাংস—মনুষ্যের মাংস। ৬তৎ। সং; ক্লী।
নরমাংসাশী—(নরমাংসাশিন্)। মনুষ্য-মাংস-ভোজী। নরমাংস—অশ (ভোজন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে নরমাংসাশিনী।
নরমালা—মনুষ্যের মস্তকনির্ম্মিত মালা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
নরমেধ—যজ্ঞবিশেষ, যাহাতে নরমাংস দ্বারা যজ্ঞ করিতে হয়। সং; পুং।
নরযান—মনুষ্যবাহ্য যান; পাল্কী। সং; ক্লী।
নররাজ—নৃপতি। ৬তৎ। সং; পুং।
নররূপী—(নররূপিন্)। মানবরূপধারী। নরের রূপ, ৬তৎ। নররূপ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং।
নরলীলা—মনুষ্যকৃত ক্রীড়া, পার্থিব কার্য্য। নরের লীলা, ৬তৎ, অথবা নর কৃতা লীলা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
নরলোক—মনুষ্যলোক, মর্ত্ত্যভূমি; পৃথিবী। নরাধিষ্ঠিত যে লোক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
নরবলি—দেবপ্রীত্যর্থে পশুর ন্যায় বলিদান জন্য গৃহীত মানব। নরই বলি, কর্ম্মধা, অথবা নর রূপ বলি, রূপক। সং; পুং।
নরবাহন—১। ধনাধিপ কুবের। নর হইয়াছে বাহন যাহার, বহু। সং; পুং। ২। মনুষ্য দ্বারা বাহিত যান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
নরসিংহ—১। নরশ্রেষ্ঠ। নর সিংহ প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পুং। ২। বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। নর অথচ সিংহ, কর্ম্মধা। সং; পুং। এই অবতারে হিরণ্যকশিপু বধ হয়। ব্রহ্মার বরে দৃপ্ত হইয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নানাপ্রকারে উপদ্রব আরম্ভ করে, এবং দেবগণেরও অবধ্য হওয়ায় ঘোর বিষ্ণুদ্বেষী হইয়া উঠে; এমন কি স্বীয় পুত্র প্রহ্লাদকে হরিভক্ত জানিতে পারিয়া তাহার প্রাণ-

বিনাশের জন্য বিবিধ উপায়ে চেষ্টা করে, কিন্তু প্রকৃত হরিভক্তের বিনাশ কিছুতেই নাই। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের জীবনান্ত করিতে না পারিয়া প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহার হরি সভাস্থ স্ফটিকস্তম্ভে আছেন কি না। প্রহ্লাদ, আছেন বলায় হিরণ্যকশিপু পদাঘাতে যেমন স্তম্ভ ভগ্ন করিলেন, অমনই তাহার মধ্য হইতে বিষ্ণু অর্দ্ধসিংহ ও অর্দ্ধ নরের মূর্ত্তিতে বহির্গত হইয়া দৈত্যরাজের প্রাণবধ করিলেন।

নরসিংহদেব—উৎকল দেশের নরপতি। কথিত আছে যে, আলাউদ্দিন খিলিজির রাজত্ব-কালে ইনি গৌড়নগর অবরোধ করিয়া বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে অতিশয় লাঞ্ছিত করেন। এই সময়ে উড়িষ্যাবাসীরা ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বাঙ্গালার তাবৎ ভূভাগ জয় করিয়াছিল।

নরহত্যা—মনুষ্য বধ করা, মানুষ মারা। নর শব্দ—হন (বধ করা) + ক্যপ্ ভা + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

নরহরি—নরসিংহ অবতার। সং; পু।

নরাকার—মানবাকৃতি, মনুষ্যের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট। নরের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নরাঙ্কিত, নরেঙ্গিত—ন্যায়বিশেষ। ন্যায় দেখ।

নরাধম—অতি হেয় মনুষ্য, যে মনুষ্যের চরিত্র ও আচরণ নিতান্ত নিন্দনীয়। নরগণের মধ্যে অধম, ৭তৎ। সং; পু।

নরাধিপ—নৃপ, রাজা। ৬তৎ। সং; পু।

নরান্তক—যম; জনৈক রাক্ষস, রাবণের পুত্র। নরের অন্তক (নাশক), ৬তৎ। সং; পু।

নরায়ণ—নারায়ণ, বিষ্ণু। নরের অয়ন হয় যাহা হইতে, বহু। সং; পু।

নরাশ—রাক্ষস। নর (মানব)—অশ (ভোজন করা) + ষণ্ ক। সং; পু।

নরেন্দ্র—নৃপ, রাজা; বিষবৈদ্য। নরগণের ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। সং; পু।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব—(মহারাজ বাহাদুর স্যার্)। ইনি কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা রাজ-কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সপ্তম পুত্র ও মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র। জন্ম ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ, ১০ই অক্টোবর। ইনি হিন্দু কলেজে শিক্ষিত হইয়া কিছুদিনের জন্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৃটিস্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহিত জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং কয়েকবার উহার সভাপতিও হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের মনোনীত হইয়া ইনি কলিকাতার মিউনিসি-প্যালিটীর অন্যতম কমিসনর পদে অনেক দিন অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বড়লাটের ব্যব-স্থাপক সভার সভ্যও হইয়াছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কে, সি, আই, ই, এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মহারাজ বাহাদুর উপাধি দ্বারা ভূষিত হন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে মার্চ্চ হঠাৎ ইঁহার মৃত্যু হয়। অনেক প্রকার সাধারণ কার্য্যের সহিত ইঁহার সংস্রব ছিল। অনেক বয়সে ইঁহার মৃত্যু ঘটে, কিন্তু জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ইনি সভা সমিতিতে গমন এবং বক্তৃ-তাদি করিতে বিরত ছিলেন না। ইনি অতি অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন এবং শোভা-বাজার রাজবংশের তাৎকালিক প্রতিনিধি বলিয়া রাজসরকারে ও দেশীয় সমাজে ইঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র গোপেন্দ্রকৃষ্ণ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে উত্তরোত্তর উন্নীত হইয়া হুগলীর সেসন জজ পর্য্যন্ত হইয়াছেন। অবসর গ্রহণের পর ইনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুন রাজা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ-কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী এবং বহুবিধ সাধারণ কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

নরেন্দ্রনাথ সেন—(রায় বাহাদুর)। ইনি কলি-কাতা কলুটোলার হরিমোহন সেনের চতুর্থ পুত্র ও রামকমল সেনের পৌত্র। জন্ম—১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ, ২৩শে ফেব্রুয়ারী। নরেন্দ্র-নাথের চারি ভ্রাতাই জয়পুর রাজসরকারে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি চিরদিনই স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন। হিন্দু কলেজে কিছুদিন পাঠান্তে ইনি কাপ্তেন পামারের নিকট কয়েক বৎসর গৃহে বসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার সংবাদ-পত্রে লিখিবার অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ১৯ বৎসর বয়সে ইনি আন্লি (Anley) নামক এটর্ণীর অফিসে কার্য্য শিক্ষার জন্য প্রবেশ করেন। সেই সময় কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত ইণ্ডিয়ান ফিল্ড নামক সংবাদ-পত্রের প্রবন্ধ-লেখক স্বরূপে ঐ পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে ইণ্ডিয়ান মিরার নামক পাক্ষিক পত্র স্থাপিত হয়। মনোমোহন ঘোষ ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথ নিয়মিতরূপে ইহাতে প্রব-ন্ধাদি লিখিতেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মনোমোহন ইংলণ্ডে গমন করিলে সম্পাদন-ভার নরেন্দ্রনাথের উপরই ন্যস্ত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্টের এটর্ণী দলভুক্ত হইয়া নব ব্যবসায়ে লিপ্ত নরেন্দ্রনাথ সময়াভাবে কিছু দিনের জন্য মিরারের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তখন পত্রখানি সাপ্তাহিক হইয়াছে। কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া মিরারকে দৈনিক পত্রে পরিণত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নরেন্দ্রনাথ ইঁহার সহিত একমত হইয়া পুনরায় ইহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিলেন, এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের অল্পদিন ব্যাপী সম্পাদকতার পর নরেন্দ্রনাথ মিরারের সম্পাদনভার গ্রহণ করিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পত্রখানির একমাত্র স্বত্বাধিকারী হইয়া এখ-নও পর্য্যন্ত ইনি ইহার সম্পাদন অতি যোগ্যতা ও নির্ভীকতার সহিত করিয়া আসিতেছেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধি-স্বরূপে ইনি ১৮৯৭ হইতে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য থাকিয়া দেশহিতৈষিতা ও তেজস্বিতার সম্যক্ পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনি গীতা সভার সভাপতি। বিদেশে যাইয়া ভারতীয় যুবকগণ যাহাতে শিল্পাদি শিক্ষা করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ও অর্থানু-কূল্য করিবার জন্য কলিকাতায় একটী সমিতি আছে। নরেন্দ্রনাথ তাহারও সভা-পতি। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজ, নীতি ও ধর্ম্মসংস্কার সম্বন্ধীয় যত সভা কলিকাতায় আছে, নরেন্দ্রনাথ প্রায় সকলগুলির সহিত বিশিষ্টভাবে জড়িত আছেন। বেঙ্গল থিয়ো-জফিকেল সোসাইটি ইঁহারই নেতৃত্বাধীনে আছে। ইনি এত প্রকার কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ রাখেন যে, লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হয় কেমন করিয়া ইনি এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু এত কাজ সত্ত্বেও মিরার ইঁহার মনোযোগের প্রধান বিষয়। ইঁহার পাঠাভ্যাস, চিন্তাশীলতা ও শারীরিক পরি-শ্রম অনেক যুবকেরও আদর্শস্থানীয়। চরিত্র-নির্ম্মলতায়, দেশানুরাগে, রাজভক্তিতে, পরোপকারিতায় ইনি বঙ্গীয় সমাজে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জুন ইনি "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। ১৩১৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে ইঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে "সুলভ সমাচার" নামক সাপ্তাহিক পত্রি-কার নবপর্য্যায় প্রকাশিত হইতেছে। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এই পত্রিকার ২৫০০০ খণ্ড গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশের বিদ্যালয় ও আফিস সমূহে বিতরণ করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ অন্যতম এটর্ণী।

নরেশ, নরেশ্বর—নৃপতি, রাজা। ৬তৎ। সং; পু।

নরোত্তম—পুরুষোত্তম, নারায়ণ; হরিভক্ত সাধক বিশেষ। নরের মধ্যে উত্তম, ৭তৎ। সং; পু।

নর্ত্তক—১। নৃত্যকারক, নৃত্যব্যবসায়ী। নৃত (নাচা) + ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। নট। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নর্ত্তকী।

নর্ত্তকত্রিপদী—ছন্দঃ দেখ।

নর্ত্তকী—১। নৃত্যকারিণী, নাচওয়ালী। নর্ত্তক দেখ; নর্ত্তক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নটী; করিণী। সং; স্ত্রী।

নর্ত্তন—নৃত্য, নাচ। নৃত (নাচা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে নর্ত্তক, নর্ত্তিত।

নর্ত্তনশালা—নৃত্যাগার, নাচঘর। সং; স্ত্রী।

নর্ত্তিত—১। যাহাকে নাচান হইয়াছে এরূপ, কম্পিত; দোলিত। ণিজন্ত নৃত (নাচান)+ক্ত র্ম্ম। ২। নৃত্য, নাচ। নৃত+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

নর্থব্রুক-লর্ড—(Thomas George Baring, first Earl of Northbrook) জন্ম—১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে জানুয়ারী। ইনি কিছুদিন ইংলণ্ডে বিবিধ রাজকার্য্য করিয়া ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা মে ভারতের ভাইসরয় হইয়া আসেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বেহার প্রদেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ইনি যথাসময়ে ব্যবস্থা করিয়া অতি দক্ষতার সহিত সেই দুর্ভিক্ষ প্রশমিত করেন। ইনি সে বৎসর শিমলা গমন রহিত করিয়া কলিকাতায় থাকিয়া দুর্ভিক্ষ দমনের সন্তোষজনক ব্যবস্থা করেন। বরোদার গাইকোবাড় মহ্লার রাও বৃটিশ রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারকে (Phayre) বিষ প্রদানে লোকান্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই অভিযোগের তথ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য লর্ড নর্থব্রুক একটী কমিসন নিযুক্ত করেন। কমিসনের সদস্যস্বরূপে তিন জন ইংরাজ-কর্ম্মচারী (কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কাউচ, রিচার্ড মীড, ও ফিলিপ মেল্ভিল) ও তিন জন দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক (গোয়ালিয়র এবং জয়পুরের রাজা ও দিনকর রাও) নিযুক্ত করেন। শেষোক্ত তিনজন অভিযুক্তকে নির্দ্দোষ এবং প্রথমোক্ত তিনজন তাঁহাকে দোষী স্থির করেন। লর্ড নর্থব্রুক ইংরাজ কর্ম্মচারিত্রয়ের মত অনুমোদন করিয়া মহ্লার রাওকে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত করেন এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে রাজবংশসম্ভূত একটি বালককে গাইকোবাড় বলিয়া মনোনীত করেন। সেই বালকটীই সুপ্রসিদ্ধ, বর্ত্তমান গাইকোবাড়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকালে ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইনকম্ টেক্স উঠাইয়া দিয়া নর্থব্রুক ভারতীয় প্রজার অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। ইনি অতি ধীরপ্রকৃতি ছিলেন। বিপত্নীক ছিলেন বলিয়া ইঁহার কন্যা মিস্ বেয়ারিং গভর্ণমেণ্ট হাউসের সামাজিক ব্যাপারে কর্ত্রী ছিলেন। তুলার শুল্ক সম্বন্ধে ভারতসচিবের সহিত মতান্তর হওয়ায় নর্থব্রুক ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রেল কার্য্য ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেখানে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে, ১০ই নভেম্বর ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

নর্দ্দটক—সপ্তদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; ক্লী।

নর্দ্দিত—শব্দযুক্ত, শব্দিত; স্তুত। নর্দ্দ (শব্দ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

নর্দ্দিনী—নন্দী দেখ।

নর্দ্দী—শ্লাঘাকারী; শব্দায়মান। নর্দ্দ (শব্দ করা)+ণিন্ ক=নর্দ্দিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নর্দ্দিনী।

নর্ম্ম—ক্রীড়া; পরিহাস, কৌতুক। নৃ (লইয়া যাওয়া)+মন্ ণ=নর্ম্মন্, ১মার ১বচন। সং; ক্লী।

নর্ম্মঠ—১। ক্রীড়ারত। নর্ম্ম দেখ; নর্ম্মন্ শব্দ (ক্রীড়া)—স্থা (থাকা)+ড ক, নিপাতনে। বিণ; ত্রি। ২। চুচুক, স্তনাগ্রভাগ; লম্পট। সং; পু।

নর্ম্মদ—কেলিকর; পরিহাসপ্রদ। নর্ম্ম দেখ; নর্ম্মন্—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি।

নর্ম্মদা—নদীবিশেষ, এই নদী ভারতের মধ্য প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া কাম্বে উপসাগরে পড়িতেছে, রেবানদী। নর্ম্মদ দেখ; নর্ম্মদ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

নর্ম্মসচিব—ক্রীড়াসহচর; মোসাহেব। ৬তৎ। সং; পু।

নল—তৃণবিশেষ, শর, খাক্ড়া; নিষধরাজ, দময়ন্তীর পতি; বানরবিশেষ, রামের কপিসৈন্যের একজন সেনানী। নল (বন্ধন করা)+অন্ ক। সং; পু।

নিষধপতি নলের বৃত্তান্ত এইরূপ;—

ইনি চন্দ্রবংশীয় রাজা বীরসেনের পুত্র। ইনি যেমন রূপবান্, তেমনই গুণবান্ ছিলেন। সত্যপালন ইঁহার দৃঢ় ব্রত ছিল। ইনি ন্যায়ানুসারে প্রজাপালনই রাজার প্রধান কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পুণ্যকর্ম্মের জন্য নল এতদূর প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহাতে ইনি পুণ্যশ্লোক নামে অভিহিত হইয়া নরোত্তম জনার্দ্দনের সহিত তুলনীয় হইয়া রহিয়াছেন;—

"পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥"

বিদর্ভরাজকুমারীর অসামান্য রূপগুণের কথা শুনিয়া নলের মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে, একটি কামচারী মরাল ইঁহার দূত হইয়া দময়ন্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক ইঁহার রূপগুণের বিষয় বিবৃত করে। এইরূপে উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হইলেন। অতঃপর দময়ন্তীর স্বয়ংবর ঘোষিত হইলে, নল বিদর্ভে যাত্রা করিলেন। পথে ইন্দ্রাদি দিক্পালের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারা কোনও বিশেষ কার্য্যের জন্য ইঁহাকে অনুরোধ করিলেন। নল দময়ন্তীর পাণিগ্রহণাভিলাষী দেবগণের মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের কার্য্য করিতে সম্মত হইলে, তাঁহারা ইঁহাকে আপনাদের দূতস্বরূপে দময়ন্তীর নিকট যাইতে বলিলেন। সত্যপরায়ণ নল আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। স্বয়ং দময়ন্তীর পাণিপ্রার্থী হইয়াও আপনার অঙ্গীকার পালনজন্য দূতের বেশে বিদর্ভাভিমুখে চলিলেন, এবং দেববরে অন্যের অদৃশ্যভাবে দময়ন্তীর নিকট উপস্থিত হইলেন। উভয়েই উভয়ের রূপে মুগ্ধ হইলেন। নল কিন্তু আত্মসংযম করিয়া রাজকন্যার নিকট দেবতাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সত্যপালন জন্য ইঁহার আত্মোৎসর্গের এইরূপ প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়া, দময়ন্তী ইঁহার উপর অধিকতর প্রীতা হইলেন, এবং সভায় সর্ব্বজন সমক্ষে যে ইঁহাকেই বরমাল্য প্রদান করিবেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। নল দেবতাদিগের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। অতঃপর স্বয়ংবর সভায় দময়ন্তী ইঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলে, দেবগণ প্রীত হইয়া ইঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। নল ভার্য্যাসহ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া সুখে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ইঁহার ইন্দ্রসেন নামে এক পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভা হইতে দেবগণ যৎকালে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে কলি তাঁহাদের নিকট দময়ন্তীর দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া মানব নলকে বরমাল্য প্রদানের কথা শ্রবণে অত্যন্ত কুপিত হইয়া নল-দময়ন্তীর অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। কলি দ্বাদশ বৎসর কাল নলের শরীরে প্রবেশ করিবার ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া তাহা না পাইয়া একরূপ হতাশ হইয়া পড়িলেন। দৈবাৎ একদিন নল মূত্রত্যাগ করিয়া পদধৌত না করিয়াই সন্ধ্যা আহ্নিক করেন। সেই ছিদ্র পাইয়া কলি ইঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর, কলির উত্তেজনায় নল ভ্রাতা পুষ্করের সহিত অক্ষক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সস্ত্রীক রাজপুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক নগরের বহির্দ্দেশে তিন অহোরাত্র বাস করিলেন। পুষ্করের শাসনে কেহ ইঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান না করায়, অবশেষে ইঁহারা বনে গমন করিলেন, এবং তিন দিন অনাহারে থাকায় ক্ষুধার তাড়নায় আহার্য্যের নিমিত্ত চেষ্টিত হইলেন। কয়েকটি পক্ষী দেখিয়া

ধরিবার জন্য নল তাহাদের উপর আপনার পরিধেয় বস্ত্র নিক্ষেপ করায় তাহারা বস্ত্রসহ উড্ডীয়মান হইল। এইরূপে বসনহীন হইয়া ইনি ভার্য্যার বস্ত্রের একাংশ পরিধান করিলেন। দময়ন্তীকে বিদর্ভে যাইবার পথ প্রদর্শন করিলে, তিনি স্বামীকে ঈদৃশ দুরবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অসম্মতা হইলেন। অনন্তর, পর্য্যটন করিতে করিতে উভয়ে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ও পথশ্রমে একান্ত অভিভূত হইয়া বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন, এবং অবসাদ হেতু উভয়েই অচিরাৎ নিদ্রিত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে নল জাগরিত হইলেন, এবং শরীরস্থ কলির প্ররোচনায় বিকৃতবুদ্ধি হইয়া আপনার পরিহিত বস্ত্রাংশ ছিন্ন করিয়া লইয়া পতিপ্রাণা পত্নীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বনান্তরে গমন করিলেন। অতঃপর ইনি বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দহ্যমান কর্কোটক নাগের কাতর ক্রন্দন শ্রবণে দ্রুতপদে তথায় যাইয়া নাগকে অনল হইতে উদ্ধার করিলেন। নাগবর নলের স্পর্শে নারদের শাপ হইতে মুক্ত হইয়া প্রত্যুপকারস্বরূপ নলকে দংশন করিলে, ইনি বিবর্ণ হইয়া গেলেন। কর্কোটক ইঁহাকে অযোধ্যায় গমন করিয়া ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়ে থাকিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে নল বাহুক নাম ধারণপূর্ব্বক অযোধ্যানাথের অশ্বাধ্যক্ষ হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে অসূর্য্যম্পশ্যা, সাধ্বী, কোমলাঙ্গী দময়ন্তী নিদ্রাভঙ্গে পতিকে নিকটে না দেখিয়া চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন; তাঁহার মস্তকে যেন অশনিপাত হইল। অবশেষে বহু ক্লেশভোগ করিয়া তিনি অতি কষ্টে পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং স্বামীর অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে চর প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সাঙ্কেতিক বার্ত্তাসহ দূত অযোধ্যায় উপস্থিত হইলে, নল তাহার উত্তর দিলেন। স্বামীর অযোধ্যায় অবস্থিতির বিষয় অবগত হইয়া দময়ন্তী আপনার মিথ্যা পুনঃ স্বয়ংবরের সংবাদ তথায় প্রেরণ করিলেন। ঋতুপর্ণ রাজা স্বয়ংবর-সভা দেখিবার জন্য নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্ব্ব দিনে বিদর্ভাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নলের অশ্ববিদ্যার অসামান্য দক্ষতার প্রভাবে একদিনে অযোধ্যা হইতে বিদর্ভ গমন দুরূহ হইল না। নলের অশ্ববিদ্যায় বিস্মিত হইয়া অযোধ্যাপতি আপনার অক্ষবিদ্যার ক্ষমতা প্রদর্শনপূর্ব্বক নলকে বিস্মিত করিলেন। উভয়ে তখন স্ব স্ব বিদ্যার বিনিময় করিলেন। অক্ষবিদ্যা প্রাপ্ত হইলে, নলের শরীর হইতে কলি অন্তর্হিত হইলেন। বিদর্ভে উপস্থিত হইয়া নল অশ্বশালায় অন্যান্য সারথিদিগের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অতঃপর ইনি দেববরে অদত্ত অগ্নি ও জল ব্যতিরেকেও সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিলে, দময়ন্তী বুঝিলেন যে, ঋতুপর্ণের সারথিই তাঁহার স্বামী। অন্যান্য উপায়ে দময়ন্তী সারথির নলত্ব বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া ইঁহার নিকট গমন করিলে, উভয়ে মিলিত হইলেন। অনন্তর, কর্কোটকের নির্দ্দেশানুসারে নল আপনার স্ব-রূপ প্রাপ্ত হইলেন। ঋতুপর্ণ রাজা নলের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া অতিশয় আনন্দিত মনে স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। কিছুদিন পরে নলও আপনার রাজ্যে যাইয়া পুষ্করকে দ্যূতে বা যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। পুষ্কর দ্যূতে পরাজিত হইয়া রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলে, নল দময়ন্তীকে আপনার রাজধানীতে আনয়নপূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন পুত্রকলত্রাদি পরিজনবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া হইয়া অতি সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

নলক—১। শাকাদির ডাঁটা; সচ্ছিদ্র অস্থি; নল; পাব্। নল দেখ; নল শব্দ—কৈ+ড ক। সং; ক্লী। ২। নাসিকার অলঙ্কার-বিশেষ। দেশজ।

নলকিনী—জানুসন্ধি। নলক দেখ; নলক শব্দ +ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নলকীল—জানু, হাঁটু। নলের (নলতুল্য অস্থির) কীল (শঙ্কুস্বরূপ), ৬তৎ। সং; পু।

নলকুবর—কুবেরের পুত্র। অপ্সরা রম্ভা একদিন বেশভূষা করিয়া পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুসারে ইঁহার নিকট যাইতেছিলেন, এমন সময় লঙ্কেশ্বর তাঁহাকে পথে পাইয়া তাঁহার প্রতি অনুচিত বলপ্রকাশ করেন। রাবণের কবল হইতে মুক্ত হইয়া রম্ভা ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া রাবণের দুরাচারের কথা প্রকাশ করিলে ইনি যোগবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া রাবণকে অভিসম্পাত করেন যে, অতঃপর রাবণ কোনও স্ত্রীর অনিচ্ছায় তাহার প্রতি বলপ্রকাশ করিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন। এই অভিশাপ প্রযুক্তই রাবণ সীতাকে হস্তগত করিয়াও বলপ্রকাশে তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে সাহসী হন নাই।

নলকুবর এবং তাঁহার ভ্রাতা মণিগ্রীব একদিন সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া নগ্নবেশে রমণীগণসহ জলবিহার করিতেছিলেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হন। ভ্রাতৃদ্বয় নারদের যথোচিত সম্মান না করায় ঋষিবর ইঁহাদিগকে শাপ প্রদান করিয়া বৃন্দাবনে যমল অর্জ্জুন বৃক্ষরূপে পরিণত করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শে ইঁহারা শাপমুক্ত হন। কথিত আছে যে, পূর্ব্বোক্ত কারণে আর একদিন অন্নদা ইঁহাকে এবং ইঁহার পত্নীদ্বয় পদ্মিনী ও চন্দ্রাকে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করেন। ইনি ভবানন্দ মজুমদার এবং ইঁহার পত্নীদ্বয় পদ্মমুখী ও চন্দ্রমুখী নামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন।

নলদ—১। নলদাঃ। নল শব্দ—দা (দেওয়া) +ড ক। বিণ; ত্রি। ২। উশীর, বেণার মূল, খশ্‌খশ্; পুষ্পমধু। সং; ক্লী।

নলপট্টিকা—দরমা, চাঁচ; নলের চেটাই। নল নির্ম্মিতা যে পট্টিকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নলিকা, নলী—সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ; ডাঁটা; চোঙা; নাড়ী। নলিকা=নল শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। নলী=নল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নলিত—নালুতে শাক। নল (বন্ধন করা)+ক্ত ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নলিতা।

নলিতা—নালুতে শাক। নলিত দেখ; নলিত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

নলিন—পদ্ম; জল। নল+ইন ক। সং; ক্লী।

নলিনী—পদ্মিনী; কমলাকর; স্বর্নদী। নল+ইন ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। [ও ক্লী।

নলিনীরুহ—পদ্মযোনি, ব্রহ্মা; মৃণাল। সং; পু

নলিনেশয়—নারায়ণ। নলিন (পদ্ম) শব্দের ৭মীর ১বচনে নলিনে; নলিনে—শী (শয়ন করা)+অন্ ক। সং; পু।

নলী—নলিকা দেখ।

নল্ব—চতুঃশত হস্ত পরিমিত স্থান। নল (বন্ধন বা দীপ্তি)+ব ক। সং; পু।

নব—১। নূতন, নবীন। নু (স্তুতি করা)+অল্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। স্তব। নু+অল্ ভা। সং; পু। ৩। নয়, ৯ সংখ্যাযুক্ত। নু+অন্ র্ম্ম=নবন্, তাহারই প্রথমান্ত পদ। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

নবকলিকা—নব কোরক, নূতন কুঁড়ি। কর্ম্মধা।

নবকার্ত্তিক—নবজাত কার্ত্তিকের ন্যায় সুন্দর।

নবকুমার—নবজাত শিশু। নব জাত কুমার, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

নবকৃষ্ণ দেব—(মহারাজ বাহাদুর)। ইনি কলিকাতার শোভাবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পিতার নাম রামচরণ। রামচরণের পিতামহ কামিনীকান্ত মোগল সরকারে কর্ম্ম করিয়া "ব্যবহর্ত্তা" উপাধি পাইয়াছিলেন। ব্যবহর্ত্তা অর্থে রাজকর্ম্মচারী। নবকৃষ্ণ রামচরণের কনিষ্ঠ পুত্র। রামচরণ মুড়াগাছা হইতে বাস উঠাইয়া গোবিন্দপুর (বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম) নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এইখানেই অনুমান ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে নবকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। পরে দুর্গ নির্ম্মাণ জন্য যখন গোবিন্দপুর গ্রাম কোম্পানী লইলেন, তখন রামচরণ

সুতানুটিতে আসিয়া একখানি বাড়ী ক্রয় করিলেন। এই বাড়ীই বর্ত্তমান রাজবাড়ীর "পূর্ব্বপুরুষ" স্বরূপ। অল্প বয়সে নবকৃষ্ণ পিতৃহীন হন। ১৮ বৎসর বয়সে ইনি ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে পারসী ভাষায় শিক্ষা দিতেন। লর্ড ক্লাইবের মুৎসুদ্দি লক্ষ্মীকান্ত (অপর নাম নকুধর) নবকৃষ্ণকে নিজের অধীনে একটি কর্ম্ম দেন। ইঁহার পারস্য ভাষায় পারদর্শিতা দেখিয়া ক্লাইভ ইঁহাকে কোম্পানির মুন্সি-পদে অধিষ্ঠিত করেন ও ইঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া অনেক বিশ্বস্ত কার্য্যে ইঁহাকে নিযুক্ত করেন। নবকৃষ্ণ ক্লাইভের উপঢৌকন লইয়া হালসীবাগানে অবস্থিত ও কলিকাতা আক্রমণে আগত নবাব সিরাজউদ্দৌলার শিবিরে গমন করেন ও তাঁহার গতিবিধির গুপ্ত সংবাদ আনিয়া দেন। ক্লাইভের সহিত মিরজাফরের সম্মিলন ইনিই ঘটাইয়া দেন। উভয়ের মধ্যে সুবেদারী সম্বন্ধে যে অঙ্গীকার-পত্র লিখিত হয়, ইঁহার ভিতরও নবকৃষ্ণ ছিলেন। মিরকাসিমের সহিত যুদ্ধের সময় ইনি মেজর এডাম্‌সের সঙ্গে ছিলেন। সম্রাট্ সাহ আলম ও অযোধ্যার নবাবের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপন হয়, তাহার মধ্যেও ইনি ছিলেন। বেনারস সম্বন্ধে বলবন্তসিংহের সহিত এবং বেহার সম্বন্ধে সেতাব রায়ের সহিত যে চুক্তি হয়, নবকৃষ্ণ তাহার মূলেও ছিলেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ সম্রাট্ সাহ আলমের নিকট হইতে নবকৃষ্ণকে রাজা বাহাদুর ও মন্সব্ পঞ্চহাজারী উপাধি ও সেই সঙ্গে ৩০০০ অশ্বারোহী, পাল্‌কি-ঝালরদার ও নাকাড়া রাখিবার অধিকার আনাইয়া দেন। পর বৎসর আবার মহারাজ বাহাদুর ও ষষহাজারী উপাধি এবং ৪০০০ অশ্বারোহী রাখিবার অধিকার সম্রাটের নিকট হইতে ক্লাইভ আনাইয়া দেন এবং পারস্য ভাষায় খোদিত একটি স্বর্ণপদক নবকৃষ্ণকে অর্পণ করেন। এই উপলক্ষে ক্লাইভ ইঁহাকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ, রত্নভূষণ, তরবারি, ঢাল, অশ্ব ও হস্তী দান করিয়াছিলেন এবং প্রাসাদদ্বার রক্ষণ জন্য সিপাহী দিয়াছিলেন। খেলাৎ গ্রহণানন্তর নবকৃষ্ণ মহা সমারোহে গজপৃষ্ঠে প্রাসাদে প্রত্যাগমন করেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ ইঁহাকে সুতানুটির জমিদারী স্বত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কলিকাতার যাবতীয় ধনী এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্লাইভ সে প্রতিবাদ গ্রাহ্য করেন নাই। নবকৃষ্ণ নিম্নলিখিত কার্য্যালয়গুলির অধ্যক্ষ ছিলেন। (১) মুন্সী দপ্তর অর্থাৎ পারস্যভাষা বিভাগের সেক্রেটারীর আফিস; (২) আরজবেগী দপ্তর অর্থাৎ যেখানে আবেদনসকল গৃহীত হইত (৩) জাতিমালা কাছারি অর্থাৎ যেখানে জাতিঘটিত অভিযোগের বিচার হইত (৪) খাজানাখানা অর্থাৎ যেখানে কোম্পানীর টাকা রক্ষিত হইত; (৫) মাল আদালত, অর্থাৎ ২৪ পরগণার রাজস্বসম্বন্ধীয় বিচারালয়; এবং (৬) তহসিল দপ্তর, অর্থাৎ ২৪ পরগণার কালেক্টারের আফিস রাজবাড়ীতে বসিয়াই নবকৃষ্ণ সকল কার্য্য দেখিতেন। ক্লাইভ অবসর গ্রহণ করার পর হেষ্টিংসের সময়েও ইনি এই সকল কার্য্য দেখিতেন। পরন্তু ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস ইঁহাকে বর্দ্ধমানের মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের অভিভাবক এবং বর্দ্ধমান ষ্টেটের ম্যানেজার স্বরূপে নিযুক্ত করেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে নভেম্বর নবকৃষ্ণ পরলোক গমন করেন। ইঁহার বিদ্যানুরাগ যথেষ্ট ছিল প্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ইঁহার সভার অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। ইনি বহুযত্নে ও অর্থব্যয়ে পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অনেকগুলি লিপি সংগৃহীত করিয়াছিলেন। কলিকাতা পাথুরিয়া গির্জ্জা (St. Johns' Cathedral) যেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ও তৎসন্নিহিত স্থান (যাহা কবর দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল) নবকৃষ্ণ কোম্পানীকে দান করিয়াছিলেন। রাজবাড়ীর "দেওয়ানখানা" নামক বৃহৎ হল-ঘর পলাশীযুদ্ধজয় স্মরণার্থে নবকৃষ্ণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘর সাধারণ সমক্ষে উন্মুক্ত হইবার দিনে ক্লাইভ উপস্থিত ছিলেন। নবকৃষ্ণ বহুদিন পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামসুন্দরের পুত্র গোপীমোহনকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। পরে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ নামে এক পুত্র জন্মে। বিষয় লইয়া ইঁহারা দুইজনে সুপ্রিম কোর্টে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া মোকদ্দমা করেন। পরে বিষয় সম্পত্তি সমান ভাগে বিভক্ত হয়। নবরত্নশোভিত নাটমন্দির ও উদ্যানসংবলিত পুরাতন বাড়ী যাহা রাস্তার উত্তরে অবস্থিত, সেইটী গোপীমোহনের অংশে পড়িল। আর রাস্তার দক্ষিণে অবস্থিত বাড়ীটি রাজকৃষ্ণের অধিকারে আসিল। গোপীমোহন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিক কর্ত্তৃক রাজা বাহাদুর উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ইনি পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন এবং ভূগোল, জ্যোতিষ ও সঙ্গীত বিদ্যার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। রাধাকান্ত (পরে রাজা স্যার্) নামক এক পুত্র রাখিয়া গোপীমোহন ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই মার্চ্চ দেহত্যাগ করেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণের বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল, কমাণ্ডার-ইন্ চিফ প্রভৃতি উচ্চতন কর্ম্মচারীরা বিবাহ অভিযানে যোগ দেন। এই অভিযানে ৪০০০ অশ্বারোহী উপস্থিত ছিল। রাজকৃষ্ণও রাজা বাহাদুর উপাধি পাইয়াছিলেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার আট পুত্র—শিবকৃষ্ণ, কালীকৃষ্ণ, দেবীকৃষ্ণ, অপূর্ব্বকৃষ্ণ, মাধবকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ, ও যাদবকৃষ্ণ। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে স্বীয় পাণ্ডিত্যে যশস্বী হইয়াছিলেন।

নবগ্রহ—সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু, এই নয় গ্রহ। সং; পু।

নবচ্ছিদ্র—শরীর। নব (৯ সংখ্যক) হইয়াছে ছিদ্র যাহাতে, বহু। সং; স্ত্রী।

নবজাত—সদ্যঃ বা অল্প দিবস পূর্ব্বে উৎপন্ন। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

নবজীবন—নূতন জীবনলাভ, অপকৃষ্ট অবস্থার পর উৎকৃষ্ট অবস্থা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নবজ্যোতিঃ—নূতন কান্তি, নবীন দীপ্তি। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [কম্বল। সং।

নবত—কুথ, হস্তিপৃষ্ঠে আস্তরণার্থ বস্ত্র বা

নবতারাবলী—নূতন তারকাশ্রেণী। তারার আবলী, ৬তৎ। নব যে তারাবলী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নবতি—নব্বই, ৯০। নব গুণিত যে দশ, কর্ম্মধা। নিপাতনে। বিণ; স্ত্রী।

নবতিতম—৯০ সংখ্যার পূরণ। নবতি শব্দ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

নবদম্পতি—নববিবাহিত পত্নী ও পতি। দ্বন্দ্ব ও কর্ম্মধা। সং; পু।

নবদল—নূতন পত্র; নূতন পদ্মের পাপ্‌ড়ী। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নবদশ—উনবিংশতি, ১৯। নব অধিক দশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

নবদুর্গা—পার্ব্বতী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী, সিদ্ধিদা, এই নয় দুর্গামূর্ত্তি। সং; স্ত্রী।

নবদ্বার—কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু, উপস্থ, দেহস্থ এই নয় দ্বার। সং; ক্লী।

নবধা—নয় প্রকার; নয়বার। নব দেখ; নবন্ শব্দ (নয়)+ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

নবধাতু—স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, সীসক, তাম্র, রঙ্গ, লৌহ, কাংস্য এবং কান্ত লৌহ এই নয়টী ধাতু। কর্ম্মধা। সং; পু।

নবন্—নব দেখ।

নবনবতি—নিরনব্বই, ৯৯। নবদ্বারা অধিকা যে নবতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; স্ত্রী।

নবনিযুক্ত—নূতন প্রবর্ত্তিত, যাহাকে অল্পদিন

হইল নিয়োগ করা হইয়াছে। ২তৎ। বিণ; ত্রি। [সং: ক্লী।

নবনী—ননী, মাখন। নব শব্দ+নী+ক্বিপ্ র্ম্ম।

নবনীত—ননী, মাখন। নব (নূতন) যে নীত (যাহা লওয়া হয়), কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নবনীতক—ঘৃত। নবনীত শব্দ (ননী)—কৈ (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক। সং; ক্লী।

নবনীরদ—নূতন মেঘ। কর্ম্মধা। সং; পু।

নবপত্রিকা—কদলী, দাড়িমী, ধান্য, হরিদ্রা, মান, কচু, বিল্ব, অশোক, জয়ন্তী, এই নয় পত্রিকাযুক্তা স্ত্রীমূর্ত্তি। [দুর্গোৎসব উপলক্ষে পূজারম্ভের পূর্ব্বে এতদ্দেশে নবপত্রিকা প্রবেশের নিয়ম আছে]। নব (নয়) পত্রিকার সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; স্ত্রী।

নবপরিচ্ছদ—নূতন পোষাক। কর্ম্মধা। সং; পু।

নবপ্রাশন—নবান্নভক্ষণ। নবের (নবান্নের) প্রাশন (ভোজন), ৬তৎ। সং; ক্লী।

নবকলিকা—নবোঢ়া; প্রথম ঋতুমতী। বহু। বিণ; স্ত্রী।

নবফুল্ল—নূতন প্রস্ফুটিত। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

নবম—৯ সংখ্যার পূরণ। নব দেখ; নবন্ শব্দ +মট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নবমী।

নবমল্লিকা, নবমালিকা—পুষ্পবিশেষ; লতাবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নবমী—চন্দ্রের নবম কলার হ্রাসবৃদ্ধি ক্রিয়াসম্ভূত তিথিবিশেষ। বৈশাখের শুক্লা নবমী, সীতানবমী, ভাদ্রের শুক্লা তালনবমী, আশ্বিনের কৃষ্ণা বোধন নবমী, আশ্বিনের শুক্লা মহানবমী, কার্ত্তিকের শুক্লা দুর্গানবমী, মাঘের শুক্লা মহানন্দা, চৈত্রের শুক্লা শ্রীরাম নবমী। সং; স্ত্রী।

নবযজ্ঞ—নবান্নরূপ যজ্ঞ। নব (নব ধান্য নির্ম্মিতক) যে যজ্ঞ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং, পু। [স্ত্রী।

নবযুবতী—নূতন যৌবনবিশিষ্টা। কর্ম্মধা। বিণ;

নবযৌবন—নূতন যুবা অবস্থা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নবযৌবনসঞ্চার—যৌবনের প্রথমাংশের আবির্ভাব। কর্ম্মধা ও ৬তৎ। সং; পু।

নবযৌবনা—নূতন যুবতী। নব (নূতন) হইয়াছে যৌবন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

নবরঙ্গ—কুলীন কায়স্থদিগের নয় প্রকার কন্যা আদানপ্রদানরূপ কুলকার্য্য।

নবরত্ন—১। মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য্য, গোমেদ, বজ্র, বিদ্রুম, পদ্মরাগ, মরকত, নীলকান্ত, এই নয় রত্ন। দ্বিগু। সং; ক্লী। ২। ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি,—রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ এই নয় জন পণ্ডিত। সং; পু।

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু
বেতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নববিক্রমস্য।"

নবরস—কাব্যে প্রচলিত নয় প্রকার রস [কাব্যরস দেখ]। সং; পু।

নবরাত্র—আশ্বিনমাসীয় শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে নবমী পর্য্যন্ত নয় তিথি; ঐ কয় দিবস অনাহারে থাকিয়া করণীয় ব্রতবিশেষ। সং; ক্লী।

নবলক্ষণ—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বেদপাঠ, তপস্যা, দান, ব্রাহ্মণের এই নয় প্রকার চিহ্ন। কর্ম্মধা। সং।

নববধূ—নবোঢ়া স্ত্রী, নূতন বৌ। কর্ম্মধা। স্ত্রী।

নববর্ষ—১। নূতন বৎসর; নূতন বর্ষণ। কর্ম্মধা। ২। ভারতাদি নয় (৯) বর্ষ। দ্বিগু। সং; পু ও ক্লী।

নববসন্ত—নবাগত বসন্ত ঋতু। কর্ম্মধা। সং; পু।

নববস্ত্র—নূতন কাপড়। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [শাস্ত্রে নববস্ত্র পরিধানের দিন এইরূপ কথিত হইয়াছে—বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, হস্তা, বিশাখা, উত্তরাত্রয়, জ্যেষ্ঠা, পুনর্ব্বসু, স্বাতী, চিত্রা অশ্বিনী এবং রেবতী নক্ষত্রে নববস্ত্র পরিধান প্রশস্ত]। [চশস্। ব্য।

নবশঃ—নয় নয় করিয়া। নবন্ শব্দ (নয়)+

নবশায়ক—সদ্গোপ, মালাকার, তৈলী, তাঁতি, মোদক (ময়রা), বারুই, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, নাপিত, এই নয়জাতি, ইহাদিগকে সাধারণতঃ নবশাক বলে। সং; পু।

"গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদকবারুজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥"

নবসূতিকা—নবপ্রসূতা নারী; ধেনু। সং; স্ত্রী।

নবাগত—নূতন উপস্থিত, যে নূতন আসিয়াছে এরূপ। নবভাবে আগত, ২তৎ। বিণ।

নবান্ন—১। নূতন অন্ন। নব যে অন্ন, কর্ম্মধা। ২। স্বনামখ্যাতা বার্ষিকী ক্রিয়া, এই ক্রিয়া না করিয়া নূতন তণ্ডুল ভক্ষণ নিষিদ্ধ। ক্লী।

নবাম্বিকা—ব্রহ্মাণী, মাহেশী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, মাহেন্দ্রী, চণ্ডিকা, মহালক্ষ্মী, এই নয় অম্বিকা অর্থাৎ দুর্গামূর্ত্তি। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

নবারুণ—নূতন সূর্য্য, নবোদিত সূর্য্য। কর্ম্মধা।

নবারুণরাগরঞ্জিত—নবোদিত সূর্য্যের রক্তবর্ণ কিরণে ভূষিত। নবারুণের রাগ, তদ্দ্বারা রঞ্জিত, ৬তৎ ও ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

নবার্চ্চিঃ—মঙ্গলগ্রহ। সং; পু।

নবার্জ্জিত—নূতন উপার্জ্জিত, নূতন সংগৃহীত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

নবীকরণ—যাহা একবার পুরাতন হইয়াছিল তাহাকে নূতন করা। নব শব্দ (নূতন)+অভূততদ্ভাবার্থে চি্ব=নবী, তদুত্তরে কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে নবীকৃত।

নবীকৃত—যাহা পুনরায় নূতন করা হইয়াছে এরূপ। নব শব্দ (নূতন)+অভূততদ্ভাবার্থে চি্ব=নবী, তদুত্তরে কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নবীকরণ।

নবীন—নূতন, নব্য; তরুণ। নব শব্দ (নূতন) +ঈন। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নবীনত্ব।

নবীনচন্দ্র সেন—১২৫৩ সালের ২৯শে মাঘ চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা গোপীমোহন সেন মুন্সেফ ছিলেন। নবীনচন্দ্র চট্টগ্রামের পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া স্কুলে প্রবেশ করেন। মাতার অত্যধিক প্রশ্রয় পাইয়া ইনি বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্কুলে নবীনচন্দ্র শাসনের অতীত হইয়াছিলেন। স্কুলেই ইনি Wicked the great (দুষ্টের শিরোমণি) এই উপাধি পাইয়াছিলেন। ইঁহার পিতা অতিশয় দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার প্রচুর আয় ছিল বটে, কিন্তু তিনি কিছুমাত্র সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। পুত্রের এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাঠে অমনোযোগ দেখিয়া তিনি একদিন আক্ষেপ করিয়া পুত্রকে বলিয়াছিলেন, "বৎস, লেখাপড়া না করিলে তোমাকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইবে, আমি তোমার জন্য একটী পয়সাও রাখিয়া যাইতে পারিব না।" ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র চট্টগ্রাম স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ এ পাশ করেন। নানা কারণে ইঁহার পিতা এই সময়ে খরচ বন্ধ করিলে ইনি ছেলে পড়াইয়া সেই আয়ের দ্বারা বি এ পড়িতে লাগিলেন। এই সময়েই ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। অনন্তর ইনি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বি এ পাশ করেন এবং কয়েক মাসের মধ্যে প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ইনি বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত কবিতাপ্রিয় ছিলেন। পাঠ্যাবস্থাতেই ইনি বিবিধ বিষয়ক কবিতা লিখিয়া অনেক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার যখন এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক, সেই সময় নবীনচন্দ্রের অনেক কবিতা এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত হয়। এ বিষয়ে প্যারিচরণ ইঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। ইঁহার যৌবনকালের রচনায়ও বিলক্ষণ কবিত্বশক্তি দৃষ্ট হয়। ১২৭৮ সালে ইঁহার অবকাশ-রঞ্জিনী

বাহির হয়। কবি সুকৌশলে আপনার জীবনের সুখ দুঃখের কাহিনী এই কাব্যে সন্নিবিষ্ট করেন। অনন্তর ১২৮২ সালে ইঁহার পলাশীর যুদ্ধ কাব্য প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক প্রকাশিত হইলে ইনি যে একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন। এই পলাশীর যুদ্ধ কাব্য নাটকাকারে পরিণত হইয়া বহুবার বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল। অতঃপর কবিবর ক্রমে ক্রমে রঙ্গমতী, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, অমিতাভ প্রভৃতি কাব্য প্রণয়ন করেন। এ সকল কাব্যেই ইনি সাধারণের নিকট যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ফলতঃ নবীনচন্দ্র একজন স্বভাবকবি ছিলেন। বঙ্গভাষা চিরকাল নবীনচন্দ্রের নিকট ঋণী থাকিবে।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী চট্টগ্রামস্থ স্বীয় বাসভবনে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটিয়াছে। নবীনচন্দ্র নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও প্রণয়ন করিয়াছেন;—প্রবাসের পত্র; প্রভাস; খৃষ্ট; ভানুমতী। এতদ্ভিন্ন তিনি গীতা ও চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে ইঁহার আত্ম-জীবনীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল।

নবীনত্ব—নূতনত্ব। নবীন+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

নবীনযৌবন—নবযৌবন দেখ।

নবীনা—নব্যা; তরুণী। নবীন শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নবীভাব—যাহা একবার পুরাতন হইয়াছিল তাহা পুনরায় নূতন হওয়া। নব শব্দ (নূতন)+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=নবী, তদুত্তরে ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে নবীভূত।

নবীভূত—যাহা একবার পুরাতন হইয়াও পুনরায় নূতন হইয়াছে এরূপ। নব শব্দ (নূতন)+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=নবী, তদুত্তরে ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নবীভাব। স্ত্রীলিঙ্গে নবীভূতা।

নবোঢ়া—১। নূতন বিবাহিতা। নব যে ঊঢ়া (বিবাহিতা), কর্ম্মধা। বিণ; স্ত্রী। ২। নববিবাহিতা স্ত্রী। সং; স্ত্রী।

নবোৎসাহ—নবোদ্যম। কর্ম্মধা। সং; পু।

নবোদক—নূতন জল; প্রথম প্রথম পতিত বৃষ্টির জল। নব যে উদক (জল), কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি।

নবোদিত—নূতন উদিত, নবপ্রকাশিত। ২তৎ।

নবোদগত—নূতন উত্থিত, অল্পদিন মাত্র উদ্গত। ২তৎ। বিণ; ত্রি। [ত্রি।

নবোদ্ভাবিত—নূতন আবিষ্কৃত। ২তৎ। বিণ;

নবোদ্ভাসিত—নূতন দীপ্ত, নবশোভিত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

নবোদ্যম—নূতন চেষ্টা, নবীন যত্ন, নূতন উদ্যোগ। কর্ম্মধা। সং; পু।

নবোন্মেষিত—নব প্রস্ফুটিত; নূতন উন্মীলিত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

নব্য—নবীন, নূতন; অপ্রবীণ; অধুনাতন, হালি। নু। (স্তুতি করা)+য কর্ম্ম, অথবা নব শব্দ+য। বিণ; ত্রি।

নব্যা—নবীনা, তরুণী; অপ্রবীণা। নব্য দেখ; নব্য+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নশ্বর—নাশশীল, বিধ্বংসী; অস্থায়ী, অনিত্য। নশ (বিনষ্ট হওয়া)+ক্বরপ্ ক। বিণ; ত্রি।

নষ্ট—ধ্বস্ত, বিনাশপ্রাপ্ত; যাহা হারাইয়া গিয়াছে এরূপ; অনুদ্দিষ্ট; তিরোহিত; গত; পলায়িত; দুষ্ট; দুর্বৃত্ত; প্রণত-গুণহীন। নশ (বিনাশ পাওয়া)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নাশ। স্ত্রীলিঙ্গে নষ্টা।

নষ্টচন্দ্র—ভাদ্রমাসের শুক্লা ও কৃষ্ণা চতুর্থীর চন্দ্র, দোষযুক্ত চন্দ্র। কর্ম্মধা। সং; পু। কথিত আছে যে, চন্দ্র গুরুপত্নী তারাকে হরণ করায় কলঙ্কিত হন; সেই কলঙ্কিত চন্দ্র দর্শন নিষিদ্ধ, কারণ তাহাতে অকারণ কলঙ্ক ঘটিয়া থাকে। দৈবাৎ দর্শনে নিম্নলিখিত মন্ত্রপূত জল পান করিবে। মন্ত্র যথা—

"সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মারোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ॥"

নষ্টচেতন—চেতনারহিত, সংজ্ঞাহীন। নষ্টা হইয়াছে চেতনা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নষ্টমতি—দুষ্টবুদ্ধি; হীনমতি; ভ্রষ্টমতি। নষ্টা হইয়াছে মতি (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নষ্টবীজ—নিষ্ফল, বিফল। বহু। বিণ; ত্রি।

নষ্টা—বিনাশপ্রাপ্তা; দুষ্টা; ভ্রষ্টা, কুলটা, অসতী। নষ্ট দেখ; নষ্ট শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নষ্টাশ্বদগ্ধরথ ন্যায়—ন্যায়বিশেষ। ন্যায় দেখ।

নষ্টেন্দুকলা—কুহূ, অমাবস্যা। ইন্দুর (চন্দ্রের) কলা, ইন্দুকলা, ৬তৎ; নষ্টা হয় ইন্দুকলা যে সময়ে, বহু। সং; স্ত্রী।

নষ্টোদ্ধার—হস্তবহির্ভূত বস্তুর পুনঃ প্রাপ্তি। ৬তৎ। সং; পু।

নস্য—নাসিকার হিতজনক একপ্রকার চূর্ণ; নাস। নস্ শব্দ (নাসিকা)+য হিতার্থে। সং; ক্লী। [সং; স্ত্রী।

নস্যধানী—নস্য রাখিবার পাত্রবিশেষ। ৬তৎ।

নস্যা—অশ্বাদির নাসিকাবদ্ধ রজ্জু, বলদ প্রভৃতির নাক ফুঁড়িয়া যে দড়ি বাঁধা হয়। নস্ শব্দ (নাক)+য, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। স্ত্রী।

নস্যোত—নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ বলদাদি, নাকফোঁড়া বলদ প্রভৃতি। নস্যা দেখ; নস্যা দ্বারা উত, ৩তৎ। সং; পু।

নহন—১। বন্ধন। নহ (বন্ধন করা)+অনট্ ভা। ২। বন্ধনের রজ্জু। নহ+অনট্ ণ। সং; ক্লী। [+হি। বা।

নহি—নিষেধ, না, কখনই না, নিশ্চয়ই না। ন

নহুষ—চন্দ্রবংশীয় নরপতি; সর্পবিশেষ। নহ (বন্ধন করা)+উষন্ ক। সং; পু। নহুষ রাজার পিতার নাম আয়ু। নহুষ অশোকসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিলে, তাঁহার গর্ভে যযাতি প্রভৃতি ইঁহার ছয় পুত্র হয়। ইনি অতিশয় শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন ও পুণ্যবান্ ছিলেন। ইনি হুণ্ডনামক দৈত্যের বধসাধন করিয়া তাহার অত্যাচার হইতে জীবগণকে পরিত্রাণ করেন। ইঁহার শাসনে দস্যুভয় একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল। নহুষ কেবল বাহ্যশত্রুর দমন করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, আপনার অন্তঃশত্রু রিপুগণকেও যত্নসহকারে শাসনে রাখিতেন। ইনি সাধনা দ্বারা আত্মসংযম অভ্যাস করিয়াছিলেন। ইঁহার চিত্তবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয় সম্পূর্ণরূপে ইঁহার বশতাপন্ন ছিল। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও ইঁহার ভোগবিলাস ছিল না। একদা ইনি অজ্ঞানবশতঃ গোবধ করিলে, মহর্ষিগণ ইঁহার সেই পাপ একাধিকশতসংখ্যক পাপে পরিণত করিয়া ইঁহাকে পাপমুক্ত করেন।

কথিত আছে যে, কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মবধপাপে লিপ্ত হইয়া আত্মগোপন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে থাকায় রাজার অভাবে ত্রৈলোক্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তখন অন্যান্য দেবগণ ও ঋষিগণ খ্যাতনামা নহুষকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া দেবরাজপদের জন্য মনোনীত করেন। এতদিন পরে নহুষের অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়া ইনি ভোগবিলাসে রত হইলেন। ক্রমে ইঁহার মন পাপপথে ধাবিত হইল এবং পূর্ব্বে ধর্ম্মমার্গে যেমন উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে পাপপথেও তদনুরূপ অবনতি প্রাপ্ত হইলেন। এমন কি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ইন্দ্রাণী শচীদেবীকেও ভার্য্যাভাবে পাইবার জন্য চেষ্টিত হইলেন. শচী বৃহস্পতির পরামর্শে ভাবিয়া দেখিবার জন্য কিছু দিন অবকাশ লইলেন। ইতোমধ্যে নহুষের পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া আসিল। ইনি মুনিঋষিদিগের দ্বারা আপনার শিবিকা বহাইতে আরম্ভ করিলেন। একদিন অগস্ত্য ঋষি ইঁহার শিবিকা বহন করিতে যাইয়া পদস্পৃষ্ট হইয়া অভিশাপ প্রদানে ইঁহাকে সর্পরূপে পরিণত করিলেন। নহুষ তখন বৃহৎ অজগরের রূপ ধারণ করিয়া দ্বৈতবনে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে দীর্ঘকাল পাপের ফল ভোগ করা হইলে পর পাণ্ডব-

দিগের বনবাসকালে ভীম ইঁহার নিকট গমন করিলে ইনি ভীমকে গ্রাস করিতে উদ্যত হন। তখন যুধিষ্ঠির তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত আলাপে নহুষ শাপমুক্ত হইয়া পূর্ব্ব পুণ্যবলে পুনরায় স্বর্গে গমন করেন।

নাক—১। স্বর্গ; আকাশ। ন (নাই) অক (পাপ, দুঃখ) যথায়, বহু। সং; পু। ২। নাসিকা। দেশজ।

নাকচর—আকাশগামী দেব; গ্রহাদি; পিতৃ-দেববিশেষ। নাকে (স্বর্গে) চরে যে, উপ। নাক শব্দ – চর + টক্ ক। সং; পু।

নাকী—দেবতা। নাক দেখ; নাক (স্বর্গ) + ইন্ অস্ত্যর্থে = নাকিন্, ১মার ১বচন। পু।

নাকু—বল্মীক; পর্ব্বত। ন (না) – অক (গমন করা) + উ ক। সং; পু।

নাক্ষত্র, নাক্ষত্রিক—নক্ষত্রসম্বন্ধীয়; নক্ষত্রের গতিবিধি দ্বারা পরিমিত। নক্ষত্র শব্দ + ষ্ণ, ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

নাগ—১। সর্প; হস্তী; দেহস্থ বায়ুবিশেষ। ন + অগ; অগ = নঞ্ (না) – গম (গমন করা) + ড ক; যে গমনক্ষমতাহীন নহে ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নাগা, নাগী।

নাগকন্যকা, নাগকন্যা—নাগবংশীয়া রমণী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

নাগকর্ণ—এরণ্ড বৃক্ষ। সং; পু।

নাগকেশর—পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। সং; পু।

নাগগর্ভ—সিন্দূর। সং; পু।

নাগচূড়া—শিব। নাগ হইয়াছে চূড়া (মস্তকাভরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

নাগজিহ্বা—গজদন্ত; গৃহের ভিত্তিনির্গত কাষ্ঠদণ্ড; ঘরের দেওয়ালে পোঁতা ডাণ্ডা। ৬তৎ। সং; পু।

নাগদন্ত—গজদন্ত; গৃহের ভিত্তিনির্গত কাষ্ঠদণ্ড, ঘরের দেওয়ালে পোঁতা ডাণ্ডা। ৬তৎ। সং; পু।

নাগপঞ্চমী—আষাঢ়মাসীয় কৃষ্ণপঞ্চমী। নাগ প্রিয়া পঞ্চমী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। স্ত্রী।

নাগপতি—অনন্ত; ঐরাবত। ৬তৎ। সং; পু।

নাগপাশ—সর্পরূপ পাশ; বরুণের অস্ত্র; গ্রন্থিবিশেষ। রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

নাগমল্ল—ঐরাবত হস্তী। সং; পু।

নাগমাতা—সর্পজননী, কশ্যপবনিতা কদ্রু, যাঁহা হইতে সর্পজাতির উৎপত্তি; মনসাদেবী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

নাগযষ্টি—পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে প্রোথিত কাষ্ঠবিশেষ, রইকাঠ। সং; স্ত্রী।

নাগর—১। নাগরিক, নগরসম্বন্ধীয়; বিদগ্ধ, রসবোধবিশিষ্ট, রসিক। নগর শব্দ + ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। দেবনাগর অক্ষর; মুস্তকবিশেষ; শুণ্ঠী, শুঁঠ। সং; স্ত্রী। ৩। দেবর। সং; পু।

নাগরক—নগররক্ষী; চৌর। নাগর + কণ্। পু।

নাগরঙ্গ—নারাঙ্গা লেবু। সং; পু।

নাগরাজ—অনন্তদেব; ঐরাবত হস্তী। নাগসমূহের (সর্পগণের, গজগণের) রাজা, ৬তৎ। সং; পু। [ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

নাগরিক—নগরসম্বন্ধীয়; নগরবাসী। নগর +

নাগরী—বিদগ্ধা নারী; রসিকা রমণী; মুহী-বৃক্ষ। নাগর + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নাগরীট—উপপতি; লম্পট। নাগরী (রসিকা) – ইট (গমন করা) + ক ক। সং; পু।

নাগলোক—পাতাল। ৬তৎ। সং; পু।

নাগবল্লরী, নাগবল্লী—তাম্বূলীলতা, পানগাছ। সং; স্ত্রী।

নাগসম্ভব—সিন্দূর। নাগ (সীসক) হইতে সম্ভব (জন্ম) যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

নাগাধিপ, নাগাধিপতি—সর্পরাজ, অনন্তদেব; গজরাজ, ঐরাবত। নাগসমূহের অধিপ বা অধিপতি, ৬তৎ। সং; পু।

নাগাধিপা—মনসাদেবী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

নাগান্তক, নাগারাতি, নাগাশন—গরুড়। নাগের (সর্পের) অন্তক (নাশক), অরাতি (শত্রু), বা অশন (ভক্ষক), ৬তৎ। সং; পু।

নাগাহ্ব, নাগাহ্বয়—হস্তিনাপুর। নাগ হইয়াছে আহ্বা বা আহ্বয় (নাম, আখ্যা) যাহার, বহু। সং; পু।

নাগী—১। সর্পী; হস্তিনী; স্থূলা স্ত্রী। নাগ দেখ; নাগ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। ফণিভূষণ, শিব। নাগ শব্দ (সর্প) + ইন্ অস্ত্যর্থে = নাগিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

নাগেন্দ্র—নাগশ্রেষ্ঠ; ঐরাবত। ৭তৎ। সং; পু।

নাগেশ—১। অনন্ত নাগ। ৬তৎ। ২। তীর্থবিশেষ; শিবলিঙ্গবিশেষ; পণ্ডিতবিশেষ; পাণিনি ব্যাকরণের টীকাকার। সং; পু।

নাচিকেতাঃ, নাচিকেতু—অগ্নি; জনৈক মুনি। সং; পু।

নাট—১। নৃত্য, নাচ; অভিনয়। নট (নৃত্য করা) + ঘঞ্ ভা। ২। কর্ণাটদেশ। নট শব্দ + ষ্ণ। সং; পু।

নাটক—১। নৃত্যকারী, নর্ত্তক। নট (নৃত্য করা) + ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। দৃশ্য-কাব্যবিশেষ। সং; স্ত্রী। ৩। পর্ব্বতবিশেষ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

নাটকী—ইন্দ্রসভা। নাটক শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্।

নাটকীয়—নাটকসম্বন্ধীয়, নাটকে বর্ণনীয়। নাটক + ঈয়। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

নাটমন্দির—দেবমন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাসাদবিশেষ।

নাটার, নাটের, নাটেয়—নটীর পুত্র। নটী দেখ; নটী শব্দ + যথাক্রমে আর, ঢের, এর অপত্যার্থে। সং; পু।

নাটিকা—ক্ষুদ্র নাটক; নৃত্যকারিণী, নর্ত্তকী। নাটক দেখ; নাটক শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

নাটিত—১। অভিনীত, যাহার অভিনয় হইয়া গিয়াছে এরূপ। ণিজন্ত নট বা নাটি (নাচান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। নর্ত্তন, নাচান; অভিনয়ন, অভিনয় করান। ণিজন্ত নট বা নাটি + ক্ত ভা। সং; স্ত্রী।

নাট্য—নৃত্য, গীত, বাদ্য, এই তিন তৌর্য্যত্রিক; তৌর্য্যত্রিক বিদ্যা। নট শব্দ + ষ্ণ্য ইদমর্থে। সং; স্ত্রী। এইরূপ প্রসিদ্ধি যে, পূর্ব্বে ব্রহ্মা, ইন্দ্র কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া চারি বেদ হইতে সার সঙ্কলনপূর্ব্বক পঞ্চমবেদ নাট্যবেদ রচনা করেন। শিব নাট্যশাস্ত্র ব্রহ্মার নিকট বলেন, ব্রহ্মা উহা ভরতকে জানান; এবং ভরত উহা মর্ত্তে প্রচারিত করেন।

নাট্যগৃহ, নাট্যমন্দির—নাট্যশালা দেখ।

নাট্যপ্রিয়—শিব। বহু। সং; পু।

নাট্যরঙ্গ—নাট্যশালা। নাট্যার্থ রঙ্গ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

নাট্যশালা—নৃত্যমন্দির, নাচঘর; রঙ্গালয়, থিয়েটার; অভিনয়স্থান; নাটমন্দির। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

নাট্যসমিতি—অভিনয়সম্পাদিকা সভা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নাট্যাচার্য্য—অভিনয়শিক্ষক; রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ। ৬তৎ। সং; পু।

নাট্যাভিনয়—নাটকে বর্ণিত বিষয়ের অভিনয়। ৬তৎ। সং; পু। [দৃশ্যপটাদি সহযোগে যথাযথ হাবভাব অবলম্বনে নাটকবিশেষের চরিত্রাবলীর অভিনয় করা নাট্যাভিনয়ের উদ্দেশ্য। গ্রন্থপাঠে যে ভাব অস্ফুট থাকে, উপযুক্ত অভিনেতার অভিনয়ে সে ভাবটী পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

সকল প্রাচীন সভ্য দেশেই নাট্যাভিনয় প্রথা প্রচলিত ছিল। কথিত আছে যে, দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় ভরত মুনি প্রণীত "লক্ষ্মী-স্বয়ংবর" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। শকুন্তলা, উত্তর রামচরিত, রত্নাবলী প্রভৃতি নাট্যগ্রন্থগুলি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন আর্য্যনৃপতিগণ নাটক ও নাট্যাভিনয়ের সবিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে ভাল ভাল নাটক রচিত হইয়া সক্রেটিস্, সিসিরো প্রভৃতি সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত। মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ রঙ্গালয়ে যীশুখ্রীষ্টের মর্ত্তলীলার অভিনয় করিতেন। পরে, ইহাতে দেবত্বের অবমাননা করা হয় এইরূপ বিবেচনায় উক্ত

প্রকার লীলাভিনয় (Mysteries and Miracles) বন্ধ হইয়া যায়। পূর্ব্বে ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চে Moralities নামধের এক প্রকার নাট্যাভিনয় হইত। ইহাতে রূপকচ্ছলে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় প্রদর্শিত হইত। অধুনা ভারতবর্ষে যে প্রণালীতে নাট্যাভিনয় হইয়া থাকে, তাহা বর্ত্তমান ইউরোপীয় নাট্যাভিনয়ের অনুকরণ।

নাট্যাভিনয়ে উপকারিতা ও অপকারিতা এ দুইই আছে; সাধারণ রঙ্গালয়ের অনুষ্ঠানে চিত্রবিদ্যা, নৃত্যগীত, এবং কাব্যসাহিত্য যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করে। দিবসের কঠোর পরিশ্রমের পর বিশুদ্ধ নাট্যাভিনয় দর্শনে মনে আনন্দ ও সদ্বৃত্তির স্ফুরণ হয়। ধর্ম্মমূলক, নীতিমূলক বা হৃদ্বৃত্তি-প্রধান নাটকের অভিনয় দ্বারা সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। পক্ষান্তরে কুরুচিপূর্ণ ও অসার নাটকাভিনয় দ্বারা সমাজের ভীষণ অপকার হইয়া থাকে। সুতরাং এ সম্বন্ধে রঙ্গালয়াধ্যক্ষদিগের এবং সমাজহিতেচ্ছু সাধারণ ব্যক্তিবর্গের তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক]।

নাট্যালয়—নাট্যশালা। ৬তৎ। সং; পু।

নাড়ি, নাড়িকা, নাড়ী—শিরা, ডাঁটা; চুঙি; দেহস্থ শিরা; একদণ্ড পরিমিত কাল, ২৪ মিনিট। সং; স্ত্রী।

নাড়িন্ধম, নাড়ীন্ধম—স্বর্ণকার। সং; পু।

নাড়ীচ—নালতে শাক, পাট শাক। সং; পু।

নাড়ীচক্র—নাভিস্থিত নাড়ীমূল; ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পুষা, সুযশা, অলম্বুষা, কুহু, শঙ্খিনী, দশমী, লোলজিহ্বেভজিহ্বা, বিজয়া, কামদা, অমৃতা, বহুলা,— এই ১৬ নাড়ী। সং; স্ত্রী।

নাড়ীজঙ্ঘ—কাক; বক; জনৈক মুনি। নাড়ীর ন্যায় জঙ্ঘা যাহার, বহু। সং; পু।

নাড়ীনক্ষত্র—১। সাধারণতঃ মনুষ্যের জন্ম, দশম, ষোড়শ, অষ্টাদশ ও ত্রয়োবিংশ নক্ষত্র; রাজগণের পূর্ব্বোক্ত ও জাতিদেশাভিষেক নক্ষত্র। সং; স্ত্রী। ২। সূক্ষ্মাসুসূক্ষ্ম বিষয়। দেশজ।

নাড়ীমণ্ডল—বিষুবরেখা। সুমেরু ও কুমেরু হইতে সমদূরে ঠিক পৃথিবীর মধ্যভাগে পূর্ব্ব পশ্চিমে পৃথিবীবেষ্টনকারিণী রেখা, ইহা বৃত্ত পরিধি। এই রেখার উপরিভাগে সূর্য্য উপস্থিত হইলে দিবামান ও রাত্রিমান সমান হয়। সং; স্ত্রী।

নাড়ীবিগ্রহ—শিরামুচর; ভৃঙ্গী। সং; পু।

নাড়ীব্রণ—নালি ঘা। সং; পু।

নাণক—১। মুদ্রা, মোহর প্রভৃতি। ন (না)+ অণক (নিন্দনীয়)। সং; স্ত্রী।

২। আধুনিক শিখধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক। লাহোর নগরের পাঁচক্রোশ দক্ষিণে তালবন্তী (বর্ত্তমান নাণকানা) গ্রামে ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম কালু এবং মাতার নাম ত্রিপতা। কালুবেদী জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং গ্রাম্য ভূম্যধিকারীর পাটওয়ারীর কার্য্য করিতেন। নাণক বাল্যকালে অতি শান্তস্বভাব ছিলেন এবং অতি অল্পবয়সে সংস্কৃত, পারসী ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করেন। সেই সময় হইতেই ইঁহার মন ধর্ম্মপথের পথিক হইতে আরম্ভ করে। সন্ন্যাসী, ফকির দেখিলেই নাণক সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের উপদেশ ও কথোপকথন শুনিতে ভালবাসিতেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কালুবেদী পুত্রকে সংসারী করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অতঃপর নাণক একটী দোকানের ভার প্রাপ্ত হইলেন। একদা দোকানের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য ইনি জনৈক বিশ্বস্ত সহকারীর সহিত স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। পথে কয়েকজন সন্ন্যাসী দেখিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। সাধুপুরুষদিগের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে নাণক আপনার দোকানপাট ভুলিয়া গেলেন। ক্রমে সন্ন্যাসীদিগের প্রতি ইঁহার এমন ভক্তি হইয়া উঠিল যে, সহকারীর সহিত পরামর্শ করিয়া সঙ্গে যে কিছু অর্থ ছিল, তদ্দ্বারা খাদ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া সন্ন্যাসীদিগকে প্রদান করিলেন, এবং অবশেষে শূন্যহস্তে প্রতিগমন করিলেন। এই ব্যাপারে নাণকের পিতা অতিশয় দুঃখিত ও কুপিত হইলেন, এবং অন্যান্য লোকের ন্যায় সংসারী না হইলে পুত্রকে তাঁহার গৃহত্যাগ করিতে বলিলেন। অগত্যা নাণক বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সুলতানপুরে ভগিনী নাণকীর গৃহে গমন করিলেন, এবং তথায় ভগিনী ও ভগিনীপতির প্ররোচনায় একখানি মুদিখানার দোকান খুলিলেন। ক্রমে দোকানে বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। এই সময় নাণকীর প্রযত্নে সুলক্ষণা নাম্নী এক রমণীর সহিত নাণকের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। অতঃপর ইনি সুলতানপুরে পৃথক গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক ভার্য্যাসহ বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীচন্দ্র ও লক্ষ্মীদাস নামে ইঁহার দুইটী পুত্র হইল। দ্বিতীয় পুত্রের জন্মকালে নাণকের চিরপোষিত ধর্ম্মভাব অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। যুবতী পত্নী, শিশু সন্তান, আত্মীয়স্বজন সকলের মায়া মমতা কাটাইয়া নাণক সপ্তবিংশতি বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। সেই বেশে ইনি দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া, এবং কোথাও প্রকৃত আন্তরিকতা না পাইয়া ইঁহার মন অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। এই সময়ে ইনি সুদূর আরবের মরুভূমি অতিক্রম করিয়া মক্কা নগরীতে পর্য্যন্ত গমন করেন। কথিত আছে যে, তথায় একদিন ইনি মস্জিদের দিকে পা করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে জনৈক মোল্লা অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া রূঢ়বাক্যে ইঁহাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে, ইনি অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "মোল্লা সাহেব! রাগ করিতেছেন কেন? যে দিকে পরমেশ্বর নাই, দয়া করিয়া সেই দিকে আমার পা দুখানি সরাইয়া দিন।" মোল্লা সাহেব নির্ব্বাক্ হইলেন। এইরূপে নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া কোথাও মনের শান্তি না পাইয়া, নাণক ক্ষুব্ধচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

অতঃপর, ধর্ম্মার্থ দেশভ্রমণের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া, পরিজনবর্গের পরিত্যাগে সংসার-মায়া হইতে নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, এবং গৃহস্থাশ্রমের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নাণক পুনরায় গৃহী হইতে অভিলাষী হইলেন, এবং গুরুদাসপুর জেলার অধীন ইরাবতী তীরস্থ করতালপুর নামক গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তথায় পুত্রকলত্রাদি আনয়নপূর্ব্বক অনাসক্তভাবে সংসারী হইলেন। অবশিষ্ট জীবন ইনি একমাত্র ঈশ্বরোপাসনায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ইঁহার পবিত্র চরিত্র, সরল অমায়িক ব্যবহার, এবং সৎ উপদেশে অনেকে মোহিত হইয়া ইঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরসাধনা করিতে ইনি সকলকে উপদেশ দিতেন, এবং নিজেও সেইরূপ করিতেন। ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সপ্ততিতম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই মহাত্মা লোকলীলা সংবরণ করেন। পবিত্র জীবন এবং সাধু আচরণে ইনি হিন্দু, মুসলমান সকলেরই সমান শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

নাতিখর্ব্ব—যে অত্যন্ত খর্ব্ব নহে, যে নিতান্ত বেঁটে নহে এরূপ। অতিশয়িত খর্ব্ব, নিত্য। ন অতিখর্ব্ব, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

নাতিদীর্ঘ—অতিরিক্ত লম্বা নহে এরূপ। অতিশয়িত দীর্ঘ, নিত্য। ন অতিদীর্ঘ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

নাতিশীতোষ্ণ—অধিক শীতলও নয় অধিক উষ্ণও নয় এরূপ। শীত অথচ উষ্ণ শীতোষ্ণ, কর্ম্মধা; অতি (অধিক) যে শীতোষ্ণ অতিশীতোষ্ণ, কর্ম্মধা। ন (না) অতিশীতোষ্ণ, নঞ্‌তৎ। বিণ; ত্রি।

নাতিস্থূল—অত্যন্ত মোটা নহে এরূপ; মাঝামাঝি মোটা। অতিশয়িত স্থূল, নিত্য। ন অতিস্থূল, নঞ্-তৎ। বিণ; ত্রি।

নাতিহ্রস্ব—অত্যন্ত খর্ব্ব নহে, নিতান্ত ছোট নহে। নিত্য ও নঞ্-তৎ। বিণ; ত্রি।

নাথ—প্রভু, স্বামী; নাসাপ্রোত রজ্জু, নাকফোঁড়া দড়ি। নাথ (প্রভু হওয়া, ইত্যাদি) + অল্ অপা। সং; পু।

নাথন—যাচ্ঞা; প্রার্থনা। নাথ (প্রার্থনা করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নাথবতী—নাথবিশিষ্টা; পরাধীনা। নাথ দেখ; নাথ শব্দ + বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে নাথবান্।

নাথবান্—পরতন্ত্র, পরাধীন। নাথ দেখ; নাথ শব্দ + বতু অস্ত্যর্থে = নাথবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নাথবতী।

নাথহরি—পশু। নাথ শব্দ (নাকফোঁড়া দড়ি) — হৃ (হরণ করা, গ্রহণ করা) + ই ক। সং; পু। [ভা। সং; পু।

নাদ—ধ্বনি, শব্দ। নদ (শব্দ করা) + ঘঞ্।

নাদিত—শব্দিত; নিনাদিত। ণিজন্ত নদ বা নাদি + ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নাদ।

নাদিনী—শব্দকারিণী। নাদী দেখ; নাদিন্ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ। স্ত্রী।

নাদির শাহ্—বিখ্যাত ভারতাক্রমণকারী। ইনি প্রথমে একজন অতি সামান্য পশুপালক ছিলেন। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহারের সমীপবর্ত্তী ভূভাগের অধিবাসী পাঠানেরা পারস্য জয় করিয়া তত্রত্য রাজা হুসেনকে সবংশে নিহত করে। কেবল তমাস্প নামক একটি রাজকুমার পলায়নপূর্ব্বক কাস্পীয়ান্ সাগরের তীরস্থিত এক পশুপালক দলে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই পশুপালকদিগের মধ্যে নাদির সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও রণনিপুণ ছিলেন। তিনি পাঠানদিগকে পারস্য হইতে দূরীভূত করিয়া তমাস্পকে তাঁহার পৈতৃক সিংহাসন প্রদান করেন (১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দ)। কিন্তু রক্ষকই আবার ভক্ষক হইয়া বসিলেন। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নাদির তমাস্পকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং নাদির শাহ্ নাম ধারণপূর্ব্বক পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পরে নাদির কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিলে, তত্রত্য কয়েকজন পাঠান তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য দিল্লীতে মোগলসম্রাট্ মহম্মদ শাহ্-এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত নাদির দিল্লীতে এক দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু সেই দূত জলালাবাদে নিহত হওয়ায় নাদির কুপিত হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। কর্ণাল নামক স্থানের যুদ্ধে সম্রাট্ পরাজিত হইয়া নাদিরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। নাদির সম্রাট্কে লইয়া দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রথম দিন কোনও উপদ্রব করেন নাই। দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে দিল্লীবাসীরা নাদিরের অমূলক মৃত্যুসংবাদে প্রোৎসাহিত হইয়া তাঁহার কতিপয় অনুচরের প্রাণবধ করে। ইহাতে নাদির কুপিত হইয়া দিল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে যথেচ্ছ নিহত করিতে আদেশ দিলেন। এইরূপে দিল্লী মহানগরীর রাজপথসমূহ নরশোণিতে প্লাবিত হইল। অতঃপর নাদির হীরকশ্রেষ্ঠ কোহিনূর, সুপ্রসিদ্ধ ময়ূরতক্ত ও বিস্তর নগদ অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক মহম্মদ শাহ্কে দিল্লীর শূন্য সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন (১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)। ইহার ছয় বৎসর পরে পারস্যবাসীরা নাদিরের দৌরাত্ম্যে জ্বালাতন হইয়া তাঁহাকে নিহত করে।

নাদী—শব্দকারী, শব্দায়মান। নদ (শব্দ করা) + ণিন্ ক = নাদিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নাদিনী।

নাদেয়—১। নদীসম্ভূত। নদী শব্দ + ঢেয়। বিণ; ত্রি। ২। সৈন্ধবলবণ। সং; ক্লী।

নানা—বহু; ভিন্ন। ন + নাঞ্। ব্য।

নানাজাতি—১। বহুজাতি। সং; স্ত্রী। ২। বহুজাতি সম্পন্ন। নানা জাতি যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নানাজাতীয়—বহুজাতি সম্বন্ধীয়, অনেক প্রকারের। নানাজাতি + ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

নানাদেশ—বহু দেশ, অনেক দেশ। কর্ম্মধা।

নানাদেশ-প্রচলিত—বহুদেশে ব্যবহৃত, যাহা অনেক দেশে চলিতেছে। নানাদেশে প্রচলিত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

নানা ফড়্নবিশ্—(Nana Furnavis) প্রকৃত নাম বালাজী জনার্দ্দন। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। জন্ম ১৭৪১ খৃঃ। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রথম মাধোরাও পেশোয়া হন, তখন তাঁহার অভিভাবক ও পিতৃব্য রঘুনাথ রাও নানাকে ফর্দ্দনবিশী কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মাধোরাওয়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া হন। ইহার পিতৃব্য রঘুনাথ ইহাকে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। এমন সময়ে মৃত নারায়ণের পত্নী গঙ্গাবাই একটি পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্র (মাধোরাও নারায়ণ) সিংহাসন অধিকার করিলে, নানা, সখারাম বাপু ও গঙ্গাবাই এই তিনজনে অভিভাবকস্বরূপ রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। এই সময় নানা পুণারাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। অতঃপর সখারাম ও নানার মধ্যে মনোবাদ উপস্থিত হইলে, সখারাম রঘুনাথকে রাজ্য দিবার জন্য ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, আর নানা মাধোরাও নারায়ণের পক্ষে ফরাসীর সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। ইহার ফলে প্রথম মারহাট্টা যুদ্ধ ঘটিল। এই যুদ্ধ ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে যে সন্ধি স্থাপন হয়, তাহাতে সাল্‌সেট্ ও এলিফাণ্টা ও আর দুইটি দ্বীপ ইংরাজের অধিকারে আসিল। রঘুনাথ প্রচুর পরিমাণে বৃত্তি পাইলেন এবং মাধোরাও নারায়ণ পেশোয়া ও নানা তাঁহার মন্ত্রী বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। নানার সহিত মাধবরাও সিন্ধিয়ার বিবাদ ঘটে, কিন্তু ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার মৃত্যু হইলে নানা নিষ্কণ্টক হইলেন। নিজামের সহিত যুদ্ধ করিয়া ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে নানা তাঁহাকে কর্ড্লা (Kurdla) নামক স্থানে পরাভূত করেন। রঘুনাথের পুত্র বাজীরাও বালক মাধোরাও নারায়ণের সমবয়স্ক ছিলেন। এবং উভয়ের মধ্যে সখ্যভাবও ছিল। নানা সেই জন্য মাধোরাওকে তিরস্কার করেন। অপমানিত ও জীবনে বিরক্ত মাধোরাও ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে অকটোবর ছাদ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া আত্মহত্যা করেন। এখন এই বাজীরাও পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হইলেন দেখিয়া নানা পলায়ন করিলেন এবং পুণাতে ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন। উত্তরকালে বাজীরাওয়ের সহিত মিলিত হইয়া নানা মহারাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য আবার আপনাকে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় ইংরাজ Suisidlary alliance করিবার জন্য মহারাষ্ট্রগণকে আহ্বান করিলেন। ইহার মর্ম্ম এই যে,—"বিদেশী শত্রুর আক্রমণ হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিব; তোমাদের রাজধানীতে আমাদের প্রতিনিধি সসৈন্যে অবস্থান করিবে; সৈন্যগণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তোমাদিগকে টাকা বা রাজ্যাংশ দিতে হইবে; তোমাদের ইচ্ছা হইলে তোমাদের সৈন্যগণকে আমরা শিক্ষিত করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমাদের অনুমতি বিনা কোন ইংরাজকে তোমাদের রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবে না।" নানার উপদেশ মতে বাজীরাও এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপুসুলতানের পতন ও মৃত্যু ঘটিলে মহারাষ্ট্রীয়গণ ভীত হইয়া গোপনে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য

প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই সময় নানা ফড়নবিশের মৃত্যু ঘটিল। ইঁহার মৃত্যুর তারিখ ১৩ই মার্চ্চ ১৮০০ খ্রীঃ। ইঁহার মৃত্যুতে মহারাষ্ট্রীয়গণ একজন পরাক্রমশালী নেতাকে হারাইয়া হীনবল হইয়া পড়িলেন। নানার মৃত্যুর পর বাজীরাও নানাদিক্ হইতে নিগ্রহ ভোগ করিয়া উত্তরকালে ইংরাজের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন (জুন ১৮১৮)। ইনি কানপুরের নিকট বিথুর নামক স্থানে বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি লইয়া বাস করিবার অনুমতি পান। এই বাজীরাও শেষ পেশোয়া।

নানারূপ, নানাবিধ—বহুপ্রকার, বিবিধ। নানা হইয়াছে রূপ বা বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নানার্থ—অনেকার্থযুক্ত। নানা হইয়াছে অর্থ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নানাবিধ—নানারূপ দেখ।

নানা সাহেব—প্রকৃত নাম ধুন্ধুপন্থ। ইনি ভূতপূর্ব্ব শেষ পেশোয়া বাজীরাওয়ের সহিত কানপুরের নিকট বিথুর নামক স্থানে বাস করিতেন। নানা সাহেব বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বাজীরাওয়ের মৃত্যু হইলে নানা সাহেব যাহাতে পিতার বৃত্তি পান, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের উপর জাতক্রোধ হন। কথিত আছে, চর পাঠাইয়া অনেক স্থানে ইনি গভর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তোষের বীজ বপন করিতে যত্নবান্ হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় প্রথমে ইনি রাজভক্তির ভাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই জুন যখন কানপুরের বিদ্রোহী সিপাহীগণ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হয়, তখন নানা সাহেব তাহাদিগকে ফিরাইয়া নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং আপনাকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষিত করেন। ১৯ দিন ধরিয়া কানপুরের ইংরাজ অধিবাসিগণ আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। পরে নানা সাহেব তাহাদিগকে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়া দিবেন এই আশ্বাস দেওয়ায় তাহারা আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর ৪৫০ জন ইংরেজ যখন নৌকায় আরোহণ করেন, তখন গঙ্গাতীর হইতে ইঁহাদের উপর গোলাবর্ষণ করা হয়। কেবলমাত্র ৪ জন লোক সাঁতার দিয়া নদী পার হইয়া প্রাণরক্ষা করে। অবশিষ্ট লোকগণকে সেই স্থানেই হত্যা করা হয়। কেবল ১২৫ জন (স্ত্রীলোক ও শিশুগণ) বন্দীকৃত হইয়া থাকে। ১৬ই জুলাই নানার সৈন্যদল জেনারেল হ্যাভলক (Havelock) দ্বারা পরাভূত হয়। হ্যাভলক উপস্থিত হইয়া জানিলেন যে, তাহার পূর্ব্বদিনে নানা সাহেব উক্ত ১২৫ জন স্ত্রী ও শিশুগণকে আহতপূর্ব্বক মৃত বা জীবিত অবস্থায় একটি কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। নানা সাহেবের নিষ্ঠুরতার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই কূপটি যত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ইহার পর নানা সাহেব অযোধ্যার বেগম ও বেরেলীর নবাবের উপস্থিতিতে উৎসাহিত হইয়া অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহী সিপাহীগণের সহিত যোগদান করেন। প্রায় দুইটি শীতকাল ধরিয়া যুদ্ধের পর উক্ত প্রদেশ দুইটিতে শান্তি স্থাপিত হয়। এই সকল যুদ্ধে স্যার কলিন ক্যাম্বেল (Sir Colin Campbell)—যিনি উত্তরকালে লর্ড ক্লাইড (Lord Clyde) নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন—বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ক্যাম্বেল নানা সাহেবকে নেপাল অঞ্চলে বিদূরিত করেন। শুনা যায়, নেপালের সেনাপতি জং বাহাদুর ইঁহাকে নেপালে আশ্রয় দেন নাই। নানা সাহেব জঙ্গলে লুক্কায়িত ছিলেন। ইঁহাকে যে ধরিয়া দিবে, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাহাকে লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু কেহই ইঁহাকে ধরিতে পারে নাই এবং কোথায় যে আছেন, তাহারও সংবাদ পায় নাই। অনেকে অনুমান করেন, নেপালের সন্নিহিত জঙ্গলেই নানা সাহেবের ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু ঘটিয়াছে।

নান্দী—অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি ; নাটকাদির প্রারম্ভে কর্ত্তব্য দেবাদির স্তুতি বা বন্দনা। ণিজন্ত নন্দ বা নান্দি+ই ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

নান্দীক—তোরণস্তম্ভ। নান্দী (স্তুতি) কৃ+ড অর্থে। সং ; পু।

নান্দীকর—স্তুতিপাঠক। নান্দী শব্দ—কৃ+ট ক। সং ; পু।

নান্দীপট—কূপাদির মুখাবরণ। সং ; পু।

নান্দীমুখ—১। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধভোজী মাতাপিতৃগণ ; ইঁহাদের সংখ্যা ছয়,—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ। সং ; পু। ২। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ, বিবাহাদি শুভকর্ম্মের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধবিশেষ। সং ; ক্লী। [অন্নপ্রাশন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, পুংসবন, নামকরণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, নবগৃহপ্রবেশ, দেবপ্রতিষ্ঠা, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণ্যাদি প্রতিষ্ঠা, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি কার্য্যে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য]।

নাপিত—জাতিবিশেষ ; ক্ষৌরকার। সং, পু।

নাভি—১। সম্রাট্ ; প্রধান ; ক্ষত্রিয় ; চক্রমধ্যমণ্ডল। নহ (বন্ধন করা)+ইঞ্ কর্ম্ম। সং ; পু। ২। কস্তুরী। সং ; স্ত্রী। ৩। শরীরের অঙ্গবিশেষ, নাই। সং ; পু ও স্ত্রী।

নাভিকণ্টক—আবর্ত্ত, গোঁড়। সং ; পু।

নাভিগোলক—গোঁড়। সং ; পু।

নাভিজ—পদ্মযোনি, ব্রহ্মা। নাভি (অর্থাৎ বিষ্ণুর নাভিকমল) হইতে জন্মিয়াছেন যিনি, উপ : নাভি শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। সং ; পু।

নাভিজন্মা—পদ্মযোনি, ব্রহ্মা। নাভি (অর্থাৎ, বিষ্ণুর নাভিকমল) হইতে জন্ম যাঁহার বহুব্রীহি সমাসে নাভিজন্মন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

নাভিপদ্ম—পদ্ম তুল্য সুন্দর নাভি। নাভি পদ্ম সদৃশ, উপমিত। সং ; ক্লী।

নাভিবর্দ্ধন—নাড়িচ্ছেদন। নাভির বর্দ্ধন (ছেদন), ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; ক্লী।

নাভিস্থল—নাভিদেশ ; সন্ধিস্থান, মধ্যবর্ত্তী স্থান।

নাভ্য—১। মহাদেব। সং ; পু। ২। নাভিসম্বন্ধীয়। নাভি শব্দ+য ইদমর্থে ; বিণ ; ত্রি।

নাম—১। যে শব্দ দ্বারা কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করা যায়, আখ্যা ; সংজ্ঞা ; বাচক শব্দ। ম্না (অভ্যাস করা)+মন্ কর্ম্ম=নামন্, ১মার ১বচন। সং ; ক্লী। ২। প্রসিদ্ধি ; সম্ভাবনা ; বিতর্ক ; নিশ্চয় ; বিস্ময় ; অলীক। নম (নত হওয়া)+ঘঞ্ ণ। ব্য।

নামকরণ—বিধিপূর্ব্বক সন্তানের প্রথম নাম রাখা। নাম দেখ ; নামন্ শব্দ (নাম)—কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। [ইহা দশবিধ সংস্কারের অন্যতম। জন্মদিন হইতে দশম, দ্বাদশ, একাদশ, বা শত দিবসে অথবা কুলাচার অনুসারে শুভ দিনে, শুভ তিথিতে এবং শুভযোগে নামকরণ করিতে হয়। রাশি অনুসারে নামের আদ্য অক্ষর নির্ণীত হয়, অর্থাৎ যে রাশিতে জন্ম, সেই রাশির নির্দ্দিষ্ট অক্ষর নামের আদ্য অক্ষর হইয়া থাকে। রাশিনির্দ্দিষ্ট অক্ষর, যথা—

মেষ অ ল।	বৃষ উ ব।
মিথুন ক ছ।	কর্কট ড হ।
সিংহ ম ট।	কন্যা প ঠ।
তুলা র ত।	বৃশ্চিক ন য।
ধনু ধ ভ।	মকর খ জ।
কুম্ভ গ শ।	মীন দ চ।]।

নামগন্ধ—নাম ও গন্ধ, সামান্য সংস্রব, একটুও সম্পর্ক। দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

নামগ্রহ—নাম ডাকা। ৬তৎ। সং ; পু।

নামদ্বাদশী—ব্রতবিশেষ। অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয়ায় আরম্ভ করিয়া গৌরী, কালী, উমা,

ভদ্রা, দুর্গা, কান্তি, সরস্বতী, মঙ্গলা, বৈষ্ণবী, লক্ষ্মী, শিবা ও নারায়ণী পূজারূপ ব্রত।

নামধাতু—নামের অর্থাৎ শব্দের উত্তর কাম্যক্, ক্য, ঙা, ক্বি, এবং ণ্ণি প্রত্যয় করিয়া যে ধাতু নিষ্পন্ন হয়। অগ্রে নাম পশ্চাৎ ধাতু, কর্ম্মধা। সং; পু।

নামধারক—প্রকৃত ক্রিয়াবর্জ্জিত কেবল নাম-মাত্র ধারণকারী। নামন্ শব্দ (নাম)—ধৃ (ধারণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রী-লিঙ্গে নামধারিকা।

নামধেয়—নাম, আখ্যা, সংজ্ঞা; বাচক শব্দ। নামন্ শব্দ (নাম)+ধেয়। সং; ক্লী।

নামন্—নাম দেখ।

নামমুদ্রা—নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক। নাম অঙ্কিত মুদ্রা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নামযজ্ঞ—প্রকৃত ক্রিয়াহীন নামমাত্র যজ্ঞ, দম্ভ-যজ্ঞ। ৩তৎ। সং; পু।

নামলিঙ্গ—১। শব্দের লিঙ্গ। ৬তৎ। ২। শব্দ ও পুংস্ত্বাদি লিঙ্গ। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

নামশেষ—১। মৃত্যু, মরণ। নামের শেষ, ৬তৎ। সং; পু। ২। মৃত। নাম মা৷ শেষ আছে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [সং; ক্লী।

নামসংকীর্ত্তন—নামগান, নামোচ্চারণ। ৬তৎ।

নামাঙ্কিত—নামযুক্ত; নামের মোহর বা ছাপ-যুক্ত; স্বাক্ষরিত। নাম হইয়াছে অঙ্কিত যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নামানুশাসন—শব্দের অর্থজ্ঞাপক অভিধান। সং: ক্লী।

নামাভিহার—নামান্তর। সং; পু।

নামাবলি—১। নামমালা; নামশ্রেণী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। দেবতার নামাঙ্কিত উত্তরীয় বস্ত্র। নামের আবলি (শ্রেণী) আছে যাহাতে, বহু। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

নামোচ্চারণ—নামকথন, নাম বলা। ৬তৎ।

নামোৎসব—নামগান রূপ আনন্দজনক ব্যাপার বিশেষ, উৎসব সহকারে নাম সংকীর্ত্তন। নাম গান রূপ উৎসব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [সং; পু।

নামোল্লেখ—নাম নির্দ্দেশ, নাম উচ্চারণ। ৬তৎ।

নায়—১। নীতি; নয়ন, প্রাপণ। নী (লইয়া যাওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। নেতা। নী+ণ ক। বিণ; ত্রি।

নায়ক—১। নেতা, পরিচালক; প্রাপক; শ্রেষ্ঠ। নী (লইয়া যাওয়া)+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। গ্রন্থের বর্ণনীয় প্রধান পুরুষ। [নায়ক চারি প্রকার—ধীরোদাত্ত, ধীরপ্রশান্ত, ধীরললিত, ও ধীরোদ্ধত। আত্ম-শ্লাঘাশূন্য, হর্ষশোকাদিতে অনভিভূত, বিনয়ী এবং প্রতিজ্ঞাপালক নায়ককে ধীরোদাত্ত কহে। বহু সাধারণ গুণসম্পন্ন নায়ক ধীর-প্রশান্ত। চিন্তাহীন এবং নৃত্যগীতাদিতে অনুরক্ত নায়ক ধীরললিত। পরায়ণ, উদ্ধত, মায়াবী, গর্ব্বিত ও অস্থির প্রকৃতি নায়ক ধীরোদ্ধত]। প্রেমাসক্ত ব্যক্তি; স্ত্রীলোকের প্রণয়ী পুরুষ; স্বামী; অধ্যক্ষ; হারমধ্যস্থিত মণি। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নায়িকা।

নায়কীয়—নায়কনায়িকাসম্বন্ধীয়। নায়ক শব্দ +ণীয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

নায়িকা—১। নেত্রী, পরিচালিকা; শ্রেষ্ঠা, প্রধানা। নায়ক দেখ; নায়ক শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয়া স্ত্রী [নায়িকা প্রধা-নতঃ তিনপ্রকার;—স্বীয়া, পরকীয়া এবং সামান্যা। স্বীয়া তিন প্রকার—মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা। মধ্যা ও প্রগল্‌ভা প্রত্যেকে তিন প্রকার—ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা। পরকীয়া দুই প্রকার—পরোঢ়া ও কন্যকা। ইহাদের আবার গুপ্তা, বিদগ্ধা, লক্ষিতা প্রভৃতি ভেদ আছে। সামান্যা তিন প্রকার—বক্রোক্তিগর্ব্বিতা, অন্যসম্ভোগদুঃখিতা, এবং মানবতী। ইহাদের আবার প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা, খণ্ডিতা, উৎকণ্ঠিতা, কলহান্ত-রিতা, বিপ্রলব্ধা, বাসকসজ্জা, স্বাধীন-পতিকা ও অভিসারিকা এই আট প্রকার ভেদ আছে]। প্রণয়িনী স্ত্রী; অষ্টদেবী-বিশেষ, আদ্যাশক্তি ভগবতীর অষ্টভেদ, যথা—উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা চণ্ডবতী। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে নায়ক।

নার—১। নর বিষয়ক বা সম্বন্ধীয়। নর শব্দ+ ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। নরগণ। নর+ ষ্ণ সমূহার্থে। সং; ক্লী। ৩। জল; বৃক্ষত্বক্; বৎস। নর+ষ্ণ ভবার্থে। সং; পু।

নারক—১। নিরয়, নরক। নরক শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু। ২। নরকসম্বন্ধীয়; নরকস্থ। নরক+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

নারকী—নরকস্থ, নরকভোগী; নরকভোগের যোগ্য, ঘোর পাপিষ্ঠ। নরক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=নারকিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নারকিণী।

নারঙ্গ—১। বিট। নার শব্দ (নরসমূহ)—গম (গমন করা)+খ ক। ২। নারাঙ্গা লেবু; পিপ্পলীরস; যমজ। ন (না) রঙ্গ ইতি অরঙ্গ; ন+অরঙ্গ। সং; পু।

নারদ—ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা ইঁহাকে সৃজনকার্য্যের ভারগ্রহণ করিতে বলেন। কিন্তু ঈশ্বরসাধনা ও ভগবৎপ্রাপ্তির বিঘ্না-শঙ্কায় ইনি তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায়, বিরিঞ্চির অভিশাপে ইঁহাকে গন্ধর্ব্ব ও মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়া-ছিল। ইনি অতিশয় হরিভক্ত ছিলেন, এবং তন্ময়চিত্তে তপোরত হইয়া হরিসাধনা করিতে ভালবাসিতেন। ইনি কামচর ছিলেন, এবং সর্ব্বত্র ইঁহার গতিবিধি ছিল। আবশ্যকমত ইনি সকল ব্যাপারেই হস্ত-ক্ষেপ করিতেন। ইনি ঘটক হইয়া হর-পার্ব্বতীর বিবাহ সংঘটন করিয়া দিয়া-ছিলেন। ধ্রুব ইঁহার নিকট হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ বাণরাজপুরে অবরুদ্ধ হইলে ইনি দ্বারকায় সংবাদ প্রদান করিয়া দৈত্যবিনাশের সহায়তা করেন। ইঁহার চেষ্টায় অনেক অসুরের জীবনান্ত হয়। পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিলে দেবর্ষি তথায় উপস্থিত হইয়া যাহাতে দ্রৌপদীর জন্য ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত না হয়, তাহার নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে উপদেশ দেন। ফলতঃ সকল ঘটেই নারদকে উপস্থিত দেখা যায়। ইনি অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ইনি প্রথমতঃ ব্রহ্মার নিকট কিঞ্চিৎ সঙ্গীতবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। পরে উলুকেশ্বরের নিকট বহুবর্ষ গান্ধর্ব্ব বিদ্যার আলোচনা করিয়া কতক পারদর্শিতা লাভ করেন। এই সময়ে ইঁহার মনে সঙ্গীত বিষয়ে গর্ব্ব-ভাবের উদয় হয়, কিন্তু দর্পহারী অচিরে ইঁহার দর্প চূর্ণ করেন। [গঙ্গা দেখ]। পরিশেষে ভগবান্ বিষ্ণুর কৃষ্ণাবতারে তাঁহার নিকট গানযোগ শিক্ষা করিয়া ব্রহ্মানন্দ-লাভে কৃতার্থ হন। বীণা যন্ত্র ইঁহারই সৃষ্ট। ইনি নারদসংহিতা নামক সঙ্গীতশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। নারদ প্রণীত স্মৃতিও বিখ্যাত। ইঁহার রচিত নারদীয় পুরাণ অষ্টাদশ পুরা-ণের অন্তর্গত।

নার (নরসমূহ)—দা (দেওয়া)+ড ক; যিনি জনগণকে যথার্থ উপদেশ প্রদান করেন। ইহা ভিন্ন এই শব্দের অনেকে অনেকরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া থাকেন। বাহুল্য ভয়ে সে সমস্ত দিতে পারা গেল না। তবে নিতান্ত আবশ্যকবোধে এস্থলে আর একটি মাত্র প্রদত্ত হইল;—

"নাকারঃ সৃষ্টিকর্ত্তা চ দকারঃ পালকঃ সদা।
রেফঃ সংহারকশ্চৈব নারদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

অর্থাৎ—না (সৃষ্টিকর্ত্তা)+র (সংহারকর্ত্তা) +দ (পালনকর্ত্তা)।

নারদীয়—১। পুরাণবিশেষ। নারদ শব্দ+ ণীয়। সং; ক্লী। ২। নারদসম্বন্ধীয়; নারদ-কৃত। বিণ; ত্রি।

নারসিংহ—পুরাণবিশেষ। নরসিংহ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। সং; ক্লী।

নারাচ—লৌহময় বাণ; দুর্দ্দিন, মেঘাচ্ছন্ন দিন। নার শব্দ (নরসমূহ)—আ—চম (ভোজন করা)+ড ক। সং; পু।

নারাচী—তুলাদণ্ডবিশেষ, নিক্তি। নারাচ শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নারায়ণ—১। বিষ্ণু। নার (জল) হইয়াছে অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নারায়ণী। ২। বিষ্ণুর অংশাবতার; ধর্ম্ম-রাজপত্নী মূর্ত্তির গর্ভে ইহাঁর জন্ম। নরনারায়ণ দেখ। ৩। অজামিলের কনিষ্ঠ পুত্র, তাঁহার রক্ষিতা গণিকার গর্ভজাত। অজামিল ইহাকে বড় ভালবাসিতেন। মৃত্যুকালে ইহার নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে অজামিলের চিত্ত প্রকৃত নারায়ণে আসক্ত হওয়ায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। অজামিল দেখ। ৪। বেণীসংহার নামক বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের প্রণেতা। ইনি অনুমান খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

নারায়ণক্ষেত্র—গঙ্গাতট; গঙ্গাপ্রবাহ হইতে চারি হস্ত পরিসর তীর। সং; ক্লী।

নারায়ণতৈল—পক্ব তৈলবিশেষ। সং; ক্লী।

নারায়ণপ্রিয়—১। শিব। সং; পু। ২। পীতচন্দন। সং; স্ত্রী।

নারায়ণসেবা—নারায়ণের পরিচর্য্যা, বিষ্ণুর আরাধনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

নারায়ণ স্বামী—অযোধ্যা নগরের চারি ক্রোশ উত্তরে "ছুপিয়া" নামক ক্ষুদ্র গ্রামে হরিপ্রসাদ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। হরিপ্রসাদ সামবেদীয় কৌথুমী শাখার সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। হরিপ্রসাদের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ ঘনশ্যাম, মধ্যম রামপ্রতাপ এবং কনিষ্ঠ ইচ্ছারাম। এই ঘনশ্যামই পরিশেষে নারায়ণ স্বামী নামে অভিহিত হন। ঘনশ্যামের দশ বৎসর বয়ঃকালে তাঁহার মাতা ও পিতার মৃত্যু হয়। মহাগুরু নিপাতে ঘনশ্যামের মনে বৈরাগ্য সঞ্চার হয় এবং তিনি দ্বাদশবৎসর বয়সেই সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থ পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ক্রমশঃ বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ, বারাণসী ও শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি পুণ্যতীর্থে ভ্রমণপূর্ব্বক জটা কৌপীন ধারণ ও মৃগচর্ম্ম পরিধান করিতে প্রবৃত্ত হন। ইনি নানাবিধ শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

উনবিংশ বর্ষ বয়সে ইনি কাঠিয়াগড়ে ও তৎপরে কুনাগড়ের সন্নিহিত শ্রীলোজগ্রামে গমন করেন। শেষোক্ত স্থানে ইনি রামানন্দী সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হন। রামানন্দস্বামী ঐ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তিনি জ্ঞানী ও বৈরাগ্যবান্ শিষ্য প্রাপ্ত হইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং ঘনশ্যামকে "নারায়ণস্বামী" নাম প্রদান করিলেন।

রামানন্দের মৃত্যুর পরে নারায়ণই সম্প্রদায়ের কর্ত্তা হইলেন। ইনি ১৮০৪ খৃঃ অব্দে আহম্মদাবাদে এবং ১৮১১ খৃঃ অব্দে ভাউনগর রাজ্যের গড়হড়া নামক স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, শেষোক্ত স্থানে ৮০০ আটশত ব্যক্তিকে শিষ্যরূপে দীক্ষিত করেন। ১৮২৯ খৃঃ অব্দে ইহাঁর লোকান্তর প্রাপ্তি হয়। মৃত্যুকালে এই সম্প্রদায়ে ৫ লক্ষ পরিবার ও ৫ শত সাধু ছিলেন। নারায়ণ স্বামী গড়হড় গ্রামে "দাদা কাছরের দরবার" নামক মন্দির নির্ম্মাণ করাইতে ছিলেন, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হন।

নারায়ণী—নারায়ণের শক্তি; লক্ষ্মী; দুর্গা; গঙ্গা। নারায়ণ দেখ; নারায়ণ শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নারিকেল, নারীকেল, নালিকের, নালীকের—১। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বৃক্ষ, নারকোল গাছ। নালিকা দেখ; নালিকা শব্দ—ঈর (প্রেরণ করা)+ক ক। সং; পু। ২। ঐ গাছের ফল, নারকোল। সং; ক্লী।

নারী—নরজাতি স্ত্রী, স্ত্রীলোক; নারীজাতি চারি প্রকার—পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী। নর+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

"যে কামিনীর কেশ আকুঞ্চিত, মুখ মণ্ডলাকার ও নাভি দক্ষিণাবর্ত্ত, সেই নারী কুলবর্দ্ধিনী হয়। যে রমণীর দেহকান্তি স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও হস্ত রক্তপদ্মের ন্যায়, সেই কামিনী পতিব্রতা ও সহস্রনারীর প্রধানা হইয়া থাকে। যে স্ত্রীর কেশ বক্র ও চক্ষু মণ্ডলাকার, অচিরে সেই নারীর ভর্ত্তার মরণ হয়, এবং সে চিরকাল দুঃখভোগ করে। যে কন্যার মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুদৃশ্য, দেহপ্রভা নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তিম; নেত্রদ্বয় বিশাল ও ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ, সেই কন্যা চিরকাল সুখভোগ করে। যাহার করতলে অসংখ্য রেখা দৃষ্ট হয়, সে ক্লেশ ভোগ করে। যাহার করতলে অতি অল্পমাত্র রেখা দৃষ্ট হয়, সে ধনহীন হয়। যাহার পাণিতল গতরেখ, ও রক্তবর্ণ, সে সুখ ভোগ করে। করতলগত রেখা কৃষ্ণবর্ণ হইলে, সেই নারী দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। যে সৎপত্নী হয়, সে বিষয়কার্য্যে মন্ত্রী ও প্রিয়সম্ভাষণকারিণী সখীস্বরূপা ব্যবহার করে এবং মাতার ন্যায় স্নেহ করে, ও শয়নকালে বেশ্যাবৎ সুখবর্দ্ধন করিয়া থাকে। যে নারীর পাণিতলে অঙ্কুশমণ্ডল ও চক্রাকার চিহ্ন থাকে, সেই কামিনী রাজপত্নী ও রাজমাতা হয়। যে কামিনীর পার্শ্বদ্বয় ও স্তনযুগল রোমাবৃত এবং ওষ্ঠ ও অধর সমুন্নত, সেই নারীর পতির শীঘ্র মরণ হইয়া থাকে। যে রমণীর করতলে প্রাকার ও তোরণাকার রেখা দৃষ্ট হয়, সেই রমণী দাসবংশে জন্মিয়াও রাজপত্নী হইয়া থাকে। যে নারীর রোমাবলী নাভিদেশ হইতে অচ্ছিন্নভাবে উদ্গত হইয়াছে এবং ঐ রোমরাজি যদি কপিলবর্ণ ও ঊর্দ্ধদিকে বৃত্তাকার হয়, তাহা হইলে সেই নারী রাজকন্যা হইলেও দাসীবৃত্তি আশ্রয় করে। যে কামিনীর গমনকালে অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি মৃত্তিকা স্পর্শ করে না, সেই বামা শীঘ্র পতিকে বিনাশ করিয়া স্বাধীনবৃত্তি আশ্রয় করিয়া থাকে। যে রমণীর গমনকালে পদভরে ভূভাগ কম্পিত হয়, সেই নারী বিধবা হইয়া ম্লেচ্ছের আচার গ্রহণ করে। যাহার চক্ষু সমুজ্জ্বল, সেই নারী সৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে। যাহার দন্ত চাকচিক্যশালী, তাহার উত্তম ভোজন লাভ হয়। যাহার গাত্রচর্ম্ম উজ্জ্বল, সে উত্তম শয্যাভোগ করে। যে নারীর পাদদ্বয় স্নেহযুক্ত, সে নারী উত্তম বাহন প্রাপ্ত হয়। যে নারীর চরণদ্বয় সমুন্নত ও স্নিগ্ধ, নখ তাম্রবর্ণ, এবং তাহাতে (পদে) মৎস্য, অঙ্কুশ, চক্র, পদ্ম ও লাঙ্গলচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই স্ত্রীকে শুভলক্ষণা বলিয়া জানিবে। স্ত্রীলোকের চরণতল কোমল ও স্বেদশূন্য হইলে প্রশস্ত হয়। নারীর জঙ্ঘা ও উরুযুগল রোমশূন্য ও হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুবৃত্ত * * * নাভি গভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত, উদরে রোমশূন্য ত্রিবলী,—হৃদয় ও স্তনযুগল রোমশূন্য হইলে তাহা শুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে।" (চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কারের বঙ্গানুবাদ)।

নারীজন্ম—নারীরূপে জন্মগ্রহণ, স্ত্রীজন্ম। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

নারীজীবন—রমণীর জীবনধারণকাল। ৬তৎ।

নারীদূষণ—মদ্যপান, দুর্জনসংসর্গ, পতিত্যাগ, ইতস্ততোভ্রমণ, পরকীয় গৃহে বাস, অন্যের গৃহে শয়ন—স্ত্রীলোকের এই ছয় দোষ। সং; ক্লী।

নারীদেশ—কেবল নারীগণের বসতিস্থান, প্রমীলাপুরী। নারীর দেশ, ৬তৎ, অথবা নারী পূর্ণ দেশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

নারীবধ—স্ত্রীবধ, স্ত্রীহত্যা। ৬তৎ। সং; পু।

নারীবেশ—স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ। ৬তৎ। সং; পু। [সং; পু।

নারীস্বভাব—স্ত্রীলোকের প্রকৃতি। ৬তৎ।

নারীস্বভাবসিদ্ধ — স্ত্রীলোকের প্রকৃতিজাত। নারীর স্বভাব, তদ্দ্বারা সিদ্ধ, ৬তৎ ও ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

নাল—নল; শিরা; ডাঁটা; মৃণাল; হরিতাল; ঘোড়ার খুরের আবরক লৌহখণ্ড। নল+ণ ক। সং; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে নালা।

নালা—নাল দেখ।

নালি, নালিকা, নালী—নল ; শিরা ; ডাঁটা, . এক দণ্ডকাল, ২৪ মিনিট। নল দেখ ; নল +ইণ্। সং ; স্ত্রী।

নালীক—১। শর ; শল্য ; অস্ত্র ; আগ্নেয়াস্ত্র ; বন্দুক। নালী শব্দ—কৈ (দীপ্তি পাওয়া) +ড ক। সং ; পু। ২। পদ্মসমূহ। ৩। পদ্মের বৃন্ত, বোঁটা। নালী শব্দ+কণ্। সং ; ক্লী।

নালীব্রণ—নালী ঘা। সং ; পু।

নাবিক—১। নৌকাচালক, কর্ণধার, মাঝি। নৌ শব্দ (নৌকা)+ষ্ণিক। সং ; পু। ২। নৌকাসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি।

নাবিকবিদ্যা—যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে নৌকা জাহাজ প্রভৃতি পরিচালন করা যায়। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

নাবী—নাবিক, নৌকা জাহাজাদির অধ্যক্ষ। নৌ শব্দ+ইন্ অস্ত্যার্থে=নাবিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

নাব্য—১। নৌকা দ্বারা উত্তরণযোগ্য ; নৌকা করিয়া যাতায়াতের বা বাণিজ্যদ্রব্যাদি বহনের উপযুক্ত (Navigable)। নৌ শব্দ (নৌকা)+ষ্য। বিণ ; ত্রি। ২। নূতনত্ব, নবীনত্ব ; তারুণ্য। নব শব্দ (নূতন)+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

নাশ—ধ্বংস ; লয় ; পলায়ন ; অদর্শন। নশ (নষ্ট হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে নষ্ট

নাশক—নাশকারী, ধ্বংসসাধক, লয়কারক। ণিজন্ত নশ বা নাশি (নষ্ট করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নাশিকা।

নাশন—১। নাশকরণ, ধ্বংসসাধন। ণিজন্ত নশ বা নাশি (নষ্ট করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। নাশক, ধ্বংসকারী। ণিজন্ত নশ বা নাশি+অন ক। বিণ ; ত্রি।

নাশিকা—নাশক দেখ।

নাশিত—বিনাশিত, ধ্বস্ত। ণিজন্ত নশ বা নাশি (নষ্ট করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নাশন।

নাশিনী—নাশশীলা ; উচ্ছেদকারিণী ; নাশিকা, নাশকারিণী। নাশী দেখ ; নাশিন্ শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে নাশী।

নাশী—১। নাশশীল, ধ্বংসী, নশ্বর। নাশ দেখ ; নাশ শব্দ+ইন্ অস্ত্যার্থে=নাশিন্, ১মার ১বচন। ২। নাশক, নাশকারী। ণিজন্ত নশ বা নাশি (নষ্ট করা)+ণিন্ ক=নাশিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নাশিনী।

নাষ্টিক—নষ্ট দ্রব্যের অধিকারী। নষ্ট দেখ ; নষ্ট +ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

নাসত্য—দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ন (না) অসত্য, নঞ্তৎ ; অথবা নাসা (নাক)—ত্যজ (ত্যাগ করা)+ড র্ম্ম। সং ; পু।

নাসা—নাসিকা, নাক। নাস (শব্দ করা)+ অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

নাসাদারু—দ্বারোর্দ্ধকাঠ, বন্দকাঠ, কপালি। সং ; ক্লী।

নাসারন্ধ্র—নাকের ছিদ্র। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

নাসিকা—ঘ্রাণেন্দ্রিয়, নাসা, নাক। নাসা দেখ ; নাসা+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

নাসিক্য—অশ্বিনীকুমারদ্বয়। নাসিকা শব্দ+ ষ্ণ্য। সং ; পু।

নাসীর—১। যুদ্ধে অগ্রবর্ত্তী সৈন্য। নাস (শব্দ করা)+ঈরন্ ক। সং ; ক্লী। ২। সেনাগ্রবর্ত্তী। বিণ ; ত্রি।

নাস্তি—নাই, অবিদ্যমান ; নহে। ন (না)+ অস্তি (আছে) ; অস্তি সংস্কৃত ক্রিয়ারূপ। ব্য

নাস্তিক—ঈশ্বরের সত্তার বা পরলোকের বিষয় অস্বীকারকারী (অর্থাৎ যে ঈশ্বর আছেন বা পরকাল বলিয়া কিছু আছে, এ সকল কথা মানে না) ; নিরীশ্বরবাদী (Atheist)। নাস্তি দেখ ; নাস্তি শব্দ (নাই)+কণ্। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নাস্তিকতা, নাস্তিক্য।

নাস্তিকতা, নাস্তিক্য—ঈশ্বরের অস্তিত্বে বা পরলোকে অবিশ্বাস বা তাহার অস্বীকার ; নাস্তিকের ব্যবহার, শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা সদাচারবহির্ভূত আচরণ, নিরীশ্বরবাদ (Atheism.)। নাস্তিক দেখ ; নাস্তিক শব্দ+তা, ষ্ণ্য ভাবে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

নাহ—বন্ধন ; রজ্জু ; ফাঁদ। সং ; পু।

নি—নিষেধ ; অভাব ; নিশ্চয় ; সংশয় ; নিবেশ ; বিন্যাস ; ভৃশ ; নিত্য ; নিন্দা ; কৌশল ; উপরম ; সামীপ্য ; আশ্রয় ; দান ; মুক্তি ; অন্তর্ভাব ; বন্ধন ; রাশি ; অধোভাব। নহ (বন্ধন করা)+ডি ক। ব্য।

নিঃশঙ্ক—শঙ্কাশূন্য, নির্ভয়। নির্ (নাই) শঙ্কা (ভয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিঃশর—শরশূন্য, বাণহীন। নির্ (নাই) শর যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিঃশলাক—নির্জন ; প্রতিবন্ধকশূন্য। নির্ (নাই) শলাকা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিঃশব্দ—শব্দশূন্য, নীরব। নির্ (নাই) শব্দ যাহার, যখন, বা যথায়, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিঃশব্দপদবিক্ষেপে—শব্দহীন ভাবে চরণ ক্ষেপণপূর্ব্বক, কোন শব্দ না হয় এরূপে পা ফেলিয়া। পদের বিক্ষেপ, ৬তৎ। নিঃশব্দ হইয়াছে পদবিক্ষেপ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নিঃশব্দপদসঞ্চারে—কোন শব্দ না হয় এরূপ ভাবে পা ফেলিয়া। ৬তৎ ও বহু। ক্রি-বিণ।

নিঃশব্দে—নীরবে, শব্দ না করিয়া। নির্ (নাই) শব্দ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নিঃশেষ—সম্পূর্ণ, শেষরহিত। নির্ (নাই) শেষ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিঃশ্রয়ণী—অধিরোহণী, সিঁড়ি। নির্ (বাহিরে) —শ্রি (আশ্রয় করা)+অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

নিঃশ্রেণি, নিঃশ্রেণী—অধিরোহণী, সিঁড়ি। সং ;

নিঃশ্রেয়স—মুক্তি ; মঙ্গল ; সুখ ; জ্ঞান ; প্রত্যয় ; ভক্তি। নির্ (নিশ্চিত, ভৃশ) যে শ্রেয়ঃ (শ্রেয়স্=মঙ্গল, ইত্যাদি), কর্ম্মধা (সমাসে অ প্রত্যয়)। সং ; ক্লী।

নিঃশ্বসন, নিঃশ্বসিত—নিশ্বাস। নির্—শ্বস (শ্বাস ফেলা)+অনট্, ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

নিঃশ্বাস—নাসাপথে নির্গত বায়ু। নির্—শ্বস (শ্বাস ফেলা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

নিঃসংজ্ঞ—সংজ্ঞারহিত, অচেতন। নির্ (নাই) সংজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিঃসঙ্কোচ—১। সঙ্কোচশূন্য, কুণ্ঠারহিত। নির্ (নাই) সঙ্কোচ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। সঙ্কোচহীনতা, কুণ্ঠারাহিত্য। নিত্য। সং ; পু।

নিঃসঙ্গ—সম্পর্কশূন্য ; বিষয়বিশ্লিষ্ট ; বিষয়ানুরাগরহিত। নির (নাই) সঙ্গ যাহার, বহু। বিণ।

নিঃসত্ত্ব—বলশূন্য ; ধৈর্য্যশূন্য ; অসার ; প্রাণিশূন্য। নির্ (নাই) সত্ত্ব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি

নিঃসন্তান—সন্তানহীন, পুত্রকন্যারহিত, আঁটকুড়ো। বহু। বিণ ; ত্রি।

নিঃসন্দেহ—নিশ্চয়, স্থির, ঠিক। নির্ (নাই) সন্দেহ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিঃসপত্ন—শত্রুহীন। নির্ (নাই) সপত্ন (শত্রু) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিঃসম্পর্ক—১। সম্পর্কহীন, সম্বন্ধশূন্য। নির্ (নাই) সম্পর্ক যাহার সহিত, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। সম্পর্কাভাব। সং ; পু।

নিঃসম্পাত—১। গমনাগমনশূন্য কাল। নির্ (নাই) সম্পাত (গমন) যে সময়ে, বহু। সং ; পু। ২। গমনাগমনশূন্য। বিণ ; ত্রি।

নিঃসম্বল—পাথেয়শূন্য ; সঙ্গতিহীন। নির্ (নাই) সম্বল (পাথেয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিঃসরণ—১। নির্গমন ; মৃত্যু। নির্—সৃ (গমন করা)+অনট্ ভা। ২। দ্বার। নির্—সৃ+ অনট্ ণ। সং ; ক্লী। বিশেষণে নিঃসৃত।

নিঃসহ—যে আর সহিতে পারে না এরূপ। নির্ —সহ (সহ্য করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

নিঃসার—১। নীরস, সারশূন্য। নির্ (নাই) সার যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। নির্গম পথ। নির্—সৃ (গমন করা)+ ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

নিঃসারণ—নির্ব্বাসন, বহিষ্করণ, বাহির করিয়া দেওয়া ; নিঙড়ন। নির্—ণিজন্ত সৃ বা সারি (গমন করান)+অনট্ ভা। ক্লী।

নিঃসারিত—নির্ব্বাসিত, বহিষ্কৃত। নির্—ণিজন্ত সৃ বা সারি (গমন করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নিঃসারণ।

নিঃসুপ্ত—গাঢ়নিদ্রিত। নির্ (ভৃশ) সুপ্ত, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

নিঃসৃত—নির্গত, বহির্গত। নির্—সৃ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নিঃসরণ। স্ত্রীলিঙ্গে নিঃসৃতা।

নিঃস্নেহ—স্নেহশূন্য, প্রীতিহীন, অনুরাগবিহীন, ভালবাসাশূন্য ; তৈলপদার্থরহিত। নির্ (নাই) স্নেহ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিঃস্রব, নিঃস্রাব—১। ক্ষরণ, গলন। নির্—স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+অল্, ঘঞ্ ভা। ২। নির্গলিত দ্রবদ্রব্য ; অন্নের মণ্ড, ভাতের মাড়। নির্—স্রু+অল্, ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু।

নিঃস্ব—নির্ধন, দরিদ্র। নির্ (নাই) স্ব (ধন) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিঃস্বত্ব—স্বত্বহীন, দখলশূন্য। বহু। বিণ ; ত্রি।

নিউটন—ইংলণ্ডের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানবিৎ। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া, ইনি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কারে মনোনিবেশ করেন। ইঁহাকে একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি বিজ্ঞানশাস্ত্রের যে কতদূর উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইনি মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের আবিষ্কার, আলোকের গতিনির্ণয়, এবং তত্তদ্বিষয় সংক্রান্ত বহুবিধ নিয়ম প্রকাশ করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাত্মার মৃত্যু হয়।

নিকট—সমীপ। নি—কট (গমন করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

নিকটবর্ত্তী—নিকটস্থ, সমীপস্থ। নিকট শব্দ—বৃত (থাকা)+ণিন্ ক=নিকটবর্ত্তিন, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

নিকটস্থ—নিকটবর্ত্তী, সমীপস্থ। নিকট শব্দ—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

নিকর—সমূহ, সার ; নিধি ; ন্যায্য দেয় ধন। নি—কৃ (বিক্ষেপ)+অল্ র্ম্ম। সং।

নিকর্ত্তন—১। ছেদন, কাটা। নি—কৃত (ছেদন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। কর্ত্তনকারী ; ছেদক। নি—কৃত+অন ক। বিণ।

নিকর্ষণ—নগরমধ্যস্থিত বা তৎসন্নিহিত অকৃষ্ট স্থল। নি (নাই) কর্ষণ যথায়, বহু। ক্লী।

নিকষ, নিকস—কষ্টিপাথর ; শান। নি—কষ বা কস+অল্ ণ। সং ; পু।

নিকর্ষণ—ঘর্ষণ ; উল্লেখন, খনন। নি—কষ (বধ ইত্যাদি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিকষা—১। রাক্ষসমাতা ; রাবণাদির জননী [কৈকসী দেখ]। নি—কষ (বধ করা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। নিকটে ; মধ্যে। নি—কষ+আ ক। ব্য।

নিকষাত্মজ—রাক্ষস ; রাবণ ; কুম্ভকর্ণ ; বিভীষণ। নিকষা দেখ ; নিকষার আত্মজ (পুত্র), ৬তৎ। সং ; পু।

নিকাম—যেচ্ছাপূর্ব্বক। নি—কম (ইচ্ছা করা) +ঘঞ্ ভা। ক্রি-বিণ।

নিকায়—১। বাসস্থান ; গৃহ ; ব্রহ্মবস্তু। নি—চি+ঘঞ্ অধি। ২। লক্ষ্য ; সমূহ ; সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। নি—চি (একত্র করা) +ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু।

নিকায্য—আলয়, গৃহ। নি—চি (একত্র করা) +ঘ্যণ্ র্ম্ম নিপাতনে। সং ; পু।

নিকার—পরিভব, পরাজয় ; তিরস্কার ; অবমাননা ; অপকার। নি—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে নিকৃত।

নিকারণ—মারণ, বধ। নি—ণিজন্ত কৃ বা কারি (বিকীর্ণ করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিকাশ—বিকাশ ; প্রকাশ। নি—কাশ (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ ভা। সং ; ক্লী।

নিকাষ—ঘর্ষণ ; কর্ষণ। নি—কষ (বধ করা)+ ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

নিকাস—(অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) তুল্য, সদৃশ। নি—কাস (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

নিকুঞ্জ—কুঞ্জ, লতাগৃহ। নি (নিরর্থক শব্দ)+ কুঞ্জ [কুঞ্জ দেখ]। সং ; পু ও ক্লী।

নিকুঞ্জকানন—বহুলতাগৃহপূর্ণ স্থান ; কুঞ্জবন। ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নিকুঞ্জবন—নিকুঞ্জকানন। ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নিকুম্ভ—১। রাক্ষসবিশেষ। রাবণানুজ কুম্ভকর্ণের ঔরসে তৎপত্নী বজ্রজ্বালার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। লঙ্কাসমরে এই রাক্ষস নিহত হয়। ২। জনৈক দৈত্য, দৈত্যরাজ বজ্রনাভের ভ্রাতা। প্রদ্যুম্নের হস্তে বজ্রনাভ নিধনপ্রাপ্ত হইলে, নিকুম্ভ যাদবদিগের ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। কৃষ্ণপ্রমুখ প্রধান প্রধান যাদববীরগণ প্রভাসে জলবিহারে রত হইলে, সেই অবকাশে নিকুম্ভ দ্বারকায় গমন করিয়া ভানুতনয়া ভানুমতীকে হরণ করে। সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্নসহ দানবের অনুসরণ করেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। দৈত্যের গদাঘাতে অর্জ্জুন ও প্রদ্যুম্ন সংজ্ঞাহীন হন। স্বয়ং কৃষ্ণ ইহার গদাপ্রহারে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি চক্রাঘাতে অসুরের প্রাণবধ করেন।

৩। অসুরবিশেষ, ত্রিপুরের ভ্রাতা। ত্রিপুর নিহত হইলে, নিকুম্ভ ভয়ে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়, এবং ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট বরলাভে দেবগণের অবধ্য হয়। বরদৃপ্ত হইয়া অসুর সাতিশয় অত্যাচারী হইয়া উঠে। বসুদেব সখা ব্রহ্মদত্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, নিকুম্ভ তাহা নষ্ট করিতে উদ্যত হয়। তখন কৃষ্ণ ইহার যথার্থ যাত্রা করেন। স্বর্গ হইতে জয়ন্ত ও প্রবর কৃষ্ণের সাহায্যার্থে উপস্থিত হন। যুদ্ধে কৃষ্ণ অসুরের জীবনান্ত করেন।

নিকুম্ভিলা—লঙ্কাস্থ গুহাবিশেষ, তথায় যজ্ঞাদি সম্পন্ন হইত ; লক্ষ্মণ এই যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া মেঘনাদের প্রাণবধ করেন। নিকুম্ভ শব্দ+ইল, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

নিকুম্ভী—কুম্ভকর্ণের কন্যা। নিকুম্ভ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

নিকুরম্ব—সমূহ। নি—কুর (শব্দ করা)+ অম্বচ্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

নিকৃত—পরিভূত, পরাজিত ; তিরস্কৃত ; অবমানিত ; অপকৃত ; প্রতারিত। নি—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নিকৃতি—নিকার ; শঠতা ; দীনতা ; নিন্দা ; ভর্ৎসনা, তিরস্কার ; নিষ্ঠুরতা। নি—কৃ (করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে নিকৃত।

নিকৃত্ত—ছিন্ন ; খণ্ডিত। নি—কৃত (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নিকৃষ্ট—অধম, অপকৃষ্ট, মন্দ, নীচ। নি—কৃষ (কর্ষণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নিকেত, নিকেতন—আলয়, গৃহ, বাড়ী। নি—কিত (বাস করা)+অল্, অনট্ অধি। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নিকোচন—কুঞ্চিতকরণ ; সঙ্কোচন। নি—কুচ (শব্দ করা) অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিক্বণ, নিক্বাণ—ধ্বনি, শব্দ ; বীণাধ্বনি। নি—ক্বণ (শব্দ করা)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

নিক্বাণন—বীণাবাদন। নি—ণিজন্ত ক্বণ বা ক্বাণি (শব্দিত করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিক্বাণনা—বীণাবাদন। নি—ণিজন্ত ক্বণ বা ক্বাণি (শব্দিত করা)+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

নিক্ষণ—চুম্বন। নিক্ষ (চুম্বন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিক্ষিপ্ত—যাহা নিক্ষেপ করা হইয়াছে এরূপ ; ত্যক্ত ; অর্পিত ; ন্যস্ত ; গচ্ছিত। নি—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নিক্ষেপ।

নিক্ষেপ—১। ন্যাস, গচ্ছিতকরণ ; ত্যাগ ; অর্পণ। নি—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভা। ২। গচ্ছিত বস্তু। নি—ক্ষিপ+অল্ র্ম্ম। সং ; পু। বিশেষণে নিক্ষিপ্ত।

নিক্ষেপক—নিক্ষেপকারী। নি—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

নিখর্ব—১। বামন। নি (অতিশয়) যে খর্ব্ব,

কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। ২। সংখ্যাবিশেষ, দশ সহস্র কোটি। সং; ক্লী।

নিখাত—যাহা খনন করা হইয়াছে এরূপ প্রোত; প্রোথিত; ক্ষুণ্ণ। নি—খন (খনন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

নিখিল—সমস্ত, সমগ্র, সম্পূর্ণ। নি (না)—খ শব্দ (আকাশ, শূন্য)—লা (গ্রহণ করা) +ড ক। বিণ; ত্রি।

নিখিলনাথ রায়—জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত পুঁড়া গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। ইঁহার পিতার নাম জানকীনাথ রায়। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ রামভদ্র রায় যশোহরের ফৌজদার নূরউল্লা খাঁর দেওয়ান ছিলেন। রামভদ্রের পূর্ব্ব-নিবাস বরিশাল জেলা; কার্য্যোপলক্ষে ইনি পুঁড়ায় বাস করেন। ইনি বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া এতদ্বংশীয়েরা যশোহর সমাজে সামাজিক মর্য্যাদায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। নিখিলনাথ দুই বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন, এবং পুঁড়ায় আদর্শ ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাতৃস্বসার আশ্রয়ে থাকিয়া ইংরেজী শিক্ষা করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কবিতা রচনায় ও ইতিহাস পাঠে আগ্রহ ছিল। পঠদ্দশায় ইনি রাজপুত কুসুম নামে একখানি কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বহরমপুরনিবাসী ডাক্তার রামদাস সেনের তৃতীয়া কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। জন্মভূমি, অনুসন্ধান, মুর্শিদাবাদহিতৈষী, সাহিত্য, নব্যভারত প্রভৃতি পত্রিকায় ইঁহার লিখিত বহু কবিতা ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বি এ পরীক্ষা দিবার পর ইনি মুর্শিদাবাদ কাহিনী প্রকাশ করেন। ১৩০৯ সালে ইঁহার রচিত মুর্শিদাবাদের ইতিহাস প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণের মধ্যে ইতিহাসের আলোচনার জন্য ইনি প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিক চিত্র নামে একখানি মাসিক পত্র ইনি প্রকাশ করিতেছেন।

নিগড়—শৃঙ্খল, শিকল; পাদবন্ধনী, পা-বেড়ী (Fetters)। নি—গড় (ক্ষরিত হওয়া) +অন্ ক। সং; পু ও ক্লী। বিশেষণে নিগড়িত।

নিগড়িত—শৃঙ্খলিত; বদ্ধ; পাদবন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ (Fettered)। নিগড় দেখ; নিগড় শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

নিগদ—কথন, বলা; শব্দ। নি—গদ (কথা বলা)+অল্ ভা। সং; পু।

নিগদিত—উল্লিখিত; কথিত। নি—গদ (কথা বলা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

নিগম—১। নিশ্চয়; প্রতিজ্ঞা। নি—গম+অল্ ভা। ২। বেদাদি শাস্ত্র; তন্ত্রবিশেষ; পঞ্চাবয়ব ন্যায় মধ্যে চরম অবয়ব; ন্যায়-শাস্ত্র। নি—গম (গমন করা)+অল্ ণ। ৩। নগর; পথ। নি—গম+অল্ অধি। সং; পু।

নিগমন—পঞ্চম ন্যায়াঙ্গ। নি—গম (গমন করা) +অনট্ ণ। সং। ক্লী।

নিগর, নিগার—ভক্ষণ, গিলন। নি—গ (ভক্ষণ করা)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নিগরণ—ভক্ষণ, গিলন। নি—গ (ভক্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিগাল—অশ্বের গলদেশ। নি—গল (ভক্ষণ করা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

নিগূঢ়—গুপ্ত, অপ্রকাশিত; আচ্ছাদিত; আলিঙ্গিত। নি—গুহ (গোপন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

নিগৃহীত—যাহাকে নিগ্রহ করা হইয়াছে এরূপ; দণ্ডিত; পীড়িত; লাঞ্ছিত; বশীকৃত; নিরুদ্ধ; নিবর্ত্তিত। নি—গ্রহ (গ্রহণ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নিগ্রহ, নিগ্রাহ।

নিগ্রহ, নিগ্রাহ—অনুগ্রহাভাব, অনুগ্রহের বিপরীত ভাব; প্রহার; দণ্ড; ভৎর্সনা; লাঞ্ছনা; সংযম; নিরাকরণ; বন্ধন; চিকিৎসা। নি—গ্রহ (গ্রহণ করা)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে নিগৃহীত।

নিগ্রহস্থান—বাদিপরাজয়। সং; ক্লী।

নিগ্রাহ—নিগ্রহ দেখ।

নিগ্রাহক—নিগ্রহকারী। নি—গ্রহ (গ্রহণ করা) +ণক ক। বিণ; ত্রি।

নিঘণ্ট—কোষাদি গ্রন্থ; নির্ঘণ্ট, সূচিপত্র। নি—ঘন্ট (দীপ্তি পাওয়া)+উ ক। পু।

নিঘস—ভোজ্যবস্তু। নি—অদ (ভক্ষণ করা) +অল্ র্ম্ম। সং; পু।

নিঘাত—১। অনুদাত্ত স্বর। নি—হন+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। সম্যক্ হনন। নি—হন+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নিচয়—১। সমূহ; পুঞ্জ। নি—চি (একত্র করা)+অল্ র্ম্ম। ২। উপচয়; নিশ্চয়। নি—চি+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে নিচিত।

নিচায়—ধান্যরাশি। নি—চি (একত্র করা) +ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

নিচিত—সঞ্চিত; রচিত; ব্যাপ্ত; সম্যক্ উপার্জ্জিত। নি—চি (একত্র করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নিচয়।

নিচুল—উত্তরীয় বস্ত্র; স্থলবেতস; বেতস; কবি-বিশেষ। নি—চুল (উন্নত হওয়া)+ক ক। সং; পু।

নিচোল—প্রচ্ছদপট, আচ্ছাদনবস্ত্র; ঘাগরা; সাঁজোয়া। নি—চুল (উন্নত হওয়া)+অন্ ক। সং; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে নিচোলী।

নিচোলী—নিচোল দেখ। সং; স্ত্রী।

নিচ্ছিদ্র—ছিদ্রহীন; দোষশূন্য, নির্দ্দোষ। নিত্য। বিণ; ত্রি।

নিজ—স্বকীয়; স্বাভাবিক; চিরস্থায়ী। নি—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

নিজস্ব—স্বকীয় ধন, যাহাতে অন্য কাহারও সম্পর্ক বা অধিকার নাই। নিজ (স্বকীয়) যে স্ব (ধন), কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নিটল, নিটাল—ললাট, কপাল। নি—টল (বিকল হওয়া)+অল্, ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

নিটোল—সঙ্কোচশূন্য, যাহাতে টোল (সঙ্কোচ) নাই। বিণ। দেশজ শব্দ।

নিতম্ব—স্ত্রীলোকের কটির পশ্চাদ্ভাগ, পাছা; কটি; পর্ব্বতের কটক। নি—তম (ইচ্ছা করা)+ব র্ম্ম; অথবা, নি—তন্ব (গমন করা)+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

নিতম্বিনী—১। প্রশস্ত নিতম্ববতী। নিতম্ব দেখ; নিতম্ব শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নারী। সং; স্ত্রী।

নিতম্বী—নিতম্বযুক্ত। নিতম্ব দেখ; নিতম্ব শব্দ +ইন্ অস্ত্যর্থে=নিতম্বিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

নিতরাম্—অত্যন্ত; অবশ্য; সর্ব্বথা। ব্য।

নিতল—পাতালবিশেষ [তল দেখ]। সং; স্ত্রী।

নিতাই বৈরাগী—ইঁহার প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ দাস। ১১৫৮ সালে (১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে) ফরাসডাঙ্গা চন্দননগরে বৈষ্ণব-বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহারা জাতি বৈষ্ণব ছিলেন। বাল্যে ইনি ঘরে বসিয়া সামান্য লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই ইঁহার গান বাজনার প্রতি অনুরাগ জন্মে। বাল্যকালে যেখানে যে গানের পুস্তক পাইতেন, তাহা নিজ হস্তে নকল করিয়া লইয়া আবৃত্তি করিতেন, কখন বা সমবয়স্ক বালকদিগকে লইয়া গানে মত্ত হইতেন। এইরূপে গলা সাধিয়া লইয়া ইনি কলিকাতায় যান, এবং নীলু ঠাকুরের দলে যোগদান করেন। ইঁহার সুললিত ও সুমধুর কণ্ঠস্বরে শ্রোতৃবর্গ বিমুগ্ধ হইয়া যাইত। নিত্যানন্দের মধুর কণ্ঠে ভদ্র অভদ্র সকলেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল। ভট্টপল্লীর পণ্ডিতগণ ইঁহাকে নিত্যানন্দ প্রভু বলিতেন। ইনি আসরে গাহিতে উঠিলেই সকলে "প্রভু উঠেছেন" বলিয়া উঠিত।

নিত্যানন্দ কিছুদিন নীলুঠাকুরের দলে থাকিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া নিজে দল বাঁধিলেন। ইনি গাহিতে ও বাজাইতে যেমন সুদক্ষ ছিলেন, সঙ্গীত রচনায়ও তেমনই পারদর্শী ছিলেন। নবাই ঠাকুর ও গৌর কবিরাজ (ইঁহারা পূর্ব্বে নীলু ঠাকুরের দলে ছিলেন) ইঁহার দলে বাঁধনদারের কার্য্য

করিতেন। ইনি অতি সুন্দর ঢোল বাজাইতে পারিতেন। প্রসিদ্ধ রাম বাইতির পুত্র মোহন বাইতি ইঁহার দলে ঢোল বাজাইত। নিত্যানন্দ গাহিতে গাহিতে যখন উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিতেন, তখন মোহনের কাঁধ হইতে ঢোল টানিয়া লইয়া নিজেই অভিনব নৃত্য সহকারে বাজাইতে থাকিতেন। তাঁহার হাতে আড়ি, পরম এবং তেহাই শুনিয়া মোহন ভক্তিগদ্গদচিত্তে বাবাজীর পদধূলি লইয়া মাথায় দিতে থাকিত।

তৎকালে কবি গাওয়াইতে হইলে লোকে আগে নিতাই দাস ও ভবানী বেণেকে খুঁজিত। ইঁহাদের উভয়ের সাক্ষাৎ যুদ্ধ বড় সুন্দর হইত। এখনও "নিতে ভবানীর লড়াই" বলিয়া একটা প্রচলিত কথা আছে। "নিতে ভবানীর লড়াই" শুনিবার জন্য দুই দিনের পথ হইতে লোকে ছুটিয়া আসিত। নিতাই দাসের অনেক গোঁড়া ছিল। কবিযুদ্ধে নিতাই জয়লাভ করিলে তাঁহারা যেন হাতে স্বর্গ পাইত, আর হারিলে তাহাদের মনস্তাপের সীমা থাকিত না। এইরূপ ভবানী বেণেরও অনেক গোঁড়া ছিল। সময়ে সময়ে এই দুই দল গোঁড়ায় মারামারি লাঠালাঠি পর্য্যন্ত হইয়া যাইত। এস্থলে নিতাই দাসের সখী-সংবাদের একটী গান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
নহে কেন অঙ্গ অবশ হইল,
সুধা বরষিল শ্রবণে।
বৃক্ষডালে বসি, পক্ষী অগণিত
জড়বৎ কি কারণে।
যমুনার জলে বহিছে তরঙ্গ,
তরু হেলে বিনা পবনে॥
একি একি সখি, একি গো নিরখি,
দেখি সব গোধনে।
তুলিয়ে বদন, নাহি খায় তৃণ,
আছে যেন হীন চেতনে॥
আর একদিন শ্যামের ঐ বাঁশী,
বেজেছিল কুঞ্জবনে।
কুল লাজ ভয় হরিল তাহাতে
মরিতেছি গুরু গঞ্জনে॥

১২২৮ সালে (১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে) নিত্যানন্দ দাস বা নিতাই বৈরাগী ৭০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

নিতান্ত—১। অধিক। বিণ; ত্রি। ২। অত্যন্ত; অবশ্য। নি—তম (ইচ্ছা করা) +ক্ত ক। ক্রি-বিণ।

নিত্য—১। সর্ব্বদা, সতত; অহরহঃ। নি (নিয়ত) +ত্য ভবার্থে। ক্রি-বিণ। ৩। চিরস্থায়ী, ধারাবাহিক; অবিনশ্বর। বিণ; ত্রি।

নিত্যকর্ম্ম—দৈনন্দিন অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম, অকরণে প্রত্যবায়জনক কর্ম্ম। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নিত্যকাল—চিরকাল। কর্ম্মধা। সং; পু।

নিত্যক্রিয়া—নিত্যকর্ম্ম দেখ। সং; স্ত্রী।

নিত্যক্ষৌর—প্রত্যহ শ্মশ্রুকেশাদি ছেদন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নিত্যগতি—সদাগতি, বায়ু। নিত্য গতি যাহার, বহু। সং; পু। [দাচ্। ব্য।

নিত্যদা—সদা, সর্ব্বদা। নিত্য দেখ। নিত্য+

নিত্যনৈমিত্তিক—প্রাত্যহিক করণীয় ও নিমিত্ত জন্য করণীয়। দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি।

নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া—স্নানাহারাদি দৈনন্দিন কার্য্য এবং দেবপূজাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম। নিত্য ও নৈমিত্তিক নিত্যনৈমিত্তিক, দ্বন্দ্ব; নিত্যনৈমিত্তিক যে ক্রিয়া, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নিত্যপ্রলয়—প্রলয়বিশেষ [প্রলয় দেখ]; সুষুপ্তি। কর্ম্মধা। সং; পু। [সং; পু।

নিত্যযজ্ঞ—অগ্নিহোত্রাদি প্রত্যহ করণীয় যাগ।

নিত্যযৌবন—১। স্থিরযৌবন। নিত্য (স্থায়ী) হইয়াছে যৌবন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। চিরস্থায়ী যৌবন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নিত্যলীলা—চিরস্থায়িনী লীলা, ধারাবাহিক ক্রীড়া। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নিত্যবৈকুণ্ঠ—বিষ্ণুলোকবিশেষ। নিত্য (অবিনশ্বর) যে বৈকুণ্ঠ, কর্ম্মধা। সং; পু।

নিত্যশঃ—সর্ব্বদা। নিত্য দেখ; নিত্য শব্দ+ চশস্। ব্য।

নিত্যসত্যপ্রিয়—সদা সত্যানুরাগী, যে সর্ব্বদা সত্য বলিতে ভালবাসে। সত্য হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। নিত্য সত্যপ্রিয়, ২তৎ। বিণ; ত্রি।

নিত্যসমাস—সমাস দেখ। [বিণ; ত্রি।

নিত্যসহচর—নিত্যসঙ্গী, চিরসঙ্গী। ২তৎ।

নিত্যসেবক—অহরহঃ সেবাকারী। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নিত্যসেবিকা।

নিত্যসেবা—অহরহঃ পরিচর্য্যা করা; গৃহপ্রতিষ্ঠিত দেবতার প্রাত্যহিক পূজা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নিত্যানন্দ—১। সদানন্দচিত্ত, সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত। নিত্য (চিরস্থায়ী) হইয়াছে আনন্দ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

২। খ্যাতনামা হরিভক্ত সাধুপুরুষ। বীরভূম প্রদেশে একচক্র গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত এবং মাতার নাম পদ্মাবতী। বাল্যকাল হইতেই ইনি শান্তশীল ও ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। অতি অল্পবয়সে গৃহত্যাগ করিয়া মাধবেন্দ্র পুরী নামক জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন, এবং নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত পাণ্ডারপুর তীর্থে লক্ষ্মীপতি নামক এক সাধুপুরুষের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। ক্রমে ইনি একজন অবধূতরূপে পরিগণিত হইলেন। নবদ্বীপে চৈতন্যের হরিধ্বনি নিতাইএর শ্রুতিগোচর হইল। হরিনামের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ইনি নবদ্বীপে যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তদবধি ইনি চৈতন্যের সহচররূপে পরিগণিত হইলেন। ইঁহার প্রেম ভক্তিতে সকলে মোহিত হইল। হরিনাম প্রচারে নিতাইএর বড়ই প্রীতি ছিল।

সেই সময়ে নবদ্বীপে জগাই মাধাই নামে দুই ঘোর পাষণ্ড ছিল, তাহারা সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া পথে পথে বেড়াইত এবং নিরীহ বৈষ্ণবদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিত। নিত্যানন্দ এই পাষণ্ডদ্বয়কে হরিনাম প্রদান করিয়া উদ্ধার করিতে উৎসুক হইলেন। কিন্তু প্রথম প্রথম তাহারা ইঁহার উপদেশ শুনিয়া উপহাস করিত, এমন কি ধরিয়া মারিবার জন্য তাড়াও করিত। একদা নিতাই হরিনাম প্রচার করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পাষণ্ডদ্বয় ইঁহাকে পথে দেখিতে পাইয়া আক্রমণ করিল। মাধাই ক্রোধে ইঁহার মস্তকে কলসীর কানা ফেলিয়া মারিল। দরদরধারে রক্তস্রোত ছুটিল। চৈতন্যদেব সংবাদ পাইয়া সদলবলে তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন সকলে মিলিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। নিতাইচৈতন্যের প্রেমে পাষণ্ডদ্বয়ের বজ্রাদপি কঠোর হৃদয় গলিয়া গেল। অতঃপর তাহারা পূর্ব্ব স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সাধুশীল ভক্ত বৈষ্ণবরূপে পরিণত হইল।

চৈতন্য নীলাচলে গমন করিলে, তাঁহার অনুমতিক্রমে নিত্যানন্দ দেশে থাকিয়া হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। ভাগীরথীর উভয় তটস্থ বহু গ্রামের সহস্র সহস্র লোক বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইল। সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক্‌গণ নিত্যানন্দের শিষ্য হইল। ক্রমে সমগ্র বণিক্‌সমাজ তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। বঙ্গদেশে হরিনামের তুমুল তরঙ্গ উত্থিত হইল। কথিত আছে যে, গোবর্দ্ধন নামক এক ব্যক্তির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে নিতাই সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ ও গৃহীর বেশ ধারণ করেন। অতঃপর ইনি নবদ্বীপে গমনপূর্ব্বক পুত্রশোকাতুরা চৈতন্যজননী শচীদেবীর গৃহে পুত্রবৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইঁহার আগমনে নবদ্বীপে পুনরায় হরিনামের মহা রোল উঠিল। বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে নিতাইএর সহিত যোগ দিলেন। ইহার পর নির্লিপ্ত সংসারী বৈষ্ণবের দৃষ্টান্ত

প্রদর্শনার্থ নিত্যানন্দ দারপরিগ্রহে ইচ্ছুক হইলে নবদ্বীপের নিকটস্থ শালিগ্রামের পণ্ডিত সূর্য্যদাসের বসুধা ও জাহ্নবী নাম্নী দুই কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হইল। বিবাহের পর সস্ত্রীক ইনি খড়দহ গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। জাহ্নবীর গর্ভে ইঁহার বীরভদ্র নামে এক পুত্র ও গঙ্গা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। চৈতন্যদেবের লীলা সংবরণের পর, নিত্যানন্দের দেহত্যাগ হয়। খড়দহের গোস্বামিগণ বীরভদ্রের বংশধর। বলাগড়ের গোস্বামিগণ গঙ্গাদেবীর বংশের প্রতিনিধি।

নিত্যানন্দ দাস—নিতাই বৈরাগী দেখ।

নিত্যাভিযুক্ত—১। যোগবিশেষ সং। ২। নিয়ত রাজদ্বারে অভিযুক্ত। বিণ ; ত্রি।

নিদয়—নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর। নি অর্থাৎ নাই দয়া যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিদর্শন—উদাহরণ, দৃষ্টান্ত ; চিহ্ন ; প্রমাণ। নি—দৃশ (দেখা)+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

নিদর্শনস্তম্ভ—প্রমাণসূচক স্তম্ভ, কোন বিষয়ের প্রমাণস্বরূপে নির্ম্মিত থাম। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

নিদর্শনা—কাব্যালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]।

নিদাঘ—১। গ্রীষ্মকাল। নি—দহ (দগ্ধ করা) +ঘঞ্ অধি। ২। উষ্মা ; ঘর্ম্মজল। নি—দহ+ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

নিদাঘকাল—গ্রীষ্মকাল। ৬তৎ। সং ; পু।

নিদাঘপীড়িত—গ্রীষ্মকাতর, গ্রীষ্মতাপে তাপিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

নিদাঘার্ত্ত—গ্রীষ্মে কাতর। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

নিদান—১। মূলকারণ ; কারণ ; রোগের মূলানুসন্ধান ; রোগনির্ণায়ক গ্রন্থবিশেষ। নি—দা (দেওয়া)+অনট্ ণ। ২। অবসান, শেষ ; বিরাম, নিবৃত্তি। নি—দা+অনট্ ভা। ৩। শুদ্ধি, পবিত্রতা। নি—দৈ (শোধন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিদানভূত—মূলীভূত ; কারণোৎপন্ন। নিদান—ভূ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

নিদারুণ—অতি দারুণ ; কঠোর, কঠিন ; নির্দ্দয় ; দুঃসহ, অসহ্য। নি (অতিশয়) যে দারুণ, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

নিদিগ্ধ—লেপিত, মাখান ; উপচিত। নি—দিহ (লেপন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নিদিগ্ধা—এলা, এলাচ। নিদিগ্ধ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

নিদিধ্যাস—শ্রবণ মননাদিতে একাগ্রতা জন্ম নিয়ত চিন্তা। নি—সনন্ত ধ্যৈ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

নিদিধ্যাসন—অনন্যমনে প্রগাঢ় ধ্যান, অভিনিবেশপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে কোন বিষয় চিন্তা করা, নিরন্তর বিচার। নি—সনন্ত ধ্যৈ (চিন্তা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিদেশ—১। আজ্ঞা, আদেশ ; উক্তি, কথন। নি—দিশ (আদেশ করা)+অল্ ভা। ২। সমীপ, নিকট। দেশের নি (অর্থাৎ সমীপ), নিত্য। সং ; পু।

নিদেশবর্ত্তিনী—নিদেশবর্ত্তী দেখ।

নিদেশবর্ত্তী—আদেশানুবর্ত্তী, আজ্ঞাকারী ; ভৃত্য। নিদেশ শব্দ (আজ্ঞা)—বৃত (থাকা) +ণিন্ ক=নিদেশবর্ত্তিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নিদেশবর্ত্তিনী। বিশেষ্যে নিদেশবর্ত্তিতা।

নিদেষ্টা—আজ্ঞাকারক, নিয়োজক। নি—দিশ +তৃন্ ক=নিদেষ্টৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

নিদ্রা—যে অবস্থায় জীব অচেতন হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে, ঘুম ; আলস্য ; নিমীলন। নি—দ্রা (নিদ্রা যাওয়া)+ড ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। [যথাকালে নিদ্রা উপভোগ করা আবশ্যক। ইহাতে ধাতুসকল সমতা প্রাপ্ত হয়, তন্দ্রা নাশ হয়, পুষ্টি, বর্ণ, বল, উৎসাহ এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। নিদ্রার বেগ ধারণ করিলে মাথাধরা, চক্ষুভার, গাত্রবেদনা, অপরিপাক, তন্দ্রা প্রভৃতি দোষ জন্মে। রাত্রিকালে নিদ্রা সেবনই প্রশস্ত। দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ, কিন্তু অবস্থাবিশেষে দিবানিদ্রা হিতকর (দিবানিদ্রা দেখ)]।

নিদ্রাকর্ষণ—নিদ্রাবেশ, নিদ্রার উদ্রেক। নিদ্রা কৃত আকর্ষণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নিদ্রাগত—নিদ্রিত, সুপ্ত, যে ঘুমাইয়াছে এরূপ। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

নিদ্রাণ—নিদ্রিত। নি—দ্রা (ঘুমান)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

নিদ্রাতুর—নিদ্রায় অবশ, ঘুমে কাতর। ৩তৎ।

নিদ্রাভঙ্গ—নিদ্রাপগম, ঘুমভাঙ্গা। ৬তৎ। সং ; পু। [বিণ ; ত্রি।

নিদ্রাভিভূত—তন্দ্রাচ্ছন্ন, নিদ্রিত। ৩তৎ।

নিদ্রালস—নিদ্রায় অবশ, ঘুমের ঘোরে জড়ীভূত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

নিদ্রালু—নিদ্রাশীল ; নিদ্রাবিষ্ট ; অলস। নিদ্রা শব্দ+আলু শীলার্থে। বিণ ; ত্রি।

নিদ্রাবেশ—নিদ্রার অনুপ্রবেশাবস্থা, ঘুম ধরা, ঘুমান। ৬তৎ। সং ; পু।

নিদ্রাহীন—নিদ্রাশূন্য, বিনিদ্র, জাগরূক। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

নিদ্রিত—নিদ্রাগত, সুপ্ত। নিদ্রা+ইত জাতার্থে।

নিদ্রোত্থিত—সুপ্তি হইতে উত্থিত, ঘুমের পর জাগরিত, যে জাগিয়াছে এরূপ। নিদ্রা হইতে উত্থিত, ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

নিধন—১। নাশ ; লোপ ; মৃত্যু ; নাশ। নি—ধন (নষ্ট হওয়া)+অল্ ভা। ২। কুল ; লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান। নি—ধন+অল্ র্ম্ম। সং ; পু ও ক্লী।

নিধান—১। ভূগর্ভস্থ অস্বামিক রত্নাদি ; নিধি। নি—ধা (ধারণ করা)+অনট্ র্ম্ম। ২। আধার ; ভাণ্ডার। নি—ধা অনট্ অধি। ৩। অর্পণ ; স্থাপন ; তিরোধান। নি—ধা+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিধি—১। ভূগর্ভস্থ অস্বামিক ধন, গচ্ছিত ধন ; কুবেরের সম্পত্তিবিশেষ—পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল, খর্ব্ব, এই নয়। নি—ধা (ধারণ করা)+কি র্ম্ম। ২। আধার ; সমুদ্র। নি—ধা+কি অধি। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; পু।

নিধিনাথ, নিধীশ, নিধীশ্বর—কুবের। নিধি দেখ ;

নিধিরাম গুপ্ত—খ্যাতনামা বাঙ্গালা গীত-রচয়িতা। ইনি সাধারণতঃ নিধু বাবু নামে পরিচিত। ইঁহার রচিত গীতাবলী নিধু বাবুর (বা নিধুর) টপ্পা নামে খ্যাত। এই সকল গীতরচনায় ইঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। ১৬৬৩ শকে হুগলি জেলার অন্তর্গত চাঁপতা গ্রামে নিধিরামের জন্ম হয়। কর্ম্মোপলক্ষে ইনি কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক কুমারটুলিতে বাস করিয়া কোম্পানির অধীনে কাজকর্ম্ম করিতেন। ১৭৫৬ শকে ত্রিনবতি বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

নিধুবন—রমণ, কামকেলি ; উপভোগ ; ক্রীড়াকৌতুক, আমোদপ্রমোদ। নি—ধু (কম্পিত হওয়া বা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিধ্যান—দর্শন। নি—ধ্যৈ (চিন্তা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিধ্বান—ধ্বনি, শব্দ। নি—ধ্বন (শব্দ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

নিনদ, নিনাদ—ধ্বনি, শব্দ। নি—নদ (শব্দ করা)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

নিনাদিত—ধ্বনিত, শব্দিত ; বাদিত। নি—ণিজন্ত নদ বা নাদি (শব্দ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নিনীষা—নয়নেচ্ছা। সনন্ত নী (লইয়া যাইবার ইচ্ছা করা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে নিনীষু।

নিনীষু—নয়নেচ্ছু। সনন্ত নী (লইয়া যাইবার ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নিনীষা।

নিন্দক—নিন্দাকারী, দূষক। নিন্দ (নিন্দা করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

নিন্দনীয়, নিন্দ্য—নিন্দার্হ ; দূষণীয় ; অপ্রশংস্য। নিন্দ (নিন্দা করা)+অনীয়, য র্ম্ম ; বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অনিন্দ্য।

নিন্দা—কুৎসা, অপবাদ। নিন্দ (নিন্দা করা) + অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে নিন্দিত, নিন্দনীয়, নিন্দ্য।

নিন্দাযোগ্য—নিন্দার উপযুক্ত, নিন্দনীয়। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

নিন্দাবাদ—কুৎসাকীর্ত্তন, নিন্দা খ্যাপন। ৬তৎ। সং ; পু। [বিণ ; ত্রি।

নিন্দাসূচক—কুৎসাজ্ঞাপক, নিন্দামূলক। ৬তৎ।

নিন্দিত—যাহার নিন্দা করা হইয়াছে এরূপ ; দূষিত ; গর্হিত ; নীচ, জঘন্য। নিন্দ (নিন্দা করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নিন্দা।

নিন্দুক—নিন্দাকারী, নিন্দা করা যাহার স্বভাব। নিন্দ + উক ক। বিণ ; ত্রি।

নিপ—কলস, ঘট। নি—পা (পান করা) + ড ণ। সং ; পু ও ক্লী।

নিপতন—সম্যক্ পতন ; অধঃপতন ; পড়িয়া যাওয়া। নি—পত (পড়া) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে নিপতিত।

নিপতিত—সম্যক্ পতিত ; অধঃপতিত। নি—পত (পড়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নিপতন, নিপাত।

নিপত্যা—যুদ্ধভূমি ; যুদ্ধক্ষেত্র। নি—পত (পড়া) + ক্যপ্ অধি, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

নিপাত—পতন ; অধঃপতন ; নিধন, মরণ, মৃত্যু ; (ব্যাকরণে) চ এবং প্র আদি অব্যয় শব্দ ; নিপাতন। নি—পত (পড়া) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে নিপাতিত।

নিপাতন—অধঃক্ষেপণ ; প্রক্ষেপণ ; প্রহার ; বধসাধন ; উচ্ছেদন, উন্মূলন ; (ব্যাকরণে) লক্ষণদ্বারা অসিদ্ধ পদে বর্ণাগমাদি কার্য্য ; লক্ষণ বা সূত্র অবলম্বন না করিয়া পদসাধন। নি—ণিজন্ত পত বা পাতি (পড়ান) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে নিপতিত।

নিপাতিত—অধোনীত ; পাতিত ; নাশিত। নি—ণিজন্ত পত বা পাতি (পড়ান) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নিপাতন।

নিপান—পশুপক্ষ্যাদির অনায়াসে জলপানের সুবিধার নিমিত্ত কূপসমীপে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র জলাশয়, চৌবাচ্চা ; গো-দোহন-পাত্র, দুগ্ধভাণ্ড। নি—পা (পান করা) + অনট্ অধি। সং ; ক্লী।

নিপীড়ক—পীড়নকারী, ক্লেশদায়ক ; নিষ্পীড়নকারী। নি—পীড় (পীড়ন করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি।

নিপীড়ন—অভিবাদন ; পদাদিমর্দ্দন পা টেপা ; নিষ্পীড়ন, নিঙ্ড়ন ; উৎপীড়ন, ক্লেশপ্রদান। নি—পীড় (পীড়ন করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে নিপীড়িত।

নিপীড়িত—অভিবাদিত ; মর্দ্দিত ; নিষ্পীড়িত ; লূন ; উৎপীড়িত, ক্লেশিত। নি—পীড় (পীড়ন করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

নিপীত—নিঃশেষে পীত। নি—পা (পান করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

নিপুণ—সমর্থ, দক্ষ, পটু। নি—পুণ (ধর্ম্মাচরণ করা) + ক ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নিপুণতা, নৈপুণ্য। [সং ; স্ত্রী।

নিপুণতা—দক্ষতা, পটুতা। নিপুণ + তা ভাবে।

নিপুর—লিঙ্গশরীর, সূক্ষ্মদেহ। নি (নিকৃষ্ট) পুর, কর্ম্মধা। সং ; পু।

নিবদ্ধ—বদ্ধ ; পরিহিত ; গ্রথিত। রচিত ; নিবেশিত ; স্থিরীকৃত। নি—বন্ধ (বন্ধন করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নিবন্ধ; নিবন্ধন।

নিবন্ধ—১। বন্ধন ; স্থিরীকরণ। নি—বন্ধ (বন্ধন করা) + অল্ ভা। ২। গ্রন্থ, প্রস্তাব ; কালবিশেষে দেয় বস্তু, সাময়িক বৃত্তি ; নিয়ম, ব্যবস্থা। নি—বন্ধ (বন্ধন করা) + অল্ র্ম। সং ; পু। বিশেষণে নিবদ্ধ।

নিবন্ধন—১। বন্ধন ; স্থিরীকরণ। নি—বন্ধ (বন্ধন করা) + অনট্ ভা। ২। হেতু, কারণ। নি—বন্ধ + অনট্ ক। ৩। গ্রন্থ, প্রস্তাব, নিয়মিত কালে দেয় বস্তু ; নিয়ম, ব্যবস্থা। সং ; ক্লী। বিশেষণে নিবদ্ধ।

নিবন্ধা—গ্রন্থরচয়িতা, প্রস্তাবলেখক ; টীকাকার। নি—বন্ধ (বন্ধন করা)—তৃন্ ক = নিবন্ধৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

নিবর্হণ—বধ ; উচ্ছেদ। নি—বর্হ (বধ করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিবর্হিত—নিহত ; উচ্ছিন্ন ; অপহৃত। নি—বর্হ (বধ করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নিবর্হণ।

নিভ—১। (অন্য শব্দের পরে থাকিলে) সদৃশ, তুল্য। নি—ভা (দীপ্তি পাওয়া) + ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। ব্যাজ, ছল, কপটপ্রকাশ। নি—ভা + ড ণ। সং ; পু।

নিভালন—দর্শন, দৃষ্টি। নি—ণিজন্ত ভল বা ভালি + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিভৃত—নির্জন ; গুপ্ত ; বিনীত ; নিশ্চল ; অস্তমিত। নি—ভৃ (ভরণ করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

নিমগ্ন—মগ্ন, ডুবিয়াছে এরূপ ; অন্তঃপ্রবিষ্ট ; অনন্যমনে কোন বিষয়ে আসক্ত, নিবিষ্ট। নি—মস্জ (ডুবা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নিমজ্জন।

নিমজ্জন—১। মগ্ন হওয়া, ডুবিয়া যাওয়া ; অবগাহন, অন্তর্নিবেশ। নি—মস্জ (ডুবা) + অনট্ ভা। ২। মগ্নকরণ ; ডুবাইয়া দেওয়া। নি—ণিজন্ত মস্জ (ডুবান) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিমন্ত্রণ—ভোজনার্থ আহ্বান ; আহ্বান ; আমন্ত্রণ। নি—মন্ত্র (গোপনে কথা বলা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে নিমন্ত্রিত।

নিমন্ত্রিত—ভোজনার্থ আহূত ; আহূত, আমন্ত্রিত। নি—মন্ত্র (গোপনে কথা বলা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নিমন্ত্রণ।

নিমি—১। চন্দ্রবংশীয় জনৈক নরপতি। নি—মা (পরিমাণ করা) + ডি ক। সং ; পু। ২। সূর্য্যবংশীয় নৃপ, খ্যাতনামা ইক্ষ্বাকুর পুত্র। ইঁহা সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, এবং সতত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতে ভালবাসিতেন। একদা নিমিরাজ যজ্ঞ সম্পাদনের অভিলাষী হইয়া বশিষ্ঠকে তাহাতে ব্রতী হইতে অনুরোধ করেন। বশিষ্ঠ পূর্ব্ব হইতেই দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ; সুতরাং তিনি সেই যজ্ঞ সমাধা করিয়া পরে নিমিরাজের যজ্ঞে ব্রতী হইবেন বলিয়া স্বীকার করেন। স্বর্গে দেবরাজের যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে বশিষ্ঠের বহুবর্ষ অতীত হইয়া গেল। নিমিরাজ তাঁহার প্রত্যাগমনের কাল নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া, এবং বৃথা সময়ক্ষেপ হইতেছে দেখিয়া অন্যান্য মুনিঋষিদিগকে নিযুক্ত করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পরে বশিষ্ঠদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া নিমিকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। তাহাতেই নিমির পতন হয়।

নিমিত—প্রক্ষিপ্ত ; উৎক্ষিপ্ত ; তুল্য। নি—মা (পরিমাণ করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

নিমিত্ত—হেতু, কারণ ; প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ; শুভাশুভ চিহ্ন ; শরব্য, লক্ষ্য। নি—মি (ক্ষেপণ করা) + ক্ত ক। সং ; ক্লী। বিশেষণে নৈমিত্তিক।

নিমিত্তকারণ—সমবায়ি ও অসমবায়ি কারণ ভিন্ন অন্য কারণ, তৃতীয় কারণ। সং ; ক্লী।

নিমিত্তবধ—রোধাদি নিমিত্ত গোবধ। নিমিত্ত দ্বারা বধ, ৩তৎ। সং ; পু।

নিমিত্তবিদ্—শুভাশুভ লক্ষণবিৎ, গণক, দৈবজ্ঞ। নিমিত্ত—বিদ + ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

নিমিষ, নিমেষ—নেত্রনিমীলন, চক্ষুর পাতা ফেলা, পলক ; স্পন্দন ; অতি সূক্ষ্মকাল, চক্ষুর পলক পালটিতে যত সময় যায়। নি—মিষ (সেচন করা) + অল্, ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

নিমীল, নিমীলন—মুদ্রণ, বন্ধ করা, বোজান ; সঙ্কোচ ; মরণ ; মোহ। নি—মীল (পলক ফেলা) + অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নিমীলিত—১। মুদ্রিত, সঙ্কুচিত ; নিস্পন্দ ; মৃত ; মোহিত। নি—মীল (চক্ষুর পাতা ফেলা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। নিমীলন। নি—মীল + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

নিমেষ—নিমিষ দেখ।

নিমেষকৃৎ—বিদ্যুৎ। সং; স্ত্রী।
নিমেষহীন—নিমেষশূন্য, পলকশূন্য, অনিমেষ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
নিম্ন—অধঃ; নীচ; গম্ভীর। নি—ম্না (অভ্যাস করা)+ড ক। বিণ; ত্রি।
নিম্নগ—নীচগামী; অধোগামী। নিম্ন শব্দ (অধঃ)—গম (গমন করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নিম্নগা।
নিম্নগা—১। নীচগামিনী; অধোগামিনী। নিম্নগ দেখ। নিম্নগ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নদী। সং; স্ত্রী।
নিম্নলিখিত—নীচে কথিত, নীচে যাহা লেখা হইয়াছে। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।
নিম্নোক্ত—নিম্নকথিত, নীচে যাহা বলা হইয়াছে। নিম্নে উক্ত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।
নিম্নোদ্ধৃত—নীচে উদ্ধৃত, নীচে যাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।
নিম্নোন্নত—উচ্চনীচ, বন্ধুর। নিম্ন অথচ উন্নত, কর্ম্মধা; বিণ; ত্রি। [ক। সং; পু।
নিম্ব—নিমগাছ। নিম্ব (সেচন করা)+অন্
নিম্বুক—কাগজী লেবুর গাছ। সং; পু।
নিয়ত—সংযত, বশীকৃত; বদ্ধ; নিয়মযুক্ত, নিয়মিত; নিশ্চিত; অবশ্যম্ভাবী; নিত্য; অবিশ্রান্ত। নি—যম (দমন করা, নিবৃত্ত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
নিয়তাত্মা—সংযতচিত্ত। নিয়ত হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু।
নিয়তি—নিয়ম; অদৃষ্ট, দৈব, ভাগ্য; মৃত্যু; মেরুর কন্যা; বিধাতার পত্নী। নি—যম (বিরত হওয়া)+ক্তি ণ। সং; স্ত্রী।
নিয়তেন্দ্রিয়—জিতেন্দ্রিয়। বহু। বিণ; ত্রি।
নিয়ন্তা—১। নিয়ামক; শাসিতা, শাসনকর্ত্তা, দমনকারক; পশ্বাদি চালক; চালক। নি—যম (বিরত করা)+তৃন্ ক=নিয়ন্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নিয়ন্ত্রী। ২। সারথি। সং; পু।
নিয়ন্ত্রিত—সঙ্কোচিত; দমিত; নিবারিত; বদ্ধ। নি—যন্ত্র (সঙ্কুচিত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
নিয়ম—ব্যবস্থা, বিধি; নিশ্চয়; সত্য, প্রতিজ্ঞা; সর্ত্ত; রীতি, ধারা; অবধারণ; দমন; নিবারণ; বন্ধন, নিরোধ; ব্রত-উপবাসাদি; অক্রোধ, গুরুশুশ্রূষা, শৌচ, আহারলাঘব, সতত অপ্রমাদ,—এই পাঁচ প্রকার নিয়ম। নি—যম (বিরত হওয়া বা করা)+অল্ ভা। সং; পু।
নিয়মতন্ত্র—নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুবর্ত্তী, যাহাকে কতকগুলি নির্দ্ধারিত বিধান অনুসারে চলিতে হয় [শাসনপ্রণালী দেখ]। নিয়মের তন্ত্র (অধীন), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।
নিয়মন—ব্যবস্থাপন, নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া; দমন; নিবারণ; বন্ধন। নি—যম+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
নিয়মবহির্ভূত—নিয়মাতিরিক্ত, অবিধিসঙ্গত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।
নিয়মবিরুদ্ধ—নিয়মের বিপরীত, বিধানের বিরোধী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।
নিয়মসেবা—নিয়মপূর্ব্বক ভগবানের সেবা; বৈষ্ণবসমাজে আশ্বিনের শুক্লা একাদশী হইতে সমগ্র কার্ত্তিকমাস নিয়মসেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
নিয়মাধীন—নিয়মের বশবর্ত্তী, বিধানানুবর্ত্তী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।
নিয়মানুযায়ী—নিয়মের অনুসরণকারী, নিয়মানুসারে কার্য্যকারী, নিয়মানুবর্ত্তী; নিয়মানুসারে কৃত, অনুষ্ঠিত, বা সম্পাদিত, নিয়মমত। ৬তৎ। বিণ; পু।
নিয়মানুবর্ত্তী—নিয়মের অনুসরণকারী, নিয়মানুসারে কার্য্যকারী, নিয়মানুযায়ী। ৬তৎ। বিণ; পু।
নিয়মিত—দমিত, সংযত; বদ্ধ; নিশ্চিত; অবধারিত; নিষিদ্ধ; আকৃষ্ট। নি—ণিজন্ত যম বা যমি (নিবৃত্ত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
নিয়মিতরূপ—বিহিত প্রকার, যেমন নিয়ম আছে তদ্রূপ। বহু। বিণ; ত্রি।
নিয়মী—নিয়মপালনকারী। নিয়ম শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=নিয়মিন্, ১মার ১বচন। বিণ।
নিয়ম্য—নিয়মনের যোগ্য; শিক্ষণীয়। নি—যম (বিরত হওয়া বা করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি
নিয়ামক—নিয়ন্তা, নিয়মকর্ত্তা; পরিচালক; নিশ্চায়ক, অবধারক, নিরূপক। নি—যম (বিরত হওয়া বা করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।
নিযুক্ত—১। ব্যাপৃত; প্রবৃত্ত। নি যুজ (যোগ করা)+ক্ত ক। ২। নিয়োজিত; প্রবর্ত্তিত; আদিষ্ট; অধিকৃত। নি—যুজ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নিয়োগ।
নিযুত—দশলক্ষ সংখ্যা। নি—যু (মিশ্রিত করা)+ক্ত ক। সং; ক্লী।
নিযুদ্ধ—মল্লযুদ্ধ; বাহুযুদ্ধ। নি—যুধ (যুদ্ধ করা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।
নিযোক্তা—নিয়োগকর্ত্তা; প্রভু; প্রবর্ত্তক। নি—যুজ (যোগ করা)+তৃন্ ক=নিযোক্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নিযোক্ত্রী।
নিয়োগ—নিযুক্তকরণ; আজ্ঞা; প্রেষণ; প্রবর্ত্তন; প্রবৃত্তি; মনোযোগ; নিশ্চয়; অধিকার। নি—যুজ (যোগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।
নিয়োগপত্র—যে পত্রদ্বারা কাহাকেও কোনও পদে বা কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়। নিয়োগ সূচক যে পত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
নিয়োগ্য—যে ব্যক্তি নিযুক্ত করে, প্রভু। নি—যুজ (যোগ করা)+ঘ্যণ্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নিয়োগ্যা।
নিয়োগ্যা—নিয়োগকর্ত্রী। নিয়োগ্য দেখ; নিয়োগ্য শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।
নিয়োজক—নিযোক্তা, নিয়োগকর্ত্তা; প্রবর্ত্তক; প্রেরক। নি—যুজ (যোগ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নিয়োজিকা।
নিয়োজন—নিযুক্তকরণ; প্রেরণ; আদেশকরণ; প্রবর্ত্তন। নি—যুজ (যোগ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।
নিয়োজিত—যাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে এরূপ; ব্যাপারিত; প্রবর্ত্তিত; আজ্ঞপ্ত; আদিষ্ট; প্রেরিত; অধিকারিত। নি—ণিজন্ত যুজ বা যোজি (যোগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
নিয়োজ্য—প্রেষ্য; কিঙ্কর, ভৃত্য। নি—যুজ (যোগ করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
নিরংশ—১। অংশশূন্য। নির্ (নাই) অংশ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। রাশির ভোগ কালের প্রথম ও শেষ দিন; সংক্রান্তি। পু।
নিরক্ষ—বিষুব [বিষুবরেখা দেখ]। নির্—অক্ষ (ব্যাপ্ত হওয়া)+অন্ ক। সং; পু।
নিরক্ষর—অক্ষরজ্ঞানহীন, মূর্খ। নির্ (নাই) অক্ষর (অক্ষরজ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ।
নিরক্ষান্তর—বিষুব রেখা হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে কোনস্থানের দূরত্ব (Latitude)।
নিরঙ্কুশ—স্বেচ্ছাচারী, যথেচ্ছাচারী; বাধাবিহীন; অনিবার্য্য। নির্ (নাই) অঙ্কুশ (শাসনদণ্ড) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
নিরঞ্জন—১। অঞ্জনশূন্য, নির্ম্মল; অবিদ্যাদোষবর্জ্জিত। নির্ (নাই) অঞ্জন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। পরব্রহ্ম। সং; ক্লী। ৩। প্রতিমাবিসর্জ্জন। দেশজ।
নিরত—আসক্ত, অনুরক্ত; প্রবৃত্ত; ব্যাপৃত। নি—রম (ক্রীড়া করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নিরতি।
নিরতি—অত্যাসক্তি, আনুরক্তি। নি—রম (ক্রীড়া করা)+ক্তি ভা। সং; পু। বিশেষণে নিরত।
নিরতিশয়—সাতিশয়, অত্যধিক; অত্যুৎকৃষ্ট। নির্ (নাই) অতিশয় যাহা হইতে, বহু, অথবা নির্ (নিতান্ত) যে অতিশয়, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।
নিরত্যয়—বাধাশূন্য; অত্যয়রহিত; অবিনাশী; নির্দ্দোষ। নির্ (নাই) অত্যয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
নিরধ্ব—পথ হইতে নিষ্ক্রান্ত, পথভ্রষ্ট। নির্ (নাই) অধ্বা (অধ্বন্, পথ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
নিরনুক্রোশ—নির্দ্দয়; নিষ্ঠুর। নির্ (নাই) অনুক্রোশ (অনুকম্পা) যাহার, বহু। বিণ।

নিরন্তর—অবকাশশূন্য, নিশ্ছিদ্র; নিবিড়, ঘন; অবিরত। নির্ (নাই) অন্তর (অবকাশ, ছিদ্র) যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরন্ন—অন্নহীন, নিতান্ত দরিদ্র। নির্ (নাই) অন্ন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরন্বয়—নিঃসম্পর্ক, সম্বন্ধশূন্য; নিঃসন্তান। নির্ (নাই) অন্বয় যাহার বা যাহার সহিত, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরপত্য—অপত্যরহিত, নিঃসন্তান, পুত্রকন্যাহীন। নির্ (নাই) অপত্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরপত্রপ—লজ্জাহীন। নির্ (নাই) অপত্রপা (লজ্জা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরপরাধ—অকৃতাপরাধ, নির্দোষ। নির্ (নাই) অপরাধ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নিরপরাধা। বিশেষ্যে নিরপরাধত্ব।

নিরপরাধে—অপরাধের অভাবে, নির্দোষে, অপরাধ না থাকিলেও। নির্ (নাই) অপরাধ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নিরপেক্ষ—অপেক্ষারহিত; স্বতন্ত্র, স্বাধীন; অনুরোধাদিতে উপেক্ষাপরায়ণ; পক্ষপাতশূন্য। নির্ (নাই) অপেক্ষা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নিরপেক্ষতা।

নিরপেক্ষতা—নিরপেক্ষ দেখ।

নিরম্বু—জলহীন, নির্জল; জলগ্রহণবর্জ্জিত; যাহাতে জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করা হয় না এরূপ। নির্ (নাই) অম্বু (জল) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরয়—নরক, পাপীদিগের যন্ত্রণাভোগের স্থান। নির্ (নাই) অয় (সুখসৌভাগ্য) যাহার, অথবা নির্ (নির্গত) হইয়াছে অয় (সৌভাগ্য) যেখান হইতে, বহু। সং; পু।

নিরয়ণ—১। নির্গমন। নির্—অয় বা ই (গমন করা)+অনট্ ভা। ২। নির্গমনোপায়। নির্—অয় বা ই+অনট্ ণ। সং; স্ত্রী।

নির্গল—১। অর্গলরহিত; উদ্দাম; অনর্গল, অবাধ, প্রতিবন্ধকশূন্য। নির্ (নাই) অর্গল যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অবাধে, প্রতিবন্ধকহীনভাবে। ক্রি-বিণ।

নিরর্থক—অর্থশূন্য; নিষ্প্রয়োজন; ব্যর্থ, বিফল, নিষ্ফল। নির্ (নাই) অর্থ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরলঙ্কার—অলঙ্কারশূন্য, আভরণহীন। নির্ (নাই) অলঙ্কার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নিরলঙ্কারা।

নিরলস—আলস্যহীন, উদ্যোগী। নির্ (নয়) অলস, নিত্য। বিণ; ত্রি।

নিরব—মৌনী, নিঃশব্দ। বহু। বিণ; ত্রি।

নিরবকাশ—অবকাশশূন্য; নিশ্ছিদ্র; নিবিড়, ঘন। নির্ (নাই) অবকাশ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরবগ্রহ—স্বতন্ত্র, প্রতিবন্ধকশূন্য। নির্ (নাই) অবগ্রহ (প্রতিবন্ধ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরবচ্ছিন্ন—অনবচ্ছিন্ন; নিরন্তর; শুদ্ধ, কেবল। নির্—অব—ছিদ (ছেদন করা) +ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

নিরবদ্য—নির্দোষ; নিষ্কলঙ্ক; বিশুদ্ধ, উৎকৃষ্ট। নির্—নঞ্—বদ (বলা)+য র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নিরবদ্যতা।

নিরবদ্যতা—নিরবদ্য দেখ।

নিরবধি—অবধিরহিত, অসীম; সর্ব্বদা; নিরন্তর, সতত। নির্ (নাই) অবধি (সীমা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরবয়ব—১। অবয়বশূন্য, নিরাকার। নির্ (নাই) অবয়ব যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। পরমাণু। সং; পু।

নিরবলম্ব, নিরবলম্বন—অবলম্বনশূন্য, নিরুপায়, নিরাশ্রয়; অসহায়। নির্ (নাই) অবলম্ব বা অবলম্বন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরবশেষ—সমগ্র, সম্পূর্ণ। নির্ (নাই) অবশেষ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরবসিত—বহিষ্কৃত; যাহারা ভোজন করিলে পাত্র সংস্কার দ্বারাও শুদ্ধ হয় না এরূপ। নির্—অব—সো (নাশ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

নিরশন—অনাহার। বহু। সং; স্ত্রী।

নিরস—রসশূন্য; কঠোর। বহু। বিণ; ত্রি।

নিরসন—নিক্ষেপ; নিষ্কাশন; নিরাকরণ; প্রত্যাখ্যান; বধ। নির্—অস (ক্ষেপণ করা) +অনট্ ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে নিরস্ত।

নিরস্ত—হত; নিক্ষিপ্ত; পরিত্যক্ত; নিরাকৃত; নিবারিত, নিবর্ত্তিত; দ্রুত উচ্চারিত; নিবৃত্ত, ক্ষান্ত; ভৎর্সিত। নির্—অস (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নিরসন।

নিরস্ত্র—অস্ত্রশস্ত্রশূন্য। নির্ (নাই) অস্ত্র যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরহঙ্কার—অহঙ্কারশূন্য, অভিমানহীন, গর্ব্বরহিত। নির্ (নাই) অহঙ্কার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরাকরণ—নিবারণ; খণ্ডন; প্রত্যাখ্যান; অবধারণ। নির্—আ—কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে নিরাকৃত।

নিরাকরিষ্ণু—নিবারণশীল; প্রত্যাখ্যানকারী। নির্—আ—কৃ (করা)+ইষ্ণু ক। বিণ।

নিরাকাঙ্ক্ষ—আকাঙ্ক্ষারহিত, স্পৃহাশূন্য; নির্লোভ। নির্ (নাই) আকাঙ্ক্ষা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরাকার—১। আকারহীন, নিরবয়ব। নির্ (নাই) আকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। আকাশাদি; পরমেশ্বর। সং; পু।

নিরাকুল—অত্যন্ত আকুল; অনাকুল, অব্যাকুল। নির্ (অতিশয়, না) যে আকুল, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

নিরাকৃত—নিবারিত; প্রত্যাখ্যাত; খণ্ডিত; অবধারিত। নির্—আ—কৃ (করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নিরাকরণ, নিরাকৃতি।

নিরাকৃতি—১। নিরাকরণ; নিবারণ; নিরসন। নির্—আ—কৃ (করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। ২। আকৃতিশূন্য, নিরাকার, নিরবয়ব। নির্ (নাই) আকৃতি (আকার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরাতঙ্ক—আতঙ্করহিত, নিঃশঙ্ক, নির্ভয়। নির্ (নাই) আতঙ্ক যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরাতপ—আতপশূন্য। নির্ (নাই) আতপ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নিরাতপা।

নিরাতপা—১। আতপশূন্যা। নিরাতপ দেখ; নিরাতপ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রাত্রি। সং; স্ত্রী।

নিরানন্দ—আনন্দরহিত, দুঃখিত, ক্লিষ্ট। নির্ (নাই) আনন্দ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরাপৎ—(নিরাপদ্)। বিপন্মুক্ত, নিরুপদ্রব; নির্ব্বিঘ্ন; নিষ্কণ্টক। নির্ (নাই) আপদ্ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরাবাধ—প্রতিবন্ধকশূন্য, বাধাহীন। নির্ (নাই) আবাধা (বাধা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরাভরণা—আভরণহীনা, অলঙ্কারশূন্যা। নির্ (নাই) আভরণ যাহার, (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

নিরাময়—রোগশূন্য, নীরোগ; সুস্থ। নির্ (নাই) আময় (রোগ) যাহার, বহু। বিণ।

নিরামিষ—মৎস্যমাংসাদি আমিষরহিত। নির্ (নাই) আমিষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নিরায়ুধ—নিরস্ত্র। বহু। বিণ; ত্রি।

নিরালম্ব—অবলম্বনশূন্য, নিরাশ্রয়। নির্ (নাই) আলম্ব (অবলম্বন, আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [শব্দ।

নিরালা—নির্জ্জন, নিভৃত। বিণ; ত্রি। দেশজ

নিরালোক—আলোকশূন্য। নির্ (নাই) আলোক যাহাতে, বা নির্ (নির্গত) হইয়াছে আলোক যাহা হইতে, বহু। বিণ।

নিরাশ—আশাশূন্য, হতাশ। বহু। বিণ; ত্রি।

নিরাশ্রয়—আশ্রয়শূন্য, নিরালম্ব; অসহায়; অশরণ। বহু। বিণ; ত্রি।

নিরাশ্বাস—আশ্বাসহীন, সান্ত্বনাশূন্য, নিরাশ। বহু। বিণ; ত্রি।

নিরাস—নিরসন দেখ। নির্—অস (ক্ষেপণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে নিরস্ত।

নিরাসন—আসনহীন (স্থা·)। নির্ (নাই) আসন যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরাহার—১। আহাররহিত, উপবাসী, অভুক্ত। নির্ (নাই) আহার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। আহারাভাব, উপবাস। সং ; পু।

নিরিন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়শূন্য, চক্ষুরাদিবিহীন। নির্ (নাই) ইন্দ্রিয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরীক্ষণ—দর্শন, দেখা। নির্—ঈক্ষ (দেখা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে নিরীক্ষিত।

নিরীক্ষমাণ—দেখিতেছে যে এরূপ, দর্শনকারী। নির্—ঈক্ষ (দেখা) + শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নিরীক্ষমাণা।

নিরীক্ষা—দর্শন। নির্—ঈক্ষ (দেখা) + অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

নিরীক্ষিত—১। দৃষ্ট। নির্—ঈক্ষ (দেখা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। দর্শন। নির্—ঈক্ষ + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

নিরীক্ষ্যমাণ—দৃশ্যমান, যাহা বা যাহাকে দেখা যাইতেছে এরূপ। নির্—ঈক্ষ (দেখা) + শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নিরীতি—ঈতিশূন্য, শস্যাদির বিঘ্নশূন্য। নির্ (নাই) ঈতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরীশ—লাঙ্গলের ফাল। সং ; ক্লী।

নিরীশ্বর—ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে অস্বীকৃতিযুক্ত (বাদ)। নির্ (নাই) ঈশ্বর যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরীশ্বরবাদ—ঈশ্বর নাই এইরূপ কথন, মত, বা সিদ্ধান্ত ; নাস্তিক মত। নিরীশ্বর দেখ ; নিরীশ্বর যে বাদ (কথন), কর্ম্মধা। পু।

নিরীশ্বরবাদী—ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী, নাস্তিক। নিরীশ্বরবাদ দেখ ; নিরীশ্বর শব্দ —বদ (বলা) + ণিন্ ক = নিরীশ্বরবাদিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

নিরীহ—নিশ্চেষ্ট ; স্পৃহাশূন্য, নিস্পৃহ ; শান্ত-স্বভাব। নির্ (নাই) ঈহা (চেষ্টা, ইচ্ছা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরীহপ্রকৃতি—নিরীহস্বভাব, শান্তস্বভাবসম্পন্ন। বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরুক্ত—১। নিশ্চয়রূপে কথিত। নির্ (নিশ্চয়) —বচ (বলা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। বেদাঙ্গগ্রন্থবিশেষ, বেদের ব্যাখানগ্রন্থ, বেদান্তর্গত দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যাকারক শাস্ত্র। নির্ (নিশ্চিত) উক্ত (কথন) আছে যাহাতে, বহু। সং ; ক্লী।

নিরুক্তকার—নিরুক্ত-গ্রন্থকর্ত্তা। নিরুক্ত দেখ ; নিরুক্ত শব্দ—কৃ (করা) + ষণ্ ক। বিণ ; ত্রি।

নিরুক্তি—নির্ব্বচন, বিশেষরূপে কথন ; নিঃশেষে কথন। নির্—বচ (বলা) + ক্তি ভা। স্ত্রী।

নিরুত্তর—উত্তররহিত, উত্তরদানে নির্ব্বাক্। বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরুৎসাহ—১। উৎসাহহীনতা, উদ্যমশূন্যতা। নিত্য। সং ; পু। ২। উৎসাহহীন, উদ্যম-শূন্য। বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরুৎসুক—অতিশয় উৎসুক ; অনুৎসুক, ঔৎ-সুক্যবর্জ্জিত। বিণ ; ত্রি।

নিরুদ্দেশ—উদ্দেশহীন, যাহার বার্ত্তা পাওয়া যায় নাই এরূপ। বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরুদ্ধ—নিবারিত ; প্রতিবদ্ধ ; অবরুদ্ধ, আবদ্ধ। নি—রুধ (রোধ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নিরোধ।

নিরুদ্বেগ—উদ্বেগহীন, উৎকণ্ঠাশূন্য, নিশ্চিন্ত। বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরুপদ্রব—১। উপদ্রবহীন, উৎপাতশূন্য। নির্ (নাই) উপদ্রব যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। উপদ্রবহীনতা। সং ; পু।

নিরুপম—তুলনারহিত, অতুল, অনুপম। নির্ (নাই) উপমা (তুলনা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নিরুপমা।

নিরুপমা—অতুলনীয়া, অনুপমা। নির্ (নাই) উপমা (তুলনা) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

নিরুপাখ্য—১। অনির্ব্বচনীয় ; অসৎ, অস্তিত্ব-হীন (পদার্থ, যেমন খপুষ্পাদি)। নির্ (নাই) উপ আখ্যা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। পরব্রহ্ম। সং ; ক্লী।

নিরুপায়—উপায়হীন। বহু। বিণ ; ত্রি।

নিরূঢ়—১। অবিবাহিত। নির্—বহ (বহন করা) + ক্ত র্ম্ম। ২। উৎপন্ন ; প্রসিদ্ধ। নি —রুহ (জন্মা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ৩। রূঢ়িলক্ষণাদ্বারা অর্থপ্রতিপাদক শব্দ। সং ; পু।

নিরূঢ়ি—প্রসিদ্ধি ; উৎপত্তি। নি—রুহ (জন্মা) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

নিরূপক—নিরূপণকর্ত্তা, নির্ণায়ক। নি—ণিজন্ত রূপ (রূপযুক্ত করা) + ণক ক। বিণ। ত্রি।

নিরূপণ—বিবরণ ; দর্শন ; নিয়োগ ; নির্ণয়, অবধারণ ; বিতর্ক। নি—ণিজন্ত রূপ (রূপ-যুক্ত করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে নিরূপিত।

নিরূপিত—বিচারিত ; নিযুক্ত ; দৃষ্ট ; নির্ণীত, অবধারিত ; নিশ্চিত। নি—ণিজন্ত রূপ (রূপযুক্ত করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নিরূপণ।

নির্ঋতি—অলক্ষ্মী ; নৈর্ঋত কোণের কর্ত্রী। ঋতির (সৌভাগ্যলক্ষ্মীর) নির্ (বিপরীত), নিত্য ; অথবা নির্ (নির্গত) হইয়াছে ঋতি (সৌভাগ্য) যাহা হইতে, বহু। সং ; স্ত্রী।

নিরোধ—রুদ্ধকরণ ; প্রতিরোধ ; নিগ্রহ ; নাশ। নি—রুধ (রোধ করা) + অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে নিরুদ্ধ।

নিরোধক—নিরোধকারক ; প্রতিরোধকারী। নি—রুধ (রোধ করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি।

নিরোধন—রুদ্ধকরণ ; বাধা। নি—রুধ (রোধ করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে নিরুদ্ধ।

নির্—(নিঃ)। নিশ্চয় ; নিষেধ ; নিঃশেষ ; নিতান্ত ; বহিষ্করণ ; নির্গমন। নৃ (লইয়া যাওয়া) + ক্বিপ্ ক। ব্য।

নির্গত—বহির্গত, নিঃসৃত ; অপগত, অপসৃত। নির্—গম (গমন করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নির্গম, নির্গমন।

নির্গন্ধ—গন্ধহীন। বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্গম, নির্গমন—বহির্গমন, বাহির হইয়া যাওয়া ; অপগমন। নির্—গম (গমন) + অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নির্গুণ—১। গুণহীন ; গুণাতীত। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। সত্ত্বরজস্তমোগুণবর্জ্জিত পরমাত্মা। সং ; পু। [বহু। সং ; পু।

নির্গ্রন্থ—ক্ষপণক ; মূর্খ ব্যক্তি ; দরিদ্রজন।

নির্গ্রন্থন—হনন, বধ। নির্—গ্রন্থ (গ্রথিত করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নির্ঘণ্ট—অনুক্রমণিকা ; সূচিপত্র ; নিরূপণ, নির্ণয়। নির্—ঘণ্ট (দীপ্তি পাওয়া) + অল্ ণ। সং ; পু।

নির্ঘাত—১। প্রবল বায়ুর পরস্পরের আঘাত-জনিত শব্দ। নির্—হন (বধ করা) + ঘঞ্ ভা। ২। বজ্র। নির্—হন + ঘঞ্ ণ। সং ; পু। ৩। বিষম, কঠোর, ভয়া-নক ; নির্দ্দয়। বিণ ; ত্রি।

নির্ঘৃণ—ঘৃণাবর্জ্জিত ; নির্দ্দয়। নির্ (নাই) ঘৃণা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্ঘোষ—ধ্বনি, গভীর শব্দ। নির্—ঘুষ (শব্দ করা) + অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

নির্জন—জনশূন্য, প্রাণিহীন ; নিভৃত। নির্ (নির্গত) হইয়াছে জন যাহা হইতে, অথবা নির্ (নাই) জন যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নির্জনতা।

নির্জনতা—জনশূন্যতা। নির্জন শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

নির্জনপ্রিয়—যে নির্জনে থাকিতে ভালবাসে এরূপ। বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্জর—১। বার্দ্ধক্যরহিত, জরাশূন্য। নির্ (নাই) জরা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। দেবতা। সং ; পু।

নির্জল—জলশূন্য, জলহীন ; জলগ্রহণবর্জ্জিত, নিরম্বু। নির্ (নাই) জল যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নির্জলা।

নির্জিত—পরাজিত, পরাভূত ; দমিত ; বশী-

কৃত। নির্-জি (জয় করা)+ক্ত র্ম্ম ; বিণ ; ত্রি।

নির্জীব—জীবনশূন্য ; অচেতন ; অবসন্ন। নির্ (নাই) জীব (জীবন) যাহার, বহু। বিণ।

নির্জীবতা—জীবনশূন্যতা ; অবসন্নতা ; অসাড়তা। নির্জীব দেহ ; নির্জীব+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

নির্ঝর—ঝরণা ; জলপ্রবাহ। নির্-ঝৃ (জীর্ণ হওয়া)+অল্ ণ। সং ; পু।

নির্ঝরিণী—নদী। নির্ঝর শব্দ (প্রবাহ)+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

নির্ণয়—নিশ্চয়, অবধারণ, নিরূপণ। নির্-নী (লইয়া যাওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে নির্ণীত।

নির্ণায়ক—নিশ্চায়ক, অবধারণকর্তা, নিরূপক। নির্-নী (লইয়া যাওয়া)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

নির্ণিক্ত—ক্ষালিত, ধৌত ; মুক্ত। নির্-নিজ (শোধন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নির্ণিক্তি।

নির্ণিক্তি—ক্ষালন ; মুক্তি। নির্-নিজ (শোধন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে নির্ণিক্ত।

নির্ণীত—অবধারিত, নিরূপিত। নির্-নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নির্ণয়।

নির্ণেজক—১। পরিষ্কারক। নির্-নিজ (শোধন করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। ২। রজক, ধোপা। সং ; পু।

নির্ণেতা—নির্ণয়কারক, নিশ্চায়ক। নির্-নী (লইয়া যাওয়া)+তৃন্ ক=নির্ণেতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নির্ণেত্রী।

নির্ণেয়—নির্ণয় করিবার যোগ্য, যাহা নির্ণয় করিতে হইবে এরূপ। নির্-নী (লইয়া যাওয়া)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নির্দ্দয়—দয়াহীন, নিষ্ঠুর। নির্ (নাই) দয়া যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্দ্দশন—দন্তহীন। নির্ (নাই) দশন (দন্ত) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্দ্দহন—১। সম্যক্ প্রকারে দহন। নির্-দহ (দগ্ধ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। দাহিকাশক্তিহীন, অগ্নিশূন্য। নির্ (নাই) দহন (অগ্নি) যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্দ্দিষ্ট—নিরূপিত, নির্দ্ধারিত ; উল্লিখিত ; আদিষ্ট ; কথিত ; উপদিষ্ট ; প্রদর্শিত। নির্-দিশ (আদেশ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নির্দ্দেশ।

নির্দ্দেশ—১। আদেশ ; নির্দ্ধারণ ; উল্লেখ ; কথন ; বর্ণন। নির্-দিশ (আদেশ করা)+অল্ ভা। ২। নাম। নির্-দিশ+অল্ ণ। সং ; পু। বিশেষণে নির্দ্দিষ্ট।

নির্দ্দোষ—দোষবর্জ্জিত ; নিরপরাধ। নির্ (নাই) দোষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্দ্ধার, নির্দ্ধারণ—অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দ্বারা অবধারণ ; নির্ণয় ; নির্দ্দেশ। নির্দ্ধার=নির্-ধৃ (ধারণ করা) ঘঞ্ ভা। নির্দ্ধারণ=নির্-ণিজন্ত ধৃ বা ধারি (ধারণ করান)+অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে নির্দ্ধারিত।

নির্দ্ধারক—নির্দ্ধারণকর্ত্তা, নির্ণায়ক। নির্-ধৃ (ধারণ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

নির্দ্ধারিত—অবধারিত, নিশ্চিত ; নির্ণীত। নির্-ণিজন্ত ধৃ বা ধারি (ধারণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নির্দ্ধারণ।

নির্দ্ধূত, নির্দ্ধূত—দূরীকৃত ; নিরাকৃত ; ত্যক্ত। নির্-ধু বা ধূ (কম্পিত হওয়া বা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নির্দ্ধৌত—প্রক্ষালিত ; মার্জ্জিত, পরিষ্কৃত। নির্-ধাব (ধৌত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নির্দ্বন্দ্ব—শীতোষ্ণাদি বা রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বশূন্য। নির্ (নাই) দ্বন্দ্ব যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্ধন—ধনহীন, অর্থহীন, দরিদ্র। বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নির্ধনতা।

নির্ধনতা—ধনশূন্যতা, দারিদ্র্য। নির্ধন শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

নির্নিমেষ—নিমেষশূন্য, পলকহীন, নিষ্পন্দ। নির্ (নাই) নিমেষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্বন্ধ—অতি যত্ন, আগ্রহ ; জেদ ; অভিনিবেশ। নির্-বন্ধ (বন্ধন করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

নির্বাধ—বাধাশূন্য, অবাধ। বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্বুদ্ধি, নির্বোধ—বোধহীন, জ্ঞানহীন, অজ্ঞ। নির্ (নাই) বুদ্ধি বা বোধ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্ভয়—ভয়শূন্য, নিঃশঙ্ক। বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্ভয়হৃদয়—১। নির্ভীকমনাঃ, যাহার মনে ভয় নাই এরূপ। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। ভয়শূন্য চিত্ত। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নির্ভর—১। অধিক, অতিরিক্ত ; পূর্ণ। নির্-ভৃ (ভরণ করা)+অল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। অতিরেক। সং ; ক্লী। ৩। ভার ; আশ্রয়। সং ; পু।

নির্ভর্ৎসন—তিরস্কার ; নিন্দা। নির্-ভর্ৎস (ভর্ৎসনা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নির্ভিন্ন—বিদীর্ণ ; বিকসিত। নির্-ভিদ (ভেদ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

নির্ভীক—ভয়রহিত, নির্ভয় ; অত্যন্ত সাহসী। নির্ (নাই) ভী (ভয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নির্ভীকতা।

নির্ভীকচিত্ত—ভয়শূন্যমনাঃ, নির্ভয়হৃদয়। বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্ভীকতা—ভয়রাহিত্য ; সাহসিকতা। নির্ভীক+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

নির্ভৃতি—বেতনহীন, বেগার। নির্ (নাই) ভৃতি (বেতন) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্মক্ষিক—১। মক্ষিকাশূন্য ; জনশূন্য, নির্জন। নির্ (নাই) মক্ষিকা যথায়, বা নির্ (নির্গত) হইয়াছে মক্ষিকা যথা হইতে, বহু। ২। মক্ষিকাভাব। মক্ষিকার নির্ (অভাব), অব্যয়ী। ব্য।

নির্মৎসর—মাৎসর্য্যবিহীন ; গর্ব্বরহিত। নির্ (নাই) মৎসর যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্মদ—মদশূন্য ; দানজলহীন। বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্মনুষ্য—মনুষ্যহীন, মানবসমাগমশূন্য, জনশূন্য। নির্ (নাই) মনুষ্য যেথানে, বা নির্ (নির্গত) হইয়াছে মনুষ্য যথা হইতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্মন্থ, নির্মন্থন—সম্যক্ প্রকারে মন্থন ; মর্দন ; ঘর্ষণ ; নিষ্পীড়ন, নিগুড়ন। নির্-মন্থ (মন্থন করা)+অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নির্মম—মমতাশূন্য ; বাসনারহিত। নির্ (নাই) মম (আমার অর্থাৎ আমার বলিয়া জ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্মল—মলশূন্য ; বিশুদ্ধ ; নির্দ্দোষ ; পরিষ্কৃত ; স্বচ্ছ। নির্ (নাই) মল যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নির্মলতা।

নির্মাংস—মাংসশূন্য ; কৃশকায় ; অস্থিসার। নির্ (নাই) মাংস যাহার বা নির্ (নির্গত) হইয়াছে মাংস যাহা হইতে, বহু। বিণ।

নির্মাণ—গঠন ; রচনা ; সৃজন ; গ্রন্থন ; প্রস্তুতকরণ। নির্-মা (পরিমাণ করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে নির্মিত।

নির্মাতা—নির্মাণকর্ত্তা, রচয়িতা, স্রষ্টা, প্রস্তুতকারক। নির্-মা (পরিমাণ করা)+তৃন্ ক=নির্মাতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

নির্মাল্য—দেবতাকে নিবেদিত পুষ্পাদি ; উপভুক্ত পুষ্পাভরণাদি। নির্+মাল্য। ক্লী।

নির্মাল্যা—জলপরিষ্কারক একপ্রকার ফল। নির্ (নির্গত) হয় মল যদ্দ্বারা, বহুব্রীহি সমাসে নির্-মল+ষ্য, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

নির্মিত—গঠিত ; রচিত ; প্রস্তুত। নির্-মা (পরিমাণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নির্মাণ।

নির্মুক্ত—১। নিঃশেষে মুক্ত ; বন্ধনমুক্ত। নির্-মুচ (মুক্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। নির্মোকহীন সর্প, যে সাপ খোলস ছাড়িয়াছে। সং ; পু।

নির্মূল—মূলহীন ; ছিন্নমূল ; সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত ; লয়প্রাপ্ত, বিলুপ্ত। নির্ (নাই বা নষ্ট হইয়াছে) মূল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নির্মোক—১। সাপের খোলস ; কঞ্চুক ;

আকাশ। নির্—মুচ (মোচন করা)+ঘঞ্ র্ম। ২। মোচন। নির্—মুচ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নির্যাণ—১। নির্গমন; মুক্তি। নির্—যা (যাওয়া) +অনট্ ভা। ২। হস্তীর অপাঙ্গ; পশুর পাদবন্ধন রজ্জু। নির্—যা+অনট্ ণ। ৩। পশুর পৃষ্ঠাসন। নির্—যা+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

নির্যাত—নির্গত, নিঃসৃত। নির্—যা (যাওয়া) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

নির্যাতক—নির্যাতনকারী; প্রতিশোধগ্রহণকারী। নির্—ণিজন্ত যত বা যাতি (প্রত্যর্পণ করান) +ণক ক। বিণ; ত্রি।

নির্যাতন—প্রতিহিংসা; অপকারকের অপকার চেষ্টা; নিগ্রহ; বধ। নির্—ণিজন্ত যত বা যাতি (প্রত্যর্পণ করান)+অনট্ ভা। ক্লী।

নির্যাস—নিস্যন্দ; কাথ; আঠা। নির্—যস (যত্ন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নির্যূহ—১। দ্বার; নাগদন্তক; নির্যাস। নির্—যা (যাওয়া)+ড় ক=নির্যু, তদুত্তরে বহ (বহন করা)+ক ক। ২। কিরীট; শিরোভূষণ। নির্যু—বহ+ক র্ম। সং; পু।

নির্লজ্জ—লজ্জাহীন, বেহায়া। নির্ (নাই) লজ্জা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নির্লেপ—লেপনশূন্য; নিঃসম্পর্ক; স্বতন্ত্র। নির্ (নাই) লেপ যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

নির্ব্বচন—নিরুক্তি, নিশ্চয় কথন; বিশেষরূপে কথন; বর্ণন। নির্—বচ (বলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে নিরুক্ত।

নির্ব্বপণ—দান; পিতৃলোকের উদ্দেশে দান; অন্নপ্রভৃতি পরিবেশন। নির্—বপ (বপন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নির্ব্বর্ণন—দর্শন। নির্—বর্ণ (বর্ণন করা)+ অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নির্ব্বর্ত্তন—নিষ্পাদন, সম্পাদন। নির্—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি (হওয়ান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে নির্ব্বর্ত্তিত।

নির্ব্বর্ত্তিত—নিষ্পাদিত, সম্পাদিত। নির্—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি (হওয়ান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নির্ব্বর্ত্তন।

নির্ব্বহণ—নির্ব্বাহ; নিষ্ঠা; নাটকাদির সমাপ্তি। নির্—বহ (বহন করা)+অনট্ ভা। ক্লী।

নির্ব্বাচন—নির্দ্ধারণ, স্থিরীকরণ, বাছিয়া স্থির করা। নির্—ণিজন্ত বচ বা বাচি (বলান) +অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে নির্ব্বাচিত।

নির্ব্বাচনপ্রণালী—নির্ব্বাচনপদ্ধতি, নির্ব্বাচনের রীতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

নির্ব্বাচিত—নির্দ্ধারিত, স্থিরীকৃত। নির্—ণিজন্ত বচ বা বাচি (বলান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নির্ব্বাচন।

নির্ব্বাণ—১। ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ হইতে পরিত্রাণ, মোক্ষ; অস্তগমন; নাশ, লয়; নিবৃত্তি, শান্তি; মিলন; হস্তীর জলমজ্জন। নির্—বা (গমন করা, বধ করা)+ক্ত বা অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। মুক্ত; নিবৃত্ত; শান্ত; প্রস্থিত; অস্তগত; বিশ্রান্ত; নষ্ট। নির্—বা+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

নির্ব্বাণমণ্ডপ—কাশীস্থ মুক্তিমণ্ডপ। সং; পু।

নির্ব্বাণোন্মুখ—নির্ব্বাণোদ্যত, যে শীঘ্রই নিভিয়া যাইবে। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

নির্ব্বাত—বায়ুশূন্য। নির্ (নাই) বাত (বায়ু) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নির্ব্বাদ—অপবাদ, নিন্দা; অবিবাদ; প্রবাদ; কলহ, বিবাদ। নির্—বদ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নির্ব্বাপ, নির্ব্বাপণ—দান; বধ; নির্ব্বাণ; নিবাইয়া দেওয়া। নির্—ণিজন্ত বপ বা বাপি (বপন করান)+ঘঞ্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে নির্ব্বাপিত।

নির্ব্বাপিত—নির্ব্বাণপ্রাপিত, যাহা নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ; দত্ত; নাশিত। নির্—ণিজন্ত বপ বা বাপি (বপন করান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নির্ব্বাপ, নির্ব্বাপণ।

নির্ব্বাসন—দেশান্তরকরণ, অপরাধাদি কারণে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া; বধ, হত্যা। নির্—ণিজন্ত বস বা বাসি (বাস করান)+ অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে নির্ব্বাসিত।

নির্ব্বাসনোন্মুখ—নির্ব্বাসনে উদ্যত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

নির্ব্বাসিত—দেশান্তরীকৃত, অপরাধাদি কারণে যাহাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ; হত। নির্—ণিজন্ত বস বা বাসি (বাস করান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নির্ব্বাসন।

নির্ব্বাহ—সম্পাদন; সমাপন; নিষ্পত্তি। নির্—বহ (বহন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে নির্ব্বাহিত।

নির্ব্বাহক—নির্ব্বাহকারক, সম্পাদক। নির্—বহ (বহন করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নির্ব্বাহিকা।

নির্ব্বাহিত—সম্পাদিত; নিষ্পাদিত। নির্—ণিজন্ত বহ বা বাহি (বহন করান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নির্ব্বাহ।

নির্ব্বিকল্প—১। বিকল্পরহিত; বিশেষ্য-বিশেষণতা-সম্বন্ধ-শূন্য; জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়তা-ভেদ-শূন্য। নির্ (নাই) বিকল্প যাহাতে বা যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অখণ্ড জ্ঞান। সং; ক্লী।

নির্ব্বিকার—বিকারশূন্য, যাহার স্বভাবের বৈপরীত্য ঘটে নাই বা দ্বিধা হয় নাই এরূপ, অবিকৃত। নির্ (নাই) বিকার (বিকৃতি, অন্যথাভাব) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্ব্বিঘ্ন—১। বিঘ্নশূন্য। নির্ (নাই) বিঘ্ন যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বিঘ্নাভাব। সং; ক্লী।

নির্ব্বিঘ্নে—অবাধে, নিরাপদে। নির্ (নাই) বিঘ্ন যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নির্ব্বিণ্ণ, নির্ব্বিদ্—নির্ব্বেদযুক্ত; অনুতপ্ত; খিন্ন, খেদযুক্ত; ভয়শোকাদিদ্বারা কাতর। নির্—বিদ (জানা)+ক্ত, ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

নির্ব্বিরোধ—বিরোধশূন্য, বিবাদহীন, কলহপরাঙ্মুখ। নির্ (নাই) বিরোধ যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নির্ব্বিবাদ—বিবাদহীন, বিরোধশূন্য। বহু। বিণ; ত্রি।

নির্ব্বিবাদে—অবিবাদে, বিরোধশূন্য ভাবে। [বহু। ক্রি-বিণ।

নির্ব্বিশঙ্ক—শঙ্কারহিত, নির্ভয়। নির্ (নাই) বিশঙ্কা (ভয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নির্ব্বিশেষ—১। অভিন্ন। নির্ (নাই) বিশেষ (ভেদ) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বিশেষাভাব, ভেদাভাব। বিশেষের (ভেদের) নির্ (অভাব), অব্যয়ী। ব্য।

নির্বিষ—বিষহীন, গরলশূন্য। নির্ (নাই) বিষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নির্ব্বিষ্ট—উপভুক্ত; লব্ধ, প্রাপ্ত; পুষ্ট; বিবাহিত। নির্—বিশ (প্রবেশ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নির্ব্বেশ।

নির্ব্বীজ—বীজশূন্য; পুরুষত্বহীন। নির্ (নাই) বীজ যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নির্ব্বীর—বীরশূন্য। নির্ (নাই) বীর যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নির্ব্বীরা।

নির্ব্বীরা—বীরশূন্যা; অবীরা, পতিপুত্রহীনা। নির্ব্বীর দেখ; নির্ব্বীর+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নির্বৃত—সন্তুষ্ট; সুখিত। নির্—বৃ (বরণ করা) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নির্বৃতি।

নির্বৃতি—মুক্তি, শান্তি; অভয়; অক্ষয়; সন্তোষ; সুখ; মৃত্যু; বেশ্যা। নির্—বৃ (বরণ করা, ইত্যাদি)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

নির্বৃত্ত—১। নিষ্পন্ন, সুসিদ্ধ। নির্—বৃত (হওয়া) +ক্ত র্ম। ২। জাত। নির্—বৃত+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নির্বৃত্তি।

নির্বৃত্তি—১। নিষ্পত্তি, সম্পাদন। নির্—বৃত (হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে নির্বৃত্ত।

নির্ব্বেদ—১। স্বাবমাননা, আপনাকে আপনি ধিক্কার দেওয়া, আত্মগ্লানি; অনুতাপ; বৈরাগ্য; ঔদাসীন্য। নির্—বিদ (জানা) +অল্ ভা। সং; পু। ২। বেদবহির্ভূত।

নির্ (নিষ্ক্রান্ত) বেদ হইতে, প্রাদি। বিণ; ত্রি।

নির্ব্বেদন—ব্যথাহীন। নির্ (নাই) বেদনা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নির্ব্বেশ—ভোগ; লাভ; বেতন; বিবাহ। নির্—বিশ (প্রবেশ করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে নির্ব্বিষ্ট।

নির্ব্যথন—দুঃখ; ছিদ্র; পীড়ন। নির্—ব্যথ (ব্যথা দেওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নির্ব্যাজ—অকপট, সরল। নির্ (নয়) ব্যাজ (কপট), কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

নির্ব্যূঢ়—প্রমাণদ্বারা স্থিরীকৃত, নিশ্চিত (Absolute); সমাপ্ত; ত্যক্ত; সম্যক্; পর্য্যাপ্ত। নির্—বি—বহ (বহন করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

নির্হরণ, নির্হার—অভ্যবকর্ষণ; শবাদিবহির্নয়ন; শল্যাদির উদ্ধরণ; মলমূত্রাদিত্যাগ; যথেষ্ট বিনিয়োগ। নির্—হৃ (হরণ করা)+অনট্, ঘঞ্ ভা। সং; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

নির্হারী—অতিবিস্তৃত; দূরগামী (গন্ধ)। নির্—হৃ+ণিন্ ক=নির্হারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

নিলয়—বাসস্থান; আলয়, গৃহ। নি—লী (লীন হওয়া)+অল্ অধি। সং; পু।

নিলীন—অবস্থিত; বিলীন; লগ্ন; নিমগ্ন। নি—লী (লীন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

নিবপন—পিতৃলোকের উদ্দেশে দান। নি—বপ (বপন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিবর্ত্তক—নিবৃত্তিকারক, নিবারক। নি—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি+ণক ক। বিণ; ত্রি।

নিবর্ত্তন—নিবৃত্তি; নিবারণ। নি—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি (হওয়ান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে নিবর্ত্তিত।

নিবর্ত্তিত—নিবারিত; প্রত্যাকৃষ্ট, প্রত্যাবর্ত্তিত। নি—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি (হওয়ান)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নিবর্ত্তন।

নিবসতি—১। নিবাস, বাস। নি—বস (বাস করা)+অতি ভা। ২। গৃহ। নি—বস+অতি অধি। সং; স্ত্রী।

নিবসথ—গ্রাম; জনপদ। নি—বস (বাস করা)+অথ অধি। সং; পু।

নিবসন—১। নিবাস, বাস। নি—বস (বাস করা)+অনট্ ভা। ২। গৃহ। নি—বস+অনট্ অধি। ৩। বস্ত্র। নি—বস (আচ্ছাদন করা)+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

নিবহ—১। সমূহ। নি—বহন (বহ করা)+অল্ কর্ম্ম। ২। বায়ুবিশেষ। নি—বহ+অল্ ক। সং; পু।

নিবাত—বায়ুশূন্য; দৃঢ়; সন্নদ্ধ। নি (নাই) বাত (বায়ু) যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নিবাতকবচ—মহাবলপরাক্রান্ত তিনকোটি অসুর। ইহারা হিরণ্যকশিপু-তনয় সংহ্লাদের পুত্র। ইহারা সাগরগর্ভে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। বরলাভে দেবগণের অবধ্য হইয়া ইহারা দেবতাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। অর্জ্জুন সুরলোকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে মাতলির সহিত অসুরপুরীতে উপস্থিত হইয়া ইহাদিগকে বিনাশ করেন। নিবাত (দৃঢ়) হইয়াছে কবচ (বর্ম্ম) যাহাদের, বহু। সং; পু।

নিবাপ—পিতৃলোকের উদ্দেশে দান, শ্রাদ্ধতর্পণাদি; দান। নি—বপ (বপন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নিবার, নিবারণ—নিষেধ, বারণ। নিবার=নি—বৃ (বরণ করা)+ঘঞ্ ভা। নিবারণ=নি—ণিজন্ত বৃ বা বারি (বরণ করান)+অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নিবারিত—নিষিদ্ধ। নি—ণিজন্ত বৃ বা বারি (বরণ করান)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

নিবাস—আধার; বাসস্থান; গৃহ। নি—বস (বাস করা)+ঘঞ্ অধি। সং; পু।

নিবাসিনী—বাসকারিণী। নিবাসী দেখ: নিবাসিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

নিবাসী—বাসকারী, বাসিন্দা। নি—বস (বাস করা)+ণিন্ ক=নিবাসিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নিবাসিনী।

নিবিড়—১। সান্দ্র, ঘন; পুরু; গহন; স্থূল; দৃঢ়। নি—বিড় (আক্রোশ করা)+ক ক। ২। নতনাসিক। নি+বিড়চ্। বিণ; ত্রি।

নিবিড়কৃষ্ণ—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, ঘোরতর কাল। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

নিবিষ্ট—প্রবিষ্ট; প্রাপ্ত; আবিষ্ট, মনোযোগী। নি—বিশ (প্রবেশ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নিবেশ।

নিবিষ্টচিত্ত—১। আবিষ্টমনাঃ, একান্ত আসক্তহৃদয়। বহু। বিণ; ত্রি। ২। অভিনিবেশযুক্ত মনঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নিবীত—১। কণ্ঠদেশে লম্বিত যজ্ঞসূত্র, মালার মত করিয়া গলায় ঝুলান পৈতা। নি—বী (গমন করা)+ক্ত ক। ২। উত্তরীয় বস্ত্র; চাদর, উড়ানি। নি—ব্যে (আচ্ছাদন করা)+ক্ত ণ। সং; ক্লী। ৩। আচ্ছাদিত, সংবৃত। নি—ব্যে+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

নিবীতী—মাল্যবৎ যজ্ঞসূত্রধারী। নিবীত দেখ; নিবীত শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=নিবীতিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

নিবৃত—১। আচ্ছাদিত। নি—বৃ (বেষ্টন করা) +ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। উত্তরীয় বস্ত্র; চাদর, উড়ানি। নি—বৃ+ক্ত ণ। সং; ক্লী।

নিবৃত্ত—১। বিরত, ক্ষান্ত; প্রত্যাবৃত্ত। নি—বৃত (থাকা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। নিবৃত্তি, বিরতি। নি—বৃত+ক্ত ভা। ক্লী।

নিবৃত্তি—বিরতি; বিশ্রাম; ক্ষান্তি। নি—বৃত (থাকা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে নিবৃত্ত।

নিবেদ, নিবেদন—বিজ্ঞাপন, জানান; বর্ণন; সমর্পণ। নি—ণিজন্ত বিদ বা বেদি (জানান)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নিবেদিত—বিজ্ঞাপিত; সূচিত; সমর্পিত, দত্ত। নি—ণিজন্ত বিদ বা বেদি+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নিবেদ, নিবেদন।

নিবেশ—যুদ্ধ; বিবাহ; শিবির। নি—বিশ (প্রবেশ করা)+অল্ অধি। ২। প্রবেশ; সৈন্যবিন্যাস; উপবেশন। নি—বিশ+অল্ ভ'। সং; পু। বিশেষণে নিবিষ্ট।

নিবেশন—১। আলয়, গৃহ; স্থান। নি—বিশ (প্রবেশ করা)+অনট্ অধি। ২। উপবেশন। নি—বিশ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিবেশিত—প্রবেশিত; বিন্যস্ত; সংক্রামিত; স্থাপিত। নি—ণিজন্ত বিশ বা বেশি (প্রবেশ করান)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নিবেশন।

নিশমন, নিশামন—দর্শন; শ্রবণ। নি—ণিজন্ত শম+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিশা—১। হরিদ্রা; রাত্রি। নি—শো (তীক্ষ্ণ করা)+ক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। অবসান, শেষ। নি—শো+ক ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

নিশাকর—চন্দ্র; কুক্কুট; জনৈক ঋষি। নিশা শব্দ (রাত্রি)—কৃ (করা)+ট ক। অথবা নিশাতে কর (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু। [সং; পু।

নিশাকাল—রাত্রিকাল। নিশাই কাল, কর্ম্মধা।

নিশাগম—রাত্রির আগমন, রজনীর আবির্ভাব। ৭তৎ। সং; পু।

নিশাচর—১। রাত্রিচর। নিশাতে চরে যে, উপ; নিশা শব্দ (রাত্রি)—চর (ভ্রমণ করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। শৃগাল; পেচক; সর্প; চৌর; চক্রবাক; রাক্ষস; পিশাচ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নিশাচরী।

নিশাচরী—রাক্ষসী; পিশাচী; অভিসারিকা; কেশী নামক গন্ধদ্রব্য। নিশাচর দেখ; নিশাচর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নিশাচর্ম্ম—অন্ধকার। সং; ক্লী।

নিশাজল—শিশির, হিম। সং; ক্লী।

নিশাত—তীক্ষ্ণীকৃত, শাণিত। নি—শো (তীক্ষ্ণ করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নিশান। [সং; পু।

নিশাত্যয়—নিশাবসান, প্রভাত। ৬তৎ।

নিশাদ, নিষাদ—চণ্ডাল; ধীবর; স্বরবিশেষ। নিশাদ=নি—শদ (কৃশ করা)+ঘঞ্ ক। নিষাদ=নি—সদ (বধ করা)+ঘঞ্ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নিশাদী, নিষাদী।

নিশাদী, নিষাদী—চণ্ডালী। নিশাদ বা নিষাদ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নিশান—১। তীক্ষ্ণীকরণ। নি—শো (তীক্ষ্ণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে নিশাত। ২। পতাকা, ধ্বজ। যাবনিক।

নিশান্ত—১। রাত্রিশেষ, রজনীর অবসান। ৬তৎ। সং; পু। ২। ভবন, গৃহ। নিশা শব্দ (রাত্রি)—অম (গমন করা)+ক্ত অধি। সং; ক্লী। ৩। শান্তশীল। নি (অতিশয়) যে শান্ত, নিত্য। বিণ; ত্রি।

নিশাপতি, নিশামণি—চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

নিশাপুষ্প—কুমুদ, শালুক। সং; ক্লী।

নিশাভাগ—রাত্রির অংশ; রাত্রিকাল। ৬তৎ বা কর্ম্মধা। সং; পু।

নিশামণি—চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

নিশারণ—১। রাত্রিকালীন যুদ্ধ। নিশাকালীন যে রণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। মারণ, হনন, বধ। নি—ণিজন্ত শৄ (বধ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিশারম্ভ—রাত্রির আরম্ভ, রজনীর সূচনা। ৬তৎ। সং; পু।

নিশি—রজনী, রাত্রি [সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে এই শব্দটী অশুদ্ধ, কারণ সংস্কৃত ভাষায় নিশি শব্দ নাই, নিশা বা নিশ্ শব্দ আছে। নিশ্ শব্দের ৭মীর ১বচনে নিশি হয়। বোধ হয় এই ৭মী বিভক্ত্যন্ত পদটিই বঙ্গভাষায় পৃথক্ শব্দরূপে প্রচলিত হইয়াছে। এই শব্দটী বঙ্গভাষায় এরূপ প্রচলিত এবং কবিগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে যে, এক্ষণে ইহাকে অশুদ্ধ বলিবার উপায় নাই, শুদ্ধ শব্দরূপেই গ্রহণ করিতে হয়]।

নিশিজল—প্রত্যহ প্রভাতে মলমূত্র ত্যাগের পর নাসারন্ধ্র দ্বারা জলপান করিলে সুবুদ্ধি, গরুড় সদৃশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিশালী, ও বার্দ্ধক্যহীন হইয়া থাকে। ইহাতে কাস, অতিসার, জীর্ণজ্বর, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, উদররোগ প্রভৃতির শান্তি হয়। কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে নিশিজল পান করিবে না।

নিশিত—তীক্ষ্ণীকৃত, শাণিত। নি—শো (তীক্ষ্ণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

নিশিদিন—দিবারাত্র, দিনরাত, সর্ব্বদা। নিশি দেখ; দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

নিশিসমাগম—রাত্রির আবির্ভাব, রজনীর আগমন। নিশি দেখ; ৬তৎ। সং; পু।

নিশীথ—অর্দ্ধরাত্র; রাত্রি। নি—শী (শয়ন করা)+থক্ অধি। সং; পু।

নিশীথিনী—রাত্রি। নিশীথ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নিশুম্ভ—১। বধ; মর্দ্দন; বমন। নি—শুন্ভ (বধ করা)+অল্; ভা। সং; পু। ২। জনৈক দৈত্য, দৈত্যরাজ শুম্ভের কনিষ্ঠ। কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী দনুর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। এই দৈত্য অতিশয় বলবীর্য্যসম্পন্ন যোদ্ধা ছিল। দেবীযুদ্ধে রক্তবীজ নিহত হইলে, নিশুম্ভ সমরে গমন করে, এবং দেবীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। নি—শুন্ভ (বধ করা)+অন্ ক। সং; পু।

নিশ্—১। রাত্রি; হরিদ্রা। নিশ+ক্বিপ্ অধি। ২। অবসান, শেষ। নিশ+ক্বিপ্ ভা। সং; স্ত্রী।

নিশ্চয়—নির্ণয়, অবধারণ; সিদ্ধান্ত। নির—চি (একত্র করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে নিশ্চিত।

নিশ্চল—অচল; স্থির। নির্—চল (চলা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নিশ্চলা।

নিশ্চায়ক—মীমাংসক; নিশ্চয়কারক, নির্ণেতা। নির্—চি (একত্র করা)+ণক ক। বিণ।

নিশ্চিত—১। নিঃসন্দিগ্ধ; নির্ণীত, অবধারিত, ঠিক। নির্—চি (একত্র করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। নিশ্চয়বান্। নির্—চি+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নিশ্চয়।

নিশ্চিন্ত—চিন্তাশূন্য, ভাবনারহিত। নির্ (নাই) চিন্তা যাহার বা নির্ (নির্গতা) হইয়াছে চিন্তা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিশ্চিন্তভাবে—চিন্তাশূন্য হইয়া। নিশ্চিন্ত হইয়াছে ভাব যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নিশ্চেষ্ট—গতিহীন; চেষ্টারহিত, নির্ব্ব্যাপার; স্পন্দহীন। নির্ (নাই) চেষ্টা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিশ্বসন, নিশ্বসিত—নিশ্বাস, নাসানির্গত বায়ু। নি—শ্বস (শ্বাসত্যাগ করা)+অনট্, ক্ত ভা। সং; ক্লী।

নিশ্বাস—নাসানির্গত বায়ু। নি—শ্বস (শ্বাসত্যাগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নিশ্বাসরোধ—নিশ্বাস রুদ্ধ করা, নিশ্বাস বাহির হইতে না দেওয়া। ৬তৎ। সং; পু।

নিষক্ত—সংক্রান্ত; সংসক্ত, লগ্ন। নি—সন্‌জ (সংসক্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

নিষঙ্গ—তূণীর, বাণাধার; সঙ্গ, সংসর্গ। নি—সন্‌জ (সংসক্ত হওয়া)+ঘঞ্ অধি। সং।

নিষঙ্গী—তূণীরধারী। নিষঙ্গ (তূণীর)+ইন্ অস্ত্যর্থে=নিষঙ্গিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

নিষণ্ণ—স্থিত; অবলম্বনকারী; উপবিষ্ট; শয়িত। নি—সদ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নিষণ্ণা।

নিষণ্ণ—আধারীভূত। নি—সদ (গমন করা)+ক্যপ্ অধি। বিণ; ত্রি।

নিষদ্যা—পণ্যবীথিকা, হাট-চালা; খট্বা, খাট। নিষদ্য দেখ; নিষদ্য+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং।

নিষদ্বর—কর্দ্দম, পঙ্ক। নি—সদ (গমন করা)+ধরচ্ অধি। সং; পু।

নিষদ্বরী—রাত্রি। নিষদ্বর দেখ; নিষদ্বর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

নিষধ—১। দেশবিশেষ। নি—সদ (গমন করা)+অল্ অধি। ২। সূর্য্যবংশীয় জনৈক নরপতি; পর্ব্বতবিশেষ; নিষধদেশীয় লোক। নি—সদ+অন্ ক। সং; পু। ৩। কঠিন; অদম্য; অধর্ষণীয়। নি—সদ+অল্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

নিষাদ—নিশাদ দেখ।

নিষাদী—১। চণ্ডালী। নিষাদ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। হস্তিপক, মাহুত; গজারোহী। নি—সদ (গমন করা)+ণিন্ ক=নিষাদিন্, ১মার ১বচন। সং; পু। ৩। নিষণ্ণ। বিণ; পু।

নিষিক্ত—সিক্ত; ক্ষরিত। নি—সিচ (সেচন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নিষেক।

নিষিদ্ধ—যাহা নিষেধ করা হইয়াছে এরূপ, নিবারিত; বাধিত; তিরস্কৃত। নি—সিধ (সিদ্ধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নিষেধ।

নিষূদন, নিসূদন—১। বধ; মারণ, নিষেধ। নি—সূদ (বধ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। নাশকারী; বিনাশক। নি—সূদ+অন ক। বিণ; ত্রি।

নিষেক—সেচন; ক্ষরণ; আধান; গর্ভাধান। নি—সিচ (সেচন করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে নিষিক্ত।

নিষেকমসৃণ—নিষেক হেতু স্নিগ্ধ, সেচন প্রভাবে তেলা। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

নিষেদিবান্—নিষণ্ণ, উপবিষ্ট; স্থিত। নি—সদ (গমন করা)+ক্বসু ক=নিষেদিবস্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নিষেদুষী।

নিষেদুষী—নিষণ্ণা, উপবিষ্টা। নিষেদিবান্ দেখ; নিষেদিবস্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

নিষেধ—প্রতিষেধ; নিবারণ। নি—সিধ (সিদ্ধ করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে নিষিদ্ধ।

নিষেধক—নিষেধকারী, নিবারক। নি—সিধ (সিদ্ধ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

নিষেবণ—সেবা; আরাধনা; অনুকরণ। নি—সেব+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিষেবিত—সেবিত, আরাধিত; অনুসৃত; অনুযাত। নি—সেব (সেবা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

নিষ্ক—মোহর ; দীনার ; স্বর্ণ ; ১০৮ মাষা সুবর্ণ পরিমাণ ; কণ্ঠভূষণ ; উরোভূষণ। নি—সদ (গমন করা, ইত্যাদি)+ক ক ; অথবা নির্—কৈ (দীপ্তি পাওয়া, ইত্যাদি)+ড ক। সং ; পু ও ক্লী।

নিষ্কণ্টক—কণ্টকশূন্য ; শত্রুশূন্য ; নিরুপদ্রব, নির্বিঘ্ন, নিরাপৎ। নির্ (নাই) কণ্টক যাহাতে বা যাহার, বা নির্ (নির্গত) হইয়াছে কণ্টক যাহা হইতে, বহ। বিণ ; ত্রি।

নিষ্কম্প—নিশ্চল, কম্পহীন, অকম্পিত, স্থির। নির্ (নাই) কম্প যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি।

নিষ্করুণ—অকরুণ, নির্দ্দয়। নির্ (নাই) করুণা যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি।

নিষ্কর্ম্মা—কর্ম্মশূন্য, নিশ্চেষ্ট, নির্ব্যাপার ; অলস ; বেকার। নির্ (নাই) কর্ম্ম (কর্ম্মন) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে নিষ্কর্ম্মন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

নিষ্কর্ষ—নিশ্চয়, ইয়ত্তাপরিচ্ছেদ ; সার ; নিঃসারণ। নির্—কৃষ (কর্ষণ করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

নিষ্কর্ষণ—নিশ্চয়করণ ; অপনয়ন ; উদ্ধারণ ; নিষ্কাসন। নির্—কৃষ (কর্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিষ্কল—১। কলাশূন্য, নিরংশ ; বন্ধ্য, নষ্টবীর্য্য ; বৃদ্ধ। নির্ (নাই) কলা যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নিষ্কলা। ২। পরব্রহ্ম। সং ; ক্লী।

নিষ্কলঙ্ক—কলঙ্কশূন্য, নির্ম্মল। নির্ (নাই) কলঙ্ক যাহার বা যাহাতে, বহ। বিণ ; ত্রি।

নিষ্কলা—বিগতার্ত্তবা স্ত্রী, যে স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি হইয়াছে। নিষ্কল দেখ ; নিষ্কল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

নিষ্কলুষ—নিষ্পাপ, নির্দ্দোষ। নির্ (নাই) কলুষ (পাপ) যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি।

নিষ্কলুষচিত্ত—১। নিষ্পাপহৃদয়, যাহার মনে কোনও পাপ নাই। নিষ্কলুষ হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি। ২। পাপশূন্য অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নিষ্কাম—কামনারহিত ; নিস্পৃহ ; বিষয়ভোগে বিরত। নির্ (নাই) কাম (স্পৃহা) যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি।

নিষ্কামধর্ম্ম—কামনাশূন্য ধর্ম্ম, "আমি যে কার্য্য করিতেছি ইহা কেবল ঈশ্বরপ্রীতির নিমিত্ত, ইহার ফলে আমার কোন অধিকার বা প্রয়োজন নাই" এইরূপ জ্ঞান সহকারে যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। কর্ম্মধা। সং ; পু।

নিষ্কাশন, নিষ্কাসন—নিঃসারণ ; বহিষ্করণ ; দূরীকরণ। নির্—ণিজন্ত কশ বা কস (গমন করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে নিষ্কাশিত, নিষ্কাসিত।

নিষ্কাশিত, নিষ্কাসিত—নিঃসারিত ; বহিষ্কৃত ; দূরীকৃত ; অধঃকৃত। নির্—ণিজন্ত কশ বা কস (গমন করান)+ক্ত র্ম্ম বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নিষ্কাশন, নিষ্কাসন।

নিষ্কুট—গৃহসন্নিহিত উপবন ; অন্তঃপুর ; ক্ষেত্রবিশেষ ; কবাট। নির্—কুট (কুটিল হওয়া)+ক ক। সং ; পু।

নিষ্কুষিত—নিস্ত্বচীকৃত ; বিক্ষত ; খণ্ডিত ; নিষ্কাসিত, নিঃসারিত। নির্—কুষ (বাহির করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নিষ্কুহ—বৃক্ষকোটর। সং ; পু।

নিষ্কৃতি—নিস্তার ; উদ্ধার ; পরিত্রাণ ; মুক্তি। নির্—কৃ (করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

নিষ্কৃতিলাভ—উদ্ধারপ্রাপ্তি, মুক্তিলাভ। ৬তৎ। সং ; পু।

নিষ্কোষণ—বহির্নিঃসারণ ; কোষ হইতে মুক্তকরণ। নির্—কুষ (বাহির করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিষ্কোষিত—উন্মুক্ত ; বহির্নিঃসারিত। নির্—ণিজন্ত কুষ বা কোষি (বাহির করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নিষ্ক্রম—ধীশক্তি, বুদ্ধিশক্তি ; নির্গম ; বহির্গমন ; দুষ্কুল ; নিষ্ক্রমণসংস্কার। নির্—ক্রম (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে নিষ্ক্রান্ত।

নিষ্ক্রমণ—বহির্গমন ; দশ সংস্কারের অন্তর্গত সংস্কারবিশেষ, চতুর্থ মাসে শিশুর গৃহনির্গমন রূপ সংস্কার। নির্—ক্রম (গমন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে নিষ্ক্রান্ত।

নিষ্ক্রয়—১। ভৃতি, বেতন ; ভাড়া ; মূল্য। নির্—ক্রী (ক্রয় করা)+অল্ ণ। ২। নিষ্কৃত ; আনৃণ্য, ঋণী না থাকা ; নির্গমন ; সামর্থ্য। নির্—ক্রী+অল্ ভা। সং ; পু।

নিষ্ক্রান্ত—নির্গত। নির্—ক্রম (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নিষ্ক্রম, নিষ্ক্রমণ।

নিষ্ক্রিয়—ব্রহ্ম ; ক্রিয়ারহিত, কার্য্যশূন্য ; নিষ্কর্ম্মা, নিশ্চেষ্ট ; অলস। নির্ (নাই) ক্রিয়া (কার্য্য) যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি।

নিষ্ঠ—স্থির ; স্থিতিশীল। নি—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

নিষ্ঠা—যাচ্ঞা ; নিশ্চয় ; স্থিতি ; নিষ্পত্তি ; নাশ ; অন্ত ; নির্ব্বাহ ; দৃঢ়তা ; ভক্তি, শ্রদ্ধা ; উৎকর্ষ ; ব্যবস্থা ; ব্রতাদি ক্লেশ ; (ব্যাকরণে) ক্ত ও ক্তবতু প্রত্যয়। নি—স্থা (থাকা)+ও ভা+আপ্। সং ; ক্লী।

নিষ্ঠাচার—নিষ্ঠাযুক্ত আচার, শ্রদ্ধাযুক্ত কার্য্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

নিষ্ঠান—ব্যঞ্জন, তরকারি। নি—স্থা+অনট্ অধি। সং ; ক্লী।

নিষ্ঠাবতী—নিষ্ঠাযুক্তা ; ধর্ম্মাদিতে ভক্তিমতী। নিষ্ঠা শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে নিষ্ঠাবান্।

নিষ্ঠাবান্—নিষ্ঠাযুক্ত ; ধর্ম্মাদিতে ভক্তিসম্পন্ন ; দৃঢ়। নিষ্ঠা শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে=নিষ্ঠাবৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নিষ্ঠাবতী।

নিষ্ঠীব, নিষ্ঠেব—১। থুথু। নি—ষ্ঠীব বা ষ্ঠিব (ফেলা)+অল্ র্ম্ম। ২। থুথু ফেলা ; ফেলা। নি—ষ্ঠীব বা ষ্ঠিব+অল্ ভা। সং ; পু।

নিষ্ঠীবন, নিষ্ঠেবন—১। মুখজল, থুথু। নি—ষ্ঠীব বা ষ্ঠিব (ফেলা)+অনট্ র্ম্ম। ২। থুথু ফেলা। নি—ষ্ঠীব বা ষ্ঠিব+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিষ্ঠুর—ক্রূর ; নির্দ্দয় ; কঠিন। নি—স্থা (থাকা)+ডুর ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নিষ্ঠুরতা, নৈষ্ঠুর্য্য।

নিষ্ঠুরতা—পরুষতা ; নির্দ্দয়তা ; ক্রূরতা। নিষ্ঠুর শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

নিষ্ঠুরাচরণ—নির্দ্দয় ব্যবহার। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নিষ্ঠ্যূত—থু থু করিয়া ফেলা ; নিক্ষিপ্ত ; প্রেরিত ; উদ্গীর্ণ। নি—ষ্ঠিব+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নিষ্ণ, নিষ্ণাত—নিপুণ ; প্রবীণ ; বিজ্ঞ ; প্রধান ; পারগত। নি—স্না (স্নান করা)+ড, ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

নিষ্পতন—নিষ্ক্রমণ ; নির্গমন। নির্—পত (পড়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নিষ্পত্তি—সিদ্ধি ; সমাপ্তি ; মীমাংসা ; নিশ্চয় ; পরিপাক ; নির্ব্বাহ। নির্—পদ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে নিষ্পন্ন।

নিষ্পন্ন—নিষ্পত্তিবিশিষ্ট ; সিদ্ধ ; সম্পন্ন ; সমাপ্ত ; জনিত ; নির্ব্বৃত্ত। নির্—পদ (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নিষ্পত্তি।

নিষ্পরিগ্রহ—১। পরিগ্রহশূন্য ; নির্লিপ্ত ; মুক্তসঙ্গ ; পত্নীরহিত। নির্ (নাই) পরিগ্রহ যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি। ২। পরিব্রাজক ; পরমহংস। সং ; পু।

নিষ্পাদন—সম্পাদন ; নির্ব্বাহ ; সাধন। নির্—ণিজন্ত পদ বা পাদি (গমন করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে নিষ্পাদিত।

নিষ্পাদনীয়, নিষ্পাদ্য—সম্পাদনীয়, সাধনীয় ; সিদ্ধ করিবার যোগ্য। নির্—ণিজন্ত পদ বা পাদি (গমন করান)+অনীয়, য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নিষ্পাদিত—সম্পাদিত ; নির্ব্বাহিত ; সাধিত। নির্—ণিজন্ত পদ বা পাদি (গমন করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নিষ্পাদন।

নিষ্পাব—১। ধান্যাদি তুষহীন করা। নির্—পূ (পবিত্র করা)+ঘঞ্ ভা। ২। কুলার

বাতাস। নির্—পূ+ঘঞ্ ণ। ৩। কড়ঙ্গর, কুঁড়া, তুষি; আগড়া। নির্—পূ+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

নিষ্পিষ্ট—মৃষ্ট; চূর্ণিত; মর্দ্দিত। নির্—পিষ (পেষণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নিষ্পেষ, নিষ্পেষণ।

নিষ্পীড়ন—নিংড়ন, চাপা; নিপীড়ন। নির্—পীড় (পীড়ন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিষ্পেষ, নিষ্পেষণ—চূর্ণন; মর্দ্দন; ঘর্ষণ। নির্—পিষ (পেষণ করা)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নিষ্প্রতিভ—অজ্ঞ; জড়; প্রতিভাহীন; মূর্খ। নির্ (নাই) প্রতিভা যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্প্রত্যূহ—বাধাবিহীন; নির্ব্বিঘ্ন। নির্ (নাই) প্রত্যূহ (বিঘ্ন) যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিষ্প্রভ—প্রভাশূন্য, নিস্তেজ; মলিন। নির্—(নাই) প্রভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিষ্প্রয়োজন—প্রয়োজনরহিত; নিরর্থক। নির্ (নাই) প্রয়োজন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিষ্ফল—ফলরহিত; বিফল; নিরর্থক। নির্ (নাই) ফল যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নিষ্ফলা। বিশেষ্যে নিষ্ফলতা।

নিষ্ফলা—১। ফলশূন্যা; বিগতার্ত্তবা; গতরজস্কা; ঋতুহীনা। নিষ্ফল দেখ; নিষ্ফল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নিষ্ফেন—ফেনশূন্য। নির্ (নাই) ফেন যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নিষ্যন্দ, নিস্যন্দ—ক্ষরণ; চুয়ান; বর্ষণ; পতন; নির্ঝর। নি—স্যন্দ (ক্ষরিত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

নিষ্যূত—নিতান্ত গ্রথিত। নি—সিব (সেলাই করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

নিসম্পাত—অর্দ্ধরাত্র, নিশীথ। নি—সম্—পত+ঘঞ অধি। সং; পু।

নিসর্গ—সৃষ্টি; স্বভাব, প্রকৃতি; রূপ; সর্গ। নি—সৃজ (সৃজন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে নৈসর্গিক।

নিসর্গজ—স্বভাবজ, স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক। নিসর্গ শব্দ (স্বভাব)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

নিসিন্দু—নিসিন্দা গাছ। সং; পু।

নিসূদন—১। বধ, মারণ; নিষেধ। নি—সূদ+অনট্ ভা। ২। নাশকারী; বিনাশক। নি—সূদ+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

নিসৃষ্ট—প্রেরিত; দত্ত; অর্পিত, ন্যস্ত। নি—সৃজ (সৃজন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

নিসৃষ্টার্থ—দূতবিশেষ, যে ব্যক্তি উভয়ের অভিপ্রায় জানে এবং স্বয়ং উত্তরাদি-দানে সমর্থ। নিসৃষ্ট (প্রদত্ত) হইয়াছে অর্থ (বিষয়) যৎকর্তৃক বা যাহাকে, ৩তৎ বা ৪তৎ। সং; পু।

নিস্—(নিঃ)। নিষেধ; নিশ্চয়; সাকল্য। নি—সো (নাশ করা)+ক্বিপ্ ক। অ।

নিস্তরঙ্গ—তরঙ্গহীন, ঢেউশূন্য; অচঞ্চল, স্থির। নির্ (নাই) তরঙ্গ যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নিস্তরণ, নিস্তার—পার হওয়া; উদ্ধার; মুক্তি; সিদ্ধি। নির্—তৃ+অনট্, ঘঞ্ ণ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

নিস্তল—১। তলশূন্য; চঞ্চল; বর্ত্তুল, গোলাকার। নির্ (নাই) তল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বটিকা। সং; ক্লী।

নিস্তব্ধ—নীরব, স্পন্দহীন। নি—স্তম্ভ (স্তম্ভিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নিস্তব্ধতা।

নিস্তব্ধতা—নীরবতা। নিস্তব্ধ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

নিস্তুষ—তুষহীন। নির্ (নাই) তুষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

নিস্তেজাঃ—তেজোহীন; দুর্ব্বল। নির্ (নাই) তেজঃ (তেজস্) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে নিস্তেজস্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

নিস্ত্রিংশ—১। খড়্গ। নির্ (নিষ্ক্রান্ত, অতিক্রান্ত) ত্রিংশৎকে, প্রাদি বা নিত্য। সং; পু। ২। নির্দ্দয়; নিষ্ঠুর; ক্রূর। বিণ; ত্রি।

নিস্ত্রৈগুণ্য—ত্রিগুণরহিত; কামাদিবিহীন। নির্ (নাই) ত্রৈগুণ্য (ত্রিগুণ) যাহার, বহু অথবা নির্ (নিষ্ক্রান্ত, অতিক্রান্ত) ত্রৈগুণ্যকে, প্রাদি বা নিত্য। বিণ; ত্রি।

নিস্পন্দ—স্পন্দহীন; স্থির; নিশ্চেষ্ট। নি (নাই) স্পন্দ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিস্পৃহ—স্পৃহাশূন্য; নিষ্কাম; আকাঙ্ক্ষাশূন্য; নির্লোভ। নির্ (নাই) স্পৃহা (ইচ্ছা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

নিস্পৃহতা—স্পৃহাশূন্যতা; নির্লোভতা। নিস্পৃহ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

নিস্যন্দ—নিষ্যন্দ দেখ।

নিস্রব, নিস্রাব—১। ক্ষরণ; নির্গমন। নি—স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+অল্, ঘঞ্ ভা। ২। অন্নমণ্ড। নি—স্রু+অল্, ঘঞ্, র্ম্ম। সং; পু।

নিস্বন, নিস্বান—ধ্বনি, রব, শব্দ। নি—স্বন (শব্দ করা)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নিহত—হত, বিনাশিত। নি—হন (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নিহনন।

নিহনন—হনন, বধ, হত্যা। নি—হন (বধ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে নিহত।

নিহন্তা—হননকর্তা, বধকারক, সংহারক। নি—হন (বধ করা)+তৃন্ ক=নিহন্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নিহন্ত্রী।

নিহিংসন—মারণ; হনন; বধ। নি—হিন্স (বধ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নিহিত—দত্ত; গুপ্ত; স্থাপিত; নিক্ষিপ্ত; অভিহিত। নি—ধা (ধারণ করা, দান করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নিধান।

নিহ্নব, নিহ্নুতি—অস্বীকার; অপলাপ; অপহ্নুতি; অবিশ্বাস। নি—হ্নু (চুরি করা)+অল্, ক্তি ভা। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

নিহ্নুবান—অপলাপকারী। নি—হ্নু (চুরি করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

নিহ্রাদ—ধ্বনি; শব্দ। নি—হ্রাদ (শব্দ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

নীকার—পরিভব; তিরস্কার; অবমাননা; অবজ্ঞা; ঘৃণা; অপকার। নি—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

নীকাশ, নীকাস—(অন্য শব্দের পরে থাকিলে) তুল্য, সদৃশ। নি—কাশ বা কাস+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

নীচ—বর্ব্বর; প্রাকৃত; নিম্ন; বামন; ক্ষুদ্র; অপকৃষ্ট, হীন। ন (না)—ঈ (সৌভাগ্য)—চি (একত্র করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নীচতা। [সং; স্ত্রী।

নীচতা—হীনতা; ক্ষুদ্রতা। নীচ+তা ভাবে।

নীচকুল—নিকৃষ্ট বংশ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নীচকুলোদ্ভব—নিকৃষ্ট বংশজাত। বহু। বিণ; ত্রি

নীচগামিনী—নিম্নদিকে গতিশালিনী; নীচ পুরুষে অনুরক্তা (স্ত্রী)। নীচগামী দেখ; নীচগামিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

নীচগামী—নিম্নদিকে গতিশীল; নিকৃষ্ট পথগামী; নীচজাতীয় রমণীতে অনুরক্ত (পুরুষ)। নীচ শব্দ—গম (যাওয়া)+ণিন্ ক=নীচগামিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নীচগামিনী। বিশেষ্যে নীচগামিতা।

নীচজাতি—নিকৃষ্ট জাতি, ইতর জাতি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নীচজাতীয়—নিকৃষ্ট জাতিতে উৎপন্ন; নিকৃষ্ট জাতি সম্বন্ধীয়। নীচজাতি শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নীচজাতীয়া।

নীচপ্রবৃত্তি—নিকৃষ্ট বিষয়ে আসক্তি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নীচমনাঃ—নিকৃষ্ট-চিত্ত, অনুদারমনাঃ। বহু। বিণ; পু। নীচমনস্ শব্দ।

নীচবৃত্তি—নিকৃষ্ট ব্যবসায়। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

নীচশিরাঃ—, নীচশিরস্)। নতমস্তক, দারিদ্র্য বা সম্মানাভাব জন্য নতশীর্ষ; নিম্নপদস্থ। নীচ হইয়াছে শিরঃ যাহার, বহু। বিণ; পু।

নীচান্তঃকরণ—১। হীন চিত্ত, অনুদার মনঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। হীনচেতাঃ, সঙ্কীর্ণমনাঃ। বহু। বিণ; ত্রি।

নীচান্বেষণ—নিকৃষ্ট অনুসন্ধান; নীচ বিষয়ের খোঁজ। কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং; ক্লী।

নীচাসক্ত—নিকৃষ্ট বিষয়ে বা কার্য্যে অনুরক্ত। নীচে আসক্ত, ৭তৎ। বিণ : ত্রি।

নীড়—কুলায়, পক্ষীর বাসা। নি—ইল (শয়ন করা)+ক অধি। সং ; পু ও স্ত্রী।

নীড়জ—পক্ষী। নীড় শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। সং ; পু।

নীত—প্রাপিত, লইয়া যাওয়া হইয়াছে এরূপ ; অতিবাহিত। নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ : ত্রি। বিশেষ্যে নয়ন, নীতি।

নীতি—১। নয় ; শুক্রাচার্য্যাদি প্রণীত হিতাহিত বিবেচনার শাস্ত্র ; রীতি ; নিয়ম। নী (লইয়া যাওয়া)+ক্তি র্ম্ম। ২। প্রাপণ ; লইয়া যাওয়া ; যাপন। নী+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে নীত।

নীতিজ্ঞ—নীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ; নীতিশাস্ত্রবিৎ। নীতি জানে যে, উপ ; নীতি শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নীতিজ্ঞতা।

নীতিজ্ঞতা—নীতিজ্ঞ দেখ।

নীতিজ্ঞান—নীতি কাহাকে বলে ইহা জানা ; নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

নীতিবিরুদ্ধ—নিয়মের বিরোধী, নীতিশাস্ত্রের বিপরীত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

নীতিশাস্ত্র—নীতিবিষয়ক শাস্ত্রবিশেষ। প্রথমতঃ ব্রহ্মা লক্ষ অধ্যায়ে এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, বৃদ্ধিক্ষয়াদি ত্রিবর্গ, দেশ, কাল, উপায়াদি ষড়্বর্গ, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, জীবিকাকাণ্ড, দণ্ডনীতি, রাজকার্য্য, যুদ্ধনীতি, ব্যসন, গৃহকার্য্য, সামাজিক ব্যবহার, দৈহিক তত্ত্ব, যন্ত্রকার্য্য, ধর্ম্মকার্য্য, প্রভৃতি সংসারে প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় ইহাতে কথিত হইয়াছে। উহা দণ্ডনীতি নামে প্রসিদ্ধ। মহাদেব উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া বৈশালাক্ষ নামে নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। উহা দ্বাদশ সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত। ইন্দ্র, মহাদেবের নিকট শিক্ষা করিয়া উহা হইতে বাহুদণ্ডক নামে সংক্ষিপ্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করেন। কিন্তু উহাও মানবের দুরায়ত্ত বিবেচনায় বৃহস্পতি বার্হস্পত্য নামক এক নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। মহাত্মা শুক্রাচার্য্য উহা হইতে এক সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত আর এক নীতিশাস্ত্র সঙ্কলন করেন। ইহাই শুক্রনীতি নামে প্রসিদ্ধ।

নীত্ত—দত্ত। নি—দা (দেওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নীধ্র, নীব্র—বল্মীক ; চালের ছাঁচ ; নেমি ; বন ; চন্দ্র ; রেবতী নক্ষত্র। নি—ধৃ বা বৃ+ক ক। সং ; স্ত্রী।

নীপ—১। কদম্ব বৃক্ষ ; বন্ধূকবৃক্ষ ; নীলাশোক বৃক্ষ। নী (লইয়া যাওয়া)+[illegible] ণ। সং ; পু। ২। কদম্ব ফুল। সং ; স্ত্রী।

নীয়মান—যাহা নীত হইতেছে এরূপ ; প্রাপ্যমাণ ; গৃহ্যমাণ। নী (লইয়া যাওয়া) +শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নীর—জল ; রস। নী (পাওয়ান)+রক্ ক ; অথবা, নির্ (নির্গত) হয় র (অগ্নি, বাড়বাগ্নি) যাহা হইতে, বহু। (নিঃ+র)। ক্লী।

নীরজ—১। জলজাত, জলোদ্ভূত। নীর (জল)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। পদ্ম। সং ; ক্লী। ৩। উদ্বিড়াল। সং ; পু।

নীরদ—১। রদশূন্য, দন্তহীন। নির্ (নাই) রদ (দন্ত) যাহার, বহু। (নিঃ+রদ)। বিণ ; ত্রি। ২। মেঘ ; মুস্তক। নীর (জল) দেয় যে, উপ ; নীর শব্দ (জল)—দা (দেওয়া)+ড ক। সং, পু।

নীরদখণ্ড—মেঘখণ্ড, টুক্‌রা মেঘ। ৬তৎ। সং ; পু। [কর্ত্তা], সং ; পু।

নীরধর—জলধর, মেঘ। নীরের ধর (ধারণ-

নীরধি, নীরনিধি—জলধি, সমুদ্র। নীরধি—নীর শব্দ (জল)—ধা (ধারণ করা)+কি অধি। নীরের নিধি (আশ্রয়) নীরনিধি, ৬তৎ। সং ; পু।

নীরন্ধ্র—ছিদ্রহীন, নিচ্ছিদ্র ; সান্দ্র, নিবিড়, ঘন। নির্ (নাই) রন্ধ্র (ছিদ্র) যাহার বা যাহাতে, বহু। (নিঃ+রন্ধ্র)। বিণ ; ত্রি।

নীরব—নিঃশব্দ, বাক্যরহিত, নিস্তব্ধ। নির্ (নাই) রব (শব্দ) যাহার, বহু (নিঃ+রব)। বিণ ; ত্রি।

নীরবতা—নিস্তব্ধতা, নিঃশব্দ ভাব। নীরব দেখ ; নীরব+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

নীরবদ্বন্দ্ব—শব্দহীন বিরোধ, যে বিরোধ কেবল পরস্পরের মনে মনেই থাকে, কথায় প্রকাশিত হয় না। কর্ম্মধা। সং ; পু।

নীরস—১। রসহীন, শুষ্ক। নির্ (নাই) রস যাহাতে, বহু। (নিঃ+রস)। বিণ ; ত্রি। ২। দাড়িম্ব। সং ; পু।

নীরাজন—১। আরাত্রিক,—দীপমালা, সজল পদ্ম, ধৌতবস্ত্র, বিল্বাদিপত্র, সাষ্টাঙ্গপ্রণাম, এই পঞ্চ দ্বারা আরাধনা, যাহাকে সহজ কথায় আরতি বলে। নীর শব্দ (জল)—অজ (ক্ষেপণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নীরাজনা—আরাত্রিক, আরতি। নীরাজন দেখ ; নীরাজন+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

নীরুজ—নীরোগ, সুস্থ। নির্ (নাই) রুজা (রোগ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নীরুজা।

নীরুজা—১। নীরোগা, সুস্থা। নীরুজ দেখ ; নীরুজ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। রোগাভাব ; স্বাস্থ্য। রুজার (রোগের) নির্ (অভাব), অব্যয়ী (নিঃ+রুজা)। সং ; স্ত্রী।

নীল—১। স্বনামখ্যাত বর্ণবিশেষ। নীল (রঙ্ করা)+ক ণ। সং ; পু। ২। নীলবর্ণযুক্ত। নীল+ক র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ৩। পর্ব্বতবিশেষ ; মণিবিশেষ ; নিধিবিশেষ ; বানরবিশেষ [এই বানর রামরাবণের যুদ্ধে রামের পক্ষে সুগ্রীবের অধীনে কপিকটকের সেনানী হইয়া সমরে বহু রাক্ষসের প্রাণবধ করিয়াছিল ; অগ্নির অংশে ইহার জন্ম]। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নীলা, নীলী।

নীলকণ্ঠ—১। নীলবর্ণ গলদেশ। নীল যে কণ্ঠ, কর্ম্মধা। ২। শিব [সমুদ্রমন্থনকালে শিব কালকূট পান করায় তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ হয়] ; ময়ূর ; খঞ্জন পক্ষী ; দাত্যুহ পক্ষী। নীল হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। সং ; পু। ৩। নীলবর্ণ কণ্ঠযুক্ত। বিণ ; ত্রি। [স্ত্রী।

নীলকমল—নীলোৎপল, নীলপদ্ম। কর্ম্মধা। সং ;

নীলকান্ত, নীলমণি—নীলোপল, ইন্দ্রনীলমণি। কর্ম্মধা। সং ; পু।

নীলগগন—নীলবর্ণ আকাশ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নীলগগনপট—নীলবর্ণ আকাশরূপ পট। রূপক কর্ম্মধা। সং ; পু।

নীলগিরি—পর্ব্বতবিশেষ [নীলাচল দেখ]।

নীলগ্রীব—শিব [নীলকণ্ঠ দেখ]। নীল হইয়াছে গ্রীবা যাহার, বহু। সং ; পু।

নীলধ্বজ—১। নীলবর্ণ পতাকা। কর্ম্মধা। ২। জনৈক নৃপ। নীল হইয়াছে ধ্বজ যাহার, বহু। সং ; পু।

নীলপটল—নীলবস্ত্র। সং ; ক্লী।

নীলপ্রভ—নীলদীপ্তিবিশিষ্ট। নীল হইয়াছে প্রভা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নীলমাধব—বিষ্ণু, কৃষ্ণ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

নীলমেঘ—নীলবর্ণ মেঘ ; কাল মেঘ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

নীললোহিত—বেগুণে রঙ্ ; শিব [কারণ তাঁহার কণ্ঠ নীল ও কেশ লোহিতবর্ণ অর্থাৎ লাল]। নীল অথচ লোহিত, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নীলবসন—১। নীলবর্ণ কাপড়। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। নীলবর্ণ-বস্ত্র-পরিহিত। নীল হইয়াছে বসন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ৩। বলরাম ; শনৈশ্চর। সং ; পু।

নীলবস্ত্র—১। নীলবর্ণ কাপড়। নীল এমন বস্ত্র, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। বলরাম। নীল হইয়াছে বস্ত্র যাহার, বহু। সং ; পু।

নীলা—১। নীলবর্ণবিশিষ্টা। নীল দেখ। নীল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মক্ষিকাবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

নীলাকাশপথ—নীলবর্ণ আকাশরূপ পথ। নীল যে আকাশ, কর্ম্মধা। নীলাকাশ রূপ পথ, রূপক। সং ; পু।

নীলাচল—১। নীলগিরি পর্ব্বত, ইহা দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত, ইহার উত্তরে মহানদী। ২। শ্রীক্ষেত্র, পুরুষোত্তমতীর্থ ; নীল-

গিরি নামক পার্ব্বত্যভূমির প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া জগন্নাথক্ষেত্রের অপর নাম নীলাচল। সং ; পু।

নীলাঞ্চল—নীলবর্ণ বস্ত্রপ্রান্ত, নীলরঙের আঁচল। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নীলাঞ্জন—তুথ, তুঁতে। নীল এমন যে অঞ্জন, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নীলাভ—নীলবর্ণ। নীল হইয়াছে আভা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

নীলাম্বর—১। নীলবর্ণ কাপড় ; নীল আকাশ। নীল এমন যে অম্বর (বস্ত্র, আকাশ), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। বলরাম ; শনৈশ্চর। নীল হইয়াছে অম্বর (বসন) যাহার, বহু। পু।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ, ৩রা ডিসেম্বর। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বি, এল পাশ করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীররাজের প্রধান বিচারপতি এবং পরে রাজস্বসচিবপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নীলাম্বর কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন এবং এখনও পর্য্যন্ত ঐ পদে যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। ইনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী সি, আই, ই উপাধি লাভ করেন।

নীলাম্বু—১। নীলবর্ণ জল। নীল যে অম্বু, কর্ম্মধা। ২। সমুদ্র। নীল হইয়াছে অম্বু যাহার, বহু। সং ; ক্লী।

নীলাম্বুজ, নীলাম্বুজন্ম—নীলোৎপল, ইন্দীবর। নীল এমন যে অম্বুজ বা অম্বুজন্ম (পদ্ম), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নীলিকা—শেফালিকা ; নীলের গাছ ; নেত্ররোগ বিশেষ। নীলী শব্দ + কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

নীলিমময়ী—নীলবর্ণবিশিষ্টা ; শ্যামবর্ণযুক্তা। নীলিমন্ + ময়ট্ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

নীলিমা—নীলত্ব, শ্যামত্ব ; নীলবর্ণ। নীল + ইমন্ ভাবে—নীলিমন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

নীলী—১। বৃক্ষবিশেষ ; বর্ণবিশেষ। নীল (রঙ্ করা) + ক ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। নীলবর্ণযুক্ত। নীল শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে—নীলিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

নীলীরাগ—সৌহার্দ্দ্য, অতিশয় প্রণয়। সং ; পু।

নীলোৎপল—ইন্দীবর, নীলবর্ণ পদ্ম। নীল এমন যে উৎপল, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নীবার—তৃণধান্য, উড়িধান। নি—বৃ (সেবা করা) + ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু।

নীবি, নীবী—মূলধন, পুঁজি ; পণ, বাজি ; কটিবস্ত্রগ্রন্থি। নি—ব্যে (আচ্ছাদন করা) + ই ণ। সং ; স্ত্রী।

নীবৃৎ—জনপদ, দেশ। নি—বৃত (থাকা) + ক্বিপ্ অধি। সং ; পু ও স্ত্রী।

নীধ্র—নীধ্র দেখ।

নীশার—হিম ও বায়ু নিবারক বস্ত্র, পর্দ্দা মশারি প্রভৃতি ; কাণ্ডপট। নি—শ (বধ করা) + ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

নীহার—ঘনীভূত শিশির, নিশাজল, হিম, বরফ। নি—হৃ (হরণ করা) + ঘঞ্ ক। সং ; পু। [স্ত্রী।

নীহারিকা—চক্ষুর অগোচর নক্ষত্রসমূহ। সং ;

নু—বিতর্ক ; অপমান ; বিকল্প ; অনুনয় ; অতীত ; প্রশ্ন ; হেতু ; অপদেশ। নু (স্তুতি করা) বা নুদ (প্রেরণ) + ডু ক। ব্য।

নুত—পূজিত ; স্তুত। নু (স্তুতি করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নুতি।

নুতি—স্তুতি, স্তব ; পূজা। নু (স্তুতি করা) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে নুত।

নুত্ত, নুন্ন—ক্ষিপ্ত ; প্রেরিত ; ছিন্ন ; নিরস্ত। নুদ (প্রেরণ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নূতন—অভিনব, নবীন। নব শব্দ + তন। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে নূতনত্ব। [সং ; ক্লী।

নূতনত্ব—অভিনবত্ব। নূতন শব্দ + ত্ব ভাবে।

নূনম্—নিশ্চয় ; অবধারণ ; স্মরণ ; বাক্যপূরণ বিতর্ক। নু (স্তুতি করা) + ক্বিপ্ অধি, তদনন্তরে নম (নত হওয়া) + ক্বিপ্ অধি। ব্য।

নূপুর—স্বনামখ্যাত পাদভূষণ, নেপুর। নূ (স্তুতি করা) + ক্বিপ্ র্ম্ম, তদনন্তরে পুর (অগ্রে গমন করা) + ক ক। সং ; পু ও ক্লী।

নূপুরনিক্বণ—নূপুরধ্বনি, নেপুরের শব্দ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

নূরজহাঁ—ভারতের মোগল-সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষী। ইনি বাল্যকালে মেহেরুন্নিসা নামে পরিচিতা ছিলেন। এক দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত পারসীক বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম মির্জ্জা ঘিয়াস। ঘিয়াস যখন সস্ত্রীক ভারতে আসিতেছিলেন, তখন কান্দাহারের এক মরুভূমিতে তাঁহার স্ত্রী এই কন্যাটিকে প্রসব করেন। দারিদ্র্যবশতঃ এই নবজাত শিশুকে ইঁহারা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে প্রস্তুত হন। ইঁহাদের সঙ্গী একজন সওদাগর এই কন্যাটির পালন ভার লইয়া উহাকে মাতাপিতার সহিত আগ্রা সহরে আনেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই কন্যাটি আলোকসামান্য রূপলাবণ্যবতী হইয়া উঠিলেন। যৌবনাগমে সেই রূপরাশি উন্মেষ প্রাপ্ত হইয়া নব্যযুবকদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে লাগিল। দিল্লীশ্বর আকবরের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ সলিম (পরে জাহাঙ্গীর) মেহেরুন্নিসার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া ইঁহার পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইলেন। বৃদ্ধ আকবর জানিতে পারিয়া শের আফগান নামক জনৈক বীরপুরুষের সহিত ইঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করাইয়া ইঁহার স্বামীকে বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। সেই সঙ্গে ইনিও সলিমের নিকট হইতে অপসৃতা হইলেন। আকবরের জীবদ্দশায় তিনি আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পিতার মৃত্যুর পর সলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মেহেরুন্নিসার রূপ তিনি ভুলিতে পারেন নাই। রাজা হইয়াই তিনি শের আফগানকে বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া তালাক দিতে বলিলেন। বীর যুবক এরূপ জঘন্য প্রস্তাবে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু জাহাঙ্গীরের চেষ্টায় অত্যল্প কালমধ্যে নিহত হইলেন। মেহেরুন্নিসা সম্রাটের সমীপে নীত হইলে কিছুদিন পতিব্রতা সাধ্বী বিধবার ন্যায় বিরলে বাস করিতে লাগিলেন ; কিন্তু অবশেষে জাহাঙ্গীরের মহিষী হইয়া 'নূরজহাঁ' (অর্থাৎ ভুবনালোক) নাম প্রাপ্ত হইলেন (১৬১১ খ্রীঃ)। অল্পদিনের মধ্যেই ইনি সম্রাটের উপর এতদূর আধিপত্য স্থাপন করিয়া ফেলিলেন যে, সম্রাটের নামের সহিত ইঁহার নামও মুদ্রাসমূহে অঙ্কিত হইতে লাগিল। ইঁহার পিতা, ভ্রাতা, ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন রাজসভায় সবিশেষ ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সম্রাটের পুত্র ও সেনানীগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহের আর একটি গুরুতর কারণও ঘটিয়াছিল। শের আফগানের ঔরসে নূরজহাঁর এক কন্যা জন্মিয়াছিল। সেই কন্যার সহিত জাহাঙ্গীরের চতুর্থ পুত্র শেহরিয়ারের বিবাহ হইয়াছিল। উত্তরকালে যাহাতে শেহরিয়ার সিংহাসনের অধিকারী হন, এই উদ্দেশ্যে নূরজহাঁ ষড়্‌যন্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খুরম (পরে শাহ্‌জহাঁ) বাঙ্গালায় বিদ্রোহী হন। খুরম যোধপুররাজ মল্লদেবের পৌত্রী যোধাবাইএর গর্ভজাত ; সুতরাং রাজপুতেরা তাঁহার পক্ষপাতী হইলেন। আবার তিনি নূরজহাঁর ভ্রাতা আসফখাঁর কন্যা মুমতাজমহালের পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন বলিয়া আসফখাঁও জামাতার পক্ষাবলম্বন করিলেন। সুচতুরা নূরজহাঁ তাঁহাকে কতকগুলি প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিয়া শান্ত করিলেন। এদিকে মহাবত খাঁ নামক একজন সুদক্ষ সেনাপতি

নূরজহাঁর আচরণে সন্দিহান হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন, এবং জাহাঙ্গীর ও নূরজহাঁকে ছয়মাস আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন (১৬২৬ খ্রীঃ)। নূরজহাঁর অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে সম্রাট্ মুক্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু পর বৎসর খুরম ও মহাবত খাঁ পুনরায় বিদ্রোহী হইলেন। এই বিদ্রোহ দমনের পূর্ব্বেই সম্রাটের মৃত্যু হইল (১৬২৭ খ্রীঃ), এবং সঙ্গে সঙ্গে নূরজহাঁর ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইল। নূরজহাঁ অতি বুদ্ধিমতী ও প্রতিভাশালিনী ছিলেন। কথিত আছে যে, ইনিই গোলাপী আতরের সৃষ্টি করেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর ইনি বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টাকার বৃত্তিভোগিনী হইয়াছিলেন এবং হিন্দুবিধবার ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৬৪৬ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয় এবং লাহোর নগরে স্বামী জাহাঙ্গীরের পার্শ্বে ইঁহাকে সমাহিত করা হয়। বাঙ্গালা ইতিহাসে ইঁহার নাম নুরজাহান লিখিত হইয়াছে। ইঁহার আর একটি নাম নূরমহল (প্রাসাদের আলোক)।

নৃ—নর, মনুষ্য; পুরুষ। নী (লইয়া যাওয়া) + ড্ ক। সং; পু।

নৃগ—সূর্য্যবংশীয় নরপতিবিশেষ। নৃ শব্দ — গম (গমন করা) + ড ক। সং; পু।

নৃচক্ষাঃ—রাক্ষস। নৃ শব্দ (নর) — চক্ষ (ভক্ষণ করা) + অস্ ক = নৃচক্ষস্, ১মার ১বচন। সং; পু।

নৃজগ্ধ—নরভক্ষক। নৃ শব্দ (নর) — অদ (ভক্ষণ করা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

নৃত্ত—১। নৃত্য। নৃত + ক্ত ভা। সং; পু। ২। নর্ত্তনকারী। নৃত (নৃত্য করা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

নৃত্য—তালমানরসাশ্রয়বিলাসাঙ্গবিক্ষেপ; নর্ত্তন, নাচ [কথিত আছে যে, স্বয়ং মহাদেব নৃত্যের সৃষ্টি করেন; নৃত্য দুই প্রকার—তাণ্ডব ও লাস্য; পুং-নৃত্যের নাম তাণ্ডব ও স্ত্রী-নৃত্যের নাম লাস্য]; অভিনয়। নৃত (নাচা) + ক্যপ্ ভা। সং; ক্লী।

নৃত্যগীত—নাচ ও গান। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

নৃত্যপরা—নর্ত্তনশীলা, যে নাচিতেছে এরূপ। নৃত্যে পরা (আসক্তা), ৭তৎ। বিণ; স্ত্রী।

নৃত্যপরায়ণ—নর্ত্তনপটু, নাচিতে সুদক্ষ; যে নাচিতেছে এরূপ। নৃত্য হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নৃত্যপরায়ণা।

নৃত্যপ্রিয়—শিব। বহু। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

নৃত্যশালা—নাট্যমন্দির, নাচঘর, র লয়। ৬তৎ।

নৃদেব—রাজা। নৃগণের (নরসমূহের) মধ্যে দেব, ৭তৎ। সং; পু।

নৃধর্ম্মা—কুবের। সং; পু।

নৃপ, নৃপতি—নরপতি; কুবের। নৃ শব্দ (নর) — পা (পালন করা) + ড, ডতি ক; অথবা নৃগণের পতি নৃপতি, ৬তৎ। সং; পু। [নৃপতনয়া।

নৃপতনয়—রাজপুত্র। ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে

নৃপতনয়া—রাজকুমারী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

নৃপতি—নৃপ দেখ।

নৃপনন্দন—রাজপুত্র। ৬তৎ। সং; পু।

নৃপনন্দিনী—রাজকুমারী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

নৃপাংশ—রাজার প্রাপ্য কর। নৃপের প্রাপ্য যে অংশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ—(মহারাজ বাহাদুর কর্ণেল স্যার্)। কুচবিহারের বর্ত্তমান অধিপতি। জন্ম—১৮৬২ খ্রীঃ, ৪ঠা অক্টোবর। ইনি যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, তখন ইঁহার রাজ্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের হস্তে ছিল। ইনি বেনারসের ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউটে এবং পরে বাঁকিপুর ও পাটনায় শিক্ষিত হন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ বাহাদুর উপাধি এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে গদি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জি, সি, এস, আই এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সি, বি উপাধি ভূষিত হন। ইনি ষষ্ঠ বেঙ্গল অশ্বারোহী সেনাদলের 'অনারারী কর্ণেল' এবং ভারতেশ্বরের 'অনারারি এডিকং'। জেনারেল ইয়েটম্যান ব্রিগস্ সাহেবের (Yeatman Briggs) সমভিব্যাহারে ইনি টিরা যুদ্ধে সৈনিক কর্ম্মচারি রূপে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কেশবচন্দ্র সেনের দুহিতা সুনীতি দেবীকে বিবাহ করেন। মহারাণী সুনীতি দেবী ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সি, আই (Crown of Inida) সম্মানের অধিকারিণী হন। মহারাজ বাহাদুর সুনিপুণ শিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং টেনিস্ পোলো প্রভৃতি ক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শী। কুচবিহার রাজ্য ইঁহার সুশাসনে সমধিক সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইঁহার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কলেজ, চিকিৎসালয়, আদালত, কারাগার প্রভৃতির কার্য্য প্রশংসার সহিত সম্পন্ন হইতেছে। শিল্প-শিক্ষায় মহারাজ বাহাদুরের বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। কলিকাতায় ইণ্ডিয়া ক্লাব নামক সমিতিটি ইঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং আংশিক আনুকূল্যে পরিচালিত হইতেছে। ইনি বহুবার ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন এবং রাজদরবারে ও লোকসমাজে প্রভূত সম্মান পাইয়াছেন। ইনি ১৩টি তোপ ধ্বনি দ্বারা সম্মান পাইবার অধিকারী। ইনি ইংরাজী ধরণে চলিলেও ইঁহার পার্শ্বচর ও উচ্চতন কর্ম্মচারী সকলেই বাঙ্গালী।

নৃমণি—নরশ্রেষ্ঠ; রাজা। ৭তৎ। সং; পু।

নৃমুণ্ড—নরমস্তক, মানুষের মাথা। ৭তৎ। পু।

নৃমুণ্ডমালিনী—মনুষ্যমস্তকের মাল্যধারিণী। নৃমুণ্ডমালী দেখ; নৃমুণ্ডমালিন্ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

নৃমুণ্ডমালী—(নৃমুণ্ডমালিন্)। মনুষ্যমস্তকের মাল্যধারী, যে মানুষের মাথার মালা গাঁথিয়া পরিয়াছে এরূপ। নৃমুণ্ডের মালা, ৬তৎ। নৃমুণ্ডমালা শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নৃমুণ্ডমালিনী।

নৃযজ্ঞ—অতিথি-সৎকার, গৃহস্থের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত অতিথি-পূজারূপ যজ্ঞ [পঞ্চযজ্ঞ দেখ]। নৃ (মনুষ্য) পূজনরূপ যজ্ঞ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

নৃবরাহ—বিষ্ণুর বরাহ অবতার। নৃ (নর) অথচ বরাহ, কর্ম্মধা; এই অবতারে দেহ নরাকার ও মস্তক বরাহের ন্যায় হইয়াছিল। সং; পু।

নৃশংস—ক্রূর, নিষ্ঠুর; পরদ্রোহী। নৃ শব্দ (নর) — শন্‌স্ (হিংসা করা) + অন্ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে নৃশংসতা।

নৃসিংহ—১। বিষ্ণু; বিষ্ণুর চতুর্থ পূর্ণ অবতার [নরসিংহ দেখ]। নৃ অথচ সিংহ, কর্ম্মধা। ২। নরশ্রেষ্ঠ। নৃ (মনুষ্য) সিংহ প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

নৃসিংহচতুর্দ্দশী—বৈশাখ মাসীয় শুক্ল-চতুর্দ্দশী, এই দিনে ভগবান্ বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর বধার্থে অবতীর্ণ হন। সং; স্ত্রী।

নৃসেন—নর-সৈন্য। নৃ রূপ সেনা, রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

নৃসোম—নরশ্রেষ্ঠ। নৃগণের মধ্যে সোম (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। সং; পু।

নৃহরি—নৃসিংহাবতার। নৃ (নর) অথচ হরি (সিংহ), কর্ম্মধা। সং; পু।

নেজক—১। শোধনকারী, শোধক। নিজ (শোধন করা) + ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। রজক, ধোপা। সং; পু।

নেজন—শোধন, ধৌতকরণ। নিজ (শোধন করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

নেতা—প্রভু; নায়ক; পরিচালক; অধ্যক্ষ; প্রাপক; প্রেরক; স্বামী। নী (লইয়া যাওয়া) + তৃন্ ক = নেতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নেত্রী। বিশেষ্যে নেতৃত্ব।

নেতৃত্ব—প্রভুত্ব; নায়কত্ব, অধ্যক্ষতা, পরিচালকত্ব। নেতা দেখ; নেতৃ শব্দ + ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

নেত্র—১। নয়ন, চক্ষুঃ; বস্ত্রবিশেষ; রথ; পথ; গুণ; বৃক্ষমূল। নী (লইয়া যাওয়া) + ষ্ট্রন্ অধি। সং; ক্লী। ২। নায়ক; চালক; প্রবর্ত্তক; প্রাপক। নী + ষ্ট্রন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে নেত্রী।

নেত্রচ্ছদ—চক্ষুর পাতা। ৬তৎ। সং; পু।

নেত্রপল্লব—চক্ষুর পাতা। ৬তৎ। সং; পু।

নেত্রপাত—দৃষ্টিপাত, নয়ননিক্ষেপ। ৬তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

নেত্রমল—চক্ষুর মল অর্থাৎ পিচুটি। ৬তৎ।

নেত্ররঞ্জন—কজ্জল, কাজল। নেত্র শব্দ (চক্ষুঃ) — রন্জ (রঙ্ করা) + অনট্ ণ। সং; ক্লী।

নেত্রাম্বু—অশ্রু, চক্ষুর জল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

নেত্রী—১। নায়িকা, পরিচালিকা; প্রাপিকা; প্রেরিকা। নেতা দেখ; নেতৃ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে নেতা। ২। নদী; লক্ষ্মী; নারী; নাড়ী। নী (লইয়া যাওয়া) + ষ্ট্রন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে নেত্র।

নেদিষ্ঠ, নেদীয়ান্—অন্তিকতম; অতি নিকটস্থ। নেদিষ্ঠ = অন্তিক শব্দ (সমীপ) + ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। নেদীয়ান্ = অন্তিক শব্দ + ঈয়সু অতিশয়ার্থে = নেদীয়স্, ১মার ১বচন। বিণ: যথাক্রমে ত্রি ও পু।

নেপথ্য—বেশ; সজ্জা; অলঙ্কার; সজ্জাগৃহ, সাজঘর; রঙ্গভূমি। নী (লইয়া যাওয়া) + বিচ্ ণ = নে (চক্ষুঃ), তদুত্তরে পথ (গমন করা) + য র্ম। সং; ক্লী।

নেপিয়ার, (স্যার্ চার্লস্)—জন্ম ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ, ১০ই আগষ্ট। ইনি একজন খ্যাতনামা ইংরেজ সেনানায়ক। ইনি ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং করুণার (Corunna) যুদ্ধে শত্রু কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতে আসেন। আফগান সমরের অবসানে সিন্ধুপ্রদেশের রেসিডেণ্ট মেজার আউটরাম কয়েক জন আমিরের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন যে, তাঁহারা ইংরেজের শত্রুপক্ষীয়গণের সহিত পত্র লেখালেখি প্রভৃতি করিয়া যুদ্ধের সময়ে ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। এই রিপোর্ট পাইয়া গভর্ণর জেনারেল লর্ড এলেনবরা স্যার্ চার্লস নেপিয়ারকে এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানার্থ নিযুক্ত করিলেন। নেপিয়ারের বিচারে সকল আমীরই দোষী স্থির হওয়াতে দণ্ডস্বরূপ তাঁহাদিগের অধিকারের দুই-তৃতীয়াংশ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দিতে তাঁহাদিগকে বাধ্য করা হইল। পরন্তু তাঁহাদিগের বেলুচির প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া প্রেসিডেণ্টের আবাস আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। নেপিয়ার তাহাদিগকে মিয়ানি (Miani) ও দুব্বা (Dubba) নামক দুই স্থানের যুদ্ধে পরাভূত করিয়া হয়দরাবাদ অধিকার করেন। এইরূপে সিন্ধুযুদ্ধের অবসান হয়। ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি সিন্ধুদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ইনি ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। লর্ড ড্যালহৌসীর সহিত দেশীয় সৈন্য সম্বন্ধে মতের অনৈক্য হওয়াতে নেপিয়ার এই পদ পরিত্যাগ করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে আগষ্ট ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টি—খ্যাতনামা ফ্রান্স্-সম্রাট্। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্সিকা দ্বীপে ইঁহার জন্ম হয়। দশ বৎসর বয়সে সৈনিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চদশ বৎসর কাল তথায় শিক্ষালাভ করেন। পরে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সৈনিক-শ্রেণীভুক্ত হন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি নগরের বিদ্রোহ দমন করিয়া বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠেন। পর বৎসর ইনি ইটালী দেশস্থ ফরাসী-সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া গমন করেন, এবং দেড় বৎসরের মধ্যে অষ্ট্রিয়ার সেনাদল বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদিগকে ইটালী হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। এইরূপে ইটালীতে ফ্রান্সের প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে নেপোলিয়ান স্বদেশে অদ্বিতীয় লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। অতঃপর ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ঈজিপ্ট দেশ (মিসর) জয় করিতে গমন করিয়া তথায় ফ্রান্সের আধিপত্য স্থাপন করেন। পর বৎসর ইনি ফ্রান্সে প্রত্যাগত হইয়া "কনসল" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দেশের রাজকার্য্যের প্রধান পদ স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, এবং ক্রমশঃ ফ্রান্সের বিপক্ষীয়দিগের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

অতঃপর ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের রাজ-পদে আরূঢ় হইলেন। এই সময়ে ইউরোপের অন্যান্য নরপতিগণ ইঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া একে একে প্রায় সকলেই পরাস্ত হইলেন। নেপোলিয়নের আকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ লক্ষ সৈন্য লইয়া ইনি রুশিয়া জয় করিতে গমন করেন। কিন্তু তথায় দারুণ শীতের প্রকোপে, অনাহারে ও যুদ্ধে সেই বিপুল সেনাকটকের অধিকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, ইনি অবশিষ্ট পঞ্চসহস্রমাত্র সৈন্যসহ অতিকষ্টে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর ইউরোপের রাজন্যবর্গ মিলিত হইয়া দশ লক্ষাধিক সৈন্যসহ ফ্রান্স আক্রমণ করিলে, অগত্যা নেপোলিয়ন রাজগণের অনুমতিক্রমে সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক এল্বা দ্বীপে গমন করেন (১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ)। কিন্তু সাম্রাজ্যলোভী বীরপুরুষ কি এইরূপে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন? পর বৎসর নেপোলিয়ন পুনরায় ফ্রান্সে আগমন করিলেন। জনসাধারণ ইঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইঁহার পক্ষাবলম্বন করিল। দেখিয়া শুনিয়া ইউরোপের রাজন্যবর্গ পুনরায় ইঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। নেপোলিয়ন জর্ম্মানির সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া অগ্রসর হইলেন। বিখ্যাত ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে ইংরেজ-সৈন্যের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভারতের আসাই ক্ষেত্রে যে আর্থার ওয়েলেস্লির বীরত্বের প্রথম পরিচয়, সেই প্রখ্যাত বীর আর্থার ওয়েলেস্লি (ডিউক অব ওয়েলিংটন) ইংরেজ পক্ষের প্রধান সেনানায়ক। বিজয়লক্ষ্মী এইবার নেপোলিয়নকে পরিত্যাগ করিয়া ওয়েলিংটনকে আলিঙ্গন করিলেন। নেপোলিয়নের বীর-দর্প চূর্ণ হইল; তিনি ইংরেজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর এই বীরপুরুষ জীবনের অবশিষ্টকাল সেণ্ট-হেলেনা দ্বীপে অবরুদ্ধ থাকিয়া ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে জীবের চরমগতি প্রাপ্ত হন।

নেম—কাল; অবধি; খণ্ড; প্রাকার; গর্ত্ত; কৈতব, ছল। নী (লইয়া) যাওয়া + ম ণ। সং; পু।

নেমি, নেমী—১। তীর্থস্থান। নী + মি। অধি। সং; পু। ২। চক্রপরিধি, চক্রের প্রান্ত; কূপের উপরিস্থ পট্ট, প্রান্তভাগ। নী (লইয়া যাওয়া) + মি ণ। সং; স্ত্রী।

নেহার—দৃষ্টিপাত কর, দেখ। বঙ্গীয় সঙ্গীত ও কবিতায় প্রচলিত দেশজ শব্দ।

নৈকটিক—১। নিকটবর্ত্তী; নিকটস্থ। নিকট + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। গ্রামের নিকটবর্ত্তী আশ্রমবাসী ঋষি। সং; পু।

নৈকষেয়—নিকষাপুত্র, রাক্ষস, রাবণাদি। নিকষা + ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

নৈকৃতিক—নিষ্ঠুর; কটুভাষী। নিকৃতি শব্দ + কণ্। বিণ; ত্রি।

নৈগম—১। উপনিষৎ; বেদান্তশাস্ত্র; নীতিশাস্ত্র; নয়; শ্রুতি। নিগম + ষ্ণ। সং; পু। ২। নাগর, নগরবাসী; বণিক্। বিণ; ত্রি।

নৈতিক—নীতিসম্বন্ধীয়, নীতিঘটিত; নীতিসম্ভূত। নীতি + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

নৈত্যিক—নিত্য কৃত্য, নিত্য অনুষ্ঠেয়। নিত্য + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

নৈদাঘ—গ্রীষ্মকালসম্বন্ধীয়। নিদাঘ + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

নৈদেশিক—ভৃত্য, চাকর। নিদেশ + ষ্ণিক। সং; পু।

নৈপুণ, নৈপুণ্য—নিপুণতা, দক্ষতা, পটুতা। নিপুণ + ষ্ণ, পক্ষান্তরে ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

নৈমিত্তিক—নিমিত্তজন্ত ; নিমিত্তোৎপন্ন ; প্রয়োজনার্থ কর্ত্তব্য। নিমিত্ত+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

নৈমিষ—১। নিমিষসম্বন্ধীয়। নিমিষ শব্দ+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। ২। অরণ্যবিশেষ [বিষ্ণু নিমিষমধ্যে এই স্থানে অসুর বিনাশ করায় ইহার নাম নৈমিষ হইয়াছে]। সং ; ক্লী।

নৈমিষারণ্য—নৈমিষ নামক বন [নৈমিষ দেখ]। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

নৈয়গ্রোধ—১। বটবৃক্ষ। ন্যগ্রোধ শব্দ+ষ্ণ। সং ; পু। ২। বটের ফল। সং ; ক্লী।

নৈয়ায়িক—ন্যায়বেত্তা, তার্কিক ; ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়ী। ন্যায় শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

নৈরন্তর্য্য—নিরন্তরতা, সাতত্য, অবিচ্ছেদ। নিরন্তর শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী।

নৈরপেক্ষ—নিরপেক্ষতা, পক্ষপাতশূন্যতা। নিরপেক্ষ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

নৈরয়িক—নরকসম্বন্ধীয় ; নরকবাসী। নিরয় শব্দ (নরক)+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

নৈরাশ—আশাহীনতা, নিরাশা। নিরাশ শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী।

নৈরাশ্য—আশার অভাব, আশাশূন্যতা। নিরাশ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

নৈঋ্ত—রাক্ষস ; পশ্চিমদক্ষিণ দিকের অধিপতি। নিঋ্তি শব্দ+ষ্ণ। সং ; পু।

নৈঋ্তী—পশ্চিমদক্ষিণ দিক্। নৈঋ্ত+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

নৈর্গুণ্য—নির্গুণতা, সত্ত্বাদি-গুণসঙ্গ-রাহিত্য। নির্গুণ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

নৈর্ম্মল্য—নির্ম্মলত্ব, বিশুদ্ধতা ; বিষয়বৈরাগ্য। নির্ম্মল শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

নৈবেদ্য—দেবতাকে নিবেদনীয় দ্রব্য। নিবেদ+ষ্ণ্য। সং ; ক্লী।

নৈশ—নিশাকালীন, রাত্রিঘটিত। নিশা+ষ্ণ [বিণ ; ত্রি।

নৈষধ—১। নিষধসম্বন্ধীয়। নিষধ শব্দ+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। ২। নলরাজা [নল দেখ]। সং ; পু। ৩। কবি শ্রীহর্ষকৃত নল রাজার চরিতাখ্যানগ্রন্থবিশেষ। সং ; ক্লী।

নৈষ্কর্ম্ম্য—সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ, নিষ্কর্ম্মা থাকা ; মুক্তি। নিষ্কর্ম্মা দেখ। নিষ্কর্ম্মন্ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

নৈষ্কিক—রূপ্যাধ্যক্ষ ; কোষাধ্যক্ষ ; টাঁকশালের অধ্যক্ষ। নিষ্ক শব্দ+ষ্ণিক। সং ; পু।

নৈষ্ঠিক—১। ব্রতবিশেষে আসক্ত। নিষ্ঠা শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। ২। আজীবন যে দ্বিজ গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করে। সং ; পু।

নৈষ্ঠুর্য্য—নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা, নির্দ্দয়তা। নিষ্ঠুর+ [ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

নৈসর্গিক—স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক। নিসর্গ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

নৈস্ত্রিংশিক—খড়্গধারী যোদ্ধৃ পুরুষ। নিস্ত্রিংশ+ষ্ণিক। সং ; পু।

নো—নিষেধ, না, নহে। নুদ (প্রেরণ করা)+ডো ণ। ব্য।

নোদন—প্রেরণ ; অপসরণ ; নিবারণ। নুদ (প্রেরণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

নোদিত—নিবারিত ; প্রেরিত ; অপসারিত। ণিজন্ত নুদ বা নোদি (প্রেরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

নৌ—নৌকা। নুদ (প্রেরণ করা)+ডৌ র্ম্ম। [সং ; স্ত্রী।

নৌকা—তরিকা ; তরণি, জলযান। নৌ+কণ্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

নৌকাদণ্ড—ক্ষেপণী, দাঁড়, লগী। ৬তৎ। সং ; [পু।

নৌকাপথ—নৌকা দ্বারা গমনীয় পথ। নৌকাগম্য পন্থাঃ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

নৌকাযোগে—নৌকারোহণে। নৌকার যোগ আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নৌকারোহণ—নৌকায় আরূঢ় হওয়া, নৌকায় চড়া। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

নৌকারোহী—(নৌকারোহিন্)। নৌকায় আরোহণকারী, যে নৌকায় চড়িয়া যাইতেছে। নৌকা-আ-রুহ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে নৌকারোহিণী।

নৌকাবাহক—নাবিক, দাঁড়ি মাঝি। ৬তৎ। সং ; পু।

নৌকাবিহার—নৌকায় চড়িয়া আমোদ প্রমোদ সহকারে ভ্রমণ। ৭তৎ। সং ; পু।

নৌবাহ—নৌকাবাহক, দাঁড়ি। সং ; পু।

নৌবিদ্যা—নৌকাপরিচালন বিদ্যা, নাবিকবিদ্যা। সং ; স্ত্রী। [ব্য।

ন্যক্—নীচ ; ঘৃণ্য। নি-অন্চ+ক্বিপ্ ক।

ন্যক্কার—নীচকরণ, অবজ্ঞা, অসম্মান, অশ্রদ্ধা, ঘৃণা ; বমন, ন্যাকার। ন্যক্ শব্দ (নীচ) -কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

ন্যক্কারজনক—অবজ্ঞাজনক, অশ্রদ্ধেয়, ঘৃণাকর, বমনকারক। ন্যক্কারের জনক (উৎপাদক), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

ন্যগ্রোধ—বটবৃক্ষ ; ব্যামপরিমাণ, বাঁও ; শমীবৃক্ষ ; বিষপর্ণী। ন্যক্ শব্দ (নীচ, নিম্ন) -রুধ (রোধ করা)+অন্ ক। সং ; পু।

ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা—যাহার স্তনদ্বয় অতিদৃঢ়, নিতম্ব বিশাল, এবং কটিদেশ ক্ষীণ, এরূপ রমণী। সং ; স্ত্রী।

ন্যস্ত—নিহিত ; স্থাপিত ; নিসৃষ্ট ; নিক্ষিপ্ত ; ত্যক্ত ; অর্পিত ; প্রেরিত ; রচিত ; পাতিত ; বিস্তারিত। নি-অস (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্র। বিশেষ্যে ন্যাস।

ন্যাদ—আহার, ভোজন। নি-অদ (ভক্ষণ করা)+ণ ভা। সং ; পু।

ন্যায়—১। যুক্তিমূলক দৃষ্টান্তবিশেষ ; তর্কশাস্ত্র ; যাথার্থ্য ; নীতি, [illegible], [illegible]। নি-আ-ই বা অয় (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। ২। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, এই ত্রিবিধ স্বর। সং। পু। [কয়েক প্রকার ন্যায় সম্বন্ধে নিম্নে লিখিত হইল।

অন্ধগোলাঙ্গুল ন্যায়—মূর্খের উপদেশ গ্রহণ করিলে বিপন্ন হইতে হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। একদা জনৈক অন্ধ শ্বশুরালয়ে গমন করিতে করিতে পথে এক গোচারক রাখালকে বলিল—ভাই, তুমি আমাকে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে পার ? রাখাল সেই অন্ধকে তাহার শ্বশুরবাড়ীর একটী গরুর লেজ ধরাইয়া দিয়া বলিল,—এই গরুর সঙ্গে যাও, লেজ ছাড়িও না, এ তোমাকে অভীষ্ট স্থানে লইয়া যাইবে। অন্ধ তাহাতেই সম্মত হইয়া গরুর লেজ ধরিয়া চলিল। লেজে টান পড়ায় গরু ছুটিতে লাগিল। তাহাতে অন্ধ কণ্টকবিদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া গরুর সহিত গো-স্বামীর গৃহে সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হইল। শ্বশুরবাটীর লোকেরা অন্ধকে চোর জ্ঞানে যথেষ্ট প্রহার করিল।

অন্ধপঙ্গুন্যায়—উভয়সংযোগে ক্রিয়াসিদ্ধি, ইহাই তাৎপর্য্য। কোন অন্ধকে এবং কোন পঙ্গুকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে। অন্ধ দৃষ্টিহীনতা বশতঃ এবং খঞ্জ পদাভাবপ্রযুক্ত গমনে অক্ষম। তখন উভয়ে পরামর্শ করিয়া পঙ্গু অন্ধের স্কন্ধে উঠিলে তৎপ্রদর্শিত পথে অন্ধ চলিতে লাগিল। ইহাতে উভয়ের সাহায্যে উভয়ে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইল।

অন্ধপরম্পরা ন্যায়—শ্রেণীবদ্ধভাবে গমনকারী অন্ধদিগের মধ্যে যদি একজন গর্ত্তে পড়ে, তবে সকলেই পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া সেই গর্ত্তে পড়িয়া যায়।

অন্ধহস্তিন্যায়—কতকগুলি অন্ধ একটী বদ্ধ হস্তীর আকার নিরূপণ করিতেছিল। তাহাদের কেহ হস্তীর পাদ স্পর্শ করিয়া বলিল, হস্তীর আকার স্তম্ভের ন্যায়। কেহ কর্ণ স্পর্শ করিয়া বলিল, না, হস্তীর আকার কুলার মত। কেহ পুচ্ছ স্পর্শ করিয়া বলিল, না, হস্তী গরুর লেজের মত। কেহ শুণ্ড স্পর্শ করিয়া বলিল, না, হস্তী সাপের মত, ইত্যাদি। অজ্ঞ ব্যক্তিরা কোন বিষয়ের একদেশ মাত্র জানিয়াই তাহার স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়—বাদী ও প্রতিবাদিগণের মতের কিয়দংশ গ্রহণ করা ও কিয়দংশ ত্যাগ করাকে অর্দ্ধজরতীয় ন্যায় বলে। জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দুরবস্থায় পতিত হইয়া আপনার গাভীটীকে হাটে বিক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, মানুষ প্রাচীন হইলে যেমন তাহার জ্ঞানাধিক্য হেতু অধিক মূল্য হয়, গরুর সম্বন্ধেও তাহাই

হইবে। এইরূপ বিবেচনায় ব্রাহ্মণ ক্রেতা-দিগের নিকট গাভীটাকে প্রাচীনা বলিলেন। তাহা শুনিয়া ক্রেতারা গাভী লইতে সম্মত হইল না। ব্রাহ্মণ প্রতি হাটেই গরু লইয়া যান, আর ফিরিয়া আসেন। শেষে জনৈক বুদ্ধিমান্ লোক সমস্ত শুনিয়া ব্রাহ্মণকে বলিয়া দিল, আপনি গাভীটিকে তরুণী বলিবেন, তবে বিক্রয় হইবে। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, আমি একবার ইহাকে প্রাচীনা বলিয়াছি, আবার কিরূপে তরুণী কহিব? তবে গাভীটী আস্যাংশে জরতী (প্রাচীনা), এবং শরীরাংশে তরুণী, সুতরাং ইহাকে অর্দ্ধজরতী কহিব। পরে এক ক্রেতা আসিলে ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমার এই গাভীটী অর্দ্ধজরতী। বুদ্ধিমান্ ক্রেতা ব্রাহ্মণকে বিষয়বুদ্ধিহীন বুঝিয়া মূল্য দিয়া গাভীটী লইয়া গেল।

উষ্ট্রকণ্টকভোজন ন্যায়—উষ্ট্র যেরূপ শমীকণ্টকে ক্ষত হইয়া বহু দুঃখ সহন-পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সুখকর সপত্র শমীকণ্টক ভক্ষণ করে, সেইরূপ মানব সংসারে কিঞ্চিৎ সুখলাভের আশায় বিবিধ দুঃখ সহ্য করিয়া থাকে।

কদম্বগোলক ন্যায়—বর্ত্তুলাকার কদম্ব-পুষ্প যখন প্রস্ফুটিত হয়, তখন তাহার গাত্রস্থ কেশরসমূহ সমভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং উহা প্রথমাবস্থা হইতে শেষাবস্থা পর্য্যন্ত বর্ত্তুলা-কৃতিই থাকে। এইরূপ কোন বস্তু বা বিষয় এক ভাবাপন্ন হইয়া উদ্ভূত অথবা অপরিবর্ত্তিত ভাবে অবস্থিত হইলে তাহাকে কদম্বগোলক ন্যায় কহে।

করকঙ্কণ ন্যায়—কঙ্কণ বলিলেই হস্তা-ভরণ বুঝায়, তথাপি তাহার পূর্ব্বে কর শব্দ যোগ করিয়া করকঙ্কণ বলিলে হস্ত-সংলগ্ন কঙ্কণ বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ কোন শব্দের অভিধা শক্তি দ্বারা অর্থ প্রতীয়মান হইলেও পুনরায় কোন বিশিষ্ট অর্থগ্রহের উদ্দেশ্যে তাহাকে তদনুরূপ শব্দের সহিত যোগ করিলে কর-কঙ্কণ ন্যায় হইয়া থাকে।

কাকতালীয় ন্যায়—তালগাছে পাকা তাল রহিয়াছে। একটী কাক তাহার নিকট দিয়া যেমন উড়িয়া গেল, আর তৎসমকালেই পাকা তালটী পড়িয়া গেল। লোকে ভাবিল, কাকই তালটীকে ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু বাস্ত-বিক তাহা নহে। এইরূপে প্রকৃত কারণ না হইলেও কোন বিষয়কে কোন কার্য্যের কারণরূপে প্রতীতি হইলে তাহাকে কাক-তালীয় ন্যায় কহে।

কাকাক্ষিগোলক ন্যায়—যেমন কাকের একটী চক্ষুর্গোলক দ্বারা উভয় চক্ষুর কার্য্য সিদ্ধ হয়, সেইরূপ এক বিষয় দ্বারা দুইটী কার্য্য সিদ্ধ হইলে তাহা কাকাক্ষি-গোলক ন্যায়ের বিষয় হয়।

কূর্ম্মাঙ্গ ন্যায়—কূর্ম্ম আপনার ইচ্ছামত নিজ অঙ্গ সমুদায়কে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করে। তদ্রূপ বিষয়কে কূর্ম্মাঙ্গ ন্যায় বলা যায়।

কৈমুতিক ন্যায়—একের কার্য্য দর্শনে অপরের কার্য্য সম্ভাবনাকে কৈমুতিকন্যায় কহে। যেমন, দুর্ব্বল ব্যক্তি যে ভার বহন করিতে পারে, সবল ব্যক্তি কি সে ভার বহন করিতে পারিবে না? অবশ্যই পারিবে।

খলেকপোত ন্যায়—শিশু, যুবা ও বৃদ্ধ, সকল কপোতই যেমন এককালে খলে (খামারে) গিয়া পড়ে, সেইরূপ সমুদায় পদার্থ এককালে পরস্পর অন্বয়যুক্ত হইলে খলেকপোত ন্যায়ের বিষয় হইয়া থাকে।

গঙ্গাস্রোতো ন্যায়—গঙ্গার স্রোতের ন্যায় একাদিক্রমে চলিত কার্য্যকে গঙ্গাস্রোতো-ন্যায় কহে।

গড্ডলিকাপ্রবাহ ন্যায়—মেষের দলের মধ্যে একটী মেষ জলে নামিলেই সকল মেষ তাহার পশ্চাৎ জলে নামিয়া পড়ে। এইরূপ একজনকে কোন কার্য্য করিতে দেখিলে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সেইরূপ করাকে গড্ডলিকাপ্রবাহ ন্যায় বলে।

গতানুগতিক ন্যায়—ইহাও গড্ডলিকা-প্রবাহ ন্যায়ের অনুরূপ। একজনকে কোন কার্য্য করিতে দেখিয়া বিচারশূন্য হইয়া তদ্রূপ করা।

জনৈক বহুদর্শী পণ্ডিত গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতেন। তথায় আরও বহুসংখ্যক পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ স্নান করিতেন। একদা পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত ভাবিলেন, সকলে আমার উপদেশ কিরূপে গ্রহণ করে, তাহাই দেখিব। এই ভাবিয়া তিনি সে দিন মুক্তকচ্ছ হইয়া সন্ধ্যা-হ্নিক করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণেরাও কাছা খুলিয়া সন্ধ্যা-হ্নিকে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে পণ্ডিত মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, সকল লোকই গতানুগতিক।

গুড়জিহ্বিকা ন্যায়—গুড় ও জিহ্বা এতদু-ভয়ের সম্বন্ধে মধুর রসাস্বাদনই একমাত্র ফল।

গোবলীবর্দ্দ ন্যায়—বলীবর্দ্দ বলিলেই বৃষ বুঝায়; তথাপি গোবলীবর্দ্দ বলিবার কারণ এই যে, ইহাতে আরও শীঘ্র বৃষের বোধ হয়। ইহাই গোবলীবর্দ্দ ন্যায়।

চালনী ন্যায়—যেমন চালনী ঘুরাইলে তন্মধ্যস্থ তণ্ডুলাদি স্থানান্তরে পতিত হয়, তদ্রূপ এক প্রধান কার্য্য দ্বারা অঙ্গীভূত কার্য্য সিদ্ধ হইলে চালনী ন্যায়ের বিষয় হয়।

তৃণারণিমণি ন্যায়—তৃণ, অরণি (কাষ্ঠ) এবং মণি, এই তিন পদার্থ হইতেই অগ্নির উদ্ভব হয়; কিন্তু তজ্জন্য এই তিন পদার্থ এক-ধর্ম্মী হইতে পারে না, কেবল অগ্ন্যুৎপাদন বিষয়েই তিনের কার্য্য-কারণত্ব সমান, অন্য বিষয়ে পৃথক্।

দগ্ধপত্র ন্যায়—পত্র দগ্ধ হইয়া গেলে তাহার পূর্ব্বাকারে অবস্থানজ্ঞানই থাকে, কিন্তু তাহার আর পত্রত্ব থাকে না।

দণ্ডচক্রাদিন্যায়—একধর্ম্মাবচ্ছিন্ন কার্য্যের বহু কারণ হইলে দণ্ডচক্রাদি ন্যায়ের বিষয় হয়। যেমন একধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ঘটের প্রতি দণ্ড, চক্র প্রভৃতি কারণ।

দণ্ডাপূপ ন্যায়—দুষ্কর কার্য্যের সিদ্ধি দর্শনে সুকর কার্য্যের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী, এইরূপ অনুমানকে দণ্ডাপূপ ন্যায় বলে। কোন অপূপ (পিষ্টক) সংলগ্ন দণ্ডের এক প্রান্ত ইন্দুর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতে দেখিলে বুঝা যায় যে, ইন্দুর যখন এই কঠিন দণ্ডের কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়াছে, তখন দণ্ডাপেক্ষা কোমল পিষ্টক নিশ্চয়ই খাইয়া ফেলিয়াছে।

দশমন্যায়—ভ্রমবশতঃ আত্মসন্নিহিত বস্তুকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিলে এবং তৎপরে কোন বিজ্ঞ কর্ত্তৃক তাহা নিজের কাছেই আছে ইহা জানিতে পারিলে দশম ন্যায় হয়। এক সময়ে দশটী লোক নদী পার হইতেছিল। তাহারা নদীর পরপারে গিয়া সকলেই পার হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য গণনা আরম্ভ করিল। যে গণিতে লাগিল, সে আপনাকে ছাড়িয়া গণনা করিল, সুতরাং সংখ্যায় নয় জন হইল। এইরূপে সকলেই আপনাকে ছাড়িয়া নয় জন গণনা করিল। তখন তাহারা আর একজন কোথায় গেল ভাবিয়া অস্থির হইল। পরে জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের অবস্থা দর্শনে কৃপালু হইয়া যখন গণনা দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহারা দশজনই আছে, তখন সকলের ভ্রম নিরাকৃত হইল।

নরাঙ্কিত ন্যায়—একজন অপরকে কোন কথা বলিল; কিন্তু তাহা অপরে নিজের সম্বন্ধে ঐ কথা ভাবিয়া লইল, ইহাই নরাঙ্কিত ন্যায়।

জনৈক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ সাতিশয় নিঃস্ব ছিলেন। একদা তিনি দারিদ্র্য জন্য পত্নী কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া পথে বাহির হইলেন, এবং স্থির করিলেন, অদ্য যে প্রকারে পারি অর্থ সংগ্রহ করিব; এজন্য চুরি ডাকাতি

করিতে হয় তাহাও করিব। ব্রাহ্মণ ঘুরিতে ঘুরিতে রৌদ্রে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলপানার্থ এক গৃহস্থের বাটীর পশ্চাৎস্থিত পুষ্করিণীর ঘাটে উপস্থিত হইলেন। ঘাটের জলে কয়েকখানি উচ্ছিষ্ট থালা ঘটী প্রভৃতি পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, এইগুলি লইয়া পলায়ন করি, ইহাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থে দুই এক দিন চলিতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, চৌর্য্যবৃত্তি মহাপাপ। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই মিথ্যা, দারিদ্র্যের তাড়না আর সহ্য হয় না। এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ পাত্রগুলি লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। এমন সময় বাটীর ভিতর হইতে কে বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর, মনে করিও না ধর্ম্ম একেবারেই নাই।" কথাটা যে বলিল, সে জনৈক দোকানদার। গৃহস্থের নিকট প্রাপ্য অর্থ চাহিতে আসিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া গৃহস্থের উদ্দেশে উহা বলিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া কেহ ঐ কথাটা বলিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেছে। ব্রাহ্মণের আর চুরি করা হইল না, তিনি দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

নষ্টাশ্বদগ্ধরথ ন্যায়—একের সহিত অন্যের সংযোগে কার্য্যসিদ্ধি। দুই ব্যক্তি রথারোহণে বনমধ্যে গমন করিয়াছিল। দৈববশতঃ দাবদাহে একজনের অশ্ব ও অপরের রথ দগ্ধীভূত হইয়া গেল। তাহাতে উভয়েরই গমনে বাধা পড়িল। পরে দুইজনের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে একজনের রথে অপরের অশ্ব সংযোজিত করিয়া তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক উভয়েই অভীষ্টস্থানে গমন করিল।

পঙ্কপ্রক্ষালন ন্যায়—অগ্রে দেহে পঙ্কলেপন করিয়া পরে তাহা ধৌত করা অপেক্ষা পঙ্ক লেপন না করাই শ্রেয়ঃ।

মণিমন্ত্রাদি ন্যায়—জলের বহ্নিনাশক শক্তি থাকায় তদ্দ্বারা যে বহ্নির প্রতিরোধ হয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু মণি ও মন্ত্রাদি দ্বারা যে অগ্নির প্রতিরোধ হয় ইহা স্বতন্ত্রশক্তিবশতঃ।

মণ্ডূকপ্লুত ন্যায়—মণ্ডূক (ভেক) যেমন লাফাইয়া লাফাইয়া গমন করে, তদ্রূপ কোন কার্য্য মধ্যে মধ্যে প্রাপ্ত বা সিদ্ধ হইলে তাহাকে মণ্ডূকপ্লুত ন্যায় কহে।

রাজপুরপ্রবেশ ন্যায়—বিশৃঙ্খলভাবে গমনাসহিষ্ণু রক্ষিগণের সম্মুখে রাজপুরীতে লোকসকল যেমন শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বিষয়।

লাজাবদ্ধ ন্যায়—কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি থামের দুই পাশ দিয়া দুই হাত বাড়াইয়া অঞ্জলি পাতিয়া খই লইয়াছে। ইহাতে সে খৈ মুখে তুলিতে পারে না, অপিচ খৈ পড়িয়া যাইবার ভয়ে হস্তও মুক্ত করিতে পারে না। এদিকে বাতাসে খৈ উড়িয়া যাইতে থাকে। চলিত কথায় ইহাকে "খৈয়া বন্ধন" বলে। এইরূপ বিষয়কে লাজাবদ্ধ ন্যায় কহে।

লূতাতন্তু ন্যায়—লূতা (মাকড়সা) যেমন সূত্র উৎপাদন পূর্ব্বক জাল প্রস্তুত করে, আবার তাহা সংহরণ করে, তদ্রূপ বিষয়।

বকাণ্ডপ্রত্যাশা ন্যায়—বক যেমন বৃষের লম্বমান অণ্ডকোষকে সফরী মৎস্যজ্ঞানে, উহা খসিয়া পড়িলেই ভক্ষণ করিবে এই প্রত্যাশায় বৃষের পশ্চাৎ ধাবিত হয়, এবং বৃষের পদাঘাত সহ্য করিয়াও আশা ত্যাগ করিতে পারে না, তদ্রূপ বিষয় বকাণ্ডপ্রত্যাশা ন্যায়ের বিষয়।

বিশেষ্যবিশেষণ ন্যায়—প্রথমে ভূতলে স্থাপিত জলশূন্য ঘট বিশেষ্য, পরে তাহা জলপূর্ণ করিলে ঐ জল বিশেষণ হয়, কিন্তু প্রথমেই জলবিশিষ্ট ঘট বিশেষণ হয় না।

বীচিতরঙ্গ ন্যায়—যেমন বায়ুদ্বারা আহত জলে ক্ষুদ্র বীচির উদ্ভব হয়, তাহা হইতে ক্রমে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তদ্রূপ বিষয়।

বীজাঙ্কুর ন্যায়—আগে বীজ পরে অঙ্কুর, কি আগে অঙ্কুর পরে বীজ, এইরূপ অনির্ণয় হেতু বীজাঙ্কুর প্রবাহ অনাদি।

শঙ্খবেলা ন্যায়—কোন ব্যক্তির শঙ্খধ্বনি দ্বারা বেলাবিশেষ নির্ণয়ের ন্যায় বিষয় শঙ্খবেলা ন্যায়।

শতপত্রভেদ ন্যায়—উপর্য্যুপরিস্থিত শতসংখ্যক পত্রকে সূচিদ্বারা বিদ্ধ করিলে বোধ হয় যেন তাহা একবারেই বিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, একটীর পর একটী করিয়া পত্র বিদ্ধ হইতেছে।

শৃঙ্গগ্রাহিতা ন্যায়—দুর্দ্দান্ত বৃষভের প্রথমতঃ কৌশলে একটী শৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া পরে অপর শৃঙ্গ গ্রহণ করিলে বৃষ যেমন আয়ত্ত হয়, তদ্রূপ কোন দুরায়ত্ত বিষয়ের একদেশ আয়ত্ত করিয়া পরে অপর দেশ আয়ত্ত করা এই ন্যায়ের বিষয়।

সন্দংশপ্রাপিত ন্যায়—সন্দংশের (সাঁড়াসির) উভয় পার্শ্ব ধারণ দ্বারা যেমন কোন বস্তুকে ধরা যায়, তদ্রূপ বিষয়কে সন্দংশপ্রাপিত ন্যায় কহে।

সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়—বহুলোক নিমন্ত্রণ করিলে তন্মধ্যে একজন আসিলেই তাহাকে যেমন ভোজ্যাদি না দিয়া সকলের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ বিষয়।

সিংহাবলোকন ন্যায়—সিংহ যেমন নিকটস্থ বস্তু না দেখিয়া দূরস্থ বস্তুকে অবলোকন করে, তদ্রূপ যে বিষয় সমীপস্থ কার্য্য সিদ্ধ না করিয়া দূরস্থ কার্য্য সিদ্ধ করে।

সূচীকটাহ ন্যায়—অগ্রে স্বল্পায়াসসাধ্য সূচী নির্ম্মাণ করিয়া পরে বহ্বায়াস-সাধ্য কটাহ নির্ম্মাণের ন্যায়, বহুকালসাধ্য কার্য্য স্থগিত রাখিয়া অগ্রে স্বল্পশ্রমসাধ্য কার্য্য সম্পাদন সূচীকটাহ ন্যায়ের বিষয়।

স্থবিরলগুড় ন্যায়—স্থবিরের (বৃদ্ধের) হস্তস্থিত যষ্টি যেমন কখন লক্ষ্য স্থানে পতিত হয়, কখন বা পতিত হয় না, তদ্রূপ যে বিষয় দ্বারা কখন কার্য্য সিদ্ধি হয়, কখন বা হয় না, তাহাকে স্থবিরলগুড় ন্যায় কহে।

ন্যায়নিষ্ঠ—ন্যায়পরায়ণ; ন্যায়যুক্ত। ন্যায়ে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ন্যায়নিষ্ঠা—১। ন্যায়পরতা, ন্যায়ানুরাগ। ৭তৎ। সং; স্ত্রী। ২। ন্যায়পরায়ণা (স্ত্রী)। ন্যায়নিষ্ঠ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

ন্যায়পর—ন্যায়ানুগামী, যাথার্থ্যানুসারী। ন্যায় হইয়াছে পর (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ন্যায়পরতা।

ন্যায়পরতা—ন্যায়ানুগমন, ন্যায়নিষ্ঠা, যথার্থ পথে চলা। ন্যায়পর শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

ন্যায়পরায়ণ—ন্যায়বিষয়ে অত্যাসক্ত, ন্যায়নিষ্ঠ। বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ন্যায়পরায়ণতা।

ন্যায়পরায়ণতা—ন্যায়নিষ্ঠা। ন্যায়পরায়ণ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

ন্যায়বুদ্ধি—ন্যায়সঙ্গতা ধী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ন্যায়রত্ন—পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। ন্যায়ে রত্ন (রত্নসদৃশ), ৭তৎ। সং; পু।

ন্যায়বান্—ন্যায়পরায়ণ, ন্যায়ানুরাগী। ন্যায় শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে=ন্যায়বৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

ন্যায়বিরুদ্ধ—অযথার্থ; অনুচিত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ন্যায়সঙ্গত—ন্যায়ানুমোদিত, ন্যায্য; যথার্থ; উচিত। ন্যায় শব্দ—সম্—গম (গমন করা) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

ন্যায্য—ন্যায়সঙ্গত; যথার্থ; উচিত; যোগ্য। ন্যায় শব্দ+য্য। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ন্যায্যতা।

ন্যায্যতা—যাথার্থ্য; ঔচিত্য; যোগ্যতা। ন্যায্য শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

ন্যাস—১। বিন্যাস; নিক্ষেপ; অর্পণ; গচ্ছিত রাখা; নিশ্বাসের পূরণ, স্থিরীকরণ, ও রেচনপূর্ব্বক মন্ত্রপ্রয়োগ। নি—অস (ক্ষেপণ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। গচ্ছিত বস্তু; স্থাপ্য দ্রব্য; বৃত্তিব্যাখ্যানগ্রন্থবিশেষ। নি—অস+ঘঞ্ ৰ্ম্ম। সং; পু। বিশেষণে ন্যস্ত।

ন্যুব্জ—১। কুব্জ, কুঁজো; বক্র; অধোমুখ, উপুড়; দর্ব্বী, হাতা। সং; পু। ২। কামরাঙ্গা ফল। সং; স্ত্রী।

ন্যূন—অল্প, কম; ক্ষুদ্র; নীচ। নি—ঊন (কম

হওয়া)+ক ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে · ন্যূনতা। [তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

ন্যূনতা—অল্পতা; ক্ষুদ্রত্ব; নীচতা। ন্যূন শব্দ+

ন্যূনাধিক—কম বেশী। দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি।

ন্যূনাধিকপরিমাণ—কিছু কম বা কিছু বেশী পরিমাণ। ন্যূনাধিক হইয়াছে পরিমাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ন্যূনাধিক্য—অল্পতা ও আধিক্য। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী

প

প—১। একবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ; পবন; পত্র; অণ্ড; রাজা; পান। সং; পু।

পক্কণ, পকণ—শবরালয়, ব্যাধের বাসস্থান; চণ্ডালগৃহ। পচ (পাক করা)+কণ, ক্বণ অধি। সং; পু।

পক্তি—গৌরব; পাক। পচ (পাক করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। [ক। বিণ; ত্রি।

পক্ত্রিম—পক্ব। পচ (পাক করা)+ত্রিমক্

পক্ব—পরিণত, পাকা; পাকনিষ্পন্ন, রাঁধা; নিষ্ঠাপ্রাপ্ত; সিদ্ধ; দৃঢ়; বিনাশোন্মুখ। পচ (পাক করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পাক, পক্তি।

পক্বকেশ—১। পাকা চুল। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। পাকাচুলবিশিষ্ট, যাহার চুল পাকিয়াছে এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পক্বকেশা।

পক্বকেশা—পাকাচুলবিশিষ্টা (স্ত্রী)। পক্ব হইয়াছে কেশ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। [সং; ক্লী।

পক্বান্ন—পাক করা অন্ন। পক্ব যে অন্ন, কর্ম্মধা।

পক্ষ—মাসার্দ্ধ; প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ তিথি পরিমিত কাল; পাখীর পাখা; বাণের পাখা; সহায়; সখা; যুগ্ম; পিচ্ছ; পার্শ্ব; পার্শ্বগৃহ; চুল্লী; রন্ধ্র; (কেশাদি শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) গুচ্ছ। পক্ষ (পরিগ্রহ করা)+অন্ ক। সং; পু।

পক্ষক—পার্শ্ব; পার্শ্বদ্বার, খিড়কী দরজা; সহায়। পক্ষ শব্দ+কণ্। সং; পু।

পক্ষচর—যূথচর, চক্রবাক; অনুচর; চন্দ্র; হস্তী। পক্ষ শব্দ—চর (ভ্রমণ করা)+অন্ ক। সং; পু। [সং; পু।

পক্ষচ্ছেদ—পাখা ছেদন, ডানা কাটা। ৬তৎ।

পক্ষতা—পক্ষধর্ম্ম; সাধ্যবত্তা; অনুমান। পক্ষ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

পক্ষতি—পক্ষমূল; প্রতিপদ্। পক্ষ শব্দ+তি মূলার্থে। সং; স্ত্রী।

পক্ষদ্বার—পার্শ্বদ্বার, খিড়কী দরজা। পক্ষের (পার্শ্বের) দ্বার, ৬তৎ। সং; ক্লী।

পক্ষধর মিশ্র—ইনি মিথিলাবাসী একজন অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপক পণ্ডিত। ইনি এত অধিকসংখ্যক ছাত্রকে ভোজ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক বিদ্যালয়ে রাখিয়া শিক্ষা দিতেন যে, ইহাঁর বিদ্যালয় নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। ইনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

পক্ষপাত—১। পক্ষের পতন। ৬তৎ। ২। এক পক্ষে পতন, একদিকে টান; অনুগ্রহ; স্নেহ আসক্তি। ৭তৎ। সং; পু।

পক্ষপাতিতা—একপক্ষে টান; অনুকূলবর্ত্তিতা, সাহায্যকরণ। পক্ষপাতী দেখ; পক্ষপাতিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

পক্ষপাতিনী—এক পক্ষে পতনশীলা; অনুগ্রহকারিকা; পক্ষ দ্বারা পতনশীলা। পক্ষপাতী দেখ; পক্ষপাতিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পক্ষপাতী—একপক্ষে পতনশীল, পক্ষপাতকারী; অনুগ্রাহক। পক্ষ—পত (পড়া)+ণিন্ ক=পক্ষপাতিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পক্ষপাতিনী। বিশেষ্যে পক্ষপাতিতা

পক্ষপালি, পক্ষপালী—পক্ষপ্রান্ত। ৬তৎ। পু।

পক্ষবিধূনন—পক্ষকম্পন, পাখা কাঁপান, ডানা নাড়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পক্ষসঞ্চালন—পাখা পরিচালন, ডানা নাড়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পক্ষসমর্থন—পক্ষপোষকতা, এক পক্ষে আনুকূল্য করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পক্ষাঘাত—রোগবিশেষ, এক প্রকার বাতব্যাধি, ইহাতে দেহের এক পার্শ্ব বা হস্তপদাদি অবশ হইয়া যায়। পক্ষে (এক-পার্শ্বে) আঘাত, ৭তৎ। সং; পু। [পু।

পক্ষান্ত—অমাবস্যা; পূর্ণিমা। ৬তৎ। সং;

পক্ষান্তর—অপর পক্ষ। অন্য যে পক্ষ, নিত্য। সং; ক্লী।

পক্ষাপক্ষ—স্বপক্ষ ও বিপক্ষ, দলাদলি। পক্ষ ও অপক্ষ, দ্বন্দ্ব। সং; পু। [পু।

পক্ষালু—পক্ষী। পক্ষ+আলু অস্ত্যর্থে। সং;

পক্ষিণী—স্ত্রী-পক্ষী; বর্ত্তমান ও আগামি দিনযুক্তা রাত্রি; পূতনা। পক্ষ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে পক্ষী।

পক্ষিনীড়—পাখীর বাসা। ৬তৎ। সং; পু।

পক্ষিরাজ—গরুড়। পক্ষিগণের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

পক্ষিশালা—চিড়িয়াখানা। সং; স্ত্রী।

পক্ষী—পাখী; বাণ। পক্ষ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে পক্ষিন্, ১মার ১বচন। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পক্ষিণী।

পক্ষোদ্গম—পক্ষের উদয়, ডানার উৎপত্তি। ৬তৎ। সং; পু।

পক্ষোদ্ভেদ—পক্ষোদ্গম। ৬তৎ। সং; পু।

পক্ষ্ম—নেত্রলোম; লোম; পাখীর পাখা, পালক; সূক্ষ্মাংশ; পুষ্পকেশর; সূত্রাদির অগ্রভাগ। পক্ষ (পরিগ্রহ করা)+মন্ ক =পক্ষ্মন্, ১মার ১বচন। সং; ক্লী।

পঙ্ক—কর্দ্দম, পাঁক; পাপ। পনচ (বিস্তৃত হওয়া)+ঘঞ্ ক। সং; পু ও ক্লী।

পঙ্কগড়ক—পাঁকালমাছ। সং; পু।

পঙ্কজ—১। পদ্ম। পঙ্কে জন্মে যে, উপ; পঙ্ক শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। সং; ক্লী। ২। সারস পক্ষী। সং; পু।

পঙ্কজন্ম—পদ্ম। পঙ্ক হইতে জন্ম যাহার, বহু। সং; ক্লী।

পঙ্কজন্মা—কর্দ্দমজাত। পঙ্ক হইতে জন্ম (জন্মন্) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে পঙ্কজন্মন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

পঙ্কজলোচন—পদ্মবৎ মনোহর নেত্রবিশিষ্ট। পঙ্কজতুল্য মনোহর লোচন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পঙ্কজলোচনা।

পঙ্কজলোচনা—পদ্মবৎ মনোহর নেত্রবিশিষ্টা। বহু। বিণ; স্ত্রী।

পঙ্কজিনী—পদ্মিনী; পুষ্করিণী। পঙ্কজ শব্দ+ইন্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পঙ্কপ্রক্ষালন ন্যায়—ন্যায় দেখ।

পঙ্কপ্রভা—কর্দ্দমযুক্ত নরকবিশেষ। সং।

পঙ্করুহ, পঙ্কেরুহ—পদ্ম। পঙ্করুহ=পঙ্ক শব্দ—রুহ (জন্মা)+অন্ ক। পঙ্ক শব্দের ৭মীর ১বচন পঙ্কে; পঙ্কে—রুহ (জন্মা)+অন্ ক। সং; ক্লী।

পঙ্কশূরণ—পদ্মাদির মূল; শালুক। সং; পু।

পঙ্কিল—পঙ্কবিশিষ্ট; সকর্দ্দম। পঙ্ক+ইল যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

পঙ্ক্তি—১। শ্রেণী; সারি (Line); পৃথিবী; ১০ সংখ্যা; পঞ্চাক্ষর ও দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। পনচ (বিস্তৃত করা)+ক্তি ণ্ম। সং; স্ত্রী।

পঙ্ক্তিভোজন—শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহু ব্যক্তির একত্রে ভোজন। সং; ক্লী।

পঙ্গপাল—পতঙ্গবিশেষ, একজাতীয় ফড়িঙ্। ইহারা পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মগ্রহণ করে, এবং এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ দলবদ্ধ হইয়া উড়িয়া বেড়ায়। এইরূপে উড়িতে উড়িতে ইহারা যে স্থানে বসে, সেখানকার শস্যাদি সমস্ত খাইয়া ফেলে।

পঙ্গু—১। জঙ্ঘার বৈকল্যপ্রযুক্ত চলনে অক্ষম, পদবিকল, খোঁড়া। খনজ (বক্রভাবে চলা)+কু ক। বিণ; ত্রি। ২। শনিগ্রহ। সং; পু।

পঙ্গুল—শ্বেত ঘোটক। সং; পু।

পচ—পাচক; পাককর্ত্তা। পচ (পাক করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

পচন—১। অগ্নি; পাককারী। পচ+অন

ক। সং; পু। ২। পাক; রন্ধন। পচ (পাক করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পচা—১। পচন, পাক। পচ (পাক করা)+ঙ ভা। সং; স্ত্রী। ২। বিকৃত, দূষিত। দেশজ।

পচেলিম—স্বয়ং পক্ব। পচ (পাক করা)+কেলিম, র্ম্ম-ক। বিণ; ত্রি।

পজ্জ—শূদ্র [কথিত আছে যে, ব্রহ্মার পাদ হইতে শূদ্রের জন্ম]। পৎ (পা)-জন+ড ক। সং; পু।

পজ্ঝটিকা—ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

পঞ্চ—পাঁচ, ৫। পন্চ (বিস্তৃত হওয়া)+অন্ ক=পঞ্চন্, তাহারই প্রথমান্ত পদ। বিণ।

পঞ্চক—১। পাঁচ সংখ্যা; পঞ্চসমূহ। পঞ্চন্ শব্দ+কণ্। সং; ক্লী। ২। পঞ্চসম্বন্ধীয়; পঞ্চপরিমিত। বিণ; ত্রি।

পঞ্চকপাল—যাগবিশেষ। পঞ্চ (পাঁচ) কপাল (ঘটাদির অর্দ্ধাংশ) আছে যাহাতে, বহু। পু।

পঞ্চকষায়—জম্বু, শাল্মলি, বাট্যাল, বকুল, বদর, এই পঞ্চ। সমাহার দ্বিগু। সং; পু।

পঞ্চকোল—পাচনবিশেষ, চৈ, চিতা, পিপুল, পিপুলের মূল, শুঁঠ, এই পাঁচ। সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

পঞ্চকোষ—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, এই পাঁচ কোষ। সমাহার দ্বিগু। সং; পু।

পঞ্চক্রোশী—দৈর্ঘ্য বিস্তারে পঞ্চক্রোশব্যাপিনী কাশী। সং; স্ত্রী।

পঞ্চগঙ্গা—ভাগীরথী, গোতমী, কৃষ্ণবেণী, পিনাকিনী, কাবেরী, এই পাঁচ নদী; কাশীস্থ তীর্থবিশেষ। সমাহার দ্বিগু। সং; স্ত্রী।

পঞ্চগব্য—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, গোমূত্র, এই পাঁচ। সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

পঞ্চগুপ্ত—কচ্ছপ; চার্ব্বাকদর্শন। পঞ্চ (পাঁচ অঙ্গ) হইয়াছে গুপ্ত যাহার, বহু। সং; পু।

পঞ্চচামর—ষোড়শাক্ষরপাদছন্দোবিশেষ। ক্লী।

পঞ্চজন—১। পঞ্চভূতজন্য (মনুষ্যাদি)। পঞ্চন্ শব্দ (পঞ্চ অর্থাৎ পঞ্চভূত)-জন (জন্মা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। মনুষ্য। ৩। জনৈক অসুর। হিরণ্যকশিপু-পুত্র সংহ্রাদের ঔরসে কৃতুর গর্ভে ইহার জন্ম। এই অসুর শঙ্খরূপ ধারণ করিয়া সাগরগর্ভে বাস করিত। সান্দীপনি মুনির পুত্র যৎকালে প্রভাসতীর্থে স্নান করেন, তৎকালে অসুর তাঁহাকে হরণ করে। কৃষ্ণ সান্দীপনি মুনির নিকট পাঠ সমাপ্ত করিয়া গুরুদক্ষিণা দিবার সময়ে সান্দীপনি নিজ পুত্রের উদ্ধার কামনা করেন। অতঃপর কৃষ্ণ অসুরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার প্রাণবধ করেন। এই পঞ্চজন অসুরের অস্থি হইতে কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খ নির্ম্মিত হয়। সং; পু।

পঞ্চতত্ত্ব—(তন্ত্রমতে) পঞ্চমকার—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন, এই পাঁচ; (বৈষ্ণবমতে) গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, ধ্যানতত্ত্ব, এই পাঁচ; (সাংখ্যমতে) ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পাঁচ। দ্বিগু। সং; ক্লী।

পঞ্চতন্ত্র—নীতিশাস্ত্রবিশেষ। সং; পু।

পঞ্চতন্মাত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ; পৃথিব্যাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত আকাশাদি। দ্বিগু। সং; ক্লী।

পঞ্চতপাঃ—পঞ্চাগ্নি মধ্যে তপস্বী। পঞ্চ (পাঁচ) তপঃ (তপস্) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে পঞ্চতপস্, ১মার ১বচন। সং; পু।

পঞ্চতা—পঞ্চত্ব দেখ। পঞ্চন্+তা ভাবে। সং; ক্লী।

পঞ্চতিক্ত—নিম, গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র, কণ্টকারী, এই পাঁচ তিক্ত পদার্থ। দ্বিগু। সং; ক্লী।

পঞ্চত্ব—পাঁচের ভাব; পাঁচে পাঁচ মিশান, মৃত্যু। পঞ্চন্ শব্দ+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

পঞ্চত্বপ্রাপ্ত—মৃত। পঞ্চত্বকে প্রাপ্ত, ২তৎ। [ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূতের সমবায়ে দেহ নির্ম্মিত; যখন দেহের সেই পঞ্চভূত বিশ্লিষ্ট হয়, তখনই জীব পঞ্চত্বপ্রাপ্ত অর্থাৎ মৃত হয়]। বিণ; ত্রি।

পঞ্চদশ—১। পনর, ১৫। পঞ্চ দ্বারা অধিক যে দশ (দশন্), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাসে পঞ্চদশন্, তাহারই প্রথমান্ত পদ। বহুবচন। ২। পনর (১৫) সংখ্যার পূরণ। পঞ্চদশন্ শব্দ+ডট্ পূরণার্থে। একবচন। বিণ; ত্রি।

পঞ্চদশন্—পঞ্চদশ দেখ।

পঞ্চদশী—বেদান্ত গ্রন্থবিশেষ; পূর্ণিমা; অমাবস্যা। পঞ্চদশ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পঞ্চদেবতা—সূর্য্য, গণেশ, দুর্গা, শিব, বিষ্ণু, এই পঞ্চ দেব। দ্বিগু। সং; পু।

পঞ্চধা—পাঁচপ্রকার, পাঁচবার। পঞ্চন্+ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

পঞ্চনখ—পাঁচ নখযুক্ত (শশক, শল্লকী, গোধা, গণ্ডার, কূর্ম্ম)। পঞ্চ হইয়াছে নখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। হস্তী; ব্যাঘ্র। সং; পু।

পঞ্চনদ—১। শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, এই পঞ্চনদীযুক্ত দেশ, পঞ্জাব দেশ। পঞ্চ নদী আছে যেখানে, বহু। সং; পু। ২। কিরণা, ধূতপাপা, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, এই পাঁচ। পঞ্চ নদীর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

পঞ্চনী—পাশা ও দাবা খেলিবার ছক। পঞ্চন্-নী+ক্বিপ্ অধি। সং; স্ত্রী।

পঞ্চনীরাজন—প্রদীপ, পদ্ম, বসন, আম্র বা তাম্বুলপত্র, এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্য দ্বারা দেবতার আরতি করিয়া পরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত। পঞ্চ দ্বারা নীরাজন, ৩তৎ। সং; ক্লী।

পঞ্চপল্লব—আম্র, অশ্বত্থ, বট, প্লক্ষ, যজ্ঞডুম্বুর, এই পঞ্চ পল্লব; (তন্ত্রমতে) পনস, আম্র, অশ্বত্থ, বট, বকুল, এই পঞ্চ পল্লব। সমাহার দ্বিগু। সং; ক্লী।

পঞ্চপাত্র—দেবপক্ষদ্বয় এবং পিতৃপক্ষত্রয় এই পঞ্চপাত্র শ্রাদ্ধ; পাঁচটি পাত্র। সং; ক্লী।

পঞ্চপিতা—জনক, উপনেতা, শ্বশুর, অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, এই পাঁচ প্রকার পিতা। দ্বিগু। সং; পু।

পঞ্চপ্রদীপ—পাঁচ প্রদীপযুক্ত আরাত্রিক ধাতুময় পাত্রবিশেষ। সমাহার দ্বিগু। সং; পু।

পঞ্চপ্রাণ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যান, শরীরস্থ এই পঞ্চ বায়ু। [প্রাণ বায়ু হৃদয়ে, অপান বায়ু গুহ্যে, সমান বায়ু নাভিদেশে, উদান বায়ু কণ্ঠে, এবং ব্যান বায়ু সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া অবস্থান করে। প্রাণ বায়ু দ্বারা রক্ত চালিত হয়। অপান বায়ু দ্বারা প্রাণ বায়ুর সহায়তা ও আহার্য্য চালিত হয়। উদান বায়ু দ্বারা উদ্গার ও শ্বাসাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। সমান বায়ু দ্বারা পাক কার্য্য হয়। ব্যান বায়ু দ্বারা দেহ রক্ষিত হয়]। সমাহার দ্বিগু। সং; পু।

পঞ্চভদ্র—১। পাচনবিশেষ। সং; ক্লী। ২। হৃদয়, পৃষ্ঠ, পার্শ্বদ্বয়, ও মুখে আবর্ত্তযুক্ত অশ্ব। সং; পু।

পঞ্চভুজ—১। পাঁচবাহুবিশিষ্ট। পঞ্চ হইয়াছে ভুজ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। পঞ্চ রেখা দ্বারা পরিবদ্ধ ক্ষেত্র। সং; ক্লী।

পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পাঁচ পদার্থ। দ্বিগু। সং; ক্লী। [অহঙ্কার হইতে আকাশের উৎপত্তি; আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশের গুণ শব্দ; বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নির গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস; পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ]।

পঞ্চভূতময়—পঞ্চভূতাত্মক, আকাশাদি পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত। পঞ্চভূত দেখ; পঞ্চভূত শব্দ+ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ; ত্রি।

পঞ্চম—১। পাঁচ (৫) সংখ্যার পূরণ। পঞ্চন্ শব্দ+মট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি। ২। অত্যুচ্চ স্বরবিশেষ [সপ্তস্বর দেখ]; রাগবিশেষ। সং; পু।

পঞ্চমকার—মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা, মৈথুন, এই পাঁচ। সং; ক্লী। [তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকার সাধনের প্রক্রিয়া এইরূপ;—ব্রহ্মরন্ধ্র

হইতে ক্ষরিত অমৃত পান মদ্যসাধন। রসনার নাম মা, তাহার অংশ অর্থাৎ বাক্যকে ভোজন করা (মৌনাবলম্বন) মাংসসাধন। গঙ্গা ও যমুনা শব্দ বাচ্য ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে বিচরণকারী নিশ্বাস প্রশ্বাস রূপ মৎস্যদ্বয়কে রেচক, পূরক ও কুম্ভক দ্বারা নিরোধ করিয়া প্রাণায়াম করাকে মৎস্যসাধন বলে। শিরঃস্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকা মধ্যস্থ পারদসদৃশ বিশুদ্ধ আত্মার জ্ঞান মুদ্রাসাধন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগকে মৈথুনসাধন বলে। স্ত্রীপুরুষ সংযোগের ন্যায় জীবাত্মা পরমাত্মার সংযোগ রূপ মৈথুনে সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ জন্মিয়া থাকে।

অপর এক সম্প্রদায় মৎস্যমাংসসহকারে প্রকৃত সুরা দ্বারা শক্তির অর্চনাপূর্ব্বক স্বয়ং উহা পানভোজন করেন, এবং ষোড়শী কুমারীকে লইয়া তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে পঞ্চমকার সাধন করিয়া থাকেন]।

পঞ্চমরাগ—পঞ্চমস্বর [স্বর সাতটি, যথা—ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ ; এই কয়েকটির মধ্যে কোকিলের স্বর পঞ্চমস্বর তুল্য]। সং ; পু।

পঞ্চমস্বর—পঞ্চমরাগ দেখ।

পঞ্চমহাযজ্ঞ—গৃহস্থের কর্ত্তব্য পাঁচ প্রকার নিত্যকর্ম্ম ; বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র, পিতৃতর্পণ, ভূতবলি ও অতিথিপূজা, এই পাঁচ। পু।

পঞ্চমাস্য—১। পঞ্চমস্বরভাষী, কোকিল। পঞ্চম (স্বরবিশেষ) আস্যে (মুখে) যাহার, বহু। সং ; পু। ২। পঞ্চমাসজাত ; পঞ্চমাসে করণীয়। পঞ্চমাস+ষ্য। বিণ ; ত্রি।

পঞ্চমী—তিথিবিশেষ ; দ্রৌপদী। পঞ্চম+স্ত্রালিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পঞ্চমুখ—১। পাঁচমুখ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। পঞ্চানন, শিব। পঞ্চ (পাঁচ) মুখ যাঁহার, বহু। ৩। সিংহ। পন্চ (বিস্তৃত হওয়া)+অন্ ক=পঞ্চ (বিস্তৃত) ; পঞ্চ (বিস্তৃত) মুখ যাহার, বহু। সং ; পু।

পঞ্চমূল—পাঁচটী মূলের সমষ্টি, পাঁচনবিশেষ। সং ; ক্লী।

পঞ্চযজ্ঞ—ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, এই পাঁচ। সং ; পু। [বেদাধ্যয়ন ব্রহ্মযজ্ঞ ; অতিথি সেবা নৃযজ্ঞ ; হোমকার্য্য দৈবযজ্ঞ ; তর্পণ পিতৃযজ্ঞ ; এবং বলি ভূতযজ্ঞ। এই পঞ্চযজ্ঞ গৃহস্থের প্রত্যহ অবশ্য করণীয় কার্য্য ; ইহা দ্বারা গৃহস্থ পঞ্চসূনা পাপ হইতে মুক্ত হয়। সাধ্যানুসারে এই পঞ্চযজ্ঞ সম্পাদন না করিলে পাপভাগী হইতে হয়]।

পঞ্চরত্ন—হীরক, মুক্তা, পদ্মরাগ, স্বর্ণ, বিক্রম, এই পাঁচ। সং ; ক্লী।

পঞ্চরসা—আমলকী। সং ; স্ত্রী।

পঞ্চরাত্র—১। পাঁচ রাত্রি। দ্বিগু। ২। গ্রন্থবিশেষ। সং ; ক্লী।

পঞ্চলক্ষণ—পুরাণ, যাহাতে সৃষ্টি, প্রলয়, বংশবর্ণনা, মন্বন্তর এবং মনুর বংশের বর্ণনা থাকে। পঞ্চ (সৃষ্ট্যাদি পাঁচ) লক্ষণ আছে যাহাতে, বহু। সং ; ক্লী।

পঞ্চলৌহক—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ, সীসক, এই পাঁচ ধাতু। সং ; ক্লী।

পঞ্চবক্ত্র—শিব ; সিংহ ; রুদ্রাক্ষ। বহু। [পঞ্চমুখ দেখ]। সং ; পু।

পঞ্চবটী—১। অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, অশোক, আমলকী, এই বৃক্ষপঞ্চক। পঞ্চ বটের সমাহার. সমাহার দ্বিগু। ২। দণ্ডকারণ্যস্থ বনবিশেষ, অধুনা তাহা জনপদে পরিণত হইয়া "নাসিক" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। সং ; স্ত্রী।

পঞ্চবর্ণ—পাঁচবর্ণবিশিষ্ট তণ্ডুলচূর্ণ ; পঞ্চরঙের গুঁড়ি। পঞ্চ হইয়াছে বর্ণ যাহার, বহু। সং।

পঞ্চবাণ, পঞ্চশর—কন্দর্প, কামদেব। পঞ্চ হইয়াছে বাণ বা শর যাহার, বহু। সং ; ক্লী। [কন্দর্পের পাঁচ বাণের নাম—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন ; অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা, রক্তোৎপল, এই পাঁচটিও কামের শর বলিয়া কথিত হয়]। সং ; পু।

পঞ্চশস্য—পাঁচপ্রকার শস্য, ধান্য, মুদ্গ, মাষ, যব, তিল (কিংবা শ্বেতসর্ষপ)। সমাহার দ্বিগু। সং ; পু।

পঞ্চশাখ—১। পঞ্চশাখাযুক্ত। পঞ্চ শাখা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। হস্ত [অঙ্গুলিগুলি হস্তের শাখাস্বরূপ]। সং ; পু।

পঞ্চশিখ—১। জনৈক মুনি। ধর্ম্মরাজের ঔরসে হিংসার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। তপশ্চরণ দ্বারা ইনি মোক্ষপদ প্রাপ্তির জ্ঞানলাভ করেন। একদা ইনি মিথিলায় জনদেব সকাশে গমন করিলে, তিনি ইহাঁকে আচার্য্যের পদে বরণ করেন। মুনিবর মিথিলায় থাকিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করেন। সং ; পু। ২। পঞ্চশিখাবিশিষ্ট। পঞ্চ শিখা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

পঞ্চসুগন্ধিক—পাঁচপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য ; কর্পূর, কক্কোল, লবঙ্গ, গুবাক, জাতীফল। সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী।

পঞ্চসূনা—গৃহস্থের গৃহস্থিত পাঁচপ্রকার বধস্থান ; —উনন, শিল-নোড়া, ঝাঁটা, ঢেঁকির গড়, কলসীপিঁড়ি। [এই পাঁচস্থানে গৃহস্থের অজ্ঞাতসারে পিপীলিকাদি প্রাণিহত্যা হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য পাতকসঞ্চার হয়। পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা গৃহস্থের এই পাপের ক্ষয় হয়]। দ্বিগু। সং ; স্ত্রী।

পঞ্চাগ্নি—১। তপস্বিবিশেষ। সং ; পু। একবচন। ২। চতুর্দ্দিকে অগ্নি ও উপরে সূর্য্য, এই পাঁচ ; দক্ষিণ, গার্হপত্য, আহবনীয়, সভ্য, আবসথ্য, এই পাঁচ অগ্নি। দ্বিগু। সং ; পু। বহুবচন।

পঞ্চাঙ্গ—১। সহায়, সাধনোপায়, দেশকালবিভাগ, বিপত্তিপ্রতীকার, সিদ্ধি, রাজ্যের এই পাঁচ অঙ্গ ; বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, এই পাঁচ ; বৃক্ষের মূল, ত্বক্, পত্র, পুষ্প, ফল, এই পাঁচ ; জপ, হোম, তর্পণ, স্নান, বিপ্রভোজন, এই পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ ; পদদ্বয়, করদ্বয়, ও মস্তক, এই পঞ্চাঙ্গ প্রণাম। সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী। ২। কচ্ছপ। পঞ্চ (পাঁচ) অঙ্গ যাহার, বহু। সং ; পু।

পঞ্চাঙ্গুল—১। পাঁচ অঙ্গুলি পরিমিত। বিণ ; ত্রি। ২। এরণ্ড বৃক্ষ। পঞ্চ (পাঁচ) অঙ্গুলি (অঙ্গুলিবৎ চিহ্ন) যাহার, বহু। সং ; পু।

পঞ্চাঙ্গুলি—অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, ও কনিষ্ঠা এই পাঁচটী অঙ্গুলি। সমাহার দ্বিগু। সং ; স্ত্রী।

পঞ্চানন, পঞ্চাস্য—শিব ; সিংহ [পঞ্চমুখ দেখ]। সং ; পু।

পঞ্চানন তর্করত্ন—চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ভট্টপল্লী নামক গ্রামে ১২৭৩ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺নন্দলাল বিদ্যারত্ন। তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। ১২৭৭ সালে ইহাঁর বিদ্যারম্ভ হয়। ইহাঁর এমনই অসাধারণ শক্তি যে, ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ব্যাকরণ পাঠের সময় একটী সংস্কৃত কবিতা রচনা করেন। নবম বর্ষ বয়সে ইনি মাতাপিতৃহীন হইয়া কনিষ্ঠ খুল্লতাতপত্নীর নিকট প্রতিপালিত হন। ইনি অনেক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দশম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি অনায়াসে সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। ১২৮৭ সালে ইহাঁর প্রথম বিবাহ ও ১২৮৯ সালে পত্নীবিয়োগ হয়। ১২৯০ সালে ইনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। ১২৯৩ সাল হইতে ইনি বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের অধিকাংশই ইহাঁর দ্বারা অনুবাদিত বা সম্পাদিত। ইনি কিছুদিন বঙ্গবাসী কলেজে অবৈতনিক অধ্যাপকের কার্য্য করেন। ১২৯৬ সালে ইনি নিজ বাটীতে চতুষ্পাঠী স্থাপনা করেন। ভট্টপল্লী পরীক্ষাসমাজ ইহাঁরই সম্পাদকতায় স্থাপিত হইয়াছে।

পঞ্চামৃত—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, চিনি, এই পাঁচ ; গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর সংস্কারবিশেষ। [গর্ভিণীকে গর্ভের পঞ্চম মাসে পঞ্চামৃত দান

করিতে হয়। রেবতী অশ্বিনী পুনর্ব্বসু পুষ্যা স্বাতী মূলা অনুরাধা মঘা হস্তা ও উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে, শুক্র বৃহস্পতি ও রবিবারে, রিক্তা ভিন্ন তিথিতে শুভযোগে ও শুভলগ্নে পঞ্চামৃত দান বিধেয়]। সং ; স্ত্রী।

পঞ্চাম্র—অশ্বত্থ, নিম্ব, বকুল, নারিকেল, চম্পক, এই পঞ্চ বৃক্ষ ; ১ অশ্বত্থ, ১ নিম্ব, ২ চম্পক, ৩ কেশর, ৭ তাল, ৯ নারিকেল এই ত্রয়োবিংশতি বৃক্ষ। সমাহার দ্বিগু। সং ; স্ত্রী।

পঞ্চার্চ্চিঃ—বুধগ্রহ। সং ; পু।

পঞ্চাল—দেশবিশেষ। সং ; পু।

পঞ্চালিকা, পঞ্চালী—বস্ত্রদন্তাদি নির্ম্মিত পুত্তলি ; পাঁচালী গীতি। সং ; স্ত্রী।

পঞ্চাশৎ—১। ৫০ সংখ্যা। পঞ্চ গুণিত যে দশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। ৫০ সংখ্যক। বিণ ; স্ত্রী।

পঞ্চাশত্তম—৫০ সংখ্যার পূরণ। পঞ্চাশৎ+ তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি।

পঞ্চাস্য—পঞ্চানন দেখ।

পঞ্চিকা—পঞ্চকপর্দ্দকঘটিত দ্যূতবিশেষ। পঞ্চন্ শব্দ + কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পঞ্চেন্দ্রিয়—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়। দ্বিগু। সং ; স্ত্রী।

পঞ্চেষু—কামদেব। পঞ্চ (পাঁচ) হইয়াছে ইষু (বাণ) যাহার, বহু। [পঞ্চবাণ দেখ]।

পঞ্চোপচার—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, ও নৈবেদ্য, এই পাঁচ। সং ; পু।

পঞ্জর—১। পিঞ্জর, খাঁচা। পিন্জ (বাস করা)+অরন্ অধি। ২। পাঁজরা ; শরীর ; অস্থিমাত্রাকার শরীর, কঙ্কাল। পিন্জ+অরন্ ক। সং ; পু ও স্ত্রী।

পঞ্জি, পঞ্জিকা, পঞ্জী—পাঁজি ; পাইঞ্জ ; প্রস্তাবনা ; ব্যাকরণের গ্রন্থবিশেষ। পিন্জ (বলা, দীপ্তি পাওয়া, ইত্যাদি)+ইন্ ক। পঞ্জিকা=পঞ্জি+কণ্+আপ্। পঞ্জী =পঞ্জি+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পট—১। বস্ত্র ; ঘরের চাল ; ছাদ। সং ; স্ত্রী। ২। চিত্রপট, ছবি ; পিয়াল বৃক্ষ। সং ; পু।

পটকুটী—পটমণ্ডপ, তাঁবু। পট নির্ম্মিত কুটী (গৃহ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

পটচ্চর—জীর্ণ বস্ত্র ; চৌর। পটৎ (অনুকরণ শব্দ)—চর (আচরণ)+অন্ ক। সং ; পু।

পটমণ্ডপ—বস্ত্রগৃহ, তাঁবু। পট দ্বারা (বস্ত্র দ্বারা) নির্ম্মিত যে মণ্ডপ (গৃহ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

পটল—১। ঘরের চাল ; ছাদ ; পিটক ; তিলক ; পরিচ্ছেদ ; পরিবার ; সঞ্চয় ; সমূহ ; নেত্র-রোগ-বিশেষ। পট+কলন্ ণ। সং ; স্ত্রী। ২। গ্রন্থবিশেষ। পট+কলন্ ক। সং ; পু।

পটবাস, পটাবাস—১। বস্ত্রগৃহ, তাঁবু। পট (বস্ত্র) নির্ম্মিত যে বাস বা আবাস (গৃহ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। গন্ধচূর্ণ। সং ; পু

পটহ—১। ঢক্কা, ঢাক, নাগরা। পট (অনুকরণ শব্দ)—হা (ত্যাগ করা)+ড ক। সং ; পু ও স্ত্রী। ২। সমারম্ভ ; বধ। পট—হা+ড অধি। সং ; পু।

পটাবাস—পটবাস দেখ।

পটি, পটী—বস্ত্র। পট (বেষ্টন করা)+ইন্ ণ, বিকল্পে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পটিমা—দক্ষতা ; পটুতা। পটু শব্দ+ইমন্ ভাবে=পটিমন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

পটীয়ান্—অতিশয় পটু। পটু শব্দ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে=পটীয়স্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

পটীর—১। চালনী ; মূলক ; খদির ; উদর ; চন্দন ; বংশলোচন ; ক্ষেত্র। সং ; স্ত্রী। ২। মেঘ ; কন্দর্প। সং ; পু।

পটু—১। নিপুণ, দক্ষ ; নীরোগ ; নিষ্ঠুর ; চতুর ; উজ্জ্বল ; তীক্ষ্ণ ; স্ফুট, প্রস্ফুটিত। পট +উ ক। বিণ ; ত্রি। ২। পলতা। সং ; পু। ৩। ছত্রাক। সং ; স্ত্রী।

পটুরূপ—অতিশয় পটু, অতীব দক্ষ। পটু শব্দ+ রূপ আতিশয্যার্থে। বিণ ; ত্রি।

পটোল—১। পলতাগাছ। সং ; পু। ২। পলতা গাছের ফল, পটল। সং ; স্ত্রী।

পটোলিকা, পটোলী—ক্ষুদ্র পটোল ; ঝিঙ্গা। পটোল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্=পটোলী। পটোলিকা=পটোলী শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পট্ট—১। পেষণপ্রস্তর ; শিল ; পাটা ; পাগড়ি ; পাট ; পিঁড়ি ; রাজাসন ; পাট্টা ; পটি ; ঢাল। পট (পাওয়া, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। সং ; পু। ২। গ্রাম ; নগর। সং ; স্ত্রী।

পট্টজ—পট্টবস্ত্র, রেশমী কাপড়। পট্ট শব্দ—জন +ড ক। সং ; স্ত্রী।

পট্টদেবী, পট্টমহিষী—কৃতাভিষেকা রাজ্ঞী, প্রধানা মহিষী, পাটরাণী। সং ; স্ত্রী।

পট্টন—নগর। সং ; স্ত্রী।

পট্টাবাস—তাঁবু। পট্ট নির্ম্মিত যে আবাস, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

পট্টিকা—পটি। পট্ট শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পঠদ্দশা—পড়ার অবস্থা, অধ্যয়নকাল, ছাত্রাবস্থা। পঠতী যে দশা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

পঠন—পাঠ, অধ্যয়ন, পড়া। পঠ (পাঠ করা) +অনট্ ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে পঠিত।

পঠনীয়—পাঠ্য, অধ্যয়নযোগ্য। পঠ (পাঠ করা) +অনীয় র্ম্ম। বিণ, ত্রি।

পঠিত—অধীত। পঠ (পড়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে পঠন, পাঠ।

পণ—১। বিক্রেয় বস্তু ; প্রতিজ্ঞা ; দ্যূত ; বাজি। পণ (ক্রয়বিক্রয় করা, স্তুতি করা)+অল্ র্ম্ম। ২। ব্যবহার। পণ+অল্ ভা। সং ; পু। ৩। মূল্য ; বেতন ; কুড়িগণ্ডা, /০ ; কার্ষাপণ ; ধন ; বরাটক। পণ+অল্ ণ। বিশেষণে পণিত।

পণন—ক্রয়বিক্রয়, কেনাবেচা। পণ (ক্রয়বিক্রয় করা)+অনট্ ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে পণিত।

পণবন্ধ—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, প্রতিশ্রুত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

পণবন্ধ—প্রতিজ্ঞাবন্ধ সন্ধি ; ফলসিদ্ধি। ৩তৎ।

পণব—ঢক্কাবিশেষ। পণ শব্দ—বা (গমন করা) +ড ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পণবা।

পণবা—ঢক্কাবিশেষ। পণব শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পণস—ফলবিশেষ, কাঁটাল। সং ; পু।

পণাঙ্গনা—বারাঙ্গনা, বেশ্যা। পণ দ্বারা (মূল্য-দ্বারা) বিক্রেয়া যে অঙ্গনা (স্ত্রী), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

পণায়—ক্রয়বিক্রয়জন্য লাভ। পণ দ্বারা আয়, ৩তৎ। সং ; পু।

পণাস্থি—কপর্দ্দক, কড়ি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পণিত—ক্রীত ; বিক্রীত ; ব্যবহৃত ; স্তুত ; বর্ণিত। পণ (কেনাবেচা করা, স্তুতি করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে পণ, পণন। স্ত্রীলিঙ্গে পণিতা।

পণিতব্য—স্তোতব্য ; বিক্রেতব্য ; ব্যবহার্য্য। পণ (কেনাবেচা করা, স্তুতি করা)+তব্য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পণিতা—১। ক্রীতা ; বিক্রীতা ; ব্যবহৃতা ; স্তুতা। পণ (ক্রয়বিক্রয় করা, স্তুতি করা)+ ক্ত র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ক্রেতা, খরিদ্দার ; বিক্রেতা। পণ+তৃন্ ক=পণিতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পণিত্রী।

পণিত্রী—ক্রয়কারিণী ; বিক্রয়কারিণী। পণিতা দেখ ; পণিতৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পণ্ড—১। ক্লীব, নপুংসক। পণ (ক্রয়বিক্রয় করা)+ড র্ম্ম। সং ; স্ত্রী। ২। বিফল, নিষ্ফল। বিণ ; ত্রি।

পণ্ডশ্রম—নিষ্ফল পরিশ্রম, কর্ম্মধা। সং ; পু।

পণ্ডা—বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি ; তীক্ষ্ণবুদ্ধি ; শাস্ত্রজ্ঞান। পনড+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পণ্ডিত—শাস্ত্রজ্ঞ ; জ্ঞানী, বিদ্বান্ ; নিপুণ। পণ্ডা দেখ ; পণ্ডা+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

পণ্ডিতমানী—পণ্ডিতাভিমানী [পণ্ডিতম্মন্য দেখ]। পণ্ডিত শব্দ—মন (বোধ করা)+ণিন্ ক =পণ্ডিতমানিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

পণ্ডিতমূর্খ—পণ্ডিত হইয়াও মূর্খের ন্যায় আচরণকারী। পণ্ডিত অথচ মূর্খ, কর্ম্মধা। বিণ।

পণ্ডিতম্মন্য—পণ্ডিতাভিমানী, নিজে পণ্ডিত বলিয়া যাহার খুব অভিমান আছে এরূপ, যে আপনাকে খুব পণ্ডিত বলিয়া মনে করে এরূপ। পণ্ডিত শব্দ—মন (বোধ করা)+ খশ্ ক। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

পণ্ডিতবর—পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্। ৭তৎ।

পণ্ডিতায়মান—যে পূর্ব্বে পণ্ডিত ছিল না এক্ষণে পণ্ডিত হইয়াছে এরূপ। পণ্ডিত শব্দ+ক্যঙ্ =পণ্ডিতায় নামধাতু, তদুত্তরে শান ক। বিণ; ত্রি।

পণ্য—১। বিক্রেয়; ব্যবহার্য্য; স্তোতব্য। পণ (কেনা বেচা করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পণ্যা। ২। বিক্রেয় দ্রব্য। সং; ক্লী।

পণ্যদ্রব্য—বিক্রেয় দ্রব্য, ব্যবসায়ের জিনিষ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পণ্যবীথিকা, পণ্যবীথী—পণ্যবিক্রয়শালা, বিপণি, দোকান। পণ্যের নিমিত্ত যে বীথিকা বা বীথী, ৪তৎ। সং; স্ত্রী।

পণ্যশালা—ক্রয়বিক্রয়স্থান, দোকান, হাট, বাজার প্রভৃতি। ৪তৎ। সং; স্ত্রী।

পণ্যস্ত্রী, পণ্যাঙ্গনা—বারাঙ্গনা, বেশ্যা। পণ্যা যে স্ত্রী বা অঙ্গনা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পণ্যাজীব—সওদাগর, বণিক্। পণ্য (বিক্রেয় দ্রব্য) হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। সং; পু।

পণ্যোপহার—বিক্রেয় দ্রব্যরূপ উপঢৌকন। রূপক। সং; পু।

পতগ—বিহঙ্গ, পক্ষী। পত (পড়া)+অল্ ণ =পত (পক্ষ); পত শব্দ—গম (গমন করা)+ড ক। সং; পু।

পতঙ্গ, পতঙ্গম—শলভ, ফড়িঙ্, প্রজাপতি, মশা, মাছি প্রভৃতি; পক্ষী; সূর্য্য; শর; শালি-বিশেষ। পত (পড়া)+অল্ ণ=পত (পক্ষ); পত দ্বারা গমন করে যে, উপ; পত শব্দ—গম (গমন করা)+খ ক, নিপাতনে। পু।

পতঙ্গবৃত্ত—পতঙ্গ-স্বভাববিশিষ্ট, পতঙ্গ যেমন জীবননাশের সম্ভাবনা থাকিলেও আগুনে ঝাঁপ দেয়, তদ্রূপ প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকিলেও যে বিপদ্‌পূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে। পতঙ্গের বৃত্তের (স্বভাবের) ন্যায় বৃত্ত (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

পতঙ্গবৃত্তি—পতঙ্গের ন্যায় স্বভাব, পতঙ্গের মুগ্ধ-ভাবে আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার ন্যায় বিপদ্‌-পূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পতঙ্গিকা—মধুমক্ষিকা। পতঙ্গ শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পতঞ্চিকা—ধনুকের ছিলা। সং; স্ত্রী।

পতঞ্জলি—পাণিনি-ভাষ্যকার যোগশাস্ত্রসূত্রকার জনৈক মুনি। ইঁহার প্রণীত যোগশাস্ত্রের নাম "পাতঞ্জল দর্শন।" কাহারও কাহারও মতে পাণিনি-ভাষ্যকার পতঞ্জলি ও যোগশাস্ত্রসূত্র-কার পতঞ্জলি এক ব্যক্তি নহেন। অনুমান খ্রীষ্টের জন্মের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইনি বিদ্য-মান ছিলেন। পতৎ (পতনশীল)+অঞ্জলি, নিপাতনে; প্রবাদ এইরূপ যে, ইনি স্বর্গ হইতে পাণিনি মুনির অঞ্জলিতে সর্পাকারে পতিত হইয়াছিলেন। সং; পু।

পতৎ—পতয়ালু, পতনশীল। পত (পড়া)+ শতৃ ক। বিণ; ত্রি।

পতত্র—পক্ষ, পাখীর ডানা। পতৎ দেখ; পতৎ শব্দ—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড ক। সং; ক্লী।

পতত্রী—পক্ষী। পতত্র শব্দ (পক্ষ)+ইন্ অস্ত্যর্থে =পতত্রিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

পতত্র—পক্ষ, পাখীর ডানা। পত+অল্ ভা =পত (পড়া)। পত—ত্রৈ (ত্রাণ করা) +ড ক। সং; ক্লী। [পু।

পতত্রি—পক্ষী। পত (পড়া)+অত্রিন্ ক। সং;

পতদ্গ্রহ—প্রতিগ্রহ; পিক্‌দান, যাহাতে থুথু ফেলা যায়। পতৎ দেখ; পতৎ শব্দ (পতনশীল বস্তু)—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ অন্ ক। সং; পু।

পতন—পড়া; চলন; ভ্রংশ, স্খলন। পত (পড়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশে-ষণে পতিত। [বিণ; ত্রি।

পতনোন্মুখ—পতনোদ্যত, পড়িতে উদ্যত। ৭তৎ।

পতয়ালু—পতৎ, পতনশীল। ণিজন্ত পত (পড়া) +আলু ক। বিণ; ত্রি।

পতাকা—ধ্বজ, নিশান; ধ্বজপট; সৌভাগ্য-চিহ্ন; নাটকের অঙ্গবিশেষ। পত (পড়া) +আক র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পতাকাশ্রেণী—পতাকাসমূহ, সারি সারি পতাকা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পতাকিনী—১। পতাকাধারিণী। পতাকা শব্দ +ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে পতাকী। ২। সেনা। সং; স্ত্রী।

পতাকী—১। পতাকাধারী। পতাকা শব্দ+ ইন্ অস্ত্যর্থে=পতাকিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পতাকিনী। ২। রথ। সং; পু।

পতাকীচক্র—জ্যোতিষোক্ত চক্রবিশেষ, ইহা দ্বারা জাত বালকের রিষ্ট্যাদি নিরূপিত হয়।

পতাপত—পুনঃ পুনঃ পতনশীল। যঙ্‌লুগন্ত পত (পুনঃ পুনঃ পড়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

পতি—অধিপতি, ঈশ্বর; ভর্ত্তা, স্বামী; নেতা, নায়ক; রক্ষাকর্ত্তা; প্রভু। পা (পালন করা)+ডতি ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পত্নী।

পতিংবরা—স্বেচ্ছায় পতিগ্রাহিণী, স্বয়ংবরা। পতি শব্দ—বৃ (বরণ করা)+খ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পতিঘ্ন—প্রভুহত্যাকারী। পতি শব্দ (প্রভু)— হন (বধ করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পতিঘ্নী।

পতিঘ্নী—১। স্বামিহন্ত্রী, পতিঘাতিনী। পতি শব্দ (ভর্ত্তা)—হন (বধ করা)+টক্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পতিনাশক হস্তরেখাবিশেষ। সং; স্ত্রী।

পতিত—পড়িয়াছে যে এরূপ; অধোগত; চলিত; গলিত; পাপী, ধর্ম্মভ্রষ্ট। পত (পড়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পতন, পাতিত্য।

পতিতপাবন—পতিতোদ্ধারক, পাপীর উদ্ধার-কর্ত্তা। পতিত—ণিজন্ত পূ বা পাবি (শুদ্ধ করান)+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পতিতপাবনী।

পতিতা—অধোগতা; চলিতা; পাপিনী, ধর্ম্ম-ভ্রষ্টা। পতিত দেখ; পতিত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পতিতোৎপন্ন—ধর্ম্মভ্রষ্টজাত; পতিতা রমণীর গর্ভজাত। পতিত (ধর্ম্মভ্রষ্ট) হইতে উৎপন্ন (জাত), ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

পতিদেবতা—পতিব্রতা, সাধ্বী। পতি হইয়াছে দেবতা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

পতিপরায়ণা—পতিপ্রাণা, পতিব্রতা, সাধ্বী। পতি হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

পতিপ্রাণা—স্বামিগতজীবনা, পতিপরায়ণা, পতি-ব্রতা, সাধ্বী। পতি হইয়াছে প্রাণ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু [যে রমণীর জীবন ভর্ত্তার জীবনের উপর নির্ভর করে]। বিণ; স্ত্রী।

পতিপ্রিয়া—পতির অত্যধিক স্নেহভাগিনী, পতি-সোহাগিনী। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী।

পতিবান্ধব—ভর্ত্তার স্বজন; পতির মাতা, পিতা ও ভ্রাতা, পতির ভ্রাতার ও ভগিনীর সন্তান, পতির পিতার সহোদর,—এইগুলি পতি-বান্ধব। ৬তৎ। সং; পু।

পতিরতা—পতির প্রতি অনুরক্তা, পতিব্রতা। ৭তৎ। বিণ; স্ত্রী।

পতিবত্নী—সভর্ত্তৃকা, সধবা। পতি শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পতিবিয়োগ—পতির সহিত বিচ্ছেদ; পতির মৃত্যু। ৬তৎ। সং; পু।

পতিবিরহ—পতিবিচ্ছেদ, পতির নিকট হইতে দূরে অবস্থান। ৬তৎ। সং; পু।

পতিব্রতা—পতিপরায়ণা, সাধ্বী, সতী। পতি হইয়াছে ব্রত স্বরূপ (উপাস্য দেবতা) যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী। বিশেষ্যে পাতিব্রত্য। পতিব্রতার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে
মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া
পতিব্রতা॥"

অর্থাৎ পতি কাতর হইলে যিনি কাতর

হন, পতি হৃষ্ট হইলে যিনি হৃষ্টা হন, পতি বিদেশগত হইলে যিনি মলিনা ও কৃশা হন, পতি মৃত হইলে যিনি সহমৃতা হন, তিনিই পতিব্রতা।

পতিহীনা—ভর্ত্তৃহীনা, বিধবা। ৩তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

পতীয়ন্তী—পতিকামা, স্বামীর অভিলাষিণী। পতি শব্দ+ক্য=পতীয় নামধাতু, তদুত্তরে শতৃ ক ও স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পৎকাষিণী—পাদচারিণী। পৎকাষী দেখ। পৎকাষিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পৎকাষী—পাদচারী। পাদ শব্দ—কষ (গমন করা)+ণিন্ ক=পৎকাষিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পৎকাষিণী।

পত্তন—নগর। পত (গমন করা)+তনন্ অধি। সং ; ক্লী।

পত্তি—১। গতি। পদ+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। ২। পদাতি। পদ (গমন করা)+তি ক। সং ; পু। ৩। হস্তী ১, রথ ১, অশ্ব ৩, পদাতি ৫, এতৎসংখ্যক সেনা। পদ+ক্তি ক। সং ; স্ত্রী।

পত্তিসংহতি—সৈন্যবৃন্দ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পত্নী—ভার্য্যা, বিবাহিতা স্ত্রী। পতি দেখ ; পতি শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্, নিপাতনে। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে পতি।

পত্নীপুত্র—স্ত্রী ও তনয়। দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

পত্নীপ্রিয়—পত্নীবৎসল, পত্নীতে একান্ত অনুরাগী। বহু। বিণ ; ত্রি।

পত্নীবৎসল—পত্নীপ্রিয়, ভার্য্যাতে একান্ত স্নেহশীল। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

পত্নীহীন—বিপত্নীক, ভার্য্যাহীন, যাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে। ৩তৎ। বিণ ; পু।

পত্র, পত্ত্র—১। পাতা ; বাহন, উষ্ট্র গো অশ্ব শকটাদি। পত (পতিত হওয়া, গমন করা, ইত্যাদি)+ষ্ট্রন্ ক। ২। পক্ষীর পালক ; বাণের পাখা ; গ্রন্থাদির পাতা ; স্বর্ণাদির পাত ; শরপত্র ; চিঠি। পত+ষ্ট্রন্ ণ। সং ; ক্লী।

পত্রদারক—করপত্র, করাত। পত্র শব্দ—দৃ (বিদারণ করা)+ণক ক। অথবা পত্রাকার যে দারক (বিদারক), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

পত্রপরশু—স্বর্ণাদি ছেদনকারী অস্ত্র, ছেনী। পত্রের (স্বর্ণাদির পাতের) পরশু (কুঠার), ৬তৎ। সং ; পু।

পত্রপুট—১। পত্ররূপ পাত্র। রূপক। ২। পত্র রচিত পাত্র, পাতার ঠোঙ্গা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

পত্রপুষ্প—পাতা ও ফুল। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

পত্ররথ—বাণ ; পক্ষী। পত্র (পক্ষ) হইয়াছে রথ (গমনসাধন) যাহার, বহু। সং ; পু।

পত্ররস—পাতার রস, পত্রনির্য্যাস। ৬তৎ। পু।

পত্ররেখা, পত্রলেখা, পত্রবল্লী—পত্রাবলীরচনা, তিলকাদি। পত্রাকারা রেখা, ইত্যাদি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

পত্রলতা—পানগাছ। পত্র প্রধানা যে লতা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

পত্রবাহক—পত্রবহনকারী, লিপিবাহী। পত্র শব্দ—বহ (বহন করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পত্রবাহিকা।

পত্রবেষ্ট—অলঙ্কারবিশেষ, তাড়ঙ্ক। সং ; পু।

পত্রাঞ্জন—মসী, কালী। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পত্রাবলি, পত্রাবলী—পত্ররচনা ; অলকা তিলকা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পত্রিকা—পত্র, লিপি, চিঠি, লেখ্য। পত্র শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পত্রিণী—১। পত্রবিশিষ্টা। পত্র শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পক্ষিণী ; পল্লব। সং ; স্ত্রী।

পত্রী—১। পত্রবিশিষ্ট। পত্র শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=পত্রিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। ২। পর্ব্বত ; তালবৃক্ষ ; পক্ষী ; বাণ ; রথ। সং ; পু। ৩। লিপি, চিঠি। পত্র শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পত্রোর্ণ—১। বৃক্ষবিশেষ। সং ; পু। ২। রেশমী কাপড়। পত্রাকারে রচিতা যে ঊর্ণা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পত্রোল্লাস—কলিকা, মুকুল, বউল। সং ; পু।

পথ—রথ্যা, রাস্তা ; উপায়। পথ (গমন করা)+অল্ ণ। সং ; পু।

পথ-অপথ—সুপথ ও কুপথ। দ্বন্দ্ব, অথবা অসমস্ত পদ। সং ; পু।

পথপার্শ্ব—পথের ধার, রাস্তার একপাশ। ৬তৎ। সং ; পু।

পথপ্রদর্শক—পথপ্রদর্শনকারী, যে রাস্তা দেখাইয়া দেয় এরূপ। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

পথপ্রান্ত—পথের শেষসীমা ; পথের ধার। ৬তৎ। সং ; পু।

পথভ্রষ্ট—পথচ্যুত, পথ ছাড়িয়া বিপথে পতিত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

পথভ্রান্ত—পথহারা, যে রাস্তা ভুলিয়াছে এরূপ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

পথভ্রান্তি—পথভ্রম, রাস্তা ভুল। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [৬তৎ। সং ; পু।

পথরোধ—পথ রুদ্ধ করা, রাস্তা আগলান।

পথহারা—পথভ্রান্ত, যে রাস্তা হারাইয়াছে এরূপ। দেশজ শব্দ।

পথিক—১। পান্থ ; বিদেশস্থ লোক। সং ; পু। ২। পর্য্যটক, ভ্রমণকারী। পথিন্ শব্দ+কণ্। বিণ ; ত্রি।

পথিকশালা—পথিকদিগের আবাসস্থল, সরাই, চটী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পথিন্—পন্থাঃ দেখ।

পথ্য—উপকারক, হিত ; যোগ্য ; রোগীর উপযুক্ত ভোজ্য। পথ+ক্য ; অথবা পথ (গমন করা)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পথ্যসেবন—রোগীর উপযুক্ত আহার্য্য ভোজন ; হিতকর ভোজ্য ভক্ষণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পথ্যা—হরিতকী। পথ্য+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পদ—চরণ, পা ; চরণচিহ্ন ; আধিপত্য ; ছল ; ব্যবসায় ; বস্তু ; অবকাশ, স্থান ; বাচক শব্দ ; বাক্য ; ছন্দে গ্রথিত বর্ণসমূহ ; সুপ্-তিঙন্ত শব্দ ; পাদ, চতুর্থাংশ। পদ (গমন করা, ইত্যাদি)+অল্ ণ। সং ; ক্লী।

পদক—কণ্ঠভূষণবিশেষ। সং ; পু।

পদক্ষেপ, পদন্যাস, পদবিক্ষেপ—পদস্থাপন, পদার্পণ, পা ফেলা। ৬তৎ। সং ; পু।

পদগ—১। পাদচারী। পদ শব্দ—গম (গমন করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। পদাতি। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; পু।

পদগৌরব—পদের সম্মান, আধিপত্যের সম্ভ্রম।

পদগৌরবান্বিত—পদের সম্মানযুক্ত, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

পদচারণ—পদসঞ্চালন, পদবিক্ষেপ, বেড়ান। পদের চারণ (সঞ্চালন), ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পদচিহ্ন—পদাঙ্ক, পায়ের দাগ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; স্ত্রী।

পদচ্ছায়া—চরণের ছায়া, পদে আশ্রয়। ৬তৎ।

পদচ্যুত—অধিকারভ্রষ্ট, স্বাধিকৃত স্থান বা সম্মান হইতে বিতাড়িত। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

পদত্যাগ—অধিকারপরিত্যাগ। ৬তৎ। পু।

পদদলিত—পদমর্দ্দিত, চরণপিষ্ট, পদাহত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পদদলিতা।

পদধূলি—চরণরেণু, পায়ের ধুলা। পদ লগ্ন ধূলি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। [পু।

পদধ্বনি—পদশব্দ, পায়ের শব্দ। ৬তৎ। সং ;

পদপল্লব—চরণ রূপ পল্লব, পল্লব সদৃশ মনোহর পদতল। রূপক। সং ; পু।

পদপিষ্ট—পদদলিত, পা দিয়া মাড়ান। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

পদপ্রান্ত—পদতল। ৬তৎ। সং ; পু।

পদপ্রার্থী—চরণাভিলাষী ; আধিপত্যলাভেচ্ছু। পদ শব্দ (চরণ বা আধিপত্য)—প্র—অর্থ (যাচ্ঞা করা)+ণিন্ ক=পদপ্রার্থিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পদপ্রার্থিনী।

পদভঞ্জন—কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা ; নিরুক্ত গ্রন্থবিশেষ। সং ; ক্লী।

পদমদ—উচ্চ পদলাভ জন্য গর্ব্ব, আধিপত্য লাভজনিত অভিমান। ৬তৎ। সং ; পু।

পদমদমত্ত—উচ্চ পদলাভজনিত গর্ব্বে গর্ব্বিত, উচ্চ অধিকার লাভে অহঙ্কৃত। ৬তৎ ও ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

পদমর্য্যাদা—পদগৌরব, আধিপত্যের সম্মান ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পদমূল—পদতল, পদপ্রান্ত। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পদযুগল—পদদ্বয়, দুইটী পা। ৬তৎ। সং ; ক্লী

পদরজঃ—পদরেণু, পায়ের ধূলা। পদ লগ্ন রজঃ (ধূলি), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পদরেণু—পদধূলি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু বা স্ত্রী। [সং ; ক্লী।

পদলেহন—পা চাটা ; খোষামোদ। ৬তৎ।

পদবি, পদবী—উপনাম ; উপাধি ; পথ ; ব্যবসায়। পদ (গমন করা)+অবি ণ। সং ; স্ত্রী।

পদবিন্যাস—পদবিক্ষেপ ; পদস্থাপন, পা রাখা। ৬তৎ। সং ; পু।

পদব্রজে—পদচালনাপূর্ব্বক, পাদচারে, পায়ে হাঁটিয়া। পদের ব্রজ (ব্রজ+অল্ ভা—গতি) হইয়াছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

পদশব্দ—পদধ্বনি, পায়ের শব্দ। ৬তৎ। সং ; পু।

পদসেবা—পা টেপা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পদস্খলন—পা পিছ্‌লান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পদস্খলিত—যাহার পা পিছ্‌লাইয়াছে এরূপ। বিণ ; ত্রি।

পদস্থ—স্বাধিকারে স্থিত ; সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। পদ—স্থা+ড ক। বিণ ; ত্রি।

পদাগ্র—পদের অগ্রভাগ, পদসমীপ ; পদতল। ৬তৎ। সং ; পু।

পদাঘাত—চরণ-প্রহার, লাথি মারা। পদ দ্বারা আঘাত, ৩তৎ। সং ; পু।

পদাঙ্ক—পদচিহ্ন। ৬তৎ। সং ; পু।

পদাজি, পদাতি—পাদচারি-সৈনিক। পাদ শব্দ (পা)—অজ বা অত (গমন করা)+ইন্ ক। সং ; পু।

পদানত—পদপতিত, যে পায়ে পড়িয়াছে এরূপ। পদে আনত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পদানতা।

পদানুবর্ত্তী—পদের অনুগামী, পদচিহ্ন ধরিয়া গমনকারী ; অনুরূপ কার্য্যকারী। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পদানুবর্ত্তিনী।

পদান্বয়—বাক্যের অন্তর্গত এক একটি পদের প্রকারভেদ এবং লিঙ্গ, বচন, পুরুষ, কারক, উপকারক, কাল, ও বাচ্য ভেদের যথাসম্ভব উল্লেখ ; সান্বয় পদনির্ব্বাচন। ৬তৎ। সং ; পু

পদার—নৌকা ; পদধূলি। সং ; পু।

পদারবিন্দ—পাদপদ্ম, চরণকমল। পদ রূপ অরবিন্দ, রূপক কর্ম্মধা, অথবা পদ অরবিন্দ প্রায়, উপমিত। সং ; ক্লী।

পদার্থ—পদের অভিধেয় ; দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব, এই সপ্ত বস্তু। ৬তৎ। সং ; পু।

পদার্থদর্শন, পদার্থবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা—যে শাস্ত্র দ্বারা জড়বস্তুসমূহের গুণক্রিয়াদি জানা যায় (Natural Science, Natural Philosophy)।

পদার্থবিজ্ঞান—শাস্ত্রবিশেষ, যে শাস্ত্র দ্বারা পদার্থসমূহের উৎপত্তি, গতি ও গুণাগুণ প্রভৃতি জানা যায় [পদার্থদর্শন দেখ]। পদার্থ বিষয়ক বিজ্ঞান, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পদার্পণ—পদবিন্যাস, পা দেওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

পদাশ্রয়—চরণরূপ অবলম্বন। রূপক কর্ম্মধা।

পদাশ্রিত—চরণে আশ্রয়প্রাপ্ত, যে পায়ে আশ্রয় লইয়াছে, একান্ত অনুগত। ৭তৎ। বিণ। ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পদাশ্রিতা।

পদাসন—পাদপীঠ, পা রাখিবার চৌকী বা পিঁড়ে। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পদাহত—পদপ্রহৃত, যাহাকে লাথি মারা হইয়াছে এরূপ। পদ দ্বারা আহত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পদাহতা।

পদিক—পদাতি। পদ শব্দ+ষ্ণিক। সং ; পু।

পদোন্নতি—পদের উৎকর্ষ, অধিকারের উন্নতি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পদ্—চরণ, পা ; কিরণ। পদ (গমন করা)+ক্বিপ্ ণ। সং ; পু।

পদ্গ—পাদচারী, পদাতি। পাদ শব্দ—গম (গমন করা)+ড ক। সং ; পু।

পদ্ধতি, পদ্ধতী—গ্রন্থরচনা ; পদবী ; শ্রেণী ; পথ ; রেখা ; রীতি ; প্রণালী ; আচার ; প্রবাহ। পদ্ শব্দ (পা)—হন (বধ করা)+ক্তি র্ম। সং ; স্ত্রী।

পদ্ম—১। কমল ; নিধিবিশেষ ; সংখ্যাবিশেষ ; তন্ত্রোক্ত দেহস্থ চক্রবিশেষ ; ব্যূহবিশেষ ; হস্তীর মস্তক ও শুণ্ডোপরি চিত্রিত চিহ্নবিশেষ। পদ (গমন করা)+ম ক। সং ; পু ও ক্লী। ২। সর্পবিশেষ। সং ; পু।

পদ্মক—হস্তিগাত্র-চিহ্নিত রক্তবর্ণ বিন্দু বিন্দু চিহ্ন। পদ্ম দেখ ; পদ্ম শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং ; ক্লী।

পদ্মকর—সূর্য্য। পদ্ম আছে করে (হস্তে) যাঁহার, বহু। সূর্য্যদেব এক হস্তে পদ্ম ধরিয়া আছেন বলিয়া বর্ণিত। সং ; পু।

পদ্মজ—কমলযোনি, ব্রহ্মা। পদ্ম (বিষ্ণুর নাভিকমল)—জন (জন্মা)+ড ক। সং ; পু।

পদ্মতন্তু—মৃণাল। ৬তৎ। সং ; পু ও ক্লী।

পদ্মনাভ—১। বিষ্ণু। পদ্ম আছে নাভিতে যাহার, বহু। সং ; পু। ২। ধর্ম্মপরায়ণ নাগবিশেষ। ইনি গোমতীতীরস্থ নাগপুর নামক পুরীমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বদা প্রাণিগণের হিতসাধন করিতেন, এবং স্বধর্ম্মে রত থাকিয়া অতিথি সৎকার করিতেন। তত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক সামদানাদি উপায়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ইঁহার কার্য্য ছিল। ইনি বৎসরের মধ্যে এক মাস সূর্য্যরথে বাস করিতেন। একদা ধর্ম্মারণ্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সূর্য্যলোকের বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় ইনি বলিয়াছিলেন যে, সূর্য্যমণ্ডল দেবগণের আবাসভূমি, এবং উঞ্ছবৃত্তি ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা তথায় গমন করিতে পারা যায়। তচ্ছ্রবণে ধর্ম্মারণ্য মহর্ষি চ্যবনের নিকট গমন করিয়া উঞ্ছবৃত্তি ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পদ্মনাল—মৃণাল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পদ্মপলাশ-নয়না—পদ্মের পাপ্‌ড়ির ন্যায় সুন্দর নেত্রবিশিষ্টা। পদ্মের পলাশ (পত্র), ৬তৎ। পদ্মপলাশ তুল্য নয়ন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

পদ্মপলাশলোচন—পদ্মের পাপ্‌ড়ির ন্যায় সুন্দর ও আয়ত নেত্রবিশিষ্ট। পদ্মের পলাশ, ৬তৎ। পদ্মপলাশ তুল্য লোচন (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পদ্মপলাশলোচনা।

পদ্মবন্ধ—শব্দালঙ্কারবিশেষ। সং ; পু। [পু।

পদ্মবন্ধু—অর্কবৃক্ষ ; সূর্য্য ; মধুকর। ৬তৎ। সং ;

পদ্মভূ—ব্রহ্মা। পদ্ম (বিষ্ণুর নাভিকমল)—ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

পদ্মযোনি—ব্রহ্মা। পদ্ম (বিষ্ণুর নাভিকমল) হইয়াছে যোনি (উৎপত্তিমূল যাঁহার, বহু। সং ; পু।

পদ্মরাগ—একপ্রকার রক্তবর্ণ মণি, পদ্মা। পদ্মের রাগের (বর্ণের) ন্যায় রাগ (বর্ণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

পদ্মলাঞ্ছন—ব্রহ্মা ; সূর্য্য ; কুবের ; রাজা। পদ্ম হইয়াছে লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পদ্মলাঞ্ছনা।

পদ্মলাঞ্ছনা—লক্ষ্মী ; সরস্বতী ; দুর্গা। পদ্ম হইয়াছে লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়—১১৮৫ সালে হাবড়ার নিকটবর্ত্তী বালি গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম গোকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইনি পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া কলিকাতা জানবাজার ফ্রি-স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা করেন। ঐ স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রই ইংরাজ ও ফিরিঙ্গী ; সুতরাং তাঁহাদের সহবাসে ইনি অতি সুন্দর ইংরাজী বলিতে শিখেন। পরে ইনি রেভিনিউ একাউণ্টেণ্ট আফিসে প্রথমে ১৫, টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়া পরে ১০০, শত টাকা বেতনে রেজিষ্ট্রারের পদ প্রাপ্ত হন। সে সময়ে বালী গ্রামে শিক্ষার একান্ত অভাব ছিল। ইনি চাকরি করিতে করিতেই অবসর সময়ে উহা শিক্ষাবিধানে মনোযোগী হন। প্রাতে

১০টা পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যাকালে আফিস হইতে আসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিতেন। এইরূপ চেষ্টার ফলে ছাত্রেরা এক প্রকার শিক্ষিত হইয়া উঠিল, এবং তাহারাও ক্রমে শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়া গুরুর পরিশ্রম লাঘব করিতে লাগিল। এই কার্য্যে পদ্মলোচন স্কুল-মাষ্টার উপাধি পান। সেকালে এ উপাধি বড় অল্প সম্মানের ছিল না। যে সকল ছাত্র শিক্ষিত হইতে লাগিল, পদ্মলোচন তাহাদিগকে লইয়া গিয়া আফিসের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিতে লাগিলেন। অনেক সময়ে সাহেবেরা তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে চাহিলে তিনি বলিতেন, "আমার একশত টাকাই যথেষ্ট; অতিরিক্ত টাকায় আমার গ্রামের কোন একটী লোককে নিযুক্ত করিলে আমি অধিক উপকৃত হইব।" আফিসের সাহেবেরা তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। সুতরাং অবিলম্বে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া দিতেন। এরূপ উদারতা ও পরোপকার-প্রবৃত্তি দুর্ল্লভ। ইঁহারই চেষ্টায় বালীগ্রাম উন্নতির সোপানে পদার্পণ করে। ইঁহার উদারতা ও নিঃস্বার্থ পরোপকারিতায় মুগ্ধ হইয়া সাহেবেরা ইঁহাকে 'লর্ড পদ্ম' বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। দুঃখীর দুঃখ বিমোচনের জন্য ইনি প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। ১২৪৭ সালে ৬২ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

পদ্মবৎ—পদ্মতুল্য, পদ্মের মত। পদ্ম শব্দ+বৎ সাদৃশ্যার্থে। বিণ; ব্য।

পদ্মবাসা—কমলা, লক্ষ্মী। পদ্ম হইয়াছে বাস (বাসস্থান) যাঁহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

পদ্মা—লক্ষ্মী; নদীবিশেষ; মনসাদেবী। পদ্ম+অ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পদ্মাকর—পদ্মযুক্ত জলাশয়। পদ্মের আকর, ৬তৎ। সং; পু।

পদ্মাক্ষ—১। পদ্মতুল্য সুন্দর নয়নবিশিষ্ট। পদ্মের ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। পদ্মবীজ। সং; ক্লী।

পদ্মালয়া—লক্ষ্মী। পদ্ম হইয়াছে আলয় যাঁহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

পদ্মাবতী—মনসাদেবী; নদীবিশেষ, পদ্মানদী; কবিবর জয়দেব গোস্বামীর ভার্য্যা; অঙ্গরাজ কর্ণের মহিষী; পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দের জননী। পদ্ম+বতু, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পদ্মাসন—১। উপবেশনবিশেষ, যোগাসন [আসন দেখ]। পদ্মবৎ যে আসন (উপবেশন), কর্ম্মধা। ২। কমলনির্ম্মিত আসন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ৩। রতিবন্ধবিশেষ। সং; ক্লী। কমলাসন, ব্রহ্মা। পদ্ম হইয়াছে আসন যাহার, বহু। সং; পু।

পদ্মাসীন—পদ্মের উপর উপবিষ্ট। পদ্মে আসীন, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পদ্মাসীনা।

পদ্মিনী—১। কমলিনী, পদ্মের ঝাড়; স্ত্রীবিশেষ [স্ত্রী দেখ]। পদ্ম শব্দ+ইন্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

২। সুপ্রসিদ্ধা রাজপুত-মহিলা। সিলোনপতি হাম্বির শঙ্খের দুহিতা, চিতোররাজের পিতৃব্য বীরবর ভীমসিংহের সহধর্ম্মিণী। পদ্মিনীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্যের কথা দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিনের শ্রুতিগোচর হইলে, তাঁহার মন বিচলিত হইয়া উঠিল। পদ্মিনীকে হস্তগত করিবার আশায় তিনি চিতোর আক্রমণ করিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, "আমি একবার পদ্মিনীকে দর্পণে দর্শন করিতে পাইলেই চরিতার্থ হইয়া সসৈন্যে ফিরিয়া যাইব।" সরলমতি ভীমসিংহ চিতোরের কল্যাণকামনায় এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে, আলাউদ্দিন দুর্গে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর ইনি মুকুরে অসূর্য্যম্পশ্যা পদ্মিনীর ছায়ামাত্র দর্শন করিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। অনন্তর, ভীমসিংহ সম্রাটের প্রতি যথোচিত সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শনার্থে আলাউদ্দিনের সহিত দুর্গের বহির্দ্দেশে গমন করিলে, যবন-সৈন্যগণ তাঁহাকে বন্দী করিল।

পদ্মিনী পিতৃব্য গোরা ও ভ্রাতুষ্পুত্র বাদলের সহিত পরামর্শ করিয়া আলাউদ্দিনের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, পদ্মিনী স্বামীর মুক্তির জন্য আত্মদানে প্রস্তুত হইয়াছেন; তিনি পরিচারিকাবর্গ সমভিব্যাহারে যবনরাজশিবিরে উপস্থিত হইবেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সাত শত শিবিকা দুর্গ হইতে বহির্গত হইল। একবার শেষ সাক্ষাতের ছলে শিবিকা ভীমসিংহের বস্ত্রাবাসে উপস্থিত হইলে, একখানি শিবিকা হইতে স্ত্রীবেশী একজন রাজপুত যোদ্ধা অবতরণ করিলেন। ভীমসিংহ তাহাতে আরোহণ করিলে, শিবিকা দ্রুতবেগে চিতোর দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইল। ভীমসিংহ নির্ব্বিঘ্নে দুর্গে উপস্থিত হইলেন। এদিকে সাক্ষাতে বহুবিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আলাউদ্দিন সন্দিহানচিত্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। শিবিকারোহী রাজপুতবীরগণ তখন ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হওয়ায় যবনসেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। অতঃপর বিপক্ষদমনে ও পদ্মিনীলাভে বিফলপ্রযত্ন হইয়া আলাউদ্দিন ক্ষুণ্ণমনে দিল্লী প্রতিগমন করিলেন। কিছুদিন পরে আলাউদ্দিন আবার চিতোর আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে রাজপুতগণের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া বলক্ষয় হইতে লাগিল। অবশেষে চিতোর রক্ষার আর উপায় নাই দেখিয়া রাজপুত ললনাগণ তাঁহাদের শেষ পথ অবলম্বন করাই স্থির করিলেন। কুলললনা পদ্মিনীপ্রমুখ সাধ্বী রমণীগণ সংসারের মায়া ছিন্ন করিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে অত্যুৎকৃষ্ট বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া চিতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া ভস্মীভূতা হইলেন।

অবশেষে আলাউদ্দিন চিতোর নগরের ধ্বংসসাধন করিয়া মনের খেদ মিটাইলেন। (১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দ)।

পদ্মিনীকান্ত, পদ্মিনীবল্লভ—নলিনীকান্ত, সূর্য্য। ৬তৎ। সূর্য্যোদয়ে পদ্ম বিকসিত ও সূর্য্যের অস্তগমনে মুদিত হয় বলিয়া কবিরা সূর্য্যকে পদ্মিনীর পতি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। সং; পু।

পদ্মী—১। পদ্মবিশিষ্ট। পদ্ম শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে =পদ্মিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। হস্তী। সং; পু।

পদ্মেশয়—বিষ্ণু। পদ্মে শয় (শয়নকারী), অলুক্ ৭তৎ। অথবা পদ্মে শয়ন করেন যিনি, উপ; পদ্ম শব্দের ৭মীর ১বচনে পদ্মে, তদুত্তরে শী (শয়ন করা)+অন্ ক। সং; পু।

পদ্মোদ্ভব—ব্রহ্মা। পদ্ম (বিষ্ণুর নাভিকমল) হইতে উদ্ভব যাঁহার, বহু। সং; পু।

পদ্য—১। শূদ্র। পদ শব্দ+য্য ভাবে। সং; পু। ২। ছন্দোবদ্ধ বাক্য, শ্লোক। সং; ক্লী। [রচনামাত্রেই দ্বিবিধ—গদ্য ও পদ্য; তন্মধ্যে যাহা বৃত্তবন্ধোজ্ঝিত অর্থাৎ ছন্দোবন্ধবিহীন, তাহার নাম গদ্য; আর যাহা পরিমিত অক্ষরে বা মাত্রায় নিবদ্ধ, তাহার নাম পদ্য। সুতরাং পদ্য দুই প্রকার—বর্ণানুসারি ও মাত্রানুসারি]।

পদ্যা—পথ, রাস্তা। পদ+য্য, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পনস—১। কাঁঠাল গাছ; কণ্টক; কপিবিশেষ। পন (স্তুতি করা)+অসচ্ অধি। সং; পু। ২। কাঁঠাল ফল। সং; ক্লী।

পনিত—স্তুত; বর্ণিত। পন (স্তুতি করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পন্থাঃ—পথ; উপায়; রীতি; স্বভাব। পথ (গমন করা)+ইন্ ণ=পথিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

পন্ন—পতিত; গলিত; চ্যুত; অধোমুখ। পদ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পন্না।

পন্নগ—১। সর্প। পন্ন শব্দ (পতিত)—গম (গমন করা)+ড ক, যে পতিতভাবে গমন

করে ; অথবা, পদ শব্দ (চরণ, পা)—ন (না)—গম (গমন করা)+ড ক, যে পদ-দ্বারা গমন করে না। সং ; পু। ২। পদ্মকাষ্ঠ। সং ; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে পন্নগী।

পন্নগারি, পন্নগাশন—গরুড়। পন্নগের (সর্পের) অরি (শত্রু) বা অশন (ভক্ষক), ৬তৎ। সং ; পু।

পন্নগী—সর্পী। পন্নগ দেখ ; পন্নগ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পন্নধা—চর্ম্মপাদুকা। সং ; স্ত্রী।

পম্পা—ওড্র দেশস্থ নদীবিশেষ, ইহা ঋষ্যমুক পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া তুঙ্গভদ্রায় প্রবাহিত হইয়াছে ; স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ সরোবর। পা (পান করা)+প অধি, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, নিপাতনে। সং ; স্ত্রী।

পয়ঃ—(পয়স্)। জল ; দুগ্ধ। পয় (গমন করা) +অস্=পয়স্, ১মার ১বচন। সং ; ক্লী।

পয়ঃপ্রণালী—জলনির্গমপথ, নালা, নর্দ্দমা। সং ; স্ত্রী।

পয়স্য—দুগ্ধে প্রস্তুত। পয়স্ শব্দ (দুগ্ধ)+ +ষ্ণ্য ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

পয়স্যা—আমিক্ষা, ছানা। পয়স্ শব্দ+ষ্ণ্য, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পয়স্বিনী—দুগ্ধবতী গবী ; নদী ; ছাগী ; জীবন্তী-লতা। পয়স্ শব্দ (দুগ্ধ, জল)+বিন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ। সং ; স্ত্রী।

পয়ার—চতুর্দ্দশাক্ষর বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

পয়োজ—পদ্ম। পয়স্ শব্দ (জল)—জন (জন্মা)+ড ক ; পয়ঃ+জ। সং ; ক্লী।

পয়োদ—জলদ, মেঘ ; মুস্তক। পয়স্ শব্দ (জল) —দা (দেওয়া)+ড ক ; পয়ঃ+দ। সং ; পু।

পয়োধর—জলধর, মেঘ ; নারিকেল ; স্ত্রী-স্তন। পয়ঃ (জল, দুগ্ধ) ধারণ করে যে, উপ ; পয়স্ শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক। অথবা, পয়স্এর ধর (ধারক), ৬তৎ। পয়ঃ +ধর। সং ; পু।

পয়োধি—জলধি, সমুদ্র। পয়স্ (জল)—ধা (ধারণ করা)+কি ক। পয়ঃ+ধি। সং ; পু।

পয়োনিধি, পয়োরাশি—সমুদ্র। পয়স্এর নিধি বা রাশি, ৬তৎ। পয়ঃ+নিধি, পয়ঃ +রাশি। সং ; ক্লী।

পয়োভার—জলের ভার ; দুগ্ধের ভার। পয়ঃ দেখ ; ৬তৎ। সং ; পু।

পয়োমুক্—জলদ, মেঘ। পয়স্ শব্দ (জল)—মুচ (ত্যাগ করা)+ক্বিপ্ ক=পয়োমুচ্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

পর—১। অন্য, অপর ; ভিন্ন ; অনন্তর ; দূর ; প্রধান, শ্রেষ্ঠ ; অধিক ; আসক্ত, নিষ্ঠ। প (পালন করা, পূরণ করা)+অল্ ণ। বিণ ; ত্রি। ২। মোক্ষ। সং ; ক্লী।

পরঃশত—১। শতাধিকসংখ্যক। শত হইতে পরঃ (অধিক), ৫তৎ। পরঃ=পর শব্দের ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি। ২। শতাধিক সংখ্যা। সং ; ক্লী।

পরঃশ্বঃ—আগামিদিনের পরদিনে, পরশু। শ্বস-এর (আগামিদিনের) পরঃ, ৬তৎ। পূর্ব্ব-পদের পরনিপাত, পরঃ=পর শব্দের ১মার ১বচন। ব্য।

পরঃসহস্র—১। সহস্রাধিকসংখ্যক। সহস্র হইতে পরঃ (অধিক), ৫তৎ। পূর্ব্বপদের পরনিপাত। পরঃ=পর শব্দের ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি। ২। সহস্রাধিক সংখ্যা। সং ; ক্লী।

পরকাল—পরলোক ; মৃত্যুর পরবর্ত্তী সময়। মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

পরকালবর্ত্তী—মৃত্যুর পরবর্ত্তী সময়ে স্থিত। পরকাল শব্দ—বৃত (থাকা)+ণিন্ ক=পরকালবর্ত্তিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

পরকীয়—পরসম্বন্ধীয়, অন্যের, অপরের। পর শব্দ (অন্য)+কণ্, তদুত্তর ঈয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পরকীয়া।

পরকীয়া—১। পরসম্বন্ধীয়া। পরকীয় দেখ ; পরকীয় শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নায়িকাবিশেষ, স্বানূঢ়া স্বানুরক্তা স্ত্রী। সং ; স্ত্রী।

পরক্ষেত্র—পরস্ত্রী ; অপরের ভূমি ; অন্যের শরীর। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; স্ত্রী।

পরগ্লানি—পরনিন্দা, পরের দোষ কথন। ৬তৎ।

পরচর্চ্চা—পরের দোষালোচনা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী

পরচ্ছন্দ—পরাধীন। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

পরচ্ছন্দানুবর্ত্তিনী—পরাধীনা। পরের ছন্দ (অভিপ্রায়) পরচ্ছন্দ, তাহার অনুবর্ত্তিনী (অনুগামিনী), দুইবার ৬তৎ। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী।

পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী—পরাধীন, পরবশ। পরের ছন্দ (অভিপ্রায়) পরচ্ছন্দ, তাহার অনুবর্ত্তী (অনুগামী), দুইবার ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পরচ্ছন্দানুবর্ত্তিনী।

পরচ্ছিদ্র—পরের দোষ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পরঞ্জ—তৈলযন্ত্র, ঘানিগাছ ; ছুরীর ফলা ; ফেনা। সং ; পু।

পরঞ্জয়—শত্রুবিজয়ী। বিণ ; ত্রি।

পরতন্ত্র—পরাধীন, পরবশ। পরের তন্ত্র (অধীন), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পরতন্ত্রা।

পরতন্ত্রা—পরাধীনা। ৬তৎ। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে পরতন্ত্র।

পরত্র—পরকালে। পর+ত্র, ৭মী স্থানে। ব্য।

পরদার—পরপত্নী, পরস্ত্রী। পরের (অন্যের) দারাঃ (পত্নী), ৬তৎ। সং ; পু।

পরদারগামী—অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীতে আসক্ত, পরস্ত্রীর প্রণয়ানুরক্ত। পরদার দেখ ; পরদার—গম+ণিন্ ক=পরদারগামিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

পরদারপরায়ণ—পরস্ত্রীতে আসক্ত, পরপত্নী-গমনে দক্ষ। পরদার হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

পরদারিক—পরস্ত্রীগামী। পরদার+ষ্ণিক। বিণ ; পু।

পরদুঃখকাতর—অন্যের দুঃখ দর্শনে ব্যাকুল, পরের দুঃখে দুঃখী। পরের দুঃখ, ৬তৎ, তদ্দ্বারা কাতর, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পরদুঃখকাতরা। [সং ; ক্লী।

পরধন—অন্যের বিত্ত, অপরের অর্থ। ৬তৎ।

পরধর্ম্ম—স্বীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বহির্ভূত ধর্ম্ম। ৬তৎ। সং ; পু।

পরনিন্দা—পরের কুৎসা, অন্যের দোষ কীর্ত্তন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পরন্তপ—শত্রুতাপন, অরিকে পীড়াদায়ক। পর শব্দ (শত্রু)—তপ (ক্লেশ দেওয়া)+খ ক। বিণ ; ত্রি। [+তু (অব্যয়)। ব্য।

পরন্তু—কিন্তু ; অপরঞ্চ ; পরেও। পরম্ (অব্যয়)

পরপিণ্ডাদ—পরান্নভোজী। পরের পিণ্ড পরপিণ্ড, ৬তৎ ; পরপিণ্ড—অদ (ভোজন করা) +অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

পরপীড়ক—অন্যের উৎপীড়নকারী, অপরের উপর দৌরাত্ম্যকারী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

পরপীড়ন—পরের উপর অত্যাচার, অন্যকে পীড়া দেওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পরপীড়া—পরপীড়ন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পরপুরুষ—শ্রেষ্ঠপুরুষ, ভগবান্, বিষ্ণু ; অন্য পুরুষ, ভিন্ন ব্যক্তি ; পতি ভিন্ন অন্য পুরুষ, উপনায়ক। কর্ম্মধা। সং ; পু।

পরপুষ্ট—১। অন্য কর্ত্তৃক পালিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। কোকিল [প্রবাদ এইরূপ যে, কোকিলেরা কাকের বাসায় ডিম্ব প্রসব করে, পরে তাহা হইতে শাবক নির্গত হইলে, কাক নিজ শাবক জ্ঞানে তাহাকে পালন করে]। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পরপুষ্টা।

পরপুষ্টা—১। অন্যপালিতা। পরপুষ্ট দেখ ; পরপুষ্ট শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। স্ত্রী-কোকিল ; বেশ্যা। সং ; স্ত্রী।

পরপূর্ব্বা—প্রথম পতির মরণান্তে দ্বিতীয় পতি-গ্রাহিণী, বিধবা হইয়া পুনরায় বিবাহ-কারিণী। পর (অন্য অর্থাৎ অন্য স্বামী) হইয়াছিল পূর্ব্বে যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

পরপ্রেম—অন্যের প্রণয়, অপরের ভালবাসা ; পরকে ভালবাসা। পরের প্রেম বা পরের প্রতি প্রেম, ৬তৎ বা ৭তৎ। সং ; ক্লী।

পরব্রহ্ম—১। পরপুরুষ, ভগবান্, পরমেশ্বর। কর্ম্মধা। ২। তৎপ্রতিপাদক উপনিষদ-বিশেষ। সং; ক্লী।

পরভাগ—শ্রেষ্ঠ অংশ; উৎকর্ষ; গুণোৎকর্ষ। কর্ম্মধা। ২। অন্যের অংশ। ৬তৎ। সং; পু।

পরভাগ্যোপজীবিনী—পরভাগ্যোপজীবী দেখ।

পরভাগ্যোপজীবী—পরের ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকানির্ব্বাহকারী, পরপিণ্ডাদ। পরের ভাগ্য পরভাগ্য, ৬তৎ। তদুত্তরে উপ-জীব (বাঁচা) + ণিন্ ক = পরভাগ্যোপজীবিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পর-ভাগ্যোপজীবিনী।

পরভৃত—১। পরপালিত, অন্যপুষ্ট। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। ২। পরপুষ্ট, কোকিল [পরপুষ্ট দেখ]। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পরভৃতা।

পরভৃতা—১। পরপালিতা। পরভৃত দেখ; পরভৃত শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। স্ত্রীকোকিল। সং; স্ত্রী।

পরভৃৎ—কাক। পরকে ভরণ অর্থাৎ পালন করে যে, উপ; পর শব্দ—ভৃ (ভরণ করা) + ক্বিপ্ ক। সং; পু। [প্রবাদ এই যে, কাক কোকিলশাবককে পালন করিয়া থাকে; পরপুষ্ট দেখ]।

পরম—শ্রেষ্ঠ; প্রধান; আদ্য; শেষ; অত্যন্ত; মহৎ। পরা (শ্রেষ্ঠা) মা (পরিমাণ) যাহার, বহু; অথবা, পর শব্দ (শ্রেষ্ঠ, উত্তম)—মা (পরিমাণ করা) + ড ক। বিণ; ত্রি।

পরমগতি—১। শ্রেষ্ঠা গতি; মুক্তি, মোক্ষ। পরমা যে গতি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। মুক্তির উপায় বা হেতুস্বরূপ। পরমা গতি হয় যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি।

পরমগুরু—প্রধান গুরু, শ্রেষ্ঠ গুরু। কর্ম্মধা। সং; পু।

পরমপদ—শ্রেষ্ঠপদ; উৎকৃষ্ট স্থান; মুক্তি, মোক্ষ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পরমপবিত্র—অত্যন্ত পূত, সাতিশয় বিশুদ্ধ। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। [কর্ম্মধা। সং; পু।

পরমপুরুষ—প্রধানপুরুষ, পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর।

পরমব্রহ্ম—পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পরমমুক্তি—বিদেহ কৈবল্য, ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির বর্ত্তমান দেহ ধ্বংসের পর পরব্রহ্মে লয়। পরমা যে মুক্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পরমম্—অনুমতি; সম্মতি। পর শব্দ—মা (পরিমাণ করা) + ডম্ ক। ব্য।

পরমর্ষি—শ্রেষ্ঠ ঋষি, বেদব্যাসাদি। পরম যে ঋষি, কর্ম্মধা। সং; পু।

পরমহংস—মহাযোগী; সন্ন্যাসিবিশেষ; যিনি নির্দ্বন্দ্ব ও নিরাগ্রহ হইয়া কেবল তত্ত্বমার্গে বিচরণ করেন, যিনি সদা শুদ্ধচিত্ত থাকিয়া কেবল প্রাণধারণোপযোগী দানমাত্র গ্রহণ করেন, লাভালাভ উভয়েই যাঁহার তুল্যজ্ঞান, যাঁহার নির্দ্দিষ্ট আশ্রয় নাই, দেবপ্রাঙ্গণ, বৃক্ষমূল, নদীপুলিন প্রভৃতি সাধারণভোগ্য স্থানই যাঁহার আশ্রয়, কোনও বিষয়ে যাঁহার যত্ন বা মমতা নাই, যিনি পরাৎপর পরমেশ্বরে চিত্ত অর্পণ করিয়া কর্ম্মক্ষয়ার্থ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনিই পরমহংস। পরম (প্রধান) যে হংস (নির্লোভ যতি), কর্ম্মধা। সং; পু।

পরমাণু—অতি সূক্ষ্ম পদার্থবিশেষ, মূল পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ (Molecule)। [এই সূক্ষ্মপরমাণুসমূহের যোগে যাবতীয় জড়-পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। মহর্ষি কণাদ বলেন, "যাহার নিজের অবয়ব নাই, পরন্তু যে পরম্পরায় সকলেরই অবয়ব এবং যাবতীয় সূক্ষ্ম-পদার্থের শেষ সীমাস্বরূপ, তাহার নাম পরমাণু।" আধুনিক রসায়নবেত্তারা স্বীকার করেন যে, পরমাণুর আয়তন ও ভার আছে। তাঁহারা আরও বলেন, মূলপদার্থের পরমাণুসকল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এক একটী পৃথক হইয়া থাকিতে পারে না; দুই দুইটি কি তিন তিনটি পরমাণু একত্র হইয়া থাকে; রাসায়নিক সংযোগস্থলে এই পরমাণুপুঞ্জ বিভক্ত হইয়া পড়ে, অন্যথা ইহাদিগকে বিভক্ত করা যাইতে পারে না]। পরম যে অণু, কর্ম্মধা। সং; পু।

পরমাত্মা—(পরমাত্মন্)। পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর। পরম যে আত্মা, কর্ম্মধা। সং; পু।

পরমাত্মীয়—প্রধান আত্মীয়, অতিশয় অন্তরঙ্গ, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয়। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পরমাত্মীয়া।

পরমাদর—মহা সমাদর, অতিশয় আদর। কর্ম্মধা। সং; পু। [ক্রি বিণ।

পরমাদরে—অতিশয় সমাদর সহকারে। বহু।

পরমানন্দ—অত্যন্ত আহ্লাদ; সচ্চিদানন্দ পর-ব্রহ্ম। কর্ম্মধা। সং; পু।

পরমান্ন—পায়সান্ন। পরম (শ্রেষ্ঠ) যে অন্ন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পরমায়ুঃ—শেষাবধিক জীবিতকাল, আয়ুষ্কাল। পরম যে আয়ুঃ কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পরমার্থ—শ্রেষ্ঠবস্তু; ধর্ম্ম; যাথার্থ্য; যথেষ্ট ধন। পরম যে অর্থ, কর্ম্মধা। সং; পু।

পরমার্থচিন্তা—ধর্ম্মচিন্তা; ঈশ্বরচিন্তা; ব্রহ্ম-জ্ঞানের আলোচনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পরমার্থবিৎ—যাথার্থ্যবেত্তা, ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্ম-জ্ঞানী। পরমার্থ দেখ; পরমার্থ শব্দ—বিদ (জানা) + ক্বিপ্ ক। বিণ; পু।

পরমার্থবিন্দ—তত্ত্বজ্ঞানী; যথেষ্ট ধনলাভকারী। পরমার্থ দেখ; পরমার্থ শব্দ—বিদ (জানা, পাওয়া) + শ ক। বিণ; ত্রি।

পরমাসুন্দরী—শ্রেষ্ঠা সুন্দরী, সাতিশয় সৌন্দর্য্য সম্পন্না। অসমস্ত পদ। বিণ; স্ত্রী।

পরমুখাপেক্ষিতা—অন্যের সাহায্য প্রত্যাশা, কোন কাজের জন্য পরের মুখ চাহিয়া থাকা। পরমুখাপেক্ষিন্ শব্দ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

পরমুখাপেক্ষী—অন্যের সাহায্যপ্রত্যাশী, যে পরের মুখ চাহিয়া থাকে এরূপ। পরের মুখ, ৬তৎ। পরমুখ—অপ—ঈক্ষ + ণিন্ ক = পরমুখাপেক্ষিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পরমুখাপেক্ষিণী। বিশেষ্যে পরমুখাপেক্ষিতা।

পরমেশ্বর—পরব্রহ্ম, জগদীশ্বর, বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি-পালনকর্ত্তা (God); শিব; সম্রাট্। কর্ম্মধা। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পরমেশ্বরী।

পরমেশ্বরী—শিবানী, দুর্গা। পরমেশ্বর দেখ; পরমেশ্বর শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ। সং, স্ত্রী।

পরমেষ্ঠী—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব; শালগ্রামবিশেষ; গুরুবিশেষ, মন্ত্রদাতা। পরম শব্দের ৭মীর ১বচনে পরমে; তদুত্তরে স্থা (থাকা) + ডিন্ ক = পরমেষ্ঠিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

পরমোৎসব—মহামহোৎসব, সাতিশয় আনন্দ-জনক ব্যাপার। কর্ম্মধা। সং; পু।

পরমোৎসাহ—সাতিশয় উৎসাহ, অত্যন্ত উদ্যম। কর্ম্মধা। সং; পু।

পরমোপকার—মহৎ উপকার, সাতিশয় উপ-কার। কর্ম্মধা। সং; পু।

পরম্—কেবল; অনন্তর; নিশ্চয়; কিন্তু। পৄ + অম্ ক। ব্য।

পরম্পরা—সন্ততি; ধারা; অনুক্রম, একটির পর আর একটি, তাহার পর আর একটি এইরূপ ভাব। পর শব্দ [মুট্] + পর শব্দ—স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পরম্পরাগত—ধারাবাহিকরূপে উপনীত, পর পর ক্রমে প্রাপ্ত। পরম্পরা দ্বারা আগত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

পরম্পরীণ—ধারাবাহিক, ক্রমাগত। পরম্পরা দেখ; পরম্পরা শব্দ + ঈন। বিণ; ত্রি।

পরলোক—লোকান্তর; মরণানন্তর ভোগ্য লোক; ব্রহ্মলোক-সত্যলোকাদি সপ্ত ঊর্দ্ধ-লোক [জীবগণ মৃত্যুর পর নিজপুণ্যানুসারে এই সকল লোক ভোগ করিয়া থাকে]; মৃত্যু; পরকাল। কর্ম্মধা। সং; পু।

পরলোকগত—লোকান্তরপ্রাপ্ত, মৃত। পর যে লোক পরলোক, কর্ম্মধা, পরলোককে গত (প্রাপ্ত), ২তৎ, বা পরলোকে গত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পরলোকগমন।

পরলোকগমন—লোকান্তরগমন, মৃত্যু। পর যে লোক পরলোক, কর্ম্মধা, তাহাতে গমন, ৭তৎ। সং; ক্লী। বিশেষণে পরলোকগত।

পরলোকপ্রাপ্তি—লোকান্তরপ্রাপ্তি, মৃত্যু।

পরলোকের প্রাপ্তি, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে পরলোকপ্রাপ্ত।

পরলোকযাত্রা—পরলোকে গমন, মৃত্যু। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী। [বিণ ; ত্রি।

পরবশ—অন্যের বশতাপন্ন, পরাধীন। ৬তৎ।

পরবাণি—ধর্ম্মাধ্যক্ষ, বিচারক ; বৎসর ; কার্ত্তিকেয়ের ময়ূর। পর শব্দ—বা (গমন করা) +ণি ক। সং ; পু।

পরবাদ—১। পরনিন্দা। ৬তৎ। ২। উত্তরবাদ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

পরবাস—পরগৃহ, পরের বাড়ী। ৬তৎ। সং ; পু।

পরব্রত—ধৃতরাষ্ট্র। পর (শ্রেষ্ঠ) হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। সং ; পু।

পরশপাথর—পরেশ পাথর দেখ।

পরশু—অস্ত্রবিশেষ, কুঠার, টাঙ্গি (Axe)। পর শব্দ (শত্রু)—শৃ (বধ করা)+ডু ক। সং ; পু।

পরশুরাম—ভার্গব, জামদগ্ন্য, বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার [দশাবতার দেখ]। পরশু (কুঠারাস্ত্র) ধারী যে রাম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

পরশুরাম-সম্বন্ধীয় পৌরাণিক উপাখ্যান এইরূপ :—

মগধদেশে ভাগীরথীর উপনদী কৌশিকী নদীর তীরে ভোজকট নামে এক নগর ছিল। তথায় গাধি নামে এক রাজা ছিলেন। এই রাজর্ষি গাধির ঔরসে মহর্ষি বিশ্বামিত্র এবং সত্যবতী নাম্নী এক পরমরূপবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি ভৃগুনন্দন ঋচিক ঋষির সহিত সত্যবতীর বিবাহ হইলে, সেই দম্পতি হইতে জমদগ্নির জন্ম হয়। মহামনাঃ জমদগ্নি সমস্ত বেদ ও সমগ্র ধনুর্বেদে সাতিশয় প্রবীণতা লাভ করিয়া প্রসেনজিত রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক তদীয় কন্যা রেণুকার পাণিগ্রহণ করেন। এই রেণুকার গর্ভে পঞ্চ পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে পরশুরাম সর্ব্বকনিষ্ঠ। শৈশবে ইঁহার নাম রক্ষিত হয় রাম। পরে পরশু অস্ত্র ধারণ করায় পরশুরাম নামে খ্যাত হন। সহ্যাদ্রিতে তপস্যা করিয়া ইনি সিদ্ধিলাভ করেন।

একদা রামজননী রেণুকা, পুত্রগণ ফলাহরণে গমন করিলে, স্নান করিবার নিমিত্ত একাকিনী গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব নিজ ভার্য্যাগণসহ জলবিহার করিতেছেন। তদ্দর্শনে রেণুকা কামশরপীড়িতা হইয়া বহু বিলম্বে আশ্রমে প্রত্যাবৃত্তা হইলেন। জমদগ্নি তপোবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া, পুত্রগণ গৃহাগত হইলে, তাঁহাদিগকে মাতৃবধে আদেশ করিলেন। প্রথম চারিটি পুত্রের কেহই এই ঘোরতর পাপজনক মাতৃহত্যা দোষে লিপ্ত হইতে সম্মত হইলেন না। কনিষ্ঠ পুত্র রাম পিতৃনিদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে পরশু অস্ত্রের আঘাতে জননীর শিরশ্ছেদন করিলেন। ইহাতে জমদগ্নি প্রীত হইয়া পুত্রকে বর গ্রহণ করিতে বলিলে, ইনি মাতার পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলেন। জমদগ্নির তপঃপ্রভাবে রেণুকা পুনর্জীবিতা হইলেন। তথাপি কিন্তু এই মহাপাপে সে কুঠার বহুকাল ইঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হয় নাই। ভারতের সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মপুত্র স্নানে ধৌতপাপ হইলে, পরশু হস্তচ্যুত হয়।

ইহার সমকালেই হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সসাগরা ধরিত্রী স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। একদা কার্ত্তবীর্য্য জমদগ্নি মুনির আশ্রমে গমন করিয়া কামধেনুর দর্শনে লোভাকৃষ্টচিত্ত হইয়া তাহা প্রার্থনা করেন ; কিন্তু মুনিবর তৎপ্রদানে সম্মত হন নাই। ইহাতে রাজা জমদগ্নিকে বধ ও একবিংশতি প্রহারে রেণুকাকে মৃতকল্পাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া কামধেনুটী লইয়া গৃহে গমন করেন। ভার্গব এই সময়ে পুষ্করতীর্থে তপশ্চরণে রত ছিলেন। রোরুদ্যমানা জননীর স্মরণে ইনি গৃহে উপস্থিত হইয়া পিতৃবিয়োগে সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। অতঃপর পতিপ্রাণা রেণুকা ভর্ত্তার অনুমৃতা হইলে, রাম দারুণ শোকে অভিভূত হইয়া মাতার প্রহার সংখ্যানুসারে একবিংশবার সমস্ত ক্ষত্রিয়ের নিধন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। অনন্তর জনকজননীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন, এবং তাঁহার উপদেশক্রমে শিবের নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ইনি প্রথমে সপুত্র সবান্ধব কার্ত্তবীর্য্যকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া, পরে কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, কি সদ্যোজাত শিশু সমস্ত ক্ষত্রিয়কে একবিংশতিবার নিধন করেন।

এইরূপে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া পরশুরাম কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য শিবপুরীতে উপস্থিত হন। তৎকালে হরগৌরী নির্জ্জনে অন্তঃপুর মধ্যে ছিলেন। বহির্দ্দেশে গণেশ দ্বাররক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ইঁহাকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলেন। শিবশিষ্য ভার্গব সে কথা না শুনিয়া অন্তঃপুরপ্রবেশের চেষ্টা করিলে, দুইজনে বিবাদ উপস্থিত হয়। পরশুরাম ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া স্বীয় অমোঘ পরশু গণেশের প্রতি নিক্ষেপ করায় তাঁহার একটি দন্ত ছিন্ন হয় ; কিন্তু গণেশ স্বীয় মাহাত্ম্যগুণে ইহাকে ক্ষমা করেন।

অতঃপর সসাগরা মেদিনী জয় করিয়া পরশুরাম যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হন। উল্লিখিত নিহত ক্ষত্রিয়গণের রুধিরে সমন্তপঞ্চক নামক স্থানে পাঁচটি শোণিত-সরোবর নির্ম্মিত হইয়াছিল। জমদগ্নিসুত ঐ সরোবরে পিতলোকের তর্পণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা পিতৃপুরুষদিগকে পরিতৃপ্ত করেন। এই সময়ে ঋচিকচ্যবনাদি মুনিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে এবম্ভূত নৃশংস কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন। তাঁহাতে পরশুরাম দক্ষিণাস্বরূপ গুরু কশ্যপকে সমস্ত উপার্জ্জিত পৃথিবী দান করিয়া স্বয়ং তপস্যার্থ মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করেন। বহুকাল পরে, অযোধ্যাপতি দশরথের পুত্র রামচন্দ্র বিবাহান্তে মিথিলা হইতে প্রতিগমন সময়ে, পরশুরাম হরধনুর্ভঙ্গবার্ত্তা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে স্বীয় বৈষ্ণবধনুকে জ্যারোপণ করিতে বলেন। রামচন্দ্র হাস্য করিতে করিতে অবলীলাক্রমে সেই শরাসনে শরযোজনা করিয়া ভার্গবের দর্প চূর্ণ ও তদীয় তপোজিত স্বর্গাদিলোক রোধ করেন। এইরূপে হতমান ও হৃতদর্প হইয়া পরশুরাম দ্রুতপদে মহেন্দ্র পর্ব্বতে প্রতিপ্রস্থান করেন।

মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ পরশুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যার শেষ শিক্ষা লাভ করেন। কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা তনয়া অম্বা দেবব্রত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া ইঁহার শরণাপন্ন হইলে, ইনি অম্বাকে লইয়া ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু অটলপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম গুরুবাক্যেও অম্বাগ্রহণে অস্বীকৃত হইলে, গুরুশিষ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ত্রয়োবিংশতি দিবস যুদ্ধের পর ক্ষত্রিয়ান্তক ভার্গব শিষ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। বীরবর কর্ণ আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া অস্ত্রশিক্ষার্থ ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে, ইনি তাঁহাকে ব্রহ্মাস্ত্রাদি নানারূপ অস্ত্র-কৌশল শিক্ষা দেন। একদা ইনি প্রিয় শিষ্য কর্ণের উরুদেশে মস্তক ন্যস্ত করিয়া নিদ্রাগত হইলে, দৈবযোগে দংশকীট কর্ণের উরু ভেদ করিতে আরম্ভ করে ; তথাপি কিন্তু গুরুর নিদ্রাভঙ্গভয়ে অসাধারণ ক্লেশসহিষ্ণু সূর্য্যনন্দন তদবস্থাতেই উপবিষ্ট রহিলেন। পরে রুধিরস্পর্শে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, পরশুরাম কর্ণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া সন্দেহ করেন। তখন কর্ণ আর সত্যের অপলাপ করিতে সাহসী না হইয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে পরশুরাম তাঁহাকে অভিসম্পাত প্রদান করেন যে, মৃত্যুকালে ব্রহ্মাস্ত্রসকল তাঁহার স্মরণ থাকিবে না। এদিকে শাপগ্রস্ত দংশকীট

পরশুরাম দর্শনে শাপমুক্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

পরশ্রী—পরের সৌভাগ্য, অপরের উন্নতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পরশ্রীকাতর—পরের সৌভাগ্য দর্শনে দুঃখিত, অপরের উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

পরশ্বঃ—আগামিদিনের পরদিনে, পরশু। পর অর্থাৎ দূরবর্ত্তী যে শ্বঃ (আগামিদিন), কর্ম্মধা। ব্য।

পরশ্বধ—পরশু, কুঠার, টাঙ্গি। সং; পু।

পরস্তাৎ—পশ্চাৎ, পরে। পর+অস্তাৎ। ব্য।

পরস্পর—ইতরেতর, অন্যোন্য। পর পরের প্রতি, নিত্য; পর [সুট্]+পর। বিণ; ত্রি।

পরস্পরধ্বংসী—(পরস্পরধ্বংসিন্)। অন্যোন্যের সংঘর্ষে বিনাশশীল, যাহারা আপনা আপনির সংঘর্ষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পরস্পর—ধ্বন্স +ণিন্ ক। বিণ; পু।

পরস্পরবিরোধী—অন্যোন্য বিবাদবিশিষ্ট, পরস্পরে বিবাদযুক্ত। বিণ; ত্রি।

পরস্মৈপদ—ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত পরোদ্দেশ্যক বিভক্তি। পর শব্দের চতুর্থীর একবচনে পরস্মৈ; পরস্মৈ+পদ। সং; ক্লী।

পরস্ব—পরধন, পরের সম্পত্তি। পরের স্ব (ধন). ৬তৎ। সং, ক্লী।

পরস্বাপহরণ—পরধনহরণ, অন্যের সম্পত্তি ছলে বলে গ্রহণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পরস্বাপহারী—(পরস্বাপহারিন্)। অন্যের বিত্তাপহারী, অপরের সম্পত্তি হরণকারী। পরস্বের অপহারী, ৬তৎ। বিণ; পু।

পরহত্যা—অপরকে বিনাশ করা। ৬তৎ। স্ত্রী।

পরহিত—অন্যের উপকার। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পরহিতব্রত—১। পরোপকারী, পরের উপকার সাধনই যাহার মূলমন্ত্র। পরহিত হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অপরের উপকার রূপ পুণ্যকার্য্য। পরহিত রূপ ব্রত, রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

পরা—প্রাধান্য; আভিমুখ্য; প্রাতিকূল্য; ধর্ষণ; অত্যন্ত; বিক্রম; অনাদর; ভঙ্গ; বধ; প্রত্যাবৃত্তি। পৃ (পূরণ করা)+আ ক। ব্য।

পরাক—দ্বাদশদিন উপবাসরূপ ব্রত। [পরাক ব্রতে অসমর্থ হইলে তদনুকল্প পঞ্চধেনু বা তন্মূল্য ১৫ কাহন কড়ি দান করিতে হয়]। পর শব্দ (শ্রেষ্ঠ)—অক (গমন করা)+অল্ ণ। সং; পু।

পরাকাষ্ঠা—চরমসীমা, শেষ সীমা, যতদূর হইতে পারে তত দূর। পরা (অত্যন্ত) যে কাষ্ঠা (সীমা), কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পরাকৃত—ঘৃণিত; অকৃত; ত্যক্ত। পরা—কৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পরাক্—পরাঙ্মুখ, বিমুখ। পরা—অন্চ (গমন করা)+ক্বিপ্ ক=পরাচ্, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি।

পরাক্রম—বিক্রম; শক্তি; পুরুষকার। পরা—ক্রম (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে পরাক্রান্ত, পরাক্রমশালী।

পরাক্রান্ত—বিক্রান্ত, বিক্রমশালী; শক্তিসম্পন্ন। পরা—ক্রম (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পরাক্রম।

পরাগ—১। পুষ্পরেণু; ধূলি; স্নানীয় গন্ধচূর্ণ; পর্ব্বতবিশেষ; চন্দন। পরা—গম (গমন করা)+ড ক। ২। প্রশংসা, খ্যাতি; উপরাগ। পরা—গম+ড ভা। সং; পু।

পরাগকেশর—পুষ্পের মধ্যস্থলস্থিত স্থূল কেশর ভিন্ন অবশিষ্ট সূত্রাকার কেশরসমূহ; উহাদের শিরোদেশে ধূলিবৎ এক প্রকার সূক্ষ্ম চূর্ণ থাকে বলিয়া উহাদের নাম পরাগকেশর। সং; পু ও ক্লী।

পরাগকোষ—পুষ্পের মধ্যস্থলে কোষের আকার বিশিষ্ট যে পদার্থের মধ্যে পরাগ থাকে। সং; পু।

পরাগত—১। ব্যাপ্ত; যুক্ত; বিকসিত। পরা—গম (গমন করা)+ক্ত ক। ২। প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাগত। পরা—আ—গম+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

পরাঙ্—বিমুখ, পরাঙ্মুখ। পর শব্দ—অন্চ (গমন করা)+বিচ্ ক=পরাঞ্চ্, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি।

পরাঙ্মুখ—বিমুখ; বিরুদ্ধ, প্রতিকূল; নিবৃত্ত। পরাক্ বা পরাঙ্ হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

পরাচিত—১। সম্যক্ ব্যাপ্ত। পর (সম্যক্) যে আচিত (ব্যাপ্ত), কর্ম্মধা। ২। পরপালিত, পরপুষ্ট। পর (অন্য) কর্ত্তৃক আচিত (পুষ্ট), ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

পরাচীন—পরাঙ্মুখ, বিমুখ; প্রাচীন। পরাক্ দেখ; পরাচ্ শব্দ+ঈন। বিণ; ত্রি।

পরাজয়—পরাভব, হারিয়া যাওয়া; অসহন। পরা—জি (জয় করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে পরাজিত।

পরাজিত—বিজিত, পরাভূত। পরা-জি (জয় করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পরাজয়।

পরাৎপর—১। পর হইতে পর, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। অলুক্ ৫তৎ। পর (শ্রেষ্ঠ) শব্দের পঞ্চমীর ১বচনে পরাৎ। বিণ; ত্রি। ২। পরমেশ্বর। সং; পু।

পরাধি—পরপীড়া। পরের আধি (পীড়া), ৬তৎ। সং; পু।

পরাধীন—অন্যের অধীন, পরবশ, পরতন্ত্র। পরের অধীন, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

পরাধীনতা—পরতন্ত্রতা, পরের বশে থাকা। পরাধীন দেখ; পরাধীন+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

পরান্তক—সংহারকারী, শিব। পরের (সংসারের) অন্তক (নাশক), ৬তৎ। সং; পু।

পরান্ন—১। পরকীয় অন্ন, অন্যের অন্ন। ৬তৎ। ২। অপরের পক্ক অন্ন। [গুরু, মাতুল, শ্বশুর, পিতা. ও পুত্রের অন্ন স্মৃতিশাস্ত্রমতে পরান্ন নহে]। পর কর্ত্তৃক পক্ক যে অন্ন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ৩। পরপিণ্ডভোজী। বিণ; ত্রি।

পরান্নপালিত—পরকীয় অন্নে লালিত, পরের ভাতে প্রতিপালিত। পরান্ন দেখ; তদ্দ্বারা পালিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [ক্লী।

পরান্নভোজন—পরকীয় অন্ন ভক্ষণ। ৬তৎ। সং;

পরান্নভোজী—(পরান্নভোজিন্)। পরকীয় অন্নভক্ষক; অপরের পক্ক অন্ন ভোজনকারী। পরান্ন দেখ; পরান্ন শব্দ—ভুজ (ভোজন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পরান্নভোজিনী।

পরাভব—তিরস্কার; পরাজয়; অতিক্রম। পরা—ভূ (হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে পরাভূত।

পরাভবস্বীকার—পরাজয় মানিয়া লওয়া। ৬তৎ। সং; পু।

পরাভূত—পরাজিত, পরাস্ত; তিরস্কৃত। পরা—ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পরাভব।

পরামর্শ—যুক্তি; বিবেচনা; মন্ত্রণা; স্পর্শ; ব্যাপ্তিবিশিষ্টের পক্ষবৃত্তিত্ব জ্ঞান। পরা—মৃশ (বিবেচনা করা)+অল্ ভা। সং; পু।

পরামর্ষ—সহন; ক্ষমা। পরা—মৃষ (ক্ষমা করা) +অল্ ভা। সং; পু।

পরায়ণ—১। শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। পর যে অয়ন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অত্যাসক্ত; তৎপর। পর (প্রধান, একমাত্র) হইয়াছে অয়ন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [ত্রি।

পরায়ত্ত—পরাধীন; পরহস্তগত। ৬তৎ। বিণ;

পরারি—পূর্ব্বতর বৎসরে। ব্য।

পরার্থ—১। অন্যের প্রয়োজন; পরের ধন। পরের অর্থ, ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। ভিন্ন উদ্দেশ্যবিশিষ্ট। পর (ভিন্ন) হইয়াছে অর্থ (অভিপ্রায়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

পরার্দ্ধ—অত্যধিক সংখ্যাবিশেষ, ১০০০০০০০০০০০০০০০০০; শেষার্দ্ধ। পর যে অর্দ্ধ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পরার্দ্ধ্য—১। উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ। পরার্দ্ধ+য্য যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। ২। স্বর্লোক। সং; পু। ৩। পরার্দ্ধ। পরার্দ্ধ+য্য স্বার্থে। সং; ক্লী।

পরাবর্ত্ত—পরিবর্ত্ত, বদল; প্রত্যাবৃত্তি। পরা—বৃত (থাকা)+অল্ ভা। সং; পু।

পরাবহ—উপরি বর্ত্তমান সপ্তবায়ুর অন্তর্গত বায়ু-বিশেষ। পরা—বহ (বহা)+অন্ ক। সং ; পু। [ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

পরাবৃত্ত—প্রত্যাবৃত্ত। পরা—বৃত (থাকা)+

পরাবৃত্তি—প্রত্যাবৃত্তি ; পরিবর্ত্ত। পরা—বৃত (থাকা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

পরাশর—কলিধর্ম্মপ্রয়োজক জনৈক ঋষি, ব্যাসদেবের পিতা। বশিষ্ঠতনয় শক্তির ঔরসে তৎপত্নী অদৃশ্যন্তীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সুকঠোর তপস্যা দ্বারা ইনি সিদ্ধিলাভ করেন। ইনি পুলস্ত্যের নিকট বিষ্ণুপুরাণ শ্রবণ করিয়া পরে তাহা মৈত্রেয় মুনির নিকট বর্ণন করেন। পিতৃহন্তা রাক্ষসদিগের বধের নিমিত্ত ইনি রাক্ষসযজ্ঞ সম্পন্ন করিলে বহুসংখ্যক রাক্ষস বিনাশপ্রাপ্ত হয়। পরে পুলস্ত্যের অনুরোধে ইনি সে যজ্ঞ রহিত করেন। ইহাঁর বরে সত্যবতীর (মৎস্যগন্ধার) গাত্রের মৎস্যগন্ধ দূরীভূত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে পদ্মগন্ধের সঞ্চার হয়। এই সত্যবতীর গর্ভে ইহাঁর খ্যাতনামা পুত্র ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করেন। পরাশর-প্রণীত সংহিতা অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে কলিকালের ব্যবহারোপযোগী বিধিসমূহ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। রাজতরঙ্গিণী-প্রোক্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় নির্ণয়মতে ইনি খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। বিলফোর্ড সাহেবের মতে ইনি খ্রীঃ পূঃ ১৩৯১ অব্দে, এবং বুকানন সাহেবের মতে খ্রীঃ পূঃ ১৩০০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। পরা—শৄ+অন্ ক। সং ; পু।

পরাশরী—চতুর্থাশ্রমী, ভিক্ষু। পরাশর+ইন্ অস্ত্যর্থে=পরাশরিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

পরাশ্রয়া—১। পরপালিতা, অন্যের আশ্রিতা। পর হইয়াছে আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। বৃক্ষের উপরে উৎপন্ন লতা, পরগাছা। সং ; স্ত্রী।

পরাশ্রিত—অন্যের আশ্রিত, পরপালিত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পরাশ্রিতা।

পরাসন—হত্যা, বধ। পরা—অস (ক্ষেপণ করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পরাসু—প্রাণহীন, মৃত। পরা—অস (থাকা) +উ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে পরাসুতা।

পরাসুতা—মৃত্যু। পরাসু দেখ ; পরাসু শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

পরাস্কন্দী—তস্কর, চৌর ; দস্যু। পর (অন্য অর্থাৎ অন্যের ধন)—আ—স্কন্দ (শোষণ করা)+ণিন্ ক=পরাস্কন্দিন্, ১মার ১বচন। সং, পু।

পরাস্ত—পরাজিত। পরা—অস (ক্ষেপণ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

পরাহ—পরদিন। পর যে অহন্ (দিন), কর্ম্মধা।

পরাহত—আহত ; ব্যাহত ; পরাভূত ; তিরস্কৃত। পরা—আ—হন (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পরাহ্ণ—অপরাহ্ণ, বিকাল বেলা। অহনের (দিনের) পর (শেষভাগ), ৬তৎ। সং ; পু।

পরি—সর্ব্বতোভাব ; শেষ ; ইত্থম্ভাব ; বর্জ্জন ; ব্যাধি ; বীপ্সা ; আখ্যান ; ভাগ ; দোষাখ্যান ; আলিঙ্গন ; চিহ্ন ; ব্যাপ্তি ; নিরাস ; পূজা ; শোক। পৄ (পূরণ করা, পালন করা, ইত্যাদি)+ইন্ ক। ব্য।

পরিকর—১। সহচর ; সহকারী ; পরিবার। পরি—কৃ (করা)+অন্ ক। ২। পর্য্যঙ্ক, শয্যা। পরি—কৃ+অল্ অধি। ৩। আরম্ভ ; নিষ্পত্তি। পরি—কৃ+অল্ ভা। ৪। বিবেক ; হস্ত্যশ্বাদি উপকরণ। পরি—কৃ+অল্ ণ। ৫। সমূহ ; কটিবন্ধ ; (নাট্যে) মুখসন্ধির অঙ্গবিশেষ ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ। পরি—কৃ+অল্ র্ম্ম। পু।

পরিকর্ত্তা—অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কনিষ্ঠের বিবাহপ্রার্থী। সং ; পু।

পরিকর্ম্ম—সংস্করণ, প্রসাধন, সাজান। পরি (ভূষণ)—কৃ (করা)+মন্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

পরিকর্ম্মা—পরিচারক, ভৃত্য। প্রাদি। পরি—কৃ (করা)+মন্ ক=পরিকর্ম্মন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

পরিকর্ম্মিণী—প্রসাধিকা ; পরিচারিকা। পরিকর্ম্ম দেখ ; পরিকর্ম্ম শব্দ+ইন্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে পরিকর্ম্মী।

পরিকর্ম্মী—প্রসাধক ; পরিচারক। পরিকর্ম্ম দেখ ; পরিকর্ম্ম শব্দ+ইন্=পরিকর্ম্মিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পরিকর্ম্মিণী।

পরিকল্পন—মনন, চিন্তন ; রচনা। পরি—কৢপ (কল্পনা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পরিকল্পিত—সজ্জিত ; অনুষ্ঠিত ; নির্দ্দিষ্ট। পরি—ণিজন্ত কৢপ (কল্পনা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পরিকীর্ণ—বিস্তৃত ; ব্যাপ্ত ; সমর্পিত। পরি—কৄ (বিকীরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পরিকীর্ত্তিত—কথিত ; গীত ; উচ্চারিত। পরি—কৃত (কীর্ত্তন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পরিক্রম—গমন ; প্রদক্ষিণীকরণ ; ইতস্ততঃ পাদচার। পরি—ক্রম (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

পরিক্রয়—বিক্রীত বস্তুর পুনঃক্রয়। পরি—ক্রী (ক্রয় করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

পরিক্রিয়া—সংস্করণ, পরিখাদি দ্বারা বেষ্টন। পরি—কৃ (করা)+শ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পরিক্লিষ্ট—অতিক্লিষ্ট, সাতিশয় ক্লেশপ্রাপ্ত ; পরিক্ষত ; উত্ত্যক্ত। পরি—ক্লিশ (ক্লেশ পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

পরিক্ষত—ভ্রষ্ট ; নষ্ট ; সম্যক্ ক্ষত ; পরি—ক্ষণ (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পরিক্ষিত, পরীক্ষিত—চন্দ্রবংশীয় নরপতি, অর্জ্জুনের পৌত্র [পরিক্ষিৎ দেখ]। পরি—ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+ক্ত, র্ম্ম [মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রাঘাতে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া বাসুদেবকর্তৃক ইনি পুনর্জীবিত হন, এই জন্য ইহাঁর নাম পরিক্ষিত বা পরীক্ষিত রাখা হয়]। সং ; পু।

পরিক্ষিৎ, পরীক্ষিৎ—চন্দ্রবংশীয় নরপতি, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পৌত্র। পরি—ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+ক্বিপ্, ইনি কুলের ক্ষীণ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করায় বাসুদেব ইহাঁর নাম পরিক্ষিৎ রাখেন ; অথবা মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রপ্রহারে মৃত হইয়া কৃষ্ণের যোগবলে ইনি পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম প্রাপ্ত হন]। সং ; পু।

পরীক্ষিৎ সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপঃ—

অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যুর ঔরসে তৎপত্নী উত্তরার গর্ভে ইহাঁর জন্ম। কৃপাচার্য্যের নিকট ইনি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। পাণ্ডবগণ যৎকালে ইহাঁকে হস্তিনার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া মহাপ্রস্থানে যাত্রা করেন, তৎকালে ইনি অপ্রাপ্তবয়স্কতা হেতু কৃপাচার্য্য প্রমুখ বিশ্বাসী সচিবগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইনি অতি প্রজাবৎসল ভূপতি ছিলেন। ইহাঁর জনমেজয়াদি চারি পুত্র হয়। কৃপাচার্য্যকে গুরুরূপে বরণ করিয়া ইনি অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পন্ন করেন।

পরীক্ষিৎ একদিন মৃগয়ার্থ বনগমন করেন, এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে শমীক নামক এক তপোধনের আশ্রমে উপস্থিত হন। মুনিবর তৎকালে মৌনাবলম্বনে মুদিতনেত্রে তপস্যা করিতেছিলেন। রাজা পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট ভোজ্যপানীয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু মৌনাবলম্বী ঋষি উত্তর না করায়, ইনি আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া ক্রোধে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া মুনিবরের গলদেশে এক মৃত সর্প লম্বিত করিয়া প্রস্থান করেন। শমীকের পুত্র শৃঙ্গী আশ্রমে আসিয়া পিতার দুর্দ্দশা দেখিয়া ক্রোধে অভিসম্পাত করেন যে, এই ঘৃণিতকার্য্যকারী—যেই হউক, সে এক সপ্তাহমধ্যে তক্ষকদষ্ট হইয়া কালসদনে গমন করিবে।

পরীক্ষিৎ এই শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া

মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, এবং শুকদেব গোস্বামীর নিকট মুক্তিসাধন হরিকথা শ্রবণে সময়ক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সপ্তম দিবসের শেষভাগ পর্য্যন্তও মুনিবাক্য সফল হইল না দেখিয়া সদস্যগণ-সহ তদ্বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি সুখাদ্য ফল ইঁহার নিকট আনীত হইল। ইনি ফলটি ভক্ষণার্থ ছেদন করিলে, তন্মধ্য হইতে সূক্ষ্মদেহধারী তক্ষক নির্গত হইয়া রাজাকে দংশন করিল। দেখিতে দেখিতে পরীক্ষিৎ কালগ্রাসে পতিত হইয়া অব্যর্থ ঋষিবাক্যের সাফল্য প্রদর্শন করিলেন। পরীক্ষিৎ কলিযুগের প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত ছিলেন।

পরিক্ষিপ্ত—প্রক্ষিপ্ত; বেষ্টিত। পরি—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিক্ষেপ।

পরিক্ষীণ—ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত। পরি—ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

পরিক্ষেপ—প্রক্ষেপ; বেষ্টন। পরি—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে পরিক্ষিপ্ত।

পরিখা—চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত খাত, গড়খাই। পরি—খন (খনন করা)+ড র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পরিখেদ—দুঃখ; ক্লেশ; শ্রম। পরি—খিদ (খিন্ন হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

পরিগণিত—যাহা গণনা করা হইয়াছে এরূপ, সংখ্যাত; বিবেচিত। পরি—গণ (গণনা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পরিগত—১। লব্ধ, প্রাপ্ত; বেষ্টিত; জ্ঞাত। পরি—গম (গমন করা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। ২। গত। পরি—গম+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

পরিগমিত—চালিত; অতিবাহিত। পরি—ণিজন্ত গম বা গমি (গমন করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পরিগূঢ়—অতিশয় গোপনীয়। পরি—গুহ (গোপন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পরিগৃহীত—যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ; উপাত্ত; স্বীকৃত। পরি—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিগ্রহ, পরিগ্রাহ।

পরিগ্রহ, পরিগ্রাহ—১। গ্রহণ; স্বীকার। পরি—গ্রহ (গ্রহণ করা)+অল্, ঘঞ্ ভা। ২। পত্নী; পরিজন; শাপ; মূল; সৈন্যপশ্চাদ্-ভাগ। পরি—গ্রহ+অল্, ঘঞ্ র্ম্ম। স; পু।

পরিঘ—১। লৌহাগ্র মুদ্গর; শূল; হুড়কা; জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ। পরি—হন+(বধ করা)+অল্ ণ। ২। আঘাত। পরি—হন+অল্ ভা। ৩। তোরণ, কটক; দ্বার; জলপাত্র, শিশি। পরি—হন+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

পরিঘট্টিত—সম্যক্ ঘর্ষিত, সাতিশয় ঘর্ষণ প্রাপ্ত। পরি—ঘট্ট (ঘর্ষণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পরিঘাত—লৌহমুদ্গর; অর্গল; হুড়কা। পরি—হন (বধ করা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

পরিঘাতন—১। আঘাত। পরি—ণিজন্ত হন বা ঘাতি (বধ করান)+অনট্ ভা। ২। লৌহমুদ্গর; অর্গল। পরি—ণিজন্ত হন+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

পরিচয়—প্রণয়; সংস্তব, জানাশুনা; অভ্যাস। পরি—চি (একত্র করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে পরিচিত।

পরিচর—পরিচারক, সেবক; অনুচর। পরি—চর (গমন করা)+অল্ ক। সং; পু।

পরিচর্য্যা—পূজা; সেবা। পরি—চর (গমন)+ক্যপ্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পরিচায্য—১। যজ্ঞীয় অগ্নি। পরি—চি (একত্র করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। নিপাতনে। ২। যজ্ঞাগ্নি-কুণ্ড। পরি—চি+ঘ্যণ্ র্ম্ম, নিপাতনে। সং।

পরিচারক—সেবক, দাস, ভৃত্য। পরি—চর (গমন করা)+ণক ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পরিচারিকা।

পরিচারণ—পরিচর্য্যা, সেবা। পরি—ণিজন্ত চর+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিচারিকা—সেবিকা, দাসী। পরিচারক দেখ; পরিচারক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পরিচিত—জ্ঞাত, যাহার সহিত জানাশুনা আছে এরূপ; অভ্যস্ত। পরি—চি (একত্র করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিচয়।

পরিচিন্তন—সম্যগ্‌রূপে চিন্তা করা। পরি—চিন্তি+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে পরিচিন্তিত।

পরিচিন্তিত—সম্যগ্‌রূপে চিন্তিত, উত্তমরূপে বিবেচিত। পরি—চিন্তি+ক্ত র্ম্ম। বিণ।

পরিচ্ছদ—পরিজন; অনুচর; বেশ, পোষাক; হস্ত্যশ্বাদি উপকরণ। পরি—ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা)+ঘ ণ। সং; পু।

পরিচ্ছন্ন—আচ্ছন্ন; সজ্জিত; ভূষিত; পরিষ্কৃত। পরি—ছদ (আচ্ছাদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিচ্ছদ।

পরিচ্ছিত্তি—ব্যবধান; অবধারণ। পরি—ছিদ (ছেদন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

পরিচ্ছিন্ন—বিভক্ত; ইয়ত্তারূপে পরিমিত; নির্ণীত। পরি—ছিদ (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিচ্ছেদ।

পরিচ্ছেদ—১। নির্ণয়; ইয়ত্তারূপে অবধারণ। পরি—ছিদ (ছেদন করা)+অল্ ভা। ২। অংশ; গ্রন্থাদির ভাগ। পরি—ছিদ+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

পরিচ্ছেদ্য—বিভাজ্য; ইয়ত্তারূপে নির্ণেয়। পরি—ছিদ (ছেদন)+ঘ্যণ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পরিজন—পরিবার, পোষ্যবর্গ; পরিচারক। পরি (সর্ব্বতোভাবে) জন (লোক, আপনার লোক), নিত্য; বা, পরি—জন (জন্মা)+অন্ ক। সং; পু।

পরিজ্ঞান—সম্পূর্ণ জ্ঞান, সর্ব্বতোভাবে জানা। পরি—জ্ঞা (জানা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিণত—অবস্থান্তরপ্রাপ্ত; পক্ব; নত; নদী-তীরাদিতে বক্রভাবে দন্তাদি প্রহারকারী (গজাদি)। পরি—নম (নত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিণতি।

পরিণতাবস্থা—পক্ব অবস্থা, পরিপাক দশা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পরিণতি—পরিপাক; অবস্থান্তরপ্রাপ্তি; অবনতি; শেষ; বার্দ্ধক্য। পরি—নম (নত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে পরিণত।

পরিণদ্ধ—পরিহিত; বদ্ধ; প্রবৃদ্ধ; পরিরব্ধ। পরি—নহ (বন্ধন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ।

পরিণয়, পরিণয়ন—বিবাহ। পরি—নী (লইয়া যাওয়া)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথা-ক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে পরিণীত।

পরিণয়কার্য্য—উদ্বাহরূপ কর্ম্ম, বিবাহ। পরিণয়ই কার্য্য, কর্ম্মধা, অথবা পরিণয় রূপ যে কার্য্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পরিণয়বন্ধন—বিবাহরূপ বাঁধন। রূপক। সং; ক্লী।

পরিণয়সূত্র—বিবাহরূপ সূতা। রূপক। সং; ক্লী।

পরিণাম—অবস্থান্তরপ্রাপ্তি; বার্দ্ধক্য; পরিপাক; শেষ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ। পরি—নম (নত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে পরিণত।

পরিণামদর্শিতা—পরিণামদর্শী দেখ। পরিণাম-দর্শিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

পরিণামদর্শী—শেষফল লক্ষ্যকারী, উত্তরকাল বিবেচনা করিয়া কার্য্যকারী। পরিণাম শব্দ—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক, পরিণাম-দর্শিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। বিশেষ্যে পরিণামদর্শিতা। স্ত্রীলিঙ্গে পরিণামদর্শিনী।

পরিণায়ক—সেনাধ্যক্ষ; স্বামী। পরি—নী (লইয়া যাওয়া)+ণক ক। সং; পু।

পরিণাহ, পরীণাহ—বিস্তার; বিশালতা। পরি—নহ (বন্ধন করা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু। বিশেষণে পরিণাহী।

পরিণাহী—বিস্তৃত, বিশাল; বিপুল। পরিণাহ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে—পরিণাহিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

পরিণীত—ঊঢ়, বিবাহিত। পরি—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিণয়। স্ত্রীলিঙ্গে পরিণীতা।

পরিণীতা—ঊঢ়া, বিবাহিতা। পরিণীত দেখ ; পরিণীত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পরিণেতা—বিবাহকারী, ভর্ত্তা। পরি—নী (লইয়া যাওয়া)+তৃন্ ক=পরিণেতৃ, ১মার ১বচন। সং ; পু।

পরিতঃ—সর্ব্বতোভাবে ; চারিদিকে। পরি+তস্ ব্য।

পরিতপ্ত—পরিতাপযুক্ত ; দুঃখিত। পরি—তপ (তাপ দেওয়া, ক্লেশ দেওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিতাপ।

পরিতাপ, পরীতাপ—১। দুঃখ ; শোক। পরি—তপ (ক্লেশ দেওয়া)+ঘঞ্ ণ। ২। উষ্ণতা, উত্তাপ। পরি—তপ (তাপ দেওয়া)+ঘঞ্ ভা। ৩। নরকবিশেষ। পরি—তপ+ঘঞ্ অধি। সং ; পু। বিশেষণে পরিতপ্ত।

পরিতুষ্ট—তৃপ্ত ; সন্তুষ্ট। পরি—তুষ (তুষ্ট হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিতোষ। স্ত্রীলিঙ্গে পরিতুষ্টা।

পরিতোষ—তৃপ্তি ; সন্তোষ ; আনন্দ। পরি—তুষ (তুষ্ট হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

পরিতোষজনক—তৃপ্তিকর, সন্তোষদায়ক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

পরিতোষপ্রাপ্তি—তৃপ্তিলাভ, সন্তোষলাভ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পরিত্যক্ত—সম্যক্ বর্জ্জিত, যাহা বা যাহাকে ত্যাগ করা হইয়াছে এরূপ। পরি—ত্যজ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিত্যজন, পরিত্যাগ। স্ত্রীলিঙ্গে পরিত্যক্তা।

পরিত্যজন—ত্যাগ, বর্জ্জন। পরি—ত্যজ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পরিত্যজ্য—ত্যাগার্হ, বর্জ্জনীয়, ত্যাগযোগ্য। পরি—ত্যজ+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পরিত্যাগ—ত্যাগ, বর্জ্জন ; বিসর্জ্জন। পরি—ত্যজ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে পরিত্যক্ত।

'পরিত্যাজ্য—ত্যাগ করিবার-যোগ্য, বর্জ্জনীয়। পরি—ত্যজ (ত্যাগ করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পরিত্যাজ্যা।

পরিত্রাণ—উদ্ধার ; রক্ষা ; নিস্তার। পরি—ত্রৈ (রক্ষা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পরিত্রাণপথ—উদ্ধারের পথ, রক্ষার উপায়। ৬তৎ। সং ; পু।

পরিত্রাতা—রক্ষাকর্ত্তা, উদ্ধারকর্ত্তা। পরি—ত্রৈ (রক্ষা করা)+তৃন্ ক=পরিত্রাতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

পরিত্রাহি—পরিত্রাণ কর, রক্ষা কর। পরি—ত্রৈ (ত্রাণ)+লোট্ হি। সংস্কৃত পদ। ব্য।

পরিদান—প্রতিদান ; বিনিময়। পরি—দা (দেওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পরিদেবন, পরিদেবিত—অনুতাপ ; বিলাপ, খেদোক্তি। পরি—দিব (পীড়া দেওয়া, ইত্যাদি)+অনট্, ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

পরিদেবনা—অনুতাপ ; বিলাপ, খেদোক্তি। পরি—দিব (পীড়া দেওয়া, ইত্যাদি)+অন ভা. স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পরিদেবিনী—বিলপনশীলা ; অনুতপ্তা। পরিদেবী দেখ ; পরিদেবিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পরিদেবী—বিলপনশীল, অনুতপ্ত। পরি—দিব (পীড়া দেওয়া, ইত্যাদি)+ণিন্ ক=পরিদেবিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পরিদেবিনী।

পরিধান—১। পিধান, আচ্ছাদন ; পরা। পরি—ধা (ধারণ করা)+অনট্ ভা। ২। পরিধেয় বস্ত্র। পরি—ধা+অনট্ র্ম্ম। সং ; ক্লী। বিশেষণে পরিহিত।

পরিধায়—১। পরিচ্ছদ, পোষাক। পরি—ধা (ধারণ করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। পরিধান। পরি—ধা (ধারণ করা)+ঘঞ্ ভা। ৩। নিতম্ব। পরি—ধা (ধারণ করা)+ঘঞ্ অধি। সং ; পু।

পরিধারণ—ধরিয়া রাখা ; প্রতিবন্ধ। পরি—ণিজন্ত ধৃ বা ধারি (ধারণ করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পরিধারণা—প্রতিবন্ধ : ধরিয়া রাখা। পরি—ণিজন্ত ধৃ বা ধারি (ধারণ করান)+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পরিধি—বৃত্তের সীমাসূচক গোলাকার রেখা (Circumference), বেড় ; পরিবেষ্টন ; সূর্য্যের মণ্ডল। পরি—ধা (ধারণ করা)+কি র্ম্ম। সং ; ক্লী।

পরিধিস্থ—চতুঃপার্শ্বস্থ ; পরিচারক। পরিধি শব্দ—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

পরিনির্বপণ—দান। পরি—নির্—বপ (বপন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পরিনিষ্ঠা—পর্য্যবসান, সমাপ্তি। পরি—নি—স্থা (থাকা)+ও ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পরিন্যাস—বিন্যাস ; (নাট্যে) মুখসন্ধির অঙ্গবিশেষ। পরি—নি—অস (ক্ষেপণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

পরিপক্ব—সুপক্ব, উত্তমরূপে পাকা ; পরিণত। পরি—পচ (পাক করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিপাক।

পরিপণ—মূলধন, পুঁজি ; মূল্য। পরি—পণ (ক্রয় বিক্রয়)+অল্ ণ। সং ; পু ও ক্লী।

পরিপন্থী—প্রতিকূল ; বিরোধী ; শত্রুভাবাপন্ন। পরি—পন্থ (গমন করা)+ণিন্ ক=পরিপন্থিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

পরিপাক, পরীপাক—উত্তম পাক ; পক্বতা ; পরিণাম ; শেষাবস্থা ; নৈপুণ্য ; উৎকর্ষ। পরি—পচ (পাক করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে পরিপক্ব।

পরিপাকশক্তি—পরিপাকের সামর্থ্য, হজম করিবার ক্ষমতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পরিপাটি, পরিপাটী—অনুক্রম, পর্য্যায় ; সুশৃঙ্খলা। পরি—ণিজন্ত পট বা পাটি (গমন করান)+ইন্ ভা। সং ; স্ত্রী।

পরিপালন—প্রতিপালন, রক্ষণ। পরি—পাল+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পরিপালিত—রক্ষিত, প্রতিপালিত। পরি—পাল (পালন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পরিপুষ্ট—প্রতিপালিত ; বর্দ্ধিত। পরি—পুষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পরিপূত—পবিত্র, শুদ্ধ। পরি—পূ (শোধন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পরিপূর্ণ—সম্পূর্ণ ; ব্যাপ্ত। পরি—পূর (পূরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিপূর্ণতা।

পরিপূর্ণতা—সম্পূর্ণতা, ব্যাপ্তি। পরিপূর্ণ+তা [ভাবে। সং ; স্ত্রী।

পরিপোষণ—পরিপালন, রক্ষণ। পরি—পুষ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে পরিপুষ্ট।

পরিপ্লব—১। অস্থির, চঞ্চল ; কম্পমান ; আকুল। পরি—প্লু (লাফাইয়া চলা, ইত্যাদি)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। প্লাবন ; উপদ্রব, উৎপাত। পরি—প্লু (ডুবা)+অল্ ভা। সং ; পু।

পরিপ্লবন—পরিপ্লব ; প্লাবন। পরি—প্লু+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পরিপ্লবনোন্মুখ—প্লাবনোদ্যত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

পরিপ্লুত—চঞ্চল ; কম্পমান ; মগ্ন। পরি—প্লু (লাফাইয়া চলা, ইত্যাদি)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিপ্লুতি।

পরিপ্লুতি—অতি-আসক্তি ; চাঞ্চল্য ; ব্যাপ্তি। পরি—প্লু (লাফাইয়া চলা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে পরিপ্লুত।

পরিবর্হ—পরিচ্ছদ, পোষাক ; রাজযোগ্য পরিচ্ছদ ; গৃহদ্রব্যাদি, আসবাব। পরি—বর্হ (বিস্তার করা, ইত্যাদি)+অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

পরিভব, পরীভব, পরিভাব, পরীভাব—পরাভব, পরাজয় ; তিরস্কার ; অবজ্ঞা ; দর্শন। পরি—ভূ (হওয়া)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে পরিভূত।

পরিভাবী—পরিভবকারী ; অতিক্রমী ; অবজ্ঞাকারী ; তিরস্কর্ত্তা ; দ্রষ্টা। পরি—ভূ (হওয়া)+ণিন্ ক=পরিভাবিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

পরিভাষণ—কথোপকথন, আলাপ ; নিন্দাবাক্য ; নিন্দাপূর্ব্বক তিরস্কার। পরি—ভাষ (বলা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পরিভাষা—(গ্রন্থাদির) সংক্ষেপার্থে সঙ্কেত-

বিশেষ, সংজ্ঞাবিশেষ। পরি—ভাষ (বলা) + অ র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পরিভুক্ত—উপভুক্ত, যাহা ভোগ করা হইয়াছে এরূপ। পরি—ভুজ (ভোগ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পরিভূত—অভিভূত; তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত; অবজ্ঞাত; অনাদৃত। পরি—ভূ (হওয়া) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিভব, পরিভাব।

পরিভোগ—উপভোগ, সম্ভোগ; সম্ভোগচিহ্ন; ভোগদখল। পরি—ভুজ (ভোগ করা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পরিভ্রম, পরিভ্রমণ—সমন্তাৎ বিচরণ, চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ; ভ্রম। পরি—ভ্রম (চলা, ভুল করা) + অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

পরিভ্রষ্ট—অধঃপতিত; চ্যুত; নষ্ট। পরি—ভ্রনশ (অধঃপতিত হওয়া) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

পরিমণ্ডল—বর্ত্তুলাকার, গোল। বিণ; ত্রি।

পরিমণ্ডিত—সম্যক্‌ভূষিত, উত্তমরূপে সজ্জিত। পরি—মন্ড + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পরিমর্দ—দ্বেষ, ঈর্ষ্যা। পরি—মৃষ + অল্ ভা। সং; পু।

পরিমল—(কুসুমচন্দনাদির) মর্দ্দনজনিত সুগন্ধ; মনোহর গন্ধ; সজ্জনসমবায়; সম্ভোগ। পরি—মল (ধারণ করা) + অল্ র্ম্ম। সং; পু।

পরিমলবাহী—(পরিমলবাহিন্)। সুগন্ধ বহনকারী। পরিমল শব্দ—বহ + ণিন্ ক। বিণ; পু।

পরিমাণ—১। সংখ্যাকরণ, গণন; হস্তাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ; মাপ; ওজন। পরি—মা পরিমাণকরা) + অনট্ ভা। ২। দৈর্ঘ্যাদি। পরি—মা + অনট্ র্ম্ম। সং; ক্লী। বিশেষণে পরিমিত। [বিণ; ত্রি।

পরিমাণাধিক—পরিমাণের অতিরিক্ত। ৬তৎ।

পরিমাপ—পরিমাণ; হস্তাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ, মাপা। সং; পু।

পরিমিত—যথাযোগ্য পরিমাণযুক্ত; পরিচ্ছিন্ন। পরি—মা (পরিমাণ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিমাণ।

পরিমৃষ্ট—মার্জ্জিত; মৃষ্ট, মর্দ্দিত; আশ্লিষ্ট; আলিঙ্গিত। পরি—মৃষ + ক্ত র্ম্ম। বিণ।

পরিমেয়—পরিমাণযোগ্য; পরিমিত। পরি—মা (পরিমাণ করা) + য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পরিমোক্ষ—মোচন, মুক্তি; ভঙ্গ। পরি—মোক্ষ (ক্ষেপণ করা) + অল্ ভা। সং; পু।

পরিমোষী—অপহারক, চোর। পরি—মুষ (অপহরণ করা) + ণিন্ ক—পরিমোষিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

পরিমোহিনী—মুগ্ধকরী। পরিমোহী দেখ; পরিমোহিন্ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পরিমোহী—মুগ্ধকর, মনোহর। পরি—মুহ (মুগ্ধ করা) + ণিন্ ক—পরিমোহিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পরিমোহিনী।

পরিম্লান—সম্যক্ ম্লান, অত্যন্ত মলিন; বিশুষ্ক। পরি—ম্লৈ (ম্লান হওয়া) + ক্ত ক। বিণ।

পরিরক্ষণ—অপেক্ষা; রক্ষা। পরি—রক্ষ (রক্ষা করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে পরিরক্ষিত।

পরিরক্ষিত—সম্যক্ রক্ষিত। পরি—রক্ষ (রক্ষা করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিরক্ষণ।

পরিরম্ভ, পরীরম্ভ—আশ্লেষ, আলিঙ্গন; রমণ। পরি—রম্ভ + (বেগে চলা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পরিরম্ভণ—আশ্লেষ, আলিঙ্গন; রমণ। পরি—রম্ভ (বেগে চলা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিরিপ্সু—আলিঙ্গনেচ্ছু; রমণাভিলাষী। পরি—সনন্ত রম্ভ (বেগে চলিতে ইচ্ছা করা) + উ ক। বিণ; ত্রি।

পরিবৎসর—সংবৎসর; বৎসর বিশেষ, বৃহস্পতির দ্বাদশ রাশি ভোগ্য কাল [বৎসর দেখ]। সং; পু।

পরিবপন, পরীবপন—মুণ্ডন; বপন, বোনা। পরি—বপ (মুণ্ডন করা, বপন করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিবর্জ্জন—পরিত্যাগ; বধ। পরি—বৃজ + (ত্যাগ করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিবর্ত্ত, পরীবর্ত্ত—পরিবর্ত্তন দেখ। পরি—বৃত (থাকা) + অল্ ভা। সং; পু।

পরিবর্ত্তন—বিনিময়, বদল; অবস্থান্তরপ্রাপ্তি; লুণ্ঠন; নিবৃত্তি; পাশ ফেরা; যুগান্ত। পরি—বৃত (বিদ্যমান থাকা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে পরিবর্ত্তিত।

পরিবর্ত্তনশীল—পরিবর্ত্তন স্বভাববিশিষ্ট, যাহা কেবল রূপান্তরিত হইতেছে। পরিবর্ত্তন হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্ত্তনশীলা।

পরিবর্ত্তমান—যাহা পরিবর্ত্তিত হইতেছে এরূপ। পরি—বৃত + শান ক। বিণ; ত্রি।

পরিবর্ত্তিত—একের স্থলে অন্য স্থাপিত; রূপান্তরিত, অবস্থান্তর প্রাপ্ত; কৃতবিনিময়, যাহা বদল করা হইয়াছে এরূপ। পরি—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি (থাকান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিবর্ত্ত, পরিবর্ত্তন।

পরিবর্দ্ধক—প্রবৃদ্ধিকারক; পালনকারী। পরি—বৃধ (বৃদ্ধি করা) + ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্দ্ধিকা।

পরিবসথ—গ্রাম। পরি—বস (বাস করা) + অথ সংজ্ঞার্থে। সং; পু।

পরিবহ—সপ্তবায়ুর অন্তর্গত বায়ুবিশেষ [বায়ু দেখ।] পরি—বহ + অন্ ক। সং; পু।

পরিবাদ, পরীবাদ—অপবাদ, নিন্দা; বীণার অঙ্গবিশেষ। পরি—বদ (বলা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পরিবাদিনী—১। অপবাদিনী, নিন্দাকারিণী। পরিবাদী দেখ; পরিবাদিন্ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সপ্ততন্ত্রীযুক্ত বীণা। সং; স্ত্রী।

পরিবাদী—অপবাদকারী, নিন্দক। পরি—বদ (বলা) + ণিন্ ক—পরিবাদিন্, ১মার ১ব ন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পরিবাদিনী।

পরিবাপ, পরীবাপ—মুণ্ডন; বপন, বোনা। পরি—বপ (মুণ্ডন করা, বপন করা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পরিবাপিত—মুণ্ডিত; রোপিত। পরি—ণিজন্ত বপ বা বাপি (মুণ্ডন করান, বপন করান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পরিবার, পরীবার—পরিজন; পোষ্যবর্গ; পরিচ্ছদ; খড়্গাদির কোষ। পরি—বৃ (বরণ করা, ঘেরা) + ঘঞ্ ণ। সং; পু। [মনুষ্য ভিন্ন বুঝাইলে "পরীবার"]।

পরিবাহ, পরীবাহ—১। জলপ্রবাহ, জলোচ্ছ্বাস, জলপ্লাবন। পরি—বহ (বহা) + ঘঞ্ ভা। ২। রাজোপহারযোগ্য বস্তু। পরি—বহ + ঘঞ্ র্ম্ম। ৩। জলনির্গমপ্রণালী। পরি—বহ + ঘঞ্ ণ। সং; পু।

পরিবিন্না, পরিবিন্না—বিবাহিত কনিষ্ঠার অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা ভগিনী। পরি—বিদ (লাভ করা) + ক্ত র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পরিবিত্তি, পরিবিন্ন, পরিবিন্ন—বিবাহিত কনিষ্ঠের অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পরি—বিদ (লাভ করা) + তিক, পক্ষান্তরে ক্ত র্ম্ম। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পরিবিন্না, পরিবিন্না।

পরিবীত, পরিবৃত—বেষ্টিত; আবৃত, আচ্ছাদিত। পরি—বী (গমন করা) বা বৃ (ঘেরা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

পরিবৃঢ়—সমর্থ; প্রভু। পরি—বৃহ + ক্ত ক।

পরিবৃতি—বেষ্টন; আবরণ, আচ্ছাদন। পরি—বৃ (ঘেরা) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে পরিবৃত।

পরিবৃত্তি—পরিবর্ত্ত, বিনিময়, বদল; অর্থালঙ্কারবিশেষ। পরি—বৃত (থাকা) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

পরিবেত্তা—অবিবাহিত জ্যেষ্ঠের বিবাহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পরি—বিদ (লাভ করা) + তৃন্ ক—পরিবেত্তৃ, ১মার ১বচন। সং; পু।

পরিবেদন—অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কনিষ্ঠের বিবাহ। পরি—বিদ (লাভ করা) + অনট্ ভা। সং; পু।

পরিবেদনা—বুদ্ধি; বিবেচনা; সম্যক্ ব্যথা। পরি–বিদ (জানা, ইত্যাদি)+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পরিবেদিনী—পরিবেত্তার স্ত্রী, জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে বিবাহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্যা। পরি–বিদ (লাভ করা)+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পরিবেশ, পরিবেষ—পরিধি; সূর্য্যমণ্ডল; চন্দ্রমণ্ডল। পরিবেশ=পরি–বিশ (প্রবেশ করা)+অল্ অধি। পরিবেষ=পরি–বিষ (ব্যাপা)+অন্ ক। সং; পু।

পরিবেষণ—ভক্ষ্যবস্তুর বিভাগসহকারে অর্পণ। পরি–বিষ (বিয়োগ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিবেষ্টন—সম্যক বেষ্টন; প্রদক্ষিণ। পরি–বেষ্ট (বেষ্টন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে পরিবেষ্টিত।

পরিবেষ্টিত—চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত, চারিদিকে ঘেরা; কৃতপ্রদক্ষিণ। পরি–বেষ্ট (বেষ্টন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পরিব্রজ্যা—প্রব্রজ্যাশ্রম, সন্ন্যাসধর্ম্ম। পরি–ব্রজ (ভ্রমণ করা)+ক্যপ্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পরিব্রাজ, পরিব্রাজক—চতুর্থাশ্রমী, ভিক্ষু। পরি–ব্রজ (ভ্রমণ করা)+অন্, ণক ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যথাক্রমে পরিব্রাজা, পরিব্রাজিকা। [দেখ। সং; স্ত্রী।

পরিব্রাজা, পরিব্রাজিকা—ভিক্ষুকী। পরিব্রাজ

পরিশিষ্ট—১। অবশিষ্ট, শেষভাগ। পরি–শিষ (শেষ হওয়া বা থাকা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। গ্রন্থাদির সমাপ্তির পর তাহাতে যে অবশিষ্ট অংশ যোজনা করা যায় (Appendix)। সং; ক্লী।

পরিশীলন—অনুশীলন; অবগাহন; আলিঙ্গন। পরি–শীল (অভ্যাস করা, ইত্যাদি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিশুদ্ধ—পরিষ্কৃত; সংশুদ্ধ, বিশুদ্ধ; নিশ্চিত। পরি–শুধ (শোধন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিশুদ্ধতা।

পরিশুষ্ক—অত্যন্ত শুষ্ক, নীরস। পরি–শুষ (শোষণ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

পরিশেষ—১। অবশেষ, অবসান; উপসংহার। পরি–শিষ (শেষ হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু। ২। পরিশিষ্ট, অবশিষ্ট। পরি–শিষ+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

পরিশোধ—ঋণাপনয়ন; শোধ দেওয়া। পরি–শুধ (শোধন করা)+অল্ ভা। সং; পু।

পরিশ্রম—শ্রম, মেহনত; শ্রান্তি; আয়াস। পরি–শ্রম (শ্রম করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে পরিশ্রান্ত, পরিশ্রমী।

পরিশ্রমসহিষ্ণু—শ্রমসহকারী, শ্রমে অকাতর। পরিশ্রম–সহ (সহ্য করা)+ইষ্ণু ক। বিণ; ত্রি।

পরিশ্রমী—পরিশ্রমপরায়ণ, শ্রমশীল। পরিশ্রম শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=পরিশ্রমিন্, ১মার ১বচন; অথবা, পরি–শ্রম (শ্রম করা)+ইন্ ক=পরিশ্রমিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

পরিশ্রয়—সভা। পরি–শ্রি (আশ্রয় করা, গমন করা)+অল্ অধি। সং; পু।

পরিশ্লেষ—আশ্লেষ, আলিঙ্গন। পরি–শ্লিষ (আলিঙ্গন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পরিষদ্, পর্ষদ্—সভা, সংসদ। পরি সদ (গমন করা)+ক্বিপ্ অধি। সং; স্ত্রী।

পরিষদ্বল, পর্ষদ্বল—সভাসদ, সভা। পরিষদ্ বা পর্ষদ্ শব্দ (সভা)+বল। বিণ; ত্রি।

পরিষ্কণ্ণ, পরিস্কন্ন—১। পরিপুষ্ট; পালিত। পরি–স্কন্দ (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। কোকিল। সং; পু।

পরিষ্কার—শোধন; নির্ম্মলীকরণ; সজ্জিতকরণ; শোভা। পরি–কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে পরিষ্কৃত।

পরিষ্কৃত—নির্ম্মলীকৃত; শোধিত; নির্ম্মল; শোভিত; ভূষিত। পরি–কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিষ্কার।

পরিষ্বঙ্গ—আশ্লেষ, আলিঙ্গন। পরি–স্বনজ (আলিঙ্গন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পরিসংখ্যা—গণনা; সংখ্যা; তাদৃশান্ত প্রতিষেধ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। পরি–সম্–খ্যা (বলা)+ঙ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পরিসর—পর্য্যন্তভূমি; নদনদী নগর পর্ব্বতাদির সমীপস্থ ভূখণ্ড; প্রদেশ; বিস্তার; মৃত্যু। পরি–সৃ (গমন করা)+অল্ অধি। সং; পু।

পরিসরণ—পরাজয়; মৃত্যু। পরি–সৃ (গমন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পরিসর্প—সর্ব্বতোগমন, সর্ব্বত্র ভ্রমণ। পরি–সৃপ (সঞ্চরণ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

পরিসর্য্যা—সর্ব্বতোগমন। পরি–সৃ (গমন করা)+য ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পরিসীমা—অবধি, পর্য্যন্ত। পরি (শেষ) যে সীমা, কর্ম্মধা বা নিত্য। সং; স্ত্রী।

পরিস্পন্দ—১। স্পন্দন; পত্রাবলীরচনা, তিলকাদি বিন্যাস। পরি–স্পন্দ (ঈষৎ কম্পিত হওয়া)+অল্ ভা। ২। পরিজন। পরি–স্পন্দ+অন্ ক। সং; পু।

পরিস্ফুরৎ—বিচলৎ; বিকাশশীল। পরি–স্ফুর (স্ফূর্ত্তি পাওয়া)+শতৃ ক। বিণ; ত্রি।

পরিস্রুত—ক্ষরিত, চোয়ান (Distilled)। পরি–স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পরিস্রুতা।

পরিস্রুতা—১। ক্ষরিতা। পরিস্রুত দেখ; পরিস্রুত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মদিরা। সং; স্ত্রী।

পরিহানি—হানি, ক্ষতি; ক্ষীণতা। পরি–হা (ত্যাগ করা, ইত্যাদি)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে পরিহীন।

পরিহার, পরীহার—ত্যাগ; এড়ান; দোষাপনয়; উপেক্ষা; অনাদর। পরি–হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পরিহার্য্য—পরিহার করিবার যোগ্য, ত্যাজ্য। পরি–হৃ (হরণ করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অপরিহার্য্য।

পরিহাস, পরীহাস—কেলি, কৌতুক, তামাসা। পরি–হস (হাস্য করা)+ঘঞ্ ভা। পু।

পরিহিত—যাহা পরিধান করা হইয়াছে এরূপ; আচ্ছাদিত; আমুক্ত। পরি–ধা (ধারণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিধান।

পরিহীন—পরিত্যক্ত; ক্ষয়প্রাপ্ত, ক্ষীণ; বঞ্চিত। পরি–হা (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পরিহানি।

পরীক্ষক—পরীক্ষাকারক, দোষগুণের বিচারক (Examiner)। পরি–ঈক্ষ (দেখা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

পরীক্ষণ—পরীক্ষা। পরি–ঈক্ষ (দেখা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে পরীক্ষিত।

পরীক্ষণীয়—পরীক্ষা করিবার যোগ্য। পরি–ঈক্ষ (দেখা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পরীক্ষা—দোষগুণের বিচার। পরি–ঈক্ষ (দেখা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে পরীক্ষিত।

পরীক্ষাগার—পরীক্ষাগৃহ, যেখানে পরীক্ষা গৃহীত হয়। ৬তৎ। সং; পু।

পরীক্ষাধীন—বিবেচনাধীন, বিচার্য্য, যাহার এখনও পরীক্ষা লওয়া হয় নাই। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

পরীক্ষাশালা—পরীক্ষাগার দেখ। ৬তঃ।

পরীক্ষিত—১। যাহার পরীক্ষা করা হইয়াছে এরূপ। পরি–ঈক্ষ (দেখা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। পরিক্ষিত রাজা [পরিক্ষিৎ দেখ]। সং; পু।

পরীক্ষিৎ—পরিক্ষিৎ দেখ।

পরীক্ষোত্তীর্ণ—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, একজামিনে পাশ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পরীক্ষোত্তীর্ণা।

পরীণাহ—বিস্তার; বিশালতা। পরি–নহ (বিস্তৃত করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পরীত—১। পরিবৃত, পরিবেষ্টিত। পরি–ই (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। বিগত; যুক্ত। পরি–ই+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

পরীতৎ—চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত। পরি–তন (বিস্তৃত হওয়া)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

পরীবার—পরিবার দেখ।

পরীষ্টি—অন্বেষণ, অনুসন্ধান, গবেষণা। পরি—ইষ (ইচ্ছা করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

পরুৎ—পূর্ব্ববর্ষে। ব্য।

পরুত্ন—গতবর্ষীয়, অতীত বর্ষে যাহা হইয়া গিয়াছে এরূপ। পরুৎ শব্দ+ত্ন। বিণ; ত্রি।

পরুষ—১। কার্কশ্য, কাঠিন্য। পৃ (পূর্ণ করা) +উষন্ ক। সং; ক্লী। ২। কর্কশ; কঠিন; নিষ্ঠুর; উদ্ধত; নানাবর্ণ। বিণ; ত্রি।

পরুষকণ্ঠ—কর্কশ কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট, যে রূঢ় কথা বলে, রুক্ষভাষী। পরুষ হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

পরুষকণ্ঠে—কর্কশস্বরে, রূঢ় কণ্ঠস্বরে। পরুষ হইয়াছে কণ্ঠ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

পরেত—১। মৃত। পরা—ই (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। ভূতযোনিবিশেষ; প্রেত। সং; পু।

পরেতর—আত্মীয়। পর (অন্য) হইতে ইতর (ভিন্ন), ৫তৎ, অর্থাৎ পর নয়। বিণ; ত্রি।

পরেতরাট্—প্রেতপতি, যম। পরেত শব্দ (প্রেত) —রাজ (দীপ্তি পাওয়া)+কিপ্ ক= পরেতরাজ্, ১মার ১বচন। সং; পু।

পরেন্তবি—পরদিনে। নিপাতনে। ব্য।

পরেদ্যুঃ—পরদিনে। পর শব্দ+এদ্যুস্। ব্য।

পরেশপাথর—স্পর্শপ্রস্তর, স্পর্শমণি। কথিত আছে যে, এই প্রস্তর স্পর্শে লৌহ স্বর্ণ হইয়া যায়। অপভ্রষ্ট শব্দ।

পরেষ্টুকা—বহুপ্রসবিত্রী গাভী। পর—ইষ (ইচ্ছা করা)+তু ক, তদুত্তরে কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পরৈধিত—১। পরপালিত, অন্যপুষ্ট। পর (অন্য) কর্ত্তৃক এধিত (বর্দ্ধিত, পুষ্ট), ৩তৎ। বিণ; ত্রি। ২। কোকিল। সং; পু।

পরোক্ষ—অপ্রত্যক্ষ, অসাক্ষাৎ। অক্ষির (চক্ষুর) পরঃ (দূর), অব্যয়ী। বিণ; ত্রি। অথবা ব্য। ক্লী।

পরোপকার—পরের মঙ্গলসাধন, অন্যের হিতকরণ। পরের উপকার, ৬তৎ। সং; পু। বিশেষণে পরোপকারক, পরোপকারী।

পরোপকারক, পরোপকারী—অন্যের হিতসাধক। পরের উপকারক বা উপকারী, ৬তৎ। বিণ; যথাক্রমে ত্রি ও পু।

পরোপকারী—পরোপকারক দেখ।

পরোপজীবী—(পরোপজীবিন্)। পরের সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহকারী, পরপ্রত্যাশী, পরের গলগ্রহ। পর শব্দ—উপ—জীব+ণিন্ ক। বিণ; পু।

পরোপজীব্য—পরোপজীবী। পর হইয়াছে উপজীব্য (জীবিকা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

পরোরজ—রজোগুণের অতীত। ৬তৎ। বিণ।

পরোষ্ণী—তৈলপায়িকা, আরসুলা। সং; স্ত্রী।

পর্কটী—পাকুড় গাছ। পৃচ+অটিন্ ক=পর্কটিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

পর্জ্জন্য—১। জলদ, মেঘ; ইন্দ্র। পৃষ (সেচন করা) অন্য ক। সং; পু। ২। গোপরাজ নন্দের পিতা। ইঁহার পত্নীর নাম বরীয়সা। ইঁহার নন্দ, উপনন্দ, সনন্দ প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মে।

পর্ণ—১। পত্র, পাতা; তাম্বুল, পান; পক্ষ। পর্ণ (হরিদ্বর্ণ হওয়া)+অন্ ক। সং: ক্লী। ২। পলাশ বৃক্ষ। সং; পু।

পর্ণকুটী—পাতার কুঁড়ে। পর্ণ নির্ম্মিতা যে কুটী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পর্ণকুটীর—পাতার কুঁড়ে। পর্ণ নির্ম্মিত কুটীর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

পর্ণকুটীরবাসী—যে পাতার কুঁড়েয় বাস করে, অতি দরিদ্র। পর্ণকুটীর শব্দ—বস+ণিন্ ক=পর্ণকুটীরবাসিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পর্ণকুটীরবাসিনী।

পর্ণখণ্ড—পুষ্পহীন বৃক্ষ। সং; পু।

পর্ণনর—পর্ণ নির্ম্মিত মনুষ্যাকৃতি [মৃতের শবদেহ পাওয়া না গেলে তাহার আত্মীয়স্বজন পত্র-দ্বারা তাহার এক প্রতিকৃতি নির্ম্মাণপূর্ব্বক দাহ করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে]। পর্ণ নির্ম্মিত যে নর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। পু।

পর্ণলতা—তাম্বুলীলতা, পানগাছ। সং; স্ত্রী।

পর্ণশয্যা—পত্রাদি দ্বারা রচিত [illegible]শয্যা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পর্ণশালা—পত্রনির্ম্মিত গৃহ, পাতার কুঁড়ে। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পর্ণাশন—১। পত্রভোজী। পর্ণ (পত্র) হইয়াছে অশন (ভোজ্য) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। মেঘ। সং; পু। ৩। পত্রভোজন। পর্ণকে অশন, ২তৎ, বা পর্ণের অশন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

পর্ণাস—তুলসীবৃক্ষ। সং; পু।

পর্ণাসি—জলমধ্যস্থ গৃহ; পদ্ম। সং; পু।

পর্ণোটজ—পর্ণশালা, পাতার কুঁড়ে। পর্ণ নির্ম্মিত যে উটজ (কুঁড়ে ঘর), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পর্দ্দন—অপানবায়ুত্যাগ, বায়ুনিঃসারণ, বাতকর্ম্ম করা। পর্দ্দ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পর্পট—মিষ্টান্নবিশেষ; ক্ষেতপাপড়া গাছ। পর্প+অট। সং; পু।

পর্য্যঙ্ক—খট্বা, খাট; উপবেশনবিশেষ। পরি—অন্ক (গমন করা)+অল্ অধি। সং; পু।

পর্য্যঙ্কবন্ধ—বস্ত্রাদি দ্বারা পৃষ্ঠ ও জানুদ্বয়বন্ধন; বীরাসন। সং; পু।

পর্য্যটক—ভ্রমণকারী। পরি—অট (ভ্রমণ করা) +ণক ক। বিণ; ত্রি।

পর্য্যটন—ইতস্ততঃ ভ্রমণ, পরিভ্রমণ। পরি—অট (গমন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পর্য্যটনশীল—ভ্রমণশীল, যে কেবল ভ্রমণ করিতে ভালবাসে। বহু। বিণ; ত্রি।

পর্য্যন্ত—সীমা, অবধি; অবসান; পার্শ্ব; প্রান্ত; সমীপ। পরি (সর্ব্বতোভাবে, ইত্যাদি) অন্ত (শেষ), নিত্য। সং; পু।

পর্য্যবসান—সমাপ্তি; পরিণতি। পরি—অব—সো (নাশ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে পর্য্যবসিত।

পর্য্যবসিত—সমাপ্ত; পরিণত। পরি—অব—সো (নাশ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পর্য্যবসান।

পর্য্যবস্থা, পর্য্যবস্থান—বিরোধ, অবরোধ। পরি—অব—স্থা (থাকা)+ঙ, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

পর্য্যবস্থাতা—প্রতিকূল, বিরোধী; ব্যাঘাতক; শত্রুতাচারী। পরি—অব—স্থা (থাকা)+তৃন্ ক=পর্য্যবস্থাতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

পর্য্যবেক্ষণ—নিরীক্ষণ, অভিনিবেশ সহকারে দর্শন; তত্ত্বাবধান। পরি—অব—ঈক্ষ (দেখা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পর্য্যবেক্ষণিকা—মানমন্দির, গ্রহনক্ষত্রাদি পরিদর্শন করিবার আলয় (Observatory)। পর্য্যবেক্ষণ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী

পর্য্যবেক্ষিত—দৃষ্ট, নিরীক্ষিত। পরি—অব—ঈক্ষ (দেখা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ: ত্রি। বিশেষ্যে পর্য্যবেক্ষণ।

পর্য্যস্ত—১। বিক্ষিপ্ত; দূরীকৃত; পতিত; হত প্রসারিত; উদ্বর্ত্তিত। পরি—অস (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। পতিত। পরি—অস+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পর্য্যাস।

পর্য্যস্তিকা—খট্বা; শয্যা; কেদারা, চেয়ার। পরি—অস (থাকা)+ক্তি অধি, তদুত্তরে কণ্ ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং: স্ত্রী।

পর্য্যাকুল—ব্যাকুল, কাতর; ব্যতিব্যস্ত। পরি (সর্ব্বতোভাবে) আকুল, কর্ম্মধা বা নিত্য। বিণ; ত্রি।

পর্য্যাণ—পশুর পৃষ্ঠাসন, পল্যয়ন, পালান, জিন (Saddle)। পরি—যা (গমন করা)+অনট্ ণ, নিপাতনে। সং; ক্লী।

পর্য্যাপ্ত—যথেষ্ট; প্রচুর; পরিমিত; সম্পন্ন; সমর্থ। পরি—আপ (পাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। প্রাচুর্য্য; শক্তি, সামর্থ্য। পরি—আপ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

পর্য্যাপ্তি—পরিত্রাণ; প্রকাশ; প্রাপ্তি; স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ; প্রাচুর্য্য; পরিমিততা; পরিচ্ছেদ; নিবারণ। পরি—আপ (পাওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে পর্য্যাপ্ত।

পর্য্যায়—ক্রম; তাৎপর্য্য; আনুপূর্ব্ব; অবসর; দ্রব্যধর্ম্ম; অনুক্রম, পালা; প্রাচুর্য্য; প্রকার; সুযোগ; সমানার্থবোধক শব্দ

অর্থালঙ্কারবিশেষ। পরি—আ—ই বা অয় (গমন করা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পর্য্যায়ক্রমে—আনুপূর্ব্বানুসারে, পালাক্রমে, পরের পর। পর্য্যায়ের ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

পর্য্যায়সম—ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

পর্য্যায়োক্ত—১। ক্রমানুসারে কথিত। পর্য্যায় দ্বারা উক্ত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। ২। অর্থালঙ্কারবিশেষ। সং; ক্লী।

পর্য্যালোচন—সম্যক্ অনুশীলন। পরি—আ—লোচ (দেখা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে পর্য্যালোচিত।

পর্য্যালোচনা—সম্যক্ অনুশীলন; পর্য্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান। পরি—আ—লোচ (দেখা) + অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে পর্য্যালোচিত।

পর্য্যালোচিত—সম্যক্ অনুশীলিত; পর্য্যবেক্ষিত। পরি—আ—লোচ (দেখা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পর্য্যালোচন, পর্য্যালোচনা।

পর্য্যাস—বিস্তার; বিনাশ; পরিবর্ত্তন; পতন; হনন। পরি—অস (গমন করা, ইত্যাদি) + ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে পর্য্যস্ত।

পর্য্যাসিত—পরিণত; পরাবর্ত্তিত; বিস্তারিত। পরি—ণিজন্ত অস (ক্ষেপণ করা, ইত্যাদি) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পর্য্যুৎসুক—উৎকণ্ঠিত; অনুরক্ত, আসক্ত। পরি (সর্ব্বতোভাবে, সম্যক্) উৎসুক, কর্ম্মধা বা নিত্য। বিণ; ত্রি।

পর্য্যুদঞ্চন—ঋণ, ধার। পরি—উৎ—অনচ (গমন করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পর্য্যুদস্ত—পরাভূত; নিবারিত, নিষিদ্ধ। পরি—উৎ—অস (হওয়া, ইত্যাদি) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পর্য্যুদাস।

পর্য্যুদাস—পরাভব; নিবারণ, নিষেধ। পরি—উৎ—অস (হওয়া, ইত্যাদি) + ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পর্য্যুষিত—ব্যুষ্ট; পূর্ব্বদিবসীয়, বাসি। পরি—উষ (বধ করা, দাহ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। [অন্ন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পর্য্যুষিতান্ন—বাসি ভাত, পান্তা। পর্য্যুষিত যে

পর্য্যেষণা—গবেষণা; অন্বেষণ, অনুসন্ধান। পরি—ইষ (ইচ্ছা করা) + অনট্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পর্ব্ব—প্রস্তাব; গ্রন্থি; পাব্; সন্ধি; ভঙ্গী; লক্ষণান্তর; গ্রন্থবিচ্ছেদ, অধ্যায়; উৎসব; লক্ষণবিশেষ; চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, ও সংক্রান্তি [পর্ব্বদিনে স্ত্রীসম্ভোগ, তৈলমর্দ্দন এবং মাংসভোজন নিষিদ্ধ]; বিষুব। পৃ (পূরণ করা, পালন করা) + বনিপ্ ক—পর্ব্বন্, ১মার ১বচন। সং; ক্লী।

পর্ব্বগুপ্ত—কাশ্মীররাজ উন্মত্তবন্তীর মন্ত্রী। ইহার প্ররোচনায় রাজা পিতৃহত্যা করেন। উন্মত্তবন্তীর মৃত্যুর পর শূরবর্ম্মা, তৎপরে যশস্কর রাজা হন। পরে পর্ব্বগুপ্ত শিশু সংগ্রাম দেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, এবং কৌশলে প্রজাগণের প্রিয় হইয়া ও শিশু রাজাকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং রাজা হন (৯৪৮ খ্রীঃ)। রাজ্যলাভের এক বৎসর পরেই ইহার মৃত্যু হয়, এবং ইহার পুত্র ক্ষেমগুপ্ত কাশ্মীরের রাজা হন।

পর্ব্বত—ভূপৃষ্ঠস্থ অত্যুচ্চ প্রস্তরময় স্থান, গিরি, পাহাড়, অচল, শৈল; মৎস্যবিশেষ; দেবর্ষিবিশেষ, ইনি নারদের ভাগিনেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। পর্ব্ব দেখ, পর্ব্বন্ শব্দ + ত অস্ত্যর্থে; অথবা, পর্ব্বন্ শব্দ—তন (বিস্তার করা) + ড ক। সং; পু।

পর্ব্বতকাক—দ্রোণকাক। সং; পু।

পর্ব্বতকায়—১। পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ দেহবিশিষ্ট। পর্ব্বতবৎ কায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। পর্ব্বত দেহ। ৬তৎ। সং; পু।

পর্ব্বতচারী—(পর্ব্বতচারিন্)। পর্ব্বতে বিচরণকারী। পর্ব্বত শব্দ—চর + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পর্ব্বতচারিণী।

পর্ব্বতজা—১। পর্ব্বত হইতে জাতা। পর্ব্বত শব্দ—জন (জন্মা) + ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নদী; পার্ব্বতী, দুর্গা। সং।

পর্ব্বতপ্রমাণ—পর্ব্বততুল্য, পাহাড়ের মত। বহু। বিণ; ত্রি।

পর্ব্বতরাজ—হিমালয়গিরি। সং; পু।

পর্ব্বতবাসিনী—আকাশমাংসী; গায়ত্রী। অন্যান্য অর্থ পর্ব্বতবাসী পদে দেখ।

পর্ব্বতবাসী—পর্ব্বতে বাসকারী, পাহাড়িয়া (লোক)। পর্ব্বতে বাস করে যে, উপ; পর্ব্বত শব্দ—বস (বাস করা) + ণিন্ ক—পর্ব্বতবাসিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পর্ব্বতবাসিনী।

পর্ব্বতবিদারণ—পাহাড় বিদীর্ণ করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পর্ব্বতবিদারী—(পর্ব্বতবিদারিন্)। পর্ব্বতবিদীর্ণকারী। পর্ব্বত শব্দ—বি—দৃ + ণিন্ ক। বিণ; পু।

পর্ব্বতশিখর—পর্ব্বতশৃঙ্গ, পাহাড়ের অগ্রভাগ। ৬তৎ। সং; পু।

পর্ব্বতশৃঙ্গ—পর্ব্বতের চূড়া। ৬তৎ। সং; পু।

পর্ব্বতাকার, পর্ব্বতাকৃতি—পর্ব্বতের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, অতি বৃহৎ। পর্ব্বতের ন্যায় আকার বা আকৃতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

পর্ব্বতাধারা—ধরিত্রী, পৃথিবী। পর্ব্বত হইয়াছে আধার (আশ্রয়) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী। [(শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

পর্ব্বতারি—গোত্রভিৎ, ইন্দ্র। পর্ব্বতের অরি

পর্ব্বতীয়—পর্ব্বতভব; পর্ব্বতসম্বন্ধীয়, পার্ব্বত্য; পর্ব্বতবাসী, পাহাড়িয়া। পর্ব্বত শব্দ + ঈয় ভবাদ্যর্থে। বিণ; ত্রি।

পর্ব্বতোপরি—পাহাড়ের উপর। ৬তৎ। ব্য।

পর্ব্বধি—চন্দ্র। পর্ব্ব শব্দ—ধা (ধারণ করা) + কি ক। সং; পু।

পর্ব্বন্— র্ব্ব দেখ।

পর্ব্বযোনি—ইক্ষুপ্রভৃতি। [৬তৎ। সং; পু।

পর্ব্বসন্ধি—প্রতিপদ্ ও পঞ্চদশীর মধ্যকাল।

পর্ব্বাহ—পর্ব্বদিবস, উৎসব দিন। ৬তৎ। পু।

পর্শু—পরশু, কুঠার, টাঙ্গি। স্পৃশ (স্পর্শ করা) + শুন্ ক, নিপাতনে। সং; পু।

পর্শুকা, পর্শু—পার্শ্বাস্থি, পাঁজরা। পর্শু শব্দ—কৈ (দীপ্তি পাওয়া) + ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্; দ্বিতীয় পক্ষে, পৃ (পূরণ করা) + শুন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে উপ্। সং; স্ত্রী।

পর্শুরাম—পরশুরাম দেখ। সং; পু।

পর্ষদ্—সভা। পৃষ + অদ্ অধি। সং; স্ত্রী।

পল—১। তোলকচতুষ্টয়, চারিতোলা; মাংস; আমিষ। পল (রক্ষা করা, গমন করা) + অল্ ণ। ২। চলন; প্রতারণ। পল + অল্ ভা। সং; ক্লী। ৩। পল খড়; সূক্ষ্ম কালবিভাগ বিশেষ, ২৪ সেকেণ্ড। পল + অন্ ক। সং; পু। [শব্দ।

পলক—নিমেষ, চক্ষুর পাতা ফেলা। দেশজ

পলকরহিত—নিমেষশূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

পলকহীন—নিমেষশূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

পলক্ষার—রক্ত। পল—ক্ষর (ক্ষরিত হওয়া) + ঘঞ্ ক। সং; পু।

পলঙ্কষা—মক্ষিকা; রাস্না; লাক্ষা, গালা; কিংশুক। পল শব্দ—কষ + ক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পলল—১। পঙ্ক; মাংস; তিলচূর্ণ; তিলকুটা। পল (গমন করা, রক্ষা করা) + কল ক। সং; ক্লী। ২। রাক্ষস। পল শব্দ (মাংস) —লা (গ্রহণ করা) + ড ক। সং; পু।

পলাগ্নি—পিত্ত। সং; পু।

পলাণ্ডু—মূলবিশেষ, পেঁয়াজ। পল (রক্ষা করা) + অণ্ডু ক। সং; পু।

পলাদ—১। মাংসাশী। পল শব্দ (মাংস) —অদ (ভোজন করা) + অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। রাক্ষস। সং; পু।

পলান্ন—মাংসাদিযুক্ত সিদ্ধ অন্ন, পোলাও। পল (মাংস) মিশ্রিত যে অন্ন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পলায়ন—ভয়াদিহেতু স্থানান্তর গমন; পালান। পরা—অয় (গমন করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে পলায়মান, পলায়িত।

পলায়নপর—পলায়নোদ্যত, পলাইতে ব্যস্ত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

পলায়নোদ্যত—পলায়ন করিতে উৎসুক। ৭তৎ।

পলায়মান—পলায়ন করিতেছে এরূপ। পরা—

অয় (গমন করা) + শান ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রীলিঙ্গে পলায়মানা ।

পলায়িত—পলায়নবিশিষ্ট ; ভয়াদিহেতু প্রস্থিত । পরা—অয় (গমন করা) + ক্ত ক । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে পলায়মান ।

পলাল—'ল খড় । পল (রক্ষা করা) + কালন্ ক । সং ; পু ও ক্লী ।

পলাব—বড়িশ, ছিপ্ । পল শব্দ (আমিষ, মৎস্য) — অব (প্রাপ্ত হওয়া, গ্রহণ করা) + অন্ ক । সং ; পু ।

পলাশ—১ । পত্র, পাতা । পল শব্দ — অশ (ব্যাপা) + অন্ ক । সং ; ক্লী । ২ । কিংশুক বৃক্ষ । ৩ । ক্রব্যাদ, রাক্ষস । পল শব্দ (মাংস) — অশ (ভক্ষণ করা) + অন্ ক । সং ; পু ।

পলাশিনী—রাক্ষসী । পল শব্দ (মাংস) — অশ (ভক্ষণ করা) + ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ । সং ; স্ত্রী । স্ত্রীলিঙ্গে পলাশী ।

পলাশী—১ । বৃক্ষ । পলাশ শব্দ (পত্র) + ইন্ অস্ত্যর্থে = পলাশিন্, ১মার ১বচন । ২ । রাক্ষস । পল শব্দ (মাংস) — অশ (ভক্ষণ করা) + ণিন্ ক = পলাশিন্, ১মার ১বচন । সং ; পু । স্ত্রীলিঙ্গে পলাশিনী ।

৩ । মুর্শিদাবাদ হইতে ১৫ ক্রোশ দূরে ভাগীরথীর তটে অবস্থিত স্থানবিশেষ । ভারত-ইতিহাসে এই স্থান অতি প্রসিদ্ধ । ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ্ সাহেব বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে এই স্থানে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ভারতে ইংরেজ-সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করেন । অধুনা ইহা নদীয়া জেলার অন্তর্গত ।

পলিক্লী—শুক্লকেশা বৃদ্ধা নারী ; বৃদ্ধা ; বাল-গর্ভিণী । পলিত শব্দ (বৃদ্ধ) + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ । সং ; স্ত্রী ।

পলিঘ—প্রাচীর ; পুরদ্বার ; কলস । পরি — হন (হনন করা) + অল্ র্ম । সং ; পু ।

পলিত—১ । বার্দ্ধক্যহেতু কেশাদির শুক্লতা ; কর্দ্দম ; তাপ । পল (গমন করা, ইত্যাদি) + ক্ত ণ । সং ; ক্লী । ২ । বৃদ্ধ । পল + ক্ত ক । বিণ ; ত্রি ।

পলিতকেশা—বার্দ্ধক্য হেতু শুভ্রকেশবিশিষ্টা । পলিত হইয়াছে কেশ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু । বিণ ; স্ত্রী ।

পল্য—অতিশয় তেজস্বী । পল (রক্ষা করা, ইত্যাদি) + য র্ম । বিণ ; ত্রি ।

পল্যঙ্ক—পর্য্যঙ্ক, খট্বা, পালঙ্ক ; মঞ্চ ; বৃষী ; পর্য্যস্তিকা । পরি — অন্ক (গমন করা) + অল্ অধি । সং ; পু ।

পল্যয়ন—অশ্বাদি পশুর পৃষ্ঠাসন, ঘোড়ার পালান, জিন (Saddle) । পরি — অয় (গমন করা) + অনট্ ণ । সং ; ক্লী ।

পল্ল—শস্যরক্ষাস্থান, পালুই, গোলা, মরাই ; ডোল । পল্ল (গমন করা) + অল্ অধি । পু ।

পল্লব—১ । নবপল্লবযুক্ত শাখাগ্র পর্ব্ব ; নূতন পত্র ; ক্ষুদ্র শাখা, ছোট ডাল ; আলতা ; বল ; শৃঙ্গার । পদ্ — লূ (ছেদন করা) + অল্ র্ম । ২ । বিস্তার । পদ্ শব্দ — লূ + অল্ ভা । সং ; পু ও ক্লী । ৩ । বিড়্গ, লম্পট । পদ্ শব্দ — লূ + অন্ ক । সং ; পু ।

পল্লবগ্রাহিতা—নানা বিষয়ে সামান্য সামান্য জ্ঞান থাকা, কোনও বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি না থাকা ; অনেক বিষয়ে ঠোকর মারিয়া বেড়ান । পল্লবগ্রাহী দেখ ; পল্লবগ্রাহিন্ শব্দ + তা ভাবে । সং ; স্ত্রী ।

পল্লবগ্রাহী—নানা বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান-বিশিষ্ট, কোনও বিষয়েই প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি-শীল নহে, খুঁটে আপুরে । পল্লব শব্দ — গ্রহ (গ্রহণ করা) + ণিন্ ক = পল্লবগ্রাহিন্, ১মার ১বচন । বিণ ; পু । বিশেষ্যে পল্লবগ্রাহিতা ।

পল্লবরাজি—পল্লবসমূহ, নূতন পাতাসকল । ৬তৎ । সং ; স্ত্রী ।

পল্লবিক—কামুক, লম্পট । পল্লব শব্দ + ষ্কিক । বিণ ত্রি । স্ত্রীলিঙ্গে পল্লবিকা ।

পল্লবিত—সপল্লব, পল্লবযুক্ত, উদ্গত নবপত্র ; লাক্ষারক্ত ; বহুলীকৃত, বিস্তারিত । পল্লব শব্দ + ইত যুক্তার্থে । বিণ ; ত্রি ।

পল্লি, পল্লী—গ্রামখণ্ড, পাড়া ; কুটি ; টিকটিকী । পল্ল দেখ ; পল্ল শব্দ + ই । বিকল্পে ঈপ্ । সং ; স্ত্রী । [সং ; পু ।

পল্লীগ্রাম—পাড়া গাঁ । পল্লীই গ্রাম, কর্ম্মধা ।

পল্লীবাল—পল্লীস্থ বালক, পাড়াগেঁয়ে বালক । ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা । সং ; পু ।

পল্লীবাসিনী—পল্লীবাসী দেখ । পল্লীবাসিন্ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ । বিণ ; স্ত্রী ।

পল্লীবাসী—পল্লীগ্রামে বাসকারী, পাড়াগাঁয়ের বাসিন্দা । পল্লীতে বাস করে যে, উপ । পল্লীশব্দ — বস (বাস করা) + ণিন্ ক = পল্লীবাসিন্, ১মার ১বচন । বিণ ; পু । স্ত্রীলিঙ্গে পল্লীবাসিনী ।

পল্বল—ক্ষুদ্র জলাশয়, ডোবা । পল (গমন করা) + বল ক । সং ; পু ও ক্লী ।

পব—১ । ধান্যাদি নির্ব্বুষীকরণ ; ধান্যাদি শোধন, ধান সারা । পূ (শোধন করা) + অল্ ভা । ২ । বায়ু । পূ + অন্ ক । সং ; পু । ৩ । গোময় । পূ + অল্ ণ । সং ; ক্লী ।

পবন—১ । বায়ু ; বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা [ইনি উত্তর-পশ্চিম দিকের অধিপতি, মরুৎ-গণ অর্থাৎ উনপঞ্চাশৎ বায়ু ইঁহার অধীন । দেবতাদিগের মধ্যে ইনি অতি বলশালী বলিয়া বিখ্যাত । ইঁহার ঔরসে অঞ্জনার গর্ভে হনুমান্ এবং কুন্তির গর্ভে ভীম নামক পুত্রের জন্ম হয়] । পূ (পবিত্র করা) + অন ক । সং ; পু । ২ । পবিত্র । বিণ ; ত্রি । ৩ । কুম্ভকারের পোয়ান । পূ + অনট্ অধি । ৪ । ধান্যাদি শোধন, ধান সারা । পূ + অনট্ ভা । সং ; ক্লী ।

পবনগতি—বায়ুতুল্য দ্রুতগমনকারী । পবনের গতির ন্যায় গতি যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি ।

পবনগমন—পবনগতি । বহু । বিণ ; ত্রি ।

পবননন্দন—হনুমান্ ; ভীম । পবন দেখ । পবনের নন্দন (পুত্র), ৬তৎ । সং ; পু ।

পবনবিজয়—শুভাশুভসূচক শ্বাসবায়ু-জয়োপায়ক গ্রন্থবিশেষ । সং ; পু ।

পবনব্যাধি—উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণের সখা । সং ; পু ।

পবনহিল্লোল—বায়ুতরঙ্গ, বাতাসের ঢেউ । ৬তৎ । সং ; পু ।

পবনাঙ্গজ, পবনাত্মজ—বহ্নি ; হনুমান ; ভীম । পবন দেখ ; পবনের অঙ্গজ বা আত্মজ (পুত্র) ৬তৎ । সং ; পু ।

পবনাশ, পবনাশন—১ । বায়ুভুক্ । পবন শব্দ (বায়ু) — অশ (ভক্ষণ করা) + অন্, অন ক । বিণ ; ত্রি । ২ । সর্প [প্রসিদ্ধি এইরূপ, সর্পেরা বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকে] । সং ; পু ।

পবনাশনাশ—গরুড় ; ময়ুর । পবনাশ শব্দ (সর্প) — ণিজন্ত নশ (নাশ করা) + অন্ ক, অথবা পবনাশন শব্দ (সর্প) — অশ (ভক্ষণ করা) + অন্ ক । সং ; পু ।

পবনেশ্বর—কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ । সং ; পু ।

পবমান—১ । পবিত্রকারক । পূ (পবিত্র করা) + শান ক । বিণ ; ত্রি । ২ । বায়ু ; অগ্নি । সং ; পু ।

পবি—বজ্র, বাজ । পূ (শোধন করা) + ই ক । সং ; পু ।

পবিত—পবিত্র, শুদ্ধ । পূ (শুদ্ধ করা) + ক্ত র্ম । বিণ ; ত্রি ।

পবিত্র—১ । বিশুদ্ধ, পূত । পূ (শুদ্ধ করা) + ইত্র ক । বিণ ; ত্রি । ২ । কুশ ; পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধাদিতে ব্যবহার্য্য অগর্ভ সাগ্রকুশ ; অর্ঘোপকরণ ; তাম্র ; ঘৃত ; মধু ; বর্ষণ ; জল ; অর্ঘপাত্র, উপবীত, বেদমন্ত্র । পূ + ইত্র ণ । সং ; ক্লী ।

পবিত্রধান্য—যব । সং ; ক্লী ।

পবিত্রা—১ । বিশুদ্ধা, পূতা । পূ (শুদ্ধ করা) + ইত্র ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ । বিণ ; স্ত্রী । ২ । অশ্বত্থবৃক্ষ, অগর্ভ সাগ্রকুশ ; কুশ ; তুলসী । পূ + ইত্র ণ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ । সং ; স্ত্রী ।

পবিত্রারোপণ, পবিত্রারোহণ—শ্রাবণমাসের শুক্ল দ্বাদশী তিথিতে কৃষ্ণমূর্ত্তিতে যজ্ঞোপবীত দান ; তজ্জন্য উৎসব । পবিত্রের (যজ্ঞোপবীতের) আরোপণ বা আরোহণ, ৬তৎ । সং ; ক্লী ।

পবিত্রিত—শুদ্ধ ; পরিষ্কৃত, সংশোধিত । পবিত্র শব্দ + ণিচ্ = পবিত্রি নামধাতু (পবিত্র করা), তদুত্তরে ক্ত র্ম । বিণ ; ত্রি ।

পশব্য—পশুসম্বন্ধীয় ; পশুর উপযুক্ত । পশু শব্দ +ব্য যোগ্যাদ্যর্থে । বিণ ; ত্রি ।

পশু—১ । লোমলাঙ্গুলবিশিষ্ট জন্তু ; ছাগ ; মূর্খ ; দেবযোনি । দৃশ (দেখা)+কু ক, নিপাতনে । সং ; পু । ২ । দর্শন । ব্য ।

পশুক্রিয়া—মৈথুন, রমণ । সং ; স্ত্রী ।

পশুত্ব—পশুভাব ; পশুযোনি । পশু শব্দ+ত্ব ভাবে । সং ; ক্লী ।

পশুধর্ম্ম—পশুবৎ যথেষ্ট মৈথুনরূপ ধর্ম্ম । সং ; পু ।

পশুপতি—দেবেশ, শিব । ৬তৎ । [কথিত আছে যে, মহাদেব নিরন্তর পশুপালন, পশুগণের সহিত ক্রীড়া ও পশুদিগের উপর আধিপত্য করেন বলিয়া পশুপতি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন] । সং ; পু ।

পশুপাল, পশুপালক—পশুরক্ষক, রাখাল । পশুগণের পাল বা পালক (রক্ষক), ৬তৎ । সং ; পু ।

পশুপাশক—রতিবন্ধবিশেষ । সং ; পু ।

পশুরাজ—মৃগেন্দ্র, সিংহ । পশুগণের রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ । সং ; পু ।

পশুশালা—পশুগণের থাকিবার গৃহ, চিড়িয়াখানা । ৬তৎ । সং ; স্ত্রী ।

পশুহরীতকী—আম্রাতক ফল । সং ; স্ত্রী ।

পশ্চাৎ—পরে ; পশ্চিমে ; পিছে ; পিছনে ; চরম । অপর শব্দ+অস্তাৎ । ব্য ।

পশ্চাত্তাপ—অনুশোচনা, অনুতাপ । পশ্চাৎ (পরে)+তাপ (দুঃখ, খেদ) । সং ; পু ।

পশ্চাদনুসরণ—পশ্চাদ্গমন, পিছনে পিছনে যাওয়া, পাছু লওয়া । ৭তৎ । সং ; ক্লী ।

পশ্চাদপসৃত—পিছন হইতে তিরোহিত ; পরে অন্তর্হিত ; পিছন দিকে পলায়িত । ৭তৎ । বিণ ; ত্রি ।

পশ্চাদ্গামী—(পশ্চাদ্গামিন্) । পশ্চাৎ গমনকারী, যে পিছনে যায় । পশ্চাৎ—গম+ণিন্ ক । বিণ ; পু । স্ত্রীলিঙ্গে পশ্চাদ্গামিনী ।

পশ্চাদ্ধাবন—পশ্চাদনুসরণ, পিছনে পিছনে দৌড়ান । ৭তৎ । সং ; ক্লী ।

পশ্চাদ্ধাবিত—পশ্চাতে ধাবমান, যে পিছনে দৌড়াইয়াছে এরূপ । ৭তৎ । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে পশ্চাদ্ধাবন । [পু ।

পশ্চাদ্ভাগ—পৃষ্ঠদেশ, পিছনদিক্ । ৬তৎ । সং ;

পশ্চাদ্ভাগস্থ—পিছনদিকে স্থিত । পশ্চাদ্ভাগ—স্থা+ড ক । বিণ ; ত্রি ।

পশ্চার্দ্ধ—অপরার্দ্ধ, পা অবধি নাভি পর্য্যন্ত অংশ । পশ্চাৎ যে অর্দ্ধ, কর্ম্মধারয় সং ; পু ।

পশ্চিম—১ । শেষ, চরম ; অনন্তর । পশ্চাৎ+ডিম । বিণ ; ত্রি । ২ । পৃষ্ঠদেশ । সং ; ক্লী ।

পশ্চিমা—সূর্য্যাদির অস্তগমন দিক্, প্রতীচী [দশদিক্ দেখ] । পশ্চিম শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ । সং ; স্ত্রী । [বাঙ্গালা ভাষায় লিঙ্গবিচার বড় নাই বলিয়া এই পশ্চিমা শব্দ "পশ্চিম" রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে] ।

পশ্চিমাকাশ—পশ্চিম দিকের আকাশ । ৬তৎ । সং ; পু ও ক্লী ।

পশ্যতোহর—স্বর্ণকার ; চোর । দৃশ (দেখা)+শতৃ—পশ্যৎ, ৬ষ্ঠীর ১বচনে পশ্যতঃ ; পশ্যতঃ (দ্রষ্টার) হর (হরণকারী), অলুক্ ৬তৎ । সং ; পু ।

পশ্বাচার—তন্ত্রোক্ত বেদবিহিত আচার । পশুর আচার, ৬তৎ । সং ; পু । [এস্থলে পশু অর্থে লোমলাঙ্গুলবিশিষ্ট জন্তু নহে, অথবা ইহা ঘৃণাসূচক শব্দও নহে । যে ব্যক্তি সুরাদর্শনমাত্র সূর্য্যদর্শন করেন, সুরার ঘ্রাণ পাইলে তিনবার প্রাণায়াম করেন, প্রাণান্তেও মাদক স্পর্শ বা আমিষ ভক্ষণ করেন না, তিনিই যথার্থ পশু । এই পশ্বাচারের বিধি অনুসারে যিনি তান্ত্রিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন, তিনি যথার্থ ধার্ম্মিক পশু । মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে, "যে ব্যক্তি পশু, তিনি এরূপ শুদ্ধাচার হইয়া থাকেন যে, পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি পূজার দ্রব্যগুলিও স্বয়ং আহরণ করেন ।" কুব্জিকাতন্ত্রে লিখিত আছে, "পশুভাবে অহিংসা পরম ধর্ম্ম । নিরামিষাশী হইয়া পূজা করিতে হয় । পরস্ত্রী দূরের কথা, ঋতুকাল ব্যতীত নিজ স্ত্রীসংসর্গও করিতে নাই ।"] ।

পস্ত্য—বাসস্থান, গৃহ । সং ; ক্লী ।

পস্পশ—গ্রন্থবিশেষ । সং ; পু ।

পহ্নব—অধঃকৃত ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ । সং ; পু ।

পা—১ । রক্ষা ; পান ; বেদ । পা (পান করা, রক্ষা করা)+ক্বিপ্ ভা । সং ; স্ত্রী । ২ । পাদ, চরণ । দেশজ ; পাদ শব্দের অপভ্রংশ ।

পাংশন—দূষক ; বিনাশকারী । পন্শ+অন ক । বিণ ; ত্রি ।

পাংশব—১ । ধূলিসম্বন্ধীয় । পাংশু+ষ্ণ ইদমর্থে । বিণ ; ত্রি । ২ । লবণবিশেষ । সং ; ক্লী ।

পাংশু, পাংসু—ধূলি ; পাপ ; চিরসঞ্চিত গোময়, গোবরসার ; স্থাবর সম্পত্তি । পশ (পীড়ন করা) বা পন্স (নাশ করা)+কু ণ । সং ; পু ।

পাংশুজাল—ধূলিসমূহ । ৬তৎ । সং ; ক্লী ।

পাংশুল—১ । পাংশুযুক্ত ; ধূলিবিশিষ্ট ; পাপাত্মা, পাপিষ্ঠ ; পুংশ্চল । পাংশু শব্দ+ল অস্ত্যর্থে । বিণ ; ত্রি । স্ত্রীলিঙ্গে পাংশুলা । ২ । শিব । সং , পু ।

পাংশুলা—১ । ধূলিযুক্তা ; পাপিষ্ঠা । পাংশুল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ । বিণ ; স্ত্রী । ২ । কুলটা, অসতী স্ত্রী ; পৃথিবী । সং ; স্ত্রী ।

পাংশুবর্ণ—১ । পাঁশুটে রঙবিশিষ্ট । পাংশু হইয়াছে বর্ণ যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । ২ । পাঁশুটে রঙ্ । সং ; ক্লী ।

পাংসন—দূষক, নিন্দক ; পাপিষ্ঠ । পন্স (নাশ করা)+অন ক । বিণ ; ত্রি ।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৬৭ খ্রীঃ ২৪শে ডিসেম্বর ভাগলপুরে জন্ম । আদিম নিবাস ২৪ পরগণার অন্তর্গত হালিসহর । ১৮৮৭ খ্রীঃ ইনি বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । কাশীর সংস্কৃত সাহিত্য ও সাংখ্য পরীক্ষাতেও ইনি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন । ইঁহার জীবনের প্রথমাংশ গভর্ণমেণ্ট আফিসে ও অধ্যাপনা কার্য্যে অতিবাহিত হয় । পরে ইনি সংবাদপত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন । "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", ও "হিতবাদী" পত্র বহুদিন ইনি যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত করেন । এক্ষণে ইনি "নায়ক" নামক দৈনিক পত্রের পরিচালক । মধ্যে ইনি "রঙ্গালয়" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার সম্পাদন করিয়াছিলেন । ইনি আইন-ই-আকবরীর একটা অনুবাদ করিয়াছেন ; চৈতন্যচরিতামৃতের একটা সংস্করণ বাহির করিয়াছেন ; মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একখানি জীবনচরিত এবং উমা, রূপলহরী প্রভৃতি বাঙ্গালা উপন্যাস লিখিয়াছেন । ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লিখিতে ও বক্তৃতা করিতে সমর্থ । অনেক সাধারণহিতকর সমিতির সহিত ইনি সম্বন্ধ আছেন ।

পাক—১ । শিশু । পা (রক্ষা করা)+ক র্ম্ম । ২ । রন্ধন ; পরিণতি ; পক্কতা ; কেশের শুক্লতা ; নিষ্পত্তি । পচ (পাক করা)+ঘঞ্ ভা । ৩ । ফল ; ধান্য । পচ+ঘঞ্ ক । ৪ । জনৈক অসুর, এই অসুরকে বিনাশ করিয়া দেবরাজ "পাকশাসন" নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন । পচ+ঘঞ্ ণ । সং ; পু । বিশেষণে পক্ক ।

পাককার্য্য—রন্ধনকার্য্য ; পরিপাকক্রিয়া । ৬তৎ । সং ; ক্লী । [শব্দ ।

পাকচক্র—কৌশল, কুটিলতা, ষড়্যন্ত্র । দেশজ

পাকপুটী—কুম্ভশালা, কুম্ভকারের পোয়ান । পাক শব্দ—পুট (সংশ্লিষ্ট করা)+অল্ অধি । স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ । সং ; স্ত্রী । [সং ; ক্লী ।

পাকযন্ত্র—পরিপাকের যন্ত্র, পাকাশয় । ৬তৎ ।

পাকল—১ । হস্তীর জ্বর । পাক শব্দ—লা (গ্রহণ করা)+ড ক । সং ; পু । ২ । কুষ্ঠৌষধি ; ঔষধবিশেষ, কুড় । সং ; ক্লী ।

পাকশালা—রন্ধনশালা, রান্নাঘর । পাকের নিমিত্ত শালা (গৃহ), ৪তৎ । সং ; স্ত্রী ।

পাকশাসন—দেবরাজ, ইন্দ্র । পাক দেখ ; পাক (অসুরবিশেষ)—শাস (শাসন করা)+অন ক । সং ; পু ।

পাকশাসনি—অর্জ্জুন ; ইন্দ্রসুত জয়ন্ত । পাকশাসন (ইন্দ্র)+ফি অপত্যার্থে । সং ; পু ।

পাকশুক্লা—খড়ী। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

পাকস্থালী—রন্ধনপাত্র ; পরিপাকযন্ত্র। পাকের নিমিত্ত যে স্থালী (পাত্র বা যন্ত্র), ৪তৎ। সং ; স্ত্রী।

পাকাশয়—পাকযন্ত্র, যে স্থানে গিলা ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হয়। পাকের (পরিপাকের) আশয় (স্থান), ৬তৎ। সং ; পু।

পাকিম—পাকনিষ্পন্ন, পাক দ্বারা সমাহিত ; পাকোন্মুখ। পাক শব্দ+ইমন্ সম্পন্নার্থে। বিণ ; ত্রি।

পাক্য—১। যবক্ষার। পচ (পাক করা)+ঘ্যণ্ র্ম। সং ; পু। ২। পাকযোগ্য। বিণ ; ত্রি। ৩। বিট্‌লবণ ; পাঙ্গলবণ। সং ; ক্লী।

পাক্ষিক—১। পক্ষসম্বন্ধীয় ; একপক্ষে (অর্থাৎ ১৫ দিনে) যাহা হয়, পক্ষ কালে ভব। পক্ষ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। ২। শাকুনিক। সং ; পু।

পাগল—উন্মত্ত, বাতুল, ক্ষিপ্ত। পা (পান করা) +ক্বিপ্ ক=পা (পানকারী, অর্থাৎ সুরা-পানকারী), তদুত্তরে গল+অন্ ক। বিণ।

পাঙ্‌ক্তেয়—এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজনার্হ। পঙ্‌ক্তি শব্দ+ষ্ণেয়। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অপাঙ্‌ক্তেয়।

পাচক—১। পিত্তবিশেষ [পাচকপিত্ত দেখ] ; উদরস্থ রসবিশেষ। সং ; ক্লী। ২। পাককারী ; রন্ধনকারক ; জীর্ণকারক। পচ (পাক করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পাচিকা। ৩। অগ্নি। সং ; পু।

পাচকপিত্ত—পিত্তবিশেষ [ইহা আমাশয় ও পাকাশয়ের মধ্যে থাকিয়া ভক্ষ্য ভোজ্যাদি ষড়্‌বিধ আহার্য্য দ্রব্যের পরিপাক কার্য্য সম্পাদন করে, এবং রস, মূত্র ও পুরীষকে বিভিন্ন স্থানে সন্নিবেশিত করে। ইহা অগ্ন্যাশয় মধ্যে থাকিয়া স্বশক্তি প্রভাবে রঞ্জকাদি পিত্তসমূহের স্থানে গমনপূর্ব্বক তত্তৎস্থানের রসরঞ্জন, হৃদয়স্থ কফ ও তমোভাবের অপনোদন, রূপগ্রহণ, প্রভাপ্রকাশন, পরিপাক কার্য্য প্রভৃতি দ্বারা অবশিষ্ট পিত্ত সকলের কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে। ইহার তেজেই অন্যান্য অগ্নিসমূহ বলবত্তর হয়]। পাচক নামক পিত্ত, মধ্য দলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পাচন—১। ক্বাথবিশেষ। ণিজন্ত পচ বা পাচি (পাক করান)+অন ক। সং ; ক্লী। ২। অগ্নি। সং ; পু। ৩। জীর্ণকারক। বিণ ; ত্রি।

পাচনক—সোহাগা। ণিজন্ত পচ বা পাচি+অনট্ ণ, তদুত্তরে কণ্। সং ; পু।

পাচনী—হরিতকী। পাচন শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পাচায়াপ্পা, কঞ্জিভেরেম মুদেলিয়ার—(Pachaiyappa, Conjeveram Mudaliar). মাদ্রাজবাসী। জন্ম ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি প্রথমে দালালী ও দ্বিভাষীর কার্য্য করিয়া পরে কণ্ট্রাক্টারী কার্য্যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। ধর্ম্মার্থ ও দীন-দুঃখীর সাহায্যার্থ বিস্তর অর্থ রাখিয়া ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে মার্চ্চ ইনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পর ঐ বিষয়ঘটিত মোকদ্দমা হয়। মাদ্রাজের হাইকোর্টের বিচারফলে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ৬৫০০০০ টাকা (যাহা সেই সময় পর্য্যন্ত জমিয়াছিল) একটি কলেজ ও কতকগুলি বৃত্তির জন্য নির্দ্ধারিত হয়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নামে একটি হল প্রতিষ্ঠিত হয়। এইখানে বিনা বেতনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে।

পাঞ্চজন্য—বিষ্ণুর শঙ্খ ; অগ্নি। পঞ্চজন দেখ ; পঞ্চজন শব্দ (অসুরবিশেষ)+ষ্ণ্য ভবার্থে। সং ; পু।

পাঞ্চভৌতিক—ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন ; পঞ্চভূতময়। পঞ্চভূত দেখ ; পঞ্চভূত শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

পাঞ্চাল—১। পঞ্চাল দেশ ; তথাকার রাজা। পঞ্চাল শব্দ+ষ্ণ স্বার্থাদ্যর্থে। সং ; পু। ২। পঞ্চালদেশোদ্ভব ; পঞ্চালদেশীয়। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পাঞ্চালী।

পাঞ্চালনন্দিনী—পঞ্চালরাজতনয়া, দ্রৌপদী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পাঞ্চালিকা—বস্ত্রাদি নির্ম্মিত পুত্তলিকা। পঞ্চাল শব্দ+ষ্ণিক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পাঞ্চালী—দ্রৌপদী [দ্রৌপদী দেখ] ; কাষ্ঠাদি পুত্তলি। পঞ্চাল+ষ্ণ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পাটক—তীর, তট ; গ্রামৈকদেশ ; বাদ্য ; পাশার গুটিচালনা। পট (বিদারণ করা) +ণক ক। সং ; পু। [সং ; পু।

পাটচ্চর—চোর। পটচ্চর শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে।

পাটন—বিদারণ ; ছেদন। ণিজন্ত পট (বিদারণ করা, ছেদন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

পাটনী—পারকারী, যে খেয়া ঘাটে পার করে। দেশজ শব্দ।

পাটপট, পাটুপট—অতিশয় পটু। পট (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক, নিপাতনে। বিণ ; ত্রি।

পাটরাণী—প্রধানা মহিষী। দেশজ শব্দ।

পাটল—১। শ্বেতরক্তবর্ণ, গোলাপী রঙ ; আশুধান্য। ণিজন্ত পট (দীপ্তি পাওয়া, ইত্যাদি) +কলচ্ ক। সং ; পু। ২। শ্বেতরক্তমিশ্রিত বর্ণযুক্ত, গোলাপী রঙের। বিণ ; ত্রি।

পাটলিত—পাটলবর্ণবিশিষ্ট। পাটল শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।

পাটলিপুত্র—নগরবিশেষ, প্রাচীন মগধরাজ্যের রাজধানী—ইহার আধুনিক নাম পাটনা।

পাটব—১। আরোগ্য ; পটুতা, নৈপুণ্য। পটু শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং, ক্লী। ২। পটু। পটু শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। বিণ ; ত্রি।

পাটবিক—দক্ষ, পটু ; ধূর্ত্ত, শঠ। পটু শব্দ+ষ্ণিক স্বার্থে। বিণ ; ত্রি।

পাটিত—কৃতপাটন ; ভগ্ন ; বিদীর্ণ ; ক্ষত। ণিজন্ত পট (বিদারণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

পাটী—ধারা, প্রণালী, শৃঙ্খলা ; একজাতীয় শ্রেণী। ণিজন্ত পট বা পাটি (গমন করান) +ই ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [ক্লী।

পাটীগণিত—অঙ্কশাস্ত্র (Arithmetic)। সং ;

পাটীন—বোয়ালমাছ। পাটী+ইন। সং ; পু।

পাটুপট—পাটপট দেখ।

পাঠ—১। নিয়মপূর্ব্বক বেদাভ্যাস ; আবৃত্তি, আওড়ান ; অধ্যয়ন, পড়া। পঠ (পাঠ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। পাঠ্য অংশ (Lesson)। পঠ+ঘঞ্ র্ম। সং ; পু। বিশেষণে পঠিত।

পাঠক—১। পাঠকারী, অধ্যয়নকারী (Reader) ; ছাত্র। পঠ (পাঠ করা) ণক ক। ২। ধর্ম্মভাণক ; উপাধ্যায়, অধ্যাপক, শিক্ষক (Teacher)। ণিজন্ত পঠ বা পাঠি (পড়ান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পাঠিকা।

পাঠগৃহ—পড়িবার ঘর, পাঠাগার। পাঠের নিমিত্ত গৃহ, ৪তৎ। সং ; ক্লী।

পাঠনা—অধ্যাপনা। ণিজন্ত পঠ বা পাঠি (পড়ান)+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। স্ত্রী।

পাঠনিবিষ্ট—পাঠরত, পাঠে মনোযোগী। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

পাঠরত—পাঠে নিবিষ্ট, পড়ায় মনোযোগী। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

পাঠশালা—অধ্যয়নগৃহ, বিদ্যামন্দির, বিদ্যালয়, স্কুল। পাঠের নিমিত্ত শালা (গৃহ), ৪তৎ। সং ; স্ত্রী।

পাঠাগার—পাঠগৃহ। ৪তৎ। সং ; পু।

পাঠানুরাগ—অধ্যয়নাসক্তি, পড়ায় মনোযোগ। ৭তৎ। সং ; পু। বিশেষণে পাঠানুরাগী।

পাঠাভ্যাস—পাঠ অভ্যাস, পড়া মুখস্থ করা, পড়া ক্রমে ক্রমে শিক্ষা করা। ৬তৎ। পু।

পাঠী—পাঠবিশিষ্ট ; পাঠক। পঠ (পাঠ করা) +ণিন্ ক=পাঠিন্, ১মার্ ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পাঠিনী। [ইন। সং ; পু।

পাঠীন—মৎস্যবিশেষ ; বোয়ালমাছ। পাঠিন্+

পাঠেচ্ছা—অধ্যয়নস্পৃহা, পড়িতে অভিলাষ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পাঠেচ্ছু—পড়িতে ইচ্ছুক। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

পাঠ্য—পঠিতব্য, পঠনীয়, পাঠযোগ্য। পঠ (পাঠ করা)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি।

পাঠাবস্থা—পঠদ্দশা, ছাত্রাবস্থা। পাঠ্য (অধ্যয়নযোগ্য) অবস্থা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

পাণি—১। হস্ত ; কুলিকবৃক্ষ। পণ (ক্রয়বিক্রয় করা)+ইন্ ণ। সং ; পু। ২। পণ্যবীথী ; দোকান ; হট্ট, হাট। পণ+ইন্ অধি। সং ; স্ত্রী।

পাণিগৃহীতী—পত্নী, ভার্য্যা। পাণি (হস্ত) গৃহীত হইয়াছে যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

পাণিগ্রহণ, পাণিপীড়ন—বিবাহ। পাণিকে বা পাণির গ্রহণ বা পীড়ন, ২তৎ বা ৬তৎ ; বিবাহ কালে বরকে কন্যার হস্ত গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া বিবাহের নাম পাণিগ্রহণ বা পাণিপীড়ন। সং ; ক্লী।

পাণিঘ—পাণিবাদক, হস্ত দ্বারা বাদ্যযন্ত্রাদি বাদ্যকারী, ঢোলী, ঢাকী। পাণি শব্দ—হন (বধ করা)+ট ক। সং ; পু।

পাণিনি—অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণকর্ত্তা। পঞ্জাব প্রদেশান্তর্গত শলাতুর গ্রামে দাক্ষী দেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। অনুমান খ্রীষ্টের জন্মের ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইনি শিক্ষালাভার্থ পাটলিপুত্র নগরে বর্ষ উপাধ্যায়ের নিকট শিষ্যভাবে অবস্থিতি করেন। দীর্ঘকাল গুরুগৃহে থাকিয়াও আশানুরূপ বিদ্যোন্নতি না হওয়ায়, ইনি হিমালয় প্রদেশে গমন করেন, এবং তথায় তপস্যাদ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর ইনি নিজে একখানি ব্যাকরণ সঙ্কলন করেন ; ইঁহার নামানুসারে গ্রন্থখানিও পাণিনি বা পাণিনি ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার প্রণীত ধাতুপাঠ নামক গ্রন্থও সর্ব্বজনবিদিত। পণ+ইন্—পণিন্, তদুত্তরে ষ্ণি অপত্যার্থে বা ছাত্রার্থে। সং ; পু।

পাণিনীয়—পাণিনি-প্রোক্ত ; পাণিনিতে কথিত ; পাণিনিকৃত ; পাণিনিগ্রন্থপাঠক। পাণিনি দেখ ; পাণিনি শব্দ+ঈয়। বিণ ; ত্রি।

পাণিমুক্ত—হস্ত দ্বারা নিক্ষেপণীয় অস্ত্র, বল্লম প্রভৃতি। পাণি দ্বারা মুক্ত (ক্ষিপ্ত), ৩তৎ। সং ; ক্লী।

পাণিমুখ—পিতৃলোক। পাণি (বিপ্রপাণি) হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। সং ; পু।

পাণিসর্গ্যা—রজ্জু, দড়ি। পাণি শব্দ—সৃজ+ণ্যৎ্ র্গ্য, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পাণী—দোকান ; হট্ট, হাট। পণ (ক্রয়বিক্রয়)+ইন্ অধি, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পাণ্ডর—১। পীতশুক্ল ; শুক্লবর্ণ ; মরুবক বৃক্ষ। পন্ড (গমন করা ইত্যাদি)+অর ক। সং ; পু। ২। পীতশুক্লবর্ণযুক্ত। বিণ ; ত্রি।

পাণ্ডব, পাণ্ডবেয়—পাণ্ডুনন্দন। পাণ্ডু শব্দ+ষ্ণ, পক্ষান্তরে ঢেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

পাণ্ডববর্জ্জিত—পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত [পাণ্ডবেরা বনবাস কালে নানা স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গার পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বতীরে আসেন নাই, এজন্য পূর্ব্বতীরবর্ত্তী স্থানকে পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ বলে]। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

পাণ্ডবসখা—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ [এই পদটি অশুদ্ধ, কারণ তৎপুরুষ সমাসে সখি শব্দের উত্তর অ প্রত্যয় হইয়া থাকে, সুতরাং "পাণ্ডবসখ" এইরূপই হওয়া উচিত]।

পাণ্ডিত্য—পণ্ডিতের ভাব বা ধর্ম্ম, বিদ্যাবত্তা, বিচক্ষণতা। পণ্ডিত+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

পাণ্ডু—১। শ্বেতপীতবর্ণযুক্ত, গৌরবর্ণ। পন্ড (গমন করা ইত্যাদি)+কু ক। বিণ ; ত্রি। ২। শ্বেতপীতবর্ণ ; শ্বেতবর্ণ ; শ্বেতহস্তী ; রোগবিশেষ। ৩। চন্দ্রবংশীয় নরপতি, পাণ্ডবগণের লৌকিক পিতা। বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অম্বালিকার গর্ভে ব্যাসদেবের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। রমণকালে ব্যাসদেবের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিদর্শনে অম্বালিকা পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছিলেন বলিয়া সেই গর্ভজাত পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হয় ; তাহাতেই পুত্রের নাম পাণ্ডু রক্ষিত হয়। পাণ্ডু বাল্যে জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। অতঃপর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া ইনিই হস্তিনার রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। ক্রমে ইনি শৌর্য্যবীর্য্যে বিলক্ষণ খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠেন। কুন্তিভোজতনয়া কুন্তির স্বয়ংবরে গমন করিলে, কুন্তি ইঁহাকেই বরমাল্য প্রদান করেন। পরে ইনি মদ্ররাজ দুহিতা মাদ্রীরও পাণিগ্রহণ করেন।

পাণ্ডু একদা মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়া মৃগভ্রমে মৃগরূপী কিমিন্দম নামক ঋষিকুমারকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করেন। ঐ মৃগ তৎকালে মৃগরূপিণী পত্নীর প্রতি আসক্ত ছিলেন। ঋষি ইঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, অতঃপর স্ত্রীসহবাস করিতে গেলে ইনিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপে ব্রহ্মশাপে পত্নীসহবাসে বঞ্চিত হইয়া ইনি অতি দীনচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ইহার পর পাণ্ডুরাজ ভার্য্যাদ্বয়সহ তপোরত হইয়া জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু পুত্র না জন্মিলে পুন্নামনরক হইতে নিস্তারের উপায় নাই বিবেচনা করিয়া পত্নীদ্বয়কে পুত্রোৎপাদনের অনুমতি প্রদান করিলেন। কুন্তিদেবী পতির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আকর্ষণ মন্ত্রপ্রভাবে দেবগণ দ্বারা নিজগর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম, ও অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। অতঃপর একদা মাদ্রীর সহিত বনে ভ্রমণ করিতে করিতে পাণ্ডু ব্রহ্মশাপ বিস্মৃত হইয়া কামাতুরচিত্তে মাদ্রীকে আলিঙ্গন করায় তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

পাণ্ডুর—১। শুক্লবর্ণ ; শ্বেতপীতমিশ্রিত বর্ণ ; মরুবক বৃক্ষ ; কামলা রোগ। পাণ্ডু শব্দ+র স্বার্থে। সং ; পু। ৩। শ্বেতপীতমিশ্রিত বর্ণবিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি।

পাণ্ডুরাজ—পাণ্ডু নামক রাজা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। পাণ্ডু দেখ।

পাণ্ডুলিপি, পাণ্ডুলেখ্য—প্রথমালিখিত খসড়া, মুসাবিদা। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

পাণ্ডুবর্ণ—শ্বেতপীতবর্ণযুক্ত ; শ্বেতবর্ণ, ফ্যাকাসে রংবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। শ্বেতাভপীতবর্ণ ; ফ্যাকাসে রং। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পাণ্ড্য—দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত প্রাচীন দেশবিশেষ। ইহার উত্তরে বয়রু নদী, পূর্ব্বে সমুদ্র, দক্ষিণে কন্যাকুমারী, এবং পশ্চিমে মলয় পর্ব্বত ও চেররাজ্য। কথিত আছে যে, খ্যাতনামা ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম দক্ষিণে যাইয়া এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। সং ; পু।

পাত—১। পতন, পড়া ; নাশ ; গমন ; আপাত। পত (পড়া)+ঘঞ্ ভা। ২। রাহুগ্রহ। পত+ণ ক। সং ; পু। ৩। রক্ষিত, ত্রাত। পা (রক্ষা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পাতক—পতনসাধন, দুষ্কৃতি, পাপ ; দুষ্কৃত, কলুষ। ণিজন্ত পত বা পাতি (পাতিত করা) +ণক ক। সং ; ক্লী।

পাতকিনী—দুষ্কৃতকারিণী, পাপিনী। পাতক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে পাতকী।

পাতকী—পাপী। পাতক+ইন্ অস্ত্যর্থে—পাতকিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পাতকিনী।

পাতঙ্গি—যম ; শনি ; কর্ণ ; সুগ্রীব। পতঙ্গ শব্দ (সূর্য্য)+ষ্ণি অপত্যার্থে। সং ; পু।

পাতঞ্জল—পতঞ্জলিমুনি প্রণীত পাদচতুষ্টয়াত্মক যোগকাণ্ডনিরূপক (দর্শন শাস্ত্র) [পাতঞ্জল দর্শন চারি পাদে বিভক্ত যথা,—(১) যোগপাদ, যোগের লক্ষণাদি ; (২) সাধনপাদ, ক্রিয়াযোগাদি সাধনপ্রকরণ ; (৩) বিভূতিপাদ, ধ্যানধারণাদি বিভূতি বিবরণ ; (৪) কৈবল্যপাদ, সিদ্ধি পঞ্চকাদি কৈবল্য]। পতঞ্জলি+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি।

পাতন—অধোনয়ন ; অধঃক্ষেপণ, নীচে ফেলা ; বিস্তরণ ; বিন্যাস ; বিনাশন। ণিজন্ত পত বা পাতি (ফেলা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে পাতিত।

পাতা—রক্ষিতা, রক্ষাকর্ত্তা, রক্ষক ; পালনকর্ত্তা। পা (রক্ষা করা, পালন করা)+তৃন্ ক—পাতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

পাতাল—অধোভুবন,—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, ও পাতাল, এই সপ্ত [ত্রিজগৎ দেখ]; লগ্নের চতুর্থ স্থান; নরক; বিবর। পত (পড়া)+আলঞ্ অধি। সং; ক্লী।

পাতালনিলয়, পাতালনিবাস—১। পাতালবাসী। পাতাল হইয়াছে নিলয় বা নিবাস যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। সর্প; দৈত্য। সং।

পাতালৌকাঃ—পাতালনিলয় দেখ। পাতাল হইয়াছে ওকস্ (বাসস্থান) যাহার, বহু। সং; পু।

পাতিত—নিক্ষিপ্ত; বিচ্যুত; অধঃকৃত। ণিজন্ত পত বা পাতি (ফেলা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পাতন।

পাতিত্য—পতিতের ভাব বা ধর্ম্ম; ধর্ম্মভ্রংশ। পতিত শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

পাতিব্রত্য—পতিব্রতার ধর্ম্ম, পতিপরায়ণতা, সতীত্ব। পতিব্রতা দেখ; পতিব্রতা শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

পাতিব্রত্যধর্ম্ম—পতিপরায়ণতারূপ ধর্ম্ম; সতী-ধর্ম্ম। পাতিব্রত্য রূপ ধর্ম্ম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

পাতী—পতনশীল। পত (পড়া)+ণিন্ ক= পাতিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পাতিনী।

পাতুক—১। পতয়ালু, পতনশীল, পড়িতেছে এরূপ। পত (পড়া)+উকঞ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। পর্ব্বতাদির ঢালুপ্রদেশ। সং; পু।

পাত্র—১। বর; বিষয়; যোগ্য ব্যক্তি। পা (রক্ষা করা, ইত্যাদি)+ত্র ক। ২। মন্ত্রী; স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র; তীরদ্বয় মধ্যবর্ত্তী জলা-ধার; আধার; দেহ; অভিনেয় নায়কাদি; ভাজন। পা (পান কর', রক্ষা করা)+ত্র অধি। ৩। পত্রসমূহ। পত্র+ষ্ণ সমূহার্থে। সং; ক্লী। ৪। পত্রনির্ম্মিত। পত্র+ষ্ণ ইদ-মর্থে। বিণ; ত্রি।

পাত্রতা—যোগ্যতা, উপযুক্ততা; গৌরব। পাত্র +তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

পাত্রাপাত্র—যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তি। পাত্র ও ও অপাত্র, দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী। [সং; স্ত্রী।

পাত্রী—ভাজনা; কন্যা। পাত্র+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্।

পাত্রীয়—পাত্রসম্বন্ধীয়। পাত্র শব্দ+ণীয় ইদ-মর্থে। বিণ; ত্রি।

পাত্রেসমিত—কেবল ভোজনকালেই সন্নিহিত (অন্য সময়ে নহে), যে কেবল ভোজনে রত। বিণ; ত্রি।

পাথ—১। সূর্য্য; অগ্নি। পা (পান করা)+থ ক। সং; পু। ২। জল। পা+থ র্ম্ম। সং; ক্লী।

পাথঃ—সলিল, জল। পা (পান করা)+অস্ র্ম্ম=পাথস্, ১মার ১বচন। সং; ক্লী।

পাথার—সাগর; তীরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান; বিপৎ। পাথ শব্দ (জল)—ঋ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

পাথেয়—১। পথের জন্য প্রয়োজনীয়। পথিন্+ ঢেয় প্রয়োজনার্থে। বিণ; ত্রি। ২। পথের সম্বল, পথখরচ; কন্থারাশি। সং; ক্লী।

পাথোদ—জলদ, মেঘ। পাথঃ দেখ; পাথস্ (জল)—দা (দেওয়া)+ড ক। সং; পু।

পাথোধর—জলধর, মেঘ। পাথস্এর (জলের) ধর (ধারণকর্ত্তা), ৬তৎ। সং; পু।

পাথোধি—জলধি, সমুদ্র। পাথঃ দেখ; পাথস্ শব্দ (জল)—ধা (ধারণ করা)+কি ক। সং; পু।

পাথোনিধি—জলনিধি, সমুদ্র। পাথস্এর নিধি (পাথঃ+নিধি), ৬তৎ। সং; পু।

পাথোরুহ—জলজ, পদ্ম। পাথঃ দেখ; পাথস্ (জল)—রুহ (জন্মা)+ক ক। সং; ক্লী।

পাদ—চরণ, পা; শ্লোকের চতুর্থাংশ; চতু-র্থাংশ; বৃক্ষমূল; প্রত্যন্তপর্ব্বত; কিরণ। পদ (গমন করা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

পাদকটক—নূপুর; বেঁকমল। পাদের (চরণের) কটক (বলয়) ৬তৎ। সং; পু।

পাদগণ্ডির—শ্লীপদ, গোদ। পাদ—গণ্ড+ইর। সং; পু।

পাদগ্রন্থি—গুল্ফ, গোড়ালি। ৬তৎ। সং; পু।

পাদগ্রহণ—পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম, চরণবন্দন, অভিবাদন, প্রণাম। পাদের গ্রহণ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

পাদচার—পরিক্রমণ, পাইচালি; গ্রহাদির আহ্নিকভোগ। পাদ শব্দ (চরণ)—চর (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশে-ষণে পাদচারী।

পাদচারণা—পরিক্রমণ, পাইচালি। পাদ শব্দ —ণিজন্ত চর+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পাদচারিণী—পদব্রজে গমনশীলা। পাদচারী দেখ; পাদচারিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পাদচারী—১। পদব্রজে গমনশীল। পাদ শব্দ (চরণ)—চর (গমন করা)+ণিন্ ক= পাদচারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। পদাতি। সং; পু।

পাদজ—১। চরণজাত। পাদ শব্দ—জন (জন্মা) +ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পাদজা। ২। শূদ্র। সং; পু।

পাদতল—পায়ের তলা, পায়ের চেটো। ৬তৎ।

পাদত্রাণ—পাদুকা, জুতা; মোজা। পাদের ত্রাণ (রক্ষক), ৬তৎ, অথবা পাদের ত্রাণ (রক্ষা) হয় যাহা হইতে, বহু। সং; ক্লী।

পাদপ—বৃক্ষ; ছাগ; পাদপীঠ। পাদ—পা (পান করা বা পালন করা)+ড ক। সং।

পাদপদ্ম—চরণ রূপ পদ্ম, পদ্ম সদৃশ মনোহর চরণ। রূপক বা উপমিত। সং; ক্লী।

পাদপীঠ—পাদস্থাপনাসন, পা রাখিবার টুল। ৪তৎ। সং; ক্লী।

পাদপ্রহার—পদাঘাত, লাথি। ৩তৎ। সং; পু।

পাদরক্ষণ—পাদুকা, জুতা। পাদের রক্ষণ হয় যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

পাদরথ—পাদুকা, জুতা। ৬তৎ। সং; পু।

পাদরোহণ—বটবৃক্ষ। পাদ শব্দ—রুহ (জন্মা) +অন ক। সং; পু।

পাদলেহন—পা চাটা; খোষামোদ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পাদবল্মীক—শ্লীপদ, গোদ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পাদবিক—ভ্রমণকারী, পথিক। পদবী শব্দ (পথ)+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। [পু।

পাদবিক্ষেপ—পদক্ষেপ, পা ফেলা। ৬তৎ। সং;

পাদশঃ—পাদে পাদে, প্রতি পাদে। পাদ শব্দ +চশস্। ব্য।

পাদশাখা—পদাঙ্গুলি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পাদশৈল—প্রত্যন্তপর্ব্বত, শাখাপর্ব্বত। কর্ম্মধা। সং; পু।

পাদস্ফোট—পাদরোগবিশেষ। ৬তৎ। সং; পু।

পাদহারক—পাদদ্বারা হরণকর্ত্তা। পাদ শব্দ— হৃ (হরণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

পাদাঙ্গদ—পাদভূষণ, নূপুর। পাদের অঙ্গদ (ভূষণ), ৬তৎ। সং; ক্লী।

পাদাত—১। পদাতিসমূহ। পদাতি শব্দ+ষ্ণ সমূহার্থে। সং; ক্লী। ২। পদাতি। পাদ শব্দ —অত (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

পাদাতি, পাদাতিক—পদাতি সৈন্য। পাদ শব্দ —অত (গমন করা)+ইন্ ক; ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

পাদালিন্দ—নৌকা। সং; পু।

পাদিক—চতুর্থ। পাদ শব্দ (চতুর্থাংশ)+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

পাদুক—পাদকর্ম্মপটু, গমনশীল; চলনপটু; প্রসবকালে অগ্রে নির্গতপাদ (সন্তান) পাদ শব্দ+উকঞ্। বিণ; ত্রি।

পাদুকা—চর্ম্মাদি নির্ম্মিত পাদাচ্ছাদন, উপানৎ, জুতা। [আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে পাদুকাধারণের গুণ এইরূপ কথিত হইয়াছে;—উপানৎ (জুতা) পায় দিয়া যাতায়াত করিলে দৃষ্টি-শক্তির উপকার, আয়ুর্বৃদ্ধি, পাদগত রোগের বিনাশ, সুখলাভ, ওজোধাতুর বৃদ্ধি এবং বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়। জুতা পায় না দিয়া গমনা-গমন করিলে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত, আয়ুঃক্ষয়, ইন্দ্রিয় সমূহের অপকার ও দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে]। ণিজন্ত পদ বা পাদি (গমন করান)+উ ণ, তদুত্তরে কণ্ ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পাদুকাকার, পাদুকাকৃৎ—চর্ম্মকার, উপানৎ-

চার, জুতাপ্রস্তুতকারী, চর্ম্মকার, চামার। পাদুকা শব্দ—কৃ (করা)+খশ্, ক্বিপ্, ক। সং ; পু।

পাদু—পাদুকা, জুতা। ণিজন্ত পদ বা পাদি (গমন করান)+উ ণ। সং ; স্ত্রী।

পাদুকৃৎ—উপানৎকার, চর্ম্মকার, চামার। পাদু (জুতা)—কৃ (করা)+ক্বিপ্, ক। পু।

পাদোদক—পাদস্পৃষ্ট জল, পা-ধোয়া জল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পাদোন—চতুর্থাংশহীন, চারি ভাগের একভাগ কম। পাদ দ্বারা উন (হীন), ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

পদ্—চরণ, পা। ণিজন্ত পদ বা পাদি (গমন করান)+ক্বিপ্ ণ। সং ; পু।

পাদ্য—পাদপ্রক্ষালনার্থ (জল)। পাদ+য্য। বিণ ; ত্রি।

পান—১। দ্রব দ্রব্যের গলাধঃকরণ, জলীয় বস্তু খাওয়া ; মদ্যপান, মদ খাওয়া ; রক্ষণ ; শানোল্লেখন। পা (পান করা, রক্ষা করা) +অনট্ ভা। ২। পানপাত্র। পা+অনট্ অধি। সং ; ক্লী।

পানগোষ্ঠিকা, পানগোষ্ঠী—মদ্যপানসভা, মদ্যপানচক্র, ভৈরবীচক্র। ৪তৎ। সং ; স্ত্রী।

পানপাত্র—জলীয় বস্তু খাইবার পাত্র, ঘটী, গ্লাস, প্রভৃতি। পান সাধন যে পাত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পানবণিক্—মদ্যব্যবসায়ী, শুঁড়ি। পানের (মদ্যাদির) বণিক্ (ব্যবসায়ী), ৬তৎ। পু।

পানশৌণ্ড—প্রচুর মদ্যপায়ী। পানে (মদ্যপানে) শৌণ্ড (মত্ত, অত্যাসক্ত), ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

পানাসক্ত—মদ্যপানে আসক্ত, মদ্যপায়ী। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। [স্ত্রী।

পানাসক্তি—মদ্যপানে অনুরাগ। ৭তৎ। সং ;

পানীয়—১। পানযোগ্য, পেয় ; রক্ষণীয়। পা (পান করা, রক্ষা করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। জল। সং ; ক্লী।

পানীয়নকুল—জলমার্জ্জার, উদ্বিড়াল। ৬তৎ। সং ; পু।

পানীয়ফল—শৃঙ্গাটক, পানফল, শিঙাড়া। সং ; ক্লী।

পান্থ—পথবাহী, পথিক। পথিন্ (পথ)+ণ কুশলার্থে। সং ; পু।

পান্থনিবাস, পান্থশালা—পথিকদিগের অবস্থিতি ও আহারাদির নিমিত্ত আলয়, সরাই। পান্থগণের নিমিত্ত নিবাস বা শালা (গৃহ), ৪তৎ। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

পান্না—বহুমূল্য রত্নবিশেষ। দেশজ। যাবনিক।

পাপ—১। জগদীশ্বরের নিয়মলঙ্ঘন, কলুষ, অধর্ম্ম, প্রত্যবায়, দুষ্কৃত। পা (রক্ষা করা) +প অপা। সং ; ক্লী। ২। পাপিষ্ঠ ; পাপজনক। বিণ ; ত্রি।

পাপকীর্ত্তন—পাপখ্যাপন, পাপের কথা প্রকাশ করা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পাপকৃৎ—পাপকর্ত্তা, পাপিষ্ঠ। পাপ শব্দ—কৃ (করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

পাপগ্রহ—অশুভদায়ক মঙ্গলাদি গ্রহ, কুজ, রাহু, শনি। কর্ম্মধা। সং ; পু।

পাপঘ্ন—১। পাপনাশক। পাপ শব্দ—হন (বধ করা)+টক্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। তিল। সং ; পু।

পাপজনক—পাপকর, অধর্ম্মজনক, দুষ্কৃতিকারক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

পাপতি—পুনঃ পুনঃ পতনশীল। যঙ্লুগন্ত পত (পুনঃ পুনঃ পড়া)+কি ক। বিণ ; ত্রি।

পাপপঙ্ক—পাপরূপ পাঁক। রূপক। সং ; পু।

পাপপারাবার—পাপরূপ সমুদ্র, সমুদ্রতুল্য অসীম পাপ। রূপক বা উপমিত। সং ; পু।

পাপপুণ্য—ধর্ম্মাধর্ম্ম, দুষ্কৃতি ও সুকৃতি। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

পাপপুরুষ—পাপময়াঙ্গ নর ; পুরুষাকৃতি পাপ, মূর্ত্তিমান্ পাপ। পাপ রূপ পুরুষ, রূপক কর্ম্মধা। সং ; পু।

পাপভাক্—পাপকারী, পাপিষ্ঠ। পাপ শব্দ—ভজ (ভজা)+বিণ্ ক=পাপভাজ্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

পাপযোগ—বার তিথি সংযোগে জাত যোগবিশেষ। রবি ও মঙ্গলবারে নন্দাতিথি, সোম ও শুক্রবারে ভদ্রা তিথি, বুধবারে জয়া, বৃহস্পতিবারে রিক্তা এবং শনিবারে পূর্ণা তিথি হইলে পাপযোগ হইয়া থাকে [নন্দা ভদ্রাদির বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]। পু।

পাপস্রোতঃ—পাপপ্রবাহ, স্রোতের আকারে প্রবাহিত পাপ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পাপাচার—পাপানুষ্ঠান, পাপকার্য্য করণ। ৬তৎ। সং ; পু।

পাপাত্মক—পাপাত্মা। বহু। বিণ ; ত্রি।

পাপাত্মা—পাপিষ্ঠচিত্ত, অধার্ম্মিক। পাপ (পাপিষ্ঠ) হইয়াছে আত্মা (আত্মন্) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে পাপাত্মন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

পাপানুষ্ঠান—পাপাচরণ, পাপকার্য্য করণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পাপান্তঃকরণ—১। পাপযুক্ত চিত্ত, অপবিত্র মনঃ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। পাপমনাঃ, যাহার মনে পাপ আছে এরূপ। বহু। বিণ ; ত্রি।

পাপার্দ্ধি—মৃগয়া। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

পাপাশয়—পাপিষ্ঠচিত্ত, অধর্ম্মপরায়ণ। পাপ (পাপিষ্ঠ) হইয়াছে আশয় অর্থাৎ অভিপ্রায় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

পাপাসক্ত—পাপের প্রতি অনুরাগী, পাপকার্য্যে নিরত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

পাপিনী—পাপযুক্তা, অধর্ম্মপরায়ণা। পাপ শব্দ +ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে পাপী।

পাপিষ্ঠ—অতিশয় পাপী। পাপ শব্দ (পাপী) +ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পাপিষ্ঠা।

পাপিষ্ঠা—অতি পাপিনী। পাপিষ্ঠ দেখ ; পাপিষ্ঠ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ; অথবা পাপিন্ শব্দ +ইষ্ঠ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পাপী—পাপযুক্ত, পাপিষ্ঠ, অধার্ম্মিক। পাপ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=পাপিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পাপিনী।

পাপীয়সী—অতি পাপিনী। পাপীয়ান্ দেখ ; পাপীয়স্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্, অথবা পাপিনী শব্দ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পাপীয়ান্—অতি পাপী। পাপ বা পাপী শব্দ (পাপিষ্ঠ)+ঈয়সু অতিশয়ার্থে=পাপীয়স্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পাপীয়সী।

পাপ্মা—পাতক, পাপ। পা+মন অপা, নিপাতনে=পাপ্মন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

পাম—(পামন্)। বিচর্চ্চিকা, পাঁচড়া, চুলকনা রোগ। পৈ+মন্ ক=পামন্, ১মার ১বচন। সং ; ক্লী। [বিণ ; ত্রি।

পামন—চুলকনা রোগযুক্ত। পামন্ শব্দ+ন।

পামর—খল ; অধম, নীচ ; পাপিষ্ঠ ; মূর্খ। পামন্ শব্দ (চুলকনা)—রা (গ্রহণ করা) +ড ক। বিণ ; ত্রি।

পায়স—১। পরমান্ন ; শ্রীবাস, টারপিণ। পয়স্ শব্দ (দুগ্ধ)+ষ্ণ। সং ; পু ও ক্লী। ২। পয়ঃসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি।

পায়ু—মলদ্বার, গুহ্যদেশ। পা (রক্ষা করা)+ উণ্ ক। সং ; ক্লী।

পায্য—১। পানীয় জল। পা (পান করা)+ ঘ্যণ্ র্ম্ম, নিপাতনে। ২। পরিমাণ। মা+ ঘ্যণ্ ভা, নিপাতনে। সং ; ক্লী।

পার—১। পরতীর, নদীর অপর তীর ; উদ্ধার। পর শব্দ+ষ্ণ। সং ; ক্লী। ২। প্রান্তভাগ। পৄ+ঘঞ্ ক। সং ; পু ও ক্লী। ৩। পারদ। সং ; পু।

পারক—পূর্ত্তিকারক ; প্রীতিকারক ; সমর্থ, পটু। পৄ (পূরণ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে পারকতা, পারকা। [স্ত্রী।

পারকতা—সামর্থ্য। পারক+তা ভাবে। সং ;

পারক্য—১। পরকীয়ত্ব ; পরবশত্ব, পরাধীনত্ব। পর শব্দ+কণ্+য্য। সং ; ক্লী। ২। সামর্থ্য ; পরলোকহিতকর্ম্ম, পরলোকসুখদ আচরণ। পারক শব্দ+য্য। সং ; ক্লী। ৩। পরকীয় ; শত্রুসম্বন্ধীয় ; পরলোকসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি।

পারগ—পারগামী; পারক, সমর্থ। পার-গম (যাওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি।

পারণ—১। উপবাস-ব্রতান্ত ভোজন, ব্রতাদিজন্য উপবাসের পর প্রাথমিক ভোজন। পার (কর্ম্ম সমাপ্ত করা)+অনট্ ভা। ২। তৃপ্তি, সন্তোষ। ণিজন্ত পৃ বা পারি (প্রীত করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৩। মেঘ। ণিজন্ত পৃ+অন ক। সং; পু।

পারণা—১। উপবাস-ব্রতান্ত-ভোজন, ব্রতজন্য উপবাসের পর প্রাথমিক ভোজন। পার (কর্ম্ম সমাপ্ত করা)+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। তৃপ্তি, সন্তোষ। ণিজন্ত পৃ বা পারি (প্রীত করা)+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পারত—ধাতুবিশেষ, পারদ, পারা। ণিজন্ত পৃ বা পারি (পূর্ণ করা)+তন্ ক। সং; পু।

পারতন্ত্র্য—পরাধীনতা, পরবশ্যতা। পরতন্ত্র+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

পারত্রিক—পারলৌকিক; পরলোকসম্বন্ধীয়। পরত্র+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

পারদ—১। ধাতুবিশেষ, পারা [পারদ চারিপ্রকার,—শ্বেত, রক্ত, পীত, ও কৃষ্ণ। শ্বেতবর্ণ পারদ বিপ্রজাতীয় ও রোগনাশক। রক্তবর্ণ পারদ ক্ষত্রজাতীয় ও রসায়নকার্য্যে ব্যবহৃত। পীতবর্ণ পারদ বৈশ্যজাতীয় ও ধাতুভেদে প্রশস্ত। কৃষ্ণবর্ণ পারদ শূদ্রজাতীয় ও বিয়দ্গতি সাধনে ব্যবহৃত। পারদ মধুরাদি ষড়্রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষহর, রসায়ন, যোগবাহী, সাতিশয় বীর্য্যবর্দ্ধক, দৃষ্টি ও বলজনক, যাবতীয় রোগনাশক, এবং প্রধানতঃ কুষ্ঠনিবারক। মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বাদির অসাধ্য রোগসমূহ পারদ দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। কিন্তু উহাকে শোধন করিয়া সেবন করা উচিত। ইহাতে স্বভাবতঃ মল, বিষ, বহ্নি, গিরি, চাঞ্চল্য, বঙ্গ ও নাগ এই সাতপ্রকার দোষ থাকে। ইহাদের দ্বারা যথাক্রমে মূর্চ্ছা, মৃত্যু, গাত্রদাহ, দৈহিকজড়তা, বীর্য্যনাশ, কুষ্ঠব্যাধি ও যক্ষ্মা রোগের উৎপত্তি হয়। ইহা মহাদেবের বীর্য্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ]। পার শব্দ-দা (দেওয়া)+ড ক। সং; পু। ২। পারদায়ী। বিণ; ত্রি।

পারদর্শিতা—পরিণামদর্শিতা; বিজ্ঞতা; পটুতা। পারদর্শী দেখ; পারদর্শিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

পারদর্শিনী—পরিণামদর্শিনী; বিজ্ঞা; সমর্থা, নিপুণা। পারদর্শী দেখ; পারদর্শিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পারদর্শী—পরিণামদর্শী; পর্য্যন্তদর্শী; বিজ্ঞ; পটু, সমর্থ। পার শব্দ-দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক=পারদর্শিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পারদর্শিনী। বিশেষ্যে পারদর্শিতা।

পারদারিক—পারজায়িক, পরদাররত, পরস্ত্রীতে অনুরক্ত, পরস্ত্রীগামী। পরদার (পরস্ত্রী)+ষ্ণিক। বিণ; পু।

পারদার্য্য—পরদারগমন। পরদার (পরস্ত্রী)+ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

পারমার্থিক—পরমার্থযুক্ত, পরমার্থসম্বন্ধীয়; মঙ্গলজনক; অভীষ্ট। পরমার্থ দেখ; পরমার্থ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

পারম্পর্য্য—পরম্পরাগতি, অনুক্রম; কুলাদি পরম্পরা। পরম্পরা+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

পারলৌকিক—পরলোকসম্বন্ধীয়, পারত্রিক। পরলোক দেখ; পরলোক+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

পারশব—১। ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত জাতিবিশেষ; পরস্ত্রীতনয়; নিষাদজাতি। ২। অস্ত্রবিশেষ; লৌহ। পরশু শব্দ+ষ্ণ। সং; পু। ৩। পরশুসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি।

পারশীক, পারসীক—১। পারস্যদেশীয়। পারস্য বা পারস্য (দেশবিশেষ)+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। পারস্যদেশ; তদ্দেশীয় লোক; তদ্দেশীয় অশ্ব। সং; পু।

পারশ্বধ, পারশ্বধিক—পরশ্বধধারী যোদ্ধা, পরশু দ্বারা যুদ্ধকারী। পরশ্বধ শব্দ (পরশু)+ষ্ণ, ষ্ণিক। সং; পু।

পারস্ত্রৈণেয়—পরস্ত্রীসুত। পরের স্ত্রী পরস্ত্রী, ৬তৎ; পরস্ত্রী শব্দ+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

পারা—১। পারিযাত্র পর্ব্বত হইতে উদ্ভূতা নদী। পার শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। ২। পারদ। দেশজ; পার শব্দজ। ৩। সমর্থ হওয়া। দেশজ; পার ধাতুজ।

পারাপত—পারাবত, কপোত, পায়রা। পার-আ-পত (পড়া)+অন্ ক। সং; পু।

পারাপার, পারাবার—১। সমুদ্র, সাগর। পার হইয়াছে অপার বা অবার (অকূল) যাহার, বহু। সং; পু। ২। নদী প্রভৃতির উভয় তীর। পার ও অপার বা অবার, দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

পারায়ণ—১। সম্পূর্ণতা; গ্রন্থপাঠসমাপ্তি। পার শব্দ-অয় (গমন করা)+অনট্ ভা। ২। অতি উৎকৃষ্ট স্থান। পর (প্রধান) যে অয়ন (স্থান) পরায়ণ, তদুত্তরে ষ্ণ। সং; ক্লী।

পারাবত—পারাবতি দেশে জাত পক্ষিবিশেষ, কপোত, পায়রা। পার-অব (পাওয়া)+শতৃ ক+ষ্ণ। সং; পু।

পারাবারীণ—পারগামী, যে পারে গমন করিয়াছে এরূপ। পারাবার+ঈন। বিণ; ত্রি।

পারাশর, পারাশরি, পারাশর্য্য—১। পরাশরপুত্র, ব্যাসদেব। পরাশর (মুনিবিশেষ)+ষ্ণ, ষ্ণি, ষ্ণ্য। সং; পু। ২। পরাশরোক্ত ভিক্ষুসূত্র; পরাশরপ্রণীত (শাস্ত্র)। বিণ; ত্রি।

পারিজাত—সমুদ্রমন্থনোৎপন্ন দেবতরুবিশেষ; পারিভদ্র বৃক্ষ; সুরতরু, সুগন্ধ দ্রব্যবিশেষ। পারী দেখ; পারী (সমুদ্র) হইতে জাত (উৎপন্ন), ৫তৎ। সং; পু।

পরিণায্য—১। বিবাহকালে লব্ধ, পরিণয়কালে প্রাপ্ত। পরিণয় শব্দ (বিবাহ)+ষ্ণ্য। বিণ; ত্রি। ২। পরিণয়কালে লব্ধ ধন; গৃহোপকরণ, শয্যাসনাদি। সং; ক্লী।

পারিতোষিক—১। পরিতোষ হেতু প্রদত্ত (সামগ্রী), পরিতোষজনক (দ্রব্য)। পরিতোষ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। পুরস্কার। সং; ক্লী।

পারিন্দ্র—সিংহ; অজগর সর্প। পারীন্দ্র দেখ; সং; পু।

পারিপন্থিক—তস্কর, চোর। পরিপন্থী দেখ; পরিপন্থিন্ শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু।

পারিপাট্য—শৃঙ্খলা, পরিপাটীর ভাব। পরিপাটী শব্দ+ষ্ণ্য স্বার্থে। সং; ক্লী।

পারিপার্শ্বিক—১। পার্শ্বচর, সহচর, সেবক; পার্শ্ববর্ত্তী। বিণ; ত্রি। ২। সূত্রধরের পার্শ্বস্থ নট। পরিপার্শ্ব+ষ্ণিক। সং; পু।

পারিপ্লব—চঞ্চল; কাতর; আকুল; কম্পমান; পরিপ্লব শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

পারিভদ্রক—পারিজাত বৃক্ষ। সং; পু।

পারিভাষিক—১। পরিভাষাসম্বন্ধীয়। পরিভাষা শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। পরিভাষা-বোধক পদ। সং; ক্লী।

পারিযাত্র—কুলপর্ব্বতবিশেষ। পরি-যা (যাওয়া)+ত্র, তদুত্তরে ষ্ণ, অথবা পরিযাত্রা শব্দ+ষ্ণ। সং; পু।

পারিষদ—সভাস্থিত ব্যক্তি, সভাসদ, সভ্য। পরিষদ্ (সভা)+ষ্ণ কুশলার্থে। সং; পু।

পারিহার্য্য—অলঙ্কারবিশেষ, বলয়। পরিহার শব্দ+ষ্ণ্য। সং; পু।

পারী—১। সমুদ্র। পার শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=পারিন্, ১মার ১বচন। সং; পু। ২। পানপাত্র, দোহনপাত্র; পুর; হস্তিবন্ধনী; তীর। পার+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পারীক্ষিত—পরীক্ষিৎ-পুত্র, জনমেজয়। পরীক্ষিৎ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

পারীণ—পারগত, যে পারে গিয়াছে এরূপ। পার শব্দ+ঈন। বিণ; ত্রি।

পারীন্দ্র—অজগর সর্প; সিংহ। পরের (অন্যের, অন্য প্রাণীর) ইন্দ্র (প্রভু), ৬তৎ, নিপাতনে। সং; পু।

পারুষ্য—অপ্রিয়-ভাষণ, কার্কশ্য; কাঠিন্য; বিবাদবিশেষ। পরুষ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

পার্থ—১। পৃথিবীপাল; যুধিষ্ঠির; ভীম; অর্জ্জুন। পৃথা শব্দ (কুন্তী)+ষ্ণ অপত্যার্থে;

রস্ত পার্থ বলিলে সাধারণতঃ অর্জ্জুনকেই বুঝায়। ২। গন্ধর্ব্ববিশেষ। সং; পু।

পার্থক্য—পৃথক্ত্ব, প্রভেদ, বিভিন্নতা। পৃথক্ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

পার্থিব—১। পৃথিবীসম্বন্ধীয়। পৃথিবী+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। পৃথিবীপতি, রাজা। সং; পু।

পার্থিবশক্তি—পৃথিবীসম্বন্ধীয় শক্তি; মর জগতের ক্ষমতা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পার্থিবী—জনকনন্দিনী অযোনিসম্ভবা সীতা। পৃথিবী শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্; রাজা জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিবার সময়ে সেই ক্ষেত্রে এই কন্যারত্ন প্রাপ্ত হন, সেই জন্য ইনি পৃথিবীর কন্যাস্থানীয়া। সং; স্ত্রী।

পার্পর—যম। সং; পু।

পার্ব্বণ—১। অমাবস্যাদি পর্ব্বদিবসে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ। পর্ব্ব দেখ; পর্ব্বন্+ষ্ণ ভবার্থে। সং; ক্লী। ২। পর্ব্বতসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি।

পার্ব্বত, পার্ব্বত্য—১। পর্ব্বতসম্বন্ধীয়; পর্ব্বতজাত; পর্ব্বতবাসী। পর্ব্বত+ষ্ণ, ষ্ণ্য ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। মহানিম্ব, ঘোড়ানিম। সং; পু।

পার্ব্বতী—দুর্গা, ইঁহার আর এক নাম উমা [উমা দেখ]। পর্ব্বত শব্দ (হিমালয়)+ষ্ণ অপত্যার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পার্ব্বতীনন্দন—কার্ত্তিকেয়। ৬তৎ। সং; পু।

পার্ব্বতীয়—পর্ব্বতসম্বন্ধীয়; পর্ব্বতজাত; পর্ব্বতবাসী। পর্ব্বত শব্দ+ীয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। [পাণিনিমতে শব্দটী পর্ব্বতীয়]।

পার্শ্ব—১। সমীপ; প্রান্ত, একদেশ; কক্ষের অধোভাগ, বগলের নিম্নভাগ, পাশ। স্পৃশ (স্পর্শ করা)+শ্বন্ র্ম। সং; পু ও ক্লী। ২। পর্শুকাসমূহ, পাঁজরার হাড়গুলি। পর্শু শব্দ (পাঁজর)+ষ্ণ সমূহার্থে। সং; ক্লী।

পার্শ্বগ—পার্শ্ববর্ত্তী পরিচারক। পার্শ্ব শব্দ—গম (যাওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি।

পার্শ্বপরিবর্ত্তন—ভাদ্রশুক্লদ্বাদশীতে শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্ত জন্য উৎসব; পাশ ফেরা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পার্শ্ববর্ত্তিনী—পার্শ্বস্থিতা। পার্শ্ববর্ত্তী দেখ; পার্শ্ববর্ত্তিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পার্শ্ববর্ত্তী—পার্শ্বস্থ, পাশে অবস্থিত। পার্শ্ব শব্দ—বৃত (থাকা)+ণিন্ ক=পার্শ্ববর্ত্তিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তিনী।

পার্শ্বস্থ—পার্শ্ববর্ত্তী, পাশে স্থিত। পার্শ্ব শব্দ—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

পার্শ্বাস্থি—শরীরের পার্শ্বস্থিত অস্থি; পাঁজর। পার্শ্বের অস্থি, ৬তৎ। সং; ক্লী।

পার্ষত—ধৃষ্টদ্যুম্ন। পৃষৎ শব্দ (দ্রুপদ নৃপতি)+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পার্ষতী।

পার্ষতী—দ্রৌপদী। পার্ষত দেখ। পার্ষত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পার্ষদ—পারিষদ, সভাসদ্, সভ্য। পর্ষদ্ শব্দ (সভা)+ষ্ণ কুশলার্থে। সং; পু।

পার্ষ্ণি—১। গুল্ফের অধোদেশ, গোড়ালি; পৃষ্ঠদেশ; সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ। পৃষ (সিক্ত করা)+নি র্ম। সং; পু ও স্ত্রী। ২। কুন্তিদেবী। সং; স্ত্রী।

পার্ষ্ণিগ্রাহ—সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবী; পশ্চাদ্বর্ত্তী শত্রু রাজা। পার্ষ্ণি—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ষণ্ ক। সং; পু।

পাল, পালক—রক্ষক; প্রতিপালনকারী। ঘোটকরক্ষক। পাল (রক্ষা করা) অথবা ণিজন্ত পা অর্থাৎ পালি (রক্ষা করান)+অন্ পক্ষান্তরে ণক ক। বিণ; ত্রি।

পালকপুত্র—পালিত সন্তান, যাহাকে শৈশবকাল হইতে পুত্রের ন্যায় পালন করা হইয়াছে। কর্ম্মধা। সং; পু।

পালন—রক্ষা; প্রতিপালন, পোষণ। পাল (রক্ষা করা) অথবা ণিজন্ত পা অর্থাৎ পালি (রক্ষা করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে পালিত।

পালনকর্ত্তা—পালনকারী, প্রতিপালক। ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রী লিঙ্গে পালনকর্ত্রী।

পালাশ—পলাশসম্বন্ধীয়। পলাশ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

পালি, পালী—রাশি; খড়্গাদির ধার; প্রান্ত; শ্রেণী; প্রদেশ; কোণ; ক্রোড়; প্রশংসাবাক্য; সেতু; পালা; ছাত্রাদি দেয় বৃত্তি; কল্পিত ভোজন; শ্মশ্রুমতী স্ত্রী। পাল (রক্ষা করা)+ই র্ম, ২য় পক্ষে তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পালিত—রক্ষিত; বর্দ্ধিত; পোষিত। পাল (রক্ষা করা) অথবা ণিজন্ত পা অর্থাৎ পালি (রক্ষা করান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পালিতা। বিশেষ্যে পালন।

পাল্লা—ওজনের যন্ত্র; তুল্য বল প্রকাশ। দেশজ শব্দ।

পাবক—১। বিদ্যুতাগ্নি; অগ্নি; ভল্লাতক; বৈদ্যুতাগ্নি; সদাচারী ব্যক্তি। পূ (শুদ্ধ করা)+ণক ক। সং; পু। ২। পবিত্রকারক, বিশুদ্ধকারক। বিণ; ত্রি।

পাবকি—কার্ত্তিকেয়। পাবক+ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

পাবন—১। পবিত্রকারক, শোধক। ণিজন্ত পূ বা পাবি (শুদ্ধ করান)+অন ক। বিণ; ত্রি। ২। অগ্নি; ব্যাস। সং; পু। ৩। জল; প্রায়শ্চিত্ত; গোময়; রুদ্রাক্ষ; কুষ্ঠ। ণিজন্ত পূ বা পাবি+অন ণ। ৪। পবিত্রীকরণ। ণিজন্ত পূ বা পাবি+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পাবনী—১। হরীতকী; গঙ্গা; তুলসী; গবী। ণিজন্ত পূ বা পাবি (পবিত্র করান)+অন ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। পবিত্রকারিণী। বিণ; স্ত্রী।

পাশ—রজ্জু, দড়ি; ফাঁদ; তদাকার অস্ত্রবিশেষ; (কর্ণবাচক শব্দের পরে থাকিলে) সুন্দর; (কেশবাচক শব্দের পরে থাকিলে) গুচ্ছ; (ছত্রবাচক শব্দের পরে থাকিলে) কুৎসিত। পশ (বন্ধন করা, পীড়ন করা, ইত্যাদি)+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

পাশক—দ্যূতবিশেষ, পাশা। পশ (গমন করা)+ণক ক। সং; পু।

পাশপাণি, পাশহস্ত—বরুণ। পাশ হইয়াছে পাণিতে বা হস্তে যাঁহার, বহু। সং; পু।

পাশভৃৎ—বরুণ। পাশ—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

পাশব—পশুসম্বন্ধীয়; পশুবৎ নীচ। পশু শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। [সং; ক্লী।

পাশববল—পশুবৎ নীচবৃত্তি ক্ষমতা। কর্ম্মধা।

পাশববৃত্তি—পশুতুল্য নীচপ্রবৃত্তি, ঘৃণিত মনোবৃত্তি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পাশবশক্তি—পাশব বল, পশুবৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ক্ষমতা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পাশী—বরুণ; ব্যাধ; যম। পাশ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=পাশিন্, ১মার ১বচন। সং।

পাশুপত—১। শিবসম্বন্ধীয়; শৈব, শিবভক্ত। পশুপতি (শিব)+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। বকফুল; বকবৃক্ষ। সং; পু। ৩। অস্ত্রবিশেষ। সং; ক্লী।

পাশুপতব্রত—ব্রতবিশেষ। [পশুপতির প্রীত্যর্থে দ্বাদশী দিবসে একাহারী হইয়া, ত্রয়োদশীতে অযাচিত অন্ন ভোজন করিয়া, চতুর্দ্দশীতে রাত্রিতে ভোজনপূর্ব্বক পঞ্চদশীতে উপবাস। ইহাই ব্রতের নিয়ম]। সং; ক্লী।

পাশুপাল্য—বৈশ্যবৃত্তি, পশুপালনকর্ম্ম। পশুপাল শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

পাশ্চাত্য—পশ্চাৎস্থিত; পশ্চিমদেশীয়; পশ্চিমদেশজাত; পশ্চাদ্ভব। পশ্চাৎ শব্দ+ষ্ণ্য। বিণ, ত্রি।

পাশ্চাত্যবিদ্যা—পশ্চিমদেশীয় বিদ্যা; ইউরোপীয় বিদ্যা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পাষণ্ড—বেদবিরুদ্ধ আচারবান্; সদাচারভ্রষ্ট; অধার্ম্মিক; নাস্তিক; সর্ব্ববর্ণচিহ্নধারী। পাপ শব্দ—সন (সেবা করা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

পাষণ্ডদলন—১। অধার্ম্মিকের দমন, সদুপদেশ দ্বারা নাস্তিককে সৎপথে আনয়ন। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। গ্রন্থবিশেষ। সং; পু।

পাষণ্ডিনী—সদাচারভ্রষ্টা; অধার্ম্মিকা। পাষণ্ডী দেখ; পাষণ্ডিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পাষণ্ডী—বেদবিরুদ্ধ আচারবান্ ; সদাচারভ্রষ্ট ; নাস্তিক। পাপ—সন (সেবা করা)+ডিন্ ক—পাষণ্ডিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পাষণ্ডিনী।

পাষাণ—প্রস্তর, শিলা। পিষ (চূর্ণ করা)+ আন অধি। সং ; পু।

পাষাণখণ্ড—শিলাখণ্ড। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পাষাণদারক, পাষাণদারণ—প্রস্তরভেদক অস্ত্র, টঙ্ক, টাঙ্গি। পাষাণ—দৃ (বিদারণ করা) +ণক, অনট্ ণ। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

পাষাণভেদী—(পাষাণভেদিন্)। পাষাণবিদীর্ণকারী, যাহা কঠিন শিলাকে ভেদ করিতে পারে। পাষাণ শব্দ—ভিদ+ণিন্ ক। বিণ ; পু।

পাষাণময়—প্রস্তরগঠিত, পাথরে গড়া। পাষাণ শব্দ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি।

পাষাণহৃদয়—প্রস্তরতুল্য কঠিন চিত্তবিশিষ্ট, অতি কঠোরমনাঃ। পাষাণবৎ হৃদয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

পাষাণী—ক্ষুদ্র পাষাণ ; পরিমাণকবিশেষ, বাটখারা। পাষাণ দেখ ; পাষাণ শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। পাষাণতুল্য কঠোরহৃদয়া রমণী। পাষাণ+ক+ঈপ্।

পাসরে—বিস্মৃত হয়, ভুলিয়া যায়। দেশজ শব্দ।

পিক—কোকিল। অপি—কৈ (শব্দ করা)+ ড ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পিকী।

পিককণ্ঠ—কোকিলতুল্য মনোহর কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। পিকের কণ্ঠের ন্যায় কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। [সং ; স্ত্রী।

পিকবধূ—কোকিলা, স্ত্রী-কোকিল। ৬তৎ।

পিকরাজ—কোকিলশ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ কোকিল। ৬তৎ। সং ; পু।

পিকানন্দ—বসন্তকাল। পিকের কোকিলের) আনন্দ হয় যে সময়ে, বহু। সং ; পু।

পিকী—কোকিলা। পিক দেখ ; পিক শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পিক্ক—হস্তিশাবক। পিক্ (অনুকরণ শব্দ)— কৈ+ক ক। সং ; পু।

পিঙ্গ—১। নীলপীতমিশ্র বর্ণ। পিন্জ (রঙ্ করা)+ঘঞ্ ণ। সং ; পু। ২। তদ্বর্ণযুক্ত। বিণ ; ত্রি। ৩। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। সং ; ক্লী।

পিঙ্গচক্ষুঃ—কুম্ভীর। বহু। সং ; পু।

পিঙ্গল—১। নীলপীতমিশ্রিত বর্ণ, তামাটে রঙ্ ; মুনিবিশেষ ; নাগবিশেষ ; নিধিবিশেষ ; স্থাবরবিষবিশেষ ; সূর্য্যের পারিপার্শ্বিক ; অগ্নি ; মঙ্গলগ্রহ ; কপি। পিন্জ (রঙ্ করা) +অলচ্ ণ। সং ; পু। ২। কপিলবর্ণযুক্ত। বিণ ; ত্রি।

পিঙ্গলা—নাড়িবিশেষ ; দক্ষিণদিকের হস্তিনী ; ধর্ম্মনিষ্ঠা বেশ্যাবিশেষ। পিঙ্গল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ; সং। স্ত্রী।

পিঙ্গলাভ—পিঙ্গলের আভাযুক্ত, ঈষৎ তামাটে রঙ বিশিষ্ট। পিঙ্গলের আভার ন্যায় আভা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

পিঙ্গলিকা—বলাকা। সং ; স্ত্রী।

পিঙ্গা—বংশরোচনা ; গোরোচনা ; হরিদ্রা ; হিঙ্গু ; দুর্গা। পিঙ্গ দেখ ; পিঙ্গ শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পিঙ্গাক্ষ—১। পিঙ্গলবর্ণনেত্রবিশিষ্ট। পিঙ্গ হইয়াছে অক্ষি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। মহাদেব, শিব। সং ; পু।

পিঙ্গী—শমীবৃক্ষ। পিঙ্গ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পিচণ্ড, পিচিণ্ড—উদর, পেট, ভুঁড়ি। অপি— চম (ভক্ষণ করা)+ড ক। সং ; পু।

পিচণ্ডিল, পিচিণ্ডিল—তুন্দিল, ভুঁড়িযুক্ত, ভুঁড়ে। পিচণ্ড বা পিচিণ্ড শব্দ (ভুঁড়ি)+ইল যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।

পিচু—১। কার্পাস তুল ; পরিমাণবিশেষ ; কুষ্ঠবিশেষ। পি+চুক্ র্ম্ম। ২। জনৈক অসুর ; ভৈরব। পি+চুক্ ক। সং ; পু।

পিচুমর্দ্দ—নিম্ববৃক্ষ। সং ; পু। [পু।

পিচুল—ঝাবুক, ঝাউগাছ ; জলবায়স। সং ;

পিচ্চট—নেত্রমল, পিঁচুটি ; সীস ; রঙ্গ ; নেত্ররোগবিশেষ। পিচ্চ (ছেদন করা)+অটন্ ক। সং ; ক্লী।

পিচ্ছ—১। চূড়া ; শিখিপুচ্ছ, ময়ূরপুচ্ছ। পিচ্ছ (পীড়ন করা)+অন্ ক। সং ; ক্লী। ২। লাঙ্গুল। সং ; পু।

পিচ্ছল, পিচ্ছিল—পিছল, হড়হড়ে। পিছ+ কলচ, ইল ক। বিণ ; ত্রি।

পিচ্ছা, পিচ্ছিকা—পুগচ্ছটা ; পিচ্ছযষ্টি ; কোষ ; শাল্মলী বৃক্ষ ; মোচা ; চামরবিশেষ, পঙ্ক্তি ; ভক্তমণ্ড, ভাতের মাড় ; অশ্বচরণরোগবিশেষ। পিচ্ছ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ; ২য় পক্ষে পিচ্ছ শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী ;

পিঞ্জ—১। হনন, বধ। পিন্জ (বধ করা)+ অল্ ভা। সং ; পু। ২। বল। পিন্জ (বলবান্ হওয়া)+অল্ ণ। সং ; ক্লী।

পিঞ্জট—নেত্রমল, পিঁচুটি। পিন্জ+অটন্ ক। সং ; পু।

পিঞ্জর—১। স্বর্ণ ; পিঁজরা ; খাঁচা। সং ; ক্লী। ২। পীতরক্তবর্ণ ; পিঙ্গলবর্ণ। পিন্জ (রঙ্ করা, ইত্যাদি)+অর ণ। সং ; পু। ৩। হরিতাল ; দেহাস্থিপুঞ্জ। সং ; ক্লী। ৪। পীত বা পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। বিণ ; ত্রি। ৫। পীতবর্ণ অশ্ববিশেষ। পিন্জ+অর র্ম্ম। সং ; পু।

পিঞ্জরমুক্ত—পিঁজরা হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত, খাঁচা হইতে বহির্গত। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

পিঞ্জরাবদ্ধ—পিঁজরায় বন্দী, খাঁচায় আবদ্ধ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

পিঞ্জল—১। কুশপত্র ; হরিতাল। পিন্জ (রঙ্ করা, ইত্যাদি)+অলচ্ র্ম্ম। সং ; ক্লী। ২। অত্যন্ত ব্যাকুল সৈন্যাদি। সং ; পু। ৩। পিঞ্জর বর্ণবিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি।

পিঞ্জা, পিঞ্জিকা—পাঁইজ ; তুল ; হরিদ্রা। পিঞ্জ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ; ২য় পক্ষে পিঞ্জ শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পিঞ্জূল—দীপবর্ত্তিকা, প্রদীপের সলিতা। পিন্জ (দীপ্ত করা)+উল র্ম্ম। সং ; ক্লী।

পিঞ্জূষ—কর্ণমল, কাণের খইল। পিন্জ+উষ র্ম্ম। সং ; পু।

পিট, পিটক—পেটারি প্রভৃতি ; বিস্ফোট ; ধান্যরক্ষার্থ ডোল। পিট (রাশি করা)+ক অধি ; ২য় পক্ষে পিট+কণ্ স্বার্থে। সং।

পিঠর, পিঠরক—স্থালী, হাঁড়ি, পেটারি ; ভাণ্ড। পিঠ (ক্লেশ দেওয়া)+করন্ ক ; ২য় পক্ষে পিঠর শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

পিঠরী—পিঠর দেখ। পিঠর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পিণ্ড—১। পিতৃলোকের উদ্দেশে দেয় বর্ত্তুলাকার ভক্ষ্যবস্তু ; গ্রাস ; গোলাকার বস্তু, ডেলা ; দেহ ; গজকুম্ভ ; দেহৈকদেশ ; গৃহৈকদেশ ; বল ; পুঞ্জ। পিণ্ড (রাশি করা, পিণ্ডাকার করা)+অল্ র্ম্ম। সং ; পু। ২। যজুর্ব্বেদীদিগের পিতৃদেয় বর্ত্তুলাকার ভক্ষ্যবস্তু ; জীবিকা ; লৌহ। সং ; পু। ৩। সংহত ; সান্দ্র। বিণ ; ত্রি।

পিণ্ডদ—পিণ্ডদানকর্ত্তা ; অন্নদাতা। পিণ্ড শব্দ —দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পিণ্ডদা।

পিণ্ডাকাঙ্ক্ষী—পিণ্ডাভিলাষী, শ্রাদ্ধে দত্ত পিণ্ডভোজনে ইচ্ছুক ; অন্নলাভেচ্ছু। পিণ্ডের আকাঙ্ক্ষী, ৬তৎ। বিণ ; পু।

পিণ্ডাকার—পিণ্ডের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, গোলাকার। পিণ্ডের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ : ত্রি।

পিণ্ডার—ক্ষপণক ; গোপ ; মহিষী-রক্ষক ; বৃক্ষবিশেষ ; নাগবিশেষ ; তীর্থবিশেষ। পিণ্ড শব্দ—ঋ+ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু।

পিণ্ডি, পিণ্ডিকা, পিণ্ডী—খর্জ্জুর বৃক্ষ ; রথাদিচক্রের মধ্যমণ্ডল ; কক্ষ বা জানুর নিম্নস্থ মাংসল প্রদেশ ; লাউ ; ভক্ষ্যপিণ্ড। পিন্ড (সংহত করা)+ই র্ম্ম। সং ; স্ত্রী।

পিণ্ডিত—সংহত ; পিণ্ডাকৃতীভূত ; গুণিত। পিন্ড (সংহত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পিণ্ডীশূর—ভোজনপটু, কেবল ভক্ষণ বিষয়ে বীর (কাজের বেলায় নহে) ; কাপুরুষ। পিণ্ডী বিষয়ে শূর, ৭তৎ। সং ; পু।

পিণ্যাক—তিলকল্ক, তিলের খইল ; কল্ক ; হিঙ্গু। পিষ (চূর্ণ করা)+আকন্ র্ম্ম, নিপাতনে। সং ; পু।

পিতা—জনক, জন্মদাতা, বাপ ; জনকজননী উভয় ; জনকতুল্য গুরুজন, যথা—অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, শ্বশুর, জন্মদাতা, উপনেতা, এই পঞ্চজন ; কেহ কেহ এতদ্ভিন্ন জ্ঞানদাতা অর্থাৎ অধ্যাপক ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও পিতৃতুল্য বলিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের মতে সপ্তপিতা ; সপ্ত পিতৃলোক, যথা —অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ্, সুভাস্বর, আজ্যপ, উপহূত, ক্রব্যাদ, সুকালিন্। পা (রক্ষা করা, পালন করা)+তৃচ্ ক=পিতৃ, ১মার ১বচন। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মাতা।

পিতামহ—ব্রহ্মা ; পিতার পিতা, ঠাকুরদাদা। পিতা দেখ ; পিতৃ শব্দ+ডামহ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পিতামহী।

পিতামহী—পিতামহপত্নী, পিতার মাতা, ঠাকুর মা। পিতামহ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে পিতামহ।

পিতৃক—পিতৃসম্বন্ধীয় ; পিতা হইতে আগত। পিতৃ (পিতা)+কণ্। বিণ ; ত্রি।

পিতৃকানন—শবদাহস্থান, শ্মশান। পিতৃগণের (পূর্ব্বপুরুষদিগের) কানন, ৬তৎ। ক্লী।

পিতৃকার্য্য, পিতৃকৃত্য, পিতৃক্রিয়া—শ্রাদ্ধতর্পণাদি। ৬তৎ। সং ; প্রথম দুইটি ক্লী ও তৃতীয়টি স্ত্রী।

পিতৃকুল—পিতৃবংশ। ৬তৎ। সং ; পু।

পিতৃগণ—অগ্নিষ্বাত্তাদি সপ্ত [পিতা দেখ]। ৬তৎ। সং ; পু।

পিতৃঘাতী—(পিতৃঘাতিন্)। পিতৃহত্যাকারী। পিতৃ—পিজন্ত হন+ণিন্ ক। বিণ ; পু।

পিতৃঘ্ন—পিতৃহন্তা, পিতৃঘাতী। পিতৃ শব্দ—হন +টক্ ক। বিণ ; ত্রি।

পিতৃতর্পণ—পিতৃতীর্থ ; পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থে জলদানক্রিয়া। সং ; ক্লী।

পিতৃতিথি—পিতৃলোকের শ্রাদ্ধযোগ্য তিথি ; অমাবস্যা। সং ; স্ত্রী।

পিতৃতীর্থ—হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থান ; গয়াধাম। সং ; ক্লী। [বিণ ; ত্রি।

পিতৃতুল্য—পিতৃসদৃশ, পিতার মত। ৬তৎ।

পিতৃদত্ত—পিতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত, পিতা যাহা প্রদান করিয়াছেন। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

পিতৃদান—নিবাপ, শ্রাদ্ধতর্পণাদি। ৪তৎ। সং ; ক্লী।

পিতৃদায়—পিতার মরণজনিত সঙ্কট, মৃতপিতার শ্রাদ্ধাদি নির্ব্বাহ রূপ কঠিন কার্য্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

পিতৃদেব—দেবতাস্বরূপ পিতা। পিতাই দেব, কর্ম্মধা। সং ; পু।

পিতৃদেবগণ—পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ ; অগ্নিষ্বাত্তাদি। ৬তৎ। সং ; পু।

পিতৃদৈবত—১। যম। সং ; পু। ২। মঘা নক্ষত্র। সং ; ক্লী।

পিতৃধার—পিতৃ ঋণ, পিতার নিকট প্রাপ্ত উপকাররূপ ধার। ৬তৎ। সং ; পু।

পিতৃপক্ষ—১। প্রেতপক্ষ, গৌণ আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ। পিতৃ প্রিয় পক্ষ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। পিতৃকুলজাত। বিণ ; ত্রি।

পিতৃপতি—শমন, যম। ৬তৎ। সং ; পু।

পিতৃপুরুষ—পিতা পিতামহাদি ঊর্দ্ধতন পুরুষ। সং ; পু।

পিতৃপ্রসূ—পিতামহী ; সন্ধ্যা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পিতৃবন্ধু—পিতার পিতার ভগিনীর পুত্রগণ, পিতার মাতার ভগিনীর পুত্রগণ, পিতার মাতুলপুত্রগণ, এই সকল পিতৃবন্ধু। ৬তৎ। সং ; পু।

পিতৃবান্ধব—পিতার মাতা পিতা ভ্রাতা, পিতার ভ্রাতার ভগিনীর পুত্র, পিতার সহোদর, এই সকল পিতৃবান্ধব। ৬তৎ। সং ; পু।

পিতৃভক্ত—পিতার প্রতি ভক্তিমান্। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

পিতৃভক্তি—পিতার প্রতি ভক্তি, পিতার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত অনুরাগ। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

পিতৃমাতৃহীন—যাহার জনকজননী উভয়ই মরিয়া গিয়াছে এরূপ। পিতা ও মাতা, তাহাদের দ্বারা হীন, দ্বন্দ্ব ও ৩তৎ। [বাঙ্গালা ভাষায় এই পদটির বহুল প্রয়োগ দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহা অশুদ্ধ ; ব্যাকরণানুসারে "মাতাপিতৃহীন" এইরূপ হওয়াই সঙ্গত। দ্বন্দ্ব সমাসে অধিক স্বরবিশিষ্ট না হইলে স্ত্রীলিঙ্গ পদই পূর্ব্বে বসে ; আর ঋকারান্ত শব্দ পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকারান্ত শব্দ আকারান্ত হইয়া যায় ; অতএব পিতা ও মাতা দ্বন্দ্ব সমাস করিলে মাতাপিতা হইবে ; তাহার পর "হীন" শব্দের সহিত তৃতীয়া-তৎপুরুষ সমাসে "মাতাপিতৃহীন" হইবে]। বিণ।

পিতৃযজ্ঞ—তর্পণ ; শ্রাদ্ধ। ৪তৎ। সং ; পু।

পিতৃযান—পিতৃগণের চন্দ্রলোকে গমনপথ। ৬তৎ। সং ; পু।

পিতৃরিষ্টি—জাত বালকের জন্ম লগ্নের দশম স্থানে শনি, ষষ্ঠে চন্দ্র, সপ্তমে মঙ্গল থাকিলে, এবং রবি শুভগ্রহযুক্ত বা শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট না হইলে, অপিচ তিনটী পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে পিতৃরিষ্টি হয়। পিতৃরিষ্টি হইলে জাত বালকের পিতার মৃত্যু হয়।

পিতৃলোক—চন্দ্রলোকস্থ স্থানবিশেষ ; অগ্নিষ্বাত্তাদি সপ্ত [পিতা দেখ]। ৬তৎ। সং।

পিতৃবসতি—শবশয়নস্থান, শ্মশান। সং ; স্ত্রী।

পিতৃবিয়োগ—পিতার মৃত্যু। ৬তৎ। সং ; পু।

পিতৃব্য—পিতার ভ্রাতা, খুড়া, জেঠা। পিতৃ শব্দ+ব্য। সং ; পু।

পিতৃস্থানীয়—পিতার ন্যায় পূজার্হ। পিতার স্থান, ৬তৎ। পিতৃস্থান+ঈয়। বিণ ; ত্রি।

পিতৃষ্বসা, পিতুঃস্বসা, পিতুঃষ্বসা—পিতার ভগিনী, পিশী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পিতৃষ্বসেয়, পিতৃষ্বস্রেয়—পিতার ভগিনীর পুত্র, পিশতুত ভাই। পিতৃষ্বসৃ শব্দ (পিশী)+ ঢেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

পিতৃষ্বস্রীয়—পিতার ভগিনীর পুত্র, পিশতুত ভাই। পিতৃষ্বসৃ শব্দ (পিশী)+ঈয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

পিতৃহত্যা—পিতৃবধ, পিতাকে মারিয়া ফেলা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

পিতৃহীন—যাহার পিতা মারা গিয়াছে এরূপ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

পিতৃহূ—দক্ষিণ কর্ণ। সং ; পু।

পিত্ত—দেহস্থ ধাতুবিশেষ। [ত্রিদোষ দেখ]। অপি—দো (পালন করা)+ক্ত ক। ক্লী।

পিত্তঘ্ন—পিত্তনাশক। পিত্ত শব্দ—হন (বধ করা)+টক ক। বিণ ; ত্রি।

পিত্তল—তাম্র ও সীসমিশ্রিত ধাতুবিশেষ, পিতল। [ইহা যে যে ধাতুর সংযোগে উৎপন্ন হয়, সেই সেই ধাতুর গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত সংযোগ প্রভাবে উহার অন্যান্য গুণও জন্মিয়া থাকে। ইহা তিক্তরসযুক্ত, শোধনকারক, পাণ্ডু ও কৃমিনাশক, এবং অল্পলেখন গুণবিশিষ্ট]। পিত্ত শব্দ—লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং ; ক্লী।

পিত্তারি—ক্ষেতপাপড়া ; লাক্ষা। সং ; পু।

পিত্রালয়—পিতৃগৃহ, বাপের বাড়ী। ৬তৎ। সং ; পু।

পিত্র্য—১। পিতৃসম্বন্ধীয় ; পিতা হইতে আগত বা প্রাপ্ত। পিতৃ শব্দ (পিতা)+য্য ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। পিতৃতীর্থ। সং ; ক্লী।

পিৎসল—মার্গ, পথ। সং ; ক্লী।

পিধান—১। আচ্ছাদন, আবরণ। অপি—ধা (ধারণ করা)+অনট্ ভা। ২। ঢাকনি। অপি—ধা+অনট্ ণ। সং ; ক্লী। বিশেষণে পিহিত।

পিনদ্ধ—পরিহিত ; বদ্ধ ; আবৃত। অপি—নহ +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পিনাক—শিবের ধনুঃ ; ত্রিশূল ; ধূলিবৃষ্টি। পা (রক্ষা করা)+আক ক। সং ; পু ও ক্লী।

পিনাকপাণি—শিব। পিনাক হইয়াছে পাণিতে যাঁহার, বহু। সং ; পু।

পিনাকী—মহাদেব। পিনাক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে =পিনাকিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

পিপাসা—জলপানেচ্ছা, তৃষ্ণা। সনন্ত পা বা পিপাস+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে পিপাসিত, পিপাসু।

পিপাসাকুল—তৃষ্ণার্ত্ত, তৃষ্ণায় কাতর। পিপাসা দ্বারা আকুল, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

পিপাসাপীড়িত—পিপাসার্ত্ত, তৃষ্ণাকাতর। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

পিপাসার্ত—তৃষ্ণার্ত, তৃষ্ণায় পীড়িত। পিপাসা দ্বারা ঋত বা আর্ত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

পিপাসাশূন্য—তৃষ্ণাহীন, জলপানেচ্ছারহিত; নিঃস্পৃহ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

পিপাসিত—পিপাসাযুক্ত, তৃষিত। পিপাসা+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পিপাসিতা।

পিপাসী—(পিপাসিন্)। পিপাসাযুক্ত, তৃষিত। পিপাসা+ইন্ অস্ত্যর্থে=পিপাসিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

পিপাসু—তৃষিত, পানেচ্ছু। সনন্ত পা (পান করিতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ; ত্রি।

পিপীতকী—বৈশাখ শুক্লাদ্বাদশীতে কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ। সং; স্ত্রী।

পিপীল, পিপীলক—ডেয়ো পিপীড়া, পিঁপড়ে। যঙ্লুগন্ত পীল (পুনঃ পুনঃ রোধ করা)+অন্, পক্ষে ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পিপীলিকা।

পিপীলিকা—হীনাঙ্গী, ক্ষুদি পিপীড়া, পিঁপড়ে। পিপীলক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পিপ্পল—১। বন্ধনশূন্য পক্ষী; অশ্বত্থবৃক্ষ। পা (রক্ষা করা)+অলচ্ ক। সং; পু। ২। জল; বস্ত্রখণ্ডবিশেষ। সং; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে পিপ্পলি, পিপ্পলী।

পিপ্পলি, পিপ্পলী—পিপুল। পিপ্পল দেখ। সং; স্ত্রী।

পিপ্লু—জড়ুলচিহ্ন, জড়ুর। অপি—প্লুষ+উ ক। সং; পু।

পিয়াল—রাজাদন বৃক্ষ। পীয় (প্রীত করা)+কালন্ ক। সং; পু।

পিল্লিকা—হস্তিনী। সং; স্ত্রী।

পিব—পানকারী। পা (পান করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

পিশঙ্গ—১। পিঙ্গলবর্ণ। পিশ (অবয়ব হওয়া)+অঙ্গচ্ ক। সং; পু। ২। পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। বিণ; ত্রি।

পিশাচ—দেবযোনিবিশেষ, ভূতপ্রেত, পিচাস। পিশিত শব্দ (মাংস)—অশ (ভোজন করা)+অন্ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পিশাচী।

পিশাচমোচন—কাশীস্থ গঙ্গার ঘাট বিশেষ। ইহা কাশীর পশ্চিমদিকে নগরীর সীমার বাহিরে অবস্থিত। কথিত আছে যে, কোন পিশাচ বলপূর্ব্বক কাশীবাস করায় কাল ভৈরব তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া এই স্থানে ফেলিয়া দেন। এইজন্য ইহা পিশাচমোচন নামে আখ্যাত। মস্তকহীন পিশাচের প্রার্থনায় বিশ্বেশ্বর এই স্থানকে পবিত্র ও গয়াযাত্রীর প্রথম দ্রষ্টব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেন। মিরাবাই ও গোপাল দাস সাধু ইহার ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন। এই স্থানে প্রতিবর্ষে লোটাভণ্টা নামক বিখ্যাত মেলা হয়।

পিশাচী—পিশাচিকা, স্ত্রী-পিশাচ, স্ত্রী-প্রেত। পিশাচ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পিশিত—মাংস। পিশ (খণ্ড করা)+ক্ত র্ম্ম। সং; ক্লী।

পিশিতাশন—মাংসাশী (রাক্ষসাদি)। পিশিত শব্দ (মাংস)—অশ (ভোজন করা)+অন ক। বিণ; ত্রি।

পিশিতাশী—মাংসাশী (রাক্ষসাদি)। পিশিত শব্দ (মাংস)—অশ (ভোজন করা)+ণিন্ ক=পিশিতাশিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পিশিতাশিনী।

পিশুন—১। খল, ক্রূর; পরস্পর ভেদশীল; সূচক (চরবিশেষ)। পিশ (খণ্ড করা)+উনন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। কুঙ্কুম। সং; ক্লী। ৩। কাক; নারদ। সং; পু।

পিষ্ট—১। চূর্ণিত; মর্দ্দিত। পিষ (চূর্ণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। পুপ, পিঠা; সীসক। সং; ক্লী।

পিষ্টক—তিলচূর্ণ; পুপ, পিঠা, রুটি প্রভৃতি। পিষ্ট+কণ্ স্বার্থে। সং; পু ও ক্লী।

পিষ্টপ—ভুবন, জগৎ। বিশ (প্রবেশ করা)+টপক্ অধি, নিপাতনে। সং; পু ও ক্লী।

পিষ্টবর্ত্তি—মুদ্গামসূরাদি চূর্ণ। সং; পু।

পিষ্টাত, পিষ্টাতক—গন্ধচূর্ণ; আবীর; পিটালি। পিষ্ট শব্দ—অত (গমন করা)+অন্, পক্ষে ক। সং; পু।

পিষ্টোদক—তণ্ডুলচূর্ণ মিশ্রিত জল; পিটালি গোলা জল। পিষ্ট (তণ্ডুলচূর্ণ) মিশ্রিত যে উদক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পিহিত—আচ্ছাদিত; রুদ্ধ; তিরোহিত। অপি—ধা (ধারণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পিধান।

পীটার দি গ্রেট—রুশিয়ার খ্যাতনামা সম্রাট্। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। নানা বিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া ইনি দেশের প্রকৃত হিতসাধনে মনোনিবেশ করেন। দেশে জাহাজ না থাকায় বহির্বাণিজ্যের সুবিধা হইতেছে না বুঝিয়া অথচ দেশের লোককে জাহাজ-নির্ম্মাণ-বিদ্যায় অজ্ঞ দেখিয়া ইনি স্বয়ং দেন্মার্কে গমনপূর্ব্বক ছদ্মবেশে জাহাজ-মিস্ত্রীদিগের সহিত কার্য্য করিয়া উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করেন। অতঃপর দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অনেক লোককে ঐ বিদ্যা শিক্ষা দিয়া জাহাজ নির্ম্মাণে নিযুক্ত করেন। দেশে বিদ্যাচর্চ্চার নিমিত্ত ইনি নানাপ্রকার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। রুশিয়ার বর্ত্তমান রাজধানী সেন্টপিটার্সবর্গ নগর ইহাঁরই প্রতিষ্ঠিত এবং ইহাঁরই নামানুসারে অভিহিত। এইরূপে জন্মভূমির শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া এই মহাত্মা ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। এই সকল মহানুভবতার জন্যই ইনি "পীটার দি গ্রেট্" অর্থাৎ মহান্ পীটার নাম প্রাপ্ত হন।

পীঠ—উপবেশনাধার; বসিবার চৌকি, টুল, পিঁড়ি; দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে যে যে স্থানে তাঁহার শরীরাবয়ব পতিত হইয়াছিল, তাহাকে এক এক পীঠ বলে। পিঠ+ক অধি। সং; পু ও ক্লী।

পীঠচক্র—গোযুক্ত শকটাদি। বহু। সং; ক্লী।

পীঠন্যাস—প্রকৃত্যাদি পীঠদেবতাসম্বন্ধীয় ন্যাসবিশেষ। সং; পু।

পীঠমর্দ্দ—নায়কবিশেষ; নায়কের সহায়বিশেষ। পীঠ—মৃদ (মর্দ্দন করা)+অন্ ক। সং; পু।

পীঠস্থান—দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে যে যে স্থানে তাঁহার অঙ্গ পড়িয়াছিল; প্রাচীন দেবালয়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

পীড়ন—ক্লেশপ্রদান; নিপীড়ন; অভিভব; সাগ্রহ গ্রহণ। পীড় (পীড়ন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে পীড়িত।

পীড়া—ব্যথা, ক্লেশ, দুঃখ; রোগ; শিরোমালা। পীড় (পীড়ন করা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে পীড়িত।

পীড়াদায়ক—ক্লেশজনক, দুঃখকর; রোগজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

পীড়াপীড়ি—উৎপীড়ন, অত্যন্ত পীড়ন করা। দেশজ শব্দ।

পীড়িত—ব্যথিত, ক্লেশিত, দুঃখিত; রুগ্ন; উচ্ছিন্ন। পীড় (পীড়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পীড়ন, পীড়া।

পীড্যমান—যাহাকে পীড়া দেওয়া হইতেছে এরূপ, ব্যথ্যমান, ক্লিশ্যমান। পীড় (পীড়া দেওয়া)+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পীত—১। হরিদ্রাবর্ণ। পা (পান করা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। সং; পু। ২। হরিদ্রাবর্ণযুক্ত; যাহা পান করা হইয়াছে এরূপ। ৩। যে পান করিয়াছে এরূপ। পা+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ৪। পান। পা+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ৫ ৮—পানযুক্ত। বিণ; ত্রি।

পীতবাস—পীতবর্ণ বস্ত্র, হলুদে রঙের কাপড়। পীত যে বাসঃ (বাসস্), কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পীতবাসাঃ—শ্রীকৃষ্ণ। পীত হইয়াছে বাসঃ (বাসস্=বস্ত্র) যাঁহার, বহুব্রীহি সমাসে পীতবাসস্, ১মার ১বচন। সং; পু।

পীতসার—১। পীতবর্ণ চন্দনকাষ্ঠ; চন্দনবৃক্ষ। পীত হইয়াছে সার যাহার, বহু। সং; পু। ২। চন্দন; হরিচন্দন। সং; ক্লী।

পীতাম্বর—১। শ্রীকৃষ্ণ; বিষ্ণু। পীত হইয়াছে অম্বর (বস্ত্র) যাহার, বহু। সং; পু। ২। পীতবস্ত্রযুক্ত। বিণ; ত্রি।

পীতি—১। শুণ্ডিকালয়। পা+ক্তি অধি। ২। পান। পা (পান করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। ৩। অশ্ব। পা+তি ক। সং; পু।

পীতী—ঘোটক, ঘোড়া। পীত শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে =পীতিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

পীতু—অগ্নি; সূর্য্য; দলপতি। পা (পালন করা)+তুন্ ক। সং; পু।

পীন—স্থূল; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, প্রবৃদ্ধ; সম্পন্ন। প্যায় (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

পীনপয়োধর—প্রবৃদ্ধ কুচ, স্থূল স্তন। কর্ম্মধা। পু।

পীনপয়োধরা—স্থূলস্তনবিশিষ্টা। বহু। বিণ; স্ত্রী।

পীনস—নাসিকারোগবিশেষ, পীনাস। পীন (স্থূল) —সো (নাশ করা)+ড ক। সং; পু।

পীনোঘ্নী—স্থূলস্তনবিশিষ্টা গবী। পীন (স্থূল) হইয়াছে উধঃ (উধস্=গোস্তন) যাহার (যে গবীর), বহু। সং; স্ত্রী।

পীনোন্নতপয়োধর—স্থূল অথচ উচ্চ কুচ। পীন অথচ উন্নত পীনোন্নত, এমন যে পয়োধর (স্তন), দুইবার কর্ম্মধা। সং; পু।

পীনোন্নতপয়োধরা—স্থূল অথচ উচ্চ কুচবিশিষ্টা, যাহার কুচযুগল স্থূল অথচ উচ্চ এরূপ (স্ত্রী)। পীন অথচ উন্নত পীনোন্নত, কর্ম্মধা; পীনোন্নত হইয়াছে পয়োধর (স্তন) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

পীযূষ—১। অমৃত, সুধা। পীয় (প্রীত করা)+ উষন্ র্ম। সং; ক্লী। ২। গোদুগ্ধ। সং; পু ও ক্লী। [বিণ; ত্রি।

পীযূষপূরিত—অমৃতপূর্ণ; দুগ্ধে পরিপূর্ণ। ৩তৎ।

পীলু—প্রসূন, পুষ্প; পরমাণু; বাণ; হস্তী; তালকাণ্ড; অস্থিখণ্ড; বৃক্ষবিশেষ; কৃমিবিশেষ। পীল (রোধ করা, স্তম্ভিত করা) +উ ক। সং; পু।

পীবর—উপচিতাবয়ব, স্থূল; প্রবৃদ্ধ; বলিষ্ঠ। প্যৈ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ষ্বরচ্ ক। বিণ; ত্রি।

পীবরস্তনী—স্থূল স্তনযুক্তা নারী। বহু। সং; স্ত্রী।

পীবরাংশ—১। স্থূলাংশ, স্থূল ভাগ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। স্থূল স্কন্ধবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। [কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

পীবরোন্নত—স্থূল অথচ উচ্চ। পীবর অথচ উন্নত,

পীবা—১। বায়ু। প্যৈ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ কনিপ্ ক=পীবন্, ১মার ১বচন। সং; পু। ২। স্থূল; বলবান্। বিণ; পু।

পুংযোগ—পুরুষসঙ্গ। ৩তৎ। সং; পু।

পুংলিঙ্গ—১। পুরুষবাচক শব্দ। সং; পু। ২। পুংচিহ্ন, শিশ্ন। সং; ক্লী।

পুংশ্চলী—অসতী, কুলটা, ভ্রষ্টা স্ত্রী, ব্যভিচারিণী কামিনী; ধৃষ্টা, দুষ্টা। পুম্স্ শব্দ (পুরুষ)—চলা (চলা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। স্ত্রী।

পুংসবন—গর্ভিণীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে কর্ত্তব্য সংস্কারবিশেষ। [গর্ভের তৃতীয় মাসে রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারে, নন্দা ও ভদ্রা তিথিতে, পূর্ব্বভাদ্রপদ উত্তরভাদ্রপদ পূর্ব্বাষাঢ়া উত্তরাষাঢ়া হস্তা মূলা শ্রবণা পুনর্ব্বসু মৃগশিরা পুষ্যা ও আর্দ্রা নক্ষত্রে, পূর্ণচন্দ্র থাকিলে এবং মৃতধামিত্রবেধ ও দশযোগভঙ্গ না হইলে, লগ্নের নবমে ও পঞ্চমে, এবং লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশমে শুভগ্রহ ও তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম, একাদশে পাপগ্রহ অবস্থিতি করিলে গর্ভিণীর চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি হইলে, কুম্ভ, মিথুন সিংহ, ধনুঃ, ও মীনলগ্নে পুংসবন করিবে]। পুম্স্ (পুরুষ)—সূ (প্রসব করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

পুংস্কোকিল—পুরুষ পিকপক্ষী। পুমান্ (পুরুষ) যে কোকিল, কর্ম্মধা। সং; পু।

পুংস্ত্ব—মনুষ্যত্ব; পুরুষত্ব; শুক্র; পুংলিঙ্গত্ব। পুম্স্ শব্দ (পুরুষ)+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

পুঁথি—পুস্তক, বই। পুস্তিকা শব্দের অপভ্রংশে জাত।

পুঁথিগত—পুস্তকস্থ, গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট, যাহা পুস্তকমধ্যস্থ হইয়া আছে কিন্তু মনে নাই। বিণ; ত্রি।

পুকশ, পুকস—১। জাতিবিশেষ, চণ্ডাল। পু (পুণ্য)—কু (কুৎসিত)—কশ বা কস গমন করা, ইত্যাদি)+অন্ ক। সং; পু। ২। শবরালয়। উক্ত সমস্ত প্রকৃতির উত্তর উক্ত প্রত্যয় অধি। সং; ক্লী। ৩। অধম, নীচ। বিণ; ত্রি।

পুঙ্খ—কাণ্ডমূল; মূল; বাণমূল, শরের পক্ষস্থান। পুম্স্ শব্দ—খন (বিদারণ করা)+ড ক। সং; পু।

পুঙ্খানুপুঙ্খ—মূল হইতে মূলদেশ, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম, সবিশেষ প্রণিধান।

পুঙ্গব—১। বৃষ, ষাঁড়। পুমান্ (পুরুষ) যে গো (গরু), কর্ম্মধা। সং; পু। ২। (শব্দের পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ। বিণ; ত্রি।

পুচ্ছ—লাঙ্গুল, লেজ; পশ্চাদ্ভাগ। পুচ্ছ+ক ক। সং; পু ও ক্লী।

পুচ্ছকণ্টক—বৃশ্চিক, বিছা। পুচ্ছে কণ্টক আছে যাহার, বহু। সং; পু।

পুঞ্জ—রাশি, স্তূপ, সঙ্ঘ, সমূহ। পুম্স্ শব্দ (পুরুষ)—জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

পুঞ্জিত—রাশীকৃত; রাশীভূত। পুঞ্জ শব্দ (রাশি) +ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

পুঞ্জীভূত—রাশীভূত; রাশীকৃত। পুঞ্জ শব্দ +চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে=পুঞ্জী—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

পুট—পত্রাদিরচিত পাত্র, ঠোঙ্গা; আবরণ, খাপ; অঞ্জলি; কৌটা; মুচি; যুগ্ম; অশ্বখুর। পুট (সংশ্লিষ্ট করা)+ক র্ম্ম। সং; পু ও ক্লী।

পুটক—পত্রাদিরচিত পাত্র; পদ্ম। পুট শব্দ +কণ্। সং; ক্লী।

পুটকিনী—পদ্মিনী। পুটক শব্দ (পদ্ম)+ইন্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পুটগ্রীব—তাম্রকুণ্ড; পাড়ু। পুট (পরস্পর সংযোজিত) হইয়াছে গ্রীবা যাহার, বহু। সং; পু।

পুটপাক—গোময়াদিরচিত ঠুসিতে ঔষধাদি পাক। ৭তৎ। সং; পু।

পুটভেদ—নদীর বক্রগতি; নগর; বীণা। ৬তৎ। সং; পু।

পুটভেদন—পুর, নগর। সং; ক্লী।

পুটিকা—এলা; কৌটা। পুটক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পুটিত—১। গ্রথিত; আবৃত; পাটিত। পুট (সংশ্লিষ্ট করা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। অঞ্জলি, যুক্ত করদ্বয়, হস্তপুট। সং; ক্লী।

পুণ্ডরীক—১। শুক্ল পদ্ম; শ্বেত ছত্র; ভেষজবিশেষ। পুন্ড্ (খণ্ডন করা)+অরীক ক। সং; ক্লী। ২। অগ্নিকোণের হস্তী; ব্যাঘ্রবিশেষ; নৃপবিশেষ; সর্পবিশেষ; কোষকারবিশেষ। ৩। কুরুক্ষেত্রবাসী বিষ্ণুভক্ত জনৈক ব্রাহ্মণ। খ্যাতনামা অম্বরীষের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল। ইঁনি প্রথমে নিতান্ত যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ছিলেন। পরে অম্বরীষের সহিত নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে তপোরত ব্রাহ্মণবর্গের নিত্যক্রিয়া দর্শনে ইঁহার মন ধর্ম্মমার্গে চলিতে প্রবৃত্ত হয়। অবশেষে ইনি নীলাচলে গমন করিয়া তথায় তপোরত হইলে বিষ্ণুর কৃপায় মুক্তিলাভ করেন। সং; পু।

পুণ্ডরীকাক্ষ—১। পদ্মপলাশলোচন, পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল ও সুন্দর নয়নবিশিষ্ট। পুণ্ডরীকের (শ্বেতপদ্মের) ন্যায় হইয়াছে অক্ষি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু, হরি। সং; পু।

পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক—তিলক, ফোঁটা; ইক্ষুবিশেষ, পুঁড়ি আক; মাধবীলতা; দৈত্যবিশেষ; পুণ্ডরীক; দেশবিশেষ; তদ্দেশীয় লোক। পুন্ড (খণ্ডন করা)+রক্ র্ম্ম; ২য় পক্ষে, তদুত্তরে কণ্। সং; পু।

পুণ্য—১। সুকৃতি; ধর্ম্ম, শুভাদৃষ্ট। পূ (পবিত্র করা)+য বা ডুণ্য ক। সং; ক্লী। ২। পুণ্যবান্, ধর্ম্মশীল; পাবন; পবিত্র; সুন্দর; নির্ম্মল; মনোজ্ঞ। বিণ; ত্রি। [সং; ক্লী।

পুণ্যকর্ম্ম—পুণ্যজনক কার্য্য, ধর্ম্মকর্ম্ম। কর্ম্মধা।

পুণ্যকর্ম্মা—পুণ্যকার্য্যকারী। পুণ্য হইয়াছে কর্ম্ম (কর্ম্মন্) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে পুণ্যকর্ম্মন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

পুণ্যকাল—পুণ্যজনক কাল, সূর্য্যাদির রাশি বিশেষে সংক্রমণ হেতু যে পবিত্র কাল উপস্থিত হয়। পুণ্য যে কাল, কর্ম্মধা। সং; পু।

পুণ্যকীর্ত্তি—নির্ম্মল কীর্ত্তিশালী, পবিত্র খ্যাতি-

বিশিষ্ট। পুণ্য হইয়াছে কীর্ত্তি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

পুণ্যক্ষেত্র—পুণ্যস্থান, আর্য্যাবর্ত্ত। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

পুণ্যজন—ধার্ম্মিক ; রাক্ষস ; যক্ষ। কর্ম্মধা।

পুণ্যজনেশ্বর—কুবের। পুণ্যজনগণের (যক্ষ সমূহের) ঈশ্বর (প্রভু), ৬তৎ। সং ; পু।

পুণ্যতরা—সূর্য্যসংক্রমণ জনিত অধিক পুণ্যজনক সংক্রান্তিবিশেষ। পুণ্য শব্দ + তর আতিশয্যার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পুণ্যতোয়া—পুণ্য-জলবিশিষ্টা, পবিত্রসলিলা। পুণ্য হইয়াছে তোয় (জল) যাহার (যে নদীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

পুণ্যদা—পুণ্যদায়িনী, সুকৃতিদাত্রী। পুণ্য শব্দ—দা (দেওয়া) + ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। [৬তৎ। সং ; ক্লী।

পুণ্যফল—পুণ্যের পরিপাক, সুকৃতির ফল।

পুণ্যবল—সুকৃতির প্রভাব ; ধর্ম্মের বল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পুণ্যভাক—পুণ্যশালী, ধর্ম্মপরায়ণ। পুণ্য শব্দ—ভজ (ভজনা করা) + বিণ্ ক = পুণ্যভাজ্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

পুণ্যভূ, পুণ্যভূমি—১। আর্য্যাবর্ত্ত দেশ। কর্ম্মধা। ২। পুণ্যজনক স্থান। পুণ্য হইয়াছে ভূ বা ভূমি যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

পুণ্যভোগ—পুণ্যের ফল উপভোগ, সুকৃতিজনিত ফললাভ। ৬তৎ। সং ; পু।

পুণ্যলোক—পাপহীন স্থান, স্বর্গ ; ধার্ম্মিক লোক। কর্ম্মধা। সং ; পু।

পুণ্যবতী—ধর্ম্মশীলা ; ভাগ্যবতী। পুণ্য শব্দ + বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পুণ্যবান—ধর্ম্মশীল, ধার্ম্মিক ; ভাগ্যবান্ ; সুকৃতী ; ধন্য। পুণ্য শব্দ + বতু অস্ত্যর্থে = পুণ্যবৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পুণ্যবতী।

পুণ্যশ্লোক—১। বিষ্ণু। সং ; পু। ২। পুণ্যচরিত্র ; পবিত্রচরিত। পুণ্য (পবিত্র) হইয়াছে শ্লোক (কীর্ত্তি, যশঃ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পুণ্যশ্লোকা।

এই কয়েকজন পুণ্যশ্লোক ও পুণ্যশ্লোকা বলিয়া কথিত ;—

পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥

পুণ্যসঞ্চয়—পুণ্য উপার্জ্জন, সৎকার্য্য দ্বারা পুণ্যলাভ। ৬তৎ। সং ; পু।

পুণ্যাত্মা—(পুণ্যাত্মন্)। পুণ্যস্বভাব, ধর্ম্মশীল, পবিত্রচরিত্র। পুণ্য (পবিত্র) হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; পু।

পুণ্যারম্ভ—পুণ্যাহ, নূতন খাতার পত্তন। পুণ্য (পবিত্র) যে আরম্ভ, কর্ম্মধা। সং ; পু। শনি ও মঙ্গল ভিন্ন বারে, পূর্ব্বাত্রয়, মঘা, ভরণী, অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা, মূলা ও কৃত্তিকা ভিন্ন নক্ষত্রে, শুভযোগ তিথিতে শীর্ষোদয় লগ্নে পুণ্যারম্ভ বিধেয়।

পুণ্যাহ—১। পুণ্য দিন, পবিত্র দিন। পুণ্য (পবিত্র) যে অহন্ (দিন), কর্ম্মধা। ২। পুণ্যদিনে করণীয় কার্য্য। সং ; ক্লী।

পুৎ—নরকবিশেষ [পুত্র পিণ্ড প্রদান দ্বারা পিতৃপুরুষকে এই নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে]। পূ (পবিত্র করা) + ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

পুত্ত—রাজপুত বীর। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট্ আকবর স্বাধীনতার লীলাভূমি চিতোরনগরী আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে রাণা জয়মল্ল অন্যান্য রাজপুত বীরগণের সহিত সমরশয্যায় শয়ন করিলে চিতোর এক প্রকার অরক্ষিত হইয়া পড়ে, এবং মুসলমানগণ তাহা অধিকারের চেষ্টা করে। পুত্তের বয়ঃক্রম তখন ষোড়শ বর্ষমাত্র। ষোড়শ বর্ষ বয়স হইলেও পুত্ত বীরত্বে ও সাহসে অতুলনীয় ছিলেন। জন্মভূমিকে শত্রুকরগত হইতে দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অসিচর্ম্ম ধারণ করিয়া হতাবশিষ্ট রাজপুতসৈন্যসহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, এবং মোগল সৈন্যের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। মাতা কর্ম্মদেবী পুত্রকে এই মহৎ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিলেন না, পুত্রকে সহাস্যমুখে বিদায় দিয়া তিনি স্বয়ং এবং কন্যা কর্ণবতী ও পুত্রবধূ কমলাবতীকে লইয়া যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইলেন। এই রমণীত্রয় ও বালকবীর পুত্তের অসাধারণ বীরত্ব-দর্শনে মোগলসৈন্য চমকিত হইল। কিন্তু সাগর-সদৃশ মোগল সৈন্যের নিকট ইঁহারা কতক্ষণ থাকিতে সমর্থ হইবেন ? বহুতর মোগলসৈন্য বিনাশ করিয়া কর্ম্মদেবী কন্যা ও পুত্রবধূর সহিত রণশয্যাশায়িনী হইলেন। পুত্তও অসাধারণ বিক্রমে শত্রুবিনাশ করিতে করিতে সম্মুখসমরে পতিত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

পুত্তলি, পুত্তলিকা, পুত্তলী—মৃদাদি নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি, পুতুল। পুত্তলি বা পুত্তলী = পুত্ত (গমন করা) + অল্ ভা, তদুত্তরে লা (গ্রহণ করা) + ডি ক। পুত্তলিকা = পুত্তলী শব্দ + কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পুত্তিকা—মধুমক্ষিকা ; পতঙ্গিকা ; উই। পুত্ত (গমন করা) + ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। স্ত্রী।

পুত্র, পুঃ—ঔরসাদি দ্বাদশ প্রকার তনয় ; পুত্র এবং কন্যা। পুত্র = পুৎ (নরকবিশেষ) — ত্রৈ (ত্রাণ করা) + ড ক ; পুৎ-নামক নরক হইতে ত্রাণ করে যে। পুত্র = পূ (পবিত্র করা) + ত্র ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পুত্রী। দ্বাদশ প্রকার পুত্র এই ;—

"ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্॥
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ॥"

স্বীয় বিবাহিতা পত্নীতে নিজকর্ত্তৃক জাত পুত্র ঔরস। নিজপত্নীতে আপনার আদেশ ক্রমে অন্য কর্ত্তৃক জাত পুত্র ক্ষেত্রজ। পোষ্য পুত্র দত্ত। সজাতীয় বালক পুত্ররূপে গৃহীত হইলে তাহা কৃত্রিম। গোপনে কোন রমণীর গর্ভে উৎপাদিত সন্তান গূঢ়োৎপন্ন। মাতা পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত যে বালককে গ্রহণ করা যায়, তাহা অপবিদ্ধ। স্ত্রীলোকের অবিবাহিত অবস্থায় জাত সন্তান কানীন। গর্ভবতী কুমারীর বিবাহের পর জাত সন্তান সহোঢ়। মূল্যদানে গৃহীত সন্তান ক্রীত। বিধবার পুনরায় বিবাহের পর জাত পুত্র পৌনর্ভব। "আমি আপনার পুত্র হইলাম" এই বলিয়া যে স্বয়ং পুত্রত্ব স্বীকার করে, সে স্বয়ংদত্ত। ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর জাতির ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত সন্তান শৌদ্র। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম ছয় প্রকার পুত্র পৈতৃক ধনভাগী, এবং শেষোক্ত ছয় জন ধনভাগী নহে [আধুনিক রাজবিধানানুসারে পৌনর্ভব সন্তানও পৈতৃক ধনভাগী হয়]।

পুত্রক—পুত্র ; অনুকম্পান্বিত জন ; স্নেহপাত্র ; ধূর্ত্ত ; শরভ ; বৃক্ষবিশেষ ; পতঙ্গক ; শৈলবিশেষ। পুত্র + কণ্। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পুত্রিকা। [দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

পুত্রকলত্র—পুত্র ও ভার্য্যা, ছেলে ও স্ত্রী।

পুত্রকাম—পুত্রাভিলাষী, পুত্রলাভেচ্ছু। পুত্র—ণিজন্ত কম বা কামি (কামনা করা) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পুত্রকামা।

পুত্রঘাতক—পুত্রহন্তা, তনয়-বধকারী। পুত্র শব্দ—হন + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পুত্রঘাতিকা।

পুত্রঘ্ন—পুত্রহন্তা, পুত্রঘাতক। পুত্র শব্দ—হন (বধ করা) + টক্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পুত্রঘ্নী।

পুত্রধন—পুত্ররূপ সম্পত্তি ; ধন (অর্থ) স্বরূপ পুত্র। পুত্র রূপ ধন, রূপক, বা পুত্রই ধন, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পুত্রমিত্র—পুত্র ও বন্ধু। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

পুত্ররত্ন—পুত্ররূপ মণিমাণিক্য ; রত্নস্বরূপ পুত্র, সুপুত্র। রূপক বা কর্ম্মধা। সং ; পু।

পুত্রশোক—পুত্রবিয়োগ জন্য দুঃখ। পুত্রের নিমিত্ত শোক, ৪তৎ। সং ; পু।

পুত্রশোকাতুর—পুত্রবিয়োগ জন্য দুঃখে কাতর, পুত্রের মৃত্যুজনিত খেদে পীড়িত। পুত্রশোক দেখ ; তদ্দ্বারা আতুর, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পুত্রশোকাতুরা।

পুত্রিকা—আত্মজা, দুহিতা, পুত্রী, কন্যা ; পুত্তলিকা ; অলক্ত-পত্রিকা। পুত্রক শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পুত্রিকাপুত্র—১। দত্তা কন্যারূপ পুত্র। রূপক কর্ম্মধা। ২। কন্যার পুত্র, দৌহিত্র। ৬তৎ। সং ; পু।

পুত্রিণী—পুত্রবতী। পুত্র শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে পুত্রী।

পুত্রী—১। সুতা, কন্যা, তনয়া। পুত্র + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। পুত্রযুক্ত, পুত্রবান। পুত্র শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = পুত্রিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পুত্রিণী।

পুত্রীয়—পুত্রসম্বন্ধীয় ; পুত্রনিমিত্তক। পুত্র শব্দ + ঈয়। বিণ ; ত্রি।

পুত্রেষ্টি, পুত্রেষ্টিকা—পুত্রের জননার্থ যাগবিশেষ। পুত্রের নিমিত্ত ইষ্টি (যাগ) = পুত্রেষ্টি, ৪তৎ। পুত্রেষ্টি + কণ্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ = পুত্রেষ্টিকা। সং ; স্ত্রী।

পুদ্গল—১। আত্মা ; দেহ ; পরমাণু। পূর (পূরণ করা) + অন্ ক। তদুত্তরে গল (গলিত হওয়া) + অন ক। সং ; পু। ২। সুন্দরাকার। বিণ ; ত্রি।

পুনঃ—(পুনর্)। দ্বিতীয়বার ; পক্ষান্তর ; ভেদ ; অবধারণ ; অধিকার। পন (স্তুতি করা) + অর্ ণ। ব্য।

পুনঃপুনঃ—বারংবার ; মুহুর্মুহুঃ। ব্য।

পুনঃপুনা—গয়াধামস্থ নদীবিশেষ, পুনপুনা। পুনর্ শব্দ (দ্বিতীয়বার) — পূ (পবিত্র করা) + নক্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পুনঃপ্রবেশ—পুনর্ব্বার প্রবেশ, দ্বিতীয়বার প্রবিষ্ট হওয়া। পুনঃ (দ্বিতীয়বার) প্রবেশ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

পুনঃসঞ্চিত—পুনরাহৃত, দ্বিতীয়বার সংগৃহীত। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

পুনঃস্থাপন—পুনর্ব্বার রক্ষা ; দ্বিতীয়বার প্রতিষ্ঠা। সং ; ক্লী।

পুনঃস্থাপিত—পুনর্ব্বার রক্ষিত ; দ্বিতীয়বার প্রতিষ্ঠিত। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

পুনরপি—পুনর্ব্বার, আবার। পুনঃ + অপি। ব্য।

পুনরাগত—দ্বিতীয়বার আগত, প্রত্যাগত। পুনর্ (দ্বিতীয়বার) — আ — গম (যাওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে পুনরাগমন।

পুনরাগমন—দ্বিতীয়বার আগমন, প্রত্যাগমন, ফিরে আসা। পুনর্ — আ — গম (যাওয়া) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে পুনরাগত।

পুনরালাপ—দ্বিতীয়বার আলাপ, দ্বিতীয়বার কথোপকথন। কর্ম্মধা। সং ; পু।

পুনরাবর্ত্ত—পুনরাগমন ; পুনর্জন্ম। কর্ম্মধা। পু।

পুনরাবর্ত্তী—(পুনরাবর্ত্তিন্)। পুনরাগমনশীল ; পুনর্জন্মবিশিষ্ট। পুনর্ — আ — বৃত + ণিন্ ক। বিণ ; পু।

পুনরাহ্বান—পুনর্ব্বার সম্বোধন, দ্বিতীয়বার ডাকা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পুনরুক্ত—দ্বিতীয়বার কথিত, পুনর্ব্বার কথিত। পুনর্ — বচ (বলা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে পুনরুক্তি।

পুনরুক্তবদাভাস—শব্দালঙ্কারবিশেষ। সং ; পু।

পুনরুক্তি—একবার যাহা বলা হইয়াছে তাহা দ্বিতীয়বার কথন। পুনর্ — বচ (বলা) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে পুনরুক্ত।

পুনরুজ্জীবিত—মৃত হওয়ার পর পুনরায় জীবন-প্রাপ্ত। পুনর্ — উৎ — ণিজন্ত জীব (বাঁচান) + ক্ত ণ। বিণ ; ত্রি।

পুনরুদ্দীপ্ত—পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত ; দ্বিতীয়বার প্রকাশিত। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

পুনরুল্লেখ—পুনর্ব্বার নির্দ্দেশ, দ্বিতীয়বার কথন। কর্ম্মধা। সং ; পু।

পুনর্জন্ম—সংসারে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ ; পুনর্ব্বারোৎপত্তি। পুনর্ (দ্বিতীয়বার) যে জন্ম, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পুনর্জীবন—মরিয়া বাঁচা। পুনর্ — জীব (বাঁচা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে পুনর্জীবিত।

পুনর্জীবিত—পুনর্ব্বার জীবনপ্রাপ্ত। পুনর্ — জীব (বাঁচা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে পুনর্জীবন। [হয় যে, বহু। সং ; পু।

পুনর্ণব—নখ। পুনর্ (পুনর্ব্বার) নব (নূতন)

পুনর্ণবা—শাকবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

পুনর্ভব—১। পুনর্ব্বার জন্ম। পুনর্ — ভূ + অল্ ভা। ২। নখ। পুনর্ — ভূ (হওয়া) + অন্ ক। সং ; পু।

পুনর্ভূ—১। দিধিষূ ; দুইবার বিবাহিতা স্ত্রী ; অক্ষতযোনিত্ব হেতু যে কন্যার দ্বিতীয়বার যথাবিধি বিবাহ দেওয়া হয় তাহাকে পুনর্ভূ বলে। পুনর্ — ভূ (হওয়া) + ক্বিপ ক। সং ; স্ত্রী। ২। পুনর্ব্বার জাত। বিণ ; ত্রি।

পুনর্মূষিক—পুনর্ব্বার ইন্দুরত্ব প্রাপ্তি, (ভাবার্থ) —পুনর্ব্বার নীচাবস্থা প্রাপ্তি, আগে যেমন ছিল তেমন হওয়া। সং ; পু।

পুনর্যাত্রা—দ্বিতীয়বার যাত্রা, পুনরাগমন, প্রত্যাগমন ; শ্রীজগন্নাথদেবের দক্ষিণমুখে রথযাত্রা, উল্টারথ। সং ; স্ত্রী।

পুনর্ব্বর্দ্ধিত—পুনর্ব্বার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। পুনর্ — ণিজন্ত বৃধ বা বর্দ্ধি + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

পুনর্ব্বসু—কাত্যায়ন মুনি ; শিব ; বিষ্ণু অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে সপ্তম নক্ষত্র। পুনর্ — বস (বাস করা) + উ অধি। সং ; পু।

পুনশ্চ—পুনর্ব্বার, আবার। পুনঃ + চ। ব্য।

পুনান—পবিত্রকারক। পূ (পবিত্র করা) + শান ক। বিণ ; ত্রি।

পুন্নাগ—শ্বেতহস্তী ; শ্বেতোৎপল ; নাগকেশর-বৃক্ষ ; নরশ্রেষ্ঠ। পুমান্ যে নাগ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

পুন্নামনরক—পুৎনামক নরকবিশেষ। সং ; পু।

পুপ্ফুস, ফুপ্ফুস—ফুস্ফুস্ ; পদ্মবীজাধার। স্ফুর + অসচ্ ক, নিপাতনে। সং ; পু।

পুমান্—পুরুষ ; মনুষ্য ; পুংলিঙ্গমাত্র। পা (রক্ষা করা) + উম্‌স্ ক = পুম্‌স্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

পুর—১। গৃহ ; গৃহোপরি গৃহ ; নগর ; দেহ ; পাটলিপুত্র ; পুষ্পগর্ভ। পুর (অগ্রে গমন করা) + ক অধি। সং ; ক্লী। ২। গুগ্‌গুলু। সং ; পু।

পুরঃ—(পুরস্)। অগ্রে, সম্মুখে ; প্রথমে ; পূর্ব্বদিকে, দেশে, বা কালে। পূর্ব্ব + অস্। ব্য।

পুরঃসর—অগ্রগামী, অগ্রসর ; পরিচর। পুরস্ (অগ্রে) — সৃ + অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

পুরঞ্জন—আত্মা, জীব। পুর শব্দ (দেহ) — জন (জন্মা) + খ ক। সং ; পু।

পুরঞ্জয়—১। শিব ; সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ, ইহাঁর অপর নাম ককুৎস্থ [ককুৎস্থ দেখ]। পুর শব্দ (দেহ, নগর) — জি (জয় করা) + খশ্ ক। সং ; পু। ২। পুরঞ্জয়ী। ত্রি।

পুরতঃ—(পুরতস্)। অগ্রতঃ, অগে, সম্মুখে। পুর (অগ্রে গমন) + অতসুক্ ক। ব্য।

পুরতটী—হট্টি, ক্ষুদ্র হট্ট, ক্ষুদ্রগ্রাম। ৬তৎ। স্ত্রী।

পুরদ্বার—নগরদ্বার ; বাটীর দরজা। ৬তৎ। ক্লী।

পুরদ্বিট্—ত্রিপুরারি, শিব। পুর শব্দ (অসুরবিশেষ) — দ্বিষ (দ্বেষ করা) + ক্বিপ্ ক = পুরদ্বিষ্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

পুরনারী—পুরস্ত্রী, অন্তঃপুরবাসিনী রমণী। পুরস্থিতা নারী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। স্ত্রী।

পুরন্দর—ইন্দ্র ; চোর। পুর শব্দ (নগর, গৃহ) — দৃ (বিদারণ করা) + খশ্ ক। সং ; পু।

পুরন্দর মিশ্র—চৈতন্যের পিতা, জগন্নাথ মিশ্রের অপর নাম। সং ; পু।

পুরন্দরা—গঙ্গা। পুর শব্দ — দৃ (বিদারণ করা) + খশ্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পুরন্ধ্রি, পুরন্ধ্রী—পতিপুত্রদুহিত্রাদিমতী স্ত্রী ; কুটুম্বিনী। পুর — ধৃ (ধারণ করা) + খ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

পুরমহিলা—পুরনারী, পুরস্ত্রী। পুর (অন্তঃপুর) স্থিতা মহিলা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। স্ত্রী।

পুরমার্গ—নগরমার্গ, রাজপথ। ৬তৎ। সং ; পু।

পুররক্ষী—গৃহরক্ষক, দ্বারবান্। ৬তৎ। সং ; পু।

পুরলক্ষ্মী—গৃহের লক্ষ্মী ; গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

পুরলা—দুর্গা। পুর + কলচ্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্।

পুরবাসিনী—নগরবাসিনী ; অন্তঃপুরে নিবদ্ধা। পুর শব্দ — বস (বাস করা) + ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে পুরবাসী।

পুরবাসী—নগরবাসী। পুর—বস (বাস করা) +ণিন্ ক=পুরবাসিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পুরবাসিনী।

পুরস্কার—অগ্রে করণ ; সম্মান ; পূজা ; পারিতোষিকদান। পুরস্ শব্দ—কৃ (করা)+ ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে পুরস্কৃত।

পুরস্কৃত—অগ্রে কৃত, সম্মুখে স্থাপিত ; পূজিত ; সম্মানিত ; দত্ত পুরস্কার ; শত্রুগ্রস্ত ; অপবাদিত ; অঙ্গীকৃত ; প্রস্তুত ; অভিষিক্ত। পুরস্ শব্দ—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে পুরস্কার।

পুরস্ক্রিয়া—পুরস্কার দেখ। সং ; স্ত্রী।

পুরশ্চরণ—মন্ত্রসিদ্ধিজনক ক্রিয়াবিশেষ, নিজ অভীষ্ট দেবতার মন্ত্রে সিদ্ধ হইবার নিমিত্ত তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহার মন্ত্রজপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন এই পঞ্চাঙ্গ সাধন দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা। পুরস্ শব্দ—চর (আচরণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন এই পাঁচটি পুরশ্চরণের অঙ্গ। ইহাতে যত জপ করিবে, তাহার দশ ভাগের একভাগ হোম করিতে হইবে। হোমের দশভাগের একভাগ তর্পণ, তর্পণের দশভাগের একভাগ অভিষেক, এবং অভিষেকের দশভাগের এক ভাগ ব্রাহ্মণভোজন করিতে হয়। যেমন—দশহাজার জপ হইলে একহাজার হোম, এক শত তর্পণ, দশ অভিষেক ও এক ব্রাহ্মণভোজন। হোমাদি যে কার্য্যে অসমর্থ হইবে সেই কার্যের দ্বিগুণ জপ করিতে হয়।

পুরস্তাৎ—প্রাচ্যদেশে ; পূর্ব্বদিকে, দেশে বা কালে ; সম্মুখে, অগ্রে ; প্রথমে। পুর+স্তাৎ। ব্য।

পুরস্ত্রী—পুরনারী ; অন্তঃপুরস্থিতা রমণী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

পুরা—অগ্রে, প্রথমে ; অতীতে, পূর্ব্বকালে ; ভবিষ্যতে ; নিকটে ; পশ্চাৎ ; ইতিহাস ; পুরাবৃত্ত ; পুরাণ। পুর (অগ্রে গমন করা) +ক ক। স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ব্য।

পুরাকল্প—অর্থবাদবিশেষ ; পুরাতন কল্প। সং ; পু।

পুরাকৃত—প্রারব্ধ কর্ম্ম ; পূর্ব্বকালকৃত পুণ্যাদি। ৭তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; স্ত্রী।

পুরাঙ্গনা—পুরস্ত্রী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা।

পুরাণ—১। পুরাতন, প্রাচীন ; অনাদি। পুরা শব্দ+ন ; অথবা, পুরা শব্দ+নী (লইয়া যাওয়া)+ড কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত, এই পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত ব্যাসদেব প্রণীত অষ্টাদশ শাস্ত্র যথা—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, অগ্নি, ব্রহ্মাণ্ড, গরুড়, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, শিব, লিঙ্গ, নারদ, স্কন্দ, মার্কণ্ডেয়, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, ভবিষ্য, ও কল্কি ; [এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে "পুরাণ" দেখ] ; এক কাহণ, ১৬ পণ সং ; ক্লী।

পুরাণকর্ত্তা—পুরাণরচয়িতা, পুরাণলেখক পুরাণের কর্ত্তা (কারক), ৬তৎ। বিণ ; পু

পুরাণকার—পুরাণকর্ত্তা, পুরাণরচয়িতা। পুরাণ শব্দ—কৃ (করা)+ষণ্ ক। বিণ ; ত্রি।

পুরাণতত্ত্ব—পুরাণসম্বন্ধীয় তথ্য ; প্রাচীন কাহিনী। ৬তৎ বা কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পুরাণতত্ত্ববিদ্—পুরাণতত্ত্বে অভিজ্ঞ। পুরাণতত্ত্ব শব্দ—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

পুরাণপুরুষ—বিষ্ণু ; বৃদ্ধ ব্যক্তি। পুরাণ (অনাদি, প্রাচীন) যে পুরুষ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

পুরাণান্তর্গত—পুরাণ মধ্যস্থ, অষ্টাদশ শাস্ত্রের অন্তর্বর্ত্তী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

পুরাতত্ত্ব—প্রাচীন কালের ঘটনা, ইতিহাস। পুরা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পুরাতন—পূর্ব্বকালীন ; প্রাচীন ; অনাদি। পুরা শব্দ+ট্যুল ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

পুরাতনী—প্রাচীনা ; পূর্ব্বকালসম্বন্ধীয়া। পুরাতন দেখ ; পুরাতন+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পুরাধ্যক্ষ—অন্তঃপুরের অধ্যক্ষ, কঞ্চুকী ; নগরাধ্যক্ষ। ৬তৎ। সং ; পু।

পুরারি—শিব। পুরের অরি, ৬তৎ। সং ; পু।

পুরাবিৎ—পূর্ব্বজ্ঞ, পূর্ব্বদর্শী ; পণ্ডিত ; বিজ্ঞ। পুরা শব্দ—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক= পুরাবিদ্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

পুরাবৃত্ত—পূর্ব্বচরিত, অতীত ইতিহাস, ইতিবৃত্ত। পুরা শব্দ (পূর্ব্বকালে)—বৃত (হওয়া)+ক্ত ক। সং ; ক্লী।

পুরী—১। ভবন, গৃহ ; নগরী ; দেহ। পুর শব্দ +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। উড়িষ্যা-প্রদেশান্তর্গত একটী জেলা ও তাহার প্রধান নগর ; এই নগরে জগন্নাথদেবের মন্দির আছে ; ইহা হিন্দুদিগের একটি পরম পবিত্র তীর্থস্থান।

পুরীতৎ—অন্ত্র। পুরী শব্দ (শরীর)—তন (বিস্তৃত করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

পুরীষ—মল, বিষ্ঠা। পৃ (পূরণ করা, পালন করা)+ঈষন্ ক। সং ; ক্লী।

পুরু—১। পর্য্যাপ্ত, প্রচুর। পৃ (পূর্ণ করা)+কু ক। বিণ ; ত্রি। ২। দেবলোক ; পরাগ ; দৈত্যবিশেষ। সং ; পু। ৩। চন্দ্রবংশীয় জনৈক নরপতি, যযাতির পুত্র। শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। যযাতি ব্রহ্মশাপে অকালে জরাগ্রস্ত হইলে, তিনি পুত্রগণকে তাঁহার জরা গ্রহণ করিতে বলিলেন। প্রথম চারি পুত্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলে, মহানুভব পিতৃবৎসল পুরু অম্লানবদনে স্বীয় যৌবন পিতাকে প্রদান করিয়া তাঁহার জরা গ্রহণ করেন। দীর্ঘকালের পর যযাতি ইহাঁকে যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া আপনার জরা পুনঃ গ্রহণ করেন, এবং অপর পুত্রগণকে বঞ্চিত করিয়া পুরুকে সিংহাসন প্রদান করেন। ৪। জনৈক নৃপ ; ইংরেজী ইতিহাসে ইহাঁর নাম পোরস্ (Porus) লিখিত হইয়াছে; ইনি ভুবনবিজয়ী মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সহিত যুদ্ধ করিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

পুরুদ—স্বর্ণ। পুরু শব্দ (প্রচুর)—দা (দান করা)+ড ক। সং ; ক্লী।

পুরুদংশাঃ—পুরন্দর ; ইন্দ্র। পুরু শব্দ (দৈত্যবিশেষ)—দন্শ (দংশন করা)+অস্ ক= পুরুদংশস্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

পুরুধা—বহুপ্রকারে। পুরু শব্দ (বহু)+ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

পুরুভুজ—কীটবিশেষ। এই কীটকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলে উহার প্রত্যেক খণ্ড হইতে এক একটী পুরুভুজ জন্মে। উহাদের দেহের দৈর্ঘ্য এক বুরুল। কিন্তু যখন ইহারা শরীর সঙ্কুচিত করে, তখন উহার পরিমাণ ১বুরুলের ১২ ভাগের ১ভাগ হয়। ইহার দীর্ঘাকৃতি দেহের একদিকে মস্তক অপর দিকে পুচ্ছ। মস্তকের চারি দিকে হাত। এই হাতের সংখ্যা ৬, ৮, ১০ বা তাহারও অধিক হয়। এই হাত দিয়া ইহারা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। ইহাদের সন্তানজননের প্রণালী এইরূপ,— সন্তান প্রথমতঃ দেহের উপর ব্রণাকারে জন্মিয়া বাড়িতে থাকে, এবং প্রায় দুই দিনে সম্পূর্ণাঙ্গ হইয়া দেহ হইতে খসিয়া পড়ে। ইহারা স্রোতোবিশিষ্ট নদীজলে প্রস্তর বা কাষ্ঠাদিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে, এবং পতঙ্গ ভক্ষণ করে। ট্রেম্বলি নামক জনৈক ইংরাজ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইহার গুণাদি নিরূপণ করেন।

পুরুরবাঃ—(পুরুরবস্)। চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ। পুরূরবাঃ দেখ। সং ; পু।

পুরুষ—১। নর ; পুংজাতীয় জীব ; আত্মা ; বিষ্ণু ; ঈশ্বর। পুর (অগ্রে গমন করা)+ কুষন্ ক। ২। অশ্বাদির অবস্থাবিশেষ, পশ্চাতের পদদ্বয়ে ভর দিয়া অগ্রপদদ্বয়ের উত্তোলন। পুর+কুষন্ ভা। সং ; পু।

পুরুষকার—পৌরুষ ; উৎসাহ ; উদ্যম, চেষ্টা। পুরুষ—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

পুরুষত্ব—পুরুষের ভাব বা ধর্ম্ম ; পৌরুষ ; বীর্য্য ; উৎসাহ। পুরুষ শব্দ+ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী।

পুরুষপুঙ্গব, পুরুষব্যাঘ্র, পুরুষশার্দ্দূল, পুরুষসিংহ —নরশ্রেষ্ঠ। পুরুষ পুঙ্গব, ব্যাঘ্র, শার্দ্দূল, বা সিংহ প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং ; পু।

তি—অব্যক্ত ঈশ্বর ও তদ্‌শক্তি মায়া রূপ। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।
পুরুষপ্রধান—পুরুষশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ। পুরুষগণের মধ্যে প্রধান, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।
পুরুষমাত্র—পুরুষপ্রমাণ। পুরুষ শব্দ + মাত্রট্‌ পরিমাণার্থে। বিণ; ত্রি।
পুরুষর্ষভ—পুরুষশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ। পুরুষগণের মধ্যে ঋষভ, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।
পুরুষব্যাঘ্র—পুরুষপুঙ্গব দেখ।
পুরুষশার্দ্দূল—পুরুষপুঙ্গব দেখ।
পুরুষশ্রেষ্ঠ—পুরুষপ্রধান। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।
পুরুষসিংহ—পুরুষপুঙ্গব দেখ।
পুরুষসাহচর্য্য—পুরুষ সহবাস, পুরুষের সহিত একত্র থাকা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
পুরুষানুক্রমে—প্রপিতামহ পিতামহ পিতা প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণের ক্রমানুসারে, পুরুষ পরম্পরায়। বহু। ক্রি-বিণ।
পুরুষার্থ—পুরুষের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ-রূপ প্রয়োজন; সুখ; মুক্তি। পুরুষের অর্থ (প্রয়োজন), ৬তৎ। সং; পু।
পুরুষোচিত—পুরুষের উপযুক্ত, পুরুষযোগ্য। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।
পুরুষোত্তম—পুরুষশ্রেষ্ঠ; বিষ্ণু, জগন্নাথ। পুরুষগণের মধ্যে উত্তম, ৭তৎ। সং; পু।
পুরুহ—প্রচুর, অধিক। পুরু শব্দ (অধিক) — হন (গমন করা) + ড ক। বিণ; ত্রি।
পুরুহুত—ইন্দ্র। পুরু (দৈত্যবিশেষ) কর্ত্তৃক হুত (আহুত), ৩তৎ। সং; পু।
পুরূরবাঃ—চন্দ্রবংশীয় প্রথম নরপতি। চন্দ্রতনয় বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। শত অশ্বমেধ সম্পন্ন করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন; দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ইঁহার মৈত্রী ছিল। দেবাসুর সংগ্রামে ইনি দেবতাদিগের সাহায্য করিতেন। উর্ব্বশী নাম্নী অপ্সরাকে ইনি ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার আয়ুঃ প্রভৃতি ছয়টি পুত্রের জন্ম হয়। ইনি পরম বিষ্ণুভক্ত ও ধর্ম্মশীল ছিলেন। পুরু শব্দ — রু (শব্দ করা) + অস্‌ র্ম্ম = পুরূরবস্‌, ১মার ১বচন। সং; পু।
পুরোগ, পুরোগম—অগ্রগামী; শ্রেষ্ঠ, প্রধান। পুরস্‌ শব্দ (অগ্রে) — গম (যাওয়া) + ড, অন্‌ ক। বিণ; ত্রি।
পুরোগামিনী—অগ্রগামিনী; প্রধানা। পুরোগামী দেখ; পুরোগামিন্‌ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।
পুরোগামী—অগ্রগামী; শ্রেষ্ঠ, প্রধান। পুরস্‌ শব্দ (অগ্রে) — গম (যাওয়া) + ণিন্‌ ক = পুরোগামিন্‌, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পুরোগামিনী।
পুরোচন—দুর্য্যোধনের যবন মন্ত্রী। পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে দুর্য্যোধন ইঁহাকে তথায় জতুগৃহ নির্ম্মাণ জন্য প্রেরণ করেন। ধর্ম্মপ্রাণ বিদুর ইঁহাদের মন্ত্রণা জানিতে পারিয়া যুধিষ্ঠিরকে ইঙ্গিতে সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া সতর্ক করিয়া দেন। অতঃপর. ভীম জতুগৃহে অগ্নিপ্রদান পূর্ব্বক জননী ও ভ্রাতৃগণসহ পলায়ন করিলে, দুর্বৃত্ত পুরোচন তাহাতেই ভস্মীভূত হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।
পুরোডাশ, পুরোডাশ—যজ্ঞীয় ঘৃত; হুতশেষ পিষ্টক। পুরোডাশ = পুরস্‌ (অগে) — দাশ + বিন্‌ র্ম্ম; পুরোডাশ = পুরস্‌ (অগ্রে) — দাশ + অন্‌ অধি। সং; পু।
পুরোধাঃ—পুরোহিত, ঋত্বিক্‌। পুরস্‌ শব্দ — ধা (ধারণ করা) + অস্‌ র্ম্ম বা ক = পুরোধস্‌ ১মার ১বচন। সং; পু।
পুরোভাগী—দোষমাত্রদর্শী, কেবল দোষমাত্র গ্রহণকারী, যে কেবল দোষই দেখিতে পায় এরূপ। পুরস্‌ শব্দ — ভজ (সেবা করা) + ঘিণুন্‌ ক = পুরোভাগিন্‌, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পুরোভাগিনী।
পুরোমহিলা—পুরনারী, অন্তঃপুরস্থিতা রমণী। পুরঃ স্থিতা মহিলা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
পুরোবর্ত্তী—অগ্রবর্ত্তী, সম্মুখস্থিত। পুরস্‌ শব্দ — বৃত (থাকা) + ণিন্‌ ক = পুরোবর্ত্তিন্‌, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পুরোবর্ত্তিনী।
পুরোহিত—পুরোধা; ধর্ম্মকর্ম্মাদি কারক; শ্রাদ্ধযজ্ঞাদি কারয়িতা, ঋত্বিক্‌। পুরস্‌ শব্দ (অগ্রে) — ধা (ধারণ করা) + ক্ত র্ম্ম; পুরঃ (অগ্রে) ধৃত অর্থাৎ সম্মানিত হন যিনি। সং; পু। [অপা। সং; স্ত্রী।
পুর্‌—নগরী। পুর (অগ্রে গমন করা) + ক্বিপ্‌
পুল, পুলক—১। রোমোদ্ভেদ, রোমাঞ্চ; আহ্লাদ; কপাটের গুল। পুল = পুল (উন্নত হওয়া) + ক ক। পুলক = পুল শব্দ + কণ্‌। সং; পু। ২। বৃহৎ, বিপুল। বিণ; ত্রি।
পুলককণ্টকিত—আনন্দে রোমাঞ্চিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
পুলকিত—রোমাঞ্চিত; আহ্লাদিত। পুলক + ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।
পুলকী—১। পুলকযুক্ত; রোমাঞ্চিত। পুলক + ইন্‌ অস্ত্যর্থে = পুলকিন্‌, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। কদম্ববৃক্ষবিশেষ। সং; পু।
পুলকোচ্ছ্বাস—পুলক জন্য স্ফীতি, সাতিশয় হর্ষজন্য রোমোদ্গম। পুলক জনিত উচ্ছ্বাস, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।
পুলস্তি—পুলস্ত্য ঋষি [পুলস্ত্য দেখ]। পুল শব্দ — অস (ক্ষেপণ করা) + তি র্ম্ম। সং; পু।
পুলস্ত্য—সপ্তর্ষির একজন, ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি সুমেরুশিখরের পার্শ্বদেশে তৃণবিন্দু মুনির আশ্রমসান্নিধ্যে অবস্থিতি করিয়া তপস্যা করিতেন। তথায় অপ্সরাঃ ও ঋষিতনয়ারা মিলিত হইয়া সময়ে সময়ে নৃত্য-গীতবাদ্যাদি করিতেন। ইহাতে তপস্তরণের ব্যাঘাত হওয়ায় পুলস্ত্য এই অভিশাপ প্রদান করেন যে, অতঃপর যে রমণী এ স্থানে আমার নয়নপথবর্ত্তিনী হইবে, সেই তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী হইবে। দৈবক্রমে তৃণবিন্দু-নন্দিনী হবির্ভূ ইঁহার দৃষ্টিগোচরে আসায় অন্তঃসত্ত্বা হন। অনন্তর, তৃণবিন্দুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পুলস্ত্য তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার বিশ্রবাঃ নামক পুত্রের জন্ম হয়। এই বিশ্রবাঃ মুনি রাবণাদির পিতা। পুল শব্দ — স্ত্যৈ (বেষ্টন করা) + ক র্ম্ম। সং; পু।
পুলহ—সপ্তর্ষির মধ্যে একজন, ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি কর্দ্দম মুনির কন্যা গতির পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার সহিষ্ণু প্রভৃতি তিন পুত্রের জন্ম হয়। পুল শব্দ — হা (ত্যাগ করা) + ড র্ম্ম। সং; পু।
পুলাক—তুচ্ছ ধান্য, শস্যহীন ধান্য, আগড়া; ভক্তশিক্থক। পুল শব্দ — অক (গমন করা) + অন্‌ ক। সং; পু।
পুলায়িত—অশ্বের গতিবিশেষ। পুল + ক্য = পুলায় নামধাতু + ক্ত ভা। সং; স্ত্রী।
পুলিন—জলোত্থিত সৈকততট; তীরের যে অংশ বালুকাময় ও যে পর্য্যন্ত জোয়ারের জল উঠে, চড়া; দ্বীপ। পুল (বৃদ্ধি পাওয়া) + ইন ক। সং; স্ত্রী।
পুলিন্দ—উৎকলপর্ব্বতবাসী ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। পুল + কিন্দ ক। সং; পু।
পুলোমজা—ইন্দ্রপত্নী শচী। পুলোমন্‌ শব্দ (পুলোমা ঋষি) — জন (জন্মা) + ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং; স্ত্রী।
পুলোমা—১। জনৈক ঋষি, কশ্যপের পুত্র এবং ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর পিতা। রাবণ স্বর্গ জয় করিবার নিমিত্ত গমন করিলে যে ভয়ানক সমর হয়, তাহাতে রাবণতনয় মেঘনাদ ও ইন্দ্রতনয় জয়ন্ত পরস্পর জয়কামনায় দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। মেঘনাদ মায়াবলে রণস্থল তমসাচ্ছন্ন করিয়া জয়ন্তকে কাতর করিলে, পুলোমা দৌহিত্রকে লইয়া পলায়ন করেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, দেবরাজ ইঁহার কন্যাকে বলাৎকার করিলে, ইনি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন, এবং সেই শাপ বিমোচনের নিমিত্ত ইন্দ্র শ্বশুরকে বিনষ্ট করেন। সং; পু। ২। ভৃগু মুনির ভার্য্যা। একদা মুনিবর স্নানার্থ গমন করিলে, এক রাক্ষস পুলোমাকে একাকিনী পাইয়া হরণ করে। তৎকালে ইনি গর্ভিণী ছিলেন। ইনি রোদন করিতে করিতে কাতর হইয়া সন্তান প্রসব করেন। সদ্যঃপ্রসূত শিশু জননীর দুর্দশা

দর্শনে ব্রহ্মতেজে রাক্ষসকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। অতঃপর পুলোমা পুনরায় পতির সহিত মিলিত হন। সেই শিশুই সুপ্রসিদ্ধ চ্যবন ঋষি। সং; স্ত্রী।

পুষিত—বর্দ্ধিত; পুষ্ট; পালিত। পুষ (পোষণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি; বিশেষ্যে পোষণ, পুষ্টি।

পুষ্কর—১। জল; পদ্মকোষ; ব্যোম; খড়্গ-ফলক; যুদ্ধ; বাণ; তীর্থবিশেষ; দ্বীপবিশেষ [সপ্তদ্বীপ দেখ]; কুষ্ঠৌষধবিশেষ; হস্তি-শুণ্ডাগ্র; বাদ্যভাণ্ড মুখ। পুষ (পোষণ করা) +করন্ ক। সং; ক্লী। ২। সারস পক্ষী; বরুণের পুত্র; মেঘবিশেষ; রোগবিশেষ; নাগবিশেষ; নৃপবিশেষ। সং; পু। ৩। পুণ্যশ্লোক মহারাজ নলের ভ্রাতা। দৈব-নিয়োগে নলের শরীরে কলি প্রবেশ করিলে, নল অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া রাজ্যচ্যুত হন। কিছুকাল পরে কলি শরীর হইতে নির্গত হইলে, নল পুনরায় ইঁহার সহিত দ্যূতে প্রবৃত্ত হন। এবার পুষ্কর পরাজিত হইয়া নলকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া পুনর্মুষিক হন।

পুষ্করাহ্ব—সারসপক্ষী। পুষ্কর (পদ্ম) আহ্বা (আখ্যা) হইয়াছে যাহার, বহু। সং; পু।

পুষ্করিণী—সরসী, পুকুর; হস্তিনী; স্থলপদ্মিনী; সরোজিনী। পুষ্কর+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। [১বচন। সং; পু।

পুষ্করী—হস্তী। পুষ্কর+ইন্=পুষ্করিন্, ১মার

পুষ্কল—১। ভরতের পুত্রের নাম। সং; পু। ২। শ্রেষ্ঠ; উৎকৃষ্ট; অধিক; উপস্থিত; পূর্ণ; বহু। পুষ (পোষণ করা)+কলন্ ক। ৩। পণ্ডরি। পরিমাণবিশেষ, অষ্টকুঞ্চি অর্থাৎ ৬৪ মুটো। সং; ক্লী।

পুষ্ট—১। কৃতপোষণ; পালিত; বর্দ্ধিত। পুষ (পোষণ করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। পুষ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পুষ্টি।

পুষ্টি—১। পোষণ; পালন; বৃদ্ধি। পুষ (পোষণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে পুষ্ট, পুষিত।

পুষ্টিকর—বৃদ্ধিকারক; স্থূলতাজনক। পুষ্টির (বৃদ্ধির) কর (কারক), ৬তৎ। অথবা পুষ্টি করে যে, উপ; পুষ্টি শব্দ—কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি।

পুষ্টিসাধন—১। পোষণসম্পাদন; বৃদ্ধিকরণ। ৬তৎ। সং, ক্লী। ২। পুষ্টিকর, বৃদ্ধিজনক। বিণ; ত্রি।

পুষ্প—কুসুম, ফুল; স্ত্রীরজঃ; নেত্ররোগবিশেষ; প্রকাশ; কুবেরের রথ। পুষ্প (বিকসিত হওয়া)+অন্ ক। সং; ক্লী। বিশেষণে পুষ্পিত।

পুষ্পক—কুবেরের রথ; মৃৎশকটী; পিত্তল; রত্নকঙ্কণ; নেত্ররোগবিশেষ। পুষ্প+কণ্। সং; ক্লী।

পুষ্পকরণ্ডক—ফুলের সাজি। সং; ক্লী। [পু।

পুষ্পকীট—ভ্রমর; ফুলের পোকা। ৬তৎ। সং;

পুষ্পকেতন, পুষ্পকেতু—কন্দর্প, মদন। পুষ্প হইয়াছে কেতন বা কেতু (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। সং; পু।

পুষ্পচাপ—কন্দর্প, মদন। পুষ্প হইয়াছে চাপ যাহার, বহু। সং; পু।

পুষ্পজ—১। পুষ্পরস, মধু। পুষ্প শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। সং; ক্লী। ২। পুষ্পজাত। বিণ; ত্রি।

পুষ্পদন্ত—১। বায়ুকোণের হস্তী; নাগবিশেষ; বিদ্যাধরবিশেষ। পুষ্প বা পুষ্পের ন্যায় হইয়াছে দন্ত যাহার, বহু। সং; পু। ২। শিবানুচর গন্ধর্ব্ববিশেষ। পার্ব্বতীর সহচরী জয়া ইঁহার পত্নী। ইনি গোপনে শিবদুর্গার কথোপকথন শ্রবণাপরাধে মর্ত্তে বররুচি নামে জন্মগ্রহণ করেন। একদা শিবনির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করায় খেচরত্ব হইতে বঞ্চিত হন। পরে স্তবদ্বারা আশুতোষকে তুষ্ট করিয়া পুনরায় খেচরত্ব লাভ করেন। ঐ স্তব মহিম্ন স্তব নামে খ্যাত।

পুষ্পধন্বা—কন্দর্প, মদন, কামদেব। পুষ্প হইয়াছে ধনুঃ যাহার, বহুব্রীহি সমাসে পুষ্পধন্বন্, ১মার ১বচন। [ধনুস্ স্থানে ধন্বন্ আদেশ]। সং; পু। [সং; ক্লী।

পুষ্পপল্লব—১। ফুল ও পাতা। দ্বন্দ্ব। ২। ফুলের পাপ্‌ড়ি। ৬তৎ। সং; পু।

পুষ্পপাত্র—পুষ্পাধার, ফুলপূর্ণ পাত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পুষ্পপুর—পাটলিপুত্র নগর, বর্ত্তমান পাটনা।

পুষ্পপূর্ণ—ফুলে ভরা। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

পুষ্পভারাবনত—ফুলের ভারে নম্রতাপ্রাপ্ত, যে ফুলের ভারে নুইয়া পড়িয়াছে এরূপ। পুষ্পের ভার, ৬তৎ, তদ্দ্বারা অবনত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পুষ্পভারাবনতা।

পুষ্পমঞ্জরি—ফুলের মুকুল; ফুলের বোঁটা; ফুলের শীষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পুষ্পমাস—বসন্তকাল, চৈত্রমাস। ৬তৎ। পু।

পুষ্পরস—মকরন্দ, মধু। ৬তৎ। সং; পু।

পুষ্পরাগ—পদ্মরাগমণি। পুষ্পের ন্যায় রাগ (রঙ্) যাহার, বহু। সং; পু।

পুষ্পরেণু—পরাগ। ৬তৎ। সং; পু।

পুষ্পলাবী—মাল্যকার, মালী। পুষ্প শব্দ—লূ (ছেদন করা)+ণিন্ ক=পুষ্পলাবিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

পুষ্পলিহ—মধুকর, ভ্রমর। পুষ্প—লিহ (লেহন করা)+ক ক। সং; পু।

পুষ্পবতী—রজস্বলা, ঋতুমতী। পুষ্প শব্দ (স্ত্রীরজঃ)+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পুষ্পবাটিকা, পুষ্পবাটী—কুসুমোদ্যান, ফুলের বাগান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

পুষ্পবাণ, পুষ্পশর—কন্দর্প, মদন। পুষ্প হইয়াছে বাণ বা শর যাঁহার, বহু। সং; পু।

পুষ্পবৃষ্টি—পুষ্প বর্ষণ, উপর হইতে ফুল ছড়াইয়া ফেলা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

পুষ্পশর—পুষ্পবাণ দেখ।

পুষ্পসময়—বসন্তকাল। ৬তৎ। সং; পু।

পুষ্পসার—পুষ্পদ্রব; মকরন্দ, মধু। ৬তৎ। সং; পু। [৬তৎ। সং; পু।

পুষ্পসৌরভ—ফুলের সদ্গন্ধ, ফুলের সুবাস।

পুষ্পহীন—ফুলশূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

পুষ্পাগম—বসন্তকাল। পুষ্প শব্দ—আ—গম (গমন করা)+অন্ অধি। সং; পু।

পুষ্পাজীব—মালাকার, মালী। পুষ্প হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। সং; পু।

পুষ্পাঞ্জলি—কুসুমাঞ্জলি, প্রসূনাঞ্জলি, এক অঞ্জলি ফুল। পুষ্পের অঞ্জলি, ৬তৎ। সং; পু।

পুষ্পাধার—পুষ্পপাত্র, সাজি। ৬তৎ। সং; পু।

পুষ্পাভরণ—পুষ্পালঙ্কার, ফুলের গহনা। পুষ্প রচিত আভরণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পুষ্পাভরণা—পুষ্পালঙ্কারশোভিতা, ফুলের গহনায় সজ্জিতা; ফুলরূপ গহনায় শোভিতা। পুষ্প হইয়াছে অভিরণ যাহার (যে স্ত্রীর), অথবা পুষ্প হইয়াছে আভরণ স্বরূপ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

পুষ্পায়ুধ, পুষ্পাস্ত্র—কন্দর্প, মদন। পুষ্প হইয়াছে আয়ুধ বা অস্ত্র যাঁহার, বহু। সং; পু।

পুষ্পালঙ্কার—পুষ্পাভরণ, ফুলের গহনা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

পুষ্পালঙ্কৃত—পুষ্পভূষিত, ফুল দ্বারা সজ্জিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

পুষ্পাসব—মকরন্দ, মধু। পুষ্পের আসব (মদিরা), ৬তৎ। সং; পু।

পুষ্পিকা—দন্তমল; অধ্যায়াদির শেষে গ্রন্থকারের নামোল্লেখাদিপূর্ব্বক সমাপ্তিসূচক বাক্য, ভণিতা; ঝিল্লীবিশেষ। পুষ্প শব্দ+ঞিক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্; সং; স্ত্রী।

পুষ্পিত—১। জাতপুষ্প; পুষ্পবিশিষ্ট; কুসুমিত। পুষ্প শব্দ+ইত জাতার্থে। ২। প্রকাশিত। পুষ্প (বিকসিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পুষ্পিতা।

পুষ্পিতা—কুসুমিতা; ঋতুমতী, রজস্বলা। পুষ্প শব্দ+ইত জাতার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে পুষ্পিত।

পুষ্পেষু—কামদেব, মদন। পুষ্প হইয়াছে ইষু (বাণ) যাহার, বহু। সং; পু।

পুষ্পোদ্যান—ফুলের বাগান। পুষ্প প্রধান উদ্যান, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পুষ্য, পুষ্যা—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র মধ্যে অষ্টম নক্ষত্র; পৌষমাস। পুষ পোষণ করা)+ক্যপ্ ক; ২য় পক্ষে, তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

পুষ্যরথ—ক্রীড়ারথ, ভ্রমণার্থ বা উৎসব পরিদর্শনার্থ রথ। সং: পু।

পুস্ত—১। লিপি, লেখন প্রভৃতি শিল্পকর্ম্ম। পুস্ত (বন্ধন করা)+অল্ ভা। ২। গ্রন্থ, বহি, পুঁথি। পুস্ত+অল্ র্ম্ম। সং; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে পুস্তী।

পুস্তক—গ্রন্থ, বহি, পুঁথি। পুস্ত দেখ; পুস্ত+কণ্। সং; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে পুস্তিকা।

পুস্তকাগার—গ্রন্থাগার, লাইব্রেরী। ৬তৎ। সং; পু।

পুস্তকালয়—পুস্তকাগার, লাইব্রেরী। ৬তৎ। সং; পু।

পুস্তিকা, পুস্তী—গ্রন্থ, বহি, পুঁথি। পুস্তিকা=পুস্তক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। পুস্তী=পুস্ত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পূগ—১। সমূহ; গুবাক বৃক্ষ, শুপারি গাছ। পূ (শোধন করা)+গক্ ণ। সং; পু। ২। শুপারি। সং; ক্লী।

পূগকৃত—সঞ্চীকৃত, রাশীকৃত, স্তূপাকারে স্থাপিত। পূগ শব্দ (সমূহ)—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পূজক—পূজাকারক, উপাসক। পূজ (পূজা করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

পূজন—পূজা, অর্চ্চনা, আরাধনা। পূজ (পূজা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে পূজিত।

পূজনীয়—পূজ্য, পূজার যোগ্য; আরাধ্য; উপাস্য। পূজ (পূজা করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পূজা—অর্চ্চনা, আরাধনা, উপাসনা; প্রশংসা; স্তুতি। পূজ (পূজা করা)+ও ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে পূজিত।

পূজাগৃহ—উপাসনা-গৃহ, পূজা করিবার ঘর। পূজার নিমিত্ত গৃহ, ৪তৎ। সং; ক্লী।

পূজার্হ—পূজার যোগ্য, পূজ্য, পূজনীয়; মান্য। পূজার অর্হ (যোগ্য) ৬তৎ: অথবা পূজা—অর্হ (যোগ্য হওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

পূজাহ্নিক—দেবপূজা ও সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য-কার্য্য। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

পূজিত—অর্চ্চিত, আরাধিত, স্তুত; প্রশংসিত; সম্মানিত; আদৃত। পূজ (পূজা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পূজন, পূজা।

পূজোৎসব—দেবপূজারূপ আনন্দজনক ব্যাপার। রূপক। সং; পু।

পূজোপহার—পূজার উপকরণ। ৬তৎ। সং: পু।

পূজ্য—পূজনীয়, অর্চ্চনীয়, আরাধ্য; উপাস্য পূজ (পূজা করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পূজ্যপাদ—পূজনীয়; আরাধ্য। পূজ্য হইয়াছে পাদ (চরণ) যাঁহার, বহু। বিণ; ত্রি।

পূত—১। দুর্গন্ধযুক্ত। পূয় (দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া)+ক্ত ক। ২। পবিত্র; শুদ্ধ; নির্ম্মল, পরিষ্কৃত; সত্য। পূ (শোধন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

পূতক্রতায়ী—ইন্দ্রপত্নী, শচী। পূতক্রতু দেখ; পূতক্রতু শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পূতক্রতু—ইন্দ্র। পূত হইয়াছে ক্রতু (যজ্ঞ) যাঁহার, বহু। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পূতক্রতায়ী।

পূতদ্রু—পলাশ গাছ। সং; পু।

পূতধান্য—তিল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পূতনা—হরিতকী; গন্ধমাংসী; বালক মাতৃকা-বিশেষ; রোগবিশেষ; পেঁচো পাওয়া; দানবীবিশেষ, বকাসুরের ভগিনী [মথুরা-রাজ কংস কৃষ্ণের প্রাণবধার্থে ইহাকে ব্রজ-ধামে প্রেরণ করেন; দানবী নিজ স্তনে বিষ মাখাইয়া শিশু কৃষ্ণকে পান করিতে দিলে, কৃষ্ণ তাহা এমন সবলে আকর্ষণ করেন যে, তাহাতেই দানবী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়]। পূত+ক্রি=পূতি নামধাতু, তদুত্তরে অন ক, ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। [পু।

পূতনারি—শ্রীকৃষ্ণ। পূতনার অরি, ৬তৎ। সং;

পূতা—পবিত্রা; দূর্ব্বা। পূত+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পূতাত্মা—পবিত্রচিত্ত। পূত (পবিত্র) হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

পূতি—১। দুর্গন্ধযুক্ত। বিণ; ত্রি। ২। পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা। পূ (শোধন করা)+ক্তি ভা। ৩। দুর্গন্ধ। পূয় (দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

পূতিক—মল, বিষ্ঠা। পূতি শব্দ (দুর্গন্ধ)—কৈ (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক। সং; ক্লী।

পূতিকা—পুঁইশাক; মার্জ্জারী। পূতিক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পূতিগন্ধ—দুর্গন্ধ, পচা গন্ধ। কর্ম্মধা। সং; পু।

পূতিগন্ধি—দুর্গন্ধযুক্ত, পচা গন্ধবিশিষ্ট। পূতি হইয়াছে গন্ধ যাহার, বহু (সমাসে ই)। বিণ; ত্রি।

পূতিবাত—দুর্গন্ধ বায়ু; বিল্ববৃক্ষ। পূতি (দুর্গন্ধ) হইয়াছে বাত (বায়ু) যাহার, বহু। সং: পু।

পূতোদক—পবিত্র জল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পূপ—পিষ্ট, পিঠা, রুটি প্রভৃতি (Cake)। পূ (পবিত্র করা)+পক্ ণ। সং; পু।

পূপাষ্টকা—শ্রাদ্ধবিশেষ, অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে পিষ্টক দ্বারা শ্রাদ্ধ। সং; স্ত্রী।

পূয়—বিকৃত রক্ত, পুঁজ। পূয় (দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া)+অন্ ক। সং; ক্লী।

পূর—১। প্রবাহ: জলরাশি; সমূহ; খাদ্যদ্রব্য-বিশেষ, পূরী। পূর (পূর্ণ করা)+ক ণ। ২। পরিপূরণ। পূর+ক ভা। সং; পু।

পূরক—১। পূর্ণকারক। পূর (পূর্ণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। দশপিণ্ড। সং; ক্লী। ৩। গুণক; প্রাণায়াম বিশেষ, বাম নাসা দ্বারা বায়ু টানিয়া লওয়া। সং; পু।

পূরকপিণ্ড—মৃতব্যক্তির অশৌচান্ত দিবসে দেয় পিণ্ড, চলিত কথায়—ঘাটপিণ্ডী। মৃত্যুর পর মানব আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হয়; পরে পূরক পিণ্ড প্রদান করিলে প্রেত দেহের উৎপত্তি হয়। যে ব্যক্তি মুখাগ্নি করে, সেই পূরক পিণ্ডদানের অধিকারী।

পূরণ—১। পূর্ণ হওয়া; পূর্ণ করা; গুণন; বৃদ্ধি। পূর (পূর্ণ হওয়া বা করা)+অনট্ ভা। ২। বাপতন্তু, পড়েন সূতা। পূর+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

পূরিত—পূর্ণীকৃত, ভরিত; গুণিত। পূর (পূর্ণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পূরণ।

পূরু—যযাতির পুত্র, রাজা পুরুর ভ্রাতা; জহ্নুর পুত্রবিশেষ; রাক্ষসবিশেষ। পূর (পূর্ণ করা)+কু ক। সং; পু। [সং; পু।

পূরুষ—পুরুষ। পূর (পূর্ণ করা)+কুষন্ ক।

পূর্ণ—সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ, ভরা; সফল; সমর্থ। পূর (পূরণ করা)+ক্ত র্ম্ম, নিপাতনে। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে পূরণ, পূর্ণতা। স্ত্রীলিঙ্গে পূর্ণা।

পূর্ণকল—সম্পূর্ণ কলাবিশিষ্ট, সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন, পূর্ণাঙ্গ। পূর্ণ হইয়াছে কলা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। কলা=১৬ ভাগের একভাগ।

পূর্ণকাম—সফলমনোরথ। পূর্ণ (সফল) হইয়াছে কাম (অভীষ্ট) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পূর্ণকামা।

পূর্ণকুম্ভ—জলপূর্ণ ঘট। কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ণগর্ভা—সম্পূর্ণগর্ভবিশিষ্টা, যাহার গর্ভস্থ সন্তান পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে, নবম মাসের গর্ভ-বতী। পূর্ণ হইয়াছে গর্ভ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

পূর্ণচন্দ্র—ষোড়শকলা বিশিষ্ট চন্দ্র, পূর্ণিমার চাঁদ। কর্ম্মধা। সং; পু।

পূর্ণচ্ছেদ—যতিচিহ্ন দেখ।

পূর্ণতা—সম্পূর্ণতা; পরিপূর্ণতা; সফলতা। পূর্ণ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

পূর্ণপাত্র—বস্তুপূর্ণ পাত্র; পুত্রজন্মাদি উৎসবে পারিতোষিক-বস্ত্রাদি; অর্দ্ধমণপরিমিত তণ্ডু-লাদি, পুষ্কলচতুষ্টয় অর্থাৎ ২৫৬ মুষ্টি পরি-মাণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পূর্ণমাস—পূর্ণিমাতে কর্ত্তব্যযাগবিশেষ। সং; পু।

পূর্ণমাসী—পূর্ণিমা তিথি। সং; স্ত্রী।

পূর্ণবয়স্ক—সম্পূর্ণ বয়সবিশিষ্ট, যুবা। পূর্ণ হইয়াছে

বয়ঃ (বয়স্) যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী-লিঙ্গে পূর্ণবয়স্কা ।

পূর্ণবিকাশ—সম্পূর্ণ প্রকাশ ; সম্পূর্ণ প্রস্ফুটন । কর্ম্মধা । সং ; পু ।

পূর্ণহোম—পূর্ণাহুতি । সং ; পু ।

পূর্ণা—১ । সম্পূর্ণা, পরিপূর্ণা ; সফলা । পূর্ণ দেখ ; পূর্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ । বিণ ; স্ত্রী । ২ । পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা । সং ; স্ত্রী ।

পূর্ণানন্দ—১ । যৎপরোনাস্তি হর্ষ । পূর্ণ যে আনন্দ, কর্ম্মধা । ২ । পরমেশ্বর । পূর্ণ হয় আনন্দ যাঁহাতে, বহু । সং ; পু ।

পূর্ণাভিষেক—তন্ত্রোক্ত কৌলিক অভিষেক-বিশেষ । কর্ম্মধা । সং ; পু ।

পূর্ণায়ত—সম্পূর্ণ বিস্তৃত । কর্ম্মধা । বিণ ; ত্রি ।

পূর্ণায়ুঃ—১ । শতবর্ষ পরিমিত জীবিত কাল । কর্ম্মধা । সং ; ক্লী । ২ । শতবর্ষজীবী । বহু । বিণ ; ত্রি ।

পূর্ণাবতার—নৃসিংহ ; রাম ; কৃষ্ণ [অন্যান্য অবতার কলাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ ; মতান্তরে নৃসিংহ ও রাম পূর্ণ অবতার ; কিন্তু কৃষ্ণ পরিপূর্ণতম] । কর্ম্মধা । সং ; পু ।

পূর্ণাবয়ব—সম্পূর্ণাঙ্গ, সকল অঙ্গবিশিষ্ট । বহু । বিণ ; ত্রি ।

পূর্ণি—পূর্ত্তি, পূরণ । পূ বা পূর (পূর্ণ করা)+ক্তি ভা । সং ; স্ত্রী । বিশেষণে পূর্ণ ।

পূর্ণিমা—শুক্লপক্ষের পঞ্চদশী তিথি, পৌর্ণমাসী [আশ্বিনী পূর্ণিমা কোজাগরী, কার্ত্তিকী পূর্ণিমা রাসপূর্ণিমা, এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমা দোল-পূর্ণিমা নামে খ্যাত] । পূর্ণি—মা (পরিমাণ করা)+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ । সং ; স্ত্রী ।

পূর্ণেন্দু—পূর্ণচন্দ্র । পূর্ণ যে ইন্দু, কর্ম্মধা । সং ; পু ।

পূর্ণোপমা—অর্থালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ] । সং ; স্ত্রী ।

পূর্ত্ত—১ । পূরণ ; সাধারণের হিতার্থে জলাশয়াদি খনন । পূ (পূর্ণ করা)+ক্ত ভা । সং ; ক্লী । ২ । পূরিত । প +ক্ত র্ম্ম । বিণ ; ত্রি ।

পূর্ত্তি—পূরণ । পূর (পূরণ করা)+ক্তি ভা । সং ; স্ত্রী ।

পূর্ত্তী—তৃপ্তিপ্রদ ; ইচ্ছাপূরক । পূর্ত্ত+ইন্ অস্ত্যর্থে=পূর্ত্তিন্, ১মার ১বচন । বিণ ; পু । স্ত্রীলিঙ্গে পূর্ত্তিনী ।

পূর্ব্ব—১ । প্রথম, আদি ; পুরাকালীন ; জ্যেষ্ঠ ; প্রাচ্যদেশীয় । পূর্ব্ব+অন্ ক । বিণ ; ত্রি । ২ । কারণ ; ইতিবৃত্ত, ইতিহাস । সং ; ক্লী ।

পূর্ব্বকথিত—পূর্ব্বোক্ত, আগে যাহার কথা বলা হইয়াছে এরূপ । ৭তৎ । বিণ ; ত্রি ।

পূর্ব্বকায়—নাভির উর্দ্ধদেহ । কর্ম্মধা । সং ; পু ।

পূর্ব্বগামী—(পূর্ব্বগামিন্) । পূর্ব্বদিকে গমনশীল ; অগ্রে গমনকারী । পূর্ব্ব শব্দ—গম (যাওয়া)+ণিন্ ক । বিণ ; পু । স্ত্রীলিঙ্গে পূর্ব্বগামিনী ।

পূর্ব্বজ—অগ্রজ, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ; পূর্ব্বপুরুষ । পূর্ব্ব—জন (জন্মা)+ড ক । সং ; পু । স্ত্রীলিঙ্গে পূর্ব্বজা ।

পূর্ব্বজন্ম—বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী জন্ম । কর্ম্মধা । সং ; ক্লী ।

পূর্ব্বজন্মা—১ । অগ্রজ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । পূর্ব্বে হইয়াছে জন্ম (জন্মন্) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বজন্মন্, ১মার ১বচন । সং ; পু । ২ । জ্যেষ্ঠা ভগ্নী । সং ; স্ত্রী ।

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত—বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্ব জন্মে অনুষ্ঠিত । ৭তৎ । বিণ ; ত্রি ।

পূর্ব্বজা—অগ্রজা, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী । পূর্ব্বজ দেখ ; পূর্ব্বজ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ । সং ; স্ত্রী ।

পূর্ব্বজীবন—পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনকাল, বর্ত্তমান সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়, অতীত জীবন । মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা । সং ; ক্লী ।

পূর্ব্বতন—পুরাকালীন, আগেকার । পূর্ব্ব শব্দ+তন ভবার্থে । বিণ ; ত্রি ।

পূর্ব্বদৃষ্ট—পূর্ব্বে লক্ষিত, বর্ত্তমানকালের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে অবলোকিত ; অগ্রে অবলোকিত । ৭তৎ । বিণ ; ত্রি ।

পূর্ব্বদেব—অসুর, দানব । সং ; পু ।

পূর্ব্বপক্ষ—অভিযোগ ; শুক্লপক্ষ ; প্রশ্ন ; শাস্ত্রীয় প্রশ্ন । কর্ম্মধা । সং ; পু । বিপরীতার্থক শব্দ উত্তরপক্ষ, অপরপক্ষ ।

পূর্ব্বপরিচিত—আগেকার পরিচিত, আগে যাহার সহিত পরিচয় ছিল । ৭তৎ । বিণ ।

পূর্ব্বপরিত্যক্ত—পূর্ব্বে বর্জ্জিত, আগে যাহাকে ত্যাগ করা হইয়াছে । ৭তৎ । বিণ ; ত্রি ।

পূর্ব্বপর্ব্বত—উদয় গিরি । কর্ম্মধা । সং ; পু ।

পূর্ব্বপ্রচলিত—পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে ব্যবহৃত, আগে যাহা চলিত ছিল । ৭তৎ । বিণ ; ত্রি ।

পূর্ব্বফল্গুনী—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত একাদশ নক্ষত্র । সং ; স্ত্রী ।

পূর্ব্বফল্গুনীভব—বৃহস্পতি । সং ; পু ।

পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বভাদ্রপদা—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে পঞ্চবিংশ নক্ষত্র । সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী ।

পূর্ব্বরঙ্গ—প্রস্তাবনা, নাট্যাভিনয়ের উপক্রম । কর্ম্মধা । সং ; পু ।

পূর্ব্বরাগ—নায়কনায়িকার প্রথমানুরাগ (Courtship) । কর্ম্মধা । সং ; পু ।

পূর্ব্বরাত্র—প্রথম রাত্রি, রাত্রির প্রথম ভাগ । রাত্রির পূর্ব্ব (প্রথম ভাগ), ৬তৎ । সং ; পু ।

পূর্ব্বরূপ—পূর্ব্বলক্ষণ ; ভবিষ্যতের প্রথম চিহ্ন ; অর্থালঙ্কারবিশেষ । কর্ম্মধা । সং ; ক্লী ।

পূর্ব্বলক্ষণ—ভাবিবিষয়ের প্রথম সূচনা, ভাবিচিহ্ন । কর্ম্মধা । সং ; ক্লী ।

পূর্ব্ববঙ্গ—বঙ্গদেশের পূর্ব্ববিভাগ । ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলা পূর্ব্ববঙ্গ নামে অভিহিত । [ব্য ।

পূর্ব্ববৎ—পূর্ব্বের ন্যায় । পূর্ব্ব+চৎ তুল্যার্থে ।

পূর্ব্ববর্ণিত—পূর্ব্বে বিবৃত, পূর্ব্বে কথিত । ৭তৎ । বিণ ; ত্রি ।

পূর্ব্ববর্ত্তিনী—পূর্ব্ববর্ত্তী দেখ । বিণ ; স্ত্রী ।

পূর্ব্ববর্ত্তী—পূর্ব্বস্থিত ; অগ্রবর্ত্তী, অগ্রসর । পূর্ব্ব শব্দ—বৃত (থাকা)+ণিন্ ক=পূর্ব্ববর্ত্তিন্, ১মার ১বচন । বিণ ; পু । স্ত্রীলিঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তিনী ।

পূর্ব্ববাঙ্গালা—পূর্ব্ববঙ্গ দেখ ।

পূর্ব্ববাদ—প্রথম আবেদন, অভিযোগ, নালিশ । কর্ম্মধা । সং ; ক্লী ।

পূর্ব্ববাদিনী—পূর্ব্ববাদী দেখ ।

পূর্ব্ববাদী—অভিযোক্তা, প্রথমে অভিযোগকারী ; বাদী, ফরিয়াদী । পূর্ব্ব (প্রথম)—বদ (বলা) +ণিন্ ক=পূর্ব্ববাদিন্, ১মার ১বচন । বিণ ; পু । স্ত্রীলিঙ্গে পূর্ব্ববাদিনী ।

পূর্ব্ববিকাশ—প্রথম প্রকাশ ; প্রথম প্রস্ফুটন । কর্ম্মধা । সং ; পু ।

পূর্ব্বসংস্কার—পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ; বাল্যের ধারণা ; প্রাচীন সংস্কার । ৬তৎ । সং ; পু ।

পূর্ব্বা—১ । প্রথমা ; জ্যেষ্ঠা । পূর্ব্ব+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ । বিণ ; স্ত্রী । ২ । প্রাচী, পূর্ব্বদিক, যে দিকে সূর্য্যের উদয় হয় [দশদিক্ দেখ] । সং ; স্ত্রী ।

পূর্ব্বাচল, পূর্ব্বাদ্রি—উদয়াচল । পূর্ব্ব (প্রাচ্যদেশীয়) যে অচল বা অদ্রি (পর্ব্বত), কর্ম্মধা । সং ; পু ।

পূর্ব্বাধিকার—পূর্ব্বের স্বত্ব, সাবেক দখল । কর্ম্মধা । সং ; পু ।

পূর্ব্বানুরাগ—প্রথম অনুরাগ, প্রথম প্রণয় সঞ্চার, আগেকার ভালবাসা (Courtship) । কর্ম্মধা । সং ; পু ।

পূর্ব্বাপর—১ । পূর্ব্ব ও অপর ; আনুপূর্ব্বিক । দ্বন্দ্ব । বিণ ; ত্রি । ২ । পূর্ব্বদিক্ ও পশ্চিম দিক্ । সং ; পু ।

পূর্ব্বার্দ্ধ—প্রথমার্দ্ধ, দুই ভাগে বিভক্ত বস্তুর প্রথম অর্দ্ধাংশ । কর্ম্মধা । সং ; ক্লী ।

পূর্ব্বাশা—পূর্ব্বদিক্ । পূর্ব্বা যে আশা (দিক্), কর্ম্মধা । সং ; স্ত্রী ।

পূর্ব্বাষাঢ়া—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে বিংশ নক্ষত্র । সং ; স্ত্রী ।

পূর্ব্বাহ্ণ—দিনের প্রথম ভাগ, দশম দণ্ড পর্য্যন্ত কাল । অহনের (দিনের) পূর্ব্ব (প্রথম ভাগ), ৬তৎ ; অহন্ শব্দের পর নিপাত । সং ; পু ।

পূর্ব্বেদ্যুঃ—(পূর্ব্বেদ্যুস্) । পূর্ব্বদিবস ; প্রাতঃকাল । পূর্ব্ব শব্দ+এদ্যুস্ । ব্য ।

পূর্ব্বোক্ত—পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে এরূপ ; প্রথমোক্ত । পূর্ব্বে উক্ত, ৭তৎ । বিণ ; ত্রি ।

পূর্ব্বোদ্ধৃত—পূর্ব্বে উদ্ধৃত, আগে যাহাকে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

পুল—পুলীপিঠা; পাত্রবিশেষ; সংহতি। পুল (একত্র করা)+অল্ অধি। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পুলী, পুলিকা।

পুলিকা, পুলী—পুল দেখ। সং; স্ত্রী।

পুষসুহৃদ্—শিব। ৬তৎ। সং; পু।

পুষা—সূর্য্য। পুষ (বৃদ্ধি পাওয়া)+কন্ ক= পুষন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

পৃক্ত—মিশ্রিত; সম্পর্কিত; যুক্ত; সংলগ্ন। পৃচ (সম্পৃক্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

পৃচ্ছা—প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। প্রছ (জিজ্ঞাসা করা)+ও ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে পৃষ্ট।

পৃতনা—সেনা; হস্তী ২৪৩, রথ ২৪৩, অশ্ব ৭২৯, পদাতি ১২১৫, এতৎ সংখ্যক সেনা। পৃ (পূর্ণ করা)+তন ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পৃথক্—ভিন্ন, বিনা, অন্য, স্বতন্ত্র; ইতর। পৃথ (ক্ষেপণ করা)+কক্ র্ম্ম। ব্য।

পৃথগন্ন—পৃথক্ পরিবার, বিভক্ত পরিজন। পৃথক্ হইয়াছে অন্ন যাহাদের, বহ। সং; ক্লী।

পৃথগাত্মতা—ভেদ, ইতরবিশেষ। পৃথক হইয়াছে আত্মা (স্বভাব) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে পৃথগাত্মন্, তদুত্তরে তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

পৃথগ্জন—মূর্খ ব্যক্তি; নীচ লোক; পাপী। কর্ম্মধা। সং; পু।

পৃথগ্বিধ—নানারূপ; ভিন্ন প্রকার। পৃথক্ (ভিন্ন) হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহ। বিণ; ত্রি।

পৃথা—কুন্তী [কুন্তি দেখ]; ব্রাহ্মণীবিশেষ। প্রথ (খ্যাত হওয়া)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

পৃথাজ—কুন্তীপুত্র, যুধিষ্ঠিরাদি। পৃথা শব্দ (কুন্তি)—জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু।

পৃথাপতি—পাণ্ডুরাজা। ৬তৎ। সং; পু।

পৃথাসুত—কুন্তীপুত্র, যুধিষ্ঠিরাদি। ৬তৎ। সং; পু।

পৃথিবী—ধরণী, ধরিত্রী, ধরা, ভূমি। প্রথ (খ্যাত হওয়া)+ষিবন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পৃথিবীপতি, পৃথিবীপাল—ভূপতি, ভূপাল, রাজা। পৃথিবীর পতি বা পাল (পালনকর্ত্তা), ৬তৎ। সং; পু। [অন্ ক। সং; পু।

পৃথিবীরুহ—বৃক্ষ। পৃথিবী—রুহ (জন্মা)+

পৃথু—১। বিস্তৃত; স্থূল; মহৎ। প্রথ+কু ক। বিণ; ত্রি। ২। পুরাকালীন নরপতিবিশেষ, বেণরাজের পুত্র। ইঁহার মহিষীর নাম অর্চ্চি। ইনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। কথিত আছে যে, ইনি লোকহিতার্থে গোরূপা ধরিত্রীকে দোহন করাইয়াছিলেন। মর্ত্তে ইনি প্রথম রাজা, এবং ইঁহার নামানুসারে ধরার নাম পৃথ্বী হয়। পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ইনি জীবনের শেষভাগ তপশ্চরণে অতিবাহিত করেন। প্রথ (খ্যাত হওয়া)+কু ক। সং; পু।

পৃথুক—১। শিশু, শাবক, বালক। পৃথু—কৈ+ড ক। সং; পু। ২। চিপিটক, চিঁড়া। সং; পু ও ক্লী।

পৃথুরোমা—১। বৃহল্লোমযুক্ত। বিণ; ত্রি। ২। মৎস্য। পৃথু (বৃহৎ) হইয়াছে রোম (রোমন্ অর্থাৎ শল্ক) যাহার, বহ। সং; পু। [ত্রি।

পৃথুল—মহৎ; বিস্তৃত; স্থূল। পৃথু+ল। বিণ;

পৃথ্বী—ধরণী, পৃথিবী। পৃথু শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্; পুরাণমতে, ধরা পৃথুরাজার দুহিতা বলিয়া উহার নাম পৃথ্বী। সং; স্ত্রী।

পৃথ্বীরায়—দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা। আজমীরের চৌহানবংশীয় ভূপতি বিশালদেব ১১৫১ খ্রীঃ অব্দে দিল্লী জয় করেন। দিল্লীশ্বর অনঙ্গপাল বিশালদেবের পুত্র সোমেশ্বরের সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিয়া এবং এই কন্যার গর্ভজাত পুত্র উত্তরকালে দিল্লীর সিংহাসনাধিকারী হইবে এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া বিজেতার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। এই দম্পতি হইতে ১১৫৯ খ্রীঃ অব্দে পৃথ্বীরায়ের জন্ম হয়। ইনি অধিকাংশ সময়ে দিল্লীতে থাকিতেন, এবং মাতামহও ইঁহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন। অনঙ্গপাল অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া পৃথ্বীকে পূর্ব্বাঙ্গীকারানুসারে দিল্লীর সিংহাসন দিয়া যান। আবার পিতার মৃত্যুর পর ইনি আজমীরের সিংহাসনও প্রাপ্ত হন। পরন্তু ইনি প্রধানতঃ দিল্লীতেই থাকিতেন, এবং তথায় একটি বিশাল দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ঐ দুর্গ অদ্যাপি রায় পিথোরা নামে পরিচিত। চিতোরপতি রাণা সমরসিংহের সহিত ইঁহার ভগ্নীর বিবাহ হওয়ায় তিনিও ইঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। ইনি কালঞ্জররাজ পরমর্দ্দীদেবকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্যের অধিকাংশ অধিকার করেন। পরে নাথোর নামক স্থানের প্রচুর অর্থের সংবাদ পাইয়া ইনি স্বজন সহায়ে তাহা হস্তগত করেন। অতঃপর ইনি মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ভারতে এই শেষ অশ্বমেধ।

পৃথ্বীরায়ের প্রধান শত্রু কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্র। তিনিও পৃথ্বীর ন্যায় দিল্লীশ্বর অনঙ্গপালের অন্য দুহিতার গর্ভজাত দৌহিত্র ছিলেন। অনঙ্গপাল তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসন প্রদান না করিয়া তাহা পৃথ্বীকে অর্পণ করায়, পৃথ্বীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ভাবের উদ্রেক হয়। পৃথ্বীরায়ের প্রতাপ ও বীরত্ববৃদ্ধির সহিত জয়চন্দ্রের সেই বিদ্বেষভাবও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে ইঁহাকে অপমানিত করিবার অভিপ্রায়ে জয়চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে অধীন সামন্তরাজগণকে যথাযোগ্য ভৃত্যোচিত কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়কে দ্বারী হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। বীর পৃথ্বী অবশ্য সে অপমানজনক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়ের এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাকেই দ্বারদেশে দ্বারিরূপে স্থাপন করিলেন। জয়চন্দ্রের সংযুক্তা নামে এক অলোকসামান্য রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিলেন। জয়চন্দ্র এই যজ্ঞে তাঁহারও স্বয়ংবরের আয়োজন করিয়াছিলেন। সংযুক্তা যে তাঁহার অনুরাগিণী, ইহা জানিতে পারিয়া পৃথ্বীরায় সসৈন্যে কান্যকুব্জাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং সৈন্যগণকে মধ্যে মধ্যে পথে রাখিয়া নিজে ছদ্মবেশে যজ্ঞভূমির অতি নিকটে লুকাইয়া রহিলেন। সংযুক্তা সভামধ্যে পৃথ্বীরায়কে দেখিতে না পাইয়া উপস্থিত অন্যান্য রাজগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্বারস্থিত পৃথ্বীর প্রতিমূর্ত্তির গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। এদিকে অবসর বুঝিয়া পৃথ্বীরায় গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া সংযুক্তাকে অশ্বপৃষ্ঠে নিজপার্শ্বে স্থাপনপূর্ব্বক অশ্বকে সবলে কষাঘাত করিলেন এবং পশ্চাদ্ধাবিত সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া সপ্তম দিনে সংযুক্তাকে লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় মহাসমারোহে উভয়ের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

স্বয়ং শত্রুদমনে অসমর্থ হইয়া জয়চন্দ্র একণে হিন্দু ছাড়িয়া মুসলমানের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি মহম্মদ ঘোরীকে দিল্লী আক্রমণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ঘোরী তাহাই খুঁজিতেছিলেন। তিনি মহাসমাদরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহম্মদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে পৃথ্বীরায় হৃষ্টচিত্তে শত্রুসেনার সম্মুখীন হইলেন। জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় ১০৮ জন সামন্তরাজের মধ্যে কেবল ৬৪ জন সাহায্যার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথাপি পৃথ্বীরায় অসীম পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া তিরাওরির নিকটস্থ নারায়ণক্ষেত্রে মুসলমানসেনা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। মহম্মদ স্বয়ং গুরু আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। পৃথ্বী প্রায় ২০ ক্রোশ পর্য্যন্ত শত্রুসৈন্যের অনুসরণ করিয়া তাহাদের দুরবস্থার একশেষ করিলেন (১১৯১ খ্রীঃ)। দুই বৎসর পরে মহম্মদ বিপুল সৈন্য-

সহ পুনরাগমন করিলেন। শত্রুর আগমন-সংবাদ পাইয়া পৃথ্বীরায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। বীরবর সমরসিংহ ইঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন। কথিত আছে যে, বীরজায়া সংযুক্তা স্বহস্তে পতিকে সমরসজ্জায় সজ্জীভূত করিয়া দিলেন। থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী তিরাওরি নামক স্থানে উভয় পক্ষীয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। মধ্যে কেবল কাগার নদী ব্যবধান রহিল; কিন্তু এবার দৈব পৃথ্বীর প্রতিকূল। এই সময়ে হিন্দুপক্ষ হইতে মহম্মদকে বলিয়া পাঠান হইল, "যদি তোমার জীবন ভারবহ বোধ হইয়া থাকে, তবেই সমরে অগ্রসর হও; কিন্তু বহুলোকের অকালমৃত্যুর কারণ হইও না। স্বদেশে প্রতিগমন কর, নচেৎ আমাদের রণমত্ত সৈন্যগণ তোমাদিগকে প্রথম বারের ন্যায় ছিন্নভিন্ন করিবে।" চতুর মহম্মদ উত্তর করিলেন, "আমি জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাবহ মাত্র। তাঁহারই আদেশে যুদ্ধে আসিয়াছি। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন ফিরিয়া যাইতে পারি না। যাবৎ তাঁহার আদেশ না আইসে তাবৎ যুদ্ধ স্থগিত থাকুক।" মহম্মদের এই কথায় বিশ্বাস করিয়া হিন্দুসৈন্যগণ অসাবধানভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সুযোগ বুঝিয়া একদা তমসাচ্ছন্ন নিশাকালে মহম্মদ কিয়দংশ সৈন্যসহ নদীপার হইয়া অলক্ষিতভাবে হিন্দুসেনাকে আক্রমণ করিলেন। ইতোমধ্যে মহম্মদের অবশিষ্ট সৈন্য নদী পার হইয়া বিপুল বিক্রমে বিপক্ষপক্ষকে আক্রমণ করিল। সম্পূর্ণরূপে সুশৃঙ্খলা না হওয়ায় হিন্দুসৈন্য মুসলমানসেনার সে দুর্দ্দমনীয় বেগ সহ্য করিতে পারিল না। বীরবর সমরসিংহ অসংখ্য বিপক্ষসেনা ধ্বংস করিয়া রণশয্যায় শয়ন করিলেন। অতঃপর পৃথ্বীরায়ও নিহত হইলেন। পতিপ্রাণা সংযুক্তা পতির চিতানলে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিলেন।

বিখ্যাত হিন্দি কবি চাঁদ পৃথ্বীরায়ের রাজত্বের তিনটি প্রধান ঘটনা বিবৃত করিয়া "পৃথ্বীরায় রাসো" নামক কাব্যগ্রন্থ তিনখণ্ডে প্রণয়ন করেন। প্রথম খণ্ডে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া জয়চন্দ্রের সহিত পৃথ্বীর যে যুদ্ধ হয়, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডে কালঞ্জর পতি পরমর্দ্দীদেবের সহিত যুদ্ধ, এবং তৃতীয় খণ্ডে যবনদিগের সহিত যুদ্ধ বিবৃত হইয়াছে।

পৃদাকু—হস্তী; ব্যাঘ্র; বৃশ্চিক; সর্প; বৃক্ষ। পর্দ্দ+আকু। সং; পু।

পৃশ্নি, পৃশ্নী—১। কৃষ্ণজননী দেবকীর নামান্তর; পৃথিবী; রশ্মি; জলের পানা। স্পৃশ (স্পর্শ করা) বা পৃষ (সেক করা)+নি র্ম্ম। সং; স্ত্রী। ২। সূক্ষ্ম; দুর্ব্বল; ক্ষুদ্র। বিণ।

পৃশ্নিগর্ভ—শ্রীকৃষ্ণ। পৃশ্নির (দেবকীর) গর্ভ (গর্ভজাত শিশু), ৬তৎ। সং; পু।

পৃষত, পৃষৎ—১। জল বা দ্রব দ্রব্যের বিন্দু। পৃষ (সেক করা)+অতচ্, অৎ র্ম্ম। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী। ২। মৃগবিশেষ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পৃষতী।

পৃষতাশ্ব, পৃষদশ্ব—অনিল, বায়ু। পৃষত বা পৃষৎ (মৃগবিশেষ) হইয়াছে অশ্ব যাহার, বহু। সং; পু।

পৃষতী—শ্বেতবিন্দুযুক্তা মৃগী; অঞ্জনশলাকা। পৃষত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পৃষৎক—বাণ, শর। পৃষৎ+কণ্। সং; পু।

পৃষদাজ্য—দধিমিশ্রিত ঘৃত। পৃষৎ (দ্রববস্তু) মিশ্রিত যে আজ্য (ঘৃত), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পৃষোদর—বিন্দুগর্ব্বিত, উদরে মণ্ডলাকার চিহ্নযুক্ত। পৃষৎ (বিন্দু) হইয়াছে উদরে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পৃষোদরী।

পৃষোদরী—বিন্দুগর্ব্বিতা। পৃষোদর দেখ; পৃষোদর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পৃষোদ্যান—ক্ষুদ্র উদ্যান। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

পৃষ্ট—১। জিজ্ঞাসিত। প্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। জিজ্ঞাসা। প্রচ্ছ +ক্ত ভা। সং; ক্লী।

পৃষ্ঠ—শরীরের পশ্চাৎ ভাগ, পিঠ; পত্রাদির এক পিঠ। পৃষ (সেক করা)+থক্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

পৃষ্ঠতঃ—পৃষ্ঠদেশে, পশ্চাদ্ভাগে, পেছনে। পৃষ্ঠ শব্দ+তস্ সপ্তমী স্থানে। ব্য।

পৃষ্ঠদৃষ্টি—ভল্লুক। পৃষ্ঠে (পশ্চাৎ ভাগে) দৃষ্টি যাহার, বহু। সং; পু।

পৃষ্ঠদেশ—১। পশ্চাৎ ভাগ। পৃষ্ঠস্থ দেশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। পৃষ্ঠ, পিঠ। পৃষ্ঠই দেশ, কর্ম্মধা। সং; পু।

পৃষ্ঠপোষক—সাহায্যকারী, আনুকুল্যকারী। পৃষ্ঠ শব্দ—পুষ+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পৃষ্ঠপোষিকা। বিশেষ্যে পৃষ্ঠপোষণ।

পৃষ্ঠপোষণ—আনুকুল্যকরণ, সহায়তা করা। পৃষ্ঠ শব্দ—পুষ+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে পৃষ্ঠপোষক।

পৃষ্ঠপ্রদর্শন—পিঠ দেখান, অর্থাৎ পলায়ন [কাহারও নিকট হইতে পলায়ন করিতে হইলে তাহাকে পিঠ দেখাইতে হয়]। পৃষ্ঠের প্রদর্শন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

পৃষ্ঠমাংসাদ—পরোক্ষে দোষকীর্ত্তনকারী; পৃষ্ঠমাংসভোজী। পৃষ্ঠের মাংস পৃষ্ঠমাংস, ৬তৎ; পৃষ্ঠমাংস শব্দ—অদ (খাওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

পৃষ্ঠরক্ষক—পশ্চাৎভাগ রক্ষাকারী; পৃষ্ঠপোষক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

পৃষ্ঠরক্ষা—পশ্চাৎভাগ রক্ষা করা; সাহায্য। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

পৃষ্ঠবংশ—পৃষ্ঠাস্থি; পিঠের শিরদাঁড়া। ৬তৎ।

পৃষ্ঠ্য—১। পৃষ্ঠসম্বন্ধীয়। পৃষ্ঠ শব্দ+য্য। বিণ। ত্রি। ২। পৃষ্ঠাস্থিসমূহ। সং; ক্লী। ৩। পৃষ্ঠ দ্বারা ভারবহনকারী অশ্ব, ব'লদে ঘোড়া। সং; পু।

পৃক্তি—পৃশ্নি দেখ।

পেচক—উলূক, পেঁচা; করিপুচ্ছমূল বা তদগ্র। পচ (পাক করা)+ণক ক, নিপাতনে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পেচকী।

পেচকী—১। স্ত্রী পেচক। পেচক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। গজ, করী। পেচক+ইন্ অস্ত্যর্থে=পেচকিন্, ১মার ১বচন। সং; পু। ৩। পেচকযুক্ত। বিণ; পু।

পেট—মঞ্জুষা; পেঁটরা, ঝাঁপি প্রভৃতি; সমূহ। পিট+অল্ অধি। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পেটী।

পেটক—পেঁটরা, ঝাঁপি প্রভৃতি; সমূহ। পেট +কণ্ স্বার্থে। সং; পু ও ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে পেটিকা।

পেটিকা, পেটী—পেঁটরা, ঝাঁপি, পেঁড়া প্রভৃতি। পেটক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্; ২য় পক্ষে পেট শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পেয়—১। পানীয়, পান করিবার যোগ্য। পা (পান করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। জল; দুগ্ধ। সং; ক্লী।

পেয়ূষ—পীযূষ, অমৃত; নবপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ। পীষ+উষ ক। সং; ক্লী ও পু।

পেল—মুষ্ক, অণ্ডকোষ। পেল+অন্ ক। সং; ক্লী

পেলব—কোমল; সূক্ষ্ম; লঘু; ভঙ্গুর; বিরল; কৃশ, ক্ষীণ। পেল+ব তুল্যার্থে। বিণ; ত্রি।

পেশল—মৃদু; কোমল; চতুর; নিপুণ; সুন্দর। পিশ (অবয়বীভূত হওয়া)+অলচ্ ক। বিণ; ত্রি।

পেশি, পেশী—ডিম্ব; খড়্গাদি কোষ; শরীরের মাংসপিণ্ডী; সুপক্ব মুকুল; নদীবিশেষ; পিশাচীবিশেষ; রাক্ষসবিশেষ। পিশ (অবয়বীভূত হওয়া)+ই ক। সং; স্ত্রী।

পেষণ—১। মর্দ্দন; চূর্ণন। পিষ (চূর্ণ করা)+ অনট্ ভা। ২। পেষণপাত্র, খলাদি। পিষ +অনট্ অধি। সং; ক্লী।

পেষণি, পেষণী—পেষণযন্ত্র; যাঁতা; শিল নোড়া। পেষণি=পিষ (পেষণ করা)+অনি ণ। পেষণী=পেষণ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। [কলচ্ ক। বিণ; ত্রি।

পেষল—মৃদু, কোমল। পিষ (চূর্ণ করা)+

পৈঠর—স্থালীপক্ব (মাংসাদি)। পিঠর শব্দ (স্থালী) + ষ্ণ পক্কার্থে। বিণ ; ত্রি।

পৈঠীনসি—মুনিবিশেষ। সং ; পু।

পৈতামহ—পিতামহসম্বন্ধীয় ; পিতামহ হইতে আগত বা প্রাপ্ত। পিতামহ + ষ্ণ। বিণ ; ত্রি।

পৈতৃক—পিতৃসম্বন্ধীয় ; পিতা হইতে আগত বা প্রাপ্ত। পিতৃ শব্দ (পিতা) + কণ্। বিণ ; ত্রি।

পৈতৃষ্বসেয়, পৈতৃষ্বস্রীয়, পৈতৃষ্বস্রেয়—পিতার ভাগিনেয়, পিসীর পুত্র, পিশতুতো ভাই। পিতৃষ্বসৃ শব্দ (পিতার ভগিনী, পিসী) + ঢেয়, ঈয়, ঢেয় অ ত্যার্থে। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যথাক্রমে পৈতৃষ্বসেয়ী, পৈতৃষ্বস্রীয়ী, পৈতৃষ্বস্রেয়ী।

পৈতৃষ্বসেয়ী, পৈতৃষ্বস্রীয়ী, পৈতৃষ্বস্রেয়ী—পিতার ভাগিনেয়ী, পিসীর পুত্রী, পিশতুতো ভগ্নী। পৈতৃষ্বসেয় দেখ। সং ; স্ত্রী।

পৈত্তিক—পিত্তসম্বন্ধীয় ; পিত্তপ্রধান। পিত্ত + ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

পৈত্র—পিতৃসম্বন্ধীয় ; পিতা হইতে আগত বা প্রাপ্ত। পিতৃ (পিতা) + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

পৈত্রিক, পৈত্র্য—পিতৃসম্বন্ধীয় ; পিতা হইতে আগত বা প্রাপ্ত। পিতৃ (পিতা) + ষ্ণিক, ষ্ণ্য ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

পৈল—ঋগ্বেদপ্রযোক্তা জনৈক মুনি। পেল + ষ্ণ। সং ; পু।

পৈশাচ—১। পিশাচসম্বন্ধীয়। পিশাচ শব্দ + ষ্ণ ইদমর্থে। ২। অষ্টপ্রকার বিবাহের মধ্যে অন্যতম বিবাহ, বলে বা ছলে কন্যাগ্রহণ। [বিবাহ দেখ]। সং ; ক্লী।

পৈশাচিক—পিশাচসম্বন্ধীয় ; অতি জঘন্য, অতি হীন, অতিশয় নিষ্ঠুর। পিশাচ শব্দ + ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পৈশাচিকী।

পৈশুন্য—পিশুনতা, খলতা, ধূর্ত্ততা ; সূচনা। পিশুন + ষ্ণ্য। সং ; ক্লী।

পৈষ্টিক—১। পিষ্টসম্বন্ধীয়। পিষ্ট শব্দ + ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। ২ পিষ্টসমূহ। সং ; ক্লী।

পৈষ্টী—পিষ্টজাত সুরা, ধেনো মদ। পিষ্ট শব্দ + ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ ; সং ; স্ত্রী।

পোগণ্ড—পঞ্চম হইতে দশম বর্ষীয় (শিশু) ; বিকলাঙ্গ। অপ (অপকৃষ্ট) — গম (গমন করা) + ড ক ; অপকৃষ্ট ভাবে গমন করে যে। বিণ ; ত্রি।

পোট—মিলন ; স্পর্শ। পুট (সংযুক্ত হওয়া) + অল্ ভা। সং ; পু।

পোটা—শ্মশ্রুমতী স্ত্রী, পুংলক্ষণা স্ত্রী। পুট (সংশ্লিষ্ট হওয়া) + অল্ র্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

পোত—১। দশমবর্ষীয় হস্তী ; শিশু ; নৌকাদি জলযান ; গৃহস্থান, পোঁতা। পূ (শোধন করা) + তন্ ক। ২। বস্ত্র। পূ + তন্ র্ম। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পোতী।

পোতবণিক—জলপথে বাণিজ্যকারী। ৭তৎ। পু।

পোতরক্ষ—নৌকাদির হাল। পোত শব্দ—রক্ষ (রক্ষা করা) + অল্ ণ। সং ; পু।

পোতবাহ—বহিত্রবাহক, নাবিক, দাঁড়ি, মাঝি। পোত শব্দ (জলযান) — বহ (বহা) + ষণ্ ক। সং ; পু।

পোতব্যসন—পোতসঙ্কট, জলযানের বিপদ্। পোতের (জলযানের) ব্যসন (বিপদ্), ৬তৎ। সং ; ক্লী।

পোতসঙ্কট—জলযানের বিপদ, ঝটিকাদি কারণে নৌকা জাহাজাদি জলমগ্ন হওয়া। ৬তৎ। সং ; পু।

পোতা—পুরোহিতবিশেষ। পূ (পবিত্র করা) + তৃন্ ক = পোতৃ, ১মার ১বচন। সং ; পু।

পোতাধান—পোনার ঝাঁক। পোত (বস্ত্র) দ্বারা আধান (গ্রহণ) হয় যাহাদের, বহু। ক্লী।

পোতাধ্যক্ষ—পোতের কর্ত্তা, জাহাজের কাপ্তেন। ৬তৎ। সং ; পু।

পোতারোহী—(পোতারোহিন্)। নৌকা জাহাজাদির আরোহী। ৬তৎ। বিণ ; পু।

পোতাশ্রয়—জাহাজাদি লাগাইবার স্থান, বন্দর (Harbour)। পোতগণের (জলযান-সমূহের) আশ্রয়, ৬তৎ। সং ; পু।

পোতী—পোত দেখ। সং ; স্ত্রী।

পোত্র—শূকরের মুখাগ্র, শূকরের থুৎনি, ক্রোড় ; লাঙ্গলমুখাগ্র ; বজ্র। পূ (শুদ্ধ করা) + ত্র ণ। সং ; ক্লী।

পোত্রী—শূকর। পোত্র শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = পোত্রিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু। [স্ত্রী।

পোলিকা—পিষ্টকবিশেষ, পাতলা রুটী। সং ;

পোষ, পোষণ—পুষ্টি ; বর্দ্ধন ; পালন ; ধারণ। পুষ (পোষণ করা) + অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে পুষ্ট।

পোষিত—বর্দ্ধিত ; পালিত ; ধৃত। ণিজন্ত পুষ বা পোষি (পোষণ করান) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

পোষ্টা—পালক, পোষণকারী। পুষ (পোষণ করা) + তৃন্ ক = পোষ্টৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পোষ্ট্রী।

পোষ্য—পোষণযোগ্য ; প্রতিপালনীয় ; ভৃত্য। পুষ (পোষণ করা) + ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে পোষ্যা।

পোষ্যপুত্র—দত্তকপুত্র, অপুত্রক ব্যক্তি পিণ্ড প্রাপ্তির ও বিষয় রক্ষার জন্য যে পরকীয় পুত্র বিধিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পালন করে। কর্ম্মধা। সং ; পু।

পৌংশ্চলেয়—অসতীতনয়, ব্যভিচারিণীর পুত্র। পুংশ্চলী শব্দ + ঢেয় অপত্যার্থে। বিণ ; ত্রি।

পৌগণ্ড—পোগণ্ড দেখ। পোগণ্ড শব্দ + ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী।

পৌণ্ড্র—দেশবিশেষ ; তদ্দেশীয় লোক ; মধ্যম-পাণ্ডব ভীমের শঙ্খ। পুণ্ড্র + ষ্ণ। সং ; পু।

পৌণ্ড্রক—করূষদেশের একজন রাজা, অসুর-রাজ নরকের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল। কৃষ্ণকর্ত্তৃক নরক নিহত হইলে, ইনি কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। একদা তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া পৌণ্ড্রক রাত্রিকালে দ্বারকাপুরী অবরোধ করেন। সমস্ত রাত্রি তুমুল যুদ্ধ হয়। প্রভাতে কৃষ্ণ আসিয়া ইঁহার প্রাণবধ করেন। পৌণ্ড্র + কণ্। সং ; পু।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন—দেশবিশেষ, বিহার। সং ; পু।

পৌত্তলিক—পুত্তলিপূজক, প্রতিমার আরাধক। পুত্তলি শব্দ + কণ্। বিণ ; ত্রি।

পৌত্র, পৌত্র—পুত্রের পুত্র, নাতি। পুত্র বা পুত্র শব্দ + ষ্ণ অ ত্যার্থে। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পৌত্রী, পৌত্রী।

পৌত্রিণী, পৌত্রিণী—পৌত্রবতী। পৌত্র বা পৌত্র শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে, তদুত্তরে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে পৌত্রী, পৌত্রী।

পৌত্রী, পৌত্রী—১। পুত্রের কন্যা। পৌত্র বা পৌত্র শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। পৌত্রবান্। পৌত্র বা পৌত্র + ইন্ অস্ত্যর্থে = পৌত্রিন্ বা পৌত্রিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে পৌত্রিণী, পৌত্রিণী।

পৌনঃপুনিক—পুনঃ পুনঃ জাত বা উদিত (Recurring, Circulating)। পুনঃ-পুনর্ শব্দ + ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

পৌনঃপুন্য—পুনর্ব্বার, বার বার, পুনঃপুনঃ। পুনঃপুনর্ + ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

পৌনরুক্ত, পৌনরুক্ত্য—পুনর্ব্বার কথন ; দ্বৈগুণ্য। পুনরুক্ত শব্দ + ষ্ণ, ষ্ণ্য। সং ; ক্লী।

পৌনর্ভব—পুনর্ভূর পুত্র, দুইবার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। পুনর্ভূ দেখ ; পুনর্ভূ শব্দ + ষ্ণ অপত্যার্থে। সং ; পু।

পৌর—পুরসম্বন্ধীয় ; পুরবাসী, নগরবাসী। পুর শব্দ + ষ্ণ। সং ; পু।

পৌরব—পুরুবংশীয়, পুরুবংশজাত। পুরু + ষ্ণ অপত্যার্থে। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

পৌরবর্গ—পুরবাসিগণ, নগরবাসীরা। ৬তৎ।

পৌরস্ত্য—প্রথম ; পূর্ব্বদেশীয় ; অগ্রেভব। পুরস্ শব্দ + ত্যন্। বিণ ; ত্রি। [স্ত্রী।

পৌরস্ত্রী—পুরবাসিনী রমণী। কর্ম্মধা। সং ;

পৌরাণিক—১। পুরাণসম্বন্ধীয়। পুরাণ + ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। ২। পুরাণবেত্তা। সং ; পু।

পৌরুষ—১। পুরুষের ভাব, পুরুষত্ব ; পরাক্রম ; রেতঃ, শুক্র ; তেজঃ ; সাহস ; উদ্যম। পুরুষ শব্দ + ষ্ণ। সং ; ক্লী। ২। পুরুষসম্বন্ধীয় ; ঊর্দ্ধপাণি-পুরুষ-প্রমাণ। বিণ ; ত্রি।

পৌরুষচরিত্র—পুরুষযোগ্য আচরণ ; পুরুষ-সম্বন্ধীয় চরিত। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

পৌরুষপাবক—পরাক্রমরূপ বহ্নি ; উদ্যমরূপ অনল। রূপক। সং; পু।

পৌরুষেয়—১। পুরুষকৃত, মনুষ্যরচিত, মানুষিক। পুরুষ শব্দ+ষ্ণেয়। বিণ; ত্রি। ২। পুরুষসমূহ। সং; ক্লী।

পৌরোগব—রন্ধনশালাধ্যক্ষ। পুরঃ (অগ্রে) গো (নেত্র, দৃষ্টি) যাহার, পুরোগু, বহ; তদুত্তরে ষ্ণ। সং; পু।

পৌরোভাগ্য—কেবল দোষদর্শন। পুরোভাগী দেখ; পুরোভাগিন্ শব্দ+ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

পৌরোহিত্য—পুরোহিতের ধর্ম্ম বা কার্য্য। পুরোহিত শব্দ+ষ্ণ্য। সং; পু।

পৌর্ণমাস—পূর্ণিমা তিথিতে কর্ত্তব্য যাগ। পৌর্ণমাসী শব্দ+ষ্ণ। সং; পু।

পৌর্ণমাসী—পূর্ণিমা তিথি। পূর্ণমাস+ষ্ণ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পৌর্ব্বাপর্য্য—অনুক্রম, যাহার পর যেটি এইরূপ ভাব; কারণ; ফল। পূর্ব্বাপর+ষ্ণ্য। ক্লী।

পৌলস্ত্য—পুলস্ত্যপুত্র—কুবের, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ। পুলস্ত্য শব্দ (ঋষিবিশেষ)+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

পৌলস্ত্যী—পুলস্ত্যপুত্রী—শূর্পণখা, কুম্ভীনসী। পুলস্ত্য+ষ্ণ অপত্যার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং: স্ত্রী।

পৌলোমী—ইন্দ্রপত্নী শচী। পুলোমা দেখ; পুলোমন্+ষ্ণ অপত্যার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং।

পৌষ—মাসবিশেষ, এদেশীয় বৎসর গণনার নবম মাস। পৌষী শব্দ+ষ্ণ যুক্তার্থে। সং; পু।

পৌষী—পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা; পৌষমাসের পূর্ণিমা। পুষ্য শব্দ+ষ্ণ যুক্তার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

পৌষ্টিক—১। পুষ্টিকারক। পুষ্টি শব্দ+কণ্ কৃতার্থে। বিণ; ত্রি। ২। চূড়াকরণ কালে পরিহিত বস্ত্র; ক্ষৌর সময়ে গাত্রাচ্ছাদন বস্ত্রবিশেষ। সং; ক্লী।

পৌষ্প—পুষ্পনির্ম্মিত; পুষ্পসম্বন্ধীয়। পুষ্প+ষ্ণ ইদমাদি অর্থে। বিণ; ত্রি।

পৌষ্পী—দেশবিশেষ; পাটলিপুত্র নগর। পুষ্প শব্দ+ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

প্যারিচরণ সরকার—প্রসিদ্ধ ইংরেজী পাঠ্য-পুস্তক প্রণেতা। কলিকাতা চোরবাগানে ১২৩০ সালের ২৮শে মাঘ (১৮২৩ খ্রীঃ) ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যে ইনি হেয়ার সাহেবের পাঠশালায় প্রবিষ্ট হন। পরে এই পাঠশালা হেয়ার স্কুলে পরিণত হয়। প্যারিচরণ এই স্কুলে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি লইয়া হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে তিন বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া সিনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ৪০৲ টাকা বৃত্তি পান। ইহার পর স্কুল ছাড়িয়া হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ও পরে বারাসাত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে কার্য্য করিয়া ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হেয়ার স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন, এবং স্কুলের নানাবিধ উন্নতি সাধন করেন। পরে ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত কলেজে ইংরাজী অধ্যাপনার ভার বাঙ্গালী এই প্রথম পাইল। প্যারিচরণের চেষ্টায় "সুরাপান নিবারিণী সভা" স্থাপিত হয়। সুরাপানের অপকারিতা বুঝাইবার জন্য ইনি ইংরাজী ভাষায় "ওয়েল উইসার" এবং বাঙ্গলা ভাষায় "হিতসাধক" নামে দুইখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ১২৭৩ সালে উড়িষ্যা ও বাঙ্গালায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ইনি একটি অন্নসত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিস্তর লোককে অন্নদান করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এডুকেশন গেজেট নামক যে সরকারী সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়, ইনি তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এজন্য তিনি মাসিক ৩০০ শত টাকা বেতন পাইতেন। কিন্তু সামান্য কারণে গবর্ণমেণ্টের সহিত মতের মিল না হওয়ায় ইনি সম্পাদকের কার্য্য পরিত্যাগ করেন। ইঁহার প্রণীত ফাষ্ট বুক, সেকেণ্ড বুক প্রভৃতি শিশু-পাঠ্য ইংরেজী পুস্তক সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ১২৮২ সালের ১৫ই আশ্বিন (১৮৭৫ খ্রীঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর) ৫২ বৎসর বয়সে বহুমূত্ররোগে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার শিক্ষকতাকার্য্যে রগ্‌বী স্কুলের আরনল্ড সাহেবের ন্যায় পারদর্শিতার জন্য সকলে ইঁহাকে আরনল্ড অব দি ইষ্ট (Arnold of the East) বলিত। ইনি বড় মিষ্টভাষী, সরলান্তঃকরণ ও সামাজিক লোক ছিলেন। ছাত্রগণকে ইনি পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং তাহারা ইঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করিত।

প্যারিচাঁদ মিত্র—'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। ১২২১ সালে শ্রাবণ মাসে কলিকাতা নিমতলার মিত্রবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ মিত্র। প্যারিচাঁদ বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ৯ বৎসর বয়সে হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই তথাকার পাঠ শেষ করেন। পরে ইনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর ডেপুটী লাইব্রেরীয়ান পদে নিযুক্ত হন, এবং ক্রমে তাহার সেক্রেটারী ও লাইব্রেরীয়ান পদে উন্নীত হন। কিন্তু অল্পদিন পরেই ইনি চাকুরীতে জবাব দিয়া ব্যবসায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহাতে প্রভূত অর্থ ও সম্মান উপার্জ্জন করেন। ইনি কলিকাতা রিভিউ নামক ইংরেজী পত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়া বঙ্গভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত 'আলালের ঘরের দুলাল' বঙ্গসাহিত্যে এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া মার পাদোদক পান না করিয়া অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন না। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে নবেম্বর ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইনি বৃটিস্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ও কলিকাতায় থিয়সফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা কার্য্যে বিশেষ যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় থাকিয়া পশুক্লেশ নিবারণ বিষয়ক আইন পাশ করান। ইনি এক দিকে যেমন প্রেততত্ত্ব ও অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা করিতেন, অপর দিকে তেমনি বঙ্গভাষা ও সমাজসংস্কার কার্য্যেও মনোযোগী ছিলেন। ইঁহার রহস্যপ্রিয়তা শেষ বয়স পর্য্যন্ত সমভাবে বিদ্যমান ছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। কথিত আছে, তাঁহার প্রেতাত্মা স্থূলশরীর ধারণ করিয়া মধ্যে মধ্যে প্যারিচাঁদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। প্যারিচাঁদের লিখিত পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—আলালের ঘরের দুলাল, রামারঞ্জিকা, মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, আধ্যাত্মিকা, অভেদী ও ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত।

প্যারিমোহন কবিরত্ন—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাহানুই গ্রামে ১২৪১ সালে ৪ঠা আশ্বিন ইঁহার জন্ম হয়। গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি জনৈক অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ইংরাজীতেও ইঁহার সামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু 'বিদ্যা'শিক্ষা অপেক্ষা সঙ্গীতচর্চ্চাতেই ইঁহার অধিকতর মনোযোগ ছিল। ইঁহার রচিত গীতসমূহ যাত্রাওয়ালা বা কবিওয়ালা ব্যতীত ভিখারীদের মুখেও শুনা যাইত। কেবল সঙ্গীতরচনায় নহে, ইনি নিজেও একজন সুগায়ক ছিলেন। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাব চাঁদ ইঁহাকে "কবিরত্ন" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১২৮২ সালে ৪০ বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়—(রাজা)। জন্ম—১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ, ১৭ই সেপ্টেম্বর। ইনি উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিমোহন এম এ এবং পর বৎসর বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুদিন ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ, পুনঃ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য থাকিয়া Bengal Tenancy Bill বিধিবদ্ধ হইবার সময় ইনি জমিদারী ও রাজস্ব বিষয়ক জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি একই দিনে রাজা ও সি, এস, আই উপাধিভূষিত হইয়াছিলেন। একই দিনে দুইটি ভিন্ন শ্রেণীর সম্মান লাভ করা বাঙ্গালীর ভাগ্যে এই প্রথম ঘটে। প্যারিমোহন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের উন্নতিকল্পে বিস্তর পরিশ্রম করিয়া থাকেন। এক বৎসর ইনি এই সভার সম্পাদক ও পরে এক বৎসর ইহার সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত দেশের অনেক হিতকর কার্য্যের সহিত ইনি সংযুক্ত আছেন। ইনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। ধনীদিগের মধ্যে ইহাঁর ন্যায় বিদ্বান্ ব্যবহারজ্ঞ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। ইহাঁর লেখা বা বক্তৃতা বাগাড়ম্বরশূন্য এবং গভীর যুক্তিপূর্ণ। স্বাধীনভাবে চিন্তার জন্য ইহাঁর খ্যাতি আছে।

[প্রথ]—উৎকর্ষ ; খ্যাতি ; গতি ; আরম্ভ ; সর্ব্বতোভাব। প্রথ (খ্যাত হওয়া, গমন করা)+ড ক। ব্য।

[প্র]কট—ব্যক্ত ; স্পষ্ট। প্র+কটচ্। বিণ ; ত্রি।

[প্র]কটন—প্রকাশকরণ ; ব্যক্তকরণ। প্র—কট (গমন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে প্রকটিত।

[প্র]কটিত—প্রকাশিত ; ব্যক্ত ; বিস্তারিত, বিসারিত। প্র—কট (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রকটন।

প্রকটীকৃত—সম্প্রতি প্রকাশিত ; ব্যক্তীকৃত ; বিশদীকৃত। প্রকট শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=প্রকটী, তদুত্তরে কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রকম্পন—১। কম্পাতিশয় ; বেপথু, কাঁপনি। প্র—কম্প (কাঁপা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। কম্পমান। প্র—কম্প+অন ক। ৩। কম্পিতকারক, কম্পজনক। প্র—ণিজন্ত কম্প বা কম্পি (কাঁপান)+অন ক। বিণ ; ত্রি। ৪। বায়ু ; নরকবিশেষ। সং ; পু।

প্রকর—১। স্তবক ; সমূহ ; বিকীর্ণ কুসুমাদি ; সাহায্য ; অধিকার। প্র—কৄ (বিকীর্ণ করা)+অল্ র্ম্ম। সং ; পু। ২। চত্বরভূমি। প্র—কৄ+অল্ অধি। সং ; পু ও ক্লী।

প্রকরণ—প্রকার ; সম্যক্‌রূপে করণ ; প্রস্তাব। প্র—কৃ (করা)+অনট্ ভা। ২। গ্রন্থাংশ ; রূপকবিশেষ। প্র—কৃ+অনট্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

প্রকরী—নাট্যাঙ্গবিশেষ ; চত্বরভূমি। প্র—কৃ (করা)+অল্ র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রকর্ষ—উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা ; আধিক্য। প্র—কৃষ+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে প্রকৃষ্ট।

প্রকাণ্ড—১। বৃক্ষের মূল হইতে শাখামূল পর্য্যন্ত অংশ, গাছের গুঁড়ি। প্র (প্রকৃষ্ট) যে কাণ্ড, কর্ম্মধা। সং ; পু ও ক্লী। ২। (শব্দের পরে থাকিলে) প্রশস্ত, উৎকৃষ্ট। বিণ ; ত্রি।

প্রকাম—অত্যন্ত ; পর্য্যাপ্ত, প্রচুর ; যথেষ্ট। প্র—কম (ইচ্ছা করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। অথবা ব্য।

প্রকার—ভেদ, প্রভেদ ; কৌশল ; ধারা ; সাদৃশ্য ; জাতি ; রীতি। প্র—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রকারান্তর—অন্যবিধ, অন্য প্রকার। নিত্য। সং ; ক্লী।

প্রকাশ—১। আলোক ; দীপ্ত ; আতপ ; বিস্তার ; প্রকটন ; বিকাশ ; শোভা ; প্রসিদ্ধি ; সদৃশ্য ; জ্ঞান। প্র—কাশ (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ ভা। ২। বিকসিত ; ব্যক্ত ; প্রকট ; প্রসন্ন ; প্রসিদ্ধ ; উদ্ভাবিত ; সদৃশ। প্র—কাশ+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

প্রকাশক—প্রকাশকর্ত্তা। প্র—কাশ (দীপ্ত করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রকাশিকা।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী—জনৈক বেদান্তবিৎ পণ্ডিত। ইনি কাশীবাসী ও চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। ইনি প্রথমে জ্ঞানবাদী হইয়া চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের বিদ্বেষ করিতেন, পরে তাঁহার সহিত বিচারে ভক্তির উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া চৈতন্যদেবের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রকাশিকা—প্রকাশকারিকা। প্রকাশক দেখ ; প্রকাশক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

প্রকাশিত—আবিষ্কৃত ; দীপিত ; প্রকটিত ; শোভিত ; উদ্ভাবিত ; প্রস্ফুটিত। প্র—কাশ (দীপ্ত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রকাশ।

প্রকাশ্য—প্রকাশযোগ্য। প্র—কাশ (দীপ্ত করা)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অপ্রকাশ্য।

প্রকাশ্যে—প্রকাশিত ভাবে, প্রকাশ করিয়া। ক্রি-বিণ।

প্রকীর্ণ—১। বিক্ষিপ্ত ; প্রসারিত ; বিস্তৃত ; প্রকাশিত ; মিশ্রিত। প্র—কৄ (বিকীর্ণ করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। উন্মার্গপ্রস্থিত, উচ্ছৃঙ্খল। প্র—কৄ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রকীর্ণক—বিস্তার ; গ্রন্থপরিচ্ছেদ ; চামর। প্রকীর্ণ শব্দ+কণ্। সং ; ক্লী।

প্রকীর্ত্তিত—সম্যক্ কীর্ত্তিত ; কথিত, বর্ণিত। প্র—ক (কীর্ত্তন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রকৃত—রচিত ; নির্ম্মিত ; প্রস্তাবিত ; অধিকৃত ; আরব্ধ ; প্রক্রান্ত ; বাস্তবিক, যথার্থ। প্র—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রকৃতি—১। প্রধান, জগতের ত্রিগুণাত্মক মূল কারণ ; অজ্ঞান ; হেতু, কারণ ; স্বভাব ; পঞ্চভূত ; শক্তি ; স্ত্রী ; পরমাত্মা ; জীবাত্মা ; স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল, এই সপ্তবিধ রাজ্যাঙ্গ ; একবিংশাক্ষরা বৃত্তি। প্র—কৃ (করা)+ক্তি [illegible]। ২। শিল্প, সেতু ; (ব্যাকরণে) অবিকৃত মূল শব্দ ও ধাতু। প্র—কৃ+ক্তি ক। ৩। পঞ্চভূতময় দেহ ; প্রজা। প্র—কৃ+ক্তি র্ম্ম। ৪। যোনি। প্র—কৃ+ক্তি অপা। সং ; স্ত্রী।

প্রকৃতিজ—স্বভাবজ, স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক। প্রকৃতি—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

প্রকৃতিজন্য—প্রকৃতি-উৎপাদ্য, স্বভাবজাত ; স্বভাবহেতুক। প্রকৃতি হইতে জন্য (উৎপাদ্য), ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রকৃতিজাত—স্বভাবজাত স্বাভাবিক। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রকৃতিদত্ত—স্বভাবপ্রদত্ত, স্বভাব হইতে লব্ধ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রকৃতিনির্ম্মিত—স্বভাবরচিত, স্বাভাবিক। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রকৃতিপুঞ্জ—প্রজাবর্গ, প্রজাসকল। ৬তৎ। সং।

প্রকৃতিবিরুদ্ধ—স্বভাবের বিরোধী, স্বভাবের প্রতিকূল। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রকৃতিস্থ—স্বভাবে অবস্থিত, স্বস্থ ; স্বীয় ভাবাপন্ন ; স্বাভাবিক। প্রকৃতি শব্দ (স্বভাব)—স্থা+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রকৃতিস্থা।

প্রকৃষ্ট—উৎকৃষ্ট ; প্রশস্ত ; শ্রেষ্ঠ। প্র—কৃষ (কর্ষণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রকর্ষ।

প্রকৢপ্ত—রচিত ; সম্ভূত। প্র—কৢপ (কল্পনা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রকোপ—অতিশয় কোপ ; জ্বরাদির উৎকটতা। প্র—কুপ (কুপিত হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু।

প্রকোপণ, প্রকোপন—রাগান ; অগ্নি প্রভৃতি উস্কান ; বর্দ্ধন। প্র—ণিজন্ত কুপ বা কোপি (রাগান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রকোষ্ঠ—দ্বারের পার্শ্বগৃহ ; মহল ; কফোণি অবধি মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বাহুভাগ। প্র—কুষ (নিঃসৃত হওয়া, ইত্যাদি)+থন্ অপা। পু।

প্রক্রম—গমন ; অতিক্রম ; উপক্রম, আরম্ভ ; অবসর। প্র—ক্রম (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে প্রক্রান্ত।

প্রক্রান্ত—১। গত ; অবসৃত। প্র—ক্রম (গমন করা)+ক্ত ক। ২। আরব্ধ। প্র—ক্রম+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রক্রম।

প্রক্রিয়া—প্রয়োগ ; প্রকরণ ; অনুষ্ঠান। প্র—কৃ

(করা) + শ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
প্রকণ, প্রকাণ—বীণাধ্বনি। প্র—কণ (শব্দ করা) + অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু।
প্রক্ষালন—ধাবন, ধৌতকরণ, ধোয়া। প্র—ণিজন্ত ক্ষল বা ক্ষালি (পরিষ্কার করান) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে প্রক্ষালিত
প্রক্ষালিত—ধৌত, পরিষ্কৃত। প্র—ণিজন্ত ক্ষল বা ক্ষালি (পরিষ্কার করান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রক্ষালন।
প্রক্ষিপ্ত—নিক্ষিপ্ত; বিন্যস্ত; অন্তর্নিবেশিত, মধ্যে মধ্যে বসান। প্র—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রক্ষেপ, প্রক্ষেপণ।
প্রক্ষেপ, প্রক্ষেপণ—বিক্ষেপ; বিন্যাস। প্র—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা) + অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।
প্রক্ষ্বেড়ন—লৌহময় বাণ; নারাচ অস্ত্র। প্র—ক্ষ্বিড় (মোচন করা) + অন র্ম্ম। সং; পু।
প্রখর—১। তীক্ষ্ণ; তীব্র; অত্যুগ্র। প্র (সর্ব্বতোভাবে) যে খর, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। ২। অশ্বসজ্জা; অশ্বতর। সং; পু।
প্রখ্য—খ্যাত; সদৃশ, তুল্য। প্র—খ্যা (খ্যাত হওয়া) + ড র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
প্রখ্যা—খ্যাতি; সাদৃশ্য। প্র—খ্যা (খ্যাত হওয়া) + ঙ ভা। সং; স্ত্রী।
প্রখ্যাত—প্রকৃষ্ট খ্যাতিযুক্ত; বিখ্যাত; খ্যাতিমান্; প্রসিদ্ধ। প্র—খ্যা (বলা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
প্রখ্যাতবপ্তৃক—সদ্বংশজাত। প্রখ্যাত (বিখ্যাত) হইয়াছে বপ্তা (পিতা) যাহার, বহু। সং; পু।
প্রগণ্ড—কূর্পর অবধি স্কন্ধ পর্য্যন্ত বাহুভাগ। পু।
প্রগণ্ডী—শিবির; দুর্গভিত্ত; বহিঃপ্রাকার। প্রগণ্ড শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
প্রগত—প্রস্থিত; পৃথগ্ভূত। প্র—গম (গমন করা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।
প্রগল্ভ—১। ধৃষ্ট; নির্লজ্জ, বেহায়া; অবিনীত; উদ্ধত; সাহসী; নির্ভীক; প্রতিভান্বিত; প্রত্যুৎপন্নমতি। প্র—গল্ভ (ধৃষ্ট হওয়া) + অন্ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রগল্ভতা। ২। গর্ব্ব; অহঙ্কার। প্র—গল্ভ + অল্ ভা। সং; পু।
প্রগল্ভতা—ধৃষ্টতা; নির্লজ্জতা; ঔদ্ধত্য; সাহস; নির্ভীকতা; প্রতিভা। প্রগল্ভ দেখ; প্রগল্ভ শব্দ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।
প্রগল্ভযৌবনা—উদ্ধত যৌবনবিশিষ্টা। বহু। বিণ; স্ত্রী।
প্রগাঢ়—অধিক; অতিশয়; দৃঢ়; নিবিড়। প্র (সর্ব্বতোভাবে) যে গাঢ়, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।
প্রগাঢ়তর—সাতিশয় প্রগাঢ় অধিকতর দৃঢ়; অধিক নিবিড়। প্রগাঢ় শব্দ + তর আতিশয্যার্থে। বিণ; ত্রি।
প্রগুণ—প্রকৃষ্ট গুণশালী; দক্ষ; ঋজু, সরল; অনুকূল। প্র (প্রকৃষ্ট) হইয়াছে গুণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
প্রগে—প্রভাতে, প্রত্যূষে। প্র—গৈ (গান করা) + ডে অধি। ব্য।
প্রগেতন—প্রাভাতিক, প্রাতঃকালীন। প্রগে শব্দ + টন ভবার্থে। বিণ; ত্রি।
প্রগ্রহ, প্রগ্রাহ—১। অশ্বাদির রশ্মি বা লাগাম; তুলাসূত্র; ভুজ; রজ্জু; কিরণ। প্র—গ্রহ (গ্রহণ করা) + অল্, ঘঞ্ ণ। ২। বন্ধন; গ্রহণ। প্র—গ্রহ + অল্, ঘঞ্ ভা। ৩। বন্দী। প্র—গ্রহ + অল্, ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।
প্রগ্রীব, প্রগ্রীবক—বারাণ্ডা; বাতায়ন, গবাক্ষ; বিশ্রামগৃহ; সুখশালা; অশ্বশালা; মন্দুরা। প্র (প্রকৃষ্ট) হইয়াছে গ্রীবা যাহার, বহু। সং; পু ও ক্লী।
প্রঘণ, প্রঘাণ, প্রঘান—বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠ; গাড়ী বারাণ্ডা। প্র—হন (বধ করা) + অল্ ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।
প্রঘস—১। উৎকৃষ্ট ভোজন; দৈত্য; রাক্ষস। সং; পু। ২। অম্মর, পেটুক। বিণ; ত্রি।
প্রঘূর্ণ—১। প্রকৃষ্টরূপে ঘূর্ণন। প্র—ঘূর্ণ + অন্ ক। সং; পু।
প্রচক্র—প্রস্থিত সেনা, প্রচলৎ সৈন্য, যে সৈন্য চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্র (গতিশীল) যে চক্র (সৈন্য), কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
প্রচণ্ড—দুর্ব্বহ; দুঃসহ; দুর্দ্ধর্ষ; প্রতাপশালী; অতিকোপন; প্রবল। প্র—চন্ড (রোষ করা) + অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রচণ্ডা
প্রচণ্ডা—১। অতি কোপনা; প্রবলা। প্রচণ্ড দেখ; প্রচণ্ড শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দেবীবিশেষ। সং; স্ত্রী।
প্রচয়—১। বৃদ্ধি, উপচয়; জমাট। প্র—চি (একত্র করা) + অল্ ভা। ২। রাশি। প্র—চি + অল্ র্ম্ম। সং; পু।
প্রচর, প্রচার—১। চলন, গমন; প্রসার; প্রসিদ্ধি; প্রকাশ। প্র—চর (গমন করা) + অল্, ঘঞ্ ভা। ২। পথ। প্র—চর + অল্, ঘঞ্ ণ। সং; পু।
প্রচরদ্রূপ—প্রচারিত, প্রচারবিশিষ্ট; প্রচলিত; ব্যক্তরূপ। প্রচরৎ (প্রচারিত) হইয়াছে রূপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
প্রচলন—প্রবর্ত্তন; প্রচার; চলন। প্র—চল + অনট্ ভা। সং; ক্লী।
প্রচলিত—প্রবর্ত্তিত; প্রচারিত; যাহা চলিয়া আসিতেছে এরূপ। প্র—চল + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।
প্রচলাক—সর্পফণা; ময়ূরপুচ্ছ; শরাঘাত। সং; পু।
প্রচলাকী—সর্প; ময়ূর। প্রচলাক শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = প্রচলাকিন্, ১মার ১বচন। সং; পু। [র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
প্রচলায়িত—ঘূর্ণিত। প্র—চলায় নামধাতু + ক্ত
প্রচলিত—প্রস্থিত; প্রসিদ্ধ; যাহার চলন হইয়াছে এরূপ। প্র—চল + ক্ত ক। বিণ; ত্রি
প্রচার—প্রচর দেখ।
প্রচারক—প্রচারকারী। প্র—ণিজন্ত চর বা চারি (গমন করান) + ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রচারিকা।
প্রচারিত—যাহার প্রচার করা হইয়াছে এরূপ। প্র—ণিজন্ত চর বা চারি (গমন করান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
প্রচীয়মান—পুষ্যমাণ, বৃদ্ধিশীল, বর্দ্ধমান। প্র—চি (চয়ন করা) + শান র্ম্ম-ক। বিণ; ত্রি।
প্রচুর—প্রভূত, পর্য্যাপ্ত; বিস্তর; অনেক। প্র—চুর + ক ক। বিণ; ত্রি।
প্রচেতাঃ—১। প্রকৃষ্টচিত্ত; হৃষ্টচিত্ত। বিণ; পু। প্র (প্রকৃষ্ট) হইয়াছে চেতঃ (চেতস্) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে প্রচেতস্, ১মার ১বচন। ২। মুনিবিশেষ; বরুণ; প্রজাপতিবিশেষ। সং; পু। [+ ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
প্রচেতিত—জ্ঞাত, অবগত। প্র—চিত (জানা)
প্রচেয়—চয়নীয়, চয়নযোগ্য; বর্দ্ধনীয়; গ্রাহ্য। প্র—চি (চয়ন করা) + য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
প্রচোদিত—প্রেরিত; প্রণোদিত। প্র—ণিজন্ত চুদ (প্রেরণ করান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
প্রচ্ছদ—১। আবরণবস্ত্র; আস্তরণবস্ত্র; বিছানার চাদর। প্র—ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা) + ঘ ণ। ২। আচ্ছাদন। প্র—ণিজন্ত ছদ + ঘ ভা। সং; পু।
প্রচ্ছন্ন—১। আচ্ছন্ন; গুপ্ত। প্র—ছদ (আবৃত করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। অন্তর্দ্বার। সং; ক্লী। [স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
প্রচ্ছর্দ্দিকা—বমনরোগ। প্র—ছর্দ্দ + ণক ক,
প্রচ্ছাদন—১। আচ্ছাদন। প্র—ণিজন্ত ছদ বা ছাদি (আচ্ছাদন করান) + অনট্ ভা। ২। আবরণবস্ত্র; আস্তরণবস্ত্র; উত্তরীয় বস্ত্র। প্র—ণিজন্ত ছদ বা ছাদি + অনট্ ণ। সং; ক্লী।
প্রচ্ছাদিত—আচ্ছাদিত; আবরিত। প্র—ণিজন্ত ছদ বা ছাদি (আচ্ছাদন করান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রচ্ছাদন।
প্রচ্ছায়—প্রকৃষ্ট ছায়া। প্র (প্রকৃষ্ট) যে ছায়া, নিত্য। সং। ক্লী।
প্রজন—গবাদি পশুর গর্ভগ্রহণ করান। প্র—ণিজন্ত জন বা জনি (জন্মান) + অল্ ভা। সং; পু।
প্রজনন—১। জন্ম। প্র—জন (জন্মা) + অনট্ ভা। ২। যোনি। প্র—জন (জন্মা) + অনট্ অধি। সং; ক্লী।
প্রজল্প, প্রজল্পন—কথোপকথন, আলাপ। প্র—

জন্ম (বলা)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

প্রজব—অতিশয় বেগ। প্র—জু (বেগে চলা)+অল্ ভা। সং; পু।

প্রজবী—প্রকৃষ্ট বেগযুক্ত; দ্রুতগামী; বেগবান্। প্রজব শব্দ (বেগ)+ইন্ অস্ত্যর্থে=প্রজবিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

প্রজা—সন্তান, সন্ততি; অধিকারস্থ জন। প্র—জন (জন্মা)+ড ক আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রজাত—উৎপন্ন, উদ্ভূত। প্র—জন (জন্মা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রজাতা।

প্রজাতন্ত্র—শাসনপ্রণালী দেখ।

প্রজাতা—১। উৎপন্না। প্র—জন (জন্মা)+ক্ত ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। জাতাপত্যা, প্রসূতা, সন্তান প্রসব করিয়াছে এরূপ (স্ত্রী)। বিণ; স্ত্রী।

প্রজান্তক—শমন, যম। প্রজাগণের অন্তক (নাশক), ৬তৎ। সং; পু।

প্রজাপতি—বিধাতা, ব্রহ্মা; বিশ্বকর্ম্মা; মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ, এই দশজন সৃষ্টিকর্ত্তা; রাজা। ৬তৎ। সং; পু।

প্রজাপতিনির্ব্বন্ধ—প্রজাপতির বিধান, বিধাতার বিধি। ৬তৎ। সং; পু।

প্রজাপাল—প্রজাপতি; রাজা। প্রজা শব্দ—পাল (রক্ষা করা)+অন্ ক। সং; পু।

প্রজাপালক—প্রজাপালনকারী, ন্যায়ানুসারে অধীন জনগণের রক্ষণাবেক্ষণকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রজাপালন—অধীন জনগণের রক্ষণাবেক্ষণ; সন্তানপ্রতিপালন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

প্রজাপীড়ক—প্রজাপীড়নকারী, অধীন জনগণের উপর অত্যাচারকারী, অবিচারক শাসনকর্ত্তা। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রজারঞ্জক—প্রকৃতিরঞ্জনকারী, অধীন জনগণকে সন্তুষ্ট রাখিয়া রাজ্যশাসনকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রজারঞ্জন—প্রজাগণকে সন্তোষে রাখিয়া রাজ্যশাসন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

প্রজাবতী—১। সন্তানবতী। প্রজা শব্দ (সন্তান)+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ভ্রাতৃজায়া; জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপত্নী। সং; স্ত্রী।

প্রজাসৃক্—বিধাতা, ব্রহ্মা; পিতা, জনক। প্রজা শব্দ—সৃজ (সৃজন করা)+ক্বিপ্ ক=প্রজাসৃজ্, ১মার ১বচন। সং; পু।

প্রজেশ, প্রজেশ্বর—নৃপতি, রাজা। প্রজাগণের ঈশ বা ঈশ্বর (প্রভু), ৬তৎ। সং; পু।

প্রজ্ঞ—জ্ঞানী; বিচক্ষণ; পণ্ডিত। প্র—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

প্রজ্ঞা—১। বুদ্ধি, জ্ঞান; তীক্ষ্ণমতি; সঙ্কেত; মন্ত্রণা। প্র—জ্ঞা (জানা)+ঙ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। সরস্বতী। প্র—জ্ঞা+ঙ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রজ্ঞাচক্ষুঃ—১। ধৃতরাষ্ট্র। সং; পু। ২। জ্ঞাননেত্র। প্রজ্ঞা রূপ চক্ষুঃ, রূপক কর্ম্মধা সং; ক্লী। ৩। জ্ঞাননেত্রবিশিষ্ট। প্রজ্ঞা হইয়াছে চক্ষুঃস্বরূপ যাহার, বহু। বিণ; পু।

প্রজ্ঞান—১। বুদ্ধি, জ্ঞান। প্র—জ্ঞা (জানা) অনট্ ভা। ২। সঙ্কেত; চিহ্ন। প্র—জ্ঞা+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

প্রজ্ঞাবান্—বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী। প্রজ্ঞা শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে=প্রজ্ঞাবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রজ্ঞাবতী।

প্রজ্বলিত—প্রকৃষ্ট জ্বলনবিশিষ্ট, জ্বলন্ত। প্র—জ্বল (দীপ্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রডীন—পক্ষীর গতিবিশেষ। প্র—ডী (উড়া)+ক্ত ভা। সং; ক্লী

প্রণত—কৃতপ্রণাম; নম্র; বক্র। প্র—নম (নত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রণতা। বিশেষ্যে প্রণতি, প্রণাম।

প্রণতি—প্রণিপাত, প্রণাম; নম্রতা; অবনমন। প্র—নম (নত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে প্রণত।

প্রণয়—প্রীতি; যাচ্ঞা; প্রেম, ভালবাসা; বিশ্রম্ভ; বিশ্বাস; শ্রদ্ধা; প্রার্থনা; পরিচয়। প্র—নী (লইয়া যাওয়া)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে প্রণয়ী।

প্রণয়কোপ—প্রণয়জন্য ক্রোধ, ভালবাসাপূর্ণ রাগ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রণয়গর্ভ—প্রীতিপূর্ণ; ভালবাসাপূর্ণ। প্রণয় আছে গর্ভে (অভ্যন্তরে) যাহার, বহু। বিণ।

প্রণয়গীত, প্রণয়গীতি—প্রণয়সম্বন্ধীয় গান, ভালবাসা বিষয়ক গান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী ও স্ত্রী।

প্রণয়ন—১। অগ্নি-সমিন্ধন মন্ত্রাদি। প্র—নী (লইয়া যাওয়া)+অনট্ ণ। ২। নির্ম্মাণ; রচনা। প্র—নী+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে প্রণীত।

প্রণয়প্রবাহ—প্রণয়স্রোতঃ, স্রোতের আকারে বহমান ভালবাসা। ৬তৎ। সং; পু।

প্রণয়বন্ধন—ভালবাসারূপ বাঁধন। রূপক। সং; ক্লী।

প্রণয়ভাজন—প্রণয়পাত্র, ভালবাসার পাত্র। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রণয়যন্ত্রণা—ভালবাসাজনিত যাতনা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

প্রণয়রীতি—প্রণয়পদ্ধতি, ভালবাসার প্রণালী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

প্রণয়বেগ—ভালবাসার প্রভাব। ৬তৎ। সং; পু

প্রণয়শালী—প্রণয়ী, ভালবাসাযুক্ত। প্রণয় শব্দ+শালিন্ অস্ত্যর্থে=প্রণয়শালিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রণয়শালিনী

প্রণয়শীল—প্রেমিক, ভালবাসাই যাহার স্বভাব। বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রণয়শীলতা।

প্রণয়শীলতা—প্রণয়শীল দেখ। প্রণয়শীল শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

প্রণয়সঙ্গীত—প্রণয়গীত দেখ।

প্রণয়সঞ্চার—ভালবাসার উদ্রেক, ভালবাসার আবির্ভাব। ৬তৎ। সং; পু।

প্রণয়সম্ভাষণ—প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ, ভালবাসাপূর্ণ কথোপকথন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রণয়াকাঙ্ক্ষা—ভালবাসিবার ইচ্ছা, প্রণয়াভিলাষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

প্রণয়াকাঙ্ক্ষী—(প্রণয়াকাঙ্ক্ষিন্)। ভালবাসিতে ইচ্ছুক, প্রণয়াভিলাষী। প্রণয় শব্দ—আ—কান্‌ক্ষ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী।

প্রণয়াভিমান—প্রেমজন্য অভিমান, ভালবাসাজনিত প্রেমকোপ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রণয়াস্পদ—প্রণয়ভাজন, ভালবাসার পাত্র। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রণয়াস্পদা।

প্রণয়াহ্বান—প্রেমপূর্ণ আহ্বান, ভালবাসাপূর্ণ সম্বোধন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রণয়িনী—১। অনুরাগযুক্তা। প্রণয়+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ভার্য্যা; অনুরক্তা নায়িকা। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে প্রণয়ী।

প্রণয়ী—১। অনুরাগবিশিষ্ট। প্রণয়+ইন্ অস্ত্যর্থে=প্রণয়িন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। স্বামী; অনুরক্ত নায়ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রণয়িনী।

প্রণব—ঈশ্বরের গূঢ় নাম, ওঁ, ওঙ্কার। প্র—নু (স্তুতি করা)+অল্ ণ। সং; পু।

প্রণষ্ট—মৃত; বিধ্বস্ত; পলায়িত। প্র—নশ (নষ্ট হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রণাশ।

প্রণস—নাসিকাহীন। প্র (প্রগত) হইয়াছে নাসিকা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

প্রণাদ—অত্যুচ্চ আনন্দধ্বনি, চীৎকার; কর্ণরোগবিশেষ। সং; পু।

প্রণাম—ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়যুক্ত নমস্কার; প্রণতি, প্রকৃষ্টরূপ নমস্কার, প্রকৃষ্টরূপ স্বাপকর্ষবোধক ব্যাপার, অর্থাৎ যেরূপ কার্য্যের দ্বারা নিজের অপকর্ষ প্রকাশ করা হয় বা লক্ষ্য ব্যক্তিকে আপনা হইতে অধিক উৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যক্ত করা যায় [নমস্কার দেখ]। প্র—নম (নত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে প্রণত।

প্রণায্য—প্রিয়; অসম্মত; অভিলাষবর্জ্জিত; ন্যায়বান্, সাধু। প্র—নী (লইয়া যাওয়া)+ঘ্যণ্ কর্ম্ম। নিপাতনে। বিণ; ত্রি।

প্রণাল—প্রণালী দেখ। প্র—নল (বন্ধন করা) +ঘঞ্ ণ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রণালী।

প্রণালী—জলনিঃসরণমার্গ, নর্দ্দামা; (ভূগোলে) যে সঙ্কীর্ণ জলভাগ দুই বৃহৎ জলভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে (Strait); ধারা, রীতি; শ্রেণী। প্র—নল (বন্ধন করা)+ঘঞ্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

প্রণাশ—মৃত্যু, মরণ; পলায়ন। প্র—নশ (নষ্ট হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে প্রণষ্ট।

প্রণিধান—প্রযত্ন; সমাধি; মনোনিবেশ; চিত্তের একাগ্রতা; যোগ; ধ্যান; যত্ন; অর্পণ। প্র—নি—ধা (ধারণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে প্রণিহিত।

প্রণিধি—১। অনুচর; চর; দূত। প্র—নি—ধা (ধারণ করা)+কি র্ম্ম। ২। প্রার্থনা; অবধান। প্র—নি—ধা+কি ভা। সং; পু।

প্রণিপাত—প্রণাম, নমস্কার, প্রণতি। প্র—নি—পত (পড়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

প্রণিহিত—সমাহিত; স্থিরীকৃত; অর্পিত; প্রসারিত; প্রাপ্ত। প্র—নি—ধা (ধারণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রণিধান।

প্রণীত—১। রচিত, নির্ম্মিত; কথিত; প্রেরিত; পক্ব; ক্ষিপ্ত; প্রবেশিত। প্র—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রণীতা। ২। সংস্কৃত অগ্নি। সং; পু।

প্রণীতা—১। রচিতা; কথিতা, ইত্যাদি। প্রণীত দেখ; প্রণীত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। যজ্ঞপাত্রবিশেষ। সং; স্ত্রী।

প্রণুত—স্তুত, প্রশংসিত। প্র—নু (স্তুতি করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রণুন্ন—প্রেরিত; নিযুক্ত; কম্পিত। প্র—নুদ (প্রেরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রণেয়—বশীভূত, অধীন, বশ্য। প্র—নী (লইয়া যাওয়া)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রণোদন—প্রেরণ; নিয়োজন। প্র—নুদ (প্রেরণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রণোদিত—প্রেরিত; নিয়োজিত। প্র—ণিজন্ত নুদ (প্রেরণ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রততি—১। বিস্তার। প্র—তন (বিস্তার করা)+ক্তি ভা। ২। বিস্তীর্ণ লতা। প্র—তন+ক্তি ক। [দ্বিতীয় অর্থে প্রততী পদও হয়] সং; স্ত্রী।

প্রতন—প্রাচীন, পুরাতন। প্র (পূর্ব্বে)+ট্নন ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

প্রতনু—সূক্ষ্ম, পাতলা। প্র (প্রকৃষ্ট) তনু (পাতলা), নিত্য। বিণ; ত্রি।

প্রতপ্ত—উত্তপ্ত; তাপিত। প্র—তপ (তপ্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতাপ। [ভা। সং; পু।

প্রতর্ক—সন্দেহ। প্র—তর্ক (তর্ক করা)+অল্

প্রতল—১। সপ্ত পাতালের মধ্যে পাতালবিশেষ। সং; ক্লী। ২। বিস্তৃতাঙ্গুলি পাণি। সং; পু।

প্রতান—১। বিস্তৃতি, বিস্তার। প্র—তন (বিস্তৃত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। ২। লতার তন্তু, শুঁয়া। প্র—তন+ঘঞ্ ক। সং; পু।

প্রতানিনী—বিস্তৃত লতা। প্রতান শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

প্রতাপ—আতপ; সন্তাপ; প্রভাব; কোষদণ্ডজনিত তেজঃ। প্র—তপ (তপ্ত হওয়া বা করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে প্রতপ্ত।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—ইনি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে হুগলির নিকটবর্ত্তী বাঁশবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হুগলীর পরপারে গরিফা নামক গ্রামে ইনি লালিত পালিত হন। কেশবচন্দ্র সেন দুই বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামেই জন্মিয়াছিলেন। ইঁহারা বাল্যকাল হইতে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। উত্তর কালে প্রতাপ কেশবের ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন গ্রামের পাঠশালায় প্রতাপের প্রথম বিদ্যা শিক্ষা হয়; ইনি হুগলী কলেজে এক বৎসর অধ্যয়নের পর পিতার সহিত কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তাহার পরে হেয়ার স্কুলে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার বিবাহ ও ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার কলেজে বিদ্যাশিক্ষা শেষ হয়। প্রতাপ ২০৲ টাকা বেতনে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একটি কর্ম্মে অল্পদিনের জন্য নিযুক্ত হন। কথিত আছে, ইনি (রামপ্রসাদের ন্যায়) সময় পাইলেই আফিসগৃহে ঈশ্বরপ্রার্থনা ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় চিন্তা কাগজে লিখিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রভাবে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা বৈশাখ দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করেন। এই সময় কেশব ও প্রতাপ উভয়েই সস্ত্রীক মহর্ষিভবনে উপস্থিত হন। ২৫ বৎসর বয়স হইতেই প্রতাপ ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইনি প্রথমে বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। যখন ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা লাভ করিলেন, তখন প্রধানতঃ এই ভাষাতেই মনের ভাব প্রকাশ করিতেন। ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে ইনি ভারতের সকল প্রদেশে, ইউরোপে তিনবার ও আমেরিকাতে দুইবার পরিভ্রমণ করেন। জাপানেও একবার গিয়াছিলেন। সকল স্থানেই তিনি বক্তৃতার দ্বারা প্রভূত প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কুচবিহার বিবাহঘটিত ব্যাপারে যখন কেশবচন্দ্রের ভক্তগণ তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, তখন প্রতাপচন্দ্র কেশবের নিকট রহিলেন। তিনি বরাবরই কেশবের সহায়তা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর ইনিই যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা হইবেন, তাহা অনেকে ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত সমাজের মধ্যে অন্তর্বিরোধবশতঃ ইনি ঐ সমাজ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থান করিলেন। মাঘোৎসব উপলক্ষে কেশবচন্দ্র বৎসর বৎসর কলিকাতা টাউনহল বা অপর কোন প্রকাশ্য স্থানে একটি করিয়া বক্তৃতা দিতেন। কেশবের মৃত্যুর পর প্রতাপ এই প্রথাটি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত রাখিয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে মে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইঁহার ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিবার ও লিখিবার অসাধারণ শক্তি ছিল। ইনি ইংরাজীতে অনেকগুলি গ্রন্থ লেখেন। তাহার মধ্যে "Oriental Christ", "Heart-beats", "Spirit of God" এবং "The life and teachings of Keshub Chandra Sen" বিশেষ প্রসিদ্ধ। Interpreter নামক একখানি মাসিক পত্রিকার ইনি কয়েক বৎসর সম্পাদকতা করেন।

প্রতাপচন্দ্র রায়—কথিত আছে, ইনি প্রথম অবস্থায় সামান্য কার্য্য ও পরে সামান্য ব্যবসায় করিতেন। নিজে সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন না হইলেও ইনি সাহিত্যপ্রচারে উদ্যোগী হইয়া কীর্ত্তিমান্ হইয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত হইতে রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত করাইয়াছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানি ইংরাজীতেও অনুবাদ করাইয়াছিলেন। এই অনুবাদের ব্যয়ভার গভর্ণমেণ্ট বহন করিয়াছিলেন। প্রতাপচন্দ্র পদস্থ ব্যক্তি বলিয়া বাঙ্গালী সমাজে গণ্য ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার সাহিত্যসেবার জন্য তিনি সি, আই, ই, উপাধিলাভ এবং প্রভূত যশোলাভও করিয়া গিয়াছেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই জানুয়ারী ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

প্রতাপচন্দ্র সিংহ—ইনি স্বনামধন্য লালা বাবুর পুত্র শ্রীনারায়ণ সিংহের জ্যেষ্ঠ দত্তক পুত্র। ইনি পাইকপাড়ার রাজা বলিয়া বিখ্যাত। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ফিভার হাঁসপাতাল স্থাপন ও বহুতর হিতকর কার্য্যে সহায়তার জন্য ইনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা বাহাদুর এবং পরে সি, এস, আই উপাধি দ্বারা বিভূষিত হইয়াছিলেন। বেলগাছিয়া ভিলা নামক সুরম্য উদ্যান ইঁহার এবং ইঁহার কনিষ্ঠ (দত্তক) ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের সম্পত্তি। এই বাগানে সুপ্রসিদ্ধ আদাম ও

ইন্ডের মূল্যবান্ তৈলচিত্র আছে। এই বাগানেই উঁহাদের পুত্রগণের অধিকারকালে বর্ত্তমান ভারতসম্রাট্ যুবরাজরূপে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয়গণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। এই বাগানেই উভয় ভ্রাতার যত্নে ও মহারাজ যতীন্দ্রমোহনপ্রমুখ বন্ধুগণের সহায়তায় বাঙ্গালা নাটক অভিনীত এবং বাঙ্গালা ঐকতানবাদনপ্রণালী উদ্ভূত হয়। উহাই বর্ত্তমান সাধারণ নাট্যমঞ্চের সূত্রপাত বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রতাপচন্দ্র চারি পুত্র রাখিয়া ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহাদের নাম গিরিশচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, কান্তিচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র। এক্ষণে কেবল শরচ্চন্দ্রই জীবিত আছেন। তাঁহার পুত্রের নাম বীরেন্দ্রচন্দ্র। গিরিশচন্দ্র ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ইনি সিংহ বংশের আদিনিবাস মুরশিদাবাদ জেলাস্থ কাঁদি গ্রামে একটি হাঁসপাতাল পরিচালনার জন্য এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা প্রদান করেন। পূর্ণচন্দ্র ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন ও ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। কান্তিচন্দ্র ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র ইন্দ্রচন্দ্র জীবনের শেষভাগে সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিয়া বোধানন্দনাথ স্বামী নাম গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩৭ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

প্রতাপন—১। তাপজনক। প্র—ণিজন্ত তপ বা তাপি (তাপিত করা)+অন ক। বিণ; ত্রি। ২। নরকবিশেষ। সং; পু।

প্রতাপরুদ্র—(১) কাকতেয় বংশীয় নরপতি। বিখ্যাত ওরঙ্গল নগরে ইঁহার রাজধানী ছিল। বাহ্‌মনিরাজ আহম্মদ শাহ্‌এর সহিত সমরে ইনি বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া রণশয্যায় শয়ন করেন।

(২) উড়িষ্যা দেশের ভূপতি। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ইনি অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন, এবং পণ্ডিতবর্গকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেন। ইনি সাতিশয় ধর্ম্মশীল, ন্যায়পরায়ণ, ও সাধুপ্রকৃতি রাজা ছিলেন; এজন্য সকলেই ইঁহাকে সমধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। চৈতন্য পুরুষোত্তম গমন করিয়া ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে প্রতাপরুদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু চৈতন্য রাজসকাশে গমন করিতে অসম্মত হন। অতঃপর, দৈবযোগে একদিন পথে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে, প্রতাপরুদ্র চৈতন্যের ভক্তিতত্ত্বে বিমোহিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এবং রাজসুলভ ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া কঠোরপ্রণালীতে ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হন ইঁহার প্রযত্নে অতি শীঘ্র উড়িষ্যায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রসার হইয়া উঠে।

প্রতাপশালী—(প্রতাপশালিন্)। প্রতাপযুক্ত, প্রভাবসম্পন্ন; তেজস্বী। প্রতাপ শব্দ+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতাপশালিনী।

প্রতাপসিংহ—রাজস্থানের অন্তর্গত সুবিখ্যাত রাজ্য মেওয়ারের খ্যাতনামা মহারাণা। প্রসিদ্ধ চিতোর নগর মেওয়ারের রাজধানী। প্রতাপের পিতা উদয়সিংহ অন্যান্য রাজপুত রাজার ন্যায় মোগল পাতশাহ্ আকবরের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইতে ঘৃণার সহিত অসম্মত হওয়ায় আকবর ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। উদয়সিংহ সপরিবারে অরবল্লি পর্ব্বতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনার চারি বৎসর পরে উদয়সিংহের মৃত্যু হইলে প্রতাপসিংহ মেওয়ারের রাণা হইয়া দৃঢ় পণ করিলেন যে, যেরূপে হউক যবনের কবল হইতে চিতোর উদ্ধার করিবেন এবং তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর আরণ্যব্রত ধারণ করিবেন। পর্ণকুটীর ইঁহার রাজপ্রাসাদ হইল, বৃক্ষপত্র ইঁহার ভোজনপাত্র হইল, এবং তৃণশয্যা ইঁহার রাজশয্যা হইল। প্রতাপ সপরিবারে এইরূপ মহাক্লেশে দিন যাপন করিতে লাগিলেন, তথাপি আকবরের অধীনতা স্বীকার করিলেন না।

একদা মোগল-সেনাপতি জয়পুরাধিপতি মানসিংহ স্থানান্তর গমন কালে প্রতাপসিংহের আলয়ে অতিথি হইলেন। রাজপুতজাতির নিয়মানুসারে মানসিংহের আহারের সময়ে স্বয়ং প্রতাপের উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। কিন্তু মানসিংহ মোগলদিগের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতাপ তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন; এজন্য তাঁহার ভোজনকালে স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া পুত্র অমরসিংহকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। মানসিংহ সমুদায় বুঝিতে পারিয়া আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন, "এই অপমানের জন্য প্রতাপকে ভুগিতে হইবে। আমি যদি তাঁহার দর্প চূর্ণ করিতে না পারি, তবে আমার নাম মানসিংহ নহে।" এই সময়ে প্রতাপ উপস্থিত হইয়া কেবল এইমাত্র বলিলেন, "যেখানে হউক, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি সুখী হইব।" মানসিংহের এই অপমানে উত্তেজিত হইয়া আকবর প্রতাপকে দমন করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টিত হইলেন। প্রতাপসিংহও দ্বাবিংশতি সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিপুল মোগলসেনার আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম (পরে জাহাঙ্গীর) ও প্রধান সেনাপতি মানসিংহ অসংখ্য সৈন্যসহ ইঁহাকে দমন করিতে যাত্রা করিলেন। হল্‌দীঘাট নামক গিরি-সঙ্কটে উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল (১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)। কিন্তু মুষ্টিমেয় রাজপুতগণের পক্ষে অগণ্য যবনকটক ক্ষয় করা অসাধ্য হইল। অবশেষে, দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুতের মধ্যে হতাবশিষ্ট অষ্ট সহস্র সৈন্য লইয়া প্রতাপ রণস্থল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ভূমণ্ডলে যতকাল বীরত্বের সম্মান থাকিবে, ততকাল হল্‌দীঘাটের যুদ্ধ প্রতাপসিংহের অতুল বীরত্বকাহিনী ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

অতঃপর মোগল-সৈন্য ক্রমে ক্রমে রাজধানী ও দুর্গসকল অধিকার করিলে, প্রতাপ পরিবারবর্গকে লইয়া বনে বনে বিচরণ করিয়া অতি ক্লেশে প্রাণরক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রভুভক্ত ও স্বাধীনতাপ্রিয় রাজপুতগণ ইঁহার সঙ্গী হইলেন।

একদা প্রতাপ তৃণমণ্ডিত ক্ষেত্রের উপর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় পিতৃরাজ্যোদ্ধার চিন্তায় মগ্ন আছেন, এবং অদূরে ইঁহার পত্নী ও পুত্রবধূ ঘাসের বীচির রুটি প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগকে এক এক খানি প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে একটী কাঠবিড়ালী বৃক্ষ হইতে নামিয়া ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত রুটির অর্দ্ধাংশ লইয়া পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে ইঁহার বালিকা কন্যা ক্রন্দন করিয়া উঠিল। সামান্য খাদ্যের জন্য সন্তানের রোদনে প্রতাপ হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইলেন। আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সন্ধির নিমিত্ত আকবরের নিকট পত্র প্রেরিত হইল। প্রতাপের পত্র পাইয়া পাতশাহ্ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। তিনি দিল্লীতে উৎসবের আয়োজন করিলেন,—রাত্রিতে নগর দীপমালায় আলোকিত করা হইল। এদিকে বিকানীরের রাজা এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং স্বজাতির অধঃপতন ও প্রতাপের বীরত্ব ও দৃঢ়তার সুখ্যাতি করিয়া পত্র লিখিলেন। এই পত্র পাইয়া প্রতাপ সন্ধির আশা ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ মোগলদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতাপ প্রবলপ্রতাপ মোগল-সম্রাটের অগণ্য সৈন্যের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে ক্রমেই হীনবল হইতে লাগিলেন। অবশেষে স্বাধীনতা

বিক্রয় করিয়া যবনের দাস হওয়া অপেক্ষা দেশ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন। অনন্তর বন্ধুবান্ধবগণসহ সিন্ধুপ্রদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অরবল্লী পর্ব্বতের পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হইয়া রাজপুত-বীরগণ মেওয়ারের প্রতি শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিরতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন। এমন সময় এক অমাত্য স্বীয় বিপুল অর্থ রাণাকে প্রদান করিয়া দেশ উদ্ধার করিতে বলিলেন। অর্থবলে বলীয়ান্ হইয়া প্রতাপ পুনরায় পূর্ব্বমুখী হইলেন।

অতঃপর ইনি শত্রুর অলক্ষিতভাবে দেহির নামক স্থানে মোগল-সৈন্য আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিলেন (১৫৭৭ খ্রীঃ), এবং ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আপনার পৈতৃক রাজ্যের অধিকাংশ উদ্ধার করিয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশে এক নবনির্ম্মিত নগরে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক পিতার নামানুসারে তাহার নাম উদয়পুর রাখিলেন। ইহার পর প্রতাপ প্রতিশোধ লইবার জন্য গোপনে মানসিংহের রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজধানী বিধ্বস্ত করিলেন। কিন্তু তথাপি প্রতাপ সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারিলেন না, কারণ চিতোর নগর তখনও শত্রুর করতল-গত। চিতোর উদ্ধার করিতে না পারিলে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন হয় না। কিন্তু দুরন্ত কাল তাঁহার চিরজীবনের আশা ফলবতী হইতে দিল না। আজীবন কাল নানারূপ কষ্ট সহ্য করিয়া অল্প বয়সেই প্রতাপের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মভূমি ও আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অমর-পথের পথিক হইলেন। প্রতাপসিংহের প্রিয় অশ্বের নাম চৈতক।

কিংবদন্তী আছে যে, প্রতাপ চিতোর অধিকার করিতে না পারিলে শ্মশ্রু কাটিবেন না, স্বর্ণ ও রজতপাত্রে ভোজন করিবেন না, এবং তৃণশয্যা ব্যতীত অন্য শয্যায় শয়ন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। উত্তর কালে তিনি পৈতৃক রাজ্যের অধিকাংশ পুনরুদ্ধার করিলেও, অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় চিতোর নগরের উদ্ধারসাধন করিয়া যাইতে পারেন নাই। এইজন্য নাকি উদয়পুরের রাণারা অদ্যাপি দাড়ি কামান না, এবং শয্যার নিম্নে তৃণ ও ভোজনপাত্রের নিম্নে বৃক্ষপত্র রাখেন।

প্রতাপাদিত্য—বঙ্গের বিখ্যাত বঙ্গজ কায়স্থ রাজা। ইঁহার পিতা বিক্রমাদিত্য বাঙ্গালার সুলতান সুলেমান ও দায়ুদের আমলে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। দায়ুদের পতন হইলে তিনি প্রভূত ঐশ্বর্য্যসহ বর্ত্তমান সুন্দরবন অঞ্চলে পলায়ন করেন এবং বিপুল ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া রাজার ন্যায় বাস করেন। প্রতাপ বাল্যকাল হইতেই বীরত্বের অনুরাগী ছিলেন, এবং মুসলমানের অধীনতা-পাশ ছেদন করিবার নিমিত্ত পিতাকে অনুরোধ করিতেন। ইঁহার পিতা পুত্রকে মোগলসম্রাটের প্রতাপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করাইবার নিমিত্ত দিল্লী ও আগ্রা প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইল। প্রতাপ দিল্লী যাইয়া মোগল-সৈন্যের যে সকল ত্রুটি ছিল, তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া আসিলেন। পিতার মৃত্যুর পর প্রতাপ রাজা হইয়া সম্রাট্কে রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করিলেন এবং আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। প্রবলপ্রতাপ আকবর এই সংবাদ পাইয়া ইঁহাকে দমন করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালার সুবাদারের প্রতি আদেশ প্রচার করিলেন। ইনি মোগল-সৈন্য পরাস্ত করিয়া খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠিলেন। গৌড় নগরের যশঃ হরণ করায় প্রতাপের রাজধানী "যশোহর" নামে অভিহিত হইল।

বসন্তরায় নামে প্রতাপাদিত্যের একজন পিতৃব্য ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইচ্ছা করিয়া, অপর কেহ কেহ বলেন ভ্রমে পড়িয়া, প্রতাপ তাঁহার শিরশ্ছেদন করেন। বসন্তরায়ের পুত্র কচুরায় প্রতাপের মহিষীর কৃপায় পরিত্রাণ পাইয়া পলায়নপূর্ব্বক দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের শরণাপন্ন হইলেন। সম্রাট্ কচুরায়ের সহিত বহু সৈন্যসহ মানসিংহকে প্রতাপ-দমনার্থ প্রেরণ করিলেন। মানসিংহও প্রথমে প্রতাপের নিকট পরাস্ত হন। কিন্তু ঘরসন্ধানী কচুরায়ের মন্ত্রণায় অবশেষে মোগল-সৈন্য বিজয়ী ও প্রতাপ মানসিংহের হস্তে বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় জগন্নাথক্ষেত্রে বীরবর প্রতাপাদিত্য মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রতাপের রাজধানী এক্ষণে সুন্দরবন নামক মহা জঙ্গলে পরিণত হইয়া হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি হইয়া রহিয়াছে।

প্রতাপান্বিত—প্রতাপশালী, প্রভাববিশিষ্ট। প্রতাপ দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩তৎ। বিণ।

প্রতারক—শঠ; বঞ্চক; ধূর্ত্ত। প্র—ণিজন্ত তৃ বা তারি (পার করা)+ণক ক। বিণ: ত্রি।

প্রতারণ—পার-প্রাপণ; বঞ্চনা, ঠকান। প্র—ণিজন্ত তৃ বা তারি (পার করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে প্রতারিত।

প্রতারণা—পার-প্রাপণ, পার করিয়া দেওয়া; বঞ্চনা, ঠকান। প্র—ণিজন্ত তৃ বা তারি (পার করা)+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে প্রতারিত।

প্রতারিত—পারপ্রাপিত; বঞ্চিত, যাহাকে ঠকান হইয়াছে এরূপ। প্র—ণিজন্ত তৃ বা তারি (পার করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতারণ, প্রতারণা।

প্রতি—প্রতিনিধি; ভাগ; মাত্র; আভিমুখ্য; বীপ্সা; ইত্থম্ভূত-কথন; প্রতিদান; ব্যাবৃত্তি: চিহ্ন; সাদৃশ্য; বিরোধ; প্রশস্তি; নিন্দা; নিশ্চয়, সমাধি; স্বভাব; ব্যাপ্তি। প্রথ (খ্যাত হওয়া)+ডতি ভা। ব্য।

প্রতিকর্ত্তা—প্রতিকারকারী; অনিষ্টকারীর অনিষ্টকারক। প্রতি—কৃ (করা)+তৃন্ ক =প্রতিকর্ত্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

প্রতিকর্ম্ম—প্রসাধন; বেশভূষা। প্রতি—কৃ (করা)+মন্ কর্ম্ম=প্রতিকর্ম্মন্, ১মার ১বচন। সং; ক্লী।

প্রতিকর্ষ—সমাকর্ষণ। প্রতি—কৃষ+অল্ ভা। সং; পু।

প্রতিকশ—অশ্ব। যাহার প্রতি কশার প্রয়োগ করিতে হয়, নিত্য। সং; পু।

প্রতিকায়—অরি, শত্রু। কায়ের (দেহের) প্রতি অর্থাৎ বিরোধী, ব্য। সং; পু।

প্রতিকার, প্রতীকার—প্রতিবিধান; পরিশোধ; প্রতিফল; বৈরনির্য্যাতন, চিকিৎসা। প্রতি—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে প্রতিকৃত।

প্রতিকার্য্য, প্রতীকার্য্য—প্রতিকার করিবার যোগ্য। প্রতি—কৃ (করা)+ঘ্যণ্ কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রতিকাশ, প্রতীকাশ—(শব্দের পরে থাকিলে) সদৃশ, তুল্য। প্রতি—কাশ (দীপ্তি পাওয়া) +ঘঞ্ কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রতিকূল—অননুকূল; বিপক্ষ; বিরুদ্ধ। কূলের প্রতি অর্থাৎ বিপরীত, অব্যয়ী। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতিকূলতা, প্রাতিকূল্য। বিপরীতার্থক শব্দ অনুকূল।

প্রতিকূলতা—বিপক্ষতা; বিরুদ্ধাচরণ। প্রতিকূল শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

প্রতিকূলাচরণ—বিরুদ্ধাচরণ; বিপক্ষতা করা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রতিকৃত—কৃত-প্রতিবিধান; পরিশোধিত; প্রতিদত্ত। প্রতি—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতিকার, প্রতীকার।

প্রতিকৃতি—১। প্রতিমূর্ত্তি; চেহারা; প্রতিবিম্ব; প্রতিনিধি। প্রতি—কৃ (করা)+ক্তি ণ। ২। সাদৃশ্য; প্রতীকার। প্রতি—কৃ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

প্রতিকৃষ্ট—নিকৃষ্ট, অধম। প্রতি—কৃষ (কর্ষণ করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রতিক্রিয়া—বিপরীত ক্রিয়া (Reaction): প্রতীকার। প্রতি—কৃ (করা) +শ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং: স্ত্রী।

প্রতিক্ষণ—প্রতিমুহূর্ত্তে। ক্ষণে ক্ষণে, অব্যয়ী। [ব্য।

প্রতিক্ষিপ্ত—প্রেরিত; নিন্দিত, তিরস্কৃত;

বাধিত ; নিবারিত, নিষিদ্ধ। প্রতি—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতিক্ষেপ—তিরস্কার ; নিরাশা। প্রতি—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

প্রতিগত—১। প্রত্যাবৃত্ত, ফিরিয়া গিয়াছে এরূপ। প্রতি—গম (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। পক্ষীর গতিবিশেষ। প্রতি—গম+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

প্রতিগমন—পরাবৃত্তি, ফিরিয়া যাওয়া। প্রতি—গম (যাওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে প্রতিগত।

প্রতিগর্জন, প্রতিগর্জিত—প্রতিকূলে গর্জন। প্রতি—গর্জ (গর্জন করা)+অনট্, ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

প্রতিগৃহীত—স্বীকৃত, গৃহীত। প্রতি—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতিগ্রহ।

প্রতিগ্রহ—স্বীকার, গ্রহণ ; অনুগ্রহ ; প্রত্যভিযোগ। প্রতি—গ্রহ (গ্রহণ করা)+অল্ ভা। ২। প্রতিকূল গ্রহ। প্রতি—গ্রহ+অন্ ক। সং ; পু।

প্রতিগ্রাহ—১। পিতৃদান। প্রতি—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ঘঞ্ র্ম। ২। স্বীকার। প্রতি—গ্রহ+ঘঞ্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রতিগ্রাহিত—স্বীকারিত, যাহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে এরূপ। প্রতি—ণিজন্ত গ্রহ বা গ্রাহি (গ্রহণ করান)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতিঘ—১। মূর্চ্ছা ; ব্যাঘাত ; প্রতিবন্ধ ; ক্রোধ। প্রতি—হন (বধ করা)+ড ণ। সং ; পু। ২। প্রতিকূল, বিরুদ্ধ। প্রতি—হন+ড ক। বিণ ; ত্রি।

প্রতিঘাত, প্রতীঘাত—আঘাত ; আঘাতপ্রাপ্ত বস্তু ফিরিয়া আঘাতকারী বস্তুকে যে আঘাত করে তাহা ; বিরোধ ; ব্যাঘাত। প্রতি—হন (বধ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে প্রতিহত।

প্রতিঘাতন—মারণ ; বধ ; বিঘ্ন, বাধা। প্রতি—ণিজন্ত হন বা ঘাতি+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রতিচ্ছন্দ—১। অভিপ্রায়ানুযায়ী ; প্রতিরূপ। ছন্দের প্রতি অর্থাৎ অনুরূপ, অব্যয়ী। বিণ ; ত্রি। ২। প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্ত্তি। সং ; পু।

প্রতিচ্ছন্ন—আচ্ছন্ন ; প্রতিনিধিস্বরূপ। প্রতি—ছদ (আচ্ছাদন করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতিচ্ছায়া—প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্ত্তি ; সাদৃশ্য। ছায়ার প্রতি অর্থাৎ সদৃশ, অব্যয়ী। সং ; স্ত্রী।

প্রতিজন্য—প্রতিপক্ষ, বিপক্ষদল। প্রতি (প্রতিকূল) হইয়াছে জন্য (যুদ্ধ) যাহার, বহু। সং ; ক্লী।

প্রতিজাগর—রক্ষার্থ নিয়োগ ; প্রত্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান। প্রতি—জাগৃ (জাগ্রত হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

প্রতিজিহ্বা—তালুমূলস্থ ক্ষুদ্র জিহ্বা, আলজিভ্।

প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞান—কর্ত্তব্যরূপে অবধারণ ; অভিযোগ ; অঙ্গীকার ; পক্ষের সাধ্যবস্তুরূপে নির্দ্দেশ (Propositon) ; অভিযোগ। প্রতি—জ্ঞা (জানা)+অ, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী। বিশেষণে প্রতিজ্ঞাত।

প্রতিজ্ঞাত—অঙ্গীকৃত ; অভিযোগের বিষয়ীভূত। প্রতি—জ্ঞা (জানা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞান।

প্রতিজ্ঞান—প্রতিজ্ঞা দেখ।

প্রতিজ্ঞাপূর্ণ—প্রতিজ্ঞাবিশিষ্ট, অঙ্গীকারযুক্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—অঙ্গীকারে আবদ্ধ, কৃতপ্রতিজ্ঞ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রতিজ্ঞাবন্ধন—অঙ্গীকাররূপ বাঁধন। রূপক।

প্রতিজ্ঞাভঙ্গ—প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করা, অঙ্গীকারচ্যুত হওয়া। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী—(প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারিন্)। অঙ্গীকারচ্যুত, যে অঙ্গীকারানুরূপ কার্য্য না করে। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ শব্দ—কৃ (করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু।

প্রতিজ্ঞাশীল—অঙ্গীকারশীল, যে সহজে প্রতিজ্ঞা করে। বহু। বিণ ; ত্রি।

প্রতিদান—ন্যস্ত বস্তুর অর্পণ ; ফিরাইয়া দেওয়া ; পরিবর্ত্ত। প্রতি—দা (দেওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। [অব্যয়ী। ব্য।

প্রতিদিন—প্রত্যহ, রোজ রোজ। দিন দিন,

প্রতিদ্বন্দ্বিতা—প্রতিযোগিতা ; প্রতিপক্ষতা ; সমকক্ষতা। প্রতিদ্বন্দ্বী দেখ ; প্রতিদ্বন্দ্বিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

প্রতিদ্বন্দ্বিনী—প্রতিযোগিনী ; বিরোধিনী। প্রতিদ্বন্দ্বী দেখ ; প্রতিদ্বন্দ্বিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

প্রতিদ্বন্দ্বী—প্রতিপক্ষ, বিরোধী ; শত্রু ; প্রতিযোগী ; সমকক্ষ। প্রতি অর্থাৎ বিরুদ্ধ যে দ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্ব ; প্রতিদ্বন্দ্ব+ইন্ অস্ত্যর্থে=প্রতিদ্বন্দ্বিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিনী, বিশেষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

প্রতিধ্বনি, প্রতিধ্বান—প্রতিশব্দ, কোন একটি শব্দ উচ্চারিত হইলে তাহার অনুরূপ অন্য যে একটি শব্দ শুনা যায়। ধ্বনির বা ধ্বানের (শব্দের) প্রতি অর্থাৎ সদৃশ, অব্যয়ী। সং ; পু। বিশেষণে প্রতিধ্বনিত।

প্রতিধ্বনিত—১। প্রতিশব্দিত। প্রতি—ধ্বন (শব্দ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। প্রতিশব্দ। প্রতি—ধ্বন+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

প্রতিনন্দন—অভিনন্দন ; আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক সম্ভাষণ ; প্রশংসা। প্রতি—ণিজন্ত নন্দ (আনন্দিত করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রতিনপ্তা—প্রপৌত্র। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিনপ্ত্রী।

প্রতিনিধি—মুখ্যসদৃশ ; তুল্যবস্তু ; প্রতিরূপ ; বদলি। প্রতি—নি—ধা (ধারণ করা)+কি র্ম। সং ; পু।

প্রতিনিবৃত্ত—প্রত্যাগত। প্রতি—নি—বৃত (থাকা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রতিনিশ—প্রত্যেক রাত্রিতে। নিশা নিশা, অব্যয়ী। ব্য।

প্রতিপক্ষ—বিপক্ষ ; প্রত্যর্থী, প্রতিবাদী। প্রতি (প্রতিকূল) যে পক্ষ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রতিপত্তি—প্রবৃত্তি ; প্রগল্‌ভতা ; গৌরব ; প্রাপ্তি ; পদপ্রাপ্তি ; অভিযোগ ; অভিমান ; অনুমতি ; ব্যবস্থা ; উপায় ; দান ; সম্মান ; নিশ্চয় ; অঙ্গীকার। প্রতি—পদ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে প্রতিপন্ন।

প্রতিপত্তিরক্ষা—গৌরবরক্ষা, সম্ভ্রম রাখিয়া চলা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

প্রতিপত্তিশালী—(প্রতিপত্তিশালিন্)। সম্ভ্রমশালী, গৌরবান্বিত। প্রতিপত্তি শব্দ+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

প্রতিপদে—পদে পদে। অব্যয়ী। ব্য।

প্রতিপদ—শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষের প্রথম তিথি। প্রতি—পদ (গমন করা)+ক্বিপ্ অধি। স্ত্রী।

প্রতিপন্ন—অবগত ; অঙ্গীকৃত ; বিক্রান্ত ; সম্মানিত ; প্রাপ্ত ; জ্ঞাত ; অনুমত ; গৃহীত ; অবধারিত ; যুক্ত্যাদি দ্বারা সমর্থিত। প্রতি—পদ (গমন করা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতিপত্তি।

প্রতিপাদক—প্রতিপত্তিজনক ; বোধক ; নির্ব্বাহক ; সম্পাদক ; নির্ণায়ক। প্রতি—ণিজন্ত পদ বা পাদি (গমন করান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিপাদিকা।

প্রতিপাদন—দান ; প্রতিপত্তি ; সম্পাদন ; নিষ্পাদন ; বোধন ; অবধারণ। প্রতি—ণিজন্ত পদ বা পাদি (গমন করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে প্রতিপাদিত।

প্রতিপাদিত—সম্পাদিত ; নিষ্পাদিত ; অবধারিত ; দত্ত ; বোধিত। প্রতি—ণিজন্ত পদ বা পাদি (গমন করান)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতিপাদন।

প্রতিপাদ্য—প্রতিপাদনযোগ্য ; সম্পাদ্য ; বোধ্য ; বর্ণনীয় ; অভিধেয়। প্রতি—ণিজন্ত পদ বা পাদি (গমন করান)+য র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতিপালক—পালনকর্ত্তা, পোষক, রক্ষক ; অপেক্ষাকারী। প্রতি—পাল (পালন করা) অথবা ণিজন্ত পা বা পালি (রক্ষা করান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিপালিকা।

প্রতিপালন—পোষণ ; রক্ষণ। প্রতি—পাল (পালন করা) অথবা ণিজন্ত পা বা পালি (রক্ষা করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে প্রতিপালিত।

প্রতিপাল্কিকা—পালনকর্ত্রী, পোষণকারিণী, রক্ষয়িত্রী। প্রতিপালক দেখ ; প্রতিপালক +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ : স্ত্রী।

প্রতিপালিত—পোষিত ; রক্ষিত। প্রতি—পাল (পালন করা) অথবা ণিজন্ত পা বা পালি (রক্ষা করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতিপালন।

প্রতিপাল্য—প্রতিপালনীয় ; পোষ্য, রক্ষণীয়। প্রতি—পাল (পালন করা) অথবা ণিজন্ত পা বা পালি (রক্ষা করান)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিপাল্যা।

প্রতিপ্রসব—নিষিদ্ধের পুনর্বিধি, কোন সাধারণ নিয়মে যে বিষয় নিষেধ করা হয়, তাহাই আবার বিশেষ নিয়ম দ্বারা বিধান করা। প্রতি—প্র—সূ (প্রসব করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

প্রতিপ্রস্থান—প্রতিপক্ষের আশ্রয়। প্রতি (প্রতিকূল) যে প্রস্থান, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

প্রতিপ্রিয়—প্রত্যুপকার, উপকারীর উপকার। প্রতি—প্রী (প্রীত করা)+ক ভা। ক্লী।

প্রতিফল—তুল্যফল ; প্রতিবিম্ব ; প্রতিশোধ ; প্রত্যপকার ; প্রত্যুপকার। প্রতি (সদৃশ) যে ফল, কর্ম্মধা, অথবা ফলের প্রতি অর্থাৎ সদৃশ, অব্যয়ী। সং ; ক্লী।

প্রতিফলন—প্রতিবিম্বন, স্বচ্ছ পদার্থের উপর অন্য বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়া। প্রতি—ফল+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে প্রতিফলিত।

প্রতিফলিত—প্রতিবিম্বিত। প্রতি—ফল (ফলা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতিফলন।

প্রতিবদ্ধ—প্রতিবন্ধবিশিষ্ট ; ব্যাহত, বাধাপ্রাপ্ত ; বাধিত। প্রতি—বন্ধ (বন্ধন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতিবন্ধ।

প্রতিবন্ধ—কার্য্যপ্রতিঘাত ; ব্যাঘাত, বাধা, বিঘ্ন। প্রতি—বন্ধ (বন্ধন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে প্রতিবদ্ধ।

প্রতিবন্ধক—প্রতিরোধক ; ব্যাঘাতক ; বাধাজনক। প্রতি—বন্ধ (বন্ধন করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

প্রতিবন্ধা—প্রতিবন্ধক ; প্রতিকূল। প্রতি—বন্ধ (বন্ধন করা)+তৃন্ ক=প্রতিবন্ধৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

প্রতিবন্ধি—১। ব্যাঘাত, বাধা। প্রতি—বন্ধ (বন্ধন করা)+ই ভা। ২। অনিষ্টান্তরসূচক বাক্য। প্রতি—বন্ধ+ই ণ। সং ; পু।

প্রতিবন্ধী—১। প্রতিবন্ধবিশিষ্ট। প্রতিবন্ধ শব্দ +ইন্ অস্ত্যর্থে=প্রতিবন্ধিন্, ১মার ১বচন। ২। প্রতিবন্ধক। প্রতি—ণিজন্ত বন্ধ (বন্ধন করান)+ণিন্ ক=প্রতিবন্ধিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিবন্ধিনী।

প্রতিবল—১। সমানবলী, তুল্যবল ; সমর্থ, শক্ত। প্রতি (সদৃশ) হইয়াছে বল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। বিপক্ষ-সৈন্য। প্রতি (প্রতিকূল) যে বল (সৈন্য), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

প্রতিবোধ—প্রবোধ ; জাগরণ ; স্ফুটন। প্রতি—বুধ (বোধ করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

প্রতিবোধিত—বোধিত ; জাগরিত ; স্ফুটিত। প্রতি—ণিজন্ত বুধ বা বোধি+ক্ত র্ম্ম। বিণ।

প্রতিভয়—১। ভয়ঙ্কর। প্রতি—ভী+অল্ অপা। বিণ ; ত্রি। ২। শত্রুভয়। প্রতি—ভী (ভয় পাওয়া)+অল্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রতিভা—বুদ্ধি ; প্রত্যুৎপন্নমতি, অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ; নব উন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা ; প্রভা ; সাদৃশ্য। প্রতি—ভা (দীপ্তি পাওয়া) +ঙ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রতিভাত—প্রকাশিত, প্রতীত, জ্ঞাত ; প্রদীপ্ত। প্রতি—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রতিভান—প্রভা ; বুদ্ধি। প্রতি—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রতিভান্বিত—প্রতিভাযুক্ত, প্রত্যুৎপন্নমতিবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী। প্রতিভা দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রতিভাবান্—প্রতিভান্বিত। প্রতিভা দেখ।

প্রতিভাশালী—(প্রতিভাশালিন্)। প্রতিভাসম্পন্ন, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী। প্রতিভা শব্দ+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিভাশালিনী। [ত্রি।

প্রতিভাসম্পন্ন—প্রতিভাশালী। ৩তৎ। বিণ ;

প্রতিভাহীন — প্রতিভারহিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশূন্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রতিভূ—তৎস্থলীয় ব্যক্তি, জামিন ; প্রতিনিধি। প্রতি—ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

প্রতিম—(শব্দের পরে থাকিলে) সদৃশ। প্রতি—মা (পরিমাণ)+ড র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতিমা, প্রতিমান—১। গজদন্তদ্বয়ের মধ্যভাগ ; প্রতিমূর্ত্তি, ছবি। প্রতি—মা (পরিমাণ করা) +ঙ, অনট্ র্ম্ম। ২। প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া। প্রতি—মা+ঙ, অনট্ ণ। ৩। সাদৃশ্য। প্রতি—মা+ঙ, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী

প্রতিমাননা—পূজা ; সম্মান। প্রতি—ণিজন্ত মন (পূজা করা)+অন ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রতিমাপূজা—দেবতার অনুরূপ মূর্ত্তি গড়িয়া তাহার অর্চ্চনা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

প্রতিমাবিসর্জ্জন—প্রতিমা ফেলিয়া দেওয়া ; পূজানন্তর দেবমূর্ত্তির নদ্যাদির জলে নিক্ষেপ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

প্রতিমুক্ত—১। নিবদ্ধ, পরিহিত ; ত্যক্ত ; বন্ধনমুক্ত। প্রতি—মুচ (মোচন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতিমোচন। ২। পরিহিত বস্ত্রাদি। সং ; ক্লী।

প্রতিমুখ—১। অভিমুখ, সম্মুখ। মুখের প্রতি অর্থাৎ অভিমুখ, অব্যয়ী। বিণ ; ত্রি। ২। নাট্যের সন্ধিবিশেষ। সং ; ক্লী। [ব্য।

প্রতিমুহূর্ত্তে—প্রতিক্ষণে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, অব্যয়ী।

প্রতিমূর্ত্তি—প্রতিকৃতি, অনুরূপ মূর্ত্তি। মূর্ত্তির প্রতি অর্থাৎ সদৃশ, অব্যয়ী। সং ; স্ত্রী।

প্রতিমোচন—বিমোচন, বন্ধনমোচন ; পরিধান ; নির্য্যাতন। প্রতি—মুচ (মোচন করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে প্রতিমুক্ত।

প্রতিযত্ন—সম্যক্ যত্ন ; প্রতিশোধ ; লিপ্সা, লাভেচ্ছা ; প্রতিগ্রহ ; সংস্কার ; গুণান্তরাধান। অব্যয়ী। সং ; পু।

প্রতিযাত—প্রতিনিবৃত্ত। প্রতি—যা (যাওয়া) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রতিযাতনা—প্রতিমা, প্রতিকৃতি ; তুল্যরূপ যাতনা। প্রতি—ণিজন্ত যত বা যাতি (যত্ন করান)+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং : স্ত্রী

প্রতিযুদ্ধ—তুল্যরূপ যুদ্ধ, বিপক্ষের আক্রমণ নিবারণ। অব্যয়ী। সং ; পু।

প্রতিযোগিতা—প্রতিদ্বন্দ্বিতা ; সমকক্ষতা ; সাদৃশ্য। প্রতিযোগী দেখ ; প্রতিযোগিন শব্দ+তা ভাবে। সং, স্ত্রী।

প্রতিযোগিনী—সমকক্ষা ; প্রতিদ্বন্দ্বিনী ; সদৃশী। প্রতিযোগী দেখ ; প্রতিযোগিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

প্রতিযোগী—বিরোধী ; প্রতিপক্ষ ; প্রতিদ্বন্দ্বী ; সমকক্ষ ; সদৃশ ; যাহার অভাব হয় এরূপ। প্রতি—যুজ (যোজনা করা)+ঘিনুণ্ ক=প্রতিযোগিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিযোগিনী। বিশেষ্যে প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোজয়িতব্য—যোজনীয়, যাহা যোজিত করিতে হইবে এরূপ। প্রতি—ণিজন্ত যুজ বা যোজি (যোজনা করান)+তব্য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতিযোদ্ধা—(প্রতিযোদ্ধৃ)। সমকক্ষ যোদ্ধা ; বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী। অব্যয়ী। সং ; পু।

প্রতিযোধ—প্রতিযোদ্ধা। অব্যয়ী। সং ; পু।

প্রতিরথ—প্রতিকূল যোদ্ধা। অব্যয়ী। সং ; পু।

প্রতিরুদ্ধ—নিবারিত ; অবরুদ্ধ। প্রতি—রুধ (রোধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতিরোধ।

প্রতিরূপ—১। প্রতিবিম্ব ; প্রতিমূর্ত্তি ; সাদৃশ্য। রূপের প্রতি অর্থাৎ সদৃশ, অব্যয়ী। সং ; ক্লী। ২। সদৃশ। বিণ ; ত্রি।

প্রতিরোধ—নিবারণ ; অবরোধ, আটক ; প্রতি-

বন্ধ; তিরস্কার; চৌর্য্য। প্রতি—রুধ (রোধ করা)+অ ভা। সং; পু। বিশেষণে প্রতিরুদ্ধ।

প্রতিরোধক—১। অবরোধকারী; ব্যাঘাতক; নিবারক। প্রতি—রুধ (রোধ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। চৌর। সং; পু।

প্রতিরোধিত—ব্যাহত; নিবারিত। প্রতি—ণিজন্ত রুধ বা রোধি (রোধ করান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রতিরোধিনী—নিরোধিকা; ব্যাঘাতিকা। প্রতিরোধী দেখ; প্রতিরোধিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রতিরোধী—১। নিরোধক; ব্যাঘাতক। প্রতি—রুধ (রোধ করা)+ণিন্ ক=প্রতিরোধিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিরোধিনী। ২। চৌর। সং; পু।

প্রতিলোম—বিলোম; প্রতিকূল, বিরুদ্ধ, বাম; ব্যতিক্রম, উল্টা। লোমের প্রতি অর্থাৎ প্রতিকূল, অব্যয়ী। বিণ; ত্রি।

প্রতিলোমজ—প্রতিলোমজাত, অধম বর্ণের ঔরসে উত্তমবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে জাত (সঙ্কীর্ণ জাতি)। প্রতিলোম—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

প্রতিবচঃ, প্রতিবচন, প্রতিবাক্য, প্রতিবাচিক—প্রতিকূলবাক্য; প্রত্যুত্তর; সমানার্থক বাক্য; প্রতিধ্বনি। অব্যয়ী। সং; ক্লী।

প্রতিবস্তূপমা—কাব্যালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। সং; স্ত্রী।

প্রতিবাত—বায়ুর প্রতিকূলে। বাতের (বায়ুর) প্রতি অর্থাৎ প্রতিকূলে, অব্যয়ী। ব্য।

প্রতিবাদ, প্রতীবাদ—প্রত্যুক্তি, কোন কিছুর বিরুদ্ধে বলা। প্রতি—বদ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে প্রতিবাদী।

প্রতিবাদিনী—বিপক্ষা; প্রত্যর্থিনী। প্রতিবাদী দেখ; প্রতিবাদিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ।

প্রতিবাদী—প্রতিপক্ষ; বিপক্ষ; প্রত্যর্থী, আসামী। প্রতি—বদ (বলা)+ণিন্ ক=প্রতিবাদিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিবাদিনী।

প্রতিবাসর—প্রতিদিন, প্রত্যহ। বাসরে বাসরে, অব্যয়ী। ব্য।

প্রতিবাসিনী—প্রতিবেশিনী, সমীপবাসিনী। প্রতি—বস (বাস করা)+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে প্রতিবাসী।

প্রতিবাসী—প্রতিবেশী, সমীপস্থ গৃহস্থ, পড়শী। প্রতি—বস (বাস করা)+ণিন্ ক=প্রতিবাসিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিবাসিনী।

প্রতিবিধান—প্রতিকার; সাজা। প্রতি—বি—ধা (ধারণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে প্রতিবিহিত।

প্রতিবিন্ধ্য—দ্রৌপদীর গর্ভজাত যুধিষ্ঠিরের পুত্র। ইনিও একজন বীর ছিলেন, এবং কুরুক্ষেত্র সমরে বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশেষে অশ্বত্থামার নৈশহত্যাকাণ্ডে ইনি সুপ্তাবস্থায় তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। সং; পু।

প্রতিবিম্ব—প্রতিচ্ছায়া, দর্পণাদিতে পতিত অনুরূপ আকৃতি; প্রতিমা। প্রতি (অনুরূপ) যে বিম্ব (আকৃতি), কর্ম্মধা বা বিম্বের প্রতি (সদৃশ), অব্যয়ী। সং; পু ও ক্লী।

প্রতিবিম্বন—প্রতিফলন, দর্পণাদি স্বচ্ছ পদার্থে অনুরূপ আকৃতি পতন। প্রতিবিম্ব শব্দ+ ণি=প্রতিবিম্বি নামধাতু, তদুত্তরে অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে প্রতিবিম্বিত।

প্রতিবিম্বিত—প্রতিফলিত, যাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে এরূপ। প্রতিবিম্ব শব্দ+ণি= প্রতিবিম্বি নামধাতু, তদুত্তরে ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতিবিম্বন।

প্রতিবিহিত—সজ্জিত; প্রতিকৃত, যাহার প্রতীকার করা হইয়াছে এরূপ। প্রতি—বি—ধা (ধারণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতিবিধান।

প্রতিবেশ, প্রতীবেশ—প্রতিবাসিগৃহ; সমীপস্থ বাসস্থান। প্রতি—বিশ (প্রবেশ করা)+ অল্ অধি। সং; পু। বিশেষণে প্রতিবেশী।

প্রতিবেশবাসী—প্রতিবাসী। প্রতিবেশ—বস+ ণিন্ ক=প্রতিবেশবাসিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

প্রতিবেশিনী—প্রতিবাসিনী। প্রতিবেশী দেখ; প্রতিবেশিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী

প্রতিবেশী—প্রতিবাসী, সমীপস্থ গৃহস্থ, পড়শী। প্রতি—বিশ (প্রবেশ করা)+ণিন্ ক= প্রতিবেশিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিবেশিনী।

প্রতিশব্দ—প্রতিধ্বনি। প্রতি (সদৃশ) যে শব্দ, কর্ম্মধা, অথবা শব্দের প্রতি অর্থাৎ সদৃশ, অব্যয়ী বা নিত্য। সং; পু।

প্রতিশয়—নির্ব্বন্ধবাস, ধন্না দেওয়া, হত্যা দেওয়া। প্রতি—শী (শয়ন করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে প্রতিশয়িত।

প্রতিশয়িত—যে হত্যা বা ধন্না দিয়াছে এরূপ। প্রতি—শী (শয়ন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিশয়িতা। বিশেষ্যে প্রতিশয়।

প্রতিশাসন—ভৃত্যাদিকে আহ্বান করিয়া কার্য্যে নিয়োগ। প্রতি—শাস (শাসন করা)+ অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রতিশীর্ষ—প্রতিনিধি, বদলী। প্রতি (সদৃশ) শীর্ষ (মস্তক), কর্ম্মধা বা নিত্য। সং; পু।

প্রতিশীর্ষক—নিষ্ক্রয়; মূল্য। প্রতিশীর্ষ শব্দ+ কণ্। সং; ক্লী।

প্রতিশ্রয়—আশ্রয়; সভা; যজ্ঞশালা; গৃহ। প্রতি—শ্রি (আশ্রয় করা)+অল্ অধি। সং; পু।

প্রতিশ্রব—অঙ্গীকার; স্বীকৃতি। প্রতি—শ্রু (শুনা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে প্রতিশ্রুত।

প্রতিশ্রুত—অঙ্গীকৃত; স্বীকৃত। প্রতি—শ্রু (শুনা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতিশ্রব, প্রতিশ্রুতি।

প্রতিশ্রুতি—অঙ্গীকার; স্বীকার। প্রতি—শ্রু (শুনা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে প্রতিশ্রুত।

প্রতিশ্রুৎ—প্রতিধ্বনি, প্রতিশব্দ। প্রতি—শ্রু (শুনা)+ক্বিপ্ র্ম। সং; স্ত্রী।

প্রতিষিদ্ধ—নিষিদ্ধ; নিবারিত। প্রতি—সিধ (সম্পন্ন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতিষেধ।

প্রতিষেদ্ধা—প্রতিষেধকর্ত্তা; নিবারক। প্রতি— সিধ+তৃন্ ক=প্রতিষেদ্ধৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

প্রতিষেধ—নিবারণ, নিষেধ; বর্জ্জন। প্রতি— সিধ (সম্পন্ন করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে প্রতিষিদ্ধ।

প্রতিষ্কশ—বার্ত্তাবহ; সহায়; অগ্রবর্ত্তী, পুরোগামী, পুরোগ। প্রতি—কশ (গমন করা) +অন্ ক। বিণ; ত্রি।

প্রতিষ্টম্ভ—প্রতিবন্ধ; বাধা; রোধ। প্রতি— স্তন্ভ (রোধ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

প্রতিষ্ঠা—১। স্থিতি; সুখ্যাতি; গৌরব; সমাপ্তি; সংস্কার; উদ্‌যাপন; পুষ্করিণ্যাদির উৎসর্গ; চতুরক্ষরা বৃত্তি। প্রতি—স্থা (থাকা) +ঙ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। স্থান; ক্ষিতি। প্রতি—স্থা+ঙ অধি। সং; স্ত্রী। বিশেষণে প্রতিষ্ঠিত।

প্রতিষ্ঠাপিত—স্থাপিত; অর্পিত; উৎসৃষ্ট। প্রতি —ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (থাকান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রতিষ্ঠাভাজন—সুখ্যাতিভাজন, প্রশংসার পাত্র। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রতিষ্ঠিত—১। স্থিত; অধিরূঢ়; বদ্ধমূল; অধিগত। প্রতি—স্থা (থাকা)+ক্ত ক। ২। স্থাপিত; বিখ্যাত; প্রতিষ্ঠাযুক্ত; গৌরবান্বিত; সম্মানিত; সমাপিত; সংস্কৃত। প্রতিষ্ঠা শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতিষ্ঠা।

প্রতিসংবিধান—প্রতিবিধান; প্রতিকার। প্রতি —সম্—বি—ধা (ধারণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রতিসংহার—প্রত্যাকর্ষণ; নিবর্ত্তন। প্রতি—সম্ —হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে প্রতিসংহৃত।

প্রতিসংহৃত—প্রত্যাকৃষ্ট; নিবর্ত্তিত; অনুরুদ্ধ।

প্রতি—সম্—হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতিসংহার।

প্রতিসংক্রম—সঞ্চার ; প্রতিচ্ছায়া। প্রতিরূপ যে সংক্রম (গমন), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

প্রতিসংখ্যান—সাংখ্যপাতঞ্জলোক্ত বুদ্ধিবিশেষ।

প্রতিসঞ্চর—প্রলয়বিশেষ। প্রতি—সম্—চর (গমন করা)+অল্ অধি। সং ; পু।

প্রতিসর—১। ব্রণশোধন, ক্ষতাদি পরিষ্কার করিয়া ভাল করা। প্রতি—সৃ (গমন করা) +অল্ ভা। ২। হারযষ্টি, মালার ছড়া ; কঙ্কণ ; সৈন্যপৃষ্ঠ ; মন্ত্রবিশেষ। প্রতি—সৃ+ অল্ র্ম। সং ; পু। ৩। ভৃত্য। বিণ ; ত্রি।

প্রতিসর্গ—মরীচিপ্রভৃতি কর্ত্তৃক সৃষ্টি। প্রতি (অনুরূপ) সর্গ (সৃষ্টি), কর্ম্মধা বা নিত্য। সং ; পু।

প্রতিসারিত—অপসারিত, দূরীকৃত ; পরিচালিত, প্রবর্ত্তিত ; সংশোধিত। প্রতি—ণিজন্ত সৃ বা সারি (গমন করান)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতিসারী—প্রতিকূলগামী। প্রতি—সৃ (গমন করা)+ণিন্ ক=প্রতিসারিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

প্রতিসীরা—যবনিকা, ব্যবধায়ক পট, পর্দ্দা। প্রতি—সি (বন্ধন করা)+রক্ র্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রতিসূর্য্যক—সূর্য্যমণ্ডল ; কৃকলাস, কাঁকলাশ। সূর্য্যের সদৃশ প্রতিসূর্য্য, অব্যয়ী, তদন্তরে কণ্। সং ; পু।

প্রতিসৃষ্ট—প্রেরিত ; প্রেষিত ; প্রত্যাখ্যাত, বিসৃষ্ট, ত্যক্ত। প্রতি—সৃজ (বিসর্জ্জন করা) +ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতিহত—নিরাশ ; আহত ; ব্যাহত ; প্রতিঘাতপ্রাপ্ত ; নিরস্ত ; প্রতিস্খলিত ; রুদ্ধ ; প্রেরিত। প্রতি—হন (বধ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতিঘাত।

প্রতিহন্তা—বিনাশক ; নিবারক। প্রতি—হন (বধ করা)+তৃন্ ক=প্রতিহন্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিহন্ত্রী।

প্রতিহর্ত্তা—বিনাশক ; নিবারক। প্রতি—হৃ (হরণ করা)+তৃন্ ক=প্রতিহর্ত্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিহর্ত্রী।

প্রতিহার, প্রতীহার—১। দ্বারপাল, দরোয়ান। প্রতি—হৃ+ঘঞ্ ক। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিহারী, প্রতীহারী। ২। মায়া, কপটতা। প্রতি—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। ৩। দ্বার। প্রতি—হৃ+ঘঞ্ অধি। সং ; পু।

প্রতিহারিণী, প্রতীহারিণী—দ্বারপালিকা। প্রতিহারী দেখ ; প্রতিহারিন্ বা প্রতীহারিন্ শব্দ +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রতিহারী, প্রতীহারী—১। দ্বারপাল, দরোয়ান। প্রতিহার বা প্রতীহার শব্দ (দ্বার)+ইন্= প্রতিহারিন্ বা প্রতীহারিন্, ১মার ১বচন সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিহারিণী, প্রতীহারিণী। ২। দ্বারপালিকা। প্রতিহার দেখ ; প্রতিহার বা প্রতীহার শব্দ (দ্বারপাল)+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রতিহার্য্য—পরিহার্য্য, ত্যাজ্য। প্রতি—হৃ (হরণ করা)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতিহাস—করবীর। সং ; পু।

প্রতিহিংসা—বৈরশুদ্ধি, বৈরনির্য্যাতন, অনিষ্টকারীর অনিষ্টসাধনপ্রবৃত্তি। প্রতি—হিন্স (বধ করা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী

প্রতীক—১। একদেশ ; অবয়ব, অঙ্গ। প্রতি—ই (গমন করা)+ঈকন্ ক। সং ; পু। ২। প্রতিকূল। বিণ ; ত্রি।

প্রতীকার—কৃত অপকারের প্রত্যপকার ; বৈরশুদ্ধি ; বৈরনির্য্যাতন ; চিকিৎসা। প্রতিকার দেখ। [দেখ।

প্রতীকাশ—উপমা। অন্যান্য বিষয়ে প্রতিকাশ

প্রতীক্ষা—অপেক্ষা ; পূজা ; প্রতিপালন। প্রতি—ঈক্ষ (দেখা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রতীক্ষ্য—অপেক্ষণীয় ; আরাধনীয়, পূজ্য। প্রতি—ঈক্ষ (দেখা)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতীঘাত—প্রতিঘাত দেখ।

প্রতীচী—পশ্চিম দিক্। প্রত্যচ্ দেখ ; প্রত্যচ্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রতীচীন, প্রতীচ্য—পশ্চিমদিগ্জাত ; পশ্চিমদেশীয়। প্রতীচী শব্দ (পশ্চিম দিক্)+ঈয়, য্য ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

প্রতীচ্ছক—গ্রাহক। প্রতি (প্রতিগত) হইয়াছে ইচ্ছা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

প্রতীত—১। প্রীত ; হৃষ্ট ; বিশ্বস্ত ; জ্ঞাত ; জ্ঞানবান্। প্রতি—ই (গমন করা)+ক্ত ক। ২। খ্যাত ; সম্মানিত ; জ্ঞাত। প্রতি—ই+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রতীতি, প্রত্যয়।

প্রতীতি—বিশ্বাস ; জ্ঞান ; প্রীতি ; খ্যাতি ; আদর ; সম্মান। প্রতি—ই (গমন করা)+ ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে প্রতীত।

প্রতীপ—১। সজল দেশ ; চন্দ্রবংশীয় কুরুরাজপুত্র ; নৃপবিশেষ, শান্তনু রাজার পিতা ; অর্থালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। প্রতি (বিরুদ্ধ, ব্যাপ্ত)—অপ্ (জল)+অ অস্ত্যর্থে। সং ; পু। ২। প্রতিকূল ; বিপরীত (Opposite)। বিণ ; ত্রি।

প্রতীপগামী—প্রতিকূলগামী, বিপরীতদিকে গমনকারী। প্রতীপ শব্দ—গম+ণিন্ ক=প্রতীপগামিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতীপগামিনী।

প্রতীপদর্শিনী—১। বিপরীতদর্শিনী। প্রতীপ শব্দ (বিপরীত)—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে প্রতীপদর্শী। ২। নারী, যোষিৎ। সং ; স্ত্রী।

প্রতীপদর্শী—বিপরীতদর্শী। প্রতীপ শব্দ (বিপরীত)—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক=প্রতীপদর্শিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতীপদর্শিনী।

প্রতীমান—প্রতিমান দেখ।

প্রতীয়মান—জায়মান, বুধ্যমান, অনুভূয়মান। প্রতি—ই (গমন করা, জানা)+শান র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রতীয়মানা।

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা—অর্থালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। প্রতীয়মানা যে উৎপ্রেক্ষা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

প্রতীর—তট, কূল। প্র (সর্ব্বতোভাবে) যে তীর (তট), নিত্য। সং ; ক্লী।

প্রতীবাদ—প্রতিবাদ দেখ।

প্রতীবেশ—প্রতিবেশ দেখ।

প্রতীষ্ট—গৃহীত ; স্বীকৃত ; অঙ্গীকৃত। প্রতি—ইষ (ইচ্ছা করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রতীহার—প্রতিহার দেখ।

প্রতীহারিণী—প্রতিহারিণী দেখ।

প্রতীহারী—প্রতিহারী দেখ।

প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রতুলচন্দ্র ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এম, এ, ও পর বৎসর বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লাহোরে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অতঃপর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাব চিফ কোর্টে অস্থায়িভাবে অন্যতম জজস্বরূপে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পদ স্থায়িভাবে প্রাপ্ত হন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী করোনেশন দরবার দিবসে ইনি সি, আই, ই, উপাধি লাভ করেন। পর বৎসর পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বিচারপতির কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি পূর্ব্বে রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছিলেন ; ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী নাইট উপাধি লাভ করিয়াছেন।

প্রতোদ—অশ্বাদি তাড়নদণ্ড, চাবুক। প্র—তুদ (পীড়া দেওয়া)+অল্ ণ। সং ; পু।

প্রতোলী—রথ্যা, বড় রাস্তা। প্র—তুল (ওজন করা) + অল্ অধি, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রত্ত—প্রদত্ত ; ত্যক্ত। প্র—দা (দেওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রত্ন—প্রাচীন, পুরাতন। প্রগে (প্রাচীন)+ত্ন। বিণ ; ত্রি। [সং ; ক্লী।

প্রত্নতত্ত্ব—পুরাতত্ত্ব, প্রাচীন ইতিহাস। কর্ম্মধা।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ—পুরাতত্ত্বজ্ঞ, পুরাণ-ইতিহাসবেত্তা

(Antiquarian)। প্রত্নতত্ত্ব—বিদ (জানা) +ক্বিপ্ ক। বিণ ; পু।

প্রত্যক্—১। পশ্চিম দিক ; পশ্চিম দেশ। ব্য। ২। পশ্চাদ্বর্ত্তী ; পশ্চিমদেশীয়। প্রতি—অন্চ (গমন করা)+ক্বিপ্ ক=প্রত্যচ্, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি।

প্রত্যক্ষ—১। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান। অক্ষির (নয়নের প্রতি অর্থাৎ অভিমুখে, অব্যয়ী। ব্য। ২ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, নয়নগোচর। প্রত্যক্ষ শব্দ+অ অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

প্রত্যক্ষকারী—যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে এরূপ, দ্রষ্টা। প্রত্যক্ষ শব্দ—কৃ (করা)+ণিন্ ক= • প্রত্যক্ষকারিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

প্রত্যক্ষগোচর—নয়নগোচর, নেত্রপথবর্ত্তী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রত্যক্ষপ্রমাণ—দৃষ্টির বিষয়ীভূত প্রমাণ, দৃষ্ট প্রমাণ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

প্রত্যক্ষসিদ্ধ—দৃষ্টিগোচরে সম্পন্ন, চক্ষুর সম্মুখে সিদ্ধ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রত্যক্ষী—প্রত্যক্ষদর্শী। প্রত্যক্ষ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=প্রত্যক্ষিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

প্রত্যক্ষীভূত—পূর্ব্বে যাহা প্রত্যক্ষ ছিল না এক্ষণে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। প্রত্যক্ষ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে=প্রত্যক্ষী—ভূ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রত্যগাত্মা—ব্রহ্ম, পরমেশ্বর। প্রত্যক্ যে আত্মা (আত্মন্), কর্ম্মধা, প্রত্যগাত্মন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

প্রত্যগ্র—১। নবীন, নূতন ; শোধিত। অগ্রের (প্রথমের) প্রতি অর্থাৎ সদৃশ, নিত্য। বিণ ; ত্রি। ২। নৃপবিশেষ, বৃহদ্রথের পুত্র। সং ; পু।

প্রত্যগ্রথ—অহিচ্ছত্র নগর। সং ; পু।

প্রত্যঙ্গ—অঙ্গের অঙ্গ ; হস্তপদাদি অবয়ব [অঙ্গ দেখ] ; উপকরণ। অঙ্গের প্রতি অর্থাৎ সদৃশ, নিত্য। সং ; ক্লী।

প্রত্যনীক—প্রতিপক্ষ, শত্রু ; বিঘ্ন ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ। প্রতি (প্রতিকূল) হইয়াছে অনীক (সৈন্য) যাহার, বহু। সং ; পু।

প্রত্যন্ত—১। প্রান্তবর্ত্তী ; সমীপবর্ত্তী, সন্নিকৃষ্ট। অন্তের (শেষের) প্রতি অর্থাৎ সন্নিহিত, নিত্য। বিণ ; ত্রি। ২। ম্লেচ্ছদেশ। সং ; পু।

প্রত্যন্তপর্ব্বত—পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ব্বত। কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রত্যভিজ্ঞা—'ইহা সেই' এবম্প্রকার জ্ঞান, স্মরণবিশেষ। প্রতি—অভি—জ্ঞা (জানা)+ঙ ভা। সং ; স্ত্রী।

প্রত্যভিযোগ—প্রত্যপরাধ ; অভিযোক্তার প্রতি অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মদোষক্ষালনপূর্ব্বক অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ (Cross Charge)। প্রতি—অভি—যুজ (যোজনা করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রত্যভিবাদন—প্রতিনমস্কার। প্রতি (পুনর্ব্বার) যে অভিবাদন, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

প্রত্যয়—নিশ্চয়জ্ঞান ; প্রতীতি ; বিশ্বাস ; হেতু ; রন্ধ্র ; (ব্যাকরণে) প্রকৃতির উত্তর যাহা হয়। প্রতি—ই (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে প্রতীত।

প্রত্যয়ভাজন—বিশ্বাসভাজন, বিশ্বস্ত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রত্যয়াতীত—অবিশ্বাস্য ; অনিশ্চিত, যাহাতে আস্থা স্থাপন করা যায় না এরূপ। ৬তৎ বিণ ; ত্রি।

প্রত্যয়িত—প্রতিগত ; আপ্ত ; বিশ্বস্ত, বিশ্বাসভাজন। প্রতি—অয় (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রত্যর্থিনী—প্রতিবাদিনী। প্রত্যর্থী দেখ ; প্রত্যর্থিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

প্রত্যর্থী—অর্থিপ্রতিপক্ষ ; প্রতিবাদী, আসামী ; বিপক্ষ, শত্রু, প্রতিকূল। প্রতি (প্রতিকূল) —অর্থ (প্রার্থনা, প্রয়োজন)+ইন্ অস্ত্যর্থে =প্রত্যর্থিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রত্যর্থিনী।

প্রত্যর্পণ—প্রতিদান, ফিরাইয়া দেওয়া। প্রতি —ণিজন্ত ঋ বা অর্পি (অর্পণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে প্রত্যর্পিত।

প্রত্যর্পিত—প্রতিদত্ত, যাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ। প্রতি—ণিজন্ত ঋ বা অর্পি (অর্পণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রত্যর্পণ।

প্রত্যবমর্ষ—অনুসন্ধান; অন্বেষণ। প্রতি—অব —মৃষ+অল্ ভা। সং ; পু।

প্রত্যবসান—ভক্ষণ, ভোজন। প্রতি—অব—সো (নাশ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে প্রত্যবসিত।

প্রত্যবসিত—ভক্ষিত, ভুক্ত। প্রতি—অব—সো (নাশ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রত্যবসান।

প্রত্যবস্থাতা—প্রতিপক্ষ ; শত্রু, অবরোধক। প্রতি—অব—স্থা (থাকা)+তৃন্ ক= প্রত্যবস্থাতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রত্যবস্থাত্রী।

প্রত্যবহার—সংহার ; প্রলয় ; নাশ। প্রতি— অব—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রত্যবায়—১। দুরদৃষ্ট ; পাপ। প্রতি—অব—ই বা অয় (গমন করা)+অল্ অপা। ২। হানি, ক্ষতি ; অনিষ্ট। প্রতি—অব—ই বা অয়+অল্ ভা। সং ; পু।

প্রত্যবেক্ষণ, প্রত্যবেক্ষা—তত্ত্বাবধান ; অনুসন্ধান ; প্রতিজাগর ; বিচার। প্রতি—অব —ঈক্ষ (দেখা)+অনট্, অ ভা, ২য় পক্ষে স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

প্রত্যবেক্ষ্য—প্রত্যবেক্ষণযোগ্য ; অনুসন্ধেয় ; বিচার্য্য। প্রতি—অব—ঈক্ষ (দেখা)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রত্যহ—প্রতিদিন, রোজ রোজ। অহনি অহনি, অব্যয়ী, বীপ্সার্থে। ব্য।

প্রত্যাখ্যাত—দূরীকৃত ; নিরাকৃত ; অস্বীকৃত ; নিরুৎসাহীকৃত। প্রতি—আ—খ্যা (বলা)+ ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রত্যাখ্যান।

প্রত্যাখ্যান—নিরাকরণ ; দূরীকরণ ; নিরসন ; অস্বীকার। প্রতি—আ—খ্যা (বলা)+ অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে প্রত্যাখ্যাত।

প্রত্যাগত—প্রত্যাবৃত্ত, প্রতিনিবৃত্ত, ফিরিয়া আসিয়াছে এরূপ। প্রতি—আ—গম (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রত্যাগমন।

প্রত্যাগমন—প্রত্যাবর্ত্তন, প্রতিনিবৃত্তি, ফিরিয়া আসা। প্রতি—আ—গম (গমন করা)+ অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে প্রত্যাগত।

প্রত্যাদিষ্ট—নিরাকৃত, প্রত্যাখ্যাত ; জ্ঞাপিত ; ত্যক্ত। প্রতি—আ—দিশ (আদেশ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রত্যাদেশ।

প্রত্যাদেশ—নিরাকরণ, প্রত্যাখ্যান ; জ্ঞাপন ; ত্যাগ। প্রতি—আ—দিশ (আদেশ)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে প্রত্যাদিষ্ট।

প্রত্যানয়ন—পুনরুদ্ধার, ফিরাইয়া আনা। প্রতি —আ—নী (লওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রত্যালীঢ়—১। আস্বাদিত, ভক্ষিত, ভুক্ত। প্রতি লিহ—(আস্বাদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। শরক্ষেপণকালে উপবেশনবিশেষ। প্রতি—আ—লিহ+ক্ত ভা। ক্লী।

প্রত্যাবর্ত্তন—প্রত্যাগমন ; পুনরাবৃত্তি। প্রতি— আ—বৃত (থাকা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে প্রত্যাবৃত্ত।

প্রত্যাবৃত্ত—পুনরাবৃত্ত ; প্রত্যাগত। প্রতি—আ —বৃত (থাকা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রত্যাবর্ত্তন।

প্রত্যাশা—আকাঙ্ক্ষা ; ভরসা ; প্রত্যয়। প্রতি (সম্যক্ বা নিশ্চিত) আশা, নিত্য। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে প্রত্যাশী।

প্রত্যাশিনী—প্রত্যাশাপন্না, আকাঙ্ক্ষিণী। প্রত্যাশা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে প্রত্যাশী।

প্রত্যাশী—প্রত্যাশাপন্ন, আকাঙ্ক্ষী। প্রত্যাশা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=প্রত্যাশিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রত্যাশিনী।

প্রত্যাশ্বাস—স্বাস্থ্য ; পুনর্জীবন ; প্রত্যাশা। প্রতি

—আ—শ্বস (শ্বাস ফেলা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রত্যাসত্তি—সামীপ্য, নৈকট্য। প্রতি—আ—সদ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

প্রত্যাসন্ন—সন্নিহিত, নিকটবর্ত্তী, সমীপস্থ। প্রতি—আ—সদ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ।

প্রত্যাহত—ব্যাহত ; সঙ্কুচিত ; কুণ্ঠিত। প্রতি—আ—হন (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ।

প্রত্যাহরণ—প্রত্যাহার ; প্রত্যাকর্ষণ, ফিরাইয়া লওয়া। প্রতি—আ—হৃ (হরণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে প্রত্যাহৃত।

প্রত্যাহার—প্রত্যাহরণ, ফিরাইয়া লওয়া ; (ব্যাকরণে) অব্, অল্ প্রভৃতি সংজ্ঞা। প্রতি—আ—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে প্রত্যাহৃত।

প্রত্যাহৃত—প্রত্যাকৃষ্ট, যাহা ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ। প্রতি—আ—হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রত্যাহরণ, প্রত্যাহার।

প্রত্যুক্ত—১। প্রতিভাষিত। প্রতি—বচ (বলা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। প্রতিবচন, উত্তর। প্রতি—বচ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

প্রত্যুক্তি—প্রত্যুত্তর ; প্রতিবচন, উত্তর, জবাব। প্রতি—বচ (বলা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে প্রত্যুক্ত।

প্রত্যুত—বৈপরীত্য ; পরবাক্য দ্বারা পূর্ব্ববাক্যের বৈপরীত্য সম্পাদন করিতে হইলে 'প্রত্যুত' ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বরং। প্রতি—উ (শব্দ করা)+ক্ত র্ম্ম। ব্য।

প্রত্যুৎক্রম, প্রত্যুৎক্রমণ, প্রত্যুৎক্রান্তি—যুদ্ধোদ্যোগ ; প্রধান প্রয়োজনের অনুকূল অপ্রধান কার্য্যের অনুষ্ঠান। প্রতি—উৎ—ক্রম (গমন করা)+যথাক্রমে অল্, অনট্, ক্তি ভা। সং ; যথাক্রমে পু, ক্লী ও স্ত্রী।

প্রত্যুত্তর—প্রত্যুক্তি ; উত্তরের উত্তর। প্রতি (পুনর্ব্বার) উত্তর, নিত্য। সং ; ক্লী।

প্রত্যুত্থান—সমাগত ব্যক্তির সম্মানার্থ উত্থান, মান্য ব্যক্তি আসিলে তাঁহার সম্মানার্থ উঠিয়া দাঁড়ান ; অভ্যুত্থান। প্রতি—উৎ—স্থা (থাকা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রত্যুৎপন্ন—উৎপত্তিবিশিষ্ট ; পুনরুৎপন্ন ; সত্বরজাত। প্রতি—উৎ—পদ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রত্যুৎপন্নমতি—১। ঝটিতি উপস্থিত বুদ্ধি (Presence of mind)। প্রত্যুৎপন্না যে মতি, কর্ম্মধা ; সং ; স্ত্রী। ২। প্রতিভান্বিত, তীক্ষ্ণধী, কুশাগ্রবুদ্ধি ; তৎকালধী ; উপস্থিতবুদ্ধি, যাহার ঝটিতি বুদ্ধি উপস্থিত হয় এরূপ। প্রত্যুৎপন্না হইয়াছে মতি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—কার্য্যকালে আবশ্যকমত ঝটিতি বুদ্ধি যোগান। প্রত্যুৎপন্নমতি দেখ ; প্রত্যুৎপন্নমতি+ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী।

প্রত্যুদাহরণ—উদাহরণের বিপরীত দৃষ্টান্ত। প্রতি—উৎ—আ—হৃ (হরণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রত্যুদ্গত, প্রত্যুদ্যাত—যাহাকে প্রত্যুদ্গমন করা হইয়াছে এরূপ। প্রতি—উৎ—যথাক্রমে গম বা যা (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রত্যুদ্গমন।

প্রত্যুদ্গমন—আগতের সম্মানার্থ তদভিপ্রায়ে অগ্রে গমন, মান্য ব্যক্তি আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইয়া যাওয়া। প্রতি—উৎ—গম (গমন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে প্রত্যুদ্গত।

প্রত্যুদ্গমনীয়—১। সমুপস্থানযোগ্য ; প্রত্যুদ্গমনের উপযুক্ত। প্রতি—উৎ—গম (যাওয়া)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। ধৌতবস্ত্রযুগল, জোড়, ধুতি ও উড়ানি। সং ; ক্লী।

প্রত্যুপকার—উপকারের প্রতিদান, সময়মত উপকারীর হিতসাধন। প্রতি—উপ—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে প্রত্যুপকারী।

প্রত্যুপকারিণী—প্রত্যুপকারী দেখ।

প্রত্যুপকারী—উপকারীর উপকর্ত্তা অর্থাৎ হিতসাধক। প্রতি—উপ—কৃ (করা)+ণিন্ ক=প্রত্যুপকারিন্ ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রত্যুপকারিণী।

প্রত্যুপদেশ—উপদেশানুসারে শিক্ষাদান। প্রতি—উপ—দিশ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রত্যুপহার—উপঢৌকন ; অনুরূপ উপহার প্রতি—উপ—হৃ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু বিশেষণে প্রত্যুপহৃত।

প্রত্যুপ্ত—উপ্ত, যাহা বোনা হইয়াছে এরূপ প্রোত ; খচিত। প্রতি—বপ (বপন করা বয়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রত্যুষ, প্রত্যূষ—প্রভাত, ভোরবেলা। প্রতি—যথাক্রমে উষ (বধ করা) বা উষ (রুগ্ন করা)+ক ক। সং ; পু।

প্রত্যুষঃ, প্রত্যূষঃ—প্রত্যুষ, প্রভাত। প্রতি—যথাক্রমে উষ (বধ করা) বা উষ (রুগ্ন করা)+অস্ ক। সং ; ক্লী। [পু।

প্রত্যূহ—বাধা, বিঘ্ন। প্রতি—উহ+ক র্ম্ম। সং ;

প্রত্যেক—১। একে একে। বীপ্সার্থে অব্যয়ী। ব্য। ২। এক এক। বিণ ; ত্রি।

প্রথন—প্রকাশকরণ, ব্যক্ত করা। প্রথ (খ্যাত হওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে প্রথিত।

প্রথম—আদ্য, আদিম ; মুখ্য, প্রধান ; অগ্রিম। প্রথ (খ্যাত হওয়া)+অম ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমা।

প্রথমজ—অগ্রজাত ; অগ্রজ, জ্যেষ্ঠ। প্রথম শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমজা। [স্থানে। ব্য।

প্রথমতঃ—প্রথমে, অগ্রে। প্রথম শব্দ+তস্ ৭মী

প্রথমাশ্রম—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। প্রথম যে আশ্রম, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

প্রথা—রীতি, ধারা ; প্রসিদ্ধি, খ্যাতি ; বিস্তার। প্রথ (খ্যাত হওয়া)+ঙ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রথানুসারে—রীতি অনুযায়ী, পদ্ধতিক্রমে। বহু। ক্রি-বিণ।

প্রথামত—প্রথা অনুযায়ী, পদ্ধতিমত। প্রথার মত (তুল্য), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রথিত—খ্যাত, প্রসিদ্ধ ; বিস্তৃত। প্রথ (খ্যাত হওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রথন।

প্রথিতনামা—(প্রথিতনামন্)। খ্যাতনামা, প্রসিদ্ধ নামবিশিষ্ট. নামজাদা। বহু। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রথিতনাম্নী।

প্রথিতযশাঃ—(প্রথিতযশস্)। খ্যাত, কীর্ত্তিবিশিষ্ট, যাহার যশঃ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। বহু। বিণ ; পু।

প্রথিমা—বিস্তার ; স্থূলতা। পৃথু (স্থূল)+ইমন্ ভাবে=প্রথিমন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

প্রথিষ্ঠ—অতিশয় বৃহৎ ; অতিশয় স্থূল। পৃথু শব্দ (বৃহৎ, স্থূল)+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ ; ত্রি।

প্রথীয়সী—প্রথীয়ান্ দেখ। প্রথীয়স্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

প্রথীয়ান্—অতি বৃহৎ ; অতিশয় স্থূল। পৃথু শব্দ (বৃহৎ, স্থূল)+ঈয়সু অতিশয়ার্থে=প্রথীয়স্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রথীয়সী

প্রদ—প্রদাতা ; দায়ক, দানকারী। প্র—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রদা।

প্রদক্ষিণ—দক্ষিণদিক্ হইতে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ। দক্ষিণাকে প্র অর্থাৎ দক্ষিণ দিককে অবলম্বন করিয়া, অব্যয়ী। ব্য।

প্রদত্ত—সমর্পিত, যাহা দেওয়া হইয়াছে এরূপ। প্র—দা (দেওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রদত্তা, বিশেষ্যে প্রদান।

প্রদর—১। স্ত্রীলোকের রোগবিশেষ, ঋতুকালে অধিক শোণিতাদির স্রাব। প্র—দৃ (বিদারণ করা)+অল্ ক। ২। বিদারণ। প্র—দৃ+অল্ ভা। সং ; পু ;

প্রদর্শক—প্রদর্শনকারী, দেখায় যে এরূপ। প্র—ণিজন্ত দৃশ বা দর্শি (দেখান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রদর্শিকা।

প্রদর্শন, প্রদর্শনী—দেখান ; উল্লেখ। প্র—ণিজন্ত দৃশ বা দর্শি (দেখান)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে প্রদর্শিত, প্রদর্শক।

প্রদর্শিত—দর্শিত, যাহা দেখান হইয়াছে এরূপ ;

উল্লিখিত। প্র—ণিজন্ত দৃশ বা দর্শি (দেখান) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রদর্শন, প্রদর্শনী।

প্রদাতা—প্রদানকারী, দায়ক। প্র—দা (দেওয়া) +তৃন্ ক=প্রদাতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রদাত্রী।

প্রদান—দান, অর্পণ। প্র—দা (দেওয়া)+ অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে প্রদত্ত।

প্রদায়ক—প্রদাতা, প্রদানকারী। প্র—দা (দেওয়া)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রদায়িকা।

প্রদায়িনী—দাত্রী, দানকর্ত্রী। প্রদায়ী দেখ; প্রদায়িন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রদায়ী—দায়ক, দানকারী। প্র—দা (দেওয়া) +ণিন্ ক=প্রদায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রদায়িনী।

প্রদিগ্ধ—লিপ্ত, মাখান। প্র—দিহ (লেপন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রদিষ্ট—নির্দ্দিষ্ট; উপদিষ্ট; প্রদত্ত। প্র—দিশ (আদেশ করা বা দান করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ।

প্রদীপ—দীপ; আলোক। প্র—দীপ (দীপ্ত করা)+ক ক। সং; পু।

প্রদীপন—১। উদ্দীপন; প্রকাশন; উজ্জ্বলকরণ। প্র—দীপ (দীপ্ত করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। উদ্দীপক। প্র—দীপ+অন ক। বিণ; ত্রি।

প্রদীপালোক—দীপের আলো। ৬তৎ। সং; পু।

প্রদীপ্ত—সমুজ্জ্বল; প্রকাশিত। প্র—দীপ (দীপ্ত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রদীপন। [র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রদেয়—প্রদানার্হ, দানযোগ্য। প্র—দা+য

প্রদেশ—একদেশ; স্থান; বিভাগ; ভিত্তি; প্রাদেশ; অবকাশ; আস্থা। প্রাদি। পু।

প্রদেশন—আজ্ঞা, আদেশ; দান; উপঢৌকন; উপায়। প্র—দিশ (অনুমতি করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রদেশনী, প্রদেশিনী—তর্জ্জনী অঙ্গুলি। সং; স্ত্রী।

প্রদোষ—১। রজনীমুখ, সায়ংকাল; রাত্রারম্ভের প্রথম চারিদণ্ড কাল। দোষার (রাত্রির) প্র অর্থাৎ আরম্ভ, নিত্য। সং; পু। ২। প্রকৃষ্ট দোষযুক্ত। প্র (প্রকৃষ্ট) হইয়াছে দোষ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

প্রদোষকাল—সায়ংকাল, প্রদোষসময়। প্রদোষই কাল, কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রদোষতমঃ—প্রদোষকালীন অন্ধকার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রদোষাকাশ—প্রদোষকালীন আকাশ। ৬তৎ। সং; পু।

প্রদ্যুম্ন—১। শালগ্রামবিশেষ [শালগ্রাম দেখ]। ২। রুক্মিণীর গর্ভজাত কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জন্মান্তরে ইনি কামদেব ছিলেন, শিবের তপোভঙ্গ করিতে যাইয়া হরকোপানলে ভস্মীভূত হন। সুতরাং অনেকে ইঁহাকেই কন্দর্প বলিয়া থাকেন। ইঁহার জন্মের ষষ্ঠ দিবসে শম্বর নামক অসুর ইঁহাকে হরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। একটি মৎস্য ইঁহাকে গ্রাস করিয়া ধীবর কর্ত্তৃক ধৃত হয়। মৎস্য দৈত্যগৃহে নীত হইলে, মায়াবতী মৎস্যের উদরে ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া সযত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন। প্রদ্যুম্ন তাঁহার নিকট আসুরিক মায়ায় শিক্ষিত হইলেন। অতঃপর ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে মায়াবতীর নিকট আত্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইনি যুদ্ধে শম্বর দৈত্যের প্রাণবধ করিয়া মায়াবতীসহ দ্বারকায় জনকজননীর নিকট উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ ইঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া মায়াবতীর সহিত ইঁহার বিবাহ দিলেন। পরে, ইঁহার মাতুল রুক্মীর কন্যার স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইলে, বৈদর্ভী ইঁহাকে বরমাল্য প্রদান করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার বিখ্যাত পুত্র অনিরুদ্ধের জন্ম হয়। প্রদ্যুম্ন মহাবীর ছিলেন, এবং পিতার সহিত অনেক যুদ্ধে যাইয়া অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। আত্মবিচ্ছেদে যদুকুল নির্ম্মূল হইবার সময়ে ইনি নিধন প্রাপ্ত হন। প্র (প্রকৃষ্ট) হইয়াছে দ্যুম্ন (সামর্থ্য) যাহার, বহু। সং; পু।

প্রদ্যোত—১। দীপ্তি; কিরণ। প্র—দ্যুত (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ ভা। ২। জনৈক নৃপ। প্র (প্রকৃষ্ট) হইয়াছে দ্যোত যাহার, বহু। সং; পু।

প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর—(মহারাজ স্যার্)। জন্ম কলিকাতা, পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটী, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ, ১৭ই সেপ্টেম্বর। ইনি রাজা স্যার্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুত্র এবং তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ স্যার্ যতীন্দ্রমোহনের দত্তক পুত্র ও বিষয়াধিকারী। মহারাজ উপাধি বংশগত বলিয়া যতীন্দ্রমোহনের দেহত্যাগ হইলেই (জানুয়ারী ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ) প্রদ্যোতকুমার এই উপাধির অধিকারী হইয়াছেন। সম্রাট্ এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে প্রদ্যোতকুমার কলিকাতাবাসিগণের প্রতিনিধিস্বরূপে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও নিমন্ত্রিত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সেখানে সম্রাট্-সদনে ও অন্যান্য স্থানে প্রভূত সম্মান লাভ করেন। ইটালীতে ভ্রমণ উপলক্ষে পোপের সহিত সাক্ষাৎরূপ সম্মানও ইনি লাভ করিয়াছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে ইংলণ্ডের যুবরাজ কলিকাতায় আগমন করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারী কলিকাতার গড়ের মাঠে যুবরাজকে অতিসমারোহে অভ্যর্থনা করা হয়। এই বিরাট অভ্যর্থনা-সভায় প্রদ্যোতকুমার সেক্রেটারীর কার্য্য করেন। কলিকাতা ত্যাগ সময়ে যুবরাজ ইঁহাকে 'নাইট' উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়া যান। মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের দেহত্যাগের পর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বিষয়সম্পত্তি প্রিভি কাউন্সিলের বিচার অনুসারে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতিনিধিগণের অধিকারে আসে। মহারাজ প্রদ্যোতকুমার কালবিলম্ব না করিয়া সেই সম্পত্তি উঁহাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লওয়ায় ইঁহার বৈষয়িক জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইনি কয়েক বৎসর যাবৎ ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের অবৈতনিক সম্পাদকের কার্য্য যোগ্যতার সহিত করিয়া আসিতেছেন। ইনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল হল, ও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের অন্যতম ট্রষ্টী এবং অন্যান্য অনেক সাধারণ কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। সঙ্গীত ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পেও ইনি যত্ন করিয়া থাকেন। ১৯০৮ খ্রীঃ শেষার্দ্ধ হইতে ১৯০৯ খ্রীঃ শেষ পর্য্যন্ত ইনি কলিকাতার সেরিফ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১০ খ্রীঃ ইনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য রূপে মনোনীত হন। ইনি "ইম্পিরিয়েল লীগ" নামক সভার অবৈতনিক সম্পাদক। ভারতসম্রাট্ ও সম্রাট্‌পত্নীর কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়, ইনি তাহার অন্যতম সেক্রেটারী এবং

প্রদ্যোতিত—প্রদীপ্ত, প্রকাশিত। প্র—দ্যুত (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রদ্রব, প্রদ্রাব—প্রস্থান; পলায়ন; ধাবন; প্রকৃষ্ট গতি। প্র—দ্রু (বেগে চলা)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে প্রদ্রুত।

প্রদ্রুত—প্রস্থিত; পলায়িত; ধাবিত। প্র—দ্রু (বেগে চলা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রদ্রব, প্রদ্রাব।

প্রধন—যুদ্ধ; নিধন; মারণ। সং; ক্লী।

প্রধান—১। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি; পরমাত্মা; পরমেশ্বর; অমাত্য। প্র—ধা+অন ক। সং; ক্লী। ২। শ্রেষ্ঠ। বিণ; ত্রি।

প্রধানতম—শ্রেষ্ঠতম, অতিশয় প্রধান। প্রধান শব্দ+তম আতিশয্যার্থে। বিণ; ত্রি।

প্রধানতা—প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠতা। প্রধান শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

প্রধি—নেমি; চক্রপ্রান্ত। প্র—ধা (ধারণ করা)+কি অধি। সং; পু।

প্রধী—১। উৎকৃষ্টা বুদ্ধি। প্র (প্রকৃষ্টা) যে ধী

(বুদ্ধি) কর্ম্মধা, সং ; স্ত্রী। ২। প্রকৃষ্ট বুদ্ধিশালী। প্র (প্রকৃষ্টা) হইয়াছে ধী (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

প্রধূপিত—প্রদীপ্ত ; সন্তাপিত। প্র—ধূপ (কম্পিত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রধূমিত—ধূমযুক্ত ; জ্বলনোন্মুখ। প্রধূম শব্দ +ইত অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

প্রধৃষ্য—সম্যক্ ধর্ষণীয়। প্র—ধৃষ+ক্যপ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অপ্রধৃষ্য।

প্রধ্মাত—বায়ু পূরণ দ্বারা ধ্বনিত ; শব্দিত ; প্রপূরিত ; সন্ধুক্ষিত। প্র—ধ্মা (শব্দ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রনষ্ট—পলায়িত ; মৃত। প্র—নশ (নষ্ট হওয়া) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রপঞ্চ—১। সমূহ ; মায়া ; সংসার। প্র—পন্চ (বিস্তৃত হওয়া)+অল্ র্ম্ম। ২। বিস্তার ; বৈপরীত্য ; বঞ্চনা। প্র—পন্চ +অল্ ভা। সং ; পু।

প্রপঞ্চময়—মায়াময় ; প্রতারণাপূর্ণ। প্রপঞ্চ শব্দ+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

প্রপঞ্চিত—বিস্তৃত ; ভ্রান্তিযুক্ত। প্র—পন্চ+ ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রপতন—মৃত্যু ; বিনাশ। প্র—পত+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রপদ—পাদাগ্র ; চরণপ্রান্ত। পদের প্র অর্থাৎ অগ্রবর্ত্তী অংশ, নিত্য। সং ; ক্লী। [ত্রি।

প্রপদীন—পাদাগ্রসম্বন্ধীয়। প্রপদ+ঈন। বিণ ;

প্রপন্ন—প্রাপ্ত ; শরণাগত ; আশ্রিত। প্র—পদ (গমন করা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ, ত্রি।

প্রপা, প্রপান—পানীয়শালা, জলচ্ছত্র। প্র— পা (পান করা)+ড অপা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, পক্ষান্তরে অনট্ অপা। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

প্রপাঠক—বেদাংশবিশেষ। সং ; ক্লী।

প্রপাত—১। জলাদির পতন। ২। নির্ঝরপতনস্থান ; পর্ব্বতাদির অত্যুচ্চ স্থানবিশেষ, ভৃগু। সং ; পু।

প্রপান—প্রপা দেখ।

প্রপিতামহ—ব্রহ্মা ; পিতামহের পিতা, পিতার পিতামহ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রপিতামহী।

প্রপিতামহী—প্রপিতামহপত্নী ; প্রপিতামহের মাতা, পিতার পিতামহী। প্রপিতামহ শব্দ +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রপূরিত—যাহা পরিপূর্ণ করা হইয়াছে এরূপ। প্র—পূর (পূর্ণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রপৌত্র—পৌত্রের পুত্র, পুত্রের পৌত্র। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রপৌত্রী।

প্রপৌত্রী—পৌত্রের পুত্রী অর্থাৎ কন্যা। প্রপৌত্র শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রফুল্ল—প্রস্ফুটিত ; বিকাশযুক্ত ; উৎফুল্ল ; বিকচ ; স্মিত ; বিকসিত ; প্রসন্ন ; সহাস্য। প্র—ফুল্ল (বিকসিত হওয়া)+ক্ত ক নিপাতনে। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রফুল্লতা।

প্রফুল্লকর—আনন্দদায়ক, প্রীতিকর, তৃপ্তিজনক। প্রফুল্ল শব্দ—কৃ+অল্ ক। বিণ ; ত্রি।

প্রফুল্লচিত্ত—হৃষ্টমনাঃ, উৎফুল্ল-হৃদয়। প্রফুল্ল হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রফুল্লচিত্তা। [ক্রি-বিণ।

প্রফুল্লচিত্তে—হৃষ্টমনে, আনন্দিতহৃদয়ে। বহু।

প্রফুল্লতা—বিকাশ ; প্রসন্নতা ; হৃষ্টতা। প্রফুল্ল শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী। [বিণ ; পু

প্রফুল্লমনাঃ—(প্রফুল্লমনস্)। হৃষ্টচিত্ত। বহু

প্রফুল্লহৃদয়—প্রফুল্লচিত্ত। বহু। বিণ ; ত্রি।

প্রফুল্লান্তঃকরণ—হৃষ্ট চিত্ত, উৎফুল্ল মনঃ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

প্রফুল্লিত—আনন্দিত, যাহাকে প্রফুল্ল করা হইয়াছে। প্র—ণিজন্ত ফুল্ল+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রবন্ধ—১। সংগ্রহ ; রচনা, সন্দর্ভ ; কাব্যাদি গ্রথন। প্র—বন্ধ (বন্ধন করা)+অল্ র্ম্ম। ২। অবিচ্ছেদ ; প্রকৃষ্ট বন্ধন ; পূর্ব্বাপর সঙ্গতি। প্র—বন্ধ+অল্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রবন্ধকার—প্রবন্ধলেখক, কাব্যাদি প্রণেতা। প্রবন্ধ—কৃ (করা)+ষণ কঁ। বিণ ; ত্রি।

প্রবন্ধা—সংগ্রাহক ; প্রবন্ধলেখক, রচয়িতা। প্র—বন্ধ (বন্ধন করা)+তৃন্ ক—প্রবন্ধৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রবন্ধ্রী

প্রবল—প্রকৃষ্ট বলযুক্ত ; অতিশয় বলবান্। প্র (প্রকৃষ্ট) হইয়াছে বল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রবলা। বিশেষ্যে প্রবলতা, প্রাবল্য। [সং ; স্ত্রী।

প্রবলতা—বলবত্তা। প্রবল+তা ভাবে।

প্রবলপরাক্রান্ত—সাতিশয় পরাক্রমবিশিষ্ট, প্রবল বিক্রমশালী। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

প্রবলপ্রতাপ—প্রবল প্রভাব, সাতিশয় বলবৎ প্রভুত্ব। কর্ম্মধা। সং : পু।

প্রবলপ্রতাপান্বিত—প্রবল প্রতাপযুক্ত। কর্ম্মধা ও ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রবলভাবে—প্রবলরূপে, সাতিশয় বলের সহিত। প্রবল হইয়াছে ভাব যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

প্রবলবিক্রম—প্রবল পরাক্রম, অপ্রধৃষ্য বীরত্ব। কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রবলা—বলবতী। প্রবল দেখ ; প্রবল শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

প্রবলানুরাগ—প্রবল ভালবাসা, সাতিশয় আসক্তি। কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রবাল—কিসলয়, নবপল্লব ; অঙ্কুর, আঁকুর ; রক্তবর্ণ বর্ত্তুলাকার রত্নবিশেষ, বিদ্রুম, পলা। প্র—বল (বলবান্ হওয়া)+ণ ক। সং ; পু।

প্রবালকীট—সমুদ্রসম্ভূত রক্তবর্ণ কীটবিশেষ। পু।

প্রবাহ—কফুরের নিম্নভাগ। সং ; পু।

প্রবুদ্ধ—পণ্ডিত, জ্ঞানী ; জাগরিত ; প্রফুল্ল ; বিকসিত। প্র—বুধ (বোধ করা)+ক্তক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রবুদ্ধা। বিশেষ্যে প্রবোধ।

প্রবোধ—জ্ঞান ; বিকাশ ; জাগরণ ; সান্ত্বনা। প্র—বুধ (বোধ করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে প্রবুদ্ধ।

প্রবোধন—বুঝান ; জ্ঞাপন ; জাগরিতকরণ ; সান্ত্বনা ; উত্তেজন। প্র—ণিজন্ত বুধ বা বোধি (বোধ করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে প্রবোধিত।

প্রবোধনী, প্রবোধিনী—কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী ; উত্থান একাদশী। প্র—ণিজন্ত বুধ বা বোধি (বোধ করান)+অনট্ অধি, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রবোধিত—জ্ঞাপিত ; জাগরিত ; সান্ত্বনিত ; উত্তেজিত ; বিকাসিত। প্র—ণিজন্ত বুধ বা বোধি (বোধ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রবোধন।

প্রভঞ্জন—বায়ু, বাতাস। প্র—ভন্জ (ভঙ্গ করা) +অন ক। সং : পু।

প্রভব—১। উৎপত্তি, উদ্ভব ; প্রভাব। প্র—ভূ (হওয়া)+অল্ ভা। ২। কারণ ; উৎপত্তিস্থান ; প্রকাশস্থান। প্র—ভূ+অল্ অপা। সং ; পু। ৩। উৎপাদক। বিণ ; ত্রি। ৪। অষ্টবসুর অন্তর্গত বসুবিশেষ। সং ; পু।

প্রভবতী—প্রভবান্ দেখ।

প্রভবান্—শক্ত, সমর্থ, প্রভু। প্র—ভূ (হওয়া) +শতৃ ক—প্রভবৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রভবতী।

প্রভবিষ্ণু—১। বটুক ভৈরবের অষ্টোত্তরশত নামের মধ্যে এক নাম। সং ; পু। ২। প্রভাবশীল, প্রভু। প্র—ভূ (হওয়া)+ইষ্ণু ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রভবিষ্ণুতা।

প্রভবিষ্ণুতা—প্রভুতা ; সামর্থ্য। প্রভবিষ্ণু শব্দ+ তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

প্রভা—দ্যুতি, দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য ; কিরণ ; প্রকাশ। প্র—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ড ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রভাকর—১। সূর্য্য ; চন্দ্র ; অগ্নি ; সমুদ্র। প্রভার কর (কারক), ৬তৎ ; অথবা প্রভা শব্দ—কৃ (করা)+ট ক। ২। মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতবিশেষ। সং ; পু।

প্রভাকীট—খদ্যোত, জোনাকী পোকা। প্রভাবিশিষ্ট যে কীট, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।

প্রভাত—প্রত্যূষ, প্রাতঃকাল। প্র—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

প্রভাততপন—প্রাতঃকালীন সূর্য্য। প্রভাতের তপন, ৬তৎ, বা প্রভাত কালীন তপন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রভাতরাগ—প্রভাতকালীন রক্তিমা, প্রাতঃকালের জ্যোতিঃ। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রভাতবায়ু—প্রাতঃকালের বায়ু, সকালের বাতাস। ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা সং ; পু।

প্রভাতসমীর, প্রভাতসমীরণ—প্রাতঃকালের বায়ু। ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রভাতানিল—প্রভাতবায়ু। ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রভাপ্রভু—অংশুমালী, সূর্য্য। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রভাময়—প্রভাবিশিষ্ট, দীপ্তিপূর্ণ, জ্যোতির্ম্ময়। প্রভা শব্দ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রভাময়ী।

প্রভাব—১। ধন ও রণজনিত শক্তি ; তেজঃ ; প্রভুশক্তি। প্র–ভূ (হওয়া)+ঘঞ্, ণ। ২। মহিমা ; সামর্থ্য ; উদ্ভব, উৎপত্তি। প্র–ভূ +ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রভাবতী—১। দীপ্তিশালিনী, ভাস্বরা। প্রভা+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে প্রভাবান্। ২। বজ্র নামক অসুরের কন্যা ; সখীর নিকট কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের রূপগুণের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুরাগিণী হন। পরে প্রদ্যুম্ন দৈবক্রমে বজ্রপুরে উপস্থিত হইলে, উভয়ে গান্ধর্ব্বমতে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর ইনি গর্ভধারণ-পূর্ব্বক পুত্র প্রসব করিলে, অসুরগণ সমস্ত জানিতে পারিয়া প্রদ্যুম্নের জীবননাশের জন্য চেষ্টিত হয়। তখন প্রদ্যুম্ন পত্নীর অনুমতি-ক্রমে অসুরদিগকে সবংশে নিহত করেন। অবশেষে ইহাঁর পুত্রই বজ্রপুরের রাজা হন। সং ; স্ত্রী।

প্রভাবান্—দীপ্তিশালী, ভাস্বর। প্রভা+বতু অস্ত্যর্থে=প্রভাবৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রভাবতী।

প্রভাষ—প্রকৃষ্টরূপে কথন। প্র–ভাষ (বলা) +অল্ ভা। সং ; পু।

প্রভাস—বসুবিশেষ ; দেশবিশেষ ; সোমতীর্থ, [মহাভারতে লিখিত আছে যে, চন্দ্র শ্বশুর দক্ষের শাপে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া বহুদিন পরে এই তীর্থে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হইয়া-ছিলেন, এবং তিনি প্রতি অমাবস্যায় এই তীর্থে স্নান করিয়া পরিবর্দ্ধিত হন ; চন্দ্রকে প্রভাসিত করায় ইহার নাম প্রভাস হইয়াছে]। প্র–ভাস (দীপ্তি পাওয়া)+ অল্ ক। সং ; পু।

প্রভিন্ন—প্রস্ফুটিত, বিকশিত ; প্রকাশিত ; ভিন্ন। প্র–ভিদ (ভেদ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রভেদ।

প্রভু—১। বিষ্ণু ; স্বামী ; রাজা। প্র–ভূ (হওয়া)+ডু ক। সং ; পু। ২। শ্রেষ্ঠ ; নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রভুতা, প্রভুত্ব।

প্রভুতা, প্রভুত্ব—স্বামিত্ব ; আধিপত্য ; প্রভাব ; সামর্থ্য ; প্রাধান্য। প্রভু শব্দ+তা, ত্ব ভাবে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

প্রভুপত্নী—প্রভুভার্য্যা, মনিবের স্ত্রী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [ত্রি।

প্রভুভক্ত—প্রভুর প্রতি অনুরক্ত। ৬তৎ। বিণ ;

প্রভুভক্তি—প্রভুর প্রতি অনুরাগ। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

প্রভুশক্তি—প্রভাব, সামর্থ্য, প্রতাপ। ৬তৎ।

প্রভুহত্যা—স্বামিহনন, প্রভুকে বধ করা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

প্রভুহন্তা—স্বামিঘাতক, প্রভুবধকারী। ৬তৎ। বিণ ; পু (প্রভুহন্তৃ শব্দ)। স্ত্রীলিঙ্গে প্রভুহন্ত্রী।

প্রভূত—উন্নত ; উৎপন্ন ; প্রচুর ; বহুল। প্র–ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রভব।

প্রভৃতি—১। অবধি। প্র–ভৃ+ক্তি ভা। ব্য। ২। (শব্দের পরে থাকিলে) তদাদি, ইত্যাদি। বিণ ; ত্রি।

প্রভেদ—ভিন্নতা, বিশেষ, বৈলক্ষণ্য ; প্রকার ; স্ফুটন। প্র–ভিদ (ভেদ করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে প্রভিন্ন।

প্রভেদক—ভেদকারক, ভিন্নতাসাধক। প্র–ভিদ (ভেদ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রভেদিকা।

প্রভেদনী—১। ভেদকারিণী। প্র–ভিদ (ভেদ করা)+অন ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বেধনাস্ত্র। সং ; স্ত্রী।

প্রভেদিকা—১। ভেদকারিণী। প্র–ভিদ (ভেদ করা)+ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বেধনাস্ত্র। সং ; স্ত্রী।

প্রভ্রংশ—নাশ, পতন। প্র–ভ্রন্‌শ (অধঃপতিত হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে প্রভ্রষ্ট।

প্রভ্রষ্ট—নষ্ট ; পতিত। প্র–ভ্রন্‌শ (অধঃপতিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রভ্রংশ। [ক্লী।

প্রভ্রষ্টক—চূড়াতে লম্বিত মাল্য। প্রভ্রষ্ট শব্দ+ কণ্। সং ;

প্রমত্ত—প্রমাদী, প্রমাদযুক্ত, অনবধানযুক্ত ; অন-বহিত ; অতিমত্ত ; অত্যাসক্ত। প্র–মদ (মত্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রমাদ।

প্রমত্ততা, প্রমত্তত্ব—প্রমত্ত দেখ। প্রমত্ত শব্দ+ তা, ত্ব ভাবে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

প্রমথ—১। শিবপারিষদ, শিবের অনুচর [ইহারা নানারূপধারী ও নৃত্যগীতাদিতে সুপটু]। প্র–মথ (বিলোড়ন করা)+ অল্ ক। ২। প্রমথন ; বিলোড়ন। প্র–মথ +অল্ ভা। সং ; পু।

প্রমথন—বধ ; বিলোড়ন ; মর্দ্দন ; পরিভব ; উন্মূলন ; ত্যাগ। প্র–মথ (বিলোড়ন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রমথা—হরিতকী। প্র–মথ (বিলোড়ন করা) +অল্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রমথাধিপ—মহাদেব। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রমদ—১। আনন্দ, হর্ষ। প্র–মদ (মত্ত হওয়া) +অল্ ভা। সং ; পু। ২। মত্ত ; প্রমত্ত ; উন্মত্ত। প্র–মদ+অল্ ক। বিণ ; ত্রি।

প্রমদকানন, প্রমদবন—প্রমদাবন ; আনন্দ-কানন, রাজকীয় অন্তঃপুরোদ্যান। প্রমদের (আনন্দের) নিমিত্ত কানন বা বন, ৪তৎ। সং ; ক্লী।

প্রমদা—উত্তমা যোষিৎ, মনোহারিণী রমণী। প্র –ণিজন্ত মদ (মত্ত করা)+অল্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—হুগলী জেলান্তর্গত উত্তরপাড়ায় ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই এপ্রেল ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা প্রেসি-ডেন্সী কলেজে শিক্ষা সম্পন্ন করিয়া ইনি এলাহাবাদের হাইকোর্টে ওকালতি করিতে যান, পরে উত্তর পশ্চিম গবর্ণমেণ্টের অধীনে বিচারবিভাগে প্রবেশ করিয়া এলাহাবাদের ছোট আদালতের অন্যতম জজের পদে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নিযুক্ত হন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি লক্ষ্ণৌএর অতিরিক্ত জজের পদ পান এবং ঐ বৎসরের শেষভাগ হইতে এলাহা-বাদ হাইকোর্টের অন্যতম জজের পদে অধিষ্ঠিত হন।

প্রমদ্বর—প্রমাদী, প্রমাদবিশিষ্ট। প্র–মদ (মত্ত হওয়া)+বর ক। বিণ ; ত্রি।

প্রমদ্বরা—রুরু মুনির ভার্য্যা। গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বা-বসুর ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। স্থূলকেশ নামক মুনি ইহাঁকে লালন-পালন করেন। উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ঋষিতনয় রুরুর সহিত ইহাঁর বিবা-হের কথাবার্ত্তা স্থির হয়। একদা ইনি সখীগণ সহ ক্রীড়া করিতে করিতে সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভাবিপত্নীর বিয়োগে নিতান্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়া রুরু বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে দেবদূতের উপদেশক্রমে তিনি মৃতাকে স্বীয় আয়ুষ্কালের অর্দ্ধাংশ প্রদান করায় ইনি পুনর্জীবন লাভ করেন। অনন্তর স্থূলকেশ উভয়ের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

প্রমণাঃ, প্রমনাঃ—হর্ষযুক্ত, হৃষ্টচিত্ত। প্র (প্রকৃষ্ট অর্থাৎ হৃষ্ট) হইয়াছে মনঃ (মনস্) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে প্রমণস্ বা প্রমনস্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

প্রমা—প্রমিতি, নিশ্চয়বোধ। প্র–মা (পরি-মাণ করা)+ঙ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। স্ত্রী।

প্রমাণ—১। বিশ্বাস ; যথার্থ্যজ্ঞান ; নিশ্চয়। প্র

—মা (পরিমাণ করা)+অনট্ ভা। ২। নিশ্চয়ের হেতু, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ,—এই চারি ; লেখ্য ; শাস্ত্র ; সাক্ষী ; জ্ঞান-সাধন ইন্দ্রিয়। প্র—মা+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

প্রমাণসাপেক্ষ—প্রমাণের অপেক্ষাযুক্ত, প্রমাণের অপেক্ষায় রক্ষিত। অপেক্ষার সহিত বিদ্যমান যে সে সাপেক্ষ, বহু। প্রমাণের সাপেক্ষ, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রমাণসিদ্ধ—প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রয়োগে স্থিরীকৃত, প্রমাণিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রমাণাভাব—প্রমাণের অভাব, প্রমাণ না থাকা। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রমাণিকা—অষ্টাক্ষর ছন্দোবিশেষ। প্রমাণ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রমাণিত—প্রমাণযুক্ত ; নিশ্চিত, মীংমাসিত। প্রমাণ শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।

প্রমাণীকৃত—প্রমাণরূপে নিশ্চিত, যাহা প্রমাণ করা হইয়াছে এরূপ। প্রমাণ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে—প্রমাণী, তদুত্তরে কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রমাতা—প্রমাণকারী। প্র—মা (পরিমাণ করা) +তৃন্ ক—প্রমাতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রমাত্রী।

প্রমাতামহ—মাতামহের পিতা, মাতার পিতামহ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রমাতামহী।

প্রমাতামহী—মাতামহের মাতা, মাতার পিতামহী। প্রমাতামহ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী

প্রমাথ—মথন ; মর্দ্দন ; পীড়ন ; বধ ; বলপূর্ব্বক হরণ। প্র—মথ (বিলোড়ন করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রমাথিনী—১। মথনকারিণী ; দুঃখপ্রদা। প্রমাথী দেখ ; প্রমাথিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। অপ্সরোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

প্রমাথী—পীড়নকর্ত্তা, মথনকারী ; দুঃখপ্রদ। প্র—মথ (বিলোড়ন করা)+ণিন্ ক—প্রমাথিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রমাথিনী।

প্রমাদ—অনবধানতা, অসাবধানতা ; ভ্রম ; উন্মাদ। প্র—মদ (মত্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রমাদকৃত—ভ্রান্তিকৃত ; অনবধানতা হেতু অনুষ্ঠিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রমাদযুক্ত—ভ্রমযুক্ত ; অসাবধানতাবিশিষ্ট। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রমাদশূন্য—ভ্রমশূন্য, নির্ভুল। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রমাদহীন—ভ্রমহীন, নির্ভুল ; সাবধান। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রমাদিনী—প্রমাদী দেখ।

প্রমাদী—প্রমাদবিশিষ্ট, অনবধানযুক্ত ; ভ্রমশীল। প্রমাদ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে—প্রমাদিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রমাদিনী।

প্রমাপন—হনন, মারণ, বধ। প্র—ণিজন্ত মী বা মাপি (বধ করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রমিত—পরিমিত ; পূর্ব্বাবধারিত ; নিশ্চিত ; বিদিত, জ্ঞাত। প্র—মা (পরিমাণ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রমা, প্রমাণ, প্রমিতি।

প্রমিতি—পরিমাণ ; প্রমাণ ; প্রমা ; নিশ্চয়-জ্ঞান। প্র—মা (পরিমাণ করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে প্রমিত [বিণ ; ত্রি।

প্রমীঢ়—সান্দ্র, ঘন নিবিড়। প্র—মিহ+ক্ত ক।

প্রমীত—১। নিহত ; মৃত। প্র—মী (বধ করা) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। যজ্ঞার্থ হত পশু। সং ; পু।

প্রমীলন—নিমীলন, মুদ্রণ, বোজা। প্র—মীল (নিমেষ ফেলা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রমীলা—১। মুদ্রণ, নিমীলন ; অবসাদ ; তন্দ্রা। প্র—মীল (নিমেষ ফেলা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। রাবণপুত্র মেঘনাদের ভার্য্যা। সং ; স্ত্রী।

প্রমুখ—১। (কোন শব্দের পরে থাকিলে) প্রথম ; প্রধান, শ্রেষ্ঠ ; প্রভৃতি। বিণ ; ত্রি। ২। আরম্ভ। সং ; ক্লী।

প্রমুখাৎ—মুখ হইতে। প্রমুখ শব্দের উত্তর সংস্কৃত ৫মী বিভক্তির ১বচন। অপাদানে ৫মী। বঙ্গভাষায় ইহাকে অব্যয় বলা যাইতে পারে।

প্রমুৎ—(প্রমুদ্) ১। প্রফুল্ল ; হৃষ্ট, অতিশয় আহ্লাদিত। প্র—মুদ+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। অতিশয় হর্ষ, অত্যাহ্লাদ। সং ; স্ত্রী।

প্রমুদিত—হৃষ্ট, আনন্দিত ; প্রফুল্ল ; বিকসিত। প্র—মুদ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রমোদ।

প্রমৃত—কৃষিকার্য্যরূপ জীবিকা। সং ; ক্লী।

প্রমৃষ্ট—নিরস্ত ; মার্জ্জিত। প্র—মৃজ (শোধন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রমেদিত—আনন্দিত ; স্নিগ্ধীকৃত। প্র—ণিজন্ত মিদ বা মেদি (স্নিগ্ধ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ।

প্রমেয়—পরিমেয় ; পরিচ্ছেদ্য ; অবধার্য্য। প্র—মা (পরিমাণ করা)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রমেহ—মেহ ; মূত্ররোগবিশেষ। প্র—মিহ+অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

প্রমোক, প্রমোচন—মুক্তকরণ ; নিস্কৃতীকরণ। প্র—মুচ (মোচন করা)+ঘঞ্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

প্রমোদ—হর্ষ,আনন্দ, আমোদ। প্র—মুদ+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে প্রমুদিত।

প্রমোদকানন—প্রমোদ উদ্যান, আনন্দ কানন ; রাজকীয় অন্তঃপুরোদ্যান। প্রমোদের নিমি কানন, ৪তৎ। সং ; ক্লী।

প্রমোদন—১। হৃষ্টকরণ। প্র—ণিজন্ত মুদ ব মোদি (হৃষ্ট করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। হৃষ্টকারক। প্র—মুদ+অন ক। বিণ।

প্রমোদমদিরা—আমোদরূপ সুরা। রূপক কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

প্রমোদবন—প্রমোদকানন। ৪তৎ। সং ; ক্লী।

প্রমোদাগার—প্রমোদগৃহ, যে ঘরে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করা যায়। ৪তৎ। পু।

প্রমোদিত—আনন্দিত ; আমোদিত। প্র—ণিজন্ত মুদ (হৃষ্ট করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রমোদন।

প্রমোদোদ্যান—প্রমোদকানন। ৪তৎ। সং ; ক্লী

প্রমোহন—১। মোহকর অস্ত্রবিশেষ। প্র—মুহ (মুগ্ধ করা)+অনট্ ণ। সং ; ক্লী। ২। মোহকারক। প্র—মুহ (মুগ্ধ করা)+অন ক। বিণ ; ত্রি।

প্রযত—পবিত্র, শুদ্ধ ; সংযত ; নিয়মযুক্ত। প্র—যম (বিরত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রযত্ন—প্রকৃষ্ট যত্ন ; অধ্যবসায় ; প্রয়াস। প্র (প্রকৃষ্ট) যে যত্ন, কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রযস্ত—সুসংস্কৃত। প্র—যস+ক্ত র্ম্ম। বিণ।

প্রয়াগ—তীর্থবিশেষ, গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থান, ইহার আধুনিক নাম এলাহাবাদ, কেহ কেহ অনুমান করেন, মহাভারতোক্ত বারণাবত নগর এই স্থানে ছিল ; তীর্থ ; যজ্ঞ ; শতক্রতু, ইন্দ্র। সং ; পু।

প্রয়াণ—প্রস্থান ; যুদ্ধযাত্রা। প্র—যা (যাওয়া) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে প্রযাত।

প্রযাত—প্রস্থিত, গত। প্র—যা (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রয়াণ।

প্রয়াস—যত্ন ; আয়াস, শ্রম ; ইচ্ছা। প্র—যস (যত্ন করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রযুক্ত—রচিত ; নিযুক্ত ; প্রেরিত ; অনুষ্ঠিত ; অর্পিত ; উদাহৃত ; উল্লিখিত ; উচ্চারিত। প্র—যুজ (যোগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রযুত—১। সংযুক্ত। প্র—যু (যুক্ত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। সংখ্যাবিশেষ। সং ; ক্লী।

প্রযুদ্ধ—ঘোরতর যুদ্ধ। সং ; ক্লী।

প্রযোক্তা—প্রয়োগকারী ; উত্তমর্ণ, ঋণদাতা। প্র—যুজ (যোগ করা)+তৃন্ ক—প্রযোক্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রযোক্ত্রী।

প্রয়োগ—নিদর্শন ; উদাহরণ ; অনুষ্ঠান ; নিয়োগ ; প্রবর্ত্তন ; উল্লেখ ; যত্ন ; ব্যবহার, খাটান ; অর্পণ। প্র—যুজ (যোগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রয়োগদোষ—উল্লেখজনিত দোষ ; প্রবর্ত্তন জন্য দোষ ; ব্যবহার দোষ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রয়োজক—নিয়োগকর্ত্তা ; প্রয়োগকর্ত্তা ; প্রবর্ত্তক ; অনুষ্ঠাতা। প্র—যুজ (যোগ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োজিকা।

প্রয়োজন—প্রয়োগকরণ ; উদ্দেশ ; আবশ্যকতা ; কার্য্য ; হেতু ; ফল। প্র—যুজ (যোগ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে প্রযুক্ত, প্রয়োজনীয়।

প্রয়োজনাতিরিক্ত—আবশ্যকতার অধিক, দরকারের বেশী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রয়োজনীয়—কার্য্যোপযোগী ; আবশ্যক। প্র—যুজ (যোগ করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রয়োজনীয়তা—আবশ্যকতা, কার্য্যোপযোগিতা। প্রয়োজনীয়+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

প্রযোজ্য—১। যাহা বা যাহাকে প্রয়োগ করা যায় এরূপ। প্র—যুজ (যোগ করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। ভৃত্য। সং ; পু। ৩। মূলধন। সং ; ক্লী।

প্ররূঢ়—জাত ; অঙ্কুরিত ; উৎপন্ন ; প্রবৃদ্ধ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ; বদ্ধমূল ; প্রসিদ্ধ। প্র—রুহ (উৎপন্ন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্ররোহ।

প্ররোচক—উত্তেজক, উৎসাহদাতা। প্র—ণিজন্ত রুচ বা রোচি+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

প্ররোচন, প্ররোচনা—উৎসাহদান, উত্তেজনা, ফুস্‌লাইয়া দেওয়া। প্র—ণিজন্ত রুচ বা রোচি+অনট্ ভা, পক্ষান্তরে অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

প্ররোচিত—উত্তেজিত, উৎসাহপ্রাপ্ত। প্র—ণিজন্ত রুচ বা রোচি+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্ররোহ—আরোহণ ; উৎপত্তি ; মূল ; অঙ্কুর ; বৃক্ষাদির ঝুরি। সং ; পু।

প্রলপিত—১। কথিত ; বৃথা উক্ত। বিণ ; ত্রি। ২। প্রলাপ, বৃথা বাক্য। সং ; ক্লী।

প্রলম্ব—১। লম্বমান। প্র—লম্ব (লম্বিত হওয়া) +অল্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। পয়োধর, স্তন ; বৃক্ষাদির ঝুরি ; লতাঙ্কুর, লতার শুঁয়া ; শাখা ; হারবিশেষ ; জনৈক দৈত্য। সং ; পু। ৩। প্রলম্বন। প্র—লম্ব+অল্ ভা। সং ; স্ত্রী।

প্রলম্বঘ্ন—বলরাম। প্রলম্ব শব্দ (দৈত্যবিশেষ)—হন (বধ করা)+টক্ ক। সং ; পু।

প্রলম্বিত—যাহা ঝুলিতেছে এরূপ, লম্বমান। প্র লম্ব (ঝুলা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রলম্ব।

প্রলয়—১। ধ্বংস ; মূর্চ্ছা। প্র—লী (লীন হওয়া)+অল্ ভা। ২। কল্পান্ত, সৃষ্টিনাশ, ব্রহ্মার দিনাবসান। প্র—লী+অল্ অধি। সং ; পু।

প্রলয়ক্রীড়া—ধ্বংসরূপ লীলা, সংহাররূপ খেলা। রূপক। সং ; স্ত্রী।

প্রলয়ঙ্করী—ধ্বংসকারিণী, সংহারিকা, সর্ব্বনাশকরী। প্রলয় শব্দ—কৃ (করা)+খ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

প্রলয়তরঙ্গ—সংহারকারী ঢেউ, ভয়ঙ্কর ঢেউ ; কল্পান্তকারী সাগরের ঢেউ। প্রলয় কর যে তরঙ্গ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রলয়পয়োধি—কল্পান্তকালীন সমুদ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রলয়পয়োধিজল—কল্পান্তকালীন সমুদ্রের জল। দুইবার ৬তৎ। সং ; ক্লী।

প্রলয়পবন—সৃষ্টিনাশকালীন বায়ু ; সৃষ্টিনাশকালীন ঝটিকার ন্যায় ভয়ঙ্কর ঝটিকা। প্রলয় কর পবন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রলয়মেঘ—সৃষ্টিনাশকালীন মেঘ ; কল্পান্তকালীন মেঘের ন্যায় ভয়ঙ্কর মেঘ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রলয়লক্ষণ—সৃষ্টিনাশের লক্ষণ ; সংহারের চিহ্ন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

প্রলয়লীলা—প্রলয়ক্রীড়া, সংহাররূপ ক্রীড়া। রূপক। সং ; স্ত্রী।

প্রলয়ান্ধকার—কল্পান্তকালীন অন্ধকার ; কল্পান্তকালীন অন্ধকারের ন্যায় ভীষণ অন্ধকার। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রলয়াবশেষ—প্রলয়ের পর যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রলাপ—অনর্থক বাক্য, অর্থহীন কথা ; বিলাপ। প্র—লপ (কথা বলা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

প্রলীন—লয়প্রাপ্ত ; নিশ্চেষ্ট। প্র—লী (লীন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

প্রলুব্ধ—অতিশয় লোভী। প্র—লুভ (লোভ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রলোভ।

প্রলেপ—১। লেপনদ্রব্য। প্র—লিপ (লেপন করা)+অল্ ণ। ২। বিলেপন, মাখান। প্র—লিপ+অল্ ভা। সং ; পু।

প্রলোভ—অতিশয় লোভ। প্র—লুভ (লোভ করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে প্রলুব্ধ।

প্রলোভন—১। লোভ দেখান ; লোভজনক বস্তু। প্র—ণিজন্ত লুভ বা লোভি (লোভ করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। লোভজনক। প্র—ণিজন্ত লুভ+অন ক। বিণ।

প্রলোভিত—যাহাকে লোভ দেখান হইয়াছে এরূপ ; লোভ প্রদর্শন দ্বারা প্রবর্ত্তিত। প্র—ণিজন্ত লুভ বা লোভি (লোভ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রলোভন।

প্রবচন—১। বেদাদি শাস্ত্র ; প্রকৃষ্ট বাক্য। প্র—বচ (বলা)+অনট্ র্ম্ম। ২। বেদার্থ জ্ঞান। প্র—বচ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

প্রবঞ্চক—প্রতারক, ধূর্ত্ত। প্র—বন্চ (বঞ্চনা করা)+ণক ক। সং ; পু।

প্রবঞ্চন, প্রবঞ্চনা—প্রতারণা, ঠকান। প্রবঞ্চন =প্র—বন্চ (বঞ্চনা করা)+অনট্ ভা। ২য় পক্ষে অন ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

প্রবণ—১। নত ; নম্র ; বিনীত ; রত ; আসক্ত ; উন্মুখ ; অভিমুখ ; ক্রমনিম্ন ; অনুকূল ; ত্বরিত ; নিপুণ। প্র—বণ (শব্দ করা)+অল্ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রবণতা। ২। চতুষ্পথ, চৌমাথা। সং ; পু।

প্রবণতা—প্রবণের ভাব। প্রবণ দেখ ; প্রবণ +তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

প্রবয়ন—প্রাজনদণ্ড, পাঁচনবাড়ি, চাবুক প্রভৃতি। প্র—অজ (গমন)+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

প্রবর—১। অত্যুত্তম। প্র—বৃ (বরণ করা) +অল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। সং ; পু। ৩। গোত্র ; সন্ততি, সন্তান। সং ; ক্লী। ৪। ইন্দ্রের সখা। ইনি প্রথমে ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কঠোর তপশ্চরণ করেন। পরে তপোবলে সুরপুরে গমন করিলে, দেবরাজের সহিত ইঁহার মৈত্রী স্থাপিত হয়। ব্রহ্মার বরে ইনি সকলের অবধ্য হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ যৎকালে পারিজাত হরণ করেন, তৎকালে ইনি সখা ইন্দ্রের সপক্ষ হইয়া সমরে গমন করেন, এবং সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সাত্যকিকে পরাজিত করিয়া গরুড়োপরিস্থ পারিজাত গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে পক্ষিবর ইঁহাকে পক্ষাঘাতে রথসহ দূরে নিক্ষেপ করেন। তাহাতেই ইনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সেই সময়ে ইন্দ্রতনয় জয়ন্ত ইঁহাকে নিজরথে লইয়া সুস্থ করেন। ষট্‌পুরের দানবগণকে বিনাশ করিবার সময়ে ইনি কৃষ্ণের সাহায্য করিয়াছিলেন।

প্রবর্ত্তক—প্রবর্ত্তনকারী ; প্রবৃত্তিজনক ; প্রবৃত্তিদায়ক ; প্রদর্শক ; প্রণেতা। প্র—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি (থাকান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রবর্ত্তিকা।

প্রবর্ত্তন, প্রবর্ত্তনা—প্রবৃত্তিদান ; আরম্ভ ; নিয়োজন। প্র—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি (থাকান) +অনট্ ভা ; ২য় পক্ষে অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে প্রবর্ত্তিত।

প্রবর্ত্তিত—যাহাকে প্রবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে এরূপ ; নিয়োজিত ; চালিত ; জাত ; উৎপাদিত ; আরব্ধ। প্র—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি (থাকান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রবর্ত্তন।

প্রবর্ত্তিনী—প্রবর্ত্তী দেখ।

প্রবর্ত্তী—প্রবৃত্ত ; নিযুক্ত ; প্রবাহী। প্র—বৃত (থাকা)+ণিন্ ক=প্রবর্ত্তিন্, ১মার

১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রবর্ত্তিনী
প্রবর্হ—শ্রেষ্ঠ, প্রবীণ, প্রধান। প্র—বৃহ (বৃদ্ধি পাওয়া) + অন্ ক। বিণ; ত্রি।
প্রবহ—১। সপ্তবায়ুর মধ্যে দ্বিতীয় বায়ু। প্র—বহ + অল্ ক। ২। গৃহনগরাদির বহির্গমন; প্রবাহ। প্র—বহ + অল্ ভা। সং; পু।
প্রবহণ—১। প্রবাহ, স্রোতঃ। প্র—বহ (বহা) + অনট্ ভা। ২। আচ্ছাদিত শকট; ডুলি পোত। প্র—বহ + অনট্ ণ। সং; স্ত্রী।
প্রবাক্—উৎকৃষ্ট বক্তা, বাগ্মী। প্র (প্রকৃষ্ট) হইয়াছে বাক্ (বাক্য) যাহার, বহু। বিণ; পু।
প্রবাচ্য—নিন্দনীয়; সম্যক্ বক্তব্য। প্র—বচ (বলা) + ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি।
প্রবাণি, প্রবাণী—তন্তুবায়-শলাকা, মাকু; তুরী। প্র—বে (বয়ন করা) + অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
প্রবাদ—পরম্পরা বাক্য; জনরব, জনশ্রুতি; অপবাদ। প্র—বদ (বলা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু।
প্রবাদবচন—প্রবাদবাক্য, জনরবে কথিত বাক্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
প্রবাদবাক্য—প্রবাদবচন, পরম্পরা বাক্য; জনরবে কথিত কথা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [ঘঞ্ ভা। সং; পু।
প্রবার—উত্তরীয় বাস। প্র—বৃ (বরণ করা) +
প্রবারণ—কাম্যদান, অভীষ্টদান। প্র—ণিজন্ত বৃ (বরণ করান) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।
প্রবাস—বিদেশে অবস্থান। প্র—বস (বাস করা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে প্রবাসী।
প্রবাসন—নির্ব্বাসন; বিদেশে প্রেরণ; মারণ, বধ। প্র—ণিজন্ত বস বা বাসি (বাস করান, বধ করান) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে প্রবাসিত।
প্রবাস-সঙ্গিনী—বিদেশবাসের সহচরী, বিদেশে এক সঙ্গে অবস্থিতা (রমণী)। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী।
প্রবাসসঙ্গী—(প্রবাসসঙ্গিন্)। বিদেশবাসের সহচর, যে বিদেশে সঙ্গে থাকে। ৬তৎ। বিণ; পু।
প্রবাসিত—নির্ব্বাসিত; বিদেশে প্রেরিত; হত। প্র—ণিজন্ত বস বা বাসি (বাস করান, বধ করান) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রবাসন।
প্রবাসিনী—বিদেশবাসিনী। প্র—বস (বাস করা) + ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে প্রবাসী।
প্রবাসী—প্রবাসবিশিষ্ট; প্রোষিত; বিদেশস্থ; বিদেশবাসী। প্র—বস (বাস করা) + ণিন্ ক = প্রবাসিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রবাসিনী।

প্রবাহ—স্রোতঃ; প্রসার; ক্রমিক চলন; অবিচ্ছেদে কার্য্যকরণ। প্র—বহ (বহা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু।
প্রবাহক—১। প্রকৃষ্ট বহনকর্ত্তা। প্র—বহ (বহা) + ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রবাহিকা। ২। রাক্ষস। সং; পু।
প্রবাহিকা—১। প্রকৃষ্টবহনকর্ত্রী। প্রবাহক দেখ; প্রবাহক শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গ্রহণীরোগ। প্র—ণিজন্ত বহ বা বাহি (বহান) + ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
প্রবাহিণী—১। প্রবহনশীলা। প্র—বহ (বহা) + ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে প্রবাহী। ২। স্রোতস্বতী, নদী। স্ত্রী।
প্রবাহিত—১। প্রবাহযুক্ত। প্রবাহ + ইত যুক্তার্থে। ২ প্রকৃষ্টরূপে বাহিত বা চালিত। প্র—ণিজন্ত বহ (বহান) + ক্ত র্ম। বিণ।
প্রবাহী—১। প্রবহণশীল, বহিতেছে এরূপ। প্র—বহ (বহা) + ণিন্ ক = প্রবাহিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রবাহিণী। ২। বালুকা। সং; স্ত্রী।
প্রবিদারণ—বিদারণ, ভেদন; প্রস্ফুটিতকরণ; যুদ্ধ। প্র—বি—ণিজন্ত দৃ বা দারি (বিদীর্ণ করান) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।
প্রবিলুপ্ত—১। মৃষ্ট। প্র—বি—লুপ (লোপ করা) + ক্ত র্ম। ২। লয়প্রাপ্ত, বিলীন। প্র—বি—লুপ (লোপ পাওয়া) + ক্ত ক। বিণ।
প্রবিশ্লেষ—প্রকৃষ্ট বিশ্লেষ, বিচ্ছেদ, বিয়োগ। প্র—বি—শ্লিষ (আলিঙ্গন করা) + অল্ ভা। সং; পু।
প্রবিষ্ট—প্রবেশ করিয়াছে এরূপ, কৃতপ্রবেশ; অন্তর্গত; অভিনিবিষ্ট। প্র—বিশ (প্রবেশ করা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রবেশ।
প্রবীণ—দক্ষ, নিপুণ; বিজ্ঞ, বহুদর্শী; বৃদ্ধ। বীণা শব্দ + ক্বি = বীণি নামধাতু (বাণা বাজান); প্র—বীণি + অন্ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রবীণতা, প্রাবীণ্য।
প্রবীণতা—দক্ষতা, নৈপুণ্য; বহুদর্শিতা; বিজ্ঞতা। প্রবীণ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।
প্রবীর—১। প্রকৃষ্ট বীর, শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। প্র (প্রকৃষ্ট) যে বীর, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। প্রধান, শ্রেষ্ঠ। বিণ; ত্রি। ৩। নীলধ্বজ রাজার পুত্র। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে যজ্ঞাশ্ব সহ ধনঞ্জয় নীলধ্বজপুরে আগমন করিলে ইনি যজ্ঞাশ্ব ধৃত করেন, এবং অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে নিহত হন।
প্রবৃৎ—অন্ন। প্র—বৃ + ক্বিপ্ ক। সং; ক্লী।
প্রবৃত্ত—উৎপন্ন; নিযুক্ত; চলিত; আরব্ধ। প্র—বৃত (থাকা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রবৃত্তি।

প্রবৃত্তি—উৎপত্তি; গতি; প্রবাহ; যত্ন; ইচ্ছা; বার্ত্তা; ব্যাপার। প্র—বৃত (থাকা) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে প্রবৃত্ত।
প্রবৃদ্ধ—অতিশয় বৃদ্ধিযুক্ত; অতিশয় প্রাচীন; বিস্তৃত। প্র—বৃধ (বাড়া) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রবৃদ্ধা।
প্রবেক—প্রধান, শ্রেষ্ঠ। প্র—বিচ (বিচার করা) + অল্ র্ম। বিণ; ত্রি।
প্রবেণি, প্রবেণী—কেশবিন্যাস, চুলের বিনন; হস্তিপৃষ্ঠস্থ আস্তরণ। প্র—বেণ (গমন করা, ইত্যাদি) + ই ক, স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
প্রবেশ—১। অন্তর্গমন, ভিতরে যাওয়া। প্র—বিশ (প্রবেশ করা) + অল্ ভা। ২। মার্গ, পথ। প্র—বিশ + অল্ ণ। সং; পু। বিশেষণে প্রবিষ্ট।
প্রবেশদ্বার—ভিতরে যাইবার দ্বার; প্রধান দ্বার, ফটক। ৬তৎ। সং; পু।
প্রবেশন—১। প্রবেশ। প্র—বিশ (প্রবেশ করা) + অনট্ ভা। ২। সিংহদ্বার, প্রধান দ্বার। প্র—বিশ + অনট্ ণ। সং; ক্লী।
প্রবেশাধিকার—প্রবেশক্ষমতা, ভিতরে যাইবার অধিকার। ৬তৎ। সং; পু।
প্রবেশিকা—প্রবেশপ্রাপিকা, যদ্দ্বারা প্রবেশ করা যায়, যাহা দেখাইয়া ভিতরে যাইতে হয়। প্র—ণিজন্ত বিশ (প্রবেশ করান) + ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
প্রবেশ্য—প্রবেশযোগ্য। প্র—বিশ (প্রবেশ করা) + ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি।
প্রবেষ্ট—ভুজ, বাহু; বাহুর নীচভাগ। প্র—বেষ্ট (বেষ্টন করা) + অল্ ণ। সং; পু।
প্রবেষ্টক—ভুজ, বাহু। প্রবেষ্ট + কণ্ স্বার্থে। সং; পু।
প্রবেষ্টা—প্রবেশকারী। প্র—বিশ (প্রবেশ করা) + তৃন্ ক = প্রবেষ্টৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রবেষ্ট্রী।
প্রব্রজিত—প্রবাসগত; বিদেশস্থ; বুদ্ধভিক্ষু; সন্ন্যাসী, ভিক্ষু। প্র—ব্রজ (গমন করা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।
প্রব্রজ্যা—প্রবাস; সন্ন্যাসধর্ম্ম। প্র—ব্রজ (গমন করা) + ক্যপ্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
প্রব্রজ্যাবসিত—সন্ন্যাসাশ্রম হইতে বিচ্যুত সন্ন্যাসী। ৫তৎ। সং; পু।
প্রব্রাজন—নির্ব্বাসন। প্র—ণিজন্ত ব্রজ বা ব্রাজি (গমন করান) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।
প্রশংসনীয়—ধন্যবাদার্হ, প্রশংসার যোগ্য, সুখ্যাতিভাজন। প্র—শন্‌স (স্তুতি করা) + অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি।
প্রশংসা—স্তুতি; ধন্যবাদ, বাহবা দেওয়া, গুণ-কীর্ত্তন, সুখ্যাতি। প্র—শন্‌স (স্তুতি করা)

+ক্ত ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে প্রশংসিত।

প্রশংসাভাজন—সুখ্যাতিভাজন, প্রশংসার পাত্র। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রশংসাবাদ—স্তুতিবাদ, প্রশংসাকীর্ত্তন, সুখ্যাতি-কথন। ৬তৎ। সং; পু।

প্রশংসিত—কৃত প্রশংসা, যাহার প্রশংসা করা হইয়াছে এরূপ; স্তুত। প্র—শন্‌স (স্তুতি করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রশংসা।

প্রশম—১। শান্তি, উপশম; নির্ব্বাণ; বৈরাগ্য; অবসাদ। প্র—শম (শান্ত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু। ২। শান্ত; নিবৃত্ত। প্র—শম+অল্ র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রশমন—হনন, বধ; অনুরঞ্জন; নিবারণ; শান্তি। প্র—শম (শান্ত করা বা হওয়া) +অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে প্রশান্ত।

প্রশমিত—নিবারিত। প্র—ণিজন্ত শম+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রশস্ত—প্রশংসনীয়, উৎকৃষ্ট; অতিশ্রেষ্ঠ। প্র—শন্‌স (স্তুতি করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রশস্তি।

প্রশস্তি—পংক্তি; প্রশংসা; স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায়, ক্রিয়ানিবৃত্তি—এই অষ্টবিধ মৈথুনাভাব। প্র—শন্‌স (স্তুতি করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

প্রশাখা—বৃহৎ শাখানির্গত ক্ষুদ্র শাখা, ছোট ডাল, ডালের ডাল। প্র (পশ্চাজ্জাত) শাখা, নিত্য। সং; স্ত্রী।

প্রশান্ত—শান্তিযুক্ত; শমতাপ্রাপ্ত; নিবৃত্ত; নিশ্চল। প্র—শম+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রশান্তচিত্ত—১। শান্তিযুক্ত মনঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। শান্তচেতাঃ, শান্তিপূর্ণ চিত্তবিশিষ্ট; নিশ্চল-হৃদয়। বহু। বিণ; ত্রি।

প্রশান্তচিত্তে—শান্তিপূর্ণহৃদয়ে, অবিচলমনে। বহু। ক্রি-বিণ।

প্রশান্তচেষ্ট—চেষ্টাহীন, বাহ্যব্যাপারশূন্য, স্থির। প্রশান্তা (নিবৃত্তা) হইয়াছে চেষ্টা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [বহু। ক্রি-বিণ।

প্রশান্তভাবে—শান্তিপূর্ণ ভাবে, স্থির হইয়া।

প্রশান্তমূর্ত্তি—সৌম্যাকৃতি, শান্তিপূর্ণ আকারবিশিষ্ট। প্রশান্তা মূর্ত্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

প্রশান্তবদন—১। শান্তিপূর্ণ মুখ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। শান্তিপূর্ণ মুখবিশিষ্ট; সুখদুঃখাদিজন্য চাঞ্চল্যহীন মুখযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি। [ক্রি-বিণ।

প্রশান্তস্বরে—শান্তিপূর্ণ কথায়, স্থিরকণ্ঠে। বহু।

প্রশান্তহৃদয়—শান্তিপূর্ণ অন্তঃকরণবিশিষ্ট; স্থির-হৃদয়। বহু। বিণ; ত্রি।

প্রশিষ্য—শিষ্যের শিষ্য। প্র (পশ্চাদ্গামী) শিষ্য, নিত্য। সং; পু।

প্রশ্ন—পৃচ্ছা, জিজ্ঞাসা। প্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করা) +নঙ্ ভা। সং; পু।

প্রশ্নকর্ত্তা—জিজ্ঞাসাকারী, জিজ্ঞাসু। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রশ্নকর্ত্রী।

প্রশ্নপত্র—প্রশ্নপূর্ণ লিপি, প্রশ্নের কাগজ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রশ্নসমাধান—প্রশ্নের মীমাংসা, জিজ্ঞাসার নিশ্চিত উত্তর। ৬তৎ। সং; ক্লী।

প্রশ্নোত্তর—১। জিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তর। দ্বন্দ্ব। ২। জিজ্ঞাসার উত্তর। ৬তৎ। সং; পু।

প্রশ্রয়—প্রণয়; স্নেহ; স্নেহপূর্ণ আদর; 'নাই'; বিশ্বাস; বিনয়। প্র—শ্রি (সেবা করা) +অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে প্রশ্রিত।

প্রশ্রিত—আদৃত; বিনীত। প্র—শ্রি (সেবা করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রশ্রয়।

প্রশ্লথ—শিথিল, ঢিলা; বিশ্লিষ্ট, বিচ্ছিন্ন। প্র—শ্লথ (দুর্ব্বল হওয়া)+অন্ ক। বিণ।

প্রশ্বাস—নাসাপ্রবিষ্ট বায়ু, নাসিকা দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করা যায়। প্র—শ্বস (শ্বাস ফেলা) +ঘঞ্ ভা। সং; পু।

প্রষ্টব্য—জিজ্ঞাস্য। প্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করা)+ তব্য র্ম। বিণ; ত্রি।

প্রষ্টা—প্রশ্নকারক; জিজ্ঞাসু। প্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করা)+তৃন্ ক=প্রষ্টৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রষ্ট্রী।

প্রষ্ঠ—প্রথম; অগ্রগামী। প্র—স্থা (থাকা) +ড ক। বিণ; ত্রি।

প্রসক্ত—অনুরক্ত, আসক্ত; প্রস্তাবিত; সংলগ্ন; অবিরত। প্র—সন্‌জ (সঙ্গ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রসক্তি, প্রসঙ্গ।

প্রসক্তহৃদয়—অনুরক্তচিত্ত। প্রসক্ত হইয়াছে হৃদয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

প্রসক্তি—অনুমিতি; প্রসঙ্গ; অনুরাগ, আসক্তি; প্রবৃত্তি; আপত্তি; ব্যাপ্তি। প্র—সন্‌জ (সঙ্গ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে প্রসক্ত।

প্রসংখ্যান—আত্মানুসন্ধান; সম্যক্ জ্ঞান। প্র—সম্—খ্যা (বলা)+অনট্ ভা। ক্লী।

প্রসঙ্গ—প্রসক্তি; সম্বন্ধ, সম্পর্ক; সঙ্গতিবিশেষ; প্রস্তাব। প্র—সন্‌জ (সঙ্গ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে প্রসক্ত।

প্রসঙ্গক্রমে—সঙ্গতিক্রমে; প্রস্তাবিত বিষয়ের অন্তর্ভূতরূপে। বহু। ক্রি-বিণ।

প্রসঙ্গান্তর—অন্য প্রস্তাব, ভিন্ন প্রসঙ্গ। নিত্য। সং; ক্লী।

প্রসজ্য-প্রতিষেধ—প্রাপ্তির নিষেধ। প্রসজ্যের (প্রাপ্তির) প্রতিষেধ (নিষেধ), ৬তৎ। সং; পু।

প্রসঞ্জন—অবসরদান; প্রসঙ্গকরণ। প্র—সন্‌জ (সঙ্গ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রসত্তি—প্রসন্নতা; স্বচ্ছতা, নির্ম্মলতা। প্র—সদ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে প্রসন্ন।

প্রসন্ন—প্রসাদগুণসম্পন্ন; প্রফুল্ল; সন্তুষ্ট; নির্ম্মল; অনুকূল। প্র—সদ (গমন করা) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রসত্তি, প্রসাদ, প্রসন্নতা।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর—ইনি গোপীমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। জন্ম ১৮০৩ খ্রীঃ। ইনি ধনবান্ হইলেও কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিয়া স্বশ্রেণীর মধ্যে স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি ওকালতী করিয়া বৎসরে গড়ে দেড় লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। কিছুদিন ইনি গভর্ণমেণ্ট প্লিডারের কার্য্যও করিয়াছিলেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে যখন গভর্ণমেণ্ট লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করিবার প্রস্তাব করেন, তখন প্রসন্নকুমার "বেঙ্গল হরকরা" নামক সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে তীব্রভাবে আলোচনা করেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল এবং সরকারী-তহসিলদারগণের অত্যাচার অসহনীয় হইয়া উঠিল দেখিয়া প্রসন্নকুমার, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে কলিকাতা টাউনহলে লাখেরাজগণের একটি বিরাট সভা আহ্বান করেন। আন্দোলন এরূপ আকার ধারণ করিল যে, তখনকার গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকলাণ্ড ভীত হইলেন, এবং লাটভবন আক্রান্ত হইবে, এইরূপ আশঙ্কা করিলেন। বিরাট সভার সংবাদ অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর তাঁহার নিকট পৌঁছিতে লাগিল। আন্দোলনের ফল এই হইল যে, ৫০ বিঘার অনধিক লাখেরাজ জমিগুলির বাজেয়াপ্ত রহিত হইল। লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি হইলে প্রসন্নকুমার ঐ সভার Clerk Assistant পদে নিযুক্ত হন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অনেক আইন বিধি-বদ্ধ সময়ে ইনি গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। বাঙ্গালীর পক্ষে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার প্রথম সম্মান ইঁহারই ঘটে। কিন্তু তখন ইনি অত্যন্ত পীড়িত, সুতরাং সভায় যোগদান করা ইঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ৩০শে এপ্রেল ইনি সি, এস, আই উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ৩০শে আগষ্ট ইনি দেহত্যাগ করেন। ইনি তেজস্বী, মনস্বী ও যশস্বী পুরুষ ছিলেন। প্রসন্নকুমার, আইন ও জমী-

দায়িত্বে যেমন অভিজ্ঞ, সংস্কৃত শিক্ষারও তেমনি অনুরাগী ছিলেন। মৃত্যুর সময় ইনি যে উইল করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ৩ লক্ষ টাকা আইন শিক্ষাকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দিয়া যান। সেই টাকার সুদে ঠাকুর-ল-লেক্‌চার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মূলাজোড়ের সংস্কৃত বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ জন্য ৩৫,০০০ টাকা; ঐখানে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা জন্য ১ লক্ষ টাকা; অনুগত স্বজনের জন্য ১ লক্ষ নয় হাজার টাকা, স্বীয় কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণের জন্য ১ লক্ষ ছয় হাজার টাকা দান করেন। এতদ্ব্যতীত উইলের দ্বারা এবং জীবিতকালে প্রসন্নকুমার বিস্তর টাকা দান করিয়াছিলেন। ইঁহার পুস্তকাগারে সাহিত্য ও আইন বিষয়ক অনেক মূল্যবান্ পুস্তক আছে। ইনি বড়ই প্রজাবৎসল ছিলেন এবং প্রজার উন্নতিকল্পে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। যৌবনকালে "অনুবাদক" নামে একখানি বাঙ্গালা ও "রিফর্‌মার" নামে একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদন করিয়া দেশের রাজনীতি, সমাজ এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত হইতে দায়বিষয়ক গ্রন্থ সংকলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার মাতৃভক্তি অসীম ছিল। কথিত আছে, ইঁহার মাতৃদেবী যে রৌপ্যনির্ম্মিত খাট ব্যবহার করিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর পাছে কেহ ব্যবহার করিয়া তাঁহার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, এইজন্য সেই খাটখানি মুলাযোড়ে তাঁহার পিতৃপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মময়ীদেবীর সেবার্থে উৎসর্গীকৃত করেন। ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন স্থাপনে প্রসন্নকুমার বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। রাজা স্যর্ রাধাকান্ত দেবের পর ইনি এই সভার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহারই শুঁড়ার উদ্যানে ইঁহার যত্নে ও অর্থব্যয়ে উইলসন সাহেবের অনুবাদিত উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্ক এবং জুলিয়াস সিজারের পঞ্চম অঙ্ক ইংরাজী ভাষায় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে অভিনীত হয়। মুলাযোড়ে ঠাকুরবাটির সংলগ্ন সংস্কৃত বিদ্যালয়টি ইঁহারই প্রদত্ত মূলধন দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ইঁহার দুই কন্যা ও একটি পুত্র। পুত্র (জ্ঞানেন্দ্রমোহন) খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসন্ন কুমার তাঁহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন এবং ঐ বিষয় প্রথমে ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহন এবং তাহার পর ঠাকুরবংশের অন্যান্য প্রতিনিধিগণ যথাক্রমে পাইবেন, উইলে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। এই উইল লইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত মকদ্দমা হয়; পরে প্রিভি কাউন্‌সিলের বিচারে ধার্য্য হয় যে, যতীন্দ্রমোহন জীবিতকাল পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ের উপস্বত্ব ভোগ করিবেন, তাহার পরে সমস্ত বিষয় জ্ঞানেন্দ্রমোহনের হস্তে স্থায়িভাবে আসিবে। মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের প্রদত্ত প্রসন্নকুমারের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি লর্ড রিপণের দ্বারা উন্মোচিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোপানের উপর বিদ্যমান আছে।

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী—হুগলী জেলার (তখন বর্দ্ধমান জেলা) অন্তঃপাতী দারকেশ্বর নদতীরে খানাকুল কৃষ্ণনগরের অপর পারে রাধানগর গ্রাম। রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান বলিয়া এই গ্রাম বিখ্যাত ও পবিত্র।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে এই রাধানগর গ্রামে প্রসন্নকুমারের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা যদুনাথ, পিতামহ মথুরামোহন ও প্রপিতামহ মুন্সী রামনারায়ণ। মুন্সী রামনারায়ণ পার্শী ও আরবী সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন ও মুন্সী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। খিদিরপুরের মুন্সীর বাগান তাঁহারই নামে বিখ্যাত এবং তৎসংলগ্ন রাজপথ তাঁহারই দানশীলতার পরিচয়। ৺যদুনাথ পদব্রজে বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত তীর্থপর্য্যটন করিয়া মিউটিনির জ্বালাময় ঘটনাসমূহ স্বচক্ষে দেখিয়া "তীর্থযাত্রা" নামক গ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। খিদিরপুরে থাকিয়া হিন্দুকলেজে প্রসন্নকুমার ও ইঁহার অনুজ ডাক্তার সূর্য্যকুমার, সবজজ আনন্দকুমার ও অধ্যাপক রাজকুমারের শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রসন্নকুমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি ও স্বর্ণপদকসমূহ প্রাপ্ত হন এবং "সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চ্চার উপকারিতা" সম্বন্ধে Senior Scholarship পরীক্ষায় প্রবন্ধ লিখিয়া ইনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন। এই প্রবন্ধ ইঁহার গবেষণা ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টির অদ্ভুত নিদর্শন। প্রসন্নকুমার ৭০ বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞানচর্চ্চার যে প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন, এত দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই মত পরিগৃহীত হইতেছে। বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া প্রসন্নকুমার ঢাকা কলেজে শিক্ষকতা করেন। আত্মীয় রাজা সীতানাথ সর্ব্বাধিকারী মুর্শিদাবাদ রাজসরকারে প্রতিভাশালী ভ্রাতুষ্পুত্রের উচ্চকর্ম্মের ব্যবস্থা করেন। তাহাতে রাজোপাধি প্রাপ্তিরও সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু প্রসন্নকুমারের আশৈশব প্রতিজ্ঞা যে, দেশহিতকর শিক্ষাকার্য্যেই তিনি জীবন উৎসর্গ করিবেন। সহাধ্যায়ী মনস্বী উকীল শ্রীনাথ দাস তাঁহাকে সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রসন্নকুমারের নিকট ইংরাজী পাঠ করিতেন ও প্রসন্নকুমার তাঁহার নিকট সংস্কৃত পাঠ করিতেন। ইহাতে উভয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয় এবং তৎসূত্রে প্রসন্নকুমার সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ও পরিশেষে অধ্যক্ষপদে সমারূঢ় হন। কায়স্থকুলতিলক প্রসন্নকুমার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হওয়াতে তাৎকালিক অধ্যাপকবৃন্দ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হন নাই। বরং জয়নারায়ণ তর্করত্ন, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ ও সংস্কৃত কলেজের ব্রাহ্মণ ছাত্রগণ ইঁহাকে পরম শ্রদ্ধা ও সমাদর করিতেন। তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ অসম্ভব সমারোহের সহিত রাধানগর গ্রামে সম্পন্ন হয়। ভরতচন্দ্র, তারানাথ প্রভৃতি অধ্যাপকগণ পরম আনন্দের সহিত তাহাতে হোতা প্রভৃতির কার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রসন্নকুমারের ন্যায় ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক অতি অল্পই দেখা যায়। এখনও ইঁহার নামে বৃদ্ধ ছাত্রগণের চক্ষে প্রেমাশ্রু বর্ষণ হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা কালে গবর্ণমেণ্টের আদেশে বহু যত্নে সংগৃহীত অমূল্য পুঁথি ও লাইব্রেরীর স্থান নিম্নতলে নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রসন্নকুমার তাহাতে বিস্তর আপত্তি করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে পদত্যাগ করেন। তদানীন্তন ডাইরেক্টর ও ছোটলাট সাহেব তাঁহার এই অসাধারণ তেজস্বিতা দেখিয়া ও অন্য লোকের দ্বারা কলেজের কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলা দুঃসাধ্য বুঝিয়া প্রসন্নকুমারের অনুরোধ রক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার ইঁহাকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে ইনি ক্রমান্বয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক, বর্দ্ধমান ডিভিজনের স্কুল ইনস্পেক্টর ও বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষপদে কর্ম্ম করেন। গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র ও ইংরাজীসাহিত্যে ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল এবং অনেক সময়ে ইনি সাময়িক প্রধান ইংরাজ জ্যোতির্ব্বিদের গণনায় দোষ দেখাইয়া দিতেন। তাঁহার পাটীগণিত ও বীজগণিত শিক্ষিত লোকমাত্রেই সমাদরের সহিত পাঠ করিয়াছেন। বাঙ্গালায় গণিত গ্রন্থ ও গণিতসংক্রান্ত বাঙ্গালা পরিভাষায় প্রসন্নকুমারই অগ্রগামী ও পথপ্রদর্শক। প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগ, অসাধারণ বিনয়, ধৈর্য্য এবং অন্যের অজ্ঞাতে পরোপকার প্রভৃতি গুণরাজি দ্বারা প্রসন্নকুমার বিভূষিত ছিলেন। রাধানগর স্কুলে ইঁহার আয়ের অর্দ্ধাংশ ব্যয়িত হইত এবং তদ্ব্যতীত দরিদ্র ছাত্রদিগের ভরণ-

পোষণ ও শিক্ষাকার্য্যের জন্যও অনেক অর্থ ব্যয় হইত। রাধানগর স্কুলে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, তারিণী-চরণ চট্টোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র গুঁই প্রভৃতি স্বনামধন্য শিক্ষকগণ প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার ৺উমেশচন্দ্র বটব্যালের ন্যায় কর্ম্ম-বীর রাধানগর স্কুলে মানুষ হইয়াছিলেন। প্রসন্নকুমারের ন্যায় অসাধারণ ভ্রাতৃবৎ-সলতা ও ছাত্রবৎসলতা ইদানীং নয়ন-গোচর হয় না।

পেন্‌সন লইবার কিছুকাল পরে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ৺জগদ্ধাত্রী পূজার দিনে ইঁহার মৃত্যু হয়। শোভাবাজারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ইঁহার অন্যতম জামাতা।

প্রসন্নতা—সন্তোষ; অনুগ্রহ; স্বচ্ছতা, নির্ম্ম-লতা। প্রসন্ন+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

প্রসন্নমুখে—প্রফুল্লবদনে। বহু। ক্রি-বিণ।

প্রসন্নবদন—১। প্রফুল্ল মুখ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। প্রফুল্ল মুখবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

প্রসন্নসলিলা—নির্ম্মল জলবিশিষ্টা। প্রসন্ন হই-য়াছে সলিল যাহার (যে নদীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

প্রসন্না—১। সন্তুষ্টা; প্রসাদগুণসম্পন্না। প্রসন্ন দেখ; প্রসন্ন শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সুরা। সং; স্ত্রী।

প্রসভ—হঠাৎ; বলাৎকার। প্র (গত) হইয়াছে সভা (সভামধ্যে বিচার) যাহাতে, বহু। সং।

প্রসর—১। বিস্তার; ব্যাপ্তি; উৎপত্তি; চলন; বেগ; প্রণয়। প্র—সৃ (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পুং। ২। প্রসরণশীল। প্র—সৃ+ট ক। বিণ; ত্রি।

প্রসরণ—চলন; শত্রুসৈন্যের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন; ব্যাপ্তি; বিস্তার। প্র-সৃ+অনট্ ভা। সং।

প্রসরণী—প্রসরণ দেখ। প্রসরণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

প্রসর্পণ—গমন; বিস্তার; সন্তরণ; ব্যাপ্তি। প্র—সৃপ (গমন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রসব—১। গর্ভমোচন, গর্ভ হইতে সন্তান ত্যাগ; উৎপত্তি, জন্ম। প্র—সূ (প্রসব করা)+অল্ ভা। ২। সন্তান; পুষ্প; ফল। প্র—সূ+অল্ কর্ম্ম। সং; পুং। বিশেষণে প্রসূত।

প্রসবকাল—সন্তান প্রসবের সময়। ৬তৎ। সং; পুং।

প্রসববন্ধন—পুষ্পবৃন্ত, ফুলের বোঁটা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

প্রসববেদনা—সন্তান প্রসবকালীন উদরের যন্ত্রণা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

প্রসবিতা—পিতা; প্রসবকর্ত্তা; উৎপাদয়িতা, জনয়িতা। প্র—সূ (প্রসব করা)+তৃন্ ক—প্রসবিতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে প্রসবিত্রী।

প্রসবিত্রী—মাতা; প্রসবকর্ত্রী; জনয়িত্রী। প্রসবিতা দেখ; প্রসবিতৃ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রসবিনী—প্রসবকর্ত্রী; জনয়িত্রী। প্র—সূ (প্রসব করা)+ইন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে প্রসবী।

প্রসবী—প্রসবকারী, প্রসবিতা; উৎপাদয়িতা। প্র—সূ (প্রসব করা)+ইন্ ক—প্রসবিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে প্রসবিনী।

প্রসব্য—প্রতিকূল, বিপরীত, বিরুদ্ধ। প্র—সূ+য কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রসহ্য—বলপূর্ব্বক। প্র—সহ+য ভা। ব্য।

প্রসাদ—প্রসন্নতা; নৈর্ম্মল্য; অনুগ্রহ; প্রসক্তি; স্বাস্থ্য; কাব্যপ্রাণ; কাব্যের গুণবিশেষ [কাব্যরস দেখ]; দেবতা ও গুরুজনের ভুক্তাবশিষ্ট। প্র—সদ (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পুং। বিশেষণে প্রসন্ন।

প্রসাদন—সন্তুষ্টকরণ, প্রসন্নতা সম্পাদন। প্র—ণিজন্ত সদ বা সাদি (গমন করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রসাদপ্রার্থী—অনুগ্রহ প্রার্থনাকারী, প্রসন্নতা-লাভেচ্ছু; ভুক্তাবশেষপ্রার্থী। ৬তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে প্রসাদপ্রার্থিনী।

প্রসাদভোজী—(প্রসাদভোজিন্)। ভুক্তাবশিষ্ট-ভোজনকারী; অনুগ্রহভাজন। প্রসাদ শব্দ—ভুজ (ভোজন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পুং।

প্রসাধক—প্রসাধনকারী, অলঙ্কর্ত্তা; সম্পাদক, নির্ব্বাহক। প্র—সাধ (সাধন করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রসাধিকা।

প্রসাধন—১। অলঙ্করণ, ভূষণাদির দ্বারা সাজান; সম্পাদন। প্র—সাধ (সাধন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। সজ্জাবস্তু। প্র—সাধ+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

প্রসাধনী—কঙ্কতিকা, কাঁকুই, চিরুণী। প্র—সাধ (সাধন করা)+অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

প্রসাধিকা—অলঙ্কর্ত্রী, প্রসাধনকর্ত্রী, বেশ-কারিণী। প্র—সাধ (সাধন করা)+ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে প্রসাধক।

প্রসাধিত—অলঙ্কৃত, ভূষণাদি দ্বারা সজ্জিত; পরিষ্কৃত; সম্পাদিত। প্র—সাধ (সাধন করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রসার—বিস্তার; প্রসরণ; গমন; নির্গম; তৃণ-কাষ্ঠাদি-প্রবেশ। প্র—সৃ (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পুং। বিশেষণে প্রসৃত।

প্রসারণ—বিসারণ, বিস্তৃতকরণ। প্র—ণিজন্ত সৃ বা সারি (গমন করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে প্রসারিত।

প্রসারিণী—প্রসরণশীলা, ব্যাপিনী। প্র—সৃ (গমন করা)+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে প্রসারী।

প্রসারিত—বিসারিত, বিস্তারিত। প্র—ণিজন্ত সৃ বা সারি (গমন করান)+ক্ত+কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রসারণ।

প্রসারী—প্রসরণশীল, ব্যাপক। প্র—সৃ (গমন করা)+ণিন্ ক—প্রসারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে প্রসারিণী।

প্রসিত—আসক্ত; নিযুক্ত। প্র—সি (বন্ধন করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রসিতি—বন্ধনসাধন, রজ্জুপ্রভৃতি। প্র—সি (বন্ধন করা)+ক্তি ণ। সং; স্ত্রী।

প্রসিদ্ধ—খ্যাত; উন্নত; ভূষিত। প্র—সিধ (সম্পন্ন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রসিদ্ধি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রসিদ্ধা।

প্রসিদ্ধি—খ্যাতি; সিদ্ধি; ভূষা। প্র—সিধ (সম্পন্ন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে প্রসিদ্ধ।

প্রসিদ্ধিলাভ—খ্যাতিলাভ; সিদ্ধিলাভ। ৬তৎ। সং; পুং।

প্রসীদ—প্রসন্ন হও। সংস্কৃত ক্রিয়ারূপ। ব্য।

প্রসুপ্ত—নিদ্রাগত, নিদ্রিত। প্র—স্বপ (নিদ্রা যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রসূ—মাতা; জনয়িত্রী; ঘোটকী; কদলীবৃক্ষ। প্র—সূ (প্রসব)+ক্বিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

প্রসূত—উৎপাদিত; সঞ্জাত। প্র—সূ (প্রসব করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রসূতা।

প্রসূতা—১। উৎপাদিতা; জাতা; জাতসন্তানা। প্র—সূ (প্রসব করা)+ক্ত কর্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নবপ্রসূতা স্ত্রী। প্র—সূ+ক্ত ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রসূতি—১। জননী, মাতা; কারণ। প্র—সূ+ক্তি অপা। ২। প্রসব; উৎপত্তি, জন্ম। প্র—সূ (প্রসব করা)+ক্তি ভা। ৩। সন্তান; গর্ভ। প্র—সূ+ক্তি কর্ম্ম। সং; স্ত্রী।

৪। শিবভার্য্যা সতীর মাতা। স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে তৎপত্নী শতরূপার গর্ভে ইঁহার জন্ম। দক্ষ প্রজাপতির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার ঔরসে ইঁহার ষষ্টি কন্যার জন্ম হয়; তন্মধ্যে সতী সর্ব্বকনিষ্ঠা। দক্ষযজ্ঞে পতি-নিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিলে, শিবা-নুচরগণ দক্ষের শিরশ্ছেদন করেন। অনন্তর শিব তথায় উপস্থিত হইলে প্রসূতির অনু-রোধে তিনি দক্ষকে পুনর্জীবন দান করেন।

[স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এতাদৃশ পৌরা-ণিক উপাখ্যানগুলি সমস্তই রূপক বর্ণনা মাত্র। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার কত্রধাতু হইতে

স্বায়ম্ভুব মনু উৎপন্ন হন। ইনিই প্রথম মনু। প্রজাপ্রসবকারিণী ক্ষেত্ররূপিণী সমগ্র শক্তি "শতরূপা" ইঁহার পত্নী; এই শতরূপার তিন কন্যা;—আকুতি, দেবহূতি, ও প্রসূতি। প্রজাপতি দক্ষের সহিত প্রসূতির বিবাহ হয়। দক্ষ, প্রজা-জনন-ক্ষমতা স্বরূপ; প্রসূতি সেই ক্ষমতার স্ত্রীলিঙ্গবাচিকামাত্র]।

প্রসূতিকা—নবপ্রসূতা স্ত্রী। প্রসূতি+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রসূতিজ—প্রসবজন্য ক্লেশ; দুঃখ। প্রসূতি (প্রসব)–জন (জন্মা)+ড ক। ক্লী।

প্রসূন—১। ফল; পুষ্প; মুকুল। প্র–সূ+ক্ত র্ম্ম। সং; ক্লী। ২। সূত; জাত। বিণ; ত্রি।

প্রসৃত—প্রবৃদ্ধ: নির্গত; বিস্তৃত; বেগিত; নিযুক্ত; বিনয়ী, বিনীত। প্র–সৃ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রসৃতা। ২। করকোষ, অর্দ্ধাঞ্জলি। সং; পু।

প্রসৃতা—১। বিস্তৃতা: নির্গতা, ইত্যাদি। প্রসৃত দেখ। প্রসৃত+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জঙ্ঘা। সং; স্ত্রী।

প্রসৃতি—করকোষ, অর্দ্ধাঞ্জলি। প্র–সৃ (গমন করা)+ক্তি র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

প্রসেক—সেচন; চ্যুতি; ;নিষেক। প্র–সিচ (সেচন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

প্রসেদিকা—ক্ষুদ্র উপবন। প্র–সিদ+ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রসেন—সত্রাজিতের ভ্রাতা। সং; পু।

প্রসেবক—বীণাপ্রান্তে বক্র কাষ্ঠ; সূত্রনির্ম্মিত ভাণ্ড। প্র–সিব (সেলাই করা)+ণক ক। সং; পু।

প্রস্কন্দিকা—রোগবিশেষ, ক্ষয়রোগ। প্র–স্কন্দ (শোষণ করা)+ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রস্কন্ন—পতিত; ক্ষরিত; শুষ্ক; গত। প্র–স্কন্দ (গমন বা শোষণ)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রস্তর—পাষাণ; মণি; পল্লবাদি-রচিত শয্যা। প্র–স্তৃ (আচ্ছাদন করা)+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

প্রস্তরখণ্ড—পাথরের টুকরা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

প্রস্তরনির্ম্মিত—পাষাণরচিত, পাথরে গড়া। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রস্তরময়—প্রস্তরগঠিত, পাষাণাত্মক। প্রস্তর শব্দ +ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রস্তরময়ী।

প্রস্তরময়ী—প্রস্তরময় দেখ। প্রস্তরময়+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ। বিণ; স্ত্রী।

প্রস্তরমূর্ত্তি—পাথরে গঠিত আকৃতি, পাথরে গড়া চেহারা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

প্রস্তররচিত—পাথরে গঠিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রস্তরবেদিকা, প্রস্তরবেদী—পাথরে গঠিত বেদী [বেদী দেখ]। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

প্রস্তার—১। বিস্তার। প্র–স্তৃ+ঘঞ্ ভা। ২। সমূহ। প্র–স্তৃ+ঘঞ্ র্ম্ম। ৩। তৃণবন; পল্লবাদি-রচিত শয্যা; ছন্দোগ্রন্থের প্রক্রিয়া-বিশেষ। প্র–স্তৃ (আস্তরণ করা, বিস্তার করা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

প্রস্তাব—প্রকরণ; প্রসঙ্গ; অবসর, সুযোগ: সামবেদের অঙ্গবিশেষ। প্র–স্তু (স্তুতি করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

প্রস্তাবনা—আরম্ভ; উপক্রম; (নাট্যে) অভি-নয়ারম্ভবিষয়ক প্রস্তাব। প্র–ণিজন্ত স্তু বা স্তাবি (স্তুতি করান)+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

প্রস্তাবিত—কথিত। প্র–ণিজন্ত স্তু বা স্তাবি (স্তুতি করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রস্তুত—উল্লিখিত; কথিত; প্রাসঙ্গিক; উপ-স্থিত; উদ্যুক্ত; নিষ্পন্ন, বৃত; প্রশংসিত। প্র–স্তু (স্তুতি করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রস্থ—সানু, পর্ব্বতের উপরিস্থ সমতল ভূমি; পরিমাণবিশেষ; পরিসর; বিস্তার। প্র–স্থা (থাকা)+ড অধি। সং; পু ও ক্লী।

প্রস্থান—প্রয়াণ; গমন; যুদ্ধযাত্রা। প্র–স্থা+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে প্রস্থিত।

প্রস্থানোদ্যত—গমনোদ্যত, গমনে প্রবৃত্ত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রস্থানোন্মুখ—গমনোদ্যত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রস্থাপন—প্রেরণ, নিয়োগ। প্র–ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (থাকান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রস্থাপিত—নিযুক্ত, প্রেষিত, যাহাকে পাঠান হইয়াছে এরূপ। প্র–ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (থাকান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রস্থিত—গত; প্রস্থানোদ্যত; গমনে উদ্যুক্ত। প্র–স্থা (থাকা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রস্থান।

প্রস্নব—১। ক্ষরণ; দুগ্ধক্ষরণ; ক্ষরিত দুগ্ধ। প্র–স্নু (ক্ষরিত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

প্রস্ফুট, প্রস্ফুটিত—বিকসিত; প্রকাশিত। প্র–স্ফুট (ফুটা)+ক, ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রস্ফুরণ—ঈষৎ কম্পন, স্পন্দন। প্র–স্ফুর (কম্পিত হওয়া)+অনট্ ভা'। সং; ক্লী। বিশেষণে প্রস্ফুরিত।

প্রস্ফুরিত—ঈষৎ কম্পিত, স্পন্দিত। প্র–স্ফুর (কম্পিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রস্ফুরিতাধরা—ঈষৎ কম্পিত অধরবিশিষ্টা, যে রমণী কথা কহিতে উদ্যত হইয়াছে, কিন্তু লজ্জাবশতঃ কথা বাহির না হওয়ায় ঠোঁট ঈষৎ কাঁপিতেছে এরূপ। প্রস্ফুরিত হইয়াছে অধর যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

প্রস্ফোটন—১। বিকাসন; বিদারণ, তাড়ন। প্র–ণিজন্ত স্ফুট বা স্ফোটি (ফুটান)+অনট্ ভা। ২। শূর্প, কুলা। প্র–ণিজন্ত স্ফুট+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

প্রস্রব—ক্ষরণ; গলন। প্র–স্রু (ক্ষরিত হওয়া) +অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে প্রস্রুত।

প্রস্রবণ—১। নির্ঝর। প্র–স্রু+অন ক। ২। ক্ষরণ; গলন; স্বেদন। প্র–স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৩। মাল্য-বান্ পর্ব্বত। প্র–স্রু+অন অপা। ;সং; পু।

প্রস্রাব—মূত্র, মুত। প্র–স্রু (ক্ষরিত হওয়া) +ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

প্রস্রুত—গলিত, ক্ষরিত। প্র–স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রস্বান—উচ্চধ্বনি। প্র–স্বন (শব্দ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

প্রস্বাপন—১। নিদ্রাকর। প্র–ণিজন্ত স্বপ বা স্বাপি (ঘুম পাড়ান)+অন ক। বিণ; ত্রি। ২। নিদ্রাকর্ষক অস্ত্রবিশেষ। সং; ক্লী।

প্রহত—তাড়িত; বাদিত; আহত; ক্ষুণ্ণ; জিত; ব্যাপ্ত, বিস্তৃত। প্র–হন (বধ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

প্রহর—যাম, দিবারাত্রের অষ্টম ভাগ, ৭॥০ দণ্ড বা তিন ঘণ্টা। প্র–হৃ (হরণ করা)+অল্ অধি। সং; পু।

প্রহরণ—১। প্রহার। প্র–হৃ+অনট্ ভা। ২। অস্ত্র; আচ্ছাদিত শকট, ডুলি। প্র–হৃ+অনট্ ণ। ৩। যুদ্ধ। প্র°–হৃ+অনট্ অধি। সং; ক্লী। [সং; স্ত্রী।

প্রহরণকলিকা—চতুর্দ্দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

প্রহরাতীত—এক প্রহর অতিক্রান্ত, এক প্রহরের অধিক। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রহরার্দ্ধ—অর্দ্ধপ্রহর, দেড় ঘণ্টা। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রহরিণী—পাহারাদার স্ত্রীলোক। প্রহরী দেখ; প্রহরিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

প্রহরী—চৌকিদার; পাহারাদার। প্রহর+ইন্ অস্ত্যর্থে=প্রহরিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

প্রহর্ত্তা—প্রহারকারক; যোদ্ধা। প্র–হৃ (হরণ করা)+তৃন্ ক=প্রহর্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

প্রহর্ষণ—১। আহ্লাদকর, হর্ষজনক। প্র–হৃষ (হৃষ্ট হওয়া)+অন ক। বিণ; ত্রি। ২। বুধগ্রহ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

প্রহর্ষণী, প্রহর্ষিণী—ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

প্রহসন—১। অতি হাস্য; ব্যঙ্গোক্তি, পরিহাস। প্র–হস (হাস্য করা)+অনট্ ভা। ২। রূপকবিশেষ; হাস্যরসপ্রধান নাট্যগ্রন্থবিশেষ (Farce)। প্র–হস+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

প্রহস্ত—১। বিস্তৃতাঙ্গুলি পাণি, চপেট, চাপড়।

প্র (সর্ব্বতঃপ্রসারিত) যে হস্ত, কর্ম্মধা। ২। রাক্ষসবিশেষ, রাবণের সেনাপতি। সং ; পু।

প্রহার—নিগ্রহ ; আঘাত ; যুদ্ধ। প্র—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে প্রহৃত।

প্রহাস—১। অতিশয় হাস্য। প্র—হস (হাস্য করা)+ঘঞ্ ভা। ২। শিব ; নট। প্র—হস (হাস্য করা)+ঘঞ্ ক। সং ; পু।

প্রহি—কূপ, কুয়া। প্র—হৃ (হরণ করা)+ডি অপা। সং ; পু।

প্রহিত—প্রক্ষিপ্ত ; প্রেরিত ; নিরস্ত ; প্রযুক্ত ; দত্ত। প্র—ধা (ধারণ করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রহীণ—পরিত্যক্ত, বিহীন। প্র—হা (ত্যাগ করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রহৃত—১। আহত, প্রহারপ্রাপ্ত ; নিগৃহীত। প্র—হৃ (হরণ করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। আঘাত, প্রহার। প্র—হৃ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী। [ক। বিণ ; ত্রি।

প্রহৃষ্ট—অতিশয় আহ্লাদিত। প্র—হৃষ+ক্ত

প্রহেলিকা—কূটপ্রশ্ন, হেঁয়ালি। প্র—হিল (হাব করা)+অল্ ণ=প্রহেল, তদুত্তরে কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রহ্লাদ—১। আহ্লাদ, আমোদ। প্র—হ্লাদ (আমোদিত হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। ২। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র। ইনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, এবং অতি অল্প বয়সেই হরিনাম-সুধারসে মগ্ন হইয়া পড়েন। বিদ্যাভ্যাসার্থ অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত শিক্ষকের হস্তে অর্পিত হইলে, ইনি অধিকাংশ সময় হরিনাম করিয়া কাটাইতেন। হিরণ্যকশিপু ঘোর বিষ্ণুদ্বেষী ছিলেন, এজন্য গুরুমহাশয় ইহাঁকে হরিনাম ত্যাগ করিতে বলিতেন ; কিন্তু ইনি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অনন্যমনে হরিসাধন করিতেন। শিক্ষা সম্বন্ধে পরীক্ষার্থ পিতৃসমীপে নীত হইলে, ইনি পিতাকে বিষ্ণুবিদ্বেষী জানিয়াও নির্ভীকচিত্তে হরিনামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন। পিতার অনুরোধেও ইনি হরিনাম ত্যাগ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, দৈত্যরাজ সক্রোধে ইহাঁকে শিক্ষকের হস্তে অর্পণ করিয়া যেরূপে হউক হরিনাম ত্যাগ করাইতে বলিয়া দিলেন। গুরুর উপদেশ বা শাসনেও কোন ফল হইল না। প্রহ্লাদ পুনরায় পিতৃসকাশে নীত হইলেন। পিতার তর্জ্জন গর্জ্জনে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ইনি সহাস্যবদনে হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। তখন দৈত্যরাজ ক্রোধে অধীর হইয়া পুত্রের প্রাণবিনাশের আদেশ দিলেন। তথাপি প্রহ্লাদ হরিনাম ত্যাগ করিলেন না, অবিচলিতচিত্তে হরিনাম করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, এই সময়ে ইহাঁর জীবনান্ত করিবার নিমিত্ত একে একে খড়্গাঘাত, হস্তিপদতল, অগ্নিকুণ্ড, সাগরগর্ভ, সমুচ্চ পর্ব্বত হইতে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ, বিষপ্রদান প্রভৃতি প্রাণান্তকর সর্ব্বপ্রকার উপায়ই ইহাঁর প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছিল ; কিন্তু একমাত্র হরির কৃপায় ইনি সকল বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। কিছুতেই ইহাঁর মৃত্যু না হওয়ায়, ইনি পুনরায় দৈত্যরাজের নিকট নীত হইলেন। তখন হিরণ্যকশিপু পুত্রকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া স্বমতে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু হরিভক্ত প্রহ্লাদ কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন দৈত্যরাজ সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বল্ দেখি, তুই কি প্রকারে এই সকল বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইলি ?" প্রহ্লাদ সহাস্যে বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "একমাত্র হরির কৃপাই সকল সঙ্কটনাশের কারণ।" প্রশ্ন হইল, "তোর সে হরি কোথায় ?" উত্তর, "তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন।" এবার দৈত্যরাজ সভাস্থ স্ফটিকস্তম্ভের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল। তবে তোর হরি কি এই স্তম্ভের ভিতর আছেন ?" প্রহ্লাদ সদম্ভে অথচ সবিনয়ে উত্তর করিলেন, "হাঁ, তিনি উহার ভিতরেও আছেন।" তখন হিরণ্যকশিপু ক্রোধ-কম্পিতকলেবরে দারুণ পদাঘাতে স্তম্ভ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অমনি তন্মধ্য হইতে এক অতি ভীষণ নরসিংহ মূর্ত্তি বহির্গত হইয়া দৈত্যবরকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর হরির কৃপায় প্রহ্লাদ রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল ন্যায়ানুমোদিতভাবে প্রজাপালন করেন। দৈত্যরাজ বিরোচন ইহাঁর পুত্র। ইহাঁর আর এক নাম প্রহ্রাদ।

প্রহ্লাদন—১। আনন্দজনন, আনন্দিতকরণ। প্র—ণিজন্ত হ্লাদ বা হ্লাদি (আহ্লাদিত করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। আনন্দকর। প্র—ণিজন্ত হ্লাদ+অন ক। বিণ।

প্রহ্ব—বিনীত ; নম্র ; অনুরক্ত, আসক্ত, ; আবর্জিত। প্র—হ্বে+ড ক। বিণ ; ত্রি।

প্রাংশু—উন্নত, উচ্চ। প্র (প্রকৃষ্ট) হইয়াছে অংশু (প্রভা, বেগ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

প্রাকরণিক—প্রকরণপ্রাপ্ত। প্রকরণ+ফিক। বিণ ; ত্রি।

প্রাকাম্য—অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ঐশ্বর্য্যবিশেষ, স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তিতারূপ ঐশ্বর্য্য ; আপনার ইচ্ছানুসারে চলিবার ক্ষমতা। প্রকাম শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

প্রাকার—প্রাচীর ; বেষ্টন, বেড়া। প্র—আ—কৄ (বিকীর্ণ করা)+ঘঞ্ কর্ম্ম। সং ; পু।

প্রাকৃত—১। নীচ, অধম, পৃথগ্জন। প্র+অকৃত (কৃত নহে)। ২। প্রজাসম্বন্ধীয় ; ভাষাবিশেষ, সংস্কৃতের চলিত ভাষা ; লৌকিক ; প্রকৃতিসম্বন্ধীয়, স্বাভাবিক। প্রকৃতি+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি।

প্রাকৃতিক—প্রকৃতিসম্বন্ধীয়, স্বভাবজাত, স্বাভাবিক। প্রকৃতি শব্দ+ষ্ণিক ইদমাদি অর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রাকৃতিকী।

প্রাক্—১। প্রথমে, পূর্ব্বে ; অগ্রে। ব্য। ২। পূর্ব্ব (কাল) ; পূর্ব্ব (দেশ)। বিণ ; ত্রি।

প্রাক্কাল—পূর্ব্ববর্ত্তী সময়। প্রাক্ (পূর্ব্ব) যে কাল, কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রাক্কালিক—পূর্ব্বকালজাত ; পূর্ব্বকালে সম্পাদনীয়। প্রাক্কাল শব্দ+ষ্ণিক ভবাদ্যর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রাক্কালিকী।

প্রাক্তন—পূর্ব্বকালীন ; পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ; জন্মান্তরীণ। প্রাক্ দেখ ; প্রাক্+ট্যন ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

প্রাক্তনকর্ম্ম—পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপপুণ্য ; ভাগ্য, দৈব। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

প্রাক্তনফল—পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কার্য্যের অনুরূপ ফল। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

প্রাক্শিরাঃ—পূর্ব্বদিক্-স্থাপিত মস্তক। প্রাচি (পূর্ব্বদিকে) শিরঃ (শিরস্=মস্তক) যাহার, বহু। বিণ ; পু।

প্রাখর্য্য—প্রখরতা, তীক্ষ্ণতা। প্রখর শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

প্রাগভাব—প্রাগ্বর্ত্তী অভাব ; সংসর্গাভাব। প্রাক্ (পূর্ব্ববর্ত্তী) যে অভাব, কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রাগল্ভ্য—প্রগল্ভতা, ঔদ্ধত্য ; ধৃষ্টতা। প্রগল্ভ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

প্রাগুক্ত—পূর্ব্বোক্ত, পূর্ব্বে উল্লিখিত। প্রাক্ (পূর্ব্বে) উক্ত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রাগ্জ্যোতিষ—কামরূপ দেশ ; তদ্দেশীয় লোক ; ঈশানকোণ। সং ; পু।

প্রাগ্রহর—প্রধান, শ্রেষ্ঠ। প্র—অগ্র—হৃ (হরণ করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

প্রাগ্বংশ—যজ্ঞগৃহের সম্মুখস্থ গৃহ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রাঘার—১। সেক ; ঘৃতাদি ক্ষরণ ; ঘৃতাদি সেচন। প্র—আ—ঘৃ (সেচন করা)+ঘঞ্ ভা। ২। যজ্ঞিয় অগ্নি। প্র—আ—ঘৃ+ঘঞ্ অধি। সং ; পু।

প্রাঘুণ—অতিথি ; আগন্তুক। প্র—আ—ঘুণ (ভ্রমণ করা)+ক ক। সং ; পু।

প্রাঘুণিক—আগন্তুক ; অতিথি। প্রাঘুণ শব্দ+ষ্ণিক স্বার্থে। সং ; পু।

প্রাঙ্—পূর্ব্বকাল ; পূর্ব্বদেশ ; পূর্ব্বদিক্ ;

প্রাচান। প্র—অন্‌চ (গমন করা)+বিচ্‌ ক=প্রাক্‌, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি।

প্রাঙ্গণ—১। অঙ্গন ; গৃহভূমি, উঠান। প্র—অন্‌জ (গমন করা)+অনট্‌ অধি। ২। পণববাদ্য। প্র—অন্‌জ+অনট্‌ ণ। সং।

প্রাচিকা—বনমক্ষিকা, ডাঁস। সং ; স্ত্রী।

প্রাচী—পূর্ব্বদিক। প্রাক্‌ দেখ ; প্রাচ্‌ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। সং ; স্ত্রী।

প্রাচীন—১। পূর্ব্বকালীন, পুরাতন ; প্রাচ্য, পূর্ব্বদেশীয় ; বৃদ্ধ। প্রাক্‌ দেখ ; প্রাচ্‌ শব্দ+ঈন ভবার্থে। ২। পূর্ব্বদিগ্‌জাত। প্রাচী শব্দ+ঈন ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

প্রাচীনবর্হিঃ—ইন্দ্র ; রাজবিশেষ, ইনি হবির্দ্ধানের পুত্র। ইনি প্রজাপতি উপাধি পাইয়াছিলেন। ইঁহার দশপুত্র প্রচেতাঃ নামে অভিহিত। সং ; পু।

প্রাচীনাবীত—দক্ষিণ স্কন্ধে লম্বিত যজ্ঞোপবীতাদি [শ্রাদ্ধাদিকালে এইরূপে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে হয়]। প্রাচীন যে আবীত, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

প্রাচীনাবীতী—(প্রাচীনাবীতিন্‌)। দক্ষিণ স্কন্ধে লম্বিত যজ্ঞোপবীতবিশিষ্ট। প্রাচীনাবীত শব্দ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

প্রাচীর—প্রান্তস্থিত আবৃতি, পাঁচিল, বেড়া, ইত্যাদি ; ইষ্টকাদি রচিত বেষ্টন। প্র—আ—চি+ক্রন্‌ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

প্রাচীরবেষ্টিত—পাঁচিল দিয়া ঘেরা। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রাচুর্য্য—আধিক্য। প্রচুর+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

প্রাচেতস—বাল্মীকি ; বরুণপুত্র। প্রচেতাঃ দেখ ; প্রচেতস্‌+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং : পু।

প্রাচ্য—১। পূর্ব্বদেশীয় ; পূর্ব্বদিক্‌স্থিত। প্রাক্‌ দেখ ; প্রাচ্‌+ষ্য ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। পূর্ব্বদেশ। সং ; পু।

প্রাজক—১। নিয়ন্তা, চালক। প্র—ণিজন্ত অজ (গমন করান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। ২। সারথি। সং; পু।

প্রাজন—চালনদণ্ড, পাঁচনবাড়ি। প্র—ণিজন্ত অজ (গমন করান)+অনট্‌ ণ। সং ; ক্লী।

প্রাজাপত্য—১। প্রজাপতিসম্বন্ধীয়। প্রজাপতি শব্দ+ষ্ণ্য ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে বিবাহবিশেষ [বিবাহ দেখ]। সং ; পু। ৩। দ্বাদশদিন সাধ্য ব্রতবিশেষ [এই ব্রতে প্রথম তিন দিন কেবল রাত্রিতে ২২ গ্রাস ভোজন করিতে হয় ; তাহার পর তিন দিন কেবল দিবসে ২৬ গ্রাস ভোজন করিতে হয় ; অতঃপর তিন দিন অযাচিত ভাবে লব্ধ অন্ন ২২ গ্রাস করিয়া ভোজন করিতে হয় ; শেষ তিন দিন পবাস করিতে হয়। এই ব্রতানুষ্ঠানে অশক্ত হইলে পয়স্বিনী ধেনু বা তন্মূল্য দান বিধি]। সং ; ক্লী।

প্রাজাপত্যা—প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবেশের পূর্ব্বে সর্ব্বস্ব দানরূপ যজ্ঞবিশেষ। প্রজাপতি শব্দ+ষ্ণ্য, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং স্ত্রী।

প্রাজিতা—১। প্রাজক, চালক। প্র—ণিজন্ত অজ (গমন করান)+তৃন্‌ ক—প্রাজিতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। ২। সারথি। সং।

প্রাজেশ—রোহিণী নক্ষত্র। প্রজেশ+ষ্ণ দেবতার্থে। সং ; ক্লী।

প্রাজ্ঞ—১। বিজ্ঞ ; নিপুণ, দক্ষ। প্রজ্ঞা শব্দ+ণ, অথবা প্রজ্ঞা+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রাজ্ঞা। বিশেষ্যে প্রাজ্ঞতা। ২। পণ্ডিত। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রাজ্ঞী।

প্রাজ্ঞা—বিজ্ঞা ; নিপুণা, দক্ষা। প্রাজ্ঞ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

প্রাজ্ঞী—পণ্ডিতের ভার্য্যা। প্রাজ্ঞ (পণ্ডিত)+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। সং ; স্ত্রী।

প্রাজ্য—১। প্রচুর, প্রভূত। প্র—অন্‌জ (গমন করা)+ক্যপ্‌ ক। বিণ ; ত্রি। ২। প্রকৃষ্ট ঘৃত। প্র (প্রকৃষ্ট) যে আজ্য (ঘৃত), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

প্রাঞ্জল—সরল, সুখবোধ্য, সহজ ; সুখসেব্য ; উজ্জ্বল ; নির্ম্মল। প্র—অন্‌জ (গমন করা)+অলচ্‌ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রাঞ্জলি—বদ্ধাঞ্জলি, কৃতাঞ্জলি। প্র (প্রকৃষ্টরূপে) কৃত হইয়াছে অঞ্জলি যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

প্রাড়্‌বিবাক, প্রাড়্‌বিবেক—রাজ্যের প্রধান বিচারপতি, চিফ্‌জজ্‌ (Chief Justice); ব্যবহারদর্শী। প্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করা)+কিপ্‌ ক—প্রাট্‌ (জিজ্ঞাসাকারী), তদুত্তরে বচ (বলা) পক্ষান্তরে বিচ (পৃথক্‌ করা)+ঘঞ্‌ ক। সং ; পু।

প্রাণ—ব্রহ্মা ; হৃদয়স্থ বায়ু ; বল ; জীবন ; বায়ু ; প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান,—দেহস্থ এই পঞ্চ বায়ু। প্র—অন (বাঁচা)+অল্‌ ণ। সং ; পু।

প্রাণক—প্রাণী ; বস্ত্র ; বৃক্ষবিশেষ। প্র—অন (বাঁচা)+ণক ক। সং ; পু।

প্রাণকান্ত—প্রাণপ্রিয়, স্বামী। ৬তৎ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রাণকান্তা।

প্রাণগতি—প্রাণের অবলম্বন, প্রাণধারণের উপায়। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

প্রাণচ্ছিদ্‌—প্রাণঘাতক, জীবননাশক। প্রাণ—ছিদ (ছেদন করা)+কিপ্‌ক। বিণ ; ত্রি।

প্রাণত্যাগ—জীবনবিসর্জ্জন, মৃত্যু। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রাণথ—তীর্থ ; প্রজাপতি ; বায়ু। প্র—অন (বাঁচা)+অথ সংজ্ঞার্থে। সং ; পু।

প্রাণদ—১। জীবনদাতা। প্রাণ শব্দ—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রাণদা। ২। রক্ত ; জল। সং ; ক্লী।

প্রাণদণ্ড—জীবননাশ রূপ শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড, বধ। প্রাণনাশ রূপ দণ্ড, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, অথবা প্রাণের দণ্ড (নিগ্রহ), ৬তৎ। সং ; পু।

প্রাণদা—১। জীবনদাত্রী। প্রাণদ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী। ২। হরীতকী। সং ; স্ত্রী।

প্রাণদাতা—জীবনদাতা, জীবনরক্ষক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রাণদাত্রী।

প্রাণদান—জীবনদান, প্রাণরক্ষা, বাঁচান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

প্রাণধন—প্রাণের ধনস্বরূপ, জীবনের অতিপ্রিয়। প্রাণের ধন (ধনসদৃশ), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রাণন—জীবনধারণ, বাঁচিয়া থাকা। প্র—অন (বাঁচা)+অনট্‌ ভা। সং ; ক্লী।

প্রাণনাথ—ভর্ত্তা, পতি। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রাণনাশ—জীবনবিনাশ, বধ, হত্যা ; মৃত্যু। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রাণনাশক—জীবনবিনাশক, প্রাণহননকারী। প্রাণ শব্দ—নশ (নাশ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

প্রাণনিগ্রহ—প্রাণায়াম। বহু। সং ; পু।

প্রাণপণ—জীবনপণ, জীবন দিয়াও কার্য্যসিদ্ধি করিবার সঙ্কল্প। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রাণপণে—জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া, জীবন যায় যাউক তথাপি কার্য্য সিদ্ধ করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া।° প্রাণ হইয়াছে পণ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

প্রাণপতন—প্রাণপাত, জীবনত্যাগ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

প্রাণপতি—প্রাণাধিক প্রিয়, ভর্ত্তা। প্রাণ তুল্য প্রিয় পতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রাণপাত—জীবনত্যাগ, মৃত্যু। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রাণপ্রতিম—প্রাণতুল্য, প্রাণের ন্যায় প্রিয়। প্রাণের প্রতিম (তুল্য)। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রাণপ্রতিমা।

প্রাণপ্রিয়—প্রাণতুল্য প্রীতিভাজন, জীবনাধিক ভালবাসার পাত্র। প্রাণাধিক প্রিয়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রাণপ্রিয়া।

প্রাণবঁধু—জীবনবন্ধু, প্রাণতুল্য প্রিয় প্রণয়ী। বঁধু—দেশজ শব্দ, বন্ধু শব্দের অপভ্রংশ। [পু।

প্রাণভৃৎ—প্রাণী। প্রাণ শব্দ—ভৃ (ধারণ করা)+কিপ্‌ ক। বিণ ; ত্রি।

প্রাণময়কোষ—পঞ্চপ্রাণ, ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মিলিত কোষ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রাণযাত্রা—জীবনযাত্রা, জীবিকা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

প্রাণবায়ু—প্রাণ দেখ। প্রাণ নামক বায়ু, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

প্রাণবিনাশ—জীবননাশ, হত্যা। ৬তৎ। সং ;

প্রাণবিসর্জ্জন—প্রাণত্যাগ, মৃত্যু। ৬তৎ। সং; ক্লী।

প্রাণসংযম—প্রাণবায়ুর নিরোধ। ৬তৎ। সং।

প্রাণসংহার—জীবনবিনাশ, হত্যা। ৬তৎ। সং; পু।

প্রাণসংহারক—জীবননাশক, প্রাণঘাতক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রাণসখা—প্রাণবন্ধু, প্রাণতুল্য প্রিয় বন্ধু। প্রাণ প্রিয় সখা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [সমাসে সখি শব্দের উত্তর ষ (অ) হয়, সুতরাং প্রাণসখ হওয়া উচিত]।

প্রাণসঞ্চার—জীবন সঞ্চার, জীবনের আবির্ভাব। ৬তৎ। সং; পু।

প্রাণস্নিগ্ধকর—প্রাণের তৃপ্তিদায়ক, প্রাণশীতলকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রাণাত্যয়—জীবনান্ত, মৃত্যু। প্রাণের অত্যয় (নাশ), ৬তৎ। সং; পু।

প্রাণাধিক—জীবনাধিক, জীবন অপেক্ষা প্রিয়। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রাণাধিকা।

প্রাণান্ত—মৃত্যু, মরণ। প্রাণের (জীবনের) অন্ত (শেষ), ৬তৎ। সং; পু।

প্রাণান্তকর—জীবননাশক, মৃত্যুদায়ক। প্রাণান্ত—কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রাণান্তকরী।

প্রাণান্তিক—প্রাণনাশক। প্রাণের অন্তিক (ছেদক), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রাণায়াম—নাসিকার দ্বারা বায়ুর পুরণ, রোধ ও রেচনরূপ ব্যাপার। প্রাণ শব্দ—আ—যম (সংযত করা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

প্রাণিতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা—যে বিদ্যা দ্বারা প্রাণিসমূহের আকার, প্রকার, স্বভাবাদি জানা যায় (Zoology)। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

প্রাণিদ্যূত—পণ রাখিয়া মেষ কুক্কুটাদির যুদ্ধ করান। প্রাণীর দ্বারা দ্যূত, ৩তৎ। সং।

প্রাণিহিংসা—জীবহিংসা, জীবের অনিষ্টচেষ্টা, জীবের জীবননাশ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

প্রাণী—প্রাণবিশিষ্ট, জীব, জন্তু। প্রাণ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, অথবা প্র—অন (বাঁচা)+ণিন্ ক—প্রাণিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

প্রাণেশ, প্রাণেশ্বর—জীবিতেশ, পতি, ভর্ত্তা। প্রাণের ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যথাক্রমে প্রাণেশা ও প্রাণেশ্বরী।

প্রাণেশা, প্রাণেশ্বরী—প্রিয়া; ভার্য্যা। প্রাণেশ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্; প্রাণেশ্বর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

প্রাতঃ—(প্রাতর্)। প্রভাত, দিনারম্ভ। প্র—অত (গমন করা)+অর্ অধি। ব্য।

প্রাতঃকাল—প্রভাতসময়, দিনের প্রথম সময়, সকালবেলা। সং; পু।

প্রাতঃকৃত্য—প্রাভাতিক কার্য্য, প্রাতঃকালে করণীয় কর্ম্ম, যথা—হস্তমুখ-প্রক্ষালন, প্রাতঃসন্ধ্যা প্রভৃতি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

প্রাতঃক্রিয়া—প্রাতঃকৃত্য। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

প্রাতঃসন্ধ্যা—পূর্ব্বসন্ধ্যা, প্রত্যূষ; প্রাতঃকালে উপাস্য সন্ধ্যা। সং; স্ত্রী।

প্রাতঃসমীর—প্রভাতকালীন বায়ু। ৬তৎ। সং; পু। [রবি। ৬তৎ। সং; পু।

প্রাতঃসূর্য্য—প্রভাতকালীন সূর্য্য, নবোদিত

প্রাতঃস্নান—প্রভাতকালে স্নান, অরুণোদয় কালে স্নান করা। ৭তৎ। সং; ক্লী।

প্রাতঃস্মরণীয়—প্রাতঃকালে স্মরণযোগ্য। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রাতরাশ—প্রভাতকালীন ভোজন (Breakfast)। প্রাতর্ শব্দ—অশ (ভোজন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

প্রাতরাহ্নিক—প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবন্দনা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্রাতর্গেয়—১। বন্দী, স্তুতিপাঠক। সং; পু। ২। প্রাতঃকালে গানযোগ্য। বিণ; ত্রি।

প্রাতর্ভোজন—প্রভাতকালীন ভোজন, প্রাতরাশ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

প্রাতর্বাক্য—প্রথম কথা। দেশজ শব্দ [কাহাকেও অভিশাপ দিবার সময়ে লোকে এই শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকে]।

প্রাতিকূলিক—প্রতিকূলে বর্ত্তমান; প্রতিকূলবর্ত্তী। প্রতিকূল+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

প্রাতিকূল্য—প্রতিকূলাচার, বিরুদ্ধাচরণ; বৈপরীত্য। প্রতিকূল+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

প্রাতিপদিক—বিভক্তিশূন্য ব্যক্তিবাচক বা বিশেষণবাচক শব্দ, লিঙ্গ, নাম। প্রতি+পদ—প্রতিপদ (প্রত্যেক পদ), তদুত্তরে ষ্ণিক। সং; ক্লী।

প্রাতিভাব্য—প্রতিভূরূপে প্রদেয় অর্থাদি, জামিন হওয়া। প্রতিভূ (জামিন)+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

প্রাতিলোম্য—বৈপরীত্য, বিপর্য্যয়। প্রতিলোম (বিপরীত)+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

প্রাতিশাখ্য—বেদশাখাসম্বন্ধীয় ব্যাকরণবিশেষ। প্রতি+শাখা—প্রতিশাখা (প্রত্যেক শাখা) +ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

প্রাতিহারক, প্রাতিহারিক—১। প্রতিহারীর কর্ম্ম। সং; ক্লী। ২। মায়াবী। প্রতিহার শব্দ+যথাক্রমে কণ্ ও ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

প্রাত্যয়িক—১। প্রত্যয়শীল; বিশ্বস্ত। প্রত্যয় শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। প্রতিভূ, জামিন। সং; পু।

প্রাথমিক—প্রথমকালীন, আদ্য, প্রথমকৃত। প্রথম+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। [সং; ক্লী।

প্রাথম্য—মুখ্যত্ব; প্রথমত্ব। প্রথম+ষ্ণ্য ভাবে।

প্রাদি—প্র, পরা প্রভৃতি বিংশতিটি উপসর্গ। প্র হইয়াছে আদি যাহাদের, বহু। সং; পু।

প্রাদুঃ—(প্রাদুস্)। প্রত্যক্ষ; প্রকাশ; বৃদ্ধি; নাম; সত্তা; সম্ভাবনা। প্র—অদ (ভক্ষণ করা)+উস্ ভা। ব্য।

প্রাদুর্ভাব—আবির্ভাব; প্রথম প্রকাশ। প্রাদুস্—ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে প্রাদুর্ভূত।

প্রাদুর্ভূত—আবির্ভূত; প্রকাশিত। প্রাদুস্ শব্দ—ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রাদুর্ভাব।

প্রাদেশ—১। বিস্তৃত অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী পরিমাণ, হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তৎপরবর্ত্তী অঙ্গুলি প্রসারিত করিলে যতটা পরিমাণ হয়। প্র—আ—দিশ (আদেশ করা)+অল্ ভা। ২। দেশ। প্রদেশ শব্দ+ষ্ণ। সং; পু।

প্রাদেশন—দান; অর্পণ। প্র—আ—দিশ (দেওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রাদেশিক—প্রদেশজাত। প্রদেশ শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

প্রাধা—দক্ষরাজের অন্যতমা কন্যা। মহর্ষি কশ্যপের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহারই গর্ভে অপ্সরাদিগের জন্ম। সং; স্ত্রী।

প্রাধান্য—শ্রেষ্ঠতা, উৎকর্ষ; প্রভুত্ব, আধিপত্য। প্রধান শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

প্রাধ্যয়ন—সম্যক্ অধ্যয়ন; বেদপাঠ। প্র—অধি—ই (অধ্যয়ন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রাধ্ব—১। প্রকৃষ্ট পথ; সৎপথ; রথাদি। প্র—অধ্বন্ (পথ)+অ। সং; পু। ২। পথগামী; বদ্ধ; নম্র। বিণ; ত্রি। ৩। অনুকূল। ব্য।

প্রান্ত—অন্তভাগ; শেষসীমা। প্র (প্রকৃষ্ট)+অন্ত (শেষ)। সং; পু।

প্রান্তর—বৃক্ষজলাদিশূন্য দূর পথ, মাঠ; বন; কোটর। প্র (প্রকৃষ্ট) হইয়াছে অন্তর (অন্তর্বর্ত্তী স্থান) যাহার, বহু। সং; ক্লী।

প্রান্তবর্ত্তী—প্রান্তস্থিত, শেষভাগে অবস্থিত। প্রান্ত শব্দ—বৃত (থাকা)+ণিন্ ক—প্রান্তবর্ত্তিন্ ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রান্তবর্ত্তিনী।

প্রান্তস্থ—শেষসীমায় অবস্থিত। প্রান্ত শব্দ—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

প্রাপক—১। অধিগন্তা, পায় যে এরূপ। প্র—আপ্ (পাওয়া)+ণক ক। ২। অধিগমক, পাওয়ায় যে এরূপ। প্র—ণিজন্ত আপ (পাওয়ান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রাপিকা।

প্রাপণ—১। প্রাপ্তি, পাওয়া; সম্যক্ ব্যাপ্তি। প্র—আপ (পাওয়া)+অনট্ ভা। ২। প্রাপ্তি করান, পাওয়ান। প্র—ণিজন্ত আপ (পাওয়ান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

প্রাপণিক—বাণিজ্যকারী, ব্যবসায়ী; বণিক্। প্র—আপণ শব্দ (দোকান)+ষ্ণিক। ত্রি।

প্রাপিত—অধিগমিত ; নীত ; প্রাহিত। প্র—ণিজন্ত আপ (পাওয়ান)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রাপণ।

প্রাপ্ত—১। লব্ধ, যাহা পাওয়া গিয়াছে এরূপ ; প্রস্থাপিত। প্র—আপ (পাওয়া)+ক্ত র্ম। ২। উপনীত, উপস্থিত। প্র—আপ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রাপ্তি।

প্রাপ্তকাল—১। আসন্নমৃত্যু, যাহার মরণকাল উপস্থিত হইয়াছে এরূপ। প্রাপ্ত (উপস্থিত) হইয়াছে কাল যাহার, বহু। ২। প্রাপ্তাবসর। প্রাপ্ত হইয়াছে কাল যৎকর্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

প্রাপ্তরূপ—রমণীয়, সুন্দর, মনোহর ; পণ্ডিত ; বিজ্ঞ ; উচিত। প্রাপ্ত হইয়াছে রূপ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রাপ্তরূপা।

প্রাপ্তবয়স্ক—প্রাপ্তব্যবহার, সাবালক। প্রাপ্ত হইয়াছে বয়ঃ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কা।

প্রাপ্তব্য—প্রাপ্তিযোগ্য। প্র—আপ (পাওয়া) +তব্য র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রাপ্তব্যবহার—প্রাপ্তবয়স্ক, সাবালক। প্রাপ্ত হইয়াছে ব্যবহার যৎকর্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

প্রাপ্তি—অধিগম, লাভ, পাওয়া ; বৃদ্ধি ; অনুমিতি ; উদয় ; উপস্থিতি ; সংহতি। প্র—আপ+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে প্রাপ্ত।

প্রাপ্য—প্রাপণীয়, প্রাপ্তিযোগ্য ; লভ্য ; গম্য। প্র—আপ (পাওয়া)+য র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রাবল্য—উৎকটতা ; প্রবলতা ; শক্তি ; প্রভাব। প্রবল+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

প্রাভাকর—মীমাংসকবিশেষ। সং ; পু।

প্রাভাতিক—প্রভাতকালীন, প্রাতঃকালীন। প্রভাত শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

প্রাভৃত—উপঢৌকনসামগ্রী ; নৈবেদ্য। প্র—আ—ভৃ (পোষণ করা)+ক্ত র্ম। সং ; ক্লী।

প্রামাণিক—১। বিশ্বাস্য ; প্রমাণসিদ্ধ ; সম্মানার্হ ; পরিচ্ছেদক। প্রমাণ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। ২। অধ্যক্ষ ; পণ্ডিত, বিজ্ঞ। সং ; পু।

প্রামাণ্য—প্রমাণতা ; বিশ্বস্ততা। প্রমাণ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

প্রামাদিক—অনবধানতাজনিত ; প্রমাদসম্ভূত। প্রমাদ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

প্রায়—১। মৃত্যু ; ইচ্ছাপূর্ব্বক অনশন-মৃত্যু ; অনশন, উপবাস ; বাহুল্য। প্র—ই বা অয় (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। ২। (শব্দের পরে থাকিলে) সদৃশ, তুল্য ; অধিক। বিণ ; ত্রি।

প্রায়ঃ—(প্রায়স্)। বাহুল্য। প্র—ই বা অয় (গমন করা)+অস্ ভা। ব্য।

প্রায়শঃ—বাহুল্যরূপে ; সদাসর্ব্বদা ; সচরাচর। প্রায়ঃ (বাহুল্য)+চশস্। ব্য।

প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্তি—পাপক্ষয়সাধন কর্ম্ম। প্রায়ঃ শব্দ (এখানে তপস্যা)—চিত (বোধ করা)+যথাক্রমে ক্ত ও ক্তি ভা। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

"প্রায়োনাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে।
তপোনিশ্চয়সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্মৃতম্॥"

প্রায়ঃ শব্দের অর্থ তপঃ অর্থাৎ তপস্যা এবং চিত্ত শব্দের অর্থ নিশ্চয় ; যাহা তপোনিশ্চয় সংযুক্ত অর্থাৎ তপস্যাতে নিশ্চলতা, তাহাই প্রায়শ্চিত্ত নামে অভিহিত।

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব—প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক গ্রন্থবিশেষ। সং ; ক্লী।

প্রায়শ্চিত্তবিধি—প্রায়শ্চিত্তের বিধান, কোন্ পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত তাহার ব্যবস্থা। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রায়শ্চিত্তী—প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তি। প্রায়শ্চিত্ত শব্দ +ইন্ অর্হার্থে=প্রায়শ্চিত্তিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

প্রায়োদ্বীপ—উপদ্বীপ (Peninsula)। প্রায়ঃ (বাহুল্যরূপে)+দ্বীপ। সং ; পু।

প্রায়োপবিষ্ট—ইচ্ছাপূর্ব্বক অনশনে মরণার্থ কৃতোপবেশন, যে অনশনে মরিবার ইচ্ছায় বসিয়া আছে। প্রায়ের নিমিত্ত উপবিষ্ট, ৪তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রায়োপবেশ, প্রায়োপবেশন।

প্রায়োপবেশ, প্রায়োপবেশন—সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক অনশনে অবস্থিতি ; ইচ্ছাপূর্ব্বক অনশনে মরিবার নিমিত্ত বসা। প্রায় দেখ ; প্রায়ের নিমিত্ত উপবেশ বা উপবেশন (বসা), ৪তৎ। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে প্রায়োপবিষ্ট।

প্রায়োপবেশিকা—প্রায়োপবেশন। প্রায়োপবেশ দেখ ; প্রায়োপবেশ+কণ্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রারব্ধ—১। প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ, যাহা আরম্ভ করা হইয়াছে এরূপ। প্র—আ—রভ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্য প্রারম্ভ। ২। পূর্ব্বজন্মের হেতুভূত অদৃষ্ট। সং ; ক্লী।

প্রারম্ভ—১। কার্য্য। প্র—আ—রভ+ঘঞ্ র্ম। সং ; পু। ২। উপক্রম, সূত্রপাত। প্র—আ—রভ+ঘঞ্ ভা। ৩। সৎকার্য্যকারী। প্র (প্রকৃষ্ট) হইয়াছে আরম্ভ (কার্য্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

প্রারিপ্সিত—আরম্ভের জন্য অভিলষিত। প্র—আ—সনন্ত রভ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রার্ণ—১। অধিক ঋণ। প্র (অধিক) যে ঋণ, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। অধিক ঋণযুক্ত। বহু। বিণ ; ত্রি।

প্রার্থক—প্রার্থনাকারী, যাচক। প্র—অর্থ (যাচ্ঞা করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

প্রার্থন, প্রার্থনা—যাচ্ঞা ; মুদ্রাবিশেষ ; গর্ভাঙ্গবিশেষ ; আক্রমণ ; অবরোধ ; অভিযান ; হিংসা। প্র—অর্থ (যাচ্ঞা করা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে প্রার্থিত।

প্রার্থনীয়—১। প্রার্থনা করিবার যোগ্য। প্র—অর্থ (চাওয়া)+অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। দ্বাপরযুগ। সং ; ক্লী।

প্রার্থয়িতব্য—প্রার্থনীয়, বাঞ্ছনীয়। প্র—ণিজন্ত অর্থ বা অর্থি (যাচ্ঞা করা)+তব্য র্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রার্থয়িতা—প্রার্থনাকারী ; যাচক। প্র—ণিজন্ত অর্থ বা অর্থি (যাচ্ঞা করা)+তৃন্ ক—প্রার্থয়িতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

প্রার্থিত—যাচিত ; অভিলষিত ; সংরুদ্ধ ; আক্রান্ত ; হত। প্র—অর্থ (যাচ্ঞা করা) +ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রার্থন, প্রার্থনা।

প্রালম্ব, প্রালম্বিকা—হারবিশেষ, সরল লম্বমান মাল্য। প্র—আ—লম্ব (লম্বিত হওয়া) +অন্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

প্রালেয়—হিম, শিশির। প্র—আ—লী (লয় পাওয়া)+য ক, অথবা প্রলয় (পর্ব্বত)+ষ্ণ। সং ; ক্লী।

প্রাবণ—খনিত্র, খন্তা। প্র—আ—বন (সংলগ্ন হওয়া)+ণ ণ। সং ; ক্লী।

প্রাবরণ, প্রাবার—আবরণ বস্ত্র ; উত্তরীয় বস্ত্র, উড়ানী। প্র—আ—বৃ (আবরণ করা)+ যথাক্রমে অনট্ ও ঘঞ্ ণ। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

প্রাবীণ্য—প্রবীণতা ; পটুতা, দক্ষতা, নৈপুণ্য। প্রবীণ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

প্রাবৃট্—বর্ষাকাল, শ্রাবণ ও ভাদ্রমাস। প্র—আ—বৃষ (বর্ষণ হওয়া)+ক্বিপ্ অধি—প্রাবৃষ্, ১মার ১বচন। সং ; স্ত্রী।

প্রাবৃত—সম্যক্ আবৃত, বেষ্টিত, আচ্ছাদিত। প্র—আ—বৃ (ঘেরা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রাবৃতি।

প্রাবৃতি—আবরণ ; বেড়া। প্র—আ—বৃ (ঘেরা) +ক্তি ণ। সং ; স্ত্রী।

প্রাবৃষা—বর্ষাকাল। প্র—আ—বৃষ(বর্ষণ হওয়া) +ক্বিপ্ অধি, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রাবৃষেণ্য—১। কদম্ব বৃক্ষ। প্রাবৃষ্+এণ্য ভবার্থে। সং ; পু। ২। বর্ষাকালীন ; প্রচুর। বিণ ; ত্রি।

প্রাশন—আহার, ভোজন। প্র—অশ (ভোজন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে প্রাশিত।

প্রাশিত—১। ভক্ষিত, ভুক্ত। প্র—অশ (ভোজন

করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রাশন। ২। পিতৃযজ্ঞ। সং; স্ত্রী।

প্রাশ্নিক—প্রশ্ন শ্রবণপূর্ব্বক মীমাংসক; প্রশ্নকারী; সভ্য। প্রশ্ন+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

প্রাস—ক্ষেপণীয় অস্ত্রবিশেষ, কুন্ত। প্র—অস (ক্ষেপণ করা)+অল্ র্ম। সং; পু।

প্রাসঙ্গ—শিক্ষণীয় বৃষাদির স্কন্ধস্থ যুগকাষ্ঠবিশেষ, জোয়াল। প্র—আ—সন্জ+ঘঞ্ র্ম। সং।

প্রাসঙ্গিক—প্রসঙ্গক্রমে আগত; সম্পর্কীয় (Relevant)। প্রসঙ্গ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

প্রাসাদ—দেবতার ইষ্টকালয়; সুবৃহৎ অট্টালিকা; রাজহর্ম্ম্য। প্র—আ—সদ (গমন করা)+ঘঞ্ অধি। সং; পু।

প্রাসাদশিখর—প্রাসাদচূড়া, প্রাসাদের অগ্রভাগ। ৬তৎ। সং; পু বা স্ত্রী।

প্রাসাদোপরি—প্রাসাদের উপরিভাগে। ৬তৎ। ব্য। [+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

প্রাসিক—প্রাসাস্ত্রধারী; প্রাসসম্বন্ধীয়। প্রাস

প্রাস্থানিক—প্রস্থানকালোচিত। প্রস্থান+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

প্রাহরিক—প্রহরনিযুক্ত; প্রহরসম্বন্ধীয়। প্রহর+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

প্রাহ্ন—পূর্ব্বাহ্ন, দিবসের আদিভাগ। অহনের প্র অর্থাৎ পূর্ব্বে, নিত্য। সং; পু।

প্রাহ্নেতমাম্, প্রাহ্নেতরাম্—অতি প্রত্যূষে। প্রাহ্ন শব্দের ৭মীর ১বচনে প্রাহ্নে, তদুত্তরে যথাক্রমে চতমাম্, চতরাম্। ব্য।

প্রিন্সেপ জেমস্ (James Prinsep)—জন্ম ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ ২০শে আগষ্ট। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সহকারী "এসে মাষ্টার" স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন। ১৮২০ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেনারস মিণ্টের এসে মাষ্টারের কার্য্য করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা মিণ্টের ডেপুটী এসে মাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হন, এবং ১৮৩২ হইতে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত মিণ্টের এসে মাষ্টারের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইনি অত্যধিক পরিশ্রম জন্য মস্তিষ্কের তরলতা রোগে দেহত্যাগ করেন। (১৮৪০ খ্রীঃ ২২শে এপ্রেল)। বেনারসে একটী নূতন টাঁকশাল, গির্জ্জা ও কর্ম্মনাশা নদীর উপর একটী সেতু ইনিই নির্ম্মাণ করেন। ১৮৩২ হইতে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর সেক্রেটারী স্বরূপে কার্য্য করেন এবং সভার আলোচ্য বিষয়ের অনেক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করেন। একাধারে ইনি রসায়নশাস্ত্রবিৎ, খনিজতত্ত্বজ্ঞ, মুদ্রাতত্ত্ববিৎ ও বায়ুতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। অশোকের অনেক শিলালিপি ইনি পাঠ করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতায় প্রিন্সেপের ঘাট ইঁহারই স্মৃতিরক্ষার্থ নির্ম্মিত হয়। ইঁহারই এক ভ্রাতুষ্পুত্র (স্যার্ টোবী প্রিন্সেপ) বহুদিন যাবৎ কলিকাতা হাইকোর্টের জজ-পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। স্যার্ টোবী প্রিন্সেপই হেলীবরী কলেজে শিক্ষিত শেষ ভারতবর্ষীয় সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী।

প্রিয়—১। প্রীতিভাজন, ভালবাসার পাত্র; রম্য। প্রী (প্রীত করা)+ক ক। বিণ; ত্রি। ২। পতি, স্বামী; মৃগবিশেষ। সং।

প্রিয়ংবদ—১। প্রিয়বাদী, হিতভাষী। প্রিয় শব্দ—বদ (বলা)+খ ক। বিণ; ত্রি। ২। গন্ধর্ব্ববিশেষ; খেচর। সং; পু।

প্রিয়ক—চিত্রমৃগ; কদম্ববৃক্ষ; প্রিয়ঙ্গু; ভ্রমর; কুঙ্কুম। প্রিয় শব্দ+কণ্। সং; পু।

প্রিয়কার—প্রিয়কারক; অনুকূল। প্রিয় শব্দ—কৃ (করা)+ষণ্ ক। বিণ; ত্রি।

প্রিয়কারী—(প্রিয়কারিন্)। প্রীতিকর কার্য্যকারী, হিতকারী, অনুকূল। প্রিয় শব্দ—কৃ (করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রিয়কারিণী।

প্রিয়ঙ্কর—প্রিয়কারী; হিতকারক। প্রিয় শব্দ—কৃ (করা)+খ ক। বিণ; ত্রি।

প্রিয়ঙ্গু—ফলিনীলতা, শ্যামালতা, পিপুল। প্রিয় শব্দ—গম (যাওয়া)+ডু ক। সং; স্ত্রী।

প্রিয়চিকীর্ষু—প্রীতিকর কার্য্য করিতে ইচ্ছু, হিতৈষী। প্রিয়—সনন্ত কৃ বা চিকীর্ষ+উ ক। বিণ; ত্রি।

প্রিয়তম—অতিশয় প্রিয়। প্রিয়+তম উৎকর্ষার্থে। বিণ; ত্রি।

প্রিয়তমা—সাতিশয় প্রিয়া, অত্যন্ত প্রণয়ভাজনা। প্রিয়তম দেখ; প্রিয়তম+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রিয়তর—উভয়ের মধ্যে অধিকতর প্রিয়। প্রিয় শব্দ+তর দুইএর মধ্যে একের উৎকর্ষার্থে। বিণ; ত্রি।

প্রিয়তা—স্নেহ; ভালবাসা। প্রিয়+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

প্রিয়দর্শন—সুদৃশ্য, সুন্দর। প্রিয় (রম্য) হইয়াছে দর্শন (দৃশ্য) যাহার, বহু। বিণ।

প্রিয়পাত্র—প্রীতিভাজন, স্নেহাস্পদ। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রিয়পাত্রী।

প্রিয়ম্বদ—প্রিয়ভাষী। প্রিয় শব্দ—বদ (বলা)+খ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রিয়ম্বদা।

প্রিয়ম্বদা—১। প্রিয়ভাষিণী। প্রিয়ম্বদ দেখ; প্রিয়ম্বদ+স্ত্রীলিঙ্গে আ(প্)। বিণ; স্ত্রী। ২। শকুন্তলার সখী। মহাকবি কালিদাস তদীয় অভিজ্ঞান শকুন্তল কাব্যে ইঁহাকে ও ইঁহার সঙ্গিনী অনুসূয়াকে মহারাজ দুষ্মন্তের সহিত মিলনসাধিকারূপে অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন।

প্রিয়ভাষী—(প্রিয়ভাষিন্)। প্রিয়বাদী, মিষ্টবক্তা। প্রিয় শব্দ—ভাষ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রিয়ভাষিণী।

প্রিয়ভূমি—১। প্রীতিকর স্থান। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। প্রিয়পাত্র। প্রিয় হইয়াছে ভূমি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

প্রিয়বাদিনী—প্রিয়ভাষিণী। প্রিয় শব্দ—বদ (বলা)+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে প্রিয়বাদী।

প্রিয়বাদী—প্রিয়ভাষী; মিষ্টবক্তা। প্রিয় শব্দ—বদ (বলা)+ণিন্ ক=প্রিয়বাদিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রিয়বাদিনী।

প্রিয়বিয়োগ—প্রিয়পাত্রের বিচ্ছেদ, প্রিয়পাত্রের মৃত্যু; প্রীতিকর বস্তুর নাশ। ৬তৎ। সং; পু।

প্রিয়ব্রত—স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। কর্দ্দমতনয়া কাম্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে তাঁহার গর্ভে ইঁহার দুই কন্যা ও দশ পুত্র হয়। প্রিয় হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। পু।

প্রিয়সংযোগ—প্রিয়পাত্রের সহিত মিলন; প্রিয়বস্তুর লাভ। ৬তৎ। সং; পু।

প্রিয়সখ—পরম মিত্র, প্রিয়বন্ধু; খদির। প্রিয় যে সখা, কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রিয়সখী—সহচরী। প্রিয়া যে সখী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

প্রিয়সম্বন্ধ—প্রীতিজনক সম্পর্ক। কর্ম্মধা। সং; পু।

প্রিয়সম্বন্ধসূচক—প্রীতিজনক সম্পর্কজ্ঞাপক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রিয়া—১। স্নেহপাত্রী। প্রিয় শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ভার্য্যা। সং; স্ত্রী।

প্রীণ—প্রীত; তুষ্ট। প্রী (প্রীত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

প্রীণন—তর্পণ, প্রীতকরণ। ণিজন্ত প্রী (প্রীত করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে প্রীণিত।

প্রীণিত—তোষিত; তর্পিত। ণিজন্ত প্রী (তুষ্ট করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রীণন।

প্রীত—সন্তুষ্ট; তৃপ্ত; প্রীতিযুক্ত। প্রী (প্রীত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রীতি।

প্রীতি—তৃপ্তি; প্রেম; ইচ্ছা; হর্ষ; সন্তোষ; আনন্দ; যোগবিশেষ। প্রী (প্রীত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে প্রীত, প্রিয়।

প্রীতি-উপহার—প্রীতিজনক উপহার; প্রণয়যুক্ত উপঢৌকন, সানুরাগ দান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা [সন্ধি করিলে প্রীত্যুপহার" হয়]। সং; পু।

প্রীতিকর—তৃপ্তিজনক; হর্ষোৎপাদক। প্রীতি (তৃপ্তি)—কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি।

প্রীতিজনক—প্রীতিকর, তৃপ্তিদায়ক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রীতিদত্ত—প্রীতির সহিত দত্ত বস্তু। প্রীতির দ্বারা দত্ত, ৩তৎ। সং ; ক্লী।

প্রীতিদায়ক—প্রীতিজনক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রীতিদায়িকা।

প্রীতিপরায়ণ—সাতিশয় প্রীতিযুক্ত, অতিশয় প্রণয়ী। প্রীতি হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রীতিপরায়ণা।

প্রীতিপূর্ণ—প্রেমপূর্ণ ; হর্ষপরিপূর্ণ ; আনন্দে ভরা। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রীতিপ্রদ—প্রীতিদাতা, তৃপ্তিজনক। প্রীতি শব্দ—প্র—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

প্রীতিপ্রফুল্ল—প্রীতিহেতু উৎফুল্ল, অনুরাগ হেতু বিকশিত ; হর্ষোৎফুল্ল। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

প্রীতিভরে—প্রীতিসহকারে, অনুরাগের সহিত। বহ। ক্রি-বিণ।

প্রীতিভাজন—প্রণয়ভাজন, প্রীতির পাত্র, প্রেমাস্পদ। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রীতিভাজনা।

প্রীতিমতী—প্রীতিযুক্তা। প্রীতি+মতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে প্রীতিমান্।

প্রীতিমান্—প্রীতিযুক্ত ; সন্তুষ্ট। প্রীতি শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে=প্রীতিমৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রীতিমতী।

প্রীতিসম্ভাষণ—প্রণয়যুক্ত সম্ভাষণ ; হর্ষযুক্ত কথোপকথন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [ক। বিণ ; ত্রি।

প্রুষ্ট—দগ্ধ, পোড়া। প্রুষ (পোড়ান)+ক্ত র্ম্ম বা

প্রেক্ষণ—১। সম্যক্ দর্শন। প্র—ঈক্ষ (দেখা) +অনট্ ভা। ২। চক্ষুঃ। প্র—ঈক্ষ+অনট্ ণ। সং ; ক্লী। [অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

প্রেক্ষণীয়—সম্যক্ দর্শনীয়। প্র—ঈক্ষ (দেখা)+

প্রেক্ষা—দৃষ্টি ; পর্য্যালোচনা ; প্রজ্ঞা ; বুদ্ধি ; নৃত্যদর্শন। প্র—ঈক্ষ (দেখা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

প্রেক্ষাগৃহ—পর্য্যবেক্ষণিকা, মানমন্দির ; নাচঘর। প্রেক্ষার নিমিত্ত গৃহ, ৪তৎ। সং ; ক্লী।

প্রেক্ষাবান্—বুদ্ধিমান্। প্রেক্ষা শব্দ (বুদ্ধি)+ বতু অস্ত্যর্থে=প্রেক্ষাবৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রেক্ষাবতী।

প্রেক্ষিত—দৃষ্ট। প্র—ঈক্ষ (দেখা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রেক্ষণ, প্রেক্ষা।

প্রেঙ্খা—দোলা ; পর্য্যটন ; আন্দোলন ; নৃত্য ; অশ্বের গতিবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

প্রেত—১। পিশাচ ; নরকস্থ ব্যক্তি ; ভূতবিশেষ। প্র—ই (গমন করা)+ক্ত ক। সং ; পু। ২। মৃত। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রেতা।

প্রেতকর্ম্ম, প্রেতকার্য্য, প্রেতকৃত্য—দাহসপিণ্ডীকরণাদি মৃতের কার্য্য ; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। প্রেতের (মৃতের) নিমিত্ত কর্ম্ম, কার্য্য, কৃত্য, ৪তৎ। সং ; ক্লী।

প্রেতকার্য্য—প্রেতকর্ম্ম দেখ।

প্রেতকৃত্য—প্রেতকর্ম্ম দেখ।

প্রেতগৃহ, প্রেতবন—শ্মশান, শবদাহস্থান, অধুনা গোরস্থানকেও বলা যায়। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

প্রেততর্পণ—মৃতের তৃপ্ত্যর্থে জলদান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

প্রেতদেহ—মৃত্যুর পর জীব যে বায়বীয় দেহ প্রাপ্ত হয়। ৬তৎ। সং ; পু বা ক্লী।

প্রেতনদী—বৈতরণী নদী। সং ; স্ত্রী।

প্রেতপক্ষ—গৌণ আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ, ভাদ্রী পূর্ণিমা হইতে মহালয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ দিবস [ইহা পিতৃপক্ষ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে]। সং ; পু।

প্রেতপতি, প্রেতরাজ—শমন, যম। প্রেতগণের (মৃতগণের) পতি বা রাজা, ৬তৎ। সং ; পু।

প্রেতপুর—যমালয়। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

প্রেতমূর্ত্তি—১। মৃতজীবের বায়বীয় আকৃতি, পিশাচের আকার। ৬তৎ। ২। পিশাচের ন্যায় বীভৎস আকার। প্রেতের মূর্ত্তির ন্যায় মূর্ত্তি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

প্রেতলোক—যমলোক ; মৃত্যুর পর জীবগণ যে লোকে অবস্থান করে। ৬তৎ। সং ; পু।

প্রেতবৎ—প্রেততুল্য, পিশাচসদৃশ। প্রেত শব্দ +বৎ সাদৃশ্যার্থে। বিণ ; ব্য।

প্রেতশিলা—গয়াধামস্থিত পিণ্ডদানার্থ প্রস্তরবিশেষ। সং ; স্ত্রী। [সং ; ক্লী।

প্রেতশ্রাদ্ধ—মৃতের উদ্দেশে কৃত শ্রাদ্ধ। ৪তৎ।

প্রেতা—১। প্রেতভাবাপন্না ; মৃতা। প্রেত শব্দ +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। প্রেতনদী। সং ; স্ত্রী।

প্রেতিনী—প্রেতবৎ আকারবিশিষ্টা স্ত্রী ; পেত্নী। দেশজ শব্দ।

প্রেত্য—পরলোকে, লোকান্তরে। প্র—ই (গমন করা)+যপ্ ভা। ব্য।

প্রেম—প্রণয় ; সৌহৃদ্য ; প্রীতি, ভালবাসা ; স্নেহ ; নর্ম্ম, পরিহাস। প্রিয় শব্দ+ইমন্ ভাবে=প্রেমন্, ১মার ১বচন। সং ; ক্লী।

প্রেমক্ষুধা—সাতিশয় প্রণয়েচ্ছা, ভালবাসিবার অত্যন্ত অভিলাষ। প্রেমের নিমিত্ত ক্ষুধা (অভিলাষ), ৪তৎ। সং ; স্ত্রী।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ—১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না থানার অধীন শাকনাড়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। ইনি প্রথমতঃ নৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের নিকট ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় ইঁহাকে অন্যত্র যাইতে হয়। ব্যাকরণ ও কাব্য শেষ করিয়া কুড়ি বৎসর বয়সে ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, এবং তথায় ছয় বৎসর অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষাকার্য্য শেষ করেন। পরে ইনি এই সংস্কৃত কলেজেই অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। অধ্যাপনার অবসরে ইনি মনোযোগসহকারে নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতেন। এই সময়ে এডুকেশন কমিটি ইঁহাকে 'তর্কবাগীশ' উপাধি প্রদান করেন। ইনি পূর্ব্বনৈষধ, রাঘব পাণ্ডবীয়, কুমারসম্ভব ৮ম সর্গ, অভিজ্ঞান শকুন্তল, চাটুপুষ্পাঞ্জলি, অনর্ঘ রাঘব, উত্তর রামচরিত প্রভৃতি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন। অনুবাদ কার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন বলিয়া হরেস হেম্যান উইলসন্ সাহেব ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ভারতের পুরাতত্ত্ব সংকলনে ইনি জেম্‌স্ প্রিন্সেপকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে পেন্‌সন লইয়া ইনি কাশীবাস করেন, এবং তথায় ১২৭৩ সালে বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ—বম্বে নিবাসী। ইনি শিক্ষার উন্নতিকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দুই লক্ষ টাকা দান করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে জুলাই এই দান গ্রহণ করিয়া দত্ত ধন দ্বারা পাঁচ টাকা সুদের হারে গভর্ণমেণ্ট পেপার ক্রয় করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ নামক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রকে ঐ টাকার সুদ ১০,০০০ টাকা দেওয়া হইত। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর এই নিয়মের পরিবর্ত্তন হইয়া ধার্য্য হইয়াছে যে, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে বাৎসরিক ১৬০০ টাকা হিসাবে দুই বৎসর বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই ছাত্র যদি ইতোমধ্যে মৌলিক কোন অনুসন্ধানের সন্তোষজনক ফল দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে ঐ ১৬০০ টাকার হারে আর তিন বৎসর বৃত্তি পাইবেন। প্রথম বৎসরে সাহিত্য, পর বৎসরে বিজ্ঞান, তৃতীয় বৎসরে আবার সাহিত্য, চতুর্থ বৎসরে আবার বিজ্ঞান, এই হিসাবে বাৎসরিক পরীক্ষার বিষয় নির্দ্ধারিত হইবে। সুদের হার কমিয়া যাওয়ায় এখন বাৎসরিক বৃত্তি ১৪০০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

প্রেমতরঙ্গ—প্রেমরূপ ঢেউ, তরঙ্গতুল্য প্রবাহিত প্রেম। রূপক। সং ; পু।

প্রেমধাম—প্রেমপূর্ণ স্থান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

প্রেমধারা—প্রেমজনিত অশ্রুধারা ; ধারাকারে বহমান প্রেম। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা বা রূপক। সং ; স্ত্রী।

প্রেমনীর—প্রেমরূপ জল। রূপক। সং ; ক্লী।

প্রেমপরীক্ষা—ভালবাসা পরীক্ষা করা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
প্রেমপুস্তক—প্রেমবিষয়ক গ্রন্থ। ৬তৎ। সং ; ক্লী
প্রেমপূর্ণ—প্রণয়পূর্ণ, ভালবাসাপরিপূর্ণ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।
প্রেমপ্রতিমা—মূর্ত্তিমতী প্রেম, আকৃতিবিশিষ্টা ভালবাসা। ৬তৎ। বিণ ; স্ত্রী।
প্রেমপ্রবাহ—প্রেমের স্রোতঃ, স্রোতের ন্যায় অবাধে বহমান প্রেম। ৬তৎ। সং ; পু।
প্রেমভিক্ষা—প্রণয়প্রার্থনা, ভালবাসা যাচ্ঞা করা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
প্রেমময়—প্রণয়পূর্ণ, প্রণয়াত্মক, অসীম প্রেম-যুক্ত। প্রেমন্ শব্দ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রেমময়ী।
প্রেমময়ী—প্রেমময় দেখ। প্রেমময়+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।
প্রেমমাধুরী—১। প্রেমজনিত কান্তি, প্রেমজন্য সৌন্দর্য্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। প্রেমের মধুরতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
প্রেমমুগ্ধ—প্রেমে মোহপ্রাপ্ত, প্রণয়ে বিমোহিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।
প্রেমরস—প্রেমরূপ রস। রূপক। সং ; ক্লী।
প্রেমলিপি—প্রেমপূর্ণ পত্র, প্রণয়পত্রিকা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
প্রেমলীলা—প্রণয়বিলাস, প্রণয়ের খেলা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
প্রেমলুব্ধ—প্রেমপ্রয়াসী, প্রণয়লাভেচ্ছু। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।
প্রেমবাচক—প্রেমজ্ঞাপক, প্রণয়সূচক। ৬তৎ।
প্রেমবাণী—প্রেমবাক্য, প্রণয়পূর্ণ কথা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।
প্রেমবারি—প্রেমরূপ জল। রূপক। সং ; ক্লী।
প্রেমসঙ্গীত—প্রেমবিষয়ক গান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।
প্রেমসাগর—১। প্রেমরূপ সমুদ্র, সমুদ্রবৎ অপরিমেয় প্রেম। রূপক। সং ; পু। ২। অসীম প্রেমবিশিষ্ট। প্রেমের সাগর (সাগর সদৃশ), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।
প্রেমসিন্ধু—প্রেমসাগর দেখ।
প্রেমহীন—প্রেমশূন্য, ভালবাসাশূন্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রেমহীনা।
প্রেমাকাঙ্ক্ষা—প্রেমাভিলাষ, প্রণয়লাভেচ্ছা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
প্রেমাকাঙ্ক্ষী—প্রেমাভিলাষী, প্রণয়লাভেচ্ছু। প্রেম—আ—কান্ক্ষ+ণিন্ ক—প্রেমাকাঙ্ক্ষিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী। বিশেষ্যে প্রেমাকাঙ্ক্ষা।
প্রেমাধিক্য—প্রেমের আতিশয্য, ভালবাসার আধিক্য। ৬তৎ। সং ; ক্লী।
প্রেমানন্দ—১। প্রেমে আনন্দিত, প্রেমলাভে হৃষ্ট। প্রেমে আনন্দ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। প্রেমজনিত আনন্দ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।
প্রেমানুভব—প্রেমবোধ। ৬তৎ। সং ; পু।
প্রেমানুরাগ—প্রেমে আসক্তি। ৭তৎ। সং ; পু।
প্রেমামৃত—প্রেমরূপ সুধা। রূপক। সং ; ক্লী।
প্রেমার্দ্র—প্রেমে অভিষিক্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।
প্রেমালাপ—প্রেমপূর্ণ কথোপকথন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।
প্রেমাবতার—প্রেমময় অবতার, যিনি জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রেমবিতরণ করেন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।
প্রেমাবেগ—প্রেমজনিত চাঞ্চল্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।
প্রেমাসক্ত—প্রেমানুরাগী, প্রণয়ে আসক্ত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রেমাসক্তি।
প্রেমিক—প্রণয়ী, প্রেমবিশিষ্ট। প্রেমন্ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=প্রেমিন্, তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রেমিকা।
প্রেমিকা—প্রেমিক দেখ। প্রেমিক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।
প্রেয়সী—প্রিয়তমা, দয়িতা ; কান্তা। প্রিয় শব্দ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে প্রেয়ান্।
প্রেয়ান্—প্রিয়তম, অতিশয় প্রিয় ; বল্লভ। প্রিয়+ঈয়সু অতিশয়ার্থে=প্রেয়স্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে প্রেয়সী।
প্রেরক—প্রেরণকর্ত্তা, নিয়োজক। প্র—ঈর (পাঠান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রেরিকা।
প্রেরণ, প্রেষণ—আজ্ঞাকরণ ; পাঠান ; নিয়োগ। প্র—যথাক্রমে ঈর (পাঠান) ও ইষ (ইচ্ছা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে প্রেরিত, প্রেষিত।
প্রেরণা, প্রেষণা—পাঠান ; নিয়োগ ; বিধি। প্র—ঈর ও ইষ+অন ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে প্রেরিত, প্রেষিত।
প্রেরিত, প্রেষিত—যাহাকে পাঠান হইয়াছে এরূপ ; নিয়োজিত ; বিসর্জ্জিত। প্র—যথাক্রমে ণিজন্ত ঈর বা ইষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রেরণ, প্রেরণা, ও প্রেষণ, প্রেষণা।
প্রেষ—প্রেরণ ; ক্লেশ। প্র—ইষ (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু।
প্রেষণ—প্রেরণ দেখ।
প্রেষণা—প্রেরণা দেখ।
প্রেষিত—প্রেরিত দেখ।
প্রেষ্ঠ—অতি প্রিয়, প্রিয়তম। প্রিয় শব্দ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ ; ত্রি।
প্রেষ্য, প্রৈষ্য—১। প্রেরণীয় ; নিয়োজ্য। প্র—ইষ+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। দাস ; দূত। সং ; পু।
প্রোক্ত—১। কথিত, যাহা বলা হইয়াছে এরূপ। প্র—বচ (বলা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। উক্তি, কথন। প্র—বচ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।
প্রোক্ষণ—সেচন ; হনন ; বধ ; যজ্ঞাদিতে পশুবধ। প্র—উক্ষ (সেচন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে প্রোক্ষিত।
প্রোক্ষিত—হত ; সিক্ত ; যজ্ঞে সংস্কৃত ; যজ্ঞাদিতে হত। প্র—উক্ষ (সেচন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে প্রোক্ষণ।
প্রোজ্ঝিত—বর্জ্জিত, ত্যক্ত। প্র—উজ্ঝ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।
প্রোঞ্ছন—বর্জ্জন ; মার্জন, পোঁছা। প্র—উন্ছ (উঞ্ছবৃত্তি করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।
প্রোত—যাহা বয়ন করা হইয়াছে এরূপ ; স্যূত, সেলাই করা ; গ্রথিত ; গুম্ফিত : অন্তর্বিদ্ধ ; খচিত ; ভূগর্ভ-নিহিত। প্র—বে (বয়ন করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।
প্রোৎসাহ—অতিশয় উৎসাহ ; উত্তেজনা ; বিশেষ যত্ন। প্র (সমধিক) যে উৎসাহ, কর্ম্মধা। সং ; পু।
প্রোৎসাহিত—১। উত্তেজিত ; উদ্দীপিত ; প্রণোদিত। প্র—উৎ—ণিজন্ত সহ বা সাহি (সহান)+ক্ত র্ম্ম। ২। অতিশয় উৎসাহযুক্ত। প্রোৎসাহ+ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।
প্রোথ—১। অশ্বনাসিকা, ঘোড়ার নাক। প্র (গমন করা)+থন্ ক। সং ; ক্লী। ২। কটিদেশ ; গর্ত্ত। সং ; পু।
প্রোথিত—ভূগর্ভনিহিত, পোঁতা। প্রোথ (পর্য্যাপ্ত হওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ : ত্রি।
প্রোদ্ভিন্ন—সম্যক্‌রূপে উদ্ভূত। প্র—উৎ—ভিদ (ভেদ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।
প্রোষিত—বিদেশস্থ ; অপগত ; নিবৃত্ত। প্র—বস (বাস করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা—যাহার পতি বিদেশগত এরূপ (নায়িকা)। প্রোষিত (বিদেশস্থ) হইয়াছে ভর্ত্তা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।
প্রোষ্ঠ—গো, গরু। প্র+ওষ্ঠ। সং ; পু।
প্রোষ্ঠী—শফরী, পুঁটিমাছ। প্রোষ্ঠ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।
প্রোহ—১। গজপদ ; পর্ব্ব। প্র—বহ (বহা) +ক ক। ২। তর্ক। প্র—উহ (তর্ক করা) +ক ভা। ৩। তার্কিক ; নিপুণ, দক্ষ। প্র—উহ+ক ক। বিণ ; ত্রি।
প্রৌঢ়—১। যথাবিধি পরিণীত ; প্রবৃদ্ধ ; প্রবীণ ; নিপুণ ; প্রগল্ভ। প্র (প্রকৃষ্টরূপে) ঊঢ়, প্রাদি ; প্র—বহ (বহা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রৌঢ়া। ২। অবস্থা-বিশেষ, যৌবনের পরবর্ত্তী অবস্থা [অবস্থা দেখ]।

প্রৌঢ়বয়স্ক—প্রৌঢ়বয়সবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে প্রৌঢ়বয়স্কা।

প্রৌঢ়সুলভ—প্রৌঢ়স্বভাবজাত, যাহা প্রৌঢ়-কালে সচরাচর ঘটিয়া থাকে। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

প্রৌঢ়া—৩০ হইতে ৫৫ বর্ষ বয়স্কা (স্ত্রী); নায়িকাবিশেষ। প্রৌঢ়+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রৌঢ়ি—সামর্থ্য; উদ্যম; ঔৎসুক্য; উন্নতি; অধ্যবসায়; প্রতিভা। প্র—বহ (বহা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

প্রৌষ্ঠপদ—ভাদ্রমাস। প্রোষ্ঠপদা শব্দ+ঞ্চ স্বার্থে। সং; পু।

প্লক্ষ—পর্কটীবৃক্ষ, পাকুড়গাছ; সপ্তদ্বীপা পৃথি-বীর অন্যতম দ্বীপ [সপ্তদ্বীপ দেখ]। প্লক্ষ+অ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

প্লব—১। ক্রমনিম্ন ভূমি। প্লু+অল্ অধি। ২। উল্লম্ফগমন, লাফাইয়া লাফাইয়া যাওয়া; সন্তরণ। প্লু (লাফাইতে লাফাইতে চলা ইত্যাদি)+অল্ ভা। ৩। ভেলা। ৪। গন্ধতৃণবিশেষ। সং; ক্লী।

প্লবগ, প্লবঙ্গ, প্লবঙ্গম—ভেক; বানর; মৃগ-বিশেষ; অরুণ; সারথি। প্লবগ=প্লব দেখ; প্লব শব্দ—গম+ড ক। প্লবঙ্গ=প্লব শব্দ—গম+খ ক। প্লবঙ্গম=প্লবঙ্গবৎ। সং; পু। [ক্লী।

প্লবন—লম্ফন; গমন; সন্তরণ; প্লাবন। সং;

প্লবমান—ভাসমান। প্লু (জলে ভাসা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

প্লাবন—দ্রবদ্রব্যের স্ফীতি, উথলান; জলাদি দ্বারা ব্যাপ্তি, জলে ডুবিয়া যাওয়া; অভি-ষেক। ণিজন্ত প্লু বা প্লাবি (জলে ভাসান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে প্লাবিত।

প্লাবনপীড়ন—বন্যার বেগ, অত্যধিক জলবৃদ্ধি জনিত উৎপীড়ন; বন্যারূপ পীড়ন। মধ্যপদ লোপী বা রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

প্লাবিত—জলাদি দ্বারা ব্যাপ্ত, জলে ডুবিয়া আছে এরূপ। ণিজন্ত প্লু বা প্লাবি (জলে ভাসান)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্লাবন।

প্লিহা, প্লীহা—উদরমধ্যস্থ যন্ত্রবিশেষ, পিলে। সং; পু।

প্লুত—১। অশ্বের গতিবিশেষ; লম্ফ। প্লু (লাফা-ইয়া চলা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। ত্রিমাত্র স্বর, তিনটি অ বর্ণ সহজে উচ্চারণ করার তুল্য স্বর,—দূরাহ্বানে, গানে ও রোদনে প্লুত স্বরের ব্যবহার হয়। প্লু+ক্ত ক। সং; পু।

প্লুষ্ট—দগ্ধ, পোড়ান। প্লুষ (পোড়ান)+ক্ত কর্ম্ম বা ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে প্লোষ।

প্লোষ—দাহ, পোড়ান। প্লুষ (পোড়ান)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে প্লুষ্ট।

প্সাত—ভক্ষিত। বিণ; ত্রি।

প্সান—ভোজন, ভক্ষণ। প্সা (ভক্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ফ

ফ—১। দ্বাবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ; স্ফীতি; ঝঞ্ঝাবাত; যজ্ঞসাধনবিশেষ। সং; পু। ২। রুক্ষ বাক্য; নিষ্ফলবাক্য। সং; ক্লী।

ফক্কিকা—কূটপ্রশ্ন। সং; স্ত্রী।

ফট—সর্পফণা; ধূর্ত্ত; দন্ত। সং; পু।

ফট্—মন্ত্রাংশবিশেষ। ব্য।

ফণ, ফণা—সর্পের বিস্তৃত মস্তক। ফণ (গমন করা)+অন্ ক, পক্ষান্তরে স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

ফণাধর—ভুজঙ্গ, সর্প। ফণার ধর (ধারণকর্ত্তা), ৬তৎ। সং; পু।

ফণাভৃৎ—সর্প। ফণা শব্দ—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

ফণিনী—সর্পী। ফণী দেখ; ফণিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ফণী—ফণাবিশিষ্ট, সর্প। ফণা+ইন্ অস্ত্যর্থে=ফণিন্, ১মার ১বচন। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ফণিনী।

ফণীন্দ্র, ফণীশ্বর—বাসুকি। ফণীদিগের ইন্দ্র বা ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।

ফরদৌসী—গজনীর মহম্মদের সভা-কবি। ইহাঁর জন্মস্থান পারস্যদেশ। মহম্মদ ইহাঁকে সাহ-নামা নামক গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করেন, এবং প্রতি শ্লোকের মূল্যস্বরূপ ইহাঁকে একটি করিয়া স্বর্ণ-ডরহাম (মুদ্রাবিশেষ) দিতে প্রতিশ্রুত হন। ৬০,০০০ শ্লোকে গ্রন্থ সমাপন হইলে মহম্মদ ইহাঁকে ৬০,০০০ স্বর্ণ-ডরহাম না দিয়া রৌপ্য-ডরহাম দিতে যান। ফরদৌসী এই দান না লইয়া বিরক্ত মনে রাজসভা ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যা-গমন করেন এবং মহম্মদ বিষয়ক একখানি তীব্র ব্যঙ্গ কাব্য লেখেন। মহম্মদ অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া ইহাঁকে দিবার জন্য এক লক্ষ স্বর্ণ ডরহাম ইহাঁর দেশে পাঠান। কথিত আছে, যখন এই অর্থ লইয়া মহম্মদের কর্ম্মচারিগণ ফরদৌসীর নগরে প্রবেশ করেন, সেই সময়ে ফরদৌসীর শবদেহ সমা-হিত হইবার জন্য নগরের বাহিরে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। এই অর্থ ফরদৌসীর একমাত্র কন্যাকে দিতে যাইলে তিনি প্রথমে ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, পরে অনেকের অনুরোধে গ্রহণ করিয়া দানকার্য্যে ব্যয়িত করেন।

ফল—বৃক্ষলতাদি হইতে জাত শস্য; লাভ; উৎপন্ন বস্তু; ধন; কার্য্যসিদ্ধি; প্রয়োজন; সুখ; দুঃখ; বাণের অগ্রলৌহ; ফলক; খড়্গাদির পাতা; কাল; ত্রিফলা। ফল (ফলা)+অন্ ক। সং; ক্লী।

ফলক—অস্ত্রের ফলা; ঢাল; কাষ্ঠাদি পট্ট, পাটা; কপালের অস্থি। ফল+কণ্। সং; পু ও ক্লী।

ফলতঃ—বস্তুতঃ; অর্থাৎ; সংক্ষেপতঃ। ফল শব্দ+তস্। ব্য।

ফলদ—১। ফলদায়ক। ফল শব্দ—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। বৃক্ষ। সং; পু।

`তা—ফলদায়ক, ফলপ্রদানকারী। ৬তৎ। '; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ফলদাত্রী।

ফ· ২পত্তি। ফল (ফলা)+অনট্ ভা। ক্লী।

ফল .শান্ত—ফল পাকিয়া গাছ মরিয়া যায় এরূপ, ওষধিজাতীয়। ফলের পাক ফলপাক, ৬তৎ; ফল াকে অন্ত (মৃত্যু) হয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ফলপাকান্তা।

ফলপাকান্তা—ফলপাকান্ত দেখ।

ফলপ্রদ—ফলদাতা, ফলদায়ী। ফল শব্দ—প্র—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি।

ফলভোগ—সুখ দুঃখ উপভোগ, ফললাভ। ৬তৎ। সং; পু।

ফলভোগী—(ফলভোগিন্)। ফলভোগকারী; সুখদুঃখের উপভোক্তা। ফল শব্দ—ভুজ (ভোগ করা)+ঘিন্ ক। বিণ; পু।

ফলবতী—ফলযুক্তা, ফলশালিনী। ফল+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুং-লিঙ্গে ফলবান্।

ফলবান্—ফলযুক্ত, ফলশালী; সফল। ফল+বতু অস্ত্যর্থে=ফলবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ফলবতী।

ফলশালিনী—ফলযুক্তা, ফলবতী। ফলশালী দেখ; ফলশালিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী

ফলশালী—ফলযুক্ত, ফলবান্। ফল শব্দ—শাল (শ্লাঘা করা)+ণিন্ ক=ফলশালিন্, ১মার ১বচন। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ফলশালিনী।

ফলশ্রুতি—ফললাভের পূর্ব্বপরম্পরাগত বাক্য; "পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনং" অর্থাৎ এই গীতা পাঠ করিলে বা এই যজ্ঞাদি করিলে পুত্রার্থী পুত্রলাভ ও ধনার্থী ধনলাভ করিয়া থাকে,—এই সমস্ত ফল নির্দ্দেশ করাকে ফলশ্রুতি কহে। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ফলান্বেষণ—ফলের অনুসন্ধান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ফলাফল—শুভ ও অশুভ ফল, কার্য্যের ভাল ও মন্দ পরিণাম। ন ফল অফল, নঞ্তৎ। ফল ও অফল, দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

ফলাস্বাদন—ফলভোগ; ফল ভোজন। ৬তৎ।

ফলাহার—ফলভোজন; ফলার। ৬তৎ। সং; পু। [ফলাহার শব্দের প্রকৃত অর্থ ফল-ভোজন; কিন্তু অধুনা ফলাহার শব্দ দ্বারা দধ্যাদি সংযোগে চিপিটকাদি ভোজন বা লুচি সন্দেশ ভোজনই বুঝাইয়া থাকে]।

ফলিত, ফলিন—ফলযুক্ত ; ফলবান্ ; সফল। ফল+ইত, ইনন্ জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

ফলিতজ্যোতিষ—ফলনির্ণায়ক জ্যোতিষ শাস্ত্র [জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত,—গণিত ও ফলিত। যদ্দ্বারা কেবল গ্রহনক্ষত্রাদির গতি স্থিতি সঞ্চারাদি নির্ণীত হয় তাহা গণিত, আর যাহাতে গ্রহনক্ষত্রাদির গতি স্থিতি সঞ্চারাদি অনুসারে শুভাশুভ ফল নির্ণীত হইয়া থাকে তাহা ফলিত]। ফলিত (ফলযুক্ত) যে জ্যোতিষ, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ফলিনী—১। ফলযুক্তা ; সফলা। ফল+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। প্রিয়ঙ্গুলতা। সং ; স্ত্রী।

ফলী—১। ফলযুক্ত ; ফলবান্ ; সফল। ফল+ইন্ অস্ত্যর্থে=ফলিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। ২। প্রিয়ঙ্গুলতা। ফল+অ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ফলোৎপত্তি—ফলের উদ্ভব, ফল হওয়া। ফলের উৎপত্তি, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ফলোৎপাদন—ফল জনন, ফল জন্মান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ফলোদয়—ফলোৎপত্তি ; ফল হওয়া। ফলের উদয়, ৬তৎ। সং ; পু।

ফলোন্মুখ—ফলদানে উদ্যত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

ফলোপধায়—ফলোৎপাদন, ফলজনন। ফল শব্দ—উপ—ধা (ধারণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে ফলোপধায়ক।

ফলোপধায়ক—ফলোৎপাদক, ফলজনক। ফল শব্দ—উপ—ধা (ধারণ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ফলোপধায়িকা।

ফলোপধায়কতা—ফলোপধায়ক দেখ। ফলোপধায়ক শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

ফলোপধায়িনী—ফলোৎপাদনকারিণী, ফলজনিকা। ফল শব্দ—উপ—ধা (ধারণ করা)+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ফলোপধায়ী।

ফলোপধায়ী—ফলোপধায়ক দেখ। ফল—উপ—ধা+ণিন্ ক=ফলোপধায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। [সং ; স্ত্রী।

ফলোপলব্ধি—ফলানুভব, ফলের বোধ। ৬তৎ।

ফল্গু—১। অসার, তুচ্ছ ; মনোহর। ফল (ফলা)+গুক্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। আবীর, ফাগ্ ; বসন্তকাল ; বৃথা বাক্য। সং ; পু। ৩। গয়াস্থ নদীবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

ফল্গুন—১। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন। ফল্গুনী শব্দ+অ। ২। ফাল্গুন মাস। ফল্গু শব্দ (আবীর)—নী (লইয়া যাওয়া)+ড ক। সং ; পু।

ফল্গুনী—নক্ষত্রবিশেষ। ফল্গুন+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ফল্গূৎসব—আবীর খেলার উৎসব, বসন্তোৎসব, হোলাকা, দোলযাত্রা, হোলী। ফল্গুর (আবীরের) উৎসব, ৬তৎ। সং ; পু।

ফাণি—করম্ভ, দধিমিশ্রিত শক্তু ; গুড়। স্ফায় (বৃদ্ধি পাওয়া)+ণি ক। সং ; স্ত্রী।

ফাণিত—ফেনি বাতাসা। ণিজন্ত ফণ বা ফাণি (গমন করান)+ক্ত র্ম্ম। সং ; ক্লী।

ফাণ্ট—কাথবিশেষ ; অস্ত্রের পাইন। ফণ+ক্ত র্ম্ম। নিপাতনে। সং ; ক্লী।

ফাল—১। লাঙ্গলের মুখাগ্র। ফল (ফল করা) +ঘঞ্ ণ। সং ; ক্লী। ২। বলরাম ; মহাদেব। ফাল শব্দ+অ অস্ত্যর্থে। সং ; পু। ৩। কার্পাস নির্ম্মিত (বস্ত্র)। ফল শব্দ+ঞ। বিণ ; ত্রি।

ফাল্গুন—বাঙ্গালা বৎসরের একাদশ মাস ; অর্জ্জুন। ফল্গুন শব্দ+ঞ। সং ; পু।

ফাল্গুনিক—ফাল্গুন মাস। ফাল্গুন শব্দ+ঠিক স্বার্থে। সং ; পু।

ফাল্গুনী—ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা ; অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে একাদশ ও দ্বাদশ নক্ষত্র, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র। সং ; স্ত্রী।

ফা হিয়ান—(Fa Hian) চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক। ইনি ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশ হইতে ভারত দর্শন অভিলাষে যাত্রা করেন এবং ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইঁহার ভারতভ্রমণবিষয়ক পুস্তকের নাম "ফো কুও-কি" (Fo-Kwo-Ki)। ফাহিয়ান কাঞ্চী নগরের সমৃদ্ধি দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে সিংহল ও সিংহল হইতে যবদ্বীপে ইনি হিন্দু-নাবিক-পরিচালিত বাণিজ্যোপযোগী অর্ণবপোতে গমন করিয়াছিলেন, এ কথা ইঁহার লিখিত বৃত্তান্তে বিবৃত করিয়াছেন। ইঁহার লিখিত বৃত্তান্ত হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, ইনি উত্তরভারতের প্রধান প্রধান নগর পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং তত্রত্য অধিবাসিদিগকে সমৃদ্ধিশালী ও হৃষ্টচিত্ত দেখিয়াছিলেন ; তাহাদিগের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল এবং তাহারা অত্যধিক করভারে পীড়িত ছিল না ; তাহারা সংযত-চরিত্র ও পশুহত্যা-বিরোধী ছিল। দণ্ডবিধি কঠিন ছিল না এবং শারীরিক দণ্ডপ্রদানও বিরল ছিল।

ফিঙ্গক—পক্ষিবিশেষ, ফিঙ্গে পাখী। ফিঙ্গ (অব্যক্ত ধ্বনি)—কৈ (শব্দ করা)+ড ক। সং ; পু।

ফুৎ—অনুকরণ শব্দ ; তুচ্ছবাদ। স্ফুর+ক্বিপ্, ভা, নিপাতনে। ব্য।

ফুৎকার, ফুৎকৃতি—ফুস্ ফুস্ শব্দ ; ফুঁ দেওয়া। ফুৎ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা)+ঘঞ্, ক্তি ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

ফুপ্ফুস—পুপ্ফুস দেখ।

ফুল—পুষ্প, কুসুম। দেশজ শব্দ।

ফুলমালা—ফুলের মালা। ফুল রচিতা মালা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ফুলবাণ—১। ফুলরচিত শর। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। কন্দর্প, মদন। ফুল হইয়াছে বাণ যাহার, বহু। সং ; পু।

ফুলশয্যা—১। পুষ্পাকীর্ণ বিছানা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। বিবাহের পর নবদম্পতির প্রথম ফুলসজ্জিত শয্যায় শয়ন। সং ; স্ত্রী।

ফুলশর১। —ফুলরচিত বাণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। কন্দর্প। বহু। সং ; পু।

ফুল্ল—১। বিকসিত, প্রস্ফুটিত। ফুল্ল (ফুটা) +ক্ত বা অন্ ক ; অথবা ফল+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। পুষ্প, ফুল। সং ; ক্লী।

ফুল্লদাম—উনবিংশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং ; ক্লী।

ফুল্লাধর—প্রফুল্ল অধর। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ফুল্লেন্দীবর—প্রফুল্ল পদ্ম, বিকসিত নীলপদ্ম। ফুল্ল যে ইন্দীবর (পদ্ম), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ফেণ, ফেন—ফেনা, গাঁজলা। স্ফায় (বৃদ্ধি পাওয়া)+ন ক। সং ; পু।

ফেনিল—১। ফেনযুক্ত, সফেন। ফেন+ইল যুক্তার্থে, বিণ ; ত্রি। ২। অরিষ্ট বৃক্ষ ; বদর বৃক্ষ। সং ; পু।

ফেরব—১। রাক্ষস ; শৃগাল। ফে (অব্যক্ত শব্দ)—রু (শব্দ করা)+অন্ ক। সং ; পু। ২। হিংস্র ; ধূর্ত্ত। বিণ ; ত্রি।

ফেরিস্তা—বিখ্যাত মুসলমান ইতিহাস-লেখক। ইনি আকবরের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন, এবং ঐ সময় পর্য্যন্ত একখানি হিন্দুস্থানের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন।

ফেরু—শৃগাল। ফে (অব্যক্ত শব্দ)—রু (শব্দ করা)+ডু ক। সং ; পু।

ফেল—ত্যক্ত দ্রব্য ; উচ্ছিষ্ট বস্তু। ফেল (গমনার্থক)+অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

ফেলা, ফেলিকা—ত্যক্ত দ্রব্য ; উচ্ছিষ্ট বস্তু। ফেল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ; ২য় পক্ষে ফেল +কণ্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ফৈজি—দিল্লির আমীর খসরুর পরে ইঁহার ন্যায় উচ্চশ্রেণীর পারসীক কবি ভারতবর্ষে আর কেহ ছিলেন না। ইঁহার প্রকৃত নাম আবুল ফয়েজ। আকবরের ১২শ বর্ষীয় রাজত্বকালে ইনি এই মোগল-সম্রাটের অধীনে রাজকবি পদে নিযুক্ত হন। ছয় বৎসর পরে ইঁহার ভ্রাতা আবুল ফজলকে সম্রাটের সকাশে পরিচিত করাইয়া রাজকর্ম্মে প্রবিষ্ট করান। আকবর নিজে সংস্কৃতের অনুরাগী ছিলেন। ফৈজিও উত্তম সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে ফৈজিই সর্ব্বপ্রথম হিন্দুদর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি ভাস্করাচার্য্যের বীজগণিত ও লীলাবতী এবং আরও কয়েক-

খানি সংস্কৃত কাব্য ও দর্শনের পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। একখানি বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেলের কিয়দংশ ও কাশ্মীরের ইতিহাস অনুবাদেও ইনি সহায়তা করিয়াছিলেন। আকবরের নবধর্ম্ম প্রচলন চেষ্টায় ইনি ও আবুলফজল বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ফৈজির মৃত্যু হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ—এদেশে ইংরেজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে এদেশের শাসন ও বিচার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ যে সকল কলেক্টর, জজ প্রভৃতি কর্ম্মচারী প্রথম প্রথম এদেশে আসিতেন, তাঁহারা এদেশের ভাষা না জানায় সুচারুরূপে আপনাদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ" নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আদেশ প্রচার করেন যে, রাজকীয় কর্ম্মচারীরা যখন ইংলণ্ড হইতে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসিবেন, তখন প্রথমে তাঁহারা এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া এদেশের ভাষা শিক্ষা করিবেন, এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। এই বিদ্যালয় পরিচালনার্থ এ দেশের কতিপয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। ইঁহাদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার অন্যতম। খ্যাতনামা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও কিছুকাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক ছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ—কলিকাতা রাজধানীর প্রসিদ্ধ ইংরেজ-দুর্গ। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর নামক তিনখানি গ্রাম বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমের নিকট হইতে ক্রয় করেন। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে ইঁহারা সুতানুটি গ্রামের কুঠিরক্ষার্থ ঐখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তদানীন্তন ইংলণ্ডের তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে তাহার নাম ফোর্ট উইলিয়ম রাখেন। অধুনা কলিকাতায় গড়ের মাঠে যে সুদৃঢ়, দুর্ভেদ্য দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অবশ্য ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্ম্মিত সেই দুর্গ নহে। সে দুর্গ এক্ষণে লয়প্রাপ্ত। এক্ষণে অনেকেই বর্ত্তমান জেনারেল পোষ্ট-অফিসের সংলগ্নস্থল সেই দুর্গের অবস্থিতি স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বর্ত্তমান দুর্গটি পরে নির্ম্মিত হইয়াছে।

ফ্রাঙ্কলিন—আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্যের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিত এবং দেশহিতৈষী। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে বোষ্টন নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার অবস্থা তাদৃশ সচ্ছল না থাকায়, দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইনি প্রথমতঃ মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য শিক্ষা করিয়া ক্রমে তাহাতে বিলক্ষণ দূরদর্শিতা লাভ করেন। কার্য্যের অবসানে যে সময় পাইতেন, তাহার সমগ্রভাগ আত্মোন্নতিতে নিয়োজিত করিতেন। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বিখ্যাত 'ক্যালেণ্ডার' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। উহাতে নানাবিষয়ক উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধসকল স্থান পাইত। ইঁহার সেই প্রস্তাব সমূহ এমন উৎকৃষ্ট যে, অদ্যাপি সেগুলি সাগ্রহে অধীত হইয়া থাকে। ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইনি নিজের জ্ঞানোন্নতি করিয়া ক্রমে সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ফ্রাঙ্কলিন সাধ্যানুসারে স্বদেশের হিতসাধনে যত্নপরায়ণ হইলেন। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ রাজ্যের স্বাধীনতার নিমিত্ত প্রবল-প্রতাপ ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইনি স্বদেশের দূত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। তাহার পর ফ্রান্সের রাজধানী পারী নগরে কিছুদিন স্বদেশের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ স্বাধীনতা লাভ করিলে, ইনি হৃষ্টচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। অতঃপর ইনি স্বদেশের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিয়া বিবিধ লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন বলিয়া ইনি বিজ্ঞানানুশীলনে ক্ষান্ত হন নাই। ইনি ঘুড়ির সাহায্যে মেঘের বৈদ্যুতিক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান-জগৎকে বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়াছিলেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে চতুরশীতিতম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই মহাত্মা ইহলোক ত্যাগ করেন।

ফ্রান্সিস্, (সার ফিলিপ)—জন্ম ২২শে অক্টোবর, ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ। প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের নবগঠিত কৌন্সিলের অন্যতম সদস্যস্বরূপে নিযুক্ত হইয়া, ইনি অপর সদস্যদ্বয়, মন্‌সন্ ও ক্লেভারিঙের সহিত ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর ভারতে আসেন। ইঁহারা তিন জনেই হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে মত দিয়া সংখ্যাধিক্য হেতু তাঁহাকে পরাস্ত করিতেন। একবার মনোবাদ উপলক্ষে ফ্রান্সিস ও হেষ্টিংসের সহিত পিস্তলের সাহায্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় (১৭ই আগষ্ট, ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ)। তাহাতে ফ্রান্সিস আহত হন। ঐ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইনি ভারত ত্যাগ করিয়া যান। এখানে অবস্থিতি সময়ে ইনি মাডাম গ্রাণ্ডের সহিত অবৈধ প্রণয়াকাঙ্ক্ষা হেতুবাদে অভিযুক্ত হন। বিচার ফলে ইঁহাকে ৫০,০০০ টাকা সেই রমণীর স্বামীকে খেসারতস্বরূপে দিতে হয়। ইংলণ্ডে Junius letters অভিহিত যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইনিই তাহার লেখক। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে ডিসেম্বর ইনি দেহত্যাগ করেন।

ব—ত্রয়োবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ; বরুণ; সমুদ্র; কুম্ভ; জল যোনি; বন্ধন। সং; পু।

বংহিমা—বাহুল্য, আধিক্য। বহুল শব্দ + ইমন্ ভাবে = বংহিমন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

বখ্‌তিয়ার খিলিজি—ভারতে মুসলমান-রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ ঘোরীর অন্যতম সেনাপতি। ইনি একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন। ইনি ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা ও মগধ জয় করেন। অনন্তর ইনি শুনিতে পাইলেন যে, বাঙ্গালা রাজ্যের সেনাবল নাই, দুর্গাদি অরক্ষিত ও অকর্ম্মণ্য অবস্থায় আছে, দীর্ঘকাল নিরুপদ্রবে থাকায় বাঙ্গালা দুর্ব্বলতার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে। তাহার উপর আবার রাজা লক্ষ্মণসেন অশীতিবর্ষবয়স্ক স্থবির, মন্ত্রীরা রাজ্যের কল্যাণ সম্বন্ধে উদাসীন,—সম্ভবতঃ বিশ্বাসঘাতক। সুতরাং বখ্‌তিয়ার বাঙ্গালা জয়ের এরূপ সুবিধা আর হইবে না মনে করিয়া সসৈন্যে লক্ষ্মণসেনের তদানীন্তন রাজধানী নবদ্বীপ অভিমুখে গোপনে যাত্রা করিলেন, এবং রাজধানীর অনতিদূরে একটি বনমধ্যে সৈন্যদিগকে লুকাইয়া রাখিয়া স্বয়ং কেবল সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সেনা সহ সহসা রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে ভীরু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ লক্ষ্মণসেনকে শাস্ত্রের বচন দেখাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, বঙ্গরাজ্য অচিরেই যবনের করতলগত হইবে। সুতরাং মুসলমানের দর্শন মাত্রেই বৃদ্ধ রাজা ত্রস্ত হইয়া রাজভবনের পশ্চাৎ-দ্বার দিয়া সপরিবারে নৌকারোহণে পলায়ন করিলেন (১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ)। এইরূপে সুপ্রসিদ্ধ গৌড় ও নবদ্বীপ বিনা বাধায় বখ্‌তিয়ার অধিকার করিয়া লইলেন। কেহ কেহ বলেন যে, উপরে যে রকমে বঙ্গ জয় হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত নয়। অতঃপর বখ্‌তিয়ার কামরূপ জয় করিতে যাইয়া বিফলমনোরথ হন, এবং স্বকীয় বিশ্বাসঘাতক অনুচরের হস্তে নিহত হন।

বড়বা—সমুদ্রঘোটকী; কুট্টনী; বাড়বাগ্নি; কুম্ভদাসী; অশ্বিনী নক্ষত্র; দ্বিজযোষিৎ।

বল (শক্তি) – বা (গমন করা, সেবা করা) + ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ । সং ; স্ত্রী ।

বড়বাগ্নি, বড়বানল—সমুদ্রস্থ ঘোটকীর মুখাগ্নি, সাগরবারিমধ্যস্থ বহ্নি। বড়বার মুখনিঃসৃত অগ্নি বা অনল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা । সং ; পু ।

বড়বাসুত—অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নাসত্য ও দস্র। ৬তৎ । সং ; পু ।

বণিক্—১। সার্থবাহ ; ক্রয়বিক্রয়কারী, বেণে, দোকানী, সওদাগর । পণ (ক্রয়বিক্রয় করা) + ইজ্ ক = বণিজ্, ১মার ১বচন । ২ । করণবিশেষ ; বৈশ্য । বণ + ইজ্ অধি । সং ; পু । [পু ।

বণিক্পথ—হট্ট, আপণ, বাজার । ৬তৎ । সং ;

বণিশ্বর—বণিক্শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ সওদাগর। বণিক্দিগের মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ । বিণ ; ত্রি ।

বণিগ্বৃত্তি—বণিকের বৃত্তি অর্থাৎ ব্যবসায়, বাণিজ্য । ৬তৎ । সং ; স্ত্রী ।

বণিজ্য, বণিজ্যা—বাণিজ্য, ক্রয় বিক্রয়, কেনা বেচা । বণিজ্ + ষ্য ; ২য় পক্ষে তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ । সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী ।

বদর—১ । কুলগাছ ; কার্পাস বীজ ; শেয়াকুল । বদ (স্থির থাকা) + অর ক । সং ; পু । ২ । কুল ফল ; কার্পাস ফল । সং ; ক্লী ।

বদরা—কার্পাসী ; এলাপর্ণী, কাঁচা আমরুল । বদর শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ । সং ; স্ত্রী ।

বদরিকা, বদরী—কুলগাছ । বদর + কণ্ স্বার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ; ২য় পক্ষে বদর + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ । সং ; স্ত্রী ।

বদরিকাশ্রম—ব্যাসদেবের আশ্রম, তীর্থবিশেষ, ইহা কাশ্মীর প্রদেশের অন্তর্গত । [এই স্থানে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি বদরীনারায়ণ আছেন। হরিদ্বার হইতে পদব্রজে বা শিবিকায় হিমালয়ের দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া এই স্থানে যাইতে হয়। বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এখানে যাওয়া যায় ; অন্য সময় সর্ব্বদা তুষারে আচ্ছন্ন থাকে] । বদরিকা দ্বারা সমাচ্ছন্ন যে আশ্রম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা । সং ; পু ।

বদ্ধ—যাহা বাঁধা হইয়াছে এরূপ ; সংযত ; নিগড়িত ; গ্রথিত ; বিহিত ; উৎপাদিত । বন্ধ (বন্ধন করা) + ক্ত র্ম্ম । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে বন্ধন ।

বদ্ধপরিকর—দৃঢ়ীকৃত কটিবন্ধ, শক্ত করিয়া কোমর বাঁধিয়াছে এরূপ । বদ্ধ হইয়াছে পরিকর (কটিবন্ধ) যৎকর্ত্তৃক, বহু । বিণ ; ত্রি ।

বদ্ধমুষ্টি—১ । ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ । বদ্ধ হইয়াছে মুষ্টি যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । ২ । কৃপাণ, খড়্গ । সং ; পু ।

বদ্ধমূল—দৃঢ়স্থাপিত মূলবিশিষ্ট, যাহা শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে এরূপ ; অমুৎপাটনীয় । বদ্ধ হইয়াছে মূল যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি ।

বদ্ধবৈর—চিরশত্রুতা, চিরস্থায়ী বিরোধ । কর্ম্মধা । সং ; ক্লী ।

বদ্ধশিখ—১ । যে শিখা বন্ধন করিয়াছে এরূপ । বদ্ধ হইয়াছে শিখা যৎকর্ত্তৃক, বহু । বিণ ; ত্রি । ২ । শিশু । সং ; পু ।

বদ্ধাঞ্জলি—কৃতাঞ্জলি । বদ্ধ হইয়াছে অঞ্জলি যৎকর্ত্তৃক, বহু । বিণ ; ত্রি ।

বদ্বীপ—নদীর শেষ মুখের মধ্যস্থ মাত্রাশূন্য "ব" কারের ন্যায় ত্রিকোণাকার ভূমি (Delta) ; বদ্বীপ অঞ্চলের ভূমি নদীবাহিত মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ও নদীর শেষ অংশ এই অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত ।

বধ—বন্ধন ; নিন্দা ; হনন, হত্যা । বধ (নিন্দা করা, বন্ধন করা) + অল্ ভা । সং ; পু ।

বধির—শ্রবণশক্তিরহিত, কালা । বন্ধ (বন্ধন করা) + কির ক । বিণ ; ত্রি ।

বধূ—নবোঢ়া ; পত্নী ; নারী ; স্নুষা, পুত্রবধূ । বন্ধ (বন্ধন করা) + উ র্ম্ম বা ক । সং ; স্ত্রী । [কর্ম্মধা । সং ; পু ।

বধূজন—যুবতী স্ত্রী, বৌ । বধূও যে জনও সে,

বধূটি, বধূটিকা—বধূটী দেখ ।

বধূটী—বালিকা বধূ ; পুত্রবধূ । বধূ + টী অল্পার্থে । সং ; স্ত্রী ।

বধ্য—বধযোগ্য, হননীয় । হন (হনন করা) + ক্যপ্ র্ম্ম, বা বধ (বধ করা) + য অর্হার্থে । বিণ ; ত্রি ।

বধ্যভূমি—বধস্থান, যে স্থানে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে হত্যা করা হয় । ৬তৎ । সং ; স্ত্রী ।

বধ্রী—চর্ম্মরজ্জু, চামড়ার দড়ী । বন্ধ (বন্ধন করা) + ষ্ট্রন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ । সং ; স্ত্রী ।

বন্দর—নদী বা সমুদ্রের তীরবর্ত্তী এবং বাণিজ্যের সুবিধাজনক স্থান (Port) ।

বন্ধ—১ । বন্ধন, সংযমন, বাঁধন ; রোধ ; উৎপত্তি ; গ্রন্থন ; ধারা । বন্ধ (বন্ধন করা) + অল্ ভা । ২ । বাঁধ ; গ্রন্থি ; দেহ ; বৃন্ত । বন্ধ + অল্ ণ । সং ; পু ।

বন্ধক—১ । গচ্ছিত বস্তু, ঋণগ্রহণার্থ স্থাপিত বস্তু ; বিনিময় । বন্ধ (বন্ধন করা) + ণক র্ম্ম । সং ; পু । ২ । বন্ধক দেওয়া । বন্ধ + ণক ভা । সং ; ক্লী ।

বন্ধকী—পরপুরুষগামিনী, অসতী । বন্ধ (বন্ধন করা) + ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ । বিণ ; স্ত্রী ।

বন্ধন—১ । বন্ধনসাধন রজ্জু, শৃঙ্খলাদি । বন্ধ + অন ক । সং ; পু । ২ । সংযমন, বাঁধা ; বধ ; রোধ ; হিংসা ; উৎপাদন । বন্ধ (বন্ধন করা) + অনট্ ভা । ৩ । বাঁধ ; বৃন্ত । বন্ধ + অনট্ ণ । সং ; ক্লী ।

বন্ধনী—বন্ধনসাধন রজ্জু, নিগড়, শৃঙ্খলাদি ; ব্র্যাকেট (Bracket), ( ) । বন্ধ (বন্ধন করা) + অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ । সং ; স্ত্রী ।

বন্ধু—জ্ঞাতি, স্বজন ; পিতা ; মাতা ; ভ্রাতা ; আত্মবন্ধু, পিতৃবন্ধু, ও মাতৃবন্ধু, এই ত্রিবিধ ; কুটুম্ব ; প্রিয় ; মিত্র, সুহৃৎ, সখা ; (পিতৃ, মাতৃ, বিপ্র, ক্ষত্রিয়, ইত্যাদির পরবর্ত্তী হইলে) নীচ । বন্ধ (বন্ধন করা) + উ ক । সং ; পু ।

বন্ধু, সখা, মিত্র ও সুহৃৎ পদের অর্থগত প্রভেদ এই :—

"অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ ।
একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ ॥"

অর্থাৎ—প্রণয়াস্পদদ্বয়ের মধ্যে যিনি অপরের ত্যাগ সহ্য করিতে পারেন না, তিনি বন্ধু ; যিনি নিরন্তর অন্তরের অনুমত থাকেন, তিনি সুহৃৎ ; যে দুইজনের একবিধ ক্রিয়া, তাঁহারা পরস্পর মিত্র ; এবং যিনি অন্তরকে নিজের প্রাণতুল্য জ্ঞান করেন, তিনি সখা ।

বন্ধুক, বন্ধুজীব, বন্ধুজীবক—১ । স্বনামখ্যাত রক্তবর্ণ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, বাঁধুলি ফুলের গাছ । বন্ধুক = বন্ধু + কণ্ । বন্ধুজীব = বন্ধু – জীব (বাঁচা) + অন্ ক । বন্ধুজীবক = বন্ধুজীব + কণ্ । সং ; পু । ২ । বাঁধুলি ফুল । সং ; ক্লী ।

বন্ধুতা—বন্ধুত্ব, মিত্রতা ; প্রণয় ; বন্ধুসমূহ । বন্ধু + তা ভাবে । সং ; স্ত্রী ।

বন্ধুত্ব—মিত্রতা । বন্ধু + ত্ব ভাবে । সং ; ক্লী ।

বন্ধুবর—বন্ধুশ্রেষ্ঠ, অতিশয় প্রণয়ভাজন সুহৃৎ । ৭তৎ । বিণ ; ত্রি ।

বন্ধুবান্ধব—আত্মীয় স্বজন । দ্বন্দ্ব । সং ; পু [বন্ধু ও বান্ধব দুইটী শব্দ একার্থক হইলেও বঙ্গভাষায় এরূপ প্রয়োগের অভাব নাই] ।

বন্ধুর, বন্ধূর—১ । উচ্চাবচ, উন্নতানত, অসমতল ; নম্র ; রমণীয় ; বধির । বন্ধ (বন্ধন করা) + উর, উর ক । বিণ ; ত্রি । ২ । বিহঙ্গ ; বক ; হংস ; তিলক ; স্ত্রীচিহ্ন । সং ; পু ।

বন্ধুরা, বন্ধূরা—অসতী স্ত্রী ; বেশ্যা । বন্ধুর বা বন্ধূর + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ । সং ; স্ত্রী ।

বন্ধুল—১ । অসতীপুত্র ; জারজসন্তান । বন্ধ (বন্ধন করা) + উল ক । সং ; পু । ২ । সুন্দর ; নম্র ; বন্ধুর । বিণ ; ত্রি ।

বন্ধুবিচ্ছেদ—বন্ধুবিয়োগ, বন্ধুর সহিত ছাড়াছাড়ি । ৬তৎ । সং ; পু ।

বন্ধুবিয়োগ—বন্ধুবিচ্ছেদ, বন্ধুর মৃত্যু । ৬তৎ । সং , পু ।

বন্ধূক—১ । বাঁধুলি ফুলের গাছ । বন্ধ (বন্ধন করা) + উক ক । ২ । বাঁধুলি ফুল । সং ; ক্লী ।

বন্ধ্য—বন্ধনযোগ্য ; নিষ্ফল । বন্ধ (বন্ধন করা) + য্যণ্ র্ম । বিণ ; ত্রি । স্ত্রীলিঙ্গে বন্ধ্যা ।

বন্ধ্যা—১ । নিষ্ফলা । বন্ধ্য দেখ ; বন্ধ্য শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ । বিণ ; স্ত্রী । ২ । যে স্ত্রীর সন্তান হয় না, বাঁজা ; গন্ধদ্রব্যবিশেষ, বালা ; বৃষলী । সং ; স্ত্রী ।

বপ্—ফ্রান্সিস্ (Francis Bopp) । জর্ম্মান পণ্ডিত । ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর ইনি মেণ্টস্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি পারিসে যাইয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন । ১৮২১ হইতে আমরণ ইনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষা ও ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনা করেন । ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি Analytical comparison of the Sanskrit, Greek, Latin and Teutonic languages নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন । ১৮২৭—৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইঁহার সংকলিত সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয় । ১৮৪৫—৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার কৃত Comparative Grammar ইংরাজীতে অনুবাদিত হয় । ১৮৬৭ খ্রীঃ ২৩শে অক্টোবর ইঁহার দেহান্তর ঘটে ।

বভ্রু—১ । নকুল ; বিষ্ণু ; শিব ; অগ্নি ; মুনিবিশেষ ; যাদববিশেষ ; দেশবিশেষ । ভৃ (ভরণ করা) + কু ক ; অথবা, বভ্র (গমন করা) + উ ক । সং ; পু । ২ । পিঙ্গল ; বিশাল । বিণ ; ত্রি ।

বভ্রুবাহন—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের ঔরসে মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয় । ইনি মাতামহালয়ে থাকিয়া লালিত পালিত হন, এবং মাতামহের মৃত্যু হইলে মণিপুরের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন । যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জ্জুন যজ্ঞিয় অশ্বের রক্ষকরূপে মণিপুরে উপস্থিত হইলে, বভ্রুবাহন তাঁহাকে পিতা বলিয়া মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করেন । তাহাতে অর্জ্জুন নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ইঁহাকে ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য না করার জন্ম যথোচিত তিরস্কার করেন । তখন বভ্রুবাহন বিমাতা নাগকন্যা উলূপীর উত্তেজনায় পিতার সহিত রণে প্রবৃত্ত হন । সমরে অর্জ্জুন পরাজিত ও অচেতন হইয়া পড়েন । পরে উলূপী পাতাল হইতে মৃতসঞ্জীবনী মণি আনিয়া স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করেন । অতঃপর বভ্রুবাহন পিতৃনিদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হন ।

বর—১ । জামাতা ; প্রার্থনীয় বিষয় ; জার, উপপতি । বৃ + অল্ র্ম । ২ । বরণ । বৃ (বরণ করা) + অল্ ভা । সং ; পু । ৩ । বিজ্ঞ, লম্পট ; প্রধান, শ্রেষ্ঠ । বিণ ; ত্রি ।

বরমাল্য—বরকে প্রদেয় মাল্য । মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা । সং ; ক্লী [বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকরণার্থে ভাবী জামাতার গলায় মালা দেওয়াকে বরমাল্য বলে ; ইহা সাধারণতঃ "পাকা দেখা" নামে কথিত হইয়া থাকে

বরযাত্রী—বরের অনুগামী, বরের সহিত গমনকারী । বরের যাত্রা, ৬তৎ । বরযাত্রা শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = বরযাত্রিন্, ১মার ১বচন বিণ ; পু ।

বরলাভ—দেবতার নিকট হইতে প্রার্থনীয় বিষয় পাওয়া । ৬তৎ । সং ; পু ।

বরানুগমন—বরের পশ্চাৎ গমন, বিবাহার্থী বরের সহিত যাওয়া । ৬তৎ । সং ; ক্লী ।

বর্গির হাঙ্গামা—নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে নাগপুররাজ রঘুজি ভোঁসলা ও তদীয় মন্ত্রী ভাস্কর পণ্ডিত পুনঃ পুনঃ বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া যে গ্রাম ও নগরসমূহ লুণ্ঠন করেন এবং অসহায় প্রজাপুঞ্জের উপর অত্যাচার করেন, তাহাই বর্গির হাঙ্গামা নামে খ্যাত [বিশেষ বিবরণ আলিবর্দ্দি খাঁ শব্দে দেখ] । মার্হাট্টাদের অত্যাচার এতদূর হইয়া উঠিয়াছিল যে, লোকে বর্গির নাম শুনিলে আতঙ্কে মৃতপ্রায় হইয়া উঠিত । ইংরেজরা ইহাদিগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে মার্হাট্টা-খাদ নামে এক পরিখা খনন করেন । অদ্যাপি সেই খাতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় । বর্গির নামে সে সময়ে কিরূপ সন্ত্রাসের সঞ্চার হইত, তাহা এদেশের প্রসূতিদিগের শিশুকে ঘুম পাড়াইবার এই গান হইতে বেশ বুঝা যায় :—"ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এলো দেশে ; বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে ?"

বর্ণুফ—ইউজিনী (Eugene Burnouf). জন্ম পারিস নগরে, ১২ই আগষ্ট ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ । মৃত্যুও ঐ স্থানে ২৮শে মে ১৮৫২ । ইনি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ।

বর্ণুফ—এমিলি লুই (Emile Louis Burnouf). ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে আগষ্ট ইনি ফ্রান্সদেশে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিৎ ও প্রাচ্য-বিদ্যায় পণ্ডিত । ১৮৬৩—৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লিউপল (Leupol) নামক পণ্ডিতের সহিত একত্র হইয়া ইনি একখানি সংস্কৃত-ফরাসী-অভিধান প্রণয়ন করেন ।

বর্ব্বট—বরবটি কলায় । বর্ব্ব (গমন করা) + অটন্ ক । সং ; পু । [ঈপ্ । সং ; স্ত্রী ।

বর্ব্বটী—বারনারী, বেশ্যা । বর্ব্বট শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে

বর্ব্বণা—নীলমক্ষিকা । বর্ব্ব (গমন করা) + অনট্ অথবা বর্ (অনুকরণ শব্দ) — বন (শব্দ করা) + ড, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ । সং স্ত্রী ।

বর্ব্বর—১ । পামর ; নীচ ; মূর্খ । বর্ব্ব (গমন করা) + অরন্ ক । বিণ ; ত্রি । ২ । কেশবিশেষ, বাউরি ; দেশবিশেষ, বার্ব্বরি রাজ্য । সং ; পু ।

বর্হ—ময়ূরপিচ্ছ ; অনুচর ; পরীবার ; পত্র । বর্হ (বিস্তার করা, ইত্যাদি) + অল্ র্ম । সং ; পু । [স্ত্রী ।

বর্হা—ময়ূরপিচ্ছ । বর্হ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ । সং ;

বর্হিণ—ময়ূর । বর্হ শব্দ + ইনন্ অস্ত্যর্থে । সং ; পু

বর্হী—ময়ূর । বর্হ + ইন্ অস্ত্যর্থে = বর্হিন্, ১মার ১বচন । সং ; পু ।

বল—১ । সামর্থ্য, শক্তি ; সার ; স্থূলতা । বল + অল্ ভা । ২ । রূপ ; দেহ ; গন্ধরস ; শুক্র ; রক্ত ; পল্লব ; মৌল, ভৃত্য, সুহৃৎ, শ্রেণী, দ্বিষৎ, বন্য — এই ষড়্বিধ সৈন্য । বল + অল্ ণ । সং ; ক্লী । ৩ । বলরাম ; দৈত্যবিশেষ ; বায়স । বল + অন্ ক । সং ; পু । ৪ । বলবান্ । বিণ ; ত্রি ।

বলক্ষ—১ । শুক্লবর্ণ । বল শব্দ — ক্ষৈ (ক্ষয় পাওয়া) + ড ক । সং ; পু । ২ । শ্বেতবর্ণযুক্ত । বিণ ; ত্রি ।

বলগর্ব্ব—ক্ষমতার দর্প, শক্তির অহঙ্কার, বল জন্ম দেমাক । ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা । সং ; পু ।

বলজ—১ । বলজাত । বল — জন (জন্মা) + ড ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রীলিঙ্গে বলজা । ২ । ক্ষেত্র ; শস্য ; পুরদ্বার ; সংগ্রাম । সং ; ক্লী । ৩ । ধান্যের রাশি । সং ; পু ।

বলজা—১ । বলজাতা । বলজ দেখ ; বলজ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ । বিণ ; স্ত্রী । ২ । উত্তমা স্ত্রী । সং ; স্ত্রী ।

বলদৃপ্ত—সামর্থ্যের গর্ব্বযুক্ত, শক্তি থাকায় অহঙ্কৃত । ৩তৎ । বিণ ; ত্রি ।

বলদেব, বলভদ্র, বলরাম—কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । বসুদেবের ঔরসে রোহিণীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয় । কংসরাজের ভয়ে বসুদেব রোহিণী ও বলরামকে ব্রজপুরে সখা নন্দঘোষের আশ্রয়ে রাখিয়াছিলেন । কৃষ্ণের সহিত ইনি বাল্যক্রীড়া ও গোচারণ করিতেন । কংসের ধনুর্যজ্ঞে ইনি কৃষ্ণসহ নীত হইয়া কংসবধে কৃষ্ণের সাহায্য করেন । অতঃপর কৃষ্ণসহ সান্দীপনি মুনির নিকট অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা শিক্ষা করিয়া মথুরায় প্রত্যাগমন করেন । শারীরিক শক্তিতে ও গদাযুদ্ধে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন । গদাযুদ্ধবিশারদ জরাসন্ধকে ইনি গদাযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন । হল ইঁহার প্রধান আয়ুধ ছিল । সর্ব্বদা হল ধারণ করায় ইনি হলধর

নামেও খ্যাত হন। রেবতীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব দুর্য্যোধনতনয়া লক্ষ্মণাকে হরণ করার বন্দী হন। বলরাম হস্তিনায় গমন করিয়া নগর ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে, দুর্য্যোধন ভয়ে কন্যাসহ শাম্বকে প্রত্যর্পণপূর্ব্বক ইঁহার শিষ্য হন। ইনি দুর্য্যোধনকে গদাযুদ্ধ শিক্ষা দেন। ভীমও ইঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিখিয়াছিলেন। কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ উপলক্ষে ইনি ভোজকট নগরে উপস্থিত হন। বিবাহান্তে রুক্মীর সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার দ্বারা প্রতারিত হইলে, ইনি অক্ষক্ষেপে তাঁহার প্রাণনাশ করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি কোনও পক্ষ অবলম্বন না করিয়া তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন। যদুকুল নির্ম্মূল হইলে, ইনি যোগাবলম্বনে তনুত্যাগ করেন। ইনি বিষ্ণুর অষ্টম অবতার বলিয়া কথিত [দশাবতার দেখ]।

বলদ্বিট্, বলভিৎ—ইন্দ্র। বল শব্দ (দৈত্যবিশেষ) —যথাক্রমে দ্বিষ (দ্বেষ করা) বা ভিদ (ভেদ করা) + ক্বিপ্ ক। সং; পু।

বলনিসূদন, বলরিপু—ইন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

বলপূর্ব্বক—বল সহকারে, জোর করিয়া। বল হইয়াছে পূর্ব্বে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

বলবুদ্ধি—ক্ষমতা ও বুদ্ধি, শক্তি ও বিবেচনা। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

বলভদ্র—বলদেব দেখ।

বলরাম—বলদেব দেখ।

বলরাম ভজা—বলরাম একজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের নাম। ইঁহার মতাবলম্বীদিগকে বলরাম ভজা কহে। বলরাম হাড়ী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে মেহেরপুর গ্রামের মালোপাড়ায় ইনি আবির্ভূত হন। বলরাম বাল্যকালাবধি সত্য রায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে ইনি স্থানীয় জমিদার পদ্মলোচন মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে চৌকিদারী কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে উক্ত বাবুদিগের বাটীর দেবমূর্ত্তির কতকগুলি অলঙ্কার অপহৃত হওয়ায় বলরাম চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী হইয়া দণ্ডিত হন। এইরূপ লাঞ্ছনায় মনে বৈরাগ্য সঞ্চার হওয়ায় বলরাম উদাসীন হইয়া বৌদ্ধমতানুসারে যোগসাধনা করেন।

বলরামের শিষ্যগণ গুরুকে রামচন্দ্রের অবতার বলিয়া মনে করে এবং ইহাও বলে যে, স্বয়ং বলরামও এ বিষয় তাহাদিগকে প্রকারান্তরে জানাইয়া গিয়াছেন। বলরাম নীচজাতীয় হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আত্মমর্য্যাদা বর্দ্ধনের জন্য বলিতেন যে, আমি হাড়ের সৃষ্টি করিয়াছি, এই জন্য হাড়ী বলিয়া কথিত হই। দোলাদি উৎসবে বলরাম স্বয়ং সজ্জিত হইয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতেন। ১২৫৭ সালের ৩০শে অগ্রহায়ণ তারিখে বলরামের মানবলীলা সাঙ্গ হয়।

নদীয়া, পাবনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলেই বলরামের অধিকসংখ্যক শিষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই নিম্নশ্রেণীস্থ। বলরাম ভজা সম্প্রদায়ীরা এক্ষণে দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে।

বলবতী—বলশালিনী। বল + বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে বলবান্।

বলবত্তা—বলশালিতা, অতিশয় সামর্থ্য। বলবৎ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বলবান্—বলশালী। বল + বতু অস্ত্যর্থে = বলবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বলবতী।

বলশালিনী—বলবতী, বলিষ্ঠা। বল—শাল (শ্লাঘা করা) + ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে বলশালী।

বলশালী—বলবান্, বলিষ্ঠ। বল—শাল (শ্লাঘা করা) + ণিন্ ক, অথবা বল শব্দ + শালিন্ অস্ত্যর্থে = বলশালিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বলশালিনী।

বলা—অগ্নবিদ্যাবিশেষ; গুল্মবিশেষ, বেলেড়া। বল (বলবান্ হওয়া) + অল্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

বলাক—এক প্রকার ক্ষুদ্রজাতীয় বক। বল—অক (বক্রভাবে গমন করা) + অন্ ক; অথবা বল + আক ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বলাকা।

বলাকা—এক প্রকার ক্ষুদ্রজাতীয় বকী; কামুকা স্ত্রী। বলাক দেখ; বলাক + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

বলাৎ—বলপূর্ব্বক, জোর করিয়া। বল—অত (গমন করা) + ক্বিপ্ ক। ব্য।

বলাৎকার—১। বলপূর্ব্বক করণ, জোর করিয়া করা; হঠাৎ করণ। বলাৎ শব্দ—কৃ (করা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু। ২। বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ। দেশজ।

বলানুজ—শ্রীকৃষ্ণ। বলের (বলদেবের) অনুজ (কনিষ্ঠ), ৬তৎ। সং; পু।

বলাবল—সামর্থ্য ও অসামর্থ্য, ক্ষমতা ও অক্ষমতা। ন বল অবল, নঞ্তৎ। বল ও অবল, দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

বলারাতি—বাসব, ইন্দ্র। বলের (দৈত্যবিশেষের) অরাতি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

বলাবলেপ—বলদর্প, ক্ষমতার গর্ব্ব। বলের (শক্তির) অবলেপ (গর্ব্ব), ৬তৎ। সং; পু।

বলাহক—পর্ব্বত; মেঘ; মুস্তক; দৈত্যবিশেষ; নাগবিশেষ। বল—আ—হা (ত্যাগ করা) + ণক ক। সং; পু।

বলি—১। রাজস্ব; পূজা; পূজোপহার, ইহা দশ প্রকার, যথা—মৃগ, ছাগ, মেষ, মহিষ, শূকর, শল্লকী (শজারু), শশক, গোধা (গোসাপ), কূর্ম্ম, খড়্গী (গণ্ডার); ভূতযজ্ঞ; চামরদণ্ড। বল (দান করা, বধ করা, ইত্যাদি) + ই ণ। ২। দৈত্যরাজবিশেষ *। বল + ই ক। সং; পু। ৩। উদরোপরি তরঙ্গিত মাংস; জরাবিশ্লথ চর্ম্ম; শরীরমধ্যরেখা; গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তরস্থ মাংসবিশেষ; ভঙ্গী; গৃহদারুবিশেষ। সং; স্ত্রী।

* দৈত্যরাজ বলির উপাখ্যান এইরূপ :—

ইনি সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের পৌত্র। ইঁহার পিতার নাম বিরোচন। ইনি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ক্রমে একজন মহাপরাক্রান্ত নরপতি হইয়া উঠেন। ত্রিলোকজয়কামনায় ইনি যুদ্ধার্থ স্বর্গে গমনপূর্ব্বক সমরে ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভূত করিয়া ত্রিভুবনের অধীশ্বর হন। ইনি ন্যায়ানুমোদিতভাবে রাজ্যশাসন করিতেন, এবং প্রায়শঃ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে রত থাকিতেন। দেবগণ রাজ্যচ্যুত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাকে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিবার প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু তাহাতে স্বীকৃত হইয়া কশ্যপের ঔরসে বামন রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর দৈত্যরাজ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, বামনদেব তথায় উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ দান প্রার্থনা করেন। বলি তৎপ্রদানে প্রতিশ্রুত হইলে বামন ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা করেন। এই সময়ে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য যোগবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া বলির মঙ্গলকামনায় বামনের প্রার্থন পূরণ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু সত্যপরায়ণ, দানশৌণ্ড বলি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বামনদেবকে "তথাস্তু" বলেন। তখন বামন দুই পদ দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্য অবরোধ করিয়া নাভিনির্গত তৃতীয় পদ রাখিবার স্থান নির্দ্দেশ করিতে বলেন। বলি তখন স্বীয় মস্তক অবনত করিয়া তদুপরি পদস্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। বামন তাহাই করিয়া ইঁহাকে রসাতলে প্রেরণ করেন। তথায় ইনি কিছুকাল নাগপাশে বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া পরে দেবর্ষি নারদের উপদেশে বিষ্ণুর আরাধনা করেন। হরি তুষ্ট হইয়া খগরাজ দ্বারা ইঁহাকে বন্ধনমুক্ত করেন। অতঃপর বলি স্বজনবর্গসহ পাতালে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, ভক্তাধীন হরি বলিরাজের দ্বারী হইয়াছিলেন। বলির বাণ প্রভৃতি চারিটি পুত্র হয়।

বলিক, বলীক—পটলপ্রান্ত, ছাঁইচ। বল + ইকন্, ঈকন্ ক। সং; স্ত্রী।

বলিত, বলিন, বলিভ—বলিযুক্ত ; বিশ্লথ চর্ম্ম-বিশিষ্ট। বলি+ত, ন, ভ যুক্তার্থে। ত্রি।

বলিদান—দেবপ্রতিমা সম্মুখে ছাগাদি পশু বলি দেওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বলিধ্বংসী—বিষ্ণু। বলির (দৈত্যরাজের) ধ্বংসী, ৬তৎ। সং ; পু।

বলিনী—বলবতী, বলশালিনী। বল (সামর্থ্য) +ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে বলী। [সং ; পু।

বলিপুষ্ট—বায়স, কাক। বলি দ্বারা পুষ্ট, ৩তৎ।

বলিভ—বলিত দেখ।

বলিভুক্—বায়স, কাক ; চটক পক্ষী। বলি—ভুজ (ভোজন করা)+ক্বিপ্ ক=বলিভুজ্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

বলিমুখ, বলীমুখ—বানর। বলি বা বলীযুক্ত (শ্লথচর্ম্মবিশিষ্ট) হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। সং ; পু।

বলিষ্ঠ—১। অতিশয় বলবান্। বলবান্ দেখ ; বলবৎ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। উষ্ট্র। সং ; পু।

বলিষ্ঠকায়—অতিশয় বলবৎ শরীরবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

বলিসদ্ম—পাতাল, রসাতল। বলির (দৈত্যরাজের) সদ্ম (আলয়), ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বলিহা—বিষ্ণু। বলি (দৈত্যরাজবিশেষ)—হন (নাশ করা)+ক্বিপ্ ক=বলিহন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

বলী—১। বলবান্, বলশালী। বল শব্দ (সামর্থ্য) +ইন্ অস্ত্যর্থে=বলিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বলিনী। ২। মহিষ ; উষ্ট্র ; বৃষ ; শূকর ; বলরাম। সং ; পু। ৩। উদরোপরি তরঙ্গিত মাংস ; জরাবিশ্লথ চর্ম্ম ; শরীরমধ্যরেখা ; ভঙ্গী ; গুহদ্বারের অভ্যন্তরস্থ মাংসবিশেষ ; গৃহদারুবিশেষ। বল—+ই ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বলীক—বলিক দেখ।

বলীয়সী—বলিষ্ঠা, অতি বলবতী। বলবান্ দেখ বলবৎ+ঈয়স্ অতিশয়ার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে বলীয়ান্।

বলীয়ান্—বলিষ্ঠ, অতি বলবান্। বলবান্ দেখ ; বলবৎ+ঈয়স্ অতিশয়ার্থে=বলীয়স্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বলীয়সী।

বলীবর্দ্দ—বলদ ; ষাঁড়। বল শব্দ—বৃধ (বৃদ্ধি পাওয়া)+অন্ ক। সং ; পু।

বহল—অনেক ; অধিক। বন্হ (বৃদ্ধি পাওয়া) +কল ক। বিণ ; ত্রি।

বহু—অনেক ; অধিক ; বিপুল ; প্রচুর, ভূরি। বন্হ (বৃদ্ধি পাওয়া)+কু ক। বিণ ; ত্রি।

বহুকাল—অনেক দিন। কর্ম্মধা। সং ; পু।

বহুকালমৃত—অনেক দিন পূর্ব্বে মৃত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

বহুকালাবধি—অনেক দিন হইতে। বহু যে কাল, কর্ম্মধা, তাহা হইয়াছে অবধি যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

বহুজ্ঞ—বহুবিৎ ; বহুদর্শী ; অভিজ্ঞ। বহু শব্দ (অনেক)—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বহুজ্ঞা। বিশেষ্যে বহুজ্ঞতা।

বহুদর্শন—অনেক বিষয় দর্শন, অভিজ্ঞতা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বহুদর্শিতা—ভূয়োদর্শনজনিত জ্ঞান ; বহুজ্ঞতা ; অভিজ্ঞতা। বহুদর্শী দেখ ; বহুদর্শিন্+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

বহুদর্শিনী—বহুদর্শী দেখ। বহুদর্শিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বহুদর্শী—ভূয়োদর্শনবিশিষ্ট ; বহুজ্ঞ ; অভিজ্ঞ। বহু—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক=বহুদর্শিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বহুদর্শিনী। বিশেষ্যে বহুদর্শিতা।

বহুদূর—অনেক দূর, অনেক ব্যবধান। কর্ম্মধা। সং ; পু।

বহুদূরবর্ত্তী—অনেক দূরে অবস্থিত। বহুদূর শব্দ—বৃত (থাকা)+ণিন্ ক=বহুদূরবর্ত্তিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বহুদূরবর্ত্তিনী।

বহুধা—অনেক প্রকার ; অনেক বার। বহু+ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

বহুপত্নীক—বহু ভার্য্যাবিশিষ্ট, অনেক স্ত্রীর স্বামী। বহু হইয়াছে পত্নী যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বহুপ্রসবিনী—অনেক সন্তান প্রসবকারিণী। বহু শব্দ—প্র—সূ+ণিন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বহুভাষিণী—বহুভাষী দেখ। বহুভাষিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বহুভাষী—অনেক কথা বলে এরূপ ; বাচাল। বহু—ভাষ (বলা)+ণিন্ ক=বহুভাষিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। [সং ; ক্লী।

বহুমান—সম্মান, অতিশয় সমাদর। কর্ম্মধা।

বহুমানাস্পদ—অতিশয় সম্মানভাজন, অত্যন্ত সমাদরের পাত্র। বহুমানের আস্পদ, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

বহুমূল্য—অতিশয় মূল্যবান্, মহার্ঘ, খুব বেশী দামী। বহু (অধিক) হইয়াছে মূল্য (দাম) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বহুরূপা—১। অনেক রূপধারিণী। বহু হইয়াছে রূপ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। সং ; স্ত্রী।

বহুরূপী—(বহুরূপিন্)। অনেক প্রকার রূপধারী। বহু যে রূপ, কর্ম্মধা। বহুরূপ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বহুরূপিণী।

বহুল—১। অগ্নি ; কৃষ্ণপক্ষ ; কৃষ্ণবর্ণ। সং ; পু। ২। অনেক ; অধিক ; কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। বন্হ (বৃদ্ধি পাওয়া)+কুল ক। বিণ ; ত্রি।

বহুলা—১। অনেকা ; অধিকা। বহুল দেখ ; বহুল+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গবী ; কৃত্তিকা নক্ষত্র। সং ; স্ত্রী।

বহুবচন—যাহা দ্বারা দুইএর অধিক পদার্থ বুঝায় [বচন দেখ]। সং ; ক্লী।

বহুবিধ—বিবিধ ; অনেক প্রকার। বহু (অনেক) হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বহুবিবাহ—অনেক রমণীর পাণিগ্রহণ। কর্ম্মধা। সং ; পু।*

বহুব্রীহি—১। বহুধান্যবিশিষ্ট। বহু (অধিক) হইয়াছে ব্রীহি (ধান্য) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। অন্যপদার্থপ্রধান সমাসবিশেষ [সমাস দেখ]। সং ; পু।

বহুশঃ—অনেক বার। বহু+শস্। ব্য।

বহুশ্রুত—সুপণ্ডিত, বেদাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। বহু (অনেক) শ্রুত হইয়াছে যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

বহুস্বামিক—অনেক অধিকারিবিশিষ্ট, যাহা অনেকের দখলে আছে। বহু হইয়াছে স্বামী যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বহ্বায়াস—বহু প্রয়াস, অনেক চেষ্টা। বহু যে আয়াস, কর্ম্মধা। সং ; পু।

বহ্বায়াসসাধ্য—বহু প্রয়াসে সম্পাদনীয়, বিস্তর চেষ্টা দ্বারা নিষ্পাদ্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বহ্বাশী—১। অধিক ভোজনশীল ; বহ্বাকাঙ্ক্ষী। বহু—অশ (ভোজন করা)+ণিন্ ক=বহ্বাশিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। ২। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। সং ; পু।

বহ্বৃক্—১। বহুমন্ত্রবিশিষ্ট। বহু হইয়াছে ঋক্ (মন্ত্র) যাহার, বহু। বিণ ; পু। ২। ঋগ্বেদ। সং ; স্ত্রী।

বহ্বৃচ—১। ঋগ্বেদের চরণ। সং ; পু। ২। ঋগ্বেদে অভিজ্ঞ। বিণ ; ত্রি।

বাড়ব—১। বড়বা সম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি। ২। সমুদ্রজাত অগ্নি ; ব্রাহ্মণ। বড়বা+ষ্ণ। সং ; পু। ৩। পাতাল। সং ; পু বা ক্লী। ৪। ঘোটকীসমূহ ; করণবিশেষ। সং ; ক্লী।

বাড়বানল—বড়বানল দেখ।

বাড়বেয়—১। বড়বাসম্বন্ধীয়। বড়বা শব্দ+ঢেয়। বিণ ; ত্রি। ২। সমুদ্রজাত অগ্নি ; অশ্বিনীকুমারদ্বয়—নাসত্য ও দস্র। সং ; পু।

বাড়ব্য—১। বড়বাসম্বন্ধীয়। বড়বা+ষ্ণ্য ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। ব্রাহ্মণসমূহ। বাড়ব (ব্রাহ্মণ)+ষ্ণ্য সমূহার্থে। সং ; ক্লী।

বাণধি—তূণীর, তূণ। বাণ—ধা (ধারণ করা) +কি অধি। সং ; পু।

বাণলিঙ্গ—শিবলিঙ্গবিশেষ। সং ; পু।

বাণবার—বর্ম্ম, কঞ্চুক, সাঁজোয়া। বাণ শব্দ—ণিজন্ত বৃ বা বারি (বারণ করান)+অন্ ক। সং; স্ত্রী।

বাণিজ—বণিক্; বাড়বানল। বণিজ্ শব্দ (বণিক্)+ক স্বার্থে। সং; পু।

বাণিজিক—ক্রয়বিক্রয়, সওদাগরি; বাড়বাগ্নি। বণিজ্ শব্দ—(বণিক্)+ফিক। সং; স্ত্রী।

বাণিজ্য—বণিগ্‌বৃত্তি, সওদাগরী, বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্যের আমদানি রপ্তানির কাজ। বণিজ্ শব্দ+ষ্য। সং; ক্লী।

বাণিজ্যকরণ—বাণিজ্য করা, ব্যবসায় করা। ৬তৎ। সং; ক্লী [ভরণী, অশ্লেষা, বিশাখা, কৃত্তিকা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে বিক্রয় করিবে, ক্রয় করিবে না। রেবতী, অশ্বিনী, চিত্রা, শতভিষা, শ্রবণা ও স্বাতী নক্ষত্রে ক্রয় করিবে, বিক্রয় করিবে না]।

বাণিজ্যপোত—ব্যবসায়সম্বন্ধীয় জলযান, সওদাগরী জাহাজ। বাণিজ্য সম্বন্ধীয় পোত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বাণিজ্যবায়ু—বিষুব রেখার নিকটস্থ দেশ অধিকতর উষ্ণ বলিয়া উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সন্নিহিত প্রদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু নিরন্তর তদভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। পৃথিবী নিশ্চল হইলেই এই বাতাস ঠিক উত্তর ও দক্ষিণ হইতে প্রবাহিত হইত। পরন্তু ভূমণ্ডল অবিরত পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে স্বীয় মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, এবং সেই আবর্ত্তন কালে বিষুবরেখার নিকটস্থ স্থান মেরুপ্রদেশ অপেক্ষা অধিকতর বেগে ঘূর্ণিত হইয়া থাকে। তাহাতে শীতল বায়ু বিষুবরেখাভিমুখে ধাবিত হইবার সময়ে ভূভাগের সহিত সমান বেগে চলিতে না পারিয়া পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। এজন্য বোধ হয় যেন বায়ু পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিক্ হইতে আসিতেছে। এইরূপে উত্তরপূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব বায়ুর উৎপত্তি হয়। এই সুদীর্ঘ বায়ুপ্রবাহের অনুসরণ করিয়া সমুদ্রপথে অনায়াসে পোতপরিচালনা করিয়া দেশদেশান্তরে গমনাগমন করা যায়। এই নিমিত্ত ইংরেজরা ইহাকে বাণিজ্যবায়ু (Trade Wind) বলিয়া থাকেন।

বাণিজ্যবাহুল্য—বাণিজ্যের আধিক্য, ব্যবসায় বিস্তৃতি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বাণিজ্যশালা—বাণিজ্যের গৃহ, ক্রয় বিক্রয়ের ভবন, দোকানঘর। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বাদর—১। কুলফল; কার্পাসসূত্র। সং; ক্লী। ২। কুলগাছ; কার্পাসবৃক্ষ। বদর+ক। সং; পু।

বাদরায়ণ—ব্যাসদেব। বদরী+ফায়ন; অথবা বাদর হইয়াছে অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। সং; পু।

বাদরায়ণি—ব্যাসতনয় শুকদেব। বাদরায়ণ শব্দ (ব্যাস)+ঞি অপত্যার্থে। সং; পু।

বাধ—১। বাধা, ব্যাঘাত, সংমর্দ্দ, রোধ; উপদ্রব; পীড়া। বাধ (ব্যাঘাত করা)+অল্ ভা। সং; পু। ২। বাধক। বাধ+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

বাধক—১। প্রতিবন্ধক, রোধক। বাধ (ব্যাঘাত করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। স্ত্রীলোকের সন্তানজননরোধক রোগ। সং; পু।

বাধন—বাধা, প্রতিবন্ধ; পীড়া। বাধ (ব্যাঘাত করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে বাধিত।

বাধা—ব্যাঘাত, রোধ, সংমর্দ্দ; উপদ্রব; নিষেধ; পীড়া। বাধ (ব্যাঘাত করা)+অল্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে বাধিত।

বাধাপ্রাপ্ত—প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত, রুদ্ধ। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

বাধাবিঘ্ন—বাধা বিপত্তি, প্রতিবন্ধক ও ব্যাঘাত। দ্বন্দ্ব। সং; পু। দুইটী শব্দই প্রায় একার্থক।

বাধিত—ব্যাহত, ব্যাঘাতপ্রাপ্ত; পীড়িত; বশীভূত। বাধ (ব্যাঘাত দেওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বাধ, বাধন, বাধা।

বাধির্য্য—বধিরতা, শ্রবণশক্তিহীনতা। বধির শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

বাধ্য—নিষেধ্য; বারণীয়; পীড়নীয়; বশ্য। বাধ (ব্যাঘাত দেওয়া)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বাধ্যতা।

বাধ্যতা—বাধনীয়তা, নিষেধ্যতা; বশ্যতা। বাধ্য+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বাধ্যবাধকতা—পরস্পর বশ্যতা, পরস্পর বাধ্য থাকা। সং; স্ত্রী।

বান্ধকিনেয়—বন্ধকীর সন্তান, অসতী-পুত্র। বন্ধকী+ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

বান্ধব—বন্ধু, মিত্র; ভ্রাতা; জ্ঞাতি; স্বজন। বন্ধু+ক স্বার্থে। সং; পু।

বাভ্রবী—দুর্গা। বভ্রু শব্দ (শিব)+ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বারওয়েল—গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য। কৌন্সিলের অপর তিন জন সভ্য হেষ্টিংসের ঘোর বিরোধী ছিলেন; একমাত্র বারওয়েল সাহেবই তাঁহার পক্ষপাতী ছিলেন [হেষ্টিংস দেখ]।

বার্ণিয়ে—ফ্রান্সয় (Francois Berniea). ফ্রান্স দেশে আঞ্জু (Anjou) প্রদেশের অন্তর্গত জোই (Joue) গ্রামে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি চিকিৎসাবিদ্যা সমাপ্ত করিয়া "ডাক্তার" উপাধি লাভ করেন। দেশ পর্য্যটন করিবার ইচ্ছা ইহাঁর বড়ই প্রবল ছিল। ইউরোপের অনেক দেশ এবং সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও ইজিপ্ট ভ্রমণান্তে ইনি ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই সময় সাহজাহানের পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। দারা যখন পরাজিত হইয়া আমেদাবাদে পলায়ন করিতেছিলেন, তখন পথমধ্যে বার্ণিয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। দারার এক মহিষী তখন পীড়াগ্রস্ত থাকায় বার্ণিয়েকে চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু আমেদাবাদের শাসনকর্ত্তা আরঙ্গজেবের পক্ষাবলম্বন করায় দারা সিন্ধুদেশের দিকে যাইতে মনস্থ করেন। পথে বার্ণিয়ের গোশকট ভগ্ন হইয়া যাওয়ায়, দারা ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অনেক কষ্টে বার্ণিয়ে আমেদাবাদে উপস্থিত হইয়া একটী সম্ভ্রান্ত মুসলমানের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার সহিত ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে আসেন। পরে মোগলসম্রাটের চিকিৎসক রূপে নিযুক্ত হন। এই উপলক্ষে ইনি রাজ দরবার ও বেগম মহলের অতি গুহ্য সংবাদ অবগত হইবার অবসর পান। ইহাঁর লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্তে সাহজাহানের স্বীয় কন্যার সহিত অবৈধ প্রণয়ের কথা উল্লিখিত আছে। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আরঙ্গজেব দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারী লাহোরে উপস্থিত হন। সেইখানে কিছু দিন অবস্থান করিয়া কাশ্মীরে গমন করেন। বার্ণিয়ে বরাবরই সম্রাটের সঙ্গে ছিলেন। কাশ্মীর হইতে আগ্রায় আসিয়া বার্ণিয়ে ট্যাভার্ণিয়ের সহিত মিলিত হন এবং দুইজনে বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে এলাহাবাদ, বেনারাস, পাটনা প্রভৃতি সহর দেখিয়া ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা জানুয়ারী রাজমহলে আসিয়া পৌঁছেন। দুই দিন পরে সঙ্গীকে ত্যাগ করিয়া কাশীমবাজারে গমন করেন এবং কিছুদিন বঙ্গদেশে থাকিয়া মসুলীপাটান ও গলকণ্ডা হইয়া সুরাটে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে পারস্য দেশ হইয়া ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পর বৎসর ইহাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। এই বৃত্তান্ত বহুভাষায় অনুবাদিত হইয়া আদর ও আগ্রহের সহিত ইউরোপে পঠিত হয়। এই গ্রন্থ হইতে মোগলরাজ্যের ঐশ্বর্য্য ও গৌরব জনসাধারণ সর্ব্বপ্রথমে উপলব্ধি করেন। ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে এই বৃত্তান্ত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হয় এবং ইহাই অবলম্বন করিয়া প্রসিদ্ধ কবি ড্রাইডেন

"আয়রঙ্গজেব" নামধের একখানি বিয়োগান্ত নাটক প্রণয়ন করেন। বার্ণিয়ের রচিত গ্রন্থ সেই সময়ের নিখুঁত ছবি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তবে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি যে সকল মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অনেকস্থলে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। সে যাহা হউক, ইতিহাস এবং বর্ণনাত্মক রচনা হিসাবে বার্ণিয়ের ভ্রমণবৃত্তান্ত যে একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে সেপ্টেম্বর পারিসনগরে সংন্যাস রোগে বার্ণিয়ের দেহত্যাগ ঘটে।

বার্ব্বটীর—বেশ্যাপুত্র; আম্রপল্লব; দন্তা। বর্ব্বটী শব্দ+র অপত্যার্থে। সং; পু।

বাল—১। মূর্খ, অজ্ঞান; বালক; নূতন। বিণ; ত্রি। ২। ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত বয়স্ক পুরুষ; পঞ্চমবর্ষীয় হস্তী; অশ্বশাবক; বালধি; কেশ; নারিকেল বৃক্ষ। বল (বলবান্ হওয়া)+ণ ক। সং; পু। ৩। গন্ধদ্রব্যবিশেষ, বালা। সং; পু ও ক্লী।

বালক—শিশু; অজ্ঞজন; বলয়; অঙ্গুরীয়ক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। বাল+কণ্। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বালিকা।

বালকযোগ্য—বালকোচিত, ছেলে মানুষের উপযুক্ত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

বালখিল্য—অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপ্রমাণ ষষ্টিসহস্র মুনি; ইঁহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং তাঁহার শরীরস্থ লোম হইতে জাত; ইঁহারা তপোরত ও অতি তেজস্বী। সং; পু।

বালগ্রহ—বালকদিগের পীড়াদায়ক উপগ্রহ। সং; পু। [সং; ক্লী।

বালচাপল্য—বালকের চপলতা। ৬তৎ।

বালতৃণ—শষ্প, নবতৃণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বালধি—চামর; সলোম লাঙ্গূল। বাল (কেশ) —ধা (ধারণ করা)+কি ক। সং; পু।

বালপাশ্যা—সিঁথি। বালের (কেশের) পাশ (গুচ্ছ), বালপাশ, তদুত্তরে ষ্য ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

বালমূষিকা—নেংটা ইঁদুর। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বালরাজ—১। শ্রেষ্ঠ বালক। বালের (বালকের) মধ্যে রাজা, ৭তৎ। সং। পু। ২। বৈদুর্য্যমণি। সং; ক্লী।

বালবিধবা—বালিকাবস্থায় পতিহীনা, অল্প বয়সে বিধবা। বালে (বালিকা বয়সে) বিধবা, ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

বালবৈধব্য—বালিকাবস্থায় পতিহীনা হওয়া, অল্প বয়সে বিধবা হওয়া। ৭তৎ। সং; ক্লী।

বালব্যজন—চামর। বাল (কেশ) নির্ম্মিত যে ব্যজন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বালশশী—(বালশশিন্)। শুক্ল দ্বিতীয়ার চন্দ্র। বাল (নূতন) যে শশী, কর্ম্মধা। পু।

বালসুলভ—বালকোচিত, যাহা বালকেই দেখা যায়। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

বালসূর্য্য—১। প্রাতঃকালীন সূর্য্য। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। বৈদুর্য্যমণি। সং; ক্লী।

বালহস্ত—কেশগুচ্ছ; সলোম লাঙ্গূল। বালের (কেশের) হস্ত (গুচ্ছ), ৬তৎ। সং; পু।

বালা—ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত বয়স্কা স্ত্রী; ভূষণবিশেষ; হরিদ্রা; নারিকেল; ত্রুটি; একবর্ষীয়া গবী। বাল দেখ; বাল+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

বালার্ক—বালসূর্য্য, নবোদিত ভানু। বাল যে অর্ক, কর্ম্মধা। সং; পু।

বালার্কদ্যুতি—নবোদিত সূর্য্যের কিরণ। বালার্ক দেখ; বালার্কের দ্যুতি, ৬তৎ। সং, ক্লী।

বালার্কবর্ণ—১। নবোদিত সূর্য্যের বর্ণ। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। নবোদিত সূর্য্যের বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। বালার্কের বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বালার্কবর্ণা।

বালার্কবর্ণাভ—নবোদিত সূর্য্যের বর্ণের ন্যায় আভাবিশিষ্ট। বালার্কবর্ণ সদৃশ আভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বালার্কবর্ণাভা।

বালি—কপিরাজ [বালী দেখ]। বাল (কেশ, লোম)+ই অস্ত্যর্থে। সং; পু।

বালিকা—বালা স্ত্রী; কর্ণভূষণ; বালুকা। বালক দেখ; বালক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। স্ত্রী।

বালিকাসুলভ—বালিকার উপযুক্ত, যাহা বালিকাতেই দেখা যায়। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

বালিশ—১। উপাধান। বাল শব্দ (কেশ)+ ইন্ অস্ত্যর্থে=বালিন্ (মুর্দ্ধা), তদুত্তরে শী (শয়ন করা)+ড অধি। সং; ক্লী। ২। মুর্খ; শিশু। বাড়+ইন্ ভা=বাড়ি, তদুত্তরে শো (তীক্ষ্ণ করা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

বালিহা—শ্রীরামচন্দ্র। বালি বা বালিন্ (কপিরাজ)—হন (বধ করা)+ক্বিপ্ ক=বালিহন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

বালী—১। ভূষণবিশেষ, বালা। বাল+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। কপিরাজ*। বাল (কেশ, লোম)+ইন্ অস্ত্যর্থে=বালিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

*কপিরাজ বালীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এইরূপ;—

দেবরাজ ইন্দ্র বালীর জন্মদাতা এবং কপিবর ঋক্ষরাজ ইঁহার পালক পিতা। কিষ্কিন্ধ্যায় ইঁহার রাজ্য ছিল। ইঁহার পত্নীর নাম তারা। মহাবীর অঙ্গদ ইঁহার পুত্র এবং সুগ্রীব ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি অতিশয় বলশালী ও সাহসী বীর ছিলেন। একদা দুন্দুভি নামক অসুর যুদ্ধার্থী হইয়া বালীর নিকট উপস্থিত হইলে, কপিরাজ যুদ্ধে তাহাকে পরাস্ত ও বিনষ্ট করিয়া তাহার মৃত দেহ দূরে নিক্ষেপ করেন। দৈবক্রমে সেই শবদেহ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে পতিত হয়, এবং তন্নিঃসৃত শোণিতধারা মুনিবরের শরীর কলুষিত করে। তাহাতে মুনিবর এই অভিশাপ দেন যে, অতঃপর বালিরাজ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আগমন করিলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন। আর এক সময়ে লঙ্কেশ্বর রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন। মহাবীর বালি তাঁহাকে সমরে পরাভূত করিয়া অশেষ লাঞ্ছনা প্রদানপূর্ব্বক অবশেষে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। দুন্দুভির পুত্র অসুর মায়াবী যুদ্ধার্থ বালীর নিকট সমাগত হইলে, কপিরাজ তাহার প্রতি ধাবিত হন। মায়াবী প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া এক গহ্বরে প্রবেশ করে। বালীরাজ সুগ্রীবকে গহ্বর-দ্বারে রাখিয়া স্বয়ং তন্মধ্যে প্রবেশ করেন, এবং একবৎসরকাল পরে অসুরকে বধ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন জন্য গহ্বর-দ্বারে উপস্থিত হন। পরন্তু সুগ্রীব দীর্ঘকাল ভ্রাতাকে অনাগত দেখিয়া ও তাঁহাকে নিহত মনে করিয়া অসুরের প্রত্যাগমন নিবারণোদ্দেশে এক সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা গহ্বর-দ্বার রুদ্ধ করেন, এবং কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভ্রাতার ঈদৃশ আচরণে কুপিত হইয়া বালী সুগ্রীবের পত্নীকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেন। সুগ্রীব ভ্রাতার ভয়ে বন্ধুবান্ধবসহ বালীর অগম্য ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে রামের বনবাস কালে রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হৃতা হইলে রামচন্দ্র ভার্য্যার অন্বেষণ করিতে করিতে ঋষ্যমূকে উপস্থিত হন। তথায় সুগ্রীবের সহিত তাঁহার মিত্রতা স্থাপিত হয়। অতঃপর রামের উত্তেজনায় সুগ্রীব ভ্রাতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে রামচন্দ্র অন্যায়পূর্ব্বক শরাঘাতে বালীর প্রাণবধ করেন।

বালুকা—সিকতা, বালি; কর্কট; কর্পূর। বল +উণ ণ=বালু, তদুত্তরে কণ্ ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

বালুকাময়—সিকতাময়, বালুকাপূর্ণ। বালুকা+ ময়ট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

বালুশয্যা—বালুকারূপ শয়নীয়, বালির বিছানা। রূপক। সং; স্ত্রী।

বালেয়—১। পুজোপযোগী। বলি+ঢেয়। বিণ; ত্রি। ২। দৈত্যবিশেষ; রাসভ, গর্দ্দভ। সং; পু। ৩। কোমল, নরম। বাল শব্দ+ঢেয়। বিণ; ত্রি।

বাল্য—বাল্যকাল, শৈশবাবস্থা, ষোড়শ বর্ষ

পর্য্যন্ত [অবস্থা দেখ]। বাল শব্দ+ষ্য। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

বাল্যকাল—বাল্যাবস্থা, শৈশবকাল। ৬তৎ।

বাল্যকালাবধি—শৈশব কাল হইতে। বাল্যকাল হইয়াছে অবধি যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

বাল্যপ্রণয়—শৈশবের প্রীতি, বাল্যকালের ভালবাসা। ৬তৎ। সং ; পু। বিশেষণে বাল্যপ্রণয়ী।

বাল্যপ্রেম—বাল্যপ্রণয়, শৈশবের অনুরাগ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বাল্যবন্ধু—বাল্যকালের মিত্র, শৈশবসুহৃদ্। ৬তৎ। সং ; পু।

বাল্যবিবাহ—অল্প বয়সে পরিণয়, যৌবনোদয়ের পূর্ব্বে বিবাহ। বাল্য কালীন বিবাহ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

বাল্যশ্রুত—শৈশবে আকর্ণিত, যাহা ছেলেবেলায় শুনা গিয়াছে। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

বাল্যসখী—শৈশবসঙ্গিনী, বালিকা বয়সের সহচরী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বাল্যসঙ্গী—(বাল্যসঙ্গিন্)। শৈশবসহচর,ছেলেবেলার সাথী। ৬তৎ।বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বাল্যসঙ্গিনী।

বাল্যসুহৃৎ—বাল্যবন্ধু। ৬তৎ। সং ; পু।

বাষ্প—অশ্রু ; কণ্ঠবারি ; উষ্মা ; ধূমাকার অতি সূক্ষ্ম জলকণা। বাধ+প ক। সং ; পু।

বাষ্পচক্র—চক্রাকার ধূম, চাকার ন্যায় গতিশীল ধোঁয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বাষ্পপোত, বাষ্পীয়পোত—বাষ্প দ্বারা চালিত জলযান, ষ্টিমার, কলের জাহাজ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

বাষ্পরথ—বাষ্পীয় শকট, রেলগাড়ী। বাষ্প চালিত যে রথ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

বাষ্পবৎ—বাষ্পতুল্য, ধোঁয়ার মত। বাষ্প+ বৎ সাদৃশ্যার্থে। ব্য।

বাষ্পাকুল—অশ্রুকাতর, অশ্রুপূর্ণ ; ধূমাকার জলকণায় আচ্ছন্ন। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বাষ্পীয়—বাষ্পসম্বন্ধীয়। বাষ্প+শীয় ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। [কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বাষ্পীয়যন্ত্র—বাষ্প দ্বারা চালিত যন্ত্র, ধূঁয়াকল।

বাষ্পীয়যান—বাষ্পচালিত শকটাদি, রেলগাড়ি, জাহাজ প্রভৃতি। কর্ম্মধা। সং ; পু।

বাষ্পীয়রথ, বাষ্পীয়শকট—বাষ্প দ্বারা চালিত শকট, রেলগাড়ি। বাষ্পীয় (বাষ্পচালিত) যে রথ বা শকট, কর্ম্মধা। সং ; পু।

বাহ, বাহা—ভুজ, বাহু। বাহ (যত্ন করা)+ অন্ ক ; ২য় পক্ষে তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

বাহু—ভুজ ; ত্রিকোণাদি ক্ষেত্রের পার্শ্বরেখা। বাহ্ (বাধা দেওয়া)+উ ক। সং ; পু।

বাহুক—কিঙ্কর ; রাজ্যভ্রষ্ট নলরাজা [নল দেখ]। বাহু (ভুজ)—কৃ (করা)+ড ক। সং ; স্ত্রী।

বাহুজ—ক্ষত্রিয় ; স্বয়ং উৎপন্ন তিল ; শুকপক্ষী বাহু শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। সং ; পু

বাহুদা—হিমালয়নিঃসৃতা নদীবিশেষ। বাহু —দা+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

বাহুবল—ভুজতেজ, শক্তি, হাতের জোর। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বাহুবলদৃপ্ত—ভুজতেজে গর্ব্বিত, শক্তিহেতু অহঙ্কৃত। বাহুবল দেখ ; বাহুবল দ্বারা দৃপ্ত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বাহুমূল—কক্ষ, বগল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বাহুযুগল—ভুজদ্বয়, দুইহাত। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বাহুযুদ্ধ—মল্লযুদ্ধ, মালামো, হাতাহাতি। ৩তৎ। সং ; ক্লী।

বাহুল—১। কার্ত্তিক মাস। বহুল+ষ্ণ। ২। অগ্নি। সং ; পু।

বাহুল্য—প্রাচুর্য্য ; আধিক্য। বহুল+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

বাহুবিলম্বিত—ভুজে লম্বমান, বাহুতে ঝুলান। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিন্দু—পৃষত, জলাদির সূক্ষ্ম কণা ; অতি ক্ষুদ্র চিহ্ন ; যাহার অবস্থিতি আছে, কিন্তু দৈর্ঘ্য বিস্তার কিছুই নাই। বিন্দ (অবয়বীভূত হওয়া)+উ ক। সং ; পু।

বিন্দুসরঃ—সরোবরবিশেষ, গঙ্গাবতরণার্থ ভগীরথ এই স্থানে দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। বিন্দু নামক যে সরঃ (সরোবর), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বিয়ট্‌লিংক্—(Otto Von Bohtlingk) ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে মে ইনি সেণ্ট্ পিটার্স-বর্গ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে ইনি পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। উত্তরকালে সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পাণিনি ব্যাকরণের একখানি সংস্করণ প্রকাশিত করেন। ইনি শকুন্তলার একখানি সংস্করণ জর্ম্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত অভিধানই ইঁহার জীবনের প্রধান কীর্ত্তি। এই অভিধানখানি রয়ত (Roth) ও ওয়েবরের সহযোগে ১৮৫২—৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সাত খণ্ডে ইনি প্রকাশিত করেন। লাইপ্‌জিগ্ (Leipzig) নগরে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিয়ট্‌লিংক্ পরলোক গমন করেন।

বীভৎস—১। অতিঘৃণ্য, নিতান্ত জঘন্য, জুগুপ্সিত ; পাপী ; দুরাত্মা। সনন্ত বধ (নিন্দাকরা)+ ঘঞ্ কর্ম্মে। বিণ ; ত্রি। ২। রসবিশেষ [কাব্যরস দেখ]। ৩। অর্জ্জুন। সনন্ত বধ+ঘঞ্ ক। সং ; পু।

বীভৎসু—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন [অর্জ্জুন স্বয়ং বলিতেছেন, "আমি যুদ্ধস্থানে কদাপি বীভৎস কর্ম্ম করি নাই, এজন্য লোকে আমাকে বীভৎসু বলে"]। সং ; পু।

বুক্ক—১। হৃদয়, বক্ষঃস্থল, বুক ; ছাগ। বুক্ক+ অন্ ক। সং ; পু ও ক্লী। ২। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিজয় নগরের প্রথম হিন্দুরাজগণের আদিপুরুষ। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

বুক্কা—শোণিত, রক্ত। বুক্ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্।

বুক্কাগ্রমাংস—হৃদয়, বক্ষঃ। সং ; ক্লী।

বুদ্ধ—১। জ্ঞাত। বুধ (জ্ঞান করা, জানা)+ ক্ত কর্ম্মে। ২। জাগরিত। বুধ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ৩। বিষ্ণুর নবম অবতার [দশাবতার দেখ]। সং ; পু।

বুদ্ধদেবের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত এইরূপ ;—

খৃষ্টের জন্মের ৫৫৬ বৎসর পূর্ব্বে কপিলবাস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে তৎপত্নী মহামায়ার গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মের সাত দিন পরেই মহামায়া ইহলোক পরিত্যাগ করায় ইঁহার লালনপালনের ভার ইঁহার বিমাতা গৌতমীর হস্তে অর্পিত হয়। নামকরণের কালে ইঁহার নাম সিদ্ধার্থ হয়। শাক্যবংশে জন্ম বলিয়া ইঁহার আর এক নাম শাক্যসিংহ। বয়োবৃদ্ধির সহিত সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষার উন্নতি করিয়া সিদ্ধার্থ পিতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

সিদ্ধার্থ যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন, অথচ সংসারের কোনও কার্য্যে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন না। ইনি রাজকার্য্য অপেক্ষা ধর্ম্মকর্ম্ম অধিক ভালবাসিতেন, প্রজাপালন অপেক্ষা সাধুসেবা করিয়া অধিকতর তৃপ্তি বোধ করিতেন, সাংসারিক কার্য্য অপেক্ষা ঈশ্বরচিন্তায় অধিক সুখ পাইতেন। পুত্রের এইরূপ ভাব দেখিয়া সংসারী শুদ্ধোদন চিন্তিত হইলেন। তিনি ইঁহাকে সংসারী করিবার অভিপ্রায়ে ইঁহার বিবাহের জন্য চেষ্টিত হইয়া ইঁহার দ্বারা অশোকভাণ্ড বিতরণের ব্যবস্থা করিলেন। কুলকুমারীগণ একে একে ইঁহার নিকট অশোকভাণ্ড প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন। অশোকভাণ্ড নিঃশেষ হইলে শাক্যসিংহের মাতুল দণ্ডপাণির কন্যা গোপা অশোকভাণ্ডের প্রার্থিনী হইয়া উপস্থিত হইলেন। চারি চক্ষু একত্র হইলে, উভয়ে পরস্পরের রূপে মুগ্ধ হইলেন। অশোকভাণ্ড উপলক্ষে উভয়ের কথোপকথন হইল। উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্তচিত্ত হইলেন। অশোকভাণ্ডের অভাবে সিদ্ধার্থ গোপাকে আপনার অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন।

পুত্রের মনোভাব অবগত হইয়া শুদ্ধোদন

দণ্ডপাণির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। তিনি সিদ্ধার্থকে শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দিয়া গোপার পাণিগ্রহণ করিতে বলিলেন। শাক্যসিংহ তখন ব্যায়াম, লেখাপড়া, শৌর্য্য, রাজনীতি, শিল্প প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সুকৌশল প্রদর্শন করিয়া সকলকে বিস্মিত করেন। অতঃপর দণ্ডপাণি কন্যাদানে সম্মত হইলে, মহাসমারোহে উভয়ের উদ্বাহ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। সিদ্ধার্থের বয়স তখন উনবিংশ বর্ষমাত্র। গোপাও নব যুবতী। গোপার পবিত্র প্রণয়ে ও সেবায় সিদ্ধার্থ পূর্ব্বভাব বিস্মৃত হইয়া সংসারের নবভাবে বিমোহিত হইলেন। উভয়ে উভয়ের বিশুদ্ধ প্রেম ও গুণে মুগ্ধ হইয়া নির্ম্মল সুখসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। এইরূপে শাক্যসিংহের কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। একদা প্রভাতে বন্দিনীগণের সঙ্গীতে ইঁহার মনে মানবজীবনের অনিত্যতা ও অনিশ্চয়তার ভাব উদিত হয়। অতঃপর ইনি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় চিন্তায় মগ্ন হইলেন। ইনি ভাবিলেন, এই অনিত্য সংসারে এমন কোন নিত্য পদার্থ অবশ্যই আছে, যাহা প্রাপ্ত হইলে মানব প্রকৃত শান্তিলাভ করিতে পারে। ইনি আরও ভাবিতেন, আমি যদি সেই নিত্য পদার্থ প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে মানবকে চিরশান্তির উৎস দেখাইয়া দিতে পারিব; নিজে মুক্তি লাভ করিলে, অপর সকলকেও মুক্তির পথে লইয়া যাইতে পারিব। এবম্প্রকার চিন্তায় সিদ্ধার্থের মন অনুক্ষণ বিলোড়িত হইতে লাগিল।

গোপা প্রিয়তমকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া নিরতিশয় দুঃখিতা হইলেন। একদা নিশাকালে সিদ্ধার্থ প্রিয়তমাকে আপনার মনোভাব জানাইয়া অতি কাতরস্বরে বলিলেন, "প্রাণাধিকে! আমার আর কিছুতেই সুখ নাই, তুমি জীবনের মহাব্রতে আমার সহায় হও; প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কার্য্য কর"; এই কথা বলিয়া ইনি অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে গোপাও দরবিগলিতধারে অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং স্বামীর জীবনব্রতে যাহাতে কোনরূপ অন্তরায় উপস্থিত না হয়, প্রাণপণে তাহা করিবেন বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প করিলেন। পতির সুখের নিমিত্ত তিনি আত্মবলিদানে প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর, সিদ্ধার্থ একদিন নগর হইতে প্রমোদকাননে যাইবার সময়ে পথে জরাজীর্ণ, মৃত ও মুমূর্ষু এবং জনৈক ভিক্ষুককে দেখিয়া মানবের ক্লেশপরম্পরা চিন্তা করিয়া অতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন। তখন ইঁহার মনে পূর্ণ বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় নিত্যপদার্থের অন্বেষণে সংসার ত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া স্থির করিলেন ইতোমধ্যে ইঁহার একটী নবকুমার জন্মগ্রহণ করিল। সংসারে আর একটী মায়াবন্ধন বাড়িল ভাবিয়া ইনি ব্যাকুল হইলেন। অতঃপর বহু কষ্টে পিতার মত গ্রহণ করিয়া (কেহ কেহ বলেন সকলের অজ্ঞাতে) পুত্র জন্মিবার সপ্তম দিবসীয় রজনীতে ইনি গৃহত্যাগ করিলেন।

পূর্ণ যৌবনে উনত্রিংশ বৎসর বয়সে শাক্যসিংহ নিত্য পদার্থের অন্বেষণে অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিলেন। ইনি প্রথমতঃ বৈশালী নগরে অড়ার পণ্ডিতের নিকট কিছুকাল হিন্দুশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিলেন। তৎপরে রাজগৃহে গমন করিয়া তন্নিকটবর্ত্তী এক গিরিগুহায় রুদ্রক নামক ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, এবং কিছুকাল পরে তথা হইতে উরুবিল্ব গ্রামে গমনপূর্ব্বক তৎসন্নিহিত উপবনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে পাঁচজন সন্ন্যাসী ইঁহার সহিত মিলিত হইয়া শিষ্যভাবে ইঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। অতঃপর সিদ্ধার্থ গয়াধামের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে এক বটবৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া অতি কঠোর তপস্যায় রত হইয়া ছয় বৎসরকাল সেই স্থানে অতিবাহিত করিলেন। ভাগ্যবান্ সিদ্ধার্থ সাধনায় সিদ্ধ হইলেন। তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হইল। তিনি আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন। চিত্তচাঞ্চল্যের সহিত কামনার নির্ব্বাণ হইল। কামনার সহিত ইন্দ্রিয়প্রভাবের নির্ব্বাণ হইল, সুখের নির্ব্বাণ হইল, দুঃখের নির্ব্বাণ হইল। সিদ্ধার্থ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলেন; সিদ্ধার্থ যথার্থ সিদ্ধ হইয়া বুদ্ধ (অর্থাৎ জ্ঞানী) হইলেন।

বুদ্ধদেব স্বয়ং মুক্ত হইলেন,—তাঁহার জীবনব্রতের একাংশের উদ্যাপন হইল। এক্ষণে তিনি অপরাংশের সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন,—কিরূপে অপরকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবেন, তাহারই উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত বুদ্ধ বোধিদ্রুমের আশ্রয় হইতে বহির্গত হইলেন, এবং বারাণসীর অদূরবর্ত্তী মৃগদাব (বর্ত্তমান সারনাথ) নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব পঞ্চ শিষ্যকে নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ক্রমে তাঁহার ষষ্টিসংখ্যক শিষ্য হইল। তাঁহাদিগকে তিনি ধর্ম্মপ্রচারার্থ আদেশ করিলেন। বুদ্ধের উপদেশে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, আত্মোৎকর্ষ সাধনই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে দয়াবৃত্তির পরিচালনা আবশ্যক। সদ্দৃষ্টি, সৎসঙ্কল্প, সদ্বাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকাহরণ, সচ্চেষ্টা, সৎস্মৃতি, সম্যক্ সমাধি,—এই অষ্টবিধ উপায়ে মানব ধর্ম্মমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। বুদ্ধের ধর্ম্মে জাতিবিচার তিরোহিত হইল। ধর্ম্মপথে উন্নতির ন্যূনাধিক্য বশতঃ ব্যক্তিগত বিভিন্নতা দৃশ্যমান হইলেও, তাহাদিগের মধ্যে জাতিগত বিভিন্নতার দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর নবধর্ম্মে পরিবর্জ্জিত হইল। অতি নীচজাতীয় শূদ্রও নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এবং সাধনমার্গে উন্নতি লাভ করিয়া সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে বলিয়া স্বীকৃত হইল।

পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতিপালনার্থ বুদ্ধদেব রাজগৃহে উপস্থিত হইলে রাজা বিম্বসার নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। শত শত লোক রাজার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। অতঃপর ইনি পিতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত কপিলবাস্তু নগরে গমন করিলেন। ইঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণে দেশে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। সহস্র সহস্র লোক নবীন সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইল। শুদ্ধোদন দীর্ঘকাল পরে পুত্রমুখ সন্দর্শন করিয়া সুখসাগরে ভাসমান হইলেন। বুদ্ধদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ এবং সপ্তম বৎসরের পুত্র রাহুল তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। অতঃপর ধর্ম্ম প্রচারার্থ বুদ্ধদেব দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর পরে পিতার আসন্ন কাল উপস্থিত জানিয়া পুনরায় কপিলবাস্তুতে গমন করিলেন। শুদ্ধোদনের মৃত্যু হইলে পুরস্ত্রীগণ ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ভিক্ষু হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে লইয়া স্ত্রী-ভিক্ষু দল গঠিত করিলেন, এবং গোপাকে তাঁহাদিগের নেত্রীরূপে নিযুক্ত করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ বৎসর ধর্ম্মপ্রচারের পর বুদ্ধ অশীতিতম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। অতঃপর পীড়িত হইয়া আপনার চরমকাল আসন্ন জানিয়া শিষ্যবৃন্দকে একত্র করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে যথাবিহিত সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক কুশী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। ইনি দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন। ক্রমে ইঁহার অন্তিমকাল সমাগত হইল। ভক্ত শিষ্যবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া বুদ্ধদেব নিশীথ রাত্রিতে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া ক্ষীণস্বরে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার মৃত্যুর পর ধর্ম্ম ও নিয়ম যেন তোমাদের নেতা হয়।" অতঃপর ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! আমার

শেষ কথা এই যে, মানবদেহ ও শক্তি নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর. ইহাই স্মরণ রাখিয়া পরিত্রাণের নিমিত্ত সতত সচেষ্ট থাকিবে।" এই বলিয়া বুদ্ধদেব তনুত্যাগ করিলেন। কাহারও কাহারও মতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে—কাহারও কাহারও মতে ৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধদেবের তিরোভাব হয়।

বুদ্ধি—১। জ্ঞান, বোধ ; নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তিবিশেষ, বোধশক্তি। বুধ (জ্ঞান করা) + ক্তি ভা। ২। অন্তঃকরণ। বুধ + ক্তি ণ। ৩। মহত্তত্ত্ব। বুধ + ক্তি র্ম। সং ; স্ত্রী।

বুদ্ধিগম্য—বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বুদ্ধিজীবী—বুদ্ধিমান্, জ্ঞানসম্পন্ন, বোধ-শক্তি-বিশিষ্ট। বুদ্ধি শব্দ—জীব বাঁচা) + ণিন্ ক = বুদ্ধিজীবিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বুদ্ধিজীবিনী।

বুদ্ধিদাতা—(বুদ্ধিদাতৃ)। জ্ঞানদাতা, যে বুঝাইয়া দেয়। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বুদ্ধিদাত্রী। [সং ; পু।

বুদ্ধিনাশ—বুদ্ধিলোপ, জ্ঞানলোপ। ৬তৎ।

বুদ্ধিপরিচালনা—বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

বুদ্ধিভ্রংশ—বুদ্ধিনাশ, জ্ঞানলোপ। ৬তৎ।

বুদ্ধিভ্রংশতা—বুদ্ধিভ্রংশ দেখ। বুদ্ধিভ্রংশ শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

বুদ্ধিভ্রম—বুদ্ধির ভ্রান্তি, বুঝিবার ভুল। ৬তৎ।

বুদ্ধিভ্রষ্ট—বুদ্ধিহীন, জ্ঞানহীন। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

বুদ্ধিমতী—জ্ঞানসম্পন্না, বোধশক্তিবিশিষ্টা। বুদ্ধি শব্দ + মতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে বুদ্ধিমান্।

বুদ্ধিমান্—জ্ঞানী, বোধশক্তিবিশিষ্ট। বুদ্ধি শব্দ + মতু অস্ত্যর্থে = বুদ্ধিমৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বুদ্ধিমতী।

বুদ্ধিলোপ—বুদ্ধিনাশ, জ্ঞানলোপ। ৬তৎ। সং ; পু।

বুদ্ধিবৃত্তি—মনের যে বৃত্তি দ্বারা সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞান লাভ করা যায়। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বুদ্ধিবৃত্তিমূলক—বুদ্ধিবৃত্তিহেতুক, বুদ্ধিশক্তিজাত। বুদ্ধিবৃত্তি দেখ ; বুদ্ধিবৃত্তি হইয়াছে মূল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বুদ্ধীন্দ্রিয়—জ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনঃ—এই সকল ইন্দ্রিয়। বুদ্ধি সাধক যে ইন্দ্রিয়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বুদ্বুদ—জলবিম্ব, জলের ভুড়ভুড়ি ; বর্ত্তুলভুবনবিশেষ। বুদ + কিপ্ র্ম = বুদ্, তদুত্তরে বুদ + ক র্ম। সং ; পু।

বুধ—পণ্ডিত, বিজ্ঞজন ; গ্রহবিশেষ, তারার গর্ভজাত চন্দ্রপুত্র, ইনি চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ, ইঁহার ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয় [নবগ্রহ দেখ]। বুধ (জানা) + ক ক। সং ; পু।

বুধাষ্টমী—চৈত্র, পৌষ, এবং হরিশয়ন ভিন্ন অন্য সময়ে বুধবারযুক্তা শুক্লাষ্টমী। সং।

বুধিল—পণ্ডিত, বিজ্ঞ, জ্ঞানী। বুধ (জানা) + ইল ক। বিণ ; ত্রি।

বুধ্ন—১। মহাদেব। বুধ (জানা) + নক্ ক। ২। বৃক্ষমূল। বন্ধ (বাঁধা) + নক্ ক। সং ; পু।

বুভুক্ষা—ক্ষুধা, ভোজনেচ্ছা। সনন্ত ভুজ (খাইতে ইচ্ছা করা) + অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে বুভুক্ষিত।

বুভুক্ষিত—ক্ষুধার্ত্ত, ক্ষুধিত। বুভুক্ষা + ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

বুভুক্ষু—ভোজনেচ্ছু, ক্ষুধার্ত্ত। সনন্ত ভুজ (খাইতে ইচ্ছা করা) + উ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বুভুক্ষা।

বুভুৎসা—বুঝিবার ইচ্ছা ; জ্ঞানেচ্ছা, জিজ্ঞাসা। সনন্ত বুধ (বুঝিতে ইচ্ছা করা) + অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

বুষ, বুস—চাউলাদির কুঁড়া ; কড়ঙ্গর, ভুষি তুচ্ছ ধান্য, আগড়া। বুস (ত্যাগ করা + ক র্ম। সং ; ক্লী।

বেথুন—জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার (John Elliot Drinkwater Bethune)। অনেকে এই নামটি 'বীটন' বলিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকেন। জন্ম—১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক বৎসর ইংলণ্ডে হোম অফিসে কর্ম্ম করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে ইনি বড়লাটের কাউন্সিলের ল-মেম্বরস্বরূপে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসেন। ইনি শিক্ষা-সমিতিরও (Council of Education) সভাপতি ছিলেন। এদেশীয় বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার্থে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই মে ইনি কলিকাতায় একটী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ইহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অর্থসাহায্যও প্রদান করেন। ইঁহার নামে এই বিদ্যালয় "বেথুন স্কুল" নামে অভিহিত হয়। এই বিদ্যালয়টী এখনও বর্ত্তমান আছে। উচ্চশিক্ষা দানের জন্য একটী কলেজ বিভাগ ইহার সহিত পরে সংযুক্ত হইয়াছে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট কলিকাতা সহরে বেথুন সাহেবের মৃত্যু হয়।

বেণ্ট্‌লী—জন (John Bentley)। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সূর্য্যসিদ্ধান্তের কালনির্ণয় বিষয়ক একটী প্রবন্ধ লেখেন। ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র যে অপ্রাচীন, এই প্রবন্ধে তাহা প্রতি পন্ন করিতে চেষ্টা করেন। এডিনবরা রিভিউ নামক পত্রিকায় ইহার একটী তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। এসিয়াটিক রিসার্চেস নামক গ্রন্থে ধারাবাহিকরূপে বেণ্টলী তাহার উত্তর দেন। ইনি এসিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে Historical view of Hindu Astronomy নামক গ্রন্থ রচনা করেন। Principal Eras and dates of the Ancient Hindus নামক আর একখানি গ্রন্থও ইঁহার রচিত। ভারতবর্ষে ইঁহার ন্যায় গণিতজ্ঞ পণ্ডিত সে সময়ে আর কেহ ছিলেন না।

বেণ্টিক—(লর্ড উইলিয়াম)। জন্ম ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ, ১৪ই সেপ্টেম্বর। ইনি ১৮২৮ হইতে ১৮৩৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। ১৮০৩ হইতে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি মাদ্রাজের গভর্ণর ছিলেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার গভর্ণর এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইনি এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে অন্যান্য শাসনকর্ত্তার ন্যায় একেবারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন না। ইনি অতিশয় শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন,—যুদ্ধবিগ্রহাদি বড় ভালবাসিতেন না। তথাপি বাধ্য হইয়া ইঁহাকে কুর্গ ও কাছার কোম্পানির রাজ্যভুক্ত করিতে হয়। কাছারের লোকেরা স্বেচ্ছায় ইংরেজের শাসনাধীনে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করা হয়। কুর্গের রাজা অত্যাচারপ্রিয় হইয়া অন্যায়পূর্ব্বক কয়েকটি নরহত্যা করায় তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। রাজা বৃত্তি পাইয়া বারাণসীবাসের অনুমতি প্রাপ্ত হন। মহীসূরের রাজা ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে সাবালক হইয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পরন্তু রাজার বিলাসপ্রিয়তা ও অমিতব্যয়িতা নিবন্ধন রাজ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হওয়ায়, রাজাকে বৃত্তি প্রদানে অপসারিত করিয়া ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে অস্থায়িভাবে এই রাজ্যটি ইংরেজের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনা হয়। এই কয়েক স্থল ভিন্ন বেণ্টিক আপনার সাত বৎসর শাসনকালের মধ্যে আর কোনও দেশীয় রাজার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনেই বিশিষ্টরূপে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মযুদ্ধের ব্যয়বাহুল্য নিবন্ধন কোষাগার একরূপ শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। বেণ্টিক আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধানে যত্নশীল হইলেন। প্রথমতঃ, তিনি দেড় কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস করিলেন ; দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত ভূমি অন্যায়রূপে লাখেরাজ (অর্থাৎ নিষ্কর) হইয়াছিল, তিনি তাহার উপর

কর নির্দ্ধারণ করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন ; তৃতীয়তঃ, মালবের উৎপন্ন অহিফেনের উপর শুল্ক স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারাও একটী নূতন আয়ের পথ করিলেন।

ঠগনামক এক সম্প্রদায় দস্যু বহুকাল হইতে পথিকদিগকে ভুলাইয়া লইয়া যাইত এবং তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত, সময়ে সময়ে তাহাদিগকে প্রাণেও মারিয়া ফেলিত। কর্ণেল স্লীমান এক সুদক্ষ রিপোর্ট লিখিয়া এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করায় বেন্টিক এই নিদারুণ উপদ্রবের নিবারণকল্পে ঠগীবিভাগ নামে এক নূতন বিভাগ স্থাপন করিলেন। স্লীমান সাহেবের যত্নে ১৮৩০ হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় দুই সহস্র ঠগ ধৃত ও বিনষ্ট হওয়ায়, ক্রমে তাহাদের দৌরাত্ম্য নিরাকৃত হয়।

উড়িষ্যার পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী খোন্দনামক অসভ্যজাতি প্রচুর শস্য পাইবার আশায় তাহাদের ভূদেবতা ধরিত্রী জননীর নিকট নরবলি দিত। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা ইংরেজের শাসনাধীনে আসিলে বেন্টিকের চেষ্টায় উক্ত প্রথা নিবারিত হয়। অনেক সঙ্গতিপন্ন রাজপুত অর্থাভাবে উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিত না বলিয়া সদ্যঃপ্রসূতা তনয়ার প্রাণবধ করিত। বেন্টিকের যত্নে এই কুপ্রথাও অনেকাংশে নিবারিত হয়।

বেন্টিকের শাসনকালে লোকের শিক্ষা বিষয়েও নূতন পন্থা অবলম্বিত হয়। ইঁহারই সময়ে স্থির হয় যে, ইংরেজী ভাষাতেই লোকের শিক্ষাবিধান হওয়া আবশ্যক। এদেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালীর শিক্ষার নিমিত্ত বেন্টিক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন।

বেন্টিকের সময়ে প্রভিন্সিয়াল কোর্ট উঠিয়া গিয়া কয়েকটি করিয়া জেলা লইয়া এক একটি বিভাগ হয়, এবং প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন রেভেনিউ কমিশনার নিযুক্ত হন। জেলার কলেক্টরেরা ইঁহাদের অধীন হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইলেন। আলাহাবাদে একটি সদর আদালত এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের জন্য একটি স্বতন্ত্র রেভেনিউ বোর্ড স্থাপিত হইল। বেন্টিক মাসিক ৬০০্ টাকা বেতনের প্রধান সদর আমিনী নামে এক নূতন পদের সৃষ্টি করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এদেশীয়দিগের ডেপুটী কলেক্টর হইবার নিয়ম হয়।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পূর্ব্বপ্রাপ্ত সনন্দের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় কোম্পানী পুনরায় আর ২০ বৎসরের জন্য নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। এই উপলক্ষে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ কতিপয় নিয়ম নির্দ্ধারণ করেন। (১) কোম্পানিকে বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হইল ; (২) সকৌন্সিল গভর্ণর জেনারেল এদেশীয় সমস্ত ইংরেজাধিকারের নিমিত্ত ব্যবস্থা প্রণয়নের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন ; (৩) ভারতবর্ষীয় সুপ্রীম কৌন্সিলে গভর্ণর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতি ভিন্ন আর চারিজন সদস্য নিযুক্ত হইবার নিয়ম হইল ; (৪) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলি লইয়া একটি স্বতন্ত্র অধীন গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইল, এবং সার চার্লস্ মেট্‌কাফ তাহার প্রথম গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন ; (৫) ইউরোপীয়েরা এদেশে জমি ক্রয় করিবার অধিকার পাইলেন ; (৬) উপযুক্ত হইলে এদেশীয়েরা জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে কোম্পানির অধীনে সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার অনুমতি পাইলেন ; এবং (৭) ব্যবস্থাপক সভার সহকারিতার জন্য ল-কমিশন নামে একটী সভা স্থাপিত হইল। বেন্টিকের কর্ম্ম ত্যাগের এক বৎসর পূর্ব্বে মেকলে আইনসচিব স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া ভারতে আসেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জুন বেন্টিক দেহত্যাগ করেন।

বেন্‌ফে—থিওডোর (Theodor Benfey) জর্ম্মান দেশীয় পণ্ডিত। জন্ম—২৮শে জানুয়ারী, ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ। প্রাচ্যতত্ত্ব, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, এবং ভাষাবিজ্ঞানে ইনি অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সামবেদের একখানি সংস্করণ প্রকাশিত করেন এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে একখানি সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান প্রণয়ন করেন। ইনি একখানি বৈদিক ব্যাকরণও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে জুন ইনি দেহত্যাগ করেন।

বেশান্ত—আনি (Annie Besant) জন্ম ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ, ১লা অক্টোবর। ইনি উইলিয়াম পেজ উড (William Page Wood) সাহেবের কন্যা। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মনিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ইনি রেভাঃ ফ্রাঙ্ক বেশান্ত (Rev. Frank Besant) সাহেবের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ)। অতঃপর আদালতের সাহায্যে আনি ঐ সূত্র ছিন্ন করেন (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ)। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিখ্যাত ব্রাড্‌ল (Bradlaugh) সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া নাস্তিকতা ও সাধারণতন্ত্রতা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মাডাম ব্লাভাস্কি (Madam Blavatsky) রচিত সিক্রেট ডক্‌ট্রিন (Secret Doctrine) নামক গ্রন্থখানির একটি সমালোচনা ষ্টেড (Stead) সাহেব নিজচালিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিবার জন্য আনি বেশান্তকে লিখিতে অনুরোধ করেন। এই গ্রন্থ পাঠে বেশান্তের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার নাস্তিকতা যাইয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ধর্ম্মে আস্থা ফিরিয়া আসিল। ইনি গ্রন্থকর্ত্রীর শিষ্যা হইলেন এবং থিয়সফিকেল সোসাইটীতে যোগদান করিলেন (১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ)। সেই সময় হইতে ইনি এই সমিতির উদ্দেশ্য প্রচারকল্পে সমস্ত মন ও প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বেনারসে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ স্থাপিত করিলেন এবং প্রতীচ্য শিক্ষার সহিত যাহাতে হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ভারতীয় বালকগণ যাহাতে বিদ্যার সহিত জাতীয় ধর্ম্ম, সন্নীতি ও রাজভক্তির শিক্ষা পায়, বেশান্তের তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য। ইনি হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতিনী এবং যাহাতে হিন্দুগণ এই ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম সম্যক্ অবগত হইতে পারে, প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সাহায্যে তদ্বিষয়ে ইনি সততই চেষ্টান্বিতা। ইঁহার পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা অসাধারণ। অনেক বিষয়ে স্বর্গগত গ্লাডষ্টোনের নিম্নেই ইঁহার আসন। মধ্যে মধ্যে ইনি কলিকাতায় ও ভারতের অনেক স্থানে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। ইঁহার ভাষা ও ভাব এবং শ্রোতৃগণের মনের উপর কিরূপ অসীম অধিকার, তাহা যাঁহারা সে বক্তৃতা শুনিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইঁহার বেশভূষা অনেকটা হিন্দুজনোচিত এবং আহারাদিও তদ্রূপ। সাধারণ ভাবে শিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষা—এ তিনটিতেই ইনি সমান মনোযোগ দান করিয়া থাকেন। কথিত আছে যে, কর্ণেল অলকটের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে মাহাত্মগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর থিয়সফিকেল সোসাইটির সভাপতির আসন যেন আনি বেশান্তকে দেওয়া হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারী অলকটের মৃত্যু ঘটিলে, বেশান্ত উক্ত সভার নেত্রীত্ব এবং থিয়সফিষ্ট নামক মাসিক পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন এবং এ পর্য্যন্ত অতিশয় যোগ্যতার সহিত নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

বোদ্ধা—জ্ঞাতা, বোধশক্তিবিশিষ্ট, সহজে বুঝিতে পারে এরূপ। বুধ (বোঝা) + তৃন্ ক—বোদ্ধৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি।

বোধ—১। জ্ঞান ; জাগরণ ; দর্শন। বুধ (জানা, বুঝা) + অল্ ভা। ২। বোধিত করণ, জানান, বুঝাইয়া দেওয়া। ণিজন্ত বুধ

বা বোধি (জানান, বুঝান) + অল্ ভা। সং ; পু।

বোধক—দ্যোতক ; জ্ঞাপক ; জাগরিতকারী ; সূচক। ণিজন্ত বুধ বা বোধি (জানান) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বোধিকা।

বোধকর—জাগরিতকারী, বৈতালিক, বন্দী, স্তুতিপাঠক। বোধের (জাগরণের) কর (কারক), ৬তৎ। সং ; পু।

বোধগম্য—জ্ঞানগম্য, বোধযোগ্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বোধন—জ্ঞাপন, জানান ; জাগান ; সন্দীপন ; উদ্দীপন। ণিজন্ত বুধ বা বোধি (জানান) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে বোধিত।

বোধাতীত—জ্ঞানাতীত, দুর্জ্ঞেয়। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

বোধি—১। অশ্বত্থ। বুধ (জানা) + ইন্ ক। ২। সমাধিবিশেষ। বুধ + ইন্ ভা। সং ; পু। ৩। বোদ্ধা : বুধ + ইন্ ক। বিণ।

বোধিকা—বোধক দেখ। বোধক + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বোধিত—জ্ঞাপিত ; সূচিত ; জাগরিত। ণিজন্ত বুধ বা বোধি (জানান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বোধন।

বোধিসত্ত্ব—বুদ্ধদেব ; বৌদ্ধ। বোধি (সমাধি-বিশেষ) হইয়াছে সত্ত্ব যাঁহার, বহু। পু।

বোনাপার্টি—বিখ্যাত ফরাসী-সম্রাট্ নেপোলিয়ন বোনাপার্টি [নেপোলিয়ন দেখ]।

বৌদ্ধ—১। বুদ্ধমতাবলম্বী, নাস্তিক। বুদ্ধ শব্দ + ষ্ণ ইদমর্থে। সং ; পু। ২। বুদ্ধপ্রণীত নিরীশ্বর শাস্ত্র। সং ; ক্লী। ৩। বুদ্ধসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি। [পু।

বৌধায়ন—জনৈক ঋষি। বুধ + ফায়ন। সং ;

ব্রততি—লতা, বল্লী ; বিস্তার। প্র—তন (বিস্তার করা) + ক্তি র্ম্ম। সং ; স্ত্রী।

ব্রধ্ন—১। শিব ; ব্রহ্মা ; সূর্য্য ; শরীর ; পুত্র। বুধ (জানা) + নক্ ক। ২। বৃক্ষমূল। বন্ধ (বন্ধন করা) + নক্ ক। সং ; পু।

ব্রহ্ম—১। তত্ত্ব, তৎসৎ ; পরমেশ্বর ; বেদ ; বেদ-জ্ঞান ; তপস্যা। বৃন্হ (দীপ্তি পাওয়া, ইত্যাদি) + মন্ ক = ব্রহ্মন্, ১মার ১বচন। সং ; ক্লী।

ব্রহ্মগুপ্ত—প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ; ইনি জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের অনেক উন্নতি করিয়া অশেষ যশো-লাভ করিয়া গিয়াছেন ; পরন্তু ইনি পৃথিবীর আহ্নিকগতি স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ ইনি ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রণয়ন করেন। ইনি শ্রীচাপবংশীয় শ্রীব্যাগ্রমুখ নামক রাজার রাজত্বকালে অবন্তী নগরে প্রাদুর্ভূত ছিলেন। সং ; পু।

ব্রহ্মঘোষ—বেদধ্বনি। ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রহ্মঘ্ন—ব্রহ্মহত্যাকারী। ব্রহ্মন্ – হন (হনন করা) + টক্ ক। বিণ ; ত্রি।

ব্রহ্মচর্য্য—ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম ; মৈথুনাভাব ; ব্রত-বিশেষ [আশ্রম ও যমসাধন দেখ]। ব্রহ্মন্ শব্দ – চর (আচরণ করা) + য ভা। সং ; ক্লী।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম ; ব্রহ্মচর্য্যের নিমিত্ত গৃহীত আশ্রম ; গুরুগৃহে বাসপূর্ব্বক বেদা-ধ্যয়ন। ব্রহ্মচর্য্যই আশ্রম, কর্ম্মধা। সং ; পু।

ব্রহ্মচারিণী—ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী স্ত্রী। ব্রহ্মচারী দেখ ; ব্রহ্মচারিন্ + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ব্রহ্মচারী—প্রথমাশ্রমী, উপনয়নের পর গুরুগৃহে বাসপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নকারী দ্বিজ। ব্রহ্মন্ শব্দ – চর (আচরণকরা) + ণিন্ ক = ব্রহ্মচারিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ব্রহ্মচারিণী।

ব্রহ্মজীবী—বেদজীবী ; বেতন-গ্রহণপূর্ব্বক বেদা-ধ্যাপক দ্বিজ। ব্রহ্মন্ (বেদ) – জীব (বাঁচা) + ণিন্ ক = ব্রহ্মজীবিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

ব্রহ্মজ্ঞ—তত্ত্বজ্ঞ ; বেদবিৎ। ব্রহ্মন্ (তত্ত্ব, বেদ) – জ্ঞা (জানা) + ড ক। বিণ ; ত্রি।

ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মকে জানা, তত্ত্বজ্ঞান ; প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক বিষয়ক জ্ঞান ; বেদজ্ঞান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ব্রহ্মণ্য—১। ব্রহ্মসম্বন্ধীয়। ব্রহ্মন্ + ষ্য। বিণ ; ত্রি। ২। ব্রহ্মত্ব ; ব্রহ্মতেজঃ। সং ; ক্লী। ৩। বিষ্ণু ; শনিগ্রহ ; মুঞ্জতৃণ ; তুঁতগাছ। সং ; পু।

ব্রহ্মতীর্থ—পুষ্করতীর্থ ; অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ। সং ; ক্লী

ব্রহ্মতেজঃ—ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মজ্ঞানজনিত শক্তি। ব্রহ্ম (ব্রহ্মজ্ঞান) জনিত যে তেজঃ, অথবা ব্রহ্মের (ব্রাহ্মণের) তেজঃ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রহ্মত্ব—ব্রহ্মপদ ; ব্রহ্মভাব ; ব্রহ্মসাযুজ্য। ব্রহ্মন্ + ত্ব ভাবাদ্যর্থে। সং ; ক্লী।

ব্রহ্মদণ্ড—১। ব্রাহ্মণের অভিশাপ। ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) দত্ত দণ্ড, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। ব্রাহ্ম-ণের যষ্টি। ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রহ্মদত্ত—ইক্ষাকুবংশীয় নরপতি। সং ; পু।

ব্রহ্মদৈত্য—মরণানন্তর প্রেতযোনিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ। সং ; পু।

ব্রহ্মনাভ—বিষ্ণু। ব্রহ্মা হইয়াছে নাভি হইতে যাঁহার, বহু। সং ; পু।

ব্রহ্মন্—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা দেখ।

ব্রহ্মপুত্র—স্বনামখ্যাত নদ, ইহা তিব্বতদেশীয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গসাগরে পড়ি-তেছে ; তীর্থবিশেষ ; ক্ষেত্রবিশেষ ; বিষ। সং ; পু।

ব্রহ্মপুত্রী—সরস্বতী নদী। সং ; স্ত্রী।

ব্রহ্মবন্ধু—নীচ ব্রাহ্মণ [অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে বন্ধু শব্দে নীচ বুঝায়, বন্ধু দেখ] সং ; পু।

ব্রহ্মভূয়—ব্রহ্মসাযুজ্য, ব্রহ্মত্ব। ব্রহ্মন্ – ভূ (হওয়া) + ক্যপ্ ভা। সং ; ক্লী।

ব্রহ্মময়ী—ব্রহ্মস্বরূপা, বিশ্বব্যাপিনী। ব্রহ্মন্ শব্দ + ময়ট্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ব্রহ্মযজ্ঞ—বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রহ্মরন্ধ্র—শিরোদেশস্থিত ব্রহ্মস্থিতি স্থানরূপ ছিদ্র ; ব্রহ্মতালু। ব্রহ্মাধিষ্ঠিত রন্ধ্র, মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ব্রহ্মরাক্ষস—ব্রহ্মদৈত্য ; ভূতবিশেষ। সং ; পু।

ব্রহ্মর্ষি—বশিষ্ঠাদি ঋষি ব্রহ্মন্ (ব্রাহ্মণ) অথচ ঋষি, কর্ম্মধা। সং ; পু।

ব্রহ্মর্ষিদেশ—কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল, শূরসেন, —এই চারি দেশ। সং ; পু।

ব্রহ্মলোক—সপ্তলোকের সর্ব্বোপরিস্থ লোক, ব্রহ্মার ভুবন। ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রহ্মবদ্য, ব্রহ্মোদ্য—১। ব্রহ্মোক্তি, ব্রহ্মবাক্য ; ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মন্ শব্দ – বদ + য, ক্যপ্ ভা। সং ; ক্লী। ২। ব্রহ্মোক্ত। ব্রহ্মন্ শব্দ – বদ (বলা) + যথাক্রমে য বা ক্যপ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ব্রহ্মবর্চ্চস—বেদাধ্যয়নজনিত ব্রাহ্মণের তেজঃ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ব্রহ্মবাদী—বেদবক্তা ; বেদাধ্যয়নকারী ; ব্রাহ্ম ; বেদান্তমতাবলম্বী। ব্রহ্মন্ – বদ (বলা) + ণিন্ ক = ব্রহ্মবাদিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

ব্রহ্মবিৎ—ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রাহ্ম। ব্রহ্মন্ – বিদ (জানা) + ক্বিপ্ ক। বিণ ; পু। [স্ত্রী।

ব্রহ্মবিদ্যা—তত্ত্ববিদ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান। ৬তৎ। সং ;

ব্রহ্মবিন্দু—বেদপাঠকালে মুখনিঃসৃত নিষ্ঠীবন-বিন্দু। সং ; পু।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত পুরাণবিশেষ [দ্বিতীয় ভাগে "পুরাণ" দেখ]। সং ; ক্লী।

ব্রহ্মশাপ—ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত অভিসম্পাৎ। মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ব্রহ্মসংহিতা—ব্রহ্মবিধায়িনী বেদ-শাখা ; মন্বাদি প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র ; ভগবৎ-সিদ্ধান্ত সংগ্রহ-গ্রন্থ সং ; স্ত্রী।

ব্রহ্মসমাজ—ব্রাহ্মণসমূহ, ব্রহ্মজ্ঞগণের সমিতি। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

ব্রহ্মসাযুজ্য—ব্রহ্মসহযোগ ; ঈশ্বরস্বরূপ। ৬তৎ।

ব্রহ্মসাবর্ণি—দশম মনু। সং ; পু।

ব্রহ্মসূত্র—যজ্ঞোপবীত, পৈতা ; শারীরিক সূত্র। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ব্রহ্মহত্যা—ব্রাহ্মণ বধ, ব্রাহ্মণের জীবনবিনাশ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ব্রহ্মহা—ব্রহ্মঘাতী, ব্রহ্মহত্যাকারী ; শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মন্ শব্দ (ব্রাহ্মণ) – হন (বধ করা) + ক্বিপ্ ক = ব্রহ্মহন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

ব্রহ্মা—(ব্রহ্মন্)। বিরিঞ্চি, বিধাতা, সৃষ্টিকর্ত্তা ;

ব্রাহ্মণ ; ঋত্বিক্‌বিশেষ ; ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজক ঋষিবিশেষ ; যোগবিশেষ। বৃন্‌হ (দীপ্তি পাওয়া, ইত্যাদি) মন্‌ ক—ব্রহ্মন্‌, ১মার ১বচন। সং ; পু।

পুরাণাদি হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার এইরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলন করা যায় ;—

ইঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, প্রথমে সমুদায়ই তমসাচ্ছন্ন ছিল। পরে বিরাট মহাপুরুষ নিজ তেজে অন্ধকার দূর করিয়া জলের সৃষ্টি করেন। সেই জলের মধ্যে বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। সেই বীজ সুবর্ণ অণ্ডরূপে পরিণত হইলে, তন্মধ্যে মহাপুরুষ ব্রহ্মা-রূপে অবস্থিতি করেন। পরে উক্ত অণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া এক ভাগে আকাশ ও অপর ভাগে পৃথিবী সৃষ্ট হয়। অতঃপর ব্রহ্মা দশ জন প্রজাপতি সৃজন করেন, যথা—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ, নারদ। এই সকল প্রজাপতি হইতে যাবতীয় জীবজন্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকেও সৃষ্টিকার্য্যের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু তাহাতে ঈশ্বর-সাধনার ব্যাঘাতাশঙ্কায় নারদ উহাতে অস্বীকৃত হইলে, ব্রহ্মা অভিশাপ প্রদানে তাঁহাকে গন্ধর্ব্ব ও মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। ব্রহ্মার ভার্য্যার নাম সাবিত্রী। দেবসেনা ও দৈত্যসেনা ইঁহার দুইটী কন্যা।

ব্রহ্মাঞ্জলি—বেদপাঠকালে গুরুসমীপে অঞ্জলি। সং ; পু।

ব্রহ্মাণী—ব্রহ্মার শক্তি, দেবীবিশেষ। ব্রহ্মন্‌+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। সং ; স্ত্রী। [ক্লী।

ব্রহ্মাণ্ড—জগৎ, বিশ্ব। ৬তৎ ; ব্রহ্মা দেখ। সং ;

ব্রহ্মাবর্ত্ত—কুরুক্ষেত্রের সন্নিহিত সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশ। সং ; পু।

ব্রহ্মাস্ত্র—ব্রহ্মদেবতাক অস্ত্র ; ব্রহ্মশাপ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ব্রাহ্ম—১। ব্রহ্মসম্বন্ধীয় ; তপঃসম্ভূত ; ব্রহ্মজ্ঞ। ব্রহ্মন্‌ শব্দ+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। ২। হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলদেশ ; পুরাণবিশেষ। সং ; ক্লী। ৩। বিবাহবিশেষ, বরকে আহ্বানপূর্ব্বক সালঙ্কৃতা কন্যাদান [বিবাহ দেখ] ; ব্রহ্মার পুত্র ; নারদ ; রাজধর্ম্মবিশেষ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ব্রাহ্মী।

ব্রাহ্মণ—১। হিন্দুদিগের মূল-বর্ণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বর্ণ, বিপ্র, দ্বিজোত্তম [চতুর্ব্বর্ণ দেখ]। ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ জানে যে, কিংবা অধ্যয়ন করে, অথবা ব্রহ্মের অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাসনা করে যে, ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মন্‌+ ষ্ণ। "যোগস্তপো দমো দানং ব্রতং শৌচং দয়া ঘৃণা। বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতৎ ব্রাহ্মণলক্ষণম্‌॥" অর্থাৎ যোগ, তপঃ, দম, দান, ব্রত, শৌচ, দয়া, ঘৃণা, বিদ্যা, বিজ্ঞান, আস্তিক্য, এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ব্রাহ্মণী। ২। ব্রহ্মজ্ঞানী। ব্রহ্মন্‌+ষ্ণ জাতার্থে। বিণ ; ত্রি। ৩। বেদাংশবিশেষ ; বিপ্রসমূহ। সং ; ক্লী।

ব্রাহ্মণপণ্ডিত—বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ অথচ পণ্ডিত, কর্ম্মধা। সং ; পু।

ব্রাহ্মণব্রুব—নীচকার্য্যরত ব্রাহ্মণ, অপকৃষ্ট বিপ্র। ব্রাহ্মণ শব্দ—ব্রূ (বলা)+ক ক। সং ; পু।

ব্রাহ্মণী—ব্রাহ্মণপত্নী ; ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী ; পিপীলিকাবিশেষ ; পৃক্কা, পিড়িংশাক। ব্রাহ্মণ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। সং ; স্ত্রী।

ব্রাহ্মণ্য—ব্রাহ্মণসমূহ ; ব্রাহ্মণত্ব। ব্রাহ্মণ+ষ্ণ্য সমূহাদ্যর্থে। সং ; ক্লী।

ব্রাহ্মণ্যশ্রী—ব্রহ্মতেজ জনিত সৌন্দর্য্য, ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক সুশ্রীকতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত—অরুণোদয়কালের প্রথম দণ্ডদ্বয়, সূর্য্য দৃশ্যমান হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই দণ্ডকাল। সং ; পু।

ব্রাহ্মসমাজ—ব্রহ্মজ্ঞানিগণের সমিতি, ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়। ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রাহ্মী—ব্রহ্মার শক্তি, মাতৃবিশেষ ; দুর্গা। ব্রহ্মা দেখ ; ব্রহ্মন্‌ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। সং ; স্ত্রী।

ব্রুবাণ—যে বলিতেছে এরূপ, বক্তা। ব্রূ (বলা) +শান ক। বিণ ; ত্রি।

ব্রুস (রবার্ট)—স্কট্‌লণ্ড দেশীয় স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বীর। জন্ম ১২৭৪ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৩২৯ খ্রীষ্টাব্দে। ইংলণ্ডরাজ প্রথম এড্‌ওয়ার্ড যৎকালে স্কট্‌লণ্ড জয় করিতে যান, তৎকালে ব্রুস তাঁহার পক্ষাবলম্বী হইয়া স্বাধীনতাপ্রিয় স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। একদা ইনি একদল স্কটিশ্‌ সৈন্য পরাজিত করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভোজনে উপবিষ্ট হইলেন। আহারের নিয়মিত সময় অতীত হওয়ায় এবং গুরুতর পরিশ্রম জন্য ক্ষুধার আতিশয্যবশতঃ ব্যস্ততাপ্রযুক্ত হস্তপ্রক্ষালন না করিয়া শোণিতলিপ্ত হস্তেই ব্রুস্‌ খাইতে বসিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে জনৈক ইংরেজ-সেনাপতি ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপসূচক স্বরে স্বীয় পার্শ্বচরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ বন্ধো! ঐ ব্যক্তি (অর্থাৎ ব্রুস্‌) নিজের (অর্থাৎ স্বজাতির) রুধির পান করিতেছে।" কথাটা ব্রুসের কর্ণের মধ্য দিয়া হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর কখনও স্বজাতির বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিবেন না।

অচিরকালমধ্যে ইনি ইংরেজ-শক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন। ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি স্কট্‌লণ্ডের রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ইংরেজসৈন্য ইঁহাকে ধরিবার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইল। স্বজাতিদ্রোহী স্কটিশরাও ইঁহাকে নানারূপে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। পরন্তু আপনার অসাধারণ সহিষ্ণুতা, রণপারদর্শিতা, ও বলবত্তা দ্বারা ইনি সকল বিপদ্‌ হইতে পরিত্রাণলাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৩১৪ খৃষ্টাব্দে ব্যানকবর্ণ নামক স্থানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ব্রুস্‌ স্কট্‌লণ্ডে আপনার আধিপত্য দৃঢ়বদ্ধ করেন। অনন্তর ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে আর একটি যুদ্ধে জয়লাভ করিলে ইংলণ্ডরাজ ইঁহাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন।

এই অসাধারণ বীরপুরুষ সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, ইনি এক সময়ে উপর্য্যুপরি ছয় বার ইংরেজের নিকট পরাস্ত হইয়া একরূপ জয়াশা পরিত্যাগ করেন, এবং অতঃপর যুদ্ধ ত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, একটি মাকড়সা গৃহতল হইতে উর্দ্ধস্থ কড়িকাষ্ঠে আপনার সূত্র সংলগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে ছয়বার ঐরূপ চেষ্টা করিল, কিন্তু প্রত্যেক বারেই ব্যর্থচেষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ব্রুস দেখিলেন, তাঁহার নিজের ও উর্ণনাভের উভয়ের অবস্থাই একরূপ। তখন ব্রুস ভাবিলেন, মাকড়সাটা যদি আর একবার চেষ্টা করে ও কৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে আমিও আর একবার আমার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিব। মাকড়সাটা সপ্তমবারে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া কড়িকাষ্ঠে সূত্র সংলগ্ন করিতে সমর্থ হইল। অতঃপর ব্রুসও অদম্য উৎসাহে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া ব্যানকবর্ণ ক্ষেত্রে ইংরেজশক্তি পর্য্যুদস্ত করিলেন।

ব্লকম্যান—Heny Ferdinand Blockmann. ইনি ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই জানুয়ারি ড্রেস্‌ডেন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জনৈক মুদ্রাকর (Printer) পুত্র। ভারতে আসিবার অভিপ্রায়ে ইনি ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন। পরে উক্ত বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া পি এণ্ড ও কোম্পানীর (P and O Co.) অধীনে কিছুদিন দ্বিভাষীর কার্য্য করেন। ইনি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসায় উর্দ্দু ও পারসী ভাষা অধ্যাপনা করিবার জন্য সহকারী অধ্যাপক-স্বরূপে নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই এম এ, পরীক্ষায় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে উত্তীর্ণ হন। তিন বৎসর পরে ব্লকম্যান ডভেটন্‌ কলেজে এবং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাসার

অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। উত্তরকালে মাদ্রাসার প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া আমরণ এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইনি এসিয়াটিক সোসাইটীর ভাষাতত্ত্ব-বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। ইনি পাশী ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং উক্ত দুই ভাষার পরীক্ষকরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রত্যেক বৎসরে নিযুক্ত হইতেন। ইনি আইন-ই-আকবরীর ইংরেজী অনুবাদ করিয়া তাহার প্রথম ভাগ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। The Prosody of the Persians নামক আর একখানি পুস্তক ইনি ইংরেজী ভাষায় প্রণয়ন করেন। ইঁহার সময়ে মুদ্রাতত্ত্ববিৎ বলিয়া ইঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই জুলাই ইনি লোকান্তর গমন করেন।

ব্ল্যাভাস্কী—হেলেনা পেট্রোভ্না (Helena Petrovna Blavatsky)। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা জর্ম্মানজাতীয়। ইঁহারা উত্তরকালে রুসিয়ায় বাস করেন। সেই দেশেই ব্ল্যাভাস্কী জন্মগ্রহণ করেন (১৮৩১ খৃঃ)। ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ৬০ বর্ষীয় একজনের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। অল্পদিন পরে এই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়। ব্ল্যাভাস্কী তাহার পর ইউরোপ, আমেরিকা ও এসিয়ায় অনেক দিন পর্য্যটন করেন। নেপালের দিক দিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া, ইনি ছদ্মবেশে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের দিক্ দিয়া অভিলষিত দেশে প্রবেশ করেন; কিন্তু প্রান্তরমধ্যে পথ হারাইয়া সীমাপ্রদেশে আনীত হন। এইরূপে অনেক কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক ভারত-পর্য্যটন শেষ করিয়া ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় উপস্থিত হন। ইনি আমেরিকাজাতিভুক্ত হইয়া ছয় বৎসর নিউইয়র্কে বাস করেন। এইখানে ইনি প্রেততত্ত্বের আলোচনা করেন এবং কর্ণেল অলকটের সহযোগে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে থিয়সফিকেল সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত করেন। কোন বিশেষ ধর্ম্ম প্রচার করা এই সমিতির উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে লোকে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহাতে আস্থাবান্ থাকে, সেইরূপ উপদেশদানই সমিতির উদ্দেশ্য। আর জাতিসমূহ মধ্যে ভ্রাতৃভাবস্থাপনও সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্ল্যাভাস্কী অনেক অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিতে পারেন এবং ইনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্না বলিয়া এদেশে ইঁহার প্রসিদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং যখন ইনি কর্ণেল অলকট সমভিব্যাহারে ভারতে আগমন করেন, তখন এখানে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। কলিকাতায় আগমন করিয়া ইনি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অতিথি হইয়া ঠাকুর-কাসেলে অবস্থান করিয়াছিলেন। সে সময় কত লোক যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা হয় না। কথিত আছে যে, কুথুমীলাল নামক তিব্বতবাসী এক মহাত্মা ইঁহার গুরু ছিলেন। তিনি সূক্ষ্ম শরীরে যেখানে সেখানে অন্যের অলক্ষ্যে ব্ল্যাভাস্কীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপদেশ দিতেন। তাঁহারই প্ররোচনায় ব্ল্যাভাস্কী থিয়সফিকেল সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারতবর্ষকে এই সমিতির প্রধান কার্য্যক্ষেত্র করেন। ব্ল্যাভাস্কী যে সকল অলৌকিক ব্যাপার দেখাইতেন, কেহ কেহ বলেন, সে সকল প্রকৃত নহে, কৌশলে সম্পাদিত হইত। এ বিষয়ে সংবাদপত্রেও সাধারণভাবে অনেক আন্দোলন হইয়াছিল। কেহ কেহ এই কারণে ইঁহার শিষ্যত্বও ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্ল্যাভাস্কী ইঁহাদিগের ক্ষুদ্র দংশনে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। সিক্রেট ডক্ট্রিন, আইসিস অনভিল্ড (Isis Unveiled) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি পাণ্ডিত্যের চরম সীমা দেখাইয়া গিয়াছেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে গিয়া বাস স্থাপনা করেন। তথায় লুসিফর (Lucifer the Light Bringer) নামক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই মে ইংলণ্ডে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইঁহার অলৌকিক কার্য্যসাধন পক্ষে কোন কোন লোকের সন্দেহ থাকিলেও ইঁহার অমানুষী মানসিক শক্তি সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

ভ

ভ—১। চতুর্ব্বিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ; গ্রহ; নক্ষত্র। সং; ক্লী। ২। শুক্রাচার্য্য; রাশি; ভ্রমর; ভ্রম। সং; পু।

ভক্ত—১। অনুরক্ত, ভক্তিবিশিষ্ট; অনুগত। ভজ (ভজনা করা, ইত্যাদি)+ক্ত ক। ২। বিভক্ত। ভজ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ৩। ওদন, অন্ন, ভাত। সং; ক্লী।

ভক্তকার—সূপকার, অন্নপ্রস্তুতকারী, পাচক। ভক্ত শব্দ (অন্ন)—কৃ (করা)+ষণ্ ক। পু।

ভক্তদাস—অন্নদাস, পরাধীন। ৬তৎ। সং; পু।

ভক্তমণ্ড—ভাতের মাড়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভক্তমনোহর—ভক্তের মন হরণকারী, ভক্তের নিকট রমণীয়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ভক্তবৎসল—ভক্তের প্রতি স্নেহপরায়ণ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভক্তবৎসলা।

ভক্তাগ্রগণ্য—ভক্তের মধ্যে অগ্রণী, ভক্তশ্রেষ্ঠ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ভক্তাধীন—ভক্তের বশীভূত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ভক্তি—১। পূজ্য ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ [অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সেবন, স্মরণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ, সখ্য, আত্মনিবেদন,—এই নয়টি ভক্তির লক্ষণ]; শ্রদ্ধা; সেবা; উপচার; বিভাগ; ভঙ্গী; রচনা। ভজ+ক্তি ভা। ২। অংশ, ভাগ। ভজ+ক্তি র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

ভক্তিচিহ্ন—ভক্তির লক্ষণ, বন্দন অনুরাগাদি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভক্তিতত্ত্ব—ভক্তির স্বরূপ, ভক্তিবিষয়ক তথ্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভক্তিপ্লুত—ভক্তিসিক্ত, ভক্তি দ্বারা ব্যাপ্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ভক্তিভাজন—ভক্তির পাত্র, শ্রদ্ধাস্পদ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভক্তিভাজনা।

ভক্তিভাবে—ভক্তি সহকারে, ভক্তিযুক্ত হইয়া। ভক্তির ভাব আছে যাহাতে, বহু। ক্রিবিণ।

ভক্তিমণ্ডিত—ভক্তিভূষিত, ভক্তি দ্বারা অলস্কৃত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ভক্তিমতী—ভক্তিযুক্তা, ভক্তিশালিনী। ভক্তি+মতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ভক্তিমান্।

ভক্তিমান্—ভক্তিযুক্ত, ভক্ত। ভক্তি শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে=ভক্তিমৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভক্তিমতী।

ভক্তিযোগ—ভক্তিরূপ যোগ, ভক্তি দ্বারা ঈশ্বরারাধনা। ভক্তিরূপ যোগ, রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

ভক্তিরস—ভক্তিরূপ রস। রূপক। সং; পু।

ভক্তিবাদ—ভক্তি কীর্ত্তন; কর্ম্ম ও জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির উৎকর্ষ কথন। ৬তৎ। সং; পু।

ভক্তিবিহ্বল—ভক্তির প্রাবল্যে বিবশ, ভক্তিতে অভিভূত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ভক্তিস্রোতঃ—ভক্তিপ্রবাহ, স্রোতের আকারে প্রবাহিতা ভক্তি। ভক্তির স্রোতঃ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভক্ষক—খাদক, ভক্ষণকারী, ভোক্তা। ভক্ষ (খাওয়া)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

ভক্ষণ—আহার, ভোজন। ভক্ষ (খাওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে ভক্ষিত।

ভক্ষণীয়—ভক্ষণযোগ্য, ভক্ষ্য। ভক্ষ (খাওয়া)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ভক্ষিত—খাদিত, গিলিত, ভুক্ত। ভক্ষ (খাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ভক্ষণ।

ভক্ষ্য—১। ভক্ষণীয়, ভোজ্য, খাদ্য। ভক্ষ (খাওয়া)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। ভোজ্যবস্তু, খাদ্য দ্রব্য। ভক্ষ+য ভা। ক্লী।

ভক্ষ্যাকার—খাদ্যদ্রব্য-প্রস্তুতকারক; মোদকাদি

বিক্রয়কারী। ভক্ষ্য—কৃ (করা)+যণ্ ক। সং; পু।

ভক্ষ্যপত্রা—তাম্বূলী লতা, পানগাছ। সং; স্ত্রী।

ভক্ষ্যসামগ্রী—ভক্ষ্যবস্তু, ভোজনযোগ্য বস্তু। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ভগ—গুহ্যদেশ; স্ত্রী-যোনি; ঐশ্বর্য্য; সৌন্দর্য্য; সৌভাগ্য; মাহাত্ম্য; যত্ন; ইচ্ছা; ধর্ম্ম; মুক্তি, মোক্ষ; জ্ঞান; কীর্ত্তি;—
"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতি স্মৃতম্॥"
অর্থাৎ সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, সম্পূর্ণ বীর্য্য, সম্পূর্ণ শ্রী, সম্পূর্ণ যশঃ, সম্পূর্ণ জ্ঞান, এবং সম্পূর্ণ বৈরাগ্য, এই ছয়টী ভগ নামে অভিহিত। ভজ (সেবা করা, ইত্যাদি)+গ র্ম্ম। সং; ক্লী।

ভগদত্ত—নরক রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নরক নিহত হইলে ভগদত্ত প্রাগ্জ্যোতিষ-পুরের (কামরূপের) অধীশ্বর হন। পিতার নিকট ইনি অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্র পাইয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ইঁহার সৌহার্দ্দ ছিল। পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞকালে অর্জ্জুনের সহিত ইঁহার অষ্টাহ যুদ্ধ হয়। অবশেষে ভগদত্ত পরাজয় স্বীকার করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কর প্রদান করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়া অসীম বিক্রমসহকারে যুদ্ধ করেন। স্বয়ং ভীমসেনও ইঁহার নিকট পরাস্ত হন। অতঃপর অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ইনি তাঁহার প্রাণবিনাশের নিমিত্ত বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে কৃষ্ণ তাহা ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রাণরক্ষা করেন। পরিশেষে অর্জ্জুনের হস্তে ইনি নিধন প্রাপ্ত হন।

ভগন্দর—গুহ্যদ্বারে ব্রণরোগ। ভগ (গুহ্যদেশ)—দৃ (বিদারণ করা)+খ ক। সং; পু।

ভগবতী—১। ভগযুক্তা, ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী; মান্যা। ভগ+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ভগবান্। ২। দুর্গা। সং।

ভগবদ্গীতা—মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত কর্ম্ম-যোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সূচক গ্রন্থ।

ভগবদ্ভক্ত—পরমেশ্বরে ভক্তিমান্; শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি-যুক্ত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ভগবান্—১। ভগযুক্ত, জ্ঞানাদি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী; মান্য, পূজনীয়। ভগ+বতু অস্ত্যর্থে=ভগবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। ঈশ্বর; শ্রীকৃষ্ণ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভগবতী।

ভগবান্ দাস—রাজপুতানার অন্তর্গত অম্বর রাজ্যের রাজা বিহারী মল্লের পুত্র। ইনি একজন বীরপুরুষ। মোগলসম্রাট্ আকবরের সহিত ইঁহার এক ভগ্নীর বিবাহ হইলে, ইনি আকবরের অধীনে উচ্চ রাজকার্য্য প্রাপ্ত হন।

ভগিনী—এক মাতাপিতা হইতে জাতা স্ত্রী, সহোদরা, স্বসা; নারীমাত্র। ভগ (যত্ন)+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ভ্রাতা।

ভগীরথ—সূর্য্যবংশীয় নৃপ, দিলীপ রাজার পুত্র। কথিত আছে যে, ইনি শৈশবে মাংসপিণ্ডমাত্র ছিলেন। দেহাস্থির দৃঢ়তা না থাকায় ইনি সোজা হইয়া দাঁড়াইতে বা গমনাগমন করিতে পারিতেন না। একদা অষ্টাবক্র মুনিকে দেখিয়া ইনি তাঁহার সম্মানার্থ দণ্ডায়মান হইবার নিমিত্ত বৃথা চেষ্টা করেন। ইঁহার তাদৃশী চেষ্টা মুনিবর আপনার প্রতি বিদ্রূপ-সূচক মনে করিয়া এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন, "যদি তুমি আমাকে বিদ্রূপ করিয়া থাক, তবে বিকলাঙ্গ হও, নচেৎ উত্তমাঙ্গ হও।" এই শাপই ভগীরথের পক্ষে বরস্বরূপ হইল। ইনি তদবধি উত্তমাঙ্গ হইলেন। কপিলশাপে ভস্মীভূত পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারার্থ ইনি গোকর্ণ তীর্থে বহুবর্ষ উগ্র তপস্যা করেন; এবং তপস্যায় তুষ্ট করিয়া গঙ্গাদেবীকে ভূমণ্ডলে আনয়নপূর্ব্বক সগরবংশের উদ্ধারসাধন করেন। ইঁহার নামানুসারে গঙ্গার আর এক নাম হইয়াছে ভাগীরথী [গঙ্গা দেখ]।

ভগোল—রাশিচক্র। ৬তৎ। সং; পু।

ভগ্ন—১। খণ্ডিত, ভাঙ্গা; বিনষ্ট। ভন্জ+ক্ত ক। ২। পরাজিত; নিরস্ত; চূর্ণিত; ছিন্ন। ভন্জ (ভাঙ্গা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ভগ্নকণ্ঠে—জড়িত কণ্ঠস্বরে, ভাঙ্গা গলায়। ভগ্ন হইয়াছে কণ্ঠ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ভগ্নদর্প—হতগর্ব্ব, যাহার দর্প চূর্ণ হইয়াছে। বহু। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

ভগ্নদূত—যুদ্ধের সংবাদদাতা দূত, ভগ্ন পাইক।

ভগ্ননিদ্র—নিদ্রোত্থিত, যাহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি।

ভগ্নপাদ—প্রথমপাদহীন নক্ষত্র, যে নক্ষত্রের প্রথমপাদ রাশ্যন্তরের সহিত সংযুক্ত। বহু। সং; ক্লী।

ভগ্নপ্রক্রম—রচনার ক্রমভঙ্গ; কাব্যের দোষ-বিশেষ। ভগ্ন হইয়াছে প্রক্রম যাহাতে, বহু। সং; পু।

ভগ্নপ্রক্রমতা—কাব্যের দোষবিশেষ। সং; স্ত্রী।

ভগ্নমনাঃ—খিন্নমনাঃ, দুঃখিতচিত্ত। বহু। বিণ।

ভগ্নবিশ্রাম—বিশ্রামে ব্যাঘাতপ্রাপ্ত, যাহার বিশ্রামে বাধা দেওয়া হইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি।

ভগ্নশ্রী—নষ্টশ্রী, হতসৌন্দর্য্য, যাহার শোভা নষ্ট হইয়াছে। বহু। বিণ; ত্রি।

ভগ্নস্তূপ—ভগ্নমন্দিরাদির রাশীকৃত উপকরণ, স্তূপীকৃত ধ্বংসাবশেষ। ৬তৎ। সং; পু।

ভগ্নাংশ—যে রাশি দ্বারা এককের অংশ ব্যক্ত করা যায়, ভাঙ্গা অঙ্ক (Fraction)।

ভগ্নাত্মা—(ভগ্নাত্মন্)। চন্দ্র। ভগ্ন (দ্বিখণ্ডিত) হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু [চন্দ্র বৃহস্পতি-পত্নী তারাকে হরণ করায় মহাদেব ত্রিশূলাঘাতে ইঁহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন]। সং; পু।

ভগ্নাবশিষ্ট—ভাঙ্গিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ভগ্নাবশেষ—ধ্বংসাবশেষ, ভাঙ্গিবার পর যে জিনিষ শেষ পড়িয়া থাকে। ৬তৎ। সং; পু।

ভগ্নাশ—আশাশূন্য, হতাশ। ভগ্ন হইয়াছে আশা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ভগ্নী—স্বসা, ভগিনী, সহোদরা। ভন্জ (ভাঙ্গা)+ক্ত ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ভগ্নোৎসাহ—ভগ্নোদ্যম, হতোৎসাহ, যাহার উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে এরূপ। ভগ্ন হইয়াছে উৎসাহ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ভগ্নোদ্যম—ভগ্নোৎসাহ। বহু। বিণ; ত্রি।

ভঙ্ক্তা—ভঙ্গকারী। ভন্জ (ভাঙ্গা)+তৃন্ ক =ভঙ্ক্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভঙ্ক্ত্রী।

ভঙ্গ—১। ভাঙ্গা; হানি; নাশ; পরাজয়; নিরাশ; কৌটিল্য জলনির্গম; প্রতিবন্ধ; ভয়; ব্যসন; ভঙ্গী; রচনা। ভন্জ (ভাঙ্গা)+ঘঞ্ ভা। ২। খণ্ড। ভন্জ+ঘঞ র্ম্ম। ৩। তরঙ্গ। ভন্জ+ঘঞ্ ক। ৪। রোগ। ভন্জ+ঘঞ্ ণ। সং; পু। বিশেষণে ভগ্ন।

ভঙ্গপয়ার—ছন্দঃ দেখ।

ভঙ্গপ্রবণ—ভঙ্গুর, সহজে ভাঙ্গিয়া যায় এরূপ (Brittle)। ভঙ্গে প্রবণ (আসক্ত বা উন্মুখ), ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ভঙ্গনয়—তর্কখণ্ডন। ৬তৎ। সং; পু।

ভঙ্গললিত—ছন্দঃ দেখ।

ভঙ্গললিতচতুষ্পদী—ছন্দঃ দেখ।

ভঙ্গবাসা—হরিদ্রা, হলুদ। সং; স্ত্রী।

ভঙ্গা—বৃক্ষবিশেষ; শণ; ভাঙ্। সং; স্ত্রী।

ভঙ্গি, ভঙ্গী—১। ভঙ্গ; ভঙ্গিমা; কৌটিল্য; চাতুরী; শোভা; রচনা; ব্যঙ্গ। ভন্জ (ভাঙ্গা)+ইন্ ভা। ২। তরঙ্গ। ভন্জ+ইন্ ক। সং; স্ত্রী।

ভঙ্গিমা—ভঙ্গী; চাতুরী; শোভা। ভঙ্গ শব্দ+ইমন্=ভঙ্গিমন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

ভঙ্গিমান্—(ভঙ্গিমৎ)। ভঙ্গিযুক্ত; ঢেউ-খেলান; তরঙ্গিত। ভঙ্গি শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

ভঙ্গুর—১। ভঙ্গশীল, ভঙ্গপ্রবণ; কুটিল, বক্র; শঠ। ভন্জ (ভাঙ্গা)+ঘুর ক। বিণ; ত্রি। ২। নদীর বাঁক। সং; পু।

ভচক্র—রাশিচক্র, মেষাদি দ্বাদশ রাশির মণ্ডল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভজন, ভজনা—উপাসনা, আরাধনা; পূজা; সেবা; ভাগ। ভজ+অনট্ ভা; ২য় পক্ষে,

অন ভা + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। [সং; ক্লী।
ভজনপূজন—সেবা ও পূজা, উপাসনা। দ্বন্দ্ব।
ভজনালয়—উপাসনা-গৃহ, দেবমন্দির, মসজিদ্, 'চার্চ্চ'। ৬তৎ। সং; পু।
ভজমান—ভজনাকারী; বিভাজক। ভজ + শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভজমানা।
ভজ্যমান—১। সেব্যমান; বিভজ্যমান। ভজ (সেবা করা, ইত্যাদি) + শান র্ম। ২। খণ্ড্যমান। ভন্‌জ (ভাঙ্গা) + শান র্ম। বিণ; ত্রি।
ভঞ্জক—ভঙ্গকারক; নিবারক। ভন্‌জ (ভাঙ্গা) + ণক ক। বিণ; ত্রি।
ভঞ্জন—১। ভঙ্গ; নিরসন; ভগ্নকরণ। ভন্‌জ (ভাঙ্গা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। ভঞ্জক, ভঙ্গকারক। ভন্‌জ + অন ক। বিণ; ত্রি। [সং; পু।
ভঞ্জনক—মুখের রোগবিশেষ। ভঞ্জন + কণ।
ভট—যোদ্ধা; বীর; বর্ণসঙ্কর নীচজাতিবিশেষ। ভট (ভরণ করা, ইত্যাদি) + অন্ ক। সং; পু।
ভট্ট—১। স্তুতিপাঠক, ভাট [শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে ভাটজাতির উৎপত্তি]; পণ্ডিত। ভট (ভরণ করা, ইত্যাদি) + তন্ ক। ২। প্রভুত্ব। ভট + তন্ ভা। সং; পু।
ভট্টনারায়ণ—ইঁহার আদিম নিবাস কান্যকুব্জ। বঙ্গাধিপ আদিশূর যজ্ঞসম্পাদনার্থ কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। সংস্কৃত বেণীসংহার নাটক ইঁহারই প্রণীত।
ভট্টাচার্য্য—দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, যে ব্রাহ্মণ তুতাত ভট্টের মীমাংসা ও উদয়নাচার্য্যের ন্যায়সংগ্রহ অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে বিশেষ বুৎপন্ন হইয়াছেন, তিনিই এই উপাধি পাইবার যোগ্য; অধ্যাপক পণ্ডিত। সং; পু।
ভট্টার—মাননীয়, পূজনীয়। ভট্ট শব্দ – ঋ (গমন করা, পাওয়া) + অন্ ক। বিণ; ত্রি।
ভট্টারক—১। (নাট্যোক্তিতে) রাজা; রবি, সূর্য্য; দেবতা; পণ্ডিত; তপস্বী। ভট্ট শব্দ – ঋ + অন্ ক, তদুত্তরে কণ্। সং; পু। ২। পূজার্হ। বিণ; ত্রি।
ভট্টারকবার—রবিবার। ৬তৎ। সং; পু।
ভট্টি—১। শ্রীধরস্বামীর পুত্র। ইঁহাকে প্রসব করিয়াই ইঁহার জননী পরলোকে গমন করিলে শ্রীধরস্বামী সংসার পরিত্যাগ করেন। পরে বলভীর অধিপতি এই শিশুকে আনয়ন করিয়া প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করেন। উত্তরকালে ইনি রাজপুত্রগণের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন, এবং রাজকুমারগণের শিক্ষার্থে রামচরিত অবলম্বনে এক মহাকাব্য প্রণয়ন করেন। ইহা তাঁহারই নামানুসারে ভট্টি-কাব্য নামে পরিচিত। টীকাকার ভরত মল্লিক বলেন যে, ইহা ভর্ত্তৃহরিকৃত ২। ভট্টিপ্রণীত রামচরিতাখ্যায়ক মহা কাব্য। সং; পু।
ভট্টিনী—অকৃতাভিষেকা রাজ্ঞী; ব্রাহ্মণপত্নী ভট্ট (প্রভুত্ব) + ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ সং; স্ত্রী।
ভড়ং—প্রাচীন কালের এক প্রকার যুদ্ধযন্ত্র-বিশেষ; বাহ্য আড়ম্বর। দেশজ।
ভড়িল—বীর; সেবক, ভৃত্য। ভড় + ইল। পু।
ভণিত—১। কথিত, উক্ত। ভণ (শব্দ করা) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। কথন, বলা। ভণ + ক্ত ভা। সং; ক্লী।
ভণিতা—সঙ্গীতাদিতে রচয়িতার নাম প্রকাশ করা। ভণিত + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।
ভণিতি—কথন, উক্তি, কথা। ভণ (শব্দ করা) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ভণিত।
ভণ্ড—১। কৌতুককারী; ভাঁড়; মস্করা। ভন্‌ড (পরীহাস করা, বঞ্চনা করা) + অন্ ক। সং; পু। ২। অপ্রকৃত। বিণ; ত্রি।
ভণ্ডক—পক্ষিবিশেষ, খঞ্জন পক্ষী। ভণ্ড + কণ্। সং; পু।
ভণ্ডতপস্বী—অপ্রকৃত তাপস, ছদ্ম তপস্বী, তাপস-বেশধারী প্রতারক। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।
ভণ্ডন—১। প্রবঞ্চনা, ভাঁড়ান। ভন্‌ড (বঞ্চনা করা) + অন ভা। ২। যুদ্ধ। ভন্‌ড + অনট্ অধি। ৩। বর্ম্ম, সাঁজোয়া। ভন্‌ড + অনট্ ণ। সং; ক্লী।
ভণ্ডহাসিনী—বেশ্যা। ভণ্ড (অপ্রকৃত) হাস্য করে যে (যে স্ত্রী), উপ; ভণ্ড শব্দ – হস (হাসা) + ণিন্ ক + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; । [ণ। সং; পু।
ভণ্ডির, ভণ্ডীর—শিরীষগাছ। ভন্‌ড + ইর, ঈর
ভণ্ডুক—ভাঙ্গর মাছ। সং; পু।
ভদন্ত—১। সম্ভ্রান্ত, মান্য। ভন্দ (প্রীত হওয়া) + অন্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। বৌদ্ধবিশেষ। সং; পু। [সংজ্ঞার্থে। সং; পু।
ভদাক—শুভ। ভন্দ (প্রীত হওয়া) + আক
ভদ্র—১। মঙ্গল, শুভ, সৌভাগ্য, মুস্তকবিশেষ; স্বর্ণ; করণবিশেষ। ভন্দ (প্রীত হওয়া) + রক ক। সং; ক্লী। ২। মহাদেব; বৃষ; গজ-জাতিবিশেষ; সুমেরু; খঞ্জন পক্ষী; কদম্ব-বৃক্ষ; জিনবিশেষ; বলভদ্র; রামভদ্র। সং; পু। ৩। মঙ্গলজনক; শ্রেষ্ঠ; সাধু; অনা-য়াস। বিণ; ত্রি। [দুর্গা। সং; স্ত্রী।
ভদ্রকালী—দেবীবিশেষ, ভগবতীর মূর্ত্তিভেদ,
ভদ্রকুম্ভ—মঙ্গলার্থ জলপূর্ণ ঘট। কর্ম্মধা। পু।
ভদ্রতা—সাধুতা, সৌজন্য। ভদ্র + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।
ভদ্রতাচরণ—সাধুতাচরণ, সৌজন্য ব্যবহার। ৬তৎ। সং; ক্লী।
ভদ্রতাবিরুদ্ধ—সাধুতার বিপরীত, সভ্যতার বিরোধী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।
ভদ্রমুখ—সৌম্যদর্শন। ভদ্র হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
ভদ্রলোক—সাধু ব্যক্তি, সজ্জন, সভ্য জন। কর্ম্মধা। সং; পু।
ভদ্রশ্রী—১। সশ্রীক। ভদ্রা হইয়াছে শ্রী যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। চন্দনবৃক্ষ; সাধু-সম্পৎ। সং; পু।
ভদ্রসন্তান—ভদ্রলোকের পুত্র, সজ্জনের ছেলে; ভদ্রলোক। ৬তৎ। সং; পু।
ভদ্রা—১। শুভা; শ্রেষ্ঠা; সাধুশীলা। ভদ্র শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। করণ-বিশেষ; দ্বিতীয়া, সপ্তমী, দ্বাদশী, – এই তিন তিথি; শ্বেত দূর্ব্বা; আকাশনদী; হরিদ্রা; জীবন্তীলতা। সং; স্ত্রী।
ভদ্রাকরণ—ক্ষৌরকরণ, মাথা কামান। ভদ্র + ডা। = ভদ্রা – কৃ + অনট্ ভা। সং; ক্লী।
ভদ্রাকৃত—মঙ্গলসূচক মুণ্ডিতমস্তক। ভদ্র + ডাচ্ তদুত্তরে কৃ (করা) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।
ভদ্রাঙ্গ—বলরাম। সং; পু।
ভদ্রারক—দ্বীপবিশেষ, অষ্টাদশ ক্ষুদ্র দ্বীপান্তর্গত দ্বীপ। সং; পু।
ভদ্রাশ্রয়—চন্দনবৃক্ষ। সং; পু।
ভদ্রাশ্ব—পৃথিবীর নববর্ষের মধ্যে বর্ষবিশেষ। ক্লী।
ভদ্রাসন—বসতিবাটী; সিংহাসন; বীরাসন [আসন দেখ]। ভদ্র (শ্রেষ্ঠ) যে আসন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
ভদ্রেশ্বর—শিবমূর্ত্তিবিশেষ। সং; পু।
ভদ্রোচিত—ভদ্রলোকের উপযুক্ত, সাধুসম্মত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।
ভম্ভরালিকা—দংশ, ডাঁশ। সং; স্ত্রী।
ভম্ভরালী—মক্ষিকা, মাছি। ভম্ ভম্ (অনু-করণ শব্দ) – রা + লচ্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
ভয়—১। ভীতি, ত্রাস [অনিষ্টাশঙ্কা বা তেজো-রাশির আধিক্যনিবন্ধন অভিভব, এতদুভয়ের অন্যতর জন্য মনের যে সঙ্কোচ অবস্থা, তাহাকে ভয় কহে]। ভী (ভয় পাওয়া) + অল্ ভা। ২। ত্রাসহেতু। ভী + অল্ অপা। সং; পু। বিশেষণে ভীত।
ভয়কর—ভীতিজনক, ভয়দায়ক। ভয় শব্দ – কৃ (করা) + ট ক। বিণ; ত্রি। [ত্রি।
ভয়কাতর—ভয়ার্ত্ত, ভীতিবিহ্বল। ৩তৎ। বিণ;
ভয়ক্লিষ্ট—ভয় হেতু ক্লেশপ্রাপ্ত, ত্রাসপীড়িত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
ভয়ঙ্কর—ভীষণ, ত্রাসজনক। ভয় – কৃ (করা) + খ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভয়ঙ্করী।
ভয়চকিত—ভয়হেতু চমকিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
ভয়ত্রাতা—(ভয়ত্রাতৃ)। ভয় হইতে উদ্ধারকর্ত্তা, ভীতিবিনাশক। ৫তৎ। বিণ; পু।

ভয়দ—১। ভয়ঙ্কর, ভীষণ। ভয় শব্দ—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। ব্যাঘ্র। রাহু। সং ; পু।

ভয়নাশন—১। ভীতি বিনাশ, ভয় দূরীকরণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। ভয়বিনাশক, ভীতি-নিবারক। ভয়—ণিজন্ত নশ বা নাশি+অন ক। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

ভয়পূর্ণ—ভীতি পরিপূর্ণ, ভয়াচ্ছন্ন। ৩তৎ।

ভয়বিহ্বল—ভয়ে বিবশ, ভয় হেতু কাতর। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ভয়শূন্য—ভয়হীন, নির্ভয়। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ভয়াতুর—ভয়কাতর, ভয়ার্ত্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভয়াতুরা।

ভয়ানক—১। ভয়ঙ্কর, ভীষণ। ভী (ভয় পাওয়া) +আনক অপা। বিণ ; ত্রি। ২। ব্যাঘ্র ; রাহু ; (কাব্যে) রসবিশেষ [কাব্যরস দেখ]। সং ; পু।

ভয়ার্ত্ত—ভয়পীড়িত, ভয়ে কাতর। ভয় দ্বারা ঋত (পীড়িত) বা আর্ত্ত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভয়ার্ত্তা।

ভয়াবহ—ভয়জনক, ভয়ঙ্কর। ভয়ের আবহ, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

ভর—১। ভরণকর্ত্তা। ভৃ+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। ভরণ ; পূরণ ; আধিক্য ; গৌরব ; ভার। ভৃ (ভরণ করা)+অল্ ভা। ৩। সমূহ। ভৃ+অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

ভরণ—১। পোষণ ; পূরণ ; ধারণ। ভৃ (ভরণ করা)+অনট্ ভা। ২। ভৃতি, বেতন। ভৃ+অনট্ ণ। সং ; পু।

ভরণপোষণ—প্রতিপালন, খাওয়ান পরান। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী [ভরণ ও পোষণ দুইটী শব্দই প্রায় একার্থক, কিন্তু বঙ্গভাষায় এরূপ একার্থক শব্দের একত্র প্রয়োগ বহুল প্রচলিত আছে। অপিচ ইহাদের একটীর প্রয়োগে উদ্দিষ্ট অর্থ যেন সম্যক্ পরিস্ফুট হয় না]।

ভরণপোষণোপযোগী—ভরণপোষণের উপযুক্ত, প্রতিপালনের উপযোগী। ভরণপোষণ দেখ ; তাহার উপযোগী (উপযোগিন্), ৬তৎ। বিণ ; পু।

ভরণী—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে দ্বিতীয় নক্ষত্র। সং ; স্ত্রী।

ভরণীয়—ভরণযোগ্য, ভর্ত্তব্য। ভৃ+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ভরণ্য—১। ভরণীয়, পোষণীয়। ভরণ শব্দ+য্য যোগ্যার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। বেতন ; মূল্য। সং ; ক্লী।

ভরণ্যভুজ্—বেতনগ্রাহী কর্ম্মচারী। ভরণ্য—ভুজ (ভোজন করা)+ক্বিপ্, ক—ভরণ্যভুক্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

ভরত—১। নায়ক ; নট ; ভরতসূত্র নাট্যগ্রন্থ ; নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা মুনি ; শালগ্রামবাসী জনৈক রাজর্ষি ; রামানুজ ; তন্তুবায় ; ব্যাধ। ভর—তন+ড ক ; অথবা ভৃ (ভরণ করা)+অতচ্ ক। ২। অযোধ্যা-পতি দশরথের দ্বিতীয় পুত্র। কৈকেয়ীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। কৈকেয়ীর চক্রান্তের ফলে রামচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনার্থ যৎকালে বনগমন করেন, তৎকালে ইনি নন্দী-গ্রামে মাতুলালয়ে ছিলেন। অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া ইনি পিতৃশোকে ও ভ্রাতৃবিরহে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। অনন্তর মাতার সাধুবিগর্হিত কর্ম্মের নিমিত্ত তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার ও পিতার ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া ভ্রাতার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। চিত্রকূট পর্ব্বতে রামচন্দ্রের দর্শন পাইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিস্তর সাধ্য সাধনা করিলেন ; সত্যপরায়ণ রাম কিছুতেই প্রত্যাবৃত্ত হইতে সম্মত না হওয়ায় ইনি জ্যেষ্ঠের পাদুকা গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং অযোধ্যার পরিবর্ত্তে নন্দী-গ্রামে থাকিয়া সিংহাসনে রামের পাদুকা স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার নামে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশবর্ষান্তে রামচন্দ্র প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ইনি জ্যেষ্ঠের হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক তাঁহার অধীনে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

কুশধ্বজ-দুহিতা মাণ্ডবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার গর্ভে তক্ষ ও পুষ্কর নামক ইঁহার দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মাতুলের ইচ্ছাক্রমে এবং রামচন্দ্রের অনুমত্যনুসারে ইনি পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে সিন্ধুতীরস্থ গন্ধর্ব্বদিগকে পরাভূত করেন। সেই প্রদেশ ইঁহার দুই পুত্রকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইলে তাঁহারা তক্ষশিলা ও পুষ্করবতী নামে দুইটী নগরী নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভরত জ্যেষ্ঠের সহিত সরযূজলে জীবন বিসর্জ্জন করেন।

৩। চন্দ্রবংশীয় নৃপ। রাজা দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে কণ্বমুনির আশ্রমে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি রাজা হইয়া নানাবিধ যজ্ঞ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। বিদর্ভরাজের তিন কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বৃহস্পতিতনয় ভরদ্বাজ ইঁহারই দ্বারা পালিত হইয়াছিলেন। ইনি অতি প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, এবং সমগ্র ভারতবর্ষ আপনার শাসনাধীনে আনয়ন করেন। ইঁহারই নামানুসারে ভারতবর্ষের নামকরণ হইয়াছে।

ভরতপুত্রক—অভিনেতা, নট। ভরতের (নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা মুনির) পুত্র, ৬তৎ, তদ্ভুত্তরে কণ্ ভাবে। সং ; পু।

ভরদ্বাজ—১। ভারুই পক্ষী। ২। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ মুনি, বৃহস্পতির পুত্র। মহারাজ ভরত দ্বারা ইনি পালিত হন। ইনি প্রয়াগে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক তপোরত হইয়া ধর্ম্মমার্গে যথেষ্ট উন্নতি করেন। কথিত আছে যে, যৎকালে ইনি তপস্যার্থে হিমালয় প্রদেশে গমন করেন, সেই সময়ে অপ্সরা ঘৃতাচীকে দেখিয়া ইঁহার মন বিচলিত হয় এবং তাহারই ফলে বিখ্যাত দ্রোণাচার্য্যের জন্ম হয়। সং ; পু।

ভরম—ভরণকারী, পোষণকর্ত্তা। ভৃ (ভরণ করা)+অমচ্ ক। বিণ ; ত্রি।

ভরিত—১। পালিত ; পোষিত ; ভারবিশিষ্ট, হরিদ্বর্ণ ; পূরিত। ভৃ (ভরণ করা)+ইত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ভরিমা—(ভরিমন্)। ভরণ। ভৃ (ভরণ করা)+ইমন্ ভাবে। সং ; পু।

ভরু—বিষ্ণু ; শিব ; স্বামী ; সুবর্ণ ; সমুদ্র। ভৃ (ভরণ করা)+উ ক। সং ; পু।

ভর্গ—১। মহাদেব ; সূর্য্যস্থ ঐশ তেজঃ। ভ্রস্জ (ভর্জ্জন করা)+ঘঞ্ ক। ২। ভর্জ্জন। ভ্রস্জ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

ভর্জ্জন—ভৃষ্টকরণ, ভাজা। ভ্রস্জ (ভাজা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে ভৃষ্ট।

ভর্ত্তব্য—ভরণীয়, পালনীয়, পোষ্য। ভৃ (ভরণ করা)+তব্য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ভর্ত্তা—১। পতি, স্বামী ; নেতা ; অধিপতি, প্রভু। ভৃ (ভরণ করা)+তৃন্ ক—ভর্ত্তৃ, ১মার ১বচন। সং ; পু। ২। পোষক ; পালক ; ধারক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভর্ত্রী।

ভর্ত্তৃদারক—(নাট্যে) রাজপুত্র। ভর্ত্তার (প্রভুর অর্থাৎ রাজার) দারক (পুত্র), ৬তৎ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভর্ত্তৃদারিকা।

ভর্ত্তৃদারিকা—(নাট্যে) রাজকন্যা। ভর্ত্তার (প্রভুর অর্থাৎ রাজার) দারিকা (কন্যা), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ভর্ত্তৃদারক।

ভর্ত্তৃহরি—১। বাক্যপ্রদীপকর্ত্তা বৈয়াকরণ কবি। সং ; পু। ২। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বিক্রমাদিত্য ইঁহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া দেশপর্য্যটনে গমন করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, ভর্ত্তৃহরি মাতামহের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, পরে কিন্তু ইনি স্ত্রীর চরিত্রদোষে বীতরাগ হইয়া সংসার ত্যাগ করেন। ইনি অতিশয় বিদ্যাবান্ ও সুকবি ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ভট্টিকাব্য ইঁহারই রচিত। তদ্ভিন্ন নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক ও বৈরাগ্যশতক

নামে তিনখানি শতক প্রণয়ন করেন, এবং পতঞ্জলি কৃত মহাভাষ্যের তাৎপর্য্যবোধিকা কারিকা প্রণয়ন পূর্ব্বক "বাক্যপ্রদীপ" নাম দিয়া গ্রন্থাকারে প্রচার করেন। সং ; পু।

ভত্রী—পালনকর্ত্রী। ভৃ (ভরণ করা)+তৃন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ভর্ত্তা।

ভৎর্সন, ভৎর্সনা—নিন্দা, কুৎসা ; পরিবাদ ; আক্ষেপ ; তিরস্কার ; তর্জ্জন। ভৎর্স (ভৎর্সনা করা)+অনট্ ভা ; ২য় পক্ষে অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

ভর্ম্ম—১। ভৃতি, বেতন ; স্বর্ণ ; ধুস্তুরা ; নাভি-নাড়ী। ভৃ (ভরণ করা)+মন্ ণ। ২। পালন ; পোষণ। ভৃ+মন্ ভা। সং ; ক্লী।

ভল্ল—১। মুদ্গরতুল্য ফলক অস্ত্র। ভল্ল+অন্ ণ। ২। ভালুক। ভল্ল (বধ করা)+অন্ ক। সং ; পু।

ভল্লক—ভল্লুক, ভালুক। ভল্ল দেখ ; ভল্ল+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভল্লকী।

ভল্লকী—স্ত্রী-ভালুক। ভল্লক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

ভল্লাত, ভল্লাতক—বৃক্ষবিশেষ, ভেলাগাছ।

ভল্লুক, ভল্লূক—ভালুক। ভল্ল (বধ করা)+উক, ঊক ক। সং ; পু।

ভব—১। উৎপত্তি ; স্থিতি ; প্রাপ্তি ; সত্তা ; লাভ। ভূ (হওয়া)+অল্ ভা। ২। জল-মূর্ত্তি মহাদেব। ভূ+অল্ অপা। ৩। মঙ্গল। ভূ+অন্ ক। ৪। সংসার। ভূ+অল্ অধি। সং ; পু। ৫। (শব্দের পরে থাকিলে) উৎপন্ন। বিণ ; ত্রি।

ভবকারা—সংসাররূপ কারাগার। ভব রূপা কারা, রূপক কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ভবতারণ—১। সংসার হইতে উদ্ধারকারী, সংসারযন্ত্রণানিবারক। ভব-ণিজন্ত তৃ (তারি)+অন ক। বিণ ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। সং ; পু।

ভবতী—মান্যা, পূজ্যা ; যুষ্মদর্থ, তুমি, আপনি। ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ডবতু ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ভবান্।

ভবৎ—ভবন্ দেখ।

ভবদীয়—ত্বদীয়, তোমার, আপনার। ভবৎ শব্দ (তুমি)+ঈয় ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

ভবধর্ম্মর—দাবাগ্নি। সং ; পু।

ভবন—১। গৃহ, আলয়। ভূ (হওয়া)+অনট্ অধি। ২। স্থিতি ; উৎপত্তি। ভূ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে ভূত।

ভবনাশিনী—জন্মনিবারিণী ; সরযূ নদী। ভবের (জন্মের) নাশিনা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ভবন্—যাহা হইতেছে, বর্ত্তমান ; উৎপদ্যমান। ভূ (হওয়া)+শতৃ ক=ভবৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভবন্তী।

ভবন্তী—১। উৎপদ্যমানা ; বর্ত্তমানা। ভূ (হওয়া)+শতৃ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ভবন্। ২। সাধ্বী স্ত্রী। সং ; স্ত্রী। [পু।

ভবপারাবার—সংসাররূপ সমুদ্র। রূপক। সং ;

ভবভার—সংসারের ভার, সাংসারিক দুঃখ। ৬তৎ। সং ; পু।

ভবভূত—সংসাররূপী পরমেশ্বর। ভব শব্দ—ভূ +ক্ত ক। সং ; পু।

ভবভূতি—স্বনামখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ কবি। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পদ্মপুর গ্রামে ভট্টগোপাল নামক কশ্যপবংশীয় এক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। নীলকণ্ঠ নামে তাঁহার এক পুত্র ছিলেন। এই নীলকণ্ঠের ঔরসে তৎপত্নী জাতুকর্ণীর গর্ভে ভবভূতির জন্ম হয়। ইনি বিদর্ভনগরে বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তির নিমিত্ত শ্রীকণ্ঠ উপাধি প্রাপ্ত হন। কাহারও মতে ইনি ভোজরাজের, অপর কাহারও মতে কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম্মার সভাপণ্ডিত ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দী ইঁহার প্রাদুর্ভাবের কাল বলিয়া কথিত হয়। ইঁহার প্রণীত মালতীমাধব, উত্তর-চরিত, বীরচরিত প্রভৃতি নাট্যগ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

ভবলীলা—সংসারলীলা, সংসারের কার্য্য। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ভবসমুদ্র—সংসাররূপ সাগর [সাগরবৎ দুরুত্তরণীয় বলিয়া সংসারকে সাগর বলা যায়]। রূপক। সং ; পু। [পু।

ভবসাগর—সংসাররূপ সমুদ্র। রূপক। সং ;

ভবসিন্ধু—সংসাররূপ সমুদ্র। রূপক। সং ; পু।

ভবাত্মজ—গণেশ, কার্ত্তিক। ভবের (মহাদেবের) আত্মজ (পুত্র), ৬তৎ। সং ; পু।

ভবাদৃক্—ভবৎসদৃশ, আপনার ন্যায়। ভবৎ (তুমি)—দৃশ (দেখা)+ক্বিপ্ কর্ম্ম—ভবাদৃশ্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

ভবাদৃশ, ভবাদৃক্ষ—ভবৎসদৃশ, আপনার ন্যায়, তোমার মত। ভবৎ (তুমি)—দৃশ (দেখা)+টক্, সক্ কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ভবাদৃশী—ভবাদৃশ দেখ। ভবাদৃশ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ভবানন্দ মজুমদার—ইনি নদীয়া কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ রাজবংশের আদিপুরুষ। আদিশূরের যজ্ঞসম্পাদনার্থ কান্যকুব্জ হইতে আনীত প্রসিদ্ধ ভট্টনারায়ণের বংশে রামচন্দ্রের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন, এবং অল্পবয়সেই সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এক দিন ইনি বয়স্যগণের সহিত নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সৈনিকপূর্ণ একখানি নৌকা তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। ইঁহার সঙ্গীরা ভয়ে পলায়ন করিল, কিন্তু ইনি নির্ভয়ে তথায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন ; এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া নৌকাস্থিত ফৌজদারকে হুগলির পথ দেখাইয়া দিলেন। বালককে বুদ্ধিমান্ ও সাহসী দেখিয়া ফৌজদার ভবানন্দের আত্মীয়গণের অনুমতি লইয়া ইঁহাকে সপ্তগ্রামে লইয়া গেলেন, এবং যত্নপূর্ব্বক পারস্য ভাষা ও রাজকার্য্য শিক্ষা দিলেন। সেই ফৌজদারের অনুগ্রহে ইনি বাঙ্গালার নবাব সরকারে কানুনগোর পদ এবং সম্রাটের নিকট হইতে মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর যশোহরাধিপ প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার নিমিত্ত মানসিংহ সসৈন্যে বাঙ্গালায় আগমন করিলে, সাত দিন ঝড়-বৃষ্টির সময় ভবানন্দ সৈন্যদিগকে আহারাদি প্রদান করিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করেন। যুদ্ধজয়ের পর মানসিংহ ইঁহাকে লইয়া দিল্লী উপস্থিত হন। মানসিংহের চেষ্টায় ইনি দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে বঙ্গদেশে চতুর্দ্দশ পরগণার ফরমান প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন (১৬০৬ খৃঃ)। অনন্তর ইনি মাটীয়ারি নামক গ্রামে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া পরমসুখে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে ইঁহার পুত্র গোপাল রাজপদ প্রাপ্ত হন।

কবিবর ভারতচন্দ্র ভবানন্দকে অমর করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দেবী ভবানীর প্রসাদেই ইঁহার শ্রীবৃদ্ধি।

ভবানী—ভবজায়া, ভগবতী, পার্ব্বতী, দুর্গা। ভব (শিব)+ঈপ্ বা আনী, পত্নী অর্থে। সং ; স্ত্রী।

ভবানী—(রাণী)। নাটোরের সুপ্রসিদ্ধা জমিদার-পত্নী। নাটোররাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন প্রথমতঃ পুঁটিয়ার রাজা দর্পনারায়ণের উকীল স্বরূপে মুর্শিদাবাদে থাকিতেন, সেখানে বুদ্ধিবলে নায়েব কানুনগোর পদ প্রাপ্ত হন এবং নবাব নিজাম মুর্শিদকুলী খাঁর অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া, স্বীয় ভ্রাতা রামজীবনের নামে বিস্তর ভূ-সম্পত্তি গ্রহণ করেন। রাম জীবনের কালিকাপ্রসাদ ও রামকান্ত নামে দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ অল্প বয়সে পরলোক গমন করায় রামকান্ত সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হন। ভবানী রামকান্তের সহ-

পদ্মিনী। ইনি রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতী ছাতিম গ্রামের আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা। ভবানীর মাতার নাম কস্তুরী দেবী। রামকান্ত ১১৫৩ সালে দেহত্যাগ করিলে, ৩২ বৎসরবয়স্কা ভবানী বিষয়াধিকারিণী হইলেন। এই সময় নাটোরের জমিদারীর বাৎসরিক আয় দেড় ক্রোর টাকার উপর ছিল। নবাব সরকারে দেয় ৭০ লক্ষ টাকা বাদে ভবানী অবশিষ্ট টাকা ধর্ম্মকার্য্যে ও সাধারণ হিতার্থে ব্যয় করিতেন। নিজে কঠোর-ব্রতধারিণী সন্ন্যাসিনীর ন্যায় থাকিয়া রাজকার্য্যের পরিচালনা অতি যোগ্যতার সহিত করিতেন। ইঁহার পুণ্যকীর্ত্তি ও দানকার্য্যের সংখ্যা হয় না। ১৭৫৩ খৃঃ ইনি কাশীধামে ভবানীশ্বর নামে এক শিব স্থাপন করেন। কাশীর সুবিখ্যাত দুর্গাবাড়ী ও দুর্গাকুণ্ড ইঁহারই ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। দুর্গাকুণ্ডের কিছুদূরে "কুরুক্ষেত্র তলাও" নামে একটী জলাশয় আছে। এটী ইঁহারই কীর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত সেখানে ইঁহার অনেক কীর্ত্তি আছে। তাঁহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মণ ভোজনাথ ছত্র, ভাস্কর পুষ্কর তীর্থে পুষ্করিণী খনন, পিশাচমোচন পুষ্করিণী খনন, আদি কেশবের ঘাট, মন্দির ও ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ, পঞ্চক্রোশীর রাস্তা প্রস্তুত ও তাহার স্থানে স্থানে ধর্ম্মশালা স্থাপন। রাণী ভবানী অনেক সময়ে বড়নগরে বাস করিতেন। বড় নগর মুর্শিদাবাদের সাদেক বাগের অপর পারে আজিমগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেসনের এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই বড়নগরে ভবানী-প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র বৃহৎ এতগুলি মন্দির আছে যে, তাহাতে এ স্থানকে দ্বিতীয় কাশীধাম বলা যাইতে পারে। যে সময় কাশীতে ভবানীশ্বর মন্দির নির্ম্মিত হয়, সেই সময়ে বড় নগরেও ভবানীশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এইখানে ইনি রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিও স্থাপিত করেন। ইহা ব্যতীত ইনি স্থানে স্থানে অনেক দেবদেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। ভবানীর কন্যা তারার স্থাপিত গোপাল মূর্ত্তিও এইখানে আছে। যশোহর জেলার অন্তর্গত খাজুরা গ্রামবাসী রঘুনন্দন লাহিড়ীর সহিত তারার বিবাহ হইয়াছিল। অল্প বয়সে বিধবা হইয়া তারা মাতার সঙ্গেই থাকিতেন, এবং পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। তারা সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী আছে। কথিত আছে যে, তারার রূপ দর্শনে নবাব সিরাজউদ্দৌলা উন্মত্ত হইয়া উঠেন এবং ইঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য কতকগুলি লোক পাঠান। কিন্তু মণ্ডারাম বাবাজী নামক জনৈক রামোপাসকের বহুসংখ্যক শিষ্য তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এই সংবাদ শুনিয়া নবাব তারা-হরণ-চেষ্টা পরিত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, নবাবের লোকেরা আসিয়া শুনিল যে, তারার বিসূচিকা রোগে মৃত্যু হইয়াছে এবং দেখিল, তারার শবদেহের সৎকার হইতেছে; এইরূপ মিথ্যা সংবাদে এবং কল্পিত দৃশ্যে প্রতারিত হইয়া তাহারা নবাবসকাশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই কিংবদন্তীর সত্যতা সম্বন্ধে অনেকেই আস্থাহীন। রঙ্গপুর জেলাস্থিত প্রসিদ্ধ বাহারবন্দ জমিদারী খানি হেষ্টিংস্ বলপূর্ব্বক ভবানীর অধিকার হইতে গ্রহণ করিয়া কান্তবাবুকে প্রদান করেন। প্রজাগণ নূতন জমিদারকে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করিয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করে, কিন্তু হেষ্টিংসের আজ্ঞায় রঙ্গপুরের কালেক্টার গুডল্যাড (Goodlad) সাহেব সে আন্দোলন নিষ্ফল করিয়া দেন। ভবানী কেবল দেবসেবা বা মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমিদান করিয়াছিলেন। তিনি কবিরাজ ও হাকিম নিযুক্ত করিয়া রোগার্ত্তের সাহায্য করিতেন। এমন কি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের আহারেরও ব্যবস্থা করিতেন। নাটোর ও গয়াধামেও ইঁহার কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে যে, ইনি সর্ব্বপ্রকার পুণ্য ও দান কার্য্যে ৫০ কোটির অধিক টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। বৈষয়িক কার্য্যপরিচালন-শক্তি, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও দানশীলতার জন্য রাণী ভবানী বঙ্গদেশের অহল্যাবাই বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। ভবানীর পুত্রসন্তান জন্মে নাই। মহাসাধক মহারাজ রামকৃষ্ণই তাঁহার দত্তকপুত্র স্বরূপে গৃহীত হন। ইনি ভবানীর জীবিত কালেই লোকান্তরিত হন। ভবানী ৭৯ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বড় নগরে দেহত্যাগ করেন।

ভবানীগুরু—হিমালয়। ভবানীর গুরু (পিতা), ৬তৎ। সং; পু।

ভবানীপতি—মহাদেব। ভবানীর (দুর্গার) পতি, ৬তৎ। সং; পু।

ভবানী বণিক্—ইনি নিত্যানন্দ দাসের সমসাময়িক। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা কালনার নিকটবর্ত্তী সাতগেছে গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জাতিতে গন্ধবণিক্ ছিলেন। ব্যবসায় উপলক্ষে ইনি পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া কলিকাতার নিকটস্থ বরাহনগরে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি একজন স্বভাব-কবি ছিলেন। ইনি যেমন গান রচনা করিতে পারিতেন, তেমনই সুন্দর গাহিতেও পারিতেন। নিতাই দাস ইঁহার তুল্য প্রতিযোগী ছিল। ইঁহাদের প্রায়ই লড়াই বাধিত। লোকে ইঁহাদের লড়াইকে "বাঘে মহিষের লড়াই" বলিত। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রাম বসু প্রথমে ইঁহারই দলে থাকিয়া আপনার ভাবী সৌভাগ্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত সখীসংবাদ ও ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গানগুলি বড়ই মনোহর।

ভবান্—মান্য, পূজ্য; যুষ্মদর্থ, তুমি, আপনি। ভা (দীপ্তি পাওয়া) + ডবতু ক = ভবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভবতী।

ভবায়না—গঙ্গা, ভাগীরথী। ভব (সংসার, পৃথিবী) হইয়াছে অয়ন (আশ্রয়) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

ভবার্ণব—সংসাররূপ সমুদ্র। ভব রূপ যে অর্ণব (সমুদ্র), রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

ভবাব্ধি—সংসাররূপ সাগর। ভব রূপ যে অব্ধি (সমুদ্র), রূপক কর্ম্মধা। সং; পু।

ভবিক—১। মঙ্গল, শুভ। ভব + ঠিক। সং; ক্লী। ২। কুশলী, মঙ্গলজনক। বিণ; ত্রি।

ভবিতব্য—অবশ্যম্ভাবী, যাহা পরে অবশ্য ঘটিবে এরূপ। ভূ (হওয়া) + তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ভবিতব্যতা।

ভবিতব্যতা—অবশ্যম্ভাবিতা; ভাগ্য, অদৃষ্ট। ভবিতব্য দেখ; ভবিতব্য + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

ভবিতা—ভাবী, ভবনশীল, উৎপত্তিশীল। ভূ (হওয়া) + তৃন্ ক = ভবিতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভবিত্রী।

ভবিষ্ণু—ভাবী, ভবনশীল। ভূ (হওয়া) + ইষ্ণু ক। বিণ; ত্রি।

ভবিষ্য, ভবিষ্যৎ—১। ভাবী, যাহা উত্তরকালে হইবে এরূপ। ভূ (হওয়া) + স্যতৃ ক। বিণ; ত্রি। ২। পুরাণবিশেষ। সং; ক্লী।

ভবিষ্যদ্বাণী—উত্তরকালে যাহা হইবে তাহাই অগ্রে কথন (Prophecy)। সং; স্ত্রী।

ভবিষ্যসূচনা—ভাবি-বিষয় জ্ঞাপন, যাহা পরে হইবে পূর্ব্বে তাহার প্রস্তাব। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভব্য—১। সত্য; শুভ; সুখ; অস্থি; চাল্‌তা ফল। ভূ (হওয়া) + য ক। সং; ক্লী। ২। শুভঙ্কর; শুভযুক্ত; শান্ত; সাধু; রম্য; সমীচীন; ভাবী; যোগ্য। বিণ; ত্রি।

ভষ, ভষক—কুকুর। ভষ (শব্দ করা) + অন্, ণক ক। সং; পু।

ভষণ—কুকুরের ডাক। ভষ (ঘেউ ঘেউ শব্দ করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ভসল—অলি, ভ্রমর। সং; পু।

ভসিত—ভস্ম, ছাই। ভস (দীপ্তি পাওয়া) + ক্ত ক। সং; ক্লী।

ভস্ত্রা, ভস্ত্রকা, ভস্ত্রিকা, ভস্ত্রী—চর্ম্মপ্রসেবিকা ; বায়ুপরিচালনযন্ত্রবিশেষ, কর্ম্মকারাদির জাঁতা ; চর্ম্মস্থালী, মসক ; ভিস্তী। সং ; স্ত্রী।

ভস্ম—ছাই। ভস (দীপ্তি পাওয়া)+মন্ ক=ভস্মন্, ১মার ১বচন। সং ; ক্লী।

ভস্মক—রোগবিশেষ, ভস্মকীট ; স্বর্ণ ; রৌপ্য। ভস্মন্ শব্দ (ছাই)—কৃ (করা)+ড ক। সং ; ক্লী।

ভস্মসাৎ—সম্যক্ ভস্মীভূত, একেবারে ছাই হইয়া যাওয়া। ভস্মন্ শব্দ (ছাই)+চসাৎ। ব্য। [বিণ ; ত্রি।

ভস্মাচ্ছন্ন—ভস্মাবৃত, ছাই দিয়া ঢাকা। ৩তৎ।

ভস্মাচ্ছাদিত—ভস্ম দ্বারা সমাবৃত, ছাই ঢাকা। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ভস্মাবশেষ—ভস্ম হইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে ; ছাই রূপে পরিণতি। ৬তৎ। সং ; পু।

ভস্মীভূত—যাহা একেবারে ছাই হইয়া গিয়াছে এরূপ। ভস্মন্ (ছাই)+চি অভূততদ্ভাবার্থে=ভস্মী, তদুত্তরে ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভস্মীভূতা।

ভা—দীপ্তি, আলোক ; কিরণ। ভাস (দীপ্তি পাওয়া)+ড ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ভাঃ—(ভাস্) ১। দীপ্তি, প্রভা ; কিরণ। ভাস (দীপ্তি পাওয়া)+ক্বিপ্ ভা=ভাস্, ১মার ১বচন। সং ; স্ত্রী। ২। সূর্য্য। সং ; পু।

ভাক্—(ভাজ্)। ভাগী। ভজ+বিন্ ক। বিণ ; ত্রি [ইহা প্রায় অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইয়া প্রযুক্ত হয় ; যথা—পাপভাক্, ধনভাক্, ইত্যাদি]।

ভাক্ত—১। ঔপচারিক, গৌণীবৃত্তিবোধিত ; লাক্ষণিক ; পারিভাষিক। ভক্তি+ষ্ণ। ২। ওদনসম্বন্ধীয়, অন্নসংক্রান্ত। ভক্ত (ভাত) +ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

ভাক্তিক—ভক্তপালিত, অন্ন দিয়া প্রতিপালিত। ভক্ত শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

ভাগ—১। বিভাজন। ভজ (ভাগ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। অংশ ; রাশির ত্রিশ ভাগের এক ভাগ ; প্রদেশ ; ভাগ্য। ভজ+ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু।

ভাগধেয়—১। রাজস্ব ; অংশ, ভাগ। ভাগ—ধা (ধারণ করা)+য র্ম্ম। সং ; পু ও ক্লী। ২। দায়াদ, জ্ঞাতি। ভাগ শব্দ—ধা+য অপা। বিণ। ত্রি। ৩। অদৃষ্ট, ভাগ্য। ভাগ শব্দ+ধেয় স্বার্থে। সং ; ক্লী।

ভাগবত—১। অষ্টাদশপুরাণান্তর্গত পুরাণবিশেষ। সং ; ক্লী। ২। ভগবদ্ভক্ত। ভগবৎ +ষ্ণ। বিণ ; ত্রি।

ভাগহর—অংশগ্রাহী। ভাগ (অংশ)—হৃ (হরণ করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

ভাগহার—অংশগ্রহণ ; কোন নির্দ্দিষ্ট রাশিকে অন্য রাশি দ্বারা ভাগ করিবার প্রণালী। ভাগ—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

ভাগিনী—১। অংশিনী। ভাগ+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। গ্রহণকারিণী। ভজ+ঘিণুন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ভাগী।

ভাগিনেয়—ভগিনীর পুত্র। ভগিনী+ঢেয় অপত্যার্থে। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভাগিনেয়ী।

ভাগিনেয়ী—ভগিনীর কন্যা। ভাগিনেয়+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ভাগী—১। অংশী, অংশগ্রাহী। ভাগ+ইন্ অস্ত্যর্থে=ভাগিন্, ১মার ১বচন। ২। গ্রহণকারী। ভজ+ঘিণুন্ ক=ভাগিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভাগিনী।

ভাগীরথী—গঙ্গা, জাহ্নবী। ভগীরথ+ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। মহারাজ ভগীরথ কর্ত্তৃক মর্ত্ত্যলোকে আনীত হওয়ায় গঙ্গার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে [গঙ্গা দেখ]। সং ; স্ত্রী। [ইহা রামপুরের কিছু উপর হইতে গঙ্গার শাখানদী রূপে বহির্গত হইয়া হুগলী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার অপর নাম হুগলী নদী। ভাগীরথী হইতে ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী, অজয়, বরাকর, দামোদর, রূপনারায়ণ, কংসাবতী বা কাঁসাই প্রভৃতি নদ ও নদী সকল বহির্গত হইয়াছে]।

ভাগীরথীপ্রবাহ—ভাগীরথীর স্রোতঃ। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

ভাগীরথীস্রোতঃ—ভাগীরথীর জলপ্রবাহ। ৬তৎ।

ভাগুরি—ব্যাকরণপ্রণেতা জনৈক মুনি। পু।

ভাগ্য—১। অদৃষ্ট, নিয়তি, কপাল। ভজ (ভাগ করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। সং ; ক্লী। ২। ভাগবিশিষ্ট। ভাগ+ষ্য। বিণ ; ত্রি।

ভাগ্যক্রমে—ভাগ্যবশতঃ, কপালক্রমে। বহ। ক্রি-বিণ।

ভাগ্যগণনা—অদৃষ্ট গণনা, অদৃষ্টে কি আছে তাহা গণনা করা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ভাগ্যগুণ—অদৃষ্টের উৎকর্ষ, শুভাদৃষ্ট। ৬তৎ। সং ; পু।

ভাগ্যজননী—অদৃষ্ট-জননকারিণী, ভাগ্য-উৎপাদয়িত্রী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ভাগ্যদেবতা—অদৃষ্টের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ভাগ্যাধিপতি দেবতা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ভাগ্যপরিবর্ত্তন—ভাগ্যবিপর্য্যয়, অদৃষ্ট বদল হওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ভাগ্যপুরুষ—অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা পুরুষ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ভাগ্যফল—অদৃষ্টের ফল, অদৃষ্টজাত সুখ দুঃখ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ভাগ্যবতী—সৌভাগ্যশালিনী। ভাগ্য শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ভাগ্যবান্।

ভাগ্যবন্ত—ভাগ্যবান্। ভাগ্য শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে =ভাগ্যবৎ শব্দের রূপ। বিণ ; ত্রি।

ভাগ্যবান্—সৌভাগ্যশালী, শুভাদৃষ্টবান্। ভাগ্য শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে=ভাগ্যবৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভাগ্যবতী।

ভাগ্যবিপর্য্যয়—দশার বৈপরীত্য, অবস্থার পরিবর্ত্তন, দুর্দ্দশা। ৬তৎ। সং ; পু।

ভাগ্যহীন—হতভাগ্য, দুর্ভাগ্য, মন্দ ভাগ্যবিশিষ্ট। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ভাগ্যহীনতা, ভাগ্যহীনত্ব—ভাগ্যহীন দেখ। ভাগ্যহীন+তা, ত্ব ভাবে। সং ; স্ত্রী ও ক্লী।

ভাগ্যোদয়—শুভাদৃষ্টের আবির্ভাব, সৌভাগ্য সঞ্চার। ৬তৎ। সং ; পু।

ভাঙড়—মাদকসেবী, সিদ্ধিখোর। দেশজ।

ভাজক—যদ্দ্বারা ভাগ দেওয়া যায়, অংশকারক। ভাজ (পৃথক্ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভাজিকা।

ভাজন—আধার ; পাত্র। ভাজ (পৃথক্ করা) +অনট্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

ভাজিত—বিভক্ত, যাহাকে ভাগ করা হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত ভজ বা ভাজি (ভাগ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ভাজী—ভৃষ্টব্যঞ্জনবিশেষ, ভাজা। ভাজ (পৃথক্ করা)+অণ্ র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ভাজ্য—ভাগার্হ, বিভাজ্য ; যাহাকে ভাগ করিতে হইবে এরূপ (Dividend)। ভাজ (পৃথক্ করা)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ভাট—স্তুতিপাঠক জাতিবিশেষ ; ইহারা সভায় রাজা বা ধনীদিগের স্তুতিপাঠ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ভট্ট শব্দের অপভ্রষ্ট।

ভাটক—ভাড়া। ভট+ণক ক। সং ; পু।

ভাণ—রূপকবিশেষ ; অপ্রকৃতভাব, ছল, কপট ; জ্ঞান। ভণ (শব্দ করা)+ঘঞ্। সং ; পু।

ভাণিকা—হাস্যরসপ্রধান নাটক, ইহার এক অঙ্কে সমাপ্তি হয়। ভাণ+কণ্ অল্পার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ভাণ্ড—১। ধন ; মূলধন। ভন্দ+অন্ ক, তদুত্তরে ষ্ণ। ২। পাত্র, ভাঁড় ; বাদ্যযন্ত্র। ভণ (শব্দ করা)+ড ক, তদুত্তরে ষ্ণ। ৩। ভূষা ; অশ্বসজ্জা। সং ; ক্লী।

ভাণ্ডপুট—ক্ষৌরকার, নাপিত। ভাণ্ড—পুট (ঘর্ষণ করা, লগ্ন হওয়া)+অন্ ক। সং ; পু।

ভাণ্ডাগার—ধনাগার, ভাঁড়ার। ৬তৎ। ক্লী।

ভাণ্ডার—ধনাগার, ভাঁড়ার। ভাণ্ড (ধন)—ঋ (গমন করা)+ঘঞ্ অধি। সং ; ক্লী।

ভাণ্ডারী—ধনরক্ষক, ভাঁড়ারী। ভাণ্ডার+ইন্ অস্ত্যর্থে=ভাণ্ডারিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

ভাণ্ডি—নাপিতের ভাঁড়। ভণ্ড শব্দ (মাঙ্গলিক) +ঝি ইদমর্থে। সং ; পু।

ভাণ্ডিবাহ—ক্ষৌরকার, নাপিত। ভাণ্ডি শব্দ—বহ (বহন করা)+ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

ভাণ্ডীর—বটবৃক্ষ ; ভাঁট গাছ। ভাণ্ড—ঈর (প্রেরণ করা)+ক ক। সং ; পু।

ভাত—১। দীপ্তিমান্, দীপ্ত। ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। প্রভাত। সং ; পু।

ভাতি—দীপ্তি, প্রভা ; কিরণ। ভা+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে ভাত।

ভাদ্র—মাসবিশেষ, বাঙ্গালা বৎসরের পঞ্চম মাস। ভদ্রা+ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্—ভাদ্রী, তদ্ভুত্তরে ষ্ণ। সং ; পু।

ভাদ্রপদ—ভাদ্রমাস। সং ; পু।

ভাদ্রপদা—পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র। সং ; স্ত্রী।

ভাদ্রবধূ—অনুজপত্নী, কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী। দেশজ। সং ; স্ত্রী।

ভান—প্রকাশ ; দীপ্তি ; শোভা। ভা (দীপ্তি পাওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

ভানু—সূর্য্য ; কিরণ ; রাজা ; প্রভু ; গন্ধর্ব্ববিশেষ। ভা (দীপ্তি পাওয়া)+নু ক। পু।

ভানুমতী—১। দীপ্তিমতী ; কান্তিমতী। ভানু +মতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ভানুমান্। ২। বিক্রমাদিত্যের মহিষী। ৩। দুর্য্যোধনের পত্নী, ইঁহার গর্ভে দুর্য্যোধনের লক্ষ্মণ নামে এক পুত্র ও লক্ষ্মণা নামে এক কন্যা জন্মে। ৪। ভানু নামক যাদবের কন্যা। নিকুম্ভ দৈত্য ইঁহাকে হরণ করে। কৃষ্ণ নিকুম্ভকে বধ করিয়া ইঁহাকে উদ্ধার করেন, এবং পরে পঞ্চম পাণ্ডব সহদেবের সহিত ইঁহার বিবাহ দেন।

ভানুমৎ—ভানুমান্ দেখ।

ভানুমান্—১। সূর্য্য। ভানু শব্দ (কিরণ)+মতু অস্ত্যর্থে—ভানুমৎ, ১মার ১বচন। সং ; পু। ২। দীপ্তিমান্ ; কান্তিবিশিষ্ট। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভানুমতী।

ভানুবার—রবিবার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ভাম—কোপ, ক্রোধ ; দীপ্তি। ভাম (ক্রোধ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

ভামক—ভগ্নীপতি। সং ; পু।

ভামা—কোপনা স্ত্রী ; সত্যভামা, কৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী। ভাম (ক্রোধ করা)+অন্ ক। স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ভামিনী—নারী ; অতি কোপনা স্ত্রী। ভাম শব্দ (কোপ)+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ভার—১। রাশি, সমূহ। ভৃ+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। গুরুত্ব ; বোঝা। ভৃ (ধারণ করা)+ঘঞ্ ভা। ৩। পরিমাণবিশেষ ; বাঁক। ভৃ+ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

ভারকেন্দ্র, ভারমধ্যবিন্দু—বস্তুর যে বিন্দুতে ভারের সমতা হয় (Centre of Gravity)।

ভারক্লান্ত—ভার বহন হেতু পরিশ্রান্ত, ভার হেতু অবসন্ন। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ভারগ্রস্ত—ভারাক্রান্ত, ভারযুক্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ভারত—১। ভরতবংশজাত। ভরত+ষ্ণ অপত্যার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। ভারতবর্ষ ; ভরতসূত্র ; মহাভারত গ্রন্থ। ভরত (রাজবিশেষ)+ষ্ণ ইদমর্থে। সং ; ক্লী। ৩। নট ; অগ্নি। সং ; পু।

ভারতগৌরব—ভারতবর্ষের গৌরববর্দ্ধক, ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী। ভারতের গৌরব হয় যদ্দ্বারা, বহু। বিণ ; ত্রি।

ভারতচন্দ্র রায়—বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে ১৬৩৪ শকে ইঁহার জন্ম হয়। কোন কারণে বর্দ্ধমানাধিপতি ইঁহার পৈতৃক ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায় ইঁহার পারিবারিক অবস্থার অসচ্ছলতা ঘটে। এইরূপ নানাপ্রকার অসুবিধায় গৃহে বিদ্যাভ্যাসের সুবিধা না দেখিয়া বিদ্যাকাঙ্ক্ষী ভারতচন্দ্র একাদশ বর্ষ বয়সে পলায়নপূর্ব্বক মাতুলালয়ে গমন করিয়া বিদ্যার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন, এবং অসাধারণ মেধা ও প্রতিভাবলে অল্পকাল মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর স্বেচ্ছায় বিবাহ করায় ইঁহার ভ্রাতারা ইঁহার উপর নিতান্ত বিরক্ত হন। ভারত পুনর্ব্বার পলায়ন করিয়া হুগলীর নিকটবর্ত্তী দেবানন্দপুরে মুন্সী বাবুদিগের বাটীতে অবস্থান করিয়া পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত ইঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। দিবসে একবার মাত্র রন্ধন করিয়া দুইবেলা আহার করিতেন। সময়ে সময়ে ব্যঞ্জনের মধ্যে দগ্ধ বার্ত্তাকু ভিন্ন অন্য কিছুই ঘটিয়া উঠিত না। এই সময়ে ইনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করিয়া তাহা মুন্সী বাবুদের বাটীতে পাঠ করিতেন।

বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে ভারতচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ইঁহার আত্মীয় স্বজনেরা ইঁহার বিদ্যার পরিচয় পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অতঃপর পৈতৃক সম্পত্তির পুনরুদ্ধার জন্য ইনি বর্দ্ধমান রাজধানীতে প্রেরিত হন। রাজদরবারে ইনি প্রথমে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ; কিন্তু নিয়মিতরূপে রাজস্ব প্রদান করিতে না পারায়, রাজসরকার পুনরায় বিষয় খাস করিয়া লন। ভারত তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করায় দুষ্টলোকের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হন। অতঃপর ইনি পলায়নপূর্ব্বক কটকে মার্হাট্টাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তথায় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া ভাগবতাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, পরে সন্ন্যাসীর বেশে বৈষ্ণবদিগের সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এই বেশে কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলে ইঁহার আত্মীয় স্বজন বহু চেষ্টায় ইঁহাকে গৃহাশ্রমে পুনরানয়ন করেন।

কিছুদিন পরে ভারতচন্দ্র ফরাসডাঙ্গায় দেওয়ান ইন্দ্রচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতিপালিত হইবার প্রার্থনা করেন। চৌধুরী মহাশয় ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়াই ইঁহার যথেষ্ট সমাদর করেন। এই সময়ে নদীয়ার বিখ্যাত বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিতপ্রতিপালক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কোন কারণে চৌধুরী মহাশয়ের নিকট আগমন করেন, এবং তৎকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভারতচন্দ্রকে কৃষ্ণনগরে লইয়া গিয়া মাসিক ৪০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। ইনি কবিতা লিখিয়া রাজসভায় পাঠ করিতেন। অতঃপর রাজার আদেশে ভারতচন্দ্র "অন্নদা মঙ্গল" রচনা করেন, এবং বর্দ্ধমানরাজের প্রতি বিরাগ হেতু সুকৌশলে তাহার সহিত "বিদ্যাসুন্দর" যোজনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে "রায়গুণাকর" উপাধি এবং মূলাজোড়ে নিষ্করভূমি প্রদান করেন। গুণাকর সপরিবারে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ১৬৮২ শকে অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে ভারতচন্দ্র বহুমূত্ররোগে কালগ্রাসে পতিত হন।

পদলালিত্যে, শব্দযোজনায়, এবং সরল ভাষার অবতারণায় ভারতচন্দ্র অদ্বিতীয়। ইনিই বঙ্গভাষায় বিবিধ ছন্দঃ প্রথমে প্রচার করেন। [সং ; স্ত্রী।

ভারতমাতা—ভারতবর্ষরূপা জননী। রূপক।

ভারতরত্ন—ভারতবর্ষের মণিস্বরূপ, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ লোক। ৬তৎ। সং ; পু।

ভারতবর্ষ—এশিয়ার অন্তর্গত একটী দেশ। আর্য্যমতে সমগ্র পৃথিবী সপ্তদ্বীপে বিভক্ত, যথা—জম্বু, প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর, ও শাল্মলী ; এক একটী দ্বীপ আবার কতিপয় অংশে বিভক্ত ; ঐ সকল অংশকে বর্ষ বলে। জম্বু দ্বীপের অন্তর্গত যে বর্ষে চন্দ্রবংশীয় ভরতনামক রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ভারত নামক যে বর্ষ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু ও ক্লী।

ভারতবর্ষীয়—ভারতবর্ষজাত, ভারতে উৎপন্ন ;

ভারতবাসী। ভারতবর্ষ শব্দ+ঈয় ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

ভারতবাসী—ভারতবর্ষে বাসকারী, ভারতবর্ষের অধিবাসী। ভারত শব্দ—বস (বাস করা) +ণিন্ ক=ভারতবাসিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভারতবাসিনী।

ভারতী—বৃত্তিবিশেষ ; সরস্বতী ; বাক্য ; ভারুই পাখী। ভারত+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ভারদ্বাজ—১। ভরদ্বাজ মুনি ; অগস্ত্য ঋষি ; মঙ্গলগ্রহ ; দ্রোণাচার্য্য ; ভারুই পাখী। ভরদ্বাজ+ষ্ণ। সং ; পু। ২। ভরদ্বাজবংশীয়। বিণ ; ত্রি।

ভারমধ্য—বস্তুর যে স্থলে ভারের সমতা হয় (Centre of Gravity)।

ভারযষ্টি—ভারবহন দণ্ড, বাঁক। ভারবহনের নিমিত্ত যষ্টি, ৪তৎ। সং ; স্ত্রী।

ভারবাহ, ভারবাহক—ভারবহনকারী, ভারী। ভার—বহ (বহন করা)+ষণ্, ণক ক। বিণ ; ত্রি।

ভারবাহী—ভারবহনকারী, ভারী। ভার শব্দ—বহ (বহন করা)+ণিন্ ক=ভারবাহিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভারবাহিনী।

ভারবি—সুপ্রসিদ্ধ কিরাতার্জ্জুনীয় গ্রন্থপ্রণেতা বিখ্যাত কবি। ইনি খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিমালয়ের নিকট কোন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। সং ; পু।

ভারসহ—ভারসহনক্ষম ; ভারের বলে যাহা ছিঁড়িয়া পড়ে না এরূপ। ভার—সহ (সহা) +অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

ভারহর—ভারবাহক। ভার শব্দ—হৃ (হরণ করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

ভারহীন—ভারশূন্য, গুরুত্বশূন্য। ৩তৎ। বিণ ;

ভারাক্রান্ত—ভার দ্বারা প্রপীড়িত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [সং ; ক্লী।

ভারার্পণ—ভার প্রদান, ভার দেওয়া। ৬তৎ।

ভারি—১। সিংহ। ভৃ (ভয় দেখান)+ই ক। সং ; পু। ২। গুরুত্ববিশিষ্ট। দেশজ।

ভারিক—ভারবাহক, ভারী ; ভারযুক্ত। ভার+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

ভারী—ভারবাহক ; ভারবিশিষ্ট। ভা +ইন্ অস্ত্যর্থে=ভারিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

ভার্গব—শুক্রাচার্য্য ; পরশুরাম ; ধনুর্দ্ধারী ; হস্তী ; দেশবিশেষ। ভৃগু+ষ্ণ। সং ; পু।

ভার্গবী—পার্ব্বতী ; শ্রী, লক্ষ্মী ; দূর্ব্বা ; শ্বেত দূর্ব্বা। ভার্গব+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী

ভার্জ্জিত—যাহা ভাজা হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত ভৃজ+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ভার্য্যা—বিবাহিতা স্ত্রী, জায়া। ভৃ (ভরণ করা) +ক্যপ্ কর্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, নিপাতনে। সং ; স্ত্রী।

ভার্য্যাট—যে পুরুষ স্বীয় পত্নীকে পরপুরুষের নিকট গমন করিবার অনুমতি দেয়, ভেড়ুয়া। ভার্য্যা—অট (গমন করা)+অন্ ক। সং ; পু। [দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

ভার্য্যাপতি—দম্পতি, স্ত্রীপুরুষ। ভার্য্যা ও পতি,

ভার্য্যোঢ়—কৃতদার, বিবাহিত। উঢ়া (বিবাহিতা) হইয়াছে ভার্য্যা যৎকর্ত্তৃক, বহু। পু।

ভাল—১। ললাট, কপাল ; দীপ্তি, তেজ। ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ল ক। সং ; পু ও ক্লী। ২। উত্তম। বিণ ; দেশজ।

ভালমন্দ—উত্তম ও অধম ; শুভ ও অশুভ। দ্বন্দ্ব। দেশজ।

ভালবাসা—প্রণয়, সৌহার্দ্দ। দেশজ।

ভালুক, ভাল্লুক—ভাল্লুক দেখ।

ভাল্লুক, ভাল্লূক—ভালুক। ভল্লুক বা ভল্লূক +ষ্ণ স্বার্থে। সং ; পু।

ভাব—১। সত্তা ; উৎপত্তি ; স্থিতি ; অভিপ্রায় ; সম্ভাবনা ; বিভূতি, স্বভাব ; চেষ্টা ; কাম ; অনুরাগ ; ক্রিয়া ; মর্ম্ম, তাৎপর্য্য ; অঙ্গভঙ্গী ; বিলাস ; ভক্তি ; মনোবিকারবিশেষ, রত্যাদি, নির্ব্বেদাদি। ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ ভা। ২। চিত্ত ; বুধ ; বোদ্ধা ; পদার্থ জীব ; আত্মা। ভূ+ঘঞ্ ক। ৩ (নাট্যোক্তিতে) পূজ্য, মান্য। ভূ+ণ ক সং ; পু।

ভাবক—চিন্তাকারী ; উৎপাদক। ণিজন্ত ভূ বা ভাবি (হওয়ান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

ভাবকূপ—চিন্তারূপ কূপ। রূপক। সং ; পু।

ভাবগতিক—ভাবভঙ্গী, মনোভাব ও চেষ্টা, আকারেঙ্গিত। দেশজ।

ভাবগর্ভ—ভাবপূর্ণ, তাৎপর্য্যপূর্ণ। ভাব আছে গর্ভে (অভ্যন্তরে) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ভাবগ্রাহী—তাৎপর্য্যগ্রহণকারী, অভিপ্রায়-বোদ্ধা ; অনুরাগগ্রহণকারী। ভাব শব্দ—গ্রহ (লওয়া)+ণিন্ ক=ভাবগ্রাহিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভাবগ্রাহিণী।

ভাবচক্ষে—ভাবপূর্ণ দৃষ্টিতে, অনুরাগযুক্ত নেত্রে। ভাব পূর্ণ যে চক্ষুঃ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, তদ্দ্বারা। ক্রি-বিণ [ব্যাকরণানুসারে পদটী অশুদ্ধ]।

ভাবতরঙ্গ—চিন্তারূপ তরঙ্গ, ঢেউ তুল্য মানসিক অবস্থাবিশেষ। রূপক। সং ; পু।

ভাবন, ভাবনা—চারিপ্রকার সংস্কার ; অনুধ্যান ; চিন্তা ; ধ্যান ; পর্য্যালোচনা ; মিশ্রণ ; অধিবাসন ; ঔষধ সংস্কারবিশেষ, ভাবান। ণিজন্ত ভূ বা ভাবি (চিন্তা করা, মিশ্রিত করা ইত্যাদি)+অনট্ ভা ; ২য় পক্ষে অন ভা ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে ভাবিত।

ভাবভঙ্গী—অভিপ্রায় ও চেষ্টা, ভাবগতিক। দ্বন্দ্ব। সং ; স্ত্রী।

ভাবমিশ্র—পণ্ডিতপ্রধান। আনুমানিক তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মদ্রদেশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম লটকন মিশ্র। ভাবমিশ্র ভাবপ্রকাশ নামক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

ভাবলহরী—ভাবরূপ তরঙ্গ, চিন্তারূপ ঢেউ। রূপক। সং ; স্ত্রী।

ভাবব্যক্তি—ভাবপ্রকাশ, তাৎপর্য্য কথন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ভাবসঙ্কয়—ভাবসংগ্রহ, তাৎপর্য্য অবধারণ। ৬তৎ। সং ; পু।

ভাবসাগর—ভাবরূপ সমুদ্র, চিন্তারূপ সমুদ্র। রূপক। সং ; পু। [ত্রি।

ভাবহীন—ভাবশূন্য, তাৎপর্য্যহীন। ৩তৎ। বিণ ;

ভাবাত্মক—ভাবপূর্ণ, তাৎপর্য্যপূর্ণ। বহু। বিণ ; ত্রি। [সং ; ক্লী।

ভাবান্তর—ভিন্নভাব, বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি। নিত্য।

ভাবার্থ—তাৎপর্য্য, অভিপ্রায়। ৬তৎ। পু।

ভাবাবেশ—ভাবের আবির্ভাব, অনুরাগাদির উদ্রেক। ৬তৎ। সং ; পু।

ভাবিক—১। ভাবযুক্ত ; উদ্দীপক ; ভবিষ্যৎ-কালীন। ভাব+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। ২। অলঙ্কারবিশেষ। সং ; ক্লী।

ভাবিত—চিন্তিত ; প্রাপ্ত ; মিশ্রিত ; প্লাপিত ; আর্দ্রীকৃত ; বাসিত ; অঙ্গীকৃত ; সংস্কৃত। ণিজন্ত ভূ বা ভাবি (চিন্তা করা, মিশ্রিত করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ভাবন, ভাবনা।

ভাবিনী—১। কামিনী ; নারী। ভাব+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। ভবিতব্যা, ভবিষ্যা। ভূ+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ভাবী।

ভাবী—ভবিতব্য, ভবিষ্য ; আগামী। ভূ (হওয়া) +ণিন্ ক=ভাবিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভাবিনী।

ভাবুক—ভাবনাশীল, চিন্তাশীল ; ভাবগ্রাহী, ভাববোদ্ধা। ভূ (চিন্তা করা)+উক ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ভাবুকতা। স্ত্রীলিঙ্গে ভাবুকা।

ভাবোচ্ছ্বাস—ভাববিকাশ, ভাবের স্ফূর্তি। ৬তৎ। সং ; পু।

ভাবোদয়—ভাবের আবির্ভাব, অনুরাগাদির সঞ্চার। ৬তৎ। সং ; পু।

ভাব্য—অবশ্য ভবিতব্য, অবশ্যম্ভাবী ; সাধ্য। ভূ (হওয়া)+ঘ্যণ্ কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

ভাষণ—কথন, উক্তি, বলা। ভাষ (কথা বলা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে ভাষিত।

ভাষা—১। অর্থযুক্ত কথন। ভাষ (কথা বলা) +অ ভা। ২। অর্থ ; শব্দ [যে সকল শব্দ দ্বারা মনের ভাব প্রকাশিত হয়, তৎসমুদায়কে ভাষা কহে। স্ফুট ও অস্ফুট ভেদে ভাষা

*দুই প্রকার; মনুষ্যের ভাষা স্ফুট ও ইতর প্রাণীর ভাষা অস্ফুট। স্ফুট ভাষা আবার সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী প্রভৃতি নানা-*প্রকার। সংস্কৃতশাস্ত্রে ১৮ প্রকার ভাষার উল্লেখ দেখা যায়; যথা—সংস্কৃত, প্রাকৃত, উদীচী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, শকা-তীরী, শ্রবন্তী, দ্রাবিড়ী, ঔৎকলী, পাশ্চাত্য, প্রাচ্য, বাহ্লিক, আবন্তিক, দাক্ষিণাত্য, পৈশাচী, আবন্তী, শৌরসেনী]; সরস্বতী। ভাষ+অ র্ম্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

ভাষাঙ্গ—যে ক্রিয়া সিদ্ধাংশ ধাতু এবং বর্ণ সং-যোগে কণ্ঠে ভাষিত হয়। সং; পু।

ভাষাতত্ত্ব—ভাষার স্বরূপ, ভাষার প্রকৃতি, ভাষা-বিষয়ক রহস্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভাষাতীত—বচনাতীত, যাহা ভাষা দ্বারা প্রকা-শিত হয় না এরূপ। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

ভাষান্তরিত—এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনূদিত। অন্য ভাষা ভাষান্তর, নিত্য ভাষান্তর+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

ভাষিত—১। কথিত, উক্ত। ভাষ+ক্ত র্ম্ম বিণ; ত্রি। ২। উক্তি, বচন, বাক্য। ভাষ (কথা বলা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ভাষী—(ভাষিন্)। বক্তা, কথক। ভাষ (বলা) +ণিন্ ক। বিণ; পু।

ভাষ্য—১। কথনীয়, কথ্য। ভাষ (কথা বলা +ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। চূর্ণি; সূত্র ব্যাখ্যান গ্রন্থ। সং; ক্লী।

ভাষ্যকার—ভাষ্যলেখক, টীকাকার। ভাষ্যে কার (কারক), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ভাস—কুক্কুট; পক্ষিবিশেষ; গৃধ্র; দীপ্তি ভাস (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক। সং; পু

ভাসন্ত—১। রমণীয়, সুন্দর। ভাষ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। ভাস পক্ষী; সূর্য্য; চন্দ্র। সং; পু।

ভাসমান—দীপ্তিমান্; শোভমান; জলে সন্তর কারী, জলের উপর ভাসিতেছে এরূপ। ভাস (দীপ্তি পাওয়া)+শান ক। বিণ; ত্রি স্ত্রীলিঙ্গে ভাসমানা।

ভাসী—ভাস দেখ। ভাস (দীপ্তি পাওয়া)+ ণিন্ ক=ভাসিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু স্ত্রীলিঙ্গে ভাসিনী।

ভাস্বর—১। দীপ্তিশালী; প্রভাযুক্ত। ভাস (দীপ্তি পাওয়া)+ঘুর ক। বিণ; ত্রি ২। স্ফটিক; বীরপুরুষ। সং; পু। ৩ পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা । দেশজ।

ভাস্কর—সূর্য্য; অগ্নি; জনৈক পণ্ডিত, ভাস্করা চার্য্য [ভাস্করাচার্য্য দেখ]; বীর; প্রস্তরা দিতে প্রতিমূর্ত্তি অক্ষর প্রভৃতির ক্ষোদক ভাঃ দেখ; ভাস (দীপ্তি)—কৃ (করা)+ ট ক। সং; পু।

ভাস্কর পণ্ডিত—নাগপুরের মাহারাট্টা রাজা রঘুজী *ভোঁসলার দেওয়ান। ইনি বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে রামগড়ের পথে* আসিয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, এবং নবাবকে পরাস্ত করিয়া প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য জগৎ-শেঠের ভবন লুণ্ঠনপূর্ব্বক আড়াই কোটি টাকা প্রাপ্ত হন। আলিবর্দ্দি খাঁ অনন্যো-পায় হইয়া দিল্লীশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, মহম্মদ শাহ পেশওয়া বালাজী বাজী রাওকে বঙ্গদেশ রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। পেশওয়ার কথায় সেবার ভাস্কর পণ্ডিত বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন (১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ)। অতঃপর পেশওয়ার সহিত রঘুজীর গোল-যোগ নিষ্পত্তি হইয়া গেলেই ভাস্কর পণ্ডিত প্রভুকে লইয়া সসৈন্যে পুনরায় বাঙ্গালা আক্রমণ করিলেন, এবং অসহায় গ্রাম ও নগর সমূহ লুণ্ঠন করিয়া দেশে অকথ্য অত্যা-চার করিতে লাগিলেন। মাহারাট্টাদিগের উপ-দ্রবে অনেক স্থান মহাশ্মশানে পরিণত হইল, —অনেক লোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া দেশান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল। এই নিদারুণ উপদ্রবই বর্গির হাঙ্গামা নামে প্রসিদ্ধ। আলিবর্দ্দি খাঁ যুদ্ধে ভাস্করপণ্ডিতকে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া শেষে কৌশল অবলম্বন করিলেন,—গুপ্ত ঘাতক নিযুক্ত করিয়া ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণ বিনষ্ট করাইলেন। রঘুজী ইহাতে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া দেশ উচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। অগত্যা নবাব তাঁহাকে উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া এবং চৌথের পরিবর্ত্তে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়া পরিত্রাণ পাইলেন (১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ)।

ভাস্করাচার্য্য—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্ব্বিৎ। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বীজ্জল-বীড় গ্রামে অনুমান ১০৩৬ শকে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম মহেশ দৈবজ্ঞ। ইনি গণিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনেক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত বিবিধ গণিত গ্রন্থ ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার পুস্তক অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়; তন্মধ্যে "সিদ্ধান্ত শিরো-মণি" নামক গ্রন্থই সর্ব্বপ্রধান। ইনি ষট্-ত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক কতিপয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে লীলাবতী নামে পাটীগণিত, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বীজগণিত, এবং অন্যান্য অধ্যায়ে জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রকটিত হই-য়াছে। কথিত আছে যে, ইঁহার কন্যা লীলাবতীর নামে পাটীগণিত বিরচিত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, লীলাবতী স্বয়ংই ঐ অংশের রচয়িত্রী। ভাস্কর পৃথিবীর আহ্নিক-গতি স্বীকার করেন নাই। গোলা-ধ্যায় নামক গ্রন্থ ভাস্করাচার্য্যের রচনা। এই গ্রন্থে পৃথিবীর গোলত্ব এবং মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি সূচিত হইয়াছে।

ভাস্করানন্দ—(স্বামী)। কানপুর জেলার অন্তর্গত মৈথিলীপুর গ্রামে ১৮৩৩ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে ইঁহার নাম ছিল মতিরাম। ৮ বৎসর বয়সে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিয়া ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি পাণিনি ব্যাকরণ সমাপ্ত করেন। পরে সংসার ত্যাগ করিয়া তীর্থ পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হন, এবং উজ্জ-য়িনী নগরে বেদান্ত শিক্ষা করিয়া ২৭ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ ও 'ভাস্করানন্দ' নাম পরিগ্রহ করেন। মনঃসংযমের নিমিত্ত ইনি কয়েক মাস মৌনী হইয়াছিলেন, এবং শারী-রিক ক্লেশসহিষ্ণুতার জন্য অনাবৃত মস্তকে রৌদ্রে ভ্রমণ করিতেন। কয়েক বৎসর হরি-দ্বারে অবস্থিতিপূর্ব্বক গীতা ও উপনিষৎ পাঠ করিয়া পরে ইনি কাশীধামে আগমন করেন, এবং এইখানে বেদান্তপাঠ ও ভগ-বচ্চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ জুলাই মাসে ইঁহার দেহত্যাগ হয়। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত ও দেশীয় রাজন্য বেনারসে আসিয়া ইঁহার সহিত আলাপ করিতেন। ইঁহার তিনটী প্রস্তরময়ী প্রতি-মূর্ত্তি আছে।

ভাস্কো ডি গামা—বিখ্যাত পর্ত্তুগীজ নাবিক। ইনি ১৪৯৭ খ্রীঃ পর্টুগালের রাজধানী লিস্-বন নগর হইতে একদল লোক সমভিব্যাহারে ভারতান্বেষণে পোতারোহণে কলম্বসের বিপরীত দিকে যাত্রা করেন, এবং একাদশ মাস সাগরের বক্ষে ভাসমান থাকিয়া আফ্রি-কার দক্ষিণস্থ উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক ১৪৯৮ খ্রীঃ ২০শে মে তারিখে দক্ষিণা-পথের পশ্চিমোপকূলস্থ কালিকট (কলি-কট্ট) নগরে অবতীর্ণ হন। ইহার পূর্ব্বে আরবীয়েরা ভারতসাগরীয় বাণিজ্য এক-চেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং তাহারা প্রথমাবধিই তাঁহার বিরুদ্ধা-চরণে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে "জমোরিন" উপাধিধারী একজন রাজা কালিকটে রাজত্ব করিতেছিলেন। আরব বণিকেরা তাঁহাকে ভাস্কো ডি গামার প্রতিকূলাচরণে উত্তে-জিত করিল। পরন্তু উক্ত রাজা ভাস্কোর সহিত সদ্ব্যবহারই করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ মলবার উপকূলে ছয়মাস কাল অবস্থিতির পর ভাস্কো জমোরিনের নিকট হইতে পর্টুগালরাজের নামে এই মর্ম্মে পত্র লইয়া দেশে গেলেন যে, "আপ-নার পরিজনভুক্ত ভাস্কো ডি গামা নামক এক ব্যক্তি আমার রাজ্যে আসিয়া আমাকে

অত্যন্ত আনন্দিত করিয়াছেন। আমার অধিকারে দারুচিনি, লবঙ্গ, আর্দ্রক ও নানাবিধ মরিচ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমি আপনার রাজ্য হইতে সুবর্ণ, রজত, প্রবাল ও রক্তবস্ত্র পাইতে ইচ্ছা করি।"

পোপ ৬ষ্ঠ আলেকজাণ্ডার ১৫০২ খৃঃ পর্টুগালরাজকে ঈথিওপিয়া, আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষে পোতপ্রেরণ, দেশজয় ও বাণিজ্য ব্যাপারে সর্ব্বময় প্রভুত্ব দিয়া এক সনন্দপত্র অর্পণ করেন। ঐ বৎসরেই ভাস্কো ডি গামা বিংশতিসংখ্যক অর্ণবপোত লইয়া দ্বিতীয়বার ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। এবারে তিনি কোচিন ও কানানোর প্রদেশের রাজদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া কালিকট নগর আক্রমণ করেন। এইবারের কার্য্য শেষ হইলে তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করেন, এবং ১৫২৪ খ্রীঃ তৃতীয়বার ভারতবর্ষে উপনীত হন। ১৫২৭ খ্রীঃ কোচিন নগরে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভাস্কো ডি গামার যত্নেই পূর্ব্বকালে পর্টুগীজদিগের বাণিজ্য প্রথমে এতদূর প্রসর লাভ করিয়াছিল।

ভাস্বতী—দীপ্তিশালিনী। ভাস (দীপ্তি)+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী; পুংলিঙ্গে ভাস্বান্।

ভাস্বর—১। দীপ্তিশীল; সমুজ্জ্বল। ভাস (দীপ্তি) + বর শীলার্থে। বিণ; ত্রি। ২। দিবা। সং • পু।

ভাস্বান্—১। দীপ্তিবিশিষ্ট। ভাস্ (দীপ্তি)+ বতু অস্ত্যর্থে=ভাস্বৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভাস্বতী। ২। সূর্য্য; দীপ্তি; বীর। সং; পু।

ভিক্টোরিয়া—ভারতেশ্বরী। জন্ম ১৮১৯ খ্রীঃ ২৪শে মে। ইঁহার ৬৪ বৎসর ব্যাপী রাজত্বকালের সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অসম্ভব। ভারতীয় প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি ইঁহার প্রতিনিধি ভাইসরয়গণের বিবরণ মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন স্থূলভাবে ইঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কতকগুলি ঘটনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পিতৃব্য চতুর্থ উইলিয়মের দেহত্যাগ ঘটিলে ইনি আইন অনুসারে ইংলণ্ডেশ্বরী হইয়া সিংহাসনে অধিরূঢ়া হন (১৮৩৭ খ্রীঃ ২১শে জুন)। ঐ মাসের ২৮শে তারিখে ইঁহার অভিষেক হয়। সাক্সকোবর্গ ও গথার প্রিন্স এলবার্টের সহিত ইঁহার বিবাহ হয় (১৮৪০ খ্রীঃ, ২০শে ফেব্রুয়ারি)। অনন্তর স্বামীর দেহত্যাগ ঘটিলে (১৮৬১ খ্রীঃ ১৪ই ডিসেম্বর) ইনি যতদূর সম্ভব ব্রতধারিণী হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারতশাসনভার গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে গভর্ণর জেনারেলকে "ভাইসরয়" নামক অতিরিক্ত উপাধি দেওয়া হইল। ঐ বৎসর ১লা নবেম্বর প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং এলাহাবাদ সহরে একটী দরবার করিয়া মহারাণীর স্বাক্ষরিত এক ঘোষণা পাঠ করেন। এই ঘোষণা পত্রে মহারাণী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, অতঃপর ভারতীয় প্রজাগণ ব্রিটিস প্রজার সহিত সমান অধিকার পাইবেন; এবং যোগ্যতা থাকিলে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল প্রজাই রাজকার্য্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন। ইঁহার ভারতানুরাগ পদে পদে প্রকাশিত হইয়াছিল। লর্ড মেয়োর শাসনকালে ১৮৬৯ খ্রীঃ ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরাকে ভারত পরিদর্শন করিতে পাঠাইয়াছিলেন। আবার লর্ড নর্থব্রুকের শাসন সময়ে (১৮৭৫ খ্রীঃ ডিসেম্বর) জ্যেষ্ঠ পুত্র (ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড) যুবরাজস্বরূপে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। লর্ড রিপণের শাসন কালে (১৮৮৩ খ্রীঃ) তৃতীয় পুত্র ডিউক অব কনট সস্ত্রীক ভারতে আসিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ইনি বোম্বায়ের প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসন সময়ে (১৮৮৯ খ্রীঃ) যুবরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর ভারত ভ্রমণ করেন।

১৮৭৭ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী (Emperss of India) উপাধি গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে ঐ দিন লর্ড লিটন দিল্লিনগরে মহাসমারোহে দরবার করিয়া মহারাণীর স্বাক্ষরিত এক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ মহারাণীর রাজত্বকালের পঞ্চাশৎ বাৎসরিক উৎসব (Golden Jubilee) লর্ড ডফরিণ উপযুক্ত সমারোহের সহিত সম্পন্ন করেন। মহারাণীর রাজত্ব কালের ষষ্টিতম বাৎসরিক উৎসব (Diamond Jubilee) লর্ড এলগিনের শাসন সময়ে সম্পন্ন হয় (১৮৯৭ খ্রীঃ)। ১৯০১ খ্রীঃ ২২শে জানুয়ারী এই পুণ্যবতী মহারাণীর দেহত্যাগ ঘটে। ইঁহার পরলোক গমনে ব্রিটিশ প্রজা—বিশেষ ভারতবাসিগণ যেন মাতৃহারা হইয়া শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন।

৬৪ বৎসর যাবৎ রাজ্যশাসন কোন ইংলণ্ডীয় বা ভারতীয় অথবা মুসলমানরাজার ভাগ্যে ইতঃপূর্ব্বে ঘটে নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময় ইউরোপে অনেক রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। অনেক রাজা রাজ্যের কিয়দংশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। কোন কোন স্থানে রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু মহারাণীর অসীম পুণ্যবলে তাঁহার অধিকৃত রাজ্যে কোনরূপ অবনতি ঘটে নাই। পরন্তু অনেক দেশ ব্রিটিশরাজ্য-ভুক্ত হইয়াছিল। ইঁহার সময়ে ইংলণ্ডে টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংবাদপ্রাপ্তির ও গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। আবার পেনি পোষ্টেজ প্রচলিত হওয়ায় পত্র ও সংবাদপত্র প্রেরণের সম্যক্ সুকরতা সাধিত হইয়াছে। সুয়েজ কেনাল খনিত হইয়া (১৮৬৯ খ্রীঃ মার্চ্চ মাস) ভারতে ও প্রাচ্যদেশে গমনাগমনের পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়াছে। আবার ১৮৭৬ খ্রীঃ এই কেনালের অনেকগুলি সেয়ার রাজমন্ত্রী ডিসরেলীর কৌশলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ক্রয় করায় ভারতে জলপথে শত্রুর আগমনভীতি অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। মহারাণীর রাজত্ব সময়ে ইংলণ্ডবাসীর মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা স্ব স্ব বিভাগে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রাষ্ট্রনীতি—লর্ড ডারবি, লর্ড পামার্ষ্টন, লর্ড বিকন্সফিল্ড (ডিসরেলী), গ্লাড্‌ষ্টোন।

অর্থনীতি—জন ষ্টুয়ার্ট মিল, ফসেট, কব্‌ডেন।

সেনাবিভাগ—স্যার চার্লস নেপিয়ার, লর্ড নেপিয়ার অব ম্যাগ্‌ডালা, লর্ড রবার্টস্, লর্ড কিচনার। [(Treves)।

চিকিৎসা—লিষ্টর (Lister), ট্রিভস্

কাব্য—ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টমাস হুড, লর্ড টেনিসন, রবার্ট ব্রাউনিং, সুইন্‌বরণ, টমাস মুর, টমাস ক্যাম্বেল, রবার্ট সাউথি, কিপলিং, স্যামুয়েল রজার্স, চার্ল্‌স অষ্টিন, উইলিয়ম মরিস।

গদ্যসাহিত্য—মর্লে, কার্লাইল, ম্যাথু, আর্ণল্ড, নিউম্যান, রস্কিন, মেকলে, লি হণ্ট (Leigh Hunt)

উপন্যাস—থ্যাকারে, ডিকেন্স, জর্জ্জ এলিয়ট, জর্জ্জ মেরিডিথ, ষ্টিভেন্সন, মিসেস হামফ্রি ওয়ার্ড, মিস্ কোরেলী, সার্লটী ব্রন্টী, কোনান ডয়েল, বুল্‌ওয়ার লিটন।

চিত্রবিদ্যা—টর্ণর, রোজেটী (Rossette)

ইতিহাস—মেকলে, ফ্রাউড (Froude), গ্রীন, ফ্রিম্যান্, গার্ডনার, লেকী (Lecky)।

নাট্যসাহিত্য—বায়রণ (H. J. Byron), পিনেরো, গিলবার্ট, ডগলাস জেরল্ড, আর্থার জোন্স, বার্ণার্ড স (Bernard Shaw), রবার্টসন বসিকো।

সঙ্গীত—সিমস্ রীভস্ (Sims Reevs), আর্থার সলিভান, মেকেঞ্জী।

বিজ্ঞান—ডারউইন, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, লর্ড কেল্‌ভিন, টিণ্ডাল, ফ্যারাডে, স্যার উইলিয়ম ক্রুকস্ (Crookes)।

প্রাচ্যতত্ত্ব—স্যার মনিয়ার উইলিয়ামস্, কাউয়েল, রাইস্ ডেভিডস্ (Rhys Davids)।

নাট্যাভিনয়—স্যার হেনরী আর্ভিং, ম্যাকরেডী, চার্লস্ ম্যাথুস্, মিঃ ও মিসেস্ ব্যানক্রফ্‌ট (Bancroft), মিস এলেন (Ellen Terry), মিসেস্ কেণ্ডাল, বিয়রবম ট্রী (Beerbohm Tree), জন হেয়ার।

নাট্যসমালোচক—ক্লেমেণ্ট স্কট, উইলিয়াম আর্চ্চার (Archer)।

সংবাদপত্র—ডিলেন (Delane), বার্ণাণ্ড (Burnand), আর্ণণ্ড, ষ্টেড, জেরল্ড।

ধর্ম্মসাহিত্য—কর্ডিন্যাল নিউম্যান, ফারার।

আহত ও পীড়িতের শুশ্রূষা—মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল।

আইন—স্যার বার্ণেস পিকক, স্যার জেমস্ কিটন, জেমস্ ষ্টিফেন, স্যার হেন্‌রী সমনের মেন (Maine), অনারেবল মিঃ এসকুইথ (বর্ত্তমান প্রধান রাজমন্ত্রী)।

ভারতবাসী ও ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীনে নিযুক্ত রাজকর্ম্মচারিগণকে পুরস্কার প্রদান উদ্দেশে মহারাণী ১৮৬১ খ্রীঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী The Most Exalted Order of The Star of India নামক এক সম্মানসূচক অর্ডার প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে The Most Eminent Order of The Indian Empire স্থাপিত করেন। পর বৎসর ১লা জানুয়ারী সম্ভ্রান্ত মহিলাগণকে সম্মানিত করিবার জন্য The Imperial Order of The Crown of India প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯০০ খ্রীঃ ১০ই জানুয়ারী "Kaiser-i-Hind" নামক একটী মেডেল দানের ব্যবস্থা করেন। এই মেডেলটী দুইভাগে বিভক্ত; ১ম শ্রেণীর মেডেল স্বর্ণনির্ম্মিত, এবং ২য় শ্রেণীর মেডেল রৌপ্যনির্ম্মিত। উপরোক্ত কয়টি সম্মান প্রতি বৎসরের ১লা জানুয়ারী ও মহারাণীর জন্মদিনে প্রদত্ত হইত। বর্ত্তমানেও ১লা জানুয়ারী এবং সম্রাটের জন্মোৎসব উপলক্ষে এই সম্মানগুলি প্রদত্ত হয়।

মহারাণীর ৪ পুত্র ও ৫ কন্যা।

পুত্রগণ।

(১) এলবার্ট এডওয়ার্ড। জন্ম ১৮৪১ খ্রীঃ ৯ই নভেম্বর। ডেনমার্ক রাজকন্যা এলেকজাণ্ড্রার সহিত ১৮৬৩ খ্রীঃ ১০ই মার্চ্চ বিবাহ হয়। ইনিই সপ্তম এডওয়ার্ড নাম গ্রহণ করিয়া ১৯০১ খ্রীঃ ২৩শে জানুয়ারী ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এলবার্ট ভিক্টর (Duke of Clarence) ১৮৮৯ খ্রীঃ ভারতে আসিয়াছিলেন। ১৮৯২ খ্রীঃ ১৪ই জানুয়ারী ইঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে। দ্বিতীয় পুত্র জর্জ বর্ত্তমান কালে সম্রাট পদে আসীন। ইনি লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে (১৯০৫ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে) সস্ত্রীক ভারতে আসিয়াছিলেন। সম্রাটের আরও পুত্র কন্যা আছে।

(২) আল্‌ফ্রেড (Duke of Edinburgh). জন্ম ১৮৪৪ খ্রীঃ ৬ই আগষ্ট। ১৮৭৪ খ্রীঃ ২৩শে জানুয়ারী ইনি রুসিয়ার সম্রাটের কন্যা মেরী এলেকজাণ্ড্রোভনার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯০০ খ্রীঃ ৩০শে জুলাই ইনি দেহত্যাগ করেন।

(৩) আর্থার (Duke of Connaught). জন্ম ১লা মে ১৮৫০ খ্রীঃ। প্রুসিয়ার রাজকন্যা লুইসির (Louise) সহিত ১৮৭৯ খ্রীঃ ১৩ই মার্চ্চ ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি ভারতে তিনবার আগমন করিয়াছেন।

(৪) লিওপোল্ড (Duke of Albany). জন্ম ৭ই এপ্রেল ১৮৫৩ খ্রীঃ। Waldeck Pyrmont রাজকন্যা হেলেনের সহিত ১৮৮২ খ্রীঃ ২৭শে এপ্রেল ইঁহার বিবাহ হয়। ১৮৮৪ খ্রীঃ ২৮শে মার্চ্চ ইনি দেহত্যাগ করেন।

কন্যাগণ।

(১) ভিক্টোরিয়া এডিলেড মারায়া লুইসা (Victoria Adelade Maria Louise) Princess Royal. জন্ম ১৮৪০ খ্রীঃ ২১শে নভেম্বর। বর্ত্তমান জর্ম্মানসম্রাটের পিতার সহিত ১৮৫৮ খ্রীঃ ২৫শে জানুয়ারী ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ১৯০১ খ্রীঃ ১০ই আগষ্ট ইনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(২) এলিস মড মেরি (Alice Maud Mary). জন্ম, ১৮৪৩ খ্রীঃ ২৫শে এপ্রেল। হেসীর প্রিন্স লুইয়ের সহিত ১৮৬২ খ্রীঃ ১লা জুলাই ইঁহার বিবাহ হয়। ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৪ই ডিসেম্বর ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

(৩) হেলেনা অগষ্টস ভিক্টোরিয়া। জন্ম ২৫শে মে ১৮৪৬। Schleswig Holstein প্রদেশের প্রিন্স ফ্রেডেরিক কৃশ্চানের সহিত ১৮৬৬ খ্রীঃ ৫ই জুলাই ইঁহার বিবাহ হইয়াছে।

(৪) লুইসী ক্যারোলিন এলবার্টা (Louise Caroline Alberta). জন্ম ১৮৪৮ খ্রীঃ ১৮ই মার্চ্চ। ১৮৭১ খ্রীঃ ২১শে মার্চ্চ জন ডিউক অব আর্গাইলের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে।

(৫) বিয়েত্রিস্ মেরী ভিক্টোরিয়া ফিওডোর (Beatrice Mary Victoria Feodore). জন্ম, ১৮৫৭ খ্রীঃ ১৪ই এপ্রেল। ব্যাটেন্‌বার্গের প্রিন্স হেনরীর সহিত ১৮৮৫ খ্রীঃ ২৩শে জুলাই ইনি বিবাহিতা হইয়াছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ ২০শে জানুয়ারী ইনি পতিহীনা হইয়াছেন।

ভিক্ষা—১। যাচ্‌ঞা, প্রার্থনা, চাওয়া। ভিক্ষ (প্রার্থনা করা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। যাচিত বস্তু; সেবা; এক গ্রাস অন্ন। ভিক্ষ+অ র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ভিক্ষু, ভিক্ষুক।

ভিক্ষাক—যাচক, ভিক্ষু। ভিক্ষ (ভিক্ষা করা)+ষাক ক। বিণ; ত্রি।

ভিক্ষাচর্য্যা—ভিক্ষাচরণ, ভিক্ষাবৃত্তি। ভিক্ষা শব্দ—চর+ক্যপ্ র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ভিক্ষাজীবিনী—ভিক্ষাকারিণী। ভিক্ষাজীবী দেখ; ভিক্ষাজীবিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ।

ভিক্ষাজীবী—ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী, ভিক্ষুক। ভিক্ষা শব্দ—জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক=ভিক্ষাজীবিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভিক্ষাজীবিনী।

ভিক্ষান্ন—ভিক্ষালব্ধ অন্ন, ভিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত ভোজ্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ভিক্ষাপাত্র—ভিক্ষা সংগ্রহের পাত্র, যাহাতে ভিক্ষা গ্রহণ করা যায়, লোটা, ঝুলি প্রভৃতি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভিক্ষালব্ধ—ভিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত, যাচ্‌ঞা করিয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ভিক্ষাবৃত্তি—ভিক্ষা ব্যবসায়, যাচ্‌ঞা রূপ জীবিকা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ভিক্ষাশিনী—ভিক্ষাজীবিনী, ভিক্ষাকারিণী। ভিক্ষাশী দেখ; ভিক্ষাশিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভিক্ষাশী—ভিক্ষোপজীবী, ভিক্ষুক। ভিক্ষা—অশ (ভোজন করা)+ণিন্ ক=ভিক্ষাশিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভিক্ষাশিনী।

ভিক্ষু—১। ভিক্ষাজীবী, ভিখারী। ভিক্ষ (ভিক্ষা করা)+উ ক। বিণ; ত্রি। ২। চতুর্থাশ্রমী, বানপ্রস্থাবলম্বী; পরিব্রাজক; শ্রমণ; বৌদ্ধসন্ন্যাসী। সং; পু।

ভিক্ষুক—ভিক্ষাজীবী, যাচক, ভিখারী। ভিক্ষু

দেখ; ভিক্ষু + কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ভিক্ষা।

ভিত্ত—খণ্ড, টুকরা। ভিদ (ভেদ করা) + ক্ত র্ম। সং; ক্লী।

ভিত্তি—কুড্য, আবৃতি, দেওয়াল; প্রদেশ; অবকাশ; বিভাগ; (গণ্ডাদি শব্দের পরে থাকিলে) প্রশস্ত। ভিদ (ভেদ করা) + ক্তি র্ম। সং; স্ত্রী।

ভিদ্, ভিদা—ভেদ; প্রভেদ; বিদারণ; ছেদন। ভিদ (ভেদ করা) + ক্বিপ্ ভা; ২য় পক্ষে, ঙ ভা ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ভিদির, ভিদুর—১। ভঙ্গপ্রবণ, ভঙ্গুর; মিশ্র। ভিদ (ভেদ করা) + কির, কুর ক। বিণ; ত্রি। ২। অশনি, বজ্র। সং; ক্লী।

ভিদেলিম—ভঙ্গপ্রবণ, ভঙ্গুর। ভিদ (ভেদ করা) + কেলিম র্ম-ক। বিণ; ত্রি।

ভিদ্য—তীরভেদকারী নদ। ভিদ (ভেদ করা) + ক্যপ্ ক। সং; পু।

ভিদ্যমান—যে ভেদ করিতেছে এরূপ। ভিদ (ভেদ করা) + শান ক। বিণ; ত্রি।

ভিন্দিপাল—নিক্ষেপণীয় অস্ত্রবিশেষ; নালিকাস্ত্র; বন্দুক। ভিন্দ (অবয়ব করা) + ই ভা = ভিন্দি, তদুত্তরে পাল (রক্ষা করা) + অন্ ক। সং; পু।

ভিন্ন—১। বিদীর্ণ; বিশীর্ণ; অন্য; শিথিল; ভগ্ন; খণ্ডিত; ছিন্ন; বিকলিত; স্পষ্ট; স্খলিত; লুণ্ঠিত; মিলিত; মিশ্রিত; বিকসিত; প্রতিফলিত। ভিদ (ভেদ করা) + ক্ত ক। ২। বিদারিত; নিরস্ত; মুদিত; ত্যক্ত। ভিদ + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ভেদ। [ভাবে। সং; স্ত্রী।

ভিন্নতা—পার্থক্য, প্রভেদ। ভিন্ন শব্দ + তা

ভিন্নরুচি—বিভিন্নপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট, পৃথক্ অভিলাষযুক্ত। ভিন্না রুচি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ভিল্ল—ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ, ভীল। ভিল (ভেদ করা) + লক্ ক। সং; পু।

ভিষক্—বৈদ্য, চিকিৎসক, ডাক্তার। ভিষ (রোগশান্তি করা) + অজিক্ ক = ভিষজ্, ১মার ১বচন। সং; পু।

ভিস্সা—অন্ন, ভাত। সং; স্ত্রী।

ভী, ভীতি—ভয়, ত্রাস; ভয়কম্প। ভী (ভয় পাওয়া) + যথাক্রমে ক্বিপ্ ও ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ভীত।

ভীত—ভয়যুক্ত, ত্রস্ত। ভী (ভয় পাওয়া) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভীতা। বিশেষ্যে ভীতি, ভয়।

ভীতচিত্ত—ভয়যুক্ত চিত্ত, ভয়াতুর। ভীত হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ভীতভয়—ভয়াতুর ব্যক্তির ত্রাস। ৬তৎ। সং; পু।

ভীতভয়বারণ—ভয়ার্ত্তের ভয়নাশক। ভীতের ভয়, ৬তৎ। তাহার বারণ (নিবারক), ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভীতভয়বারিণী।

ভীতি—ভী দেখ।

ভীতিকর—ভয়জনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ভীতিপ্রদ—ভয়দায়ক, ত্রাসজনক। ভীতি-প্র-দা (দেওয়া) + ড ক। বিণ; ত্রি।

ভীতিবিধান—ভয়সম্পাদন, ত্রাসজনন। ৬তৎ। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি।

ভীতিবিহ্বল—ভয়কাতর, ভয়ে অবসন্ন। ৬তৎ।

ভীতিসঞ্চার—ভয়ের উদ্রেক, ভয়ের উদয়। ৬তৎ। সং; পু।

ভীম—১। ভয়ানক, ভীষণ। ভী (ভয় পাওয়া) + মক্ অপা। বিণ; ত্রি। ২। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন [ভীমসেন দেখ]; শিব; বিদর্ভরাজ, নলমহিষী দময়ন্তীর পিতা; ভয়ানক রস। সং; পু।

ভীমদশন—১। ভয়ানক দন্তবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ২। ভয়ানক দন্ত, অতি বৃহৎ দাঁত। কর্ম্মধা। সং; পু।

ভীমনাদ—১। ভয়ানক শব্দ। কর্ম্মধা। ২ সিংহ। ভীম (ভয়ানক) হইয়াছে নাদ (গর্জ্জন) যাহার, বহু। সং; পু।

ভীমপরাক্রম—১। ভীষণ পরাক্রম। কর্ম্মধা ২। বিষ্ণু। ভীম (ভীষণ) হইয়াছে পরাক্রম যাহার, বহু। সং; পু। ৩। ভীষণপরাক্রমযুক্ত। বিণ; ত্রি।

ভীমরথ—তামস মনু-বংশজাত অসুরবিশেষ [ভগবান্ কূর্ম্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই অসুরকে নিহত করেন]; ধৃতরাষ্ট্রপুত্র; কৃষ্ণপুত্র; নৃপবিশেষ। ভীম (ভয়ানক) হইয়াছে রথ যাহার, বহু। সং; পু।

ভীমরথী—অতি প্রাচীন অবস্থাবিশেষ, ৭৭ বৎসর ৭মাস বয়সের সপ্তমী রাত্রি। স্ত্রী।

ভীমশাসন—ভয়ানক শাসন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ভীমসেন—মধ্যম পাণ্ডব। ভীম, বৃকোদর প্রভৃতি ইঁহার আরও কয়েকটি নাম ছিল; তন্মধ্যে ভীম নামেই ইনি সাধারণতঃ খ্যাত। চন্দ্রবংশীয় পাণ্ডু রাজার ক্ষেত্রে কুন্তী দেবীর গর্ভে পবনদেবের ঔরসে ইঁহার জন্ম। ইনি অতিশয় বলশালী ছিলেন। বাল্যক্রীড়ার সময়ে সমবয়স্ক বালকদিগের মধ্যে দৈহিক সামর্থ্যে কেহই ইঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। সেই সময় হইতেই ইঁহার প্রতি দুর্য্যোধনের হিংসার উদ্রেক হয়। ইঁহাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে দুর্য্যোধন দুইবার বিষপ্রদান করেন, এবং একবার হস্তপদাদি বন্ধনপূর্ব্বক ইঁহাকে নদীজলে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কোন বারেই ইঁহার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। ভ্রাতৃগণের সহিত ইনি প্রথমতঃ কৃপাচার্য্যের ও পরে দ্রোণাচার্য্যের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। গদাযুদ্ধে ইঁহার সমকক্ষ কেহই হইতে পারেন নাই। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনের ঈর্ষ্যা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। দুই জনের মনোমালিন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অস্ত্রপরীক্ষার দিন দুইজনে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কৃত্রিম যুদ্ধ ক্রমে ভয়ঙ্কর প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হইয়া মারাত্মক মূর্ত্তি ধারণ করিল। তখন দ্রোণ মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। ভীম পরে কৃষ্ণাগ্রজ বলদেবের নিকটও গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহারই বাহুবলে পাণ্ডবগণ জননীসহ জতুগৃহদাহ হইতে রক্ষা পান। অতঃপর পলায়ন কালে তাঁহারা বনভ্রমণে ক্লান্ত হইলে ইনি তাঁহাদিগকে স্কন্ধে করিয়া বহন করেন। ভ্রমণ করিতে করিতে হিড়িম্ব রাক্ষসের রাজ্যে উপস্থিত হইলে, রাক্ষস পাণ্ডবগণের প্রাণসংহার মানসে স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বাকে প্রেরণ করেন। হিড়িম্বা মহাবল ভীমের রূপে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। ইনি মাতার অনুমতি লইয়া হিড়িম্বকে বধ করিয়া হিড়িম্বার পাণিগ্রহণ করেন। এই রাক্ষসীর গর্ভে ইঁহার ঘটোৎকচ নামক এক মহাবল পুত্রের জন্ম হয়। একচক্রা নগরীতে অবস্থান কালে ইনি জননীর আদেশে বক রাক্ষসের প্রাণসংহার করেন। ভ্রাতৃগণসহ ইনি দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হন। অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদের পর রাজগণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, তাঁহার সাহায্যার্থে ইনিও রাজাদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন। অতঃপর মাতৃনিদেশে ভ্রাতৃগণসহ ইনি দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করেন। চেদিরাজ শিশুপালের ভগিনীকেও ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যস্থাপন করিলে ভীম অগ্রজের আজ্ঞাবহ হইয়া রহিলেন। এই সময়ে দ্রৌপদীর গর্ভে ইঁহার সুতসোম নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। রাজসূয় যজ্ঞের প্রারম্ভে ইনি কৃষ্ণার্জ্জুন সহ মগধের রাজধানীতে গমনপূর্ব্বক জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করেন, এবং তৎপরে পূর্ব্বদিকের রাজগণের নিকট হইতে কর আদায় করেন। কৃষ্ণভয়ে ঘোটকীরূপা উর্ব্বশী সহ পলায়মান দণ্ডীরাজ কোথাও আশ্রয় না পাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলে, শরণাগতরক্ষক ভীমসেন ভ্রাতৃগণের অমতেও তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। এই কারণে পাণ্ডবসখা কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ পাণ্ডবপক্ষে এবং দেবগণ কৃষ্ণপক্ষে

যোগদান করেন। তখন সময়ে অষ্টবস্তু একত্র হওয়ায় উর্বশী শাপমুক্তা হইয়া সুরপুরে গমন করিলে বিবাদ ভঞ্জন হয়।

যুধিষ্ঠির কপটদ্যূতে হৃতসর্ব্বস্ব হইলে, দুঃশাসন দ্রৌপদী'কে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভামধ্যে আনয়ন করিয়া অপমান করায় এবং দুর্য্যোধন তাঁহাকে স্বীয় উরুদেশ প্রদর্শন করায় বৃকোদর একের রুধিরপানের এবং অপরের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করেন দ্যূতপণে বনবাস কালে ইনিও ভ্রাতৃগণসহ বনে গমন করেন, এবং সেই সময় মধ্যে রাক্ষস কিম্মীর, জটাসুর ও যক্ষ মণিমান্‌কে বধ করেন, এবং বহু কুবেরানুচরকে বিধ্বস্ত করেন। জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ কবিার চেষ্টায় ভীমের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন একদা ভ্রমণ করিতে করিতে শাপগ্রস্ত অজগররূপী নহুষরাজকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয় ভীম তাঁহাকে শাপমুক্ত করেন। অজ্ঞাতবাসের বৎসর ইনি বিরাটরাজভবনে বল্লভ নামে পরিচিত হইয়া সুপকার বেশে অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে রাজশ্যালক ও সেনাপতি কীচক দ্রৌপদীর সতীত্বনাশের চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া তাঁহার অবমাননা করিলে, ইনি নিশাকালে নাট্যশালায় কীচকের প্রাণবধ করেন। ত্রিগর্ত্ত রাজ সুশর্ম্মা পাণ্ডবগণের আশ্রয়দাত বিরাটরাজকে পরাভূত ও বন্দী করিলে, ইনি তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া আশ্রয়দাতাকে মুক্ত করেন।

কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষীয় বহুসৈন্যের বিনাশ সাধন করেন। ইনি মহাবীর কর্ণকে বহুবার পরাস্ত করিয়া চতুর্দ্দশ ও সপ্তদশ দিবসের যুদ্ধে তাঁহার নিকট পরাজিত হন। সপ্তদশ দিবসীয় যুদ্ধে ইনি দুঃশাসনের জীবনান্ত ও রুধির পান করিয়া এবং শেষ দিবসে দুর্য্যোধনের অপর ভ্রাতৃগণের নিধনানন্তর তাঁহার উরুভঙ্গ করিয়া আপনার পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত পালন করেন। অশ্বত্থামার নৃশংস নৈশ হত্যাকাণ্ডে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিহত হইলে, ইনি পাঞ্চালীর উত্তেজনায় কৃষ্ণার্জ্জুন সমভিব্যাহারে দ্রোণপুত্রের অনুসন্ধানে বহির্গত হন, এবং অর্জ্জুনসহ যুদ্ধে দ্রৌণি পরাভব স্বীকার ও স্বমস্তকস্থ সহজাত মণি প্রদান করিয়া বনগমন করিলে, যুধিষ্ঠিরকে সেই মণি অর্পণপূর্ব্বক দ্রৌপদীর প্রীতিসাধন করেন। হস্তিনায় পাণ্ডবরাজ্য স্থাপিত হইলে, ইনি ভ্রাতৃগণসহ তথায় কিছুকাল জ্যেষ্ঠের অনুগত থাকিয়া রাজ্যসুখ ভোগ করেন। কৃষ্ণের দেহত্যাগের পর ইনি ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীসহ মহাপ্রস্থানে যাত্রা করেন। পরন্তু অতিরিক্ত ভোজনদোষে ও শারীরিক বলের আত্মশ্লাঘা জন্য পাপস্পর্শে সশরীরে স্বর্গারোহণে অসমর্থ হইয়া ভীমসেন সুমেরুশিখরে নিপতিত হন।

ভীমা—১। ভয়ঙ্করী। ভী (ভয় পাওয়া)+মক্ অপা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা; কশা। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

ভীমৈকাদশী—মাঘমাসের শুক্লা একাদশী।

ভীরু, ভীলু—ভয়শীল, ভীতস্বভাব, সহজেই যে ভয় পায় এরূপ। ভী (ভয় পাওয়া)+ক্রু, ক্লু ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভীরু, ভীরূ।

ভীরুক, ভীলুক—১। ভীরু, ভয়শীল, ভীতস্বভাব। ভী (ভয় পাওয়া)+ক্রুক, ক্লুক ক। বিণ: ত্রি। ২। শৃগাল; পেচক। সং; পু।

ভীরুস্বভাব—ভীরুপ্রকৃতিবিশিষ্ট, ভয়শীল। বহ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভীরুস্বভাবা।

ভীরুহৃদয়—ভীরুমনাঃ, ভয়শীল অন্তঃকরণবিশিষ্ট, যাহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই ভয় আছে এরূপ। বহ। বিণ; ত্রি।

ভীষণ—১। ভয়ানক, ভয়ঙ্কর, ভয়জনক; দারুণ; গাঢ়। ণিজন্ত ভী বা ভীষি (ভয় পাওয়ান)+অন ক। বিণ; ত্রি। ২। ভয়ানক রস; বৃক্ষবিশেষ, হিন্তাল বৃক্ষ; কপোত। সং; পু।

ভীষা—ভীতিপ্রদর্শন, ভয় দেখান। ণিজন্ত ভী বা ভীষি (ভয় পাওয়ান)+ও ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ভীষণ।

ভীষিত—ভয়প্রদর্শিত, যাহাকে ভয় দেখান হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত ভী বা ভীষি (ভয় পাওয়ান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ভীষ্ম—১। রাজর্ষি শান্তনুর পুত্র; শিব; রাক্ষস। ভী (ভয় পাওয়া)+মক্ অপা, নিপাতনে, ভীত হয় যাহা হইতে এই বাক্যে উক্তরূপ প্রকৃতি প্রত্যয়ে "ভীম" ও "ভীষ্ম" দুইই হয়। ২। ভয়ানক, ভয়ঙ্কর, ভীষণ। বিণ; ত্রি।

শান্তনুতনয় ভীষ্মের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এইরূপ;—

ইনি পূর্ব্বে অষ্টবসুর অন্তর্গত অষ্টম বসু ছিলেন। গঙ্গাদেবী যৎকালে শান্তনুরাজের ভার্য্যাত্ব স্বীকার করেন, তৎকালে রাজার দ্বারা অঙ্গীকার করাইয়া লইয়াছিলেন যে, তিনি স্বেচ্ছামত কার্য্য করিবেন, রাজা তাঁহার কার্য্যে বাধা দিতে পারিবেন না, যে দিন বাধা দিবেন, সেইদিনই গঙ্গাদেবী অন্তর্হিতা হইবেন। বশিষ্ঠের শাপে বসুগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া একে একে গঙ্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন, আর গঙ্গাদেবী সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে জলে ভাসাইয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে সপ্ত সন্তান বিনষ্ট হইলে, শেষবারে অষ্টম বসু জন্মিবামাত্র গঙ্গাদেবী সন্তানটিকে পূর্ব্বের ন্যায় জলে ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইলে, শান্তনু তাহা নিবারণ করিলেন। তখন গঙ্গাদেবী পূর্ব্বাঙ্গীকারানুসারে সন্তান ফেলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। গঙ্গার অন্তর্ধানে রাজর্ষি অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন; কিন্তু পুত্র মুখাবলোকনে কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন, এবং পুত্রের নাম দেবব্রত রাখিয়া অতি যত্ন সহকারে লালনপালন করিতে লাগিলেন। পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সহিত গুণরাশির বৃদ্ধি দর্শনে রাজা পরম পুলক প্রাপ্ত হইলেন। দেবব্রত বশিষ্ঠের নিকট শাস্ত্রাদি এবং পরশুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া সর্ব্ব বিষয়েই পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তৎকালে ইঁহার ন্যায় বীর আর ছিল না। ইনি পিতার অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে পিতার সন্তোষবর্দ্ধনে সচেষ্ট থাকিতেন।

একদা শান্তনু সত্যবতী নাম্নী এক পরমসুন্দরী ধীবররাজকন্যাকে দেখিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ করেন; কিন্তু পাছে সর্ব্বগুণান্বিত উপযুক্ত পুত্রের মনোভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। মহানুভব দেবব্রত কৌশলে রাজসচিববর্গের মুখাৎ পিতার মনোবাসনা অবগত হইয়া দাসরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং স্বীয় পিতার নিমিত্ত তদীয় কন্যারত্ন প্রার্থনা করিলেন ধীবররাজ তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের রাজ্যলাভের সম্ভাবনা প্রকাশ করিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে পিতৃভক্ত মহাত্মা দেবব্রত প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"আমি কখনই রাজপদ গ্রহণ করিব না এবং দারপরিগ্রহ না করিয়া চির-কৌমারব্রতানুষ্ঠান করিব।" ইহা শুনিয়া দাসরাজ সন্তুষ্টচিত্তে শান্তনুর সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। শান্তনু সন্তুষ্ট হইয়া পুত্র দেবব্রতকে ইচ্ছামৃত্যুর বর প্রদান করিলেন। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা পালন জন্য দেবব্রত জগতে "ভীষ্ম" নামে পরিচিত হইলেন। অচিন্ত্যচরিত মহাত্মা ভীষ্ম পিতার প্রীত্যর্থে বিশাল সাম্রাজ্য ও যাবতীয় ঐহিক সুখ গাত্রমলের ন্যায় অনায়াসে পরিত্যাগ করিলেন।

পিতার মৃত্যু হইলে ভীষ্ম স্বয়ং রাজপদ গ্রহণ না করিয়া সত্যবতীর গর্ভজাত বৈমাত্র ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের নামে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। বিচিত্রবীর্য্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ইনি ভ্রাতাকে রাজ্যভার অর্পণ

করিয়া তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভ্রাতার বিবাহের চেষ্টিত হইয়া কাশীরাজদুহিতার স্বয়ংবর স্থান হইতে অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী তাঁহার তিন কন্যাকে হরণ করিয়া অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিলেন। কন্যাহরণ উপলক্ষে শাল্বরাজের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহাকে সমরে পরাস্ত করেন। কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা পূর্ব্বেই শাল্বকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন শুনিয়া ইনি তাঁহাকে শাল্বের নিকট প্রেরণ করিলেন। শাল্বকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া অম্বা পরশুরামের শরণাপন্না হইলেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন গুরুর আদেশেও ভীষ্ম অম্বাকে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে, গুরুশিষ্যে ভয়ানক বিবাদ ও পরিশেষে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ত্রয়োবিংশতি দিবস যুদ্ধের পর ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরাম শিষ্যের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া পলায়ন করিলেন। অতঃপর অম্বা বনগমনপূর্ব্বক ভীষ্মবধকল্পে তপস্যা করিয়া অগ্নিতে প্রবেশপূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করেন, এবং মহাদেবের বরে পরে দ্রুপদরাজের ঔরসে শিখণ্ডিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ভীষ্মবধের কারণ হন।

বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম হইলে, ইনি অতিশয় যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে লালন পালন করিলেন, এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উপযুক্ত পাত্রীর সহিত তাঁহাদের বিবাহ দিলেন। পাণ্ডুরাজের পরলোক গমনে ইনি নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং কুরুপাণ্ডব বালকদিগের শিক্ষার্থ প্রথমে কৃপাচার্য্যকে ও পরে দ্রোণাচার্য্যকে গুরুরূপে নিযুক্ত করিলেন। বালকগণের শিক্ষার উন্নতি দর্শনে ইঁহার সুখের সীমা রহিল না। পাণ্ডবদিগের প্রতি দুর্য্যোধনের মনোভাব অবগত হইয়া ইনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু সর্ব্বতোভাবে রাজার অধীন থাকাই ধর্ম্মানুমোদিত বিবেচনা করিয়া ইনি উপদেশদান ভিন্ন দুর্য্যোধনের সাধুবিগর্হিত নিন্দনীয় দুষ্কর্ম্মের কোনরূপ প্রতিবিধান করিতে অগ্রসর হইতেন না। ইনি আপনাকে রাজার অন্যান্য কর্ম্মচারীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। সেই জন্যই রাজসভায় দ্রৌপদীর অবমাননা ও পাণ্ডবদিগের প্রতি দুর্য্যোধনের অশেষ দৌরাত্ম্যের বাধা জন্মাইতে পারেন নাই। রাজা পিতৃতুল্য জ্ঞানে ইনি সদসৎ বিচার না করিয়া রাজাদেশ প্রতিপালন করিতেন। সেই জন্যই কুরুসৈন্যসহ উত্তর গোগৃহে গোধন হরণ করিতে যাইয়া ইনি অর্জ্জুনের নিকট পরাস্ত হন।

কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিলে, ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে সৎপরামর্শ দানে সমরে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। পাপমতি দুর্য্যোধন তাহাতে কর্ণপাত না করিলে, ইনি কুরুকুল ধ্বংসের বিষয়ে নিশ্চিত হইলেন। পরন্তু সেই ঘোর বিপৎকালে আশ্রয়দাতা রাজাকে কাপুরুষের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া রাজদ্রোহিতা করা অপেক্ষা বরং সমরে পাণ্ডবদিগের হস্তে জীবনবিসর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। অতঃপর ইনি কুরুসৈন্যের প্রধান সেনাপতি হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম দশ দিন ইনি ঘোরতর যুদ্ধ করেন। ইঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, ইনি প্রতিদিন বিপক্ষের দশ সহস্র সৈন্য বিনষ্ট করিবেন, এবং কৃষ্ণে। প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করিয়া তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করাইবেন। মহাবীর অর্জ্জুনের শতচেষ্টা সত্ত্বেও ইনি প্রত্যহ দশ সহস্র সৈন্যের প্রাণসংহার করিতে লাগিলেন। তৃতীয় ও নবম দিবসে ইনি এতাদৃশ ভীষণ সমর করেন যে, কৃষ্ণ ইঁহার বিনাশার্থ অস্ত্র উত্তোলন করিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হন, কিন্তু অর্জ্জুন কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করেন। নিরস্ত্র পুরুষ বা স্ত্রীর প্রতি অস্ত্রক্ষেপ করা বীরধর্ম্মের অননুমোদিত, এজন্য ভীষ্মের নিয়ম ছিল যে, ক্লীবরূপে জাত দ্রুপদরাজপুত্র শিখণ্ডীকে অস্ত্র প্রহার করিবেন না, বা তাহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবেন না। ভীষ্ম জীবিত থাকিতে পাণ্ডবপক্ষের জয়াশা নাই দেখিয়া, কৃষ্ণের পরামর্শে দশম দিবসে অর্জ্জুন স্বীয় রথে শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং শরাঘাতে মহারথী ভীষ্মকে রথ হইতে ভূপাতিত করিলেন। ইচ্ছামৃত্যুর প্রভাবে দেবব্রত শরশয্যায় শয়ান রহিলেন, এবং পরে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে স্বেচ্ছায় তনুত্যাগ করিলেন।

কি শৌর্য্য, কি বীর্য্য, কি জ্ঞান, কি রাজনীতি, কি দৃঢ়তা, কি ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি যে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা যাউক না কেন, ভীষ্মের ন্যায় মানব এ মহীমণ্ডলে নিতান্ত দুর্লভ, সন্দেহ নাই। লোকে যেরূপ "ব্রহ্মা তৃপ্যতাং বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং" প্রভৃতি বাক্যসহকারে জলদান দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির তর্পণ করে, সেইরূপ "ভীষ্মঃ শান্তনবো ধীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ" ইত্যাদি বলিয়া উদারচরিত, মহাত্মা ভীষ্মেরও তর্পণ করিয়া থাকে।

ভীষ্মক—বিদর্ভাধিপতি, রুক্মিণীর পিতা। সং; পু।

ভীষ্মজননী—ভাগীরথী, গঙ্গা। ভীষ্ম দেখ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভীষ্মপঞ্চক—কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পাঁচ তিথি; উক্ত তিথিতে কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ। সং; স্ত্রী।

ভীষ্মসূ—ভীষ্মজননী, গঙ্গা। ভীষ্ম দেখ ভীষ্ম—সূ (প্রসব করা)+ক্বিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

ভীষ্মাষ্টমী—মাঘমাসের শুক্লাষ্টমী। সং; স্ত্রী।

ভুক্ত—১। ভক্ষিত, খাদিত; উপভুক্ত। ভুজ (ভোজন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। ভুক্তি, ভক্ষণ; ভোগ। ভুজ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ভুক্তভোগ—কৃতভোগ, যে ভোগ করিয়াছে এরূপ। ভুক্ত হইয়াছে ভোগ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

ভুক্তভোগী—কৃতভোগ, যে আপনি ভোগ ভুগিয়াছে এরূপ। ভুক্ত (ভুক্তি) ভোগ করিয়াছে যে, উপ; ভুক্ত—ভুজ+ণ্বিন্ ক—ভুক্তভোগিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভুক্তভোগিনী।

ভুক্তাবশেষ—ভোজনের অবশিষ্ট অংশ, আহারের পর যাহা পড়িয়া থাকে। ৬তৎ। সং; পু।

ভুক্তি—ভোজন, ভক্ষণ; ভোগ। ভুজ (ভোজন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ভুক্ত।

ভুগ্ন—কুব্জীকৃত; রুগ্ন; বক্র; নত। ভুজ (বক্র হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

ভুজ—বাহু, ত্রিকোণাদি ক্ষেত্রের সীমাসূচক রেখা। ভুজ (ভক্ষণ করা, বক্র হওয়া, ইত্যাদি)+ক ক। সং; পু।

ভুজগ—ফণী, সর্প; বিড়া; লম্পট; ধূর্ত্ত; বিট। ভুজ—গম (যাওয়া)+ড ক। সং; পু। [স্ত্রী।

ভুজগশিশুভৃতা—নবাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং;

ভুজগান্তক, ভুজগাশন—গরুড়; ময়ূর। ভুজগের (সর্পের) অন্তক (নাশক) বা অশন (ভক্ষক), ৬তৎ। সং; পু।

ভুজগী—সর্পী। ভুজগ দেখ; ভুজগ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম—সর্প; বিড়া; জার; লম্পট; ধূর্ত্ত, বিট। ভুজ শব্দ—গম (যাওয়া)+খ ক। সং; পু।

ভুজঙ্গপ্রয়াত—দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ [ছন্দঃ দেখ]। সং ক্লী।

ভুজঙ্গভুক্—সর্পভোজী, গরুড়; ময়ূর। ভুজঙ্গ শব্দ—ভুজ (ভোজন করা)+ক্বিপ্ ক—ভুজঙ্গভুজ্, ১মার ১বচন। সং; পু।

ভুজঙ্গবিজৃম্ভিত—ষড়্‌বিংশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; ক্লী।

ভুজঙ্গসঙ্গতা—নবাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

ভুজঙ্গী—সর্পী। ভুজঙ্গ দেখ; ভুজঙ্গ শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ভুজবন্ধন—বাহু দ্বারা বন্ধন, বাহু দিয়া বেষ্টন; আলিঙ্গন। ৩তৎ। সং; ক্লী।

ভুজবল—বাহুবল, বাহুর শক্তি; ক্ষমতা। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

ভুজমধ্য—ভুজান্তর, ক্রোড়। ভুজের মধ্য, ৬তৎ।

ভুজলতা—বাহুরূপ লতা; লতা সদৃশ সুন্দর ও কোমল বাহু। রূপক বা উপমিত। স্ত্রী।

ভুজশিরঃ—স্কন্ধদেশ, কাঁধ। ভুজের (বাহুর) শিরঃ (মস্তক), ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভুজা—বাহু; ত্রিকোণাদি ক্ষেত্রের পার্শ্বরেখা। ভুজ দেখ; ভুজ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং।

ভুজাকণ্ট—নখর, হাতের নখ। ভুজের (হস্তের) কণ্ট (কণ্টক), ৬তৎ। সং; পু।

ভুজাদল—হস্ত, হাত। ভুজা (বাহুই) দল (পত্র), কর্ম্মধা। সং; পু।

ভুজান্তর—বক্ষঃস্থল, বুক। ভুজদ্বয়ের অন্তর (মধ্যবর্ত্তী স্থল), ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভুজিষ্য—দাস, ভৃত্য; হস্তসূত্র; রোগ; স্বতন্ত্র। ভুজ (ভোজন করা, ইত্যাদি)+কিষ্যন্ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভুজিষ্যা।

ভুজিষ্যা—দাসী; গণিকা, বেশ্যা। ভুজিষ্য শব্দ +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ভুজোপরি—বাহুর উপর। ৬তৎ। ব্য।

ভুঞ্জান—ভোগকারক। ভুজ (ভোজন করা) +শান ক। বিণ; স্ত্রী।

ভুবঃ—(ভুবস্)। সপ্ত স্বর্গের দ্বিতীয় লোক, আকাশ। ভূ (হওয়া)+অসুক্ ক। ব্য।

ভুবন—জগৎ; সপ্তপাতাল ও সপ্তস্বর্গ এই চতুর্দ্দশ; জল; আকাশ। ভূ (হওয়া)+ক ক। সং; ক্লী।

ভুবনগৌরব—জগতের গৌরবস্বরূপ, জগন্মান্য ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ভুবনজয়ী—(ভুবনজয়িন্)। জগজ্জয়ী, ত্রিলোকজয়কারী। ভুবন শব্দ—জি (জয় করা)+ ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভুবনজয়িনী।

ভুবনতিলক—ত্রিভুবনের তিলক স্বরূপ, জগতের শিরোমণি। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ভুবনপালন—জগৎরক্ষক, ত্রিলোক প্রতিপালক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। পালন —পালি+অন ক।

ভুবনপাবন—ত্রিভুবন পবিত্রকারী, জগতের পাপনাশক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভুবনপাবনী।

ভুবনময়—জগদ্ব্যাপী, সকল লোকে ব্যাপ্ত। ভুবন শব্দ+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

ভুবনমোহন—ত্রিলোকমুগ্ধকারী, ত্রিভুবনের মনোহর। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভুবনমোহিনী। [স্ত্রী।

ভুবনমোহিনী—জগৎমুগ্ধকারিণী। ৬তৎ। বিণ;

ভুবনবিখ্যাত—জগদ্বিখ্যাত, তিনলোকে প্রসিদ্ধ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ভুবনবিজয়ী—(ভুবনবিজয়িন্)। ত্রিলোকজয়কারী। ভুবন শব্দ—বি—জি (জয় করা) +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভুবনবিজয়িনী। বিশেষ্যে ভুবনবিজয়।

ভুবনবিদিত—ভুবনবিখ্যাত, তিন লোকে প্রসিদ্ধ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ভুবনব্যাপিনী—ভুবনব্যাপী দেখ। ভুবনব্যাপিন্ +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভুবনব্যাপী—ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত, তিন লোকে ব্যাপ্তিশীল। ভুবন শব্দ—বি—আপ+ ণিন্ ক=ভুবনব্যাপিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভুবনব্যাপিনী।

ভুবনেশ্বর—১। ত্রিলোকপতি। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। শিবলিঙ্গবিশেষ; তীর্থস্থানবিশেষ [উড়িষ্যা প্রদেশে এই তীর্থ অবস্থিত; এখানকার ভুবনেশ্বরের মন্দির জগদ্বিখ্যাত]। সং; পু।

ভুবনেশ্বরী—দশমহাবিদ্যার মধ্যে দেবীবিশেষ, দুর্গা। ভুবনের ঈশ্বরী, ৬তৎ। সং; স্ত্রী

ভুবর্লোক—সপ্তস্বর্গের অন্তর্গত দ্বিতীয় লোক, আকাশ। ভুবঃ যে লোক, কর্ম্মধা। সং।

ভূ—ভূমি; পৃথিবী; স্থান। ভূ (হওয়া)+ ক্বিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

ভূঃ—(ভূস্)। সপ্তস্বর্গের প্রথমটি, পৃথিবী। ভূ (হওয়া)+সুক্ ক। ব্য।

ভূক—১। গর্ত্ত, রন্ধ্র, ছিদ্র; কাল। ভূ (হওয়া) +কক্ ক। সং; ক্লী। ২। অন্ধকার। সং; পু। [সং; পু।

ভূকম্প—ভূমিকম্প, পৃথিবীর কম্পন। ৬তৎ।

ভূকম্পন—ভূমিকম্প, পৃথিবীর কম্পন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভূকশ্যপ—বসুদেব, কৃষ্ণের জনক। সং; পু।

ভূকেশ—শৈবাল; বটবৃক্ষ। ৬তৎ। সং; পু।

ভূগর্ভ—১। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ। ৬তৎ। ২। কবি ভবভূতি। সং; পু।

ভূগর্ভস্থ—পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে অবস্থিত। ভূগর্ভ দেখ; ভূগর্ভ—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

ভূগোল—ভূমণ্ডল, মহীমণ্ডল, পৃথিবী। ভূর গোল, ৬তৎ, অথবা গোলাকার ভূ, কর্ম্মধা। সং; পু।

ভূগোলক—ভূমণ্ডল: পৃথিবীর দারুময় বর্ত্তুলাকার প্রতিরূপ। সং; ক্লী।

ভূগোলবিদ্যা, ভূগোলশাস্ত্র—যে শাস্ত্র দ্বারা জলস্থলময় ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় বিবরণ জানিতে পারা যায় (Geography)।

ভূচর—স্থলচর, ভূপৃষ্ঠবাসী। ভূ শব্দ—চর (বিচরণ করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

ভূচিত্র—ভূপৃষ্ঠের প্রতিরূপ, সমগ্র পৃথিবীর বা স্থলবিশেষের মানচিত্র (Map)। ৬তৎ। সং; পু।

ভূচ্ছায়া—অন্ধকার। ভূর (পৃথিবীর) ছায়া (ছায়াকর), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভূত—১। হইয়াছে এরূপ; উৎপন্ন; অতীত; লব্ধ; জাত; সত্য; উচিত; উপমিত; তুল্য। ভূ (হওয়া ইত্যাদি)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। দেবযোনিবিশেষ; শিবের অনুচর। সং; পু। ৩। ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্ (জল), তেজঃ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু), ও ব্যোম (আকাশ),—এই পঞ্চ; জন্তু; পিশাচ; সত্য; তত্ত্বানুসন্ধান। সং; ক্লী।

ভূতকাল—অতীতকাল; গত সময়। কর্ম্মধা। সং; পু।

ভূতগুণ—আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়। ৬তৎ। সং; পু। [স্ত্রী।

ভূতচতুর্দ্দশী—কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী।

ভূতত্ত্ব—পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের ব্যাপার। ৬তৎ। সং; পু।

ভূতত্ত্ববিদ্যা—পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত পদার্থসমূহের স্বরূপনির্ণায়ক শাস্ত্র, যে শাস্ত্র পাঠ করিলে ভূগর্ভস্থ পদার্থসমূহের বিষয় জানা যায় (Geology)। সং; স্ত্রী।

ভূতধাত্রী—ধরিত্রী, পৃথিবী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভূতনাথ, ভূতপতি, ভূতভর্ত্তা—শিব। ৬তৎ। সং; পু।

ভূতনায়িকা—দুর্গা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভূতপক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ। ভূত প্রিয় যে পক্ষ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ভূতপতি—ভূতনাথ দেখ।

ভূতপূর্ণিমা—কোজাগর পূর্ণিমা। সং; স্ত্রী।

ভূতপূর্ব্ব—যে বা যাহা পূর্ব্বে ছিল এরূপ (Late); পূর্ব্ববর্ত্তী; আগেকার। ভূত হইয়াছে পূর্ব্বে যাহা, বহু। বিণ; ত্রি।

ভূতভাবন—সৃষ্টিকর্ত্তা; বটুকভৈরব। ভূত শব্দ —ণিজন্ত ভূ বা ভাবি (হওয়ান)+অন ক। সং; পু।

ভূতযজ্ঞ—জীবজন্তুদিগকে ভক্ষ্যবস্তু প্রদান, ইহা গৃহস্থের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য পঞ্চ যজ্ঞের অন্তর্গত [পঞ্চযজ্ঞ দেখ]। সং; পু।

ভূতল—পাতাল; ক্ষিতিতল, ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরিভাগ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভূতলশায়িনী—ভূপৃষ্ঠে শায়িতা, ধরাতলে পতিতা। ভূতলশায়ী দেখ; ভূতলশায়িন্ +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভূতলশায়ী—(ভূতলশায়িন্)। ভূপৃষ্ঠে শয়নকারী, ধরাপৃষ্ঠে পতিত। ভূতল শব্দ—শী (শয়ন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভূতলশায়িনী। [৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ভূতলস্থিত—ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত; ভূগর্ভে স্থিত।

ভূতশুদ্ধি—পূজাদি কার্য্যে মন্ত্র দ্বারা দেহস্থ সর্ব্ব-ভূতের শোধন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভূতসংপ্লব—প্রলয়। ভূতের (জীবের) সংপ্লব (নাশ), ৬তৎ। সং; পু।

ভূতসঞ্চার—ভূতাবেশ, ভূতে পাওয়া। ভূত শব্দ —সম্—চর+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ভূতসঞ্চারী—(ভূতসঞ্চারিন্)। দাবাগ্নি, বনানল। ভূত—সম্—চর+ণিন্ ক। সং; পু।

ভূতসর্গ—ভূতসৃষ্টি, জীবসৃষ্টি। ৬তৎ। সং; পু।

ভূতাত্মা—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহেশ্বর; দেহ; পরব্রহ্ম; যুদ্ধ। ভূত হইয়াছে আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহ। সং; পু।

ভূতাবাস—বিষ্ণু; শরীর; বিভীতক বৃক্ষ। ভূতের আবাস, ৬তৎ। সং; পু।

ভূতাবিষ্ট—ভূতগ্রস্ত, ভূতাশ্রিত। ভূত দ্বারা আবিষ্ট, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ভূতাবেশ—দেহে ভূতের সঞ্চার, ভূতে পাওয়া। ভূতের আবেশ, ৬তৎ। সং; পু।

ভূতি—১। উৎপত্তি; অভ্যুদয়; সিদ্ধি; উৎকর্ষ; উন্নতি। ভূ (হওয়া, ইত্যাদি) +ক্তি ভা। ২। অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য; মহিমা; ভস্ম; সম্পত্তি; মাতঙ্গের সিন্দুরাদি সজ্জা; বৈশ্যের উপাধি। ভূ +ক্তি ণ। সং; স্ত্রী।

ভূতিগর্ভ—কবি ভবভূতি। সং; পু। [পু।

ভূতেশ—মহাদেব। ভূতগণের ঈশ, ৬তৎ। সং;

ভূদার—শূকর। ভূ শব্দ—দৃ (বিদারণ করা) +বণ্ ক। সং; পু।

ভূদেব—ব্রাহ্মণ। ভূতে (পৃথিবীতে) দেব (দেবতাস্বরূপ), ৭তৎ। সং; পু।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—ইনি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে মার্চ্চ কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ একজন বিখ্যাত শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপক ছিলেন। ভূদেব প্রথমে সংস্কৃত কলেজ ও পরে হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করেন। পাঠদ্দশায় ইনি উৎকৃষ্ট ছাত্রমধ্যে গণ্য ছিলেন, এবং প্রতিবর্ষে নানারূপ পুরস্কার ও বৃত্তি পাইতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি ইঁহার সহপাঠী ছিলেন। মধুসূদন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন; ভূদেবেরও মতিগতি কতকটা সেইদিকে নত হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন পরে একদিন কৌশলক্রমে পিতা পুত্রকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, যে ভক্ষ্য বা পানীয় পিতার সাক্ষাতে ভক্ষণ বা পান করিতে পারা যায় না, এরূপ বস্তু ভূদেব জন্মাবচ্ছিন্নে কদাচ গ্রহণ করিবেন না। ভূদেব উত্তরকালে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর ভূদেব স্থানে স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়া পাশ্চাত্য প্রণালীতে বঙ্গীয় বালকদিগকে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বয়ং অবিরত পরিশ্রম করিয়াও দেশের লোকের উৎসাহ ও যত্নের অভাবে এবং অর্থাভাবে কয়েক বৎসর পরে ইঁহাকে সেই মহদুদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর ইনি মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে গবর্ণমেণ্টের স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন, এবং নিজের অসাধারণ পরিশ্রম, কার্য্যপটুতা, বুদ্ধিমত্তা, ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া ১৮৬৬ খ্রীঃ অতিরিক্ত বিদ্যালয়-পরিদর্শকের (Additional Inspector of schools) পদ প্রাপ্ত হন। এক সময়ে গবর্ণমেণ্ট ইঁহার নিকট এদেশের শিক্ষার অবস্থার সম্বন্ধে এক রিপোর্ট তলব করেন। সে সম্বন্ধে ইনি এমন সসার উৎকৃষ্ট রিপোর্ট প্রদান করেন যে, তেমন রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে আর নাই। এই বিদ্যালয়-পরিদর্শকের কার্য্যে ইনি বিহার অঞ্চলে যাইয়া সেখানকার শিক্ষাপ্রণালীরও বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেন। এইরূপে অতিশয় দক্ষতার সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া ইনি কয়েক বৎসর পরেই ইন্স্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। কিছুদিনের জন্য অস্থায়িভাবে ইনি Director of Public Instruction, Bengal পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ ইনি প্রশংসার সহিত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করায় গবর্ণমেণ্ট হইতে পেনসন প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খ্রীঃ ইনি সি, আই, ই, (C. I. E.) উপাধি পাইয়াছিলেন এবং ১৮৮২ খ্রীঃ ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্যপদে আসীন থাকেন। ইনি বঙ্গভাষায় অনেকগুলি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন; যথা—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্ত্ব (জ্যামিতি), ইংলণ্ডের ইতিহাস, পুরাবৃত্তসার, রোমের ইতিহাস ইত্যাদি। "শিক্ষা-বিধায়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীর অশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার "ঐতিহাসিক উপন্যাস" বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব পদার্থ। "পুষ্পাঞ্জলি" নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইনি স্বদেশপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর ইনি "আচার প্রবন্ধ," "পারিবারিক প্রবন্ধ," ও "সামাজিক প্রবন্ধ" নামক তিনখানি পুস্তক রচনা করেন। ইনি দীর্ঘকাল সাতিশয় যোগ্যতার সহিত "এডুকেশন গেজেট" পত্রের সম্পাদকত্ব করিয়াছিলেন। প্যারীচরণ সরকার ইঁহার সম্পাদনভার ত্যাগ করিলে গবর্ণমেণ্ট ভূদেবের হস্তে ইহা অর্পণ করেন।

পরন্তু ভূদেবের সর্ব্বোপরি অক্ষয় কীর্ত্তি তাঁহার নিঃস্বার্থ দানশীলতা। সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চাকল্পে ইনি প্রায় দুই লক্ষ টাকা দান করেন, এবং তাহার সুপরিচালন জন্য পিতার নামে "বিশ্বনাথ ট্রষ্ট, ফণ্ড" নামে একটি ফণ্ড গঠন করিয়া গিয়াছেন। অধুনা এডুকেশন গেজেট পত্রের আয়ও এই ফণ্ডে উৎসর্গীকৃত। তদ্ভিন্ন ইনি নিজ বাসস্থল চুঁচুড়াতে পিতার নামে "বিশ্বনাথ-চতুষ্পাঠী" নামে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় এবং মাতার নামে "ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়" নামে একটি দাতব্য দেশীয় বৈদ্যক চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ ১৬ই মে ইঁহার পরলোকগমন ঘটে।

ভূধন—ভূপতি, রাজা। ভূ (পৃথিবী) ধন যাহার, বহ। সং; পু।

ভূধর—গিরি, পর্ব্বত; অনন্তদেব; যন্ত্রবিশেষ। ভূর (পৃথিবীর) ধর (ধারণকর্ত্তা), ৬তৎ। সং; পু।

ভূধ্র—পর্ব্বত। ভূ—ধৃ (ধারণ করা)+ক ক। সং; পু।

ভূপ—নৃপতি, রাজা। ভূ শব্দ (পৃথিবী)—পা (পালন করা)+ড ক। সং; পু।

ভূপতি—ধরণীশ্বর, রাজা। ৬তৎ। সং; পু।

ভূপতিত—ভূপৃষ্ঠে পতিত, যে ভূমিতে পড়িয়াছে এরূপ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ভূপাতিত—ভূপৃষ্ঠে পাতিত, যাহাকে ভূমিতে ফেলা হইয়াছে এরূপ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ভূপাল—মহীপাল, রাজা। ভূর (পৃথিবীর) পাল (পালনকর্ত্তা), ৬তৎ। সং; পু।

ভূভার—পৃথিবীর ভার, পাপ হেতু পৃথিবীর ভারিত্ব। ৬তৎ। সং; পু।

ভূভারহরণ—ভূমণ্ডলস্থ পাপিগণের বিনাশ-সাধনপূর্ব্বক ধরণীপৃষ্ঠের ভার লঘূকরণ। ভূর ভার, তাহার হরণ, দুইবার ৬তৎ। সং; স্ত্রী। গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

অর্থাৎ—'সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত, দুষ্ক্রিয়াকারীদিগের বিনাশার্থ, এবং ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।' এই অবতারকার্য্যই ভূভারহরণ, সুতরাং উল্লিখিত ত্রিবিধ কার্য্যই "ভূভারহরণ" পদের বাচ্য।

ভূভারহারী—(ভূভারহারিন্)। পৃথিবীর ভারহরণকারী, কৃষ্ণাদি অবতার। ভূভার শব্দ —হৃ (হরণ করা)+ণিন্ ক। সং; পু।

ভূভুক্—ভূপতি, রাজা। ভূ শব্দ (পৃথিবী)—ভুজ (ভোগ করা)+ক্বিপ্ ক=ভূভুজ্, ১মার ১বচন। সং; পু।

ভূভূৎ—পর্ব্বত; নৃপতি, রাজা। ভূ শব্দ (পৃথিবী)

—ভৃ (ধারণ করা, ভরণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

ভূমণ্ডল—ভূগোল, পৃথিবী। ভুর মণ্ডল, ৬তৎ ; অথবা ভূ মণ্ডল সদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। সং।

ভূময়—মৃন্ময়, মৃত্তিকাগঠিত। ভূ শব্দ+ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ ; ত্রি।

ভূমা—১। বহুত্ব। বহু শব্দ+ইমন্ ভাবে=ভূমন্, ১মার ১বচন। সং ; পু। ২। অধিক, বহুল, প্রচুর। বিণ ; ত্রি।

ভূমানন্দ—অক্ষয় আনন্দ, অতিশয় আনন্দ। ভূমা (অধিক) যে আনন্দ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

ভূমি, ভূমী—পৃথিবী ; ক্ষেত্র ; স্থান ; বাসস্থান ; আকর, খনি ; জিহ্বা ; যোগীদিগের অবস্থা-বিশেষ। ভূ (হওয়া)+মিক্ অধি ; ২য় পক্ষে, তদন্তরে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ভূমিকম্প—ভূপৃষ্ঠের কম্পন। ৬তৎ। সং ; পু।

ভূমিকা—বেশধারণ, রূপান্তরপরিগ্রহ ; চিত্তের অবস্থাবিশেষ ; বক্তব্যবিষয়ের সূচনা, গ্রন্থের পূর্ব্বাভাস (Introduction) ; রচনা। ভূমি শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ভূমিকুষ্মাণ্ড—ভুঁই কুমড়া। ভূমি জাত কুষ্মাণ্ড, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

ভূমিচম্পক—ভুঁই চাঁপা গাছ। সং ; পু।

ভূমিজ—১। মঙ্গলগ্রহ ; নরকের অধিপতি, নরকাসুর ; মনুষ্য। ভূমি শব্দ—জন (জন্মা) +ড ক। সং ; পু। ২। ভূমিজাত। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভূমিজা।

ভূমিজা—১। ভূমিজাতা। ভূমিজ দেখ ; ভূমিজ +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সীতা, রাম-ভার্য্যা। সং ; স্ত্রী।

ভূমিজীবী—(ভূমিজীবিন্)। কৃষিজীবী, কৃষক। ভূমির দ্বারা জীবী (জীবিকানির্ব্বাহকারী), ৩তৎ। সং ; পু।

ভূমিতল—ভূপৃষ্ঠ, ধরাতল, পৃথিবীর উপরি-ভাগ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ভূমিদেব—ভূদেব, ব্রাহ্মণ। ৭তৎ। সং ; পু।

ভূমিপ—ভূপতি, রাজা। ভূমি—পা (পালন করা) +ড ক। সং ; পু।

ভূমিপতি,—ভূপাল, রাজা। ৬তৎ। সং ; পু।

ভূমিপাল—ভূপাল, রাজা। ভূমির (পৃথিবীর) পাল (পালক), ৬তৎ। সং ; পু।

ভূমিপুত্র—মঙ্গল ; নরকাসুর। ৬তৎ। সং ; পু।

ভূমিপৃষ্ঠ—ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরিভাগ। ৬তৎ। সং ; পু।

ভূমিভৃৎ—পর্ব্বত ; নৃপতি, রাজা। ভূমি-ভৃ (ধারণ করা, ভরণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং।

ভূমিরুহ, ভূমীরুহ—বৃক্ষ, গাছ। ভূমি বা ভূমী—রুহ (উৎপন্ন হওয়া)+ক ক। সং ; পু।

ভূমিলেপন—গোময়। ভূমির লেপন (লেপন-সাধক), ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ভূমিবর্দ্ধন—১। মৃত্তিকার বৃদ্ধিকারক। ভূমি—ণিজন্ত বৃধ বা বর্দ্ধি (বাড়ান)+অন ক। বিণ ; ত্রি। ২। শব, মৃতদেহ। সং ; পু।

ভূমিশয্যা—পৃথিবী রূপ শয্যা, ভূতল রূপ বিছানা। রূপক। সং ; স্ত্রী।

ভূমিশায়ী—(ভূমিশায়িন্)। ভূপৃষ্ঠে শয়নকারী, ভূপতিত। ভূমি শব্দ—শী (শয়ন করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভূমিশায়িনী।

ভূমিষ্ঠ—ভূমিস্থিত ; ভূপতিত ; প্রসূত, জাত। ভূমি শব্দ—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

ভূমিসম্পত্তি—ভূমিরূপ ঐশ্বর্য্য, জমিজায়গা রূপ ধন। রূপক। সং ; স্ত্রী।

ভূমিসাৎ—ভূমিগত, ভূপতিত। ভূমি শব্দ+ চসাৎ। ব্য।

ভূমিস্পৃক্—১। ভূতলস্পর্শকারী। ভূমি—স্পৃশ (স্পর্শ করা)+ক্বিপ্ ক=ভূমিস্পৃশ্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। ২। মনুষ্য ; বৈশ্য ; খঞ্জ ; অন্ধ ; চৌরবিশেষ। সং ; পু।

ভূমীন্দ্র—ভূপতি, রাজা। ভূমির ইন্দ্র, ৬তৎ। সং ; পু।

ভূম্যধিকারী—(ভূম্যধিকারিন্)। ভূস্বামী, জমিদার। ভূমির অধিকারী, ৬তৎ। সং ; পু।

ভূম্যাসন—ভূতল রূপ আসন, ভূপৃষ্ঠ রূপ উপ-বেশন স্থান। রূপক। সং ; ক্লী।

ভূয়ঃ—(ভূয়স্) ১। বাহুল্য। বহু+ঈয়সু=ভূয়স্, ১মার ১বচন। সং ; ক্লী। ২। পুনঃ পুনঃ। ব্য।

ভূয়সী—বহুতরা, বহুলা। বহু+ঈয়সু+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ভূয়ান্।

ভূয়ান্—বহুতর ; প্রচুর, বহুল। বহু শব্দ+ঈয়সু =ভূয়স্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভূয়সী। [শয়ার্থে। বিণ ; ত্রি।

ভূয়িষ্ঠ—প্রচুর, বহু। বহু শব্দ+ইষ্ঠ অতি-

ভূয়োভূয়ঃ—পুনঃ পুনঃ, বারংবার। ভূয়ঃ+ভূয়ঃ। ব্য।

ভূরি—১। প্রভূত, প্রচুর, বহু, অনেক। ভূ (হওয়া)+ক্রি ক। বিণ ; ত্রি। ২। ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; মহেশ্বর ; বাসব। সং ; পু। ৩। স্বর্ণ। সং ; ক্লী।

ভূরিদক্ষিণ—প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত। ভূরি (প্রচুর) হইয়াছে দক্ষিণা যাহার, বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

ভূরিমায়—শৃগাল। ভূরি (প্রভূত) হইয়াছে মায়া (কপট) যাহার, বহু। সং ; পু। [ব্য।

ভূরিশঃ—বহুলরূপে ; বহুবার। ভূরি+চশস্।

ভূরিশ্রবাঃ—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি ; রাজা সোমদত্তের পুত্র। সোমদত্ত উপাসনা দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া এই বরলাভ করেন যে, তাঁহার পুত্র যদুবংশীয় শিনি-তনয় সাত্যকিকে সমরে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে পদাঘাত করিতে সমর্থ হইবেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ভূরিশ্রবাঃ কৌরব-পক্ষ অবলম্বন করেন, এবং চতুর্দ্দশ দিবসীয় যুদ্ধে সাত্যকিকে পরা-ভূত ও সর্ব্বসমক্ষে পদাঘাত করিয়া খড়্গা-ঘাতে তাঁহার প্রাণবিনাশে উদ্যত হন। তখন অর্জ্জুন শরাঘাতে ইঁহার সখড়্গদক্ষিণবাহু ছেদন করেন। অতঃপর সাত্যকি ইঁহার জীবনলীলা শেষ করেন।

ভূরুহ—বৃক্ষ, গাছ। ভূ শব্দ—রুহ (উৎপন্ন হওয়া)+ক ক। সং ; পু।

ভূর্জ্জ,—প্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ, বল্কদ্রুম। ভূ শব্দ—উর্জ্জ (বাঁচা, ইত্যাদি)+অন্ ক। সং ; পু। [সং ; পু।

ভূর্জ্জপত্র—ভূর্জ্জত্বক্, ভূর্জ্জগাছের ছাল। ৬তৎ।

ভূর্লোক—ভূলোক, পৃথিবী। ভূঃ যে লোক, কর্ম্মধা। সং ; পু।

ভূলগ্না—১। ভূমি-সংযোজিতা। ৭তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। শঙ্খপুষ্পী। সং ; স্ত্রী।

ভূলতা—কিঞ্চুলুক, কেঁচো। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ভূলুণ্ঠিত—ভূপতিত, যে ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়াছে এরূপ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

ভূবলয়—ভূমিপরিধি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ভূশক্র—ভূপতি, রাজা। ভূতে (পৃথিবীতে) শক্র (ইন্দ্রস্বরূপ), ৭তৎ। সং ; পু।

ভূশয্যা—ভূতলরূপ শয্যা। রূপক। সং ; স্ত্রী।

ভূশায়ী—(ভূশায়িন্)। ভূতলে শয়নকারী, ভূপতিত। ভূ শব্দ—শী (শয়ন করা) +ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভূশায়িনী।

ভূষণ—১। অলঙ্কৃতকরণ, প্রসাধন। ভূষ (ভূষিত করা)+অনট্ ভা। ২। আভরণ, অলঙ্কার, সজ্জা। ভূষ+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

ভূষণপ্রিয়া—আভরণানুরাগিণী, যে (রমণী) গহনা ভালবাসে। ভূষণ হইয়াছে প্রিয় যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

ভূসংস্কার—যজ্ঞাদি কার্য্যে ভূমির শোধন। ৬তৎ। সং ; পু।

ভূসম্পত্তি—ভূমিরূপ সম্পত্তি, জমি জায়গারূপ ঐশ্বর্য্য। ভূই সম্পত্তি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ভূষা—অলঙ্কৃতকরণ, প্রসাধন। ভূষ (ভূষিত করা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে ভূষিত।

ভূষিত—অলঙ্কৃত ; সজ্জিত ; শোভিত। ভূষ (ভূষিত করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ভূষণ, ভূষা।

ভূষ্ণু—উৎপত্তিশীল, জননশীল ; ভবিষ্যৎ। ভূ (হওয়া)+স্নুক্ ক। বিণ ; ত্রি।

ভূসুত—মঙ্গল ; নরকাসুর। ৬তৎ। সং ; পু।

ভূস্বর্গ—সুমেরু পর্ব্বত। ৭তৎ। সং ; পু।

ভূস্বামিনী—ভূস্বামী দেখ। সং ; স্ত্রী।

ভূস্বামী—ভূপতি, রাজা ; জমিদার। ৬তৎ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভূস্বামিনী।

ভৃকুংশ, ভৃকুংস—স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তক। ভ্রূ শব্দ—যথাক্রমে কুনশ ও কুনস (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক। সং; পু।

ভৃকুটি, ভৃকুটী—ভ্রূভঙ্গী। ভ্রূর কুটি বা কুটী (কুটিলতা), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভৃগু—১। শিব; দ্রোণাচার্য্য; বংশবিশেষ; প্রপাত, পর্ব্বতের উচ্চসানু; অত্যুচ্চ স্থান। ভ্রস্জ (ভর্জ্জন করা, ইত্যাদি)+কু ক। সং; পু। ২। ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা ইহাঁকে অন্যতম প্রজাপতিরূপে নিযুক্ত করেন। দক্ষসুতা খ্যাতির সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী ইহাঁর কন্যা, এবং ধাতা ও বিধাতা ইহাঁর পুত্র। ইনি ধনুর্বিদ্যার প্রবর্ত্তক, এবং প্রথিত ভৃগু-বংশের আদিপুরুষ। রাজা ক্ষত্রিয় বীতহব্য শত্রুভয়ে ইহাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মুনিবর তাঁহাকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিয়া শত্রু-কবল হইতে মুক্ত করেন।

কথিত আছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই তিন জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, ইহাই জানিবার নিমিত্ত মুনিঋষিগণ ভৃগুকে প্রেরণ করেন। ইনি প্রথমতঃ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত সম্মান-সূচক প্রণাম না করায় তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। ইনি ব্রহ্মাকে নানা প্রকার স্তবস্তুতিতে তুষ্ট করিয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হন, এবং ইচ্ছা-পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিতে ত্রুটি করেন। তাহাতে সদাশিব শিব অতিশয় রুষ্ট হইয়া মুনিবরকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হন। তখন ইনি নানাবিধ বিনয়গর্ভ স্তব-স্তুতিতে মহেশ্বরের ক্রোধশান্তি করিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। বিষ্ণু তৎকালে নিদ্রিত ছিলেন। ভৃগুমুনি তাঁহার বক্ষোদেশে পদা-ঘাত করায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। জাগরিত হইয়া বিষ্ণু ক্রোধ করা দূরে থাকুক, বরং অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া মুনিবরের পদে ব্যথা লাগিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া ইহাঁর পদসেবা করিতে প্রবৃত্ত হন। বিষ্ণুর বক্ষে অদ্যাপি সেই ভৃগুপদচিহ্ন রহিয়াছে। মুনি-বর তখন স্থির করেন যে, দেবতাদিগের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্ম-ণের উপাস্য।

ভৃগুপতি—ভার্গব, পরশুরাম। ভৃগুর (ভৃগু বংশের) পতি (প্রভু, প্রধান), ৬তৎ। সং; পু।

ভৃগুমান্—উচ্চসানুবিশিষ্ট (পর্ব্বতাদি)। ভৃগু শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে—ভৃগুমৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

ভৃগুসুত—শুক্রাচার্য্য; পরশুরাম। ৬তৎ। সং; পু।

ভৃঙ্গ—১। ভ্রমর; পক্ষিবিশেষ, ফিঙা পাখী; লম্পট; বৃক্ষবিশেষ। ভৃ (ভরণ করা)+গন্ ক। সং; পু। ২। অভ্রক। সং; ক্লী।

ভৃঙ্গরাজ—ভ্রমরশ্রেষ্ঠ; পক্ষিবিশেষ; বৃক্ষবিশেষ, কেসুরিয়া। ভৃঙ্গগণের মধ্যে রাজা (প্রধান), ৭তৎ। সং; পু।

ভৃঙ্গরিট, ভৃঙ্গরীট, ভৃঙ্গরিটি, ভৃঙ্গরীটী—শিবের অনুচর। ভৃঙ্গ শব্দ-রট+অন্ ক, ই, ঈ। সং; পু।

ভৃঙ্গরোল—ভীমরুল; ভৃঙ্গ, ভ্রমর; পক্ষিবিশেষ; কীটবিশেষ। ভৃঙ্গ শব্দ—রু (শব্দ করা)+লচ্ ক। সং; পু।

ভৃঙ্গার—১। জলপাত্র, ঝারি, গাড়ু। ভৃ (ভরণ করা)+আরন্ ক, অথবা ভৃঙ্গ শব্দ—ঋ (গমন করা)+ষণ্ ক। সং; পু। ২। স্বর্ণ; লবঙ্গ। সং; ক্লী।

ভৃঙ্গারিকা, ভৃঙ্গারী—ঝিল্লী, ঝিঁ ঝিঁ পোকা। ভৃঙ্গ (ভ্রমর) হইয়াছে অরি (শত্রু) যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

ভৃঙ্গি—স্বনামখ্যাত শিবানুচরবিশেষ। ভৃ (ভরণ করা)+গিক্ ক। সং; পু।

ভৃঙ্গী—ভৃঙ্গি, শিবানুচরবিশেষ। ভৃঙ্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে—ভৃঙ্গিন, ১মার ১বচন। সং; পু।

ভৃত—পালিত; পুষ্ট। পূর্ণ। ভৃ (ভরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ভরণ, ভৃতি।

ভৃতক—১। বেতন। ভৃ+ক্ত ণ, তদুত্তরে কণ্। সং; ক্লী। ২। বেতনগ্রাহী, ভৃত্য। ভৃ (ভরণ করা)+ক্ত র্ম্ম, তদুত্তরে কণ্। বিণ; ত্রি।

ভৃতি—১। ভরণ; পালন; পূরণ। ভৃ (ভরণ করা)+ক্তি ভা। ২। বেতন; মূলধন; মূল্য। ভৃ+ক্তি ণ। সং; স্ত্রী।

ভৃতিভুক্—বেতনগ্রাহী, বেতনভোগী। ভৃতি শব্দ (বেতন)-ভুজ (ভোগ করা)+ক্বিপ্ ক—ভৃতিভুজ্, ১মার ১বচন। বিণ।

ভৃত্য—১। প্রতিপাল্য। ভৃ (ভরণ করা)+ক্যপ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। দাস, কিঙ্কর। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভৃত্যা।

ভৃত্যা—১। প্রতিপাল্যা। ভৃ (ভরণ করা)+ক্যপ্ র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দাসী; ভৃতি, বেতন; চিকিৎসা। ভৃ+ক্যপ্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ভৃমি—১। ভ্রমণ; ভ্রমি, ঘূর্ণা। ভ্রম (ভ্রমণ করা)+ই ভা। সং; স্ত্রী। ২। আবর্ত্ত, জলের পাক; ঘূর্ণবায়ু। ভ্রম+ই ক। পু।

ভৃশ—১। অত্যন্ত, সাতিশয়, অধিক। ভৃশ (অধঃপতিত হওয়া)+ক ক। বিণ; ত্রি। ২। অতিশয়। ব্য; ক্লী।

ভৃষ্ট—ভর্জ্জিত, ভাজা। ভ্রস্জ (ভাজা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ভৃষ্টান্ন—চালভাজা, মুড়ি। ভৃষ্ট (ভর্জ্জিত) যে অন্ন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ভৃষ্টি—ভর্জ্জন, ভাজা। ভ্রস্জ (ভাজা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ভেক—১। মেঘ। ভী (ভয় পাওয়া)+কন্ অপা। ২। মণ্ডুক, ব্যাঙ। ভী+কন্ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভেকী।

ভেকভুক—(ভেকভুজ্)। ভেকভোজী, সর্প। ভেক শব্দ-ভুজ+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

ভেকাসন—যোগোক্ত আসনবিশেষ। সং; পু।

ভেকী—মণ্ডূকী, স্ত্রী-ব্যাঙ। ভেক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ভেট—উপহার, উপঢৌকন, কোন রাজা বা কোন প্রধান ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলে যে সওগাদ দেওয়া হয়। দেশজ।

ভেড়—মেষ, ভেড়া। ভী (ভয় পাওয়া)+ড ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভেড়ী।

ভেড়ী—মেষী। ভেড়+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ভেড়।

ভেত্তা—ভেদকারক। ভিদ (ভেদ করা)+তৃন্ ক—ভেত্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভেত্রী। বিশেষ্যে ভেদ, ভেদন।

ভেদ—বিচ্ছেদ; বিভিন্নতা, বৈলক্ষণ্য; পার্থক্য; বিশেষ; শত্রুবশীকরণের উপায়বিশেষ; ছেদন; বিদারণ; বেধন; ভঙ্গ; মনোভঙ্গ; রেচন; উন্মেষ; প্রকাশ; অন্যোন্যভাব। ভিদ (ভেদ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে ভিন্ন।

ভেদক—ভেদকারক; বিশেষক; বিরেচক। ভিদ (ভেদ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভেদিকা। [ক্লী ৬

ভেদজ্ঞান—ভেদবুদ্ধি, পৃথক্‌বোধ। ৬তৎ। সং;

ভেদন—ভেদকরণ; বিদারণ; বিচ্ছেদকরণ; বিরেচন। ভিদ (ভেদ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ভেদপ্রত্যয়—ঈশ্বর হইতে জাগতিক পদার্থ-সমূহের প্রভেদ জ্ঞান। ভেদ জনক প্রত্যয় (জ্ঞান), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ভেদবুদ্ধি—ভেদজ্ঞান; বিচ্ছেদকারিকা বুদ্ধি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভেদিকা—ভেদকারিকা; বিরেচিকা। ভেদক দেখ; ভেদক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভেদিত—ছেদিত; বিদারিত; পৃথক্‌কৃত। ণিজন্ত ভিদ বা ভেদি (ভেদ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। [উর ণ। সং; ক্লী।

ভেদুর—ভিদুর, বজ্র। ভিদ (ভেদ করা)+

ভেদ্য—ভেদযোগ্য; বিদার্য্য; বিশেষ্য। ভিদ (ভেদ করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ভেরি, ভেরী—পটহ; একপ্রকার ঢাক। ভী (ভয় পাওয়া)+রি অপা। সং; স্ত্রী।

ভেল, ভেলক—উড়ুপ, ভেলা। ভী (ভয় পাওয়া)+র বা ল অপা; ২য় পক্ষে, তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

ভেষজ—ঔষধ। ভেষ+অল্ অপা=ভেষ (ভয়ের কারণ অর্থাৎ পীড়া), তদুত্তরে জি (জয় করা)+ড ক; যাহা ভয়ের কারণ অর্থাৎ রোগকে জয় করে। সং; পু।

ভৈক্ষ, ভৈক্ষ্য—১। ভিক্ষালব্ধ, ভিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত। ভিক্ষা শব্দ+যথাক্রমে ষ্ণ ও ষ্ণ্য বিণ; ত্রি। ২। ভিক্ষাসমূহ। সং; ক্লী।

ভৈক্ষচর্য্যা—ভিক্ষাবৃত্তি, ভিক্ষাচরণ। ভৈক্ষ—চর+ক্যপ্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ভৈক্ষজীবী—(ভৈক্ষজীবিন্)। ভিক্ষা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। ভৈক্ষ শব্দ—জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক। বিণ; পু।

ভৈক্ষব—ভিক্ষাসমূহ। ভিক্ষা শব্দ+ষ্ণ সমূহার্থে। সং; ক্লী।

ভৈমী—১। দময়ন্তী, নলমহিষী। ভীম শব্দ (বিদর্ভরাজবিশেষ) +ষ্ণ অপত্যার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। ভীমৈকাদশী, মাঘমাসের শুক্লা একাদশী। ভীম (মধ্যমপাণ্ডব)+ষ্ণ ইদমর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ভৈরব—১। ভয়ঙ্কর, ভয়ানক। ভীরু+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। শিব; শিবের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, যথা—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও সংহার এই আট; রসবিশেষ; সঙ্গীতের রাগবিশেষ; নদবিশেষ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভৈরবী।

ভৈরবনাথ—(কালভৈরব)। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে কপালমোচন তীর্থের সম্মুখে ভৈরবনাথ বা কালভৈরব বিরাজিত। ইনি কাশীর রক্ষক বা শাসক বলিয়া প্রসিদ্ধ; পঞ্চক্রোশী মধ্যে পাপ কার্য্যের দমনই ইঁহার কার্য্য। ব্রহ্মার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত মহাদেব ইঁহার সৃষ্টি করেন। ইঁহার বর্ত্তমান মূর্ত্তি প্রস্তরগঠিত, মুখ রৌপ্যমণ্ডিত। পেশোয়া বাজীরাও ইঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

ভৈরবী—১। ভয়ঙ্করী। ভৈরব দেখ; ভৈরব স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দশমহাবিদ্যার মধ্যে দেবীবিশেষ, দুর্গা; শৈব স্ত্রীবিশেষ; রাগিণীবিশেষ। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ভৈরব।

ভৈরবীচক্র—তন্ত্রোক্ত চক্রবিশেষ; তান্ত্রিকগণের সমবায়, ইহারা চক্রাকারে উপবিষ্ট হইয়া শোধনপূর্ব্বক সুরা পান করে। সং; ক্লী।

ভৈষজ, ভৈষজ্য—চিকিৎসা; ঔষধ। ভেষজ বা ভিষজ্ শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

ভো—সম্বোধনসূচক পদ, ওহে, ওরে। ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ডো ণ। ব্য।

ভোঃ—(ভোস্)। সম্বোধনসূচক পদ; প্রশ্ন; বিষাদ। ভা (দীপ্তি)+ডোস্ ণ। ব্য।

ভোক্তব্য—ভোগযোগ্য; ভোজনের উপযুক্ত। ভুজ (ভোজন করা)+তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ভোক্তা—১। ভোজনকর্ত্তা, ভক্ষক; ভোগকর্ত্তা। ভুজ (ভোজন করা)+তৃন্ ক=ভোক্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভোক্ত্রী। ২। বিষ্ণু। সং; পু।

ভোক্ত্রী—ভোজনকারিণী; ভোগকর্ত্রী। ভোক্তা দেখ; ভোক্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভোগ—১। ভোজন, ভক্ষণ; পালন; সুখদুঃখানুভব। ভুজ (ভোজন করা, ইত্যাদি)+ঘঞ্ ভা। ২। সুখ; সম্পত্তি; ধন। ভুজ+ঘঞ্ র্ম্ম। ৩। পণ্যাঙ্গনার বেতন, বেশ্যাকে দেয় অর্থ। ভুজ+ঘঞ্ ণ। ৪। সর্পফণা; সর্প; সর্পদেহ; দেহ। ভুজ+ঘঞ্ ণ। সং; পু। বিশেষণে

ভোগগৃহ—বাসগৃহ। ভোগের নিমিত্ত গৃহ, ৪তৎ। সং; ক্লী।

ভোগদেহ—মৃত্যুর পর পাপপুণ্যের ফলভোগার্থ সূক্ষ্মশরীর। ভোগের নিমিত্ত দেহ, ৪তৎ। সং; পুঁ ও ক্লী।

ভোগপিপাসা—ভোগতৃষ্ণা, সুখলাভের ইচ্ছা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভোগপিশাচিকা—ক্ষুধা, ভোজনেচ্ছা। সং; স্ত্রী।

ভোগভূমি—ভারতবর্ষেতর বর্ষ [কারণ ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি]; সুখভোগের স্থান, স্বর্গ। সং।

ভোগলালসা—ভোগস্পৃহা, সুখলাভের ইচ্ছা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভোগবতী—১। ভোগবিশিষ্টা। ভোগ শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ভোগবান্। ২। পাতালগঙ্গা; নাগপুরী। সং; স্ত্রী।

ভোগবান্—১। ভোগবিশিষ্ট, ভোগী। ভোগ+বতু অস্ত্যর্থে=ভোগবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভোগবতী। ২। সঙ্গীত; সর্প। সং; পু।

ভোগবাসনা—সুখলাভের ইচ্ছা, ভোগাভিলাষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভোগবিলাস—ভোগজনিত বিলাস, সুখভোগজনিত স্ফূর্ত্তি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

ভোগাভিলাষ—বিষয়ভোগের ইচ্ছা, ভোগবাসনা। ৬তৎ। সং; পু।

ভোগায়তন—স্থূলদেহ। ভোগের আয়তন, ৬তৎ। সং; ক্লী।

ভোগাবাস—বাসগৃহ, অন্তঃপুর, অন্দরমহল। ভোগের নিমিত্ত আবাস, ৪তৎ। সং; পু।

ভোগাসক্ত—বিষয়ভোগে নিরত, সুখভোগে অনুরক্ত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ভোগিনী—১। ভোগযুক্তা; সুখিনী। ভোগ+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ভোগী। ২। মহিষী ভিন্ন রাজস্ত্রী। সং; স্ত্রী।

ভোগী—১। ভোগযুক্ত। ভোগ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=ভোগিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভোগিনী। ২। সর্প; রাজা; নাপিত; গ্রামাধ্যক্ষ। সং; পু।

ভোগীন্দ্র, ভোগীশ—অনন্তদেব, বাসুকি। ভোগীদিগের (সর্পসমূহের) ইন্দ্র বা ঈশ (প্রভু, রাজা), ৬তৎ। সং; পু। [স্ত্রী।

ভোগৈশ্বর্য্য—সুখভোগ ও সম্পত্তি। দ্বন্দ্ব। সং;

ভোগ্য—১। ভোগের যোগ্য। ভুজ (ভোগ করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভোগ্যা। ২। ধন; ধান্য। সং; ক্লী।

ভোগ্যা—গণিকা, বেশ্যা। ভোগ্য শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

ভোজ—১। দেশবিশেষ, ভোজপুর। ভুজ (ভোজন করা)+অল্ অধি। ২। নৃপবিশেষ; মালবের অধীশ্বর; যদুবংশ। ভুজ+অন্ ক। সং; পু।

ভোজরাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ;—ইনি মালবদেশের অধীশ্বর ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ধারা নগরী ইঁহার রাজধানী ছিল। প্রমারবংশীয় রাজগণের মধ্যে ইনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। মহাবীর মামুদ গজনী যৎকালে কালঞ্জর অবরোধ করেন, তৎকালে ইনি যবন-সেনাকে পুনঃ পুনঃ পরাভূত করিয়াছিলেন। চালুক্য রাজগণ ইঁহার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইনি তাঁহাদিগকে বার বার সমরে পরাস্ত করেন। কিন্তু ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে, অবশেষে চালুক্যগণ গুজরাটরাজ ভীমদেবের সহিত মিলিত হইয়া মালব আক্রমণ করিলে, ইনি যুদ্ধে পরাজিত হন। ধারা নগরী ভীমদেবের হস্তগত হয়। ইনি শেষ জীবনে অতিশয় কষ্ট পাইয়াছিলেন। ১০৯২ খৃঃ অব্দে ইনি কালগ্রাসে পতিত হন।

রাজা ভোজ নানা গুণে ভূষিত ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ইঁহারও নাম ভারতবাসিমাত্রেরই বিদিত। ইনি অতিশয় বিদ্যোৎসাহী এবং নিজেও সুকবি ও গ্রন্থকার ছিলেন। অলঙ্কার, দর্শন, যোগ, স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা বিষয়ের বহুসংখ্যক গ্রন্থ ইঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ-সিংহাসন উদ্ধার করিয়াছিলেন।

ভোজক—১। ভোজনকারী। ভুজ (ভোজন করা)+ণক ক। ২। ভোজনসম্পাদক, যে ভোজন করায়। ণিজন্ত ভুজ বা ভোজি (ভোজন করান)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

ভোজকট—ভোজদেশ, ভোজপুর। সং; পু।

ভোজন—১। ভক্ষণ, আহার। ভুজ (ভোজন করা, পালন করা)+অনট্ ভা [ভোজনসম্বন্ধে শাস্ত্রে বহুবিধ নিয়ম কথিত হইয়াছে।

তন্মধ্যে কয়েকটী নিয়ম এই ;—বিশ্বস্ত লোক দ্বারা পবিত্র রন্ধনশালায় অন্ন প্রস্তুত করাইয়া নিভৃতে ভোজন করা বিধেয়। ভোজনকালে অন্য লোকের উপস্থিতি নিষিদ্ধ। স্বর্ণময়, রজতময়, কাংস্যময়, লৌহ বা কাচ গঠিত পাত্রে অথবা কদলী প্রভৃতি বৃক্ষপত্রে ভোজন করিবে। ভক্ষ্য দ্রব্য অতিশয় শীতল বা অতিশয় উষ্ণ হইবে না। দিবাভাগে বেলা এক প্রহরের পর দুই প্রহরের মধ্যে এবং রাত্রিতে এক প্রহরকালে ভোজন কার্য্য নির্ব্বাহ করা উচিত। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ভোজন করিবে, নতুবা ভোজন নিষিদ্ধ অগ্রে মধুর রস, মধ্যে অম্ল ও লবণ রস ভোজন করিয়া পরে অন্যান্য ভোজন করা বিধেয়। ভোজনান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ ও কিয়ৎক্ষণ পাদচারণ করা আবশ্যক। অতি দ্রুত বা অতি বিলম্বিত ভোজন করা অবিধেয়। ভোজনপাত্র ও পরিবেশিকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকা অবশ্যক]। ২। ভক্ষ্যবস্তু। ভুজ+অনট্ র্ম। সং ; ক্লী। বিশেষণে ভুক্ত।

ভোজনপটু—ভোজনসমর্থ, প্রচুর ভক্ষণে দক্ষ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

ভোজনপাত্র—আহারের পাত্র, যাহাতে অন্নাদি রাখিয়া খাওয়া যায়, থালা, পাতা প্রভৃতি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ভোজনশালা—ভোজন-গৃহ, খাইবার ঘর। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ভোজনাগার—ভোজনশালা। ৬তৎ। সং ; পু।

ভোজবিদ্যা—ইন্দ্রজালবিদ্যা, ভেল্কী। সং ; স্ত্রী।

ভোজ্য—১। ভক্ষ্য, খাদ্য। ভুজ (ভোজন করা) +ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। ভক্ষ্যবস্তু। সং ; ক্লী। ৩। ভোজবংশীয়। ভোজ শব্দ (নৃপবিশেষ)+ষ্য অপত্যার্থে। বিণ ; ত্রি।

ভোলানাথ—শিব। দেশজ।

ভোলানাথ চন্দ্র—জন্ম ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ। নিবাস কলিকাতা আহিরীটোলা। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে কেরাণী হইয়া প্রবেশ করেন। পরে হাওয়ার্থ, হার্ডম্যান কোং (Haworth, Hardman & co) আফিসে শিক্ষানবিসী স্বরূপে প্রবিষ্ট হন। ১৮৫৫ খ্রীঃ ঐ কোম্পানীর কাশীপুরস্থ চিনির কলে (Cossipore Sugar Refinery) উহাঁদের এজেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ৩০ বৎসর কাল কর্ম্ম করেন। ইংলিসম্যান্ পত্রের শনিবার সন্ধ্যার সময় যে সংস্করণ (Saturday journal) বাহির হইত, তাহাতে ভোলানাথ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত করেন (১৮৬৬। ৬৭ খ্রীষ্টাব্দ)। ঐ বৃত্তান্ত একত্রিত হইয়া পরে ইংলণ্ডে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ)। ট্যাল্‌বয়েস হুইলার (Talboys Wheeler) সাহেব ইহার একটি ভূমিকা লিখিয়া দেন। এই গ্রন্থ (Travels of a Hindoo) ভোলানাথের প্রধান রচনা। ইহাতে তাঁহার রচনা ও দর্শন এই উভয় শক্তিই সমভাবে দৃষ্ট হয়। ইনি রাজা দিগম্বর মিত্রের একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছেন।

ভোলা ময়রা—প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। ইহার জন্মস্থান লইয়া মতভেদ আছে। কাহারও মতে গুপ্তিপাড়া, কাহারও মতে কলিকাতা শিমুলিয়া। ইহার পিতার নাম কৃপারাম, মাতার নাম গঙ্গামণি। কৃপারামের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ ভোলা, দ্বিতীয় হৃদয়। ভোলা বাগবাজারে থাকিত, এবং সেইখানেই তাহার মিঠায়ের দোকান ছিল। ইহা তাহার স্বরচিত অনেক গানেই পাওয়া যায়। যথা—"আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা, বাগবাজারে রই।" "নহি কবি কালিদাস, বাগবাজারে করি বাস।" ইত্যাদি।

বাল্যে ভোলা পাঠশালার সামান্য লেখা পড়া শিখিলেও পারসী, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় এবং জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার কিঞ্চিৎ অধিকার ছিল। ভোলা একজন সুরসিক কবি। কবির দল করিবার পূর্ব্বে তাহার রচিত একটী কবিতায় তাহার এই রসপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সে কবিতাটী এই,—

পানকে তাম্বুল বলে পর্ণ সাধু ভাষা।
বুরুজে বিরাজ করে চাষার বড় আশা॥
বুড়ো বুড়ি * * * যুবক যুবতী।
পান পেলে সবাকার বাড়ায় পিরীতি॥
মোষের মত মুন্সী বাবু মসির ন্যায় কালো।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গায় চেহারা খানা ভালো॥
পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে পান খেতে পাই।
লক্ষ্মীছাড়া বাসিমড়া যার পানের কড়ি নাই॥

ভোলা প্রথমতঃ হরু ঠাকুরের দলে কিছু দিন শিক্ষানবিশী করিয়া পরে নিজে পৃথক্ দল গঠন করে। দল করিবার পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত হরু ঠাকুর নূতন নূতন সুর ও গান ভোলাকে দিতেন। সাতুরায় ভোলার দলের অবৈতনিক বাঁধনদার ছিলেন, এবং গদাধর, কৃষ্ণমোহন প্রভৃতি কবিগণ ইহার দলে বেতনভোগী বাঁধনদারের কার্য্য করিতেন।

ভোলা স্পষ্টবাদী কবিওয়ালা ছিল। এক সময়ে ভোলা খাঁটালের নিকটবর্ত্তী জাড়া গ্রামে জমিদার রায়েদের বাড়ী গাহিতে গিয়াছিল। জাড়ার নিকটেই মাণিককুণ্ড গ্রাম ; এখানে ৩।৪ হাত লম্বা এবং ১০।১২ সের পর্য্যন্ত ওজনের মুলা জন্মে। এই আসরে জগা বেণে ভোলার প্রতিপক্ষ ছিল। জগা বাবুদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত জাড়া গ্রামকে গোলক বৃন্দাবনের সহিত এবং বাবুদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুলনা করিয়া একটী গান গাহিল। ভোলার ইহা অসহ্য হইল। সে আসরের মধ্যে দাঁড়াইয়া বাবুদের সাক্ষাতেই গাহিল.—

কেমন কোরে বল্লি জগা,
জাড়া গোলক বৃন্দাবন।
এখানে বামুন রাজা চাষা প্রজা,
চৌদিকে দেখ্ বাঁশের বন।
জগা, কোথা রে তোর শ্যামকুণ্ড,
কোথা রে তোর রাধাকুণ্ড,
সামনে আছে মাণিককুণ্ড
করগে মুলা দরশন।
কৃষ্ণচন্দ্র কি সহজ কথা কৃষ্ণ বলি কাবে ?
সংসার সাগরে যিনি (জগা) তরাইতে পারে॥
বাবু তো লালাবাবু কোলকাতাতে বাড়ী ;
বেগুন পোড়ায় নুণ দেয় না সে ব্যাটাতো হাড়ী॥
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুকতের মধু অলি।
মাপ করগো রায় বাবু, ছুটো সত্যি কথা বলি॥
জগা বেণে খোসামোদে, অধিক বল্‌বো কি।
তপ্ত ভাতে বেগুন পোড়া, পান্তা ভাতে ঘি॥

ভোলা নিজেরও খোসামোদ সহ্য করিতে পারিত না। একবার গাওনার সময় কবিওয়ালা যজ্ঞেশ্বর দাস পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া ভোলার খোসামোদ করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং তাহাকে সদাশিব ভোলানাথের সহিত তুলনা করে। ইহাতে স্পষ্টবাদী ভোলা গাহিল.—

আমি সে ভোলানাথ নই—
আমি সে ভোলানাথ নই।
আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা,
বাগবাজারে রই॥

সমাজের ত্রুটী লক্ষ্য করিয়াও ভোলা অনেক সময় শ্লেষপূর্ণ গান বাঁধিত। এই জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তা, হুতুম পেঁচার ন্যায় লেখক, এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব বড়ই আবশ্যক।"

৭০ বৎসর বয়সে ভোলা পরলোক গমন করে। তাহার কোন সন্তানসন্ততি ছিল কি না জানা যায় না। হয় তো ভোলার বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালা-সাহিত্য হইতে ভোলার নাম কখনও লুপ্ত হইবে না।

ভৌত—১। ভূতযজ্ঞ ; দেবল ব্রাহ্মণ। ভূত শব্দ +ষ্ণ ইদমর্থে। সং ; পু। ২। ভূতসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি।

ভৌতিক—ভূতসম্বন্ধীয় ; ভূতকৃত। ভূত শব্দ + ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভৌতিকী।

ভৌতিক নিয়ম—প্রাকৃতিক নিয়ম, যে নিয়মে ভৌতিক পদার্থসমূহের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ভৌতিক পদার্থ—প্রাকৃতিক পরমাণুসংযোগে উদ্ভূত অগ্নিজলমৃত্তিকাদি পদার্থ ; ক্ষিত্যাদি ভূতজাত বস্তু ; পিশাচাদি দেবযোনি হইতে জাত পদার্থ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ভৌতিক ব্যাপার—পিশাচাদি দেবযোনি হইতে জাত ঘটনা ; প্রাকৃতিক ঘটনা। কর্ম্মধা। সং ; পু। [ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ভৌতী—রজনী, রাত্রি। ভৌত শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে

ভৌম—১। ভূমিসম্বন্ধীয় ; ভূমিজাত। ভূমি শব্দ + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। মঙ্গল-গ্রহ ; নরকাসুর। ভূমি শব্দ + ষ্ণ অপত্যার্থে। সং ; পু।

ভৌমিক—১। ভূম্যধিকারী, ভূস্বামী। ভূমি শব্দ + ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। ২। জাতিগত উপাধি। সং ; পু।

ভৌমী—সীতা [সীতা দেখ]। ভূমি শব্দ + ষ্ণ অপত্যার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

ভৌরিক—স্বর্ণাধ্যক্ষ ; কোষাধ্যক্ষ। ভূরি (স্বর্ণ) + ষ্ণিক। সং ; পু।

ভ্যান্সিটার্ট—জনৈক ইংরেজ কর্ম্মচারী। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মহাবীর ক্লাইভ্ স্বদেশে গমন করিলে ইনি তাঁহার স্থলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইংরেজকৃত বাঙ্গালার নবাব তাঁহার প্রতিশ্রুত সমুদায় অর্থ পরিশোধ করিতে এবং ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে না পারায় ইনি মিরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মিরকাসিমকে বাঙ্গালার মস্নদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ভ্রংশ—পতন ; নাশ ; পলায়ন। ভ্রন্শ (অধঃপতিত হওয়া) + অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে ভ্রষ্ট।

ভ্রকুংশ, ভ্রকুংস—স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তক। ভ্রূ শব্দ — কুন্শ বা কুন্স (দীপ্তি পাওয়া) + অল্ ক। সং ; পু।

ভ্রকুটি, ভ্রকুটী—ভ্রূকুটি, ভ্রূভঙ্গী। ভ্রূর কুটি বা কুটী (কুটিলতা), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ভ্রম—১। মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রান্তি, ভুল (Mistake)। ভ্রম (ভুল করা, ভ্রমণ করা ইত্যাদি) + অল্ ভা। ২। কুলালচক্র ; কুন্দযন্ত্র, কুঁদ ; ভ্রম + অল্ ক। ৩। ঘূর্ণি, জলের পাক ; জলনির্গমপথ। ভ্রম + অল্ ণ। সং ; পু। বিশেষণে ভ্রান্ত।

ভ্রমকৌতুক—ভ্রমজনিত আমোদ, ভুল লইয়া পরিহাস। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ভ্রমজাল—ভ্রান্তিসমূহ, ভুল সকল ; ভ্রান্তিরূপ পাশ। ভ্রমের জাল (সমূহ), ৬তৎ, অথবা ভ্রম রূপ জাল, রূপক। সং ; ক্লী।

ভ্রমণ—পর্য্যটন ; বেড়ান, ঘুরা। ভ্রম (ভ্রমণ করা, ইত্যাদি) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে ভ্রান্ত।

ভ্রমণবৃত্তান্ত—ভ্রমণ বিবরণ, দেশপর্য্যটনের বিবরণ। ৬তৎ। সং ; পু।

ভ্রমনিরসন—ভ্রান্তি দূরীকরণ, ভুল সংশোধন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ভ্রমনিবারণ—ভ্রান্তি দূরীকরণ, ভুল শুধ্‌রাইয়া দেওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ভ্রমপ্রমাদ—ভ্রান্তিজনিত অনবধানতা, ভুল ও অসাবধানতা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা বা দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

ভ্রমর—মধুকর, ভৃঙ্গ, ভোমরা ; কামুক। ভ্রম (ভ্রমণ করা) + অরন্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভ্রমরী।

ভ্রমরক—১। ভৃঙ্গ, ভোমরা ; বালমূষিক, নেংটী ইঁদুর। ভ্রমর + কণ্ স্বার্থে। ২। ললাটস্থিত চূর্ণকুন্তল। ভ্রমর শব্দ — কৈ (শোভা পাওয়া) + ড ক। সং ; পু।

ভ্রমরকৃষ্ণ—ভ্রমরবৎ কৃষ্ণবর্ণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

ভ্রমরকৃষ্ণগুম্ফ—ভ্রমরসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ গোঁপ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ভ্রমরকৃষ্ণগুম্ফশ্মশ্রু—ভ্রমরের ন্যায় কাল গোঁফ দাড়ী। গুম্ফ ও শ্মশ্রু, দ্বন্দ্ব ; ভ্রমরকৃষ্ণ যে গুম্ফশ্মশ্রু, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ভ্রমরকৃষ্ণগুম্ফশ্মশ্রুশোভিত—ভ্রমরের ন্যায় কাল গোঁফ দাড়ী দ্বারা ভূষিত। ভ্রমরকৃষ্ণগুম্ফশ্মশ্রু দ্বারা শোভিত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ভ্রমরগুঞ্জন—ভ্রমরের গুন্ গুন্ শব্দ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [৬তৎ। সং ; পু

ভ্রমরঝঙ্কার—ভ্রমর গুঞ্জন, ভ্রমরের ধ্বনি।

ভ্রমরপ্রিয়—ধারা কদম্ব। ৬তৎ। সং ; পু।

ভ্রমরবিলাসিতা—একাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

ভ্রমবশতঃ—ভ্রান্তিজন্য, ভুলহেতু। ভ্রমের বশ, ৬তৎ ; তদ্ধেতু। ভ্রমবশ + তস্ ৫মী স্থানে। ব্য।

ভ্রমসংশোধন—ভ্রান্তি দূরীকরণ, ভুল শুধ্‌রাইয়া দেওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ভ্রমসঙ্কুল—ভ্রমপূর্ণ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ভ্রমাত্মক—ভ্রমপূর্ণ, ভুলবিশিষ্ট। ভ্রম হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভ্রমাত্মিকা।

ভ্রমান্ধ—ভ্রমহেতু দৃষ্টিশক্তিরহিত, ভ্রান্তি দ্বারা জ্ঞানশূন্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ভ্রমি, ভ্রমী—১। আবর্ত্ত, ঘূর্ণজল ; কুলালচক্র, কুমারের চাক ; সৈন্যরচনা। ভ্রম (ভ্রমণ করা, ঘুরা) + ই ক। ২। ভ্রমণ ; ঘূর্ণন ; ভ্রান্তি, ভুল। ভ্রম + ই ভা। সং ; স্ত্রী।

ভ্রষ্ট—অধঃপতিত ; চ্যুত ; চলিত ; নষ্ট ; দূষিত। ভ্রন্শ (অধঃপতিত হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ভ্রংশ।

ভ্রষ্টচরিত্র—দূষিত চরিত্রবিশিষ্ট, চরিত্রহীন। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভ্রষ্টচরিত্রা।

ভ্রষ্টচরিত্রা—দূষিত চরিত্রবিশিষ্টা, চরিত্রহীনা, অসতী। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

ভ্রষ্টতা, ভ্রষ্টত্ব—অধঃপতন ; দোষযুক্ততা ; চ্যুতি। ভ্রষ্ট দেখ ; ভ্রষ্ট শব্দ + তা, ত্ব ভাবে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ভ্রষ্টা—অধঃপতিতা ; দূষিতা ; অসতী। ভ্রন্শ (অধঃপতিত হওয়া) + ক্ত ক + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ভ্রষ্টাচরণ—দূষিত আচরণ, দোষযুক্ত ব্যবহার। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ভ্রষ্টাচার—১। দূষিত আচারবিশিষ্ট, পাপাচারী। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। অপবিত্র ব্যবহার। কর্ম্মধা। সং ; পু।

ভ্রষ্টাচারী—(ভ্রষ্টাচারিন্)। দূষিত আচারবিশিষ্ট, পাপাচারী ; কুৎসিত কার্য্যকারী। ভ্রষ্টাচার দেখ ; ভ্রষ্টাচার শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভ্রষ্টাচারিণী।

ভ্রাজক—১। দীপ্তিকারক ; শোভাকর। ভ্রাজ (দীপ্তি পাওয়া) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। ২। দেহস্থ ধাতুবিশেষ, পিত্ত। সং ; পু।

ভ্রাজথু—দীপ্তি, প্রভা ; শোভা। ভ্রাজ (দীপ্তি পাওয়া) + অথু ভা। সং ; পু।

ভ্রাজিষ্ণু—দীপ্তিশীল ; উজ্জ্বল ; শোভাযুক্ত। ভ্রাজ (দীপ্তি) + ইষ্ণু ক। বিণ ; ত্রি।

ভ্রাজী—দীপ্তিশীল ; উজ্জ্বল ; শোভাযুক্ত। ভ্রাজ (দীপ্তি পাওয়া) + ণিন্ ক — ভ্রাজিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভ্রাজিনী।

ভ্রাতা—এক পিতা হইতে জাত পুরুষ, সহোদর বা বৈমাত্রেয় ; ভাই ; ভাই ও ভগ্নী। ভ্রাজ (দীপ্তি পাওয়া) + তৃচ্ ক — ভ্রাতৃ, ১মার ১বচন। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভগিনী, ভগ্নী।

ভ্রাতুষ্পুত্র—ভ্রাতার পুত্র, ভাইপো। ভ্রাতৃ শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে ভ্রাতুঃ (ভ্রাতার) ; সুতরাং এটিকে অলুক্ ৬তৎ বলা যাইতে পারে। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রী।

ভ্রাতৃকন্যা—ভ্রাতৃজা, ভাই-ঝী। ভ্রাতার কন্যা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ভ্রাতৃজ—ভ্রাতৃপুত্র, ভাইপো। ভ্রাতৃ শব্দ — জন (জন্মা) + ড ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভ্রাতৃজা।

ভ্রাতৃজা—ভ্রাতৃকন্যা, ভাইঝী। ভ্রাতৃজ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

ভ্রাতৃজায়া—ভ্রাতার ভার্য্যা। ভ্রাতার জায়া, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া কথিত আছে যে, এই দিবসে যমুনা সহোদর যমরাজকে স্বগৃহে আনয়নপূর্ব্বক অর্চনা করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন এই জন্য ইহা যমদ্বিতীয়া নামেও অভিহিত এই দিবসে ভ্রাতা, ভগিনী কর্ত্তৃক পুজি হইয়া তদন্ত অন্নাদি গ্রহণ করেন। ভগিনী ভ্রাতাকে নববস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া তাঁহার কপালে ঘৃত বা চন্দনের ফোঁটা দিয়া থাকেন। ফোঁটা দিবার মন্ত্র,—

"ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দ্বারে পোড়্‌লো কাঁটা।
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা,
আমি দেই ভাইকে ফোঁটা॥"

অতঃপর ভগিনী ভ্রাতার হস্তে মিষ্টান্নাদি প্রদান করিয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাদিক্রমে প্রণাম বা আশীর্ব্বাদ করেন। পরে অন্নাহার কালে ভগিনী নিম্নোক্ত মন্ত্র বলিয়া ভ্রাতাকে গণ্ডূষ করাইয়া থাকেন,—

"ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥"

ভগিনী জ্যেষ্ঠা হইলে "তবানুজাতাহং" স্থলে "তবাগ্রজাতাহং" বলিতে হয়। এই দিবসে ভ্রাতাও ভগিনীকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পুজা করিবে, ইহাই শাস্ত্রবিধি। সহোদরা ভগিনী না থাকিলে অন্যান্য সম্পর্কীয়া ভগিনীগণ কর্ত্তৃক পুজিত হইবার বিধি আছে। প্রথমতঃ খুড়তুত জেঠ্‌তুত ভগিনীর, দ্বিতীয়তঃ মামাত ভগিনীর, তৃতীয়তঃ মাসতুত পিস্‌তুত ভগিনীর, চতুর্থতঃ সহোদরা ভগিনীর নিকট হইতে পুষ্টিকর আহার্য্য গ্রহণ করিতে হয়। যেরূপ সম্পর্কীয়া ভগিনী হউন, সকলেরই হস্ত হইতে আহার্য্য গ্রহণ করা বিধেয়। [ইহাকে চলিত কথায় "ভাইদ্বিতীয়া" বা "ভাইফোঁটা" বলিয়া থাকে]।

ভ্রাতৃপুত্র—ভ্রাতার পুত্র, ভাইপো। ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভ্রাতৃপুত্রী।

ভ্রাতৃপ্রেম—ভ্রাতৃপ্রণয়, ভ্রাতার প্রতি ভালবাসা। ৭তৎ। সং; ক্লী।

ভ্রাতৃবধূ—ভ্রাতৃজায়া; কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী, 'ভাদ্রবধূ'। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভ্রাতৃভক্তি—ভ্রাতার প্রতি ভক্তি। ৭তৎ। স্ত্রী।

ভ্রাতৃবৎ—ভ্রাতৃতুল্য, ভাইয়ের মত। ভ্রাতৃ শব্দ+বৎ সাদৃশ্যার্থে। ব্য।

ভ্রাতৃব্য—ভ্রাতৃপুত্র, ভাইপো। ভ্রাতৃ শব্দ (ভ্রাতা)+ব্য অপত্যার্থে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভ্রাতৃব্যা।

ভ্রাতৃশ্বশুর—ভর্ত্তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভাশুর। ভ্রাতা (অর্থাৎ পতির ভ্রাতা) হইয়াছে শ্বশুর তুল্য, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

ভ্রাতৃস্নেহ—ভ্রাতার প্রতি বাৎসল্য, ভাইকে ভালবাসা। ৭তৎ। সং; পু।

ভ্রাত্রীয়—১। ভ্রাতৃসম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। ভ্রাতৃ (ভ্রাতা)+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২ ভ্রাতৃপুত্র, ভাইপো। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভ্রাত্রীয়া।

ভ্রাত্রীয়া—১। ভ্রাতৃসম্বন্ধীয়া। ভ্রাত্রীয়+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ভ্রাতৃকন্যা। সং।

ভ্রান্ত—১। ভ্রমণযুক্ত; ঘূর্ণায়মান; ভ্রান্তিযুক্ত, ভুলবিশিষ্ট। ভ্রম (ভ্রমণ করা, ভুল করা, ইত্যাদি)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। ভ্রমণ। ভ্রম+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ভ্রান্তি—ভ্রম, ভুল; ভ্রমণ; ঘূর্ণন। ভ্রম (ভুল করা, ভ্রমণ করা, ইত্যাদি)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ভ্রান্ত।

ভ্রান্তিকর—ভ্রান্তিজনক, ভ্রমকারক। ভ্রান্তির কর (কর্ত্তা), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ভ্রান্তিপাশ—ভ্রমজাল, ভ্রান্তিরূপ জাল। রূপক। সং; পু।

ভ্রান্তিমতী—ভ্রান্তিযুক্তা, ভ্রমবিশিষ্টা। ভ্রান্তি+মতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে ভ্রান্তিমান্।

ভ্রান্তিমান্—১। ভ্রান্তিযুক্ত, ভ্রমবিশিষ্ট। ভ্রান্তি+মতু অস্ত্যর্থে=ভ্রান্তিমৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ভ্রান্তিমতী। ২। কাব্যালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। সং; পু।

ভ্রান্তিমূলক—ভ্রমজনিত, ভ্রমহেতুক, ভ্রমবশতঃ উৎপন্ন। ভ্রান্তি হইয়াছে মূল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

ভ্রান্তিবশ—ভ্রমের বশীভূত, ভ্রমযুক্ত। ৬তৎ।

ভ্রান্তিবশতঃ—ভ্রমহেতু। ভ্রান্তিবশ শব্দ+তস্ ৫মী স্থানে। ব্য।

ভ্রান্তিসঙ্কুল—ভ্রমপূর্ণ, সাতিশয় ভ্রমযুক্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

ভ্রান্তিহর—ভ্রমনাশক, ভ্রমনিবারক। ৬তৎ।

ভ্রামক—শৃগাল; ধূর্ত্তজীব; সূর্য্যাবর্ত্ত; অয়স্কান্ত, চুম্বক পাথর। ভ্রম (ভ্রমণ করা, ইত্যাদি)+ণক ক। সং; পু।

ভ্রাময়ন্—যে ভ্রমণ করাইতেছে এরূপ। ণিজন্ত ভ্রম বা ভ্রামি+শতৃ ক=ভ্রাময়ৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

ভ্রামর—১। ভ্রমরসম্বন্ধীয়। ভ্রমর+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। মধু। সং; ক্লী। ৩। অয়স্কান্ত মণি। সং; পু।

ভ্রামরী—দেবীবিশেষ, দুর্গা [কথিত আছে যে, মহাদেবকে ছলনা করিবার নিমিত্ত ভগবতী এই রূপ ধারণ করিয়াছিলেন]। ভ্রমর+ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ভ্রামরীমিত্রতা—ভ্রমরতুল্য বন্ধুত্ব, ভ্রমর যেমন যতক্ষণ মধু আছে ততক্ষণ ফুলের কাছে থাকে, মধু ফুরাইলেই চলিয়া যায়, তদ্রূপ স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে বন্ধুত্ব করা। অসমস্তপদ। সং; স্ত্রী।

ভ্রাম্যমাণ—যাহাকে ভ্রমণ করান হইতেছে এরূপ; ঘূর্ণ্যমান। ণিজন্ত ভ্রম বা ভ্রামি (ঘুরান ইত্যাদি)+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ভ্রাম্যমাণা।

ভ্রুকুংশ, ভ্রূকুংস, ভ্রূকুংশ, ভ্রূকুংস—স্ত্রীবেশধারী নট। ভ্রু শব্দ—কুনশ বা কুন্‌স (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক। সং; পু।

ভ্রুকুটি, ভ্রুকুটী, ভ্রূকুটি, ভ্রূকুটী—ভ্রূভঙ্গী। ভ্রূর কুটি বা কুটী (কুটিলতা), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভ্রূ—চক্ষুর উর্দ্ধস্থিত রোমরাজি। ভ্রম (ভ্রমণ করা)+ডূ ক। সং; স্ত্রী।

ভ্রূকুংশ, ভ্রূকুংস—ভ্রুকুংশ দেখ।

ভ্রূকুঞ্চন—ভ্রূর সঙ্কোচন, ভ্রূ কোঁকড়ান। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভ্রূকুটি, ভ্রূকুটী—ভ্রুকুটি দেখ।

ভ্রূকুটিকুটিল—ভ্রূভঙ্গী জন্য কুটিল, ভ্রূভঙ্গী হেতু বিকৃত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ভ্রূক্ষেপ—ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূকুটি; ভ্রূচালন; দৃষ্টিপাত। ভ্রূর ক্ষেপ (ক্ষেপণ, চালন), ৬তৎ। সং; পু।

ভ্রূণ—বালক; গর্ভস্থ শিশু। ভ্রূণ (আশা করা) +অল্ র্ম্ম। সং; পু। [উপযুক্ত কালে গর্ভাশয় মধ্যে শুক্র ও আর্ত্তব প্রবিষ্ট হইলে ভ্রূণের উৎপত্তি হয়। ইহা প্রথম মাসে ডিম্বাকার থাকে। দ্বিতীয় মাসে ইহার মস্তক (কাহারও মতে হৃদয়, কাহারও মতে মধ্যভাগ, কাহারও মতে হস্ত পদ) উৎপন্ন হয়। তৃতীয় মাসে সমস্ত অঙ্গের উদ্ভব হয়। চতুর্থ মাসে সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও চেতনা জন্মে। পঞ্চম মাসে মনঃ, ষষ্ঠমাসে বুদ্ধি, সপ্তম মাসে কেশ ও চক্ষুর উৎপত্তি হয়। অষ্টম মাসে ওজোধাতু জন্মে এবং শিশু তির্য্যগ্‌ভাবে থাকে। নবম মাসে অধোমুখ হইয়া দশম, একাদশ, বা দ্বাদশ মাসে ভুমিষ্ঠ হয়]।

ভ্রূণঘ্ন—ভ্রূণঘাতক, ভ্রূণহত্যাকারী। ভ্রূণ—হন (বধ করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি।

ভ্রূণহত্যা—ভ্রূণের প্রাণবধ, গর্ভস্থ শিশুর জীবননাশ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভ্রূণহা—ভ্রূণঘাতক, ভ্রূণহত্যাকারী। ভ্রূণ—হন (বধ করা)+ক্বিপ্ ক=ভ্রূণহন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। [সং; পু।

ভ্রূভঙ্গ—ভ্রূকুটি, ভ্রূভঙ্গি; ভ্রূবিলাস। ৬তৎ।

ভ্রূভঙ্গি, ভ্রূভঙ্গী—ভ্রুকুটি; ভ্রূবিলাস। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভ্রূবিলাস—ভ্রূর শোভা; শোভাজনক ভ্রূচালনা, ভ্রূভঙ্গী। ৬তৎ। সং; পু।

ভ্রূসঙ্কেত—ভ্রূসঞ্চালনে ইসারা। ভ্রূ দ্বারা সঙ্কেত, ৩তৎ। সং; পু।

ভ্রেষ, ভ্রেষণ—গমন; পতন; ভ্রমণ। ভ্রেষ (গমন

করা)+যথাক্রমে অল্‌ অনট্‌ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

ম—১। পঞ্চবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ। ২। ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহেশ্বর; চন্দ্র; সময়; যম; বিষ; মন্ত্র। সং; পু।

মকর—মৎস্যবিশেষ, কন্দর্পের ধ্বজ, গঙ্গার বাহন; মেষাদি দ্বাদশ রাশির মধ্যে দশম রাশি; নিধিবিশেষ। সং; পু।

মকরকেতন, মকরকেতু, মকরধ্বজ—কন্দর্প, কামদেব, মদন; সমুদ্র। মকর হইয়াছে কেতন, কেতু, বা ধ্বজ যাহার, বহু। পু।

মকরক্রান্তি—নিরক্ষ রেখা হইতে ২৩ অংশ দক্ষিণে স্থিত অক্ষরেখা।

মকরন্দ—১। ফুলের মধু। মকর শব্দ—দো (ছেদন করা)+ড ক। সং; পু। ২। পুষ্পরেণু। সং; স্ত্রী।

মকরবাহিনী—গঙ্গা। মকর হইয়াছে বাহী (বাহক) যাঁহার (যে স্ত্রীর), বহু। অথবা মকরকে বাহিত (চালিত) করেন যিনি, উপ; মকর শব্দ—ণিজন্ত বহ বা বাহি (বহন করান)+ণিন্‌ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

মকরসংক্রান্তি—সূর্য্যের মকর রাশিতে সংক্রমণ, মাঘসংক্রান্তি। মকর গত সংক্রান্তি (সংক্রমণ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মকরাক্ষ—রক্ষোরাজ রাবণের সেনাপতি, খরের পুত্র। কুম্ভ ও নিকুম্ভ হত হইলে, ইনি রাবণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে প্রেরিত হন। রাক্ষসবীর প্রকৃত বিক্রমসহকারে তুমুল সংগ্রাম করিয়া অবশেষে রামের হস্তে নিহত হন। মকরের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। সং; পু।　　[সং; পু।

মকরালয়—সমুদ্র। মকরের আলয়, ৬তৎ।

মকার—"ম" এই অক্ষর; তন্ত্রোক্ত মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা, মৈথুন,—এই পঞ্চ। সং; পু।

মকুট, মুকুট—শিরোভূষণ। মন্‌ক (ভূষিত করা) +উট ক। সং; ক্লী।

মকুর—মুকুর, দর্পণ, আয়না; কুলালদণ্ড; মুকুল, কুঁড়ি। মন্‌ক (ভূষিত করা)+উর ক। সং; পু।

মকুল, মুকুল—কুঁড়ি। মন্‌ক (ভূষিত করা)+উল ক। সং; পু ও ক্লী।

মক্ক—দোষগোপন; কোপ, ক্রোধ; সমূহ। মক্ক (ক্রুদ্ধ হওয়া, রাশি করা, ইত্যাদি)+অল্‌ ভা। সং; পু।

মক্ষিকা, মক্ষীকা—পতঙ্গবিশেষ, মাছি। মক্ষ (ক্রোধ করা, সংহত হওয়া)+ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং; স্ত্রী।

মখ—যজ্ঞ, যাগ। মখ (গমন করা)+অল্‌ অধি। সং; পু।

মগধ—দেশবিশেষ, বিহার; বিহারদেশীয় লোক; বন্দী, স্তুতিপাঠক। মন্‌গ (গমন করা)+অল্‌ ণ—মগ, তদুত্তরে ধা (ধারণ করা)+ড ক। সং; পু।

মগধেশ্বর—রাজা জরাসন্ধ; মগধ দেশের অধিপতি। ৬তৎ। সং; পু।

মগ্ন—অন্তঃপ্রবিষ্ট, ডুবিয়াছে এরূপ; স্নাত মস্‌জ (স্নান করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি বিশেষ্যে মজ্জন।

মঘ—১। পূজা। মহ (পূজা করা)+কন্‌, ভা ২। দ্বীপান্তরবিশেষ। মহ+কন্‌ র্ম। সং; পু ৩। সুখ। সং; ক্লী।

মঘবতী—ইন্দ্রাণী, শচী। মঘবান্‌ দেখ; মঘবৎ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

মঘবা—দেবরাজ ইন্দ্র; জৈন চক্রবর্ত্তিবিশেষ মহ (পূজা করা)+কনিপ্‌ র্ম—মঘবন্‌, ১মার ১বচন। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মঘোনী।

মঘবান্‌—ইন্দ্র। মঘ শব্দ (সুখ)+বতু অস্ত্যর্থে—মঘবৎ, ১মার ১বচন। সং; পু স্ত্রীলিঙ্গে মঘবতী।

মঘা—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের দশম নক্ষত্র। মহ (পূজা করা)+অল্‌ র্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং; স্ত্রী।

মঘাভব—১। মঘানক্ষত্রজাত। মঘা শব্দ—ভূ (হওয়া)+অন্‌ ক। বিণ; ত্রি। ২। শুক্রাচার্য্য। সং; পু।

মঘোনী—ইন্দ্রাণী, শচী। মঘবা দেখ; মঘবন্‌ শব্দ +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

মঙ্কুর—মুকুর, দর্পণ। মন্‌ক (ভূষিত করা)+উর ক। সং; পু।

মঙ্ক্ষু—মনোরম; শীঘ্র; অতিশয়, ভৃশ। মস্‌জ (পবিত্র হওয়া)+উ ক, নিপাতনে। ব্য।

মঙ্গল—১। শুভ, কল্যাণ, কুশল। মন্‌গ (গমন করা)+অল র্ম। সং; ক্লী। ২। গ্রহবিশেষ, কুজগ্রহ। মন্‌গ+অল ক। সং; পু। ৩। শুভদায়ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মঙ্গলা।

মঙ্গলকামনা—কল্যাণ যাচনা, কুশল প্রার্থনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মঙ্গলকামী—শুভকামনাকারী, কল্যাণপ্রার্থী, হিতেচ্ছু। মঙ্গল শব্দ—কম (কামনা করা) +ণিন্‌ ক—মঙ্গলকামিন্‌, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

মঙ্গলগীত—মঙ্গলজনক গান, শুভসঙ্গীত। মঙ্গল কর গীত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা; সং; ক্লী।

মঙ্গলচণ্ডিকা, মঙ্গলচণ্ডী—ভগবতী, দুর্গা। [ধনপতি সওদাগরের স্ত্রী খুল্লনা কর্ত্তৃক মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রচারিত হয়]। সং; স্ত্রী।

মঙ্গলচিন্তা—কল্যাণচিন্তা, শুভকামনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মঙ্গলদাস নাথুভয়—(স্যার)। ইনি গুজরাটী শাখার কপোলবেণিয়াজাতিসম্ভূত। জন্ম ১৮৩২ খ্রীঃ, অক্টোবর মাস। ১১ বৎসর বয়সে ইনি পিতামহের বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন। ইনি হোলি-উৎসবের ও বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের নীতিবিগর্হিত আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া উহাদের অনেক সংস্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বালকবালিকাগণের শিক্ষাকল্পে ইনি বিশেষ যত্নবান্‌ ছিলেন। ৭০,০০০ টাকা ব্যয়ে একটী চিকিৎসালয় ইঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইনি বম্বে এসোসিয়েসনকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর বম্বে ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৮৭২ খ্রীঃ ইনি, এস, আই এবং ১৮৭৫ খ্রীঃ নাইট উপাধি লাভ করেন। ১৮৯০ খৃঃ ৯ই মার্চ্চ ইনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে উইল করিয়া অনেক টাকা দান উদ্দেশে দিয়া যান।　　[ত্রি।

মঙ্গলপাঠক—স্তুতিপাঠক, বন্দী। ৬তৎ। বিণ;

মঙ্গলমন্দির—১। মঙ্গলরূপ গৃহ, কল্যাণরূপ আলয়। রূপক। ২। মঙ্গলের আধার। ৬তৎ। সং; পু।

মঙ্গলা—১। শুভদায়িকা। মন্‌গ (গমন করা) +অল ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা; পতিব্রতা নারী; শুক্লদূর্ব্বা; হরিদ্রা। সং; স্ত্রী।

মঙ্গলাকর—মঙ্গলের আধার, কল্যাণের হেতু। মঙ্গলের আকর, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা—মঙ্গলকামনা, কল্যাণপ্রার্থনা। মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—('মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিন্‌)। কল্যাণেচ্ছু, মঙ্গলকামী। মঙ্গল—আ—কাঙ্ক্ষ +ণিন্‌ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী।

মঙ্গলাচরণ—কর্ম্মারম্ভে শুভজনক ক্রিয়া। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মঙ্গলামঙ্গল—শুভাশুভ, ভাল মন্দ। মঙ্গল ও অমঙ্গল, দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

মঙ্গলার্থ—মঙ্গলের জন্য। মঙ্গল হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

মঙ্গলোৎসব—শুভ উৎসব, শুভ আনন্দজনক ব্যাপার। মঙ্গল যুক্ত যে উৎসব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

মঙ্গল্য—১। শুভকর, শুভজনক; সুন্দর। মঙ্গল+য্য। বিণ; ত্রি। ২। অশ্বত্থ; বিল্ববৃক্ষ; নারিকেল বৃক্ষ। সং; পু। ৩। দধি। সং; ক্লী।

মঙ্গিনী—নৌকা। মঙ্গ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

মজ্জন—অবগাহন : ডুবা ; স্নান। মস্জ্ (স্নান করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে মগ্ন।

মজ্জা—অস্থিমধ্যস্থ স্নেহ পদার্থবিশেষ [স্বীয় অগ্নি দ্বারা পরিপক্ব অস্থির যে সারাংশ জন্মে, তাহা ঘনীভূত হইলে মজ্জার উৎপত্তি হয়। ইহা অস্থির অভ্যন্তরে থাকে। মজ্জা পরিপক্ব হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার এক-ভাগ মজ্জার পোষণ করে, অপর ভাগ ব্যান বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া শুক্রের সহিত সম্মিলিত হয়]; বৃক্ষাদির সার। মস্জ (স্নান করা) + অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

মঞ্চ—বেদী ; টোঙ্ ; মাচা ; পর্য্যঙ্ক, খাট সং ; পু। [

মঞ্জরি, মঞ্জরী—পল্লবাঙ্কুর, শীষ ; মুকুল ; লতা

মঞ্জরিত—মঞ্জরীযুক্ত ; অঙ্কুরিত ; মুকুলিত মঞ্জরী + ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

মঞ্জি, মঞ্জী—পল্লবাঙ্কুর, মঞ্জরী, শীষ। মন্জ (মার্জন করা) + ই ক। সং ; স্ত্রী।

মঞ্জিমা—রম্যতা, মনোজ্ঞতা। মঞ্জু + ইমন্ ভাবে = মঞ্জিমন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

মঞ্জিল, মঞ্জীল—রজকোষিত-গ্রাম, যে গ্রামে রজক বাস করে। মন্জ (মার্জন করা) + ইর, ঈর, অধি। সং ; পু।

মঞ্জিষ্ঠা—স্বনামখ্যাত রক্তবর্ণ লতা। মঞ্জু—স্থা (থাকা) + ড ক + আপ্। সং ; স্ত্রী।

মঞ্জীর—পাদাভরণ, নূপুর। মন্জ (শব্দ করা) + ঈর ক। সং ; পু ও ক্লী।

মঞ্জু—সুন্দর, মনোজ্ঞ ; মধুর। মন্জ (মার্জন করা) + উ ক। বিণ ; ত্রি।

মঞ্জুঘোষ—১। মনোহর ধ্বনি। মঞ্জু (মনোহর) যে ঘোষ (ধ্বনি), কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। মনোহর ধ্বনিবিশিষ্ট। মঞ্জু হইয়াছে ঘোষ (ধ্বনি) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

মঞ্জুভাষিণী—১। মধুরবাদিনী। মঞ্জু শব্দ (মধুর) —ভাষ (কথা বলা) + ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে মঞ্জুভাষী। ২। ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

মঞ্জুভাষী—মধুরভাষী। মঞ্জু শব্দ (মধুর)—ভাষ (কথা বলা) + ণিন্ ক = মঞ্জুভাষিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

মঞ্জুল—১। সুন্দর, মনোজ্ঞ ; মধুর ; সমীচীন। মন্জ (মার্জন করা) + উল ক। বিণ ; ত্রি। ২। শৈবাল ; নিকুঞ্জ। সং ; ক্লী।

মঞ্জুষা, মঞ্জূষা—সিন্দুক, পেঁড়া ; প্রস্তর। মন্জ (মার্জন করা) + উষন্, ঊষন্ অধি, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

মঠ—ছাত্রাদির বাসস্থান, টোল ; দেবালয়, মন্দির ; আখড়া। মঠ (বাস করা) + অল্ অধি। সং ; পু।

মঠধারী—আখড়ার অধিকারী, মোহান্ত। মঠ শব্দ—ধৃ (ধারণ করা) + ণিন্ ক = মঠ-ধারিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মঠধারিণী।

মণ, মন—৪০ সের পরিমাণ। মা (পরিমাণ করা) + ডণ, ডন ণ। সং ; পু।

মণি—বহুমূল্য রত্ন ; অকালে উদিত শক্রধনু ; মুক্তা ; মণিবন্ধ ; অলিঞ্জর, জালা। সং ; পু ও স্ত্রী। এই সকল অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে 'মণী'ও হয়। [সং ; পু।

মণিক—অলিঞ্জর, জালা। মণি—কৈ + ড ক।

মণিকর্ণিকা—কাশীস্থ একটি তীর্থ [এই স্থানে শিবের মণিকর্ণিকা অর্থাৎ মণিময় কর্ণভূষণ পতিত হওয়াতে এই নামে খ্যাত হইয়াছে। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, চিন্তামণি মহাদেব এই স্থানে মুমূর্ষু সাধুপুরুষগণের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম দিয়া উদ্ধার করেন বলিয়া ইহার নাম মণিকর্ণিকা হইয়াছে। ইহা বিষ্ণুচক্রে নিখাত বলিয়া চক্রপুষ্করিণী নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই স্থানে মণিকর্ণীশ্বর শিব ও বিষ্ণুর পাদুকা আছে]। সং ; স্ত্রী।

মণিকাঞ্চন—মুক্তা ও সুবর্ণ, রত্ন ও সোণা। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

মণিকাঞ্চনসংযোগ—রত্ন ও সুবর্ণের মিলন ; মুক্তা ও সোণার মিলনের ন্যায় অতি মনোহর সংযোজন। মণিকাঞ্চনের সংযোগ, অথবা মণিকাঞ্চনের সংযোগবৎ সংযোগ, ৬তৎ। সং ; পু।

মণিকার—মণিপরিষ্কারক ; মণিব্যবসায়ী ; জহরি ; ন্যায়চিন্তামণি গ্রন্থকর্ত্তা। মণি শব্দ—কৃ (করা) + ষণ্ ক। সং ; পু।

মণিগ্রীব—কুবেরের পুত্র [নলকুবর দেখ] সং।

মণিত—চুম্বনধ্বনি ; রতিকূজিত, রমণকালে স্ত্রীগণের অব্যক্ত শব্দ। মন (কূজন করা) + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

মণিপুর—নাভিপদ্ম। ৬তৎ। সং ; পু।

মণিবন্ধ—করগ্রন্থি, হাতের কব্জা ; পর্ব্বত-বিশেষ। ; পু।

মণি বেগম—মীরজাফরের অন্যতমা পত্নী। ইনি সিকন্দার নিকট বালকুণ্ডা নামক স্থানে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে দিল্লি সহরে নর্ত্তকীর ব্যবসায় করিতেন, পরে মুর্শিদাবাদে আসিয়া মীরজাফরের দৃষ্টিপথে পতিত হন। ইঁহার গর্ভজাত দুই পুত্র নাজম দ্দৌলা ও সৈয়ফউদ্দৌলা যথাক্রমে মীরজাফরের মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদের নবাবতক্তে আসীন হন। প্রথম পুত্রটী ১৭৬৫ খ্রীঃ হইতে ১৭৬৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয়টি ১৭৬৬ হইতে ১৭৭০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত নবাব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই বালক ছিলেন বলিয়া মণি বেগম ইঁহাদের অভিভাবিকাস্বরূপে রাজকার্য্য করিতেন। পরে মীরজাফরের অপরা পত্নী বব্বু বেগমের পুত্র মোবারক উদ্দৌলা যখন মসনদে বসেন, তখনও মণিবেগম ইঁহার অভিভাবকস্বরূপে কার্য্য করিতে থাকেন। বব্বু বেগমের পরিবর্ত্তে মণিবেগম কেন যে অভিভাবিকারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার কোন সন্তোষজনক কারণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ১৭৭৫ খ্রীঃ নন্দকুমারের ফাঁসি হইবার পর মহম্মদ রেজা পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে মণি বেগমকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া পদচ্যুত করা হয় এবং ঐ পদে রেজাকে বসান হয়। মণি বেগমের কার্য্যকালের হিসাব নিকাশের সময় অনেক টাকা তহবিলে কম থাকায় মণি বেগম বলেন যে, উহার অধিকাংশ টাকা তখনকার গভর্ণর জেনারেলকে (হেষ্টিংসকে) দেওয়া হইয়াছিল। মীরজাফরের শাসনকালে মণি বেগম তাঁহাকে অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। ক্লাইভ ও হেষ্টিংস ইঁহাকে অনুগ্রহ করিতেন। দানশীলতার জন্য ইঁহাকে সকলে "মাদর-ই-কোম্পানী" অর্থাৎ কোম্পানীর মাতা এই নামে অভিহিত করিত। যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলা নবাব সরকার হইতে স্বতন্ত্র মাসহারা পাইতেন, তাঁহাদিগকে গদিনাসিন বেগম বলা হইত। মণি বেগম এই শ্রেণীর প্রথম বৃত্তিভোগিনী ছিলেন। ইনি মাসিক ১২০০০ টাকা পাইতেন, ও বব্বু বেগম ৮০০০ টাকা পাইতেন। মীরজাফর ক্লাইভকে যে টাকা প্রকাশ্যভাবে দান করিয়া গিয়াছিলেন, মীরজাফরের মৃত্যুর পর সেই টাকা মণি বেগম ক্লাইভকে পাঠাইয়া দেন। রাণী ভবানী মণি বেগমকে একখানি পাল্কী উপঢৌকন দিয়াছিলেন; সেই সঙ্গে ৩০ জন বাহক এবং তাহাদের ভরণ-পোষণার্থে চাকরাণ জমিও দিয়াছিলেন। সেই জমি এখনও নিজামত ভুক্ত আছে। মুর্শিদাবাদ সহরে যে চক মসজিদ আছে, তাহা ১৭৬৭ খ্রীঃ মণি বেগম প্রতিষ্ঠিত করেন। মণিবেগমকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে (১৮১২ খ্রীঃ) কোম্পানী তাঁহার বয়স সংখ্যার অনুসারে তোপধ্বনি হইবার আদেশ করিয়াছিলেন।

মণিমধ্য—নবাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং ; ক্লী।

মণিমন্থ—১। পর্ব্বতবিশেষ ; বজ্রবিশেষ ; নৃপবিশেষ। সং ; পু। ২। সৈন্ধব লবণ। সং ; ক্লী।

মণিমান্—১। মণিযুক্ত, মণিভূষিত। মণি + মতু

অস্ত্যর্থে = মণিমৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। ২। কুবেরের সখা ও পার্শ্বচর একদা দলবল সমভিব্যবহারে ইনি কুবেরের সহিত দেবতদিগের মন্ত্রণাসভা কুশস্থলীতে গমন করিতেছিলেন। যমুনাতটে তপোরত মহর্ষি অগস্ত্যকে দেখিয়া অজ্ঞানতা মূর্খতা, মোহ ও তমোবশতঃ তদীয় মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন। ঋষিবর ইহাঁকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন যে, ইনি সদলবলে নরের হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। পাণ্ডবগণ যৎকালে বনবাসী হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তৎকালে একদিন মহাবল ভীমসেন পাঞ্চালীর নিমিত্ত পঞ্চবর্ণ পুষ্প আনয়নার্থ গমন করিলে, মণিমানের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে মণিমান্ ভীমের হস্তে নিপাতিত হন। সং ; পু।

মণিবীজ—দাড়িম্ব বৃক্ষ। মণির ন্যায় বীজ যাহার, বহু। সং ; পু।

মণিসর—মণিময় হার। মণিময় যে সর (মাল্য), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

মণী—মণি দেখ। সং ; স্ত্রী।

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী—(মহারাজ)। ইনি কাশিমবাজারের বর্ত্তমান মহারাজ। ইনি পিতা নবীনচন্দ্রের কলিকাতা শ্যামবাজারস্থ বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন (১৮৬০ খ্রীঃ)। ইনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুরের ভগ্নী গোবিন্দসুন্দরীর পুত্র কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবুর পরলোক গমনের পর তাঁহার পুত্র রাজাবাহাদুর লোকনাথ ১৩ বৎসর কাল বংশের প্রতিনিধিস্বরূপে থাকিয়া দেহত্যাগ করেন (১৮০৪ খ্রীঃ)। বিষয় সম্পত্তি তাঁহার পুত্র হরিনাথের হস্তে আসে। হরিনাথ ১৮২৫ খ্রীঃ ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়া ১৮৩২ খ্রীঃ লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণনাথ ১৮৪১ খ্রীঃ রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি শিক্ষাকল্পে অনেক টাকা দান করেন। ১৮৪৪ খ্রীঃ ৩১শে অক্টোবর তিনি আত্মহত্যা করেন। উত্তরকালে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি তাঁহার বিধবা পত্নী সুপ্রসিদ্ধা মহারাণী স্বর্ণময়ীর হস্তে আসে। ১৮৯৮ খ্রীঃ এই মহীয়সী মহিলার দেহাবসান হইলে তিনি অপুত্রকা বলিয়া তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী রাণী হরসুন্দরী বিষয়ের অধিকারিণী হন। বারাণসীবাসিনী রাণী হরসুন্দরী বৃদ্ধাবস্থায় বিষয়লালসা পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত বিষয় তাঁহার দৌহিত্র এবং ভাবী উত্তরাধিকারী মণীন্দ্রচন্দ্রকে দান করেন। ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে মণীন্দ্রচন্দ্র বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া কাশিমবাজার রাজবাটীতে আসিয়া বাস করেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর উত্তরাধিকারীকে "মহারাজ" উপাধি দিতে গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত ছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি পালনের অবসর প্রাপ্ত হইয়া ১৮৯৮ খ্রীঃ ৩০শে মে মণীন্দ্রচন্দ্রকে "মহারাজ" বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই দ্বাদশ বৎসর কাল ব্যাপিয়া কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিনিধিস্বরূপে মণীন্দ্রচন্দ্র যে কেবল রাজবংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন, তাহা নহে; পরন্তু দয়াদাক্ষিণ্যে, দানশীলতায়, বিনয়ে, আড়ম্বরশূন্যতায়, ধর্ম্মনিষ্ঠায়, সাধারণহিতকর কার্য্যে যোগদানে স্বীয় মহানুভবতার পরিচয় পদে পদে দিতেছেন। ইনি স্বয়ং রাজকার্য্য পরিদর্শন করেন, এবং বিষয়বুদ্ধির প্রাখর্য্যে সম্পত্তির আয়ও অনেক বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। লোকজনের আদর আপ্যায়নে ইহাঁর স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্য লক্ষিত হয়। ইহাঁর যত্নে ১৯০৭ খ্রীঃ নবেম্বর মাসে কাশিমবাজারের রাজবাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম প্রাদেশিক সম্মিলন ঘটিয়াছিল। ইহাঁরই প্রদত্ত ভূমির উপর এবং অর্থসাহায্যে উক্ত পরিষদ কলিকাতায় একটী সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। কি রাজকর্ম্মচারিগণ, কি দেশের আপামরসাধারণ, সকলেই মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। শিল্পশিক্ষাকল্পে সংপ্রতি ইনি গবর্ণমেণ্টের হস্তে এক লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছেন। হিসাব করিয়া দেখিলে এ দান নিতান্ত সামান্য নয় বলিয়া সহজেই প্রতীতি হইবে।

মণ্ড—১। এরণ্ড বৃক্ষ। সং ; পু। ২। ফেন, মাড় ; গাদ ; সার ; পিচ্ছ। মন (পূজা করা, ইত্যাদি)+ড ক। সং ; পু ও স্ত্রী। ৩। দধির মাত। সং ; স্ত্রী।

মণ্ডন—১। ভূষণ, আভরণ। মণ্ড+অনট্ ণ। সং ; স্ত্রী। ২। অলঙ্করণ, প্রসাধন। মণ্ড (ভূষিত করা)+অনট্ ভা। ৩। অলঙ্কারক, প্রসাধক। মণ্ড+অন ক। বিণ ; ত্রি।

মণ্ডপ—১। দেবাদিগৃহ ; চণ্ডীমণ্ডপাদি, লোকের বিশ্রামগৃহ। মণ্ড শব্দ—পা (পালন করা, পান করা)+ড ক। সং ; স্ত্রী। ২। মণ্ডপানকারী। বিণ ; ত্রি।

মণ্ডল—১। গোল ; চক্র ; পরিধি, বেষ্টন ; দেশ ; চক্রবাল ; রাষ্ট্র, রাজ্য ; কৃত্রিম রেখাদি দ্বারা রচিত আসনবিশেষ ; ধনুর্দ্ধরদিগের স্থানবিশেষ ; অরিমিত্রাদি দ্বাদশ প্রকার রাজা। মন্ড (বেষ্টন করা, ইত্যাদি)+কল ক। সং ; স্ত্রী। ২। সমূহ ; চন্দ্রবিম্ব ; সূর্য্যবিম্ব। সং ; পু ও স্ত্রী।

মণ্ডলক—সূর্য্য ও চন্দ্রের মণ্ডল ; বিম্ব ; দর্পণ ; কুষ্ঠরোগ। মণ্ডল+কণ্ যুক্তার্থে। সং ; স্ত্রী।

মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী—(মণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্)। চক্রমধ্যস্থ, বেষ্টনমধ্যে অবস্থিত। মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

মণ্ডলাকার—গোলাকার, চক্রাকার। বহু। বিণ ; ত্রি।

মণ্ডলাগ্র—খড়্গ। মণ্ডল হইয়াছে অগ্র যাহার, বহু। সং ; পু।

মণ্ডলাধীশ, মণ্ডলেশ্বর—চত্বারিংশ যোজন পরিমিত দেশাধিপ। ৬তৎ। সং ; পু।

মণ্ডলী—সূর্য্য ; সর্প ; কুক্কুর ; বিড়াল ; খট্টাশ ; বটবৃক্ষ। মণ্ডল শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে = মণ্ডলিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

মণ্ডিত—ভূষিত, সজ্জিত ; মোড়া ; বেষ্টিত। মন্ড (ভূষিত করা, বেষ্টন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে মণ্ডন।

মণ্ডুক—ভেক ; মুনিবিশেষ। সং ; পু।

মণ্ডূকী—ভেকী, স্ত্রী-ব্যাঙ্ ; গুল্মবিশেষ, থুলকুড়ী গাছ। মণ্ডুক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

মণ্ডূর—লৌহমল, লোহার মরিচা। মন্ড+উর ক। সং ; পু ও স্ত্রী।

মণ্ডোদক—পিষ্টতণ্ডুলমিশ্রিত জল, আলিপনার জল। মণ্ড মিশ্রিত যে উদক (জল), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

মত—১। আশয়, অভিপ্রায় ; সম্মতি ; হস্তী ; মেঘ। মন (বোধ করা, ইত্যাদি)+ক্ত ভা। সং ; স্ত্রী। ২। অভিপ্রেত ; সম্মত ; জ্ঞাত ; সম্মানিত ; কুৎসিত। মন+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

মতঙ্গ—মেঘ ; জনৈক মুনি। ঋষ্যমূক পর্ব্বতে ইহাঁর আশ্রম ছিল। একদা কিষ্কিন্ধ্যাধিপ বালী, দুন্দুভি নামক অসুরকে বধ করিয়া সবলে দূরে নিক্ষেপ করেন ; তাহাতে অসুরের শবদেহনিঃসৃত রক্তবিন্দুসমূহ মুনিবরের দেহকে কলুষিত করে। তজ্জন্য ইনি রুষ্ট হইয়া বালীকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, অতঃপর বালী পর্ব্বতে গমন করিলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

মতঙ্গজ—গজ, হস্তী। মতঙ্গ (মুনিবিশেষ)—জন (জন্ম)+ড ক। সং ; পু।

মতভেদ—মতের পার্থক্য, অভিপ্রায়ের বিভিন্নতা। ৬তৎ। সং ; পু।

মতামত—সম্মতি ও অসম্মতি। দ্বন্দ্ব। সং ; স্ত্রী।

মতাবলম্বী—মতানুবর্ত্তী, মতানুসারে কার্য্যকারী। মত শব্দ—অব-লম্ব+পিন্ ক = মতাবলম্বিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মতাবলম্বিনী।

মতি—১। বোধ, বুদ্ধি, জ্ঞান ; স্মৃতি ; ইচ্ছা।

মন (বোধ করা)+ক্তি ভা। ২। চিত্ত, মনঃ। মন+ক্তি ণ। সং; স্ত্রী।

মতিগতি—১। মন ও কার্য্য, অভিপ্রায় ও চেষ্টা। ভাব। ২। মনের গতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মতিচ্ছন্ন—বুদ্ধিনাশ, কুমতি। মতির (বুদ্ধির) ছন্ন (নাশ), ৬তৎ। সং; ক্লী।

মতিভ্রংশ—বুদ্ধিহীনতা, ভুল। মতির (বুদ্ধির) ভ্রংশ (নাশ), ৬তৎ। সং; পু।

মতিভ্রম—বুদ্ধিহীনতা, ভুল। ৬তৎ। সং; পু।

মতিমতী—বুদ্ধিমতী। মতি (বুদ্ধি)+মতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মতিমান্—বুদ্ধিমান্। মতি (বুদ্ধি)+মতু অস্ত্যর্থে=মতিমৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

মতিলাল রায়—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাতশালা গ্রামে ১২৪৯ সালে ২১শে মাঘ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মনোহর রায়। ইঁহারা বারেন্দ্রশ্রেণীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠারম্ভ করিয়া মতিলাল প্রথমে নবদ্বীপের মিশনারি স্কুলে, পরে বারাশতের এণ্ট্রান্স স্কুলে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি বাঙ্গালা রচনা করিতেন। ইনি কলিকাতা যোড়াসাঁকো থানায় কিছুদিন কেরাণীগিরি করিয়া পরে চক ব্রাহ্মণ গড়িয়ার ও নবদ্বীপের স্কুলের শিক্ষকতা করেন। অতঃপর কিছুদিন জেনারেল পোষ্ট অফিসেও কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই সময় ইনি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত প্রভাকর পত্রে কবিতা লিখিতেন। পরে ইনি একখানি নাটক রচনা করেন। দোগাছিয়ানিবাসী হরিনারায়ণ রায়চৌধুরী ইঁহাকে যাত্রার দলের নিমিত্ত একখানি নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। ঐ সময় হইতেই হরিনারায়ণের যোগে মতিলাল যাত্রার দল বাঁধেন। পরে ঐ দল ভাঙ্গিয়া গেলে মতিলাল স্বয়ং নবদ্বীপে দল প্রতিষ্ঠিত করেন। নবদ্বীপে পোড়ামাতার সম্মুখে তাঁহার দলের প্রথম গাওনা হয়। ক্রমে যাত্রার দলে ইঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। যাত্রার দল করিয়া ইনি কিছু জমিদারীও করিয়াছেন। যাত্রার দল করিয়া এরূপ খ্যাতি ও অর্থোপার্জ্জন আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। ইনি রাম বনবাস, রাবণ বধ, ভীষ্মের শরশয্যা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, নিমাই সন্ন্যাস, কর্ণবধ, গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ প্রভৃতি অনেকগুলি পালা রচনা করিয়াছিলেন। ১৩১৫ সালে কাশীধামে ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

মতিলাল শীল—১১৯৮ সালে (১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে) কলিকাতা কলুটোলায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চৈতন্যচরণ শীল। বাল্যে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ইনি বাঙ্গালা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্টের কেল্লায় কেরাণী ও গুদামসরকারের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই কার্য্য করিতে করিতেই কর্ক ও বোতলের ব্যবসায় করিয়া প্রচুর লাভবান্ হন। পরে কেল্লার কাজ ছাড়িয়া দিয়া ইংলণ্ড হইতে যে সকল জাহাজ কলিকাতায় আসিত, তাহার কাপ্তেন সাহেবদের মুচ্ছুদি হন, এবং জাহাজে যে সকল দ্রব্য আসিত, তাহা বেচিয়া দিয়া ও তাঁহাদিগকে এতদ্দেশীয় দ্রব্য কিনিয়া দিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন। অতঃপর (১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে) ইনি তিনটি হৌসের অর্থাৎ ইউরোপীয় বাণিজ্যাগারের অধ্যক্ষ হন, এবং অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রভূত অর্থের অধিকারী হইয়া এতদ্দেশে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে ইনি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সহরে "শীলস্ ফ্রি কলেজ" স্থাপন করেন। প্রথমে ইহার বেতন এক টাকা ছিল, পরে ইহা অবৈতনিক হয়। এই কলেজে মাসিক প্রায় ৫০০ শত টাকা ব্যয় হইত। ইহার জন্য ইনি যথেষ্ট টাকা মূলধন স্বরূপে প্রদান করেন। ইনি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের বেলঘরিয়া ষ্টেশনের নিকট একটী অতিথিশালা স্থাপন করেন। ইহাতে প্রায় ৪০০ শত অতিথি পান ভোজন লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। কলিকাতার মেডিকেল কলেজ স্থাপন জন্য ইনি বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করেন। হিন্দুধর্ম্মে ইঁহার সবিশেষ আস্থা ছিল, এবং কোন ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া ইঁহার শরণাগত হইলে ইনি তাহার বিপদ্-উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ করিতেন। পরোপকার ইঁহার ব্রতস্বরূপ ছিল। ১২৬১ সালে (১৮৫৪ খ্রীঃ ২০শে মে) ৬৩ বৎসর বয়সে গঙ্গাতীরে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইনি যেমন অর্থশালী ছিলেন, অর্থের সদ্ব্যয় জন্য তেমনি বিখ্যাত ছিলেন। সততার জন্য আপামরসাধারণ সকলেই ইঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। ইনি চারি পুত্র রাখিয়া যান—হীরালাল, পান্নালাল, চুনীলাল ও কানাইলাল। দানশীলতায় ইঁহারা পিতৃনাম অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইঁহারা কেহই এখন জীবিত নাই।

মতিস্থৈর্য্য—চিত্তের স্থিরতা, বুদ্ধির অবিচলতা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মৎক—১। মদীয়, আমার। অস্মদ্ শব্দের ষষ্ঠীর ১বচনে মম (আমার); মম+কণ্ স্বার্থে। বিণ; ত্রি। ২। মৎকুণ, ছারপোকা। মদ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্বিপ্ ক, তদুত্তরে কণ্। সং; পু।

মৎকুণ—ছারপোকা; শ্মশ্রুহীন পুরুষ, মাকুন্দো; নারিকেল। মদ+ক্বিপ্ ক=মৎ, তদুত্তরে কুণ (শব্দ করা)+অন্ ক, নিপাতনে। সং; পু।

মত্ত—১। আনন্দিত, হৃষ্ট; বিহ্বল, মাতাল; উন্মত্ত; ক্রুদ্ধ। মদ (হৃষ্ট হওয়া, ইত্যাদি) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মত্তা। ২। ক্রোধান্ধ হস্তী; মহিষ; কোকিল। সং।

মত্তময়ূর—১। উন্মত্ত ময়ূর। কর্ম্মধা। ২। মেঘ; ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দঃ। মত্ত হয় ময়ূর যদ্দারা, বহু। সং; পু।

মত্তবারণ—১। মত্তহস্তী। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। নির্য্যূহ; নাগদন্তক। সং; ক্লী।

মত্তা—১। আনন্দিতা; বিহ্বলা; উন্মত্তা; ক্রুদ্ধা। মত্ত দেখ: মত্ত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দশাক্ষর ছন্দঃ; সুরা। সং; স্ত্রী।

মত্তাক্রীড়—ত্রয়োবিংশাক্ষর ছন্দঃ। সং; ক্লী।

মত্তালম্ব—অপাশ্রয়, বারাণ্ডা। মত্ত শব্দ—আ—লম্ব (লম্বিত হওয়া)+অল্ র্ম। সং; পু।

মত্য—জ্ঞানচর্চ্চা; মই; কাষ্ঠে প্রভৃতির বাঁট। মতি শব্দ+য্য সাধু অর্থে। সং; ক্লী।

মৎসর—১। ক্রোধ; দ্বেষ; অসূয়া; পরশ্রীকাতরতা; আত্মধিকার। মদ (হৃষ্ট হওয়া, ইত্যাদি)+সরন্ ক। সং; পু। ২। ক্রুদ্ধ; পরশ্রীকাতর। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মৎসরা।

মৎসরা—১। ক্রুদ্ধা; পরশ্রীকাতরা। মৎসর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মক্ষিকা; ভৃঙ্গালী। সং; স্ত্রী।

মৎসরিণী—ক্রুদ্ধা; পরশ্রীকাতরা। মৎসর+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে মৎসরী।

মৎসরী—ক্রোধী; পরশ্রীকাতর; দুর্জ্জন, ক্রূর। মৎসর+ইন্ অস্ত্যর্থে=মৎসরিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মৎসরিণী।

মৎস্য—মীন, মাছ; দেশবিশেষ, বিরাটরাজ্য; পুরাণবিশেষ; বিষ্ণুর দশাবতারের প্রথমাবতার [দশাবতার দেখ]। মদ (হৃষ্ট হওয়া) +স্যন্ ণ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মৎস্যী।

মৎস্যগন্ধা—ব্যাসদেবের জননী, সত্যবতী [সত্যবতী দেখ]। মৎস্যের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

মৎস্যজীবী—ধীবর, জেলে। মৎস্য শব্দ—জীব (জীবিত থাকা)+ণিন্ ক=মৎস্যজীবিন্, ১মার ১বচন। সং; পু। [স্ত্রী।

মৎস্যণ্ডী—দোলো চিনি; মিছরি; মঠ। সং;

মৎস্যধানী—মাছের চুপড়ি, পেতে, খালুই। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মৎস্যরঙ্গ—মাছরাঙা পাখী। সং; পু।

মৎস্যরাজ—১। রোহিত মৎস্য, রুইমাছ। মৎস্যের

(মাছের) রাজা (প্রধান), ৬তৎ। ২। বিরাট রাজা। মৎস্যের (মৎস্যদেশের) রাজা (অধিপতি), ৬তৎ। সং; পু।

মৎস্যবেধন—বড়শী, ছিপ্। মৎস্য শব্দ–বিধ (বিদ্ধ করা)+অনট্ ণ। সং; স্ত্রী।

মৎস্যাশী—(মৎস্যাশিন্)। মৎস্যভোজী, যে মাছ খায় এরূপ। মৎস্য শব্দ–অশ (ভোজন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু।

মৎস্যী—স্ত্রীমীন। মৎস্য শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মৎস্যোদরী—মৎস্যগন্ধা, ব্যাসদেবের জননী [সত্যবতী দেখ]। সং; স্ত্রী।

মথন—বিনাশ; মন্থন, বিলোড়ন; ক্লেশ। মথ (বিলোড়ন করা)+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে মথিত।

মথিত—১। বিলোড়িত; বিনাশিত, হত; পীড়িত, ক্লেশিত। মথ (বিলোড়ন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। তক্র, ঘোল। সং স্ত্রী।

মথী—মন্থনদণ্ড। মথ (বিলোড়ন করা)+ইন্ ণ=মথিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

মথুরেশ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

মথ্যমান—যাহা মথিত হইতেছে এরূপ। মথ (বিলোড়ন করা)+শান র্ম। বিণ; ত্রি।

মদ—১। আনন্দ, হর্ষ; আনন্দজনিত সম্মোহ; মদরাগ, মত্ততা; উন্মাদ। মদ (হৃষ্ট হওয়া, ইত্যাদি)+অল্ ভা। ২। গর্ব্ব; মদ্য; রেতঃ; কস্তুরী; করিগণ্ডস্থলাদিজনিত ঘর্ম্ম। মদ+অল্ ণ। সং; পু। বিশেষণে মত্ত।

মদকট—১। মত্তহস্তী; ষণ্ড, ষাঁড়। মদ শব্দ–কট+অন্ ক। সং; পু। ২। মদোদ্ধত। বিণ; ত্রি।

মদকল—১। মত্ত হস্তী। সং; পু। ২। মত্ততা-জন্য মধুরাস্ফুট শব্দকারী। মদপূর্ণ হইয়াছে কল (ধ্বনি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

মদকলকরী—মত্ততাজন্য মধুরাস্ফুট শব্দকারী হস্তী। মদকল যে করী (করিন্), কর্ম্মধা। সং; পু।

মদগর্ব্ব—মদজনিত গর্ব্ব; মত্ততা জন্য অহঙ্কার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

মদগর্ব্বিত—মদহেতু গর্ব্বযুক্ত, মত্ততা হেতু অহঙ্কৃত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মদচ্যুৎ—মদস্রাবী। মদ–চ্যুত (ক্ষরণ করা) +ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

মদন—১। কন্দর্প, কামদেব; বসন্তকাল; বকুল গাছ; ভ্রমর; বৃক্ষবিশেষ, ময়না গাছ; ধুস্তুর বৃক্ষ, ধুতুরা গাছ। ণিজন্ত মদ বা মদি (মত্ত করা)+অন ক। সং; পু। ২। মত্ততাজনক। বিণ; ত্রি।

মদনদহন—শিব। মদনের দহন (দাহকারী), ৬তৎ। সং; পু [মদন ইন্দ্রের আদেশে মহা-যোগী শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলে মহাদেব রোষে তৃতীয় নেত্রনির্গত অগ্নি দ্বারা মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন]।

মদনধর্ম্ম—রতিক্রীড়া। ৬তৎ। সং; পু।

মদনধর্ম্মোৎসব—রতিক্রীড়া রূপ উৎসব। রূপক। সং; পু।

মদনমন্দির—পয়োধর, স্ত্রী-স্তন। মদনের মন্দির (আবাসস্থান), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মদন মাষ্টার—ইনি যাত্রার দলের একজন প্রসিদ্ধ অধিকারী ছিলেন। ফরাসডাঙ্গায় ইঁহার দল ছিল। ইনি অনেকগুলি যাত্রার পালা রচনা করেন। যাত্রার দলে ইঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। ইঁহার মৃত্যুর পর বউ মাষ্টার নামে ইঁহার দল চালিত হইয়াছিল।

মদনমোহন—১। শ্রীকৃষ্ণ। মদনের মোহন, ৬তৎ সং; পু। ২। অতি সুন্দর। বিণ; ত্রি।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার—প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কবি। ১২২২ সালে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বিল্বগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়। বাল্যে পাঠশালায় শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং তথায় ব্যাকরণ, সাহিত্য দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা করেন। কলেজে অধ্যয়ন কালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ইঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। পাঠ্যাবস্থাতেই ইনি সংস্কৃত রসতরঙ্গিণী ও বাসবদত্তার পদ্যানুবাদ করেন। শিক্ষাশেষে ইনি প্রথমে গবর্ণমেণ্ট পাঠশালায় ১৫ টাকা বেতনে কার্য্য করেন। পরে যথাক্রমে বারাসত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং কৃষ্ণনগর কলেজে প্রধান পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত হন। অতঃপর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ৯০ টাকা বেতনে কিছুদিন সাহিত্যাধ্যাপকের কার্য্য করেন। কিন্তু কলিকাতার জলবায়ু অসহ্য হওয়ায় ইনি দেড়শত টাকা বেতনে মুর্শিদাবাদে জজ-পণ্ডিতের কার্য্য গ্রহণ করেন এবং ছয় বৎসর এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শেষে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হন। ইঁহার রচিত ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ শিশুশিক্ষা সর্ব্বজনবিদিত। ইনি সর্ব্বশুভকরী নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২৬৪ সালে ২৭শে ফাল্গুন মুর্শিদাবাদ কান্দিতে বিসূচিকা রোগে ইনি প্রাণত্যাগ করেন।

মদনরিপু—মহাদেব। ৬তৎ। সং; পু।

মদনশর—কন্দর্পের বাণ। ৬তৎ। সং; পু।

মদনশরাহত–কন্দর্পের বাণ দ্বারা তাড়িত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মদনা, মদনী—সুরা, মদ্য। ণিজন্ত মদ বা মদি (মত্ত করা)+অন ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মদনারি—মদনের শত্রু, মহাদেব। ৬তৎ। সং।

মদনোৎসব—বসন্তোৎসব, হোলাকা, হুলি, দোল। মদনের (বসন্তকালের) উৎসব, ৬তৎ। সং; পু।

মদমুকুলিত—হর্ষহেতু অর্দ্ধমুদিত, অনুরাগ জন্য আধ-নিমীলিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মদমুকুলিতাক্ষী—হর্ষহেতু অর্দ্ধমুদিতনয়না, অনুরাগবশতঃ অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রা। মদ-মুকুলিত হইয়াছে অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

মদমুক্ত—মদরহিত, মত্ততাশূন্য। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

মদয়ন্তী—বনমল্লিকা, কাঠমল্লিকা ফুল। ণিজন্ত মদ বা মদি (মত্ত করা)+শতৃ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মদয়িতা—মাদক, মত্ততাজনক। ণিজন্ত মদ বা মাদ (মত্ত করা)+তৃন্ ক=মদয়িতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মদয়িত্রী।

মদয়িত্নু—১। মাদক, মত্ততাজনক। ণিজন্ত মদ বা মদি (মত্ত করা)+ইত্নু ক। বিণ; ত্রি। ২। শৌণ্ডিক, শুঁড়ী; কন্দর্প। সং; পু। ৩। মদ্য। সং; স্ত্রী।

মদাত্যয়—মদ্যপানজনিত পীড়াবিশেষ, এক প্রকার উন্মাদ। মদের (মত্ততার) অত্যয় (নাশ), ৬তৎ। সং; পু।

মদান্ধ—মদহেতু হিতাহিত জ্ঞানশূন্য; অতি-দর্পী। মদ দ্বারা অন্ধ, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মদালসা—তত্ত্বদর্শিনী জনৈকা রমণী। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বাবসু। ইনি অতি ধর্ম্মশীলা মহিলা ছিলেন। চন্দ্রবংশীয় প্রবর্দ্ধনরাজের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। এই দম্পতী হইতে প্রখ্যাত অলর্কের জন্ম হয়। মদালসা পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

মদালাপ—মধুরালাপ, হর্ষপূর্ণ কথোপকথন। মদ যুক্ত আলাপ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

মদালাপিনী—১। কোকিলা। মদালাপী দেখ; মদালাপিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। মধুরভাষিণী। বিণ; স্ত্রী।

মদালাপী—১। কোকিল। মদ শব্দ–আ–লপ (বলা)+ণিন্ ক=মদালাপিন্, ১মার ১বচন। সং; পু। ২। মধুরভাষী। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মদালাপিনী।

মদির—১। মত্ততাজনক। ণিজন্ত মদ বা মদি (মত্ত করা)+কির ক। বিণ; ত্রি। ২। মত্ত খঞ্জন পক্ষী। মদ (হৃষ্ট হওয়া)+কির ক। ৩। রক্তখদির। সং; পু।

মদিরা—বারুণীমদ্য। ণিজন্ত মদ বা মদি (মত্ত করা)+কির ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

মদিরাক্ষী, মদিরেক্ষণা—মত্তনয়না স্ত্রী; সুলোচনা কামিনী। মদির (মত্ততাজনক) হই-

রাছে অক্ষি বা ঈক্ষণ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

মদীয়—মৎসম্বন্ধীয়, আমার। অস্মদ্ শব্দ + ঈয় ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে-মদীয়া।

মদোৎকট—১। মদোদ্ধত, গর্ব্বিত। মদ দ্বারা উৎকট, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। ২ মত্তহস্তী। সং ; পু।

মদোদগ্র, মদোদ্ধত—মদমত্ত, মদগর্ব্বিত। মদ দ্বারা উদগ্র বা উদ্ধত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

মদোদ্ধত—মদোদগ্র দেখ।

মদোন্মত্ত—মত্ততা হেতু উন্মাদ; মদগর্ব্বিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

মদ্গু—জলচর পক্ষিবিশেষ, পানকৌড়ি ; রণপোতসমূহ। মস্জ্ (মগ্ন হওয়া) + উ ক। সং ; পু।

মদ্গুর—মাগুর মাছ। মদ (অবগাহন করা) + উর ক। নিপাতনে। সং ; পু।

মদ্য—মদিরা, সুরা ; মদ্য দ্বাদশবিধ, যথা—মাধ্বীক, ঐক্ষব, দ্রাক্ষব, তাল, খার্জ্জুর, পানস, মৈরেয়, মাক্ষিক, টাঙ্ক, মাধুক, নারিকেলজ, অন্নবিকারোত্থ। মদ (হৃষ্ট হওয়া) + য ণ। সং ; ক্লী।

মদ্যপ—মদ্যপানকারী, মাতাল। মদ্য শব্দ – পা (পান করা) + ড ক। বিণ ; ত্রি।

মদ্যপান—মদ খাওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মদ্যপায়ী—মদ্যপ, মাতাল। মদ্য শব্দ – পা (পান করা) + ণিন্ ক, মদ্যপায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মদ্যপায়িনী।

মদ্র—১। হর্ষ, আনন্দ ; মঙ্গল। মদ (হৃষ্ট হওয়া) + র ভা। ২ প্রাচীন দেশবিশেষ, পঞ্জাবের অন্তর্গত। মদ + র অধি। সং ; পু।

মদ্রসুতা—মাদ্রী, পাণ্ডুরাজের পত্নী, নকুল সহদেবের মাতা [মাদ্রী দেখ]। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মধু—১। পুষ্পরস ; ক্ষৌদ্র, মৌ ক্ষীর ; মধুর রস ; মদ্য ; সুরা। মন + উ ণ। সং ; পু ও ক্লী। ২। মিষ্ট। বিণ ; ত্রি। ৩। জল। সং ; ক্লী। ৪। চৈত্রমাস ; বসন্তঋতু ; বৃক্ষবিশেষ। সং ; পু। ৫। বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে সম্ভূত দৈত্য ; দৈত্য ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বিষ্ণু ইহাকে এবং ইহার ভ্রাতা কৈটভকে বিনাশ করেন ; সেই জন্যই বিষ্ণুর নাম মধুসূদন ও মধুকৈটভারি। ৬। যদুবংশীয় জনৈক নৃপ, ইঁহার নামানুসারে ইঁহার বংশধরগণ মাধব নামে খ্যাত। ৭। জনৈক রাক্ষস। ইহার নামানুসারে রাজধানীর নাম মধুপুর ছিল। এই রাক্ষস লঙ্কেশ্বর রাবণের মাতৃস্বসৃকন্যা কুম্ভীনসীকে হরণ করিলে, রাবণ সসৈন্যে মধুপুর আক্রমণ করেন। তখন কুম্ভীনসীর অনুরোধে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই রাক্ষস কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে এক অমোঘ শূল প্রাপ্ত হইয়া সকলেরই অজেয় হইয়াছিল। ইহার পুত্রের নাম লবণ ও কন্যার নাম মধুমতী। সূর্য্যবংশীয় হর্য্যশ্বের সহিত মধুমতীর বিবাহ হয়। কথিত আছে যে, মধু স্বীয় পুণ্যবলে বরুণলোক প্রাপ্ত হয়।

মধুক, মধূক—১। মধুদ্রুম, মৌলগাছ। মন + উক, উক ণ। সং ; পু। ২। মৌলফুল, মহুয়ার ফুল। সং ; ক্লী।

মধুকণ্ঠ—মিষ্টকণ্ঠস্বরযুক্ত, মিষ্টভাষী। মধু (মিষ্ট) হইয়াছে কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ।

মধুকর—ভ্রমর ; কামুক পুরুষ। মধু শব্দ – কৃ (করা) + ট ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মধুকরী। [স্ত্রী।

মধুকরী—ভ্রমরী। মধুকর + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ;

মধুকিরণ—চন্দ্র। মধু (স্নিগ্ধ) হইয়াছে কিরণ যাহার, বহু। সং ; পু।

মধুকৈটভ—অসুরদ্বয় [মধু দেখ]। সং ; পু।

মধুকোষ—মধুচক্র, মৌচাক। ৬তৎ। সং ; পু।

মধুক্রম—মধুচক্র, মৌচাক। মধুর ক্রম আছে যাহাতে, বহু। সং ; পু।

মধুচক্র, মধুচ্ছত্র, মধুজালক—মৌচাক। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মধুজা—পৃথিবী। মধু শব্দ (দৈত্যবিশেষ) – জন (জন্মা) + ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। প্রসিদ্ধি আছে যে, মধুদৈত্যের মেদ হইতে পৃথিবী উৎপন্না হইয়াছে। সং ; স্ত্রী।

মধুজিৎ—বিষ্ণু। মধু (দৈত্যবিশেষ) – জি (জয় করা) + ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

মধুতৃণ—ইক্ষু। মধু (মিষ্ট) যে তৃণ, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [সং ; ক্লী।

মধুত্রয়—মধু, ঘৃত, শর্করা, এই তিন। ৬তৎ।

মধুদ্রুম—মধুকবৃক্ষ, মৌলবৃক্ষ, মহুয়ার গাছ। মধুজনক যে দ্রুম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

মধুদ্বিট্—বিষ্ণু। মধু শব্দ (দৈত্যবিশেষ) – দ্বিষ (দ্বেষ করা) + ক্বিপ্ ক = মধুদ্বিষ্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

মধুধূলি—খণ্ড গুড়, খাঁড়গুড়। মধু (মিষ্ট) যে ধূলি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

মধুপ—১। মধুপানকারী। মধু – পা (পান করা) + ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। মধুকর, ভ্রমর। সং ; পু।

মধুপর্ক—মধু দধি ঘৃত শর্করা জল এই পঞ্চদ্রব্য মিশ্র ভক্ষ্যবিশেষ। মধু শব্দ – পৃচ (সম্পৃক্ত করা) + ঘঞ্ র্ম। সং ; ক্লী।

মধুপায়ী—মধুপ, মধুপানকারী। মধু শব্দ – পা (পান করা) + ণিন্ ক = মধুপায়িন্, ১মার, ১বচন। বিণ ; পু।

মধুপুরী—মথুরানগরী। সং ; স্ত্রী।

মধুপুষ্প—মৌলগাছ ; অশোকবৃক্ষ ; শিরীষগাছ ; বকুলগাছ। সং ; পু। [ত্রি।

মধুপূর্ণ—মধুভরা, মিষ্টতাপূর্ণ। ৩তৎ। বিণ ;

মধুপ্রিয়—বলরাম। মধু (মদ্য) হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। সং ; পু।

মধুভৃৎ—অলি, ভ্রমর। মধু শব্দ – ভৃ (ধারণ করা) + ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

মধুমক্ষিকা—সরঘা, মৌমাছি। মধুকরী যে মক্ষিকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

মধুমতী—১। মাধুর্য্যবিশিষ্টা। মধু + মতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নদীবিশেষ ; দেবীবিশেষ ; সপ্তাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

মধুময়—মধুপূর্ণ, অতি মধুর। মধু শব্দ + ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মধুময়ী।

মধুমান্—মাধুর্য্যযুক্ত। মধু + মতু অস্ত্যর্থে = মধুমৎ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মধুমতী।

মধুযষ্টি, মধুযষ্টিকা—যষ্টিমধু ; ইক্ষুবৃক্ষ, আকগাছ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মধুযামিনী—১। বসন্তকালীন রাত্রি। ৬তৎ। ২। মনোহরা রজনী, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

মধুর—১। মাধুর্য্যযুক্ত : মিষ্টরসযুক্ত, মিষ্ট ; মনোহর, সৌম্য, প্রিয়দর্শন। মধু শব্দ + র অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মধুরা। ২। মিষ্টরস ; মাধুর্য্যগুণ ; বিষ। সং ; ক্লী।

মধুরতা, মধুরত্ব—মিষ্টত্ব ; সৌম্যত্ব, মনোহারিতা। মধুর শব্দ + তা, ত্ব ভাবে। সং ; স্ত্রী ও ক্লী।

মধুরপ্রকৃতি—সুন্দরস্বভাব, মনোহর স্বভাববিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

মধুরভাষিণী—মিষ্টভাষিণী, প্রিয়বাদিনী। মধুরভাষী দেখ ; মধুরভাষিন্ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মধুরভাষিতা—মধুরভাষী দেখ। মধুরভাষিন্ শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

মধুরভাষী—মিষ্টভাষী, প্রিয়বাদী। মধুর শব্দ – ভাষ (বলা) + ণিন্ ক = মধুরভাষিন্ ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মধুরভাষিণী। বিশেষ্যে মধুরভাষিতা।

মধুরা—১। মাধুর্য্যযুক্তা ; মনোহরা ; মিষ্টরসযুক্তা। মধুর + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মথুরাপুরী ; শতপুষ্পা ; পালংশাক। সং ; স্ত্রী।

মধুরিপু—মধুসূদন, বিষ্ণু। মধুর (দৈত্যবিশেষের) রিপু, ৬তৎ। সং ; পু।

মধুরিমা—মধুরত্ব ; মাধুর্য্য। মধুর শব্দ + ইমন্ ভাবে = মধুরিমন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

মধুলিহ, মধুলেহ—মধুকর, ভ্রমর। মধু—লিহ (আস্বাদন করা)+ক, অন্ ক। সং; পু।

মধুলুব্ধ—মধুলোভী, মধুলাভের লালসাযুক্ত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

মধুলেহী—মধুকর, ভ্রমর। মধু শব্দ—লিহ (আস্বাদন করা)+ণিন্ ক—মধুলেহিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

মধুবন—বৃন্দাবনস্থ একটী বন; লঙ্কাস্থ একটী বন। সং; ক্লী।

মধুবর্ষী—মধুবর্ষণকারী; অতি মিষ্ট। মধু শব্দ—বৃষ (বর্ষণ করা)+ণিন্ ক—মধুবর্ষিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মধুবর্ষিণী। [পু।

মধুবার—মধুচক্র; পুনঃ পুনঃ মদ্যপান। সং;

মধুবীজ—দাড়িম্ববৃক্ষ। মধু (মিষ্ট) হইয়াছে বীজ যাহার, বহ। সং; পু।

মধুব্রত—ভ্রমর। মধুতে ব্রত (আসক্তি) যাহার, বহ। সং; পু।

মধুসখ, মধুসারথি, মধুসুহৃৎ—কন্দর্প, মদন। মধু (বসন্ত) হইয়াছে সখা, সারথি, সুহৃৎ যাহার, বহ। সং; পু।

মধুসূদন—শালগ্রামবিশেষ [শালগ্রাম দেখ] বিষ্ণু। মধু দেখ; মধু শব্দ (দৈত্য বিশেষ)—সূদ (বধ করা)+অন ক। সং; পু।

মধুসূদন কিন্নর—ইনি সাধারণতঃ মধু কান নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার পিতার নাম তিলক চন্দ্র কিন্নর। ১২২৫ সালে যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার উলুশিয়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রবাদ, বাল্যে ইঁহার বি শিক্ষা হয় নাই। পরে ইনি নিজের যত্নে বাঙ্গালা পড়িতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, লিখিতে জানিতেন না। কিন্তু তাঁহার রচিত সঙ্গীতের শব্দবিন্যাস দেখিলে তাঁহাকে বিদ্বান্ বলিয়াই বোধ হয়। ইনি বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতরচনায় মনোনিবেশ করেন। ঢাকার ছোট খাঁ বড় খাঁর নিকট ইনি রাগরাগিণী ও খেয়াল এবং রাধামোহন বাউলের নিকট ঢপ শিক্ষা করেন। ইনি মান, মাথুর, অক্রূরসংবাদ প্রভৃতি পালা রচনা করিয়া, দল বাঁধিয়া গান করিতেন। ইঁহার গানের শেষে 'সূদন' বলিয়া ভণিতা আছে। ইঁহার গানের সুর অনেকটা রাগরাগিণীর ভিত্তির উপর স্থাপিত। ৫৫ বৎসর বয়সে ইঁহার পরলোক হয়।

মধুসূদন দত্ত (মাইকেল)—যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রীঃ ২৫শে জানুয়ারী কবিবর মধুসূদনের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত। তিনি কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় থাকিতেন। মধুসূদন বাল্যে স্বগ্রামস্থ পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়া পরে কলিকাতায় পিতার নিকট থাকিয়া হিন্দুকলেজে বিদ্যাভ্যাস করেন। পঠদ্দশায় ইনি একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, এবং ইংরেজী ভিন্ন গ্রীক ও লাটিন ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ৯ই ফেব্রুয়ারী ইনি খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মান্দ্রাজে গমন করেন এবং তথায় সংবাদপত্রে সারগর্ভ প্রবন্ধ ও The Captive lady নামক ইংরাজী পদ্যে সংযুক্তার আখ্যান লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সময়ে ইনি মাদ্রাজ কলেজের ইউরোপীয় অধ্যক্ষের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। পরে ইঁহার সহিত বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিয়া হেনরিয়েটা নাম্নী একজন রমণীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সস্ত্রীক কলিকাতায় আগমন করিয়া পুলিস আদালতে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন, এবং কিছুদিন পরে উক্ত আদালতের দোভাষীর (Interpreter) পদ প্রাপ্ত হন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন রত্নাবলী নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করেন। অতঃপর ইনি মাতৃভাষার চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দুই বৎসরের মধ্যে ক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি লিখিয়া অক্ষয় যশঃ অর্জ্জন করেন,—শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক, বীরাঙ্গনা কাব্য। ইহার পর কবিবর আইনশিক্ষার নিমিত্ত ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ৯ই জুন সপরিবারে ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় যাইয়া যৎপরোনাস্তি আর্থিক ক্লেশে পতিত হইয়া দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সময়ে ইঁহাকে অনেক টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে অবস্থিতিকালে মধুসূদন "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" রচনা করেন, এবং তাহাতে বিদ্যাসাগরের এই দানের কথা স্বীকার করেন।

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মধুসূদন ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আগমন করিলেন ও ব্যবসায় করিবার জন্য হাইকোর্টে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে ইনি "নীতিমূলক কবিতামালা", "হেক্টর বধ" (গদ্য) ও "মায়াকানন" (নাটক), কেবল অর্থোপার্জ্জনকল্পে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অমিতব্যয়িতানিবন্ধন কবির শেষজীবন বড়ই দুঃখময় হইয়াছিল। পত্নীর মৃত্যুর পর মধুসূদন স্বয়ং রুগ্নশয্যায় শয়ন করিলেন; কিন্তু চিকিৎসা করাইবার সঙ্গতি নাই। অর্থাভাবে পথ্যও জুটিয়া উঠিত না। এবম্প্রকার নানাবিধ কষ্টভোগের পর ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুন আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে কবিবরের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের যত্নে ইঁহার সমাধিস্থানের উপর একটি মর্ম্মর বেদী নির্ম্মিত হইয়া সাধারণের সমক্ষে উন্মুক্ত হয়। ইঁহার কবরের উপর বাঙ্গালা অক্ষরে "দাঁড়াও পথিকবর" প্রমুখ যে কবিতাটি খোদিত আছে, তাহা মধুসূদন জীবিতকালে নিজের জন্যই রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মধুসূদন বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক। বঙ্গভাষায় যে বীররসপ্রধান কাব্য (Heroic poem) রচনা করা যায়, তাহা ইনিই প্রথমে প্রদর্শন করেন। ভাষার উন্নতি করিয়া মধুসূদন বঙ্গবাসীর চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

মধুহা—মধুসূদন, বিষ্ণু। মধু (দৈত্যবিশেষ)—হন (বধ করা)+ক্বিপ্ ক—মধুহন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

মধূক—মধুক দেখ।

মধূচ্ছিষ্ট—মোম। মধুর উচ্ছিষ্ট, ৬তৎ। সং; ক্লী।

মধূত্থ—সিক্থক, মোম। মধু—উৎ—স্থা (থাকা)+ড ক। সং; ক্লী।

মধূৎসব—মদনোৎসব, বসন্তোৎসব [চৈত্র মাসের পূর্ণিমায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়]। মধুর (বসন্তের) উৎসব, ৬তৎ। সং; পু।

মধূপঘ্ন—লবণ রাক্ষসের নগর, মথুরা। সং; ক্লী।

মধ্য—১। কটিদেশ; অভ্যন্তর, ভিতর; অন্তরাল; বিরাম; তালবিশেষ; সংখ্যাবিশেষ, ১০০০০০০০০০০০০০০০ [মান দেখ]। মন (বোধ করা, ইত্যাদি)+যক্ ক্ষ নিপাতনে। সং; পু ও ক্লী। ২। অন্তর্ব্বর্ত্তী; অভ্যন্তরস্থ; ন্যায্য; মধ্যম। বিণ; ত্রি।

মধ্যতঃ—মধ্যে; মধ্য হইতে। মধ্য+তস্। ব্য।

মধ্যদেশ—দেশবিশেষ, ইহার উত্তরে হিমালয়, পূর্ব্বে প্রয়াগ, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত, ও পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র। কর্ম্মধা। সং; পু।

মধ্যন্দিন—দিবসের মধ্যভাগ, মধ্যাহ্ন। দিনের মধ্যম্ (মধ্যভাগ) ৬তৎ। পূর্ব্বপদের পরনিপাত। সং; ক্লী।

মধ্যম—১। মধ্যস্থিত; মাঝারি। মধ্য শব্দ+ম ভবার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মধ্যমা। ২। স্বরবিশেষ, সপ্তস্বরের চতুর্থ স্বর (ম)। সং; পু। ৩। কটিদেশ। সং; পু ও ক্লী।

মধ্যমণি—মধ্যস্থিত রত্ন, হার প্রভৃতির মধ্যস্থলে স্থাপিত হীরকাদি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [সং; পু।

মধ্যমলোক—পৃথিবী, ভূমণ্ডল কর্ম্মধা।

মধ্যমা—১। মধ্যস্থিতা, ইত্যাদি। মধ্যম দেখ;

মধ্যম শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী ২। মধ্যমাঙ্গুলি ; মধ্যা বৃত্তি ; নবরত্নবলা স্ত্রী ; বাঙ্‌নিষ্পত্তিবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

মধ্যরাত্র—অর্দ্ধরাত্র, রাত্রির মধ্যভাগ, নিশীথ রাত্রির মধ্য (মধ্যভাগ), ৬তৎ, পূর্ব্বপদের পরনিপাত। সং ; পু।

মধ্যবর্ত্তিতা—মধ্যস্থতা। মধ্যবর্ত্তিন্ শব্দ + ত ভাবে। সং ; স্ত্রী।

মধ্যবর্ত্তিনী—মধ্যবর্ত্তী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

মধ্যবর্ত্তী—১। মধ্যে অবস্থিত। মধ্য—বৃত (থাকা) + ণিন্ ক = মধ্যবর্ত্তিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। ২। মধ্যস্থ, সালিস। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মধ্যবর্ত্তিনী। বিশেষ্যে মধ্যবর্ত্তিতা।

মধ্যবিত্ত—ধনাঢ্যও নহে অথচ নিতান্ত দরিদ্রও নহে এরূপ, সাধারণ গৃহস্থ রকমের। মধ্য (মাঝারি) হইয়াছে বিত্ত (সম্পত্তি) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

মধ্যস্থ—১। মধ্যবর্ত্তী, মধ্যে স্থিত ; উদাসীন। মধ্য—স্থা (থাকা) + ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। সালিস। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মধ্যস্থা। বিশেষ্যে মধ্যস্থতা।

মধ্যস্থতা—মধ্যবর্ত্তিতা ; ঔদাসীন্য ; সালিসি। মধ্যস্থ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

মধ্যা—অন্তর্বর্ত্তিনী ; অভ্যন্তরস্থিতা ; মধ্যমা। মধ্য + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নায়িকাবিশেষ ; মধ্যমাঙ্গুলি ; গ্রহের গতি-বিশেষ ; ত্র্যক্ষরা বৃত্তিবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

মধ্যাহ্ন—দিনের তিন ভাগের দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী দশ দণ্ডকাল, মোটামুটি ধরিলে বেলা ১০টার পর হইতে ২টা পর্য্যন্ত। অহ্নের (দিনের) মধ্য (মধ্যভাগ), ৬তৎ, পূর্ব্বপদের পরনিপাত। সং ; পু।

মধ্যাহ্নকালীন—মধ্যাহ্নকালসম্বন্ধীয় ; দিবা দ্বিপ্রহরজাত ; মধ্যাহ্নে কর্ত্তব্য। মধ্যাহ্নই কাল, কর্ম্মধা। মধ্যাহ্নকাল + ঈন ভবা-দ্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

ধ্যাহ্নতপন—মধ্যাহ্নকালীন রবি, দিবা দ্বিপ্রহ-রের সূর্য্য। ৬তৎ। সং ; পু।

ধ্যাহ্নভোজন—মধ্যাহ্নকালীন আহার, দিবসের আহার। মধ্যাহ্ন কালীন ভোজন, মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

াসব—মধুজাত মদ্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা।

—মণ দেখ।

ঃ—চিত্ত, অন্তঃকরণ ; বুদ্ধি ; সন্তোষ ; তৃপ্তি। মন (বোধ করা) + অস্ ণ = মনস্, ১মার ১বচন। সং ; ক্লী।

ঃকল্পিত—মানসিক চিন্তাজাত, মনে মনে যাহার কল্পনা করা হইয়াছে। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [সং ; ক্লী।

ঃকষ্ট—মানসিক ক্লেশ, মনোদুঃখ। ৬তৎ।

মনঃপীড়া—মানসিক ক্লেশ, মনের ব্যথা। ৬তৎ সং ; স্ত্রী।

মনঃপূত—মনে মনে স্বীকৃত, মনোনীত ; মনের দ্বারা পবিত্রীকৃত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

মনঃপ্রাণ—মনঃ ও প্রাণ ; সমুদায় অন্তঃকরণ দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

মনঃশিল, মনঃশিলা—গিরিজ রক্তবর্ণ ধাতু-বিশেষ, মন্ছাল। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

মনঃসংযোগ—মনোনিবেশ, মনোযোগ। ৬তৎ। সং ; পু।

মনন—চিন্তা ; ধারণা ; অনুমান ; অভিপ্রায় ; বুদ্ধি। মন (বোধ করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে মত।

মনমধুকর—চিত্ত রূপ ভ্রমর। রূপক (বঙ্গভাষায় বিসর্গলোপ)। সং ; পু।

মনরক্ষা—মন রাখা, মন যোগান, খোষামুদি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [এই পদটী অশুদ্ধ ; শুদ্ধ—মনোরক্ষা]।

মনশ্চক্ষুঃ—মনোরূপ নেত্র, অন্তর্দৃষ্টি ; বুদ্ধি। রূপক। সং ; ক্লী।

মনশ্চাঞ্চল্য—চিত্তচাঞ্চল্য, মনের অস্থিরতা, মানসিক উদ্বেগ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মনসা—নাগরাজ বাসুকির ভগ্নী। মহামুনি কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী কদ্রুর গর্ভে ইঁহার জন্ম। সর্পকুলধ্বংসের অভিশাপ হইতে মুক্তির নিমিত্ত বাসুকি দেবাদেশে জরৎকারু মুনির সহিত ইঁহার বিবাহ দেন। বিবাহের সময় কথা হয় যে, মুনিবর পত্নীকে প্রতি-পালন করিবেন না, অপিচ পত্নী যখনই পতির স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দিবেন, তখনই মুনিবর পত্নীকে ত্যাগ করিবেন। বিবাহের পর মুনিবর পত্নীসহ নাগলোকেই বাস করিতে লাগিলেন। একদা তিনি অপরাহ্নে নিদ্রিত ছিলেন। সন্ধ্যা-বন্দনার সময় অতীত হইবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া পতির ধর্ম্মলোপাশঙ্কায় মনসাদেবী পতিকে জাগরিত করিলেন। তাহাতে মুনি-বর অসন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বাঙ্গীকারানুসারে তপ-স্যার্থ বনে প্রস্থান করিলেন। পত্নী অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। মুনিবর তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, "তোমার গর্ভসঞ্চার হই-য়াছে, এই গর্ভে তোমার লোকবিশ্রুত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।" যথাকালে মনসাদেবী এক পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্রই প্রখ্যাত আস্তিক মুনি। মহারাজ জনমেজ-য়ের সর্পযজ্ঞে নাগকুল নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইলে মনসাদেবী পুত্রকে জনমেজয়ের নিকট প্রেরণ করিয়া যজ্ঞ রহিত করেন। মনস্ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ; মতান্তরে কশ্যপ মুনির মানসী কন্যা বলিয়াই ইঁহার নাম মনসা। সং ; স্ত্রী।

মনসিজ—কন্দর্প, মদন, কামদেব। মনসি (মনে) জন্মেন যিনি, অলুক্ উপ ; মনস্ শব্দ ৭মীর ১বচনে মনসি (মনে), তদুত্তরে জন (জন্মা) + ড ক। সং ; পু।

মনস্কাম—মনোভিলাষ, মনোবাসনা। ৬তৎ ; মনস্ + কাম। সং ; পু।

মনস্কামসিদ্ধি—মনোবাসনার সিদ্ধি, মনোরথের সাফল্য। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মনস্কার—মনের সুখ ; অভিপ্রায়, অভিলাষ ; অনুভব। মনস্—কৃ + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

মনস্তাপ—মনঃপীড়া, মানসিক ক্লেশ ; অনুতাপ। ৬তৎ। মনস্ + তাপ। সং ; পু।

মনস্তাল—ভগবতীর বাহন সিংহ। মনস্ শব্দ—তল (নিরুৎসাহ হওয়া) + ঘঞ্ র্ম। সং ; পু।

মনস্তুষ্টি—মনের সন্তোষ, মনের প্রীতি। ৬তৎ (মনঃ + তুষ্টি)। সং ; স্ত্রী।

মনস্তৃপ্তি—মনের প্রীতি, চিত্তের সন্তোষ। ৬তৎ (মনঃ + তৃপ্তি)। সং ; স্ত্রী।

মনস্বিতা—প্রশস্ত মনঃ ; মান ; স্থিরচিত্ততা ; বীরত্ব। মনস্বী দেখ ; মনস্বিন্ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

মনস্বিনী—প্রশস্তহৃদয়া ; স্থিরচিত্তা। মনস্বী দেখ ; মনস্বিন্ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মনস্বী—প্রশস্তচিত্ত, মহামনাঃ ; মানী ; ধীর, স্থিরচিত্ত ; বীর। মনস্ + বিন্ প্রশস্তার্থে = মনস্বিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মনস্বিনী। বিশেষ্যে মনস্বিতা।

মনাক্—ঈষৎ, অল্প ; মন্দ, আস্তে আস্তে। মন + আক্ র্ম। ব্য।

মনান্তর—মনোবিবাদ, কলহ [ব্যাকরণানুসারে মনঃ + অন্তর = মনোন্তর হওয়াই সঙ্গত, কিন্তু বঙ্গভাষায় মনান্তর শব্দটিই প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে]। সং ; স্ত্রী।

মনায়ী, মনাবী—মনুপত্নী। মনু + ঈপ্ পত্নী-অর্থে। সং স্ত্রী।

মনিত—১। বিদিত, জ্ঞাত। মন (বোধ করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। জ্ঞান, বোধ ; কূজিতবিশেষ। মন + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

মনিয়ার-উইলিয়াম্‌স—স্যার মনিয়ার (Sir Monier Monier-Williams). ইনি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে ইঁহার পিতা কর্ণেল মনিয়ার উইলিয়ম্‌স সর্‌ভেয়ার জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীঃ হইতে ১৮৫৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত মনিয়ার উইলিয়ম্‌স হেলি-বেরী কলেজে সংস্কৃত ও হিন্দুস্থানী ভাষার অধ্যাপনা করেন। অনন্তর অক্সফোর্ড কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত

হন (১৮৬০ খ্রীঃ)। ১৮৭৫ খ্রীঃ ইনি ডি, সি, এল্ এবং ১৮৮৭ খ্রীঃ কে, সি, আই, ই উপাধি লাভ করেন। ইনি ভারতীয় ভাষা ও ক্রিয়াদির আলোচনায় কেন্দ্রস্বরূপে অক্সফোর্ডে Indian Institute নামক ভবন প্রতিষ্ঠিত করেন (১৮৮৩ খ্রীঃ)। এই উদ্দেশ্যে ইনি ভারতবর্ষে তিনবার আগমন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে এল, এল, ডি, উপাধি প্রদান করেন। ইনি একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত-ইংরাজী ও ইংরাজীসংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করেন। ইনি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা পরবর্ত্তী কালের সংস্কৃত ভাষার অধিকতর অনুশীলন করিতেন এবং ভারতবর্ষে প্রচলিত ধর্ম্মের জ্ঞান যাহাতে বহুলভাবে ইংলণ্ডে প্রচারিত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। ইঁহার প্রণীত কয়েকখানি গ্রন্থের নাম নিম্নে দেওয়া গেল :—Indian epic poetry (1863); Indian Wisdom (1875); Hinduism (1877); Modern India and the Indians (1878); Religious Life and thaught in India (1883); Buddhism (1889) Brahmanism (1891). ইনি ভারতবর্ষে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত খ্রীষ্টান মিসনারিগণের বিশেষ সহায় ছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ ১১ই এপ্রেল ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

মনীষা—বুদ্ধি, প্রজ্ঞা। মনের ঈষা (লাঙ্গলদণ্ড স্বরূপ), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মনীষিণী—বুদ্ধিমতী, জ্ঞানবতী। মনীষা + ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে মনীষী।

মনীষিত—মনোভীষ্ট, বাঞ্ছিত। মনস্+ঈষ (ইচ্ছা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

মনীষিতা—বুদ্ধিমত্তা। মনীষী দেখ ; মনীষিন্+ তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

মনীষী—১। বুদ্ধিমান্ ; জ্ঞানী ; বিবেচক। মনীষা শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = মনীষিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মনীষিণী। ২। পণ্ডিত, বিদ্বজ্জন। সং ; পু।

মনু—ব্রহ্মার মানসপুত্র ; ধর্ম্মশাস্ত্র-সংহিতাকার মুনি, ইঁহাদের সংখ্যা চতুর্দ্দশ, যথা স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ইন্দ্রসাবর্ণি,—প্রতিকল্পে এইরূপ ১৪ মনু হইয়া থাকেন, একণে বৈবস্বতমনুর অধিকার ; সূর্য্যপুত্র, পৃথিবীর আদিম রাজা, ইঁহার দশপুত্রের মধ্যে ইক্ষ্বাকু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ; মন্ত্র। মন (বোধ করা, জানা) + উ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মনায়ী, মনাবী। [পু।

মনুজ—মানব, মনুষ্য। মনু—জন + ড ক। সং ;

মনুষ্য—মানব, মানুষ। মনু + য অপত্যার্থে—স্ আগম। সং ; পু।

মনুষ্যকণ্ঠ—মনুষ্যের কণ্ঠস্বর। ৬তৎ। সং ; পু।

মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত—মানুষের কণ্ঠ হইতে বহির্গত। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

মনুষ্যকৃত—মানবরচিত, মানুষের চেষ্টায় উৎপন্ন। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

মনুষ্যচরিত্র—মানবচরিত, মানুষের স্বভাব। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মনুষ্যত্ব—মনুষ্যের ভাব বা ধর্ম্ম ; দয়া, পরোপকার, ইত্যাদি ; সভ্যতা, সৌজন্য। মনুষ্য + ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী।

মনুষ্যদেহ—মানবশরীর, মানুষের দেহ। ৬তৎ। সং ; পু বা ক্লী।

মনুষ্যধর্ম্মা—কুবের। মনুষ্যের ন্যায় ধর্ম্ম যাহার, বহুব্রীহি সমাসে মনুষ্যধর্ম্মন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

মনুষ্যমূর্ত্তি—মানুষের আকৃতি, মানুষের অবয়ব। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [পু।

মনুষ্যলোক—মানবজগৎ, পৃথিবী। ৬তৎ। সং ;

মনুষ্যবসতি—মানবের আবাস, মানুষের বাসস্থান, লোকালয়। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মনুষ্যসমাগম—মানুষের উপস্থিতি, মানুষের আগমন। ৬তৎ। সং ; পু।

মনুষ্যসমাগমচিহ্ন—মানুষের উপস্থিতির লক্ষণ, মানুষ আসিবার চিহ্ন। ২বার ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

মনুষ্যাবাস—মনুষ্যবসতি, লোকালয়। ৬তৎ।

মনোগত—মনঃস্থিত, মানসিক। মনস্—গম (যাওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

মনোজ—১। মনসিজ, কন্দর্প, কাম। মনস্ শব্দ—জন (জন্মা) + ড ক। সং ; পু। ২। মনোজাত। বিণ ; ত্রি।

মনোজগৎ—অন্তর্জগৎ, অন্তঃকরণরূপ বিশ্ব। রূপক (মনঃ + জগৎ)। সং ; ক্লী।

মনোজন্মা—কন্দর্প, কাম। মনে জন্ম যাহার, বহুব্রীহি সমাসে (মনস্ + জন্মন্) মনোজন্মন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

মনোজব—১। অতিশয় বেগবান্। মনস্ শব্দ—জু (বেগে চলা) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। মনের বেগ, বিষ্ণু। সং ; পু। [স্ত্রী।

মনোজবা—অগ্নিজিহ্বা নাম্নী দেবীবিশেষ। সং ;

মনোজ্ঞ—মনোহর, সুন্দর, চারু, রমণীয়। মনস্ শব্দ—জ্ঞা (জানা) + ড ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে মনোজ্ঞতা।

মনোজ্ঞতা—মনোজ্ঞ দেখ। সং ; স্ত্রী।

মনোনয়ন—মনে মনে পছন্দ করিয়া লওয়া (Nomination)। মনস্ শব্দ—নী (লইয়া যাওয়া) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে মনোনীত।

মনোনিবেশ—মনঃসংযোগ, অভিনিবেশ, একাগ্রতা। ৬তৎ। সং ; পু।

মনোনীত—যাহা বা যাহাকে পছন্দ করিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ (Nominated)। মনস্ শব্দ—নী (লইয়া যাওয়া) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে মনোনয়ন।

মনোনেত্র—মনশ্চক্ষুঃ, অন্তঃকরণরূপ চক্ষুঃ বুদ্ধি। রূপক। সং ; ক্লী।

মনোভব, মনোভূ—কন্দর্প, কাম। মনস্ শব্দ—ভূ (হওয়া) + অন্, ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

মনোঽভিনিবেশ—মনোনিবেশ। ৬তৎ (মনঃ + অভিনিবেশ)। সং ; পু।

মনোঽভীষ্ট—মনোরথ, মনস্কাম, বাঞ্ছিত। ৬তৎ। সং ; ক্লী [বঙ্গভাষায় এই শব্দটী প্রায় "মনোভীষ্ট" লিখিত হয়]।

মনোমদ—মানসিক গর্ব্ব, মনের অহঙ্কার। ৬তৎ। সং ; পু।

মনোমধ্যে—মনের ভিতরে, মনে। ৬তৎ। সপ্তম্যন্ত পদ।

মনোমালিন্য—মনোন্তর, মনোবিবাদ। ৬তৎ। (মনঃ + মালিন্য)। সং ; ক্লী।

মনোমোহন—মনোমুগ্ধকর, অতিরমণীয়, মনোহর। মনের মোহন (মোহকর), ৬তৎ (মনঃ + মোহন)। বিণ ; ত্রি।

মনোমোহন ঘোষ—ইনি ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের একটী প্রাচীন কায়স্থবংশসম্ভূত। ইঁহার পিতা রামলোচন, রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন এবং সদর আলা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীঃ মার্চ্চ মাসে মনোমোহন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলে, পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ ইনি ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করেন। সিভিল সারভিস্ পরীক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ইনি ১৮৬২ খ্রীঃ ইংলণ্ডে গমন করেন। ঐ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য না হইয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দেন (১৮৬৬ খ্রীঃ)। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পর বৎসর ইনি কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক হাইকোর্টে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া অল্পদিন মধ্যেই বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ইনি অনেক বিখ্যাত মোকদ্দমায় নিযুক্ত হইয়া স্বীয় পক্ষকে জয়ী করিয়াছিলেন। অনেক অবস্থাহীন লোকের মোকদ্দমায় পারিশ্রমিক না লইয়া কার্য্য করিতেন। ইনি বাগ্মী ছিলেন এবং ইঁহার দেশানুরাগও প্রবল ছিল। ১৮৮৫ খ্রীঃ ইনি বঙ্গের প্রতিনিধিস্বরূপে ইংলণ্ডে গিয়া দেশের অভাব অভিযোগ ইংলণ্ডবাসিগণের নিকট বিবৃত করেন। ১৮৮৭, ১৮৯০, ও ১৮৯৫

খ্রীঃ আবার দেশহিতকল্পে ইংলণ্ডে যান। ইনি জাতীয় সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন এবং যাহাতে শাসন ও বিচার কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারীর উপর অর্পিত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ আন্দোলন করিয়াছিলেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট স্যার চার্লস এলিয়ট ইঁহার মন্তব্যের প্রতিবাদ করায় মনোমোহন বলিয়াছিলেন যে, তাহার বিরুদ্ধে এমন প্রমাণ প্রয়োগ করিবেন যে, এলিয়ট সাহেবের তাহার উত্তর দিবার সামর্থ্য হইবে না। কিন্তু প্রতিশ্রুত প্রবন্ধ রচনা করিবার পুর্ব্বেই মনোমোহন ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ ১৭ই অক্টোবর তিনি লোকান্তর গমন করেন।

মনোমোহন বসু—২৪ পরগণার অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া গ্রামে ১২৫২ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি সঙ্গীত-রচনার প্রতি অনুরাগী। বাল্যেই ইনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। যাত্রা, থিয়েটার, হাফ আখড়াই, পাঁচালী, সংকীর্ত্তন, বাউল প্রভৃতি সকল বিষয়েই সঙ্গীতরচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত। ইনি রামাভিষেক, সতীনাটক, হরিশ্চন্দ্র, প্রণয়পরীক্ষা প্রভৃতি অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়াছেন, এবং "মধ্যস্থ" নামক পত্র সম্পাদনেও যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত পদ্যমালা ১ম ভাগ, পদ্যমালা ২য় ভাগ প্রভৃতি কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তকও আছে।

নোমোহিনী—মনোমুগ্ধকারিণী, মনোহরা, অতি রমণীয়া। মনের মোহিনী (মুগ্ধকারিণী), ৬তৎ, অথবা মনস্ শব্দ—মুহ (মুগ্ধ করা) + ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

নোযায়ী—মনের ন্যায় বেগশালী। মনস্—যা (যাওয়া)+ণিন্ ক=মনোযায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মনোযায়িনী।

নোযোগ—মনোনিবেশ, মনঃসংযোগ, অভিনিবেশ। ৬তৎ। সং; পু।

নাযোগী—মনোনিবেশকারী, অভিনিবিষ্ট। মনোযোগ+ইন্ অস্ত্যর্থে=মনোযোগিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মনোযোগিনী। বিশেষ্যে মনোযোগিতা।

নারঞ্জক—চিত্তের সন্তোষসাধক, মনের প্রফুল্লতাদায়ক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

নারঞ্জন—চিত্তের সন্তোষসাধন। ৬তৎ। ক্লী।

নারঞ্জিকা—মনোরঞ্জনকারিণী, চিত্তপ্রফুল্লকরী। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী।

নারঞ্জিনী—মনোরঞ্জনকারিণী, চিত্তের সন্তোষদায়িকা। মনস্ শব্দ—রন্জ+ইন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মনোরথ—অভিলাষ, ইচ্ছা, অভিপ্রায়। ৬তৎ। সং; পু।

মনোরম—মনোহর, সুন্দর, শোভন। মনস্ শব্দ—ণিজন্ত রম বা রমি (আনন্দিত করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মনোরমা।

মনোরমা—১। মনোহরা। মনোরম দেখ; মনোরম+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গোরোচনা; দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী। ৩। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের মহিষী। ইনি অতি ধর্ম্মশীলা ও পতিপরায়ণা ছিলেন। ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরামের সহিত কার্ত্তবীর্য্যের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইনি পতিকে সমরে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। পরন্তু মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য উহা ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য হইবে না বলায়, ইনি স্বামীর পরাজয় ও নিধন অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া অগ্রেই যোগাবলম্বনে তনুত্যাগ করেন।

৪। প্রজাপতি রুচির ভার্য্যা। বরুণপুত্র পুষ্করের ঔরসে এবং প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রম্লোচার অনুরোধে রুচি ইঁহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন। রুচির ঔরসে ইঁহার গর্ভে রৌচ্য মনুর জন্ম হয়।

মনোরাজ্য—অন্তঃকরণ রূপ রাজত্ব, হৃদয়রাজ্য। রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মনোলোভা—মনের লোভজনিকা, মনোহরা, রমণীয়া। মনস্ শব্দ—লুভ+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মনোবাঞ্ছা—মনোবাসনা, মানসিক অভিপ্রায়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মনোবিচ্ছেদ—মনোন্তর, মনোমালিন্য, অপ্রণয়। ৬তৎ। সং; পু। [সং; পু।

মনোবিবাদ—মনোন্তর, মনোমালিন্য। ৬তৎ।

মনোবৃত্তি—চিত্তবৃত্তি; মনের ব্যাপার, অর্থাৎ স্মরণ, মনন, অনুধ্যান প্রভৃতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মনোবেদনা—মনঃকষ্ট, মনের দুঃখ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মনোহর—চিত্তাকর্ষক, মনোজ্ঞ, রমণীয়, সুন্দর। মনস্ শব্দ—হৃ (হরণ করা)+অন্ ক; অথবা মনের হর, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

মনোহরণ—চিত্তাকর্ষণ, মন টানিয়া লওয়া; মনে অনুরাগ উৎপাদন। ৬তৎ। সং।

মনোহারিণী—মনোজ্ঞা, রম্যা, সুন্দরী। মনোহারী দেখ; মনোহারিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মনোহারিত্ব—মনোজ্ঞতা, রমণীয়তা, সৌন্দর্য্য। মনোহারী দেখ; মনোহারিন্ শব্দ+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

মনোহারী—চিত্তাকর্ষক, রমণীয়, সুন্দর। মনস্ শব্দ—হৃ (হরণ করা)+ণিন্ ক=মনোহারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মনোহারিণী।

মন্তব্য—১। চিন্তনীয়; বিচার্য্য। মন (বোধ করা)+তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। মত; অভিপ্রায়। মন+তব্য ভা। সং; ক্লী।

মন্তা—মন্ত্রদাতা; মননকর্ত্তা। মন (বোধ করা, ইত্যাদি)+তৃন্ ক=মন্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

মন্তু—১। অপরাধ; কোপ; ঈর্ষা, দ্বেষ। মন (গর্ব্ব করা, ইত্যাদি)+তুন্ র্ম্ম। ২। মনুষ্য; নৃপতি। মন+তুন্ ক। সং; পু।

মন্ত্র—১। বেদের অংশবিশেষ; সংহিতা; দেবাদির উপাসনার উপযোগী বাক্য বা পদ; যে কোন জীবের বশীকরণ বাক্য। মন্ত্র (গোপনে বলা)+অল্ র্ম্ম। ২। মন্ত্রণা, পরামর্শ; বিচার। মন্ত্র+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে মন্ত্রিত।

মন্ত্রকৃৎ—মন্ত্রপ্রণেতা; মন্ত্রী। মন্ত্র—কৃ (করা)+কিপ্ ক। সং; পু।

মন্ত্রগৃহ, মন্ত্রণাগৃহ—মন্ত্রভবন, পরামর্শ করিবার ঘর। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মন্ত্রজিহ্ব—অনল, অগ্নি। মন্ত্রই হইয়াছে জিহ্বা যাহার, বহু। সং; পু।

মন্ত্রণ, মন্ত্রণা—গোপনে পরামর্শ; যুক্তি, পরামর্শ; মন্ত্র। মন্ত্র (গোপনে বলা)+অনট্ ভা; ২য় পক্ষে অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে মন্ত্রিত।

মন্ত্রণা—মন্ত্রণ দেখ। [দেশজ।

মন্ত্রতন্ত্র—মন্ত্র ও তদানুষঙ্গিক ব্যাপার। দ্বন্দ্ব।

মন্ত্রদাতা—গুরু, আচার্য্য; ইষ্টদেবতা। ৬তৎ। বিণ; পু। [ত্রি।

মন্ত্রপূত—মন্ত্র দ্বারা পবিত্রীকৃত। ৩তৎ। বিণ;

মন্ত্রবল—মন্ত্রের প্রভাব, মন্ত্রশক্তি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মন্ত্রভবন—মন্ত্রণাগৃহ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মন্ত্রমুগ্ধ—মন্ত্র দ্বারা বশীকৃত, মন্ত্রপ্রভাবে মোহপ্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মন্ত্রবিৎ—১। মন্ত্রজ্ঞ, যে মন্ত্র জানে এরূপ। মন্ত্র শব্দ-বিদ (জানা)+কিপ্ ক। বিণ; পু। ২। মন্ত্রী; চর। সং; পু।

মন্ত্রসাধন—মন্ত্রের উপাসনা; মন্ত্রসিদ্ধির উপায়। ৬তৎ। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি।

মন্ত্রসিদ্ধ—মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত। ৭তৎ।

মন্ত্রিত—মন্ত্রসংস্কৃত; পরামর্শপূর্ব্বক স্থিরীকৃত। মন্ত্র (মন্ত্রণা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে মন্ত্র, মন্ত্রণ, মন্ত্রণা।

মন্ত্রিত্ব—পরামর্শদাতৃত্ব; সচিবত্ব। মন্ত্রী দেখ; মন্ত্রিন্ শব্দ+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

মন্ত্রিবর—মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ, প্রধান অমাত্য। ৭তৎ। সং; পু।

মন্ত্রী—১। মন্ত্রণাদাতা, পরামর্শদাতা। মন্ত্র শব্দ

+ইন্ অস্ত্যর্থে—মন্ত্রিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। ২। অমাত্য, সচিব। সং ; পু।

মন্থ—১। মন্থনদণ্ড। মন্থ (বিলোড়ন করা)+অল্ ণ। ২। মন্থন ; বিনাশ। মন্থ+অল্ ভা। ৩। সূর্য্য। মন্থ+অন্ ক। ৪। ঘৃতজলমিশ্রিত শক্তু ; চক্ষুরোগবিশেষ। মন্থ+অল্ র্ম। সং ; পু।

মন্থজ—নবনীত, ননি, মাখন। মন্থ—জন (জন্মা) +ড ক। সং : ক্লী।

মন্থন—১। কুন্থন ; বিলোড়ন ; মওয়া ; বিনাশ। মন্থ (বিলোড়ন করা, বধ করা)+অনট্ ভা। ২। মন্থনদণ্ড। মন্থ+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

মন্থর—১। মন্দগামী ; ধীর ; চিরক্রিয় ; অলস ; পৃথু ; নম্র ; বক্র ; বৃহৎ ; নত। মন্থ (মন্থন করা, ইত্যাদি)+অরন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মন্থরা। ২। মন্থনদণ্ড ; বাধা, প্রতিবন্ধক। মন্থ+অরন্ ণ। সং ; পু।

মন্থরগতি—১। মন্দগামী, ধীরগতিবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। ধীর গতি, ধীরে গমন। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

মন্থরগামিনী—ধীরগামিনী, মৃদুগতিশালিনী। মন্থরগামী দেখ ; মন্থরগামিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মন্থরগামী—(মন্থরগামিন্)। মৃদুগামী, ধীর গতিবিশিষ্ট, ধীরে ধীরে গমনকারী। মন্থর শব্দ—গম (যাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মন্থরগামিনী।

মন্থরা—১। মন্দগামিনী ; ধীরা, ইত্যাদি। মন্থর দেখ ; মন্থর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। দশরথ-ভার্য্যা কৈকেয়ীর দাসী। কৈকেয়ী ইহার মন্ত্রণায় পরিচালিতা হইয়া রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেককালে তাঁহার বনবাস ও নিজ পুত্র ভরতের অভিষেক প্রার্থনা করিয়া লইয়াছিলেন। রামের বনগমনের পরে, ভরত শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলে মন্থরাকে তাঁহাদের হস্তে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। সং ; স্ত্রী।

মন্থশৈল—মন্দর পর্ব্বত। মন্থ রূপ (মন্থনদণ্ডরূপ) যে শৈল (পর্ব্বত), কর্ম্মধা ; কথিত আছে যে, সমুদ্রমন্থনকালে দেবতারা মন্দর পর্ব্বতকেই মন্থনদণ্ডরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। সং ; পু।

মন্থান—মন্থনদণ্ড ; আরগ্বধ বৃক্ষ। মন্থ (বিলোড়ন করা)+আন ণ। সং ; পু।

মন্থিনী—দধিমন্থনপাত্র। সং ; স্ত্রী।

মন্দ—১। জড়, অলস ; অতীক্ষ্ণ ; ধীর ; মত্ত ; উন্মত্ত ; মৃদু ; নীচ ; অপটু ; অসুস্থ ; মূর্খ ; খল ; ক্ষীণ ; অল্প ; অভাগ্য ; স্বাধীন ; অপকৃষ্ট। মন্দ (জড় হওয়া, ইত্যাদি)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। হস্তিবিশেষ ; যম ; কাক ; শনিগ্রহ ; প্রলয়। সং ; পু।

মন্দগ—মন্থর, মৃদুগামী, ধীরগামী। মন্দ শব্দ (মৃদু)—গম (গমন করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মন্দগা।

মন্দগতি—১। ধীরগামী, মৃদুগতিবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। ধীর গমন। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

মন্দগতিশীল—মৃদুগমনশীল, ধীরে যাওয়া যাহার স্বভাব এরূপ। মন্দগতি হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

মন্দগামিনী—মৃদুগামিনী। মন্দগামী দেখ ; মন্দগামিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ ; বিণ ; স্ত্রী।

মন্দগামী—মৃদুগামী ; ধীরগামী। মন্দ শব্দ (মৃদু)—গম (গমন করা)+ণিন্ ক—মন্দগামিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মন্দগামিনী।

মন্দতা, মন্দত্ব—মান্দ্য ; মৃদুতা, ধীরতা ; মূর্খতা। মন্দ শব্দ+তা, ত্ব ভাবে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

মন্দপদ—১। ধীরগামী। মন্দ হইয়াছে পদ (পদবিক্ষেপ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। ধীরে পদবিক্ষেপ। মন্দ যে পদ (পদবিক্ষেপ), কর্ম্মধা। সং ; পু।

মন্দবুদ্ধি—জড়বুদ্ধি, নির্ব্বোধ। মন্দা হইয়াছে বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

মন্দভাগ, মন্দভাগ্য—দুর্ভাগ্য, হতাদৃষ্ট, দুরদৃষ্ট। মন্দ হইয়াছে ভাগ বা ভাগ্য যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মন্দভাগা, মন্দভাগ্যা।

মন্দভাগা, মন্দভাগ্যা—দুর্ভাগ্যবতী, দুরদৃষ্টবিশিষ্টা। মন্দ হইয়াছে ভাগ বা ভাগ্য যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী। মন্দভাগিনী দেখ।

মন্দভাগিনী—দুর্ভাগ্যবতী, দুরদৃষ্টবিশিষ্টা। মন্দ যে ভাগ (ভাগ্য) মন্দভাগ, কর্ম্মধা ; মন্দভাগ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। [এই পদটি সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে অশুদ্ধ। কারণ, যেখানে বহুব্রীহি সমাস করিলে অর্থের প্রতীতি হয়, তথায় কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া, তদুত্তরে মতু, বতু প্রভৃতি অস্ত্যর্থীয় প্রত্যয় করা নিষিদ্ধ। "ন কর্ম্মধারয়ান্মত্বর্থীয়াঃ বহুব্রীহিশ্চেদর্থপ্রতিপত্তিকরঃ"। অতএব নিয়মানুসারে মন্দভাগা হয়, মন্দভাগিনী হয় না। পরন্তু অধুনা কতকগুলি পদ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুগত না হইয়াও বঙ্গভাষায় এরূপ চলিত হইয়াছে যে, সেগুলিকে অশুদ্ধ না বলাই ভাল। মন্দভাগিনী, হতভাগিনী, সুকেশিনী প্রভৃতি পদ এই শ্রেণীর অন্তর্গত]।

মন্দর—১। পর্ব্বতবিশেষ, মন্থাদ্রি ; মন্দার বৃক্ষ ; মুকুর। মন্দ (জড় হওয়া, ইত্যাদি) +অরন্ ক। সং ; পু। ২। বহুল ; মন্দ। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

মন্দহিল্লোল—মৃদুতরঙ্গ ; ধীর কম্পন। কর্ম্মধা।

মন্দা—গ্রহের গতিবিশেষ ; সংক্রান্তিবিশেষ। মন্দ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

মন্দাকিনী—স্বর্গগঙ্গা ; দ্বাদশাক্ষর ছন্দঃ। মন্দ শব্দ—অক (গমন করা)+ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

মন্দাক্রান্তা—সপ্তদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং ;

মন্দাক্ষ—ত্রপা, লজ্জা। মন্দ হয় অক্ষি যাহা হইতে, বহু। সং ; ক্লী।

মন্দাগ্নি—অপাক রোগ, অগ্নিমান্দ্য, ভাল হজম না হওয়া। মন্দ যে অগ্নি (জঠরানল), সং ; পু।

মন্দানল—মন্দাগ্নি। মন্দ যে অনল (জঠরানল), কর্ম্মধা। সং ; পু।

মন্দানিল—ধীর বায়ু, ধীরে বহমান বাতাস। কর্ম্মধা। সং ; পু।

মন্দার—স্বর্গীয় দেবতরুবিশেষ ; মাদার গাছ ; ধূর্ত্ত ; তীর্থবিশেষ। মন্দ+আরন্ ক। পু।

মন্দির—১। ভবন, গৃহ ; দেবগৃহ ; পুর, নগর। মন্দ (নিদ্রা যাওয়া, ইত্যাদি)+কির অধি। সং ; ক্লী। ২। সমুদ্র ; জানুর পশ্চাদ্ভাগ। সং ; পু।

মন্দীভূত—পূর্ব্বে মন্দ ছিল না এক্ষণে মন্দ হইয়াছে এরূপ, অল্পীভূত, মৃদূভূত। মন্দ শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি—মন্দী, তদুত্তরে ভূ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

মন্দুরা—অশ্বশালা, আস্তাবল ; মাদুর। মন্দ (নিদ্রা যাওয়া, ইত্যাদি)+উর অধি, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

মন্দেহ—রাক্ষসগণবিশেষ, ইহাদের সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি। মন্দা হইয়াছে ঈহা (চেষ্টা) যাহাদের, বহু। সং ; পু।

মন্দেহা—মন্দচেষ্টা। মন্দা যে ঈহা (চেষ্টা), কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

মন্দোদরী—ক্ষীণোদরী স্ত্রী ; মাদুরী ; লঙ্কেশ্বর রাবণের মহিষী [ময়দানবের ঔরসে হেমানাম্নী অপ্সরার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয় ; রাবণের ঔরসে ইঁহার প্রখ্যাত ভুবনবিজয়ী মেঘনাদ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি পুত্রের জন্ম হয় ; রাবণের মৃত্যু হইলে, ইনি রামচন্দ্রের অনুরোধে বিভীষণকে পতিরূপে গ্রহণ করেন]। মন্দ হইয়াছে উদর যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

মন্দ্র—১। গম্ভীর। মন্দ (হৃষ্ট হওয়া)+র ক। বিণ : ত্রি। ২। বাদ্যবিশেষ ; গম্ভীর ধ্বনি। সং : পু।

মন্মথ—কন্দর্প, মদন ; কামচিন্তা। মনকে মথিত করে যে, উপ ; মনস্ শব্দ—মথ (বিলোড়ন করা)+অন্ ক। সং ; পু।

মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য—১৮৬৩ খ্রীঃ হুগলী জেলান্তর্গত নারীট গ্রামে ইঁহার জন্ম। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ইঁহার পিতা ইনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং বিদ্যারত্ন উপাধি প্রাপ্ত হন, পরে প্রেসেডেন্সী কলেজ হইতে এম, এ পাশ দেন। ইনি মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন, শিলং, নাগপুর প্রভৃতি বহু স্থানে উচ্চ রাজকার্য্য করিয়া শেষে পঞ্জাবের "একাউন্টেন্ট জেনারেল" হন। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মানজনক উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি যেমন বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্, তেমনই সদাশয় ও পরোপকারী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় যান, তখন ইনিই মান্দ্রাজে সভা আহ্বান করিয়া তাঁহার পাথেয় সংগ্রহ করিয়া দেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর ইঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। ইঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে কলিকাতা আলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালে একটী গৃহপ্রতিষ্ঠার কল্পনা হইতেছে।

মন্মথপ্রিয়া—রতিদেবী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মন্যা—গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগস্থিত শিরা। মন+ক্যপ্ র্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মন্যু—শোক; দৈন্য; অহঙ্কার; ক্রোধ; যজ্ঞ; ক্ষত্রিয়বিশেষ। মন (বোধ করা, গর্ব্ব করা, ইত্যাদি)+যু র্ম। সং; পু।

মন্বন্তর—মনুর শাসনকাল, দেবতাদিগের ৭১ যুগ। মনুর অন্তর হয় যাহাতে, বহু। সং।

মমতা, মমত্ব—আমার বলিয়া জ্ঞান; মায়া; দর্প; অহঙ্কার। অস্মদ্ শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে মম (আমার), তদুত্তরে যথাক্রমে তা, ত্ব-ভাবে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

মমতাজমহল—ইনি নুরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা। বাল্যে ইঁহার নাম "আর্জ্জমন্দ বানু" ছিল। এক বৎসর নোসরোজ উৎসবের দিনে ইনি যুবরাজ খরম কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া তাঁহার মনোহরণ করেন। ইঁহার স্বামী জামাল খাঁ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত মোগল ইঁহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া ইঁহাকে পরিত্যাগ করেন। খরম সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া সাহজাহান নাম গ্রহণ করিলেন এবং ইঁহাকে বিবাহ করিয়া মমতাজমহল নাম দিলেন। ইঁহার চারি পুত্র জন্মিয়াছিল। দারা, সুজা, মুরাদ ও আওরঙ্গজেব। ইঁহার তিন কন্যার মধ্যে জাহান আরা ও রোসিন আরা ইতিহাস-বিখ্যাতা। তৃতীয় কন্যা প্রসবকালে মমতাজমহলের মৃত্যু ঘটে। গর্ভাবস্থায় ইনি সাহজাহানকে পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'আমার মৃত্যুর পরেও কি আমার উপর আপনার ভালবাসা থাকিবে?' উত্তরে বাদসাহ বলিয়াছিলেন—"আমি তোমাকে চিরস্মরণীয়া করিয়া রাখিব।" মৃত্যুশয্যায় মমতাজমহল বাদশাহকে এই প্রতিজ্ঞাটি স্মরণ করাইয়া দেন। সেই প্রতিজ্ঞা পালন উদ্দেশে এবং গম্ভীর প্রণয়ের উচ্ছ্বাসে বাদসাহ জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি "তাজমহল" নামক সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭ বৎসর ধরিয়া ২০,০০০ লোক দিবারাত্র কার্য্য করিয়া এই মন্দির প্রস্তুত করে। ১৬২৯ খ্রীঃ মমতাজমহলের মৃত্যু হয়। ৩৬ বৎসর পরে সাহজাহানের দেহাবসান হইলে তাঁহারই ইচ্ছামত তাঁহাকে প্রিয়তমা পত্নীর মৃত দেহের পার্শ্বে সমাধিস্থ করা হয়।

ময়—১। উষ্ট্র; অশ্বতর, খচ্চর। ময় (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু। ২। দানবশিল্পী। দৈত্যরাজ বলির সহিত স্বর্গজয়ার্থ গমন করিয়া ইনি সমরে বিশ্বকর্ম্মাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। হেমানাম্নী অপ্সরার গর্ভে ইঁহার মন্দোদরী নামে কন্যার জন্ম হয়। লঙ্কেশ্বর রাবণের সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে ইনি জামাতাকে আপনার বিখ্যাত শূল প্রদান করেন। মায়াবী ও দুন্দুভি নামে ইঁহার দুইটি পুত্রও ছিল। কৃষ্ণার্জ্জুন যৎকালে খাণ্ডববন দাহন করেন, তৎকালে এই দানব তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, কিন্তু পলায়ন করিতে যাইয়া কৃষ্ণ দ্বারা আক্রান্ত হন। তখন ইনি অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হইলে, তিনি ইঁহার প্রাণরক্ষা করেন। অতঃপর প্রত্যুপকারস্বরূপ ইনি কৃষ্ণের আদেশে ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদিগের সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কথিত আছে, ময়দানব "ময়মত" নামক গৃহনির্ম্মাণ-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" নামক একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থও ইনি রচনা করেন। সং; পু।

ময়রা—লর্ড (Earl of Moira). ইনি Marquis of Hastings নামে অধিকতর পরিচিত। ১৭৫৪ খ্রীঃ ৯ই ডিসেম্বর ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৩ খ্রীঃ ৪ঠা অক্টোবর ইনি ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার শাসনকালে তিনটী শক্তির সহিত কোম্পানীর সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তিনটীকেই পরাভূত করিয়া ইনি ইংরাজ রাজত্বের শ্রী বৃদ্ধি এবং ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। প্রথম—নেপাল যুদ্ধ। ১৭৬৭ খ্রীঃ নেপালীরা রাজ্যস্থাপন করিয়া মধ্যে মধ্যে কোম্পানীর রাজ্যে আসিয়া উৎপাত করিত। পূর্ব্ববর্ত্তী গভর্ণর জেনারেলেরা ইহাদিগকে অনেক সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় লর্ড ময়রা ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জেনারেল অক্টরলনী ইহাদিগকে বিপর্য্যস্ত ও পরাভূত করিলে ইহারা সন্ধি প্রার্থনা করে (১৮১৬ খ্রীঃ)। সেই সন্ধির ফলে ইংরাজেরা সিমলা, নাইনিতাল, মসূরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান সংবলিত কুমায়ুন ও ঘারওয়াল প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেন এবং সিকিমের রাজাকে অধীনে আনিলেন। দ্বিতীয়—পিণ্ডারী যুদ্ধ। পিণ্ডারিগণ লুণ্ঠনকারীর দল। ইহাতে আফগান, জাট, ও মার্হাট্টাগণ সংলিপ্ত ছিল। ইহাদের অত্যাচার এরূপ বহুব্যাপী হইয়াছিল যে, লর্ড ময়রা ইহাদের দমন জন্য এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এত অধিক সংখ্যক সৈন্য ভারতে কোন যুদ্ধে আর নিযুক্ত হয় নাই। আমীর খাঁ নামক ইহাদের প্রধান নেতা বশ্যতা স্বীকার করিলে টঙ্ক প্রদেশ ইঁহাকে দেওয়া হইল। ইঁহার বংশধরগণ টঙ্কের নবাব বলিয়া এখনও প্রতিষ্ঠিত আছেন। পিণ্ডারিগণের অপর অপর নেতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ পলায়ন করিল, কেহ কেহ বা অধীনতা স্বীকার করিল। সেই সময় হইতে পিণ্ডারিগণ লুণ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। ইংরাজগণ নেপালী ও পিণ্ডারিগণের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত আছেন দেখিয়া পুনার পেশওয়া, নাগপুরের ভোঁসলা ও ইন্দোরের হলকার আবার ইংরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু এই তাঁহাদের শেষ চেষ্টা। লর্ড ময়রার প্রবর্ত্তিত এই তৃতীয় যুদ্ধে বাজীরাও পেশওয়া পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হইলেন। নাগপুরও বিপক্ষের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিল। ১৮১৭ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে মেহিদপুরে হলকারের সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হইল। মহারাষ্ট্রীয়গণের এই শেষ উদ্যম। ইহার পর আর কেহই মস্তকোত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেন না। পেশওয়ার রাজ্য ব্রিটিশরাজ্যভুক্ত হইল। রাজপুতনার রাজগণও ইংরাজের প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন। ইংরাজ নিষ্কণ্টক হইলেন এবং ভারতে ইংরাজের প্রভাব অপ্রতিহতভাবে বিস্তারিত হইল। লর্ড ময়রা ইংরাজরাজত্বের সীমা ও প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধন করিয়া ১৮২৩ খ্রীঃ ৯ই জানুয়ারী পদত্যাগ করিলেন। ১৮২৬ খ্রীঃ ২৮শে নভেম্বর ইনি ইটালির নেপলস্ নগরের সন্নিকট স্থানে দেহত্যাগ করেন।

ময়ু—১। কিন্নর, কিম্পুরুষ। মি (ক্ষেপণ করা)+উ ক। ২। মৃগ; অশ্ব। ময় (গমন করা)+উ ক। সং; পু।

ময়ূখ—কিরণ ; দীপ্তি ; জ্বালা ; শোভা। মি (ক্ষেপণ করা) বা ময় (গমন করা)+ উখ ক। সং ; পু।

ময়ূর—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পক্ষী, শিখী, কেকী। মি (ক্ষেপণ করা)+উর ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ময়ূরী। [সং ; স্ত্রী।

ময়ূরী—স্ত্রী-ময়ূর। ময়ূর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্।

মর—১। মরণ, মৃত্যু। মৃ (মরা)+অল্ ভা। সং ; পু। ২। মরণের অধীন (Mortal)। মৃ+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অমর। [সং ; পু।

মরক—মারী, মড়ক। মৃ (মরা)+অক ভা।

মরকত—হরিদ্বর্ণ মণিবিশেষ (Emerald), পান্না। মরক শব্দ–তৃ (পার হওয়া)+ ড ক। সং ; পু।

মরজগৎ—মরণধর্ম্মশীল বিশ্ব, নশ্বর জগৎ, পৃথিবী। কর্ম্মধা। সং : ক্লী।

মরণ—দেহনাশ, নিধন, মৃত্যু। মৃ (মরা)+ অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে মৃত।

মরণধর্ম্মশীল—মৃত্যুধর্ম্মাক্রান্ত, যাহাকে নিশ্চয়ই মরিতে হয়, নশ্বর। মরণ রূপ ধর্ম্ম, রূপক। মরণধর্ম্ম হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

মরণধর্ম্মী—মৃত্যুধর্ম্মাক্রান্ত, নশ্বর। মরণ রূপ ধর্ম্ম, রূপক। মরণধর্ম্ম+ইন্ অস্ত্যর্থে— মরণধর্ম্মিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

মরণাপন্ন—মৃতপ্রায়, মুমূর্ষু, মৃত্যুদশাগ্রস্ত। মরণকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ।

মরণোন্মুখ—মরণোদ্যত, মুমূর্ষু, যাহার মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী। ৭তৎ। বিণ : ত্রি।

মরন্দ—মকরন্দ, পুষ্পরস। মর শব্দ (মরণ)– দো (ছেদন করা)+খ ক। সং ; পু।

মরামর—মনুষ্য ও দেবতা। মর ও অমর, দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

মরাল—১। কারণ্ডব ; রাজহংস ; কজ্জল ; দাড়িম্ববন ; অশ্ব ; মেঘ। মৃ (মরা)+ আল ক। সং ; পু। ২। স্নিগ্ধ, মসৃণ। বিণ ; ত্রি।

মরালগামিনী—রাজহংসের ন্যায় মনোহর গতি-শালিনী। মরাল তুল্য গমন করে যে (যে স্ত্রী), উপ ; মরাল শব্দ–গম (যাওয়া)+ ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মরালনিন্দিত—মরাললাঞ্ছিত, রাজহংস অপেক্ষা সুন্দর। মরাল নিন্দিত হয় যদ্দারা, বহু। বিণ ; ত্রি।

মরিচ, মরীচ—গোলমরিচ। মৃ (মরা)+ইচ, ঈচ অপা। সং ; ক্লী।

মরীচি—১। কর, কিরণ ; কৃপণ। মৃ (নাশ করা)+ঈচি অপা, যে (অন্ধকার) নাশ করে। সং ; পু ও স্ত্রী। ২। সপ্তর্ষির একজন, ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি প্রজাপতিরূপে নিয়োজিত হইয়া কর্দ্দমতনয়া কলার পাণিগ্রহণ করেন। মহামুনি কশ্যপ ইঁহার পুত্র। সং ; পু।

মরীচিকা—সূর্য্যকিরণে জলভ্রম, মৃগতৃষ্ণা [মৃগতৃষ্ণা দেখ]। মরীচিতে (কিরণে) বোধ হয় ক (জল) যথায়, বহু। সং ; স্ত্রী।

মরীচিমালী—সূর্য্য। মরীচির মালা, ৬তৎ। মরীচিমালা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে—মরীচি-মালিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

মরু—বৃক্ষলতাদি ও বারিহীন প্রদেশ (Desert); পর্ব্বত। মৃ (মরা)+উ অধি। সং ; পু।

মরুৎ, মরুত—দেবতা ; বায়ু [দিতির পুত্রগণ দেবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে, তিনি পতির নিকট অজেয় পুত্রের প্রার্থনা করেন। অতঃপর তাঁহার গর্ভে মরুতের জন্ম হইলে. গর্ভাবস্থায় ইন্দ্র বজ্রাঘাতে ইঁহাকে উনপঞ্চাশৎ অংশে বিভক্ত করেন। কশ্যপের বরে তাহারা জীবিত হইয়া উনপঞ্চাশৎ বায়ু নামে খ্যাত ও পবনদেবের অধীনে স্থাপিত হইল]। মৃ (মরা)+উৎ অপা ; ২য় পক্ষে মরুৎ শব্দ + ক স্বার্থে। সং ; পু।

মরুত্ত—চন্দ্রবংশীয় অবিক্ষিতের পুত্র। ইনি অতিশয় শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন এবং বহু যজ্ঞ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। মরুৎ শব্দ–তন (বিস্তার করা)+ড ক। সং ; পু।

মরুৎপথ—আকাশ, অম্বর। ৬তৎ। সং ; পু।

মরুত্বান্—ইন্দ্র ; হনুমান্ ; সমুদ্র ; মেঘ। মরুৎ শব্দ+বতু—মরুত্বৎ ১মার ১বচন। সং ; পু।

মরুৎসখ—চিত্রক বৃক্ষ ; অগ্নি ; ইন্দ্র। মরুতের সখা, ৬তৎ। সং ; পু।

মরুদ্রথ—বিমান, দেবরথ ; অশ্ব। মরুতের (দেবতার) রথ, ৬তৎ। সং ; পু।

মরুদ্বীপ, মারবদ্বীপ, মরুদ্যান—মরুভূমির মধ্যস্থ উর্ব্বর ভূখণ্ড (Oasis)।

মরুভূমি—যে বৃক্ষলতাজলাদিশূন্য প্রশস্ত ভূভাগ রাশি রাশি বালুকা ও প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ। সং ; স্ত্রী।

মরুবক—ব্যাঘ্র ; রাহু ; পিণ্ডখর্জ্জুর ; জম্বীর। মরু–বা (গমন করা, ইত্যাদি)+ড ক, তদুত্তরে কণ্। সং ; পু। [পু।

মরোলি—মকর। মৃ (মরা)+ওলি ক। সং ;

মর্কট—বানর ; হাড়গিলা ; ঊর্ণনাভ, মাকড়সা ; বিষবিশেষ। সং ; পু।

মর্কটাস্য—তাম্র। সং ; ক্লী।

মর্ত্ত—১। মনুষ্য ; মানুষ। মৃ (মরা)+তন্ ক। ২। ভূলোক, পৃথিবী, মৃ+তন্ অধি। সং ; পু।

মর্ত্ত্য—মনুষ্য ; ভূলোক, পৃথিবী। মর্ত্ত+ষ্য স্বার্থে। সং ; পু।

মর্ত্ত্যধাম—মনুষ্যলোক, পৃথিবী। মর্ত্ত্যের (মনুষ্যের) ধাম (লোক), ৬তৎ, অথবা মর্ত্ত্যই ধাম, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মর্ত্ত্যলীলা—মনুষ্যলীলা. পার্থিব কার্য্য। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [পু।

মর্ত্ত্যলোক—ভূলোক, পৃথিবী। কর্ম্মধা। সং ;

মর্দ্দ—১। মর্দ্দন। মৃদ+অপ্ ভা। সং ; পু। ২। মর্দ্দনশীল। মৃদ (মর্দ্দন করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

মর্দ্দন—অঙ্গমর্দ্দন ; পেষণ ; চূর্ণন ; দলন ; সংবাহন। মৃদ (মর্দ্দন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। [ক। সং ; পু।

মর্দ্দল—মাদল। মর্দ্দ–লা (গ্রহণ করা)+ড

মর্দ্দিত—দলিত ; পেষিত ; চূর্ণিত , গ্রথিত ; বদ্ধ। ণিজন্ত মৃদ বা মর্দ্দি (মর্দ্দন করান) +ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

মর্ম্ম—দেহের সন্ধিস্থান ; জীবনস্থান ; হৃদয় ; স্বরূপ ; তত্ত্ব ; রহস্য ; তাৎপর্য্য। মৃ (মরা)+ মন্ অপা—মর্ম্মন্, ১মার ১বচন। সং ; ক্লী। শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, মাংস এবং অস্থি ইহাদের একত্র মিলনকে মর্ম্ম বলে। মর্ম্মমধ্যে প্রাণ বিশেষভাবে অবস্থিতি করে। দেহমধ্যে ১০৭টী মর্ম্ম থাকে ; মাংসে ১১, অস্থিতে ৮, সন্ধিতে ২০, স্নায়ুতে ২৭, এবং শিরায় ৪১। তন্মধ্যে পদদ্বয়ে ২২, হস্তদ্বয়ে ২২, বক্ষে ও উদরে ১২, পৃষ্ঠে ১৪, এবং গ্রীবা ও তাহার ঊর্দ্ধদেশে ৩৭টী থাকে। মর্ম্ম ৫ প্রকার ; যথা —(১)সদ্যঃপ্রাণহর (ইহাতে আঘাত লাগিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় ; ইহার সংখ্যা ১৯) ; (২) কালান্তর-প্রাণহর (ইহা আহত হইলে কিছুদিন পরে মৃত্যু ঘটে : ইহার সংখ্যা ৩৩) ; (৩) বৈকল্যকর (ইহাতে আঘাত লাগিলে অঙ্গ বিকল হইয়া যায় ; ইহার সংখ্যা ৪৪) ; (৪) পীড়াকর (ইহা আহত হইলে পীড়া জন্মে ; ইহার সংখ্যা ৮) ; (৫) বিশল্যঘ্ন (ইহাতে শল্যাদি বিদ্ধ হইলে তাহা উৎপাটনমাত্র মৃত্যু হয় ; ইহার সংখ্যা ৩)।

মর্ম্মকাতরতা—আন্তরিক ব্যাকুলতা, অন্তরের কাতর ভাব। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মর্ম্মগ্রহণ—তাৎপর্য্যাবধারণ, রহস্য-বোধ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মর্ম্মগ্রাহী—(মর্ম্মগ্রাহিন্)। তাৎপর্য্যগ্রাহী, মর্ম্মজ্ঞ। মর্ম্মন্ শব্দ (তাৎপর্য্য)–গ্রহ (লওয়া)+ণিন্ ক। বিণ ; পু।

মর্ম্মঘাতী—মর্ম্মভেদী, অন্তরে ব্যথাদায়ক, হৃদয়ভেদী। মর্ম্মন্ শব্দ–হন (বধ করা)+ ণিন্ ক—মর্ম্মঘাতিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মর্ম্মঘাতিনী।

মর্ম্মজ্ঞ—রহস্যজ্ঞ ; তাৎপর্য্যগ্রাহী। মর্ম্মন্ (মর্ম্ম, তাৎপর্য্য)–জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ।

মর্ম্মন্তুদ—মর্ম্মভেদক, অন্তরে ব্যথাদায়ক।

মর্ম্মন্ শব্দ—তুদ (ব্যথা দেওয়া) + খ ক। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

মর্ম্মপীড়ক—মর্ম্মন্তুদ, অন্তরে ব্যথাদায়ক। ৬তৎ।

মর্ম্মপীড়া—মর্ম্মব্যথা, অন্তরের ব্যথা, মর্ম্মযাতনা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মর্ম্মপীড়িত—মর্ম্মে আঘাতপ্রাপ্ত, অন্তরে ব্যথিত। মর্ম্মপীড়া শব্দ + ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

মর্ম্মভেদী—মর্ম্মপীড়ক, অন্তরে ব্যথাদায়ক। মর্ম্মন্ শব্দ—ভিদ (ভেদ করা) + ণিন্ ক = মর্ম্মভেদিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মর্ম্মভেদিনী।

মর্ম্মযন্ত্রণা—হৃদয়ের যাতনা, অন্তরের ব্যথা, মর্ম্মপীড়া। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মর্ম্মর—১। শুষ্ক পত্রাদির অব্যক্ত ধ্বনি, মড় মড় শব্দ। মর শব্দের দ্বিত্ব। সং ; পু। ২। মারবেল পাথর। সং ; স্ত্রী। ৩। মর্ম্মর-শব্দযুক্ত। বিণ ; ত্রি।

মর্ম্মরধ্বনি—মর মর্ রব, অব্যক্ত শব্দ। মর্ম্মরই ধ্বনি, কর্ম্মধা। সং ; পু।

মর্ম্মরপ্রস্তর—মর্ম্মর পাথর, মার্ব্বেল পাথর। মর্ম্মর নামক প্রস্তর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

মর্ম্মবিৎ—তাৎপর্য্যগ্রাহী, মর্ম্মজ্ঞ। মর্ম্মন্—বিদ (জানা) + ক্বিপ্ ক। বিণ ; পু।

মর্ম্মবিদ্ধ—মর্ম্মস্থানে আঘাতপ্রাপ্ত ; অন্তরে ব্যথা-প্রাপ্ত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

মর্ম্মবেদনা—মর্ম্মযন্ত্রণা, অন্তরের পীড়া। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মর্ম্মবেদী—মর্ম্মজ্ঞ, তাৎপর্য্যগ্রাহী। মর্ম্মন্—বিদ (জানা) + ণিন্ ক = মর্ম্মবেদিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মর্ম্মবেদিনী।

মর্ম্মব্যথা—মর্ম্মবেদনা, অন্তরের পীড়া। ৬তৎ। স্ত্রী।

মর্ম্মস্থল—মর্ম্মস্থান, জীবনস্থান ; অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

মর্ম্মস্থান—মর্ম্মস্থল। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মর্ম্মস্পর্শিনী—মর্ম্মস্পর্শী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

মর্ম্মস্পর্শী—মর্ম্মভেদী, মর্ম্মপীড়ক, অন্তরে ব্যথা-দায়ক। মর্ম্মন্—স্পৃশ (স্পর্শ করা) + ণিন্ ক = মর্ম্মস্পর্শিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

মর্ম্মস্পৃক্—মর্ম্মস্পর্শী দেখ। মর্ম্মন্ শব্দ—স্পৃশ (স্পর্শ করা) ক্বিপ্ ক = মর্ম্মস্পৃশ্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

মর্ম্মান্তিক—মর্ম্মভেদী, মর্ম্মপীড়ক, অন্তরে ব্যথা-দায়ক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

মর্ম্মার্থ—তাৎপর্য্যার্থ, স্বরূপ অর্থ, প্রকৃত তত্ত্ব। ৬তৎ। সং ; পু। [বিণ ; ত্রি।

মর্ম্মাবগত—মর্ম্মজ্ঞ, তাৎপর্য্যগ্রাহী। ২তৎ।

মর্ম্মাবধারণ—তাৎপর্য্যবোধ, স্বরূপার্থনির্ণয়। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মর্ম্মাহত—মর্ম্মপীড়িত, অন্তরে আঘাতপ্রাপ্ত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

মর্ম্মোদ্ঘাটন—স্বরূপার্থ প্রকাশ, তাৎপর্য্য নিরূপণ, রহস্যভেদ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মর্য্যাদা—১। সীমা ; কূল। পরি—আ—দা + ও র্ম্ম + আপ্। ২। সৎপথে স্থিতি ; সদাচার ; গৌরব ; মান, সম্ভ্রম ; নিয়ম। পরি—আ —দা (দেওয়া) + ড ভা + আপ্। সং ; স্ত্রী।

মর্ষ, মর্ষণ—নাশন ; ক্ষমা, সহন। মৃষ (ক্ষমা করা, সহা) + যথাক্রমে অল্ ও অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে মর্ষিত।

মর্ষিত—১। নাশিত। মৃষ + ক্ত র্ম্ম। ২। ক্ষান্ত। মৃষ (ক্ষমা করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ৩। ক্ষমা। মৃষ + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

মর্ষিতবতী—মর্ষিতবান্ দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

মর্ষিতবান্—ক্ষমা করিয়াছে যে এরূপ ; ক্ষমা-শীল ; সহিষ্ণু। মৃষ (ক্ষমা করা) + ক্তবতু ক = মর্ষিতবৎ, ১মার ১বচন ; বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মর্ষিতবতী।

মল—১। বিষ্ঠা-মূত্র-শ্লেষ্মা প্রভৃতি ময়লা ; গাদ, কাইট, শিটা, মরিচা প্রভৃতি ; কলঙ্ক ; পাপ। মৃজ (শোধন করা) + কল র্ম্ম ; অথবা মল (ধারণ করা) + অল্ র্ম্ম। সং ; পু ও ক্লী। ২। কৃপণ ; মলযুক্ত। বিণ ; ত্রি।

মলন—সমালম্ভন, বিলেপন ; পেষণ, মর্দ্দন ; বস্ত্রাবাস, তাঁবু। মল (ধারণ করা) + অনট্ ভা। সং ; পু। [বিণ ; ত্রি।

মলময়—মলযুক্ত, ময়লাপূর্ণ। মল শব্দ + ময়ট্।

মলমাস—অমাবস্যাদ্বয়সংযুক্ত রবিসংক্রান্তিবর্জ্জিত মাস, যে মাসে দুইটী অমাবস্যা হয় ; অধি-মাস, অতিরিক্ত মাস। [মলমাসে দৈব ও পৈত্রাদি কার্য্য নিষিদ্ধ। প্রায় আড়াই বৎসর অন্তর এক একবার মলমাস হইয়া থাকে]। কর্ম্মধা। সং ; পু।

মলয়—চন্দ্রনাদ্রি ; পশ্চিমঘাটপর্ব্বত ; দেশ-বিশেষ ; দ্বীপবিশেষ ; নন্দনকানন। মল (ধারণ করা) + কয়ন্ ক। সং ; পু।

মলয়জ—১। মলয়জাত। মলয়—জন (জন্মা) + ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। চন্দনবৃক্ষ। সং ; পু। ৩। চন্দনকাষ্ঠ। সং ; ক্লী।

মলয়জশীতল—মলয় পবনস্পর্শে স্নিগ্ধ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মলয়জশীতলা।

মলয়পবন, মলয়ানিল—বসন্তকালীন বায়ু, দক্ষিণে বাতাস [কলিকাতা অঞ্চলে মাঘ মাসের শেষভাগ হইতেই এই বায়ু বহিতে আরম্ভ করে ; ইংরেজরা ইহাকেই মৌসুম-বায়ু (Monsoon) বলিয়া থাকেন। দক্ষিণদিকের মলয় অর্থাৎ নীলগিরি প্রভৃতির চন্দনাদি বৃক্ষের সুগন্ধ বহিয়া আনে বলিয়াই ইহাকে মলয়পবন বা মলয়ানিল বলে]। মলয় হইতে আগত যে পবন বা অনিল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

মলয়মারুত—মলয়পবন, দক্ষিণে বাতাস। মলয়াগত যে মারুত (বায়ু), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

মলয়সমীর—মলয়বায়ু, দক্ষিণে বাতাস। মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

মলয়াচল—মলয়পর্ব্বত, চন্দনাদ্রি। মলয় নামক অচল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

মলয়ানিল—মলয়পবন দেখ।

মলিন—১। মলযুক্ত ; দূষিত, সমল ; ম্লান ; কৃষ্ণবর্ণ ; পাপী। মল (ধারণ করা) + ইনন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। টঙ্কণ ; পাপ ; কলঙ্ক। সং ; ক্লী।

মলিনতা, মলিনত্ব—মালিন্য। মলিন + তা, ত্ব ভাবে। সং ; স্ত্রী ও ক্লী।

মলিনমুখ—১। ম্লানবদন ; খল, ক্রূর। মলিন হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। বানর ; প্রেত ; অগ্নি। সং ; পু।

মলিনবদন—১। ম্লান মুখ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। ম্লান মুখবিশিষ্ট। মলিন হইয়াছে বদন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মলিনবদনা।

মলিনবসনা—মলিনবস্ত্রধারিণী। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

মলিনবাসঃ—মলিন বস্ত্র, ময়লা কাপড়। মলিন যে বাসঃ (বাসস্), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মলিনবাসাঃ—মলিনবস্ত্রধারী, যে ময়লা কাপড় পরিয়াছে এরূপ। মলিন হইয়াছে বাসঃ (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ ; পু।

মলিনাম্বু—মসী, কালি। মলিন যে অম্বু (জল), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মলিনিমা—মলিনতা, মালিন্য। মলিন + ইমন্ ভাবে = মলিনিমন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

মলিনী—১। মলযুক্তা। মল শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে মলী। ২। রজস্বলা স্ত্রী। সং ; স্ত্রী।

মলিম্লুচ—মলমাস ; অগ্নি ; বায়ু ; চোর। মলিন্ শব্দ (মলযুক্ত)—ম্লুচ (গমন করা, ইত্যাদি) + ক ক। সং ; পু।

মলী—মলযুক্ত ; কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। মল + ইন্ অস্ত্যর্থে = মলিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মলিনী।

মলীমস—১। মলদূষিত, মলিন। মল (ধারণ করা) + ঈমস ক। বিণ ; ত্রি। ২। মলমাস ; লৌহ। সং ; পু।

মল্ল—বাহুযোদ্ধা, মাল, পালোয়ান ; পাত্রবিশেষ, মালা ; দেশবিশেষ। মল্ল (ধারণ করা) + অন্ ক। সং ; পু।

মল্লনাগ—১। ঐরাবত হস্তী। মল্ল যে নাগ (হস্তী), কর্ম্মধা। ২। বাৎস্যায়ন মুনি। পু।

মল্লযুদ্ধ—বাহুযুদ্ধ, মালামো। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মল্লারী—রাগিণীবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

মল্লি, মল্লী—মল্লিকা। মল্ল (ধারণ করা) + ই ক, বিকল্পে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

মল্লিক—হংসবিশেষ। মল্লি+কণ্। সং; পু।

মল্লিকা—পুষ্পবৃক্ষবিশেষ; মল্লিকা ফুল, বেল ফুল; মৃৎপাত্রবিশেষ; মৎস্যবিশেষ। মল্লি শব্দ+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

মল্লিকাক্ষ, মল্লিকাখ্য—হংসবিশেষ; অশ্ববিশেষ। মল্লিকার ন্যায় অক্ষি যাহার, মল্লিকাক্ষ, বহু। মল্লিক হইয়াছে আখ্যা যাহার, মল্লিকাখ্য, বহু। সং; পু।

মল্লিনাথ—বিখ্যাত পণ্ডিত ও টীকাকার। ইনি কালিদাসের গ্রন্থনিচয়ের টীকা রচনা করিয়া কবিবরের কাব্যের রসাস্বাদনের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। ওরঙ্গলের কাকতেয়বংশীয় রাজগণের আশ্রয়ে থাকিয়া ইনি এই সমুদায় টীকা লিখিয়াছিলেন। সং; পু।

মশ, মশক—মশা। মশ (শব্দ করা)+যথাক্রমে অন্ ও অক ক। সং; পু।

মশহরী—মশারি। মশ শব্দ (মশা)—হৃ (হরণ করা)+ই ক, তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মশি, মশী, মষি মষী—মসী, লিখিবার কালি। মশ (শব্দ করা) বা মষ (বধ করা)+ই ক। সং; স্ত্রী।

মসি, মসী—লিখিবার কালী। মস (পরিমাণ করা)+ই ক, বিকল্পে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মসিজীবী—লেখক, মুহুরী, কেরাণী। মসি শব্দ—জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক=মসিজীবিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

মসিধান, মসিধানী—মস্যাধার, দোয়াত। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

মসিপণ্য—লেখনোপজীবী, কেরাণী, মুহুরী। মসি হইয়াছে পণ্য যাহার, বহু। সং; পু।

মসিপ্রসূ—মস্যাধার, দোয়াত; লেখনী, কলম; পেন্‌সিল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মসী—মসি দেখ।

মসীচিহ্নিত—মসীযুক্ত, কালীর দাগবিশিষ্ট। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মসীনা—তিসি (Linseed)। মস (পরিমাণ করা)+ঈন ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মসীনিন্দিত—মসীলাঞ্ছিত, লিখিবার কালি অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ। মসী নিন্দিত হইয়াছে যৎকর্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

মসীময়—মসীপূর্ণ, মসীলিপ্ত। মসী শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মসীময়ী।

মসীলাঞ্ছিত—মসীনিন্দিত। বহু। বিণ; ত্রি।

মসীলিপ্ত—কালি দিয়া লেপা, কালি দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মসুর, মসূর—স্বনামখ্যাত কলাইবিশেষ। মস (পরিমাণ করা)+উর, ঊর র্ণ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মসুরা, মসূরা।

মসুরা, মসূরা—কলায়বিশেষ; বেশ্যা। স্ত্রী।

মসুরিকা, মসূরিকা, মসুরী, মসূরী—বেশ্যা; কুট্টিনী; বসন্তরোগ। মস (পরিমাণ করা ইত্যাদি)+উর বা ঊর ক ও তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্=মসুরী বা মসূরী। মসুরী বা মসূরী+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মসৃণ—স্নিগ্ধ; কোমল; থস্‌থসে নয় এরূপ, তেলা। মস (পরিমাণ করা)+ঋণ র্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মসৃণা।

মসৃণতা—স্নিগ্ধত্ব; কোমলতা; অবন্ধুরত্ব। মসৃণ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

মসৃণা—১। স্নিগ্ধা; কোমলা। মসৃণ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মসীনা, তিসী। সং।

মস্কর—১। জ্ঞান; গতি। মস্ক (গমন করা, ইত্যাদি)+অর ভা। ২। বাঁশ; বংশযষ্টি, বাঁশের লাঠি। মস্ক+অর ণ। সং; পু।

মস্করী—ভিক্ষু, চতুর্থাশ্রমী। মস্কর শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=মস্করিন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

মস্ত, মস্তক—১। উত্তমাঙ্গ, মাথা; অগ্রভাগ। মস (পরিমাণ করা ইত্যাদি)+ক্ত ক। ২য় পক্ষে মস্ত শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী। ২। উচ্চ। বিণ; ত্রি।

মস্তকচ্ছেদন—শিরশ্ছেদ, মাথা কাটা। ৬তৎ। সং; ক্লী। [ত্রি।

মস্তকচ্যুত—মাথা হইতে পতিত। ৫তৎ। বিণ;

মস্তকোপরি—মাথার উপরে। ৬তৎ। ব্য।

মস্তিষ্ক—মাথার ঘি, মগজ। মস (পরিমাণ করা)+ক্তি ভা=মস্তি, তদুত্তরে মস্ক (গমন করা)+অন্ ক, নিপাতনে। সং; ক্লী।

মস্তু—দধি প্রভৃতির মাৎ; জলযুক্ত দধি। মস (পরিমাণ করা)+তুন্ র্ণ। সং; ক্লী।

মহ—১। যজ্ঞ; তেজঃ; উৎসব। মহ (পূজা করা)+অল্ ভা। সং; পু। ২। পূজার্হ; পূজনীয়। বিণ; ত্রি।

মহঃ—যজ্ঞ; উৎসব; তেজঃ। মহ (পূজা করা)+অসুন্ র্ণ=মহস্, ১মার ১বচন। ক্লী।

মহতী—১। বৃহতী; প্রবলা; শ্রেষ্ঠা, ইত্যাদ। মহৎ দেখ; মহৎ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বার্ত্তাকী; নারদের বীণা। সং; স্ত্রী।

মহৎ—১। অধিক; শ্রেষ্ঠ; বৃহৎ; প্রবল; উদার। মহ (পূজা করা)+অৎ র্ণ। বিণ; ত্রি। পুংলিঙ্গে মহান্। স্ত্রীলিঙ্গে মহতী। [এই মহৎ শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। সাধারণতঃ অন্য শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে ইহা সেই পরবর্ত্তী শব্দের প্রাধান্য প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু শঙ্খ, তৈল, মাংস, বৈদ্য, জ্যোতিষিক, দ্বিজ, যাত্রা, পথ, ও নিদ্রা শব্দের পূর্ব্বে থাকিলে তাহার প্রাধান্য না বুঝাইয়া বিপরীতার্থই বুঝাইয়া থাকে। "শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে। যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে॥"]। ২। মহত্তত্ত্ব। সং; পু।

মহত্তত্ত্ব—সাংখ্যমতোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বান্তর্গত দ্বিতীয় তত্ত্ব বুদ্ধিস্বরূপ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মহত্তর—১। দুইএর মধ্যে মহৎ, অপেক্ষাকৃত মহৎ। মহৎ+তর। বিণ; ত্রি। ২। শূদ্র; সং; পু।

মহত্তরিকা—বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ। মহৎ+তর, তদুত্তরে কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মহত্ত্ব—বৃহত্ত্ব; শ্রেষ্ঠতা; প্রাধান্য; ঔদার্য্য। মহৎ শব্দ+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী।

মহদাশয়—উদারচিত্ত, উন্নতমনাঃ, সদাশয়। মহৎ হইয়াছে আশয় (চিত্ত) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মহদাশয়া। [ব্যাকরণানুসারে এই পদটী অশুদ্ধ; কারণ বহুব্রীহি ও কর্ম্মধারয় সমাসে মহৎ শব্দের স্থানে 'মহা' আদেশ হয়। শুদ্ধ মহাশয়]।

মহদাশয়তা—উদারচিত্ততা, ঔদার্য্য, সদাশয়তা। মহদাশয় শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

মহদাশ্রয়—মহতের শরণ, মহৎ ব্যক্তির আনুগত্য। মহতের আশ্রয়, ৬তৎ। সং; পু।

মহনীয়—পূজনীয়, পূজ্য। মহ (পূজা করা)+অনীয় র্ণ। বিণ; ত্রি।

মহম্মদ—মুসলমানধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ৫৭০ খৃঃ আরবের অন্তর্গত মক্কা নগরে ইঁহার জন্ম হয়। অল্প বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় লেখাপড়া শিক্ষা করা ইঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। ইঁহার প্রতিপালক ইঁহাকে উষ্ট্রচালকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নগর হইতে নগরান্তরে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইনি নানা কষ্ট ভোগ করেন। অতঃপর খাদিজা নাম্নী এক ধনবতী বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া ইনি গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করেন।

মহম্মদ স্বভাবতঃ অতিশয় চিন্তাশীল ছিলেন। আরববাসীরা তৎকালে পৌত্তলিক ছিল, এবং তাহাদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকলহ সময়ে সময়ে অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিত। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ইনি ব্যথিতহৃদয়ে চিন্তা করিতেন যে, যদি এই সকল সম্প্রদায়কে কোনরূপ এক ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত করা যায়, তাহা হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। একটী গিরিগুহায় নিবিষ্ট মনে ইনি এই বিষয় চিন্তা করিতেন। কথিত আছে যে, এই সময়ে তিনি স্বর্গীয় দূত গাব্রিয়েলের নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া তাহাই প্রচার করেন, এবং অলৌকিক উপায়ে "কোরাণ" গ্রন্থ প্রাপ্ত হন।

অতঃপর মহম্মদ ৪০ বৎসর বয়সের সময়ে একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে কেবল ইঁহার পত্নী ও আর দুই একজন মাত্র এই মত গ্রহণ করিলেন ক্রমে ইঁহার শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু মক্কাবাসীরা ইঁহার বিরোধী হইয়া নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রাণরক্ষার উপায় নাই দেখিয়া ইনি ৬২২ খ্রীঃ মদিনা নগরে পলায়ন করিলেন। ক্রমে আত্মরক্ষার্থ ইনি অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইঁহার শিষ্যগণ অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সমগ্র আরবদেশ অধিকার করিয়া মহম্মদের প্রবর্ত্তিত নব ধর্ম্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন। অতঃপর সিরিয়া জয় করিবার অভিপ্রায়ে নবোৎসাহে মহম্মদ আরও কতিপয় নগর অধিকার করিলেন। কথিত আছে যে, এই সময়ে একটী স্ত্রীলোক বিষপ্রয়োগে ইঁহার জীবনান্ত করে (৬৩২ খ্রীঃ)। "মুসলমান" শব্দের অর্থ ভক্ত। মদিনাবাসিগণ মহম্মদের শিষ্য হইয়া প্রথমে এই নাম গ্রহণ করেন। তদবধি এই ধর্ম্ম মুসলমানধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিয়াছে। আল্লা ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নাই; মহম্মদ তাঁহার অনুগৃহীত প্রচারক; যাহারা আল্লার উপাসনা করে না এবং কোরাণের মতানুসারে চলে না, তাহারা কাফের অর্থাৎ বিধর্ম্মী; বিধর্ম্মীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কোন ভক্তের প্রাণবিয়োগ হইলে, সে পরকালে অনন্ত সুখভোগের অধিকারী হইবে; ধনী, নির্ধন, ইতর, ভদ্র, ভক্তমাত্রেই আল্লার প্রিয়পাত্র; ভক্তগণ চারিটির অধিক বিবাহ করিতে পারিবে না এবং কখনও মদ্য বা শূকরমাংস স্পর্শ করিবে না;—এইগুলি মহম্মদের প্রধান উপদেশ। মহম্মদের মদিনায় পলায়নকাল হইতে মুসলমানেরা তাহাদের হিজিরা অব্দের গণনা আরম্ভ করিয়াছে।

মহম্মদ ঘোরী—ইনি ভারতে মুসলমান-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ঘোররাজ আলাউদ্দিনের মৃত্যু হইলে প্রথমতঃ তাঁহার পুত্র, পরে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র গিয়াসুদ্দিন ও তদীয় অনুজ মহম্মদ ঘোরী উভয়ে মিলিতভাবে ঘোররাজ্যের রাজা হন। মহম্মদ নিজে একজন অসাধারণ বীরপুরুষ হইলেও চিরজীবন জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাবহ থাকিয়া তাঁহার রাজ্যবিস্তারের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। ইনি ১১৭৬ খ্রীঃ প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পঞ্জাবের পঞ্চনদের সঙ্গমস্থলের নিকটস্থ উচনগর জয় করেন। ইহার দুই বৎসর পরে ইনি গুজরাট আক্রমণ করেন, কিন্তু তত্রত্য রাজা কুমার পাল কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ১১৮ খ্রীঃ ইনি সহসা লাহোরের দ্বারদেশে উপস্থিত হন, এবং মাহমুদ গজনীর শেষ বংশধর রাজা খুসরু মালিককে পরাভূত ও বন্দী করিয়া ঘোর নগরে প্রেরণ করেন এই সময়ে দিল্লী ও আজমীরপতি প্রখ্যাত পৃথ্বীরায় এবং কান্যকুব্জপতি জয়চন্দ্র আত্মবিচ্ছেদে বলক্ষয় করিতেছিলেন জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়ের নিকট বার বার পরাজিত ও অবমানিত হইয়া প্রতিহিংসার তাড়নে মহম্মদ ঘোরীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যবনরাজ তাহাই খুঁজিতে ছিলেন। তিনি সানন্দে জয়চন্দ্রের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং সসৈন্যে আসিয়া দিল্লীর অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। সরস্বতীতীরস্থ নারায়ণ নামক স্থানে হিন্দুমুসলমানে তুমুল সংগ্রাম হইল (১১৯১ খ্রীঃ)। যবনরাজ সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। পরন্তু ইহার দুই বৎসর পরে তিনি পুনরায় দিল্লীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। পৃথ্বীরায় এবারও তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পৃথ্বীর ভগিনীপতি বীরবর মেওয়াররাজ রাণা সমরসিংহ তাঁহার সহিত যোগ দিলেন, কিন্তু এবার দৈব হিন্দুদিগের প্রতিকূল। ঘরসন্ধানী জয়চন্দ্র যবনরাজের সহিত মিলিত হইলেন [পৃথ্বীরায় ও জয়চন্দ্র দেখ]। থানেশ্বরের অদূরস্থ তিরাওরী নামক স্থানে হিন্দুরা পরাজিত হইলেন। সমরসিংহ ও পৃথ্বীরায় রণশয্যায় শয়ন করিলেন (১১৯৩ খ্রীঃ)। মহম্মদ দিল্লী অধিকার করিয়া আপনার অন্যতম প্রধান সেনাপতি কুতবুদ্দিন ঐবেককে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন; ভারতে মুসলমানরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। পৃথ্বীরায়ের এক পুত্র কর দিতে স্বীকার করিয়া আজমীর রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। পর বৎসর মহম্মদ কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন। সমরে জয়চন্দ্র পরাভূত ও নিহত হইলেন। তদীয় রাজ্য মহম্মদের হস্তগত হইল। ভারতে মুসলমান রাজ্য দৃঢ়তর হইল। তাহার পর মহম্মদের সেনাপতিরা ক্রমে বঙ্গ, বিহার প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থায়ী করিলেন। ১২০২ খ্রীঃ জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হইলে মহম্মদ সমস্ত রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। ১২০৫ খ্রীঃ ঘোর নগরে প্রতিগমনকালে তিনি সিন্ধুনদের তীরে সন্নিবেশ করিলেন। এই সময়ে তত্রত্য গখর নামক অসভ্য পার্ব্বত্য জাতি সহসা অতর্কিতভাবে তাঁহার শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহার ভবলীলার অবসান করিয়া দিল।

মহম্মদ মসিন—(হাজি)। ইনি ধর্ম্মপরায়ণ ও দানশীল মুসলমান ছিলেন। ইঁহার অর্থে হুগলী কলেজ ও হুগলীর সুদৃশ্য ইমামবাড়ী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। প্রায় নয় লক্ষ টাকা মসিন ফণ্ডের মূলধন। ইনি ১৭৩২ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চিরকুমার ছিলেন। ১২২৭ হিজিরাব্দে ২৪শে জিকিল্দা ইনি দেহত্যাগ করেন। [কর্ম্মধা। সং; পু।

মহর্লোক—সপ্তস্বর্গের অন্তর্গত চতুর্থ লোক।

মহর্ষি—প্রধান মুনি, সপ্ত প্রকার ঋষির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঋষি [ঋষি দেখ]। মহান্ যে ঋষি, কর্ম্মধা; মহা+ঋষি। সং; পু।

মহল—পুরী, বাসস্থান; সমগ্র বাসভূমির এক এক বিভাগ। যাবনিক শব্দ।

মহাকচ্ছ—পর্ব্বত; সমুদ্র; বরুণ। মহৎ কচ্ছ (তীর) যাহার, বহু। সং; পু।

মহাকর্ষণ—১। অতি প্রবলভাবে আকর্ষণ। মহৎ যে আকর্ষণ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। যে শক্তি দ্বারা সকল বস্তুই সকল বস্তুকে আকর্ষণ করে (Gravitation)।

মহাকলরব—ভয়ানক গোলমাল। কর্ম্মধা। পু।

মহাকবি—প্রধান কবি, মহাকাব্য-রচয়িতা। মহান্ যে কবি, কর্ম্মধা। সং; পু।

মহাকবিপ্রয়োগ—মহাকবি-প্রযুক্ত শব্দ, কালিদাসাদি মহাকবিগণ অনেক স্থলে যে সকল ব্যাকরণবিরুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে মহাকবিপ্রয়োগ কহে। ব্যাকরণবিরুদ্ধ হইলেও মহাকবিপ্রয়োগ হেতু এই সকল শব্দকে বিশুদ্ধ স্বীকার করিতে হয়।

মহাকায়—১। বৃহৎশরীরী, প্রকাণ্ড দেহবিশিষ্ট। মহান্ হইয়াছে কায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। হস্তী; শিবানুচর, নন্দী। সং; পু।

মহাকাল—১। রুদ্র; মহাদেব; অনবচ্ছিন্ন কাল। মহান্ যে কাল, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। উজ্জয়িনীস্থিত স্থানবিশেষ। সং; ক্লী।

মহাকালী—রুদ্রপত্নী, রুদ্রাণী। মহাকাল শব্দ+ঈপ্, পত্নী অর্থে। সং; স্ত্রী।

মহাকাব্য—কাব্য দেখ।

মহাকাব্যকর—মহাকাব্য-রচয়িতা। মহাকাব্যের কর (কর্ত্তা), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

মহাকুল—১। প্রসিদ্ধ বংশ। মহৎ যে কুল, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। সদ্বংশজাত; অভিজাত, সজ্জন; কুলীন। মহৎ হইয়াছে কুল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

মহাগুরু—শ্রেষ্ঠ গুরুজন, যথা—পিতা, মাতা, আচার্য্য, এবং ভর্ত্তা [পুরুষের পিতা, মাতা, এবং আচার্য্য মহাগুরু। অবিবাহিতা কন্যার পিতা ও মাতা মহাগুরু। বিবাহিতা রমণীর পতিই একমাত্র মহাগুরু]। মহান্ যে গুরু, কর্ম্মধা। সং; পু।

মহাগ্রন্থ—শ্রেষ্ঠগ্রন্থ, মহাভারতাদি সুবৃহৎ ও পবিত্র পুস্তক। কর্ম্মধা। সং; পু।

মহাগ্রীব—১। উষ্ট্র, উট। মহতী গ্রীবা যাহার, বহু। সং; পু। ২। বৃহৎগ্রীবাবিশিষ্ট। বিণ, ত্রি।

মহাচণ্ড—১। যমদূত। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। প্রচণ্ড। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

মহাচ্ছায়—বটবৃক্ষ। মহতী ছায়া যাহার, বহু।

মহাজন—বিখ্যাত ধার্ম্মিক ব্যক্তি; উত্তমর্ণ, ঋণদাতা; বৃহৎ-বাণিজ্যকারী। মহান্ যে জন, কর্ম্মধা। সং: পু।

মহাজ্ঞানী—মহৎ জ্ঞানবিশিষ্ট, সাতিশয় জ্ঞানসম্পন্ন; তত্ত্বজ্ঞানী। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

মহাজ্যৈষ্ঠী—রবিবারে প্রাপ্ত জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা; বৃহস্পতি ও সোমবারে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের বা রবিবারে রোহিণী নক্ষত্রের সংযোগে জাত যোগবিশেষ। সং; স্ত্রী।

মহাজ্যোতিষিক—নিকৃষ্ট জ্যোতিষিক, জ্যোতিঃশাস্ত্রব্যবসায়ীদিগের মধ্যে নিকৃষ্ট। মহৎ দেখ। সং; পু।
সং; স্ত্রী।

মহাতল—সপ্তপাতালের অন্তর্গত পঞ্চম পাতাল।

মহাতাব চাঁদ—বর্দ্ধমান রাজ্যের অধিপতি। ১৭৪৮ শকে বর্দ্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর ইঁহাকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে তেজশ্চন্দ্র পরলোক গমন করিলে, রাজমহিষী কমলকুমারী দেওয়ানের সাহায্যে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। পরে মহাতাব চাঁদ ১৭৬৫ শকে ২৩ বৎসর বয়সে রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইঁহার সুশাসনে রাজ্যের অনেক উন্নতি হয়। ইনি এক সময় কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ করেন। কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া সভাসদ্ পণ্ডিত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয়ের মুখে মূল মহাভারতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে থাকেন। এই ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে করিতে মহাভারতের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য ইঁহার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মে এবং ইনি বহু পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া সমগ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়া তাহা প্রকাশ করেন। ১৮০১ শকে ৫৯ বৎসর বয়সে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। ইঁহার রচিত বিবিধ বিষয়ক গান পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। রাজসরকারে ইঁহার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। ইনি সম্মানসূচক "তোপ" পাইবার অধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি ভিন্ন বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশীয় জমিদারশ্রেণীর মধ্যে কেহই এ সম্মান পান নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে ইনি মহারাণীর এক শ্বেত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি সাধারণকে প্রদান করেন। তখনকার বড়লাট লর্ড লিটন এই মূর্ত্তিটি মহাসমারোহে কলিকাতা যাদুঘরে স্থাপন করেন। এখনও ঐ মূর্ত্তি সেখানে রহিয়াছে।

মহাতৈল—মনুষ্য দেহের তৈল। সং; স্ত্রী। মহৎ দেখ।

মহাত্মা—(মহাত্মন্)। মহোন্নতস্বভাব, বদান্য, মহামনাঃ, মহাশয়; উদার। মহান্ হইয়াছে আত্মা (আত্মন্) যাহার, বহু। বিণ; পু। বিশেষ্যে মাহাত্ম্য।

মহাদান—বৃহৎ দান, বিনায়কাদিযুক্ত পাঙ্কক তুলাপুরুষাদি ষোড়শ দান; সত্র। মহৎ যে দান, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মহাদেব—শ্রেষ্ঠ দেবতাত্রয়ের অন্যতম, শিব। ইনি পরমেশ্বরের সংহারশক্তিস্বরূপ। মহাপুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া ইনি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন, এবং ত স্যায় উন্নতিলাভ করিয়া যোগিবেশ ধারণ করেন। ব্যাঘ্রচর্ম্ম ইঁহার পরিধেয়, সর্প ইঁহার কটিবন্ধ ও উত্তরীয়, ভস্ম ইঁহার বিভূতি, এবং নন্দী ইঁহার পার্শ্বচর। ইনি মহামুনি অত্রির শিষ্য। ঈশ্বরের সংহারমূর্ত্তি বলিয়া ইনি সর্ব্ব অস্ত্রশস্ত্রে সুপণ্ডিত। ত্রিশূল ইঁহার প্রধান আয়ুধ। ইঁহার ধনুর নাম পিনাক। যুদ্ধের সময়ে শরক্ষেপণায় এবং অন্য সময়ে ইহা বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। ইঁহার পাশুপত অস্ত্রও বিখ্যাত। সমরে ইনি অজেয়। ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়া ইনি ত্রিপুরারি নাম প্রাপ্ত হন। বিষ্ণুর সহায়তায় ইনি জলন্ধরকে বধ করেন। পরন্তু বাণাসুরের সাহায্যার্থ শোণিতপুরে গমন করিলে তথায় সংগ্রামে কৃষ্ণের নিকট পরাজিত হন।

দেবতাদিগের সমুদ্রমন্থনকালে ইনি সর্ব্বশেষে উপস্থিত হইয়া পুনরায় সমুদ্রমন্থনের আজ্ঞা করেন। দ্বিতীয়বার মন্থনে হলাহল উত্থিত হইলে ইনি তাহা পান করিয়া নীলকণ্ঠ নাম প্রাপ্ত হন। তপস্যায় অতি সহজে তুষ্ট হইয়া ইনি ঈপ্সিত বর প্রদান করিয়া থাকেন, এজন্য ইঁহার আর এক নাম আশুতোষ। ইঁহার বরপ্রভাবে বৃত্র, বাণ প্রভৃতি দৈত্যগণ দৃপ্ত হইয়া অত্যাচারী হওয়ার পরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পরশুরাম ইঁহারই নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞাপালনে সমর্থ হন। বিশ্বামিত্রও ইঁহার নিকট অস্ত্র প্রাপ্ত হন। অর্জ্জুনের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ইনি তাঁহাকে কিরাতবেশে দর্শন দেন, এবং ছলে তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে প্রসন্ন হইয়া ইনি অর্জ্জুনকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন।

মহাদেব প্রথমতঃ দক্ষরাজতনয়া সতীর পাণিগ্রহণ করেন। একদা ভৃগুর যজ্ঞে ইনি শ্বশুরকে যথোচিত অভিবাদন না করায়, দক্ষ কুপিত হইয়া ইঁহার অবমাননা করিবার অভিপ্রায়ে শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সতী অনিমন্ত্রিতা হইয়া পিতৃযজ্ঞে গমন করেন। তথায় সতীকে দেখিয়া দক্ষ অযথা শিবনিন্দায় আত্মরসনা কলুষিত করেন। পতিপরায়ণা সতী পতির নিন্দা শ্রবণে অভিমানে যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করেন। সংবাদ পাইয়া মহাদেব ক্রোধে স্বীয় জটা ছিন্ন করিলে তাহা হইতে বীরভদ্রের উৎপত্তি হয়। বীরভদ্র দক্ষালয়ে গমন করিয়া দক্ষের যজ্ঞনাশ ও মুণ্ডচ্ছেদ করেন। পরে মহাদেব তথায় উপস্থিত হইলে ব্রহ্ম প্রভৃতির অনুরোধে দক্ষকে পুনর্জীবন দান করেন। অতঃপর সতীর শবদেহ স্কন্ধে লইয়া ইনি উন্মত্তের ন্যায় দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিষ্ণু স্বীয় চক্র দ্বারা সেই শবদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন। তখন মহাদেব মহাযোগে নিমগ্ন হইলেন। এদিকে সতী হিমালয়ের গৃহে পার্ব্বতী নামে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া মহাদেবকে পতিভাবে পাইবার অভিলাষিণী হইলেন। মদন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে যাইয়া তদীয় ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইলেন। অনন্তর পার্ব্বতী অতি কঠোর তপস্যা করিয়া ঈপ্সিত স্বামীকে প্রাপ্ত হইলেন। কার্ত্তিকেয় ও গণেশ নামে ইঁহাদের দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গাও মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন।

মহাদেবী—পার্ব্বতী, দুর্গা; রাজার প্রধানা মহিষী। সং; স্ত্রী।

মহাদেশ—যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অনেক দেশ আছে। মহান্ যে দেশ, কর্ম্মধা। সং; পু।

মহাদ্রুম—বৃহৎ বৃক্ষ; অশ্বত্থ বৃক্ষ; বটবৃক্ষ। মহান্ যে বৃক্ষ, কর্ম্মধা। সং; পু।

মহাদ্বিজ—নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। সং; পু। মহৎ দেখ।

মহাদ্বীপ—বৃহৎ দ্বীপ; আধুনিক পাশ্চাত্য মতে, সমস্ত পৃথিবী দুইটি মহাদ্বীপে বিভক্ত,—প্রাচীন মহাদ্বীপ ও নূতন মহাদ্বীপ; তন্মধ্যে এশিয়া, ইউরোপ, ও আফ্রিকা এই তিনটি মহাদেশ প্রাচীন মহাদ্বীপে, এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা নূতন মহাদ্বীপে। পরন্তু আর্য্যমতে মহাদ্বীপ সাতটি, যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, এবং পুষ্কর। কর্ম্মধা। সং; পু ও স্ত্রী।

মহাধন—১। ধনাঢ্য, অতিশয় ধনবান্; বহুমূল্য। মহৎ হইয়াছে ধন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। কৃষিকার্য্য। সং; স্ত্রী।

মহাধাতু—স্বর্ণ। মহান্ (শ্রেষ্ঠ) যে ধাতু, কর্ম্মধা। সং; পু।

মহানগর, মহানগরী—প্রধান নগর, শ্রেষ্ঠ সহর, শিল্পবাণিজ্যাদির প্রধান স্থান। কর্ম্মধা। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

মহানট—শিব। মহান্ যে নট (নর্ত্তক), কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহানন্দ—১। অতিশয় আনন্দযুক্ত। মহান্ হইয়াছে আনন্দ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। অতি আনন্দ ; মুক্তি। মহান্ যে আনন্দ, কর্ম্মধা। সং ; পু। ৩। মগধের নন্দবংশীয় শেষ রাজা। মুরা নাম্নী এক শূদ্রা দাসীর গর্ভে ইঁহার প্রখ্যাত পুত্র চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়। একদা ইনি শটকার নামক মন্ত্রীকে বিনা দোষে অবমানিত করেন। শটকার প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত চাণক্যকে রাজসভায় উপস্থিত করেন, এবং রাজার দ্বারা কৌশলে তাঁহার অবমাননা করান। অতঃপর চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে হস্তগত করিয়া তাঁহার দ্বারা মহানন্দের বংশের উৎসেধ করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে মগধের রাজপদে অভিষিক্ত করেন। [সং ; স্ত্রী।

মহানন্দা—মাঘমাসীয় শুক্লনবমী ; নদীবিশেষ।

মহানবমী—আশ্বিনমাসের শুক্লনবমী। মহতী যে নবমী, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

মহানাদ—১। বৃহৎ শব্দ ; বর্ষণোন্মুখ মেঘ ; শঙ্খ ; হস্তী ; সিংহ ; উষ্ট্র। সং ; পু। ২। অতিশয় শব্দযুক্ত। বিণ ; ত্রি।

মহানিদ্রা—মরণ, মৃত্যু, নিমীলন। মহতী যে নিদ্রা, কর্ম্মধা। মহৎ দেখ। সং ; স্ত্রী।

মহানিদ্রাগত—মহানিদ্রাপ্রাপ্ত, মৃত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

মহানিশা—নিশীথ, মধ্যরাত্র, রজনীর মধ্যপ্রহরদ্বয়। মহতী যে নিশা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

মহানীল—সিংহল দ্বীপসম্ভূত নীলকান্ত মণি ; ভৃঙ্গরাজ ; নাগবিশেষ। মহান্ হইয়াছে নীল যাহার, বহু। সং ; পু।

মহানুপ্রাণতা—মহানুভাবতা, উদারতা। মহতী যে অনুপ্রাণতা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

মহানুভাব—১। মহাপ্রভাব ; উদারস্বভাব ; সদাশয়, মহাশয়। মহান্ হইয়াছে অনুভাব যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। অতিশয় প্রভাব। মহান্ যে অনুভাব, কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহানুভাবতা—সদাশয়তা, উদারতা। মহানুভাব দেখ ; মহানুভাব + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

মহান্—মহৎ দেখ।

মহাপথ—রাজমার্গ, প্রশস্ত পথ ; হিমালয়ের উত্তরদিকস্থ স্বর্গারোহণ-পথ ; মৃত্যু। মহান্ যে পথ, কর্ম্মধা। মহৎ দেখ। সং ; পু।

মহাপদ্ম—কুবেরের নিধিবিশেষ ; নাগবিশেষ ; সংখ্যাবিশেষ। সং ; পু।

মহাপাতক—অতিশয় পাপ ; ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুভার্য্যাতে গমন ও ইহাদের সংসর্গ, এই পাঁচ প্রকার পাপ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মহাপাতকী—মহাপাতককারী, ঘোর পাপাত্মা। মহাপাতক দেখ ; মহাপাতক শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = মহাপাতকিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মহাপাতকিনী।

মহাপাত্র—উভয় তীরের মধ্যস্থান ; মহামাত্য। মহৎ যে পাত্র, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মহাপাপ—গুরুতর পাপ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মহাপাপিষ্ঠ—ঘোরতর পাপকার্য্যকারী; অতিশয় পাপী। মহাপাপী দেখ ; মহাপাপিন্ শব্দ + ইষ্ঠ আতিশয্যার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মহাপাপিষ্ঠা।

মহাপাপী—মহাপাপযুক্ত, গুরুতর পাপকার্য্যকারী। মহাপাপ শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = মহাপাপিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মহাপাপিনী।

মহাপুরাণ—মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত একাদশ লক্ষণযুক্ত অষ্টাদশ পুরাণ। সং ; ক্লী।

মহাপুরুষ—সাধুপুরুষ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ; পুরুষোত্তম ; প্রধানপুরুষ ; নারায়ণ। মহান্ যে পুরুষ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহাপুরুষলক্ষণ—মহাপুরুষের চিহ্ন, অহিংসা, সত্য, দম, দয়া, ঋজুতা প্রভৃতি গুণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

মহাপ্রভু—অতিশয় সাধুব্যক্তি ; পরমেশ্বর ; শিব।

মহাপ্রলয়—ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের অবসান, সর্ব্বভূতক্ষয়কাল। মহান্ যে প্রলয়, কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহাপ্রসাদ—দেবোদ্দেশে নিবেদিত দ্রব্যাদি ; পাদোদক, নির্ম্মাল্য, নৈবেদ্য, এই ত্রিবিধ ; অতি প্রসন্নতা। মহান্ যে প্রসাদ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহাপ্রস্থান—মহাযাত্রা, মরণার্থ গমন ; মহাভারতান্তর্গত পর্ব্ববিশেষ। মহৎ দেখ। ক্লী।

মহাপ্রাণ—বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ ; শ ষ স হ ; দাঁড়কাক। সং ; পু।

মহাবল—১। অতিশয় বলবান্। মহৎ হইয়াছে বল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। সীসা। সং ; ক্লী।

মহাবাহু—১। দীর্ঘবাহু, সাতিশয় ভুজবলসম্পন্ন। মহান্ হইয়াছে বাহু যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। শ্রীকৃষ্ণ। সং ; পু।

মহাব্রাহ্মণ—নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। কর্ম্মধা। মহৎ দেখ। সং ; পু।

মহাভয়ঙ্কর—অতিশয় ভয়জনক, অতীব ভীষণ। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

মহাভয়ঙ্করী—অতি ভীষণা, অতিশয় ভয়প্রদা। কর্ম্মধা। বিণ ; স্ত্রী।

মহাভাগ—অতিশয় সৌভাগ্যশালী ; দয়াদি অষ্টগুণযুক্ত। মহান্ হইয়াছে ভাগ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

মহাভারত—ব্যাসদেবকৃত ইতিহাসশাস্ত্র ; মহত্ত্ব ও ভরতবংশবর্ণন হেতু তন্নাম গ্রন্থ—আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাস, মুষল, মহাপ্রস্থান, স্বর্গারোহণ, (খিল হরিবংশ, দণ্ডী), এই অষ্টাদশ পর্ব্বযুক্ত। ভারত দেখ ; মহৎ যে ভারত, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মহাভারত অতি বিস্তৃত পদ্যগ্রন্থ। এরূপ বহুবিস্তৃত গ্রন্থ একাধারে পৃথিবীতে আর নাই। ইহাতে এক লক্ষ দশ সহস্র শ্লোক আছে। প্রত্যেক শ্লোকের চারি চরণ, কিন্তু প্রায় দুই দুই চরণই এক এক পঙ্‌ক্তিতে লিখিত ; সুতরাং ইহার পঙ্‌ক্তি সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ বিংশতি সহস্র। অন্য দেশের বৃহৎ কাব্যের সহিত ইহার তুলনাই হয় না। হোমারের ঈলিয়াড নামক গ্রন্থে ১৬০০০ এবং ভার্জ্জিলের ঈনিয়াড নামক গ্রন্থে দশ সহস্রেরও কম পঙ্‌ক্তি আছে।

মহাভারতের মূল ঘটনা কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধ। চন্দ্রবংশীয় রাজারা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতেন। এই বংশে শান্তনু নামে এক পরমধার্ম্মিক নরপতি প্রাদুর্ভূত হন। শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে ভীষ্ম এবং সত্যবতীর গর্ভে বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ জন্মগ্রহণ করেন। কোনও বিশেষ কারণবশতঃ ভীষ্ম রাজ্যগ্রহণ না করিয়া চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করেন। চিত্রাঙ্গদও অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। সুতরাং বিচিত্রবীর্য্যই পিতার উত্তরাধিকারী হন। তিনি কাশীরাজের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন। অতঃপর বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ব্যাসদেবের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া কনিষ্ঠ পাণ্ডুই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। পাণ্ডুর কুন্তী ও মাদ্রী নামে দুই পত্নী ছিলেন। কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন, এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ভিন্ন কর্ণ নামে কুন্তীর আর একটি কানীন পুত্র ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি শত পুত্র ছিলেন। পাণ্ডুর পুত্রেরা পিতৃনামানুসারে পাণ্ডব নামে এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা পূর্ব্বপুরুষ কুরুর নামানুসারে কৌরব নামে খ্যাত হন। ধৃতরাষ্ট্র পিতৃহীন পাণ্ডবদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। কুরুপাণ্ডব বালকগণ সকলেই বলবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন তন্মধ্যে

ভীম শারীরিক বলে এবং অর্জ্জুন রণনৈপুণ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠেন। যুধিষ্ঠির পরম ধর্ম্মশীল এবং দুর্য্যোধন অভিমানী ও হিংসাপরায়ণ ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে যুধিষ্ঠিরকেই হস্তিনার রাজপদে অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্য্যোধন তাহাতে অসম্মত হইয়া মাতুল শকুনি ও মন্ত্রী কর্ণের পরামর্শে কৌশলপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে প্রেরণ করেন। তথায় যে গৃহ পাণ্ডবদিগের বাসের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা জতু প্রভৃতি দাহ্য পদার্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল। জনৈক হিতৈষী মিত্রের ইঙ্গিতে পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া আপনারাই ঐ গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া তথা হইতে পলায়ন করেন, এবং নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পঞ্চাল রাজ্যে উপস্থিত হন। তথায় দ্রুপদরাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর উপলক্ষে নানা দিগ্দেশীয় বীরগণ সমাগত হইয়া একটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যভেদে অসমর্থ হইলে, ছদ্মবেশী অর্জ্জুন ঐ লক্ষ্য বিদ্ধ করেন। অনন্তর মাতার আদেশে পঞ্চ ভ্রাতায় ঐ কন্যাকে বিবাহ করেন। বিবাহান্তে পাণ্ডবগণ রাজ্য প্রার্থনা করিলে ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করেন। ইহাতে দুর্য্যোধন হস্তিনায় এবং পাণ্ডবগণ তাহার নিকটে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন পণপূর্ব্বক পাশক্রীড়ার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিলেন। কপটক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির রাজ্য, ধন, ভ্রাতা, পত্নী প্রভৃতি সমস্ত হারাইয়া অবশেষে আত্মবিক্রয় পর্য্যন্ত করিতে বাধ্য হইলেন। পরন্তু ধৃতরাষ্ট্রের যত্নে কৌরবগণকে দ্যূতলব্ধ সমস্তই প্রত্যর্পণ করিতে হইল; সুতরাং দুর্য্যোধনের মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। এ কারণ কৌরবেরা পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে লইয়া অক্ষক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। এই ক্রীড়াতেও যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলেন, এবং ক্রীড়ার পণানুসারে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিবার নিমিত্ত ভ্রাতৃগণ ও পত্নীসহ দীনবেশে হস্তিনা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর নির্দ্ধারিত ত্রয়োদশ বর্ষান্তে পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন; কিন্তু দুর্য্যোধন ইহাতে সম্মত হইলেন না; অধিকন্তু বলিয়া পাঠাইলেন যে, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও দান করিব না। সুতরাং পাণ্ডবেরা বাধ্য হইয়া যুদ্ধঘোষণা করিলেন।

এই যুদ্ধ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বা ভারতযুদ্ধ নামে খ্যাত। অষ্টাদশ দিন ব্যাপিয়া এই যুদ্ধ হইয়াছিল। এই কুলক্ষয়কর সমরে ভারতের অধিকাংশ বীরই কুরুপাণ্ডবদিগের একতর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে দুর্য্যোধনের সেনাপতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য ক্রমে পরাজিত ও নিহত হইলে অবশেষে দুর্য্যোধন ভীমের হস্তে নিপতিত হন। যুদ্ধাবশেষে উভয় পক্ষীয় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর মধ্যে পাণ্ডবপক্ষে সাতজন ও কৌরব পক্ষে তিনজন মাত্র জীবিত ছিলেন। কিন্তু কৌরবপক্ষের জীবিত তিন জনের মধ্যে কেহই রাজ্যাধিকারের যোগ্য না থাকায় পাণ্ডবগণই রাজ্য প্রাপ্ত হন। এই মহাহবে ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র, জামাতা জয়দ্রথ, শ্যালক শকুনি, প্রধান অমাত্যবর্গ ইঁহারা সকলেই সবংশে নিহত হন।

যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠিরের যত্নে ধৃতরাষ্ট্র কিয়ৎকাল রাজধানীতে অবস্থিতি করেন। অনন্তর তিনি স্বীয় পত্নী গান্ধারী ও ভ্রাতৃজায়া কুন্তীর সহিত তপস্যার্থে বনগমন করেন, এবং তথায় কিছুকাল থাকার পর দাবানলে ভস্মীভূত হন। এদিকে পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধ পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভের নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাহা সম্পাদন করিলেন। অতঃপর অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয়, প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদী ও একটি বিশ্বস্ত কুক্কুরকে সঙ্গে লইয়া অমরাবতীতে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ে হিমালয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইহাকেই মহাপ্রস্থান বলে। ভীমাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদী, ইঁহারা একে একে পথমধ্যে দেহত্যাগ করিলে, অবশেষে কেবল কুক্কুরটিকে সঙ্গে লইয়া মহাত্মা যুধিষ্ঠির স্বর্গের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। দেবরাজ প্রথমতঃ কেবল যুধিষ্ঠিরকেই স্বর্গে প্রবেশের অনুমতি দিলেন, কিন্তু ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে না লইয়া তিনি স্বর্গে প্রবেশ করিবেন না বলাতে ইন্দ্র সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির আবার বলিলেন যে, তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর কুক্কুরটিকে প্রবেশ করিতে না দিলে তাঁহার স্বর্গগমন নিতান্ত অন্যায়। দেবেন্দ্র এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; সুতরাং যুধিষ্ঠির স্বর্গের ছায়ামাত্র দেখিয়া নরকে পতিত হইলেন। পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির একাকী স্বর্গভোগ করা অপেক্ষা আত্মীয়গণে পরিবৃত হইয়া নরকে বাস করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া তাহাতে কাতর হইলেন না; প্রত্যুত আশ্রিতপালনরূপ পরম ধর্ম্ম পালিত হইতেছে বিবেচনা করিয়া শান্তিলাভ করিলেন। এতদ্দর্শনে দেবরাজ তুষ্ট হইয়া মায়ানরকের মায়াময়ী দৃশ্যাবলী অন্তর্হিত করিলেন, এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে যুধিষ্ঠির পত্নী ও ভ্রাতৃগণে বেষ্টিত হইয়া স্বর্গরাজ্যে গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রের সহিত একত্র বাস করিয়া অনন্ত শান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন।

প্রাগুক্ত আখ্যায়িকা বর্ণনে মহাভারতের চতুর্থাংশ নিয়োজিত হইয়াছে। অবশিষ্টাংশ দেবদেবী-সংক্রান্ত নানাবিধ পৌরাণিকী কথা, রাজবংশাবলীর ইতিহাস ও ধর্ম্মোপদেশে পূর্ণ। ফলতঃ সমস্ত মহাভারতখানিকে প্রাচীন ভারতের বিস্তারক্রম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে যে সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদায় যদি কোনও ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন, তবে তিনি একজন অসাধারণ জ্ঞানী হইতে পারেন। ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই বর্গচতুষ্টয়ই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে যুদ্ধ, সন্ধি, রাজ্যশাসন, সমাজরক্ষণ প্রভৃতির বর্ণনারও অভাব নাই। ইহাতে মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, সতীত্ব, ন্যায়পরতা, সত্যপ্রতিজ্ঞতা, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের উপযুক্ত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্যই লোকে বলে, "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।" মহাভারত পাঠে আরও জানা যায় যে, তৎকালে গান্ধার, সিন্ধু, হস্তিনাপুর, পঞ্চাল, বারাণসী, মগধ, অঙ্গ, মৎস্য, চেদি, দ্বারকা, বিদর্ভ, প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুর, কলিঙ্গ প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল, কিন্তু তখনও অনার্য্য জাতি সম্পূর্ণ বিজিত হয় নাই। বকাসুর, ময়দানব প্রভৃতি অনার্য্য রাজগণ প্রভূত ক্ষমতাশালী ছিলেন।

মহাভূত—প্রধান ভূত, ক্ষিতি অপ্‌ তেজঃ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ; শ্রেষ্ঠ জীব। মহৎ যে ভূত, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মহাভৈরব—শরভরূপী মহাদেব। সং; পু।

মহাভ্রম—ভয়ানক ভুল। কর্ম্মধা। সং; পু।

মহামতি—অতি বুদ্ধিমান্‌; মহামনাঃ, মহাত্মা। মহতী হইয়াছে মতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

মহামনস্বী—শ্রেষ্ঠ মনস্বী; অতিধীর। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

মহামনাঃ—মহাত্মা, মহাশয়, মনস্বী, উদারচিত্ত। মহৎ হইয়াছে মনঃ যাহার, বহুব্রীহি সমাসে মহামনস্‌, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি।

মহামহাবারুণী—যোগবিশেষ, চৈত্রকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে শুভযোগ ও শনিবারযুক্ত শতভিষা নক্ষত্রের যোগ। সং; স্ত্রী।

মহামহিম—অতি মহত্ত্ববান্‌, অতিশয় মহিমা-

ন্বিত। মহান্ হইয়াছে মহিমা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

মহামহিমান্বিত—অতিশয় মহিমাযুক্ত, অতিগৌরবান্বিত। মহতী মহিমা মহামহিমা, কর্ম্মধা, তদ্দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

মহামহীরুহ—সুবৃহৎ বৃক্ষ। মহান্ যে মহীরুহ, কর্ম্মধা। সং ; পু। [সং ; পু।

মহামহোপাধ্যায়—পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ।

মহামাংস—মনুষ্যমাংস। মহৎ দেখ। সং ; ক্লী।

মহামানী—(মহামানিন্)। অতিশয় সম্মান্বিত, অতিগৌরবযুক্ত। মহৎ যে মান, কর্ম্মধা। মহামান শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

মহামায়া—১। সংসারভ্রম ; অবিদ্যা ; দুর্গা। মহতী যে মায়া, কর্ম্মধা ; সং ; স্ত্রী। ২। বুদ্ধদেবের জননী, কপিলবাস্তুরাজ শুদ্ধোদনের পত্নী। সং ; স্ত্রী।

মহামারী—অতিশয় মড়ক। মহতী যে মারী (মড়ক), কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

মহামুদ্রা—তন্ত্রোক্ত সাধনোপযোগী যন্ত্র। স্ত্রী।

মহামূল্য—অতিশয় মূল্যবান্, অত্যধিক মূল্যবিশিষ্ট। মহৎ হইয়াছে মূল্য যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

মহামৃগ—শরভ ; হস্তী। মহান্ যে মৃগ, কর্ম্মধা।

মহামোহ—বিষয়বাসনারূপ অজ্ঞান, সাংসারিক মায়া। মহান্ যে মোহ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহাযজ্ঞ—বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র, পিতৃতর্পণ, ভূতবলি, অতিথিপূজা, এই পঞ্চ প্রকার। মহান্ যে যজ্ঞ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহাযাত্রা—মরণার্থে গমন। মহৎ দেখ। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

মহাযুদ্ধ—ঘোরতর যুদ্ধ, তুমুল সংগ্রাম। কর্ম্মধা।

মহারজত—স্বর্ণ। মহৎ যে রজত, কর্ম্মধা। সং।

মহারণ্য—অতিবৃহৎ অরণ্য, অতি বিস্তৃত ও গহন বন। মহৎ যে অরণ্য, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মহারত্ন—শ্রেষ্ঠমণি ; মুক্তা, হীরক, বৈদূর্য্য, পদ্মরাগ, পুষ্পরাগ, গোমেদ, নীলকান্ত, পান্না, প্রবাল, এই ৯টী রত্ন। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মহারথ—অসাধারণ যুদ্ধকুশল ব্যক্তি। মহান্ হইয়াছে রথ যাহার, বহু। সং ; পু। এই মহারথ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

(১) "একো দশসহস্রাণি যোধয়েৎ যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ স মহারথ উচ্যতে॥"

(২) "আত্মানং সারথিং চাশ্বান্ রক্ষন্ যুধ্যেত যো নরঃ। স মহারথসংজ্ঞঃ স্যাদিত্যাহুর্নীতিকোবিদাঃ॥"

(৩) "রথেনৈকেন যঃ শত্রূন্ সাহঙ্কারো ব্রজত্যলম্। মহারথঃ স বিজ্ঞেয়ো যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদঃ॥"

অর্থাৎ (১) যে শস্ত্রবিদ্যায় ও শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি একা যুদ্ধস্থলে দশসহস্র যোদ্ধাকে পরিচালিত করেন, তিনিই মহারথ নামে অভিহিত হন। (২) যে বীরপুরুষ যুদ্ধস্থলে আপনাকে, সারথিকে এবং অশ্বসকলকে অক্ষত রাখিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন, বিজ্ঞগণ তাঁহাকেই মহারথ বলিয়া থাকেন। (৩) যে যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ ব্যক্তি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হন, তিনিই মহারথ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন।

মহারহস্য—অতি গুপ্ত তথ্য, অতি নিগূঢ় ব্যাপার। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মহারাজ—রাজশ্রেষ্ঠ, সম্রাট্। মহান্ যে রাজা, কর্ম্মধা। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মহারাজী ; মহারাজ্ঞী নহে।

মহারাজাধিরাজ—রাজচক্রবর্ত্তী, সার্ব্বভৌম। মহারাজগণেরও অধিরাজ, ৬তৎ ; অথবা মহারাজও যে অধিরাজও সে, কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহারাজিক—২২০ সংখ্যক গণদেবতাবিশেষ। মহারাজ শব্দ+ষ্ণিক। সং ; পু।

মহারাত্রি—অর্দ্ধরাত্রের পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তদ্বয় ; মহাপ্রলয়ের রাত্রি। সং ; স্ত্রী।

মহারাষ্ট্র—দেশবিশেষ, মার্হাট্টাদেশ। মহান্ যে রাষ্ট্র (রাজ্য), কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহারোষ—ভয়ানক ক্রোধ, অত্যন্ত রাগ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহার্ঘ—মহামূল্য, দুর্ম্মূল্য। মহান্ হইয়াছে অর্ঘ (মূল্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

মহার্হ—মহামূল্য, অতিশয় মূল্যবান্। মহান্ হইয়াছে অর্হ (মূল্য) যাহার, বহু। বিণ।

মহালক্ষ্মী—দেবীবিশেষ ; রাধা। মহতী যে লক্ষ্মী, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

মহালজ্জা—অত্যন্ত লজ্জা। মহতী যে লজ্জা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

মহালয়—বিহার ; পরমাত্মা ; বৃহদালয় ; তীর্থ। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

মহালয়া—আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা।

মহাবরাহ—বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। মহান্ যে বরাহ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহাবাক্য—তত্ত্বমসি বাক্য, ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য, প্রণব, ওঁ তৎসৎ ; বৃহদ্বাক্য। মহৎ যে বাক্য, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মহাবারুণী—চৈত্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে শনিবারে শতভিষা নক্ষত্রের যোগ। সং ; স্ত্রী।

মহাবিক্রম—১। প্রবল পরাক্রম। কর্ম্মধা, সং ; পু। ২। প্রবল পরাক্রমশালী। মহান্ হইয়াছে বিক্রম যাহার, বহু। বিণ।

মহাবিক্রমশালী—প্রবল পরাক্রমবিশিষ্ট, সাতিশয় পরাক্রান্ত। মহান্ যে বিক্রম, কর্ম্মধা, তদুত্তরে শালিন্ অস্ত্যর্থে=মহাবিক্রমশালিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

মহাবিদ্যা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা,—এই দশ দেবী। সং ; স্ত্রী।

মহাবিষুব—রবির মেষ রাশিতে সংক্রমণ, চৈত্রমাসের শেষ সংক্রান্তি। মহৎ যে বিষুব, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মহাবীচি—নরকবিশেষ। সং ; পু ও স্ত্রী।

মহাবীর—অতি বলবান্ ব্যক্তি ; লক্ষ্মণ ; হনুমান ; সিংহ ; গরুড় ; যজ্ঞিয় কটাহ ; যজ্ঞাগ্নি ; বজ্র ; শ্বেতাশ্ব ; পক্ষিবিশেষ। কর্ম্মধা। সং ; পু। [পু।

মহাবৈদ্য—নিকৃষ্ট চিকিৎসক। মহৎ দেখ। সং ;

মহাব্যাধি—কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ। কর্ম্মধা। সং।

মহাব্যাহৃতি—ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ,—এই তিন মন্ত্রবাক্য। মহতী যে ব্যাহৃতি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

মহাব্রণ—দুষ্টব্রণ, নালি ঘা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মহাব্রত—যজ্ঞবিশেষ ; দ্বাদশবার্ষিক ব্রত। সং।

মহাশক্তি—১। আদ্যাশক্তি, ভগবতী ; প্রবল পরাক্রম। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। প্রবল পরাক্রমশালী। মহতী শক্তি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

মহাশঙ্খ—মনুষ্যের ললাটাস্থি ; কুবেরের নিধিবিশেষ ; সংখ্যাবিশেষ ; বৃহৎ শঙ্খ। কর্ম্মধা। মহৎ দেখ। সং ; পু।

মহাশয়—মহাত্মা, উদারচিত্ত ; মহামনাঃ ; মহানুভাব। মহান্ হইয়াছে আশয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মহাশয়া।

মহাশরীর—১। বৃহৎকায়, বৃহৎশরীরবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। বৃহৎ দেহ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [স্ত্রীলিঙ্গে মহাশূদ্রী।

মহাশূদ্র—আভীর, গোপ, গোয়ালা। সং ; পু।

মহাশ্মশান—বহু শবদাহস্থান, যেখানে নিয়ত শবদাহ হয় ; কাশী। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

মহাশ্বেতা—সরস্বতী ; নগরীবিশেষ ; দুর্গা ; স্ত্রীবিশেষ। মহান্ হইয়াছে শ্বেত (শুক্লবর্ণ) যাঁহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

মহাষ্টমী—আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমী। মহতী যে অষ্টমী, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

মহাসত্ত্ব—১। মহদন্তঃকরণবিশিষ্ট, মহদাশয়। মহৎ হইয়াছে সত্ত্ব (প্রাণ) যাহার, বহু। বিণ ত্রি। ২। বৃহদাকার জীব। মহান্ যে সত্ত্ব (প্রাণী), কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহাসমারোহ—অতিশয় আড়ম্বর, অত্যন্ত জাঁকজমক। কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহাসমুদ্র—মহাসাগর দেখ।

মহাসাগর—যে অতি প্রকাণ্ড লবণময় জলরাশি পৃথিবীকে আবৃত করিয়া আছে। মহাসাগর প্রকৃতপক্ষে একটি ; কিন্তু পাশ্চাত্য ভূগোল-

বেত্তারা সুবিধার নিমিত্ত ইহাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—উত্তর মহাসাগর (Arctic Ocean), দক্ষিণ মহাসাগর (Antarctic Ocean), আটলাণ্টিক মহাসাগর (Atlantic Ocean), প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific Ocean), ও ভারত মহাসাগর (Indian Ocean.)।

মহাসাধক—শ্রেষ্ঠ সাধক, অতি কঠোর নিয়মে সাধনাকারী। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

মহাসিংহ—১। দেবীবাহন ; শরভ। মহান্ যে সিংহ, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। শিখবীর-বিশেষ, পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের পিতা। [সং ; পু।

মহাসিন্ধু—মহাসমুদ্র, মহাসাগর। কর্ম্মধা।

মহাসেন—কার্ত্তিকেয় ; শিব ; বৃহৎ সেনাপতি। মহতী হইয়াছে সেনা যাহার, বহু। সং ; পু।

মহি, মহী—পৃথিবী, ধরণী। মহ (পূজা করা) + ই র্ম। সং ; স্ত্রী।

মহিকা—হিম। মহ (পুজা করা) + অক র্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

মহিত—পুজিত ; সম্মানিত। মহ (পুজা করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

মহিমময়ী—মহিমবিশিষ্টা, মাহাত্ম্যযুক্তা, গৌরবময়ী। মহিমন্ শব্দ + ময়ট্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে মহিমময়।

মহিমা—মহত্ত্ব ; মাহাত্ম্য, গৌরব ; উৎকর্ষ ; ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যবিশেষ। মহৎ শব্দ + ইমন্ ভাবে = মহিমন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

মহিমাকীর্ত্তন—মাহাত্ম্য কথন ; গৌরব গান। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [ব্যাকরণানুসারে মহিমকীর্ত্তন হয়]।

মহিমার্ণব—মহিমার সমুদ্রসদৃশ, সমুদ্রবৎ অনেয় মাহাত্ম্যযুক্ত। মহিমার অর্ণব (অর্ণব-সদৃশ), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

মহিমাব্যঞ্জক—মাহাত্ম্যজ্ঞাপক, গৌরবসূচক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। [এই পদটী অশুদ্ধ ; শুদ্ধ মহিমব্যঞ্জক]।

মহিলা, মহেলা—মহিষী ; নারী ; মদমত্তা স্ত্রী ; গন্ধদ্রব্যবিশেষ। মহ (পুজা করা) + ইল র্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী

মহিষ—পশুবিশেষ, মোষ ; অসুরবিশেষ। মহ (পুজা করা) + টিষচ্ ণ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মহিষী।

মহিষধ্বজ, মহিষবাহন—শমন, যম। মহিষ হইয়াছে ধ্বজ বা বাহন যাহার, বহু। সং ; পু।

মহিষমর্দ্দিনী—মহিষাসুরবিনাশিনী দেবীবিশেষ, দুর্গা। মহিষ শব্দ (অসুরবিশেষ) – মৃদ (মর্দ্দন করা) + ণিন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

মহিষাসুর—অসুরবিশেষ। রম্ভ নামক অসুর মহাদেবকে তপস্যায় প্রীত করিয়া তাঁহার নিকট ত্রিলোকবিজয়ী পুত্র-বর প্রার্থনা করায় মহাদেব তাহাকে সেই বর প্রদান করেন। এই বরপ্রভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া মহিষাসুর অতীব দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল, এবং দেবগণকে দূরীভূত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিল। বিতাড়িত দেবগণ শম্ভু ও বিষ্ণুর নিকট আপনাদের দুঃখকাহিনী নিবেদন করিলে তাঁহাদের তেজ হইতে ভগবতীর আবির্ভাব হইল। ভগবতী যুদ্ধ করিয়া এই অসুরকে নিহত করেন।

মহিষী—শ্রীমহিষ ; কৃতাভিষেকা রাজ্ঞী। মহিষ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

মহী—মহি দেখ।

মহীক্ষিৎ—ভূভৃৎ, ভূপতি, রাজা। মহী শব্দ (পৃথিবী) – ক্ষি (প্রভুত্ব করা) + ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

মহীজ—১। ভূমিজাত। মহী শব্দ (পৃথিবী) – জন (জন্মা) + ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। মঙ্গলগ্রহ ; নরকাসুর। সং ; পু।

মহীধর—ভূধর, পর্ব্বত। মহীর ধর, ৬তৎ। সং ; পু।

মহীধ্র—ভূধর, পর্ব্বত। মহী শব্দ (পৃথিবী) – ধৃ (ধারণ করা) + ক ক। সং ; পু।

মহীপ—ভূপতি, রাজা। মহী শব্দ (পৃথিবী) – পা (পালন করা) + ড ক। সং ; পু।

মহীপতি, মহীপাল—ভূপাল, ভূপতি, রাজা। ৬তৎ। সং ; পু।

মহীভৃৎ—পর্ব্বত ; রাজা। মহী শব্দ (পৃথিবী) – ভৃ (ধারণ করা, ইত্যাদি) + ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

মহীয়সী—মহীয়ান্ দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

মহীয়ান্—অতি মহৎ ; মহাত্মা, মহাশয় ; উত্তম। মহৎ শব্দ + ঈয়সু = মহীয়স্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মহীয়সী।

মহীয্যমান—পূজ্যমান ; পুজার্হ। মহী + ক্য = মহীয় নামধাতু, তদুত্তরে শান র্ম। বিণ।

মহীরুহ—বৃক্ষ, গাছ। মহী শব্দ (পৃথিবী) – রুহ (জন্মা) + ক ক। সং ; পু।

মহীলতা—কিঞ্চুলুক, কেঁচো। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মহীসুত—নরকাসুর ; মঙ্গলগ্রহ। ৬তৎ। পু।

মহেচ্ছ—মহাশয়, উদারস্বভাব। মহতী হইয়াছে ইচ্ছা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

মহেন্দ্র—১। দেবরাজ, ইন্দ্র ; বিষ্ণু। মহান্ যে ইন্দ্র, কর্ম্মধা। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মহেন্দ্রাণী। ২। পর্ব্বতবিশেষ, উড়িষ্যা ও উত্তর সরকার অবধি গণ্ডওয়ানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত শৈলশ্রেণী। সং ; পু।

মহেন্দ্রনগরী, মহেন্দ্রপুরী—অমরাবতী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মহেন্দ্রলাল সরকার—ডাক্তার। ইনি ১৮৩৩ খ্রীঃ ২রা নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ এম ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি Bengal Branch of the British Medical Association নামক সভার সেক্রেটারী ও সহকারী সভাপতি থাকার সময় উক্ত সভার সমক্ষে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা-প্রণালীর বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু পরে ইঁহার মত রিবর্ত্তিত হয় (১৮৬৭ খ্রীঃ)। তখন ইনি প্রকাশ্যভাবে হোমিওপ্যাথীর সপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন এবং নূতন অবলম্বিত মতের বহুল প্রচারকল্পে পরবৎসর Calcutta Journal of Medicine নামক মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি এই পত্রখানি অতিশয় যোগ্যতার সহিত চালাইয়াছিলেন। মতপরিবর্ত্তনের ফলে ইনি আলোপ্যাথিক প্রণালীর চিকিৎসকগণের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা বহুপ্রকারে নিগৃহীত হন। কিন্তু ইহাতে ইনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া হোমিওপ্যাথি মতের ব্যবসায় করিতে লাগিলেন। উত্তরকালে ইনি এই মতাবলম্বী চিকিৎসকগণের অগ্রণী হইয়া প্রচুর খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন করেন। বঙ্গের ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পলের পৃষ্ঠপোষকতায় (১৮৭৬ খ্রীঃ) কলিকাতা বৌবাজার ষ্ট্রীটে Indian Association for the cultivation of science নামক শিক্ষালয় স্থাপিত করিয়া ইনি এখানে বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই শিক্ষালয় বঙ্গবাসী মধ্যে বিজ্ঞানালোচনায় রুচি সৃজন করিয়াছে এবং মহেন্দ্রলালের অক্ষয় কীর্ত্তিস্বরূপে বিরাজ করিতেছে। ১৮৮৭ খ্রীঃ ইনি কলিকাতার সেরিফ পদে আসীন ছিলেন। ১৮৮৭ হইতে ১৮৯৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ ইনি সি, আই, ই ও ১৮৯০ খ্রীঃ ডি, এল্ উপাধিভূষিত হইয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রীঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী ইনি লোকান্তরিত হন। ইনি কেবল চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জ্যোতিষ এবং ইংরাজী সাধারণ সাহিত্যেও ইনি অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইঁহার পুত্র ডাক্তার অমৃতলাল সরকার পিতৃপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকাখানি চালাইতেছেন।

মহেন্দ্রাণী—ইন্দ্রপত্নী, শচী। মহেন্দ্র শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ বা আনী পত্নী অর্থে। সং।

মহেলা—মহিলা দেখ।

মহেশ, মহেশ্বর—শিব, মহাদেব। মহান্ যে

ঈশ বা ঈশ্বর, কর্ম্মধা। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মহেশী, মহেশ্বরী।

মহেশ কাণা—আনুমানিক ১২১০ সালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাশতের নিকটবর্ত্তী মহেশপুর গ্রামে কায়স্থ বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার উপাধি ঘোষ। ইনি জন্মান্ধ ছিলেন, এজন্ত সাধারণতঃ ইনি মহেশ কাণা নামে পরিচিত। জন্মান্ধ মহেশচন্দ্র বাল্যে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই, ইঁহার পিতার অবস্থাও তাদৃশ সচ্ছল ছিল না। ইঁহাদের বাটীর নিকটে একটী টোল ছিল। মহেশচন্দ্র প্রায় সর্ব্বদা সেই খানে বসিয়া থাকিতেন, এবং ছাত্রদিগের পাঠ শুনিতেন। এইরূপ শুনিতে শুনিতে মহেশ অমরকোষ কণ্ঠস্থ এবং রামায়ণ ও মহাভারত এবং অন্যান্ত পুরাণের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলেন। ইঁহার এই অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়েন, এবং টোলের অধ্যাপকও যত্নসহকারে মহেশকে শিক্ষা দিতে থাকেন। এই সময় হইতে মহেশের কবিত্বশক্তির বিকাশ হয়। এখন হইতে তিনি নানাবিধ সঙ্গীত রচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার নাম কবিওয়ালা-সমাজে পরিচিত হইয়া পড়িল। চারিদিক হইতে কবিওয়ালাগণ আসিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মহেশচন্দ্র ধনী ও ভদ্রসমাজে পরিচিত হইয়া পড়িলেন।

তৎকালে সঙ্গীতানুরাগী ধনীদিগের মধ্যে কলিকাতার ছাতু বাবু ও লাটু বাবুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে যে, ইঁহারা ১০৮ জন কবিওয়ালা, ওস্তাদ ও পাঁচালীকারকে প্রতিপালন করিতেন। মহেশ কাণাও ইঁহাদের আশ্রয় পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, এবং একাগ্রচিত্তে সঙ্গীতের আলোচনা করিয়া দেশবাসীর মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। এই ছাতুবাবুদের আশ্রয়ে থাকিয়াই কবি জীবনকাল অতিবাহিত করেন। প্রায় ৫৫ বৎসর বয়সে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

মহেশী, মহেশ্বরী—শিবানী, দুর্গা ; অপরাজিতা। মহেশ বা মহেশ্বর+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

মহেশ্বর—মহেশ দেখ।

মহেষাস—১। বৃহৎ ধনুক। মহান্ যে ইষাস (ধনুক), কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। মহাধনুর্ধারী। মহান্ হইয়াছে ইষাস (ধনুক) যাহার, বহু, অথবা মহান্ যে ইষাস (শরক্ষেপক), কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

মহোক্ষ—মহাবৃষ ; পুঙ্গব, ষাঁড়। মহান্ যে উক্ষা, কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহোৎসব—অতিশয় আনন্দজনক ব্যাপার। মহান্ যে উৎসব, কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহোৎসাহ—১। অতিশয় উৎসাহ, অত্যন্ত চেষ্টা। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। অতিশয় উৎসাহযুক্ত। বহু। বিণ ; ত্রি।

মহোদধি—মহাসমুদ্র ; সমুদ্র। মহান্ যে উদধি (সমুদ্র), কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহোদয়—১। আধিপত্য, প্রভুত্ব, কর্ত্তৃত্ব ; অপবর্গ, মুক্তি। মহান্ যে উদয়, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। অতিসমৃদ্ধ ; অভ্যুন্নত। মহান্ হইয়াছে উদয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ৩। কান্যকুব্জ। সং ; স্ত্রী। [ত্রি।

মহোন্নত—অতিশয় উন্নতিযুক্ত। কর্ম্মধা। বিণ ;

মহোন্নতি—অতিশয় সমৃদ্ধি। মহতী যে উন্নতি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

মহোপকার—অত্যন্ত উপকার, অতিশয় হিত। মহান্ যে উপকার, কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহোপকারী—(মহোপকারিন্)। অত্যন্ত উপকারী, অতিশয় হিতকর। মহান্ যে উপকারী, কর্ম্মধা। বিণ ; পু।

মহোরগ—১। বৃহৎ সর্প। মহান্ যে উরগ, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। টগরবৃক্ষমূল। সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

মহোল্কা—বৃহৎ উল্কা। মহতী যে উল্কা, কর্ম্মধা।

মহোজাঃ—মহাবল, মহাতেজস্বী। মহৎ হইয়াছে ওজঃ যাহার, বহুব্রীহি সমাসে মহৌজস্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

মহৌষধ—উত্তম ঔষধ ; শুণ্ঠী ; রসুন ; পিপুল ; বিষবৃক্ষবিশেষ। মহৎ যে ঔষধ, কর্ম্মধা। সং।

মহৌষধি, মহৌষধী—রাত্রিকালে দীপ্তিশীল তৃণলতাদি ; দূর্ব্বা। মহতী যে ওষধি বা ওষধী, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

মা—১। মাতা ; লক্ষ্মী। মা (পরিমাণ করা) + ক্বিপ্, ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। পরিমাণ ; জ্ঞান ; কান্তি। মা+ক্বিপ্, ভা। সং ; স্ত্রী। ৩। বিকল্প ; নিন্দা ; নিষেধ। ব্য।

মাংস—শরীরাংশবিশেষ, পিশিত, মাস্। মন (বোধ করা, জানা) + স র্ম্ম। সং ; স্ত্রী।

মাংসপেশি, মাংসপেশী—শরীরের মাংসপিণ্ড, মসল্ (Muscles)। সং ; স্ত্রী। [মানবদেহে সর্ব্বসমেত পাঁচ শত মাংসপেশী থাকে। তন্মধ্যে হস্তদ্বয়ে ২০০, পদদ্বয়ে ২০০, কোষ্ঠদেশে ৬৬, এবং গ্রীবা ও তাহার ঊর্দ্ধভাগে ৩৪টী মাংসপেশী থাকে। কাহারও মতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পেশীসংখ্যা সমান, কাহারও মতে স্ত্রীগণের দেহে ৩টী পেশী কম থাকে। শিরা, স্নায়ু, অস্থি, পর্ব্ব ও সন্ধিসমূহ পেশী দ্বারা আবৃত হওয়ার উহারা বলবান্ হইয়া থাকে]।

মাংসভুক—মাংসভোজনকারী। মাংস শব্দ—ভুজ (ভোজন করা) + ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

মাংসভোজী—মাংসাশী, মাংসভোজনকারী, যে মাংস খায়। মাংস শব্দ—ভুজ (ভোজন করা) + ণিন্ ক—মাংসভোজিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

মাংসল—মাংসবিশিষ্ট ; পুষ্ট, মোটা ; বলশালী। মাংস+ল অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

মাংসাশী—মাংসভোজী, মাংসখাদক। মাংস—অশ (ভোজন করা) + ণিন্ ক—মাংসাশিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মাংসাশিনী।

মাংসাষ্টকা—গৌণ মাঘের কৃষ্ণাষ্টমীতে কর্ত্তব্য মাংসযুক্ত শ্রাদ্ধবিশেষ [অষ্টকা দেখ]। সং ; স্ত্রী।

মাংসিক—শৌনিক, মাংসোপজীবী, মাংসবিক্রয়ী, কসাই (Butcher)। মাংস+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

মাকন্দ—১। আম্রবৃক্ষ। সং ; পু। ২। আম্রফল। সং ; স্ত্রী।

মাকরী—১। মকররাশিসম্বন্ধীয়া। মকর+ষ্ণ ইদমর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মাঘ মাসের শুক্লসপ্তমী। সং ; স্ত্রী।

মাকুন্দ—শুম্ফশ্মশ্রুশূন্য পুরুষ, যাহার গোঁফ দাড়ী উঠে না এরূপ। দেশজ।

মাক্ষিক, মাক্ষীক—মধু ; মৌ ; উপধাতুবিশেষ। মক্ষিকা+ষ্ণ। সং ; স্ত্রী।

মাগধ—১। মগধদেশসম্ভূত। মগধ শব্দ (দেশবিশেষ) + ষ্ণ ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মাগধী। ২। স্তুতিপাঠক, বন্দী, ভাট। সং।

মাগধী—১। মগধদেশজাতা। মাগধ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। যূথিকা, যুঁইফুল ; গুজরাটী এলাচ, ছোটএলাচ ; শর্করা ; ভাষাবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

মাঘ—মঘানক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসীবিশিষ্ট মাস, বাঙ্গালা বৎসরের দশম মাস। মঘা+ষ্ণ+ঈপ্—মাঘী, তদ্যুক্তরে ষ্ণ। সং ; পু।

মাঘ—প্রসিদ্ধ কবি। ইনি অনুমান খ্রীষ্টীয় ৯ম বা ১০ম শতাব্দীতে গুজরাট প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম দত্তক। পিতামহ সুপ্রভ দেব শ্রীধর্ম্মনাভ নামক রাজার মন্ত্রী ছিলেন। কবি মাঘের এতদতিরিক্ত কোন জীবনবৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। ইনি সংস্কৃত ভাষায় শিশুপালবধ নামক কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে ইঁহার প্রগাঢ় কবিত্ব, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মাঘী—মাঘমাসের পূর্ণিমা। মঘা শব্দ+ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সং ; স্ত্রী।

মাঘ্য—কুন্দপুষ্প, কুঁদফুল। মাঘ+ষ্য ভবার্থে।

মাঙ্গলিক, মাঙ্গল্য—১। মঙ্গলজনক, শুভকর। মঙ্গল শব্দ+ষ্ণিক, ষ্য। বিণ ; ত্রি। ২। শুভ ; মঙ্গল। সং ; স্ত্রী।

মাঞ্জিষ্ঠ—রক্তবর্ণ। মঞ্জিষ্ঠা+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি।

মাঠর—সূর্য্যের পারিপার্শ্বিকবিশেষ ; যমবিশেষ ; ব্যাস ; শৌণ্ডিক ; ব্রাহ্মণ। মঠ (বাস করা)+অরণ্ ক। সং ; পু।

মাঢ়ি—পত্রশিরা, পাতার শির ; দারিদ্র্য ; দন্তের অঙ্গবিশেষ। মহ (পূজা করা)+ক্তি তা। সং ; স্ত্রী।

মাণক, মানক—মানকচু। মান (পরিমাণ করা)+অক র্ম। সং ; পু।

মাণব, মাণবক—১। মনুষ্যবালক ; ব্রাহ্মণ-কুমার ; ষোড়শবর্ষীয় বালক। মনু শব্দ+ঞ অল্পার্থে, ণত্ব ; ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং ; পু। ২। অষ্টাক্ষর ছন্দো-বিশেষ। সং ; স্ত্রী।

মাণিকচাঁদ—(দেওয়ান)। ইনি প্রথমে বর্দ্ধমানরাজের দেওয়ান ছিলেন। পরে আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে নবাব দরবারে ইঁহার প্রতিপত্তি হয়, এবং নবাবের প্রসাদে ক্রমে উচ্চতর পদ লাভ করেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত আলিবর্দ্দীর যুদ্ধ-কালে ইনি নবাবের পার্শ্বচর হইয়া যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কলি-কাতা উদ্ধার করিয়া ইঁহার হস্তে তাহার রক্ষাভার দিয়া যান, কিন্তু ইনি শেষে ইংরাজদিগকে কলিকাতা ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করেন।

মাণিক্য—মণি, রত্নবিশেষ [জহরীরা ইহাকে চুণী বলে]। মণি—কৈ (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক, তদুত্তরে ষ্ণ্য। সং ; ক্লী।

মাণিবন্ধ, মাণিমন্থ—সৈন্ধবলবণ। মণিবন্ধ বা মণিমন্থ+ষ্ণ। সং ; ক্লী।

মাণ্ডবী—রামানুজ ভরতের ভার্য্যা, মিথিলাধি-পতি সীরধ্বজ জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যা ; ভরতের ঔরসে ইঁহার তক্ষ ও পুষ্কর নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। সং ; স্ত্রী।

মাণ্ডব্য—ঋষিবিশেষ। তপস্যা দ্বারা ইনি ধর্ম্মমার্গে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। একদা ইনি সমাধিমগ্ন ছিলেন, এমন সময়ে কয়েকজন চোর আসিয়া ইঁহার আশ্রমে লুক্কায়িত হয়। পশ্চাদ্ধাবিত রাজপুরুষগণ আসিয়া চোরগণের সহিত ইঁহাকেও বন্দী করে, এবং বিচারে সকলের সহিত ইনি শূলদণ্ড প্রাপ্ত হন। কিন্তু সমাধিস্থ থাকায় ইঁহার মৃত্যু হইল না, ইনি শূলবিদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অতঃপর রাজ-পুরুষগণ ইঁহাকে তপস্বী বুঝিতে পারিয়া শূলমুক্ত করিয়া দিল। তখন কি জন্য ইঁহাকে শূলদণ্ড ভোগ করিতে হইল জানিবার নিমিত্ত ইনি ধর্ম্মরাজের নিকট উপস্থিত হইলে ধর্ম্মরাজ জানাইলেন যে, শৈশবে ইনি একটী পতঙ্গের গুহ্যদেশে ক্রীড়াচ্ছলে ঈষিকা বিদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাকে শূলবেধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। সং ; পু।

মাতঙ্গ—হস্তী ; চণ্ডাল ; অশ্বত্থবৃক্ষ। মতঙ্গ শব্দ+ষ্ণ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মাতঙ্গী।

মাতঙ্গনক্র—জলজন্তু, জলহস্তী। সং ; পু।

মাতঙ্গী—হস্তিনী ; দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত দেবীবিশেষ। মাতঙ্গ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ সং ; স্ত্রী।

মাতলি—ইন্দ্রের সারথি। ইনি দেবরাজের সখারূপেও বর্ণিত আছেন। ইঁহার পত্নীর নাম সুধর্ম্মা। সুমুখ নামক নাগের সহিত ইঁহার কন্যা গুণকেশীর বিবাহ হয়। মাতলির জামাতা বলিয়া তদনুরোধে ইন্দ্র সুমুখকে গরুড়ের ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন। রাবণবধের দিন মাতলি দেবরাজের আদেশে রামের সাহায্যার্থ রথ লইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মাতা—১। পরিমাণকর্ত্তা ; প্রমাণকারী। মা (পরিমাণ করা)+তৃন্ ক=মাতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মাত্রী। ২। জীব ; বিভূতি ; গগন, আকাশ। সং ; পু। ৩। জননী, মা ; গর্ভধারিণী, স্তন্যদাত্রী, গুরুপত্নী, আচার্য্যপত্নী, ক্ষেত্রদাত্রী, পিতৃরমণী, শ্বশ্রূ, পিতামহী, মাতামহী, জ্যেষ্ঠসহোদরা, মাতৃভগিনী, পিতৃ-ভগিনী, মাতুলানী, ভ্রাতৃভার্য্যা, পুত্রবধূ, তনয়া,—এই ১৬ মাতা ; ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী চণ্ডী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, চামুণ্ডা, চর্চ্চিকা,—এই অষ্ট শক্তি ; ভূ ; গবী ; লক্ষ্মী ; ধাত্রী। মান (পূজা করা)+তৃচ্ র্ম=মাতৃ, ১মার ১বচন। ৪। মা। মা (পরিমাণ করা) অতচ্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে পিতা।

মাতাপিতা—মা বাপ জনকজননী। মাতা ও পিতা, দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

মাতাপিতৃহীন—যাহার মাতা ও পিতা দুইই মরিয়া গিয়াছে এরূপ। মাতা ও পিতা, মাতাপিতা, দ্বন্দ্ব, তাহার দ্বারা হীন, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

মাতামহ—মাতার পিতা। মাতৃ (মাতা)+ডামহ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মাতামহী।

মাতামহী—মাতার মাতা। মাতামহ+ঈপ্ পত্নী অর্থে। সং ; স্ত্রী।

মাতুঃষসা, মাতুঃস্বসা—মাতৃভগিনী, মাসী। অলুক্ ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মাতুল—মাতার ভ্রাতা, মামা। মাতৃ (মাতা)+ডুল। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মাতুলা, মাতুলানী, মাতুলী।

মাতুলপুত্র—মামাত ভাই, মামার ছেলে। ৬তৎ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মাতুলপুত্রী।

মাতুলা, মাতুলানী, মাতুলী—মাতৃভ্রাতার ভার্য্যা, মামী। মাতুল+আ, আনী, ঈপ্ পত্নী অর্থে। সং ; স্ত্রী।

মাতুলানী—মাতুলা দেখ।

মাতুলালয়—মাতুলগৃহ, মামার বাড়ী। মাতুলের আলয়, ৬তৎ। সং ; পু।

মাতুলাশ্রম—মাতুলালয়। ৬তৎ। সং ; পু।

মাতুলী—মাতুলা দেখ।

মাতৃ—মাতা দেখ।

মাতৃক—মাতৃসম্বন্ধীয়। মাতৃ (মাতা)+কণ্ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

মাতৃকা—জননী, মাতা ; ধাত্রী, ধাই ; মাতা-মহী ; অ, আ, ক, খ প্রভৃতি বর্ণ ; স্বর ; করণ ; গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা, কুলদেবতা,—এই ১৬ দেবী। মাতৃ শব্দ (মাতা)+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

মাতৃপূজা—মাতার অর্চ্চনা, মাতার সেবা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মাতৃবন্ধু—মাতার পিতৃষ্বসৃপুত্র (পিসতুতো ভাই), মাতার মাতৃষ্বসৃপুত্র (মাসতুতো ভাই), মাতার মাতুলপুত্র (মামাতো ভাই),—ইহারা মাতৃবন্ধু। সং ; পু।

"মাতুঃ পিতুঃস্বসুঃ পুত্রাঃ মাতুর্মাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
মাতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ মাতৃবান্ধবাঃ॥"

মাতৃবান্ধব—মাতার মাতা পিতা ভ্রাতা, মাতার ভ্রাতৃপুত্র (অর্থাৎ মাতুলপুত্র), মাতার পিতৃ-সহোদর,—ইঁহারা মাতৃবান্ধব। সং ; পু।

"মাতুর্মাতাপিতাভ্রাতা মাতুর্ভ্রাতুঃ সুতাস্তথা।
মাতুঃপিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ॥"

মাতৃভক্ত—মাতার প্রতি ভক্তিমান্, মাতার প্রতি অনুরাগসম্পন্ন। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

মাতৃভক্তি—মাতার প্রতি ভক্তি, মাকে শ্রদ্ধা করা। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

মাতৃরিষ্টি—যোগবিশেষ। জাত বালকের জন্ম-লগ্নের চতুর্থ স্থানে বলবান্ পাপগ্রহ এবং ঐ পাপ গ্রহের কেন্দ্রস্থানে পাপগ্রহ থাকিলে, অথবা জন্মলগ্নের ৪র্থ, ৭ম, ১০ম, ৫ম বা ৯ম স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে, এবং পাপগ্রহ-যুক্ত শুক্রের ৪র্থ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে ও তিনটী পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট চন্দ্রের ৬ষ্ঠ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে মাতৃরিষ্টি হয়। মাতৃ-রিষ্টিতে জাত বালকের মাতার মৃত্যু হয়।

মাতৃবিয়োগ—মাতার মৃত্যু। ৬তৎ। সং ; পু।

মাতৃশ্রাদ্ধ—মাতার শ্রাদ্ধ, মৃতা মাতার উদ্দেশে দানাদি কার্য্য। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মাতৃষসা—মাতার ভগিনী, মাসী। ৬তৎ। সং।

মাতৃষসেয়—মাতৃষসার পুত্র, মাসতুতো ভাই। মাতৃষসৃ শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মাতৃষসেয়ী।

মাতৃষ্বসেয়ী—মাতৃষ্বসার কন্যা, মাসতুতো ভগ্নী। মাতৃষ্বসেয় + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

মাতৃষ্বস্রীয়, মাতৃষ্বস্রেয়—মাতৃষ্বসার পুত্র, মাসতুতো ভাই। মাতৃষ্বসৃ শব্দ + ঈয়, ঢেয় অপত্যার্থে। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মাতৃষ্বস্রীয়া, মাতৃষ্বস্রেয়ী।

মাতৃসেবা—মাতার পরিচর্য্যা, মাতার আরাধনা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

মাতৃসেবাব্রত—মাতার সেবারূপ ব্রত। রূপক।

মাতৃস্তন্য—মাতার স্তনদুগ্ধ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মাতৃস্তোত্র—মাতার স্তুতি ; স্তববিশেষ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মাতৃহীন—মৃতমাতৃক, যাহার মাতা মরিয়া গিয়াছে। ৩ত। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মাতৃহীনা।

মাত্র—সাকল্য ; অবধারণ। মা (পরিমাণ করা) + ত্র ভা। সং ; ক্লী।

মাত্রা—১। পরিমাণ ; অক্ষরাংশবিশেষ ; (ব্যাকরণে) বর্ণোচ্চারণকাল, যথা—হ্রস্ব স্বরের একমাত্রা ও দীর্ঘস্বরের দুইমাত্রা ; (সঙ্গীতে) হস্তের একবার পতন ও উত্থান কাল—ইহা দ্রুত ও বিলম্বিত ভেদে দুই প্রকার ; কর্ণভূষণ ; ইন্দ্রিয় ; সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ ; ধন। মা (পরিমাণ করা) + ত্র ণ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। অবিচ্ছেদ। মা (পরিমাণ করা) + ত্র ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

মাত্রাস্পর্শ—রূপরসাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মাৎসর্য্য—পরশ্রীকাতরতা। মৎসর শব্দ + ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

মাথুর—মথুরাসম্বন্ধীয় ; মথুরা হইতে আগত। মথুরা শব্দ + ষ্ণ। বিণ ; ত্রি।

মাদক—মত্ততাকর। ণিজন্ত মদ বা মাদি (মত্ত করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মাদিকা।

মাদকতা—মত্ততাকরত্ব, মাতাল করা। মাদক + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

মাদকসেবী—(মাদকসেবিন্)। মত্ততাজনক পদার্থ-সেবনকারী, নেশাখোর। মাদক শব্দ—সেব (সেবা করা) + ণিন্ ক। বিণ ; পু।

মাদৃক্—মৎসদৃশ, আমার তুল্য। আমার ন্যায় দেখা যায় যাহাকে এই বাক্যে অস্মদ্ বা মদ্ শব্দ—দৃশ (দেখা) + ক্বিপ্ র্ম—মাদৃশ্, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি।

মাদৃক্ষ—মৎসদৃশ, আমার তুল্য। আমার ন্যায় দেখা যায় যাহাকে এই বাক্যে অস্মদ্ বা মদ্—দৃশ (দেখা) + সক্ র্ম। বিণ ; ত্রি।

মাদৃশ—মৎসদৃশ, আমার তুল্য। আমার ন্যায় দেখা যায় যাহাকে এই বাক্যে অস্মদ্ বা মদ্ শব্দ—দৃশ (দেখা) + টক্ র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মাদৃশী।

মাদ্রী—মহারাজ পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী। মদ্র দেশাধিপতির কন্যা বলিয়াই ইঁহার নাম মাদ্রী। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে ইঁহার নকুল ও সহদেব নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে, মাদ্রী পুত্র দুইটিকে সপত্নী কুন্তীর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বামীর চিতানলে দেহত্যাগ করেন। মদ্র শব্দ + ষ্ণ অপত্যার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

মাধব—১। বিষ্ণু। মা'র (লক্ষ্মীর) ধব (পতি), ৬তৎ। ২। বসন্তকাল ; মধুকবৃক্ষ ; বৈশাখ মাস। মধু + ষ্ণ। সং ; পু।

মাধব প্রিয়া—লক্ষ্মী, কমলা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মাধব রাও—রাজা—স্যার ট্যাঞ্জোর (Raja Sir Tanjore Madhav Rao)। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। ইনি ১৮২৮ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। মান্দ্রাজে শিক্ষিত হইয়া এবং কয়েকটী নিম্নশ্রেণীর পদে কার্য্য করিয়া ইনি ত্রিবাঙ্কুরের রাজা রামবর্ম্মার শিক্ষক-রূপে নিযুক্ত হন। ৩০ বৎসর বয়ক্রম কালে ইনি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান পদে উন্নীত হন। এই পদে ইঁহার পিতা ও পিতৃব্য পূর্ব্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৭২ খ্রীঃ রাজার সহিত মতভেদ উপস্থিত হইলে ইনি প্রচুর মাসিক বৃত্তি পাইয়া কর্ম্মত্যাগ করেন। পর বৎসর ইনি হোলকারের দেওয়ানস্বরূপে নিযুক্ত হইয়া ইন্দোর রাজ্যের বিবিধ উন্নতি-সাধন করেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ বরোদার মহলার রাও নামক গাইকোবাড়ের রাজ্যচ্যুতি ঘটিলে মাধব রাও বর্ত্তমান গাইকোবাড়ের দেওয়ান ও প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা (Regent) পদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার কার্য্য-কালে বরোদার শাসনপ্রণালীর বিবিধ সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। ১৮৭৭ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি ইনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮২ খ্রীঃ মাসিক বৃত্তির পরিবর্ত্তে প্রচুর পরিমাণ পারিতোষিক গ্রহণ করিয়া বরো-দার রাজকার্য্য হইতে ইনি অবসর গ্রহণ করেন। ইনি দুইবার বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনু-রুদ্ধ হন। কিন্তু এই পদ গ্রহণ করিতে দুই বারই অস্বীকার করেন। ১৮৮৯ খ্রীঃ ইনি Hints on the training of native children নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৯১ খ্রীঃ ৪ঠা এপ্রেল ইনি মান্দ্রাজে দেহত্যাগ করেন। বাল্যে গণিত ও বিজ্ঞানে এবং যৌবনে ও প্রৌঢ়ে রাষ্ট্রনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে ইনি অসাধারণ প্রতি-পন্ন হইয়াছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ট্যাঞ্জোর আনন্দ রাও ১৯০৯ খ্রীঃ এপ্রেল মাসে মহী-শূরের দাওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

মাধবাচার্য্য—বিখ্যাত পণ্ডিত, সংস্কৃত গ্রন্থকার, ও বেদের টীকাকার। ইনি খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি যে কেবল বিদ্বান্ ছিলেন তাহা নহে, প্রত্যুত একজন রণবিশারদ যোদ্ধাও ছিলেন। ইনি বিজয়নগরাধিপ হরিহর এবং বীরবুক্কের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। ইনি মুসলমানদিগকে গোয়া হইতে দূরীভূত করেন। ইঁহারই চেষ্টায় ভারতের অনেক স্থানে বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়।

মাধবী—স্বনামখ্যাত লতা ; তুলসী ; মদিরা ; কুট্টনী। মধু + ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

মাধাই—নদীয়ানিবাসী। মাধাই *খমাবতার ঘোর পাষণ্ড ছিল এবং নিরীহ লোকদিগের প্রতি নানাবিধ অত্যাচার করিত। শান্ত-প্রকৃতি বৈষ্ণব দেখিলে, মাধাই সুরাপানে মত্ত হইয়া ভ্রাতা জগাইএর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের উপর উপদ্রব করিত। ইহারা একদিন সাধু হরিদাস ও নিত্যা-নন্দকে মারিবার জন্য তাড়া করিয়াছিল। আর এক দিন নিত্যানন্দ নগরভ্রমণ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে জগাই মাধাই তাঁহাকে দেখিতে পাইল, এবং মাধাই কলসীর কাণা ফেলিয়া তাঁহার মস্তকে প্রহার করিল। মস্তক ফুটিয়া দর দর ধারে শোণিত ছুটিল। মাধাই তাহার উপর পুনরায় প্রহার করিতে উদ্যত হইল ; কিন্তু জগাই ভ্রাতাকে নিবারণ করিয়া রাখিল। সংবাদ পাইয়া চৈতন্যদেব সদলবলে তথায় উপস্থিত হইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। হরিনামসুধারসে পাষণ্ড ভ্রাতৃদ্বয়ের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। চৈতন্যের কৃপায় জগাই ভক্তগণমধ্যে পরিগণিত হইলেন। নিত্যানন্দ মাধাইকে ক্ষমা করিলেন এবং হরিনাম জপ করিতে উপদেশ দিয়া উদ্ধারের উপায় করিয়া দিলেন। অতঃপর জগাই মাধাই হরিভক্ত হইয়া প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের আদেশে মাধাই প্রতিদিন গঙ্গাতীরে সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। এইরূপে ক্রমে হরি-নামের গুণে মাধাই পরম সাধু বৈষ্ণব-রূপে পরিণত হইয়া হরিসাধন করিতে লাগিলেন।

মাধুকরী—পঞ্চগৃহে ভিক্ষা। মধুকর + ষ্ণ, স্ত্রী-লিঙ্গে ঈপ্ ; অর্থাৎ মধুকরের ন্যায় বৃত্তি। সং ; স্ত্রী।

মাধুরী—মধুরতা, মিষ্টতা ; শোভা, সৌন্দর্য্য ; মদ্য। মধুর + ষ্ণ ভাবে + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

মাধুর্য্য—মধুরতা, মিষ্টতা; শোভা, সৌন্দর্য্য; লাবণ্য; কাব্যের গুণবিশেষ [কাব্যরস দেখ]। মধুর+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

মাধ্যন্দিন—দিবসের মধ্যভাগ, মধ্যাহ্ন। মধ্যন্দিন+ষ্ণ স্বার্থে। সং; ক্লী। [স্ত্রী।

মাধ্যন্দিনী—শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শাখাবিশেষ। সং;

মাধ্যস্থ—মধ্যস্থতা; মধ্যবর্ত্তিতা; সালিসি; ঔদাসীন্য। মধ্যস্থ+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

মাধ্যাকর্ষণ—পৃথিবীর যে আকর্ষণী শক্তিপ্রভাবে বস্তুসকল ভূমিতে পতিত হয় (Gravitation)। এই শক্তি পৃথিবীর কেন্দ্র অর্থাৎ মধ্যস্থ বিন্দু হইতে কার্য্যকরী হয় বলিয়া পৃথিবীর এই আকর্ষণকে মাধ্যাকর্ষণ বলে।

মাধ্যাহ্নিক—মধ্যাহ্নকালীন, দিবা দ্বিপ্রহরসম্বন্ধীয়। মধ্যাহ্ন শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মাধ্যাহ্নিকী।

মাধ্বী—মধু হইতে প্রস্তুত সুরা; দ্রাক্ষা। মধু+ষ্ণ ভবার্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মাধ্বীক—মধু হইতে উৎপন্ন মদ্য; দ্রাক্ষামদ্য; মধু। মাধ্বী+কণ্। সং; ক্লী।

মান—১। পাল্লা তুলাদি দ্বারা পরিমাণ, হস্তাদি দ্বারা মাপকরণ, ওজনকরণ। মা (পরিমাণ করা)+অনট্ ভা। ২। পরিমাণসাধন, যাহা দ্বারা মাপ বা ওজন করা যায় (পাত্রদণ্ডাদি); প্রমাণ; (সঙ্গীতে) তালের বিরামস্থান, ইহা সম, বিষম, অতীত ও অনাঘাত ভেদে চারি প্রকার। মা+অনট্ ণ। সং; ক্লী। ৩। সম্মান, পূজা। মান (পূজা করা)+অল্ ভা। ৪। ক্রোধ; অভিমান; গর্ব্ব; অহঙ্কার; প্রণয়ীর অপরাধদর্শনে কোপ; ইহা তিন প্রকার—লঘু, মধ্যম ও গুরু। যাহা সহজে অপনীত হয় তাহা লঘু, যাহা কষ্টে অপনীত হয় তাহা মধ্যম, এবং যাহা অতি ক্লেশে অপনয়ন করা যায় তাহা গুরু; লঘু মান কল্পিত কৌতূহলাদি দ্বারা অপনীত হয়, মধ্যম মান শপথাদি দ্বারা এবং গুরু মান চরণধারণাদি দ্বারা অপনীত হইয়া থাকে। মন (বোধ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

মানকলি—অভিমানজনিত কলহ। মান জন্য যে কলি (কলহ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

মানদ—সম্মানদাতা; মানরক্ষাকারী। মান—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মানদা। [সং; পু।

মানদণ্ড—পরিমাণদণ্ড, মাপবাড়ি। ৬তৎ।

মানন, মাননা—আদরকরণ; সম্মানকরণ। মান (পূজা করা)+অনট্ ভা; ২য় পক্ষে অন ভা ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

মাননীয়—পূজনীয়, সম্মানার্হ, মান্য। মান (পূজা করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি স্ত্রীলিঙ্গে মাননীয়া।

মানভঞ্জন—অভিমাননিরসন, মান ভাঙ্গা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মানমন্দির—পর্য্যবেক্ষণিকা, গ্রহনক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার গৃহ (Observatory)। সং; ক্লী।

মানমর্য্যাদা—মানসম্ভ্রম। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

মানব—মনুজ, মনুষ্য, মানুষ। মনু+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মানবী।

মানবজাতি—মনুষ্যজাতি, মানুষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মানবলীলা—মনুষ্যের লীলা, মনুষ্যের সাংসারিক কার্য্য। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মানবলীলাসংবরণ—মনুষ্যলীলার সমাপ্তি, মৃত্যু। ৬তৎ। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি।

মানববর্জ্জিত—মনুষ্যশূন্য, নির্জ্জন। ৩তৎ।

মানববিগ্রহ—মনুষ্যগণের সহিত যুদ্ধ; মানবদেহ। ৬তৎ। সং; পু।

মানবসমাজ—দলবদ্ধ মনুষ্য; মনুষ্যসমূহ। ৬তৎ। সং; পু।

মানবহৃদয়—মনুষ্যের অন্তঃকরণ, মানুষের মনঃ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মানবী—মানুষী, নারী। মানব+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মানবোচিত—মনুষ্যযোগ্য, মানুষের উপযুক্ত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

মানশূন্য—সম্মানহীন, সমাদরবিহীন। ৩তৎ।

মানস—১। চিত্ত, মনঃ; হিমালয় প্রদেশস্থ সরোবরবিশেষ, অধুনা ইহা তিব্বতদেশস্থ একটি হ্রদ বলিয়া কথিত। মনস্+ষ্ণ। সং; ক্লী। ২। মনঃসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি।

মানসজন্মা—১। কন্দর্প, কাম, মদন। মানসে জন্ম যাহার, বহু। সং; পু। ২। মানসসরোবরজাত; মনোজাত। বিণ; পু।

মানসনেত্র—মনশ্চক্ষুঃ, অন্তঃকরণরূপ নয়ন। রূপক। সং; স্ত্রী।

মানসপট—চিত্তপট, অন্তঃকরণরূপ পট। রূপক। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

মানসপুরী—চিত্তগৃহ, অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা।

মানসপূজা—মনঃকল্পিত দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা করা, বাহ্য উপকরণ ভিন্ন কেবল মনে মনে পূজা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মানসমন্দির—মনোরূপ দেবালয়। রূপক। সং; পু। [দ্বন্দ্ব। সং; পু।

মানসম্ভ্রম—মান মর্য্যাদা, সম্মান ও প্রতিপত্তি।

মানসরাজ্য—অন্তঃকরণরূপ রাজ্য। রূপক। সং; ক্লী।

মানসলোচন—মানসনেত্র, মনশ্চক্ষুঃ। রূপক। সং; ক্লী।

মানসসিদ্ধি—অভিলাষসিদ্ধি; মানসিক সফলতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মানসিংহ—বিখ্যাত রাজপুতবীর, অম্বরপতি বিহারী মল্লের পুত্র ভগবান্ দাস। মানসিংহ ভগবান্ দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। ভগবান্ দাস প্রখ্যাত মোগলসম্রাট আকবরের শ্যালক। আবার যুবরাজ সলিম (পরে জাহাঙ্গীর) মানসিংহের ভগিনীপতি। এইরূপ নিকট সম্বন্ধহেতু দিল্লীশ্বর মানসিংহকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। তদ্ভিন্ন ইনি নিজ শৌর্য্যবীর্য্যগুণেও সম্রাটের বিশ্বাসভাজন হইয়া একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। মুসলমানদিগের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় উদয়পুরের প্রখ্যাতনামা রাণা প্রতাপসিংহ অম্বররাজদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। একদা মানসিংহ প্রতাপসিংহের আলয়ে অতিথি হইলে প্রতাপ রাজপুতরীত্যনুসারে অতিথির আহারের সময় উপস্থিত না থাকিয়া আপনার পুত্রকে প্রেরণ করেন। ইহাতে মানসিংহ আপনাকে নিতান্ত অপমানিত জ্ঞান করিয়া মোগল-সৈন্যের অধিনায়করূপে হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপকে পরাজিত করেন। [প্রতাপসিংহ দেখ]।

ইঁহার কার্য্যদক্ষতায় ও অসাধারণ বীরত্বে সম্রাট্ অত্যন্ত প্রীত ছিলেন, এবং ইঁহাকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। আফগানেরা বিদ্রোহী হইয়া মোগলদিগের রক্ত্যাচর করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই সঙ্কটকালে ইনি কাবুলের শাসনকর্ত্তা হইয়া গমন করেন, এবং তথায় কিছুদিন থাকিয়া বিদ্রোহ দমন করেন। ইনি কিছুকাল দাক্ষিণাত্যেরও সুবাদার ছিলেন। বাঙ্গালায় পাঠানেরা বিদ্রোহী হইলে আকবর মানসিংহকে বঙ্গরাজ্যের সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। ইনি উপর্য্যুপরি কয়েকবার পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালায় শান্তিস্থাপন করেন। ইনি কোচ্‌বিহারের রাজাকেও পরাজিত করিয়া করপ্রদানে বাধ্য করেন। মানসিংহই প্রথম আকমহলে রাজধানী স্থাপন করেন। তদবধি উহার নাম রাজমহল হয়। ১৫৮৯ হইতে ১৬০৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত মানসিংহ বাঙ্গালার সুবাদারি করেন। পর বৎসর আকবরের মৃত্যু হয়, এবং মানসিংহের ভগিনীপতি সলিম "জাহাঙ্গীর" নাম ধারণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে যশোহরাধিপ প্রতাপাদিত্য প্রবল হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। বাঙ্গালার নবাব তাঁহাকে দমন করিতে অপারগ হইলে, জাহাঙ্গীর পুনরায় মানসিংহকে

বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাভূত ও বন্দী করেন। এই সময়ে ভবানন্দ নামক এক ব্যক্তি মানসিংহের সৈন্যের সাহায্য করায় মানসিংহ তাঁহাকে লইয়া দিল্লী উপস্থিত হন, এবং সম্রাট্‌কে অনুরোধ করিয়া ভবানন্দকে বাঙ্গালায় চৌদ্দপরগণার আধিপত্য ও "মজুমদার" উপাধি প্রদান করান।

মানসিক—মনঃসম্বন্ধীয়; মনোগত; আন্তরিক। মনস্‌+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

মানসী—১। মনোজাতা। মনস্‌+ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। বিদ্যাধরীবিশেষ। সং; স্ত্রী।

মানসৌকাঃ—১। হংস, হাঁস। মানস (সরোবরবিশেষ) হইয়াছে ওকঃ (বাসস্থান) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে মানসৌকস্‌, ১মার ১বচন। সং; পু। ২। মানসবাসী। বিণ; পু।

মানহানি—মাননাশ, সম্মান নষ্ট করা, সম্ভ্রমের [ক্ষতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মানিত—সম্মানিত; পূজিত। মান (পূজা করা) +ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মানিতা।

মানিতা—১। সম্মানিতা, পূজিতা। মানিত+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। মানিত্ব। মানিন্‌+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

মানিনী—মান্যা; অভিমানিনী। মান+ইন্‌ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

মানী—অভিমানী; মান্য; মনস্বী। মান+ইন্‌ অস্ত্যর্থে=মানিন্‌, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মানিনী।

মানুষ—মনুষ্য, মানব। মনু+ষ্ণ, সুক্‌ আগম। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মানুষী।

মানুষঘাতী—(মানুষঘাতিন্‌)। নরহন্তা। মানুষ শব্দ—হন (বধ করা)+ণিন্‌ ক। বিণ; পু।

মানুষিক—মানুষসম্বন্ধীয়; মানবীয়; লৌকিক। মানুষ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অমানুষিক।

মানুষী—মানবী, নারী। মানুষ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

মানুষ্য—মনুষ্যত্ব, মনুষ্যের ধর্ম্ম; মানবশরীর। মানুষ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

মান্ত্রিক—মন্ত্রকারক; মন্ত্রজ্ঞ। মন্ত্র শব্দ+ষ্ণিক তৎকৃতাদ্যর্থে। বিণ; ত্রি।

মান্দ্য—মন্দত্ব; বিষাদ; জড়তা, আলস্য; হানি; অল্পতা; রোগ। মন্দ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

মান্ধাতা—সূর্য্যবংশীয় নৃপ। কথিত আছে যে, ইনি ইঁহার পিতা যুবনাশ্বরাজের বাম পার্শ্বদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বয়ঃকালে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ইনি ন্যায়ানুসারে রাজ্যশাসন করেন। ইঁহার পুত্রের নাম মুচুকুন্দ। মান্ধাতা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বহুদেশ জয় করেন, এবং ভ্রমণ করিতে করিতে সুমেরুশিখরে উপস্থিত হন। তথায় রাবণের সহিত ইঁহার সংগ্রাম হয়। যুদ্ধে উভয়ে তুল্যবল হওয়ায়, দুইজনে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। কথিত আছে যে, মান্ধাতা সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া স্বর্গজয় বাসনায় অমরাবতীতে উপস্থিত হন। তখন দেবরাজ ইঁহাকে অগ্রে মধুতনয় লবণকে জয় করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন। মান্ধাতা মধুবনে গমন করিয়া লবণক্ষিপ্ত শূলে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। মাং (আমাকে)—ধে (পান করা)+তৃন্‌ ক=মান্ধাতৃ, ১মার ১বচন। সং; পু।

মান্য—মাননীয়, পূজ্য, সম্মানার্হ। মন বা মান (পূজা করা)+ঘ্যণ্‌, র্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মান্যা।

মান্যগণ্য—মাননীয় ও গণনীয়, সম্ভ্রান্ত। দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি। [সং; ক্লী।

মান্যস্থাপন—সম্মানরক্ষা, মান রাখা। ৬তৎ।

মাপন—পরিমাণ করান। ণিজন্ত মা বা মাপি (পরিমাণ করান)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী।

মামক—১। মৎসম্বন্ধীয়, মদীয়; মমতাযুক্ত; স্বার্থপর। অস্মদ্‌ বা মদ্‌+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। মামা, মাতুল; কৃপণ। পু।

মামকীয়—মৎসম্বন্ধীয়, মদীয়। অস্মদ্‌ বা মদ্‌+ ণীয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

মায়া—মমতা, স্নেহ; কপটতা; ইন্দ্রজাল; ছদ্মবেশ, ভূমিকা; ভ্রান্তি; কৃপা; বুদ্ধি; লক্ষ্মী; অবিদ্যা; বুদ্ধদেবের মাতা, মায়াবতী। মা (পরিমাণ করা)+য ণ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং; স্ত্রী। বিশেষণে মায়াবী, মায়ী, মায়িক।

মায়া-উপবন—মায়াসৃষ্ট উদ্যান, ইন্দ্রজাল বিদ্যাপ্রভাবে রচিত উদ্যান; মায়াপূর্ণ উপবন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী (সন্ধি করিলে 'মায়োপবন' হয়)।

মায়াকর, মায়াকৃৎ—মায়াকারী; ঐন্দ্রজালিক; বাজিকর। মায়া শব্দ—কৃ (করা)+ট, ক্বিপ্‌ ক। বিণ; ত্রি। [দেশজ।

মায়াকান্না—কপট ক্রন্দন, ছল করিয়া কাঁদা।

মায়াগণ্ডী—মায়ার বেষ্টনী; মায়ার আবরণ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

মায়াঘোর—মায়াকানন; মায়ার আবর্ত্ত। ৬তৎ।

মায়াধর, মায়াধারী—মায়াকারী; ঐন্দ্রজালিক। মায়াধর=মায়ার ধর, ৬তৎ। মায়াধারী= মায়া—ধৃ+ণিন্‌ ক=মায়াধারিন্‌, ১মার ১বচন। বিণ; ত্রি।

মায়াপাশ—মায়ারূপ জাল। রূপক। সং; পু।

মায়াবদ্ধ—অজ্ঞানবশে আবদ্ধ, মায়া হেতু বদ্ধ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মায়াবল—মায়ার শক্তি; ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রভাব। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মায়াময়—মায়াপূর্ণ; কপটতাপূর্ণ। মায়া শব্দ +ময়ট্‌। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মায়াময়ী।

মায়ামোহ—১। মায়াজনিত মুগ্ধতা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। বিষ্ণুর দেহনিঃসৃত অসুরমোহনকারী পুরুষবিশেষ। সং; পু।

মায়ারজ্জু—কুহকরচিত রজ্জু; মায়াপাশ; ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত দড়ি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

মায়ারথ—মায়া-কল্পিত রথ, কুহক বিদ্যাপ্রভাবে রচিত মিথ্যা রথ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

মায়ারাজ্য—১। মিথ্যারাজ্য; মায়ারচিত রাজ্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। মায়ার অধিকার। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মায়াবতী—১। মায়াবিশিষ্টা; মায়াকারিণী। মায়া শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে মায়াবান্‌। ২। কামভার্য্যা রতির নামান্তর। হরকোপানলে কাম ভস্মীভূত হইলে, পতিবিরহে রতি নিতান্ত শোকাভিভূতা হইয়া পড়েন। তৎকালে দৈববাণী হয় যে, কামদেব কৃষ্ণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং সেই নবজাত শিশুকে শম্বর দৈত্য হরণ করিবে। এই কথা শুনিয়া রতি, মায়াবতী নাম ধারণপূর্ব্বক শম্বর দৈত্যের আলয়ে যাইয়া অবস্থিতি করেন। কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন জন্মের ষষ্ঠ দিবসে হৃত হইয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলে, এক মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করে। অতঃপর মৎস্যটী দৈত্যপুরে নীত হইলে, মায়াবতী তাঁহার উদরে পতিকে প্রাপ্ত হইয়া অতি যত্নের সহিত লালনপালন করেন, এবং যাবতীয় আসুরিক মায়াবিদ্যা শিক্ষা দেন। অনন্তর প্রদ্যুম্ন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ইনি তাঁহাকে সমুদায় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন, এবং উভয়ে গান্ধর্ব্ব বিবাহে আবদ্ধ হন। পরে প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক শম্বর দৈত্য নিহত হইলে, মায়াবতী পতিসহ দ্বারকায় গমন করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরম সমাদরে গৃহীত হন। সং; স্ত্রী।

মায়াবশ—মায়ার অধীন, অবিদ্যার বশতাপন্ন। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; ক্লী।

মায়াবসান—মায়া বিলোপ, অজ্ঞাননাশ। ৬তৎ।

মায়াবান্‌—মায়াবিশিষ্ট, মায়ী; কপটাচারী। মায়া+বতু অস্ত্যর্থে=মায়াবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মায়াবতী।

মায়াবিনী—মায়াবিশিষ্টা; মায়াকারিণী। মায়া +বিন্‌ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে মায়াবী।

মায়াবী—১। মায়াবিশিষ্ট; মায়ী; ঐন্দ্র-

জালিক ; কপটী ; মায়াকারী। মায়া শব্দ +বিন্ অস্ত্যর্থে=মায়াবিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে মায়াবিনী। ২। অসুর দুন্দুভির জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতৃহন্তা কপিরাজ বালীকে বধ করিবার নিমিত্ত এই অসুর যুদ্ধার্থী হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হয় মহাবল বালী ইহার প্রতি ধাবিত হইলে অসুর প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া এক ভূ-বিবরে প্রবিষ্ট হয়। বালী ইহার অনুসরণে তন্মধ্যে গমন করিয়া ইহাকে ব করেন। সং ; পুং।

মায়াসীতা—যোগবলে সীতার আকারে রচিত প্রতিমূর্ত্তি। মায়া রচিতা সীতা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

মায়িক—মায়াবিশিষ্ট ; মায়াকারী ; ধূর্ত্ত ; কপটী। মায়িন্+কণ্ স্বার্থে। বিণ ; ত্রি

মায়ী—মায়াবিশিষ্ট ; মায়াকারী ; মায়াবী মায়া+ইন্ অস্ত্যর্থে=মায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে মায়িনী।

মায়ু—শরীরস্থ পিত্ত। মী (ক্ষেপণ করা)+উ ক। সং ; পুং।

মায়ূর—১। ময়ূরসম্বন্ধীয়। ময়ূর+ষ্ণ ইদমর্থে বিণ ; ত্রি। ২। ময়ূরসমূহ। ময়ূর+ষ্ণ সমূহার্থে। সং ; ক্লী।

মার—১। মরণ, মৃত্যু। মৃ (মরা)+ঘঞ্ ভা। ২। কন্দর্প, কাম, মদন। ণিজন্ত মৃ বা মারি+অন্ ক। ৩। বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক ; মারণ, বধ। ণিজন্ত মৃ+অল্ ভা। সং ; পুং।

মারজিৎ—শিব ; বুদ্ধদেব। মারকে (কামকে) জয় করিয়াছেন যিনি, উপ ; মার শব্দ (কাম)-জি (জয় করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পুং।

মারণ—হনন, বধ ; আভিচারক্রিয়া। ণিজন্ত মৃ বা মারি (মরান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

মারাত্মক—সংহারক, প্রাণনাশক ; সাংঘাতিক। মার (মারণ) হইয়াছে আত্মা (স্বরূপ, স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

মারি, মারী—মরক, রোগাদি দ্বারা বহু লোকক্ষয় ; মারণ। ণিজন্ত মৃ বা মারি (মরান) +ই ভা, বিকল্পে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

মারিষ—(নাট্যে) মান্য ব্যক্তি। সং ; পুং।

মারী—মারি দেখ।

মারীচ—১। মরীচসম্বন্ধীয়। মরীচ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। কশ্যপ মুনি ; রাজহস্তী ; যাজক ব্রাহ্মণ। মরীচি শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং ; পুং। ৩। রাক্ষসবিশেষ। সুন্দ নামক অসুরের ঔরসে তাড়কা রাক্ষসীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। এই রাক্ষস বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিত বলিয়া রাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকর্ত্তৃক যজ্ঞরক্ষার্থ নীত হইয়া ইহাকে তথা হইতে দূরীভূত করেন। অতঃপর রাম বনগমন করিলে একদা মারীচ পূর্ব্ববৈরিতা স্মরণ করিয়া ভীষণ মৃগরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে যায় ; কিন্তু রামের শরে অতিকষ্টে পরিত্রাণ পাইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করে, এবং সমুদ্রতীরে তপশ্চর্য্যায় মনোনিবেশ করে। পরন্তু সীতা গ্রহণাভিলাষী রক্ষোরাজ রাবণের আদেশে মারীচ স্বর্ণমৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক সীতার সম্মুখে উপস্থিত হয়। সীতা পতিকে মৃগটি ধরিয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে, রামচন্দ্র ইহার পশ্চাৎ ধাবিত হন। অনন্তর রামের শরে বিদ্ধ হইয়া তদীয় কণ্ঠস্বরের অনুকরণে "হা সীতা, হা লক্ষ্মণ" বলিয়া প্রাণত্যাগ করে। এই শব্দ সীতার কর্ণকুহরে দূর হইতে অস্পষ্টভাবে প্রবেশ করিলে, তিনি রক্ষক দেবর লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। ইত্যবসরে রাবণ জানকীকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইয়া অন্তর্হিত হয়।

মারুত—বায়ু। মরুৎ শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং ; পুং। ইহার অন্যরূপ ব্যুৎপত্তি ;—রামায়ণে লিখিত আছে যে, কশ্যপের বরপ্রভাবে দিতির গর্ভে মহাবলপরাক্রান্ত পবনদেবের যৎকালে উৎপত্তি হয়, সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র বিষম বজ্রাঘাতে গর্ভ সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করিলে, গর্ভস্থিত সন্তান কাঁদিয়া উঠে ; তৎকালে ইন্দ্র তাহাকে "মা রুদ" অর্থাৎ রোদন করিও না বলিয়াছিলেন ; তাহাতেই বায়ুর নাম মারুত হইয়াছে।

মারুতি—ভীম ; হনুমান্। মরুৎ শব্দ (পবন) +ষ্ণি অপত্যার্থে। সং ; পু।

মার্কণ্ড, মার্কণ্ডেয়—কল্পান্তজীবী মুনি ; মৃকণ্ডু মুনির পুত্র। মৃকণ্ডু শব্দ+ষ্ণ ক্ষেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

মার্গ—১। মৃগসম্বন্ধীয়। মৃগ শব্দ+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। ২। অগ্রহায়ণ মাস। মৃগ (মৃগশিরা নক্ষত্র)+ষ্ণ। ৩। পন্থা, পথ। মৃজ (ভূষিত করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। ৪। অন্বেষণ। মার্গ (অন্বেষণ)+অল্ ভা। সং ; পু।

মার্গণ—১। প্রণয় ; প্রার্থনা, যাচ্ঞা ; অন্বেষণ। মার্গ (অন্বেষণ করা, ইত্যাদি)+ অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। প্রার্থক, যাচক। মার্গ+অন ক। বিণ ; ত্রি। ৩। শর, বাণ। সং ; পু। [সং ; পু।

মার্গশির—অগ্রহায়ণ মাস। মার্গশিরী+ষ্ণ।

মার্গশিরী—অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা। মৃগশিরা +ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [পু।

মার্গশীর্ষ—অগ্রহায়ণ মাস। মার্গশীর্ষী+ষ্ণ। সং ;

মার্গশীর্ষী—অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা। মৃগশীর্ষ +ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

মার্গিত—যাহার অন্বেষণ করা হইয়াছে, অন্বিষ্ট মার্গ (অন্বেষণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে মার্গণ।

মার্জ্জন, মার্জ্জনা—পরিষ্কারকরণ, মাজা ; মৃদঙ্গধ্বনি ; দোষক্ষালন, ক্ষমা। মার্জ্জ (মাজা, ইত্যাদি)+অনট্ ভা ; ২য় পক্ষে অন ভা ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে মার্জ্জিত।

মার্জ্জনী—খিস্থরী, খ্যাংরা, ঝাঁটা (Broom) ; ব্রুশ্ (Brush)। মার্জ্জ (মাজা)+অনট্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

মার্জ্জার—বিড়াল ; খট্টাশ। মৃজ (শোধন করা) +আরন্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মার্জ্জারী, মার্জ্জারিকা। [দেখ।

মার্জ্জারিকা, মার্জ্জারী—স্ত্রীমার্জ্জার। মার্জ্জার

মার্জ্জিত—নির্দ্দোষীকৃত ; পরিষ্কৃত। মার্জ্জ (মাজা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মার্জ্জিতা। বিশেষ্যে মার্জ্জন।

মার্জ্জিতা—১। নির্দ্দোষীকৃতা ; পরিষ্কৃতা। মার্জ্জিত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। শর্করামিশ্রিত দধি। সং ; স্ত্রী।

মার্ত্তণ্ড—তপন, সূর্য্য ; আকন্দ বৃক্ষ ; শূকর। মৃতণ্ড শব্দ+ষ্ণ। সং ; পু।

মার্দ্দঙ্গিক—১। মৃদঙ্গবাদক। মৃদঙ্গ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। ২। পত্তন নগর, সহর। সং ; ক্লী।

মার্দ্দব—মৃদুতা, কোমলত্ব। মৃদু শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী।

মার্ষ্টি—মার্জ্জন ; শোধন ; ম্রক্ষণ ; তেলমাখা। মৃজ (শোধন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

মার্শম্যান—জন ক্লার্ক (John Clark Marshman)। জন্ম ১৭৯৪ খ্রীঃ ১৮ই আগষ্ট। ১৭৯৯ খ্রীঃ ইনি পিতা রেভাঃ ডাক্তার জস্যুয়া (Joshua) মার্শমানের সহিত শ্রীরামপুরে আগমন করিয়া সেইখানে কেরী, ওয়ার্ড ও পিতৃপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেন। পরে ১৮১৯ খ্রীঃ মিশনারী দলভুক্ত হইয়া ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। ১৮১৮ খ্রীঃ এপ্রেল মাসে ইনি "দিগ্‌দর্শন" নামে বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বৎসরের মে মাসে পিতার সহযোগিতায় "সমাচার দর্পণ" নামে প্রথম বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচারিত করেন। "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" নামক ইংরাজী পত্র প্রথমে ইঁহারা মাসিক ও পরে ত্রৈমাসিক ভাবে প্রকাশিত করেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে ইহাকে সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত করা হয়। বহুদিন যাবৎ এই পত্রিকা পরিচালিত হইয়া পরে ইহা কলিকাতার ষ্টেটস্‌ম্যান নামক দৈনিক পত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পিতার সহযোগিতায় মার্শম্যান শ্রীরামপুর কলেজের

প্রতিষ্ঠা করেন। মার্সম্যান বহুদিন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা ভাষার অনুবাদক পদে আসীন ছিলেন। ইঁহার পিতা সংস্কৃত, চীন ও অন্যান্য প্রাচ্য ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কলিকাতায় লালবাজারের গির্জ্জা (Chapel) ও Benevolent Institution প্রতিষ্ঠিত করেন এবং দেশীয় বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে অনেক সময়ক্ষেপণ করেন। পুত্র মার্সম্যান কর্ত্তৃক ভারতে প্রথম কাগজের কল (Paper Mill) স্থাপিত হয়। ইনি ১৮৫২ খ্রীঃ ভারত ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইনি ভারতে বনবিভাগ, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ স্থাপনকল্পে অনেক সহায়তা করেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ ইনি সি, এস, আই উপাধি দ্বারা ভূষিত হন এবং ১৮৭৭ খ্রীঃ ৮ই জুলাই দেহত্যাগ করেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির ইনি রচয়িতা—Guide to the Civil Law in the Presidency of Fort William (1845-6) a "Darogah" manual (1850); The life and times of Carey, Marshman and Ward (1859) ; Memoirs of Major General Sir Henry Havelock, K.C.B. (1860) ; History of India (1863-1867). ইনি নিয়মিতরূপে "কলিকাতা রিভিউ পত্রে" প্রবন্ধ লিখিতেন। ইঁহার পিতা ১৭৬৮ খ্রীঃ ২০শে এপ্রেল জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৩৭ খ্রীঃ ৫ই ডিসেম্বর শ্রীরামপুরে দেহত্যাগ করেন।

মাল—১। জাতিবিশেষ। মল+ষ্ণ। সং; পু। ২। উন্নত ক্ষেত্র; বন। মা+ল। সং; পু।

মালক—১। নিম্ববৃক্ষ। মালা+কণ্। সং; পু। ২। স্থলপদ্ম। সং; ক্লী। [ক্লী।

মালঝাঁপ—ছন্দোবিশেষ [ছন্দঃ দেখ]। সং;

মালতী—জাতীলতা; যুবতী; নিশা; চন্দ্রিকা; কলিকা; নদীবিশেষ; পঞ্চদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ [ছন্দঃ দেখ]। মা (না)—লত (আঘাত করা)+অন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মালতীলতা—স্বনামখ্যাতা লতা; বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ [ছন্দঃ দেখ]। সং; স্ত্রী।

মালভূমি—যে বিশাল ভূভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নত, তাহাকে মালভূমি (Plateau) বলে। মধ্য এসিয়া একটী প্রকাণ্ড মালভূমি।

মালয়—১। মলয়সম্বন্ধীয়। মলয় শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। চন্দনবৃক্ষ। সং; পু। ৩। পূর্ব্ব উপদ্বীপের অন্তর্গত একটি উপদ্বীপ।

মালা—মাল্য; শ্রেণী, সারি; সমূহ। মা—লা (গ্রহণ করা)+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। স্ত্রী।

মালাকার—১। মাল্যকারক, মালাপ্রস্তুতকারী। মালা শব্দ—কৃ (করা)+ষণ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। মালী জাতি। সং; পু।

মালাদীপক—অর্থালঙ্কারবিশেষ। সং; পু।

মালাধর বসু—ইনি গৌড়াধিপতি হুসেন সাহের মন্ত্রী ছিলেন। ইনিই রূপ ও সনাতনকে গৌড়-রাজসরকারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন। ইঁহার কবিত্ব-গুণে মুগ্ধ হইয়া হুসেন সাহ ইঁহাকে "গুণরাজ খাঁ" এই উপাধি প্রদান করেন। "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" নাম দিয়া মালাধর শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ করেন। শুনা যায়, লক্ষ্মীচরিত্র নামে ইনি আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থদ্বয় ১৪৭৩ হইতে ১৪৮০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। গোপীনাথ বসু নামে হুসেন সাহের অপর এক মন্ত্রী ছিলেন। তিনি পুরন্দর খাঁ নামে বিখ্যাত।

মালাবারী—বাহারামজী মারওয়ানজী। (Bahramji Merwanji Malabari)। জন্ম ১৮৫৩ খ্রীঃ। ইনি একজন স্বনামধন্য পার্শী। সুরাট নগরে ইনি শিক্ষালাভ করেন এবং বাল্যে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া সংবাদপত্র সম্পাদন ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ ইনি কতকগুলি পদ্য রচনা করিয়া প্রকাশিত করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ Indian Spectator নামক সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া ২০ বৎসর সম্পাদকস্বরূপে অতি যোগ্যতার সহিত ইহার পরিচালনা করেন। এই পত্রিকাখানি পরে Voice of India নামক পত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। সমাজসংস্কার বিষয়ে মালাবারীর অধ্যবসায় অদম্য। সম্মতি-আইন (Age of Consent Act) বিধিবদ্ধ হওয়ার পক্ষে ইনি একজন প্রধান উদ্যোগী। বিধবাবিবাহের অন্তরায়গুলি দূর করিতে ইনি বিশেষ চেষ্টিত। ১৯০১ খ্রীঃ নভেম্বর মাস হইতে ইনি East and West নামক মাসিক পত্র সম্পাদন করিতেছেন। ইঁহার প্রণীত অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :— ম্যাক্সমুলারের Origin and Growth of Religion গ্রন্থের গুজরাটী অনুবাদ (১৮৮২). Guzrat and the Guzrats (১৮৮৪); The Indian Eye on English Life (১৮৯৩); The Indian Problem (১৮৯৪)। এইরূপ শুনা যায় যে, গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে কোন একটি উপাধি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে ইনি উহা লইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। মালাবারী যেমন তেজস্বী, তেমনি একনিষ্ঠ।

মালিক—১। মাল্যকার। মালা শব্দ+ষ্ণিক তৎকৃতার্থে। বিণ; ত্রি। ২। মালী জাতি; পক্ষিবিশেষ। সং; পু। ৩। স্বত্বাধিকারী (Owner, Proprietor)। যাবনিক।

মালিকা—নদীবিশেষ; মালা; মল্লিকা; পুত্রী; মদ্য। মালা+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

মালিনী—১। মাল্যযুক্তা। মালা+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মালাকার-জাতীয়া স্ত্রী; দুর্গা; চম্পানগরী; মন্দাকিনী নদী; পঞ্চদশাক্ষর ছন্দঃ। সং; স্ত্রী।

মালী—১। মালাযুক্ত, মাল্যকার। মালা শব্দ+ইন্=মালিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। মালাকার জাতি। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মালিনী।

মালু—নারী; পত্রলতা। মল (ধারণ করা)+উণ্ ক। সং; স্ত্রী।

মালূর—বিল্ববৃক্ষ; কপিত্থবৃক্ষ, কদ্‌বেলের গাছ। মা শব্দ (লক্ষ্মী)—লা (গ্রহণ করা)+উর ক। সং; পু।

মালোপমা—অলঙ্কার দেখ।

মাল্য—মালা; পুষ্প; শিরোমালা। মালা+ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

মাল্যচন্দন—মালা ও চন্দন। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

মাল্যদান—গলায় মালা দেওয়া। ৬তৎ। সং।

মাল্যবান্—১। পর্ব্বতবিশেষ। মাল্য শব্দ+বতু=মাল্যবৎ, ১মার ১বচন। সং; পু। ২। জনৈক রাক্ষস, সুকেশ রাক্ষসের পুত্র। মাল্যবান্ তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট বর লাভ করে, এবং সেই বরপ্রভাবে সুবর্ণময় লঙ্কায় সপরিবারে বাস করিতে থাকে। পরে তথা হইতে বিষ্ণু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া রাক্ষসবর পাতালে গমন করে। অনন্তর, রাবণ লঙ্কার অধীশ্বর হইলে এই রাক্ষস পুনরাগমন করিয়া তাঁহার মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হয়। লঙ্কাসমরে মাল্যবান্ নিধন প্রাপ্ত হয়।

মাল্যবিনিময়—মালাবদল; বিবাহকালে বর কন্যার পরস্পর মালা বদলান। ৬তৎ। সং; পু।

মাষ, মাস—মাষকলায়; মূর্খ; স্বর্ণাদির পরিমাণবিশেষ, ৫ বা ১০ কুঁচ পরিমাণ, মাষা। মষ বা মস+ঘঞ্ ক। সং; পু।

মাষভক্তবলি—মাষকলায় মিশ্র পূজোপহার। মাষ যুক্ত ভক্ত (ভক্ষ্য), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। মাষভক্ত রূপ বলি, রূপক। সং; পু।

মাষীণ, মাষ্য—মাষকলায়ের ক্ষেত্র। মাষ শব্দ+ মীন, ষ। সং; ক্লী।

মাস—শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষাত্মককাল; বৈশাখাদি দ্বাদশ মাস। [মাস দুই প্রকার,

চান্দ্র ও সৌর। অমাবস্যার পরবর্ত্তী প্রতিপদ্ হইতে অন্য অমাবস্যা পর্য্যন্ত কালকে চান্দ্রমাস, এবং সূর্য্যের এক রাশিতে অবস্থান কালকে সৌরমাস বলে]। মা—অস (ক্ষেপণ করা)+অন্ ক। সং; পু।

মাসর—মণ্ড, ভাতের মাড়। মাস+অর। সং; পু। [স্ত্রী।

মাসবৃদ্ধি—অধিমাস, মলমাস। ৬তৎ। সং।

মাসান্ত—অমাবস্যা; সংক্রান্তি। মাসের অন্ত, ৬তৎ। সং; পু।

মাসিক—১। প্রতিমাসে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ। সং; ক্লী। ২। মাসে মাসে কর্ত্তব্য বা দেয়। মাস +ঠিক। বিণ; ত্রি।

মাহাকুল, মাহাকুলীন—মহাকুলসম্ভূত। মহাকুল +ঞ, খীন ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

মাহাত্ম্য—মহত্ত্ব, মহিমা; গৌরব। মহাত্মন্ (মহাত্মা)+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

মাহিষ্মতী—রাজা শিশুপালের নগরী। স্ত্রী।

মাহিষ্য—১। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত জাতি; অধুনা কৈবর্ত্তেরা আপনাদিগকে মাহিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। মহিষী শব্দ+ষ্ণ্য অপত্যার্থে। সং; পু। ২। মহিষ বা মহিষী সম্বন্ধীয়। মহিষ বা মহিষী শব্দ+ষ্ণ্য ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

মাহেন্দ্র—১। মহেন্দ্রসম্বন্ধীয়। মহেন্দ্র+ঞ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। শুভযোগবিশেষ। সং; পু।

মাহেন্দ্রী—১। মহেন্দ্রসম্বন্ধীয়া। মাহেন্দ্র+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ইন্দ্রাণী, শচী; পূর্ব্বদিক্। সং; স্ত্রী।

মাহেয়—১। মহীসম্বন্ধীয়। মহী+ঢেয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মাহেয়ী। ২। মঙ্গলগ্রহ; নরকাসুর। মহী+ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

মাহেয়ী—১। মহীসম্বন্ধীয়া। মাহেয়+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সীতা; গবী। সং।

মাহেশ্বরী—১। মহেশ্বরসম্বন্ধীয়া। মহেশ্বর+ঞ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শিবানী, দুর্গা; মাতৃবিশেষ। সং; স্ত্রী।

মিগাস্থিনিস—প্রসিদ্ধ গ্রীকবীর সেলিউকসের প্রেরিত একজন রাজদূত। ইনি খ্রীঃ পূঃ ৩০৬ হইতে ২৯৮ পর্য্যন্ত মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় ছিলেন, এবং ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত প্রাচীন বিবরণী হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে ভারতসন্তান শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন এবং ভারতললনা পতিপরায়ণতার আদর্শ ছিলেন, ভারতবাসী যুদ্ধবিদ্যায় এসিয়ার অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। চৌর্য্য, দস্যুতা, মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান, মামলা মোকদ্দমা নিতান্ত বিরল ছিল কৃষক নিরীহ ও কৃষিনিপুণ, শিল্পী পরিশ্রমী ও শিল্পনিপুণ ছিল। তখন ভারতে দাসত্ব প্রথা ছিল না। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে মনুসংহিতায় যেরূপ বিধান আছে, চন্দ্রগুপ্তের সময়েও সেইরূপ ছিল। তৎকালে ভারতবর্ষ ১১৮টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ সামন্তচক্রের উপর আধিপত্য করিতেন। তাঁহারাই রাজচক্রবর্ত্তী বা সম্রাট্ আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে পঞ্চায়েত প্রভৃতি দ্বারা স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ছিল। মিগাস্থিনিস চারি বর্ণের পরিবর্ত্তে সপ্তবর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা— পণ্ডিত, রাজমন্ত্রী, কৃষক, গোমেষরক্ষক, শিল্পী, যোদ্ধা, ও পরিদর্শক। ব্রাহ্মণেরাই পণ্ডিত। তিনি ব্রাহ্মণদিগের আশ্রমচতুষ্টয়েরও উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এই দুই সম্প্রদায়ের প্রভেদও বর্ণন করিয়াছেন। তখনকার লোকের মধ্যে মাদকতা দৃষ্ট হইত না। কার্পাসনির্ম্মিত একখানি ধুতি ও এক খানি চাদর, শ্বেতচর্ম্মে গঠিত একজোড়া পাদুকা ও একটি ছাতা সাধারণের ব্যবহার্য্য ছিল।

মিণ্টো, (লর্ড)—জন্ম ১৭৫১ খ্রীঃ ২৩শে জুলাই। ইঁহার বংশগত নাম জর্জ্জ এলিয়ট। ইনি ১৮০৭ খ্রীঃ জুলাই মাসে এদেশে আসিয়া স্যার জর্জ্জ বার্লোর নিকট হইতে ভারতশাসনভার গ্রহণ করেন। ইনি সাধারণতঃ দেশীয় রাজগণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডের সর্দ্দারগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া ঐ প্রদেশের শান্তিভঙ্গ করায় ইনি জেনারেল মার্টিণ্ডেলকে প্রেরণ করিয়া ঐ সকল পার্ব্বত্য অঞ্চলে শান্তিস্থাপন করেন (১৮০৭ খ্রীঃ)। এই সময়ে সুবিখ্যাত কালঞ্জর দুর্গও ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ চলিতেছিল। প্রসিদ্ধ ফরাসী সম্রাট্ নেপোলিয়ন পারস্যে দূতও প্রেরণ করিয়াছিলেন। যাহাতে ফরাসীরা স্থলপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে ইনি আফগানিস্থান ও পারস্যে দূত প্রেরণ করিয়া তথাকার রাজাদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন করেন। ইনি ১৮০৯ ও ১৮১০ খ্রীঃ সৈন্য প্রেরণ করিয়া ফরাসীদিগের অধিকৃত মরিশস্, বোর্বো প্রভৃতি দ্বীপ অধিকার করেন। ওলন্দাজেরা ফরাসীদিগের পক্ষাবলম্বন করায় ওলন্দাজদিগের অধিকৃত যবদ্বীপ আক্রমণ করিয়া বাটাভিয়া নগর অধিকার করা হয় (১৮১১ খ্রীঃ)। এতদর্থে মিণ্টো স্বয়ং সৈন্যদিগের সহিত গমন করিয়াছিলেন। মেট্কাফকে দূতস্বরূপে পঞ্জাবের রণজিৎ সিংহের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহিত মিণ্টো সন্ধিবন্ধন করেন (১৮০৯ খ্রীঃ)।

১৮১১ খ্রীঃ যশোবন্ত রাও হোলকারের মৃত্যু হইলে, তদীয় রাজ্যে আমির খাঁ নামক একজন সর্দ্দার প্রবল হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহ হইতে কিছু কিছু স্থান গ্রহণ করেন, এবং স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া বসেন। এ ব্যাপারেও লর্ড মিণ্টো হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় আমির খাঁকে সম্পূর্ণ দমন করিতে পারেন নাই। কোলহাপুর ও সাবন্তবাড়ীর রাজারা আরব সাগরে দস্যুতা করিয়া বণিক্‌দিগের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিতেন। লর্ড মিণ্টো তাহাদের দস্যুতা নিবারণ করেন। ইনি বঙ্গদেশের ডাকাতি নিবারণের জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহারই শাসনকালে (১৮১০ খ্রীঃ) উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারী বিষভক্ষণে জয়পুর ও যোধপুরাধিপতিদ্বয়ের বিবাদ ভঞ্জন করেন। কলিকাতা হইতে ব্যারাকপুর অভিমুখে যাইবার জন্য যে প্রশস্ত রাস্তা (Trunk road) আছে, ইঁহারই শাসনকালে সেইটি নির্ম্মিত হয়। ১৮১৩ খ্রীঃ কোম্পানির পূর্ব্বসনন্দের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় কোম্পানি নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হন। তদ্দ্বারা কোম্পানি আরও ২০ বৎসর এদেশে রাজ্যশাসন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন; এদেশে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের স্বত্ব লোপ হয়; এতদ্দেশীয় লোকদিগের শিক্ষাবিধানের নিমিত্ত রাজকোষ হইতে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার ব্যবস্থা হয়; এবং খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রীরা এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৮১৩ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে লর্ড মিণ্টো পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন। ঐ বৎসরেই ইনি Earl of Minto and Viscount Melgud উপাধি লাভ করেন। ১৮১৪ খ্রীঃ ২১শে জুন ইঁহার দেহাবসান হয়।

মিণ্টো—লর্ড (Gilbert John Murray Kynynmond Elliot Fourth Earl of Minto)। ইনি ভারতের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টোর প্রপৌত্র ও ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব ভাইসরয়। ইনি ১৮৪৫ খ্রীঃ ৯ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ রুসিয়া টর্কি যুদ্ধে হান টর্কির সৈন্যভুক্ত হইয়া কার্য্য করেন

এবং ১৮৭৮-৯ খ্রীঃ আফগান যুদ্ধের সময় লর্ড রবার্টসের অধীনে সৈনিকের কার্য্য করেন। ১৮৮৩-৫ খ্রীঃ ইনি কানাডার গভর্ণর জেনারেল লর্ড ল্যান্সডাউনের মিলিটারি সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। উত্তরকালে (১৮৯৮—১৯০৪ খ্রীঃ) ইনিও কানাডার গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হন ১৯০৫ খ্রীঃ ১৭ই নভেম্বর ইনি ভারতের ভাইসরয় পদে আসীন হন। এই বৎসরের শেষভাগে ইংলণ্ডের যুবরাজ সস্ত্রীক ভারত ভ্রমণ করিতে আসেন এবং কলিকাতায় ইহাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১৯০৭ খ্রীঃ প্রারম্ভে আফগানিস্থানের আমীর হবিবুল্লা ইহাঁরই নিমন্ত্রণে ভারতপর্য্যটন করেন। ঐ খ্রীঃ ২৮শে জানুয়ারী তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। ঐ দিনেই গড়ের মাঠে লেডী মিণ্টো ফেট্ (Fete) নামক একটী দানকার্য্যমূলক প্রদর্শনী খোলা হয়। শাসনকালের প্রথম ভাগে লর্ড মিণ্টো বিস্ফোরক আইন (Explosives Act), রাজদ্রোহ সম্বন্ধীয় আইন প্রভৃতি বিধিবদ্ধ করিতে বাধ্য হন। ইনি উদারনীতিক দলভুক্ত না হইলেও শাসনকার্য্যে উদারতার সম্যক্ পরিচয় দিয়াছেন। ভারতবাসিগণ যাহাতে শাসনকার্য্যে রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত বহুলভাবে একত্র হইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হন, সে বিষয়ে ইনি কায়মনোবাক্যে ভারতসচিব লর্ড মর্লের সহায়তা করিয়া ভারতে সংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভাগুলির প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যবস্থাপক সভাগুলির গঠন ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, দেশের প্রতিনিধিগণ তাহাতে প্রবেশ করিয়া কেবল বাক্যব্যয় না করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। ইহাঁরই প্রস্তাবে ভারতের শাসকসমিতিতে (Executive Council of the Governor General) জনৈক বঙ্গীয় ব্যারিষ্টার (এস, পি, সিংহ), ১৯০৯ খ্রীঃ ১৯শে এপ্রেল আইন-সচিবস্বরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। যে উচ্চপদে ভারতবর্ষীয় কোন লোক কখনও অধিষ্ঠিত হইবার আশা করেন নাই, লর্ড মিণ্টোর উদারনৈতিকতার ফলে জনৈক বঙ্গবাসী সে পদে আসীন হইয়াছেন। আর কোন কারণ না থাকিলেও কেবলমাত্র এই জন্য ভারত ইতিহাসে লর্ড মিণ্টোর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ১৯১০ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে ইনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

মিত—১। পরিমিত; পরিচ্ছিন্ন; স্বল্প; অঙ্গীকৃত; জ্ঞাত; সঞ্চিত; অনুমিত; শব্দিত। মা (পরিমাণ করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। নিক্ষিপ্ত। মি (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে মিতি।

মিতদ্রু—সমুদ্র। মিত—দ্রু (গমন করা)+কু ক। সং; পু।

মিতভাষী—অল্পভাষী, অধিক কথা কহে না এরূপ, বাচাল নয়। মিত (অল্প)—ভাষ (বলা)+ণিন্ ক=মিতভাষিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মিতভাষিণী।

মিতম্পচ—অল্পপাচক; কৃপণ, বায়কুণ্ঠ। মিত শব্দ (অল্প)—পচ (পাক করা)+খশ্ ক। বিণ; ত্রি।

মিতব্যয়—পরিমিত ব্যয়, আয় দেখিয়া ব্যয়; সংযতভাবে খরচ। কর্ম্মধা। সং; পু।

মিতব্যয়িতা—মিতব্যয়ী দেখ। মিতব্যয়িন্+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

মিতব্যয়ী—পরিমিতব্যয়কারী, অল্পব্যয়ী। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

মিতহাসিনী—ঈষৎ হাস্যকারিণী, সংযতভাবে হাস্যশীলা। মিত শব্দ—হস (হাসা)+ণিন্ ক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে মিতহাসী।

মিতাক্ষরা—হিন্দুদিগের দায়ভাগ নির্দ্দেশক প্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থ। সং; স্ত্রী।

মিতাচার—নিয়মিত আচরণ; সংযত ব্যবহার। কর্ম্মধা। সং; পু।

মিতাচারী—মিতাচারপরায়ণ, সংযমী। মিত—আ—চর+ণিন্ ক=মিতাচারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মিতাচারিণী।

মিতাশন—পরিমিতভোজী, অল্পভোজনকারী। মিত শব্দ (পরিমিত)—অশ (খাওয়া)+অন ক। বিণ; ত্রি।

মিতি—১। পরিমাণ; পরিচ্ছেদ; জ্ঞান। মা (পরিমাণ করা)+ক্তি ভা। ২। তারিখ; ক্ষেপণ। মি (ক্ষেপণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

মিত্র, মিত্র—১। সুহৃৎ, বন্ধু, সখা [বন্ধু দেখ]। মিদ (স্নেহ করা)+ক্ত্র ক; অথবা, মি (ক্ষেপণ করা)+ক্ত্র ক। সং; ক্লী। ২। একক্রিয়, একবিধ ক্রিয়ান্বিত; স্নিগ্ধ। বিণ; ত্রি। ৩। সূর্য্য। সং; পু। ৪। জাতীয় উপাধিবিশেষ।

মিত্রতা, মিত্রত্ব—মৈত্র, সৌহার্দ্দ, সখ্য, বন্ধুতা। মিত্র+তা, ত্ব ভাবে। সং; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

মিত্রয়ু—মিত্রবৎসল। মিত্র শব্দ—যা (যাওয়া)+কু ক। বিণ; ত্রি।

মিত্রষড়ষ্টক—বিবাহবিষয়ক যোগবিশেষ। কন্যা ও বরের রাশি মকর ও মিথুন, কন্যা ও কুম্ভ, সিংহ ও মীন, বৃষ ও তুলা, বৃশ্চিক ও মেষ, কর্কট ও ধনুঃ হইলে মিত্রষড়ষ্টক হয়।

মিত্রাক্ষরচ্ছন্দঃ—ছন্দঃ দেখ।

মিত্রাবরুণ—আদিত্য-বরুণ। মিত্র (সূর্য্য) ও বরুণ, দ্বন্দ্ব। সং; পু।

মিথঃ—(মিথস্)। অন্যোন্য, পরস্পর; গোপনে। মিথ+অস্ ভা। ব্য।

মিথিলা—জনকরাজার পুরী, বর্ত্তমান ত্রিহুত। মিথ (বধ করা)+কিল র্ম্ম বা মন্থ (বধ করা)+ইল অধি, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্; অথবা মিথি শব্দ+ল অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। পুরাকালে নিমির পুত্র মিথি নামে এক মহান্ রাজা ছিলেন; তিনি প্রথমে ভুজবলে তৈরহুতের (ত্রিহুতের) পার্শ্বে স্বনামে মিথিলানাম্নী উৎকৃষ্ট নগরী নির্ম্মাণ করেন। নগরের জননশক্তি হেতু তিনি জনক নামে কীর্ত্তিত হন [জনক দেখ]। উত্তরকালেও মিথিলাদেশ সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনার নিমিত্ত অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল।

মিথুন—স্ত্রীপুরুষ; মেষাদি দ্বাদশ রাশির তৃতীয় রাশি। মিথ (বধ করা)+উনক্ ক। সং; ক্লী।

মিথ্যা—অসত্য, অনৃত; কাল্পনিক; বৃথা। মিথ (বধ করা)+ক্যপ্ র্ম্ম, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ব্য।

মিথ্যাচরণ—মিথ্যাপূর্ণ ব্যবহার, কপটাচার; মিথ্যাকথন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মিথ্যাচারিতা—মিথ্যাচরণ। মিথ্যাচারিন্+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

মিথ্যাচারী—কপটাচারী; মিথ্যাপূর্ণ ব্যবহারকারী; মিথ্যাবাদী। মিথ্যা শব্দ—আ—চর+ণিন্ ক=মিথ্যাচারিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মিথ্যাচারিণী।

মিথ্যাদৃষ্টি—নাস্তিকতা। সং; স্ত্রী।

মিথ্যানিরসন—শপথ, দিব্য। মিথ্যার নিরসন (ক্ষালন), ৬তৎ। সং; ক্লী।

মিথ্যাপ্রিয়—অসত্যপ্রিয়, যে মিথ্যা বলিতে ভালবাসে এরূপ। মিথ্যা হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে মিথ্যাপ্রিয়তা।

মিথ্যাভাষী—(মিথ্যাভাষিন্)। মিথ্যাবাদী। মিথ্যা শব্দ—ভাষ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মিথ্যাভাষিণী।

মিথ্যামতি—মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রান্তি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মিথ্যাবাদী—অনৃতভাষী, যে মিথ্যা বলে এরূপ, মিথ্যুক। মিথ্যা শব্দ—বদ (বলা)+ণিন্ ক=মিথ্যাবাদিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মিথ্যাবাদিনী।

মিদ্ধ—আলস্য; জড়তা; তন্দ্রা। মিদ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

মিরকাসিম—ইংরেজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালার দ্বিতীয় নবাব। পলাসীর যুদ্ধের পর ইংরেজরাই প্রকৃতপক্ষে দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাঙ্গালার নবাব তাঁহাদিগের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিলেন। ১৭৬০ খ্রীঃ মহাবীর ক্লাইভ্ ইংলণ্ড গমন করিলে মিরজাফর

নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল; অধিকন্তু তিনি ইংরেজদিগকে অর্থদানেও সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেন না। এই সকল কারণে ক্লাইভের উত্তরাধিকারী ভ্যান্সিটার্ট সাহেব কৌন্সিলের সদস্যগণের পরামর্শে মিরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তদীয় জামাতা মিরকাসিমকে বাঙ্গালার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৭৬০ খ্রীঃ)। মিরকাসিম কোম্পানিকে ও কোম্পানির কর্ম্মচারী-বর্গকে প্রচুর অর্থদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সেই টাকা দিতে না পারায় তিনি কোম্পানিকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিন জেলার জমিদারী প্রদান করিলেন। ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজদিগের ভূম্যধিকারের সূত্রপাত। অল্পদিনের মধ্যে নবাব বঙ্গের রাজস্ব প্রায় শতকরা ত্রিশ টাকা বাড়াইয়া ফেলিলেন। মিরকাসিম বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যকুশল লোক ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, ইংরেজরাই প্রকৃতপক্ষে দেশের রাজা হইয়া পড়িয়াছেন; ইংরেজদিগকে দূর করিতে না পারিলে তাঁহার নবাব করা বিড়ম্বনামাত্র। এজন্য তিনি গোপনে গোপনে সেনা সজ্জিত করিতে লাগিলেন, এবং মুর্শিদাবাদে থাকিলে ইংরেজরা তাঁহার মন্ত্রণা জানিতে পারিবেন, এই আশঙ্কায় অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী মুঙ্গের নগরে আপনার রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। পরন্তু এই সকল আয়োজন পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হইল। এদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি এককালীন বার্ষিক তিন সহস্র টাকা ব্যতিরিক্ত নবাবকে আর কোন শুল্ক দিতেন না। পূর্ব্বে এ সুবিধা কেবল কোম্পানিরই ছিল; কোম্পানির কর্ম্মচারীরা নিজ নামে যে বাণিজ্য করিতেন, তজ্জন্য তাঁহারা দেশের অন্যান্য বণিকের ন্যায় স্বতন্ত্র কর দিতেন। কিন্তু নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর কোম্পানীর কর্ম্মচারীরাও কোম্পানীর ন্যায় শুল্কপ্রদান রহিত করেন। মিরজাফর এ সম্বন্ধে কথা কহিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু মিরকাসিম ছাড়িবার লোক ছিলেন না। তিনি যখন দেখিলেন, কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা কিছুতেই শুল্ক প্রদান করিতে সম্মত নহেন, তখন তিনি বিরক্ত হইয়া সকল বণিক্‌কেই শুল্ক প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি দিলেন। ইহাতে কোম্পানির ও কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের স্বার্থে বিলক্ষণ আঘাত পড়িল। এইরূপে উভয় পক্ষে মনোমালিন্য-বশতঃ অচিরে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মিরকাসিমের সৈন্যগণ উদ্ধানালা ও ঘেরিয়া নামক স্থানদ্বয়ে পরাভূত হইল (১৭৬৩ খ্রীঃ)। পাটনায় প্রায় দুইশত ইংরেজ তাঁহার হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। প্রতিহিংসানলে দগ্ধ হইয়া তিনি বন্দী ইংরেজদিগের প্রাণবধের আদেশ দিলেন, এবং নিজে অযোধ্যায় পলায়ন করিয়া তথাকার সুবাদার সুজাউদ্দৌলার শরণাপন্ন হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে সম্রাটের পুত্র আলি গৌহর "শাহ্ আলম" নাম গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সম্রাট্ হইয়াছিলেন। সুজাউদ্দৌলা এবং শাহ্ আলম মিরকাসিমের পক্ষাবলম্বন করিলেন। অতঃপর তিনজনে মিলিত হইয়া বিহার আক্রমণ করিলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ ইংরেজ-সেনাপতি মেজর মনরো বক্সার নামক স্থানে মুসলমানদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন (১৭৬৪ খ্রীঃ)। অযোধ্যার সুবাদার স্বরাজ্যে পলায়ন করিলেন; সম্রাট্ মনরোকর্ত্তৃক যথাসর্ব্বস্ব হৃত ও বিতাড়িত হইয়া রোহিলখণ্ডে গমন করিলেন এবং সেইখানে নিতান্ত হীনাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

মিরজাফর—ইংরেজকৃত বাঙ্গালার প্রথম নবাব। ইনি পূর্ব্বে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি ও বক্সী ছিলেন। সৈনিকদিগকে বেতন বণ্টন করিয়া দেওয়াই সেকালে বক্সীর কার্য্য ছিল। নবাবের কোষাধ্যক্ষ মহাতাব চাঁদ জগৎশেঠপ্রমুখ ব্যক্তিগণ যৎকালে প্রতিহিংসানলে উদ্দীপিত হইয়া সিরাজের সর্ব্বনাশের নিমিত্ত ষড়্‌যন্ত্র করেন এবং ইংরেজবীর ক্লাইভকে তাহাতে যোগ দিতে আহ্বান করেন, তৎকালে মিরজাফরও চক্রান্তকারীর দলমধ্যে ছিলেন। তখন স্থির হয় যে, সিরাজের পতনের পর মিরজাফরই বাঙ্গালার নবাব হইবেন। অতঃপর পলাসীর ক্ষেত্রে ক্লাইভের ও সিরাজের সৈন্যগণ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সিরাজের পক্ষীয় সৈন্যেরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে। কেবল মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাতেই সেদিন নবাবসৈন্যের পরাজয় ঘটে। মিরজাফর ক্লাইভের সহিত যোগ দেন নাই বটে; কিন্তু তিনি নবাবের পক্ষেও যুদ্ধ করেন নাই। অধিকন্তু নবাবের সৈন্যগণ যখন রণমদে মত্ত, সেই সময়ে মিরজাফর সিরাজকে সেদিনকার মত যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করেন। অল্পবুদ্ধি সিরাজ বিশ্বাসঘাতকের মায়া বুঝিতে না পারিয়া যুদ্ধবিরামের আদেশ প্রদান করিলেন। ইহাতে তাঁহার সৈন্যেরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া কতকটা শৃঙ্খলাচ্যুত হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে সুচতুর ক্লাইভ ভীমবিক্রমে নবাবের সৈন্যের উপর আপতিত হইলেন। সিরাজের বিশৃঙ্খল সৈন্য সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না, ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। পলাসীক্ষেত্রে ইংরেজের জয় হইল (১৭৫৭ খ্রীঃ ২৩শে জুন)।

অতঃপর পূর্ব্বনিয়মানুসারে মিরজাফর বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন। মিরজাফর নবাব হইলেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ ক্লাইভই দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। নব নবাব কোম্পানির সমস্ত ক্ষতিপূরণ করিলেন; তদ্ভিন্ন ইংরেজ-কর্ম্মচারীদিগকে বিস্তর টাকা দিতে হইল। এইরূপে শীঘ্রই তিনি কোষাগার শূন্য করিয়া ফেলিলেন, এবং অনেকের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া অর্থাগমের উপায় করিলেন। ইহাতে চারিদিকে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে একমাত্র ক্লাইভের ও ইংরেজ-সৈন্যের বীরত্বেই তিনি সে সকল বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন। এদিকে সম্রাটের পুত্র আলি গৌহর পিতার নিকট বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারি পদের সনন্দ পাইযাছিলেন। তিনি সসৈন্যে আসিয়া বিহার আক্রমণ করিলেন। মিরজাফর তাঁহাকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করিয়া বিদায় করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাবীর ক্লাইভ ইংরেজ-সৈন্য প্রেরণ করিয়া সম্রাট্‌তনয়কে দূর করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধে মিরজাফরের উপযুক্ত পুত্র, সিরাজউদ্দৌলার শিরশ্ছেদক দুর্বৃত্ত মিরণ বজ্রাঘাতে হত হয়। পুত্রশোকে বৃদ্ধ মিরজাফর নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন।

১৭৬০ খ্রীঃ ক্লাইভ ইংলণ্ডে গমন করিলেন; মিরজাফরও নিতান্ত অসহায় ও বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। একে বয়োবৃদ্ধ, তাহাতে শোকে জর্জ্জরিত, সুতরাং তিনি শাসনসংক্রান্ত কোন কার্য্যই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না। অধিকন্তু রাজকোষ শূন্য হওয়ায় কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগকে অর্থ দিয়া বশীভূত রাখিতে পারিলেন না। এই সকল কারণে ক্লাইভের উত্তরাধিকারী ভ্যান্সিটার্ট সাহেব কৌন্সিলের সদস্যগণের মন্ত্রণায় মিরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তদীয় জামাতা মিরকাসিমকে বাঙ্গালার নবাব করিলেন (১৭৬০ খ্রীঃ)। পরন্তু অল্পদিন-মধ্যেই মিরকাসিমের সহিত ইংরেজদিগের

বিরোধ ও যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইংরেজরা মিরজাফরকে বাঙ্গালার মসনদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন (১৭৬৩ খ্রীঃ)। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন, এবং তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র নাজিম উদ্দৌলা নবাব হইলেন।

মিরজুমলা—ইনি পারস্যদেশীয় জনৈক বণিক্ ১৬৩০ খ্রীঃ ভারতবর্ষে আসিয়া ইনি দাক্ষিণাত্যে বাণিজ্য করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। পরে আরঙ্গজেবের সুনজরে পড়িয়া ইঁহার পক্ষে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। উত্তরকালে ইনি বাঙ্গালার সুবেদার হইয়াছিলেন। ১৬৬৩ খ্রীঃ ঢাকা নগরে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

মিলটন—ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি। ১৬০৮ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। মহাবীর ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের রাজ্যশাসন-ভার গ্রহণ করিলে, মিলটন তাঁহার ল্যাটিন সেক্রেটারি হন, এবং গুরুতর পরিশ্রম সহকারে অতি দক্ষতার সহিত এই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন শেষ বয়সে ইনি চক্ষুঃরত্নে বঞ্চিত হন, এবং এই অন্ধাবস্থায় ভুবনবিখ্যাত "প্যারাডাইজ লষ্ট" প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। এই সময়ে ইঁহার দুহিতারা সময়ে সময়ে লেখকের কার্য্য করিয়া ইঁহার সহায়তা করিতেন। ১৬৭৪ খ্রীঃ মিলটন জীবের চরমগতি প্রাপ্ত হন।

মিলন—মিশ্রণ; ঐক্য; সংযোগ। মিল (সংশ্লিষ্ট হওয়া) + অনট্ ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে মিলিত।

মিলনসঙ্গীত—ঐক্যগীতি, প্রেমিক প্রেমিকার মিলনবিষয়ক গান। ৬তৎ। সং; পু।

মিলনসাধন—ঐক্যসম্পাদন, একীকরণ, সংযুক্ত করিয়া দেওয়া। ৬তৎ। সং, ক্লী।

মিলিত—সংযুক্ত; একত্রীভূত; মিশ্রিত। মিল + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে মিলন।

মিশ্র—১। মিলিত; সংযুক্ত; (অন্য শব্দের পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ, মান্য। মিশ্র (যোগ করা) + অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। মিশ্রিত দ্রব্য (Mixture)। মিশ্র + অল্ র্ম। সং; পু ক্লী।

মিশ্রণ—মিলন, সংযোগ, মিশন; একত্রীকরণ, ঐক্য, সঙ্কলন। মিশ্র (যুক্ত হওয়া) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে মিশ্রিত।

মিশ্রললিত—ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

মিশ্রিত—মিলিত, সংযুক্ত, একত্রীভূত। মিশ্র (যুক্ত হওয়া) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে মিশ্রণ [illegible]

মিষ [illegible] ([illegible] করা, সেক করা) + [illegible] সং; পু। [illegible]

মিষ্ট—১। মধুর রস। সং; পু। ২। স্পর্দ্ধিত; সিক্ত; সুস্বাদ, মধুর। মিষ (স্পর্দ্ধা করা, ইত্যাদি) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ৩। মিষ্টান্ন। সং; ক্লী।

মিষ্টান্ন—মিষ্ট দ্রব্য, মিষ্টরসযুক্ত ভক্ষ্য দ্রব্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মিষ্টান্নভোজী—(মিষ্টান্নভোজিন্)। মিষ্টদ্রব্যভক্ষণকারী। মিষ্টান্ন শব্দ—ভুজ (ভোজন করা) + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মিষ্টান্নভোজিনী।

মিহিকা—শিশির, হিম। মিহ (সিক্ত করা) + অক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মিহির—১। সূর্য্য; চন্দ্র; মেঘ; বায়ু; বৃদ্ধ; রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিতবিশেষ [খনা দেখ]। মিহ (সেক করা) + কির ক। সং; পু। [সং; ক্লী।

মিহিরমণ্ডল—সূর্য্যমণ্ডল; চন্দ্রমণ্ডল। ৬তৎ।

মীঢ়—মূত্রিত। মিহ্ (সেক করা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

মীন—মৎস্য, মাছ; বিষ্ণুর অবতারবিশেষ [দশাবতার দেখ]; মেষাদি দ্বাদশ রাশির সর্ব্বশেষ রাশি। মী (বধ করা, ইত্যাদি) + নক্ র্ম। সং; পু।

মীনকেতন, মীনধ্বজ—কন্দর্প, কাম; সমুদ্র। মীন হইয়াছে কেতন বা ধ্বজ যাহার, বহু। সং; পু। [ছিলেন।

মীনা—উষাকন্যা; ইনি কশ্যপের ভার্য্যা হইয়া-

মীনাক্ষ—১। মৎস্যের ন্যায় নেত্রবিশিষ্ট। মীনের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। রাক্ষসভেদ। সং; পু।

মীনাক্ষী—১। মৎস্যনয়না। মীনের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। কুবেরের কন্যা; গণ্ডদুর্ব্বা; শর্করা। সং; স্ত্রী।

মীনাবাই—ইনি ধার নগরীর রাজা আনন্দরাওর পত্নী, এবং গোবিন্দরাও গুইকুমারের শ্যালককন্যা। অল্প বয়সেই আনন্দ রাওর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুকালে মীনা গর্ভবতী ছিলেন। অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর উৎপীড়নে প্রপীড়িত হইয়া মীনা জনৈক বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর হস্তে দুর্গরক্ষার ভার দিয়া মণ্ডু নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। তথায় ইঁহার পুত্র রামচন্দ্রের জন্ম হয়। ইহার কিছুদিন পরে রাজবংশীয় মুরারী রাও নামক জনৈক ব্যক্তি রাজ্যলিপ্সু হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করে, এবং সপুত্র মীনাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করে। মীনা বহু কৌশলে এবং বরোদার গাইকোবাড়ের সহায়তায় মুরারিকে দমন করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু ইহার পরই রামচন্দ্রের মৃত্যু হয়। এদিকে মহারাষ্ট্রীয়গণের অত্যাচারে রাজকোষও শূন্যপ্রায় হইয়াছিল। বুদ্ধিমতী মীনা পুত্রশোকের সুগভীর বেদনা হৃদয়ে চাপিয়া স্বামীর রাজ্যরক্ষার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় ভগিনীর এক পুত্রকে রামচন্দ্র রাও নাম দিয়া দত্তকরূপে গ্রহণ করিলেন, বহু সৈন্য রাখিয়া নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহ লুণ্ঠন পূর্ব্বক ঋণশোধের উপায় করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইংরাজরাজ পিণ্ডারী প্রভৃতি দস্যুগণের দমনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। মীনা ইংরাজের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সাহায্যে হস্তচ্যুত বহু প্রদেশ পুনরায় রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। এইরূপে এই বুদ্ধিমতী বীরাঙ্গনা ধার রাজ্যকে পুনরায় সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিয়া আপনার অসাধারণ বুদ্ধি ও রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

মীমাংসক—১। নিষ্পত্তিকারক। সনন্ত মান (বিচার করা) + ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞ। সং; পু।

মীমাংসা—সিদ্ধান্ত; নিষ্পত্তি; জৈমিনিকৃত দর্শনশাস্ত্র; বেদান্তশাস্ত্র। সনন্ত মান (বিচার করা) + অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মীমাংসিত—সিদ্ধান্তিত, যাহার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে এরূপ, বিচারিত। সনন্ত মান (বিচার করা) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে মীমাংসা।

মীর—পর্ব্বতপ্রান্ত; সমুদ্র; সীমা; পানীয়। মি + র সংজ্ঞার্থে। সং; পু।

মীরাবাই—বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা রাজপুত-মহিষী; রাঠোরবংশীয় এক রাজার কন্যা। ইনি বাহিরে যেরূপ অনুপম রূপলাবণ্যবতী ছিলেন, অন্তরেও সেইরূপ নানা গুণভূষণে ভূষিতা ছিলেন। উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইলে মেওয়ারপতি মহাবীর কুম্ভের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। মীরা অতুল বিভবের অধিকারিণী হইলেন। পরন্তু ঐহিক ঐশ্বর্য্যের চমক ইঁহার মন মোহিত করিতে পারিল না। রাজরাণী হইয়াও মীরা সন্ন্যাসিনীর ন্যায় অতি সামান্যভাবে দিনযাপন করিতে লাগিলেন; কারণ মীরা বাল্যকাল হইতেই বিষ্ণুকে হৃদয়াসনে বসাইয়া সর্ব্বদা তাঁহার আরাধনা করিতে শিখিয়াছিলেন। মেওয়ারের রাজবংশ শক্তির উপাসক, অথচ মেওয়ারের রাণী বৈষ্ণবী, এ দৃশ্য অনেকেরই অসহ্য হইল। এই বিষয় লইয়া ক্রমে ঘোর আন্দোলন উঠিল। রাজমাতা পুত্রবধূকে বিষ্ণুপূজা ত্যাগ করিয়া শক্তিপূজা

গ্রহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু ইনি প্রাণান্তেও তাহা পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইলেন। অবশেষে মীরাবাই বিষ্ণুপূজা অথবা রাজপ্রাসাদ এতদুভয়ের অন্যতর পরিত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইলে মীরা ধর্ম্মার্থ অম্লানবদনে সর্ব্বপ্রকার সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন; রাজরাণী দীনা ভিখারিণীর বেশে রাজপ্রাসাদ হইতে বিনির্গত হইলেন। অনন্তর, স্বামিদত্ত অর্থে ধর্ম্মশালা সংস্থাপন করিয়া ইনি অনাথ দীনহীনের আশ্রয়স্থল হইয়া পরোপকারে নশ্বর জীবন উৎসর্গ করিলেন। এইরূপে কতিপয় বৎসর অতীত হইলে, মীরাবাই তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া নশ্বর জগৎ হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। মীরা-রচিত অনেকগুলি দোঁহা বা ভগবদ্বিষয়ক গান প্রচলিত আছে। ইনি প্রসিদ্ধা গায়িকা ছিলেন। কথিত আছে যে, দিল্লীশ্বর আকবর কৌশল করিয়া ইঁহার অলক্ষিতে গান শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

মীল, মীলন—সঙ্কোচন; মুদ্রণ। মীল (নিমেষ ফেলা)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে মীলিত।

মীলিত—১। সঙ্কুচিত; মুদ্রিত, অপ্রফুল্ল। মীল (নিমেষ ফেলা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। অর্থালঙ্কারবিশেষ। সং; ক্লী।

মুকু—মুক্তি; মোক্ষ। মুচ (মোচন করা)+কু ভা। সং; পু ও স্ত্রী।

মুকুট—মকুট দেখ।

মুকুন্দ—বিষ্ণু; নিধিবিশেষ; পারদ। মুকুম্ শব্দ—দা+ড ক—মুকুন্দ; মুকুম্ অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তি দেন যিনি, উপ। সং; পু।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (কবিকঙ্কণ)—বিখ্যাত বঙ্গীয় কবি, চণ্ডীকাব্যের প্রণেতা। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী দামুন্যা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। বর্দ্ধমানের নবাবের অত্যাচারে মুকুন্দরাম জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আঁড়রা নামক স্থানের রাজা বাঁকুড়া দেবের নিকট গমন করেন। রাজা ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে আপনার পুত্রের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন। গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া মুকুন্দরাম বিদ্যালোচনায় মনোনিবেশ করেন, এবং কিছু দিন পরে চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। বোধ হয় এই গ্রন্থ রচনার পর ইনি আশ্রয়দাতার নিকট কবিকঙ্কণ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার কাব্য "কবিকঙ্কণ চণ্ডী" নামে প্রসিদ্ধ। অনুমান খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে এই কাব্য লিখিত হয়। কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, ও কল্পনাগুণে ইঁহার গ্রন্থ অচিরেই দেশময় প্রসিদ্ধি লাভ করে। কবিকঙ্কণ করুণরসে সবিশেষ দক্ষ ছিলেন। কৃত্তিবাসের সময় অপেক্ষা এই সময়ে বঙ্গভাষা যে অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা চণ্ডীকাব্যের অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ভাষায় এবং বিবিধ ছন্দোবন্ধে বেশ বুঝা যায়। কেহ কেহ বলেন যে "দাতাকর্ণ" কবিতার রচয়িতা অযোধ্যা রাম মুকুন্দরামের অগ্রজ ভ্রাতা। অপর কাহার মতে মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নিধিরাম, আর এই নিধিরামই "বন্দ মাতা সুরধনী" কবিতার রচয়িতা।

মুকুম্—নির্ব্বাণমুক্তি; প্রেম। মুচ+কুম্ ভাব্য।

মুকুর—আদর্শ, দর্পণ; কুলালদণ্ড; বকুলবৃক্ষ মন্‌ক+উর ক। সং; পু।

মুকুল—মকুল দেখ।

মুকুলিত—অর্দ্ধমুদ্রিত; অর্দ্ধবিকসিত, আধফুটন্ত; মুকুলযুক্ত। মুকুল+ইত জাতার্থে বিণ; ত্রি।

মুকুলোদ্গম—মুকুলোৎপত্তি, মুকুলের জন্ম, কুঁড়ির উদ্ভব। ৬তৎ। সং; পু।

মুক্ত—১। মুক্তিপ্রাপ্ত, লব্ধমোক্ষ। মুচ (মোচন করা, ইত্যাদি)+ক্ত ক। ২। ত্যক্ত; উন্মুক্ত, খোলা। মুচ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে মুক্তি, মোচন।

মুক্তকণ্ঠে—অনবরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে, স্পষ্ট স্বরে, খোলা গলায়। মুক্ত হইয়াছে কণ্ঠ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

মুক্তকেশ—১। উন্মুক্ত কেশবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ২। উন্মুক্ত কেশ, খোলা চুল। কর্ম্মধা। সং; পু।

মুক্তকেশী—উন্মুক্ত কেশবিশিষ্টা, এলায়িতকুন্তলা। বহু। বিণ; স্ত্রী।

মুক্তদ্বার—১। উন্মুক্ত দ্বার, খোলা দরজা। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। উদ্ঘাটিত দ্বারবিশিষ্ট, যাহার দরজা খোলা হইয়াছে। বহু। বিণ; ত্রি। [ক্রি-বিণ।

মুক্তভাবে—স্পষ্টবাক্যে, খোলা কথায়। বহু।

মুক্তবেণী—উন্মুক্ত বেণী, অবদ্ধ চুলের বিউনী; উন্মুক্ত স্রোতঃ; ত্রিবেণী। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মুক্তসঙ্গ—বিষয়সঙ্গত্যাগী, বর্জ্জিতবিষয়াসক্তি। মুক্ত (ত্যক্ত) হইয়াছে সঙ্গ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

মুক্তহস্ত—দানশীল, বদান্য; ব্যয়শীল। মুক্ত হইয়াছে হস্ত যাহার বা যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ বদ্ধমুষ্টি।

মুক্তহস্তে—হস্ত মুষ্টিবদ্ধ না করিয়া, খোলা হাতে। বহু। ক্রি-বিণ।

মুক্তা—শুক্ত্যাদিজাত রত্নবিশেষ, মোতি; পুংশ্চলী; বেশ্যা। মুক্ত+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মুক্তাকলাপ—মুক্তামালা। ৬তৎ। সং; পু।

মুক্তাফল—মুক্তা, মৌক্তিক; কর্পূর; বোপদেবকৃত গ্রন্থবিশেষ। মুক্তা রূপ যে ফল, রূপক কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মুক্তালতা, মুক্তাবলী—মুক্তার মালা। মুক্তার লতা বা আবলী, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মুক্তাশুক্তি—মুক্তা উৎপাদিকা শুক্তি, যাহাতে মুক্তা জন্মে এমন ঝিনুক। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মুক্তাসার—শ্রেষ্ঠ মুক্তা। ৬তৎ। সং; পু।

মুক্তাস্ফোট—শুক্তি, ঝিনুক। মুক্তা শব্দ—স্ফুট (ভেদ করা)+অন্ ক। সং; পু।

মুক্তি—কৈবল্য, অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি, অপবর্গ; মোচন; পরিত্রাণ। মুচ (মুক্ত করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে মুক্ত।

মুক্তিদাতা—মুক্তিদায়ক, সংসারদুঃখনাশক; পরিত্রাতা। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মুক্তিদাত্রী।

মুক্তিদাত্রী—মুক্তিদাতা দেখ। মুক্তিদাতৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মুক্তিদান—মুক্তি দেওয়া, সংসারদুঃখ বিনাশ করা; অব্যাহতি দেওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মুক্তিধন—মুক্তিরূপ সম্পৎ। রূপক। সং; ক্লী।

মুক্তিপদ—কৈবল পদ, অপবর্গরূপ ঐশ্বর্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

মুক্তিপ্রদান—মুক্তিদান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মুক্তিপ্রার্থনা—কৈবল্য যাচ্ঞা; নিষ্কৃতি প্রার্থনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মুক্তিপ্রার্থী—মোক্ষলাভেচ্ছু। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মুক্তিপ্রার্থিনী।

মুক্তিমণ্ডপ—বিশ্বেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বস্থ মণ্ডপবিশেষ; জগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বস্থ মণ্ডপ। মুক্তি প্রদ যে মণ্ডপ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা; সং; পু ও ক্লী।

মুখ—১। আনন, বদন; গৃহাদির দ্বার; আরম্ভ; উপায়; নিঃসরণ; বাক্, শব্দ; অগ্রভাগ; বেদ; নাটকাদির সন্ধিবিশেষ। খন (খনন করা)+অল্ র্ম্ম, নিপাতনে। সং; ক্লী। ২। প্রধান; আদ্য। বিণ; ত্রি।

মুখকমল—মুখপদ্ম, পদ্মতুল্য মনোহর মুখ; মুখরূপ পদ্ম। মুখ কমল প্রায়, উপমিত, অথবা মুখ রূপ যে পদ্ম, রূপক। সং; ক্লী।

মুখকান্তি—মুখশ্রী, মুখের শোভা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মুখকোষ—মুখাচ্ছাদন; মুখোষ। ৬তৎ। সং; [পু।

মুখচন্দ্র—চন্দ্রসদৃশ মনোহর মুখ। উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

মুখচ্ছবি—মুখকান্তি, মুখশ্রী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মুখজ—১। বদন হইতে জাত। মুখ শব্দ—জন . (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। ব্রাহ্মণ। সং ; পু। [৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

মুখনিরীক্ষক—মুখদর্শী ; পক্ষপাতী ; অলস।

মুখনির্গত—বদননিঃসৃত, মুখ হইতে বহির্গত, উচ্চারিত। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

মুখপদ্ম—মুখকমল দেখ। উপমিত বা রূপক। সং ; ক্লী।

মুখপাত্র—প্রধান, শ্রেষ্ঠ, অগ্রণী। মুখ (প্রধান) যে পাত্র, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

মুখপ্রক্ষালন—মুখধাবন, মুখ ধোয়া। ৬তৎ সং ; ক্লী।

মুখবন্ধ—অনুক্রমণিকা, গ্রন্থাদির ভূমিকা, প্রস্তাবনা। ৬তৎ। সং ; পু। [ক্লী

মুখমণ্ডল—মুখাবয়ব, সমগ্র মুখ। ৬তৎ। সং

মুখমারুত—মুখনিঃসৃত বায়ু, ফুৎকার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

মুখর—১। বাচাল ; অপ্রবক্তা। দুর্ম্মুখ ; শব্দায়মান ; অগ্রবর্ত্তী। মুখ+র অস্ত্যর্থে। বিণ ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মুখরা। ২। শঙ্খ ; কাক সং ; পু।

মুখরক্ষা—মানরক্ষা, মানরাখা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী

মুখরা—মুখর দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

মুখরিত—১। রবযুক্ত, শব্দায়মান। মুখর শব্দ+ ণিচ—মুখরি নামধাতু, তদুত্তরে ক্ত ক। ২। শব্দিত, ধ্বনিত। মুখর শব্দ+ণিচ—মুখরি নামধাতু, তদুত্তরে ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

মুখরুচি—মুখকান্তি, মুখের শোভা। ৬তৎ। স্ত্রী।

মুখরোচক—মুখের রুচিজনক, যাহা খাইতে ভাল লাগে এরূপ। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

মুখবাসন—মুখের সুগন্ধিকর দ্রব্য, কর্পূরাদি। মুখের বাসন (সুগন্ধীকরণ), ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

মুখব্যাদান—মুখবিস্তার, হাঁ করা। ৬তৎ।

মুখশশী—(মুখশশিন্)। মুখচন্দ্র দেখ। উপমিত। সং ; পু।

মুখশুদ্ধি—মুখপ্রক্ষালন, দন্তমার্জ্জন, মুখ ধোয়া ; তাম্বূলাদি মুখশোধনীয় দ্রব্য। ৬তৎ। স্ত্রী।

মুখশ্রী—মুখকান্তি, মুখের শোভা। ৬তৎ। স্ত্রী।

মুখস্রাব—লালা, থুথু। মুখ শব্দ—স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। [স্ত্রী।

মুখাকৃতি—মুখের গঠন, মুখাবয়ব। ৬তৎ। সং ;

মুখাগ্নি—১। বিপ্র, ব্রাহ্মণ। মুখে অগ্নি যাহার, বহু ; শাপ প্রদানে অন্যকে ভস্মীভূত করিবার শক্তি থাকাতেই ব্রাহ্মণের মুখাগ্নি আখ্যা হয়। ২। শবদাহকালে তাহার মুখে প্রদত্ত অগ্নি ; দাবানল। মুখে অগ্নি, ৭তৎ। সং ; পু।

মুখাপেক্ষা—অনুরোধ ; পক্ষপাত ; কাহারও মুখ তাকাইয়া থাকা ; অনুগ্রহপ্রত্যাশা। মুখের অপেক্ষা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

মুখাপেক্ষিণী—মুখাপেক্ষী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

মুখাপেক্ষিতা—মুখাপেক্ষী দেখ। সং ; স্ত্রী।

মুখাপেক্ষী—মুখাপেক্ষাকারী ; মুখনিরীক্ষক ; পক্ষপাতী ; অনুগ্রহপ্রত্যাশী। মুখ শব্দ—অপ—ঈক্ষ (দেখা)+ণিন্ ক—মুখাপেক্ষিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মুখাপেক্ষিণী। বিশেষ্যে মুখাপেক্ষিতা।

মুখামৃত—লালা, থুথু। মুখ স্থিত অমৃত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

মুখাবয়ব—মুখাকৃতি, মুখের গঠন। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

মুখাবলোকন—মুখনিরীক্ষণ, মুখ দেখা। ৬তৎ।

মুখ্য—প্রধান, শ্রেষ্ঠ ; প্রথম। মুখ শব্দ (প্রধান, আদ্য)+য্য। বিণ ; ত্রি।

মুগ্ধ—মূঢ়, মোহপরবশ ; মনোহর, সুন্দর। মুহ (বিমুগ্ধ হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

মুগ্ধদৃষ্টি—১। বিমোহিত চক্ষুঃ ; সুন্দর চক্ষুঃ ; মনোহর দৃষ্টি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। বিমোহিত চক্ষুর্বিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

মুগ্ধনেত্র, মুগ্ধলোচন—১। বিমোহিত চক্ষুঃ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। বিমোহিত চক্ষুর্বিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি।

মুগ্ধবোধ—বোপদেবকৃত ব্যাকরণ গ্রন্থবিশেষ। মুগ্ধ শব্দ (মূঢ় জন)—ণিজন্ত বুধ বা বোধি (বুঝান)+অন্ ক। সং ; ক্লী।

মুচুকুন্দ—১। বৃক্ষবিশেষ ; মুনিবিশেষ ; দৈত্যবিশেষ। সং ; পু। ২। মহারাজ মান্ধাতার পুত্র। ইনি একজন অসামান্য বীরপুরুষ ছিলেন। দেবাসুর যুদ্ধের সময়ে ইনি দেবগণকে বিশিষ্টরূপ সাহায্য করেন। দেবতারা প্রীত হইয়া ইঁহাকে বর দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইনি যুদ্ধে অতিশয় ক্লান্তি হেতু বিশ্রামার্থ নিদ্রাসুখ ভোগের এবং সেই নিদ্রাভঙ্গ করিয়া যে তাঁহাকে জাগরিত করিয়া সম্মুখে পড়িবে, তাহাকে ভস্মীভূত করিবার বর প্রার্থনা করেন। দেবতারা "তথাস্তু" বলিলেন। অতঃপর ইনি বরলাভে আনন্দিত হইয়া এক পর্ব্বতগুহায় নিদ্রাগত হইলেন। এইরূপে বহু যুগযুগান্তর অতীত হইয়া গেল। পরে শ্রীকৃষ্ণ কালযবনকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে সুকৌশলে তাহাকে সেইখানে লইয়া গেলে কালযবন ইঁহাকে শয়ান অবস্থায় দেখিয়া পদাঘাতে ইঁহার নিদ্রাভঙ্গ করে এবং ইঁহার দর্শনপথে পতিত হইলে ভস্মীভূত হয়। মুচুকুন্দ জাগরিত হইয়া গুহা হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবজন্তুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি আপনার রাজ্য ও পরিবারবর্গের কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ইনি তপস্যার্থ হিমালয় প্রদেশে গমন করিলেন, এবং যোগাবলম্বনে তনুত্যাগ করিলেন।

মুচুটী—আঙ্গুল মট্‌কান ; মুষ্টি। সং ; স্ত্রী।

মুঞ্জ—১। শর তৃণ। মুন্‌জ (শব্দ করা)+অন্ ক। সং ; পু। ২। মালব দেশের নৃপ, রাজা হর্ষদেবের পুত্র।

মুঞ্জকেশী—(মুঞ্জকেশিন্)। বিষ্ণু। সং ; পু।

মুঞ্জরিত—মুকুলিত, নবপল্লবিত। মুঞ্জর শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

মুঞ্জরী—তুলসী পুষ্প ; পদ্মকেশর। সং ; স্ত্রী।

মুণ্ড—১। মস্তক, মুড়। মুন্‌ড (ছেদন করা)+অল্ র্ম্ম। সং ; পু ও ক্লী। ২। স্থাণু বৃক্ষ ; নাপিত ; দৈত্যবিশেষ ; রাহু। সং ; পু।

মুণ্ডন—কেশকর্ত্তন, মাথা মুড়ান। মুন্‌ড (ছেদন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে মুণ্ডিত।

মুণ্ডিত—কৃতমুণ্ডন, মুড়ান। মুন্‌ড (ছেদন করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

মুদ্, মুদা—প্রীতি ; হর্ষ ; সন্তোষ। মুদ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্বিপ্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে মুদিত।

মুদিত—প্রীত ; হৃষ্ট ; সন্তুষ্ট। মুদ (হৃষ্ট হওয়া) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

মুদির—১। মেঘ ; ভেক। মুদ+কির ক। সং ; পু। ২। লম্পট, কামুক। বিণ ; ত্রি।

মুদ্গ—মুগ কলাই ; পক্ষিবিশেষ, পানকৌড়ি। মুদ+গক্ ণ। সং ; পু।

মুদ্গভুক্—ঘোটক। মুদ্গ—ভুজ+ক্বিপ্ ক—মুদ্গভুজ্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

মুদ্গার—মুগুর ; গদা। মুদ্—গ+অন্ ক। সং ; পু।

মুদ্গল—গোত্রকারক মুনিবিশেষ ; পুষ্পবৃক্ষবিশেষ ; নৃপবিশেষ। মুদ্ শব্দ—গৃ+অন্ ক। সং ; পু।

মুদ্রণ—মুদ্রিতকরণ ; ছাপা ; হাতের আংটি ; নিয়মন। মুদ্রা+ণিচ—মুদ্রি নামধাতু, তদুত্তরে অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

মুদ্রা—শীল মোহর ; ছাপ ; প্রত্যয়করণ চিহ্ন ; ক্ষোদিত লিপি ; ক্ষোদিত লিপিযুক্ত অঙ্গুরীয় ; টাকা, পয়সা ইত্যাদি ; আকার ; সীমা ; মদের চাটনি ; দেবারাধনাকালে অঙ্গুল্যাদির সন্নিবেশবিশেষ ; গানাদি কালে হস্তমুখাদির ভঙ্গি। মুদ (হৃষ্ট হওয়া)+রক্ ণ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

মুদ্রাকর—মুদ্রণকারী, যে পুস্তকাদি ছাপে (Printer)। মুদ্রার (ছাপার) কর (কর্ত্তা), ৬তৎ। সং ; পু।

মুদ্রাকরপ্রমাদ—মুদ্রণকারীর অনবধানতা ; ছাপাওয়ালার ভুল। ৬তৎ। সং ; পু।

মুদ্রাঙ্কণ—মুদ্রিতকরণ, ছাপা বা ছাপান। মুদ্রা দ্বারা অঙ্কন, ৩তৎ। সং; স্ত্রী। বিশেষণে মুদ্রাঙ্কিত।

মুদ্রাঙ্কিত—মুদ্রাচিহ্নিত, ছাপা। মুদ্রা দ্বারা অঙ্কিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে মুদ্রাঙ্কণ।

মুদ্রাযন্ত্র—ছাপার কল, প্রেস। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষে বা ১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশে প্রথমতঃ মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয়। ১০৪০ হইতে ১০৫০ খ্রীঃ মধ্যে জনৈক চীনদেশীয় কর্ম্মকার দগ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা অক্ষর প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ষ্ট্রাসবুর্গ নগরবাসী কোষ্টর্ নামক জনৈক ব্যক্তি কাষ্ঠফলকে অক্ষর খোদাই করিয়া মুদ্রিত করিতেন। ইহার পর শেথর নামক জনৈক শিল্পী ধাতুনির্ম্মিত অক্ষর প্রস্তুত করেন। প্রথমে কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্র (Press) ব্যবহৃত হইত। ষ্টানহোপ্ নামক জনৈক শিল্পী লৌহনির্ম্মিত যন্ত্রের প্রচলন করেন। পরে কোপ, ক্লাইমর প্রভৃতি দ্বারা উহার কিছু কিছু উন্নতি সাধিত হয়। অতঃপর কোনিগ্ সাহেব ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি করেন। ইহাতে ১৮১৪ খ্রীঃ ২৮শে নবেম্বর 'টাইমস্' নামক সংবাদপত্র প্রথম মুদ্রিত হয়। অল্পদিন পরে কোনিগ্ সাহেব উহার উন্নতিসাধন করেন। ইহাতে প্রতি ঘণ্টায় দুই হাজার কাগজ মুদ্রিত হইত। শেষে আপলগাথ ও কাউপর নামক দুই ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুত করেন। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কেরীপ্রমুখ মিসনরিগণ কর্ত্তৃক এদেশে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়।

মুদ্রিকা—মুদ্রিত লিপি; ক্ষুদ্র মুদ্রা; মোহর। মুদ্রা শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মুদ্রিত—সঙ্কুচিত; মীলিত; ত্যক্ত; মুদ্রাঙ্কিত, ছাপা। মুদ্রা শব্দ+ইত। বিণ; ত্রি।

মুদ্রিতনয়ন—১। নিমীলিত চক্ষুর্বিশিষ্ট, যে চোখ বুজিয়া আছে এরূপ। মুদ্রিত হইয়াছে নয়ন যাহার বা যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মুদ্রিতনয়না। ২। নিমীলিত চক্ষুঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

মুদ্রিতনয়না—মুদ্রিতনয়ন দেখ। বিণ; স্ত্রী।

মুদ্রিতোন্মুখ—নিমীলনোন্মুখ, সঙ্কোচনে প্রবৃত্ত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

মুধা—বৃথা; মিথ্যা। মুহ (বিচিত্ত হওয়া)+কা ক। ব্য।

মুনক্কা—দ্রাক্ষা, আঙ্গুর। যাবনিক শব্দ।

মুনি—ঋষি, তপস্বী; বকবৃক্ষ; পলাশগাছ। মন (বোধ করা, জানা)+ই র্ম বা ক। সং; পু। শাস্ত্রে মুনির এইরূপ লক্ষণ লিখিত আছে;—

"দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিরধীর্মুনিরুচ্যতে॥"

অর্থাৎ যিনি দুঃখ উপস্থিত হইলে উদ্বিগ্ন হন না, সুখরাশিতেও যাঁহার স্পৃহা নাই; যিনি আসক্তি ও ভয়ক্রোধশূন্য এবং যাঁহার স্থিরভাব উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই মুনিপদবাচ্য।

মুনিদ্রুম—বকফুলের গাছ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

মুনিপুঙ্গব—মুনিপ্রধান, মুনিশ্রেষ্ঠ। মুনি পুঙ্গব প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

মুনিবর—মুনিশ্রেষ্ঠ। ৭তৎ। সং; পু।

মুনিমনোহর—মুনিগণের মনোহরণকারী; তপস্বীদিগেরও চিত্তাকর্ষক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মুনিমনোহরা।

মুনীন্দ্র—মুনিবর, মুনিশ্রেষ্ঠ; বুদ্ধদেব। মুনিগণের মধ্যে ইন্দ্র, ৭তৎ। সং; পু।

মুমুক্ষু—১। মোক্ষলাভেচ্ছু। সনন্ত মুচ (মুক্ত হইতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ; ত্রি। ২। যতি, সন্ন্যাসী, ভিক্ষু। সং; পু।

মুমূর্ষা—মরণেচ্ছা। সনন্ত মৃ (মরিতে ইচ্ছা করা)+অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মুমূর্ষু—আসন্নমৃত্যু, মরণোন্মুখ। সনন্ত মৃ (মরণেচ্ছা করা)+উ ক। বিণ; ত্রি।

মুমূর্ষুবৎ—মুমূর্ষুতুল্য, আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির ন্যায়। মুমূর্ষু শব্দ+বৎ সাদৃশ্যার্থে। ব্য।

মুর—দৈত্যবিশেষ। মুর+ক ক। সং; পু।

মুরজ—মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ। মুর শব্দ—জন+ড ক। সং; পু।

মুরজা—কুবেরের ভার্য্যা। মুর—জন+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মুরমথন, মুররিপু—বিষ্ণু। সং; পু।

মুরলা—কেরলদেশস্থ নদীবিশেষ; নর্ম্মদা নদী। মুর—লা+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং।

মুরলী—বংশী, বাঁশি; কানাই। মুর—লা+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মুরলীধর,—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

মুরলীধারী—(মুরলীধারিন্)। বংশীধারী; শ্রীকৃষ্ণ। মুরলী শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ ক। সং; পু।

মুরহর—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

মুরা—মগধরাজ মহানন্দের পরিচারিকাবিশেষ, চন্দ্রগুপ্তের মাতা। ইহারই নামানুসারে চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ মৌর্য্যবংশ নামে খ্যাত হয়। সং; স্ত্রী।

মুরাদ—মোগলসম্রাট্ শাহজহাঁর চতুর্থ অর্থাৎ সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। শাহ্‌জহাঁ ইহাকে গুজরাটের সুবাদারি দিয়াছিলেন। ১৬৫৮ খ্রীঃ শাহ্‌জহাঁ উৎকট রোগাক্রান্ত হইলে তাঁহার পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব মুরাদকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "আমার নিজের রাজ্যগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা নাই, ধর্ম্মকর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করাই আমার অভিপ্রায়; আমি শীঘ্রই মক্কা চলিয়া যাইব; তুমি রাজা হও, ইহাই আমার একান্ত অভিপ্রায়; কারণ জ্যেষ্ঠ দারা মুসলমানবিদ্বেষী, সে রাজা হইলে ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান-ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, অতএব ভ্রাতঃ! আমার সহিত যোগ দাও, আমরা উভয়ে মিলিত হইলে দারাকে সহজেই পরাভূত করিতে পারিব।" নির্ব্বোধ মুরাদ মায়াবীর এই মায়িক বাক্যে ভুলিয়া গেলেন। তিনি সসৈন্যে আওরঙ্গজেবের সহিত যোগ দিলেন। অতঃপর উভয়ে মিলিত হইয়া দারাকে পরাস্ত করিলেন। এদিকে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি শাহ্‌জহাঁর দ্বিতীয় পুত্র শুজাকে পরাস্ত করিলেন। এইরূপে সমরে বিজয়ী হইয়া আওরঙ্গজেব একদিন ভ্রাতা মুরাদকে আপনার শিবিরে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং তাঁহাকে সুরাপানে উন্মত্ত ও বন্দী করিয়া গোয়ালিয়রের দুর্গে প্রেরণ করিলেন এবং সেখানে গোপনে মুরাদের প্রাণবিনাশ করিলেন।

মুরারি—শ্রীকৃষ্ণ। মুরের (মুর নামক দৈত্যের) অরি (রিপু), ৬তৎ। সং; পু।

মুর্ম্মুর—তুষানল; সূর্য্যের অশ্ব; মদন। মুর (বেষ্টন করা)+ক্বিপ্ ক=মুর্, তদুত্তরে মুর+ক ক। সং; পু।

মুষল, মুশল, মুসল—ঢেঁকীর মোনা প্রভৃতি; মুদ্গর। মুষ, মুশ বা মুস+কল ক। সং; পু ও ক্লী।

মুষলধার—মুষলের ন্যায় ধারাবিশিষ্ট, অতি স্থূল ধারাযুক্ত। মুষল তুল্য ধারা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

মুষলধারে—মুষলের ন্যায় ধারায়, অতি স্থূল ধারায়। বহু। ক্রি-বিণ।

মুষলী—১। বলদেব। মুষল শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে=মুষলিন্, ১মার ১বচন। সং; পু। ২। গৃহগোধিকা; তালমূলিকা। সং; স্ত্রী।

মুষা—ধাতু গলাইবার পাত্র, মুচী। মুষ+ক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মুষিত—অপহৃত, চোরিত, বঞ্চিত। মুষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

মুষ্ক—অণ্ডকোষ; তস্কর, চোর। মুষ+কক্ ক। সং; পু।

মুষ্ট—চোরিত, অপহৃত। মুষ (লুণ্ঠন করা)+ক্ত র্ম্ম, নিপাতনে। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে মুষ্টি, মোষণ।

মুষ্টামুষ্টি, মুষ্টীমুষ্টি—পরস্পর মুষ্টিপ্রহার, কিলাকিলি যুদ্ধ। ব্য।

মুষ্টি—১। পরিমাণবিশেষ; কুঞ্চিত পাণি, মুঠা; কিল, ঘুষি; খড়্গাদির বাঁট। মুষ (বধ করা, ইত্যাদি)+ক্তিচ্ বা ক্তি ণ। সং; পু ও স্ত্রী। ২। অপহরণ, চুরি। মুষ (লুণ্ঠন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

মুষ্টিক—১। স্বর্ণকার। মুষ্টি শব্দ (চুরি)—কৃ (করা)+ড ক। ২। কংসের মল্লবিশেষ। মুষ্টি শব্দ—কৈ+ড ক। সং; পু।

মুষ্টিবদ্ধ—মুষ্টীকৃত, যাহা মুঠা করা হইয়াছে এরূপ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মুষ্টিভিক্ষা—এক মুঠা পরিমিত চাউল ভিক্ষা। মুষ্টি মিতা ভিক্ষা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মুষ্টিমিত—মুষ্টিপরিমিত, এক মুঠা। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [ত্রি।

মুষ্টিমেয়—মুষ্টিপরিমিত, একমুঠা। ৩তৎ। বিণ;

মুষ্টিসংগ্রহ, মুষ্টিসংগ্রাহ—মুষ্টিবদ্ধ। ৬তৎ। পু।

মুস্কিল—কষ্টকর, কঠিন; বিপদ্। যাবনিক শব্দ।

মুস্ত, মুস্তক, মুস্তা—মূলবিশেষ, মুথা। সং; পু, ক্লী ও স্ত্রী। [ব্য।

মুহুঃ—পুনঃ পুনঃ, বার বার; অত্যন্ত; সদ্যঃ।

মুহূর্ত্ত—দিবারাত্রের ত্রিশভাগের এক ভাগ; অত্যল্পকাল। সং; পু ও ক্লী।

মুহ্যমান—যাহার চিত্তবিকৃতি ঘটিয়াছে এরূপ; কাতর। মুহ+শান র্ম। বিণ; ত্রি।

মূক—বাক্‌শক্তিহীন, বোবা। মূ+কক্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মূকা।

মূঢ়—অজ্ঞ, মূর্খ; তন্দ্রিত, জড়। মুহ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

মূঢ়তা—মূর্খতা, অজ্ঞতা; জড়তা। মূঢ় দেখ; মূঢ়+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

মূত্র—প্রস্রাব। [দ্রবরূপ মলভাগের জলীয়াংশ মূত্রবাহিনী শিরা দ্বারা প্রবাহিত হইয়া মূত্রাশয়ে নীত হইলে উহাকে মূত্র বলে। ভুক্তদ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইলে উহার সারাংশ রসরূপে এবং সারহীন অংশ মলরূপে পরিণত হয়। এই মলের জলীয় ভাগ অপানবায়ু দ্বারা চালিত হইয়া বস্তিদেশে গমনপূর্ব্বক মূত্ররূপ ধারণ করে]। মূত্র+অল্ ভা। সং; ক্লী।

মূত্রাশয়—মূত্রস্থান, তলপেট। ৬তৎ। সং; পু।

মূর্খ—অজ্ঞান, অবোধ, মূঢ়। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মূর্খা।

মূর্খতা—মূঢ়ত্ব, অবোধত্ব। মূর্খ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

মূর্চ্ছনা—সঙ্গীতে সপ্তস্বরের আরোহ ও অবরোহবিশেষ; ঔষধসংস্কারবিশেষ; প্রতিফলন। মূর্চ্ছ (মূর্চ্ছিত হওয়া))+অনট্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মূর্চ্ছা—মোহ, অচৈতন্য; ব্যাপ্তি; বৃদ্ধি; প্রতিফলন। মূর্চ্ছ+অ ভা। সং; স্ত্রী।

মূর্চ্ছিত—মোহপ্রাপ্ত, অচেতন; বিস্তৃত; উন্নত; ব্যাপ্ত; প্রবৃদ্ধ; প্রতিফলিত। মূর্চ্ছা+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

মূর্ত্তি—১। আকার; কায়; অঙ্গ, অবয়ব; প্রতিমা; স্বরূপ। মূর্চ্ছ+ক্তি ক। ২। কাঠিন্য। মূর্চ্ছ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

মূর্ত্তিপূজা—মূর্ত্তিনির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার উপাসনা, প্রতিমাপূজা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মূর্ত্তিভেদ—বিভিন্নমূর্ত্তি, আকৃতির পার্থক্য। ৬তৎ। সং; পু।

মূর্ত্তিমতী—মূর্ত্তিমান দেখ। বিণ; স্ত্রী।

মূর্ত্তিমান্—মূর্ত্তিবিশিষ্ট; শরীরী; কঠিন। মূর্ত্তি+মতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মূর্ত্তিমতী।

মূর্দ্ধজ—১। মস্তকজাত। মূর্দ্ধা (মূর্দ্ধন্)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। কেশ, চুল। সং; পু।

মূর্দ্ধন্য—১। মস্তক হইতে উৎপন্ন বা উচ্চারিত। বিণ; ত্রি। ২। মস্তক হইতে উচ্চারিত বর্ণ। মূর্দ্ধন্ (মস্তক)+য ভবার্থে। সং; পু।

মূর্দ্ধা—মস্তক, মাথা। মুর্ব্ব (বন্ধন করা)+কনিন্ অধি, নিপাতনে মূর্দ্ধন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

মূর্দ্ধাভিষিক্ত—রাজা; মন্ত্রী; ক্ষত্রিয়; ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাত জাতি। ৭তৎ। সং; পু।

মূল—১। বৃক্ষাদির গোড়া, শিকড়; আলু মুলা প্রভৃতি খাদ্য; আদিকারণ; প্রধান; প্রথম গ্রন্থ; স্বনগর; নিকট; পুঁজি। সং; ক্লী। ২। নক্ষত্রবিশেষ। সং; ত্রি।

মূলক—কন্দবিশেষ, মুলা। সং; পু ও ক্লী।

মূলকর্ম্ম—অভিচার, বশীকরণ, যাদু করা। সং।

মূলচ্ছেদক—মূলকর্ত্তনকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

মূলচ্ছেদন—মূলকর্ত্তন, গোড়াকাটা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মূলধন—আসল ধন, পুঁজি। সং; ক্লী।

মূলপ্রকৃতি—আদ্যাশক্তি; জগৎকারণ, সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সত্ত্বরজস্তমোরূপ ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মূলভিত্তি—প্রধান ভিত্তি; প্রধান আধার। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

মূলমন্ত্র—প্রধান সঙ্কল্প; দেবতার ক্রীং হ্রীং শ্রীং প্রভৃতি মন্ত্র। কর্ম্মধা। সং; পু।

মূলা—অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের ঊনবিংশ নক্ষত্র; মূলক। সং; স্ত্রী।

মূলাধার—গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যবর্ত্তী অঙ্গুলিদ্বয়পরিমিত স্থান [এই স্থানে কুলকুণ্ডলিনী বাস করেন]। সং; পু।

মূলীভূত—আদিহেতুভূত; নিদানস্বরূপ। মূল শব্দ +অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (—মূলী)—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

মূলোচ্ছেদ—মূল উৎপাটন, মূল তুলিয়া ফেলা। ৬তৎ। সং; পু।

মূলোৎপাটন—মূলোচ্ছেদ, মূল তুলিয়া ফেলা; সমূলে বিনাশ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মূল্য—পণ, দাম; ভাটক, ভাড়া; বেতন। সং; ক্লী। [সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মূষা।

মূষ—মূষিক; স্বর্ণাদি গলাইবার পাত্র, মূচী।

মূষক, মূষিক, মূষীক—উন্দুর, ইঁদুর। মূষ (লুণ্ঠন করা)+ণক, কিকন্, কীকন্ ক। সং; পু।

মূষা (মোজেস্)—Moses. য়িহুদীদিগের ধর্ম্মবিধিপ্রণেতা। খ্রীঃ পূঃ ১৫৭১ অব্দে মিসরদেশে (ঈজিপ্তে) ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালাবধি ইনি মেষপালকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, য়িহুদীদিগকে মিসর হইতে এশিয়াটিক তুরস্কের অন্তর্গত প্যালেষ্টাইন প্রদেশে লইয়া যাইতে পরমেশ্বর ইঁহাকে আদেশ করেন। মূষা তদনুসারে সজাতীয়গণকে লইয়া বহির্গত হন। সিনাই পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলে মূষা ভগবানের আদেশে শিখরদেশে আরোহণ করেন। তথায় পরমেশ্বর ইঁহাকে য়িহুদীদিগের নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম এবং পশ্চাদুক্ত দশটী আজ্ঞা (বাইবেলোক্ত Ten Commandments) প্রদান করেন ও সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে পাপভাক্ হইতে হইবে, তাহাও বলিয়া দেন। দশ আজ্ঞা এই:—

(১) আমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিবে না। (২) প্রতিমার পূজা করিবে না। (৩) অনর্থক ঈশ্বরের নাম লইবে না। (৪) বিশ্রাম দিন পবিত্র রাখিবে। (৫) মাতাপিতাকে ভক্তি করিবে। (৬) নরহত্যা করিবে না। (৭) পরদারগমন করিবে না। (৮) চুরি করিবে না। (৯) মিথ্যাকথা বলিবে না। (১০) পরদ্রব্যে লোভ করিবে না। খ্রীঃ পূঃ ১৪৫১ অব্দে ১২০ বৎসর বয়সে মূষা তনুত্যাগ করেন।

মূষ্যায়ণ—অজ্ঞাতপিতৃক, গুপ্তভাবে যাহার জন্ম হইয়াছে এরূপ। বিণ; ত্রি।

মৃকণ্ডু—মার্কণ্ডেয় মুনির পিতা। সং; পু।

মৃগ—১। কুরঙ্গ, হরিণ; পশু; নক্ষত্রবিশেষ; অগ্রহায়ণ মাস। মৃগ (যাচ্ঞা করা)+ক র্ম। ২। অন্বেষণ; প্রার্থনা, যাচ্ঞা। মৃগ+অল্ ভা। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মৃগী।

মৃগণা—নষ্ট বস্তুর অন্বেষণ। মৃগ (অন্বেষণ করা)+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মৃগতৃষা, মৃগতৃষ্ণা, মৃগতৃষ্ণিকা—মরুভূমি প্রভৃতিতে জলভ্রম, মরীচিকা। [মরুভূমিতে প্রখর রৌদ্রের সময় সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে দূর হইতে তাহাকে স্বচ্ছ জলাশয়ের

ন্যায় দেখায়। তৃষ্ণার্ত্ত মৃগগণ জলপানাশায় তদভিমুখে যত ধাবিত হয়, ঐ দৃশ্যও ততই দূরবর্ত্তী হইতে থাকে। এইরূপে জলাশায় ধাবিত হইতে হইতে শেষে হতভাগ্য জীব ক্লান্ত ও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। অনেক অজ্ঞ পথিকও এইরূপে প্রতারিত হয়। মৃগগণের তৃষ্ণাবর্দ্ধক বলিয়া ইহা মৃগতৃষ্ণা বা মরীচিকা নামে অভিহিত]। মৃগের তৃষ্ণা বর্ত্তে যাহাতে, বহু। সং; স্ত্রী।

মৃগতৃষ্ণা—মৃগতৃষা দেখ।

মৃগনয়না—হরিণের ন্যায় নয়নবিশিষ্টা। মৃগের নয়নের ন্যায় নয়ন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

মৃগনাভি—কস্তূরী। ৬তৎ। সং; পু ও স্ত্রী।

মৃগনেত্রা—মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্তা রাত্রি। মৃগ শব্দ (মৃগশিরা)—নী (লওয়া)+ত্রন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মৃগপতি—মৃগেন্দ্র, সিংহ। ৬তৎ। সং; পু।

মৃগমদ—কস্তূরি। মৃগের মদ জন্মে যাহা হইতে, বহু। সং; পু।

মৃগয়া—বনপর্য্যটনপূর্ব্বক পশুবধ, শিকারকরণ। মৃগ শব্দ—যা (যাওয়া)+কিপ্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

মৃগয়ু—ব্যাধ। মৃগ শব্দ—যা (যাওয়া)+ডু ক। সং; পু।

মৃগরাজ—চন্দ্র; সিংহ। ৬তৎ। সং; পু।

মৃগ-লাঞ্ছন, মৃগাঙ্ক—চন্দ্র। মৃগ হইয়াছে লাঞ্ছন বা অঙ্ক (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু।

মৃগলোচনা—মৃগনয়না। বহু। বিণ; স্ত্রী।

মৃগবাহন—পবন, বায়ু। বহু। সং; পু।

মৃগশিরা, মৃগশীর্ষ—নক্ষত্রবিশেষ, অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের পঞ্চম নক্ষত্র। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

মৃগাক্ষী—মৃগনয়না, হরিণের ন্যায় চক্ষুর্বিশিষ্টা। মৃগের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

মৃগাঙ্ক—মৃগলাঞ্ছন দেখ।

মৃগাজীব—মৃগয়াজীবী, ব্যাধ। মৃগ আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। সং; পু।

মৃগাদন—তরক্ষু, নেকড়ে বাঘ। মৃগ শব্দ—অদ (ভক্ষণ করা)+অন ক। সং; পু।

মৃগিত—যাচিত, অন্বিষ্ট। মৃগ (অন্বেষণ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

মৃগেন্দ্র—পশুরাজ, সিংহ। মৃগসমূহের ইন্দ্র, ৬তৎ।

মৃগেন্দ্রপ্রায়—সিংহসদৃশ। মৃগেন্দ্রের প্রায় (সদৃশ), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

মৃগ্য—অন্বেষণীয়, অনুসন্ধেয়। মৃগ (অন্বেষণ করা)+ক্যপ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

মৃড়—শিব। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মৃড়ানী।

মৃড়ানী—শিবানী। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে মৃড়।

মৃণাল—পদ্মমূল, মোলাম্; পঙ্কান্তর্গত বিস। মৃণ (বধ করা)+কালন্ র্ম্ম। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মৃণালী।

মৃণালনিন্দিত—মৃণাললাঞ্ছিত, মৃণাল অপেক্ষা কোমল। বহু। বিণ; ত্রি।

মৃণালভুজ—১। মৃণালতুল্য কোমল বা মনোহর বাহু। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। ২। মৃণালতুল্য বাহুবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

মৃণালিনী—পদ্মিনী। মৃণালী দেখ। মৃণালিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মৃণালী—১। পদ্ম। মৃণাল+ইন্ আছে অর্থে =মৃণালিন্, ১মার ১বচন। সং পু। স্ত্রীলিঙ্গে মৃণালিনী। ২। পদ্মাদির নাল বা ডাঁটা। মৃণাল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী

মৃত—১। মরিয়াছে এরূপ, মৃত্যুপ্রাপ্ত। মৃ (মরা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মৃতা। ২। মরণ, মৃত্যু; যাচ্ঞাবৃত্তি। মৃ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

মৃতকল্প, মৃতপ্রায়—মৃততুল্য, মরার মত। মৃত +কল্প ঈষদূনার্থে। পক্ষে ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

মৃতবৎসা—যে স্ত্রীর সন্তান হইয়া বাঁচে না। বহু। বিণ বা সং; স্ত্রী।

মৃতসঞ্জীবনী—যে বিদ্যাবলে মৃতকে পুনর্জীবিত করা যায়। ৬তৎ। সং বা বিণ; স্ত্রী।

মৃতি—মৃত্যু, মরণ। মৃ (মরা)+ক্তি ভা। সং।

মৃৎ, মৃত্তিকা—মাটী। মৃৎ=মৃদ (চূর্ণ হওয়া)+ ক্বিপ্ র্ম্ম। মৃত্তিকা=মৃদ+তিকন্ র্ম্ম+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

মৃত্তিকাধার—মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্র, মৃৎপাত্র। মৃত্তিকা নির্ম্মিত আধার (পাত্র), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

মৃৎপাত্র—মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্র, মাটীর হাঁড়ী, কলসী, শরা প্রভৃতি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

মৃত্যু—১। মরণ। মৃ (মরা)+ত্যুক্ ভা। ২। অন্তক, যম। মৃ+ত্যুক্ অপা। সং; পু।

মৃত্যুকাল—মরণসময়। ৬তৎ। সং; পু।

মৃত্যুচিন্তা—মরণভাবনা, মরিতে হইবে এই ভাবনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

মৃত্যুঞ্জয়—মহাদেব। উপ; মৃত্যু শব্দ—জি (জয় করা)+খশ্ ক। সং; পু।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—ইনি রাজাবলী এবং প্রবোধচন্দ্রিকা নামক দুইখানি পুস্তক রচনা করেন। রাজাবলী ১৮০৮ খ্রীঃ এবং প্রবোধচন্দ্রিকা ১৮১৩ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। ইঁহার আদি নিবাস উড়িষ্যা দেশ। ইনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নবাগত ইংরাজ কর্ম্মচারিগণকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিতেন। ইনি বিদ্যাপতিরচিত পুরুষপরীক্ষার বঙ্গানুবাদ ও বত্রিশ সিংহাসনেরও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করেন। এই সকল গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠ্যস্বরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

মৃত্যুমেঘ—মরণরূপ মেঘ। রূপক। সং; পু।

মৃত্যুমেঘাচ্ছন্ন—মরণরূপ মেঘদ্বারা আবৃত. মরণের কালিমাব্যাপ্ত। মৃত্যুমেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মৃত্যুযোগ—তিথি নক্ষত্রের যোগবিশেষ [প্রতিপদে উত্তরাষাঢ়া, নবমীতে কৃত্তিকা, অষ্টমীতে পূর্ব্বভাদ্রপদ, একাদশীতে রোহিণী, দ্বাদশীতে অশ্লেষা এবং ত্রয়োদশীতে মঘা হইলে মৃত্যুযোগ হয়। ইহাতে যাত্রা নিষিদ্ধ]।

মৃদঙ্গ—মুরজ, পাখোয়াজ; খোল। মৃৎ হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। সং; পু।

মৃদঙ্গার—পাথুরিয়া কয়লা। সং; পু ও ক্লী।

মৃদিত—মর্দ্দিত; চূর্ণিত। মৃদ (মর্দ্দন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

মৃদু—অতীক্ষ্ণ; কোমল; আর্দ্র। মৃদ (চূর্ণ হওয়া)+কু র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

মৃদুগতি—১। ধীরে গমন। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। ধীরগামী। বহু। বিণ; ত্রি।

মৃদুগমনে—ধীরগতিতে, ধীরভাবে গমন করিয়া। মৃদু হইয়াছে গমন যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

মৃদুগম্ভীর—ধীর অথচ গম্ভীর, কোমল অথচ গাম্ভীর্য্যযুক্ত। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। [পু।

মৃদুগম্ভীরস্বর—ধীর অথচ গম্ভীর ধ্বনি। কর্ম্মধা।

মৃদুগামিনী—ধীরগামিনী, ধীরগতিশালিনী। মৃদুগামী দেখ; মৃদুগামিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে মৃদুগামী।

মৃদুগামী—ধীরগামী, ধীরে ধীরে গমনকারী। মৃদু শব্দ—গম (যাওয়া)+ণিন্ ক=মৃদুগামিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মৃদুগামিনী। বিশেষ্যে মৃদুগামিতা।

মৃদুগুঞ্জিত—ধীর গুঞ্জন, মৃদুভাবে গুন্ গুন্ শব্দ। ২তৎ। সং; ক্লী।

মৃদুতা—কোমলতা; নম্রতা; ধীরতা। মৃদু+তা ভাবে। সং; ক্লী। [পু।

মৃদুনাদ—ধীর শব্দ, মৃদু রব। কর্ম্মধা। সং;

মৃদুনাদিনী—মৃদুনাদী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

মৃদুনাদী—ধীরশব্দকারী, মৃদুরবকারী। মৃদু শব্দ—নদ (শব্দ করা)+ণিন্ ক=মৃদুনাদিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মৃদুনাদিনী।

মৃদুপবন—মৃদু বায়ু, ধীরে বহমান বাতাস। কর্ম্মধা। সং; পু।

মৃদুমন্দ—অতি মৃদু, অতিশয় ধীর। কর্ম্মধা বা দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি। [পু।

মৃদুমলয়—মৃদু দক্ষিণা বাতাস। কর্ম্মধা। সং;

মৃদুল—১। জল। সং; ক্লী। ২। কোমল, নরম। মৃদ (চূর্ণ হওয়া)+কুল র্ম্ম, অথবা মৃদু শব্দ+ল। বিণ; ত্রি।

মৃদুস্পর্শ—ধীরে স্পর্শ, আস্তে আস্তে ছোঁয়া। কর্ম্মধা। সং ; পু। [বিণ ; ত্রি।

মৃদুস্বভাব—নম্রপ্রকৃতি, ধীরপ্রকৃতি। বহু।

মৃদুস্বর—মৃদু ধ্বনি, ধীর শব্দ। কর্ম্মধা। পু।

মৃদ্বীকা—দ্রাক্ষা, আঙ্গুর। মৃদু+ঈকন্ র্ম। সং ; স্ত্রী।

মৃন্ময়—মৃত্তিকানির্ম্মিত, মেটে। মৃদ্ শব্দ+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মৃন্ময়ী।

মৃষা—মিথ্যা ; অনর্থক, বৃথা। মৃষ (সহ্য করা) +কা ক। অ্য।

মৃষোদ্য—অসত্যকথন, মিথ্যা বলা। মৃষা শব্দ—বদ (বলা)+ক্যপ্ ভা। সং ; ক্লী।

মেখলা—কটিভূষণ, চন্দ্রহার গোট রেট প্রভৃতি ; শরপত্রাদি নির্ম্মিত উপবীত ; গিরিনিতম্ব ; নর্ম্মদা নদী। সং ; স্ত্রী।

মেঘ—বারিবাহ, জলধর ; দৈত্যবিশেষ ; রাগবিশেষ ; রাক্ষসবিশেষ। মিহ (জলসেক) +অন্ ক। সং ; পু।

মেঘগর্জ্জন—মেঘের উচ্চশব্দ, মেঘের ডাক। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মেঘজাল—মেঘসমূহ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মেঘজ্যোতিঃ—ইরম্মদ, বজ্রাগ্নি। ৬তৎ। পু।

মেঘডম্বর—মেঘাড়ম্বর ; মেঘগর্জ্জন। ৬তৎ। পু।

মেঘনাদ—১। মেঘগর্জ্জন। ৬তৎ। ২। বরুণ। সং ; পু। ৩। রাবণের এক পুত্রের নাম। ইন্দ্রকে জয় করিয়া ইনি ইন্দ্রজিৎ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামরাবণের যুদ্ধে ইনি কয়েকবার রামলক্ষ্মণকে পরাস্ত করেন ; কিন্তু অবশেষে লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হন। ইঁহার স্ত্রীর নাম প্রমীলা।

মেঘমণ্ডিত—মেঘশোভিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

মেঘমন্দ্র—মেঘের গম্ভীরধ্বনি। ৬তৎ। সং ; পু।

মেঘমন্দ্রস্বরে—মেঘের ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর রবে। বহু। ক্রি-বিণ।

মেঘমল্লার—মিশ্র রাগবিশেষ। সং ; পু।

মেঘযুদ্ধ—মেঘে মেঘে ঘর্ষণ। ৬তৎ। সং ; পু।

মেঘযোনি—ধূম, ধোঁয়া। মেঘের যোনি (উৎপত্তিস্থান), ৬তৎ। সং ; পু।

মেঘবাহন—ইন্দ্র। বহু। সং ; পু।

মেঘবিস্ফুরিত—মেঘনিঃসৃত ; মেঘের মধ্যে থাকিয়া দীপ্তিপ্রাপ্ত। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

মেঘাগম—বর্ষাকাল। মেঘের আগম হয় যে সময়ে, বহু। সং ; পু।

মেঘাচ্ছন্ন—মেঘাবৃত, মেঘে ঢাকা। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

মেঘাড়ম্বর—মেঘগর্জ্জন, মেঘের ডাক। ৬তৎ।

মেঘাত্যয়, মেঘান্ত—শরৎকাল ; মেঘের অত্যয় বা অন্ত হয় যে সময়ে, বহু। সং ; পু।

মেচক—ময়ূরপুচ্ছস্থ চন্দ্রবিম্ব ; ধূম ; মেঘ ; অঞ্জন ; অন্ধকার। মচ (মিশ্রিত করা) + ণক ক। সং ; পু ও ক্লী।

মেট্‌কাফ—চার্ল্‌স্ (Sir Charles Theophilus [afterwads Lord] Metcalfe)। জন্ম কলিকাতায় ১৭৮৫ খ্রীঃ ৩০শে জানুয়ারী। ১৮৩৫ খ্রীঃ লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক মহোদয় পদত্যাগ করিয়া গমন করিলে ইনি কিছুদিন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেলের পদে প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে ১৮৩৬ খ্রীঃ লর্ড অকল্যাণ্ড স্থায়ী গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলে ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন। তৎপূর্ব্বে ও পরে ইনি উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মেট্‌কাফ সাহেব এতদ্দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার স্মরণার্থ মেট্‌কাফ হল নামক একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত মেট্‌কাফ হল সংপ্রতি কিছুদিন হইল রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন কর্ত্তৃক ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৮৪৫ খ্রীঃ মেট্‌কাফ Baron উপাধি পান এবং পর বৎসরের ৫ই সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন।

মেঢ্র—উপস্থ, শিশ্ন ; মেষ, মেড়া। সং ; পু।

মেথি, মেধি—শস্য মাড়িবার কালে মধ্যস্থলে প্রোথিত যে কাষ্ঠদণ্ডে গোমহিষাদি বদ্ধ থাকে, সেই কাঠ। সং ; পু।

মেদ—মজ্জা ; চর্ব্বি। মিদ (স্নিগ্ধ হওয়া)+ অল্ ণ। সং ; পু।

মেদঃ—মেদ, চর্ব্বি। [রক্তজাত মাংস স্বীয় অগ্নিদ্বারা পরিপাকপ্রাপ্ত হইয়া মেদঃ রূপে পরিণত হয়। ইহা অতিশয় গুরু, স্নিগ্ধ-বীর্য্য এবং দেহের উপচয়কারক। ইহা জীবের উদরস্থ সূক্ষ্ম অস্থিসমূহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে]। মিদ+অস্ ণ =মেদস্, ১মার ১বচন। সং ; ক্লী।

মেদিনী—ধরা, পৃথিবী। মেদ+ইন্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। পুরাণে কথিত আছে যে, মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়ের মেদে ধরণী প্লাবিত হইয়াছিল। সং ; স্ত্রী।

মেদুর—স্নিগ্ধ : কোমল ; চিক্কণ ; পূর্ণ ; উৎকট। মিদ (স্নিগ্ধ হওয়া)+ঘুর ক। বিণ ; ত্রি।

মেদোজ—অস্থি। মেদস্ (মজ্জা)—জন (জন্মা) +ড ক। সং ; ক্লী।

মেধ—যাগ, যজ্ঞ। মেধ+অল্ অধি। সং ; পু।

মেধা—বুদ্ধি ; ধারণাবতী বুদ্ধি ; স্মৃতিশক্তি। মেধ+৩ ণ, আপ্। সং ; স্ত্রী।

মেধাতিথি—মুনিবিশেষ। মনুসংহিতার টীকাকার। সং ; পু।

মেধাবিনী—১। মেধাবিশিষ্টা। বিণ ; স্ত্রী। ২। শারিকা। সং ; স্ত্রী। মেধাবী দেখ।

মেধাবী—১। মেধাবিশিষ্ট ; জ্ঞানী। মেধা শব্দ +বিন্ অস্ত্যর্থে=মেধাবিন্, ১মার ১বচন। বিণ : পু। স্ত্রীলিঙ্গে মেধাবিনী। ২। শুকপক্ষী। সং ; পু।

মেধাহীন—বুদ্ধিহীন ; স্মৃতিশক্তিরহিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

মেধ্য—১। পবিত্র, শুদ্ধ ; যজ্ঞীয়। মেধ+য র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। খদির ; ছাগ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মেধ্যা।

মেধ্যা—১। নাড়ীবিশেষ। সং ; স্ত্রী। ২। পবিত্রা, শুদ্ধা। মেধ্য+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মেনকা—হিমালয়পত্নী ; স্বর্বেশ্যাবিশেষ, ইনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গার্থ ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। ইঁহার গর্ভে বিশ্বামিত্রের ঔরসে শকুন্তলার জন্ম হয়। শকুন্তলার জন্মের পর বিশ্বামিত্র তপস্যার্থ গমন করিলে, ইনিও শিশু কন্যাকে ফেলিয়া প্রস্থান করেন [শকুন্তলা দেখ]। সং ; স্ত্রী।

মেনা—হিমালয়পত্নী, মেনকা। সং ; স্ত্রী।

মেনাহাতী—রাজা সীতারাম রায়ের প্রধান সেনাপতি। ইঁহার প্রকৃত নাম মৃন্ময়। ইনি সাতিশয় বলশালী ছিলেন, এবং সীতারামের রাজ্যস্থাপনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। পরে সীতারাম বিলাসোন্মত্ত হইয়া রাজকার্য্য দর্শনে পরাঙ্মুখ হইলে নবাবসৈন্য আসিয়া রাজ্য আক্রমণ করে। সেই যুদ্ধে মৃন্ময় নিহত হন।

মেয়—পরিমাণ করিবার যোগ্য ; পরিমাণ দ্বারা বিক্রেয় ; অনুমেয়, জ্ঞেয়। মা (পরিমাণ করা)+য র্ম। বিণ ; ত্রি।

মেয়ো, লর্ড—জন্ম ১৮২২ খ্রীঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী। ইনি ১৮৬৯ খ্রীঃ ১২ই জানুয়ারী হইতে ১৮৭২ খ্রীঃ ৮ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। শেষোক্ত বৎসরে ও তারিখে আন্দামান দ্বীপের বন্দিনিবাস পরিদর্শনকালে ইনি তত্রত্য জনৈক মুসলমান বন্দী কর্ত্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হন। ইঁহারই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা এদেশে প্রসার লাভ করে। ইঁহার শাসনকালে (১৮৬৯-৭০ খ্রীঃ) মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা এদেশে আসিয়াছিলেন। রাজবংশীয়গণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে আগমন করেন। লর্ড মেয়োর মৃতদেহ আন্দামান দ্বীপ হইতে কলিকাতায় আনীত হইয়া কয়েকদিন রক্ষিত হয় ; পরে সমাহিত হইবার জন্য উহা স্বদেশ আয়র্লণ্ডে প্রেরিত হয়। লর্ড মেয়োর শাসনকালে আফ্‌গানিস্থানের আমীর সের আলী ইঁহার দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া ১৮৬৯ খ্রীঃ আম্বালার দরবারে উপস্থিত হন। আজমীরে কলেজ

প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গের পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে লর্ড মেয়ো বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন।

মেরু—সুমেরুপর্ব্বত, হিমালয়; ভূমণ্ডলের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত; পৃষ্ঠবংশ, পিঠের দাঁড়া; জপমালার উপরিস্থ প্রধান বীজ। সং; পু।

মেরুদণ্ড—পিঠের শিরদাঁড়া; পৃথিবীর কেন্দ্রভেদকারী এবং উহার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত কল্পিত সরল রেখা, ইহারই চতুর্দ্দিকে পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে দৈনন্দিন আবর্ত্তন করিতেছে।

মেল, মেলা—মিলন; লোকারণ্য, জনতা; মসী; অঞ্জন। মিল+অল্ ভা। পক্ষে স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

মেলক—১। মিলনকারক; ঐক্যকারী। ণিজন্ত মিল বা মেলি+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মেলিকা। ২। সমূহ। মেল শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

মেলন—মিলন, মিলিত হওয়া। মিল+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [শব্দ।

মেলানি—উপহার, যৌতুক, ভেট। দেশজ

মেষ—ভেড়া, মেড়া; প্রথম রাশি। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মেষী।

মেহ—মূত্র; মূত্ররোগবিশেষ। মিহ (সেচন করা)+অল্ র্ম বা ণ। সং; পু।

মেহেরুন্নিসা—নূরজহাঁর পূর্ব্বনাম। নূরজহাঁ দেখ।

মৈত্র—১। মিত্রসম্বন্ধীয়। মিত্র শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। মিত্রতা; সংসর্গ; অনুরাধা নক্ষত্র। সং; ক্লী। ৩। উপাধিবিশেষ। সং; পু।

মৈত্রাবরুণ, মৈত্রাবরুণি—অগস্ত্য মুনি; বশিষ্ঠ। মিত্রাবরুণ+ষ্ণ, ষ্ণি অপত্যার্থে। সং পু।

মৈত্রী—মিত্রতা, বন্ধুত্ব। মৈত্র শব্দ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

মৈত্রীকরণ—মিত্রতা করা, বন্ধুত্ব স্থাপন। মৈত্র শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবে=মৈত্রী—কৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [সং; পু।

মৈত্রীভাব—মিত্রতার ভাব, বন্ধুত্ব। ৬তৎ।

মৈত্রেয়—১। মিত্রসম্বন্ধীয়। মিত্র+ঢেয়। বিণ; ত্রি। ২। মুনিবিশেষ; বুদ্ধদেব। সং; পু।

মৈত্র্য—মিত্রতা, বন্ধুত্ব। মিত্র+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

মৈথিল—১। মিথিলাদেশসম্বন্ধীয়। মিথিলা+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। মিথিলারাজ, জনক। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

মৈথিলী—সীতা, জানকী। মৈথিল+ঈপ্।

মৈথুন—বিবাহ কর্ম্ম; স্ত্রীপুরুষের সঙ্গম, সুরতক্রিয়া। মিথুন+ষ্ণ ইদমর্থে। সং; ক্লী।

মৈনাক—পর্ব্বতবিশেষ, হিমালয়ের পুত্র। মেনকা+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

মোক্তা—মোচনকারী, ত্রাণকর্ত্তা। মুচ (মোচন করা)+তৃন ক=মোক্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

মোক্ষ—অপবর্গ, মুক্তি; মোচন; মরণ। মোক্ষ+অল্ ভা। সং; পু।

মোক্ষণ—মোচন; উদ্ধার করণ। মোক্ষ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

মোক্ষপদ—মুক্তিপদ, মুক্তিরূপ ঐশ্বর্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

মোক্ষলাভ—মুক্তিলাভ, কৈবল্য প্রাপ্তি। ৬তৎ। সং; পু।

মোঘ—হীন; নিষ্ফল, ব্যর্থ। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অমোঘ।

মোচ—১। কদলীফল। সং; ক্লী। ২। শোভাঞ্জন বৃক্ষ। সং; পু।

মোচক—১। কদলী বৃক্ষ; শোভাঞ্জন বৃক্ষ। সং; পু। ২। মুক্ত; বৈরাগ্যযুক্ত। মুচ+ণক ক। ৩। মুক্তিকারক। ণিজন্ত মুচি+ণক ক। বিণ; ত্রি।

মোচন—১। মুক্তকরণ। ণিজন্ত মুচ বা মোচি+অনট্ ভা। ২। মুক্তি। মুচ (মোচন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

মোচা—কদলী বৃক্ষ; শাল্মলী বৃক্ষ। সং; স্ত্রী।

মোচ্য—মোচন-যোগ্য। মুচ (মোচন করা)+ষ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

মোজেস্—মুষা দেখ।

মোদ—হর্ষ; আমোদ। মুদ (হৃষ্ট হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

মোদক—১। আনন্দকারক। ণিজন্ত মুদ বা মোদি+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। ময়রা। সং; পু। ৩। মোয়া, লাড়ু। সং; পু ও ক্লী।

মোদিত—১। আনন্দিত, হর্ষিত, প্রফুল্ল। ণিজন্ত মুদ বা মোদি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। আনন্দ, হর্ষ। ণিজন্ত মুদ বা মোদি+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

মোষক—তস্কর, চৌর। মুষ (অপহরণ করা)+ণক ক। সং; পু।

মোষণ—চৌর্য্য; লুণ্ঠন; বধ; ছেদন; প্রতারণা। মুষ (অপহরণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

মোহ—মূর্চ্ছা; মূর্খতা; অজ্ঞান; অবিদ্যা; দুঃখ। মুহ (মুগ্ধ হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে মুগ্ধ।

মোহঘোর—মায়া জন্য ভ্রম, উৎকট মোহ। ৬তৎ। সং; পু।

মোহন—১। মুগ্ধকারক। ণিজন্ত মুহ বা মোহি+অন ক। বিণ; ত্রি। ২। কন্দর্পের বাণবিশেষ। সং; পু। ৩। মুগ্ধকরণ। ণিজন্ত মুহ+অনট্ ভা। ৪। সুরত। ণিজন্ত মুহ+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

মোহনপ্রসাদ—ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময়ে ইনি মহারাজ নন্দকুমারের নামে সুপ্রীম্ কোর্টে জাল করার অভিযোগ আনয়ন করেন। প্রধান বিচারপতি সার্ ইলাইজা ইম্পে বাহাদুরের বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়।

মোহনলাল (রাজা)—রাজা মোহনলাল সিরাজউদ্দৌলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা ইঁহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর ন্যায় ইঁহার প্রতি ব্যবহারও করিতেন। মোহনলাল প্রকৃত বিশ্বাসভাজন, সত্যপরায়ণ, ন্যায়মার্গানুসারী, ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন। এই বীরবর সুপ্রসিদ্ধ পলাশীক্ষেত্রে অতি অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

নবাবী আমলে দেওয়ান-ই-আলি অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর পদে এবং প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্যে সাধারণতঃ নবাবের স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়দিগেরই নিয়োগের নিয়ম ছিল। কেবল মোহনলালই নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক ঐ উচ্চতম পদে নিযুক্ত হন। সিরাজের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ইনি দেশত্যাগী হন। কেহ কেহ বলেন, মিরজাফর ইঁহাকে হত্যা করে।

মোহন সরকার—ইঁহার আসল নাম মোহন দাস বৈরাগী। লোকে ইঁহাকে মোহন সরকার বলিত। যশোহর জেলার বনগ্রামের নিকটবর্ত্তী গোপাল নগর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি 'ছুট' সঙ্গীতে অদ্বিতীয় ছিলেন। ইঁহার ছুট সঙ্গীতগুলি যেমন মনোহর, তেমনই কাব্যরসে পূর্ণ। ছুট সঙ্গীত গাহিয়া আর কেহ এরূপ যশোলাভ করিতে পারে নাই। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার পুত্র যদুনাথ বহুদিন পিতার দল চালাইয়া ছিলেন।

মোহনিদ্রা—মায়াজন্য সুপ্তি, মুগ্ধতা হেতু ঘুম। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। মোহরূপ ঘুম, মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকা। রূপক। সং; স্ত্রী।

মোহনিরসন—মোহদূরীকরণ, মায়াত্যাগ, অজ্ঞতা বর্জ্জন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

মোহবদ্ধ—মায়া দ্বারা আবদ্ধ, মায়ায় বন্দী। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

মোহবন্ধন—মায়ারূপ বাঁধন; অজ্ঞানের আবরণ। রূপক বা ৬তৎ। সং; ক্লী।

মোহমদ—মোহজন্য গর্ব্ব, মোহাচ্ছন্ন হেতু অহঙ্কার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

মোহমন্ত্র—মোহকর মন্ত্র, মুগ্ধতাজনক বাক্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

মোহময়—মোহপূর্ণ, মায়াচ্ছন্ন। মোহ শব্দ+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে মোহময়ী।

মোহময়ী—মোহময় দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

মোহমুগ্ধ—মায়ামুগ্ধ, অজ্ঞানবশতঃ মোহপ্রাপ্ত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

মোহমুদ্গর—শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত মোহনাশক গ্রন্থবিশেষ। সং ; পু। [সং ; পু।

মোহান্ধকার—অজ্ঞানরূপ অন্ধকার। রূপক।

মোহিত—১। মোহপ্রাপ্ত। মোহ শব্দ+ইত যুক্তার্থে। ২। মোহ-প্রাপিত ; মূর্চ্ছা-প্রাপিত। ণিজন্ত মুহ বা মোহি+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

মোহিনী—১। মোহকারিণী। বিণ ; স্ত্রী। ২। নারায়ণের অবতারবিশেষ, সমুদ্রমন্থনকালে অসুরদিগকে মোহিত করিবার নিমিত্ত নারায়ণ এই রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সং ; স্ত্রী। মোহী দেখ।

মোহিনীশক্তি—মোহকারিণী ক্ষমতা, মুগ্ধ করিবার সামর্থ্য। অসমস্ত পদ।

মোহী—১। মুগ্ধ, মোহপ্রাপ্ত। মুহ (মুগ্ধ হওয়া)+ণিন্ ক=মোহিন্, ১মার ১বচন। ২। মোহকারক। ণিজন্ত মুহ বা মোহি+ণিন্ ক=মোহিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মোহিনী।

মৌকুলি—বায়স, কাক। মুকুল শব্দ+ফি। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

মৌক্তিক—মুক্তা, মতি। মুক্তা+ফিক স্বার্থে।

মৌখিক—মুখসম্বন্ধীয় ; যাহা আন্তরিক নয় এরূপ, বাহ্য : কাল্পনিক। মুখ+ফিক। বিণ ; ত্রি।

মৌঞ্জী—মুঞ্জনির্ম্মিত মেখলা। মুঞ্জ+ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

মৌঞ্জীবন্ধন—উপনয়নসংস্কার। সং ; ক্লী।

মৌঢ্য—মূর্খতা, অজ্ঞানতা। মূঢ় শব্দ+ফ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

মৌন—তুষ্ণীভাব, অভাষণ, কথা না কহিয়া চুপ করিয়া থাকা। মুনি+ক ভাবে। সং ; ক্লী। বিশেষণে মৌনী।

মৌনভঙ্গ—মৌনভাবের পর কথা কহা, বাক্য-কথন। ৬তৎ। সং ; পু।

মৌনভাব—তুষ্ণীভাব, চুপ করিয়া থাকা। ৬তৎ। সং ; পু।

মৌনব্রত—অভাষণরূপ নিয়ম, নিয়মপূর্ব্বক কথা না কহা। রূপক। সং ; পু।

মৌনব্রতী—মৌনব্রতধারী, যে মৌনব্রত গ্রহণ করিয়াছে এরূপ। মৌনব্রত+ইন্ অস্ত্যর্থে =মৌনব্রতিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

মৌনস্বভাব—মৌনপ্রকৃতিবিশিষ্ট, যে চুপ করিয়া থাকিতে ভালবাসে। বহ। বিণ ; ত্রি।

মৌনাবলম্বন—মৌনভাব গ্রহণ, নীরব হওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

মৌনী—১। মৌনব্রতধারী ; মৌনাবলম্বী। বিণ ; পু। ২। মুনি। মৌন+ইন্=মৌনিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে মৌনিনী। [সং ; পু।

মৌর্য্য—রাজা চন্দ্রগুপ্ত। মুরা+ফ্য অপত্যার্থে।

মৌর্ব্বী—জ্যা, ধনুকের ছিলা। মূর্ব্বা+ফ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

মৌল—১। মূল হইতে আগত ; মূলজ ; আপ্ত। বিণ ; ত্রি। ২। সচিব। মূল+ফ। সং।

মৌলি—কিরীট ; কেশ ; সংযত কেশ ; মস্তক ; চূড়া ; অগ্রভাগ ; অশোক গাছ। মূল+ফি, অথবা মু (বন্ধন)+লি। সং ; পু।

মৌলি, মৌলী—কিরীট ; কেশ ; সংযত কেশ ; মস্তক ; চূড়া, অগ্রভাগ ; ভূমি। মৌলি+স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

মৌলিক—মূলসম্বন্ধীয় ; মূলীভূত ; অকুলীন। মূল শব্দ+ফিক। বিণ ; ত্রি।

মৌষল—মুষলসম্বন্ধীয় ; মহাভারতীয় পর্ব্ব-বিশেষ। মুষল+ফ। সং ; ক্লী।

মৌহূর্ত্ত, মৌহূর্ত্তিক—জ্যোতিষশাস্ত্রবিৎ, দৈবজ্ঞ। মুহূর্ত্ত শব্দ+ফ, ফিক জাতার্থে। সং ; পু।

ম্যাক্‌ফার্স‌ন্, সার জন্—ইনি ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৭৮৫ খ্রীঃ হেষ্টিংস পদত্যাগ করিয়া গমন করিলে ইনি ২০ মাস প্রতিনিধি গভর্ণর জেনারেল রূপে কার্য্য করেন। তৎপরে ১৭৮৬ খ্রীঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস আসিয়া ইহার হস্ত হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

ম্যাক্সমূলার—ডাক্তার (Dr. Friedrich Max-Muller). সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান-পণ্ডিত। ইনি ১৮২৩ খ্রীঃ ৬ই ডিসেম্বর ডেসাউ (Dessau) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪১ খ্রীঃ হইতে লাইপজিগ (Leipzig) নগরে শিক্ষা করেন। ১৮৪৩ খ্রীঃ ইনি Doctor of Philosophy উপাধি প্রাপ্ত হন। বর্লিন নগরে বপ (Bopp) ও সেলিং (Schelling) এবং পারিস নগরে বর্ণুফ (Burnouf) ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা-দান করেন। ১৮৪৬ খ্রীঃ ইনি ইংলণ্ডে আসিয়া অক্সফোর্ড নগরে বাস করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদেশে ইনি সায়না-চার্য্যের ভাষ্যসহিত ঋগ্বেদের একখানি সংস্করণ প্রকাশিত করেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ হইতে ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০০ খ্রীঃ ২৮শে অক্টোবর ইনি অক্সফোর্ড নগরে দেহত্যাগ করেন। প্রাচ্যভাষায় ইঁহার মত গভীর পাণ্ডিত্য বর্ত্তমান সময়ে আর কাহারও নাই। ভারতবর্ষের প্রতি ইঁহার যে সুগভীর অনুরাগ ছিল, তাহা ইঁহার কথায় ও রচিত গ্রন্থসমূহে বহুলভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ইঁহার রচিত বা প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে দেওয়া গেল —হিতোপদেশের অনুবাদ (১৮৪৩); History of Ancient Sanskrit Literature (1859); The Origin and Growth of Religion (1878); Sacred Books of The East নামে প্রাচ্যদেশীয় ধর্ম্মপুস্তকের ইংরাজীতে অনুবাদ (১৮৭৫ খ্রীঃ হইতে ৫১ খণ্ডে প্রকাশিত); Science of Languages ; Science of Religion ; India, what can it teach us ? (1883) ; Chips from a German workshop ; Auld Lang Syne ; and Ramkrishna, His Life and Sayings. ইনি ধর্ম্ম এবং ভাষার সমালোচনা তুলনায় এবং বৈজ্ঞানিক-ভাবে করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় রচিত হইয়া ইঁহার ইংরাজী ও প্রাচ্য-ভাষাজ্ঞানের অলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। ইনি ইংরাজী জাতীয় সঙ্গীতকে (National Anthem) সংস্কৃত পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ম্রক্ষণ—১। লেপন ; মাখা ; মিলান ; মিশান। ম্রক্ষ (মাখা)+অনট্ ভা। ২। তৈল। ম্রক্ষ+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

ম্রিয়মাণ—মৃতপ্রায় ; অবসন্ন ; দুঃখিত। মৃ (মরা)+শান ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ম্রিয়মাণা।

ম্লান—অপ্রসন্ন, বিষণ্ণ ; মলিন ; ক্লান্ত ; শীর্ণ, দুর্ব্বল ; নিস্তেজ। ম্লৈ (মলিন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

ম্লানদৃশ্য—১। মলিন দর্শনীয় ব্যাপার। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। মলিন দৃশ্যযুক্ত, শোভাহীন, নিষ্প্রভ। ম্লান হইয়াছে দৃশ্য যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি।

ম্লানমুখ—১। মলিনবদন, বিষণ্ণ মুখবিশিষ্ট। বহ। বিণ ; ত্রি। ২। বিষণ্ণ মুখ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [বিণ ; ত্রি।

ম্লিষ্ট—মলিন ; অস্পষ্ট, অব্যক্ত। ম্লেচ্ছ+ক্ত ক।

ম্লেচ্ছ—১। অসভ্য জাতি, কিরাত শবর পুলিন্দ যবন প্রভৃতি। সং ; পু। ২। পাপরত, পাপিষ্ঠ। বিণ ; ত্রি।

ম্লেচ্ছদেশ—চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থাশূন্য দেশ। সং ; পু।

ম্লেচ্ছাচার—পাপাচার, অপবিত্র আচরণ ; ম্লেচ্ছজাতির ব্যবহার। ৬তৎ। সং ; পু।

য—১। ষড়্‌বিংশ ব্যঞ্জন বর্ণ ; ইহার উচ্চারণ-স্থান তালু। ২। যশঃ ; বায়ু ; যোগ। যা (যাওয়া)+ড ক। সং ; পু।

যকৃৎ—পিত্তাশয় ; কুক্ষির দক্ষিণস্থ মাংসপিণ্ড-বিশেষ। সং ; ক্লী।

যক্ষ—দেবযোনিবিশেষ ; কুবের ; ধনরক্ষক পুরুষ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যক্ষী।

যক্ষধূপ—ধুনা ; তার্পিণ তৈল। সং ; পু।

যক্ষরাজ, যক্ষেশ—কুবের। ৬তৎ। সং ; পু।

যক্ষিণী—যক্ষভার্য্যা ; কুবেরপত্নী ; বিদ্যাধরী পিশাচী। সং ; স্ত্রী।

যক্ষ্মা—ক্ষয়কাসরোগবিশেষ। সং ; পু। (যক্ষ্মন্ শব্দ)।

যজন—যাগকরণ ; পূজা। যজ (দেবার্চ্চন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

যজমান—যজ্ঞকারক ; যে ব্যক্তি দক্ষিণা, পূজাদি কর্ম্ম করায়। যজ (যাগ করা)+শান ক। সং ; পু।

যজুঃ, যজুর্ব্বেদ—শতশাখাযুক্ত বেদবিশেষ, দ্বিতীয় বেদ [চতুর্ব্বেদ দেখ]। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

যজুর্ব্বেদী—যজুর্ব্বেদানুসারে কর্ম্মকারক ; যজুর্ব্বেদবেত্তা। যজুর্ব্বেদ+ইন্=যজুর্ব্বেদিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

যজ্ঞ—সত্র, যাগ ; হোম। যজ (যাগ করা)+ন ভা। সং ; পু।

যজ্ঞপুরুষ—বিষ্ণু। ৬তৎ। সং ; পু।

যজ্ঞভূমি—যজ্ঞের উপযুক্ত ভূমি, যে স্থানে যজ্ঞ হয়। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

যজ্ঞবিদ্বেষী—(যজ্ঞবিদ্বেষিন্) ১। যজ্ঞের শত্রু, যজ্ঞে ব্যাঘাতকারী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। রাক্ষস। সং ; পু।

যজ্ঞসূত্র—উপবীত, পৈতা। যজ্ঞ সংস্কৃত সূত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

যজ্ঞসেন—রাজা দ্রুপদ। সং ; পু।

যজ্ঞস্থান—যজ্ঞভূমি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

যজ্ঞাঙ্গ—১। যজ্ঞের অবয়ব ; যজ্ঞসাধন দ্রব্য। ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। উড়ুম্বর বৃক্ষ ; খদির বৃক্ষ। সং ; পু। [পু।

যজ্ঞান্ত—যজ্ঞসমাপ্তি, যজ্ঞশেষ। ৬তৎ। সং ;

যজ্ঞিয়, যজ্ঞীয়—যজ্ঞসম্বন্ধীয় ; যজ্ঞকর্ম্মের যোগ্য। যজ্ঞ শব্দ+ইয়, ঈয় হিতাদ্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

যজ্ঞিয়দেশ—যজ্ঞকার্য্যের উপযোগী দেশ, আর্য্যাবর্ত্ত। কর্ম্মধা। সং ; পু।

যজ্ঞেশ্বর—বিষ্ণু। ৬তৎ। সং ; পু। [পু।

যজ্ঞোডুম্বর—স্বনামখ্যাত বৃক্ষ, যাগ ডুমুর। সং ;

যজ্ঞোপবীত—উপবীত, পৈতা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [পৈতা বামস্কন্ধে থাকিলে তাহাকে উপবীত বলে ; দক্ষিণস্কন্ধে থাকিলে তাহাকে প্রাচীনাবীত, এবং মাল্যাকারে বক্ষোদেশে লম্বিত হইলে তাহাকে নিবীত বলা যায়]।

যজ্বা—যাজ্ঞিক, যথাবিধি যাগকারী। যজ (যাগ করা)+বনিপ্ ক=যজ্বন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

যত—১। নিয়মিত ; অনুষ্ঠিত ; সংযত, বদ্ধ। যম+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। সংযম। যম (সংযত হওয়া)+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

যতমান—যত্ন করিতেছে এরূপ। যত (যত্ন করা)+শান ক। বিণ ; ত্রি।

যতি—১। মুনি, তপস্বী ; ভিক্ষু। যত (সংযত হওয়া)+ই ক। সং ; পু। ২। শ্লোকাদির পাঠকালে জিহ্বার ইষ্টবিরামস্থান ; যম+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

যতিচান্দ্রায়ণ—ব্রতবিশেষ [চান্দ্রায়ণ দেখ]। সং ; ক্লী।

যতিচিহ্ন—উচ্চারণের বিচ্ছেদসূচক জিহ্বার বিরামার্থ ব্যবহৃত চিহ্ন। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ি চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন যতিচিহ্নের ব্যবহার ছিল না। অধুনা ইংরাজীর অনুকরণে নানা প্রকার যতিচিহ্নের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে ; যথা, —কমা বা প্রথমচ্ছেদ (,) ; সেমিকোলন বা দ্বিতীয়চ্ছেদ (;) ; কোলন বা তৃতীয়চ্ছেদ (:) ; দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।) ; প্রশ্নবোধক বা জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্ন (?) ; সম্বোধনসূচক বা হর্ষবিস্ময়াদিবোধক চিহ্ন (!) ; উদ্ধারচিহ্ন বা কোটেশন (" ") ; সংযোজকচিহ্ন বা হাইফেন (-) ; বন্ধনী বা ব্র্যাকেট ([ ] ও ( )) ; ড্যাস (—) ; লোপচিহ্ন (')।

সামান্যতঃ (১) এই সংখ্যাটী উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, কমা চিহ্নের নিকট ততটুকু থামিতে হয় ; বাক্যের অন্তর্গত যে সমস্ত পদের কিংবা বৃহৎবাক্যের অন্তর্গত যে সকল ক্ষুদ্র বাক্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, তাহাদের মধ্যে কমা ব্যবহৃত হয়। সেমিকোলন—১, ২ এই দুইটী সংখ্যা উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, সেমিকোলন চিহ্নের নিকট ততটুকু সময় থামিতে হয়। একটী বাক্যের সহিত আর একটি বাক্যের যদি এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে যে, প্রথম বাক্যটীর পরে পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করা যায় না, তবে ঐ স্থলে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। কোলন—১, ২, ৩ এই তিনটী সংখ্যা উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, এই চিহ্নের নিকট ততটুকু থামিতে হয়। কমা বা সেমিকোলন দ্বারা বিভক্ত বাক্যগুলির মধ্যে যে সম্বন্ধ, তদপেক্ষা অল্প সম্বন্ধ থাকিলে বাক্যমধ্যে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। দাঁড়ি—বাক্য সমাপ্ত হইলে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। প্রশ্নজিজ্ঞাসা স্থলে প্রশ্নসূচক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। সম্বোধন বা হর্ষ, বিস্ময়, ঘৃণা, খেদ প্রভৃতির প্রকাশ স্থলে সম্বোধনসূচক চিহ্নের ব্যবহার হয়। হাইফেন—সমস্তমান পদদ্বয়ের মধ্যে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। অন্যের বাক্য উদ্ধৃত করিতে হইলে সেই বাক্যের আদিতে ও অন্তে উদ্ধার-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। বন্ধনী—বাক্যের অন্তর্গত কোন পদ বা বাক্যাংশের ব্যাখ্যা করিতে হইলে বা অল্প সংস্রববিশিষ্ট কোন অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিতে হইলে এই চিহ্ন প্রযুক্ত হয়। ড্যাস—এক কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ অন্য একটি কথা আনিয়া ফেলিলে, বা রচনাকে উত্তেজনাপূর্ণ করিতে হইলে ড্যাস চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। পদের অন্তর্গত কোন অক্ষর বিলুপ্ত হইলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের মস্তকে লোপচিহ্ন প্রদত্ত হয়।

যতিনী—সন্ন্যাসিনী ; বিধবা। সং ; স্ত্রী। যতী দেখ।

যতী—জিতেন্দ্রিয় ; মুনি ; সন্ন্যাসী। যত+ণিন্ ক=যতিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যতিনী। [ত্রি।

যতীন্দ্র—যতিশ্রেষ্ঠ, তপস্বিপ্রধান। ৭তৎ। বিণ ;

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ)—কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার। ১৮৩১ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরকুমার ঠাকুর। ইনি প্রথমে বাড়ীতে গুরুমহাশয়ের নিকট সামান্য শিক্ষালাভ করিয়া, তৎকালীন ইন্‌ফাণ্ট স্কুলে, পরে হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করেন। সে সময়ে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় নাই ; সুতরাং হিন্দুকলেজের পড়া শেষ হইলে যতীন্দ্রমোহন বাড়ীতে ইংরাজ-শিক্ষকের নিকট ইংরাজী এবং পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ২৭ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে ইনি খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নিকট বিষয়কার্য্যাদি শিক্ষা করেন। ইহার অল্পদিন পরেই ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সম্পাদক হন। ১৮৭০ খ্রীঃ ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ লাভ করেন এবং পরে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে অধিষ্ঠিত হন। এই সকল কার্য্যে ইনি গবর্ণমেন্টের নিকট প্রচুর সুখ্যাতি পাইয়াছিলেন। ১৮৭১ খ্রীঃ বড়লাট লর্ড মেয়ো ইঁহাকে রাজা বাহাদুর এবং ১৮৭৭ খ্রীঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'রাজরাজেশ্বরী' উপাধি গ্রহণকালে বড়লাট লর্ড লিটন 'মহারাজা' উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৯খ্রীঃ ইনি সি, এস, আই ; ১৮৮২ খ্রীঃ কে, সি, এস, আই ; ১৮৯০ খ্রীঃ মহারাজা বাহাদুর ও ১৮৯১ খ্রীঃ পুরুষানুক্রমে 'মহারাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি বহুবিধ সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। বিধবাদের দুঃখ দূরীকরণ জন্য এক লক্ষ টাকা, মেও হাসপাতালের জন্য দশ হাজার টাকা, দাতব্য সভায় আট হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত গোপনে দান অনেক আছে। ইঁহার

বাটীতে প্রত্যহ অতিথি-সেবা হয়। হিন্দুধর্ম্মে ইঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। প্রভাতে সন্ধ্যা-বন্দনাদি না করিয়া ইনি বাহিরে আসিতেন না। ইনি একজন সুকবি ছিলেন। ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় ইনি বহুবিধ প্রবন্ধ, সঙ্গীত এবং পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। উভয় সঙ্কট, চক্ষুদান, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, বিদ্যাসুন্দর নাটক প্রভৃতি প্রহসনগুলি ইঁহার লিখিত। ইঁহারই চেষ্টায় ও উৎসাহে এ দেশে থিয়েটারের প্রথম সূত্রপাত হয়, এবং ইনিই ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহনকে লইয়া থিয়েটারে ঐকতানবাদনের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি একদিকে যেমন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, অন্যদিকে তেমনই সাহিত্য ও সঙ্গীতের অনুরাগী ও উৎসাহদাতা ছিলেন। ইনি সাহিত্যসেবিগণকে বিশেষ আদর করিতেন এবং জীবনের অন্তিম ভাগেও সাহিত্যিকগণের মিলন জন্য যে "পূর্ণিমা সম্মিলন" হয়, তাহাতে যোগদান করিতেন। ইনি রাজদ্বারে যেমন সম্মান, দেশের লোকের নিকটেও তেমনই সম্মান পাইতেন। ইনি ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সেক্রেটারীর কার্য্য বহুদিন ধরিয়া সম্পন্ন করেন। পরে উক্ত সভার সভাপতিও হইয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে সাধারণ সভায় বড় একটা যোগদান করিতে পারিতেন না। কিন্তু কি দেশের লোক, কি ছোটলাট বড়লাট, সকলেই বিশেষ বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে ইঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড রিপন, লেডি রিপন, লর্ড ল্যান্সডাউন ও বঙ্গের অনেক ছোটলাট ইঁহার বাড়ীতে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। বেলগেছিয়া নাট্যশালা স্থাপনে ইনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। পরে ঐখানে অভিনয় বন্ধ হইলে নিজ বাটীতে কয়েক বৎসর অভিনয় করাইয়া দেশীয়গণ মধ্যে নাট্যাভিনয়ে রুচিবর্দ্ধন করেন। ইঁহারই উৎসাহে মাইকেল মধুসূদন অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করেন। যতীন্দ্রমোহন উক্ত গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়ভার বহন করেন এবং মাইকেল উক্ত গ্রন্থের হস্তলিপি ইঁহাকে উপহার প্রদান করেন। এই হস্তলিপিখানি ইঁহার পুস্তকাগারে যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছে। যতীন্দ্রমোহনের বিদ্যানুরাগ তাঁহার সংগৃহীত বহুসংখ্যক মূল্যবান্ গ্রন্থপরিপূর্ণ বিস্তৃত পুস্তকাগার দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। যেরূপ অবস্থার লোক হউক না কেন, সকলেই ইঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিত এবং সকলকেই ইনি মিষ্টালাপে পরিতুষ্ট করিতেন। পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য-শিক্ষা ও সভ্যতা ইঁহাতে এক অপূর্ব্বভাবে সম্মিলিত ছিল।

যৎকিঞ্চিৎ—যাহা কিছু; সামান্য। ব্য।

যত্ন—চেষ্টা; উদ্যোগ; প্রয়াস, উদ্যম। যত+ন ভা। সং; পু।

যত্নপূর্ব্বক—যত্নসহকারে, চেষ্টা করিয়া। যত্ন হইয়াছে পূর্ব্বে যাহার, বহু। ক্রি-বিণ।

যত্নবাহুল্য—যত্নের আধিক্য, চেষ্টার প্রাচুর্য্য। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

যত্নবতী—যত্নশীলা, চেষ্টান্বিতা। যত্নবান্ দেখ; যত্নবৎ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

যত্নবান্—(যত্নবৎ)। যত্নশীল, সচেষ্ট, চেষ্টান্বিত। যত্ন শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যত্নবতী।

যত্নশীল—যত্নবান্, সচেষ্ট। যত্ন হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে যত্নশীলা।

যৎপরোনাস্তি—যার পর নাই। যৎ+পরঃ+ন+অস্তি। ব্য।

যৎসামান্য—যৎকিঞ্চিৎ, অত্যল্প। বিণ; ত্রি।

যত্র—যেখানে; যে বিষয়ে। যদ্ শব্দ+ত্র ৭মী স্থানে। ব্য।

যথা—যেমন; সাদৃশ্য; অনতিক্রম; সত্য। যদ্ শব্দ+থাচ্ প্রকারাদ্যর্থে। ব্য।

যথাকথঞ্চিৎ—যে কোনরূপে; কষ্টেসৃষ্টে। ব্য।

যথাকাল—উপযুক্ত সময়; দিবসের শেষভাগ। অব্যয়ী। ব্য।

যথাক্রম—ক্রমানুসারে। অব্যয়ী। ব্য।

যথাতথা—যেখানে সেখানে; যেরূপে সেরূপে; যেমন তেমন। ব্য।

যথাদিষ্ট—আদেশমত, আদেশানুযায়ী। অব্যয়ী। ব্য। [ক্রি-বিণ।

যথানিয়মে—নিয়মানুযায়ী, নিয়মমত। অব্যয়ী।

যথাপূর্ব্ব—পূর্ব্বানুরূপ; পূর্ব্বের মত। ব্য।

যথাযথ—যথাযোগ্য; যথার্থ। ব্য। [ব্য।

যথাযোগ্য—উপযুক্তরূপ, উচিত মত। অব্যয়ী।

যথারীতি—রীত্যনুযায়ী, রীতিমত। অব্যয়ী। ব্য।

যথার্থ—প্রকৃত; সত্য; যোগ্য। অর্থকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। বিণ।

যথাবৎ—বিধি অনুসারে; যথার্থ। যথা শব্দ+চৎ। ব্য।

যথাবিধি—বিধি অনুসারে। অব্যয়ী। ব্য।

যথাশক্তি—শক্তি অনুসারে; যেমন ক্ষমতা। অব্যয়ী। ব্য।

যথাশাস্ত্র—শাস্ত্রানুসারে। অব্যয়ী। ব্য।

যথাসময়—যথাকাল, উপযুক্ত সময়। অব্যয়ী। ব্য।

যথাসর্ব্বস্ব—সমস্ত সম্পত্তি, যাহা কিছু ধন সকলই। অব্যয়ী। ব্য। [ব্য।

যথাসাধ্য—সাধ্যানুসারে; যথাশক্তি। অব্যয়ী।

যথাস্থান—নির্দ্দিষ্ট স্থান; উপযুক্ত স্থান। অব্যয়ী বা কর্ম্মধা। ব্য।

যথেচ্ছ—ইচ্ছানুরূপ, ইচ্ছামত। অব্যয়ী। ব্য।

যথেচ্ছাচার—স্বেচ্ছাচার। যথেচ্ছ যে আচার, কর্ম্মধা। সং; পু।

যথেচ্ছাচারিণী—যথেচ্ছাচারী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

যথেচ্ছাচারিতা—ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করা, উচ্ছৃঙ্খলতা। যথেচ্ছাচারী দেখ; যথেচ্ছাচারিন্+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

যথেচ্ছাচারী—স্বেচ্ছাচারী, ইচ্ছানুরূপকার্য্যকারী; উচ্ছৃঙ্খল, অবাধ্য। যথেচ্ছ—আ—চর (আচরণ করা)+ণিন্ ক—যথেচ্ছাচারিন, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যথেচ্ছাচারিণী।

যথেষ্ট—ইচ্ছানুরূপ; প্রচুর। অব্যয়ী। ব্য; বিণ। [ব্য; বিণ।

যথোচিত—উপযুক্তরূপ; যথাযোগ্য। অব্যয়ী।

যথোপযুক্ত—যথাযোগ্য, যথোচিত। অব্যয়ী। ব্য; বিণ।

যদা—যৎকালে, যখন; যেহেতু; যে পর্য্যন্ত। যদ্ শব্দ+দা কালার্থে। ব্য।

যদি—অবধারণ; সম্ভাবনা; পক্ষান্তর। ব্য।

যদু—যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র ও যাদবদিগের আদিপুরুষ; যদুবংশীয়। সং; পু।

যদুনাথ, যদুপতি—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার)—১২৪৬ সালে মাতুলালয় শান্তিপুরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম কালিদাস। কালিদাসের পৈতৃক বাসস্থান যশোহর জেলার অন্তর্গত গরিবপুর।

যদুনাথ পৈতৃক যত্নে ও স্বীয় পরিশ্রমগুণে জুনিয়ার স্কলারসীপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। এবং ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে প্রশংসার সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া রাণাঘাটে আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। যদুনাথ চিকিৎসা-বিষয়ক বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেও ধাত্রীবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি রাণাঘাটে অবস্থানকালে ধাত্রীশিক্ষা এবং চুঁচুড়ায় অবস্থান সময়ে উদ্ভিদ্‌বিচার ও শরীরপালন রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন "চিকিৎসা দর্পণ" নামে একখানি মাসিক পত্রও কিছুকাল প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর চিকিৎসা-কল্পদ্রুম নামে একখানি বৃহৎ পুস্তক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ হয় নাই। চুঁচুড়ায় অবস্থিতি কালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় চন্দ্র সরকার, রামগতি ন্যায়রত্ন এবং বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয় এবং চিকিৎসকসমাজে সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। অনন্তর

ইনি কলিকাতায় আসিয়া "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার" নামে একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। উহাতে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ক্রমাগত বহু প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। অনন্তর সুপ্রসিদ্ধ "সরল জ্বরচিকিৎসা" গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ১৩০০ সালের ১২ই চৈত্র তারিখে গরিবপুরে ইঁহার দেহান্ত হয়।

যদৃচ্ছা—স্বেচ্ছা; অনায়াস; দৈবাৎ। যদ্ শব্দ—ঋচ্ছ+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত—স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত, নিজের ইচ্ছানুসারে নিযুক্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

যদৃচ্ছালব্ধ—দৈবলব্ধ, অনায়াসপ্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

যদৃচ্ছালাভ—অনায়াসে প্রাপ্তি, চেষ্টা ব্যতীত প্রাপ্তি। ৩তৎ। সং; পু।

যদ্ভবিষ্য—দৈবপর, ভাগ্যাপেক্ষী। বিণ; ত্রি।

যদ্যপি—যদিও। যদি+অপি। ব্য।

যন্ত্র—যাঁতা; পদার্থ-নিরূপণ-সামগ্রী; শিল্পসাধন-সামগ্রী; বাদ্য; পাত্রবিশেষ। যন্ত্র+অল্ ণ। সং; ক্লী।

যন্ত্রগৃহ—তৈলিশালা, ঘানিঘর। ৬তৎ। সং; ক্লী।

যন্ত্রণা—যাতনা, ক্লেশ; শরপত্ররচনা। যন্ত্র (পীড়া দেওয়া)+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

যন্ত্রণাদায়ক—ক্লেশকর, কষ্টদায়ক। ৬তৎ।

যন্ত্রিকা—যাঁতি। যন্ত্র+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

যন্ত্রিত—বদ্ধ; দমিত; প্রতিরুদ্ধ। যন্ত্র (সংযত হওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

যন্ত্রী—১। যন্ত্রযুক্ত; যন্ত্রধারী। যন্ত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে—যন্ত্রিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। শিল্পী; বাদ্যযন্ত্রবাদক; ষড়যন্ত্রকারী। সং।

যম—১। সংযমন; শরীরসাধনসাপেক্ষ নিত্য কর্ম্ম, অহিংসা সত্য প্রভৃতি [যোগাঙ্গ দেখ]। যম (সংযত হওয়া)+অল্ ভা। ২। শমন; কৃতান্ত; সংহিতাকার মুনিবিশেষ; শনি; কাক। ণিজন্ত যম+অন্ ক। সং; পু। ৩। যমজ। বিণ; ত্রি।

শমন-অর্থবোধক যমের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এইরূপ;—

যম একজন দিক্‌পাল, দক্ষিণ দিকের অধিপতি। সূর্য্যের ঔরসে তৎপত্নী সংজ্ঞার গর্ভে ইঁহার জন্ম। সপত্নী ছায়াকে স্বামীর নিকট রাখিয়া সংজ্ঞা স্থানান্তরে গমন করিলে যম বিমাতা কর্ত্তৃক লালিতপালিত হন। পরে ছায়া সপত্নীপুত্র বলিয়া ইঁহার প্রতি অযত্ন প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে ইনি বিমাতাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হন। ছায়া ইঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। তাহার ফলে ইঁহার পদদ্বয় ক্ষত ও কীটপূর্ণ হইলে ইনি সমস্ত বৃত্তান্ত পিতাকে নিবেদন করিলেন। সূর্য্য ইঁহাকে একটী কুক্কুর দিলেন। সেই কুক্কুর ক্ষত হইতে নির্গত পূয ও কীট ভক্ষণ করিতে লাগিল।

ইনি জীবের পাপপুণ্যের বিচারকর্ত্তা। এই কার্য্যে সাহায্য করিবার নিমিত্ত চিত্রগুপ্ত ইঁহার মন্ত্রিরূপে নিযুক্ত। ইঁহার আয়ুধ দণ্ড ও বাহন মহিষ। অণীমাণ্ডব্য শৈশবে অজ্ঞানাবস্থায় পতঙ্গের পুচ্ছে তৃণবিদ্ধ করায় সেইপাপে উত্তরকালে তাঁহাকে শূলারোহণ দণ্ডভোগ করিতে হয়। লঘু পাপে এতাদৃশ গুরুদণ্ডের বিধানে মুনিবর ইঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। তাহার ফলে ইঁহাকে মর্ত্ত্যে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

কথিত আছে, ইনি দক্ষপ্রজাপতির শ্রদ্ধাদি ত্রয়োদশ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। শ্রদ্ধার গর্ভে সত্য, মৈত্রীর গর্ভে প্রসাদ, দয়ার গর্ভে অভয়, শান্তির গর্ভে সম, তুষ্টির গর্ভে হর্ষ, পুষ্টির গর্ভে গর্ব্ব, ক্রিয়ার গর্ভে যোগ, উন্নতির গর্ভে দর্প, বুদ্ধির গর্ভে অর্থ, মেধার গর্ভে স্মৃতি, তিতিক্ষার গর্ভে মঙ্গল, লজ্জার গর্ভে বিনয়, এবং মূর্ত্তির গর্ভে নর ও নারায়ণের জন্ম হয়। কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির নামে ইঁহার এক পুত্রের জন্ম হয়।

অকালে সত্যবানের মৃত্যু হইলে ইঁহার দূতগণ তাঁহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করে, কিন্তু তৎপত্নী সাবিত্রীর পুণ্যবলে সে কার্য্যে অসমর্থ হয়। তখন ধর্ম্মরাজ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হন এবং সাবিত্রীর পাতিব্রত্যে ও ধর্ম্মপরায়ণতায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পতির পুনর্জীবনলাভ প্রভৃতি বর প্রদান করেন। ইঁহার প্রধান প্রধান নাম এই—যম, শমন, কৃতান্ত, অন্তক, দণ্ডধর, দণ্ডপাণি, ধর্ম্ম, ধর্ম্মরাজ, পিতৃপতি।

যমক—১। যমজ। বিণ; ত্রি। ২। শব্দালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। সং; ক্লী।

যমঘণ্টযোগ—বারনক্ষত্রযোগে দুষ্ট যোগবিশেষ [রবিবারে মঘা ও পূর্ব্বফল্গুনী, সোমবারে পুষ্যা ও অশ্লেষা, মঙ্গলবারে জ্যেষ্ঠা, অনুরাধা, অশ্বিনী ও ভরণী, বুধবারে হস্তা ও আর্দ্রা, বৃহস্পতিবারে মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, রেবতী ও উত্তরভাদ্রপদ, শুক্রবারে স্বাতী ও রোহিণী, শনিবারে শ্রবণা ও শতভিষা নক্ষত্র হইলে যমঘণ্ট যোগ হইয়া থাকে। ইহাতে যাত্রা বিবাহাদি সর্ব্ববিধ কার্য্য নিষিদ্ধ]।

যমজ—একসময়ে একগর্ভে জাত। যম শব্দ—জন+ড ক। বিণ; ত্রি।

যমজয়ী—(যমজয়িন্)। শমনবিজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

যমজোৎপত্তি—যমজ সন্তানের উদ্ভব, এক গর্ভে এক সময়ে দুই সন্তানের জন্ম। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। গর্ভাশয়গত বীজ দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত হইলে গর্ভাশয়ে দুইটী জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যমদগ্নি—পরশুরামের পিতা। সং; পু।

যমদণ্ড—যমপ্রদত্ত শাস্তি; মৃত্যু; জ্যোতিষোক্ত বাস্তুদোষবিশেষ। ৬তৎ। সং; পু।

যমদূত—যমকিঙ্কর। ৬তৎ। সং; পু।

যমদূতক—কাক; যমকিঙ্কর। সং; পু।

যমদূতিকা—তেঁতুল। সং; স্ত্রী।

যমদ্বিতীয়া—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দেখ। সং; স্ত্রী।

যমনিকা—যবনিকা, পর্দ্দা। সং; স্ত্রী।

যমযন্ত্রণা—শমনযাতনা, যমপ্রদত্ত ক্লেশ; মৃত্যু। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

যমরাজ—শমন, যম। সং; পু।

যমল—যুগল, যোড়া। যম+কল র্ম, অথবা যম (যুগ্ম)—লা+ড ক। সং; ক্লী।

যমলার্জ্জুন—বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষবিশেষ। মহর্ষি নারদের শাপে কুবেরের পুত্রদ্বয় বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যক্রীড়াচ্ছলে এই বৃক্ষদ্বয় ভগ্ন করিয়া ইঁহাদিগকে শাপমুক্ত করেন।

যমবাহন—মহিষ। ৬তৎ। সং; পু।

যমসাধন—সংযমসাধন; অহিংসা, সত্যকথন, ব্রহ্মচর্য্য, নিরহঙ্কারতা, অস্তেয়, এই পঞ্চ বিষয়ের অভ্যাস। ৬তৎ। সং; ক্লী।

যমস্বসা—যমুনা নদী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

যমানিকা, যমানী—যবানী, যোয়ান। সং; স্ত্রী।

যমালয়—শমনভবন, যমের বাড়ী। ৬তৎ। সং।

যমিত—সংযত; বদ্ধ; ছেদিত। ণিজন্ত যম বা যমি+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

যমুনা—কালিন্দী নদী। ইনি সূর্য্যের কন্যা ও যমের ভগিনী বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছেন। মথুরার নিকট দিয়া এই নদী প্রবাহিতা। যম+উনন্ ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

যমুনাতট—যমুনা নদীর তীর। ৬তৎ। সং; পু।

যযাতি—নহুষ রাজার পুত্র। ইনি রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া একদা মৃগয়ায় গমন করেন এবং তৃষ্ণাতুর হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে এক কূপের নিকট উপস্থিত হন। কূপে দৃষ্টিপাত করিয়া ইনি তন্মধ্যে পতিতা একটী নবোদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন। ইনি বালিকাকে উত্তোলন করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিলেন। সেই বালিকা শুক্রাচার্য্যের দুহিতা দেবযানী (দেবযানী দেখ)। পরে অন্য এক দিবস ইনি মৃগয়ার্থ

বনে গমন করিয়া সখীবৃন্দে পরিবেষ্টিতা দেবযানীকে দেখিতে পাইলেন। দেবযানী পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়া ইহাঁকে পতিত্বে বরণ করিবার অভিলাষিণী হইলে শুক্রাচার্য্যের অনুমতিক্রমে উভয়ের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। দেবযানী পরিচারিকা শর্ম্মিষ্ঠাসহ পতির সহিত রাজধানীতে গমন করিলেন। ক্রমে তাঁহার গর্ভে ইহাঁর যদু ও তুর্ব্বসু নামক দুই পুত্রের জন্ম হইল।

এদিকে যযাতি শর্ম্মিষ্ঠার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া গোপনে তাঁহাকে বিবাহ করেন (শর্ম্মিষ্ঠা দেখ), এবং তাঁহার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামক তিন পুত্রের জন্ম হয়। দেবযানী রাজার এই ব্যবহারের বিষয় জানিতে পারিয়া ক্রোধে ভর্ত্তৃ-গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পিত্রালয়ে গমন করিলেন। শুক্রাচার্য্য যযাতিকে অকালে জরাগ্রস্ত হইবার অভিশাপ প্রদান করিলেন। পরে ইনি তাঁহার বিস্তর স্তবস্তুতি করায় তিনি ইহাঁকে নিজ জরা পাত্রান্তরে অর্পণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। যযাতি জ্যেষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পুত্রকেই তাঁহাদের যৌবন প্রদান করিয়া নিজ জরা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রথম চারি পুত্র তাহাতে অসম্মত হইলেন। অবশেষে কনিষ্ঠ পুত্র পুরু স্বকীয় যৌবন পিতাকে অর্পণ করিয়া ইহাঁর জরা গ্রহণ করিলেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া যযাতি অন্যান্য পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া পুরুকেই নিজের উত্তরাধিকারী করিবার মনন করেন।

বহুকাল পুত্রের যৌবন ভোগ করার পর যযাতি পুরুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমার যৌবন দ্বারা আমি যথেষ্ট বিষয়-সুখ ভোগ করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারিয়াছি, এমন কথা বলিতে পারি না ; কারণ, যেরূপ হুতাশনে ঘৃত সংযোগ করিলে তাহা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত না হইয়া অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তদ্রূপ কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কামের শান্তি হয় না, প্রত্যুত উত্তরোত্তর উহার বৃদ্ধি হইতে থাকে। সংসারের তাবৎ বস্তু এক ব্যক্তির উপভুক্ত হইলেও তাহাতে তাহার তৃপ্তি জন্মে না ; অতএব ভোগতৃষ্ণা পরিহার করাই বিধেয়। বার্দ্ধক্যেও যে তৃষ্ণার লাঘব হয় না, এবং যাহা প্রাণঘাতী রোগস্বরূপ, সেই তৃষ্ণা পরিহার ব্যতিরেকে প্রকৃত সুখলাভের উপায়ান্তর নাই। আমি এতকাল বিষয়াসক্ত হইয়া রহিয়াছি, তথাপি আমার বিষয়তৃষ্ণা শান্ত না হইয়া দিন দিন প্রবল হইতেছে। অতএব আমি এই তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিব স্থির করিয়াছি।"

এই কথা বলিয়া যযাতি পুরুকে যৌবন প্রত্যর্পণ ও স্বীয় জরা পুনর্গ্রহণানন্তর তাঁহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তপশ্চরণার্থ অরণ্য আশ্রয় করিলেন।

যযাতি কেশরী—উড়িষ্যার কেশরী-বংশীয় রাজগণের আদিপুরুষ। ইনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

যব—একপ্রকার শস্য ; বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগস্থ যবাকার চিহ্নবিশেষ ; বেগ। সং ; পু।

যবক্ষার—ক্ষারবিশেষ, সোরা। সং ; পু।

যবদ্বীপ—দ্বীপবিশেষ। অধুনা ইহা যাবা নামে খ্যাত।

যবন—১। বেগবান্। বিণ ; ত্রি। ২। বেগবান্ অশ্ব ; দেশবিশেষ ; জাতিবিশেষ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যবনী। [সং ; স্ত্রী।

যবনানী—যবনের লিপি, আরবী, পারসী।

যবনিকা—পর্দ্দা, কানাৎ ; যবন-স্ত্রী। সং ; স্ত্রী।

যবনিকাপতন—অভিনয় শেষে পর্দ্দা পড়িয়া যাওয়া। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

যবানিকা, যবানী—ঔষধবিশেষ, যোয়ান। সং।

যবনেষ্ট—লশুন ; পলাণ্ডু, পেঁয়াজ। যবনের ইষ্ট (প্রিয়), ৬তৎ। সং ; পু।

যবিষ্ঠ, যবীয়ান্—অতিযুবা ; কনিষ্ঠ। যুবন্ শব্দ + ইষ্ঠ, ঈয়সু। বিণ ; ত্রি।

যশঃ—(যশস্)। সুখ্যাতি, কীর্ত্তি। সং ; ক্লী।

যশঃকীর্ত্তন—যশোগান, সুখ্যাতিকথন। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [৬তৎ। সং ; ক্লী।

যশঃক্ষেত্র—যশোলাভের স্থান, কীর্ত্তিভূমি।

যশঃশেষ—১। মৃত্যু। সং ; পু। ২। মৃত, পরলোকগত। বহু। বিণ ; ত্রি।

যশঃশৈল—কীর্ত্তিরূপ পর্ব্বত। রূপক। সং ; পু।

যশস্কর—যশঃসাধন, সুখ্যাতিজনক। উপ ; যশস্ শব্দ—কৃ (করা) + ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে যশস্করী। বিপরীতার্থক শব্দ অযশস্কর।

যশস্বিনী—যশস্বী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

যশস্বী—সুখ্যাতিমান্ ; বিখ্যাত। যশস্ + বিন্ অস্ত্যর্থে—যশস্বিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যশস্বিনী। [সং ; ক্লী।

যশোগান—যশঃকীর্ত্তন, সুখ্যাতি কথন। ৬তৎ।

যশোদ—১। সুখ্যাতিপ্রদ। উপ ; যশস্ শব্দ—দা (দান করা) + ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে যশোদা। ২। পারদ। সং ; পু।

যশোদা—ইনি প্রসিদ্ধ নন্দঘোষের পত্নী। বসুদেব-পত্নী দেবকী ও নন্দরাণী যশোদা একদিবসেই সন্তানদ্বয় প্রসব করেন। দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণের এবং যশোদার গর্ভে মহামায়ার জন্ম হয়। বসুদেব স্বীয় পুত্রটীকে অচেতনপ্রায়া যশোদার নিকট রাখিয়া এবং যশোদার কন্যাটীকে গ্রহণ করিয়া মথুরায় ফিরিয়া যান। নিশাবসানে কংস কন্যাটীকে বধ করিয়াই সন্তুষ্ট হইল। কৃষ্ণ নন্দালয়ে যশোদার পরম যত্নে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে স্বগর্ভজাত সন্তান বলিয়াই জানিতেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোদার স্নেহ জগতে পরম বাৎসল্যের অপূর্ব্ব উদাহরণ। যশোদা কৃষ্ণকে ক্ষণকাল দর্শন না করিলে এরূপ ব্যাকুল হইতেন যে, তদ্বর্ণনা দ্বারা বহুসংখ্যক কবি জগৎকে স্নেহের অপূর্ব্ব মাধুরী শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে যশোদার যে যাতনা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করা' অসাধ্য। সং ; স্ত্রী।

যশোধন—যশস্বী। বহু। বিণ ; ত্রি।

যশোমন্দির—কীর্ত্তিরূপ মন্দির। রূপক। সং ; পু।

যশোরশ্মি—যশের দীপ্তি, কীর্ত্তির প্রভা। ৬তৎ। সং ; পু।

যশোরাশি—যশঃসমূহ। ৬তৎ। সং ; পু।

যশোলিপ্সা—যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা, খ্যাতিলাভেচ্ছা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

যশোলিপ্সু—যশোলাভের আকাঙ্ক্ষী, কীর্ত্তিলাভেচ্ছু। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

যশোবিমণ্ডিত—কীর্ত্তিভূষিত, যশঃ দ্বারা শোভিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

যষ্টব্য—যজ্ঞার্হ, যাগের উপযুক্ত। যজ (পূজা করা) + তব্য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

যষ্টা—যাগকর্ত্তা, যজমান। যজ (পূজা করা) + তৃন্ ক—যষ্টৃ, ১মার ১বচন। সং ; পু।

যষ্টি—১। লাঠি, ছড়ি ; ধ্বজাদি দণ্ড ; শাখা ; যষ্টিমধু ; তন্ত ; ছড়া, নর। যজ (পূজা করা) + ক্তি র্ম্ম। সং ; পু ও স্ত্রী। ২। ভুজদণ্ড। সং ; পু।

যষ্টিকা—লাঠি, ছড়ি ; একনর হার ; যষ্টিমধু ; দীর্ঘিকা। যষ্টি দেখ ; যষ্টি + কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

যষ্টিগ্রহ—লগুড়ধারী, লাঠিয়াল। যষ্টি গ্রহণ করে যে, উপ। যষ্টি শব্দ (লাঠি) — গ্রহ (গ্রহণ করা) + অন্ ক। সং ; পু।

যষ্টিমধু—এক প্রকার মিষ্ট মূল। যষ্টিতে আছে মধু যাহার, বহু। সং ; ক্লী।

যস্ক—জনৈক মুনি। সং ; পু।

যাগ—যজ্ঞ, হোম। যজ (দেবপূজা করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

যাচক—প্রার্থী, ভিক্ষু। যাচ (যাচ্ঞা করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে যাচিকা।

যাচন—প্রার্থনা, যাচ্ঞা, ভিক্ষা। যাচ (যাচ্ঞা করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে যাচিত।

যাচনক—১। যাচক, প্রার্থী। যাচ (যাচ্ঞা করা) + অন ক + কণ্। বিণ ; ত্রি।

২। যাচ্‌ঞা, প্রার্থনা। যাচ+অনট্‌ ভা+কণ্‌। সং: স্ত্রী।

যাচনা—প্রার্থনা, ভিক্ষা। যাচ+অন ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং; স্ত্রী।

যাচনীয়—প্রার্থনীয়। যাচ (যাচ্‌ঞা করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

যাচমান—প্রার্থয়মান, যাচ্‌ঞাকারী। যাচ (যাচ্‌ঞা করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

যাচিকা—যাচক দেখ। বিণ; স্ত্রী।

যাচিত—১। প্রার্থিত, মৃত। যাচ (যাচ্‌ঞা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। প্রার্থনা যাচ+ক্ত ভা। সং; স্ত্রী।

যাচিতক—প্রার্থিত বস্তু; হাওলাত। যাচিত দেখ; যাচিত শব্দ+কণ্‌। সং; স্ত্রী।

যাচিতা—প্রার্থক, যাচ্‌ঞাকারী। যাচ (যাচ্‌ঞা করা)+তৃন্‌ ক=যাচিতৃ, ১মার ১বচন বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যাচিত্রী।

যাচ্‌ঞা—ভিক্ষা, প্রার্থনা। যাচ (যাচ্‌ঞা করা)+নঙ্‌ ভা+আপ্‌। সং; স্ত্রী।

যাচ্য—যাচিতব্য, প্রার্থনীয়। যাচ (যাচ্‌ঞা করা)+য্যণ্‌ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

যাজ—অন্ন, ভক্ত, ভাত। যজ (দান করা)+ঘঞ্‌ র্ম্ম। সং; পু।

যাজক—যজ্ঞকর্ত্তা; ঋত্বিক্‌, পুরোহিত; মত্তহস্তী। যজ (দেবপূজা করা)+ণক ক। সং; পু।

যাজন—পৌরহিত্য; যজ্ঞ করান। ণিজন্ত যজ বা যাজি (দেবপূজা করান)+অনট্‌ ভা। সং; স্ত্রী।

যাজি—যাজক। যজ (দেবপূজা করা)+ইঞ্‌ ক। সং; পু।

যাজী—যজ্ঞকারী, যাজক। যজ (দেবপূজা করা)+ণিন্‌ ক=যাজিন্‌, ১মার ১বচন। সং; পু।

যাজ্ঞবল্ক্য—সংহিতাকার ও যজুর্বেদপ্রবোক্তা জনৈক মুনির নাম। ইঁহার পিতার নাম যজ্ঞবল্ক বলিয়া ইঁহার নাম যাজ্ঞবল্ক্য হয়। ইনি বৈশম্পায়নের শিষ্য। কথিত আছে, ইঁহার গুরু ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ইনি তাহাতে ব্রতী হইতে অস্বীকৃত হইয়া গুরুর নিকট শিক্ষিত বেদ বমন করিয়া দেন, এবং সে সমস্ত তিত্তির পক্ষীর আকারে বহির্গত হয়। ইনি পাণ্ডবদিগের রাজসূয়যজ্ঞে হোতৃত্ব করিয়াছিলেন। যজ্ঞবল্ক (জনৈক মুনির নাম)+ষ্য অপত্যার্থে। সং; পু।

যাজ্ঞসেনী—দ্রৌপদী। যজ্ঞসেন (দ্রুপদ রাজা)+ষ্ণ অপত্যার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। সং; স্ত্রী। দ্রৌপদী দেখ।

যাজ্ঞিক—১। যজ্ঞীয়। যজ্ঞ দেখ; যজ্ঞ+ষ্ণিক সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি। ২। যজ্ঞকর্ত্তা; ঋত্বিক্‌, পুরোহিত; রক্তখদির; অশ্বত্থবৃক্ষ।

যাজ্ঞিকান্ন—যজ্ঞীয় চরু। যাজ্ঞিক যে অন্ন, কর্ম্মধা; যাজ্ঞিক ও অন্ন দেখ। সং; স্ত্রী

যাজ্য—১। যজনীয়, যাজনযোগ্য; যজ্ঞক্রিয়ার যোগ্য; যাহার জন্য যাগ করা যায় এরূপ যজ (দেবপূজা করা)+ঘ্যণ্‌ র্ম্ম। বিণ. ত্রি। ২। যজ্ঞস্থান; দেবতা, প্রতিমা। যজ+ঘ্যণ্‌ অধি। সং; স্ত্রী।

যাজ্যা—হোতৃপাঠ্য ঋক, যাগমন্ত্র। যাজ্য দেখ যাজ্য+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং; স্ত্রী।

যাত—১। অতীত; গত। যা (যাওয়া)+ক্ত ক। ২। প্রাপ্ত, লব্ধ; বিদিত, জ্ঞাত। যা (পাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

যাতনা—তীব্র বেদনা, যন্ত্রণা। ণিজন্ত যত বা যাতি (যন্ত্রণা দেওয়া)+অন ভা+আপ্‌। স্ত্রী

যাতযাম—জীর্ণ; শীর্ণ; হ্রাসপ্রাপ্ত; পর্য্যুষিত উচ্ছিষ্ট; পরিত্যক্ত। যাত (গত) হইয়াছে যাম (কান্তি ইত্যাদি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

যাতব্য—আক্রমণীয়; অভিগন্তব্য। যা (যাওয়া)+তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

যাতা—১। গমনকর্ত্তা; রথচালক, সারথি। যা (যাওয়া)+তৃন্‌ ক=যাতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। ২। পতির ভ্রাতৃপত্নী, ইহারই অপভ্রংশে চলিত কথা 'যা' হইয়াছে। যত (যাওয়া)+ঋ ক বা যা+তৃচ্‌ ক=যাতৃ, ১মার ১বচন। সং; স্ত্রী।

যাতায়াত—গমনাগমন, যাওয়া আসা। যাত ও আয়াত, দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

যাতু—১। গমনকারী। বিণ; ত্রি। ২। পথিক; রাক্ষস; বায়ু; সময়। যা (যাওয়া)+তুন্‌ ক। সং; পু।

যাতুধান—নিশাচর, রাক্ষস। যাতু দেখ; যাতু শব্দ (রাক্ষস)—ধা (ধারণ করা)+অন ক। সং; পু।

যাত্রা—১। গমন; নির্ব্বাহ; তীর্থগমন; যুদ্ধার্থ নির্গমন; যাপন; দেবতার উৎসববিশেষ। যা (যাওয়া)+ত্র ভা+আপ্‌। ২। উপায়। যা+ত্র ণ+আপ্‌। সং; স্ত্রী।

যাত্রাবিধি—দেশান্তর-গমনকালীন বিধান। ৬তৎ। সং; পু। যাত্রাকালে যে দিকে গমন করিবে, সেই দিক্‌পতিকে চিন্তা করিয়া স্বস্তি শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক পূর্ণকুম্ভ দর্শন করিয়া ভূমিতে দক্ষিণ পদ বাড়াইয়া দিবে, মাঙ্গল্য পুষ্পাদি দ্বারা পূজ্য ব্যক্তিদিগের পূজা ও অভিবাদন করিয়া যাত্রা করিবে। যাত্রাকালে নিম্নোক্ত শ্লোক পাঠ ও শ্লোকোক্ত দ্রব্যসমূহ দর্শনে যাত্রা শুভ হয়।

"ধেনুর্ব্বৎসপ্রযুক্তা বৃষগজতুরগা
দক্ষিণাবর্ত্তবহ্নি-
র্দিব্যস্ত্রীপূর্ণকুম্ভা দ্বিজনৃপগণিকাঃ
পুষ্পমালা পতাকা।
সদ্যো মাংসং ঘৃতং বা দধি মধু রজতং
কাঞ্চনং শুক্লধান্যং
লমিহ লভতে
মানবো গন্তুকামঃ।"

যাত্রাকালে অগ্রে রজক ও পশ্চাতে নাপিত দর্শন অশুভদায়ক। তৈলকার অগ্রে অগ্রে গমন করিলে, ছাগ লুণ্ঠন করিলে, গরু কাসিলে, মানুষ হাঁচিলে বা ক্লীব দর্শন হইলে যাত্রা অশুভদায়ক হয়।

যাত্রিক—১। যাত্রাসম্বন্ধীয়; যাত্রাযোগ্য। যাত্রা দেখ; যাত্রা শব্দ+ষ্ণিক সম্বন্ধার্থে বা অর্হার্থে। বিণ; ত্রি। ২। পথিক; উপায়; উৎসব। সং; পু।

যাত্রী—যাত্রাকারী; পথিক। যাত্রা দেখ; যাত্রা+ইন্‌=যাত্রিন্‌, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

যাথাতথ্য—সত্যতা, যাথার্থ্য; প্রকৃত তত্ত্ব। যথা+তথা+ষ্য ভাবে। সং; স্ত্রী।

যাথার্থিক—যথার্থ, প্রকৃত। যথার্থ দেখ; যথার্থ+ষ্ণিক স্বার্থে। বিণ; ত্রি।

যাথার্থ্য—সত্যতা, যথার্থতা; প্রকৃত তত্ত্ব। যথার্থ দেখ; যথার্থ শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; স্ত্রী।

যাদঃ—জলজন্তু। যা (যাওয়া)+দস্‌ ক। সং; স্ত্রী।

যাদঃপতি—বরুণ; সমুদ্র। ৬তৎ; যাদঃ দেখ। সং; পু।

যাদব—১। যদুসম্বন্ধীয়; যদুবংশীয়। যদু দেখ; যদু+ষ্ণ সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি। ২। কৃষ্ণ; যদুবংশীয় ব্যক্তি। যদু+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

যাদবী—গোধন; বাসন্তীদেবী, দুর্গা; মদিরা; কুট্টনী। যাদব দেখ; যাদব+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

যাদসাংপতি—জলনিধি, সমুদ্র। অলুক্‌ ৬তৎ। সং; পু।

যাদু—বশীকরণ; ভেল্কী, ইন্দ্রজাল। দেশজ শব্দ।

যাদুকর—ঐন্দ্রজালিক, যে ভেল্কী দেখায়; বশীকারক। যাদু শব্দ—কৃ (করা)+ট ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে যাদুকরী।

যাদুবল—বশীকরণক্ষমতা; ভেল্কী প্রদর্শনশক্তি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

যাদুবিদ্যা—বশীকরণবিদ্যা; ভোজবিদ্যা। সং; স্ত্রী।

যাদৃক্‌—যেরূপ, যে প্রকার, যেমন। যদ্‌শব্দ (যে বা যাহা)—দৃশ+ক্বিপ্‌ র্ম্ম=যাদৃশ্‌, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যাদৃশী।

যাদৃক্ষ, যাদৃশ—যেরূপ, যেমন। যদ্‌ শব্দ (যে বা যাহা)—দৃশ+যথাক্রমে সক্‌ ও টক্‌। বিণ; ত্রি।

যাদৃচ্ছিক—যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত; ইচ্ছাকৃত; স্বেচ্ছানুযায়ী। যদৃচ্ছা দেখ; যদৃচ্ছা+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

যাদৃশ—যাদৃক্ষ দেখ। সং; পু।

যাদোনাথ—সমুদ্র; বরুণ। ৬তৎ। যাদঃ দেখ।

যান—১। হস্তী অশ্ব শকট প্রভৃতি বাহন। যা (যাওয়া)+অনট্ ণ। ২। গমন; শত্রুর বিরুদ্ধে যাত্রা; আক্রমণ। যা+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

যানপাত্র—অর্ণবযান, জাহাজ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

যান্ত—যানবাহক। যান দেখ; যান+ক্য। বিণ; ত্রি।

যাপন—অতিবাহন, ক্ষেপণ, কাটান; অবস্থান; অপসারণ; নিরসন। ণিজন্ত যা বা যাপি (যাওয়ান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে যাপিত।

যাপনীয়—অতিবাহনীয়, ক্ষেপণীয়; অপসারণীয়। • ণিজন্ত যা বা যাপি+অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি।

যাপিত—অতিবাহিত; কাটান; অপসারিত। ণিজন্ত যা বা যাপি (যাওয়ান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে যাপন।

যাপ্য—যাপনীয়, অতিবাহনীয়, ক্ষেপণীয়; নিন্দনীয়; আবরণীয়; গোপনীয়; নিঃশেষে অপ্রতীকার্য্য। ণিজন্ত যা বা যাপি+য র্ম। বিণ; ত্রি।

যাপ্যযান—শিবিকা। কর্ম্মধা; যাপ্য ও যান দেখ। সং; ক্লী।

যাভ—রমণ, সুরতক্রিয়া। জভ (রমণ করা)+ ঘঞ্ ভা। সং; পু।

যাম—১। প্রহরৈক পরিমিত কাল, ৭৷৷০ দণ্ড বা ৩ ঘণ্টা সময়; সময়; সংযম। যম (নিবৃত্ত করা)+ঘঞ্ র্ম, বা যা (যাওয়া) +ম ক। সং; পু। ২। যমসম্বন্ধীয়। যম +ষ্ণ সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি।

যামঘোষ—শৃগাল; কুক্কুট; পটহবিশেষ; ঘটিকা-যন্ত্র, ঘড়ি। যাম দেখ; যাম (সময় বা প্রহর) ঘোষণা করে যে, উপ। সং; পু।

যামল—যুগল, জোড়া; তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ, ইহা ছয় প্রকার—(১) আদি, (২) ব্রহ্মা, (৩) বিষ্ণু, (৪) রুদ্র, (৫) গণেশ, (৬) আদিত্য। যমল দেখ; যমল+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু।

যামবতী—যামিনী, রজনী; হরিদ্রা। যাম দেখ; যাম+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

যামাতা—দুহিতৃপতি, জামাতা, জামাই। জায়া —মা+তৃচ্ ক—ধাত্বাতু, ১মার ১বচন। সং; পু।

যামার্দ্ধ—অর্দ্ধযাম, প্রহরার্দ্ধকাল, ৩৷৷০ দণ্ড বা ১৷৷০ ঘণ্টা সময়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

যামি—ভগিনী; স্নুষা, দুহিতা; কুলস্ত্রী; ধর্ম্ম-পত্নী; রাত্রি। যা (যাওয়া)+মি ক। সং; স্ত্রী।

যামিক—প্রহরসম্বন্ধীয়; যামনিযুক্ত। যাম দেখ; যাম (প্রহর)+ঠিক। বিণ; ত্রি।

যামিকা—রাত্রি। যাম দেখ; যাম (প্রহর) +ঠিক+আপ্। সং; স্ত্রী।

যামিত্র—লগ্ন বা রাশি হইতে সপ্তম স্থান। যামি দেখ; যামি—ত্রৈ+ড ক। সং; ক্লী।

যামিত্রযুতবেধ—চন্দ্র পাপগ্রহের সপ্তমস্থ হইলে যামিত্রবেধ এবং পাপগ্রহযুক্ত হইলে যুতবেধ হয়। ইহাতে যাত্রা বিবাহাদি কার্য্য নিষিদ্ধ।

যামিত্রবেধ—কর্ম্মকালীন রাশির সপ্তমে রবি, শনি ও মঙ্গল থাকিলে যামিত্রবেধ হয়। ইহাতে বিবাহাদি কার্য্য নিষিদ্ধ।

যামিনী—রজনী, রাত্রি; হরিদ্রা। যাম দেখ; যাম (প্রহর)+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

যামিনীপতি—নিশানাথ, চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

যামিনীযোগে—রাত্রিকালে। ৬তৎ। সং; পু। সপ্তম্যন্ত পদ।

যামী—১। ভরণী নক্ষত্র; যমসম্বন্ধীয়া দিক্; দক্ষিণা দিক্। যম+ষ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। কুলস্ত্রী। যামি দেখ; যামি (কুলস্ত্রী) +ঈ স্বার্থে। সং; স্ত্রী।

যামুন—১। সীসক; রসাঞ্জন। সং; ক্লী। ২। যমুনাসম্বন্ধীয়। যমুনা+ষ্ণ সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি।

যামেয়—ভাগিনেয়। যামি দেখ; যামি শব্দ (ভগিনী)+ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

যাম্য—১। যমসম্বন্ধীয়। যম+ক্য সম্বন্ধার্থে। ২। দক্ষিণদেশীয়। যামি (দক্ষিণদিক্) +ক্য সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি। ৩। চন্দন-বৃক্ষ; অগস্ত্য মুনি। সং; পু।

যাম্যা—দক্ষিণা দিক্; ভরণী নক্ষত্র। যম+ ক্য+আপ্। সং; স্ত্রী।

যাম্যায়ন—দক্ষিণায়ন। যাম্যাতে (দক্ষিণ দিকে) অয়ন (গমন), ৭তৎ। সং; ক্লী।

যাযজূক—সর্ব্বদা যাগশীল। যঙ্লুগন্ত যজ বা যাযজ (পুনঃ পুনঃ যজ্ঞ করা)+উক ক। সং; পু।

যাযাবর—১। নিয়ত ভ্রমণকারী। যঙ্লুগন্ত যা বা যাযা (পুনঃ পুনঃ যাওয়া)+বর ক। বিণ; ত্রি। ২। অশ্বমেধের ঘোটক; জরৎকারু মুনি; নিয়মিত বাসস্থানবিহীন তপস্বী; পরিব্রাজক; পর্য্যটক; সন্ন্যাসী। সং; পু।

যাব—অলক্তক, আলতা। যু (মিশ্রিত করা) +ঘঞ্ র্ম। সং; পু।

যাবক—১। অলক্তক। যাব দেখ; যাব শব্দ+ কণ্ স্বার্থে। ২। অর্দ্ধপক্ব যব বোরো ধান। যবক+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু।

যাবচ্চন্দ্রদিবাকর—যতদিন চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ, চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রকাশকাল পর্য্যন্ত। চন্দ্র ও দিবাকর (সূর্য্য), দ্বন্দ্ব; চন্দ্রদিবাকর ব্যাপ্ত, অব্যয়ী। ব্য। ক্রি-বিণ।

যাবজ্জীবন—আজীবন, জীবিতকাল পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। ব্য। ক্রি-বিণ।

যাবৎ—১। যৎপরিমাণ, যে সংখ্যক, যত। যদ্ শব্দ (যাহা)+বতু পরিমাণার্থে। বিণ; ত্রি। ২। অবধারণ; প্রশংসা; সাকল্য; পরিচ্ছেদ; সীমা; পরিমাণ; সম্ভ্রম; পক্ষান্তর; অধিকার। যা (যাওয়া)+বতি ভা। ব্য।

যাবতিথ—যাবৎ পরিমিত। বিণ; ত্রি।

যাবতীয়—সমগ্র; সমুদয়। যাবৎ দেখ; যাবৎ শব্দ+ঈয়। বিণ; ত্রি।

যাবন—১। যবনসম্বন্ধীয়। যবন+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। সং; পু।

যাবনাল—শস্যবিশেষ, দে-ধান। যবনাল+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু। [সং; পু।

যাবশূক—যবক্ষার, সোরা। যবশূক+ষ্ণ স্বার্থে।

যাব্য—মিশ্রণীয়; যোজনীয়। বিণ; ত্রি।

যাষ্টিক—যষ্টিধারী, লাঠিয়াল। সং; পু।

যিযক্ষমাণ, যিযক্ষু—যজ্ঞকরণে অভিলাষী। সনন্ত যজ+যথাক্রমে শান ও উ ক। বিণ; ত্রি।

যিযাসু—গমনেচ্ছু। সনন্ত যা বা যিযাস+উ ক। বিণ; ত্রি।

যিশুখৃষ্ট—খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। প্রায় দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল, জুডিয়ার অন্তর্গত ন্যাজারেথ নগরে কুমারী মেরীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। রামায়ণে সীতা যেরূপ অযোনি-সম্ভবা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তদ্রূপ ইঁহাকেও অশিশ্নসম্ভব বলা যাইতে পারে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, পরমেশ্বরের এক দূত অবিবাহিতা মেরীকে একটি স্বপ্ন প্রদর্শন করেন; তাহাতেই মেরীর গর্ভ হয়, এবং সেই গর্ভে যিশুর জন্ম হয়। ইনি ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বর্ণিত। কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে কংসের ভয়ে যেমন তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, যিশুর জন্ম হইলে শিশুহন্তা হেরডের ভয়ে তাঁহাকে ইজিপ্টে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল।

যিশু বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল য়িহুদীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও আলোচনা করেন। অনন্তর ইনি দীক্ষাগুরু জনের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অনন্যমনে সাধনা করেন। অতঃপর যিশু এক নূতন ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে বিশ্বাস, মানবগণের পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব, অক্রোধ, ক্ষমা, পবিত্রভাবে জীবনযাপন, এইগুলিই ইঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম। ইনি তিন বৎসর-কাল এইরূপ ধর্ম্মপ্রচার করেন। জেলে মালো প্রভৃতি ইতরশ্রেণীর দ্বাদশজন লোক ইঁহার প্রিয় শিষ্যমধ্যে পরিগণিত হয়। এই নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করায়

য়িহুদীরা ইঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। যিশু নানা অলৌকিক কাণ্ড দেখাইলেন, কিন্তু তথাপি য়িহুদীরা ইঁহাকে প্রত্যয় করিল না। অবশেষে তাহারা ইঁহার প্রাণবধের নিমিত্ত এক ভয়ানক চক্রান্ত করিল। রাজদ্বারে ইঁহা নামে অভিযোগ উপস্থিত হইল। ইঁহার সেই দ্বাদশ জন প্রিয় শিষ্যের মধ্যেই Judas Iscariot নামক একজন ইঁহাকে ধরাইয়া দিল। Pontiu Pilate নামক বিচারকের বিচারে ইঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। য়িহুদীরা ক্রুস্ নামক যন্ত্রে ইঁহাকে প্রেকবিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিল। এইরূপে এক ধর্ম্মবীরের ইহজীবনের শেষ হইল। যিশুর জন্মদিবস হইতে খ্রীষ্টাব্দের গণনা আরম্ভ হইয়াছে ইঁহার মৃত্যুর দিন Good Friday নামে অভিহিত হইয়াছে। তৃতীয় দিবসে ইনি কবর হইতে উত্থিত হন ও মেরী ম্যাগ্‌ডালেন প্রভৃতিকে দর্শন দিয়াছিলেন। যিশু যতদিন বনে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, কেহ কেহ বলেন, সেই সময়ের মধ্যে তিনি কিছুদিন ভারতে আসিয়া ভারতীয় ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন।

যুক্ত—মিলিত ; সংলগ্ন ; ন্যায্য ; উপযুক্ত আসক্ত ; ব্যাপৃত ; নিযুক্ত ; যাহার যোগাভ্যাস হইয়াছে এরূপ। যুজ (যোগ করা) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে যুক্তি ও যোগ।

যুক্তকর—মিলিত হস্ত ; কৃতাঞ্জলি, যোড়হাত বহু। বিণ ; ত্রি।

যুক্তবেণী—বদ্ধবেণী, বাঁধা খোঁপা ; প্রবাহের সম্মিলন। যুক্ত যে বেণী (খোঁপা, স্রোতঃ), কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

যুক্তি—ন্যায় ; মন্ত্রণা ; উপায় ; মিলন ; অনুমান ; রীতি ; কারণ ; নাট্যাঙ্গবিশেষ ; লোকব্যবহার। যুজ (যোগ করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে যুক্ত।

যুক্তিযুক্ত—যুক্তিসঙ্গত, ন্যায্য। ৩তৎ। বিণ।

যুক্তিসঙ্গত—যুক্তিযুক্ত, উপযুক্ত, ন্যায্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

যুক্তিসিদ্ধ—যুক্তিনিষ্পন্ন ; মন্ত্রণাসিদ্ধ ; মীমাংসিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

যুগ—১। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারিকাল [চতুর্যুগ দেখ] ; যুগ্ম, যোড়া ; চারি হস্ত পরিমাণ। যু (মিলন করা)+গক্ ক। সং ; ক্লী। ২। রথশকটহলাদির অঙ্গবিশেষ, জোয়াল। সং ; পু।

যুগন্ধর—যুগবন্ধনার্থ রথশকটাদির কাষ্ঠবিশেষ, যে কাঠের সঙ্গে জোয়াল বাঁধা হয়, যেমন গাড়ীর বোম, লাঙ্গলের ঈষ ইত্যাদি ; পর্ব্বতবিশেষ। যুগ শব্দ (জোয়াল)+ধৃ (ধরা)+খ ক। সং ; পু।

যুগপৎ—একদা, এককালে। যু (যোগ করা) +গপতক্ অধি। ব্য।

যুগপার্শ্বগ—কর্ষণ অভ্যাসার্থ হলাদির পার্শ্বে আবদ্ধ গবাদি জন্তু। যুগের (জোয়ালের) পার্শ্ব যুগপার্শ্ব, ৬তৎ। যুগপার্শ্বে গমন করে যে, উপ, যুগপার্শ্ব–গম+ড ক। সং ; পু।

যুগযুগান্তর—এই যুগ ও অন্য যুগ, বহু যুগ। যুগ ও যুগান্তর, দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

যুগল—যুগ্ম, জোড়া। যুগ দেখ ; যুগ+ল স্বার্থে ; সং ; ক্লী।

যুগাদ্যা—যুগারম্ভক তিথি, যে তিথিতে যুগ আরম্ভ হয় [বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়া সত্যযুগাদ্যা, কার্ত্তিকী শুক্লনবমী ত্রেতাযুগাদ্যা, ভাদ্রী কৃষ্ণা ত্রয়োদশী দ্বাপরযুগাদ্যা, মাঘী পূর্ণিমা কলিযুগাদ্যা]। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

যুগান্ত—প্রলয়কাল, চারি যুগের অবসান। যুগসমূহের অন্ত, ৬তৎ। সং ; পু।

যুগান্তর—অন্য যুগ, বিভিন্ন যুগ। অন্য যুগ, নিত্য। সং ; ক্লী।

যুগ্ম—যুগল, জোড়া ; দুই শ্লোকের সম্বন্ধ ; মিথুনরাশি ; মেলন। যুজ (যোগ করা) +মক্ র্ম। সং ; ক্লী।

যুগ্য—১। বাহন, যান। যুগ+য্য বা যুজ (যোগ করা)+ক্যপ্ র্ম। সং ; ক্লী। ২। যুগবাহী (গবাদি পশু)। বিণ ; ত্রি।

যুঞ্জান—১। যোগাভ্যাসকারী। যুজ (যোগ করা)+শান ক। বিণ ; ত্রি। ২। ব্রাহ্মণ ; সারথি। সং ; পু।

যুৎ—যুদ্ধ। যুধ (যুদ্ধ করা)+ক্বিপ্ ভা– যুধ্, ১মার ১বচন। সং ; স্ত্রী।

যুত—১। যুক্ত : মিলিত ; সম্পৃক্ত ; অমিলিত। যু (যোগ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। হস্তীকে পদাঘাত ; চারি হস্ত পরিমাণ। যু+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

যুতক—১। সংযুক্ত। যুত দেখ ; যুত শব্দ+ কণ্ স্বার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। যৌতুক ; সন্দেহ ; যুগ্ম ; বস্ত্রাঞ্চল। সং ; ক্লী।

যুতবেধ—যামিত্রযুতবেধ দেখ।

যুদ্ধ—সমর, রণ, সংগ্রাম ; গ্রহগণের পরস্পর মিলন। যুধ (যুদ্ধ করা)+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

যুদ্ধনীতি—সমরনীতি, যুদ্ধসংক্রান্ত নিয়ম। যুদ্ধ সংক্রান্তা নীতি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

যুদ্ধপোত—যুদ্ধজাহাজ। ৬তৎ। সং ; পু।

যুদ্ধযাত্রা—যুদ্ধে গমন, যুদ্ধ করিতে যাওয়া। যুদ্ধের নিমিত্ত যাত্রা, ৪তৎ। সং ; স্ত্রী।

যুদ্ধযাত্রী—যুদ্ধার্থগমনকারী। যুদ্ধযাত্রা+ইন্ অস্ত্যর্থে–যুদ্ধযাত্রিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

যুদ্ধরীতি—যুদ্ধপ্রণালী, সংগ্রামের পদ্ধতি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

যুদ্ধবিগ্রহ—যুদ্ধ ও বিবাদ, লড়াই ঝগড়া। দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

যুদ্ধবিদ্যা—সমরশাস্ত্র, যুদ্ধসংক্রান্ত শাস্ত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

যুদ্ধবিশারদ—যুদ্ধনিপুণ, সমরপটু। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

যুদ্ধার্ণব—সমররূপ সমুদ্র। রূপক। সং ; পু।

যুদ্ধার্থ—যুদ্ধের নিমিত্ত। যুদ্ধের নিমিত্ত ইহা, নিত্য, অথবা যুদ্ধ হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

যুদ্ধোদ্যম—সমরোদ্যোগ, যুদ্ধের উপক্রম। ৬তৎ। সং ; পু।

যুধা—সংগ্রাম, যুদ্ধ। যুধ (যুদ্ধ করা)+ও ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

যুধাজিৎ—ভরতের মাতুল। যুধা দেখ ; যুধা শব্দ –জি+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

যুধান—১। যুদ্ধকারী, যোদ্ধা। বিণ ; ত্রি। ২। ক্ষত্রিয়। যুধ (যুদ্ধ করা)+কান ক। সং ; পু।

যুধিষ্ঠির—জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব। যুধি (যুদ্ধে) স্থির, অলুক্ ৭তৎ। সং ; পু।

কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্মরাজের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। এজন্য বাল্যকাল হইতেই ইনি সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। পাণ্ডুরাজার মৃত্যু হইলে ইনি মাতা ও ভ্রাতৃচতুষ্টয়সহ হস্তিনাপুরে জ্যেষ্ঠতাত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হন এবং কৌরবগণ ও অন্যান্য পাণ্ডবগণসহ কৃপ ও দ্রোণের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। অতঃপর প্রাপ্তবয়স্ক হইলে ইনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে প্রবৃত্ত হন। ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া অচিরে ইঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। অপর পাণ্ডবচতুষ্টয় ইঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাঁহারা ইঁহার এতাদৃশ বশবর্ত্তী ও আজ্ঞাবহ ছিলেন যে, ইনি আদেশ করিলে তাঁহারা ন্যায়ান্যায় বিচারবর্জ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিতেন এবং ইঁহার অনুমতি না লইয়া কোন কার্য্যই করিতেন না।

ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্য্যোধন অত্যন্ত পরশ্রীকাতর ছিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের বিনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পিতার সহিত মন্ত্রণা করিয়া বারণাবতে একটি জতুগৃহ নির্ম্মাণ করান। অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে মাতা ও ভ্রাতৃচতুষ্টয় সহ সেই জতুগৃহে বাস করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন। তাঁহাদের যাত্রাকালে পিতৃব্য বিদুর যাবনিক ভাষায় তথায় সাবধানে থাকিতে বলিয়া দেন।

ইহাতেই যুধিষ্ঠিরের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। অনন্তর বিদুর-প্রেরিত লোক বারণাবতে উপস্থিত হইলে পাণ্ডবগণ জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া তথা হইতে পলায়ন-পূর্ব্বক এক বনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই বনে অবস্থিতিকালে যুধিষ্ঠির মধ্যম ভ্রাতা ভীমকে হিড়িম্বা রাক্ষসীর পাণি-গ্রহণে অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরীতে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া ব্যাসদেবের আদেশে পঞ্চালরাজ্যের রাজধানীতে গমন করেন এবং এক কুম্ভকারের কুটীরে অপরিচিতের ন্যায় বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে পঞ্চালরাজকুমারী দ্রৌপদীর স্বয়ংবর উপস্থিত হয়। নির্দ্দিষ্ট দিবসে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ ব্রাহ্মণবেশে সজ্জিত হইয়া স্বয়ংবর-সভায় গমন করেন। দুর্য্যোধনাদি সমবেত অন্যান্য যাবতীয় রাজাগণের লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণবেশী তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন তাহাতে কৃতকার্য্য হন। তখন দ্রৌপদী অঙ্গীকারানুসারে তাঁহাকে বরমাল্য প্রদানে উদ্যতা হন। সামান্য একজন ব্রাহ্মণ দ্রৌপদী-রত্ন লাভ করিলেন দেখিয়া সমবেত সমস্ত রাজা বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে কাড়িয়া লইবার জন্য একত্র মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। একাকী অর্জ্জুন তাঁহাদের সকলকে পরাস্ত করিয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ কুটীরে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর মাতার আদেশে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

এইবার ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরাদি জীবিত আছেন জানিতে পারিয়া, পূর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট ভ্রাতা বিদুরকে প্রেরণ করিলেন। যুধিষ্ঠির কুন্তী, দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ উপস্থিত হইলে ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য বণ্টন করিয়া দিলেন। হস্তিনাপুর দুর্য্যোধনের থাকিল; যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বজনগণসহ সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে ইঁহার রাজ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময়ে দ্রৌপদীর গর্ভে ইঁহার প্রতিবিন্ধ্য নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। অতঃপর অর্জ্জুন-সখা দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ইনি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই সময়ে জরাসন্ধ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি বহু রাজাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সহিত ভীমার্জ্জুনকে প্রেরণ করিয়া জরাসন্ধকে নিহত ও বন্দী রাজগণকে কারামুক্ত করেন। অতঃপর মহাড়ম্বরে যজ্ঞ সমাপ্ত হয়।

দুর্য্যোধনাদি এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়াছিলেন। তিনি নিজবুদ্ধিদোষে ও কৃষ্ণের কৌশলে নানাপ্রকারে অপমানিত হন। বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য্য দর্শনে তাঁহার মনে দারুণ ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয়। সুতরাং তিনি পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরাদির সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু বলে কিছু করিতে পারিবেন না দেখিয়া ছলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে কোনরূপে বুঝাইয়া ও তাঁহার অনুমতি লইয়া যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত-ক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। তদনুসারে যুধিষ্ঠির পরিজনবর্গসহ হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধন স্বীয় মাতুল অক্ষনিপুণ শকুনিকে যুধিষ্ঠিরের সহিত অক্ষক্রীড়ায় বসাইয়া দিলেন। শকুনি কপট দ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে পরাস্ত করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির প্রথমে সমস্ত রাজ্যধন এবং তৎপরে ভ্রাতৃগণকে ও নিজকে এবং শেষে দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত পণ রাখিয়া একে একে সবই হারিলেন। তখন দুর্য্যোধনের ভ্রাতা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভামধ্যে আনয়ন করিয়া যৎপরোনাস্তি অপমান করিল। কিন্তু তথাপি যুধিষ্ঠির কেবল ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় তাহার প্রতীকারের কোন চেষ্টাই করিলেন না। অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র মধ্যস্থ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতের যাবতীয় পণ হইতে মুক্তিদান করেন।

যুধিষ্ঠির পরিজনবর্গসহ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিগত হইলেন। ইহাতে দুর্য্যোধনের ক্ষোভের সীমা রহিল না। তিনি পুনর্ব্বার পিতাকে বলিয়া কহিয়া যুধিষ্ঠিরকে অক্ষযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। ক্ষত্রিয়ের নিয়মানুসারে যুধিষ্ঠির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এবারে তিনি প্রথমতঃ রাজ্যধন হারিয়া পরে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস-পণ রাখিলেন, এবং দৈবপ্রতিকূলতা-বশতঃ তাহাতেও হারিলেন। এক্ষণে যুধিষ্ঠির মাতাকে বিদুরের আশ্রয়ে রাখিয়া দ্রৌপদী ও ভীমাদি ভ্রাতৃগণের সহিত বনবাসে গমন করিলেন। এইরূপে স্বীয় দোষবশতঃ পরিজনবর্গ অসহনীয় ক্লেশে পতিত হইলেও তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হন নাই। প্রত্যুত দ্রৌপদী একদা নানাপ্রকার দুঃখপ্রকাশ করিয়া স্বামীকে শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাইলে ইনি উত্তর করেন,—"আমি ফলাকাঙ্ক্ষায় ধর্ম্মাচরণ করি না; আমার মন স্বতঃই ধর্ম্মপথের অনুগামী। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে দোহন করিয়া ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করে, সে ধার্ম্মিকপদবাচ্য হইতে পারে না,—সে ব্যক্তি ধর্ম্মবণিক্ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।"

এতাদৃশ ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া ব্যাসদেব ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাহার নিদর্শনস্বরূপ প্রতিস্মৃতি বিদ্যা দান করেন। ইনি আবার তাহা প্রিয় ভ্রাতা অর্জ্জুনকে শিক্ষা দেন। বনবাসকালে মুনিঋষিগণ প্রায়ই পাণ্ডবগণের আশ্রমে আসিতেন এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকা শ্রবণ করাইয়া ইঁহাদের চিত্তবিনোদন করিতেন। দুর্য্যোধন বনবাসক্লিষ্ট পাণ্ডবগণকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়া সুখলাভ করিবার মানসে ঘোষযাত্রা করিয়া সেই বনে আগমন করেন। সেই সময়ে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। চিত্রসেন সপত্নীক দুর্য্যোধনকে বন্দী করেন। এই সংবাদ পাইয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনকে প্রেরণ করিয়া দুর্য্যোধনকে মুক্ত করেন। অতঃপর দুর্য্যোধনপক্ষীয় জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিতে চেষ্টিত হইলে ভীম তাঁহাকে ধরিয়া যথোচিত লাঞ্ছনা করিতে করিতে অগ্রজের নিকট আনয়ন করেন। যুধিষ্ঠির এমনই দয়ালু ছিলেন যে, এরূপ অবস্থাতেও তিনি জয়দ্রথকে অনায়াসে ক্ষমা করেন।

এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবার অভিপ্রায়ে যুধিষ্ঠির পত্নী ও ভ্রাতৃগণসহ ছদ্মবেশে বিরাট-রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং নিজে কঙ্ক নাম ধারণ করিয়া রাজার সভাসদ্ হইলেন। ভীমার্জ্জুনাদি অন্যান্য প্রকার হীনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীভাবে রাজান্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে বিরাটরাজের শ্যালক ও প্রধান সেনাপতি কীচক দ্রৌপদীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করিলে ভীম তাহার প্রাণসংহার করেন। কীচকের মৃত্যুর পর সুশর্ম্মা বিরাটরাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজাকে বন্দী করেন। তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে প্রেরণ করিয়া সুশর্ম্মাকে বন্দী ও বিরাটরাজকে মুক্ত করেন। বিরাটরাজকুমার উত্তর একমাত্র বৃহন্নলারূপী সারথি অর্জ্জুনের সহায়তায় ও বীরত্বে কুরুসৈন্য মথিত করিয়া প্রত্যাগত হইলে যুধিষ্ঠির উত্তরের প্রশংসা না করিয়া বারংবার কেবল বৃহন্নলার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে বিরাট-রাজ কুপিত হইয়া অক্ষদ্বারা তাঁহার ললাটে আঘাত করায় শোণিত নিঃসৃত হইল। তথাপি ধর্ম্মভীরু যুধিষ্ঠির আশ্রয়দাতার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না।

এইরূপে অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর অতীত হইলে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ বিরাট নগরে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তখন বিরাটরাজ মহাসমাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যু সহিত স্বীয় তনয়া উত্তরার বিবাহ দিবা প্রস্তাব করিলেন। যুধিষ্ঠিরও তাহাতে সম্মত হইলেন। অতঃপর পাণ্ডবগণের স্বজনব আসিয়া উপস্থিত হইলে মহাসমারোহে উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। যুধিষ্ঠি এক্ষণে স্বরাজ্য প্রত্যর্পণের প্রস্তাব করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট দূত প্রেরণ করি লেন। ক্রূরমতি দুর্য্যোধন রাজ্য প্রত্যর্প করা দূরে থাকুক, পঞ্চপাণ্ডবকে পাঁচখানি গ্রামও দিতে চাহিলেন না। সুতরা যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের যাবতীয় রাজা সসৈন্যে আসিয়া কেহ এ পক্ষে কেহ ও পক্ষে যোগ দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ অন্যরূপ ব্যবস্থা করিলেন। তিনি নিজে পাণ্ডবপক্ষে থাকিলেন, কিন্তু তাঁহার নারায়ণী-সেনা দুর্য্যোধনকে দিলেন। মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য প্রভৃতি সকলেই কৌরবপক্ষে থাকিলেন অষ্টাদশ দিবসব্যাপী মহাসমর সঙ্ঘটি হইল। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, মা,ল শল্য প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নিকট বিজয়ী হইবার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হন। যুধিষ্ঠির কেবল ভ্রাতৃগণের উপর নির্ভর করিতেন না—নিজেও সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেন। তিনি আজীবন কখনও মিথ্যা কথা কহেন নাই বা মিথ্যাচরণ করেন নাই। কিন্তু দ্রোণ-বধ অসাধ্য হওয়ায় কৃষ্ণ চক্র করিয়া যু'ধষ্ঠিরের মুখ হইতে প্রকারান্তরে "অশ্বত্থামা হত ইতি (গজ)" এইরূপ একটী মিথ্যা কথা নির্গত করান। দ্রোণ সত্যপরায়ণ যুধিষ্ঠিরের মুখনিঃসৃত বাক্য ধ্রুব সত্য জ্ঞান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। এই অজ্ঞানকৃত পাপাচরণ নিমিত্ত তাঁহাকে পরে নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধে তিনি শল্যরাজের প্রাণসংহার করেন।

অতঃপর ইনি যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণসহ হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন, কিন্তু জ্ঞাতিবধ জন্য সর্ব্বদা অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত ব্যাসদেব ও শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। এইরূপে কিছু-কাল রাজত্ব করার পর কৃষ্ণের দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া যুধিষ্ঠির সংসার পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিবার অভিলাষী হইলেন। অতঃপর তিনি অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ মহাপ্রস্থানার্থ যাত্রা করিলেন। ইহারা ক্রমশঃ হিমালয় অতিক্রম করিয়া সুমেরু পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। এই স্থানের দারুণ শীতে যথাক্রমে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, অর্জ্জুন ও ভীমের একে একে পতন হইল,—একমাত্র যুধিষ্ঠিরই আরও ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলেন। ইনি সাধনা দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু পরাভূত করিয়া ছিলেন বলিয়া ইঁহার পতন হইল না। এই সময়ে স্বয়ং ধর্ম্মরাজ কুক্কুর বেশে ইঁহার অনুসরণ করেন। অবশেষে ইনি স্বর্গের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে আদিষ্ট হন। কিন্তু ইনি আশ্রিতকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গগমনেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন তখন ধর্ম্মরাজ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইঁহাকে যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই সময়ে দ্রোণ-বধ হেতুক পা াচরণ নিমিত্ত ইঁহাকে নরক-দর্শন করিতে হয়। অনন্তর ইনি গঙ্গায় অবগাহন করিয়া মানবদেহ পরিহার ও দিব্যদেহ ধারণ করিলেন এবং স্বর্গে গমন করিয়া মহাসুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

যুধ্যমান—যুদ্ধ করিতেছে এরূপ, যুদ্ধে নিযুক্ত। যুধ (যুদ্ধ করা) + শান ক। বিণ; ত্রি।

যুযুৎসু—১। যুদ্ধাভিলাষী, সমরেচ্ছু। সনন্ত যুধ +উ ক। বিণ; ত্রি। ২। ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র। এক বৈশ্যার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধনাদি অপর পুত্রগণের ন্যায় ইনি অধর্ম্মাচারী ছিলেন না। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি কুরু-সৈন্যের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। কিন্তু কৌরবপক্ষীয় কোন বীর পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিলে তিনি মহাসমাদরে গৃহীত হইবেন, যুধিষ্ঠির এইরূপ অঙ্গীকার করিলে যুযুৎসু পাণ্ডবদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যুদ্ধান্তে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের মধ্যে একমাত্র ইনিই জীবিত ছিলেন।

যুযুধান—১। যুদ্ধকারী, যোদ্ধা। যুধ (যুদ্ধ করা) +কান ক। বিণ; ত্রি। ২। ক্ষত্রিয়; সাত্যকি; ইন্দ্র। সং; পু।

যুবক—তরুণ, যুবা। যুবা দেখ; যুবন্+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

যুবকযুবতী—তরুণ ও তরুণী, যুবা পুরুষ ও যৌবনবতী স্ত্রী। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

যুবজানি—যুবতীর স্বামী, যাহার স্ত্রী যুবতী। যুবতী হইয়াছে জায়া যাহার, বহু। বিণ; পু।

যুবতি—যুবতি। যুবতী দেখ; যুবন শব্দ+তি। বিণ; স্ত্রী।

যুবতী—যৌবনবতী, তরুণী, ১৬ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা; নবযৌবনা। যুবতী দেখ; যুবতি+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে যুবা ও যুবক।

যুবনাশ্ব—সূর্য্যবংশীয় এক রাজার নাম। প্রসেনজিত ইঁহার পিতা, এবং সুপ্রসিদ্ধ মান্ধাতা ইঁহার পুত্র। সং; পু।

যুবনাশ্বজ—যুবনাশ্বের পুত্র, মান্ধাতা, সূর্য্যবংশীয় নৃপতি। যুবনাশ্ব—জন (জন্মা)+ড ক। সং।

যুবরাজ—ভাবিবুদ্ধবিশেষ; রাজপুত্র; রাজ্যের উত্তরাধিকারী ও রাজকার্য্যে সহকারী রাজপুত্র [পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ও গুণসম্পন্ন হইলে পুরাকালীন হিন্দুরাজারা তাঁহাকে নিজের সহকারী করিতেন; তখন তিনি যুবরাজ নামে অভিহিত হইতেন। প্রধানতঃ যুবরাজই সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রাজা নিশ্চিন্তমনে পারমার্থিক চিন্তায় রত থাকিতেন, অথচ পুত্রকে রাজনীতি শিক্ষা দিতেন। পরে পুত্র রাজকার্য্যসম্পাদনে পূর্ণদক্ষতা লাভ করিলে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিজে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন]। যুবা যে রাজা, কর্ম্মধা। সং; পু।

যুবা—তরুণ, ১৬ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক; সুন্দর; শ্রেষ্ঠ; বলিষ্ঠ। যু (যোগ করা)+কনিন্ ক=যুবন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যূনী, যুবতি ও যুবতী।

যুষ্মদ্—তুমি, মধ্যমপুরুষ। যুষ+মদ্ ক। সর্ব্ব; ত্রি।

যূক—কেশকীট, উৎকুণ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে [যূকা।

যূকা—উকুণ। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে যূক।

যুতি—মিশ্রণ, সংযোগ। যু (যুক্ত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে যুত।

—পশুপক্ষীর দল, পাল, সমূহ। যু (যুক্ত হওয়া)+থক্ ক। সং; পু ও ক্লী।

যূথনাথ—বন্যগজ-দলপতি। ৬তৎ। সং; পু।

যূথপ—যূথনাথ। যূথ—পা (পালন করা)+ ড ক। সং; পু।

যূথভ্রষ্ট—দলচ্যুত, দলের বাহিরে পতিত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

যূথিকা, যূথীকা—মাগধী কুসুম; যুঁইফুল। সং; স্ত্রী।

যূথীন—যূথনাথ, বন্যগজ-দলপতি। যূথ+ঈন। [সং; পু।

যূনী—যুবতী। যুবা দেখ; যুবন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

যূপ—যজ্ঞীয় পশুবন্ধন-স্তম্ভ; জয়স্তম্ভ। যু (যোগ করা)+পক্ অধি। সং; পু ও ক্লী।

যূপকটক—চষাল, যূপের মস্তকস্থ অঙ্গুরীয়াকৃতি কাষ্ঠখণ্ড। ৬তৎ। সং; পু ও ক্লী। [পু।
যূপদ্রুম—খদিরবৃক্ষ: রক্তখদির। ৬তৎ। সং;
যূষ—ঝোল, কাথ। যুষ (বধ করা)+ক ক। সং; পু ও ক্লী।
যোক্তা—যোগকর্ত্তা। যুজ (যোগ করা)+তৃন্ ক=যোক্তৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যোক্ত্রী।
যোক্ত্র—যুগাদি-বন্ধনরজ্জু, যোতদড়ি। যুজ (যোগ করা)+ত্র ণ। সং; ক্লী।
যোগ—১। যুক্তি; মিলন; ঐক্য; জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ; সম্বন্ধ; ধ্যান; যমাদি অষ্টাঙ্গযোগ *; সদ্ভাব; আত্ম-জ্ঞান; চিত্তবৃত্তিনিরোধ; প্রয়োগ; দেহ-স্থৈর্য্য; বর্ম্মাদি ধারণ; সম্পত্তির উপার্জ্জন ও বর্দ্ধন; লাভ; দুই বা তদধিক রাশির সমষ্টীকরণ; (জ্যোতিষে) প্রধান নক্ষত্র। যুজ (যোগ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। উপায়; সামাদি চতুর্ব্বিধ উপায়; বশী-করণের উপায়; ঔষধ; ছল; বিকুম্ভাদি; যুক্তি; পতঞ্জলিপ্রণীত শাস্ত্রবিশেষ। যুজ+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

* অষ্টাঙ্গযোগ যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, যোগের এই আট অঙ্গ। যম—অহিংসা, সর্ব্বভূতহিতকর সত্যবাক্য, অস্তেয় অর্থাৎ পরস্ব গ্রহণ না করা, ব্রহ্মচর্য্য, এবং অপরিগ্রহ অর্থাৎ সর্ব্ববিধ ভোগ পরিত্যাগ, এই পাঁচটী যম নামে অভিহিত। নিয়ম—বাহ্য ও আভ্যন্তরিক শৌচ, সন্তোষ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহরূপ তপঃ, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন এবং প্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরের ধ্যান, এই পাঁচটী নিয়ম। আসন—পদ্মাসন, বীরাসন প্রভৃতি। প্রাণায়াম—রেচক, পূরক ও কুম্ভক ক্রিয়া দ্বারা প্রাণবায়ুর স্থিরীকরণ। প্রত্যাহার—শব্দস্পর্শাদি বাহ্যবিষয় হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করা। ধ্যান—ব্রহ্মাত্ম-চিন্তা। ধারণা—ব্রহ্মবস্তুতে মনের স্থিতি। সমাধি—"অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞানে অবস্থিতি, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ।

যোগক্ষেম—অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষণ; বাণিজ্যদ্রব্যের উপযুক্ত মূল্যনির্দ্ধা-রণ, লভ্য; উত্তরাধিকারীর অবিভাজ্য ধন। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী। [সং; পু।
যোগচর—হনুমান্। যোগবলে চরে যে, উপ।
যোগজ—১। যোগ দ্বারা জাত, যৌগিক। যোগ শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। যোগাভ্যাসজাত ধর্ম্মবিশেষ। সং; পু।
যোগদান—ছলদ্বারা দান। ৩তৎ। সং; ক্লী।
যোগনিদ্রা—১। যোগরূপ নিদ্রা; প্রলয়কালে সর্ব্বসংহারেচ্ছায় পরমেশ্বরের যোগব্যাপার। রূপক কর্ম্মধা। ২। দুর্গা। বহু। সং; স্ত্রী।
যোগপীঠ—যোগাসন। ৬তৎ। সং; ক্লী।
যোগবল—যোগজনিত শক্তি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
যোগভ্রংশ—যোগমার্গ হইতে স্খলন। ৫তৎ।
যোগভ্রষ্ট—যোগমার্গ হইতে চ্যুত, বিঘ্নাদি দ্বারা যোগে অশক্ত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।
যোগমায়া—১। সংসারমায়া। ৬তৎ। ২। দুর্গা; বিন্ধ্যাচলবাসিনী দেবী; কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে যশোদার গর্ভোৎপন্না কন্যা মথুরায় দেবকীর নিকট রক্ষিতা হইলে কংস ইহাঁকে দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান মনে করিয়া পাষাণে নিক্ষেপ করেন। কন্যা ঊর্দ্ধে উত্থিতা হইয়া কংসকে সাবধান করিয়া অন্তর্হিতা হন। পরে বিন্ধ্যাচলে অধিষ্ঠান করেন। বহু। সং; স্ত্রী।
যোগরূঢ়—যাহার অবয়বশক্তি ও অর্থশক্তি দ্বারা অর্থবোধ হয়, যৌগিক অথচ রূঢ় (শব্দ), যথা—পঙ্কজ। বিণ; পু।
যোগবাহ—জিহ্বামূলীয় বর্ণ; অনুস্বার; বিসর্গ। যোগ—বহ (বহন করা)+ঘঞ্ ণ। পু।
যোগবাহী—১। পারদ, পারা। সং; পু। ২। যোগ দ্বারা বহনশীল। ৩তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যোগবাহিনী।
যোগবিৎ—যোগী, তপস্বী। যোগ—বিদ (জানা) +ক্বিপ্ ক। সং; পু।
যোগশাস্ত্র—যোগবিষয়ক শাস্ত্র, যে শাস্ত্রে যোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, পতঞ্জলি প্রভৃতি ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
যোগসাধন, যোগসাধনা—যোগাভ্যাস, যমাদি সাধন, যোগ করা। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।
যোগসিদ্ধ—যোগ দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত, যোগের ফলপ্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।
যোগসিদ্ধি—যোগের ফলপ্রাপ্তি, যোগসাধনার শেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
যোগাকর্ষণ—যে আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পদার্থের পরমাণুসমূহ একত্র সংবদ্ধ থাকে ও বিচ্ছিন্ন হয় না। সং; ক্লী।
যোগাচার—বৌদ্ধপণ্ডিতবিশেষ। সং; পু।
যোগাধমন—ছলদ্বারা বন্ধক দেওয়া। যোগ দ্বারা আধমন, ৩তৎ। যোগ ও আধমন দেখ। সং; ক্লী।
যোগারূঢ়—কামনাশূন্য জিতচিত্ত যোগিবিশেষ। ২তৎ। বিণ; ত্রি।
যোগাসন—যোগসাধনার্থ একপ্রকার উপবেশন। যোগের নিমিত্ত আসন, ৪তৎ। সং; ক্লী।
যোগাসীন—যোগে উপবিষ্ট, যোগকারী। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।
যোগিনী—তপস্বিনী; ৬৪ সংখ্যক দেবীবিশেষ। যোগী দেখ। সং; স্ত্রী।
যোগিনীচক্র—যোগিনীর অবস্থান রূপ চক্র, তিথি-বিশেষে পূর্ব্বাদিদিকে যোগিনীর অবস্থান [প্রতিপদ্ ও নবমীতে যোগিনী পূর্ব্বদিকে, তৃতীয়া ও একাদশীতে অগ্নিকোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈঋর্তে, ষষ্ঠী ও চতুর্দ্দশীতে পশ্চিমে, সপ্তমী ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে, দ্বিতীয়া ও দশমীতে উত্তরে এবং অষ্টমী ও অমা-বস্যাতে ঈশানে অবস্থিতি করে। সম্মুখস্থ ও দক্ষিণস্থ যোগিনী পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা করিতে হয়]। ৬তৎ। সং; ক্লী।
যোগিবেশ—যোগীর পরিচ্ছদ, সন্ন্যাসীর বেশ-ভূষা। ৬তৎ। সং; পু।
যোগী—তপস্বী; সন্ন্যাসী; দণ্ডী; ব্রহ্মবিৎ। যোগ+ইন্ অস্ত্যর্থে অথবা যুজ (যোগ করা) +ঘিনুণ্ ক=যোগিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যোগিনী।
যোগীশ, যোগীশ্বর—যাজ্ঞবল্ক্য; শিব। যোগী-দিগের ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারির সন্নিকটবর্ত্তী ইলসরা গ্রামে মাতুলা-লয়ে ১২৬১ সাল ১৬ই পৌষ ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পৈতৃক বাসভূমি বেড়ুগ্রাম, এবং পিতার নাম মাধবচন্দ্র বসু। ইনি প্রথমতঃ কিছুদিন গ্রাম্য বাঙ্গালা স্কুলে পড়িয়া পরে আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে হুগলী ব্রাঞ্চস্কুলে প্রবিষ্ট হন। এফ, এ পরীক্ষার পর ইনি কলেজ ত্যাগ করিয়া অল্পদিন মাত্র জনাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু সে কার্য্য মনোনীত না হওয়ায় তাহা ত্যাগ করেন। অতঃপর ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া তাহা হইতে উদ্ধারলাভের জন্য ইনি কটক প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক এলাহা-বাদে গিয়া আইনশিক্ষা করিতে থাকেন। পরে চুঁচুড়ায় থাকিয়া 'সাধারণী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করেন। অতঃ-পর ১২৮৭ সালে কলিকাতায় আসিয়া 'বঙ্গ-বাসী' সংবাদপত্র প্রচার করেন। বহু শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রকাশিত ও প্রচারিত করিয়া ইনি দেশের প্রভূত হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। ১৩১২ সালে ২রা ভাদ্র ইহাঁর পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। ইনি রাজলক্ষ্মী, মডেল-ভগিনী, বাঙ্গালী চরিত, নেড়া হরিদাস প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া-ছেন। হিন্দী-বঙ্গবাসী ও ইংরাজী টেলিগ্রাফ পত্রও ইহাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইনি অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় বহুমূল্য ইংরাজী

গ্রন্থেরও সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত কার্য্য প্রশংসার সহিত সম্পাদন করিতেছেন।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—নদীয়া জেলার অন্তর্গত সুবর্ণপুর গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। ইঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণ। কলিকাতায় থাকিয়া ইনি শিক্ষা লাভ করেন এবং এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিধবা কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবা-বিবাহের সবিশেষ সহায় ছিলেন। ইনি ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজে কিছুদিন শিক্ষকতা করিয়া পরে ১৮৮০ খ্রীঃ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। পরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে ঐ কার্য্য ত্যাগ করেন। ইনি "আর্য্যদর্শন" নামক মাসিক পত্র প্রচার করিয়া এক সময়ে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন ;—গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত, ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত, ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্ত, জনষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত, আত্মোৎসর্গ, হৃদয়োচ্ছ্বাস, প্রাণোচ্ছ্বাস, কীর্ত্তিমন্দির, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনবৃত্ত, শান্তিপাগল, সমালোচন মালা, জ্ঞানসোপান, চিন্তাতরঙ্গিণী, শিক্ষাসোপান, আইনসংগ্রহ। ১৩১১ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ইনি দেহত্যাগ করেন।

যোগেযাগে—কোন প্রকারে ; কষ্টেসৃষ্টে। দেশজ।

যোগেশ, যোগেশ্বর—বিষ্ণু ; শিব ; যাজ্ঞবল্ক্য। ৬তৎ। সং ; পু।

যোগেষ্ট—সীসক, সীসা। যোগকরণার্থ ইষ্ট (বাঞ্ছিত), ৪তৎ। সং ; ক্লী।

যোগ্য—১। উপযুক্ত ; সমর্থ ; প্রবীণ ; দক্ষ, নিপুণ ; পবিত্র ; প্রত্যক্ষ ; যোগার্হ। যুজ (যোগ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম্ম, বা যোগ শব্দ+য্য। বিণ ; ত্রি। ২। পিষ্টকবিশেষ ; চন্দন ; ঋদ্ধিনামক ঔষধ ; শকটাদির বাহন। সং ; ক্লী। ৩। পুষ্যা নক্ষত্র। সং ; পু।

যোগ্যতা—উপযুক্ততা ; দক্ষতা ; পবিত্রতা ; বস্তুসমূহের পরস্পর সম্বন্ধে বাধার অভাব, যেমন 'অগ্নিদ্বারা সেক করিয়াছিল' এস্থলে অগ্নিদ্বারা সেক কার্য্য অসম্ভব বলিয়া পরস্পর সম্বন্ধে বাধা হইল, অতএব যোগ্যতা হইল না। যোগ্য দেখ ; যোগ্য শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

যোগ্যপাত্র—উপযুক্ত পাত্র ; উপযুক্ত আধার। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

যোগ্যা—অনুশীলন, অভ্যাস ; সূর্য্যপত্নী। যোগ্য দেখ ; যোগ্য+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

যোজক—যোগকারক ; (ভূগোলশাস্ত্রে) যে সঙ্কীর্ণ ভূভাগ দুই বৃহৎ ভূভাগের মধ্যে থাকিয়া উভয়কে সংযুক্ত করে (Isthmus)। ণিজন্ত যুজ বা যোজি (যোগ করান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

যোজন—একত্রকরণ, মেলন ; সঙ্ঘটন ; পরমাত্মা ; চারি ক্রোশ পরিমাণ। যুজ (যোগ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

যোজনগন্ধা—কস্তুরী ; সীতা ; ব্যাসদেবের মাতা, সত্যবতী। যোজন পর্য্যন্ত গন্ধ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

যোজনা—একত্রকরণ, মেলন ; সঙ্ঘটন। যুজ+অন ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

যোজিত—যুক্তকৃত, মেলিত ; রচিত, নিয়মিত। ণিজন্ত যুজ বা যোজি (যোগ করান)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

যোড়পাণি—যোড়হস্ত, কৃতাঞ্জলি। যোড় (যুক্ত) হইয়াছে পাণি (হস্ত) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। যোড়=দেশজ শব্দ। [ত্রি।

যোড়হস্ত—কৃতাঞ্জলি, যোড়পাণি। বহু। বিণ ;

যোত্র—সম্পত্তি ; যুগাদি-বন্ধন-রজ্জু, যোত ; যোয়াল। যু (যোগ করা)+ত্র ণ। সং ; ক্লী।

যোত্রহীন—সম্পত্তিবিহীন, দরিদ্র। ৩তৎ। বিণ।

যোদ্ধা—যুদ্ধকারী। যুধ (যুদ্ধ করা)+তৃন্ ক—যোদ্ধৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যোদ্ধ্রী। [পু।

যোদ্ধৃবেশ—যোদ্ধার পরিচ্ছদ। ৬তৎ। সং ;

যোধ—১। যোদ্ধা, যুদ্ধকারী। যুধ (যুদ্ধ করা)+অন্ ক। ২। যুদ্ধ, সংগ্রাম। যুধ+অল্ ভা। সং ; পু।

যোধন—১। যোদ্ধা, যুদ্ধকারী। যুধ+অন ক। সং ; পু। ২। রণ। যুধ (যুদ্ধ করা)+অনট্ ভা। ৩। যুদ্ধাস্ত্র। যুধ+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

যোধ-সংরাব—যোদ্ধৃগণের পরস্পর যুদ্ধার্থ আহ্বান ; পরস্পর স্পর্দ্ধা। ৬তৎ। সং ; পু।

যোনি—আকর ; উৎপত্তিস্থল ; স্ত্রীচিহ্নবিশেষ ; কারণ ; জল। যু (যোগ করা)+নি ক। সং ; পু ও স্ত্রী।

যোনিজ—স্ত্রীযোনি হইতে জাত, জরায়ুজ ও অণ্ডজ (প্রাণী)। যোনি শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

যোনী—যোনি (সকল অর্থে)। সং ; স্ত্রী।

যোষা—যোষিৎ, নারী। যুষ (সেবা করা)+অন্ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

যোষিৎ—রমণী, নারী। যুষ (সেবা করা)+ইৎ ক। সং ; স্ত্রী।

যোষিতা—যোষিৎ, নারী। যোষিৎ দেখ ; যোষিৎ শব্দ+আপ্। সং ; স্ত্রী।

যৌক্তিক—যুক্তিসিদ্ধ ; প্রামাণিক ; যুক্তিকারী। যুক্তি দেখ ; যুক্তি শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

যৌগিক—১। যোগজাত ; সংযোগসম্ভূত। যোগ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। ২। প্রকৃতি-প্রত্যয় দ্বারা অর্থবাচক (শব্দ), যেমন—সুখদ।

যৌজনিক—যোজনপরিমিত পথ গমনক্ষম। যোজন+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

যৌতক—যৌতুক। যুত+কণ্। সং ; ক্লী।

যৌতুক—বিবাহকালে লব্ধ ধন ; অন্নপ্রাশনাদি সময়ে দত্তধন। যু (যোগ করা)+তু ভা+কণ্। সং ; ক্লী।

যৌধেয়—যোদ্ধার পুত্র ; যোদ্ধা। যোধ+ঢেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

যৌন—বিবাহসম্বন্ধীয় ; যোনিসম্বন্ধীয় বা বিষয়ক ; যোনিজাত। যোনি+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

যৌবত—যুবতীসমূহ ; সুন্দর বেশভূষণাদি ধারণপূর্ব্বক নটীদিগের মধুর নৃত্য। যুবতী+ষ্ণ। সং ; ক্লী।

যৌবন—যুবা অবস্থা, তারুণ্য, ১৬ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স [অবস্থা দেখ]। যুবন্ শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী।

যৌবনকণ্টক—গণ্ডজাত ব্রণ, বয়স্ ফোড়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

যৌবনচাঞ্চল্য—যুবাকালীন চপলতা। যৌবন-জনিত চাঞ্চল্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।

যৌবনতাপ—যুবাকালের সন্তাপ, যৌবনজনিত মানসিক অধীরতা। ৬তৎ। সং ; পু।

যৌবনভার—যুবা বয়সরূপ ভার, যৌবনের গুরুত্ব। ৬তৎ। সং ; পু।

যৌবনলক্ষণ—যৌবনচিহ্ন, যৌবনকালীন দৈহিক পরিবর্ত্তনাদি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

যৌবনশ্রী—যৌবনের শোভা, যুবাবয়সের সৌন্দর্য্য। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

যৌবনসহচর—যৌবনের সঙ্গী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

যৌবনসুলভ—যৌবনকালে অনায়াসলভ্য, যুবাবস্থায় অযত্নসিদ্ধ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

যৌবনাশ্ব—যুবনাশ্বরাজের পুত্র, মান্ধাতা। যুবনাশ্ব+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং ; পু।

যৌবনোদয়—যৌবনের আবির্ভাব, যৌবন-সঞ্চার। ৬তৎ। সং ; পু।

যৌবরাজ্য—যুবরাজের পদ, পিতৃসত্ত্বে পুত্রের রাজপদ। যুবরাজ দেখ ; যুবরাজ+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

যৌষ্মাক, যৌষ্মাকীন—ভবৎসম্বন্ধীয় ; যুষ্মৎ-সম্বন্ধীয়। যুষ্মদ্+যথাক্রমে ষ্ণ ও ষ্ণীন ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

র।

র—১। সপ্তবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, উচ্চারণ-স্থান মূর্দ্ধা। ২। অগ্নি ; কামানল ; উত্তাপ ; স্বর্ণ ; বর্ণ, রঙ্; বেগ। রা (দান করা)+ড ক। সং ; পু। ৩। তীক্ষ্ণ। বিণ ; ত্রি।

রংহঃ—বেগ ; শীঘ্রতা। রন্‌হ্ (গমন করা) + অস্ ভা। সং ; ক্লী।

রক্ত—১। রুধির, শোণিত [আহারজাত রস ত্বত্রস্থ অগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া যকৃতে গমনকালে রঞ্জক নামক পিত্ত দ্বারা রক্তিমা প্রাপ্ত হইয়া রক্ত নাম ধারণ করে। যকৃৎ ও প্লীহা এই দুইটীই রক্তের প্রধান আধার। এই দুই স্থানে থাকিয়াই উহা সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। রক্তই জীবের প্রধান আধার] ; হিঙ্গুল ; সিন্দুর ; কুঙ্কুম ; তাম্র। রন্‌জ (রঙ্ করা) + ক্ত ণ। সং ; ক্লী। ২। কুসুম্ভ ; লোহিতবর্ণ। সং ; পু। ৩। আসক্ত, অনুরক্ত ; মধুর, সুশ্রাব্য ; রঞ্জিত, রঙ্ করা ; ক্রীড়ারত ; লোহিত, রাঙা। রন্‌জ + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

রক্তক—১। রক্তবস্ত্র ; রুধির ; বন্ধুকবৃক্ষ। রক্ত দেখ ; রক্ত শব্দ + কণ্। সং ; ক্লী। ২। অনুরক্ত, আসক্ত। বিণ ; ত্রি।

রক্তকণ্ঠ—মধুরকণ্ঠ, সুকণ্ঠ। রক্ত (মধুর) হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। [পু।

রক্তকন্দ—বিদ্রুম, প্রবাল, পলা। কর্ম্মধা। সং ;

রক্তকন্দল—প্রবাল, পলা। রক্তকন্দ + ল স্বার্থে। সং ; পু। [কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

রক্তকমল, রক্তকম্বল—কোকনদ, লাল পদ্ম।

রক্তচন্দন—লাল চন্দন। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

রক্তচূর্ণ—লাল গুঁড়া ; সিন্দুর। কর্ম্মধা। ক্লী।

রক্তদন্তিকা—রক্তদন্তী। রক্তদন্তী দেখ ; রক্তদন্ত শব্দ + কণ্ + আপ্। সং ; স্ত্রী।

রক্তদন্তী—দেবীবিশেষ, ভগবতীর এক রূপ। রক্ত (লাল) হইয়াছে দন্ত যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

রক্তধাতু—গৈরিক, গিরিমাটী ; তাম্র। কর্ম্মধা।

রক্তনাসিক—১। লোহিতবর্ণ নাসিকাবিশিষ্ট। রক্ত (লোহিত) হইয়াছে নাসিকা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। পেচক। সং ; পু।

রক্তনেত্র—১। লোহিতবর্ণ চক্ষুর্বিশিষ্ট ; রাগে যাহার চক্ষুঃ লাল হইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ, ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে রক্তনেত্রা। ২। কপোত। সং ; পু।

রক্তপ—১। শোণিতপানকারী। রক্ত পান করে যে, উপ ; রক্ত — পা (পান করা) + ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে রক্তপা। ২। রাক্ষস। সং ; পু।

রক্তপল্লব—অশোকবৃক্ষ। বহু। সং ; পু।

রক্তপা—১। শোণিতপানকারিণী। রক্তপ দেখ ; রক্তপ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। রাক্ষসী ; জলৌকা, জোঁক। সং ; স্ত্রী।

রক্তপাদ—১। লোহিতবর্ণ পদবিশিষ্ট। রক্ত হইয়াছে পাদ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। শুকপক্ষী। সং ; পু।

রক্তপিত্ত—রোগবিশেষ, সহসা রক্তবমন। সং

রক্তপিপাসা—শোণিততৃষ্ণা, রক্ত পান করিবার ইচ্ছা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [ত্রি

রক্তপিপাসু—শোণিতপানেচ্ছু। ৬তৎ। বিণ ;

রক্তপুষ্প—করবীর ; দাড়িম গাছ ; রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ ; রোহিত বৃক্ষ। বহু। সং ; পু।

রক্তফল—বটবৃক্ষ। বহু। সং ; পু।

রক্তমাংস—রুধির ও মাংস। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

রক্তমোক্ষণ—শোণিতস্রাব, শিরা কাটিয়া রক্ত বাহিরকরণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রক্তবর্ণ—১। লোহিত বর্ণ, লাল রঙ্। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। লোহিত বর্ণবিশিষ্ট, লাল। বহু। বিণ ; ত্রি।

রক্তবাহিনী—শোণিতবাহিকা। ৬তৎ। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে রক্তবাহী।

রক্তবাহী—শোণিতবাহক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রক্তবাহিনী।

রক্তবীজ—১। দাড়িম। রক্ত (লাল) হইয়াছে বীজ যাহার, বহু। সং ; পু। ২। দৈত্যবিশেষ ; শুম্ভনিশুম্ভের সেনাপতি। দেবীযুদ্ধে দেবী ইহাকে লইয়া বড় সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। তিনি এই দৈত্যের মস্তকচ্ছেদন করেন, আর ইহার প্রত্যেক রক্তবিন্দু হইতে এক একটি রক্তবীজ (অর্থাৎ তত্তুল্য বীর) উৎপন্ন হইতে থাকে। অবশেষে চণ্ডী স্বীয় জিহ্বা প্রসারণপূর্ব্বক ঐ সমস্ত রক্তবীজের শিরশ্ছেদন করিয়া সমস্ত রক্ত পান করেন। তাহাতেই রক্তবীজ সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

রক্তশোষক—শোণিতশোষণকারী, যে রক্ত শুষিয়া খায়। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

রক্তশোষণ—শোণিতশোষ, রক্ত শুষিয়া লওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রক্তশোষিণী—রক্তশোষী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

রক্তশোষী—শোণিতশোষণকারী, যে রক্ত পর্য্যন্ত শুষিয়া লয়। রক্ত — শুষ্ (শোষণ করা) + ণিন্ ক = রক্তশোষিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রক্তশোষিণী।

রক্তসন্ধ্যক—রক্তকহ্লার, লাল সুঁদি। সং ; ক্লী।

রক্তসার—রক্তচন্দন ; রক্তখদির। বহু। সং।

রক্তসিক্ত—রুধিরাক্ত, শোণিতার্দ্র, রক্তে ভিজা। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

রক্তস্রোতঃ—শোণিতপ্রবাহ, স্রোতের আকারে প্রবাহিত রক্ত। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রক্তা—গুঞ্জা, কুঁচ ; লাক্ষা। রক্ত দেখ ; রক্ত শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

রক্তাক্ত—১। শোণিতলিপ্ত ; শোণিতমিশ্রিত ; রঞ্জিত। রক্ত দ্বারা অক্ত বা আক্ত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। রক্তচন্দন। সং ; ক্লী।

রক্তাক্ষ—১। লোহিতনেত্র, লালচক্ষুর্বিশিষ্ট ; ক্রূর। রক্ত (লোহিতবর্ণ) হইয়াছে অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। পারাবত ; চকোর ; সারস ; মহিষ ; ক্রূর ব্যক্তি। সং ; পু।

রক্তাঙ্গ—১। লোহিত-দেহ। রক্ত (লোহিতবর্ণ) হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। মঙ্গলগ্রহ ; মৎকুণ। সং ; পু। ৩। কুঙ্কুম ; প্রবাল। সং ; ক্লী।

রক্তাতিসার—রোগবিশেষ, মলদ্বার দিয়া অধিক রক্তনিঃসরণ। রক্তের অতিসার, ৬তৎ। সং।

রক্তাম্বর—কাষায় বস্ত্র ; রাঙ্গা কাপড়। রক্ত (লোহিতবর্ণ) যে অম্বর (বস্ত্র), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

রক্তারক্তি—পরস্পর রক্তপাত, রক্তের ছড়াছড়ি। রক্ত শব্দ — রক্ত শব্দ + চি। ব্য।

রক্তাশয়—হৃৎপিণ্ড। [ইহা বক্ষোদেশে অবস্থিতি করে। ইহার নিম্নে শ্লেষ্মাশয় ও তন্নিম্নে আমাশয়ের স্থান]। রক্তের আশয় (আধার), ৬তৎ। সং ; পু।

রক্তি—১। রঙ্করণ ; অনুরাগ। রন্‌জ (রঙ্ করা) + ক্তি ভা। ২। গুঞ্জা, কুঁচ ; পরিমাণবিশেষ, রতি। রন্‌জ + ক্তি র্ম। সং ; স্ত্রী।

রক্তিকা—রক্তি (সকল অর্থে)। রক্তি দেখ। সং ; স্ত্রী।

রক্তিমা—শোণিত বর্ণ ; লাল রঙ্। রক্ত + ইমন্ ভাবে = রক্তিমন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

রক্তোৎপল—কোকনদ, রক্তপদ্ম। [পঞ্চবাণ দেখ]। রক্ত (লোহিত) যে উৎপল (পদ্ম), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

রক্তোপল—গৈরিক, গিরিমাটী। রক্ত (লোহিতবর্ণ) যে উপল (প্রস্তর), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

রক্ষ—১। রক্ষক। রক্ষ (রক্ষা করা) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। রক্ষা, ত্রাণ। রক্ষ + অল্ ভা। সং ; পু।

রক্ষঃ—নিশাচর, রাক্ষস। রক্ষ (রক্ষা করা) + অস্ অপা, যাহা হইতে (ধনাদি) রক্ষিত হয়, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সং ; ক্লী।

রক্ষঃকুল—রাক্ষসবংশ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রক্ষঃসভ—রাক্ষসসমূহ। রক্ষঃ দেখ ; রক্ষঃদিগের সভা, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রক্ষক—রক্ষাকর্ত্তা ; পরিত্রাতা ; পালক। রক্ষ (রক্ষা করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি।

রক্ষণ—১। রক্ষা, পালন, ত্রাণ। রক্ষ (রক্ষা করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। রক্ষক। রক্ষ + অন ক। বিণ ; ত্রি।

রক্ষণাবেক্ষণ—রক্ষা ও দেখাশুনা, পালন ও তত্ত্বাবধান। রক্ষণ ও অবেক্ষণ, দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

রক্ষণীয়—পালনীয়, রক্ষণার্হ, রক্ষা করিবার যোগ্য। রক্ষ (রক্ষা করা) + অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি।

রক্ষরজা—ইনি ব্রহ্মার অশ্রুজল হইতে উৎ-

পদ্ম। পৌরাণিকেরা বলেন যে, ইনি মেরুশিখরে অবস্থিত সরোবরবিশেষে স্নান করায় রমণীরূপ প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় অবস্থানকালে ইঁহার গর্ভে বালী ও সুগ্রীব জন্মগ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল পরে দৈবানুগ্রহে ঋক্ষরজা বানরীরূপ পরিহারপূর্ব্বক বানররূপ লাভ করেন। অনন্তর ইনি ব্রহ্মার আদেশে কিষ্কিন্ধ্যায় রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হন।

রক্ষা—১। পালন, ত্রাণ। রক্ষ (রক্ষা করা) +অ ভা+আপ্। ২। রাখী; ভস্ম। রক্ষ+অণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

রক্ষাগৃহ—সূতিকাগার, আঁতুড়ঘর। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রক্ষাধিকৃত—রক্ষণার্থ রাজনিযুক্ত। রক্ষার নিমিত্ত অধিকৃত, ৪তৎ। বিণ; ত্রি।

রক্ষাপত্র—১। ভূর্জ্জত্বক্। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। ভূর্জ্জবৃক্ষ। বহু। সং; পু।

রক্ষিকা—রাখী। রক্ষা দেখ; রক্ষা শব্দ+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

রক্ষিণী—রক্ষী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

রক্ষিত—১। পালিত, ত্রাত। রক্ষ (রক্ষা করা) +ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। জাতীয় উপাধিবিশেষ; গ্রন্থবিশেষ। সং; পু।

রক্ষিতা—১। পালিতা। রক্ষিত দেখ; রক্ষিত +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রক্ষাকর্ত্তা, ত্রাতা। রক্ষ (রক্ষা করা)+তৃন্ ক =রক্ষিতৃ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রক্ষিত্রী।

রক্ষী—রক্ষক। রক্ষ (রক্ষা করা)+ইন্ ক= রক্ষিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রক্ষিণী।

রক্ষোঘ্ন, রক্ষোহা—১। শ্বেতসর্ষপ; ভেলাগাছ। উপ। রক্ষঃ দেখ; রক্ষস্ শব্দ—হন (বধ করা)+যথাক্রমে টক্ ও ক্বিপ্ ক। সং; পু। ২। রাক্ষসঘাতক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রক্ষোঘ্নী।

রক্ষোজননী—রাক্ষস-মাতা; রাত্রি। ৬তৎ। রক্ষঃ ও জননী দেখ। সং; স্ত্রী।

রক্ষোনাথ—রাক্ষসরাজ, রাক্ষসগণের প্রভু। ৬তৎ। সং; পু।

রক্ষোরথী—রাক্ষসজাতীয় রথী, রথারোহী রাক্ষসযোদ্ধা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [৬তৎ। সং; পু।

রক্ষোরাজ—রাক্ষসরাজ, রাক্ষসগণের অধীশ্বর।

রক্ষণ—রক্ষা, ত্রাণ; আশ্রয়দান। রক্ষ (রক্ষা করা)+নঙ্ ভা। সং; পু।

রক্ষ্য—রক্ষণীয়; বারণীয়। রক্ষ (রক্ষা করা)+ য কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

রঘু—১। সূর্য্যবংশীয় নৃপতি। ইনি মহারাজ দিলীপের পুত্র, অজের পিতা, দশরথের পিতামহ, এবং রামচন্দ্রের প্রপিতামহ। ইনি বাহুবলে বহুরাজ্য জয় করিয়াছিলেন। অবশেষে ইনি বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করেন। সং; পু। ২। 'রঘু' শব্দের অন্ত অর্থ রঘুবংশীয় অজাদি অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ এবং মহাকবি কালিদাসকৃত কাব্যগ্রন্থবিশেষ।

রঘুকার—রঘুবংশকাব্যরচয়িতা কবি কালিদাস। রঘু শব্দ (রঘুবংশকাব্য)—কৃ+ষণ ক। সং; পু

রঘুকুল—রঘুবংশ, সূর্য্যবংশ, [পুণ্যাত্মা রঘুর নামানুসারে তদীয় বংশ রঘুবংশ বা রঘুকুল নামে অভিহিত হয়]। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রঘুকুলতিলক—রঘুবংশতিলক দেখ।

রঘুকুলমণি—রঘুবংশশ্রেষ্ঠ, সূর্য্যবংশের রত্নস্বরূপ। রঘুকুল দেখ; রঘুকুলের মণি (মণিসদৃশ), ৬তৎ। সং; পু। [সং; পু।

রঘুনন্দন—রামচন্দ্র। ৬তৎ। রঘু ও নন্দন দেখ।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য—স্মৃতিগ্রন্থকার। নবদ্বীপ ইঁহার জন্মস্থান। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। প্রাচীন মন্বাদি স্মৃতিগ্রন্থ ও পুরাণসমূহ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া ইনি বর্ত্তমানকালোপযোগী অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ইঁহার ব্যবস্থানুসারেই অধুনা বঙ্গদেশস্থ হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইতেছে।

রঘুনন্দন (রায় রায়ান)—মুর্শিদ কুলী খাঁর আমলে বাদসাহ কর্ত্তৃক নিযুক্ত ডাহাপাড়ার সুবিখ্যাত দর্পনারায়ণ রায় কানুনগোর কার্য্য করিতেন। এই সময়ে অন্য একজন দর্পনারায়ণও ছিলেন, তিনি পুঁটিয়ায় রাজত্ব করিতেন। নামের সাদৃশ্য জন্য ঐ উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। পুঁটিয়ারাজ স্বীয় প্রিয়পাত্র রঘুনন্দনকে নবাব-দরবারে উকিলরূপে রাখিয়াছিলেন। এই রঘুনন্দন কিয়ৎকাল পরে কানুনগো দর্পনারায়ণের কৃপাপাত্র হইয়া সহকারী কানুনগোর কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন এবং কিয়ৎকালের মধ্যে নবাব সরকারে সুপরিচিত হন। নবাব মুরশিদ কুলী খাঁ ইঁহারই সাহায্যে বাদসাহের নিকট প্রেরণীয় কাগজপত্রে কানুনগোর মোহর অঙ্কিত করাইয়াছিলেন।

এইরূপে রঘুনন্দন নবাবের প্রিয়পাত্র হন এবং কানুনগো দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পরে দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত হন। উত্তরকালে এই রঘুনন্দনই নাটোরের রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কোনও জমিদার নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত অথবা বিদ্রোহী হইয়া উচ্ছিন্ন হইলে, নবাব রঘুনন্দনকে ঐ সকল জমীদারী দিতেন। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই ভাতুরিয়া, রাজসাহী, ভূষণা প্রভৃতি বিস্তৃত ভূভাগ রঘুনন্দনের করগত হইল। তিনি ঐ সকল জমীদারী আপন ভ্রাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। এই প্রকারে পুঁটিয়ারাজের অনুগ্রহভাজন রঘুনন্দন নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়া নাটোর রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। এবং নবাব সরকার হইতে "রায় রায়ান" উপাধি প্রাপ্ত হন। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, বঙ্গদেশে রঘুনন্দনের পূর্ব্বে কেহই মহাসম্মানসূচক "রায় রায়ান" উপাধি প্রাপ্ত হন নাই।

রঘুনাথ—শালগ্রামবিশেষ [শালগ্রাম দেখ]। ৬তৎ। সং; পু।

রঘুনাথ, রঘুপতি, রঘুবর, রঘুশ্রেষ্ঠ—রামচন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

রঘুনাথ দাস—চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হোসেন সাহা বাঙ্গালার নবাব হইলে, তাঁহার নিকট হইতে হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামক দুই সহোদর 'সপ্তগ্রাম' পত্তনি লইয়াছিলেন। সপ্তগ্রাম হইতে তৎকালে বার্ষিক ২০ লক্ষ টাকা আদায় হইত। তন্মধ্যে নবাবকে ১২ লক্ষ দিয়া অবশিষ্ট ৮ লক্ষ টাকা দুই ভ্রাতায় লাভ করিতেন। তৎকালের ৮ লক্ষ টাকা বর্ত্তমান সময়ের কোটি মুদ্রার তুল্য, সুতরাং উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের ঔরসে ১৪১৭ বা ১৮ শকে রঘুনাথের জন্ম হয়। রঘু বাল্যাবধি লেখাপড়ায় যত যত্ন করিতেন, ধর্ম্মকর্ম্মে ততোধিক অনুরক্ত ছিলেন। বিশেষতঃ, হরিদাস বাবাজির সংকীর্ত্তন শ্রবণে ইঁহার স্বভাব-কোমল হৃদয় একেবারে আর্দ্র হইয়াছিল। ঘটনাবিশেষে হরিদাস স্থানান্তরিত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা রঘুর হৃদয়ে যে ধর্ম্মবীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা দিন দিন অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। রঘু ধনিগণের ব্যবহার্য্য বস্তুতে একেবারে অনাসক্ত হইতে লাগিলেন। কি বহুমূল্য মনোহর পরিচ্ছদ, কি স্বর্ণালঙ্কার, ইত্যাদি বিষয় ইনি বিষবৎ পরিত্যাগ করিলেন।

চৈতন্যদেবের শান্তিপুরে অবস্থান কালে রঘুনাথ তাঁহাকে দর্শন করিয়া চিন্তা করিতেন যে, আমি কবে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সাধুসংসর্গে কালযাপন করিতে পারিব। এক দিবস চৈতন্যদেব রঘুর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া ইঁহাকে বলিলেন যে, "যাহারা অন্তরে সাধক, তাহারা বহিঃসাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্তর্গত বৈরাগ্য

বাহিরে প্রকাশ না করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে সাংসারিক কার্য্য করিলে যে ফললাভ হয়, পরকে দেখাইবার জন্ম বৈরাগ্যভাব ধারণ তদপেক্ষা বহুগুণে নিকৃষ্ট। তুমি পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিলে ভগবান্ তোমার উদ্ধারের উপায় করিয়া দিবেন।"

রঘুনাথ চৈতন্যদেবের উপদেশানুসারে নির্লিপ্তভাবে সাংসারিক কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলে মনে করিল যে, তদীয় বৈরাগ্য অতুল বিষয়োপভোগে নিস্তেজ হইয়াছে। কিন্তু বৈরাগ্য-বহ্নি যে ক্রমশঃই প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহা অনেকেরই ধারণা হইল না। এক দিবস রঘুনাথ শুনিলেন যে, নিত্যানন্দ প্রভু পাণিহাটী গ্রামে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রবণমাত্র তদীয় হৃদয় ঐ দিকে একান্ত আকৃষ্ট হইল ; তিনি মাতা পিতার অনুজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক পাণিহাটীতে গমন করিলেন এবং নিত্যানন্দের পদে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "প্রভু, আমি অতি অধম ; আমার মনে এক মহতী বাসনা জন্মিয়াছে, আমি স্বীয় চেষ্টায় তাহা পূর্ণ করিতে পারিতেছি না, আপনি কৃপা করিয়া আমার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিন। আমি চৈতন্যদেবের পাদপদ্ম লাভের বাসনা করি।" নিত্যানন্দ রঘুনাথের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলেন, এবং সকলে মিলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

গৌরাঙ্গের দেহত্যাগের পরে রঘুনাথ বৃন্দাবনে গিয়া রাধাকুণ্ডে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ জনশ্রুতি যে, তথায় তিনি যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। উপদেশামৃত, মনঃশিক্ষা, শ্রীচৈতন্যস্তব কল্পবৃক্ষ, বিলাপ কুসুমাঞ্জলি, শ্রীপ্রেমাম্বুজ মকরন্দ নামক স্তবরাজ প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ রঘুনাথ প্রণীত। ঐ সকল গ্রন্থের আকার বৃহৎ না হইলেও তত্তৎ পুস্তক বৈষ্ণবসমাজে সাতিশয় সমাদর লাভ করিয়াছে।

রঘুনাথ রায়—(দেওয়ান মহাশয়)। বর্দ্ধমান কালনার নিকটবর্ত্তী চুপীগ্রামে ১১৫৭ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ব্রজকিশোর রায়ের দুই বিবাহ। ইনি প্রথম পক্ষের মধ্যম সন্তান। ব্রজকিশোর বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। রঘুনাথ বর্দ্ধমানে থাকিয়াই সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। দেওয়ানী প্রাপ্তির পর ইনি 'দেওয়ান মহাশয়' নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত হন। ইঁহার কার্য্যকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বর্দ্ধমানাধিপতি ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই রঘুনাথ সঙ্গীতরচনার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। এজন্য মহারাজ লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে ওস্তাদ আনাইয়া ইঁহার সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সঙ্গীতচর্চ্চা ও ধর্ম্মকার্য্যেই ইঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। ইনি দেবদেবী বিষয়ক অনেকগুলি গীত রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, প্রতিদিন প্রাতঃকালে শ্যামাবিষয়ক একটী গান রচনা না করিয়া ইনি জলগ্রহণ করিতেন না। ১২৪৩ সালে ১৯শে ভাদ্র ৮৬ বৎসর বয়সে ইনি স্বর্গারূঢ় হন।

রঘুনাথ শিরোমণি—প্রসিদ্ধ ন্যায়গ্রন্থকার। ইনি চৈতন্যদেবের সমকালে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন ন্যায়দর্শনের সার সংগ্রহ করিয়া ইনি নব্য ন্যায়সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রঘুমণি—রঘুবংশীয়গণের শ্রেষ্ঠ, রঘুকুলের রত্ন-স্বরূপ। রঘুর (রঘুবংশের) মণি (মণি স্বরূপ), ৬তৎ। সং ; পু।

রঘুবংশ—১। রঘুরাজার বংশ, রঘুকুল। ৬তৎ ; সং ; । ২। কালিদাসপ্রণীত মহাকাব্য-বিশেষ। রঘুর বংশ বর্ণিত হইয়াছে যাহাতে, বহু। সং ; ক্লী।

রঘুবংশতিলক, রঘুকুলতিলক—রঘুবংশীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ রামচন্দ্র। দুইবার ৬তৎ। সং পু।

রঙ্ক—দরিদ্র ; ণ ; মন্দ, নীচ। রম+ক ক। বিণ ; ত্রি।

রঙ্কু—মৃগবিশেষ, যে হরিণের পৃষ্ঠদেশ কর্ব্বুর বর্ণ। রম (ক্রীড়া করা)+কু ক। সং ; পু।

রঙ্গ—১। নাট্যশালা ; রণস্থল। রন্জ+ঘঞ্, র্ম। সং ; পু। ২। বর্ণ, রঙ্ ; রঞ্জক দ্রব্য ; নৃত্যগীত অভিনয়াদি। রন্জ (রঙ্ করা)+ঘঞ্ ণ। ৩। ধাতুবিশেষ, রাঙ্ [ইহা লঘুপাক, সারক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, মেহ, কফ, কৃমি, পাণ্ডু ও শ্বাস নাশক, নেত্র-হিতকর, এবং পিত্তবর্দ্ধক। ইহা দেহের পুষ্টিকর, ইন্দ্রিয়সমূহের বলদায়ক]। রন্জ +ঘঞ্ ণ। সং ; পু ও ক্লী।

রঙ্গপ্রিয়—কৌতুকপ্রিয়, যে মজা দেখিতে ভালবাসে এরূপ। বহু। বিণ ; ত্রি।

রঙ্গভঙ্গ—কৌতুকজনক ভাবভঙ্গী। রঙ্গজনক যে ভঙ্গ (ভঙ্গী), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

রঙ্গভূমি—নাট্যশালা ; রণক্ষেত্র ; মল্লস্থল, কুস্তির আড্ডা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রঙ্গরস—আমোদপ্রমোদ, হাস্যকৌতুক। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—বাঙ্গালার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ লেখক। ২৪ পরগণা নৈহাটীর অধীন রাহুতা গ্রামে ১২৫০ সালে ১৭ই আষাঢ় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। অল্পবয়সেই মাতাপিতৃবিয়োগ হওয়ায় এবং সংসারের ভার স্কন্ধে পড়ায় স্কুল কলেজের বিদ্যাশিক্ষার অবসর ইঁহার ভালরূপ হয় নাই। কিন্তু অর্থো পার্জ্জনের সহিত নিজের চেষ্টায় বহু পণ্ডিতের নিকট হইতে ইংরাজি ও সংস্কৃত রীতিমত শিক্ষা করেন। কেবল ইহাই নহে, চেষ্টা করিয়া ইনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন, এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। ইনি একজন সুকবি। মুখে মুখে কবিতা রচনা এবং পাদপূরণ করিতে ইঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যেই ইনি একপ্রকার জীবন যাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত শরৎশশী, বিজ্ঞানদর্পণ, চিত্তচৈতন্য উদয়, হরিদাস সাধু প্রভৃতি পুস্তকসমূহ এক সময়ে অতিশয় আদৃত হইয়াছিল। 'বিশ্বকোষ' নামক যে বৃহৎ অভিধান প্রকাশিত হইতেছে, ইনিই তাহার প্রথম অনুষ্ঠাতা। ইহার প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের কিয়দংশ ইঁহারই সম্পাদিত।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বর্দ্ধমান কালনার নিকটবর্ত্তী বাকুলিয়া গ্রামে ১৭৪৮ শকে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মিশনরি স্কুলে ইঁহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে ইনি হুগলি কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি কবিতা রচনায় অনুরাগী ছিলেন। ইনি অনেকদিন পর্য্যন্ত এডুকেশন গেজেটের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। উহাতে ইঁহার অনেক গদ্য ও পদ্য রচনা বাহির হয়। পরে কিছুকাল ইন্‌কম টেক্সের এসেসর হইয়া পরে ইনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হন। ইনি পদ্মিনী, কর্ম্মদেবী এবং শূরসুন্দরী এই তিনখানি কাব্য রচনা করেন। তদ্ভিন্ন ইঁহার আরও দুই একখানি গ্রন্থ আছে। ইনি কুমারসম্ভবের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ মে মাসে ইঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

রঙ্গাজীব—শিল্পবিশেষ ; নট ; নাট্যকার ; চিত্রকর। রঙ্গ হইয়াছে আজীব যাহার, বহু। সং ; পু। [সং ; পু।

রঙ্গালয়—নাট্যশালা, নাট্যমন্দির। ৬তৎ।

রঙ্গাবতার, রঙ্গাবতারী—অভিনেতা, নট। উণ ; রঙ্গ—অব—ত (উত্তীর্ণ হওয়া)+

যথাক্রমে ণক ও ণিন্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রঙ্গাবতারিকা, রঙ্গাবতারিণী।

রঙ্গাবতারিকা, রঙ্গাবতারিণী—অভিনেত্রী, নটী। রঙ্গাবতারক দেখ। সং ; স্ত্রী।

রঙ্গাবতারী—(রঙ্গাবতারিন্)। রঙ্গাবতারক দেখ। [অস্ তা। সং ; স্ত্রী।

রঙ্ঘঃ—দ্রুততা, বেগ। রন্‌ঘ (গমন করা)+

রচক—রচনাকারী। রচ (রচনা করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

রচন—রচনা (সকল অর্থে)। ণিজন্ত রচ বা রচি (রচনা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে রচিত।

রচনা—শ্রেণীপূর্ব্বক বিন্যাস, সাজান ; নির্ম্মাণ ; গঠন ; স্থাপন ; নিবেশ, গ্রন্থন ; ভূষণ ; যথানিয়মে গদ্যময় বা পদ্যময় বাক্যবিন্যাস। রচ+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে রচিত।

রচনাকৌশল—গঠনচাতুর্য্য, নির্ম্মাণদক্ষতা। ৬তৎ। স ; ক্লী।

রচনানৈপুণ্য—নির্ম্মাণপটুতা, গঠনবিষয়ে চাতুর্য্য। ৭তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; স্ত্রী।

রচনাপদ্ধতি—নির্ম্মাণপ্রণালী, গঠনরীতি। ৬তৎ।

রচনাপ্রণালী—রচনাপদ্ধতি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রচনাবিধি—গঠনের নিয়ম, নির্ম্মাণপ্রণালী। ৬তৎ। সং ; পু।

রচয়িতা—রচনাকর্ত্তা ; নির্ম্মাণকর্ত্তা। ণিজন্ত রচ বা রচি (রচনা করা)+তৃন্ ক=রচয়িতৃ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রচয়িত্রী।

রচয়িত্রী—রচনাকর্ত্রী। রচয়িতা দেখ। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে রচয়িতা।

রচিত—বিন্যস্ত ; নির্ম্মিত ; গঠিত ; গ্রথিত ; কৃত ; শোভিত ; পরিষ্কৃত। ণিজন্ত রচ বা রচি (রচনা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে রচন, রচনা।

রজ—ধূলি ; পুষ্পরেণু, পরাগ ; স্ত্রীলোকের যোনি হইতে মাসিক শোণিতস্রাব, স্ত্রী-ঋতু ; গুণবিশেষ, যাহার প্রভাবে দ্বেষ অহঙ্কারাদি জন্মে [ত্রিগুণ দেখ]। রন্‌জ (রঙ্ করা)+অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

রজঃ—রজ (সকল অর্থে)। রজ দেখ। রন্‌জ (রঙ্ করা)+অস্ ণ। সং ; ক্লী।

রজক—রঙ্‌কারক ; ধোপা, ধীবরের ঔরসে তীবরপত্নীর গর্ভে এই জাতির জন্ম। রন্‌জ (রঙ্ করা)+ষক ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রজকী।

রজকী—রঙ্‌কারিণী ; ধোপানী। রজক দেখ ; রজক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

রজত—১। রৌপ্য ; স্বর্ণ ; রক্ত ; গজদন্ত ; হ্রদ। রন্‌জ (রঙ্ করা)+অতচ্ ক। সং ; ক্লী। ২। শুক্ল, সাদা। ; ত্রি।

রজত-গিরি, রজতাচল, রজতাদ্রি—কৈলাস পর্ব্বত। কর্ম্মধা। সং ; পু।

রজতগিরিনিভ—রজতপর্ব্বততুল্য প্রভাবিশিষ্ট, অতি শুভ্র। রজতগিরির নিভ (সদৃশ), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

রজতধবল—রূপার ন্যায় শুভ্র। রজতবৎ ধবল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

রজতশুভ্র—রূপার ন্যায় শ্বেতবর্ণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

রজতাঙ্গুরীয়—রূপার আঙটী। রজত নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

রজতাচল—রজতগিরি দেখ।

রজন—১। রঙ্‌করণ। সং ; ক্লী। ২। বণিক্ দ্রব্যবিশেষ (দেশজ)।

রজনি, রজনী—১। রাত্রি, নিশা। রন্‌জ (রঙ্ করা)+অনি র্ম্ম, বিকল্পে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। হরিদ্রা ; নীল ; লাক্ষা। রন্‌জ+অনি ণ। সং ; ক্লী।

রজনিকর, রজনীকর—নিশাকর, চন্দ্র। রজনিতে বা রজনীতে কর যাহার, বহু। অথবা রজনি (রজনী) শব্দ—কৃ+ট ক। সং ; পু।

রজনিগন্ধা—পুষ্পবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

রজনিচর, রজনীচর—নিশাচর, রাক্ষস ; চোর ; প্রহরী। রজনিতে বা রজনীতে চরে যে, উপ ; রজনি (রজনী) শব্দ—চর (বিচরণ করা)+টক্ ক। সং ; পু।

রজনিমুখ, রজনীমুখ—নিশামুখ, প্রদোষ, সন্ধ্যা-কাল। রজনির বা রজনীর মুখ (আরম্ভ কাল), ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রজনী—রজনি দেখ।

রজনীকান্ত গুপ্ত—ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেওতা গ্রামে ১২৫৭ সালে ২৯শে ভাদ্র বৈদ্যবংশে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম কমলাকান্ত গুপ্ত। দেশে বাল্যশিক্ষা শেষ করিয়া এবং ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৪৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। সাত আট বৎসর বয়সে একবার কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হওয়ায় ইঁহার শ্রুতিশক্তি দুর্ব্বল হইয়া যায়। পাঠ্যা-বস্থাতেই ইনি জয়দেবচরিত প্রণয়ন করেন। অভিভাবকদের ইচ্ছা এবং অনুরোধ সত্ত্বেও ইনি সাহিত্যসেবা ত্যাগ করিয়া জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করেন নাই। সাহিত্য-সেবাই ইঁহার জীবনের ব্রত এবং উপজীবিকা ছিল। ইনি সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস, আর্য্য-কীর্ত্তি, নবভারত, ভারতপ্রসঙ্গ, ভীষ্মচরিত, বীর মহিমা, প্রতিভা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বোধবিকাশ, রচনা প্রভৃতি কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থও ইঁহার রচিত। ১৩০৭ সালে ৩০শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রিকালে দুষ্ট-ব্রণ রোগে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রজনীচর—রজনিচর দেখ।

রজনীজল—শিশির। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রজনীমুখ—রজনিমুখ দেখ। [পদ।

রজনীযোগে—রাত্রিকালে। ৬তৎ। সপ্তম্যন্ত

রজস্বল—১। রজোযুক্ত ; রজঃ দেখ ; রজস্+বল অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। মহিষ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রজস্বলা।

রজস্বলা—স্ত্রীধর্ম্মবিশিষ্টা, ঋতুমতী [স্ত্রীলোকের দ্বাদশ বৎসর বয়সের পর হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বভাবতঃ প্রতি মাসে যোনিদ্বার দিয়া আর্ত্তব নিঃসৃত হয়। এই আর্ত্তব-স্রাবের আরম্ভ দিন হইতে ১৬ দিন পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতির ঋতুকাল, এবং ইহাই গর্ভ-গ্রহণের উপযুক্ত কাল। ঋতুমতী রমণীর প্রথম হইতে চতুর্থ দিবস পর্য্যন্ত অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন বিধেয়, পতিসন্দর্শন নিষিদ্ধ, এবং ক্রন্দন, নখচ্ছেদন, অভ্যঙ্গ, অনুলেপন, স্নান, দিবানিদ্রা, দ্রুতগমন, উচ্চধ্বনিশ্রবণ, উচ্চহাস্য, অধিক পরিশ্রম, বহুভাষিতা ও অধিক বায়ুসেবন নিষিদ্ধ। চতুর্থ দিবসে ঋতুস্নানান্তর পতি বা পুত্রাদি প্রিয়জনকে দর্শন করা উচিত। কারণ ঋতুস্নানান্তর যেরূপ পুরুষকে দর্শন করা যায়, তদনুরূপ সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঋতুমতী রমণীর আর্ত্তবস্রাব বন্ধ হইলে ভর্ত্তার সহিত উপগত হইবে। (গর্ভাধান দেখ)]। রজস্বল দেখ ; রজস্বল+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

রজোজনিত—ধূলি জন্য ; রজোগুণজাত ; স্ত্রী-ঋতু হইতে উৎপাদিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

রজোবল, রজোরস—অন্ধকার। রজঃ (ধূলি) হইয়াছে বল (বা রস) যাহার, বহু। ক্লী।

রজ্জু—দড়ি ; বেণী। সৃজ (সৃজন করা)+উ র্ম্ম, নিপাতনে। সং ; স্ত্রী।

রজ্জুভ্রম—রজ্জুভ্রান্তি, ভ্রমবশতঃ দড়ি বলিয়া বোধ। ৬তৎ। সং ; পু।

রঞ্জক—১। রঙ্‌কারক ; আনন্দদায়ক, প্রীতি-কারক। ণিজন্ত রন্‌জ বা রঞ্জি (রঙ্ করা)+ণক ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রঞ্জিকা। ২। হিঙ্গুল। সং ; ক্লী।

রঞ্জন—১। রঙ্‌করণ ; সন্তুষ্টকরণ, অনুরাগোৎ-পাদন ; হিঙ্গুল ; রক্তচন্দন। ণিজন্ত রন্‌জ বা বা রঞ্জি (রঙ্ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। রাগজনক, প্রীতিজনক। ণিজন্ত রন্‌জ বা রঞ্জি+অন ক। বিণ ; ত্রি।

রঞ্জিত—রঙান, ছোবান ; চিত্রিত ; তর্পিত, সন্তোষিত। ণিজন্ত রন্‌জ বা রঞ্জি (রঙ্ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে রঞ্জন।

রটন, রটনা—বিবরণ ; কথন ; ঘোষণা, প্রচার ; খ্যাতি। রট (বলা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে রট+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; যথা-ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে রটিত।

রটন্তী—মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। রট (বলা) + শতৃ + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

রটিত—ঘোষিত, প্রচারিত ; বিবৃত ; কথিত ; খ্যাত। রট (বলা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে রটন, রটনা।

রণ—১। শব্দ ; গমন। রণ (শব্দ করা) + অল্ ভা। সং ; পু। ২। যুদ্ধ, সমর। রণ + অল্ অধি। সং ; পু ও ক্লী।

রণকৌশল—যুদ্ধের প্রণালী, যুদ্ধকৌশল ; যুদ্ধবিষয়ে নৈপুণ্য। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রণজয়—যুদ্ধজয়, সংগ্রামে বিজয়লাভ। ৭তৎ। সং ; পু।

রণজয়ী—(রণজয়িন্)। যুদ্ধবিজয়ী, যুদ্ধে জয়লাভকারী, যে যুদ্ধ জিতিয়াছে এরূপ। রণজয় শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রণজয়িনী।

রণজিৎ সিংজী—ইনি বোম্বে প্রদেশে জামনগরের জামবংশসম্ভূত (Jam of Jamnagar)। ১৮৭২ খ্রীঃ ১০ই সেপ্টেম্বর ইনি কাঠিওয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ বিভাজী জাম কর্ত্তৃক ইনি দত্তকপুত্ররূপে গৃহীত হন। পরে তাঁহার পুত্র জন্মিলে গভর্ণমেন্টের অনুমোদনক্রমে দত্তকসম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায় এবং রণজিৎ সিংজী বৃত্তিভোগী হইয়া থাকেন। ইনি প্রথমে ভারতে, পরে কেমব্রিজে ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষা করেন। ক্রিকেট খেলায় ইনি অদ্ভুত নৈপুণ্যলাভ করিয়া ইংলণ্ডে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ক্রিকেট খেলার সম্প্রদায় লইয়া ইনি অষ্ট্রেলিয়ায় যান এবং সেখানেও বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। ইনি Jubilee Book of Cricket নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল ইনি জামনগরের জামপদে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রজাপালনে মনোযোগ দিয়াছেন।

রণজিৎ সিংহ—সুপ্রসিদ্ধ শিখবীর ও পঞ্জাবের অধিপতি। ইনি সাধারণতঃ 'পঞ্জাব-কেশরী' নামে খ্যাত। ১৭৮০ খ্রীঃ পঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরান্‌ওয়ালা নামক স্থানে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে শিখজাতি ভিন্ন ভিন্ন মিসিলে (অর্থাৎ সম্প্রদায়ে) বিভক্ত হইয়াছিল। ইঁহার পিতামহ ছত্রসিংহ মুকর চকিয়া মিসিলের অধিনায়ক ছিলেন। ছত্রসিংহের মৃত্যুর পর রণজিতের পিতা মহাসিংহ উক্ত মিসিলের অধিপতি হন। ১৭৯২ খ্রীঃ মহাসিংহের মৃত্যু হইলে অপ্রাপ্তবয়স্ক রণজিৎ পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হন ; কিন্তু ইনি অপ্রাপ্তব্যবহার বলিয়া ইঁহার মাতা এবং মহাসিংহের দেওয়ান সর্ব্ব বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। রণজিৎ মাতাপিতার অতিরিক্ত স্নেহপাত্র ছিলেন। তদুপরি শৈশবে বসন্ত রোগে ইঁহার একটি চক্ষুঃ নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল কারণে ইঁহার বিদ্যালাভ ঘটে নাই। কিন্তু ইনি বাল্যকাল হইতেই সাতিশয় বুদ্ধিমান্, সাহসী ও পরিণামদর্শী ছিলেন। ইনি দেখিলেন যে, শিখজাতির মিসিলগুলি ভাঙ্গিয়া সমস্ত জাতিকে এক করিতে না পারিলে উন্নতিলাভের আশা নাই। সুতরাং ইনি পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই ঐ বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। ইনি প্রথমতঃ শতদ্রুর পশ্চিমভাগস্থিত মিসিলগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

এই সময়ে পঞ্জাবে আফগানদিগের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল। শিখগণ ইতঃপূর্ব্বে আহমাদ শাহ আবদালির সুবাদারকে তাড়াইয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে আফগানপ্রভুত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। রণজিৎ আফগানদিগকে দূরীভূত করিয়া পঞ্জাব নিষ্কণ্টক করিলেন। অতঃপর ইনি লাহোর অধিকার করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং ১৮০১ খ্রীঃ 'মহারাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বনামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইঁহার বয়ঃক্রম ২১ বৎসর মাত্র। অতঃপর ইনি রাজ্যবিস্তারের অভিলাষী হইয়া সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন এবং তাহাদিগকে নবপ্রণালীতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে খালসা-সৈন্য সমরে অজেয় হইয়া উঠিল। ইহার পর ইনি আফগানদিগকে দূরীভূত করিয়া মুলতান হস্তগত করিলেন এবং নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য আফগানেরা প্রাণপণে ইঁহার গতিরোধের চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। মহাবীর রণজিৎ বহুকাল পরে ভূতলস্থ নন্দনকাননস্বরূপ কাশ্মীরে পুনর্ব্বার হিন্দুরাজপতাকা উড্ডীন করিলেন।

অতঃপর রণজিৎ ইউরোপীয় সেনাপতি রাখিয়া আপনার সৈন্যদিগকে পাশ্চাত্য সমরপ্রণালীতে সুশিক্ষিত করিয়া লইলেন, এবং তৎপরে পেশওয়ার জয় করিতে যাত্রা করিলেন। সামান্য একজন হিন্দুর এইরূপ ধৃষ্টতা দেখিয়া আফগানেরা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইল এবং ইঁহার গতিরোধার্থ দলে দলে অগ্রসর হইল। নওশেরার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সৈন্যে সাক্ষাৎ হইল। আফগানেরা প্রথমে প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ করিয়া শিখদিগকে প্রায় পর্য্যুদস্ত করিয়া তুলিল। তাহা দেখিয়া মহাবীর রণজিৎ স্বয়ং উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে বিপক্ষের ব্যূহভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ফলে, মহারাজ রণজিতের জয় হইল।

এইরূপে রণজিৎ সিংহ অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুলতান, কাশ্মীর, জম্বু, পেশওয়ার, ডেরাগাজী খাঁ, ডেরা ইস্মাইল খাঁ প্রভৃতি বহু স্থান জয় করিয়া একটি প্রবলপরাক্রান্ত শিখরাজ্য সংস্থাপন করিলেন। অতঃপর ইনি শতদ্রুর পূর্ব্বভাগস্থ শিখরাজ্যগুলির প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভীত হইয়া ঐ সমস্ত রাজ্যের অধিপতিরা ইংরেজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রণজিৎ ইংরেজদিগের বলাবল ও প্রভাব বিলক্ষণ বুঝিতেন। এজন্য তিনি তাঁহাদের সহিত বিবাদে অগ্রসর হইলেন না। ১৮০৯ খ্রীঃ ইংরেজদের সহিত ইঁহার একটি সন্ধিবন্ধন হয়। রণজিৎ যাবজ্জীবন সে সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই।

১৮৩৯ অব্দের ২৭শে আগষ্ট এই বীরপুঙ্গব কালগ্রাসে পতিত হন, এবং ইঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিশাল পঞ্জাব রাজ্যও উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়।

রণৎ—শব্দায়মান। রণ (শব্দ করা) + শতৃ ক। বিণ ; ত্রি। [সং ; স্ত্রী।

রণতরি—সমরপোত, যুদ্ধের জাহাজ। ৬তৎ।

রণধীর—যুদ্ধে স্থির, যুদ্ধকালে অচঞ্চল, বীর। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

রণনিপুণ—যুদ্ধে পটু, সমরদক্ষ। ৭তৎ। বিণ ;

রণনৈপুণ্য—যুদ্ধবিষয়ে দক্ষতা ; সংগ্রামপটুতা। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

রণপ্রণালী—যুদ্ধের রীতি, সংগ্রামের পদ্ধতি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রণভূমি—যুদ্ধক্ষেত্র, সমরস্থল। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রণযাত্রা—যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধার্থ গমন। ৭তৎ। সং।

রণরঙ্ক—যুদ্ধকাতর হস্তী। সং ; পু।

রণরঙ্গ—যুদ্ধব্যাপার ; যুদ্ধরূপ আমোদ। রূপক। সং ; পু।

রণরঙ্গিণী—যুদ্ধোন্মত্তা, যুদ্ধে ব্যাপৃতা। রণরঙ্গ + ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

রণরণক, রণরণিকা—উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, দুর্ভাবনা। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

রণবাদ্য—সমরবাদ্য, যুদ্ধের বাজনা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রণবেশ—যুদ্ধের পরিচ্ছদ, যুদ্ধোপযোগী সাজসজ্জা। ৬তৎ। সং ; পু।

রণশয্যা—যুদ্ধস্থলরূপ বিছানা। রূপক। স্ত্রী।

রণশয্যাশায়ী—(রণশয্যাশায়িন্)। যুদ্ধস্থল রূপ বিছানায় শয়নকারী, যুদ্ধে মৃত। রণশয্যা—শী (শোওয়া) + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রণশয্যাশায়িনী।

রণ-সঙ্কুল—ঘোরতর যুদ্ধ, তুমুল সংগ্রাম। সং ; ক্লী।

রণসজ্জা—যুদ্ধের বেশ, সমরসাজ। ৬তৎ। সং।

রণসাজ—যুদ্ধসজ্জা, যুদ্ধের বেশ। ৬তৎ। সাজ =দেশজ শব্দ, সজ্জা শব্দের অপভ্রংশ।

রণস্থল—যুদ্ধক্ষেত্র, রণভূমি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রণাঙ্গন, রণাজির—সমরভূমি, যুদ্ধক্ষেত্র। রণের অঙ্গন বা অজির, ৬তৎ। সং; ক্লী।

রণিত—১। ধ্বনিত, শব্দিত। রণ (শব্দ করা) +ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। ধ্বনি, শব্দ। রণ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

রণ্ড—ধূর্ত্ত; ধর্ম্মহীন; আশ্রমবিহীন; বন্ধ্য, অজাতাপত্য; অজাতফল, রাঁড়া (গাছ)। রম (ক্রীড়া করা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে রণ্ডা।

রণ্ডক—অজাতফল বৃক্ষ, রাঁড়া গাছ; ছন্দোবিশেষ। রণ্ড+ক। সং; পু।

রণ্ডা—বিধবা, ইহারই অপভ্রংশে চলিত কথা 'রাঁড়' হইয়াছে; বেশ্যা; ইঁদুরকানী পানা। রণ্ড দেখ; রণ্ড+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

রত—১। অনুরক্ত, আসক্ত। রম (ক্রীড়া করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। রতি, রমণ; গুহ্য। রম+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

রতকীল—কুক্কুর। সং; পু।

রতি—১। ক্রীড়া; অনুরাগ; প্রীতি; সন্তোষ; রমণ, সুরত। রম (রমণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। ২। কামপত্নী: হরকোপানলে মদন ভস্মীভূত হইলে ইনি দেবাদেশে শম্বর দৈত্যের আলয়ে মায়াবতী নাম ধারণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিয়াছিলেন। রম+ক্তিচ্ ক। সং; স্ত্রী।

রতিকুহর, রতিগৃহ, রতিমন্দির—স্ত্রীলোকের যোনি। ৬তৎ। সং; পু।

রতিগুরু—ভর্ত্তা, স্বামী। ৬তৎ। সং; পু।

রতিগৃহ—রতিকুহর দেখ।

রতিপতি, রতিপ্রিয়—কামদেব, মদন। ৬তৎ। সং; পু।

রতিবন্ধ—১৬ প্রকার রমণবন্ধবিশেষ। ৬তৎ। সং; পু।

রতিমন্দির—রতিকুহর দেখ।

রত্তি, রত্তিকা—গুঞ্জাফল, কুঁচ; পরিমাণবিশেষ, রতি। রদ+ক্তি ণ। সং; স্ত্রী।

রত্ন—মণি মুক্তা স্বর্ণ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্তু; বজ্র, মাণিক্য [ধনার্থী লোকের আনন্দ বিধান করে বলিয়া মণিমাণিক্যাদি রত্ন নামে অভিহিত। রত্ন প্রস্তরজাতীয় ও মুক্তাদি ভেদে দুই প্রকার। রত্ন ৯ প্রকার যথা—হীরক, পদ্মরাগ, পান্না, পোখরাজ, নীলকান্ত, গোমেদ, বৈদূর্য্য, মুক্তা ও প্রবাল]; শ্রেষ্ঠ বস্তু; স্ব স্ব জাতি মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু। ণিজন্ত রম বা রমি (রমণ করা)+ন ক। সং; ক্লী।

রত্নখচিত—মণিমুক্তাদি দ্বারা মণ্ডিত, মণিমাণিক্যভূষিত। ৩তৎ বিণ; ত্রি।

রত্নগর্ভ—সমুদ্র; কুবের। রত্ন আছে গর্ভে যাহার, বহু। সং; পু।

রত্নগর্ভা—বসুন্ধরা, পৃথিবী; সৎপুত্রবতী জননী। রত্ন আছে গর্ভে যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

রত্নত্রিতয়—(জৈনধর্ম্মে) সদ্দৃষ্টি, জ্ঞান ও চরিত্র, এই তিন। সং; ক্লী।

রত্নপ্রসূ—১। রত্নপ্রসবকারিণী, মণিমাণিক্যাদির উৎপাদিকা; সৎপুত্রজননী। ৬তৎ। বিণ: স্ত্রী। ২। পৃথিবী। সং; স্ত্রী।

রত্নপ্রসূত—১। রত্নজাত, রত্ন হইতে উৎপন্ন। ৫তৎ। ২। রত্নোৎপাদক। রত্ন প্রসূত হইয়াছে যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

রত্নপ্রসূতি—১। রত্নপ্রসবকারিণী। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী। ২। শুক্তি। সং; স্ত্রী।

রত্নমণ্ডিত—রত্নখচিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

রত্নময়—মণিময়, রত্ননির্ম্মিত, রত্নখচিত। রত্ন শব্দ+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ; ত্রি।

রত্নময়ী—রত্নখচিতা, রত্ননির্ম্মিতা। রত্নময় দেখ; রত্নময়+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ, স্ত্রী।

রত্নমুখ্য—হীরক। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রত্নরাজি—রত্নসমূহ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রত্নসানু—সুমেরুপর্ব্বত। বহু। সং; পু।

রত্নসিংহাসন—রত্ননির্ম্মিত সিংহাসন, মণিমাণিক্যখচিত রাজাসন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

রত্নসূ—১। রত্নপ্রসবিনী। রত্ন শব্দ—সূ (প্রসব করা)+কিপ্ ক। বিণ; স্ত্রী। ২। বসুন্ধরা, পৃথিবী। সং; স্ত্রী।

রত্নাকর—১। রত্নের খনি; সমুদ্র। রত্নের আকর, ৬তৎ। সং; পু। ২। (কৃত্তিবাসী রামায়ণে:) রামায়ণকার মহামুনি বাল্মীকির পূর্ব্ব নাম। কথিত আছে যে, রত্নাকর প্রথমে দস্যুবৃত্তি করিত এবং কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবক, পথিক দেখিলেই তাহার প্রাণসংহার করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। একদা মহর্ষি নারদ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে রত্নাকর দণ্ডহস্তে অগ্রসর হইয়া কহিল, 'ও ঠাকুর! কোথায় যাও, দাঁড়াও, আজি আমার হাতে পড়িয়াছ, আজি আর তোমার নিস্তার নাই।' নারদ নির্ভয়ে কহিলেন, 'তুমি আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন? আমি তোমার কি ক্ষতি করিয়াছি?' দস্যু উত্তর করিল, 'তুমি আমার কোন ক্ষতি কর নাই সত্য, কিন্তু দস্যুতাই আমার ব্যবসায়; আমি এইরূপে পথিকদিগের প্রাণসংহার করিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করি এবং তদ্দ্বারা পরিজনবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিয়া থাকি।' নারদ বলিলেন, 'তুমি এই যে ব্রহ্মহত্যাদি গুরুতর মহাপাতক করিতেছ, যাহাদের জন্য করিতেছ, তাহারা কি ইহার অংশ গ্রহণ করিবে?' দস্যু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, 'কেন করিবে না? অবশ্যই করিবে; ইহার জন্য যদি আমাকে দুস্তর নরকে যাইতে হয়, তাহারাও আমার অনুগমন করিবে।' নারদ সহাস্যবদনে কহিলেন, 'ভাল, জানিয়া আইস দেখি, তাহারা সত্যই তোমার পাপের ভাগ গ্রহণ করিবে কি না।' পাছে পলাইয়া যান, সেই জন্য রত্নাকর নারদকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়া গৃহে উপস্থিত হইল। সে প্রথমতঃ, স্বীয় জনকজননীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি যে প্রতিদিন দস্যুতা ও নরহত্যা করিয়া তোমাদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেছি, তোমরা আমার সে পাপের ভাগ লইবে তো?' তাহারা উত্তর করিল, 'তুমি যখন শিশু ও কর্ম্মাক্ষম ছিলে, আমরা তখন তোমার লালনপালন করিয়াছি। এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ ও কর্ম্মাক্ষম হইয়াছি; আমাদিগকে ভরণপোষণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি যেরূপে পার, তোমার কর্ত্তব্য পালন করিবে। তজ্জন্য আমরা তোমার পাপের ভাগ লইতে গেলাম কেন?' তখন রত্নাকর স্ত্রীর নিকট যাইয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিল; স্ত্রী উত্তর করিল, 'আমি তোমার ভার্য্যা অর্থাৎ ভরণীয়া। তুমি যে উপায়ে পার, আমার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিবে; ইহাই তোমার কর্ত্তব্য। আমি তো তোমাকে পাপ করিতে বলিয়া দিই নাই, তবে আমি তোমার পাপের অংশ কেন গ্রহণ করিব? বরং তুমি যদি পুণ্য কর, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাহার ভাগ লইব।' অতঃপর দস্যু পুত্রের নিকট গমন করিয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিলে পুত্র উত্তর করিল, 'আমি এক্ষণে শিশু ও কর্ম্মাক্ষম; তুমি আমার জন্মদাতা; সুতরাং আমার লালনপালন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আবার তুমি যখন বৃদ্ধ ও কর্ম্মাক্ষম হইবে, তখন আমি তোমার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিব। এরূপ অবস্থায় আমি তোমার পাপভাগী হইব কেন?'

রত্নাকর পরিজনবর্গের নিকট এবম্প্রকার উত্তর পাইয়া অতি দীনচিত্তে ও বিষণ্ণবদনে নারদের নিকট প্রত্যাগত হইল এবং ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া ও তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কহিল, 'ঠাকুর! আমার গতি কি হইবে?' তখন নারদ দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহার কর্ণে রাম নাম মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং যোগসাধনের উপায়

বলিয়া দিলেন। কিন্তু আজন্ম পাপকার্য্যে অভ্যস্ত নিরক্ষর দস্যুর রসনা 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হইল। সে যতই 'রাম রাম' বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই তাহার মুখ দিয়া 'আম আম' শব্দ নির্গত হইতে লাগিল। তখন নারদ তাহাকে 'ম-রা ম-রা' এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পরামর্শ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রত্নাকর তাহাই করিতে লাগিলেন। ইনি ষষ্টি সহস্র বৎসর নিরাহারে একাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘকাল এক স্থানে থাকায় ইঁহার সর্ব্বাঙ্গ বল্মীকে সমাবৃত হইল। অনন্তর ইনি সিদ্ধিলাভ করিলেন এবং বল্মীকস্তূপ ভেদ করিয়া উত্থিত হওয়ায় বাল্মীকি নামে খ্যাত হইলেন।

রত্নাঙ্ক—বিষ্ণুর রথ। রত্ন হইয়াছে অঙ্ক (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং ; পু।

রত্নাচল—দানার্থ মণিময় পর্ব্বত। রত্ন নির্ম্মিত যে অচল (পর্ব্বত), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

রত্নাভরণ—মণিময় অলঙ্কার, জড়াও গহনা। রত্ন নির্ম্মিত যে আভরণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

রত্নালঙ্কার—রত্নাভরণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা।

রত্নাবলী—রত্নহার ; রত্নশ্রেণী ; বৎসরাজপত্নী ; শ্রীহর্ষপ্রণীত নাট্যগ্রন্থবিশেষ। ৬তৎ। স্ত্রী।

রত্নি—মুটুম হাত ; কনুই অবধি বদ্ধমুষ্টি হস্তাগ্র পর্য্যন্ত পরিমাণ। ঋ (গমন করা) + কত্নি ক। সং ; পু ও স্ত্রী।

রথ—স্যন্দন ; যুদ্ধযান ; শরীর ; চরণ ; শকটাদি বাহন ; বেতসবৃক্ষ। রম (ক্রীড়া করা) + কথন্ ণ। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

রথকট্যা, রথকড্যা—রথশ্রেণী, রথসমূহ। ৬তৎ।

রথকর, রথকার—রথনির্ম্মাতা ; সূত্রধর জাতি-বিশেষ। রথ করে যে, উপ ; রথ শব্দ—কৃ + যথাক্রমে ট ও ষণ্ ক। সং ; পু।

রথকার—রথকর দেখ।

রথগর্ভক—নরবাহ্য যান, শিবিকা, ডুলি প্রভৃতি। বহু। সং ; পু।

রথগুপ্তি—শস্ত্রাদি বা শরীর রক্ষার নিমিত্ত রথ-মধ্যস্থ গুপ্তস্থান। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রথচরণ, রথপাদ—রথচক্র ; চক্র ; চক্রবাক পক্ষী। ৬তৎ। সং ; পু।

রথন্তর—১। সামগানবিশেষ। সং ; ক্লী। ২। রথের সারথি। উপ ; রথ শব্দ—তৃ (পার হওয়া) + খ ক। সং ; পু।

রথযাত্রা—আষাঢ় মাসের শুক্লদ্বিতীয়াতে কর্ত্তব্য উৎসববিশেষ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রথযুক্—রথচালক, সারথি। উপ ; রথ শব্দ—যুজ + ক্বিপ্ ক = রথযুজ্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

রথবেগ—রথের শীঘ্রগতি। ৬তৎ। সং ; পু।

রথাঙ্গ—১। চক্র, চাকা। রথের অঙ্গ, ৬তৎ সং ; ক্লী। ২। চক্রবাক পক্ষী। সং ; পু।

রথাঙ্গনামা—চক্রবাক। রথাঙ্গ দেখ ; রথাঃ হইয়াছে নাম যাহার, বহু। (রথাঙ্গনামন্ শব্দ)। সং ; পু।

রথাঙ্গপাণি—চক্রধারী বিষ্ণু। রথাঙ্গ দেখ রথাঙ্গ (চক্র) আছে পাণিতে (হস্তে) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

রথাঙ্গী—চক্রপাণি, বিষ্ণু। রথাঙ্গ দেখ ; রথাঙ্গ শব্দ (চক্র) + ইন্ অস্ত্যর্থে = রথা-ঙ্গিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

রথারূঢ়—রথারোহী, রথে উপবিষ্ট। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

রথারোহী—১। রথস্থ যোদ্ধা। সং ; পু। ২। রথারূঢ়। রথে আরোহী, ৭তৎ। বিণ ; পু।

রথিক, রথিন, রথির, রথী—রথারূঢ় ব্যক্তি ; রথস্বামী ; রথস্থ যোদ্ধা। রথ শব্দ + যথা-ক্রমে ঠিক, ইন, ইর, ইন্। সং ; পু।

রথিন—রথিক দেখ।

রথী—(রথিন্)। রথিক দেখ।

রথ্য—১। রথাশ্ব। সং ; পু। ২। রথসম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। রথ শব্দ + য ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ৩। চক্র। সং ; ক্লী।

রথ্যা—মার্গ, পথ, রাস্তা ; রথসমূহ। রথ শব্দ + য + আপ্। সং ; স্ত্রী।

রথ্যাবাহী—পথিক। উপ। রথ্যা শব্দ (পথ) —বহ (বহন করা) + ণিন্ ক = রথ্যাবাহিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রথ্যাবাহিনী।

রদ—১। দশন, দন্ত। রদ (ভেদ করা) + অল্ ণ। সং ; পু। ২। অগ্রাহ্য, বাতিল, রহিত (আরবী ভাষামূলক)। [সং ; পু।

রদচ্ছদ, রদনচ্ছদ—দন্তচ্ছদ, ওষ্ঠাধর। ৬তৎ।

রদন—১। দন্ত। রদ (ভেদ করা) + অন ণ। সং ; পু। ২। ভেদন ; ছেদন ; খনন। রদ + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

রদনী, রদী—দন্তী, হস্তী। রদন বা রদ শব্দ (দন্ত) + ইন্ অস্ত্যর্থে = রদনিন্ বা রদিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

রন্তিদেব—বিষ্ণু ; কুক্কুর ; চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ। রম (রমণ করা) + তিক্ ক = রন্তি (রমণ-কারী) ; রন্তি যে দেব, কর্ম্মধা। সং ; পু।

রন্ধন—রান্না, পাক। রধ (পাক করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। [সং ; স্ত্রী।

রন্ধনশালা—রন্ধনগৃহ, রান্না ঘর। ৬তৎ।

রন্ধনাগার—রন্ধনশালা। ৬তৎ। সং ; পু।

রন্ধিত—কৃতরন্ধন, রাঁধা। রধ (পাক করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

রন্ধ্র—ছিদ্র, গর্ত্ত ; কুক্ষি [জীবদেহে সমুদায়ে পুরুষের ১০টী এবং স্ত্রীলোকের ১৩টী করিয়া রন্ধ্র আছে। চক্ষুঃ, কর্ণ ও নাসিকা এই তিন অঙ্গে দুইটী করিয়া ৬টী, মুখ, শিশ্ন, গুহ্য ও মস্তক এই চারি স্থানে ৪টী। স্ত্রীলো-কের অতিরিক্ত—স্তনদ্বয়ে দুইটী এবং গর্ভ-পথে একটী] ; দূষণ ; আলস্যাদি ছল ; (জ্যোতিষে) লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান। রম (ক্রীড়া করা) + ক্বিপ্ ভা = রম্ ; রম্—ধৃ (ধরা) + ক ক। সং ; ক্লী।

রন্ধ্রগত—লগ্নের অষ্টমস্থানে স্থিত, গোচরস্থ ; মারাত্মক স্থানে অবস্থিত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

রভস—বেগ ; ঔৎসুক্য ; হর্ষ ; বলাৎকার ; অনুতাপ ; শোক ; পূর্ব্বাপর বিবেচনা ; কার্য্যকারণনির্ণয়। রভ (সবেগে গমন করা, ইত্যাদি) + অসচ্ র্ম্ম। সং ; পু।

রম—১। কান্ত, পতি ; কন্দর্প, মদন। ণিজন্ত রম বা রমি (রমণ করা) + অন্ ক। সং ; পু। ২। রমণীয় ; আনন্দজনক। বিণ ; ত্রি।

রমক—জার, উপপতি। রম (রমণ করা) + ণক ক। সং ; পু।

রমণ—১। পতি, স্বামী ; কন্দর্প, মদন ; গর্দ্দভ ; বৃষণ। ণিজন্ত রম বা রমি (রমণ করা) + অন ক। সং ; পু। ২। প্রিয়। বিণ ; ত্রি। ৩। জঘন। রম + অনট্ অধি। ৪। রতিক্রিয়া, সুরত ; ক্রীড়া। রম + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

রমণী—নারী ; উত্তমা স্ত্রী। রমণ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [ক্লী।

রমণীকুল—নারীজাতি ; স্ত্রীসমূহ। ৬তৎ। সং ;

রমণীকুলদুর্লভ—স্ত্রীগণের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

রমণীচরিত্র—স্ত্রীলোকের চরিত, নারীজাতির স্বভাব। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রমণীদুর্লভ—স্ত্রীলোকের দুষ্প্রাপ্য, নারীমনোহর। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

রমণীমনোহর—স্ত্রীজাতির মনোহরণকারী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি ;

রমণীয়—সুন্দর, মনোহর। ণিজন্ত রম বা রমি (ক্রীড়া করা) + অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে রমণীয়তা।

"ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতামুপৈতি
তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ।"

অর্থাৎ যে রূপ প্রতিক্ষণে নবীনত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাই রমণীয়।

রমণীয়তা—মনোহরত্ব। রমণীয় দেখ। রমণীয় + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

রমণীরত্ন—১। উত্তমা স্ত্রী। রমণীদিগের মধ্যে রত্ন, ৭তৎ। ২। স্ত্রীরূপ রত্ন। রূপক। সং ; ক্লী।

রমা—লক্ষ্মী ; প্রিয়া ; শোভা ; উপপত্নী। ণিজন্ত রম বা রমি (ক্রীড়া করা) + অন ক + আপ্। সং ; স্ত্রী।

রমাধব, রমানাথ, রমাপতি—লক্ষ্মীপতি, বিষ্ণু। ৬তৎ। সং ; পু।

রমানাথ ঠাকুর—(মহারাজ)। জন্ম ১৮০০ খ্রীঃ। ইনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৮২৯ খ্রীঃ ইনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দেওয়ানস্বরূপে কর্ম্ম করেন এবং উক্ত ব্যাঙ্ক উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মে অধিষ্ঠিত থাকেন। বাল্যে ইনি রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমতের পোষকতা এবং ব্রাহ্মসভার কার্য্যের সহায়তা করিতেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন স্থাপনে ইনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং পরে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত ১০ বৎসর উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহযোগিতায় ইনি "ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার" নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়াছিলেন। "হিন্দু" স্বাক্ষরিত অনেক প্রবন্ধ ইনি "হরকরা" ও "ইংলিসম্যান" পত্রে লিখিতেন। ১৮৬৬খ্রীঃ ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে মনোনীত হইয়া সেখানে এরূপ নির্ব্বন্ধসহকারে প্রজাগণের স্বত্বসংরক্ষণ চেষ্টা করিতেন যে, সকলে ইঁহাকে "রায়তের বন্ধু" বলিত। ১৮৭০ খ্রীঃ ইনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যপদে আসীন থাকেন। ঐ বৎসরে ইনি রাজা উপাধি পান। ১৮৭৫ খ্রীঃ সি, এস, আই এবং ১৮৭৭ খ্রীঃ মহারাজা উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ শেষভাগে যুবরাজকে দেশীয়গণের পক্ষ হইতে কলিকাতায় অভ্যর্থনা করিবার জন্য যে একটী বৃহৎ সমিতি গঠিত হয়, ইনি তাহার সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমনকালে যুবরাজ স্মৃতিচিহ্নস্বরূপে ইঁহাকে একটী অঙ্গুরীয় দিয়া যান। অনেক সময় রাজকর্ম্মচারিগণ—বিশেষতঃ লর্ড নর্থব্রুক নানা বিষয়ে ইঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ ১০ই জুন ইনি দেহত্যাগ করিলে লর্ড লীটন কৃষ্ণদাস পালকে নিজহস্তে একখানি পত্র লিখেন, তাহাতে মহারাজ রমানাথের অবর্ত্তমানে দেশের যে বিশেষ ক্ষতি হইল, এ কথা অন্তরের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

রমাপ্রসাদ রায়—ইনি সুপ্রসিদ্ধ রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। সদর দেওয়ানি আদালতে ওকালতি ব্যবসায় করিয়া ইনি প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। ইনি উক্ত আদালতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সিনিয়ার প্লিডার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পদ বাঙ্গালীর ভিতর ইনিই প্রথমে পাইয়াছিলেন। ১৮৬২ খ্রীঃ ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম জজ স্বরূপে নিযুক্ত হন। এ উচ্চ সম্মান বাঙ্গালীর পক্ষে এই প্রথম। যখন নিয়োগসংবাদ পাইলেন, তখন ইনি পীড়াগ্রস্ত। ইনি সে পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না। সুতরাং বিচারালয়ে বসিবার অবসর আর ইঁহার ঘটিয়া উঠিল না।

রমাপ্রিয়—১। বিষ্ণু, নারায়ণ। ৬তৎ। সং ; পু। ২। পদ্ম। সং ; ক্লী।

রমাবাই—(পণ্ডিতা) জন্ম ১৮৫৮ খ্রীঃ। ইঁহার পিতা অনন্ত শাস্ত্রী মাঙ্গালোর জেলায় বাস করিতেন। বাল্যে তাঁহারই নিকট রমাবাই সংস্কৃত ও ভারতের অনেকগুলি প্রচলিত ভাষায় শিক্ষিতা হন। ১৬ বৎসর বয়সে ইনি মাতাপিতৃহীনা হইয়া ভ্রাতার সহিত ভারতের অনেক দেশ ভ্রমণ করেন এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে চেষ্টান্বিতা হন। কলিকাতার পণ্ডিতগণ ইঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে "সরস্বতী" উপাধি দিয়াছিলেন। বিপিন বিহারী মাধবী নামে চট্টগ্রাম অঞ্চলের একজন বাঙ্গালী যুবকের সহিত রমাবাই পরিণীতা হন। অল্পদিন পরে স্বামীর মৃত্যু ঘটিলে, রমাবাই সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮১ খ্রীঃ ইনি পুনা নগরে "আর্য্যমহিলা সমাজ" প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন ও ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে সেইখানেই খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতা হন। ১৮৮৪-৬ খ্রীঃ ইনি চেল্‌টেল্‌হ্যামে লেডিজ কলেজে (Ladie's College) সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন ; তাহার পরে আমেরিকায় গমন করিয়া Kindergarten প্রণালীর অধ্যাপনা শিক্ষা করেন। অনন্তর বোষ্টন নগরে হিন্দুবালবিধবার মঙ্গলকল্পে ইনি "রমাবাই এসোসিয়েসন" স্থাপিত করেন (১৮৮৭ খ্রীঃ)। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইনি বম্বে সহরে বাস করেন এবং সেখানে একটী বিধবা-নিবাস প্রতিষ্ঠিত করেন (১৮৮৯ খ্রীঃ)। পরে ইহাকে পুনা সহরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। রমাবাই "The High caste Hindu woman" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

রমিত—ক্রীড়িত ; কৃতমৈথুন ; রমণপ্রাপিত। ণিজন্ত রম বা রমি+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

রমিতা—রমণপ্রাপিতা। ণিজন্ত রম বা রমি (রমণ করা)+ক্ত র্ম্ম+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

রমুলস্ (বা রোমিউলস্)—প্রবাদোক্ত রোম নগরের প্রতিষ্ঠাতা। কিংবদন্তী এইরূপ যে, মার্স্‌দেবের ঔরসে এক রাজকন্যার গর্ভে রমুলস্ ও রেমস্ নামক দুই যমজ পুত্রের জন্ম হয়। ঐ রাজার পুত্রসন্তান না থাকায়, এই দৌহিত্রদ্বয়ই তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু শিশুদ্বয়ের জন্মের অব্যবহিত পরেই উক্ত রাজার মৃত্যু হওয়ায় অপর এক ব্যক্তি অন্যায়পূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিয়া নব এবং যমজ শিশুদ্বয়কে এক অরণ্যমধ্যে নিক্ষেপ করে। তথায় এক ব্যাঘ্রী নিজ স্তন্য দ্বারা শিশুদ্বয়কে পালন করে। অতঃপর রমুলস্ খ্রীঃ পূঃ ৭৫৩ অব্দে রোম নগর স্থাপন করেন এবং খৃঃ পূঃ ৭১৬ অব্দে অগ্নিময় রথে স্বর্গে নীত হন।

রমেশ, রমেশ্বর—লক্ষ্মীপতি, বিষ্ণু। রমার (লক্ষ্মীর) ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু।

রমেশচন্দ্র দত্ত—(R. C. Dutt)। ইনি কলিকাতা রামবাগানের দত্তবংশসম্ভূত। রসময় দত্তের ভ্রাতা পীতাম্বর দত্তের পৌত্র ও ঈশানচন্দ্র দত্তের মধ্যম পুত্র। ১৮৪৮ খ্রীঃ ১৩ই আগষ্ট রমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৭ খ্রীঃ সিভিল সারভিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইনি, বিহারিলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ডে যান। ১৮৬৯ খ্রীঃ তিন জনই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রমেশচন্দ্র পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৭১ খ্রীঃ রমেশচন্দ্র বঙ্গদেশেই কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৯৪-৫ খ্রীঃ ইনি বিভাগীয় কমিশনরের পদে উন্নীত হন। এই উচ্চ পদ বাঙ্গালীর ভিতর রমেশচন্দ্রই প্রথম লাভ করেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ ইনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু সাহিত্য আলোচনা হইতে ইঁহার অবসর কোন কালেই ঘটে নাই। প্রথমেই ইনি বঙ্গসাহিত্য বিষয়ে রেভাঃ লালবিহারী দে পরিচালিত Bengal Magazine নামক মাসিক পত্রিকায় কয়েকটী প্রবন্ধ লেখেন। তাহার পর মাধবীকঙ্কণ, বঙ্গবিজেতা, জীবনপ্রভাত, জীবনসন্ধ্যা, সংসার ও সমাজ নামক কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করেন। ১৮৯২ খ্রীঃ ইনি সি, আই, ই, উপাধি লাভ করেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া কিছুদিন ইনি লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে ভারতের ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। কিছু দিন বরোদার রাজস্বসচিবের পদেও আসীন ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে ইঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ। "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ" স্থাপিত হইলে ইনিই তাহার প্রথম সভাপতি হন। ইনি ঋগ্বেদের একখানি বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত ইংরেজী গ্রন্থের মধ্যে নিম্নে কয়েকখানির নাম প্রদত্ত হইল ;—Ancient Civilization in India, Lays of Ancient India, Ramayana and Mahabharata in English Verse, Economic History of British India. লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে যে

Decentralization Commission বসে, রমেশচন্দ্র তাহাতে অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীঃ জুন মাসে ইনি বরোদার প্রধান রাজমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন দুঃখের বিষয়, এই উচ্চপদে আসীন হইয়া ইনি কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় দিবার অবসর পান নাই ; কারণ পদগ্রহণের অল্পদিন পরে ইনি পীড়িত হইয়া পড়েন, এবং ঐ বৎসরের ২৯শে নবেম্বর (১৩১৬ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ) ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে ইনি স্বীয় গ্রন্থ মাধবীকঙ্কণ অবলম্বনে The slave girl of Agra নামক একখানি ইংরাজী উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তদীয় সংসার উপন্যাস অবলম্বনে The lake of palms নামক একখানি ইংরাজী উপন্যাস তৎকর্তৃক রচিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রমুখ বঙ্গের সাহিত্যিকগণ ইঁহার স্মৃতিসংরক্ষণার্থ "রমেশ-ভবন" সংস্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন।

রমেশচন্দ্র মিত্র—(স্যার)। জন্ম ১৮৪০ খ্রীঃ। ইঁহার পৈতৃক বাসস্থান দমদমার সন্নিকট রাজার হাট বিষ্ণুপুর গ্রাম। ইনি বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২১ বৎসর বয়সে সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। উক্ত আদালতে দেড় বৎসর থাকিয়া প্রায় বার বৎসর কাল হাইকোর্টে ব্যবসায় করিয়া তৎকালীন উকিলগণের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ইনি হাইকোর্টের অন্যতম জজ স্বরূপে নিযুক্ত হন। ১৮৭১ হইতে ১৮৯০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত এই পদে অবস্থিত হইয়া ইনি বহুলপরিমাণে তীক্ষ্ণধীশক্তি, আইনজ্ঞান, ও তেজস্বিতার পরিচয় দেন। এই সময়ের মধ্যে ইনি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে দুইবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী জজের মধ্যে এই সম্মান ইনিই প্রথমে প্রাপ্ত হন। ইনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার ও Public Service Commission নামক সমিতির অন্যতম সভ্যস্বরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে নাইট ও পরে কে, সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হন। আদালতকে অবজ্ঞা করা অপরাধে যখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের বিচারাধীন হন, তখন কেবল রমেশচন্দ্রই ইঁহার দণ্ড সম্বন্ধে অন্যান্য জজগণের সহিত ভিন্নমত হন এবং যুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ মন্তব্য পাঠ করেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ ১৩ই জুলাই বহুমূত্র রোগে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ইনি পিতার ষষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ইঁহার দ্বিতীয় অগ্রজ উমেশচন্দ্র "বিধবাবিবাহ" নাটকের প্রণেতা এবং তৃতীয় অগ্রজ কেশবচন্দ্র সুবিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক ছিলেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রমেশচন্দ্র বিবাহ ব্যয় সংক্ষেপ কল্পে বিশেষ চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন এবং জাতীয় সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন।

রম্ভ—বেণু, বাঁশ ; বানরবিশেষ ; অসুরবিশেষ, মহিষাসুরের পিতা। রনভ (আরম্ভ করা) + অন্ ক। সং ; পু।

রম্ভা—১। গোধ্বনি ; উত্তরদিক্। রনভ (আরম্ভ করা) + অল্ ভা + আপ্। ২। কদলী, কলা ; দেবীবিশেষ, গৌরী ; বেশ্যা। রনভ + অন্ + আপ্। সং ; স্ত্রী। ৩। অপ্সরোবিশেষ। একদা রম্ভা কুবের-তনয় নলকূবরের নিকট গমন করিতেছিল, এমন সময়ে লঙ্কেশ্বর রাবণ ইহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া ধর্ষণ করে। পরে রম্ভা নলকূবরের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে নলকূবর রাবণকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন যে, অতঃপর রাবণ আর কোনও স্ত্রীলোকের অনিচ্ছায় তাহার সহিত রমণ করিতে পারিবে না, করিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। এই কারণেই সীতা রাবণের হস্ত হইতে আপনার সতীত্ব-ধন রক্ষা করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।

রম্ভোরু—রম্ভাতুল্য জঘনশালিনী। রম্ভার ন্যায় ঊরু যাহার (সে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

রম্য—১। রমণীয়, সুন্দর, মনোহর ; বলজনক। রম (রমণ করা) + য অধি। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে রম্যা। ২। চম্পক। সং ; পু। ৩। পটোলমূল। সং ; স্ত্রী।

রম্যক—জম্বুদ্বীপের বর্ষবিশেষ। রম্য + কণ্। সং ; স্ত্রী।

রম্যা—রমণীয়া। রম্য দেখ : রম্য শব্দ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। রাত্রি ; স্থলপদ্মিনী। সং ; স্ত্রী।

রয়—প্রবাহ, স্রোতঃ ; বেগ। রয় (গমন করা) + অল্ ণ। সং ; পু।

রয়ত—(Rudolph Von Roth). জর্ম্মাণ পণ্ডিত। জন্ম—৩রা এপ্রেল ১৮২১ খ্রীঃ। ইনি বৈদিক সাহিত্য এবং বৈদিক সময়ের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। St. Petersburg সহরের Imperial Academy হইতে ১৮৫৫-৭৫ খ্রীঃ যে একখানি সংস্কৃত অভিধান প্রকাশিত হয়, তাহাতে বৈদিকসময়বিষয়ক প্রবন্ধটি সঙ্কলন সম্বন্ধে ইনি অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি অথর্ব্ব বেদের একখানি সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন। আবেস্তা ও ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে ইঁহার অনেক রচনা আছে। প্রাচ্যবিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্য ওয়ার্টেম্বার্গের অধিপতি ইঁহাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ ২৩শে জুন ইনি লোকান্তর গমন করেন।

রল্লক—কম্বল ; মৃগবিশেষ ; পক্ষ ; নেত্রলোম। রম (হৃষ্ট হওয়া) + ক্বিপ্ ভা — রম্ ; রম্ —লা (দেওয়া) + ড ক + কণ্। সং ; পু।

রব—শব্দ, ধ্বনি। রু (শব্দ করা) + অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

রবণ—১। শব্দকারক ; তীক্ষ্ণ ; চঞ্চল। রু (শব্দ করা) + অন ক। বিণ ; ত্রি। ২। কোকিল ; উষ্ট্র ; গর্দ্দভ। সং ; পু। ৩। কাংস্য ; শব্দকরণ। রু + অনট্ ভা। স্ত্রী।

রবাব—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, রুদ্রবীণা। ইহার আকৃতি সেতারাদির ন্যায়। প্রভেদ এই যে, ইহার খোল ও দণ্ডটী একটী অখণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত এবং খোলটী ছাগাদির পাতলা চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত হয়।

রবি—সূর্য্য ; আকন্দ গাছ ; নায়ক। রু + ই ক। সং ; পু। [সং ; পু।

রবিকর, রবিকিরণ—সূর্য্যকিরণ, রৌদ্র। ৬তৎ।

রবিকান্ত—সূর্য্যকান্তমণি। রবি হইয়াছে কান্ত (প্রিয়) যাহার, বহু, বা রবির ন্যায় কান্ত (কমনীয়), কর্ম্মধা। সং ; পু।

রবিজ—যম ; শনি ; সুগ্রীব ; সাবর্ণি ও বৈবস্বত মনু। উপ ; রবি (সূর্য্য) — জন (জন্মা) + ড ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রবিজা।

রবিজা—সূর্য্যের কন্যা, যমুনা। রবিজ দেখ ; রবিজ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

রবিতনয়, রবিনন্দন রবিসুত—সূর্য্যের পুত্র, রবিজ (সমস্ত অর্থে)। রবিজ দেখ। ৬তৎ। সং ; পু।

রবিতনয়া, রবিনন্দিনী, রবিসুতা—সূর্য্যের কন্যা, যমুনা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রবিনাথ—১। পদ্ম। রবি (সূর্য্য) হইয়াছে নাথ (কান্ত) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী। ২। বন্ধুক ফুল। সং ; পু।

রবিপ্রিয়—১। করবীর ফুল। রবি (সূর্য্য) হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু, অথবা রবির প্রিয়, ৬তৎ। সং ; পু। ২। তাম্র ; রক্তকম্বল। সং ; স্ত্রী।

রবিরশ্মি—সূর্য্যকিরণ। ৬তৎ। সং ; পু।

রবিবর্ম্মা (রাজা)—১৮৪৮ খ্রীঃ মে মাসে ত্রিবাঙ্কুর সহরের সন্নিকট কিলিমানুর গ্রামে রবিবর্ম্মার জন্ম হয়। পুরুষানুক্রমে ত্রিবাঙ্কুরের রাজপরিবারের সহিত রবিবর্ম্মার পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। এই পরিবার ত্রিবাঙ্কুর রাজপ্রদত্ত জায়গীরভোগী। রবিবর্ম্মারা তিন ভাই ও এক ভগিনী—সকলেই স্বভাবশিল্পী। মাতাও কবিতা লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছিলেন।

বাল্য হইতে রবির চিত্রানুরাগ। ১৩ বৎসর বয়সে রবি ত্রিবাঙ্কুরে গমন করেন। তখনকার মহারাজ সেই অল্প বয়সে অঙ্কিত ইঁহার হস্তের চিত্র কয়খানি পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হন এবং ইঁহাকে চিত্রণ-কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। ১৮ বৎসর বয়সে রবিবর্ম্মা মহারাজের এক ভগিনীকে বিবাহ করেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ থিয়োডোর জেনসেন নামে একজন ইংরেজ চিত্রকর রাজদরবারে উপস্থিত হন। তিনি রাজপরিবারের চিত্র অঙ্কন করেন। এই সময় রবিবর্ম্মা তাঁহার নিকট তৈলচিত্র অঙ্কন শিক্ষা করেন। ইতঃপূর্ব্বে ইনি জলমিশ্রিত বর্ণে অঙ্কন করিতেন (Water-colours)। ১৮৭৩ খ্রীঃ মাদ্রাজে একটি ললিত-কলা-প্রদর্শনী হয়। উহাতে রবিবর্ম্মার অঙ্কিত দুইখানি চিত্র প্রেরিত হয়। সেই প্রদর্শনীতে ইনি তখনকার গভর্ণর লর্ড হোবার্টের প্রদত্ত একটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৮৭৫ খ্রীঃ যখন বর্ত্তমান ভারতসম্রাট্ যুবরাজরূপে ভারতে আগমন করেন, তখন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ তাঁহাকে রবিবর্ম্মাকৃত চিত্র উপহার দেন। যুবরাজ চিত্রদর্শনে চিত্রকরের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পর বৎসর মাদ্রাজ প্রদর্শনীতে রবিবর্ম্মা "শকুন্তলা-পত্র-লেখন" চিত্র প্রেরণ করেন ও প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এই ইঁহার সংস্কৃত-সাহিত্য-সংঘটিত প্রথম চিত্র। অতঃপর ইনি বাস্তব ব্যক্তি-বিশেষের আলেখ্য (Portrait) এবং অন্যবিধ চিত্র, এই উভয়বিধ চিত্রই আঁকিতে লাগিলেন। তখনকার মাদ্রাজের গভর্ণর ডিউক অব বকিংহামের চিত্র আঁকিয়া ইনি বিশেষ যশোপার্জ্জন করেন। কিছুদিন পরে ইঁহার "সীতার পরীক্ষা" চিত্র দেখিয়া স্যার তাঞ্জোর মাধব রাও মোহিত হন ও বরোদার গাইকোবাড়ের জন্য তৎক্ষণাৎ উহা ক্রয় করেন এবং নিজের জন্য "একটি নেয়ার বালিকা বেহালায় সুর বাঁধিতেছে" এই মর্ম্মের একখানি চিত্র ক্রয় করেন। শেষোক্ত চিত্রখানি ১৮৮০ খ্রীঃ পুনা প্রদর্শনীতে প্রদত্ত হয় ও চিত্রকর গাইকোবাড়ের প্রদত্ত স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তখনকার বোম্বের গভর্ণর স্যার জেমস্ ফর্গুসনের জন্য উহার একটি প্রতিলিপি অঙ্কিত হয়। ১৮৮১ খ্রীঃ গাইকোবাড়ের অভিষেকে নিমন্ত্রিত হইয়া রবিবর্ম্মা বরোদায় গমন করেন এবং সেখানে চারি মাস অবস্থান করিয়া রাজপরিবারের সকলের চিত্র আঁকেন। তাহার পর ভবনগর ও মহীশূরে গমন করিয়া তত্রত্য রাজপরিবারবর্গের চিত্র অঙ্কন করেন। মহীশূরের মহারাজ অন্যান্য উপহারের সহিত চিত্রকরের উচ্চ মর্য্যাদা-জ্ঞাপক দুইটী সুন্দর হাতী প্রদান করেন। কলিকাতার আন্তর্জাতিক (Calcutta International) ও লণ্ডনের ভারতীয় ঔপনিবেশিক (Indian and Colonial) প্রদর্শনীতে রবিবর্ম্মা রৌপ্যপদক ও প্রথম-শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। ১৮৮৮ খ্রীঃ রবিবর্ম্মা গাইকোবাড়ের নূতন প্রাসাদের জন্য রামায়ণ ও মহাভারত হইতে নির্ব্বাচিত ১৪টি চিত্র অঙ্কন জন্য আদিষ্ট হন। এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে ইনি উত্তর-ভারতে ভ্রমণ করেন। উদ্দেশ্য—প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি বা চিত্রাদি হইতে হিন্দু রাজা ও রাণীদের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি সংগ্রহ। কিন্তু ইনি দেখিলেন যে, বহু শতাব্দীব্যাপী মুসলমান-প্রাধান্যকালে তাঁহার বাঞ্ছিত বস্তু লোপ পাইয়াছে। তিনি দেখিলেন যে, ভারতের প্রত্যেক জাতির, এমন কি উপজাতির, এবং কোন কোন প্রদেশে প্রত্যেক বর্ণের স্বতন্ত্র পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার। ফলে বুঝিলেন যে, সকল শ্রেণীর সন্তোষ-জনক একটি সাধারণ পরিচ্ছদ আবিষ্কার করা বড়ই কঠিন। ইনি ইহার পর উত্তর-পশ্চিম, রাজপুতানা ও কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৯০ খ্রীঃ গাইকোবাড়ের আদিষ্ট চিত্রগুলি বরোদায় প্রেরিত হয় এবং তথায় কয়েক দিন প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত হয়। তখন বরোদায় একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। ভারতের নানা প্রদেশে ঐ সকল চিত্রের হাজার হাজার ফটোগ্রাফ বিক্রীত হইয়াছিল। ছবিগুলি সাধারণের প্রীতিকর হইয়াছে দেখিয়া রবিবর্ম্মা বোম্বায়ে একটি লিথোগ্রাফিক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন এবং তথা হইতে নিজের চিত্রগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে নানাবর্ণে মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের সুপ্রাপ্য করেন। ভারতবর্ষের জীবনব্যাপার বিষয়ক দশখানি চিত্র আঁকিয়া রবিবর্ম্মা চিকাগো আন্তর্জাতিক (Chicago International) প্রদর্শনীতে প্রেরণ করেন ও তথা হইতে দুইটি পদক ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। ১৯০৭ খ্রীঃ রবিবর্ম্মার মৃত্যু হয়। ইনি অতিশয় বিনয়ী, ধীরপ্রকৃতি ও দানশীল লোক ছিলেন। চিত্রবিদ্যার সমালোচকেরা বলেন যে, রবিবর্ম্মা দেশীয় বিষয় চিত্রণে সুনিপুণ হইলেও তাঁহার অঙ্কন-পদ্ধতি পাশ্চাত্য ধরণের। সে যাহা হউক, রবিবর্ম্মা যে একজন মহা প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে যে এদেশে চিত্রবিদ্যাকে এক নূতন জীবন দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আজ ভারতের ঘরে ঘরে ও সাময়িক পত্রে ইঁহার চিত্রের রাশি রাশি অনুকৃতি বিরাজ করিতেছে। একথা জানাইয়া রাখা উচিত যে, এ সকল চিত্র ইঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্রের প্রতিলিপি নয়; কারণ উহার ফটো লওয়া বা লিথো করা সুসাধ্য নহে; আর ইঁহার শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি বিক্রীত হইয়া ত্রিবাঙ্কুরের বাহিরে যাওয়ায় তাহাদের ফটো পাইবারও উপায় নাই। পৌরাণিক বিষয় ও সংস্কৃত কাব্যাদি হইতে গৃহীত উপাদান লইয়া সুরুচিসঙ্গত এমন মনোজ্ঞ চিত্র এত বহুলপরিমাণে কেহই অঙ্কিত করেন নাই। চিত্রিত মনুষ্য বা দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলি এবং পোষাক পরিচ্ছদ অধিকাংশ দাক্ষিণাত্য-প্রদেশপরিচায়ক হইলেও সমগ্র ভারতবাসীর আদর লাভ করিয়াছে। এরূপ সৌভাগ্য সম্মান কয়জন চিত্রকর লাভ করিয়াছেন? ভারতে অনেক মহাকবি, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ, সঙ্গীতবিশারদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু রবিবর্ম্মার মত চিত্রকর পুরাকালে যে জন্মিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানকালে যে নাই, তাহা সুনিশ্চিত। রবিবর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজাবর্ম্মাও নিপুণ চিত্রকর। তবে তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যে ও বাস্তব মনুষ্য-আলেখ্য চিত্রণে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

রবি-সুত—রবি-তনয় দেখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। জন্ম—বাঙ্গালা ১২৬৮ সাল, ২৫শে বৈশাখ। শৈশবে বাড়ীর একজন পুরাতন ভৃত্যের সুর করিয়া রামায়ণ পাঠ শ্রবণে পঞ্চম বর্ষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ সুর করিয়া রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেন। কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে পাঠকালে নবম বর্ষের বালক রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করিয়া শিক্ষকগণের প্রশংসাভাজন হন। এখানে শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি পিতার সহিত প্রথমে বোলপুরে পরে ডালহুসী পাহাড়ে কিছুদিন অবস্থিতি করেন। এই সময় ইনি পিতার নিকট জ্যোতিষ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। অনন্তর ইঁহার মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথের কর্ম্মস্থল আমেদাবাদে গিয়া কিছু দিন থাকেন। সেই সময়ে ইনি ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তখন ইঁহার বয়স ১৬ বৎসর মাত্র। এই সময়েই ইনি ভারতী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি লণ্ডন নগরে

যাইয়া ইউনিভার্সিটি কলেজে কিছুদিন ইং রাজী সাহিত্য শিক্ষা করেন। উত্তর কালে আর একবার ইউরোপে গমন করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নিতান্ত সামান্য নহে। কি গীতি-কাব্যে, কি উচ্চ ভাবাত্মক কবিতায়, কি নাটক উপন্যাস প্রণয়নে, কি সাহিত্য, সমাজ, বা রাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধে, রবীন্দ্রনাথ সমভাবে প্রতিষ্ঠাপন্ন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ বিস্তর। তাহার মধ্যে কয়েকখানির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—বৌঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি, চোখের বালী, নৌকাডুবি, রাজা ও রাণী, মানসী, কড়ি ও কোমল, বিসর্জন, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইনি বঙ্গদর্শন (নব পর্য্যায়) পত্রিকার কিছুদিন সম্পাদকতা করেন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অনেক সাময়িক পত্রে ইনি গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইঁহার রচনাগুলি সাধারণের অতি আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। ইঁহার সঙ্গীতশক্তিও অল্প নয়। নিজের রচিত অনেকগুলি গান, নিজেই স্বর-যোজনা করিয়া স্বাভাবিক সুকণ্ঠে শ্রোতার মনোমুগ্ধ করিতে ইঁহাকে অনেক সময় দেখা গিয়াছে; ইনি যেমন সাহিত্যসেবী, তেমনি স্বদেশপ্রিয়। ইনি বর্ত্তমানকালে ফলাশী হইয়াছেন এবং অধিক সময় বোলপুরে অতিবাহিত করেন। সেখানে ইনি অনেকগুলি বালক ও যুবককে প্রাচীন আর্য্যরীতি অবলম্বনে ধর্ম্ম, নীতি ও সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রশনা—স্ত্রীলোকের কটিভূষণ, চন্দ্রহার গোট রেট প্রভৃতি; জিহ্বা। রশ (শব্দ করা)+ অন ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

রশ্মি—রজ্জু; কিরণ; বল্গা, লাগাম; পক্ষ্ম। অশ (ব্যাপ্ত হওয়া)+মি ক। সং; পুং।

রষ্ট—ডাক্তার (Dr. Reinhold Rost). জর্ম্মনদেশীয় বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত। ১৮২২ খ্রীঃ ২রা ফেব্রুয়ারি ইনি জন্মগ্রহণ করেন। জর্ম্মন দেশে শিক্ষিত ও Doctor of Philosophy উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন (১৮৪৭ খ্রীঃ)। সেখানে ১৮৬৩ খ্রীঃ Royal Asiatic Society নামক সভার সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৬৯ খ্রীঃ ইণ্ডিয়া আফিসের লাইব্রেরিয়ানস্বরূপে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৭৭ খ্রীঃ এডিনবরা হইতে M. D. এবং ১৮৮৮ খ্রীঃ গবর্ণমেণ্ট হইতে সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি ২০ হইতে ৩০টি প্রাচ্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি অধ্যাপক উইলসনের সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধগুলির একটী সংস্করণ প্রকাশিত করেন। প্রাচ্য ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ ইনি রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ ৭ই ফেব্রুয়ারী ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

রস—রসনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু, কটু তিক্ত কষায় লবণ অম্ল মধুর এই ছয় প্রকার আস্বাদ; কাব্যশাস্ত্রের সারভূত আস্বাদন—শৃঙ্গার বীর করুণ অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্ত এই নয় প্রকার, কাহারও কাহারও মতে বাৎসল্যও একটি রস, সুতরাং তন্মতে কাব্যরস ১০ প্রকার: নাট্যশাস্ত্রে শান্তরসকে করুণের অন্তর্গত করিয়া আটটি রসের উল্লেখ আছে; মাধুর্য্যাদি গুণ; শুক্রধাতু; দ্রবদ্রব্য; জল; যূষ; সুবর্ণ; অনুরাগ; বিষ; পারদ; অভিপ্রায়; ভোগ্যবস্তু; দেহস্থ ধাতুবিশেষ; [ইহা সর্ব্বদা সর্ব্বশরীরে বিচরণ করে বলিয়া [রস (গমন করা)+অল্] রস নামে অভিহিত। ভুক্ত দ্রব্য জঠরাগ্নি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে পরিপাক প্রাপ্ত হইলে তাহার সারভাগকে রস বলা হয়। ইহা সর্ব্বাঙ্গসঞ্চারী হইলেও হৃদয়ই ইহার প্রধান অধিষ্ঠান স্থান। ইহা হৃদয়ে উপস্থিত হইলে তত্রত্য রসবাহিনী ধমনী-সকলের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া অন্যান্য ধাতুসমূহের পোষণ কার্য্য সম্পাদন করে। অতঃপর উহা স্বীয় স্নিগ্ধাদি গুণ দ্বারা সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হয়। মন্দাগ্নি হেতু ভুক্তদ্রব্যের অপাক হইলে তজ্জাত রসও কটুভাবাপন্ন হইয়া নানাবিধ রোগের উৎপাদন করিয়া থাকে]। রস (আস্বাদন করা)+অল্ র্ম। সং; পুং।

রসগর্ভ—রসাঞ্জন; হিঙ্গুল। রস (পারদ) আছে গর্ভে যাহার, বহু। সং; ক্লী।

রসঘ্ন—১। রসনাশক। রস শব্দ—হন (হনন করা)+টক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। টঙ্কণ, সোহাগা। সং; পুং।

রসজ্ঞ—সামাজিক; রসিক; স্বাদগ্রাহী। রস জানে যে, উপ; রস শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে রসজ্ঞা।

রসজ্ঞতা—স্বাদগ্রাহিতা; রসিকতা। রসজ্ঞ দেখ; রসজ্ঞ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

রসজ্ঞা—১। রসিকা; স্বাদগ্রাহিণী। রসজ্ঞ দেখ; রসজ্ঞ শব্দ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রসনা, জিহ্বা। সং; স্ত্রী।

রসন—১। আস্বাদন; শব্দকরণ; ধ্বনি। রস (আস্বাদন, শব্দ)+অনট্ ভা। ২। জিহ্বা; রাস্না। রস+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

রসনা—১। জিহ্বা। রস (আস্বাদন করা)+ অনট্ ণ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। জ্যোৎস্না; কাঞ্চী, মেখলা; রজ্জু; রাস্না। রস (শব্দ করা)+অন ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

রসনাগ্র—জিহ্বাগ্র, জিভের আগা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রসনায়ক—শিব। ৬তৎ। সং; পুং।

রসনালিট্—রসনা দ্বারা লেহনকারী, কুকুর। রসনা শব্দ (জিহ্বা)—লিহ (চাটা)+ ক্বিপ্ ক=রসনালিহ্, ১মার ১বচন। সং; পুং।

রসনেন্দ্রিয়—জিহ্বা। রসনের (আস্বাদনের) ইন্দ্রিয়, ৬তৎ। সং; ক্লী।

রসপূর্ণ—রসযুক্ত, সরস; মাধুর্য্যাদি গুণসম্পন্ন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

রসপ্রিয়—রসজ্ঞ; রসিক। রস হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে রসপ্রিয়া। [সং; স্ত্রী।

রসমঞ্জরী—নায়কনায়িকাভেদক গ্রন্থবিশেষ।

রসময়—রসাত্মক; রসস্বরূপ। রস+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে রসময়ী।

রসময় দত্ত—ইনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রামবাগান দত্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি প্রথমে Hogue, Davidson কোম্পানীর আফিসে বুক-কিপার স্বরূপে প্রবেশ করেন। উত্তর কালে ইনি কলিকাতা ছোট আদালতের প্রথম বাঙ্গালী জজের পদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ইনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসমিতির সেক্রেটারীর কার্য্যও কিছুকাল করিয়াছিলেন। রামবাগান দত্ত বংশের বিশেষত্ব এই যে, ইঁহার অনেকে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং সকলেই কৃতবিদ্য। রসময় নিজে খ্রীষ্টান ছিলেন না। ইনি পাঁচটী পুত্র রাখিয়া যান। প্রথম—কৃষ্ণচন্দ্র ট্রেজারীর দাওয়ান ছিলেন; তাঁহার দুই পুত্র হেমচন্দ্র (যিনি টাঁকশাল ও কারেন্সী আফিসের দাওয়ান ছিলেন) ও চারুচন্দ্র (খ্রীষ্টান ও ব্যারিষ্টার)। দ্বিতীয় পুত্র—কৈলাসচন্দ্র কলিকাতার ডেপুটী কলেক্টার ছিলেন। ইঁহারই একমাত্র পুত্র ও, সি, দত্ত (O. C. Dutt) ইংরেজী, ফরাসী ও জর্ম্মান ভাষায় সুপণ্ডিত ও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। তৃতীয় পুত্র—গোবিন্দচন্দ্র (খ্রীষ্টান)। ইনি বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। অরু ও তরুদত্ত ইঁহারই কন্যাদ্বয়। চতুর্থ—হরচন্দ্র (খ্রীষ্টান)। ইনি ধর্ম্মচর্চ্চায় অধিক সময় ক্ষেপণ করিতেন। পঞ্চম—গিরিশচন্দ্র (খ্রীষ্টান)। ইনি ইংরাজী ভাষায় সুন্দর কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি অপুত্রক ছিলেন।

রসময়ী—রসময় দেখ। বিণ; স্ত্রী।

রসরাজ—পারদ; রসাঞ্জন; রসিকশ্রেষ্ঠ। রসসমূহের রাজা, ৬তৎ। সং; পুং।

রসবতী—১। রসবিশিষ্টা; রসিকা। রসবান্ দেখ; রসবৎ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ স্ত্রী। ২। রন্ধনশালা। সং; স্ত্রী।

রসবান্—রসবিশিষ্ট; সরস; মধুর। রস শব্দ + বতু অস্ত্যর্থে = রসবৎ, ১মার ১বচন। বিণ পু। স্ত্রীলিঙ্গে রসবতী।

রসসিন্দূর—পারদজাত ঔষধবিশেষ। রস জাত সিন্দূর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

রসা—পৃথিবী; জিহ্বা; দ্রাক্ষা; লতাবিশেষ, পাঠা। রস + অ অস্ত্যর্থে + আপ্। সং; স্ত্রী

রসাখন—কুক্কুট। রসা (পৃথিবী) খনন করে যে, উপ। সং; পু।

রসাঞ্জন—রস অর্থাৎ পারদজাত কজ্জলবিশেষ, সুর্ম্মা; ধাতুবিশেষ। রস জাত যে অঞ্জন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

রসাতল—ষষ্ঠ পাতাল; ভূতল। রসার (পৃথিবীর) তল (অধোদেশ), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রসাধার—সূর্য্য। রসের (জলের) আধার, ৬তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

রসাধিক্য—রসবাহুল্য, রসের প্রাচুর্য্য। ৬তৎ।

রসাভাস—রসতুল্য, অনুচিত বিষয়ে রসবর্ণন, নীচরস। রসের আভাস, ৬তৎ। সং; পু।

রসায়ন—১। দীর্ঘজীবিতকর ঔষধবিশেষ; জরা ও ব্যাধিনাশক ক্রিয়া; বিষবিশেষ; তক্র, ঘোল; বিদ্যাবিশেষ, যে বিদ্যা দ্বারা রূঢ় পদার্থসমূহের গুণ এবং তাহাদের পরস্পর সংযোগবিয়োগাদিতে কিরূপ ক্রিয়া ঘটে বা কি প্রকার দ্রব্যাদির উদ্ভব হয় ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়া যায় (Chemistry)। রসের (দ্রবদ্রব্যের) অয়ন (গমনাদি) আছে যাহাতে, বহু। সং; স্ত্রী। ২। গরুড়; বিড়ঙ্গ। সং; পু।

রসায়নফল—হরীতকী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রসাল—১। আম্র; ইক্ষু; পনস, কাঁঠাল; গোধূম; ইক্ষুবিশেষ। রস শব্দ—আ—লা (দেওয়া) + ড ক। সং; পু। ২। রসযুক্ত, সরস। বিণ; ত্রি।

রসালা—রসনা; দূর্ব্বা; পেয়বিশেষ; দ্রাক্ষা। রস শব্দ—আ—লা (দেওয়া) + ড ক + আপ্। সং; স্ত্রী।

রসালাপ—রসপূর্ণ কথোপকথন, সরস আলাপ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

রসাস্বাদিনী—রসাস্বাদী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

রসাস্বাদী—(রসাস্বাদিন্) ১। রসের আস্বাদনকারী। রসের আস্বাদী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রসাস্বাদিনী। ২। ভ্রমর। সং; পু।

রসিক—১। রসজ্ঞ, রসবোধবিশিষ্ট, স্বাদগ্রাহী। রস + ষ্ণিক জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে রসিকা। ২। অশ্ব; হস্তী; সারসপক্ষী। সং; পু।

রসিকচন্দ্র রায়—প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার ও সঙ্গীত রচয়িতা। ১২২৭ সালে মাতুলালয় পালাড়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামকমল রায়। দশ বৎসর বয়স হইতেই ইনি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন ইনি হরিভক্তিচন্দ্রিকা, কৃষ্ণপ্রেমাঙ্কুর, বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়, পদাঙ্কদূত, শকুন্তলা বিহার, দশমহাবিদ্যাসাধন প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তদ্ভিন্ন ইনি যাত্রাওয়ালা কীর্ত্তনওয়ালা, কবিওয়ালা প্রভৃতিকে অনেক গান বাঁধিয়া দিতেন। ইঁহার প্রণী একাদশ খণ্ড পাঁচালী ও বহুসংখ্যক গান আছে। ইঁহার পিতা মাতামহ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া হুগলী শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী বড়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহাদের বাসভবনের নিকটে একটি সুন্দর পুষ্পোদ্যান ছিল। রসিকচন্দ্র এই উদ্যানবাটীতে একাকী থাকিতে ভালবাসিতেন। দাশরথি রায়ের সহিত ইঁহার অতিশয় সৌহার্দ্দ ছিল। ১৩ সালে ইঁহার দেহান্তর হয়।

রসিকা—১। রসজ্ঞা, রসবোধবিশিষ্টা, স্বাদগ্রাহিণী। রসিক দেখ; রসিক শব্দ + আপ্ বিণ; স্ত্রী। ২। রসনা; কাঞ্চী, মেখলা; ইক্ষুরস। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

রসিকেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ। রসিকগণের ঈশ্বর, ৬তৎ।

রসিত—১। আস্বাদন; শব্দ; মেঘধ্বনি। রস (আস্বাদন করা, শব্দ করা) + ক্ত ভা। সং; স্ত্রী। ২। স্বাদিত; শব্দিত; স্বর্ণাদি দ্বারা খচিত। রস + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

রসুন, রশুন, রসোন—মূলবিশেষ, রোস্না, লশুন। [কথিত আছে যে, যৎকালে গরুড় মাতার দাসীত্ব মোচনার্থ ইন্দ্রের নিকট হইতে সুধা হরণ করেন, তৎকালে ঐ সুধার এক বিন্দু ভূতলে পতিত হওয়ায় তাহা হইতে রসুনের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই পঞ্চরসবিশিষ্ট, কেবল অম্লরসহীন, তজ্জন্যই ইহা রসোন বা রশুন নামে অভিহিত। ইহা পুষ্টিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, পরিপাচক, সারক, কটুরসাত্মক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, ভগ্নস্থানসংযোজক, কণ্ঠপরিষ্কারক, রক্তবর্দ্ধক, বলকর, বর্ণপ্রসাদক, চক্ষুর্হিতকর, জীর্ণজ্বর, গুল্ম, অরুচি, শ্বাস, অর্শ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগনাশক। রসুন-সেবনকারীর পক্ষে মদ্য, মাংস ও অম্লদ্রব্য অতীব হিতকর]। রস শব্দ + উন। সং; পু।

রসেন্দ্র—পারদ। রসসমূহের মধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। সং; পু।

রস্য—১। রুধির, রক্ত। রস শব্দ + য্য ভবার্থে। সং; স্ত্রী। ২। আস্বাদ্য, আস্বাদযোগ্য। রস (আস্বাদন করা) + য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

রহ—১। গোপনীয় বিষয়। রহ (ত্যাগ করা) + অল্ র্ম্ম। ২। সুরত, শৃঙ্গার। রহ + অল্ ভা। সং; পু।

রহঃ—১। নির্জ্জনে। ব্য। ২। গোপনীয় বিষয়। রম (ক্রীড়া করা) + অস্ অধি। ৩। সুরত, শৃঙ্গার। রম + অস্ ভা। সং; স্ত্রী।

রহস্য—১। গূঢ়তত্ত্ব; পরিহাস, কৌতুক। সং; স্ত্রী। ২। গোপনীয়। রহঃ দেখ; রহস্ শব্দ + য্য। বিণ; ত্রি।

রহস্যচ্ছলে—কৌতুকচ্ছলে, পরিহাসের ভাব করিয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

রহস্যজ্ঞ—গূঢ়তত্ত্বজ্ঞ, যথার্থ তত্ত্বে অভিজ্ঞ। রহস্য শব্দ—জ্ঞা (জানা) + ড ক। বিণ; ত্রি।

রহস্যভেদ—গূঢ়তত্ত্বের উদ্ভেদ, গোপনীয় বিষয় জানিয়া লওয়া। ৬তৎ। সং; পু।

রহস্যালাপ—পরিহাসপূর্ণ আলাপ, কৌতুকযুক্ত কথোপকথন; গোপনীয় কথাবার্ত্তা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা বা কর্ম্মধা। সং; পু।

রহিত—বর্জ্জিত; পরিহৃত; বিহীন। রহ (ত্যাগ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

রা—১। দান; গ্রহণ। রা (দান করা, গ্রহণ করা) + ক্বিপ্ ভা। ২। ধন; স্বর্ণ। রা + ক্বিপ্ র্ম্ম। সং; স্ত্রী। ৩। শব্দ (দেশজ)।

রাকা—নবঋতুমতী স্ত্রী; পূর্ণিমা তিথি; অঙ্গিরসের কন্যাবিশেষ; রোগবিশেষ; নদীবিশেষ। রা + ক র্ম্ম + আপ্। সং; স্ত্রী।

রাক্ষস—১। রক্ষঃসম্বন্ধীয়। রক্ষঃ দেখ; রক্ষস্ শব্দ + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে রাক্ষসী। ২। নিশাচর; বিবাহবিশেষ, বলপূর্ব্বক বিবাহ [বিবাহ দেখ]। সং; পু। ৩। অস্ত্রচিকিৎসা। সং; স্ত্রী।

রাক্ষসস্বভাব—১। রাক্ষসের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট, ক্রূরস্বভাব। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। ২। নিশাচরের প্রকৃতি। ৬তৎ। সং; পু।

রাক্ষসেন্দ্র—লঙ্কেশ্বর রাবণ। রাক্ষসগণের ইন্দ্র (রাজা), ৬তৎ। সং; পু।

রাক্ষা—লাক্ষা, জতু। রক্ষ (রক্ষা করা) + অন্ ক + আপ্। সং; স্ত্রী। [শব্দ।

রাখাল—গোরক্ষক, গোচারণকারী। দেশজ

রাখালরাজ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

রাখালসুলভ—গোরক্ষকের সহজ প্রকৃতিজাত, যাহা রাখালে সচরাচর দেখা যায়। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

রাখী—রক্ষাকবচ। রাখ (শোষণ করা) + অন্ ক + ঈপ্। সং; স্ত্রী। ঝুলন পূর্ণিমার দিন হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে রাখীবন্ধন প্রথা প্রচলিত আছে। ১৯০৫ খ্রীঃ ১৬ই অক্টোবর বঙ্গব্যবচ্ছেদ সম্পন্ন হয়। সেই দিন হইতে প্রতি বৎসর ঐ তারিখে বঙ্গবাসিগণের মধ্যে পরস্পরের হস্তে ভ্রাতৃ-ভাবসূচক 'রাখীবন্ধন' হইয়া থাকে।

রাগ—১। রক্তবর্ণ ; রঞ্জক দ্রব্য ; লাক্ষা ; অনুরাগ ; ইচ্ছা ; সন্তোষ। রন্জ (রঙ্ করা + ঘঞ্, ণ। ২। উৎসাহ ; রঞ্জন ; মাৎসর্য্য দ্বেষ। রন্জ + ঘঞ্ ভা। ৩। সূর্য্য ; চন্দ্র নৃপ ; চিত্তরঞ্জক স্বর, সুর। ণিজন্ত রন্জ বা রঞ্জি + ঘঞ্ ক। ৪। (সঙ্গীতশাস্ত্রে) স্বরবিন্যাসবিশেষ ; আদি রাগ ছয়টী—শ্রী বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরব, মেঘ, নটনারায়ণ মতান্তরে ভৈরব, মালকোষ, হিন্দোল, দীপক, শ্রী, মেঘ। ণিজন্ত রন্জ বা রঞ্জি + ঘঞ্ অধি। সং ; পু।

রাগচূর্ণ—রক্তবর্ণ চূর্ণ, আবির ; কন্দর্প, মদন ৬তৎ। সং ; পু।

রাগতানলয়—বসন্তাদি রাগ, গীতবাদ্য কালক্রিয়ার পরিমাণরূপ তাল, এবং গীতবাদ্যের সমতা। দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

রাগযুক্ত—অনুরাগবিশিষ্ট ; ইচ্ছুক ; বর্ণবিশিষ্ট। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

রাগরঙ্গ—অনুরাগজনিত আমোদকর ভঙ্গী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

রাগরজ্জু—কন্দর্প, মদন। রাগ (অনুরাগ) হইয়াছে রজ্জু যাহার, বহু। সং ; পু।

রাগরাগিণী—বসন্তাদি রাগ ও ভৈরবী রামকেলী প্রভৃতি রাগ স্ত্রী [রাগ ও রাগিণী দেখ]। দ্বন্দ্ব। সং ; স্ত্রী।

রাগলতা—কামপত্নী, রতি। রাগ (অনুরাগ) হইয়াছে লতা যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

রাগিণী—১। রাগযুক্তা। রাগ দেখ ; রাগ শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। (সঙ্গীতশাস্ত্রে) আদি ছয় রাগের পত্নী—প্রত্যেকের ছয়টি করিয়া সাকল্যে ৩৬টি, ভৈরবী, রামকেলী, হিন্দোলী, তোড়ী, গান্ধারী, গুর্জ্জরী প্রভৃতি [পরস্পর মিশ্রণে উৎপন্ন অপর স্বর-বিন্যাসগুলিও রাগিণী পদবাচ্য] ; অনুরক্তা ভার্য্যা ; বিদগ্ধা স্ত্রী ; মেনকার জ্যেষ্ঠা কন্যা। সং ; স্ত্রী।

রাগী—রাগযুক্ত ; অনুরক্ত ; কামুক। রন্জ (রঙ্ করা) + ঘিনুণ্ ক বা রাগ শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে = রাগিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রাগিণী।

রাঘব—১। রামচন্দ্র ; রঘুবংশীয় রাজা ; মৎস্যবিশেষ, রাঘববোয়াল। রঘু দেখ ; রঘু শব্দ + ষ্ণ অপত্যার্থে। সং ; পু। ২। রঘুবংশীয়। বিণ ; ত্রি।

রাঘববাঞ্ছা—রামপ্রিয়া সীতা। রাঘবে বাঞ্ছা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু, অথবা রাঘবের বাঞ্ছা (বাঞ্ছনীয়া), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রাঘবায়ণ—রামায়ণ নামক মহাকাব্য। রাঘব (রাম) হইয়াছেন অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু, অথবা রাঘবের (রামের) অয়ন (চরিত), ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রাঙ্কব—১। রঙ্কুসম্বন্ধীয়। রঙ্কু দেখ ; রঙ্কু শব্দ + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। পশুরোমনির্ম্মিত বস্ত্রাদি। সং ; ক্লী।

রাজ্—১। নৃপ, রাজা ; প্রভু। রাজ (দীপ্তি পাওয়া) + ক্বিপ্ ক। সং ; পু। ২। শোভমান, সুন্দর। বিণ ; ত্রি।

রাজক—১। দীপক, দীপ্তিশালী ; শাসক। রাজ (দীপ্তি পাওয়া) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। ২। রাজসমূহ। রাজা দেখ ; রাজন্ শব্দ + কণ্ সমূহার্থে। সং ; ক্লী। ৩। রাণী। সং ; পু। [স্ত্রী।

রাজকন্যা, রাজকুমারী—নৃপতনয়া। ৬তৎ। সং ;

রাজকর্ম্ম, রাজকার্য্য—রাজার কাজ, রাজত্ব সম্বন্ধীয় কাজ, রাজ্যশাসনাদি কার্য্য। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রাজকর্ম্মচারী—রাজপুরুষ, রাজকার্য্যনির্ব্বাহক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

রাজকার্য্য—রাজকর্ম্ম দেখ।

রাজকীয়—রাজসম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। রাজক দেখ ; রাজক + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ ; ত্রি।

রাজকুমার—নৃপসুত ; অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবরাজ, কার্য্যের অনুপযুক্ত রাজপুত্র। রাজার কুমার, ৬তৎ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রাজকুমারী।

রাজকুমারী—রাজকন্যা দেখ।

রাজকৃষ্ণ দে—ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ১৮১৮ খ্রীঃ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া পর বৎসর দিল্লির ডাক্তারখানার অধ্যক্ষস্বরূপে নিযুক্ত হন। কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালিগণের মধ্যে ইনিই প্রথমে শবব্যবচ্ছেদের ছুরিকা ব্যবহার করেন, তজ্জন্য ইনি বাঙ্গালীর ডাক্তারী শিক্ষার পথপ্রদর্শক। আবার কেহ কেহ বলেন, মধুসূদন গুপ্ত নামে জনৈক ছাত্রই প্রথমে শবব্যবচ্ছেদ করেন, ও সেই ঘটনার স্মরণার্থে কলিকাতার কেল্লা হইতে আনন্দসূচক কয়েকটি তোপধ্বনি করা হয়। মধুসূদনের একখানি তৈলচিত্র মেডিকেল কলেজে এখনও অবস্থিত আছে। ১৮৪০ খ্রীঃ রাজকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন।

রাজকৃষ্ণ রায়—জন্ম ১২৭২ সাল। শৈশবে মাতাপিতৃহীন হইয়া ইনি মাতৃস্বসার যত্নে প্রতিপালিত হন। কিন্তু মাতৃস্বসার অবস্থা ভাল না থাকায় ইহাঁকে অতি কষ্টে দিনপাত এবং শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল। ২১ বৎসর বয়সে ইনি আলবার্ট প্রেসের ম্যানেজার হন। পরে ইনি স্বয়ং 'বীণা প্রেস' নাম দিয়া একটী ছাপাখানা স্থাপন করেন, এবং তাহা হইতে স্বরচিত কবিতাপুস্তক বাহির করিতে থাকেন ; কিন্তু তাহাতেও ইহাঁর অর্থাভাব দূর হয় না। মধ্যে কিছুদিন রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট কর্ম্ম করেন। অতঃপর ইনি নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। 'বঙ্গ রঙ্গভূমি'তে ইহাঁর রচিত প্রহ্লাদচরিত্র নাটক অতি প্রশংসার সহিত বহুদিন ধরিয়া অভিনীত হয়। ইনি নিজেও 'বীণা থিয়েটার' নামে একটি থিয়েটার স্থাপন করেন, তাহার জন্য কতকগুলি নাটক ও গীতিনাট্য রচনা করেন এবং অভিনেত্রীর পরিবর্ত্তে বালক দ্বারা তাহাতে অভিনয় করান। কিন্তু এই থিয়েটার দ্বারা ইনি এরূপ ঋণজালে জড়িত হইয়াছিলেন যে, শেষে থিয়েটার-গৃহ, ছাপাখানা এবং স্ত্রীপুত্রাদির অলঙ্কার পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া ইহাঁকে ঋণ পরিশোধ করিতে হইয়াছিল। ইহার পর ষ্টার থিয়েটারে ইহাঁর রচিত নরমেধযজ্ঞ, বনবীর, লয়লা মজনু প্রভৃতি অনেকগুলি নাটকের অভিনয় হয়। নাটক, উপন্যাস এবং কবিতাপুস্তক প্রভৃতিতে ইনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তদ্ব্যতীত ইনি সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। ইনি এত দ্রুত পদ্য রচনা করিতে পারিতেন যে, দুইজন লেখকেও তাহা লিখিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু দারিদ্র্য ইহাঁর চিরসহচর ছিল। তবে ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষদের যত্নে পূর্ব্বাপেক্ষা ইহাঁর অবস্থা কথঞ্চিৎ সচ্ছল হয়। ইনি অতি বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ১৩০০ সালে ২৮শে ফাল্গুন ইহাঁর লোকান্তর হয়।

রাজগিরি—মগধদেশান্তর্গত পর্ব্বতবিশেষ। সং।

রাজঘ—রাজহন্তা, রাজার প্রাণনাশক ; রাজশ্রেষ্ঠ ; উগ্র, তীক্ষ্ণ। রাজা দেখ ; রাজন্ শব্দ —হন (বধ করা) + ক ক। বিণ ; ত্রি।

রাজচক্রবর্ত্তী—নৃপশ্রেষ্ঠ, সম্রাট্। রাজগণের চক্রবর্ত্তী (সম্রাট্), ৬তৎ, অথবা রাজার চক্র (সমূহ), ৬তৎ, তাহাতে বর্ত্তে (থাকে) যে, উপ ; রাজচক্র—বৃত + ণিন্ ক = রাজচক্রবর্ত্তিন্, ১মার ১বচন। সং ; পু।

রাজচরিত্র—রাজার চরিত, রাজার আচরণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রাজচ্ছত্র—রাজার মস্তকোপরি ধৃত ছাতা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রাজটীকা—রাজ্যাভিষেককালে রাজার ললাটে প্রদত্ত তিলক। রাজ সূচিকা টীকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

রাজত—রৌপ্যময়, রৌপ্যনির্ম্মিত। রজত শব্দ (রৌপ্য) + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

রাজতন্ত্র—রাজার ইচ্ছামত রাজ্যশাসন [শাসনপ্রণালী দেখ]। সং ; ক্লী।

রাজতাল, রাজতালী—গুবাকবৃক্ষ, সুপারীগাছ ; বৃহৎ তালবৃক্ষ। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

রাজত্ব—রাজ্য, রাজপদ। রাজন্ শব্দ (রাজা) + ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী।

রাজদণ্ড—রাজার হস্তধৃত যষ্টি ; রাজদত্ত দণ্ড। রাজার দণ্ড, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রাজদন্ত—উর্দ্ধ্বপঙ্‌ক্তিস্থ মধ্যবর্ত্তী দন্তদ্বয় ; সম্মুখস্থ দন্তচতুষ্টয়। দন্তদিগের রাজা, ৬তৎ। সং ; পু।

রাজদ্রোহিতা—রাজার বিরুদ্ধাচরণ, রাজবিধির অমর্য্যাদাকরণ। রাজদ্রোহী দেখ ; রাজদ্রোহিন্ শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

রাজদ্রোহী—রাজবিরোধী ; রাজবিধির উল্লঙ্ঘনকারী। রাজন্—দ্রুহ (দ্বেষ করা) + ণিন্ ক = রাজদ্রোহিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

রাজধর্ম্ম—প্রজাপালনাদি রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রাজার ধর্ম্ম, ৬তৎ। সং ; পু।

রাজধান—রাজার প্রধান আবাসনগর। রাজন্ শব্দ (রাজা) — ধা (ধারণ করা) + অনট্ অধি। সং ; ক্লী। স্ত্রীলিঙ্গে রাজধানিকা, রাজধানী।

রাজধানিকা, রাজধানী—রাজার বা রাজপ্রতিনিধির প্রধান আবাসনগরী ; স্কন্ধাবার। রাজধান দেখ। রাজধানী = রাজধান + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। রাজধানিকা = রাজধানী + কণ্ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

রাজনারায়ণ বসু—কলিকাতার দক্ষিণ বোড়াল গ্রামে ১৮২৬ খ্রীঃ ৭ই সেপ্টেম্বর ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম নন্দকিশোর বসু। ইনি আশৈশব বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ষোড়শ বর্ষ বয়সে হিন্দুকলেজের শেষ পরীক্ষায় ইনি উত্তীর্ণ হন, এবং বাটীতে মুন্সীর নিকট পারস্য ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। পরে ১৮৫১ খ্রীঃ মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার নিযুক্ত হন। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং মেদিনীপুরে থাকিবার সময় তথায় যাহাতে সমধিকরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহার উদ্যোগে মেদিনীপুরে বালিকাবিদ্যালয়, সুরাপাননিবারিণী সভা, ব্যায়ামশালা প্রভৃতি স্থাপিত হয়। ইনি ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ১ম ও ২য় ভাগ, ব্রহ্মসাধন, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ১ম ও ২য় ভাগ, সে কাল আর একাল প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি মাইকেল মধুসূদনের বন্ধু ছিলেন। ইঁহারই পরামর্শে মাইকেল "সিংহলবিজয়" নামক একখানি বাঙ্গালা কাব্য অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু রচনা শেষ করেন নাই। ১৮৬২ খ্রীঃ ৯ই জুন মাইকেল বিলাত যাইবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। ইহার পাঁচদিন পূর্ব্বে তিনি রাজনারায়ণকে একখানি বিদায়-পত্র লিখেন এবং সেই পত্রমধ্যে "বঙ্গভূমির প্রতি" নামক কবিতাটি ইঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। রাজনারায়ণ ধর্ম্মপরায়ণ ও সরলচিত্ত ছিলেন। জীবনের শেষভাগে ইনি দেওঘর নামক স্থানে বাস করিতেন। ১৯০০ খ্রীঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর বাতরোগে ইনি পরলোক গমন করেন।

রাজনিয়ম—রাজবিধি, রাজার রাজ্যশাসন প্রণালী, আইন। ৬তৎ। সং ; পু।

রাজনীতি—রাজ্য শাসনবিষয়ক নীতিশাস্ত্র ; সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ উপায়। রাজার নীতি, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রাজনীতিজ্ঞ—রাজনীতিতে অভিজ্ঞ, সামদানাদি উপায়বিৎ। রাজনীতি দেখ ; রাজনীতি—জ্ঞা (জানা) + ড ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে রাজনীতিজ্ঞতা।

রাজনৈতিক—রাজনীতি সম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। রাজনীতি + ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

রাজন্য—ক্ষত্রিয় ; রাজপুত্র ; অগ্নি ; ক্ষীরিবৃক্ষ। রাজন্ (রাজা) + য্য সাধু-অর্থে। সং ; পু।

রাজন্যক—ক্ষত্রিয়সমূহ। রাজন্য দেখ ; রাজন্য শব্দ + কণ্ সমূহার্থে। সং ; ক্লী।

রাজপট্ট—কৃষ্ণবর্ণ মণিবিশেষ ; মুকুট ; রাজসনন্দ ; রাজসিংহাসন। ৬তৎ ; রাজা ও পট্ট দেখ। সং ; পু।

রাজপথ—শ্রেষ্ঠ পথ, প্রশস্ত রাস্তা ; ৪০ হস্ত বিস্তৃত পথ। পথের রাজা, ৬তৎ। সং ; পু।

রাজপদ—রাজার পদ অর্থাৎ আধিপত্য। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রাজপরিচ্ছদ, রাজবেশ—রাজার পোষাক। ৬তৎ। সং, পু।

রাজপাট—রাজমুকুট ; রাজসিংহাসন। রাজপট্ট শব্দের অপভ্রংশ।

রাজপুত্র—নৃপনন্দন ; বুধগ্রহ ; করণকন্যাতে ক্ষত্রজাত জাতিবিশেষ, রজপুত ; অম্বষ্ঠকন্যাতে বৈশ্যজাত জাতিবিশেষ। ৬তৎ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রাজপুত্রিকা, রাজপুত্রী।

রাজপুত্রিকা—নৃপসুতা, রাজকন্যা ; শরালি পাখী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রাজপুত্রী—নৃপনন্দিনী, রাজকন্যা ; রেণুকা ; মালতী লতা ; কটুতুম্বী ; রাজরীতি ; ছুছুন্দরী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রাজপুর—রাজবাটী, রাজগৃহ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রাজপুরপ্রবেশ ন্যায়—ন্যায় দেখ।

রাজপুরী—রাজভবন, রাজবাটী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

রাজপুরুষ—রাজকর্ম্মচারী ; শান্তিরক্ষক। ৬তৎ।

রাজপ্রসাদ—রাজার প্রসন্নতা, রাজার অনুগ্রহ। ৬তৎ। সং ; পু।

রাজপ্রাসাদ—রাজভবন, রাজার অট্টালিকা। ৬তৎ। সং ; পু।

রাজভক্ত—রাজার প্রতি ভক্তিযুক্ত, রাজার প্রতি অনুরক্ত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

রাজভক্তি—রাজার প্রতি ভক্তি, রাজার উপর সম্মানযুক্ত অনুরাগ। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

রাজভূষা—রাজার পরিচ্ছদাদি। ৬তৎ। স্ত্রী।

রাজভোগ—রাজার উপযুক্ত ভোগ্য বস্তু, রাজোচিত সুখ। রাজ যোগ্য ভোগ, মধ্যপদকর্ম্মধা। সং ; পু।

রাজমণ্ডল—দ্বাদশবিধ রাজা, যথা—অরি, মিত্র, অরির মিত্র, মিত্রের মিত্র, অরিমিত্রের মিত্র, বিজিগীষুর পুরঃসর এই পাঁচ, ও পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, পার্ষ্ণিগ্রাহাসার, আক্রন্দাসার এই চারি, আর বিজিগীষুর পশ্চাদ্বর্ত্তী এবং বিজিগীষু—মধ্যম ও উদাসীন এই তিন—সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ। রাজাদিগের মণ্ডল (সমূহ), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রাজমার্গ—১। রাজপথ। মার্গের (পথের) রাজা, ৬তৎ। ২। রাজপদ্ধতি। রাজার মার্গ (পদ্ধতি), ৬তৎ। সং ; পু।

রাজমাষ—মাষকলায়বিশেষ, বরবটি। মাষের রাজা। ৬তৎ। সং ; পু।

রাজমুকুট—রাজার শিরোভূষণ, রাজার মাথার পাগড়ী। ৬তৎ। সং ; পু।

রাজযক্ষ্মা—(রাজযক্ষ্মন্)। ক্ষয়রোগবিশেষ, যক্ষ্মা। যক্ষ্মার রাজা, ৬তৎ। সং ; পু।

রাজযোটক—বিবাহে যোগবিশেষ। বর ও কন্যার এক রাশি হইলে, অথবা উভয়ের বৃষ ও বৃশ্চিক, কর্কট ও মকর, কন্যা ও মীন রাশি হইলে, কিংবা চতুর্থ দশম বা তৃতীয় একাদশ হইলে রাজযোটক হয়। রাজযোটক যোগ হইলে গ্রহবৈরিতা, তারাশুদ্ধি, গণদোষ, বর্ণদোষ বা নাড়িদোষ প্রভৃতি কোন দোষ হয় না।

রাজরক্ত—রাজার শোণিত। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

রাজরঙ্গ—রজত, রৌপ্য। সং ; ক্লী।

রাজরাজ—চন্দ্র ; কুবের ; সম্রাট্, একচ্ছত্র রাজা। রাজাদিগের রাজা, ৬তৎ। সং ; পু।

রাজরাজেশ্বর—১। সম্রাট্, সার্ব্বভৌম। রাজরাজ দেখ ; রাজরাজগণের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রাজরাজেশ্বরী। ২। শালগ্রামবিশেষ [শালগ্রাম দেখ]।

রাজরাজেশ্বরী—১। সম্রাজ্ঞী। রাজরাজ দেখ ; রাজরাজগণের ঈশ্বরী, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। ২। দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত এক মহাবিদ্যা।

রাজর্ষি—রাজা অথচ ঋষি, যিনি রাজা হইয়াও ঋষিবৎ আচরণ করেন অর্থাৎ যিনি রাজত্ব করিতে করিতে ঋষির ন্যায় তত্ত্বালোচনা করেন, কেবল সাংসারিকতায় তন্ময় থাকেন না [ঋষি দেখ] ; রাজশ্রেষ্ঠ। রাজাও যিনি ঋষিও তিনি, কর্ম্মধা। সং ; পু। [স্ত্রী।

রাজলক্ষ্মী—রাজশ্রী, রাজশোভা। ৬তৎ। সং ;

রাজবংশ—রাজকুল। ৬তৎ। সং; পুং।

রাজবংশীয়—রাজকুলজাত। রাজবংশ + ঈয় ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

রাজবংশ্য—১। রাজবংশজাত। রাজবংশ শব্দ + য্য ভবার্থে। বিণ; ত্রি। ২। জাতিবিশেষ, রাজবংশী। সং; পুং।

রাজবতী—রাজযুক্তা (ভূমি)। রাজবান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

রাজবলা—গন্ধভাদালিয়া লতা, গাঁধাল। সং;

রাজবল্লভ—রাজা। ইনি জানকীরামের পৌত্র ও রায় দুর্ল্লভ বা দুর্ল্লভরামের পুত্র। জানকীরাম আলিবর্দ্দী খাঁর অনুগ্রহে "দেওয়ান-ই-তন্" যুদ্ধবিভাগের প্রধান মন্ত্রী এবং শেষে প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। শেষ জীবনে ইনি পাটনার প্রতিনিধি হন। ইঁহার পুত্র দুর্ল্লভরাম আলিবর্দ্দীর এবং পরে সিরাজের যুদ্ধবিভাগের প্রধান দেওয়ান ছিলেন। ইনি পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের রাজ্যচ্যুতির অন্যতম নেতা। রাজবল্লভ এই দুর্ল্লভরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার সহায়তায় ইনি দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা পিতাপুত্রে ক্লাইবের সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া, ক্লাইব ইঁহাদিগের প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। দুর্ল্লভরাম যখন সপরিবারে কলিকাতায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন, তখন ক্লাইব মুর্শিদাবাদের তৎকালীন রেসিডেণ্ট হেষ্টিংস সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে, "উপযুক্ত অনুচরাদির সহিত রাজার পরিবারবর্গকে পাঠাইয়া দিবে। রায় দুর্ল্লভ ও ইংরেজ এই উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা বোধ করি তুমি জান না। আমরা রাজা ও তদীয় পরিবারবর্গের রক্ষণার্থ লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দায়ী।"

কোম্পানীর আমলেও রাজবল্লভ খালসার রাই রায়ান অর্থাৎ দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭০১৭নং রেভিনিউ বোর্ডের পত্রে দেখা যায় যে, রাজবল্লভের বিধবা পত্নী, পতির কার্য্যের ও স্বীয় বৈধব্যজনিত অসহায় অবস্থার উল্লেখ করিয়া পেন্সন চাহিয়াছিলেন।

রাজবান্—রাজযুক্ত (দেশ)। রাজন্ শব্দ (রাজা) + বতু অস্ত্যর্থে = রাজবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে রাজবতী।

রাজবিদ্রোহ—রাজার বিরুদ্ধাচরণ, রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ। ৬তৎ। সং; পুং।

রাজবিদ্রোহী—(রাজবিদ্রোহিন্)। রাজার বিরুদ্ধাচারী, রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারী। রাজবিদ্রোহ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং।

রাজবিধি—রাজার নিয়ম, আইন। রাজ কৃত বিধি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

রাজবিপ্লব—প্রচলিত রাজ্যশাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন; রাজবিদ্রোহ। ৬তৎ। সং; পুং।

রাজবৃত্ত—১। ন্যায়সম্মত উপায়ে অর্থের উপার্জ্জন, বৃদ্ধি, রক্ষা ও সৎপাত্রে দান। বৃত্তের রাজা, ৬তৎ। ২। রাজার চরিত্র। রাজার বৃত্ত, ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাজশক্তি—রাজকীয় ক্ষমতা, রাজার সৈন্যাদি বল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রাজশফর—ইলিশমাছ। শফরের (পুঁটিমাছের) রাজা, ৬তৎ। সং; পুং।

রাজস—১। রজোগুণময়, রজোগুণপ্রধান। রজঃ দেখ; রজস্ শব্দ + অ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। খ্যাতিজনক কর্ম্ম, অর্থাৎ মানসম্ভ্রমলাভার্থ দম্ভবশতঃ যে কর্ম্ম করা যায়। সং; ক্লী। [ক্লী।

রাজসদন—রাজভবন, প্রাসাদ। ৬তৎ। সং;

রাজসম্পৎ—(রাজসম্পদ্) ১। রাজার ঐশ্বর্য্য। ৬তৎ। ২। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

রাজসাযুজ্য—রাজত্ব, রাজ্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাজসারস—ময়ূর। সারসদিগের রাজা, ৬তৎ। সং; পুং।

রাজসিক—রাজস, রজোগুণময়, রজোগুণপ্রধান। রজঃ দেখ; রজস্ + ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

রাজসী—১। রজোগুণময়ী; রজোগুণসম্বন্ধিনী। রাজস দেখ; রাজস + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রজোগুণময়ী দুর্গা। সং; স্ত্রী।

রাজসুখ—১। রাজার সুখ। ৬তৎ। ২। রাজার ন্যায় সুখ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

রাজসূয়—সামবেদবিহিত সম্রাটের কর্ত্তব্য যজ্ঞবিশেষ, এই যজ্ঞে অধীন ও সামন্ত রাজারা আসিয়া ভৃত্যোচিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, যথা—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণদিগের পদপ্রক্ষালনের ভার লইয়াছিলেন। রাজন্ শব্দ (রাজা) – সূ (প্রসব করা) + ক্যপ্ অধি, নিপাতনে। সং; পুং ও ক্লী। [সং; স্ত্রী।

রাজসেবা—রাজার পরিচর্য্যা; চাকুরি। ৬তৎ।

রাজস্ব—রাজার প্রাপ্য অর্থ অর্থাৎ রাজকর। রাজ প্রাপ্য স্ব (ধন), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

রাজহংস—১। রক্তবর্ণ চঞ্চু ও চরণযুক্ত শুক্লবর্ণ হংস, রাজহাঁস; কলহংস। হংসগণের রাজা, ৬তৎ। ২। রাজশ্রেষ্ঠ। রাজা হংস তুল্য (অর্থাৎ যে রাজা হংসের ন্যায় কেবল সারভাগ গ্রহণ করেন), উপমিত কর্ম্মধা। সং; পুং।

রাজা—(রাজন্)। নৃপতি, ভূপতি; প্রভু; ক্ষত্রিয়; ইন্দ্র; চন্দ্র; যক্ষ; (অন্ত শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। [আদৌ পৃথুই রাজা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন]। রাজ (শোভা পাওয়া) + কনিন্ ক — রাজন্, ১মার ১বচন। সং; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে রাজ্ঞী।

রাজাজ্ঞা—রাজার আদেশ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রাজাদেশ—রাজার আজ্ঞা, রাজার হুকুম। ৬তৎ। সং; পুং।

রাজাধিরাজ—রাজচক্রবর্ত্তী, সম্রাট্। রাজাদিগের অধিরাজ, ৬তৎ। সং; পুং।

রাজানুকম্পা—রাজার অনুগ্রহ, রাজার কৃপা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

রাজানুগৃহীত—রাজার অনুকম্পাপ্রাপ্ত। ৬তৎ।

রাজানুগ্রহ—রাজার কৃপা। ৬তৎ। সং; পুং।

রাজানুচর—রাজভৃত্য; রাজার অনুগামী লোক। ৬তৎ। সং; পুং। [পুং।

রাজান্তঃপুর—রাজার অন্দর মহল। ৬তৎ। সং;

রাজাসন—রাজার বসিবার আসন, সিংহাসন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাজি, রাজী—১। শ্রেণী, সারি; রেখা। রাজ (দীপ্তি পাওয়া) + ই ক। বিকল্পে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। সম্মত, ইচ্ছুক (পারসীভাষামূলক)।

রাজিকা—শ্রেণী, সারি; রেখা; ক্ষেত্র; রাইসরিষা। রাজি দেখ; রাজি শব্দ + কণ্ + আপ্। সং; স্ত্রী।

রাজিত—দীপিত, শোভিত। রাজ (দীপ্তি পাওয়া) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

রাজিল—জলব্যাল, ঢোঁড়া। রাজি শব্দ + ল। সং; পুং।

রাজীব—১। মৎস্যবিশেষ; মৃগবিশেষ; হস্তিবিশেষ; পক্ষিবিশেষ, সারস। সং; পুং। ২। পদ্ম। রাজী (শ্রেণী) + ব অস্ত্যর্থে। সং; ক্লী। ৩। রাজোপজীবী, রাজানুগ। বিণ; ত্রি।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—'কৃষ্ণচন্দ্রচরিত' নামক গ্রন্থের লেখক। ১৮০১ খ্রীঃ ইনি কৃষ্ণচন্দ্রচরিত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং ১৮১১ খ্রীঃ উহা লণ্ডন নগরে মুদ্রিত হয়।

রাজেন্দ্র—শ্রেষ্ঠ রাজা; সম্রাট্। রাজাদিগের মধ্যে ইন্দ্র, ৬তৎ। সং; পুং।

রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী—১৭৮১ শকে ফাল্গুন মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নসীরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। আহিরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, তথা হইতে ক্রমে এম এ পরীক্ষা দিয়া সুবর্ণপদক ও পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। অতঃপর ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াই রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দিয়া দশ

হাজার টাকা পারিতোষিক লাভ করেন। ইহার কিছুদিন পরে লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়া ১৮৮৬ খ্রীঃ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক কার্য্যালয়ে দ্বিতীয় সহকারীর পদে অধিষ্ঠিত হন, এবং পরে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের পুস্তকালয়াধ্যক্ষ হন। ইনি ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ দক্ষ, এবং দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ইনি ন্যায়দর্শনের 'ভাষাপরিচ্ছেদ' নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মে এবং ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপে ইনি সবিশেষ আস্থাবান্। এক্ষণে ইনি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের প্রধান অনুবাদক পদে আসীন হইয়া এই কার্য্য অতিশয় দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতায় "সাহিত্যসভার" সম্পাদক পদ গ্রহণ করিয়া উক্ত সভার এবং বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ উপকার করিতেছেন।

রাজেন্দ্র দত্ত—ইনি কলিকাতা বহুবাজারের দত্ত-বংশীয়। ইঁহার জন্ম ১৮১৮ খ্রীঃ। চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থে ইনি মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। কিছুদিন পরে কলেজ ত্যাগ করিয়া বাড়ীতে একটী ঔষধালয় স্থাপিত করেন এবং ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। কোন কারণে হিন্দুকলেজের উপর কলিকাতার হিন্দুসমাজ বীতরাগ হইলে ১৮৫৩ খ্রীঃ রাজেন্দ্র "হিন্দু মেট্রপলিটন কলেজ" নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন; কিন্তু বিদ্যালয়টি অল্পকাল পরেই উঠিয়া যায়। এই সময়ে রাজেন্দ্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। অনতিকাল পরে একটি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৪ খ্রীঃ ডাক্তার বেরীণী (Dr. Berigny) কলিকাতায় আসিলে তাঁহার সহযোগিতায় এই প্রণালীর চিকিৎসার বিস্তার করেন। রাজেন্দ্রই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসামতাবলম্বী করেন (১৮৬৭ খ্রীঃ)। ১৮৮৯ খ্রীঃ ৫ই জুন রাজেন্দ্র দেহত্যাগ করেন। ব্যবসায় বাণিজ্যে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও ইঁহার স্বভাবসিদ্ধ দানশীলতার হ্রাস দৃষ্ট হইত না। ইনি পরোপকারী ও অতি সদাশয় ছিলেন। দুঃখপীড়িতগণের ইনি বিশেষ সহায়তা করিতেন।

রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী—(রাজা)। ইনি ঢাকা জয়দেবপুরের জমিদার রাজা কালিনারায়ণ রায় চৌধুরীর পুত্র। রাজেন্দ্রনারায়ণ নিজে সাহিত্যসেবী এবং বঙ্গীয় সাহিত্যের বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। অনেক বাঙ্গালা ভাষার লেখক ইঁহার আর্থিক সাহায্যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারিয়া জীবিকানির্ব্বাহ ও সমাজে পরিচিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাহিত্যের উন্নতিকল্পে রাজেন্দ্রনারায়ণ যে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাঁহার ষ্টেটের ম্যানেজার বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাহাতে বিশেষভাবে যোগদান করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্র মল্লিক—(রাজা বাহাদুর)। ইনি কলিকাতার সুবিখ্যাত নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র। ১৮১৯ খ্রীঃ ২৪শে জুন রাজেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বয়স যখন তিন বৎসর, তখন নীলমণি লোকান্তরিত হন। তাঁহার বিধবা পত্নীর সহিত বৈষ্ণবদাস মল্লিকের বিষয়ঘটিত মকদ্দমা হয়। রাজেন্দ্র যতদিন নাবালক ছিলেন, Sir James Weir Hogg ততদিন ইঁহার অভিভাবকস্বরূপে সুপ্রিম কোর্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত ছিলেন। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজেন্দ্র পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ উড়িষ্যায় দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে রাজেন্দ্র কলিকাতায় আগত দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের জন্য অন্নসত্র খুলিয়া বহুব্যয়ে উহাদিগের ক্ষুন্নিবারণ করেন। এই দানশীলতায় সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট রাজেন্দ্রকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন (১৮৬৭ খ্রীঃ)। ১৮৭৮ খ্রীঃ ইনি রাজাবাহাদুর উপাধিভূষিত হন। ইনি বদান্যতার জন্য যেমন প্রসিদ্ধ ছিলেন, সঙ্গীত, চিত্র, উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণিবিদ্যায় তেমনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এক সময়ে ইঁহার চোরবাগানের বাড়ীতে একটি বৃহৎ চিড়িয়াখানা ছিল। তাহা হইতে অনেক দুর্লভ পশুপক্ষী ইনি আলিপুরের চিড়িয়াখানায় পাঠাইয়া দেন। সেখানে "মল্লিক হাউস" নামক গৃহে উহাদিগকে রাখা হয়। ইউরোপের অনেক পশ্বালয়ে ইনি জীবজন্তু প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও পার্শী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইঁহার দয়া, ধর্ম্মনিষ্ঠা, বিনয় প্রভৃতি সদ্‌গুণে আপামরসাধারণ মুগ্ধ ছিল। ইঁহার চোরবাগানের প্রাসাদ মর্ম্মর প্রস্তরে বহুব্যয়ে নির্ম্মিত এবং বহুসংখ্যক প্রস্তরমূর্ত্তি ও তৈলচিত্রে অলঙ্কৃত। এরূপ সজ্জিত বৃহৎ অট্টালিকা কলিকাতায় ত নাই, সমগ্র বঙ্গদেশে আছে কি না সন্দেহ। চোরবাগানের প্রাসাদ কলিকাতার দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে অন্যতম। ইনি এবং ইঁহার পুত্রগণ এখন কেহই জীবিত নাই। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার দেবেন্দ্রের একমাত্র পুত্র কুমার নগেন্দ্র এখন বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শুঁড়ায় ১৭৪৩ শকের ৫ই ফাল্গুন তারিখে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জন্মেজয় মিত্র। ৭ম বর্ষ বয়সে হাতে খড়ি হইলে ইনি বাঙ্গালা ও পার্শী শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে ১১ বৎসর বয়সে ইংরাজি স্কুলে প্রবিষ্ট হন। প্রথমে ইনি ডাক্তারি পড়িতে ইচ্ছা করেন, এবং তদনুসারে মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু দ্বারকানাথ ঠাকুর ইঁহাকে ডাক্তারী পড়াইবার জন্য বিলাত লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে ইঁহার পিতা তাহাতে অসম্মত হন। ইহার ফলে ডাক্তারি পড়া ছাড়িয়া ইনি আইন পড়িতে আরম্ভ করেন, এবং তাহার যথারীতি পরীক্ষাও দেন। কিন্তু উত্তরের কাগজ চুরি যাওয়ায় ইনি পাশ করিতে পারিলেন না। ইহার পর ২৩ বৎসর বয়সে ইনি এসিয়াটিক সোসাইটীর এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী ও লাইব্রেরীয়ানের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইনি ইচ্ছামত পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞানসঞ্চয় করিতে লাগিলেন, এবং এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে গভীর গবেষণামূলক ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ইনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী, পারস্য, উর্দ্দু, হিন্দী, গ্রীক, লাটিন, ফরাসী, জর্ম্মান প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিলেন। ইঁহার পাণ্ডিত্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। ইনি মোট ১২৮খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১৩ খানি সংস্কৃত, দশখানি বাঙ্গালা। ইঁহার লিখিত বিবিধার্থ সংগ্রহ, প্রকৃতি ভূগোল, পত্রকৌমুদী, ব্যাকরণপ্রবেশ, রহস্যসন্দর্ভ, মিবারের ইতিহাস, শিবাজীর জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে অমূল্য রত্নবিশেষ। ১৮৭৫ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা ইঁহাকে ডি, এল (ডাক্তার-অব-ল) উপাধি প্রদান করেন। তদ্ব্যতীত বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। প্রত্নতত্ত্বে ইঁহার অসাধারণ প্রতিষ্ঠা। বুদ্ধ গয়া ও উড়িষ্যার প্রাচীনত্ববিষয়ক গ্রন্থদ্বয় ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। ১৮৭৭ খ্রীঃ ইনি রায় বাহাদুর, ১৮৭৮ খ্রীঃ সি, আই, ই, ও ১৮৮৪ খ্রীঃ রাজা উপাধি পান। বাঙ্গালীদের ভিতর ইনিই সর্ব্বপ্রথম এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি হন। ইঁহার লিখিত ও বক্তৃতার ভাষা উভয়ই রসপূর্ণ। ইনি ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্য ও সভাপতি থাকিয়া দেশের অনেক হিতসাধন করিয়াছিলেন। হিন্দু

পেট্রিয়ট পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া ও ঐ পত্রের উদ্দেশ্য ও নীতি পরিচালনা করিয়া কাগজখানির সম্যক্ উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন। সকল কার্য্যেই ইনি নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কলিকাতায় Wards Institution নামক নাবালক জমিদারদিগের আবাস ১৮৫৬ খ্রীঃ হইতে ১৮৮০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইঁহার তত্ত্বাবধানে। শেষোক্তকালে ঐ আবাস উঠিয়া যায় ইনি বিশেষ পেনসন্ প্রাপ্ত হইয়া অবগ্রহণ করেন। ১২৯৮ সালের ১১ই (২৬শে জুলাই ১৮৯১) তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রাজা খেতাব। রাজা এই উপাধি, ...পদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

...মহিষী, রাণী; সূর্য্যপত্নী; কান্ত। দেখ; রাজন্ শব্দ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

...—রাজত্ব; রাজকর্ম্ম; রাজাধিকৃত দেশ; ...ক গ্রামের আধিপত্য। রাজন্ শব্দ (রাজা) +ষ্য ভাবে। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

রাজ্যখণ্ড—রাজ্যের অংশবিশেষ। ৬তৎ।

রাজ্যচ্যুত—রাজ্যভ্রষ্ট, রাজপদ হইতে বিতাড়িত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

রাজ্যতন্ত্র—রাজ্যশাসনপ্রণালী। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাজ্যভ্রষ্ট—রাজ্যচ্যুত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

রাজ্যলক্ষ্মী—রাজ্যশ্রী, রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রাজ্যশাসন—রাজ্যস্থিত দুষ্টব্যক্তির দমন ও শিষ্ট ব্যক্তির পালন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাজ্যশাসনপ্রণালী—রাজ্যশাসনের পদ্ধতি; রাজনিয়ম। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

রাজ্যসংস্থিতি—রাজ্যের সুশৃঙ্খলা বিধান। ৬তৎ।

রাজ্যাঙ্গ—রাজ্যের অঙ্গ, যথা—স্বামী অমাত্য সুহৃৎ কোষ রাষ্ট্র দুর্গ সৈন্য এই সাত, প্রকৃতি সমেত অষ্ট, পুরোহিত লইয়া নব। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাজ্যাধিকার—রাজত্বের অধিকার, রাজ্যের দখল। ৬তৎ। সং; পু।

রাজ্যাধিকারী—(রাজ্যাধিকারিন্)। রাজ্যের অধিকারী, রাজত্বের দখলীকার। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রাজ্যাধিকারিণী।

রাজ্যার্দ্ধ—অর্দ্ধেক রাজত্ব, রাজ্যের অর্দ্ধভাগ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাজ্যেশ্বর—রাজ্যের অধিপতি, রাজা। ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রাজ্যেশ্বরী।

রাঢ়, রাঢ়া—বঙ্গদেশের যে অংশ গঙ্গার পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। রহ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্ র্ম, পক্ষে আপ্। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

রাঢ়ীয়—রাঢ়দেশীয়, রাঢ়দেশজাত। রাঢ় শব্দ+ ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি।

রাণা (বা মহারাণা)—রাজপুতানার অন্তর্গত মিবার রাজ্যের রাজাদিগের রাজোপাধি। পূর্ব্বে চিতোর নগর ইঁহাদের রাজধানী ছিল। অধুনা উদয়পুর রাজধানী হইয়াছে।

রাণাডে—মহাদেও গোবিন্দ (Mahadeb Govind Ranade)। জন্ম—১৮৪২ খ্রীঃ ১৮ই জানুয়ারী। ইনি মারাটা ব্রাহ্মণ। ১৮৫১ হইতে ১৮৫৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইনি কোলাপুর হাইস্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। পরে পুনা এলফিনষ্টোন ইনষ্টিটিউসনে প্রবেশ করেন। ১৮৬৫ খৃঃ ইনি এম, এ ও পর বৎসরে L. L. B পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। মারাটা ভাষার অনুবাদকরূপে ইনি প্রথমে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৬৮ হইতে ১৮৭১ খৃঃ পর্য্যন্ত এলফিনষ্টোন কলেজে অস্থায়িভাবে ইংরেজীর অধ্যাপনা করিয়া পুনার সবজজের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৪ খ্রীঃ সেখানে ছোট আদালতের জজপদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৯৩ খ্রীঃ বম্বে হাইকোর্টের অন্যতম জজস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং আমরণ ঐ পদে আসীন থাকেন। রাণাডের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সকল বিদ্যাতেই ইনি বিশিষ্টরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পুনার সার্ব্বজনিক সভা ও প্রার্থনা-সমাজ স্থাপনকল্পে ইনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ইনি সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে বহুলাংশে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের শৃঙ্খলা অবিচ্ছিন্ন রাখাই ইঁহার সমাজ-সংস্কারের মূলমন্ত্র। ইঁহার মত এই যে, ধর্ম্ম, সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক উন্নতি পরস্পরের মুখাপেক্ষী। একটিকে বাদ দিয়া অপরগুলির উন্নতি অসম্ভব। ইনি আরও বলিতেন যে, প্রাচীন সময়ের প্রায় সকল জাতিই এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে; ভারতের হিন্দুজাতি যে এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহাতে ইঁহার বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর এই জাতি দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। ইঁহার ন্যায় চিন্তাশীল ধীর-প্রকৃতি স্বদেশ-গৌরব-রক্ষক মনস্বী বর্ত্তমান সময়ে বিরল। ১৯০১ খ্রীঃ ১৬ই জানুয়ারী এই মহাত্মার পরলোক-প্রাপ্তি হয়।

রাণী—রাজমহিষী। রাজ্ঞী শব্দের অপভ্রংশ। (দেশজ)।

রাণীগঞ্জ—বর্দ্ধমান জেলার একটী মহকুমা; এখানে বিস্তর কয়লার খনি আছে।

রাতারাতি—রাত্রির মধ্যে, রাত্রিকালের ভিতর। দেশজ শব্দ।

রাতুল—রক্তিম, রাঙ্গা। বিণ। দেশজ।

রাতুলচরণ—রাঙ্গা পা। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

রাত্রি, রাত্রী—নিশা, রজনী; হরিদ্রা। রা (দেওয়া)+ত্রিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

রাত্রিকর—নিশাকর, চন্দ্র। রাত্রির কর (কর্ত্তা), ৬তৎ, অথবা রাত্রিতে কর যাহার, বহু। পু।

রাত্রিচর, রাত্রিঞ্চর—১। রাত্রিকালে বিচরণকারী। রাত্রিতে চরে যে, উপ। বিণ; ত্রি। ২। নিশাচর, রাক্ষস; চোর। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রাত্রিচরী, রাত্রিঞ্চরী।

রাত্রিচরী, রাত্রিঞ্চরী—১। নিশাবিহারিণী। রাত্রিচর দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। নিশাচরী, রাক্ষসী। সং; স্ত্রী।

রাত্রিজল—শিশির, হিম। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাত্রিজাগরণ—রাত্রিতে জাগিয়া থাকা। ৭তৎ। সং; ক্লী। [দেশজ শব্দ।

রাত্রিভোর—সমস্ত রাত্রিব্যাপী, সারা রাত।

রাত্রিমণি—নিশাকর, চন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

রাত্রিবাসঃ—(রাত্রিবাসস্)। রাত্রিকালে পরিধেয় বস্ত্র; অন্ধকার। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাত্রিহাস—শ্বেতোৎপল, সুঁদি। রাত্রিতে হাস্য করে (অর্থাৎ প্রস্ফুটিত হয়) যে, উপ। পু।

রাত্র্যট—রাত্রিচর (সকল অর্থে)। রাত্রিতে অটন (অর্থাৎ ভ্রমণ) করে যে, উপ। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

রাত্র্যন্ধ—রাতকাণা। রাত্রিতে অন্ধ, ৭তৎ।

রাদ্ধ—সিদ্ধ, নিষ্পন্ন; পক্ব, ফলিত। রাধ (নিষ্পন্ন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে রাধন, রাধনা।

রাদ্ধান্ত—সিদ্ধান্ত, মীমাংসা। রাদ্ধ (সিদ্ধ) হইয়াছে অন্ত (শেষ) যাহার, বহু। সং; পু।

রাধ—বৈশাখ মাস। রাধী শব্দ (বিশাখা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা)+ষ্ণ যুক্তার্থে। সং; পু।

রাধন, রাধনা—সাধন; পূজা; তোষণ; প্রাপ্তি; কথন। রাধন=রাধ (নিষ্পন্ন করা)+ অনট্ ভা। সং; ক্লী। রাধনা=রাধ+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে রাদ্ধ।

রাধা—১। নক্ষত্রবিশেষ; বিদ্যুৎ; আমলকী। রাধ দেখ; রাধ শব্দ+আপ্। সং; স্ত্রী।

২। অধিরথ নামক সূত্রধরজাতীয় সারথির ভার্য্যা এবং কর্ণের পালিকা মাতা। একদা পতিসহ নদীতে স্নান করিবার সময় ইনি দেখিতে পান যে, একটী মঞ্জুষা ভাসিয়া যাইতেছে। ইঁহার অনুরোধে অধিরথ তাহা ধরিয়া আনিলে ইনি তন্মধ্যে একটি সদ্যঃপ্রসূত শিশু দেখিতে পান। অতঃ র রাধা শিশুটীকে লইয়া যাইয়া অতি যত্নে লালন পালন করেন। এই শিশুই উত্তরকালে মহাবীর কর্ণ নামে প্রসিদ্ধ হন। পালিকা মাতার নামানুসারে কর্ণের আর এক নাম 'রাধেয়'।

৩। কৃষ্ণপ্রেমপরায়ণা গোপবালা। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত আছে যে,

ইনি ঈশ্বরের হ্লাদিনী শক্তি, এবং গোলোকে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া। একদা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে দ্বাররক্ষা করিতে বলিয়া চন্দ্রাবলীর সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন, এমন সময় ইনি আসিয়া শ্রীদামকে দ্বার পরিত্যাগ করিতে বলেন। শ্রীদাম দ্বার পরিত্যাগ না করায় ইনি তাহাকে দৈত্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবার অভিশাপ দেন। শ্রীদামও ইঁহাকে মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে এবং শতবর্ষ শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণাভাগিনী হইতে শাপ প্রদান করেন। তদনুসারে ইনি গোকুলে কলাবতীর গর্ভে বৃষভানু গোপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। আয়ান ঘোষের সহিত ইঁহার লৌকিক বিবাহ হয়। কিন্তু ইনি শ্রীকৃষ্ণেই মনঃপ্রাণ সমর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে ইনি শতবর্ষ বিচ্ছেদযন্ত্রণা সহ্য করিয়া পরে তাঁহার সহিত মিলিত হন। এই প্রেম পাপাসক্তি নহে, প্রত্যুত ভগবদ্ভক্তির পূর্ণ আদর্শ।

পুরাণে রাধা শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিত হইয়াছে ;—

"রেফো হি কোটিজন্মাঘং
কর্ম্মভোগং শুভাশুভম্।
আকারো গর্ভবাসঞ্চ
মৃত্যুঞ্চ রোগমুৎসৃজেৎ।
ধকারমায়ুষো হানি-
মাকারো ভববন্ধনম্।
শ্রবণস্মরণোক্তিভ্যঃ
প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ॥"

অর্থাৎ র্ শব্দে কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ এবং শুভাশুভ কর্ম্মভোগ, আ—গর্ভবাস, মৃত্যু এবং রোগ, ধ্—আয়ুর ক্ষয়, এবং আ—সংসার বন্ধন ; যাঁহার শ্রবণ, স্মরণ ও নামকীর্ত্তন দ্বারা এই সকল বিনষ্ট হয় তিনিই রাধা।

রাধাকান্ত, রাধানাথ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

রাধাকান্ত দেব—(রাজা স্যার)। ইনি মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র ও রাজা গোপীমোহনের একমাত্র পুত্র। ১৭৮৪ খ্রীঃ ১১ই মার্চ্চ (১৭০৫ শকের ১লা চৈত্র) ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রভূত ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিত হইলেও বিদ্যানুশীলনে ইঁহার মূল্যবান্ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। ইনি সংস্কৃত, আরবী, পারসী ও ইংরেজী ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। হিন্দু কলেজ স্থাপন বিষয়ে ইনি বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন এবং স্থাপনার পর উহার অন্যতম পরিচালক হইয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত কলেজেও সেক্রেটারীর কার্য্য করিয়াছিলেন। School Book Society প্রতিষ্ঠিত হইলে হেয়ার সাহেবের সহযোগিতায় ইনি ঐ সমিতির সেক্রেটারীর পদে আসীন থাকিয়া ১৮২০ খ্রীঃ "নীতিকথা" এবং প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী Spelling Book বা Reader ইউরোপীয় প্রণালীতে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইনি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন, কিন্তু বালিকাবিদ্যালয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। 'শব্দকল্পদ্রুম' নামক সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন ইঁহার জীবনের অবিনশ্বর গৌরব। ইহার জন্য ইনি একটী স্বতন্ত্র ছাপাখানা স্থাপিত এবং টাইপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই জাতীয় টাইপ "রাজার টাইপ" নামে উত্তরকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রভূত অর্থব্যয়ে ও ৪৬ বৎসরের পরিশ্রমে এই মূল্যবান্ অভিধান প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রণয়নের পর ইউরোপের নানা সভা সমিতি হইতে ইনি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডেন্‌মার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডারিক ইঁহাকে একটি সুন্দর কারুকার্য্যসমন্বিত হারযুক্ত স্বর্ণপদক দিয়াছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়াও ইঁহাকে একটী স্বর্ণপদক দান করিয়াছিলেন।

১৮৩৭ খ্রীঃ ১০ই জুলাই ইনি রাজাবাহাদুর উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৮৫৮ খ্রীঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতশাসনভার গ্রহণ করিলে, ইনি শোভাবাজার রাজবাটীতে একটি সম্মিলনী আহূত করেন। তাহাতে বড়লাট প্রমুখ ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ এবং দেশের গণ্য মান্য সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সেরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠান এদেশে আর কখন কেহ দেখে নাই। সিপাহিবিদ্রোহ দমনের পর শান্তিস্থাপনের স্মরণার্থে ১৮৬০ খ্রীঃ ইনি আর একটি সম্মিলনী আহূত করেন। ১৮৫১ খ্রীঃ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন স্থাপিত হইলে ইনি সেই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৬০ খ্রীঃ কলিকাতাবাসিগণ জাতিনির্ব্বিশেষে ইঁহার পাণ্ডিত্যের এবং তাঁহাদের ভক্তিসম্মানের নিদর্শনস্বরূপে ইঁহাকে একখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন এবং সংগৃহীত অর্থ দ্বারা ইঁহার একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করান। সেই চিত্রখানি এসিয়াটিক সোসাইটির একটি প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হইয়াছে। ১৮৬৪ খ্রীঃ রাধাকান্ত ধর্ম্মসাধন মানসে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ ইনি কে, সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উচ্চতর সম্মান বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথম লাভ করেন। কথিত আছে যে, এই উপাধিভূষণ (তারকা) লইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে ইনি কলিকাতায় আসিতে অসম্মত হওয়ায় তদানীন্তন লাট সাহেব তাঁর জন্য লরেন্স আগ্রা সহরে দরবার করিবার ব্যবস্থা করেন। পণ্ডিতেরা বলিয়াছিলেন যে, অগ্রবন (আগ্রা) বৃন্দাবনেরই অন্তর্গত, সুতরাং সেখানে যাইবার কোন আপত্তি নাই। এই জন্যই রাধাকান্ত আগ্রার দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ ১৬ই নবেম্বর এই দরবার হয়। রাধাকান্ত দরবার-মণ্ডপে প্রবেশ করিলে লাট সাহেব ও দেশীয় রাজন্যবর্গ হইতে অন্যান্য সমস্ত উপস্থিত নিমন্ত্রিতগণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁর অভ্যর্থনা করেন। বৃন্দাবনে ইংরেজ শিকারিগণ কর্ত্তৃক ময়ূরাদি পক্ষী হনন রাধাকান্তের চেষ্টায় বন্ধ হইয়া যায়। রাধাকান্ত আদর্শ হিন্দু ছিলেন, কিন্তু ইঁহার সঙ্কীর্ণতা ছিল না। সকল বিষয়েই রাধাকান্ত তৎকালীন হিন্দুসমাজের অগ্রণী ছিলেন, এবং কি ইংরেজগণ, কি দেশীয়গণ, সকলেই তাঁহাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিত। রাধাকান্ত দেবের ন্যায় সর্ব্বজনসমাদৃত, উন্নতমনাঃ, নির্ম্মলচরিত্র, মনীষী বঙ্গদেশে আর এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ইঁহার জীবন যেরূপ গৌরবান্বিত, মৃত্যুও সেইরূপ। মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব্ব হইতে ইনি সর্দ্দি বোধ করিতেছিলেন। মৃত্যুর দিন প্রাতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া প্রিয় ভৃত্যকে বলিলেন "নবীন, আজ আমার শেষ দিন। আমার দাহকার্য্য কিরূপে করিতে হইবে, তাহা পুরোহিত মহাশয়কে ইতঃপূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছি। তোমাকে আবার বলিতেছি, শুন। আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে আমার দেহকে স্নাত, নববস্ত্রাবৃত ও সুগন্ধিলেপিত করিয়া যমুনাকূলে লইয়া যাইবে। জীবিতকালে যেভাবে আমি বসিতাম, আমার দেহটি চিতার উপর সেইরূপ বসাইবে। উপরে একটি চন্দ্রাতপ দিবে। চন্দন ও তুলসী কাষ্ঠে আমার দেহ পোড়াইবে। শুষ্ক তুলসী বৃক্ষ আমি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। আমার দেহ ভস্মীভূত হইলে যখন অনুমান এক সের ওজন অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অবশিষ্টাংশকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ কচ্ছপগণকে খাওয়াইবে, দ্বিতীয়ভাগ যমুনায় নিক্ষেপ করিবে, এবং তৃতীয় ভাগটী বৃন্দাবনের মৃত্তিকায় গভীর করিয়া প্রোথিত করিবে।" এই উপদেশ দান করিয়া এবং আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া ইনি বাটির প্রাঙ্গণে

নামিয়া আসিলেন। তুলসীতলায় বৃন্দাবনের পবিত্র রজের শয্যা প্রস্তুত করাইয়া, মস্তকের নিকট শালগ্রাম স্থাপিত করিয়া সেই শয্যায় শয়ন করিলেন। দুই ঘণ্টা কাল মালা জপ করিবার পর ইঁহার আত্মা দেহত্যাগ করিয়া পরমাত্মার মিলিত হইল। ১৮৬৭ খ্রীঃ ১৯শে এপ্রেল রাধাকান্তের লোকান্তর গমন হয়।

ইনি তিন পুত্র রাখিয়া যান। মহেন্দ্রনারায়ণ, রাজেন্দ্রনারায়ণ, ও দেবেন্দ্রনারায়ণ। মধ্যম পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ ১৮৬৮ খ্রীঃ ৩০শে এপ্রেল রাজা বাহাদুর উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ইনি পিতার ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সদাচারী ছিলেন। ইঁহার পুত্র কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত আছেন।

রাধাচক্র—সুদর্শনচক্র নামক কৃষ্ণের প্রসিদ্ধ অস্ত্র। রাধা প্রিয় চক্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা; এই চক্রাস্ত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বহু দৈত্যদানবের বিনাশ সাধন করিয়াছেন এবং ইহারই প্রভাবে তিনি অজেয় হইয়াছিলেন; এজন্য কৃষ্ণপ্রিয়া রাধা এই অস্ত্রকে বড় ভালবাসিতেন। সং; ক্লী।

রাধামাধব—রাধাকৃষ্ণ। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

রাধাবল্লভ—শ্রীকৃষ্ণ। রাধার বল্লভ (প্রিয়), ৬তৎ। সং; পু।

রাধাশ্যাম—রাধা ও কৃষ্ণ। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

রাধিকা—রাধা দেখ।

রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোস্বামি দুর্গাপুর গ্রামে ১৮৪৫ খ্রীঃ ৩১শে অক্টোবর তারিখে রাধিকাপ্রসন্নের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা আনন্দচরণ নীলকুঠীতে কার্য্য করিয়া বহু ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক দাতৃত্ব বা অমিতব্যয়িতা নিবন্ধন মৃত্যুকালে কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতার মৃত্যুতে রাধিকাপ্রসন্ন অর্থাভাবে নানা কষ্টে পড়িলেন বটে, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষায় কখনও অবহেলা করেন নাই। ইনি জুনিয়ার, সিনিয়ার পাশ করিয়া শিক্ষাবিভাগে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। প্রথমে ডেপুটী ইন্স্পেক্টার, পরে হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের হেড মাষ্টার, পরে ডাইরেক্টার আফিসের ক্লার্ক, অনন্তর ইন্স্পেক্টার হইয়া বহুদিন কার্য্য করেন। ইনি বাঙ্গালা ভাষায় স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রাকৃত ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াও বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। অবশেষে ইনি স্পেশাল পেন্‌সন ভোগ করিয়া এবং গবর্ণমেণ্টপ্রদত্ত C. I. E. উপাধিতে বিভূষিত হইয়া, চারিটী উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া বৃদ্ধ বয়সে ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করেন।

রাধিকারঞ্জন—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

রাধিকারমণ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং; পু।

রাধিকাবল্লভ—রাধাবল্লভ দেখ।

রাধেয়—রাধার পালিত পুত্র, কর্ণ। রাধা (২) দেখ; রাধা শব্দ+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

রাশুসিক—হঠকারী; গোঁয়ার। রভস দেখ; রভস+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

রাম—১। বিষ্ণুর তিন অবতার, যথা—পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র ও বলরাম [দশাবতার দেখ]; বরুণ; মৃগবিশেষ। সং; পু। ২। মনোহর, রমণীয়; শুভ্র। বিণ; ত্রি। পণ্ডিতেরা 'রাম' শব্দের নানারূপ ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন, যথা—রা শব্দে বিশ্ব ও ম শব্দে ঈশ্বর, তবেই রা'র (বিশ্বের) ম (ঈশ্বর), ৬তৎ; অথবা ণিজন্ত রম বা রমি (রমণ করা বা রত করান)+ণ ক, যিনি রমার সহিত রমণ করেন, বা যিনি কার্য্যে রত করান; অথবা রমার ইনি এই অর্থে রমা (লক্ষ্মী)+ষ্ণ; অথবা রম (রত হওয়া)+ঘঞ্, অধি, যাহাতে সকলে রত হয়; ইত্যাদি।

কেবল 'রাম' বলিলে অযোধ্যাপতি দশরথাত্মজ রামচন্দ্রকেই বুঝায়। তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পশ্চাৎ প্রদত্ত হইল:—

কোশলেশ্বর মহারাজ দশরথের তিন মহিষীর গর্ভে চারি পুত্রের জন্ম হয়। তন্মধ্যে কৌশল্যার গর্ভজাত রাম সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, কৈকেয়ীর গর্ভসম্ভূত ভরত মধ্যম এবং সুমিত্রার গর্ভোৎপন্ন যমজ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ। এই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে যৎপরোনাস্তি সৌভ্রাত্র বিদ্যমান ছিল; তথাপি লক্ষ্মণ রামের এবং শত্রুঘ্ন ভরতের সবিশেষ অনুগত ছিলেন। রাম বাল্যে ভ্রাতৃগণের সহিত লেখাপড়া ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি রাজপুত্রের উপযুক্ত সমস্ত বিদ্যাই শিক্ষা করিয়াছিলেন।

তাঁহার বয়স যখন চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র, সেই সময়ে বিশ্বামিত্র ঋষি রাক্ষসগণের উপদ্রব হইতে নিজ যজ্ঞ রক্ষা করিবার নিমিত্ত রামের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া অযোধ্যায় আগমন করিলেন। রাম-গত-প্রাণ বৃদ্ধ দশরথ অতি কষ্টে রামকে ঋষির সহিত গমন করিবার অনুমতি দিলেন। লক্ষ্মণও জ্যেষ্ঠের অনুগমন করিলেন। যাইতে যাইতে সরযূতীরে ঋষির ভ্রাতৃদ্বয়কে বলা ও অতিবলা মন্ত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর রাম তাড়কা রাক্ষসীর প্রাণসংহার করিয়া তাহার বন নিষ্কণ্টক করিলেন, এবং তৎপরে অন্যান্য রাক্ষসগণের কতকগুলিকে নিহত ও অবশিষ্টগুলিকে বিদূরিত করিয়া মহর্ষির যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করাইলেন।

অতঃপর বিশ্বামিত্র ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা গৌতমাশ্রমে উপস্থিত হইলে রামের চরণস্পর্শে গৌতমপত্নী অহল্যা শাপ হইতে মুক্তা হইলেন। অনন্তর তাঁহারা মিথিলাধিপতি জনকের প্রাসাদে উপনীত হইলেন। জনকের সীতা নামে একটী অলোকসামান্যা রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিলেন। জনক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার হরধনুনামক প্রকাণ্ড ধনুকে জ্যারোপণ করিতে পারিবেন, তাঁহারই হস্তে সীতারত্ন প্রদান করিবেন। এ পর্য্যন্ত বহু রাজা আসিয়া উহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। রাম অবলীলাক্রমে সেই ধনু আকর্ষণ করিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। জনকের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি অযোধ্যা হইতে দশরথকে তাঁহার অপর পুত্রদ্বয়সহ আনয়ন করাইলেন, এবং শুভলগ্নে সীতার সহিত রামের, নিজের উর্ম্মিলা নাম্নী অন্য কন্যার সহিত লক্ষ্মণের, এবং অপর দুইটী ভ্রাতৃতনয়ার সহিত ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ দিলেন। বিবাহান্তে রাম পিতা ও ভ্রাতৃত্রয়সহ নববধূচতুষ্টয়কে লইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে পরশুরাম রামের বীরত্বখ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার গতিরোধার্থ অগ্রসর হইলেন। রাম অনায়াসে তাঁহার দর্প চূর্ণ করিয়া দিলেন। অনন্তর রাম নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় উপনীত হইয়া দ্বাদশ বৎসর সীতার সহবাসে পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন।

ক্রমে দশরথ নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়া রাজকার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছিলেন, এজন্য তিনি উপযুক্ত পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই কথা শুনিয়া ভরত-জননী কৈকেয়ী ঈর্ষ্যাবশে বৃদ্ধ পতিকে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ করিয়া লইয়া এক বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও অপর বরে স্বপুত্র ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেকে অনুমোদন করাইয়া লইলেন।

রাম পিতৃসত্যপালনার্থ জটাবল্কল ধারণপূর্ব্বক ভার্য্যা জানকী ও জ্যেষ্ঠানুগত লক্ষ্মণসহ বনবাসে প্রস্থান করিলেন। এদিকে দশরথ পুত্রশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার শবদেহ তৈলকটাহে রক্ষিত হইল। ভরত মাতুলালয় হইতে আনীত হইয়া প্রথমে পিতার ঊর্দ্ধ-

দৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, এবং পরে মাতাকে যথোচিত ভৎর্সনা করিয়া রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি চিত্রকূট পর্ব্বতে জ্যেষ্ঠের সাক্ষাৎ পাইলেন। পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া রাম শোকে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। অনন্তর অতি কষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া পিতার প্রেতকৃত্য সমাপন করিলেন। ভরতের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও তিনি অযোধ্যায় প্রতিগত হইয়া পিতাকে সত্যভঙ্গ-পাপে নিমগ্ন করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তিনি ভরতকে স্বীয় কুশপাদুকা প্রদানপূর্ব্বক রাজকার্য্য করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন।

এদিকে রামচন্দ্র চিত্রকূট পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিলেন। একদা বিরাধ নামক এক রাক্ষস অকারণে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করায় রামের হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর তাঁহারা অগস্ত্যের আশ্রমে উপস্থিত হইলে মহর্ষি মহাসমাদরে অতিথি সৎকার করিয়া রামকে বৈষ্ণবধনু, ব্রহ্মাস্ত্র এবং অক্ষয় তূণীরদ্বয় প্রদান করিলেন। মুনিবরের উপদেশে রাম পঞ্চবটী নামক বনে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মহাসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে লঙ্কেশ্বর দুর্বৃত্ত নিশাচর দশাননের বিধবা ভগিনী শূর্পণখা একদা রামচন্দ্রের রূপে মুগ্ধা হইয়া তাঁহার প্রেমলাভ-প্রত্যাশায় জানকীকে গ্রাস করিতে উদ্যতা হইলে রামের আদেশে লক্ষ্মণ রাক্ষসীর নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিলেন। ইহাতে তাহার রক্ষার্থ নিযুক্ত খর ও দূষণ নামক রাক্ষসদ্বয় সসৈন্যে রাম লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিল। ভ্রাতৃদ্বয় অবলীলাক্রমে সমস্ত রাক্ষস সৈন্যের প্রাণবধ করিয়া পঞ্চবটী নিরুপদ্রব করিলেন। পাপীয়সী শূর্পণখা কাঁদিতে কাঁদিতে রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাবৎ বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাবণ ক্রোধে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে রাম-হত তাড়কারাক্ষসীর পুত্র মারীচকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইল। মায়াবী মারীচ সুবর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া সীতার সম্মুখে বিচরণ করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে রামজায়া মৃগটি ধরিয়া দিবার নিমিত্ত স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। রাম সীতার অনুরোধ রক্ষার্থে লক্ষ্মণকে কুটীরে রাখিয়া মৃগের অনুসরণে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া রাম তাঁহাকে শরাঘাত করিলেন। শরবিদ্ধ মারীচ রামের স্বরানুকরণে 'হা লক্ষ্মণ! হা জানকি!' বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সেই কাতরোক্তি সীতার কর্ণে উপস্থিত হইলে তিনি দেবরকে স্বামীর সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন ইত্যবসরে রাবণ গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইল এবং বলপূর্ব্বক সীতাকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইয়া, তাঁহাকে লইয়া লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল।

লক্ষ্মণকে কুটীর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে দেখিয়া রাম সীতার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং প্রত্যাগত হইয়া শূন্যকুটীর দর্শনে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। পরে ভ্রাতৃদ্বয় উন্মত্তপ্রায় হইয়া সীতার অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে মুমূর্ষু জটায়ুর নিকট দুরাচার নিশাচর কর্ত্তৃক জানকীহরণ বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে শাপগ্রস্ত কবন্ধ রাক্ষস তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। রাম তাহাকে বধ করিয়া উদ্ধার করিলেন। মৃত্যুকালে রামকে রাক্ষস এইরূপ উপদেশ দিয়া গেল যে, ঋষ্যমূক পর্ব্বতবাসী বানর-রাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিলে তাঁহার দ্বারা সীতার উদ্ধার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য হইবে। এই উপদেশক্রমে রাম ঋষ্যমূকে যাইয়া সুগ্রীবের সহিত সখ্য-সংস্থাপন করিলেন এবং তাঁহার চিরবৈরী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালিকে বধ করিয়া তাঁহাকে রাজপদ প্রদান করিলেন।

সুগ্রীব সীতার অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে কপি-সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিলেন। হনুমান্ লঙ্কায় যাইয়া সীতার সন্ধান পাইলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া রামকে তদ্বৃত্তান্ত বলিলেন। রাম কপিকটক সমভিব্যাহারে সাগরতীরে উপনীত হইলেন এবং সেতুবন্ধন-পূর্ব্বক লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণ পাপপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া রামের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহার মন্ত্রণায় রাম লক্ষ্মণ দুর্বৃত্ত দশাননকে সবংশে সংহার করিয়া সীতার উদ্ধারসাধন করিলেন। বিভীষণ লঙ্কার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সীতার চরিত্র সম্বন্ধে নিজের মনে সন্দেহ না থাকিলেও কেবল সাধারণের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত রাম জানকীকে কোন অলৌকিকভাবে স্বীয় সতীত্ব প্রতিপন্ন করিতে আদেশ করিলেন। পরমসাধ্বী মৈথিলী অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া দিব্যভাবে শোভা পাইতে লাগিলেন। সীতার চরিত্র-সম্বন্ধে কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

এইরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ভরতও নন্দিগ্রাম হইতে আসিয়া তাঁহার হস্তে ন্যস্ত রাজ্যভার প্রত্যর্পণ করিলেন। রাম অতি সুনিয়মে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সুশাসনে প্রজারা যার-পর নাই সুখে দিনযাপন করিতে লাগিল। এইরূপে সপ্তবিংশতি বর্ষ অতিবাহিত হইল।

একদা রাম চরমুখে অবগত হইলেন যে, সীতা দীর্ঘকাল দুর্বৃত্ত দশাননের গৃহে একাকিনী ছিলেন বলিয়া প্রজারা তাঁহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া নানারূপ কুৎসা রটনা করিয়া থাকে। তিনি জানকীকে একান্ত নিষ্কলঙ্কা ও নিরপরাধা জানিয়াও একমাত্র প্রজারঞ্জনের অনুরোধে তাঁহার বিসর্জ্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তিনি লক্ষ্মণকে ডাকিয়া সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। জানকী তখন পূর্ণগর্ভা; এজন্য লক্ষ্মণ অগ্রজকে এই নিদারুণ সঙ্কল্প পরিহার করিবার জন্য বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু রাম সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা লক্ষ্মণ নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে অগ্রজের আদেশ পালন করিলেন।

কিছুকাল পরে রাম একদা লবণ নামক এক রাক্ষসের দারুণ দৌরাত্ম্যের সংবাদ পাইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে তাহার দমনার্থ প্রেরণ করিলেন। শত্রুঘ্ন রাক্ষসের প্রাণবধ করিয়া একটি নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। এই সময়ে শম্বুক নামক জনৈক শূদ্র কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হওয়ায় কোন ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র অকালে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ স্বীয় পুত্রের অকালমৃত্যুর কারণজিজ্ঞাসু হইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলে দাশরথি তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে বহির্গত হন এবং অনধিকারচর্চ্চাকারী শূদ্রের শিরশ্ছেদন করেন। কথিত আছে যে, ইহাতে সেই ব্রাহ্মণতনয় পুনর্জীবন লাভ করে।

অতঃপর রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। মৈথিলী মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যক্তা হইবার পর তথায় দুইটি যমজ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। মহর্ষি কুমারদ্বয়ের নাম কুশ ও লব রাখিয়া তাঁহাদিগকে অতি যত্নে লালন-পালন করিয়া নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত করিয়াছিলেন, এবং স্বরচিত রামায়ণ গান করিতেও শিখাইয়াছিলেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া বাল্মীকি অন্যান্য

শিষ্যের সহিত কুশীলবকে লইয়া যজ্ঞস্থলে আসিলেন। কুশীলবের রামায়ণ গান শুনিয়া রাম বিমোহিত হইলেন এবং বালকদ্বয়ের আকার অবয়ব দেখিয়া নিজপুত্র বলিয়াই স্থির করিলেন। অবশেষে ইনি বাল্মীকির নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। মহর্ষি সর্ব্বজন সমক্ষে অযোনি-সম্ভবা সীতার নিষ্কলঙ্কচরিত্রতা খ্যাপন করিলে রাম প্রজাবর্গের অনুমতি লইয়া জানকীকে পুনরানয়ন করাইলেন। অতঃপর তিনি সীতাকে পুনর্ব্বার অগ্নিপরীক্ষা প্রদান করিতে বলিলেন। সীতা নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে জননী বসুন্ধরার ক্রোড়ে স্থান পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। অমনি ধরিত্রী দ্বিধা বিভক্ত হইল, এবং সীতা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাম কুশীলবকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সীতা-শোকে নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়া সর্ব্বদা বিষণ্ণচিত্তে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

একদা কালপুরুষ ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এই নিয়মে ইঁহার সহিত গোপনে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন যে, সে সময়ে যে কেহ তথায় আগমন করিবেন, রাম অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহাকে বর্জ্জন করিবেন। রাম তাহাতেই সম্মত হইয়া লক্ষ্মণকে দ্বাররক্ষক নিযুক্ত করিলেন। ইত্যবসরে মূর্ত্তিমান্ ক্রোধস্বরূপ দুর্ব্বাসা ঋষি সমাগত হইয়া রামের সহিত সাক্ষাৎকারের প্রার্থনা করিলেন। লক্ষ্মণ দ্বার ছাড়িতে অসম্মত হওয়ায় মুনিবর শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। অগত্যা লক্ষ্মণ রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাম সত্যপালনার্থ লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিলেন। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ভ্রাতাকে বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়া রাম শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন এবং তনুত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। অনন্তর ইনি নিজপুত্র কুশকে কোশলরাজ্যের ও লবকে উত্তর-কোশলরাজ্যের অধিপতি করিয়া অনুগত স্বজন ও পুরজন সহ সরযূ নদীতে প্রবেশপূর্ব্বক যোগাবলম্বনে তনুত্যাগ করিলেন।

রামকমল সেন (দেওয়ান)—ইঁহার পিতার নাম গোকুলচন্দ্র সেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য। ১৭৮৩ খ্রীঃ ১৫ই মার্চ্চ চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী গৌরীভা বা গরিফা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার দরিদ্রতা-নিবন্ধন বাল্যে ইঁহার বিদ্যাশিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ হয় নাই। ইনি প্রথমে দেশে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পরে ১৮০১ খ্রীঃ কলিকাতা কলুটোলার রামজয় দত্তের স্কুলে ইংরাজী অধ্যয়ন করেন। তৎকালে দেশে এত স্কুল কলেজ স্থাপিত হয় নাই, এবং মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় পাঠ্যপুস্তকেরও অভাব ছিল। এমন অবস্থায় দরিদ্র রামকমল প্রগাঢ় ইচ্ছা সত্ত্বেও যে যথেষ্ট শিক্ষার সুযোগ পান নাই, তাহা নিশ্চিত যাহা হউক, কোনরূপে শিক্ষা শেষ করিয়া সপ্তদশ বর্ষ বয়সে উদরান্নের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। প্রথমে ইনি হ্যামে নামক এক সাহেবের অধীনে সামান্য বেতনে কার্য্য করিয়া পরে হিন্দুস্থানী যন্ত্রালয়ে ৮১ টাকা বেতনে সামান্য কম্পোজিটারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইহার পর এক হাসপাতালে এবং ১৮১২ খ্রীঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কর্ম্ম করেন। অতঃপর ১৮১৮ খ্রীঃ ১২৫ টাকা বেতনে কলিকাতা 'এসিয়াটিক সোসাইটী' সভার কেরাণী হন। এই স্থানে সংস্কৃতাভিজ্ঞ ডাক্তার হরেস হেমান উইলসন সাহেবের সহিত ইঁহার পরিচয় হয়। উইলসন সাহেব ইঁহার কার্য্যদক্ষতা, শ্রমশীলতা এবং অসাধারণ চরিত্রগুণ সন্দর্শনে সাতিশয় মুগ্ধ হন। তাঁহারই আন্তরিক চেষ্টায় রামকমল সামান্য কেরাণীর কার্য্য হইতে ক্রমে উক্ত সভার সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৩১ খ্রীঃ ইনি কলিকাতা টাঁকশালের ও দুই বৎসর পরে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান হইলেন, এবং মাসিক দুই সহস্র টাকার আয়ের অধিকারী হইলেন। এইরূপে দরিদ্র রামকমল স্বীয় সচ্চরিত্রতা ও অধ্যবসায়গুণে উন্নতির সমুচ্চ সোপানে আরোহণ করিলেন। কিন্তু এতাদৃশী উন্নতি লাভ করিয়াও তিনি বিলাসিতা বা অহঙ্কারের বশীভূত হন নাই। সামান্য অশন বসনেই ইনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। একাদশী, হরিসঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি ইঁহার নিয়মিত কার্য্য ছিল। অধিক দিন ইনি ফল মূল ও দুগ্ধ খাইয়াই কাটাইতেন; মধ্যে মধ্যে স্বহস্তে পাক করিয়া অন্ন ভোজন করিতেন।

সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যের সহিতই রামকমলের সংস্রব ছিল। ইনি হিন্দু কলেজের সদস্য, সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক, দাতব্য সমাজের সহকারী অধ্যক্ষ, এবং চিকিৎসাসভা, স্কুল বুক সোসাইটী, কৃষি-সমাজ, চাঁদনী চিকিৎসালয় প্রভৃতি সভা-সমূহের প্রধান সভ্য ছিলেন। কেবল যে সভ্য ছিলেন তাহা নহে, এই সকল সভার উন্নতির জন্য ইনি প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেন। বহুবিধ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও ইনি ১৮৩০ খ্রীঃ একখানি প্রকাণ্ড ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করেন। পাদরী কেরীর সহযোগিতায় ১৮৩৯ খ্রীঃ ইনি এগ্রিকলচরাল এণ্ড হর্টিকলচরাল (Agricultural and Horticultural) সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৪৭ খ্রীঃ উহার সহকারী সভাপতি হন। পূর্ব্বে মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগকে গঙ্গায় ডুবাইয়া মারা হইত, এবং চড়ক পার্ব্বণে লোকে আপনাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিদ্ধ করিয়া বীভৎস আমোদ প্রমোদ করিত। রামকমলের চেষ্টায় ঐ সকল কুসংস্কারমূলক কুপ্রথা নিবারিত হয়। ভারতবর্ষের তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিক, ডাক্তার উইলসন, কোলব্রুক এবং সার এডওয়ার্ড রায়ান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাননীয় ব্যক্তিগণের সহিত ইঁহার আন্তরিক সৌহৃদ্য ছিল, এবং তাঁহারা ইঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। ১৮৪৪ খ্রীঃ ২রা আগষ্ট ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী স্বীয় জন্মভূমি গরিফা গ্রামে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৬১ বৎসর হইয়াছিল। ইনি পরোপকারিতা, দানশীলতা ও ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি চারি পুত্র রাখিয়া যান। প্রথম পুত্র হরিমোহন,—যিনি উত্তরকালে জয়পুরে বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম রাজমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান মিরারের সুযোগ্য সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ ইঁহার অন্যতম পুত্র। রামকমলের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন। ইনি জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের পিতা। রামকমলের তৃতীয় পুত্র বংশীধর কিছু দিন টাঁকশালের দাওয়ান ছিলেন। চতুর্থ পুত্র মুরলীধর হাইকোর্টের এটর্ণী ছিলেন।

রামকুমার নন্দী (কবি)—শ্রীহট্ট জেলার অন্তঃপাতী বেজুরা নামক স্থানে ১২৪০ সালে রামকুমারের জন্ম হয়। রামকুমার দরিদ্রের সন্তান, একারণ প্রথমে বিদ্যাশিক্ষা করিবার সুবিধা হয় নাই। তিনি বাটীতে সামান্য বর্ণপরিচয় শিক্ষা করেন এবং নিকটবর্ত্তী এক মুন্সীর নিকট যাইয়া কিছু কিছু পারস্য ভাষাও শিখিয়াছিলেন। ইনি স্বীয় চেষ্টায় উত্তম হস্তাক্ষর প্রস্তুত করেন। কাশীরাম দাস কৃত মহাভারতখানি প্রায় মুখস্থ করিয়াছিলেন। বাল্যাবধিই ইঁহার সঙ্গীতে অনুরাগ ছিল, এবং গ্রামস্থ জনৈক ব্রাহ্মণের সাহায্যে ঐ বিষয়ে কিছু উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন। ইনি চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে 'দাতাকর্ণ' নামক একটি যাত্রার পালা রচনা করেন।

অর্থোপার্জ্জনের জন্য রামকুমার শিলচরে গমন করিলেন। তথায় গিয়া প্রথমে কিছু কিছু ইংরাজী শিখিলেন, অনন্তর তিন টাকা

বেতনে এক কর্ম্ম লইলেন। অবশেষে বিদ্যায় উন্নতি করিয়া এবং কার্য্যদক্ষতা দেখাইয়া ক্রমশঃ উচ্চতর পদ লাভ করিতে করিতে সর্ব্বশেষে ৮০৲ বেতনে খাজাঞ্চির কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শিলচরে অবস্থানকালে রামকুমার যেমন ইংরাজীশিক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনই সঙ্গীতের চর্চ্চায়ও প্রবৃত্ত ছিলেন। ইঁহার রচিত যাত্রার পালা ও পাঁচালী এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থ আছে। নিমাই সন্ন্যাস, সীতার বনবাস, বিজয়বসন্ত, পদাঙ্কদূত, কংসবধ, উমার আগমন, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, রাসলীলা, দোল, ঝুলন, ভগবতীর জন্ম ও বিবাহ নামক ১১ খণ্ড যাত্রার পালা; কলঙ্ক-ভঞ্জন, লক্ষ্মীসরস্বতীর দ্বন্দ্ব, ও ১৩০৫ বাঙ্গালার বোধন নামক ৩খানি পাঁচালী এবং বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য, উষোদ্বাহ কাব্য ১ম ও ২য় ভাগ, নবপত্রিকা কাব্য, প্রবন্ধমালা ও জীবনমুক্তি নামক কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। ইহার মধ্যে প্রথম তিনখানি অমিত্রাক্ষরে ও ৪র্থ খানি মিত্র ও অমিত্রাক্ষরে রচিত। ৫ম খানি নানা বিষয়ক এবং ৬ষ্ঠ খানি গদ্যমিশ্রিত। এত ব্যতীত মালিনীর উপাখ্যান নামক উপন্যাস, গণিত তত্ত্ব এবং কীর্ত্তন মানসী প্রভৃতি অধ্যাত্মবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ—(পরমহংস)। ১৮৩৩ খ্রীঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় রামোপাসক ছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁহার তৃতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র। বাল্যে ইঁহার নাম ছিল "গদাধর"। বিদ্যালয়ে ইঁহার তাদৃশ লেখাপড়া শিক্ষা হয় নাই। কলিকাতার সন্নিহিত দক্ষিণেশ্বর গ্রামে রাণী রাসমণির স্থাপিত কালীর পূজারী স্বরূপে ইনি নিযুক্ত হন। এইখানেই ইঁহার ধর্ম্মভাবের অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ইনি ঈশ্বরকে মাতৃভাবেই দেখিতে লাগিলেন এবং সকল প্রকার ধর্ম্মের মূল অবগত হইবার মানসে ইনি কখন মুসলমান বেশধারী, মুসলমানখাদ্যাহারী হইয়া আল্লার উপাসনা করিতে লাগিলেন; কখনও বা খ্রীষ্টান ধর্ম্মমন্দিরে যাইয়া ভজনায় যোগ দিতে লাগিলেন; কখন গোপীবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলেন; আবার কখন আপনাকে হনুমান্ কল্পনা করিয়া দাস্যভাবে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইনি শৈব কি শাক্ত, রামাৎ কি বৈষ্ণব, কিংবা বৈদান্তিক, ইহার একটীও ছিলেন না; অথচ সবই ছিলেন। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের ভাব ইঁহারই নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া কেশবচন্দ্র সেন নববিধান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন, এইরূপ কথিত আছে। কামিনী-কাঞ্চন বর্জ্জনই রামকৃষ্ণের নিজ জীবনের এবং ধর্ম্ম অধ্যাপনার মূলমন্ত্র ছিল। অল্প বয়সেই ভার্য্যা সারদা দেবীর সম্মতি লইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে যশোধরার ন্যায় তিনি স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ বলিতেন যে, রমণীমাত্রেই বিশ্বজননী। কথিত আছে, ইনি এক হাতে টাকা ও অপর হাতে মাটি লইয়া টাকাকে মাটি ও মাটিকে টাকা বলিতে বলিতে উভয়ের পার্থক্য ভুলিয়া যাইতেন। আরও কথিত আছে যে, যখন ইনি সমাধিমগ্ন হইতেন, সেই সময়ে ইঁহার দেহের যে কোন স্থানে টাকা স্পৃষ্ট হইলে সেই স্থানটি সংকুচিত হইত। প্রথমে এক সন্ন্যাসিনীর নিকট, তাহার পরে তোতাপুরী নামক এক যোগীর নিকট কিছুদিন ইনি যোগ ও বেদান্ত শিক্ষা করেন। রামকৃষ্ণ কখন সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন নাই। ইনি সংসারে থাকিয়াই নির্লিপ্তভাবে সমাগত লোককে ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বের উপদেশ দিতেন। অতি সহজ ভাষায় উপমা দিয়া এবং গল্পের অবতারণ করিয়া ইনি পুরাণাদি ও বেদান্তের গভীর ও জটিল তত্ত্ব বুঝাইতেন। রামকৃষ্ণের উপদেশদান প্রণালীর ইহাই বিশেষত্ব। কেশব চন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (যিনি পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন), রামচন্দ্র দত্ত, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি শিক্ষিত বাঙ্গালিগণ, ইঁহার উপদেশ অতি আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন। কিন্তু "গুরু" অভিধা গ্রহণ করিয়া ইনি শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেছেন, এ ভাব ইঁহার মনে স্থান পাইত না। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর উত্তর-পশ্চিম কোণে ইঁহার অধিবেশন ও শয়নগৃহ ছিল। প্রত্যহই সেই ঘর পরমহংসের দর্শন ও তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণেচ্ছুগণে পরিপূরিত হইত। রামকৃষ্ণ সকলকেই মিষ্ট বচন ও রহস্যালাপের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া পরিতুষ্ট করিতেন। এখনও সেই প্রকোষ্ঠটি পূর্ব্ববৎ সজ্জিত আছে। এবং অনেকেই তীর্থস্থান মনে করিয়া সেইটী দেখিতে যান। রামকৃষ্ণ অতি মধুরস্বরে গান গাহিতে পারিতেন। গান গাহিতে গাহিতে বা উপদেশ দিতে দিতে অনেক সময়ে ইনি ভাবে বিভোর হইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইতেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ ১৬ই আগষ্ট এই মহাত্মার মর্ত্ত্যলীলা শেষ হয়। বঙ্গের অনেক শিক্ষিত লোক ইঁহাকে অবতারস্বরূপে ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। ইঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাবের দিন পর্ব্বদিন জ্ঞানে ইঁহাদের দ্বারা ঐ ঐ দিবসে মহোৎসব সম্পাদিত হয়। রামকৃষ্ণের নামযুক্ত অনেক সদনুষ্ঠান ভারতের নানাস্থানে হইয়াছে; সেখানে দুঃস্থ ও পীড়িতগণ সাহায্য পায়। একজন অপেক্ষাকৃত শিক্ষাবিহীন পূজারী ব্রাহ্মণ যে ভারত ও আমেরিকাবাসী শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মনের মধ্যে এমন দৃঢ়ভাবে স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, রামকৃষ্ণ পরমহংস অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। চরিত্রের নির্ম্মলতা, সাংসারিক প্রলোভনের অতীত স্বভাব এবং ভগবদ্ভক্তির ঐকান্তিকতা যে ইঁহার অসাধারণত্বের মূলভিত্তি ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রামকৃষ্ণ রায়—(মহারাজ)। ইনি সুবিখ্যাতা রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে রাণী ভবানী ইঁহার হাতে বিষয় সম্পত্তি দিয়া বড়নগরে বাস করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন হইলে রামকৃষ্ণের অধীন তালুকদারগণ কোম্পানীর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজস্বদানের বন্দোবস্ত করেন এবং রামকৃষ্ণের দেয় করও বর্দ্ধিত করা হয়। রামকৃষ্ণ ইহাতে আপত্তি করেন, কিন্তু আপত্তি টিকিল না দেখিয়া জমিদারী কার্য্যে শিথিলপ্রযত্ন হন। তাহার ফলে ইঁহার অনেক ভূসম্পত্তি হস্তান্তরে যায়। নড়াইলের কালীশঙ্কর রায় ও দীঘাপতির দয়ারাম রায় উভয়েই নাটোররাজের দাওয়ান ছিলেন। তাঁহারা এই সময়ে বিলক্ষণ সঙ্গতি করিয়া লইলেন। জমিদারীর দুরবস্থা দেখিয়া রাণী ভবানী আবার বিষয়ভার গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কোম্পানী সে চেষ্টা সফল করিতে ইঁহাকে অবসর দেন নাই। ক্রমে অনেক বিষয় খণ্ড খণ্ড হইয়া বিক্রীত হয়। তাহার মধ্যে কিয়দংশ গোবরডাঙ্গার সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ, আর কিয়দংশ কলিকাতার গোপীমোহন ঠাকুর কিনিয়া লন। ১৭৯৫ খ্রীঃ রাণী ভবানীর জীবিতকালে রামকৃষ্ণের দেহাবসান হয়। ইনি মোগলসম্রাট্ সাহ আলম কর্ত্তৃক "মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন। উত্তরকালে ইঁহার বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ গভর্ণমেণ্টের নিকট এই উপাধি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলমনোরথ হন নাই। রামকৃষ্ণের দুই পুত্র—বিশ্বনাথ ও শিবনাথ। তাঁহারা নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের পত্নীরা

একটি করিয়া দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহাদের বংশধরেরা যথাক্রমে বড় তরফ ও ছোট তরফ নামে নাটোররাজবংশের প্রতিনিধি স্বরূপে বিদ্যমান আছেন। রামকৃষ্ণ প্রবলপ্রতাপ জমিদার বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু মহাসাধক বলিয়া ইনি স্মরণীয় হইয়া আছেন। কথিত আছে, ইনি বড়নগর হইতে কিরীটেশ্বরীর মন্দিরে প্রত্যহ রাত্রে যাইবার জন্য একটি খাল খনন করিয়াছিলেন। ভাগীরথীর পশ্চিম পারে ডাহাপাড়া গ্রামের তিন মাইল দূরে এই মন্দির অবস্থিত। প্রবাদ, সতীর কিরীটের কিয়দংশ এই স্থানে পতিত হইয়াছিল। সেই জন্য ইহা একটি উপপীঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই স্থান এখন জঙ্গলপূর্ণ হইয়া আছে। বড়নগরে যেখানে রামকৃষ্ণ সাধনা করিতেন, সেস্থান এখনও দর্শককে দেখান হইয়া থাকে। রাণী ভবানীর কন্যা তারার প্রতিষ্ঠিত গোপাল-মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে একটি শুষ্ক বিল্ববৃক্ষের তলদেশে ইঁহার পঞ্চমুণ্ডী আসনও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যে শবের উপর বসিয়া রামকৃষ্ণ সাধনা করিতেন, তাহা একটি খেজুর বৃক্ষের মূলে প্রোথিত আছে, এইরূপ শোনা যায়। রামকৃষ্ণের সাধনা ও অলৌকিক শক্তিসম্বন্ধে অনেক কথা প্রচলিত আছে।

রামগতি ন্যায়রত্ন—হুগলি পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী ইলছোবা গ্রামে ১২৩৮ সালের ২৮শে আষাঢ় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হলধর চূড়ামণি। দশ বৎসর বয়সে পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি মুগ্ধবোধ পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ পড়িতে প্রবিষ্ট হন। তথায় ইনি সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া হুগলী নর্ম্মাল স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করেন। পরে ইনি বহরমপুর কলেজে দেড়শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি অন্ধকূপহত্যার ইতিহাস, বস্তুবিচার, রোমাবতী উপাখ্যান, দময়ন্তী, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বাঙ্গালা ইতিহাস ১ম ভাগ, ঋজুব্যাখ্যা, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, রামচরিত প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থই ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। ইহাতে ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৩০১ সালে বিজয়া দশমীর দিন ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

রামগিরি—বুন্দেলখণ্ড প্রদেশান্তর্গত চিত্রকূট পর্ব্বত। রাম দেখ ; ৬৩৩। সং ; পু।

রামগোপাল ঘোষ—বিখ্যাত বাগ্মী। ১২২১ সালে আশ্বিন (খ্রীঃ ১৮১৫, অক্টোবর) মাসে কলিকাতা রাজধানীতে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ। পিতার অবস্থা তাদৃশ ভাল না থাকায় বাল্যে রামগোপালের বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই ইঁহার বক্তৃতা-শক্তি জন্মিয়াছিল। ইঁহার নয় বৎসর বয়ঃক্রম সময় ইঁহাদের বাটীতে একটী বিবাহ-সভায় অন্যান্য বালকগণের সহিত মিথ্যা ইংরাজীতে রামগোপাল বরকে বিদ্রূপ করিতেছিলেন। সে ইংরাজীর কোন অর্থ না থাকিলেও তাহার উচ্চারণ এবং স্বরভঙ্গীতে সভাস্থ সকলে মুগ্ধ হন, এবং তাঁহারা রামগোপালকে বলেন যে, ভাল ইংরাজী শিখিলে তিনি একজন উৎকৃষ্ট বক্তা হইতে পারিবেন। এই কথা বালক রামগোপালের হৃদয়ে জাগরূক হইয়া রহিল। পিতার অবস্থা সচ্ছল না হইলেও ইনি তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন এই কলেজের বেতন পাঁচ টাকা ছিল। সুতরাং পিতা তাহা যোগাইয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু এই বালকের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও অধ্যবসায় দর্শনে কলেজের অধ্যক্ষ ডেভিড্ হেয়ার ইঁহাকে অবৈতনিক ছাত্র করিয়া লইলেন। রামগোপালও অধিকতর যত্ন ও উৎসাহের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হেনরি ডিরোজিও নামক কলেজের জনৈক শিক্ষক একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী স্থাপনপূর্ব্বক কতকগুলি বুদ্ধিমান্ ছাত্র লইয়া উচ্চধরণের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল প্রভৃতি ছাত্রগণ এই শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তাঁহার শিক্ষায় ছাত্রগণের ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তি, ও স্বাধীন চিন্তা এবং তর্কশক্তির স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল, কিন্তু ঐ সকল ছাত্র ক্রমেই জাতীয় ধর্ম্ম ও আচারব্যবহারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই শ্রেণী হইতেই এদেশে বিলাতি খাদ্য ও বিলাতি সুরার প্রচলন আরম্ভ হয়। এইজন্য কলেজের অধ্যক্ষেরা বিরক্ত হইয়া উক্ত শিক্ষককে পদচ্যুত করিতে সংকল্প করেন। ফলে ডিরোজিও স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করায় অনেক ছাত্রও বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। তাঁহাদের মধ্যে রামগোপালও এক জন।

কলেজ ত্যাগ করিয়া রামগোপাল ১৭ বৎসর বয়সে জোজেফ নামক জনৈক ইহুদী বণিকের আফিসে প্রবিষ্ট হন, এবং সাতিশয় মনোযোগসহকারে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকেন। কিন্তু এ সময়েও ইনি পাঠে বিরত হন নাই। অবসরকালে কাব্য, ইতিহাস, এবং মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রসমূহের আলোচনা দ্বারা সময় ক্ষেপণ করিতেন। এই সময়ে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বাগানে সাহিত্যালোচনার জন্য একটী সভা স্থাপিত হয়। এই সভায় রামগোপাল বক্তৃতা করিতেন। এই সভা তৎকালে অতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। বক্তৃতা ব্যতীত ইনি "জ্ঞানান্বেষণ", বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর (Bengal Spectator) প্রভৃতি সাময়িক পত্র স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত করেন ও তাহাতে অনেক প্রবন্ধ লেখেন। অতঃপর কেলসল্ নামক জনৈক সাহেব জোজেফের কুঠীর অংশী হইলে রামগোপাল ঐ কুঠীর মুচ্ছুদ্দী হন, এবং কিছুদিন পরে উহার অংশীদার হন। ঐ কুঠীর নাম 'কেলসল্, ঘোষ এণ্ড কোং' হয়। পরে ১২৫৭ সালে ইনি বণিক্-সভার সভ্য হন। কিরূপে দেশের উন্নতি হইবে, কিরূপে গবর্ণমেণ্টের সুশাসন বর্দ্ধিত হইবে, কিরূপে শিক্ষিত ভারতবাসী উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবে, কিরূপে দেশে শিক্ষার বিস্তার হইবে, এই সকল চিন্তাতেই ইনি সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং বক্তৃতা ও লেখনী সঞ্চালন দ্বারা এই সকল ভাব প্রকাশ করিতেন। কিছুদিন পরে সাহেবের সংস্রব ত্যাগ করিয়া রামগোপাল স্বয়ং কুঠী স্থাপন করেন। ইহাতে ইনি যথেষ্ট লাভবান্ হন। ঋণবিষয়ে ইনি অতিশয় সতর্ক ছিলেন। একবার সাহেবেরা দেউলিয়া হইয়া পড়ায় ইঁহার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে ইঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত। তৎকালে অনেকেই ইঁহাকে বিষয়সম্পত্তি বেনামী করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু রামগোপাল তাঁহাদিগকে স্পষ্টবাক্যে বলেন, ঋণপরিশোধের জন্য যদি পরিধেয় বস্ত্রখানিও বিক্রয় করিতে হয়, তাহাও করিব। সৌভাগ্যবশতঃ সেবার ইঁহাকে এক পয়সাও লোকসান দিতে হয় নাই। বাজারে ইঁহার এমনই নাম ডাক হইয়াছিল যে, ইঁহার মুখের কথায় লোকে লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত কর্জ্জ দিতে কুণ্ঠিত হইত না। লোকে বলিত, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইলেও রামগোপাল ঠকাইবে না।

বক্তৃতা ও লেখনী-সঞ্চালন দ্বারা রামগোপাল দেশের অনেক কাজ করিয়া গিয়া-

ছেন। ইঁহার কথায় গবর্ণমেণ্ট অনেক আইনের সংশোধন করেন। গবর্ণমেণ্ট নিমতলার শ্মশানঘাট কলিকাতার আরও দক্ষিণে লইয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইলে রামগোপালের বাকপটুতাগুণেই উক্ত কার্য্য স্থগিত হয়। ১৮৪৯ খ্রী: ইঁহাকে কলিকাতা ছোট আদালতের দ্বিতীয় জজের পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। ইনি এ পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। মফঃস্বলের ইংরাজগণের বিচার কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টেই হইবার নিয়ম ছিল। কোম্পানী যখন উঁহাদিগকে দেওয়ানী মোকদ্দমা সম্বন্ধে দেশীয় আদালতের বিচারাধীন করিবার প্রস্তাব করেন, তখন ইংরাজেরা ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত করে। ঐ আন্দোলনের প্রতিবাদ উপলক্ষে রামগোপাল বিলক্ষণ বক্তৃতা ও যুক্তিপ্রয়োগ শক্তি দেখাইয়াছিলেন। বেথুন স্কুল স্থাপিত হইলে যে সকল বাঙ্গালী তাঁহাদের কন্যাগণকে উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠার্থে প্রথমে প্রেরণ করেন, রামগোপাল তাঁহাদের অন্যতম। ইনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন এবং অনেক কমিটি ও দেশহিতক অনুষ্ঠানের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন শক্তিশালী বাঙ্গালী রাজনৈতিকগণের মধ্যে ইনি তৎসময়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খ্রী: ভারতবর্ষীয়দিগকে সিবিল সার্ব্বিসে লওয়া উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া ভারতের পার্লিয়ামেণ্টে আন্দোলন উপস্থিত হইলে, রামগোপাল যে যুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন, তাহা পাঠ করিয়া ইংলণ্ডের লোকেরাও চমকিত হইয়াছিলেন, এবং ইঁহাকে সুবিখ্যাত বাগ্মী বার্কের বক্তৃতার সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। ইঁহার দানশক্তিও যথেষ্ট ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনার তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তির মধ্যে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ২০ হাজার, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০ হাজার টাকা দান করেন। বন্ধুগণের নিকট প্রায় ৪০ হাজার টাকা পাওনা ছিল, তাহার খতপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঐ টাকাও ছাড়িয়া দেন। বাঙ্গালা ১২৭৫ সালে (১৮৬৮ খ্রী: ১৫ই জানুয়ারী) ৫৪ বৎসর বয়সে ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

রামচন্দ্র—দশরথাত্মজ রাম। রাম চন্দ্র প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ—কবিরাজ। ১৮৬২ খৃঃ নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ফকিরচন্দ্র ঘোষের অবস্থা সাতিশয় অসচ্ছল ছিল। দরিদ্রের সন্তান হইলেও অসাধারণ উদ্যম ও অধ্যবসায় গুণে ইনি যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় অধ্যয়নের বিঘ্ন ঘটিত, তথাপি ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও এফ.এ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। অতঃপর রুগ্নতাজন্য ইংরেজীশিক্ষা বন্ধ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিলেন। ইঁহার শ্বশুর অমৃতলাল দেব একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন, তাঁহার নিকট ইনি পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর ইনি কলিকাতায় অবস্থানপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাব্যবসায় আরম্ভ করিয়া তাহাতে যথেষ্ট প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইনি দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, এবং প্রাণপণ যত্নে দরিদ্র রোগীকে রোগমুক্ত করিয়া তাহার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ লাভ করিতেন। সংস্কৃত, বাঙ্গালা এবং ইংরেজী ভাষায় ইঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি চাণক্য শ্লোকের বাঙ্গালা ও ইংরাজী অনুবাদ করিয়া যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। হিতকথা, প্রকৃতির শিক্ষা, নীতিস্তবক, দ্রব্যগুণবারিধি প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার প্রণীত। এতদ্ব্যতীত ইনি 'ঋষি' নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ৪০ বৎসর বয়সে ইঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

রামজননী—বলরামের মাতা রোহিণী; রামচন্দ্রের মাতা কৌশল্যা; পরশুরামের মাতা রেণুকা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রামঠ—হিঙ্গু, হিং। সং; ক্লী।

রামণীয়ক—রমণীয়ত্ব; শোভা। রমণীয় দেশ; রমণীয় শব্দ + কণ্ ভাবে। সং; ক্লী।

রামতনু লাহিড়ী—১৮১৩ খ্রী: ডিসেম্বর মাসে ইনি কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে ইনি হেয়ার সাহেবের প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রবেশ করেন। ১৮২৮ খ্রী: হিন্দু কলেজে দিগম্বর মিত্রের সহিত একদিনে ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। এই শ্রেণীতে তখন ডিরোজিও অধ্যাপনা করিতেন। এই কলেজেই ১৮৩৩ খ্রী: ৩০, টাকা বেতনে রামতনু অন্যতম শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ খ্রী: ইনি কৃষ্ণনগর কলেজের স্কুলবিভাগের ২য় শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত হন এবং সেখান হইতে ১৮৫১ খ্রী: এপ্রেল মাসে ১৫০, টাকা বেতনে বর্দ্ধমান স্কুলের প্রধান শিক্ষকস্বরূপে গমন করেন। এইখানে অবস্থানকালে একবার ইনি গাজীপুরে নৌকাযোগে বেড়াইতে যান। যাইবার সময় জলে উপবীত নিক্ষেপ করেন। ১৮৫২ হইতে ১৮৫৬ খ্রী: পর্য্যন্ত ইনি উত্তরপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৫৭ খ্রী: বারাসত স্কুলে আসেন এবং সেখানে দেড় বৎসর কাল অধ্যাপনা করেন। ১৮৫৮ খ্রী: কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষকতা করেন এবং পর বৎসরে টিপু সুলতানের বংশধরগণের জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রসাপাগলায় প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী স্কুলের ২য় শিক্ষকস্বরূপে নিযুক্ত হন। সেখান হইতে জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া বরিশালে যান। তথায় তিন মাস মাত্র কার্য্য করিয়া ১৮৬১ খ্রী: এপ্রেল মাসে আবার কৃষ্ণনগর কলেজে আসিয়া অধ্যাপনা করেন। ১৮৬৫ খৃঃ নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত এইখানে কার্য্য করিয়া পেন্সন্ গ্রহণ করেন। ১৮৬৯ হইতে ১৮৭৭ খৃঃ পর্য্যন্ত ১০ বৎসর কাল গোবরডাঙ্গার জমিদার মুখোপাধ্যায় বংশের নাবালকগণের অভিভাবকস্বরূপে নিযুক্ত ছিলেন। কর্ম্মত্যাগ করিয়া কিছুদিন কলিকাতা চাঁপাতলায় থাকেন। পরে হ্যারিসন রোডে পুত্র শরৎকুমারের বাড়ীতে আসিয়া বাস করেন। এইখানে অবস্থান কালে ১৮৯৮ খৃঃ ইনি একদিন হঠাৎ শয্যা হইতে পড়িয়া গিয়া ভগ্নপদ হন। ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে ইঁহার দেহাবসান হয়। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হইলেও কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তবে জীবনের শেষ ভাগে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত কতকটা সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন। ইনি সমস্ত জীবনই অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার শিক্ষাদান প্রণালী এত সুন্দর ছিল যে, ইঁহাকে সকলে Arnold of the East বলিতেন। কেবল যে ইঁহার ছাত্রমণ্ডলী ইঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাইতেন তাহা নহে, সাধারণ সমাজও ইঁহার চরিত্রের নির্ম্মলতা ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিত। ইঁহার পুত্র শরৎকুমার S. K. Lahiri & Co. নামধেয় কলিকাতার প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ের স্বত্বাধিকারী।

রামদাস সেন—মুর্শিদাবাদ বহরমপুরে বঙ্গজ কায়স্থকুলে ১২৫২ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ (১৮৪৫ খ্রী: ১০ই ডিসেম্বর) ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম লালমোহন সেন, মাতার নাম লক্ষ্মীমণি। ইঁহার পিতা জমিদার ছিলেন। তিন বৎসর বয়সে রামদাস পিতৃহীন হন। বাড়ীতে ও বহরমপুর কলেজে ইঁহার শিক্ষালাভ হয়। বাল্যকাল হইতেই ইনি ইতিহাস, ভূগোল এবং কবিতার পক্ষপাতী ছিলেন। স্কুল ত্যাগ করিয়াও ইনি পাঠে হন নাই। ইনি নানা স্থান

হইতে বহুবিধ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া বহরম-পুরের প্রসিদ্ধ পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়া-ছিলেন ; ঐতিহাসিক রহস্য, ভারত রহস্য, রত্ন রহস্য, বুদ্ধদেব। এতদ্ব্যতীত কুসুমমালা, কবিতালহরী প্রভৃতি আরও কয়েকখানি কবিতা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলিয়া ইঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। ইটালীর ফ্লরেন্স নগরের ওরিয়েণ্টাল একাডেমী হইতে ইনি 'ডাক্তার' উপাধি পান। ১২৯৪ সালে ৩রা ভাদ্র (১৮৮৭ খ্রী: ১৯শে আগষ্ট) ইঁহার দেহান্তর হয়।

রামদাসস্বামী—১৬০৮ খ্রী: অব্দে মান্দ্রাজ প্রদেশে কৃষ্ণানদীতীরস্থ জাম্ভ গ্রামে রামদাসের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম সূর্য্যাজী পন্থ এবং মাতার নাম রাণুবাঈ। মাতাপিতা উভয়েই রামভক্ত ছিলেন, একারণ পুত্রের নাম রাম-দাস রাখেন। শৈশবাবধি রামদাসের মনে বৈরাগ্য সঞ্চার হয়। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, বিবাহ দিবার জন্ম মাতাপিতা উদ্যোগী হন এবং সুলক্ষণা কন্যা নির্ব্বাচনপূর্ব্বক বিবাহের দিন নির্ণয় করেন। বিবাহসভায় বহু লোকের সমাগম ও নানাবিধ তর্কবিতর্ক হওয়াতে, পুরোহিত মহাশয় কন্যাকর্ত্তা ও বরকর্ত্তাকে, লগ্নকাল অতিক্রান্ত না হয়, ইহা জানাইবার জন্ম "সাবধান সাবধান" বলিলেন। কিন্তু রামদাস ঐ "সাবধান" শব্দ শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন যে, উহা তাঁহাকেই বলা হইতেছে। কেননা সংসার-বন্ধন অতি-শয় দুঃখদায়ক, উহাতে শান্তিলাভের আশা নাই। এইরূপ স্থির করিয়া রামদাস সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। সূর্য্যাজী পন্থ সভা-স্থলে অপমানিত হইয়া পুত্রের অন্বেষণে গমন করিলেন। অচিরেই পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইল। পিতা বিবাহের জন্ম অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু পুত্র কিছুতেই সম্মত হই-লেন না। তিনি পিতাকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করিলেন।

রামদাস কঠোর তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া শ্রীরামমূর্ত্তি দর্শন করেন। ইনি পাণ্ডারপুরে গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া, শ্রীরামমূর্ত্তি ধ্যানে প্রবৃত্ত হন এবং ধ্যানান্তে কৃষ্ণমূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান ও তাহাতে রামমূর্ত্তির অধিষ্ঠান অবলোকন করেন। পরে ইনি পাণ্ডারপুর হইতে জাম্ভ নগরে এবং তথা হইতে চাপরা গ্রামে আগমন ও শেষোক্ত স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে শ্রীরাম-চন্দ্রের মূর্ত্তি স্থাপন করেন। ঐ স্থানে কিয়-দ্দিবস অবস্থানের পর পর্ব্বতগুহায় বাস করিতে প্রবৃত্ত হন।

মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী ইঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বিপদে সম্পদে সকল সময়েই ইঁহার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিয়া সিদ্ধমনোরথ হন।

রামদাস স্বামী যোগবলে অনেক অমা-নুষ কার্য্য করিয়াছিলেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, তিনি শিবাজির মনের ভাব অনেক সময়ে বলিয়া দিতেন। একদা জলশূন্য স্থানে অর্দ্ধহস্ত মৃত্তিকা খনন করিয়া নির্ম্মল জল বাহির করেন এবং মাতার মৃত্যুকাল বলিয়া দেন, ইত্যাদি। শিবাজী গুরুর সম্মানার্থে ১৫৭২ শকে গ্যারোনি নামক স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করান। উহা অদ্যাপি রামদাস স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। রামদাস স্বামীর "আঙ্গুরাই" নাম্নী দেবী ঐ মন্দিরেই স্থাপিত। রামদাস বহু গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে দাসবোধ ও মনঃসম্বন্ধীয় শ্লোকই প্রধান। ১৮৬১ খ্রী: অব্দে রামদাস স্বামী ইহলোক ত্যাগ করেন।

রামদুলাল সরকার—বিখ্যাত ধনী ও সদাশয় ব্যক্তি। দমদমার নিকটবর্ত্তী রেকজানি নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে বলরাম সরকার নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, একটী ক্ষুদ্র পাঠশালার সামান্য আয়ে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলিত। ১৭৫৯ খ্রী: বর্গীর ভয়ে গর্ভবতী স্ত্রীকে লইয়া তিনি গ্রাম ত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন। পথমধ্যে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তাঁহার স্ত্রীর প্রসববেদনা উপস্থিত হয়, এবং অনতিকাল পরে সেই আশ্রয়শূন্য বিশাল প্রান্তরবক্ষে তিনি এক পুত্র প্রসব করেন। এই দুঃখদারিদ্র্য ও বিপদের মধ্যে যিনি জন্মগ্রহণ করিলেন, তিনিই রামদুলাল।

শৈশবেই রামদুলাল মাতৃহীন হইলেন, তারপর পিতাও ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তখন ইনি একটী শিশু ভ্রাতা এবং একটী শিশু ভগিনীর হাত ধরিয়া কলিকাতায় মাতামহ রামসুন্দর বিশ্বাসের দ্বারে উপ-স্থিত হইলেন। মাতামহের অবস্থাও অতি শোচনীয় ; এমন কি মুষ্টিভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে দিনপাত করিতে হইত। ঐ স্থানেই বালক রামদুলাল অতি কষ্টে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে ইঁহার ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইল। ইঁহার মাতামহী কলিকাতার বিখ্যাত ধনী মদনমোহন দত্তের বাটীতে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মাতামহীর সহিত রামদুলালও তথায় আশ্রয় পাই-লেন। এতদিন ইঁহার শিক্ষার সুযোগ হয় নাই, এইবারে অন্নদাতার গৃহে থাকিয়া তাঁহারই গৃহশিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন লিখিবার জন্ম কাগজ বা শ্লেট ব্যবহৃত হইত না, কলাপাতা বা তালপাতায় লিখিতে হইত। কিন্তু দরিদ্র রামদুলালের প্রত্যহ কলা-পাতা বা তালপাতা কিনিবার সঙ্গতি ছিল না, তিনি দত্তমহাশয়ের বাটীর বালকগণের পরিত্যক্ত পাতাগুলি প্রত্যহ গঙ্গা হইতে ধুইয়া আনিয়া তাহাতে লিখিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রগাঢ় যত্ন ও অধ্য-বসায়ের ফলে ইনি অল্পদিনের মধ্যেই উত্তমরূপে বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে এবং ইংরাজীতে কথা কহিতে শিখিলেন। শিক্ষান্তে মাতামহের দারিদ্র্য-ক্লেশ মোচ-নার্থ রামদুলাল এবার কার্য্যক্ষেত্রে অব-তীর্ণ হইলেন। মদনমোহন দত্ত প্রথমে ইঁহাকে নিজের আফিসে কার্য্যশিক্ষার্থি-রূপে নিযুক্ত করিলেন। পরে রামদুলালের কার্য্যদক্ষতা ও শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া ইঁহাকে বিল-সাধার কাজ দিলেন। বেতন পাঁচ টাকা। এই কার্য্য অতিশয় কষ্টসাধ্য হইলেও রামদুলাল ইহাতে পশ্চাৎপদ হই-লেন না ; ইনি প্রাণপণ যত্নে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। একদিন ইনি দমদমার জনৈক সেনিক সাহেবের নিকট বিল সাধিতে গিয়াছিলেন। টাকা পাইতে বিলম্ব হইল। সন্ধ্যার সময় একরাশি টাকা লইয়া ইনি কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তখন কলিকাতার চারি পাশে অত্যন্ত দস্যুভয় ছিল। সুতরাং এত টাকা লইয়া রাত্রিকালে পথ চলা বিপজ্জনক। রাম-দুলাল প্রথমে কাহারও বাড়ীতে আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু পরক্ষণে ভাবিয়া দেখিলেন, যাহার বাড়ীতে আশ্রয় লইব, সেই যদি আমাকে মারিয়া টাকা কাড়িয়া লয় ? তখন রামদুলাল আপনার অতিরিক্ত বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া ফকিরের বেশে টাকার থলি মাথায় দিয়া এক বৃক্ষতলে শুইয়া রাত্রিযাপন করিলেন। এইরূপ কার্য্যে রামদুলালের উপর প্রভুর দৃঢ় বিশ্বাস হইল। তিনি রামদুলালকে দশ টাকা বেতনে সিপ্ সরকারের পদে নিযুক্ত করিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই রামদুলাল ৫, টাকা বেতন হইতেই কিছু কিছু বাঁচাইয়া একশত টাকা সঞ্চয় করিয়া এক কাঠের গদিতে দিয়াছিলেন। তাহা হইতে মাসে মাসে যাহা কিছু পাইতেন, তাহাতে মাতা-মহকে সাহায্য করিতেন।

সিপ সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রামদুলালকে সর্ব্বদা জাহাজে গতিবিধি করিতে হইত ; ইহা দ্বারা জাহাজ সম্বন্ধে ইনি অনেক বিষয় অবগত হইলেন, এবং

যে সকল জলমগ্ন জাহাজ টালা সাহেবের আফিসে নীলাম হইত, তাহাদের মূল্যাদি নির্দ্ধারণে সমর্থ হইলেন। এই সময়ে ইনি ভাগীরথীর মুখে একখানি জলমগ্ন জাহাজ দেখিয়া, সে জাহাজকে কিরূপে উদ্ধার করা যায়, তাহাতে কত মাল আছে, তাহার কত অংশ পাওয়া যাইবে, তাহার মূল্যই বা কত, ইত্যাদি সমস্তই অনুমানে স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার কয়েক-দিন পরেই মদনমোহন ১৪০০০ হাজার টাকা দিয়া ইঁহাকে টালার আফিসে কোন একটী নীলাম ডাকিবার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু ইনি তথায় উপস্থিত হইবার সামান্যক্ষণ পূর্ব্বেই সে নীলাম হইয়া গিয়াছিল। পর-ক্ষণেই ইনি শুনিলেন যে, ইনি ভাগীরথীর মুখে যে জলমগ্ন জাহাজখানি দেখিয়াছিলেন, সেখানি নীলাম হইতেছে। তখন রামদুলাল তথায় উপস্থিত হইয়া ১৪০০০ হাজার টাকায় প্রভুর নামে সেই নীলাম ডাকিয়া লইলেন। নীলাম ডাকিয়া লইয়া ইনি বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় জনৈক সাহেব ব্যস্ততাসহ সেই নীলাম ডাকিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি আসিয়া যখন শুনিলেন যে, অল্পক্ষণ পূর্ব্বে রামদুলাল নীলাম ডাকিয়া লইয়াছে, তখন তিনি রামদুলালের নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে অনেক ভয় প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু রামদুলাল তাহাতে ভীত না হওয়ায় অবশেষে সাহেব তাঁহাকে লাভ লইয়া নীলামটী বিক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অনেক দর কসাকসির পর এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা লইয়া রামদুলাল জাহাজ খানি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। এই লাভের এক লক্ষ টাকা রামদুলাল অনায়াসেই আত্মসাৎ করিতে পারিতেন, প্রভু ইহার কিছুই জানিতে পারিতেন না, জানিলেও কোন আপত্তি করিতে পারি-তেন না। কিন্তু রামদুলালের অন্তঃকরণ সেরূপ উপাদানে নির্ম্মিত নহে, তাহা সততা ও বিশ্বাসের লীলাক্ষেত্র। সুতরাং তিনি সমস্ত টাকা লইয়াই প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং প্রভুর অজ্ঞাতসারে তাঁহার টাকা অন্য কার্য্যে নিয়োজিত করায় আপনাকে অপরাধী ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে প্রভুকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। কথা শেষে সমস্ত টাকা প্রভুর সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। মদনমোহন বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে এই সরল বিশ্বাসী যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; দশ টাকা বেতন-ভোগী ভৃত্যের এই অসামান্য নির্লোভতা দর্শনে তিনি স্তম্ভিতপ্রায় হইলেন। পরে রামদুলালকে আশীর্ব্বাদ করিয়া হর্ষগদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, "রামদুলাল, এই লক্ষ টাকায় আমার কোন অধিকার নাই, ইহা তোমার সততা ও বিশ্বাসের পুরস্কার-স্বরূপ ঈশ্বর তোমাকে দান করিয়া-ছেন।" এই বলিয়া নিজের চৌদ্দ হাজার টাকা লইয়া অবশিষ্ট টাকা রামদুলালকে প্রদান করিলেন। দরিদ্র রামদুলালের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইল; ইনি সততা ও অধ্যবসায়ের ঈশ্বরদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

এই লক্ষ টাকা লইয়া রামদুলাল সত-তার সহিত ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হইতে লাগিল। ক্রমে ব্যবসায় বিস্তৃত হইল। ইনি চারিখানি জাহাজ ক্রয় করিয়া আমেরিকার সহিত বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। আমেরিকার সমস্ত বাণিজ্যা-গারের ইনিই একমাত্র ভারতীয় প্রতি নিধি হইলেন। আমেরিকার লোকে ইঁহাকে বাঙ্গালার 'রথচাইল্ড' আখ্যায় অভিহিত করিতে লাগিল। সেখানে রাম-দুলালের সম্মানের অবধি রহিল না। বণিক্-সমাজে ইনি সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িলেন। সুকৌশলে নানাবিধ জিনিসের একচেটিয়া ব্যবসায় করিয়া প্রচুর লাভবান্ হইতে লাগিলেন। কিন্তু এত উন্নতিতেও গর্ব্ব রামদুলালকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। মদন দত্ত যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ইনি তাঁহার ভৃত্যত্ব ত্যাগ করেন নাই; ততদিন ইনি সামান্য বেশে পাদুকা ত্যাগ করিয়া প্রভুর বাটীতে প্রবেশ করিতেন। এবং মাসান্তে দশ টাকা বেতন লইয়া আসি-তেন। কোটিপতি হইলেও ইনি আপনার পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হন নাই। মহতের ইহাই লক্ষণ।

জলমগ্ন জাহাজ ক্রয় করিবার কয়েক মাস পূর্ব্বে মূলাযোড় গ্রামে এক সর্ব্বসুলক্ষণা পাত্রীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। একটা প্রবাদ আছে "স্ত্রীভাগ্যে ধন"; বিবাহের পর হইতেই রামদুলালের এইরূপ উন্নতি দর্শনে উক্ত প্রবাদের উপর লোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ইঁহার পত্নী দয়াদাক্ষিণ্যাদি বিবিধ গুণে বিভূষিত ছিলেন। রামদুলালের দানের সীমা ছিল না। কখন কোন অর্থী ইঁহার দ্বার হইতে রিক্তহস্তে ফিরিয়া যায় নাই। ইনি রাশি রাশি অর্থ দান করিতেন, কিন্তু তাহাতে কোন আড়ম্বর ছিল না। মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষে একবার ইনি লক্ষ টাকা দান করেন। এতদ্ব্যতীত আফিসে ইনি প্রত্যহ সত্তর টাকা দান করিতেন। বেলগাছিয়াতে ইনি এক অতিথিশালা স্থাপন করেন এবং তথায় প্রত্যহ সহস্র লোকে আহার পাইত। ইনি কখন আদা-লতে দাঁড়াইয়া হলপ করেন নাই। কেহ ইঁহাকে মোকদ্দমায় সাক্ষী মানিলে ইনি নিজ হইতে সেই টাকা দিয়া মোকদ্দমা মিটাইয়া দিতেন। দরিদ্র রামদুলাল প্রভৃত অধ্যবসায় ও সততার প্রভাবে যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনি দানধ্যানেও প্রচুর ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। ১২৩১ সালে ৭৩ বৎসর বয়সে এই সদাশয় মহাপুরুষ গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে, মৃত্যুকালে ইনি ১ কোটী ২৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান। ইঁহার পুত্র সন্তান দুইটী—আশুতোষ ও প্রমথনাথ। সাতু বাবু ও লাটু বাবু নামে ইঁহারা প্রসিদ্ধ ছিলেন।

রাম-নবমী—রামচন্দ্রের জন্মতিথি, চৈত্র মাসের শুক্লানবমী। ৬৩৫। সং; স্ত্রী।

রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত—রামনাথ যে সময়ে জন্ম-গ্রহণ করেন, সেই শুভকালে বঙ্গদেশ আরও কতিপয় খ্যাতনামা পণ্ডিতকে অঙ্কে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কান্ত বিদ্যালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়া-লঙ্কার প্রভৃতি প্রধান। রামনাথ দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়াও, স্বকীয় অসামান্য প্রতিভাবলে বিদ্যাবুদ্ধি বিষয়ে খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। ইনি তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট রীতিমত ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক উক্ত শাস্ত্রে সুচারু ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তর্কসিদ্ধান্ত উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি পঠদ্দশায় বিবাহ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ইঁহার পত্নীও ইঁহার ন্যায় উদার-হৃদয়া ও নিঃস্পৃহা ছিলেন। রামনাথ নানাগুণে গুণবান্ হইয়াও অত্যন্ত দাম্ভিক ছিলেন। তখন পাঠ সমাপনান্তে অধিকাংশ পণ্ডিতই রাজসাহায্যে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতেন। কিন্তু রামনাথ তাহা করেন নাই। তিনি নবদ্বীপের সমীপস্থ বনখণ্ডে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন, একারণ লোকে ইঁহাকে "বুনো রামনাথ" বলিত।

রামনাথ রাজসাহায্য গ্রহণে অসম্মত এবং ছাত্রগণের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহে অসমর্থ হইলেও ছাত্রগণ তদীয় অধ্যাপনায় এরূপ সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা স্ব স্ব অর্থে ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া তর্কসিদ্ধান্তের নিকট অধ্যয়ন করিতেন।

নবদ্বীপাধিপতি রাজা শিবচন্দ্র লোকমুখে

রামনাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শ্রবণে একদা তাঁহার পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রচিন্তা-নিমগ্ন রামনাথ প্রথমে রাজাকে দেখিতেই পান নাই, পরে গাত্রোত্থান করিয়া যথারীতি অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা তদীয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট ও উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আপনার কিছু অনুপপত্তি আছে কি না।" রামনাথ ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, "মহারাজ! আমি চারিখণ্ড চিন্তামণিশাস্ত্রের উপপত্তি করিয়াছি, আর এখন কিছু অনুপপত্তি ত দেখিতেছি না।" এই উত্তরে আশ্চর্য্যান্বিত ও পরম তুষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে অর্থপ্রদান করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু নিস্পৃহচেতা রামনাথ ও পতিপথাবলম্বিনী তদীয় পত্নী কিছুতেই রাজার দান গ্রহণে সম্মত হইলেন না।

এক সময়ে কলিকাতায় রাজা নবকৃষ্ণের ভবনে জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের শুভাগমন উপলক্ষে এক মহতী সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, নবদ্বীপের শিবনাথ বাচস্পতি প্রভৃতি বহু পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যে প্রশ্ন উপস্থিত করিলেন, অন্য কেহই তাহার উত্তরদানে সমর্থ হইলেন না। তখন লোভপাশ-বিনির্মুক্ত মহাত্মা রামনাথ দিগ্বিজয়ীর প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিলেন। এই বনবাসী পণ্ডিত হইতেই নবদ্বীপের গৌরব-গর্ব্ব খর্ব্ব হইতে পারিল না।

রামনারায়ণ তর্করত্ন—'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' প্রণেতা। ১৭৪৫ শকে ২৪ পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামধন শিরোমণি। ইনি প্রথমে চতুষ্পাঠীতে পরে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা লাভ করেন, এবং সংস্কৃত কলেজেই শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরী এক সময়ে সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন দেন যে, 'যিনি পতিব্রতোপাখ্যান নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এবং কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নামক উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিতে পারিবেন, তিনি ৫০৲ টাকা হিসাবে পারিতোষিক পাইবেন।' এই বিজ্ঞাপনানুযায়ী তর্করত্ন মহাশয় উক্ত দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তদ্ব্যতীত ইনি বেণীসংহার, রত্নমালা, মালতীমাধব, শকুন্তলা, নবনাটক এবং রুক্মিণীহরণ, এই ছয়খানি নাটক রচনা করেন। অনেকগুলি নাটক রচনার জন্য ইনি 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

রামনিধি গুপ্ত—প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-রচয়িতা। ইনি সাধারণতঃ নিধুবাবু নামে পরিচিত। ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী চাপতা গ্রামে ১১৪৮ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। রামনিধি ৪।৫ বৎসর বয়সে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়া নামতা শুভঙ্করী প্রভৃতি বাঙ্গালা শিক্ষা শেষ করেন। পরে কলিকাতা আসিয়া কুমারটুলিতে বাস করেন ও জনৈক পাদরীর নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। শিক্ষান্তে জনৈক আত্মীয়ের চেষ্টায় ছাপরায় কালেক্টরী আফিসে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তে পেন্সন গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ছাপরায় থাকিবার সময় অনেক হিন্দুস্থানী গায়কের সহিত ইঁহার পরিচয় হয়; এবং ইনি তাঁহাদের নিকট টপ্পা, গজল, খেয়াল প্রভৃতি কালোয়াতী সুর শিক্ষা করেন। শেষজীবন ইনি সঙ্গীতচর্চ্চাতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত টপ্পা দেশবিখ্যাত। ইঁহার গানের ভাষা যেমন সরল, তেমনই ভাবপূর্ণ। ১২৩৫ সালে (১৮২৮ খ্রীঃ) চৈত্রমাসে ৮৭ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

রামপ্রসাদ সেন—সুপ্রসিদ্ধ সাধক, গীতরচক ও গায়ক। অনুমান ১৭২৩ খ্রীঃ কুমারহট্ট (বর্ত্তমান হালিসহর) গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ইঁহার পিতা রামরাম সেন সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন না, কিন্তু তথাপি তিনি পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার্থ অর্থব্যয়ের ত্রুটি করেন নাই। রামপ্রসাদ বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারসী ও হিন্দি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু মনের অভিলাষানুরূপ বিদ্যার্জ্জন করিতে পারেন নাই। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সংসারের ভার ইঁহার উপর পতিত হইল, কাজেই ইনি জীবিকার্জ্জনের পথ দেখিতে বাধ্য হইলেন।

রামপ্রসাদ কলিকাতায় আসিয়া এক ধনীর গৃহে মুহুরিগিরি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। বাল্যাবধি ইঁহার হৃদয় ভক্তিপ্রবণ ছিল। ইনি অবকাশ পাইলেই শ্যামাবিষয়ক গীত রচনা করিতেন এবং হিসাবের খাতায় তাহা লিখিয়া রাখিতেন। ইঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী একদা তাহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং প্রভুর অধিকতর প্রিয়পাত্র হইবার আশায় তাঁহাকে তাহা দেখাইলেন। প্রভু অতি সদাশয়, সহৃদয়, ধর্ম্মপরায়ণ ও গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। তিনি খাতায় রামপ্রসাদের এই গানটি দেখিয়া অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইলেন :—

"আমায় দাও মা তবিলদারি,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি।
ইত্যাদি॥"

তিনি সন্তুষ্ট হইয়া রামপ্রসাদের মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণপূর্ব্বক ইঁহাকে গৃহে যাইয়া ধর্ম্মচিন্তা ও শ্যামা-সঙ্গীত রচনা করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। রামপ্রসাদ অন্নচিন্তার দায় হইতে মুক্ত হইয়া একান্তমনে তাহাই করিতে লাগিলেন। অতঃপর নদীয়ার গুণগ্রাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের সহিত আলাপ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং ইঁহাকে একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রদান করিলেন। রামপ্রসাদ "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য রচনা করিয়া রাজাকে উপহার দিলেন। রাজাও ইঁহাকে কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করিলেন।

রামপ্রসাদ শ্যামাবিষয়ক অসংখ্য গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সমস্ত গীত এমনই ভাবপূর্ণ, মধুর ও চিত্তাকর্ষক যে, তাহাতে গায়ক ও শ্রোতা উভয়েরই হৃদয় ভক্তি ও আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠে।

রামপ্রসাদ তান্ত্রিক উপাসক ছিলেন ও শেষ জীবনে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। ১৭৭৫ খৃঃ ইনি দেহত্যাগ করেন।

রামভদ্র—দশরথাত্মজ শ্রীরাম। ভদ্র যে রাম, কর্ম্মধা। সং; পু।

রামমূর্ত্তি—নাইডু। মান্দ্রাজ প্রদেশে অনুমান ১৮৭৯ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইঁহার পিতা নারায়ণ স্বামী বিজয়ন গ্রামের পুলিশ ইনস্পেক্টারের কার্য্য করিয়া রায়বাহাদুর উপাধি পাইয়াছিলেন। দুই বৎসর বয়সে রামমূর্ত্তি মাতৃহীন হন। শৈশবে ইনি অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে ইনি হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হন। কথিত আছে, কেবল চুরুট টানিয়া ইনি রোগমুক্ত হন। পাঠশালার শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেই খানে ভীমসেন, হনুমান্ প্রভৃতি প্রাচীন সময়ের বীরগণের কথা শুনিয়া ইঁহার মনে শারীরিক শক্তিসাধনার বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। বিদ্যালয়ের জিমন্যাষ্টিক আখড়ায় ইনি রীতিমত ব্যায়ামচর্চ্চা করিতেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত শক্তিশালী স্যাণ্ডোর (Sandow) প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে কিছুদিন সাধনা করিয়া কোন ফল না পাওয়ায় দেশীয় প্রণালী অবলম্বন করিলেন। তাহার ফলে ইনি কিরূপ সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহা ভারতবাসী দেশীয় ও ইয়ুরোপীয়গণ প্রত্যক্ষ

করিয়াছেন। ১৯০৯ খ্রীঃ প্রারম্ভে ইনি কলিকাতার গড়ের মাঠে যে অদ্ভুত শক্তি পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শীঘ্র কেহই ভুলিবেন না। বারটি অশ্বের বলধারী চলন্ত মোটরকারের গতি ইনি রোধ করিয়াছেন, এবং ৮১ মণ ওজনের একটি হাতি ইঁহার বুকের উপর বিস্তৃত কাষ্ঠখণ্ডের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, ইহাতে রামমূর্ত্তির কোন কষ্টই হয় নাই। কথিত আছে, ইনি মৎস্য বা মাংস আহার করিতে ভালবাসেন না সকালে ও বৈকালে সরবৎ, বেলা দুই প্রহরের সময় এক পোয়া চাউলের অন্ন, ডাউল ও সামান্য তরকারী, এক সময় একটু মাখন ও অপর সময় ঘৃত, মধু ও চিনি উত্তপ্ত করিয়া এক পোয়া রাবড়ির সহিত পান করেন। শুনা যায়, স্যাণ্ডো ইঁহার সহিত বলপরীক্ষা দিতে সাহসী হন নাই। ছয় কি সাত বৎসর হইল, রামঃ পিতৃহীন হইয়াছেন। প্রায় সেই সময় হইতে ইনি অর্থ গ্রহণ করিয়া সাধারণকে ব্যায়াম-কৌশল দেখাইতেছেন। পারিতোষিকস্বরূপ ইনি অনেকগুলি পদক পাইয়াছেন। ইনি বলেন, ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগই শারীরিক শক্তিবিকাশের প্রধান উপকরণ।

রামমোহন রায়—আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ১৭৭৪ খ্রীঃ হুগলি জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় তৎকালপ্রচলিত বাঙ্গালা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ইনি আরবী ও পারসী শিক্ষার নিমিত্ত পাটনায় গমন করেন, এবং অল্পকাল মধ্যে ঐ দুই ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সংস্কৃত শিখিবার নিমিত্ত কাশীতে গমন করেন। অসাধারণ মেধা ও পরিশ্রমের গুণে রামমোহন উক্ত ভাষাতেও বিলক্ষণ জ্ঞান লাভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষ মাত্র।

অতঃপর রামমোহন স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে স্বীয় মত খ্যাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইনি তৎসম্বন্ধে একখানি গ্রন্থও রচনা করেন। ইহাতে আত্মীয়-স্বজনের সহিত ইঁহার মনোবাদ উপস্থিত হওয়ায় ইনি গৃহত্যাগ করিলেন এবং ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে তিব্বতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তথায় বৌদ্ধদিগের আচারব্যবহারের প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রকাশ করায় রামমোহন তাহাদিগের বিরাগভাজন হইলেন এবং নানাপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

১৮০৩ খ্রীঃ পিতার মৃত্যু হইলে তিন সহোদরে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইয়া রামমোহন সংসারী হইলেন। কিন্তু বিষয়ের আয় হইতে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভবপর নয় দেখিয়া ইনি চাকরির অন্বেষণে বহির্গত হইলেন এবং রঙ্গপুরে কালেক্টারি আফিসে সামান্য বেতনের একটি কর্ম্ম লাইলেন। নিজ কার্য্যদক্ষতায় অতি অল্পদিনের মধ্যে ইনি সেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হইলেন। এই সময়ে ইনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়া ইংরেজী ভাষায় জ্ঞানলাভ করেন। কিছুদিন পরে ইঁহার অগ্রজদ্বয়ের মৃত্যু হওয়ায় এবং তাঁহাদের সন্তানাদি না থাকায় রামমোহন সমস্ত পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী হইলেন। এই রূপে গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া ইনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং কিঞ্চিৎকাল মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করার পর ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন।

অতঃপর রামমোহন অনন্যচিত্ত ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ১৮২৭ খ্রীঃ কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিলেন। কেবল তাহাই নহে। ইনি পূর্ব্বে যে সকল ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন উর্দ্দু, হিব্রু, ফরাসী, গ্রীক্ এবং লাটিন ভাষাতেও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি ইংরেজী প্রভৃতি ঐ সমস্ত ভাষা হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধসকল সঙ্কলন করিয়া বাঙ্গালা গদ্যে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বলিতে গেলে, ইনিই প্রথম মার্জ্জিত বাঙ্গালা গদ্য-লেখক উত্তরকালীন লেখকগণ ইঁহারই ভাষার অনুকরণ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এইরূপ নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করায় ইনি সাধারণ হিন্দুর নিকট "নাস্তিক" আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন এবং তজ্জন্য ইঁহাকে নানাপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়নও সহ্য করিতে হইল, কিন্তু তথাপি ইনি স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে বিচলিত হইলেন না। ইনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া এবং ঐ প্রথা রহিতকরণ বিষয়ে গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক বাহাদুরের সহায়তা করিয়া সজাতীয়গণের অধিকতর বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

রামমোহন দিল্লীর সম্রাটের বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ১৮৩০ খৃঃ ইংলণ্ডে গমন করেন। আধুনিক বাঙ্গালীদের মধ্যে ইনিই এই পথের প্রদর্শক। বিলাতে যাইবার পূর্ব্বে সম্রাট্ ইঁহাকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। সম্রাটের কার্য্যসমাধানান্তে ১৮৩২ খৃঃ ইনি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি নগরে গমন করেন এবং তথাকার রাজার নিকট বিলক্ষণ সমাদর প্রাপ্ত হন। পর বৎসর ইনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া ব্রিষ্টল নগরে জনৈক বন্ধুর ভবনে অবস্থিতি করিবার সময় পীড়িত হন এবং সেই রোগেই ১৮৩৩ খৃঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর কালগ্রাসে পতিত হন। ব্রিষ্টল নগরেই ইঁহার সমাধি হয়।

রামরাম বসু—'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' নামক গ্রন্থের লেখক। ইনি ১৮০১ খৃঃ প্রতাপাদিত্য চরিত্র রচনা করেন। ১৮০২ খৃঃ ইঁহার কর্ত্তৃক 'লিপিমালা' নামক আরও একখানি গ্রন্থ রচিত হয়।

রামবল্লভ—রামপ্রিয়। ৬৩৫। বিণ; ত্রি।

রাম বসু—ইঁহার সম্পূর্ণ নাম রামমোহন বসু। ১১৯৩ সালে (১৭৮৬ খ্রীঃ) কলিকাতার অপর পারে শালিখা গ্রামে কুলীন কায়স্থ-কুলে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রবিলোচন বসু, এবং মাতার নাম নিস্তারিণী দেবী। রবিলোচনের দুই পুত্র,—জ্যেষ্ঠ রামমোহন, কনিষ্ঠ কৃষ্ণমোহন। কৃষ্ণমোহন শৈশবেই পরলোক গমন করায় রামমোহনই মাতাপিতার স্নেহের একমাত্র কেন্দ্রস্থল হইয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে হাতে খড়ি হইলে রামমোহন গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি হইলেন। রামমোহন স্বভাব-কবি ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবিত্ব শক্তি স্ফুরিত হইয়াছিল। বর্ণপরিচয়ের অল্প দিন পরেই তিনি তালপাতায় ও কলাপাতায় কবিতা লিখিতেন। কবিতা লিখিয়া তাহা কখন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন, কখন বা সমপাঠীদের শুনাইয়া আমোদ উপভোগ করিতেন।

পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট মোটামুটি ভাষাজ্ঞান লাভ করিলে রবিলোচন পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতায় রাখিয়া দিলেন। রামমোহন যোড়াসাঁকোর এক পিসার বাড়ীতে থাকিয়া মনোযোগ সহকারে বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে অবসর পাইলে কবিতাও লিখিতেন। এই সময়ে কবিওয়ালা ভবানী বেণে একদিন যোড়াসাঁকোর পথে যাইতে যাইতে কয়েকটী গান কুড়াইয়া পাইলেন, এবং সেই শ্রুতি-মধুর ও উচ্চভাবাত্মক গানে মুগ্ধ হইয়া তাহার রচয়িতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন, রামমোহন ইহার রচয়িতা। তখন ভবানী, রামমোহনের গান সংগ্রহে প্রয়াসী হইলেন। কিন্তু রামমোহন ইহাতে সহজে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে ভবানী তাঁহার সহাধ্যায়ীদিগের শরণাপন্ন

হইয়া অনেক অনুনয় বিনয় দ্বারা গান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে শেষে ভবানীর অনুরোধে রামমোহন কলিকাতার কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভবনে ভবানীর দলে প্রথম গান করেন। রবিলোচন ইহা জানিতে পারিয়া পুত্রকে অনুযোগ করিলে রামমোহন এই দলের সংস্রব পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ইহার অল্প দিন পরে পিতার পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায় রামমোহনকে জীবিকানির্ব্বাহের চেষ্টা করিতে হইল। ইনি প্রথমে কেরাণী-গিরিতে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু বাণীর বর-পুত্র স্বাধীনচেতা রামমোহন অধিক দিন এ কার্য্যে থাকিতে পারিলেন না, ইনি স্বাধীন-ভাবে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কবির দলে যোগ দিলেন, এবং ভবানী বেণে, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার প্রভৃতি কবিওয়ালা-দের দলে গান বাঁধিয়া দিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইঁহার গানে সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িল, চারিদিকে রাম বসুর যশঃ কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। শেষে ইনি অন্যের দল ছাড়িয়া নিজে সখের দল করিলেন। অল্পদিন পরেই তাহা পেশাদারী দলে পরিণত হইল।

কবির দলে রামবসু যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সে সময়ে সর্ব্বত্র কবির গানের আদর ছিল। রাজা মহারাজগণ পূজা পার্ব্বণে বা কোন উৎসব উপলক্ষে কবি গাওয়াইতেন। কবির দলও তখন খেউড়ে পরিণত হয় নাই। বড়লোকের সাহায্যের অভাবে ইতরশ্রেণীর মনোরঞ্জন করিতে গিয়াই কবির গানের বর্ত্তমান দুরবস্থা হইয়াছে।

রাম বসু কবিওয়ালাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বিরহ, সখীসংবাদ, লহর, সপ্তমী প্রভৃতি গানগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য রত্নস্বরূপ। বিশেষতঃ তাঁহার বিরহ সঙ্গী-তের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পরিদৃষ্ট হয় না। রামবসুর গানে শব্দের আড়ম্বর নাই, অনুপ্রাসের ছটা নাই, আছে শুধু ভাবের প্রবল উচ্ছ্বাস। সে উচ্ছ্বাসে প্রাণ মাতা-ইয়া দেয়, হৃদয়কে কোন্ এক স্বর্গরাজ্যের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। একবার এক ভাবুক শ্রোতা রাম বসুর গানে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমার টাকা থাক্‌লে আমি রাম বসুকে লাখ্ টাকা দিতাম।"

প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় মুর্শিদাবাদ কাশীমবাজারের রাজবাটীতে রামবসুর আমন্ত্রণ হইত। ১২৩৫ সালে এই স্থানে গাহিতে আসিয়া রামবসু জ্বররোগে আক্রান্ত হন এবং বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া সেই রোগে ৪২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন কোন সন্তান সন্ততি না থাকায় রাম বসুর বংশ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়াছে।

রামসখ—কপিরাজ সুগ্রীব (রাম দেখ) রামের সখা, ৬তৎ, অথবা রাম হইয়াছেন সখা যাহার, বহু। সং; পু।

রামা—সুন্দরী স্ত্রী; প্রিয়া। রাম দেখ; রাম শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়—ইনি স্বর্গীয় প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ সহোদর। ইনি ইংরাজী ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন, এবং সংস্কৃত ভাষাতেও অভিজ্ঞ। দীর্ঘকাল সরকারী চাকরীর পর ইনি তৃতীয় শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। পরে সরকারী চাকরী হইতে অবসর লইয়া রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি বঙ্গসাহিত্যের একজন উপাসক। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনী, পুলীশ ও লোকরক্ষা এবং নিকাশ আখেরী নামক তিনখানি পুস্তক ইনি প্রণয়ন করেন। শেষ বয়সে ইনি কাশী-বাসী হন।

রামানন্দ—জনৈক বিখ্যাত বিষ্ণুপূজক, সাধক ও ধর্ম্মপ্রচারক। রামানন্দ খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি ধর্ম্মপ্রচারার্থ ভারতবর্ষের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দু-সম্প্রদায়সমূহ এক ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত করিয়া এক জাতিতে পরিণত করাই ইঁহার উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দি সাধারণের ভাষা বলিয়া ইনি ঐ ভাষায় সর্ব্বত্র ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। ইনি উক্ত ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করেন। ইনি "রামাৎ বৈষ্ণব" সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

রামানন্দ নন্দী—চব্বিশ পরগণা বারাশত মহ-কুমার অন্তর্গত রাহুতাগ্রামে কায়স্থবংশে আনুমানিক ১১৮০সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম আনন্দচন্দ্র নন্দী। বাল্যে রামানন্দের বিদ্যাশিক্ষা অতি অল্পই হইয়াছিল। ভট্টপল্লীর কেশর দাসের কন্যা সৌদামিনী দাসীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। রামানন্দ ২২।২৪ বৎ-সর বয়সে প্রথমে নিতাই দাসের কবির দলে প্রবেশ করিয়া সঙ্গীতরচনায় দক্ষতা লাভ করেন। এজন্য ইনি নিতাইকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। পরে গুরুশিষ্যে পৃথক দল বাঁধিলে শিষ্য গুরুকে পরাজিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন এবং সময়ে সময়ে কৃতকার্য্যও হইতেন। ৪।৫ বৎসর নিতাই দাসের দলে থাকিয়া রামা-নন্দ নীলু ঠাকুর, ভবানী বেণে প্রভৃতি কয়েক জনের দলে থাকেন। এই নীলু ঠাকুর নিতাই দাসের গুরু। অতঃপর রামানন্দ নিজে দল গঠিত করেন। দুঃখের বিষয়, রামানন্দের রচিত গানগুলি আর পাওয়া যায় না, কোন কোন গানের অসম্পূর্ণাংশ মাত্র পাওয়া যায়।

রামানন্দ সাতিশয় মদ্যপ ছিলেন, এবং তাঁহার বেশ্যাসক্তিও ছিল। কিন্তু তৎ-কালীন প্রথানুসারে ইহা দোষাবহ ছিল না। রামানন্দের মৃত্যুসম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার কথিত আছে। ভাটপাড়ায় তাঁহার শ্বশুরবাড়ী। একবার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া প্রাতঃকালে মদ্যপান করিতে করিতে শ্বশুরকে বলিলেন, "আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইবে। আমি আর বিলম্ব করিব না, বাড়ী গিয়া ঠাকুর মহা-শয়দের পদধূলি লইয়া প্রসাদ পাইব, এবং মূলাযোড়ের ঘাটে গিয়া গঙ্গাজলে দেহ-ত্যাগ করিব।" এই বলিয়া তিনি শ্বশুর-বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। শ্বশুর যাইতে নিষেধ করিলেন, পাল্কী করিয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু রামানন্দ তাহা শুনি-লেন না, তিনি মদের বোতল বগলে লইয়া বাটী চলিলেন। বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় বাটীতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "শীঘ্র ঠাকুর মহাশয়দের ডাক, প্রসাদ ব্যঞ্জন আন। আমি আজ গঙ্গাজলে দেহত্যাগ করিব।" ইহা শুনিয়া বিস্তর লোক উপ-স্থিত হইল। কবিরাজ নাড়ী টিপিয়া বলি-লেন,—ইহা মাতলামির কথা নয়, সত্যই মৃত্যুকাল সন্নিকট। উপস্থিত সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। রামানন্দ গঙ্গার ঘাটে চলিলেন। তাঁহার বামহস্তে পান-পাত্র, বগলে মদের বোতল, দক্ষিণ হস্তে ব্যঞ্জন। শত শত লোক তাঁহার পশ্চাৎ চলিল। ঘাটে গিয়া রামানন্দ জলে নামি-লেন, নাভিদেশ পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া দাঁড়াইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল। এই সময় তাঁহার বয়স অশীতিবর্ষ হইয়াছিল।

রামানুজ—সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুভক্ত। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে খৃঃ ১২শ শতাব্দীতে ইনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি চোল রাজ্যে বাস করিতেন। দাক্ষিণাত্যে তৎকালে শৈব-মতেরই প্রাবল্য ছিল। ইনি তথায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন, এবং তজ্জন্য ইঁহাকে নানাপ্রকার নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। চোল রাজাও অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। আর সহ্য করিতে না পারিয়া ইনি মহীশূরে পলায়ন করেন। কথিত আছে

যে, তথায় ইনি রাজকন্যার কোন দুশ্চিকিৎস্য রোগের প্রতীকার করায় তত্রত্য রাজা ইঁহার মতাবলম্বী হন এবং স্বরাজ্যে সেই মত প্রচার করিবার চেষ্টা করেন। সুবিখ্যাত রামানন্দ, চৈতন্য, কবীর প্রভৃতি অনেকেই ইঁহার মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। ইনি রামায়ণের একখানি টীকা করেন এবং বেদান্তসূত্রকে আপন মতানুযায়ী করিয়া ব্যাখ্যাত করেন। শঙ্করাচার্য্য যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন, রামানুজ সেইরূপ জৈনধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন।

রামায়ণ—বাল্মীকিপ্রণীত রামচরিতাখ্যায়ক মহাকাব্য। রাম হইয়াছেন অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহ; অথবা রামের অয়ন (চরিত), ৬তৎ। সং; ক্লী।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—ইনি বহুনগোত্রীয় জিঝোতীয় ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। ইঁহার পিতার নাম গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী। রামেন্দ্রসুন্দর ১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়া কান্দি ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট হন। তথা হইতে ১৮৮১ খৃঃ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এই সময়ে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পরে পিতৃব্যের সহিত কলিকাতায় আগমন করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তথা হইতে এফ, এ পরীক্ষা দিয়া ২৫৲ টাকা বৃত্তি ও সুবর্ণ পদক লাভ করিয়া বি, এ পড়িতে থাকেন। এই সময় হইতে বিজ্ঞানের উপর ইঁহার অনুরাগ জন্মে, এবং ১৮৮৬ খৃঃ বি, এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানের অনারে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ৪০৲ টাকা বৃত্তি পান। পরে ১৮৮৭ খৃঃ এম, এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, এবং ১০০৲ টাকার পুস্তক ও সুবর্ণ পদক পারিতোষিক লাভ করেন। ইহার পর বৎসর পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে প্রেমচাঁদ বৃত্তি পান। ১৮৯০ খ্রীঃ ইনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ও ১৮৯৪ খ্রীঃ এফ, এ পরীক্ষার পরীক্ষক হন। ইহার পাঁচ বৎসর পর হইতে ইনি এণ্ট্রান্সের অন্যতম প্রথম পরীক্ষক হইয়াছেন। ১৮৯২ খ্রীঃ ইনি রিপণ কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, পরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছেন। ইনি অনেক মাসিক পত্রিকায় বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং কয়েক বৎসর যাবৎ সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকতা করিতেছেন। মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কতকগুলি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া ইনি প্রকৃতি ও জিজ্ঞাসা নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা ইঁহার জীবনের প্রধান ব্রত।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য (বন্দ্যোপাধ্যায়)—"শিব-সঙ্কীর্ত্তন" গ্রন্থের রচয়িতা। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত যদুপুর ইঁহার জন্মস্থান। যৌবনে ইনি উক্ত জেলার অন্তঃপাতী কর্ণগড় নামক স্থানের জমিদার যশোবন্ত সিংহের অন্যতম সভাসদ্ নিযুক্ত হন এবং সেইখানে থাকিয়া অনুমান ১৮১২ খ্রীঃ "শিবসঙ্কীর্ত্তন" রচনা করেন। সত্যপীরের কথা নামক ইঁহার আর একখানি গ্রন্থ আছে।

রামেশ্বর সিংহ—(মহারাজ বাহাদুর স্যার্)। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহেশ ঠাকুর নামক জনৈক ব্রাহ্মণ জব্বলপুর অঞ্চল হইতে আসিয়া ত্রিহুতের কোন রাজার পৌরোহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং অনেককে এই ভাষা শিক্ষা দিতেন। ইঁহার ছাত্রগণের অন্যতম রঘুনন্দন মোগল সম্রাট্ আকবরের দরবারে একজন মোল্লাকে পাণ্ডিত্যে পরাভূত করায় সম্রাট্ পরিতুষ্ট হইয়া রঘুনন্দনকে দ্বারবঙ্গ জেলার পরগণা হাট্টি নামক বিস্তৃত জমিদারী প্রদান করেন। বিদ্যানুরাগী, বিষয়স্পৃহাশূন্য রঘুনন্দন এই জমিদারী গুরু মহেশ ঠাকুরকে কৃতজ্ঞতার উপহারস্বরূপে দান করেন। এই মহেশ ঠাকুরই দ্বারবঙ্গের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, আর এই জমিদারীই রাজষ্টেটের প্রথম সম্পত্তি। দ্বারবঙ্গের বর্ত্তমান মহারাজ রামেশ্বর সিং, মহেশ ঠাকুরের অধস্তন ১৭শ পুরুষ। রামেশ্বর সিং ১৮৫৯ খৃঃ ১৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ বাহাদুর স্যার্ লছমীশ্বর সিং পরলোক গমন করিলে ১৮৯৮ খ্রীঃ ১৬ই ডিসেম্বর রামেশ্বর দ্বারবঙ্গের গদি প্রাপ্ত হন। রামেশ্বর ১৮৭৭ হইতে ১৮৮৫ খৃঃ পর্য্যন্ত Statutory সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। গদি প্রাপ্তির পর ইনি অনেকবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন। শেষোক্ত সভায় এখনও পর্য্যন্ত কার্য্য করিতেছেন। ১৯০৭ খৃঃ ২৮শে জুন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এইরূপ নির্দ্ধারিত হয়, "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি দ্বারবঙ্গের রাজবংশের প্রতিনিধিকে পুরুষানুক্রমে প্রদত্ত হইবে। ইনি কে, সি, আই, ই উপাধিও লাভ করিয়াছেন। রামেশ্বর কয়েকবার কলিকাতার British Indian Association ও Behar Landholder's Association সভার সভাপতিস্বরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। ধনে, বদান্যতায়, আভিজাত্যে ইনি বাঙ্গালা ও বিহারের জমিদারগণ মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৯০৬ খ্রীঃ ২রা জানুয়ারী কলিকাতায় যুবরাজ ও যুবরাজপত্নীকে মহাসমারোহে যে অভ্যর্থনা করা হয়, রামেশ্বর সিংহ সেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। যুবরাজের কলিকাতায় শুভাগমন স্মরণার্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পুস্তকাগার স্থাপনকল্পে ইনি এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইনি সাধারণ-হিতকর কার্য্যে অকাতরে অর্থদান করিয়া থাকেন। ইনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। ইনি শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের সভাপতি। কলিকাতায় মহাকালী পাঠশালা ও অন্নরক্ষিণী সভার উপর ইঁহার বিশেষ অনুগ্রহ-দৃষ্টি লক্ষিত হয়।

রায়বার—যশোবার্ত্তা (যাবনিক)।

রাল—সর্জ্জরস, ধূনা। সং; পু।

রাব—রব, ধ্বনি, শব্দ। রু (শব্দ করা)+ ঘঞ্ ভা। সং; পু।

রাবণ—লঙ্কেশ্বর রাক্ষস দশানন। ণিজন্ত রু বা রাবি (শব্দ করান)+অন ক। সং; পু।

রাবণের বৃত্তান্ত সংক্ষেপতঃ এইরূপ ;—

বিশ্রবা মুনির ঔরসে কৈকসী রাক্ষসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ তিন ভ্রাতার জন্ম হয়। কথিত আছে যে, রাবণের দশ মুণ্ড, বিংশতি লোচন ও বিংশতি হস্ত ছিল; এইজন্য তাহার আর এক নাম দশানন। সপত্নী-পুত্র কুবেরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়া কৈকসী নিজ পুত্রত্রয়কে তপস্যা করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করে। তদনুসারে রাবণ ভ্রাতৃদ্বয়সহ তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বর দিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে রাবণ অমর হইবার বর প্রার্থনা করিল। কিন্তু ব্রহ্মা তৎপ্রদানে অসম্মত হইলেন। তখন রাবণ ক্ষুদ্রপ্রাণ নরবানরকে উপেক্ষা করিয়া ও তাহাদের নামোচ্চারণ না করিয়া দেবদানবাদি অন্য সকলের অবধ্য ও অজেয় হইবার বর প্রার্থনা করিল। ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

বরদৃপ্ত রাবণ একণে লঙ্কায় গমন করিয়া কুবেরকে তথা হইতে দূর করিয়া দিল এবং তথায় রাক্ষসরাজ্য পুনঃসংস্থাপন করিল। অনন্তর ময়দানবদুহিতা মন্দোদরীর সহিত রাবণের বিবাহ হইলে তাহার গর্ভে মেঘ-

নাদ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি ইহার বহুপুত্র জন্মগ্রহণ করে। রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ভূতলস্থ প্রায় সমস্ত রাজাকেই পরাস্ত করিয়াছিল, কেবল কপিরাজ বালি, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ও মান্ধাতার নিকট পরাভূত হইয়াছিল। পাতালে বলিরাজের নিকটও রাবণ অপমানিত হয়। অনন্তর ত্রিদিব জয় করিবার নিমিত্ত গমন করিয়া রাবণ দেবতাদিগের নিকট পরাজিতপ্রায় হইলে মেঘনাদ মায়াবলে কপটযুদ্ধে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া দেবরাজকে বন্দী করে। ইহাতেই মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ নাম প্রাপ্ত হয়। অনন্তর ব্রহ্মা লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রজিৎকে বর প্রদানপূর্ব্বক দেবরাজকে মুক্ত করেন।

রাবণ ক্রমশঃ ঘোর অত্যাচারী ও অধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠিল এবং দেবকন্যা, দানবকন্যা, ঋষিকন্যা প্রভৃতিকে হরণ করিতে লাগিল। একদা তপস্বিনী বেদবতীর প্রতি বলপ্রয়োগে উদ্যত হওয়ায় তিনি ইহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া অনলে তনুত্যাগ করেন। রাবণ অন্য এক দিন অপ্সরা রম্ভাকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করায় নলকূবর এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন যে, অতঃপর রাবণ কোন রমণীর প্রতি বলপ্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবে। অনন্তর দশানন দানবদিগকে দমন করিতে যাইয়া ভ্রমক্রমে স্বীয় ভগিনী শূর্পণখার স্বামী বিদ্যুজ্জিহ্বকে বধ করে। একমাত্র ভগিনী এইরূপে বিধবা হইলে রাবণ তাহাকে দণ্ডকারণ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিবার অনুমতি প্রদান করে।

অযোধ্যাধিপতি দশরথাত্মজ রাম পিতৃসত্যপালনার্থ ভার্য্যাসহ বনবাসাশ্রয় করিয়া যৎকালে পঞ্চবটীতে কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করেন, সেই সময়ে শূর্পণখা রামের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হইয়া সীতাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে রামানুজ লক্ষ্মণ তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করেন। পাপীয়সী লঙ্কায় জ্যেষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইয়া সীতার অলৌকিক রূপলাবণ্যবর্ণনপূর্ব্বক দশাননকে সীতাহরণে উত্তেজিত করিল। রাবণ তদুদ্দেশ্যে জনস্থানে আগমন করিল এবং একদা রামজায়াকে কুটীরে একাকিনী পাইয়া ছদ্মবেশে তাঁহাকে হরণ করিয়া লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। পথে জটায়ু তাহার গতিরোধের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাবণ তাঁহাকে শরাঘাতে মৃতপ্রায় করিয়া সীতাকে লইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু নলকূবরের শাপের ভয়ে তাঁহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে সাহসী হইল না।

অতঃপর রাম কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া কপিকটকসহ লঙ্কায় উপনীত হইলেন। এই সময় ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণ রামের হস্তে সীতাকে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত জ্যেষ্ঠকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু দুর্বৃত্ত সে সৎপরামর্শ গ্রহণ করিল না, অধিকন্তু ভ্রাতাকে রাজধানী হইতে দূর করিয়া দিল। অগত্যা বিভীষণ আসিয়া রামের সহিত মিলিত হইলেন। যুদ্ধে রাবণ নর-বানরের হস্তে সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইল।

রাবণারি—দশানন-হন্তা, রামচন্দ্র। রাবণের অরি (শত্রু), ৬তৎ; রাবণ দেখ। সং; পু।

রাবণি—রাবণপুত্র, ইন্দ্রজিৎ। রাবণ দেখ; রাবণ+ঞি অপত্যার্থে। সং; পু।

রাশি—পুঞ্জ, স্তূপ; সমূহ; মেষাদি দ্বাদশ নক্ষত্রপুঞ্জ [মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনুঃ, মকর, কুম্ভ, মীন]। অশ (ব্যাপ্ত হওয়া)+ই ক, নিপাতনে। সং; পু।

রাশিচক্র—মেষাদি দ্বাদশ রাশিঘটিত কল্পিত বৃত্ত। রাশি সমূহের চক্র, ৬তৎ। সং; ক্লী।

রাশীকৃত—স্তূপীকৃত, পুঞ্জীকৃত, গাদা করা। রাশি দেখ; রাশি শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=রাশী)—কৃ+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

রাষ্ট্র—রাজ্য; জনপদ, দেশ; মরকাদি উপদ্রব। রাজ (দীপ্তি পাওয়া)+ষ্ট্রন্ ক। সং; পু ও ক্লী। [সং; স্ত্রী।

রাষ্ট্রনীতি—রাজ্যের নিয়ম, রাজনীতি। ৬তৎ।

রাষ্ট্রবিপ্লব—প্রচলিত শাসনপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন; রাজবিদ্রোহ। ৬তৎ। সং; পু।

রাষ্ট্রিক—রাজ্যসম্বন্ধীয়। রাষ্ট্র (রাজ্য)+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

রাষ্ট্রিয়—১। রাজ্যসম্বন্ধীয়। রাষ্ট্র (রাজ্য)+ইয় সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি। ২। (নাট্যোক্তিতে) রাজশ্যালক। সং; পু।

রাষ্ট্রীয়—রাজ্যসম্বন্ধীয়। রাষ্ট্র (রাজ্য)+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি।

রাস—১। শব্দ; ভাষা; কোলাহল। রস (শব্দ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা; শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিশেষ; কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপবালাদিগকে লইয়া মধুর রাসলীলা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রস+ঘঞ্ অধি। সং; পু।

রাসন—১। রসনেন্দ্রিয়সম্বন্ধীয়। রসনা (জিহ্বা)+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। রসনেন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান। সং; ক্লী।

রাসভ—গর্দ্দভ। রাস (শব্দ করা)+অভ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রাসভী।

রাসভী—গর্দ্দভী। রাসভ দেখ। সং; স্ত্রী।

রাসমণি—ত্রিবেণীর সন্নিকটে হালিসহরের পার্শ্বে কোনা নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস হরেকৃষ্ণ জাতিতে কৈবর্ত্ত ও কৃষিজীবী। এই দরিদ্র কৃষকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া রাসমণি অতিকষ্টে শৈশবজীবন অতিবাহিত করেন। অষ্টমবর্ষ বয়সে ইঁহার মাতার মৃত্যু হয়। দরিদ্রের কন্যা হইলেও রাসমণি অসাধারণ রূপবতী ছিলেন। একাদশবর্ষ বয়সে কলিকাতানিবাসী প্রীতিরাম মাড়ের দ্বিতীয় পুত্র রাজচন্দ্রের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। প্রীতিরাম একজন ধনী লোক ছিলেন। ১৮১৭ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে বিষয়সম্পত্তির ভার রাজচন্দ্রের হস্তে পতিত হয়। রাসমণি বাল্যকাল হইতেই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ছিলেন। শ্বশুরালয়ে আসিয়া পতির নিকট কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও শিখিয়াছিলেন। রাজচন্দ্র পত্নীর পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজই করিতেন না। দরিদ্রগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ও প্রতিপালিত হইয়া দারিদ্র্যদুঃখ যে কিরূপ ভয়াবহ, তাহা রাসমণি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইহার ফলে ইনি আজীবন দরিদ্রের দুঃখবিমোচনে অতিশয় যত্নশীল ছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীঃ রাজচন্দ্র পরলোক গমন করিলে বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভার রাসমণির হস্তেই পতিত হয়। রাসমণি এই গুরুভার গ্রহণে পশ্চাৎপদ হন নাই, অধিকন্তু ইঁহার হস্তে থাকিয়া এই সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

রাসমণি অতিশয় তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। কোন প্রকার অন্যায় আচরণই ইনি সহ্য করিতে পারিতেন না। দুর্গোৎসবের সময় রাসমণির বাড়ীর সন্নিকটস্থ পথে অতিশয় বাদ্যধ্বনি হইত। এই ধ্বনি সাহেবদিগের অসহ্য হওয়ায় তাঁহারা পুলিসের সহায়তায় উহা বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে রাসমণি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া এই আদেশ প্রচার করেন যে, আমার অধিকৃত পথে কোন ইংরাজ পদার্পণ করিতে পারিবেন না। ইহাতে অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হইল। পরিশেষে গভর্ণমেণ্ট ত্রুটী স্বীকার করায় রাসমণি স্বীয় আদেশের প্রত্যাহার করেন। আর একবার গভর্ণমেণ্ট গঙ্গায় মাছ ধরিবার জন্য জেলেদের উপর কর ধার্য্য করেন। ইহাতে জেলেরা আসিয়া রাসমণির নিকট কাঁদিয়া পড়ে। রাসমণি এই কর রহিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। কিন্তু অনুরোধ রক্ষিত না হওয়ায় রাসমণি স্বয়ং দশ হাজার টাকা দিয়া ইজারা গ্রহণ করেন। ইহার পরেও ইনি জলকর প্রথা রহিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন

করেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ইঁহার আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। তখন রাসমণি এক কৌশলের সৃষ্টি করিলেন। ইনি বয়ায় বয়ায় লোহার শিকল বাঁধিয়া নদীমুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে নৌকা জাহাজ প্রভৃতির গতিরোধ হইল। বণিকগণ গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। তখন গভর্ণমেণ্ট রাসমণির নিকট ইহার কারণ জানিতে চাহিলে রাসমণি উত্তর করিলেন, "আমি মাছের জন্ত দশ হাজার টাকায় নদী জমা লইয়াছি। নদীর উপর দিয়া নৌকা জাহাজ প্রভৃতি যাতায়াত করিলে মাছ পলাইয়া যাইবে। সুতরাং মাছ রক্ষার জন্ত আমি নদীমুখ বন্ধ করিয়া রাখিব।" এই উত্তর শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। শেষে গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া এই জলকর তুলিয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত এই তেজস্বিনী রমণীর স্বাধীন চিন্তার ও সাহসের আরও বিবিধ উপাখ্যান আছে।

রাসমণির বিষয়বুদ্ধিও যথেষ্ট ছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় সকলেই ইংরাজ-রাজত্বের উচ্ছেদ আশঙ্কা করিয়াছিল। সুতরাং কোম্পানীর কাগজের দর খুব কমিয়া গেল। কিন্তু বুদ্ধিমতী রাসমণি ইহার বিপরীত বুঝিয়াছিলেন; সুতরাং ইনি অল্পমূল্যে বিস্তর কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিলেন। শেষে সিপাহীবিদ্রোহের অবসানে কাগজের মূল্য বাড়িয়া উঠিলে রাসমণি ইহাতে প্রচুর লাভ পাইলেন। এতদ্ব্যতীত সুলভ মূল্যে আরও অন্যান্য জিনিস কিনিয়া পরে তাহা উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিলেন।

রাসমণির দয়াদাক্ষিণ্যের সীমা ছিল না। একবার ইনি কাশী যাইবার মানস করেন। তখন ভারতে রেলপথ হয় নাই। সুতরাং ইঁহার গমন জন্ত ২৫।৩০ খানি নৌকা প্রস্তুত হইল। বিস্তর অর্থ ও আবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়া রাসমণি গমনের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় শুনিলেন, বঙ্গদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত; অন্নাভাবে শত শত লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। শুনিয়া রাসমণি তীর্থদর্শনের বাসনা পরিত্যাগ করিলেন, এবং কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার তীর্থগমনে যে অর্থ ব্যয়িত হইত, তাহা অন্নকষ্ট-পীড়িত লোকদের সাহায্যার্থ দাও, তাহা হইলেই আমার তীর্থদর্শনের ফল হইবে।" অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হইয়াও রাসমণি আপনার বাল্যের—দরিদ্রাবস্থার প্রতি-বাসিগণকে বিস্মৃত হন নাই; ইনি সকলে-রই অভাব দূরীকরণার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস, দেব-দেবীতে অচলা ভক্তি, জীবে দয়া, হৃদয়ে মহত্ত্ব ও সাহস, রাসমণিতে এ সকল গুণই ছিল; নতুবা সামান্ত কৃষকের কন্তা হইয়া ইনি কখনও জনসাধারণের নিকট "রাণী" নামে অভিহিত হইতে পারিতেন না। কলিকাতার সন্নিহিত দক্ষিণেশ্বরের দেবালয় ও তাহার সংলগ্ন অতিথিশালা ইঁহার ধার্ম্মিকতা ও দানশীলতার জাজ্বল্য-মান প্রমাণ।

রাসমণির পুত্র ছিল না, তিনটী মাত্র কন্তা ছিল। ১৮৬১ খৃঃ ৬৭ বৎসর বয়সে এই মহানুভবা মহিলা ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করেন।

রাসমণ্ডপ, রাসমণ্ডল—শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা প্রদর্শনের স্থান। ৬তৎ। সং: ক্লী।

রাসরস—রাসলীলাজনিত ভাববিশেষ, রাসক্রীড়া জন্ত আনন্দ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। পু।

রাসরসময়—শ্রীকৃষ্ণ। রাসরস দেখ; রাসরস শব্দ+ময়ট্। সং; পু।

রাসরসময়ী—শ্রীরাধা। রাসরসময়+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

রাসলীলা—রাসক্রীড়া, রাসযাত্রার অভিনয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রাসবিহারী—(রাসবিহারিন্)। শ্রীকৃষ্ণ। রাস শব্দ–বি–হৃ+ণিন্ ক। সং; পু।

রাসবিহারী ঘোষ—১৮৪৫ খ্রীঃ বর্দ্ধমান জেলার একটি গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা জগবন্ধু ঘোষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ছিলেন। বাঁকুড়ার হাই স্কুলে রাসবিহারী বাল্যকালে শিক্ষার্থে প্রবেশ করিয়া ও সেইখান হইতে ১৮৬০ খ্রীঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসি-ডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পরীক্ষাগুলিতে প্রতিষ্ঠার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৬ খৃঃ First Class Honours সহিত এম এ, উপাধি লাভ করেন। পর বৎসর বি, এল পরীক্ষা দিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। এই বৎসরেই ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম ইনি তাদৃশ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রতিভা কখন লুক্কায়িত থাকে না, অতি অল্পকাল পরে ইঁহার তীক্ষ্ণ মেধা, এবং অভূতপূর্ব্ব আইন-জ্ঞান আদালত ও সমাজের গোচরে আসিয়া ইঁহার প্রসার, প্রতিপত্তি ও অর্থাগমের পথ সুগম করিয়া দিল। ১৮৭১ খৃঃ ইনি Honours in Law নামক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বার বৎসর পরে ইনি Tagore Law Lecturer হইয়া Law of Mortgage in India বিষয়ের অধ্যাপনা করেন। ইঁহার উপদেশ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া এই বিষয়ের মূল্যবান্ গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হয়। ইঁহার বিভিন্ন দেশের আইনজ্ঞান যেমন বিস্তৃত, ইংরেজী ভাষা-জ্ঞানও সেইরূপ। বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও ইঁহার পাঠাভ্যাস এখনও পর্য্যন্ত অব্যাহত আছে। ১৮৮৪ খৃঃ ইনি ডি, এল এবং ১৮৯৬ খৃঃ সি, আই, ই উপাধিভূষিত হন। ১৮৯১ খৃঃ ইনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যস্বরূপে মনোনীত হন। তাহার পর আবার তিন বৎসরের জন্ত মনোনীত হন। বর্ত্তমান সময়েও ঐ সভায় অধিষ্ঠিত আছেন। ইনি এখানে থাকিয়া অনেক প্রয়োজনীয় আইন বিধিবদ্ধ হইবার পক্ষে সহায়তা ও আপত্তিকর বিষয়ে জ্বলন্ত ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। দাওয়ানী কার্য্যবিধি (Civll Procedure Code) আইন গঠনে ১৯০৮ খৃঃ ইনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। রাষ্ট্রনীতির আলোচনায় ইনি পূর্ব্বে তাদৃশ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। বঙ্গব্যবচ্ছেদের সময় হইতেই সাধারণের সহিত ইনি বিশেষভাবে উহাতে যোগদান করিয়া দেশহিতৈষিতা ও নির্ভীকতার পরিচয় পদে পদে দিতেছেন। ১৯০৮ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে মান্দ্রাজে জাতীয় সভার ২৩শ অধিবেশনে ইনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিল্পের উন্নতিকল্পে ইনি অকাতরে অর্থদান করিতেছেন। কলিকাতার সন্নিকটে Match Factory স্থাপন ইঁহারই যত্নে ও ও অর্থসাহায্যে হইয়াছে। টি, পালিত মহাশয় যে Bengal Technical Institute প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাতে ইনি ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ইনি ২৫০০ টাকা দান করিয়াছেন, তাহার বাৎসরিক সুদ হইতে প্রতি বৎসর বি, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান প্রাপ্তা এদেশীয়া মহিলাকে স্বীয় মাতার নামযুক্ত "পদ্মাবতী-পদক" দেওয়া হয়। প্রথম বৎসর (১৮৯০ খৃঃ) শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্তা শ্রীমতী সরলা ঘোষাল এই পদক লাভ করেন। রাসবিহারী ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালীর প্রচলিত পরিচ্ছদ ত্যাগ করেন নাই। ইনি সংস্কারক, কিন্তু উগ্রশ্রেণীর নহেন। ধীরতা, গভীর জ্ঞান, সুলেখন ও সুকথনশক্তি প্রভৃতি গুণে ইনি বঙ্গদেশের শিরোভূষণ স্বরূপ হইয়া বিদ্যমান আছেন। ১৯০৯ খ্রীঃ ২৫শে জুন ইনি সি, এস, আই উপাধি লাভ করিয়াছেন।

রাসায়নিক—রসায়নসম্বন্ধীয়। রসায়ন দেখ; রসায়ন+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

রাসায়নিক আকর্ষণ—যে গুণ থাকাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পরমাণুসমূহ পরস্পর সমাকৃষ্ট ও মিলিত হইয়া একটী নূতন পদার্থে পরিণত হয়।

রাসু নৃসিংহ—ইঁহারা দুই সহোদর। ১১৪১ সালে (১৭৩৫ খৃঃ) এবং ১১৪৪ সালে (১৭৩৮ খ্রীঃ) ফরাসডাঙ্গা গোন্দল পাড়ার কায়স্থবংশে ইঁহাদের জন্ম হয়। ইঁহাদের পিতার নাম আনন্দীনাথ রায়। আনন্দীনাথ ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধীনে সামরিক বিভাগে কার্য্য করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্র দ্বয়ের অমনোযোগিতা বশতঃ তাঁহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে পারেন নাই। তিনি পুত্রদ্বয়কে শিক্ষিত করিবার জন্ত তাহাদের মাতুলালয় চুঁচুড়ায় মিশনরিদিগের প্রতিষ্ঠিত একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন, কিন্তু রাসু ও নৃসিংহ বিদ্যাশিক্ষার পরিবর্ত্তে পথে খেলা করিয়া, পুস্তকের ছিন্ন পত্রে নৌকা প্রস্তুত করিয়া কাল কাটাইতে থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের মাতুল বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে গোন্দলপাড়ায় রাখিয়া যান। ইহার অল্পদিন পরে আনন্দীনাথের মৃত্যু হয়। তখন উভয় ভ্রাতায় মিলিয়া কবির দল গঠন করেন, এবং ১১৫৭ সালে দল লইয়া কলিকাতার কোন এক ধনীর ভবনে প্রথম গাওনা করেন। এইখান হইতেই তাঁহাদের ভাবী যশোরাশির সূচনা হয়। পরে এই দল সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইঁহারা বিরহ ও সখীসংবাদ উভয় বিষয়েরই সঙ্গীতরচনায় যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে কে যে সঙ্গীত-রচয়িতা, তাহা এ পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। ইঁহাদের রচিত গানের ভণিতায় দুই ভ্রাতারই নাম থাকিত। ১৮০৭ খৃঃ প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে রাসুর মৃত্যু হয়। নৃসিংহ ইহার কয়েক বৎসর পরে দেহত্যাগ করেন।

রাসেশ্বরী—শ্রীমতী রাধিকা। রাসের ঈশ্বরী, ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [ক। সং; স্ত্রী।

রাস্না—লতাবিশেষ; গন্ধদ্রব্যবিশেষ। রস+ণন্

রাহু—১। সিংহিকার পুত্র, অষ্টম গ্রহ, কেতুর মস্তকভাগ। [কেতু ও নবগ্রহ দেখ]। রহ (ত্যাগ করা)+উণ্ ক। ২। বর্জ্জন, ত্যাগ। রহ+উণ্ ভা। সং; পু।

রাহুগ্রস্ত—রাহু দ্বারা ভক্ষিত বা গৃহীত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

রাহুগ্রাহ—চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ। ৬তৎ। সং; পু।

রাহুভেদী—(রাহুভেদিন্)। বিষ্ণু। রাহুকে ভেদ করিয়াছেন যিনি, উপ। সং; পু।

রাহুমূর্দ্ধভিৎ—বিষ্ণু। রাহুর মূর্দ্ধা রাহুমূর্দ্ধা, ৬তৎ, তাহা ভেদ করিয়াছেন যিনি, উপ; রাহুমূর্দ্ধন্—ভিদ (ভেদ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

রাহুল—বুদ্ধদেবের পুত্র। খৃঃ পূঃ ৫১১ অব্দে কপিলবাস্তু নগরে বুদ্ধপত্নী গোপার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার জন্মগ্রহণের সপ্তদিবস পরেই বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করেন। অনন্তর ইঁহার সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বুদ্ধ কপিলবাস্তু দর্শনে আগমন করিলে গোপা পুত্রকে স্বামীর নিকট প্রেরণ করিলেন। রাহুল পিতৃধনের অধিকারী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বুদ্ধ পুত্রকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন অতঃপর বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাহুল বৌদ্ধ ভিক্ষুদলে পরিগৃহীত হন।

রাহুসংস্পর্শ—উপরাগ; চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ। ৬তৎ। সং; পু।

রাহুহা—(রাহুহন্)। বিষ্ণু। রাহুকে হত করিয়াছেন যিনি, উপ; রাহু শব্দ—হন (বধ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

রিক্ত—১। শূন্য, খালি; নিষ্ফল; নির্ধন। রিচ (শূন্য করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। বন; অবকাশ। সং; ক্লী।

রিক্তহস্ত—শূন্যহস্ত; দরিদ্র, নির্ধন। রিক্ত (শূন্য) হইয়াছে হস্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

রিক্তা—চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথি। রিক্ত দেখ; রিক্ত শব্দ+আপ্। সং; স্ত্রী।

রিক্থ—ধন, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, দায়। রিচ (সম্পৃক্ত হওয়া)+থক্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

রিক্থহারী—(রিক্থহারিন্)। দায়াদ, উত্তরাধিকারী। রিক্থ দেখ; রিক্থ হরণ করে যে, উপ; রিক্থ—হৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু।

রিক্থী—(রিক্থিন্)। দায়াদ, উত্তরাধিকারী; ধনী। রিক্থ দেখ; রিক্থ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

রিঙ্খণ, রিঙ্গণ—গমন, স্খলন, পতন; ভ্রংশ; শিশুর হস্তপদ দ্বারা গমন, হামাগুড়ি। সং; ক্লী।

রিঙ্গিত—১। গমন; স্খলন। রিন্গ+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। গত; স্খলিত। রিন্গ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

রিপন্ (লর্ড মার্ক্ইস্ অভ্)—ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় (১৮৮০-৮৪ খৃঃ)। ১৮২৭ খৃঃ ২৪শে অক্টোবর ইঁহার জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পর ইনি তাঁহার সম্পত্তিসহ "আর্ল অভ্ রিপন্" উপাধির এবং পিতৃব্যের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তিসহ "আর্ল ডি গ্রে" উপাধির উত্তরাধিকারী হন। ১৮৫২ খৃঃ ইনি লিবারেল সদস্যরূপে পার্লামেণ্ট সভায় প্রবেশ করেন এবং ক্রমশঃ উচ্চতর পদ লাভ করিয়া ১৮৬৬ খৃঃ ভারতের ষ্টেট্ সেক্রেটারী হন। অনন্তর অন্যান্য পদে কার্য্য করিয়া ১৮৬১ খৃঃ "মার্ক্ইস্ অভ্ রিপন্" উপাধি লাভ করেন। এবং ১৮৮০ খৃঃ এপ্রেল মাসে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন।

রিপন্ যৎকালে এদেশে পদার্পণ করেন, তখনও লর্ড লিটনের প্রজ্বলিত আফগান-সমরানল সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হয় নাই। আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব আমীর শের আলির কনিষ্ঠ পুত্র আয়ুব খাঁ একদল ইংরেজসৈন্যকে মাইওয়ান্দ নামক স্থানের যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। পরন্তু জেনারেল (পরে লর্ড) রবার্টস্ ১৮৮০ খৃঃ ১লা সেপ্টেম্বর কান্দাহারের যুদ্ধে আয়ুব খাঁর সেনাদল ছিন্নভিন্ন করিয়া ইংরেজের পরাজয়-কলঙ্ক অপনীত করিলেন। আয়ু পারস্যে পলায়ন করিলেন। রিপন্ আবদুর রহমনকে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দ্বিতীয় আফগান-সমরের পরিসমাপ্তি হইল।

এইরূপে বহিঃশত্রুর উৎপাত নিবারণ করিয়া লর্ড রিপন ভারতরাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংস্কারসাধনে মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইলেন। ১৮৮২ ও ১৮৮৩ এই দুই অব্দ ঐ সমস্ত সৎকার্য্যের নিমিত্ত রিপনের নামের সহিত চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রাদির স্বাধীনতা হরণ করিয়া গিয়াছিলেন; লর্ড রিপন্ তাহা পুনঃপ্রদান করিলেন। ইনি স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী (Local Self Government) প্রবর্ত্তিত করিলেন এবং শিক্ষা কমিসন বসাইয়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পথ প্রসারিত করিয়া দিলেন। ইঁহার উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৮২-৮৩ অব্দে কলিকাতায় একটী "আন্তর্জাতিক মহাপ্রদর্শনী" উন্মুক্ত হয়, এবং তদুপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নানাবিধ শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য এবং নূতন নূতন যন্ত্র ও কল প্রদর্শিত হয়। এইরূপে মহাত্মা রিপন এতদ্দেশের হিতকর বহু কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। ফলতঃ রিপনের ন্যায় ভারতহিতৈষী প্রজাবৎসল ইংরেজ শাসনকর্ত্তা এ পর্য্যন্ত এদেশে আসেন নাই।

রিপন্ মহোদয় ভারতবাসীদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এক কারণে তিনি স্বজাতীয়গণের দারুণ বিরাগ ও বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণ যাহাতে ইউরোপীয়দিগের বিচার করিতে পারে, এই মর্ম্মে আইন-সচিব ইলবার্ট সাহেবের দ্বারা ইন্ডি

একটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করান। উদারহৃদয় ইলবার্ট তখন ব্যবস্থা-মন্ত্রী। এই পাণ্ডুলিপি "ইলবার্ট বিল" নামে পরিচিত। উক্ত বিলের আন্দোলনে এতদ্দেশের সমগ্র ইংরেজসমাজ বিচলিত হইল ও সমস্ত সাম্রাজ্য তোলপাড় করিয়া তুলিল এবং রিপনের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। শোনা যায়, তাঁহারা উত্তেজিত হইয়া এরূপ চক্রান্ত করিয়াছিল যে, রিপন্ যদি এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা একদিন রিপনের প্রাসাদ অতর্কিত-ভাবে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া এক জাহাজে তুলিয়া নির্ব্বাসিত করিয়া দিবেন। স্বসঙ্কল্প পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে রিপন একটি "রফার" প্রস্তাবে সম্মতি দিতে বাধ্য হন।

লর্ড রিপন ১৮৮৪ অব্দের শেষভাগে এতদ্দেশের শাসন-বল্গা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করেন। সেখানে যাইয়াও ইনি নিশ্চিন্ত ও নিষ্কর্ম্মা ছিলেন না। সুপ্রসিদ্ধ গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের তৃতীয় বারের প্রধান মন্ত্রিত্বকালে রিপন নৌসেনাবিভাগের ফার্ষ্ট লর্ড রূপে (First Lord of the Admiralty) এবং চতুর্থ বারের প্রধান মন্ত্রিত্বকালে ঔপনিবেশিক সেক্রেটারিরূপে (Colonial Secretary) কার্য্য করেন। অনন্তর ১৯০৬ খৃঃ সাধারণ নির্ব্বাচনে লিবারেল দল পুনঃ প্রাধান্য ও মন্ত্রিত্ব লাভ করায় রিপন মহোদয়ও পার্লামেণ্টের লর্ড সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই অশীতিপর বৃদ্ধ যেরূপ যুবজনোচিত উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছিলেন, তাহা অতীব বিস্ময়াবহ। ১৯০৯ খ্রীঃ ৯ই জুলাই এই মহাত্মা পরলোক গমন করিয়াছেন।

রিপু—অরি, শত্রু ; কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য—শরীরস্থ এই ছয় শত্রু ; লগ্ন হইতে ষষ্ঠ স্থান। রপ (বলা)+উ ক। সং ; পু।

রিপুজয়—শত্রু পরাজয় ; কামক্রোধাদির দমন। ৬তৎ। সং ; পু।

রিপুপরতন্ত্র—শত্রুর অধীন ; কামক্রোধাদির বশীভূত, অজিতেন্দ্রিয়। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

রিপুপরতন্ত্রতা—রিপুপরতন্ত্র দেখ। সং ; স্ত্রী।

রিপুবশ—শত্রুর বশীভূত ; কামক্রোধাদি দেহস্থ রিপুর অধীন। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

রিপুবশীভূত—শত্রুর বশবর্ত্তী ; কামক্রোধাদির বশ, অজিতেন্দ্রিয়। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

রিপ্র—অধম, নীচ। রী+র নিপাতনে। বিণ ; ত্রি।

রিরংসা—রমণেচ্ছা ; ক্রীড়নেচ্ছা। সনন্ত রম (রমণ করিবার ইচ্ছা)+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে রিরংসু।

রিরংসু—রমণেচ্ছু ; ক্রীড়নেচ্ছু। সনন্ত রম (রমণ করিবার ইচ্ছা)+উ ক। বিণ ত্রি। বিশেষ্যে রিরংসা।

রিষি—ঋষি, তপস্বী, মুনি। ঋষ (গমন করা) +ই ক, যিনি (সংসার-পারে) গমন করেন। সং ; পু।

রিষ্ট—১। নাশ ; অভাব। রিষ+ক্ত ভা। ২। শুভ ; মঙ্গল ; অশুভ ; পাপ। রিষ (বধ করা)+ক্ত ণ। সং ; ক্লী। ৩। বৃক্ষবিশেষ, খড়্গ। রিষ+ক্ত ণ। ৪। দৈত্যবিশেষ রিষ+ক্ত র্ম্ম। সং ; পু। ৫। অশুভজনক, অশুভদায়ক ; পাপজনক। রিষ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

রিষ্টি—১। অশুভ, অমঙ্গল ; বেগার ; শুভ। রিষ (বধ করা)+ক্তি ণ। সং ; স্ত্রী। ২ খড়্গ। রিষ+ক্তিচ্ ণ। সং ; পু।

রী—রোদন ; গতি ; বধ ; শব্দ। রী (গমন করা) +ক্বিপ্ ভা। সং ; স্ত্রী।

রীঢ়া—অবজ্ঞা, ঘৃণা। রিহ+ক্ত ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

রীণ—বিগত ; ক্ষরিত, চোয়ান। রী (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

রীতি—১। ক্রম ; পদ্ধতি ধারা ; গতি ; স্বভাব ; ক্ষরণ ; লৌহকিট্ট, লোহার মরিচা ; সীমা। রী (গমন করা)+ক্তি ভা। ২। পিত্তল। রী+ক্তি ক। সং ; স্ত্রী। [ক্লী।

রীতিচরিত্র—স্বভাব ও আচরণ। দ্বন্দ্ব। সং ;

রীতিনীতি—ধারা পদ্ধতি ; স্বভাব ও বিবেচনা ; আচার ব্যবহার। দ্বন্দ্ব। সং ; স্ত্রী।

রীতিবিরুদ্ধ—নিয়মবহির্ভূত ; স্বভাববিরোধী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

রুংশিত—রঞ্জিত ; চর্চ্চিত ; ছুরিত। রুন্শ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

রুক্—১। দীপ্তি ; শোভা ; স্পৃহা ; ইচ্ছা। রুচ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্বিপ্ ভা—রুচ্, ১মার ১বচন। ২। ব্যাধি ; রোগ ; ভঙ্গ। রুজ (পীড়িত হওয়া)+ক্বিপ্ ভা—রুজ্, ১মার ১বচন। সং ; স্ত্রী।

রুক্প্রতিক্রিয়া—রোগের প্রতিকার, চিকিৎসা। রুক্ দেখ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

রুক্ম—ধুস্তুর ; স্বর্ণ ; লৌহ ; নাগকেশর। রুচ (দীপ্তি পাওয়া)+মক্ ক। সং ; ক্লী।

রুক্মকারক—স্বর্ণকার। ৬তৎ। সং ; পু।

রুক্মাঙ্গদ—কলিঙ্গদেশের জনৈক নৃপ। সং ; পু।

রুক্মিণী—১। শ্রীকৃষ্ণের পত্নী। রুক্ম শব্দ (স্বর্ণ) +ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। স্বর্ণযুক্তা। বিণ ; স্ত্রী। রুক্মী দেখ।

রুক্মিণীর বৃত্তান্ত সংক্ষেপতঃ এইরূপ ;—রুক্মিণী বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের দুহিতা। শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণের কথা শুনিয়া রুক্মিণী তৎপ্রতি সমাকৃষ্টা হন এবং মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। এদিকে তাঁহার পিতা ও রুক্মী প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা মগধেশ্বর কৃষ্ণবিরোধী জরাসন্ধের অধীন, সুতরাং কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন। জরাসন্ধের অনুরোধে তাঁহারা চেদীরাজ দমঘোষের পুত্র শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেন। রুক্মিণী তাহা জানিতে পারিয়া দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট গোপনে এক দূত প্রেরণ করিলেন। বিবাহদিবসে কৃষ্ণ বলরামের সহিত বিদর্ভে উপস্থিত হইয়া রুক্মিণীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন। সমাগত জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ কৃষ্ণকে বাধা দিবার চেষ্টা করেন ; কিন্তু কৃষ্ণ সকলকেই পরাস্ত করিয়া রুক্মিণীকে লইয়া দ্বারকায় উপনীত হইলেন। অতঃপর উভয়ের যথারীতি উদ্বাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। রুক্মিণী লক্ষ্মীর অংশে অবতীর্ণা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণের ঔরসে তাঁহার প্রদ্যুম্নাদি দশ পুত্র এবং চারুমতী নাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়। যদুবংশ ধ্বংসের পর শ্রীকৃষ্ণ মানবলীলা সংবরণ করিলে অর্জ্জুন যাদবমহিলাগণসহ রুক্মিণীকে ইন্দ্রপ্রস্থে লইয়া যান, কিন্তু রুক্মিণীদেবী পতিবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে জীবন বিসর্জ্জন করেন।

রুক্মী—(রুক্মিন্) ১। স্বর্ণযুক্ত ; স্বর্ণস্বামী। রুক্ম (স্বর্ণ)+ইন্ অস্ত্যর্থে—রুক্মিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে রুক্মিণী।

২। বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের শ্যালক। ইনি কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন (রুক্মিণী দেখ)। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার ভগিনী রুক্মিণীকে হরণ করিলে ইনি তাঁহার গতিরোধার্থ নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হন ; কিন্তু কৃষ্ণের নিকট পরাজিত হওয়ায় লজ্জায় আর বিদর্ভে না যাইয়া ভোজকট নগর সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হন। কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ থাকিলেও ভগিনীর প্রতি স্নেহ ইনি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্নের সহিত ইনি নিজ তনয়া রুক্মাবতীর বিবাহ দিয়াছিলেন।

ভারতযুদ্ধের প্রাক্কালে ইনি আত্মবীরত্ব খ্যাপনপূর্ব্বক প্রথমতঃ পাণ্ডবপক্ষে ও তৎপরে কৌরবপক্ষে যোগদানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু ইঁহার অহমিকা জন্য উভয় পক্ষই ইঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। ইনি প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধের সহিত আপনার এক পৌত্রীর বিবাহ দেন। সেই বিবাহোপলক্ষে যাদবগণ ভোজকটনগরে সমাগত হন। সেই সময় রুক্মী একদা বলরামের সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন, এবং ক্রীড়াকালে

প্রতারণা করায় বলদেব ইহাঁকে অস্ত্রাঘাত করেন, তাহাতে ইনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

রুক্ষ—অচিক্কণ, অমসৃণ, খসখসে; কর্কশ; কঠিন; উগ্র, তীব্র; নিষ্ঠুর। রুহ (উৎপন্ন হওয়া)+সক্ ক। বিণ; ত্রি।

রুগ্ন—রোগাক্রান্ত, পীড়িত; ভগ্ন; বক্র, বাঁকা। রুজ (পীড়িত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে রোগ।

রুচ্—রুক দেখ।

রুচক—কণ্ঠাভরণবিশেষ; দন্ত; মাল্য; কপোত; ঔষধবিশেষ; মাঙ্গল্য দ্রব্য। রুচ (দীপ্তি পাওয়া)+অক ক। সং; পু ও ক্লী।

রুচা—শোভা; দীপ্তি; স্পৃহা, ইচ্ছা। রুচ (দীপ্তি পাওয়া, ইত্যাদি)+ক্বিপ্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

রুচি, রুচা—১। দীপ্তি; কিরণ; শোভা; বুভুক্ষা; অনুরাগ; প্রীতি; স্পৃহা; অভিলাষ; ইচ্ছা। রুচ (দীপ্তি পাওয়া, ইত্যাদি)+কি ভা। সং; স্ত্রী। ২। প্রজাপতি-বিশেষ। আকূতির সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। আকূতির গর্ভে ইহাঁর যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামে যমজ পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করে। সং; পু।

রুচিকর—প্রীতিকর; অনুরাগজনক; স্পৃহাবর্দ্ধক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

রুচিভেদ—রুচির বিভিন্নতা, ইচ্ছার প্রভেদ; প্রীতির পার্থক্য। ৬তৎ। সং; পু।

রুচির—মনোজ্ঞ, মনোহর; সুন্দর; মধুর; সুমিষ্ট; উজ্জ্বল। রুচ (দীপ্তি পাওয়া, ইত্যাদি)+কির ক, অথবা রুচি শব্দ—রা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে রুচিরা।

রুচিরা—১। ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ; গোরোচনা। সং; স্ত্রী। ২। মনোহরা, মনোজ্ঞা। রুচির+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

রুচিষ্য—মধুর; অভিপ্রেত। রুচ (রোচা)+ইষ্য। বিণ; ত্রি।

রুচী—রুচি দেখ।

রুচ্য—১। রুচিকারক; অনুরাগজনক। রুচি দেখ; রুচি শব্দ+য্য। ২। রুচির, সুন্দর। রুচ (রোচা)+ক্যপ্ ক। বিণ; ত্রি।

রুচ্যকন্দ—শূরণ, ওল। রুচ্য (রুচিকারক) হইয়াছে কন্দ (মূল) যাহার, বহু। সং; পু।

রুজ্—রুক্ (২) দেখ।

রুজা—কুষ্ঠ; রোগ, পীড়া; হানি, ভঙ্গ। রুজ (পীড়িত হওয়া)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

রুজাকর—১। পীড়াজনক। রুজার (পীড়ার) কর (কর্ত্তা), ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। পীড়া। সং; পু। ৩। কামরাঙ্গা ফল। সং; ক্লী।

রুণ্ড—কবন্ধ, মস্তকশূন্য দেহ। রুন্ড (চুরি করা)+অন্ ক। সং; পু।

রুণ্ডিকা—রণস্থল; বিভূতি; কুট্টিনী; দ্বারের সম্মুখ; চৌকাঠ। রুণ্ড শব্দ+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

রুৎ, রুত—শব্দ, রব; পশুপক্ষীর রব; রোদন। রু+যথাক্রমে ক্বিপ্ ও ক্ত ভা। সং; ক্লী।

রুদিত—১। ক্রন্দন, রোদন। রুদ (রোদন করা)+ক্ত ভা। সং: ক্লী। ২। রোদনকারী। রুদ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

রুদ্ধ—বদ্ধ; ব্যাপ্ত; বেষ্টিত; প্রতিবদ্ধ; নিবারিত। রুধ (রোধ করা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে রোধ, রোধন।

রুদ্ধনিশ্বাস—১। বদ্ধ শ্বাসবায়ু। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। যাহার শ্বাস বদ্ধ হইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি।

রুদ্ধশোকপ্রবাহ—১। নিবারিত শোকাবেগ। শোকের প্রবাহ, ৬তৎ; রুদ্ধ যে শোক-প্রবাহ, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। যে শোকাবেগ রোধ করিয়াছে এরূপ। রুদ্ধ হইয়াছে শোকপ্রবাহ যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

রুদ্ধশ্বাস—১। বদ্ধ নিশ্বাস। কর্ম্মধা। সং: পু। ২। যাহার নিশ্বাস বদ্ধ হইয়াছে। বহু। বিণ; ত্রি।

রুদ্ধশ্বাসে—নিশ্বাস রোধ করিয়া। রুদ্ধ হইয়াছে শ্বাস যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

রুদ্র—১। ভীষণ, ভয়ঙ্কর। ণিজন্ত রুদ (রোদন করান)+রক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। শিব। রুদ। রুদ (রোদন করা) রক্ ক। সং; পু।
কথিত আছে যে, কল্পারম্ভে ব্রহ্মার ললাট হইতে বালকমূর্ত্তিতে রুদ্র সম্ভূত হন, এবং জন্ম মাত্র রোদন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই জন্যই ইনি রুদ্র নাম প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মা ইহাঁর রোদন নিবৃত্তি করেন। সূর্য্যাদিতে ইহাঁর অবস্থিতিস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ইনি একাদশ মূর্ত্তিতে একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত, যথা—অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন (বা অহি-বুর্ধ্ন), বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর। আবার অন্য মতে—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ও ঈশ্বর এই একাদশ।

রুদ্রজ—পারদ; কার্ত্তিক প্রভৃতি। রুদ্র হইতে জন্মিয়াছে যে, উপ; রুদ্র (শিব)—জন+ড ক; প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, শিবের বীর্য্য হইতে পারদের উৎপত্তি। সং; পু।

রুদ্রজটা—লতাবিশেষ। রুদ্রের জটার ন্যায় জটা যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

রুদ্রপত্নী—পার্ব্বতী, দুর্গা; অতসী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

রুদ্রপ্রিয়া—পার্ব্বতী. দুর্গা; হরীতকী। ৬তৎ।

রুদ্রমূর্ত্তি—১। ভীষণ আকৃতি। রুদ্র (ভীষণ) যে মূর্ত্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। ভীষণ আকৃতিবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

রুদ্রাক্রীড়—শ্মশান। রুদ্রের (শিবের) আক্রীড় (ক্রীড়াভূমি), ৬তৎ; কথিত আছে যে, শিব সায়ংকালে শ্মশানে নৃত্যাদি করিতে ভালবাসেন। সং: পু।

রুদ্রাক্ষ—১। বৃক্ষবিশেষ। রুদ্রের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। সং; পু। ২। সেই বৃক্ষের ফল (এই ফলে জপমালা প্রস্তুত হইয়া থাকে)। সং; ক্লী।

রুদ্রাক্ষমালা—রুদ্রাক্ষফলে রচিত জপমালা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

রুদ্রাণী—রুদ্রপত্নী, দুর্গা। রুদ্র+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ পত্নী অর্থে। সং; স্ত্রী।

রুদ্রারি—কামদেব, কন্দর্প। রুদ্রের (শিবের) অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

রুদ্রাবাস—কৈলাসপর্ব্বত; বারাণসী: শ্মশান। রুদ্রের (শিবের) আবাস (বাসস্থান), ৬তৎ। সং: পু।

রুধির—১। রক্ত, শোণিত; কুঙ্কুম। রুধ (আবরণ করা)+কির ক। সং; ক্লী। ২। মঙ্গলগ্রহ। সং; পু। ৩। রক্তবর্ণবিশিষ্ট, লাল। বিণ; ত্রি।

রুধিরধারা—রক্তধারা, ধারাকারে পতিত রক্ত। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রুধিরনদী—রক্তনদী, যে নদীতে জলের পরিবর্ত্তে রক্ত প্রবাহিত হয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রুধিরপ্লাবিত—রক্তাক্ত, রক্তে ব্যাপ্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

রুধিরস্রোতঃ—রক্তস্রোত, স্রোতের আকারে প্রবাহিত রক্ত। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রুধিরাক্ত—রক্তাক্ত, রক্তে প্লাবিত। রুধির দ্বারা অক্ত বা আক্ত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

রুধিরাক্তকলেবর—১। রক্তাক্ত দেহ। রুধিরাক্ত দেখ; রুধিরাক্ত যে কলেবর (দেহ), কর্ম্মধা। সং: ক্লী। ২। রক্তাক্তশরীর, যাহার গাত্র রক্তে প্লাবিত। রুধিরাক্ত হইয়াছে কলেবর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

রুমা—তার বানরের কন্যা ও কপিরাজ সুগ্রীবের ভার্য্যা। বালিরাজ কর্ত্তৃক সুগ্রীব বিতাড়িত হইলে রুমা বহুকাল বালীর আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়াছিল, পরে রাম কর্ত্তৃক বালি নিহত হইলে রুমা সুগ্রীবকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়।

রুরু—১। মৃগবিশেষ; জনৈক দৈত্য। রু (রব করা)+ক্রু ক। সং; পু। ২। চ্যবনতনয় প্রমতির ঔরসে ও ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি যৌবন প্রাপ্ত হইলে মেনকাতনয়া প্রমদ্বরার সহিত ইহাঁর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু বিবাহের

পূর্ব্বেই প্রমদ্বরা সর্পাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করে। রুরু ভাবি-প্রণয়িনীর শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলে দেবদূত উপদেশ দেন যে, তুমি তোমার আয়ুর অর্দ্ধাংশ প্রমদ্বরাকে প্রদান করিলে সে পুনর্জীবন লাভ করিবে। রুরু তাহাই করিলে প্রমদ্বরা পুনর্জীবিত হয়। অতঃপর উভয়ের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অনন্তর যথাসময়ে ইহাঁ-দের শুনক নামে এক পুত্র জন্মে।

রুরুদিষু—রোদন করিতে ইচ্ছুক। সনন্ত রুদ (রোদন করিতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ; ত্রি।

রুষ্—রোষ, ক্রোধ। রুষ (ক্রোধ করা)+ক্বিপ্ [ভা। সং; স্ত্রী।

রুষা—অমর্ষ, রোষ, ক্রোধ। রুষ (ক্রোধ করা) +ক্বিপ্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

রুষিত, রুষ্ট—ক্রুদ্ধ, কুপিত। রুষ (ক্রোধ করা) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে রোষ, রুষ্টি।

রুষ্ট—রুষিত দেখ।

রুষ্টি—ক্রোধ, কোপ, রোষ। রুষ (ক্রোধ করা) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে রুষিত, রুষ্ট।

রুহ—উদ্ভূত, জাত; (অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) তদুৎপন্ন; আরূঢ়। রুহ (জন্মা)+ক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে রুহা।

রুহা—দূর্ব্বা। রুহ দেখ; রুহ শব্দ+আপ্। স্ত্রী।

রুহ্বা—(রুহ্বন্) বৃক্ষ, গাছ। রুহ (জন্মা)+ক্বনিপ্ ক—রুহ্বন্, ১মার ১বচন। সং; পু।

রূক্ষ—১। অচিক্কণ; বন্ধুর, কর্কশ, অমসৃণ, খস্‌খসে; কঠোর, কঠিন; নির্দ্দয়; স্নেহ-শূন্য; অননুকূল। রূক্ষ (কর্কশ হওয়া)+অন ক। বিণ; ত্রি। ২। বৃক্ষ। সং; পু।

রূক্ষপত্র—শাখোট, শেওড়াগাছ। রূক্ষ হইয়াছে পত্র যাহার, বহু। সং; পু।

রূক্ষভাষিণী—কর্কশবাদিনী। রূক্ষভাষী দেখ; রূক্ষভাষিন শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

রূক্ষভাষী—(রূক্ষভাষিন্)। কর্কশবাদী, কঠোর-ভাষী, যে রূঢ় কথা বলে এরূপ। রূক্ষ শব্দ—ভাষ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু।

রূঢ়—উৎপন্ন, জাত; প্রবৃদ্ধ; প্রসিদ্ধ; প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থাপেক্ষা না করিয়া অন্যার্থ-বোধক (শব্দ), যেমন—বৃক্ষ। রুহ (জন্মা) +ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে রূঢ়ি।

রূঢ়পদার্থ—মূল-পদার্থ, অর্থাৎ যে পদার্থ স্বজাতীয় ভিন্ন অন্য কোনও জাতীয় পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন হয় নাই, যেমন—স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি।

রূঢ়ি—১। উৎপত্তি, জন্ম; প্রসিদ্ধি। রুহ (জন্মা)+ক্তি ভা। ২। প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থাপেক্ষা না করিয়া শব্দের অর্থবোধক শক্তি। রূহ+ক্তি ণ। সং; স্ত্রী। বিশেষণে রূঢ়।

রূপ—১। শরীর; আকৃতি; স্বরূপ, স্বভাব প্রকার; সৌন্দর্য্য; নাম; শব্দ; শ্লোক পশু; চোরিত বস্তু; শুক্লাদি বর্ণ, রঙ্; বিভক্তিযুক্ত শব্দ বা ধাতু; গ্রন্থাদির আবৃত্তি; দৃশ্যকাব্য। রূপ (রূপবিশিষ্ট করা)+অল্ র্ম। সং; ক্লী। ২। (অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) তৎসদৃশ। ৩। একসংখ্যাবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি।

রূপ—বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত-সাধক। ইহাঁর ভ্রাতার নাম সনাতন। উভয়ে একত্র রূপসনাতন নামে খ্যাত (সনাতন দেখ)। ইহাঁদের পিতার নাম কুমারদেব ও মাতার নাম রেবতী। উভয় ভ্রাতাই প্রথম অবস্থায় "গোড়িয়া" (সম্ভবতঃ 'গৌড়') রাজ্যের মুসলমান রাজার (হুসেন খাঁর) উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। বাল্যে রূপের নাম ছিল সন্তোষ। মুসলমান রাজার অধীনে কর্ম্ম করিবার সময় ইনি দবীরখাস নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের হরিভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া রূপ তাঁহার শিষ্য হন এবং সংসার ত্যাগ করিয়া শেষজীবনে বৃন্দাবনে বাস করেন। ইনি সংস্কৃতশাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু কখনও বিদ্যার গৌরব করিতেন না। আত্মাভিমানের লেশমাত্র তাঁহাতে ছিল না। একদা কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিচারার্থ ইহাঁর নিকট সমাগত হইলে রূপ তাঁহাকে জয়পত্র লিখিয়া দেন। অনন্তর সেই পণ্ডিত রূপের শিষ্য জীব গোস্বামীর নিকট গমন করিলে জীব গোস্বামী বিচারে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। এই কথা শুনিয়া রূপ জীব গোস্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। রূপের জন্ম—১৪৮৯ খ্রীঃ; দেহাবসান—১৫৬৩ খ্রীঃ।

রূপক—১। আকার; আকৃতি, গঠন; তিন কুচপরিমাণ; রৌপ্য; দৃশ্যকাব্য; কাব্যা-লঙ্কারবিশেষ, উপমানের সহিত উপমেয়ের অভেদ কল্পনা [অলঙ্কার দেখ]। ণিজন্ত রূপ বা রূপি (রূপযুক্ত করা)+ণক ক। সং; ক্লী। ২। মূর্ত্ত। বিণ; ত্রি।

রূপগুণ—সৌন্দর্য্য ও দয়াদি। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

রূপচাঁদ পক্ষী—প্রসিদ্ধ সঙ্গীতরচয়িতা। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ দক্ষিণদেশবাসী। ইহাঁর পিতার নাম গৌরহরি দাস মহাপাত্র। ইনি গৌড়েশ্বর ষড়ঙ্গদেবের বংশসম্ভূত। উড়িষ্যায় চিল্কা হ্রদের নিকট ইহাঁদের বাস ছিল। গৌরহরি কর্ম্মোপলক্ষে কলি-কাতায় আসিয়া বাস করেন। ১২২১ সালে মাঘ মাসে রূপচাঁদের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই ইনি সঙ্গীতবিদ্যার অনু-রাগী ছিলেন। ইনি অনেক শাস্ত্ররসাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত রচনা করেন এবং অনেক সভাতে উহা স্বয়ং গান করিয়া সকলকে পরিতুষ্ট করিতেন। ইহাঁর রচিত সঙ্গীত আজিও অনেক স্থানে গীত হইয়া থাকে।

রূপজ—রূপ হইতে উৎপন্ন, সৌন্দর্য্যজনিত। রূপ শব্দ—জন+ড ক। বিণ; ত্রি।

রূপণ—বর্ণন; নিরূপণ; অভিনয়। ণিজন্ত রূপ বা রূপি (রূপযুক্ত করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

রূপতৃষ্ণা—সৌন্দর্য্য উপভোগের লালসা। রূপের নিমিত্ত তৃষ্ণা, ৪তৎ। সং; স্ত্রী।

রূপধেয়—শোভা, সৌন্দর্য্য। সং; ক্লী।

রূপধ্যান—সৌন্দর্য্যচিন্তা; স্বরূপচিন্তা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

রূপনাশন—১। সৌন্দর্য্যবিনাশক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। পেচক। সং; পু।

রূপভোগ—সৌন্দর্য্য উপভোগ। ৬তৎ। সং; পু।

রূপভোগলালসা—সৌন্দর্য্য উপভোগের স্পৃহা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রূপমাধুরী—সৌন্দর্য্যের মধুরতা; রূপের শোভা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রূপমুগ্ধ—সৌন্দর্য্য-বিমোহিত। ৩তৎ। বিণ; [ত্রি।

রূপমোহ—সৌন্দর্য্যজনিত মুগ্ধতা। রূপ জন্য মোহ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

রূপযৌবন—সৌন্দর্য্য ও যুবাকাল। দ্বন্দ্ব। ক্লী।

রূপরাশি—অত্যধিক রূপ, অতিশয় সৌন্দর্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

রূপলাবণ্য—সৌন্দর্য্য ও কান্তি; রূপজনিত চাকচিক্য। দ্বন্দ্ব বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

রূপলাবণ্যবতী—সৌন্দর্য্য ও কান্তিবিশিষ্টা; সৌন্দর্য্য জন্য কান্তিশালিনী। রূপলাবণ্য+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

রূপবতী—সাকারা; সুন্দরী; শুক্লাদিবর্ণযুক্তা। রূপ শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে রূপবান্।

রূপবান্—(রূপবৎ)। সৌন্দর্য্যশালী, সুন্দর; সাকার; শুক্লাদিবর্ণযুক্ত। রূপ শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রূপবতী।

রূপসী—রূপবতী, সৌন্দর্য্যশালিনী। বিণ; স্ত্রী।

রূপাজীবা—বারাঙ্গনা, বেশ্যা। রূপ হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

রূপান্তর—অন্য রূপ; ভিন্ন আকার; নূতন অবস্থা বা ভাব। নিত্য। সং; ক্লী।

রূপান্তরিত—ভিন্ন আকারে পরিণত; নূতন অবস্থা বা ভাব প্রাপ্ত। রূপান্তর+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

রূপিণী—রূপযুক্তা; সুন্দরী; সাকারা। রূপ+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

রূপী—(রূপিন্)। রূপযুক্ত ; সুন্দর ; সাকার। রূপ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে রূপিণী।

রূপ্য—১। রূপযুক্ত, সুন্দর। বিণ ; ত্রি। ২। রজত, রূপা ; স্বর্ণ। রূপ+য্য। সং ; ক্লী।

রূপ্যাধ্যক্ষ—টঙ্কশালার অধ্যক্ষ। রূপ্যের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। সং ; পুং।

রূষণ—ছুরণ ; লেপন ; চূর্ণন। রূষ (ভূষিত করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে রূষিত।

রূষিত—লেপিত ; ছুরিত ; চূর্ণিত ; অচিক্কণী-কৃত। রূষ (ভূষিত করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে রূষণ। [ভা। ব্য।

রে—নীচ সম্বোধন। রু (শব্দ করা)+ডে

রেক—১। শঙ্কা ; সংশয় ; সন্দেহ ; ভেক। রেক (শঙ্কা করা)+অল্ ভা। ২। বিরেচন। রিচ (শূন্য করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পুং। ৩। বেত্রনির্ম্মিত পরিমাণ-পাত্রবিশেষ। দেশজ।

রেখা—বিস্তারবিহীন দৈর্ঘ্য ; লম্বাকৃতি চিহ্ন, যথা—দাঁড়ি, কসি ইত্যাদি ; উল্লেখ ; শ্রেণী, সারি ; আভোগ ; অত্যল্প ; ছল, চাতুরী। লিখ (লেখা)+অ র্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী।

রেখা-গণিত—ক্ষেত্রতত্ত্ব, জ্যামিতি ; জগন্নাথ পণ্ডিত কৃত গণিতবিষয়ক গ্রন্থবিশেষ। রেখা বিষয়ক গণিত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।

রেখাঙ্কিত—রেখা-চিহ্নিত, যাহা কসি দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

রেখাপাত—রেখা অঙ্কন, রেখাচিহ্ন, দাগ। ৬তৎ। সং ; পুং।

রেচক—১। বিরেচনকারক, ভেদকারক। ণিজন্ত রিচ বা রেচি (শূন্য করান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। ২। প্রাণায়ামকালে অন্তর হইতে প্রাণবায়ুর নিঃসারণ ; জয়-পালের গাছ ; পিচকারী। সং ; পুং।

রেচন—১। বিরেচন, ভেদ। রিচ (শূন্য করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। বিরেচক, ভেদকারক। ণিজন্ত রিচ বা রেচি+অন ক। বিণ ; ত্রি।

রেচিত—বিবর্জিত ; ত্যক্ত। ণিজন্ত রিচ বা রেচি (শূন্য করান)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে রেচন।

রেণু—পাংশু, ধূলি ; পরাগ ; গুঁড়া। রি বা রী (গমন করা)+নু ক। সং ; পু বা স্ত্রী।

রেণুকা—১। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। রেণু শব্দ+কণ্ +আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। প্রসেনজিৎ রাজার কন্যা ও পরশুরামের জননী। জম-দগ্নি ঋষির সহিত রেণুকার বিবাহ হইলে তাঁহার ঔরসে ইঁহার পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে পরশুরাম সর্ব্বকনিষ্ঠ। কথিত আছে যে, রেণুকা একদা স্নানার্থ নদীতে গমন করিলে অপ্সরাদিগের জল-কেলি দর্শনে ইঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠে। স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইলে জমদগ্নি যোগবলে রেণুকার মনোভাব জানিতে পারিয়া একে একে পুত্রগণের প্রতি ইঁহার শিরশ্ছেদনের আদেশ প্রদান করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রচতুষ্টয় তাহাতে অস্বীকৃত হইলে পরশুরাম পিত্রাজ্ঞা পালন করেন। তাহাতে জমদগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া পরশুরামকে বর দিতে চাহিলে পরশুরাম স্বীয় জননীর পুনর্জীবন প্রার্থনা করেন। তদনুসারে রেণুকা পুনর্জীবিতা হন। অনন্তর পরশুরাম তপস্যার্থ গৃহত্যাগ করিয়া গমন করিলে জমদগ্নি কার্ত্তবীর্য্যের সহিত সংগ্রামে নিহত হন। রেণুকার স্মরণে পরশুরাম উপস্থিত হইয়া মাতার নিকট সমু-দায় বৃত্তান্ত অবগত হন এবং একবিংশবার ধরাতল নিঃক্ষত্রিয় করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। রেণুকা তখন সন্তুষ্টচিত্তে পতির চিতানলে তনুত্যাগ করেন। রেণুকার আর এক নাম কোঙ্কণা।

রেণুরূষিত—১। ধূলিম্রক্ষিত, ধূলা মাখা। রেণু (ধূলি) দ্বারা রূষিত (ম্রক্ষিত), ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। গর্দ্দভ। সং ; পুং।

রেণুসার—কর্পূর। রেণু হইয়াছে সার যাহার, বহু। সং ; পুং।

রেতঃ—(রেতস্) শুক্রধাতু, বীর্য্য ; পারদ, পারা। রী (ক্ষরিত হওয়া)+অতস্ ক। সং ; ক্লী।

রেপ—ক্রূর ; নির্দ্দয় ; নীচ ; নিন্দিত ; কৃপণ। রেপ (শব্দ করা)+অন্ ক, অথবা রি (বধ করা)+প ক। বিণ ; ত্রি।

রেফ—১। নির্দ্দয় ; ক্রূর ; নীচ ; কুৎসিত ; কৃপণ। রিফ (নিন্দা করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। র, ´, ্র। সং ; পুং।

রেফাঃ—(রেফস্)। ক্রূর ; দুষ্ট ; নীচ ; কৃপণ। রিফ (নিন্দা করা)+অস্ ক। বিণ ; পুং।

রেভণ—গোধ্বনি, গরুর রব। রেভ (শব্দ করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

রেবত—নৃপবিশেষ ; জম্বীর বৃক্ষ। রেব (লম্ফ করা)+অত ক। সং ; পুং।

রেবত আনর্ত্তরাজের পুত্র। কুশস্থলী নগরী ইঁহার রাজধানী ছিল। রেবতী নামে ইঁহার অনুপম রূপলাবণ্যবতী দুহিতা জন্মে। রেবতীর বিবাহকাল উপস্থিত হইলে রেবত উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাইবার নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। কথিত আছে যে, তথায় সামগান শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া ইনি বহুযুগ মুহূর্ত্তবৎ যাপন করেন। অনন্তর ব্রহ্মার উপদেশে মর্ত্তে আগমনপূর্ব্বক বলরামের হস্তে দুহিতারত্ন সমর্পণ করিয়া তপস্যার্থ সুমেরুশিখরে আরোহণ করেন।

রেবতী—১। নক্ষত্রবিশেষ, চন্দ্রপত্নী ; দুর্গা ; মাতৃকাবিশেষ ; নদীবিশেষ ; গবী। রেবত দেখ ; রেবত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। বলদেবপত্নী। রেবত শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ইনি রেবত রাজার কন্যা। ইনি সাতিশয় রূপবতী ছিলেন। কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সহিত ইঁহার বিবাহ হয় (রেবত দেখ)। তাঁহার ঔরসে ইঁহার নিশঠ ও উল্মূক নামক দুই পুত্র জন্মে। যদুবংশ-ধ্বংসের পর বলদেব মানবলীলা সংবরণ করিলে, রেবতী পতির অনুমৃতা হন।

রেবতীজানি—বলরাম ; চন্দ্র। রেবতী হইয়াছে জায়া যাহার, বহু। সং ; পুং।

রেবতী-রমণ, রেবতীশ—বলরাম ; চন্দ্র। রেবতীর রমণ বা ঈশ (স্বামী), ৬তৎ। সং ; পুং।

রেবা—নর্ম্মদা নদী ; দুর্গা ; কামদেব-পত্নী, রতি। রেব (গমন করা)+অন্ ক+ আপ্। সং ; স্ত্রী।

রেষণ—অশ্বের হ্রেষাধ্বনি ; বৃক-গর্জ্জন। রেষ (অশ্ব বা বৃক কর্ত্তৃক ধ্বনি করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। [শব্দ।

রেষারেষি—পরস্পর হিংসা, দলাদলি। দেশজ

রৈ—শব্দ ; ধন ; স্বর্ণ। রা (দান করা)+ডৈ র্ম। সং ; পুং। [বিণ ; ত্রি।

রৈখিক—রেখাসম্বন্ধীয়। রেখা+ষ্ণিক ইদমর্থে।

রৈত্য—পিত্তলজাত, পিত্তলনির্ম্মিত ; রীতি-জনিত। রীতি দেখ ; রীতি (পিত্তল, ইত্যাদি)+ষ্য ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

রৈবত—শিব ; দৈত্যবিশেষ ; বিন্ধ্যাচলের পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী পর্ব্বতবিশেষ ; পঞ্চম মনু। রেবতী+ষ্ণ। সং ; পুং। [পুং।

রৈবতক—পর্ব্বতবিশেষ। রৈবত+কণ্। সং ;

রৈবতিক—রেবতীপুত্র। রেবতী দেখ ; রেবতী +ষ্ণিক অপত্যার্থে। সং ; পুং।

রোক—১। ক্রয়বিশেষ ; দীপ্তি ; প্রভা। রুচ (দীপ্তি পাওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পুং। ২। বিবর, গর্ত্ত, ছিদ্র। রু+কন্ অধি। ৩। নৌকা। রু (গমন করা)+কন্ ক। সং ; ক্লী। [দেশজ শব্দ।

রোখ—রোষ, ক্রোধ ; একগুঁয়েমি, জেদ।

রোগ—আময়, ব্যাধি, পীড়া। রুজ (পীড়িত করা)+ঘঞ্ ক। সং ; পুং। বিশেষণে রুগ্ন, রোগী।

রোগকাতর—পীড়াকাতর, রোগে ব্যাকুল। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

রোগক্লিষ্ট—রোগে অবসন্ন, পীড়ায় ব্যথিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

রোগগ্রস্ত—রোগাক্রান্ত, পীড়াযুক্ত, পীড়িত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

রোগঘ্ন—১। ব্যাধিনাশক। রোগ—হন (নাশ

করা)+টক্ ক । বিণ ; ত্রি । ২ । বৈদ্য, চিকিৎসক । সং : পু । ৩ । ঔষধ । সং ; স্ত্রী ।

রোগমুক্ত—রোগ হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত, নীরোগ ৫তৎ । বিণ ; ত্রি ।

রোগমুক্তি—পীড়া হইতে পরিত্রাণ, রোগ আরাম । ৫তৎ । সং ; স্ত্রী ।

রোগযন্ত্রণা—পীড়ার যাতনা, রোগ জন্য ক্লেশ । রোগ জনিত যন্ত্রণা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা । সং ; স্ত্রী ।

রোগরাজ—রাজযক্ষ্মা । রোগের রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ । সং ; পু ।

রোগশান্তি—রোগনিবৃত্তি, ব্যাধির উপশম । ৬তৎ । সং ; স্ত্রী ।

রোগশীর্ণ—পীড়াহেতু কৃশ, রোগে দুর্ব্বল । ৩তৎ । বিণ ; ত্রি ।

রোগহ, রোগহা—(রোগহন্) ১ । রোগঘ্ন, ব্যাধিনাশক । রোগ হনন করে যে, উপ ; রোগ শব্দ—হন (নাশ করা)+ যথাক্রমে ড ও ক্বিপ্ ক । বিণ ; পু । ২ । বৈদ্য, চিকিৎসক । সং ; পু ।

রোগাক্রান্ত—রোগগ্রস্ত । ৩তৎ । বিণ ; ত্রি ।

রোগাবসান—রোগের শেষ, পীড়ার উপশম । ৬তৎ । সং ; ক্লী ।

রোগিণী—রুগ্না, ব্যাধিগ্রস্তা, পীড়িতা । রোগী দেখ ; বিণ ; স্ত্রী । পুংলিঙ্গে রোগী ।

রোগী—(রোগিন্) । রুগ্ন, ব্যাধিগ্রস্ত, পীড়িত । রোগ+ইন্ অস্ত্যার্থে । বিণ ; পু । স্ত্রীলিঙ্গে রোগিণী । [রোগী দুই প্রকার—চিকিৎস্য ও অচিকিৎস্য । যে রোগীর চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ বি;ত না হইয়া স্বাভাবিক থাকে, এবং সুখদুঃখজনক ক্রিয়াশূন্য হয় না, যে রোগী চিকিৎসকের বাধ্য এবং ইন্দ্রিয়-সংযমে সমর্থ, তাহাকে চিকিৎস্য রোগী বলে । আর যে রোগী অত্যধিক কোপন-স্বভাব, অবিচারিতভাবে কার্য্যকারী, ভীরু, চিকিৎসককে অগ্রাহ্যকারী, ব্যাকুলচিত্ত, শোকগ্রস্ত, মুমূর্ষু, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তিশূন্য, চিকিৎসকের প্রতি শঠতা-যুক্ত, শ্রদ্ধাহীন ও অবিশ্বাসী, এবং চিকিৎ-সকের অবাধ্য, তাহাকে অচিকিৎস্য রোগী বলা যায়] ।

রোচক—১ । রুচিকারক : দীপ্তিপ্রদ । ণিজন্ত রুচ বা রোচি (রুচি করান, ইত্যাদি)+ ণক ক । বিণ ; ত্রি । ২ । ক্ষুধা ; কদলী ; অবদংশ, চাটনি ; পলাণ্ডু । সং ; পু ।

রোচন—১ । রুচিকারক ; দীপ্তিপ্রদ । ণিজন্ত রুচ বা রোচি (রুচি করান)+অন ক । বিণ ; ত্রি । ২ । গোরোচনা, বর্ণ-দ্রব্য-বিশেষ ; পলাণ্ডু ; দাড়িম্ব ; শ্বেত সজিনার গাছ ; করঞ্জবৃক্ষ । রুচ (দীপ্তি পাওয়া) +অন ক । সং ; পু ।

রোচনা—১ । গোরোচনা, বর্ণ-দ্রব্যবিশেষ ; রক্তকহ্লার । রুচ (দীপ্তি পাওয়া)+অন ক+আপ্ । ২ । উত্তমা স্ত্রী । ণিজন্ত রুচ বা রোচি (রুচি করান)+অন ক+ আপ্ । সং ; স্ত্রী ।

রোচনী—আমলকী ; গোরোচনা ; বণিক্ দ্রব্য-বিশেষ । রোচন+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ । সং ; স্ত্রী ।

রোচমান—১ । দীপ্যমান ; শোভমান । রুচ (দীপ্তি পাওয়া)+শান ক । বিণ ; ত্রি । ২ । অশ্বগ্রীবায় রোমাবর্ত্তবিশেষ । সং ; পু ।

রোচিঃ—(রোচিস্) । দীপ্তি ; কান্তি । রুচ (দীপ্তি পাওয়া)+ইস্ ভা । সং ; ক্লী ।

রোচিষ্ণু—দীপ্তিশীল ; শোভাযুক্ত । রুচ (দীপ্তি পাওয়া)+ইষ্ণু ক । বিণ ; ত্রি ।

রোটি—রোটিকা । রোটিকা দেখ । রুট+ই ক । সং ; স্ত্রী ।

রোটিকা—পিষ্টকবিশেষ, রুটি । রুট (প্রতিঘাত করা)+ণক ক+আপ্ । সং ; স্ত্রী ।

রোদ, রোদন—ক্রন্দন, কাঁদা ; অশ্রু । রুদ (কাঁদা)+যথাক্রমে অল্ ও অনট্ ভা । সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী ।

রোদঃ—(রোদস্) । পৃথিবী ; স্বর্গ ; আকাশ । রুদ (রোদন করা)+অস্ অধি । সং ; ক্লী ।

রোদন—রোদ দেখ ।

রোদনপরায়ণ—রোদনশীল, যে কাঁদিতেছে ; রোদন-সম্বল । রোদন হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু । বিং ; ত্রি । স্ত্রীলিঙ্গে রোদনপরায়ণা ।

রোদনশীল—যে কাঁদিতেছে এরূপ ; যে সর্ব্বদা কাঁদে । রোদন হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রীলিঙ্গে রোদন-শীলা ।

রোদনসম্বল—রোদনপরায়ণ, যাহার ক্রন্দন ভিন্ন অন্য উপায় নাই । বহু । বিণ ; ত্রি ।

রোদনোন্মুখ—ক্রন্দনোদ্যত, কাঁদিতে উদ্যত, কাঁদ কাঁদ । ৭তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রীলিঙ্গে রোদনোন্মুখী ।

রোদসী—পৃথিবী ; আকাশ ; আকাশ ও পৃথিবী উভয় । রোদস্ শব্দ+ঈপ্ । সং ; স্ত্রী ।

রোদ্ধা—(রোদ্ধৃ) । রোধকর্ত্তা, প্রতিরোধক । রুধ (রোধ করা)+তৃন্ ক । বিণ ; পু । স্ত্রীলিঙ্গে রোদ্ধ্রী ।

রোদ্ধ্রী—রোধকর্ত্রী । রোদ্ধা দেখ ; রোদ্ধৃ+স্ত্রী-লিঙ্গে ঈপ্ । বিণ ; স্ত্রী । পুংলিঙ্গে রোদ্ধা ।

রোধ—১ । অবরোধন ; প্রতিবন্ধক, বাধা । রুধ (রুদ্ধ করা)+অল্ ভা । ২ । তট, তীর । রুধ+অল্ ণ । সং ; পু ।

রোধঃ—(রোধস্) । তীর, তট, কূল । রুধ (রুদ্ধ করা)+অস্ ণ । সং ; ক্লী ।

রোধক—রোধকারক, প্রতিরোদ্ধা । রুধ (রুদ্ধ করা)+ণক ক । বিণ ; ত্রি । স্ত্রী-লিঙ্গে রোধিকা ।

রোধন—১ । রুদ্ধকরণ । রুধ (রুদ্ধ করা)+ অনট্ ভা । সং ; ক্লী । ২ । রোধকারক । রুধ+অন ক । বিণ ; ত্রি ।

রোধবক্রা—নদী । রোধ (তীর) হইয়াছে বক্র যাহার, বহু । সং ; স্ত্রী ।

রোধিকা—রোধক দেখ । বিণ ; স্ত্রী ।

রোধিনী—রোধী দেখ । বিণ ; স্ত্রী ।

রোধী—(রোধিন্) । রোধকর্ত্তা । রুধ (রুদ্ধ করা)+ণিন্ ক । বিণ ; পু । স্ত্রীলিঙ্গে রোধিনী ।

রোধ্র—১ । লোধ্রবৃক্ষ । রুধ+র ক । সং ; পু । ২ । অপরাধ ; পাপ । রুধ (রুদ্ধ করা)+ র ণ । সং ; ক্লী ।

রোপ—১ । শর, বাণ । রুপ (মূর্চ্ছিত করা) +অল্ ণ । ২ । রোপণ, বীজাদি বপন । ণিজন্ত রুহ বা রোপি (জন্মান)+অল্ ভা । সং ; পু । ৩ । গর্ত্ত, ছিদ্র । সং ; ক্লী ।

রোপণ—১ । বীজাদি-বপন, রোয়া ; উৎ-পাদন ; অর্পণ, স্থাপন । ণিজন্ত রুহ বা রোপি (জন্মান)+অনট্ ভা । ২ । বিমোহন, মুগ্ধকরণ ; আরোপ । রুপ (বিমুগ্ধ করা)+অনট্ ভা । সং ; ক্লী । বিশেষণে রোপিত ।

রোপিত—১ । অর্পিত, স্থাপিত ; প্রোত, ভূগর্ভনিহিত, পোঁতা । ণিজন্ত রুহ বা রোপি (জন্মান)+ক্ত র্ম্ম । ২ । বিমোহিত ; আরোপিত । রুপ (বিমুগ্ধ করা)+ক্ত র্ম্ম । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে রোপণ ।

রোম—(রোমন্) । লোম, রোঁয়া । রু (শব্দ করা)+মন্ ক । সং ; ক্লী ।

রোমকূপ—লোমকূপ, লোমমূলের ছিদ্র । ৬তৎ । সং ; পু ।

রোমগুচ্ছ—চামর । ৬তৎ । সং ; ক্লী ।

রোমজ—লোম দ্বারা প্রস্তুত, পশমি । রোম হইতে জন্মিয়াছে যে, উপ ; রোমন্ (লোম) —জন+ড ক । বিণ ; ত্রি ।

রোমন্থ, রোমন্থন—উদ্গীর্ণ-চর্ব্বণ, জাওর কাটা । রোগ—মন্থ (বধ করা)+যথাক্রমে অন্ ও অনট্ ক, নিপাতনে । সং : যথা-ক্রমে পু ও ক্লী ।

রোমন্থক, রোমন্থিক—রোমন্থনকারী জন্তু, যে সকল জন্তু জাওর কাটে । রোমন্থ দেখ ; রোমন্থ শব্দ+যথাক্রমে কণ্ ও ইক ক । সং ; পু ।

রোমভূমি—চর্ম্ম । ৬তৎ । সং ; স্ত্রী ।

রোমরাজি, রোম-লতা—লোমাবলি, লোম-সমূহ । ৬তৎ । সং ; স্ত্রী ।

রোম-বিকার, রোম-বিক্রিয়া—লোমাঞ্চ, রোমো-

দ্গম, গায়ে কাঁটা দিয়া উঠা। ৬তৎ। সং যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

রোমশ—লোমযুক্ত। রোমন্ শব্দ (লোম)+শ অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

রোমহর্ষ, রোমহর্ষণ—রোমাঞ্চ, গায়ে কাঁটা দিয়া উঠা। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী

রোমাঞ্চ—পুলক, রোমোদ্গম, গায়ে কাঁটা দিয়া উঠা। রোমের অঞ্চ (গতি), ৬তৎ, অথবা রোমন্ শব্দ (রোম)—অন্চ (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে রোমাঞ্চিত।

রোমাঞ্চিত—রোমাঞ্চযুক্ত, পুলকিত। রোমাঞ্চ দেখ; রোমাঞ্চ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

রোমালি, রোমালী, রোমাবলি, রোমাবলী—নাভির উর্দ্ধাগ্র উদরস্থ রোমশ্রেণী। রোমের আলি, আলী, আবলি, আবলী, ৬তৎ। স্ত্রী।

রোমাবলি, রোমাবলী—রোমালি দেখ।

রোমোদ্গম, রোমোচ্ছেদ—রোমাঞ্চ, পুলক। রোমের উদ্গম বা উচ্ছেদ, ৬তৎ। সং; পু।

রোরুদ্যমান—অতি-রোদনকারী, সাতিশয় রোদনশীল। যঙন্ত রুদ (পুনঃ পুনঃ রোদন করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

রোল—আর্দ্রক; ফলবিশেষ; অব্যক্ত শব্দ। সং; পু।

রোলম্ব—১। মধুকর, ভ্রমর। রোড (অনাদর করা)+অম্বচ্ ক। সং; পু। ২। অবিশ্বাসী। বিণ; ত্রি।

রোষ—কোপ, ক্রোধ। রুষ (রাগ করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে রুষ্ট।

রোষণ—১। কোপন, ক্রোধশীল, রাগী। রুষ (রাগ করা)+অন ক। বিণ; ত্রি। ২। পারদ; কষণপ্রস্তর, কষ্টিপাথর। সং; পু।

রোষদাহ—ক্রোধজনিত সন্তাপ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

রোষপ্রদীপ্ত—ক্রোধহেতু প্রজ্বলিত, ক্রোধে উদ্দীপ্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

রোষবিস্ফারিত—ক্রোধহেতু বিস্তৃত; কোপে কম্পিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

রোষাগ্নি—ক্রোধানল, ক্রোধরূপ অগ্নি। রূপক। সং; পু।

রোষানল—ক্রোধরূপ অগ্নি। রূপক। সং; পু।

রোষালাপ—ক্রোধপূর্ণ কথোপকথন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

রোষিত—কোপিত, ক্রোধিত, যাহাকে রাগান হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত রুষ বা রোষি (রাগান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

রোষোৎপত্তি—ক্রোধের উদ্ভব, কোপসঞ্চার। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

রোহ—১। অঙ্কুর। রুহ+অন্ ক। ২। আরোহণ। রুহ (জন্মা ইত্যাদি)+অল্ ভা। সং; পু। ৩। আরোহী। বিণ; ত্রি।

রোহণ—১। শৈল; রোহণগিরি। রুহ+অনট্ র্ম্ম। সং; পু। ২। উৎপত্তি; প্রাদুর্ভাব আরোহণ। রুহ (জন্মা ইত্যাদি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৩। রেতঃ, শুক্র। রুহ+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

রোহি—বৃক্ষ; বীজ; ধার্ম্মিক ব্যক্তি। রুহ (জন্মা ইত্যাদি)+ই ক। সং; পু।

রোহিণ, রৌহিণ—১। বটবৃক্ষ; গন্ধতৃণ। রোহিণী শব্দ+ষ্ণ। সং; পু। ২। দিবসের নবম মুহূর্ত্ত। রুহ (উঠা)+ইন ক+ষ্ণ। সং; পু।

রোহিণী—১। উৎপত্তিশীলা; আরোহিণী। রোহী দেখ। ২। রক্তবর্ণা। বিণ; স্ত্রী। ৩। চতুর্থনক্ষত্র দক্ষরাজের অন্যতমা কন্যা, চন্দ্রপত্নী, তারাপ্রধানা; বিদ্যাধরীবিশেষ; নববর্ষবয়স্কা কন্যা; বিদ্যুৎ; গবী; হরিতকী; হরিতাল। রুহ (জন্মা ইত্যাদি)+ইন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ৪। বসুদেব-পত্নী, বলরামের মাতা। বসুদেব কংসের ভয়ে সপুত্রা রোহিণীকে ব্রজধামে স্বীয় মিত্র নন্দঘোষের আলয়ে রাখিয়া আসেন। কংসের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইনি সেইখানেই ছিলেন। কংস নিহত হইলে ইনি মথুরায় পতিপুত্রসহ সুখে বাস করেন। যদুবংশ-ধ্বংসের পর বসুদেব তনুত্যাগ করিলে রোহিণীও পতির অনুগমন করেন।

রোহিণীকুণ্ড—শ্রীক্ষেত্রস্থ কুণ্ডবিশেষ, ইহা কল্প-বটের পশ্চিমে অবস্থিত। সং; ক্লী।

রোহিণীপতি, রোহিণীবল্লভ—চন্দ্র; বসুদেব। ৬তৎ। সং; পু।

রোহিৎ—রুইমাছ; সূর্য্য। সং; পু।

রোহিত, রোহিতক—১। মৎস্যবিশেষ, রুই-মাছ; বৃক্ষবিশেষ; মৃগবিশেষ; পদ্মরাগ-মণি; রক্তবর্ণ। রুহ (জন্মা ইত্যাদি)+ইতন্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং; পু। ২। রুধির, শোণিত; ঋজু ইন্দ্র-ধনু; কুঙ্কুম। সং; ক্লী। ৩। রক্তবর্ণযুক্ত। বিণ; ত্রি।

রোহিতাশ্ব—অগ্নি; রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র। রোহিত (লাল) হইয়াছে অশ্ব যাহার, বহু। সং; পু।

রোহী—(রোহিন্) ১। আরোহী; উৎপত্তি-শীল। রুহ (জন্মা ইত্যাদি)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রোহিণী। ২। অশ্বত্থ-বৃক্ষ; বটবৃক্ষ। সং; পু।

রৌক্ম—স্বর্ণময়। রুক্ম (স্বর্ণ)+ষ্ণ বিকারার্থে। বিণ; ত্রি।

রৌক্ষ্য—রুক্ষতা, কার্কশ্য। রুক্ষ দেখ; রুক্ষ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

রৌচ্য—মনুবিশেষ। সং; পু।

রৌদ্র—১। যম; কাব্যরসবিশেষ, ক্রোধজনক রস। সং; পু। ২। সূর্য্যকিরণ, রোদ; ক্রোধ। রুদ্র শব্দ+ষ্ণ। সং; ক্লী। ৩। রুদ্র-সম্বন্ধীয়; তীব্র; প্রচণ্ড; ভীষণ। বিণ; ত্রি।

রৌদ্রদগ্ধ—রৌদ্রতাপিত, সূর্য্যকিরণে সাতিশয় উত্তপ্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

রৌদ্ররস—কাব্যরস দেখ।

রৌদ্রী—চণ্ডী। রুদ্র (শিব)+ষ্ণ+ঈপ্। সং; [স্ত্রী।

রৌদ্রোজ্জ্বল—১। সূর্য্যকিরণে দীপ্তিমান্। রৌদ্র দ্বারা উজ্জ্বল, ৩তৎ। ২। ভীষণ অথচ দীপ্তিশালী। কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

রৌপ্য—রজত, রূপা। [কথিত আছে যে, ত্রিপুরাসুর বধ কালে মহাদেবের রোষপূর্ণ দক্ষিণ নেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া তাহাতে রুদ্রের উদ্ভব হয়, এবং তৎকালে বাম নেত্র হইতে যে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়, তাহা হইতেই রৌপ্যের জন্ম হইয়াছে। ইহা শীতবীর্য্য, কষায় ও অম্ল-রসবিশিষ্ট, মধুররসাত্মক, সারক, চির-যৌবনকারক, দেহকৃশকর, বাত প্রমেহাদি রোগনাশক]। রূপ্য শব্দ (রূপা)+ষ্ণ স্বার্থে। সং; ক্লী।

রৌপ্যচক্র—রূপার চাকা, রূপার চাকৃতি। টাকা। রৌপ্য নির্ম্মিত চক্র (চক্রাকার পদার্থ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

রৌপ্যমুদ্রা—রৌপ্যনির্ম্মিত মুদ্রা, টাকা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

রৌরব—১। ভয়ঙ্কর; ধূর্ত্ত; চঞ্চল। ২। রুরু-সম্বন্ধীয়। রুরু শব্দ (মৃগবিশেষ)+ষ্ণ ইদ-মর্থে। বিণ; ত্রি। ৩। নরকবিশেষ [গোহত্যাকারী, ভ্রূণহা, ব্রাহ্মণঘাতী, স্ত্রীঘাতী, তীর্থপ্রতিগ্রাহী প্রভৃতি পাপিগণ এই নরকে গমন করে]। যঙন্ত রু বা রোরুয় (পুনঃ পুনঃ বধ করা)+ক্বিপ্ অধি—রোরু; রোরু+ষ্ণ। সং; ক্লী।

রৌহিণ—রোহিণ দেখ।

রৌহিণেয়—বুধগ্রহ; বলদেব। রোহিণী শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

রৌহিষ—মৃগবিশেষ; রোহিৎমৎস্য। রুহ (জন্মা)+টিষচ্ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে রৌহিষী।

রৌহিষী—দূর্ব্বা; মৃগীবিশেষ। রৌহিষ দেখ; রৌহিষ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ল

ল—১। অষ্টাবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণ স্থান দন্ত। ২। ইন্দ্র; গ্রহণ; দান। লা+ড ভা। সং; পু।

লকচ, লকুচ—ডেহুয়া গাছ, মাদার গাছ, স্থান-বিশেষে ইহাকে ডেলো এবং ডেলোমাদারও বলে। সং; পু।

লক্তক—আলতা; রক্তবস্ত্র; ন্যাকড়া। সং; পু।

লক্ষ—শতসহস্র সংখ্যা, লাখ; দৃষ্টি; ছল;

শরব্য, বেধনার্থ উদ্দিষ্ট বস্তু। লক্ষ (চিহ্ন করা, দেখা)+অল্ র্ম। সং ; ক্লী।

লক্ষক—লক্ষণা দ্বারা অর্থপ্রকাশক। ণিজন্ত লক্ষ বা লক্ষি (দেখান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

লক্ষণ—১। নাম ; চিহ্ন। লক্ষ+অনট্ ণ। ২। ব্যাকরণ-সূত্র ; স্বরূপ। লক্ষ (দেখা)+ অনট্ র্ম। ৩। পরিচ্ছেদকরণ ; পরিচয় ; দর্শন। লক্ষ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ৪। দশরথের তৃতীয় পুত্র, রামচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা [লক্ষ্মণ দেখ]। লক্ষ+অন ক। সং ; পু। ৫। শ্রীমান্। লক্ষ+অন র্ম। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

লক্ষণযুক্ত—শুভ লক্ষণবিশিষ্ট, সুলক্ষণ। ৩তৎ।

লক্ষণা—১। সারসী ; হংসী। লক্ষ (দেখা)+ অন ক+আপ্। ২। শব্দের বৃত্তিবিশেষ,—যে শক্তি দ্বারা শব্দের মুখ্যার্থের বোধ হওয়ার পরে বা সেই সঙ্গে তৎসংক্রান্ত অন্যার্থেরও বোধ হয়, তাহার নাম লক্ষণা, যেমন "রাম গঙ্গাবাসী হইয়াছেন", এস্থলে গঙ্গা শব্দের মুখ্যার্থ ভগীরথখাতজলপ্রবাহ, কিন্তু জলপ্রবাহে রামের বাস অসম্ভব, এ কারণ গঙ্গা শব্দে এখানে গঙ্গাতীর অর্থেরও বোধ হইতেছে। লক্ষ+অন ণ+ আপ্। সং ; স্ত্রী। [ত্রি।

লক্ষণাক্রান্ত—লক্ষণযুক্ত, সুলক্ষণ। ৩তৎ। বিণ ;

লক্ষণীয়—দর্শনীয় ; অনুভবযোগ্য। লক্ষ (দেখা) +অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি।

লক্ষপতি—লক্ষমুদ্রার অধীশ্বর, লাখপতি। ৬তৎ। বিণ ; পু। [ত্রি।

লক্ষাধিক—এক লক্ষের অধিক। ৬তৎ। বিণ ;

লক্ষিত—দৃষ্ট ; লক্ষ্যীকৃত ; উদ্দিষ্ট ; অনুমিত ; জ্ঞাত ; আলোচিত ; অঙ্কিত ; লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা জ্ঞাত। লক্ষ (দেখা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে লক্ষণ। [ক্লী।

লক্ষ্ম—(লক্ষ্মন্)। চিহ্ন। লক্ষ+মন্ র্ম। সং ;

লক্ষ্মণ—১। চিহ্ন ; নাম। লক্ষ্ম দেখ ; লক্ষ্মন্ শব্দ+ক্ব। সং ; ক্লী। ২। শ্রীমান্। বিণ ত্রি। ৩। দুর্যোধনের পুত্র ; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিবসে ইনি অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যুর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। সং ; পু। ৪। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। মহারাজ দশরথের ঔরসে তাঁহার তৃতীয়া মহিষী সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামক যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্ম হয়। তন্মধ্যে লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ, শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ। লক্ষ্মণ শৈশবাবধি রামের একান্ত অনুগত ও আজ্ঞাবহ ছিলেন এবং সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার অনুগমন করিতেন। রামাদি ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত ক্ষত্রিয়োচিত সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা লাভ করিয়া ইনি বিলক্ষণ শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন ও রণকুশল বলিয়া খ্যাত হইয়া উঠেন।

যৎকালে ইঁহার বয়ক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ মাত্র, সেই সময়ে বিশ্বামিত্র ঋষি রাক্ষসদিগের উপদ্রব হইতে স্বীয় যজ্ঞ রক্ষা করিবার নিমিত্ত রামকে লইয়া গেলে ইনিও জ্যেষ্ঠের অনুগমন করেন। অনন্তর সরযূতীরে উপনীত হইলে মুনিবর ভ্রাতৃদ্বয়কে বলা ও অতিবলা মন্ত্র প্রদান করেন। অতঃপর রামের হস্তে তাড়কা রাক্ষসীর নিপাত হইলে লক্ষ্মণ ও রাম বিশ্বামিত্রের সহিত মিথিলা গমন করিলেন, এবং তথায় ভ্রাতৃদ্বয় মিথিলারাজের সীতা ও ঊর্ম্মিলা নাম্নী দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। তৎপরে অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া দ্বাদশ বৎসরকাল সুখে অতিবাহিত করিলেন।

অতঃপর বিমাতার চক্রান্তে রাম ভার্য্যাসহ চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস গমন করিলে লক্ষ্মণও তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। পঞ্চবটীতে অবস্থানকালে একদা লঙ্কানাথ নিশাচর রাবণের বিধবা ভগিনী শূর্পণখা রামের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হইয়া সীতাকে গ্রাস করিতে উদ্যতা হইলে রামের আদেশে লক্ষ্মণ তাহার নাসা কর্ণ ছেদন করিলেন। পাপীয়সী লঙ্কায় যাইয়া জ্যেষ্ঠকে সীতাহরণে উত্তেজিত করিল। দুর্বৃত্ত দশানন মায়াবী মারীচের সহিত দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইল। মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া সীতার সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। জানকী সেই মৃগ ধরিয়া দিবার নিমিত্ত স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। রাম লক্ষ্মণকে সীতার রক্ষার্থ কুটীরে রাখিয়া মৃগের অনুসরণ করিলেন। রামশরে বিদ্ধ হইয়া মারীচ 'হা লক্ষ্মণ! হা সীতা!' বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল। রাম বিপন্ন হইয়াছেন মনে করিয়া সীতা লক্ষ্মণকে তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ প্রথমে যাইতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু অবশেষে সীতার গঞ্জনায় যাইতে বাধ্য হইলেন। সেই অবকাশে রাবণ সীতাকে হরণ করিল।

অতঃপর লক্ষ্মণ রামসহ কুটীরে প্রত্যাগত হইয়া সীতাকে না দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে জটায়ুর নিকট রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণের সংবাদ জানিতে পারিলেন। অনন্তর হনুমান্ লঙ্কায় সীতার সন্ধান করিয়া আসিলে, লক্ষ্মণ রামের সহিত কপিকটক লইয়া লঙ্কায় উপনীত হইলেন। উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে লক্ষ্মণ অশেষ বীরত্ব ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। রাবণপুত্র নানাপ্রকার মায়াযুদ্ধ জানিত। এজন্য লক্ষ্মণ তাঁহার নিকট দুই বার পরাজিত হন। কিন্তু তৃতীয়বারে লক্ষ্মণ বিভীষণের মন্ত্রণায় ইন্দ্রজিতের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং সে মায়া বিস্তার করিতে পারিবার পূর্ব্বেই তাহার প্রাণসংহার করিলেন। পরদিন পুত্রশোকাতুর রাবণ পুত্রহন্তা সৌমিত্রির বক্ষে দারুণ শক্তিশেল প্রহার করে। তাহাতে ইনি অচেতন ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন। অনন্তর সুষেণের উপদেশক্রমে হনুমান্ ঔষধ আনিয়া দিলে ইনি পুনঃ সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

রাবণ-বধের পর লক্ষ্মণ রাম-সীতার সহিত অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম প্রজার রঞ্জনার্থ সীতার বর্জ্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি সেই কার্য্যের ভারার্পণ করিলে লক্ষ্মণ নিতান্ত অনিচ্ছায় ও বিষণ্ণচিত্তে গর্ভবতী সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আসিলেন। কিছুকাল পরে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে লক্ষ্মণ যজ্ঞীয় অশ্ব রক্ষণার্থ নিযুক্ত হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। ঘোটক বাল্মীকির তপোবনে উপস্থিত হইলে সীতাতনয় কুশীলব তাহাকে ধরিয়া রাখেন। ইহাতে লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাদের বিবাদ হয়। লক্ষ্মণ যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন। অনন্তর বাল্মীকি আসিয়া ইঁহাকে মুক্তিদান করিলে ইনি অশ্ব লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন। যজ্ঞসমাপ্তির পর সীতা আনীতা হইয়া পাতালে প্রবেশ করিলে ইনি সাতিশয় দুঃখিত হন। অতঃপর ইঁহার পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু রামের আদেশে দুইটি স্বাধীন রাজ্যের রাজা হন।

এইরূপে ইঁহাদের পার্থিব কার্য্যকাল পরিসমাপ্ত হইয়া আসিলে একদা কালপুরুষ ছদ্মবেশে আসিয়া এই নিয়মে রামের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন যে, তৎকালে যে কেহ তথায় উপস্থিত হইবে, রাম তাহাকেই বর্জ্জন করিবেন। লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষক নিযুক্ত হইলেন। এমন সময় মহর্ষি দুর্ব্বাসা রামের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া লক্ষ্মণকে দ্বার পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় দুর্ব্বাসা শাপপ্রদানে উদ্যত হইলেন। অগত্যা লক্ষ্মণ রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রতিজ্ঞানুসারে রাম লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইলেন। লক্ষ্মণ অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া সরযূ নদীতে যোগবলে তনুত্যাগ করিলেন।

লক্ষ্মণসেন—লক্ষ্মণসেন নামে বঙ্গদেশে দুইজন রাজা ছিলেন। প্রথম জন সুপ্রসিদ্ধ বল্লালসেনের পুত্র। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে,

ইনি এই বংশীয় রাজগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি যৌবনে অতি প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন এবং পিতৃরাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইঁহার নামানুসারে মিথিলায় অদ্যাপি একটি অব্দ প্রচলিত আছে। উহার নাম লক্ষ্মণ সংবৎ এবং উহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন "লসং"। ১১১৯ খ্রীঃ হইতে উহার গণনা আরব্ধ হইয়াছে। উক্ত অব্দে লক্ষ্মণসেনের জন্ম হয়। বোধ হয়, বল্লালসেন পুত্রের জন্মে সাতিশয় প্রীত হইয়া ঐ ঘটনার স্মরণার্থ উক্ত অব্দ প্রচলিত করিয়াছিলেন, অথবা লক্ষ্মণসেন স্বয়ং উত্তরকালে পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়া স্বীয় জন্মাব্দ স্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে উহা প্রচলিত করেন। লক্ষ্মণসেন বিদ্বান্ এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত ইঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। ইঁহারই সভায় থাকিয়া সুপ্রসিদ্ধ কবি জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সুললিত গীতিকাব্য "গীতগোবিন্দ" রচনা করেন। লক্ষ্মণসেন গৌড় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গঙ্গাতীরে আর একটি নগর নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার নাম "লক্ষ্মণাবতী" রাখেন।

দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনও উক্ত বংশে উৎপন্ন। ইনি এই বংশের শেষ রাজা। ইঁহার রাজত্বকালে নবদ্বীপ বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। ইঁহারই সময়ে বখ্‌তিয়ার খিলিজি মগধ জয় করেন এবং তাঁহার বীরত্ব-খ্যাতি বাঙ্গালায় প্রচারিত হয়। এই সময়ে বার্দ্ধক্যনিবন্ধন লক্ষ্মণসেন রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় অশক্ত হইয়াছিলেন। ইনি নবদ্বীপে থাকিয়া সমস্তই শুনিতে লাগিলেন। অবসর বুঝিয়া ইঁহার সভাস্থ কাপুরুষ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিল, "আমাদের দেশ অতঃপর যবনদিগের করতলগত হইবে।" একে তো রাজা অশীতিপর বৃদ্ধ, তাহার উপর নিজ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের এবম্প্রকার ভীতি প্রদর্শন; কাজেই রাজা রাজ্যরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিয়া শত্রু সমাগত হইলে কিরূপে পলায়নপর হইয়া আত্মরক্ষা করিবেন, তাহারই সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিলেন।

এদিকে বখ্‌তিয়ার বঙ্গবিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রথমে অরক্ষিত গৌড় অধিকার করিয়া লইলেন এবং পরবৎসর সসৈন্যে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি নিজ সেনাদলকে নিকটস্থ এক বনে লুক্কায়িত রাখিয়া মাত্র অষ্টাদশ জন সৈন্যসহ রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উপনীত হইলেন। বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন এই সময়ে আহারে বসিয়াছিলেন। তিনি দ্বারদেশে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শুনিয়াই ভয়ে উদ্বিগ্ন হইলেন এবং আহার সমাপ্ত না করিয়াই মহিষী ও অন্যান্য পরিজনবর্গকে লইয়া মগ্নপদে গুপ্তদ্বার দিয়া বহিষ্ক্রান্ত হইয়া নৌকাযোগে পূর্ব্ববাঙ্গালায় পলায়ন করিলেন এবং ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুবর্ণ গ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়া নিরাপদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। বখ্‌তিয়ার বিনা শোণিতপাতে, বিনা বাধায় নবদ্বীপ অধিকার করিয়া "বঙ্গবিজেতা" নাম ক্রয় করিলেন (১১৯৯ খ্রীঃ)। কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মণসেন এইরূপে পলায়ন করিয়া পুরীধামে গমনপূর্ব্বক জগন্নাথসেবায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মণসেনের ঐরূপে পলায়নবর্ণনা প্রকৃত নহে।

লক্ষ্মণা—১। সারসী। লক্ষ্মন্ শব্দ (চিহ্ন)+অ +আপ্। সং; স্ত্রী। ২। দুর্য্যোধনের কন্যা। ইঁহার স্বয়ংবরকালে কৃষ্ণতনয় শাম্ব ইঁহাকে হরণ করেন, কিন্তু কৌরবগণ কর্ত্তৃক তিনি সমরে পরাজিত ও বন্দীকৃত হন। অনন্তর বলরাম তাঁহাকে মুক্ত করিলে তাঁহার সহিত লক্ষ্মণার বিবাহ হয়।

লক্ষ্মী—১। শ্রী; রাজশ্রী; শোভা; সম্পত্তি; হরিদ্রা; বীরনারী; মুক্তা; স্থলপদ্ম; দুর্গা। লক্ষ (দেখা)+ঈ র্ম। সং; স্ত্রী। ২। বিষ্ণুর পত্নী, কমলা। ইনি সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া খ্যাতা। মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে ও খ্যাতির গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। দেবরাজের প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপবশতঃ ত্রিলোক শ্রীহীন হইলে লক্ষ্মী সাগরতলে নিমজ্জিতা হইয়াছিলেন। পরে সমুদ্রমন্থনকালে পুনরুত্থিতা হন। দেবী লক্ষ্মী সীতারূপে রাজা জনকের কন্যা হইয়া পৃথিবীতে উত্থিতা হন।

লক্ষ্মীকান্ত—বিষ্ণু, নারায়ণ; রাজা। ৬তৎ। সং; পু।

লক্ষ্মীজনার্দ্দন—কমলা ও বিষ্ণু; শালগ্রামবিশেষ [শালগ্রাম দেখ]। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

লক্ষ্মীনরসিংহ—শালগ্রামবিশেষ [শালগ্রাম দেখ]। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

লক্ষ্মীনারায়ণ—কমলা ও বিষ্ণু; শালগ্রাম বিশেষ [শালগ্রাম দেখ]। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

লক্ষ্মীপতি—বিষ্ণু; নৃপতি, রাজা। ৬তৎ। সং।

লক্ষ্মীপুত্র—কামদেব; সীতা-তনয়—কুশ ও লব; অশ্ব; গন্ধর্ব্ববিশেষ। ৬তৎ। সং; পু।

লক্ষ্মীবাই—ঝাঁসির শেষ হিন্দুরাজা গঙ্গাধর রাওএর মহিষী। গঙ্গাধর ১৮৫৩ খ্রীঃ অকালে কালকবলিত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া স্বরাজ্যস্থ ইংরেজ রেসিডেণ্টকে এইরূপ অনুরোধ করিয়া যান যে, সেই বালককে যেন রাজসিংহাসন প্রদান করা হয় এবং তাহার অপ্রাপ্তব্যবহারকালে মহিষী লক্ষ্মীবাই যেন তাহার অভিভাবক হন এবং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

বিধবা হইয়া লক্ষ্মীবাই স্বামীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার সহগমনে ক্ষান্ত হইলেন এবং দত্তকপুত্রের অভিভাবকস্বরূপ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইঁহাকে অধিক দিন এই কার্য্য করিতে হইল না। লর্ড ডালহাউসি গঙ্গাধরের দত্তকপুত্রের উত্তরাধিকার স্বত্ব অস্বীকার করিয়া ঝাঁসি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন; লক্ষ্মীবাই তাহাতে বাধা প্রদানের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদা রেসিডেণ্টের সহিত কথোপকথন কালে বীরললনা তেজোগর্ভ বাক্যে বলিয়াছিলেন, "মেরি ঝাঁসি দেওঙ্গে নেহি।" অতঃপর ঝাঁসি কোম্পানির ভারত-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইল (১৮৫৩ খ্রীঃ)। ইহাতে লক্ষ্মীবাই অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন।

অতঃপর ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী সৈন্যেরা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে লক্ষ্মীবাই স্বীয় প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত মহোৎসাহে বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিলেন। কেবল সেনাপতিদিগের হস্তে সৈন্যপরিচালনের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া বীর-বালা স্বয়ং অসিবর্ম্ম ধারণ করিয়া ও অশ্বপৃষ্ঠে যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত হইয়া রণচণ্ডীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি ইংরেজসৈন্যদিগকে পরাভূত করিয়া ঝাঁসিতে পুনরধিকার স্থাপন করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া মধ্যপ্রদেশের প্রধান ইংরেজ সেনাপতি স্যার হিউ রোজ্ ১৮০৮ খ্রীঃ ২৩শে মার্চ্চ ঝাঁসি অবরোধ করিলেন। হিন্দুকুলরমণী বৃটিশ-সিংহের সহিত যুদ্ধে অসামান্য সমরকৌশল ও অত্যদ্ভুত সৈন্য-পরিচালন-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। স্যার হিউ রোজ্ মুক্তকণ্ঠে ইঁহার বীরত্বের সাধুবাদ ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিলেন, "লক্ষ্মীবাই রমণী হইলেও বিপক্ষদলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসিকা ও রণপারদর্শিনী।" ইঁহার অদ্ভুত বীরত্বে প্রোৎসাহিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তাঁতিয়া তোপি এবং বাণপুরের রাজা ২০ সহস্র সৈন্য লইয়া ইঁহার সাহায্যার্থ আগমন করেন। পরন্তু ইংরেজ-সৈন্য বিজয়ী হইল। লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি ত্যাগ করিয়া কাল্পী নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কাল্পী হইতে বিতাড়িত লক্ষ্মীবাই ও তাঁতিয়া তোপি গোয়ালিয়রে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য বিদ্রোহী সৈন্য ইঁহাদের সহিত মিলিত হইল। গোয়ালিয়র, সিন্ধিয়া এবং ইঁহার মন্ত্রী দিনকর রাও ইঁহাদিগকে বাধা

দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়নপর হইলেন। সিন্ধিয়ার কোষাগার, অস্ত্রাগার, তোপখানা প্রভৃতি সমস্তই লক্ষ্মীবাইয়ের হাতে পড়িল। অতঃপর স্যার হিউ রোজ ১৭ই জুন গোয়ালিয়র আক্রমণ করিলেন। লক্ষ্মীবাই অশ্বপৃষ্ঠে বীরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া স্বীয় ভগিনীর সহিত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণা হইলেন এবং অতুল সাহসের সহিত সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। যেখানে তুমুল সংগ্রাম ও ঘোরতর বিপদ্, সেইখানেই লক্ষ্মীবাই উপস্থিত হইয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অবশেষে বিপক্ষের গুলির আঘাতে বীররমণী রণশয্যায় শয়ন করিয়া দেহত্যাগ করিলেন (১৮৫৮ খ্রীঃ)। কেহ কেহ বলেন, ইঁহারই দলস্থ একজন সৈনিক-পুরুষ ইঁহার কণ্ঠস্থ রত্নহারের লোভে ইঁহার প্রাণবধ করে।

লক্ষ্মীবতী—শ্রীমতী; সৌভাগ্যশালিনী। লক্ষ্মীবান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

লক্ষ্মীবান্—(লক্ষ্মীবৎ)। শ্রীমান্, সৌভাগ্যশালী; ধনবান্; বিভবশালী। লক্ষ্মী শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে—লক্ষ্মীবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে লক্ষ্মীবতী।

লক্ষ্মীশ, লক্ষ্মীশ্বর—রমাপতি, বিষ্ণু, নারায়ণ; সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি। লক্ষ্মীর ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু।

লক্ষ্মীস্বভাবা—লক্ষ্মীর ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্টা (রমণী)। লক্ষ্মীর ন্যায় স্বভাব যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

লক্ষ্মীস্বরূপা—লক্ষ্মীর ন্যায় গুণবিশিষ্টা। বহু। বিণ; স্ত্রী।

লক্ষ্মীস্বরূপিণী—লক্ষ্মীর ন্যায় গুণসম্পন্না, সাতিশয় গুণবতী। লক্ষ্মীর স্বরূপ, ৬তৎ। লক্ষ্মীস্বরূপ+ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

লক্ষ্য—১। দ্রষ্টব্য, লক্ষণাদ্বারা বোধ্য; জ্ঞেয়; অনুমেয়; উদ্দেশ্য। লক্ষ (দেখা)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি। ২। শরব্য, ভেদ্য, যাহা বিদ্ধ করিতে হইবে; ছল, চাতুরী; চিহ্ন। সং; ক্লী।

লক্ষ্যভ্রষ্ট—লক্ষ্যচ্যুত, উদ্দেশ্য হইতে স্খলিত; শিকার হইতে বঞ্চিত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

লক্ষ্যস্থল—উদ্দিষ্ট স্থান, সংকল্পিত স্থান। ৬তৎ। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি।

লক্ষ্যহীন—উদ্দেশ্যহীন, অভিপ্রায়শূন্য। ৩তৎ।

লগিত—সংলগ্ন, সংযুক্ত; যুক্ত। লগ (লাগা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

লগুড়—বংশময় দণ্ড, লাঠি; গদা; মুদ্গর।

লগ্ন—১। মেষাদি রাশির উদয়কাল। লস্জ (লজ্জিত হওয়া)+ক্ত অধি। সং; ক্লী। ২। সংযুক্ত। লগ (লাগা)+ক্ত ক। ৩। লজ্জিত। লস্জ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ৪। বন্দী, স্তুতিপাঠক। সং; পু।

লগ্নক—প্রতিভূ, প্রতিনিধি, জামিন। লগ্ন দেখ; লগ্ন+কণ্। সং; পু।

লগ্নপত্র—বিবাহের পূর্ব্বে কোন্ দিনে কোন্ লগ্নে বিবাহ হইবে তাহারি নির্দ্ধারক পত্র। ইহাতে বিবাহের অর্থাদিসম্বন্ধীয় বিবরণও লিখিত হয়। লগ্ন নিরূপক পত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

লঘিমা—(লঘিমন্)। লঘুতা, লাঘব; গৌরবহীনতা; ঐশ্বর্য্যবিশেষ, নিজ শরীরকে লঘু করিবার শক্তি। লঘু+ইমন্ ভাবে। পু।

লঘিষ্ঠ—অতিশয় লঘু; অতি ক্ষুদ্র। লঘু+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি।

লঘীয়সী—লঘীয়ান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

লঘীয়ান্—(লঘীয়স্)। অতিশয় লঘু; অতি ক্ষুদ্র। লঘু শব্দ+ঈয়স্ অতিশয়ার্থে—লঘীয়স্, ১মার ১বচন। বিণ। পু। স্ত্রীলিঙ্গে লঘীয়সী।

লঘু—১। ভারহীন; হাল্কা; শীঘ্র; সংক্ষিপ্ত। অসার; হ্রস্ব; ক্ষুদ্র; শুষ্ক; তেজোহীন; অল্প; ইষ্ট, বাঞ্ছিত; সুন্দর। মান দেখ। লন্ঘ (শোষণ করা, ইত্যাদি)+কু ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে লঘ্বী, লঘু। ২। (ব্যাকরণে) হ্রস্ববর্ণ। সং; পু।

লঘুকায়—১। ক্ষুদ্রদেহধারী। লঘু হইয়াছে কায় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ছাগ। সং; পু। ৩। ক্ষুদ্র দেহ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

লঘুগামী—(লঘুগামিন্)। শীঘ্রগামী, দ্রুতগমনশীল; সুন্দরগমনকারী। লঘু শব্দ—গম (গমন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে লঘুগামিনী।

লঘুচতুষ্পদী—ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

লঘুতা, লঘুত্ব—লাঘব, লঘুর ভাব। লঘু শব্দ+তা ও ত্ব ভাবে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

লঘুত্রিপদী—বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

লঘুপাক—সহজপাচ্য, যাহা শীঘ্র পরিপাক হয়। বহু। বিণ; ত্রি।

লঘুপাপ—১। অল্প পাপ, সামান্য দোষ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। স্বল্প পাপযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি।

লঘুভাবে—সংক্ষিপ্তভাবে; সামান্যরূপে। বহু। ক্রি-বিণ।

লঘুললিত চতুষ্পদী—ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

লঘুহস্ত—ক্ষিপ্রকারী, শীঘ্রকার্য্যকারক। লঘু হইয়াছে হস্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

লঘূ—লঘ্বী দেখ।

লঘূকরণ—সংক্ষিপ্তকরণ, হ্রাসকরণ; নিম্নশ্রেণীর রাশিকে উচ্চশ্রেণীতে বা উচ্চশ্রেণীর রাশিকে নিম্নশ্রেণীতে পরিণত করিবার কৌশল (Reduction)। লঘু শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে—লঘূ—কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

লঘ্বী, লঘূ—১। লাঘবযুক্তা। লঘু দেখ। লঘু শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্, পক্ষে ঊঙ্। বিণ; স্ত্রী। ২। স্ত্রী-বাহন শকটবিশেষ; অতি মৃদুপ্রকৃতি কৃশাঙ্গী রমণী। সং; স্ত্রী।

লং—রেভাঃ জেমস্ (Rev. James Long). জন্ম ১৮১৪ খ্রীঃ। ইনি বাল্যে কিছুদিন রুষিয়ায় বাস করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খ্রীঃ চর্চ্চ মিসনারী সোসাইটি কর্ত্তৃক মিসনারী স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া ইনি ভারতে আসেন। কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান ইঁহার কার্য্যক্ষেত্র ছিল। ইনি বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালার অধিবাসী, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালার প্রবাদবাক্যগুলি সংগ্রহ করিয়া ইনি একখানি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন। কলিকাতার ইতিহাসও একখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খ্রীঃ ইনি "নীলদর্পণ" নাটকের ইংরাজী অনুবাদের তত্ত্বাবধান করেন এবং উহার জন্য একটি মুখবন্ধ লেখেন। এই জন্য নীলকরগণ কর্ত্তৃক গ্লানি করা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া লং সাহেবকে হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে ও একমাস কারাবাস করিতে হয়। জরিমানার টাকা কলিকাতার কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রদান করেন। এ সম্বন্ধে ধীরাজের একটি গান আছে "......লংকে ধোরে একটি মাস ম্যাদ দিয়েছে। ......সিংহ বাবু দয়াগুণে হাজার টাকা দিলেন গুণে......" ইত্যাদি। ১৮৭২ খ্রীঃ লং সাহেব ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও সেইখানে ১৮৮৭ খ্রীঃ ২৩শে মার্চ্চ ইঁহার লোকান্তর গমন ঘটে। লং সাহেব বঙ্গবাসিগণকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন এবং বাঙ্গালীরাও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। Trubner's Oriental Series নামক ধারাবাহিক গ্রন্থের জন্য লং সাহেব Eastern Proverbs and Emblems' Illustrating Old Truths নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

লঙ্কা—সিংহল দ্বীপ। রামায়ণে বর্ণিত আছে, ইহা ত্রিকূট পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিত। ইহার রাজধানী লঙ্কাপুরী। সং; স্ত্রী। সিংহল দেখ।

লঙ্কাধিপ, লঙ্কাধিপতি, লঙ্কা-পতি, লঙ্কেশ, লঙ্কেশ্বর—লঙ্কার রাজা, রাবণ। ৬তৎ। সং; পু।

লঙ্কাসমর—লঙ্কাযুদ্ধ, লঙ্কায় ঘটিত রামরাবণের যুদ্ধ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

লঙ্কেশ্বর—লঙ্কাধিপ দেখ।

লঙ্গ—মিলন ; জার, উপপতি। লন্গ (মিলিত হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু।

লঙ্ঘন—অভোজন, অনাহার, উপবাস ; অতি-ক্রম ; অতিবাহন ; লম্ফন ; আক্রমণ ; আঘাত। লন্ঘ+অনট্ ভা। সং : স্ত্রী।

লজ্জমান—লজ্জাযুক্ত, লজ্জিত। লস্জ (লজ্জিত হওয়া)+শান ক। বিণ ; ত্রি।

লজ্জা—ব্রীড়া, অনুচিত কর্ম্মজন্ত অন্তরে সঙ্কোচ বোধ, লাজ। লস্জ (লজ্জিত হওয়া)+ঙ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে লজ্জিত।

লজ্জাকর—লজ্জাজনক, লাজ উৎপাদক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

লজ্জাকাতর—লজ্জাহেতু ব্যাকুল, লজ্জায় অধীর। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

লজ্জাজনক—লজ্জা উৎপাদক, লজ্জাকর। ৬তৎ।

লজ্জাজনিত—লজ্জাসম্ভূত, লজ্জা হইতে উদ্ভূত। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

লজ্জানত—লজ্জাহেতু নম্র, লজ্জায় অবনত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

লজ্জানম্র—লজ্জায় অবনত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

লজ্জালু—১। লজ্জাশীল, লাজযুক্ত, লাজুক। লজ্জা শব্দ+আলু যুক্তার্থে। বিণ : ত্রি। ২। লতাবিশেষ, লজ্জাবতী লতা। সং ; স্ত্রী।

লজ্জাবতী—১। লজ্জাশীলা। বিণ ; স্ত্রী। লজ্জা-বান্ দেখ। ২। লতাবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

লজ্জাবনত—লজ্জা হেতু নত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

লজ্জাবনতমুখ—১। লজ্জাহেতু নত মুখবিশিষ্ট, যে লজ্জায় মুখ নীচু করিয়াছে এরূপ। লজ্জাবনত হইয়াছে মুখ যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে লজ্জাবনতমুখী। ২। লজ্জায় আনত মুখ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

লজ্জাবনতমুখী—লজ্জাবনতমুখ দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

লজ্জাবান্—(লজ্জাবৎ)। লজ্জাশীল। লজ্জা শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে লজ্জাবতী।

লজ্জাশীল—লজ্জাযুক্ত, লাজুক। লজ্জা হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে লজ্জাশীলতা।

লজ্জাশীলতা—লজ্জালুতা, লাজুক ভাব। লজ্জা-শীল+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

লজ্জাশীলা—লজ্জাবতী, লাজযুক্তা, লাজুকা। লজ্জা হইয়াছে শীল যাহার (যে স্ত্রীর), বহ। বিণ ; স্ত্রী।

লজ্জাহীন—লজ্জাশূন্য, সঙ্কোচশূন্য, যাহার লাজ নাই। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে লজ্জা-হীনা। [ভাবে। সং ; স্ত্রী।

লজ্জাহীনতা—লজ্জাহীন দেখ। লজ্জাহীন+তা

লজ্জিত—লজ্জাশীল, লজ্জাযুক্ত। লজ্জা শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

লজ্জিকা—বেশ্যা। সং ; স্ত্রী।

লটক—অসদ্ব্যক্তি, দুষ্টলোক। লট (চাপল্য প্রকাশ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

লট্ব—অশ্ব ; রাগবিশেষ ; বর্ণসঙ্কর জাতি-বিশেষ। লট+ব। সং ; পু।

লড়হ—বিলাসযুক্ত, বিলাসী ; লোল ; সুন্দর। বিণ ; ত্রি।

লড্ডু, লড্ডুক—মোদক, লাড়ু। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যথাক্রমে লড্ডু ও লড্ডুকা।

লণ্ড, লণ্ডা—লম্বাকৃতি বিষ্ঠা, ল্যাড়। সং ; যথা-ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

লতা, লতিকা—শাখাবিহীন মৃদুবল্লী, লতানিয়া গাছ ; প্রিয়ঙ্গুলতা ; মাধবীলতা ; দূর্ব্বা ; শাখা ; সারিকা ; যোষিৎ, নারী। লত (বেষ্টন করা)+অন্ ক+আপ্, ২য় পক্ষে লতা+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।

লতাগৃহ—কুঞ্জ ; লতারচিত গৃহ। মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

লতাজিহ্ব, লতারসন—সর্প। লতার ন্যায় জিহ্বা বা রসনা যাহার, বহ। সং ; পু।

লতা-ফল—পটোল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

লতামণ্ডপ—লতাগৃহ, কুঞ্জ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

লতাবেষ্টিত—লতায় আচ্ছন্ন, লতায় ঘেরা। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

লতিকা—লতা। লতা শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

লত্তিকা—টিকটিকী ; গিরগিটি। লত (বেষ্টন করা)+তিক্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

লপন—১। ভাষণ, কথন। লপ (কথা বলা) +অনট্ ভা। ২। মুখ। লপ+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

লপিত—১। কথিত। লপ (বলা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। কথন, ভাষণ। লপ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

লপ্সিকা—খাদ্যবিশেষ, মোহনভোগ। সং ; স্ত্রী।

লব্ধ—গৃহীত ; প্রাপ্ত ; উপার্জ্জিত। লভ (পাওয়া) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে লব্ধি, লাভ।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ—প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত, প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত ; পণ্ডিত। লব্ধা হইয়াছে প্রতিষ্ঠা যৎকর্ত্তৃক, বহ। বিণ ; ত্রি।

লব্ধপ্রবেশ—প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত, কৃতপ্রবেশ, প্রবিষ্ট। বহ। বিণ ; ত্রি।

লব্ধবর্ণ—প্রসিদ্ধি-প্রাপ্ত, বিখ্যাত ; বিচক্ষণ ; পণ্ডিত। লব্ধ (প্রাপ্ত) হইয়াছে বর্ণ (যশঃ) যৎকর্ত্তৃক, বহ। বিণ ; ত্রি।

লব্ধি—লাভ, প্রাপ্তি। লভ (পাওয়া)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে লব্ধ।

লভ্য—লাভযোগ্য, প্রাপ্য। লভ (পাওয়া)+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

লমক—জার, উপপতি। রম (রমণ করা)+ণক ক। সং ; পু।

লম্পট—১। কামুক, লোচ্চা। রম (রমণ করা) +অটন্ ক। সং ; পু। ২। আসক্ত, লোলুপ। বিণ ; ত্রি।

লম্ফ—লাফান, লাফ। রন্ফ (লাফ দেওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু।

লম্ব—১। দোলায়মান, ঝোলান ; দীর্ঘ, লম্বা। লন্ব (ঝোলা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। কান্ত ; নর্ত্তক ; উৎকোচ ; ত্রিভুজক্ষেত্রের লম্বমান রেখা, যে সরল রেখা অন্য সরল রেখার উপর ঠিক সোজা ও খাড়াভাবে দণ্ডায়মান থাকে (Perpendicular)। ৩। অবলম্বন। লন্ব+অল্ ভা। সং ; পু।

লম্বকর্ণ—হস্তী ; গণেশ ; শশক ; ছাগ ; রাক্ষস। লম্ব হইয়াছে কর্ণ যাহার, বহ। সং ; পু।

লম্বকায়—দীর্ঘদেহ, লম্বা শরীরবিশিষ্ট। লম্ব হইয়াছে কায় (দেহ) যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে লম্বকায়া।

লম্বন—১। দোলন ; অবলম্বন ; আশ্রয়গ্রহণ। লন্ব (দোলা)+অনট্ ভা। ২। মাল্য-বিশেষ, নাভিলম্বিত হার। লন্ব+অন ক। সং ; ক্লী।

লম্বমান—দোলায়মান, যাহা ঝুলিতেছে এরূপ। লন্ব (ঝোলা)+শান ক। বিণ ; ত্রি।

লম্বা—লক্ষ্মী ; পার্ব্বতী, গৌরী ; তিক্ত অলাবু। লন্ব (দোলা ইত্যাদি)+অন্ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

লম্বিকা—অলিজিহ্বা, আলজিভ। লন্ব (ঝোলা) +ণক ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

লম্বিত—দোলিত ; অবলম্বিত ; শব্দিত ; আশ্রিত। লন্ব (দোলা)+ক্ত ক। বিণ।

লম্বোদর—১। দীর্ঘোদর, মোটা-পেট ; ঔদ-রিক, পেটুক। লম্ব (দীর্ঘ) হইয়াছে উদর (পেট) যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি। ২। গণেশ। সং ; পু।

লম্বৌষ্ঠ—উষ্ট্র, উট। লম্বা (দীর্ঘ) হইয়াছে ওষ্ঠ যাহার, বহ। সং ; পু।

লম্ভন—১। প্রাপণ ; ধ্বনি। ণিজন্ত লভ বা লম্ভি (পাওয়ান)+অনট্ ভা। ২। লাঞ্ছনা, অপমান। লন্ভ (শব্দ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে লম্ভিত।

লম্ভিত—১। প্রাপিত ; পোষিত ; নিয়োজিত ; বর্দ্ধিত ; উক্ত। ণিজন্ত লভ বা লম্ভি (পাও-য়ান)+ক্ত র্ম্ম। ২। লাঞ্ছিত, অপমানিত। লন্ভ (শব্দ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে লম্ভন।

লয়—১। লীন হওন ; প্রলয় ; নাশ ; অভিনয় ; (সঙ্গীতে) কালের অবিচ্ছেদ গতি ; বিলাস ; সংশ্লেষ। লী (লীন হওয়া ইত্যাদি) +অল্ ভা ২। ঈশ্বর। লী+অল্ অধি। সং ; পু। বিশেষণে লীন।

লয়ক্রিয়া—সংহারকার্য্য ; সঙ্গীতের তালক্রিয়া। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

লয়ন—ভবন। লী (গমন করা)+অনট্ অধি। সং ; ক্লী। [সং ; স্ত্রী।

লয়পুত্রী—নর্ত্তকী ; নটী। ৬তৎ। লয় দেখ।

লয়হীন—বিনাশশূন্য, অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ললৎ—লেহনকারী ; বিলাসযুক্ত ; কম্পমান ; দোলায়মান। লল+শতৃ ক। বিণ ; ত্রি।

ললন—কেলি, ক্রীড়া ; চলন ; কম্পন। লল+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

ললনা—নারী ; স্ত্রী ; রসনা, জিহ্বা। লল+অন ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ললন্তিকা—নাভিলম্বিত মাল্য বা হার ; গোধা ; গিরগিটী। ললৎ শব্দ (লম্বমান) +কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ললাট—কপাল। লল (প্রাপ্তীচ্ছা করা)+অল্ ভা=লল, তদুত্তরে অট (গমন করা)+অন্ ক। সং ; ক্লী।

ললাটক—প্রশস্ত ললাট ; ললাট। ললাট শব্দ +কণ্ প্রশস্তার্থে বা স্বার্থে। সং ; ক্লী।

ললাটন্তপ—১। ললাটতাপকারী। উপ ; ললাট শব্দ—তপ (তাপ দেওয়া)+খ ক। বিণ ; ত্রি। ২। সূর্য্য। সং ; পু।

ললাটপট্ট—ভালপট্ট, কপালরূপ পাটা। রূপক। সং ; পু।

ললাটলিখন—ললাটলিপি, কপালের লেখা, ভাগ্যফল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ললাটলিপি—ললাটলিখন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ললাটিকা—ললাটের অলঙ্কারবিশেষ ; তিলক। ললাট শব্দ+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ললাম—ভূষণ ; ললাটভূষণ ; চিহ্ন ; ধ্বজ ; শৃঙ্গ ; ললাটস্থ চিহ্ন ; পুচ্ছ ; প্রধান ; প্রভাব ; অশ্ব ; অশ্বভূষণ। লল (প্রাপ্তীচ্ছা করা)+অল্ ভা=লল, তদুত্তরে অম (গমন করা ইত্যাদি)+অন্ ক। সং ; পু।

ললামন্—ললাম (সমস্ত অর্থে)। ললাম দেখ। লল (প্রাপ্তীচ্ছা করা)+অল্ ভা=লল, তদুত্তরে অম (গমন করা ইত্যাদি)+ কনিন্ ক=ললামন্, ১মার ১বচনে ললাম। সং ; ক্লী।

ললিত—১। বিলাস, নারীজাতির শৃঙ্গারভাবজ ক্রিয়াবিশেষ ; চলন ; ক্রীড়া ; স্ত্রী-নৃত্য। লল (প্রাপ্তীচ্ছা করা)+ক্ত ভা। ২। স্ত্রী-গৃহ ; হারবিশেষ। লল+ক্ত র্ম। সং ; পু ও ক্লী। ৩। স্বরবিশেষ। সং ; পু। ৪। সুন্দর ; কোমল ; প্রিয় ; মনোজ্ঞ ; ঈপ্সিত ; চঞ্চল। বিণ ; ত্রি ৫। বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ [ছন্দঃ দেখ]।

ললিত চতুষ্পদী—ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

ললিতত্রিপদী—ছন্দঃ দেখ।

ললিতা—শ্রীরাধার সহচরী জনৈক গোপী ; নদীবিশেষ ; দুর্গা ; নারী। লল (প্রাপ্তীচ্ছা করা)+ক্ত ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ললিতাসপ্তমী—ভাদ্রমাসের শুক্লসপ্তমী। স্ত্রী।

লব—১। উচ্ছেদ, বিনাশ ; ছেদন ; বিলাস লূ (ছেদন করা)+অল্ ভা। ২। অল্পাংশ কণা ; লেশ ; রেণু ; সূক্ষ্মকালবিশেষ গো-পুচ্ছের লোম ; বিভাজ্য অঙ্ক, সামান্য ভগ্নাংশের উপরের রাশি। লূ+অল্ র্ম সং ; পু। ৩। অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। রাম কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া বাল্মীকির আশ্রমে বাস করিবার সময় জানকী কুশ ও লব নামক দুই যমজ পুত্র প্রসব করেন। বাল্মীকির নিকট ইঁহারা রাজপুত্রোচিত সর্ব্ববিদ্যায় শিক্ষা প্রাপ্ত হন। অধিকন্তু মহর্ষি ইঁহাদিগকে স্বপ্রণীত রামায়ণ কণ্ঠস্থ করাইয়া গান করিতে শিখাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ভ্রাতৃদ্বয় মুনিবালক বেশে বাল্মীকির সহিত যজ্ঞে গমন করিলেন এবং মহর্ষির আদেশে স্থানে স্থানে রামায়ণ গান করিতে লাগিলেন। রাম ইঁহাদের সুললিত গীত শুনিয়া মোহিত হইলেন এবং আকার প্রকার দেখিয়া নিজ সন্তান বলিয়াই অনুমান করিলেন। অনন্তর তিনি ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া সীতাকে অযোধ্যায় পুনরানয়ন করাইলেন। সীতা মনোদুঃখে পাতালে প্রবেশ করিলে রাম অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি পুত্রদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া কুশকে কোশলরাজ্যের এবং লবকে উত্তর কোশলরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। লব নিজ নামানুসারে লবকোট (বর্ত্তমান লাহোর) নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপন করিলেন।

লবঙ্গ—১। বৃক্ষবিশেষ ; জার, উপপতি। লূ (ছেদন করা)+অঙ্গ র্ম। সং ; পু। ২। দেবকুসুম, লঙ্গ। সং ; ক্লী।

লবঙ্গলতা—পুষ্পবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

লবণ—১। ক্ষাররসবিশিষ্ট, লোণা ; লাবণ্যযুক্ত। লূ (ছেদন করা)+অন ক। বিণ ; ত্রি। ২। ক্ষার পদার্থবিশেষ, নুণ, ইহা পাঁচ প্রকার—সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিট, ঔদ্ভিদ, সামুদ্র। সং ; ক্লী। ৩। ক্ষাররস ; ক্ষারসমুদ্র, ইহা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এই সমুদ্রের শত যোজন দূরে লঙ্কাদ্বীপ। এই সমুদ্র হনুমান্ লম্ফ দ্বারা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র এই সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়াছিলেন। এই সমুদ্রের মধ্যেই মৈনাকপর্ব্বত অবস্থিত [সপ্ত সমুদ্র দেখ]। সং ; পু। ৪। একজন রাক্ষস। মধু রাক্ষসের ঔরসে কুম্ভীনসীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। পিতার নিকট শিবদত্ত ত্রিশূল প্রাপ্ত হইয়া এই রাক্ষস অতিশয় বিক্রান্ত ও অত্যাচারী হইয়া উঠে। এই অস্ত্রের সাহায্যতায় লবণ মহাবীর মান্ধাতাকে সসৈন্যে বিনষ্ট করে। ইহার অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় যমুনার তীরবাসী চ্যবনপ্রমুখ মুনিঋষিগণ রামচন্দ্রের শরণার্থী হন। রাম মধুকৈটভ দলনে বিষ্ণু কর্ত্তৃক সৃষ্ট শরসমূহ প্রদান করিয়া অনুজ শত্রুঘ্নকে ইহার দমনার্থ প্রেরণ করিলে শত্রুঘ্ন মধুবনে উপস্থিত হইয়া রাক্ষসের প্রাণসংহার করেন। তাহার রাজ্যে শত্রুঘ্ন রাজা হন। লবণবধার্থ শর প্রয়োগ কালে সুরনর ত্রস্ত হইয়া উঠিলে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, "ইহা বিষ্ণুর শরময়ী প্রাচীন মূর্ত্তি।"

লবণ-ধেনু—দানার্থ কল্পিত লবণনির্ম্মিত ধেনু। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

লবণা—লাবণ্য ; ঔজ্জ্বল্য ; দীপ্তি ; নদীবিশেষ। লূ (ছেদন করা)+অন ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

লবণাত্মক—লবণময়, লোণা। লবণ হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

লবণাম্বু—লোণা জল। লবণ যে অম্বু (জল), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

লবণাম্বুধি—লবণসমুদ্র। লবণ (ক্ষাররসযুক্ত) অম্বুধি (সমুদ্র), কর্ম্মধা। সং ; পু।

লবণোত্তম—সৈন্ধব লবণ। লবণের মধ্যে উত্তম, ৭তৎ। সং ; ক্লী।

লবণোদক—১। লোণা জল। লবণ (লোণা) যে উদক (জল), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। লবণ-সমুদ্র। লবণ (লোণা) হইয়াছে উদক (জল) যাহার, বহু। সং ; পু।

লবন—১। খড়্গাদি ছেদনাস্ত্র। লূ+অন ক। ২। ছেদন, খণ্ডন, কর্ত্তন। লূ (ছেদন করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে লূন।

লবলী—বৃক্ষবিশেষ, নোয়াড়ি গাছ ; তাহার ফল। লব (অল্পাংশ)—লা (দেওয়া)+ ড ক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

লবিত্র—১। ছেদনাস্ত্র, দাত্র, কাটারি। লূ (ছেদন করা)+ইত্র ক। সং ; ক্লী। ২। ছেদনকারক। বিণ ; ত্রি।

লশুন, লশূন—রশুন [রসুন দেখ]। অশ (খাওয়া)+যথাক্রমে উন ও ঊন ক, নিপাতনে। সং ; ক্লী।

লষিত—অভিলষিত, ইপ্সিত। লষ (ইচ্ছা করা) +ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

লসৎ—শোভমান ; উজ্জ্বল ; উল্লসমান। লস (ক্রীড়া করা)+শতৃ ক। বিণ ; ত্রি।

লসিত—১। শোভিত ; চেষ্টিত। লস+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। চেষ্টা ; বিলাস ; উল্লাস। লস (ক্রীড়া করা)+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

লসীকা—যে বর্ণহীন জলবৎ পদার্থ সর্ব্ব শরীর

ব্যাপিয়া আছে, দূষিত রক্ত হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে ইহার সহিত মিলিত হয় (Lymph) ; ইক্ষুরস। সং ; স্ত্রী।

লস্ত—ক্রীড়িত ; আলিঙ্গিত। লস (ক্রীড়া করা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

লস্তক—ধনুকের অগ্রভাগ। লস্ত+কণ্। সং ; পু।

লহরি, লহরী—তরঙ্গ, ঢেউ। ল শব্দ (ইন্দ্রিয়) –হৃ (হরণ করা)+ই ক। সং ; স্ত্রী।

লহরীলীলা—তরঙ্গক্রীড়া, তরঙ্গভঙ্গ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

লা—১। দান ; গ্রহণ। লা (দেওয়া)+ড ভা +আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। লাক্ষা, জতু। দেশজ, লাক্ষা শব্দের অপভ্রংশ।

লাক্ষণিক—১। লক্ষণা দ্বারা বোধিত। লক্ষণা শব্দ+ষ্ণিক। ২। লক্ষণসম্বন্ধীয় ; লক্ষণজ্ঞ, দৈবজ্ঞ, লক্ষণযুক্ত ; লক্ষণজ্ঞেয়। লক্ষণ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

লাক্ষণ্য—লক্ষণসম্বন্ধীয় ; লক্ষণজ্ঞ ; লক্ষণযুক্ত। লক্ষণ+ষ্ণ্য ইদমার্থে। বিণ ; ত্রি।

লাক্ষা—জতু, লা, গালা। লক্ষ (চিহ্ন)+ক+আপ্। সং ; স্ত্রী। [পু।

লাক্ষারস—অলক্তক রস, আল্‌তা। ৬তৎ। সং ;

লাঘব—লঘুত্ব, ভারহীনতা ; শীঘ্রতা ; অগৌরব ; ক্লৈব্য ; স্বাস্থ্য ; আরোগ্য। লঘু (ভারহীন ইত্যাদি)+ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী।

লাঙ্গল—সীর, হল ; তালবৃক্ষ। লন্গ (গমন করা)+কল ক। সং ; ক্লী।

লাঙ্গলগ্রহ—হলচালক, কৃষক। লাঙ্গল গ্রহণ করে যে, উপ ; লাঙ্গল–গ্রহ+অন্ ক। সং ; পু। [ক্লী।

লাঙ্গলদণ্ড—লাঙ্গলের ঈশ। ৬তৎ। সং ; পু ও

লাঙ্গলপদ্ধতি—হলাকর্ষণজনিত রেখাকার চিহ্ন, লাঙ্গলের শিরালা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

লাঙ্গলিক—১। লাঙ্গলযুক্ত। লাঙ্গল+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। ২। হলচালক ; বিষবিশেষ। সং ; পু।

লাঙ্গলী—(লাঙ্গলিন্)। কৃষক ; বলরাম ; নারিকেল বৃক্ষ ; সর্প। লাঙ্গল শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

লাঙ্গুল, লাঙ্গূল—পুচ্ছ, লেজ। লন্গ (লাগিয়া থাকা)+উল, ঊল ক। সং ; পু।

লাঙ্গূলী—(লাঙ্গূলিন্) ১। লাঙ্গূলযুক্ত, লেজ-বিশিষ্ট। লাঙ্গূল শব্দ (লেজ)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। ২। বানর। সং ; পু।

লাজ—১। ভৃষ্ট ধান্য, খৈ ; আর্দ্রতণ্ডুল। লাজ (ভাজা)+অল্ র্ম্ম। সং ; পু। ২। উশীর, বেণামূল। সং ; ক্লী।

লাজা—ভৃষ্ট ধান্য, খৈ ; অক্ষত। লাজ (ভাজা) +অল্ র্ম্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী।

লাজাবদ্ধ ন্যায়—ন্যায়বিশেষ। ন্যায় দেখ।

লাঞ্ছন—১। অঙ্কন। লান্‌ছ+অনট্ ভা। ২। কলঙ্ক ; চিহ্ন ; নাম ; ধ্বজ। লান্‌ছ (চিহ্ন করা)+অনট্ ণ। সং ; ক্লী। বিশেষণে লাঞ্ছিত।

লাঞ্ছনা—ভর্ৎসনা, তিরস্কার। লান্‌ছ+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

লাঞ্ছিত—চিহ্নিত ; কলঙ্কিত। লান্‌ছ (চিহ্ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে লাঞ্ছন।

লাট—১। দেশবিশেষ ; বৃথাবাক্য ; দোষ। ২। বিদগ্ধ ব্যক্তি ; জীর্ণবস্ত্রাদি ; বস্ত্র। লাট +ষ্ণ। সং ; পু। ৩। ইংরেজী—"লর্ড" শব্দের অপভ্রংশ।

লাটানুপ্রাস—শব্দালঙ্কারবিশেষ।

লাপ—কথন, ভাষণ। লপ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। [বিণ ; ত্রি।

লাপ্য—কথনীয়। লপ (বলা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম।

লাফোঁ—রেভাঃ ফাদার (The Rev. Father Eugene Lafont, S. J.). ইনি ১৮৩৭ খ্রীঃ ২৬শে মার্চ্চ বেলজিয়ম দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ঘেণ্ট (ghent) নামক নগরে St. Barbara কলেজে শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি ১৮৫৪ খ্রীঃ Order of the Jesuists নামক রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হন, এবং ১৮৬৫ খ্রীঃ কলিকাতার St. Xavier কলেজের অন্যতম শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া ভারতে প্রেরিত হন। ১৮৭১ খ্রীঃ উক্ত কলেজের Rector এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৮০ খ্রীঃ ইনি সি, আই, ই, উপাধি লাভ করেন। ভারতীয় ছাত্রগণের মধ্যে যাহাতে বিজ্ঞানশিক্ষার বহুল প্রচার হয়, সে বিষয়ে ইনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানালয়ে ইনি মধ্যে মধ্যে উপদেশ দিতেন। ইনি বিজ্ঞানে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি অতি সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব ছাত্রগণকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারিতেন। কি গভর্ণমেণ্ট, কি ইংরাজগণ, কি দেশীয়গণ সকলেই ইহাঁকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। দার্জ্জিলিং পাহাড়ে অবস্থানকালীন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া ইনি ১৯০৮ খ্রীঃ ১০ই মে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর দুই এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে কার্য্যত্যাগপূর্ব্বক ইনি বিশ্রাম লইতেছিলেন।

লাভ—১। উপার্জ্জন ; প্রাপ্তি। লভ (পাওয়া) +ঘঞ্ ভা। ২। ধন ; উপস্বত্ব। লভ+ ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু। বিশেষণে লব্ধ।

লাম্পট্য—লম্পটতা, কামুকতা। লম্পট দেখ ; লম্পট+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

লালন—সযত্নে পালন। ণিজন্ত লল বা লালি (পালন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে লালিত।

লালনপালন—প্রতিপালন। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী। [বঙ্গভাষায় 'লালনপালন' 'ভরণপোষণ' প্রভৃতি কতকগুলি একার্থক শব্দ সংযুক্তভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; অনেক স্থলে একটির নির্দ্দেশে যেন উদ্দেশ্য অর্থের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না]।

লালপ্যমান—পুনঃ পুনঃ কথ্যমান। যঙন্ত লপ (পুনঃ পুনঃ বলা)+শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

লালমোহন ঘোষ—ইনি স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং তাঁহার ন্যায় ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ইনি ইংলণ্ডে অবস্থানকালীন ভারতের অভাব ও অভিযোগ ইংলণ্ডবাসিগণের সমক্ষে বহুস্থানে ওজস্বিনী ভাষায় উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। যখন বঙ্গদেশে দেশীয় সংবাদ-পত্র বিষয়ক আইন ও ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন ইনি অনেক স্থানে নির্ভীকতার সহিত আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি ইংলণ্ডে উন্নতিশীল দলের প্রতিনিধিস্বরূপে একবার পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু চেষ্টায় সফল হন নাই। কি ইংলণ্ডে, কি ভারতে, সর্ব্বত্রই ইহাঁর বক্তৃতাশক্তি প্রশংসনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইত। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ১৮ই সেপ্টেম্বর ইহাঁর দেহান্তর ঘটে। ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক ইহাঁর জামাতা। ইনিও বেশ বক্তৃতাশক্তি-সম্পন্ন এবং অনেক সাধারণহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

লালমোহন দাস—১৮৭০ খ্রীঃ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইনি দর্শন বিভাগে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৯ খ্রীঃ ঠাকুর-ল-লেকচারার স্বরূপে বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে অনেক দিন প্রতিষ্ঠার সহিত ওকালতী করিয়া উক্ত আদালতে অস্থায়িভাবে জজের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯০৮ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে সারদাচরণ মিত্র বিচারাসন হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, লালমোহন স্থায়িভাবে অন্যতম জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁর পৈতৃক বাসস্থান পূর্ব্ববঙ্গে।

লালবিহারী দে—রেভাঃ। জন্ম ১৮২৬ খ্রীঃ। প্রসিদ্ধ পাদরী ডফের নিকট জেনারেল এসেম্ব্লি বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া ইনি ১৭ বৎসর বয়সে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৮৫১ খ্রীঃ ইনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে অনুমতি পান এবং ১৮৫৫ খ্রীঃ ধর্ম্মযাজকস্বরূপে নিযুক্ত

হন। ১৮৫৭ খ্রীঃ প্রচার (Preaching) কার্য্য হইতে অবসর লইয়া লালবিহারী গভর্ণমেন্টের অধীনে শিক্ষাবিভাগে প্রবিষ্ট হন। হুগলি কলেজে ইতিহাস ও ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় ইঁহার জীবনের অনেক দিন অতিবাহিত হয়। ৬৩ বৎসর বয়সে ইনি এই কর্ম্ম ত্যাগ করেন এবং ৬৮ বৎসর বয়সে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ইনি বেদান্ত এবং কেশবচন্দ্র সেনের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লেখনী চালিত করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া ইনি বেঙ্গল ম্যাগাজিন নামক মাসিক পত্রের সম্পাদন করেন। ইংরাজী ভাষায় লিখিত "গোবিন্দ সামন্ত" নামক ইঁহার রচিত কৃষক-জীবনমূলক একখানি উপন্যাস এক সময়ে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। Reminiscences of Dr. Duff নামক একখানি গ্রন্থ ইনি রচনা করেন (১৮৭৯ খ্রীঃ)। [ত্রি।

লালস—জড়িত ; লোলুপ। লালসা+অ। বিণ ;

লালসা—লিপ্সা, ইচ্ছা, স্পৃহা ; আলিঙ্গনেচ্ছা ; যাচ্ঞা ; দোহদ, গর্ভিণীদিগের অভিলাষ। যঙ্লুগন্ত লস+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে লালস। [দেখ।

লালসিংহ—জনৈক শিখ-সর্দ্দার। ঝিন্দনকুমারী

লালা—মুখস্রাব বস্তু, মুখের লাল। ণিজন্ত লল বা লালি+অন্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

লালা বাবু—কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ দেখ।

লালায়িত—লালাযুক্ত ; কাতর। লালা শব্দ+ক্য=লালায় নামধাতু+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

লালিকা—উপহাসযুক্ত উত্তর। লালা+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

লালিত—পোষিত, পালিত ; সেবিত। ণিজন্ত লল বা লালি+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে লালন।

লালিত্য—কোমলতা ; সৌন্দর্য্য ; মাধুর্য্য ; রম্যতা। ললিত (কোমল)+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

লাব—১। কর্ত্তন, ছেদন। লূ (ছেদন করা) +ঘঞ্ ভা। ২। পক্ষিবিশেষ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে লাবা।

লাবণ—লবণসম্বন্ধীয় ; লবণ-সংস্কৃত ; লবণযুক্ত। লবণ+অ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

লাবণ, লাবণক—লঙ্কাদি দেশ। লবণ শব্দ+অ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্। সং ; পু।

লাবণিক—১। লবণসম্বন্ধীয় ; লবণ-সংস্কৃত ; লবণযুক্ত। লবণ শব্দ+ফিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। লবণব্যবসায়ী। সং পু।

লাবণ্য—১। লবণত্ব, লোনতা ভাব। লবণ শব্দ+ষ্য ভাবে। ২। সৌন্দর্য্য, কান্তি, চাকচিক্য। লবণা দেখ ; লবণা শব্দ+ষ্য। সং ; ক্লী।

লাবণ্যের লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে ;—
"মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে॥"

অর্থাৎ মুক্তার অভ্যন্তরে যে সুন্দর তরল ছায়া পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ছায়া অঙ্গে বিদ্যমান থাকিলেই তাহাকেই লাবণ্য বলা যায়।

লাবণ্যময়—লাবণ্যযুক্ত, সৌন্দর্য্যপূর্ণ, কান্তিময়। লাবণ্য+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে লাবণ্যময়ী।

লাবণ্যহিল্লোল—সৌন্দর্য্যতরঙ্গ ; কান্তির আন্দোলন। ৬তৎ। সং ; পু।

লাবু, লাবূ—তুম্বী, লাউ। লূ (ছেদন করা) +উ, ঊ। সং ; পু।

লাস—নৃত্য ; স্ত্রী-নৃত্য। লস (ক্রীড়া করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

লাসিক—নৃত্যকারী, নর্ত্তক। লাস দেখ ; লাস+ফিক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে লাসিকা, লাসিকী।

লাসিকা, লাসিকী—নর্ত্তকী। লাসিক দেখ ; লাসিক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

লাসেন—(Christian L Lassen)। ইনি নরওয়ে দেশীয় পণ্ডিত। বর্জেন (Bergen) নগরে ১৮০০ খ্রীঃ ২২শে অক্টোবর ইনি জন্মগ্রহণ করেন। স্বদেশে ও পরে জর্ম্মানিতে বিদ্যাশিক্ষান্তে গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি লাভ করিয়া ইনি লণ্ডন ও পারিস নগরে যান। ১৮২৬ খ্রীঃ বর্ণুফের সহযোগিতায় ইনি পালি ভাষা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। পর বৎসরে পঞ্জাববিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮২৯ খ্রীঃ শ্লেগেলের সহযোগিতায় হিতোপদেশের একটী সংস্করণ বাহির করেন। বন্ (Bonn) নগরে ইনি অনেক বৎসর ধরিয়া সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। ইঁহার সম্পাদিত পত্রিকায় মহাভারতবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠে পাশ্চাত্য দেশে ভারতের মহাকাব্য বৈজ্ঞানিক ভাবে অধ্যয়ন করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। সাংখ্যদর্শন ও গীতগোবিন্দের এক একখানি সংস্করণ ইনি বাহির করেন। পারস্যদেশীয় লিপিবিশেষ (Cuneiform inscriptions) পঠনে ইনি বিশেষ নিপুণ ছিলেন। প্রাকৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধেও ইনি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশে সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য জন্য যাঁহারা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, লাসেন তাহাদের অন্যতম। বন নগরে ১৮৭৬ খ্রীঃ ৮ই মে ইনি লোকান্তরিত হন।

লাস্য—নৃত্য ; স্ত্রী-নৃত্য ; তৌর্য্যত্রিক। লস (ক্রীড়া করা)+ণ্যৎ ভা। সং ; ক্লী।

লিকুচ—লকুচ বৃক্ষ। লকুচ দেখ। সং ; পু।

লিক্ষা, লীক্ষা—ক্ষুদ্র উৎকুণ, লিকি। সং ; স্ত্রী।

লিখন—১। লিপিকরণ, লেখা ; চিত্রকরণ ; আঁচড়ান। লিখ (লেখা)+অনট্ ভা। ২। লিপি। লিখ+অনট্ র্ম্ম। সং ; ক্লী। বিশেষণে লিখিত।

লিখিত—১। লিখন। লিখ (লেখা)+ক্ত ভা। ২। লেখ্যপত্রাদি। লিখ+ক্ত র্ম্ম। সং ; ক্লী। ৩। মুনিবিশেষ। সং ; পু। ৪। যাহা লেখা হইয়াছে এরূপ ; চিত্রিত ; অঙ্কিত। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে লিখন।

লিঙ্গ—শিবমূর্ত্তিবিশেষ ; চিহ্ন ; সূচক ; অনুমানসাধন ; কারণ ; প্রকৃতি ; উপস্থ ; অর্থপ্রকাশক সামর্থ্য ; পুংস্ত্বাদি ; যদ্দ্বারা কোন একটী জাতির বোধ হয়। লিন্গ+অন্ ক। সং ; ক্লী। [গাছ। সং ; পু।

লিঙ্গক, লিঙ্গবর্দ্ধ—কপিত্থবৃক্ষ, কয়্বেলের

লিঙ্গবৃত্তি—ধর্ম্মধ্বজী ; কপট সন্ন্যাসী, যে জীবিকার নিমিত্ত জটাদি ধারণ করে। লিঙ্গ (চিহ্ন) হইয়াছে বৃত্তি (জীবিকা) যাহার, বহু। সং ; পু।

লিঙ্গী—(লিঙ্গিন্) জীবিকার্থে জটাদি চিহ্নধারী, কপট সন্ন্যাসী, ধর্ম্মধ্বজী, ভেকধারী ; হস্তী। লিঙ্গ শব্দ (চিহ্ন)+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

লিটন (এডওয়ার্ড বুলওয়ার লর্ড)—সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসকার, নাটককার, কবি ও রাজনীতিজ্ঞ। জন্ম ১৮০৩ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮৭৩ খ্রীঃ। ইঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ষষ্টিরও অধিক। ইঁহারই পুত্র আর্ল্ অভ্ লিটন্ ১৮৭৬ হইতে ১৮৮০ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন।

লিটন্ (এড্ওয়ার্ড রবার্ট—লর্ড)—সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক এড্ওয়ার্ড বুলওয়ার লিটনের পুত্র। পুত্রও সুকবি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, পরন্তু রাজনীতিক্ষেত্রেই ইঁহার প্রতিষ্ঠা অধিক। ১৮৩১ খ্রীঃ ৮ই ডিসেম্বর লণ্ডন নগরে ইঁহার জন্ম হয়। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি রাজকার্য্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর পদ লাভ করেন। ১৮৭৩ অব্দে ইঁহার পিতার মৃত্যু হইলে ইনি পিতার লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৬ অব্দে ইনি ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন। ইঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারত-রাজরাজেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ এবং আফগান সমর। ইংলণ্ডেশ্বরী সিপাহীবিদ্রোহের পর ১৮৫৮ অব্দে স্বহস্তে ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইনি এতদিন তদুপযোগী কোনরূপ উপাধি ধারণ করেন নাই। এক্ষণে তিনি "ভারতরাজরাজেশ্বরী" (Empress of India) উপাধি গ্রহণ করিলেন, এবং লর্ড লিটন ১৮৭৭ অব্দের ১লা —

জানুয়ারি হিন্দু ও মুসলমান রাজধানী দিল্লী নগরীতে এক বৃহৎ দরবার করিয়া সেই কথা ঘোষণা করিলেন।

আফগানসমর ;—আফগানিস্থানের আমীর ইংরেজ-মিত্র শের আলি গোপনে রুষীয়-দিগের সহিত চক্রান্ত করিতেছেন, এইরূপ সংবাদ পাইয়া লর্ড লিটন কাবুলে এক-জন দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আমীর সে দূতকে স্বরাজ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন না, অথচ রুষীয় দূতকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। এইরূপ ন্যায়বিগর্হিত আচরণে লিটন ক্রুদ্ধ হইয়া আমীরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন (১৮৭৮ খ্রীঃ)। শের আলি পরাজিত হইয়া মাদারি শেরিফে পলায়ন করিলেন ও তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার পুত্রকে কাবুলের আমীর করা হইল। তাঁহার সহিত গণ্ডামক নামক স্থানে এক সন্ধি হইল (মে, ১৮৭৯ খ্রীঃ)। তদ্দারা এই নিয়ম হইল যে, অতঃপর কাবুলে একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট সর্ব্বদা অবস্থিতি করিবেন। স্যার্ লুই ক্যাভ্যানারি (Cavagnari) প্রথম রেসিডেণ্ট হইলেন। কিন্তু ইয়াকুব খাঁ প্রজারঞ্জন করিতে পারিলেন না। ইংরেজ-সৈন্য আফগানিস্থান পরিত্যাগ করিবামাত্র কাবুলীরা বিদ্রোহী হইয়া সানুচর ক্যাভ্যানারিকে হত্যা করিলেন। সুতরাং আফগানিস্থানে পুনর্ব্বার সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। ইয়াকুব খাঁ সিংহাসনচ্যুত ও ভারতবর্ষে নির্ব্বাসিত হইলেন। কিন্তু ইহাতেও যুদ্ধের নিবৃত্তি হইল না। এই অবস্থায় লর্ড লিটন পদ-ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন (১৮৮০ খ্রীঃ)। তিনি আইন করিয়া দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা হরণ করেন ; আবার অস্ত্র-আইন জারি করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের বিনা অনুমতিতে এতদ্দেশীয়দিগের পক্ষে বন্দুক তরবারি প্রভৃতি যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র রাখা দণ্ড-যোগ্য অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করেন। তবে ইনি Statutory Civil Service প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিয়ম করেন যে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকজন ভারতবাসী ইংলণ্ডে পরীক্ষা না দিয়াও প্রতি বৎসর ভারতীয় সিবিল সার্ভিসে প্রবেশ করিতে পারিবেন। এ নিয়ম পরে উঠিয়া গিয়াছে।

লিটন ইংলণ্ডে যাইয়া নিষ্কর্ম্মা ছিলেন না। তথায় গমন করিয়া ইনি "আর্ল" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৭ অব্দে ইনি ফ্রান্সের রাজসভায় ইংরেজ-দূত নিযুক্ত হইয়া প্যারী নগরে গমন করেন এবং ১৮৯১ খ্রীঃ ২৪ নবেম্বর তথায় কালগ্রাসে পতিত হন।

লিপি, লিপী, লিবি, লিবী—১। লিখিত পত্রাদি ; পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকা মাতৃকা। লিপ (লেপন করা)+ই র্ম্ম। ২। লিখন। লিপ+ই ভা। সং ; স্ত্রী।

লিপিকর, লিপিকার—চিত্রকর, লেখক। লিপি করে যে, উপ ; লিপি শব্দ—কৃ (করা)+ট, ষণ্ ক। সং ; পু।

লিপিকৌশল—লিখনকৌশল, লিখনপটুতা। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

লিপিচাতুর্য্য—লিখননৈপুণ্য ; লেখার চতুরতা। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

লিপিবদ্ধ—লিখিত। লিপি (লিখন) দ্বারা বদ্ধ (বিন্যস্ত), ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

লিপিবাহুল্য—পত্রের আধিক্য ; লিখনের আধিক্য, অধিক লেখা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

লিপিবিদ্যা—লিখনবিদ্যা ; অক্ষর-শাস্ত্র। মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

লিপী—লিপি দেখ।

লিপ্ত—চর্চ্চিত, মাখান ; বিষদিগ্ধ ; ভক্ষিত ; সংযুক্ত ; মিলিত। লিপ (লেপন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে লেপন।

লিপ্তক—বিষদিগ্ধ শর। লিপ্ত শব্দ+কণ্ কুৎ-সিতার্থে। সং ; পু।

লিপ্তপদ, লিপ্তপাদ—যাহাদের পদাঙ্গুলি চর্ম্ম দ্বারা সংযুক্ত এরূপ (Web-footed)। লিপ্ত হইয়াছে পদ বা পাদ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

লিপ্সা—লাভেচ্ছা ; লোভ ; স্পৃহা ; বাঞ্ছা। সনন্ত লভ বা লিপ্স (পাইবার ইচ্ছা করা) +অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে লিপ্সু।

লিপ্সু—লাভেচ্ছু, লুব্ধ ; লোভী। সনন্ত লভ বা লিপ্স (পাইবার ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে লিপ্সা।

লিম্প—লেপনকারী। লিম্প (লেপন করা)+শ ক। সং ; পু।

লিবি, লিবী—লিপি দেখ।

লী—আশ্লেষ। লা+ড ভা+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

লীক্ষা—লিক্ষা দেখ।

লীঢ়—আস্বাদিত ; ভক্ষিত ; যাহা লেহন করা অর্থাৎ চাটা হইয়াছে এরূপ ; স্পৃষ্ট। লিহ (আস্বাদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে লেহন।

লীন—সংযুক্ত, মিলিত ; লয়প্রাপ্ত ; শয়িত। লী (লয় পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে লয়।

লীলা—শৃঙ্গারভাবজনিত ক্রিয়াবিশেষ ; বিলাস ; শোভা ; কেলি, ক্রীড়া ; ভঙ্গী। লী (আলি-ঙ্গন করা)+কিপ্ ভা—লী, তদুত্তরে লা (গ্রহণ করা)+ড ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

লীলাকমল—ক্রীড়াপদ্ম, খেলার পদ্মফুল ; শোভাকর পদ্ম। লীলা দেখ ; লীলা কর কমল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

লীলাকানন—ক্রীড়াকানন, উপবন, উদ্যান। ৪তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; ক্লী।

লীলাক্ষেত্র—লীলাস্থান, ক্রীড়াভূমি। ৬তৎ।

লীলাখেল—১। ক্রীড়াপরায়ণ ; বিলাসসুভগ। লীলা হইয়াছে খেলা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। পঞ্চদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। পু।

লীলাধাম—ক্রীড়াভবন ; লীলাস্থান ; বিলাস-গৃহ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; স্ত্রী।

লীলাভূমি—লীলাক্ষেত্র, ক্রীড়াস্থান। ৬তৎ।

লীলায়িত—লীলাযুক্ত, ক্রীড়িত। লীলা শব্দ+ক্য—লীলায় নামধাতু, তদুত্তরে ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

লীলাবতী—১। বিলাসবতী ; শৃঙ্গারভাবচেষ্টিতা ; কেলিযুক্তা। লীলা শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ-বিশেষ ; বেশ্যাবিশেষ ; ভাস্করাচার্য্য কৃত গ্রন্থবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

৩। ভাস্করাচার্য্যের কন্যা। পিতার এক-মাত্র কন্যা বলিয়া ইনি অতীব যত্ন ও স্নেহ-সহকারে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্য অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিৎ ছিলেন। তিনি গণনা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, লীলাবতী পতিপুত্রহীনা হইবেন। এজন্য তিনি স্থির করিলেন যে, এরূপ শুভলগ্নে তনয়ার বিবাহ দিবেন, যেন লীলাবতী পতিপুত্রবতী হইতে পারেন। তিনি যথোচিত লগ্ন স্থির করিলেন। সকলে সোৎসুকচিত্তে সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিতে লাগি-লেন। সময় নির্ণয় করিবার নিমিত্ত একটি সচ্ছিদ্র পাত্র জলের উপর ভাসাইয়া দেওয়া হইল। স্থির হইল যে, সেই ছিদ্রপথে জল প্রবেশ করিয়া পাত্রটি পূর্ণ করিলেই শুভলগ্ন উপস্থিত হইবে। কিন্তু দৈবের গতি অতি বিচিত্র। লীলাবতী বালস্বভাব-বশতঃ সেই পাত্রের উপর মস্তক নত করিয়া জলপ্রবেশ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার শিরোভূষণের একটি ক্ষুদ্র মুক্তা স্খলিত হইয়া সেই পাত্রমধ্যে পড়িয়া ছিদ্রপথ রুদ্ধ করিল। কেহই তাহা জানিতে পারিল না। অতঃপর লগ্নের আনুমানিক কাল অতীত হইলেও পাত্রটি জলপূর্ণ হইল না দেখিয়া ভাস্করাচার্য্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। অনন্তর দৈব অলঙ্ঘনীয় বিবেচনা করিয়া ইনি কন্যার বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরেই লীলাবতী বিধবা হইলেন।

অতঃপর ভাস্করাচার্য্য কন্যাকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং তাঁহার

নাম চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে স্বপ্রণীত "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" নামক গ্রন্থের পাটীগণিত বিষয়ক প্রথম অধ্যায়টী "লীলাবতী" নামে অভিহিত করিলেন। কেহ কেহ বলেন, ভাস্করাচার্য্য কর্তৃক চালিতা হইয়া লীলাবতীই ঐ পুস্তক প্রণয়ন করেন। (ভাস্করাচার্য্য দেখ)।

লীলাসংবরণ—লীলানিবৃত্তি, ক্রীড়াসমাপ্তি, খেলা শেষ, মৃত্যু। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

লীলাসাঙ্গ—খেলা শেষ ; মৃত্যু। দেশজ শব্দ।

লীলোদ্যান—কেলিকানন ; ক্রীড়ার্থ উপবন। লীলার উদ্যান, ৬তৎ। সং ; ক্লী।

লুক্কায়িত—গুপ্তদেহ ; প্রচ্ছন্ন ; দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত। লুন্চ (অপনয়ন করা)+ক্বিপ্ ক=লুক্, লুক্—কায় শব্দ (দেহ)+চ্বি=লুক্কায়ি (নামধাতু), তদুত্তরে ক্ত ক। বিণ।

লুঞ্চিত—অপসারিত, দূরীকৃত ; পরিত্যক্ত ; বিলুণ্ঠিত ; ছিন্ন। লুন্চ (অপনয়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

লুঠন—ভূম্যাদিতে অঙ্গপরিবর্ত্তন, লোটা, গড়াগড়ি দেওয়া। লুঠ (লোটা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে লুঠিত।

লুঠিত—ভূম্যাদিতে পরিবৃত্ত, গড়াগড়ি দিয়াছে এরূপ। লুঠ (লোটা)+ক্ত ক। বিণ।

লুণ্টন—অপহরণ, লুটকরণ। লুন্ট (লুঠ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

লুণ্টাক—চোর, দস্যু, অপহারক, লুটকারক। লুনট্+আক ক। বিণ ; ত্রি।

লুণ্ঠক—চৌর, অপহারক, দস্যু, লুটকারক। লুন্ঠ (লুঠ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

লুণ্ঠন—অপহরণ ; লুটকরণ, ভূম্যাদিতে পরিবৃত্তি, গড়াগড়ি দেওয়া। লুন্ঠ (লুঠ করা, লোটা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

লুণ্ঠিত—১। অপহৃত, চোরিত। লুন্ঠ (লুঠ করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। ভূম্যাদিতে পরিবৃত্ত, গড়াগড়ি দিয়াছে এরূপ। লুন্ঠ (লোটা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

লুপ্ত—১। নষ্ট, লোপপ্রাপ্ত ; কৃশ। লুপ+ক্ত ক। ২। আচ্ছিন্ন ; অপহৃত। লুপ (লোপ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ৩। লোপ্‌ত্র, চোরিত বস্তু। লুপ+ক্ত র্ম্ম। সং ; ক্লী।

লুপ্তপ্রায়—প্রায় লোপপ্রাপ্ত, বিনষ্টপ্রায়। প্রায় দ্বারা লুপ্ত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

লুপ্তবুদ্ধি—১। নষ্টজ্ঞান, হতবুদ্ধি, যাহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। লোপপ্রাপ্তা বুদ্ধি, বিনষ্টা ধী। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

লুপ্তরত্ন—লোপপ্রাপ্ত মণি, বিনষ্ট উৎকৃষ্ট বস্তু। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

লুপ্তরত্নোদ্ধার—বিনষ্টপ্রায় উৎকৃষ্ট বস্তুর উদ্ধার সাধন। লুপ্তরত্নের উদ্ধার, ৬তৎ। সং ; পু।

লুপ্তসাহস—১। বিনষ্ট নির্ভীকতা, লুপ্ত পরাক্রম। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। নষ্টসাহস, যাহার সাহস লুপ্ত হইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ ; ত্রি।

লুব্ধ—১। লোভযুক্ত, লোভী ; কামুক, লম্পট। লুভ (লোভ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। ব্যাধ। সং ; পু।

লুব্ধক—১। লম্পট। লুব্ধ শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। ব্যাধ। সং ; পু।

লুব্ধনেত্র—১। লোভযুক্ত চক্ষুঃ, লালসাপূর্ণ দৃষ্টি। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। লালসাপূর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। বহু। বিণ ; ত্রি।

লুব্ধলোচন—লুব্ধনেত্র দেখ।

লুব্ধা—লোভযুক্তা, লোভিনী। লুব্ধ দেখ ; লুব্ধ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

লুব্ধাশয়—১। লুব্ধচেতাঃ, লোলুপচিত্ত। লুব্ধ হইয়াছে আশয় (চিত্ত) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে লুব্ধাশয়া। ২। লোভযুক্ত চিত্ত। কর্ম্মধা। সং ; পু।

লুলাপ—মহিষ। লুল (আলোড়ন করা)+ক ভা=লুল, তদুত্তরে আপ (পাওয়া)+অন্ ক। সং ; পু।

লুলাপকান্তা—মহিষী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

লুলিত—মর্দ্দিত ; দোলিত ; কম্পিত ; চলিত ; ত্যক্ত ; রম্য। লুল (মর্দ্দন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

লূতা—উর্ণনাভ, মাকড়সা। লূ (ছেদন করা)+তক্ র্ম্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী।

লূতাতন্তু—মাকড়সার জাল। ৬তৎ। সং ; পু।

লূতাতন্তু ন্যায়—ন্যায় দেখ।

লূতিকা—লূতা, মাকড়সা। লূতা শব্দ+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।

লূন—কর্ত্তিত ; ছিন্ন। লূ (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে লবণ, লূনি।

লূনি—ছেদন ; কর্ত্তন। লূ (ছেদন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষ্যে লূন।

লূম—লাঙ্গূল, লেজ। লূ (ছেদন করা)+মক্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

লূম-বিষ—বৃশ্চিকাদি যে সকল জন্তুর লেজে বিষ। লূমে (লেজে) বিষ যাহার, বহু। পু।

লেখ—১। লিখন। লিখ+অল্ ভা। ২। লিখিত পত্র ; দেবতা। লিখ (লেখা)+অল্ র্ম্ম। সং ; পু। ৩। লেখনীয়। লিখ+অল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

লেখক—চিত্রকর ; লিপিকর। লিখ (লেখা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে লেখিকা।

লেখন—১। অক্ষরবিন্যাস, লিপিকরণ, লেখা ; চিত্রকরণ। লিখ (লেখা)+অনট্ ভা। ২। লিখনপত্র। লিখ+অনট্ অধি। সং : ক্লী।

লেখনিক—চিত্রকর ; লিপিকর ; লেখহারক ; পত্রবাহক। লেখন শব্দ+ঠিক। বিণ ; ত্রি।

লেখনী—কলম ; তুলি। লিখ। (লেখা)+অনট্ ণ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

লেখনীয়—লিখনযোগ্য ; লিখিতব্য। লিখ (লেখা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

লেখর্ষভ—দেবরাজ, ইন্দ্র। লেখ দেখ ; লেখগণের (দেবতাদিগের) মধ্যে ঋষভ (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। সং ; পু।

লেখা—১। লিখন ; রেখা। লিখ (লেখা)+অ ভা+আপ্। ২। লিপি ; চিহ্ন ; শ্রেণী ; স্থলী। লিখ+অ র্ম্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী।

লেখিকা—লেখক দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

লেখিত—যাহা লেখান হইয়াছে এরূপ ; চিত্রিত ; অঙ্কিত। ণিজন্ত লিখ বা লেখি+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

লেখ্য—১। লেখনীয়। বিণ ; ত্রি। ২। লিখিত পত্র বা চিত্র ; অক্ষর ; দলিল। লিখ (লেখা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

লেখ্যপত্র—লিখিত পত্রাদি ; দলিল ; তালপাতা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

লেখ্যস্থান—লিখিবার জায়গা, দফ্‌তরখানা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

লেখ্যোপকরণ—লিখিবার উপাদান, কালি কলম প্রভৃতি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

লেণ্ড—লম্বাকৃতি বিষ্ঠা, নেড়। লন্ড (ত্যাগ করা)+অল্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

লেপ—১। প্রলেপ ; ভক্ষ্যবস্তু। লিপ+অল্ র্ম্ম। ২। লেপন, লেপ ; ভোজন ; বন্ধন। লিপ (লেপা)+অল্ ভা। ৩। লেপনসাধন বস্তু, যাহা দিয়া লেপা যায় ; চূর্ণ, চূণ। লিপ+অল্ ণ। সং ; পু।

লেপক, লেপী (লেপিন্)—লেপকর্ত্তা, লেপনকারক। লিপ (লেপা)+ণক, ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যথাক্রমে লেপিকা ও লেপিনী।

লেপন—১। ম্রক্ষণ, মাখান, লেপা। লিপ (লেপা)+অনট্ ভা। ২। ম্রক্ষণ-সাধন বস্তু, যাহা দিয়া লেপা যায়। লিপ+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

লেপভাক্ (লেপভাজ্), লেপভুক্ (লেপভুজ্)—৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ উর্দ্ধপুরুষ। উপ ; লেপ শব্দ—ভাজ ও ভুজ+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

লেপী—লেপক দেখ।

লেপ্য—লেপনযোগ্য, লেপনীয়। লিপ (লেপন করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

লেলিহান—১। বার বার লেহনকারী। যঙ্-লুগন্ত লিহ বা লেলিহ (পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করা)+কান ক। বিণ ; ত্রি। ২। সর্প ; শিব। সং ; পু।

লেশ—১। অল্পাংশ, অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, অণু ; কণ ; বিন্দু। লিশ (অল্প হওয়া)+অল্ ক। ২। শ্লেষ। লিশ+অল্ ভা। সং ; পু।

লেশমাত্র—অত্যল্প পরিমাণ, অণুমাত্র। লেশ শব্দ+মাত্র পরিমাণার্থে। সং; ক্লী।

লেষ্টু—লোষ্ট্র, ঢিল। লিশ+তু ক। সং; পু।

লেহ, লেহন—জিহ্বা দ্বারা রসগ্রহণ, আস্বাদন, চাটা; ভক্ষণ। লিহ (আস্বাদন করা) +অল্, অনট্ ভা। সং; ক্রমে পু ও ক্লী।

লেহনীয়—লেহনযোগ্য, লেহ্য, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ্য। লিহ (আস্বাদন করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

লেহী—(লেহিন্)। লেহনকারী। লিহ (আস্বাদন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে লেহিনী।

লেহ্য—১। লেহনীয়, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ্য; চাটিয়া খাইবার যোগ্য। লিহ+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। অমৃত। সং; ক্লী।

লৈঙ্গ—১। লিঙ্গসম্বন্ধীয়। লিঙ্গ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। পুরাণবিশেষ, লিঙ্গপুরাণ। সং; ক্লী।

লোক—১। দৃষ্টি। লোক (দেখা)+অল্ র্ম্ম। ২। মনুষ্য; সমূহ; ভুবন, জগৎ, স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল—এই ত্রিলোক, আবার ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য—এই সপ্তলোক। সং; পু।

লোকচক্ষুঃ, লোকলোচন—মানুষের চক্ষুঃ; সূর্য্য। ৬তৎ। সং; পু। [ক্লী।

লোকচরিত্র—মনুষ্যের চরিত। ৬তৎ। সং;

লোকচরিত্রাভিজ্ঞ—লোকের চরিত বিষয়ে অভিজ্ঞ, যে মানুষের চরিত্র উত্তমরূপ জানে। লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

লোকজিৎ—বুদ্ধদেব। লোককে জয় করিয়াছেন যিনি, উপ; লোক—জি (জয় করা)+ ক্বিপ্ ক। সং; পু। [সং; ক্লী।

লোকন—দর্শন। লোক (দেখা)+অনট্ ভা।

লোকনাথ—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব; বুদ্ধদেব; রাজা। ৬তৎ। সং; পু।

লোকনাথ দাস—(লোকা ধোপা)। ইনি যাত্রার দলের এক জন প্রসিদ্ধ অধিকারী ও সুগায়ক। কিছুদিন পূর্ব্বে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত যাত্রার দল বাঙ্গালার বহুস্থানে অভিনয় করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ লোকনাথের কণ্ঠস্বর। ইনি অতিশয় সুকণ্ঠ ছিলেন। প্রবাদ যে, এক সময়ে ভগবতী স্বয়ং বৃদ্ধার বেশ ধারণ করিয়া ইঁহার নিকট গান শুনিতে আসেন, কিন্তু লোকনাথ সামান্য বৃদ্ধা জ্ঞানে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া তাড়াইয়া দেওয়ায় ইঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়। পরে স্বপ্ন সমস্ত অবগত হইলে দেবীর বহু স্তবস্তুতি করায় লোকনাথের কণ্ঠস্বর পুনরায় স্ফূর্ত্তিলাভ করে। এই প্রবাদ হইতেই লোকনাথের কণ্ঠস্বর কিরূপ ছিল তাহা বুঝা যায়।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী—১১৩১ বঙ্গাব্দে লোকনাথের জন্ম হয়। লোকনাথ দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পাঠাভ্যাস করেন। অতঃপর ইঁহার উপনয়ন হয়। ইঁহার দীক্ষাগুরু ভগবান্ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ভগবান্ দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

উপনয়নের পর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য লোকনাথ গুরুগৃহে গমন করেন। গুরু ভগবান্ কতিপয় বৎসর দেশে বাস করিয়া লোকনাথ ও বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় নামক শিষ্যদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া কালীঘাটে আগমন করেন। এই সময়ে কালীঘাট বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ইষ্টকালয় পূর্ণ ছিল না, তখন ঐ স্থানে নিবিড় জঙ্গল ছিল। জঙ্গলের মধ্যে বসিয়া অনেক সাধু সন্ন্যাসী স্ব স্ব অভীষ্ট কার্য্য করিতেন। ভগবান্‌ও শিষ্যদ্বয়কে লইয়া তদ্রূপ কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তিনি শিষ্যদ্বয়কে ব্রহ্মচর্য্যে অটল করিতে ইচ্ছুক হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং লোকনাথের জনৈকা বাল্যসখী বিধবা অসচ্চরিত্রা রমণীর সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া অবৈধ প্রণয় সঙ্ঘটন করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরেই লোকনাথের উহাতে বিতৃষ্ণা জন্মিল। তখন গুরু শিষ্যদ্বয়কে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং শিক্ষা দ্বারা শিষ্যদ্বয়ের চিত্ত দৃঢ়সংযত করিয়া দিলেন।

অতঃপর ভগবান্ শিষ্যদ্বয় লইয়া বারাণসীতে গমনপূর্ব্বক তথায় যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি ত্রৈলিঙ্গস্বামীর হস্তে শিষ্যদ্বয়ের ভার দিয়া যান। উঁহারা স্বামিজীর নিকট কিয়ৎকাল যোগশিক্ষা করিয়া হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে যোগসাধনার্থ গমন করেন। তথায় উভয়ে সিদ্ধ হইয়া চন্দ্রনাথে আগমনপূর্ব্বক কিছুকাল বাস করেন। পরে বেণীমাধব চন্দ্রনাথ হইতে কামাখ্যার দিকে যান, আর লোকনাথ বারদী গ্রামে গমনপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে লোকনাথ "বারদীর ব্রহ্মচারী" বলিয়া অভিহিত হন।

১২৯৭ সালে লোকনাথ দেহত্যাগ করেন। লোকনাথের শক্তি সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি জাতিস্মর ছিলেন, দেহ হইতে বহির্গত হইতে এবং অন্যের মনের ভাব জানিতে পারিতেন; অন্যের রোগ স্বদেহে আনয়ন করিয়া রোগীকে রোগমুক্ত করিতে পারিতেন। কথিত আছে যে, লোকনাথের দেহত্যাগের কতিপয় মাস পূর্ব্বে বারদীর কোনও ব্যক্তি ক্ষয়কাশে মুমূর্ষু হন। লোকনাথ রোগীর সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় ঐ রোগ স্বীয় দেহে আনয়ন করিয়াই কালগ্রাসে পতিত হন।

লোকনিন্দা—লোক-কৃত নিন্দা, লোক মুখে প্রচারিত জুগুপ্সা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

লোকপরম্পরা—একটীর পর একটী লোক এইরূপ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লোকপাল—নরপতি, রাজা; ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ, এই চারি দেব লোকপাল। ইন্দ্র পূর্ব্বদিক্, যম দক্ষিণ দিক্, কুবের উত্তর দিক্ ও বরুণ পশ্চিম দিক্ রক্ষা করেন। ৬তৎ। সং; পু।

লোকপালন—১। জগৎ প্রতিপালন; প্রজাপালন। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। ব্রহ্মা; রাজা। লোকের পালন (পালনকর্ত্তা), ৬তৎ। সং; পু।

লোকপাবন—ত্রিলোক পবিত্রকারক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

লোকপাবনী—ত্রিলোক পবিত্রকারিণী; গঙ্গা। ৬তৎ। বিণ ও সং; স্ত্রী। পাবনী—ণিজন্ত পু+অনট্ ণ+ঈপ্।

লোকপিতামহ—ব্রহ্মা। ৬তৎ। সং; পু।

লোকপ্রবাদ, লোকবাদ—জনশ্রুতি, কিংবদন্তী। ৬তৎ। সং; পু।

লোকপ্রবাহ—জনস্রোত; স্রোতের আকারে গমনশীল লোক; লোকবিস্তৃতি। ৬তৎ। সং। [৭তৎ। বিণ; ত্রি।

লোকপ্রসিদ্ধ—লোকবিখ্যাত, সর্ব্বজন-পরিচিত।

লোকপ্রিয়—লোকের প্রীতিভাজন, সকল লোকের অনুরাগপাত্র। ৬তৎ। বিণ।

লোকবান্ধব—সূর্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

লোকমণ্ডল—লোকসঙ্ঘ, মানবসমূহ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

লোকমনোমোহিনী—জগন্মোহিনী, সকল লোকের মনোমুগ্ধকারিণী। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে লোকমনোমোহী।

লোকমাতা—কমলা, লক্ষ্মী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লোকযাত্রা—সংসারযাত্রা, জীবনযাপন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লোকরঞ্জক—লোকরঞ্জনকারী, সকল লোকের প্রিয়কারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে লোকরঞ্জিকা।

লোকরঞ্জন—১। লোকের প্রীতিসম্পাদন। ৬তৎ। সং; ক্লী। ২। লোকরঞ্জক। লোকের রঞ্জন (রঞ্জনকারী), ৬তৎ। বিণ।

লোকলক্ষ্মী—লোকের লক্ষ্মীস্বরূপা, মানবের সৌভাগ্যস্বরূপিণী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লোকলজ্জা—লোকের নিকট লজ্জা, মানুষের কাছে দুষ্কর্ম্ম জন্য সঙ্কোচ। ৭তৎ। স্ত্রী।

লোকলীলা—মনুষ্যলীলা; সংসারের খেলা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লোকলোকান্তর—এই লোক ও অন্য লোক, ইহলোক ও পরলোক। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

লোক-লোচন—লোকচক্ষুঃ দেখ।

লোকবৎসল—সকল লোকের প্রতি স্নেহশীল। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

লোকবাহ্য—১। লোক দ্বারা বহনীয়। ৩তৎ। ২। লোক-বহির্ভূত; লোকাচারবর্জ্জিত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

লোকবিমোহন—১। লোকের মোহসম্পাদক, লোকমুগ্ধকর। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। লোককে মুগ্ধ করা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লোকবিরাগ—লোকের অপ্রীতি, লোকের দ্বেষ। ৬তৎ। সং; পু।

লোকশিক্ষক—লোকের শিক্ষাদাতা। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

লোকশিক্ষা—লোককে উপদেশদান। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লোকশিক্ষার্থ—লোককে শিক্ষা দিবার জন্য। লোকশিক্ষা হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহার বা যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

লোকসংখ্যা—লোকের পরিমাণ; ১ ২ ৩ করিয়া লোকগণনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লোকসমাকীর্ণ—লোকে সমাচ্ছন্ন, বহুলোক-পূর্ণ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

লোকসমাগম—বহু লোকের সম্মিলন, লোক সকলের মিলন। ৬তৎ। সং; পু।

লোকসমাজ—মনুষ্যসমাজ; লোকসমূহ। ৬তৎ। সং; পু।

লোকস্থিতি—জনসমাজ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লোকহিত—লোকের ইষ্ট, মানুষের উপকার; জগতের মঙ্গল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লোকহিতকর—লোকের ইষ্টজনক; জগতের মঙ্গলদায়ক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

লোকহিতব্রত—১। লোকের ইষ্টসাধনরূপ ব্রত; জগতের মঙ্গলসম্পাদনরূপ নিষ্ঠা। লোকহিত দেখ; লোকহিত রূপ ব্রত, রূপক। সং; পু। ২। লোকের হিতসাধন-রূপ ব্রতধারী। লোকহিত হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

লোকহিতৈষী—(লোকহিতৈষিন্)। লোকের হিতেচ্ছু; জগতের উপকারসাধনে অভি-লাষী। লোকের হিতৈষী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে লোকহিতৈষিণী।

লোকাকীর্ণ—লোকব্যাপ্ত, বহু লোকে সমাচ্ছন্ন। লোক দ্বারা আকীর্ণ (ব্যাপ্ত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

লোকাচার—লোকের অনুষ্ঠিত ব্যবহার, লোক-রীতি। ৬তৎ। সং; পু।

লোকাচারবিরুদ্ধ—লোকের অনুষ্ঠিত ব্যবহারের বিরোধী, লোকরীতির বিপরীত ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

লোকাচারসম্মত—লোকপ্রচলিত রীতিসঙ্গত, লোকের অনুষ্ঠিত আচরণের অবিরোধী ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

লোকাতীত—অলৌকিক; অসামান্য। লোক-সমূহকে অতীত (অতিক্রান্ত), ২তৎ বিণ; ত্রি।

লোকানুরাগ—লোকপ্রীতি, লোকের প্রতি ভালবাসা। ৭তৎ। সং; পু।

লোকান্তর—অন্য লোক, পরলোক। নিত্য সং; স্ত্রী।

লোকান্তরিত—পরলোকগত, মৃত। অন্য লোক লোকান্তর, নিত্য; লোকান্তরকে ইত (গত), ২তৎ। বিণ; ত্রি।

লোকাভাব—লোকের অপ্রতুলতা, সাহায্য-কারী লোকের অনটন। লোকের অভাব, ৬তৎ। সং; পু।

লোকাভিরাম—লোকমনোহর; লোকপ্রিয়, লোকের প্রীতিজনক। ৭তৎ। বিণ; ত্রি স্ত্রীলিঙ্গে লোকাভিরামা।

লোকায়ত—১। চার্ব্বাকমত, নাস্তিক্য। লোকে আয়ত (বিস্তীর্ণ), ৭তৎ। সং; স্ত্রী। ২। চার্ব্বাকমতাবলম্বী, নাস্তিক। সং; পু।

লোকায়তিক—নাস্তিক্যমতাবলম্বী। লোকায়ত দেখ; লোকায়ত+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

লোকারণ্য—জনসমূহ, জনতা। লোকের অরণ্য, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লোকালয়—জনপদ, মনুষ্যের বসতিস্থান। লোকের আলয়, ৬তৎ। সং; পু।

লোকালোক—সূর্য্যকিরণের পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্ব্বতবিশেষ। [বৃত্র বধ করিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা ভয়ে ভীত হইয়া লোকালোক পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক সত্বর নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারময় প্রদেশে পলায়ন করেন। সপ্ত-দ্বীপা পৃথিবী ও সপ্তসমুদ্র বেষ্টনকারী শেষসীমা লোকালোকপর্ব্বত; ইহার পর আর সূর্য্যকিরণ পৌঁছায় না]। লোক (দেখা)+অল্ র্ম=লোক, তদ্ভিন্নরে নঞ্ (অ)—লোক+অল্ র্ম। সং; পু।

লোকেশ—ব্রহ্মা; রাজা। লোকসমূহের ঈশ, ৬তৎ। সং; পু।

লোকোত্তর—লোকাতীত, অলৌকিক; সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ; অলোকসামান্য। লোকে উত্তর (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

লোচ—চক্ষুর্জল, অশ্রু। লোচ+অ। সং; স্ত্রী।

লোচক—১। চক্ষুর তারা। লোচ (দেখা)+ণক ক। ২। ভ্রূযুগ; চর্ম্ম; কজ্জল; নির্ম্মোক, খোলস; মাংসপিণ্ড; স্ত্রীলোকের ললাটভূষণ; কর্ণভূষণ; কদলী; মৌর্ব্বী; নীলবস্ত্র। লোচ+ণক র্ম। সং; পু।

লোচন—১। নয়ন, চক্ষুঃ। লোচ্ (দেখা)+অনট্ ণ। সং; স্ত্রী। ২। সূর্য্য। সং; পু। ৩। দর্শন; আলোচনা। লোচ্+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী।

লোচন দাস—পূর্ব নাম ত্রিলোচন দাস। ইনি জাতিতে বৈদ্য। জন্ম ১৫২৩ খ্রীঃ বর্দ্ধমান জেলার গুস্করা ষ্টেষণের পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন গ্রামে। পিতার নাম কমলাকর ও মাতার নাম সদানন্দী। বাল্যে লোচনের বিদ্যাশিক্ষা আদৌ হয় নাই বলিলেও চলে। অল্পবয়সেই বিবাহ হয়, কিন্তু ইনি শ্বশুর বাড়ীতে যাইতেন না। এক সময়ে গুরু নরহরি সরকার ঠাকুরের উপদেশে বাধ্য হইয়া ইনি শ্বশুরবাড়ী যাইবার উদ্দেশে যাত্রা করেন। যে গ্রামে শ্বশুরালয়, সেইখানে উপস্থিত হইয়া একটি যুবতীকে জিজ্ঞাসা করেন—"মা, অমুকের বাড়ী কোন্ দিকে?" যুবতী-প্রদর্শিত পথ ধরিয়া শ্বশুর বাড়ীতে গিয়া দেখেন যে, সেই যুবতীটি ইঁহারই স্ত্রী। মাতৃসম্বোধন করিয়াছেন বলিয়া আর স্ত্রীকে স্ত্রীভাবে গ্রহণ না করিয়া সাধনসঙ্গিনী করিলেন। গুরু নরহরি সরকারের অনুমতিক্রমে লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ ১৪ বৎসর বয়সে রচনা করেন। ইহা ব্যতীত দুর্লভসার নামক একখানি গ্রন্থ ও অনেক পদও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৫৮৯ খ্রীঃ ইঁহার লোকান্তর গমন ঘটে। বর্দ্ধমান কাঁকড়া গ্রামবাসী চৈতন্য-মঙ্গল গায়ক প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে লোচনদাসের স্বহস্ত-লিখিত চৈতন্যমঙ্গল পুঁথিখানি এখ-নও পর্য্যন্ত যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। শুনা যায়, বৃন্দাবনদাস তদীয় রচিত গ্রন্থখানির নাম প্রথমে চৈতন্য-মঙ্গল দিয়াছিলেন। নামকরণ সম্বন্ধে লোচনদাসের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে বৃন্দাবনের মাতা নারায়ণী পুত্রের গ্রন্থের নাম চৈতন্য ভাগবত দিয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেন।

লোচনপ্রান্ত—নেত্রপ্রান্ত, চক্ষুর কোণ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

লোচনরঞ্জন—১। নেত্রপ্রীতিকর, সুদৃশ্য। ৬তৎ। বিণ, ত্রি। ২। কজ্জল। সং; স্ত্রী।

লোচনলোভন—চক্ষুর লালসাবর্দ্ধক, যাহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে ইচ্ছা হয় এরূপ, পরম সুন্দর। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

লোচিকা—লুচি। সং; স্ত্রী।

লোঠন—ভূম্যাদিতে অঙ্গপরিবর্ত্তন, গড়াগড়ি দেওয়া। লুঠ (লোঠ)+অনট্ ভা। সং।

লোধ, লোধ্র—বৃক্ষবিশেষ, লোধগাছ। রুধ (আবরণ করা)+অন্, রন্ ক। সং; পু।

লোপ—নাশ; অপচয়; অভাব; ভ্রংশ;

তিরোধান, অদর্শন; ব্যাকরণে—প্রস্তুত বিষয়ের বা বর্ণের তিরোধান বা অদর্শন। লুপ (লোপ করা)+অল্ ভা। সং; পু বিশেষণে লুপ্ত।

লোপা, লোপা-মুদ্রা—মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী অগস্ত্য মনোমত পত্নীলাভকামনায় সর্ব্ব প্রাণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ লইয়া এক কন্যার সৃষ্টি করেন। সেই কন্যা পালনার্থ বিদর্ভরাজের নিকট প্রেরিত হইয়া লোপা বা লোপামুদ্রা নামে খ্যাত হয়। যথাসময়ে অগস্ত্য এই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন কথিত আছে যে, লোপা স্বামীর নিকট ধন প্রার্থনা করিলে অগস্ত্য দৈত্যরাজ ইল্বলকে বিনষ্ট করিয়া প্রভূত ধনরাশি আনিয়া পত্নীকে প্রদান করেন (ইল্বল দেখ) লোপা—ণিজন্ত লুপ বা লোপি (লোপ করান)+অন্ ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, যিনি নারীগণের রূপাভিমান লোপ করাইয়াছিলেন; লোপামুদ্রা—লোপা শব্দ—মুদ্ (হর্ষ)—রা (গ্রহণ করা)+ড ক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

লোপত্র, লোপত্রী—চোরিত বস্তু, চুরি করা জিনিস। লুপ (লোপ করা)+ত্রন্ র্ম, ২য় পক্ষে তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

লোভ—লিপ্সা; আকাঙ্ক্ষা, লালসা [ষড়্রিপু দেখ]। লুভ (লোভ করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে লুব্ধ, লোভী।

লোভনীয়—লোভজনক, স্পৃহণীয়। ণিজন্ত লুভ বা লোভি (লোভ জন্মান)+অনীয় ক। বিণ; ত্রি।

লোভিনী—লোভী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

লোভী—(লোভিন্)। লুব্ধ, লোলুপ। লুভ (লোভ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে লোভিনী।

লোভ্য, লোভ্যমান—আকৃষ্যমান; লোভনীয়; লোভিত। লুভ (লোভ করা)+ঘ্যণ্, শান র্ম। বিণ; ত্রি।

লোম—(লোমন্)। রোম, রোঁয়া; লাঙ্গুল। লূ (ছেদন করা)+মন্ র্ম। সং; ক্লী।

লোমকর্ণ—১। লোমযুক্ত কর্ণবিশিষ্ট। লোম আছে কর্ণে যাহার, বহ। বিণ; ত্রি। ২। শশক। সং; পু।

লোমকূপ—রোমকূপ, লোমের গর্ত্ত [শরীরে অসংখ্য পরিমাণ লোম থাকে, এবং লোমের পরিমাণ যত লোমকূপের পরিমাণও তত]। ৬তৎ। সং; পু।

লোমজ—রোম হইতে জাত বা প্রস্তুত, পশমী। লোম হইতে জন্মে যে, উপ; লোমন্ শব্দ—জন+ড ক। বিণ; ত্রি।

লোমপাদ, রোমপাদ—অঙ্গরাজ্যাধিপ। অযোধ্যাধিপতি দশরথের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল। ইনি দশরথ-তনয়া শান্তাকে নিজালয়ে নিজ-কন্যার ন্যায় লালন পালন করেন। একদা অঙ্গরাজ্যে অনাবৃষ্টি জন্য প্রজারা মহাক্লেশে পতিত হইলে লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা যজ্ঞ করাইলে দেশে সুবৃষ্টি হয়। অনন্তর লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত শান্তার বিবাহ দেন। লোম আছে পাদে যাহার, বহ। সং; পু।

লোম-বিষ—ব্যাঘ্রাদি যে সকল জন্তুর লোম বিষাক্ত। লোমে বিষ যাহার, বহ। পু।

লোমশ—১। লোমবিশিষ্ট। লোমন্ শব্দ (লোম)+শ যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। ২। মেষ, ভেড়া। সং; পু। ৩। জনৈক মুনি। পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে ইনি তাঁহাদিগকে লইয়া নানা তীর্থে ভ্রমণ এবং বিবিধ উপদেশময় পৌরাণিক আখ্যায়িকাসমূহ বর্ণন করিয়া তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করিতেন।

লোমহর্ষণ—১। রোমাঞ্চকারক; পুলকজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। রোমাঞ্চ; রোমোদ্গম। সং; ক্লী। ৩। জনৈক মুনি। ইনি ব্যাসদেবের শিষ্য। ব্যাসদেব প্রসন্ন হইয়া ইঁহাকে স্বপ্রণীত সমস্ত পুরাণ অর্পণ করেন। ইনি সেই সমস্ত পুরাণ সর্ব্বত্র শুনাইতেন। ইনি পুরাণবক্তা "সূত" নামেও প্রসিদ্ধ। সুমধুর বাক্যবিন্যাস দ্বারা শ্রোতৃবর্গের লোমহর্ষণ অর্থাৎ রোমাঞ্চ জন্মাইয়া দিতেন বলিয়া ইঁহার নাম লোমহর্ষণ হয়।

লোমহৃৎ—হরিতাল। লোম হরণ করে যে, উপ; লোমন্ শব্দ (লোম)—হৃ (হরণ করা)+কিপ্ ক। সং; পু।

লোমাঞ্চ—রোমাঞ্চ দেখ।

লোমালিকা—শৃগালিকা, খেঁকশিয়ালী। লোমের আলি লোমালি, ৬তৎ। লোমালি শব্দ+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

লোল—চঞ্চল; লোভী; চালিত; সতৃষ্ণ; শ্লথ, শিথিল। লোড (উন্মত্ত হওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে লোলা।

লোলজিহ্ব—চঞ্চল জিহ্বাবিশিষ্ট, লুব্ধ জিহ্বাসম্পন্ন। বহ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে লোলজিহ্বা।

লোলজিহ্বা—১। চঞ্চল জিহ্বা, লেলিহ্যমান জিভ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। চঞ্চল জিহ্বাবিশিষ্টা। বহ। বিণ; স্ত্রী।

লোলা—জিহ্বা; লক্ষ্মী; চঞ্চলা স্ত্রী। লোল দেখ; লোল শব্দ+আপ্। সং; স্ত্রী।

লোলায়মান—দোলায়মান। লোল শব্দ+ক্যঙ্—লোলায় (নামধাতু), তদুত্তরে শান ক। বিণ; ত্রি।

লোলার্ক—সূর্য্য। সং; পু।

লোলিত—চালিত; কম্পিত; শ্লথ; শিথিলীভূত। ণিজন্ত লুল বা লোলি+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

লোলুপ, লোলুভ—অতিলোভী; অত্যাসক্ত। যঙ্লুগন্ত লুপ, লুভ+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

লোষ্ট, লোষ্টু, লোষ্ট্র—ঢিল। লোষ্ট (রাশি করা)+অন্, উ, র ক। সং; পু ও ক্লী।

লোষ্ট্র—লোষ্ট দেখ।

লোহ—লৌহ, লোহা; অস্ত্র; ধাতু; শোণিত, রুধির; রক্তচন্দন। লূ (ছেদন করা)+হ র্ম। সং; পু ও ক্লী।

লোহকান্ত—অয়স্কান্ত, চুম্বকপাথর। ৬তৎ বা ৭তৎ। সং; ক্লী।

লোহকার—কর্ম্মকার, কামার। লোহ করে যে, উপ; লোহ শব্দ (লোহা)—কৃ (করা)+ষণ্ ক। সং; পু।

লোহকিট্ট, লোহচূর্ণ—লৌহমল, লোহার মরিচা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

লোহময়—লৌহনির্ম্মিত। লোহ+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ; ত্রি।

লোহবর—স্বর্ণ। লোহের (ধাতুর) মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। সং; ক্লী।

লোহিকা—লৌহপাত্র, কটাহ প্রভৃতি। লোহ শব্দ+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

লোহিত—১। রক্তবর্ণযুক্ত, লাল, রাঙা। রুহ (উৎপন্ন) হওয়া+ইতন্ ক, অথবা লোহ শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। ২। রক্তবর্ণ, লাল রঙ; সর্প; কুজ, মঙ্গলগ্রহ। সং; পু। ৩। রক্ত; রক্তচন্দন; কুঙ্কুম। সং; ক্লী। ৪। রামায়ণ-বর্ণিত সমুদ্র। ইহা পূর্ব্বদেশে অবস্থিত। ইহার জল লোহিত বর্ণ। ইহারই তটে গরুড়ের রত্নখচিত বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত গৃহ বিরাজমান ছিল।

লোহিতক—১। পদ্মরাগমণি; কুজ, মঙ্গলগ্রহ। লোহিত শব্দ+কণ্। সং; পু। ২। পিত্তল। সং; ক্লী।

লোহিত-চন্দন—রক্তচন্দন; কুঙ্কুম। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

লোহিতাক্ষ—১। রক্তনেত্রবিশিষ্ট। লোহিত (লাল) হইয়াছে অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহ। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু; কোকিল। সং; পু।

লোহিতাঙ্গ—মঙ্গলগ্রহ। লোহিত (লাল) হইয়াছে অঙ্গ (দেহ) যাহার, বহ। সং; পু।

লোহিতায়ঃ, লোহিতায়স—তাম্র। লোহিত যে অয়ঃ (লোহ), কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

লোহিনী—রক্তবর্ণা (স্ত্রী)। লোহিত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্, নিপাতনে। বিণ; স্ত্রী।

লৌকিক—লোকসম্বন্ধীয়; লোকপ্রসিদ্ধ; জাগতিক; সাংসারিক। লোক শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

লৌকিকতা—সাংসারিকতা, সামাজিকতা।

লৌকিক দেখ; লৌকিক+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

লৌল্য—চাঞ্চল্য; চাপল্য; লোভ; স্পৃহা। লোল দেখ; লোল+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

লৌহ—১। লোহ, লোহা। [কথিত আছে যে, যুদ্ধে দেবগণকর্তৃক নিহত লোমিল দৈত্যের দেহ হইতে লৌহের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা তিক্তরসাত্মক, সারক, শীতবীর্য্য, কষায় ও মধুররসবিশিষ্ট, চক্ষুর্হিতকর, বায়ুবর্দ্ধক, কফ, পিত্ত, শূল, শোথ, অর্শ, প্লীহা, মেহ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগনাশক। গুরুতা, দৃঢ়তা, দাহকারিতা প্রভৃতি লৌহের সাতটি দোষ। লৌহমলও লৌহতুল্য গুণশালী। সারলৌহ ও কান্তলৌহ ভেদে লৌহ দ্বিবিধ]। লোহ শব্দ+ষ্ণ। সং; পু ও ক্লী। ২। লোহনির্ম্মিত। বিণ; ত্রি।

লৌহবর্ত্ম—লৌহনির্ম্মিত পথ, রেলপথ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

লৌহিত্য—১। রক্তবর্ণ, লাল রঙ্। লোহিত শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী। ২। রক্তসমুদ্র; ব্রহ্মপুত্র নদ। সং; পু।

ল্যান্স্‌ডাউন্, মার্ক্ুইস অভ্ (লর্ড)—১৮৪৫ খ্রীঃ ১৪ই জানুয়ারি ইহার জন্ম হয়। ইনি প্রথমতঃ ইটন্ স্কুলে ও তৎপরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়নিবিষ্ট ব্যালিয়ল কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ ইনি "মার্কুইস্" উপাধিসহ পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। লিবারেল দলের মন্ত্রিত্বকালে ১৮৬৮ খ্রীঃ ইনি রাজকার্য্যে প্রবেশ করেন এবং উত্তরোত্তর উচ্চতর পদ লাভ করিতে থাকেন। ১৮৭২ হইতে ১৮৭৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইনি সমরবিভাগের অণ্ডার সেক্রেটারী ছিলেন। ১৮৮০ খ্রীঃ ইনি ভারতের অণ্ডার সেক্রেটারী পদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের সহিত মতান্তর ঘটায় পদত্যাগ করেন। ১৮৮৩ হইতে ১৮৮৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইনি কানাডায় গভর্ণর জেনারেলরূপে কার্য্য করেন, এবং তৎপরে শেষোক্ত অব্দে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া এদেশে আসেন।

ইঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা মণিপুরের যুদ্ধ। মণিপুর ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ স্বাধীন রাজ্য। কিছুদিন হইতে মণিপুরের সিংহাসন লইয়া বিষম গোলযোগ চলিতেছিল। অন্যতম রাজকুমার ও প্রধান সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎকে সেই সমস্ত গোলযোগের মূল মনে করিয়া আসামের চীফ্ কমিসনার কুইণ্টন সাহেব তাঁহাকে কৌশলে বন্দী করিবার অভিপ্রায়ে ১৮৯১ খ্রীঃ মণিপুরে গমন করিলে চতুর টিকেন্দ্রজিৎ তাহা বুঝিতে পারিয়া কুইণ্টন ও তাঁহার সঙ্গী আর চারিজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষের প্রাণবধ করিলেন। আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ইংরেজ মণিপুরে অভিযান করিয়া রাজা কুলচন্দ্রকে ধরিয়া নির্ব্বাসিত করিলেন। টিকেন্দ্রজিৎ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। রাজবংশের দূরসম্পর্কীয় চন্দ্রচূড় নামক এক শিশু রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং তাঁহার অপ্রাপ্তব্যবহারকাল পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিবার নিমিত্ত একজন ইংরেজ কমিশনার রাজধানী ইম্ফল নগরে নিযুক্ত হইলেন।

পূর্ণ পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়া লর্ড ল্যান্স্‌ডাউন ১৮৯৩ খ্রীঃ স্বদেশে প্রতিগমন করেন। সেখানেও ইনি নিষ্কর্ম্মা নাই। ১৮৯৫ খ্রীঃ ইনি সমরবিভাগের সেক্রেটারী হইয়া কিছুকাল কার্য্য করিয়াছেন। ১৯০৬ খ্রীঃ লিবারেল দল প্রাধান্য ও মন্ত্রিত্ব লাভ করায় ইনিও পার্লামেণ্টের লর্ড সভায় প্রবেশ করিয়াছেন।

ব—১। ঊনত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ। ২। বক্ষঃস্থল; বায়ু; বরুণ; বাসস্থান; বাহু। বা (গমন করা)+ড ক। সং; পু। ৩। মন্ত্রবিশেষ; বস্ত্র। সং; ক্লী। ৪। সাদৃশ্য। ব্য।

বংশ—অন্বয়, কুল, গোত্র; একগোত্রজাত, পূর্ব্বপুরুষ বা উত্তরপুরুষ; বাঁশ; বাঁশী; বর্গ; সমূহ; পর্ব্ব; নাসাবিবর; গৃহের ঊর্দ্ধকাষ্ঠ; পৃষ্ঠদণ্ড। বন (সেবা করা, ইত্যাদি)+শ র্ম্ম। সং; পু।

বংশক—মৎস্যবিশেষ, বাঁশপাতা মাছ; ইক্ষুবিশেষ, সামশাড়া আখ। বংশ+কণ্। সং; পু।

বংশক্ষীরী—বংশলোচন। সং; স্ত্রী।

বংশজ—বংশজাত; সদ্বংশজাত; সৎকুলোদ্ভব। বংশ হইতে জন্মে যে, উপ; বংশ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বংশজা।

বংশজা—বংশলোচনা। সং; স্ত্রী। বংশজ দেখ।

বংশধর—১। কুল-রক্ষক; কুলবর্দ্ধন, কুলোদ্বহ। বংশের ধর (ধারক), ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। সন্তান, উত্তরপুরুষ। সং; পু।

বংশনালিকা—বাঁশের বাঁশী। বংশ নির্ম্মিতা নালিকা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বংশনাশ—বংশলোপ, বংশে কেহ না থাকা। ৬তৎ। সং; পু।

বংশপত্রক—বাঁশপাতা মাছ; নলখাগড়া; সাদা আখ; বংশের পত্রের ন্যায় পত্র যাহার, বহু। সং; পু।

বংশমর্য্যাদা—কুলগৌরব, বংশের সম্মান। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বংশরোচনা, বংশলোচনা—বাঁশের মধ্যস্থ শ্বেতবর্ণ দ্রব্যবিশেষ, ইহা ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়, বংশলোচন। বংশ (বাঁশ)—রুচ (দীপ্তি পাওয়া)+অন ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

বংশলোপ—কুলনাশ, বংশ বিলুপ্ত হওয়া। ৬তৎ। সং; পু।

বংশস্থ—১। বংশে স্থিত। বংশে থাকে যে, উপ; বংশ—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ছন্দোবিশেষ। সং; ক্লী।

বংশস্থ-বিল—দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; ক্লী।

বংশাঙ্কুর—বাঁশের কোঁড়া। ৬তৎ। সং; পু।

বংশানুচরিত—বংশের চরিত্র বর্ণন; পুরাণের পঞ্চলক্ষণের এক লক্ষণ। বংশের অনুচরিত, ৬তৎ। সং; ক্লী।

বংশাবতংস—কুলভূষণ, বংশের অলঙ্কারস্বরূপ; কুলোজ্জ্বলকারী। বংশের অবতংস (ভূষণ), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

বংশাবলী—পূর্ব্বপুরুষগণের নামাবলী, কুলজী। বংশের আবলী, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বংশিক—১। বংশজাত। বংশ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বংশিকা। ২। অগুরু। সং; ক্লী।

বংশিকা—বাঁশী। সং; স্ত্রী। বংশিক দেখ।

বংশী—মুরলী, বাঁশী। বংশ শব্দ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বংশীধর—মুরলীধর, শ্রীকৃষ্ণ। বংশীর ধর (ধারক), ৬তৎ। সং; পু।

বংশীধ্বনি—বংশীরব, বাঁশীর শব্দ। ৬তৎ। সং; পু।

বংশীয়, বংশ্য—বংশে জাত; সৎকুলোদ্ভব। বংশ+ঈয়, ষ্য ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

বংশীবট—বৃন্দাবনস্থ বটবৃক্ষবিশেষ; শ্রীকৃষ্ণ এই বৃক্ষতলে বসিয়া বংশীবাদন করিতেন। সং; পু।

বংশীবাদন—বাঁশী বাজান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বংশ্য—বংশীয় দেখ।

বক—১। জলচর পক্ষিবিশেষ; পুষ্পবৃক্ষবিশেষ; যন্ত্রবিশেষ; কুবের। বন্ক (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু। ২। জনৈক দৈত্য, মথুরারাজ কংসের অনুচর। এই দৈত্য কংসের আদেশে ব্রজপুরে গমনপূর্ব্বক পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে তিনি ইহার ঠোঁট দুইটি ধরিয়া চিরিয়া ফেলিয়া ইহাকে শমনসদনে প্রেরণ করেন। ৩। জনৈক রাক্ষস। এই বক রাক্ষস একচক্রা গ্রামের নিকটস্থ বনে বাস করিত এবং একচক্রাবাসীদিগের উপর অকথ্য অত্যাচার করিত। অবশেষে তাহারা এই নিয়মে আবদ্ধ হইয়া রাক্ষসের দৌরাত্ম্য হইতে অব্যাহতি লাভ করে যে, প্রতিদিন ইহার ভক্ষণার্থ প্রচুর ভক্ষ্যদ্রব্য এবং এক একটি

মনুষ্য প্রেরণ করিতে হইবে। পাণ্ডবগণ বারণাবত হইতে পলায়ন করিয়া একচক্রা গ্রামে কোন গৃহস্থের বাটীতে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিবার কালে একদা সেই গৃহস্থেরই একজন লোককে বকের আহারার্থ প্রেরণের দিন আসিয়া উপস্থিত হইলে পরিজনবর্গ-মধ্যে মহা ক্রন্দনরোল উত্থিত হইল। কুন্তী-দেবী সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মধ্যম পুত্র ভীমকে খাদ্যদ্রব্যসহ রাক্ষসের নিকট যাইতে আদেশ করেন। তদনুসারে ভীম তথায় গমন করিলে উভয়ে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, এবং তাহাতে রাক্ষস ভীমের হস্তে নিপতিত হয়।

বকজিৎ—শ্রীকৃষ্ণ; ভীম। বক দেখ; বককে জয় করিয়াছেন যিনি, উপ; বক শব্দ—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

বকধার্ম্মিক—কপট ধার্ম্মিক, যে মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলে, অথচ অন্তরে অন্যের অনিষ্ট চেষ্টা করে। বক সদৃশ ধার্ম্মিক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা বিণ; ত্রি। [সং; পু

বকনিসূদন, বকবৈরী—শ্রীকৃষ্ণ; ভীম। ৬তৎ

বকপঞ্চক—কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী অবধি পঞ্চতিথি। সং; ক্লী।

বকবৃত্তি—১। বকব্রতী (বকব্রতী দেখ), বক ধার্ম্মিক, ভণ্ড, প্রবঞ্চক। বকের ন্যায় বৃত্তি (জীবিকা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২ ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ড ও স্বার্থপর ব্যক্তি। সং; পু ৩। বকধার্ম্মিকতা, ভণ্ডামি। বকের বৃত্তি, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বকব্রতী—(বকব্রতিন্)। বক-বৃত্তি, বকধার্ম্মিক, ভণ্ড, বঞ্চক। বকের ব্রত, বকব্রত, ৬তৎ; বকব্রত+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। বক-ব্রতীর লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে;—
"অধোদৃষ্টির্নৈকৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠোমিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরো দ্বিজঃ॥"
অর্থাৎ সর্ব্বদা অধোদৃষ্টিসম্পন্ন, স্বার্থপর, ছলনাপরায়ণ, শঠ এবং মিথ্যা-বিনয়ী ব্যক্তিই বকব্রতী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বকাণ্ডপ্রত্যাশা ন্যায়—ন্যায় দেখ।

বকারি—শ্রীকৃষ্ণ; ভীম। বক দেখ; বকের অরি, ৬তৎ। সং; পু।

বকুল—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ। সং; পু। ২। তাহার ফুল। সং; ক্লী।

বক্তব্য—১। কথিতব্য, কথনীয়, কথ্য; নিন্দনীয়; হীন। বচ (বলা)+তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। কথন; বাক্য, বাচ্য; নিন্দা। বচ+তব্য ভা। সং; ক্লী।

বক্তা—(বক্তৃ)। বাক্‌পটু, বাগ্মী; বক্তৃতাকারী। বচ (বলা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বক্ত্রী।

বক্তৃতা—বাক্‌পটুতা, বলিবার শক্তি; বাগ্‌বিন্যাস। বক্তা দেখ; বক্তৃ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বক্ত্র—বদন, মুখ; বৈদিক ছন্দোবিশেষ। বচ (বলা)+ত্র ণ। সং; ক্লী।

বক্ত্রজ—১। মুখজাত। বক্ত্র হইতে জন্মে যে, উপ; বক্ত্র শব্দ (মুখ)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। ব্রাহ্মণ [কারণ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন]। সং; পু।

বক্ত্র-পট—ঘোড়ার দানা খাইবার তোবড়া। ৬তৎ। সং; পু।

বক্ত্রশোধী—মুখশুদ্ধিকারক তাম্বূলাদি; জম্বীর। বক্ত্র শব্দ (মুখ)—শুধ (শোধন করা)+ণিন্ ক=বক্ত্রশোধিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। [পু।

বক্ত্রাসব—মুখামৃত, লালা, থুথু। ৬তৎ। সং;

বক্র—১। কুটিল, বাঁকা; ক্রূর; শঠ। বন্‌ক (কুটিল হওয়া)+র ক। বিণ; ত্রি। ২। নদীর বাঁক। সং; ক্লী। ৩। মঙ্গলগ্রহ; ত্রিপুরাসুর; রুদ্র; শনি। সং; পু।

বক্রগ্রীব—১। বাঁকা গলাবিশিষ্ট। বক্র হইয়াছে গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। উষ্ট্র। সং; পু।

বক্রচঞ্চু, বক্র-তুণ্ড—শুকপক্ষী। বক্র হইয়াছে চঞ্চু (ঠোঁট) বা তুণ্ড (মুখ) যাহার, বহু। সং; পু।

বক্রণ, বক্রণা—বক্রীকরণ; বাঁকান। বন্‌ক (কুটিল করা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে বন্‌ক +অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বক্রতুণ্ড—বক্রচঞ্চু দেখ।

বক্রদংষ্ট্র—বরাহ, শূকর। বক্র (বাঁকা) হইয়াছে দংষ্ট্রা (বড় দাঁত) যাহার, বহু। সং।

বক্রনাসিক—১। কুটিল-নাসাবিশিষ্ট। বক্র হইয়াছে নাসিকা (নাক) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। পেচক। সং; পু।

বক্রপথ—বাঁকা পথ, কুটিল পথ। কর্ম্মধা। পু।

বক্রপথগামী—(বক্রপথগামিন্)। বাঁকা পথে গমনকারী, কুটিল পথাবলম্বী। বক্রপথ—গম (যাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বক্রপথগামিনী।

বক্রপুচ্ছ, বক্রলাঙ্গূল—১। যাহার লেজ বাঁকা এরূপ। বক্র (বাঁকা) হইয়াছে পুচ্ছ বা লাঙ্গূল (লেজ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। কুক্কুর। সং; পু। ৩। বাঁকা লেজ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।

বক্রভণিত—বক্রোক্তি, শ্লেষবাক্য। কর্ম্মধা।

বক্রবক্ত্র—১। কুটিল-মুখযুক্ত। বক্র (বাঁকা) হইয়াছে বক্ত্র (মুখ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বরাহ, শূকর। সং; পু। ৩। বাঁকা মুখ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বক্রাকৃতি—১। বাঁকা অবয়ববিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ২। বাঁকা অবয়ব। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বক্রাঙ্গ—১। কুটিল অবয়ববিশিষ্ট। বক্র (বাঁকা) হইয়াছে অঙ্গ (অবয়ব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। হংস। সং; পু। ৩। কুটিল অবয়ব। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [ত্রি।

বক্রি—মিথ্যাবাদী। বচ (বলা)+ক্রি। বিণ;

বক্রিমা, বক্রিমা—(বক্রিমন্)। বক্রতা, কৌটিল্য; ক্রূরতা; শাঠ্য। বক্রিম=বন্‌ক (কুটিল হওয়া)+ক্রিমচ্ ভা; বক্রিমন্=বক্র শব্দ +ইমন্ ভাবে। সং; পু।

বক্রী—(বক্রিন্)। বক্রযুক্ত। বক্র শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

বক্রোক্তি—ব্যঙ্গোক্তি, শ্লেষোক্তি; কুটিল বাক্য; কাব্যালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। বক্র যে উক্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বক্রোষ্ঠিকা—স্মিত, ঈষৎ হাস্য। বক্র হইয়াছে ওষ্ঠ যাহাতে, বহু। সং; স্ত্রী।

বক্ষঃ—(বক্ষস্)। উরঃস্থল, বুক; হৃদয়। বহ (বহন করা), বচ (বলা), বা বক্ষ (সঙ্ঘাত করা)+অস্ ক। সং; ক্লী।

বক্ষঃপঞ্জর—বুকের পাঁজরা। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; পু।

বক্ষঃস্থল—উরঃস্থল, বুক। বক্ষঃই স্থল, কর্ম্মধা।

বক্ষঃস্পন্দন—বক্ষঃকম্পন, বুকের কাঁপুনি, বুক ধুক্ ধুক্ করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বক্ষোজ, বক্ষোরুহ—স্ত্রীলোকের স্তন, কুচ। বক্ষঃ হইতে জন্মে যে, উপ; বক্ষস্ শব্দ (বক্ষঃ—বুক)—জন (জন্মা)+ড ক, ২য় পক্ষে বক্ষস্ শব্দ—রুহ (উৎপন্ন হওয়া)+ক ক। সং; পু।

বক্ষ্যমাণ—যাহা পরে বলা যাইবে এরূপ, বক্তব্য। বচ (বলা)+স্যমান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বগলা, বগলামুখী—দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত এক মহাবিদ্যা। সং; স্ত্রী।

বগাহ—অবগাহন, জলে অবতরণপূর্ব্বক স্নান। অব-গাহ (স্নান)+অল্ ভা। সং; পু।

বঙ্ক—১। বক্র, বাঁকা। বন্‌ক (কুটিল হওয়া) +অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বঙ্কা। ২। নদীর বাঁক। সং; পু।

বঙ্কা—পলায়ন, পালান। সং; স্ত্রী। বঙ্ক দেখ।

বঙ্কিম—বক্র, বাঁকা, কুটিল। বিণ; ত্রি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস-কার। চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী কাঁটালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীঃ ২৭শে জুন রাত্রি ৯ টার সময় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং বহুদিন গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডেপুটী কলেক্টরের কার্য্য করিয়া খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন

এবং তৎপরে ইংরেজী শিখিবার নিমিত্ত প্রথমে হুগলি কলেজে ও তৎপরে কলিকাতার হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত ও হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হইলে ইনি সেই বৎসরই উক্ত কলেজ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম "বি, এ" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। গভর্ণমেণ্টও সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করেন। অতঃপর ইনি 'বি, এল্' পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অতীব দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া ১৮৯১ খ্রীঃ ইনি পেন্‌সন্‌সহ অবসর গ্রহণ করেন। ইনি "রায় বাহাদুর" ও পরে "সি, আই, ই" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

একাদশ বৎসর বয়সে এক পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বিবাহ হয়. ২১ বৎসর বয়সে বিপত্নীক হইয়া দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন অসাধারণ মেধাবী, তেমনই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। কর্ত্তব্য কর্ম্মের সম্পাদনে অনেক সময় ইঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে, তথাপি ইনি তাহা হইতে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত বা পশ্চাৎপদ হন নাই। একদা কোনও বিষয়ের তদন্তভার অন্যের উপর না দিয়া স্বয়ং ঐ কার্য্যে গমন করেন এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বিষম বিপদে পতিত হন, এমন কি প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ইঁহাকে নক্রসমাকুল নদীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া নিশাযাপন করিতে হয়; কিন্তু তথাপি কর্ত্তব্য সম্পাদনে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। চাকরি করিবার সময়ে এরূপ সঙ্কটে ইঁহাকে বহুবার পড়িতে হইয়াছিল। কি ধনবান্ কি নির্ধন, কি স্বদেশী কি বিদেশী, সকলের সম্বন্ধেই ইনি আইনের বিধানানুসারে তুল্যরূপে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র পাঠ্যাবস্থাতেই বাঙ্গালা পদ্য রচনা করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রভাকর ও অন্যান্য পত্রে প্রকাশ করিতেন। প্রভাকর-সম্পাদক সুকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকটই ইঁহার বাঙ্গালা লেখার "হাতে খড়ি"। এই সময়ে ইনি "ললিতা ও মানস" নামক একখানি ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তখন ইঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর। ইহার অনেক দিন পরে (১৮৬৪ খ্রীঃ) ইঁহার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশিত হয়। ইঁহার অসামান্য প্রতিভায় ও মনোহারিণী রচনায় বঙ্গবাসী বিমোহিত হইয়া পড়ে। এই একখানি গ্রন্থেই ইনি সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর লেখক বলিয়া পরিগণিত হন। তাহার পর ক্রমে ইনি আরও অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত উপন্যাস এমন উৎকৃষ্ট যে, উহাদের মধ্যে কোনও একখানি মাত্র লিখিলেই ইনি অমরত্ব লাভ করিতে পারিতেন। ইঁহার কয়েকখানি উপন্যাস ইংরেজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। যে ইউরোপীয়গণ বাঙ্গালীদিগকে অতি অসার অপদার্থ জ্ঞান করিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারাই যে বাঙ্গালীর রচিত উপন্যাস নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা বঙ্গবাসীর পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। বঙ্কিমচন্দ্র হইতেই বাঙ্গালীর এ গৌরব বৃদ্ধি। ইঁনিই যে আধুনিক বঙ্গীয় উপন্যাস-লেখকগণের অধিকাংশের আদর্শ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭৯ বঙ্গাব্দে "বঙ্গদর্শন" নামে একখানি নূতন ধরণের উচ্চশ্রেণীর মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার সু-সম্পাদন-গুণে 'বঙ্গদর্শন' অচিরে প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়া উঠিল। বঙ্গভাষার লেখকগণ বুদ্ধি ও গবেষণা-বৃত্তি পরিচালনার এক উত্তম সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। ফলতঃ কি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ, কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব, কি বৈজ্ঞানিক রহস্য, কি কবিতা, কি সমালোচনা, সর্ব্ববিষয়ের উৎকৃষ্ট রচনাসমূহে সুশোভিত হইয়া 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গে বিদ্যালোচনা-বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত করিল। দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র উহার সম্পাদনভার পরিত্যাগ করিলে ১২৮২ বঙ্গাব্দে উহা উঠিয়া যায়। বহুদিন পরে উহা আবার নূতন সম্পাদকের অধীনে পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল যে উপন্যাস-রচনাতেই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এমত নহে। ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়েও ইনি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন। ধর্ম্ম-বিষয়ক পুস্তকগুলিতে ইঁহার যথেষ্ট সূক্ষ্মদর্শিতা, দূরদর্শিতা, আন্তরিকতা ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। ফলতঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পর বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন আর কেহ এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ইঁহার রচিত "কৃষ্ণচরিত" পাঠে বহু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়াছেন এবং তাঁহাকে ভগবানের পূর্ণ অবতার বলিয়া স্বীকার না করিলেও একজন অদ্বিতীয় আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইঁহার রচিত "ধর্ম্মতত্ত্ব" বঙ্গভাষায় ধর্ম্মবিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই পুস্তক অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিলে সকলকেই হিন্দুধর্ম্মের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন তেমনই অসামান্য স্বদেশপ্রেমিক। ইঁহার রচিত অধিকাংশ গ্রন্থে ইঁহার হৃদয়ের সেই উদার স্বদেশ-প্রেমিকতার উচ্ছ্বাস সুপরিস্ফুট।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকখানির নাম এই,—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম, আনন্দমঠ, রজনী, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী, রাজসিংহ, ইন্দিরা, কমলাকান্তের দপ্তর, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ, কৃষ্ণচরিত ও ধর্ম্মতত্ত্ব।

এই মহাপুরুষ ১৮৯৪ খ্রীঃ ৮ই এপ্রেল স্বর্গারোহণ করেন।

বঙ্ক্য—বক্র, বাঁকা; টেরা। বিণ; ত্রি।

বঙ্ক্ষণ—উরুসন্ধি, কুচ্‌কি। সং; পু।

বঙ্গ—১। জনৈক নৃপতি। বন্‌গ (খোঁড়াইয়া চলা)+অন্ ক। ২। বাঙ্গালা দেশ; বাঙ্গালা দেশের লোক। বন্‌গ+অল্ অধি। সং; পু। ৩। রঙ্গ, রাঙ্, ধাতু; সীসা। সং; ক্লী।

বঙ্গজ—১। বঙ্গদেশ জাত; কায়স্থজাতির শ্রেণীবিশেষের পরিচায়ক। বঙ্গে জন্মে যে, উপ; বঙ্গ শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। সিন্দুর। সং; ক্লী।

বঙ্গন—বার্ত্তাকু, বেগুন। বন্‌গ+অন ক। পু।

বঙ্গশুল্বজ—কাংস্য; পিত্তল। বঙ্গ (রাঙ) ও শুল্ব (তাম্র) বঙ্গশুল্ব, দ্বন্দ্ব; বঙ্গশুল্ব শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। সং; ক্লী।

বঙ্গারি—হরিতাল। বঙ্গের (সীসকের) অরি, ৬তৎ। সং; পু।

বচঃ—(বচস্)। বাক্য। বচ (বলা)+অস্ র্ম্ম। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি।

বচক্রু—বহুভাষী, বাচাল। বচ (বলা)+অক্রু।

বচন—১। কথন, ভাষণ, বলা। বচ (বলা)+অনট্ ভা। ২। বাক্য; ঋষি-প্রণীত পদ্য। বচ+অনট্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

বচনগ্রাহী—(বচনগ্রাহিন্)। আজ্ঞাবহ, কথার বাধ্য। বচন শব্দ—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ণিন্ ক+বিণ; পু।

বচনীয়—১। কথনীয়, বাচ্য; নিন্দনীয়। বচ (বলা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। নিন্দা। সং; ক্লী।

বচনীয়তা—কথনীয়তা; নিন্দনীয়তা, নিন্দা, লোকাপবাদ। বচনীয় দেখ; বচনীয়শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বচসা—বাগ্‌যুদ্ধ, তর্কবিতর্ক; বকাবকি। দেশজ।

বচসাংপতি—বৃহস্পতি। বচসাং (বাক্যসমূহের) পতি, অলুক্ ৬তৎ; বচসাং—সংস্কৃত বচস্ শব্দের ৬ষ্ঠীর বহুবচন। সং; পু।

বচা—কটুদ্রব্যবিশেষ, বচ। বচ (বলা)+অল্ র্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

বজ্র—১। ইন্দ্রের অস্ত্রবিশেষ, কুলিশ [মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা বজ্র প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অষ্টবজ্র বলিলে এইগুলি বুঝায়,—বিষ্ণুর চক্র, ব্রহ্মার অক্ষ, শিবের ত্রিশূল, বরুণের পাশ, ইন্দ্রের কুলিশ, যমের দণ্ড, কার্ত্তিকের শক্তি, এবং কালীর খড়্গ]; বজ্রাকৃতি চিহ্ন; হীরক; কাঞ্জিক; বালক। বজ (গমন করা)+র ক। সং; পু ও ক্লী। ২। যোগবিশেষ। সং; পু। ৩। জনৈক যদুবংশীয় নৃপতি, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র। প্রদ্যুম্ন-তনয় অনিরুদ্ধের ঔরসে এবং রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। যদুবংশ-ধ্বংসের পর অর্জ্জুন ইঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে লইয়া যাইয়া তথাকার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহার পুত্রের নাম প্রতিবাহু। [কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

বজ্রগম্ভীর—বজ্রসদৃশ গম্ভীর। মধ্যপদলোপী

বজ্রগম্ভীরনাদে—বজ্রের ন্যায় গম্ভীর স্বরে। বজ্রগম্ভীর হইয়াছে নাদ (ধ্বনি) যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

বজ্রচর্ম্মা—গণ্ডার। বজ্রের ন্যায় কঠিন চর্ম্ম যাহার, বহু। সং; পু। বজ্রচর্ম্মন্ শব্দ।

বজ্রজিৎ—গরুড়। বজ্র শব্দ—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

বজ্রজ্বালা—১। বজ্রাগ্নি, বৈদ্যুতানল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। বৈরোচন বলির দৌহিত্রী। রাবণ ইহাকে আহরণ করিয়া কুম্ভকর্ণের পত্নী করিয়া দেন। [সং; পু।

বজ্রতুণ্ড—গণেশ; গৃধ্র; গরুড়; মশক। ৬তৎ।

বজ্রদন্ত, বজ্রদশন—১। বজ্রের ন্যায় কঠিন দন্তবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ২। মূষিক; শূকর। সং; পু।

বজ্রধর—দেবরাজ ইন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

বজ্রধ্বনি—বজ্রনাদ। সং; পু। [সং; পু।

বজ্রনাদ—বজ্রধ্বনি, বাজপড়ার শব্দ। ৬তৎ।

বজ্রনাভ—জনৈক অসুর। এই অসুর ব্রহ্মার বরে দেবতাদিগের অবধ্য হয়, এবং শত্রু যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ একটী পুরীও প্রাপ্ত হয়। অতঃপর অসুর দেবতাদিগের প্রতি যথেচ্ছ দারুণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। ইহার বিনাশকামনায় শ্রীকৃষ্ণ-তনয় প্রদ্যুম্ন নটগণসহ বজ্রনাভপুরে গমন করেন। শাম্ব এবং গদও তাঁহার অনুগমন করেন। তথায় বজ্রনাভ-তনয়া প্রভাবতীকে গান্ধর্ব্বমতে প্রদ্যুম্ন বিবাহ করেন। শাম্ব এবং গদও অন্যান্য অসুরবালাদিগকে এইরূপে বিবাহ করেন। পরে যথাসময়ে তাঁহাদের সন্তান জন্মিলে অসুরগণ সমস্ত জানিতে পারিয়া যাদবগণকে বধ করিতে উদ্যত হয়। প্রদ্যুম্ন স্বয়ং বজ্রনাভের প্রাণ সংহার করেন। অবশিষ্ট অসুরগণ অন্যান্য যাদবগণের হস্তে নিপতিত হয়।

বজ্র-নির্ঘোষ—বজ্র-ধ্বনি। ৬তৎ। সং; পু।

বজ্রপাণি—দেবরাজ ইন্দ্র। বজ্র পাণিতে (হস্তে) যাঁহার, বহু। সং; পু।

বজ্র লেপ—চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ অতি দুর্ভেদ্য লেপবিশেষ: এই লেপ কোন আধারের চতুর্দ্দিকে প্রয়োগ করিলে বাহিরের কোনও বস্তু ভিতরে বা ভিতরের কোন বস্তু বাহিরে কোনও ক্রমেই আসিতে পারে না; পারদাদি জ্বাল দিবার সময় এই লেপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বজ্রসদৃশ কঠিন যে লেপ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বজ্রলেপময়—বজ্রলেপবিশিষ্ট; অতি কঠিন। বজ্রসদৃশ কঠিন যে লেপ, বজ্রলেপ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, তদুত্তরে ময়ট্ প্রত্যয়। বিণ।

বজ্রবারক—যে নাম স্মরণ বা উচ্চারণ করিলে বজ্রাঘাত নিবারিত হয় অর্থাৎ বজ্রপাত দ্বারা আহত হইতে হয় না। ৬তৎ। সং; পু।

"জৈমিনিশ্চ সুমন্তুশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ।
পুলস্ত্যঃ পুলহো জিষ্ণুঃ ষড়েতে বজ্রবারকাঃ॥"

বজ্রশলাকা—বজ্রনিবারক শলাকা, বজ্রপতনের আশঙ্কা নিবারণ জন্য বাটীর পার্শ্বে যে লৌহশলাকা প্রোথিত করিয়া রাখা হয়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বজ্রসার—১। বজ্রের ন্যায় কঠিন। বজ্রের ন্যায় কঠিন সার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বাজের সারভাগ। ৬তৎ। সং; পু।

বজ্রাঙ্গ—১। বজ্রের ন্যায় কঠিন অবয়ববিশিষ্ট। বজ্রের ন্যায় কঠিন অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। সর্প। সং; পু।

বজ্রাগ্নি—বৈদ্যুতানল, বাজের আগুন। ৬তৎ। সং; পু। [পু।

বজ্রাঘাত—বজ্রপ্রহার; বাজপড়া। ৬তৎ। সং;

বজ্রাসন—যোগের আসনবিশেষ [আসন দেখ]। সং; ক্লী।

বজ্রাহত—বজ্রের আঘাতপ্রাপ্ত, যাহার উপর বাজ পড়িয়াছে। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বজ্রাহতবৎ—বজ্রাহতের ন্যায়, শোকভয়াদি দ্বারা অতিশয় স্তম্ভিত। বজ্রাহত+বৎ সাদৃশ্যার্থে। ব্য।

বজ্রী—(বজ্রিন্)। বজ্রপাণি, ইন্দ্র। বজ্র শব্দ +ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

বঞ্চক—১। প্রতারক, ধূর্ত্ত, শঠ। ণিজন্ত বন্চ বা বঞ্চি (ঠকান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। চোর; শৃগাল; কুক্কুর। সং; পু।

বঞ্চন, বঞ্চনা—১। প্রতারিত হওয়া. ঠকা। বন্চ (ঠকা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে অন ভা+আপ্। ২। প্রতারণা, ঠকান। ণিজন্ত বন্চ বা বঞ্চি (ঠকান)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে বঞ্চিত।

বঞ্চিত—প্রতারিত; ত্যক্ত, বর্জ্জিত। ণিজন্ত বন্চ বা বঞ্চি (ঠকান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বঞ্চন, বঞ্চনা।

বঞ্চুক—প্রতারক। ণিজন্ত বন্চ বা বঞ্চি (ঠকান) +উক ক। বিণ; ত্রি।

বঞ্জুল—১। অশোকবৃক্ষ; বেতসবৃক্ষ, বেতগাছ; পক্ষিবিশেষ। বন্চ্ (গমন করা) +উল অধি। সং; পু। ২। বক্র, বাঁকা। বিণ; ত্রি।

বঞ্জুলা—পয়স্বিনী ধেনু, দুগ্ধবতী গাভী। বঞ্জুল দেখ; বঞ্জুল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। স্ত্রী।

বট—স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ, বটগাছ; বর্ত্তুলাকৃতি বস্তু; পিষ্টকবিশেষ, বড়া; কপর্দ্দক, কড়ি। সং; পু।

বটক—পরিমাণবিশেষ, আট মাসা; পিষ্টকবিশেষ, বড়া। বট+কণ্ স্বার্থে। সং।

বটর—চোর; কুক্কুট; শঠ। সং; পু।

বটবাসী—(বটবাসিন্)। ১। বটবৃক্ষে বাসকারী। বটে বাস করে যে, উপ; বট শব্দ—বস (বাস করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বটবাসিনী। ২। উপদেবতাবিশেষ, যক্ষ। সং; পু।

বটিকা, বটী—বড়ি, গুলি; বট; রজ্জু, দড়ি। বটক শব্দ+আপ্, ২য় পক্ষে বট+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বটু—দ্বিজবালক; শিশু ব্রাহ্মণকুমার; অল্পবয়স্ক ব্রহ্মচারী; ব্রহ্মচারী ছাত্র। বট (বেষ্টন করা)+উ ক। সং; পু।

বটুক—বটু (সমস্ত অর্থে); ভৈরববিশেষ। বটু দেখ; বটু শব্দ+কণ্। সং; পু।

বড়ভি. বড়ভী—চন্দ্রশালা, ছাদের উপরি গৃহ, চিলে কোটা; ছাদ বা চালের পাইড়, মুছুনি প্রভৃতি। বড় (আরোহণ করা) +অভচ্ ক+যথাক্রমে ই, ঈপ্। স্ত্রী।

বড়বা—ঘোটকী; সিন্ধুঘোটকী; অশ্বিনী। বড় (আরোহণ করা)+অল্ র্ম—বড়, তদুত্তরে বা (গমন করা)+ড ক+আপ্। সং।

বড়বানল—সমুদ্রমধ্যস্থ অগ্নি। বড়বার (সমুদ্রের) অনল (অগ্নি), ৬তৎ। বা বড়বাস্থ অনল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বড়া—বটক; পিষ্টকবিশেষ। বড় (আরোহণ করা)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

বড়াই—আত্মশ্লাঘা, গর্ব্ব, দেমাক, গৌরব। দেশজ শব্দ।

বড়িশ—মৎস্য-বেধন-যন্ত্র, বড়শী। বড় (আরো-

হণ করা)+ই ভা=বড়ি, তদুত্তরে শো (তীক্ষ্ণ করা)+ড ক। সং; স্ত্রী।

বড়িশা, বড়িশী—মৎস্য-বেধন-যন্ত্র, বড়শী। বড়িশ দেখ; বড়িশ শব্দ+আপ্, ঈপ্। সং।

বড্ড—বিপুল, প্রকাণ্ড, ইহারই অপভ্রংশে বাঙ্গালা 'বড়' শব্দ। বড+রক্ ক। বিণ।

বণ্ট—১। দাত্রাদির মুষ্টি, বাঁট। বন্ট+অল্ র্ম্ম। ২। বিভজন, ভাগকরণ; ভাগ। বন্ট (বণ্টন করা)+অল্ ভা। সং; পু। ৩। অবিবাহিত। বিণ; ত্রি।

বণ্টক—১। বণ্টন-কারক, বিভাজক। বন্ট (বণ্টন করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। ভাগ, অংশ। বণ্ট শব্দ+কণ্। সং; পু।

বণ্টন—বিভজন, অংশকরণ, ভাগ করা। বন্ট (বণ্টন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বণ্ঠ—অবিবাহিত; খর্ব্ব; বামনাকৃতি। বন্ঠ (একাকী ভ্রমণ করা)+অল্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বণ্ড—ছিন্নত্বক্; লাঙ্গুলবিহীন; বেঁড়ে। বন্ড (বেষ্টন করা)+অল্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বৎ—সাদৃশ্য, তুল্যতা। বা (গমন করা)+ডৎ ক। ব্য।

বত—আমন্ত্রণ; সম্বোধন; হর্ষ; দয়া; বিস্ময়; খেদ। বন (সেবা করা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। ব্য।

বতংস—শিরোভূষণ; কর্ণভূষণ; ভূষণ। অব—তন্স (ভূষিত করা)+অল্ ণ। সং; পু।

বৎস—১। অর্ভক, শিশু; শাবক; পুত্রাদি; স্নেহসূচক শব্দ, পুত্রক, বাছা; গবাদির শিশু, বাছুর; সংবৎসর। বদ (বলা, ইত্যাদি)+স র্ম্ম। সং; পু। ২। বক্ষঃস্থল। সং; ক্লী।

বৎসতর—গো-শিশু, এঁড়ে বাছুর। বৎস দেখ; বৎস (বাছুর)+তর হ্রস্বার্থে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বৎসতরী।

বৎসতরী—বকনা বাছুর। বৎসতর দেখ; বৎসতর+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বৎসনাভ—স্থাবর বিষবিশেষ। বৎস (বাছুর)—নশ (বধ করা)+অন্ ক; যাহা বাছুরকে নষ্ট করে। সং; পু।

বৎস-পত্তন—বৎস-রাজের রাজধানী, কৌশাম্বী। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বৎস-পাল—শ্রীকৃষ্ণ; বলরাম। ৬তৎ। সং; পু।

বৎসর—অব্দ, ১২ মাস কাল। বস (বাস করা)+সরন্ অধি, যাহাতে [ঋতুসমূহ] বাস করে। সং; পু। [বৎসর পাঁচ প্রকার; যথা—সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর এবং বৎসর। সূর্য্যের দ্বাদশ রাশি অতিক্রম কালের নাম সংবৎসর। বৃহস্পতির দ্বাদশ রাশি ভোগ্য কালের নাম পরিবৎসর। ৩০ সাবন দিনে গণিত মাসের ১২ মাসে অর্থাৎ ৩৬০ দিনে যে বৎসর হয়, তাহার নাম ইদাবৎসর। চান্দ্রমাসে যে বৎসর গণিত হয়, তাহা অনুবৎসর। নাক্ষত্রমাসে গণিত বৎসরের নাম বৎসর। স্থূল হিসাবে ৩৬৫ দিনে ১ বৎসর হয়, কিন্তু সূক্ষ্মহিসাবে ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপলে ১ বৎসর হয়। লৌকিক ৩৬০ বৎসরে এক দৈব বৎসর হইয়া থাকে]।

বৎস-রাজ—চন্দ্রবংশীয় জনৈক নৃপতি, শতানীকের পুত্র। ইঁহার আর এক নাম উদয়ন। কৌশাম্বী নগরী ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি রাজতনয়া বাসবদত্তার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার নরবাহন নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। ইঁহার অপরা পত্নীর নাম রত্নাবলী। মতান্তরে ইনি শতানীকের পৌত্র। সং; পু।

বৎসল—১। স্নেহযুক্ত; ভক্ত; অনুরক্ত। বৎস শব্দ (বৎস-স্নেহ)+ল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বৎসলা। ২। বাৎসল্য, স্নেহ; অনুরাগ। বৎসল শব্দ+ক্ত ভাবে। সং; পু।

বৎসলতা—বাৎসল্য, স্নেহ। বৎসল শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বৎসা—স্নেহসূচক শব্দ (স্ত্রীলোকের প্রতি প্রযুজ্য), বাছা; বকনা বাছুর। বৎস দেখ; বৎস শব্দ+আপ্। সং; স্ত্রী।

বৎসাদন—গুড়চীবৃক্ষ; নেকড়ে বাঘ। বৎস-শব্দ—অদ (খাওয়া)+অন ভা। সং; পু।

বদ—বক্তা, বাচক। বদ (বলা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

বদন—১। আনন, মুখ। বদ (বলা)+অনট্ ণ। ২। কথন, বলা। বদ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বদনকমল—মুখপদ্ম, পদ্ম সদৃশ সুন্দর মুখ। বদন কমল প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বদনচুম্বন—মুখচুম্বন, মুখে চুমো খাওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বদনমণ্ডল—মুখমণ্ডল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বদনমাধুরী—মুখমাধুর্য্য, মুখের কান্তি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বদনারবিন্দ—বদনকমল। উপমিত কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [দেখ।

বদর, বদরিকা, বদরী—বর্গ্য ব-এ বদর

বদান্য—চারুভাষী, সদ্বক্তা; দানশীল, দাতা। বদ (বলা)+আন্য ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বদান্যতা।

বদান্যতা—দানশীলতা, দাতৃত্ব; মধুর-ভাষিতা। বদান্য দেখ; বদান্য+তা ভাবে। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

বদান্যবর—বদান্যশ্রেষ্ঠ; শ্রেষ্ঠ দাতা। ৭তৎ।

বদাল—বোয়াল মাছ। সং; পু।

বদাবদ—বহুবক্তা, বাগ্মী। বদ (বলা)+অন্ ক (দ্বির্ভাব)। বিণ; ত্রি।

বধ—প্রাণসংহার, হনন; নাশ। হন (হত্যা করা)+অল্ ভা। সং; পু।

বধক—হনন-কর্ত্তা, ঘাতক। বধ (বধ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। [সং; ক্লী।

বধসাধন—হত্যাসম্পাদন, সংহারকরণ। ৬তৎ।

বধাজ্ঞা—হত্যার আদেশ, বধ করিবার অনুমতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বধার্থ—বধের নিমিত্ত, হত্যার জন্য। বধ হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহার বা যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

বধূ—নবোঢ়া বালিকা, নূতন বিবাহিতা বৌ; নারী; রমণী; ভার্য্যা, পত্নী; স্নুষা, পুতবৌ। বহ (বহন করা)+উ র্ম্ম বা ক। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

বধূজন—যুবতী রমণী; বৌ; নারী। কর্ম্মধা।

বধূটী—বালিকা-বধূ; পুত্রবধূ। বধূ দেখ; বধূ+টী অল্পার্থে। সং; স্ত্রী।

বধূমাতা—বৌমা, মাতার ন্যায় বৌ। বধূই মাতা (মাতৃসদৃশী), কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বধ্য—বধযোগ্য, হননার্হ। বধ+ক্য অর্হার্থে। বিণ; ত্রি।

বধ্যভূমি—বধস্থান, যে স্থানে বধ করা হয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বন—অরণ্য, জঙ্গল; কানন; আলয়; জল; প্রস্রবণ। বন (ব্যাপ্ত হওয়া)+অন্ ক। সং; ক্লী।

বনকুসুম—আরণ্য পুষ্প, বনফুল। বন জাত কুসুম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বনচর, বনচারী—(বনচারিন্)। ১। অরণ্যবিহারী, বনবাসী। বনে চরে যে, উপ; বন শব্দ—চর (বিচরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। কিরাত। সং; পু।

বনজ—১। অরণ্যজাত। বনে জন্মে যে, উপ; বন—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। হস্তী। সং; পু। ৩। পদ্ম। বনে (জলে) জন্মে যে, উপ। সং; ক্লী।

বনদ—১। বনদাতা। বন দেয় যে, উপ; বন শব্দ—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। জলদ, মেঘ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

বনদেবতা—বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬তৎ।

বনদেবী—বনের অধিষ্ঠাত্রী স্ত্রী-দেবতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; পু।

বনপথ—আরণ্য পথ, বনের মধ্যস্থ রাস্তা।

বনফুল—বনকুসুম, বনজাত ফুল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [ফুল শব্দ সংস্কৃত নহে, অপভ্রংশ শব্দ]।

বনভোজন—আমোদের জন্য বনের ধারে গিয়া রাঁধিয়া খাওয়া, চড়াইভাতি। ৭তৎ। সং।

বনমক্ষিকা—দংশ, ডাঁশ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বনমালা—চরণ পর্য্যন্ত লম্বিত মাল্য ; বৃক্ষ শ্রেণী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
বনমালিনী—দ্বারকানগরী ; বারাহীলতা। সং ; স্ত্রী। বনমালী দেখ
বনমালী—(বনমালিন্)। শ্রীকৃষ্ণ। বনমালা+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বনমালিনী।
বনমুক্—(বনমুচ্)। জলদ, মেঘ। বন (জল) মোচন করে যে, উপ ; বন (জল)—মুচ (মোচন করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।
বনরাজ—পশুরাজ, সিংহ। বনের রাজা, ৬তৎ। সং ; পু। [সং, স্ত্রী।
বনরাজি—অরণ্যশ্রেণী ; বনের রেখা। ৬তৎ।
বনবহ্নি—বনাগ্নি, দাবানল। ৬তৎ। সং ; পু।
বনবাসী—বনে বাসকারী, অরণ্যচারী। বন শব্দ—বস+ণিন্ ক=বনবাসিন্ শব্দ, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বনবাসিনী।
বনবিহারী—(বনবিহারিন্) ১। বনে বিচরণকারী। বন শব্দ—বি—হৃ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। ২। শ্রীকৃষ্ণ। সং ; পু।
বনবিহারী কপূর—(রাজা)। ইনি পঞ্জাবদেশীয় ক্ষত্রিয়-বংশ-সম্ভূত ; ১৮৫৩ খ্রীঃ ১১ই নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সামান্য অবস্থাপন্ন ছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাব চন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা ইহাঁকে ১৮৫৬ খ্রীঃ ৩১শে আগষ্ট দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ১৮৭২ খ্রীঃ বনবিহারী Burdwan Raj Council নামক সমিতির Vice-President পদে নিযুক্ত হন, এবং ১৮৮৫ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যস্বরূপে মনোনীত হন ; ঐ বৎসরেই বর্দ্ধমানরাজ্যের জয়েণ্ট ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৯৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী ইনি রাজা, এবং ১৯০৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী সি, এস, আই, উপাধি লাভ করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ আবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যস্বরূপে মনোনীত হন। মহাতাপচাঁদের দত্তকপুত্র আফ্তাব চাঁদের ভগিনীকে ইনি বিবাহ করেন। বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান অধিপতি বিজয়চাঁদ এই বনবিহারীর পুত্র। বিজয়চাঁদের অপ্রাপ্তব্যবহারকালে বনবিহারী ইহাঁর অভিভাবকস্বরূপে থাকিয়া ইহাঁর বিদ্যাশিক্ষা কল্পে অনেক যত্ন করেন। বনবিহারীর বিষয়কার্য্য-নৈপুণ্যের ফলে বর্দ্ধমান রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।
বনশোভন—১। পদ্ম। বনের (জলের) শোভন (শোভাকর), ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। বনের শোভাকারক। বিণ ; ত্রি।
বনশ্রী—বনশোভা, বনের সৌন্দর্য্য। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [স্ত্রী।
বনশ্রেণী—সারি সারি বনসকল। ৬তৎ। সং ;
বনশ্ব—(বনশ্বন্)। ব্যাঘ্র ; শৃগাল। সং ; পু।
বনস্থ—১। বনবাসী ; জলস্থিত। উপ ; বন (অরণ্য বা জল)—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। মৃগ ; কিন্নর ; মুনি। সং ; পু।
বনস্পতি—ফুল ব্যতিরেকে যে সকল গাছের ফল জন্মে, অশ্বত্থাদি বৃক্ষ ; বৃক্ষ। বনের পতি, ৬তৎ ; বন+পতি, নিপাতনে। সং ; পু।
বনান্ত—১। বনভূমি, বনপ্রদেশ। সং ; ক্লী ২। বনের প্রান্ত। বনের অন্ত, ৬তৎ। পু
বনান্তর—অন্য বন, পৃথক্ অরণ্য। অন্য বন, নিত্য। সং ; ক্লী।
বনায়ু—দেশবিশেষ, পারস্য দেশ। সং ; পু।
বনায়ুজ—বনায়ুদেশসম্ভূত অশ্ব। সং ; পু।
বনাশ্রম—বনমধ্যস্থ আশ্রম, কাননস্থিত আবাস। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।
বনাশ্রয়—১। বনবাসী। বন হইয়াছে আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। দাঁড়কাক।
বনিত—সেবিত ; যাচিত। বন (প্রার্থনা করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।
বনিতা—প্রিয়তমা স্ত্রী ; ভার্য্যা ; প্রিয়া ; নারী। বন+ক্ত র্ম্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী।
বনিতাভূষণ—১। রমণীর অলঙ্কার। ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। লজ্জা ; ভর্ত্তা। বনিতার ভূষণ (অলঙ্কারস্বরূপ), ৬তৎ। সং ; পু।
বনী—১। বন, অরণ্য। বন+ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। বানপ্রস্থ। সং ; পু। বনিন্ শব্দ।
বনীয়ক—যাচক, প্রার্থী। বন (যাচ্ঞা করা) +ই ক=বনি, বনি+ক্য=বনীয়, তদুত্তরে ণক ক। বিণ ; ত্রি।
বনেচর—১। ব্যাধ, কিরাত ইত্যাদি। বনে চরে যে, অলুক্ উপ। সং ; পু। ২। অরণ্যচারী। বিণ ; ত্রি।
বনৌকাঃ—(বনৌকস্) ১। বানর। বন হইয়াছে ওকঃ (বাসস্থান) যাহার, বহু। সং ; পু। ২। বনবাসী। বিণ ; পু।
বন্দক—অভিবাদক ; স্তুতিকারক। বন্দ (বন্দনা করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।
বন্দন, বন্দনা—অভিবাদন ; স্তুতি, স্তব। বন্দ (বন্দনা করা)+অনট্ ভা ; ২য় পক্ষে অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।
বন্দনমালিকা—উৎসবাদি কালে বহির্দ্বারে লম্বিত মঙ্গলসূচক মাল্য। বন্দনের মালা বন্দনমালা, ৬তৎ ; তদুত্তরে কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।
বন্দনীয়, বন্দ্য—নমস্য, অভিবাদনযোগ্য ; স্তবনীয়। বন্দ (বন্দনা করা)+অনীয়, ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বন্দনীয়া, বন্দ্যা।
বন্দনীয়া, বন্দ্যা—১। নমস্যা, অভিবাদনার্হা ; স্তবনীয়া। বন্দনীয় ও বন্দ্য শব্দ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গোরোচনা। সং ; স্ত্রী।
বন্দারু—১। বন্দনাকারী, অভিবাদক। বন্দ (বন্দনা করা)+আরু ক। বিণ ত্রি। ২। বন্দী, স্তুতিপাঠক, ভাট। সং ; পু।
বন্দি, বন্দী—কারারুদ্ধ ব্যক্তি, কয়েদী। বন্দ (স্তব করা)+ই ক। বিকল্পে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।
বন্দিনী—বন্দনাকারিণী। বন্দ (বন্দনা করা) +ণিন্ ক+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে বন্দী।
বন্দী—(বন্দিন্)। ১। বন্দনাকারী। বন্দ (স্তব করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বন্দিনী। ২। বৈতালিক, স্তুতিপাঠক। সং ; পু।
বন্দী—কয়েদী। সং ; স্ত্রী। বন্দি দেখ।
বন্দীদশা—কারারুদ্ধাবস্থা, কয়েদীর অবস্থা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
বন্দীভাবে—কয়েদীভাবে, বন্দী হইয়া। বন্দীর ভাব আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।
বন্দীশালা—কয়েদঘর, জেলখানা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [শব্দ।
বন্দোবস্ত—ব্যবস্থা ; নিয়ম ; রফা। যাবনিক
বন্দ্য, বন্দ্যা—বন্দনীয় দেখ।
বন্য—বনসম্বন্ধীয় ; বনজাত। বন+ক্য ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।
বন্যপুষ্প—বনফুল। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।
বন্যা—১। বনসম্বন্ধীয়া ; বন জাতা। বন+ক্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। জলপ্লাবন, বান ; গুঞ্জা ; অরণ্যানী, বনসমূহ। সং ; স্ত্রী।
বপ, বপন—রোপণ, বীজ বোনা ; চয়ন, কাপড়-চোপড় বোনা ; ক্ষৌরকর্ম্ম, কামান ; অস্থি ; মজ্জা ; শুক্র। বপ (বোনা ইত্যাদি)+অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে উপ্ত।
বপনী—নাপিতের অস্ত্রবিশেষ ; মাকু। বপ (বোনা ইত্যাদি)+অনট্ ণ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।
বপা—ছিদ্র, গর্ত্ত ; মেদঃ, চর্ব্বি। বপ+অল্ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।
বপুঃ—(বপুস্)। অবয়ব, শরীর। বপ (বোনা-ইত্যাদি)+উস্ ক। সং ; ক্লী।
বপুষ্টমা—কাশীরাজ-তনয়া, রাজা জন্মেজয়ের পত্নী। বপুস্ (শরীর)+তম প্রশস্তার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।
বপ্তা—(বপ্তৃ)। ১। বপনকারী। বপ (বপন করা)+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বপ্ত্রী। ২। বাপ, পিতা ; কবি। কৃষক। সং ; পু।
বপ্র—১। তট ; ক্ষেত্র, ক্ষেত ; ক্ষেতের আলি ; সানু। বপ (বপন করা)+র অধি। ২। রেণু ; সীসক ; প্রাচীর ; দুর্গে বা নগরে পরিখা দ্বারা উদ্ধৃত মৃৎস্তূপ। বপ+র

র্ম্ম। সং ; পু ও ক্লী। ৩। জনক, বাপ ; প্রজাপতি। সং ; পু।

বপ্র-ক্রিয়া, বপ্র-ক্রীড়া—(গবাদি জন্তুর) শৃঙ্গ দন্তাদি দ্বারা খনন-ক্রীড়া। বপ্রে (ক্ষেত্রে) ক্রিয়া বা ক্রীড়া, ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

বম, বমথু—বমন, উদ্গীরণ ; নিঃসারণ। বম (বমি করা) + অল্, অথু ভা। সং ; পু। বিশেষণে বাচ্য।

বমন—উদ্গীরণ, বমিকরণ ; নিঃসারণ ; আহুতি। বম (বমি করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে বাচ্য।

বমনীয়—বমন-যোগ্য। বম (বমি করা) + অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বমি—১। বমন, উদ্গীরণ, ওয়াকার। বম (বমি করা) + ই ভা। সং ; স্ত্রী। ২। বহ্নি। সং ; পু। [বিণ ; ত্রি।

বমিত—উদ্গীর্ণ। ণিজন্ত বম বা বমি + ক্ত র্ম্ম।

বয়ঃ—(বয়স্)। বাল্যাদি জীবনকাল ; যৌবন ; পক্ষী। সং ; ক্লী। [বিণ ; ত্রি।

বয়ঃপ্রাপ্ত—প্রাপ্তবয়স্ক, সাবালক। ২তৎ।

বয়ঃসন্ধি—যৌবনকাল। ৬তৎ। সং ; পু।

বয়ঃসন্ধিগত—যৌবনদশা প্রাপ্ত ; যুবা। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

বয়ঃস্থ—বয়স্থ দেখ।

বয়স্থ, বয়ঃস্থ—মধ্যবয়স্ক, তরুণ, যুবা। বয়স্—স্থা + ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বয়স্থা, বয়ঃস্থা।

বয়স্থা, বয়ঃস্থা—১। মধ্যবয়স্কা, যুবতী। বয়স্থ দেখ। বিণ ; স্ত্রী। ২। বয়ড়া ; হরীতকী ; আমলকী। সং ; স্ত্রী।

বয়স্য—সমবয়স্ক ব্যক্তি ; সখা। বয়স্ + য তুল্যার্থে। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বয়স্যা।

বয়স্যা—সখী, সহচরী। বয়স্য + আপ্। সং ; স্ত্রী।

বয়োঽতীত—প্রাচীন, বৃদ্ধ। বয়ঃ (যৌবন) অতীত (গত) হইয়াছে যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বয়োঽধিক—বয়োজ্যেষ্ঠ, বয়সে বড়। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

বয়োগুণ—বয়সের গুণ, বয়সের ধর্ম্ম। ৬তৎ।

বয়োজ্যেষ্ঠ—বয়সে জ্যেষ্ঠ, বয়সে বড়। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বয়োজ্যেষ্ঠা।

বয়োদোষ—বয়সের দোষ, বয়সের স্বাভাবিক নীচ গুণ। ৬তৎ। সং ; পু।

বয়োধর্ম্ম—বয়সের ধর্ম্ম, বয়সের গুণ। ৬তৎ। সং, পু। [সং ; স্ত্রী।

বয়োবৃদ্ধি—বয়সের বর্দ্ধন, বয়স বাড়া। ৬তৎ।

বয়োবৃদ্ধ—বয়সে বড়, বুড়ো। বয়ঃ দ্বারা বৃদ্ধ, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বর—১। প্রার্থনা ; আশীর্ব্বাদ ; ইচ্ছা ; নিয়োগ, বরণ ; আবরণ। বৃ (প্রার্থনা করা ইত্যাদি) + অল্ ভা। ২। দেবতা হইতে বৃত, দেবতার নিকট যাচিত বস্তু ; অভীষ্ট ; বিবাহ-কর্ত্তা ; পতি ; জামাতা ; বিড়্গ, লম্পট বৃ + অল্ র্ম্ম। সং ; পু। ৩। অভীষ্ট ; বিণ ; ত্রি।

বরট—হংস ; রাজহংস ; বোল্‌তা। বৃ (বরণ করা) + অটন্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বরটা।

বরণ—১। প্রার্থনা ; নিয়োগ ; ইচ্ছা ; পূজা বেষ্টন ; আবরণ, আচ্ছাদন। বিবাহ বা পূজাদি কালে ধান্য দূর্ব্বা ফলাদি দ্বারা বর বা দেবতার নির্ম্মঞ্ছন ব্যাপার। বৃ (বরণ করা ইত্যাদি) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে বৃত। ২। উষ্ট্র, উট ; বৃক্ষবিশেষ। বৃ + অনট্ র্ম্ম। ৩। প্রাচীর। বৃ (বেষ্টন করা) + অনট্ ণ। সং ; পু।

বরণডালা—বরণ করিবার পাত্র। ৬তৎ সং ; স্ত্রী। ডালা শব্দ দেশজ।

বরণসী, বরাণসী—বারাণসী, কাশী। সং ; স্ত্রী।

বরণা—বারাণসীস্থ নদীবিশেষ। ইহা বিশ্বেশ্বরের তিন যোজন পশ্চিমস্থ পুষ্পপুর গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়াছে। কথিত আছে যে, দুর্গার সহচরী বিজয়া ও জয়া বরণা ও অসিরূপ ধারণ করিয়াছেন। দুর্ব্বৃত্তগণ যাহাতে অনায়াসে কাশীতে প্রবেশ ও মুক্তি-লাভ করিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে দেবগণ বরণা ও অসি নদীর সৃষ্টি করেন। ভাদ্র-মাসীয় শুক্লা দ্বাদশীতে বরণাসঙ্গমে বামনোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। সং ; স্ত্রী।

বরণীয়—বরণযোগ্য ; শ্রেষ্ঠ ; প্রার্থনীয়। বৃ (বরণ করা) + অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বরণ্ড—রোগবিশেষ, ব্রণ, বয়স্‌ফোড়া ; বারান্দা। বৃ (বরণ করা) + অণ্ডন্ ক। পু।

বরণ্ডক—১। বরণ্ড, ব্রণ। বরণ্ড শব্দ + কণ্ স্বার্থে। ২। যুধ্যমান করিদ্বয়ের মধ্য-বর্ত্তিনী ভিত্তি ; হাতীর হাওদা। বৃ (বেষ্টন করা ইত্যাদি) + অণ্ডন্ ণ + কণ্। সং ; ক্লী। ৩। বিশাল, বড় ; কৃপণ ; ভীত। বিণ ; ত্রি।

বরত্রা—হস্তীর কক্ষরজ্জু, কাছদড়ি। বৃ + অত্রন্ ণ + আপ্। সং ; স্ত্রী।

বরদ—বরদাতা, অভীষ্ট-দায়ক। বর (অভীষ্ট) দেন যিনি, উপ ; বর শব্দ—দা (দেওয়া) ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বরদা।

বরদা—১। অভীষ্টদায়িনী। বরদ দেখ ; বরদ শব্দ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুর্গা ; কন্যা ; অশ্বগন্ধা গাছ ; মাঘমাসের শুক্লা চতুর্থী। সং ; স্ত্রী।

বরদা-চতুর্থী—মাঘমাসের শুক্লা চতুর্থী। সং ; স্ত্রী।

বরদৃপ্ত—বরলাভে গর্ব্বিত, দেবতার নিকট হইতে প্রার্থিত বিষয়লাভে অহঙ্কৃত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বরপুত্র—দেবতার সুবিশেষ অনুগ্রহভাজন পুত্র, আশীর্ব্বাদপ্রভাবে জাতপুত্র। সং ; পু।

বরপ্রদ—বরদ, অভীষ্ট-দাতা। বর (অভীষ্ট) প্রদান করেন যিনি, উপ ; বর—প্র—দা (দেওয়া) + ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বরপ্রদা।

বরপ্রদা—১। বরদা, অভীষ্ট-দাত্রী। বরপ্রদ দেখ ; বরপ্রদ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। অগস্ত্য-পত্নী, লোপামুদ্রা। সং ; স্ত্রী।

বর-ফল—২। শ্রেষ্ঠফল, নারিকেল। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। নারিকেল বৃক্ষ। বর (শ্রেষ্ঠ) হইয়াছে ফল যাহার, বহু। সং ; পু।

বরম্—মনাক্ ইষ্ট, অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। বৃ + অম্। ব্য।

বরয়িতা—(বরয়িতৃ)। পাণিগ্রাহক, পতি। ণিজন্ত বৃ বা বরি (বরণ করান) + তৃন্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বরয়িত্রী।

বরয়িত্রী—পত্নী ; স্বয়ংবরা। বরয়িতা দেখ ; বরয়িতৃ শব্দ + ঈপ্। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে বরয়িতা।

বররুচি—১। বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি, বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের এক রত্ন। প্রথম বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ ইঁহারই রচিত। সং ; পু। ২। উৎকৃষ্ট-রুচি-যুক্ত। বর (শ্রেষ্ঠ) হইয়াছে রুচি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বরলাভ—দেবতার নিকট হইতে অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি। ৬তৎ। সং ; পু।

বরবর্ণিনী—উত্তমা স্ত্রী ; শ্যামা ; গৌরী ; লক্ষ্মী ; হরিদ্রা। বর (শ্রেষ্ঠ) যে বর্ণ (রঙ্) বর-বর্ণ, কর্ম্মধা ; বরবর্ণ + ইন্ অস্ত্যর্থে + ঈপ্। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

বরবৃদ্ধ—শিব। বর (শ্রেষ্ঠ) যে বৃদ্ধ, কর্ম্মধা।

বরা—১। উত্তমা, শ্রেষ্ঠা। বর (শ্রেষ্ঠ) + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ফলত্রিক ; রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য ; গুড়ূচী ; মেদা ; ব্রাহ্মী, বিড়ঙ্গ ; পাঠা ; হরিদ্রা। সং ; স্ত্রী।

বরাক—১। ভিক্ষু ; দীন ; শোচনীয় ; নীচ, হীন ; নিরপরাধ। বৃ (প্রার্থনা করা ইত্যাদি) + ষাক ক। বিণ ; ত্রি। ২। শিব ; যুদ্ধ। সং ; পু।

বরাঙ্গ—১। উত্তম অবয়বযুক্ত। বর (শ্রেষ্ঠ) হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। বিষ্ণু ; কন্দর্প ; হস্তী। সং ; পু। ৩। শ্রেষ্ঠ অবয়ব, মস্তক ; উপস্থ, শিশ্ন ; যোনি। বর (শ্রেষ্ঠ) যে অঙ্গ, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বরাঙ্গনা—উত্তমা স্ত্রী। বরা (শ্রেষ্ঠা) যে অঙ্গনা (স্ত্রী), কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বরাট, বরাটী—কপর্দ্দক, কড়ি ; পদ্মবীজকোষ ; তুচ্ছবাক্য ; রজ্জু। বর শব্দ—অট (গমন করা) + অন্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

বরাটক, বরাটিকা—কপর্দ্দক, কড়ি ; পদ্মবীজ-কোষ। রজ্জু ; বর শব্দ—অট (গমন করা) +ণক ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

বরাটী—বরাট দেখ।

বরাভয়—বর ও অভয়, আশীর্ব্বাদ ও ভয়-রাহিত্য। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

বরাভয়করা—ভগবতী, কালী। বরাভয় যুক্ত হইয়াছে কর (হস্ত) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু সং ; স্ত্রী।

বরারক—হীরক। বর—ঋ+ণক ক। সং ; ক্লী

বরারোহ—হস্ত্যারোহী ; হস্তিপক, মাহুত। বর (শ্রেষ্ঠ) যে আরোহ (আরোহী), কর্ম্মধা সং ; পু।

বরারোহা—উত্তমা স্ত্রী। বর (শ্রেষ্ঠ) হইয়াছে আরোহ (নিতম্ব) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

বরালিকা—দুর্গা। বরা (শ্রেষ্ঠা) হইয়াছে আলি (সখী) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু সং ; স্ত্রী।

বরাশি, বরাসি—স্থূল বসন, মোটা কাপড়। বর (আবরণ)—অশ (ব্যাপা) বা অস (হওয়া)+ই ক। সং ; পু।

বরাসন—১। উত্তম আসন। বর (শ্রেষ্ঠ) যে আসন, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। দ্বারবান্ ; লম্পট। বর শব্দ (পতি)—অস (ক্ষেপণ করা)+অন ক, যে পতিকে দূরে সরাইয়া দেয়। সং ; পু।

বরাহ—১। শূকর ; দ্বীপবিশেষ ; পর্ব্বতবিশেষ। এইখানেই রামায়ণবর্ণিত প্রাগ্জ্যোতিষ নগর অবস্থিত ছিল। বর শব্দ (বরাঙ্গ অর্থাৎ পোত্র)—আ—হন (আঘাত করা)+ড ক, যে [মৃত্তিকায়] পোত্র আঘাত করে। সং ; পু। ২। শূকরবৎ মুখাবয়বযুক্ত বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। পূর্ব্বে ধরণী জলতলে নিমগ্ন ছিল। বিষ্ণু বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া দন্ত দ্বারা ধরাকে জলতল হইতে উত্তোলন করেন। ইঁহার ঔরসে ধরণীর গর্ভে নরক নামক রের জন্ম হয়। এই অবতারে বিষ্ণু দৈত্য হিরণ্যাক্ষের নিপাত সাধন করেন। [দশাবতার দেখ]।

বরাহ, বরাহমিহির—সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ, উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম রত্ন। ইনি জ্যোতির্ব্বিদ্যার বহু অংশের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু ইনি আর্য্যভট্টের উদ্ভাবিত পৃথিবীর আহ্নিক গতি স্বীকার করেন নাই।

কেহ কেহ বলেন, বরাহ-মিহির দুই ব্যক্তি,—পিতা ও পুত্র। (মিহির ও খনা দেখ)। কিন্তু এ কথা যে সত্য নহে, তাহা পশ্চাদুদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, কারণ বরাহ-মিহিরকে দুইজন ধরিলে বিক্রমাদিত্যের সভার রত্ন-সংখ্যা নয় না হইয়া দশ হইয়া পড়ে।

"ধন্বন্তরি-ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু-
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥"

কাহারও কাহারও মতে বরাহমিহির ৫৭৮ খ্রীঃ লোকান্তরিত হন। ইঁহার প্রণীত প্রধান গ্রন্থের নাম বৃহৎ সংহিতা।

বরিবস্—সেবা, পরিচর্য্যা ; পূজা ; অর্চ্চনা। বৃ (সেবা করা ইত্যাদি)+অবস্ ভা। ব্য।

বরিবসিত, বরিবস্থিত—সেবিত ; পূজিত ; অর্চ্চিত। বরিবস্ শব্দ (সেবা, পূজা)+ক্য, তদুত্তরে ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বরিবসিতা, বরিবস্থিতা। বিশেষ্যে বরিবস্যা।

বরিবসিতা (বরিবসিতৃ)—সেবক ; পূজক। বরিবস্ শব্দ (সেবা, পূজা)+ক্য, তদুত্তরে তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বরিবসিত্রী।

বরিবসিতা, বরিবস্থিতা—সেবিতা ; পূজিতা ; অর্চ্চিতা। বরিবসিত দেখ ; বিণ ; স্ত্রী।

বরিবসিত্রী—বরিবসিতা দেখ।

বরিবস্যা—সেবা ; পূজা ; অর্চ্চনা। বরিবস্ শব্দ (সেবা, পূজা)+ক্য, তদুত্তরে অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বরিষ—১। সংবৎসর। বৃ+ইষ। সং ; পু। ২। প্রাবৃট্‌কাল, বর্ষা। সং ; ক্লী।

বরিষ্ঠ—১। শ্রেষ্ঠতম ; সর্ব্বপ্রধান। উরু (মহৎ) +ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। তিত্তির পক্ষী ; নারঙ্গবৃক্ষ। সং ; পু। ৩। তাম্র ; মরিচ। সং ; ক্লী।

বরী—সূর্য্যপত্নী। সং ; স্ত্রী।

বরীয়সী—বরীয়ান্ দেখ।

বরীয়ান্—(বরীয়স্) ১। বরিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতম ; সর্ব্বপ্রধান। উরু শব্দ (মহৎ)+ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বরীয়সী। ২। যোগবিশেষ। সং ; পু।

বরুট—ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। সং ; পু।

বরুড়—অন্ত্যজ জাতিবিশেষ ; সং ; পু।

বরুণ—১। জলাধিপ দেবতা, পশ্চিম দিকের অধিপতি ; অগ্নির সহিত ইঁহার সখ্য থাকাতে খাণ্ডব-দাহনে তাঁহার সাহায্যার্থে ইনি কৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র ও কৌমুদী গদা এবং অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয় ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করিয়াছিলেন। রাম পরশুরামের দর্প চূর্ণ করিয়া তদীয় বৈষ্ণব-ধনু বরুণকে প্রদান করেন। একদা যজ্ঞকালে প্রীত হইয়া বরুণ রাজর্ষি দেবরাতকে প্রসিদ্ধ হরধনু দেন। ত্রিলোকবিজয়কালে রাবণ যখন বরুণ-রক্ষিত মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিয়া বরুণালয়ে উপস্থিত হন, সেই সময়ে বরুণ ব্রহ্মলোকে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে গমন করিয়াছিলেন। বরুণপুরী কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় ধবলবর্ণ ; উহার চারিদিকেই জলধারা। এই পুরীতে সকলেই নিত্যসুখে বাস করে। এখানে কামধেনু সুরভি অবস্থিতি করেন। উর্ব্বশীর উদ্দেশে একদা ইনি মিত্রের সহিত প্রায় একই সময়ে কুম্ভমধ্যে তেজঃ নিষেক করেন। তখন সেই কুম্ভমধ্য হইতে তেজসম্ভূত দুইজন ঋষি জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথম অগস্ত্য ও দ্বিতীয় বশিষ্ঠ। ইঁহার দুহিতার নাম বারুণী। বৃ (বেষ্টন করা)+উনন্ ক। সং ; পু। ২। জল। বৃ+উনন্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

বরুণাত্মজা—বারুণী ; মদিরা, সুরা। বরুণের আত্মজা (কন্যা), ৬তৎ ; সমুদ্রমন্থনে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল। সং ; স্ত্রী।

বরুণানী—বরুণ-পত্নী। বরুণ+ঈপ্ পত্নী অর্থে। সং ; স্ত্রী।

বরুত্র—উত্তরীয় বস্ত্র। বৃ (আবরণ করা)+উত্র সংজ্ঞার্থে। সং ; ক্লী।

বরূথ—১। বর্ম্ম, সাঁজোয়া ; চর্ম্ম, ঢাল ; গৃহ। বৃ+উথন্ ণ। সং ; ক্লী। ২। রথগুপ্তি স্থান। বৃ (আবরণ করা) উথন্ র্ম্ম। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

বরূথিনী—সেনা। বরূথ+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্।

বরূথী—(বরূথিন্)। স্যন্দন, রথ। বরূথ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

বরেণ্য—১। প্রার্থনীয় ; শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ; বরণীয়। বৃ (বরণ করা ইত্যাদি)+এণ্য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। কুঙ্কুম। সং ; ক্লী।

বরেন্দ্র—দেবরাজ, ইন্দ্র ; রাজা। বর (শ্রেষ্ঠ) যে ইন্দ্র, কর্ম্মধা। সং ; পু।

বরেশ্বর—শিব। বরগণের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু।

বর্কর—তরুণ পশু ; ছাগ ; মেষশাবক ; পরিহাস। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বর্করী।

বর্গ—১। সজাতীয়-সমূহ, যেমন মনুষ্য-বর্গ, ক-বর্গ ; গ্রন্থের পরিচ্ছেদ ; সমান অঙ্কদ্বয়ের পূরণ, যেমন ৩×৩=৯। বৃজ (বর্জ্জন করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। ত্যাগ, বর্জ্জন। বৃজ +ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বর্গ-ক্ষেত্র—যে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের চারি বাহুই পরস্পর সমান এবং চারি কোণই সমকোণ (Square)। সং ; ক্লী।

বর্গ-মূল—যে সমান দুই সংখ্যা গুণ করিলে একটি গুণফল লব্ধ হয়, তাহাদের প্রত্যেক সংখ্যাই উক্ত গুণফলের বর্গমূল, যেমন ৩×৩=৯, অতএব ৯এর বর্গমূল (Square root) ৩। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বর্গীয়, বর্গ্য—বর্গসম্বন্ধীয়। বর্গ+ঈয়, ক্য সম্বন্ধার্থে। বিণ ; ত্রি।

বর্গোত্তম—ত্রিংশাংশাত্মক রাশির নবাংশবিশেষ। সং; পু।

বর্চ্চঃ—(বর্চ্চস্)। তেজঃ; কান্তি, রূপ; শুক্র; পুরীষ; মল। বর্চ্চ (দীপ্তি পাওয়া)+অস্ ক। সং; ক্লী।

বর্চ্চস্ক—পুরীষ, বিষ্ঠা। বর্চ্চস্+কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী।

বর্চ্চস্বিনী—তেজস্বিনী; রূপবতী। বর্চ্চস্বী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

বর্চ্চস্বী—(বর্চ্চস্বিন্)। তেজস্বী; কান্তিমান্, রূপবান্। বর্চ্চস্ শব্দ (তেজঃ, রূপ)+বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বর্চ্চস্বিনী।

বর্চ্চাঃ—(বর্চ্চস্)। চন্দ্রের পুত্র, রোহিণীর গর্ভজাত। সং; পু।

বর্জ্জন—ত্যাগ; হনন, বধ। বৃজ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে বর্জ্জিত।

বর্জ্জনীয়—পরিত্যাজ্য; বধ্য, মারণীয়। বৃজ (ত্যাগ করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বর্জ্জিত—পরিত্যক্ত; রহিত, হত। বৃজ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বর্জ্জন, বর্গ।

বর্ণ—১। ব্রাহ্মণাদি জাতি; অঙ্গরাগ; শুক্লাদি রঙ্; উৎকর্ষ; গুণকীর্ত্তন; খ্যাতি, যশঃ; বর্ণনা; স্তুতি, স্তব; স্বর্ণ; গীতক্রম। বৃ (বরণ করা ইত্যাদি)+ন র্ম্ম। সং; পু। ২। আকৃতি; রূপ; ভেদ; অক্ষর; বিলেপন; অষ্টবিধ মৈথুনাভাবরূপ ব্রত। সং; পু ও ক্লী। ব্যাকরণে—শব্দের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশ, অ আ ক খ প্রভৃতি অক্ষর।

বর্ণক—১। বিলেপন-দ্রব্য; চন্দন; অঙ্গরাগ; হরিতাল। বর্ণ শব্দ+কণ্। সং; পু ও ক্লী। ২। বেশবিন্যাস; স্তুতি-পাঠক; নীলী প্রভৃতি রঙ্। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বর্ণিকা। ৩। ভূষণ। সং; ক্লী।

বর্ণ-কবি—কুবের-তনয়। সং; পু।

বর্ণজ্ঞান—বর্ণবোধ, অ আ প্রভৃতি অক্ষরের জ্ঞান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বর্ণজ্ঞানশূন্য—বর্ণবোধরহিত, অক্ষরজ্ঞানবিহীন, যাহার অক্ষরপরিচয় পর্য্যন্ত হয় নাই এরূপ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বর্ণজ্ঞানহীন—বর্ণজ্ঞানশূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বর্ণজ্যেষ্ঠ—১। ব্রাহ্মণ। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, ৭তৎ। ২। নিজ বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর্ণ। বর্ণ হইতে জ্যেষ্ঠ, ৫তৎ। সং; পু।

বর্ণদাত্রী—হরিদ্রা। বর্ণ শব্দ+দা (দেওয়া)+তৃন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বর্ণধর্ম্ম—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতির স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ৬তৎ। সং; পু।

বর্ণন, বর্ণনা—গুণকথন; স্তুতি; বিবরণ দীপন; রঞ্জন, রঙ করণ। বর্ণ (স্তব করা ইত্যাদি)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে—অন ভা +আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে বর্ণিত।

বর্ণনাকুশল—বর্ণনা করিতে দক্ষ, বর্ণনাপটু। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

বর্ণনাতীত—বচনাতীত, যাহার বর্ণনা করিতে পারা যায় না, অবর্ণনীয়। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

বর্ণনীয়—বর্ণন-যোগ্য। বর্ণ (বর্ণন করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বর্ণ-মাতা—লেখনী, কলম। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বর্ণ-মাতৃকা—বাগ্দেবী, সরস্বতী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বর্ণমালা—জাতিমালা; অক্ষরাবলী, যেমন অ আ ক খ ইত্যাদি। সং; স্ত্রী।

বর্ণ-বিশ্লেষণ—(ব্যাকরণে) এক একটি শব্দের বর্ণগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রদর্শন, যেমন নদী=ন্+অ+দ্+ঈ, বাক্য=ব্+আ+ক্+য্+অ, লক্ষ্মী=ল্+অ+ক্+ষ্+ম্+ঈ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বর্ণ-সঙ্কর—মিশ্রজাতি, ব্রাহ্মণাদি জাতির অনুলোমে বা প্রতিলোমে জাত জাতি, অর্থাৎ দুই বিভিন্ন জাতির স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমে উৎপন্ন জাতি [ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি ব্যতিরিক্ত যত জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই বর্ণ-সঙ্কর]। ৬তৎ। সং; পু।

বর্ণিক—লিপিকর, লেখক। বর্ণ (অক্ষর)+ইক। সং; পু।

বর্ণিকা—১। নীলী প্রভৃতি রঙ্; বেশবিন্যাস। বর্ণ (রঙ্ করা)+ণক ক+আপ্। ২। তূলি; লেখনী, কলম; কঠিনী, খড়ি; বর্ণোৎকর্ষ; বার্ণিশ। বর্ণ+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

বর্ণিত—স্তুত, প্রশংসিত; ব্যাখ্যাত; বিবৃত; রঞ্জিত। বর্ণ (স্তব করা ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বর্ণন, বর্ণনা।

বর্ণিনী—লেখিকা; চিত্রকরী; ব্রহ্মচারিণী; নারী; হরিদ্রা। বর্ণ+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে বর্ণী।

বর্ণি-লিঙ্গী—(বর্ণি-লিঙ্গিন্)। ব্রহ্মচারী। বর্ণী যে লিঙ্গী, কর্ম্মধা। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বর্ণি-লিঙ্গিনী।

বর্ণী—(বর্ণিন্)। লেখক; চিত্রকর; ব্রহ্মচারী; ব্রাহ্মণাদি জাতি। বর্ণ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বর্ণিনী।

বর্ণু—আদিত্য; নদবিশেষ। সং; পু।

বর্ণ্য—বর্ণনযোগ্য, বর্ণনীয়। বর্ণ (বর্ণন করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বর্ত্তক—অশ্বের খুর; পক্ষিবিশেষ। বৃত (থাকা)+ণক ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বর্ত্তিকা।

বর্ত্তন—১। স্থিতি; বৃত্তি; জীবিকা। বৃত (থাকা)+অনট্ ভা। ২। স্থাপন; পোষণ। ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি (রাখা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৩। বর্ত্তমান; বৃত্তিযুক্ত। বৃত+অন ক। বিণ; ত্রি। ৪। বামন। সং; পু। ৫। তর্কুপিণ্ড, তুলার পাঁইজ। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

বর্ত্তনী—পথ; তর্কুপিণ্ড, তুলার পাঁইজ। সং;

বর্ত্তমান—১। বিদ্যমান, উপস্থিত; স্থিতিবান্। বৃত (থাকা)+শান ক। বিণ; ত্রি। ২। প্রারব্ধ অথচ অপরিসমাপ্ত কাল, কার্য্যের সমকাল [ত্রিকাল দেখ]। সং; পু।

বর্ত্তি, বর্ত্তিকা, বর্ত্তী—দীপদশা, সলিতা; বাতি; পক্ষিবিশেষ, বটের পাখী; তূলি; বার্ণিশ। বৃত (থাকা)+ই ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্+আপ্। ৩য় পক্ষে বর্ত্তি+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বর্ত্তিক—পক্ষিবিশেষ, ভারুই পাখী। বৃত (থাকা)+তিক ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বর্ত্তিকা।

বর্ত্তিকা—বর্ত্তি দেখ।

বর্ত্তিত—নিষ্পাদিত, সম্পাদিত, কৃত। ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বর্ত্তিতব্য—স্থাতব্য; স্থিতিশীল। বৃত (থাকা)+তব্য ভা। বিণ; ত্রি।

বর্ত্তিনী—স্থিতিশীলা। বর্ত্তী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

বর্ত্তিষ্ণু—স্থিতিশীল। বৃত (থাকা)+ইষ্ণু ক। বিণ; ত্রি।

বর্ত্তিষ্যমাণ—১। ভাবী, ভবিষ্যৎ। বৃত (থাকা)+স্যমান ক। বিণ; ত্রি। ২। ভবিষ্যৎকাল। সং; পু।

বর্ত্তী—(বর্ত্তিন্)। স্থিতিশীল। বৃত (থাকা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বর্ত্তিনী।

বর্ত্তুল—১। বৃত্ত, গোলাকার; স্থূল। বৃত (থাকা)+উল ক। বিণ; ত্রি। ২। কলায়বিশেষ; বাঁটুল। সং; পু।

বর্ত্তুলা—টেকোর বাঁটুল। সং; স্ত্রী।

বর্ত্ম—(বর্ত্মন্)। পথ, রথ্যা; নেত্রচ্ছদ; চক্ষুর পাতা; আচার। বৃত (থাকা)+মন্ ক। সং; ক্লী।

বর্দ্ধ—১। বৃদ্ধি; পূরণ। বৃধ (বাড়া)+অল্ ভা। ২। ছেদন। বর্দ্ধ (ছেদন করা)+অল্ ভা। সং; পু।

বর্দ্ধক—১। বৃদ্ধিকারক; পূরক। বৃধ (বাড়া)+ণক ক। ২। ছেদকারক, ছেদক। বর্দ্ধ (ছেদন করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

বর্দ্ধকি—সূত্রধর, ছুতার। বর্দ্ধ (ছেদন করা) অন্ ক+বর্দ্ধ, তদুত্তরে কৃধ (বধ করা)+ডিক। সং; পু।

বর্দ্ধকী—(বর্দ্ধকিন্)। ত্বষ্টা, সূত্রধর, ছুতার। বর্দ্ধক শব্দ+ইন্। সং; পু।

বর্দ্ধন—১। উন্নতি, বৃদ্ধি। বৃধ (বাড়া)+অনট্ ভা। ২। ছেদন। বর্দ্ধ (ছেদন করা)

+অনট্ ভা। ৩। পূরণ, বাড়ান। ণিজন্ত বৃধ বা বর্দ্ধি (বাড়ান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ৪। বৃদ্ধিকারক। ণিজন্ত বৃধ বা বর্দ্ধি (বাড়ান)+অন ক। বিণ; ত্রি।

বৰ্দ্ধমান—১। বৃদ্ধিশীল, যাহা বাড়িতেছে এরূপ। বৃধ (বাড়া)+শান ক। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু; শরাব, শরা; এরণ্ড বৃক্ষ; পণ্ডিত-বিশেষ। সং; পু।

বৰ্দ্ধমানক—শরাব, শরা। বৰ্দ্ধমান শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

বৰ্দ্ধাপন—নাড়ীচ্ছেদন সংস্কারবিশেষ। সং; ক্লী।

বর্দ্ধিত—১। বৃদ্ধিপ্রাপিত, যাহা বাড়ান হই-য়াছে এরূপ; পোষিত; পূরিত। ণিজন্ত বৃধ বা বর্দ্ধি (বাড়ান)+ক্ত র্ম্ম। ২। ছিন্ন, ছেদিত। বর্দ্ধ (ছেদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বর্দ্ধন।

বর্দ্ধিতরোষ—১। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্রোধ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। যাহার ক্রোধ বাড়িয়াছে এরূপ। বর্দ্ধিত হইয়াছে রোষ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বর্দ্ধিতরোষা।

বর্দ্ধিতরোষা—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্রোধবিশিষ্টা, যাহার রাগ বাড়িয়াছে এরূপ (স্ত্রী)। বহু। বিণ।

বর্দ্ধিতশ্রী—১। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সম্পৎ; বর্দ্ধিত সৌন্দর্য্য। বর্দ্ধিতা যে শ্রী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। বর্দ্ধিত ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট; বর্দ্ধিত শোভাযুক্ত, যাহার শোভা বাড়িয়াছে এরূপ। বর্দ্ধিত হইয়াছে শ্রী (সম্পৎ, শোভা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বর্দ্ধিতায়তন—যাহার আয়তন বাড়িয়াছে এরূপ, বর্দ্ধিত পরিসরবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

বর্দ্ধিষ্ণু—বৃদ্ধিশীল; বৰ্দ্ধমান। বৃধ (বাড়া)+ইষ্ণু ক। বিণ; ত্রি।

বর্দ্ধ্র, বর্দ্ধ্রী—বরত্রা, চর্ম্মরজ্জু। বৃধ (বাড়া)+ষ্ট্রন্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং; যথা-ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বর্ম্ম—(বর্ম্মন্)। কবচ, তনু-ত্রাণ, সাঁজোয়া। বৃ (আবৃত করা)+মন্ ণ। সং; ক্লী।

বর্ম্মহর—১। বর্ম্মাচ্ছাদিত, কবচধারী। বর্ম্মন্ শব্দ (সাঁজোয়া)—হৃ (হরণ করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। যুবা, তরুণ। বিণ; পু। [ক। সং; পু।

বর্ম্মা—(বর্ম্মন্)। ক্ষত্রিয়ের উপাধি। বৃ+মন্

বর্ম্মিত—বর্ম্মযুক্ত, ধৃত-কবচ। বর্ম্মন্ শব্দ (সাঁজোয়া)+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

বর্ম্মী—(বর্ম্মিন্)। বর্ম্মিত, বর্ম্মযুক্ত। বর্ম্মন্ শব্দ (সাঁজোয়া)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

বর্য্য—প্রধান, শ্রেষ্ঠ। বৃ (বরণ করা)+য র্ম্ম, নিপাতনে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বর্য্যা।

বর্য্যা—১। প্রধানা। বর্য্য দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। কন্যা। সং; স্ত্রী।

বর্ব্বণা—নীলমক্ষিকা। বর্ (অনুকরণ শব্দ)—বন (শব্দ করা)+অন ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

বর্ব্বর—প্রাকৃত ব্যক্তি; পামর; মূর্খ; নীচ জন বাবরি চুল। বৃ (সেবা করা, ইত্যাদি)+বরচ্ ক। সং; পু।

বর্ব্বূর—বাবলা গাছ। সং; পু।

বর্ষ—১। বৃষ্টি। বৃষ (বর্ষণ হওয়া)+অল্ ভা। ২। জম্বুদ্বীপ, জম্বুদ্বীপের নয় অংশ, যথা—ভারত, কিংপুরুষ, হরি, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল [ভারত-বর্ষ দেখ]। বৃষ+অল্ অধি। ৩। বৎসর। বৃষ+অন্ ক। সং; ক্লী।

বর্ষকরী—ঝিল্লী। বর্ষ শব্দ (বৃষ্টি)—কৃ (করা)+ট ক, ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বর্ষকোষ—মাস; গণক, দৈবজ্ঞ। সং; পু।

বর্ষজ—বৃষ্টিজাত; বৎসরজাত; জম্বুদ্বীপ-জাত। বর্ষ হইতে জন্মে যে, উপ; বর্ষ শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

বর্ষণ—বর্ষ, বৃষ্টি। বৃষ (বৃষ্টি হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি।

বর্ষণস্নাত—বৃষ্টির জলে অভিষিক্ত। ৩তৎ।

বর্ষণবিধৌত—বৃষ্টির জলে প্রক্ষালিত, বৃষ্টিজলে ধোয়া। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বর্ষণোন্মুখ—বর্ষণোদ্যত, বর্ষণ করে করে এরূপ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

বর্ষপর্ব্বত—হিমবান্, হেমকূট, নিষধ, মেরু, শ্বেত, নীল, শৃঙ্গী, এই সাতটি বর্ষ-পর্ব্বত। বর্ষের (জম্বুদ্বীপের) পর্ব্বত, ৬তৎ। পু।

বর্ষপ্রিয়—চাতক। বর্ষ (বৃষ্টি) হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। সং; পু।

বর্ষমাণ—বর্ষণ করিতেছে এরূপ। বৃষ+শান ক। বিণ; ত্রি।

বর্ষমান—বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ নির্ণয় করিবার যন্ত্র (Rain-gauge)। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বর্ষবর—ক্লীব, নপুংসক, খোজা। বর্ষ শব্দ (বর্ষণ, এখানে রেতোবর্ষণ)—বৃ (আবরণ করা)+অন্ ক। সং; পু।

বর্ষবৃদ্ধি—বয়োবৃদ্ধি; অতিবৃষ্টি; জন্মতিথি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বর্ষা—প্রাবৃট্-কাল, শ্রাবণ ভাদ্র মাস [ষড়্ ঋতু দেখ]। বর্ষ+আপ্। সং; স্ত্রী। সংস্কৃত ভাষায় ইহা বহুবচনান্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বর্ষাঘোষ—ভেক, ব্যাঙ্। বর্ষাতে ঘোষ (রব) করে যে, উপ; বর্ষা শব্দ—ঘুষ (ঘোষণা করা)+অন্ ক। সং; পু।

বর্ষাত্যয়, বর্ষাবসান—শরৎকাল। বর্ষার অত্যয় বা অবসান, ৬তৎ। সং; ক্রমে পু ও ক্লী।

বর্ষাধৌত—বর্ষার জলে পরিষ্কৃত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [ত্রি।

বর্ষাপ্লাবিত—বর্ষার জলে ব্যাপ্ত। ৩তৎ। বিণ;

বর্ষাভূ—১। মণ্ডূক, ভেক। বর্ষা শব্দ—ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং; পু ও স্ত্রী। ২। কিঞ্চুলুক, কেঁচো; ইন্দ্রগোপ কীট। সং; পু। ৩। বর্ষা-জাত। বিণ; ত্রি।

বর্ষা-মদ—ময়ূর। বর্ষা শব্দ—মদ (মত্ত হওয়া)+অন্ ক, যে বর্ষাকালে আনন্দে মত্ত হয়। সং; পু। [৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বর্ষাম্লান—বৃষ্টিজন্য মলিন, বর্ষাজন্য বিমর্ষ।

বর্ষার্চ্চিঃ—(বর্ষার্চ্চিস্)। মঙ্গল গ্রহ। বর্ষায় (বর্ষাকালে) অর্চ্চিস্ (কিরণ) [দৃষ্ট হয়] যাহার, বহু। সং; পু। [ত্রি।

বর্ষাস্নাত—বর্ষার জলে অভিষিক্ত। ৩তৎ। বিণ;

বর্ষিক—১। বর্ষসম্বন্ধীয়। বর্ষ+ষ্ণিক ইদমর্থে। ২। বর্ষাকালসম্বন্ধীয়। বর্ষা শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

বর্ষিষ্ঠ—অতিশয় বৃদ্ধ; সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। বৃদ্ধ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি।

বর্ষী—(বর্ষিন্)। বর্ষণশীল। বৃষ (বর্ষণ করা)+ইন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বর্ষিণী।

বর্ষীয়সী—অতিশয় বৃদ্ধা; সর্ব্বজ্যেষ্ঠা। বৃদ্ধ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে বর্ষীয়ান্।

বর্ষীয়ান্—(বর্ষীয়স্)। অতিশয় বৃদ্ধ; সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ। বৃদ্ধ+ঈয়সু আতিশয্যার্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বর্ষীয়সী।

বর্ষুক—বর্ষী, বর্ষণশীল। বৃষ (বর্ষণ করা)+উকঞ্ ক। বিণ; ত্রি।

বর্ষুকাব্দ—বর্ষণশীল মেঘ, যে মেঘ হইতে বৃষ্টি-ধারা পড়িতেছে। বর্ষুক (বর্ষণশীল) যে অব্দ (মেঘ), কর্ম্মধা। সং; পু।

বর্ষোপল—করকা, শিল। বর্ষের (বৃষ্টির) উপল (প্রস্তর), ৬তৎ। সং; পু।

বর্ষ্ম—(বর্ষ্মন্)। আকার; সুন্দর আকৃতি; দেহ; পরিমাণ; উচ্চতা; পাষাণ। বৃষ (বর্ষণ করা)+মন্ ক। সং; ক্লী।

বর্হ—বর্গ্য ব-এ দেখ।

বর্হিঃ—(বর্হিস্)। ১। অগ্নি; দীপ্তি; যজ্ঞ। বৃহ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ইস্ ক। সং; পু। ২। কুশ। সং; পু ও ক্লী।

বর্হিঃশুষ্মা—(বর্হিঃশুষ্মন্)। যজ্ঞাগ্নি; অগ্নি। ৬তৎ। সং; পু।

বর্হিণ, বর্হী—বর্গ্য ব-এ দেখ। [সং; পু।

বর্হির্মুখ—দেবতা। বর্হিঃ মুখ যাহার, বহু।

বর্হিষদ্—পিতৃলোকবিশেষ। বর্হিস্ শব্দ—সদ (খাওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং; পু; সংস্কৃত ভাষায় ইহা বহুবচনান্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বল—বর্গ্য ব-এ দেখ।

বলক্ষ—১। শুক্লবর্ণ, সাদা রঙ্। বল—লক্ষ (দেখা)+অল্ র্ম্ম। সং; পু। ২। শুক্ল, সাদা। বিণ; ত্রি।

বলভি, বলভী—চন্দ্রশালা, ছাদের উপরি গৃহ, চিলে কোটা; ছাদ বা চালের পাইড়, মুড়ুনি প্রভৃতি; গেট। বল (আস্তরণ করা)+অভচ্‌ ক+ই, ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

বলয়—১। করভূষণ, বালা; কঙ্কণ; মণ্ডল। বল (আস্তরণ করা)+অয়ন্‌ ক। ২। বেষ্টন। বল+অয়ন্‌ ভা। সং; পু ও স্ত্রী।

বলয়ঝঙ্কৃত—কঙ্কণ ঝনৎকার, বালার শব্দ। বলয়ের ঝঙ্কৃত (ঝঙ্কার), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বলয়িত—বেষ্টিত, পরিবৃত। বলয়+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

বলাই বৈষ্ণব—(কবিওয়ালা)। হুগলী জেলার অন্তর্গত পিয়াসপাড়া গ্রামে সদ্গোপ বংশে ইঁহার জন্ম। ইঁহার প্রপিতামহের নাম বংশীবদন, পিতামহের নাম কৃষ্ণকমল এবং পিতার নাম রামকমল। ইঁহাদের কৌলিক উপাধি সরকার। বলাইএর পিতামহ বংশীবদন কবিওয়ালা ছিলেন, এবং দেশ বিদেশে মান, মাথুর, গোষ্ঠ প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের লীলা গাহিয়া বেড়াইতেন; এজন্য তিনি বৈরাগী বা বৈষ্ণব আখ্যায় অভিহিত হন, এবং সেই সময় হইতে তাঁহার বংশধরেরাও বৈষ্ণব উপাধিতে অভিহিত হয়। বংশীবদন একজন প্রতিভাশালী প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ছিলেন। এখনও রাঢ় অঞ্চলে প্রবাদ আছে—"ছবিতে উমাচরণ, কবিতে বংশীবদন।"

বলাই, ভোলা ময়রা প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগের সমসাময়িক। ইনি কবির গানে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। একবার তারকেশ্বরে মোহান্তের বাড়ীতে বলাইএর গাওনা হয়। সে ক্ষেত্রে ভোলা ময়রা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। ভোলা ময়রা তখন কবিসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু বলাই উদীয়মান কবি মাত্র। ভোলার নিকট বলাইকে শিক্ষানবিশ বলিলেও চলে। উভয়পক্ষে প্রবলভাবে পাল্লাপাল্লি চলিতে লাগিল। বলাই স্বীয় গৌরবরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে আপনার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া গান করিলেন—

মান দিমু তব পায়,
মনে রেখো হে আমায়;
মান দিমু তব পায়।
পড়েছি সঙ্কটে হরি,
এবার বাঁচি কি মরি,
চেয়ে দেখ একি দায়,
মান দিমু তব পায়।
ধন গেলে ধন ফিরে আসে,
মান গেলে মান আর কি আসে,
এ প্রবাসে তব পাশে—এ ভিক্ষা চায়,
মান দিও হে আমায়

অনেকেই বুঝিলেন, বলাই পরাজয়ের আশঙ্কায় এই ধুয়া ধরিয়াছে। ভোলাও বুঝিলেন যে, কেবল দায়ে পড়িয়াই বলাই এই মান ভিক্ষা করিতেছে, দায় হইতে উদ্ধার পাইলেই আবার যে বলাই সেই বলাই হইবে। ভোলা উত্তরে গাহিলেন,—

সখে, প্রাণ দেবে কি আমায়।
প্রাণ যে দিয়েছ রাধায়,
আবার প্রাণ দেবে কি আমায়।
মান রাখা প্রাণ চাই না হরি,
চরণ দাও চরণে ধরি,
অন্তে যেন বংশীধারি,
রেখো রাঙ্গা পায়।
প্রাণ দেবে কি আমায়॥

এ ক্ষেত্রে শেষে ভোলারই জয় হইল। আনুমানিক ১২০১ সালে বলাই বৈষ্ণব ইহলোক ত্যাগ করেন।

বলাকা—বর্গ্য ব-এ দেখ।

বলাহক—মেঘ; পর্ব্বত; শ্রীকৃষ্ণের ঘোটকবিশেষ; নাগবিশেষ; দৈত্য। বারি (জল)—বহ (বহন করা)+ণক ক। সং; পু।

বলি—বর্গ্য ব-এ দেখ। [বিণ; ত্রি।

বলির—কেকর, টেরা। বলি শব্দ+র অস্ত্যর্থে।

বলী—বর্গ্য ব-এ দেখ।

বলীক—বর্গ্য ব-এ দেখ।

বল্ক—বল্কল; খণ্ড; আঁইস। বল (আস্তরণ করা)+ক ক। সং; স্ত্রী।

বল্কল—১। বৃক্ষত্বক্‌, বাকল, গাছের ছাল; আঁইস। বল (আস্তরণ করা)+কল ক। সং; স্ত্রী ও পু। ২। দারুচিনি। সং; স্ত্রী।

বল্কিল—কণ্টক, কাঁটা। বল্ক+ইল। সং; পু।

বল্গ, বল্গন—গমন; গতিবিশেষ; বহু-ভাষণ। বল্গ (গমন করা ইত্যাদি)+অল্‌, অনট্‌ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

বল্গা—রশ্মি, লাগাম। বল্গ (লাফান ইত্যাদি)+অল্‌ ণ+আপ্‌। সং; স্ত্রী।

বল্গা-হরিণ—সুমেরু-সন্নিহিত দেশস্থ হরিণবিশেষ (Rein deer), এই হরিণের মুখে ঘোড়ার ন্যায় লাগাম দিয়া তদ্দেশবাসীরা বরফের উপর দিয়া চক্রহীন শকট চালায়। সং; পু।

বল্গিত—লম্ফন, অশ্বের গতিবিশেষ, প্লুতগতি; গমন; হস্তপদাদির আস্ফালন; ভোজন; বহুভাষণ। বল্গ (গমন করা, ইত্যাদি)+ক্ত ভা। সং; স্ত্রী।

বল্গু—১। মনোজ্ঞ, মনোহর; সুন্দর; মধুর। বল (আস্তরণ করা)+গুক্‌ ক। বিণ; ত্রি। ২। ছাগ। সং; পু।

বল্গুলিকা—তৈলপায়িকা, আরশুলা। সং; স্ত্রী।

বল্ভন—ভোজন, ভক্ষণ। বল্ভ (খাওয়া)+অনট্‌ ভা। সং; স্ত্রী।

বল্মিক, বল্মীক—১। উই ঢিপি। বল (আস্তরণ করা)+মিক, মীক ক। সং; স্ত্রী বা পু। ২। রামায়ণ-প্রণেতা বাল্মীকি মুনি [বাল্মীকি দেখ]; সাতপ মেঘ; গলগণ্ড; গোদ। সং; পু।

বল্ল—১। গুঞ্জাত্রয়পরিমাণ, তিন কুঁচ পরিমাণ। বল্ল (আস্তরণ করা)+অল্‌ ক। সং; পু। ২। ভক্ষ্যবস্তু; সংবরণ। বল্ল+অল্‌ ভা। সং; স্ত্রী।

বল্লকী—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; বীণা; শল্লকীবৃক্ষ। বল্ল (আস্তরণ)+ণক ক+ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

বল্লভ—১। প্রিয়; প্রণয়ী; অধ্যক্ষ। বল্ল (আস্তরণ করা)+অভচ্‌ ক। বিণ; ত্রি। ২। উত্তম অশ্ব; নায়ক; পতি। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বল্লভা। ৩। রূপ ও সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। জীব গোস্বামী ইঁহারই পুত্র।

বল্লভ-পালক—অশ্বরক্ষক। ৬তৎ। সং; পু।

বল্লভস্বামী—জনৈক বৈষ্ণবধর্ম্মসংস্কারক; ইনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া উত্তর-ভারতবর্ষে বৈষ্ণব মত প্রচার করেন এবং বহু লোককে স্বীয় মতে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হন। ইঁহার ধর্ম্মমত এই যে, পৃথিবী উপভোগের বিষয়; ধর্ম্মাচরণে শারীরিক নিগ্রহের প্রয়োজন নাই।

বল্লভা—বল্লভ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

বল্লরি, বল্লরী—লতা; মঞ্জরী। বল্ল (আস্তরণ করা)+অরি ক, ঙিকল্পে ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

বল্লব—সূপকার, পাচক; গোপ; ভীম। বল্ল (ভক্ষ্যবস্তু)+ব অস্ত্যর্থে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বল্লবী। [সং; স্ত্রী।

বল্লবী—আভীর-পত্নী, গোপী। বল্লব+ঈপ্‌।

বল্লাল সেন—বঙ্গাধিপ বিজয় সেনের পুত্র। সেনবংশীয় রাজগণের মধ্যে বল্লাল সেনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। আদিশূর যেরূপ কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়া অক্ষয়কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, বল্লাল সেনও সেইরূপ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ও কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলিন্যপ্রথার সৃষ্টি করিয়া স্থায়ি নাম রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি যে উদ্দেশ্যে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা অতীব মহনীয় সন্দেহ নাই। তিনি গুণের সমাদর করিবার জন্যই ইহার সৃষ্টি করেন। আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি নয়টি গুণ * যে সকল ব্যক্তিতে বিদ্যমান ছিল, তাঁহাদিগকেই ইনি কুলীন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উত্তরকালে ঐ প্রথা গুণ-গত না থাকিয়া বংশগত হওয়াতেই নানা দোষের আকর হইয়াছে।

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্‌॥

একণে নয়টি গুণের একটিও থাকুক বা না থাকুক, কুলীনের সন্তান হইলেই সেও কুলীন হইয়া থাকে।

বল্লাল সেন স্বীয় রাজ্যকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, যথা—(১) রাঢ়, অর্থাৎ বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগ, (২) বরেন্দ্র, অর্থাৎ বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগ, (৩) বাগড়ি, অর্থাৎ প্রেসিডেন্সি বিভাগ, (৪) বঙ্গ, অর্থাৎ পূর্ব্ব বাঙ্গালা (বর্ত্তমান ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ), এবং (৫) মিথিলা, অর্থাৎ উত্তর বিহার। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইঁহার রাজ্য কেবল বঙ্গদেশে সীমাবদ্ধ ছিল না, বিহারের কতক অংশও ইঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য সুষ্ঠুরূপে শাসন করিবার নিমিত্ত ইনি নবদ্বীপ, গৌড় ও রামপাল এই তিন স্থানে রাজধানী করিয়াছিলেন। যখন যেখানে প্রয়োজন হইত, তখন সেইখানে থাকিতেন। নবদ্বীপ, ইঁহার রাজ্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিতে পারা যায়; এজন্য উহাই প্রধান রাজধানী ছিল। রাজ্যের পশ্চিম ও উত্তরাংশ সুশাসনে রাখিবার নিমিত্ত ইনি সময়ে সময়ে গৌড়নগরে এবং পূর্ব্বাংশ শাসন করিবার নিমিত্ত কখন কখন রামপালে থাকিতেন। গৌড় বর্ত্তমান মালদহ জেলায় এবং রামপাল বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত। গৌড় ও রামপালের রাজভবনাদির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে ৫০ বৎসর কাল সুশৃঙ্খলে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যভোগ করিয়া বল্লাল সেন কালগ্রাসে পতিত হন। ইনি বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বল্লাল সেন স্বয়ং "দান-সাগর" নামক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

বল্লি, বল্লী—পৃথিবী; বর্ধমাত্র জীবিনী লতা। বল্ল (আস্তরণ করা)+ই ক। বিকল্পে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বল্লূর, বল্লূর—১। বনক্ষেত্র, পতিতভূমি; কুঞ্জ; নির্জ্জন স্থান; মঞ্জরী। বল্ল (আস্তরণ করা) +উর, উর্ প্র। সং; ক্লী। ২। শুষ্কমাংস; শূকরমাংস। সং; ক্লী বা পু। ৩। উষর; গহন। বিণ; ত্রি।

বল্বজ—উলপ তৃণ, উলুখড়। বল (আস্তরণ করা)+ক্বিপ্ ক=বল্, তদুত্তরে বজ (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু। সংস্কৃত ভাষায় ইহা বহুবচনান্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বব—করণবিশেষ। সং; পু।

বশ—১। ইচ্ছা, কামনা। বশ (ইচ্ছা করা) +অল্ ভা। সং; ক্লী বা পু। ২। প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব; আয়ত্ততা, অধীনতা। সং; স্ত্রী। ৩। আয়ত্ত, অধীন। বশ+অল্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বশা।

বশংবদ—প্রিয়বাদী, মধুরভাষী; বশগ, বশবর্ত্তী; অনুগত। বশ—বদ (বলা)+খ ক বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী

বশকা—বশীভূতা স্ত্রী। বশ+কণ্+আপ্।

বশগ—বশবর্ত্তী বশীভূত, আয়ত্ত। বশে গমন করে যে, উপ; বশ—গম+ড ক। বিণ ত্রি। [স্থানে। ব্য

বশতঃ—অধীনতা-হেতু। বশ+তস্ হেত্বর্থে ৫মী

বশতা—আয়ত্ততা, অধীনতা। বশ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বশতাপন্ন—আয়ত্ত, বশবর্ত্তী। বশতাকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ; ত্রি।

বশবর্ত্তিনী—বশবর্ত্তী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

বশবর্ত্তী—(বশবর্ত্তিন্)। বশগ, বশীভূত, বশতাপন্ন; অনুগত। বশ শব্দ—বৃত+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বশবর্ত্তিনী।

বশা—১। আয়ত্তা, অধীনা; বন্ধ্যা। বশ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কন্যা; নারী; গবী; হস্তিনী। সং; স্ত্রী।

বশিতা, বশিত্ব—শিবের ঐশ্বর্য্যবিশেষ; অষ্টসিদ্ধির অন্তর্গত সিদ্ধিবিশেষ; স্বাধীনতা; বশবর্ত্তিতা। বশিন্ শব্দ (বশী)+তা, ত্ব ভাবে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

বশির—১। সামুদ্রিক লবণ। সং; ক্লী। ২। গজপিপ্পলী বৃক্ষ; আপাঙ্ গাছ। সং; পু।

বশিষ্ট, বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ—জনৈক মুনি, সূর্য্যবংশীয় রাজগণের কুলপুরোহিত। বশিষ্ট=অব—শাস (শাসন করা)+ক্ত ক; বশিষ্ঠ=বশিন্ শব্দ (বশী, জিতেন্দ্রিয়)+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে, অর্থাৎ অতিশয় জিতেন্দ্রিয়; বসিষ্ঠ—বস (বাস করা)+অল্ ভা+ইন্=বসিন্, তদুত্তরে স্থা (থাকা)+ড ক। সং; পু।

বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র ও সপ্তর্ষি মণ্ডলের মধ্যে একজন। তপস্যা দ্বারা ইনি যথেষ্ট আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। রাজর্ষি নিমি একদা যজ্ঞানুষ্ঠানে উৎসুক হইয়া ইঁহাকে তৎকার্য্যে বরণ করেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ইনি ইন্দ্রের যজ্ঞে বৃত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইনি নিমিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। অনন্তর বহুবর্ষান্তে প্রত্যাগত হইয়া শুনিলেন যে, নিমি রাজা অগস্ত্যাদি ঋষিগণ দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বশিষ্ঠ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন, কিন্তু তৎকালে রাজা নিদ্রিত থাকায় সাক্ষাৎ হইল না। তাহাতে ইনি আরও কুপিত হইলেন এবং এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, নিমির যেন আর চৈতন্য না হয়। নিমিও বিনাপরাধে এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া বশিষ্ঠকে চেতনাবিহীন হইবার শাপ প্রদান করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মার উপদেশে ইনি মিত্রাবরুণের ঔরসে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ ইক্ষ্বাকু স্ববংশের হিতার্থে ইঁহাকে কুলপুরোহিতরূপে বরণ করেন।

বশিষ্ঠ শবলা নাম্নী একটী কামধেনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি এই ধেনুর নিকট যখন যাহা চাহিতেন, তাহাই পাইতেন। একদা গাধিরাজ-তনয় মহারাজ বিশ্বামিত্র অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ ইঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলে ইনি কামধেনুর কৃপায় সেই অসংখ্য সৈন্যকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। বিশ্বামিত্র শবলার এতাদৃশ লোকাতীত গুণের পরিচয় পাইয়া মুনির নিকট তাহা প্রার্থনা করিলেন। বশিষ্ঠ তৎপ্রদানে অসম্মত হইলেন। ক্রমে উভয়ে বিবাদ উপস্থিত হইল। বশিষ্ঠের আদেশে শবলা অসংখ্য সৈন্য প্রসব করিল। তদ্দ্বারা ইনি রাজার সমস্ত সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র অস্ত্রক্ষেপে ইঁহার তপোবন-ধ্বংসে উদ্যত হইলে ইনি ক্রোধবিকম্পিত ব্রহ্মদণ্ড ধারণপূর্ব্বক রাজার সমুদয় অস্ত্র ব্যর্থ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বশিষ্ঠ কর্দ্দম-তনয়া অরুন্ধতীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার শক্তি প্রভৃতি শত পুত্রের জন্ম হয়। একদা শক্তি কোন কারণে সূর্য্যবংশীয় রাজা কল্মাষপাদকে রাক্ষসরূপে পরিণত করেন। সেই রাক্ষস বিশ্বামিত্রের কৌশলে শক্তি প্রমুখ শত ভ্রাতাকেই খাইয়া ফেলে। এইরূপে নির্ব্বংশ হইয়া বশিষ্ঠ আত্মজীবন বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু উচ্চ পর্ব্বত হইতে পতনে, সমুদ্র-মজ্জনে ও অনল-প্রবেশেও ইঁহার মৃত্যু হইল না। অনন্তর দৈবাৎ জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তীকে গর্ভবতী দেখিয়া ইনি পূর্ব্বসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। পরন্তু এই সময়ে কল্মাষপাদ-রাক্ষস অদৃশ্যন্তীকেও ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। তখন ইনি তাহাকে শাপ হইতে মুক্ত করেন। পরে অদৃশ্যন্তীর গর্ভে বিখ্যাত পরাশরের জন্ম হইলে ইনি পৌত্রকে অতি সযত্নে লালন পালন করেন।

বশী—(বশিন্)। বশগ, বশবর্ত্তী; জিতেন্দ্রিয়; স্বাধীন। বশ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বশিনী।

বশীকরণ—১। আয়ত্তকরণ, বশে আনয়ন। বশ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=বশী)—কৃ (করা)+অনট্ ভা। ২। বশ্যতাজনক মণিমন্ত্রৌষধাদি।…+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

বশীকৃত—যাহাকে বশ করা হইয়াছে এরূপ, বশে আনীত, আয়ত্তীকৃত। বশ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=বশী)—কৃ (করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বশীকরণ।

বশীভূত—বশতাপন্ন, বশ্যতাপ্রাপ্ত, আয়ত্তগত, যে বশ হইয়াছে এরূপ। বশ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=বশী)—ভূ (হওয়া) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

বশ্য—বশানুগ, বশবর্ত্তী। বশ+য বা ক্য।

বশ্যতা—বশবর্ত্তিতা, অধীনতা। বশ্য+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

বষট্—দেবোদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদানের মন্ত্র। বহ (বহন করা)+ডষট্ ণ। ব্য।

বষট্‌কার—অগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপ কার্য্য, হোম-কর্ম্ম। ৬তৎ। সং ; পু।

বষ্কয়—একবর্ষীয় গোবৎস। বষ্ক (গমন করা) +অয়ন্ ক। সং ; পু।

বষ্কয়ণী, বষ্কয়িণী—চিরপ্রসূতা গবী। বষ্কয়ণী= বষ্কয় শব্দ+নী—ক্বিপ্ ক ; বষ্কয়িণী=বষ্কয় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বসৎ—বাস করিতেছে এরূপ, বাসকারী। বস (বাস করা)+শতৃ ক। বিণ ; ত্রি।

বসতি, বসতী—১। আলয় ; বাসস্থান ; রাত্রি। বস (বাস করা)+অতি অধি। ২। বাস। বস+অতি ভা। সং ; স্ত্রী।

বসন—১। বস্ত্র, কাপড় ; স্ত্রীলোকের কটিভূষণ। বস (আচ্ছাদন করা)+অনট্ ণ। ২। বাস ; আচ্ছাদন। বস+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বসনপ্রান্ত—বস্ত্রের প্রান্তভাগ, কাপড়ের আঁচল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বসনভূষণ—বস্ত্রালঙ্কার, কাপড় ও গহনা। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী। [৬তৎ। সং ; ক্লী।

বসনাগ্র—বস্ত্রের অগ্রভাগ, কাপড়ের আঁচল।

বসনাচ্ছাদিত—বস্ত্রাবৃত, কাপড়ে ঢাকা। বসন দ্বারা আচ্ছাদিত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বসনাঞ্চল—কাপড়ের আঁচল। ৬তৎ। ক্লী।

বসনাবৃত—বস্ত্রাচ্ছাদিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বসন্ত—১। ঋতুবিশেষ, চৈত্র বৈশাখ মাস ; [ষড়্‌ঋতু দেখ]। তালবিশেষ ; রাগবিশেষ। বস (বাস করা)+অন্ত অধি। ২। রোগবিশেষ ; নাট্যে—বিদূষকের উপাধি। বস+অন্ত ক। সং ; পু।

বসন্তঘোষী—কোকিল। ৭তৎ। সং ; পু।

বসন্ত-তিলক, বসন্ত-তিলকা—চতুর্দ্দশাক্ষর ছন্দো-বিশেষ ; পুষ্পবিশেষ। সং ; ক্লী ও স্ত্রী।

বসন্তদূত—কোকিল ; আম্রবৃক্ষ। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

বসন্ত-দূতী—কোকিলা ; মাধবীলতা। ৬তৎ।

বসন্তপঞ্চমী—মাঘমাসীয় শুক্লপঞ্চমী, শ্রীপঞ্চমী। সং ; স্ত্রী।

বসন্তবর্ণনা—বসন্তকালের বিবরণ, বসন্তকালের ভাবকথন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বসন্তবায়ু—বসন্তকালের বাতাস, মলয় বায়ু। ৬তৎ। সং ; পু।

বসন্ত-সখ—কামদেব, কন্দর্প। বসন্ত হইয়াছে সখা যাহার, বহু। সং ; পু।

বসন্তসময়—বসন্তকাল। বসন্তই সময়, কর্ম্মধা। সং ; পু।

বসন্তানিল—বসন্তবায়ু। ৬তৎ। সং ; পু।

বসা—মজ্জা ; মেদঃ, চর্ব্বি। বস+ঙ র্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী। [৩তৎ। সং ; পু।

বসাঢ্য—শিশুমার, শুশুক। বসা দ্বারা আঢ্য,

বসান—পরিধানকর্ত্তা। বস (আচ্ছাদন করা) +শান ক। বিণ ; ত্রি।

বসির—বশির দেখ।

বসু—১। ধন ; রত্ন ; স্বর্ণ ; জল। বস (বাস করা, ইত্যাদি)+উ ক। সং ; ক্লী। ২। শিব ; সূর্য্য ; অগ্নি ; যোক্ত্র ; বল্গা ; দীপ্তি ; রশ্মি ; কুবের ; রাজা ; পুষ্করিণী ; সাধু ; ধনিষ্ঠানক্ষত্র ; বকবৃক্ষ ; ভব ধ্রুব সোম বিষ্ণু অনল অনিল প্রত্যূষ প্রভব—গঙ্গা হইতে উৎপন্ন এই অষ্ট গণদেবতা। সং ; পু। ৩। মধুর ; শুষ্ক। বিণ ; ত্রি।

৪। চন্দ্রবংশীয় জনৈক নৃপ। কোন সময়ে ইনি ক্ষাত্র ধর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে দেবরাজ ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে ব্রাহ্মণোচিত তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সুনিয়মে প্রজাপালনরূপ রাজ-ধর্ম্ম আচরণ করিতে উপদেশ দেন, এবং ইঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া ইঁহাকে নভশ্চর বিমান ও বৈজয়ন্তী মালা প্রদান করেন। সেই বিমানে আরোহণ করিয়া ইনি শূন্যে বিচরণ করিতেন এবং সেই মাল্য ধারণ করিয়া সংগ্রামে অক্ষত-দেহ থাকিতেন। এইরূপে শূন্যে বিচরণক্ষমতা লাভ করিয়া ইনি 'উপরিচর' আখ্যা প্রাপ্ত হন।

অতঃপর দেবরাজের পরামর্শে বসু চেদি-রাজ্য জয় করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। ইনি গিরিকা নাম্নী এক সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, ইনি মৎস্যরূপা এক অপ্সরাতে উপগত হইলে তাহার গর্ভসঞ্চার হয়। পরে ধীবরেরা সেই মৎস্য ধরিয়া তাহার উদর বিদীর্ণ করিলে এক রাজলক্ষণযুক্ত সুন্দর পুত্র ও এক অলৌকিক রূপবতী কন্যা বাহির হয়। ধীবরেরা পুত্রকন্যা লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলে বসু পুত্রটিকে গ্রহণ ও কন্যা-টীকে ধীবরদের হস্তে অর্পণ করেন। মৎ-স্যের উদরে জন্ম বলিয়া পুত্রের নাম মৎস্য এবং কন্যার গাত্রে মৎস্যের গন্ধ থাকায় তাহার নাম মৎস্যগন্ধা হয়। এই মৎস্য-গন্ধাই ব্যাসদেবের জননী।

বসুকীট—যাচক, ভিক্ষুক। ৬তৎ। সং ; পু।

বসুদ—১। ধনদানকারী। বসু (ধন) দান করে যে, উপ ; বসু (ধন)—দা (দেওয়া) +ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। কুবের। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বসুদা

বসুদা—১। ধন-দাত্রী। বসুদ দেখ ; বসুদ শব্দ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ধরিত্রী। স্ত্রী।

বসুদেব—শ্রীকৃষ্ণের জনক। ইঁহার দুই স্ত্রী,—রোহিণী এবং কংস-রাজের পিতৃব্য-তনয়া দেবকী। রোহিণীর গর্ভে বলরামের জন্ম হইলে ইনি পুত্রসহিত রোহিণীকে ব্রজপুরে মিত্র নন্দ গোপের আশ্রয়ে রাখিয়া আসেন। দেবকীর সহিত ইঁহার বিবাহকালে কংস দৈববাণীতে অবগত হয় যে, দেবকীর গর্ভ-জাত অষ্টম সন্তানের হস্তে সে নিধন প্রাপ্ত হইবে। এই হেতু কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। অতঃপর দেবকীর যেমন এক একটি সন্তান জন্মিতে লাগিল, কংসও অমনি তাহার প্রাণসংহার করিতে লাগিল। এইরূপে সাতটি সন্তান নিহত হওয়ার পর দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বসুদেব সেই ঘোর অন্ধকারময় রজনীতে শিশুটিকে ব্রজপুরে নন্দালয়ে প্রেরণ করিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে নন্দের সদ্যোজাতা কন্যাকে আনাইয়া সূতিকাগারে রক্ষা করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে কংস বালিকা হইতে অনিষ্টাশঙ্কা নাই বুঝিয়াও তাহার প্রাণসংহারার্থ পাষাণে নিক্ষেপ করিল।

অতঃপর কৃষ্ণ ও বলরাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কংসের ধনুর্যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া তাহার বিনাশ সাধন করিলে বসুদেব ও দেবকী কারামুক্ত হইয়া বহুকাল পরে পুত্রামুখা-বলোকনে সুখসাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং কৃষ্ণ মথুরার রাজা হইলে সচ্ছন্দে কালহরণ করিতে লাগিলেন। রোহিণীর গর্ভে বসু-দেবের সুভদ্রা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। যদুবংশ-ধ্বংসের পর কৃষ্ণবলরাম তনুত্যাগ করিলে ইনি শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। অনন্তর অর্জ্জুন আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে কৃষ্ণের শেষ আদেশ জ্ঞাপন করিয়া যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন।

বসু-দেবতা—ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। বহু। সং ; স্ত্রী।

বসুধা—ধরণী, পৃথিবী। বসু (রত্ন)—ধা (ধারণ করা)+ড ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বসুধাধর—ভূধর, পর্ব্বত। বসুধার ধর (ধারণ কর্ত্তা), ৬তৎ। সং ; পু।

বসুধাধিপ—ভূপতি, রাজা। বসুধার অধিপ, ৬তৎ। সং; পুং।

বসুধাভৃৎ—ভূপতি, রাজা; ভূধর, পর্ব্বত। বসুধা শব্দ (পৃথিবী)—ভৃ (ভরণ করা) + ক্বিপ্ ক। সং; পুং।

বসুধারা—ধন-প্রবাহ; চেদিরাজ বসুকে দীয়মান ঘৃতাদির ধারা, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধকালে ভিত্তিগাত্রে প্রদত্ত ঘৃতধারা; কুবেরপুরী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বসুন্ধরা—বসুমতী, ধরণী। [বসুন্ধরা বাসুদেবের মহিষী। বাসুদেবই ইঁহার একমাত্র অধিনায়ক। তিনি কপিলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিরন্তর এই ধরা ধারণ করিয়া আছেন। এক সময়ে বসুমতী মূর্ত্তিমতী হইয়া সীতাকে পাতালে লইয়া গিয়াছিলেন]। বসু ধারণ করে যে, উপ; বসু শব্দ (রত্ন)—ধৃ (ধারণ করা) + খ ক + আপ্। সং; স্ত্রী।

বসুমতী—বসুধা, পৃথিবী। বসু (রত্ন) + মতু অস্ত্যর্থে + ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বসুসেন—অঙ্গরাজ কর্ণ, দাতাকর্ণ। বসু (ধন) হইয়াছে সেনা যাঁহার (অর্থাৎ যিনি ধনদান দ্বারা সকলকে বশ করিয়াছিলেন), বহু। সং; পুং।

বসুস্থলী—কুবের-পুরী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বস্ক—অধ্যবসায়; উদ্যোগ। বস্ক (গমন করা) + অল্ ভা। সং; পুং। [সং; পুং।

বস্ত—ছাগল। বস্ত (বধ করা) + অল্ র্ম।

বস্তি—১। নাভির অধোদেশ, তলপেট; মূত্রস্থলী; বাসস্থান। বস (আচ্ছাদন বা বাস করা) + তি অধি। ২। বাস। বস + তি ভা। ৩। বস্ত্র-দশা, কাপড়ের দশী। বস + তি ণ। সং; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে বস্তি, বস্তী।

বস্তিমল—মূত্র। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বস্তী—বস্তি দেখ। সং; স্ত্রী।

বস্তু—পদার্থ, দ্রব্য, জিনিস; বৃত্তান্ত; সৎপাত্র; ব্রহ্ম; সত্য। বস (বাস করা) + তুন্ ক। সং; ক্লী। [তস্। ব্য।

বস্তুতঃ—ফলতঃ, বাস্তবিক; যথার্থতঃ। বস্তু +

বস্তুতত্ত্ব—পদার্থের স্বরূপ, পদার্থের উৎপত্তি বিনাশ গুণাগুণ প্রভৃতি ধর্ম্ম। ৬তৎ। সং।

বস্তুতত্ত্বজ্ঞ—পদার্থের স্বরূপবেত্তা, যে পদার্থসমূহের গুণাদি জানে। বস্তুতত্ত্ব—জ্ঞা (জানা) + ড ক। বিণ; ত্রি।

বস্ত্য—ভবন, আলয়, গৃহ। বস্তি দেখ; বস্তি + ক্য। সং; ক্লী।

বস্ত্র—বসন, কাপড়। বস (আচ্ছাদন করা) + ত্র ণ। সং; ক্লী।

বস্ত্রকুট্টিম—বস্ত্রগৃহ, তাঁবু; ছত্র, ছাতা। বস্ত্র নির্ম্মিত কুট্টিম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ক্লী।

বস্ত্রগৃহ—বস্ত্রাবাস, তাঁবু। বস্ত্রদ্বারা নির্ম্মিত গৃহ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বস্ত্রগ্রন্থি—নীবী, কাপড়ের গাঁইট। ৬তৎ। সং; পুং। [৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বস্ত্রমণ্ডিত—বস্ত্রাচ্ছাদিত, কাপড় দিয়া মোড়া।

বস্ত্রহরণ—কাপড় কাড়িয়া লওয়া, উলঙ্গ করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বস্ত্রাচ্ছাদিত—বসনাবৃত, কাপড়ে ঢাকা। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [ক্লী।

বস্ত্রাঞ্চল—কাপড়ের আঁচল। ৬তৎ। সং;

বস্ত্রাবরণ—কাপড়ের আচ্ছাদন। ৬তৎ। সং; ক্লী। [বিণ; ত্রি।

বস্ত্রাবৃত—বসনাচ্ছাদিত, কাপড়ে ঢাকা। ৩তৎ।

বস্থা—অবস্থা, দশা। অব—স্থা (থাকা) + ঙ ভা + আপ্। সং; স্ত্রী।

বস্ন—১। বেতন; দ্রব্য; ধন; ত্বক্; মূল্য; বস্ত্র। বস (বাস করা) + ন ণ। ২। মৃত্যু, মরণ। বস + ন ভা। সং; ক্লী। ৩। ক্রয়। সং; পুং।

বস্নসা—স্নায়ু, শরীরস্থ সূক্ষ্মনাড়ী। বস্ন শব্দ (ত্বক্)—সো (নাশ করা) + ড ক + আপ্। সং; স্ত্রী।

বস্বৌকসারা—অলকাপুরী; অমরাবতী; ইন্দ্র-নদী; অযোধ্যাপুরী। বসুর (ধনের) ওকঃ (বাসস্থান), বস্বৌকঃ, ৬তৎ; বস্বৌকস্ শব্দ—আঙ্—রা (গ্রহণ করা) + ড ক + আপ্। সং; স্ত্রী।

বহ—১। বহনকর্ত্তা। বহ (বহন করা) + অম্ ক। বিণ; ত্রি। ২। ঘোটক; বাহন, যান; নদ; পথ; বায়ু; বৃষের স্কন্ধদেশ; বাহু। সং; পুং। [সং; পুং।

বহতু—পথিক; বৃষ। বহ (বহন করা) + অতু।

বহন—১। ধারণ; বহিয়া যাওয়া; লইয়া যাওয়া। বহ (বহা) + অনট্ ভা। ২। বাহন। বহ + অনট্ ণ। সং; ক্লী।

বহনীয়—বহনযোগ্য, বাহ্য। বহ (বহা) + অনীয় র্ম। বিণ; ত্রি।

বহমান—বহনশীল, যাহা বহিয়া যাইতেছে এরূপ। বহ (বহা) + শান ক। বিণ; ত্রি।

বহল—১। পোত, নৌকা। বহ (বহা) + অলন্ ক। সং; পুং। ২। বহুল, অনেক; দৃঢ়, কঠিন। বিণ; ত্রি।

বহা—স্রোতস্বিনী, নদী। বহ (বহা) + অন্ ক + আপ্। সং; স্ত্রী।

বহিঃ—(বহিস্)। বাহির। বহ + ইস্ ক। ব্য।

বহিঃপ্রকোষ্ঠ—বাহিরের কক্ষ, বাড়ীর বাহিরের ঘর। বহিঃ স্থিত প্রকোষ্ঠ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

বহিঃসংসার—বহির্জ্জগৎ, দৃশ্যমান সাংসারিক বিষয়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

বহিঃস্থ, বহিষ্ঠ—বাহিরে স্থিত। বহিস্ (বাহির)—স্থা (থাকা) + ড ক। বিণ; ত্রি।

বহিত্র—জলযান, পোত, নৌকা; ক্ষেপণী, দাঁড়। বহ (বহা) + ইত্র ণ। সং; ক্লী।

বহিরঙ্গ—বাহ্য অঙ্গ; পর; (ব্যাকরণে) প্রত্যয়ঘটিত কার্য্য। বহিঃ যে অঙ্গ, কর্ম্মধা। ক্লী।

বহিরাবরণ—বাহিরের আচ্ছাদন; বাহিরের ঢাকনি। বহিঃ স্থিত যে আবরণ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বহিরিন্দ্রিয়—বাহ্যেন্দ্রিয়, চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্—এই পাঁচ ইন্দ্রিয়। বহিঃ যে ইন্দ্রিয়, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বহির্গত—বাহিরে প্রস্থিত, নির্গত, নিঃসৃত, যে বাহির হইয়াছে এরূপ। বহিঃ (বহিস্)—গম (যাওয়া) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বহির্গমন।

বহির্গমন—বাহিরে যাওয়া, নির্গমন, নিঃসরণ। ৭তৎ। সং; ক্লী।

বহির্জ্জগৎ—বহিঃসংসার, দৃশ্যমান জাগতিক ব্যাপার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বহির্দ্বার—বাহিরের দরজা, সদর দরজা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বহির্বাণিজ্য—দেশের বাহিরে অর্থাৎ ভিন্ন দেশে ক্রয়বিক্রয়। বহিঃ (বাহিরে) বাণিজ্য, ৭তৎ। সং; ক্লী। বিপরীতার্থক শব্দ অন্তর্বাণিজ্য।

বহির্ভূত—বহির্গত। বহিস্ শব্দ (বাহির)—ভূ (হওয়া) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বহির্মুখ—বিমুখ; বাহ্য বিষয়ে আসক্তি। বহিঃ (বাহিরে) মুখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বহির্বাটী—বাহির বাড়ী, সদর বাড়ী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বহির্বাস—বৈষ্ণবেরা প্রথমে কৌপীন আঁটিয়া তাহার উপরে যে একখানা কচ্ছহীন বস্ত্র পরিধান করে। বহিঃ (বাহ্য) বাস (বস্ত্র), কর্ম্মধা। সং; পুং।

বহিষ্করণ—বাহির করিয়া দেওয়া, দূরীকরণ। বহিস্ শব্দ (বাহির)—কৃ (করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে বহিষ্কৃত।

বহিষ্কৃত—যাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, দূরীকৃত। বহিস্ শব্দ (বাহির)—কৃ (করা) + ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বহিষ্করণ।

বহিষ্ক্রান্ত—বহির্নিঃসারিত, দূরীকৃত, বাহিরে বিতাড়িত। বহিস্ (বহিঃ)—ক্রম + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বহ্নি—অনল, অগ্নি। বহ (বহা) + নি ক। সং; পুং।

বহ্নিগর্ভ—শমীবৃক্ষ, শাঁইগাছ। বহ্নি হইয়াছে গর্ভে যাহার, বহু। সং; পুং।

বহ্নিমিত্র, বহ্নিসখ—বায়ু। বহ্নি (অগ্নি) হইয়াছে মিত্র বা সখা যাহার, বহু। সং; পুং।

বহ্নিমুখ—দেবতা। বহ্নি হইয়াছে মুখ (স্বরূপ) যাহাদের, বহু। সং; পুং।

বহ্নিরাশি—অগ্নিরাশি, আগুনের স্তূপ। ৬তৎ। সং ; পু।
বহ্নিরেতাঃ—(বহ্নিরেতস্)। শিব। বহ্নিতে (অগ্নিতে) নিষিক্ত হয় রেতঃ (শুক্র) যাঁহার, বহু। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।
বহ্নিশিখা—অগ্নিশিখা, আগুনের শীষ। ৬তৎ।
বহ্নিসংস্কার—অগ্নিসংস্কার, আগুনে পোড়ান ; শবদাহ। ৩তৎ। সং ; পু।
বহ্নিসখ—বহ্নিমিত্র দেখ।
বহ্য—বাহন ; যান ; শকট, গাড়ি। বহ (বহন করা)+য ণ। সং ; ক্লী।
বা—সাদৃশ্য ; সমুচ্চয় ; বিকল্প ; বিতর্ক ; বিশ্বাস ; অতীত ; নানার্থ ; পাদপূরণ ; নিশ্চয়। বা +ক্বিপ্ ভা। ব্য। [ত্রি।
বাংশ—বংশসম্বন্ধীয়। বংশ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ;
বাংশিক—বংশীবাদক। বংশ+ষ্ণিক। সং ; পু।
বাক্ (বাচ্), বাচা—১। বাক্য, বচন, কথা ; শব্দ ; বিদ্যা। বচ (বলা)+ক্বিপ্ র্ম, ২য় পক্ষে তন্মতান্তরে আপ্। ২। বাগিন্দ্রিয়। বচ+ক্বিপ্ ণ। সং ; স্ত্রী।
বাক—বাক্য, বচন, কথা। বচ (বলা)+ ঘঞ্ ভা। সং ; পু।
বাকোবাক্য—উত্তর-প্রত্যুত্তর। সং ; ক্লী।
বাক্‌কলহ—কথা দ্বারা ঝগড়া। ৩তৎ। সং ; পু।
বাক্‌চাতুরী—কথার ছল, কপট বাক্য। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
বাক্‌ছল—বাক্য-ব্যাজ। ৬তৎ। সং ; পু।
বাক্‌পটু—সুবক্তা, বাগ্মী। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।
বাক্‌পটুতা—বাক্যকথনে নৈপুণ্য। বাক্‌পটু শব্দ +তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।
বাক্‌পতি—সুবক্তা ; বৃহস্পতি। ৬তৎ। সং ; পু।
বাক্‌পারুষ্য—বাক্যকথনে রূঢ়তা, অপ্রিয় বাক্যপ্রয়োগ, কটুবাক্যঘটিত বিবাদবিশেষ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [স্ত্রী।
বাক্‌প্রণালী—বাক্যকথন রীতি। ৬তৎ। সং ;
বাক্‌রোধ—বাক্‌শক্তির বিলোপ, কথা কহিতে না পারা, স্বর রুদ্ধ হওয়া। ৬তৎ। সং ; পু। সন্ধিকরিলে বাগ্রোধ হয়। [সং ; স্ত্রী।
বাক্‌শক্তি—কথা কহার ক্ষমতা। ৬তৎ।
বাক্‌শক্তিরহিত—কথা কহিবার ক্ষমতাশূন্য, বোবা। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।
বাক্‌শক্তিহীন—বাক্‌শক্তিরহিত, মূক, বোবা। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।
বাক্‌সিদ্ধ—অব্যর্থ বাক্যশালী, যাহা বলে তাহাই হয় এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।
বাক্‌সিদ্ধি—বাক্য বিষয়ে সিদ্ধি, অমোঘ বাক্য-কথন ক্ষমতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
বাক্য—১। বচন, কথা ; বিভক্ত্যন্ত পদসমুদায়। বচ (বলা)+ঘ্যণ্ র্ম। ২। ব্যাকরণে—যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিযুক্ত পদসমষ্টি। সং ; ক্লী।
বাক্যপরম্পরা—বচনশ্রেণী, একটার পর একটা কথা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
বাক্যবাণ—বচনরূপ শর, মর্ম্মভেদী কথা। বাক্য রূপ বাণ, রূপক। সং ; পু।
বাক্যবিশারদ—বাক্‌পটু, বাগ্মী। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। [৬তৎ। সং ; পু।
বাক্যব্যয়—অধিক বাক্যকথন ; বৃথা কথা বলা।
বাক্যসুধা—বচনরূপ অমৃত, অতি মিষ্ট কথা। রূপক। সং ; স্ত্রী।
বাক্যস্খলন—বাক্যের অর্দ্ধোচ্চারণ, অনুদ্দিষ্ট বাক্য কথন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।
বাক্যস্থ—বাক্যস্থিত ; কথার বাধ্য। বাক্য—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।
বাক্যস্ফূর্ত্তি—বাক্যের স্ফুরণ, কথা বাহির হওয়া, প্রথম বাক্যোচ্চারণ। ৬তৎ। সং।
বাক্যালাপ—কথোপকথন। ৩তৎ। সং ; পু।
বাগাড়ম্বর—বাক্যের আড়ম্বর, বচনচ্ছটা, কথার জাঁকজমক। বাক্‌এর আড়ম্বর, ৬তৎ। সং ; পু।
বাগিন্দ্রিয়—মুখ। বাক্ সাধন ইন্দ্রিয়, মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।
বাগীশ, বাগীশ্বর—বাক্‌পতি, বৃহস্পতি ; সুবক্তা ব্রহ্মা। বাক্‌এর ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু।
বাগীশা, বাগীশ্বরী—বাগ্‌দেবী, সরস্বতী। বাক্‌-এর ঈশা বা ঈশ্বরী, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
বাগুরা—পাশ, জাল, ফাঁদ। বা (বধ করা) +গুর ণ+আপ্। সং ; স্ত্রী।
বাগুরিক—ব্যাধ, লুব্ধক। বাগুরা+ষ্ণিক জীবি-কার্থে। সং ; পু। [সং ; ক্লী।
বাগ্‌জাল—কথার-ফাঁদ, বাগাড়ম্বর। ৬তৎ।
বাগ্‌-ডম্বর—কথার জাঁক। ৬তৎ। সং ; পু।
বাগ্‌-দণ্ড—তিরস্কার ; বাক্যসংযম। ৬তৎ। সং ; পু।
বাগ্‌দত্তা—বিধিপূর্ব্বক বাক্য দ্বারা দত্তা (কন্যা), যাহার বিবাহসম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে এরূপ (কন্যা)। ৩তৎ। বিণ ; স্ত্রী। [বিণ ; ত্রি।
বাগ্‌দরিদ্র—মিতভাষী ; বিনীতবাক্। ৩তৎ।
বাগ্‌দান—বিবাহার্থ বাক্য দ্বারা দান। ৩তৎ। সং ; ক্লী।
বাগ্‌দুষ্ট—বাক্যে দোষযুক্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।
বাগ্‌দেবতা, বাগ্‌দেবী—বাগীশ্বরী, সরস্বতী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
বাগ্মী—(বাগ্মিন্)। বাক্-পটু, বক্তা, মিত-প্রশস্তবাক্ ; বাচাল। বাচ্ শব্দ (বাক্য) +গ্মিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। [ত্রি।
বাগ্‌যত—সংযত-বাক্, মৌনী। ৭তৎ। বিণ ;
বাগ্‌যুদ্ধ—কথার লড়াই, কথাকাটাকাটি। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।
বাগ্বিতণ্ডা—তর্কবিতর্ক, বাগাড়ম্বর। ৬তৎ।
বাগ্‌বিদগ্ধ—বাক্যনিপুণ, বাক্যরসিক। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বাগ্‌বিদগ্ধা।
বাগ্‌বৈদগ্ধ—বাক্‌পটুতা, বাক্যকথনে নৈপুণ্য। ৭তৎ। সং ; ক্লী।
বাঙ্গালা—বঙ্গদেশ ; বঙ্গভাষা। বঙ্গ দেখ।
বাঙ্গালী—বাঙ্গালীরা আর্য্যজাতিসম্ভূত। বঙ্গ-দেশে বাস বলিয়া বাঙ্গালী নামে আখ্যাত।
বাঙ্‌নিষ্ঠা—বাক্যসংযম, অল্পভাষিতা ; সত্য-বাদিতা। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।
বাঙ্ময়—১। বাক্যময়, বাক্যাত্মক। বাচ্(বাক্য) +ময়ট্। বিণ ; ত্রি। ২। শাস্ত্র ; সাহিত্য ; বক্তৃতা ; বাক্যজনিত পাপ। সং ; ক্লী।
বাঙ্মুখ—উপন্যাস, বাক্যারম্ভ ; মুখবন্ধ। "বাক্-এর মুখ, ৬তৎ। সং ; ক্লী।
বাচংযম—১। সংযত-বাক্, মৌনাবলম্বী ; মিত-ভাষী। বাচ্ শব্দের ২য়ার ১বচনে বাচং (বাক্যকে)—যম (সংযত করা)+খ ক। বিণ ; ত্রি। ২। মৌনব্রতাবলম্বী মুনি। সং।
বাচক—কথক ; বোধক, অভিধাশক্তি দ্বারা অর্থ-প্রকাশক (শব্দ) ; পাঠক। বচ (বলা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বাচিকা।
বাচন, বাচনা—কথন ; ব্যাখ্যান ; পঠন। ণিজন্ত বচ বা বাচি (বলা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।
বাচনক—প্রহেলিকা, হেঁয়ালি। বাচন+কণ্। সং ; ক্লী।
বাচনিক—বচননিষ্পন্ন ; মুখের কথায় প্রকা-শিত ; মৌখিক। বচন+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।
বাচস্পতি, বাচঃপতি—বৃহস্পতি ; সুবক্তা, বাগ্মী ; বিদ্বান্। বাচঃ (বাক্যের) পতি, অলুক্ ৬তৎ। সং ; পু।
বাচস্পত্য—বাগ্মিতা, বাক্‌পটুতা। বাচস্পতি (বাগ্মী)+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।
বাচা—বাক্ দেখ।
বাচাট, বাচাল—বহু-কুৎসিত-ভাষী ; যে অকা-রণে অনেক কথা কহে এরূপ, অসম্বদ্ধ-প্রলাপী। বাচ্ (বাক্য)+আট, আল। বিণ ; ত্রি।
বাচিক—১। বাক্যনিষ্পাদিত, বাচনিক। বাচ্ শব্দ (বাক্য)+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। ২। সন্দেশ-বাক্য, সংবাদ। সং ; ক্লী।
বাচিকপত্র—লিপি, চিঠিপত্র ; সংবাদপত্র। ৬তৎ। সং ; ক্লী।
বাচিকহারক—সংবাদবাহক, সন্দেশবহ, দূত। বাচিক—হৃ (হরণ)+ণক ক। সং ; পু।
বাচ্য—১। বক্তব্য, কথনীয় ; নিন্দনীয় ; মুখ্যার্থ অভিধেয় ; প্রতিপাদ্য। বচ (বলা)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। নিন্দা। সং ; স্ত্রী।
বাচ্যতা—কথনীয়তা ; নিন্দনীয়তা। বাচ্য শব্দ +তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।
বাচ্যমান—কথ্যমান ; উচ্চার্য্যমান ; নিন্দ্য।

ণিজন্ত বচ বা বাচি (বলা)+শান র্ম। বিণ ; ত্রি।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা—অলঙ্কার দেখ।

বাজ—১। শরপক্ষ ; শব্দ। বজ+ঘঞ্ ক। ২। বেগ। বজ (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। ৩। ঘৃত ; যজ্ঞ ; অন্ন ; বারি। সং ; ক্লী।

বাজপেয়—সামবেদবিহিত যাগবিশেষ। বাজ (ঘৃত) পেয় হয় যাহাতে বহ। সং ; পু ও ক্লী।

বাজপেয়ী—(বাজপেয়িন্)। বাজপেয়-যাগকারী। বাজপেয় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

বাজসনেয়ী—(বাজসনেয়িন্)। যজুর্ব্বেদশাখা-ধ্যায়ী। সং ; পু।

বাজিতা—পক্ষবত্তা, পক্ষিত্ব ; অশ্বত্ব ; শব্দবত্তা ; বেগবত্তা। বাজী দেখ ; বাজিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

বাজিন—আমিক্ষা-জল, ছানার জল। ণিজন্ত বজ বা বাজি (বাওয়ান, ইত্যাদি)+ইনন্ ক। সং ; ক্লী।

বাজিনী—১। বেগবতী। বাজী দেখ ; বাজিন্ +ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ঘোটকী। সং ; স্ত্রী।

বাজিমেধ—অশ্বমেধ যজ্ঞ। বাজির মেধ (বধ) যাহাতে, বহ, অথবা বাজি (অশ্ব) দ্বারা কৃত যে মেধ (যজ্ঞ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

বাজী—(বাজিন্)। ১। অশ্ব, ঘোটক ; পক্ষী ; গ্রহ ; শর, বাণ। বজ (গমন করা)+ণিন্ ক। সং ; পু। ২। বেগবান্। বাজ শব্দ (বেগ)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বাজিনী।

বাজীকরণ—অশ্ববৎ সুরত-শক্তি-কারক ঔষধাদি [যে ঔষধ সেবনে ঔষধের প্রভাব ও গুণা-ধিক্যবশতঃ মানবের শুক্র বর্দ্ধিত হয়, এবং বাজিবৎ রতিশক্তি প্রদান করে, তাহাই বাজীকরণ ঔষধ। বলকর দ্রব্য, বৃংহণ (পুষ্টিকর) দ্রব্য, এবং জীবনীয় দ্রব্যসমূহ বাজীকরণ-গুণসম্পন্ন]। বাজিন্ (অশ্ব) +চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=বাজী)—কৃ (করা)+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

বাঞ্ছনীয়—অভিলষণীয়,স্পৃহণীয়। বান্ছ (ইচ্ছা করা)+অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি।

বাঞ্ছা—ইচ্ছা, স্পৃহা, অভিলাষ। বান্ছ (ইচ্ছা করা)+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশে-ষণে বাঞ্ছিত।

বাঞ্ছা-কল্পতরু—যে বৃক্ষের নিকট যখন যাহা চাওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাই পাওয়া যায়। বাঞ্ছা পূরক যে কল্পতরু (কল্পতরু দেখ), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

বাঞ্ছিত—অভিলষিত, ঈপ্সিত। বান্ছ (ইচ্ছা করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বাঞ্ছা।

বাট—আবৃত স্থান ; মার্গ, পথ। সং ; পু।

বাটিকা, বাটী—আবৃত স্থান ; বাড়ী ; বাস্তু। বাট দেখ ; বাট+কণ্+আপ্, ২য় পক্ষে বাট+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বাট্যাল—বৃক্ষবিশেষ, বেড়েলা। সং ; পু।

বাড়ব, বাড়বেয়, বাড়ব্য—বর্গ্য ব-এ দেখ।

বাঢ়—১। সত্য ; স্বীকার ; ভৃশ। সং ; ক্লী। ২। অধিক ; দৃঢ়। বিণ ; ত্রি।

বাণ—১। শর, তীর ; ধ্বনি, শব্দ ; শর-বৃক্ষ, নলখাগড়ার গাছ ; গোস্তন ; অগ্নি ; নীল-ঝিণ্টী ; জনৈক কবি। বণ+ঘঞ্ ক। সং ; পু। ২। দৈত্যরাজ বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাণ কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার পুত্রত্ব লাভ করিল। শিব ইহাকে পুত্রবৎ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হই-লেন। বরপিতার উপদেশে বাণ শোণিত পুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিল। দৈত্যবর ক্রমে ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠিল। দেবতারা ইহার ভয়ে সদা সশঙ্ক অবস্থায় কালহরণ করিতে লাগিলেন।

বাণের কন্যা উষা স্বপ্নে কৃষ্ণ-পৌত্র অনি-রুদ্ধকে দেখিয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে এবং প্রিয়সখী চিত্রলেখার সহায়তায় তাঁহাকে আনয়ন করাইয়া তাঁহার সহিত গান্ধর্ব্ব-বিবাহে আবদ্ধ হয়। ক্রমে বাণ সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া সৈন্যগণের প্রতি অনি-রুদ্ধের প্রাণবিনাশের আদেশ প্রদান করিল। অনিরুদ্ধ সমস্ত দৈত্য-সেনা বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন বাণ স্বয়ং সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল ও অনি-রুদ্ধকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিল। অন-ন্তর দৈত্যবর তাঁহার প্রাণনাশে উদ্যত হইলে ধর্ম্মপরায়ণ মন্ত্রী কুষ্মাণ্ড ইহাকে তৎকার্য্যে নিবারণ করিলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ পাইয়া বল-রাম ও প্রদ্যুম্নাদি সমভিব্যাহারে শোণিত পুরে সমাগত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। স্বয়ং মহাদেব বাণের সাহায্যার্থ রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। তথাপি বাণ বদলবলে পরাজিত হইল। অনন্তর কৃষ্ণের কৃপায় বাণ জীবিতাবস্থাতেই মহাকাল নামে খ্যাত হইয়া শিবের পারিষদ্ মধ্যে পরিগণিত হইল। শোণিতপুরসহ দৈত্যরাজ্য ধার্ম্মিকপ্রবর কুষ্মাণ্ড প্রাপ্ত হই-লেন। লঙ্কাবিধ্বংসকারী হনুমানকে রাবণ বাণের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন।

বাণভট্ট—জনৈক পণ্ডিত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতা-ব্দীতে ইনি প্রাদুর্ভূত হন। ইনি কান্যকুব্জ-রাজ হর্ষ-বর্দ্ধনের (অপর নাম দ্বিতীয় শিলাদিত্য) সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে এই কয়েক খানি সবিশেষ প্রসিদ্ধ,—কাদম্বরী, হর্ষচরিত, রত্নাবলী, পার্ব্বতী-পরিণয় ও চণ্ডিকাশতক।

বাণলিঙ্গ—নর্ম্মদানদীসম্ভূত শিবলিঙ্গবিশেষ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বাণবার—বর্ম্ম, সাঁজোয়া। বাণ শব্দ (শর)—ণিজন্ত বৃ বা বারি (বারণ করা)+বণ্ ক। সং ; ক্লী ও পু। [সং ; স্ত্রী।

বাণসুতা—দৈত্যরাজ বাণের কন্যা উষা। ৬তৎ।

বাণহা—(বাণহন্)। শ্রীকৃষ্ণ। বাণ শব্দ (দৈত্যবিশেষ)—হন (বধ করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

বাণা—বাণমূল ; নীল ঝিণ্টা। সং ; স্ত্রী।

বাণারি—শ্রীকৃষ্ণ। বাণের (দৈত্যবিশেষের) অরি (রিপু), ৬তৎ। সং ; পু।

বাণাশ্রয়, বাণাসন—শরাসন, ধনুক। বাণের (শরের) আশ্রয় বা আসন, ৬তৎ। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বাণি—১। বস্ত্রাদি বপন, কাপড় চোপড় বোনা। বণ (শব্দ করা)+ইঞ্ ভা। ২। বাণ-দণ্ড। বণ+ইঞ্ ণ। সং ; স্ত্রী।

বাণিনী—নর্ত্তকী ; মত্তা স্ত্রী ; দূতী ; বিদগ্ধা নায়িকা ; ষোড়শাক্ষর ছন্দোবিশেষ। বণ (শব্দ করা)+ণিন্ ক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বাণী—১। বাক্য, কথা ; বপন। বণ (শব্দ করা)+ইঞ্ র্ম। ২। বাগ্দেবী, সরস্বতী। বণ+ইঞ্ ক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার—সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিত। হুগলি জেলার অন্তর্গত গুপ্তপল্লী গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামদেব তর্কবাগীশ। বাল্যকাল হইতেই ইনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। এ সম্বন্ধে একটী কৌতুকাবহ গল্প শুনা যায়। একদা ইঁহাদের বাটীতে শ্যামা-পূজা হইতেছিল। এমন সময় এক সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইয়া শ্যামাস্তবাত্মক একশত আটটী সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করেন। এই শ্লোকগুলি অতীব সুমধুর ও কবিত্বপূর্ণ। শ্লোকপাঠের কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসী আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, আহা, কেহ যদি শ্লোক-গুলি লিখিয়া লইত। সন্ন্যাসী শ্লোকগুলি মুখে মুখেই রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার আর পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা ছিল না। এরূপ সুন্দর শ্লোকগুলি লিখিত না হওয়ায় তত্রত্য অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বালক বাণেশ্বরও ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। ইনি বলি-লেন, আমি সমস্তই লিখিয়া লইয়াছি। এই বলিয়া তিনি সমুদয় অবিকল পাঠ

করিলেন। শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। ইঁহার পিতা বলিলেন, 'কালে বাণুও পণ্ডিত হইবে।' পিতার এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপেই ফলিয়াছিল। অল্প বয়সেই বাণেশ্বর নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন, এবং নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় একজন প্রধান সভাসদ্ হইয়াছিলেন। রাজা ইঁহাকে সাতিশয় ভক্তি করিতেন। এমন কি, ইনি উপস্থিত হইলে কৃষ্ণচন্দ্র দাঁড়াইতেন। কলিকাতার শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ ইঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। কলিকাতায় বাসের জন্য তিনি ইঁহাকে একটী বাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ চিত্রসেনের নিকটেও ইনি কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। ইঁহার কবিত্বশক্তি অসাধারণ ছিল। মুখে মুখে ইনি কবিত্বপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে।

বাত—১। বায়ু, বাতাস; রোগবিশেষ; জার। বা (বহা)+ক্ত ক। সং; পুং। ২। গত। বিণ; ত্রি। [সং; ক্লী।

বাতকর্ম্ম—অপানবায়ু ত্যাগ, পর্দ্দন। ৬তৎ।

বাতকী—(বাতকিন্)। বাতরোগগ্রস্ত। বাত+কিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে বাতকিনী। [পুং।

বাতকুম্ভ—গজকুম্ভের অধোদেশ। ৬তৎ। সং;

বাতকেলী—মধুর আলাপ; নায়ককৃত দন্তক্ষতবিশেষ। ৬তৎ। সং; পুং।

বাতগামী—(বাতগামিন্)। পক্ষী। বাত শব্দ (বায়ু)—গম (গমন করা)+ণিন্ ক। সং; পুং।

বাততুল—আকাশে উড্ডীয়মান সূত্র, 'বুড়ীর সুতা'। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বাতধ্বজ—মেঘ। বাত (বায়ু) হইয়াছে ধ্বজা যাহার, বহু। সং; পুং।

বাতপুত্র—মারুতি, হনুমান্; ভীম। বাতের (বায়ুর) পুত্র, ৬তৎ। সং; পুং।

বাতপ্রমী, বাতমজ, বাতমৃগ—বায়ুবৎ দ্রুতগামী হরিণ; নকুল। বাতপ্রমী=বাত শব্দ (বায়ু)—প্র—মা (পরিমাণ করা)+ঈ ক; বাতমজ=বাত শব্দ—অজ (গমন করা)+অ ক; বাতমৃগ=বাতবৎ মৃগ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং। [স্ত্রী।

বাতমণ্ডলী—বাত্যা, ঘূর্ণী বায়ু। ৬তৎ। সং;

বাতযন্ত্র—বায়ুচালিত যন্ত্র, বাতাসে চালিত কল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

বাতরক্ত, বাতশোণিত—রোগবিশেষ। সং; ক্লী।

বাতাট—বাতমৃগ; সূর্য্যের ঘোটক। বাত শব্দ (বায়ু)—অট (গমন করা)+অন্ ক। সং; পুং।

বাতান্দোলিত—বায়ু-কম্পিত, বাতাসের বেগে কম্পনযুক্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বাতাপি—জনৈক অসুর [ইল্বল দেখ]। বাত শব্দ—আপ (পাওয়া)+ই ক। সং; পুং।

বাতাপিসূদন—অগস্ত্যমুনি। বাতাপির সূদন (বিনাশক), ৬তৎ। সং; পুং।

বাতায়ন—১। গবাক্ষ। বাতের (বায়ুর) অয়ন (গমন) হয় যদ্দারা, বহু। সং; ক্লী। ২। অশ্ব। বাতের (বায়ুর) ন্যায় অয়ন (গমন) যাহার, বহু। সং; পুং।

বাতায়ু—মৃগ, হরিণ। বাত শব্দ (বায়ু)—অয় (গমন করা)+উ ক। সং; পুং।

বাতারি—এরণ্ডবৃক্ষ; শতমূলী; শেফালিকা; ভল্লাতক; শূরণ, ওল। ৬তৎ। সং; পুং।

বাতাবর্ত্ত—আবর্ত্তযুক্ত বায়ু, ঘূর্ণী বায়ু; প্রবল ঝটিকা। ৬তৎ। সং; পুং।

বাতাহত—বায়ু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত, ঝটিকাপ্রহৃত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বাতি—সূর্য্য; চন্দ্র; বায়ু। বা (যাওয়া)+অতি ক। সং; পুং।

বাতিক—১। বাত-জনিত, বায়ু-জাত। বাত+ফিক। বিণ; ত্রি। ২। রোগবিশেষ। সং; পুং।

বাতুল, বাতূল—১। বাতসমূহ, বাত্যা, ঝড়। বাত (বায়ু)+উল, ঊল। সং; পুং। ২। উন্মত্ত, পাগল; বাতরোগগ্রস্ত। বিণ; ত্রি।

বাতোন্মূলিত—বায়ু দ্বারা উৎপাটিত, ঝড়ের বেগে উপ্‌ড়াইয়াছে এরূপ। ৩তৎ। বিণ।

বাত্যা—বাতসমূহ, প্রবল বায়ু, ঝড়। বাত (বায়ু)+য সমূহার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

বাত্যাকুল—ঝটিকাকুল, ঝটিকা দ্বারা পীড়িত। বাত্যা দ্বারা আকুল, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বাত্যানিনাদ—ঝটিকা-ধ্বনি, ঝড়ের শব্দ। ৬তৎ। সং; পুং। [৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বাত্যাপীড়িত—ঝটিকা-কাতর, ঝটিকাহত।

বাৎসল্য—বৎসলতা, স্নেহ; রসবিশেষ [রস দেখ]। বৎসল+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

বাৎস্য—বৎসমুনির পুত্র; গোত্রবিশেষ। বৎস+ষ্য অপত্যার্থে। সং; পুং।

বাৎস্যায়ন—বৎসমুনির পুত্র। বৎস্য+ফায়ন অপত্যার্থে। সং; পুং।

বাদ—১। বাক্য; উক্তি; বিতর্ক; প্রবাদ; যথার্থ বিচার। বদ (বলা)+ঘঞ্ ভা। ২। বাদ্য, বাজনা। বদ+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পুং।

বাদক—বাদ্যকর। ণিজন্ত বদ বা বাদি (বলান)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

বাদন—১। বাজান। ণিজন্ত বদ বা বাদি (বলান)+অনট্ ভা। ২। বাদ্য। বাদি+অনট্ র্ম্ম। সং; ক্লী। বিশেষণে বাদিত।

বাদপ্রতিবাদ—উত্তরপ্রত্যুত্তর, তর্কবিতর্ক। দ্বন্দ্ব। সং; পুং।

বাদরায়ণ, বাদরায়ণি—বর্গ্য ব-এ দেখ।

বাদল—১। যষ্টিমধু। বাত শব্দ—দল (ভেদ করা)+অ, নিপাতনে। সং; ক্লী। ২। দুর্দ্দিন, বর্ষা। দেশজ।

বাদানুবাদ—তর্কবিতর্ক; কলহ, ঝগড়া। বাদ এবং অনুবাদ, দ্বন্দ্ব। সং; পুং।

বাদাল—বোয়াল মাছ। বদাল+ক স্বার্থে। সং; পুং। [বিণ; ত্রি।

বাদি—বিদ্বান্, পণ্ডিত। বদ (বলা)+ই ক।

বাদিত—ধ্বনিত, যাহা বাজান হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত বদ বা বাদি (বলান)+ক্ত-র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বাদন।

বাদিত্র—বাদ্যযন্ত্র। ণিজন্ত বদ বা বাদি (বলান)+ইত্র র্ম্ম। সং; ক্লী। [দেখ।

বাদিনী—বক্ত্রী; অর্থিনী। বিণ; স্ত্রী। বাদী

বাদী—(বাদিন্)। বক্তা; অভিযোক্তা, অর্থী, ফরিয়াদী (Plaintiff, Complainant)। বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে বাদিনী।

বাদ্য—১। বাজনা। ণিজন্ত বদ বা বাদি (বলান)+য ভা। ২। বাজনার যন্ত্র। বাদি+য র্ম্ম। সং; ক্লী। [ক্লী।

বাদ্যভাণ্ড—বাদ্যযন্ত্রসমূহ। ৬তৎ বা দ্বন্দ্ব। সং;

বাধ, বাধন—বর্গ্য ব-এ দেখ।

বান—১। বন্য। বন্ শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। বিণ; ত্রি। ২। জলপ্লাবন, বন্যা; বনসমূহ। বন শব্দ+ষ্ণ সমূহার্থে। ৩। গন্ধ; গমন। বা (যাওয়া)+অনট্ ভা। ৪। শুষ্কফল। বৈ (শোষণ করা)+ক্ত ক। সং; ক্লী। ৫। শুষ্ক। বিণ; ত্রি।

বানপ্রস্থ—তৃতীয় আশ্রমাবলম্বী; তৃতীয় আশ্রম [আশ্রম দেখ]। বন শব্দ—প্র—স্থা (যাওয়া)+ড ক+ষ্ণ। সং; পুং।

বানর—কপি, শাখামৃগ, বাঁদর। বা+নর; অথবা বান শব্দ (বনসমূহ)—রম (ক্রীড়া করা) বা রা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে বানরী। [কেহ কেহ বলেন, রামচন্দ্র যাহাদের সাহায্যে লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন, তাহারা প্রকৃতপক্ষে কপিজাতীয় নহে,—বনবাসী অসভ্য মনুষ্যজাতীয়]।

বানরেন্দ্র—১। বানরশ্রেষ্ঠ। বানরগণের মধ্যে ইন্দ্র (প্রধান), ৬তৎ। বিণ; পুং। ২। সুগ্রীব; হনুমান্। সং; পুং।

বানস্পত্য—বনস্পতি। বনস্পতি দেখ; বনস্পতি+ষ্য স্বার্থে। সং; পুং।

বানায়ু—ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমস্থ দেশবিশেষ। সং; পুং।

বানায়ুজ—বানায়ু দেশজাত অশ্ব। বানায়ু শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। সং; পুং।

বানীর—বেতস বৃক্ষ, বেতগাছ। বন+ঈর+ক। সং; পু।

বান্ত—উদ্গীর্ণ, যাহা বমি করা হইয়াছে এরূপ। বম (বমি করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বমন।

বান্তি—বমন, উদ্গীরণ। বম (বমি করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বাপ—বয়ন, কাপড় চোপড় বোনা; রোপণ, বীজ বোনা; মুণ্ডন, ক্ষৌর। বপ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বাপক—রোপণ, বয়ন বা মুণ্ডনকারক। ণিজন্ত বপ বা বাপি+ণক ক। বিণ; ত্রি।

বাপদণ্ড—কাপড় বুনিবার তাঁত। ৬তৎ। সং; পু বা ক্লী।

বাপন—রোপণ, বয়ন বা মুণ্ডন করান। ণিজন্ত বপ বা বাপি+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে বাপিত।

বাপি, বাপী—দীর্ঘিকা, দীঘি; পুষ্করিণী। বপ (বপন করা)+ইঞ্ অধি, বিকল্পে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বাপিত—বয়নকৃত; মুণ্ডিত; রোপিত। ণিজন্ত বপ বা বাপি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বাপন।

বাপীহ—চাতকপক্ষী। বাপী শব্দ (জলাশয়)—হা (ত্যাগ করা)+ড ক। সং; পু।

বাপুদেব শাস্ত্রী—১৮২১ খ্রীঃ ইনি পুনানগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা সীতারাম দেব বেদবিৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাল্যে বাপুদেব সংস্কৃত এবং একটি মারাঠী বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষা করেন। ১৮৩৭ খ্রীঃ পিতার সহিত ইনি নাগপুরে আসিয়া বাস করেন এবং সেইখানে কৌমুদী ব্যাকরণ, লীলাবতী ও বীজগণিত অধ্যয়ন করেন। সেহোরের পলিটিকেল এজেন্ট এল, উইল্‌কিন্সন সাহেব একদা নাগপুরে আসিয়া বাপুদেবের গণিতবিদ্যায় নৈপুণ্য দর্শনে আনন্দিত হন এবং তথা হইতে ইঁহাকে সেহোরে লইয়া যান। বাপুদেব সেখানে দুই বৎসরকাল সকালে সংস্কৃত কলেজে সিদ্ধান্ত শিরোমণি ও বৈকালে হিন্দি বিদ্যালয়ে পাটীগণিত ও বীজগণিতের অধ্যাপনা করেন। উক্ত সাহেবের যত্নে ১৮৪২ খ্রীঃ বাপুদেব বেনারস সংস্কৃত কলেজের গণিত ও জ্যোতিষ অধ্যাপনার জন্য নিযুক্ত হন। ইউরোপীয় প্রণালীতে একখানি বীজগণিত হিন্দি ভাষায় রচনার জন্য বাপুদেব উত্তর পশ্চিমের ছোটলাট টমার্সন সাহেবের নিকট ২০০০ টাকা মূল্যের একটি খেলাত পান (১৮৫৩ খ্রীঃ)। বাপুদেব সংস্কৃত ভাষায় পাটিগণিত, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তের একখানি ইংরাজী অনুবাদও করেন হিন্দি ভাষায় বীজগণিতের দ্বিতীয় ভাগ রচনার পুরস্কার স্বরূপ স্থানীয় ছোটলাট মিউর (Muir) সাহেব দরবার করিয়া বাপুদেবকে ১০০০ টাকা নগদ ও একজোড়া বহুমূল্য শাল প্রদান করেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ ইংলণ্ডের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী এবং ১৮৬৮ খ্রীঃ কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটী ইঁহাকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া সম্মানিত করেন। পর বৎসর ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদ লাভ করেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী ইনি সি, আই, ই, উপাধি-ভূষিত হন। গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বেনারসে যে জয়পুরাধিপতি-প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির আছে, ইহার মর্ম্ম বর্ত্তমান সময়ে বাপুদেবই বুঝিতেন ও বুঝাইবার সামর্থ্য রাখিতেন। কয়েক বৎসর হইল এই মহাত্মার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

বাম—১। দক্ষিণেতর, সব্য, বাঁ; তদ্দিকস্থ; বক্র; প্রতিকূল; সুন্দর; শ্রেষ্ঠ। বা (গমন করা)+ম ক। বিণ; ত্রি। ২। ধন। সং; ক্লী। ৩। মহাদেব; কন্দর্প, মদন। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বামা।

বামদেব—শিব; দশরথ রাজার কুলপুরোহিত। বশিষ্ঠ ও বামদেব দশরথের সর্ব্বপ্রধান ঋত্বিক্। কর্ম্মধা। সং; পু।

বামন—১। বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার [অবতার দেখ]; পণ্ডিতবিশেষ; দক্ষিণদিকের হস্তী। ণিজন্ত বম বা বমি+অন ক। সং; পু। ২। খর্ব্ব, বেঁটে; নীচ। বিণ; ত্রি।

বামন অবতারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ;—

দৈত্যরাজ বলি প্রবল হইয়া দেবতাদিগকে দেবলোক হইতে বিচ্যুত করিলে দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু দেবতাদিগের উদ্ধারকল্পে কশ্যপ মুনির ঔরসে তৎপত্নী অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মপরিগ্রহ করেন।

অনন্তর বলি একদা এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞে যে যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাকে তাহাই দেওয়া হইবে। বামন অতি ধীরে ধীরে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলেন। বলি ভাবিলেন, এই বামনের পদ অতি ক্ষুদ্র,—সুতরাং ত্রিপাদ দ্বারা ইনি কতই ভূমি আবৃত করিবেন। এইরূপ ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ "তথাস্তু" বলিলেন। তখন বামন দেব স্বীয় নাভিদেশ হইতে আর একটি পদ নির্গত করিলেন এবং ত্রিপাদ দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল অবরোধ করিয়া ফেলিলেন। বলির এক্ষণে চৈতন্য হইল। তিনি নিজের জন্য একটু স্থান চাহিলেন। বামন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি একশত জন মূর্খ লইয়া স্বর্গে বাস করিতে ইচ্ছা কর, অথবা পাঁচ জন পণ্ডিত লইয়া পাতালে বাস করিতে চাও?" বলি পণ্ডিতসহ পাতালে বাস করিবার ইচ্ছা করিলে বামন তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দেবগণ নিষ্কণ্টক হইলেন।

বামলূর—বল্মীক, উইঢিপি। বাম—লূ (ছেদন করা)+রক্ ক। সং; পু।

বামলোচনা, বামাক্ষী—চারুনেত্রা, সুলোচনা (স্ত্রী)। বাম (সুন্দর) হইয়াছে লোচন বা অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। [আ॰। সং; স্ত্রী।

বামা—নারী; লক্ষ্মী। বাম দেখ; বাম+

বামাচার—বেদবিরুদ্ধ আচার, তন্ত্রোক্ত মদ্যাদি পঞ্চ-মকার সেবনরূপ আচার। বাম (বিরুদ্ধ) যে আচার, বহু। সং; পু।

বামাবর্ত্ত—বামদিকে আবর্ত্তবিশিষ্ট। বামে আবর্ত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বামিল—গর্ব্বিত, অহঙ্কারী, দাম্ভিক। বম+ইল ক। বিণ; ত্রি।

বামী—ঘোটকী; হস্তিনী; গর্দ্দভী; শৃগালী। বাম দেখ; বাম+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বামেতর—দক্ষিণ, ডাইন। বাম হইতে ইতর, ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

বামোরু—প্রশস্ত উরুবিশিষ্টা (স্ত্রী)। বাম (সুন্দর) হইয়াছে উরু যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

বায়—বপন, বস্ত্রাদি বোনা। বে (বোনা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে উত।

বায়ক—বপনকর্ত্তা। বে (বোনা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

বায়ন—পূজন; পিষ্টকবিশেষ। বায়ি+অনট্ ভা। সং; ক্লী। [সং; স্ত্রী।

বায়বী—উত্তর-পশ্চিমদিক্। বায়ু+ষ্ণ+ঈপ্।

বায়বীয়, বায়ব্য—১। গোরজঃ স্নান। সং; ক্লী। ২। বায়ু সম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। বায়ু+ঈয়, ষ্ণ্য সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি।

বায়স—কাক; শ্রীবাস। বয়স্+ষ্ণ, অথবা বয় (গমন করা)+অসচ্ ক+ষ্ণ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বায়সী।

বায়সারাতি, বায়সারি—পেচক। বায়সের (কাকের) অরাতি বা অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

বায়ু—পবন, বাতাস; প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান এই পাঁচটী প্রাণবায়ু [পঞ্চপ্রাণ দেখ]; কাহারও কাহারও মতে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে শরীরস্থ আরও পাঁচটী বায়ু আছে; নাগ বায়ুর কার্য্য উদ্গার, কূর্ম্মের কার্য্য নিমী-

লন, কৃকর বায়ু ক্ষুধাকারক, দেবদত্ত জৃম্ভণকারী, এবং ধনঞ্জয় সর্ব্বব্যাপী, ইহা মৃতাবস্থাতেও থাকে ; শরীরস্থ ধাতুবিশেষ [ত্রিদোষ দেখ]। বা (বহা)+উণ্ ক। সং ; পু। বায়ু উনপঞ্চাশৎ। পুরাণে লিখিত আছে যে, বায়ু যৎকালে দিতির গর্ভে ছিলেন, তৎকালে দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা ইহাঁকে সাত ভাগে বিভক্ত করেন। ইহাতে গর্ভস্থ বালক রোদন করিতে থাকিলে ইন্দ্র আবার সেই সাত খণ্ডকে সাত ভাগে বিভক্ত করেন। তাহাতে উনপঞ্চাশৎ বায়ুর উৎপত্তি হয়। বায়ু পঞ্চভূতের দ্বিতীয় ভূত ; আকাশ হইতে ইহার উৎপত্তি, ইহার গুণ শব্দ ও স্পর্শ [পঞ্চভূত দেখ]। বায়ু ৭ প্রকার, যথা- আবহ, প্রবহ, সম্বহ, নিবহ, উদ্বহ, বিবহ ও পরিবাহ। ভূবায়ু আবহ, তাহার উর্দ্ধগত বায়ু ক্রমে প্রবহাদি নামে অভিহিত।

বায়ুকোণ—উত্তর-পশ্চিম কোণ। ৬তৎ। সং।

বায়ু-কোষ—বায়ু থাকিবার শরীরাভ্যন্তরস্থ চর্ম্ম-ময় কোষ (Air-bladder)। ৬তৎ। সং ; ক্লী বা পু।

বায়ুগ্রস্ত—বায়ুরোগাক্রান্ত, উন্মাদ রোগযুক্ত : যাহার দেহস্থ বায়ু কুপিত হইয়াছে। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বায়ুতাড়িত—বায়ু দ্বারা আহত, বাতাসে সঞ্চালিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বায়ু-নিষ্কাশন-যন্ত্র—যে যন্ত্র দ্বারা কোন পদার্থের অন্তর্গত বায়ুকে সম্পূর্ণরূপে বাহির করা যায় (Air-pump)। সং ; ক্লী।

বায়ুপরিবর্ত্তন—ভিন্ন স্থানের ভিন্ন প্রকার বাতাস সেবন, হাওয়া বদলান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বায়ুপুত্র—পবনপুত্র ; হনুমান্ ; ভীম। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; পু।

বায়ুপ্রবাহ—বায়ুস্রোতঃ, বাতাসের বেগ। ৬তৎ।

বায়ুপ্রবেশ—বায়ুর অন্তর্গমন, ভিতরে বাতাস যাওয়া। ৬তৎ। সং ; পু।

বায়ুভক্ষ, বায়ুভুক্ (বায়ুভুজ্)—১। বায়ু ভক্ষণকারী। বায়ু শব্দ—ভক্ষ (খাওয়া)+ অন্ ক, ২য় পক্ষে বায়ু শব্দ—ভুজ+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। সর্প। সং ; পু।

বায়ুমান-যন্ত্র—যে যন্ত্র দ্বারা বায়ুর চাপ-পরিমাণ নির্ণীত হয় (Barometer)। সং ; ক্লী।

বায়ুরোগ—উন্মাদ ব্যাধি। বায়ু জাত রোগ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

বায়ুবর্ত্ম—(বায়ুবর্ত্মন্)। গগন, আকাশ। বায়ুর বর্ত্ম (পথ), ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বায়ুবাহ—ধূম ; বাষ্প। বায়ু হইয়াছে বাহ (বাহন) যাহার, বহু। সং ; পু।

বায়ুসখ, বায়ুসখি—বহ্নি। বায়ু হইয়াছে সখা (মিত্র) যাহার, বহু। সং ; পু।

বায়ুসঞ্চালন—বায়ু চালন, বাতাস করা। ৬তৎ সং ; ক্লী।

বায়ুসন্তাড়িত—বায়ুতাড়িত, বাতাসে চালিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বায়ুসম্ভব—হনুমান্ ; ভীম। বায়ু হইতে সম্ভব (জাত), ৫তৎ। সং ; পু।

বায়ুসেবন—বায়ু সেবা করা, বাতাস গায়ে লাগান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বায়ুস্তর—বাতাসের থাক। ৬তৎ। সং ; পু।

বার্—জল। ণিজন্ত বৃ বা বারি (আবরণ করা) +ক্বিপ্ ক। সং ; ক্লী।

বার—১। অবসর ; বাসর, রবি সোম ইত্যাদি ; পালা ; সমূহ ; জল ; ক্ষণ ; দ্বার ; শিব। বৃ (আবরণ করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু। ২। নিবারণ, নিষেধ। বৃ+ঘঞ ভা। সং ; ক্লী। ৩। নিবারণীয়, নিষেধ্য। বিণ ; ত্রি।

বারংবারম্—পুনঃ পুনঃ, ভূয়োভূয়ঃ, বারবার। ব্য।

বারক—১। নিবারণকর্ত্তা, নিষেধক ; প্রতি-বন্ধক। ণিজন্ত বৃ বা বারি (বারণ করা) +ণক ক। বিণ ; ত্রি। ২। অশ্বের গতি-বিশেষ ; অশ্ববিশেষ। সং ; পু।

বারকী—(বারকিন্)। সমুদ্র ; তাম্বূলব্যবসায়ী, বারুই। বারক+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

বারকীর—শ্যালক ; যুদ্ধাশ্ব ; ভারবাহক, মুটে। বার—কৃ (ক্ষেপণ করা)+অন্ ক। সং ; পু।

বারঙ্গ—খড়্গাদির বাঁট। বৃ+অঙ্গচ্। সং ; পু।

বারট—ক্ষেত্র। বার শব্দ (জল)—অট (গমন করা)+অন্। সং ; ক্লী।

বারটা—রাজহংসী। বারট শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

বারণ—১। নিষেধ। ণিজন্ত বৃ বা বারি, (বারণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। হস্তী। বারি+অন ক। সং ; পু। ৩। বর্ম্ম, সাঁজোয়া ; অঙ্কুশ। বারি+অনট্ ণ। সং ; ক্লী ও পু।

বারণাবত—মহাভারতোক্ত নগরবিশেষ। এই নগরে দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে কৌশলে জতু-গৃহে দগ্ধ করিয়া বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করে। বারণ+বতু অস্ত্যর্থে+ষ্ণ। সং ; পু।

বারণীয়—নিবারণযোগ্য, নিষেধযোগ্য। ণিজন্ত বৃ বা বারি (বারণ করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বার-নারী, বার-বধূ, বারবিলাসিনী, বার-স্ত্রী, বারাঙ্গনা—গণিকা, বেশ্যা। বার (নিগমোক্ত বেশ্যা) যে নারী, বধূ, বিলাসিনী, স্ত্রী, অঙ্গনা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বার-মুখ্যা—প্রধানা বেশ্যা। বারগণের (বেশ্যা-দিগের) মধ্যে মুখ্যা (প্রধানা), ৭তৎ। সং।

বারয়িতা—(বারয়িতৃ)। ১। নিবারণকর্ত্তা, নিষেধক। ণিজন্ত বৃ বা বারি (বারণ করা)+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বারয়িত্রী। ২। পতি। সং ; পু।

বারযোষিৎ—বারাঙ্গনা, বেশ্যা। বার (নিগমোক্ত বেশ্যা) যে যোষিৎ, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বারলা—রাজহংসী ; বোল্‌তা। বার শব্দ (জল)—অল (ভূষিত করা)+অন্ ক+ আপ্। সং ; স্ত্রী।

বারবাণ—কবচ, বর্ম্ম। বার (নিবারণ) হয় বাণ যদ্দারা, বহু। সং ; ক্লী ও পু।

বারবিলাসিনী—বারনারী দেখ।

বারবেলা—সর্ব্বকার্য্যে নিষিদ্ধ সময়ে, প্রতিদিনই কোন না কোন সময় বারবেলা হইয়া থাকে। সং ; স্ত্রী। দিবামানকে আট ভাগ করিলে উহার এক এক ভাগকে যামার্দ্ধ বলে। যামার্দ্ধ ৩৴৹ দণ্ড বা ১৷৹ ঘণ্টা। রবিবারে দিবসের চতুর্থ ও পঞ্চম যামার্দ্ধ, সোমবারে সপ্তম ও দ্বিতীয় যামার্দ্ধ, মঙ্গলবারে ২য় ও ৬ষ্ঠ, বুধবারে ৩য় ও ৫ম, বৃহস্পতিবারে ৭ম ও ৮ম, শুক্রবারে ৩য় ও ৪র্থ, এবং শনিবারে প্রথম ও শেষ যামার্দ্ধ এবং ৬ষ্ঠ যামার্দ্ধ বারবেলা ও কালবেলা নামে কথিত হয়।

বারস্ত্রী—বারনারী দেখ।

বারাংনিধি—জলধি, সমুদ্র। বারাং—বার্ শব্দের ৬ষ্ঠীর বহুবচন ; বারাং (জলসমূহের) নিধি, অলুক্ ৬তৎ। সং ; পু।

বারাঙ্গনা—বার-নারী দেখ।

বারাণসী—কাশী, শিবপুরী। বর (শ্রেষ্ঠ)— অনস্ (জল)+ষ্ণ+ঈপ্, যে শ্রেষ্ঠ জলের অর্থাৎ গঙ্গার উপর আছে ; অথবা বার (বারণ) করে যে অনস্ (জন্ম), যেখানে মরিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না ; অথবা বরণা—অসী +ষ্ণ+ঈপ্, যে বরণা ও অসী নাম্নী নদী-দ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। সং ; স্ত্রী।

বারান্তর—অন্যবার, অন্য সময়। নিত্য। সং।

বারাহ—বরাহসম্বন্ধীয়। বরাহ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

বারাহী—বরাহরূপিণী মাতৃকাবিশেষ ; যোগিনী-বিশেষ ; পৃথিবী। বরাহ+ষ্ণ+ঈপ্। স্ত্রী।

বারি—১। সলিল, জল। ণিজন্ত বৃ বা বারি (আবরণ করা)+ইঞ্ ক। ২। হস্তি-বন্ধনরজ্জু। বারি+ইঞ্ ণ। ৩। হস্তিবন্ধন স্থান। বারি+ইঞ্ অধি। সং ; ক্লী। ৪। পথিকসংহতি। সং ; পু।

বারি, বারী—জলপাত্র, কলসী। বারি+স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বারিচর—১। জলচর। বারিতে চরে যে, উপ ; বারি (জল)—চর (বিচরণ করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। মৎস্য। সং ; পু।

বারিজ—১। জলজ। বারিতে জন্মে যে, উপ; বারি (জল)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। পদ্ম। সং; ক্লী। ৩। শম্বুক; শঙ্খ। সং; পু।

বারিত—নিষিদ্ধ, নিবারিত। ণিজন্ত বৃ বা বারি (নিবারণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বারণ।

বারিতস্কর—সূর্য্য; মেঘ। বারির (জলের) তস্কর (চোর), ৬তৎ। সং; পু।

বারিদ—জলদ, মেঘ। বারি দেয় যে, উপ; বারি শব্দ (জল)—দা (দেওয়া)+ড ক। সং; পু।

বারিধি—জলধি, সমুদ্র। বারি (জল)—ধা (ধারণ করা)+কি অধি বা ক। সং; পু।

বারিনাথ—বরুণ; সমুদ্র; মেঘ। ৬তৎ। সং।

বারিনিধি—জলধি, সমুদ্র। ৬তৎ। সং; পু।

বারিপাত্র—জলপাত্র, ঘটী কলসী প্রভৃতি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বারিমুক্—(বারিমুচ্)। মেঘ। বারি শব্দ (জল)—মুচ (মোচন করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

বারিমূলী—কুম্ভিকা, পানা। বারি (জল) হইয়াছে মূল যাহার, বহ। সং; স্ত্রী।

বারিরথ—ভেলা, মাড়। ৬তৎ। সং; পু।

বারিরাশি—জলনিধি, সমুদ্র। ৬তৎ। সং; পু।

বারিরুহ—১। জলজাত। বারি (জল)—রুহ (জন্মা)+ক ক। বিণ; ত্রি। ২। জলজ, পদ্ম। সং; ক্লী।

বারিবাহ, বারিবাহন—জলদ, মেঘ। সং; পু।

বারিশ—বিষ্ণু, নারায়ণ। বারি শব্দ (জল)—শী (শয়ন করা)+ড ক। সং; পু।

বারীশ—সমুদ্র। বারির (জলের) ঈশ (প্রভু), ৬তৎ। সং; পু।

বারুণ—১। জল; জল দ্বারা স্নান। সং; ক্লী। ২। বরুণসম্বন্ধীয়। বরুণ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

বারুণি—বরুণপুত্র, অগস্ত্য মুনি। বরুণ শব্দ+ ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

বারুণী—মদিরাবিশেষ; সুরা; শতভিষা নক্ষত্র; পশ্চিমদিক্; দূর্ব্বা; শতভিষানক্ষত্রযুক্ত চৈত্রমাসের কৃষ্ণত্রয়োদশী। [এই দিবস গঙ্গাস্নানে শত সূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয়]। বরুণ শব্দ+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বারুণ্ড—১। নৌকায় জলসেক পাত্র; নেত্র-মল; কর্ণমল। বৃ+উণ্ড। সং; ক্লী। ২। সর্পরাজ, অনন্ত। সং; পু।

বারুণ্ডা—দ্বারপিঁড়ি, বারাণ্ডা। বারুণ্ড শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

বারেক—একবার, এক সময়। এক যে বার, কর্ম্মধা; এক শব্দ পরবর্ত্তী হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী বার ও অর্দ্ধ শব্দের অন্ত্য অ-কারের লোপ হয়। ক্রি-বিণ।

বারেন্দ্র—বরেন্দ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ। বরেন্দ্র+ষ্ণ ইদমর্থে। সং; পু।

বারেন্দ্রী—বরেন্দ্রভূমি, ইদানীন্তন রাজসাহী বিভাগ। বরেন্দ্র+ষ্ণ স্বার্থে+ঈপ্। সং।

বার্ক্ষ—১। বৃক্ষসম্বন্ধীয়। বৃক্ষ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। বন। সং; ক্লী।

বার্ণিক—লিপিকর, লেখক। বর্ণ (অক্ষর)+ ষ্ণিক কুশলার্থে। বিণ; ত্রি।

বার্ত্ত—১। স্বাস্থ্য; আরোগ্য; পাটব; কুশল। বৃত্তি+ষ্ণ। সং; ক্লী। ২। বৃত্তিশালী; মনোহর; নিরাময়; পটু। বিণ; ত্রি।

বার্ত্তা—বৃত্তি; কৃষি গোরক্ষণ প্রভৃতি; বৃত্তান্ত; সংবাদ; জনশ্রুতি। বার্ত্ত দেখ; বার্ত্ত শব্দ+ আপ্। সং; স্ত্রী।

বার্ত্তাক, বার্ত্তাকী—বেগুন বা বাগুন। বৃত+ অক ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

বার্ত্তাকু—বার্ত্তাক, বেগুন। বৃত+আকু ক।

বার্ত্তাবহ—১। সন্দেশবাহক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। দূত; চর। সং; পু।

বার্ত্তিক—১। দূত; চর। বার্ত্তা+ষ্ণিক। ২। বৈশ্যজাতি। বৃত্তি শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু। ৩। বৃত্তি-ব্যাখ্যান গ্রন্থবিশেষ। সং; ক্লী।

বার্ত্রঘ্ন—ইন্দ্রপুত্র, অর্জ্জুন। বৃত্রঘ্ন (ইন্দ্র)+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

বার্দ্দল—১। মেঘাচ্ছন্ন দিন, বাদল। বার্ শব্দ (জল)—দা (দেওয়া)+ড ক=বার্দ্দ (মেঘ); তদুত্তরে লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; ক্লী। ২। দোয়াত। সং; পু।

বার্দ্ধক—বৃদ্ধত্ব, বৃদ্ধাবস্থা; বৃদ্ধকর্ম্ম। বৃদ্ধ+ কণ্। সং; ক্লী।

বার্দ্ধক্য—বৃদ্ধত্ব, বৃদ্ধাবস্থা [অবস্থা দেখ]। বার্দ্ধক (বৃদ্ধত্ব)+ষ্য স্বার্থে। সং; ক্লী।

বার্দ্ধি—জলধি, সমুদ্র। বার্ (জল)—ধা (ধারণ করা)+কি অধি বা ক। সং; পু।

বার্দ্ধুষি, বার্দ্ধুষিক—বৃদ্ধিজীবী, কুসীদাজীব, সুদখোর; আত্মশ্লাঘাকারী। বৃদ্ধি শব্দ+ ষ্ণি, নিপাতনে, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

বার্দ্ধুষ্য—বৃদ্ধি-জীবিকা, কুসীদ-ব্যবসায়, সুদ খাওয়া, বাড়ি দেওয়া। বার্দ্ধুষি দেখ; বার্দ্ধুষি শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

বার্দ্ধ্র, বার্দ্ধ্রী—চর্ম্মরজ্জু। বর্দ্ধ্র শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বার্দ্ধ্রীণস—নাসিকা-প্রোত-রজ্জু পশু, নাক-ফোঁড়া জন্তু, বৃদ্ধ ছাগবিশেষ। বার্দ্ধ্রী দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছে নাসা (নাক) যাহার, বহ। সং; পু।

বার্দ্মণ—বর্ম্মসমূহ। বর্ম্মন্ (বর্ম্ম)+ষ্ণ সমূহার্থে। সং; ক্লী।

বার্ম্মুক্—(বার্ম্মুচ্)। বারিমুক্, মেঘ। বার্ (জল)—মুচ (মোচন করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

বার্য্য—বারণীয়, বারণযোগ্য। ণিজন্ত বৃ বা বারি (বারণ করা)+য্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বার্য্যমাণ—যাহা বারণ করা হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত বৃ বা বারি (বারণ করা)+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বার্য্যুদ্ভব—জলজ, পদ্ম। বারি (জল) হইতে উদ্ভব (জন্ম) যাহার, বহ। সং; ক্লী।

বার্বাহ—জলদ, মেঘ। বার্ (জল)—বহ (বহন করা)+ষণ্ ক। সং; পু।

বার্ষিক—১। বৎসরসম্বন্ধীয়; সাংবৎসরিক। বর্ষ (বৎসর)+ষ্ণিক ইদমর্থে। ২। বর্ষাকালীন। বর্ষা শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

বার্ষ্ণেয়—বৃষ্ণিবংশজাত। বৃষ্ণি+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। বিণ; ত্রি।

বার্হদ্রথ, বার্হদ্রথি—বৃহদ্রথপুত্র, জরাসন্ধ [জরাসন্ধ দেখ]। বৃহদ্রথ+ষ্ণ, ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

বার্হস্পত্য—১। বৃহস্পতিসম্বন্ধীয়। বৃহস্পতি+ ষ্য ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। বৃহস্পতিপ্রণীত শাস্ত্র; বৌদ্ধশাস্ত্র; নীতিশাস্ত্র। সং; ক্লী।

বালক—বলয়; অঙ্গুরীয়ক; শিশু। বল (বেষ্টন করা)+ণক ক। সং; পু।

বালব—করণবিশেষ। বল (সঞ্চালন করা)+ ঘঞ্ ভা=বাল, বাল+ব। সং; পু।

বাল্ক, বাল্কল—১। বল্কলনির্ম্মিত। বল্ক, বল্কল+ ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। ত্রি। ২। দৈত্যবিশেষ। সং; পু।

বাল্মিক, বাল্মীক, বাল্মিকি, বাল্মীকি, বল্মিক, বল্মীক, বল্মিকি বল্মীকি—রামায়ণগ্রন্থ-প্রণেতা। বল্মিক বা বল্মীক শব্দ (উই-ঢিপি) +ষ্ণ, ষ্ণি জাতার্থে। সং; পু। এই মহর্ষির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ ;—

কৃত্তিবাসী রামায়ণে কথিত হইয়াছে যে, ইনি যৌবনে রত্নাকর নামে দস্যু ছিলেন (রত্নাকর দেখ)। পরে নারদের উপদেশে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ষষ্টি সহস্র বৎসর এক স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া রামনাম জপ করেন। সেই সময়ে ইঁহার সর্ব্বশরীর বল্মিকে সমাচ্ছন্ন হয়। পরে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া বল্মিক হইতে উত্থিত হওয়ায় ইনি বাল্মিক প্রভৃতি নামে খ্যাত হন। পরে অনেকে ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

মুনিবর একদা শিষ্য ভরদ্বাজ সমভিব্যাহারে তমসা-তীর্থে স্নান করিতে গমন করিতেছিলেন। ইনি তত্রত্য নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ

করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্যাধ ইঁহার নিকটস্থ কামক্রীড়াপর ক্রৌঞ্চ-মিথুনের পুংক্রৌঞ্চকে শরাঘাতে বধ করিল। তদ্দর্শনে ইনি অত্যন্ত শোকাভিভূত হইলেন। সেই সময়ে ইঁহার মুখ হইতে সহসা এই করুণরসাত্মক কবিতা নির্গত হইল;—
"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"
ইহাই আদি কবিতা। এই জন্য বাল্মীকি আদি-কবি নামে খ্যাত। অতঃপর মুনিবর শিষ্যগণসহ আশ্রমে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি তাঁহাকে ব্যাধ-বৃত্তান্ত বলিয়া স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, শোকের সময় ইহা তোমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, অতএব ইহা শ্লোক নামে অভিহিত হউক। তুমি এইরূপ শ্লোকে রাম-চরিতাখ্যায়ক রামায়ণ গ্রন্থ রচনা কর। তদনুসারে মুনিবর রামায়ণ রচনা করিলেন।
ইহার কিছুকাল পরে রামাদেশে লক্ষ্মণ গর্ভবতী জানকীকে ইঁহার তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে ইনি তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে স্থান দান করিলেন। অনন্তর সীতা কুশ ও লব নামক দুই যমজ সন্তান প্রসব করিলে ইনি রাজকুমারদ্বয়কে অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিতে ও শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগকে স্বরচিত রামায়ণ কণ্ঠস্থ করিয়া গান করিতে শিখাইলেন। অনন্তর রাম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে মুনিবর নিমন্ত্রিত হইয়া কুশীলবসহ তথায় গমন করিলেন এবং রামের নিকট কুশীলবের পরিচয় দিয়া সীতাসহ তাঁহাদের পুনর্গ্রহণ প্রস্তাব করিলেন। রাম তাহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু বিধাতার বিধানে সীতা গৃহীতা না হইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন রাম পুত্রদ্বয়কে গ্রহণ করিলে বাল্মীকি তাঁহাদিগকে রামায়ণের অবশিষ্টাংশ শিক্ষা প্রদান করিলেন।

বাল্মিকি, বাল্মীকি—বাল্মিক দেখ।

বাবদূক—বহুভাষী, বাচাল। বদ্‌লুপ্ত বদ (পুনঃ পুনঃ বলা) + ঊক্ ক। বিণ; ত্রি।

বাবৃত্যমান—অভিলাষী; বরণকারী। বাবৃত (বরণ করা) + শান ক। বিণ; ত্রি।

বাশিত—আহ্বান; পশুপক্ষ্যাদির রব। বাশ (শব্দ করা) + ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বাশিতা—হস্তিনী; নারী। বাশ (শব্দ করা) + ক্ত ক + আপ্। সং; স্ত্রী।

বাশিষ্ঠ, বাসিষ্ঠ—১। বশিষ্ঠ-সম্বন্ধীয়। বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ + ক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। বশিষ্ঠ-প্রণীত যোগশাস্ত্র। সং; ক্লী

বাস্র—১। বাসর, দিন। বাশ (শব্দ করা) + রক্ ৰ্ম। সং; পু। ২। গৃহ; মন্দির; চতুষ্পথ, চৌরাস্তা। সং; ক্লী।

বাস্কল—১। যুদ্ধকারী, যোদ্ধা। বস্ক (গমন করা) + অল ক + ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। অসুর-বিশেষ। সং; পু।

বাষ্প, বাস্প—উষ্মা, অতি সূক্ষ্ম জলবিন্দু; অশ্রু, নয়নবারি; কণ্ঠবারি; আনন্দ, ঈর্ষা, আর্ত্তি এই ত্রিবিধ কারণোদ্ভূত অশ্রুপূর্ব্ব-জাত অশ্রু। বা বা বৈ + প ক, স আগম। সং; পু।

বাষ্পযন্ত্র—বাষ্পবলে চালিত যন্ত্র, ধোঁয়া কল। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। খ্রীঃ পূঃ ১৩০ সালে এলেকজাণ্ড্রিয়া নগরবাসী হিরো নামক এক ব্যক্তি এইওলিপাইল (Aeolipile) নামক একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। বাষ্পের পদার্থ ঘূর্ণন করাইবার শক্তি তাঁহার দ্বারা প্রথমে লক্ষিত হয়। ১৫৫৩ খ্রীঃ স্পেন-দেশীয় জনৈক কাপ্তেন এই যন্ত্রের প্রণালী অবলম্বনে একখানি বাষ্পীয় জাহাজ নির্ম্মাণ করেন। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে কূপ হইতে জল তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার ৪৮ বৎসর পরে ইংলণ্ডবাসী মার্কুইস্ অব্ উরষ্টার (Marquis of Worchester) বাষ্পসহায়তায় বারি উত্তোলন কল্পে সফলতা লাভ করেন। ১৭০৫ খ্রীঃ ডেভন্ সায়ারবাসী নিউকোমেন নামক জনৈক কর্ম্মকার একটী বাষ্পযন্ত্র প্রস্তুত করে। পঞ্চাশ বৎসর পরে সেই যন্ত্রটি মেরামত করিবার জন্য জেম্‌স্ ওয়াট্ নামক জনৈক অস্ত্রযন্ত্রনির্ম্মাতার নিকট আনীত হয়। কথিত আছে যে, চুল্লীস্থ চায়ের কেট্‌লীর ঢাক্‌নিটি গরমজলের বাষ্পের তেজে উঠিতেছে ও পড়িতেছে দেখিয়া বাষ্পের চালনা-শক্তি ওয়াটের হৃদয়ঙ্গম হয়, এবং পরে সেই শক্তিকে বহুলভাবে কার্য্যোপযোগী করিতে বদ্ধপরিকর হন। ইঁহারই উদ্ভাবনী শক্তির বলে বাষ্পযন্ত্রের সম্যক্ উন্নতি সাধিত হয়। ১৮১৮ খ্রীঃ জর্জ্জ ষ্টিভেন্‌সন্ নামক জনৈক কয়লার খনির সামান্য কর্ম্মচারী বাষ্পের গাড়ী টানিবার শক্তি সাধারণ সমক্ষে প্রমাণিত করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রে ত্রিশ টন ভারবাহী ৮খানি গাড়ী প্রথমে ঘণ্টায় ৬ মাইল হিসাবে চালিত হয়। ১৮৩০ খ্রীঃ তিনি "রকেট্" নামক এঞ্জিন দ্বারা ঘণ্টায় ২৯ মাইল হিসাবে গাড়ী চালাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রেলের গাড়ী দ্বারা এক্ষণে যে সকল সুবিধা উপভোগ করা যায়, সেটি ষ্টিভেন্‌সনের ধৈর্য্য, পরিশ্রম ও উদ্ভাবনী শক্তির ফল।

বাস—১। স্থিতি, থাকা। বস (বাস করা) + ঘঞ্ ভা। ২। বাসস্থান; আলয়, গৃহ। বস + ঘঞ্ অধি। ৩। বসন, কাপড়। বস (আচ্ছাদন করা) + ঘঞ্ ণ। ৪। সুগন্ধ। বাস (বাসিত করা) + অন্ ক। সং; পু।

বাসঃ—(বাসস্)। বস্ত্র, কাপড়। ণিজন্ত বস বা বাসি (আচ্ছাদন করা) + অস্ ণ। ক্লী।

বাসক-সজ্জা, বাস-সজ্জা—নায়িকাকাঙ্ক্ষিণী সজ্জিতা রমণী। বাস জন্য সজ্জা হইয়াছে যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

বাসগৃহ—শয়নমন্দির; মধ্যগৃহ; অন্তঃপুর-গৃহ। ৬তৎ; অথবা বাসের নিমিত্ত গৃহ, ৪তৎ। সং; ক্লী।

বাসতেয়—বাসযোগ্য, বাসের উপযোগী। বসতি (বাস) + ঢেয়। বিণ; ত্রি।

বাসতেয়ী—রজনী, রাত্রি। বসতি + ঢেয় + ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বাসন—১। বস্ত্র, কাপড়। ণিজন্ত বস বা বাসি (আচ্ছাদন করা) + অনট্ ণ। ২। সুগন্ধী-করণ, ধূপন। বাস (বাসিত করা) + অনট্ ভা। ৩। বাসস্থান; জলপাত্র। বস (বাস করা) অনট্ অধি। সং; ক্লী।

বাসনা—১। সুগন্ধীকরণ, ধূপন। বাস (বাসিত করা) + অনট্ ভা + আপ্। ২। স্মৃতি-জনক সংস্কার; জ্ঞান; কল্পনা; যুক্তি; প্রত্যাশা। বস + অন ভা + আপ্। স্ত্রী।

বাসনাকুল—বাসনাকাতর, কামনা দ্বারা অস্থির। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বাসনানল, বাসনাবহ্নি—কামনারূপ আগুন, চিত্তদাহী আকাঙ্ক্ষা। বাসনা রূপ অনল বা বহ্নি, রূপক। সং; পু।

বাসনাসাগর—১। কামনার সমুদ্রস্বরূপ, অপরি-মেয় কামনাযুক্ত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। কামনারূপ সমুদ্র। রূপক। সং; পু।

বাসন্ত—১। উষ্ট্র; কোকিল। সং; পু। ২। বসন্তকালীন। বসন্ত + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ।

বাসন্তি—বসন্তসম্বন্ধীয়, বসন্তকালীন। বসন্ত শব্দ + ষ্ণি ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

বাসন্তিক—বিদূষক, ভাঁড়; নট; নর্ত্তক। বসন্ত + ষ্ণিক। সং; পু।

বাসন্তী—বনদেবতাবিশেষ; দুর্গা; মাধবীলতা; নবমল্লিকা; চতুর্দ্দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। বসন্ত + ষ্ণ + ঈপ্। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

বাসন্তী-পূজা—চৈত্রমাসের দুর্গাপূজা। ৬তৎ।

বাসর—১। দিবস, দিন, বার; বিবাহরজনীতে বর-কন্যার শয়ন-গৃহ। ণিজন্ত বস বা বাসি (বাস করান) + অরন্ ক। সং; ক্লী ও পু। ২। নাগবিশেষ। সং; পু।

বাসরশয্যা—বিবাহরজনীতে বরকন্যার শয়নীয় বিছানা। বাসর দেখ। ৬তৎ। সং, স্ত্রী।

বাসরসজ্জা—বিবাহের রজনীতে বরকন্যার শয়ন-গৃহের সজ্জা; মিলনসজ্জা, নায়কাকাঙ্ক্ষিণী রমণীর বেশভূষা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বাসব—দেবরাজ ইন্দ্র। বসু (ধন)+ষ্ণ। সং ; পু।

বাসবদত্তা—স্বনামপ্রসিদ্ধ কথাগ্রন্থবিশেষের নায়িকা। সং ; স্ত্রী।

বাসবী—ব্যাসের জননী মৎস্যগন্ধা। বসু (নৃপ-বিশেষ)+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। সং ; স্ত্রী। বসু দেখ।

বাসিত—১। বসনপিহিত, বস্ত্রাবৃত ; আর্দ্রীকৃত ; অধ্যুষিত ; পর্য্যুষিত। ণিজন্ত বস বা বাসি (আচ্ছাদন করা, বাস করান)+ক্ত র্ম্ম। ২। বিখ্যাত ; সুগন্ধীকৃত ; ভাবিত। বাস (বাসিত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী-লিঙ্গে বাসিতা। ৩। পক্ষিরব। বাস+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

বাসিতা—হস্তিনী ; নারী। বাস (বাসিত করা) +ক্ত ক+আপ্। সং ; স্ত্রী। বাসিত দেখ।

বাসিনী—বাসী দেখ।

বাসী—(বাসিন্)। বাসকারী। বস (বাস করা) +ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বাসিনী।

বাসুকি—নাগরাজ। বসু (ধন ইত্যাদি)—কৈ (শব্দ করা)+ড ক+ষ্ণি। সং ; পু।

মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে বাসু-কির জন্ম। সমুদ্রমন্থনকালে ইনি মন্থনদণ্ডের রজ্জু হইয়া দেবগণের সহায়তা করিয়া-ছিলেন। সহস্র বৎসর ক্রমাগত মন্থনে কিছুই উঠিল না। ইনি হলাহল উদ্গীরণ এবং শিলা দংশন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিষপ্রভাবে চরাচর নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইলে সুরগণের অনুরোধে শিব সেই সমস্ত বিষ পান করেন। মাতৃশাপে সর্পবংশ নির্ব্বংশ হইবার আশঙ্কায় ইনি অতীব ম্রিয়মাণভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণ ইঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, জরৎকারু মুনির সহিত তোমার ভগিনী মনসার বিবাহ দিলে সর্পকুল রক্ষা পাইতে পারে। ইনি তাহাই করিলেন। মনসার গর্ভে আস্তিক মুনির জন্ম হইল। অতঃপর রাজা জন্মেজয় সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নাগকুল বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলে বাসুকি স্বীয় ভগিনীকে অনুরোধ করিয়া আস্তিককে জন্মেজয়ের নিকট পাঠাইয়া যজ্ঞ রহিত করিলেন। সর্পকুল রক্ষা পাইল। ভোগবতী পুরী ইঁহার রাজধানী ছিল। রাবণ পাতাল বিজয়কালে ইঁহার সহিত তক্ষক, জটী ও শঙ্খকে বশে আনিয়াছিলেন, এবং তক্ষক-পত্নীকে হরণ করিয়াছিলেন।

বাসুদেব—১। শালগ্রামবিশেষ [শালগ্রাম দেখ]। ২। শ্রীকৃষ্ণ। বসুদেব+ষ্ণ অপ ত্যার্থে। সং ; পু।

বাসূ—নাট্যোক্তিতে বালিকা। ণিজন্ত বস বা বাসি (বাস করান)+উ র্ম্ম। সং ; স্ত্রী

বাসোপযোগী—বাসের উপযুক্ত, বাসযোগ্য। ৬তৎ বিণ ; পু।

বাস্তব, বাস্তবিক—প্রকৃত, সত্য, যথার্থ। বস্তু+ +ষ্ণ, ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

বাস্তব্য—১। যাহাকে বাস করান যায় এরূপ। ণিজন্ত বস বা বাসি (বাস করান)+তব্য র্ম্ম। ২। বাস-যোগ্য। বাসি+তব্য ক। বিণ ; ত্রি।

বাস্তু—বসতি-ভূমি ; ভবন, গৃহ। বস (বাস করা)+তুণ্ অধি। সং ; ক্লী ও পু।

বাস্তুক, বাস্তূক—বেথো শাক। বাস্তু+ কণ্। সং ; ক্লী।

বাস্তুদেব—গৃহদেবতা। ৬তৎ। সং ; পু।

বাস্তুপুরুষ—বাস্তুদেব, শ্রাদ্ধারম্ভে পূজনীয় দেবতা। বাস্তুর অধিষ্ঠাতা পুরুষ, মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

বাস্তুযাগ—বাস্তুশুদ্ধির নিমিত্ত কৃত যজ্ঞ। বাস্তু শুদ্ধিকারক যাগ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

বাস্তোষ্পতি—দেবরাজ, ইন্দ্র। বাস্তোঃ—বাস্তু শব্দের ৬ষ্ঠীর ১বচন ; বাস্তোঃ (বাস্তুর) পতি, অলুক্ ৬তৎ। সং ; পু।

বাস্প—বাষ্প দেখ।

বাহ—১। বায়ু ; অশ্ব ; মহিষ ; বৃষ ; বাহু ; পরিমাণবিশেষ। বহ (বহন করা)+ ঘঞ্ ণ বা ক। সং ; পু। ২। বাহক। বিণ।

বাহক—১। বহনকর্ত্তা। বহ (বহন করা)+ ণক ক। বিণ ; ত্রি। ২। সারথি। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বাহিকা।

বাহন—১। যান, হস্তী অশ্ব নৌকা প্রভৃতি। ণিজন্ত বহ বা বাহি (বহন করান)+অনট্ ণ। ২। যত্ন। বাহ (যত্ন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বাহস—বৃহৎ সর্প, অজগর। ণিজন্ত বহ বা বাহি +অস। সং ; পু।

বাহাবাহবি, বাহুবাহবি—হাতাহাতি, বাহুযুদ্ধ। বাহু—বাহু শব্দ+চি। ব্য।

বাহিত—১। প্রাপিত ; চালিত ; প্রবাহিত। ণিজন্ত বহ বা বাহি (বহান)+ক্ত র্ম্ম। ২। সযত্নীকৃত। বাহ (যত্ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বাহিত্থ—গজকুম্ভের অধোভাগ। বাহিন্—স্থা +ড ক। সং ; ক্লী।

বাহিনী—১। বহনকর্ত্রী। বহ (বহন করা) +ণিন্ ক+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে বাহী। ২। নদী। ৩। ৮১ হস্তী, ৮১ রথ, ২৪৩ অশ্ব ও ৪০৫ পদাতি এতৎসংখ্যক সৈন্য ; সেনা। বাহ (অশ্ব)+ইন্ অস্ত্যর্থে +ঈপ্। সং ; স্ত্রী

বাহিনীপতি—সরিৎ-পতি, সমুদ্র ; সেনাপতি। ৬তৎ। সং ; পু।

বাহী—(বাহিন্)। বহনকর্ত্তা। বহ (বহন করা) +ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বাহিনী।

বাহীক—১। বহিঃস্থিত। বহিস্ শব্দ+ঈক। ২। বাহক। বহ (বহন করা)+ঈকন্ ক। বিণ ; ত্রি। ৩। শকট, গাড়ি ; জাতিবিশেষ। সং ; পু।

বাহু—১। ভুজ, কক্ষ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অবয়ব ; ত্রিভুজাদি ক্ষেত্রের পার্শ্ব-রেখা। বহ (বহন করা)+উণ্ ক। সং ; পু। ২। সূর্য্যবংশীয় জনৈক নরপতি। ইনি বিপক্ষকর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া গুর্ব্বিণী রাজ্ঞীকে লইয়া বনবাস আশ্রয় করেন। তথায় ইঁহার দেহত্যাগের পর বিধবা রাজ্ঞী বিখ্যাত পুত্র সগরকে প্রসব করেন।

বাহ্য—১। বহিঃস্থিত। বহিস্ (বাহির)+ ষ্ণ্য। ২। বহনীয়। বহ (বহন করা)+ ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ৩। বাহন, যান, শকটাদি। বহ+ঘ্যণ্ ণ। সং ; ক্লী।

বাহ্যজগৎ—পরিদৃশ্যমান সংসার। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বাহ্যজ্ঞান—বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান, শব্দস্পর্শাদি বিষয় বোধ ; সাংসারিক জ্ঞান। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বাহ্যজ্ঞানশূন্য—বাহ্যজ্ঞানরহিত, শব্দাদি বিষয় অনুভব করে না এরূপ ; সাংসারিক বোধ-হীন। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

—১। বহির্ব্বিষয়ে দৃষ্টি, সাংসারিক বিষয় দর্শন। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। বহির্ব্বিষয় লক্ষ্যকারী, অন্তর্দৃষ্টিবিহীন। বাহ্য হইয়াছে দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বাহ্যমান—যাহা বহন করা হইতেছে এরূপ। ণিজন্ত বহ বা বাহি (বহান)+শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বাহ্যেন্দ্রিয়—বহিরিন্দ্রিয়, চক্ষুঃ কর্ণনাসিকা জিহ্বা ত্বক্। বাহ্য যে ইন্দ্রিয়, কর্ম্মধা। সং ক্লী।

বাহ্লিক, বাহ্লীক—১। দেশবিশেষ, তাতারের অন্তর্গত বল্‌খ্ প্রদেশ ; তদ্দেশজাত অশ্ব ; গন্ধর্ব্ববিশেষ। বল্‌হ (শ্রেষ্ঠ হওয়া]+ ইকন্, ঈকন্ অধি+ষ্ণ। সং ; পু। ২। হিঙ্গু, হিং ; কুঙ্কুম। সং ; ক্লী।

বি—১। পক্ষী। বা (গমন করা)+ডি ক। সং ; পু ও স্ত্রী। ২। চক্ষুঃ ; আকাশ। সং ; পু। ৩। নিয়োগ ; নিশ্চয় ; নিগ্রহ ; জ্ঞান ; অব্যাপ্তি ; অসহন ; নিন্দা ; গতি ; হেতু ; ঈষৎ ; নিষেধ ; বিরোধ ; শুদ্ধি ; পরিভব ; বিশেষ ; আলম্বন ; দান ; পাদ-পূরণ ; বৈপরীত্য। বা+ডি ভা। ব্য।

বিংশ—২০ সংখ্যার পূরণ। বিংশতি+ডট্। বিণ ; ত্রি। [সং ; ক্লী।

বিংশক—বিংশতি সংখ্যা, ২০। বিংশতি+ডক।

বিংশতি—১। ২০ সংখ্যা, বিশ। সং; স্ত্রী। ২। তৎসংখ্যাত। বিণ; ত্রি।

বিংশতিতম—বিংশতির পূরণ। বিংশতি+তমট্। বিণ; ত্রি।

বিকচ—১। বিকসিত, প্রস্ফুটিত। বি–কচ (বন্ধনহীন হওয়া)+অন্ ক। ২। কেশ-রহিত, নেড়া। বি (বিহীন)–কচ (কেশ)। বিণ; ত্রি। ৩। ক্ষপণক; কেতু; রাক্ষসবিশেষ। সং; পু।

বিকচোন্মুখ—বিকাশোন্মুখ, ফুটিতে উন্মুখ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

বিকচ্ছ—কচ্ছরহিত, কাছাহীন। বি (নাই) কচ্ছ (কাছা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বিকট—মহৎ; বিপুল, প্রকাণ্ড, বড়; ভীষণ, ভয়ানক; দন্তুর; প্রসিদ্ধ; সুন্দর। বি+কটচ্। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিকটা।

বিকটা—বজ্রবারাহী দেবী। বিকট দেখ। সং।

বিকটাকার—১। বিকট মূর্ত্তি, ভয়ানক চেহারা। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। ভয়ানক আকৃতি-বিশিষ্ট, ভীষণমূর্ত্তি। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিকটাকারা।

বিকটাকৃতি—১। বিকট মূর্ত্তি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। ভয়ানক আকারবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

বিকত্থন—১। আত্মশ্লাঘা, আত্মগুণকীর্ত্তন। বি–কত্থ (প্রশংসা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। আত্মশ্লাঘাকারী। বি–কত্থ+অন ক। বিণ; ত্রি।

বিকত্থনা—আত্মশ্লাঘা। বি–কত্থ (প্রশংসা করা)+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিকম্পিত—সাতিশয় কম্পিত, অতিশয় চঞ্চল। বি–কম্প (কাঁপা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিকর্ণ—১। কর্ণরহিত। বি (বিহীন) কর্ণ, নিত্য। বিণ; ত্রি। ২। দুর্য্যোধনের অন্যতম ভ্রাতা। সং; পু।

বিকর্ত্তন—অর্ক, সূর্য্য; অর্কবৃক্ষ। বি–কৃত (কর্ত্তন করা)+অনট্ র্ম্ম, বিশেষরূপে কর্ত্তন করা হইয়াছে যাহাকে; পুরাণে কথিত আছে যে, সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা পতির প্রখর তেজঃ সহ্য করিতে না পারায় বিশ্বকর্ম্মা কুন্দ দ্বারা সেই তেজঃ খণ্ডশঃ কর্ত্তন করেন, এই জন্যই সূর্য্যের এক নাম বিকর্ত্তন।

বিকর্ম্ম—নিষিদ্ধ কর্ম্ম, দুষ্কর্ম্ম। বি (নিষিদ্ধ) যে কর্ম্ম, কর্ম্মধা বা নিত্য। সং; ক্লী।

বিকর্ম্মকৃৎ—নিষিদ্ধ কর্ম্মকারী। বিকর্ম্ম (নিষিদ্ধ কর্ম্ম)–কৃ (করা)+ক্বিপ ক। বিণ; ত্রি। [র্ম্ম। সং; পু।

বিকর্ষ—শর, বাণ। বি–কৃষ (টানা)+অল্

বিকর্ষণ—আকর্ষণ, টান। বি–কৃষ (টানা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে বিকৃষ্ট।

বিকল—কলাহীন; অসমর্থ; অসম্পূর্ণ; বিহ্বল; হ্রাসপ্রাপ্ত; অস্বাভাবিক; রহিত। বি (বিগত) হইয়াছে কলা যাহার, বহু, অথবা কলা দ্বারা বি (বিহীন), নিত্য। বিণ; ত্রি।

বিকলচিত্ত—১। বিহ্বল মনঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। বিহ্বলমনাঃ, কাতরহৃদয়। বহু। বিণ; ত্রি।

বিকলাঙ্গ—হীনাঙ্গ, অবশাঙ্গ; অধিকাঙ্গ। বিকল হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বিকলেন্দ্রিয়—অবশেন্দ্রিয়, যাহার হস্তপদাদি কোন ইন্দ্রিয় অসমর্থ বা অবশ হইয়াছে এরূপ। বিকল হইয়াছে ইন্দ্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বিকল্প—বিভিন্ন কল্পনা; বিবিধ কল্পনা; ভেদ-বুদ্ধি; ভ্রম; সংশয়; বিশেষ; ব্যাকরণে—বিভাষা; অর্থালঙ্কারবিশেষ। বি–কৃপ বা কল্প (কল্পনা করা)+অল্ ভা। সং; পু।

বিকল্পিত—বিবিধরূপে কল্পিত; সন্দিগ্ধ; অনিয়মিত; বিভাষিত। বি–ণিজন্ত কৃপ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিকশিত, বিকষিত, বিকসিত—প্রস্ফুটিত; উন্মিষিত; ব্যক্ত। বি–কশ, কষ, কস+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিকাশ, বিকাস।

বিকশ্বর, বিকষ্বর, বিকস্বর—বিকাসশীল; প্রকাশশীল; বিসরণশীল। বি–কশ, কষ, কস+বর ক। বিণ; ত্রি।

বিকার—বিকৃতি, প্রকৃতির অন্যথাভাব; স্খলন; অস্বাস্থ্য। বি–কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে বিকৃত।

বিকারগ্রস্ত—বিকৃতিযুক্ত; অস্বাভাবিক অবস্থাপন্ন; স্বাস্থ্যহীন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিকারপ্রাপ্ত—বিকৃতিযুক্ত, রূপান্তরিত। ২তৎ বিণ; ত্রি।

বিকারপ্রাপ্তি—বিকৃতিলাভ, অবস্থান্তর প্রাপ্তি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিকারী—(বিকারিন্)। বিকারযুক্ত, বিকৃতস্বভাব; পরিবর্ত্তনশীল। বিকার+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিকারিণী।

বিকার্য্য—বিকার-যোগ্য। বি–কৃ (করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি

বিকাল—অপরাহ্ণ, বৈকাল। বি (দৈবাদি কার্য্যে—বিরুদ্ধ) যে কাল, নিত্য। সং; পু।

বিকাশ, বিকাস, বীকাশ, বীকাস—প্রকাশ; প্রসার; উল্লাস; বিষমগতি; আকাশ; গোপন; বিজন। বি–কশ, কস+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিকাশন, বিকাসন—প্রস্ফুটন; প্রকাশ। বি–কাশ, কাস+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিকাশপ্রাপ্তি—প্রকাশলাভ, প্রস্ফুটিত হওয়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিকাশিনী, বিকাসিনী—বিকাশী দেখ।

বিকাশী (বিকাশিন্), বিকাসী (বিকাসিন্)—প্রসরণশীল; বিকাসশীল; হর্ষযুক্ত। বিকাশ বা বিকাস শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিকাশিনী, বিকাসিনী।

বিকাস—বিকাশ দেখ।

বিকাসী—বিকাশী দেখ।

বিকির—১। বিকিরণ, ছড়ান। বি–কৄ (ছড়ান)+ক ভা। ২। পক্ষী। বি–কৄ+ক ক। ৩। কূপ; পূজাকালে বিঘ্ননিবারণার্থ নিক্ষিপ্ত লাজ-তণ্ডুলাদি। বি–কৄ+ক র্ম্ম। সং; পু।

বিকিরণ—১। বিক্ষেপণ, ছড়ান; জ্ঞান; হিংসন। বি–কৄ (ছড়ান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে বিকীর্ণ।

বিকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত, ছড়ান; বিস্তৃত; বিখ্যাত। বি–কৄ (ছড়ান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিকিরণ।

বিকীর্য্যমাণ—বিক্ষিপ্ত, যাহা ছড়ান হইতেছে এরূপ। বি–কৄ (ছড়ান)+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিকুক্ষি—সূর্য্যবংশীয় নরপতি, ইক্ষ্বাকুর পুত্র। একদা ইক্ষ্বাকু ইঁহাকে শ্রাদ্ধের নিমিত্ত মাংস আনিতে আদেশ করিলে ইনি মৃগয়ায় যাইয়া বহু মৃগ বধ করেন, কিন্তু মৃগয়াশ্রমে অত্যন্ত কাতর হওয়ায় একটী শশক ভক্ষণ করিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হন। কুলগুরু বশিষ্ঠ তপোবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া ইঁহার আনীত মাংস গ্রহণ করিলেন না। ইক্ষ্বাকু রুষ্ট হইয়া ইঁহাকে বিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু পিতার স্বর্গারোহণের পর বিকুক্ষি রাজপদ লাভ করেন এবং সুনিয়মে প্রজাপালন করেন।

বিকুণ্ঠ—বৈকুণ্ঠ দেখ। সং; স্ত্রী।

বিকুণ্ঠিত—কুণ্ঠীকৃত, আব্‌ড়ো খাব্‌ড়ো। বি–কুন্ঠ (বিকল হওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিকুর্ব্বাণ—বিকৃতপ্রাপ্ত; সুখী; হৃষ্ট। বি–কৃ (করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

বিকূণিত—১। সঙ্কোচ; মুদ্রণ। বি–কূণ+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। সঙ্কুচিত; মুদ্রিত, বোজা। বি–কূণ (সঙ্কুচিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিকৃত—বিকারপ্রাপ্ত; অন্যথাকৃত; রুগ্ন; বিকট; বিকল; বীভৎস। বি–কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিকৃতি, বিকার।

বিকৃতকণ্ঠ—বিকৃত কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট; ভিন্ন প্রকার কণ্ঠধ্বনিযুক্ত, যে গলার আওয়াজ বদলাইয়াছে এরূপ। বিকৃত হইয়াছে কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বিকৃতকণ্ঠে—পরিবর্ত্তিত কণ্ঠস্বরে, ভিন্নপ্রকার

আওয়াজে। বিকৃত হইয়াছে কণ্ঠ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

বিকৃতমস্তিষ্ক—১। মস্তিষ্কের বিকারপ্রাপ্ত, যাহার মাথা খারাপ হইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি। ২। রুগ্ন মস্তিষ্ক, খারাপ মাথা। কর্ম্মধা। সং; পু।

বিকৃতরুচি—১। পরিবর্ত্তিত রুচিবিশিষ্ট, ভিন্নরুচি। বহু। বিণ; ত্রি। ২। পরিবর্ত্তিত রুচি; বীভৎস রুচি। কর্ম্মধা। সং; পু।

বিকৃতাবস্থ—পরিবর্ত্তিত অবস্থাযুক্ত, রূপান্তরিত দশাবিশিষ্ট, বিকল অবস্থাপন্ন। বহু। বিণ; ত্রি।

বিকৃতাবস্থা—১। পরিবর্ত্তিত অবস্থা, রূপান্তরিত দশা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। পরিবর্ত্তিত অবস্থাপন্না (স্ত্রী)। বহু। বিণ; স্ত্রী।

বিকৃতি—বিকার, প্রকৃতির অন্যথাভাব; অস্বাস্থ্য; রোগ। বি—কৃ (করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে বিকৃত।

বিকৃতিপ্রাপ্ত—বিকারযুক্ত, রূপান্তরপ্রাপ্ত; রোগযুক্ত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

বিকৃতিশূন্য—বিকারবিহীন, পরিবর্ত্তনশূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিকৃষ্ট—আকৃষ্ট, যাহা টানা হইয়াছে এরূপ; উদ্ধৃত। বি—কৃষ (টানা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিকর্ষণ।

বিকোষ—কোষমুক্ত, খাপ হইতে বহিষ্কৃত। নিত্য। বিণ; ত্রি।

বিক্ক—হস্তিশাবক। বিক্ (অনুকরণ শব্দ)—কৈ+ড ক। সং; পু।

বিক্রম—১। পরাক্রম; সাহস; শৌর্য্য, বীর্য্য; চলন; আক্রমণ; পক্ষীর গতি। বি—ক্রম (চলা, ইত্যাদি)+অল্ ভা। ২। বিষ্ণু; বৎসরবিশেষ; বিক্রমাদিত্য [বিক্রমাদিত্য দেখ]। বি—ক্রম+অল্ ক। সং; পু। বিশেষণে বিক্রমী, বিক্রান্ত।

বিক্রমাদিত্য—সুপ্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী-পতি। বিক্রমে (পরাক্রমে) আদিত্য (সূর্য্য) প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

বিক্রমাদিত্যের নাম ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই সুবিদিত। বিদ্যা, বুদ্ধি, দয়া, ধর্ম্ম, রণকুশলতা, রাজনীতিজ্ঞতা প্রভৃতি সকল বিষয়েই ইনি আদর্শ-পুরুষ ছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। পরন্তু ইঁহার প্রকৃত জীবনবৃত্তান্ত নির্ণয় করিবার উপায় নাই; নানাপ্রকার অদ্ভুত কিংবদন্তী ও কল্পিত উপাখ্যান ইঁহার নামের সহিত বিজড়িত হওয়ায় প্রকৃত ইতিবৃত্ত দুর্ভেদ্য রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

ইঁহার পিতার নাম গন্ধর্ব্বসেন। পিতার মৃত্যুর পর ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খ রাজপদ প্রাপ্ত হইলে ইনি দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া ঐ সকল স্থানের আচার ব্যবহার ও রাজ্যশাসনপ্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি ঐ সময়ে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ এরূপও বলেন যে, সেই সময়ে ইনি তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। সে যাহা হউক, শঙ্খ ক্রমে নিতান্ত নৃশংস ও অত্যাচারী হইয়া উঠেন ও বিক্রমাদিত্যের প্রাণনাশে চেষ্টিত হন। পরন্তু বিক্রমাদিত্যই তাঁহার প্রাণসংহার করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

আবার মতান্তরে দেখা যায়, পিতার মৃত্যুর পর বিক্রমাদিত্যই রাজপদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু কিছুদিন পরে পত্নীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া সংসার পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হন এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরিকে রাজ্যশাসনভার অর্পণপূর্ব্বক স্বয়ং সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া দেশপর্য্যটনে বহির্গত হন। অনন্তর দীর্ঘকাল পরে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বহস্তে শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে ইনি সতত সচেষ্ট ছিলেন; গুপ্তচর দ্বারা সকল স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিতেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষসহ স্বয়ং ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া সকল বিষয়ের তত্ত্ব লইতেন। ইনি সুবাহু রাজার নিকট দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার উপরি স্থাপিত সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ঐ সমস্ত পুত্তলিকা উপলক্ষেই "বত্রিশসিংহাসন" নামক পুস্তক রচিত হইয়াছে। উজ্জয়িনী নগরী ইঁহার রাজধানী ছিল। উহার আর এক নাম অবন্তী বা অবন্তিকা।

বিক্রমাদিত্য নিজে যেমন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তেমনই অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কবি ও বুধমণ্ডলী ইঁহার সভায় অবস্থিতি করিয়া রাজদত্ত বৃত্তিভোগ করিতেন এবং নিশ্চিন্তমনে নিয়ত বিদ্যালোচনায় রত থাকিতেন। তন্মধ্যে কালিদাস প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নয়জন "নব-রত্ন" নামে বিখ্যাত ছিলেন (নবরত্ন দেখ)। কিন্তু আধুনিক প্রত্নতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন, এই নবরত্নের রচিত গ্রন্থসমূহের ভাষা ও ভাব এত বিভিন্ন যে, ইঁহারা কখনই এক সময়ের লোক হইতে পারেন না। কালিদাস-কৃত শকুন্তলা গ্রন্থের ভাষা দেখিলে বোধ হয়, উহা খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দী মধ্যে লিখিত; আবার অমরসিংহ কৃত অমরকোষ অভিধান দেখিলে মনে হয়, উহা খ্রীষ্টের জন্মের পরবর্ত্তী নবম বা দশম শতাব্দীতে রচিত। এই সমস্ত কারণে ইঁহারা অনুমান করেন যে, বিক্রমাদিত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উপাধি মাত্র। ভারতের অনেক রাজাই প্রবল হইয়া এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তবে উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য খুব ভাল লোক ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম স্মরণীয় করিবার জন্য দেশের যাহা কিছু ভাল ও গৌরবের বিষয় তৎসমস্তই ইঁহার সময়ে বিদ্যমান ছিল বলিয়া লোকে কল্পনা করিয়া লইয়াছে।

বিক্রমাদিত্য নিজ নামে এক অব্দ প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। উহার নাম বিক্রমসংবৎ। উহা খ্রীঃ পূঃ ৫৬ অব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত বৎসরে ইনি হূন বা শক জাতিকে পরাভূত ও দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া 'শকারি' উপাধি গ্রহণ এবং সংবৎ-অব্দ প্রচলিত করেন। এ সম্বন্ধেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, শক জাতির সম্পূর্ণ পরাভব উজ্জয়িনীরাজ যশোবর্ম্মদেব কর্ত্তৃক খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে সংসাধিত হইয়াছিল। সুতরাং বিক্রমাদিত্য ও যশোবর্ম্মদেব একই ব্যক্তি অর্থাৎ বিক্রমাদিত্য তাঁহার উপাধিমাত্র। এই হেতু অনেকে অনুমান করেন, পূর্ব্বে 'মালবাব্দ' নামে একটি অব্দ প্রচলিত ছিল এবং তাহা খ্রীঃ পূঃ ৫৬ অব্দে আরম্ভ হইয়াছিল। পরন্তু যশোবর্ম্মদেব শক জাতিকে পরাস্ত করিয়া যেমন 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ উক্ত অব্দটিকেও নিজ নামে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

বিক্রমার্ক—উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্য। বিক্রমে (পরাক্রমে) অর্ক (সূর্য্য) প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং; পু।

বিক্রমী—(বিক্রমিন্) ১। বিষ্ণু; সিংহ। বিক্রম শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, অথবা বি—ক্রম +ণিন্ ক। সং; পু। ২। বিক্রান্ত, পরাক্রান্ত। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিক্রমিণী।

বিক্রয়—মূল্যগ্রহণ ও স্বত্বত্যাগপূর্ব্বক অর্পণ, বেচা। বি—ক্রী (বেচা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে বিক্রীত। [বিণ; ত্রি।

বিক্রয়িক—বিক্রয়কারক। বিক্রয় শব্দ+ফিক। বিক্রয়ী—(বিক্রয়িন্)। বিক্রেতা, বিক্রয়কারী। বি—ক্রী (বেচা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিক্রয়িণী

বিক্রান্ত—১। প্রতাপশালী। বি—ক্রম+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। বিক্রম। বি—ক্রম+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিক্রান্তি—বিক্রম; প্রভাব; অশ্বগতিবিশেষ। বি—ক্রম+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী

বিক্রিয়া—প্রকৃতির অন্যথাভাব, বিকৃতি, বিকার। বি—কৃ (করা)+শ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিক্রীড়িত—বিবিধ ক্রীড়া। বি—ক্রীড় (খেলা করা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিক্রীত—যাহা বিক্রয় করা হইয়াছে এরূপ। বি—ক্রী (বেচা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিক্রয়।

বিক্রুষ্ট—১। আক্রোশকারী, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর বি—ক্রুশ+ক্ত ক। ২। আহূত। বি—ক্রুশ (ডাকা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিক্রেতা—(বিক্রেতৃ)। বিক্রয়কর্ত্তা। বি—ক্রী (বেচা)+তৃন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে বিক্রেত্রী।

বিক্রেয়—বিক্রয়-যোগ্য, বিক্রয়-করণীয়। বি—ক্রী (বেচা)+য র্ম। বিণ; ত্রি।

বিক্লব—১। ভীত; বিহ্বল; বিবশ; উদভ্রান্ত; কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়; অবধারণাসমর্থ। বি—ক্লব (ভয় পাওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। ব্যাকুলতা; ভ্রান্তি; জড়তা। বি—ক্লব +অল্ ভা। সং; পুং।

বিক্লিত্তি—অন্নাদির পাক; আর্দ্রতা; দ্রবীভাব। বি—ক্লিদ (ক্লেদ হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে বিক্লিন্ন।

বিক্লিন্ন—জীর্ণ; দ্রবীভূত; আর্দ্র। বি—ক্লিদ (ক্লেদ হওয়া)+ক্ত র্ম বা ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিক্লিত্তি।

বিক্ষত—আহত; খণ্ডিত; ক্ষয়প্রাপ্ত। বি—ক্ষণ (বধ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিক্ষাব—ধ্বনি; শব্দ। বি—ক্ষু (শব্দ করা) +ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

বিক্ষিপ্ত—বিস্তারিত, বিকীর্ণ, ছড়ান; ত্যক্ত। বি—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিক্ষেপ।

বিক্ষিপ্তচিত্ত—১। অস্থির মনঃ, চঞ্চল অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। চঞ্চলচেতাঃ; ধ্যান হইতে বিচলিতমনাঃ। বহু। বিণ; ত্রি।

বিক্ষুব্ধ—ক্ষুব্ধ; বিচলিত; চঞ্চল। বি—ক্ষুভ (ক্ষুব্ধ হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিক্ষোভ।

বিক্ষেপ—১। ক্ষেপণ; সঞ্চালন; প্রসারণ; ত্যাগ; ভয়; মায়ার শক্তিবিশেষ [মায়ার দুই প্রকার শক্তি,—আবরণশক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি। যে শক্তি দ্বারা বস্তুর স্বরূপ তিরোহিত হয়, তাহা আবরণশক্তি, আর যে শক্তি দ্বারা এক বস্তুতে অন্য বস্তুর প্রতীতি হয়, তাহাই বিক্ষেপ শক্তি। রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে আবরণশক্তি রজ্জুর স্বরূপ তিরোহিত করিয়া দেয়, এবং বিক্ষেপ শক্তি তাহাতে সর্পভ্রম জন্মাইয়া দেয়]। বি—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভা। ২। রাজস্ব। বি—ক্ষিপ+অল্ র্ম। সং; পুং।

বিক্ষোভ—ক্ষোভ, দুঃখ; চাঞ্চল্য, উৎকণ্ঠা; বিলোড়ন; সংঘট্টন। বি—ক্ষুভ (ক্ষুব্ধ হওয়া) +অল্ ভা। সং; পুং। বিশেষণে বিক্ষুব্ধ।

বিখুর—চোর; রাক্ষস। বি—খুর+অন্ ক। সং; পুং।

বিখ্যাত—প্রসিদ্ধ, খ্যাত্যাপন্ন। বি—খ্যা (বলা) +ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিখ্যাতি।

বিখ্যাতি—প্রসিদ্ধি, যশঃ। বি—খ্যা (বলা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিখ্যাপন—বিজ্ঞাপন; বিবরণ; যশঃকীর্ত্তন। বি—ণিজন্ত খ্যা বা খ্যাপি (খ্যাপন করা) +অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিগ—বিগ্র। বিগ্র দেখ।

বিগণন, বিগণনা—গণনা, সংখ্যাকরণ; ঋণাদি পরিশোধ; অবজ্ঞা। বি—গণ (গণনা করা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে+অন ভা +আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে বিগণিত।

বিগণিত—গণিত, সংখ্যাত; ঋণমুক্ত; অবজ্ঞাত। বি—গণ (গণনা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিগত—অতীত; ভূত; প্রস্থিত; নিষ্প্রভ; নষ্ট। বি—গম (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিগম।

বিগতপ্রাণ—প্রাণহীন, মৃত। বহু। বিণ; ত্রি।

বিগতশ্রী—১। নষ্টসৌন্দর্য্য, যাহার শোভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বহু। বিণ; ত্রি। ২। নষ্ট শোভা। বিগতা যে শ্রী, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।]

বিগতস্পৃহ—স্পৃহারহিত, আকাঙ্ক্ষাশূন্য। বহু।

বিগম—অপগম; নাশ; প্রস্থিতি; নিষ্পত্তি। বি—গম (যাওয়া)+অল্ ভা। সং; পুং।

বিগর্হণ, বিগর্হণা—নিন্দা; তিরস্কার; কলঙ্ক। বি—গর্হ (নিন্দা করা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে+অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে বিগর্হিত।

বিগর্হিত—নিন্দিত; দূষিত; নিষিদ্ধ। বি—গর্হ (নিন্দা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিগলিত—ক্ষরিত, যাহা গলিয়া পড়িয়াছে এরূপ; স্খলিত; পতিত। বি—গল (ক্ষরিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিগলিতাশ্রুলোচন—১। যাহার চক্ষুঃ দিয়া জল পড়িতেছে এরূপ। বিগলিত যে অশ্রু, কর্ম্মধা; বিগলিতাশ্রু যুক্ত হইয়াছে লোচন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিগলিতাশ্রুলোচনা। ২। যাহা হইতে জল পড়িতেছে এমন চক্ষুঃ। বিগলিতাশ্রু যুক্ত যে লোচন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [বিণ; স্ত্রী।

বিগলিতাশ্রুলোচনা—বিগলিতাশ্রুলোচন দেখ।

বিগাঢ়—স্নাত; প্রবৃদ্ধ; কঠিন, ঘন। বি—গাহ (অবগাহন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিগান—নিন্দা; তিরস্কার। বি—গৈ (গান করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে বিগীত।

বিগাহ—অবগাহন; বিলোড়ন। বি—গাহ (স্নান করা)+অল্ ভা। সং; পুং।

বিগীত—নিন্দিত, বিগর্হিত। বি—গৈ (গান করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিগান।

বিগুণ—গুণহীন, নির্গুণ। গুণ যাহা বি (বিহীন), নিত্য। বিণ; ত্রি।

বিগূঢ়—গুপ্ত; গর্হিত, নিন্দিত। বি—গুহ (গোপন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিগ্ন—উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত; ভীত। বিজ (উদ্বিগ্ন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিগ্র—বিকলনাসিক, খাঁদা। বিণ; ত্রি।

বিগ্রহ—১। শরীর; মূর্ত্তি; দেবমূর্ত্তি; সমাসবাক্য; বিভাগ; বিস্তার; বিশেষজ্ঞান। বি—গ্রহ (গ্রহণ করা)+অল্ ভা। সং; পুং। ২। প্রহার; বৈর; যুদ্ধ; বিপ্রিয়। সং; ক্লী ও পুং।

বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা—দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, দেবতার মূর্ত্তি গঠন করিয়া স্থাপন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিগ্রহসেবা—দেবমূর্ত্তির পূজা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিঘটন—ব্যাঘাত; বিরোধ; বিশ্লেষ; বিকাশ। বি—ঘট (ঘটা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিঘটিকা—কালবিভাগবিশেষ, পল, ২৪ সেকেণ্ড। সং; স্ত্রী।

বিঘটিত—ব্যাহত; বিশ্লেষিত; রচিত; বিকাশিত। বি—ণিজন্ত ঘট বা ঘটি (ঘটান) +ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিঘট্টন—সঞ্চালন; বিস্রংসন, বিশ্লেষ; অভিঘাত; দৃঢ়সংযোগ। বি—ঘট্ট (চালনা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে বিঘট্টিত।

বিঘট্টিত—সঞ্চালিত; বিশ্লেষিত; অভিহত; মথিত। বি—ঘট্ট (চালনা করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিঘট্টন।

বিঘস—ভক্ষণ; ভোজন; ভোজনশেষ। বি—অদ (খাওয়া)+অল্ ভা। সং; পুং।

বিঘাত—আঘাত; ব্যাঘাত; বিঘ্ন; বারণ; বিনাশ। বি—হন (বধ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পুং। বিশেষণে বিহত।

বিঘাতক—ব্যাঘাতক; বারক; নাশক। বি—হন (বধ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

বিঘাতিনী—বিঘাতী দেখ।

বিঘাতী—(বিঘাতিন্) ১। ঘাতক; নিবারক; ব্যাঘাতক। বি—হন (বধ করা)+ণিন্ ক। ২। ব্যাহত; নষ্ট। বিঘাত শব্দ +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে বিঘাতিনী।

বিঘোষণ—[illegible]
[illegible]
বিঘ্ন[illegible]—ব্যাঘাত [illegible]
([illegible]) [illegible] । পু ।
বিঘ্নকারিণী—বিঘ্নকারী দেখ । ত্রি ; স্ত্রী ।
বিঘ্নকারী—(বিঘ্নকারিন্) । ব্যাঘাতকারী, বাধাদায়ক । বিঘ্ন শব্দ—কৃ (করা)+ণিন্ ক । বিণ ; পু । স্ত্রীলিঙ্গে বিঘ্নকারিণী ।
বিঘ্নদায়ক—বাধাদায়ক, ব্যাঘাতকারী । ৬তৎ । বিণ ; ত্রি ।
বিঘ্ননাশক, বিঘ্ননাশন, বিঘ্নবিনাশক, বিঘ্নবিনাশন—গণেশ । ৬তৎ । সং ; পু ।
বিঘ্নময়—বাধাপূর্ণ, ব্যাঘাতপূর্ণ । বিঘ্ন শব্দ+ময়ট্ । বিণ ; ত্রি ।
বিঘ্নবিনাশক, বিঘ্নবিনাশন—বিঘ্ননাশক দেখ ।
বিঘ্নহর—১ । বিঘ্নবিনাশক, ব্যাঘাতনিবারক । ৬তৎ । বিণ ; ত্রি । ২ । গণেশ । সং ; পু ।
বিঘ্নিত—বিঘ্নযুক্ত ; ব্যাহত । বিঘ্ন শব্দ+ইত জাতার্থে । বিণ ; ত্রি ।
বিচক্ষণ—দক্ষ ; পণ্ডিত ; জ্ঞানী ; বক্তা । বি—চক্ষ (দেখা, বলা)+অন ক । বিণ ; ত্রি ।
বিচয়, বিচয়ন—চয়ন ; একত্রীকরণ ; অন্বেষণ ; অনুসন্ধান । বি—চি (চয়ন করা)+অল্, অনট্ ভা । সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী । বিশেষণে বিচিত ।
বিচর্চ্চিকা—চুলকনা রোগ । বি—চর্চ্চ (বলা)+ণক ক+আপ্ । সং ; স্ত্রী ।
বিচল, বিচলিত—স্খলিত ; ভ্রষ্ট ; চঞ্চল । বি—চল (চলা)+অন্, ক্ত ক । বিণ ; ত্রি ।
বিচার—তত্ত্বনির্ণয় ; মীমাংসা ; চর্চ্চা, তর্ক ; বিবেচনা । বি—চর (যাওয়া ইত্যাদি)+ঘঞ্ ভা । সং ; পু ।
বিচার-আচার—বিবেচনা ও নিয়ম ; ভাল মন্দ বিবেচনা ; শুদ্ধাচার । দ্বন্দ্ব । সন্ধি করিলে 'বিচারাচার' হয় ।
বিচারক—মীমাংসক, বিচারকর্ত্তা, বিচারপতি । বি—ণিজন্ত চর বা চারি+ণক ক । সং ; পু ।
বিচারকর্ত্তা—বিচারক, বিচারপতি । ৬তৎ । সং ; পু । স্ত্রীলিঙ্গে বিচারকর্ত্রী ।
বিচারক্ষম—বিচারসমর্থ, মীমাংসাপটু, তত্ত্বনির্ণয়ে দক্ষ । বিচারে ক্ষম, ৭তৎ । বিণ ; ত্রি ।
বিচারণ, বিচারণা—বিচার ; বিবেচনা । বি—ণিজন্ত চর বা চারি (যাওয়ান)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্ । সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী । বিশেষণে বিচারিত ।
বিচারণীয়—বিচার-যোগ্য, বিচার্য্য । বি—ণিজন্ত চর বা চারি (যাওয়ান)+অনীয় র্ম । বিণ ; ত্রি । [৬তৎ । বিণ ; ত্রি ।
বিচারশূন্য—বিচারবিহীন, বিবেচনারহিত ।
বিচারস্থান—বিচারালয়, ধর্ম্মাধিকরণ, আদালত । ৬তৎ । সং ; ক্লী ।

বিচারালয়—[illegible]
[illegible]
বিচারিত—বিবেচিত, মীমাংসিত, নির্ণীত । বি—ণিজন্ত চর বা চারি (যাওয়ান)+ক্ত র্ম । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে বিচারণ ।
বিচার্য্য—বিচারণীয়, বিচারযোগ্য ; যাহার বিচার করিতে হইবে এরূপ । বি—ণিজন্ত চর বা চারি (যাওয়ান)+ঘ্যণ্ র্ম । বিণ ; ত্রি ।
বিচিকিৎসা—সন্দেহ, সংশয় । বি—সনন্ত কিত+অ ভা+আপ্ । সং ; স্ত্রী ।
বিচিত—অন্বিষ্ট । বি—চি (চয়ন করা)+ক্ত র্ম । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে বিচয়, বিচয়ন ।
বিচিত্র—১ । নানা বর্ণ ; অর্থালঙ্কারবিশেষ । বি—চিত্র (চিত্রিত করা)+অল্ র্ম । সং ; ক্লী । ২ । নানাবর্ণযুক্ত ; বিস্ময়জনক, আশ্চর্য্য ; সুন্দর, রমণীয় । বিণ ; ত্রি ।
বিচিত্রতা—রমণীয়তা, সৌন্দর্য্য ; নানাবর্ণযুক্ততা ; বিস্ময়কারিতা । বিচিত্র দেখ ; বিচিত্র শব্দ+তা ভাবে । সং ; স্ত্রী ।
বিচিত্রবর্ণ—মনোহর বর্ণবিশিষ্ট, নানা বর্ণে রঞ্জিত । বিচিত্র হইয়াছে বর্ণ যাহার, বহ । বিণ ; ত্রি ।
বিচিত্রবীর্য্য—কুরুবংশীয় নরপতি, ধৃতরাষ্ট্রের পিতা ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের পিতামহ । মহারাজ শান্তনুর ঔরসে ও তৎপত্নী সত্যবতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম । জ্যেষ্ঠ সহোদর চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর ইনি হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরূঢ় হন । ইঁহার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভীষ্ম কাশীরাজ-তনয়া অম্বিকা ও অম্বালিকার স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হইয়া কন্যাদ্বয়কে হরণ করেন, কিন্তু তিনি আজীবন অকৃতদার থাকিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত থাকায় বিচিত্রবীর্য্যের সহিত কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দেন । বিচিত্রবীর্য্য আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়া যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হন এবং অল্পবয়সে লোকান্তর গমন করেন । বিচিত্র (বিস্ময়জনক) হইয়াছে বীর্য্য (শৌর্য্য) যাঁহার, বহ । সং ।
বিচিত্রাঙ্গ—ব্যাঘ্র ; ময়ূর । বহ । সং ; পু ।
বিচিত্রিত—নানাবর্ণযুক্ত । বিচিত্র শব্দ (নানা বর্ণ)+ইত যুক্তার্থে । বিণ ; ত্রি ।
বিচিন্তিত—সম্যক্ চিন্তিত, যাহা বিশেষরূপে ভাবা হইয়াছে । বি—চিন্তি+ক্ত র্ম । বিণ ; ত্রি ।
বিচিন্ত্যমান—যাহা সম্যক্ চিন্তা করা হইতেছে এরূপ । বি—চিন্তি (চিন্তা করা)+শান র্ম । বিণ ; ত্রি ।
বিচেতন—অচেতন, হতচৈতন্য ; অবিবেকী । বি (বিগত) হইয়াছে চেতনা যাহার, বহ । বিণ ; ত্রি ।

বিচেতা—(বিচেতস্) । দুর্মনা, বিমনাঃ, অজ্ঞান, অবোধ । বি (বিগত) হইয়াছে চেতঃ (মনঃ) যাহার, বহ । বিণ ; পু ।
বিচেয়—অন্বেষণীয় । বি—চি (চয়ন করা)+য র্ম । বিণ ; ত্রি ।
বিচেষ্টিত—১ । বিশেষ চেষ্টা ; অঙ্গপরিবর্ত্তন, লুণ্ঠন ; ব্যাপার, ক্রিয়া । বি—চেষ্ট (চেষ্টা করা)+ক্ত ভা । সং ; ক্লী । ২ । অন্বেষিত । বি—চেষ্ট+ক্ত র্ম । ৩ । চেষ্টাহীন । বি—চেষ্ট+ক্ত ক । বিণ ; ত্রি ।
বিচ্ছর্দ—রাশি, সমূহ । বি—ছর্দ (বমন করা)+অল্ ভা । সং ; পু ।
বিচ্ছায়—১ । ছায়াহীন । বি (বিগত) হইয়াছে ছায়া যাহা হইতে, বহ । বিণ ; ত্রি । ২ । ছায়ার অভাব । নিত্য । ৩ । পক্ষিচ্ছায়া । বির (পক্ষীর) ছায়া, ৬তৎ । সং, ক্লী ।
বিচ্ছিত্তি—বিচ্ছেদ ; বিনাশ ; বৈচিত্র্য ; বৈশিষ্ট্য ; চমৎকার ; অঙ্গরাগ, স্ত্রীলোকের শোভাকর অঙ্গভূষণ-রচনা । বি—ছিদ (ছেদন করা)+ক্তি ভা । সং ; স্ত্রী । বিশেষণে বিচ্ছিন্ন ।
বিচ্ছিন্ন—বিযুক্ত ; বিভক্ত ; ছিন্নভিন্ন ; সমালব্ধ, বিনষ্ট । বি—ছিদ (ছেদন করা)+ক্ত র্ম । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে বিচ্ছিত্তি, বিচ্ছেদ
বিচ্ছুরিত—রঞ্জিত ; অনুলিপ্ত । বি—ছুর (রঞ্জিত করা)+ক্ত র্ম । বিণ ; ত্রি ।
বিচ্ছেদ—১ । বিভাগ ; বিয়োগ, বিরহ ; সন্ততিরাহিত্য ; পার্থক্য । বি—ছিদ (ছেদন করা) +অল্ ভা । ২ । খণ্ড । বি—ছিদ+অল্ র্ম । সং ; পু ।
বিচ্ছেদকাতর—বিরহজন্য ব্যাকুল । ৩তৎ । বিণ ; ত্রি । স্ত্রীলিঙ্গে বিচ্ছেদকাতরা ।
বিচ্ছেদশূন্য—বিয়োগশূন্য, অবিচ্ছিন্ন ; চিরসম্মিলিত । ৩তৎ । বিণ ; ত্রি ।
বিচ্যুত—পতিত ; ভ্রষ্ট ; স্খলিত ; বিশ্লিষ্ট ; বিগত । বি—চ্যু (পড়া)+ক্ত ক । বিণ ; ত্রি । বিশেষ্যে বিচ্যুতি ।
বিচ্যুতি—পতন ; স্খলন ; ভ্রংশ ; বিয়োগ ; বিশ্লেষ । বি—চ্যু (পড়া)+ক্তি ভা । সং ; স্ত্রী । বিশেষণে বিচ্যুত ।
বিজন—উপাংশু, নির্জ্জন । বি (নাই) জন যাহাতে, অথবা বি (বিগত) হইয়াছে জন যাহা হইতে, বহ । বিণ ; ত্রি ।
বিজনন—উৎপত্তি, উদ্ভব ; প্রসব । বি—জন (জন্মা)+অনট্ ভা । সং ; ক্লী ।
বিজন বিপিন—জনশূন্য অরণ্য, নির্জ্জন বন । কর্ম্মধা । সং ; ক্লী ।
বিজন্মা—(বিজন্মন্) । অ-সুজাত, জারজ । বি (আচারবিরুদ্ধ) হইয়াছে জন্ম যাহার, বহ । বিণ ; পু ।
বিজপিল—পঙ্ক, পাঁক । সং ; ক্লী ।
বিজয়—১ । জয়, শত্রুপরাজয় । বি—জি (জয়

করা) + অন্ ভা। ২। অর্জ্জুন ; যম ; বিষ্ণুর দ্বারী [জয় দেখ]; বিমান। বি—জি+অন্ ক। সং ; পু।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—নদীয়া শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশে ১২৫১ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন ইঁহার পিতার নাম আনন্দকৃষ্ণ গোস্বামী পাঁচ বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয় বিজয়কৃষ্ণ প্রথমে শান্তিপুরে চতুষ্পাঠীতে, পরে সাঁতরাগাছিতে চৌধুরীদের বাড়ীতে থাকিয়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে সহসা তাঁহার মনের ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায় উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করেন, এবং বহুদিন পর্য্যন্ত প্রচারকের কার্য্য করেন। কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ইঁহার অতিশয় সৌহৃদ্য ছিল কিন্তু কুচবিহারের মহারাজের সহিত কেশব চন্দ্রের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে উভয়ে মনোবাদ উপস্থিত হয়। এই সূত্রে বিজয়কৃষ্ণের উদ্যোগে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়কৃষ্ণ চিরদিনই শান্তি-পিপাসু ছিলেন কোন সাধু সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলেই তাঁহার নিকট সকাতরে শান্তিভিক্ষা করিতেন। একবার গয়াধামে এক যোগীর সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই যোগীর উপদেশে ইনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, এবং কাশীতে উপবীত গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহা পরিত্যাগ করেন। এই যোগীর নিকট ইনি মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে বিজয়কৃষ্ণ হরিনাম ও ভগবৎপ্রসঙ্গ লইয়াই কালযাপন করিতেন। জীবনের শেষ অবস্থায় ইনি পবিত্র পুরীধামে গিয়া বাস করেন, এবং তথায় ১৫ মাস কাল থাকিয়া ৬৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ইনি ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর নামক একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বিজয়কেতন—জয়পতাকা, জয়ধ্বজা। বিজয়সূচক কেতন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।

বিজয়চাঁদ মহাতাব—(মহারাজাধিরাজ স্যার্)। জন্ম ১৮৮১ খ্রীঃ ১৯শে অক্টোবর। ইনি রাজা বনবিহারী কপুরের ঔরসজাত ও বর্দ্ধমানাধিপতি আফতাব চাঁদের দত্তক পুত্র। ১৮৮৭ খ্রীঃ ৩১শে জুলাই বিজয়চাঁদ বর্দ্ধমানের গদির অধিকার প্রাপ্ত হন এবং ১৯০৩ খ্রীঃ বঙ্গের ছোটলাট কর্ত্তৃক গদিতে স্থাপিত হন। বংশগত মহারাজাধিরাজ উপাধিটি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক Coronation Durbar উপলক্ষে ১৯০৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী বিজয়চাঁদকে প্রদত্ত হয় এবং ঐ দিনেই "বাহাদুর" উপাধিও অতিরিক্ত সম্মান স্বরূপে ইঁহাকে দেওয়া হয়। পূর্ব উপাধি (মহারাজাধিরাজ বাহাদুর) ১৯০৮ খ্রীঃ ২৬শে জুন বংশানুগত হইল বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। বিজয়চাঁদ নিজে শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী বলিয়া সুপরিচিত "Studies" নামক একখানি ইংরাজি গ্রন্থ ও "বিজয়গীতিকা" নামক একখানি বাঙ্গাল গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থে ইঁহার রচিত বিবিধ বিষয়ক গান সন্নিবেশিত আছে। ১৯০৬ খ্রীঃ বিজয়চাঁদ ইংলণ্ডে ও ইউরোপের অন্যান্য স্থানে পরিভ্রমণ করেন। ইনি যে যে নগরে গিয়াছিলেন, সেই সেই নগরে যথোপযুক্ত সম্মান লাভ করেন। ইঁহার রচিত ভ্রমণকাহিনী সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৮ খ্রীঃ ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যরূপে মনোনীত হন। উক্ত অব্দের ৭ই নবেম্বর ইনি বঙ্গের ছোট লাট স্যার্ এণ্ড্ ফ্রেজারকে জনৈক আততায়ীর গুলির আঘাত হইতে রক্ষা করিয়া প্রভূত সাহসের পরিচয় দান করেন। এই সাহসের ও রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপে ১৯০৯ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী কে সি, আই, ই উপাধি ও তৃতীয় শ্রেণীর order of merit (Civil Division) পদক লাভ করেন। সাধারণ হিতকর কার্য্যে বিজয়চাঁদ অকাতরে অর্থ দান করিয়া থাকেন। ইনি স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী। দৃষ্টান্ত প্রদর্শন মানসে ইনি কখন কখন সস্ত্রীক সামাজিক সম্মিলনীতে উপস্থিত হন ইনি ইম্পিরিয়েল লীগ্ নামক নব প্রতিষ্ঠিত সভার সভাপতি। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সংস্কৃত ব্যবস্থাপক ও বড়লাটের সভায় জমিদারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া ইনি অন্যতম সভ্যরূপে প্রবেশ করেন। ভারতসম্রাট্ ও সম্রাট্-পত্নীর কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে যে অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হয়, ইনি তাহার সভাপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হন।

বিজয়লক্ষ্মী—জয়শ্রী, শত্রুপরাজয়রূপ সৌভাগ্য। বিজয় রূপা লক্ষ্মী, রূপক কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বিজয় সেন—বঙ্গের সেনবংশীয় একজন প্রসিদ্ধ রাজা, বল্লাল সেনের পিতা। ইঁহারই পিতামহ সামন্ত সেন কর্ণাট হইতে আসিয়া বাঙ্গালায় রাজ্য স্থাপন করেন। বিজয় সেন অতি প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। ইনি গৌড়, কলিঙ্গ প্রভৃতি জয় করিয়া একটি বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করেন। কথিত আছে যে, ইনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া নেপালের রাজা নান্যদেবকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

বিজয়া—আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমী ; দুর্গা ; দুর্গার সখীবিশেষ ; সিদ্ধি ; বিদ্যাবিশেষ ; যমের পত্নী ; হরীতকী ; শেফালিকা। বি—জি (জয় করা) + অন্ ক + আপ্। সং ; স্ত্রী।

বিজয়াবহ—জয়-সূচক। বিজয় শব্দ—আ—বহ (বহন করা) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

বিজয়া সপ্তমী—রবিবারযুক্তা শুক্লসপ্তমী। স্ত্রী

বিজয়িনী—বিজয়ী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

বিজয়ী—(বিজয়িন্)। জয়শীল, জেত বিজয় শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু স্ত্রীলিঙ্গে বিজয়িনী।

বিজয়োন্মত্ত—জয়লাভে উন্মাদ, শত্রুজয় হে নাতিশয় হৃষ্ট। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলি বিজয়োন্মত্তা।

বিজাত—অ সুজাত, জারজ। বি—জন (জন্মা + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

বিজাতি—ভিন্নজাতি, বিভিন্ন শ্রেণী। (ভিন্না) যে জাতি, নিত্য। সং ; স্ত্রী।

বিজাতীয়—ভিন্নজাতীয় ; বিভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত বি (ভিন্ন)—জাতি শব্দ + ঈয় সম্বন্ধার্থে বিণ ; ত্রি।

বিজিগীষা—জয়েচ্ছা, জয়াভিলাষ। বি—সন জি + অ ভা + আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষ বিজিগীষু।

বিজিগীষু—জয়েচ্ছু, জয়াভিলাষী। বি—সন জি + উ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষে বিজিগীষা।

বিজিগ্রাহয়িষু—যুদ্ধ করাইতে ইচ্ছুক। বি—ণিজন্ত গ্রহ বা গ্রাহি + সন্—বিজিগ্রাহয়িষ ক। বিণ ; ত্রি।

বিজিঘৃক্ষু—বিগ্রহ অর্থাৎ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক বি—সনন্ত গ্রহ + উ ক। বিণ ; ত্রি।

বিজিত—পরাজিত, পরাভূত। বি—জি (জ করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষে বিজয়।

বিজিহীর্ষা—বিহারেচ্ছা। বি—সনন্ত হৃ + অ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে বিজিহীর্ষু।

বিজিহীর্ষু—বিহারেচ্ছু। বি—সনন্ত হৃ + উ ক বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিজিহীর্ষা।

বিজিহ্ম—কুটিল, বক্র ; শুষ্ক ; অপ্রসন্ন। বি—হ্ম + ম ক। বিণ ; ত্রি।

বিজৃম্ভণ—হাই তোলা ; বিস্তার ; বিকাশ ; ইচ্ছা। বি—জৃম্ভ (হাই তোলা) + অনট্ ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে বিজৃম্ভিত।

বিজৃম্ভমাণ—বিকাশমান ; প্রকাশশীল। বি—জৃম্ভ + শান ক। বিণ ; ত্রি।

বিজৃম্ভিত—১। বিস্তারিত ; ব্যাপ্ত। বি—জৃম্ভ + ক্ত র্ম। ২। বিকসিত ; প্রস্ফুটিত। বি—জৃম্ভ + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ৩। বিজৃম্ভণ ; চেষ্টা। বি—জৃম্ভ + ক্ত ভা। সং ; স্ত্রী।

বিজেতা—(বিজেতৃ)। জয়কর্ত্তা, বিজয়ী। বি—জি (জয় করা) + তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিজেত্রী।

বিজেয়—জয় করিবার যোগ্য। বি—জি (জয় করা) + য র্ম। বিণ ; ত্রি।

বিজ্ঞ—জ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ ; প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ ;

প্রবীণ। বি—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিজ্ঞতা।

বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপ্তি—বিজ্ঞাপন, বিশেষরূপে জ্ঞাপন, জানান, নিবেদন। বি—জ্ঞপ, ২য় পক্ষে ণিজন্ত জ্ঞা বা জ্ঞাপি (জানান)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিজ্ঞাত—বিশেষরূপে জ্ঞাত, বিদিত; খ্যাত। বি—জ্ঞা (জানা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান—বিশেষরূপে জানা; জ্ঞান; বিদ্যা; তত্ত্বজ্ঞান; শিল্পাদি জ্ঞান (Science): মায়া-বৃত্তিবিশেষ। বি—জ্ঞা (জানা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিজ্ঞানচর্চ্চা—বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা, শিল্পাদি বিদ্যার চর্চ্চা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিজ্ঞানময়কোষ—জ্ঞানেন্দ্রিয়সংযুক্তা বুদ্ধি। কর্ম্মধা। সং; পু।

বিজ্ঞানবিৎ—বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞ, শিল্পাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। বিজ্ঞান শব্দ—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

বিজ্ঞানবিদ্যা—বিজ্ঞান শাস্ত্র, শিল্পাদিবিষয়িণী বিদ্যা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিজ্ঞানবিদ্যালয়—বিজ্ঞান-শিক্ষাগার, বিজ্ঞান-শিক্ষার স্কুল কলেজ। ৬তৎ। সং; পু।

বিজ্ঞানশাস্ত্র—বিজ্ঞানবিদ্যা, যে শাস্ত্র পাঠে শিল্পাদি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা যায়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বিজ্ঞানাচার্য্য—বিজ্ঞান-শিক্ষক, বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক। ৬তৎ। সং; পু।

বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনা—বিশেষরূপে জানান, নিবেদন। বি—ণিজন্ত জ্ঞা বা জ্ঞাপি (জানান)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে+অন ভা+আপ্। সং: যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে বিজ্ঞাত।

বিজ্ঞাপনী—জ্ঞাপনপত্রী; নিবেদনপত্র; দর-খাস্ত। বি—ণিজন্ত জ্ঞা বা জ্ঞাপি (জানান) +অনট্ ভা+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বিজ্ঞাপিত—নিবেদিত, যাহা জানান হইয়াছে এরূপ। বি—ণিজন্ত জ্ঞা বা জ্ঞাপি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিজ্ঞাপ্তি—বিজ্ঞপ্তি দেখ।

বিজ্ঞেয়—জ্ঞাতব্য, জানিবার যোগ্য। বি—জ্ঞা (জানান)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিঝর্ঝর—পরুষ, কর্কশ। বিণ; ত্রি।

বিঞ্জোলি, বিঞ্জোলী—পঙ্ক্তি, শ্রেণী; বিজুলি। বৃন্দ+ওলি, ওলী ক, নিপাতনে। স্ত্রী।

বিট্—(বিশ্) ১। মনুষ্য; বৈশ্য। বিশ্+ক্বিপ্ ক। সং; পু। ২। কন্যা; বিষ্ঠা। সং; স্ত্রী।

বিট—ধূর্ত্ত ব্যক্তি; বিদূষক, লম্পট; মূষিক; খদিরবিশেষ; লবণবিশেষ; পর্ব্বতবিশেষ। বিট (আক্রোশ করা)+ক ক সং; পু।

বিটঙ্ক—কপোতপালিকা, পায়রার খোপ সং; ক্লী ও পু।

বিটপ—১। শাখা, গাছের ডাল; পল্লব, কেঁকড়ি, পালুড়ি; স্তম্ব। বিট (শব্দ করা)+কপন্ ক। সং; ক্লী ও পু। ২ বিটপালক। বিট শব্দ—পা (পালন করা +ড ক। বিণ; ত্রি। ৩। লম্পট-শ্রেষ্ঠ সং; পু।

বিটপী—(বিটপিন্)। শাখী, বৃক্ষ। বিটপ শব্দ +ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

বিট্পতি—কন্যাপতি, জামাতা। বিশ্ দেখ বিশের (কন্যার) পতি (ভর্ত্তা), ৬তৎ সং; পু।

বিড়ঙ্গ—১। অভিজ্ঞ। বিণ; ত্রি। ২। ঔষধ-বিশেষ। বিড় (ভেদ করা)+অঙ্গচ্ ক সং; ক্লী ও পু।

বিড়ম্বন, বিড়ম্বনা—বঞ্চনা, প্রতারণা; চাতুরী সদৃশীকরণ; অনুকরণ; যন্ত্রণা। বি—ডম্ব (প্রেরণ করা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+ অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে বিড়ম্বিত।

বিড়ম্বিত—বঞ্চিত; সদৃশীকৃত, অনুকৃত; ক্লেশ-প্রাপ্ত। বি—ডম্ব (প্রেরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিড়ম্বন, বিড়ম্বনা।

বিড়াল—মার্জ্জার; নেত্রপিণ্ড। বিড (ভেদ করা)+কালন্ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিড়ালী। [ভা। সং; ক্লী।

বিডীন—পক্ষীর গতিবিশেষ। বি—ডী+ক্ত

বিড়োজাঃ—(বিড়োজস্), বিড়ৌজাঃ (বিড়ো-জস্)। বাসব, ইন্দ্র। সং; পু।

বিড্‌জ—বিষ্ঠাজাত। বিষ্ (বিষ্ঠা)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

বিৎ—(বিদ্) ১। জ্ঞান। বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ভা। সং; স্ত্রী। ২। বেত্তা; বুধ। বিদ+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

বিতংস—পক্ষিবন্ধনরজ্জু, ফাঁদ। বি—তন্স (অলঙ্কৃত করা)+অল্ ণ। সং; পু।

বিতণ্ডা—মিথ্যা বিচার; বাদানুবাদ, তর্ক। বি—তন্ড (তাড়না করা)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিতত—বিস্তৃত; প্রসারিত; ব্যাপ্ত। বি—তন (বিস্তৃত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিততি।

বিততি—বিস্তৃতি, বিস্তার; ব্যাপ্তি; সমূহ। বি—তন (বিস্তৃত করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিতথ—মিথ্যা, অলীক; বিফল। বি (বিগত,) হইয়াছে তথ্য (সত্য) যাহা হইতে, বহু। বিণ; ত্রি।

বিতন্বৎ—উৎপাদক; বিস্তারক। বি—তন (বিস্তৃত করা)+শতৃ ক। বিণ; ত্রি।

বিতরণ—দান, অর্পণ; বণ্টন। বি—তৃ (পার হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিতর্ক—তর্ক, বাদানুবাদ; বিচার; আলো-চনা; অনুমান; সন্দেহ। বি-তর্ক (তর্ক করা)+অল্ ভা। সং; পু।

বিতর্দ্দি, বিতর্দ্দিকা—বেদী; মঞ্চ; চৌকি। বি—তর্দ্দ (বধ করা)+ই র্ম্ম, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিতল—সপ্তপাতালের অন্তর্গত দ্বিতীয় পাতাল। বি—তল+অন্ ক। সং; ক্লী।

বিতস্তা—পঞ্জাবদেশস্থ নদীবিশেষ, সিন্ধুনদের একটী উপনদী, ইহার ইংরেজী নাম ঝেলাম। সং; স্ত্রী।

বিতস্তি—দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণ, বিঘৎ। বি—তস (উৎক্ষেপণ)+তি র্ম্ম। সং; পু ও স্ত্রী।

বিতান—১। পটমণ্ডপ; চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া; যজ্ঞ; সমূহ। বি—তন (বিস্তৃত করা)+ ঘঞ্ র্ম্ম। ২। বিস্তার। বি—তন+ঘঞ্ ভা। সং; পু ও ক্লী। ৩। শূন্য; তুচ্ছ; জড়, মন্দ। বিণ; ত্রি।

বিতায়মান—বিস্তার্য্যমাণ। বি—তায় (বিস্তৃত করা)+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিতীর্ণ—অবগাঢ়; ব্যাপ্ত; উত্তীর্ণ; দত্ত। বি—তৃ (পার হওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিতরণ। [ক্লী।

বিতুন্ন—শৈবাল, শেওলা; সুশুনীশাক। সং;

বিতৃষ্ণ—বিগতস্পৃহ, স্পৃহাশূন্য। বি (বিগত) হইয়াছে তৃষ্ণা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিতৃষ্ণা।

বিতৃষ্ণা—অ-স্পৃহা, ঔদাসীন্য, অনিচ্ছা; অরুচি। বি—তৃষ (তৃষিত হওয়া)+নক্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে বিতৃষ্ণ।

বিত্ত—১। লব্ধ; জ্ঞাত; বিচারিত; খ্যাত। বিণ; ত্রি। ২। ধন, সম্পত্তি। বিদ (লাভ করা, জানা ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। সং; ক্লী।

বিত্তমাত্রা—ধনপরিমাণ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিত্তশাঠ্য—কৃপণতা। ৭তৎ। সং; ক্লী।

বিত্তি—লাভ; জ্ঞান; খ্যাতি; বিচার; সম্ভাবনা। বিদ (লাভ করা, জানা ইত্যাদি) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে বিত্ত।

বিত্তেশ—ধনী; প্রভু; কুবের; যক্ষ। বিত্তের (ধনের) ঈশ (প্রভু), ৬তৎ। সং; পু।

বিত্রস্ত—ত্রাসযুক্ত, অতি ভীত। বি—ত্রস (ভয় পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিত্রাস।

বিত্রাস—অতি ভয়। বি—ত্রস (ভয় পাওয়া) +ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে বিত্রস্ত।

বিদ্—বিৎ দেখ। [সং; পু।

বিদ—বুধ, পণ্ডিত। বিদ (জানা)+ক ক।

বিদংশ—১। দংশন। বি—দন্‌শ (দংশন করা) +অল্ ভা। ২। দষ্ট দ্রব্য, চাট্‌। বি—দন্‌শ +অল্ র্ম। সং ; পু।

বিদগ্ধ—রসিক ; চতুর ; পটু ; নিপুণ ; পণ্ডিত। বি—দহ (দগ্ধ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

বিদগ্ধতা—রসিকতা ; পটুতা ; নিপুণতা ; পাণ্ডিত্য। বিদগ্ধ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

বিদগ্ধা—নায়িকাবিশেষ, রসিকা স্ত্রী। বিদগ্ধ দেখ ; বিদগ্ধ শব্দ+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বিদন্—(বিদৎ)। বেত্তা, যে জানে এরূপ। বিদ (জানা)+শতৃ ক। বিণ ; ত্রি।

বিদর—ভেদন ; প্রস্ফুটন ; অতি ভয়। বি—দৄ (বিদীর্ণ করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

বিদর্ভ, বিদর্ভা—কুণ্ডিননগর, অধুনাতন বেরার প্রদেশ। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

বিদর্ভজা—নলরাজ-মহিষী দময়ন্তী ; অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা ; রুক্মিণী। বিদর্ভ শব্দ (দেশ-বিশেষ)—জন (জন্মা)+ড ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বিদল—১। দলহীন ; বিকসিত। বি (নাই) দল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। কলায় ; রুটি। সং ; পু।

বিদলন—বিমর্দ্দন ; বিদারণ। বি—দল (দলন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে বিদলিত।

বিদলিত—বিমর্দ্দিত ; চূর্ণীকৃত ; বিদারিত ; বিকসিত। বি—দল (দলন করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিদলন।

বিদা—জ্ঞান, বোধ। বিদ (জানা)+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বিদায়—দান ; বিসর্জ্জন ; গমনানুমতি। বি—দা (দেওয়া ইত্যাদি)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। [পু।

বিদায়কাল—বিদায় লইবার সময়। ৬তৎ। সং ;

বিদায়কালীন—বিদায় কালসম্বন্ধীয় ; বিদায়-কাল জাত। বিদায়কাল শব্দ+ঈন ইদমাদ্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

বিদায়গ্রহণ—বিদায় লওয়া, যাইবার অনুমতি লওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বিদায়ভোজ—বিদায়কালীন উৎসবাদি ব্যাপার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

বিদায়সঙ্গীত—বিদায়কালীন গান। মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বিদায়সূচক—বিদায়জ্ঞাপক, গমনানুমতি-জ্ঞাপক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিদার—বিদারণ, ভেদন ; জলোচ্ছ্বাস ; যুদ্ধ। বি—দৄ (বিদীর্ণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে বিদীর্ণ।

বিদারক—১। বিদীর্ণকারক, ভেদক ; খনক। বি—দৄ (বিদীর্ণ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিদারিকা। ২। কূপ ; জল-মধ্যস্থ পর্ব্বত বা বৃক্ষ। বি—দৄ+ঘঞ্ র্ম +কণ্। সং ; পু।

বিদারণ—বিদীর্ণকরণ ; ভেদন ; মারণ ; রণ, যুদ্ধ। বি—ণিজন্ত দ বা দারি (বিদীর্ণ করান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে বিদারিত।

বিদারণরেখা—বিদীর্ণ করণের চিহ্ন, চিরিবার পূর্ব্বে প্রদত্ত দাগ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বিদারিত—ভেদিত, যাহা বিদীর্ণ করা হই-য়াছে এরূপ। বি—ণিজন্ত দ বা দারি (বিদীর্ণ করান)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিদারণ।

বিদারী—ভূমিকুষ্মাণ্ড ; শালপর্ণী। সং ; স্ত্রী।

বিদিক্—(বিদিশ্)। দুই দিকের মধ্যবর্ত্তী কোণ, অগ্নি নৈঋ‌ত বায়ু ঈশান—এই চারিকোণ। সং ; স্ত্রী।

বিদিত—১। জ্ঞাত, যাহা জানা গিয়াছে এরূপ ; প্রার্থিত। বিদ (জানা, লাভ করা ইত্যাদি) +ক্ত র্ম। ২। জ্ঞাতা, যে জানে বা জানি-য়াছে এরূপ। বিদ+ক্ত ক। বিণ। ত্রি। ৩। জ্ঞান ; লাভ ; খ্যাতি। বিদ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

বিদীর্ণ—ভিন্ন, যাহা চেরা হইয়াছে এরূপ ; হত ; বিস্তীর্ণ ; ভগ্ন। বি—দৄ (বিদীর্ণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

বিদুর—১। জ্ঞানী, পণ্ডিত ; বেত্তা ; নাগর। বিদ (জানা)+উর ক। বিণ ; ত্রি। ২। যুধিষ্ঠিরের পিতৃব্য। সং ; পু।

বিচিত্রবীর্য্য রাজার এক দাসী-পত্নীর ক্ষেত্রে ব্যাসদেবের ঔরসে বিদুরের জন্ম। কথিত আছে যে, অণীমাণ্ডব্য ঋষির অভি-শাপে ধর্ম্মরাজকে বিদুর-রূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইনি দেবকরাজ-তন-য়ার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইহাঁর অনেকগুলি পুত্র জন্মে।

বিদুর বিলাস-ব্যসনাদি বিবর্জ্জিত ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন এবং ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। জ্যেষ্ঠ-বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে সৎপরামর্শ দান ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যাপারেই ইনি লিপ্ত থাকিতেন না। মৎসরী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ধর্ম্মাশ্রয়ী পাণ্ডবগণের সতত অনিষ্ট চেষ্টা করিত বলিয়া ইনি অতি-শয় দুঃখিতভাবে কালহরণ করিতেন। অনন্তর দুর্য্যোধন পাণ্ডুপুত্রদিগকে জতুগৃহে দগ্ধ করিয়া বিনষ্ট করিবার চক্রান্ত করিলে ইনি তাঁহাদিগকে ইঙ্গিতে তাহা জ্ঞাপন করেন। ইহাঁরই সহায়তায় তাঁহারা সেই ঘোর সঙ্কটে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন। পাণ্ডু-নন্দনগণের বিবাহের পর ইনি ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহাদিগকে হস্তিনা-পুরে আনয়ন করেন। কপটদ্যূতে হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া যুধিষ্ঠিরাদি বনবাস আশ্র করিলে ইনি তাঁহাদের জননী কুন্তীদেবীকে নিজালয়ে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করেন।

পাণ্ডবদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর কর্ত্তব্য, এই কথা একদা ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃ জিজ্ঞাসিত হইলে ইনি তাঁহাদের প্রতি সদ্ব্যব হার করিতে ও রাজ্য ফিরাইয়া দিতে পরাম দেন। তাদৃশ নির্ভীক সদুত্তরে রুষ্ট হইয়া ধৃত রাষ্ট্র ইহাঁকে রাজভবন পরিত্যাগ করিতে বলেন। তদনুসারে ইনি বনে পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিয়া পরম সমাদরে পরিগৃহীত হন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ইহাঁর বিচ্ছেদে কাতর হইয়া ইহাঁকে পুনরানয়ন জন্য সঞ্জয়কে প্রেরণ করিলে ইনি তৎসহ হস্তিনায় প্রত্যা গত হন।

কুরুক্ষেত্র সমরের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ কার্য্যবশতঃ হস্তিনাপুরে গমন করিয়া দুর্য্যো ধনের অশ্রদ্ধাদত্ত রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া বিদুরের শ্রদ্ধাদত্ত ভিক্ষান্ন সাদরে গ্রহণ করেন। ভারত-যুদ্ধের পর ইনি পঞ্চদশ বৎ কাল ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পাণ্ডবদিগের আশ্রয়ে বাস করেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রাদির সহিত বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে ইহাঁর শরীর শীর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। অনন্তর পাণ্ডবগণ বনে ইহাঁ-দিগকে দেখিতে গমন করিলে বিদুর যুধি-ষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিয়া যোগাবলম্বনে তনু-ত্যাগ করেন।

বিদুল—বেতগাছ। বিদ+উল ক। সং ; পু।

বিদুলা—পুরাকালীন জনৈক বীরাঙ্গনা। শাশ্বত বংশে ইহাঁর জন্ম এবং সৌবীর-রাজের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। স্বামি-সহবাসে ইনি সঞ্জয় নামে এক পুত্র লাভ করেন। ইহাঁর পতির মৃত্যুর পর সিন্ধু-রাজ সৌবীর রাজ্য জয় করিয়া লন। অনন্তর ইনি পুত্রকে মনুষ্য-সাধ্য কার্য্যসাধনের চেষ্টা করিয়া পুরুষ-কারের প্রতিষ্ঠা করিতে বলেন এবং নানা-প্রকার উৎসাহজনক বাক্য দ্বারা পিতৃ-রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে উত্তেজিত করেন। ইহাঁর উদ্দীপনাময় জ্বলন্ত উপদেশবাক্যে উৎ-সাহিত হইয়া সঞ্জয় সৌবীররাজ্য পুনরধিকার করিতে সমর্থ হন।

বিদুষী—বিদ্যাবতী, পণ্ডিতা। বিদ্বান্ দেখ ; বিদ্বস্ শব্দ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বিদুষ্মতী—পণ্ডিতজনবতী। বিদ্বান্ দেখ ; বিদ্বস্ শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুং-লিঙ্গে বিদুষ্মান্।

বিদূর—১। অতিদূরবর্ত্তী। বিণ ; ত্রি। ২। অতি দূর। সং ; ক্লী। ৩। পর্ব্বতবিশেষ ; দেশবিশেষ ; মণিবিশেষ, বৈদূর্য্যমণি। সং ; পু।

বিদূরগ—অতি দূরগামী। বিদূর শব্দ—গম (যাওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি।

বিদূরজ—বৈদূর্য্যমণি। বিদূর শব্দ—জন (জন্মা) +ড ক। সং; পুং।

বিদূরিত—দূরীকৃত; বিতাড়িত। বিদূর শব্দ+ ঞি—বিদূরি (নামধাতু), তদুত্তরে ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিদূষক—১। নিন্দক, নিন্দাকারী। বি—ণিজন্ত দূষ+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। লম্পট; নাট্যে—নায়কের সহায়বিশেষ; উদরপরায়ণ ব্রাহ্মণস্বরূপে কল্পিত নাট্যচরিত্রবিশেষ; হাস্যজনক ভাঁড়। সং; পু।

বিদূষণ—দোষার্পণ, নিন্দা। বি—ণিজন্ত দূষ+ অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিদেশ—দেশান্তর, স্বদেশভিন্ন দেশ। বি (ভিন্ন) যে দেশ, নিত্য। সং; পু।

বিদেশগামী—(বিদেশগামিন্)। দেশান্তরে গমনকারী। বিদেশ শব্দ—গম+ণিন্ ক। বিণ; পু। [৭তৎ। সং; স্ত্রী।

বিদেশযাত্রা—দেশান্তরগমন, ভিন্ন দেশে যাওয়া।

বিদেশিনী—ভিন্নদেশবাসিনী। বিদেশী দেখ; বিদেশিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিদেশী—(বিদেশিন্)। ভিন্নদেশবাসী, বৈদেশিক। বিদেশ শব্দ+ইন্ নিবাসার্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিদেশিনী।

বিদেশীয়—বিদেশসম্বন্ধীয়, বৈদেশিক; বিদেশবাসী। বিদেশ+নীয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

বিদেহ—১। দেহহীন। বি (নাই) দেহ যাহার, বহ। বিণ; ত্রি। ২। বিহারদেশ; জনক বংশীয় রাজা। সং; পু।

বিদেহা—মিথিলা দেশ। সং; স্ত্রী।

বিদ্ধ—সমুৎকীর্ণ, ছিদ্রিত; ক্ষিপ্ত; আহত; তাড়িত; বাধিত; প্রেরিত; সদৃশ; বক্র। ব্যধ (বেঁধা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিদ্যমান—বর্ত্তমান, উপস্থিত। বিদ (থাকা)+ শান ক। বিণ; ত্রি।

বিদ্যা—অধ্যয়নাদি-জনিত জ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান; 'আমি দেহ নহি—চিদাত্মা' এইরূপ বোধ; দুর্গা; মন্ত্র; দর্শনশাস্ত্র; ৪বেদ, ৬ বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র—এই ১৪; আয়ার তৎসহিত আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ধরিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ১৮। বিদ (জানা)+ক্যপ্ র্ম্ম+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিদ্যাচণ, বিদ্যাচুঞ্চু—বিদ্যা দ্বারা খ্যাত, প্রসিদ্ধ বিদ্বান্। বিদ্যা শব্দ+চণ, চুঞ্চু খ্যাতার্থে। বিণ; ত্রি।

বিদ্যাদেবী—বাগ্দেবী, সরস্বতী; জৈনদেবীবিশেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিদ্যাধন—১। বিদ্যাদ্বারা উপার্জ্জিত ধন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। বিদ্যারূপ ধন। রূপক-কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বিদ্যাধর—দেবযোনিবিশেষ, গন্ধর্ব্ব; কিন্নর। বিদ্যার (গান্ধর্ব্ববিদ্যার অর্থাৎ সঙ্গীতবিদ্যার) ধর, ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিদ্যাধরী।

বিদ্যাধরী—বিদ্যাধরজাতীয়া রমণী। বিদ্যাধর দেখ। সং; স্ত্রী।

বিদ্যানুরাগ—বিদ্যায় আসক্তি, লেখাপড়ায় টান। ৭তৎ। সং; পু।

বিদ্যানুরাগী—বিদ্যায় আসক্ত, লেখাপড়ায় রত। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিদ্যানুরাগিণী।

বিদ্যাপতি—বঙ্গভাষার আদিম কবি। ইঁহার জন্মস্থান ও জন্মকাল সুনিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন, ইনি বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া মিথিলায় গমনপূর্ব্বক রাজা শিবসিংহের আশ্রয়ে বাস করেন। উক্ত রাজা ইঁহাকে বিহার প্রদেশান্তর্গত বিসপী নামক গ্রাম দান করেন। ঐ গ্রামে ইঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি বাস করিতেছেন।

ইনি বহু গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক। গীতগুলি অতি সুন্দর ভাবময়, সুললিত ও মনোহর। চৈতন্যদেব ইঁহার গীতপাঠে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বিহারে বাসনিবন্ধন ইঁহার রচনায় বহু হিন্দি শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। পুরুষ-পরীক্ষা, দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী, দানবাক্যাবলী, বিবাদসার, গয়াপত্তন প্রভৃতি পুস্তক ইঁহার লেখনীপ্রসূত বলিয়া কথিত আছে।

বিদ্যাপতি ১৪০০ হইতে ১৫০৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এই কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। চৈতন্যদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন বিদ্যাপতি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, বিদ্যাপতির পদাবলী চৈতন্যদেবের সময় বর্ত্তমান আকার ধারণ করে।

বিদ্যাভ্যাস—বিদ্যাশিক্ষা, লেখা পড়া শেখা। ৬তৎ। সং; পু।

বিদ্যামন্দির—বিদ্যালয়। ৬তৎ। সং; পু।

বিদ্যারত্ন—১। বিদ্যাদ্বারা উপার্জ্জিত রত্ন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। বিদ্যারূপ রত্ন। রূপক। সং; ক্লী।

বিদ্যারম্ভ—বিদ্যাশিক্ষার উপক্রম, লেখা পড়া আরম্ভ করা, হাতে খড়ি। ৬তৎ। সং; পু। [পঞ্চমবর্ষে জ্যোতিষোক্ত শুভকালে ও শুভ দিনে বিদ্যারম্ভ বিধেয়। বিদ্যারম্ভে বৃহস্পতিবার শ্রেষ্ঠ, শুক্র ও রবিবার মধ্যম। বুধ ও সোমবারে বিদ্যারম্ভে মূর্খ, এবং শনি ও মঙ্গলবারে অল্পায়ুঃ হয়]।

বিদ্যার্থী—(বিদ্যার্থিন্)। শিক্ষাপ্রার্থী, ছাত্র। বিদ্যার অর্থী (প্রার্থী), ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিদ্যার্থিনী।

বিদ্যালয়—বিদ্যামন্দির, পাঠশালা, চতুষ্পাঠী, টোল, স্কুল কলেজ। বিদ্যার আলয়, ৬তৎ। সং; পু।

বিদ্যাবতী—বিদ্যাবান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

বিদ্যাবান্—(বিদ্যাবৎ)। বিদ্বান্। বিদ্যা শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিদ্যাবতী। [বিণ; ত্রি।

বিদ্যাবিশারদ—বিদ্যাপারদর্শী, বিদ্বান্। ৭তৎ।

বিদ্যাবিস্তার—বিদ্যার প্রসার, শিক্ষা প্রচার। ৬তৎ। সং; পু।

বিদ্যাশিক্ষা—বিদ্যাভ্যাস, লেখাপড়া শেখা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিদ্যাসাগর—১। বিদ্যার সমুদ্রস্বরূপ, সাগরসদৃশ অমেয় বিদ্যাসম্পন্ন; উপাধিবিশেষ। ৬তৎ। ২। বিদ্যারূপ সমুদ্র। রূপক। সং; পু।

বিদ্যাসুন্দর—কবি ভারতচন্দ্র প্রণীত গ্রন্থবিশেষ [এই অভিধানের দ্বিতীয় ভাগ দেখ]।

বিদ্যাহীন—বিদ্যাশূন্য, মূর্খ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিদ্যুজ্জিহ্ব—কালকেয় বংশসম্ভূত দানবরাজ। রাবণ-ভগিনী শূর্পণখার সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছিল। পাতালবিজয়কালে শ্যালক রাবণ ভ্রমক্রমে ইহাকে বধ করিয়াছিল। বিদ্যুতের ন্যায় জিহ্বা যাহার, বহু। সং।

বিদ্যুৎ—সৌদামিনী, তড়িৎ। বি—দ্যুত (দীপ্তি পাওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

বিদ্যুতালোক—তাড়িতালোক, 'ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট্'; বিদ্যুতের জ্যোতিঃ। ৬তৎ। পু।

বিদ্যুৎকেশ—রাক্ষসবিশেষ। বিদ্যুতের ন্যায় কেশ যাহার, বহু। সং; পু।

বিদ্যুৎস্পন্দন—বিদ্যুৎস্ফুরণ, বিদ্যুতের বিকাশ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বিদ্যুৎস্ফুরিত—বিদ্যুৎস্পন্দন, বিদ্যুতের বিকাশ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বিদ্যুদ্বতী—বিদ্যুদ্বান্ দেখ।

বিদ্যুদ্বান্—(বিদ্যুদ্বৎ)। বিদ্যুৎ-বিশিষ্ট। বিদ্যুৎ শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিদ্যুদ্বতী।

বিদ্যুদ্‌গর্ভ—বিদ্যুৎপূর্ণ। বিদ্যুৎ আছে গর্ভে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বিদ্যুদ্দাম—বিদ্যুৎসমূহ, বিদ্যুৎমালা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বিদ্যুদ্দামবর্ষী—(বিদ্যুদ্দামবর্ষিন্)। বিদ্যুৎসমূহ বর্ষণকারী; বিদ্যুতের ন্যায় তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ বর্ষণকারী। বিদ্যুদ্দাম—বৃষ (বর্ষণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু।

বিদ্যুদ্দীপ্ত—বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিশালী, বিজলিসদৃশ তীক্ষ্ণ জ্যোতির্বিশিষ্ট। বিদ্যুৎ বৎ দীপ্ত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

বিদ্যুদ্বর্ষী—(বিদ্যুদ্বর্ষিন্)। বিদ্যুৎবর্ষণকারী, বিদ্যুতের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ বর্ষণ-কারী। বিদ্যুৎ-বৃষ (বর্ষণ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিদ্যুদ্বর্ষিণী।

বিদ্যুদ্বিকাশ—বিদ্যুৎস্ফুরণ, বিজলির প্রকাশ। ৬তৎ। সং ; পু।

বিদ্যুদ্বেগে—বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে। বিদ্যুতের বেগের ন্যায় বেগ আছে যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

বিদ্যুন্মালা—বিদ্যুৎসমূহ ; অষ্টাক্ষর ছন্দো-বিশেষ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বিদ্যুন্মালী—(বিদ্যুন্মালিন্)। রাক্ষসবিশেষ। বিদ্যুন্মালা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

বিদ্যুল্লতা—বিদ্যুৎ, তড়িৎ। বিদ্যুৎ রূপা লতা, রূপক কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বিদ্যোত—দীপ্তি, প্রভা, দ্যুতি। বি—দ্যুত (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু।

বিদ্যোৎসাহী—(বিদ্যোৎসাহিন্)। বিদ্যার উৎসাহদাতা, বিদ্যার উন্নতি বিষয়ে যত্নশীল। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিদ্যোৎ-সাহিণী।

বিদ্রব, বিদ্রাব—পলায়ন ; ক্ষরণ, গলন, দ্রবী-ভাব ; ভয় ; বুদ্ধি ; যুদ্ধ ; নিন্দা। বি—দ্রু (পলায়ন করা ইত্যাদি)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বিদ্রাবিত—বিতাড়িত ; দ্রবীকৃত। বি—ণিজন্ত দ্রু বা দ্রাবি (পলায়ন করা ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি

বিদ্রুত—পলায়িত ; ভীত ; দ্রবীভূত। বি—দ্রু (পলায়ন করা ইত্যাদি)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিদ্রব, বিদ্রাব।

বিদ্রুম—প্রবাল, পলা ; কিশলয়, নবপল্লব। নিত্য। সং ; পু।

বিদ্রূপ—ব্যঙ্গ, ঠাট্টা। দেশজ।

বিদ্রূপপ্রিয়—পরিহাসপ্রিয়, যে পরিহাস করিতে ভালবাসে এরূপ। বহু। বিণ ; ত্রি।

বিদ্রূপাত্মক—বিদ্রূপপূর্ণ, পরিহাসপূর্ণ। বিদ্রূপ হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিদ্রূপাত্মিকা।

বিদ্রোহ—অনিষ্টাচরণ ; বিদ্বেষ। বি—দ্রুহ (অনিষ্টাচরণ করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে বিদ্রোহী।

বিদ্রোহী—(বিদ্রোহিন্)। বিদ্রোহকারী, অনিষ্টা-চরণকারী। বি—দ্রুহ (অনিষ্টাচরণ করা) +ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিদ্রোহিণী।

বিদ্বৎকল্প, বিদ্বদ্দেশীয়, বিদ্বদ্দেশ্য—অল্প বিদ্বান্। বিদ্বান্ দেখ ; বিদ্বস্ শব্দ—কল্প, দেশীয়, দেশ্য অল্পার্থে। বিণ ; ত্রি।

বিদ্বৎকুল—পণ্ডিতসমূহ, জ্ঞানিগণ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বিদ্বৎকুলতিলক—পণ্ডিতসমূহের অগ্রগণ্য, জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিদ্বত্তম—বহুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বান্। বিদ্বান্ দেখ ; বিদ্বস্ শব্দ+তম আতিশয্যার্থে। বিণ ; ত্রি।

বিদ্বত্তর—ছুইজনের মধ্যে অধিকতর বিদ্বান্। বিদ্বান্ দেখ ; বিদ্বস্ শব্দ+তর আতি-শয্যার্থে। বিণ ; ত্রি।

বিদ্বদ্দেশীয়, বিদ্বদ্দেশ্য—বিদ্বৎকল্প দেখ।

বিদ্বান্—(বিদ্বস্)। বিদ্যাবান্, জ্ঞানী, পণ্ডিত। বিদ (জানা)+শতৃ ক (শতৃ স্থানে বসু আদেশ)। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিদুষী।

বিদ্বিট্ (বিদ্বিষ্), বিদ্বিষ, বিদ্বিষৎ—দ্বেষ্টা ; শত্রু ; প্রতিদ্বন্দ্বী। বি—দ্বিষ (দ্বেষ করা) +যথাক্রমে ক্বিপ্, ক, শতৃ ক। সং ; পু।

বিদ্বিষ্ট—বিদ্বেষভাজন, বিদ্বেষের পাত্র। বি—দ্বিষ (দ্বেষ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিদ্বেষ, বিদ্বেষণ।

বিদ্বেষ, বিদ্বেষণ—শত্রুতা ; দ্বেষ ; ঈর্ষা। বি—দ্বিষ (দ্বেষ করা)+অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী। বিশেষণে বিদ্বিষ্ট।

বিদ্বেষকষায়িত—শত্রুতাহেতু রক্তাভ, ঈর্ষাহেতু আরক্তিম। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিদ্বেষভাজন—দ্বেষের পাত্র, ঈর্ষার পাত্র। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিদ্বেষী—(বিদ্বেষিন্)। দ্বেষ্টা ; শত্রু ; ঈর্ষী। বিদ্বেষ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিদ্বেষিণী।

বিধ, বিধা—১। বেতন ; গজগ্রাস। বিধ=বি —ধা+ড র্ম্ম অথবা বিধ+ক র্ম্ম ; বিধা=বি —ধা+ঙ র্ম্ম+আপ্ অথবা বিধ+ঙ র্ম্ম+ আপ্। ২। বেধ ; রীতি ; নিয়ম ; সমৃদ্ধি ; সাদৃশ্য ; প্রকার। উক্ত সমস্ত প্রকৃতি প্রত্যয়, কর্ম্মবাচ্যের স্থলে ভা। সং ; যথা-ক্রমে পু ও স্ত্রী।

বিধবা—মৃতপতিকা, রণ্ডা ; বিবসনা। বি (নাই বা বিগত হইয়াছে) ধব (পতি বা বস্ত্র) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

বিধবাবিবাহ, বিধবা-বেদন—মৃতপতিকা নারীর পুনঃপরিণয়। ৬তৎ। যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

বিধা—বিধ দেখ।

বিধাতা—(বিধাতৃ) ১। ব্রহ্মা ; স্রষ্টা ; দক্ষ প্রভৃতি সৃষ্টিকর্ত্তা ; কন্দর্প, মদন। বি—ধা (বিধান করা)+তৃন্ ক। সং ; পু। ২। বিধানকর্ত্তা ; কর্ত্তা। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিধাত্রী। সম্বোধনে বিধাতঃ।

বিধাতৃদত্ত—বিধাতাকর্ত্তৃক প্রদত্ত, বিধাতা যাহা দিয়াছেন এরূপ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিধান—১। বিধি ; নিয়ম ; জনন ; উপার্জ্জন ; নির্ম্মাণ ; করণ ; সম্পত্তি ; অর্চ্চনা। বি—ধা (বিধান করা)+অনট্ ভা। ২। উপায়। বি—ধা+অনট্ ণ। ৩। হস্তিকবল। বি —ধা+অনট্ র্ম্ম। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে বিহিত।

বিধানজ্ঞ—নিয়মজ্ঞ, বিধিবেত্তা। বিধান শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

বিধানশাস্ত্র, বিধানসংহিতা—ব্যবস্থাশাস্ত্র, আইন-বিদ্যা। ৬তৎ। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বিধায়ক—ব্যবস্থাপক ; জনক ; কারক। বি—ধা (বিধান করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিধায়িকা।

বিধায়িনী—বিধায়ী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

বিধায়ী—(বিধায়িন্)। বিধায়ক (সমস্ত অর্থে)। বি—ধা (বিধান করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিধায়িনী।

বিধি—১। বিধান ; নিয়ম ; ক্রম ; প্রয়োগ ; অনুষ্ঠান। বি—ধা+কি ভা। ২। ব্রহ্মা ; বিষ্ণু। বি—ধা (বিধান করা)+কি ক। ৩। শাস্ত্র ; দৈব, ভাগ্য ; উপায় ; অপ্রাপ্ত-প্রাপক বাক্যবিশেষ। বি—ধা+কি ণ। ৪। প্রকার ; আচার ; ব্যাপার ; যজ্ঞ ; মদিরা। বি—ধা+কি র্ম্ম। সং ; পু।

বিধিজ্ঞ—শাস্ত্রজ্ঞ ; বিধিবেত্তা ; সদস্য। বিধি জানে যে, উপ ; বিধি শব্দ—জ্ঞা+ড ক। বিণ ; ত্রি।

বিধিৎসা—বিধান করিবার ইচ্ছা। বি—সনন্ত ধা+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে বিধিৎসু।

বিধিৎসু—বিধান করিতে ইচ্ছুক ; চিকীর্ষু। বি—সনন্ত ধা+উ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিধিৎসা।

বিধিদর্শী—(বিধিদর্শিন্)। বিধিজ্ঞ (সমস্ত অর্থে)। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিধিদর্শিনী।

বিধিদেশক—বিধির উপদেশক ; সদস্য। বিধি—দিশ+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

বিধিপূর্ব্বক—নিয়মপূর্ব্বক, নিয়মানুসারে। বিধি হইয়াছে পূর্ব্বে যাহার, বহু। ক্রি-বিণ।

বিধিবদ্ধ—নিয়মবদ্ধ, বিধানরূপে প্রচলিত বা প্রচারিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিধিমতে—বিধান অনুযায়ী, নিয়ম অনুসারে। বিধির মত আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

বিধিলিপি—বিধাতার লিখন, বিধাতার নির্দ্দেশ, অদৃষ্ট। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বিধিবৎ—বিধিপূর্ব্বক, যথাশাস্ত্র। বিধি শব্দ+ [চ্বৎ। ব্য।

বিধিবিড়ম্বনা—বিধাতার ছলনা, দৈব-দুর্বিপাক। বিধিকৃতা বিড়ম্বনা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বিধিবিড়ম্বিত—বিধাতা কর্ত্তৃক প্রতারিত, দৈব-বিপাকগ্রস্ত, দুরদৃষ্ট। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিধিবিৎ—(বিধিবিদ্)। বিধিজ্ঞ, বিধানবেত্তা ; শাস্ত্রদর্শী। বিধি শব্দ—বিদ (জানা)+ ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

বিধিবিহিত—১। বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। ২। বিধির বিধান, বিধিলিপি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিধিশাস্ত্র—ব্যবস্থাশাস্ত্র; ব্যবহার-শাস্ত্র; স্মৃতিশাস্ত্র। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিধু—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; চন্দ্র; কর্পূর; রাক্ষস; আয়ুধ। ব্যধ (বিদ্ধ করা)+কু ক। সং; পু।

বিধুত, বিধূত—কম্পিত; চলিত; ত্যক্ত। বি—ধু, ধূ (কম্পিত করা)+ক্ত র্ম। বিণ।

বিধুনন, বিধূনন—ত্যাগ; কম্পন। বি—ধু, ধূ (কাঁপা)+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী।

বিধুন্তুদ—রাহু। বিধু শব্দ (চন্দ্র)—তুদ (পীড়া দেওয়া)+খশ্ ক, যে চন্দ্রকে পীড়া দেয়। সং; পু।

বিধুমুখ—১। চাঁদমুখ, চন্দ্র তুল্য মনোহর বদন। বিধু সদৃশ মনোহর মুখ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখবিশিষ্ট। বিধুবৎ মনোহর মুখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিধুমুখী।

বিধুমুখী—চন্দ্রবদনা, চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখবিশিষ্টা। বহু। বিণ; স্ত্রী।

বিধুর—১। কাতর; বিমূঢ়; বিকল; অসমর্থ; ভীত; বিযুক্ত। বি (অসহ) হইয়াছে ধুর (ভার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অরাতি, শত্রু। সং; পু। ৩। বৈকল্য; কষ্ট। সং; স্ত্রী।

বিধুরা—কাতরা; ভীতা; বিমূঢ়া। বিধুর দেখ; বিধুর+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিধুবন—কম্পন, কাঁপা। বি—ধূ (কাঁপা)+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে বিধুত।

বিধূত—বিধুত দেখ।

বিধূনন—বিধুনন দেখ।

বিধূনিত—কম্পিত; ভীত; ত্যক্ত; অভিভূত। বি—ণিজন্ত ধূ বা ধুনি (কাঁপান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিধুনন।

বিধৃত—আক্রান্ত; অবলম্বিত। বি—ধৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিধেয়—বাধ্য; অধীন; বিনয়ী; বিধিসিদ্ধ, কর্ত্তব্য, উচিত। বি—ধা (ধারণ করা)+য র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিধেয়তা।

বিধ্যমান—যাহাকে বিদ্ধ করা হইতেছে এরূপ; পীড্যমান। ব্যধ (বিদ্ধ করা)+শান র্ম। বিণ; ত্রি।

বিধ্বংস—বিনাশ; বিলোপ; অপকার। বি—ধ্বন্স (ধ্বংস করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে বিধ্বস্ত।

বিধ্বংসিনী—বিধ্বংসী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

বিধ্বংসী—(বিধ্বংসিন্)। বিনাশক; অপকারী; শত্রু। বি—ধ্বন্স (ধ্বংস করা)+ণিন্ ক, বা বিধ্বংস শব্দ+ইন্ শীলার্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিধ্বংসিনী।

বিধ্বস্ত—১। বিনষ্ট। বি—ধ্বন্স (ধ্বংস হওয়া)+ক্ত ক। ২। বিনাশিত; অপকৃত। বি—ধ্বন্স (ধ্বংস করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিধ্বংস।

বিনত—অবনত; বিনীত; নম্র; শিক্ষিত। বি—নম (নত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিনতা।

বিনতা—১। অবনতা; বিনম্রা; শিক্ষিতা। বিনত দেখ; বিনত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কশ্যপ-পত্নী। সং; স্ত্রী।

বিনতা দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা। কশ্যপ মুনির সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে ইনি সপত্নী সহোদরা কদ্রুর সহিত একত্র অবস্থিতি করিতেন। মহর্ষির কৃপায় ইনি দুইটী অণ্ড প্রসব করেন। দীর্ঘকালেও অণ্ড দুইটি প্রস্ফুটিত হইতেছে না দেখিয়া ইনি একটী অণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তাহা হইতে অরুণের জন্ম হইল, কিন্তু ডিম্ব অপক্ব থাকায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইল না। অতঃপর তাঁহার উপদেশে ইনি অপর অণ্ডটি না ভাঙ্গিয়া রাখিয়া দিলেন।

একদা বিনতা ও কদ্রু উভয়ে ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বকে দেখিতে পাইলেন। ঘোটকপ্রবরের পুচ্ছের বর্ণ লইয়া ভগিনীদ্বয়ের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। কদ্রু পুচ্ছের বর্ণ কৃষ্ণ বলিলেন। বিনতা তাহার প্রতিবাদ করিলেন। অবশেষে স্থির হইল, পরদিন তাহার বিচার হইবে এবং যিনি হারিবেন, তিনি অপরের দাসী হইবেন। কদ্রু ইতঃপূর্ব্বে সহস্র অণ্ড প্রসব করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে সহস্র নাগ উৎপন্ন হইয়াছিল। কদ্রু ঐ সমস্ত নাগসন্তানের সহায়তায় উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করাইলেন। এইরূপে পরাজিতা হইয়া বিনতা কদ্রুর দাসী হইলেন।

বহুকাল পরে বিনতার রক্ষিত অণ্ডটি যথাসময়ে প্রস্ফুটিত হওয়ায় তাহা হইতে মহাবীর গরুড়ের জন্ম হইল। তিনি বিমাতার নিকট জননীর দাসীত্বের কারণ অবগত হইয়া তাঁহার উপদেশক্রমে দেবলোক হইতে সুধা আনিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিলে বিনতা দাসীত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

বিনতা-নন্দন, বিনতা-সুত, বিনতা-সূনু—বিনতার পুত্র, অরুণ ও গরুড়। ৬তৎ। সং; পু।

বিনতি, বিনয়—নম্রতা; অনুনয়; সুশীলতা; পরিশোধ; দমন; শিক্ষা; বিনিয়োগ। বিনতি—বি—নম+ক্তি ভা; বিনয়—বি—নী+অল্ ভা। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও পু।

বিনম্র—অতিশয় নম্র, বিনয়ী; অবনত। বি—নম (নত হওয়া)+রক্ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিনম্রতা। স্ত্রীলিঙ্গে বিনম্রা।

বিনয়কৃষ্ণ দেব—(রাজা)। ইনি মহারাজ নবকৃষ্ণের প্রপৌত্র ও মহারাজ কমলকৃষ্ণের পুত্র। ইনি ১৮৬৬ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণহিতকর কার্য্যে ইনি বাল্যকাল হইতেই সংশ্লিষ্ট আছেন। ইনি অল্প বয়সেই সাহিত্য ও রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ইঁহারই যত্নে Sobhabazar Benevolent Society এবং "সাহিত্য-সভা" প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এখনও পর্য্যন্ত পরিচালিত হইতেছে। ইনি "Early History and Growth of Calcutta" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসার প্রভূত পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্যসভায় মধ্যে মধ্যে সারবান্ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ইনি চিন্তাশীলতা ও বহু গ্রন্থ অধ্যয়নের পরিচয় দিয়া থাকেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ ইনি "রাজা" উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৯০২ খ্রীঃ ইনি Kaiser-i-Hind পদক প্রাপ্ত হন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে ইনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্যরূপে কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯০৭ খ্রীঃ ইনি Calcutta Historical Society নামক সভার Vice-President রূপে মনোনীত হন। ইনি বিনয়ী ও সদালাপী বলিয়া সাধারণ্যে সুপরিচিত। দেশীয় ও ইংরাজ সমাজের ঘনিষ্ঠ মিলনকল্পে ইনি মধ্যে মধ্যে সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করেন। সে সকল সম্মিলনীতে বঙ্গের ছোটলাট, ভারতের প্রধান সেনাপতি প্রভৃতি উচ্চতম রাজকর্ম্মচারিগণকে উপস্থিত হইতে দেখা যায়। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে শোভাবাজার রাজবংশের গৌরব বহুলপরিমাণে ইঁহারই দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। ১৯১০ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী ইনি "রাজা বাহাদুর" উপাধিভূষিত হন।

বিনয়গ্রাহিণী—বিনয়গ্রাহী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

বিনয়গ্রাহী—(বিনয়গ্রাহিন্)। বিনীত; বচনে স্থিত, কথার বাধ্য। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিনয়গ্রাহিণী।

বিনয়ন—অপনয়ন; অপনোদন; মোচন; শিক্ষা। বি—নী+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী; বিশেষণে বিনীত।

বিনয়াবনত—নম্রতা দ্বারা বিনত, সুশীলতা হেতু নম্র; অনুনয় দ্বারা প্রণত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিনয়িনী—বিনয়ী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

বিনয়ী—(বিনয়িন্)। বিনীত, বিনম্র। বিনয় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিনয়িনী।

বিনশন—১ বিনাশ। বি—নশ (নষ্ট করা)

+অনট্ ভা। ২। কুরুক্ষেত্রস্থ তীর্থবিশেষ সরস্বতী নদীর অন্তর্ধান দেশ। বি—নশ (নষ্ট) হওয়া+অনট্ অধি, যেখানে পাপ নষ্ট হয়। সং; স্ত্রী।

বিনশ্বর—বিনাশশীল; ধ্বংসশীল, অনিত্য অচির-স্থায়ী। বি—নশ (নষ্ট হওয়া)+বর শীলার্থে। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অবিনশ্বর।

বিনষ্ট—নাশপ্রাপ্ত; ক্ষয়িত; পতিত; গত; মৃত। বি—নশ (নষ্ট হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিনা—বর্জ্জন; অভাব; ব্যতিরেক। ব্য।

বিনাঃ—(বিনস্) নাসাহীন, খাঁদা। বি (নাই) নস্ (নাসা) যাহার, বহু। বিণ; পু।

বিনাকৃত—ত্যক্ত; বিয়োজিত; রহিত। বিনা—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিনায়ক—শিক্ষক, গুরু; গণেশ; বুদ্ধ; গরুড়; বিঘ্ন। বি—নী (লইয়া যাওয়া)+ণক ক। সং; পু। [স্ত্রী।

বিনায়িকা—গরুড়পত্নী। বিনায়ক+আপ্। সং;

বিনাশ—ধ্বংস; লোপ; অদর্শন; মৃত্যু; অভাব; ক্ষয়। বি—নশ (নষ্ট হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে বিনষ্ট।

বিনাশক—ধ্বংসকারক; সংহারক। বি—নশ (নষ্ট করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

বিনাশন—১। নাশপ্রাপণ, ধ্বংসসাধন। বি—ণিজন্ত নশ বা নাশি (নাশ-পাওয়ান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। নাশসাধক। বি—ণিজন্ত নশ বা নাশি+অন ক। বিণ; ত্রি।

বিনাশিত—নাশপ্রাপিত; নিহত। বি—ণিজন্ত নশ বা নাশি (নাশ পাওয়ান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিনাশন।

বিনাশিনী—বিনাশী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

বিনাশী—(বিনাশিন্) ১। নাশশীল, নশ্বর বিনাশ শব্দ+ইন্ শীলার্থে। ২। নাশক, ধ্বংসকারক। বি—ণিজন্ত নশ বা নাশি (নাশ পাওয়ান)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিনাশিনী।

বিনাশোন্মুখ—নষ্টপ্রায়; মৃতকল্প; বিধ্বস্তপ্রায় ম্রিয়মাণ। বিনাশের নিমিত্ত উন্মুখ, ৪তৎ বিণ; ত্রি।

বিনাহ, বীনাহ—কূপের মুখবন্ধন, মুখপাট। বি—নহ (বন্ধন করা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

বিনিঃসৃত—নির্গত, বহির্গত। বি—নির্—সৃ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিনিগমক—ব্যবচ্ছেদক; সংশয়-নিবারক; প্রতিপাদক। বি—নি—ণিজন্ত গম বা গমি (যাওয়ান)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

বিনিগমনা—১। নিশ্চয়াপাদন। বি—নি—গম+অন ণ+আপ্। ২। ব্যবচ্ছেদন। বি—নি—গম+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিনিদ্র—নিদ্রারহিত; জাগরিত; উন্মীলিত। বি (নাই বা বিগত হইয়াছে) নিদ্রা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বিনিপাত—পতন; অপমান; ক্লেশ; দৈব-দুঃখ। বি—নি—পত (পড়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিনিময়—প্রতিদান, পরিবর্ত্ত, বদল। বি—নি—মী (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পু।

বিনিময়প্রথা—পরিবর্ত্তপদ্ধতি, বদলের রীতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিনিময়লব্ধ—বিনিময় দ্বারা প্রাপ্ত, এক বস্তুর সহিত বদল করিয়া যে এক বস্তু পাওয়া গিয়াছে। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিনিয়ত—সংযত; নিষিদ্ধ, নিবারিত; শাসিত। বি—নি—যম (নিবৃত্ত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিনিয়ম—নিয়ম; নিষেধ, নিবারণ। বি—নি—যম (নিয়ত করা)+অল্ ভা। সং; পু।

বিনিযুক্ত—নিযুক্ত; প্রেরিত; অর্পিত। বি—নি—যুজ (যোজনা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ত্রি। বিশেষ্যে বিনিয়োগ।

বিনিয়োগ—নিয়োগ; প্রয়োগ; প্রেরণ অর্পণ। বি—নি—যুজ (যোজনা করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে বিনিযুক্ত।

বিনিয়োজিত—নিয়োজিত; প্রেরিত; প্রবর্ত্তিত; অর্পিত। বি—নি—ণিজন্ত যুজ বা যোজি (যোজনা করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ।

বিনির্গত—নিঃসৃত, বহির্গত। বি—নির্—গম (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিনির্জ্জিত—পরাজিত, পরাভূত। বি—নির্—জি (জয় করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিনির্ণয়—নিশ্চয়। বি—নির্—নী+অল্ ভা। সং; পু।

বিনির্ণীত—নিশ্চিত, নিরূপিত। বি—নির্—নী+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিনির্ধূত—কম্পিত; বিক্ষিপ্ত; ইতস্ততঃ চালিত; অস্থির, চঞ্চল। বি—নির্—ধূ (কাঁপা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিনির্মুক্ত—মুক্ত; উদ্ধৃত; উদ্ঘাটিত; অনাবৃত। বি—নির্—মুচ (মোচন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিনিবারিত—সম্যক্ বারিত। বি—নি—ণিজন্ত বৃ বা বারি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিনিবৃত্ত—নিরস্ত; প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাগত। বি—নি—বৃত+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিনিবেশিত—প্রবেশিত; সংস্থাপিত; প্রতিষ্ঠাপিত। বি—নি—ণিজন্ত বিশ বা বেশি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিনিশ্বাস—দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগকারী। বি—নি—শ্বস (ঘাস ফেলা)+ ... ক। বিণ; ত্রি।

বিনিক্ষেপ—নিক্ষেপণ ... বি—

নির্—পিষ (পেষণ করা)+অল্ ভা। পু

বিনিহত—হত; বিনাশিত; মৃত; তিরোহিত; বিধ্বস্ত। বি—নি—হন (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিনীত—১। বিনয়ান্বিত; নম্র, শান্ত; শিক্ষিত; দণ্ডিত, উপভুক্ত, গৃহীত; জিতেন্দ্রিয়; নিক্ষিপ্ত; অপনীত; নিভৃত। বি—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। শিক্ষিত অশ্ববৃষভাদি; বণিক্। সং।

বিনীতভাবে—নম্রভাবে, শান্তভাবে, বিনম্র হইয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

বিনীয়—পাপ; কল্ক; কপট। বি—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্যপ্ র্ম্ম। সং; পু।

বিনীয়মান—শিক্ষ্যমাণ। বি—নী (লইয়া যাওয়া)+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিনেতা—(বিনেতৃ) ১। নিয়মকর্ত্তা; শিক্ষাদাতা, শিক্ষক। বি—নী (লইয়া যাওয়া) +তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিনেত্রী। ২। রাজা। সং; পু।

বিনেয়—শিক্ষণীয়; দম্য; দণ্ডনীয়; প্রাপণীয়; গ্রাহ্য। বি—নী (লইয়া যাওয়া)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিনোক্তি—অলঙ্কারবিশেষ। অলঙ্কার দেখ।

বিনোদ, বিনোদন—১। আমোদিতকরণ; কৌতূহল; তোষণ; আমোদ; অপনোদন, অপনয়ন; বিহার; ব্যাপার। বি—নুদ (প্রেরণ করা)+অল্, অনট্ ভা। ২। কালযাপনোপায়।...+অল্, অনট্ ণ। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী

বিনোদিত—প্রমোদিত, তোষিত; আমোদিত। বি—ণিজন্ত নুদ বা নোদি+ক্ত র্ম্ম। বিণ।

বিনোদিনী—আনন্দদায়িনী, সন্তোষদায়িকা। বিনোদী দেখ; বিনোদিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিনোদী—(বিনোদিন্)। আমোদযুক্ত, আনন্দদায়ক, সন্তোষকর। বিনোদ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

বিন্দ—লাভবান্। বিদ (লাভ করা)+শ ক। বিণ; ত্রি।

বিন্দু—১। দ্রবদ্রব্যের কণা, ফোঁটা; অনুস্বার; ভ্রূচিহ্ন; ভ্রূমধ্য; জ্যামিতিতে যাহার অবস্থিতি আছে, কিন্তু দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধ কিছুই নাই। বিদ (জানা ইত্যাদি)+উ র্ম্ম। সং; পু। ২। বেদিতা, জ্ঞাতা। বিণ; ত্রি।

বিন্দুবিসর্গ—অনুস্বার ও বিসর্গ; অতি সামান্য, কিঞ্চিন্মাত্র, একটু। বহু। সং; পু

বিন্দুসার—মগধের অনেক প্রাচীনকালীন রাজা। সুপ্রসিদ্ধ মগধের চন্দ্রগুপ্তের পুত্র ও অশোকের পিতা। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর ইনি মগধের ... খৃঃ পূঃ ২৯৮ ... বৎসর রাজত্ব করেন।

বিন্ধ্য—১। ব্যাধ। বিধ (বিদ্ধ করা)+য ক। ২। কুলপর্ব্বতবিশেষ, ইহা ভারতবর্ষের ঠিক মধ্যস্থলে পূর্ব্বপশ্চিমাভিমুখে অবস্থিত হইয়া উহাকে আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। বি—ধ্যৈ (ধ্যান করা)+ক ক, যে বিপরীত ভাবে অবস্থিত হইয়া ধ্যান করিতেছে (পৌরাণিক বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল)। সং ; পু।

বিন্ধ্য দেখিলেন, সূর্য্য কেবল সুমেরু পর্ব্বতকেই প্রদক্ষিণ করে, তাঁহার নিকট দিয়াও যায় না। ইহা দেখিয়া তিনি সূর্য্যকে আত্মদেহ প্রদক্ষিণ করিতে বলিলেন। সূর্য্য সে কথায় কর্ণপাত না করায় বিন্ধ্য নিজ দেহ বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এতদূর উচ্চ হইয়া উঠিলেন যে, চন্দ্র-সূর্য্যের গতি রুদ্ধ হইল। তখন দেবতারা বিন্ধ্য গিরির গুরুদেব অগস্ত্যমুনির শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি কোন-রূপে শিষ্যের দেহ নত করিয়া দেন। অগস্ত্য শিষ্যের নিকট উপস্থিত হইলে বিন্ধ্য গুরু-দেবকে প্রণাম করিবার জন্য নত হইলেন। তখন ঋষিবর শিষ্যকে এইরূপ আদেশ করিলেন যে, যাবৎ আমি দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাগত না হই, তাবৎ তুমি এই অবস্থায় থাক। অগস্ত্য আর প্রত্যাগত হইলেন না সুতরাং বিন্ধ্যকে অদ্যাপি সেই অবস্থাতেই থাকিতে হইয়াছে।

বিন্ধ্যবাসিনী—দুর্গা। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

বিন্ধ্যবাসী—(বিন্ধ্যবাসিন্) ১। বিন্ধ্যপর্ব্বতে বাসকারী। ৭তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিন্ধ্যবাসিনী। ২। মুনিবিশেষ। সং ; পু

বিন্ধ্যাচল—বিন্ধ্যপর্ব্বত। বিন্ধ্য নামক অচল (পর্ব্বত), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

বিন্ন—১। জ্ঞাত ; স্থিত ; বিচারিত ; পরিণীত ; প্রাপ্ত। বিদ (জানা ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। ২। স্থিত। বিদ (থাকা)+ক্ত ক। বিণ।

বিন্যস্ত—বিক্ষিপ্ত ; স্থাপিত ; যথাক্রমে অর্পিত, সাজান ; রচিত। বি—ন—অস (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিন্যাস।

বিন্যাস—স্থাপন ; রচনা ; সাজান ; ন্যাস। বি—নি—অস (ক্ষেপণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে বিন্যস্ত।

বিপক্তিম—পাকসম্ভূত ; পরিপক্ক। বি—পচ (পক্ক হওয়া)+ত্রিমক্ ক। বিণ ; ত্রি.

বিপক্ষ—১। বিরুদ্ধ পক্ষ ; প্রতিকূলাশ্রিত জন ; শত্রু। বি (বিরুদ্ধ) যে পক্ষ, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। পক্ষহীন। বি (নাই) পক্ষ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বিপক্ষতা—বৈরিতা, শত্রুতা ; প্রতিকূলতা। বিপক্ষ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

বিপঞ্চী—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, বীণা। বি—ণিজন্ত পন্‌চ বা পঞ্চি (বিস্তার করা)+অন্ ক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বিপণ, বিপণন—বিক্রয়, বেচা। বি—পণ (কেনাবেচা করা)+অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বিপণি—পণ্যবীথিকা, দোকান ; হট্ট, হাট, বাজার ; পণ্য, বিক্রেয় দ্রব্য। বিপণ শব্দ+ই। সং ; পু।

বিপণি, বিপণী—বিপণি দেখ। বিপণি+বিকল্পে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বিপৎ—(বিপদ্)। আপদ্, বিপত্তি ; মরণ। বি—পদ (যাওয়া)+ক্বিপ্ ভা। সং ; স্ত্রী।

বিপত্তি—বিপদ্, আপদ্ ; নাশ ; দুর্ভাগ্য। বি—পদ (যাওয়া)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

বিপত্তিকাল—আপৎকাল, বিপদের সময়, দুর্ভাগ্যের সময়। ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

বিপত্তিখণ্ডন—বিপদ্দূরীকরণ, আপদ্ বিনাশ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বিপত্তিনাশন—১। বিপদ্ বিনাশ, আপদ্ দূরী-করণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। পরমেশ্বর। বিপত্তির নাশন (বিনাশক), ৬তৎ। সং ; পু।

বিপত্তিভঞ্জন—১। বিপদ্ দূরীকরণ, আপদ্ বিনাশ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। ২। পরমেশ্বর ; বিষ্ণু। ৬তৎ। সং ; পু।

বিপত্তিসাগর—বিপদ্রূপ সমুদ্র, সমুদ্রের ন্যায় অসীম বিপদ্। রূপক কর্ম্মধা। সং ; পু।

বিপত্নীক—পত্নীহীন, যাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে এরূপ। বি (বিগত) হইয়াছে পত্নী যাহার, বহু। বিণ ; পু।

বিপথ—নিন্দিত পথ, কুপথ। বি (বিরুদ্ধ) যে পথ, কর্ম্মধা। সং ; পু ও ক্লী।

বিপথগামী—(বিপথগামিন্)। কুপথগামী ; অসৎপথাবলম্বী, অন্যায় আচরণকারী। বিপথ শব্দ—গম (যাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিপথগামিনী।

বিপদা—বিপদ্ ; মরণ। বি—পদ (যাওয়া) +ক্বিপ্ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী

বিপদাপন্ন—বিপদে পতিত, বিপদ্গ্রস্ত, বিপন্ন। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিপদুদ্ধার—বিপদ্ হইতে পারিত্রাণ, সঙ্কট হইতে রক্ষা, বিপদ্ মোচন। ৫তৎ। সং।

বিপন্ন—১। বিপদ্গ্রস্ত, বিপদে পতিত ; বিনষ্ট। বি—পদ (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। সর্প। সং ; পু।

বিপরিণত—পরিবর্ত্তিত ; বিপর্য্যস্ত। বি—পরি—নম (নত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিপরিণাম।

বিপরিণাম—বিপর্য্যাস ; পরিবর্ত্তন। বি—পরি—নম (নত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে বিপরিণত।

বিপরিণামিনী—বিপরিণামী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

বিপরিণামী—(বিপরিণামিন্)। বৈপরীত্য-বিশিষ্ট ; পরিবর্ত্তনশীল। বিপরিণাম শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিপ-রিণামিনী।

বিপরিবর্ত্তন—ফিরান ঘুরান। বি—পরি—বৃত (থাকা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিপরীত—বিরুদ্ধ, উল্টা ; প্রতিকূল। বি—পরি—ই (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বৈপরীত্য, বিপর্য্যয়, বিপর্য্যায়।

বিপর্য্যয়, বিপর্য্যায়—ব্যত্যয় ; ব্যতিক্রম ; বৈপ-রীত্য ; বিনাশ। বি—পরি—ই বা অয় (যাওয়া)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে বিপরীত।

বিপর্য্যস্ত—পরাবৃত্ত ; ব্যতিক্রান্ত, উলট্‌পালট। বি—পরি—অস (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিপর্য্যাস।

বিপর্য্যাস—ব্যতিক্রম ; ব্যত্যয় ; বৈপরীত্য। বি—পরি—অস (ক্ষেপণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে বিপর্য্যস্ত।

বিপল—এক পলের (অর্থাৎ ২৪ সেকেণ্ডের) ৬০ ভাগের ১ ভাগ। সং ; পু।

বিপশ্চিৎ—জ্ঞানী, বিজ্ঞ, পণ্ডিত। বি—প্র—চি বা চিত+ক্বিপ্ ক, নিপাতনে। সং ; পু।

বিপাক—পরিণাম ; পরিপাক, জীর্ণতাপ্রাপ্তি ; পক্কতা ; রন্ধন ; দুর্গতি ; আয়ুঃ ; ভোগ ; কর্ম্মের বিসদৃশ ফল ; জঠরাগ্নির সংযোগে ভুক্তদ্রব্যের যে রস জন্মে, সেই রস হইতে যে পৃথক্ আর একটী রস জন্মে, তাহার নাম বিপাক। বিপাক ত্রিবিধ—মধুর বিপাক, অম্ল বিপাক, এবং কটুবিপাক। মধুর ও লবণ রসের বিপাক মধুর, অম্ল রসের বিপাক অম্ল, এবং তিক্ত, কটু ও কষায় রসের বিপাক কটু। বি—পচ (পাক করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বিপাট—শর, বাণ। বি—পট (বিদীর্ণ করা) +ঘঞ্ ক। সং ; পু।

বিপাটন—ভেদন, বিদারণ। বি—ণিজন্ত পট বা পাটি (ফাটান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে বিপাটিত।

বিপাটিত—ভিন্ন, বিদারিত। বি—ণিজন্ত পট বা পাটি (ফাটান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিপাটন।

বিপাণ্ডুর—অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ। বিণ ; ত্রি।

বিপাদন—মারণ, ব্যাপাদন, বধ। বি—ণিজন্ত পদ বা পাদি (যাওয়ান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে বিপাদিত।

বিপাদিকা—প্রহেলিকা ; চরণের দোষবিশেষ,

পা কাটা। বি—পাদ শব্দ+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিপাদিত—নিহত, ব্যাপাদিত। বি—ণিজন্ত পদ বা পাদি (যাওয়ান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিপাদন।

বিপাশ্, বিপাশা—প্রক্ষদ্বীপস্থ নদীবিশেষ। মহামুনি বশিষ্ঠদেবের শত পুত্র রাক্ষস কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে তিনি পুত্রশোকে অধীর হইয়া তনুত্যাগের অভিপ্রায়ে স্বয়ং পাশবদ্ধ হইয়া এই নদীতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহাকে বিপাশ অর্থাৎ পাশমুক্ত করে; সেই জন্যই ইহা বিপাশা নামে খ্যাতা হয়। সং; স্ত্রী।

বিপিন—বন, কানন। বেপ (কাঁপা)+ইন ক। সং; ক্লী।

বিপিনবাসিনী—বিপিনবাসী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

বিপিনবাসী—(বিপিনবাসিন্)। বনবাসী, অরণ্যে বাসকারী। বিপিন শব্দ—বস (বাস করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিপিনবাসিনী।

বিপিনবিহারী—(বিপিনবিহারিন্) ১। বনে বিচরণকারী। বিপিন—বি—হৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। ২। শ্রীকৃষ্ণ। সং; পু।

বিপুল—১। মহৎ; বৃহৎ, বড়; গভীর, অগাধ; প্রশান্ত। বি—পুল (মহৎ হওয়া)+ক ক। বিণ; ত্রি। ২। পর্ব্বতবিশেষ; সম্রান্ত ব্যক্তি। সং; পু।

বিপুলকায়—১। বৃহৎ শরীর। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। বৃহদাকার, বৃহৎ দেহধারী। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিপুলকায়া।

বিপুলতা—বৃহত্ত্ব, বিশালতা; গভীরতা। বিপুল+তা ভাবে। সং; স্ত্রী। [স্ত্রী।

বিপুলা—আর্য্যা ছন্দোবিশেষ; পৃথিবী। সং;

বিপূয়—১। মুঞ্জতৃণ, শর। বি—পূ (পবিত্র করা)+ক্যপ্ র্ম, নিপাতনে। সং; পু। ২। পবিত্র। বিণ; ত্রি।

বিপ্র—ব্রাহ্মণ। বপ (বপন করা)+র ক, অথবা বি—প্রা (পূরণ করা)+ড ক। সং; পু।

বিপ্রকর্ষ—দূরত্ব। বি—প্র—কৃষ (কর্ষণ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

বিপ্রকর্ষণ—বিশ্লেষণ; দূরে অপসারণ। বি—প্র—কৃষ (কর্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে বিপ্রকৃষ্ট।

বিপ্রকার—অপকার, অনিষ্ট; তিরস্কার; উপদ্রব। বি—প্র—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে বিপ্রকৃত।

বিপ্রকীর্ণ—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; চারিদিকে ছড়ান। বি—প্র—কৄ (বিকীর্ণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিপ্রকৃত—অপকৃত; তিরস্কৃত; উপক্রত। বি—প্র—কৃ (করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিপ্রকার।

বিপ্রকৃষ্ট—দূরস্থ, অনাসন্ন; দূরে অপসারিত। বি—প্র—কৃষ (কর্ষণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিপ্রকর্ষণ।

বিপ্রচিত্ত, বিপ্রচিত্তি—জনৈক দানব, দনুর পুত্র। বি—প্র—চিত+ত, তি ক। পু।

বিপ্রতিপত্তি—বিরুদ্ধজ্ঞান; বিরোধ; অস্বীকার, বিকৃতি; সংশয়। বি—প্রতি—পদ+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে বিপ্রতিপন্ন।

বিপ্রতিপন্ন—বিরুদ্ধ; অস্বীকৃত; সন্দিগ্ধ। বি—প্রতি—পদ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিপ্রতিপত্তি।

বিপ্রতিষিদ্ধ—বিরুদ্ধ; নিবারিত। বি—প্রতি—সিধ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিপ্রতিষেধ।

বিপ্রতিষেধ—নিষেধ; তুল্যবলবিরোধ। বি—প্রতি—সিধ+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে বিপ্রতিষিদ্ধ।

বিপ্রতিসার, বিপ্রতীসার—অনুতাপ; দ্বেষ; ক্রোধ। বি—প্রতি—সৃ (সরা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিপ্রতীপ—বিপরীত। নিত্য। বিণ; ত্রি।

বিপ্রপাদোদক—ব্রাহ্মণের পাদস্পৃষ্ট জল, ব্রাহ্মণের চরণামৃত। পাদ স্পৃষ্ট উদক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিপ্রের পাদোদক, ৬তৎ। সং; ক্লী। [ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিপ্রবুদ্ধ—বিনিদ্র, জাগরিত। বি—প্র—বুধ+

বিপ্রয়াণ—প্রস্থান; পলায়ন। বি—প্র—যা (যাওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিপ্রযুক্ত—বিযুক্ত; বিচ্ছিন্ন; বিশ্লিষ্ট। বি—প্র—যুজ (যোগ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিপ্রয়োগ।

বিপ্রয়োগ—বিয়োগ; বিশ্লেষ; বিরোধ। বি—প্র—যুজ (যোগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে বিপ্রযুক্ত।

বিপ্রলব্ধ—বঞ্চিত; প্রতারিত। বি—প্র—লভ (পাওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিপ্রলম্ভ।

বিপ্রলব্ধা—১। বঞ্চিতা; প্রতারিতা। বিপ্রলব্ধ দেখ; বিপ্রলব্ধ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বঞ্চিতা নায়িকাবিশেষ, যে নায়িকা সঙ্কেত স্থানে গমন করিয়া নায়ককে দেখিতে না পাইয়া হতাশ হয় [নায়িকা দেখ]। সং; স্ত্রী।

বিপ্রলম্ভ—বঞ্চনা; বিরহ; কলহ; বিসংবাদ; বিরুদ্ধকর্ম্ম। বি—প্র—লভ+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে বিপ্রলব্ধ।

বিপ্রলাপ—বিরোধ বাক্য; অনর্থক বিবাদ। বি—প্র—লপ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিপ্রবর—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, দ্বিজোত্তম। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

বিপ্রবাস—দেশান্তরে বাস। বি—প্র—বস (বাস করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিপ্রবাসন—নির্ব্বাসন, দেশান্তরীকরণ। বি—প্র—ণিজন্ত বস বা বাসি (বাস করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিপ্রবিদ্ধ—অভিহত। বি—প্র—ব্যধ (বিদ্ধ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

বিপ্রশ্নিকা—দৈবজ্ঞ, অদৃষ্টগণনাকারিণী। বি—প্রশ্ন শব্দ+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিপ্রশ্রেষ্ঠ—বিপ্রবর। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

বিপ্রসাৎ—ব্রাহ্মণকে দেয় বা দত্ত। বিপ্র+চসাৎ। ব্য।

বিপ্রিয়—১। অপ্রিয়; বিরক্তিকর। নিত্য। বিণ; ত্রি। ২। অপরাধ; অনিষ্ট। সং; ক্লী। [কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বিপ্রিয়ভাষণ—অপ্রিয় কথন, বিরক্তিকর উক্তি।

বিপ্রিয়ভাষী—(বিপ্রিয়ভাষিন্)। অপ্রিয়বাদী, যে বিরক্তিকর কথা বলে এরূপ, কটুভাষী। বিপ্রিয় শব্দ—ভাষ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিপ্রিয়ভাষিণী।

বিপ্রোষিত—প্রবাসিত, বিদেশে স্থিত। বি—প্র—বস+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিপ্লব—বিপদ্; বিনাশ; ভয়প্রাপ্তি; ভয়প্রদর্শন; উপদ্রব; বিদ্রোহ; দেশলুণ্ঠন। বি—প্লু (গমন করা, ইত্যাদি)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে বিপ্লুত।

বিপ্লাব—অশ্বের গতিবিশেষ; জলপ্লাবন। বি—প্লু (গমন করা ইত্যাদি)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে বিপ্লুত।

বিপ্লাবন—ব্যাঘাত; হানি; ধ্বংস; জলপ্লাবন। বি—ণিজন্ত প্লু বা প্লাবি (গমন করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিপ্লাবিত—ব্যাহত; জল দ্বারা প্লাবিত। বি—ণিজন্ত প্লু বা প্লাবি (গমন করান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিপ্লাবন।

বিপ্লুত—১। বিগত; উপদ্রুত; বিপর্য্যস্ত, ভ্রান্ত; দূষিত; ব্যসনার্ত্ত; বিহ্বল। বি—প্লু (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। ব্যাঘাত; হানি; ধ্বংস; জলপ্লাবন। বি—প্লু+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিফল—নিষ্ফল; বৃথা; নিরর্থক। বি (নাই) ফল যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

বিফলতা—নিষ্ফলতা; নিরর্থকত্ব। বিফল দেখ; বিফল+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বিবুধ—পণ্ডিত; দেবতা; চন্দ্র। বি—বুধ (জানা)+ক ক। সং; পু।

বিবোধন—বুঝান; উদ্বোধ; বিকাশ; জাগরণ। বি—ণিজন্ত বুধ বা বোধি (বুঝান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে বিবোধিত।

বিবোধিত—উদ্বোধিত ; জ্ঞাপিত ; জাগরিত বি–ণিজন্ত বুধ বা বোধি (বুঝান)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিবোধন।

বিব্রুবন্—(বিব্রুবৎ)। বিরুদ্ধ বক্তা ; মৌনী। বি–ব্রু (বলা)+শতৃ ক। বিণ ; পু।

বিভক্ত—১। বিভিন্ন, পৃথক্কৃত ; সুশ্লিষ্ট ; সংক্রমিত। বি–ভজ (ভাগ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। ২। বিভাগ। বি–ভজ+ক্ত ভা। সং ; স্ত্রী।

বিভক্তজ—পৈতৃক ধন বিভাগের পর জাত পুত্র। বিভক্ত শব্দ (ভাগ)–জন (জন্মা)+ড ক। সং ; পু।

বিভক্তি—বিভাগ ; ভঙ্গী ; রচনা ; ব্যাকরণে—শব্দের উত্তর সি-আদি ও ধাতুর উত্তর তিপ্-আদি যে সকল প্রত্যয় হয়। বি–ভজ (ভাগ করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

বিভঙ্গ—১। ভঙ্গী ; বিন্যাস। বি–ভন্জ (ভাঙ্গা)+অল্ ভা। ২। খণ্ড ; ছেদ। বি–ভন্জ+অল্ র্ম। সং ; পু।

বিভজনীয়—বিভাজ্য, বিভাগযোগ্য। বি–ভজ (ভাগ করা)+অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি।

বিভব—১। বিভুত্ব ; প্রভুত্ব ; মাহাত্ম্য ; সামর্থ্য ; মোক্ষ, মুক্তি। বি–ভূ (হওয়া)+অল্ ভা। ২। ধন, সম্পত্তি। বি–ভূ+অল্ ণ। সং ; পু।

বিভা—প্রভা ; দীপ্তি ; কিরণ ; আলোক। বি–ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ও ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

বিভাকর—সূর্য্য ; অগ্নি ; অর্কবৃক্ষ। বিভা শব্দ (প্রভা)–কৃ (করা)+ট ক। সং ; পু।

বিভাগ—১। খণ্ড ; অংশ। বি– ভজ+ঘঞ্ র্ম। ২। ভাগ, বণ্টন। বি–ভজ (ভাগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বিভাজ্য—বিভজনীয়, বিভাগযোগ্য। বি–ভজ (ভাগ করা)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি।

বিভাজ্যতা—জড় পদার্থের যে গুণ থাকাতে উহাকে যথেচ্ছ সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত করা যায় (Divisibility)। বিভাজ্য শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

বিভাণ্ডক—জনৈক মুনি, ঋষ্যশৃঙ্গের জনক।

বিভাত—প্রভাত, প্রাতঃকাল। বি–ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

বিভাব—১। পরিচয়। বি–ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ ভা। ২। কাব্যে—রসের উদ্দীপন আলম্বন প্রভৃতি। বি–ভূ+ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

বিভাবন—বিবেচনা ; চিন্তন ; অবধারণ ; প্রকাশন ; অনুভব ; দর্শন ; খ্যাপন। বি–ণিজন্ত ভূ বা ভাবি (হওয়ান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে বিভাবিত

বিভাবনা—বিবেচনা ; অনুভব ; অবধারণ ; প্রকাশন ; দর্শন ; খ্যাপন ; কাব্যালঙ্কার বিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। বি–ণিজন্ত ভূ বা ভাবি (হওয়ান)+অন ভা+আপ্। সং স্ত্রী। বিশেষণে বিভাবিত।

বিভাবনীয়, বিভাব্য—বিবেচনীয় ; অবধারণীয় ; চিন্তনীয় ; দর্শনীয়। বি–ণিজন্ত ভূ বা ভাবি (হওয়ান)+অনীয়, ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি।

বিভাবরী—রজনী ; কুটনী ; মেদা বৃক্ষ ; হরিদ্রা। বি–ভা (দীপ্তি পাওয়া) +ক্বনিপ্ ক+ ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বিভাবসু—সূর্য্য ; চন্দ্র ; অগ্নি ; হারবিশেষ। বিভা (প্রভা) হইয়াছে বসু (ধন) যাহার, বহু। সং ; পু।

বিভাবিত—বিবেচিত, বিমৃষ্ট ; চিন্তিত ; অনুভূত ; দৃষ্ট ; প্রতিষ্ঠিত ; প্রসিদ্ধ। বি–ণিজন্ত ভূ বা ভাবি (ভাবনা করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিভাবন, বিভাবনা।

বিভাব্য—বিভাবনীয় দেখ।

বিভাষা—বিকল্প ; দ্বৈধভাব। বি (বিরুদ্ধ) যে ভাষা (বচন), কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বিভাসা—প্রকাশ। বি–ভাস (দীপ্তি পাওয়া) +ও ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বিভাসিত—দীপিত, প্রকাশিত ; জলোপরি শোভিত। বি–ভাস (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

বিভিন্ন—বিভক্ত ; পৃথগ্ভূত ; মিশ্রিত ; বিদীর্ণ, বিদলিত ; বিঘট্টিত ; বিকসিত ; নিঃশেষিত। বি–ভিদ (ভেদ করা)+ক্ত র্ম বা ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিভেদ, বিভিন্নতা।

বিভিন্নতা—পার্থক্য, ভেদ ; বিলক্ষণতা। বিভিন্ন দেখ ; বিভিন্ন+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

বিভিন্নধর্ম্মা—(বিভিন্নধর্ম্মন্)। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, পৃথক ধর্ম্মবিশিষ্ট। বিভিন্ন হইয়াছে ধর্ম্ম যাহার, বহু (সমাসে অন্)। বিণ ; পু।

বিভীতক—বয়ড়া গাছ। সং ; পু।

বিভীষণ—১। অতি ভয়ানক ; দৃঢ়। বি–ণিজন্ত ভী বা ভীষি+অন ক। বিণ ; ত্রি। ২। রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সং।

রাবণাদি ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিভীষণই পরম ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ইনি জ্যেষ্ঠদিগের সহিত তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বর দিতে সমাগত হইলে রাবণাদি অন্যান্য প্রকার বর চাহিল ; কিন্তু বিভীষণ বলিলেন, "আমাকে এই বর প্রদান করুন্, যেন সকল অবস্থাতেই আমার ধর্ম্মে অচলা মতি থাকে।" পিতামহ অত্যন্ত প্রীত হইয়া সেই বরের সহিত অযাচিত অমরত্ব বরও প্রদান করিলেন। রাবণ লঙ্কায় রাজ্যস্থাপন করিলে ইনি ভ্রাতার অনুগত থাকিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন প্রকার অধর্ম্মাচরণ না করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণে রত রহিলেন। রাবণ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলে ইনি লঙ্কায় থাকিয়া তপশ্চরণ করিতেন। ইনি গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের কন্যা সরমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীর ন্যায় সরমাও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন।

রাম জানকীর উদ্ধারার্থ সসৈন্যে লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইলে বিভীষণ জ্যেষ্ঠকে রামের হস্তে সীতাকে প্রত্যর্পণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত রাবণ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ইঁহাকে নানাপ্রকার কটুবাক্য বলিল এবং পদাঘাত করিয়া লঙ্কা হইতে দূর করিয়া দিল। বিভীষণ রামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতাস্থাপন করিলেন। ইনিই লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞশালায় লইয়া যাইয়া যজ্ঞসমাপনের পূর্ব্বে তাহার নিধন সাধন করেন, নচেৎ ইন্দ্রজিৎকে বধ করা দুঃসাধ্য হইত। রাবণ সবংশে নিহত হইলে বিভীষণ লঙ্কায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। রামের মহাপ্রস্থানকালে ইনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইলে রাম বলিয়াছিলেন, "সখে, যাবৎ প্রজা থাকিবে, তাবৎ তোমায় লঙ্কায় থাকিয়া দেহধারণ করিতে হইবে। যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য, যাবৎ পৃথিবী, যাবৎ আমার চরিতকথা, তাবৎ ইহলোকে তোমার রাজ্য।" রামের বরে ইনি মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবেন।

বিভীষিকা—ভীতিপ্রদর্শন, ভয় দেখান। বি–ণিজন্ত ভী বা ভীষি+ণক ক+আপ্। স্ত্রী।

বিভু—১। প্রভু ; পরমেশ্বর ; ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; শিব। বি–ভূ (হওয়া)+ডু ক। সং ; পু। ২। সমর্থ ; সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগী, সর্ব্বব্যাপী। বিণ ; ত্রি।

বিভুগুণগান—পরমেশ্বরের মহিমাকীর্ত্তন। বিভুর গুণ, তাহার গান, ২বার ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বিভুনাম—পরমেশ্বরের নাম। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বিভুপ্রেম—পরমেশ্বরের প্রতি অনুরাগ, ঈশ্বরকে ভালবাসা। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

বিভূতি—অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য ; সমৃদ্ধি ; ভস্ম। বি–ভূ (হওয়া)+ক্তি ণ। সং ; স্ত্রী।

বিভূতিভূষণ—১। শিব। বিভূতি হইয়াছে ভূষণ যাঁহার, বহু। সং ; পু। ২। ভস্মরূপ আভরণ। রূপক। সং ; ক্লী।

বিভূতিবিলেপিত—বিভূতি-রঞ্জিত, ভস্ম-মাখা। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিভূষণ—১। শোভন। বি–ভূষ (ভূষিত করা) +অনট্ ভা। ২। আভরণ, অলঙ্কার। বি–ভূষ+অনট্ ণ। সং ; ক্লী। ৩। ভূষণহীন, আভরণশূন্য। বি (নাই বা বিগত

হইয়াছে) ভূষণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিভূষণা।

বিভূষা—১। অলঙ্কার, আভরণ। বি–ভূষ (ভূষিত করা)+অ ণ+আপ্। ২। শোভন। বি–ভূষ+অ ভা+আপ্। স্ত্রী।

বিভূষিত—শোভিত ; অলঙ্কৃত। বি-ভূষ (ভূষিত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বিভৃত—পুষ্ট ; প্রতিপালিত ; ধৃত। বি–ভৃ (ভরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বিভেদ—বিভিন্নতা, প্রভেদ ; বিভাগ ; মিশ্রণ ; অপগম ; বিদারণ ; বিদলন ; বিকাশ। বি –ভিদ (ভেদ করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে বিভিন্ন। [শব্দ।

বিভোর—বিহ্বল, আত্মহারা, বিবশ। দেশজ

বিভ্রন্—(বিভ্রৎ)। পোষণকারী ; ধারণকর্ত্তা। বি–ভৃ (ভরণ করা)+শতৃ ক। বিণ ; ত্রি।

বিভ্রম—ভ্রম, সংশয় ; ভ্রমণ ; বিজৃম্ভণ ; শোভা ; সাদৃশ্য ; ত্বরাবশতঃ ভূষণাদির স্থানান্তর-বিন্যাস ; স্ত্রীলোকের শৃঙ্গারভাবজনিত ক্রিয়াবিশেষ। বি–ভ্রম (ভ্রমণ করা ইত্যাদি)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে বিভ্রান্ত।

বিভ্রাজ, বিভ্রাট্—(বিভ্রাজ্)। দীপ্তিশীল ; শোভমান। বি- ভ্রাজ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্, ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

বিভ্রান্ত—ভ্রান্ত, ভ্রমান্বিত ; ত্বরান্বিত। বি–ভ্রম (ভুল করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিভ্রম, বিভ্রান্তি।

বিভ্রান্তি—ভ্রান্তি, ভ্রম, ভুল ; ত্বরা। বি–ভ্রম (ভুল করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে বিভ্রান্ত।

বিমত—বিরুদ্ধমতিযুক্ত ; অসম্মত। বি (বিরুদ্ধ) হইয়াছে মত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বিমতি—অসম্মতি ; অনভিপ্রায়। বি (বিরুদ্ধা) যে মতি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বিমনস্ক, বিমনাঃ—(বিমনস্)। অন্যমনস্ক ; উদ্বিগ্ন ; বিষণ্ণ ; ব্যাকুল। বি (বিচলিত) হইয়াছে মনঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু।

বিমনাঃ—বিমনস্ক দেখ।

বিমনায়মান—বিষণ্ণ, অপ্রফুল্ল। বিমনাঃ দেখ ; বিমনস্ শব্দ+ক্যঙ্—বিমনায় (নামধাতু), তদুত্তরে শান ক। বিণ ; ত্রি।

বিমনীকৃত—দুঃখিত, দুর্ম্মনাঃ, অপ্রফুল্ল। বিমনাঃ দেখ : বিমনস্ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থ (—বিমনী)—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বিমর্দ্দ, বিমর্দ্দন—পেষণ ; ঘর্ষণ ; মন্থন ; চূর্ণন ; বিনাশ ; সম্বাধ। বি–মৃদ (মর্দ্দন করা)+অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বিমর্দ্দিত—ঘৃষ্ট ; পিষ্ট ; মথিত ; দলিত ; চূর্ণিত। বি–ণিজন্ত মৃদ বা মর্দ্দি (মর্দ্দন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বিমর্শ, বিমর্শন—তর্ককরণ ; বিচার ; বিবেচনা : তথ্যানুসন্ধান। বি–মৃশ (বিবেচনা করা) +অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বিমর্ষ, বিমর্ষণ—অসহন, অধৈর্য্য ; অসন্তোষ ; নাট্যাঙ্গ। বি–মৃষ (সহ্য করা)+অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বিমর্ষভাবে—অসন্তুষ্ট হইয়া, বিষণ্ণভাবে। বিমর্ষের ভাব আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

বিমর্ষমুখ—ম্লান বদন, অপ্রফুল্ল মুখ। বিমর্ষযুক্ত যে মুখ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বিমল—নির্ম্মল, স্বচ্ছ ; শুভ্র ; সুন্দর। বি (নাই) মল যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিমলা।

বিমলচিত্ত—১। নির্ম্মল অন্তঃকরণ, সরল মনঃ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। নির্ম্মলচেতাঃ, সরলমনাঃ। বহু। বিণ ; ত্রি।

বিমলতা—নির্ম্মলতা, স্বচ্ছতা ; শুভ্রতা। বিমল দেখ ; বিমল+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

বিমলনীর—১। নির্ম্মল জল। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। নির্ম্মল জলবিশিষ্ট, স্বচ্ছ জলপূর্ণ। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিমলনীরা।

বিমলা—১। নির্ম্মলা ; সুন্দরী। বিমল দেখ ; বিমল শব্দ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। দেবীবিশেষ ; নদীবিশেষ। সং ; পু।

বিমলানন্দ—১। নির্ম্মল আনন্দ, দুঃখসংস্পর্শশূন্য আনন্দ ; ব্রহ্মানন্দ। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। নির্ম্মল আনন্দযুক্ত। বহু। বিণ।

বিমাতা—(বিমাতৃ)। মাতার সপত্নী, সৎমা। বি (ভিন্না) যে মাতা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বিমাতৃজ—১। বৈমাত্রেয়, বিমাতা হইতে জাত। বিমাতা দেখ ; বিমাতৃ শব্দ—জন+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিমাতৃজা।

বিমাতৃজা—১। বিমাতা হইতে জাতা। বিমাতৃজ দেখ ; বিমাতৃজ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বৈমাত্রেয় ভগিনী। সং ; স্ত্রী।

বিমান—ব্যোমযান ; দেবরথ ; যান ; সিংহাসন ; রাজগৃহ ; অসম্মান ; অশ্ব। বি-র (পক্ষীর) ন্যায় মান (পরিমাণ) যাহার, অথবা বিতে (আকাশে) হয় মান (শব্দ) যাহার, বহু। সং ; ক্লী ও পু।

বিমানচারী—(বিমানচারিন্)। বিমানবিহারী ; ব্যোমযানে বিচরণকারী। বিমান শব্দ—চর +ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিমানচারিণী।

বিমাননা—তিরস্কার ; অবমান। বি–মান (পূজা করা)+অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বিমার্গ—১। কুপথ ; অসদাচার। বি (বিরুদ্ধ) যে মার্গ (পথ), কর্ম্মধা। ২। সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা। বি–মৃজ (মার্জ্জনা করা)+ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

বিমিশ্র—মিশ্রিত, মিশান। বি–মিশ্র (মিশান) +অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

বিমুক্ত—পরিত্যক্ত ; মুক্তিপ্রাপ্ত ; ত্যক্ত। বি–মুচ (মুক্ত করা)+ক্ত ক বা র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিমুক্তি, বিমোচন।

বিমুক্তি—মোচন ; উদ্ধার ; মোক্ষ। বি–মুচ (মুক্ত হওয়া)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে বিমুক্ত।

বিমুখ—পরাঙ্মুখ ; নিবৃত্ত। বি (পশ্চাতে) হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বিমুগ্ধ—মুগ্ধ ; মোহপ্রাপ্ত। বি–মুহ (মোহ পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিমোহ, বিমোহন।

বিমুগ্ধচিত্ত—১। মোহপ্রাপ্ত অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। মুগ্ধহৃদয়, মুগ্ধমনাঃ। বহু। বিণ ; ত্রি।

বিমুগ্ধচিত্তে—মুগ্ধ অন্তঃকরণে। বিমুগ্ধ হইয়াছে চিত্ত যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

বিমুদ্র—বিকসিত, প্রফুল্ল ; মুদ্রাহীন। বি (নাই) মুদ্রা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বিমূঢ়—মূর্খ ; অজ্ঞান। বি–মুহ (মোহ পাওয়া) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

বিমৃশ্যকারিতা, বিমৃষ্যকারিতা—সম্যক্ বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্যকরণ, বিবেকিতা। বিমৃশ্যকারী দেখ ; বিমৃশ্যকারিন্ বা বিমৃষ্যকারিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

বিমৃশ্যকারী—(বিমৃশ্যকারিন্), বিমৃষ্যকারী (বিমৃষ্যকারিন্)। সম্যক্ বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্যকারী। বি–মৃশ বা মৃষ+যপ্ অনন্তরার্থে—বিমৃশ্য বা বিমৃষ্য (বিবেচনা করিয়া), তদুত্তরে কৃ (করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু।

বিমৃষ্ট—বিচারিত ; বিবেচিত। বি–মৃষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। [ভা। সং ; পু।

বিমোক্ষ—মুক্তি ; উদ্ধার। বি–মোক্ষ+অল্

বিমোক্ষণ—বিমুক্তি ; পরিত্যাগ। বি–মোক্ষ+ অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিমোচন—মুক্তি ; উদ্ধার। বি–মুচ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে বিমুক্ত।

বিমোহ—মোহ, মুগ্ধতা, জড়তা। বি–মুহ (মুগ্ধ হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে বিমুগ্ধ।

বিমোহন—১। মুগ্ধকরণ। বি–ণিজন্ত মুহ বা মোহি (মুগ্ধ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। মোহকর, মুগ্ধকারক। বি–মোহি +অন ক। বিণ ; ত্রি।

বিমোহিত—১। মোহপ্রাপিত। বি–ণিজন্ত মুহ বা মোহি (মুগ্ধ করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। মোহপ্রাপ্ত, বিমুগ্ধ ; মূর্চ্ছিত ; জ্ঞানশূন্য। বিমোহ শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

বিমোহিতচিত্ত—১। বিমুগ্ধ অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। মুগ্ধমনাঃ, বিমুগ্ধচেতাঃ। বহু। বিণ; ত্রি।

বিম্ব—১। চন্দ্রসূর্য্যাদির মণ্ডল; মণ্ডল; প্রতিবিম্ব; মূর্ত্তি; জলবুদ্বুদ। বী (গমন করা ইত্যাদি)+ব ক। সং; ক্লী ও পু। ২। তেলাকুচা ফল। সং; ক্লী।

বিম্বক—চন্দ্রসূর্য্যাদির মণ্ডল; তেলাকুচা ফল। বিম্ব+কণ্ স্বার্থে; সং; ক্লী। [স্ত্রী।

বিম্বা, বিম্বিকা, বিম্বী—তেলাকুচা লতা। সং;

বিম্বাগত—বিম্বিত, বিম্বপ্রাপ্ত। বিম্বকে আগত (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ; ত্রি।

বিম্বাধর—১। বিম্বসদৃশ অধর, তেলাকুচা ফলের ন্যায় রক্তিম অধর। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। ২। বিম্বতুল্য অধরশালী, রক্তিম ঠোঁটবিশিষ্ট। বিম্ববৎ অধর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিম্বাধরা।

বিম্বাধরা—তেলাকুচা ফলের ন্যায় রক্তবর্ণ অধরবিশিষ্টা। বহু। বিণ; স্ত্রী।

বিম্বিত—বিম্বপ্রাপ্ত; প্রতিবিম্বিত, প্রতিফলিত। বিম্ব শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

বিম্বিসার—মগধের জনৈক প্রাচীনকালীন রাজা। ইনি খ্রীঃ পূঃ ৫৩৭ হইতে ৪৮৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজগৃহ (অধুনা রাজগির) নগর ইঁহার রাজধানী ছিল। বুদ্ধদেব স্বীয় মত প্রচারার্থে রাজগৃহে উপনীত হইলে বিম্বিসার তাঁহার নিকট নবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইনি নিজ পুত্র অজাতশত্রুকর্ত্তৃক নিহত হন।

বিম্বু—গুবাক, গুপারি। বিম্ব+উ ক। সং; পু।

বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ—রক্তবর্ণ অধরোষ্ঠবিশিষ্ট। বিম্বের (তেলাকুচার) ন্যায় টুকটুকে হইয়াছে ওষ্ঠ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিম্বোষ্ঠা, বিম্বৌষ্ঠা।

বিয়ৎ—গগন, আকাশ। বি—যম+ক্বিপ্ ক। সং; ক্লী।

বিয়দগঙ্গা—স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। বিয়ৎ-স্থা যে গঙ্গা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বিয়াত—ধৃষ্ট, প্রগল্‌ভ, নির্লজ্জ। বি—যা (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিযুক্ত, বিযুত—বিশ্লিষ্ট; বিচ্ছিন্ন; বিরহিত; ত্যক্ত। বি—যুজ বা যু (যোগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিয়োগ—বিশ্লেষ; বিচ্ছেদ; বিরহ; গণিতে—রাশির ব্যবকলন, জমাখরচ। বি—যুজ (যোগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে বিযুক্ত।

বিয়োগকাতর—বিচ্ছেদে ব্যাকুল, বিরহে অধীর। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিয়োগকাতরা।

বিয়োগযন্ত্রণা—বিচ্ছেদযাতনা, বিরহজনিত ব্যথা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বিয়োগিনী—বিরহিণী। বিয়োগী দেখ। বিয়োগিন্ শব্দ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিয়োগী—(বিয়োগিন্)। বিয়োগযুক্ত; বিরহিত, বিরহী। বিয়োগ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিয়োগিনী।

বিয়োজিত—বিচ্ছেদ-প্রাপিত; বিরহিত; বিশ্লিষ্ট; ব্যবকলনকৃত। বি—ণিজন্ত যুজ বা যোজি (যোগ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিরক্ত—বৈরাগ্যযুক্ত; উদাসীন; নিস্পৃহ; বিরত; অননুরক্ত; অসন্তুষ্ট। বি—রন্‌জ (অনুরক্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিরাগ, বিরক্তি।

বিরক্তি—বৈরাগ্য; নিস্পৃহতা, অনিচ্ছা; অসন্তুষ্টি। বি—রন্‌জ (অনুরক্ত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে বিরক্ত।

বিরক্তিকর—অসন্তোষজনক, অপ্রীতিকর; বৈরাগ্যজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

বিরচিত—নির্ম্মিত; প্রণীত; কৃত; বর্ণিত; প্রথিত; ভূষিত। বি—রচ (রচনা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিরজা—রাধার সখীবিশেষ; যযাতি রাজার জননী; নদীবিশেষ; জগন্নাথপুরী। বি—রন্‌জ+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিরজাঃ—(বিরজস্)। রজোগুণহীন: ধূলিশূন্য। বি (নাই) রজঃ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; পু।

বিরত—নিবৃত্ত, ক্ষান্ত; বিমুখ; উপরত; বিশ্রান্ত। বি—রম (রত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিরতি, বিরাম।

বিরতি—নিবৃত্তি; বিরাগ; বিশ্রাম; শান্তি। বি—রম (রত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে বিরত।

বিরল—অনিবিড়, ফাঁক ফাঁক; নির্জ্জন; শিথিল; ব্যবহিত; অল্প। বি—রা (দেওয়া) +কলন্ ক। বিণ; ত্রি।

বিরলপাদপ—অনিবিড় বৃক্ষবিশিষ্ট, যেখানে ফাঁক ফাঁক গাছ আছে। বিরল হইয়াছে পাদপ (বৃক্ষ) যথায়, বহু। বিণ; ত্রি।

বিরস—১। রসহীন; বিস্বাদু; বিরক্তিকর। বি (নাই) রস যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অশ্রদ্ধা। নিত্য। সং; ক্লী।

বিরহ—বিচ্ছেদ; বিয়োগ; অভাব; ত্যাগ। বি-রহ (ত্যাগ করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে বিরহিত, বিরহী।

বিরহব্যথা—বিচ্ছেদযাতনা, বিয়োগজনিত ক্লেশ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বিরহব্যাকুল—বিরহে কাতর, বিচ্ছেদে ক্লিষ্ট। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিরহব্যাকুলা।

বিরহিত—ত্যক্ত; বিযুক্ত; রহিত; বিহীন। বি—রহ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষে বিরহ। [বিরহী দেখ।

বিরহিণী—বিরহযুক্তা, বিয়োগিনী। বিণ; স্ত্রী।

বিরহী—(বিরহিন্)। বিরহযুক্ত, বিয়োগী। বিরহ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ। পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিরহিণী।

বিরাগ—১। বৈরাগ্য; ঔদাসীন্য; বিরক্তি, অনুরাগশূন্যতা। বি—রন্‌জ (অনুরক্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। ২। রাগহীন। বি (নাই) রাগ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বিরাগদৃষ্টি—অনুরাগশূন্য দৃষ্টি, উদাস দৃষ্টি। বিরাগ যুক্তা যে দৃষ্টি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বিরাগভাজন—বিদ্বেষের পাত্র, বিরক্তি-ভাজন, অপ্রীতিপাত্র। ৬তৎ। বিণ; ত্রি

বিরাগিণী—বৈরাগ্যযুক্তা। বিণ; স্ত্রী। বিরাগী দেখ।

বিরাগী—(বিরাগিন্)। বৈরাগ্যযুক্ত; বিবেকী। বিরাগ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিরাগিণী।

বিরাজ, বিরাট্—(বিরাজ্)। সর্বব্যাপী পুরুষ, পরমেশ্বর; ক্ষত্রিয়। বি—রাজ (শোভা পাওয়া)+অন্, ক্বিপ্ ক। সং; পু।

বিরাজমান—শোভমান। বি—রাজ (শোভা পাওয়া)+শান ক। বিণ; ত্রি।

বিরাজিত—বিশেষরূপে শোভিত। বি—রাজ (শোভা পাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিরাট্—বিরাজ দেখ।

বিরাট—১। দেশবিশেষ, মৎস্যদেশ, উত্তর বঙ্গ। বি—রট (বলা)+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু। ২। তদ্দেশের জনৈক নৃপ। বিরাটরাজের আশ্রয়ে দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর যাপন করেন। ইঁহার মহিষীর নাম সুদেষ্ণা, শ্যালকের নাম কীচক, পুত্রের নাম উত্তর ও কন্যার নাম উত্তরা। পাণ্ডবগণ স্ব স্ব নাম গোপন করিয়া যুধিষ্ঠির কঙ্ক নামে ইঁহার সভাসদ, বৃকোদর বল্লভ নামে সূপকার, অর্জ্জুন নপুংসকবেশে বৃহন্নলা নামে উত্তরার গীতবাদ্যাদির শিক্ষক, নকুল গ্রন্থিক নামে অশ্বশালাধ্যক্ষ ও সহদেব তন্ত্রিপাল নামে গোশালাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী রূপে অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। কীচকের বাহুবলেই ইঁহার রাজ্য রক্ষিত হইত। এই হেতু দুর্বৃত্ত কীচক দ্রৌপদীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করিলেও ইনি শ্যালককে কিছুই বলিতে পারেন নাই। কিন্তু সূপকার ভীম দুর্বৃত্তের প্রাণসংহার করেন।

কীচক হত হইয়াছে শুনিয়া ত্রিগর্ত্তের রাজা বিরাট রাজ্য আক্রমণ করেন।

বিরাটরাজ পরাজিত হইয়া বন্দী হন। অনন্তর বৃকোদর ইঁহার উদ্ধার-সাধন করেন কৌরবগণ ইঁহার উত্তর-গো-গৃহ আক্রমণ করিলে উত্তর তাহা রক্ষা করিতে গমন করেন। বৃহন্নলা তাঁহার রথের সারথি ছিলেন। উত্তর যুদ্ধে বিমুখ হইয়া বৃহন্নলাকে রথ ফিরাইতে আদেশ করিলে অর্জ্জুন তাঁহাকে রথস্তম্ভে বন্ধন করিয়া রাখিয়া স্বয়ং সমরে প্রবৃত্ত হন ও কৌরবগণকে পরাস্ত করেন। অনন্তর ইঁহারা প্রত্যাগত হইলে কঙ্করূপী যুধিষ্ঠির পুনঃ পুনঃ বৃহন্নলার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজ তাহাতে কুপিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের ললাটে অক্ষাঘাত করিয়া শোণিতপাত করেন। অজ্ঞাতবাসের বৎসর অতীত হইলে ইনি পাণ্ডবগণের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া এক দিকে যেমন লজ্জিত, অপর দিকে তেমনই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং স্বীয় তনয়া উত্তরাকে অর্জ্জুনের হস্তে অর্পণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু শিষ্যা কন্যাস্থানীয়া বলিয়া অর্জ্জুন তাহাতে অসম্মত হইলেন। অনন্তর অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ হইল। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়া বীরত্ব-সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ দিবসের রণে দ্রোণাচার্য্যের হস্তে ইঁহার পতন হয়।

বিরাটক—রাজপট। সং; পু।

বিরাদ্ধ—অপকৃত; অপমানিত; উৎপীড়িত; কোপিত। বি—রাধ (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিরাধ, বিরাধন।

বিরাদ্ধা—(বিরাদ্ধৃ)। অপকারক; উৎপীড়ক; অপমানকারী। বি—রাধ (বধ করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিরাদ্ধ্রী।

বিরাধ—১। অপকার; পীড়া; অপরাধ। বি—রাধ (বধ করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে বিরাদ্ধ।

২। জনৈক রাক্ষস। বিরাধ দণ্ডকারণ্যে বাস করিত। রাম লক্ষ্মণ জানকীর সহিত পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করিবার সময় এই রাক্ষস সীতাকে লইয়া পলায়ন করে। রাম লক্ষ্মণ ইহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে নিশাচর ভ্রাতৃদ্বয়কেও লইয়া প্রস্থান করে। ব্রহ্মার বরে বিরাধ অস্ত্রের অবধ্য হইয়াছিল। রাম ইহার দক্ষিণ হস্ত এবং লক্ষ্মণ ইহার বাম হস্ত ও অন্যান্য অঙ্গ ভগ্ন ও চূর্ণ করেন। পরে রাম ইহার কণ্ঠদেশ পদ দ্বারা নিষ্পীড়নপূর্ব্বক ইহাকে গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করেন।

বিরাধন—অপকার; ব্যথা; পীড়ন। বি—রাধ (বধ করা)+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে বিরাদ্ধ।

বিরাম—বিরতি; বিশ্রাম; বৈরাগ্য; অবসান উপরম; শেষ; ব্যাকরণে—পরবর্ণের অভাব। বি—রম (রত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে বিরত।

বিরাল—মার্জ্জার, বিড়াল। বিড় (আক্রোশ করা)+কালন্ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিরালী।

বিরাব—১। রব, শব্দ। বি—রু+ঘঞ্ ভা সং; পু। ২। রবহীন। বি (নাই) রাব যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

বিরাবিণী—নাদিনী। বিণ; স্ত্রী। বিরাবী দেখ

বিরাবী—(বিরাবিন্)। নাদী, শব্দকারী। বিরাব শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিরাবিণী

বিরিঞ্চ, বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহাদেব। বি—রচ (রচনা করা)+অন্, ইন্ ক, নিপাতনে। সং; পু।

বিরিব্ধ—কণ্ঠস্বর। বি—রিভ (শব্দ করা)+ক্ত র্ম্ম। সং; পু।

বিরুত—কূজিত; অব্যক্তধ্বনি; রব। বি—রু (রব করা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিরুদ—গদ্যপদ্যময়ী স্তুতি। বি—রুদ (রোদন করা)+ক ভা। সং; ক্লী ও পু।

বিরুদ্ধ—বিপরীত; বিশিষ্ট; সম্যক্ বদ্ধ। বি—রুধ (রোধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিরোধ।

বিরুদ্ধাচরণ—বিপক্ষতাচরণ; বিপরীত কার্য্যকরণ। বিরুদ্ধ যে আচরণ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী

বিরুদ্ধাচারী—(বিরুদ্ধাচারিন্)। শত্রুতাচরণকারী; বিপরীত কার্য্যকারী। বিরুদ্ধ—আ—চর+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিরুদ্ধাচারিণী।

বিরূঢ়—অঙ্কুরিত; জাত; উৎপন্ন; বদ্ধমূল। বি—রুহ (উৎপন্ন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ।

বিরূপ—কুরূপ, কুৎসিত; বিরোধী। বি (নিন্দিত) হইয়াছে রূপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিরূপা।

বিরূপাক্ষ—১। ত্রিলোচন, শিব; পাতালের দিক্‌হস্তী, পাতালদেশে থাকিয়া পৃথিবী ধারণকারী। পর্ব্বকালে ইহার শিরশ্চালনে ভূমিকম্প হইয়া থাকে, রামায়ণে এইরূপ বর্ণিত আছে। বিরূপ (কুৎসিত) হইয়াছে অক্ষি (চক্ষুঃ) যাঁহার, বহু। সং; পু। ২। কুৎসিত চক্ষুর্বিশিষ্ট। বিণ; ত্রি।

বিরূপিকা—বিরূপা, কুৎসিতা। বিরূপ শব্দ+কণ্+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিরেক—মলনিঃসরণ; উদরভঙ্গ। বি—রিচ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিরেচক—মলনিঃসারক, ভেদকারক। বি—রিচ (ত্যাগ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

বিরেচন—১। বিরেক, মলনিঃসরণ। বি—রিচ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। বিরেচক, মলনিঃসারক। বি—রিচ+অন ক। বিণ; ত্রি।

বিরেভিত—শব্দিত। বি—রিভ (শব্দ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিরোক—ছিদ্র, বিবর; গর্ত্ত। বি (না)—রুচ (দীপ্তি পাওয়া)+ঘঞ্ ক। সং; পু।

বিরোচন—চন্দ্র; সূর্য্য; অগ্নি; জনৈক দৈত্য, প্রহ্লাদের পুত্র ও বলিরাজার পিতা। বি—রুচ (দীপ্তি পাওয়া)+অন ক। সং; পু।

বিরোধ—বৈর, শত্রুতা; বৈপরীত্য; বিবাদ; যুদ্ধ; অবরোধ; অর্থালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। বি—রুধ (রোধ করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে বিরুদ্ধ।

বিরোধন—১। বিরোধ। বি—রুধ (রোধ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। বিরোধকারী। বি—রুধ+অন ক। বিণ; ত্রি।

বিরোধানল—বিবাদ-বহ্নি, শত্রুতা রূপ আগুন। রূপক। সং; পু।

বিরোধিত—বিরোধযুক্ত। বিরোধ শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

বিরোধিনী—বিরোধী দেখ।

বিরোধী—(বিরোধিন্)। বিরুদ্ধ; প্রতিকূল; রিপু। বি—রুধ (রোধ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিরোধিনী।

বিরোধোক্তি—বিপ্রলাপ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ, বিরোধ-অলঙ্কার। বিরোধ-যুক্ত যে উক্তি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বিল—১। উচ্চৈঃশ্রবাঃ। সং; পু। ২। গর্ত্ত; ছিদ্র, বিবর; গুহা। বিল (ভেদ করা)+ক ক। সং; ক্লী।

বিলক্ষ—লজ্জিত; বিস্মিত; অনুদ্দিষ্ট; গুণহীন। বি—লক্ষ (দেখা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

বিলক্ষণ—অসামান্য, অসাধারণ; বিভিন্ন। বি (নাই) লক্ষণ (চিহ্ন) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বিলগ্ন—১। সংলগ্ন; বৃদ্ধ; কৃশ; জনিত। বি—লগ (লাগিয়া থাকা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। লগ্ন; কটিদেশ। সং; ক্লী।

বিলঙ্ঘন—অতিক্রম; উল্লঙ্ঘন। বি—লন্‌ঘ (লঙ্ঘন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে বিলঙ্ঘিত।

বিলঙ্ঘিত—অতিক্রান্ত; উল্লঙ্ঘিত। বি—লন্‌ঘ (লঙ্ঘন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিলজ্জ—নির্লজ্জ, লজ্জাহীন। বি (নাই) লজ্জা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বিলপন, বিলপিত—বিলাপ, খেদ; ভাষণ; মল, কাইট। বি—লপ (বলা)+অনট্, ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিলপমান—বিলাপকারী, বিলাপ করিতেছে এরূপ। বি—লপ (বলা)+শান ক। বিণ।

বিলম্ব—ঝুলন, দোলন ; অশীঘ্রতা, দেরি। বি—লম্ব (লম্বিত হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে বিলম্বিত।

বিলম্বিত—১। লম্বমান, ঝুলিতেছে এরূপ। বি—লম্ব (লম্বিত করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। বিলম্বযুক্ত, অশীঘ্র। বিলম্ব+ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি। ৩। মধ্যম নৃত্য। সং ; ক্লী।

বিলম্বিনী—বিলম্বী দেখ।

বিলম্বী—(বিলম্বিন্)। লম্বমান ; অদ্রুত, অশীঘ্র ; সংসক্ত। বি—লম্ব (লম্বিত হওয়া)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিলম্বিনী।

বিলম্ভ—বিতরণ ; অতিদান। বি (বিপরীত)—লম্ভ (পাওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু।

বিলয়—প্রলয় ; বিলোপ ; ধ্বংস ; বিনাশ। বি—লী (লীন হওয়া) অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে বিলীন।

বিলশয়—ভুজঙ্গ, সর্প। বিল শব্দ (গর্ত্ত)—শী (শয়ন করা)+অন্ ক। সং ; পু।

বিলসৎ—ক্রীড়াশীল ; বিলাসী ; শোভমান ; স্ফূর্ত্তিমান্। বি—লস (ক্রীড়া করা)+শতৃ ক। বিণ ; ত্রি।

বিলসন, বিলসিত—ক্রীড়া ; লীলা ; বিলাস-স্ফুরণ। বি—লস (ক্রীড়া করা)+অনট্, ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

বিলাপ—পরিদেবন, খেদোক্তি, আক্ষেপ। বি—লপ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বিলাপবচন—আক্ষেপযুক্ত বাক্য। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বিলাপী—(বিলাপিন্)। বিলাপকারী, আক্ষেপকারী। বি—লপ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিলাপিনী।

বিলাস—ক্রীড়া ; সুখভোগ ; অঙ্গভঙ্গীবিশেষ ; শৃঙ্গার-চেষ্টাবিশেষ ; শোভা ; আমোদ-প্রমোদ ; স্ফুরণ ; প্রাদুর্ভাব। বি—লস (ক্রীড়া করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে বিলাসী।

বিলাসচাঞ্চল্য—ক্রীড়াজনিত চপলতা ; অঙ্গভঙ্গী জন্য চাঞ্চল্য ; আমোদপ্রমোদের অধীরতা। বিলাস জনিত চাঞ্চল্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বিলাসতৃষ্ণা—সুখভোগের স্পৃহা, আমোদ-প্রমোদে অনুরাগ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বিলাসপর, বিলাসপরায়ণ—সুখভোগাসক্ত, বিলাসী, সৌখীন। বিলাসে পর বা পরায়ণ (আসক্ত), ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিলাসপরা, বিলাসপরায়ণা।

বিলাসভোগ—সুখকর বস্তু উপভোগ, আমোদ-প্রমোদ সম্ভোগ। ৬তৎ। সং ; পু।

বিলাসমত্ত—সুখভোগে উন্মত্ত, আমোদপ্রমোদে মুগ্ধ, সৌখীনতায় বিহ্বল। ৩তৎ। বিণ।

বিলাসমন্দির—আমোদপ্রমোদের নিমিত্ত নির্ম্মিত ভবন, নাচঘর, বৈঠকখানা। ৪তৎ। সং। ক্লী।

বিলাসিনী—১। বিলাসশালিনী ; ভোগবতী। বি—লস (ক্রীড়া করা)+ণিন্ ক+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে বিলাসী। ২। নারী ; বেশ্যা। সং ; স্ত্রী। ৩। সর্পী। বিল শব্দ (গর্ত্ত)—আস (থাকা)+ণিন্ ক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বিলাসী—(বিলাসিন্) ১। বিলাসশীল ; ভোগবান্। বি—লস (ক্রীড়া করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিলাসিনী। ২। সর্প। বিল শব্দ (গর্ত্ত)—আস (থাকা)+ণিন্ ক। সং ; পু।

বিলিখন—খনন ; আঁচড়ান। বি—লিখ (লেখা, আঁচড় পাড়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিলীন—লয়প্রাপ্ত ; বিনষ্ট ; অন্তর্হিত ; দ্রবীভূত ; মিশ্রিত ; মগ্ন ; নিবিষ্ট। বি—লী (লয় পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিলয়।

বিলুপ্ত—লোপপ্রাপ্ত ; বিনষ্ট ; অন্তর্হিত ; লুণ্ঠিত। বি—লুপ (লোপ পাওয়া)+ক্ত ক বা র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিলোপ।

বিলুলিত—দোদুল্যমান ; চঞ্চল ; কম্পিত। বি—লুল+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

বিলেখন—খনন ; আঁচড়ান ; বিদারণ। বি—লিখ (লেখা, আঁচড় পাড়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিলেপ, বিলেপন—১। লেপন, মাখান। বি—লিপ (লেপা)+অল্, অনট্ ভা ২। লেপনদ্রব্য ; চন্দনাদি।...+অল্, অনট্ ণ। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বিলেবাসী—(বিলেবাসিন্) ১। গর্ত্তমধ্যে বাসকারী। অলুক্ ৭তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিলেবাসিনী। ২। সর্প। সং ; পু।

বিলেশয়—১। গর্ত্তে শয়নকারী, গর্ত্তমধ্যে বাসকারী। অলুক্ ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। গর্ত্তে বাসকারী জন্তু, গোসাপ শশক সর্প মূষিক সজারু প্রভৃতি। সং ; পু।

বিলোকন—১। দর্শন, দেখা। বি—লোক+অনট্ ভা। ২। দর্শন, নয়ন, চক্ষুঃ। বি—লোক (দেখা)+অনট্ ণ। সং ; ক্লী ;

বিলোকনীয়—দর্শনীয়, দর্শনযোগ্য। বি—লোক (দেখা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ত্রি।

বিলোকিত—১। দৃষ্ট, যাহা দেখা হইয়াছে এরূপ। বি—লোক (দেখা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। দর্শন, দৃষ্টি, দেখা।...+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

বিলোচন—১। নয়ন, চক্ষুঃ। বি—লোচ (দেখা)+অনট্ ণ। ২। দর্শন, দেখা।...+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিলোঠন—সম্যক্ লোঠন। বি—লুঠ (লোটা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিলোড়ন—আলোড়ন, মন্থন, ঘোঁটা। বি—লুড় (মন্থন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে বিলোড়িত।

বিলোড়িত—১। আলোড়িত, মথিত। বি—ণিজন্ত লুড় বা লোড়ি (মন্থন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। তক্র, ঘোল। সং ; ক্লী।

বিলোপ—সম্যক্ লোপ ; ধ্বংস ; তিরোভাব ; মৃত্যু ; বিনাশ। বি—লুপ (লোপ পাওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে বিলুপ্ত।

বিলোভন—১। লোভপ্রদর্শন। বি—ণিজন্ত লুভ বা লোভি (লোভ দেখান)+অনট্ ভা। ২। লোভজনক বস্তু।...+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

বিলোম—১। প্রতিকূল ; ব্যুৎক্রম ; বিপরীত। নিত্য। বিণ ; ত্রি। ২। বরুণ ; সর্প ; কুকুর। সং ; পু। ৩। জল তুলিবার যন্ত্রবিশেষ। ক্লী।

বিলোমজ—নীচজাতীয় পুরুষের ঔরসে উত্তম-জাতীয়া নারীর গর্ভজাত। বিলোম শব্দ (বিপরীত)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ।

বিলোমজিহ্ব—হস্তী। বিলোম (বিপরীত) হইয়াছে জিহ্বা যাহার, বহু। সং ; পু।

বিলোল—চঞ্চল ; অতিশয় লোভী। বি—লোড (মত্ত হওয়া)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

বিলোলকটাক্ষ—চঞ্চল অপাঙ্গ দৃষ্টি, স্পৃহাযুক্ত কটাক্ষ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [সং ; স্ত্রী।

বিলোলদৃষ্টি—চঞ্চল দৃষ্টি, সস্পৃহ দৃষ্টি। কর্ম্মধা।

বিল্ল—হিঙ্গুবিশেষ ; বিল, জলা ; আলবাল। বিল শব্দ (গর্ত্ত)+ল অস্ত্যর্থে। সং ; ক্লী।

বিল্ব—১। শ্রীফল, বেল। বিল (কাটান)+বন্ র্ম্ম। সং ; ক্লী। ২। বেলগাছ। সং ; পু।

বিবক্ষা—বলিবার ইচ্ছা। সনন্ত বচ (বলিতে ইচ্ছা করা)+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে বিবক্ষু, বিবক্ষিত।

বিবক্ষিত—বলিতে ইচ্ছার বিষয়ীভূত, যাহা বলিতে ইচ্ছা হইয়াছে এরূপ। সনন্ত বচ (বলিতে ইচ্ছা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বিবক্ষু—বলিতে ইচ্ছুক। সনন্ত বচ (বলিতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ ; ত্রি।

বিবঞ্চিষু—বঞ্চনা করিতে ইচ্ছুক। সনন্ত বন্চ (বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ।

বিবৎসা—১। বাস করিতে ইচ্ছা। সনন্ত বস (বাস করিতে ইচ্ছা করা)+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। বৎসহীনা। বি (নাই) বৎস যাহার, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

বিবদমান—বিবাদে নিযুক্ত, কলহকারী। বি—বদ (বলা)+শান ক। বিণ ; ত্রি।

বিবধ—বীবধ দেখ।

বিবন্দিষু—অভিবাদন করিতে ইচ্ছুক। সনন্ত বন্দ (বন্দনা করিতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ ; ত্রি।

বিবমিষা—বমনেচ্ছা, গা বমি বমি। সনন্ত বম

(বমন করিতে ইচ্ছা করা)+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বিবর—ছিদ্র, রন্ধ্র ; গর্ত্ত ; দোষ। বি–বৃ (আবৃত করা)+অল্ র্ম্ম। সং : ক্লী।

বিবরণ—বর্ণন ; ব্যাখ্যান ; প্রকটন ; প্রকাশ। বি–বৃ (বরণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে বিবৃত।

বিবরণী—১। বিবরণ, বার্ত্তা, ব্যাখ্যান। বি–বৃ (বরণ করা)+অনট্ ভা, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। ব্যাখ্যান পুস্তিকা।···+অনট্ ণ। সং ; স্ত্রী।

বিবর্জ্জন—বিসর্জ্জন, ত্যাগ। বি–বৃজ (বর্জ্জন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিবর্ণ—ইতর-জাতীয় ; নীচ ; বিকৃত-বর্ণ, মলিন। বি (নাই) বর্ণ যাহার, বহু। বিণ , ত্রি।

বিবর্ণতা—মলিনতা, বর্ণের বিকৃতি। বিবর্ণ দেখ ; বিবর্ণ+তা ভাবে ; সং ; স্ত্রী।

বিবর্ণমুখে—মলিন বদনে, মুখ ম্লান করিয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

বিবর্ত্ত—বিশেষরূপে স্থিতি ; ভ্রমণ ; নৃত্য ; ঘূর্ণন ; সমূহ ; পরিণাম। বি–বৃত (থাকা ইত্যাদি)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে বিবৃত্ত।

বিবর্ত্তন—ঘূর্ণন ; ভ্রমণ ; প্রত্যাবর্ত্তন : পরিবর্ত্তন ; নৃত্য। বি–বৃত (বর্ত্তন করা ইত্যাদি)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে বিবৃত্ত।

বিবর্ত্তনশীল—পরিবর্ত্তনশীল ; ঘূর্ণনশীল, যে নিয়ত ঘোরে এরূপ। বিবর্ত্তন হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিবর্ত্তনশীলা।

বিবর্ত্তিত—ঘূর্ণিত ; ভ্রমিত ; প্রত্যাবৃত্ত ; অপনীত। বি-ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বিবর্দ্ধন—১। সম্যক্ বৃদ্ধি। বি–বৃধ (বাড়া) +অনট্ ভা। ২। সম্যক্ বাড়ান। বি–ণিজন্ত বৃধ বা বর্দ্ধি (বাড়ান)+অনট্ ভা। ৩। ছেদন। বি–বর্দ্ধ (ছেদন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বিবশ—অবশ ; অনধীন ; অবাধ্য ; বিহ্বল ; নিশ্চেষ্ট। নিত্য। বিণ ; ত্রি। [স্ত্রী।

বিবশা—বিবশ দেখ। বিবশ+আপ্। বিণ ;

বিবসন—বসনহীন, উলঙ্গ। বি (নাই) বসন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিবসনা।

বিবসনা—বসনহীনা, দিগম্বরা, উলঙ্গিনী। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

বিবস্ত্র—বিবসন, উলঙ্গ। বি (নাই) বস্ত্র যাহার, বহু। বিণ : ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিবস্ত্রা।

বিবস্ত্রা—বিবসনা। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

বিবস্বতী—সূর্য্যনগরী। বিবস্বান্ দেখ ; বিবস্বৎ শব্দ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বিবস্বান্—(বিবস্বৎ)। সূর্য্য ; দেবতা ; অরুণ ; রত্ন। বি–বস (বাস করা)+ক্বিপ্ ভা+বতু। সং ; পু।

বিবাক—বিবেচক। বি–বচ (বলা)+ঘঞ্ ক। বিণ ; ত্রি।

বিবাদ—বিরোধ ; কলহ ; ব্যবহার, মোকদ্দমা। বি–বদ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বিবাদপ্রিয়—কলহপ্রিয়, ঝগড়াটে। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিবাদপ্রিয়া

বিবাদশূন্য—বিরোধবিহীন, কলহশূন্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিবাদিনী—বিবাদী দেখ। বিণ : স্ত্রী।

বিবাদী—(বিবাদিন্)। বিবাদকারী। বি–বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিবাদিনী।

বিবাস, বিবাসন—নির্ব্বাসন, দেশান্তরীকরণ। বি–ণিজন্ত বস বা বাসি (বাস করান)+ঘঞ্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে বিবাসিত।

বিবাসিত—নির্ব্বাসিত, দেশান্তরীকৃত। বি–ণিজন্ত বস বা বাসি (বাস করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিবাস, বিবাসন।

বিবাহ—পরিণয় [বিবাহ অষ্টবিধ, যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বরকে আহ্বান করিয়া পূজাসহকারে যথাবিধি কন্যাদানের নাম ব্রাহ্মবিবাহ। যজ্ঞে বৃত ঋত্বিক্‌কে অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া কন্যাদান দৈব বিবাহ। বরের নিকট হইতে এক বা দুইটী গো মিথুন গ্রহণ করিয়া বিধানানুসারে কন্যাদানকে আর্ষ-বিবাহ কহে। "উভয়ে মিলিত হইয়া ধর্ম্মাচরণ কর" ইহা বলিয়া অর্চ্চনা সহকারে কন্যাদান প্রাজাপত্য বিবাহ। বরের নিকট অর্থ (কন্যাপণ) গ্রহণ করিয়া কন্যাদান করাকে আসুর বিবাহ বলে। বর ও কন্যার মনের মিলন দ্বারা পরস্পর মিলিত হওয়া গান্ধর্ব্ব বিবাহ। কন্যার আত্মীয়স্বজনকে বিনাশ করিয়া বা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, বলপূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করা রাক্ষস বিবাহ। সুপ্ত বা মত্তাবস্থায় কন্যাকে হরণ করিয়া তাহার অসম্মতিতে বিবাহ করা পৈশাচ বিবাহ]। বি–বহ (পাওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বিবাহতিথিনিয়ম—অমাবস্যা, বিষ্টিভদ্রা ও রিক্তা তিথিতে বিবাহ হইলে মৃত্যু হয়। কিন্তু শনিবারে রিক্তা হইলে কন্যা পতিপুত্রবর্দ্ধিনী হইয়া থাকে।

বিবাহযোগনিয়ম—ব্যতিপাত, পরিঘ, বৈধৃতি, অতিগণ্ড, ব্যাঘাত, হর্ষণ, শূল, গণ্ড, বিষ্কুম্ভ এবং বজ্রযোগে বিবাহ নিষিদ্ধ। অন্য যোগে প্রশস্ত।

বিবাহযোগ্য—বিবাহের উপযুক্ত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিবাহযোগ্যা।

বিবাহবয়ঃ—বিবাহের উপযুক্ত বয়স। মনু বলেন, "ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং।" অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ অনার্ত্তবা ষোড়শবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। কন্যার বিবাহ-বয়স সম্বন্ধে নিয়ম এই—অযুগ্ম বর্ষে বিবাহে কন্যা দুর্ভাগ্যবতী হয়, এবং যুগ্ম বর্ষে বিবাহে বিধবা হয় ; অতএব গর্ভ হইতে গণনা করিয়া যুগ্মবর্ষে বিবাহ প্রশস্ত। অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা গৌরী, নবমবর্ষীয়া রোহিণী, দশমবর্ষীয়া কন্যকা ; ইহার পর কন্যা রজস্বলা নামে অভিহিত হয়।

বিবাহবারনিয়ম—সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে বিবাহে কন্যা সৌভাগ্যশালিনী, রবি, মঙ্গল ও শনিবারে বিবাহে কুলটা। কিন্তু রাত্রিতে বারদোষ হয় না।

বিবাহিত—১। পরিণীত, ঊঢ়। বি–ণিজন্ত বহ বা বাহি (পাওয়ান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিবাহিতা। ২। পরিণেতা, বিবাহকর্ত্তা। বিবাহ+ইত যুক্তার্থে। সং ; পু।

বিবাহ্য—বিবাহযোগ্য ; বহনীয়, বহন-যোগ্য। বি–বহ (পাওয়া, বহা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিবাহ্যা।

বিবিক্ত—বিজন, নির্জ্জন ; পবিত্র ; শুভ ; বিবেচক ; একাগ্র ; অসম্পৃক্ত। বি–বিচ (পৃথক করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

বিবিক্ষা—প্রবেশেচ্ছা। সনন্ত বিশ+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে বিবিক্ষু।

বিবিক্ষু—প্রবেশেচ্ছু। সনন্ত বিশ+উ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিবিক্ষা।

বিবিগ্ন—উদ্বিগ্ন ; শঙ্কিত, ভীত। বি–বিজ (ভয়ে কাঁপা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

বিবিদ্বান্—(বিবিদ্বস্)। জ্ঞাতা, যে জানিয়াছে এরূপ। বিদ (জানা)+কসু ক। বিণ ; পু।

বিবিধ—নানাপ্রকার ; বহুবিধ। বি (বহু) হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বিবীত—বহুতৃণযুক্ত সুবিস্তৃত গোমেষাদি চরণস্থান। বি–বী (ব্যাপ্ত হওয়া)+ক্ত ক। সং ; পু।

বিবৃত—বর্ণিত ; ব্যাখ্যাত ; প্রকটিত ; প্রকাশিত ; প্রমাণীকৃত ; উন্মুক্ত ; বিস্তৃত। বি–বৃ (বরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিবৃতি, বিবরণ।

বিবৃতাক্ষ—১। বিস্ফারিতনেত্র। বিবৃত (বিস্তৃত)

হইয়াছে অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। কুক্কুট। সং ; পুং।

বিবৃতি—বর্ণন ; ব্যাখ্যান ; প্রকটন ; প্রকাশ ; বিস্তার। বি—বৃ (বরণ করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে বিবৃত।

বিবৃত্ত—ঘূর্ণিত ; ভ্রমিত ; পরাবৃত্ত ; লুণ্ঠিত। বি—বৃত (থাকা ইত্যাদি)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিবৃত্তি, বিবর্ত্তন।

বিবৃত্তি—বিবর্ত্তন ; চক্রবৎ ভ্রমণ। বি—বৃত (থাকা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে বিবৃত্ত।

বিবৃদ্ধ—সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। বি—বৃধ (বাড়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিবৃদ্ধি।

বিবৃদ্ধি—সম্যক্ বৃদ্ধি। বি—বৃধ (বাড়া)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে বিবৃদ্ধ।

বিবেক—বিবেচনা, বিচার ; তত্ত্বজ্ঞান ; প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান ; হিতাহিত জ্ঞান ; বৈরাগ্য ; প্রভেদ। বি—বিচ (পৃথক্ করা) +ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বিবেকদৃশ্বা—(বিবেকদৃশ্বন্)। বিবেকদর্শী, বিবেকী। ২তৎ বা ৬তৎ। বিণ ; পু।

বিবেকবলী—(বিবেকবলিন্)। বিবেকের বলে বলীয়ান্ ; হিতাহিতজ্ঞানের বলযুক্ত, তত্ত্বজ্ঞানে বলিষ্ঠ। বিবেকের বল, ৬তৎ। বিবেকবল শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

বিবেকবুদ্ধি—তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্না ধী, হিতাহিত-বোধযুক্তা বুদ্ধি। বিবেক যুক্তা বুদ্ধি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বিবেকানন্দ—(স্বামী)। ইনি কলিকাতা সিমুলিয়ার দত্তবংশের বিশ্বনাথের পুত্র। কাশীর বিশ্বেশ্বরের অনেক আরাধনার পরে ইঁহার জন্ম হয়। সেই জন্ত শৈশবে বিবেকানন্দ বিশ্বেশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সময় ইঁহার নাম নরেন্দ্রনাথ রাখা হয়। বিবেকানন্দ ১৮৬২ খ্রীঃ ৯ই জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা, আর্ত্তের সহিত সহানুভূতি এবং আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতা লক্ষিত হইত। কলেজে পাঠসময়ে হার্ব্বার্ট স্পেন্সারকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত দর্শনশাস্ত্র প্রণালীর একটি মন্তব্য বিবেকানন্দ প্রেরণ করেন। স্পেন্সার সেইটি পাঠ করিয়া বিবেকানন্দের পাণ্ডিত্যে বিমোহিত হন এবং সত্য নির্দ্ধারণ করিতে ইঁহাকে উৎসাহিত করেন। পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা করিয়া বিবেকানন্দ প্রথমে নাস্তিকতার পথে অগ্রসর হন। পরে ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিত হইলে সে ভাবের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু ইঁহাদের সংস্রবে আসিয়াও ইঁহার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার উপশম হইল না বুঝিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। এই সময় (১৮৮৪ খ্রীঃ) বিবেকানন্দ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পরীক্ষা দিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন। ইঁহার এক খুল্লতাত রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য ছিলেন। তিনি একদিন ইঁহাকে পরমহংসদেবের নিকট লইয়া যান। এতদিন বিবেকানন্দ যাঁহার অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে পাইলেন। প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। পরমহংসদেব ইঁহার মধুরকণ্ঠনিঃসৃত গান শুনিয়া ভাবে বিভোর হইলেন। তাহার পর বিবেকানন্দ ঘন ঘন উঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন এবং উঁহার স্নেহভাজনগণের অগ্রণী হইয়া উঠিলেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ ১৬ই আগষ্ট পরমহংসদেবের দেহান্তর ঘটিলে উঁহার শিষ্যগণ গুরুনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। বিবেকানন্দ ছয় বৎসর কাল হিমালয় পর্ব্বতে অতিবাহিত করেন। সেই সময়ে ইনি তিব্বতে গমন করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। তাহার পর খেতরী রাজ্যে আসিয়া সেখানকার মহারাজকে স্বমতে দীক্ষিত করেন। ১৮৯০ খ্রীঃ মাদ্রাজে আসিয়া রামনাদের রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ আমেরিকায় চিকাগো (Chicago) নগরে Parliament of religions নামক সমিতির বৈঠক বসিয়াছিল। মাদ্রাজবাসিগণের অনুরোধে ও অর্থসাহায্যে বিবেকানন্দ সেখানে গিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিস্বরূপে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে ইঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা ও হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আমেরিকায় মহা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। এই সময় New York Herald নামক প্রসিদ্ধ পত্রের সম্পাদক লেখেন যে, "হিন্দুজাতির স্থায় পণ্ডিতজাতির মধ্যে খ্রীষ্টান প্রচারক প্রেরণ যে অতিশয় নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য, বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার পরে তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি।" এই সময়ে বিবেকানন্দ Madam Louise নাম্নী রমণীকে ও মিষ্টার Sandsberg নামক পুরুষকে শিষ্যস্বরূপে লাভ করেন। ইঁহারা যথাক্রমে স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দ নাম গ্রহণ করেন। আমেরিকার অনেক স্থানে বক্তৃতা করিয়া বিবেকানন্দ সে দেশে বৈদান্তিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ১৮৯৬ খ্রীঃ ইংলণ্ডে আসিয়া নানা সভায় বক্তৃতা করিয়া যথেষ্ট প্রতিপন্ন হন। অধ্যাপক মাক্সমূলারের সহিত আলাপ করিয়া বিবেকানন্দ Life and sayings of Ramkrishna নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করান। এইখানেই Miss Margaret Noble নাম্নী রমণীকে শিষ্যত্বে দীক্ষিত করেন। এই রমণী এক্ষণে নিবেদিতা নামে সুপরিচিতা। ১৮৯৬ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে বিবেকানন্দ সশিষ্য ভারতে প্রত্যাগমন করেন। কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্য্যন্ত যে যে স্থানে ইনি গমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে ইনি প্রগাঢ় আন্তরিকতার সহিত অভ্যর্থিত হন। এইবারে ইনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। কলিকাতার সন্নিকট বেলুড় গ্রামে এবং আলমোড়ায় ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষণার্থে ইনি এক একটি মঠ স্থাপিত করেন। Ramkrishna Mission প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের উন্নতিকল্পে কি কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহার নির্দ্ধারণ করেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষপীড়িতগণের সাহায্যার্থ নানা স্থানে Relief works স্থাপিত করেন। ক্রমাগত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে চিকিৎসকের পরামর্শে বিবেকানন্দ আবার অল্পদিনের জন্ত ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গমন করেন (১৮৯৯ খ্রীঃ)। এই সময়ে San Fransisco নগরে একটী বেদান্ত সোসাইটি ও শান্তি আশ্রম সংস্থাপিত করেন। ১৯০০ খ্রীঃ প্যারিস নগরে Congress of Religions সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে ফরাসী ভাষায় হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সেখান হইতে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া ইনি ভারতে আগমন করেন। এইবার সাধুদিগের জন্ত রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বেনারসে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও রামকৃষ্ণ "হোম", রামকৃষ্ণ পাঠশালা প্রভৃতি অনেকগুলির অনুষ্ঠান করেন। জাপান দেশে ধর্ম্মসম্বন্ধে একটী কংগ্রেস বসে। সেখানে লইয়া যাইবার জন্ত কয়েকটি জাপানি ভদ্রলোক ইঁহার নিকট আসেন। কিন্তু শরীরের অবস্থা তত ভাল নয় বলিয়া ইনি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ১৯০২ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই বেলুড় মঠে ইনি ছাত্রগণকে পাণিনি শিক্ষা দিয়া অপরাহ্নে বেদ বিষয়ে উপদেশ দেন। তাহার পর অল্প সময়ের জন্ত বেড়াইয়া আসেন। সন্ধ্যাকালে ধ্যানস্থ হন এবং রাত্রি ৯টার সময় মহাসমাধিস্থ হইয়া বিবেকানন্দ ইহলোক ত্যাগ করেন। ইনি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ত্যাগ ও সেবা ইঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। সার্ব্বজনিক ধর্ম্ম সংস্থাপন ইঁহার উদ্দেশ্য এবং বেদান্ত দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সফল হইবে এই ধারণায় পাশ্চাত্য দেশে বেদান্তের প্রচার যাহাতে বহুল পরিমাণে হয়, তাহাতে সবিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। Re-incarnation, Raja Yoga, Bhakti-Yoga, Jnana -Yoga, Carma Yoga, Free-

dom of the Soul প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ইনি দেখিতে যেমন সুপুরুষ, সঙ্গীতেও তেমনি সুনিপুণ ছিলেন। ইঁহার বক্তৃতাশক্তি, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, বহু ভাষাজ্ঞান, ধর্ম্মপ্রাণতা ও গুরুভক্তি ইঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

বিবেকিতা—বিবেকীর ভাব, সম্যক্ বিবেচনা। বিবেকী দেখ; বিবেকিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বিবেকিনী—বিবেকী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

বিবেকী—(বিবেকিন্)। বিবেকযুক্ত; সম্যক্ বিবেচনাকারী; বৈরাগ্যযুক্ত; বিরাগী। বিবেক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিবেকিনী।

বিবেচক—বিবেচনাকারী; বিচারক্ষম, বিচক্ষণ। বি–বিচ (পৃথক্ করা)+ণক ক। বিণ।

বিবেচন, বিবেচনা—বিচার; বিশেষ আলোচনা, বিতর্ক। বি–বিচ+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বিবেচনীয়, বিবেচ্য—বিবেচনা-যোগ্য। বি—বিচ (পৃথক্ করা)+অনীয়, য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিবেচিত—বিচারিত; সম্যক্ আলোচিত; নিরূপিত। বি–ণিজন্ত বিচ বা বেচি (পৃথক্ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিবেচ্য—বিবেচনীয় দেখ।

বিবোঢ়া—(বিবোঢ়)। বিবাহকর্ত্তা, পরিণেতা, পতি। বি–বহ (পাওয়া)+তৃন্ ক। সং; পু। [শব্দ।

বিব্রত—ব্যতিব্যস্ত, অস্থির, ব্যাকুল। দেশজ

বিব্বোক—স্ত্রীলোকদিগের ভাববিশেষ, অভিমত বস্তু প্রাপ্ত হইয়াও তাহাতে অনাদর। সং; পু।

বিশ—১। মনুষ্য; বৈশ্য। বিশ (প্রবেশ করা) +ক ক। সং; পু। ২। ব্যাপক। বিণ; ত্রি। ৩। মৃণাল। সং; ক্লী।

বিশঙ্ক—নিঃশঙ্ক, নির্ভয়। বি (নাই) শঙ্কা (ভয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বিশঙ্কট—বিশাল, বড়। বি শব্দ+শঙ্কটচ্। বিণ; ত্রি।

বিশঙ্কমান—আশঙ্কাকারী। বি-শন্ক (শঙ্কা করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

বিশদ—১। শুভ্র, শুক্ল; নির্ম্মল; সুন্দর; স্পষ্ট; অনুকূল; বিবিক্তাবয়ব। বি–শদ (চাঁচা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। শুভ্র-বর্ণ। সং; পু। [সং; পু।

বিশয়—সংশয়, সন্দেহ। বি–শী+অল্ ভা।

বিশর, বিশরণ—হনন, বধ। বি–শ (বধ করা) +অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে বিশীর্ণ।

বিশল্য—শল্যরহিত, শেলশূন্য; শঙ্কুহীন; শেল-ব্যথাশূন্য। বি (নাই) শল্য (শেল) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি।

বিশল্যকরণী—শেলব্যথানাশিনী ঔষধলতা বিশেষ। বিশল্য করে যে, উপ; বিশল্য শব্দ–কৃ+অন ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বিশল্যা—১। শল্যরহিতা, শঙ্কুশূন্যা। বিশল্য+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গুলঞ্চ-লতা; ত্রিপুটা। সং; স্ত্রী।

বিশস, বিশসন—বিনাশন, হনন, বধ। বি–শস (শাসন করা)+অল্, অনট্ ভা। সং যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে বিশস্ত।

বিশস্ত—বিনাশিত, নিহত। বি–শস (শাসন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিশস, বিশসন।

বিশা—কন্যা। বিশ+ক ক+আপ্। সং; স্ত্রী

বিশাংপতি—নরপতি, রাজা। বিশ শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে বিশাম্; বিশাম্ (মনুষ্যগণের) পতি, অলুক্ ৬তৎ। সং; পু।

বিশাখ—১। শাখাহীন। বি (নাই) শাখা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। কার্ত্তিকেয়। বিশাখা শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

বিশাখ দত্ত—পৃথু রাজার পুত্র, সংস্কৃত মুদ্রা-রাক্ষসগ্রন্থের প্রণেতা।

বিশাখ পয়ার—বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। ছন্দঃ দেখ।

বিশাখা—নক্ষত্রবিশেষ, ষোড়শ নক্ষত্র। বি–শাখ (ব্যাপ্ত হওয়া)+অন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিশায়—প্রহরীদিগের পর্য্যায়ক্রমে শয়ন। বি–শী (শয়ন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিশারণ—মারণ, বধ। বি–ণিজন্ত শ বা শারি +অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিশারদ—দক্ষ; চতুর; পণ্ডিত; খ্যাত; শ্রেষ্ঠ; বিস্তৃত; গর্ব্বিত; প্রগল্ভ। বিশাল শব্দ–দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি।

বিশাল—১। বৃহৎ, বড়; বিস্তীর্ণ। বি শব্দ+ শালচ্ অথবা বিশ (প্রবেশ করা)+কালন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। নৃপবিশেষ; মৃগ-বিশেষ; পক্ষিবিশেষ। সং; পু।

বিশালতা—বৃহত্ত্ব; প্রকাণ্ডতা; বিস্তার। বিশাল শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বিশালা—অবন্তী, উজ্জয়িনী নগরী; নদীবিশেষ। বিশাল শব্দ+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিশালাক্ষ—১। বৃহৎ-নয়নযুক্ত। বিশাল (বৃহৎ) হইয়াছে অক্ষি (নয়ন) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিশালাক্ষী। ২। শিব; বিষ্ণু; গরুড়। সং; পু।

বিশালাক্ষী—১। বৃহৎ-নয়নযুক্তা। বিশাল (বৃহৎ) হইয়াছে অক্ষি (নয়ন) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। সং; স্ত্রী।

বিশিখ—১। শিখাবিহীন। বি (নাই) শিখা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। শর, বাণ; তোমরাস্ত্র; শরগ্রাহ। বি (বিশিষ্ট) হই-য়াছে শিখা যাহার, বহু। সং; পু।

বিশিখা—রথ্যা; খনিত্রী, খন্তা। বিশিখ দেখ; বিশিখ+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিশিঞ্জান—রবকারী। বি–শিন্জ (অস্ফুট শব্দ করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

বিশিষ্ট—বিলক্ষণ; অতিশয়; যুক্ত; শিষ্ট; ভিন্ন; খ্যাত; সিদ্ধ। বি–শিষ (বিশেষ করা, অতিশয় করা)+ক্ত ক, অথবা বি–শাস (শাসন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিশেষ।

বিশীর্ণ—শুষ্ক; জীর্ণ; কৃশ; বিশ্লিষ্ট। বি–শৃ (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিশীর্য্যমান—যাহা শুষ্ক বা কৃশ হইতেছে এরূপ। বি–শৄ (বধ করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

বিশুদ্ধ—নির্ম্মল; পবিত্র; নির্দ্দোষ। বি (বিশিষ্টরূপ) শুদ্ধ, নিত্য। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিশুদ্ধতা, বিশুদ্ধি।

বিশুদ্ধাত্মা—(বিশুদ্ধাত্মন্)। পবিত্রচেতাঃ, নির্ম্মলচিত্ত, অকপট হৃদয়। বিশুদ্ধ হইয়াছে আত্মা (আত্মন্) যাহার, বহু। বিণ; পু।

বিশুদ্ধানন্দ—(স্বামী)। ইনি কানপুরের জনৈক কনোজীয় ব্রাহ্মণের পুত্র। ইঁহার পিতৃ-দত্ত নাম বংশীধর। ১৮২০ খ্রীঃ বিশুদ্ধানন্দ দক্ষিণপ্রদেশে হায়দ্রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যে পারসী ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিয়া নিজাম রাজ্যে কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং নিজামের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ইনি অশ্ব-চালনায় সুনিপুণ ছিলেন। অশ্ববিষয়ক একটি বিবাদে ইঁহার পরাজয় হওয়াতে ইনি গার্হস্থ্য সম্পত্তিতে অগ্নিদান করিয়া ও শরীরে ভস্মলেপন করিয়া হায়দ্রাবাদ পরিত্যাগ করেন এবং কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া বহু তীর্থে ভ্রমণ করেন। কিছুদিন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া পাণিনি ব্যাকরণে সমধিক ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। পরে তিন বৎসর হরিদ্বারে পঠনে ও ধ্যানে অতিবাহিত হয়। অনন্তর ইনি কাশীধামে আগমন করিয়া একটি ঘাটে বাস করিতে থাকেন। এইখানে ইনি হিন্দু-দর্শন অধ্যয়ন করেন এবং সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিশুদ্ধানন্দ নাম গ্রহণ করেন। ইনি অহল্যাবাই-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম-পুরীর গৌড়স্বামীর আসন পরিগ্রহ করিয়া আমরণ এই আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ এপ্রেল মাসে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ইনি ইংরাজশাসনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। গভীর জ্ঞান ও ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য ইনি সকল শ্রেণীর লোকের

শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বিশুদ্ধি—শোধন ; নির্ম্মলতা ; পবিত্রতা নির্দোষতা। বি—শুধ (শোধন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে বিশুদ্ধ।

বিশুষ্ক—বিশীর্ণ ; নীরস ; ম্লান। বি (বিশিষ্টরূপ) শুষ্ক, নিত্য। বিণ ; ত্রি।

বিশৃঙ্খল—শৃঙ্খলারহিত, গোলমেলে ; অনিয়মিত ; অবাধ্য ; উচ্ছৃঙ্খল ; দুর্দ্দান্ত। বি (নাই) শৃঙ্খলা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

বিশৃঙ্খলতা—বিশৃঙ্খল দেখ। বিশৃঙ্খল শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

বিশেষ—১। প্রভেদ ; প্রকার ; দ্রষ্টব্য দ্রব্য ; অবয়ব ; নিয়ম ; বৈলক্ষণ্য ; সার ; বৈচিত্র্য ; তারতম্য ; আধিক্য ; প্রকর্ষ ; তিলক ; কণাদদর্শনে কথিত পদার্থবিশেষ ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ। বি—শিষ (বিশেষ করা)+অল্ ভা। ২। উৎকৃষ্ট ; অধিক ; ভিন্ন। বি—শিষ+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

বিশেষক—১। প্রভেদকারক। বি—ণিজন্ত শিষ বা শেষি (বিশেষ করান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। ২। একবাক্যতাপন্ন শ্লোকত্রয়। সং ; ক্লী। ৩। চিত্রক ; ললাটের তিলক ; তমালপত্র। সং ; ক্লী ও পু।

বিশেষজ্ঞ—বিশেষ জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, যে বিশেষরূপ জানে। বিশেষ শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

বিশেষণ—১। অতিশয়করণ। বি—শিষ (অতিশয় করা)+অনট্ ভা। ২। প্রভেদকারক গুণ-ক্রিয়াদি ; বিশেষ্যের ধর্ম্ম ; চিহ্ন। বি—শিষ (বিশেষ করা)+অনট্ ণ। সং ; ক্লী। ৩। ব্যাকরণে—যে পদ অন্য পদকে বিশেষ করিয়া দেয়, অর্থাৎ যে পদ দ্বারা অন্য কোন পদের গুণ বা অবস্থা প্রকাশিত হয়।

বিশেষতঃ—বিশেষরূপে ; অধিকন্তু ; আরও। বিশেষ শব্দ+তস্। ব্য।

বিশেষিত—প্রভেদিত, পৃথক্-কৃত ; ব্যবচ্ছিন্ন ; বিশেষণ দ্বারা নির্ণীত। বি—ণিজন্ত শিষ বা শেষি (বিশেষ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বিশেষোক্তি—কাব্যালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। সং ; স্ত্রী।

বিশেষ্য—ধর্ম্মী, বস্তু বা ব্যক্তিবোধক ; অবচ্ছেদ্য ; গুণাদি দ্বারা প্রভেদ। বি—শিষ (বিশেষ করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ব্যাকরণে—যাহাকে বিশেষ করা যায়, তাহাই বিশেষ্য, অর্থাৎ পদার্থের নামমাত্র বিশেষ্য।

বিশোক—১। শোকরহিত, শোকহীন। বি (নাই বা বিগত) হইয়াছে শোক যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। অশোকবৃক্ষ সং ; পু।

বিশোধক—বিশুদ্ধিকারক। বি—ণিজন্ত শুধ বা শোধি (শুদ্ধ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি

বিশোধন—বিশুদ্ধকরণ। বি—ণিজন্ত শুধ বা শোধি (শুদ্ধ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী বিশেষণে বিশোধিত।

বিশোধনীয়—বিশোধন-যোগ্য। বি—ণিজন্ত শুধ বা শোধি (শুদ্ধ করা)+অনীয় র্ম্ম বিণ ; ত্রি।

বিশোধিত—নির্ম্মলীকৃত ; পবিত্রীকৃত। বি—ণিজন্ত শুধ বা শোধি (শুদ্ধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিশোধন।

বিশোধিনী—বিশোধী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

বিশোধী—(বিশোধিন্)। বিশুদ্ধিকারক। বি—ণিজন্ত শুধ বা শোধি (শুদ্ধ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিশোধিনী।

বিশোধ্য—বিশোধন-যোগ্য। বি—ণিজন্ত শুধ বা শোধি+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বিশোষণ—সম্যক্ শোষণ, নীরসকরণ। বি—ণিজন্ত শুষ বা শোষি (শুষ্ক করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। [স' ; পু

বিশ্ন—গতি ; দীপ্তি ; স্ফূর্ত্তি। বিচ্ছ+ন ভা।

বিশ্রণন—বিশ্রাণন দেখ।

বিশ্রব্ধ, বিস্রব্ধ—বিশ্বস্ত ; নিঃশঙ্ক ; অধিক ; শান্ত ; ধীর ; গাঢ়। বি—শ্রন্ভ বা স্রন্ভ (বিশ্বাস করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিশ্রম্ভ, বিস্রম্ভ।

বিশ্রম—বিশ্রাম। বি—শ্রম (খিন্ন হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে বিশ্রান্ত।

বিশ্রম্ভ, বিস্রম্ভ—বিশ্বাস ; প্রণয় ; স্বচ্ছন্দবিহার ; কেলি-কলহ ; বধ। বি—শ্রন্ভ বা স্রন্ভ (বিশ্বাস করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে বিশ্রব্ধ, বিস্রব্ধ।

বিশ্রম্ভালাপ—প্রণয়পূর্ণ কথোপকথন, বিশ্বস্ত আলাপ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

বিশ্রম্ভিণী, বিস্রম্ভিণী—বিশ্রম্ভী দেখ।

বিশ্রম্ভী—(বিশ্রম্ভিন্), বিস্রম্ভী (বিস্রম্ভিন্)। বিশ্রম্ভযুক্ত ; বিশ্বাসী ; প্রণয়ী। বিশ্রম্ভ বা বিস্রম্ভ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিশ্রম্ভিণী, বিস্রম্ভিণী।

বিশ্রবাঃ—(বিশ্রবস্)। জনৈক মুনি, রাক্ষসরাজ রাবণের পিতা। বি (বিশিষ্ট) হইয়াছে শ্রবঃ (কীর্ত্তি) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্যের ঔরসে ও হবির্ভূ'র গর্ভে বিশ্রবার জন্ম হয়। তপশ্চরণ দ্বারা ইনি যথেষ্ট আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইলবিলার সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে তাঁহার গর্ভে ইঁহার সুবিখ্যাত পুত্র কুবের জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর সুমালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসী পিতার আদেশে ঐশ্বর্য্যশালী পুত্রলাভ কামনায় ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে ইনি রাক্ষসীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন। উক্ত নিশাচরীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ নামে ইঁহার পুত্র জন্মে। রাকা নাম্নী আর এক রাক্ষসীর গর্ভে ইঁহার খর নামক রাক্ষসপুত্র জন্মগ্রহণ করে।

বিশ্রাণন—বিতরণ ; দান। বি—ণিজন্ত শ্রণ বা শ্রাণি (দান করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে বিশ্রাণিত।

বিশ্রাণিত—বিতরিত ; দত্ত। বি—ণিজন্ত শ্রণ বা শ্রাণি (দান করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিশ্রাণন।

বিশ্রান্ত—শ্রমযুক্ত, ক্লান্ত ; বিগত-শ্রম, যে জিরাইয়াছে এরূপ ; নিবৃত্ত, ক্ষান্ত। বি—শ্রম (খিন্ন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিশ্রান্তি, বিশ্রম, বিশ্রাম।

বিশ্রান্তি—বিশ্রাম, বিরাম ; নিবৃত্তি। বি—শ্রম (খিন্ন হওয়া)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে বিশ্রান্ত।

বিশ্রাম—বিরাম, নিবৃত্তি ; শ্রমাপনোদন, জিরন। বি—শ্রম (খিন্ন হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে বিশ্রান্ত।

বিশ্রাব—খ্যাতি, প্রসিদ্ধি ; স্বর ; ধ্বনি। বি—শ্রু (শুনা)+ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু। বিশেষণে বিশ্রুত।

বিশ্রী—শ্রীহীন, শ্রীভ্রষ্ট ; কুৎসিত। বি (নাই) শ্রী যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বিশ্রুত—বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ ; জ্ঞাত ; ধ্বনিত। বি—শ্রু (শুনা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিশ্রুতি, বিশ্রাব।

বিশ্রুতি—খ্যাতি, প্রসিদ্ধি ; স্রোতঃ। বি—শ্রু (শুনা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে বিশ্রুত। [বিণ ; ত্রি।

বিশ্লথ—শিথিল, আল্‌গা, ঢিলা। নিত্য।

বিশ্লিষ্ট—বিযুক্ত ; শিথিল ; বিচ্ছিন্ন ; বিমুক্ত ; বিকসিত। বি—শ্লিষ (আলিঙ্গন করা ইত্যাদি)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিশ্লেষ।

বিশ্লেষ—বিয়োগ ; বিচ্ছেদ ; শৈথিল্য ; বিকাশ। বি—শ্লিষ (আলিঙ্গন করা ইত্যাদি)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে বিশ্লিষ্ট।

বিশ্ব—১। জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড। বিশ (প্রবেশ করা) +কন্ অধি। সং ; ক্লী। ২। গণদেবতাবিশেষ—বসু, সত্য, ক্রতু, দক্ষ, কাল, কাম, ধৃতি, কুরু, পুরূরবাঃ, মদ্রব এই ১০। সং ; পু (সংস্কৃতভাষায় এই অর্থে বহুবচন)। ৩। সমস্ত। বিশেষণীয় সর্ব্বনাম। ত্রি।

বিশ্বক্—(বিশ্বচ্), বিষক্ (বিষচ্) ১। সর্ব্বব্যাপী। বিশ্ব শব্দ—অন্চ (গমন করা) +ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। সমন্তাৎ, সর্ব্বতঃ। ব্য।

বিশ্বকর্ম্মা—(বিশ্বকর্ম্মন্)। ঈশ্বর; সূর্য্য; জনৈক মুনি; দেব-শিল্পী [প্রভাস নামক বাসুর ঔরসে তৎপত্নী যোগসিদ্ধার গর্ভে ইহার জন্ম। সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা ইহার কন্যা, এবং ইনিই বৃত্রাসুরের বধের নিমিত্ত দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন]। বিশ্ব হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহু। সং; পু।

বিশ্বকৃৎ—বিশ্বকর্ম্মা; জগৎস্রষ্টা, পরমেশ্বর। বিশ্ব শব্দ–কৃ (করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

বিশ্বকেতু—কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ। বিশ্বব্যাপী হইয়াছে কেতু যাহার, বহু। সং; পু।

বিশ্বক্সেন, বিষ্বক্সেন—বিষ্ণু; বিষ্ণুর নির্ম্মাল্যধারী দেবতা। বিষ্বক্ (সর্ব্বতঃ) সেনা যাঁহার, বহু। সং; পু।

বিশ্বচক্র—১। জগৎরূপ চাকা। রূপক। ২। মহাদানবিশেষ। সং; ক্লী।

বিশ্বচরাচর—জগতের স্থাবরজঙ্গম সমুদায়; সমগ্র স্থাবরজঙ্গম। বিশ্ব (সমস্ত) যে চরাচর, কর্ম্মধা। সং; পু।

বিশ্বজননী—জগৎ-প্রসবিত্রী, আদ্যাশক্তি, ভগবতী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিশ্বজনীন—সর্ব্বলোকের হিতকর। বি (সমস্ত) যে জন বিশ্বজন, কর্ম্মধা। বিশ্বজন শব্দ+ঈন হিতার্থে। বিণ; ত্রি।

বিশ্বজিৎ—সর্ব্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞবিশেষ, অর্থাৎ এই যজ্ঞে দক্ষিণাস্বরূপ সর্ব্বস্ব দান করিতে হয়। বিশ্ব–জি (জয় করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

বিশ্বদেব—অগ্নি; গণদেবতাবিশেষ। ৬তৎ। সং; পু।

বিশ্বধাত্রী—বিশ্বজননী, জগদ্ধাত্রী; পৃথিবী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিশ্বধারিণী—ধরিত্রী, পৃথিবী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিশ্বনাথ—বিশ্বেশ্বর, জগৎপতি, জগদীশ্বর; শিব। ৬তৎ। সং; পু।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—ইনি ১৫৮৬ শকে নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে ইহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি ভাগবতের সারার্থদর্শিনী নামে এক টীকা রচনা করেন। ইহার রচনা কার্য্য ১৬২৬ শকে সমাপ্ত হয়। ইঁহার কৃত ভগবদ্গীতারও একখানি টীকা আছে। এই টীকা ভক্তিপ্রধান, এবং ইহা ভক্ত বৈষ্ণব-সমাজে সবিশেষ আদরণীয়। ইঁহার প্রণীত অনেকগুলি সংস্কৃত বৈষ্ণব-গ্রন্থও আছে। যথা—শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত, মাধুর্য্যকাদম্বিনী, রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা, গুণামৃত-লহরী, প্রেমসম্পুট, স্বপ্নবিলাসামৃত, অনুরাগবল্লী, রূপচিন্তামণি, সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, সুরথ-কথামৃত, গৌরগণচন্দ্রিকা, চমৎকারচন্দ্রিকা প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন ইনি ব্রহ্মসংহিতা, গোপালতাপনী, অলঙ্কার কৌস্তুভ, চৈতন্যচরিতামৃত, বিদগ্ধমাধব প্রভৃতি বহু গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। জয়পুরের রাজসভায় ইনি চৈতন্যসম্প্রদায়ের গৌরব ঘোষণা করেন। ইনি বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন, এবং তথায় বসিয়াই ভাগবতের টীকা রচনা করেন।"

বিশ্বনিন্দক—জগতের নিন্দাকারী, যে সকলেরই *নিন্দা করে। বিশ্বের (সকলের) নিন্দক,* ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

বিশ্বপা—*চন্দ্র; সূর্য্য; অগ্নি। বিশ্ব শব্দ–পা (পালন করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।*

বিশ্বপাতা—(বিশ্বপাতৃ)। বিশ্বপালক, জগৎপালনকারী; বিশ্বরক্ষক। ৬তৎ। বিণ; পু।

বিশ্বপ্রেম—সর্ব্বব্যাপী প্রেম, জগতের মানব হইতে কীটপতঙ্গাদিকে পর্য্যন্ত ভালবাসা। বিশ্ব ব্যাপী যে প্রেম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, অথবা বিশ্বের প্রতি প্রেম, ৭তৎ। সং; ক্লী।

বিশ্বপ্রেমিক—বিশ্বপ্রেমযুক্ত, যে জগতের সকলকেই ভালবাসে। বিশ্বপ্রেম শব্দ+ইকন্ যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিশ্বপ্রেমিকতা। স্ত্রীলিঙ্গে বিশ্বপ্রেমিকা।

বিশ্বপ্রেমিকতা—বিশ্বপ্রেমিক দেখ। বিশ্বপ্রেমিক +তা ভাবে। সং; স্ত্রী।।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—সমগ্র ভুবন, নিখিল জগৎ। বিশ্ব (সমগ্র) যে ব্রহ্মাণ্ড, কর্ম্মধা। সং; পু।

বিশ্বমণ্ডল—সমগ্রবিশ্ব; মণ্ডলাকার জগৎ। বিশ্ব মণ্ডল প্রায়, উপমিত। সং; ক্লী।

বিশ্বমোহিনী—জগৎমুগ্ধকারিণী। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী।

বিশ্বম্ভর—১। বিষ্ণু; ইন্দ্র। বিশ্ব শব্দ–ভৃ (ভরণ করা)+খ ক। সং; পু। ২। বিশ্বের ভরণকর্ত্তা। বিণ; ত্রি।

বিশ্বম্ভরা—পৃথিবী। বিশ্বম্ভর দেখ; বিশ্বম্ভর+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিশ্বযোনি—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহাদেব। বিশ্বের যোনি (কারণ), ৬তৎ। সং; পু।

বিশ্বরাজ—পরমেশ্বর। বিশ্বের রাজা, ৬তৎ। সং; পু।

বিশ্বরূপ—১। পরমেশ্বর। বিশ্বই হইয়াছে রূপ যাঁহার, বহু। সং; পু।

২। চৈতন্যদেবের অগ্রজ ভ্রাতা। জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে শচীদেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি অল্পবয়সেই সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। কিশোর বয়সেই ইঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। মাতাপিতা বিবাহ দিয়া ইঁহাকে সংসারী করিতে উদ্যত হইলে ইনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন, এবং সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন। ৩ বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। সুররাজ ইঁহাকে বধ করিয়া পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। পরে যজ্ঞ করিয়া দেবরাজ সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

বিশ্ববঞ্চক—জগতের প্রতারক, যে সকলকে প্রতারণা করে। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

বিশ্বযাজালা—সমস্ত দেশে, সমস্ত স্থানে। দেশজ শব্দ।

বিশ্ববিদ্যালয়—সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার আলোচনা-স্থল (University)। বিশ্ব (সকল) যে বিদ্যা, কর্ম্মধা, তাহার আলয়, ৬তৎ। সং; পু।

বিশ্ববিধাতা—(বিশ্ববিধাতৃ)। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা, পরমেশ্বর। ৬তৎ। সং; পু।

বিশ্ববিমোহন—বিশ্বমুগ্ধকর, জগৎমুগ্ধকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

বিশ্ববিমোহিনী—জগৎমুগ্ধকারিণী। বিশ্ববিমোহী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

বিশ্ববিমোহী—জগৎমুগ্ধকারী, সকলের মোহকর। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিশ্ববিমোহিনী।

বিশ্ববিশ্রুত—জগদ্বিখ্যাত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

বিশ্ববেদাঃ—(বিশ্ববেদস্)। সর্ব্বজ্ঞ মুনি; দেবতা। বিশ্ব শব্দ (সমস্ত)–বিদ (জানা) +অস্ ক। সং; পু।

বিশ্বব্যাপিনী—বিশ্বব্যাপী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

বিশ্বব্যাপী—(বিশ্বব্যাপিন্)। সর্ব্বত্র বিসরণশীল, সর্ব্বত্র বিদ্যমান। বিশ্ব শব্দ–বি–আপ (পাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিশ্বব্যাপিনী।

বিশ্বশ্রবাঃ—(বিশ্বশ্রবস্)। জনৈক মুনি। বিশ্বব্যাপী শ্রবঃ (প্রসিদ্ধি) যাঁহার, বহু। সং; পু।

বিশ্বসংসার—সমগ্র সংসার, সকল জগৎ। কর্ম্মধা। সং; পু।

বিশ্বসংহার—জগতের নাশ। ৬তৎ। সং; পু।

বিশ্বসংহারক—জগতের নাশকারী, শিব। ৬তৎ। সং; পু।

বিশ্বসন—বিশ্বাস। বি–শ্বস (বিশ্বাস করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

বিশ্বসিত—১। বিশ্বাসের পাত্রীভূত; বিশ্বাসী। বি–শ্বস (বিশ্বাস করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। বিশ্বাসকারী। বি–শ্বস+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিশ্বসৃক্—(বিশ্বসৃজ্)। বিশ্বের সৃজনকর্ত্তা, বিধাতা, ব্রহ্মা। বিশ্ব শব্দ–সৃজ (সৃজন করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

বিশ্বসৃষ্টি—জগতের সৃষ্টি, বিশ্বের সৃজনক্রিয়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিশ্বস্ত—১। বিশ্বাসের পাত্রীভূত, বিশ্বাসী। বি–শ্বস (বিশ্বাস করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। বিশ্বাসকারী। বি–শ্বস+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিশ্বস্তা—১। বিশ্বাসের পাত্রীভূতা; বিশ্বাসিনী। বিশ্বস্ত দেখ; বিশ্বস্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

২। বিধবা। বি—অস (বাস কেলা)+ক্ত ক+আপ্। সং; স্ত্রী। [সং; পু।
বিশ্বস্রষ্টা—জগতের সৃষ্টিকর্তা, ব্রহ্মা। ৬তৎ।
বিশ্বাত্মা—(বিশ্বাত্মন্)। পরমেশ্বর; ব্রহ্ম; বিষ্ণু; শিব। বিশ্ব হইয়াছে আত্মা যাঁহার, বহু। সং; পু।
বিশ্বামিত্র—জনৈক মুনি, গাধিরাজের পুত্র। বিশ্বের মিত্র, ৬তৎ। সং; পু।

পিতার মৃত্যুর পর বিশ্বামিত্র রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া প্রবলপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার শতাধিক পুত্র, অতুল ঐশ্বর্য্য ও অসংখ্য সৈন্য ছিল। ইনি একদা এক অক্ষৌহিণী সেনা ও পুত্রগণসহ মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। বশিষ্ঠদেব কামধেনু শবলার সহায়তায় সসৈন্য সপুত্র বিশ্বামিত্রকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। কামধেনুর গুণ অবগত হইয়া বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট তাহা প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি তদ্দানে অস্বীকৃত হইলে উভয়ে বিবাদ উপস্থিত হইল। রাজা সেনাবলের সহায়তায় বলপূর্ব্বক কামধেনু গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে ঋষিবর শবলা দ্বারা অসংখ্য সৈন্য সৃষ্টি করাইয়া রাজার বাহিনী ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। রাজপুত্রগণ বশিষ্ঠকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে মহর্ষি ব্রহ্মতেজে বিশ্বামিত্রের শতপুত্রকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

বিশ্বামিত্র এইরূপে হতসৈন্য ও হতপুত্র হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া হতাবশিষ্ট এক পুত্রের হস্তে রাজ্যশাসনভার অর্পণপূর্ব্বক বনে গমন করিলেন ও মহাদেবের তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। আশুতোষ তুষ্ট হইয়া বর প্রদানার্থ উপস্থিত হইলে বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট মন্ত্রসহ সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইলেন। অনন্তর ইনি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া মহর্ষির তপোবন বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন, এবং পরে ঋষিবরের উপর অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মদণ্ড হস্তে করিয়া বিশ্বামিত্রের সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এইরূপে হতমান ও হতদর্প হইয়া বিশ্বামিত্র ক্ষত্রবল অপেক্ষা ব্রহ্মবলের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিলেন এবং নিজে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। ইনি পত্নীসহ দক্ষিণে গমন করিয়া কঠোর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইঁহার তিন পুত্রের জন্ম হয়। বহুবর্ষ পরে ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে রাজর্ষিত্ব প্রদান করেন।

ইঁহার কিছুদিন পরে রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার গুরু ও পুত্রগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন। অবশেষে তিনি বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলে রাজর্ষি তাঁহার ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত এক যজ্ঞ করেন এবং পরে তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি দেবাদেশে মর্ত্ত্যাভিমুখে পতিত হইতেছেন দেখিয়া বিশ্বামিত্র নিজ তপোবলে তাঁহাকে শূন্যে স্থাপনপূর্ব্বক দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডের সৃজনে চেষ্টিত হইলেন। তিনি দক্ষিণদিকে নক্ষত্রপুঞ্জের সৃষ্টি করিয়া অপর দেবগণের সৃজনে উদ্যোগী হইলে দেবতারা ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নবসৃষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জমধ্যে ত্রিশঙ্কুর অবস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিশ্বামিত্রকে নিরস্ত করিলেন।

দক্ষিণে তপোবিঘ্ন ঘটায় বিশ্বামিত্র পশ্চিমে যাইয়া পুষ্করতীরস্থ বনে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে অযোধ্যানাথ অম্বরীষ একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইন্দ্র সেই যজ্ঞের পশু হরণ করায় পুরোহিত রাজাকে একটি নরবলি দিয়া যজ্ঞবিঘ্নের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিলেন। অম্বরীষ উপযুক্ত নরের অন্বেষণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে ঋচীক ঋষির মধ্যমপুত্র শুনঃশেফকে প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহাকে লইয়া আসিতে আসিতে রজনী যাপন করিবার নিমিত্ত বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপনীত হইলেন। শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইয়া প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে অগ্নির স্তব শিখাইয়া দিলেন। সেই স্তবপ্রভাবে শুনঃশেফ অগ্নি হইতে প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হন।

বিশ্বামিত্রের দীর্ঘকালের কঠোর তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা ইঁহার নিকট সমাগত হইলেন ও ইঁহাকে ঋষিত্ব প্রদান করিলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্র তাহাতেও পরিতুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার উগ্র তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। একদা অপ্সরাঃ মেনকা পুষ্করতীর্থে স্নান করিতে আগত হইলে ঋষিবর তাহার রূপে বিমোহিত হন এবং তাহার সহবাসে দশবৎসর যাপন করেন। এই সময়ে মেনকার গর্ভে ইঁহার শকুন্তলা নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। দশ বৎসর পরে চৈতন্যোদয় হওয়ায় বিশ্বামিত্র মেনকাকে বিদায় দিয়া অতি বিষণ্ণচিত্তে উত্তর দিকে গমন করিলেন এবং হিমাচলে কৌশিকী নদীতীরে পুনরায় কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

দীর্ঘকাল পরে ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে মহর্ষিত্ব প্রদান করিলেন, কিন্তু বলিলেন, 'তোমার সিদ্ধিলাভের বহু বিলম্ব, কারণ তুমি এখনও ইন্দ্রিয় জয় করিতে পার নাই।' এই কথা শুনিয়া মহর্ষি পুনর্ব্বার উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে ইঁহার তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত সহস্রাক্ষের আদেশে অপ্সরাঃ রম্ভা সমাগতা হইলে মহর্ষি তাহাকে শাপপ্রদানে দীর্ঘকালের নিমিত্ত পাষাণাকারে পরিণত করেন। পরন্তু ক্রোধ হেতু তপঃফল নষ্ট হওয়ায় বিশ্বামিত্র পূর্ব্বে যাইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। বহুবর্ষ পরে ব্রহ্মা উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষিত্ব সহিত দীর্ঘ পরমায়ুঃ, চতুর্ব্বেদ এবং ওঙ্কার লাভ করিয়া মনোরথ সিদ্ধ হওয়ায় আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। অতঃপর বশিষ্ঠের সহিত ইঁহার মৈত্রী স্থাপিত হইল।

একদা সুর-সভায় বশিষ্ঠ রাজা হরিশ্চন্দ্রের অশেষ সুখ্যাতি করায় বিশ্বামিত্র তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ছলে তাঁহার সমস্ত রাজ্যৈশ্বর্য্য গ্রহণ করিলেন এবং পরে দক্ষিণার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে হরিশ্চন্দ্র মহিষী শৈব্যা ও পুত্র রোহিতাশ্বকে লইয়া দক্ষিণার অর্থান্বেষণে বহির্গত হইলেন এবং বারাণসীতে মহিষী ও পুত্রকে দাস্যার্থে এক ব্রাহ্মণগৃহে নিযুক্ত করিয়া এবং স্বয়ং শ্মশানরক্ষক চণ্ডালের নিকট দাসরূপে আত্মবিক্রয় করিয়া বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন। পরে রোহিতাশ্ব সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে শৈব্যা রোদন করিতে করিতে মৃতপুত্র বক্ষে লইয়া সেই শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। হরিশ্চন্দ্র মহিষীকে চিনিতে পারিয়া অতি করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বিশ্বামিত্র তথায় উপনীত হইলেন এবং হরিশ্চন্দ্রের অশেষ গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে রোহিতাশ্বকে পুনর্জীবন দান ও তাঁহার সমস্ত রাজ্যৈশ্বর্য্য প্রত্যর্পণ করিলেন।

ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র গায়ত্রীর রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনিই ধনুর্ব্বেদ সঙ্কলন করিয়া মানবসমাজে প্রচার করেন। রাক্ষসদিগের উপদ্রব নিবারণার্থ বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে নিজাশ্রমে লইয়া যান এবং পথে তাঁহাদিগকে বলা ও অতিবলা মন্ত্র দান করেন। অনন্তর রাম তাড়কাকে বধ করিয়া ঋষিপ্রবরের যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্ন করিলে বিশ্বামিত্র ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া মিথিলাভিমুখে যাত্রা করেন এবং পথে গৌতমাশ্রমে উপস্থিত হইয়া রাম দ্বারা অহল্যার শাপবিমোচন করান। পরে ইঁহারই যত্নে মিথিলায়

রাম্রাদি জাম্বুচতুষ্টয়ের বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হয়।

বিশ্বাবসু—গন্ধর্ব্ববিশেষ, স্বর্গীয় গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরী প্রভৃতির অধীশ্বর ; ইঁহারই ঔরসে অপ্সরাঃ মেনকার গর্ভে প্রমদ্বরার জন্ম হয়। সং ; পু

বিশ্বাস—প্রত্যয় ; শ্রদ্ধা ; বিশ্রম্ভ। বি-শ্বস (বিশ্বাস করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে বিশ্বাসী, বিশ্বাস্ত, বিশ্বস্ত।

বিশ্বাসঘাতক—বিশ্বাসহন্তা, প্রত্যয়নাশক, অবিশ্বাসী ; প্রতারক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিশ্বাসভাগী—(বিশ্বাসভাগিন)। প্রত্যয়ভাজন, বিশ্বাসের পাত্র। বিশ্বাস শব্দ-ভজ+ঘিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিশ্বাসভাগিনী।

বিশ্বাসভাজন—প্রত্যয়ভাজন, বিশ্বাসের পাত্র। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিশ্বাসযোগ্য—বিশ্বাসের উপযুক্ত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিশ্বাসহন্তা—(বিশ্বাসহন্তৃ)। বিশ্বাসঘাতক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিশ্বাসহন্ত্রী।

বিশ্বাসহীন—প্রত্যয়শূন্য, অবিশ্বাসী। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিশ্বাসিনী—বিশ্বাসী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

বিশ্বাসী—(বিশ্বাসিন্)। বিশ্বস্ত, বিশ্বাসের পাত্রীভূত ; বিশ্বাসকারী। বিশ্বাস শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিশ্বাসিনী।

বিশ্বাস্য—বিশ্বাসযোগ্য। বি-শ্বস (বিশ্বাস করা)+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি।

বিশ্বেদেব—অগ্নি ; গণদেবতাবিশেষ। সং ; পু।

বিশ্বেশ, বিশ্বেশ্বর—ব্রহ্মাণ্ডপতি ; বিশ্বনাথ ; শিব ; বারাণসীস্থ শিবলিঙ্গ। [কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটের অদূরে ইঁহার মন্দির। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ইনি মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম দিয়া তাহাকে সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করেন। কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান শিবলিঙ্গ প্রাচীন নহে। পূর্ব্বে প্রস্তরময় লিঙ্গ ছিল, সাহাবুদ্দীন ঘোরী তাহা বিচূর্ণিত করেন। পরে বর্ত্তমান শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে। ইঁহার মন্দিরও প্রাচীন নহে। ঔরঙ্গজেব ইঁহার মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহা মসজিদে পরিণত করিলে পর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরের খিলান, চূড়া ও কলস সোণার পাতে মণ্ডিত]। বিশ্বের ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু।

বিষ্—পুরীষ, বিষ্ঠা। বিষ (ব্যাপ্ত হওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং ; স্ত্রী।

বিষ—১। কালকূট, গরল। বিষ (ব্যাপ্ত হওয়া)+ক ক। সং ; স্ত্রী ও পু। ২। জল ; মৃণাল। সং ; ক্লী।

বিষকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ, শিব। বিষ আছে কণ্ঠে যাঁহার, বহু। সং ; পু।

বিষকুম্ভ—বিষপূর্ণ কলসী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

বিষকোষ—বিষের থলি, গরলের আধার। ৬তৎ। সং ; পু।

বিষঘ্ন—বিষনাশক। বিষ-হন (বধ করা)+টক্ ক। বিণ ; ত্রি।

বিষণ্ণ—ম্লান ; বিষাদযুক্ত, খিন্ন। বি-সদ (অবসন্ন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বিষাদ, বিষণ্ণতা।

বিষণ্ণতা—বিষাদ, খেদ ; মনোভঙ্গ ; স্ফূর্ত্তিহীনতা। বিষণ্ণ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

বিষণ্ণমুখ—১। ম্লান বদন, মলিন মুখ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। ম্লান মুখযুক্ত। বহু। বিণ।

বিষদ—১। বিষদানকারী। বিষ দান করে যে, উপ ; বিষ শব্দ-দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। জলদ, মেঘ। সং ; পু।

বিষদন্ত—১। বিষদাঁত। বিষ পূর্ণ যে দন্ত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। সর্প। বিষ আছে দন্তে যাহার, বহু। সং ; পু।

বিষদৃষ্টি—বিষের স্থায় জ্বালাময় দৃষ্টি, হিংসাপূর্ণ দৃষ্টি। বিষবৎ যে দৃষ্টি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বিষধর, বিষভৃৎ—সর্প। উপ ; বিষ শব্দ-ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক। ২য় পক্ষে বিষ-ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

বিষভিষক্—(বিষভিষজ্)। বিষ-বৈদ্য, বিষ-চিকিৎসক, সাপুড়ে। ৬তৎ। সং ; পু।

বিষম—১। অসমান ; উন্নতানত, উঁচুনীচু ; অযুগ্ম ; বিষতুল্য ; দুর্গম ; দুর্ব্বোধ ; দুঃসহ ; দুর্গ্রাহ্য ; দারুণ ; সঙ্কট। বি (না) সম (সমান), নিত্য। বিণ ; ত্রি। ২। অযুগ্ম রাশি, যেমন মেষ মিথুন সিংহ ইত্যাদি। সং ; পু। ৩। পদ্যবিশেষ ; অর্থালঙ্কার বিশেষ। সং ; ক্লী।

বিষমচ্ছদ—সপ্তচ্ছদ, সপ্তপর্ণবৃক্ষ, ছাতিম গাছ। বিষম (অযুগ্ম) হইয়াছে ছদ (পত্র) যাহার, বহু। সং ; পু।

বিষম-নয়ন, বিষম-নেত্র, বিষম-লোচন, বিষম-বিলোচন, বিষমাক্ষ, বিষমেক্ষণ—ত্রিলোচন, শিব। বিষম (অযুগ্ম) হইয়াছে নয়ন, নেত্র, লোচন, বিলোচন, অক্ষি, ঈক্ষণ যাঁহার, বহু। সং ; পু।

বিষমনেত্র—বিষমনয়ন দেখ।

বিষময়—বিষপূর্ণ, গরলভরা। বিষ শব্দ+ময়ট্ ব্যাপ্তার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিষময়ী।

বিষমলোচন—বিষমনয়ন দেখ।

বিষমশর, বিষমায়ুধ, বিষমেষু—পঞ্চবাণ, কন্দর্প, মদন। বিষম (অযুগ্ম) হইয়াছে শর (বাণ), আয়ুধ (অস্ত্র), ইষু (বাণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

বিষম-শিষ্ট—অন্যায় বিভাগ, অনুচিত শাসন কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বিষমসপ্তম—বিবাহের যোগবিশেষ। বর ও কন্যার পরস্পর মেষ ও তুলা, মিথুন ও ধনুঃ, সিংহ ও কুম্ভ রাশি হইলে বিষমসপ্তম হয়। ইহাতে বিবাহ নিষিদ্ধ।

বিষমস্থ—উন্নতানতস্থিত ; বিপদ্‌গ্রস্ত। উপ ; বিষম শব্দ-স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

বিষমুখ—১। বিষপূর্ণ মুখ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। যাহার মুখে বিষ আছে ; অতি রুক্ষভাষী। বিষ আছে মুখে যাহার, বহু। বিণ ত্রি।

বিষয়—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু ; ধন, সম্পত্তি ; পাত্র ; স্থান ; দেশ ; জ্ঞেয় বস্তু ; বর্ণনীয় পদার্থ। বি-সি (বন্ধন করা)+অন্ ক, যাহা জীবগণকে মোহপাশে বন্ধন করে। সং ; পু। বিশেষণে বিষয়ী।

বিষয়কর্ম্ম—বাণিজ্যাদি কার্য্য, বৈষয়িক কাজ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বিষয়তৃষ্ণা—ভোগ্যবস্তুর লালসা, সাংসারিক সুখভোগেচ্ছা ; ধনলাভেচ্ছা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বিষয়নির্দ্ধারণ—বিষয়নিরূপণ, জ্ঞেয় বস্তুর নির্ণয় ; বর্ণনীয় বিষয় স্থির করা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বিষয়পরায়ণ—বিষয়াসক্ত, বিষয়ভোগে রত। বহু। বিণ ; ত্রি।

বিষয়বুদ্ধি—সাংসারিক হিতাহিত জ্ঞান, অর্থাদির উপার্জ্জন বা রক্ষণ কার্য্যে দক্ষ ধীশক্তি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বিষয়ভেদ—পাত্রের বিভিন্নতা, বস্তুর পার্থক্য। ৬তৎ। সং ; পু।

বিষয়ভোগ—শব্দাদি ভোগ্যবস্তুর উপভোগ ; সম্পত্তি ভোগ। ৬তৎ। সং ; পু।

বিষয়-বাসনা—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ভোগাভিলাষ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বিষয়বৈরাগ্য—বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণা, বিষয় উপভোগে স্পৃহারাহিত্য। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

বিষয়াসক্ত—বিষয়ভোগে অনুরক্ত, শব্দস্পর্শাদি ভোগ্য বস্তুর প্রতি একান্ত রত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

বিষয়াসক্তি—বিষয়ানুরাগ, শব্দাদি ভোগ্য বস্তুর উপভোগে স্পৃহা। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

বিষয়ি—(বিষয়িন্)। ইন্দ্রিয়। বিষয় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; ক্লী।

বিষয়িণী—বিষয়ী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

বিষয়ী—(বিষয়িন্) ১। বিষয়-যুক্ত ; সম্পন্ন ; বিষয়াসক্ত। বিষয় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিষয়িণী। ২। রাজা ; ধনী, সম্পন্ন ব্যক্তি ; কন্দর্প। সং ; পু।

বিষযোগ—জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ। একদিনে

মঙ্গলাবৃত্ত ও সিদ্ধিযোগ হইলে; মধু ও ঘৃতের সংযোগের ন্যায় তাহা বিষযোগ হয়।

বিষবৎ—বিষতুল্য। বিষ+বৎ তুল্যার্থে। ব্য।

বিষবিদ্যা—বিষ-চিকিৎসা, বিষঘ্ন মন্ত্র। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

বিষবীজ—বিষের বীচি; বিষের মূল। ৬তৎ।

বিষবৃক্ষ—১। বিষের গাছ। ৬তৎ। সং; পু। ২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালা উপন্যাসগ্রন্থবিশেষ [এই অভিধানের ২য় ভাগ দেখ]।

বিষবৈদ্য—বিষচিকিৎসক। ৬তৎ। সং; পু।

বিষহরী—বিষঘ্ন, গরলনাশক। বিষ হরণ করে যে, উপ; বিষ শব্দ—হৃ (হরণ করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিষহরা।

বিষহরা, বিষহরী—মনসাদেবী। বিষহর দেখ; বিষহর+আপ্, ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বিষাক্ত—বিষলেপিত, গরলমিশ্রিত। বিষ দ্বারা অক্ত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিষাণ—পশুর শৃঙ্গ; শূকরদন্ত; গজদন্ত। বিষ (ব্যাপা)+কান ক। সং; ক্লী।

বিষাণী—(বিষাণিন্)। শৃঙ্গী; গজ; শূকর; শৃঙ্গাটক, পাণিফল। বিষাণ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

বিষাদ—ইষ্টনাশজনিত মনোভঙ্গ; খেদ; দুঃখ; অনুৎসাহ; স্ফূর্ত্তিহীনতা; জড়তা। বি—সদ (অবসন্ন হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে বিষণ্ণ।

বিষাদসাগর—বিষাদরূপ সমুদ্র, সমুদ্রবৎ অপরিমেয় দুঃখ। রূপক। সং; পু।

বিষাদিত—বিষাদযুক্ত, দুঃখিত, স্ফূর্ত্তিশূন্য। বিষাদ শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

বিষাদিনী—বিষাদযুক্তা, অপ্রফুল্লা, দুঃখিতা। বিষাদী দেখ; বিষাদিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিষাদী—(বিষাদিন্)। বিষাদযুক্ত, দুঃখিত, খিন্ন। বিষাদ দেখ; বিষাদ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিষাদিনী।

বিষানন—সর্প। বিষ যুক্ত আনন (মুখ) যাহার, বহু। সং; পু।

বিষান্তক—১। বিষঘ্ন, গরলনাশক। বিষের অন্তক (নাশক), ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। শিব। সং; পু।

বিষীদন্—(বিষীদৎ)। বিষাদগ্রস্ত, বিষণ্ণ। বি—সদ (বিষণ্ণ হওয়া)+শতৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিষীদতী।

বিষু—সমতা; নানারূপতা। বিষ+কু ক। ব্য।

বিষুব, বিষুবৎ—সম-রাত্রিন্দিব-কাল (Equinox), যে সময় দিবামান ও রাত্রিমান সমান হয় (প্রায় ২১শে মার্চ্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর); সূর্য্যের মেষ ও তুলা সংক্রান্তি (Vernal and autumnal equinox)। [বিষুব দুইটী—মহাবিষুব ও জলবিষুব। মেষ সংক্রান্তি (বৈশাখ সংক্রান্তি) মহাবিষুব, এবং তুলাসংক্রান্তি (কার্ত্তিকসংক্রান্তি) জলবিষুব]। বিষু শব্দ (সাম্য)—বা (গমন করা)+ড ক, ২য় পক্ষে বিষু শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। সং; ক্লী।

বিষুব-রেখা—নিরক্ষ-রেখা, উত্তর ও দক্ষিণ মেরু হইতে সমদূরবর্ত্তী যে কল্পিত গোলাকার রেখা পূর্ব্ব পশ্চিমে ভূগোলককে বেষ্টন করিয়া আছে (Equator)। বিষুব উৎপাদিকা যে রেখা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বিষ্কম্ভ, বিষ্কুম্ভ—যোগবিশেষ, প্রথম যোগ; কীলক, অর্গল, হুড়কা; প্রতিবন্ধ; নাট্যাঙ্গবিশেষ। বি—স্কন্ভ বা স্কুন্ভ (রোধ করা)+অল্ ণ। সং; পু।

বিষ্কম্ভক—নাট্যাঙ্গবিশেষ, নাটকীয় ইতিবৃত্তের নীরস অংশ, ইহা সংক্ষেপে অপ্রধান ব্যক্তির মুখ দিয়া কথিত হইয়া থাকে। বিষ্কম্ভ শব্দ+কণ্। সং; পু।

বিষ্কল—গ্রাম্যশূকর। বিষ্ শব্দ (বিষ্ঠা)—কল (গণনা করা)+অন্ ক। সং; পু।

বিষ্কির—পক্ষী। বি—কৄ (বিকিরণ করা)+ক ক। সং; পু।

বিষ্কুম্ভ—বিষ্কম্ভ দেখ।

বিষ্ট—প্রবিষ্ট; আশ্রিত। বিশ (প্রবেশ করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিষ্টপ—ভুবন, জগৎ। বিশ (প্রবেশ করা)+টপক্ অধি, অথবা বিষ (ব্যাপা)+টপক্ ক। সং; ক্লী।

বিষ্টব্ধ—প্রতিবদ্ধ; প্রতিরুদ্ধ। বি—স্তন্ভ (স্তব্ধ করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিষ্টম্ভ।

বিষ্টম্ভ—রোধ; আক্রমণ; প্রতিবন্ধ; স্থিরীভাব; মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ। বি—স্তন্ভ (স্তব্ধ করা)+অল্ ভা; সং; পু। বিশেষণে বিষ্টব্ধ।

বিষ্টর—১। কুশমুষ্টি; কুশাসন; আসন। বি—স্তৃ (বিস্তার করা)+অল্ কর্ম্ম। ২। বৃক্ষ। বি—স্তৃ+অন্ ক। সং; পু। [পু।

বিষ্টরশ্রবাঃ—(বিষ্টরশ্রবস্)। বিষ্ণু। সং;

বিষ্টি—১। কর্ম্মকর। বিশ+তিক্ ক। বিণ। ত্রি। ২। বিনা বেতনে শ্রম, বেগার; বেতন; যন্ত্রণা দেওয়া; প্রেষণ; বর্ষণ। করণবিশেষ। বিশ (প্রবেশ করা)+ক্তি অধি। সং; স্ত্রী।

বিষ্টিভদ্রা—জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ। কৃষ্ণা তৃতীয়া ও দশমীর শেষার্দ্ধ, এবং সপ্তমী ও চতুর্দ্দশীর পূর্ব্বার্দ্ধ, আর শুক্লা চতুর্থী ও একাদশীর শেষার্দ্ধ, এবং অষ্টমী ও পূর্ণিমার পূর্ব্বার্দ্ধ বিষ্টিভদ্রা নামে অভিহিত। কর্কট, সিংহ, কুম্ভ ও মীন রাশিতে বিষ্টিভদ্রা হইলে উহা পৃথিবীতে বাস করে; ইহাতে সকল কার্য্যের হানি হয়। মেষ, বৃষ, মিথুন ও বৃশ্চিক রাশিতে বিষ্টিভদ্রা হইলে উহা স্বর্গে বাস করে; ইহাতে কার্য্যসিদ্ধি হয়। কন্যা, ধনুঃ, তুলা ও মকর রাশিতে বিষ্টিভদ্রা হইলে উহা পাতালে বাস করে; ইহাতে কার্য্য করিলে ধনাগম হয়।

বিষ্ঠা—পুরীষ, মল, গু। বি—স্থা (থাকা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিষ্ণু—সত্ত্বগুণময় ব্যাপক দেব, শঙ্খ-চক্র-গদাধর পীতাম্বর পদ্মপলাশলোচন হরি, নারায়ণ [ইনি সৃষ্টির পালনকর্ত্তা বলিয়া কথিত; ইঁহার নাভিদেশ হইতে জগৎপ্রভু ব্রহ্মার জন্ম। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে ইঁহার জন্ম; ইনি তপোবলে দেবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন; কমলা ও বীণাপাণি ইঁহার ভার্য্যা, গরুড় ইঁহার বাহন, এবং সুদর্শন চক্র ইঁহার আয়ুধ; সর্ব্বলোকের হিতার্থে ইনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; ইঁহার প্রধান দশ অবতারের বিষয়ে বর্ণিত আছে, যথা—(১) মৎস্য, (২) কূর্ম্ম, (৩) বরাহ, (৪) নৃসিংহ, (৫) বামন, (৬) পরশুরাম, (৭) রামচন্দ্র, (৮) বলরাম (মতান্তরে কৃষ্ণ), (৯) বুদ্ধ, (১০) কল্কি। এতন্মধ্যে নয় অবতার হইয়া গিয়াছে, কল্কি অবতার অবশিষ্ট আছে। এই অবতারে ইনি কলিযুগ ধ্বংস করিয়া পুনর্ব্বার সত্যযুগ সংস্থাপন করিবেন। ইন্দ্রের পরে অদিতির গর্ভে ইনি বামন রূপে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া ইঁহার নাম উপেন্দ্র]; অষ্টবসু; অন্যতম সংহিতাকার জনৈক মুনি। বিষ (ব্যাপা)+নুক্ ক। সং; পু।

বিষ্ণুক্রান্তা—অপরাজিতা। সং; স্ত্রী।

বিষ্ণুগুপ্ত—চাণক্য পণ্ডিত; কৌটিল্য মুনি। সং; পু।

বিষ্ণুদৈবত—১। বিষ্ণুদেবতাবিশিষ্ট, যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু। বহু। বিণ; ত্রি। ২। শ্রবণা নক্ষত্র। সং; ক্লী।

বিষ্ণুপদ—ব্যোম, আকাশ। বিষ্ণুর (বামনদেবের) পদ যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

বিষ্ণুপদী—সংক্রান্তিবিশেষ [সংক্রান্তি দেখ]; গঙ্গা। সং; স্ত্রী।

বিষ্ণুপরায়ণ—বিষ্ণুভক্ত, বৈষ্ণব। বিষ্ণু হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিষ্ণুপরায়ণা।

বিষ্ণুপ্রিয়া—কমলা, লক্ষ্মী; চৈতন্যদেবের পত্নী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিষ্ণুভক্ত—বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমান্, বৈষ্ণব। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

বিষ্ণুরথ, বিষ্ণুবাহন—গরুড়। ৬তৎ। সং; পু।

বিষ্ণুরাত—রাজা পরীক্ষিৎ। বিষ্ণু শব্দ—রা (দান করা)+ক্ত র্ম্ম। সং; পু।

বিষ্ণুবল্লভা—বিষ্ণুপ্রিয়া; লক্ষ্মী; তুলসী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বিষ্ণুশর্ম্মা—সুবিখ্যাত পঞ্চতন্ত্রের প্রণেতা। কথিত আছে যে, ইনি চারিজন রাজপুত্রের শিক্ষাভার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে গল্পচ্ছলে কতকগুলি নীতিগর্ভ সদুপদেশ প্রদান করেন। ঐ সমস্ত গল্পই পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ গ্রন্থের আকারে সঙ্কলিত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহাঁর জন্মভূমি বিদর্ভ।

বিষ্বক্‌সেন—বিশ্বক্‌সেন দেখ।

বিষণ, বিষণন, বিষাণ—ভক্ষণ, ভোজন। বি—স্বন (শব্দ করা, এখানে ভোজনশব্দ করা) +অল্, অনট্, ঘঞ্ ভা। সং; যথাক্রমে পু, স্ত্রী ও পু। [সং; স্ত্রী।

বিস—মৃণাল। বিস (ক্ষেপণ করা)+ক র্ম্ম।

বিসংবাদ—বঞ্চন, প্রতারণা; বৈলক্ষণ্য; মতভেদজনিত বিরোধ, বিবাদ। বি—সম্—বদ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে বিসংবাদী।

বিসংবাদী—(বিসংবাদিন্)। বিরুদ্ধবাদী, বিবাদী। বি—সম্—বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিসংবাদিনী। বিশেষ্যে বিসংবাদ, বিসংবাদিতা।

বিসংষ্ঠুল—অব্যবস্থিত; বিশৃঙ্খল। বি—সম্—স্থা (থাকা)+ডুল ক। বিণ; ত্রি। [স্ত্রী।

বিসকণ্ঠিকা, বিসকণ্ঠী—একপ্রকার বক। সং;

বিসকুসুম—পদ্ম। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বিসঙ্কট—বিশঙ্কট দেখ।

বিসঙ্কুল—জটিল। বিণ; ত্রি।

বিসজ—পদ্ম। বিস শব্দ (মৃণাল)—জন (জন্মা) +ড ক। সং; ক্লী।

বিসদৃশ—অসমান; বিপরীত, বিরুদ্ধ। নিত্য। বিণ; ত্রি।

বিসর—১। বিস্তৃতি; সঞ্চার। বি—সৃ (সরা) +অল্ ভা। ২। সমূহ। বি—সৃ+অল্ র্ম্ম। সং; পু। বিশেষণে বিসৃত।

বিসরণ—বিস্তার, বিস্তৃতি; উৎপত্তি; প্রবাহ। বি—সৃ (সরা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে বিসৃত।

বিসর্গ—১। ত্যাগ; বিষ্ঠাত্যাগ; বিয়োগ; দীপ্তি; দান; মোক্ষ; প্রলয়। বি—সৃজ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। ত্যক্ত বস্তু; সূর্য্যের অয়নবিশেষ: দ্বিবিন্দুবর্ণ, ঃ। বি—সৃজ+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

বিসর্জ্জন—প্রেরণ; ত্যাগ; প্রতিমা জলে ফেলা; দান। বি—সৃজ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে বিসৃষ্ট।

বিসর্জ্জনীয়—১। পরিত্যাজ্য। বি—সৃজ (ত্যাগ করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। বিসর্গ, ঃ। সং; পু।

বিসর্জ্জিত—যাহা বিসর্জ্জন করা হইয়াছে; প্রেরিত; ত্যাজিত। বি—ণিজন্ত সৃজ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিসর্প, বিসর্পণ—প্রসরণ, ব্যাপন; স্ফোটকাদির উৎসেক। বি—সৃপ (গমন করা)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বিসর্পন্—(বিসর্পৎ)। বিসরণশীল। বি—সৃপ গমন করা)+শতৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিসর্পতী।

বিসর্পিণী—বিসর্পী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

বিসর্পী—(বিসর্পিন্)। বিসরণশীল। বি—সৃপ (গমন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিসর্পিণী।

বিসার—১। প্রবাহ; উৎপত্তি; বিস্তার। বি—সৃ (সরা)+ঘঞ্ ভা। ২। মৎস্য। বি—সৃ+ঘঞ্ ক। সং; পু। বিশেষণে বিসৃত, বিসারী।

বিসারিণী—বিসারী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

বিসারিত—বিস্তারিত; প্রবাহিত। বি—ণিজন্ত সৃ বা সারি (সরান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিসারী—(বিসারিন্)। বিসরণশীল। বি—সৃ (সরা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিসারিণী।

বিসিনী—মৃণালিনী; পদ্মিনী। বিস শব্দ (মৃণাল) +ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বিসূচি, বিসূচিকা, বিসূচী—ভেদবমন রোগ, ওলাউঠা। বি—সূচি+ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। পক্ষে বি—সূচ+ইন্ ক, বিকল্পে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বিসৃত—ব্যাপ্ত; বিস্তৃত। বি—সৃ (সরা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিসর, বিসরণ, বিসার।

বিসৃত্বর, বিসৃমর—বিসরণশীল, ব্যাপনশীল। বি—সৃ (সরা)+ক্বরপ্, ঘ্মর ক। বিণ; ত্রি।

বিসৃষ্ট—নিক্ষিপ্ত; প্রেরিত; ত্যক্ত। বি—সৃজ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিসর্গ, বিসর্জ্জন।

বিস্ত—এক ভরি সোণা; এক তোলা। বিস (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। সং; ক্লী ও পু।

বিস্তর—১। সমূহ; বাক্‌প্রপঞ্চ; শয্যা; প্রণয়; আসন। বি—স্তৃ (বিস্তার করা) +অল্ র্ম্ম। ২। বিস্তার। বি—স্তৃ+অপ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে বিস্তৃত।

বিস্তরশঃ—বিস্তারপূর্ব্বক, সবিস্তারে। বিস্তর শব্দ+চশস্। ব্য।

বিস্তার—১। বিসরণ, ছড়ান; বিস্তৃতি, ওসার, বিশালতা; ব্যাস। বি—স্তৃ (বিস্তৃত করা)+ঘঞ্ ভা। ২। স্তম্ব; শাখা। বি—স্তৃ+ঘঞ্ ক। ৩। সমাস-বাক্য। বি—স্তৃ+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু। বিশেষণে বিস্তৃত।

বিস্তারিত—প্রসারিত। বি—ণিজন্ত স্তৃ বা স্তারি (ছড়ান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিস্তীর্ণ, বিস্তৃত—ব্যাপ্ত; প্রসৃত; বিপুল, বিশাল। বি—স্তৃ স্তৃ, (বিস্তৃত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বিস্তৃত—বিস্তীর্ণ দেখ।

বিস্তৃতি—বিস্তার; ব্যাপ্তি। বি—স্তৃ (বিস্তৃত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে বিস্তৃত।

বিস্পষ্ট—সুস্পষ্ট, ব্যক্ত, স্ফুট; নিত্য। বিণ; ত্রি

বিস্ফার—স্ফূর্ত্তি; টঙ্কারধ্বনি; বিস্তার। বি-স্ফর (স্ফূর্ত্তিযুক্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভা, অথবা বি—স্ফায় (বৃদ্ধি পাওয়া)+র ভা, নিপাতনে। সং; পু।

বিস্ফারিত—চলিত, কম্পিত; ধ্বনিত; বিকাসিত; প্রসারিত। বি—ণিজন্ত স্ফর বা স্ফারি+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিস্ফারিতনেত্র—১। প্রসারিত চক্ষুঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। প্রসারিত চক্ষুর্বিশিষ্ট, যাহার চক্ষুঃ বিস্তৃত হইয়াছে। বহু। বিণ; ত্রি।

বিস্ফুরিত—১। কম্পিত; চলিত; স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট, ধ্বনিত। বি—স্ফুর (সঞ্চালিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। স্ফুরণ; ধ্বনন। বি—স্ফুর+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিস্ফুরিতাধর—১। কম্পিত অধর, ঈষৎ চালিত ঠোঁট। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। কম্পিত অধরবিশিষ্ট, যাহার ঠোঁট একটু একটু কাঁপিতেছে। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বিস্ফুরিতাধরা।

বিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা, আগুনের ফুল্‌কি; বিষবিশেষ। বি—স্ফু (অনুকরণ শব্দ)—লিন্‌গ (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

বিস্ফূর্জ, বিস্ফূর্জথু—বজ্রনির্ঘোষ; উদ্রেক। বি—স্ফূর্জ (বজ্রধ্বনি করা)+অল্, অথু ভা। সং; পু।

বিস্ফোট, বিস্ফোটক—ব্রণ, ফোড়া। বি—স্ফুট (ভেদ করা)+অল্ ভা, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

বিস্ময়—১। আশ্চর্য্য; অহঙ্কার, গর্ব্ব; সন্দেহ। বি—স্মি (ঈষদ্ধাস্য করা)+অপ্ ভা। সং; পু। ২। অহঙ্কারশূন্য। বি (নাই) স্ময় (গর্ব্ব) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বিস্ময়কর—আশ্চর্য্যজনক। বিস্ময়ের কর (কর্ত্তা), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

বিস্ময়চিহ্ন—যতিচিহ্ন দেখ।

বিস্ময়জনক—বিস্ময়কর। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

বিস্ময়মগ্ন—বিস্ময়ে অভিভূত, অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

বিস্ময়বিস্ফারিত—আশ্চর্য্যহেতু প্রসারিত। ৩তৎ বিণ; ত্রি।

বিস্ময়বিস্ফারিতলোচন—১। আশ্চর্য্য হেতু প্রসারিত চক্ষুঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। বিস্ময়ে যাহার চক্ষুঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বহু বিণ; ত্রি।

বিস্ময়বিহ্বল—আশ্চর্য্যে বিবশ, বিস্ময়হেতু জড়ীভূত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিস্ময়স্তিমিত—আশ্চর্য্যহেতু নিশ্চল, বিস্ময়ে জড়ীভূত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিস্ময়ান্বিত—আশ্চর্য্যযুক্ত, বিস্মিত। বিস্ময় দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিস্ময়াপন্ন—আশ্চর্য্যান্বিত, বিস্মিত। বিস্ময়কে আ ন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ; ত্রি।

বিস্ময়াবহ—বিস্ময়জনক, আশ্চর্য্যজনক। বিস্ময় শব্দ—আ—বহ+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

বিস্ময়াবিষ্ট—আশ্চর্য্যান্বিত, বিস্ময়ে অভিভূত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিস্ময়োৎপাদন—বিস্ময় উৎপত্তিকরণ, আশ্চর্য্য জন্মান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বিস্ময়োৎফুল্ল—বিস্ময় হেতু প্রফুল্ল, আশ্চর্য্যহেতু বিকশিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বিস্মরণ—বিস্মৃতি, ভুলিয়া যাওয়া। বি (না) —স্মৃ (স্মরণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে বিস্মৃত।

বিস্মাপন, বিস্মায়ন—১। বিস্ময়-জনন, বিস্মিতকরণ। বি—ণিজন্ত স্মি অর্থাৎ স্মাপি বা স্মায়ি+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। কন্দর্প।…+অন ক। ৩। কুহক; মায়া; গন্ধর্ব্বনগর। …+অনট্ ণ। পু।

বিস্মিত—বিস্ময়াপন্ন, আশ্চর্য্যান্বিত। বি—স্মি (ঈষদ্ধাস্য করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিস্ময়।

বিস্মৃত—১। বিস্মরণযুক্ত, যে ভুলিয়া গিয়াছে এরূপ। বি (না)—স্মৃ (স্মরণ করা)+ক্ত ক। ২। বিস্মরণের বিষয়ীভূত, যাহা ভুলা হইয়াছে এরূপ। বি—স্মৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিস্মরণ, বিস্মৃতি।

বিস্মৃতি—বিস্মরণ, ভুলিয়া যাওয়া। বি (না) —স্মৃ (স্মরণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে বিস্মৃত।

বিস্র—কাঁচা মাংসের গন্ধবিশিষ্ট। বিস (ক্ষেপণ করা)+রক্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিস্রংস, বিস্রংসন—ক্ষরণ; পতন। বি—স্রন্স (পড়া)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে বিস্রস্ত।

বিস্রংসিনী—বিস্রংসী দেখ।

বিস্রংসী—(বিস্রংসিন্)। ক্ষরণশীল; পতনশীল। বি—স্রন্স (পড়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিস্রংসিনী।

বিস্রব্ধ—বিশ্রব্ধ দেখ।

বিস্রম্ভ—বিশ্রম্ভ দেখ।

বিস্রম্ভী—বিশ্রম্ভী দেখ।

বিস্রসা—জরা, বৃদ্ধাবস্থা, বার্দ্ধক্য। বি—স্রন্স (পড়া)+ণ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

বিস্রস্ত—পতিত; চ্যুত; ক্ষরিত। বি—স্রন্স (পড়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিস্রংস, বিস্রংসন।

বিস্রস্তবসনা—স্খলিতবাসা, যাহার কাপড় এলোথেলো হইয়া পড়িয়াছে এরূপ (নারী)। বহু। বিণ; স্ত্রী।

বিস্রুত—পতিত; ভ্রষ্ট; প্রবাহিত; ক্ষরিত। বি—স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিস্রুতি।

বিস্রুতি—পতন; ভ্রংশ; প্রবাহ; ক্ষরণ। বি—স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে বিস্রুত।

বিস্বন, বিস্বান—শব্দ, ধ্বনি। বি—স্বন (শব্দ করা)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বিস্বাদ—স্বাদহীন, তারশূন্য। বি (নাই) স্বাদ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বিস্বান—বিস্বন দেখ।

বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম—পক্ষী; মেঘ; সূর্য্য; চন্দ্র; শর, বাণ। উপ; বিহায়স্ শব্দ (আকাশ)—গম (যাওয়া)+ড, খ ক। সং; পু।

বিহঙ্গম—বিহগ দেখ।

বিহঙ্গমা, বিহঙ্গিকা—ভারযষ্টি, বাঁক। বিহঙ্গম শব্দ+আপ্, ২য় পক্ষে বিহঙ্গ শব্দ+কণ্ +আপ্। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

বিহঙ্গরাজ—পক্ষিশ্রেষ্ঠ, গরুড়। ৬তৎ বা ৭তৎ।

বিহত—ব্যাপাদিত; ভগ্ন; ক্ষত; বিঘ্নিত; ব্যাহত। বি—হন (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিহতি, বিহনন।

বিহতি, বিহনন—হত্যা; হিংসা; ব্যাঘাত, বিঘ্ন; ভঙ্গ। বি—হন (বধ করা)+ক্তি, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী। বিশেষণে বিহত।

বিহর, বিহরণ—ক্রীড়া, বিহার; ভ্রমণ; বিয়োগ; বিচ্ছেদ। বি—হৃ (হরণ)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বিহসন, বিহসিত—মধুর হাস্য, ঈষৎ হাস্য। বি—হস (হাস্য করা)+অনট্, ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিহস্ত—১। হস্তহীন; ব্যাকুল; উদ্ভ্রান্ত-মতি, ভ্যাবাচ্যাকা; অতি ব্যাপৃত। বি (নাই বা বিগত হইয়াছে) হস্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। পণ্ডিত। সং; পু।

বিহাপিত—১। ত্যাজিত, যাহা ত্যাগ করান হইয়াছে এরূপ। বি—ণিজন্ত হা বা হাপি (ত্যাগ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। ত্যাগ; দান।…+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিহায়স্—১। গগন, আকাশ। বি—ণিজন্ত হয় বা হায়ি+অস্ ক। সং; ক্লী ও পু। ২। পক্ষী। সং; পু।

বিহায়স—১। আকাশ। বিহায়স্ শব্দ+অ স্বার্থে। সং; ক্লী ও পু। ২। পক্ষী। পু।

বিহার, বীহার—১। ক্রীড়া; ভ্রমণ; ক্রীড়াহেতু পদ দ্বারা গমন; বিক্ষেপ। বি—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। ক্রীড়াভূমি; বৌদ্ধ-মঠ। বি—হৃ+ঘঞ্ অধি। ৩। স্কন্ধ। বি হৃ+ঘঞ্ ণ। সং; পু। বিশেষণে বিহারী।

বিহারিণী—বিহারী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

বিহারিলাল গুপ্ত—(B. L. Gupta)। ইনি কলিকাতার কলুটোলার সুপ্রসিদ্ধ হরিমোহন সেনের দৌহিত্র ও গরিফার চন্দ্রশেখর গুপ্তের পুত্র। ১৮৪৯ খ্রীঃ ২৬শে অক্টোবর বিহারিলাল কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রমেশচন্দ্র দত্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত বাড়ীর সকলের অজ্ঞাতে ইংলণ্ডে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন। জাহাজ কলিকাতা ছাড়িয়া গেলে পর ইঁহার পিতা জানিতে পারেন এবং ডায়মণ্ডহারবারে গিয়া জাহাজ ধরেন। তিনি পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইঁহাকে গৃহে ফিরিবার জন্য অনেক অনুরোধ করেন। কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। বন্ধুদ্বয়ের সহিত ১৮৬৯ খ্রীঃ বিহারিলাল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭১ খ্রীঃ বিহারিলাল ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন ভারতে আসিয়া ইনি বঙ্গদেশের কয়েকটি স্থানে কর্ম্ম করিয়া ১৮৮১ হইতে ১৮৮৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত কলিকাতার অন্যতম ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় দেশীয় সিভিলিয়ানগণ ইউরোপীয় অপরাধিগণের বিচার করিতে আইন অনুসারে অসমর্থ ছিল। এই বিষয়ক একটি মন্তব্য লিখিয়া ইনি তদানীন্তন ছোটলাট ইডেন সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। ইহাই ইলবার্ট বিলের মূলভিত্তি। এই মন্তব্য লেখন জন্য বিহারিলাল উত্তেজিত বেসরকারী ইংরাজগণের বিলক্ষণ নিন্দাভাজন হন। ইনি উত্তরকালে District Sessons Judge, Superintendent and Remembrancer of Legal affairs, ও একবার ১৮৯৮ খ্রীঃ এবং পুনরায় ১৯০১ খ্রীঃ অস্থায়িভাবে হাইকোর্টের জজের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী—কলিকাতা নিমতলা পল্লীতে ১২৪২ সালে ৮ই জ্যৈষ্ঠ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্ত্তী। ইঁহারা সুবর্ণবণিগ্‌যাজী ব্রাহ্মণ। ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন

করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই ইনি কবিতা রচনায় মনোযোগী হন। ইনি সারদামঙ্গল, বঙ্গসুন্দরী, প্রেমপ্রবাহিণী প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৩০১ সালে ১১ই জ্যৈষ্ঠ ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়—ইঁহার নিবাস কলিকাতা তারক চাটুর্য্যের লেন। বাল্যকাল হইতে নাট্যাভিনয়ে ইঁহার অনুরাগ ছিল। সিন্দুরিয়াপটির গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে যখন 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের অভিনয় হয়, তখন বিহারিলাল সুলোচনার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া দর্শকের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। অন্যান্য সখের থিয়েটারেও ইনি যোগদান করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইনি তাহার ম্যানেজারপদে বরিত হন এবং আমরণ এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি এই থিয়েটারের উন্নতিকল্পে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। নাটকাদি লিখিয়া, অভিনয় শিক্ষা দিয়া এবং নিজে অভিনয় করিয়া বেঙ্গল থিয়েটারের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। অভিরামস্বামী, মাধবাচার্য্য, ভীষ্ম প্রভৃতি স্থবিরের ভূমিকায় ইনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "উঃ! মহান্তের এই কি কাজ!" নাটকে মহান্তের ভূমিকায় বিহারিলাল বিলক্ষণ অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। ইনি প্রভাসমিলন, জন্মাষ্টমী, সীতা স্বয়ংবর, রাজসূয় যজ্ঞ, বাণযুদ্ধ, নন্দ-বিদায়, মোহশেল প্রভৃতি অনেকগুলি অভিনেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত করাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাস নাটকাকারে পরিণত করিয়া উক্ত থিয়েটারে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। ১৯০১ খ্রীঃ এপ্রেল মাসে ইনি দেহত্যাগ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইঁহার মৃত্যুর পর পনর দিবসের মধ্যে বেঙ্গল থিয়েটারটিও উঠিয়া যায়। এক সময়ে বিহারিলাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর অধীনে ভাল চাকরী করিতেন। ইনি সদালাপী ছিলেন এবং বেঙ্গল থিয়েটারে সমাগত দর্শকবৃন্দকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করিতেন।

বিহারিলাল সরকার—সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী। ১২৭২ সালে ২রা কার্ত্তিক হাওড়া আন্দুল গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উমাচরণ সরকার। আট বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া ইনি বহুবাজার গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়েন; পরে জেনারেল এসেম্‌ব্লি কলেজ হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। ইহার পর এফ.এ পর্য্যন্ত পড়িয়া প্রথমে কলিকাতা প্রেসে কার্য্যপরিদর্শকের কাজ করেন। অতঃপর বঙ্গবাসী আফিসে প্রবিষ্ট হন এবং এইখানে অন্যূন ২৫ বৎসর বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্য করিতেছেন। ইঁহা রচিত শকুন্তলা তত্ত্ব, ইংরাজের জয়, বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত, তিতুমীর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থে ইঁহার অনুসন্ধিৎসা সমালোচনা-শক্তি, ইতিহাস ও সাহিত্যে গভীর জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজের জয় গ্রন্থে ইনি যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অন্ধকূপহত্যা নামক ঘটনা আদৌ হয় নাই। ইঁহার রচিত গানে কবিত্বশক্তির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার রচিত তিনখানি সঙ্কীর্ত্তন কলিকাতা দর্জ্জিপাড়ায় সুহৃদ্ সঙ্কীর্ত্তনসমিতি কর্ত্তৃক অতি প্রশংসার সহিত গীত হইয়াছিল। ইঁহার অনেকগুলি গীত ইঁহারই সঙ্কলিত "গান" নামক পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইদানীং ইনি সঙ্গীতবিদ্যারও অনুশীলন করিতেছেন। ইঁহার রচনা যেমন সরস, তেমনই উচ্চভাবপূর্ণ। এরূপ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ইঁহার মত ভাব প্রকাশ করিতে অতি অল্পসংখ্যক লেখকই পারেন। এজন্য সাধারণে ইঁহার রচনাকে সমাদরের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কেবল রচনার জন্য নহে, বক্তৃতাতেও ইনি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। সুমধুর বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিবার ইঁহার বিলক্ষণ শক্তি আছে। ইনি অনেক সভায় স্বরচিত সঙ্গীত সুরসহযোগে গান করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। ইঁহার রচিত গানগুলি যেমন কবিত্বপূর্ণ, তেমনই সরস, সহজবোধ্য ও সুমধুর। ইনি একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। কার্য্যতঃ হিন্দুধর্ম্মে ইঁহার প্রগাঢ় আস্থা দৃষ্ট হয়। নব্য সমাজসংস্কারকদিগের হস্ত হইতে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষার জন্য ইনি প্রাণপণে পরিশ্রম ও লেখনী সঞ্চালন করিয়া থাকেন। ফলতঃ ইঁহার ন্যায় একাধারে অধ্যবসায়শীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সুলেখক, সুকবি, সুবক্তা, ধর্ম্মপরায়ণ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। বয়োহধিকাবশতঃ ক্ষমতার হ্রাস হইলেও এখনও ইনি যুবজনোচিত উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

বিহারী—(বিহারিন্)। ভ্রমণকারী; বিহারকারী। বি—হৃ (হরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বিহারিণী।

বিহিত—১। অনুষ্ঠিত; বিধিবোধিত, বিধেয়, উচিত; দত্ত; কথিত। বি—ধা (ধারণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিধান, বিধি। ২। বিধান। বি—ধা+ক্ত ভা। সং; স্ত্রী।

বিহিত্রিম—বিধান দ্বারা সম্পন্ন। বি—ধা (ধারণ করা)+ত্রিমক্ ক। বিণ; ত্রি।

বিহীন—অভাববিশিষ্ট; ত্যক্ত; বিরহিত। বি—হা (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বিহৃত—স্ত্রীলোকদিগের বিহারবিশেষ। বি—হৃ (হরণ করা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বিহৃতি—বিহার; বিস্তার; উদ্ঘাটন; বলাৎকার; অপনয়ন। বি—হৃ (হরণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বিহ্বল—বিব্রত; বিবশ; শোকভয়াদি দ্বারা অভিভূত; অচেতন। বি—হ্বল (চালিত করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বিহ্বলতা।

বিহ্বলতা—বিবশতা, অবসন্নতা; জড়তা। বিহ্বল দেখ; বিহ্বল+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বিহ্বলা—বিহ্বল দেখ। বিহ্বল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বীকাশ—প্রকাশ; গোপন। বি—কাশ+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

বীক্ষণ—নিরীক্ষণ; দর্শন। বি—ঈক্ষ (দেখা) +অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে বীক্ষিত।

বীক্ষণীয়—দর্শনীয়। বি—ঈক্ষ (দেখা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বীক্ষিত—নিরীক্ষিত; দৃষ্ট। বি—ঈক্ষ (দেখা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বীক্ষণ।

বীক্ষ্য—১। দর্শনীয়। বি—ঈক্ষ (দেখা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। ঘোটক; নর্ত্তক। সং; পু। ৩। বিস্ময়। সং; ক্লী।

বীঙ্খা—নৃত্য; অশ্বের গতিবিশেষ; গমন; সন্ধি। বি—ইন্খ (গমন করা)+ঙ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী

বীচি—তরঙ্গ, ঢেউ; দীপ্তি; অবকাশ; অল্প; সুখ। বে (বয়ন করা)+ডীচি র্ম্ম। সং; পু ও স্ত্রী।

বীচিতরঙ্গ ন্যায়—ন্যায়বিশেষ। ন্যায় দেখ।

বীচিভঙ্গ—তরঙ্গভঙ্গ, ঢেউ উঠা। ৬তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

বীচিমালা—তরঙ্গশ্রেণী; রশ্মিজাল। ৬তৎ।

বীচিমালী—(বীচিমালিন্)। সূর্য্য; সমুদ্র। বীচিমালা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

বীচিবিক্ষুব্ধ—তরঙ্গ-চঞ্চল, ঢেউ হেতু কম্পমান। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

বীচিবিক্ষেপ—তরঙ্গবিস্তার, ঢেউএর প্রসারণ। ৬তৎ। সং; পু।

বীচিশ্রেণী—বীচিমালা, তরঙ্গসমূহ, সারি সারি ঢেউ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বীচী—বীচি। বীচি দেখ। সং; স্ত্রী।

বীজ—কারণ; শস্যাদির কণ, বীচি; অঙ্কুর;

শুক্র ; মূল ; মন্ত্র ; অব্যক্ত গণিত। বি—জন (জন্মা)+ড অণ্। সং ; ক্লী।

বীজকোষ—বীজের আধার, পুষ্পের যে অংশে বীজ থাকে। ৬তৎ। সং ; পু।

বীজগণিত—অব্যক্ত গণিত, যে অঙ্কবিদ্যায় স্পষ্ট সংখ্যার পরিবর্ত্তে অব্যক্ত অক্ষরসমূহ ব্যবহৃত হয় (Algebra)। কর্ম্মধা সং ; ক্লী।

বীজন—১। ব্যজন, পাখা প্রভৃতি দ্বারা বাতাস-করণ। বীজ (বাতাস করা)+অনট্ ভা। ২। ব্যজন-সাধন, পাখা চামর প্রভৃতি। বীজ+অনট্ ণ। সং ; ক্লী। [পু।

বীজপুর—এক প্রকার লেবু; টাবা লেবু। সং ;

বীজবপন—বীজ বোনা, বিচি ছড়ান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বীজাকৃত—বীজবপনানন্তর কর্ষিত। বীজের সহিত কৃত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বীজাঙ্কুর ন্যায়—ন্যায়বিশেষ। ন্যায় দেখ।

বীজিত—কৃত-ব্যজন, যাহাকে বাতাস করা হইয়াছে এরূপ। বীজ (ব্যজন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে বীজন।

বীজী—(বীজিন্) ১। বীজশালী। বীজ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। ২। পিতা ; মূল-পুরুষ। সং ; পু।

বীজ্য—১। বীজনীয়, ব্যজন-যোগ্য। বীজ (ব্যজন করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। ২। কুলোৎপন্ন, বংশোদ্ভব। বীজ+য্য জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

বীটি, বীটী, বীটিকা—সজ্জিত তাম্বুল, পানের বীড়ি বা খিলি। বি—ইট (গমন করা)+ই ক, ৩য় পক্ষে উভ্যুত্তরে কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বীণা—সপ্ততন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, বিপঞ্চী, বীণ্ [এই যন্ত্র এ দেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ; ইহা সরস্বতীর প্রিয় যন্ত্র, এই জন্যই তাঁহার এক নাম 'বীণা-পাণি' ; দেবর্ষি নারদ এই যন্ত্র বাজাইয়া হরিগুণগান করিতেন। পূর্ব্বে তন্ত্রীযুক্ত বাদ্য-যন্ত্রমাত্রেই সাধারণতঃ বীণা নামে অভিহিত হইত, পরে তাহার আকার-প্রকার-ভেদে নাম নির্দ্দিষ্ট হইত। বীণা অনেক প্রকারের আছে। যথা—মহতী বীণা (দেবর্ষি নারদ ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা ও বাদক, ইহাই সাধারণতঃ বীণ নামে অভিহিত), কচ্ছপী বীণা (সরস্বতী এই বীণা বাজাইতেন), ত্রিতন্ত্রী বীণা, কিন্নরী বীণা, রঞ্জনী বীণা, রুদ্রবীণা, শারদীয় বীণা, স্বরশৃঙ্গার, সুরবাহার, বিপঞ্চী, নাদেশ্বর, ভরত, তুম্বুরুবীণা (তানপুরা), কাত্যায়নবীণা (কানুন), প্রসারণী বীণা, স্বরবীণা, শ্রুতিবীণা, পিনাকী (ইহা শিব কর্ত্তৃক সৃষ্ট) ; বিদ্যুৎ। বী (ব্যাপ্ত হওয়া)+নক্ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বীণাধ্বনি—বীণার শব্দ। ৬তৎ। সং ; পু।

বীণানিন্দিত—বীণালাঞ্ছিত, বীণার শব্দ অপেক্ষা মনোহর। ২তৎ বা বহু। বিণ ; ত্রি।

বীণাপাণি—বাগ্দেবী, সরস্বতী। বীণা আছে পাণিতে (হস্তে) যাঁহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

বীণাযন্ত্র—বীণা নামক বাদ্যযন্ত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বীণারব—বীণাধ্বনি। ৬তৎ। সং ; পু।

বীণাবতী—সরস্বতী ; অপ্সরোবিশেষ। বীণা+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বীণাবিনিন্দিত—বীণানিন্দিত। ২তৎ। অথবা বীণা (বীণাধ্বনি) বিনিন্দিত হইয়াছে যৎ-কর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

বীত—১। বিগত ; অতীত ; অপগত ; নিবৃত্ত ; মুক্ত ; ত্যক্ত। বি—ই (গমন করা)+ক্ত ক। ২। ব্যাপ্ত। বী (ব্যাপা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ৩। অকর্ম্মণ্য হস্তী অশ্ব ও সৈন্য। বী+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

বীতংস—মৃগপক্ষীর বন্ধনোপকরণ, জাল ফাঁদ প্রভৃতি। বি—তন্‌স (অলঙ্কৃত করা)+অল্ ণ। সং ; পু।

বীতনিদ্র—নিদ্রারহিত, জাগরূক। বীত (বিগত) হইয়াছে নিদ্রা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বীতভয়—১। নির্ভয়, নিঃশঙ্ক। বীত (বিগত) হইয়াছে ভয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। সং ; পু।

বীতরাগ—আসক্তিশূন্য, নিস্পৃহ। বীত (বিগত) হইয়াছে রাগ (আসক্তি) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

বীতশোক—১। বিগত-শোক। বীত (বিগত) হইয়াছে শোক যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। অশোকবৃক্ষ। সং ; পু।

বীতশ্রদ্ধ—শ্রদ্ধাহীন, অবিশ্বাসী, ভক্তিশূন্য। বহু। বিণ ; ত্রি। [বহু। বিণ ; ত্রি।

বীতস্পৃহ—স্পৃহারহিত, আকাঙ্ক্ষাশূন্য, নিস্পৃহ।

বীতহব্য—হৈহয়রাজ। শতপুত্রের সহায়তায় ইনি দিবোদাসকে পরাস্ত করিয়া বারাণসী অধিকার করেন। পরে দিবোদাস-তনয় প্রতর্দ্দন ইঁহার শত পুত্রের প্রাণসংহার করিয়া ইঁহার নাশে উদ্যত হইলে ইনি ভরদ্বাজের আশ্রমে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। অনন্তর মুনিবরের কৃপায় ইনি বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

বীতি—গতি ; নিবৃত্তি ; মুক্তি ; দীপ্তি ; ধারণ ; ভোজন ; পরিষ্করণ ; পশুপ্রেরণ। বি—ই (গমন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে বীত।

বীতি-হোত্র—অগ্নি ; সূর্য্য। সং ; পু।

বীথি, বীথী, বীথিকা—শ্রেণী ; দুই পার্শ্বে বৃক্ষ-শ্রেণীযুক্ত পথ ; পথ ; দৃশ্যকাব্যবিশেষ। বিথ (যাচ্ঞা করা)+ই র্ম্ম, ৩য় পক্ষে উভ্যুত্তরে কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বীথিকা—বীথি দেখ।

বীধ্র—১। নির্ম্মল, বিমল। বি—ইন্ধ (দীপ্তি পাওয়া)+রক্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। অগ্নি ; বায়ু ; আকাশ। সং ; ক্লী।

বীনাহ—বিনাহ দেখ।

বীপ্সা—যুগপৎ ব্যাপ্তীচ্ছা, এক সময়ে ব্যাপিয়া থাকিবার ইচ্ছা। বি—সনন্ত আপ+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বীর—১। উশীর, বেণা। অজ (গমন করা)+র ক। সং ; ক্লী। ২। শূর, শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ। বীর (বিক্রম প্রকাশ করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ৩। কাব্য-রসবিশেষ [কাব্যরস দেখ] ; কুলাচার বিশেষ। সং ; পু।

বীরকুঞ্জর—বীরশ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ শূর। বীর কুঞ্জর প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং ; পু।

বীরকুলগর্ব্ব—বীরগণের অহঙ্কারস্বরূপ, শূরশ্রেষ্ঠ। বীরের কুল, তাহার গর্ব্ব, ২বার ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

বীরকুলর্ষভ—বীরকুলশ্রেষ্ঠ, শূরগণের মধ্যে প্রধান। বীরের কুল, ৬তৎ, তাহার মধ্যে ঋষভ (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। সং ; পু।

বীরকেশরী—বীরসিংহ, শূরশ্রেষ্ঠ। বীর কেশরী প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং ; পু।

বীরগতি—বীরের গমন, শৌর্য্যসূচক গমন ; যুদ্ধে মৃত্যু। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

বীরগর্ব্ব—বীরের দম্ভ, বীরের অহঙ্কার। ৬তৎ।

বীরচূড়ামণি—বীরশ্রেষ্ঠ, শূরগণের শিরোভূষণ সদৃশ। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

বীরজননী—বীরপ্রসবিনী, বীরপুত্রের মাতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বীরণ—উশীর বৃক্ষ, বেণাগাছ। বি শব্দ (পক্ষী)—ঈর (গমন)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

বীরতর—১। বীরশ্রেষ্ঠ ; শর, বাণ। বীর শব্দ+তর। সং ; পু। ২। উশীর, বেণা। সং ; ক্লী।

বীরত্ব—শূরত্ব, বীর্য্যবত্তা ; শ্রেষ্ঠত্ব। বীর দেখ ; বীর+ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী।

বীরত্বব্যঞ্জক—শৌর্য্যসূচক, বীর্য্যবত্তার জ্ঞাপক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

বীরদর্প—বীরের গর্ব্ব, শূরের দম্ভ। ৬তৎ।

বীরনারী—বীর্য্যশালিনী রমণী। বীরা যে নারী, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

বীরপঞ্চমী—ব্রতবিশেষ। এই ব্রত করিলে বীর-পুত্রলাভ হয়।

বীরপুত্র—বীর্য্যশালী তনয়। কর্ম্মধা। সং ; পু।

বীরপুত্রধাত্রী—বীরতনয়জননী ; বীর্য্যশালী সন্তানপ্রসবিনী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বীরপ্রসবিনী—বীর্য্যশালী সন্তানপ্রসবকারিণী, বীরজননী। ৬তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

বীরপ্রসূ—শূর-প্রসবিনী, বীর-জননী। ৬তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

বীরবল—ইঁহার পূর্ব্ব নাম মহেশ দাস। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কোন পল্লী ইঁহার জন্মস্থান। ইনি অতিশয় কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। দিল্লীশ্বর আকবর ইঁহার কবিত্বশক্তি ও সঙ্গীতনৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া 'কবিরায়' উপাধি প্রদানপূর্ব্বক ইঁহাকে নিজ সভামধ্যে স্থান দান করেন। পরে ইঁহাকে রাজা উপাধি দিয়া জায়গীর প্রদান করেন, এবং সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া দেন। এই সময়ে ইনি বীরবল নামে আখ্যাত হন। কবি বীরবল এক্ষণে সেনাপতি হইয়া অতি বিচক্ষণতা সহকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ইনি সাতিশয় কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। কোন স্থানে গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে সম্রাট্ অনেক সময়ে বীরবলকেই সেই কার্য্যে নিয়োগ করিতেন। ইনিও সাহস, ক্ষমতা ও তেজস্বিতার প্রভাবে অনেক স্থলেই কৃতকার্য্য হইতেন। ১৫৮৬ খ্রীঃ আফগানেরা সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে কাবুলের সেনাপতি জৈন খাঁ সম্রাটের নিকট সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজা বীরবল ঐ সাহায্যকারী সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া কাবুলে গমন করেন। এই যুদ্ধে সম্রাটের পরাজয় হয়। আফগানেরা পার্ব্বত্যপ্রদেশের চারিদিক্ হইতে সম্রাটের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে; এবং বীরবল ও জৈন খাঁ পশ্চাতে হটিয়া আসিয়া আর এক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেন। আফগানেরা রাত্রিকালে ঐ শিবির আক্রমণ করিয়া অনেককে হত্যা করে। এই সঙ্গে বীরবলও নিহত হন (১৫৯০ খ্রীঃ)। সম্রাট্ আকবর ইঁহার মৃত্যুসংবাদে সাতিশয় শোকাতুর হইয়াছিলেন।

বীরবাহু—রাবণের পুত্র; বিষ্ণু। সং; পু।

বীরভদ্র—১। বীরশ্রেষ্ঠ; জনৈক রুদ্র; অশ্বমেধীয় অশ্ব; শিবের অনুচর [দক্ষযজ্ঞে সতী পতি-নিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিলে মহেশ্বর তৎ-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধভরে স্বীয় জটা ছিন্ন করেন; তাহাতেই বীরভদ্রের উদ্ভব হয়। পরে ইনি শিবাদেশে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন]। বীরগণের মধ্যে ভদ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। সং; পু। [স্ত্রী।

বীরভার্য্যা—শূরপত্নী, বীরজায়া। ৬তৎ। সং;

বীররস—কাব্যরস দেখ।

বীরবর—বীরশ্রেষ্ঠ; প্রধান বীর। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

বীরবিপ্লাবক—শূদ্রদত্ত দ্রব্যাদি দ্বারা যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ। বীর শব্দ (যজ্ঞাগ্নি)—বি—প্লু+ণক ক। সং; পু।

বীরব্রত—বীরের সঙ্কল্প, শূরের আচরণীয় বিধি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বীরশ্রেষ্ঠ—প্রধান বীর। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

বীরসিংহ—বীরশ্রেষ্ঠ, বীরকেশরী। বীর সিংহ-প্রায়, উপমিত। সং; পু।

বীরসূ—শূর-প্রসবিনী, বীর-জননী। বীর শব্দ—সূ (প্রসব করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; স্ত্রী।

বীরসেন—নলরাজার পিতা। বীর হইয়াছে সেনা যাহার, বহু। সং; পু।

বীরা—পতিপুত্রবতী নারী; মদিরা। সং; স্ত্রী।

বীরাঙ্গনা—বীররমণী, বীর্য্যবতী নারী। বীরা যে অঙ্গনা (স্ত্রী), কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

বীরাচার—তন্ত্রোক্ত আচারবিশেষ। সং; পু।

বীরাশংসন—অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধভূমি। বীর শব্দ—আ—শন্স (হিংসা করা)+অনট্ অধি। সং; ক্লী।

বীরাসন—উপবেশনবিশেষ, দক্ষিণ পাদ বাম উরুর উপর ও বাম পাদ দক্ষিণ উরুর উপর সংস্থাপনপূর্ব্বক উপবেশন [আসন দেখ]। বীরের আসন (উপবেশন), ৬তৎ। সং; ক্লী।

বীরুৎ—(বীরুধ্), বীরুধা। লতা। বি—রুহ (উৎপন্ন হওয়া)+ক্বিপ্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং; স্ত্রী।

বীরেশ্বর—বীরশ্রেষ্ঠ; বীরভদ্র। বীরগণের মধ্যে ঈশ্বর (প্রধান), ৭তৎ। সং; পু।

বীর্য্য—শৌর্য্য; প্রভাব; সামর্থ্য; তেজঃ; শুক্র; রেতঃ। বীর+য্য ভাবে। সং; ক্লী।

বীর্য্যবতী—বীর্য্যবান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

বীর্য্যবত্তা—শৌর্য্যশালিতা, বীরত্ব। বীর্য্যবান্ দেখ; বীর্য্যবৎ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

বীর্য্যবান্—(বীর্য্যবৎ)। শৌর্য্যশালী, বীর। বীর্য্য শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বীর্য্যবতী।

বীর্য্যশালিনী—বীর্য্যশালী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

বীর্য্যশালী—(বীর্য্যশালিন্)। বীর্য্যবান্, বীর। বীর্য্য শব্দ+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বীর্য্যশালিনী।

বীবধ, বিবধ—১। পথ। বি—বধ+ঘঞ্ অধি। ২। ধান্যাদি প্রাপ্তি। বি—বধ (হনন করা)+ঘঞ্ ভা। ৩। ক্ষীরাদির ভার। বি—বধ+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

বীবর—জন্তুবিশেষ (Beaver)।

বীহার—বিহার দেখ।

বুষ, বুস—ভুঁড়া, তুষ, ভূষি। বুস (পৃথক্ করা)+ক কর্ম্ম। সং; ক্লী।

বৃংহন—১। বর্দ্ধন, পোষণ। বৃন্হ (বৃদ্ধি পাওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। বৃদ্ধিকারক, পোষক। বৃন্হ+অন ক। বিণ; ত্রি।

বৃংহিত—১। হস্তি-নাদ। বৃন্হ (শব্দ করা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। বর্দ্ধিত; পুষ্ট। বৃন্হ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

বৃক—জঠরাগ্নি; নেকড়ে বাঘ; কাক; শৃগাল; ক্ষত্রিয়। বৃক (গ্রহণ করা)+ক ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বৃকী।

বৃকদংশ—কুকুর। বৃককে দংশন করে যে, উপ; বৃক—দন্শ (কামড়ান)+অন্ ক। সং; পু। [সং; পু।

বৃকধূর্ত্ত—জম্বুক, শৃগাল। ধূর্ত্ত যে বৃক, কর্ম্মধা।

বৃকোদর—মধ্যম পাণ্ডব ভীম। বৃক (বৃক নামক অগ্নি) আছে উদরে যাহার, বহু। সং; পু। [র্ম্ম। বিৎ; ত্রি।

বৃক্ণ—খণ্ডিত, ছিন্ন। বৃশ্চ (ছেদন করা)+ক্ত

বৃক্ষ—পাদপ, গাছ। বৃক্ষ (বেষ্টন করা)+অন্ ক, অথবা বৃশ্চ (ছেদন করা)+সক্ র্ম্ম। সং; পু।

বৃক্ষক—ক্ষুদ্র বৃক্ষ; প্রিয় বৃক্ষ; বৃক্ষমাত্র। বৃক্ষ শব্দ+কণ্। সং; পু।

বৃক্ষচর—বানর। বৃক্ষে চরে যে, উপ; বৃক্ষ শব্দ—চর+অন্ ক। সং; পু।

বৃক্ষচ্ছায়—শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষের বহুল ছায়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বৃক্ষনাথ—বটবৃক্ষ। ৬তৎ বা ৭তৎ। সং; পু।

বৃক্ষপল্লব—বৃক্ষের পত্র; গাছের নূতন পাতা। ৬তৎ। সং; পু।

বৃক্ষভিৎ—অস্ত্রবিশেষ, বাইস্। বৃক্ষ শব্দ—ভিদ (ভেদ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; স্ত্রী।

বৃক্ষবাটিকা—নিকুঞ্জ; উপবন; বাগানবাড়ী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; ক্লী।

বৃক্ষাগ্র—বৃক্ষচূড়া, গাছের আগা। ৬তৎ।

বৃক্ষাগ্রভাগ—বৃক্ষের মস্তক দেশ, গাছের মাথা। ৬তৎ। সং; পু।

বৃক্ষাদন—বৃক্ষচ্ছেদক, কুঠার বাইশ প্রভৃতি। বৃক্ষ শব্দ—অদ (ভক্ষণ করা)+অন ক। সং; পু। [৬তৎ। সং; ক্লী।

বৃক্ষান্তরাল—বৃক্ষব্যবধান, গাছের আড়াল।

বৃক্ষাম্ল—তেঁতুল। বৃক্ষ জাত যে অম্ল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বৃক্ষারূঢ়—বৃক্ষে আরোহণকারী, যে গাছে উঠিয়াছে এরূপ। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বৃক্ষারূঢ়া।

বৃজিন—১। পাপ; ক্লেশ; দোষ। বৃজ (ত্যাগ করা)+ইন র্ম্ম। সং; ক্লী। ২। কুটিল। বিণ; ত্রি। ৩। কেশ। সং; পু।

বৃণ্বন্—(বৃণ্বৎ)। বরণশীল; গমনশীল; ব্যাপনশীল। বৃ (বরণ করা)+শতৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বৃণ্বতী।

বৃত—কর্ম্মকরণার্থ নিযুক্ত, যাহাকে বরণ করা হইয়াছে এরূপ; আচ্ছাদিত; প্রার্থিত। বৃ (বরণ করা ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে বরণ, বৃতি।

বৃতি—১। বেষ্টন, বেড়া। বৃ (ঘেরা)+ক্তি ণ। ২। বরণ; নিয়োগ। বৃ (বরণ করা) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

বৃত্ত—১। বর্ত্তুল, গোলাকার; উদ্ভূত, জাত; ঘটিত; অতীত; দৃঢ়; মৃত। বৃত (থাকা, ইত্যাদি)+ক্ত ক। ২। নিযুক্ত; অধীত; আচ্ছাদিত; অভ্যস্ত; অপ্রতিহত। বৃত +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ৩। অক্ষরসংখ্যাত ছন্দঃ; অনুষ্ঠান; চেষ্টিত; চরিত্র। বৃত+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

বৃত্তপুষ্প—কদম্ব; শিরীষ; বাণীর। বৃত্ত (গোলাকার) হইয়াছে পুষ্প যাহার, বহু। সং; পু।

বৃত্তস্থ—চরিত্রবান্, সচ্চরিত্র। বৃত্ত শব্দ (চরিত্র)—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

বৃত্তান্ত—বার্ত্তা; অবসর; প্রস্তাব; বিবরণ; কাৎর্স্ন্য; প্রকার। বৃত্ত (জাত) হয় অন্ত যদ্দারা, বহু। সং; পু।

বৃত্তি—১। স্থিতি; ব্যাপার; প্রবৃত্তি; জীবন; ভোজন; ব্যবহার; মনোবৃত্তি; স্বভাব; ব্যাখ্যান; বর্ণরচনা; আকারান্তর প্রাপ্তি; নাটকের ক্রিয়াবিশেষ। বৃত (থাকা, ইত্যাদি)+ক্তি ভা। ২। ব্যবসায়; জীবিকা। বৃত+ক্তি ণ। ৩। অক্ষর-সংখ্যাত ছন্দঃ। বৃত+ক্তি র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

বৃত্র—১। শত্রু; মেঘ; অন্ধকার; শব্দ; পর্ব্বতবিশেষ। বৃত (থাকা, ইত্যাদি)+রক্ ক। সং; পু। ২। জনৈক অসুর। শিবের বরে সমরে অজেয়ত্ব লাভ করিয়া এই অসুর স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে এবং সুরগণকে পর্য্যুদস্ত করিয়া সুরলোকে অসুর-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে তিনি উপদেশ দেন যে, দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিলে অসুর সেই অস্ত্রে বিনষ্ট হইবে। অতঃপর দেবরাজ দধীচির নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে পরহিতার্থে আত্মজীবন দান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার অস্থিতে বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিলে সুরপতি তদ্দারা বৃত্রের প্রাণসংহার করিলেন। সুবিখ্যাত ভক্ত গয়াসুর এই বৃত্রের পুত্র।

বৃত্রদ্বিট্—(বৃত্রদ্বিষ্)। দেবরাজ, ইন্দ্র। বৃত্র শব্দ—দ্বিষ (দ্বেষ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

বৃত্রহা—(বৃত্রহন্)। বৃত্রঘ্ন, ইন্দ্র। বৃত্র শব্দ—হন (বধ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

বৃত্রারি—ইন্দ্র। বৃত্রের অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু। [র্ম্ম। ব্য।

বৃথা—নিষ্ফল; অর্থহীন, নিরর্থক। বৃ+থাচ্

বৃদ্ধ—বৃদ্ধিযুক্ত; প্রাচীন, বুড়া; জ্যেষ্ঠ; গোত্র; পণ্ডিত। বৃধ (বাড়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বৃদ্ধা। [সং; ক্লী

বৃদ্ধত্ব—প্রাচীনত্ব বার্দ্ধক্য। বৃদ্ধ+ত্ব ভাবে।

বৃদ্ধ-প্রপিতামহ—প্রপিতামহের পিতা, পিতার প্রপিতামহ। কর্ম্মধা। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বৃদ্ধ-প্রপিতামহী।

বৃদ্ধ-প্রপিতামহী—প্রপিতামহের মাতা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে বৃদ্ধ-প্রপিতামহ।

বৃদ্ধ-প্রমাতামহ—প্রমাতামহের পিতা। কর্ম্মধা। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বৃদ্ধ-প্রমাতামহী।

বৃদ্ধ-প্রমাতামহী—প্রমাতামহের মাতা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে বৃদ্ধ-প্রমাতামহ।

বৃদ্ধভাব—বৃদ্ধত্ব, বার্দ্ধক্য। ৬তৎ। সং; পু।

বৃদ্ধশ্রবাঃ—(বৃদ্ধশ্রবস্)। বাসব, ইন্দ্র। বৃদ্ধ হইয়াছে শ্রবঃ (প্রসিদ্ধি) যাহার, বহু। সং; পু।

বৃদ্ধি—বাড়া; অভ্যুদয়, উন্নতি; বিস্তার; সম্পত্তি; আধিক্য; সুদ; যোগবিশেষ; ব্যাকরণে—স্থলবিশেষে অ স্থানে আ, ই ঈ এ ঐ স্থানে ঐ, উ ঊ ও ঔ স্থানে ঔ, ঋ ৠ স্থানে আর্, এবং ঌ স্থানে আল্ হওয়াকে বৃদ্ধি বলে। বৃধ (বাড়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে বৃদ্ধ।

বৃদ্ধিজীবী—(বৃদ্ধিজীবিন্)। কুসিদ-ব্যবসায়ী, সুদখোর। বৃদ্ধি দ্বারা জীবন ধারণ করে যে, উপ; বৃদ্ধি (সুদঃ)—জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বৃদ্ধিজীবিনী।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ [নান্দীমুখ দেখ]। বৃদ্ধির নিমিত্ত যে শ্রাদ্ধ, ৪তৎ। সং; ক্লী।

বৃদ্ধোক্ষ—জরদ্গব, বুড়া ষাঁড়। বৃদ্ধ যে উক্ষা (ষাঁড়), কর্ম্মধা। সং; পু।

বৃদ্ধ্যাজীব—বার্দ্ধুষিক, কুসীদজীবী। বৃদ্ধি (সুদ) হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

বৃন্ত—ফলপুষ্পাদির বোঁটা; চুচুক, স্তনের বোঁটা; ঘটী-ধারা। বৃ (আবরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। সং; ক্লী ও পু।

বৃন্তচ্যুত—বৃন্ত হইতে স্খলিত, বোঁটা হইতে পতিত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

বৃন্তাক—বার্ত্তাকু, বেগুন। বৃন্ত শব্দ—অক+অ। সং; পু ও স্ত্রী।

বৃন্দ—১। সমূহ। বৃণ (প্রীত করা)+দ ক। সং; ক্লী। ২। সংখ্যাবিশেষ, দশ অর্ব্বুদ। সং; ক্লী ও পু।

বৃন্দা—রাধা, রাধিকা; রাধার অন্যতমা সখী; তুলসী। বৃণ (প্রীত করা)+দ ক +আপ্। সং; স্ত্রী।

২। অসুররাজ জলন্ধরের ভার্য্যা, কালনেমির কন্যা। ইনি সাতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন। জলন্ধর বাসবপ্রমুখ দেবগণকে পরাস্ত করিয়া সুর-রাজ্য অধিকার করিলে সুরগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। স্বয়ং শিব সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে বৃন্দা পতির মঙ্গল-কামনায় বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্তা হইলেন। তাহাতে শিবও অসুরের প্রাণনাশ করিতে পারিলেন না। তখন দেবগণ বিষ্ণুর শরণাগত হইলে তিনি জলন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া বৃন্দার সমীপবর্ত্তী হইলে সতীর তপোভঙ্গ হইল। অনন্তর জলন্ধরও বিনষ্ট হইল। অতঃপর বৃন্দা সমস্ত জানিতে পারিয়া বিষ্ণুকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে বিষ্ণু ইঁহাকে পতির অনুগমন করিতে পরামর্শ দিয়া বলিলেন, 'তোমার চিতাভস্মে তুলসী, অশ্বত্থ প্রভৃতি পবিত্র পাদপ উৎপন্ন হইয়া সেগুলি মানবের পূজনীয় হইবে।'

বৃন্দার—প্রীতিকর; মনোহর; প্রসিদ্ধ, যশস্বী। বৃন্দ শব্দ+আর। বিণ; ত্রি।

বৃন্দারক—১। দলপতি; দেবতা। বৃন্দ শব্দ (সমূহ)+আর+কণ্। সং; পু। ২। সুন্দর; শ্রেষ্ঠ। বিণ; ত্রি।

বৃন্দাবন—মথুরা-সমীপস্থ বনবিশেষ, পরে ইহা একটি সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে বাল্যকালে বাল্যক্রীড়াচ্ছলে অনেকানেক অদ্ভুত অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহা বৈষ্ণবদিগের একটি পরম পবিত্র তীর্থ ও মুক্তি-ক্ষেত্র। বৃন্দার (রাধার) বন (ক্রীড়া-কানন), ৬তৎ। সং; ক্লী।

বৃন্দাবনেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবনের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পু। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

বৃন্দাবনেশ্বরী—শ্রীমতী রাধা। বৃন্দাবনের ঈশ্বরী,

বৃন্দিষ্ঠ—অতিশ্রেষ্ঠ; অতিসুন্দর। বৃন্দারক শব্দ +ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ; ত্রি।

বৃশ্চিক—বিছা, বিচ্ছু; শুঁয়াপোকা; গুবরে পোকা; অগ্রহায়ণ মাস; অষ্টম রাশি। বৃশ্চ (ছেদন করা)+কিকন্ ক। সং; পু।

বৃশ্চিকদংশন—বিছার কামড়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বৃশ্চিকালী—বিছুটী গাছ। সং; স্ত্রী।

বৃষ—১। ষণ্ড, ষাঁড় ইন্দ্র; কর্ণরাজ; ধর্ম্ম; দ্বিতীয় রাশি; পুরুষবিশেষ, শুক্রল পুরুষ; বলবান্ পুরুষ; শ্রীকৃষ্ণ; কন্দর্প; মূষিক; (অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। বৃষ (প্রজনন করা, ইত্যাদি)+ক ক। ২। শুক্র; জল। বৃষ+ক র্ম্ম। সং; পু।

বৃষকেতু—অঙ্গরাজ কর্ণের (দাতাকর্ণের) পুত্র। কথিত আছে যে, কর্ণের দাতৃত্ব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একদা শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বৃষকেতুর মাংস দ্বারা একাদশীর পারণা করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। কর্ণ অকুণ্ঠিতচিত্তে বিপ্রের বাসনানুরূপ সমস্ত

কার্য্যের অনুষ্ঠান করায় কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া বৃষকেতুর পুনর্জীবন দান করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে কর্ণ নিহত হইলে যুদ্ধান্তে বৃষকেতু পাণ্ডবগণের আশ্রয়াথী হইয়া ভ্রাতৃতনয় জ্ঞানে পরম সমাদরে গৃহীত হন। ইনি নিজেও একজন বীরপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। [অন ক। সং ; পু।

বৃষণ—মুষ্ক, অণ্ডকোষ। বৃষ (বর্ষণ করা)+

বৃষদংশক—মার্জ্জার, বিড়াল। বৃষের (মুষিকের) দংশক, ৬তৎ। সং ; পু।

বৃষধ্বজ—শিব ; গণেশ ; ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। বৃষ (ষণ্ড, মুষিক, ধর্ম্ম) হইয়াছে ধ্বজ (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং ; পু।

বৃষপর্ব্বা—(বৃষপর্ব্বন্)। শিব ; দৈত্যবিশেষ। বৃষ হইয়াছে পর্ব্ব যাহার, বহু। সং ; পু।

বৃষভ—বৃষ, ষণ্ড ; (অন্ত শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। বৃষ (প্রজনন করা)+অভক্ ক। সং ; পু।

বৃষভধ্বজ—শিব। বৃষভ হইয়াছে ধ্বজ (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

বৃষভানু—রাধিকার পিতা। সং ; পু।

বৃষল—১। শূদ্র; রাজা চন্দ্রগুপ্ত ; অশ্ব ; গাজর। বৃষ (বর্ষণ করা ইত্যাদি)+কল ক। সং ; পু। ২। অধার্ম্মিক, পাপী। বৃষ শব্দ—লা (গ্রহণ করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

বৃষলী—শূদ্রা ; অনূঢ়া ঋতুমতী কন্যা। বৃষল শব্দ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বৃষলীপতি—শূদ্রাপতি ; রজস্বলা কন্যা বিবাহকারী। ৬তৎ। সং ; পু।

বৃষলোচন—মুষিক, ইঁদুর। বৃষের ন্যায় লোচন (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। সং ; পু।

বৃষবাহন—শিব, মহাদেব। বৃষ হইয়াছে বাহন যাঁহার, বহু। সং ; পু।

বৃষবিবাহ—বৃষোৎসর্গ। বৃষের বিবাহ হয় যাহাতে, বহু। সং ; পু।

বৃষস্কন্ধ—১। উন্নতাংস, পীবর স্কন্ধবিশিষ্ট। বৃষের স্কন্ধের ন্যায় স্কন্ধ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। বৃষের কাঁধ। ৬তৎ। সং ; পু।

বৃষস্যন্তী—অতি কামুকী নারী ; বৃষার্থিনী গবী। বৃষ শব্দ+ক্য ইচ্ছার্থে—বৃষস্য (নামধাতু), তদুত্তরে শতৃ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বৃষা—(বৃষন্)। বৃষ, ষণ্ড ; কর্ণ ; ইন্দ্র ; অশ্ব ; দুঃখ। বৃষ (বর্ষণ করা ইত্যাদি)+কনিপ্ ক। সং ; পু।

বৃষাকপায়ী—কমলা, লক্ষ্মী ; গৌরী ; পার্ব্বতী ; স্বাহা ; শচী। বৃষাকপি শব্দ+ঈপ্ পত্নী অর্থে। সং ; স্ত্রী।

বৃষাকপি—শিব ; বিষ্ণু ; অগ্নি ; ইন্দ্র। বৃষ শব্দ (ধর্ম্ম)—নঞ্ (অ)—কম্প (কাঁপা)+কি ক। সং ; পু।

বৃষাঙ্ক—শিব ; ধার্ম্মিক ব্যক্তি। বৃষ হইয়াছে অঙ্ক (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

বৃষি বৃষী—ব্রতীদিগের উপবেশনার্থ এক প্রকার কুশাসন। ব্রুবৎ শব্দ—সদ (অবসন্ন হওয়া)+ডি অধি, অথবা বৃষ+ই র্ম্ম, পক্ষে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বৃষোৎসর্গ—বৃষের ত্যাগরূপ শ্রাদ্ধবিশেষ। বৃষের উৎসর্গ হয় যাহাতে, বহু। সং ; পু।

বৃষ্ট—১। বর্ষণকারী। বৃষ (বর্ষণ করা)+ক্ত ক। ২। সিক্ত। বৃষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বৃষ্টি—১। বর্ষণ, মেঘ হইতে জলের পতন। বৃষ (বৃষ্টি পড়া)+ক্তি ভা। ২। বৃষ্ট জল, মেঘ হইতে পতিত জল। বৃষ+ক্তি র্ম্ম। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে বৃষ্ট।

মেঘারম্ভ হইলে, উহার সন্নিহিত বায়ুমণ্ডলের ঘনীভূত বাষ্পরাশি যৎকালে উহার সহিত মিলিত হইয়া ক্রমশঃ উহার আয়তন ও ভার বর্দ্ধিত করে, তখনই বৃষ্টি পড়িবার সম্ভাবনা। যে অতি সূক্ষ্ম জলকণা-সমষ্টির যোগে মেঘ উৎপন্ন হয়, সেগুলি পতনকালে পরস্পরের সংযোগে উত্তরোত্তর বৃহদায়তন ও ভারী হইয়া বারিবিন্দুর আকারে ভূতলে পতিত হয়। পৃথিবীর সকল অংশে সমপরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় না। যে সকল স্থানে একই মেঘবায়ু প্রবাহিত হয়, তন্মধ্যে যে স্থান সাগরতল অপেক্ষা যত উন্নত, তথায় তত অধিক, এবং যে সকল স্থান সমুদ্র হইতে যত অধিক দূরবর্ত্তী, তথায় তত অল্প বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। [৬তৎ। সং ; পু।

বৃষ্টিপাত—বৃষ্টিপতন, মেঘ হইতে জল পড়া।

বৃষ্টিবিন্দু—মেঘ হইতে পতিত জলের ফোঁটা। ৬তৎ। সং ; পু।

বৃষ্টিস্নাত—বৃষ্টির জলে অভিষিক্ত, মেঘপতিত জলে আর্দ্র। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বৃষ্ণি—যাদববিশেষ ; যদুবংশ। শ্রীকৃষ্ণ ; জ্যোতিঃ ; অগ্নি ; ইন্দ্র ; মেঘ ; গো। বৃষ (বর্ষণ করা ইত্যাদি)+নি ক। সং ; পু।

বৃষ্য—বীর্য্যকর ; বীর্য্যজনক। বৃষ শব্দ+ক্য অথবা বৃষ+ক্যপ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডল—চন্দ্রের বৃহৎ পরিবেশ, বড় চন্দ্রমণ্ডল। ২বার ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বৃহচ্ছল্ক—চিঙ্‌ড়ীমাছ। বৃহৎ (বড়) হইয়াছে শল্ক যাহার, বহু। সং ; পু।

বৃহৎ—১। বিপুল, বিশাল, মহৎ, বড়। বৃহ (বাড়া)+অৎ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বৃহতী। ২। বাক্য। সং ; ক্লী।

বৃহতিকা—বাক্য ; উত্তরীয় বস্ত্র। সং ; স্ত্রী।

বৃহতী—১। বিপুলা, মহতী। বৃহৎ দেখ ; বৃহৎ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বাক্য ; বিশ্বাবসুর বীণা ; উত্তরীয় বস্ত্র ; ছন্দোবিশেষ ; ক্ষুদ্র বার্ত্তাকী, ছোট গুল্‌গুলে বেগুন। সং ; স্ত্রী।

বৃহতীপতি—বাচস্পতি, বৃহস্পতি। বৃহতীর (বাক্যের) পতি, ৬তৎ। সং ; পু।

বৃহদ্বল—সূর্য্যবংশীয় জনৈক নরপতি। ভারতযুদ্ধে ইনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন এবং ত্রয়োদশ দিবসের সমরে অভিমন্যুর হস্তে নিপতিত হন। বৃহৎ হইয়াছে বল যাহার, বহু। সং ; পু।

বৃহদ্ভানু—সূর্য্য ; অগ্নি। বৃহৎ হইয়াছে ভানু (কিরণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

বৃহন্নল, বৃহন্নলা—ক্লীবরূপী অর্জ্জুন, অজ্ঞাতবাসের বৎসর অর্জ্জুন ক্লীবরূপে এই নাম ধারণ করিয়া বিরাট-রাজ-তনয়া উত্তরার নৃত্যগীতাদির শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

বৃহস্পতি—দেবগুরু ; গ্রহবিশেষ [নবগ্রহ দেখ]। বৃহতের (বাক্যের) পতি, ৬তৎ। সং ; পু।

বৃহস্পতি অঙ্গিরা ঋষির পুত্র। ইঁহার পত্নীর নাম তারা। চন্দ্র তারাকে হরণ করিলে ইনি অন্যান্য দেবগণের সহায়তায় চন্দ্রের বিরুদ্ধে সমরের আয়োজন করেন। এদিকে চন্দ্রও দৈত্যগণের সহায়তায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। এমন সময়ে ব্রহ্মা চন্দ্রের নিকট হইতে তারাকে আনিয়া ইঁহাকে অর্পণ করিলেন,—যুদ্ধ স্থগিত হইল। ইনি তারাকে নিষ্কলঙ্কা জানিয়া পুনর্গ্রহণ করিলেন। কচ ও ভরদ্বাজ ইঁহার পুত্র। ইনি দেবতাদিগের গুরু ও মন্ত্রী। ইঁহার মন্ত্রণায় দেবগণ অনেক সময় শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পান। ইঁহার পরামর্শবলে শচীদেবী একদা নহুষ রাজার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

বেগ—মূর্ত্তপদার্থে উৎপন্ন শীঘ্রতারূপ সংস্কারবিশেষ ; ত্বরা ; মলমূত্রাদি নিঃসারণপ্রবৃত্তি ; আনন্দ ; শুক্র ; প্রবাহ। বিজ (পৃথক্ করা, ইত্যাদি)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বেগগামী—(বেগগামিন্)। বেগে গমনকারী, অতিক্রতগামী। বেগ শব্দ—গম (গমন করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বেগগামিনী।

বেগবতী—বেগবান্ দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

বেগবান্—(বেগবৎ), বেগী (বেগিন্)। বেগবিশিষ্ট ; ত্বরান্বিত। বেগ শব্দ+বতু, ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বেগবতী, বেগিনী।

বেগশালী—(বেগশালিন্)। বেগবান্ ; ত্বরান্বিত। বেগ শব্দ+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বেগশালিনী।

বেগিত—বেগযুক্ত, বেগবান্। বেগ+ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।

বেগী—বেগবান্ দেখ।

বেজিত—ভয়বশতঃ কম্পিত ; ভয়-প্রাপিত। ণিজন্ত বিজ বা বেজি (ভয়কম্পিত করা)+ ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

বেণ—সঙ্করজাতিবিশেষ, বৈন্ত ; পৃথুরাজার পিতা। বেণ (চিন্তা করা, ইত্যাদি)+ অল্ কর্ত্তৃ সং ; পু।

অঙ্গাধিপতির ঔরসে ও সুনীথার গর্ভে বেণ রাজার জন্ম। বেণ অতি প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন ও অতি কঠোরভাবে রাজ্যশাসন করিতেন। ইনি প্রথমে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উপাসক ছিলেন, কিন্তু পরে জৈন-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রাজ্যমধ্যে তাহার বহুল প্রচারার্থ দেবার্চ্চনা, যজ্ঞ, বলিদান প্রভৃতি নিষেধ করেন। ইহাতে ব্রাহ্মণগণ কুপিত হইয়া বেণকে সেই আদেশ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন। বেণ তাহাতে কর্ণপাত না করায় তাঁহারা মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা ইঁহার প্রাণ-সংহার করেন। অনন্তর তাঁহারা বেণের শবদেহের দক্ষিণ বাহু ঘর্ষণ করিতে থাকেন। তাহাতে পৃথুর জন্ম হইলে ব্রাহ্মণগণ পৃথুকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বেণি, বেণী, বেণিকা—বিন্যস্ত কেশপাশ, চুলের বিউনি ; শ্রেণী ; জলপ্রবাহ। বেণ+ই ক, অথবা বী+নি ক, ৩য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ +আপ্। সং ; স্ত্রী।

বেণিমাধব, বেণীমাধব—প্রয়াগস্থ চতুর্ভুজ দেবমূর্ত্তিবিশেষ। সং ; পু।

বেণীসংহার—বেণীবন্ধন ; ভট্টনারায়ণ-রচিত নাট্যগ্রন্থবিশেষ। ৬তৎ। সং ; পু।

বেণু—বংশী, বাঁশী ; বংশ, বাঁশ ; জনৈক নৃপতি। বেণ+উ ক, অথবা অজ+ণু ক। সং ; পু।

বেণুক—প্রাজনদণ্ড, পাঁচনবাড়ি। বেণু শব্দ (বাঁশ)+কণ্ স্বার্থে। সং ; ক্লী।

বেণুরব—বংশীধ্বনি, বাঁশীর শব্দ। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

বেণুবাদন—বংশীবাদন, বাঁশী বাজান। ৬তৎ।

বেতণ্ড—তাড়নার্হ উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি ; হস্তী। অজ (গমন করা)+বিচ্ ক=বে (যে গমন করে) ; তদুত্তরে তন্ড (তাড়না করা) +অল্ র্ম। সং ; পু।

বেতন—বর্ত্তন, মজুরি, মাহিয়ানা। অজ বা বী (গমন করা)+তনন্ ণ। সং ; ক্লী।

বেতনগ্রাহী—(বেতনগ্রাহিন্)। বেতনগ্রহণ-কারী, কর্ম্মচারী। বেতন শব্দ—গ্রহ (লওয়া) +ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বেতন-গ্রাহিণী।

বেতনভুক্—বেতনভোগী, যে মাহিয়ানা খায়। বেতন শব্দ—ভুজ (ভোজন করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

বেতনভোগী—(বেতনভোগিন্)। বেতন গ্রহণ-কারী, যে মাহিয়ানা লয় এরূপ। বেতন শব্দ—ভুজ+ঘিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বেতনভোগিনী।

বেতস—বেতগাছ। বে (বয়ন করা)+অসচ্ র্ম। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বেতসী।

বেতাল—শিবানুচরবিশেষ ; ভূতাবিষ্ট শব ; ভূত ; দ্বারপাল। ব শব্দের ৭মীর ১বচনে বে (বায়ুতে), তদুত্তরে তল (প্রতিষ্ঠিত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বেতালভট্ট—বিক্রমাদিত্যের নব-রত্ন সভার অন্যতম রত্ন। সং ; পু।

বেত্তা—(বেত্তৃ)। জ্ঞাতা, জানে এরূপ ; লাভ-কর্ত্তা ; পরিণেতা, বিবাহকর্ত্তা। বিদ (জানা, লাভ করা, ইত্যাদি)+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বেত্রী।

বেত্র—১। বেতগাছ। অজ বা বী (গমন করা) +ত্র ণ। সং ; পু। ২। বেতের ছড়ি ; বংশ, বাঁশ ; ফলিনী। সং ; ক্লী।

বেত্রধর—১। যষ্টিধারী। বেত্রের ধর (ধারণ-কর্ত্তা), ৬তৎ। ২। দ্বারপাল। সং ; পু।

বেত্রবতী—মালবদেশস্থ নদীবিশেষ, বেতুয়া নদী। বেত্র+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বেত্রাগ্র—বেতের আগা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বেত্রাঘাত—বেত্র দ্বারা প্রহার, বেত মারা। ৩তৎ। সং ; পু।

বেত্রাসন—বেত্রনির্ম্মিত আসন, মোড়া চেয়ার প্রভৃতি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বেত্রাহত—বেত্র দ্বারা প্রহৃত, যাহাকে বেত মারা হইয়াছে এরূপ। বেত্র দ্বারা আহত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

বেত্রী—(বেত্রিন্)। বেত্রধর ; দ্বারপাল। বেত্র শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

বেদ—১। শাস্ত্র ; শ্রুতি, ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম প্রতি-পাদক শাস্ত্র—ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব এই চারি বেদ। বিদ (জানা)+অল্ র্ম বা ণ। ২। জ্ঞান ; শাস্ত্রজ্ঞান ; আখ্যা ; ছন্দঃ। বিদ+অল্ ভা। ৩। বিষ্ণু। বিদ+অন্ র্ম বা ক। সং ; পু।

বেদগর্ভ—ব্রহ্মা ; ব্রাহ্মণ ; কান্যকুব্জাগত পঞ্চ-ব্রাহ্মণের অন্যতম। সং ; পু।

বেদন, বেদনা—ব্যথা ; অনুভব ; জ্ঞান ; বিবাহ। বিদ (জানা)+অনট্ ভা, ২য়-পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। [বিণ ; ত্রি।

বেদনাজনক—ব্যথাজনক, ব্যথাদায়ক। ৬তৎ।

বেদনীয়—অনুভবনীয় ; জ্ঞেয়। বিদ (জানা)+ অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

বেদপারগ—বেদবিৎ, বেদজ্ঞ। ৬তৎ। বিণ ;

বেদমাতা—গায়ত্রী ; দুর্গা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বেদবতী—কুশধ্বজরাজের কন্যা। রাজার ইচ্ছা ছিল যে, বিষ্ণুর সহিত বেদবতীর বিবাহ দেন, কিন্তু তিনি শুম্ভদৈত্য কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায় তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না। মহিষীও পতির সহিত অনু-মৃতা হইলেন। এইরূপে মাতাপিতৃহীনা হইয়া বেদবতী পিতার অভিলাষ সফল করিবার অভিপ্রায়ে কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইলেন। দীর্ঘকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে একদা লঙ্কেশ্বর দুর্বৃত্ত রাবণ ইঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার প্রতি বলপ্রকাশে উদ্যত হইলে বেদবতী চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিলেন, এবং বলিয়া গেলেন যে, আমি পরজন্মে রাক্ষসবংশের ধ্বংসের কারণ হইব। কথিত আছে যে, এই বেদবতীই পরে সীতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সবংশ রাবণের বিনাশের হেতু হইয়াছিলেন। সং ; স্ত্রী।

বেদবাক্য—বেদের উক্তি ; অমোঘ বাক্য। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বেদবিৎ—(বেদবিদ্)। বেদজ্ঞ। বেদ শব্দ—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

বেদবেদাঙ্গ—সামাদি চারি বেদ ও ছয় বেদাঙ্গ [বেদাঙ্গ দেখ]। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

বেদব্যাস—বেদের বিভাগকর্ত্তা মুনি। মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

মহর্ষি পরাশরের ঔরসে ও অবিবাহিতা মৎস্যগন্ধার গর্ভে দ্বাপর যুগে এই মহা-মনীষীর জন্ম হয়। একটি দ্বীপের উপর ইনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার এক নাম দ্বৈপায়ন, এবং ইনি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলিয়া ইঁহার আর এক নাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম বেদের সংগ্রহ ও বিভাগ করেন বলিয়া ইঁহার অপর নাম বেদব্যাস। তপশ্চরণ দ্বারা ইনি প্রভূত আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ফলতঃ তদানীন্তন মুনিগণের মধ্যে ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ অসাধারণ ঋষি ছিলেন। ইঁহার প্রণীত মহাভারত পঞ্চম বেদ নামে কথিত। অষ্টাদশ পুরাণ ইঁহারই রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন ইনি পাতঞ্জল দর্শনের উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করেন। ফলতঃ কি যুদ্ধবিদ্যা, কি দর্শন-শাস্ত্র জ্ঞান, কি নীতিশাস্ত্রপারদর্শিতা, কি ধর্ম্মশাস্ত্রাভিজ্ঞতা, কি জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞান, কি মানবহৃদয়-বিজ্ঞান, সকল বিষয়েই ইনি এতাদৃশ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত গ্রন্থ একজনের রচিত বলিয়া একণে অনেকে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন, ভিন্ন ভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্যাসের ন্যায় পাণ্ডিত্যসম্পন্ন হইয়া ঐ সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ইঁহার মহাভারত প্রণয়ন সম্বন্ধে এইরূপ

প্রসিদ্ধি আছে যে, ইনি একজন উপযুক্ত লেখকের অনুসন্ধানপর হইলে ব্রহ্মা ইঁহাকে গণেশের সাহায্য গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে ইনি গণদেবকে স্মরণ করিলে তিনি ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এই নিয়মে লেখকের কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন যে, একবার লিখিতে আরম্ভ করিলে লেখা সমাপ্ত না হইলে তাঁহার লেখনীর বিরাম হইবে না। ব্যাসদেব তাহাতেই সম্মত হইলেন, কিন্তু বলিলেন, 'আপনিও আমার কথিত শ্লোকের অর্থ না বুঝিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন না।' অতঃপর লেখা আরম্ভ হইলে মধ্যে মধ্যে রচনা করিবার সময় পাইবার নিমিত্ত দ্বৈপায়ন এক একটি দুর্বোধ শ্লোক বলিতে লাগিলেন। এই শ্লোকগুলি "ব্যাস-কূট" নামে প্রসিদ্ধ। ঐ সমস্ত শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে গণেশের যে বিলম্ব হইত, সেই অবকাশে ব্যাস অনেক শ্লোক রচনা করিয়া লইতেন। বস্তুতঃ ইনি এতাদৃশ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন যে, অনেক স্থলে আদিকবি বাল্মীকি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

রাজা বিচিত্রবীর্য্য নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে, ব্যাসদেব মাতৃনিদেশে মহিষী অম্বিকার ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, রাজ্ঞী অম্বালিকার ক্ষেত্রে পাণ্ডু, এবং অম্বিকার এক দাসী-পত্নীর ক্ষেত্রে বিদুর, এতন্নামক পুত্রত্রয়ের জন্ম দান করেন। ইঁহার বরে সঞ্জয় দিব্য-চক্ষুঃ লাভ করিয়া অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র সমরের দৈনন্দিন ঘটনাবলী যথাযথভাবে বর্ণন করিতেন। উক্ত যুদ্ধের অন্তে ইনি কুরুপাণ্ডব রমণীগণকে যোগবলে জাহ্নবীর জলে স্ব স্ব আত্মীয়স্বজনগণকে দর্শন করাইয়াছিলেন। ইঁহারই উপদেশে যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধরূপ পাপক্ষালন নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে পরমেশ্বরের নানাপ্রকার রূপ কল্পনা করা হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা হিন্দুদিগকে পৌত্তলিক বলেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য ব্যাসদেব পুরাণাদি রচনা করার পর ভগবানের নিকট যে ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং,
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো-দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা,
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্‌বিকলতা-দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

তুমি রূপবিবর্জ্জিত, আমি ধ্যানে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি; তুমি অখিলগুরু বাক্যের অতীত, আমি স্তব দ্বারা তোমার সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিয়াছি; তুমি সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু আমি তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তোমার সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নিরাকৃত করিয়াছি; অতএব হে জগদীশ! তুমি আমার এই বিকলতা-দোষত্রয় ক্ষমা কর।

বেদাঃ—(বেদস্)। বেত্তা, জ্ঞাতা। বিদ (জানা)+অস্ ক। বিণ; পু।

বেদাঙ্গ—বেদের অবয়ব গ্রন্থ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ, এই ছয়। বেদের অঙ্গ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

বেদাধিপ—ঋগ্‌বেদের অধিপতি বৃহস্পতি, যজুর্ব্বেদের অধিপতি শুক্র, সামবেদের অধিপতি মঙ্গল, অথর্ব্ববেদের অধিপতি বুধ। বেদের অধিপ, ৬তৎ। সং; পু।

বেদান্ত—ব্যাসপ্রণীত দর্শন-গ্রন্থবিশেষ, ইহাতে ব্রহ্মের স্বরূপাদি নির্ণীত হইয়াছে। বেদের অন্ত, ৬তৎ। সং; পু।

বেদান্তী—(বেদান্তিন্)। বেদান্তবিৎ, বেদান্ত-মতাবলম্বী। বেদান্ত+ইন্। সং; পু।

বেদাভ্যাস—অধ্যয়ন বিচার অনুশীলন জপ অধ্যাপন—এই পাঁচ। বেদের অভ্যাস, ৬তৎ। সং; পু।

বেদি—১। যজ্ঞাদি করিবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ বা ডমরুতুল্যাকৃতি পরিষ্কৃত ভূমি; স্তূপাকৃতি ভিত্তি; মঞ্চ; অঙ্গুরীয়। বিদ+ই র্ম্ম। সং; স্ত্রী। ২। পণ্ডিত, জ্ঞানী। বিদ (জানা) +ই ক। সং; পু।

বেদিকা, বেদী—যজ্ঞাদি সাধন জন্য চতুষ্কোণ বা ডমরুতুল্যাকৃতি পরিষ্কৃত ভূমি; মঞ্চ; স্তূপাকৃতি ভিত্তি; অঙ্গুরীয়। বেদি দেখ; বেদি+কণ্+আপ্। বেদী=বেদি+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বেদিত—জ্ঞাপিত, নিবেদিত; সাক্ষাৎকৃত; দর্শিত। ণিজন্ত বিদ বা বেদি (জানান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বেদিতা।

বেদিতব্য—জ্ঞাতব্য, জানিবার উপযুক্ত। বিদ+তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বেদিতা—জ্ঞাপিতা; নিবেদিতা; দর্শিতা। ণিজন্ত বিদ বা বেদ (জানান)+ক্ত র্ম্ম+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বেদিতা—(বেদিতৃ)। বেত্তা, জ্ঞাতা। বিদ (জানা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বেদিত্রী।

বেদিনী—বেদী দেখ।

বেদী—(বেদিন্) ১। ব্রহ্মা; পণ্ডিত; পরিণেতা, বিবাহকর্ত্তা। বিদ (জানা, ইত্যাদি)+ণিন্ ক। সং; পু। ২। বেত্তা, জ্ঞাতা। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বেদিনী।

বেদোক্ত—বেদোদিত, বেদে কথিত। বেদে উক্ত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

বেদোক্তি—বেদবাক্য, বেদের কথা। ৬তৎ।

বেদ্য—জ্ঞাতব্য, জ্ঞেয়। বিদ (জানা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বেধ, বেধন—বিদ্ধকরণ, ছিদ্রকরণ, বেঁধা; গম্ভীরতা; বস্তুর স্থূলতা অর্থাৎ পুরু পরিমাণ; বিবাহাদি-নিষেধক গ্রহসংস্থান-বিশেষ। বিধ (বেঁধা)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বেধক—১। কর্পূর; ধন্যাক। সং; পু। ২। গর্ভিত ধান্য। সং; ক্লী। ৩। বেধকর্ত্তা, বিদ্ধকারক। বিধ (বেঁধা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বেধিকা।

বেধনী—বেধনের অস্ত্রবিশেষ, তুরপুন্ সূচী প্রভৃতি। বিধ+অনট্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বেধনীয়—বেধনযোগ্য। বিধ (বেঁধা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বেধাঃ—(বেধস্)। বিধাতা, ব্রহ্মা; বিষ্ণু; সূর্য্য; দক্ষাদি সৃষ্টিকর্ত্তা; পণ্ডিত। বি—ধা অথবা বিধ (বিধান করা)+অস্ ক। সং; পু।

বেধিত—ছিদ্রিত; বিদ্ধ। ণিজন্ত বিধ বা বেধি +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বেধ্য—বেধনীয়; শরব্য, লক্ষ্য। বিধ (বেঁধা) +য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বেনামী—অন্যনামে কৃত, অপরের নামে কোন বস্তু ক্রয় করা বা রাখা। দেশজ শব্দ।

বেপথু, বেপন—কম্প, কাঁপুনি। বেপ (কাঁপা) +অথু, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বেপমান—কম্পমান, যে কাঁপিতেছে এরূপ। বেপ (কাঁপা)+শানৃ ক। বিণ; ত্রি।

বেম—বস্ত্রাদি-বয়ন যন্ত্রবিশেষ, মাকু; তাঁত। বে (বয়ন করা)+মন্ ণ। সং; পু।

বের—১। শরীর, দেহ। বী (গমন করা)+রন্ ক। সং; ক্লী ও পু। ২। কুঙ্কুম; বার্ত্তাকু, বেগুন। সং; ক্লী।

বেলা—সময়; অবসর; মর্য্যাদা; সীমা; সাগর-তীর; সাগরজলের বিকৃতি, জোয়ার ভাঁটা; বাক্য; রোগ; অক্লিষ্ট মরণ; বুধ-পত্নী। বেল (কাঁপা, ইত্যাদি)+অন্ ক +আপ্। সং; স্ত্রী।

বেলানির্ণয়—বেলা নিরূপণ। নিজের পদচ্ছায়া মাপিয়া যত পাদ হইবে, তাহাতে দুই গুণ করিয়া, তাহার সহিত ১৪ যোগ দিয়া তদ্দ্বারা ২৯২ কে হরণ করিলে (ভাগ করিলে) ভাগফল যাহা হইবে, দুই প্রহরের পূর্ব্বে তত দণ্ড বেলা হইবে, এবং দুই প্রহরের পরে তত দণ্ড বেলা থাকিবে।

বেলানিল—সাগরতীর-প্রবাহিত বায়ু। বেলা প্রবাহিত অনিল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। পু।

বেলাবসান—বেলা শেষ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বেল্ল, বেল্লন—চলন ; দোলন ; কম্পন ; লুণ্ঠন। বেল্ল (চালিত করা)+অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী। বিশেষণে বেল্লিত।

বেল্লিত—১। দোলিত ; বক্র ; লুণ্ঠিত। বেল্ল (চালিত করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। দোলন ; চলন ; লুণ্ঠন। বেল্ল+ক্ত ভা। সং ; স্ত্রী।

বেশ, বেষ—সজ্জা, বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা ভূষা নেপথ্য ; গৃহ ; বেশ্যালয় ; বেশ্যাপল্লী। বিশ (প্রবেশ করা)+অল্ অধি, অথবা বিষ (ব্যাপা, ইত্যাদি)+অন্ ক। সং ; পু।

বেশন্ত—পল্বল, ক্ষুদ্র জলাশয়, ডোবা। বিশ (প্রবেশ করা)+অন্ত অধি। সং ; পু।

বেশভূষা—পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার, সাজসজ্জা দ্বন্দ্ব। সং ; স্ত্রী।

বেশভূষাপরায়ণ—সাজসজ্জার অনুরাগী, বেশ-ভূষা করিতে পটু। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি স্ত্রীলিঙ্গে বেশভূষাপরায়ণা।

বেশর, বেসর—নাসিকাভূষণবিশেষ ; অশ্বতর, খচ্চর। বেশ শব্দ—রা (গ্রহণ করা)+ড ক, ২য় পক্ষে বেস (গমন করা)+অরন্ ক। সং ; পু।

বেশবার—ব্যঞ্জনবিশেষ ; পিষ্ট হরিদ্রা সর্ষপাদি, বাটনা। বেশ—বৃ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

বেশবিন্যাস—বেশরচনা, সাজসজ্জা করা। ৬তৎ। সং ; পু।

বেশ্ম—(বেশ্মন্)। ভবন, গৃহ। বিশ (প্রবেশ করা)+মন্ অধি। সং ; ক্লী।

বেশ্মভূ—বাসভূমি, বাস্তুভিটা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বেশ্য—বেশ্যালয়। বিশ (প্রবেশ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম্ম। সং ; ক্লী।

বেশ্যা—বার-বনিতা, সাধারণ-স্ত্রী। বেশ শব্দ +ষ্য+আপ্। সং ; স্ত্রী।

বেশ্যালয়—বেশ্যার বাড়ী, গণিকা-গৃহ। ৬তৎ। সং ; পু।

বেষ্ট, বেষ্টন—১। চতুর্দ্দিকে আবরণ, ঘেরা ; প্রদক্ষিণ, চতুর্দ্দিকে ঘুরা। বেষ্ট (বেষ্টন করা) +অল্, অনট্ ভা। ২। পরিধি, বেড় ; উষ্ণীষ। বেষ্ট+অল্, অনট্ ণ। সং ; যথা-ক্রমে পু ও ক্লী।

বেষ্টক—১। উষ্ণীষ, পাগড়ি ; নির্য্যাস। বেষ্ট (বেষ্টন করা)+ণক ক। সং ; ক্লী। ২। প্রাচীর ; কুষ্মাণ্ড। সং ; পু।

বেষ্টন—বেষ্ট দেখ।

বেষ্টবংশ—বেড় বাঁশ। সং ; পু।

বেষ্টিত—১। পরিবৃত, ঘেরা। বেষ্ট (বেষ্টন করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। বেষ্টন। বেষ্ট+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

বেসন—দ্বিদল চূর্ণ, ডাইলের গুঁড়া, বেসম। বেস (গমন করা)+অনট্ কর্ম্ম। সং ; ক্লী।

বেহৎ—গর্ভোপঘাতিনী গাভী। বি—হন (বধ করা)+ডৎ ক। সং ; স্ত্রী।

বেহুলা—চাঁদ সদাগরের পুত্র লখিন্দরের ভার্য্যা। ইনি সাতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন। লখিন্দর সর্পাঘাতে অকালে কালকবলিত হইলে ইনি স্তব দ্বারা মনসাদেবীকে তুষ্ট করিয়া পতিকে পুনর্জ্জীবিত করেন। [ক। ব্য।

বৈ—সম্বোধন ; অনুনয় ; পাদপূরণ। বা+ডৈ

বৈকক্ষ, বৈকক্ষক—উত্তরীয় ; বক্ষঃস্থলে বক্র-ভাবে বিন্যস্ত মাল্য। বি—কক্ষ শব্দ+ষ্ণ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং ; ক্লী।

বৈকঙ্কত—বৃক্ষবিশেষ, বৈচি গাছ। বিকঙ্কত শব্দ+ষ্ণ। সং ; পু। [সং ; পু।

বৈকটিক—মণিকার, জহুরি। বিকট+ষ্ণিক।

বৈকর্ত্তন—১। সূর্য্যসম্বন্ধীয় ; সূর্য্যবংশীয়। বিক-র্ত্তন শব্দ (সূর্য্য)+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। রাধেয়, কর্ণ। বিকর্ত্তন শব্দ (ছেদন)+ষ্ণ, কর্ণ স্বীয় কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় ছেদন করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করায় এই নামে খ্যাত হন। সং ; পু।

বৈকল্পিক—বিকল্পপ্রাপ্ত, যাহা বিকল্পে হয় বৈভাষিক। বিকল্প শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ত্রি। [সং ; ক্লী।

বৈকল্য—বিকলতা। বিকল শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে।

বৈকাল—অপরাহ্ণ, বিকাল বেলা। বিকাল শব্দ +ষ্ণ। সং ; পু।

বৈকালিক—অপরাহ্ণিক, বিকালসম্বন্ধীয় ; বৈশাখ মাসে অপরাহ্ণে দেবতাকে ফলমূলাদি দেওয়া। বিকাল শব্দ+ষ্ণিক। সং ; পু।

বৈকুণ্ঠ—১। বিষ্ণু ; ইন্দ্র। বি (বিগত) হইয়াছে কুণ্ঠা যাঁহার বিকুণ্ঠ, বহু ; বিকুণ্ঠ শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং ; পু। ২। বিষ্ণুর পুরী। বিকুণ্ঠ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। সং ; ক্লী।

বৈকুণ্ঠধাম—বিষ্ণুলোক। বৈকুণ্ঠই ধাম, কর্ম্মধা, বা বৈকুণ্ঠ নামক ধাম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

বৈকুণ্ঠনাথ বসু—(রায় বাহাদুর)। ১২৬০ সালে ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীর দিবসে কলি-কাতায় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম শ্রীনাথ বসু। ইঁহাদের আদি নিবাস চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বহড়ু গ্রাম। ইঁহারা তথাকার প্রসিদ্ধ জমিদার ; তথায় এখনও ইঁহাদের পৈতৃক বাসবাটী ও দেবালয় আছে। দেবালয়ে শ্যামসুন্দরের রাস, দোল, ঝুলন প্রভৃতি উৎসব এখনও সমারোহসহকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। দেবালয়ে প্রত্যহ সঙ্কীর্ত্তন হয়। এই সঙ্কী-র্ত্তন শুনিতে শুনিতে বাল্যকালেই বৈকুণ্ঠ নাথের হৃদয়ে সঙ্গীতবিদ্যার প্রতি অনুরাগ জন্মে। এই অনুরাগের ফলে ইনি খোল বাজাইতে অভ্যাস করেন। ইঁহাদের বাড়ীতে প্রায়ই ওস্তাদি কবি হইত। কবি গাওনায় ঢোলের রংএর বাজনা শুনিয়া ইনি তাহাও শিক্ষা করেন। ইঁহার পিতাও সঙ্গীতবিদ্যায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট সেতার-বাদক ছিলেন। তাঁহার নিকট সমাগত ওস্তাদদিগের বাঁয়া তবলার বাজনা শুনিয়া ইনি ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষিত হন। ১৮৬৬ খ্রীঃ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। কলেজে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ না করিয়া, ১৮৭০ খৃঃ ১লা ডিসেম্বর ইনি টাঁকশালের নায়েব দেওয়া-নের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭১ খৃঃ রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্থাপিত "বঙ্গ-সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে" প্রবিষ্ট হইয়া ইনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন এবং ১৮৮১ খৃঃ বেঙ্গল একাডেমী অব্ মিউজিক প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি সেই সভার "অনরারি সেক্রেটারী" হন। ঐ সভার সাংবৎসরিক অধিবেশনে ইনি 'সঙ্গীত উপা-ধ্যায়' উপাধি ও স্বর্ণকেয়ূর প্রাপ্ত হন। ১৮৮০ খৃঃ বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে ইনি তাহার "অনরারি সেক্রে-টারী" পদে নিযুক্ত হন। ইনি সেতার, সুর-বাহার, এস্রাজ, হারমোনিয়ম, পিয়ানো, মৃদঙ্গ, বাঁয়া তবলা, প্রভৃতি বাদনে সুদক্ষ বলিয়া পরিচিত। কণ্ঠ ও যন্ত্র এই উভয়বিধ সঙ্গীতের স্বর-যোজনায় ও রাগরাগিণী জ্ঞানে ইঁহার সবিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। ইঁহার স্বর-যোজনার বিশেষত্ব এই যে, ইনি গানের ভাব ও ছন্দের উপর দৃষ্টি রাখিয়া স্বরযোজনা করিয়া থাকেন। মহাজন পদাবলীর স্বর-যোজনাতেও ইনি সিদ্ধহস্ত। ইনি ১৮৮০ খৃঃ জুন মাসে শিয়ালদহ পুলিশকোর্টের অন-রারি মাজিষ্ট্রেট, এবং ১৮৮২ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। উক্ত উভয় পদেই ইনি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও একক বসিয়া বিচার করিবার অধিকার লাভ করেন। ১৮৮২ খৃঃ ১লা আগষ্ট ইনি কারেন্সি আফি-সের ডেপুটী ট্রেজারার হন। ইহার পর বৎ-সর জুলাই মাসে গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে টাঁক-শালের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী ইনি "রায়বাহাদুর" উপাধি-ভূষিত হন। এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ রাজ-কার্য্যে বহুদিন যাবৎ নিযুক্ত থাকিয়াও বৈকুণ্ঠ নাথ বাঙ্গালা ও ইংরাজী সাহিত্যের অনু-শীলন করিয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ ইংরাজী ও বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যে ইঁহার অত্যন্ত অনুরাগ। এ সম্বন্ধে ইঁহার জ্ঞান

অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রায় দেখা যায় না। ইঁহার নাট্যসাহিত্য-সমালোচনা শক্তিও অসাধারণ। অনেকে নাটকাদি রচনা করিয়া সর্ব্বাগ্রে ইঁহাকে দেখাইয়া পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত করিয়া লইয়া থাকেন। ইংরাজী ভাষায় ইঁহার যেরূপ অগাধ অধিকার, বাঙ্গালা ভাষায় ইনি সেইরূপই ব্যুৎপন্ন। অনেক সভাসমিতির বার্ষিক বিবরণী, মেমোরিয়েল, দরখাস্ত, বাঙ্গালা গদ্যের ইংরাজী অনুবাদ, মৌলিক গদ্য পদ্য রচনা, সময়ে সময়ে অনেকের জন্য ইঁহাকে লিখিয়া দিতে হয়। ১৯০৫ খ্রীঃ ১লা অক্টোবর ইনি পেনসন্ গ্রহণ করিয়া বৈতনিক রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে শিয়ালদহ কোর্টে ইনি সরাসরি বিচার করিবার অধিকার (Summary power) প্রাপ্ত হন। ইনি সুরসিক, সদালাপী, মিষ্টভাষী এবং বিনয়ী। ফলতঃ এরূপ একাধারে বহুগুণসম্পন্ন, নিরহঙ্কার, সুহৃদ্‌বৎসল, পরোপকারী লোক খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

ইনি অনেকগুলি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছেন। নিম্নে কতকগুলির নাম উল্লিখিত হইল। প্রহসন—নাট্যবিকার, ঠক্‌লে কে, যুগের হুজুগ, পৌরাণিক পক্করং, বারবাহার, গোবরগণেশ, ঘোল কড়াই কাণা, নাট্যসংহার, অদলবদল। রূপকাত্মক ক্ষুদ্র নাটক—লক্ষ্মী লীলা। নাটক—রাম-প্রসাদ, বসন্তসেনা, কৃষ্ণাষ্টমী ও মান। এই সকল প্রহসন ও নাটক বহুবার ক্লাসিক, এমারেল্ড, বেঙ্গল, মিনার্ভা প্রভৃতি থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে।

বৈকৃত—বিকৃতি, বিকার। বিকৃত শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী। [ষ্ণ। সং; পু।

বৈক্রান্ত—স্পর্শমণি, চুম্বক পাথর। বিক্রান্ত+

বৈখানস—১। বানপ্রস্থসম্বন্ধীয়। বৈখানস শব্দ +ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। বানপ্রস্থ। বি—খন+ড ক, তদুত্তরে অন+অস্ ক +ষ্ণ। সং; পু।

বৈগুণ্য—বিগুণতা; দোষ; বৈকল্য। বিগুণ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

বৈচক্ষণ্য—বিচক্ষণতা, নৈপুণ্য। বিচক্ষণ শব্দ+ ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

বৈচিত্ত্য—মতিভ্রম, মনের ভ্রান্তি। বিচিত্তি+ ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

বৈচিত্র্য—বিচিত্রতা, নানারূপতা; সৌন্দর্য্য; চমৎকারিত্ব। বিচিত্র+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রের প্রাসাদ; ইন্দ্রধ্বজ; কার্ত্তিকেয়। বি—জয়ন্ত+ষ্ণ ইদমর্থে। সং; পু।

বৈজয়ন্তী, বৈজয়ন্তিকা—জয়ন্তী; পতাকা; মালা। বৈজয়ন্ত দেখ, বৈজয়ন্ত শব্দ+ ঈপ্, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

বৈজয়িক—জয়সূচক। বিজয়+ষ্ণিক ইদমর্থে।

বৈজাত্য—বিজাতীয়তা; বৈলক্ষণ্য; স্বভাবের ভিন্নতা; লাম্পট্য। বি—জাত শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

বৈজিক—বীজসম্বন্ধীয়; বীজগণিতসংক্রান্ত। বীজ শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। পরমাত্মা; তৈলবিশেষ; সদ্যোজাত অঙ্কুর। সং; পু।

বৈজ্ঞানিক—বিজ্ঞান-বিশারদ; নিপুণ; শিল্পী; বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয়। বিজ্ঞান+ষ্ণিক। বিণ।

বৈড়াল-ব্রত—কপট-ধর্ম্মাচরণ, গোপনে পাপাচরণ ও প্রকাশ্যে ধার্ম্মিকতা প্রকাশ। বিড়াল শব্দ+ষ্ণ=বৈড়াল, বৈড়াল যে ব্রত, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বৈড়ালব্রতিক, বৈড়ালব্রতী—(বৈড়ালব্রতিন্)। ভণ্ডতপস্বী, কপট ধর্ম্মাচারী। বৈড়ালব্রত শব্দ+ষ্ণিক, ইন্। বিণ; পু। শাস্ত্রে বৈড়াল-ব্রতীর লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—
"ধর্ম্মধ্বজী সদা লুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকবঞ্চকঃ।
বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্ব্বাভিনিন্দকঃ॥"
অর্থাৎ কপটধর্ম্মাচারী, সর্ব্বদা লোভপরবশ, ছদ্মবেশধারী, প্রবঞ্চক, হিংসাপরায়ণ এবং সকলের নিন্দাকারী ব্যক্তিই বৈড়ালব্রতী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বৈণ—বেণুজীবী, ডোম। বেণু শব্দ (বাঁশ)+ ষ্ণ জীবিকার্থে। সং; পু।

বৈণব—বেণুসম্বন্ধীয়; বেণুনির্ম্মিত। বেণু শব্দ+ ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

বৈণবিক—বেণুবাদক। বেণু শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

বৈণিক—বীণা-বাদনকারী। বীণা শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

বৈণুক—১। বেণুবাদক। বিণ; ত্রি। ২। বংশদণ্ড বেণু শব্দ+কণ্। সং; ক্লী।

বৈণ্য—বেণপুত্র, পৃথুরাজা। বেণ শব্দ+ষ্ণ্য অপত্যার্থে। সং; পু।

বৈতংসিক—পশুপক্ষীর মাংসবিক্রেতা, কসাই। বিতংস শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

বৈতনিক—বেতনভোগী; কর্ম্মকর; বেতনসাধ্য। বেতন শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

বৈতরণি, বৈতরণী—প্রেতনদী, যমদ্বারস্থ নদীবিশেষ [শাস্ত্রে কথিত আছে যে, এই নদীর জল সাতিশয় উত্তপ্ত, শোণিতমাংসাস্থিপূর্ণ, দুর্গন্ধময়, এবং নক্রসমাকুল। মৃত্যুর পর জীবগণকে এই নদী পার হইয়া যমালয়ে প্রবেশ করিতে হয়। ইহাকে সুখে উত্তরণ করিবার আশায় হিন্দুগণ মৃত্যুর পূর্ব্বে বা পরে গোদান করিয়া থাকেন]; রাজসমাতা উড়িষ্যামধ্যস্থ নদীবিশেষ, উৎকলের পূর্ব্ব রাজধানী যাজপুর এই নদীর তীরস্থ। বিতরণ শব্দ+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বৈতান, বৈতানিক—১। বিতানসম্বন্ধীয়। বিতান শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। হোমার্থ নৈবেদ্য; হোম। সং; ক্লী। ৩। যজ্ঞীয় অগ্নি। সং; পু।

বৈতাল, বৈতালিক—বন্দী, স্তুতিপাঠক; বোধকর, যে রাজাকে জাগায়। বি—তাল শব্দ +ষ্ণ, ষ্ণিক। সং; পু।

বৈদগ্ধ, বৈদগ্ধ্য—বিদগ্ধতা; চতুরতা; পটুতা; রসিকতা; পাণ্ডিত্য; শোভা; ভঙ্গী। বিদগ্ধ দেখ; বিদগ্ধ+ষ্ণ, ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

বৈদগ্ধী—বৈদগ্ধ (সমস্ত অর্থে)। বৈদগ্ধ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বৈদর্ভ—১। বিদর্ভদেশীয়; বিদর্ভদেশজাত। বিদর্ভ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। বিদর্ভরাজ। সং; পু।

বৈদর্ভী—কাব্যের রীতিবিশেষ; দময়ন্তী; রুক্মিণী; অগস্ত্য-পত্নী, লোপামুদ্রা। বিদর্ভ শব্দ+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বৈদান্তিক—১। বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ। বেদান্ত শব্দ+ ষ্ণিক জ্ঞাতার্থে। সং; পু। ২। বেদান্তসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি।

বৈদিক—১। বেদবিৎ ব্রাহ্মণ। বেদ শব্দ+ ষ্ণিক। সং; পু। ২। বেদবিহিত; বেদোক্ত। বিণ; ত্রি।

বৈদূর্য্য—মণিবিশেষ (Cats'-eye)। বিদূর শব্দ+ষ্ণ্য স্বার্থে। সং; ক্লী।

বৈদুষ্য—পাণ্ডিত্য। বিদ্বস্+ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

বৈদেশিক—ভিন্নদেশীয়; অন্যদেশাগত। বিদেশ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

বৈদেহ—বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত সঙ্কর জাতিবিশেষ; বণিক্; বিদেহ দেশের রাজা। বিদেহ শব্দ+ষ্ণ। সং; পু।

বৈদেহী—১। পিপ্পলী; বণিক্-পত্নী। বৈদেহ শব্দ+ঈপ্ পত্নী অর্থে। ২। জানকী, সীতা। বিদেহ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বৈদ্য—১। বিদ্বান্, পণ্ডিত; চিকিৎসক। বিদ্যা শব্দ+ষ্ণ। ২। বেদসম্বন্ধীয়। বেদ শব্দ+ ষ্ণ্য। বিণ; ত্রি।

বৈদ্যক—চিকিৎসাশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ। বৈদ্য+ কণ্। সং; ক্লী।

বৈদ্যনাথ—প্রসিদ্ধ শিব; ভৈরববিশেষ; দেশবিশেষ [অধুনা ইহা দেবঘর বা দেওঘর নামে খ্যাত]; তত্র প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি। পু।

বৈদ্যশাস্ত্র—চিকিৎসাশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, কবিরাজী শাস্ত্র। ৬তৎ। সং; ক্লী।

বৈদ্যসঙ্কট—অনেক বৈদ্য দেখান রূপ বিপদ্; বহু চিকিৎসক পরিবর্ত্তন দ্বারা রোগবৃদ্ধি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

বৈদ্যুত, বৈদ্যুতিক—তড়িৎ-সম্বন্ধীয় ; তড়িন্ময়। বিদ্যুৎ+ষ্ণ, ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

বৈদ্যুতবার্ত্তাবহ—বিদ্যুৎচালিত সংবাদবাহক-যন্ত্র, টেলিগ্রাফ। বৈদ্যুত যে বার্ত্তাবহ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

বৈদ্যুতিক—বৈদ্যুত দেখ।

বৈদ্যুতিকযান—বিদ্যুৎচালিত শকটাদি, ইলেক্‌ট্রিক গাড়ী। বৈদ্যুতিক যে যান, কর্ম্মধা। ক্লী।

বৈধ—বিধি-সিদ্ধ ; বিধি-বোধিত ; ন্যায়সঙ্গত ; । বিধি শব্দ+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি।

বৈধর্ম্ম্য—বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ; নাস্তিকতা। বি—ধর্ম্ম শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

বৈধব্য—বিধবা অবস্থা, পতিহীনতা। বিধবা শব্দ +ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

বৈধাত্র—১। বিধাতৃ-সম্বন্ধীয়। বিধাতৃ শব্দ (বিধাতা)+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। বিধাতৃপুত্র, সনৎকুমারাদি মুনিবিশেষ বিধাতৃ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং ; পু।

বৈধৃতি—যোগবিশেষ, অস্তিমযোগ। বি—ধৃতি শব্দ+ষ্ণি। সং ; পু।

বৈধেয়—১। বিধিসম্বন্ধীয়। বিধি শব্দ+ষ্ণেয় ইদমর্থে। ২। মূর্খ, অজ্ঞান। বি—ধা (ধারণ করা)+য র্ম্ম+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি।

বৈনতেয়—বিনতার পুত্র, অরুণ ও গরুড় বিনতা শব্দ+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

বৈনায়ক—বিনায়কসম্বন্ধীয়, গণেশসম্বন্ধীয় বিনায়ক শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

বৈনায়িক—বুদ্ধমতাবলম্বী, বৌদ্ধ। বিনায়ক শব্দ (বুদ্ধ)+ষ্ণিক। সং ; পু।

বৈনাশিক—১। বিনাশশীল, ক্ষণস্থায়ী ; পরাধীন। বিনাশ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। ২। নাড়ীনক্ষত্র, নিধনতারা। সং ; ক্লী। ৩। ঊর্ণনাভ, মাকড়সা। সং ; পু।

বৈনীতক—পরম্পরা বাহন, ডাকের গাড়ী যোড়া প্রভৃতি। বিনীত+কণ্। সং ; ক্লী ও পু।

বৈপরীত্য—বিরুদ্ধতা, বিপর্য্যয়, উল্টা। বিপরীত শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

বৈপিত্র, বৈপিত্রেয়—এক মাতার গর্ভে কিন্তু ভিন্ন পিতার ঔরসে জাত। বি (ভিন্ন)—পিতৃ শব্দ (পিতা)+ষ্ণ, ষ্ণেয় অপত্যার্থে। বিণ ; ত্রি।

বৈবোধিক—বৈতালিক, বন্দী। বিবোধ শব্দ (জাগরণ)+ষ্ণিক তৎকৃতার্থে। সং ; পু।

বৈভব—বিভুতা ; প্রভুত্ব ; সামর্থ্য ; মহিমা ; বিভব ; বাহুল্য। বিভু শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী।

বৈভবশালী—(বৈভবশালিন্)। বিভবসম্পন্ন, ঐশ্বর্য্যশালী ; সামর্থ্যযুক্ত। বৈভব শব্দ+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বৈভবশালিনী।

বৈভাষিক—বৈকল্পিক। বিভাষা শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

বৈভ্রাজ—কুবেরের উদ্যান। বিভ্রাজ শব্দ+ষ্ণ [সং ; ক্লী

বৈমাত্র, বৈমাত্রেয়—বিমাতার গর্ভজাত। বিমাতৃ শব্দ (বিমাতা)+ষ্ণ, ষ্ণেয় অপত্যার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বৈমাত্রী, বৈমাত্রেয়ী।

বৈমুখ্য—বিমুখতা ; অপ্রসন্নতা ; পলায়ন। বিমুখ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

বৈয়র্থ্য—ব্যর্থতা, নিষ্ফলতা ; নিষ্প্রয়োজনীয়তা। ব্যর্থ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

বৈয়াকরণ—ব্যাকরণসম্বন্ধীয় ; ব্যাকরণজ্ঞ ; ব্যাকরণাধ্যায়ী। ব্যাকরণ+ষ্ণ জ্ঞাতাদ্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

বৈয়াঘ্র—ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত (রথ)। ব্যাঘ্র শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

বৈয়াঘ্রপদ্য—জনৈক মুনি। ব্যাঘ্রের পদের ন্যায় পদ যাহার ব্যাঘ্রপদ, বহু। ব্যাঘ্রপদ শব্দ +ষ্ণ্য। সং ; পু।

বৈযাত্য—নির্লজ্জতা ; প্রগল্‌ভতা ; ধৃষ্টতা ; ঔদ্ধত্য। বিযাত+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

বৈয়াসকি—ব্যাসতনয়, শুকদেব। ব্যাস শব্দ+ষ্ণি অপত্যার্থে। সং ; পু।

বৈয়াসিক—ব্যাসসম্বন্ধীয় ; ব্যাসদেব-প্রণীত। ব্যাস শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

বৈয়াসিকী—ব্যাসদেব-প্রণীত সংহিতা। ব্যাস শব্দ+ষ্ণিক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বৈর—বীরত্ব, শৌর্য্য ; দ্বেষ, শত্রুতা। বীর শব্দ +ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী।

বৈরকার—শত্রুতাচারী ; অনিষ্টকারী। বৈর শব্দ (শত্রুতা)—কৃ (করা)+ষণ্ ক। বিণ ; ত্রি।

বৈরক্ত্য—বিরাগ ; ঘৃণা। বিরক্ত+ষ্ণ্য ভাবে। [সং ; ক্লী।

বৈরঙ্গিক—বিবেকী ; জিতেন্দ্রিয় ; সন্ন্যাসী। বি (না)—রঙ্গ+ষ্ণিক স্বার্থে। বিণ ; ত্রি।

বৈরনির্যাতন, বৈরপ্রতীকার, বৈরশুদ্ধি—শত্রুতার প্রতিশোধ, দাদ তোলা। ৬তৎ ; সং ; যথাক্রমে ক্লী, পু ও স্ত্রী।

বৈরপ্রতিকার—বৈরনির্য্যাতন দেখ।

বৈরভাব—শত্রুতার ভাব, দ্বেষ। ৬তৎ। সং ; [পু।

বৈরভাবাপন্ন—শত্রুতাযুক্ত, বিদ্বেষভাবসম্পন্ন। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

বৈরশুদ্ধি—বৈরনির্যাতন দেখ।

বৈরশোধ—বৈরশুদ্ধি, শত্রুতার প্রতিশোধ। ৬তৎ। সং ; পু।

বৈরসাধন—শত্রুতাসাধন, বিপক্ষতাচরণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

বৈরসেনি—বীরসেনের পুত্র, রাজা নল। বীরসেন শব্দ+ষ্ণি অপত্যার্থে। সং ; পু।

বৈরস্য—বিরসতা ; অননুরাগ ; অনিচ্ছা। বিরস শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

বৈরাগ, বৈরাগ্য—সংসারে অনাসক্তি, সংসারবাসনা-রাহিত্য, বিবেক। বিরাগ শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণ্য ভাবে। সং, ক্লী।

বৈরাগিণী—বৈরাগী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

বৈরাগী—(বৈরাগিন্)। সংসারে অনাসক্ত, সংসারবাসনা শূন্য, বিবেকী। বৈরাগ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বৈরাগিণী।

বৈরাগ্য—বৈরাগ দেখ।

বৈরাগ্যসঞ্চার—বিবেকের উদয়, সংসারে অনাসক্তির আবির্ভাব। ৬তৎ। সং ; পু।

বৈরাগ্যোদয়—বৈরাগ্যের সঞ্চার, বিবেকের উদ্রেক, সংসার মায়াময় ও অনিত্য, একমাত্র পরমেশ্বরই সত্য—এইরূপ জ্ঞানের উদয়। ৬তৎ। সং ; পু।

বৈরাট—১। বিরাটসম্বন্ধীয়। বিরাট শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। ইন্দ্রগোপ কীট। সং ; পু।

বৈরায়মাণ—শত্রুতাচরণকারী। বৈর শব্দ+ক্যঙ্—বৈরায় (নামধাতু), তদুত্তরে শান ক। বিণ ; ত্রি।

বৈরিণী—বৈরী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

বৈরিতা—বিপক্ষতা, শত্রুতা। বৈরিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

বৈরিবনিতা—বিপক্ষপত্নী, শত্রুরমণী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

বৈরী—(বৈরিন্)। বিপক্ষ, শত্রু। বৈর শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে বৈরিণী।

বৈরূপ্য—বিরূপতা ; অযথাভাব ; বিকৃতি। বিরূপ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

বৈলক্ষণ্য—প্রভেদ ; বিভিন্নতা, বিশেষ ; অন্য প্রকার। বিলক্ষণ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

বৈলক্ষ্য—লজ্জা ; স্বভাবের বৈলক্ষণ্য ; বিস্ময়। বিল ; শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

বৈল্ব—১। বিল্ব, বেল। বিল্ব শব্দ+ষ্ণ্য। সং ; ক্লী। ২। বিল্বসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি।

বৈবধিক—বার্ত্তাবহ ; নৈগমিক ; ধান্যাদি বণিক্ ; ভারবাহী ; পসারী। বীবধ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

বৈবর্ণ্য—বিবর্ণতা ; লাবণ্যহীনতা। বিবর্ণ শব্দ +ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

বৈবস্বত—বিবস্বতের পুত্র, সপ্তম মনু ; রুদ্রবিশেষ ; যম ; শনি। বিবস্বান্ দেখ ; বিবস্বৎ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং ; পু।

বৈবস্বতী—দক্ষিণ দিক্। বৈবস্বত শব্দ (যম) +ষ্ণ ইদমর্থে+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

বৈবাহিক—১। বিবাহসম্বন্ধীয় ; বিবাহযোগ্য। বিবাহ শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বৈবাহিকী। ২। পুত্র ও কন্যার শ্বশুর, বেহাই। সং ; পু।

বৈশদ্য—স্বচ্ছতা ; নির্ম্মলতা ; শুভ্রত্ব ; স্পষ্টতা। বিশদ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

বৈশম্পায়ন—ভারতবক্তা জনৈক মুনি। ইনি বেদব্যাসের শিষ্য। জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ সভায় ইনি মহাভারত পাঠ করেন। কথিত আছে যে, ইনি একদা ব্রহ্মহত্যা-পাপে আক্রান্ত হইয়া শিষ্যগণকে এক যজ্ঞের আয়োজন করিতে বলেন। শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া ইঁহার নিকট অধীত বেদমন্ত্রসকল উদ্গীরণ করিয়া দেন। তাহাতে ঐ সমস্ত মন্ত্র তিত্তির পক্ষীর আকারে বহির্গত হইলে, ইঁহার অন্যান্য শিষ্যগণ সেগুলি ধারণ করেন। সং; পুং।

বৈশস—বধ; অনিষ্টাপাত; বিপদ্; কলহ; বাধা। বিশস শব্দ+ষ্ণ। সং; ক্লী।

বৈশাখ—১। বাঙ্গালা বৎসরের প্রথম মাস। বৈশাখী শব্দ (বিশাখানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা) +ষ্ণ অস্ত্যর্থে। ২। মন্থনদণ্ড। বিশাখা শব্দ +ষ্ণ। সং; পুং।

বৈশাখী—বিশাখা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা। বিশাখা শব্দ+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বৈশিক—১। বেশ্যার ছল। বেশ্যা শব্দ+ষ্ণিক। সং; ক্লী। ২। নায়কবিশেষ। সং; পুং।

বৈশিষ্ট্য—বিশিষ্টতা, বৈলক্ষণ্য। বিশিষ্ট শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

বৈশেষিক—১। কণাদপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র। বিশেষ শব্দ+ষ্ণিক। সং; ক্লী। ২। তৎশাস্ত্রজ্ঞ। বিণ; ত্রি।

বৈশ্য—তৃতীয় বর্ণ, কৃষক বণিক প্রভৃতি জাতি। বিশ্ শব্দ (বৈশ্য)+ষ্ণ্য স্বার্থে। সং; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে জাতি অর্থে বৈশ্যা ও পত্নী অর্থে বৈশ্যী। [সং; স্ত্রী।

বৈশ্যা—বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রী। বৈশ্য শব্দ+আপ্।

বৈশ্যী—বৈশ্য-পত্নী। বৈশ্য+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

বৈশ্রবণ—বিশ্রবা মুনির পুত্র, কুবের; রাবণ। বিশ্রবাঃ দেখ; বিশ্রবস্ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে, নিপাতনে। সং; পুং।

বৈশ্বদেব—বিশ্বদেবের উদ্দেশে প্রদত্ত। বিশ্বদেব +ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

বৈশ্বানর—বেদাংশবিশেষ; অগ্নি। বিশ্বের নর বিশ্বনর, ৬তৎ; বিশ্বনর+ষ্ণ ইদমর্থে। সং; পুং।

বৈষম্য—বিষমতা, অসাম্য, অসমানতা। বিষম +ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

বৈষম্যজ্ঞান—অসমতা বোধ, প্রভেদ জ্ঞান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বৈষয়িক—বিষয়সম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। বিষয়+ষ্ণিক সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি।

বৈষ্ণব—বিষ্ণুসম্বন্ধীয়; বিষ্ণুভক্ত। বিষ্ণু শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে বৈষ্ণবী।

বৈষ্ণবচূড়ামণি—প্রধান বৈষ্ণব, শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্ত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

বৈষ্ণবাস্ত্র—বিষ্ণুদেবতাক অস্ত্র, মহাস্ত্রবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

বৈষ্ণবী—১। বিষ্ণুসম্বন্ধীয়া; বিষ্ণুভক্তা। বিষ্ণু শব্দ+ষ্ণ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা; তুলসী; মাতৃবিশেষ; অপরাজিতা। সং।

বৈসাদৃশ্য—বিসদৃশতা, বৈষম্য। বিসদৃশ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

বৈসারিণ—মীন, মৎস্য। বিসারী দেখ; বিসারিন্ শব্দ+ষ্ণ। সং; পুং।

বৈহার্য্য—পরিহারযোগ্য ব্যক্তি, শ্যালকাদি। বিহার শব্দ+ষ্ণ্য। সং; পুং।

বোঢ়ব্য—বহনীয়, বহনযোগ্য, বাহ্য। বহ (বহন করা)+তব্য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বোঢ়া—(বোঢ়) ১। বহনকর্ত্তা, বাহক; মূঢ়। বহ (বহন করা)+তৃন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে বোঢ়্রী। ২। বিবাহকর্ত্তা। সং; পুং।

বোপদেব—বর্ত্তমান নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত দেবগিরিস্থিত মহারাজ মহাদেবের ধর্ম্মাধিকরণের ইনি পণ্ডিত ছিলেন। ইনি খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীর শেষ ও ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক। ইনি কাশীরাজ শূর ও শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক। শঙ্করাচার্য্যের যুক্তিতে কাশীরাজ নানা স্থান হইতে ভাগবতগ্রন্থ সংগ্রহপূর্ব্বক গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলে পর বোপদেব বহু কষ্টে তাহার উদ্ধারসাধন করেন। এই কারণে কেহ কেহ বলেন যে, ভাগবত বোপদেব রচিত, বেদব্যাসের নহে। কিন্তু এ মতটি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ বোপদেবের বহু পূর্ব্বেও অনেক প্রাচীন গ্রন্থে উক্ত ভাগবতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বোপদেব স্বামী ভাগবতের তিনখানি টীকা বা সমন্বয় গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাদের নাম—হরিলীলা, মুক্তাফল, পরমহংসপ্রিয়া। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া ইনি জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ইনি ৯ খানি বৈদ্যক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এই আয়ুর্ব্বেদজ্ঞান দেখিয়া এবং "ভিষক্ কেশবনন্দনঃ" এই পদ্যাংশ দেখিয়া অনেকে ইঁহাকে বৈদ্যবংশসম্ভূত মনে করেন। বস্তুতঃ উক্ত পদ্যের শেষাংশেই "বিপ্রো বেদপদাস্পদং" প্রভৃতিতে ইঁহার ব্রাহ্মণত্বের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি তিথিনির্দ্ধারণবিষয়ক একখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। ইনি বৈষ্ণবধর্ম্মী ছিলেন এবং রামানুজাচার্য্যের ঊর্দ্ধতন পঞ্চম গুরুস্থানীয় ছিলেন।

বোরব—ধান্যবিশেষ, বোরোধান। বোর—বা (গমন করা)+ড ক। সং; পুং।

বোরখান—পাটলবর্ণ অশ্ব। সং; পুং।

বোল—গন্ধরস। বা+উল ক। সং; পুং।

বোহিত্থ—অর্ণবযান, জাহাজ। সং; ক্লী।

বৌষট্—ঘৃতাদি নিবেদনের মন্ত্র। বহ (বহন করা)+ডৌষট্ ণ। ব্য।

ব্যংসক—ধূর্ত্ত, শঠ; প্রতারক। বি—অন্স (ভাগ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

ব্যংসিত—প্রতারিত; প্রবঞ্চিত। বি—অন্স (ভাগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যক্ত—১। প্রকাশিত; স্ফুট; প্রকট; বিকসিত; দৃষ্ট; স্থূল; প্রাজ্ঞ। বি—অন্জ (প্রকাশ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। সং; পুং।

ব্যক্তরূপ—পরমেশ্বর; বিষ্ণু। বহু। সং; পুং।

ব্যক্তি—১। জীব; জন, লোক; শরীরী; দ্রব্য; পদার্থ, বস্তু। বি—অন্জ+ক্তি র্ম্ম। ২। প্রকাশ। বি—অন্জ (প্রকাশ করা) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ব্যক্ত।

ব্যক্তিগত—পুরুষসম্বন্ধীয়, কোন এক ব্যক্তির উদ্দেশে কথিত বা কৃত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

ব্যগ্র—ব্যাকুল; ব্যস্ত; চকিত; আগ্রহী; উৎসাহী; আসক্ত। বি (বিশিষ্টরূপ) অগ্র, নিত্য। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যগ্রতা।

ব্যগ্রতা—ব্যাকুলতা; ব্যস্ততা; আগ্রহ। ব্যগ্র শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

ব্যঙ্গ—১। বিকলাঙ্গ; অঙ্গহীন। বি (নাই বা বিকল হইয়াছে) অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। ভেক। সং; পুং। ৩। পরিহাস, ঠাট্টা। দেশজ।

ব্যঙ্গপ্রিয়—পরিহাসপ্রিয়, যে বিদ্রূপ করিতে ভালবাসে। বহু। বিণ; ত্রি।

ব্যঙ্গসঙ্গীত—বিদ্রূপগান, পরিহাসাত্মক গান। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

ব্যঙ্গ্য—ব্যঞ্জনা বৃত্তি দ্বারা বোধ্য (অর্থ)। বি—অন্জ (প্রকাশ করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ।

ব্যজন—১। বায়ুসঞ্চালন; পাখা দিয়া বাতাসকরণ। বি—অজ (গমন করা)+অনট্ ভা। ২। পাখা। বি—অজ+অনট্ ণ। সং; ক্লী।

ব্যজনী—তালবৃন্ত, পাখা। বি—অজ+অনট্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ব্যঞ্জক—১। প্রকাশক; বিকাশক। বি—অন্জ (প্রকাশ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। অভিনয়; ব্যঞ্জনা দ্বারা বোধিত শব্দ। সং; পুং।

ব্যঞ্জন—১। চিহ্ন; হলবর্ণ, ক খ ইত্যাদি [বর্ণ দেখ]; অন্নভোজনের উপকরণ, তরকারি। বি—অন্জ (প্রকাশ করা)+অনট্ ণ। ২। প্রকাশন; কাব্যের গূঢ়ার্থপ্রকাশক বৃত্তিবিশেষ, ব্যঞ্জনাবৃত্তি। বি—অন্জ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ব্যঞ্জনসন্ধি—সন্ধিবিশেষ। সন্ধি দেখ।

ব্যঞ্জনা—কাব্যের নিগূঢ়ার্থ প্রকাশক বৃত্তি-

বিশেষ; কোন বাক্য উচ্চারিত হইলে যদি অভিধা ও লক্ষণা শক্তির সাহায্যে বক্তার অভিপ্রায় পরিস্ফুটরূপে প্রতীত না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ স্থলে অর্থবোধের নিমিত্ত অন্তর্বিধ যে শক্তির সাহায্য আবশ্যক হয়, তাহাকে ব্যঞ্জনা-শক্তি বলে, আর ব্যঞ্জনা দ্বারা যে অর্থের প্রতীতি হয়, তাহাকে ব্যঙ্গার্থ বলে; যেমন "তোমার সিঁথির সিঁদুর বজায় থাকুক" এই বাক্যটি কোন রমণীর প্রতি উচ্চারিত হইলে উহার অর্থ এই হয় যে, 'তুমি চিরকাল সধবা থাক'। কিন্তু উহা অভিধা বা লক্ষণা শক্তি দ্বারা বোধগম্য হয় না, একমাত্র ব্যঞ্জনা-বৃত্তি দ্বারা উহা প্রকাশিত হয়। বি—অন্জ (প্রকাশ করা)+অন ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

ব্যঞ্জিত—প্রকাশিত; প্রকটিত; ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা বোধিত। বি—ণিজন্ত অন্জ বা অঞ্জি (প্রকাশিত করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যতিকর—১। সম্পর্কবিশিষ্ট। বি—অতি—কৃ +ট ক। বিণ; ত্রি। ২। সম্পর্ক; মিলন; ব্যাপ্তি; পরস্পর কর্ম্মকরণ; ব্যসন; বিপদ্। বি—অতি—কৃ (করা)+অল্ ভা। ৩। সমূহ।...+অল্ র্ম। সং; পু।

ব্যতিক্রম—বিপর্য্যয়; বৈপরীত্য; লঙ্ঘন। বি—অতি—ক্রম (পা ফেলা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে ব্যতিক্রান্ত।

ব্যতিক্রান্ত—বিপর্য্যয়প্রাপিত; লঙ্ঘিত। বি—অতি—ক্রম (পা ফেলা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যতিক্রম।

ব্যতিরিক্ত—অতিরিক্ত; ব্যতীত; ভিন্ন। বি—অতি—রিচ (বিযুক্ত করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যতিরেক।

ব্যতিরেক—ভেদ; অতিক্রম; বৃদ্ধি; অভাব; কাব্যালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। বি—অতি—রিচ (বিযুক্ত করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে ব্যতিরিক্ত।

ব্যতিব্যস্ত—অত্যন্ত ব্যস্ত, অতিশয় অস্থির; উত্যক্ত। বি—অতি—বি—অস+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যতিষক্ত—অনুরক্ত, আসক্ত; গ্রথিত; মিলিত। বি—অতি—সন্জ (সংসক্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যতিষঙ্গ।

ব্যতিষঙ্গ—আসক্তি, অনুরাগ; একত্র বন্ধন; মিলন; সম্পর্ক। বি—অতি—সন্জ (সংসক্ত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে ব্যতিষক্ত।

ব্যতিহার, ব্যতীহার—গালাগালি, মারামারি; পরস্পর একবিধ ক্রিয়াকরণ; পরিবর্ত্ত; বিনিময়, বদল। বি—অতি—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ব্যতীত—বিগত; সম্পন্ন; মৃত; অতিক্রান্ত। বি—অতি—ই+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যত্যয়।

ব্যতীপাত—যোগবিশেষ। বি—অতি—পত+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ব্যতীহার—ব্যতিহার দেখ।

ব্যত্যয়, ব্যত্যাস—ব্যতিক্রম; বিপর্য্যয়; বৈপরীত্য। বি—অতি—ই (যাওয়া)+অল্ ভা, ২য় পক্ষে বি—অতি—অস (হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ব্যথা—বেদনা; দুঃখ; শোক; ভয়। ব্যথ (ব্যথিত হওয়া)+ঙ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ব্যথিত। [বিণ; ত্রি।

ব্যথাকুল—বেদনাকাতর, দুঃখ-ক্লিষ্ট। ৩তৎ।

ব্যথিত—ব্যথাপ্রাপ্ত; পীড়িত; ভীত; দুঃখিত। ব্যথ (ব্যথিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যথা।

ব্যথিতচিত্তে—দুঃখিত হৃদয়ে, পীড়িত অন্তঃকরণে। বহু। ক্রি-বিণ।

ব্যধ—বেধ; বিদ্ধকরণ; ভেদন; ব্যথা; প্রহার। ব্যধ (বিদ্ধ করা)+অল্ ভা। পু।

ব্যধ্ব—কুপথ; নিকৃষ্ট পথ। বি (বিরুদ্ধ) যে অধ্বা (পথ), কর্ম্মধা। সং; পু।

ব্যপদেশ—১। ছল, অছিলা; নাম; বংশ। বি—অপ—দিশ (বলা, ইত্যাদি)+অল্ ণ। ২। নামোল্লেখ; কথন।...+অল্ ভা। সং; পু।

ব্যপদেষ্টা—(ব্যপদেষ্টৃ)। উল্লেখকারী; নামকীর্ত্তক; ছলকারক। বি—অপ—দিশ (বলা, ইত্যাদি)+তৃন্ ক। বিণ; পু।

ব্যপনয়ন—প্রত্যাখ্যান; পরিবর্জ্জন; ত্যাগ। বি—অপ—নী (লইয়া যাওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে ব্যপনীত

ব্যপনীত—প্রত্যাখ্যাত; অপসারিত; তাড়িত। বি—অপ—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যপনয়ন।

ব্যপরোপণ—ছেদন; মূলোচ্ছেদ; অপসারণ; অবতারণ। বি—অপ—ণিজন্ত রুহ বা রোপি (রোপণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে ব্যপরোপিত।

ব্যপরোপিত—ছেদিত; অপসারিত; অবতারিত। বি—অপ—ণিজন্ত রুহ বা রোপি (রোপণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যপরোপণ।

ব্যপবর্জ্জন—নিষেধ; ত্যাগ; দান। বি—অপ—বৃজ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে ব্যপবর্জ্জিত।

ব্যপবর্জ্জিত—নিবারিত; নিষিদ্ধ; ত্যক্ত; দত্ত। বি—অপ—বৃজ (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যপবর্ত্তিত—প্রত্যাবর্ত্তিত, যাহাকে ফিরান হইয়াছে এরূপ। বি—অপ—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি (থাকান)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যপাকৃত—অস্বীকৃত; অপনীত; নিরস্ত; নিরাকৃত; নিহ্নুত। বি—অপ—আ—কৃ (করা)+ক্ত র্ম। বিণ। ত্রি। বিশেষ্যে ব্যপাকৃতি।

ব্যপাকৃতি—অস্বীকৃতি; নিষেধ; নিরাকরণ; নিহ্নব। বি—অপ—আ—কৃ (করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ব্যপাকৃত।

ব্যপায়—নাশ; অপনয়ন। বি—অপ—ই (যাওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

ব্যপাশ্রয়—আশ্রয়; অবলম্বন। বি—অপ—আ—শ্রি+অল্ ভা। সং; পু।

ব্যপেক্ষা—অপেক্ষা; অনুরোধ; স্পৃহা। বি—অপ—ঈক্ষ (দেখা)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

ব্যপেত—অপগত, রহিত; বিরুদ্ধ। বি—অপ—ই (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

ব্যপোঢ়—ঘূর্ণিত; বিতাড়িত; বিপরীত। বি—অপ—বহ (বহন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যভিচার—কদাচার; কুক্রিয়া; স্ত্রীপুরুষের অবৈধ সংসর্গ; অন্যথাচরণ; স্খলন; অব্যাপ্তি; অতিব্যাপ্তি। বি—অভি—চর (চরা, গমন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে ব্যভিচারী।

ব্যভিচারিণী—১। কদাচার-পরায়ণা; কুক্রিয়াসক্তা। ব্যভিচারী দেখ; ব্যভিচারিন্ শব্দ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কুলটা; পরপুরুষগামিনী স্ত্রী। সং; স্ত্রী।

ব্যভিচারিতা—কদাচারিতা, কুক্রিয়াসক্তি; অব্যাপ্তি। ব্যভিচারী দেখ; ব্যভিচারিন্ +তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

ব্যভিচারী—(ব্যভিচারিন্) ১। কদাচারী; কুক্রিয়াসক্ত; পরস্ত্রীগামী; অন্যথাচারী; অব্যাপ্ত; অতিব্যাপ্ত। বি—অভি—চর (চরা, গমন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ব্যভিচারিণী। ২। সঞ্চারী ভাব। সং; পু।

ব্যয়—খরচ; অপচয়; অপগম; নাশ; অভাব। ব্যয় (প্রেরণ করা, ইত্যাদি)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে ব্যয়িত।

ব্যয়কুণ্ঠ—কৃপণ, টাকা খরচ করিতে কাতর। ব্যয়ে কুণ্ঠা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ব্যয়সাধ্য—ব্যয়নিষ্পাদ্য, টাকা খরচ দ্বারা সাধনীয়। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ব্যয়সাপেক্ষ—ব্যয়সাধ্য। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ব্যয়স্থান—লগ্নের দ্বাদশস্থান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

ব্যয়িত—যাহা খরচ করা হইয়াছে এরূপ; অপচিত; বিগত; বিনষ্ট। ব্যয় (প্রেরণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যয়।

ব্যর্ণ—পীড়িত ; ব্যথিত। বি—অর্দ্দ (দেওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

ব্যর্থ—নিরর্থক ; নিষ্প্রয়োজন ; নিষ্ফল। বি (নাই) অর্থ (প্রয়োজন) যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

ব্যর্থতা—নিষ্প্রয়োজনীয়তা, নিষ্ফলতা, বৈফল্য। ব্যর্থ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

ব্যলীক—১। মনোদুঃখ ; বৈলক্ষ্য ; প্রতারণা ; লজ্জা ; অপরাধ। বি—অল (বারণ করা, ইত্যাদি)+ঈকন্ র্ম। সং ; ক্লী। ২। অপ্রিয় ; অসত্য। বিণ ; ত্রি।

ব্যবকলন, ব্যবকলনা—বিয়োজন ; বিয়োগকরণ, বাকি কাটা, জমা খরচ কাটা। বি—অব—কল (গণা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে ব্যবকলিত।

ব্যবকলিত—বিয়োজিত ; যাহা বাকি কাটা হইয়াছে এরূপ ; বাকি। বি—অব—কল (গণা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যবকলন।

ব্যবচ্ছিন্ন—বিভক্ত ; বিভিন্ন ; মোচিত ; বিশেষিত ; নির্দ্ধারিত। বি—অব—ছিদ (ছেদন করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যবচ্ছেদ।

ব্যবচ্ছেদ—১। বিভেদ ; বিশেষকরণ ; মোচন ; শরবৃষ্টি ; নির্দ্ধারণ। বি—অব—ছিদ (ছেদন করা)+অল্ ভা। ২। খণ্ড। বি—অব—ছিদ+অল্ র্ম। সং ; পু। বিশেষণে ব্যবচ্ছিন্ন

ব্যবধা, ব্যবধান, ব্যবধি—তিরোধান ; আবরণ ; আড়াল ; অন্তর ; দূরত্ব। বি—অব ধা (ধারণ করা)+যথাক্রমে ঙ, অনট্, কি ভা। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী, ক্লী ও পু। বিশেষণে ব্যবহিত।

ব্যবধান—ব্যবধা দেখ।

ব্যবধায়ক—ব্যবধানকারক ; আবরক, আচ্ছাদক। বি—অব—ধা (ধারণ করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

ব্যবধি—ব্যবধা দেখ।

ব্যবসায়—১। জীবিকা, বৃত্তি। বি—অব—সো +ঘঞ্ ণ। ২। যত্ন ; উদ্যম ; কার্য্য ; অনুষ্ঠান ; নিশ্চয় ; অভিপ্রায়। বি—অব—সো (নাশ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে ব্যবসিত, ব্যবসায়ী।

ব্যবসায়াত্মক—নিশ্চয়াত্মক, কৃতনিশ্চয়, স্থির। ব্যবসায় (নিশ্চয়) হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবসায়াত্মিকা।

ব্যবসায়ী—(ব্যবসায়িন্)। কৃতোদ্যম ; অনুষ্ঠানকারী ; কৃতনিশ্চয় ; বাণিজ্যকারী। ব্যবসায় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবসায়িনী।

ব্যবসিত—১। চেষ্টিত ; উদ্যত ; প্রতারিত ; স্থিরীকৃত ; নিশ্চিত। বি—অব—সো (নাশ করা)+ক্ত ক। ২। অভিপ্রেত ; অনুষ্ঠিত। বি—অব—সো+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যবসায়।

ব্যবস্থা—স্থিতি ; স্থিরতা ; নিয়ম ; শাস্ত্রীয় বিধি ; আইন ; পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন। বি—অব—স্থা (থাকা)+ঙ ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে ব্যবস্থিত।

ব্যবস্থাজাল—১। ব্যবস্থাসমূহ, বিধানসকল, নিয়ম সমুদায়। ৬তৎ। ২। কূট ব্যবস্থা, জটিল নিয়ম। ব্যবস্থা জাল সদৃশ, উপমিত। সং ; ক্লী।

ব্যবস্থাদায়ক—ব্যবস্থা-দাতা ; বিধিদায়ক ; আইনকর্ত্তা। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

ব্যবস্থাপক—বিধিদায়ক ; আইনকর্ত্তা ; নিয়ামক ; সংস্থাপক। বি—অব—ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (স্থাপন করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

ব্যবস্থাপন—বিধি-নির্দ্ধারণ ; নিয়মকরণ ; আইন-প্রণয়ন ; নিরূপণ। বি—অব—ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (রাখা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে ব্যবস্থাপিত।

ব্যবস্থাপিত—স্থিরীকৃত ; নির্দ্ধারিত ; নিয়মিত ; প্রকৃতিপ্রাপিত। বি—অব—ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (রাখা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যবস্থাপন।

ব্যবস্থাশাস্ত্র—বিধানশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র ; আইন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ব্যবস্থিত—১। সম্যক্ অবস্থিত। বি—অব—স্থা (থাকা)+ক্ত ক। ২। স্থিরীকৃত ; নির্দ্ধারিত ; পৃথক্কৃত। বি—অব—স্থা+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যবস্থা।

ব্যবহর্ত্তা—(ব্যবহর্ত্তৃ)। ব্যবহারকর্ত্তা ; বিচারক। বি—অব—হৃ (হরণ করা)+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহর্ত্রী।

ব্যবহার—ঋণদানাদি অষ্টাদশ বিবাদ ; পণ ; মামলা, মকদ্দমা ; "আইন" ; বাণিজ্য ; আচার ; প্রথা। বি—অব—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে ব্যবহৃত।

ব্যবহারজ্ঞ—প্রাপ্তব্যবহার, প্রাপ্তবয়স্ক, সাবালক। ব্যবহার (মোকদ্দমা প্রভৃতি) জানে যে, উপ ; ব্যবহার শব্দ—জ্ঞা (জানা) +ড ক। বিণ ; ত্রি।

ব্যবহারদর্শী—(ব্যবহারদর্শিন্)। বিচারকর্ত্তা ; জুরি। ব্যবহার শব্দ (মোকদ্দমা)—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক। সং ; পু।

ব্যবহারমাতৃকা—বিচারসংক্রান্ত সমুদায় ক্রিয়া। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ব্যবহারবিধি—মোকদ্দমাসংক্রান্ত নিয়মাবলী, আইন। ৬তৎ। সং ; পু।

ব্যবহারশাস্ত্র, ব্যবহার-সংহিতা—ব্যবস্থাশাস্ত্র, আইন। ৬তৎ। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

ব্যবহারাজীব—আইন-ব্যবসায়ী, উকিল মোক্তার ব্যারিষ্টার প্রভৃতি। ব্যবহার (আইন) হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। সং ; পু।

ব্যবহারিক—ব্যবহারসিদ্ধ। ব্যবহার+ষ্ণিক নিষ্পন্নার্থে। বিণ ; ত্রি।

ব্যবহার্য্য—ব্যবহারের উপযুক্ত ; ব্যবহারযোগ্য। বি—অব—হৃ+ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি।

ব্যবহিত—১। অন্তর্হিত। বি—অব—ধা+ক্ত ক। ২। আচ্ছাদিত ; অন্তরিত। বি—অব—ধা (ধারণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

ব্যবহৃত—উপভুক্ত ; আচরিত ; বিচারিত। বি—অব—হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যবহার।

ব্যবায়—১। স্ত্রীসংসর্গ ; আচ্ছাদন ; পবিত্রতা ; অন্তর্ধান। বি—অব—ই বা অয় (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। ২। তেজঃ। সং ; ক্লী।

ব্যবায়ী—(ব্যবায়িন্)। স্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, কামুক। ব্যবায় (স্ত্রীসঙ্গ)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

ব্যশ্নুবান—ব্যাপনশীল, ব্যাপক। বি—অশ (ব্যাপা)+শান ক। বিণ ; ত্রি।

ব্যষ্টি—অসামগ্র্য, পৃথক্ পৃথক্ ভাব, এক একটী। বি—অশ (ব্যাপা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিপরীতার্থক শব্দ সমষ্টি।

ব্যসন—বিপদ্ ; অশুভ ; পাপ ; দুঃখ ; নাশ ; ভ্রংশ ; বিষয়াসক্তি ; নিষ্ফলোদ্যম ; বৃথা চেষ্টা ; সুরাপান স্ত্রী মৃগয়া প্রভৃতিতে আসক্তি ; নেশা ; কামজ ও কোপজ দোষ, —মৃগয়া, অক্ষ (পাশা খেলা), দিবানিদ্রা, পরীবাদ (পরনিন্দা), পরস্ত্রীসঙ্গ, মদ্য, ক্রীড়া, নৃত্য, গীতবাদ্য ও বৃথা ভ্রমণ, এই দশ প্রকার কামজ, এবং দুষ্টতা, দৌরাত্ম্য, ক্ষতি, দ্বেষ, ঈর্ষা, প্রতারণা, কটূক্তি ও নিষ্ঠুরতা এই আট প্রকার কোপজ দোষ। বি—অস (ক্ষিপ্ত হওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে ব্যসনী।

ব্যসনপ্রিয়—সুরাপানাদির অনুরাগী। বহু। বিণ ; ত্রি।

ব্যসনাসক্ত—ব্যসনানুরক্ত, কামজ ও কোপজ দোষে নিরত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

ব্যসনী—(ব্যসনিন্)। ব্যসনযুক্ত ; কুক্রিয়ারত ; আসক্ত। ব্যসন দেখ ; ব্যসন শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

ব্যসু—গতপ্রাণ, মৃত। বি (বিগত) হইয়াছে অসু (প্রাণ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

ব্যস্ত—বিক্ষিপ্ত ; বিস্তৃত ; বিভক্ত ; ব্যাকুল ; অসমস্ত ; বিপরীত। বি—অস (ক্ষেপণ করা) +ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যাস।

ব্যস্ততা—ব্যগ্রতা, ব্যাকুলতা; বিভাগ। ব্যস্ত দেখ; ব্যস্ত+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

ব্যস্তবাগীশ—ব্যস্তসমস্ত, অতিশয় ব্যস্ত, যে তাড়াতাড়ি সকল কাজ শেষ করিতে যায়। দেশজ শব্দ।

ব্যস্তসমস্ত—অত্যন্ত ব্যগ্র, অতি ত্বরান্বিত। বিণ; ত্রি।

ব্যাকরণ—শব্দ-ব্যুৎপাদক শাস্ত্র, যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে কোন ভাষায় শুদ্ধরূপে কথা কহিতে ও লিখিতে পারা যায় (Grammar)। বি—আ—কৃ (করা)+ অনট্ ণ। সং; ক্লী।

ব্যাকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত, ইতস্ততঃ ছড়ান। বি—আ—কৄ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি

ব্যাকুল—ব্যস্ত; উৎকণ্ঠিত; কাতর; শোক-ভয়াদি দ্বারা ইতিকর্তব্যতাজ্ঞানশূন্য; ব্যাপৃত। বি (বিশিষ্টরূপ) আকুল, নিত্য। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যাকুলতা।

ব্যাকুলতা—ব্যাকুল দেখ। ব্যাকুল+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

ব্যাকুলমনাঃ—(ব্যাকুলমনস্)। কাতরচিত্ত, উৎকণ্ঠিতচেতাঃ। বহু। বিণ; পু।

ব্যাকুতি—বঞ্চনা, ছলনা; ভঙ্গি। বি—আ—কু+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ব্যাকৃত—ব্যাখ্যাত; প্রকাশিত। বি—আ—কৃ (করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যাকরণ, ব্যাকৃতি।

ব্যাকৃতি—১। ব্যাখ্যান; প্রকাশন; ব্যাকরণ। বি—আ—কৃ (করা)+ক্তি ভা। ২। বিরুদ্ধ আকৃতি; ভঙ্গী। নিত্য। সং; স্ত্রী।

ব্যাকোশ, ব্যাকোষ—বিকসিত, প্রস্ফুটিত। বি—আ—কুশ, কুষ+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

ব্যাক্রোশ—ভৎর্সনা, তিরস্কার; কটূক্তি, গালাগালি। বি (বিশিষ্টরূপ) আক্রোশ, নিত্য। সং; পু।

ব্যাক্রোশী—আক্রোশবাক্য, পরস্পর কটূক্তি। বি—আ—ক্রুশ+ণন্ ভা+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ব্যাক্ষেপ—অন্যাসঙ্গ; বিলম্ব। বি—আ—ক্ষিপ+অল্ ভা। সং; পু।

ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যান—কথন; বিবরণ; অর্থ-প্রকাশ। বি—আ—খ্যা (বলা)+অ ভা+আপ্, ২য় পক্ষে…+অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী। বিশেষণে ব্যাখ্যাত।

ব্যাখ্যাত—বিশেষরূপে কথিত; বর্ণিত। বি—আ—খ্যা (বলা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যান।

ব্যাখ্যেয়—ব্যাখ্যানযোগ্য; বর্ণনীয়। বি—আ—খ্যা (বলা)+য র্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যাঘট্টন—সংঘর্ষণ; আলোড়ন; মন্থন। বি—আ—ঘট্ট (ঘোঁটা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ব্যাঘাত—যোগবিশেষ; বিঘ্ন; অন্তরায় আঘাত; কাব্যালঙ্কারবিশেষ। বি—আ—হন (বধ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে ব্যাহত।

ব্যাঘ্র—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ জন্তু, শার্দ্দূল, বাঘ; (অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ; রক্ত এরণ্ড বৃক্ষ। বি—আ—ঘ্রা (ঘ্রাণ লওয়া) +ড ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ব্যাঘ্রী।

ব্যাঘ্রনায়ক—শৃগাল। ৬তৎ। সং; পু।

ব্যাঘ্রপাদ—মুনিবিশেষ। সং; পু।

ব্যাঘ্রাস্য—১। বাঘ্রের ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ব্যাঘ্রের আস্যের ন্যায় আস্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বিড়াল। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

ব্যাঘ্রী—বাঘিনী। ব্যাঘ্র দেখ; ব্যাঘ্র+ঈপ্।

ব্যাজ—বিঘ্ন; অন্তরায়; ছল, কপট; বিলম্ব; সুদ। বি—অজ (গমন করা)+ঘঞ্ ক। সং; পু।

—কপট স্তব; কাব্যালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। ব্যাজময়ী যে স্তুতি, মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ব্যাজোক্তি—ছল দ্বারা উক্তি; কাব্যালঙ্কার-বিশেষ। ব্যাজ দ্বারা উক্তি, ৩তৎ। সং; স্ত্রী।

ব্যাড়—হিংস্রপশু, শ্বাপদ; ইন্দ্র; সর্প। বি—আ—অড় (উদ্যম করা)+অন্ ক। সং; পু।

ব্যাড়ি—ব্যাকরণকার ও কোষকার জনৈক মুনি। সং; পু।

ব্যাত্ত—বিস্তৃত, প্রসারিত। বি—আ—অত (গমন করা), বা দা (দেওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যাদান।

ব্যাত্যুক্ষী, ব্যাভ্যুক্ষী—জলক্রীড়াবিশেষ, পরস্পর জলসেচন করিয়া ক্রীড়াকরণ। বি—অতি, অভি—উক্ষ (সেচন করা)+ণন্ ভা+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ব্যাদান—উদ্ঘাটন; প্রসারণ, বিস্তার। বি—আ—দা (দেওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে ব্যাত্ত।

ব্যাদিত—উদ্ঘাটিত; প্রসারিত, বিস্তৃত। বি—আ দা (দেওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যাধ—মৃগয়াজীবী জাতি; লুব্ধক। ব্যধ (বিদ্ধ করা)+ণ ক। সং; পু।

ব্যাধবৃত্তি—১। ব্যাধের ব্যবসায়, পশুহনন, মৃগয়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। ব্যাধের ব্যবসায়াবলম্বী, মৃগয়াকারী। ব্যাধের বৃত্তির ন্যায় বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ব্যাধাম—বজ্র। বি—আ—ধা (ধারণ করা) +ম। সং; পু।

ব্যাধি—রোগ, পীড়া। বি—আ—ধা (ধারণ করা)+কি অধি। সং; পু। বিশেষণে ব্যাধিত।

ব্যাধিগ্রস্ত—রোগাক্রান্ত, পীড়াযুক্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

ব্যাধিত—রোগগ্রস্ত, আতুর, রুগ্ন। ব্যাধি শব্দ (রোগ)+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

ব্যাধিমন্দির—ব্যাধির আলয়, রোগের আধার। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

ব্যাধিমুক্ত—রোগমুক্ত, পীড়া হইতে আরোগ্য প্রাপ্ত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

ব্যাধুত, ব্যাধূত—আন্দোলিত; চালিত; কম্পিত। বি—আ—ধু, ধূ (কাঁপা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যান—সর্ব্বাবয়ব-ব্যাপী বায়ু [পঞ্চপ্রাণ দেখ]। বি—অন (বাঁচা)+ঘঞ্ ণ। সং; পু।

ব্যাপক—ব্যাপ্তিশীল; আচ্ছাদক; বিস্তীর্ণ। বি আপ (পাওয়া)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

ব্যাপন—ব্যাপ্তি, সর্ব্বত্র স্থিতি; বিস্তার; আচ্ছাদন। বি—আপ (পাওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে ব্যাপ্ত।

ব্যাপন্ন—বিপন্ন, বিপদ্‌গ্রস্ত; মৃত; ক্ষতিগ্রস্ত। বি—আ—পদ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

ব্যাপাদ, ব্যাপাদন—অনিষ্টচিন্তা; হনন, বধ। বি—আ—ণিজন্ত পদ বা পাদি+ঘঞ্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে ব্যাপাদিত।

ব্যাপাদিত—নিহত, বিনাশিত। বি—আ—ণিজন্ত পদ বা পাদি+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যাপাদ, ব্যাপাদন।

ব্যাপার—নিয়োগ; ক্রিয়া; ব্যবসায়; অভ্যাস। বি—আ—পৃ (পূরণ করা, ইত্যাদি)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে ব্যাপৃত, ব্যাপারী।

ব্যাপারী—(ব্যাপারিন্)। ক্রিয়াযুক্ত; কার্য্যাসক্ত; ব্যবসায়ী। ব্যাপার শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

ব্যাপিনী—ব্যাপী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

ব্যাপী—(ব্যাপিন্)। আচ্ছাদক; ব্যাপক; বিসরণশীল। বি—আপ (পাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ব্যাপিনী।

ব্যাপৃত—ব্যাপারযুক্ত; নিযুক্ত; কার্য্যে রত। বি—আ—পৃ (পূরণ করা, ইত্যাদি)+ক্ত ক। বিণ, ত্রি। বিশেষ্যে ব্যাপার।

ব্যাপ্ত—১। পূর্ণ; বেষ্টিত; বিস্তারিত; আচ্ছন্ন। বি—আপ (পাওয়া)+ক্ত র্ম। ২। ব্যাপ্তিযুক্ত; সর্ব্বত্র স্থিত; প্রসিদ্ধ। বি—আপ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যাপন, ব্যাপ্তি।

ব্যাপ্তি—ব্যাপন, সর্ব্বত্র স্থিতি; ঐশ্বর্য্যবিশেষ; স্বাভাবিক গুণ বা ধর্ম্ম। বি—আপ (পাওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ব্যাপ্ত।

ব্যাপ্তিশীল—ব্যাপনস্বভাব, যাহা স্বভাবতঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বহু। বিণ; ত্রি।

ব্যাপ্য—ব্যাপনীয়, ব্যাপ্তিযোগ্য; অল্পদেশ-বৃত্তি। বি—আপ (পাওয়া)+য র্ম। বিণ।

ব্যাপ্যবৃত্তি—অল্পদেশ-বৃত্তি পদার্থে বিদ্যমান। ব্যাপ্য বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ব্যাপ্রিয়মাণ—নিযুক্ত, ব্যাপৃত। বি—আ—পৃ (পূরণ করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

ব্যাম—দুইটা বাহু দুই পার্শ্বে সম্পূর্ণভাবে বিস্তৃত করিলে একটি বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অন্য বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ পরিমাণ, বাঁও। বি—অম (গমন)+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

ব্যামর্দ—অধীরতা, ব্যাকুলতা। বি—আ—মৃদ+অল্ ভা। সং; পুং।

ব্যামিশ্র—মিশ্রিত; সম্মিলিত। বি—আ—মিশ্র (মিশা)+অল্ ক। বিণ; ত্রি।

ব্যামোহ—অজ্ঞান, মোহ। বি—আ—মুহ (মুগ্ধ হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

ব্যায়ত—১। বিস্তৃত; দীর্ঘ, লম্বা; দূর; অতিশয়। বি—আ—যম+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। বিস্তার; দৈর্ঘ্য; আয়াস। বি—আ—যম+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

ব্যায়াম—শ্রম; শ্রম-সাধ্য কর্ম্ম, শ্রম-সাধন ব্যাপার, কুস্তি প্রভৃতি; বিষম; দুর্গম স্থানে ভ্রমণ; পৌরুষ; ব্যাম, বাঁও। বি—আ—যম+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

ব্যায়ামবিধি—ব্যায়াম করিবার নিয়ম। ৬তৎ। [প্রত্যহ রীতিমত ব্যায়াম দ্বারা দেহের লঘুতা, কার্য্যশক্তি, উপযুক্ত পুষ্টি, বাত প্রভৃতি রোগের নাশ এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ব্যায়ামশীল ব্যক্তির কোন রোগ জন্মে না, এবং বিরুদ্ধ বা বিদগ্ধ দ্রব্য ভুক্ত হইয়া শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ব্যায়াম শরীরের শিথিলতা, জরা, স্থূলতা প্রভৃতির নাশক। শীত ও বসন্তকালে ইহা অতীব হিতকর। অন্য সময়ে অর্দ্ধবল ব্যায়াম কর্ত্তব্য। অর্দ্ধবল ব্যায়াম, যথা—যখন হৃদয়স্থ বায়ু অতি দ্রুতভাবে মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকে, এবং মুখ শুষ্ক হয়, অথবা যখন কপালে, নাসিকায়, গাত্রসন্ধিসমূহে এবং দুই বগলে ঘাম হইতে থাকে, তাহাকেই অর্দ্ধবল ব্যায়াম বলে। ভোজনের পর, স্ত্রীসহবাসের পর, এবং কাস, শ্বাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ধাতুশোষ রোগযুক্ত ব্যক্তির ব্যায়াম নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত ব্যায়ামে কাস, জ্বর, বমি, ক্ষয়, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ জন্মে]।

ব্যায়োগ—দৃশ্যকাব্যবিশেষ। বি—আ—যুজ+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

ব্যাল—১। হিংস্র; অপকারী; ক্রূর। বি—আ—অড় (উদ্যম করা)+অল্ ক। বিণ; ত্রি। ২। হিংস্র জন্তু; সর্প; ব্যাঘ্র; দুষ্ট হস্তী। সং; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে ব্যালী।

ব্যালগ্রাহ, ব্যালগ্রাহী—(ব্যালগ্রাহিন্)। আহিতুণ্ডিক, সাপুড়ে, মাল। ৬তৎ। সং; পুং।

ব্যালমৃগ—চিতাবাঘ। ব্যাল (হিংস্র) যে মৃগ, [কর্ম্মধা। সং; পুং।

ব্যাবক্রোশী—পরস্পর আক্রোশ; পরস্পর ক্রোধ প্রকাশকরণ। বি—অব—ক্রুশ+ণন্ ভা+ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

১। পরাঙ্মুখ হওয়া, ফেরা। বি—আ—বৃত (থাকা)+অনট্ ভা। ২। পরাঙ্মুখীকরণ, ফিরান। বি—আ—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি (থাকান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে ব্যাবর্ত্তিত।

ব্যাবর্ত্তিত—পরাঙ্মুখীকৃত, যাহাকে ফিরান হইয়াছে এরূপ। বি—আ—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি (থাকান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যাবর্ত্তন।

ব্যাবহারিক—১। ব্যবহারসম্বন্ধীয় বা বিষয়ক; ধর্ম্মাধিকরণসম্বন্ধীয়। ব্যবহার শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। বিচারক; মন্ত্রী। সং; পুং।

ব্যাবহারী—পরস্পর ব্যবহার; পরস্পর হরণ। বি—অব—হৃ (হরণ করা)+ণন্ ভা+ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ব্যাবহাসী—পরস্পর হাস্যকরণ; পরস্পর বিচারণা। বি—অব—হস (হাস্য করা)+ণন্ ভা+ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ব্যাবৃত্ত—১। নিবৃত্ত; খণ্ডিত; নিষিদ্ধ। বি—আ—বৃত (থাকা)+ক্ত ক। ২। নিবারিত; আচ্ছাদিত। বি—আ—বৃত+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যাবৃত্তি।

ব্যাবৃত্তি—নিবৃত্তি; নিষেধ; বাধা; বিপর্য্যাস; নিয়োগ; খণ্ডন। বি—আ—বৃত (থাকা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ব্যাবৃত্ত।

ব্যাস—১। বেদের বিভাগকর্ত্তা মুনি [বেদব্যাস দেখ]; পুরাণপাঠক ব্রাহ্মণ। বি—অস (হওয়া)+ঘঞ্ ক। ২। গোলাকার বস্তুর মধ্য রেখা; জ্যামিতিতে—যে সরল রেখা বৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করিয়া উভয় দিকে পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত; বিস্তার; সমাসবাক্য। বি—অস+ঘঞ্ ণ। ৩। বিভাগ। বি—অস+ঘঞ্ ভা। সং; পুং।

ব্যাসক্ত—সংলগ্ন; অভিভূত; অত্যাসক্ত। বি—আ—সন্‌জ (সঙ্গ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যাসঙ্গ।

ব্যাসঙ্গ—অত্যাসক্তি; অতিশয় অনুরাগ। বি—আ—সন্‌জ (সঙ্গ করা)+ঘঞ্ ভা। পুং।

ব্যাসার্দ্ধ—ব্যাসের অর্দ্ধভাগ, বৃত্তের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত সরল রেখা। ক্লী।

ব্যাসিদ্ধ—নিষিদ্ধ; নিবারিত; অবরুদ্ধ। বি—আ—সিধ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যাহত—অতিশয় আহত; নিষিদ্ধ; ব্যর্থ; বিফলীকৃত; হতাশ; ভীত। বি—আ—হন (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যাহন্যমান—প্রতিষিধ্যমান। বি—আ—হন (বধ করা)+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যাহার—উক্তি, কথন। বি—আ—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পুং। বিশেষণে ব্যাহৃত।

ব্যাহৃত—উক্ত; কথিত। বি—আ—হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যাহার, ব্যাহৃতি।

ব্যাহৃতি—১। উক্তি, কথন। বি—আ—হৃ (হরণ করা)+ক্তি ভা। ২। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ইত্যাকার মন্ত্র। বি—আ—হৃ+ক্তি র্ম্ম। সং; স্ত্রী।

ব্যুৎক্রম—ব্যতিক্রম, ক্রমবিপর্য্যয়; অনিয়ম। বি—উৎ—ক্রম+অল্ ভা। সং; পুং।

ব্যুত্থান—উত্থিতি; উদয়; প্রতিরোধ; সমাধিভঙ্গের কাল। বি—উৎ—স্থা (থাকা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ব্যুৎপত্তি—কৌশল; শাস্ত্রে সংস্কারবিশেষ; বিশেষ উৎপত্তি; জ্ঞান; শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিভাজন। বি—উৎ—পদ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে ব্যুৎপন্ন।

ব্যুৎপত্তিলাভ—জ্ঞানলাভ, শাস্ত্রে সংস্কার লাভ। ৬তৎ। সং; পুং।

ব্যুৎপন্ন—ব্যুৎপত্তিযুক্ত; শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন। বি—উৎ—পদ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যুৎপত্তি।

ব্যুৎপাদক—ব্যুৎপত্তিজনক; সংস্কারজনক। বি—উৎ—পদ+ণক ক। বিণ; ত্রি।

ব্যুৎপাদ্য—ব্যুৎপত্তিলভ্য। বি—উৎ—পদ+ণ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যুদস্ত—নিরাকৃত; নিরস্ত; মর্দ্দিত; অবনত। বি—উৎ—অস (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যুদাস।

ব্যুদাস—নিরাকরণ; দূরীকরণ; ঔদাস্য। বি—উৎ—অস (ক্ষেপণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পুং। বিশেষণে ব্যুদস্ত।

ব্যুষ্ট—১। পর্য্যুষিত, বাসী। বি—বস+ক্ত ক। ২। দগ্ধ। ব্যুষ বা বি—উষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ৩। প্রভাত; ফল। সং; ক্লী।

ব্যুষ্টি—১। ইচ্ছা। বি—বশ+ক্তি অধি। ২। প্রভাত। বি—উষ+ক্তি অধি। ৩। সমৃদ্ধি স্তুতি; ফল। বি—বস+ক্তি অধি। স্ত্রী।

ব্যূঢ়—বিবাহিত; বিন্যস্ত; পরিহিত; বিপুল; পৃথুল; স্ফীত; সংহত। বি—বহ (বহন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

ব্যূঢ়ি—বিন্যাস; সাজান; স্থূলতা। বি—বহ (বহন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

ব্যূত—উত, কৃতবয়ন, যাহা বোনা হইয়াছে

এরূপ ; তন্তনির্ম্মিত। বি—বে (বয়ন করা +ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে ব্যূতি।

ব্যূতি—বস্ত্রাদি বয়ন। বি—বে (বয়ন করা)+ ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে ব্যূত।

ব্যূহ—১। বল-বিন্যাস, সৈন্যগণকে শৃঙ্খলাপূর্ব্বক স্থাপন ; বিস্তার ; বিতান। বি—ঊহ (তর্ক করা)+অল্ ভা। ২। দেহ ; সৈন্যসমূহ সমূহ। বি—ঊহ+অল্ র্ম। সং ; পু।

ব্যূহ-পার্ষ্ণি—অঙ্কিত সৈন্যসমূহের পশ্চাদ্ভাগস্থ শ্রেণী (Rear-rank)। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ব্যূহিত—ব্যূহাকারে বিন্যস্ত। বি—ঊহ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

ব্যোম—(ব্যোমন্)। আকাশ, নভোমণ্ডল ; জল [পঞ্চভূত দেখ]। ব্যে (আচ্ছন্ন করা) +মন্ ক। সং ; ক্লী।

ব্যোমকেশ—মহাদেব। ব্যোমে (আকাশে) কেশ যাঁহার, বহু। গঙ্গাধারণকালে শিবের জটাসমূহ আকাশময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল বলি তাঁহার এক নাম ব্যোমকেশ। সং ; পু।

ব্যোমচর—১। আকাশবিহারী, আকাশে বিচরণকারী। ব্যোমন্ শব্দ—চর+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। পক্ষী ; গ্রহনক্ষত্রাদি। সং ; পু।

ব্যোমচারী—(ব্যোমচারিন্) ১। গগন-বিহারী, আকাশে ভ্রমণশীল। ব্যোমে চরে যে, উপ ; ব্যোমন্ শব্দ (আকাশ)—চর (বিচরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ব্যোমচারিণী। ২। দেবতা ; গ্রহ-নক্ষত্রাদি ; পক্ষী। সং : পু।

ব্যোমযান—বিমান, দেবযান ; যে যান দ্বারা আকাশে বিচরণ করা যায়, বেলুন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

ব্রজ—১। গোষ্ঠ ; পথ ; মথুরার নিকটস্থ গোকুল, শ্রীকৃষ্ণ শৈশবে এই স্থানে পালিত হইয়াছিলেন। ব্রজ+অল্ অধি। ২। সমূহ। ব্রজ (গমন)+অল্ র্ম। সং ; পু।

ব্রজকামিনী—ব্রজবাসিনী রমণী। ৬তৎ। সং।

ব্রজকিশোর—শ্রীকৃষ্ণ। সং ; পু।

ব্রজগোপাল—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রজগোপী—ব্রজবাসিনী গোপরমণী, গোকুলের গোয়ালার মেয়ে। ব্রজবাসিনী গোপী, মধ্য-পদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ব্রজদুলাল—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজের দুলাল (প্রিয়), ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রজধাম—গোকুল। ব্রজ নামক ধাম, মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

ব্রজন—ভ্রমণ, পর্য্যটন। ব্রজ (গমন করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

ব্রজনাথ, ব্রজেন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রজমোহন—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রজরাজ—নন্দ ; শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজের রাজা, ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রজলাল—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজ—লাল (পালিত হওয়া) +অন্ ক। সং ; পু।

ব্রজলীলা—শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে কৃত কার্য্যসমূহ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ব্রজবল্লভ—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজের বল্লভ (প্রিয়), ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রজবালক—গোকুলবাসী বালক। ৬তৎ। সং ; [পু।

ব্রজবাসিনী—ব্রজবাসী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

ব্রজবাসী—(ব্রজবাসিন্)। গোকুলে বাসকারী। ব্রজ—বস (বাস করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ব্রজবাসিনী।

ব্রজবিহারী—(ব্রজবিহারিন্)। শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজ—বি—হৃ+ণিন্ ক। সং ; পু।

ব্রজাঙ্গনা—ব্রজবাসিনী রমণী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ব্রজেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রজেশ্বরী—রাধিকা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

ব্রজ্যা—গমন ; পর্য্যটন ; দেশভ্রমণ। ব্রজ (গমন)+ক্যপ্ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

ব্রণ—ক্ষত, ঘা ; স্ফোটক, ফোড়া। ব্রণ (অঙ্গ-চূর্ণ করা)+অন্ ক। সং ; ক্লী ও পু।

ব্রণিত—ব্রণযুক্ত। ব্রণ+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

ব্রণী—(ব্রণিন্)। ব্রণযুক্ত। ব্রণ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ব্রণিনী।

ব্রত—নিয়ম ; পুণ্যজনক ও পাপক্ষয়কর কর্ম্ম। বৃ (বরণ করা)+অতচ্ র্ম, অথবা ব্রজ (গমন করা)+ঘ ণ। সং ; ক্লী ও পু।

ব্রততি, ব্রততী—১। বিস্তার। বৃত+অতি ভা। ২। লতা। বৃত (থাকা)+অতি ক। সং ; স্ত্রী।

ব্রতধারিণী—ব্রতধারী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

ব্রতধারী—(ব্রতধারিন্)। ব্রতী, নিয়মস্থ ; নিয়ম পালনকারী, গৃহীত-ব্রত। ব্রত শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ব্রতধারিণী।

ব্রতভিক্ষা—উপনয়নকালীন ভিক্ষা। মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

ব্রতাদেশ—সংস্কারবিশেষ, উপনয়ন। ব্রতের আদেশ (নির্দ্দেশ), ৬তৎ। সং ; পু।

ব্রতিনী—ব্রতী দেখ।

ব্রতী—(ব্রতিন্)। নিয়মস্থ, নিয়মপালনকারী ; তপস্বী ; যজমান। ব্রত শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ব্রতিনী।

ব্রশ্চন—১। কর্ত্তন ; ছেদন। ব্রশ্চ (ছেদন করা) +অনট্ ভা। ২। স্বর্ণাদি ছেদনাস্ত্র, ছেনী। ব্রশ্চ+অনট্ ণ। সং ; স্ত্রী। ৩। ছেদক। ব্রশ্চ+অন ক। বিণ ; ত্রি।

ব্রাত—১। দল ; সমূহ ; বরযাত্রী বা কন্যাযাত্রী ; পতিত ব্রাহ্মণের সন্তান। বৃ (বরণ করা, ইত্যাদি)+অতচ্ র্ম। ২। শ্রমজীবী। ব্রত শব্দ+ষ্ণ। সং ; পু। ৩। শারীরিক পরি-শ্রম ; মজুরি। ব্রাত শব্দ (শ্রমজীবী)+ +ষ্ণ ভাবে। সং ; স্ত্রী।

ব্রাতীন—১। শ্রমী ; শ্রমজীবী ; মজুর। ব্রাত শব্দ+ঈন। ২। ব্রতনিষ্ঠ। ব্রত শব্দ+ ঈন। বিণ ; ত্রি।

ব্রাত্য—সংস্কারবিহীন ; সাবিত্রীভ্রষ্ট ; অযোগ্য-কালে উপনীত। ব্রত+য যোগার্থে। বিণ।

ব্রীড়—লজ্জা। ব্রীড় (লজ্জিত হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। [illegible]

ব্রীড়ন—লজ্জা। ব্রীড় [illegible] ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে ব্রীড়িত।

ব্রীড়া—লজ্জা। ব্রীড় (লজ্জিত হওয়া)+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে ব্রীড়িত।

ব্রীড়াবনত—লজ্জায় অবনত, লাজনম্র। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

ব্রীড়িত—১। লজ্জাপ্রাপ্ত ; লজ্জিত। ব্রীড় (লজ্জা পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। লজ্জা। ব্রীড়+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

ব্রীহি—ধান্য ; আশুধান্য ; পরিমাণবিশেষ। ব্রী (প্রার্থনা করা)+হি র্ম। সং ; পু।

ব্রীহী—(ব্রীহিন্)। ধান্যযুক্ত (ক্ষেত্রাদি)। ব্রীহি শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

ব্রৈহ—ধান্যে প্রস্তুত। ব্রীহি+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি।

ব্রৈহেয়—ধান্যোৎপাদক, ধান্যোৎপাদনযোগ্য (ক্ষেত্রাদি)। ব্রীহি+ঢেয়। বিণ ; ত্রি।

শ

শ—ত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণ স্থান তালু। ২। শিব ; শাসিতা সীমা। শী +ড ক। ৩। শস্ত্র। শো (শাণ দেওয়া) +ড র্ম। সং ; পু। ৪। ধর্ম্ম ; কল্যাণ। শী (শয়ন করা)+ড অধি। সং ; ক্লী।

শংযু—শুভান্বিত, কল্যাণযুক্ত। শম্ শব্দ+যু অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

শংবর—জল। শম্ (কল্যাণ)—বৃ (বরণ করা)+অন্ ক। সং ; ক্লী।

শংসন, শংসা—কথন, বাক্য ; প্রশংসা ; সূচনা ; ইচ্ছা। শন্স্ (বলা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে …+অ ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে শংসিত।

শংসিত—কথিত ; স্তুত ; প্রশংসিত ; নিশ্চিত ; সূচিত ; বাঞ্ছিত ; হিংসিত ; অনুষ্ঠিত ; গৃহীত। শন্স (বলা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে শংসা, শংসন।

শংসিনী—শংসী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

শংসী—(শংসিন্)। কথক ; সূচক ; জ্ঞাপক। শন্স (বলা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রী-লিঙ্গে শংসিনী।

শংস্থ—কল্যাণযুক্ত। শম্—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

শংস্য—কথনীয় ; বাঞ্ছনীয় ; প্রশংসনীয় ; হিংসনীয়। শন্‌স+য র্ম। বিণ ; ত্রি।

শক—শালিবাহন রাজা ; তৎপ্রবর্ত্তিত অব্দবিশেষ ; জাতিবিশেষ, হূন জাতি ; দেশবিশেষ ; তদ্দেশীয় লোক। শক (পারা)+অন্‌ ক। সং ; পু।

শকট—১। দৈত্যবিশেষ। শক (পারা)+অটন্‌ ক। সং ; পু। ২। গাড়ি। সং ; ক্লী ও পু।

শকটী, শকটিকা—গাড়ি। শকট শব্দ+ঈপ্‌, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্‌+আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

শকলী—১। অংশ, খণ্ড। শক (পারা)+কল ণ। সং ; ক্লী ও পু। ২। ত্বক্‌, বল্কল ; শল্ক, আঁইস। সং ; ক্লী।

শকল—(শকলিন্‌)। মৎস্য। শকল শব্দ (শল্ক)+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

শকাব্দ—শালিবাহন (কেহ কেহ বলেন কনীষ্ক) প্রবর্ত্তিত অব্দ। শক প্রবর্ত্তিত যে অব্দ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

শকার—'শ' এই বর্ণ ; রাজার অবিবাহিতা স্ত্রীর ভ্রাতা। সং ; পু।

শকারি—রাজা বিক্রমাদিত্য [বিক্রমাদিত্য দেখ]। শকের (শকজাতির) অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং ; পু।

শকুন—১। গৃধ্র ; চিল ; পক্ষী। সং ; পু। ২। শুভসূচক চিহ্ন। সং ; ক্লী।

শকুনজ্ঞ—চিহ্নজ্ঞ ; নিমিত্তজ্ঞ। শকুন (চিহ্ন)—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

শকুনি—১। গৃধ্র ; চিল ; পক্ষী, করণবিশেষ। শক (পারা)+উনি ক। সং ; পু। ২। ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী গান্ধারীর ভ্রাতা ; সুতরাং দুর্য্যোধনের মাতুল। শকুনি অধিকাংশ সময় হস্তিনাপুরে থাকিয়া দুর্য্যোধনের মন্ত্রিত্ব করিত। লোকটা অত্যন্ত অসৎপ্রকৃতি ছিল এবং দুর্য্যোধনকে নানাপ্রকার কুমন্ত্রণা দিয়া তাহাকে ধর্ম্মভীরু পাণ্ডবগণের অনিষ্টাচরণে অধিকতর উত্তেজিত করিত। তাহারই ফলে অবশেষে দুর্য্যোধনের সর্ব্বনাশ হয়। এই হেতু, অদ্যাপি লোকে কোন কুমন্ত্রণাদাতা সর্ব্বনাশকর ব্যক্তিকে সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতে "শকুনি মামা" বলিয়া থাকে।

শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় অত্যন্ত নিপুণ ছিল। ইহারই প্ররোচনায় দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে অক্ষযুদ্ধে আহ্বান করে, এবং পরে শকুনি তাঁহাকে কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়া রাজ্যচ্যুত ও বনবাসী করে। কুরুক্ষেত্র সমরের অষ্টাদশ দিবসীয় যুদ্ধে শকুনি সহদেবের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়।

শকুন্ত, শকুন্তি—কীটবিশেষ ; পক্ষী ; ভাসপক্ষী। শক (পারা)+উন্ত, উন্তি ক। সং ; পু।

শকুন্তলা—রাজা দুষ্মন্তের মহিষী। শকুন্ত শব্দ (পক্ষী)—লা (গ্রহণ করা, রক্ষা করা)+ড র্ম+আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয় [বিশ্বামিত্র দেখ]। শকুন্তলার জন্মের পর বিশ্বামিত্র মেনকাকে বিদায় দিয়া তপশ্চরণার্থ গমন করিলেন। মেনকাও সদ্যোজাতা কন্যাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল তখন একটি শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষী স্বীয় পক্ষাচ্ছাদনে বালিকাকে রক্ষা করিতে লাগিল। অতঃপর মহামুনি কণ্ব বালিকাটীকে তদবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া যাইয়া সযত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন এবং শকুন্ত কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইয়াছিল বলিয়া বালিকার নাম শকুন্তলা রাখিলেন।

ক্রমে শকুন্তলা যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। একদা মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া কণ্বমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। মুনিবর তৎকালে আশ্রমে ছিলেন না। শকুন্তলাই রাজার যথোচিত পরিচর্য্যা করিলেন। নৃপতি ইহাঁর রূপে মুগ্ধ হইয়া অঙ্গুরীয় বিনিময় দ্বারা ইহাঁর পাণিগ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে শকুন্তলার গর্ভসঞ্চার হয়, এবং সেই গর্ভে সুপ্রসিদ্ধ ভরত রাজার জন্ম হয়। পরে কণ্বমুনি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুত্রসহিত শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের নিকট প্রেরণ করেন। রাজা প্রথমে পত্নীকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু পরে দৈববাণীতে পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় পত্নীপুত্রকে মহাসমাদরে গ্রহণ করেন। কালিদাস এই বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া "অভিজ্ঞান শকুন্তল" নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শকুল, সকুল—মৎস্যবিশেষ, শোল মাছ। শক+উল ক। সং ; পু।

শকুলার্ভক—গড়ুই মাছ। ৬তৎ। সং ; পু।

শকৃৎ—পুরীষ, বিষ্ঠা। শক (পারা)+ঋৎ ক। ব্য : ক্লী।

শকৃৎকরি—গবাদির বৎস, বাছুর। শকৃৎ—কৃ (করা)+ই ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শকৃৎকরী।

শকর—ষণ্ড, ষাঁড়। সং ; পু।

শকরী—নদীবিশেষ ; ছন্দোবিশেষ ; মেখলা ; চণ্ডালী। সং ; স্ত্রী।

শক্ত—পারক ; সমর্থ ; পরিশ্রমী ; দৃঢ়, কঠিন ; প্রিয়ংবদ। শক (পারা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে শক্তি।

শক্তি—সামর্থ্য ; বল ; ক্ষমতা ; প্রভাবজ উৎসাহজ মন্ত্রজ—এই তিন রাজশক্তি ; অস্ত্রবিশেষ ; শব্দাদির বৃত্তিবিশেষ ; প্রকৃতি ; লক্ষ্মী, গৌরী ; স্ত্রী-দেবতা। শক (পারা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে শক্ত।

শক্তিগ্রহ—শিব ; শব্দের অর্থবোধক বৃত্তির পরিজ্ঞান। ৬তৎ। সং ; পু।

শক্তিধর—১। শক্তিমান, শক্তিশালী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। কার্ত্তিকেয়। সং ; পু।

শক্তিপ্রভাব—সামর্থ্যের তেজঃ, ক্ষমতার মহিমা। ৬তৎ। সং ; পু।

শক্তিপ্রয়োগ—বলপ্রয়োগ, ক্ষমতাপ্রদর্শন। ৬তৎ। সং ; পু।

শক্তিভৃৎ—কার্ত্তিকেয়। শক্তি শব্দ—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্‌ ক। সং ; পু।

শক্তিমতী—শক্তিমান্‌ দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

শক্তিমত্তা—ক্ষমতাশালিতা, বলবত্তা। শক্তিমান্‌ দেখ ; শক্তিমৎ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

শক্তিময়—শক্তিপূর্ণ, সামর্থ্যযুক্ত। শক্তি শব্দ+ময়ট্‌। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শক্তিময়ী।

শক্তিমান্‌—(শক্তিমৎ)। শক্তিশালী, বলবান্‌। শক্তি শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শক্তিমতী।

শক্তিশালী—(শক্তিশালিন্‌)। ক্ষমতাশালী, শক্তিসম্পন্ন, বলবান্‌। শক্তি শব্দ+শালিন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শক্তিশালিনী।

শক্তিশেল—অস্ত্রবিশেষ। রাবণ এই অস্ত্র প্রহারে লক্ষ্মণকে অচেতন করিয়াছিলেন। সং ; পু।

শক্তিসম্পন্ন—শক্তিযুক্ত, শক্তিমান্‌। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শক্তিসামর্থ্য—শক্তি ও ক্ষমতা। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী। দুইটাই একার্থক শব্দ।

শক্তিসার—শক্তির দৃঢ়তা ; ক্ষমতার শ্রেষ্ঠাংশ ; বলের উৎকর্ষ। ৬তৎ। সং ; পু।

শক্তিহীন—শক্তিশূন্য, ক্ষমতাহীন। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শক্তিহীনা।

শক্তিহ্রাস—বলের লাঘব। ৬তৎ। সং ; পু।

শক্তু—যবাদি চূর্ণ, ছাতু। শচ (বলা)+তুন্‌ ক। সং ; ক্লী ও পু।

শক্তৃ—বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র। অদৃশ্যন্তীর সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। একদা রাজা কল্মাষপাদ মৃগয়ান্তে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ইহাঁকে পথমধ্যে দেখিতে পান। ইনি রাজাকে পথ ছাড়িয়া না দেওয়ায় রাজা ইহাঁকে কশাঘাত করেন। ইনি কুপিত হইয়া রাজাকে শাপ প্রদানে রাক্ষসরূপে পরিণত করেন। রাজাও রাক্ষস হইয়া ইহাঁকে গ্রাস করিয়া ফেলেন। তৎকালে অদৃশ্যন্তী গর্ভবতী ছিলেন। সেই গর্ভে পরাশর মুনির জন্ম হয়। [বিণ ; ত্রি।

শক্রু—প্রিয়ভাষী। শক (পারা)+রু ক।

শক্য—সাধ্য, যাহা করিতে পারা যায় এরূপ ; শক্তির বিষয়ীভূত, বাচ্য ; শক্তি দ্বারা

যোগ্য। শক (পারা)+র র্ম। বিণ ; ত্রি।

শক্র—বাসব, ইন্দ্র ; কুটজবৃক্ষ, কুড়চিগাছ ; অর্জ্জুনবৃক্ষ ; জ্যেষ্ঠানক্ষত্র। শক (পারা) +র র্ম বা ক অথবা শক্‌+র ক। সং ; পু। [সং ; পু।

শক্রগোপ—রক্তবর্ণ কীটবিশেষ, ইন্দ্রগোপ কীট।

শক্রজিৎ—১। ইন্দ্রজয়ী। শক্র শব্দ (ইন্দ্র)—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। ইন্দ্রজিৎ, মেঘনাদ। সং ; পু।

শক্রধনুঃ—(শক্রধনুস্)। ইন্দ্রধনু, রামধনুক। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শক্রধ্বজ—ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে পূজ্য ধ্বজাকার স্তম্ভ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী ও পু।

শক্রবাহ—ইন্দ্রবাহন, মেঘ। ৬তৎ। সং ; পু।

শক্রশিরঃ—(শক্রশিরস্)। বল্মীক, উইঢিবি। সং ; স্ত্রী।

শক্রসারথি—মাতলি। ৬তৎ। সং ; পু।

শক্রাণী—ইন্দ্রপত্নী, শচী। শক্র শব্দ+ঈপ্ পত্নী অর্থে। সং ; স্ত্রী।

শক্রোত্থান, শক্রোৎসব—ইন্দ্রধ্বজের উত্তোলনরূপ উৎসব। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও পু।

শক্ব—শকটাদি বাহক বৃষ। সং ; পু।

শঙ্কনীয়—শঙ্কা করিবার যোগ্য ; সন্দেহের বিষয়ীভূত। শন্‌ক (শঙ্কা করা)+অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি।

শঙ্কর—১। কল্যাণকর। শম্ শব্দ (কল্যাণ) —কৃ (করা)+ট ক। বিণ ; ত্রি। ২। শিব। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শঙ্করী।

শঙ্কর, শঙ্করাচার্য্য—সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তভাষ্যকার পণ্ডিত। ইঁহার জন্মভূমি কেরল দেশস্থ চিদম্বর গ্রামে। জন্ম ৭৮৮ খ্রীঃ। সুতীক্ষ্ণ মেধা ও অসামান্য প্রতিভাবলে ইনি অতি অল্প বয়সে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে দায়াদগণের সহিত মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় ইনি জননীকে গৃহে একাকিনী রাখিয়া বিদেশভ্রমণে বহির্গত হন। প্রব্রজ্যা হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, জননী মৃত্যুশয্যায় শয়ানা, কিন্তু জ্ঞাতিবর্গ কেহই তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন না। ইহাতে শঙ্কর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া একান্তমনে মাতৃসেবায় নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর জননীর মৃত্যু হইলে ইনি একাকীই গৃহপ্রাঙ্গণে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া চিরদিনের জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন।

অতঃপর ইনি ধর্ম্মার্থ দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছিল। শঙ্কর বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিজয়পতাকা পুনরুড্ডীন করিলেন এবং স্থানে স্থানে শিবমন্দির ও মঠ স্থাপন করিয়া হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রালোচনার সুবিধা করিয়া দিলেন। ইঁহার রচিত বেদান্তভাষ্য, গীতা-ভাষ্য, মোহমুদ্গর প্রভৃতি গ্রন্থ অতি প্রসিদ্ধ। ইনি ভারতের সকল স্থানে এবং তিব্বতে গমন করিয়া বৌদ্ধমতের খণ্ডন করেন। ইনি কাশ্মীর, বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন করিয়া অবস্থিতি করিতেন। কেদারনাথ তীর্থে ৩২ বৎসর বয়সে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

জ্যোতিঃশাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি যাহা কিছু গণনা করিতেন, তাহাই অভ্রান্ত হইত। ইনি একদা কাশীধামের কোন স্থানে বসিয়া আগন্তুকদিগের ভাগ্য গণনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে জনৈক যোগীর শিষ্য সমাগত হইয়া নিজের মৃত্যুকাল জানিতে চাহিল। শঙ্কর তাহার মৃত্যুর কাল নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইবে, এ কথাও বলিলেন। শিষ্য স্বীয় গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিলে, গুরু বলিলেন, 'ভয় নাই, শঙ্করনির্দ্দিষ্ট সময়ে তোমার মৃত্যু কোন ক্রমেই হইবে না।' তখন সেই শিষ্য পুনরপি শঙ্করাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া, গুরুর আদেশ জ্ঞাপন করিল। শঙ্কর পুনর্ব্বার গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং নিজের গণনা অভ্রান্ত দেখিয়া সগর্ব্বে বলিলেন, 'সে সময়ে যদি তোমার মৃত্যু না হয়, তাহা হইলে আমি আমার সমস্ত পুঁথি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া যোগীর শিষ্য হইব।' যোগীও বলিয়া পাঠাইলেন যে, সে সময়ে যদি শিষ্যের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তিনি শঙ্করের শিষ্য হইবেন।

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিবসে যোগী সেই শিষ্যকে যোগবলে সমাধিস্থ করিয়া ভূগর্ভের অতি গভীরপ্রদেশে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। শঙ্করের গণিত সময়ে সেই স্থানে মৃত্তিকার উপর অশনি-পাত হইল, কিন্তু চেতনাহীন দেহে তাহার কোন ক্রিয়াই হইল না। অতঃপর যোগিবর তাহাকে উত্তোলিত করিলেন এবং তাহার শরীরে জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়া তাহাকে জ্যোতিষিকের নিকট প্রেরণ করিলেন। শঙ্কর অবাক্ হইয়া গেলেন এবং স্বীয় অঙ্গীকারানুসারে গ্রন্থাদি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া ও যোগীর নিকট দীক্ষিত হইয়া যোগাভ্যাসে রত হইলেন, কিন্তু অমূল্য গ্রন্থরাজির বিসর্জ্জন নিবন্ধন অতীব ম্রিয়মাণভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। যোগিবর ইঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'মণিকর্ণিকার ঘাটে যাইয়া গঙ্গার নিকট গুরুর আদেশ নিবেদন করিয়া তোমার গ্রন্থ প্রার্থনা কর'। গুরুর উপদেশমত মণিকর্ণিকার ঘাটে উপস্থিত হইলে যোগিবরের আদেশ স্বতই ইঁহার মনে উদিত হইল। সেই সময়ে একটি তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সেই পুঁথির তাড়া তীরে আনিয়া দিল। তদ্দর্শনে শঙ্কর হতবুদ্ধি হইলেন ; এত দিনে ইঁহার প্রকৃত চৈতন্য হইল। তখন সেই মহাপণ্ডিত শঙ্করাচার্য্য আসক্তির বস্তু সেই গ্রন্থনিচয়কে পুনর্ব্বার জাহ্নবী-সলিলে নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই সঙ্গে আপনার বিদ্যাভিমান, জ্ঞানগরিমা, ধর্ম্মাহঙ্কার সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া ও আপনাকে তৃণবৎ লঘু জ্ঞান করিয়া গুরুর নিকট প্রত্যাগমনপূর্ব্বক অনন্যমনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্করের ধর্ম্মমত বেদান্তের উপর স্থাপিত। কিন্তু সাধারণের জন্য ইনি শৈবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত চারিটি মঠ ইঁহার শিষ্যগণের প্রতিনিধির দ্বারা আজ পর্য্যন্ত পরিচালিত হইতেছে। সেই চারিটি মঠের নাম—দ্বারকায় সারদা মঠ, পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ ও বদরিকাশ্রমে যোষী মঠ। শঙ্করের শিষ্যগণ ইঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া গ্রহণ করেন।

শঙ্করী—শিবানী, ভবানী। শঙ্কর শব্দ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

শঙ্কা—ত্রাস, ভয় ; সন্দেহ ; বিতর্ক ; সম্ভাবনা। শন্‌ক (শঙ্কা করা)+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে শঙ্কিত।

শঙ্কান্বিত—শঙ্কাযুক্ত, ত্রাসযুক্ত, ভীত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

শঙ্কাসূচক—ত্রাসসূচক, ভয়ব্যঞ্জক। ৬তৎ।

শঙ্কাহীন—ত্রাসশূন্য, ভয়হীন, নির্ভয়। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শঙ্কিত—১। শঙ্কাযুক্ত, ভীত ; সন্দিগ্ধ। শঙ্কা শব্দ+ইত জাতার্থে। ২। তর্কিত। শন্‌ক +ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে শঙ্কা।

শঙ্কিতবর্ণ—তস্কর, চোর। কর্ম্মধা। সং ; পু।

শঙ্কু—১। অস্ত্রবিশেষ, শল্য ; কীলক, গোঁজ, খুঁটা ; দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণ যষ্টি ; শিব ; স্থাণু ; মুড়াগাছ ; কলুষ ; সংখ্যাবিশেষ ; মৎস্যবিশেষ ; পণ্ডিতবিশেষ ; বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন। শন্‌ক (শঙ্কা করা)+উ অপা। সং ; পু।

২। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পিতার মৃত্যুর পর ইনিই সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ইনি ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠায় রাজ্যে বিষম অশান্তি উপস্থিত হয়। অনন্তর ইনি কণ্টক

[illegible] ব্যাপারের চেষ্টা করিলেও বাহার নিজেই তাঁহার হস্তে নিহত হন। [বহু। সং ; পু।।

শঙ্কুকর্ণ—গর্দভ, গাধা। শঙ্কুর ন্যায় কর্ণ যাহার,

শঙ্কুপট্ট—ঘণ্টাপলাদি-চিহ্নিত শঙ্কুদণ্ডাধার (Dial Plate)।

শঙ্কুর—ভয়ানক, ভীষণ। শঙ্কু শব্দ (শঙ্কা)—রা (দান করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

শঙ্কুলা—গুবাকচ্ছেদক অস্ত্র, যন্ত্রী, যাঁতি। শন্‌ক (শঙ্কা করা)+উল অপা+আপ্‌। সং ; স্ত্রী।

শঙ্খ—১। সমুদ্রজাত প্রাণিবিশেষ, শাঁখ। শম (শান্ত করা)+খ ক। সং ; স্ত্রী ও পু। ২। *ললাটাস্থি ; গলদেশ ; সংখ্যাবিশেষ ; নাগবিশেষ ; নিধিবিশেষ ; ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মুনি। সং ; পু।*

শঙ্খক—স্ত্রীলোকের অলঙ্কারবিশেষ, শাঁখা। শঙ্খ শব্দ+কণ্‌। সং ; স্ত্রী।

শঙ্খকার—শঙ্খপ্রস্তুতকারক, শাঁখারি। শঙ্খ শব্দ—কৃ (করা)+ষণ্‌ ক। সং ; পু।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী—(—ধারিন্‌)। শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম ধারণকারী, বিষ্ণু। শঙ্খ ও চক্র ও গদা ও পদ্ম, দ্বন্দ্ব ; তদুত্তরে ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্‌ ক। সং ; পু।

শঙ্খচূড়—জনৈক অসুর। ইনি কঠোর তপশ্চরণ দ্বারা বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করেন এবং তৎপুণ্যফলে তুলসীদেবীকে পত্নীভাবে প্রাপ্ত হন। দীর্ঘকাল রাজত্ব করার পর দেবগণের সহিত ইঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল। দেবতারা পরাজিত হইলেন। অনন্তর স্বয়ং রুদ্রদেব সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে তুলসীদেবী পতির মঙ্গল-কামনায় বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্তা হইলেন। অসুরবিনাশ শিবের অসাধ্য হইল। তখন দেবগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বিষ্ণু শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করিয়া তুলসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তুলসীর তপোভঙ্গ হইল। শঙ্খচূড়ও শিবের হস্তে পতিত হইল। অতঃপর সতী বিষ্ণুকে শাপপ্রদানে উদ্যতা হইলে বিষ্ণু নানারূপ প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিয়া পতির অনুমৃতা হইতে প্রবর্তিত করেন। [স্ত্রী।

শঙ্খচূর্ণী—উপদেবতাবিশেষ, শাঁকচুর্ণী। সং ;

শঙ্খধ্মা—শঙ্খবাদনকারী। শঙ্খ শব্দ—ধ্মা (শব্দ করা)+কিপ্‌ ক। বিণ ; ত্রি।

শঙ্খনখ, শঙ্খনখী—গন্ধদ্রব্যবিশেষ ; ক্ষুদ্র শঙ্খ, ঝোঁমড়া প্রভৃতি। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

শঙ্খমালা, শঙ্খমালিকা—শাঁখের মালা, অঙ্গের আভরণবিশেষ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শঙ্খবেলা ভার—ভার দেখ।

শঙ্খিনী—১। শঙ্খযুক্তা। শঙ্খ শব্দ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে +ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী। ২। উপদেবতাবিশেষ ; স্ত্রীজাতির অন্যতম [স্ত্রী দেখ]। স্ত্রী।

শঙ্খী—(শঙ্খিন্‌) ১। শঙ্খযুক্ত। শঙ্খ শব্দ +ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শঙ্খিনী। ২। বিষ্ণু ; সমুদ্র। সং ; পু।

শচি, শচী—১। দেবরাজপত্নী, ইন্দ্রাণী। শচ (বলা)+ই ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্‌, যিনি মধুর বাক্য বলেন। সং ; স্ত্রী।

ইন্দ্র-পত্নী শচী দানবরাজ পুলোমার কন্যা। দেবরাজের ঔরসে ইঁহার জয়ন্ত নামক পুত্রের জন্ম হয়। ইন্দ্রের অজ্ঞাতবাসের সময় নহুষ রাজা ইঁহার অবমাননা করিতে উদ্যত হইলে দেবগুরু বৃহস্পতির মন্ত্রণায় ইনি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থা হন।

২। *চৈতন্যদেবের জননীর নাম শচী। তাঁহার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নব-*দ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। শ্রীহট্টবাসী জগন্নাথ মিশ্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপে আগমন করেন। তাঁহারই সহিত শচীদেবীর বিবাহ হয়। অতঃপর জগন্নাথ সপ নবদ্বীপেই বাস করিতে থাকেন। শচীদেবী উপর্য্যুপরি আটটী কন্যা প্রসব করেন, কিন্তু সেগুলি সমস্তই নষ্ট হয়। তৎপরে ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের জন্ম হয়। অনন্তর ইঁহার দশম গর্ভে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন।

সাংসারিক সুখভোগ শচীদেবীর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ অতি অল্প বয়সেই সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন। তাহার পরই ইনি বিধবা হন। এক্ষণে চৈতন্যদেবই ইঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইলেন। তিনি বড় সাধ করিয়া লক্ষ্মী নাম্নী একটী বালিকার সহিত চৈতন্যের বিবাহ দিলেন। ভাবিলেন, পুত্র পুত্রবধূ লইয়া সুখে সংসার করিবেন। লক্ষ্মী কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিতা হইলেন। তখন শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী আর একটী বালিকার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন। কিন্তু তথাপি ইঁহার ভাগ্যে সুখ হইল না। ইহার কিছু দিন পরেই চৈতন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিলেন। শচীদেবী শোকে অভিভূতা হইয়া কেবল পুত্রবধূকে রক্ষা করিবার জন্য অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তবে তিনি বৃদ্ধ বয়সে শান্তিপুর-নিবাসী নিত্যানন্দকে পুত্রবৎ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় পুত্র-শোক কতকটা বিস্মৃত হইতে পারিয়াছিলেন।

শচীপতি—দেবরাজ ইন্দ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

শজারু—স্বনামপ্রসিদ্ধ পশুবিশেষ, শল্লকী। দেশজ

শঠ[illegible]

শঠি[illegible] বিণ ; ত্রি।

শঠ—ধূর্ত্ত ; মূর্খ ; [illegible] ; [illegible] বিপ্রিয়কারী (পতি বা নায়ক), অর্থাৎ যে বাহ্যতঃ এক স্ত্রীকে ভালবাসার ভাব দেখায়, কিন্তু অন্তরে অপরাকে ভালবাসে। শঠ (বঞ্চন করা)+অন্‌ ক। বিণ ; ত্রি।

শঠতা—শাঠ্য, ধূর্ত্ততা ; ক্রূরতা ; প্রবঞ্চনা। শঠ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

শণ—স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। শণ (দেওয়া)+অন্‌ ক। সং ; পু।

শণ্ড—১। পদ্মাদির সমূহ, পদ্মের ঝাড়। শণ (দেওয়া)+ড ক। সং ; স্ত্রী ও পু। ২। ষণ্ড, বৃষ, ষাঁড় ; ক্লীব, নপুংসক। সং ; পু।

শণ্ডিল—জনৈক মুনি। শণ্ড শব্দ (ক্লীব)+ইল। সং ; পু।

শণ্ঢ—বৃষ, ষণ্ড, ষাঁড় ; ক্লীব, নপুংসক ; বর্ব্বর, খোজা। শণ (দেওয়া)+ঢ ক। সং ; পু।

শত—১০০ সংখ্যা। শো (শাণ দেওয়া)+ডত ক। সং ; স্ত্রী। সংস্কৃত ভাষায় ইহা একবচনান্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শতক—১। ১০০ সংখ্যা। শত+কণ্‌। সং ; স্ত্রী। ২। শত-সংখ্যাবিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি।

শতকুম্ভ—স্বর্ণখনিযুক্ত পর্ব্বতবিশেষ। সং ; পু।

শতকোটি—১। ১০০ কোটি সংখ্যা, বৃন্দ। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। বজ্র। শত হইয়াছে কোটি (ধারা) যাহার, বহু। সং ; পু।

শতক্রতু—পুরন্দর, ইন্দ্র। শত হইয়াছে ক্রতু (যজ্ঞ) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

শতগ্রন্থি—১। একশত গাঁইট। শত সংখ্যক গ্রন্থি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। একশত গাঁইট বিশিষ্ট। শত সংখ্যক গ্রন্থি আছে যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। ৩। দূর্ব্বা। সং ; স্ত্রী।

শতগ্রন্থিযুক্ত—একশত গাঁইট বিশিষ্ট, অত্যন্ত ছেঁড়া। শতগ্রন্থি দ্বারা যুক্ত, ৩তৎ। বিণ।

শতঘ্নী—শতপুরুষ বিনাশকারী চতুঃশত লৌহকণ্টকব্যাপ্ত অস্ত্রবিশেষ ; গলরোগবিশেষ ; বিছুটী লতা। শত শব্দ—হন (বধ করা) +টক্‌ ক+ঈপ্‌। সং ; স্ত্রী।

শতচ্ছদ—শতদল পদ্ম। শত হইয়াছে ছদ (দল) যাহার, বহু। সং ; পু।

শততম—শত সংখ্যার পূরণ। শত শব্দ+তমট্‌ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি।

শতদল—একশত দলবিশিষ্ট পদ্ম। শত হইয়াছে দল (পাপ্‌ড়ি) যাহার, বহু। সং ; পু।

শতদলমালা—শতদল পদ্মের মালা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শতদ্রু—পঞ্জাবদেশস্থ নদীবিশেষ, ইহার আধুনিক ইংরেজী নাম সট্‌লেজ, ইহা সিন্ধুর

ইহা ভৃগুত্যাগ, বামদেব ... বাসপূর্বক এই নদীতে ... হওয়ায় ইহা শতধা ধাবিত হইয়াছিল [বশিষ্ঠ দেখ], সেই জন্য ইহার নাম শতদ্রু হইয়াছে। স্ত্রী।

শতধা—১। শতবার ; শত প্রকার। শত+ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য। ২। দূর্ব্বা। শত—ধা (ধারণ করা)+অ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

শতধামা—(শতধামন্)। বিষ্ণু। শত হইয়াছে ধাম (শরীর বা তেজঃ) যাহার, বহু। সং।

শতধার—১। শতধারাযুক্ত। শত হইয়াছে ধার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। বজ্র। স্ত্রী।

শতধারে—একশত ধারায় ; অজস্র অশ্রধারায়। শত হইয়াছে ধারা যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

শতধৃতি—ব্রহ্মা ; ইন্দ্র ; স্বর্গ। শত হইয়াছে ধৃতি (যজ্ঞ) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

শতপত্র—১। পদ্ম। শত হইয়াছে পত্র যাহার, বহু। সং ; ক্লী। ২। সারসপক্ষী ; ময়ূর। সং ; পু।

শতপত্রভেদ ন্যায়—ন্যায় দেখ।

শতপথ—যজুর্ব্বেদের অংশবিশেষ। সং ; পু।

শতপথিক—নানামতাবলম্বী ; বহু মার্গাবলম্বী। শত সংখ্যক পথ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, তদুত্তরে ইক। বিণ ; ত্রি।

শতপদ—নামকরণার্থ প্রথমবর্ণসূচক চিহ্ন-বিশেষ। সং ; পু।

শতপদী—কর্ণকীট, কেন্নো ; বৃশ্চিক। শত হইয়াছে পদ যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

শতপর্ব্বা—(শতপর্ব্বন্)। বংশ, বাঁশ ; ইক্ষু। শত হইয়াছে পর্ব্ব (পাব) যাহার, বহু। সং ; পু।

শতপর্ব্বা, শতপর্ব্বিকা—দূর্ব্বা ; কোজাগর পূর্ণিমা। সং ; স্ত্রী।

শতবলী—বানরযূথপতি। রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হৃতা হইলে ইনি উত্তরদিকে তাঁহার অনু-সন্ধানে গমন করিয়াছিলেন। ইনি সাবর্ণি-মেরু পর্ব্বতে বাস করিতেন।

শতভিষক্ (শতভিষজ্), শতভিষা—নক্ষত্র-বিশেষ, চতুর্ব্বিংশ নক্ষত্র। সং ; স্ত্রী।

শতমখ, শতমন্যু—শতক্রতু, ইন্দ্র। শত হই-য়াছে মখ, মন্যু (যজ্ঞ) যাঁহার, বহু। সং।

শতমারী—(শতমারিন্)। শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। শত শব্দ—পিজন্ত মৃ বা মারি (মারিয়া ফেলা) +ণিন্ ক। সং ; পু।

শতমুখ—একশতসংখ্যক মুখযুক্ত। শত হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। [স্ত্রী।

শতমুখী—সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা, ঝাড়ু। বহু। সং ;

শতমূলী—শতাবিশেষ। শত হইয়াছে মূল যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

... ...

শতসহস্র—একলক্ষ, হাজার, অর্থাৎ একলক্ষ সংখ্যা। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

শতসাহস্র—১। লক্ষসংখ্যক। শতসহস্র শব্দ+ ক। বিণ ; ত্রি। ২। লক্ষসংখ্যা। সং ; ক্লী।

শতহ্রদা—তড়িৎ, বিদ্যুৎ। শত হইয়াছে হ্রদা (ধ্বনি) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

শতাংশ—এক শত ভাগ। শত সংখ্যক অংশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

শতাক্ষী—রাত্রি ; দুর্গা। শত হইয়াছে অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

শতাঙ্গ—রথ। বহু। সং ; পু।

শতানন্দ—রাজর্ষি জনকের পুরোহিত। শত বিষয়ে আনন্দ যাহার, বহু। সং ; পু।

মহর্ষি গৌতমের ঔরসে তৎপত্নী অহল্যার গর্ভে শতানন্দের জন্ম। ইন্দ্র কপটে অহ ল্যার ধর্ম্ম নষ্ট করিলে গৌতম পুত্রকে জন-নীর প্রাণবধ করিতে আদেশ প্রদান করিয়া তপস্যার্থ গমন করিলেন। শতানন্দ মহা বিপদে পড়িলেন। এক দিকে পিতার আদেশ লঙ্ঘন, অন্য দিকে মাতৃহত্যা, উভ-য়ই তুল্য পাপ, এই ভাবিয়া ইনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে গৌতম অহল্যাকে নিরপরাধা জানিতে পারিয়া প্রত্যাগত হইলেন এবং পুত্র তখনও মাতার প্রাণনাশ করেন নাই দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ও শতানন্দকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শতানীক—১। শত সৈন্যবিশিষ্ট। শত হইয়াছে অনীক (সৈন্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। ব্যাসশিষ্য মুনিবিশেষ ; দ্রৌপদীর গর্ভ-জাত নকুলপুত্র, ইনি কুরুক্ষেত্র সমরে সাতিশয় বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু সমরাবসানে অশ্বত্থামার নৈশ-হত্যাকাণ্ডে নিহত হন। সং ; পু।

শতায়ুঃ—(শতায়ুস্)। শতবর্ষজীবী। শত হই-য়াছে আয়ুঃ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

শতাবরী—শতমূলী। সং ; স্ত্রী।

শতাবর্ত্ত—বিষ্ণু। সং ; পু।

শতাব্দী—একশতবর্ষব্যাপী কাল। শত অব্দের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং ; স্ত্রী।

শত্রু—বিপক্ষ, রিপু, অরি ; লগ্ন হইতে ষষ্ঠ স্থান। শদ (গমন করা)+রু ক। সং ; পু। বিশেষ্যে শত্রুতা।

শত্রুঘ্ন—লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ সহোদর। শত্রু শব্দ —হন (বধ করা)+টক্ ক। সং ; পু।

মহারাজ দশরথের ঔরসে ও তাঁহার তৃতীয়া পত্নী সুমিত্রার গর্ভে শত্রুঘ্নের জন্ম হয়। লক্ষ্মণ যেরূপ রামের অনুগত ছিলেন, ইনিও তদ্রূপ ভরতের অনুগত ছিলেন। ভ্রাতৃগণের সহিত ইনিও সর্ব্ব-

... ...

কুশধ্বজের কন্যা শ্রুতকীর্ত্তির পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর ভরত মাতুলালয়ে গমন করিলে ইনিও তৎসহ কেকয়রাজ্যে গমন করেন। অনন্তর রাম বনবাসে গমন করিলে ও তাঁহার শোকে দশরথ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ইনি ভরতের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যা-গমন করেন এবং সাতিশয় দুঃখিতচিত্তে ভরতের সহিত রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য গমন করেন। রাম প্রত্যাবৃত্ত না হও-য়ায় ভরত নন্দিগ্রামে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠের নামে রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলে ইনিও তাঁহার নিকট অবস্থিতি করেন।

বনবাসান্তে রাম প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ভর-তের সহিত ইনিও অযোধ্যায় প্রত্যাগত হন এবং সর্ব্ববিষয়ে রামের আনুচর্য্য করিতে থাকেন। লবণ রাক্ষস অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করিলে রামের আদেশে ইনি তাহার বিরুদ্ধে সমরাভিযান করিয়া তাহার প্রাণ-নাশ করেন, এবং রামের আজ্ঞাক্রমে রাক্ষ-সের মধুবন বিধ্বস্ত ও তথায় মথুরাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া নিজের সুবাহু ও শত্রুঘাতী নামক পুত্রদ্বয়কে তাহার শাসনভার অর্পণ করেন। অনন্তর ইনি রামের সহিত সরযূ নদীতে যোগবলে তনুত্যাগ করেন।

শত্রুচর—শত্রুর প্রণিধি, বিপক্ষের চর। ৬তৎ। সং ; পু।

শত্রুঞ্জয়—১। রিপুজয়কারী। শত্রু শব্দ—জি (জয় করা)+খ ক। বিণ ; ত্রি। ২। পর্ব্বতবিশেষ। সং ; পু। ৩। রামের বাহন, মহাবল, মহাকায় একটী হস্তীর নাম। রাম মাতুলালয় হইতে এই হস্তীটী উপহার পাইয়াছিলেন। বনগমনকালে ইনি সুযজ্ঞকে এইটি দিয়া যান।

শত্রুতা—বিপক্ষতা, বৈরিতা, দ্বেষ। শত্রু শব্দ+ তা ভাবে। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

শত্রুনাশ—বিপক্ষসংহার, অরাতিবধ। ৬তৎ।

শত্রুনিপীড়ন—বিপক্ষপীড়ন, শত্রুকে কষ্ট দেওয়া। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শত্রুনিপীড়িত—বিপক্ষ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। [পু।

শত্রুপক্ষ—বিপক্ষপক্ষ, বৈরিদল। ৬তৎ। সং ;

শত্রুবল—বিপক্ষের শক্তি, অরাতির ক্ষমতা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

শত্রুবিজয়—বিপক্ষপরাজয়, শত্রু জয় করা। ৬তৎ। সং ; পু।

শত্রুবিজয়ী—বিপক্ষজয়কারী, রিপুজয়ী। ৬তৎ। বিণ ; পু। [বিণ ; ত্রি।

শত্রুবিজিত—বিপক্ষ কর্ত্তৃক পরাভূত। ৩তৎ।

শক্রসঙ্কুল—বিপক্ষপূর্ণ, শত্রুপূর্ণ। ৩তৎ। বিণ।

শনি—সপ্তম গ্রহ [নবগ্রহ দেখ]। শো (শাণ দেওয়া)+অনিক্ ক। সং; পু। সূর্য্যের ঔরসে তৎপত্নী ছায়ার গর্ভে শনির জন্ম। ইনি চিত্ররথের কন্যার পাণিপীড়ন করেন। কোন কারণে ইঁহার স্ত্রী ইঁহাকে অভিশাপ দেন যে, ইনি যে বস্তুর প্রতি দৃষ্টি পাত করিবেন, তাহাই বিনষ্ট হইবে। পার্ব্বতী-নন্দন গণেশের জন্ম হইলে বিষ্ণুর আদেশে দেবগণের সহিত ইনিও তাঁহাকে দেখিতে গমন করেন, পরন্তু পার্ব্বতীকে নিজ শাপবৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহার পুত্রের মুখাবলোকনে প্রথমে অস্বীকৃত হন। কিন্তু পার্ব্বতীর আদেশে ইনি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বাধ্য হন। তৎক্ষণাৎ গণেশের মুণ্ড উড়িয়া যায়। তৎক্ষণাৎ একটি করীর মুণ্ড কাটিয়া গণেশের স্কন্ধদেশে সংলগ্ন করা হইল। তদবধি গণেশ 'গজানন' হইলেন।

শনৈঃ—(শনৈস্)। অল্পে অল্পে; ধীরে ধীরে; ক্রমে ক্রমে। শণ+ঐস্ ক। ব্য।

শনৈশ্চর—শনি। শনৈস্ শব্দ (ধীরে ধীরে)—চর (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

শপথ, শপন—সত্যাবধারণ, দিব্য; প্রতিজ্ঞা; গালি। শপ (আক্রোশ করা)+অথন্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

শপথপূর্ব্বক—প্রতিজ্ঞা সহকারে, দিব্য করিয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

শপন—শপথ দেখ।

শপ্ত—১। অঙ্গীকার; প্রতিজ্ঞা। শপ+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। শাপগ্রস্ত। শপ (শাপ দেওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

শফ—অশ্বাদি পশুর খুর; বৃক্ষমূল; গাছের গোড়া। ণিজন্ত শম বা শমি (শান্ত করা) +অন্ ক। সং; ক্লী।

শফর, শফরী—পুঁটি মাছ। শফ শব্দ (খুর)—রা (দেওয়া)+ড ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

শবল—১। বিবিধ বর্ণযুক্ত। শপ (আক্রোশ করা)+অল র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। বিবিধ বর্ণ। সং; পু।

শব্দ—১। শ্রুতিগ্রাহ্য পদার্থ, ধ্বনি, রব। শব্দ (শব্দ করা)+অল্ ভা। ২। বাচক বর্ণ, অর্থবোধক এক বা একাধিক অক্ষর; যশঃ। শব্দ+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

শব্দকাণ্ড—শব্দাধ্যায়, শব্দসাধন অধ্যায়। ৬তৎ। সং; পু।

শব্দকোষ—শব্দার্থ-প্রকাশক গ্রন্থ, অভিধান। ৬তৎ। সং; পু।

শব্দগ্রহ—শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ, শ্রুতি। শব্দকে গ্রহণ করে যে, উপ; শব্দ (ধ্বনি)—গ্রহ (গ্রহণ করা)+অন্ ক। সং; পু।

শব্দতরঙ্গ—শব্দের ঢেউ। ৬তৎ। সং; পু।

শব্দপ্রবৃত্তি—বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও সূক্ষ্মা এই চতুর্ব্বিধ বাঙ্নিষ্পত্তি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শব্দব্রহ্ম—(শব্দব্রহ্মন্)। শব্দাত্মক ব্রহ্ম; বেদ; শ্রুতি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শব্দভেদী—(শব্দভেদিন্), শব্দবেধী (শব্দবেধিন্)। বাণবিশেষ; অর্জ্জুন। শব্দ —ভিদ, বিধ (ভেদ করা)+ণিন্ ক, যাহা বা যে শব্দ দ্বারা অর্থাৎ শব্দ লক্ষ্য করিয়া ভেদ করে। সং; পু।

শব্দময়—শব্দপূর্ণ, ধ্বনিব্যাপ্ত, শব্দবিশিষ্ট। শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শব্দময়ী।

শব্দবহ—১। শব্দবহনকারী। শব্দ—বহ (বহন করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। আকাশ; বায়ু। সং; পু।

শব্দবিন্যাস—শব্দযোজনা। ৬তৎ। সং; পু।

শব্দবেধী—শব্দভেদী দেখ।

শব্দশক্তি—অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি শব্দের অর্থবোধক বৃত্তি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শব্দশাস্ত্র—ব্যাকরণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শব্দসাগর—শব্দরূপ সমুদ্র, সমুদ্রবৎ অপরিমেয় শব্দসমূহ। রূপক। সং; পু।

শব্দহীন—শব্দশূন্য, নিঃশব্দ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শব্দাতীত—শব্দ দ্বারা অপ্রকাশ্য, বাক্যাতীত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

শব্দাধিষ্ঠান—শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শব্দানুশাসন—ব্যাকরণশাস্ত্র। শব্দের অনুশাসন, ৬তৎ। সং; পু।

শব্দাম্বুধি—শব্দসাগর। রূপক। সং; পু।

শব্দায়মান—শব্দ করিতেছে এরূপ, শব্দকারী। শব্দ+ক্যঙ্—শব্দায় নামধাতু, তদুত্তরে শান ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শব্দায়মানা।

শব্দার্থ—শব্দের অর্থ, ইহা তিন প্রকার, যথা—মুখ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ, যথাক্রমে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা বৃত্তি দ্বারা এই তিন প্রকার অর্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ৬তৎ। সং; পু।

শব্দিত—আহূত; ধ্বনিত। শব্দ (শব্দ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

শম্—কল্যাণ, মঙ্গল; সুখ। শী (শয়ন করা) +ডম্ অধি। ব্য।

শম, শমথ—শান্তি, চিত্তের স্থিরতা; মুক্তি; মনঃসংযোগ; নিবৃত্তি। শম (শান্ত হওয়া)+অল্, অথন্ ভা। সং; পু। বিশেষণে শান্ত।

শমন—১। শান্তি; যজ্ঞার্থ পশু-হনন; দমন; হিংসা; ক্ষতি; শাপ; চর্ব্বণ। ণিজন্ত শম বা শমি (শান্ত করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। কৃতান্ত, যম। ণিজন্ত শম বা শমি +অন ক। সং; পু। ৩। বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আমন্ত্রণ। (ইংরেজী Summons)।

শমনস্বসা—(শমনস্বসৃ)। যমুনা নদী, শমনের স্বসা (ভগিনী), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শমনী—রাত্রি। শম (শয়ন করা)+অনট্ অধি, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শময়িতা—(শময়িতৃ)। দমনকারক; নিবারক; বিনাশক। ণিজন্ত শম বা শমি (শান্ত করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শময়িত্রী।

শমল—শকৃৎ, পুরীষ, বিষ্ঠা; পাপ। শম (শান্ত হওয়া)+কল ক। সং; ক্লী।

শমি, শমী—শাঁই গাছ। ণিজন্ত শম বা শমি (শান্ত করা)+ই ক, বিকল্পে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শমিত—দমিত; নিবারিত; বিনাশিত। ণিজন্ত শম বা শমি (শান্ত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে শমন।

শমী—(শমিন্)। শমযুক্ত, শান্ত; জিতেন্দ্রিয়, সংযমী। শম শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, অথবা শম (শান্ত হওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শমিনী।

শমী—শাঁই গাছ। শমি দেখ। সং; স্ত্রী।

শমীক—জনৈক মুনি। শম (শান্ত হওয়া)+ ঈকন্ ক। সং; পু।

শমীক অতি ক্ষমাশীল তপস্বী ছিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ একদা মৃগয়ায় গমন করেন। তাঁহার শরে বিদ্ধ একটি মৃগ পলায়নপর হইলে রাজা তৎপশ্চাৎ ধাবিত হন, কিন্তু উহা শীঘ্রই দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া পড়ে। রাজা তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে শমীকের নিকট উপস্থিত হন এবং ইঁহাকে মৃগের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু মুনিবর তৎকালে মৌনাবলম্বনে যোগরত থাকায় রাজার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন নাই। রাজা তাহাতে কুপিত হইয়া ইঁহার গলদেশে একটা মৃত সর্প লম্বিত করিয়া দিয়া প্রস্থান করেন। অনন্তর ইঁহার পুত্র শৃঙ্গী অন্য স্থান হইতে আসিয়া পিতার দুর্দশা দর্শনে অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হন এবং এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন যে, যে ব্যক্তি এইরূপ দুষ্কার্য্য করিয়াছে, সে সপ্তাহ মধ্যে সর্পাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। ধ্যানভঙ্গের পর শমীক তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুত্রের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং পরীক্ষিৎকে তৎসংবাদ প্রেরণ করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন।

শমীগর্ভ—অগ্নি; ব্রাহ্মণ। শমী (বৃক্ষবিশেষ) আছে গর্ভে যাহার, বহু। সং; পু।

শমীধান্য—মাষকলায় প্রভৃতি শস্য। সং; ক্লী।

শম্পা—তড়িৎ, বিদ্যুৎ। শম্ শব্দ (সুখ)—পা (পান করা, এখানে নষ্ট করা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

শম্বরারি—প্রদ্যুম্ন বা কন্দর্প। শম্বরের অরি (শত্রু), ৬৩৫। সং; পু।

শম্বল—পাথেয়, সম্বল; তীর; পরস্ত্রীকাতর; মৎসর। শম্ব (গমন করা)+কল র্ম। সং; ক্লী ও পু।

শম্বাকৃত—দ্বিতীয়বার কৃষ্ট (ক্ষেত্রাদি), দুইবার চাষ দেওয়া জমি। শম্ব শব্দ—কৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

শম্বু, শম্বূ—শম্বুক, শামুক; ক্ষুদ্র শঙ্খ; গজকুম্ভাগ্র; দৈত্যবিশেষ। শম (শান্ত হওয়া)+উ, উ ক। সং; পু।

শম্বুক—১। শামুক; গজকুম্ভাগ্র; দৈত্যবিশেষ। শম্বু শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং; পু। ২। জনৈক শূদ্র তাপস। ইনি ত্রেতাযুগে স্বর্গকামনায় তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে যুগে শূদ্রের তপস্যায় অধিকার না থাকায় রাজ্যে পাপসঞ্চার হয় ও তাহার ফলে এক ব্রাহ্মণকুমার অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ব্রাহ্মণ মৃত পুত্র লইয়া রাজা রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে রাম কারণানুসন্ধানে বহির্গত হইয়া বনমধ্যে এই শূদ্রকে নিম্নমস্তকে ও ঊর্দ্ধপদে তপস্যা করিতে দেখিতে পান। তিনি অবিলম্বে ইহার শিরশ্ছেদন করেন। তখন দেবগণ সাধুবাদ করিয়া

[illegible] ব্রাহ্মণকুমারকে বাঁচাইয়া দিয়াছিলেন।

শম্ভু—শম্ভুক (স্বার্থে অর্থে)। শম (শান্ত হওয়া)+উক র্ম। সং; পু।

শম্ভ—কল্যাণযুক্ত, শুভান্বিত। শম্ শব্দ (কল্যাণ)+ভ মতুবর্থে। বিণ; ত্রি।

শম্ভল—গ্রামবিশেষ। শম্ভ—লা+ড ক। পু।

শম্ভলী—প্রণয়দূতী, কুট্টনী। শম্ভ শব্দ—লা+ড ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শম্ভু—শিব, মহাদেব। শম্ শব্দ (কল্যাণ)—ভূ (হওয়া)+ডু অপা, যাঁহা হইতে কল্যাণ হয়। সং; পু।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(ডাক্তার)। জন্ম—৮ই মে ১৮৩৯ খ্রীঃ। ইঁহার পিতার নাম মথুরামোহন। বাল্যে শম্ভুচন্দ্র ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজে শিক্ষিত হন। ১৮৫৮ খ্রীঃ ইনি হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রের সহকারী সম্পাদক স্বরূপে নিযুক্ত হন এবং সম্পাদক হরিশ্চন্দ্রের পীড়ার সময় উক্ত পত্রের একমাত্র সম্পাদকের কার্য্য করেন। ১৮৬২ খ্রীঃ "সমাচার হিন্দুস্থানী" পত্রের সম্পাদক হন এবং লক্ষ্ণৌয়ে Talukdars' Association নামক সভার সেক্রেটারীর কার্য্য করেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের দেওয়ান, ১৮৬৮ খ্রীঃ কাশীপুরের রাজা শিওরাজ সিংহের সেক্রেটারী এবং ১৮৬৯ খ্রীঃ রামপুরের নবাবের সেক্রেটারী স্বরূপে কার্য্য করেন। ১৮৭২ হইতে ১৮৭৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত স্বপ্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্রিকা Mukherjee's Magazine অতিশয় যোগ্যতার সহিত পরিচালিত করেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ ইনি ত্রিপুরার মহারাজের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮২ খ্রীঃ ইনি Reis and Rayyet নামক সাপ্তাহিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া সাতিশয় দক্ষতার সহিত আমরণ ইহার পরিচালনা করেন। ইনি আমেরিকার একটী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডাক্তার' উপাধি লাভ করেন। বঙ্গের ছোটলাট টেম্পল সাহেব ইঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। ইঁহারই শাসনকালে শম্ভুচন্দ্র বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া Indian League নামক একটী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ ৭ই ফেব্রুয়ারী ইঁহার দেহত্যাগ হয়। শম্ভুচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিত বাঙ্গালীর মধ্যে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ইঁহার ভাষা যেমন সতেজ, লিখন-ভঙ্গী তেমনিই সুন্দর। ইঁহার লিখিত প্রবন্ধগুলি পাণ্ডিত্যের এবং নির্ভীকতার জন্য প্রসিদ্ধ। রাজনীতিজ্ঞানও ইঁহার অসাধারণ ছিল। ইনি তৎকালীন [illegible] বিষয় লক্ষ্য করিতেন। কোন লোকের মধ্যে [illegible] দেখিলে তীব্রভাষায় উঁহাকে আক্রমণ করিতেন। শম্ভুচন্দ্র যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মধ্যে কয়েকটীর নাম দেওয়া গেল;—On the causes of the mutiny (1857); Mr. Wilson, Lord Canning and the Income tax (1860); The career of an Indian Princess (1869); The Prince in India and to India (1872); The Empire is Peace, and the Baroda coup d'Etat (1875); Travels in Bengal (1887). বঙ্গীয় সিভিলিয়ান Skrine (স্ক্রীন) সাহেব শম্ভুচন্দ্রের একখানি উপাদেয় জীবনচরিত লিখিয়াছেন।

শম্ভুজী—(শম্ভোজী)। ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৬৬৮ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম হয়। বয়োবৃদ্ধির সহিত ইনি নিতান্ত দুশ্চরিত্র ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলে শিবাজী অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং অবশেষে ইঁহাকে পানালা-দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। মাহারাট্টা দলপতিরাও ইঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। একারণ, ১৬৮০ খ্রীঃ শিবাজী কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহারা এই সংবাদ শম্ভুজীর নিকট গোপন রাখিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শম্ভুজী কোন প্রকারে তাহা জানিতে পারিয়া পানালা-দুর্গ হস্তগত করিলেন এবং আপনার অনুচরবর্গকে সংগ্রহ করিয়া সহসা রায়গড়ে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ইনি পিতৃসিংহাসনে আরূঢ় হইলেন এবং বিপক্ষগণের মধ্যে কতকগুলির প্রাণবধ করিলেন ও কতকগুলিকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। এই সময়ে ইনি নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজারামকেও বন্দী করেন।

শম্ভুজী মাহারাট্টাদিগের রাজা হইয়া পিতার ন্যায় মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধচালনা না করিয়া প্রথম কয়েক বৎসর গোয়া ও জিঞ্জিরা জয়ার্থ বিফল চেষ্টায় অতিবাহিত করিলেন। এদিকে আওরঙ্গজেব সুবিধা পাইয়া গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যদ্বয় বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন, অথচ শম্ভুজী উদাসীন দর্শকবৎ তামাসা দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে মাহারাট্টা রাজ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। কর্ণাট প্রদেশ হইতে রাজস্ব ও মাহারাট্টা দলপতিদিগের লুণ্ঠিত ধন রাজকোষে প্রেরণ রহিত হইল। সুতরাং শিবাজীর সঞ্চিত ধনরাশি অল্পকালেই নিঃশেষিত হইয়া পড়িল। শম্ভুজী দারুণ অর্থ-কৃচ্ছ্রতায় পড়িয়া কর-বৃদ্ধি করিলেন;

কিন্তু তাহাতে কেবল মার্হাট্টাজাতির মধ্যে অসন্তোষের বীজ বিক্ষিপ্ত করা হইল মাত্র।

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আওরঙ্গজেব স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ্ আলমকে ও কয়েকজন সেনাপতিকে শম্ভুজীর রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে প্রেরণ করিলেন। শাহ্ আলম দুর্গের পর দুর্গ জয় করিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত দেশই তাঁহার পদানত হইল। কিন্তু দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে তাঁহার যাবতীয় অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র ও বৃষভাদি মারা পড়িল এবং তাঁহার শিবিরে খাদ্যাভাবও ঘটিল। এই সুযোগে শম্ভুজী তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পলায়নপর হইতে বাধ্য করিলেন।

আওরঙ্গজেব একণে শম্ভুজীকে পরিত্যাগ করিয়া গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যদ্বয় লইয়া পড়িলেন। ঐ দুইটি রাজ্য বিধ্বস্ত করার পর তিনি স্বীয় সেনাপতিদিগকে পুনর্ব্বার দক্ষিণের হিন্দুরাজ্যগুলি জয় করিতে প্রেরণ করিলেন। মার্হাট্টারা আপনাদের গিরিদুর্গসমূহের পশ্চাদ্ভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এবারে ভাগ্যলক্ষ্মী আওরঙ্গজেবের প্রতি প্রসন্না হইলেন। শম্ভুজী কঙ্কণপ্রদেশে সঙ্গমেশ্বর নামক স্থানে আমোদপ্রমোদে মত্ত হইয়া অসাবধানে আছেন, এই সংবাদ পাইয়া জনৈক মোগল-সেনাপতি সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিলেন। অনন্তর তিনি সম্রাটের নিকট নীত হইলে সম্রাট্ তাঁহাকে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বলিলেন। বীর-পুত্র শম্ভুজী এই কথায় এতদূর কোপাবিষ্ট হইলেন যে, আওরঙ্গজেবকে যথেচ্ছ কটূক্তি করিলেন। সম্রাট্ তাঁহার জিহ্বাচ্ছেদন ও চক্ষুরুৎপাটন করিয়া প্রাণবধ করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হইল (১৬৮৯)।

শম্ভুজী, ২য়—মহারাজ ছত্রপতি শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারামের দ্বিতীয় পুত্র। রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক জ্যেষ্ঠপুত্র তৃতীয় শিবাজী উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক রাজা হইয়াছিলেন। ১৭১২ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে ইনি রাজপদ লাভ করেন ও সাহুর সহিত গৃহ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ইনি ক্রমশঃ সহ্যাদ্রির অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া কোলাপুরে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭৩০ খ্রীঃ সাহু কোলাপুরের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া গৃহ-যুদ্ধের অবসান করেন। ইঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি কোলাপুরে রাজত্ব করিতেছেন।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত—১২২৬ সালে (১৮২০ খ্রীঃ) কলিকাতায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শিবনাথ; কেহ কেহ বলেন, সদাশিব পণ্ডিত। ইঁহাদের আদি নিবাস কাশ্মীর দেশ। বাল্যকালে শম্ভুনাথ গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা করেন। শিক্ষা বিষয়ে ইঁহার সমধিক উৎসাহ ও যত্ন ছিল। এজন্ত বিদ্যালয় ব্যতীত বাটীতে বসিয়াও অভিজ্ঞ লোকের সাহায্যে ভাল ভাল পুস্তক পাঠ করিতেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া ইঁহাকে বিষয়কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে হয়। প্রথমে ইনি সদর-দেওয়ানী আদালতে ২০ টাকা বেতনে মহাফেজের সহকারিরূপে নিযুক্ত হন, পরে তত্রত্য জজ স্যার রবার্ট বারলো সাহেবের কৃপায় ডিক্রীজারির মোহরারের পদ প্রাপ্ত হন। এই কার্য্যকালে ইনি ডিক্রীজারির আইন সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। ঐ আইনে যে সকল দোষ ছিল, এই পুস্তকে সেই সকল দোষের সুন্দররূপে আলোচনা করা হয়। ইহাতে তিনি গবর্ণমেন্টের নিকট পরিচিত হন, পরে ইঁহার নির্দ্দেশমতে ঐ সকল দোষ সংশোধিত হয়। চাকরীতে নানা গোলযোগ হওয়ায় তাহা ত্যাগ করিয়া ইনি ওকালতী আরম্ভ করেন। এই কার্য্যে ইনি বিশেষ সুখ্যাতি-লাভ করেন। আইন বিষয়ে ইঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইতেন। কিছুদিন পরে ইনি গবর্ণমেন্টের জুনিয়র, পরে (১৮৬১ খ্রীঃ) সিনিয়র উকীল নিযুক্ত হন। আইনের সূক্ষ্ম তর্কে কেহই ইঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। ইঁহার এতাদৃশ আইনজ্ঞানদর্শনে গবর্ণমেন্ট ইঁহাকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। পরে ১২৬৯ সালে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি তাহার বিচারপতি পদে উপবিষ্ট হন। ভারতবাসীদের ভিতর রমাপ্রসাদ রায়ই প্রথমে হাইকোর্টের জজ হইবার সনন্দ পান। কিন্তু বিচারালয়ে বসিবার তাঁহার অবসর হয় নাই—ইহার অগ্রেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সুতরাং এই আদালতে শম্ভুনাথকেই এদেশীয় প্রথম বিচারপতি বলিয়া গণ্য করা হয়। ইনি এখানে সবিশেষ ন্যায়পরায়ণতা ও সুখ্যাতির সহিত ১৮৬৩ হইতে ১৮৬৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রায় ৫বৎসর কাল বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ইনি আইনবিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা পাঠে উক্ত আদালতের বিচারপতিগণ পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে ইঁহার প্রশংসা করিতেন। ইঁহার হৃদয় সরল ও উদার ছিল। [illegible] ছিল [illegible] হাই [illegible] পূর্ব্ব [illegible] ছিলেন। ১২৭[illegible] সালে ইংরেজি জ্যৈষ্ঠ (১৮৬৮ খ্রীঃ ৬ই জুন) ৫৮ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

শয়—১। শয়ন। শী+অল্ ভা। ২। শয্যা চিতা; নিদ্রা; হস্ত; সর্প। শী (শয়ন করা)+অল্ অধি। সং; পু। ৩। শয়নকারী। শী+অল্ ক। বিণ; ত্রি।

শয়থ—অজগর সর্প; বরাহ; মৃত্যু। শী (শয়ন করা)+অথ। সং; পু।

শয়ন—১। শয্যা; শী+অনট্ অধি। ২। শোয়া; নিদ্রা; স্ত্রীসঙ্গ। শী (শয়ন করা) +অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে শয়িত।

শয়নকক্ষ—শয়নগৃহ, শুইবার ঘর। শয়নের নিমিত্ত কক্ষ, ৪তৎ। সং; পু।

শয়নকাল—শুইবার সময়। ৬তৎ। সং; পু।

শয়নগৃহ—শয়নকক্ষ, শুইবার ঘর। ৪তৎ। ক্লী।

শয়নমন্দির—শয়নগৃহ। ৪তৎ। সং; ক্লী।

শয়নাগার—শয়নগৃহ। ৪তৎ। সং; পু।

শয়নীয়—১। শয়নযোগ্য। শী (শয়ন করা) +অনীয় কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। শয্যা। শী+অনীয় অধি। সং; ক্লী।

শয়নৈকাদশী—যে একাদশীতে শ্রীকৃষ্ণের শয়ন হয়, আষাঢ়মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী। সং; স্ত্রী।

শয়ান—শয়নকারী, শয়ন করিয়া আছে এরূপ। শী (শয়ন করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

শয়ালু—১। নিদ্রাশীল। শী (শয়ন করা)+আলু ক। বিণ; ত্রি। ২। শৃগাল; কুক্কুর; অজগর। সং; পু।

শয়িত—১। শয়ন করিয়াছে এরূপ; নিদ্রিত। শী (শয়ন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। শয়ন। শী+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

শয়ু—অজগর সর্প। শী (শয়ন করা)+উ ক। সং; পু।

শয্যা—১। তল্প, বিছানা; খট্বা; শয্যাঙ্ক। শী (শয়ন করা)+ক্যপ্ অধি। ২। শয়ন। শী+ক্যপ্ ভা। সং; স্ত্রী।

শয্যাগত—শয্যাশায়ী, যে বিছানায় শুইয়াছে এরূপ; উত্থানশক্তিশূন্য। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শয্যাগতা।

শয্যাগুরু—স্বামী, ভর্ত্তা। ৬তৎ। সং; পু।

শয্যাতল—বিছানার তলদেশ; খাটের তলা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শয্যাপ্রান্ত—শয্যার এক দেশ, বিছানার এক ধার। ৬তৎ। সং; পু।

শয্যারচনা—শয্যা প্রস্তুতকরণ, বিছানা পাতা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শয্যাশায়ী—(শয্যাশায়িন্)। শয্যায় শয়নকারী, শয্যাগত; উত্থানশক্তিশূন্য। শয্যা-

শয়ন—শী (শয়ন করা) + ণিন্ ক । বিণ ; পুং । স্ত্রীলিঙ্গে শয্যাশায়িনী । [স্ত্রী ।

শয্যাসঙ্গিনী—বনিতা, স্ত্রী, ভার্য্যা । ৬তৎ । সং ;

শয্যোত্তরচ্ছদ—বিছানার চাদর । ৬তৎ । পুং ।

শর, সর—১ । বাণ, তীর ; নলখাগড়া গাছ । শৃ (বধ করা) + অল্ ণ । ২ । দধিদুগ্ধের অগ্রভাগ । শৃ + অল্ র্ম । সং ; পুং । ৩ । জল । সং ; স্ত্রী ।

শরক্ষেপণ—বাণত্যাগ, বাণনিক্ষেপ, তীর ছোঁড়া । ৬তৎ । সং ; স্ত্রী ।

শরচ্চন্দ্র—শরৎকালের চাঁদ । ৬তৎ । সং ; পুং ।

শরচ্চন্দ্র দাস—(রায় বাহাদুর) । জন্ম—১৮৪৯ খ্রীঃ ১৮ই জুলাই । জন্মস্থান চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া ইনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষার্থ প্রবেশ করেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ দার্জ্জিলিঙ্গে ভুটীয়া বোর্ডিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। সেইখানেই ইনি তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করেন। উক্ত ভাষার শিক্ষকের সহিত ১৮৭৯ খ্রীঃ জুন মাসে শরচ্চন্দ্র তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরে ভ্রমণার্থ গমন করেন। ১৮৮১ খ্রীঃ পুনর্ব্বার লাসায় যান। বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের অন্যতম সেক্রেটারী মেকলে সাহেবের সহিত শরচ্চন্দ্র ১৮৮৪ খ্রীঃ সিকিমে এবং ১৮৮৫ খ্রীঃ চীনদেশের রাজধানী পিকিন নগরে গমন করেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ ইনি সি, আই, ই এবং ১৮৯৬ খ্রীঃ রায় বাহাদুর উপাধিভূষিত হন। ১৮৮৭ খ্রীঃ ইনি লণ্ডনের Royal Geographical Society কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হন। ১৮৯৯ খ্রীঃ উক্ত সোসাইটি ইঁহার লিখিত "তিব্বত ভ্রমণবৃত্তান্ত" প্রকাশিত করেন। ১৮৯২ খ্রীঃ ইনি কলিকাতায় Buddhist Text Society নামক সমিতি স্থাপিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিবার পথ সুগম করিয়াছেন। ১৯০২ খ্রীঃ ইনি Tibetan-English Dictionary সম্পূর্ণ করেন। ১৮৮১ খ্রীঃ হইতে তিব্বত ভাষার অনুবাদক স্বরূপে ইনি বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৪ খ্রীঃ জুলাই মাসে ইনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন। ইনি তিব্বতীয় আচার-ব্যবহার ও তিব্বতে প্রচলিত বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।

শরজন্মা—(শরজন্মন্) । কার্ত্তিকেয় । শরবনে জন্ম যাহার, বহু । সং ; পুং ।

শরট, সরট—কৃকলাস । শৃ (বধ করা), সৃ (গমন করা) + অটন্ ক । সং ; পুং ।

শরণ—১ । বধ ; রক্ষণ, রক্ষা ; আশ্রয় । শৃ (বধ করা) + অনট্ ভা । ২ । রক্ষক ; গৃহ । শ + অন ক । সং ; স্ত্রী ।

শরণস্থলী—আশ্রয়স্থান, অবলম্বন-স্থান । ৬তৎ । সং ; স্ত্রী ।

শরণাগত, শরণাপন্ন—রক্ষার্থী, আশ্রয়ার্থী । শরণকে আগত, আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ । বিণ ; ত্রি ।

শরণার্থিনী—শরণার্থী দেখ । বিণ ; স্ত্রী ।

শরণার্থী—(শরণার্থিন্) । রক্ষাপ্রার্থী, শরণাগত । শরণের অর্থী (যাচক), ৬তৎ । বিণ ; পুং । স্ত্রীলিঙ্গে শরণার্থিনী ।

শরণি, শরণী—পথ ; প্রসারণী । শৃ (বধ করা) + অনি র্ম, বিকল্পে ঈপ্ । সং ; স্ত্রী ।

শরণ্ড—ধূর্ত্ত ; লম্পট ; পক্ষী । শৃ (বধ করা) + অণ্ড ক । সং ; পুং ।

শরণ্য—রক্ষণসমর্থ, রক্ষাকর্ত্তা । শরণ শব্দ + য্য সমর্থার্থে । বিণ ; ত্রি ।

শরৎ—(শরদ্) । ঋতুবিশেষ, আশ্বিন কার্ত্তিক মাস [ষড়্ঋতু দেখ] ; বৎসর । শ (বধ করা) + অদ্ ক । সং ; স্ত্রী ।

শরত্যাগ—শরক্ষেপণ, বাণনিক্ষেপ, তীর ছুঁড়িয়া দেওয়া । ৬তৎ । সং ; পুং ।

শরৎসুন্দরী—(মহারাণী) । পুঁটিয়া বংশ রাজসাহী জেলার প্রাচীনতম রাজবংশ। কথিত আছে, বৎসরাচার্য্য নামক জনৈক সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ পুঁটিয়াতে একটী আশ্রম করিয়া ভগবদুপাসনা করিতেন। বাঙ্গালার রাজস্ব-সংগ্রাহকগণ দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ না করায় দিল্লীশ্বর তাহাদের দমনার্থ জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষকে প্রেরণ করেন। তিনি এই ঋষিকল্প ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিলে ব্রাহ্মণ তাঁহার অভীষ্ট বিষয়ে সাহায্য করেন এবং পুরস্কারস্বরূপ লস্করপুর নামক জমিদারী লাভ করেন। কিন্তু বৎসরাচার্য্য বিষয়বাসনা-রহিত। তিনি জমিদারীর উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন না। তাঁহার চতুর পুত্র পীতাম্বর মোগল-সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হইয়া ঐ জমিদারীটি লাভ করিলেন। পীতাম্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা নীলাম্বর এই সম্পত্তির অধিকারী হন। তাঁহার পুত্র আনন্দ দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক রাজা উপাধিভূষিত হন। তাঁহার বংশধরের অন্যতম দর্পনারায়ণের সময়ে রঘুনন্দন সামান্য পূজারী ব্রাহ্মণের পদ হইতে মুর্শিদাবাদ দরবারে পুঁটিয়ারাজের উকিলের পদে উন্নীত হন। এই রঘুনন্দনই নাটোরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। দর্পনারায়ণের বংশধরগণ ক্রমে ক্রমে বিষয় সম্পত্তি বর্দ্ধিত করিয়া বংশের গৌরব বর্দ্ধন করিলেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবালয়, অতিথিশালা, এবং দুঃস্থ ও পীড়িতের সাহায্যালয় এখনও কার্য্যকারী অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। এই বংশের অন্যতম প্রতিনিধি যোগেন্দ্র নারায়ণ ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউসনে শিক্ষিত হইয়া মহানুভবতার পরিচয় দিতেছিলেন। কিন্তু অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তাঁহার পত্নী শরৎসুন্দরীর হস্তে বিষয়ভার অর্পিত হয়। দয়াদাক্ষিণ্য ও দানশীলতায় শরৎসুন্দরী রাজবংশের মান এবং আপনার ব্যক্তিগত মহত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ ১২ই মার্চ্চ ইনি "রাণী" এবং ১৮৭৭ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী "মহারাণী" উপাধিভূষিতা হইয়াছিলেন। ইঁহার দেহত্যাগের পর হইতে ইঁহার পুত্রবধূ রাণী হেমন্তকুমারী বিষয়কার্য্যের পরিচালনা করিতেছেন। [সং ; পুং ।

শরদিন্দু—শরচ্চন্দ্র, শরৎকালের চাঁদ । ৬তৎ ।

শরদিন্দুনিভ—শরৎকালীন চন্দ্রের সদৃশ । শরদিন্দু দেখ ; তাহার নিভ (সদৃশ), ৬তৎ । বিণ ; ত্রি ।

শরদিন্দুনিভানন—১ । শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখ । কর্ম্মধা । সং ; স্ত্রী । ২ । শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখবিশিষ্ট, অতি সুন্দর বদনসম্পন্ন । শরদিন্দুনিভ আনন (মুখ) যাহার, বহু । বিণ ; ত্রি । স্ত্রীলিঙ্গে শরদিন্দুনিভাননা ।

শরদিন্দুনিভাননা—শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখযুক্তা (রমণী) । বহু । বিণ ; স্ত্রী ।

শরদিন্দুবিনিন্দিত—শরৎকালীন চন্দ্র অপেক্ষাও মনোহর । শরদিন্দু বিনিন্দিত যৎকর্ত্তৃক, বহু । বিণ ; ত্রি । [সং ; পুং ।

শরদ্বান্—গৌতমের পুত্র, কৃপ ও কৃপীর পিতা ।

শরধি—তূণীর, বাণাধার । শর শব্দ (বাণ) —ধা (ধারণ করা) + কি অধি বা ক । পুং ।

শরভ—মৃগবিশেষ ; শলভ ; করিশাবক ; উষ্ট্র ; বানরবিশেষ । শৃ (বধ করা) + অভচ্ র্ম । সং ; পুং ।

শরভঙ্গ—দণ্ডকারণ্যস্থ তাপসবিশেষ । বনবাসকালে রাম ইঁহার আশ্রম সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুররাজ ঋষিকে তাঁহার কঠোর তপোলব্ধ দুর্লভ ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। ঋষি রামের ন্যায় বিশিষ্ট অতিথিকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রের সহিত গমন স্থগিত রাখিলেন। তিনি রামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, বহুসংখ্যক লোক আমার আয়ত্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমার ইচ্ছা যে, তুমি সেই সকল প্রতিগ্রহ কর।" রাম বলিলেন, "তপোধন, আমি স্বয়ং তপোবলে দিব্য লোকসকল আহরণ করিব। সম্প্রতি আপনি আমার আশ্রয় স্থান নির্দ্দেশ করুন।" ঋষিবর রামের অনুরোধ রক্ষা করিয়া তাঁহার আশ্রয় স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অতঃপর ইনি রামের সম্মুখে বহ্নি

স্থাপন ও মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে আহুতি প্রদান করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেহ ভস্মীভূত হইলে শরভঙ্গ অনলের ন্যায় ভাস্বর এক কুমারে পরিণত হইলেন এবং সহসা বহ্নিমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

শরভূ—শরজন্মা, কার্ত্তিকেয়। শর শব্দ–ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

শরয়ু, শরযূ—অযোধ্যাদেশস্থ নদীবিশেষ। শৄ (বধ করা)+অযু ক। সং; স্ত্রী।

শরল—১। অকপট-হৃদয়, সরলচিত্ত; অবক্র, সোজা। শৄ (বধ করা)+অল্ ক। বিণ; ত্রি। ২। বৃক্ষবিশেষ, দেবদারু গাছ। সং; পু। [বিণ; ত্রি।

শরবিদ্ধ—বাণবিদ্ধ, বাণ দ্বারা আহত। ৩তৎ।

শরব্য—বাণের লক্ষ্য; লক্ষ্য, নিশানা। শর (বাণ)+ব্য। সং; ক্লী।

শরশয্যা—শর দ্বারা রচিত শয্যা, বাণের বিছানা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শরশয্যাশায়ী—শররচিত বিছানায় শয়নকারী। শরশয্যা–শী+ণিন্ ক=শরশয্যাশায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শরশয্যাশায়িনী।

শরসন্ধান—বাণসন্ধান, বাণনিক্ষেপ। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; পু।

শরাঘাত—বাণপ্রহার, তীর মারা। ৩তৎ।

শরাটি, শরাড়ি, শরাতি, শরালি—পক্ষিবিশেষ, শরাল পাখী। শর–অট, অড়, অত, অল +ই ক। সং; স্ত্রী।

শরারু—হিংস্র, অনিষ্টকারী। শৄ (বধ করা) +আরু ক। বিণ; ত্রি।

শরাব—মৃৎপাত্রবিশেষ, শরা; ৬৪ তোলা পরিমাণ, সের। শর–অব (রক্ষা করা) +অন্ ক। সং; পু।

শরাবতী—নদীবিশেষ। শর+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শরাশ্রয়—বাণাধার, তূণীর। শরের (বাণের) আশ্রয় (আধার), ৬তৎ। সং; পু।

শরাসন—ধনুঃ, ধনুক। শর শব্দ (বাণ)–অস (ক্ষেপণ করা)+অনট্ ণ বা অপা, যাহা দ্বারা বা যাহা হইতে শর ক্ষেপণ করা যায়। সং; ক্লী।

শরাস্য—কার্ম্মুক, ধনুঃ। শর (বাণ) হইয়াছে আস্য (মুখ) যাহার, বহু। সং; ক্লী।

শরাহত—বাণাহত, বাণবিদ্ধ, শরতাড়িত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [র্শ্ব। সং; ক্লী।

শরীর—দেহ, কলেবর। শৄ (বধ করা)+ঈরন্

শরীরগ্রন্থি—দেহের সন্ধিস্থান। ৬তৎ। সং; পু।

শরীরজ—১। দেহ-জাত। শরীর–জন (জন্মা) +ড ক। বিণ; ত্রি। ২। কাম; রোগ; পুত্র। সং; পু।

শরীরধারণ—দেহধারণ, বাঁচা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শরীরধারী—(শরীরধারিন্)। দেহধারী, দেহবিশিষ্ট, দেহী। শরীর শব্দ–ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শরীরধারিণী।

শরীরপতন—দেহনাশ, দেহপাত, মৃত্যু। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; পু।

শরীরপাত—দেহপাত, দেহ নষ্ট করা। ৬তৎ।

শরীরবন্ধ—দেহবন্ধ, দেহধারী, মূর্ত্তিমান্। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শরীরভাক্—(শরীরভাজ্)। ১। শরীরধারী, দেহী। শরীর–ভাজ+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। মনুষ্য; জীবাত্মা। সং; পু।

শরীররক্ষক—দেহরক্ষক, দেহরক্ষাকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শরীরী—(শরীরিন্)। শরীরধারী, দেহী; জীবাত্মা। শরীর শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

শরু—বজ্র; শস্ত্র; বাণ; ক্রোধ। শৄ (বধ করা)+উ ক। সং; পু।

শর্করা—চিনি; খাঁড়; খণ্ড; খাব্‌রা, কাঁকর; রোগবিশেষ। শৄ (বধ করা)+করন্ ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

শর্করিক, শর্করিল—শর্করাবিশিষ্ট, কাঁকরযুক্ত। শর্করা+ষ্ণিক, ইল যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

শর্করী—নদীবিশেষ; ছন্দোবিশেষ; লেখনী; মেখলা। শর্কর+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শর্দ্ধ, শর্দ্ধন—সশব্দ অপানবায়ুত্যাগ, শব্দসহকারে বাতকর্ম্মকরণ। শৃধ (অপানবায়ু ত্যাগ করা)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

শর্দ্ধংজহ—১। শব্দ সহকারে অপানবায়ুত্যাগকারী। শর্দ্ধ–হা (ত্যাগ করা)+খ ক। ২। মাষকলায়। সং; পু।

শর্ম্ম—(শর্ম্মন্)। কল্যাণ; সুখ। শৄ+মন্ র্শ্ম। সং; ক্লী।

শর্ম্মদ—১। সুখদায়ক। শর্ম্ম দেখ; শর্ম্মন্ (সুখ)–দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। সং; পু।

শর্ম্মা—(শর্ম্মন্)। ব্রাহ্মণের উপাধি। শৄ+মন্ ক। সং; পু।

শর্ম্মিষ্ঠা—দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বের কন্যা ও রাজা যযাতির কনিষ্ঠ ভার্য্যা। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর সহিত ইঁহার সখ্য ছিল। একদা উভয়ে স্নানার্থ গমন করেন, এবং স্নানান্তে দেবযানী জল হইতে অগ্রে উঠিয়া ভ্রমক্রমে ইঁহার বস্ত্র পরিধান করেন। তাহাতে ইনি ক্রুদ্ধা হইয়া দেবযানীকে অত্যন্ত তিরস্কার ও প্রহারপূর্ব্বক এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন। অনন্তর রাজা যযাতি দৈবক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া দেবযানীকে উদ্ধার করেন। দেবযানী গৃহে পিতার নিকট সমস্ত নিবেদন করিলে শুক্রাচার্য্য রুষ্ট হইয়া সপরিবারে দৈত্যরাজ্য পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। তখন বৃষপর্ব্ব দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া তাঁহার রোষ দূর করেন।

অতঃপর দেবযানী যযাতির পত্নী হইয়া গমন করিলে শর্ম্মিষ্ঠা দাসীরূপে তাঁহার অনুগমন করিতে বাধ্য হন। পরন্তু যযাতি গোপনে ইঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তাহাতে ইঁহার দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামক তিন পুত্রের জন্ম হয়। দৈবক্রমে ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুই যযাতির সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন [যযাতি দেখ]। [সং; স্ত্রী।

শর্য্যা—রাত্রি। শৄ (হিংসা করা)+য+আপ্।

শর্য্যাতি—বৈবস্বত মনুর পুত্র। ইনি একদা সৈন্যসামন্তসহ সপরিবারে চ্যবন ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন। ইঁহার তনয়া সুকন্যা বালস্বভাবসুলভ চাপল্যবশতঃ ঋষিবরের অজ্ঞাতসারে তাঁহার চক্ষু বিদ্ধ করেন। তাহাতে মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার সৈন্যসামন্তগণের মলত্যাগ বন্ধ করিয়া দেন। অবশেষে শর্য্যাতি চ্যবনের হস্তে সুকন্যাকে পত্নীত্বে প্রদান করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন।

শর্ব্ব—শিব, মহাদেব। শর্ব্ব (বধ করা)+অন্ ক। সং; পু।

শর্ব্বরী—রজনী, রাত্রি; নারী। শৄ (বধ করা) +ষ্বরন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শর্ব্বলা—তোমরাস্ত্র, শাবল। সং; স্ত্রী।

শর্ব্বাণী—গৌরী, ভবানী। শর্ব্ব (শিব)+ঈপ্ পত্নী অর্থে। সং; স্ত্রী।

শলভ—পতঙ্গবিশেষ, ফড়িঙ্। শল (গমন করা)+অভচ্ ক। সং; পু।

শলাকা—ক্ষুদ্র যষ্টি, শলা; নল, কণ্টক, অঙ্কুর, বাণ, তুলি প্রভৃতি; অস্থি; শল্য; খড়িক। শল (গমন)+আক+আপ্। সং; স্ত্রী।

শলাটু—অপক্ব ফল, কাঁচা ফল; বেল; মূলবিশেষ। শল+আটু ক। সং; পু।

শল্ক, শল্কল—বল্কল; ত্বক্; আঁইস; খণ্ড। শল (আচ্ছাদন করা)+ক, কলন্ ক। সং; ক্লী।

শল্কলী—(শল্কলিন্), শল্কী (শল্কিন্)। ১। ত্বক্‌শালী। শল্কল, শল্ক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ। পু। ২। মৎস্য। সং; পু।

শল্য—১। শঙ্কু, কীলক, খুঁটা, গোঁজ; শলাকা; শেল। শল (গমন করা ইত্যাদি)+য র্ম্ম। সং; ক্লী ও পু। ২। শর, বাণ; তোমর; অস্থি; কণ্টক; ভাগাড়। সং; ক্লী। ৩। পশুবিশেষ, শল্লকী, শজারু; মদনবৃক্ষ। সং; পু।

৩। মদ্রদেশীয় নৃপবিশেষ। পাণ্ডুরাজার সহিত ইঁহার ভগিনী মাদ্রীর বিবাহ হয়, এবং তাঁহার গর্ভে চতুর্থ ও পঞ্চম পাণ্ডব নকুল-সহদেবের জন্ম হয়। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-কালে অন্যান্য রাজার ন্যায় ইনিও লক্ষ্য-ভেদে অকৃতকার্য্য হন, এবং পরে ছদ্মবেশী অর্জ্জুন তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে, ইনি অপরাপর রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সমরে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু মল্লযুদ্ধে ভীম ইঁহাকে পরাস্ত করেন।

পাণ্ডবগণ ভাগিনেয় বলিয়া কুরুক্ষেত্র-সমরে ইনি সেই পক্ষেই যোগ দিবার অভিপ্রায়ে সসৈন্যে যাত্রা করেন, কিন্তু দুর্য্যোধন কৌশলক্রমে অগ্রে স্বপক্ষে বরণ করিয়া লইয়া যান। অনন্তর যুধিষ্ঠির সমরের প্রাক্কালে অন্যান্য গুরুজনের ন্যায় ইঁহাকেও প্রণাম করিতে উপস্থিত হইলে ইনি তাঁহাকে বিজয়ী হইবার আশীর্ব্বাদ করেন। মহাবীর কর্ণ ইঁহাকে সারথিরূপে প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, কিন্তু পরিশেষে দুর্য্যোধনের অনুনয় বিনয়ে সম্মত হইয়া ষোড়শ ও সপ্তদশ দিবসীয় যুদ্ধে কর্ণের সারথ্য করেন। কর্ণ নিহত হইলে অষ্টাদশ দিবসে ইনি প্রধান সেনাপতি-পদে বৃত হইয়া বিলক্ষণ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরিণামে যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিপতিত হন।

শল্যারি—যুধিষ্ঠির। শল্যের অরি (শত্রু), ৬তৎ। সং; পু।

শল্যোদ্ধার—প্রোথিত শল্যাদির উৎপাটন; বাস্তুভূমি হইতে অস্থি উঠাইয়া ফেলা। শল্যের উদ্ধার (উত্তোলন), ৬তৎ। সং; পু।

শল্ল—১। ত্বক্; শল্ক, আঁইস। শল্ল (গমনার্থক)+অন্ ক। সং; ক্লী। ২। ভেক। সং; পু।

শল্লক—১। ত্বক্; শল্ক, আঁইস। শল্ল শব্দ+কণ্। সং; ক্লী। ২। শণগাছ। সং; পু।

শল্লকী—শল্য-পশু, শজারু। শল্ল শব্দ+কণ্+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শল্লিত—গত, প্রস্থিত। শল্ল (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

শব—১। মৃত-দেহ; মড়া। শব (গমনার্থক)+অন্ ক। সং; ক্লী ও পু। ২। জল। সং; ক্লী। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শবদহন—মৃতদেহ দাহ করা, মড়া পোড়ান।

শবদহনাশৌচ—মৃতদেহ দহনজন্য দেহাশুদ্ধি। শবদহন জনিত অশৌচ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [যাহার সহিত কোন অশৌচ-সম্পর্ক নাই, তাহার দাহাদি করিলে সদ্যঃশৌচ হয়। জ্ঞাতি নহে, অথচ অশৌচ-সম্পর্ক আছে এরূপ (যথা মাতুল-পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি) ব্যক্তিকে দাহ করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়]।

শবদাহ—শবদহন। ৬তৎ। সং; পু।

শবদেহ—মৃতদেহ, প্রাণহীন শরীর। ৬তৎ। সং; ক্লী ও পু।

শবযান, শবরথ—মৃতদেহবহনার্থ খট্বাদি। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

শবর—ব্যাধ; শিব, মহাদেব; পণ্ডিতবিশেষ; জল। শব—রা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং; পু।

শবরী—১। ব্যাধ-জাতীয়া স্ত্রী। শবর দেখ; শবর+ঈপ্। সং; স্ত্রী। ২। ত্রিকালজ্ঞা বৃদ্ধা তাপসী। এক সময়ে ইনি রামায়ণবর্ণিত মতঙ্গের আশ্রমস্থ মুনিগণের পরিচারিকা ছিলেন। দণ্ডকারণ্যে রামের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ইনি তাঁহাকে আতিথ্যে তৃপ্ত করিয়া এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া অগ্নিকুণ্ডে দেহ আহুতিপ্রদান পূর্ব্বক মহর্ষি-লোকে প্রস্থান করেন।

শবল—১। কর্ব্বুরবর্ণ; বহুবর্ণবিশিষ্ট। শব+অল র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। বিবিধ বর্ণ। সং।

শবলা—বশিষ্ঠের কামধেনু, পাপনাশিনী বিচিত্রবর্ণা গাভী [ইহার বিস্তৃত বিবরণ বশিষ্ঠের জীবনচরিতে দেখ]।

শবব্যবচ্ছেদ—শবদেহ ছেদন, মড়া কাটা। ৬তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

শবসাধন—শবের উপর বসিয়া মন্ত্রজপ। ৬তৎ।

শবাকার—শবের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, মড়ার মত। শবের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

শবাধার—শবনিধান পাত্র, যাহাতে মৃতদেহ রাখিয়া মাটিতে পোঁতা হয়, 'কফিন্'। ৬তৎ। সং; পু।

শবাসনা—শবের উপর অবস্থিতা, কালিকা। শব হইয়াছে আসন যাহার, (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

শশ, শশক—খরগোশ; পুরুষবিশেষ। শশ (প্লুত-গমন করা)+অন্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্। সং; পু।

শশধর—শশাঙ্ক, চন্দ্র; কর্পূর। শশ—ধৃ (ধরা)+অন্ ক। সং; পু।

শশভৃৎ—শশধর, চন্দ্র; কর্পূর। শশ—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

শশলাঞ্ছন—শশাঙ্ক, চন্দ্র; কর্পূর। শশ হইয়াছে লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু।

শশবিন্দু—চন্দ্র; বিষ্ণু; নৃপবিশেষ, চিত্ররথের পুত্র। শশ হইয়াছে বিন্দু (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু।

শশবিষাণ—শশক-শৃঙ্গ [অতিশয় অসম্ভব বা অলীক বিষয়ে উদাহরণ দিবার জন্য এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে]। সং; ক্লী।

শশব্যস্ত—অতিশয় ব্যস্ত, অত্যন্ত ত্বরান্বিত। শশ বৎ ব্যস্ত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ।

শশাঙ্ক—১। চন্দ্র; কর্পূর। শশ হইয়াছে অঙ্ক (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু।

২। প্রাচীন বঙ্গের অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণ (ইদানীন্তন কাণসোনা) রাজ্যের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। মালবেশ্বরের সহিত ইঁহার মিত্রতা ছিল। ইনি কান্যকুব্জপতি হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক। হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন মালব আক্রমণ করিলে ইনি মিত্রের সাহায্যার্থ গমন করেন। অনন্তর রাজ্যবর্দ্ধন মালবরাজ্য উচ্ছিন্ন করিলে ইনি একদা অতর্কিতভাবে তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করেন। এই সংবাদ পাইয়া হর্ষবর্দ্ধন আক্রোশহেতু শশাঙ্কের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহা অধিকার করিয়া লন। [পু।

শশিকর—চন্দ্রকিরণ, জ্যোৎস্না। ৬তৎ। সং;

শশিকলা—চন্দ্রকলা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শশিপ্রভ—১। শুভ্রবর্ণ, সাদা। শশীর (চন্দ্রের) ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। কুমুদ; মুক্তা। সং; ক্লী।

শশিভূষণ—শিব, মহাদেব। শশী (চন্দ্র) হইয়াছে ভূষণ যাঁহার, বহু। সং; পু।

শশিভৃৎ—শিব, মহাদেব। শশিন্ (চন্দ্র)—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

শশিমুখী—শশিবদনা, চন্দ্রমুখী। শশীর (চন্দ্রের) ন্যায় সুন্দর মুখ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

শশিবদনা—১। চন্দ্রমুখী। শশীর (চন্দ্রের) ন্যায় সুন্দর বদন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। চন্দ্রমুখী নারী; ষড়ক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

শশিশেখর—শিব, মহাদেব। শশী (চন্দ্র) আছে শেখরে (চূড়ায়) যাঁহার, অথবা শশী হইয়াছে শেখর (শিরোভূষণ) যাঁহার, বহু। সং; পু। [অত্যর্থে। সং; পু।

শশী—(শশিন্)। চন্দ্র; কর্পূর। শশ+ইন্

শশ্বৎ—সর্ব্বদা, নিরন্তর। শশ (প্লুত গমন করা)+বৎ ক। ব্য।

শষ্কুল, শস্কুল—বৃক্ষবিশেষ; মৎস্যবিশেষ; অপূপ-বিশেষ; কর্ণের ছিদ্র। শস+কুল ক। সং; পু।

শষ্কুলী, শস্কুলী—কর্ণচ্ছিদ্র। সং; স্ত্রী।

শষ্প, শস্প—১। নব তৃণ, কচি ঘাস। শস (বধ করা)+প র্ম্ম। ২। প্রতিভাক্ষয়, বুদ্ধি-হানি। শস+প। সং; ক্লী। [স্ত্রী।

শষ্পশয্যা—নবতৃণ রূপ বিছানা। রূপক। সং;

শষ্পাবৃত—নবতৃণাচ্ছাদিত, কচি ঘাসে ঢাকা। শষ্প দ্বারা আবৃত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শষ্পোপরি—কচি ঘাসের উপর। ৬তৎ। ব্য।

শসন—হনন, বধ। শস (বধ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

শস্ত—১। শুভ; প্রশস্ত; কল্যাণযুক্ত; সুখী; হত। শন্স (প্রশংসা করা, ইত্যাদি)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। কল্যাণ; শরীর; সুখ। সং; ক্লী।

শস্ত্র—আয়ুধ, বল্লম শড়কী প্রভৃতি; লৌহ। শস (বধ করা)+ষ্ট্রন্ ণ। সং; ক্লী।

শস্ত্রধারী—(শস্ত্রধারিন্)। আয়ুধধারী, শস্ত্রধারণকারী। শস্ত্র শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শস্ত্রধারিণী।

শস্ত্রপাণি—আয়ুধধারী। শস্ত্র (আয়ুধ) আছে পাণিতে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি

শস্ত্রভৃৎ—আয়ুধধারী। শস্ত্র শব্দ (আয়ুধ)—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

শস্ত্রবিদ্যা—ধনুর্ব্বেদ, যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে শস্ত্র চালনা করা যায়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শস্ত্রী—ছুরিকা। শস্ত্র+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শস্ত্রী—(শস্ত্রিন্)। শস্ত্রধারী। শস্ত্র (আয়ুধ)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

শস্য—১। বৃক্ষাদির ফলপুষ্প; কৃষি দ্বারা উৎপন্ন ধান্যাদি; শাঁস; সার পদার্থ। শস (বধ করা)+য র্ম। সং; ক্লী। ২। প্রশস্ত, প্রশংসার্হ। শন্স (প্রশংসা করা)+ক্যপ্ র্ম। বিণ; ত্রি।

শস্যকুল—শস্যসমূহ, ধান্যাদি ফসলসকল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শস্যক্ষেত্র—শস্যোৎপাদিকা ভূমি, ফসলের ক্ষেত। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শস্যশ্যামল—শস্য দ্বারা শ্যামবর্ণ, ধান্যাদি শস্যের গাছ থাকায় সবুজবর্ণ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শস্যশ্যামলা।

শস্যশ্যামলা—শস্যশ্যামল দেখ। বিণ; স্ত্রী।

শস্যাগার—শস্যরক্ষার গৃহ। ৬তৎ। সং; পু।

শাক—১। বৃক্ষের পত্র পুষ্প বৃন্ত মূল ত্বগাদি। শক (পারা)+ঘঞ্ ক। সং; ক্লী ও পু। ২। বৃক্ষবিশেষ, সেগুন গাছ; বর্ব্বর; দ্বীপবিশেষ [দ্বীপ দেখ]। ৩। শক্তি। শক+ঘঞ্ ভা। ৪। গণনীয় বৎসর, কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া যে অব্দ গণনা করা হয় (Era)। শক শব্দ+ষ্ণ। সং; পু।

শাকটায়ন—অনেকে বলেন, ইনি সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক পাণিনির পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। অধুনা তাহা দুষ্প্রাপ্য। কেবল মান্দ্রাজ নগরস্থ পরীক্ষকসমাজের পুস্তকালয়ে একখানি এবং লণ্ডন নগরস্থ 'ইণ্ডিয়া হাউস্' নামক ভারতসংক্রান্ত কার্য্যালয়ে আর একখানি আছে। আবার কেহ কেহ বলেন, উক্ত ব্যাকরণ পাণিনির পরবর্ত্তী কালে বিরচিত। শকট শব্দ+ফায়ন। সং; পু।

শাকটিক—শকটারোহী। শকট+ষ্ণিক গমনার্থে। বিণ; ত্রি।

শাকম্ভরী—দুর্গা; তীর্থবিশেষ। শাক—ভৃ (ধারণ করা)+খ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শাকরী—প্রাকৃত ভাষা। শকার+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শাকশাকট, শাকশাকিন—শাক-ক্ষেত্র, শাকের ক্ষেত। শাক+শাকট, শাকিন। সং; ক্লী।

শাকান্ন—শাকযুক্ত অন্ন, শাকভাত। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শাকাষ্টকা—শ্রাদ্ধীয় দিনবিশেষ, গৌণ ফাল্গুনের কৃষ্ণাষ্টমী। সং; স্ত্রী।

শাকিনী—পিশাচীবিশেষ, দুর্গার অনুচরী। শাক+ইন্+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শাকুন—পক্ষিসম্বন্ধীয়; শকুনজ্ঞ, নিমিত্তজ্ঞ, কাকচরিত্রাভিজ্ঞ। শকুন শব্দ (পক্ষী)+ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

শাকুনিক—১। পক্ষিমারক (ব্যাধবিশেষ), লুব্ধক, পেথেড়া; শকুনজ্ঞ, নিমিত্তজ্ঞ, কাকচরিত্রাভিজ্ঞ। শকুন শব্দ (পক্ষী)+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। শকুনিসমূহ। সং; ক্লী।

শাকুন্তলেয়—শকুন্তলার পুত্র, মহারাজ ভরত। শকুন্তলা+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

শাকুলিক—ধীবর, জেলে। শকুল শব্দ (মৎস্য)+ষ্ণিক জীবিকার্থে। সং; পু।

শাকর—বৃষ, ষাঁড়। শকর+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু।

শাক্ত—শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত; শক্তির উপাসক, তান্ত্রিক। শক্তি+ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

শাক্তীক—শক্তি অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধকারী। শক্তি+ষ্ণীক। সং; পু।

শাক্য, শাক্যমুনি, শাক্যসিংহ—বুদ্ধদেব [বুদ্ধ দেখ]। শাক্য—শাক+ষ্ণ্য; শাক্যও যে মুনিও সে, শাক্যমুনি, কর্ম্মধা; শাক্য সিংহ প্রায়, শাক্যসিংহ, উপমিত কর্ম্মধা। পু।

শাখা—বিটপ, গাছের ডাল; ভুজ; বাহু; বেদাংশবিশেষ; পক্ষান্তর; গ্রন্থপরিচ্ছেদ; অন্তিক, সমীপ। শাখ (ব্যাপা)+অন্ ক+আপ। সং; স্ত্রী।

শাখাগ্র—বিটপাগ্র, ডালের অগ্রভাগ; অঙ্গুলি। শাখার (বিটপের, বাহুর) অগ্র, ৬তৎ। সং।

শাখাগ্রভাগ—শাখার অগ্রদেশ, ডালের আগা। অগ্র স্থিত যে ভাগ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। শাখার অগ্রভাগ, ৬তৎ। সং; পু।

শাখানগর—বৃহৎ নগরের সমীপস্থ ক্ষুদ্র নগর, উপনগর। নগরের শাখা, ৬তৎ। সং; ক্লী।

শাখান্তরাল—শাখার ব্যবধান, ডালের আড়াল। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শাখামৃগ—কপি, বানর। শাখা বাসী যে মৃগ (পশু), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

শাখাসীন—শাখায় উপবিষ্ট। ৭তৎ। বিণ; ত্রি

শাখাস্খলিত—শাখাচ্যুত, ডাল হইতে পতিত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

শাখী—(শাখিন্) ১। শাখাযুক্ত। শাখা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। ২। বিটপী, বৃক্ষ; বেদ। সং; পু।

শাখোট—ভূতবৃক্ষ, সেওড়া গাছ। শাখা+ওটন্। সং; পু।

শাঙ্কর—১। শঙ্করসম্বন্ধীয়। শঙ্কর+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। বৃষ। সং; পু। ৩। ছন্দোবিশেষ। সং; ক্লী।

শাঙ্করভাষ্য—শঙ্কর-রচিত ভাষ্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শাট, শাটী—পরিধেয় বাস, শাড়ী, ধুতি। শট (গমন করা)+ঘঞ্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

শাটক, শাটিকা—পরিধেয় বাস, ধুতি, শাড়ী। শট (গমন করা)+ণক ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

শাট্যায়ন—১। যজ্ঞাদিকার্য্যে প্রকৃত কর্ম্মের বৈগুণ্য প্রশমনার্থ হোম। সং; ক্লী। ২। জনৈক মুনি। সং; পু।

শাঠ্য—ধূর্ত্ততা, শঠতা; প্রবঞ্চনা। শঠ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

শাণ—১। ঘর্ষণ যন্ত্র, শাণপাথর; করাত। শো (শাণ দেওয়া)+ণ ণ। ২। কষ্টিপাথর। শো+ণ অধি। সং; পু। ৩। শণনির্ম্মিত বস্ত্র। শণ শব্দ+ষ্ণ। সং; ক্লী।

শাণিত—তীক্ষ্ণীকৃত, ধার দেওয়া। ণিজন্ত শণ বা শাণি+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

শাণী—ছেঁড়া কাপড়; তাম্বু; ইঙ্গিত। শাণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শাণ্ডিল্য—জনৈক মুনি, শাণ্ডিল্য-গোত্রের আদি পুরুষ। ইনি ভক্তি-সূত্র প্রণয়ন করিয়া ভক্তিমার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন। শণ্ডিল শব্দ+ষ্ণ্য অপত্যার্থে। সং; পু।

শাত—১। শাণিত; দুর্ব্বল, ক্ষীণ; সুখী; সুন্দর। শো (শাণ দেওয়া)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। সুখ। সং; ক্লী। ৩। পতন; পাতন। ণিজন্ত শদ (চাঁচা)+অল্ ভা। সং; পু। [ক্লী।

শাতকুম্ভ—স্বর্ণ। শতকুম্ভ+ষ্ণ ভবার্থে। সং;

শাতন—কৃশীকরণ, চাঁচা; বিনাশন; ছেদন; পাতন; পতন। ণিজন্ত শদ (চাঁচা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

শাতাতপ—ধর্ম্মশাস্ত্রকার জনৈক মুনি। সং; পু।

শাত্রব—১। শত্রু, বিপক্ষ। শত্রু শব্দ+ষ্ণ। সং; পু। ২। শত্রুতা; শত্রুসমূহ। সং; ক্লী।

শাদ—পঙ্ক; শষ্প, নবতৃণ। শো (তীক্ষ্ণ করা)+দ ক। সং; পু।

শাদহরিত, শাদ্বল—নবতৃণ দ্বারা হরিদ্বর্ণ স্থান,

প্রদেশ, স্থলী)। শাদ দ্বারা হরিত শাদ-হরিত, ৩তৎ ; শাদ্বল=শাদ শব্দ+বল অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

শাদ্বল—শাদহরিত দেখ।

শান—১। তীক্ষ্ণীকরণ, শাণ দেওয়া। শো (শাণ দেওয়া)+অনট্ ভা। সং ; স্ত্রী। ২। ঘর্ষণযন্ত্র, শাণ পাথর। শো+অনট্ণ। ৩। কষ্টিপাথর। শো+অনট্ অধি। সং ; পু।

শান্ত—১। শমগুণযুক্ত ; স্থিরমনাঃ ; সৌম্য ; জিতেন্দ্রিয় ; শিষ্ট ; অনুদ্ধত ; ধীর, ঠাণ্ডা ; শমতাপ্রাপ্ত, নিবৃত্ত ; বিনীত ; মৃত। শম (শান্ত হওয়া)+ক্ত ক। ২। শান্তি-প্রাপিত, দমিত। ণিজন্ত শম (শান্ত করা) +ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শান্তা। ৩। কাব্যরসবিশেষ [রস দেখ]। সং ; পু।

শান্তনব—শান্তনুর পুত্র, ভীষ্ম। শান্তনু+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং ; পু।

শান্তনু—চন্দ্রবংশীয় মহারাজ প্রতীপের পুত্র ও ভীষ্মের পিতা। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, ইহাঁর স্পর্শে জরাজীর্ণ ব্যক্তি পুনর্ব্বার যৌবন ও স্বাস্থ্য লাভ করিয়া শান্ত হইত বলিয়া ইনি শান্তনু নামে খ্যাত হন।

অষ্ট-বসুর অনুরোধে গঙ্গাদেবী তাঁহা-দিগকে গর্ভে ধারণ করিতে সম্মতা হইয়া শান্তনুর পত্নীত্ব স্বীকার করেন। পরন্তু নিয়ম হয় যে, ইনি গঙ্গার কোনও কার্য্যে বাধা দিতে পারিবেন না,—বাধা দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইবেন। অতঃ-পর গঙ্গার গর্ভে এক একটি সন্তান জন্মে, আর তিনি তাহা জলে নিক্ষেপ করেন। এইরূপে সপ্তপুত্র বিনষ্ট হওয়ার পর অষ্টম গর্ভে দেবব্রতের জন্ম হইলে গঙ্গা তাঁহাকেও নিক্ষেপ করিতে উদ্যতা হন। শান্তনু তাহাতে বাধা দেওয়ায় গঙ্গা সন্তান ফেলিয়া পূর্ব্বনিয়মানুসারে অন্তর্হিতা হইলেন।

দেবব্রত বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্ষত্রিয়োচিত সর্ব্বপ্রকার শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নানা সদ্গুণে বিভূষিত হইয়া উঠিলেন। পিতার আনন্দের সীমা রহিল না। একদা শান্তনু দাসরাজের পালিতা কন্যা মৎস্যগন্ধাকে দেখিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দাস-রাজ বলি-লেন, শান্তনু যদি মৎস্যগন্ধার গর্ভজাত পুত্রকে রাজ্যাধিকার প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, তবেই তিনি তাঁহাকে কন্যা-রত্ন সম্প্রদান করিতে পারেন। উপ-যুক্ত পুত্র দেবব্রত বিদ্যমানে শান্তনু তাহাতে অসম্মত হইলেন, কিন্তু রূপসীকে না পাইয়া অতি বিষণ্ণচিত্তে কালহরণ করিতে লাগি-লেন। পিতৃভক্ত দেবব্রত জনকের বিষাদের কারণ অবগত হইয়া স্বয়ং দাসরাজের নিকট গমন করিলেন এবং পিতার সুখসাধন নিমিত্ত আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া বৈমাত্র ভ্রাতার অনুকূলে রাজপদের স্বত্ব-ত্যাগ ও চিরকৌমার্য্য ব্রতাবলম্বন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই ভীষণ পণের জন্য দেবব্রত 'ভীষ্ম' নামে খ্যাত হন। অতঃপর শান্তনু মৎস্যগন্ধার পাণিপীড়ন করিলে তাঁহার গর্ভে ইহাঁর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়, এবং শান্তনুর মৃত্যুর পর চিত্রাঙ্গদ রাজপদ লাভ করেন।

শান্তভাব—ধীরভাব, বিনীতভাব ; শমতা। কর্ম্মধা। সং ; পু।

শান্তভাবাপন্ন—ধীরভাবপ্রাপ্ত, শমতাযুক্ত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

শান্তম্—বারণ ; নিবৃত্তি। ব্য।

শান্তমূর্ত্তি—১। অনুদ্ধত আকৃতি, ধীর মূর্ত্তি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। অনুদ্ধত আকৃতি-বিশিষ্ট, ধীরমূর্ত্তি, ঠাণ্ডা চেহারাযুক্ত। বহু। বিণ : ত্রি।

শান্তস্বভাব—১। ধীর প্রকৃতি, অনুদ্ধত স্বভাব। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। ধীরপ্রকৃতিবিশিষ্ট, বিনীত স্বভাবসম্পন্ন। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শান্তস্বভাবা।

শান্তা—রাজা দশরথের কন্যা, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির ভার্য্যা [ঋষ্যশৃঙ্গ ও লোমপাদ দেখ]। শান্ত+আপ্। সং ; স্ত্রী। শান্ত দেখ।

শান্তি—শমগুণ ; মনের স্থিরতা ; মুক্তি ; নিরু-পদ্রবতা ; বিঘ্ননাশ ; মঙ্গল ; নিবৃত্তি ; ধ্বংস ; তৃষ্ণাক্ষয়, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি। শম (শান্ত হওয়া)+ক্তি ভা। সং : স্ত্রী। বিশে-ষণে শান্ত।

শান্তিকর—বিঘ্ননাশকারী, মঙ্গলকর ; মনের স্থিরতাকারী ; তৃপ্তিদায়ক। শান্তির কর (কর্ত্তা), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

শান্তিনাশ—শান্তিভঙ্গ, বিঘ্নোৎপাদন, মঙ্গল দূরীকরণ। ৬তৎ। সং ; পু।

শান্তিনিকেতন—শান্তির আলয়, শমগুণের আধার ; অশান্তিশূন্য স্থান। ৬তৎ। সং।

শান্তিপ্রদ—শান্তিদায়ক, শমগুণদাতা ; শান্তি-কর। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শান্তিপ্রদা।

শান্তিপ্রিয়—শান্তভাবে থাকিতে ইচ্ছুক, নিরুপ-দ্রবপ্রিয়, যে গোলমাল ভালবাসে না এরূপ। বহু। বিণ ; ত্রি।

শান্তিভঙ্গ—শান্তিনাশ, অশান্তি উৎপাদন, উপ-দ্রবকরণ। ৬তৎ। সং ; পু।

শান্তিময়—শান্তিপূর্ণ, শমগুণাত্মক ; মঙ্গলময় ; বিঘ্নশূন্য। শান্তি শব্দ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শান্তিময়ী।

শান্তিরক্ষক—শান্তিরক্ষাকারী, গোলযোগ নিবা-রণকারী, পুলিস কর্ম্মচারী। ৬তৎ। সং ; পু।

শান্তিরক্ষা—উপদ্রব নিবারণ, গোলযোগ দূরীকরণ, বিঘ্ননাশ করা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শান্তিস্থাপন—শান্তিপ্রতিষ্ঠা, গোলযোগ নিবারণ, বিঘ্ন দূর করিয়া পুনরায় শান্তভাব আনয়ন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শান্তিস্বস্ত্যয়ন—রোগাদি শান্তির নিমিত্ত দেব-তার পূজাহোমাদি কার্য্য। শান্তি কয় যে স্বস্ত্যয়ন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

শান্তিহীন—শান্তিশূন্য, মনের স্থিরতারহিত, অস্থির, অশান্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শাপ—অভিসম্পাত, শাপপ্রদান ; দিব্য, শপথ। শপ (আক্রোশ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে শপ্ত।

শাপগ্রস্ত—অভিসম্পাতপ্রাপ্ত, যাহাকে শাপ দেওয়া হইয়াছে এরূপ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শাপভ্রষ্ট—শাপ হেতু অধঃপতিত, অভিসম্পাত জন্য হীনাবস্থাপ্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শাপভ্রষ্টা।

শাপান্ত—শাপাবসান, অভিসম্পাতের সমাপ্তি। ৬তৎ। সং ; পু।

শাপিত—ভৎর্সিত, তিরস্কৃত, নিন্দিত। ণিজন্ত শপ বা শাপি (আক্রোশ করান)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

শাব্দ—শব্দসম্বন্ধীয়, শব্দবিষয়ক। শব্দ+ষ্ণ ইদ-মর্থে। বিণ ; ত্রি।

শাব্দিক—শব্দশাস্ত্রজ্ঞ, বৈয়াকরণ। শব্দ+ষ্ণিক জ্ঞাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

শামিত্র—১। পশুবধস্থান, যেস্থানে পশুবধ করা যায়। ণিজন্ত শম বা শামি (উপশম করা)+ইত্রন্ অধি। ২। পশু-বধ ; পশু-বন্ধন। শামি+ইত্রন্ ভা। সং ; স্ত্রী।

শাম্ব—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। জাম্ববতীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম। ইনি বলদেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি ইহাঁকে শিক্ষা দিয়া শৌর্য্যে বীর্য্যে প্রায় আপনার অনুরূপ করিয়া তুলেন। দুর্য্যোধনতনয়া লক্ষ্মণার স্বয়ংবর-কালে ইনি তাঁহাকে হরণ করিলে কৌরব-গণ ইহাঁকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন। বলরাম তৎ-সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র হস্তিনাপুরে যাইয়া ইহাঁকে মুক্ত করেন। অনন্তর লক্ষ্ম-ণার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। ইনি প্রদ্যুম্নের সহিত বজ্রনাভপুরে গমন করিয়া অসুর-বধের সাহায্য করিয়াছিলেন। যদুবংশধ্বংস কালে অন্যান্য যাদবগণের সহিত ইনি বিনাশপ্রাপ্ত হন।

শাম্বরী—মায়াবিদ্যা, ইন্দ্রজালাদি, ভেল্‌কী। শম্বর (অসুরবিশেষ)+ষ্ণ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

শাম্বুক, শাম্ব‍ূক—শম্বুক, শামুক। শম্বুক, শম্ব‍ূক শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং ; পু।

শাম্ভব—১। শম্ভুসম্বন্ধীয়; শিবোপাসক, শৈব। শম্ভু+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। শম্ভুপুত্র; দেবদারু গাছ; গুগ্‌গুলু; বিষবিশেষ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

শাম্ভবী—ভবানী, দুর্গা। শম্ভু+ষ্ণ+ঈপ্‌।

শায়ক—শর, বাণ; খড়্গ। শো (তীক্ষ্ণ করা) +ণক ক। সং; পু।

শায়িত—যাহাকে শয়ন করান হইয়াছে এরূপ; পাতিত। ণিজন্ত শী বা শায়ি (শয়ন করান) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

শায়েস্তা খাঁ—জনৈক মুসলমান বীরপুরুষ ও দিল্লীর বাদসাহ আওরঙ্গজেবের মাতুল। শাহ জহাঁর জীবদ্দশায় যৎকালে আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন, তৎকালে শায়েস্তা খাঁ তাঁহার অধীনে প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং অনেক যুদ্ধে বিলক্ষণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। অনন্তর ১৬৫৮ খ্রীঃ আওরঙ্গজেব সম্রাট্‌ হইয়া ইহাঁকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করেন। মাহারাট্টাকেশরী শিবাজী প্রবল হইয়া মোগল অধিকারে উপদ্রব আরম্ভ করিলে আওরঙ্গজেব তাঁহার দমনার্থ ইহাঁর প্রতি আদেশ প্রচার করেন। ইনি মাহারাট্টাদিগের কয়েকটি গিরিদুর্গ হস্তগত করেন এবং শিবাজীর অনুপস্থিতিকালে পুনা অধিকার করিয়া তাঁহারই প্রাসাদে নিজ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। শিবাজী এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া একদা নিশাকালে পঞ্চবিংশতি জনমাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে সহসা ইহাঁর বাসভবন আক্রমণ করিয়া ইহাঁর পুত্রকে ও রক্ষিবর্গকে বধ করিলেন। ইনি প্রাণভয়ে গবাক্ষদ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন, কিন্তু শিবাজীর তরবারির আঘাতে ইহাঁর দক্ষিণ হস্তের দুইটি অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল।

অতঃপর আওরঙ্গজেব ইহাঁকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া পাঠান। ইতোমধ্যে তিন বৎসর ব্যতীত ১৬৬৩ হইতে ১৬৮৯ অব্দ পর্য্যন্ত দুইবারে ত্রয়োবিংশতি বৎসর বঙ্গরাজ্য শাসন করেন। ইহাঁর শাসনকালে ঢাকা-নগরী বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাহ শুজার প্রাণবধ করিয়া আরাকানের মগদিগের সাহস বাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা বাঙ্গালার নানা স্থানে বিষম উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ পর্ত্তগীজ বোম্বেটেরা তাহাদের সহিত মিলিত হওয়ায় তাহাদের দৌরাত্ম্য চরম সীমায় উঠিয়াছিল আরাকান-পতি পর্ত্তুগীজদিগকে চট্টগ্রামে বাস করিতে দিয়াছিলেন। এই অত্যাচার নিবারণার্থ শায়েস্তা খাঁ আরাকান আক্রমণ করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিলেন। পর্ত্তুগীজেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া বশ্যতা স্বীকার করিল। নবাব তাহাদের বাসের নিমিত্ত ঢাকার সন্নিহিত ফিরিঙ্গি বাজার নামক একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

ইহাঁর সময়ে বাদসাহের সহিত ইংরেজ বণিক্‌গণের বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় ইনি প্রথমতঃ তাঁহাদিগের ঢাকা, মালদহ, কাশীমবাজার প্রভৃতি স্থানের কুঠিগুলি হস্তগত এবং তৎপরে হুগলীর ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক বিপুল সেনাদল প্রেরণ করেন। তত্রত্য ইংরেজ অধ্যক্ষ জবচার্ণক ভয়ে হুগলি পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত লোকজন ও মালপত্র সহ মান্দ্রাজে প্রস্থান করেন ও পথে বালেশ্বর লুণ্ঠন করিয়া যান। অনন্তর ইংরেজরা বঙ্গোপসাগরে থাকিয়া সুবিধা পাইলেই মক্কাগামী মুসলমানদিগের জাহাজ আটক করিতে থাকেন। এই অবস্থায় শায়েস্তা খাঁ পদত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা পরিত্যাগ করেন।

শায়েস্তা খাঁর আমলে ফরাসীরা চন্দ্রনগরে (ফরাসডাঙ্গায়), ওলন্দাজেরা হুগলির নিকটস্থ চুঁচুড়ায়, এবং দিনেমারেরা প্রথমে দিনেমার ডাঙ্গায় ও তৎপরে শ্রীরামপুরে কুঠি নির্ম্মাণ করেন। ইহাঁর সময়ে এতদ্দেশে খাদ্য সামগ্রী এত সুলভ ও স্বল্পমূল্য ছিল যে, টাকায় ৮ মণ চাউল পাওয়া যাইত। অধুনা অনেক সময়ে মধ্যম রকম চাউল টাকায় ৮ সেরও পাওয়া যায় না।

শার—১। কৃষ্ণ রক্ত শুক্ল এই তিন মিশ্রবর্ণযুক্ত; নীল পীত এই দুই মিশ্রবর্ণযুক্ত; কর্ব্বুর; নানাবর্ণ। শার (দুর্ব্বল হওয়া)+অন্‌ ক। বিণ; ত্রি। ২। বায়ু; পাশক; হরিতবর্ণ; পীতবর্ণ। ৩। হিংসা। শার +অল্‌ ভা। সং; পু।

শারঙ্গ—১। মৃগ, হরিণ; হস্তী; ভ্রমর; চাতক পক্ষী; ময়ূর। শার (নানাবর্ণ) হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। সং; পু। ২। নানাবর্ণ। বিণ; ত্রি।

শারঙ্গী—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, শারঙ্। সং; স্ত্রী।

শারদ—১। শরৎকালীন; নূতন; প্রশান্ত; বিনীত; অপ্রতিভ। শরদ্‌+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। বৎসর। সং; পু। ৩। শস্য; শ্বেতপদ্ম। সং; ক্লী।

শারদশশী—(শারদশশিন্‌)। শরৎকালীন চন্দ্র, শরৎকালের চাঁদ। কর্ম্মধা। সং; পু।

শারদা—সরস্বতী; দুর্গা। শরদ্‌+ষ্ণ+আপ্‌। সং; স্ত্রী।

শারদীয়—শরৎকালীন, শরৎঋতুসম্বন্ধীয়। শরদ্‌ (শরৎকাল)+ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শারদীয়া।

শারি, শারী, শারিকা—১। পাশক, অক্ষগুটিকা, পাশাখেলার গুটি; সারিকা পক্ষিণী, ময়না পাখী; বীণাদি-বাদন-যষ্টি, বেহালা প্রভৃতি বাজাইবার ছড়। শৃ (বধ করা)+ইঞ্‌ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্‌, ৩য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্‌+আপ্‌। ২। যুদ্ধগজের পল্যয়ন বা হাওদা; ব্যবহারবিশেষ। উক্ত সমস্ত প্রকৃতি প্রত্যয়, কিন্তু কর্ম্মবাচ্যে। ৩। গীতিবিশেষ; কপট। উক্ত সমস্ত প্রকৃতি প্রত্যয় করণবাচ্যে। সং; স্ত্রী। [ক্লী বা পু।

শারিফল, শারিফলক—পাশাখেলার ছক। সং;

শারী—শারি দেখ।

শারীর, শারীরক, শারীরিক—১। দেহসম্বন্ধীয়, দৈহিক। শরীর শব্দ+ষ্ণ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্‌, ৩য় পক্ষে শরীর+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। বেদান্তসূত্র। সং; ক্লী। ৩। জীবাত্মা। সং; পু।

শারীরতত্ত্ব, শারীরস্থান—শারীরিক তত্ত্ববিষয়ক শাস্ত্র, অর্থাৎ যে শাস্ত্র পাঠে অস্থি, শিরা, ধমনী, হৃৎকোষ, ফুস্‌ফুস্‌ প্রভৃতির সংখ্যা, স্থিতি, আকৃতি ও ক্রিয়াদির বিষয় অবগত হওয়া যায়। সং; ক্লী।

শারীরিক—শারীর দেখ।

শারুক—হিংসা-প্রকৃতি, হিংস্র। শৃ (বধ করা) +ঞুক ক। বিণ; ত্রি।

শার্কর—শর্করাযুক্ত, দানাদার। শর্করা+ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

শার্ঙ্গ—১। বিষ্ণুর ধনুঃ; ধনুক। সং; ক্লী। শৃঙ্গসম্বন্ধীয়; শৃঙ্গনির্ম্মিত। শৃঙ্গ শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

শার্ঙ্গপাণি—ধনুর্দ্ধর; বিষ্ণু। শার্ঙ্গ (ধনুক) আছে পাণিতে (হস্তে) যাহার, বহু। সং।

শার্ঙ্গী—(শার্ঙ্গিন্‌)। ধনুর্দ্ধর; বিষ্ণু। শার্ঙ্গ শব্দ (ধনুক)+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

শার্দ্দূল—ব্যাঘ্র, বাঘ; রাক্ষস; পক্ষিবিশেষ; শরভ; (অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। শ (বধ করা)+দূলচ্‌ ক। পু।

শার্দ্দূলচর্ম্ম—ব্যাঘ্রচর্ম্ম, বাঘছাল। ৬তৎ। ক্লী;

শার্দ্দূলললিত—অষ্টাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; ক্লী। [সং; স্ত্রী।

শার্দ্দূলবিক্রীড়িত—ঊনবিংশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

শার্ব্বর—১। নিশা-কালীন, নৈশ; ঘাতুক। শর্ব্বরী (রাত্রি)+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। নিবিড় অন্ধকার। সং; ক্লী।

শার্ব্বরী—নিশা, রাত্রি। শর্ব্বরী+ষ্ণ স্বার্থে+ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

শাল—১। জনৈক নৃপতি; মৎস্যবিশেষ। শল (গমন করা, শ্লাঘা করা)+ঘঞ্‌ ক। ২। প্রাচীর; বৃক্ষ; সর্জ্জবৃক্ষ, শালগাছ। শল+ঘঞ্‌ র্ম্ম। সং; পু।

শালগ্রাম—১। দেশবিশেষ। শালজন্ম গ্রাম আছে যেখানে, বহু। ২। গণ্ডকীশিলা, কীটচিহ্নিত বিষ্ণুমূর্ত্তিস্বরূপ শিলাপিণ্ডবিশেষ শালগ্রাম শব্দ+ক ভবার্থে। সং ; পু।

শালগ্রাম শিলা অষ্টাদশ প্রকার, যথা—(১) লক্ষ্মীনারায়ণ—১ দ্বার, ৪ চক্র, বনমালা ও গোষ্পদ-চিহ্ন, মেঘবর্ণ ; (২ লক্ষ্মীজনার্দ্দন—১ দ্বার, ৪ চক্র, বনমালা চিহ্ন ; (৩) রঘুনাথ—২ দ্বার, ৪ চক্র, বনমালা ও গোষ্পদচিহ্ন ; (৪) দধিবামন—২ চক্র, অতি ক্ষুদ্র, মেঘবর্ণ—গৃহীর পক্ষে সুখদ ; (৫) শ্রীধর—২ চক্র ক্ষুদ্র, বনমালা চিহ্ন ; (৬) দামোদর—২ চক্র স্থূল, বর্ত্তুলাকার ; (৭) বলরাম—২ চক্র সুন্দর, বর্ত্তুলাকার, শর, তূণ ও চাপ চিহ্ন ; (৮) রাজরাজেশ্বর—৭ চক্র, মধ্যম বর্ত্তুল, তূণ ও ছত্র চিহ্ন ; (৯) অনন্ত—১৪ চক্র স্থূল, মেঘবর্ণ ; (১০) মধুসূদন—২ চক্র, চক্রাকার, গোষ্পদ-চিহ্ন, মেঘবর্ণ ; (১১) গদাধর—১ চক্র অতি ক্ষুদ্র, গদা ও সুদর্শনচিহ্ন ; (১২) হয়গ্রীব—২ দ্বার, চক্র, গদা, সুদর্শন-চিহ্ন ; (১৩) নরসিংহ—২ চক্র বিকট অগ্রভাগ, বিকৃতাকার—সঙ্কট, গৃহত্যাগ ; (১৪) লক্ষ্মীনরসিংহ—২ চক্র বিকৃত, বনমালা—সুখদ। (১৫) বাসুদেব—দ্বারদেশে ২ চক্র, সশ্রীক আকার—সর্ব্বকামপ্রদ ; (১৬) প্রদ্যুম্ন—বহুছিদ্র, সূক্ষ্মচক্র, মেঘবর্ণ—সুখদ। (১৭) সুদর্শন—এক দ্বারে এক লগ্ন ; ২ চক্র—বহু সুখদ ; (১৮) অনিরুদ্ধ—বর্ত্তুলাকার, পীতবর্ণ।

শালগ্রাম শিলার ফলশ্রুতি এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—

ছত্রাকার—রাজ্যলাভ ; বর্ত্তুলাকার—লক্ষ্মীপ্রদ ; শকটাকার—অবিরত দুঃখদ ; শূলাগ্রাকার—মৃত্যুদ ; বিকৃতাকার—দরিদ্রতা ; পিঙ্গলবর্ণ—সর্ব্বহানি ; লগ্নচক্র—ব্যাধিপ্রদ ; বিদীর্ণাকার—মৃত্যুনিশ্চয়।

শালঙ্কায়ন—জনৈক মুনি। সং ; পু।

শালনির্য্যাস—সর্জ্জরস, শালের আঠা, ধুনা। ৬তৎ। সং ; পু।

শালভঞ্জি, শালভঞ্জিকা, শালভঞ্জী—১। কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত পুত্তলী। শাল শব্দ (বৃক্ষ) —ভন্জ (ভাঙ্গা)+ই সপ্ত, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্+আপ্, ৩য় পক্ষে ঈপ্। ২। গণিকা, বেশ্যা। উক্ত সমস্ত প্রকৃতি প্রত্যয় কর্ত্তৃবাচ্যে। ৩। ক্রীড়াবিশেষ। উক্ত সমস্ত প্রকৃতি প্রত্যয় কর্ম্মবাচ্যে। সং ; স্ত্রী।

শালা—গৃহ ; গৃহৈকদেশ ; গাছের বড় ডাল। শল (গমন করা)+ঘঞ্ র্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী। [৬তৎ। সং ; পু।

শালাবৃক—কুক্কুর ; বানর ; শৃগাল ; বিড়াল।

শালি, সালি—ধান্য। শল (গমন করা)+ইঞ্ ক। সং ; পু।

শালিগ্রাম—(রায় বাহাদুর)। আগ্রার পিপলমণ্ডি নামক স্থানে কোন প্রসিদ্ধ কায়স্থবংশে ইঁহার জন্ম। ইনি তৎকালিক ইংরাজী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া ত্রিশ টাকা বেতনে সরকারী ডাক বিভাগে নিযুক্ত হন। ক্রমে এই বেতন বর্দ্ধিত হইয়া আঠার শত টাকা হয়, এবং ইনি রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব ও আগ্রা অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পদ ও রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। এক সময়ে ইনি স্বামীজির ভ্রাতা প্রতাপ সিংহের নিকট রাধাস্বামী মতের প্রতিষ্ঠাতা স্বামীজির বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তদীয় উপদেশ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক গুরুসেবায় নিযুক্ত হন কথিত আছে যে, ইনি গুরুর সেবার জন্য অতি হীন কার্য্যও স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেন, এবং যাহা কিছু বেতন পাইতেন, সমুদায় আনিয়া স্বামীজির চরণে অর্পণ করিতেন স্বামীজি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা ঠাইয়া দিতেন, তদ্দ্বারাই ইনি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। স্বামীজির দেহত্যাগের পর ইনিই রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের নেতা হন, এবং প্রায় দ্বাদশ বৎসর কাল সৎ-ধর্ম্মের প্রচারার্থ প্রাণপণ পরিশ্রম করেন। ইঁহার সময়ে ভারতের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোক রাধাস্বামী মতের অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের শিষ্যসংখ্যা এই সময়ে প্রায় দেড় লক্ষ হইয়াছিল। বেলুচিস্থান, বর্ম্মা ও ইউরোপের কতিপয় ব্যক্তিও এই ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার দেহান্তের পর ইঁহার প্রধান শিষ্য পণ্ডিত ব্রহ্মশঙ্কর মিশ্র এই সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হন। ব্রহ্মশঙ্কর কাশীর কোন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াছিলেন, এবং এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এলাহাবাদে তিনশত টাকা বেতনে কার্য্য করিতেন। ইনি ইংরাজী ভাষায় একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

শালিনী—১। শোভমানা ; যুক্তা। শাল (শ্লাঘা করা)+ণিন্ ক+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। একাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

শালিবাহন—শকজাতীয় জনৈক নৃপ; "শকাব্দ" নামক শক ইঁহারই প্রবর্ত্তিত। কথিত আছে যে, রাজা বিক্রমাদিত্য ইঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। সং ; পু।

শালী—(শালিন্)। শোভমান ; যুক্ত। শাল (শ্লাঘা করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শালিনী।

শালীন—সলজ্জ, লাজুক ; বিনীত ; তুল্য। শালা শব্দ+ঈন। বিণ ; ত্রি।

শালীনতা—সলজ্জভাব ; বিনীতভাব ; নম্রতা। শালীন শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

শালূক, শালুক—পদ্মাদির মূল। শাল (শ্লাঘা করা)+ঊক, উক ক। সং ; স্ত্রী।

শালূর—ভেক, বেঙ। শাল (শ্লাঘা করা)+উর ক। সং ; পু।

শালেয়—শালিধান্যের ক্ষেত্র। শালি শব্দ+ঢেয় ক্ষেত্রার্থে। বিণ ; ত্রি।

শালোত্তর—পাণিনিমুনির গুরুর আশ্রম। শালা উত্তরে য হার, বহু। সং ; স্ত্রী।

শালোত্তরীয়—পাণিনিমুনি। শালোত্তর+ঈয়। সং ; পু। [মলচ্। সং ; পু।

শাল্মল—শিমুল গাছ ; শাল্মলি দ্বীপ। শাল+

শাল্মলি—শিমুলগাছ ; দ্বীপবিশেষ (দ্বীপ দেখ)। পিজন্ত শল বা শালি+ক্বিপ্ ভা, তদুত্তরে মল+অন্ ক+ইন্। সং ; পু বা স্ত্রী।

শাল্মলী—শাল্মলি দেখ। সং ; স্ত্রী।

শাল্ব—১। দেশবিশেষ। শাল+ব র্ম। সং ; পু। ২। শাল্ব মেরুপ্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন। ইনি কাশীরাজের কন্যাত্রয়ের স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইলে জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা ইঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেন। এদিকে মহাবীর ভীষ্ম কন্যাত্রয়কে বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন। তদ্দর্শনে শাল্ব তাঁহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। অতঃপর অম্বা ভীষ্মের অনুমতিক্রমে শাল্বের নিকট উপস্থিত হইলে ইনি তাঁহাকে হৃতা হইয়াছিলেন বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন।

শাব—১। শিশু, বৎস, বাচ্চা। শব (গমন করা) +ঘঞ্ ক। সং ; পু। ২। শব-সম্বন্ধীয়। শব শব্দ+ষ্ণ সম্বন্ধার্থে। বিণ ; ত্রি।

শাবক—শিশু, বৎস, বাচ্চা। শাব দেখ ; শাব শব্দ+কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

শাবর—১। অপরাধ ; পাপ ; লোধ্র বৃক্ষ, লোধ গাছ। সং ; পু। ২। শবরসম্বন্ধীয়। শবর শব্দ+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। ৩। শবরপণ্ডিত-প্রণীত ভাষ্যগ্রন্থ ; মৃগচর্ম্ম। সং ; স্ত্রী।

শাশ্বত, শাশ্বতিক—নিত্য ; সনাতন, চিরস্থায়ী। শশ্বৎ শব্দ (সর্ব্বদা)+ষ্ণ, ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

শাসক—শাসনকর্ত্তা, দমনকারী ; উপদেষ্টা ; আদেষ্টা। শাস (শাসন করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে শাসন। স্ত্রীলিঙ্গে শাসিকা।

শাসন—১। দমন ; উপদেশ ; আজ্ঞা, আদেশ। শাস (শাসন করা)+অনট্ ভা। ২। শাস্ত্র ; লিখিত-পত্র ; আজ্ঞা-পত্র, সনন্দ ; কূটলিখিত। শাস+অনট্ ণ। ৩। রাজদত্ত ভূমি। শাস+অনট্ র্ম। সং ; স্ত্রী।

শাসনপ্রণালী—শাসনের রীতি; রাজকার্য্য-নির্ব্বাহের রীতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের শাসনকার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। অধুনা ভূমণ্ডলে এই চারি প্রকার শাসনপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

(১) ইচ্ছা-তন্ত্র প্রণালী (Abosolute monarchy);—কোন কোন দেশের রাজা কোন প্রকার নিয়মবিধির অধীন না হইয়া এবং রাজকার্য্য বিষয়ে কাহারও সবিশেষ পরামর্শ না লইয়া নিজ ইচ্ছামত শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। ইচ্ছা হইলে এরূপ রাজা নিতান্ত নিরপরাধ প্রজারও সর্ব্বস্বান্ত এবং প্রাণদণ্ড করিতে পারেন, আবার ইচ্ছা হইলে সহস্র অপরাধে অপরাধীকে বিনা দণ্ডে ছাড়িয়া দিতে পারেন। এবম্প্রকার অসংযত ক্ষমতাশালী রাজাকে যথেচ্ছাচারী রাজা বলিতে পারা যায়, এবং এই প্রকার রাজত্বকে যথেচ্ছাচার বা ইচ্ছা-তন্ত্র শাসনপ্রণালী বলা যায়। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এই প্রকার শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল।

(২) নিয়ম-তন্ত্র-প্রণালী (Limited monarchy);—কোন কোন দেশের রাজা যথেচ্ছাচারী রাজার ন্যায় প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন বটে, কিন্তু তাদৃশ নিরঙ্কুশ নহেন, তাঁহাকে কতিপয় নির্দ্ধারিত নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হয়। এইরূপ রাজাকে নিয়ম-তন্ত্র রাজা এবং এই প্রকার রাজত্বকে নিয়ম-তন্ত্র-শাসন-প্রণালী বলা যায়।

(৩) প্রজা-তন্ত্র-প্রণালী (Constitutional monarchy);—কোন কোন দেশের রাজা রাজ্যশাসন বিষয়ে কেবল নিজের মতানুসারে কোন কার্য্যই করিতে পারেন না, তাঁহাকে নির্দ্ধারিত নিয়মসমূহের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া চলিতে হয়। অপিচ রাজ্যমধ্যে প্রজাদের শাসন-সংক্রান্ত যে দুই একটি সভা থাকে, সেই সভায় যাহা বৈধ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, রাজা কোন প্রকারেই তাহার অন্যথা করিতে পারেন না। এবম্প্রকার রাজাকে প্রজা-তন্ত্র রাজা এবং এইরূপ রাজত্বকে প্রজা-তন্ত্র-শাসনপ্রণালী বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ডে এই প্রণালী প্রচলিত; সেই জন্যই ইংরেজের শাসনে প্রজার এত সুখ।

(৪) সাধারণ-তন্ত্র-প্রণালী (Republican form of Government);—কোন কোন দেশে রাজা বা তত্তুল্য সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি নাই। তত্তদ্দেশের অধিবাসীরা আপনাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিয়া কিছুদিনের জন্য তাঁহার হস্তে শাসনভার অর্পণ করে, এবং তাঁহার সময় অতীত হইলেই অপর এক ব্যক্তিকে ঐরূপে নির্ব্বাচন করিয়া লয়। সাধারণতঃ এই সকল দেশে সর্ব্বসাধারণ প্রজার একটা বড় সভা থাকে; নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে সর্ব্ববিষয়ে ঐ সভার মতানুসারে চলিতে হয়। এইরূপ শাসনপ্রণালীকে সাধারণ-তন্ত্র-প্রণালী বলা যায়। ইউরোপের অন্তর্গত ফ্রান্সদেশে এবং আমেরিকার অন্তর্গত ইউনাইটেড ষ্টেট্স নামক রাজ্যে এই প্রকার শাসন-প্রণালী প্রচলিত। এই শাসনপ্রণালীর গুণে আমেরিকা অত্যল্পকাল মধ্যে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে।

শাসনহর, শাসনহারক, শাসনহারী—(শাসনহারিন্)। বার্ত্তাবহ, দূত। ৬তৎ। সং; পুং।

শাসনাধীন—শাসনের বশীভূত; আজ্ঞাবহ; অধিকারভুক্ত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শাসনীয়, শাস্য—শাসন করিবার যোগ্য, দম্য। শাস (শাসন করা)+অনীয়, য্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি।

শাসিত—দণ্ডিত, দমিত; পালিত। শাস (শাসন করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে শাসন। স্ত্রীলিঙ্গে শাসিতা।

শাসিতা—(শাসিতৃ)। শাসনকর্ত্তা; দণ্ডদাতা; শিক্ষক। শাস (শাসন করা)+তৃন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে শাসিত্রী।

শাস্তা—(শাস্তৃ) ১। শাসিতা, শাসনকর্ত্তা; শিক্ষক। শাস (শাসন করা)+তৃন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে শাস্ত্রী। ২। বুদ্ধদেব। সং; পুং।

শাস্তি—শাসন, দমন; দণ্ড; যন্ত্রণা; নিয়ম, বিধান। শাস (শাসন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে শাসিত।

শাস্তিবিধান—শাস্তিদান, সাজা দেওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শাস্ত্র—শাসন; দেবতা বা ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ, বেদ-তন্ত্র-স্মৃতি-দর্শন-পুরাণাদি। শাস (শাসন করা)+ত্র ণ। সং; ক্লী।

শাস্ত্রকার—শাস্ত্রপ্রণেতা। শাস্ত্র শব্দ—কৃ (করা) +ষণ্ ক। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

শাস্ত্রচর্চ্চা—শাস্ত্রালোচনা, শাস্ত্রপাঠ। ৬তৎ।

শাস্ত্রজাল—১। শাস্ত্রসমূহ। ৬তৎ। ২। কূট শাস্ত্র। শাস্ত্র জাল সদৃশ, উপমিত কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, শাস্ত্রদর্শী (শাস্ত্রদর্শিন্), শাস্ত্রবিৎ (শাস্ত্রবিদ্)—শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, শাস্ত্র জানে এরূপ। শাস্ত্রজ্ঞ—শাস্ত্র শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড ক; শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ—শাস্ত্রের তত্ত্ব শাস্ত্রতত্ত্ব, ৬তৎ, তদুত্তরে জ্ঞা+ড ক; শাস্ত্রদর্শিন্—শাস্ত্র শব্দ—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক; শাস্ত্রবিদ্—শাস্ত্র শব্দ—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; পুং।

শাস্ত্রজ্ঞান—শাস্ত্রবিষয়ে অভিজ্ঞতা, শাস্ত্র জানা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শাস্ত্রজ্ঞানী—শাস্ত্রজ্ঞ। শাস্ত্রজ্ঞান+ইন্ অস্ত্যর্থে =শাস্ত্রজ্ঞানিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পুং।

শাস্ত্রতত্ত্ব—শাস্ত্রের তথ্য, শাস্ত্রবিষয়ক রহস্য, শাস্ত্রের স্বরূপ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ—শাস্ত্রজ্ঞ দেখ।

শাস্ত্রদর্শী—শাস্ত্রজ্ঞ দেখ। [বিণ; পুং।

শাস্ত্রপারদর্শী—শাস্ত্রে নিপুণ, শাস্ত্রজ্ঞ। ৭তৎ;

শাস্ত্রপ্রচার—শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ; শাস্ত্রের মাহাত্ম্য ঘোষণা। ৬তৎ। সং; পুং।

শাস্ত্রপ্রণয়ন—শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শাস্ত্রপ্রণেতা—(শাস্ত্রপ্রণেতৃ)। শাস্ত্রপ্রণয়ন-কর্ত্তা, শাস্ত্রগ্রন্থলেখক। ৬তৎ। বিণ; পুং।

শাস্ত্রমর্ম্ম—শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ—শাস্ত্রের তাৎপর্য্যজ্ঞানী। শাস্ত্রমর্ম্ম—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

শাস্ত্রবিৎ—শাস্ত্রজ্ঞ দেখ।

শাস্ত্রবিধি—শাস্ত্রের বিধান। ৬তৎ। সং; পুং।

শাস্ত্রবিশারদ—শাস্ত্রপারদর্শী, শাস্ত্রজ্ঞানী। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

শাস্ত্রব্যাখ্যা—শাস্ত্রার্থকথন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শাস্ত্রসঙ্গত—শাস্ত্রের অবিরোধী, শাস্ত্রসম্মত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

শাস্ত্রসম্মত—শাস্ত্রকথিত, শাস্ত্রসঙ্গত, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শাস্ত্রানুমোদিত—শাস্ত্রসম্মত, শাস্ত্রে আদিষ্ট, শাস্ত্রবিহিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শাস্ত্রানুশীলন—শাস্ত্রচর্চ্চা, শাস্ত্রজ্ঞানের আলোচনা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শাস্ত্রানুশীলিত—শাস্ত্রের অনুশীলনে সঞ্জাত; শাস্ত্রমার্জ্জিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শাস্ত্রার্থ—শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য। ৬তৎ। সং; পুং। [সং; পুং।

শাস্ত্রালাপ—শাস্ত্রবিষয়ক কথোপকথন। ৬তৎ।

শাস্ত্রালোচনা—শাস্ত্রচর্চ্চা, শাস্ত্রের অনুশীলন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শাস্ত্রবল—১। শাস্ত্রজ্ঞানরূপ শক্তি। রূপক। ২। শাস্ত্রের প্রভাব। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শাস্ত্রহীন—শাস্ত্রবর্জ্জিত; শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য; অশাস্ত্রীয়। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শাস্ত্রী—(শাস্ত্রিন্)। ১। শাস্ত্রপারদর্শী, শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ। শাস্ত্র শব্দ+ইন্ জাতার্থে। বিণ; পুং। ২। পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। সং।

শাস্ত্রীয়—শাস্ত্রসিদ্ধ, শাস্ত্রসম্মত। শাস্ত্র শব্দ+ঈয়। বিণ; ত্রি।

শাস্য—শাসনীয় দেখ।

শাহ্জাহান—(শাহজহাঁ)। দিল্লীর পঞ্চম

মোগল সম্রাট্, জহাঁগীরের (জাহাঙ্গীরের পুত্র ও আকবরের পৌত্র। ইঁহার আদি নাম খুরম। ইনি পিতার তৃতীয় পুত্র জহাঁগীরের রাজপুতজাতীয়া পত্নী যোধ বাইএর গর্ভে ইঁহার জন্ম। নুরজহাঁ (নুর জাহান) নাম্নী জহাঁগীরের প্রিয়া মহিষীর ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা মমতাজ মহালের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় ইতঃপূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। নুরজহাঁর প্রথম পতির ঔরসজাতা কন্যার সহিত জহাঁগীরের চতুর্থ পুত্র শাহরিয়ারের বিবাহ হইয়াছিল। খুরম উদয়পুরের রাজাকে পরাজিত করিয়া পিতার নিকট 'শাহ্‌জহাঁ অর্থাৎ জগৎ-পতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জহাঁগীরের জীবদ্দশায় ইনি কয়েকবার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করেন (জহাঁগীর দেখ)। ১৬২৭ খ্রীঃ যৎকালে জহাঁগীরের মৃত্যু হয়, তৎকালে ইনি দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহিভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নুরজহাঁ সেই সুযোগে আপনার জামাতা শাহরিয়ারকে বাদশাহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আসফ খাঁ তাঁহাকে কৌশলে কারাবদ্ধ করিয়া শাহ্‌জহাঁকে সত্বর আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। শাহ্-জহাঁ দ্রুতপদে উত্তরাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং ১৬২৮ অব্দের জানুয়ারি মাসে আগ্রা নগরীতে পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

শাহ্‌জহাঁ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই নুরজহাঁকে প্রচুর বৃত্তি নির্দ্ধারণপূর্ব্বক রাজকার্য্য হইতে অপসারিত করিলেন এবং শাহরিয়ারকে ও আকবরের বংশোদ্ভব অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের অধিকাংশকে বধ করিয়া আপনার পথ নিষ্কণ্টক করিয়া লইলেন। ইঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসরেই ইঁহার অন্যতম সেনাপতি খাঁ জহাঁ লোদী বিদ্রোহী হন এবং আহম্মদ নগরের রাজার সহিত মিলিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে মোগলসৈন্যের গতিরোধের চেষ্টা করিতে থাকেন। ক্রমাগত ১০ বৎসর যুদ্ধের পর এই বিদ্রোহ নিবারিত এবং আহম্মদ নগর সম্পূর্ণরূপে মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হয় (১৬৩৬ খ্রীঃ)। এই সময়ে শিবাজীর পিতা শাহজী নিজামসাহী রাজ্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে হতাশহৃদয়ে বিজাপুর রাজসরকারে প্রবিষ্ট হন।

ইতোমধ্যে শাহজহাঁ তিমুরের সাম্রাজ্যের কিয়দংশ পুনরধিকার করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়া কাবুল হইতে প্রেরিত সৈন্যের সাহায্যে বদক্শাণ প্রদেশ জয় করেন, কিন্তু তুর্কিস্থানে অধিক দিন প্রভুত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। শাহ্‌জহাঁ পিতার জীবদ্দশায় বিদ্রোহিভাবে বাঙ্গালায় অবস্থানকালে পর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইনি সম্রাট্ হইয়া তাহাদিগকে হুগলি হইতে বিদূরিত করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। বাঙ্গালার সুবাদার অতি কঠোর ভাবে সে আদেশ পালন করিলেন। তদবধি বঙ্গদেশে পর্ত্তুগীজ জাতির প্রভাব বিলুপ্ত হইল।

আহম্মদ নগরের পতনে ভীত হইয়া বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বাদশাহের সহিত সন্ধিস্থাপনের প্রয়াসী হইল। কিন্তু শাহজহাঁ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া স্বীয় তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেবকে উক্ত দুই রাজ্য জয় করিতে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে ঘটনাচক্র অন্য দিকে পরিবর্ত্তিত না হইলে রাজ্য দুইটি নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইত।

১৬৫৭ অব্দে শাহজহাঁ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। ইঁহার চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ দারা সুপণ্ডিত ও আকবরের ন্যায় বহুগুণের আধার ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা পিতার নিকট থাকিয়া রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। দ্বিতীয় শুজা বাঙ্গালার, তৃতীয় আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের, এবং চতুর্থ মুরাদ গুজরাটের সুবাদার ছিলেন। আওরঙ্গজেব অন্যান্য ভ্রাতাকে পরাজিত ও পিতাকে প্রাসাদ মধ্যে বন্দী করিয়া 'আলমগীর' অর্থাৎ জগজ্জয়ী উপাধি ধারণপূর্ব্বক স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (আওরঙ্গজেব দেখ)। শাহজহাঁ আরও ৮ বৎসর কাল আগ্রার দুর্গে দুঃখময় জীবন যাপন করিয়া ১৬৬৬ অব্দে বন্দিদশায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

শাহ্‌জহাঁ সিংহাসনারোহণ কালে অত্যন্ত কঠোর-হৃদয়তা ও নির্দ্দয়তা প্রদর্শন করিলেও উত্তরকালে সাতিশয় ধীরপ্রকৃতি ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি পিতামহেরই প্রকৃষ্ট নীতির অনুসরণ করিয়া হিন্দু মুসলমানে কোনও পার্থক্য করিতেন না। তবে ইনি অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয় ও ঐশ্বর্য্যপ্রদর্শনানুরাগী ছিলেন। চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত, মরকত প্রভৃতি মণি ও হীরকাদিতে খচিত 'ময়ূর-তক্ত' নামক যে সিংহাসনের উপর বসিয়া ইনি রাজকার্য্য করিতেন, তাহা নির্ম্মাণ করিতে ছয় কোটিরও অধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। বিবাহের চতুর্দ্দশ বৎসরে ইঁহার প্রিয়া মহিষী মমতাজ মহাল কালগ্রাসে পতিতা হইলে, বাদশাহ তাঁহার স্মরণার্থ তদীয় সমাধির উপর 'তাজমহাল' নামক একটি মর্ম্মর-প্রস্তরের মন্দির নির্ম্মাণ করান। উহাতে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। শাহ্‌জহাঁ আগ্রার দুর্গমধ্যে 'মতি মস্‌জিদ' নামে একটি উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ করান। উহাতেও প্রচুর অর্থব্যয় হয়; উহার ন্যায় সুদৃশ্য উপাসনা-মন্দির পৃথিবীতে আর নাই। তিনি দিল্লী নগরীতে রাজধানী পুনঃ স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে তথায় মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা একটি অতি সুন্দর প্রাসাদ এবং 'জুমা মস্‌জিদ' নামে একটি ভজনালয় নির্ম্মাণ করান। এই মস্‌জিদের নির্ম্মাণকার্য্য ইঁহার রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে আরব্ধ হইয়া দশম বৎসরে সমাপ্ত হয়। তদ্ভিন্ন ইনি দিওয়ান-ই-খাস প্রভৃতি আরও বহুসংখ্যক মনোহর হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ সমস্ত সৌধের অনেকগুলি অদ্যাপি বিরাজমান থাকিয়া মোগল বাদশাহদিগের অতুল ঐশ্বর্য্যের ঘোষণা করিতেছে।

শিংশপা—বৃক্ষবিশেষ, শিশুগাছ। শিব—পা (অথবা শীর্ষ শব্দ+পৎ)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

শিক্থ, শিক্থক—সিক্থ দেখ।

শিক্য—দড়ির শিকা। শক (পারা)+ঘ্যণ্ ক, নিপাতনে। সং; স্ত্রী।

শিক্ষক—শিক্ষাদাতা; শাস্তা, শাসনকর্ত্তা। ণিজন্ত শিক্ষ বা শিক্ষি (শিখান)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

শিক্ষণ—১। শিক্ষা, শিখা; অধ্যয়ন; অভ্যাস। শিক্ষ (শিখা)+অনট্ ভা। ২। শিখান; অধ্যাপন, পড়ান; দমন, শাসন। ণিজন্ত শিক্ষ বা শিক্ষি (শিখান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে শিক্ষিত।

শিক্ষণীয়—১। শিখিবার যোগ্য। শিক্ষ (শিখা) +অনীয় র্ম্ম। ২। শিখাইবার যোগ্য। ণিজন্ত শিক্ষ বা শিক্ষি (শিখান)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

শিক্ষয়িতা—(শিক্ষয়িতৃ)। শিক্ষক, শিক্ষাদাতা; অধ্যাপক। ণিজন্ত শিক্ষ বা শিক্ষি (শিখান)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শিক্ষয়িত্রী।

শিক্ষয়িত্রী—শিক্ষয়িতা দেখ। বিণ; স্ত্রী।

শিক্ষা—১। শিখা; অধ্যয়ন; অভ্যাস; উপদেশ; দমন, শাসন। শিক্ষ (শিখা)+অ ভা+আপ্। ২। উচ্চারণ-বোধক বেদাঙ্গ গ্রন্থবিশেষ। শিক্ষ+অ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

শিক্ষাগুরু—শিক্ষক, উপদেষ্টা, অধ্যাপক। ৬তৎ। সং; পু।

শিক্ষাদাতা—(শিক্ষাদাতৃ)। শিক্ষক, অধ্যাপক, উপদেষ্টা। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শিক্ষাদাত্রী।

শিক্ষাদাত্রী—শিক্ষয়িত্রী, উপদেশদাত্রী। শিক্ষাদাতা দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

শিক্ষাদান—শিক্ষা দেওয়া, উপদেশ দেওয়া ; অধ্যাপনা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

শিক্ষাদীক্ষা—অধ্যয়ন ও মন্ত্রগ্রহণ ; অভ্যাস ও সংস্কার। দ্বন্দ্ব। সং ; স্ত্রী।

শিক্ষানৈপুণ্য—শিক্ষাবিষয়ে পটুতা, অভ্যাসনিপুণতা। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

শিক্ষাপ্রণালী—শিক্ষার রীতি, অধ্যয়নের পদ্ধতি, অভ্যাসের রীতি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শিক্ষাপ্রদ—শিক্ষাদায়ক, জ্ঞানজনক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

শিক্ষার্থী—(শিক্ষার্থিন্)। শিক্ষালাভেচ্ছু ; পাঠার্থী ; উপদেশপ্রার্থী। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শিক্ষার্থিনী।

শিক্ষালভ্য—শিক্ষা দ্বারা প্রাপ্য, জ্ঞানলভ্য ; অভ্যাসে যাহা পাওয়া যায়। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

শিক্ষালাভ—জ্ঞানলাভ, উপদেশপ্রাপ্তি। ৬তৎ।

শিক্ষাবিভাগ—শিক্ষা বিধায়ক বিভাগ, যে বিভাগে শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা হইয়া থাকে। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

শিক্ষাবিস্তার—বিদ্যাচর্চ্চার প্রসার, সর্ব্বত্র বিদ্যার আলোচনা। ৬তৎ। সং ; পু।

শিক্ষাসমিতি—শিক্ষাবিধায়ক সভা, যে সভা হইতে শিক্ষাসম্বন্ধীয় নিয়মসমূহ প্রবর্ত্তিত হয় (Council of Education)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

শিক্ষাসোপান—শিক্ষালাভের সোপানস্বরূপ, ক্রমিক শিক্ষালাভের উপায়। ৬তৎ। ক্লী।

শিক্ষিত—শিক্ষাপ্রাপ্ত ; বিদ্বান্, কৃতবিদ্য ; বশ্য ; বিনীত ; দক্ষ। শিক্ষ (শিখা)+ক্ত র্ম, অথবা শিক্ষা শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে শিক্ষণ, শিক্ষা।

শিক্ষিতসমাজ—শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, কৃতবিদ্য লোকসকল। ৬তৎ। সং ; পু। [পু।

শিক্ষিতসম্প্রদায়—শিক্ষিতসমাজ। ৬তৎ। সং ;

শিখণ্ড, শিখণ্ডক—কাকপক্ষ, জুলপি ; শিখা, চূড়া ; ময়ূর-পুচ্ছ। শিখিন্ শব্দ (শিখী, ময়ূর)—অম (গমন করা)+ড ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

শিখণ্ডী—(শিখণ্ডিন্) ১। শিখণ্ডবিশিষ্ট। শিখণ্ড দেখ ; শিখণ্ড শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। ২। ময়ূর ; কুক্কুট ; বাণ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শিখণ্ডিনী।

৩। দ্রুপদরাজের পুত্র। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, ইনি পূর্ব্বজন্মে অম্বা ছিলেন, এবং ভীষ্মের মরণের কারণ হইবার নিমিত্ত এ জন্মে স্ত্রী-ক্লীবরূপে জন্মগ্রহণ করেন (অম্বা দেখ)। ইনি প্রকাশ্যে পুরুষ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। দশার্ণ দেশের রাজকুমারীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। ইহার স্ত্রী পিতার নিকট ইহার পুরুষত্বহীনতার কথা জ্ঞাপন করিলে, তিনি কোপাবিষ্ট হইয়া দ্রুপদরাজের বিরুদ্ধে সমরাভিযান করেন। তজ্জন্য ইনি লজ্জিত হইয়া লোকালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় কুবেরানুচর স্থূলকর্ণ নামক যক্ষের সহিত ইহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি সমস্ত অবগত হইয়া ইহার ক্লীবত্বগ্রহণপূর্ব্বক ইহাকে নিজ পুরুষত্ব প্রদান করেন।

অতঃপর ইনি সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্যের নিকট ইনি ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি পাণ্ডব-পক্ষে ছিলেন। ভীষ্ম নপুংসক বলিয়া ইহার অঙ্গে শরক্ষেপ করিতেন না। এজন্য দশমদিবসীয় যুদ্ধে অর্জ্জুন ইহাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া মহাবীর ভীষ্মের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন এবং ভীষ্ম শিখণ্ডীকে দেখিয়া শর-বর্ষণে ক্ষান্ত হইলে অর্জ্জুন তাঁহাকে পাতিত করেন। সমরাবসানে অশ্বত্থামার নৈশ হত্যাকাণ্ডে শিখণ্ডী হত হন।

শিখর—পর্ব্বত-শৃঙ্গ ; বৃক্ষাগ্র ; শুকতৃণ ; পুলক, রোমাঞ্চ ; পক্বদাড়িম্ববীজবৎ আভাযুক্ত রত্ন। শিখা শব্দ (চূড়া)+র অস্ত্যর্থে। সং ; ক্লী ও পু।

শিখরদশনা—পক্বদাড়িম্ববীজবৎ আভাযুক্ত রত্নের ন্যায় দন্তবিশিষ্টা। শিখরসদৃশ দশন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

শিখরবাসিনী—পার্ব্বতী, দুর্গা। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

শিখরিণী—১। শিখরযুক্তা। শিখর+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। রোমাবলী ; মল্লিকা ; রসালা ; সপ্তদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

শিখরী—(শিখরিন্) ১। শিখরযুক্ত ; অগ্রভাগযুক্ত। শিখর+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শিখরিণী। ২। পর্ব্বত ; বৃক্ষ। সং ; পু।

শিখা—চূড়া, অগ্রভাগ ; শিখিমৌলি ; কেশপাশ ; টিকি, চৈতন ; পাদাগ্র ; শাখা ; শিকা ; প্রধান ; জ্বালা, আগুনের শিখ। শী (শয়ন করা)+খ+আপ্। সং ; স্ত্রী।

শিখাবল—শিখী, ময়ূর। শিখা+বলচ্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

শিখাবান্—(শিখাবৎ) ১। বহ্নি। শিখা শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। সং ; পু। ২। শিখাযুক্ত। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শিখাবতী।

শিখিধ্বজ—১। কার্ত্তিকেয়। শিখী (ময়ূর) হইয়াছে ধ্বজ (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। ২। ধূম, ধোঁয়া। শিখার (অগ্নির) ধ্বজ (চিহ্ন), ৬তৎ। সং ; পু।

শিখিবাহন—কার্ত্তিকেয়। শিখী (ময়ূর) হইয়াছে বাহন যাঁহার, বহু। সং ; পু।

শিখী—(শিখিন্) ১। শিখাযুক্ত। শিখা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। ২। ময়ূর ; কুক্কু[ট] ; অগ্নি ; বলীবর্দ্দ, বলদ ; অশ্ব ; পর্ব্ব[ত] ; বৃক্ষ ; শর, বাণ ; ব্রাহ্মণ ; কেতুগ্র[হ]। সং ; পু।

শিগ্রু—সজিনা গাছ। শি (তীক্ষ্ণ করা)+র[ক] [ক। সং ; পু।

শিঙ্ঘাণ—লৌহমল, লোহার মরিচা ; কা[চ] পাত্র ; নাসামল, নাকের পোঁটা, শিকনি। শিন্ঘ (আঘ্রাণ)+আন র্ম। সং ; ক্লী।

শিঙ্ঘিত—ঘ্রাত, যাহা ঘ্রাণ করা হইয়াছে এরূপ। শিনঘ (আঘ্রাণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

শিঞ্জ, শিঞ্জা—শিঞ্জিত, অলঙ্কারধ্বনি। শিন্জ (অব্যক্ত ধ্বনি করা)+অল্ ভা, ২য় পক্ষে …+অ ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

শিঞ্জিত—১। অব্যক্তধ্বনি ; ভূষণধ্বনি, গহনার শব্দ। শিন্জ (অব্যক্তধ্বনি করা)+ক্ত ভা। ২। জ্যা, ধনুর্গুণ। শিঞ্জা শব্দ+ইত যুক্তার্থে। সং ; ক্লী। ৩। মুখর, শব্দকারী। বিণ ; ত্রি।

শিঞ্জিনী—১। অব্যক্ত ধ্বনিকারিণী। শিন্জ (অব্যক্ত ধ্বনি করা)+ণিন্ ক+ঈপ্, অথবা শিঞ্জা+ইন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ধনুর্গুণ ; নূপুর ; আঙ্টা। সং ; স্ত্রী।

শিঞ্জী—(শিঞ্জিন্)। অব্যক্তধ্বনিকারক, অলঙ্কারধ্বনিযুক্ত। শিন্জ (অব্যক্ত ধ্বনি করা)+ণিন্ ক, অথবা শিঞ্জা শব্দ+ইন্। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শিঞ্জিনী।

শিত—তীক্ষ্ণীকৃত, শাণিত ; তীক্ষ্ণ ; ক্ষীণ ; কৃশ, দুর্ব্বল। শি বা শো (তীক্ষ্ণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

শিতদ্রু—শতদ্রু নদী। শিত শব্দ—দ্রু (দ্রুত গমন করা)+ডু ক। সং ; স্ত্রী।

শিতশূক—যব ; গোধূম, গম। শিত (তীক্ষ্ণ) হইয়াছে শূক (শুঁয়া) যাহার, বহু। পু।

শিতি—১। কৃষ্ণবর্ণ, কালরঙ ; শুক্ল বর্ণ, সাদা রঙ ; ভূর্জপত্রের গাছ। শি (তীক্ষ্ণ করা)+তিক্ ক। সং ; পু। ২। কৃষ্ণবর্ণযুক্ত ; শুক্লবর্ণযুক্ত। বিণ ; ত্রি।

শিতিকণ্ঠ—শিব, মহাদেব ; ময়ূর ; দাত্যূহ পক্ষী, ডাহুক পাখী। শিতি (কৃষ্ণবর্ণ) হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। সং ; পু।

শিতিচ্ছদ—হংস, হাঁস। শিতি (শুক্লবর্ণ) হইয়াছে ছদ (পক্ষ) যাহার, বহু। সং ; পু।

শিতিবাসাঃ—(শিতিবাসস্)। নীলাম্বর, বলরাম। শিতি (কৃষ্ণবর্ণ) হইয়াছে বাসঃ (বস্ত্র) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

শিথিল—শ্লথ, ঢিলা, আল্গা ; ক্ষীণ ; দুর্ব্বল ;

ক্লান্ত ; অলস। শ্লথ (দুর্ব্বল হওয়া) + কিত (উণাদি প্রত্যয়)। বিণ ; ত্রি।

শিথিলতা—শ্লথভাব ; ক্ষীণতা। শিথিল দেখ শিথিল + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

শিনি—যদুবংশীয় জনৈক নৃপ ; ইনি দেবকরাজ তনয়া দেবকীকে বিবাহের সভা হইতে বসুদেবের ভার্য্যার্থে বলপূর্ব্বক আনয়ন করেন। সেই সময়ে সোমদত্ত ইঁহার কার্য্যে বাধা দিতে উদ্যত হইয়া ইঁহার নিকট পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; ইঁহার পুত্রের নাম সত্যক। শি (তীক্ষ্ণ করা) + নিক্ ক। সং ; পু।

শিপি—রশ্মি ; তেজঃ। সং ; পু।

শিপিবিষ্ট—বিষ্ণু [মহাভারতে লিখিত আছে, —"আমি শিপি অর্থাৎ তেজঃ প্রকাশ করিয়া সমুদায় পদার্থে প্রবেশ করি বলিয়া আমার নাম শিপিবিষ্ট হইয়াছে] ; দুশ্চর্ম্মা ; কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। সং ; পু।

শিপ্রা—নদীবিশেষ, ইহা উজ্জয়িনী নগরীর নিম্ন দিয়া প্রবাহিতা। শি (তীক্ষ্ণ করা) + রক্ ক + আপ্, নিপাতনে। সং ; স্ত্রী।

শিফ—তন্তুবিশিষ্ট শিকড় ; ঝুরি, নমুনা। শী (শয়ন করা) + ফক্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শিফা। [আপ্। সং ; স্ত্রী।

শিফা—শিফ ; নদী। শিফ দেখ ; শিফ +

শিফাকন্দ—মৃণাল, পদ্মের গেঁড়ো। শিফা (তন্তুবিশিষ্ট) যে কন্দ (মূল), কর্ম্মধা। সং ; পু।

শিফারুহ—বটবৃক্ষ। শিফা শব্দ (ঝুরি) — রুহ (জন্মা) + অন্ ক। সং ; পু।

শিম্ব, শিম্বা—শিমগাছ ; শিম। শম (শান্ত হওয়া) + ডিম্বচ্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

শিম্বি, শিম্বিকা, শিম্বী—শিমগাছ ; শিম। শি (তীক্ষ্ণ করা) + বি ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ + আপ্, ৩য় পক্ষে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

শির, শিরঃ—(শিরস্)। মস্তক ; অগ্রভাগ ; বৃক্ষাগ্র ; সৈন্যের অগ্রবর্ত্তিদল ; অধ্যক্ষ। শ্রি (সেবা করা) + ক, অস্ র্ম্ম। সং ; স্ত্রী।

শিরজ—কেশ, মাথার চুল। শির (মস্তক) — জন (জন্মা) + ড ক। সং ; পু।

শিরনাম (শিরনামন্), শিরোনাম (শিরোনামন্)—পত্রের উপরিভাগে লিখিত নাম। ৬তৎ। সং ; পু।

শিরসিজ—কেশ, মাথার চুল। অলুক্ উপ ; শিরস্ শব্দের ৭মীর ১বচনে শিরসি (মস্তকে), তদুত্তরে জন (জন্মা) + ড ক। সং ; পু।

শিরস্ক—শিরস্ত্রাণ, পাগড়ি, টুপি। শিরস্ (মস্তক) — কৈ (শব্দ করা) + ড ক। স্ত্রী।

শিরস্ত্র, শিরস্ত্রাণ—উষ্ণীষ, শিরস্ক, পাগড়ি, টুপি। শিরস্ — ত্রৈ (রক্ষা করা) ড, অন ক। সং ; স্ত্রী।

শিরস্য—১। মস্তকসম্বন্ধীয় ; মূর্দ্ধজ। শিরস্ (মস্তক) + য। বিণ ; ত্রি। ২। কেশ, মাথার চুল। সং ; পু।

শিরা—শরীর-মধ্যস্থ শোণিতপ্রবাহের নালী, ধমনী, শির, নাড়ী [সন্ধিসমূহের বন্ধনকারিণী ও বাতাদিদোষ এবং রসাদি ধাতুর বহনকারিণী শিরাসমূহ নাভিমূলে সংলগ্ন থাকিয়া দেহের সকল স্থানে প্রসারিত হইয়া থাকে। এই সকল শিরা দিয়া ধাতুসমূহ বাহিত হইয়া সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। নাভিদেশই শিরাসমূহের মূল স্থান মূলশিরা ৪০টী। বাতবহা শিরা ১০ পিত্তবহা ১০, শ্লেষ্মবহা ১০, রক্তবহা ১০ ইহাদের মধ্যে ১৭৫টী বায়ুবাহিনী শিরা বায়ুস্থান পক্বাশয়ে থাকে। ১৭৫টী পিত্তবাহিনী শিরা পিত্তস্থান পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে থাকে। কফবাহিনী ১৭৫টী শিরা কফস্থান আমাশয়ে অবস্থিতি করে, এবং শোণিতবাহিনী ১৭৫টী শিরা যকৃৎ ও প্লীহার মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকে। এইরূপে মানবদেহে ৭০০ শিরা থাকে। শিরামধ্যস্থ বায়ুকফাদি প্রকুপিত হইলে বাতাদিজনিত ব্যাধিসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে]। শৃ (বধ করা) + ক র্ম্ম + আপ্। সং ; স্ত্রী। [বিণ ; ত্রি।

শিরাল—শিরাবিশিষ্ট। শিরা + ল যুক্তার্থে।

শিরি—খড়্গ ; বাণ ; হিংসক ব্যক্তি। শৃ (হিংসা করা) + ই ক। সং ; পু।

শিরীষ—১। বৃক্ষবিশেষ। শৃ (বধ করা) + কীষন্ র্ম্ম। সং ; পু। ২। শিরীষ পুষ্প। শিরীষ + ষ্ণ তস্তাবার্থে। সং ; স্ত্রী।

শিরোগৃহ—চন্দ্রশালা, অট্টালিকার উপরিস্থ গৃহ, চিলে ঘর। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শিরোদেশ—মস্তকদেশ, মাথা ; অগ্রভাগ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

শিরোধরা, শিরোধি—গ্রীবা, গলদেশ, ঘাড়। শিরস্ (মস্তক) — ধৃ (ধারণ করা) + অন্ ক + আপ্, ২য় পক্ষে শিরস্ — ধা (ধারণ করা) + কি অধি বা ক। সং ; স্ত্রী।

শিরোধার্য্য—মস্তকে ধারণীয় ; অবশ্য পালনীয় ; সাতিশয় মান্য। শিরসি (মস্তকে) বা শিরঃ দ্বারা ধার্য্য, ৭তৎ বা ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শিরোনাম—শিরনাম দেখ।

শিরোপা—উষ্ণীষ, পাগড়ি। শিরস্ শব্দ — পা (রক্ষা করা) + ড ক + আপ্। সং ; স্ত্রী।

শিরোভাগ—মস্তকদেশ ; অগ্রভাগ। শিরঃই ভাগ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

শিরোমণি—শিরোরত্ন, মস্তকস্থ রত্ন-ভূষণ ; পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ ; (অন্ত শব্দের পরবর্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। ৬তৎ ; শিরঃ + মণি। সং ; পু।

শিরোমণিস্বরূপ—শিরোমণি সদৃশ। শিরোমণি দেখ ; তাহার স্বরূপ (তুল্য), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

শিরোমালী—(শিরোমালিন্)। মুণ্ডমালাধারী ; মস্তকে মাল্যধারী। শিরঃ নির্ম্মিতা বা শিরঃস্থিতা যে মালা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শিরোমালিনী।

শিরোমুকুট—মস্তকস্থিত মুকুট। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

শিরোরত্ন—শিরোমণি, মস্তকস্থ রত্ন ; পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। ৬তৎ ; শিরঃ + রত্ন। ক্লী।

শিরোরুট্ (শিরোরুহ্), শিরোরুহ—মূর্দ্ধজ, কেশ, মাথার চুল। শিরস্ (মস্তক) — রুহ (জন্মা) + কিপ্, ক ক। সং ; পু।

শিরোবেষ্ট, শিরোবেষ্টন—শিরস্ক, উষ্ণীষ, পাগড়ি। ৬তৎ। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

শিল—উঞ্ছবৃত্তি, কৃষক কর্ত্তৃক শস্য-সংগ্রহের পর ক্ষেত্রে পতিত এক একটি শস্যের আহরণ। শিল (উঞ্ছবৃত্তি করা) + ক ভা। সং ; ক্লী। "একৈক-ধান্যাদিগুড়কোচ্চয়নমুঞ্ছঃ, মঞ্জর্য্যাত্মকানেকধান্যোচ্চয়নং শিলঃ।"

শিলা—পাষাণ, প্রস্তর ; দ্বারের নিম্নস্থ কাষ্ঠখণ্ড, গোবরাট ; খুঁটি বা থামের মাথা ; পাইড়। শিল + আপ্। সং ; স্ত্রী।

শিলাক্ষেপণ—প্রস্তরনিক্ষেপ, পাথর ছোঁড়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

শিলাখণ্ড—প্রস্তরখণ্ড, পাথরের টুক্‌রা। ৬তৎ।

শিলাজতু—শৈলেয় নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [গ্রীষ্মকালে সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত পার্ব্বত্য ধাতুসমূহ হইতে নিঃসৃত সারকে শিলাজতু বলে। ইহা সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র ও আয়স এই চারি প্রকার। ইহা কটু ও তিক্তরস বিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, রসায়ন গুণযুক্ত, যোগবাহী, এবং মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, কাস, অর্শঃ, বাত, উন্মাদ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগবিনাশক]।

শিলাটক—অট্টালিকার উপরিস্থ গৃহ, চিলে ঘর ; অট্টালিকা ; গর্ত্ত। শিলা (প্রস্তর) — অট (গমন করা) + অক ক। সং ; পু।

শিলাতল—প্রস্তরের উপরিভাগ। ৬তৎ। ক্লী।

শিলাদিত্য—জনৈক নৃপ। শিলে (উঞ্ছবৃত্তিতে) আদিত্য (সূর্য্য) প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং ; পু।

ইনি ৬০৭ হইতে ৬৫৭ অব্দ পর্য্যন্ত উত্তর ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন। ইঁহার আদি নাম হর্ষবর্দ্ধন। প্রধানতঃ ইঁহারই বিবরণ অবলম্বন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট 'হর্ষচরিত' রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে প্রভাকর-বর্দ্ধন (অপর নাম প্রতাপশীল) নামে একজন রাজা স্থাণ্বীশ্বর

শিক্ষাদাত্রী—শিক্ষয়িত্রী, উপদেশদাত্রী। শিক্ষাদাতা দেখ। বিণ; স্ত্রী।

শিক্ষাদান—শিক্ষা দেওয়া, উপদেশ দেওয়া; অধ্যাপনা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শিক্ষাদীক্ষা—অধ্যয়ন ও মন্ত্রগ্রহণ; অভ্যাস ও সংস্কার। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

শিক্ষানৈপুণ্য—শিক্ষাবিষয়ে পটুতা, অভ্যাস-নিপুণতা। ৭তৎ। সং; ক্লী।

শিক্ষাপ্রণালী—শিক্ষার রীতি, অধ্যয়নের পদ্ধতি, অভ্যাসের রীতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শিক্ষাপ্রদ—শিক্ষাদায়ক, জ্ঞানজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শিক্ষার্থী—(শিক্ষার্থিন্)। শিক্ষালাভেচ্ছু; পাঠার্থী; উপদেশপ্রার্থী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শিক্ষার্থিনী।

শিক্ষালভ্য—শিক্ষা দ্বারা প্রাপ্য, জ্ঞানলভ্য; অভ্যাসে যাহা পাওয়া যায়। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

শিক্ষালাভ—জ্ঞানলাভ, উপদেশপ্রাপ্তি। ৬তৎ।

শিক্ষাবিভাগ—শিক্ষা বিধায়ক বিভাগ, যে বিভাগে শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা হইয়া থাকে। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

শিক্ষাবিস্তার—বিদ্যাচর্চ্চার প্রসার, সর্ব্বত্র বিদ্যার আলোচনা। ৬তৎ। সং; পু।

শিক্ষাসমিতি—শিক্ষাবিধায়ক সভা, যে সভা হইতে শিক্ষাসম্বন্ধীয় নিয়মসমূহ প্রবর্ত্তিত হয় (Council of Education)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শিক্ষাসোপান—শিক্ষালাভের সোপানস্বরূপ, ক্রমিক শিক্ষালাভের উপায়। ৬তৎ। ক্লী।

শিক্ষিত—শিক্ষাপ্রাপ্ত; বিদ্বান্, কৃতবিদ্য; বশ্য; বিনীত; দক্ষ। শিক্ষ্ (শিখা)+ক্ত র্ম্ম, অথবা শিক্ষা শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে শিক্ষণ, শিক্ষা।

শিক্ষিতসমাজ—শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, কৃতবিদ্য লোকসকল। ৬তৎ। সং; পু। [পু।

শিক্ষিতসম্প্রদায়—শিক্ষিতসমাজ। ৬তৎ। সং;

শিখণ্ড, শিখণ্ডক—কাকপক্ষ, জুল্‌পি · শিখা, চূড়া; ময়ূর-পুচ্ছ। শিখিন্ শব্দ (শিখী, ময়ূর)—অম (গমন করা)+ড ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

শিখণ্ডী—(শিখণ্ডিন্) ১। শিখণ্ডবিশিষ্ট। শিখণ্ড দেখ; শিখণ্ড শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। ২। ময়ূর; কুক্কুট; বাণ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শিখণ্ডিনী।

৩। দ্রুপদরাজের পুত্র। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, ইনি পূর্ব্বজন্মে অম্বা ছিলেন, এবং ভীষ্মের মরণের কারণ হইবার নিমিত্ত এ জন্মে স্ত্রী-স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করেন (অম্বা দেখ)। ইনি প্রকাশ্যে পুরুষ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। দশার্ণ দেশের রাজকুমারীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার স্ত্রী পিতার নিকট ইঁহার পুরুষত্বহীনতার কথা জ্ঞাপন করিলে, তিনি কোপাবিষ্ট হইয়া দ্রুপদরাজের বিরুদ্ধে সমরাভিযান করেন। তজ্জন্য ইনি লজ্জিত হইয়া লোকালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় কুবেরানুচর স্থূলকর্ণ নামক যক্ষের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি সমস্ত অবগত হইয়া ইঁহার ক্লীবত্বগ্রহণপূর্ব্বক ইঁহাকে নিজ পুরুষত্ব প্রদান করেন।

অতঃপর ইনি সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্যের নিকট ইনি ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি পাণ্ডব-পক্ষে ছিলেন। ভীষ্ম নপুংসক বলিয়া ইঁহার অঙ্গে শরক্ষেপ করিতেন না। এজন্য দশমদিবসীয় যুদ্ধে অর্জ্জুন ইঁহাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া মহাবীর ভীষ্মের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন এবং ভীষ্ম শিখণ্ডীকে দেখিয়া শর-বর্ষণে ক্ষান্ত হইলে অর্জ্জুন তাঁহাকে পাতিত করেন। সমরাবসানে অশ্বত্থামার নৈশ হত্যাকাণ্ডে শিখণ্ডী হত হন।

শিখর—পর্ব্বত-শৃঙ্গ; বৃক্ষাগ্র; শুকতৃণ; পুলক, রোমাঞ্চ; পক্বদাড়িম্ববীজবৎ আভাযুক্ত রত্ন। শিখা শব্দ (চূড়া)+র অস্ত্যর্থে। সং; ক্লী ও পু।

শিখরদশনা—পক্বদাড়িম্ববীজবৎ আভাযুক্ত রত্নের ন্যায় দন্তবিশিষ্টা। শিখরসদৃশ দশন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

শিখরবাসিনী—পার্ব্বতী, দুর্গা। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

শিখরিণী—১। শিখরযুক্তা। শিখর+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রোমাবলী; মল্লিকা; রসালা; সপ্তদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

শিখরী—(শিখরিন্) ১। শিখরযুক্ত; অগ্রভাগযুক্ত। শিখর+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শিখরিণী। ২। পর্ব্বত; বৃক্ষ। সং; পু।

শিখা—চূড়া, অগ্রভাগ; শিখিমৌলি; কেশপাশ; টিকি, চৈতন; পাদাগ্র; শাখা; শিকা; প্রধান; জ্বালা, আগুনের শিষ। শী (শয়ন করা)+খ+আপ্। সং; স্ত্রী।

শিখাবল—শিখী, ময়ূর। শিখা+বলচ্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

শিখাবান্—(শিখাবৎ) ১। বহ্নি। শিখা শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। সং; পু। ২। শিখাযুক্ত। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শিখাবতী।

শিখিধ্বজ—১। কার্ত্তিকেয়। শিখী (ময়ূর) হইয়াছে ধ্বজ (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। ২। ধূম, ধোঁয়া। শিখার (অগ্নির) ধ্বজ (চিহ্ন), ৬তৎ। সং; পু।

শিখিবাহন—কার্ত্তিকেয়। শিখী (ময়ূর) হইয়াছে বাহন যাঁহার, বহু। সং; পু।

শিখী—(শিখিন্) ১। শিখাযুক্ত। শিখা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। ২। ময়ূর; কুক্কুট; অগ্নি; বলীবর্দ্দ, বলদ; অশ্ব; পর্ব্বত; বৃক্ষ; শর, বাণ; ব্রাহ্মণ; কেতুগ্রহ। সং; পু। [ক। সং; পু।

শিগ্রু—সজিনা গাছ। শি (তীক্ষ্ণ করা)+রুক

শিঙ্ঘাণ—লোহমল, লোহার মরিচা; কাচপাত্র; নাসামল, নাকের পোঁটা, শিক্‌নি। শিন্‌ঘ্ (আঘ্রাণ)+আন র্ম্ম। সং; ক্লী।

শিঙ্ঘিত—ঘ্রাত, যাহা ঘ্রাণ করা হইয়াছে এরূপ। শিন্‌ঘ্ (আঘ্রাণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

শিঞ্জ, শিঞ্জা—শিঞ্জিত, অলঙ্কারধ্বনি। শিন্‌জ্ (অব্যক্ত ধ্বনি করা)+অল্ ভা, ২য় পক্ষে ...+অ ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

শিঞ্জিত—১। অব্যক্তধ্বনি; ভূষণধ্বনি, গহনার শব্দ। শিন্‌জ্ (অব্যক্তধ্বনি করা)+ক্ত ভা। ২। জ্যা, ধনুগুর্ণ। শিঞ্জা শব্দ+ইত যুক্তার্থে। সং; ক্লী। ৩। মুখর, শব্দকারী। বিণ; ত্রি।

শিঞ্জিনী—১। অব্যক্ত ধ্বনিকারিণী। শিন্‌জ্ (অব্যক্ত ধ্বনি করা)+ণিন্ ক+ঈপ্, অথবা শিঞ্জা+ইন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ধনুগুর্ণ; নূপুর; আঙ্‌টা। সং; স্ত্রী।

শিঞ্জী—(শিঞ্জিন্)। অব্যক্তধ্বনিকারক, অলঙ্কারধ্বনিযুক্ত। শিন্‌জ্ (অব্যক্ত ধ্বনি করা)+ণিন্ ক, অথবা শিঞ্জা শব্দ+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শিঞ্জিনী।

শিত—তীক্ষ্ণীকৃত, শাণিত; তীক্ষ্ণ; ক্ষীণ; কৃশ, দুর্ব্বল। শি বা শো (তীক্ষ্ণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

শিতদ্রু—শতদ্রু নদী। শিত শব্দ—দ্রু (দ্রুত গমন করা)+ডু ক। সং; স্ত্রী।

শিতশূক—যব; গোধূম, গম। শিত (তীক্ষ্ণ) হইয়াছে শূক (শুঁয়া) যাহার, বহু। পু।

শিতি—১। কৃষ্ণবর্ণ, কালরঙ; শুক্ল বর্ণ, সাদা রঙ; ভূর্জপত্রের গাছ। শি (তীক্ষ্ণ করা)+তিক্ ক। সং; পু। ২। কৃষ্ণবর্ণযুক্ত; শুক্লবর্ণযুক্ত। বিণ; ত্রি।

শিতিকণ্ঠ—শিব, মহাদেব; ময়ূর; দাত্যূহ পক্ষী, ডাহুক পাখী। শিতি (কৃষ্ণবর্ণ) হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। সং; পু।

শিতিচ্ছদ—হংস, হাঁস। শিতি (শুক্লবর্ণ) হইয়াছে ছদ (পক্ষ) যাহার, বহু। সং; পু।

শিতিবাসাঃ—(শিতিবাসস্)। নীলাম্বর, বলরাম। শিতি (কৃষ্ণবর্ণ) হইয়াছে বাসঃ (বস্ত্র) যাঁহার, বহু। সং; পু।

শিথিল—শ্লথ, ঢিলা, আল্‌গা; ক্ষীণ; দুর্ব্বল;

ক্লান্ত ; অলস। শ্লথ (দুর্ব্বল হওয়া)+কিল (উণাদি প্রত্যয়)। বিণ ; ত্রি।

শিথিলতা—শ্লথভাব ; ক্ষীণতা। শিথিল দেখ ; শিথিল+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

শিনি—যদুবংশীয় জনৈক নৃপ ; ইনি দেবকরাজতনয়া দেবকীকে বিবাহের সভা হইতে বসুদেবের ভার্য্যার্থে বলপূর্ব্বক আনয়ন করেন। সেই সময়ে সোমদত্ত ইঁহার কার্য্যে বাধা দিতে উদ্যত হইয়া ইঁহার নিকট পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; ইঁহার পুত্রের নাম সত্যক। শি (তীক্ষ্ণ করা)+ নিক্ ক। সং ; পু।

শিপি—রশ্মি ; তেজঃ। সং ; পু।

শিপিবিষ্ট—বিষ্ণু [মহাভারতে লিখিত আছে,—"আমি শিপি অর্থাৎ তেজঃ প্রকাশ করিয়া সমুদায় পদার্থে প্রবেশ করি বলিয়া আমার নাম শিপিবিষ্ট হইয়াছে] ; দুশ্চর্ম্মা ; কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। সং ; পু।

শিপ্রা—নদীবিশেষ, ইহা উজ্জয়িনী নগরীর নিম্ন দিয়া প্রবাহিতা। শি (তীক্ষ্ণ করা)+রক্ ক+আপ্, নিপাতনে। সং ; স্ত্রী।

শিফ—তন্তুবিশিষ্ট শিকড় ; ঝুরি, নম্না। শী (শয়ন করা)+ফক্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শিফা। [আপ্। সং ; স্ত্রী।

শিফা—শিফ ; নদী। শিফ দেখ ; শিফ+

শিফাকন্দ—মৃণাল, পদ্মের গেঁড়ো। শিফা (তন্তুবিশিষ্ট) যে কন্দ (মূল), কর্ম্মধা। সং ; পু।

শিফারুহ—বটবৃক্ষ। শিফা শব্দ (ঝুরি)—রুহ (জন্মা)+অন্ ক। সং ; পু।

শিম্ব, শিম্বা—শিমগাছ ; শিম। শম (শান্ত হওয়া)+ডিম্বচ্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

শিম্বি, শিম্বিকা, শিম্বী—শিমগাছ ; শিম। শি (তীক্ষ্ণ করা)+বি ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্+আপ্, ৩য় পক্ষে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

শির, শিরঃ—(শিরস্)। মস্তক ; অগ্রভাগ ; বৃক্ষাগ্র ; সৈন্যের অগ্রবর্ত্তিদল ; অধ্যক্ষ। শ্রি (সেবা করা)+ক, অস্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

শিরজ—কেশ, মাথার চুল। শির (মস্তক)—জন (জন্মা)+ড ক। সং ; পু।

শিরনাম (শিরনামন্), শিরোনাম (শিরোনামন্)—পত্রের উপরিভাগে লিখিত নাম। ৬তৎ। সং ; পু।

শিরসিজ—কেশ, মাথার চুল। অলুক্ উপ ; শিরস্ শব্দের ৭মীর ১বচনে শিরসি (মস্তকে), তদুত্তরে জন (জন্মা)+ড ক। সং ; পু।

শিরস্ক—শিরস্ত্রাণ, পাগড়ি, টুপি। শিরস্ (মস্তক)—কৈ (শব্দ করা)+ড ক। ক্লী।

শিরস্ত্র, শিরস্ত্রাণ—উষ্ণীষ, শিরস্ক, পাগড়ি, টুপি। শিরস্—ত্রৈ (রক্ষা করা) ড, অন ক। সং ; ক্লী।

শিরস্য—১। মস্তকসম্বন্ধীয় ; মূর্দ্ধজ। শিরস্ (মস্তক)+ক্য। বিণ ; ত্রি। ২। কেশ, মাথার চুল। সং ; পু।

শিরা—শরীর-মধ্যস্থ শোণিতপ্রবাহের নালী, ধমনী, শির, নাড়ী [সন্ধিসমূহের বন্ধনকারিণী ও বাতাদিদোষ এবং রসাদি ধাতুর বহনকারিণী শিরাসমূহ নাভিমূলে সংলগ্ন থাকিয়া দেহের সকল স্থানে প্রসারিত হইয়া থাকে। এই সকল শিরা দিয়া ধাতুসমূহ বাহিত হইয়া সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। নাভিদেশই শিরাসমূহের মূল স্থান। মূলশিরা ৪০টী। বাতবহা শিরা ১০, পিত্তবহা ১০, শ্লেষ্মবহা ১০, রক্তবহা ১০। ইহাদের মধ্যে ১৭৫টী বায়ুবাহিনী শিরা বায়ুস্থান পক্কাশয়ে থাকে। ১৭৫টী পিত্তবাহিনী শিরা পিত্তস্থান পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে থাকে। কফবাহিনী ১৭৫টী শিরা কফস্থান আমাশয়ে অবস্থিতি করে, এবং শোণিতবাহিনী ১৭৫টী শিরা যকৃৎ ও প্লীহার মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকে। এইরূপে মানবদেহে ৭০০ শিরা থাকে। শিরামধ্যস্থ বায়ুকফাদি প্রকুপিত হইলে বাতাদিজনিত ব্যাধিসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে]। শৄ (বধ করা)+ক র্ম্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী। [বিণ ; ত্রি।

শিরাল—শিরাবিশিষ্ট। শিরা+ল যুক্তার্থে।

শিরি—খড়্গ ; বাণ ; হিংসক ব্যক্তি। শৄ (হিংসা করা)+ই ক। সং ; পু।

শিরীষ—১। বৃক্ষবিশেষ। শৄ (বধ করা)+কীষন্ র্ম্ম। সং ; পু। ২। শিরীষ পুষ্প। শিরীষ+অ তস্যার্থে। সং ; ক্লী।

শিরোগৃহ—চন্দ্রশালা, অট্টালিকার উপরিস্থ গৃহ, চিলে ঘর। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

শিরোদেশ—মস্তকদেশ, মাথা ; অগ্রভাগ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

শিরোধরা, শিরোধি—গ্রীবা, গলদেশ, ঘাড়। শিরস্ (মস্তক)—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক+আপ্, ২য় পক্ষে শিরস্—ধা (ধারণ করা)+কি অধি বা ক। সং ; স্ত্রী।

শিরোধার্য্য—মস্তকে ধারণীয় ; অবশ্য পালনীয় ; সাতিশয় মান্য। শিরসি (মস্তকে) বা শিরঃ দ্বারা ধার্য্য, ৭তৎ বা ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শিরোনাম—শিরনাম দেখ।

শিরোপা—উষ্ণীষ, পাগড়ি। শিরস্ শব্দ—পা (রক্ষা করা)+ড ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

শিরোভাগ—মস্তকদেশ ; অগ্রভাগ। শিরঃই ভাগ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

শিরোমণি—শিরোরত্ন, মস্তকস্থ রত্ন-ভূষণ ; পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ ; (অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। ৬তৎ ; শিরঃ+মণি। সং ; পু।

শিরোমণিস্বরূপ—শিরোমণি সদৃশ। শিরোমণি দেখ ; তাহার স্বরূপ (তুল্য), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

শিরোমালী—(শিরোমালিন্)। মুণ্ডমালাধারী ; মস্তকে মাল্যধারী। শিরঃ নির্ম্মিতা বা শিরঃস্থিতা যে মালা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শিরোমালিনী।

শিরোমুকুট—মস্তকস্থিত মুকুট। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

শিরোরত্ন—শিরোমণি, মস্তকস্থ রত্ন ; পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। ৬তৎ ; শিরঃ+রত্ন। ক্লী।

শিরোরুট্ (শিরোরুহ্), শিরোরুহ—মূর্দ্ধজ, কেশ, মাথার চুল। শিরস্ (মস্তক)—রুহ (জন্মা)+ক্বিপ্, অ ক। সং ; পু।

শিরোবেষ্ট, শিরোবেষ্টন—শিরস্ক, উষ্ণীষ, পাগড়ি। ৬তৎ। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

শিল—উঞ্ছবৃত্তি, কৃষক কর্ত্তৃক শস্য-সংগ্রহের পর ক্ষেত্রে পতিত এক একটি শস্যের আহরণ। শিল (উঞ্ছবৃত্তি করা)+ক ভা। সং ; ক্লী। "একৈক-ধান্যাদিগুড়কোচ্চয়নমুঞ্ছঃ, মঞ্জর্য্যাত্মকানেকধান্যোচ্চয়নং শিলঃ।"

শিলা—পাষাণ, প্রস্তর ; দ্বারের নিম্নস্থ কাষ্ঠখণ্ড, গোবরাট ; খুঁটি বা থামের মাথা ; পাইড়। শিল+আপ্। সং ; স্ত্রী।

শিলাক্ষেপণ—প্রস্তরনিক্ষেপ, পাথর ছোঁড়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

শিলাখণ্ড—প্রস্তরখণ্ড, পাথরের টুকরা। ৬তৎ।

শিলাজতু—শৈলেয় নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [গ্রীষ্মকালে সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত পার্ব্বত্য ধাতুসমূহ হইতে নিঃসৃত সারকে শিলাজতু বলে। ইহা সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র ও আয়স এই চারি প্রকার। ইহা কটু ও তিক্তরস বিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, রসায়ন গুণযুক্ত, যোগবাহী, এবং মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, কাস, অর্শঃ, বাত, উন্মাদ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগবিনাশক]।

শিলাটক—অট্টালিকার উপরিস্থ গৃহ, চিলে ঘর ; অট্টালিকা ; গর্ত্ত। শিলা (প্রস্তর)—অট (গমন করা)+অক ক। সং ; পু।

শিলাতল—প্রস্তরের উপরিভাগ। ৬তৎ। ক্লী।

শিলাদিত্য—জনৈক নৃপ। শিলে (উঞ্ছবৃত্তিতে) আদিত্য (সূর্য্য) প্রায়, উপমিত কর্ম্মধা। সং ; পু।

ইনি ৬০৭ হইতে ৬৫৭ অব্দ পর্য্যন্ত উত্তর ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন। ইঁহার আদি নাম হর্ষবর্দ্ধন। প্রধানতঃ ইঁহারই বিবরণ অবলম্বন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট 'হর্ষচরিত' রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে প্রভাকর-বর্দ্ধন (অপর নাম প্রতাপশীল) নামে একজন রাজা স্থাণ্বীশ্বর

নামক (বর্ত্তমান নাম থানেশ্বর) স্থানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন এবং কন্যার নাম রাজ্যশ্রী। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর রাজ্যবর্দ্ধন স্থাণ্বীশ্বরের রাজা হন। একদা মালবেশ্বর রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্ম্মার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহার প্রাণবধ করেন ও রাজ্যশ্রীকে ধরিয়া লইয়া যাইয়া কান্যকুব্জ নগরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই সংবাদ পাইয়া রাজ্যবর্দ্ধন মালব আক্রমণ করিয়া উচ্ছিন্ন করেন। কিন্তু এই সময়ে মালবেশ্বরের মিত্র কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক একদা নিশাকালে অতর্কিতভাবে তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করেন। রাজ্যশ্রী কান্যকুব্জ হইতে বিন্ধ্যাটবীতে পলায়ন করেন। হর্ষবর্দ্ধন প্রথমতঃ বিন্ধ্যাটবীতে যাইয়া রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিলেন এবং তদনন্তর কর্ণসুবর্ণ আক্রমণ করিয়া তাহা অধিকার করিলেন। অতঃপর ইনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন এবং দ্বিতীয় শিলাদিত্য নাম ধারণপূর্ব্বক স্থাণ্বীশ্বর পরিত্যাগ করিয়া কান্যকুব্জে রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিক্রমাদিত্যের ন্যায় শিলাদিত্যও বিদ্বান্ এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বাণভট্ট, ময়ূরভট্ট প্রভৃতি বিখ্যাত কবি ও পণ্ডিতগণ ইঁহার সভার শোভাবর্দ্ধন করিতেন। ইনি নিজেও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। নাগানন্দ ও রত্নাবলী নামক উৎকৃষ্ট নাটকদ্বয়ের রচয়িতা শ্রীহর্ষ এবং হর্ষবর্দ্ধন বা শিলাদিত্য একই ব্যক্তি। ইঁহার রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ চীনীয় পর্য্যটক হিউএন্থসাঙ্ ভারত পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ইনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অবৌদ্ধ প্রজাদের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতেন না, প্রত্যুত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সবিশেষ সমাদর করিতেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার-কল্পে ইনি প্রভূত আয়াসস্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সে বিষয়ে ইঁহাকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর অশোক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি ৬৩৪ খ্রীঃ এক সঙ্গীতি (বৌদ্ধধর্ম্ম-সভা) আহ্বান করেন। তাহাতে একবিংশতি জন করদ রাজা এবং রাজ্যের যাবতীয় সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সমবেত হইয়াছিলেন। ঐ সভায় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ধর্ম্মবিচার হইয়াছিল। সঙ্গীতির প্রথম দিবসে বুদ্ধদেবের, দ্বিতীয় দিবসে সূর্য্যদেবের এবং তৃতীয় দিবসে শিবের মূর্ত্তি স্থাপিত হয়।

শিলাদিত্য প্রতি পঞ্চম বৎসরে রাজকোষে সঞ্চিত সমস্ত ধনরত্ন দান করিতেন। পূর্ব্বোক্ত হিউএন্থসাঙ্ স্বচক্ষে এই দানোৎসব প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, আলাহাবাদের নিকট গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে সাম্রাজ্যের যাবতীয় রাজা ও সাধারণ প্রজা একাদিক্রমে ৭৫ দিনকাল উপাদেয় ভোজ্যপানীয় দ্বারা আপ্যায়িত হইত। শিলাদিত্য রাজপ্রাসাদের সমস্ত ধনরত্ন আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, ভিক্ষু, অভিক্ষু, স্বধর্ম্মী, বিধর্ম্মী সকলকেই অকাতরে বিতরণ করিতেন, এবং উৎসবান্তে নিজের রাজপরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি উন্মোচনপূর্ব্বক নিকটে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদিগকে দান করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ত্যাগের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেন। ৬৫৭ খ্রীঃ এই মহাপুরুষ স্বর্গারোহণ করেন।

শিলাধাতু—খড়ি ; পীতবর্ণ গিরিমাটী। সং ; পু।

শিলাপট্ট—গন্ধাদি-পেষণ প্রস্তর, চন্দন-পিঁড়ি, শিলপ্রভৃতি। শিলাময় যে পট্ট, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

শিলাপুত্র—শিলের নোড়া, পুতো ; ক্ষুদ্র প্রস্তর। ৬তৎ। সং ; পু।

শিলাময়—প্রস্তরময়, প্রস্তরনির্ম্মিত। শিলা শব্দ + ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ ; ত্রি।

শিলারস—গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৬তৎ। সং ; পু।

শিলালিপি—প্রস্তরাদিতে খোদিত অক্ষর। স্ত্রী।

শিলাবৃষ্টি—করকাপাত, আকাশ হইতে শিল পড়া। সং ; স্ত্রী। বৃষ্টিকালে ঊর্দ্ধ প্রদেশের সাতিশয় শীতল বায়ুর সংস্পর্শে ও তড়িতের শক্তি বিশেষে বৃষ্টির জল জমিয়া প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া ভূতলে পতিত হয় ; তাহাকেই সচরাচর শিলাবৃষ্টি বলে। করকাগুলি সাধারণতঃ ক্ষুদ্র, শুভ্র ও বর্ত্তুলাকার। সময়ে সময়ে অন্য প্রকার আকারও যে না হয়, তাহা নহে। কখন কখন কপোতাণ্ডের ন্যায় বৃহৎ হয়, এবং দুই চারিটি একত্র মিলিত ও বৃহদাকার হইয়া প্রবলবেগে ভূপৃষ্ঠের উপর পতিত হয়। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে বিশেষতঃ গ্রীষ্ম প্রখর হইলে, অধিক শিলাবৃষ্টি হইয়া থাকে। বড় বড় করকার পতনে বিস্তর ক্ষতি হয়। তাহাতে বৃক্ষের ফলপুষ্পশাখাদি চূর্ণীকৃত, মনুষ্য-গবাদি জন্তু বিনাশপ্রাপ্ত এবং গৃহাদি ভগ্ন হইয়া থাকে।

শিলাস্থি—মস্তকধারক অস্থি, যে অস্থিখণ্ডের উপর মস্তক অবস্থিত। সং ; স্ত্রী।

শিলি—১। ছত্রকপুষ্প ; শল্য ; গোবরাট। সং ; স্ত্রী। ২। ভূর্জ্জপত্রবৃক্ষ। শিল + কি র্ম্ম। সং ; পু।

শিলী—ছত্রকপুষ্প ; শল্য ; গোবরাট। শিলি + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

শিলীন্ধ্র—১। মৎস্যবিশেষ ; কদলীবৃক্ষ, ভূমিকদলী। শিলী—ধৃ (ধারণ করা) + খ ক। সং ; পু। ২। কদলীপুষ্প, মোচা ; করকা ; ছত্রক। সং ; ক্লী।

শিলীন্ধ্রা—পক্ষিণীবিশেষ ; মৃত্তিকা ; ভেকী ; কদলী। শিলীন্ধ্র দেখ ; শিলীন্ধ্র + আপ্। সং ; স্ত্রী।

শিলীপদ—পাদরোগবিশেষ, গোদ। সং ; পু।

শিলীমুখ—ভ্রমর ; শর, বাণ ; যুদ্ধ। শিলী (শল্য অর্থাৎ হুল) আছে মুখে যাহার, বহু। সং ; পু।

শিলোচ্চয়—পর্ব্বত ; পর্ব্বত-চূড়া। শিলার (প্রস্তরের) উচ্চয় (রাশি) ৬তৎ। সং ; পু।

শিলোঞ্ছ—উঞ্ছবৃত্তি। শিল রূপ যে উঞ্ছ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

শিলৌকাঃ—(শিলৌকস্)। গরুড়। শিলা (পর্ব্বত) হইয়াছে ওকঃ (বাসস্থান) যাহার, বহু। সং ; পু।

শিল্প—১। বস্তুনির্ম্মাণাদি কার্য্য, কারিকরি। শিল (উঞ্ছবৃত্তি করা) + পক্ ভা। ২। বাদ্য, নৃত্য, গীতাদি। শিল + পক্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

শিল্পকার, শিল্পকারী—(শিল্পকারিন্)। শিল্পী, চিত্রাদি বা বস্তুনির্ম্মাণাদি কর্ম্মকারী, কারিকর। শিল্প শব্দ—কৃ (করা) + ষণ্, ণিন্ ক। বিণ ; পু।

শিল্পকার্য্য—চিত্রাদি অঙ্কন বা বস্তুনির্ম্মাণ কার্য্য। শিল্পই কার্য্য, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

শিল্পকুশল—শিল্পকার্য্যে দক্ষ, শিল্পনিপুণ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

শিল্পকৌশল—শিল্পদক্ষতা, শিল্পকার্য্যে চাতুরী। ৬তৎ বা ৭তৎ। সং ; ক্লী।

শিল্পলব্ধ—শিল্পকার্য্য দ্বারা প্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শিল্পবিদ্যা—চিত্রাদি অঙ্কনবিদ্যা, বস্তুনির্ম্মাণবিদ্যা। শিল্প বিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

শিল্পবিদ্যালয়—শিল্পকার্য্য শিক্ষার স্কুল। শিল্পবিদ্যার আলয়, ৬তৎ। সং ; পু।

শিল্পশালা—বস্তুনির্ম্মাণ-গৃহ, কারখানা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শিল্পী—(শিল্পিন্)। শিল্পকার, চিত্রাদি বা বস্তুনির্ম্মাণাদি কর্ম্মকারী, কারিকর। শিল্প শব্দ + ইন্। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শিল্পিনী।

শিল্পানুরাগ—শিল্পকার্য্যে আসক্তি, শিল্পকার্য্যে প্রীতি। ৭তৎ। সং ; পু।

শিল্পোন্নতি—শিল্পকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি, শিল্পের উৎকর্ষ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শিব—১। শঙ্কর, মহাদেব ; বেদ ; যোগবিশেষ ;

মোক্ষ; পারদ। শী (শয়ন করা)+ব অধি। সং; পু। ২। শুভ; মঙ্গল; সুখ; জল। সং; ক্লী। ৩। শুভদ; মঙ্গলজনক; সুখদ; রম্য। বিণ; ত্রি। [স্ত্রী।

শিবচতুর্দ্দশী—ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী। সং;

শিবজ্ঞান——শুভাশুভ কালবোধক শাস্ত্র। শিবের (শুভের) জ্ঞান হয় যদ্দারা, বহ। সং; ক্লী।

শিবতাতি—মঙ্গলকর, শুভজনক। শিব শব্দ (মঙ্গল)+তাতি। বিণ; ত্রি।

শিবদাতা—(শিবদাতৃ)। মঙ্গলদাতা, সুখদায়ক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে •শিবদাত্রী।

শিবদূতী, শিবদূতিকা—দেবীবিশেষ; দুর্গা; যোগিনীবিশেষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি—যে সময়ে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামতি ই, বি, কাউয়েল সাহেব নবদ্বীপের চতুষ্পাঠী সমূহের বিবরণ সংগ্রহ করেন, তাহার বহুদিন পূর্ব্বেই শঙ্কর তর্কবাগীশ সনাতন ধামে গমন করেন। শঙ্করের পুত্র শিবনাথ। ইনি নানাশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া বিদ্যাবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি তৎকালীন পণ্ডিতগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, শঙ্করের শ্রাদ্ধ-সভায় নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। শিবনাথ ঐ সকল দেশমান্য পণ্ডিতগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া দানাদি ক্রিয়ায় বহুক্ষণ রত থাকেন। এই সময়ে কোনও ব্যক্তি আসিয়া শিবনাথকে বলিল যে, আপনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দানাদি কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, এজন্য জানিতে পারিতেছেন না যে, ত্রিবেণীর নিকট আজ নবদ্বীপ পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হইতেছে। শিবনাথের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি উদ্দেশে পিতৃপদে প্রণাম করিয়া সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ত্রিবেণীর সুবিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন যে পূর্ব্বপক্ষের উপস্থাপন দ্বারা সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীর উপর প্রাধান্য সংস্থাপনে ও নবদ্বীপের গর্ব্বোন্নত মস্তকের খর্ব্বতা সংসাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহার সদুত্তর দান দ্বারা প্রিয় জন্মভূমি নবদ্বীপের সম্মান রক্ষা করিলেন। শিবনাথের স্বর্গারোহণের পরে কাশীনাথ চূড়ামণি প্রভৃতি প্রাধান্য প্রাপ্ত হন।

শিবনাথ শাস্ত্রী—ইনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর মজিলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরানন্দ বিদ্যাসাগর। ইনি যৌবনকালে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং পরে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার বক্তৃতা যেমনই সারগর্ভ, তেমনই হৃদয়গ্রাহী। মেজ বৌ, নয়ন তারা প্রভৃতি উপন্যাস, এবং নির্ব্বাসিতের বিলাপ, পুষ্পমালা প্রভৃতি অনেকগুলি কাব্য প্রণয়ন করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন। ইঁহার রচিত অনেকগুলি ব্রাহ্মসঙ্গীতও আছে।

শিবপুরী—বারাণসী, কাশী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শিবপ্রিয়া—শঙ্করী, দুর্গা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শিবমন্দির—শিবালয়। ৬তৎ। সং; পু ও ক্লী।

শিবরাত্রি—ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী রাত্রি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শিবলিঙ্গ—মহাদেবের প্রস্তরমূর্ত্তিকাদিময় লিঙ্গমূর্ত্তি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শিববাহন—বৃষ। ৬তৎ। সং; পু।

শিবা—শিবানী, পার্ব্বতী, দুর্গা; শৃগালী; হরীতকী; আমলকী; দুর্ব্বা; শমী; নদীবিশেষ। শী (শয়ন করা)+ব অধি+আপ্। সং; স্ত্রী।

শিবাজী—মার্হাট্টা রাজ্যের স্থাপয়িতা। যাদব রাও এবং শাহজী ভোঁসলা নামক দুইজন মহারাষ্ট্রীয় বীরপুরুষ আহম্মদনগরের মুসলমান রাজসরকারে সেনানায়কের কার্য্য করিতেন। যাদব রাওএর কন্যা জিজীবাইএর সহিত শাহজীর বিবাহ হইলে সেই দম্পতী হইতে পুনার অনতিদূরস্থ শিউনরি দুর্গে ১৬২৭ খ্রীঃ শিবাজীর জন্ম হয়। পুনা শাহজীর পৈতৃক জায়গীর। আহম্মদনগরের পতনের পর শাহজী বিজাপুরের সুলতানের অধীনে সেনাপতি নিযুক্ত হন। বিজাপুর-রাজকর্ত্তৃক কর্ণাটবিজয়ে প্রেরিত হইয়া শাহজী দক্ষিণ ভারতবর্ষে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন এবং তাঞ্জোর নগর স্বীয় রাজধানী করিয়া বিজাপুর-রাজের অধীনে তাহার শাসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তিনি মার্হাট্টা দেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে পুনার শাসনভার এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র শিবাজীর অভিভাবকত্বভার দাদাজী কোন্দেও নামক একজন অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পণ করিয়া যান। দাদাজীর তত্ত্বাবধানে শিবাজী বাল্যেই অশ্বারোহণ, অসি-চালন, ধনুর্ব্বিদ্যা, মল্লক্রীড়া, মৃগয়া প্রভৃতি বীরপুরুষোচিত কার্য্যে সবিশেষ দক্ষ হইয়া উঠেন। তদানীন্তন কালে মার্হাট্টা ক্ষত্রিয়দিগের নিকট লেখাপড়া শিক্ষার কোন মর্য্যাদাই ছিল না; সম্রান্তবংশীয়েরা সমর-বিদ্যাকে বিশেষ গৌরবজনক জ্ঞান করিতেন এবং তাহাই শিখিতেন। এজন্য শিবাজীও লেখাপড়া শিখেন নাই। তবে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শ্রবণে ইঁহার হৃদয়ে যে উচ্চ ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাতে ইনি মুসলমানের অত্যাচার হইতে দেবমূর্ত্তি ও গোব্রাহ্মণাদি প্রাণপণে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

পুনার প্রত্যন্ত পার্ব্বত্যপ্রদেশে মাওয়ালি নামে এক অসভ্য জাতির বাস ছিল। শিবাজী তাহাদিগকে সমর-কৌশল শিক্ষা দিয়া উৎকৃষ্ট যোদ্ধৃজাতিতে পরিণত করিলেন এবং তাহাদিগকে লইয়া সুবিধামত মুসলমান অধিকারে নানা স্থানে লুটপাট করিতে লাগিলেন। ঐরূপ কার্য্যই তৎকালে বিশেষ লাভ ও গৌরবজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। দাদাজীর মৃত্যুর পর ইনি পুনার ও মার্হাট্টা দেশস্থ অন্যান্য পৈতৃক সম্পত্তির শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার উপস্বত্ব তাঞ্জোরে পিতার নিকট প্রেরণ না করিয়া সেই অর্থ দ্বারা সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বিপদাপদের সময়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন, এরূপ গিরি-দুর্গ ইঁহার পিতার জায়গীর মধ্যে না থাকায় শিবাজী ১৬৪৬ অব্দে বিজাপুর-রাজের অধিকারস্থ টোর্ণা দুর্গ হস্তগত করিলেন। ইহাতে বিজাপুর-পতি ইঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইলে ইনি কৌশলে সুলতানকে শান্ত করিলেন। অনন্তর ইনি রাজগড় নামক আর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন, এবং অল্পকাল মধ্যে সিংহগড় ও পুরন্দর নামক আর দুইটি দুর্গও অধিকার করিয়া লইলেন। এই সমস্ত দুর্গম ও অজেয় গিরিদুর্গ হইতে সৈন্যচালনা করিয়া শিবাজী চতুর্দ্দিকে উপদ্রব করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ইঁহার বল ও সাহস এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে, ইনি একদা বিজাপুর রাজকোষের উদ্দেশে প্রেরিত রাজস্বের অর্থ পথিমধ্যে লুঠিয়া লইলেন। বিজাপুরের সুলতান ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শাহজীকে একটি কারাকক্ষে বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং শিবাজীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, তিনি যদি অবিলম্বে বশ্যতা স্বীকার না করেন, তাহা হইলে ইঁহার পিতার কারাকক্ষের দ্বার চিরদিনের মত গাঁথিয়া রুদ্ধ করা হইবে। পিতৃভক্ত শিবাজী পিতার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত চিন্তাকুল হইয়া বিজাপুর-রাজের প্রস্তাবে সম্মত হইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ইঁহার বনিতা বীর-বালা সতীবাই ইঁহাকে অবিশ্বাসী বিজাপুর-পতিকে বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়া অন্য উপায় দেখিতে উত্তেজিত করিলেন। বুদ্ধিমান্ শিবাজী তখন এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। ইনি বিজাপুরের প্রকৃত বল জানিতেন, এবং ইহাও জানিতেন যে, দিল্লীর

মোগল-সম্রাটই ভারতবর্ষের প্রকৃত হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। সুতরাং ইনি শাহজীকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ইনি বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন এই সমাচার পাইয়া বিজাপুরপতি উদ্বিগ্ন হইলেন এবং নিজ হিন্দু মন্ত্রী মুরারিপন্থের পরামর্শে শাহজীকে কারামুক্ত করিয়া কর্ণাটে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। শিবাজী এ যাবৎকাল মোগল অধিকারে উৎপাত করেন নাই। পিতার মুক্তিলাভের পর ইনি নিশ্চিন্ত হইয়া মোগল অধিকারে প্রবেশ করিলেন এবং তিন লক্ষ টাকা মূল্যের ধনরত্ন ও তিন শত ঘোটক লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। যে বর্গীগণ (মার্হাট্টা অশ্বারোহী) সার্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল সমগ্র ভারতবর্ষের ভীতিস্থল হইয়াছিল, এই লুণ্ঠিত ৩০০ অশ্বই তাহার মূলভিত্তি হইল। শিবাজী ক্রমশঃ সৈন্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। ইনি মুসলমান-দিগকেও নিজ সেনাদল মধ্যে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের সহায়তায় সমস্ত কঙ্কণ প্রদেশ জয় করিয়া লইলেন। কেবল ইংরেজদের অধিকৃত বোম্বাই, পর্ত্তুগীজ-দিগের গোয়া ও হাবসীদের জিঞ্জিরা এই তিনটি স্থানের প্রতি ইনি লোলুপ-দৃষ্টিপাত করিতে ক্ষান্ত থাকিলেন।

কঙ্কণ প্রদেশ হস্তচ্যুত হওয়ায় বিজাপুর-পতি অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া পাঠানজাতীয় প্রধান সেনাপতি আফজল খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এরূপ নগণ্য শত্রুর বিরুদ্ধে প্রেরিত হওয়ায় খাঁ সাহেব মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। পক্ষান্তরে সুচতুর শিবাজীও প্রচার করিলেন যে, ইনি মহাবীর আফজলের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়া-ছেন এবং সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছেন। আফজলকে এইরূপে অসতর্ক এবং তাঁহার জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীকে অর্থদ্বারা বশী-ভূত করিয়া শিবাজী আফজলের সহিত গোপনে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিলেন, এবং উভয়ের কথোপকথনকালে নিজ পরি-চ্ছদ মধ্যে লুক্কায়িত "বাঘ-নখ" অস্ত্রের আঘাতে তাঁহাকে শমনসদনে প্রেরণ করি-লেন। অতঃপর ইনি আফজলের সৈন্যের উপর সহসা আপতিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন (১৬৫৯ খ্রীঃ)।

আফজল খাঁর মৃত্যুর পর বিজাপুর পতি স্বয়ং সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। প্রথম প্রথম যুদ্ধে তিনি শিবাজীর কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ইতোমধ্যে কর্ণাট অঞ্চলে এক নূতন বিভ্রাট হওয়ায় তাঁহাকে বাজী ঘোরপুরে নামক একজন হিন্দু সেনা-পতির হস্তে কঙ্কণ প্রদেশের যুদ্ধের ভার অর্পণ করিয়া দ্রুতপদে কর্ণাট যাইতে হইল। এই ঘোরপুরে ইতঃপূর্ব্বে শাহজীকে ধরিয়া বন্দিভাবে তাঞ্জোর হইতে বিজাপুরে আনয়ন করিয়াছিল। শিবাজী এক্ষণে বৈরনির্য্যাতনের সুযোগ পাইয়া সহসা ঘোরপুরের রাজধানী আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিলেন এবং ঘোরপুরকে সবংশে শমনদমনে প্রেরণ করিলেন।

ইহার অল্পকাল পরেই শিবাজী রায়গড় নামক অভেদ্য দুর্গে আপনার রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। এই সময়ে শাহজী বিজাপুর-পতির অনুরোধে ইঁহার সহিত পুত্রের মিত্রতাস্থাপনে উদ্যোগী হইলেন এবং রায়গড়ে উপস্থিত হইয়া পুত্রের ঐশ্বর্য্য-দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিলেন। পিতৃ-ভক্ত শিবাজী জনকের প্রস্তাবে সম্মত হই-লেন এবং শাহজীকে রায়গড়ে থাকিয়া রাজত্ব করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু শাহজী তাহাতে সম্মত না হইয়া তাঞ্জোরে প্রতিগমন করিলেন।

অতঃপর শিবাজী সৈন্যসংখ্যা আরও বর্দ্ধিত করিলেন। এই সময়ে ইঁহার অধীনে নিয়মিত পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতি ও সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য যুদ্ধার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। এই বিপুল সেনাদল লইয়া ইনি মোগল অধিকারে যৎপরোনাস্তি উপ-দ্রব আরম্ভ করিলে মোগল বাদসাহ আও-রঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ও প্রসিদ্ধ সেনাপতি স্বীয় মাতুল শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীর দমনার্থ প্রেরণ করিলেন (১৬৬১ খ্রীঃ)। শায়েস্তা খাঁ কয়েকটী গিরিদুর্গ হস্ত-গত করিলেন এবং শিবাজীর অনুপস্থিতি-কালে পুনা অধিকার করিয়া ইঁহারই প্রাসাদে নিজ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া শিবাজী প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগি-লেন এবং একদা নিশাকালে পঞ্চবিংশতি জন মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে এক বর-যাত্রীর দল গঠন করিয়া খাঁর বাসভবনে অতর্কিতভাবে প্রবেশপূর্ব্বক শায়েস্তা খাঁর পুত্রের ও রক্ষকগণের প্রাণসংহার করি-লেন। খাঁ সাহেব গবাক্ষদ্বার দিয়া পলা-য়ন করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করিলেন, কিন্তু পলাইবার সময় শিবাজার অসির আঘাতে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের দুইটি অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল। শিবাজী অনায়াসে পুনা পুনরধিকার করিলেন।

অতঃপর শিবাজী রণতরী ও নৌ-বলের সৃষ্টি করিয়া সুরাট নগর ও বিজাপুর-পতির অধিকৃত বসিলোর নামক সামুদ্রিক বন্দর লুণ্ঠন করিলেন এবং প্রচুর ধনরত্ন হস্তগত করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ১৬৬৪ খ্রীঃ ইনি 'রাজা' উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক স্বনামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল ব্যাপারে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া আওরঙ্গজেব দিলির খাঁ ও রাজা জয়সিংহকে "মার্হাট্টা মুষিকের" দমনার্থ প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হইলেন। অনন্তর জয়-সিংহ শিবাজীকে বাদশাহের সহিত সন্ধি করিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি বলিলেন, শিবাজী সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিলে বাদশাহ ইঁহাকে কয়েকটী সুবার চৌথ (রাজস্বের চতুর্থাংশ) এবং ইঁহার পুত্র শম্ভুজীকে পাঁচ হাজারী মনসবদারের পদ (অর্থাৎ পঞ্চসহস্র সৈন্যের নেতৃত্ব) প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। শিবাজী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে পুরন্দর নগরে উভয় পক্ষে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল (১৬৬৬ খ্রীঃ)। ইহাই ইতিহাসে 'পুরন্দরসন্ধি' নামে খ্যাত।

হিন্দু রাজা জয়সিংহের মধ্যস্থতায় যে সন্ধি হইল, শিবাজী সরল বিশ্বাসে তাহার উপর নির্ভর করিয়া মোগল-সৈন্যের সহিত যোগ দিলেন এবং তাহাদের বিজাপুর-ধ্বংসচেষ্টায় অন্তরের সহিত সহায়তা করিতে লাগিলেন। ইঁহার বীর-বিক্রম, রণকৌশল ও উদ্যম-শীলতা দেখিয়া রাজপুত ও মুসলমান সেনানীগণ বিস্ময়বিস্ফারিত-লোচনে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। কপটী বাদশাহ পত্র দ্বারা ইঁহার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া দিল্লী গমন জন্য আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। রাজা জয়সিংহের প্ররোচনায় শিবাজী সম্রা-টের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ নবমবর্ষীয় পুত্র শম্ভু-জীকে সঙ্গে লইয়া সন্দিগ্ধচিত্তে দিল্লী অভি-মুখে যাত্রা করিলেন। ত্রিসহস্র পদাতি ও পঞ্চশত অশ্বারোহী সৈন্যমাত্র ইঁহার অনুগমন করিল। দিল্লী উপনীত হইয়া শিবাজী জয়-সিংহের পুত্র রামসিংহের সহিত বাদশাহের দরবারে নিরস্ত্রভাবে উপস্থিত হইলেন। প্রচ-লিত প্রথানুসারে তিনবার কুর্ণিস (অভি-বাদন) করিয়া শিবাজী বাদশাহের অভি-মুখে অগ্রসর হইলে সম্রাট্ রামসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উপস্থিত ব্যক্তি প্রকৃত শিবাজী কি না। তাহাতে শিবাজী উত্তে-জিত হইয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, 'হাঁ, হাঁ, আমিই শিবাজী'। অনন্তর নিয়মিত ৩০ হাজার টাকা নজর প্রদত্ত হইলে, আওরঙ্গজেবের আদেশে ইঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর ওমরাহগণের মধ্যে বসিবার আসন এবং পাঁচহাজারী মনসবদারের পদ প্রদত্ত

হইল। এইরূপ অবমাননায় বীর-কেশরী ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং রাম-সিংহের তরবারি প্রার্থনা করিয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন।

চৈতন্য লাভ করিয়া শিবাজী দেখিলেন যে, ইনি নিজ বাসায় নীত হইয়াছেন ও সম্রাট্ প্রকারান্তরে ইহাঁকে বন্দী করিয়াছেন। ক্রমে ইনি জানিতে পারিলেন যে, ইহাঁর জীবনও নিরাপদ নহে। এ সমস্তই নিজ অবিমৃষ্যকারিতার ফল ইহা চিন্তা করিয়া ইনি অনুতপ্ত হইলেন, কিন্তু ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। ধূর্ত্ততায় ইনি আওরঙ্গজেবের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের পক্ষে দিল্লির জলবায়ু অসহ্য, এইরূপ ভাণ করিয়া ইনি প্রথমতঃ সম্রাটের অনুমতিক্রমে সঙ্গীয় সৈন্যগণকে বিদায় দিলেন। অতঃপর ইনি নিজ পীড়ার ভাণ করিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন ও কয়েক দিন পরে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করিলেন এবং রোগমুক্তির নিমিত্ত হিন্দু ও মুসলমান দেবালয়ে এবং ব্রাহ্মণ ও মোল্লাগণকে মিষ্টান্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাহকদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া একদা পূর্ণিমার রাত্রিতে একটী মিষ্টান্নের ঝুড়িতে পুত্রকে স্থাপন করিয়া ও অপর একটি ঝুড়িতে নিজে স্থাপিত হইয়া দিল্লীর বহির্ভাগস্থ এক দেবালয়ে নীত হইলেন। সঙ্কেত-স্থানে উপস্থিত হইয়া ইনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং পুত্রকে নিজ পশ্চাদ্ভাগে লইয়া ঘোটককে সবলে কষাঘাত করিলেন। সমস্ত রাত্রি অশ্বপৃষ্ঠে অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে ঊন-পঞ্চাশৎক্রোশ দূরবর্ত্তী মথুরায় উপনীত হইলেন। তথায় জনৈক পরিচিত ব্রাহ্মণের নিকট পুত্রকে রাখিয়া শিবাজী মস্তকাদি মুণ্ডনপূর্ব্বক সন্ন্যাসীর বেশে পদব্রজে চলিতে লাগিলেন এবং অনুসরণকারী মোগল-সৈন্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের নিমিত্ত সোজা পথে না যাইয়া প্রয়াগ, কাশী, গয়া, পাটনা, কটক, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে এক বৎসর পরে রাজধানী রায়গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মোগলদিগের এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় শিবাজীর হৃদয়ে জিঘাংসা-বৃত্তি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ইনি দ্বিগুণতর উৎসাহে মোগল অধিকারে নানাপ্রকার উপদ্রব ও লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। আওরঙ্গজেব ইহাঁর দমনার্থ পুনর্ব্বার সৈন্য প্রেরণ করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। অবশেষে তিনি শিবাজীর সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন (১৬৬৯ খ্রীঃ), এবং ইহাঁকে সন্তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত 'রাজা' উপাধি এবং মোগলেরা যে সকল স্থান জয় করিয়া লইয়াছিল, তাহাও ফিরাইয়া দিলেন। এই সময়ে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানেরাও শিবাজীকে স্ব স্ব রাজ্যের চৌথ ও সর্দ্দেশমুখী (রাজস্বের দশমাংশ) প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া ইহাঁর সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। এইরূপে রাজশক্তি দৃঢ় করিয়া লইয়া শিবাজী নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনসংস্কারে ও উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিলেন।

শিবাজী সৈন্যদিগকে রাজকোষ হইতে নিয়মিতরূপে মাসিক বেতন দিতেন, তাহাদের বেতন বাকি পড়িতে দিতেন না, কিন্তু তাহাদিগকে লুণ্ঠিত ধনের ভাগ দিতেন না,—সে সমস্তই রাজকোষে জমা হইত। ইনি প্রাচীন হিন্দুপ্রথা অনুসারে রাজস্ব আদায় করিতেন, তাহাও বাকি পড়িয়া জমিতে দিতেন না। রাজস্ব ব্যতিরিক্ত অন্য সর্ব্বপ্রকার অতিরিক্ত আবওয়াব গ্রহণ ইনি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কোন উচ্চপদস্থ সেনাপতি বা ব্রাহ্মণ যুদ্ধে বন্দী হইলে ইনি বিনা নিষ্ক্রয়ে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিতেন। ইহাঁর সভায় আট জন "প্রধান" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অমাত্য থাকিতেন; একজন পেশওয়া "মুখ্য-প্রধান" রূপে তাঁহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন হইতেন "সেনাপতি" অর্থাৎ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ, এবং "ন্যায়-দৃক্" উপাধিধারী একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিচার বিভাগের তত্ত্বাবধান করিতেন। এবংবিধ শাসন-বিষয়ক শৃঙ্খলাস্থাপনে তাঁহার ৩ই বৎসর অতিবাহিত হয়। তদনন্তর ইনি মোগল বাদসাহের বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার অস্ত্রধারণ করিলেন। আওরঙ্গজেব ইহাঁকে ধরিবার নিমিত্ত স্বীয় পুত্র শাহ আলমের প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণমাত্র শিবাজী সিংহগড় নামক গিরিদুর্গ ও কল্যাণ প্রদেশ অধিকার করিলেন, এবং ১৬৭০ খ্রীঃ সুরাটনগর দ্বিতীয়বার লুণ্ঠন করিলেন। আওরঙ্গজেব ইহাঁর দমনার্থ বিভিন্ন সেনাপতি প্রেরণ করিলেন, কিন্তু সকলেই বিফলচেষ্ট হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল।

১৬৭১ খৃঃ শাহজী কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ইহার তিন বৎসর পরে শিবাজী "মহারাজ" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক মহাসমারোহে রায়গড়ের সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন এবং তদুপলক্ষে তুলাপুরুষ দানব্রত উদ্যাপন করিলেন অর্থাৎ স্বয়ং স্বর্ণের সহিত তুলিত হইয়া সেই স্বর্ণ বিপ্র ও যাজকগণকে বিতরণ করিলেন।

শাহজীর মৃত্যুর পর হইতে শিবাজীর বৈমাত্র ভ্রাতা তাঞ্জোর শাসন করিতেছিলেন। ১৬৭৭ খৃঃ শিবাজী তথায় গমন করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করিয়া নিজ অংশ গ্রহণ করিলেন, এবং তৎপরে মুসলমানদিগের অধিকৃত কয়েকটি স্থান জয় করিয়া লইলেন। ১৬৭৯ খৃঃ মোগলেরা বিজাপুর অবরোধ করিলে বিজাপুর-পতি শিবাজীর সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। শিবাজী অবরোধকারী সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগস্থ মোগল অধিকার লুণ্ঠন করিয়া এরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিলেন যে, মোগলসৈন্য বিজাপুরের অবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। এই মহোপকারের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ বিজাপুরের সুলতান শিবাজীকে তাঞ্জোর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশসমূহের স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। এইরূপে প্রবলপ্রতাপে রাজত্ব করিয়া শিবাজী ১৬৮০ খ্রীঃ ৫ই এপ্রেল তারিখে ত্রি-পঞ্চাশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে স্বর্গারোহণ করিলেন।

শিবানী—ভবানী, শঙ্করী, দুর্গা। শিব শব্দ (মহাদেব)+ঈপ্, পত্নী অর্থে, অথবা শিব শব্দ—আ—নী (লইয়া যাওয়া)+ড ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শিবাপ্রিয়—ছাগ। ৬তৎ। সং; পু।

শিবালয়—শিবমন্দির; শ্মশান। শিবের আলয়, ৬তৎ। সং; পু।

শিবি—হিংস্র জন্তু; ভূর্জপত্র বৃক্ষ; দেশবিশেষ। শি (তীক্ষ্ণ করা)+বি ক। সং; পু।

২। জনৈক নৃপ। ইনি সাতিশয় দয়ালু ও ভক্তিপরায়ণ মহাপুরুষ ছিলেন। ইহাঁর ভক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং ব্রহ্মা একদা ব্রাহ্মণবেশে ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া ইহাঁর পুত্রের মাংস ভোজনার্থ প্রার্থনা করেন। ইনি অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহা ব্রাহ্মণের ভোজনার্থ প্রস্তুত করিয়া দিলে ব্রহ্মা ইহাঁকে তাহা ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ইনি তাহাতেও প্রস্তুত হইলেন দেখিয়া ব্রহ্মা নিজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ইহাঁর পুত্রের জীবন দান করিয়া ইহাঁকে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

শিবিকা—যানবিশেষ, পাল্কী, ডুলী। শিব শব্দ+ক্রি—শিবি (নামধাতু), তদুত্তরে কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

শিবিকারোহণ—পাল্কীতে আরোহণ, পাল্কীতে চড়া। ৭তৎ। সং; ক্লী।

শিবিকারোহী—(শিবিকারোহিন্)। পাল্কীতে আরোহণকারী, যে পাল্কীতে চড়িয়া যাই-

তেছে এরূপ। শিবিকার আরোহী, ৬তৎ। বিণ ; পু।

শিবির—সেনানিবেশ, ছাউনি ; পটাবাস, তাঁবু। শী (শয়ন করা)+কির অধি। সং ; ক্লী। [৬তৎ। সং ; পু।

শিবিরসন্নিবেশ—শিবিরস্থাপন, তাঁবু ফেলা।

শিবিরাভ্যন্তর—শিবিরের মধ্যভাগ, তাঁবুর ভিতর। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

শিশয়িষা—শয়ন করিবার ইচ্ছা। সনন্ত শী (শয়ন করিতে ইচ্ছুক হওয়া)+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে শিশয়িষু।

শিশয়িষু—শয়ন করিতে ইচ্ছু। সনন্ত শী (শুইতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে শিশয়িষা।

শিশির—১। হিম, তুষার। শশ (প্লুত গমন করা) +কির অধি। সং ; পু। ২। শীতকাল, মাঘ ফাল্গুন মাস। সং ; ক্লী। ৩। শীতল, জড়। বিণ ; ত্রি।

লোকে সাধারণতঃ বলে, 'শিশির পড়ে' ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিশির বৃষ্টির ন্যায় পতিত হয় না, সঞ্চিত হইয়া থাকে। যে সমস্ত পদার্থ রাত্রিকালে মুক্ত বায়ুতে পড়িয়া থাকে, তাহাদের তাপ বিকীর্ণ হইয়া যাওয়ায় সেগুলি সহজেই শীতল হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাদের সন্নিহিত বায়ু রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বে আর পূর্ব্বের ন্যায় তত বাষ্প ধারণ করিতে না পারায় তাহার কিয়দংশ ঐ সমস্ত পদার্থের শৈত্য-সংস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুর আকারে তাহাদের উপর সঞ্চিত হয়। তাহাকেই শিশির বলে। শীতকালের রাত্রিতে ঘাস প্রভৃতি পদার্থ কোন কোন দিন এত অধিক শীতল হয় যে, উহাদের গাত্রলগ্ন শিশির প্রভাতে শুভ্রবর্ণ তুলার আঁশের মত দৃশ্যমান হয়। চলিত কথায় উহাকে 'পালা পড়া' বলে। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে যে প্রায়ই শিশির সঞ্চিত হইতে দেখা যায় না, তাহার কারণ এই যে, ওরূপ অবস্থায় মৃত্তিকা হইতে তাপ শূন্যে বিকীর্ণ হইতে পারে না। আবৃত স্থানেও ঐ কারণে শিশির সঞ্চিত হইতে পারে না। এতদ্দেশে শিশির-সঞ্চার শরৎকালে আরব্ধ হইয়া বসন্তকালে সমাপ্ত হয়। গ্রীষ্মকালে দুই তিন মাস শিশির দেখিতে পাওয়া যায় না ; তাহার কারণ এই যে, বৃক্ষপত্রাদি রাত্রিতেও বায়ু অপেক্ষা অধিক শীতল হয় না। অন্যান্য সময়েও সকল দিন সমান শিশির-সঞ্চার হয় না। নানা কারণে কোন দিন অল্প, কোন দিন অধিক হইয়া থাকে। ৪। রামায়ণে বর্ণিত পর্ব্বতবিশেষ। ইহার শৃঙ্গ নভঃস্পর্শী। এই পর্ব্বত দেবদানবদিগের বাসভূমি।

শিশিরকুমার ঘোষ—যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা গ্রামে ১৮৪২ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন ইহাঁর পিতার নাম হরিনারায়ণ ঘোষ। মাগুরার ঘোষবংশ বিখ্যাত জমিদার। অধুনা ইহা অমৃতবাজার নামে পরিচিত। বাল্যে পাঠশালা ও স্কুলে ইহাঁর সামান্য শিক্ষা হইয়াছিল, কিন্তু স্বীয় অধ্যবসায় গুণে নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইনি যথেষ্ট জ্ঞান উপার্জ্জন করেন। বাল্যে ইনি যাহা দেখিতেন তাহাই শিখিতেন। অল্প বয়সেই ইনি সঙ্গীত-বিদ্যায় সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং সঙ্গীতশাস্ত্র নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহাঁর হৃদয় অতীব কোমল ; দরিদ্রের দুঃখ দর্শনে তাহা গলিয়া যাইত। প্রজাবর্গের উপর নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচার দর্শনে ইহাঁর হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। ইহার ফলেই অমৃতবাজার পত্রিকার উৎপত্তি। ১৮৬৮ খ্রীঃ মাগুরা হইতে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন ইহা সাপ্তাহিক ও বাঙ্গালা ছিল। শিশিরকুমার যে কেবল ইহার সম্পাদক ছিলেন এমন নহে, কম্পোজিটর ও প্রেসম্যানের অভাবে ইহাঁকে নিজেই ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। ১৮৭৯ খ্রীঃ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-লোপী আইন প্রবর্ত্তিত হইলে বাঙ্গালা অমৃতবাজার ইংরাজীতে পরিণত হয়। কিছুদিন পরে উহা দৈনিক হয়। ইহাতে ইনি যেরূপ নির্ভীকভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করিতেন, তাহা দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইত। ম্যালেরিয়ায় পীড়িত হইয়া ১৮৭১ খ্রীঃ ইনি কলিকাতায় উঠিয়া আসেন, সুতরাং অমৃতবাজারও সেই হইতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইনি একজন গৌরাঙ্গভক্ত বৈষ্ণব। ইনি অমিয় নিমাই চরিত, অমিয় ভাণ্ডার, ইংরাজী ভাষায় লর্ড গৌরাঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। জীবনের শেষভাগে ইনি বৈষয়িক কার্য্যের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। শেষ কয়েক বৎসর ইনি Hindu Spiritual Magazine নামক মাসিক পত্র ইংরাজী ভাষায় পরিচালনা করিয়া, দেশবাসিগণের মধ্যে প্রেততত্ত্বের আলোচনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। এই পত্রখানি অধুনা ইহাঁর ভ্রাতা অমৃতবাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মতিলাল ঘোষ মহাশয় যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিতেছেন। ১৯১১ খ্রীঃ ১০ই জানুয়ারি (১৩১৭ সাল, ২৬শে পৌষ) মঙ্গলবার শিশিরকুমার মানবলীলা সংবরণ করেন।

শিশিরধৌত—শিশির দ্বারা প্রক্ষালিত, হিম দ্বারা ধৌত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শিশিরসিক্ত—হিমার্দ্র, শিশিরে ভিজা। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শিশিরস্নাত—হিম দ্বারা অভিষিক্ত, শিশির-ধৌত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শিশু—শাবক ; ১৬ বৎসরের অনধিক বয়স্ক-বালক। শো (তীক্ষ্ণ করা)+উ ক। পু।

শিশুক—শাবক ; জলজন্তুবিশেষ ; বৃক্ষবিশেষ ; শিশুগাছ। শিশু শব্দ+কণ্। সং ; পু।

শিশুকাল—বাল্যকাল, শৈশব। ৬তৎ। সং ; পু।

শিশুত্ব—শিশুর ভাব, শৈশব, বাল্য। শিশু শব্দ +ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী।

শিশুপাল—চেদিবংশীয় নৃপবিশেষ। শিশু শব্দ —ণিজন্ত পা বা পালি (পালন করা)+অন্ ক। সং ; পু।

চেদিরাজ দমঘোষের ঔরসে বসুদেব-ভগ্নী শ্রুতশ্রবার গর্ভে ইহাঁর জন্ম। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ইনি হত হইবেন, ইহা জানিতে পারিয়া শ্রুতশ্রবাঃ ভ্রাতৃ-তনয়কে (কৃষ্ণকে) ইহাঁর শত অপরাধ মার্জ্জনা করিতে অনুরোধ করেন। কৃষ্ণও তাহাতে সম্মত হন। দমঘোষ ও তদীয় পুত্রগণ মগধরাজ প্রবল-প্রতাপ জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন। জরাসন্ধ কৃষ্ণদ্বেষী, সুতরাং ইহাঁরাও কৃষ্ণদ্বেষী ; জরাসন্ধের অনুরোধে ভীষ্মকরাজ শিশুপালের সহিত নিজ কন্যা রুক্মিণীর বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তদনুসারে শিশুপাল বরবেশে বিদর্ভনগরে উপস্থিত হন। কিন্তু সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সহসা তথায় উপনীত হইয়া রুক্মিণীকে হরণ করেন। কাজেই শিশুপালকে নিতান্ত অবমানিত হইয়া বিষণ্ণচিত্তে প্রত্যাগমন করিতে হয়। পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞকালে শিশুপাল কৃষ্ণের বিরুদ্ধে উত্থিত হন। তৎকালে ইহাঁর অপরাধ সংখ্যা শতাধিক হওয়ায় কৃষ্ণ ইহাঁর প্রাণসংহার করেন।

শিশুপালহা—(শিশুপালহন্)। শ্রীকৃষ্ণ। শিশুপাল দেখ ; শিশুপাল শব্দ—হন (বধ করা) +ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

শিশুমার—জলজন্তুবিশেষ, জলকপি, শুশুক ; তারকাচক্রবিশেষ। শিশু শব্দ—ণিজন্ত মৃ বা মারি (মারিয়া ফেলা)+ষণ্ ক। সং ; পু।

শিশ্ন—পুরুষোপস্থ, মেঢ্র, পুরুষাঙ্গ। শশ (প্লুত গমন করা)+নক্ ক, নিপাতনে। সং ; পু।

শিষ্ট—১। শান্ত ; ধীর ; সুশীল ; বশতাপন্ন ; শিক্ষিত ; নীতিজ্ঞ। শাস (শাসন করা) +ক্ত র্ম্ম। ২। অবশিষ্ট। শিষ (বাকি থাকা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

[শিষ্টতা]—শিষ্টের ধর্ম, নম্রতাদি গুণ। শিষ্ট শ +তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

[শিষ্টসম্ভাষ]ণ—ধীর সম্ভাষণ, ভদ্র কথোপকথন, ভদ্রতাপূর্ণ আলাপ। কর্ম্মধা। সং; পু।

শিষ্টাচার—ভদ্র ব্যবহার, ভদ্রতা। শিষ্ট যে আচার, কর্ম্মধা। সং; পু।

শিষ্টাচারসম্পন্ন—ভদ্রব্যবহারযুক্ত, ভদ্রতাবিশিষ্ট ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শিষ্টি—দমন, শাসন, তাড়ন; আজ্ঞা, আদেশ শাস (শাসন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী

শিষ্য—১। শাসনীয়; উপদেশ্য; শিক্ষণীয়। শাস (শাসন করা)+ক্যপ কর্ম্ম। বিণ ত্রি। ২। অন্তেবাসী, ছাত্র; চেলা। পু।

শী—শান্তি; শয়ন। শী (শয়ন করা)+ক্বিপ ভা। সং; স্ত্রী।

শীকর—বায়ুবাহিত জলবিন্দু; জলকণা; শরল বৃক্ষ। শীক (সেক করা)+অরন্ ক। সং; পু।

শীঘ্র—১। অবিলম্ব, ত্বরা। শিন্ঘ (আঘ্রাণ করা)+রক্ ভা। সং; ক্লী। ২। ত্বরিত, দ্রুত। শিন্ঘ+রক্ ক। বিণ; ত্রি। অবিলম্বে, ত্বরান্বিত হইয়া। ক্রি-বিণ।

শীঘ্রগ—দ্রুতগামী। শীঘ্র শব্দ—গম (যাওয়া) +ড ক। বিণ; ত্রি।

শীঘ্রগতি—১। দ্রুতগমন; গ্রহের গতিবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। দ্রুতগতিসম্পন্ন, দ্রুতগামী। শীঘ্র (দ্রুত) হইয়াছে গতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

শীঘ্রগামিনী—শীঘ্রগামী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

শীঘ্রগামী—দ্রুতগমনকারী, ক্ষিপ্রগামী। শীঘ্র —গম (যাওয়া)+ণিন্ ক—শীঘ্রগামিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শীঘ্রগামিনী

শীঘ্রচেতন—কুক্কুর। শীঘ্র শব্দ—চিত (চেতন পাওয়া)+অন ক। সং; পু।

শীঘ্রতা—দ্রুততা। শীঘ্র শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

শীঘ্রবেধী—দ্রুতবিদ্ধকারী, লঘুহস্ত। শীঘ্র শব্দ —বিধ (বিদ্ধ করা)+ণিন্ ক—শীঘ্রবেধিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু।

শীত—১। শীতল, ঠাণ্ডা; জড়। শৈ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। শীতলতা, শৈত্য। শীত শব্দ+ক ভাবে। সং; ক্লী। ৩। শীতকাল [ষড়্ঋতু দেখ]; বেতস বৃক্ষ, বেত গাছ। সং; পু।

শীতকর, শীতকরণ, শীতগু, শীতময়ূখ, শীতরশ্মি —চন্দ্র; কর্পূর। শীত (শীতল) হইয়াছে কর, কিরণ, গো, ময়ূখ, রশ্মি (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

শীতগু—শীতকর দেখ।

শীতপ্রধান—অধিক শীতবিশিষ্ট, যেখানে শীতকাল অধিকস্থায়ী; অতিরিক্ত শীতল। শীত হইয়াছে প্রধান যথায়, বহু। বিণ; ত্রি।

শীতরশ্মি—শীতকর দেখ।

শীতল—১। শৈত্যগুণবিশিষ্ট, ঠাণ্ডা। শীত শব্দ —লা (দেওয়া)+ড ক, অথবা শীত শব্দ +ল যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। ২। চন্দন; মৌক্তিক; শৈলেয়; বেণার মূল, খস্‌খসে। সং; ক্লী।

শীতলতা—শৈত্য, ঠাণ্ডা ভাব। শীতল দেখ; শীতল+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

শীতলপ্রকৃতি—১। ধীর-স্বভাব, ঠাণ্ডা মেজাজবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। ২। ধীরস্বভাব। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শীতলস্বভাব—শীতলপ্রকৃতি। বহু। বিণ; ত্রি।

শীতলা—দেবীবিশেষ, বসন্তাদি রোগের দেবতা। শীতল দেখ; শীতল+আপ্। সং; স্ত্রী।

শীতবাত—শীতল বায়ু, ঠাণ্ডা বাতাস। কর্ম্মধা। সং; পু।

শিতশিব—১। শৈলেয়; সৈন্ধবলবণ। সং; ক্লী। ২। মৌরি। সং; পু।

শীতা—লাঙ্গল-পদ্ধতি; রামচন্দ্রের ভার্য্যা, সীতা [সীতা দেখ]। শৈ (গমন করা)+ক্ত ক +আপ্। সং; স্ত্রী।

শীতাংশু—চন্দ্র; কর্পূর। শীত (শীতল) হইয়াছে অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

শীতাগম—শীতকালের আবির্ভাব, শীতের উপস্থিতি। ৬তৎ। সং; পু।

শীতাতপ—শীতলতা ও উষ্ণতা, শীত ও রৌদ্র। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

শীতাতপসহিষ্ণু—শীত ও রৌদ্র সহ্যকারী। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

শীতাদ্রি—হিমাদ্রি, হিমালয় পর্ব্বত। শীত (শীতল) যে অদ্রি (পর্ব্বত), কর্ম্মধা। সং; পু।

শীতার্ত্ত—শীত-পীড়িত, শীতে কাতর। শীত দ্বারা ঋত (যুক্ত) বা আর্ত্ত (পীড়িত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শীতালু—শীতার্ত্ত, শীত-পীড়িত। শীত+আলু যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

শীতাশ্মা—(শীতাশ্মন্)। চন্দ্রকান্ত মণি। শীত (শীতল) যে অশ্মা (প্রস্তর), কর্ম্মধা। পু।

শীতোষ্ণ—শীতগ্রীষ্ম, ঠাণ্ডা ও গরম। দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি।

শীতোষ্ণতা—শীতোষ্ণ দেখ। শীতোষ্ণ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

[শী]ৎকার, শীৎকৃত—অব্যক্ত ধ্বনিবিশেষ, 'ইস্' এইরূপ শব্দকরণ। শীৎ (অনুকরণ শব্দ)— কৃ (করা)+ঘঞ্, ক্ত ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

শীধু—পক্ক ইক্ষুরসজাত মদ্যবিশেষ; মধু। শী (শয়ন)+ধুক্ ণ। সং; ক্লী ও পু।

[শী]ন—১। ঘনীভূত, জমিয়া শক্ত হইয়াছে এরূপ; মূর্খ। শ্যৈ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ত্রি। ২। অজগর। সং; পু।

শীভর—স্ফীত; মনোরম। বিণ; ত্রি।

শীর—বৃহৎকায় সর্প, অজগর। শী (শয়ন করা) +রক্ ক। সং; পু।

শীর্ণ—কৃশ; ক্ষীণ; শুষ্ক; ছিন্ন; পতিত। শৄ (বধ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

শীর্ণকায়—১। ক্ষীণ দেহ, কৃশ শরীর। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। ক্ষীণকায়, কৃশ শরীরবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শীর্ণকায়া।

শীর্ণতা—কৃশতা; ক্ষীণতা; শুষ্কতা। শীর্ণ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

শীর্ণদেহ—১। ক্ষীণ শরীর, কৃশ দেহ। কর্ম্মধা। সং; পু ও ক্লী। ২। ক্ষীণকায়, কৃশকায়। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শীর্ণদেহা।

শীর্ষ—মস্তক, মাথা। শিরস্ শব্দ স্থানে শীর্ষ আদেশ; শিরঃ দেখ। সং; ক্লী।

শীর্ষক—মাথার খুলি; টোপর; পাগড়ি। শীর্ষ শব্দ+কণ্। সং; ক্লী

শীর্ষচ্ছেদ্য—বধ্য, শিরশ্ছেদনযোগ্য। শীর্ষ হইয়াছে ছেদ্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

শীর্ষণ্য—১। শীর্ষস্থিত; মস্তকজাত। শীর্ষ শব্দ+ ষ্য। বিণ; ত্রি। ২। শিরস্ত্রাণ, পাগড়ী। সং; ক্লী। ৩। বিশদ কেশ, পরিষ্কৃত চুল। সং; পু।

শীর্ষস্থান—মস্তক; উচ্চ স্থান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শীর্ষস্থানীয়—মস্তকস্থানীয়; সর্ব্বপ্রধান। শীর্ষস্থান শব্দ+ঈয়। বিণ; ত্রি।

শীল—১। চরিত্র; স্বভাব; সাধুচরিত্র। শীল (অভ্যস্ত হওয়া)+অল্ ণ। সং; ক্লী। ২। অজগর। শী (শয়ন করা)+রক্ ক। সং; পু।

শীলন—অভ্যাস; আলোচনা; প্রবর্ত্তন; পরিদর্শন; অতিশায়ন। শীল (অভ্যাস করা) +অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে শীলিত।

শীলবতী—সুশীলা, সচ্চরিত্রা। শীল+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে শীলবান্।

শীলবান্—(শীলবৎ)। সুশীল, সচ্চরিত্র। শীল +বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শীলবতী।

শীলিত—অভ্যস্ত; প্রবর্ত্তিত; শিক্ষিত; আলোচিত। শীল (অভ্যাস করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে শীলন।

শীবা—(শীবন্)। অজগর; ঢোড়া সাপ। শী (শয়ন করা)+ক্বনিপ্ ক। সং; পু।

শুক—১। পক্ষিবিশেষ, টিয়া পাখী। ২। রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী। রাবণের আদেশে শুক বানর সাজিয়া রামের সৈন্যবলের সন্ধান লইতে রাম-শিবিরে গমন করিলে বিভীষণ ইহাকে ধরিয়া ফেলেন। রাম ইহার প্রতি

সদ্ব্যবহার করিয়া ছাড়িয়া দেন। শুক (গমন করা)+ক ক, অথবা শুচ (দীপ্তি পাওয়া) +কক্ ক। সং; পু।

৩। জনৈক ঋষি, বেদব্যাসের পুত্র মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, একদা ঘৃতাচী অপ্সরাকে দেখিয়া ব্যাসদেব চঞ্চলমনা হন। ঘৃতাচী তাহা দেখিয়া শুকপক্ষিণীর রূপ ধারণ করে; তদ্দর্শনে ব্যাসদেব নিজ কুপ্রবৃত্তি দমন করিবার নিমিত্ত অরণি-মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘর্ষণ করিতে করিতে সেই অরণিমধ্যে সহসা তাঁহার রেতঃস্খলন হইল। ঋষিবর তাহাতে শঙ্কিত না হইয়া আরও প্রবলবেগে সেই কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠদ্বয়ের পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণে তন্মধ্যস্থ শুক্র আলোড়িত হওয়ায় অবিলম্বে তাহা হইতে তেজঃপুঞ্জ কলেবর ব্রহ্মর্ষি শুকদেব বিনির্গত হইয়া যজ্ঞস্থলে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; শুক্র-বিলোড়ন দ্বারা ইঁহার জন্ম হওয়ায় ইনি শুক নামে খ্যাত হন। অতঃপর ইনি বনে গমন করিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। অপ্সরা রম্ভা ইঁহার তপোবিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলে শুকদেব তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

শুকনাস—১। শুকপক্ষিতুল্য নাসিকাবিশিষ্ট। শুকের নাসার ন্যায় নাসা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। রাজা তারাপীড়ের মন্ত্রী। সং; পু।

শুকাদন—দাড়িম্ব, ডালিম। শুকের (শুকপক্ষীর) অদন (ভক্ষণীয়), ৬তৎ। সং; পু।

শুক্ত—১। পরিষ্কৃত; পবিত্র; পর্য্যুষিত বা বিকৃত হওয়ায় অম্লযুক্ত; নিষ্ঠুর; নির্জ্জন। শুচ (পবিত্র হওয়া, ইত্যাদি)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। শির্কা; মাংস; ব্যঞ্জনবিশেষ। সং; স্ত্রী।

শুক্তি, শুক্তিকা—ঝিনুক; অশ্বের বক্ষঃস্থলে লোমাবলী-কৃত আবর্ত্তত্রয়; কপালখণ্ড; শঙ্খ; চক্ষুরোগবিশেষ। শুচ (পবিত্র হওয়া, ইত্যাদি)+ক্তি ণ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ +আপ্। সং; স্ত্রী।

শুক্তিজ—১। শুক্তিজাত। শুক্তি—জন (জন্মা) +ড ক। বিণ; ত্রি। মুক্তাফল। সং; ক্লী।

শুক্র—১। চক্ষুরোগবিশেষ; তেজঃ; শরীরস্থ ধাতুবিশেষ, বীর্য্য [আহারজাত রস হইতে রক্তের উৎপত্তি হয়; রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদঃ, মেদঃ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র জন্মে। শুক্র মজ্জারই সারাংশ]। শুচ (পবিত্র হওয়া, ইত্যাদি)+রক্ ক। সং; ক্লী। ২। অগ্নি; জ্যৈষ্ঠমাস; গ্রহবিশেষ [নবগ্রহ দেখ]; যোগবিশেষ। সং; পু।

শুক্র, শুক্রাচার্য্য—দৈত্য-গুরু। শুচ (পবিত্র হওয়া)+রক ক ২য় পক্ষে শুক্রও যে আচার্য্যও সে, কর্ম্মধা। সং; পু।

ভৃগুমুনির পুত্র বলিয়া ইঁহার অন্য নাম ভৃগুসুত বা ভার্গব। আবার মতান্তরে কথিত আছে যে, "মহর্ষি ভার্গব মহেশ্বরের উপস্থ দ্বার হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া শুক্র নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।" ইঁহার ষণ্ড ও অমর্ক নামে দুই পুত্র এবং দেবযানী নামে এক কন্যা জন্মে। বলিরাজের দানে ব্যাঘাত করায় ইঁহার একটি চক্ষুঃ নষ্ট হয়। এজন্য ইনি সাধারণতঃ 'কাণা শুক্র' নামে খ্যাত।

ইনি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জানিতেন এবং তদ্দ্বারা যুদ্ধে হত দৈত্যগণকে পুনর্জীবিত করিতেন। এই বিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত বৃহস্পতিতনয় কচ দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ইঁহার গৃহে শিষ্যরূপে অবস্থিতি করিতে করিতে দেবযানীর অনুরাগভাজন হন। দৈত্যগণ কচের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দুইবার বধ করিলে দেবযানীর অনুরোধে শুক্র তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। তৃতীয় বারে দৈত্যগণ কচকে ভস্মীভূত ও সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া ভার্গবকে পান করায়। কন্যার অনুরোধে সেবারেও ইনি উদরমধ্যস্থ কচকে পুনর্জীবিত করেন এবং মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে উদর ভেদ করিয়া নির্গত হইতে বলেন। কচ তাহা করায় ইঁহার প্রাণনাশ ঘটে। তখন কচ ইঁহাকে পুনর্জীবিত করেন (কচ দেখ)। ইঁহার অপর কন্যা অরজার প্রতি বলপ্রকাশ হেতু ইনি দণ্ডকরাজাকে শাপে ভস্মীভূত করেন। তাঁহার রাজ্য অরণ্যরূপে পরিণত হইয়া দণ্ডকারণ্য হয়। যযাতি রাজা ইঁহার এক কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেন। অপর পত্নী শর্ম্মিষ্ঠার উপর রাজার পক্ষপাতমূলক অনুরাগ ছিল বলিয়া অপমান বোধে ইনি যযাতিকে অভিশাপে জরাগ্রস্ত করিয়াছিলেন [যযাতি দেখ]।

শুক্রকর—১। বীর্য্যজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। মজ্জা। সং; পু।

শুক্রভুক্—(শুক্রভুজ্) ১। রেতঃখাদক। শুক্র (রেতঃ)—ভুজ (খাওয়া)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। ময়ূর। সং; পু।

শুক্রল—শুক্রযুক্ত। শুক্র+ল যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

শুক্রশিষ্য—দৈত্য। ৬তৎ। সং; পু।

শুক্ল—১। শ্বেতবর্ণযুক্ত, সাদা; শুদ্ধ, নির্দোষ, পবিত্র। শুচ (পবিত্র হওয়া)+লক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। শ্বেতবর্ণ, সাদা রঙ্। সং; পু। ৩। রজত, রৌপ্য; চক্ষুরোগবিশেষ; নবনীত। সং; ক্লী।

শুক্লকর্ম্মা—(শুক্লকর্ম্মন্)। সৎকার্য্যকারী, বিশুদ্ধচরিত্র। শুক্ল (শুদ্ধ) হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; পু।

শুক্লতিথি—অমাবস্যার পরবর্ত্তী প্রতিপৎ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ১৫ তিথি। শুক্লা যে তিথি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শুক্লপক্ষ—অমাবস্যার অব্যবহিত পরবর্ত্তী প্রতিপৎ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ তিথি [পক্ষ দেখ]। কর্ম্মধা। সং; পু।

শুক্লা—শর্করা; সরস্বতী। শুক্ল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

শুক্লাপাঙ্গ—ময়ূর। শুক্ল (সাদা) হইয়াছে অপাঙ্গ (চক্ষুর প্রান্ত) যাহার, বহু। সং; পু।

শুক্লিমা—(শুক্লিমন্)। শ্বেতত্ব, সাদা রঙ্। শুক্ল শব্দ+ইমন্ ভাবে। সং; পু।

শুঙ্গ—বট গাছ; আমড়া গাছ। সং; পু।

শুঙ্গা—ধান্যাদির শুঁয়া। সং; স্ত্রী।

শুচ্, শুচা—মনস্তাপ, শোক। শুচ (শোক করা)+ক্বিপ্ ভা, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং; স্ত্রী।

শুচি—১। পবিত্র; শুদ্ধ, নির্দোষ; নির্ম্মল; অনুপহত; শুক্ল, শুভ্র, সাদা; অনুকূল। শুচ (পবিত্র হওয়া, ইত্যাদি)+ইক্ ক। বিণ; ত্রি। ২। অগ্নি; গ্রীষ্ম; শুদ্ধ মন্ত্রী; জ্যৈষ্ঠ; আষাঢ়; শুক্লবর্ণ, সাদা রঙ্; সদাচার; শৃঙ্গার রস। সং; পু।

শুচিতা—পবিত্রতা; বিশুদ্ধতা; নির্দোষতা; নির্ম্মলতা। শুচি শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

শুচিশ্রবাঃ—(শুচিশ্রবস্)। শ্রীকৃষ্ণ। শুচি (পবিত্র) হইয়াছে শ্রবঃ (শ্রবণ) যাঁহার, বহু; মহাভারতে কথিত আছে,—'আমি পাপস্পর্শ না করিয়া পবিত্র বাক্যসমুদায় শ্রবণ করি বলিয়া আমার নাম শুচিশ্রবাঃ হইয়াছে'। সং; পু।

শুচিস্মিত—বিশুদ্ধহাস্যযুক্ত। শুচি (শুদ্ধ) হইয়াছে স্মিত (হাস্য) যাহার, বহু। বিণ।

শুজা—(শাহ্)। দিল্লীশ্বর শাহ্জহাঁর দ্বিতীয় পুত্র। ইনি সমর-বিদ্যায় বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন, কিন্তু অমিতাচারে ইঁহার মন ও দেহ উভয়ই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। ১৬৩৯ খ্রীঃ শাহ্জহাঁ ইঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। তদবধি ইনি প্রায় ২০ বৎসর এই তিন প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ইনি ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার রাজমহলে বঙ্গরাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন এবং সুন্দর সুন্দর অট্টালি-

কাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার শোভাবৃদ্ধি করেন। ইনি বঙ্গরাজ্যের রাজস্বের একটি নূতন হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইঁহারই শাসনকালে ইংরেজরা বাঙ্গালায় প্রথম বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। বাউটন (Gabril Boughton) নামক একজন ইংরেজ ডাক্তার চিকিৎসা-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া ইঁহার প্রিয়পাত্র হন, এবং ইঁহার নিকট হইতে সজাতীয় বণিক্‌দিগের অনুকূলে অতি অল্প শুল্কে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। তদনুসারে ইংরেজরা ১৬৫০ অব্দে হুগলিতে একটি প্রধান কুঠি এবং পরে ঢাকা, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে শাখাকুঠি স্থাপন করেন।

১৬৫৭ খ্রীঃ শাহ্‌জহাঁ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন ও সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া যুবরাজরূপে রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। দ্বিতীয় শুজা বাঙ্গালায়, তৃতীয় আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে ও চতুর্থ মুরাদ গুজরাটে সুবাদারি করিতেন। পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া ইঁহারা সকলেই সিংহাসন লাভার্থ সচেষ্ট হইলেন। শুজা অগ্রসর হওয়ায় দারা কর্ত্তৃক বারাণসীতে পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন। ইতোমধ্যে শাহ্‌জহাঁ আরোগ্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু আওরঙ্গজেব তাঁহাকে কৌশলে বন্দী করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। অনন্তর তিনি দারা ও মুরাদের প্রাণবধ করিলেন।

শুজা বাঙ্গালায় থাকিয়া এই সমস্ত সংবাদ শুনিলেন এবং তুমুল আয়োজন করিয়া আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এদিকে আওরঙ্গজেবও শুজার অভিযানবার্ত্তা অবগত হইয়া প্রথমতঃ স্বীয় বিশ্বস্ত সেনাপতি মিরজুমলাকে ইঁহার গতিরোধার্থ প্রেরণ করিলেন এবং পরে নিজেও তাঁহার অনুগামী হইলেন। আলাহাবাদ ও এটোয়ার মধ্যবর্ত্তী কাজোয়া নামক স্থানে উভয় ভ্রাতায় সাক্ষাৎ হইল (১৬৫৯ খ্রীঃ)। শুজা পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মিরজুমলা সেথান পর্য্যন্ত ইঁহার অনুসরণ করায় ইনি পরিজনবর্গ লইয়া ১৬৬০ খ্রীঃ আরাকানে পলায়ন করিলেন। আরাকানের বৌদ্ধরাজা কিছুদিন ইঁহাকে আশ্রয় দান করেন, কিন্তু তাহার পর ইঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অনেকে বলেন, আরাকান-পতি শুজার কন্যার রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নীভাবে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হওয়ায় তিনি কোপাবিষ্ট হইয়া শুজাকে সপরিবারে নির্দ্দয়ভাবে বধ করেন।

শুঁঠি, শুঁঠিকা, শুঠী—শুষ্ক আর্দ্রক, শুক্‌না আদা, শুঁঠ। শুন্ঠ (শোষণ করা) + ই ণ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ + আপ্, ৩য় পক্ষে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শুণ্ড—কর, হাতীর শুঁড়। শুন (গমন করা) + ড ক। সং; পু।

শুণ্ডধর—করী, হস্তী। শুণ্ড শব্দ – ধৃ (ধারণ করা) + অন্ ক। সং; পু।

শুণ্ডা—১। শুণ্ড, হাতীর শুঁড়; মদিরা; কুটনী। শুন (গমন করা) + ড ক + আপ্। ২। বেশ্যা; মদ্যগৃহ। শুন + ড অধি + আপ্। সং; স্ত্রী।

শুণ্ডার—করী, হস্তী; অপকৃষ্ট শুণ্ডা, নিকৃষ্ট মদিরা; শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। শুণ্ডা শব্দ + র। সং; পু।

শুণ্ডিকা—অলিজিহ্বা, আলজিভ। সং; স্ত্রী।

শুণ্ডী—(শুণ্ডিন্)। করী, হস্তী; শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। শুণ্ড শব্দ + ইন অস্ত্যর্থে। সং; পু।

শুদ্ধ—পবিত্র; নির্দ্দোষ; নির্ম্মল; শুভ্র; স্বচ্ছ; কেবল। শুধ (শোধন করা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে শুদ্ধি, শোধন।

শুদ্ধচারিণী—শুদ্ধচারী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

শুদ্ধচারিতা—পবিত্রাচার। শুদ্ধচারী দেখ; শুদ্ধচারিন্ শব্দ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

শুদ্ধচারী—(শুদ্ধচারিন্)। পবিত্রাচার; নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র। শুদ্ধ (পবিত্র) চরণ (আচরণ) করে যে, টপ; শুদ্ধ শব্দ – চর + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শুদ্ধচারিণী। বিশেষ্যে শুদ্ধচারিতা।

শুদ্ধদৎ—শুভ্রদন্তবিশিষ্ট। শুদ্ধ (শুভ্র) হইয়াছে দন্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শুদ্ধদতী।

শুদ্ধমতি—১। পবিত্র চিত্ত, নিষ্পাপ অন্তঃকরণ। শুদ্ধা যে মতি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। পবিত্রচেতাঃ, বিশুদ্ধমনাঃ, নিষ্পাপ চিত্তবিশিষ্ট। শুদ্ধা হইয়াছে মতি (মনঃ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

শুদ্ধসত্ত্ব—পবিত্রচেতাঃ। বহু। বিণ; ত্রি।

শুদ্ধাচার—১। বিশুদ্ধ আচরণ, পবিত্র অনুষ্ঠান। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। পবিত্র আচারসম্পন্ন। বহু। বিণ; ত্রি।

শুদ্ধাচারিণী—শুদ্ধাচারী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

শুদ্ধাচারী—(শুদ্ধাচারিন্)। পবিত্র আচারসম্পন্ন। শুদ্ধ যে আচার, কর্ম্মধা। শুদ্ধাচার + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শুদ্ধাচারিণী।

শুদ্ধান্ত—অন্তঃপুর, অন্দরমহল; অন্তঃপুর-কক্ষা; অন্তঃপুর-স্ত্রী; অশৌচান্ত। শুদ্ধ (পবিত্র) হইয়াছে অন্ত যাহার, বহু। সং; পু।

শুদ্ধাশুদ্ধ—পবিত্র ও অপবিত্র, নির্দ্দোষ ও সদোষ। দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি।

শুদ্ধি—শোধন; মার্জ্জন; সংস্কার; স্বচ্ছতা। শুধ (শুদ্ধ করা বা হওয়া) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে শুদ্ধ।

শুদ্ধোদন—বুদ্ধদেবের পিতা। পুরাকালে অযোধ্যার উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলবাস্তু নামে একটি রাজ্য ছিল। শুদ্ধোদন তথাকার রাজা ছিলেন। মহামায়া ও গৌতমী নাম্নী রাজা দণ্ডপাণির দুই ভগিনীর সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। মহামায়ার গর্ভে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। মতান্তরে—শুদ্ধোদন বুদ্ধদেবের পিতা নহেন,—পিতামহ। বুদ্ধের পিতার নাম শুদ্ধোদনি,—শুদ্ধোদনের পুত্র।

শুদ্ধোদনি—কেহ কেহ বলেন, ইনি বুদ্ধের পিতা। শুদ্ধোদন শব্দ + ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

শুদ্ধ্যশুদ্ধি—পবিত্রতা ও অপবিত্রতা, নির্দ্দোষতা ও সদোষতা। শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

শুন—কুকুর। শুন (গমন করা) + ক ক।

শুনঃশেফ—ঋচিক মুনির মধ্যম পুত্র, বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয়। অম্বরীষ রাজার যজ্ঞীয় পশু ইন্দ্র হরণ করিলে, তিনি যজ্ঞবিঘ্নের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নরবলি দিবার নিমিত্ত ইঁহাকে ক্রয় করেন, এবং অযোধ্যায় যাইতে যাইতে রাত্রিযাপন করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হন। শুনঃশেফ প্রাণরক্ষার নিমিত্ত মাতুল বিশ্বামিত্রের শরণার্থী হইলে তিনি ইঁহাকে অগ্নির স্তব শিক্ষা দেন। সেই স্তব উচ্চারণ করিয়া ইনি রাজার যজ্ঞাগ্নিতে রক্ষা পান। অনন্তর বিশ্বামিত্র ইঁহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ইঁহার নাম দেবরথ রাখেন।

শুনক—কুকুর; মুনিবিশেষ। শুন দেখ; শুন শব্দ + কণ্। সং; পু।

শুনি—কুকুর। শুন (গমন করা + ইক্ ক। সং; পু বা স্ত্রী।

শুনী—কুকুরী। শ্বা দেখ; শ্বন্ + ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শুন্ধ্যু—অগ্নি। শুন্ধ + যু ক। সং; পু।

শুন্য—রিক্ত, শূন্য। শুন (গমন করা) + য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

শুভ—১। সুখ; মঙ্গল। শুভ (শোভা পাওয়া) + ক ক। সং; স্ত্রী। ২। মঙ্গলজনক, হিতকর; সুখী; কুশলী; সুন্দর।

বিণ ; ত্রি। ৩। যোগবিশেষ। সং ; পুং।

শুভংযু—শুভান্বিত, কুশলযুক্ত। শুভ শব্দের ২য়ার ১বচনে শুভং, তদুত্তরে যু যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।

শুভকর—মঙ্গলদায়ক ; সুখদ। শুভ শব্দ—কৃ (করা)+ট ক। বিণ ; ত্রি।

শুভকরী—মঙ্গলদায়িকা ; সুখপ্রদা। শুভকর দেখ ; শুভকর+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী

শুভক্ষণ—শুভসময়, মঙ্গলজনক সময় ; মঙ্গলদায়ক মুহূর্ত্ত। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

শুভঙ্কর—১। মঙ্গলদায়ক। শুভ শব্দের ২য়ার ১বচনে শুভং, তদুত্তরে কৃ (করা)+ট ক বিণ ; ত্রি।

২। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ। বঙ্গদেশে কায়স্থকুলে ইঁহার জন্ম। গণিতবিদ্যায় ইঁহার অসামান্ত ব্যুৎপত্তি ছিল। গণিতের জটিল নিয়মসমূহ ভাঙ্গিয়া ইনি নিত্য-ব্যবহার্য্য অঙ্ক সমস্ত সমাধান করিবার সহজ সহজ সঙ্কেত নির্দ্ধারণ করিয়া জনসাধারণের অশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। সং ; পুং।

শুভদ—মঙ্গলদায়ক। শুভ শব্দ—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

শুভদৃষ্টি—মঙ্গলজনক দৃষ্টি ; বিবাহকালে বর কন্তার পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত। শুভা (মঙ্গলদায়িকা) যে দৃষ্টি, কর্ম্মধা সং ; স্ত্রী।

শুভমুহূর্ত্ত—শুভক্ষণ, মঙ্গলজনক অত্যল্প সময় কর্ম্মধা। সং ; পুং ও ক্লী।

শুভসূচক—মঙ্গলজ্ঞাপক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

শুভসূচন—মঙ্গলজ্ঞাপন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

শুভসূচনী—দেবীবিশেষ, সুবচনী। সং ; স্ত্রী।

শুভাকাঙ্ক্ষা—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, কল্যাণকামনা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী—শুভাকাঙ্ক্ষী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

শুভাকাঙ্ক্ষী—(শুভাকাঙ্ক্ষিন্)। মঙ্গলাভিলাষী, কল্যাণকামী, হিতৈষী। শুভ শব্দ—আ—কাঙ্ক্ষ+ণিন্ ক। বিণ ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে শুভাকাঙ্ক্ষিণী।

শুভাগমন—মঙ্গলজনক আগমন, হিতকর উপস্থিতি। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

শুভানুধ্যান—মঙ্গলচিন্তা, কল্যাণকামনা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

শুভানুধ্যায়ী—(শুভানুধ্যায়িন্)। মঙ্গলকামী, হিতাভিলাষী। শুভ শব্দ—অনু—ধ্যৈ (চিন্তা করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে শুভানুধ্যায়িনী।

শুভানুষ্ঠান—মঙ্গলজনক অনুষ্ঠান, কল্যাণকর কার্য্য। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

শুভাশীর্ব্বাদ—মঙ্গলজনক আশীর্ব্বাদ, কল্যাণকর আশীষ বাক্য। কর্ম্মধা। সং ; পুং।

শুভাশুভ—মঙ্গলামঙ্গল, হিতাহিত, ভালমন্দ। ন শুভ, নঞ্‌ ৬তৎ। শুভ ও অশুভ, দ্বন্দ্ব বিণ ; ত্রি।

শুভ্র—১। উদ্দীপ্ত ; শ্বেতবর্ণযুক্ত, শুক্ল, সাদা। শুভ (দীপ্তি পাওয়া)+রক্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। শ্বেতবর্ণ, সাদা রঙ্। সং ; পুং। ৩। রৌপ্য ; অভ্রক। সং ; ক্লী।

শুভ্রকান্তি—১। শুভ্র সৌন্দর্য্য, শ্বেতবর্ণ দীপ্তি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। শুভ্রসৌন্দর্য্যসম্পন্ন, শুভ্রদীপ্তিবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

শুভ্রকায়—১। শুভ্র দেহ। কর্ম্মধা। সং ; পুং। ২। শুভ্রশরীরসম্পন্ন। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শুভ্রকায়া। [সং ; পুং।

শুভ্রকেশ—শ্বেতকুন্তল, সাদা চুল। কর্ম্মধা।

শুভ্রকেশশ্মশ্রুশোভিত—সাদা চুল ও সাদা গোঁপদাড়িবিশিষ্ট। কেশ ও শ্মশ্রু, দ্বন্দ্ব ; শুভ্র যে কেশশ্মশ্রু, কর্ম্মধা ; তদ্দ্বারা শোভিত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শুভ্রদন্তী—বায়ুকোণের হস্তিনী। শুভ্র হইয়াছে দন্ত যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

শুভ্রবসন—১। সাদা কাপড়। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। শুভ্রবস্ত্র-পরিধায়ী, যে সাদা কাপড় পরিয়াছে এরূপ। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শুভ্রবসনা।

শুভ্রশরীর—১। শুভ্র দেহ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। শুভ্র দেহবিশিষ্ট। বিণ ; ত্রি।

শুভ্রশ্মশ্রু—১। সাদা দাড়ি। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। সাদাদাড়িবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

শুভ্রাংশু—কর্পূর ; চন্দ্র। শুভ্র হইয়াছে অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। সং ; পুং।

শুম্ভ—জনৈক অসুর। শুম্ভ (দীপ্তি পাওয়া) +অন্ ক। সং ; পুং।

শুম্ভ ভ্রাতা নিশুম্ভসহ অতীব প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া ক্রমশঃ দেবতাদিগকে পরাভূত করিয়া দেবলোক অধিকার করিয়া বসে। দেবগণ ইঁহার জ্বালায় অস্থির হইয়া ভগবতীর শরণাপন্ন হন। ভগবতী দুর্গা নিজে অসিহস্তে অসুরবধার্থে সমরে অবতীর্ণা হন। নিশুম্ভ ও অন্যান্ত অসুরগণ নিধন প্রাপ্ত হইলে শুম্ভ স্বয়ং যুদ্ধস্থলে গমন করে এবং দেবীর হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। [স্ত্রী।

শুম্ভঘাতিনী, শুম্ভমর্দ্দিনী—দুর্গা। ৬তৎ। সং ;

শুল্ক—করবিশেষ, মাশুল ; যৌতুক ; বিবাহের পণ ; পণ, বাজি ; মূল্য। শুল্ক (সৃষ্টি করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; ক্লী ও পুং।

শুল্ব—যজ্ঞকর্ম্ম ; রজ্জু ; তাম্র। শুল্ব (পরিমাণ করা)+অ, অথবা শুধ (শুদ্ধ হওয়া)+ ব। সং ; ক্লী।

শুশ্রুবান্—(শুশ্রুবস্)। শ্রোতা, শুনিয়াছে এরূপ। শ্রু (শুনা)+কস্ক। বিণ ; পুং।

শুশ্রূষণ, শুশ্রূষা—শ্রবণেচ্ছা ; সেবা, পরিচর্য্যা। সনন্ত শ্রু (শুনিতে ইচ্ছা করা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে...+অ ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে শুশ্রূষু।

শুশ্রূষু—শ্রবণেচ্ছু ; সেবক, পরিচারক। সনন্ত শ্রু (শুনিতে ইচ্ছা করা)+উ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে শুশ্রূষণ, শুশ্রূষা।

শুষি—১। শোষণ, শুষ্ককরণ। শুষ (শোষণ করা)+ইক্ ভা। ২। বিবর, গর্ত্ত। শুষ+ইক্ ক। সং ; স্ত্রী।

শুষির—১। গর্ত্ত, বিবর ; রন্ধ্র, ছিদ্র ; বংশ্যাদি-বাদ্য, বাঁশী প্রভৃতির বাজনা। শুষ (শোষণ করা)+কিরচ্ ক। সং ; ক্লী। ২। সচ্ছিদ্র। বিণ ; ত্রি। ৩। মূষিক, উন্দুর। সং ; পুং।

শুষ্ক—নীরস, রসহীন, শুকনা ; শীর্ণ ; নিরর্থক, অহেতুক। শুষ (শোষণ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে শুষ্কতা।

শুষ্ককণ্ঠ—১। নীরস কণ্ঠ, শুক্‌না গলা। কর্ম্মধা। সং ; পুং। ২। যাহার গলা শুকাইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

শুষ্কপ্রায়—নীরসতুল্য, শুকনার মত। ৬তৎ।

শুষ্কল—আমিষ, মাংস। শুষ্ক শব্দ+কল, অথবা শুষ্ক—লা+ড ক। সং ; পুং ও ক্লী।

শুষ্ম—তেজঃ ; বীর্য্য, বল। শুষ (শোষণ করা) +মক্ ক। সং ; ক্লী। শুষ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে মন্ প্রত্যয় করিলে শুষ্মন্ শব্দ হয়, ক্লীবলিঙ্গে তাহার একবচনেও 'শুষ্ম' হয় এবং তাহারও এই সমস্ত অর্থ হইয়া থাকে।

শুষ্ম, শুষ্মা—(শুষ্মন্)। সূর্য্য ; অগ্নি ; বায়ু। শুষ (শোষণ করা)+মক্, মন্ ক। সং ; পুং।

শূক—শস্যাদির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ, শুঁয়া। শো (তীক্ষ্ণ হওয়া)+উকক্ ক। সং ; ক্লী ও পুং

শূককীট—শুঁয়া পোকা। শূক যুক্ত যে কীট, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পুং।

শূকধান্য—যব গোধূমাদি। শূক যুক্ত যে ধান্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

শূকর—বরাহ, শূয়ার। শূ (অনুকরণ শব্দ) কর (যে করে), উপ ; শূ—কৃ (করা)+ট ক। সং ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে শূকরী।

শূকল—দুষ্ট অশ্ব। সং ; পুং।

শূদ্র—চতুর্থ বর্ণ [চতুর্ব্বর্ণ দেখ]। শুচ (পবিত্র হওয়া)+রক্ ক। সং ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে জাতি অর্থে শূদ্রা ও পত্নী অর্থে শূদ্রী।

শূদ্রক—ভারতবর্ষে সুপ্রসিদ্ধ শূদ্রক নামক তিন ব্যক্তির উল্লেখ আছে। এক শূদ্রক রামচন্দ্রের সময়ে তপস্যা করায় অকালে ব্রাহ্মণ-পুত্রের মৃত্যু হয়। তাহাতে রামচন্দ্র অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, শূদ্রক নামক জনৈক শূদ্রবংশীয় ব্যক্তি যুগধর্ম্ম উল-

জ্ঞানপূর্ব্বক তপস্তায় রত হইয়াছে। তখন রামচন্দ্র স্বহস্তে শূদ্রক তপস্বীর মস্তকচ্ছেদন করিয়া যুগধর্ম্ম রক্ষা করেন। ইহাতে মৃত ব্রাহ্মণপুত্র পুনর্জীবিত হয়।

দ্বিতীয় শূদ্রক রাজা। ইনি মৃচ্ছকটিক নামক সুপ্রসিদ্ধ প্রকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মৃচ্ছকটিকের প্রস্তাবনায় লিখিত আছে যে, শূদ্রক সাতিশয় রূপবান্, অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও দ্বিজবংশোৎপন্ন রাজা ছিলেন। তিনি সামবেদ, ঋগ্বেদ, গণিতশাস্ত্র, কলা বিদ্যা ও হস্তিশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি মহেশ্বরের কৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ করেন এবং স্বীয় তনয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইনি শত বর্ষ জীবিত থাকিয়া অগ্নি-প্রবিষ্ট হন।

তৃতীয় শূদ্রক বাণভট্টের কাদম্বরীতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"আসীৎ……শূদ্রকো নাম রাজা।" অর্থাৎ শূদ্রক নামে বিবিধ গুণসম্পন্ন এক রাজা ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, শেষোক্ত দুইজন শূদ্রক ভিন্ন ব্যক্তি নহেন, একই ব্যক্তি। ইহা অসম্ভব নহে যে, বিদিশার রাজা উজ্জয়িনীর সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বিদিশা মধ্যভারতে অবস্থিত এবং উজ্জয়িনীর সন্নিহিত। [সং ; স্ত্রী।

শূদ্রা—শূদ্রজাতীয়া স্ত্রী। শূদ্র শব্দ+আপ্।

শূদ্রাবেদী—(শূদ্রাবেদিন্)। শূদ্রা-বিবাহকর্ত্তা, যে দ্বিজাতি শূদ্রাকে বিবাহ করে। শূদ্রা শব্দ —বিদ (বহন করা)+ণিন্ ক। সং ; পু।

শূদ্রী—শূদ্রপত্নী। শূদ্র শব্দ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

শূন—স্ফীত, বর্দ্ধিত। শ্বি (বাড়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

শূনা—সূনা দেখ।

শূন্য—১। রিক্ত ; রহিত ; নির্জ্জন ; তুচ্ছ। শূনা শব্দ+য্য। বিণ ; ত্রি। ২। আকাশ ; রিক্ততা-সূচক চিহ্ন,—"০" ; অভাব ; নির্জ্জন স্থান। সং ; স্ত্রী।

শূন্যকুম্ভ—জলশূন্য কলস। কর্ম্মধা। সং ; পু।

শূন্যগর্ভ—যাহার অভ্যন্তরভাগ রিক্ত এরূপ, খালি, ফাঁপা। শূন্য (রিক্ত) হইয়াছে গর্ভ (অভ্যন্তরদেশ) যাহার বহু। বিণ ; ত্রি।

শূন্যগৃহ—জনহীন গৃহ ; স্বজনহীন ঘর। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

শূন্যদৃষ্টি—১। উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি, উদাস দৃষ্টি। কর্ম্মধা। ২। আকাশে স্থাপিত দৃষ্টি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [পু।

শূন্যপথ—আকাশমার্গ, আকাশ। ৬তৎ। সং ;

শূন্যপানে—আকাশের দিকে। দেশজ শব্দ।

শূন্যময়—সম্পূর্ণ শূন্য, একেবারে রিক্ত ; নির্জ্জন। শূন্য+ময়ট্। বিণ ; ত্রি।

শূন্যমার্গ—শূন্যপথ। ৬তৎ। সং ; পু।

শূন্যবাদী—(শূন্যবাদিন্)। নাস্তিকবিশেষ, বৌদ্ধমতাবলম্বী। শূন্য শব্দ—বদ (বলা)+ণিন্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শূন্যবাদিনী।

শূন্যহস্ত—১। রিক্ত হস্ত, খালি হাত। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। রিক্তকরবিশিষ্ট, যাহার হাতে কিছু নাই, অভাবগ্রস্ত। বহু। বিণ ; ত্রি।

শূর—১। বসুদেবের পিতা ও কৃষ্ণের পিতামহ ; বীর ; সূর্য্য। শূর (বিক্রান্ত হওয়া)+অন্ ক। সং ; পু। ২। বীর্য্যসম্পন্ন, বলবান্। বিণ ; ত্রি।

শূরণ—ওল প্রভৃতি খাদ্যমূল ; বৃক্ষবিশেষ। শূর (বধ করা)+অন ক। সং ; পু।

শূরতা—বীরত্ব, বলবত্তা। শূর দেখ ; শূর+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

শূরসেন—১। যদুবংশোৎপন্ন জনৈক নরপতি। কৃষ্ণের জনক বসুদেব ইঁহার পুত্র। শূরসেনের কুন্তিভোজ রাজার সহিত সবিশেষ সদ্ভাব ছিল। একারণ তিনি কুন্তিভোজকে স্বীয় প্রথম সন্তান প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম সন্তান পৃথা। রাজা শূরসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞারক্ষার্থে পৃথাকে শৈশবকালেই কুন্তিভোজকে প্রদান করিলেন। পৃথা কুন্তিভোজের ভবনে প্রতিপালিত হইয়া কুন্তী নামে খ্যাতা হন। শূরসেনের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রুতশ্রবা, ইঁহাকে চেদিরাজ বিবাহ করেন। ইঁহারই গর্ভে শিশুপাল উৎপন্ন হন। ২। দেশবিশেষ, মথুরা। শূরা (বলবতী) হইয়াছে সেনা (সৈন্য) যাহার, বহু। সং ; পু।

শূরোচিত—বীরের উপযুক্ত, বীরযোগ্য। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। [স্ত্রী ও পু।

শূর্প—কুলা। শূ (বধ করা)+প ক। সং ;

শূর্পকর্ণ, শূর্পশ্রুতি—হস্তী, হাতী। শূর্পের (কুলার) ন্যায় কর্ণ, শ্রুতি যাহার, বহু। সং ; পু।

শূর্পণখা—রাক্ষস-রাজ রাবণের ভগিনী। শূর্পের (কুলার) ন্যায় নখ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

মুনিবর বিশ্রবার ঔরসে ও নিশাচরী কৈকসীর গর্ভে এই কামরূপিণী রাক্ষসীর জন্ম। ইহার অবয়ব অঙ্গারলোহিতবর্ণা ছিল। কালকেয়-দৈত্যবংশীয় বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক দানবের সহিত ইহার বিবাহ হয়। রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া যুদ্ধে বিদ্যুজ্জিহ্বকে ভ্রমক্রমে বধ করায় ভগিনী বিধবা হয়। অনন্তর রক্ষোরাজ দয়াপরবশ হইয়া ইহাকে দণ্ডকারণ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিবার অনুমতি প্রদান করে এবং ইহার রক্ষার্থ সৈন্যসহ খর ও দূষণ নামক দুইজন সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া দেয়।

রামচন্দ্র বনবাসে গমন করিয়া পঞ্চবটীতে কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে প্রবৃত্ত হইলে এই রাক্ষসী তাঁহার রূপে মুগ্ধা হইয়া তাঁহাকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইবার কামনায় রাম-জায়া জানকীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। তখন রামের আদেশে তদনুজ লক্ষ্মণ ইহার নাসাকর্ণ ছেদন করেন। রাক্ষসী এই অবমাননার প্রতিশোধদানমানসে রাবণের নিকট গমন করিয়া সীতার রূপলাবণ্যবর্ণনপূর্ব্বক তাহাকে জানকী-হরণে প্রবর্ত্তিত করে। অনন্তর ইহার কথাক্রমে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া রামলক্ষ্মণের হস্তে সবংশে নিহত হয়। একদিন অশোক কাননে শূর্পণখা সীতাকে শাসাইয়া বলিয়াছিল ;—"আজ আমরা তোকে খাইয়া মাতাল হইয়া দেবী নিকুম্ভিলার নিকট নৃত্য করিব।"

শূর্পী—ক্ষুদ্র শূর্প, ছোট কুলা ; শূর্পণখা। শূর্প শব্দ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

শূর্ম্মি, শূর্ম্মী—লৌহপ্রতিমা ; কর্ণিকবিশেষ। সু (সুন্দর) ঊর্ম্মি (তরঙ্গ) যাহাতে, বহু। নিপাতনে। সং ; স্ত্রী।

শূল—শলাকাকৃতি অস্ত্র ; ত্রিশূল ; রোগবিশেষ ; ব্যথা ; ধ্বজ ; চিহ্ন ; মৃত্যু ; যোগবিশেষ। শূল (রুগ্ন করা)+ক ক্। সং ; স্ত্রী ও পু।

শূলধর, শূলধারী—(শূলধারিন্)। শিব, মহাদেব। শূল (ত্রিশূল) ধারণ করেন যিনি, উপ ; শূল শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+অন্, ণিন্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যথাক্রমে শূলধরা, শূলধারিণী।

শূলধরা, শূলধারিণী—দুর্গা। শূলধর+আপ্, ২য় পক্ষে শূলধারিন্+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

শূলধারী—শূলধর দেখ।

শূলপাণি—শঙ্কর, শিব। শূল (ত্রিশূল) আছে পাণিতে (হস্তে) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

শূলভৃৎ—শিব, মহাদেব। শূল শব্দ (ত্রিশূল)—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

শূলবিদ্ধ—শূলাহত, যাহাকে শূল দ্বারা বেঁধা হইয়াছে এরূপ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

শূলবেদনা—শূলরোগজনিত বেদনা। শূল (রোগবিশেষ) জনিতা ব্যথা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [সং ; স্ত্রী।

শূলা—পণ্যস্ত্রী, বেশ্যা। শূল+ক ক+আপ্।

শূলাকৃত, শূল্য—শলাকাগ্র-বিদ্ধ পক্ব (মাংস), কাবাব-করা (Roasted)। শূল শব্দ—কৃ (করা)+ক্ত র্ম—মধ্যে ডাচ্ (আ) আগম, ২য় পক্ষে শূল+য্য। বিণ ; ত্রি

শূলাগ্র—শূলের অগ্রভাগ, ত্রিশূলের আগা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শূলাপাল—বেশ্যাপাল। ৬তৎ। সং ; পু।

শূলী—(শূলিন্) ১। শূলপাণি, মহাদেব। শূল

শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু। ২। শূল-ধারী; শূলরোগী। বিণ; পু।

শূল্য—শূলাকৃত দেখ।

শৃগাল—১। শিয়াল; জনৈক দৈত্য; জনৈক নৃপ; ভীরু; বীর; কটুভাষী। সৃজ শব্দ (শিঙ্)—নঞ্ (অ)—আ—লা (গ্রহণ করা+ড ক। সং; পু। ২। খল; নিষ্ঠুর। বিণ; ত্রি।

শৃগালিকা—ভয়ে পলায়ন; স্ত্রী-শৃগাল, শিয়ালী; খেঁকশিয়ালী। শৃগালী+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

শৃগালী—স্ত্রী-শৃগাল; খেঁকশিয়ালী। শৃগাল+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শৃঙ্খল, শৃঙ্খলা—শিকল; নিগড়; পুরুষের কটি-বসন-বন্ধ; পুরুষের কটি-ভূষণ; রীতি; *নিয়ম; বন্ধনী-চিহ্ন, ব্র্যাকেট বা প্যারেন্থেসিস্ ( ), [ ] এইরূপ চিহ্ন।* শৃঙ্গ শব্দ—খল (সঞ্চয় করা)+অল্ ণ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী। বিশেষণে শৃঙ্খলিত।

শৃঙ্খলা—শৃঙ্খল দেখ।

শৃঙ্খলাবদ্ধ—নিগড়িত, শিকল দ্বারা আবদ্ধ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শৃঙ্খলিত—নিগড়িত, শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ। শৃঙ্খল শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

শৃঙ্গ—১। বিষাণ, শিঙ্; পর্ব্বতের চূড়া; ধনু-কাদির অগ্রভাগ; প্রভুত্ব; প্রাধান্য; উৎ-কর্ষ; ঊর্দ্ধ; চিহ্ন; বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, শিঙ্গা; পিচকারী যন্ত্র; কামোদ্রেক। শৄ (বধ করা)+গক্ ক। সং; ক্লী। ২। জনৈক মুনি। সং; পু।

শৃঙ্গগ্রাহিতা ন্যায়—ন্যায়বিশেষ। ন্যায় দেখ।

শৃঙ্গধর—পর্ব্বত। শৃঙ্গ শব্দ (শিখর)—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক। সং; পু।

শৃঙ্গবের—আর্দ্রক, আদা; শুণ্ঠি, শুঁঠ; গুহক-চণ্ডালের পুর, চণ্ডাল-গড় নগর। শৃঙ্গ হই-য়াছে বের (শরীর, আকৃতি) যাহার, বহু। সং; ক্লী।

শৃঙ্গাট, শৃঙ্গাটক, শৃঙ্গাটিক—জলকণ্টক, পানি-ফল, শিঙাড়া; চতুষ্পথ, চৌরাস্তা। শৃঙ্গ শব্দ—অট (গমন করা)+ষণ্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ ও ৩য় পক্ষে ষিক। সং; ক্লী।

শৃঙ্গার—১। আদ্য রস, ইহাতে রতি স্থায়িভাব [রস দেখ]; সুরত, রতিক্রিয়া, স্ত্রীপুরু-ষের পরস্পর সম্ভোগ; গজভূষণ, হস্তীর মস্তকে সিন্দূরাদি মণ্ডন। শৃঙ্গ শব্দ (প্রাধান্য)—ঋ (গমন করা)+ঘঞ্ তা। সং; পু। ২। সিন্দূর; লবঙ্গ; চূর্ণ; আর্দ্রক, আদা। সং; ক্লী।

শৃঙ্গী—(শৃঙ্গিন্)। শৃঙ্গবিশিষ্ট; বিষাণ-যুক্ত। শৃঙ্গ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। ২। পর্ব্বত; বৃক্ষ। সং; পু। ৩। মুনিবর-শমী-কের পুত্র। মহারাজ পরীক্ষিৎ কোন কারণে ইহার পিতার গলদেশে মৃত সর্প যোজনা করিলে, ইনি তাহা জানিতে পারিয়া রাজাকে অভিসম্পাত করেন যে, তিনি সপ্তাহকাল মধ্যে তক্ষক-দংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। এবম্প্রকার শাপ প্রদানের নিমিত্ত ইনি পিতার নিকট লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার শাপ অব্যর্থ। রাজা পরীক্ষিৎ সপ্তাহমধ্যেই সর্পাঘাতে কালগ্রাসে পতিত হন।

শৃঙ্গী—শিঙিমাছ, শিং মাছ; স্বর্ণ; লতাবিশেষ। শৃঙ্গ দেখ; শৃঙ্গ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শৃঙ্গীকনক—অলঙ্কারার্থ স্বর্ণ। শৃঙ্গীও যে কনকও সে, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শৃণি, সৃণি—অঙ্কুশ। শৄ বা সৃ+নি ণ। সং; পু ও স্ত্রী।

শৃণ্বন্—(শৃণ্বৎ)। শ্রোতা, শুনিতেছে এরূপ। শ্রু (শোনা)+শতৃ ক। বিণ; পু।

শৃত—পক্ব (দুগ্ধঘৃতাদি)। শ্রা (পাক করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

শৃধু—বুদ্ধি; গুহ্যদ্বার। শৃধ+উ ক। সং; পু।

শেখর—চূড়া; কিরীট, শিরোভূষণ; শিরো-মাল্য, শিখাগ্র মাল্য। শিখ্ (গমন করা)+অরন্ ক। সং; পু।

শেফ—১। শয়নকারী। শী (শয়ন করা)+ক ক। বিণ; ত্রি। ২। শিশ্ন, মেঢ়্র। সং; ক্লী ও পু।

শেফালি, শেফালী, শেফালিকা—শিউলি ফুল বা তাহার গাছ। শেফ (শয়নকারী) অলি (ভ্রমর) যাহাতে, বহু, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্, ৩য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

শেমুষী—মতি, বুদ্ধি। শী (শয়ন করা)+বিচ্ অধি—শে তদুত্তরে মুষ (চুরি করা)+ক ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শের—ব্যাঘ্র। যাবনিক ভাষা।

শের আফগান—দিল্লীশ্বর জহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষী নূরজহাঁর প্রথম পতি। নূরজহাঁর আদি নাম মেহেরুন্নিসা এবং জহাঙ্গীরের আদি নাম সলিম। মেহেরুন্নিসা শৈশব হইতেই অলোকসামান্যরূপলাবণ্যবতী ছিলেন। যৌবনোদ্গমের সহিত সেই অপূর্ব্ব রূপরাশি শতগুণ ফুটিয়া উঠে। তদ্দ-র্শনে যুবরাজ সলিমের চিত্ত একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে, এবং ইনি তাঁহাকে পত্নীভাবে প্রাপ্ত হইবার প্রয়াসী হন। কিন্তু শের আফগান নামক জনৈক বীরপুরুষের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ ইতঃপূর্ব্বেই স্থির হইয়া-ছিল। মেহেরুন্নিসার পিতা সম্রাটের অন্ত-[illegible] আকবর সমস্ত জানিয়ে পরামর্শ [illegible] শের আফগানের সহিত মেহেরুন্নিসার বিবাহ দিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে যুবরাজের চক্ষুর অন্তরাল করিবার নিমিত্ত শের আফগানকে বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া সস্ত্রীক তথায় পাঠাইয়া দিলেন।

আকবরের মৃত্যুর পর সলিম যৎকালে ‘জহাঙ্গীর’ উপাধি ধারণ করিয়া বাদশাহ হন, তৎকালে তাঁহার পূর্ব্বের অনুরাগ জাগিয়া উঠে, এবং কি প্রকারে মেহে-রুন্নিসাকে হস্তগত করিবেন, তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতে থাকেন। প্রখ্যাত বীর মানসিংহ তৎকালে বাঙ্গালার সুবাদার। জহাঙ্গীর দেখিলেন, মানসিংহ একে তো তেজস্বী রাজপুত বীরপুরুষ, অধর্ম্মাচরণে একান্ত বিরক্ত, তাহার উপর আবার তাঁহার ভগিনী যোধবাই সম্রাটের অন্যতমা প্রধানা মহিষী, সুতরাং তাঁহার দ্বারা নিজ মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এজন্য তিনি একটা ওজর করিয়া মানসিংহকে আগ্রায় ফিরাইয়া আনিলেন এবং কুতবুদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কুতবুদ্দিন বহুসংখ্যক সৈন্য ও অনুচরবর্গসহ বর্দ্ধমানে উপনীত হইয়া শের আফগানের নিকট পত্নী-পরি-ত্যাগের ঘৃণিত প্রস্তাব উত্থাপন করিবামাত্র শের আফগান তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন, কিন্তু পক্ষান্তরে তিনিও কুতবুদ্দিনের অনু-চরবর্গের হস্তে প্রাণ দিলেন। মেহেরুন্নিসা সম্রাটের নিকট নীতা হইয়া ‘নূরজহাঁ’ অর্থাৎ জগজ্জ্যোতিঃ নামে প্রখ্যাতা হইলেন।

শের আলি—আফগানিস্থানের আমীর, ভূতপূর্ব্ব আমীর দোস্ত মহম্মদের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি কাবুলের সিংহাসনে আরো-হণ করেন। গভর্ণর জেনারেল লর্ড মেয়ো ১৮৬৯ খ্রীঃ অম্বালা নগরে এক বৃহৎ দরবার করিয়া শের আলিকে যথেষ্ট সংবর্দ্ধনাপূর্ব্বক তাঁহাকে কাবুলের আমীর বলিয়া স্বীকার করেন। সেই সময়ে ইহার সহিত ইংরেজ-দের এক সন্ধিও হয়। কিন্তু কিছু দিন পরে ইহার মতিভ্রম ঘটিল। ইনি গোপনে গোপনে রুশীয়দিগের সহিত চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিটন ইহার নিকট একজন দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আলি মসজিদের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে কাবুলে যাইতে দিলেন না। কাজেই আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে সমর ঘোষিত হইল। শের আলি পরাজিত হইয়া মাযারি শরিফ নামক স্থানে পলায়ন করিলেন ও

তাঁহার কালগ্রাসে পতিত হইলেন (১৮৭৯ খ্রীঃ)।

শেল—শল্য, শূল। দেশজ শব্দ। [ত্রি।

শেলসম—শেলতুল্য; শূলসদৃশ। ৬তৎ। বিণ;

শেষ—১। সর্পরাজ, অনন্ত নাগ; বাসুকি; বলরাম। শিষ (বধ করা, ইত্যাদি)+অন্ ক। ২। নাশ; অন্ত; নিষ্পত্তি; অবশেষ। শিষ+অল্ ভা। সং; পু। ৩। অবশিষ্ট; উচ্ছিষ্ট। শিষ+অন্ ক। বিণ।

শেষা—পারিতোষিক-মালা। শিষ+অল্ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

শেষোক্ত—শেষে কথিত, অবশেষে উক্ত। ৭তৎ।

শৈত্য—শীতের ভাব, শীতলতা। শীত+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

শৈথিল্য—শিথিলতা, অদৃঢ় সংযোগ; অসত্বরতা; অবসন্নতা; ঢিলা দেওয়া। শিথিল শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

শৈল—১। পর্ব্বত। সং; পু। ২। শিলাজাত। শিলা শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ৩। শৈলেয় নামক গন্ধদ্রব্য। সং; ক্লী।

শৈলজ—১। পর্ব্বতজাত। শৈল শব্দ (পর্ব্বত)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। পার্ব্বতীয় গন্ধদ্রব্যবিশেষ। সং; পু।

শৈলজা—গিরিসুতা, পার্ব্বতী। শৈল শব্দ (পর্ব্বত, এখানে হিমাচল)—জন (জন্মা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

শৈলরাজ—নগশ্রেষ্ঠ, হিমাচল, হিমালয় পর্ব্বত। শৈল সমূহের মধ্যে রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। সং; পু।

শৈলশিখর—পর্ব্বতশিখর, পাহাড়ের চূড়া। ৬তৎ। সং; পু ও ক্লী।

শৈলসুতা—গিরিরাজনন্দিনী, পার্ব্বতী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; ক্লী।

শৈলাগ্র—পর্ব্বতাগ্র, পর্ব্বতের চূড়া। ৬তৎ।

শৈলাট—ব্যাধ; সিংহ; পার্ব্বত্যজাতি; স্ফটিক, শুভ্রবর্ণ কাচ। শৈল শব্দ (পর্ব্বত)—অট (গমন করা)+অন্ ক। সং; পু।

শৈলিক্য—ধূর্ত্ত, সর্ব্বলিঙ্গী। সং; ক্লী।

শৈলী—স্বভাব; প্রণালী। শীল শব্দ+ষ্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শৈলূষ—১। নর্ত্তক; নট; ধূর্ত্ত; তিলজাতি; বিল্ব বৃক্ষ, বেল গাছ। শিলূষ শব্দ (নটবিশেষ)+ষ্ণ। ২। গন্ধর্ব্বরাজ; গান্ধার দেশ ইঁহার পুত্রদিগের অধীন ছিল। কেকয়রাজের পরামর্শে ভরতের পুত্রগণ গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে এই রাজ্য কাড়িয়া লন। বিভীষণ-পত্নী সরমা গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের দুহিতা। সং; পু।

শৈলূষিক—নট। শৈলূষ শব্দ+ষ্ণিক স্বার্থে। বিণ; ত্রি।

শৈলেন্দ্র—গিরিরাজ, হিমাচল। শৈল সমূহের মধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। সং; পু।

শৈলেয়—১। শৈলসম্বন্ধীয়; শৈলজাত। শৈল শব্দ+ঢেয়। বিণ; ত্রি। ২। শৈলজাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ। সং; ক্লী।

শৈব—১। শিবসম্বন্ধীয়; শিবভক্ত, শিবের উপাসক। শিব শব্দ+ষ্ণ তদ্দেবতাক অর্থে। বিণ; ত্রি। ২। পুরাণবিশেষ। সং; ক্লী।

শৈবল—রামায়ণে বর্ণিত একটি পর্ব্বতের নাম। এই পর্ব্বতের দক্ষিণ পাদদেশে এক সরোবরতীরে শম্বুক নামক শূদ্র তপস্যা করিয়াছিলেন।

শৈবল, শৈবাল—জলজাত উদ্ভিদ্‌বিশেষ, শেওলা। শী (শয়ন করা)+বলঞ্, বালঞ্ ক। সং; ক্লী বা পু।

শৈবলিনী—তটিনী; নদী। শৈবল শব্দ (শেওলা)+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শৈবাল—শৈবল দেখ।

শৈবালাচ্ছন্ন—শৈবাল দ্বারা আবৃত, শেওলায় ঢাকা। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শৈব্য—জনৈক নৃপ; বিষ্ণুর ঘোটক; কৃষ্ণের অশ্ববিশেষ। শিবি শব্দ+ষ্য। সং; পু।

শৈব্যা—রাজা হরিশ্চন্দ্রের মহিষী। শিবি শব্দ+ষ্য+আপ্। সং; স্ত্রী।

হরিশ্চন্দ্রের ঔরসে ইঁহার রোহিতাশ্ব নামে এক পুত্র জন্মে। এই পুত্র শিশু থাকিতেই বিশ্বামিত্র ঋষি হরিশ্চন্দ্রকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমস্ত রাজ্যসম্পত্তি গ্রহণ করেন এবং দানের দক্ষিণার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। হরিশ্চন্দ্র অগত্যা শিশুপুত্রসহ মহিষীকে এক ব্রাহ্মণের নিকট দাসীত্বে বিক্রয় করিয়া এবং নিজে কাশীর শ্মশান-রক্ষক চণ্ডালের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিয়া বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দেন। কিছু দিন পরে রোহিতাশ্ব সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে শৈব্যা মৃতপুত্রকে বক্ষে করিয়া রোদন করিতে করিতে সেই শ্মশানে শব-সৎকারের নিমিত্ত উপস্থিত হন। তথায় পতিপত্নীতে পরিচয় হওয়ায় উভয়ে করুণস্বরে বিলাপ করিতে থাকেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র তথায় উপনীত হইয়া রোহিতাশ্বকে পুনর্জীবন দান ও হরিশ্চন্দ্রকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। শৈব্যার অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত হয়।

শৈশব—বাল্যকাল। শিশু+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

শৈশবকাল—বাল্যকাল, ছেলে বেলা। শৈশব ই কাল, কর্ম্মধা। সং; পু।

শৈশবস্মৃতি—বাল্যকালের স্মৃতি, ছেলেবেলার স্মরণীয় বিষয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শৈশবাভ্যস্ত—বাল্যকালে অভ্যস্ত, বাল্যে যাহা অভ্যাস করা গিয়াছে। শৈশবে অভ্যস্ত, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

শৈশবাবধি—বাল্যাবধি, বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া। শৈশব হইয়াছে অবধি (সীমা) যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

শৈশবাবস্থা—বাল্যাবস্থা, বাল্যদশা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

শৈশির—শিশিরসম্বন্ধীয়। শিশির+ষ্ণ ইদমর্থে।

শোক—ইষ্টবিয়োগ বা অনিষ্টসংযোগজনিত দুঃখ; দুঃখজনিত চিত্তবৈকল্য। শুচ (শোক করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

শোকগ্রস্ত—ইষ্টবিয়োগজন্য দুঃখে আক্রান্ত, শোকে অভিভূত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শোকজর্জ্জরিত—শোকজীর্ণ, শোক দ্বারা জর্জ্জরীভূত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শোকতাপ—১। শোকজনিত মনঃপীড়া, শোকের যাতনা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। শোক ও আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখ। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

শোকপ্রবাহ—শোকস্রোতঃ, শোকের বেগ। ৬তৎ। সং; পু।

শোকরুদ্ধ—শোক হেতু বদ্ধ, শোকে জড়ীভূত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শোকব্যঞ্জক—শোকসূচক, শোকের জ্ঞাপক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শোকসঙ্গীত—শোকগীতি, শোকসূচক গান। শোক সূচক সঙ্গীত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শোকসন্তপ্ত—শোকক্লিষ্ট, শোকে কাতর।

শোকাকুল—শোকে কাতর, ইষ্টবিয়োগ জন্য দুঃখে অধীর। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শোকাকুলা।

শোকাতুর—শোকপীড়িত, শোকে কাতর। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শোকাতুরা।

শোকানল—শোকবহ্নি, ইষ্টবিয়োগ জন্য দুঃখরূপ অগ্নি। রূপক। সং; পু।

শোকাপনোদন—শোক দূরীকরণ, শোক নিবারণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শোকাবেগ—শোকজনিত মনশ্চাঞ্চল্য, শোক জন্য ব্যাকুলতা। শোক জনিত যে আবেগ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

শোকোচ্ছ্বসিত—শোকস্ফীত, শোকের উচ্ছ্বাস-যুক্ত, শোকে চঞ্চল। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শোকোচ্ছ্বাস—শোকের স্ফীতি, শোকের বিকাশ, শোকহেতু দীর্ঘশ্বাসাদি। ৬তৎ। সং; পু।

শোকোদ্দীপ্ত—শোকে উত্তেজিত, শোকজ্বলিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শোচন, শোচনা—শোককরণ। শুচ (শোক করা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

শোচনীয়, শোচ্য—শোকের যোগ্য, শোকের বিষয়ীভূত; অনুকম্পা্য। শুচ (শোক করা)

+অনীয়, য র্ণ্ণ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে শোচনীয়তা, শোচ্যতা।

শোচিঃ—(শোচিস্)। শিখা, জ্বালা; প্রভা। শুচ (পবিত্র করা)+ইস্ ক। সং; স্ত্রী।

শোচিষ্কেশ—অগ্নি; চিত্রক বৃক্ষ। শোচিঃ (শিখা) হইয়াছে কেশ (চুল) যাহার, বহু। সং; পুং।

শোঠ—অলস; ধূর্ত্ত; পাপাত্মা; মূর্খ। শুঠ+অন্ ক। সং; পুং।

শোণ—১। রক্তবর্ণ, লাল রঙ্; অগ্নিবিশেষ; মঙ্গলগ্রহ; নদবিশেষ। শোণ (রঙ্ করা) +অন্ ক। সং; পুং। ২। রুধির, রক্ত; *সিন্দূর। সং; স্ত্রী। ৩। রক্তবর্ণযুক্ত, রাঙা, লাল। বিণ; ত্রি।*

শোণিত—১। রক্তবর্ণযুক্ত, রাঙা, লাল। শোণ শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। ২। রুধির, রক্ত; কুঙ্কুম। সং; স্ত্রী।

শোণিতপুর—বাণ নামক অসুরের নগর বা রাজধানী। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শোণিতরঞ্জিত—রক্তরঞ্জিত, রক্তমাখা। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শোণিতশোধক—রক্তপরিষ্কারক, রক্তের দোষনাশক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শোণিতশোধন—রক্তপরিষ্করণ, রক্তের দোষনিবারণ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শোণিতশোষক—রক্তশোষণকারী, যে রক্ত টানিয়া খায়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শোণিতশোষণ—রক্তশোষণ, রক্ত টানিয়া লওয়া। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শোণিতাক্ত—রক্তাক্ত, রক্তসিক্ত, রক্তে ভিজা। শোণিত দ্বারা অক্ত (ব্যাপ্ত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শোণিমা—(শোণিমন্)। রক্তিমা, রক্তবর্ণ। শোণ শব্দ+ইমন্ ভাবে। সং; পুং।

শোথ, শোথক—স্ফীতভা, ফুলা রোগ, শোদ। শু (গমন করা)+থ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্। সং; পুং।

শোধক—শুদ্ধিকারক, পবিত্রকারক, পাবন। ণিজন্ত শুধ বা শোধি (শুদ্ধ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

শোধন—১। শুদ্ধি; দোষশূন্যকরণ; অপহৃত দ্রব্যের সংখ্যানির্ণয়। শুধ (শুদ্ধ হওয়া)+অনট্ ভা। ২। শুদ্ধকরণ; পরিষ্করণ; অপনয়ন; বিরেচন। ণিজন্ত শুধ বা শোধি (শুদ্ধ করা)+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী। ৩। শুদ্ধকারক, পাবন। ণিজন্ত শুধ বা শোধি (শুদ্ধ করা)+অন ক। বিণ; ত্রি।

শোধনী—সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা, খেঙ্রা, ঝাড়ন, ঝাড়ু। ণিজন্ত শুধ বা শোধি (শুদ্ধ করা) +অনট্ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শোধনীয়—শোধনযোগ্য। ণিজন্ত শুধ বা শোধি (শুদ্ধ করা)+অনীয় র্ণ্ণ। বিণ ত্রি। বিশেষ্যে শোধনীয়তা।

শোধিত—নির্ম্মলীকৃত, পরিষ্কৃত, মার্জ্জিত অপনীত। ণিজন্ত শুধ বা শোধি (শুদ্ধ করা)+ক্ত র্ণ্ণ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে শোধন।

শোন—রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, এই নদী মগধদেশ হইতে নিঃসৃত ও পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া পাঁচটী শৈলের মধ্যে মালার ন্যায় শোভমানা।

শোভ—শোভনশীল, কান্তিবিশিষ্ট। শুভ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

শোভন—১। শোভাযুক্ত; মনোজ্ঞ, সুন্দর। শুভ (দীপ্তি পাওয়া)+অন ক। বিণ; ত্রি। ২। যোগবিশেষ। সং; পুং।

শোভা—সৌন্দর্য্য; কান্তি, দীপ্তি। শুভ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক+আপ্। স্ত্রী।

শোভাকর—সৌন্দর্য্যকারক, দীপ্তিমান্। শোভার কর (কর্ত্তা), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শোভাঞ্জন—শিগ্রু বৃক্ষ, সজিনা গাছ। শোভা হইয়াছে অঞ্জন যাহার, বহু। সং; পুং।

শোভাময়—শোভাযুক্ত, সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, দীপ্তিশীল। শোভা শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শোভাময়ী।

শোভাময়ী—শোভাময় দেখ। বিণ; স্ত্রী।

শোভা সিংহ—চেতোয়া বরদার জনৈক জমিদার। বাঙ্গালার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর শাসনকালে (১৬৮৯—১৬৯৮ খ্রীঃ) ইনি উড়িষ্যার অন্যতম পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁর সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হন এবং বাঙ্গালায় মোগলশাসনের উচ্ছেদ কামনায় বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বৃদ্ধ কৃষ্ণরাম তাহাতে অসম্মত হওয়ায় ইনি তাঁহার প্রাণবধ করেন। অতঃপর বিদ্রোহীরা চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হন ও হুগলি অধিকার করেন। ইব্রাহিম খাঁ নিজে তাদৃশ বীরপুরুষ বা কার্য্যদক্ষ ছিলেন না। ওলন্দাজদিগের সহায়তায় তিনি হুগলি পুনরধিকার করিলেন বটে, কিন্তু বিদ্রোহ দমন করিতে পারিলেন না। এই সংবাদ বাদসাহ আওরঙ্গজেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি নিজ পৌত্র আজিম ওসানকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। ইতোমধ্যে শোভাসিংহ বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কন্যার সতীত্ব নাশ করিতে গিয়া উক্ত বীরবালার হস্তে ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিলেন।

শোভাসৌন্দর্য্য—কান্তি ও সুরূপতা। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী। দুইটী শব্দই প্রায় একার্থক।

শোভাহীন—সৌন্দর্য্যরহিত, কান্তিশূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সুন্দর। শোভা+ ইনচ্ক। বিণ; ত্রি।

শোভিত—ভূষিত, শোভাযুক্ত। শুভ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

শোর, সার জন্—ভারতবর্ষের ইংরেজ গভর্ণর জেনারেল (১৭৯৩—১৭৯৮ খ্রীঃ)। ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে প্রথমে সামান্য কেরাণীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং বিলক্ষণ যোগ্যতা ও কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর পদ লাভ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল এতদ্দেশীয় রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইনি বিস্তর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং লর্ড কর্ণওয়ালিসের রাজস্ব-সম্বন্ধীয় নির্দ্ধারণ ব্যাপারে তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। একারণ, ১৭৯৩ *অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস পদত্যাগ করিলে ইনি গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন।*

তৎকালে ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষের এইরূপ অভিপ্রায় ছিল যে, এতদ্দেশীয় রাজন্যবর্গ আপনাদের মধ্যে যতই বিবাদবিসংবাদ, যুদ্ধবিগ্রহ করুন্ না কেন, ইংরেজ কোম্পানি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। সুতরাং মারাঠারা যখন নিজামকে কুর্দ্দলার যুদ্ধে পরাভূত করিল, শোর সাহেব তখন তাহাতে হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। ১৭৯৮ খ্রীঃ অযোধ্যার নবাব আসফ উদ্দৌলা কালগ্রাসে পতিত হইলে উত্তরাধিকার লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল। শোর সাহেব স্বয়ং তথায় গমনপূর্ব্বক সাদৎ আলিকে নবাবের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সহিত এক সন্ধি করেন। তদ্দ্বারা কোম্পানি আলাহাবাদ প্রদেশ প্রাপ্ত হন, এবং তদ্ব্যতীত নবাব স্বরাজ্যে রক্ষিত ইংরেজসৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহের টাকা বাড়াইয়া ৭৪ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারণ করেন। শোর সাহেব শান্তিরক্ষার প্রতিভূস্বরূপ রক্ষিত টিপু সুলতানের পুত্রদ্বয়কে স্বরাজ্যে প্রতিগমনের অনুমতি প্রদান করেন। তাহাতে উত্তরকালীন তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধের পথ পরিষ্কৃত হয়।

ইঁহার শাসনকালে ইংলণ্ডের ডিরেক্টর সভা কোম্পানির সৈন্য ও ইংরেজ-রাজ্যের সৈন্য মিলিত করিয়া এক করিতে প্রয়াস পান। তাহার ফলে কোম্পানির গোরা সৈন্যগণ বিদ্রোহ উপস্থিত করে। সেই বিদ্রোহ নিবারণ করিতে ইঁহাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়। একারণ, সার জন শোর লক্ষ্ণৌ হইতে প্রত্যাগত হইয়াই পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করেন (১৭৯৮ খ্রীঃ) এবং "লর্ড টিন্মাউথ" উপাধি প্রাপ্ত হন।

শোষ—১। শুষ্কতা, নীরসতা; ক্ষয়রোগ, যক্ষ্মা।

শুষ (শুষ্ক হওয়া)+অল্ ভা। ২। রসাকর্ষণ, শুষ্ককরণ। ণিজন্ত শুষ বা শোষি (শুষ্ক করা)+অল্ ভা। সং; পু।

শোষক—শোষণকারী, রসাকর্ষক। ণিজন্ত শুষ বা শোষি (শুষ্ক করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

শোষণ—১। নীরসীকরণ, শুষ্ককরণ। ণিজন্ত শুষ বা শোষি (শুষ্ক করা)+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী। ২। শোষক, নীরসকারক। ণিজন্ত শুষ বা শোষি+অন ক। বিণ; ত্রি। ৩। মদনের পঞ্চবাণের এক বাণ [পঞ্চবাণ দেখ]। সং; পু।

শোষিত—শুষ্কীকৃত, নীরসীকৃত। ণিজন্ত শুষ বা শোষি+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে শোষ, শোষণ।

শৌকর—১। শূকরসম্বন্ধীয়। শূকর+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। তীর্থবিশেষ। স্ত্রী।

শৌক্তিকেয়, শৌক্তেয়—শুক্তিসম্বন্ধীয়, শুক্তিকা। শুক্তি শব্দ+ঢেয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি

শৌক্ল্য—শুক্লতা, শুভ্রত্ব। শুক্ল শব্দ (সাদা)+ষ্ণ্য ভাবে। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

শৌঙ্গেয়—শিকারী পাখী। শুঙ্গা শব্দ+ঢেয়।

শৌচ—শুদ্ধি, পবিত্রতা। শুচি শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং; স্ত্রী।

"অভক্ষ্যপরিহারশ্চ সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ।
স্বধর্ম্মে চ ব্যবস্থানং শৌচমিত্যভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ নিষিদ্ধ ভক্ষ্য ভোজন না করা, সৎসঙ্গ, এবং স্বধর্ম্মে অবস্থান শৌচ নামে অভিহিত হয়।

শৌটীর—বীর; অহঙ্কৃত; ত্যাগী। শৌট (গর্ব্ব করা)+ঈরন্ ক। বিণ; ত্রি।

শৌটীর্য্য—গর্ব্ব; পরাক্রম। শৌটীর+ষ্ণ্য ভাবে। সং; স্ত্রী।

শৌণ্ড—অত্যাসক্ত; মত্ত, মাতাল; বিখ্যাত। শুণ্ডা শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

শৌণ্ডিক—মদ্যপ্রস্তুতকারক, শুঁড়ি। শুণ্ডা শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু।

শৌণ্ডির, শৌণ্ডীর—দৃপ্ত, গর্ব্বিত; তেজস্বী। শুণ্ডা শব্দ+ইর, ঈর। বিণ; ত্রি।

শৌদ্র—১। শূদ্রসম্বন্ধীয়। শূদ্র শব্দ+ষ্ণ সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি। ২। পুত্রবিশেষ, ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর জাতির ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র। শূদ্রা শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু।

শৌনিক—জনৈক মুনি। শুনক+ষ্ণ। সং; পু।

শৌনিক—১। মাংসবিক্রেতা, কসাই; মৃগয়া। শূনা শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু। ২। মৃগয়াশীল। বিণ; ত্রি। [+ষ্ণ। সং; স্ত্রী।

শৌভ—মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের শূন্যস্থ নগর। শুভ

শৌভিক—কুহকী, মায়াবী, ঐন্দ্রজালিক। শোভা শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

শৌরি—শ্রীকৃষ্ণ; শনিগ্রহ। শূর+ষ্ণি। সং; পু।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—(রাজা স্যার)। ইনি হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠপুত্র ও মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১২৪৭ সালের আশ্বিন মাসে (১৮৪০ খৃঃ) শৌরীন্দ্রমোহন জন্মগ্রহ করেন। বাল্যেই ইঁহার গ্রন্থ প্রণয়নে অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ১৪ বৎসর বয়সে ইনি ভূগোল ও ইতিহাসঘটিত বৃত্তান্ত নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। দুই বৎসর পরে "মুক্তাবলী" নামে একখানি নাটিকা প্রণয়ন করেন, এবং তাহার পরে মালবিকাগ্নিমিত্রের একখানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করেন। হিন্দু সঙ্গীতের পুনরুদ্ধার ও বহুল প্রচার কল্পে ইনি যে যত্ন ও অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন ও অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার নাম কেবল ভারতে কেন, সভ্যজগতের সকল স্থানেই দেদীপ্যমান আছে। ইংরাজী ও আর্য্যসঙ্গীত বিষয়ক বিস্তর মূল্যবান্ পুস্তক ও হস্তলিপি ইনি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেই সকল পুস্তক মন্থন করিয়া হিন্দুসঙ্গীত-শিক্ষোপযোগী অনেক গ্রন্থ প্রচারিত করিয়াছেন। ১৮৭১ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে ইনি বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয় এবং ১৮৮১ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে Bengal Academy of Music নামক সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। উভয় অনুষ্ঠান ইনি নিজ ব্যয়ে বহুদিন যাবৎ পরিচালনা করিয়াছিলেন। হিন্দু-সঙ্গীত-শিক্ষা বিজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত করাই শৌরীন্দ্রমোহনের প্রধান উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য যে অনেকাংশে সফল হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান কালে শিক্ষিত সমাজে সঙ্গীতের চর্চ্চা দ্বারা বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ইঁহার সাধু উদ্যমের পুরস্কারস্বরূপে সভ্যজগতের রাজন্যবর্গের এবং সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক সমিতির নিকট উপাধি ও প্রশংসাপত্রাদি বহুল পরিমাণে ইনি লাভ করিয়াছেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ ইনি University of philadelphia এবং ১৮৯৬ খ্রীঃ University of Oxford হইতে Doctor of Music উপাধি পাইয়াছেন। এখনও পর্য্যন্ত আর কোনও ভারতবাসী এই সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮৮০ খ্রীঃ ইনি প্রথমে সি, আই, ই ও পরে রাজা উপাধি ভূষিত হন। ১৮৮৪ খ্রীঃ ইনি Knight Bachelor of the United Kingdom উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উপাধি বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথমে লাভ করেন। ইনি কেবল সঙ্গীতশাস্ত্রে পণ্ডিত নহেন—নিজে সুবাদক। নাট্যকলা সম্বন্ধেও ইঁহার অনেক কীর্ত্তি আছে। বাঙ্গালীর ভিতর কনসার্ট বাদ্যপ্রণালী ইঁহার আংশিক যত্নের ফল। ইঁহার জন্য ইনি অনেক গৎ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা গ্রন্থে ইঁহার রচিত অনেক সেতারের গৎ দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে ছয় রাগের জীবন্তমূর্ত্তি প্রদর্শন (Tableaux Vivants), প্রহেলিকাভিনয় (Charades), অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত রসসমূহের অভিনয় সাহায্যে ব্যাখ্যা (রসাবিকার-বৃন্দক) ইঁহারই যত্নে হইয়াছে। ইঁহার রচিত, প্রকাশিত বা অনুবাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ন্যূনাধিক ৫০ খানি হইবে। তাহাদের নাম নির্দ্দেশ করা এস্থানে অসম্ভব। মণি-মালা নামে রত্নসম্বন্ধীয় একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ ইনি সঙ্কলন করিয়াছেন। সঙ্গীতবিষয়ক কোন জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ইনি সময়ে সময়ে নানা স্থান হইতে অনুরুদ্ধ হন। পৃথিবীর বহু স্থান হইতে সঙ্গীত ও রত্নবিষয়ক যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে অনেক গ্রন্থে ইঁহার অভিমত বা অনুসন্ধানের ফল প্রামাণিকস্বরূপে গৃহীত হইয়াছে, এরূপ দৃষ্ট হয়। হিন্দুসঙ্গীতের প্রধান পরিপোষক বলিয়া শৌরীন্দ্রমোহনের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

শৌর্য্য—বীর্য্য, বীরত্ব; বল; সাহস। শূর শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; স্ত্রী।

শৌর্য্যশালিনী—শৌর্য্যশালী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

শৌর্য্যশালী—(শৌর্য্যশালিন্)। বীর্য্যসম্পন্ন, বলশালী। শৌর্য্য শব্দ+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শৌর্য্যশালিনী।

শৌল্ক—শুল্কসম্বন্ধীয়। শুল্ক শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

শৌল্কিক—শুল্কাধ্যক্ষ। শুল্ক শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু।

শৌল্বিক—কাংস্যকার, কাঁসারি। শুল্ব শব্দ+ষ্ণিক। সং; পু।

শৌবস্তিক—ভাবি-দিন-স্থায়ী। শ্বস্ শব্দ (কল্য)—তিক (গমন করা)+ক ক, তদুত্তরে ষ্ণ, অথবা শ্বস্ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

শ্চোত, শ্চ্যোত—পতন, ক্ষরণ; প্রোক্ষণ। শ্চুত, শ্চ্যুত (ক্ষরিত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

শ্চ্যোতৎ—ক্ষরণশীল, গলৎ। শ্চ্যুত (ক্ষরিত হওয়া)+শতৃ ক। বিণ; ত্রি।

শ্ম—(শ্মন্) ১। মুখ। শী (শয়ন করা)+মন্ ক। সং; স্ত্রী। ২। শব, মৃতদেহ। সং; পু।

শ্মশান—প্রেতভূমি, শবদাহস্থান। শবের শয়ন (শয্যা), ৬তৎ, অথবা শ্মন্ শব্দ (শব)—শী (শয়ন করা)+ডান অধি। সং; স্ত্রী।

শ্মশানভূমি—শ্মশানক্ষেত্র, শ্মশান। শ্মশান রূপা ভূমি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শ্মশানবাসী—(শ্মশানবাসিন্) ১। শ্মশানে বাসকারী। শ্মশান শব্দ—বস+ণিন্ ক।

বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শ্মশানবাসিনী। ২। শিব। সং ; পু।

শ্মশানবেশ্ম—(শ্মশানবেশ্মন্)। শিব। শ্মশান হইয়াছে বেশ্ম (গৃহ) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

শ্মশ্রু—মুখস্থ রোম, গোঁপদাড়ি। শ্মন্ শব্দ (মুখ)—শ্রি (আশ্রয় করা)+ডুন্ ক। সং ; ক্লী। [ত্রি।

শ্মশ্রুমণ্ডিত—গোঁপদাড়ি শোভিত। ৩তৎ। বিণ ;

শ্মশ্রুরাজি—শ্মশ্রুশ্রেণী, মনোহর গোঁপদাড়ির শ্রেণী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

শ্মশ্রুল—শ্মশ্রুযুক্ত, গোঁপদাড়িবিশিষ্ট। শ্মশ্রু শব্দ +ল অস্ত্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

শ্মীলন—চক্ষুঃ নিমীলিতকরণ, চোখ বুজা। শ্মীল +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

শ্যান—গত ; প্রাপ্ত ; শুষ্ক। শ্যৈ (গমন করা) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

শ্যাম—১। কৃষ্ণবর্ণ, কাল রঙ্ ; হরিৎ বর্ণ, সবুজ রঙ্ ; মেঘ ; কোকিল ; প্রয়াগস্থ বটবৃক্ষ-বিশেষ [ভরদ্বাজ আশ্রম হইতে চিত্রকূট যাইতে যমুনাতটে এই বনস্পতি অবস্থিত। বনগমনকালে সীতা ইহাকে নমস্কার করিয়া মানত রাখিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক গমন করেন] ; শ্যামাক তৃণ। শ্যৈ (গমন করা, প্রাপ্ত হওয়া)+মক্ ক। সং ; পু। ২। শ্যামবর্ণযুক্ত। বিণ ; ত্রি।

শ্যামক, শ্যামাক—ধান্যবিশেষ, শ্যামা ধান। শ্যাম, শ্যামা শব্দ+কণ্। সং ; পু।

শ্যামকান্তি—১। শ্যামবর্ণ শোভা, সবুজ বর্ণের সৌন্দর্য্য। কর্ম্মধা। ২। শ্যামশোভা যুক্ত, শ্যামবর্ণের সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

শ্যামল—কৃষ্ণবর্ণযুক্ত। শ্যাম শব্দ—লা (গ্রহণ করা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে শ্যামলতা।

শ্যামলতা—১। শ্যামলত্ব, কৃষ্ণবর্ণত্ব, কালিমা। শ্যামল শব্দ+তা ভাবে। ২। শ্যামবর্ণ লতা। শ্যামা যে লতা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

শ্যামবর্ণ—১। সবুজ বর্ণ ; কাল রঙ্। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। সবুজ বর্ণবিশিষ্ট ; কাল রঙ্ যুক্ত। শ্যাম হইয়াছে বর্ণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শ্যামবর্ণা।

শ্যামশোভা—শ্যামবর্ণের সৌন্দর্য্য। ৬তৎ বা কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

শ্যামশোভাময়ী — শ্যামবর্ণের সৌন্দর্য্যসম্পন্না, শ্যামকান্তিযুক্তা। শ্যামশোভা শব্দ+ময়ট্, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

শ্যামশ্রী—শ্যাম শোভা, শ্যামবর্ণের সৌন্দর্য্য, শ্যামকান্তি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

শ্যামসলিল—১। কৃষ্ণবর্ণ জল। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। কৃষ্ণবর্ণ জলবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শ্যামসলিলা।

শ্যামসুন্দর—শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

শ্যামা—১। শ্যামবর্ণযুক্তা। শ্যাম দেখ ; শ্যাম +আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কালী ; অম্বিকা ; দূর্ব্বা ; নীলী ; প্রিয়ঙ্গুলতা ; রোচনী লতা ; রাত্রি ; যমুনানদী ; পক্ষিণী-বিশেষ ; কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী ; যুবতী। সং ; স্ত্রী। "শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখ-শীতলা। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা॥"

অর্থাৎ যে রমণীর অঙ্গ শীতকালে স্পর্শ করিলে সুখকর উষ্ণ বোধ হয়, এবং গ্রীষ্ম-কালে স্পর্শে সুখজনক শীতল বলিয়া অনুভব হয়, এবং যাহার দেহের কান্তি তপ্তকাঞ্চন-সদৃশ, সেই রমণী শ্যামা নামে কথিতা।

শ্যামাক—শ্যামক দেখ।

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ১৮৫৮ খ্রীঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে বিক্রমপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার ব্যায়ামে আসক্তি দেখা গিয়াছিল। ইনি ত্রিপুরার মহারাজের নিকট দুই বৎসর পার্শ্বচররূপে থাকেন। পরে বরিশাল গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ব্যায়াম শিক্ষক হন। এই সময় হইতে ইনি সার্কাস করিবার আয়োজন করেন। শ্রীহট্টজেলায় সুনামগঞ্জ নামক স্থানে ইনি একটি চিতাবাঘ ক্রয় করেন এবং দুই মাসে তাহাকে বশ করিয়া, সুনামগঞ্জেই তাহার সহিত ক্রীড়া প্রদর্শন করেন। ক্রমে ইঁহার এমন শক্তি জন্মিল যে, যে কোন হিংস্র জন্তুর পিঞ্জরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সঙ্গে ক্রীড়া করি-তেন। জয়দেবপুরের রাজা ইঁহাকে একটী বেঙ্গল টাইগার পুরস্কারস্বরূপ দান করেন। ব্যাঘ্রের সহিত ক্রীড়া ব্যতীত ইনি শারীরিক শক্তির পরিচায়ক আর একটি ক্রীড়া দেখাই তেন। ইনি ১২।১৪ মণ ওজনের পাথর বক্ষে ধারণ করিতে পারিতেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ কুক সাহেবের সার্কাসে মাসিক ১৫০০ টাকা বেতনে ইনি নিযুক্ত হইয়া এক বৎসর ক্রীড়া করেন। পরে ইনি নিজের সার্কাস লইয়া পরিভ্রমণ করেন এবং শারীরিক বল, নির্ভীকতা ও হিংস্র পশু দমনের সম্যক্ পরিচয় দেন। এইখানেই ইঁহার কর্ম্মজীব-নের শেষ হয় এবং অর্থোপার্জ্জনের উপর বিরাগ জন্মে। এই সময় বিলাতে কোন বিখ্যাত সার্কাস কোম্পানী ইঁহাকে মাসিক ৩০০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন ; কিন্তু মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু শ্যামাকান্ত ঐ কার্য্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ধর্ম্মবীজ বাল্যকাল হইতেই ইঁহার হৃদয়ে নিহিত হইয়াছিল। কালে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইল। ১৯০৩ খ্রীঃ ইনি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া এবং পর বৎসর মাদ্রাজে থাকিয়া নাইনিতাল হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী হিমাচলগর্ভস্থ ভাওয়ালী নামক স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কাশীতে অবস্থানকালে একজন প্রাচীন সন্ন্যাসীর সহিত শ্যামাকান্তের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার জন্ম শ্রীহট্টে ও পিতৃদত্ত নাম নবীনচন্দ্র চক্র-বর্ত্তী। তিনি ৩৮ বৎসর তিব্বতে ছিলেন, সেইজন্য অনেকে তাঁহাকে "তিব্বতী বাবা" বলিয়া থাকে। তিনি কয়েক বৎসর চীন ও শ্যামদেশেও বাস করেন এবং ৩০ বৎসর ব্রহ্মদেশে বাস করেন। সেখানে তাঁহার নাম ছিল "ফুঙ্গী বাবা"। তিনি মাদ্রাজে অবস্থান কালে "হাকিম সাহেব" বলিয়া অভিহিত ছিলেন। তিনি যখন লক্ষ্ণৌএ ছিলেন, তখন শ্যামাকান্ত হরিদ্বারে তথা হইতে তাঁহাকে আনাইয়া মহাসমারোহের সহিত সর্ব্বশ্রেণীর সন্ন্যাসীর সমক্ষে তিব্বতী বাবা শ্যামাকান্তের "সোহং স্বামী" নাম-করণ করেন। সেই অবধি শ্যামাকান্ত "সোহং স্বামী" নামেই পরিচিত। তিব্বতী বাবা যদি এক্ষণে জীবিত থাকেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার বয়স ১৬০ বৎসর হইবে। ১৯০৯ খ্রীঃ শ্যামাকান্ত বেদান্তবিষয়ক একখানি গ্রন্থ বাঙ্গালা পদ্যে রচনা করিয়াছেন।

শ্যামাঙ্গ—বুধগ্রহ। বহু। সং ; পু।

শ্যামাঙ্গী—শ্যামবর্ণদেহবিশিষ্টা, যে রমণীর দেহের কান্তি শ্যাম। শ্যাম হইয়াছে অঙ্গ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে শ্যামাঙ্গ।

শ্যামাচরণ সরকার—নদীয়া জেলার অন্তর্গত মাম জোয়ান গ্রাম ব্রাহ্মণ বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরনারায়ণ সরকার। শৈশবেই শ্যামাচরণ পিতৃহীন হন। সুতরাং তদীয় দুঃখিনী জননী পুত্রের ভরণপোষণ ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য অন্য উপায় না দেখিয়া গ্রামস্থ সামান্য পাঠ-শালায় শিক্ষার্থ পুত্রকে প্রেরণ করেন। পরে জনৈক আত্মীয় কৃপাপরবশ হইয়া কৃষ্ণনগরে আপন ভবনে লইয়া গিয়া পারস্য ভাষা শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এই সময়ে শ্যামাচরণকে বিদ্যাশিক্ষার্থ যেমন স্বহস্তে পুস্তক লিখন ও তদভ্যাস জন্য পরি-শ্রম করিতে হইত, তেমনই ঐ আত্মীয়ের হাট বাজার করা প্রভৃতি কার্য্যও সম্পাদন করিতে হইত। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাঁহার অর্থের প্রয়োজন ঘটিল। একারণ তিনি রীড সাহেব নামক জনৈক জমিদারের অধীনে এক মুহুরীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম্মে তিনি মাসিক দশ টাকা মাত্র বেতন পাইতেন। কিন্তু নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে তাঁহাকে ঐ কার্য্য ত্যাগ করিতে হইল। এই সময়ে তাঁহার সহিত সুপ্রসিদ্ধ

ও রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের আলাপ হইল। সাধুশ্রেষ্ঠ লাহিড়ী মহাশয়ের পরামর্শে শ্যামাচরণ কলিকাতায় আসেন ও লাহিড়ী মহাশয়ের বাসায় অবস্থান পূর্ব্বক ইংরাজী শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি ত্রয়োবিংশবর্ষীয় ছিলেন। কিছুদিন সবিশেষ যত্নে অধ্যয়ন করিয়া তিনি ঐ ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে শ্যামাচরণ প্রতিদিন বৈকালে গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন। তথায় অনেক সাহেবের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল এবং এই আলাপের ফল তিনি শীঘ্রই লাভ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে গবর্ণর জেনেরলের কৌন্সলের মেম্বার সার চার্লস্ ট্রিবিলিয়ন সাহেব ইংরাজী, বাঙ্গালা ও উর্দ্দু এই ভাষাত্রয়ে একখানি ক্ষুদ্র অভিধান প্রকাশ করিতে অভিলাষ করেন; বহুসংখ্যক সাহেবের অনুরোধে তিনি শ্যামাচরণের উপর এই কার্য্যের ভার দেন। এই সময়ে তিনি উক্ত অভিধান ভিন্ন আরও কতিপয় উর্দ্দু গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ইহার পর তিনি উক্ত সাহেবের অনুগ্রহে মাদ্রাসা কলেজে একটী কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। এই সময়েই শ্যামাচরণ ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন, গ্রীক, ইটালি প্রভৃতি নানা ভাষা শিক্ষা করেন। তখন তাঁহার বয়স ৩০ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

অতঃপর প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত শ্যামাচরণের আলাপ হয়। এবং তদীয় পরামর্শে শ্যামাচরণ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। অনন্তর তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে পেস্কারের পদ লাভ করেন এবং শীঘ্রই ৪০০ চারি শত টাকা বেতনে অনুবাদকের পদে উন্নীত হন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ৬০০ টাকা বেতনে সুপ্রীমকোর্টের দ্বিভাষীর (Interpreter) পদ লাভ করেন। এই সময়ে তিনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম সংক্রান্ত সমস্ত আইন পড়িতে প্রবৃত্ত হন এবং ইংরাজীতে "ব্যবস্থা সারসংগ্রহ" ও "ব্যবস্থা চন্দ্রিকা" নামক পুস্তকদ্বয় রচনা করেন। প্রথম খানি বাঙ্গালার দায়ভাগের অনুযায়ী এবং শেষোক্ত খানি মিতাক্ষরার অনুযায়ী। প্রথম গ্রন্থের বহুল প্রচার দর্শনে মুসলমানদিগের জন্য উক্তরূপ গ্রন্থ ইংরাজীতে প্রণয়ন করেন। ফলতঃ, বাঙ্গালা ভাষায় আইনের পুস্তক রচনা বিষয়ে শ্যামাচরণই প্রথম পথপ্রদর্শক। ইনি আপন বাসগ্রামে একটী স্কুল ও একটী অতিথিশালা স্থাপন, দুইটী রাস্তা নির্ম্মাণ এবং দুইটী কূপ খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। এই সকল কার্য্য সমাধানের পর, অকালে তাঁহার দেহ-পিঞ্জর হইতে প্রাণ-পক্ষী পলায়ন করে।

শ্যামিকা—শ্যামবর্ণ; মলিনতা, মালিন্য। শ্যাম শব্দ+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

শ্যাল, শ্যালক—ভার্য্যার ভ্রাতা। শ্যৈ (গমন করা)+কালন্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্। সং; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে শ্যালী, শ্যালিকা।

শ্যালিকা, শ্যালী—পত্নীর ভগ্নী। শ্যালক শব্দ+আপ্, ২য় পক্ষে শ্যাল+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শ্যাব—১। কৃষ্ণপীত মিশ্রবর্ণ, কপিশ বর্ণ। শ্যৈ (গমন করা)+বন্ ক। সং; পুং। ২। তদ্বর্ণযুক্ত। বিণ; ত্রি।

শ্যাবদন্ত—স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ দন্তযুক্ত; প্রধান দন্তের উপরিভাগে অপর দন্তবিশিষ্ট। শ্যাব হইয়াছে দন্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

শ্যেত—১। শ্বেতবর্ণ, শুভ্রবর্ণ, সাদা রঙ্। শ্যৈ (গমন করা)+ইতচ্ ক। সং; পুং। ২। শুভ্রবর্ণযুক্ত, সাদা। বিণ; ত্রি।

শ্যেন—১। পাণ্ডুর বর্ণ। শ্যৈ (গমন করা)+ইন ক। ২। বাজপক্ষী। সং; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে শ্যেনী।

শ্যেনদৃষ্টি—১। বাজপক্ষীর ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টি। শ্যেনবৎ দৃষ্টি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। বাজের ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন। শ্যেনের দৃষ্টির ন্যায় দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ।

শ্যেনী—বাজপক্ষিণী। শ্যেন+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শ্যৈনম্পাত, শ্যৈনম্পাতা—শ্যেন দ্বারা মৃগয়া বা শিকার। শ্যেনের পাত শ্যেনপাত, ৬তৎ; শ্যেনপাত+ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

শ্রৎ—বিশ্বাস; শ্রদ্ধা, ভক্তি। শ্রী (পাক করা)+ডৎ ক। ব্য।

শ্রথন—বধ; বন্ধন; যত্ন; মোক্ষ। শ্রথ (বধ করা, যত্ন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

শ্রদ্দধান—শ্রদ্ধান্বিত; বিশ্বাসী; ভক্তিমান্। শ্রৎ শব্দ (শ্রদ্ধা)—ধা (ধারণ করা)+শান ক। বিণ; ত্রি।

শ্রদ্ধা—ভক্তি; স্পৃহা; বিশ্বাস। শ্রৎ শব্দ (শ্রদ্ধা)—ধা (ধারণ করা)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে শ্রদ্দধান, শ্রদ্ধালু।

শ্রদ্ধালু—শ্রদ্ধান্বিত, ভক্তিমান্। শ্রদ্ধা+আলু যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

শ্রদ্ধাবান্—শ্রদ্ধাযুক্ত, ভক্তিমান্; বিশ্বাসী। শ্রদ্ধা শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে—শ্রদ্ধাবৎ, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শ্রদ্ধাবতী।

শ্রদ্ধাস্পদ—শ্রদ্ধাভাজন, ভক্তির পাত্র। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রন্থন—গ্রন্থন, গাঁথা; বন্ধন; বধকরণ; মোচন; শিথিলকরণ। শ্রন্থ (গ্রথিত করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে শ্রন্থিত।

শ্রন্থিত—গ্রথিত; গুম্ফিত; বদ্ধ; হত; মুক্ত; শিথিলীকৃত। শ্রন্থ (গ্রন্থন করা ইত্যাদি)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে শ্রন্থন।

শ্রপিত—পক্ক (ঘৃতদুগ্ধাদি ভিন্ন অন্য পদার্থ)। ণিজন্ত শ্রা (বা শ্রৈ) অর্থাৎ শ্রপি (পাক করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

শ্রম—শ্রান্তি, পরিশ্রম; খেদ, ক্লান্তি; শাস্ত্রাভ্যাস; তপঃ। শ্রম (পরিশ্রম)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে শ্রান্ত, শ্রমী।

শ্রমজল—পরিশ্রম জন্য ঘর্ম্মজল, শ্রমজনিত ঘাম। শ্রম জাত জল (ঘর্ম্মজল), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শ্রমজীবী (শ্রমজীবিন্), **শ্রমোপজীবী** (শ্রমোপজীবিন্)—কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। শ্রম শব্দ (পরিশ্রম)—জীব (২য় পক্ষে উপ—জীব)+ণিন্ ক। বিণ; পু।

শ্রমণ—১। ভিক্ষু, সন্ন্যাসী। শ্রম (পরিশ্রম করা)+অন ক। সং; পু। ২। শ্রমজীবী। বিণ; ত্রি।

শ্রমণা—সন্ন্যাসিনী; শবরীবিশেষ। শ্রমণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

শ্রমলভ্য—পরিশ্রমপ্রাপ্য, যাহা পরিশ্রমে লাভ করা যায়। শ্রম দ্বারা লভ্য, ৩তৎ। বিণ।

শ্রমবারি—স্বেদ; ঘর্ম্ম-জল। শ্রম জনিত যে বারি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শ্রমবিভাগ—একটী কার্য্যের এক এক অংশে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পরিশ্রম, কোন একটী বৃহৎ কার্য্য সম্পাদনের জন্য কেবল এক ব্যক্তির পরিশ্রম না হইয়া তাহার এক এক অংশ এক এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদন। ৬তৎ। সং; পু।

শ্রমশীল—পরিশ্রমী, যে খাটিতে পারে। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শ্রমশীলা।

শ্রমসহিষ্ণু—পরিশ্রমের কষ্ট সহ্যকারী, শ্রমে অকাতর। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রমসহিষ্ণুতা—শ্রমসহিষ্ণু দেখ। শ্রমসহিষ্ণু+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

শ্রমসাধ্য—পরিশ্রম-নিষ্পাদ্য, যাহা পরিশ্রম দ্বারা সম্পাদিত হয়। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রমস্বীকার—পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হওয়া, শ্রমে অকাতরতা। ৬তৎ। সং; পু।

শ্রমহারিণী—শ্রমহারী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

শ্রমহারী—(শ্রমহারিন্)। পরিশ্রম জন্য কষ্ট নিবারক, শ্রান্তিনাশক। শ্রম শব্দ—হৃ (হরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শ্রমহারিণী।

শ্রমী—(শ্রমিন্)। শ্রমশীল, পরিশ্রমকারী। শ্রম শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শ্রমিণী।

শ্রয়, শ্রয়ণ—অবলম্বন, আশ্রয়। শ্রি (আশ্রয় করা) + অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

শ্রব, শ্রবঃ—(শ্রবস্) ১। কর্ণ, কাণ। শ্রু (শ্রবণ করা) + অল্, অস্ ণ। ২। আকর্ণন, শ্রবণ; চ্যুতি; প্রসিদ্ধি; কীর্ত্তি। শ্রু + অল্, অস্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

শ্রবণ—১। আকর্ণন, শুনা। শ্রু + অনট্ ভা। ২। শ্রবণেন্দ্রিয়, শ্রুতি, কর্ণ। শ্রু (শুনা) + অনট্ ণ। সং; ক্লী। ৩। নক্ষত্রবিশেষ, শ্রবণানক্ষত্র। সং; পু ও ক্লী।

শ্রবণমনোহর—শ্রুতিমধুর, শুনিতে মিষ্ট। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রবণবিবর—কর্ণরন্ধ্র, কাণের ছিদ্র। ৬তৎ। সং; ক্লী।

শ্রবণা—নক্ষত্রবিশেষ, দ্বাবিংশ নক্ষত্র। শ্রু + অন ভা + আপ্। সং; স্ত্রী।

শ্রবণাতিক্রান্ত—শ্রুতিপথের অতীত, যাহা শোনা যায় না। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রবণীয়, শ্রব্য—শ্রবণযোগ্য, শ্রোতব্য। শ্রু (শুনা) + অনীয়, য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

শ্রবণেন্দ্রিয়—কর্ণ, কাণ। শ্রবণের ইন্দ্রিয়, ৬তৎ। সং; ক্লী।

শ্রবিষ্ঠা—ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। সং; স্ত্রী।

শ্রব্যকাব্য—যে কাব্য শ্রবণ করা যায়, নাটক ভিন্ন অন্য প্রকার কাব্য; ইহা তিন প্রকার—পদ্যময়, গদ্যময় ও গদ্যপদ্যময়; এই সমস্ত প্রকারের কাব্য আবার তিন ভাগে বিভক্ত—মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্য [কাব্য দেখ]। কর্ম্মধা। ক্লী।

শ্রাণ—পক্ব; সিদ্ধ; ঘর্ম্মযুক্ত। শ্রা (পাক করা) + ক্ত র্ম্ম বা ক। বিণ; ত্রি।

শ্রাণন—দান, অর্পণ, বিতরণ। ণিজন্ত শ্রণ বা শ্রাণি (দেওয়া) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

শ্রাদ্ধ—১। শ্রদ্ধাযুক্ত। শ্রদ্ধা শব্দ + ষ্ণ দানার্থে। বিণ; ত্রি। ২। পিতৃকৃত্য। সং; ক্লী।

শ্রাদ্ধদেব—যম; পিতৃলোক। ৬তৎ। সং; পু।

শ্রাদ্ধশান্তি—শ্রাদ্ধাদি কার্য্য। দেশজ।

শ্রাদ্ধিক—শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয়; শ্রাদ্ধভোজী। শ্রাদ্ধ শব্দ + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

শ্রাদ্ধীয়—শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয়। শ্রাদ্ধ + ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

শ্রান্ত—শ্রমযুক্ত; খিন্ন, ক্লান্ত; শান্ত, নিবৃত্ত; ভোগ-তৃপ্ত। শ্রম (পরিশ্রম করা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে শ্রান্তি, শ্রম।

শ্রান্তকায়—১। ক্লান্ত দেহ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। ক্লান্ত দেহবিশিষ্ট, যাহার শরীর ক্লান্ত হইয়াছে। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শ্রান্তকায়া।

শ্রান্তগতি—১। শান্ত গতি, ধীর গমন। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। ধীরগামী, ক্লান্তভাবে গমনকারী। বহু। বিণ; ত্রি।

শ্রান্তদেহ—শ্রান্তকায় দেখ।

শ্রান্তশয়ান—ক্লান্তভাবে শয়নকারী, শ্রমযুক্ত হইয়া শয়িত। ২তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শ্রান্তশয়ানা।

শ্রান্তি—শ্রম; খেদ, ক্লান্তি; নিবৃত্তি; বিশ্রাম। শ্রম (পরিশ্রম করা ইত্যাদি) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে শ্রান্ত।

শ্রান্তিবোধ—শ্রম অনুভব, ক্লান্তিবোধ, কষ্ট অনুভব করা। ৬তৎ। সং; পু।

শ্রান্তিহর—ক্লান্তিনাশক, শ্রমজন্য কষ্ট নিবারক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শ্রান্তিহরা।

শ্রান্তিহীন—ক্লান্তিশূন্য, খেদরহিত; বিশ্রামহীন; অনিবৃত্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রাম—গৃহ; মণ্ডপ; সময়; মাস। শ্রম + ঘঞ্ ভা। সং; পু।

শ্রামিক—পরিশ্রমযুক্ত, শ্রমশীল, শ্রমজীবী। শ্রম শব্দ + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

শ্রায়—১। আশ্রয়; অবলম্বন; স্থান। শ্রি (আশ্রয় করা) + ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু। ২। শ্রী-সম্বন্ধীয়; লক্ষ্মী-সম্বন্ধীয়। শ্রী শব্দ + ষ্ণ সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি।

শ্রাবক—১। শ্রবণকর্ত্তা, শ্রোতা। শ্রু (শুনা) + ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। শাক্যমুনির শিষ্যবিশেষ। সং; পু।

শ্রাবণ—১। বৎসরের চতুর্থ মাস। শ্রাবণী শব্দ (শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা) + ষ্ণ যুক্তার্থে। সং; পু। ২। শ্রবণেন্দ্রিয় জন্য (জ্ঞান); পাপিষ্ঠ; পাষণ্ড। শ্রবণ + ষ্ণ। বিণ; ত্রি।

শ্রাবণিক—শ্রাবণ মাস। শ্রাবণী শব্দ (শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা) + ষ্ণিক যুক্তার্থে। সং; পু।

শ্রাবণী—শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা। শ্রবণ শব্দ + ষ্ণ + ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শ্রাব্য—শ্রোতব্য, শ্রবণযোগ্য। শ্রু (শুনা) + ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

শ্রিত—আশ্রিত; অবলম্বিত; সেবিত; উপজীবিত। শ্রি (আশ্রয় করা ইত্যাদি) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে শ্রয়, শ্রয়ণ, শ্রায়।

শ্রিতবতী—শ্রিতবান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

শ্রিতবান্—(শ্রিতবৎ)। আশ্রয়কারী, যে আশ্রয় করিয়াছে এরূপ। শ্রি (আশ্রয় করা) + ক্তবতু ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শ্রিতবতী।

শ্রী—১। লক্ষ্মী; সম্পত্তি; সরস্বতী; শোভা; বেশবিন্যাস; উপকরণ; বিভূতি; প্রকার; ত্রিবর্গ; কীর্ত্তি; বুদ্ধি; বৃদ্ধি; সিদ্ধি; বিল্ববৃক্ষ; সরল বৃক্ষ; নামের উপাধিবিশেষ (জীবিত লোকের নামের পূর্ব্বে বসে)। শ্রি (আশ্রয় করা) + ক্বিপ্ র্ম্ম। সং; স্ত্রী। ২। রাগবিশেষ। সং; পু।

শ্রীকণ্ঠ—শিব, মহাদেব; কবি ভবভূতির উপনাম; দেশবিশেষ, কুরুজাঙ্গল। শ্রী (শোভা) আছে কণ্ঠে যাঁহার, বহু। সং; পু।

শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছন—কবি ভবভূতি। শ্রীকণ্ঠ এই পদ (উপনাম) হইয়াছে লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। সং; পু।

শ্রীকর—১। শোভাকর। শ্রী শব্দ—কৃ (করা) + অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু; পণ্ডিতবিশেষ। সং; পু।

শ্রীকান্ত—বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু।

শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম—সুপ্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ রাজা রামজীবনের সভায় বহুসংখ্যক পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান। ইনি ব্যাকরণ, কাব্য প্রভৃতি পাঠ করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও উহাতে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কাব্যরচনায়ও ইঁহার খ্যাতি আছে। ইঁহার রচিত "পদাঙ্কদূত" এ দেশের সকলের নিকটেই পরিচিত। ঐ গ্রন্থে ইনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই—

"শাকে নায়ক-বেদ-ষোড়শমিতে শ্রীকৃষ্ণ-শর্ম্মা স্মরন্
আনন্দপ্রদনন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দং হৃদি।
চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্কদূতরচনং বিশ্বমনোরঞ্জনম্
শ্রীল শ্রীযুক্তরামজীবন মহারাজাধিরাজাদৃতঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা ১৬৪৩ শাকে হৃদয়ে আনন্দদায়ক নন্দনন্দনের পদারবিন্দদ্বয় স্মরণপূর্ব্বক শ্রীল শ্রীযুক্ত রামজীবন নামক মহারাজাধিরাজ কর্ত্তৃক আদৃত হইয়া পণ্ডিতগণের মনোরঞ্জক শ্রীকৃষ্ণ পদাঙ্কদূত রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন—হুগলী জেলার অন্তর্গত সোমড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইনি এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করিয়া চাকরীতে প্রবৃত্ত হন, এবং জামালপুর অডিট আফিসে ২০্ টাকা বেতনে কেরাণীগিরির কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইঁহার সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি অনুরাগ হয়, এবং সমধিক উৎসাহসহকারে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিয়া অল্পকালমধ্যেই তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইনি মুঙ্গেরে অবস্থান কালে তথায় ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং চাকরী ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার অসাধারণ বক্তৃতাশক্তি ছিল। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রের পর ইঁহার ন্যায় বক্তা প্রায় দেখা যায় না। সহস্র সহস্র লোক ইঁহার বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইত। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করিয়া ইনি সর্ব্বত্র যশোলাভ করেন। অতঃপর ইনি কাশীধামে যোগাশ্রম নামক এক আশ্রম ও যোগেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি আজীবন অবি-

বাহিত ছিলেন। কিঞ্চিদূর্দ্ধ পঞ্চাশৎবর্ষ বয়সে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ইনি শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য ও অনুবাদ সহিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত ইঁহার প্রণীত ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থও কয়েকখানি আছে।

শ্রীক্ষেত্র—জগন্নাথ-ক্ষেত্র, পুরীধাম। শ্রী যুক্ত ক্ষেত্র, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

শ্রীখণ্ড—চন্দনকাষ্ঠ। ৬তৎ। সং; ক্লী ও পু।

শ্রীগোপাল বসু মল্লিক—ইনি কলিকাতা পটলডাঙ্গার বসু মল্লিক বংশ-সম্ভূত। দেহত্যাগ কালে ইনি যে উইল করিয়া যান, তাহার সর্ত্তমতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ন্যস্ত মূলধন হইতে বেদান্ত শিক্ষার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তিন বৎসরের জন্য একজন করিয়া অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। তিনি বেদান্ত বিষয়ে ধারাবাহিক উপদেশ দিবেন এবং উক্ত দর্শন সম্বন্ধে মৌলিক তথ্য বাহির করিয়া সংস্কৃত ভাষা—বিশেষতঃ বেদান্তশিক্ষার সহায়তা করিবেন। তিনি ২২৫৲ টাকা হিসাবে মাসিক বেতন পাইবেন, এবং তিন বৎসর অন্তে ১৪০০ টাকা পাইবেন। এই টাকায় তাঁহার প্রদত্ত উপদেশগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া ৪০০ খানি পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং ১০০ খানি পুস্তক বন্ধুগণকে বিতরণ করিবার জন্য বসু মল্লিক মহাশয়ের বংশের প্রতিনিধিকে দিতে হইবে। অবশিষ্ট টাকা অধ্যাপক নিজে লইতে পারিবেন। বেদান্ত শিক্ষার জন্য এরূপ দান আর কোনও বাঙ্গালী এ পর্য্যন্ত করেন নাই। এই দানের জন্য বসু মল্লিক মহাশয়ের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে

শ্রীঘন—বুদ্ধদেব। ৬তৎ। সং; পু।

শ্রীচন্দ্র—উদাসীন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, শিখদিগের আদিগুরু মহামতি নানকের পুত্র। ইঁহার জননীর নাম সুলক্ষণা। পিতার ধর্ম্মভাব অতি অল্পবয়সেই ইঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়। কিছুদিন পরে ধর্ম্মার্থ জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া ইনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন হন। ক্রমশঃ বহুলোক ইঁহার মতের অনুবর্ত্তী হইয়া ইঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। এইরূপে উদাসীনসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

শ্রীচরণ—শ্রীযুক্ত চরণ, শোভাকর পদ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

শ্রীচরণকমল—শ্রীসম্পন্ন পদরূপ পদ্ম। রূপক।

শ্রীদ—১। শোভাদায়ক; ধনদাতা। শ্রী শব্দ—দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। কুবের। সং; পু।

শ্রীদাম—কৃষ্ণসহচর গোপবিশেষ। সং; পু।

শ্রীধর—বিষ্ণু; শালগ্রাম শিলাবিশেষ [শালগ্রাম দেখ]। শ্রী (লক্ষ্মী)—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক। সং; পু।

শ্রীধর কথক—প্রসিদ্ধ কথকতা-ব্যবসায়ী ও সঙ্গীতরচয়িতা। ১২২৩ সালে হুগলী বাঁশবেড়িয়ায় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতামহ লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ একজন প্রসিদ্ধ কথক, এবং পণ্ডিত রতনকৃষ্ণ শিরোমণি ইঁহার পিতা। পাঁচবৎসর বয়সে পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীধর একমাসের মধ্যেই ধারাপাত শেষ করেন, এবং চৌদ্দ বৎসর বয়সে ব্যাকরণ, কাব্য এবং ভাগবতে ব্যুৎপন্ন হন। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত ও কবিতায় ইঁহার গাঢ় অনুরাগ ছিল। যৌবনে ইনি সঙ্গীদের লইয়া পাঁচালী ও কবি গাহিতেন। ইহাতে ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভৎর্সনা করায় শ্রীধর এক বন্ধুর সহিত মুর্শিদাবাদে গিয়া ব্যবসায় কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু এ কাজ ভাল লাগিল না। তখন ইনি ব্যবসায় ছাড়িয়া বহরমপুরে কালীচরণ ভট্টাচার্য্যের নিকট কথকতা শিক্ষা করেন। কালে ইনি এই কার্য্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতে এবং অনুরূপ ভাবভঙ্গী প্রকাশে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। ইঁহার রচিত শ্যামাবিষয়ক, কৃষ্ণবিষয়ক এবং প্রেমবিষয়ক অনেকগুলি গান আছে।

শ্রীধর স্বামী—বোপদেবের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী সময়ে গুর্জ্জর দেশে বলভী নগরে শ্রীধর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পরমানন্দ পুরীর নিকট নৃসিংহ মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ভাবার্থ দীপিকা নামক টীকা দ্বারা ইনি শ্রীমদ্ভাগবতকে সুন্দর ও সরলভাবে বুঝাইয়াছিলেন। ইনি মহিম্নস্তবের টীকা, গীতার টীকা, ও বিষ্ণুপুরাণের টীকাও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাই ইঁহার প্রসিদ্ধ রচনা। নীলাচলে থাকিয়া এক দিন চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন —"স্বামীকে না মানিলে কুলকামিনী যেমন ব্যভিচারিণী হয়, সেইরূপ কেহ যদি শ্রীধর স্বামীর টীকা না মানিয়া ভাগবতের ব্যাখ্যা করেন, তাহা ব্যভিচার-দোষ-দুষ্ট।" ব্রজবিহার নামক কাব্যগ্রন্থও শ্রীধর-কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সুবিখ্যাত ভট্টি কবি ইঁহারই পুত্র। ভট্টি ন্যূনাধিক ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

শ্রীনন্দন—লক্ষ্মীপুত্র; কন্দর্প। ৬তৎ। সং; পু।

শ্রীনাথ—বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু।

শ্রীনিকেতন—বিষ্ণু। শ্রী হইয়াছেন নিকেতন যাঁহার, বং। সং; পু।

শ্রীনিবাস—১। বিষ্ণু। শ্রী হইয়াছেন নিবাস যাঁহার, বহু। সং; পু। ২। জনৈক বৈষ্ণব। চৈতন্যদেবের সহিত ইঁহার বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। তিনি ইঁহার গৃহে প্রায়ই হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেন।

শ্রীপঞ্চমী—মাঘমাসের শুক্লপঞ্চমী, এই দিনে সরস্বতী পূজা হইয়া থাকে। শ্রী যুক্তা যে পঞ্চমী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শ্রীপতি—নারায়ণ, বিষ্ণু। ৬তৎ। সং; পু।

শ্রীপদপঙ্কজ—শ্রীচরণরূপ পদ্ম। পদরূপ পঙ্কজ, রূপক; শ্রী যুক্ত পদপঙ্কজ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শ্রীপদপল্লব—শ্রীযুক্ত চরণরূপ পল্লব। পদপল্লব দেখ; শ্রী যুক্ত যে পদপল্লব, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং: পু ও ক্লী।

শ্রীফল—১। বিল্ববৃক্ষ, বেলগাছ। শ্রীযুক্ত ফল হয় যাহাতে, বহু। সং; পু। ২। বিল্ব, বেল। শ্রী যুক্ত যে ফল, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ক্লী।

শ্রীভ্রষ্ট—সৌন্দর্য্য-রহিত, কান্তিশূন্য। শ্রী (সৌন্দর্য্য) হইতে ভ্রষ্ট (বিচ্যুত), ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রীভ্রাতা—(শ্রীভ্রাতৃ)। চন্দ্র; অশ্ব। ৬তৎ, সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর সহিত ইঁহারাও উদ্ভূত হইয়াছিল। সং; পু।

শ্রীমতী—১। শ্রীমান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী। ২। কপিল-পত্নী। ইনি সতীসাধ্বীর উদাহরণস্থল। রামায়ণে সীতা ইঁহার সহিত উপমিত হইয়াছিলেন।

শ্রীমান্—(শ্রীমৎ) ১। শ্রীযুক্ত; লক্ষ্মীবান্; ধনবান্; সুন্দর। শ্রী শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শ্রীমতী। ২। তিলকবৃক্ষ। সং; পু।

শ্রীমুখ—১। শোভাযুক্ত মুখ। শ্রী যুক্ত যে মুখ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। পত্রপৃষ্ঠে 'শ্রী' এই শব্দ লিখন। শ্রী (সৌভাগ্য) হইয়াছে মুখ (প্রধান) যাহার, বহু। সং; পু।

শ্রীমুখপঙ্কজ—মনোহর বদনকমল, সুন্দর মুখপদ্ম। মুখরূপ পঙ্কজ, রূপক; শ্রী যুক্ত মুখপঙ্কজ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

শ্রীমূর্ত্তি—দেববিগ্রহ। শ্রী যুক্তা যে মূর্ত্তি, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শ্রীযুক্ত, শ্রীযুত—শ্রীমান্, লক্ষ্মীবান্। শ্রী দ্বারা যুক্ত, যুত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রীরাগ—রাগবিশেষ, তৃতীয় রাগ। সং; পু।

শ্রীরাম—অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র। শ্রী যুক্ত যে রাম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

শ্রীরামনবমী—শ্রীরামের জন্মতিথি, চৈত্র মাসের শুক্ল নবমী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শ্রীল—শ্রীযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন। শ্রী শব্দ+ল যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

শ্রীবৎস—১। বিষ্ণু; বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থ রোমাবর্ত্তবিশেষ। শ্রীর (লক্ষ্মীর) বৎস (প্রিয়), ৬তৎ। সং; পু। ২। জনৈক নৃপ। ইনি

অযোধ্যা প্রদেশের নরপতি ছিলেন। ইঁহার পত্নীর নাম চিন্তা। একদা শনি ও লক্ষ্মীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ইহা লইয়া বিবাদ হয়। তাঁহারা পরমধার্ম্মিক শ্রীবৎসকে ইহার মীমাংসা জন্য অনুরোধ করেন। দেবতার বিবাদে কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বা কাহাকেও নিকৃষ্ট বলা অসঙ্গত বিবেচনায় শ্রীবৎস দুইখানি সিংহাসন নির্ম্মাণ করেন। তাহার একখানি স্বর্ণনির্ম্মিত, অপরখানি রজতনির্ম্মিত। নির্দ্দিষ্ট দিবসে লক্ষ্মী আসিয়া স্বর্ণসিংহাসনে এবং শনি রজত-সিংহাসনে উপবেশন করেন। পরে তাঁহারা বিচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে শ্রীবৎস আসনানুসারেই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ইহাই ইঙ্গিতে প্রকাশ করেন। তখন লক্ষ্মী প্রীত হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করেন, এবং শনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে কষ্ট দিবার জন্য ইঁহার ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু পরমধার্ম্মিক রাজার কোনরূপ ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। ইতোমধ্যে শ্রীবৎস একদা আহারান্তে পাদ প্রক্ষালন না করায় এই ছিদ্র পাইয়া শনি ইঁহার দেহে প্রবেশ করেন। শনির আবির্ভাবে শ্রীবৎসের মতি দিন দিন হীন হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে ইনি রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন। অতঃপর ইনি এক কন্থার মধ্যে বহুমূল্য রত্নরাজি স্থাপন করিয়া, তাহা লইয়া পত্নীসহ রাজ্যত্যাগ করেন। পথে শনি এক মায়ানদীর সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং এক জীর্ণ তরণী লইয়া উপস্থিত হন। সে তরণী একজনের অধিক ভারসহনে অক্ষম। শ্রীবৎস তখন অগ্রে রত্নরাজিপূর্ণ কন্থা নৌকায় তুলিয়া দিয়া তাহা নাবিককে পরপারে রাখিয়া আসিতে আদেশ করেন। শনি কন্থা লইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে মায়ানদী তরণী প্রভৃতি সকলই অন্তর্হিত হয়। শনির কৌশলে নিঃস্ব হইয়া শ্রীবৎস পত্নীসহ কাঠুরিয়া পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কিন্তু ইহাতেও শনির ক্রোধের শান্তি হইল না। তিনি পতি-পত্নীর বিচ্ছেদের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীবৎস অরণ্যে কাষ্ঠাহরণে গিয়াছেন, এমন সময় এক মহাজনের নৌকা চড়ায় বাধিয়া গেলে শনি দৈবজ্ঞরূপে আসিয়া মহাজনকে বলেন যে, এই কাঠুরিয়া পল্লীতে এক সতী আছেন, তিনি আসিয়া স্পর্শ করিলেই নৌকা চলিবে। তখন মহাজন বহু সাধ্যসাধনা করায় চিন্তা আসিয়া নৌকা স্পর্শ করিলে নৌকা ভাসিয়া উঠিল। তখন মহাজন পাছে আর কখনও নৌকা চড়ায় লাগে এই ভাবনায় চিন্তাকে বলপূর্ব্বক নৌকায় তুলিয়া লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেন চিন্তা সূর্য্যের স্তব করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কুরূপ প্রার্থনা করিয়া লইলেন ইহাতে তাঁহার ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা রহিল না

এদিকে শ্রীবৎস গৃহে আসিয়া চিন্তাকে না দেখিয়া কাতর হইলেন। অতঃপর ইনি কাঠুরিয়া পল্লীগণের প্রমুখাৎ মহাজনের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চিন্তার অন্বেষণ করিতে করিতে এক রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। রাজকন্যা ভদ্রা ইঁহাকে বরমাল্য প্রদান করিলে শ্রীবৎস রাজকন্যা দ্বারা রাজাকে অনুরোধ করিয়া নদীতীরে বাণিজ্যতরণীর মাশুল-সংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত হইলেন। সেখানে যত বাণিজ্যতরণী আসিত, শ্রীবৎস তৎসমস্তই সবিশেষ অনুসন্ধান করিতেন। এইরূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে একদা পূর্ব্বোক্ত মহাজনের নৌকায় চিন্তাকে প্রাপ্ত হইলেন। তখন রাজা ইঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ইঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সূর্য্যের কৃপায় চিন্তা পুনরায় পূর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হইলেন। তখন শ্রীবৎস চিন্তা ও ভদ্রাকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং কমলার কৃপায় পুনর্ব্বার রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীবৎসলাঞ্ছন—বিষ্ণু। শ্রীবৎস (বক্ষঃস্থলস্থ রোমাবর্ত্ত) হইয়াছে লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাঁহার বহু। সং; পুং।

শ্রীবাস—বিষ্ণু; শিব। শ্রী হইয়াছে বাস (বাসস্থান) যাঁহার, বহু। সং; পুং।

শ্রীবৃদ্ধি—সৌভাগ্যবৃদ্ধি; সম্পত্তির উন্নতি; সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শ্রীশ—শ্রীনাথ, বিষ্ণু। শ্রীর (লক্ষ্মীর) ঈশ (নাথ), ৬তৎ। সং; পুং।

শ্রীহর্ষ—১। কান্যকুব্জের অধীশ্বর এবং নাগানন্দ ও রত্নাবলী নামক নাটকদ্বয়ের প্রণেতা হর্ষবর্দ্ধনের উপনাম। সং; পুং। ২। নৈষধচরিত-প্রণেতা কবি। বঙ্গাধিপ আদিশূর যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম।

শ্রীহীন—শোভাশূন্য; কুরূপ; সৌভাগ্যহীন; লক্ষ্মীহীন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রুত—১। আকর্ণিত, যাহা শুনা হইয়াছে এরূপ; প্রসিদ্ধ; জ্ঞাত। শ্রু (শুনা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। বেদ; শাস্ত্র; শাস্ত্রজ্ঞান। সং; ক্লী।

শ্রুতকীর্ত্তি—কুশধ্বজ রাজার কনিষ্ঠা কন্যা ও লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্নের পত্নী; ইঁহার গর্ভে সুবাহু ও শত্রুঘাতী নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। শ্রুত হইয়াছে কীর্ত্তি যাঁহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

শ্রুতদেবী—বাগ্দেবী, সরস্বতী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শ্রুতধর—শ্রুতিধর দেখ।

শ্রুতবোধ—কালিদাসকৃত ছন্দোগ্রন্থবিশেষ। সং।

শ্রুতবতী—শ্রুতবান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

শ্রুতবান্—(শ্রুতবৎ) ১। কৃতশ্রবণ, শুনিয়াছে এরূপ। শ্রু (শুনা)+ক্তবতু ক। ২। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বিদ্বান্। শ্রুত শব্দ (শাস্ত্রজ্ঞান) +বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে শ্রুতবতী।

শ্রুতশ্রবাঃ—(শ্রুতশ্রবস্)। দম ঘোষের পত্নী, শিশুপালের মাতা। শ্রুত হইয়াছে শ্রবঃ (কীর্ত্তি) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

শ্রুতায়ুঃ—(শ্রুতায়ুস্)। সূর্য্যবংশীয় জনৈক নৃপ। সং; পুং।

শ্রুতি—১। শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ। শ্রু (শুনা)+ক্তি ণ। ২। শ্রবণ, আকর্ণন, শুনা। শ্রু+ক্তি ভা। ৩। বেদ; বাচক শব্দ; কিংবদন্তী; স্বরাবয়ব সূক্ষ্মস্বরবিশেষ। শ্রু+ক্তি কর্ম্ম। সং; স্ত্রী।

শ্রুতিকটু—১। দুঃশ্রাব্যতা দোষ। শ্রুতির (কর্ণের) কটু, ৬তৎ। সং; পুং। ২। দুঃশ্রাব্য, শুনিতে রূঢ়। বিণ; ত্রি।

শ্রুতিকঠোর—শ্রুতিকটু, শুনিতে রূঢ়, দুঃশ্রাব্য। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রুতিগম্য—শ্রুতিগোচর। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রুতিগোচর—শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, আকর্ণিত, যাহা শোনা গিয়াছে এরূপ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রুতিধর, শ্রুতধর—শ্রবণমাত্র ধারণক্ষম, অন্যের যে কোন কথা শুনিবামাত্র স্মরণ রাখিতে সমর্থ, অতি মেধাবী। শ্রুতি, শ্রুত শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

শ্রুতিপথ—শ্রবণপথ, কর্ণপথ, কর্ণছিদ্র। ৬তৎ। সং; পুং।

শ্রুতিমধুর—শ্রবণমনোহর, শুনিতে মিষ্ট। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রুতিসুখ—কর্ণসুখ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শ্রুতিসুখকর—কর্ণের তৃপ্তিদায়ক, শুনিতে মিষ্ট। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রুতিস্মৃতি—বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

শ্রুতিহারী—(শ্রুতিহারিন্)। শ্রবণমনোহর, যাহা শুনিলে মুগ্ধ হইতে হয়। শ্রুতি শব্দ—হৃ (হরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে শ্রুতিহারিণী।

শ্রুব, শ্রুবা—যজ্ঞে ঘৃতক্ষেপণপাত্র। শ্রু (গমন করা)+ক অপা, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও স্ত্রী।

শ্রূয়মাণ—যাহা শ্রবণ করা যায় এরূপ। শ্রু (শুনা)+শান কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

শ্রেঢ়ী—অঙ্কশাস্ত্রে—গণনার রীতিবিশেষ (Progression)। শ্রেণি শব্দ—ঢৌক (গমন করা)+ঢ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শ্রেণি, শ্রেণী—পঙ্‌ক্তি, সারি; দল; কারু-সংহতি। শ্রি (আশ্রয় করা ইত্যাদি)+নি ক। পক্ষে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

শ্রেণীবদ্ধ—পঙ্‌ক্তিবদ্ধ, সারিবন্দী; দলবদ্ধ ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রেণীভুক্ত—দলভুক্ত, দলের অন্তর্গত। শ্রেণীর ভুক্ত (অন্তর্গত), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রেণীবিন্যস্ত—সারিবন্দী ভাবে স্থাপিত, সারি সারি রক্ষিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রেয়ঃ—(শ্রেয়স্)। ধর্ম্ম; মঙ্গল; মোক্ষ সুখ; সৌভাগ্য। প্রশস্ত শব্দ+ঈয়সু সং; স্ত্রী।

শ্রেয়ঃকল্প—১। অপেক্ষাকৃত শ্রেয়ঃ। শ্রেয়স্ +কল্প ঈষদূনার্থে। ২। শ্রেষ্ঠতুল্য, শুভ সদৃশ। শ্রেয়সের কল্প (সদৃশ), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্রেয়সী—শ্রেয়ান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

শ্রেয়স্কর—মঙ্গলজনক, শুভদায়ক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শ্রেয়স্করী

শ্রেয়ান্—(শ্রেয়স্)। জ্যেষ্ঠ; শুভকর, মঙ্গলজনক। প্রশস্ত শব্দ+ঈয়সু। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শ্রেয়সী। [বিণ; ত্রি।

শ্রেয়োজনক—শ্রেয়স্কর, মঙ্গলজনক। ৬তৎ।

শ্রেষ্ঠ—১। অতি প্রশস্ত; প্রধান; জ্যেষ্ঠ। প্রশস্ত শব্দ+ইষ্ঠ। বিণ; ত্রি। ২। কুবের; ব্রাহ্মণ; রাজা; বিষ্ণু। সং; পু।

শ্রেষ্ঠতম—অতিশয় শ্রেষ্ঠ, বহুর মধ্যে প্রশস্ত। শ্রেষ্ঠ শব্দ+তম আতিশয্যার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শ্রেষ্ঠতমা।

শ্রেষ্ঠতর—অতিশয় শ্রেষ্ঠ, উভয়ের মধ্যে প্রশস্ত। শ্রেষ্ঠ শব্দ+তর আতিশয্যার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শ্রেষ্ঠতরা।

শ্রেষ্ঠী—(শ্রেষ্ঠিন্)। বণিক্‌বিশেষ, শেঠ। শ্রেষ্ঠ শব্দ+ইন্। সং; পু।

শ্রোণি, শ্রোণী—নিতম্ব, পাছা; কটিদেশ; পথ। শ্রোণ (সংহত হওয়া)+ই ক। সং; স্ত্রী।

শ্রোণিফলক—কটিপ্রদেশ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

শ্রোতঃ—(শ্রোতস্) ১। নদ্যাদির বেগ, জলপ্রবাহ। শ্রু (গমন করা)+অস্ ক। ২। কর্ণ, কাণ। শ্রু (শুনা)+অস্ ণ। সং; স্ত্রী। [ভব্য র্ম। বিণ; ত্রি।

শ্রোতব্য—শ্রাব্য, শ্রবণ-যোগ্য। শ্রু (শুনা)+

শ্রোতা—(শ্রোতৃ)। শ্রবণকর্ত্তা, যে শুনে এরূপ। শ্রু (শুনা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শ্রোত্রী।

শ্রোত্র—১। কর্ণ, কাণ। শ্রু (শুনা)+ত্র ণ। ২। শ্রুতি, বেদ। শ্রু+ত্র র্ম। সং; স্ত্রী।

শ্রোত্রিয়—১। বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ; বেদজ্ঞ বিপ্র —(ক) "ওঁকারপূর্ব্বিকাস্তিস্রঃ সাবিত্রীর্যশ্চ বিন্দতি। চরিতব্রহ্মচর্য্যশ্চ স বৈ শ্রোত্রিয় উচ্যতে॥" (খ) "জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বেদাভ্যাসাত্ ভবেদ্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব হি॥" শ্রোত্র শব্দ+ইয়। সং; পু। ২। সদ্বংশজাত সচ্চরিত্র। বিণ; ত্রি।

শ্রৌত—শ্রুতিসিদ্ধ, শাস্ত্রসম্মত। শ্রুতি শব্দ (শাস্ত্র)+ক। বিণ; ত্রি।

শ্লক্ষ্ণ—সূক্ষ্ম; অল্প; কৃশ; মনোহর; স্নিগ্ধ শ্লিষ (আলিঙ্গন করা)+ক্স্ন ক। বিণ।

শ্লথ—শিথিল, ঢিলা, আল্‌গা। শ্লথ (ঢিলা হওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

শ্লথবৃন্ত—শিথিলবৃন্ত, আল্‌গা বোঁটাবিশিষ্ট বহু। বিণ; ত্রি।

শ্লাঘনীয়, শ্লাঘ্য—প্রশংসনীয়; প্রশংসার পাত্র; স্পৃহণীয়। শ্লাঘ (শ্লাঘা করা)+অনীয়, ঘ্যণ্ র্ম। বিণ; ত্রি।

শ্লাঘা—প্রশংসা; আত্মগুণখ্যাপন। শ্লাঘ (প্রশংসা করা)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

শ্লিষ্ট—১। শ্লেষযুক্ত; সংসৃষ্ট, সংযুক্ত। শ্লিষ (আলিঙ্গন করা)+ক্ত ক। ২। আলিঙ্গিত। শ্লিষ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে শ্লেষ।

শ্লীপদ—শোথরোগ; গোদ। সং; স্ত্রী।

শ্লীল—শ্রীযুক্ত; সৌভাগ্যশালী। শ্রী+ল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অশ্লীল।

শ্লীলতা—ভদ্রতা, সাধুতা। শ্লীল+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

শ্লেষ—আশ্লেষ, আলিঙ্গন; যোগ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]; শব্দের নানার্থ-যোগ। শ্লিষ (আলিঙ্গন করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে শ্লিষ্ট।

শ্লেষ্মা—(শ্লেষ্মন্)। কফ, সর্দ্দি [ইহা শুভ্র, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল, তমোগুণের আধিক্যযুক্ত এবং মধুর রসাত্মক। ইহা বিদগ্ধ হইলে লবণাস্বাদ হয়। জঠরাগ্নির তেজে ইহা ফেনিল হইয়া থাকে। ইহা রস ধাতুর মল। রক্তাশয়ের নিম্নে শ্লেষ্মাশয় অবস্থান করে]। শ্লিষ (আলিঙ্গন করা)+মন্ ক। সং; পু।

শ্লৈষ্মিক—শ্লেষ্মাসম্বন্ধীয়। শ্লেষ্মন্ শব্দ+ফিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

শ্লোক—কবিতা, পদ্য; যশঃ, কীর্ত্তি। শ্লোক (গাঁথা)+অল্ র্ম। সং; পু। [এই শব্দের ব্যুৎপত্তি জন্য বাল্মিকি দেখ]।

শ্লোকময়—শ্লোকাত্মক, শ্লোকে রচিত। শ্লোক +ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শ্লোকময়ী।

শ্লোকময়ী—শ্লোকময় দেখ। বিণ; স্ত্রী।

শ্লোকাত্মক—শ্লোকময়, পদ্যে রচিত। শ্লোক হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে শ্লোকাত্মিকা।

শ্বঃ—(শ্বস্)। আগামি দিনে, কল্য; শোভন। আগামি+অহন্ (দিন) এই অর্থে নিপাতনে সিদ্ধ। ব্য।

শ্বঃশ্রেয়ঃ—(শ্বঃশ্রেয়স্)। সুমঙ্গল; সুখ। শ্বঃ (শোভন) যে শ্রেয়ঃ (মঙ্গল), কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

শ্বধূর্ত্ত—শৃগাল। ধূর্ত্ত যে শ্বা (কুক্কুর), কর্ম্মধা।

শ্বপচ, শ্বপাক—ব্যাধ; চণ্ডাল, চাঁড়াল। শ্বন্ শব্দ (কুক্কুর)—পচ (পাক করা)+অন্, ঘঞ্ ক। সং; পু।

শ্বভ্র—গর্ত্ত, ছিদ্র, বিবর। শ্বভ্র (গর্ত্ত করা)+অল্ র্ম। সং; পু।

শ্বয়থু—বৃদ্ধি, স্ফীতি; শোথরোগ, গোদ। শ্বি (স্ফীত হওয়া)+অথু ভা। সং; পু।

শ্ববৃত্তি—পরসেবা, চাকরি। শ্বার (কুক্কুরের) বৃত্তি, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শ্বশুর—পতি বা পত্নীর পিতা। আশু শব্দ—অশ (ব্যাপা)+উর ক, নিপাতনে। সং; পু।

শ্বশুরালয়—শ্বশুরবাড়ী। ৬তৎ। সং; পু।

শ্বশুর্য্য—শ্বশুরের পুত্র, পতি বা পত্নীর ভ্রাতা; শ্যালক; দেবর; ভাসুর। শ্বশুর শব্দ+য্য অপত্যার্থে। সং; পু।

শ্বশ্রূ—পতি বা পত্নীর মাতা, শাশুড়ী। শ্বশুর শব্দ+ঊঙ্। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে শ্বশুর।

শ্বসন—১। নিশ্বাস; জীবন। শ্বস+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী। ২। বায়ু। শ্বস (শ্বাস ফেলা) +অনট্ ণ। সং; পু।

শ্বসিত—নাসাগত বায়ু, নিশ্বাস; জীবন। শ্বস (শ্বাস ফেলা)+ক্ত ভা। সং; স্ত্রী।

শ্বস্তন, শ্বস্ত্য—আগামি দিবসীয়, পরদিন সম্বন্ধীয়। শ্বস্ শব্দ+ট্যন, ত্যপ্ ভবার্থে। বিণ; ত্রি।

শ্বা—(শ্বন্)। কুক্কুর। শ্বি (স্ফীত হওয়া)+কনিন্ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে শুনী।

শ্বাগণিক—কুক্কুরদ্বারা মৃগয়াজীবী; ব্যাধ। শ্ব সমূহের (কুক্কুরদিগের) গণ শ্বগণ, ৬তৎ; শ্বগণ+ফিক জীবত্যর্থে। সং; পু।

শ্বাপদ—১। হিংস্র জন্তু, ব্যাঘ্রাদি। শ্বার (কুক্কুরের) ন্যায় পদ যাহার, বহু। সং; পু। ২। হিংস্রজন্তুসম্বন্ধীয়। শ্বাপদ শব্দ+ +ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

শ্বাপদসঙ্কুল—শ্বাপদসমাকীর্ণ, ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুপূর্ণ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্বাবিৎ (শ্বাবিধ্), শ্বাবিধ—শল্লকী, শজারু। শ্বন্ শব্দ (কুক্কুর)—আ—ব্যধ (বিদ্ধ করা)+ক্বিপ্, ক ক। সং; পু।

শ্বাস—১। নিশ্বাস, নাসাপ্রবাহিত বায়ু। শ্বস (নিশ্বাস ফেলা)+ঘঞ্ ভা। ২। বায়ু।

শ্বস+ঘঞ্ ণ। ৩। কাসরোগবিশেষ। শ্বস+ঘঞ্ অধি। সং; পু।

শ্বাসক্রিয়া—নিশ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য, নিশ্বাস ফেলা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শ্বাসরোধ—নিশ্বাস বন্ধ। ৬তৎ। সং; পু।

শ্বাসহীন—নিশ্বাসপ্রশ্বাসশূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্বাসহেতি—নিদ্রা। শ্বাসের (দীর্ঘনিশ্বাসের) হেতি (অস্ত্রস্বরূপ), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

শ্বিত্র—ধবল রোগ। শ্বিত (সাদা হওয়া)+রক্ ণ। সং; ক্লী।

শ্বিত্রী—(শ্বিত্রিন্)। ধবলরোগী। শ্বিত্র শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

শ্বেত—১। শুক্লবর্ণ, সাদা রঙ্; ধবলগিরি; কপর্দ্দক, কড়ি; শঙ্খ; শুক্রগ্রহ; দ্বীপবিশেষ [দ্বীপ দেখ]। শ্বিত (সাদা হওয়া)+অন্ ক। সং; পু। ২। শুক্লবর্ণযুক্ত, সাদা। বিণ; ত্রি। ৩। বিদর্ভনরপতি, সুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র। সুদেবের মৃত্যু হইলে ইনি রাজা হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দীর্ঘকাল গত হইলে পরমায়ুঃ বিগতপ্রায় বুঝিয়া ইনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরথকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন। কঠোর তপস্যায় ইনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু সেখানে গিয়াও ক্ষুধায় ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রজাপতিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন;—"আহার করিয়া তপ করিয়াছ, কখন কাহাকে কিছু দান কর নাই; সেই জন্ম স্বর্গে আসিয়াও ক্ষুধাতৃষ্ণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিতেছ না। এক্ষণে তুমি আহার দ্বারা পরিপুষ্ট তোমার নিজের মৃতদেহ ভক্ষণ কর। সে দেহ তোমার তপস্যাক্ষেত্রে এক সরোবরে ভাসিতেছে। মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের দর্শনে তোমার শাপমুক্তি হইবে।" তখন রাজা স্বর্গ হইতে রথে চড়িয়া আসিয়া ভাসমান মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা অগস্ত্য ঋষি নিকটে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজা তাঁহাকে সকল কথা অবগত করিয়া শাপমুক্ত হইলেন। গমনকালে রাজা ঋষিকে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট অলঙ্কার দিয়াছিলেন। অগস্ত্য রামকে এই সমস্ত অলঙ্কার উপহার দিয়া এই গল্পটী বলিয়াছিলেন।

শ্বেতক—১। রজত, রূপা। শ্বেত দেখ; শ্বেত+কণ্। সং; পু। ২। কপর্দ্দক, কড়ি। সং; ক্লী।

শ্বেতকী—জনৈক নৃপ। ইনি সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ও যজ্ঞশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি এত অধিকসংখ্যক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে, অবশেষে ইহার ঋত্বিক্‌গণ আর যাজন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন। তখন ইনি তপশ্চরণ দ্বারা আশুতোষকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে নিজের যাজকত্ব করিতে অনুরোধ করেন। শিব দুর্ব্বাসা ঋষি দ্বারা কার্য্য সাধনের পরামর্শ দেন। দুর্ব্বাসা সেই যজ্ঞ শত বৎসর কালে সমাপন করেন। কথিত আছে যে, অগ্নিদেব সেই যজ্ঞে অতিরিক্ত হবিঃ ভক্ষণ করিয়া রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শ্বেতকৃষ্ণাভ—সাদা ও কাল রঙের আভাযুক্ত। শ্বেত ও কৃষ্ণ, দ্বন্দ্ব; তাহাদের আভার ন্যায় আভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

শ্বেতকেতু—জনৈক ঋষি। শ্বেত হইয়াছে কেতু যাঁহার, বহু। সং; পু।

শ্বেতগরুৎ, শ্বেতচ্ছদ—১। শুক্লবর্ণ পক্ষবিশিষ্ট। শ্বেত হইয়াছে গরুৎ, ছদ (পক্ষ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। হংস। সং; পু।

শ্বেতদ্বীপ—চন্দ্রদ্বীপ। সং; পু।

শ্বেতধামা—(শ্বেতধামন্)। চন্দ্র; কর্পূর; সমুদ্রফেন। শ্বেত হইয়াছে ধাম (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

শ্বেতপত্র—হংস। শ্বেত হইয়াছে পত্র (পাখা) যাহার, বহু। সং; পু।

শ্বেতপত্ররথ, শ্বেতপত্রবাহন—ব্রহ্মা। শ্বেতপত্র (হংস) হইয়াছে রথ, বাহন যাঁহার, বহু। সং; পু।

শ্বেতপ্রস্তর—সাদা পাথর। কর্ম্মধা। সং; পু।

শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত—সাদা পাথরে গঠিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

শ্বেতপ্রস্তরময়—সাদা পাথরে গঠিত। শ্বেতপ্রস্তর+ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ; ত্রি।

শ্বেতরক্ত—১। পাটলবর্ণ। শ্বেত দ্বারা রক্ত, ৩তৎ অথবা শ্বেত ও রক্ত, দ্বন্দ্ব। সং; পু। ২। পাটলবর্ণযুক্ত। বিণ; ত্রি।

শ্বেতরোচিঃ—(শ্বেতরোচিস্) ১। শুভ্র তেজোবিশিষ্ট। শ্বেত হইয়াছে রোচিঃ (তেজঃ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। চন্দ্র। সং; পু।

শ্বেতবাহ—ইন্দ্র; অর্জ্জুন। শ্বেত হইয়াছে বাহ (অশ্ব) যাঁহার, বহু। সং; পু।

শ্বেতশুঙ্গ—যব। শ্বেত হইয়াছে শুঙ্গ যাহার, বহু। সং; পু।

শ্বেতশ্মশ্রুল—শুভ্র শ্মশ্রুযুক্ত, সাদা গোঁপদাড়িবিশিষ্ট। শ্বেত যে শ্মশ্রু, কর্ম্মধা, তদুত্তরে ল অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

শ্বেতসার—পদার্থের মধ্যগত শুভ্রবর্ণ সারাংশবিশেষ (Starch)। গোল আলু প্রভৃতিতে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

শ্বেতা—বরাটিকা; শঙ্খিনী। শ্বেত দেখ; শ্বেত+আপ্। সং; স্ত্রী।

শ্বেতাভ—শ্বেতবর্ণের আভাযুক্ত, ঈষৎ শ্বেতবর্ণ বহু। বিণ; ত্রি।

শ্বেতাম্বর—১। শুভ্র বস্ত্র, সাদা কাপড়। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। শ্বেতবর্ণ বস্ত্র পরিধারী। শ্বেত হইয়াছে অম্বর (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ৩। জৈন সম্প্রদায়বিশেষ [জৈন দেখ]। সং; পু।

শ্বেতৌহী—ইন্দ্রাণী, শচী। শ্বেতবাহ দেখ। শ্বেতবাহ+ঈপ্। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

শ্বৈত্য—শুভ্রত্ব, শুক্লত্ব। শ্বেত+ষ্যঞ্ ভাবে।

শ্বোবসীয়স—১। পরদিনভাবি শুভ; ভদ্র; কুশল; মোক্ষ। শ্বস্ শব্দ—বসুমৎ+ঈয়সু+অ। সং; ক্লী। ২। পরদিনভাবি শুভযুক্ত। বিণ; ত্রি।

ষ

ষ—১। একত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ২। কেশ; নাশ, ধ্বংস; ক্ষতি; শিক্ষক; শেষ, অবশেষ; সুপ্তি; মুক্তি। সো (নাশ করা)+ড ক। সং; পু। ৩। বিজ্ঞ; শ্রেষ্ঠ; শোভন। বিণ; ত্রি।

ষট্—(ষষ্)। ছয় সংখ্যা, ৬। সো (নাশ করা)+ক্বিপ্ ক নিপাতনে। সং বা বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

ষট্‌ক—ছয় সংখ্যা, ৬। ষষ্ শব্দ+কণ্ স্বার্থে।

ষট্‌কর্ম্ম—(ষট্‌কর্ম্মন্)। যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ—এই ছয় প্রকার কর্ম্ম; তন্ত্রে—শান্তি বশীকরণ স্তম্ভন বিদ্বেষ উচাটন মারণ এই ষড়্‌বিধ কর্ম্ম। দ্বিগু। সং; ক্লী।

ষট্‌কর্ম্মা—(ষট্‌কর্ম্মন্)। ষট্‌কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণ। ষট্ হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহু। সং; পু।

ষট্‌কোণ—১। বজ্র; লগ্নাপেক্ষা ষষ্ঠ স্থান। ষট্ (ছয়) হইয়াছে কোণ যাহার, বহু। সং; ক্লী। ২। ছয়কোণবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি।

ষট্‌চক্র—দেহমধ্যস্থ ছয় চক্র, যথা—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। দ্বিগু। সং; ক্লী।

ষট্‌চত্বারিংশ—৪৬ সংখ্যার পূরক। ষট্‌চত্বারিংশৎ শব্দ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

ষট্‌চত্বারিংশৎ—১। ছ-চল্লিশ সংখ্যা, ৪৬। ষট্ অধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। ৪৬ সংখ্যক। বিণ; স্ত্রী।

ষট্‌চরণ, ষট্‌পদ—মধুকর, ভ্রমর। ষট্ (ছয়) চরণ, পদ যাহার, বহু। সং; পু।

ষট্‌ত্রিংশ—ছত্রিশ সংখ্যার পূরক। ষট্‌ত্রিংশৎ শব্দ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

ষট্‌ত্রিংশৎ—১। ছত্রিশ সংখ্যা, ৩৬। ষট্ অধিকা ত্রিংশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। ছত্রিশ-সংখ্যক। বিণ; স্ত্রী।

ষট্‌পঞ্চাশ, ষট্‌পঞ্চাশত্তম—ছাপ্পান্ন সংখ্যার পূরক। ষট্‌পঞ্চাশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে বিণ; ত্রি।

ষট্‌পঞ্চাশৎ—১। ছাপ্পান্ন সংখ্যা, ৫৬। ষট্ অধিকা পঞ্চাশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা সং; স্ত্রী। ২। ছাপ্পান্ন সংখ্যক। বিণ; স্ত্রী

ষট্‌পদাতিথি—আম্রবৃক্ষ; চম্পক বৃক্ষ। ষট্‌পদ (ভ্রমর) হইয়াছে অতিথি যাহার, বহু। সং; পু।

ষট্‌পদী—ভ্রমরী; ছয় চরণবিশিষ্ট ছন্দঃ। ষট্ (ছয়) পদ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

ষট্‌প্রজ্ঞ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, লোকাচার, তত্ত্বজ্ঞান—এই ছয় বিষয়ে অভিজ্ঞ; বৌদ্ধ; কামুক। ষট্ (ছয়) প্রজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ষড়ঙ্গ—১। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ—এই ছয় বেদাঙ্গ; বাহুদ্বয়, পদদ্বয়, কটি, মস্তক—দেহের এই ছয় অঙ্গ; আদ্যশ্রাদ্ধকালে প্রেতোদ্দেশে প্রদত্ত পীঠাদি ছয় প্রকার দ্রব্য। ষট্ অঙ্গের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; স্ত্রী। ২। ছয়-অঙ্গযুক্ত। ষট্ (ছয়) অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ষড়ঙ্ঘ্রি—ভ্রমর। ষট্ (ছয়) অঙ্ঘ্রি (চরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

ষড়ভিজ্ঞ—দিব্য-চক্ষুঃ-শ্রোত্রবিশিষ্ট, পরচিত্ত-জ্ঞান, আত্ম-জ্ঞান, পূর্ব্বজন্মস্মরণ, বিয়দ্গতি (আকাশে বিচরণ করিবার ক্ষমতা), কায়-ব্যূহ-সিদ্ধি (ইচ্ছানুসারে যে কোন প্রকার দেহ ধারণের ক্ষমতা)—এই ছয় বিষয়ে অভিজ্ঞ, বৌদ্ধ। ষট্ (ছয়) বিষয়ে অভিজ্ঞ, ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

ষড়শীতি—১। সংক্রান্তিবিশেষ; ছিয়াশি সংখ্যা, ৮৬। ষট্-অধিকা অশীতি (আশি), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। ছিয়াশিসংখ্যক। বিণ; স্ত্রী।

ষড়ানন—কার্ত্তিকেয়। ষট্ (ছয়) আনন (মুখ) যাঁহার, বহু। সং; পু।

ষড়্‌ঋতু—ছয়ঋতু। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ছয়টী ঋতু। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাস গ্রীষ্ম, আষাঢ় ও শ্রাবণ বর্ষা, ভাদ্র ও আশ্বিন শরৎ, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ হেমন্ত, পৌষ ও মাঘ শীত, এবং ফাল্গুন ও চৈত্র মাস বসন্ত ঋতু। গ্রীষ্ম ঋতু রুক্ষ, অতিশয় কটুরসাত্মক, পিত্তকর ও কফনাশক। বর্ষা ঋতু শীতল, বিদাহী, অগ্নিমান্দ্যকর ও বায়ুবর্দ্ধক। শরৎ ঋতু পিত্তজনক এবং মনুষ্যের সামান্য বলকর। হেমন্ত ঋতু শীতল, স্নিগ্ধ, পদার্থের মধুরতাজনক ও অগ্নিবৃদ্ধিকর। শীত ঋতু শীতল, অতি রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক ও অগ্নি-প্রদীপক। বসন্ত ঋতু স্নিগ্ধ, মধুর ও কফবর্দ্ধক। গ্রীষ্মকালে বায়ুর সঞ্চয়, বর্ষাকালে বায়ুর প্রকোপ, এবং শরৎকালে বায়ুর উপশম হয়। বর্ষাকালে পিত্তের সঞ্চয়, শরৎকালে পিত্তের প্রকোপ, এবং হেমন্তকালে পিত্তের উপশম হয়। শীতকালে শ্লেষ্মার সঞ্চয়, বসন্তকালে শ্লেষ্মার প্রকোপ, এবং গ্রীষ্মকালে শ্লেষ্মার উপশম হইয়া থাকে।

ষড়্‌গব—ছয়টি গরু দ্বারা আকৃষ্ট (হলাদি) ষট্ (ছয়) গোর সমাহার, সমাহার দ্বন্দ্ব; ষষ্ শব্দ—গো শব্দ+অ। বিণ; ত্রি।

ষড়্‌গুণ—১। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়—রাজাদিগের এই ছয় গুণ। দ্বিগু। সং; পু। ২। ছয়-সংখ্যা-গুণিত। বিণ।

ষড়্‌জ—নাসা, কণ্ঠ, উরঃ, তালু, জিহ্বা, দন্ত—এই ছয় স্থানজাত কেকাতুল্য স্বর; (সঙ্গীতে) মূলস্বর (Key-note), যাহা হইতে অপর ছয়টি স্বর (ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ) উৎপন্ন হয় [সপ্তস্বর দেখ]। ষষ্ শব্দ (ছয়)—জন (জন্মা) +ড ক। সং; পু।

ষড়্‌দর্শন—পূর্ব্বমীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, এই ছয় প্রকার দর্শন শাস্ত্র। ষট্ (ছয়) দর্শনের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; স্ত্রী।

ষড়্‌দুর্গ—নৃদুর্গ, মৃদ্দুর্গ, বনদুর্গ, গিরিদুর্গ, মহীদুর্গ, ধন্বদুর্গ, এই ছয় প্রকার দুর্গ। সমাহার দ্বিগু। সং; স্ত্রী।

ষড়্‌ধা—ছয় প্রকার; ছয় বার। ষষ্ শব্দ (ছয়) +ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

ষড়্‌যন্ত্র—চক্রান্ত (চক্রান্ত দেখ)। দেশজ; বঙ্গভাষায় এই শব্দটির বহুল প্রচলন দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রচলিত কোন অভিধানেই ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ এই শব্দটি এইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে, যথা—দেহমধ্যে ছয়টি প্রধান চক্র আছে, তাহাদিগকে ষট্ চক্র বলে। উহারা যখন একভাবাপন্ন থাকে, তখন মনুষ্যের শারীরিক বা মানসিক স্বাভাবিক অবস্থার বিপর্য্যয় সহজে হয় না, এবং উহাদের বিষয়ও সুনিষ্পন্ন হয়। অথবা উহাদের কার্য্য গুপ্ত ভাবেই হইয়া থাকে; এই জন্য এই কথাটীতে গুপ্ত মন্ত্রণা বুঝায়।

ষড়্‌রস—মধুর, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল, কটু—এই ছয় প্রকার রস। দ্বিগু। সং; স্ত্রী।

ষড়্‌বর্গ—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ছয়। দ্বিগু। সং; পু।

ষড়্‌বিধ—ছয় প্রকার। ষট্ (ছয়) হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ষণ্ড—১। বৃষ, ষাঁড়; নপুংসক; বৃক্ষ; পণ্ডিতবিশেষ, শুক্রাচার্য্যের পুত্র, ভক্তপ্রধান প্রহ্লাদের গুরু। সন (সেবা করা)+ড ক। সং; পু। ২। পদ্মাদির সমূহ; সমূহ। সং; ক্লী ও পু। [ক। সং; পু।

ষণ্ঢ—নপুংসক, ক্লীব। সন (সেবা করা)+ঢ

ষণ্মুখ—ষড়ানন, কার্ত্তিকেয়। ষট্ (ছয়) হইয়াছে মুখ যাঁহার, বহু। সং; পু। [সং।

ষত্ব—মূর্দ্ধন্য ষ-কারের ভাব। ষ+ত্ব ভাবে।

ষত্ববিধান, ষত্ববিধি—মূর্দ্ধন্য ষ হইবার নিয়ম। ৬তৎ। সং; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

ষষ্টি—১। ষাটি সংখ্যা, ৬০। ষষ্ শব্দ (ছয়)+ দশতি দশগুণ-অর্থে। সং; স্ত্রী। ২। ৬০ সংখ্যক। বিণ; স্ত্রী।

ষষ্টিক—ধান্যবিশেষ; এই ধান্য ষষ্টি (৬০) দিনে অর্থাৎ দুই মাসে পক্ব হয়। ষষ্টি শব্দ+কণ্। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে ষষ্টিকা।

ষষ্টিক্য—ষষ্টিক ধান্যের ক্ষেত্র। ষষ্টিক শব্দ+ষ্য তৎক্ষেত্রার্থে। সং; ক্লী।

ষষ্টিতম—৬০ সংখ্যার পূরক। ষষ্টি শব্দ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

ষষ্টিধা—ষাটি প্রকার; ষাটিবার। ষষ্টি শব্দ+ ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

ষষ্ঠ—ছয় সংখ্যার পূরক। ষষ্ শব্দ (ছয়)+ থ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

ষষ্ঠী—দেবীবিশেষ; দুর্গা; মাতৃকাবিশেষ; তিথিবিশেষ। ষষ্ঠ দেখ; ষষ্ঠ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ষষ্ঠীতৎপুরুষ—সমাসবিশেষ। সমাস দেখ।

ষষ্ঠীবর সেন—ত্রিশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে "দীনার দ্বীপ" নামক স্থানে ষষ্ঠীবরের জন্ম হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই "দীনার দ্বীপ" সোণার গাঁর সন্নিহিত বর্ত্তমান "ঝিনার দি"। কবিবর ষষ্ঠীবর বৈদ্যবংশে সমুৎপন্ন হন।

ইনি সমগ্র মহাভারত পদ্যে রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন রামায়ণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতিও ইঁহার লেখনী-প্রসূত হইয়াছিল। ইনি জগদানন্দ নামক কোনও ধনীর বাটীতে থাকিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই স্বভাব-কবির রচনা অতি সরল ও প্রাঞ্জল, মধ্যে মধ্যে অলঙ্কারযুক্ত।

ষাড়্‌গুণ্য—ষড়্‌গুণ (ষড়্‌গুণ দেখ)। ষড়্‌গুণ শব্দ+ষ্য স্বার্থে। সং; ক্লী।

ষাণ্মাতুর—কৃত্তিকাত্রয়, দুর্গা, গঙ্গা, পৃথ্বী—এই ছয় মাতার পুত্র, কার্ত্তিকেয়। ষট্ মাতা ষণ্মাতা, দ্বিগু; ষণ্মাতৃ+অ অপত্যার্থে। সং; পু।

ষাণ্মাসিক—ষষ্ঠ মাসে কর্ত্তব্য (শ্রাদ্ধাদি)। ষট্ মাস ষণ্মাস, দ্বিগু; ষণ্মাস+ষ্ণিক। বিণ।

ষিড়্‌গ—লম্পট, কামুক; জার। সিট (অনাদর করা)+গক্ ক। সং, পু।

ষোড়শ—(ষোড়শন্) ১। ষোল সংখ্যা, ১৬।

ষট্ অধিক দশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। ১৬ সংখ্যার পূরক। ষোড়শন্ শব্দ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ; ত্রি।

ষোড়শক—ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, দীপ, অন্ন, তাম্বূল, ছত্র, গন্ধ, মাল্য, ফল, শয্যা, পাদুকা, গো, কাঞ্চন, রজত—শ্রাদ্ধাদিকালে প্রেতদেয় এই ষোল বস্তু। ষোড়শন্ শব্দ+কণ্। সং; স্ত্রী।

ষোড়শমাতৃকা — ষোলসংখ্যক দেবীবিশেষ [মাতৃকা দেখ]। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

ষোড়শাঙ্গ—গুগ্গুলু, সরল, দারু, পত্র, চন্দন, হ্রীবের, অগুরু, কুষ্ঠ, গুড়, সর্জ্জরস, ঘন, হরীতকী, নখী, লাক্ষা, জটামাংসী, শৈলেয় —এই ১৬ প্রকার গন্ধদ্রব্যে প্রস্তুত ধূপ। ষোড়শ অঙ্গের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; পু। ২। ষোল-অঙ্গ-যুক্ত। ষোড়শ হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

ষোড়শাঙ্ঘ্রি—কর্কট, কাঁকড়া। ষোড়শ (ষোল) হইয়াছে অঙ্ঘ্রি (পা) যাহার, বহু। সং; পু।

ষোড়শার্চ্চিঃ—(ষোড়শার্চ্চিস্)। শুক্রগ্রহ। ষোড়শ (ষোল) হইয়াছে অর্চ্চিঃ (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

ষোড়শার—ষোড়শদল পদ্ম। ষোড়শ (ষোল) হইয়াছে আর (কোণ) যাহার, বহু। ক্লী।

ষোড়শী—দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত দেবীবিশেষ; ষোল বৎসর বয়স্কা যুবতী স্ত্রী। ষোড়শ দেখ; ষোড়শ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

ষোড়শোপচার—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নান,বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, চন্দন—পূজার এই ষোড়শবিধ উপচার; শক্তিপূজার—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আচমন, মন্ত্র, তাম্বূল, তর্পণ, নতি—এই ষোড়শ উপচার। ষোড়শ উপচারের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং; পু।

ষোঢ়া—ছয়বার; ছয় প্রকার। ষষ্ শব্দ (ছয়) +ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

ষ্ঠীবন—থুৎকার-ক্ষেপণ, থুথু ফেলা। ষ্ঠীব (থুথু ফেলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

ষ্ঠ্যূত—বান্ত, যাহা বমি করা হইয়াছে এরূপ; নিরস্ত। ষ্ঠিব (নিরস্ত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

স

স—১। দ্বাত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। ২। বিষ্ণু; শিব; জীবাত্মা; বায়ু; পক্ষী; চন্দ্র; ভুজঙ্গ; দীপ্তি। সো (নাশ করা ইত্যাদি)+ড ক। সং; পু।

সওদাগর—বাণিজ্যকারী, বণিক্। পারস্যভাষামূলক শব্দ।

সওদাগরি—বাণিজ্য, ব্যবসা। পারস্যভাষামূলক শব্দ।

সংকীর্ত্তন—সঙ্কীর্ত্তন দেখ।

সংক্লৃপ্ত—সম্যক্ কৃত; সম্যক্ নিয়মিত; সমবধারিত। সম্—কৃপ+ক্ত কর্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সংক্রম (বা সঙ্ক্রম), সংক্রাম (বা সঙ্ক্রাম), সংক্রমণ (বা সঙ্ক্রমণ)—১। সংক্রান্তি, সূর্য্যাদি গ্রহের রাশ্যন্তর-সঞ্চার; গমন; প্রাপ্তি। সম্—ক্রম (গমন করা)+অল্, ঘঞ্, অনট্ ভা। ২। উপায়; সোপান; সেতু। উক্ত প্রকার প্রকৃতি প্রত্যয় করণবাচ্যে। সং; প্রথম দুইটি পু ও ক্লী। বিশেষণে সংক্রান্ত।

সংক্রমণ—সংক্রম দেখ।

সংক্রমিত (বা সঙ্ক্রমিত), সংক্রামিত (বা সঙ্ক্রামিত)—গমিত; সঞ্চারিত; প্রবেশিত; নিবেশিত; প্রতিবিম্বিত। সম্—ণিজন্ত ক্রম (গমন করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ।

সংক্রান্ত—(বা সঙ্ক্রান্ত)। গত; প্রাপ্ত; সঞ্চারিত; ব্যাপ্ত; প্রতিবিম্বিত। সম্—ক্রম (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সংক্রান্তি, সংক্রম, সংক্রাম, সংক্রমণ।

সংক্রান্তি—(বা সঙ্ক্রান্তি)। গমন; সঞ্চার; সূর্য্যাদি গ্রহের রাশ্যন্তর-গমন; ব্যাপ্তি; প্রতিবিম্ব। সম্—ক্রম (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে সংক্রান্ত। [মাঘ সংক্রান্তির নাম উত্তরায়ণ; শ্রাবণসংক্রান্তির নাম দক্ষিণায়ন; বৈশাখ সংক্রান্তি মহাবিষুব, এবং কার্ত্তিক সংক্রান্তি জলবিষুব নামে খ্যাত। পৌষ, আষাঢ়, আশ্বিন এবং চৈত্রের সংক্রান্তির নাম ষড়শীতি সংক্রান্তি। জ্যৈষ্ঠ, অগ্রহায়ণ, ভাদ্র, এবং ফাল্গুনের সংক্রান্তির নাম বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি। এতদ্ব্যতীত সংক্রান্তির আর সাত প্রকার ভেদ আছে। যথা—মন্দা, মন্দাকিনী, ধ্বাঙ্ক্ষী, ঘোরা, মহোদরী, রাক্ষসী এবং মিশ্রিতা। ধ্রুবগণে (উত্তরাত্রয় ও রোহিণী নক্ষত্রে) সূর্য্য সংক্রমণ হইলে তাহা মন্দা; মৃদুগণে (চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা ও রেবতীতে) সংক্রমণ হইলে মন্দাকিনী; ক্ষিপ্রগণে (পুষ্যা, অশ্বিনী ও হস্তায়) ধ্বাঙ্ক্ষী; উগ্রগণে (পূর্ব্বাত্রয়, মঘা ও ভরণীতে) ঘোরা; চরগণে (স্বাতি, পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষায়) মহোদরী; ক্রূরগণে (অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা ও মূলায়) রাক্ষসী; মিশ্রগণে (কৃত্তিকা ও বিশাখায়) সংক্রমণে মিশ্রিতা সংক্রান্তি হয়। রবির সংক্রমণ অনুসারে পুণ্য, পুণ্যতর ও পুণ্যতম কাল নির্দ্ধারিত হয়]।

সংক্রামক—(বা সঙ্ক্রামক)। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বা একজন হইতে অন্যান্তরে প্রবেশকারক। সম্—ক্রম (গমন করা)+ণক ক। বিণ। ত্রি।

সংক্ষিপ্ত—সঙ্ক্ষিপ্ত দেখ।

সংক্ষেপ—সঙ্ক্ষেপ দেখ।

সংখ্যা—সঙ্খ্যা দেখ।

সংগৃহীত—(বা সঙ্গৃহীত)। আহৃত; সঙ্কলিত। সম্—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সংগ্রহ, সংগ্রহণ।

সংগোপন—(বা সঙ্গোপন)। লুকান। সম্—গুপ (গোপন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সংগোপিত—(বা সঙ্গোপিত)। লুক্কায়িত। সম্—ণিজন্ত গুপ বা গোপি (লুকান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সংগ্রহ—(বা সঙ্গ্রহ), সংগ্রাহ (বা সঙ্গ্রাহ), সংগ্রহণ (বা সঙ্গ্রহণ)। আহরণ; সঙ্কলন; গ্রহণ; একত্রীকরণ; সঞ্চয়; আলিঙ্গন; সঙ্ক্ষেপ; মুষ্টিবন্ধ। সম্—গ্রহ (গ্রহণ করা) +অল্, ঘঞ্, অনট্ ভা। সং; প্রথম দুইটি পু ও তৃতীয়টি ক্লী। বিশেষণে সংগৃহীত।

সংগ্রহকার—সঙ্কলক; একত্রকারী, নানাস্থান হইতে আহরণকারী। সংগ্রহ শব্দ—কৃ (করা) +ষণ্ ক। বিণ; ত্রি।

সংগ্রহগ্রন্থ—সঙ্কলিত পুস্তক, যে পুস্তকে নানা স্থান হইতে নানা বিষয় সংগ্রহ করিয়া একত্র করা হইয়াছে। ৬তৎ। সং; পু।

সংগ্রহীতা বা সঙ্গ্রহীতা—(সংগ্রহীতৃ)। সংগ্রহকর্ত্তা, আহরণকারী। সম্—গ্রহ (গ্রহণ করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সংগ্রহীত্রী।

সংগ্রাম—(বা সঙ্গ্রাম)। যুদ্ধ, সমর, রণ। সংগ্রাম (যুদ্ধ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

সংগ্রামপ্রিয়—যুদ্ধানুরাগী, যে যুদ্ধ করিতে ভালবাসে। সংগ্রাম হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সংগ্রাম সিংহ—চিতোরের রাণা (রাজা), সুপ্রসিদ্ধ মহারাণা কুম্ভের পৌত্র।

মালবেশ্বর দ্বিতীয় মাহ্মুদের রাজত্বকালে মেদিনী রায় নামক জনৈক রাজপুতবীর উক্ত রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়েন, এমন কি মাহ্মুদ তাঁহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি মাত্রে পরিণত হন। বিধর্ম্মীর হস্তে রাজশক্তি পতিত হইয়াছে দেখিয়া মুসলমানেরা তাঁহার প্রতি বিরূপ হয় ও মাহ্মুদকে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বলে। মেদিনী রায় পলাইয়া চন্দেরি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মাহ্মুদ তাহা আক্রমণ করিলে মেদিনী রায় চিতোর-পতি রাণা সংগ্রাম সিংহের সাহায্যপ্রার্থী হন। সংগ্রাম সিংহ মেদিনী রায়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া মাহ্মুদের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই যুদ্ধ চলিতে থাকে।

এই সময়ে একদা মাক্মুদ আহত হন ও সংগ্রাম সিংহ তাঁহাকে বন্দী করেন। অনন্তর ইনি বন্দী রাজাকে যথোচিত চিকিৎসা করাইয়া তাঁহার পদোচিত সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহার রাজধানী মাণ্ডুতে প্রেরণ করেন। এরূপ অবস্থায় মাক্মুদের পক্ষে সংগ্রাম সিংহের পরিজনবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সৌজন্য প্রদর্শন করাই স্বাভাবিক। কিন্তু মাক্মুদ এমনই অকৃতজ্ঞ যে, সংগ্রামের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি তদীয় পুত্রকে আক্রমণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

সংগ্রাম সিংহ দিল্লীশ্বরগণের ঘোর শত্রু ছিলেন। কথিত আছে যে, ইনি মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে ষোলটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ইনি অনেক দিন হইতে মুসলমানদিগকে মধ্যদেশ হইতে দূরীভূত করিবার সঙ্কল্প করিয়া আসিতেছিলেন। দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদির বলহীনতা এবং মুসলমানদিগের পরস্পরে অনৈক্য ইঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির বিলক্ষণ অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই জন্যই, বাবর ইব্রাহিম লোদিকে আক্রমণ করিলে ইনি সানন্দে বাবরের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহার বিজয়লাভের সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি তখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, বাবর দিল্লীতে স্থায়িরূপে বাস করিয়া রাজত্ব করিবেন এবং আর্য্যাবর্ত্ত একজাতীয় মুসলমানের হস্ত হইতে অন্যজাতীয় মুসলমানের হস্তগত হইবে। পরে যখন ইনি বাবরের প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিলেন, তখনই অনেক পাঠান সর্দ্দারের সহিত মিলিত হইয়া বাবরের উদ্দেশ্য-সাধনে বাধা দিতে উদ্যত হইলেন। সিক্রি নামক স্থানে ১৫২৭ খ্রীঃ উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। বাবর জয়লাভ করিলেন। সংগ্রাম সিংহ হতাশ হইয়া পর বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

সংগ্রাহক—(বা সঙ্গ্রাহক)। সংগ্রহকর্ত্তা। সম্—গ্রহ (লওয়া)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

সংগ্রাহী বা সঙ্গ্রাহী—(সংগ্রাহিন্)। সংগ্রাহক, সংগ্রহকর্ত্তা। সম্—গ্রহ (লওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু।

সংঘটন—সঙ্ঘটন দেখ।

সংঘর্ষ, সংঘর্ষণ—সঙ্ঘর্ষ দেখ।

সংঘাত—সঙ্ঘাত দেখ।

সংজ্ঞপন, সংজ্ঞপ্তি—হনন, বধ। সম্—ণিজন্ত জ্ঞা বা জ্ঞপি (বধ করা)+অনট্, ক্তি ভা। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সংজ্ঞা—নাম, আখ্যা; চেতনা, বুদ্ধি; জ্ঞান; হস্তাদি দ্বারা সঙ্কেত; বিশেষ্যপদ; গায়ত্রী; সূর্য্যপত্নী; ইনি বিশ্বকর্ম্মার কন্যা। সূর্য্যদেব ইঁহার পাণিগ্রহণ করেন। সূর্য্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে মনু, যম ও যমুনার জন্ম হয়। বিবস্বতের সন্তান বলিয়া মনু বৈবস্বত নামে বিখ্যাত হন। পুরাণে কথিত আছে যে, সংজ্ঞা সূর্য্যের তেজঃ সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া, আপনার তুল্যাকৃতি ছায়া নাম্নী এক রমণীর সৃষ্টি করেন, এবং অতি গোপনে তাহাকে সূর্য্যগৃহে রাখিয়া স্বয়ং পিত্রালয়ে চলিয়া যান। পিতা বিশ্বকর্ম্মা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কন্যাকে তিরস্কার করেন। সংজ্ঞা পিতৃতিরস্কারে অভিমানিনী হইয়া উত্তর কুরুবর্ষে অশ্বিনীরূপ ধারণপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন। অনন্তর সূর্য্যদেব তপোবলে সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া স্বয়ং অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক সংজ্ঞার ভ্রমণস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। এইরূপে উভয়ের একত্রাবস্থানে যমজ পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রদ্বয় প্রত্যেকেই অশ্বিনীকুমার নামে খ্যাত। সম্—জ্ঞা (জানা)+ঙ ণ+আপ্। সং; স্ত্রী।

সংজ্ঞান—জ্ঞান; ইঙ্গিত, সঙ্কেত। সম্—জ্ঞা (জানা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সংজ্ঞাপন—বিজ্ঞাপন, সম্যক্‌রূপে জানান। সম্—ণিজন্ত জ্ঞা বা জ্ঞাপি (জানান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সংজ্ঞালব্ধ—লব্ধচেতন, চেতনাপ্রাপ্ত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

সংজ্ঞালাভ—চেতনাপ্রাপ্তি, জ্ঞানলাভ। ৬তৎ। [সং; পু।

সংজ্ঞাবিঘাতিনী—সংজ্ঞানাশিনী, চেতনালোপকারিণী, মোহকারিণী। সংজ্ঞাবিঘাতী দেখ; সংজ্ঞাবিঘাতিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সংজ্ঞাবিঘাতী—(সংজ্ঞাবিঘাতিন্)। সংজ্ঞানাশক, চেতনালোপকারী, মোহকর। সংজ্ঞার বিঘাতী (বিনাশক), ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সংজ্ঞাবিঘাতিনী।

সংজ্ঞু—সংহত-জানু, মিলিত-জানু, যাহার জানুদ্বয় পরস্পর সম্মিলিত এরূপ। সম্ (মিলিত) হইয়াছে জানু যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সংজ্বর—সন্তাপ; অতিশয় তাপ। সম্—জ্বর (রুগ্ন হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

সংযৎ—সংগ্রাম, যুদ্ধ। সম্—যম (বেষ্টন করা)+ক্বিপ্ অধি। সং; স্ত্রী।

সংযত—নিয়মিত; বদ্ধ; কৃতসংযম; সংযমবিশিষ্ট। সম্—যম (নিবৃত্ত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সংযম, সংযাম, সংযমন।

সংযতচিত্ত—১। নিয়মিত চিত্ত, স্থির মনঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। সংযতাত্মা, স্থিরমনাঃ। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সংযতচিত্তা।

সংযতাচার—১। নিয়মিত আচরণ, সংযমযুক্ত অনুষ্ঠান। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। নিয়মিতাচারী, শুদ্ধাচারী। বহু। বিণ; ত্রি।

সংযতাত্মা—(সংযতাত্মন্)। নিয়মিত-চিত্ত, স্থিরমনাঃ। সংযত হইয়াছে আত্মা যৎকর্তৃক, বহু। বিণ; পু।

সংযতেন্দ্রিয়—জিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়দমনকারী। সংযত হইয়াছে ইন্দ্রিয় যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

সংযন্তা—(সংযন্তৃ)। নিয়ন্তা, সংযমকারক। সম্—যম (নিবৃত্ত করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সংযন্ত্রী।

সংযম, সংযমন, সংযাম—বন্ধন; ব্রতাদির পূর্ব্বে হবিষ্য ভোজনাদিরূপ বিধিবিশেষ, নিয়ম; সমাধি, ধ্যান; ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ; চতুঃশাল-গৃহ। সম্—যম (নিবৃত্ত করা)+অল্, অনট্, ঘঞ্ ভা। সং; যথাক্রমে পু, ক্লী ও পু। বিশেষণে সংযত। [সং; স্ত্রী।

সংযমনী—যমালয়। সম্—যম+অনট্ ভা+ঈপ্।

সংযমিত—নিয়মিত; দমিত; বদ্ধ। সম্—ণিজন্ত যম বা যমি (নিবৃত্ত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সংযমী—(সংযমিন্) ১। ইন্দ্রিয়-সংযমসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়; নিয়মবান্। সংযম শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সংযমিনী। ২। যোগী; মুনি। সং; পু।

সংযাত্রা—জলযাত্রা, জলপথে গমন। সম্—যা (যাওয়া)+ত্র ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

সংযান—সম্যক্‌প্রকারে গমন; মিলিত ভাবে গমন। সম্—যা (যাওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সংযাব—খাদ্যবিশেষ, ক্ষীর-ঘৃতাদি দ্বারা পক্ব গোধূমচূর্ণ। সম্—যু (যুক্ত করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সংযুক্—(সংযুজ্) ১। সংযুক্ত; গুণাঢ্য, গুণযুক্ত। সম্—যুজ (যোগ করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি। ২। জামাতা। সং; পু।

সংযুক্ত—মিলিত, একত্রিত, একীভূত। সম্—যুজ (যোগ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সংযুক্তা। বিশেষ্যে সংযোগ।

সংযুক্তা—কান্যকুব্জপতি রাঠোরবংশীয় জয়চন্দ্রের দুহিতা এবং দিল্লী ও আজমীরের অধীশ্বর চৌহানবংশীয় পৃথীরাজের মহিষী। ১১৭০ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম হয়। ইনি যেমন রূপলাবণ্যবতী, তেমনই গুণবতী ছিলেন। পৃথীরাজের অসামান্য বীরত্ব ও গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া ইনি মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। পৃথীরাজও ইঁহার অলৌকিক রূপমাধুর্য্য ও গুণাবলীর বিবরণ শ্রবণ করিয়া ইঁহার প্রতি আসক্ত হন। কিন্তু জয়চন্দ্র ও পৃথীরাজের পরস্পর বিষম শত্রুতানিবন্ধন উভয়েরই মনোভাব অপ্রকাশ রহিল [জয়চন্দ্র ও পৃথীরাজ দেখ]।

জয়চন্দ্র স্বীয় সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিপাদন মানসে ১১৯০খ্রীঃ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। স্থির হইল, ঐ যজ্ঞ-সভায় সংযুক্তাও স্বয়ংবরা হইবেন। রাজসূয় যজ্ঞে অধীন সামন্ত রাজগণকে যথাযোগ্য ভৃত্যোচিত কার্য্য করিতে হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পদপ্রক্ষালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়চন্দ্র সমস্ত অধীন রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং সেই সঙ্গে পৃথ্বীরাজকে দ্বারী হইবার নিমিত্ত আমন্ত্রণ করিলেন। পৃথ্বীরাজ নিতান্ত ঘৃণার সহিত এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু তিনি সংযুক্তার স্বয়ংবরোৎসব দেখিবার নিমিত্ত সসৈন্যে কান্যকুব্জে আগমন করিলেন এবং সৈন্যদিগকে কিছু দূরে লুক্কায়িত রাখিয়া স্বয়ং ছদ্মবেশে যজ্ঞভূমির নিকট লুক্কায়িত রহিলেন।

এদিকে পৃথ্বীরাজ সশরীরে আসিয়া দ্বারীর কার্য্য গ্রহণ না করায় জয়চন্দ্র তাঁহার একটী বিকৃত প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া তাহাই দ্বারিরূপে দ্বারদেশে স্থাপন করিলেন। যজ্ঞান্তে সংযুক্তা স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইয়া পৃথ্বীরাজকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার বিকৃত প্রতিমূর্ত্তির গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া পৃথ্বীরাজ গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইলেন এবং সহসা সেই স্থলে অবতীর্ণ হইয়া সংযুক্তাকে নিজ অশ্বপৃষ্ঠে আপনার পশ্চাদ্ভাগে আরোপণপূর্ব্বক ঘোটকবরকে সবলে কশাঘাত করিলেন। জয়চন্দ্র ক্রোধে রোষে দিগ্বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য হইয়া সদলবলে পৃথ্বীরাজের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিন্তু মহাবীর পৃথ্বীরাজ ক্রমাগত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে করিতে ছয় দিন পরে সংযুক্তাকে লইয়া দিল্লীনগরে উপনীত হইলেন।

জয়চন্দ্র নিজে পৃথ্বীরাজের কিছুই করিতে পারিবেন না বুঝিয়া মহম্মদ ঘোরীকে দিল্লী আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আমন্ত্রণ করিলেন। মহম্মদ তাহাই খুঁজিতেছিলেন। তিনি সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পৃথ্বীরাজও ভীমবিক্রমে আক্রমণকারীকে বাধা দিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। নারায়ণ নামক স্থানের যুদ্ধে মহম্মদ আহত হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন (১১৯১ খ্রীঃ)।

কিন্তু মহম্মদ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন না। তিনি লাহোরে থাকিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ১১৯৩ খ্রীঃ তিনি পুনর্ব্বার নারায়ণের নিকট আসিয়া শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। এবার স্বয়ং জয়চন্দ্র বহু সৈন্যসহ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। পৃথ্বীরাজও যবনসেনার গতিরোধার্থ অগ্রসর হইলেন। পতি যুদ্ধে নিহত হইলে সংযুক্তা প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন।

সংযুগ—সমর, যুদ্ধ। সম্-যু (যুক্ত হওয়া)+গক্ ক। সং; পু।

সংযুত—সংযুক্ত, মিলিত, সংসক্ত। সম্-যু (যুক্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সংযোগ—মিলন; মিশ্রণ; একত্র হওয়া। সম্-যুজ (যুক্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে সংযুক্ত।

সংযোগবিয়োগ—মিলন ও বিচ্ছেদ, একত্র হওয়া ও বিচ্ছিন্ন হওয়া। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

সংযোগসাধক—মিলনসম্পাদক, একত্রকারক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

সংযোগসাধন—মিলনসম্পাদন, একত্র করিয়া দেওয়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সংযোজন—মিশ্রণ; একত্রকরণ। সম্-ণিজন্ত যুজ বা যুজ (যোগ করা)+অনট্ ভা। সং।

সংযোজিত—সংমেলিত, একত্রীকৃত। সম্-ণিজন্ত যুজ বা যোজি (যোগ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সংরক্ষণ—পরিত্রাণ; তত্ত্বাবধারণ। সম্-রক্ষ (রক্ষা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সংরক্ষণীয়—সংরক্ষণযোগ্য, তত্ত্বাবধানের উপযুক্ত। সম্-রক্ষ (রক্ষা করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সংরক্ষিত—পরিত্রাত, প্রতিপালিত। সম্-রক্ষ (রক্ষা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সংরব্ধ—১। বেগিত; ক্রুদ্ধ। সম্-রভ (সবেগে গমন করা, ইত্যাদি)+ক্ত ক। ২। উৎসাহিত, উদ্যমযুক্ত। সম্-রভ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সংরম্ভ।

সংরম্ভ—বেগ; ক্রোধ; আক্রোশ; উৎসাহ; যুদ্ধ; জাঁক। সম্-রভ (সবেগে গমন করা ইত্যাদি)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে সংরব্ধ।

সংরম্ভী—(সংরম্ভিন্)। সংরম্ভযুক্ত; ক্রুদ্ধ; আক্রুষ্ট; উৎসাহিত। সংরম্ভ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সংরম্ভিণী

সংরাধন—সম্যক্ আরাধনা। সম্-রাধ (আরাধনা করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সংরাব—নাদ, শব্দ, ধ্বনি। সম্-রু (রব করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সংরাবী—(সংরাবিন্)। শব্দকারী, শব্দবিশিষ্ট। সম্-রু (রব করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সংরাবিণী।

সংরুদ্ধ—প্রতিবদ্ধ; নিরুদ্ধ। সম্-রুধ (রোধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সংরোধ।

সংরূঢ়—অঙ্কুরিত; জাত; প্রবৃদ্ধ। সম্-রুহ (উৎপন্ন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সংরোধ—অবরোধন; নিরোধ; প্রতিবন্ধ। সম্-রুধ (রোধ করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে সংরুদ্ধ।

সংলগ্ন—সংসক্ত, মিলিত; সঙ্গত। সম্-লস্জ (লাগিয়া থাকা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সংলয়—প্রলয়; সুষুপ্তি, নিদ্রা। সম্-লী (লীন হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

সংলাপ—পরস্পর কথোপকথন। সম্-লপ (কথা বলা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সংবৎ—রাজা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক প্রচারিত অব্দবিশেষ, ইহা খ্রীষ্টের জন্মের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে আরব্ধ হইয়াছে। সম্-বস (গমন করা)+ক্বিপ্ ক। ব্য।

সংবৎসর—বৎসর, বর্ষ [বৎসর দেখ]। সম্-বস (বাস করা)+সরন্ অধি। সং; পু।

সংবদন—সদৃশীকরণ; কথন; সংবাদ। সম্-বদ (বলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সংবনন—বশীকরণ, মন্ত্রোষধি দ্বারা বশ করা; আলোচন। সম্-বন (সেবা করা, ইত্যাদি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সংবর—১। জল; ধন; বৌদ্ধব্রতবিশেষ। সম্-বৃ (প্রার্থনা করা, ইত্যাদি)+অল্ র্ম্ম। সং; ক্লী। ২। মৎস্যবিশেষ; মৃগবিশেষ; অসুরবিশেষ; শৈলবিশেষ; বৌদ্ধবিশেষ; সেতু। সং; পু।

সংবরণ—১। বরমাল্যদান; বরণ; নিবারণ, দমন; সঙ্গোপন। সম্-বৃ (বরণ করা, ইত্যাদি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে সংবৃত।

২। চন্দ্রবংশীয় জনৈক নৃপ। একদা পঞ্চালরাজ-কর্ত্তৃক পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া ইনি কিছুদিন সিন্ধুতীরে অবস্থিতি করেন। পরে মহর্ষি বশিষ্ঠকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া বহুচেষ্টার পর নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ইনি একদা সূর্য্যনন্দিনী তপতীকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে পত্নীভাবে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষী হন। পরে বশিষ্ঠ সূর্য্যলোকে গমনপূর্ব্বক সূর্য্যদেবের অনুমতিক্রমে তপতীকে আনয়ন করিয়া ইহাঁর সহিত বিবাহ দেন। তপতীর গর্ভে ইহাঁর সুবিখ্যাত পুত্র কুরুর জন্ম হয়। সম্-বৃ (বরণ করা)+অন ক। সং; পু।

সংবরিত—আচ্ছাদিত; গোপিত, লুক্কায়িত। সম্-ণিজন্ত বৃ বা বারি (আবৃত করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সংবর্ত্ত—১। কল্পান্ত, মহাপ্রলয়। সম্-বৃত (থাকা)+অল্ ভা। ২। প্রলয়-কালীন মেঘবিশেষ। সম্-বৃত+অল্ ক। সং; পু।

৩। মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র ও বৃহস্পতির

অনুজ'। তপস্তা দ্বারা ইনি যথেষ্ট আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি প্রায়ই ইঁহার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন বলিয়া ইনি গৃহত্যাগ করিয়া নানা দেশ পরিভ্রমণ করেন। মরুত্ত রাজা যজ্ঞসম্পাদন জন্ত ইঁহার শরণাপন্ন হইলে ইনি স্বকীয় তেজোবলে তাহা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করেন। দেবরাজ ইন্দ্র বহু চেষ্টাতেও তাহার ব্যাঘাত করিতে না পারিয়া অবশেষে মরুত্তের সহিত মৈত্রীবন্ধন করেন।

সংবর্ত্তক—বলদেবের লাঙ্গল ; বলদেব ; বাড়বানল। সম্—ণিজন্ত বৃত বা বর্ত্তি (থাকান) +ণক ক। সং ; পু।

সংবর্ত্তকী—(সংবর্ত্তকিন্)। বলদেব। সংবর্ত্তক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

সংবর্দ্ধক—সম্মানকারক ; সম্যক্ বৃদ্ধিকারক। সম্—ণিজন্ত বৃধ বা বর্দ্ধি (বাড়ান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

সংবর্দ্ধন, সংবর্দ্ধনা—১। বৃদ্ধি। সম্—বৃধ (বাড়া)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। ২। বৃদ্ধিপ্রাপণ, বাড়ান ; সম্মানন। সম্—ণিজন্ত বৃধ বা বর্দ্ধি (বাড়ান) +অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সংবর্দ্ধিত—বৃদ্ধিপ্রাপিত ; সম্মানিত। সম্—ণিজন্ত বৃধ বা বর্দ্ধি (বাড়ান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সংবর্দ্ধন, সংবর্দ্ধনা।

সংবর্দ্ধিতকেশ—১। বৃদ্ধিপ্রাপিত কেশ, অতিশয় বর্দ্ধিত চুল। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। বর্দ্ধিত কেশবিশিষ্ট, যে চুল অত্যন্ত বাড়াইয়াছে। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সংবর্দ্ধিতকেশা।

সংবর্দ্ধিতবেগ—বৃদ্ধিপ্রাপিত বেগ, অতিশয় বাড়ান বেগ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

সংবলিত—১। মিলিত ; চলিত। সম্—বল (আস্তরণ করা)+ক্ত ক। ২। বেষ্টিত ; যোজিত ; চূর্ণিত। সম্—বল+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সংবসথ—গ্রাম ; বাসস্থান। সম্—বস (বাস করা)+অথ অধি। সং ; পু।

সংবহ—১। সম্যক্ বহন। সম্—বহ (বহা)+অল্ ভা। ২। বায়ুবিশেষ। সম্—বহ+অল্ ক। সং ; পু।

সংবাদ—বৃত্তান্ত ; বার্ত্তা, সমাচার ; সাদৃশ্য ; সম্ভাষ ; পরস্পর কথোপকথন। সম্—বদ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সংবাদী।

সংবাদপত্র—সমাচার পত্রিকা, খবরের কাগজ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সংবাদবাহক—বার্ত্তাবহ, সমাচার বহনকারী, দূত। ৬তৎ। সং ; পু।

সংবাদী—(সংবাদিন্)। সম্ভাষকারী ; সদৃশ। সম্—বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সংবাদিনী।

সংবাস—১। বাস, অবস্থিতি। সম্—বস (বাস করা)+ঘঞ্ ভা। ২। বাসস্থান ; গৃহ ; অনাবৃত বিহার-স্থান ; সভা। সম্—বস+ঘঞ্ অধি। সং ; পু।

সংবাহ—ভারাদি বহন ; অঙ্গমর্দ্দন, গা টেপা। সম্—বহ (বহা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সংবাহক—বহনকারী, বাহক ; অঙ্গমর্দ্দনকারী। সম্—বহ (বহা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সংবাহিকা।

সংবাহন—ভারাদি-বহন ; অঙ্গমর্দ্দন, গা টেপা। সম্—ণিজন্ত বহ বা বাহি (বহান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে সংবাহিত।

সংবাহিত—মর্দ্দিত (অঙ্গ)। সম্—ণিজন্ত বহ বা বাহি (বহান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সংবাহন।

সংবিগ্ন—উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত ; ভীত। সম্—বিজ (ভয়ে কাঁপা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সংবেগ।

সংবিৎ (সংবিদ্), সংবিদা—১। জ্ঞান ; বুদ্ধি ; নিয়ম ; প্রতিজ্ঞা ; আচার ; সঙ্কেত ; সন্তোষ ; সম্ভাষণ। সম্—বিদ (জানা, ইত্যাদি)+ক্বিপ্ ভা, ২য় পক্ষে…+ঙ ভা +আপ্। ২। সমর, যুদ্ধ। উক্ত প্রকার প্রকৃতিপ্রত্যয় অধি। ৩। নাম ; ভঙ্গা, ভাঙ্। পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রকৃতি প্রত্যয় ণ। সং ; স্ত্রী।

সংবিত্তি—সংবিৎ ; অনুভব ; চেতনা। সম্—বিদ (জানা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

সংবিদিত—জ্ঞাত ; অবগত ; প্রতিজ্ঞাত। সম্—বিদ (জানা)+ক্ত র্ম্ম বা ক। বিণ ; ত্রি।

সংবিধা, সংবিধান—১। রচনা ; সঙ্ঘটন ; আয়োজন ; বৈচিত্র্য। সম্—বি—ধা (ধারণ করা)+ঙ ভা+আপ্, ২য় পক্ষে…+অনট্ ভা। ২। সেবা সামগ্রী। উক্তপ্রকার প্রকৃতি প্রত্যয় ণ। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

সংবিষ্ট—নিবিষ্ট ; শয়িত, সুপ্ত। সম্—বিশ (প্রবেশ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সংবেশ।

সংবীক্ষণ—অবলোকন, দর্শন ; অন্বেষণ। সম্—বি—ঈক্ষ (দেখা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সংবীত—১। আচ্ছাদিত, আবৃত ; রুদ্ধ ; গুপ্ত। সম্—ব্যে (আচ্ছাদন করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। সঙ্গত ; সংমিলিত। সম্—বি—ই (পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ। ত্রি।

সংবৃত—আবৃত, আচ্ছাদিত ; গুপ্ত ; লুক্কায়িত, একান্তে স্থিত। সম্—বৃ (আবরণ করা)+ক্ত র্ম্ম বা ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সংবৃতি।

সংবৃতি—আবরণ, আচ্ছাদন ; গোপন। সম্—বৃ (আবৃত করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে সংবৃত।

সংবৃত্ত—সম্পন্ন, নিষ্পন্ন ; জাত ; গুপ্ত। সম্—বৃত (থাকা, ইত্যাদি)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সংবৃত্তি।

সংবৃত্তি—নিষ্পত্তি, সিদ্ধি ; গোপন। সম্—বৃত (থাকা, ইত্যাদি)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে সংবৃত্ত।

সংবেগ—ভীতি ; ভয়জনিত ত্বরা ; আবেগ ; অতি বেগ। সম্—বিজ (ভয়ে কাঁপা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সংবিগ্ন।

সংবেদ—অনুভব, বোধ। সম্—বিদ (জানা) +অল্ ভা। সং ; পু।

সংবেদন, সংবেদনা—অনুভব, বোধ। সম্—বিদ (জানা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সংবেদ্য—অনুভবযোগ্য ; জ্ঞেয়। সম্—বিদ (জানা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সংবেশ—১। শয়ন ; উপবেশন ; নিদ্রা ; সুরত, রতিক্রীড়া। সম্—বিশ (প্রবেশ করা)+অল্ ভা। ২। শয্যা। সম্—বিশ+অল্ অধি। সং ; পু।

সংব্যান—বস্ত্র ; উত্তরীয় বাস। সম্—ব্যে (আচ্ছাদন করা)+অনট্ ণ। সং ; ক্লী।

সংশপ্তক—যুদ্ধ হইতে অনিবর্ত্তি-সৈন্ত, যে সকল সৈন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়—কোন ক্রমেই তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হয় না (Forlorn-hope) ; নারায়ণী সেনাবিশেষ। সম্ (সম্যকরূপে) শপ্ত (প্রতিজ্ঞাত) ইতি প্রাদি সমাসে সম্—শপ্ত শব্দ+কণ্। পু।

সংশয়—দ্বৈধজ্ঞান, সন্দেহ। রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া যে জ্ঞান তাহা নিশ্চয় জ্ঞান, সর্পাদি বলিয়া যে জ্ঞান তাহা ভ্রমজ্ঞান, এবং "রজ্জু কি সর্প, না অন্ত কিছু" এইরূপ যে জ্ঞান তাহা সংশয়-জ্ঞান। সম্—শী (শয়ন করা) +অল্ ভা ; সং ; পু। বিশেষণে সংশয়ান, সংশয়িত। [বিণ ; ত্রি।

সংশয়প্রবণ—সন্দেহশীল, সন্দিগ্ধচিত্ত। ৭তৎ।

সংশয়সাগর—সন্দেহরূপ সমুদ্র। রূপক। পু।

সংশয়স্থ—সংশয়াপন্ন, সন্দেহযুক্ত, সন্দিগ্ধ। সংশয় শব্দ—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সংশয়স্থা।

সংশয়াকুল—সন্দেহপীড়িত, সন্দেহে চঞ্চল। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

সংশয়াক্রান্ত—সন্দেহযুক্ত, সন্দিগ্ধ। ৩তৎ। বিণ ;

সংশয়াত্মা—(সংশয়াত্মন্)। সন্দিগ্ধ-চিত্ত। সংশয় পূর্ণ আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; পু।

সংশয়ান, সংশয়ালু—সংশয়যুক্ত, সন্দিগ্ধ ; সংশয়কর্ত্তা। সম্—শী (শয়ন করা)+শান, আলু ক। বিণ ; ত্রি

সংশয়াপনোদন—সন্দেহদূরীকরণ, সন্দেহভঞ্জন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সংশয়াবিষ্ট—সন্দেহাক্রান্ত, সন্দেহে অভিভূত, সন্দিগ্ধ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সংশয়িত—সংশয়যুক্ত, সন্দিগ্ধ। সংশয় শব্দ+ইত যুক্তার্থে, অথবা সম্—শী+ক্ত ক। বিণ; ত্রি

সংশয়িতা—(সংশয়িতৃ)। সংশয়যুক্ত, সন্দিগ্ধ সংশয়-কর্ত্তা। সম্—শী (শয়ন করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সংশয়িত্রী।

সংশিত—সম্যক শাণিত, সুতীক্ষ্ণ; সম্পাদিত নির্ব্বাহিত; নির্ণীত, নির্দ্ধারিত। সম্—শো (শাণ দেওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সংশুদ্ধি—সম্যক্ শোধন, পরিষ্করণ। সম্—শুধ (শোধন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সংশোধক—বিশোধক, শোধনকর্ত্তা; পরিষ্কারক। সম্—ণিজন্ত শুধ বা শোধি শোধন করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

সংশোধন—শুদ্ধকরণ; বিশোধন, পরিশোধন; পরিষ্করণ। সম্—ণিজন্ত শুধ বা শোধি (শুদ্ধ করা)+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে সংশোধিত।

সংশোধনকর্ত্তা—(সংশোধনকর্ত্তৃ)। সংশোধক, বিশুদ্ধিকারক। ৬তৎ। বিণ; পু স্ত্রীলিঙ্গে সংশোধনকর্ত্রী।

সংশোধিত—বিশোধিত, পরিশোধিত; পরিষ্কৃত। সম্—ণিজন্ত শুধ বা শোধি (শুদ্ধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সংশোধন।

সংস্ত্যান—সঙ্কুচিত, জড়ীভূত; ঘনীভূত। সম্—স্ত্যৈ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সংশ্রয়—১। ব্যাপ্তি; আশ্রয়; প্রাপ্তি। সম্—শ্রি (আশ্রয় করা)+অল্ ভা। ২। কারণ। সম্—শ্রি+অল্ র্ম্ম। সং; পু। বিশেষণে সংশ্রিত।

সংশ্রব, সংশ্রাব—প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা। সম্—শ্রু (শ্রবণ করা)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে সংশ্রুত।

সংশ্রিত—আশ্রিত, শরণপ্রাপ্ত। সম্—শ্রি (আশ্রয় করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সংশ্রয়।

সংশ্রুত—প্রতিশ্রুত, প্রতিজ্ঞাত। সম্—শ্রু (শ্রবণ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সংশ্রব, সংশ্রাব।

সংশ্লিষ্ট—আলিঙ্গিত; সম্বদ্ধ; মিলিত। সম্—শ্লিষ (আলিঙ্গন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সংশ্লেষ।

সংশ্লেষ—আলিঙ্গন; মিলন; সংযোগ; সম্বন্ধ। সম্—শ্লিষ (আলিঙ্গন করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে সংশ্লিষ্ট।

সংসক্ত—সংলগ্ন, সংযুক্ত; সংসৃষ্ট; সম্পৃক্ত; মিলিত; বিজড়িত; আসক্ত। সম্—সন্‌জ (মিলিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি বিশেষ্যে সংসক্তি।

সংসক্তি—১। সংযোগ, সংলগ্ন হওয়া; মিলন। সম্—সন্‌জ (সঙ্গ করা)+ক্তি ভা। ২ যে শক্তি প্রভাবে সন্নিকৃষ্ট একাধিক দ্রব্যের অণুসকল আকৃষ্ট হইয়া সম্মিলিত হয়। সংহতিপ্রভাবে এক একটি দ্রব্যের অণুসমূহ একত্র মিলিত হইয়া অবস্থিতি করে; কিন্তু সংসক্তি প্রভাবে কি কঠিন, কি তরল, কি বায়বীয়, ভিন্ন ভিন্ন জড় দ্রব্যের অণুসকল সকল অবস্থাতেই পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। সম্-সন্‌জ+ক্তি ণ। বিণ; স্ত্রী।

সংসক্তিপ্রবণ—সংশক্তিশীল, সংযোগশীল, যাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। সংসক্তি দেখ; সংসক্তিতে প্রবণ (অত্যাসক্ত), ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

সংসক্তিশীল—সংসক্তিপ্রবণ, সংযোগ-প্রকৃতি-বিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

সংসৎ—(সংসদ্)। সমাজ, সভা, সমিতি। সম্—সদ (গমন করা) + ক্বিপ্ অধি। সং; স্ত্রী।

সংসরণ—১। অবাধে সৈন্যগমন; যুদ্ধারম্ভ; সঙ্গতি; জন্ম; সংসার। সম্—সৃ (গমন করা)+অনট্ ভা। ২। প্রশস্ত পথ, বড় রাস্তা। সম্—সৃ+অনট্ অধি। সং; স্ত্রী।

সংসর্গ—সহবাস; সম্বন্ধ, সম্পর্ক। সম্—সৃজ (সৃজন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে সংসৃষ্ট।

সংসর্গজ—সংসর্গজনিত, সহবাসজাত, একত্রাবস্থানে উৎপন্ন। সংসর্গ শব্দ—জন (জন্মা) +ড ক। বিণ; ত্রি।

সংসর্গদোষ—সংসর্গজনিত দোষ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

সংসর্গলিপ্সা—সহবাসলাভেচ্ছা, একত্র অবস্থানে অভিলাষ; সম্পর্ক প্রাপ্তীচ্ছা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। বিশেষণে সংসর্গলিপ্সু।

সংসর্গলিপ্সু—সহবাসলাভেচ্ছু, একত্র অবস্থানে অভিলাষী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

সংসর্গী—(সংসর্গিন্)। সহবাসী; সম্বদ্ধ, সম্পৃক্ত। সংসর্গ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, অথবা সম্—সৃজ (সৃজন করা)+ঘিণুন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সংসর্গিণী।

সংসর্প—সম্যক্ প্রকারে গমন; সর্পাদির ন্যায় গমন। সম্—সৃপ (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পু।

সংসর্পী—(সংসর্পিন্)। প্রসরণশীল, বিস্তারী, সর্ব্বতোভাবে গতিশীল। সম্—সৃপ (গমন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সংসর্পিণী।

সংসার—১। জগৎ, পৃথিবী; পরিবার; মায়াজন্য বাসনা; মায়াবন্ধন। সম্—সৃ (গমন করা)+ঘঞ্ ক। সং; পু। বিশেষণে সংসারী।

সংসারকানন—সংসাররূপ অরণ্য, জগৎ রূপ বন। রূপক। সং; স্ত্রী।

সংসারকামনা—সংসারের ভোগাভিলাষ, পার্থিব বাসনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সংসারচক্র—সংসাররূপ চাকা, চক্রবৎ ঘূর্ণনশীল জগৎ। রূপক। সং; স্ত্রী।

সংসারচন্দ্র সেন—(রাও বাহাদুর)। ইঁহার পৈতৃক নিবাস নাটাগোড়। ইঁহার পিতার নাম নীলাম্বর সেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য। পিতার কার্য্যস্থল আগ্রা সহরে ১৮৪৬ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম। ২০ বৎসর বয়সে ইনি জয়পুর নোবল্‌স্ কলেজে প্রধান শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে জয়পুর মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং শেষে প্রধান মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার কার্য্যকালে জয়পুরের নানাবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া জয়পুরাধিপতি ইঁহাকে জায়গীর ও বংশানুক্রমে "সরদার" উপাধি দান করিয়াছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও ইঁহাকে ১৯০৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি "রাও বাহাদুর" এবং ১৯০৯ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি সি, আই, ই উপাধি ভূষিত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের যুবরাজ যখন ভারতভ্রমণ উপলক্ষে জয়পুরে উপস্থিত হন, তখন অভ্যর্থনার বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে M. V. O. (Member Victorian Order) উপাধি দান করেন এবং উপাধিভূষণ স্বহস্তে সংসারচন্দ্রের বক্ষে পরাইয়া দেন। ১৯০৯ খ্রীঃ ১১ই মে বহুমূত্র রোগে সংসারচন্দ্র জয়পুরেই ইহসংসার ত্যাগ করেন। ইনিই জয়পুর রাজ্যের তৃতীয় বাঙ্গালী প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বে যথাক্রমে হরিমোহন সেন ও কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই পদে আসীন ছিলেন। সংসারচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশচন্দ্র জয়পুরে ডাক্তারী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ অতিথিবৎসল ডাক্তার ৺হেমচন্দ্র সেন সংসারচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

সংসারজ্ঞান—পার্থিব বিষয়জ্ঞান, জাগতিক বিষয়ের বোধ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সংসারতরঙ্গ—সংসাররূপ ঢেউ। রূপক। পু।

সংসারতাড়িত—সংসার হইতে দূরীভূত; পার্থিব প্রতিকূল ঘটনা দ্বারা নিপীড়িত। ৩তৎ। ত্রি।

সংসারত্যাগ—পরিজনবর্গের ত্যাগ; মায়াবন্ধন ছেদন। ৬তৎ। সং; পু।

সংসারত্যাগী—পরিজনবর্গের সঙ্গত্যাগকারী, মায়াবন্ধন ছেদনকারী, সন্ন্যাসী। সংসার শব্দ—ত্যজ (ত্যাগ করা)+ঘিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সংসারত্যাগিনী।

সংসারধর্ম্ম—গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, গৃহীর অনুষ্ঠেয় কার্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

সংসারপথ—সংসারে চলিবার পথ, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপায়। ৬তৎ। সং; পু।

সংসারপ্রান্তর—সংসাররূপ প্রান্তরভূমি, পৃথিবীরূপ প্রান্তর। রূপক। সং; পু।

সংসারবন্ধন—সাংসারিক আকর্ষণ, সংসারের মায়া। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সংসারযাত্রা—জীবনযাত্রা, পরিজন প্রতিপালন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সংসারলীলা—সংসারের খেলা, পৃথিবীতে অবস্থানরূপ লীলা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সংসারবাসনা—সাংসারিক কামনা, বিষয়ভোগাভিলাষ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সংসারসমুদ্র—সংসাররূপ সাগর, সমুদ্রের ন্যায় দুস্তর সংসার। রূপক। সং; পু।

সংসারসাগর—সংসারসমুদ্র। রূপক। সং; পু।

সংসারসুখ—সংসারের সুখ, পার্থিব সুখ, সাংসারিক শান্তি। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সংসারস্রোতঃ—সংসারপ্রবাহ, জগতের উৎপত্তি-বিনাশরূপ স্রোতঃ। রূপক। সং; ক্লী।

সংসারারণ্য—সংসারকানন। রূপক। সং; ক্লী।

সংসারার্ণব—সংসাররূপ সমুদ্র। রূপক। সং; পু

সংসারাশ্রম—গার্হস্থ্যাশ্রম, গৃহীর ধর্ম্ম। সং; পু।

সংসারাসক্ত—সংসারে অনুরক্ত, সাংসারিক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট; পার্থিব বিষয়ানুরাগী। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

সংসারাসক্তচিত্ত—১। পার্থিব বিষয়ভোগে নিরত মনঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। পার্থিববিষয়ভোগে নিবিষ্টচেতাঃ, যাহার মনঃ সাংসারিক বিষয়ে একান্ত অনুরক্ত। সংসারাসক্ত হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

সংসারাসক্তমনাঃ—(সংসারাসক্তমনস্)। সংসারে নিবিষ্টচেতাঃ। বহু। বিণ; পু।

সংসারাসক্তহৃদয়—১। পার্থিব বিষয়ভোগে নিবিষ্ট অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। সংসারাসক্তমনাঃ। বহু। বিণ; ত্রি

সংসারাসক্তি—সংসারে একান্ত অনুরাগ, বিষয়ভোগে একান্ত অভিনিবেশ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। বিশেষণে সংসারাসক্ত।

সংসারী—(সংসারিন্)। জগৎস্থ, পৃথিবীস্থিত; পরিবার; দেহী, শরীরী। সংসার+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সংসারিণী।

সংসিক্ত—সম্যক্ আর্দ্র, সম্পূর্ণ ভিজা। সম্—সিচ +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সংসিদ্ধ—স্বভাবসিদ্ধ; সুসম্পাদিত; সম্যক্ নিষ্পন্ন। সম্—সিধ (সিদ্ধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সংসিদ্ধি।

সংসিদ্ধি—নিষ্পত্তি; সম্পাদন; মুক্তি; স্বভাব; স্বাভাবিক অবস্থা। সম্—সিধ (সিদ্ধ করা) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে সংসিদ্ধ।

সংসৃতি—সংসার: সঙ্গে গমন; স্রোতঃ, প্রবাহ। সম্—সৃ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সংসৃষ্ট—১। সংসর্গবিশিষ্ট, সম্পৃক্ত, মিলিত। সম্—সৃজ (সৃজন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। সম্বন্ধ, সম্পর্ক। সম্—সৃজ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

সংসৃষ্টি—সংসর্গ; সম্পর্ক; মিলন। সম্—সৃজ (সৃজন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে সংসৃষ্ট।

সংসৃষ্টী—(সংসৃষ্টিন্)। বিভাগানন্তর মিলিত, একান্নবর্ত্তী, সহবাসী। সংসৃষ্ট শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সংসৃষ্টিনী।

সংস্কর্ত্তা—(সংস্কর্ত্তৃ)। সংস্কারকারক; পাচক। সম্—কৃ (করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সংস্কর্ত্রী।

সংস্কার—শুদ্ধি; শোধন; নির্ম্মলীকরণ, পরিষ্করণ; মার্জ্জন; প্রোক্ষণ; ভূষিতকরণ; উদ্দীপ্তকরণ; জীর্ণোদ্ধার, মেরামত; মন্ত্রাদি দ্বারা শোধন; শাস্ত্রাভ্যাস-জন্য ব্যুৎপত্তি; স্মৃতিহেতু মনোবৃত্তি-গুণবিশেষ; পূর্ব্বজন্মবাসনা; বেগ; স্থিতিস্থাপক গুণ; পাক; গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম্ম নামকরণ নিষ্ক্রমণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ উপনয়ন বিবাহ—দ্বিজাতির কর্ত্তব্য এই দশবিধ শুদ্ধিজনক ব্যাপার। সম্—কৃ (করা) +ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে সংস্কৃত।

সংস্কারক—সংস্কর্ত্তা, সংস্কারকারক; পাচক। সম্—কৃ (করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

সংস্কারজ—সংস্কারজাত, সংস্কার হইতে উৎপন্ন। সংস্কার—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

সংস্কারবর্জ্জিত—দশ-সংস্কার-হীন; উপনয়ন-সংস্কার-বিহীন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সংস্কারসাধন—সংস্কারসম্পাদন; জীর্ণোদ্ধারকরণ; গর্ভাধানাদি কার্য্য নিষ্পাদন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সংস্কৃত—১। শোধিত; নির্ম্মলীকৃত; মার্জ্জিত; সজ্জিত; মন্ত্রপূত; বিশুদ্ধরূপে রক্ষিত। সম্—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। পবিত্র ভাষা, দেবভাষা। সং; ক্লী।

সংস্কৃত্রিম—সংস্কৃত, সংস্কার দ্বারা নির্ব্বৃত্ত। সম্—কৃ (করা)+ত্রিমক্ ক। বিণ; ত্রি।

সংস্ক্রিয়া—সংস্কার, পরিষ্করণ, শোধন। সম্—কৃ (করা)+শ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে সংস্কৃত।

সংস্তম্ভ, সংস্তম্ভন—প্রতিবন্ধ; দৃঢ়ীকরণ; নিবারণ, দমন, থামান। সম্—স্তন্ভ (স্তব্ধ করা) +অল্ অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

সংস্তর—১। শয্যা। সম্—স্তৃ (আস্তরণ করা) +অল্ র্ম্ম। ২। পত্রাদি-রচিত আস্তরণ। সম্—স্তৃ+অল্ ভা। ৩। যজ্ঞ। সম্—স্তৃ+অল্ অধি। সং; পু।

সংস্তব, সংস্তাব—স্তুতি, প্রশংসা; পরিচয়। সম্—স্তু (স্তব করা)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে সংস্তুত।

সংস্তুত—স্তুত; পরিচিত। সম্—স্তু (স্তব করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সংস্তব, সংস্তাব।

সংস্ত্যায়—নিবিড় সন্নিবেশ; সমূহ; বিস্তার: আলাপ; গৃহ। সম্—স্ত্যৈ (সংহত হওয়া) +ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সংস্থ—স্থিত; সদৃশ; মৃত। সম্—স্থা (থাকা) +ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সংস্থা।

সংস্থা—১। স্থিতা, সদৃশী; মৃতা। সম্—স্থা (থাকা)+ড ক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। স্থিতি; ন্যায়-পথে স্থিতি; ব্যবস্থা; সমাপ্তি; সত্তা; মৃত্যু; জীবনকাল; আকার; সাদৃশ্য; প্রণিধি। সম্—স্থা (থাকা)+ঙ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

সংস্থান—স্থিতি; সঙ্কর; অবয়ব-সঙ্ঘাত, আকৃতি; সন্নিবেশ; মৃত্যু; চতুষ্পথ। সম্—স্থা (থাকা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে সংস্থিত, সংস্থ।

সংস্থাপন—স্থাপিতকরণ, রাখা। সম্—ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (স্থাপন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে সংস্থাপিত।

সংস্থাপিত—সম্যক্‌রূপে স্থাপিত, যাহা স্থাপন করা হইয়াছে এরূপ। সম্—ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (স্থাপন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সংস্থাপন।

সংস্থিত—স্থিত; মৃত; সমাপ্ত; সন্নিবিষ্ট। সম্—স্থা (থাকা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সংস্থিতি, সংস্থা, সংস্থান।

সংস্থিতি—সম্যক্ স্থিতি; মৃত্যু; আলয়। সম্—স্থা (থাকা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে সংস্থিত।

সংস্পর্শ—সম্যক্ স্পর্শ। সম্—স্পৃশ (স্পর্শ করা) +অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে সংস্পৃষ্ট।

সংস্পর্শজনিত—সংস্পর্শজাত, সম্পর্ক হইতে উদ্ভূত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

সংস্পৃষ্ট—সম্যক্ স্পর্শযুক্ত, কৃতস্পর্শ; মিলিত। সম্—স্পৃশ (স্পর্শ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সংস্পর্শ।

সংস্ফুট—প্রস্ফুটিত, বিকশিত। সম্—স্ফুট (ভেদ করা)+ক ক। বিণ; ত্রি।

সংস্ফোট—সংগ্রাম, যুদ্ধ। সম্—স্ফুট (ভেদ করা)+ ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সংস্মৃতি—সম্যক্ স্মরণ। সম্—স্মৃ (স্মরণ করা) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সংস্রব, সংস্রাব—সম্পর্ক, সম্বন্ধ; মিলন। সম্—স্রু (গমন)+অল্, ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সংহত—সম্যক্ হত; মিলিত; সংযুক্ত; জমাট বাঁধিয়াছে এরূপ; দৃঢ়; সঞ্চিত। সম্—হন

(বধ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সংহতি, সংহনন।

সংহতি—১। সম্যক্ বধ; সঙ্ঘাত; মিলন; সমূহ; নীরন্ধ্রতা; গাঢ় সংযোগ। সম্—হন(বধ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে সংহত।

২। যে শক্তির প্রভাবে জড় দ্রব্যের অণুসমূহ একত্র সংবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করে। সংহতির পরাক্রম যত অধিক হয়, জড় দ্রব্যের কঠিনভাবেরও তত আধিক্য হইয়া থাকে, আর উক্ত পরাক্রম যত অল্প হয়, কঠিন-ভাবেরও ক্রমশঃ তত অল্পতা হইতে থাকে। কঠিন অপেক্ষা তরল অবস্থায় সংহতির পরাক্রম অনেক অল্প, আবার বায়বীয় অবস্থায় তাহার আর কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় না। উষ্ণতার যত বৃদ্ধি হয়, সংহতির প্রভাবও তত অল্প হইয়া পড়ে। এই হেতু উত্তপ্ত হইলে কঠিন দ্রব্য তরল, এবং তরল দ্রব্য বায়বীয় আকার ধারণ করে। বরফ, জল ও জলীয় বাষ্প এই তিন দ্রব্যই একই পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন আকারমাত্র। যখন সংহতির আধিক্য হয়, তখনই জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়; আবার যখন উষ্ণতার বৃদ্ধি হেতু সংহতির প্রভাব নিতান্ত অল্প হইয়া পড়ে, তখনই উহা বাষ্পের আকার ধারণ করে।

সংহনন—বধ; সঙ্ঘাত; দেহ। সম্—হন (বধ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে সংহত।

সংহরণ—সংহার, বিনাশ; আহরণ, সংগ্রহ; সঙ্কর; সঙ্ক্ষেপ; সঙ্কোচন। সম্—হৃ (হরণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে সংহৃত।

সংহর্তা—(সংহর্তৃ)। সংহারক, সংহারকর্ত্তা। সম্—হৃ (হরণ করা)+তৃন্ ক বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সংহর্ত্রী।

সংহার—১। বিনাশ, ধ্বংস; প্রলয়; আহরণ, সংগ্রহ, সঙ্কলন; প্রত্যাকর্ষণ। সম্—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। নরকবিশেষ। সম্—হৃ+ঘঞ্ অধি। ৩। ভৈরববিশেষ। সম্—হৃ+ঘঞ্ ক। সং; পু।

সংহারক—সংহারকর্ত্তা। সম্—হৃ (হরণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

সংহারকার্য্য—ধ্বংসক্রিয়া, বিনাশকার্য্য। সংহারই কার্য্য, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সংহিত—মিলিত; সংগৃহীত; একত্রীভূত। সম্—ধা (ধারণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সন্ধান। স্ত্রীলিঙ্গে সংহিতা।

সংহিতা—১। মিলিতা; সংগৃহীতা। সম্—ধা (ধারণ করা)+ক্ত র্ম+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মন্বাদি-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র; বেদের শাখা। সং; স্ত্রী।

সংহূতি—বহুলোককর্ত্তৃক এককালীন আহ্বান সম্—হ্বে (ডাকা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সংহৃত—বিনাশিত; সংগৃহীত, সঙ্কলিত সঞ্চিত; সংক্ষিপ্ত; হৃত; প্রত্যাকৃষ্ট। সম্—হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি বিশেষ্যে সংহৃতি, সংহরণ, সংহার।

সংহৃতি—সংহার; সংগ্রহ; সঙ্কোচ। সম্—হৃ (হরণ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে সংহৃত।

সংহৃষ্ট—সম্যক্ হৃষ্ট; উদ্গত। সম্—হৃষ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সংহ্রাদ—শব্দবিশেষ, গোলমাল। সম্—হ্রাদ (শব্দ করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে সংহ্রাদী।

সংহ্রাদী—(সংহ্রাদিন্)। শব্দকারক, শব্দায়মান। সংহ্রাদ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সংহ্রাদিনী।

সংহ্রীণ—লজ্জাশীল। সম্—হ্রী (লজ্জা করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সংহ্লাদ—আহ্লাদ, আনন্দ। সম্—হ্লাদ (আমোদিত হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

সকণ্টক—১। কণ্টকযুক্ত, কণ্টকিত। কণ্টকের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ নিষ্কণ্টক। ২। করঞ্জ বৃক্ষবিশেষ; শৈবাল, শেওলা। সং; পু।

সকর—করযুক্ত, হস্তবিশিষ্ট; শুণ্ডযুক্ত; কিরণবিশিষ্ট; রাজস্বপ্রদ। করের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ নিষ্কর। [দেশজ।

সকরকন্দ—আলুজাতীয় এক প্রকার মূল।

সকরুণ—করুণাযুক্ত, কৃপাশীল। করুণার সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সকরুণভাব—করুণাযুক্ত ভাব, সদয় ভাব। কর্ম্মধা। সং; পু।

সকরুণস্বরে—করুণাপূর্ণ স্বরে, কাতর শব্দে। সকরুণ হইয়াছে স্বর যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ। [ত্রি।

সকর্দ্দম—কর্দ্দমযুক্ত, কাদা মাখা। বহু। বিণ।

সকর্ম্মক—কর্ম্মসমন্বিত। কর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অকর্ম্মক।

সকর্ম্মিকা—কর্ম্মযুক্তা। সকর্ম্মক দেখ; সকর্ম্মক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সকল—কলা-সহিত; সমগ্র, সমস্ত। কলার (অংশের) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ।

সকাম—কামনাযুক্ত, সাভিলাষ। কামের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ নিষ্কাম।

সকামকর্ম্ম—কামনাযুক্ত কর্ম্ম, ফললাভের আশায় অনুষ্ঠিত কার্য্য। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সকাশ—কাশযুক্ত; সমীপ, নিকট। কাশের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সকুল—শকুল দেখ।

সকুল্য—সমান-কুলজাত, সপিণ্ডের (অর্থাৎ সপ্তম পুরুষান্তর্গত জ্ঞাতির) ঊর্দ্ধ তিন পুরুষ ও অধঃ তিন পুরুষ;—"দশাহেন সপিণ্ডাস্তু শুধ্যন্তি প্রেতসূতকে। ত্রিরাত্রেণ সকুল্যাস্তু স্নাতা শুধ্যন্তি গোত্রজাঃ॥" অর্থাৎ মৃতাশৌচে ও জাতাশৌচে সপিণ্ডগণ দশ দিনে, সকুল্যগণ ত্রিরাত্রে এবং সগোত্রগণ স্নানমাত্রে শুদ্ধ হয়। সমান কুল যাহাদের, সকুল, বহু; সকুল+ষ্য তদ্ভাবার্থে। বিণ; ত্রি।

সকৃতজ্ঞ—কৃতজ্ঞতাযুক্ত। এই পদটী অশুদ্ধ। কারণ 'কৃতজ্ঞ' বলিলেই যখন কৃতজ্ঞতাযুক্ত বুঝায়, তখন পুনর্ব্বার তাহার সহ শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাস করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

সকৃৎ—১। একবার; সদা; সহিত। ব্য। ২। বিষ্ঠা। সং; স্ত্রী।

সকৃৎপ্রজ—১। এক-প্রসবা, যে একবারমাত্র সন্তান প্রসব করে। সকৃৎ শব্দ (একবার)—প্র—জন (জন্মান)+ড ক, সকৃৎ হয় প্রজা (সন্তান) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বায়স, কাক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সকৃৎপ্রজা।

সকৃৎফলা—কদলীবৃক্ষ, কলা গাছ। সকৃৎ (এক বার) হয় ফল যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

সকৌতুক—কৌতুকযুক্ত, কৌতূহলান্বিত। কৌতুকের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সক্ত—আসক্ত; সংলগ্ন, সংযুক্ত; অভিনিবিষ্ট। সন্জ (সঙ্গ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সক্তি।

সক্তি—আসক্তি; অভিনিবেশ; সংযোগ। সন্জ (সঙ্গ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে সক্ত।

সক্তু—শক্তু, ছাতু। সচ (সেক করা)+তুন্ র্ম। সং; ক্লী ও পু।

সক্থি—শকটের অঙ্গবিশেষ; ঊরু। সন্জ (সঙ্গ করা)+ক্থিন্ ক। সং; ক্লী।

সক্রেটীস্ (Socrates)—গ্রীসদেশীয় সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত। ইঁহার পিতা সফ্রোনিস্কস্ ভাস্করবৃত্তি ও মাতা ফিনারেটী ধাত্রীর কর্ম্ম করিতেন। সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৪৬৯ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। আথেন্স নগরের বালকেরা তৎকালে যে সকল বিষয় শিক্ষা করিত, তৎসমস্তই ইনি শিক্ষা করিয়াছিলেন; তদ্ব্যতীত জ্যামিতি শাস্ত্রে ও জ্যোতির্বিদ্যাতেও ইনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শিক্ষা সমাপনানন্তর ইনি প্রথমে সেনাদলে প্রবিষ্ট হন এবং ডিলিয়মের

যুদ্ধে বিলক্ষণ শৌর্য্য, অসামান্য উদ্যমশীলতা ও শ্রমপটুতা এবং শীতাতপ-সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া খ্যাতি লাভ করেন সক্রেটীজ কিছু দিন পরে সৈনিকের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং আথেন্স নগরে স্থায়িরূপে বাস করিয়া জনসাধারণকে ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে ইনি বিলক্ষণ যশস্বী হইয়া উঠিলেন; অনেকে ইঁহার শিষ্য হইলেন। কিন্তু ইঁহার বিরুদ্ধবাদীরা ক্রমে ইঁহার ঘোর বিদ্বেষ্টা হইয়া উঠিল এবং ইঁহার সর্ব্বনাশসাধনের এক ভয়ানক চক্রান্ত উপস্থিত করিল।

ষড়্যন্ত্র পাকিয়া উঠিলে তাহারা ইঁহার বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত দেবতাদিগের প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শন, নূতন নূতন দেবতার প্রবর্ত্তন, এবং যুবকদিগের নৈতিক চরিত্র কলুষিত করিয়া তাহাদিগকে বিপথগামীকরণ, এই তিনটি অভিযোগ আনয়ন করিল। একটা বিচার-প্রহসন অভিনীত হইল। বিচারকদের মধ্যে মতভেদ হইল। অধিকাংশের মতে ইনি অপরাধী নির্দ্ধারিত হইলেন। ইঁহার প্রতি বিষপানে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। সক্রেটীজ্ অম্লানবদনে দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। ইঁহার শিষ্যগণ নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া ইঁহার পলায়নের পন্থা উদ্ভাবন করিলেন। কিন্তু কোন স্থানে গেলেই মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের উপায় নাই—এই কথা বলিয়া ইনি তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিবসে শত্রুগণের প্রদত্ত হেমলক নামক হলাহল পানে সক্রেটীজ লোক-লীলা সংবরণ করিলেন (খ্রীঃ পূঃ ৩৯৯)।

সক্রেটীজ শরীরস্থ রিপুগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়াছিলেন। ক্রোধ কাহাকে বলে, তাহা ইনি জানিতেন না। পরন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইঁহার সহধর্ম্মিণী জ্যান্তিপী (Xantippe) ইঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির রমণী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা রাগিয়াই থাকিতেন এবং পতিদেবতাকে অহর্নিশ নিদারুণ কটূক্তি করিয়া জ্বালাতন করিতেন। তথাপি কিন্তু ইনি পত্নীর প্রতি কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। কথিত আছে যে, একদা সক্রেটীজ ভার্য্যার বাক্য-বাণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাহা হইতে অব্যাহতিলাভের নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং দ্বারের বহির্ভাগে উপবিষ্ট হইয়া পুস্তকপাঠে মনোনিবেশ করিলেন। প্রিয়ংবদা জ্যান্তিপী ইহাতে অধিকতর কোপাবিষ্টা হইয়া দ্রুতপদে গৃহের উপরিতলে উঠিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে এক গামলা ময়লা জল দ্বিতল হইতে স্বামীর মস্তকে ঢালিয়া দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাহাতেও সক্রেটীজের চিত্তবিকার উপস্থিত হইল না। তিনি স্মিত-মুখে কেবল এই কথাটী বলিলেন,—'এত গুরু গম্ভীর মেঘগর্জ্জনের পর এক পশলা বৃষ্টি না হইলে শোভা পাইবে কেন?'

সক্ষোভে—ক্ষোভের সহিত, মনস্তাপের সহিত। বহু। ক্রি-বিণ।

সখা—(সখি)। বন্ধু, মিত্র, সুহৃৎ, প্রণয়াস্পদ, সমপ্রাণ; সহচর; সহায়। সহ শব্দ (সমান) —খ্যা (বলা)+ইন্ র্ম্ম, যাহাকে নিজের সমান বলা হয়। সং; পু।

বন্ধু, সুহৃৎ, মিত্র ও সখা, এই চারিটি পদের অর্থগত প্রভেদ এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যথা—

"অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ।
একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ॥"

অর্থাৎ প্রণয়াস্পদদিগের মধ্যে যিনি অপরের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারেন না তিনি বন্ধু; যিনি নিরন্তর প্রণয়াস্পদের অনুমত থাকেন তিনি সুহৃদ; যাঁহাদের ক্রিয়া একবিধ তাঁহারা মিত্র; এবং যিনি অন্তরকে স্বীয় প্রাণতুল্য জ্ঞান করেন তিনি সখা।

সখিতা, সখিত্ব—সখ্য, সৌহৃদ্য; সাদৃশ্য। সখি +তা, ত্ব ভাবে। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

সখিসংবাদ—মথুরাগামী শ্রীকৃষ্ণের নিকট বৃন্দার কথোপকথন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিলে রাধিকা সাতিশয় বিরহকাতরা হইয়া সখী বৃন্দাকে কৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করেন। বৃন্দা মথুরায় গমন করিয়া কৃষ্ণের নিকট অনেক অনুযোগ করিয়াছিলেন। ইহাই সখিসংবাদ নামে অভিহিত। [সং; স্ত্রী।

সখী—বয়স্যা, সহচরী। সখা দেখ; সখি+ঈপ্।

সখীভাবে—সহচরীরূপে, বয়স্যার ভাবে। বহু। ক্রি-বিণ।

সখ্য—সৌহার্দ্দ্য, মিত্রতা, বন্ধুত্ব, সমপ্রাণতা। সখি শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

সখ্যস্থাপন—বন্ধুত্বসংস্থাপন, মিত্রতা করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সগন্ধ—১। গন্ধযুক্ত; গর্ব্বযুক্ত, গর্ব্বিত। গন্ধের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। ২। একবংশজাত। সহ (সমান) গন্ধ (সম্পর্ক) যাহাদের, বহু। বিণ; ত্রি।

সগর—সূর্য্যবংশীয় জনৈক নৃপতি, বাহু-নামক রাজার পুত্র। গরের (বিষের) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। সং; পু।

বাহুরাজ শত্রুকর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া হিমালয় বনবাস আশ্রয় করেন। তৎকালে তাঁহার মহিষী যাদবী গর্ভিণী ছিলেন। রাজা সেই বনে কালগ্রাসে পতিত হইলে রাজ্ঞী ঔর্ব্ব মুনির আশ্রমে এক পুত্র প্রসব করেন। তাঁহার সপত্নী তাঁহার গর্ভ নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাকে খাদ্যের সহিত বিষ ভক্ষণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার গর্ভপাত হয় নাই। এক্ষণে সন্তানটি বিষের সহিত ভূমিষ্ঠ হওয়ায় 'সগর' নামে খ্যাত হইলেন।

সগর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধনপূর্ব্বক অতি সুনিয়মে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন। ইঁহার শৈব্যা নাম্নী রাজ্ঞীর গর্ভে অসমঞ্জ নামক এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, এবং ইঁহার অপরা পত্নী বৈদর্ভী একটী মাংসপিণ্ড প্রসব করিলে তাহা হইতে ষষ্টিসহস্র পুত্রের জন্ম হয়। মহারাজ সগর ক্রমে নব-নবতি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। পরে ইনি শতসংখ্যা পূরণের নিমিত্ত আর একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, দেবরাজ বাসব হৃতরাজ্য হইবার ভয়ে ইঁহার যজ্ঞিয় অশ্ব অপহরণ পূর্ব্বক পাতালে কপিলমুনির আশ্রমে লুকাইয়া রাখেন। ইঁহার ষষ্টি সহস্র পুত্র অশ্বের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে কপিল মুনির আশ্রমে তাহাকে বদ্ধ দেখিয়া মুনিকে চোর বিবেচনায় অযথা কটুবাক্য প্রয়োগ করেন ও দণ্ডপ্রদানে উদ্যত হন। মুনিবর তাহাতে কুপিত হইয়া শাপপ্রদানে সেই ষষ্টি সহস্র রাজকুমারকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন; অতঃপর সগরের পৌত্র অংশুমান্ পাতালে গমনপূর্ব্বক মুনিকে তুষ্ট করিয়া অশ্ব আনয়ন করিলে ইঁহার যজ্ঞ সমাপ্ত হয়। উত্তরকালে ইঁহারই বিখ্যাত বংশধর ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যে আনয়নপূর্ব্বক শাপ-দগ্ধ ষষ্টিসহস্র পূর্ব্বপুরুষের উদ্ধারসাধন করেন। মহারাজ সগরের পুত্রগণ কর্ত্তৃক খাত হইয়াছিল বলিয়া সমুদ্রের আর এক নাম 'সাগর'।

সগর্ভ—১। গর্ভযুক্ত। গর্ভের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। সহোদর। সহ (সমান) গর্ভ যাহাদের, বহু। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সগর্ভা।

সগর্ভা—সহোদরা। সগর্ভ দেখ; সগর্ভ+আপ্। সং; স্ত্রী।

সগর্ভ্য—সহোদর। সমান যে গর্ভ সগর্ভ, কর্ম্মধা; সগর্ভ+ষ্য তত্ৰাবার্থে। সং; পু।

সগোত্র—একবংশজাত, জ্ঞাতি। সহ (সমান) হইয়াছে গোত্র যাহাদের, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সগোত্রা।

সগ্ধি—সহভোজন, একত্র আহার করা। সহ— অদ (খাওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সঙ্কট—১। সঙ্কীর্ণ, অল্পপ্রস্থ, সরু, শুঁড়ি; অনুত্তীর্য্য; অভেদ্য; আপদ্-জনক; নিবিড়; জনতাযুক্ত। সম্—কট (আবৃত করা)+অন্ ক, অথবা সম্+কটচ্। বিণ; ত্রি। ২। বিপদ্; দুঃখ; সম্মর্দ্দ, জনতা। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

সঙ্কটকাল—বিপৎকাল, বিপদের সময়। ৬তৎ।

সঙ্কটসঙ্কুল—বিপৎপূর্ণ, দুঃখব্যাপ্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সঙ্কটা—দেবীবিশেষ, যোগিনীবিশেষ। সঙ্কট দেখ; সঙ্কট+আপ্। সং; স্ত্রী।

সঙ্কটাপন্ন—বিপদাপন্ন, বিপদে পতিত, বিপন্ন। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

সঙ্কথা—সংলাপ, পরস্পর কথোপকথন। সম্—কথ (বলা)+ও ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

সঙ্কর—১। অবস্কর, সমার্জ্জনী-ক্ষিপ্ত আবর্জ্জনা। সম্—কৃ (বিক্ষিপ্ত করা)+অল্ র্ম্ম। ২। মিলন, মিশ্রণ; পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের একত্র অবস্থান; বর্ণসঙ্কর জাতি। সম্—কৃ (করা)+অল্ ভা। সং; পু।

সঙ্কর্ষণ—১। আকর্ষণ; কর্ষণ। সম্—কৃষ (কর্ষণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। বলরাম। সম্—কৃষ+অন র্ম্ম বা ক। সং; পু।

সঙ্কলন, সঙ্কলনা—অঙ্কযোগ; সংগ্রহ; আহরণ, সঞ্চয়; মিলন। সম্—কল (গণনা করা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে⋯+অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে সঙ্কলিত।

সঙ্কলিত—সংগৃহীত, আহৃত, সঞ্চিত; একত্রীকৃত; যোজিত। সম্—কল (গণনা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সঙ্কলন, সঙ্কলনা।

সঙ্কল্প—মনোরথ; মানস-কর্ম্ম; অভিপ্রায়; অভিলাষ। সম্—কৃপ (কল্পনা করা)+অল্ র্ম্ম। সং; পু। বিশেষণে সঙ্কল্পিত।

সঙ্কল্পজন্মা—(সঙ্কল্পজন্মন্)। মনসিজ, কন্দর্প। সঙ্কল্প হইতে জন্ম যাহার, বহু। সং; পু।

সঙ্কল্পযোনি—কন্দর্প, মদন। সঙ্কল্প হইয়াছে যোনি (উৎপত্তি-হেতু) যাহার, বহু। পু।

সঙ্কল্পবিকল্প—সঙ্কল্প ও বিবিধ কল্পনা, অভিলাষ ও সংশয়। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

সঙ্কল্পসিদ্ধি—মনোরথসিদ্ধি, অভিলাষের পূরণ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সঙ্কল্পিত—অভিপ্রেত; অভিলষিত; বাঞ্ছিত; কর্ত্তব্যরূপে স্থিরীকৃত। সম্—কৃপ (কল্পনা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সঙ্কল্প।

সঙ্কসুক—অস্থির, চঞ্চল; সঙ্কীর্ণ; মন্দ; অনিত্য; দুর্ব্বল। সম্—কস (গমন করা)+উকন্ ক। বিণ; ত্রি।

সঙ্কাশ—নিকট, সমীপ; (অন্ত শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) তৎসদৃশ। সম্—কাশ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

সঙ্কীর্ণ—১। বহুলোক-সমাকীর্ণ, জনতাপূর্ণ; নানা বস্তু মিলিত; ব্যাপ্ত; মিশ্রিত; সঙ্কর; পরস্পর বিজাতীয়; সঙ্কট; অল্পপ্রস্থ; সঙ্কুচিত। সম্—কৄ (ছড়ান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। বর্ণসঙ্করজাতি। সং; পু।

সঙ্কীর্ণকণ্ঠ—১। সঙ্কুচিত কণ্ঠ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। সঙ্কুচিত কণ্ঠবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

সঙ্কীর্ণগ্রীব—ক্ষুদ্রগ্রীবাবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

সঙ্কীর্ণগ্রীবা—ক্ষুদ্র গ্রীবা, ক্ষুদ্র ঘাড়। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। ক্ষুদ্র গ্রীবাবিশিষ্টা। বহু। বিণ।

সঙ্কীর্ণচিত্ত—১। ক্ষুদ্র মনঃ, নীচ অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। ক্ষুদ্রমনাঃ, অনুদারচিত্ত, অপ্রশস্তমনাঃ। বহু। বিণ; ত্রি।

সঙ্কীর্ণচেতাঃ—(সঙ্কীর্ণচেতস্)। ক্ষুদ্রমনাঃ, অপ্রশস্তচিত্ত, অনুদারমনাঃ। সঙ্কীর্ণ হইয়াছে চেতঃ যাহার, বহু। বিণ; পু।

সঙ্কীর্ণতা—ক্ষুদ্রতা, অপ্রসরতা; জনতা; সাঙ্কর্য্য। সঙ্কীর্ণ দেখ; সঙ্কীর্ণ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

সঙ্কীর্ণদেহ—১। অপ্রসর কায়, ক্ষুদ্র দেহ। কর্ম্মধা। সং; পু ও ক্লী। ২। ক্ষুদ্রদেহবিশিষ্ট, সঙ্কুচিতকায়। বহু। বিণ; ত্রি।

সঙ্কীর্ণনীতি—অনুদার নীতি, অপ্রশস্ত নিয়ম, যে নীতি অল্প লোকের মধ্যেই আবদ্ধ—সার্ব্বজনীন নহে। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সঙ্কীর্ণপথ—অপ্রশস্ত পথ, শুঁড়ি পথ, সরু রাস্তা। কর্ম্মধা। সং; পু।

সঙ্কীর্ণমনাঃ—(সঙ্কীর্ণমনস্)। সঙ্কীর্ণচেতাঃ, অনুদারচিত্ত। বহু। বিণ; ত্রি।

সঙ্কীর্ণমুখ—১। সঙ্কুচিত মুখ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। ক্ষুদ্রমুখবিশিষ্ট; অপ্রশস্ত দ্বারযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি।

সঙ্কীর্ণযোনি—১। নীচজাতি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী ও পু। ২। নীচজাতীয়। বহু। বিণ; ত্রি।

সঙ্কীর্ণশরীর—সঙ্কীর্ণদেহ দেখ।

সঙ্কীর্ণহৃদয়—১। ক্ষুদ্র মনঃ, অপ্রশস্ত অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। ক্ষুদ্রচেতাঃ। বহু। বিণ; ত্রি।

সঙ্কীর্ণাঙ্গ—সঙ্কীর্ণদেহ দেখ।

সঙ্কীর্ণাত্মা—(সঙ্কীর্ণাত্মন্) ১। ক্ষুদ্র মনঃ। সঙ্কীর্ণ যে আত্মা (চিত্ত) কর্ম্মধা। সং; পু। ২। ক্ষুদ্রমনাঃ। বহু। বিণ; পু।

সঙ্কীর্ণায়তন—১। ক্ষুদ্র আয়তন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অপ্রসর আয়তনবিশিষ্ট, অপ্রশস্ত, সঙ্কুচিত। বহু। বিণ; ত্রি।

সঙ্কীর্ণাবয়ব—১। সঙ্কুচিত দেহ, ক্ষুদ্র শরীর। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। ক্ষুদ্রকায়, সঙ্কুচিত দেহবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

সঙ্কীর্ণাবস্থ—সঙ্কুচিত অবস্থাযুক্ত, হীনদশাযুক্ত। বহু। বিণ; ত্রি।

সঙ্কীর্ণাবস্থা—১। সঙ্কুচিত দশা, হীন দশা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। সঙ্কুচিত অবস্থাযুক্তা, হীনদশাগ্রস্তা। বহু। বিণ; স্ত্রী।

সঙ্কীর্ত্তন, সঙ্কীর্ত্তনা—সম্যকরূপে গুণ-কথন; বর্ণন; উচ্চারণ। সম্—কৄত (কীর্ত্তন করা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে⋯+অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে সঙ্কীর্ত্তিত।

সঙ্কীর্ত্তিত—সম্যকরূপে কীর্ত্তিত; প্রশংসিত; বর্ণিত; উচ্চারিত। সম্—কৄত (কীর্ত্তন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সঙ্কীর্ত্তন, সঙ্কীর্ত্তনা।

সঙ্কুচিত—মুদ্রিত, অপ্রসারিত; কুণ্ঠিত; অপ্রফুল্ল; সঙ্ক্ষিপ্ত। সম্—কুচ (গুটাইয়া লওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সঙ্কোচ, সঙ্কোচন।

সঙ্কুটন—মৃত্যু, মরণ। সম্—কুট (কুটিল হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সঙ্কুল—১। সঙ্কীর্ণ; বহুলোকসমাকীর্ণ; ব্যাপ্ত; মিশ্রিত। সম্—কুল (সংহত হওয়া)+ক ক। বিণ; ত্রি। ২। পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য; যুদ্ধ, সংগ্রাম; জনতা, বহু লোকের ভিড়। সং; ক্লী।

সঙ্কেত—১। ইঙ্গিত, ইসারা; চিহ্ন; নিয়ম; বোধ; অভিধা, শব্দের অর্থ-বোধক শক্তি। সঙ্কেত (আমন্ত্রণ করা)+অল্ ভা। ২। নিরূপিত স্থান (Place of appointment)। সঙ্কেত+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

সঙ্কেতশব্দ—সঙ্কেতসূচক ধ্বনি, ইসারা-জ্ঞাপক শব্দ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

সঙ্কেতালোক—সাঙ্কেতিক আলোক, চিহ্নজ্ঞাপক আলো। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

সঙ্কেতিত—১। সঙ্কেতযুক্ত। সঙ্কেত শব্দ+ইত যুক্তার্থে। ২। অভিধা শক্তি দ্বারা বোধিত (শব্দার্থ)। সঙ্কেত+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সঙ্কোচ, সঙ্কোচন—সঙ্ক্ষেপ, বহুবিষয়ক বাক্যার্থের অল্প বিষয়ে সংস্থাপন; সামান্য বিষয়ের বিশেষ করণ; মুদ্রণ, অপ্রসারণ; বন্ধন; জড়ভাব। সম্—কুচ (গুটাইয়া লওয়া)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে সঙ্কুচিত।

সঙ্কোচনীয়—অপ্রসারণীয়, মুদ্রণীয়; সংক্ষেপণীয়। সম্—কুচ+অনীয় র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সঙ্কোচপ্রাপ্ত—লজ্জাপ্রাপ্ত, লজ্জিত; জড়ভাবাপন্ন। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

সঙ্কোচশূন্য—লজ্জাহীন, কুণ্ঠারহিত; জড়ভাবশূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সঙ্ক্রন্দন—১। অতি-রোদন। সম্—ক্রন্দ (কাঁদা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। ২। দেবরাজ, ইন্দ্র। সম্—ণিজন্ত ক্রন্দ বা ক্রন্দি (কাঁদান)+অন ক। সং; পু।

সঙ্ক্রম, সঙ্ক্রমণ, সঙ্ক্রাম—১। গ্রহগণের এক রাশি হইতে রাশ্যন্তরে গমন ; সঙ্ক্রান্তি ; গমন ; সঞ্চার ; প্রাপ্তি। সম্—ক্রম (গমন করা)+অল্, অনট্, ঘঞ্ ভা। ২। সোপান ; সেতু ; উপায়। সম্—ক্রম+অল্, অনট্, ঘঞ্ ণ। সং ; যথাক্রমে পু, ক্লী ও পু। বিশেষণে সঙ্ক্রান্ত।

সঙ্ক্রমিত, সঙ্ক্রামিত—গমিত ; প্রবেশিত ; নিবেশিত ; প্রাপিত ; প্রতিবিম্বিত। সম্—ণিজন্ত ক্রম (গমন করান)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

সঙ্ক্রান্ত—গত ; সঞ্চারিত ; ব্যাপ্ত ; প্রাপ্ত প্রতিবিম্বিত। সম্—ক্রম (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সঙ্ক্রান্তি, সঙ্ক্রম, সঙ্ক্রমণ, সঙ্ক্রাম,।

সঙ্ক্রান্তি—গমন ; সঞ্চার ; সূর্য্যাদি গ্রহের রাশ্যন্তর-গমন [সংক্রান্তি দেখ] ; ব্যাপ্তি ; প্রতিবিম্ব। সম্—ক্রম (গমন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে সঙ্ক্রান্ত।

সঙ্ক্ষয়—নাশ, ধ্বংশ ; প্রলয়। সম্—ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু।

সঙ্ক্ষিপ্ত—নিক্ষিপ্ত ; সঙ্কুচিত : অল্পীকৃত ; সঞ্চিত ; গৃহীত। সম্—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা) +ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সঙ্ক্ষেপ

সঙ্ক্ষিপ্তসার—১। সঙ্কুচিত সারবিশিষ্ট, যাহার সারভাগ সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত হইয়াছে সার যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। ক্রমদীশ্বর-প্রণীত সংস্কৃত ব্যাকরণ-বিশেষ। সং ; পু।

...ক্ষীয়মাণ—ক্ষয়প্রাপ্যমাণ ; যাহা ক্ষয়িত হইতেছে এরূপ। সম্—ক্ষি (ক্ষয় করা)+শান র্ম। বিণ ; ত্রি।

...ক্ষুব্ধ—চঞ্চলীভূত : আলোড়িত ; আকুল। সম্—ক্ষুভ (ক্ষুব্ধ হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সঙ্ক্ষোভ।

...ক্ষেপ—সঙ্কোচ ; সংক্ষিপ্ত বর্ণন ; অল্পীকরণ। সম্—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সঙ্ক্ষিপ্ত।

...ক্ষেপণ—সঙ্ক্ষিপ্তকরণ। সম্—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে সঙ্ক্ষিপ্ত। [+তস্। ব্য।

...ক্ষেপতঃ—সংক্ষিপ্তভাবে, সংক্ষেপে। সঙ্ক্ষেপ

...ক্ষোভ—অস্থিরতা, চাঞ্চল্য ; ধর্ষণ ; অতিক্ষোভ ; গর্ব্ব। সম্—ক্ষুভ (ক্ষুব্ধ হওয়া) +অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সঙ্ক্ষুব্ধ।

...খ্য—যুদ্ধ, সংগ্রাম। সম্—খ্যা (বলা)+ড অধি। সং ; ক্লী।

...খ্যা—১। বিচার ; গণনা ; একত্বাদি,—“একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রমযুতন্তথা। লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটিরর্ব্বুদমেব চ। বৃন্দঃ খর্ব্বো নিখর্ব্বশ্চ শঙ্খপদ্মৌ চ সাগরঃ। অন্ত্যং মধ্যং পরার্দ্ধঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথোত্তরম্॥” সম্—খ্যা (বলা)+ঙ ভা+আপ্। ২ বুদ্ধি। সম্—খ্যা+ঙ ণ+আপ্। সং স্ত্রী। বিশেষণে সঙ্খ্যাত।

সঙ্খ্যাত—গণিত ; বিচারিত : প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত সম্—খ্যা (বলা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সঙ্খ্যা, সঙ্খ্যান।

সঙ্খ্যান—ধ্যান ; গণনা। সম্—খ্যা (বলা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে সঙ্খ্যাত।

সঙ্খ্যাপন—নির্দ্ধারণ, স্থিরীকরণ। সম্—ণিজন্ত খ্যা বা খ্যাপি (বলান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সঙ্খ্যাবান্—(সঙ্খ্যাবৎ) ১। সঙ্খ্যাযুক্ত। সঙ্খ্যা +বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। ২। পণ্ডিত, প্রাজ্ঞ। সং ; পু। স্ত্রালিঙ্গে সঙ্খ্যাবতী।

সঙ্খ্যেয়—গণনীয়, গণ্য। সম্—খ্যা (বলা)+য র্ম। বিণ ; ত্রি।

সঙ্গ—সংসর্গ, সহবাস ; সম্বন্ধ ; মিলন ; বিষয়ানুরাগ ; আসক্তি ; প্রতিবন্ধ। সন্‌জ (সঙ্গ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সক্ত।

সঙ্গচ্যুত—সঙ্গভ্রষ্ট, সংসর্গবিচ্যুত, সঙ্গী হইতে দূরগত। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

সঙ্গত—১। যথোপযুক্ত ; যুক্তিযুক্ত ; মিলিত ; সম্বদ্ধ ; দৃষ্ট। সম্—গম (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। প্রেম ; মিলন ; মিত্রতা। সম্—গম+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

সঙ্গতি—সঙ্গম ; মিলন ; সম্বন্ধ ; সম্ভোগ ; সংস্থান। সম্—গম (গমন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে সঙ্গত।

সঙ্গতিপন্ন—সঙ্গতিশালী, ধনবান্। সঙ্গতিকে পন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

সঙ্গতিশালী—সংস্থানশালী, ধনবান্। সঙ্গতি শব্দ+শালিন্ অস্ত্যর্থে=সঙ্গতিশালিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সঙ্গতিশালিনী। [বিণ ; ত্রি।

সঙ্গতিশূন্য—সংস্থানবিহীন, সম্বলবিহীন। ৩তৎ।

সঙ্গতিসম্পন্ন—সঙ্গতিশালী। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সঙ্গতিসাধক—সংস্থানকারক ; মিলনসম্পাদক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

সঙ্গদোষ—সংসর্গদোষ, সহবাস জন্য অনিষ্ট। সঙ্গ জনিত দোষ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। পু।

সঙ্গম—মিলন ; নদ্যাদির মিলনস্থান ; সহবাস ; সম্ভোগ। সম্—গম (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সঙ্গত।

সঙ্গর—১। আবাস ; যুদ্ধ। সম্—গৃ (ভক্ষণ করা)+অল্ অধি। ২। কর্ম্মকরণ। সম্—গৃ+অল্ ভা। ৩। প্রতিজ্ঞা ; জ্ঞান ; নিয়ম ; প্রশ্ন ; বিষ। সম্—গৃ+অল্ র্ম। সং ; পু। বিশেষণে সঙ্গীর্ণ।

সঙ্গিনী—সহচরী ; আসক্তা। সঙ্গী দেখ ; সঙ্গিন্ +ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সঙ্গিবিরহিত—সঙ্গিশূন্য, সহচরবিহীন, একক ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

সঙ্গিহীন—সঙ্গিশূন্য, সহচরশূন্য। ৩তৎ। বিণ ;

সঙ্গী—(সঙ্গিন্)। সহচর ; সহগামী ; আসক্ত। সঙ্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে। অথবা সন্‌জ (সঙ্গ করা)+ঘিণুন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সঙ্গিনী।

সঙ্গীত—১। গান ; তৌর্য্যত্রিক। সম্ গৈ (গান করা)+ক্ত ভা। সং ; ক্লী। ২। সম্যক্ গীত। সম্—গৈ+ক্ত র্ম। বিণ। ত্রি।

সঙ্গীতজ্ঞ—সঙ্গীতবেত্তা, সঙ্গীত বিষয়ে অভিজ্ঞ। সঙ্গীত—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

সঙ্গীতপ্রবাহ—সঙ্গীতস্রোতঃ, গানের বেগ, গানের রেস্। ৬তৎ। সং ; পু।

সঙ্গীতমুগ্ধ—গান শুনিয়া বিমোহিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সঙ্গীতলহরী—সঙ্গীততরঙ্গ, তরঙ্গের ন্যায় উত্থান-পতনশীল সঙ্গীতধ্বনি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

সঙ্গীতবিদ্যা—তৌর্য্যত্রিক বিদ্যা, গান বাজনার শাস্ত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সঙ্গীতবিদ্যালয়—সঙ্গীত শিক্ষার পাঠশালা, ‘মিউজিক্ স্কুল’। সঙ্গীতবিদ্যার আলয়, ৬তৎ। সং ; পু।

সঙ্গীতবিশারদ—সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শী, সঙ্গীতজ্ঞ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

সঙ্গীতানুরাগ—সঙ্গীতে আসক্তি, গানবাজনার প্রতি অনুরাগ। ৭তৎ। সং ; পু।

সঙ্গীতানুরাগী—সঙ্গীতপ্রিয়, গানবাজনা ভালবাসে এরূপ। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সঙ্গীতানুরাগিণী।

সঙ্গীতোদ্যম—সঙ্গীতের উপক্রম, গীতবাদ্যের উপক্রম। ৬তৎ। সং ; পু।

সঙ্গীতি—গীত ; কথোপকথন, আলাপ। সম্—গৈ (গান করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

সঙ্গীর্ণ—প্রতিজ্ঞাত, প্রতিশ্রুত। সম্—গৃ (ভক্ষণ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সঙ্গর।

সঙ্গুপ্ত—সম্যক্ গুপ্ত, লুক্কায়িত। সম্—গুপ (গোপন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সঙ্গোপন

সঙ্গৃহীত—সংগৃহীত দেখ। [দেখ।

সঙ্গোপন, সঙ্গোপিত—সংগোপন, সংগোপিত

সঙ্গ্রহ, সঙ্গ্রাহ, সঙ্গ্রহণ—সংগ্রহ দেখ।

সঙ্গ্রহীতা, সঙ্গ্রাহক, সঙ্গ্রাহী—সংগ্রহীতা, সংগ্রাহক, সংগ্রাহী দেখ।

সঙ্ঘ, সংঘ—গণ ; সমূহ ; দল। সম্—হন (বধ করা)+ঘঞ্ র্ম। সং ; পু। বিশেষণে সংহত।

সঙ্ঘচারী—(সঙ্ঘচারিন্) ১। জনতার সহিত গমনকারী, দল বাঁধিয়া বিচরণকারী। সঙ্ঘ

শব্দ—চর (বিচরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। ২। মৎস্য। সং; পু।

সঙ্ঘজীবী—(সঙ্ঘজীবিন্)। ব্রতাচারী; মুটিয়া, মজুর। সঙ্ঘ শব্দ—জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক। সং; পু।

সঙ্ঘটন—(বা সংঘটন), সঙ্ঘটনা (বা সংঘটনা) মেলন; সংঘর্ষ; যোজনা। সম্—ঘট (চেষ্টা করা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে···-অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সঙ্ঘটিত—সঞ্জাত; মিলিত; যোজিত। সম্—ঘট (চেষ্টা করা)+ক্ত শ্ম। বিণ; ত্রি।

সঙ্ঘট্ট, সঙ্ঘট্টন, সঙ্ঘট্টনা—মেলন; ঘোটন; গঠন; পরস্পর ঘর্ষণ। সম্—ঘট্ট (চালিত করা)+অল্, অনট্ ভা, ৩য় পক্ষে···+অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে পু, ক্লী ও স্ত্রী বিশেষণে সঙ্ঘট্টিত।

সঙ্ঘট্টিত—চালিত; নির্ম্মিত; ঘর্ষিত; সংযোজিত; গঠিত। সম্—ঘট্ট (চালনা করা)+ক্ত শ্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সঙ্ঘট্ট, সঙ্ঘট্টন, সঙ্ঘটনা।

সঙ্ঘর্ষ—(বা সংঘর্ষ), সঙ্ঘর্ষণ (বা সংঘর্ষণ)। পরস্পর ঘর্ষণ, টক্কর, ঠোকাঠুকি; মর্দ্দন; পরস্পর স্পর্দ্ধা; বাজি রাখা; ঘোটন। সম্—ঘৃষ (ঘষা)+অল্, অনট্ ভা। সং, যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে সঙ্ঘৃষ্ট।

সঙ্ঘর্ষণ—সঙ্ঘর্ষ দেখ।

সঙ্ঘশঃ—(সঙ্ঘশস্)। বহুশঃ, ভূরিশঃ; দলে দলে, পালে পালে। সঙ্ঘ শব্দ (সমূহ, দল) +শস্। ব্য।

সঙ্ঘস—১। ভক্ষ্যবস্তু, খাদ্যদ্রব্য। সম্—ঘস +অল্ শ্ম। ২। ভোজন। সম্—ঘস (খাওয়া)+অল্ ভা। সং; পু।

সঙ্ঘাত, সংঘাত—বধ; আঘাত; সমূহ; সমষ্টি; নিবিড় সংযোগ, জমাট। সম্—হন (বধ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে সংহত।

সঙ্ঘাতবল—পদার্থবিজ্ঞানে—দুই বা তদধিক বলের সঙ্ঘাতে যে কার্য্য হয়, সেই ফল একটিমাত্র বল দ্বারা উৎপাদন করিতে হইলে, যে বলের প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়, তাহাকে উহাদের সঙ্ঘাত-বল বলে।

সঙ্ঘুষিত, সঙ্ঘুষ্ট—১। সম্যক্ ঘোষিত; প্রচারিত; শব্দিত। সম্—ঘুষ (ঘোষণা করা) +ক্ত শ্ম। বিণ; ত্রি। ২। ঘোষণা; শব্দ। সম্—ঘুষ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

সঙ্ঘৃষ্ট—মর্দ্দিত; ঘর্ষিত। সম্—ঘৃষ (ঘর্ষণ করা)+ক্ত শ্ম। বিণ; ত্রি।

সচকিতে—সভয়ে, চমকিতভাবে, চম্‌কাইয়া। বহু। ক্রি-বিণ। [ত্রি।

সচন্দন—চন্দনাক্ত, চন্দনমিশ্রিত। বহু। বিণ;

সচরাচর—১। স্থাবর-জঙ্গম-সহিত। চর ও অচর, দ্বন্দ্ব সমাসে চরাচর; চরাচরের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। সাধারণতঃ; প্রায়শঃ; সর্ব্বদা। ক্রি-বিণ।

সচি, সচী—শচী, ইন্দ্রপত্নী, ইন্দ্রাণী। সচ (সেক করা)+ই ক। সং; স্ত্রী।

সচিব—সহায়; সঙ্গী; মন্ত্রী, অমাত্য। সচ (সম্বন্ধ করা)+ই ভা=সচি, তদুত্তরে বা (গমন করা)+ড ক। সং; পু।

সচেতন—চৈতন্যযুক্ত, চেতনবিশিষ্ট, প্রাণী। চেতনার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অচেতন।

সচেষ্ট—চেষ্টান্বিত, চেষ্টিত। চেষ্টার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সচেষ্টতা। বিপরীতার্থক শব্দ নিশ্চেষ্ট।

সচ্চিদানন্দ—১। পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর। সৎও (নিত্য) যে চিৎ ও (জ্ঞান) সে আনন্দও সে, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। নিত্যজ্ঞানসুখস্বরূপ বিণ; ত্রি।

সচ্চিন্তা—সাধুচিন্তা, সদ্বিষয় ভাবনা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [ত্রি।

সচ্ছিদ্র—ছিদ্রযুক্ত, ছেঁদাবিশিষ্ট। বহু। বিণ;

সজল—জলযুক্ত, জলপূর্ণ। বহু। বিণ; ত্রি।

সজলনয়ন—১। অশ্রুপূর্ণ চক্ষুঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অশ্রুপূর্ণ নেত্রবিশিষ্ট, যাহার চোখে জল আসিয়াছে এরূপ। সজল হইয়াছে নয়ন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সজলনয়নে—অশ্রুপূর্ণনেত্রে। সজল হইয়াছে নয়ন যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সজললোচন—সজলনয়ন দেখ।

সজাগ—অনিদ্রিত, জাগরিত। দেশজ শব্দ।

সজাতি—একজাতি; একজাতীয় স্ত্রীপুরুষ-জাত সন্তান। সমান যে জাতি, কর্ম্মধা। সং; পু। বিপরীতার্থক শব্দ বিজাতি।

সজাতীয়—এক-জাতীয়; একশ্রেণীভুক্ত; এক-ধর্ম্মাক্রান্ত। সজাতি দেখ; সজাতি শব্দ+ ঈয়। বিণ; ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ বিজাতীয়।

সজিনা—বৃক্ষবিশেষ, শোভাঞ্জন বৃক্ষ। দেশজ।

সজীব—জীবনযুক্ত, জীবিত, প্রাণী। জীবের (জীবনের) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সজীবতা। বিপরীতার্থক শব্দ নিজীব।

সজীবতা—সজীব দেখ। সজীব শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

সজুষ—একত্র সেবাকারী, সঙ্গী, সহায়। সহ—জুষ+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

সজুঃ—(সজুস্), সজূঃ (সজূস্)। সহিত। সহ—জুষ+ক্বিপ্ ক। ব্য।

সজ্জ—সজ্জিত, সাজান; ভূষিত। সসজ্জ (গমন করা)+অল্ ক। বিণ; ত্রি।

সজ্জন—১। সাধু ব্যক্তি; সৎকুলজাত; কুলীন। সৎ (সাধু) যে জন, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। সাজান; হাতীকে সাজান; আয়োজন; সৈন্যস্থাপন, ঘাটি। সসজ্জ (গমন করা +অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে সজ্জিত।

সজ্জনা—সজ্জন, সাজান; হাতীকে সাজান: আয়োজন; সৈন্যস্থাপন, ঘাটী। সসজ্জ (গমন করা)+অন ভা+আপ্। সং: স্ত্রী। বিশেষণে সজ্জ, সজ্জিত।

সজ্জা—আয়োজন; সাজ; বেশ; ভূষা। সসজ্জ (গমন করা)+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে সজ্জ, সজ্জিত।

সজ্জাগৃহ—বেশগৃহ, সাজঘর। ৪তৎ। সং পু ও ক্লী।

সজ্জিত—সাজান; ভূষিত; বর্ম্মিত, সাঁজোয়া-পরা; আয়োজিত; উদ্যুক্ত। সজ্জা শব্দ+ ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

সজ্জীভূত—সজ্জিত; ভূষিত। পূর্ব্বে সজ্জ ছিল না, এক্ষণে সজ্জ হইয়াছে এই বাক্যে সজ্জ শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=সজ্জী, তদুত্তরে ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সজ্ঞান—জ্ঞানযুক্ত, সচেতন। জ্ঞানের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।, স্ত্রীলিঙ্গে সজ্ঞানা।

সজ্য—জ্যাযুক্ত, আরোপিত-মৌর্ব্বী। জ্যার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সঞ্চয়, সঞ্চয়ন—সংগ্রহ; সঙ্কলন; সমূহ। সম্—চি (চয়ন করা)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে সঞ্চিত, সঞ্চয়ী।

সঞ্চয়ভাণ্ডার—সঞ্চয়-গৃহ, আহৃত বস্তুর ভাঁড়ার। ৬তৎ। সং; পু।

সঞ্চয়ী—(সঞ্চয়িন্)। সঞ্চয়কারী, সংগ্রহকর্ত্তা। সঞ্চয় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, অথবা সম্—চি (চয়ন করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সঞ্চয়িনী।

সঞ্চর, সঞ্চরণ—১। গমন; চলন; কম্পন। সম্—চর(গমন করা)+অল্, অনট্ ভা। ২। পথ; স্থান; সেতু; শরীর। সম্—চর+ অল্, অনট্ ণ। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে সঞ্চরিত।

সঞ্চরৎ, সঞ্চরমাণ—গমনশীল। সম্—চর (গমন করা)+শতৃ, শানচ্ ক। বিণ; ত্রি।

সঞ্চরিত—গত; প্রচলিত। সম্—চর (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সঞ্চর, সঞ্চরণ।

সঞ্চরিষ্ণু—সঞ্চরণশীল, সঞ্চরণকারী। সম্—চর (গমন করা)+ইষ্ণু ক। বিণ; ত্রি।

সঞ্চলন—চলন; প্রচলন; কম্পন; দোলন। সম্—চল (চলা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সঞ্চান—শ্যেনপক্ষী, শিক্‌রে পাখী। সং; পু।

সঞ্চায্য—ক্রতু, যজ্ঞ। সম্‌—চি (চয়ন করা)+ঘ্যণ্‌ র্ম্ম। নিপাতনে। সং; পু।

সঞ্চার—১। গমন; সংক্রমণ; বিপদ্‌; উত্তেজন; চালন; বিস্তার। সম্‌—চর (গমন করা)+ঘঞ্‌ ভা। ২। পথ; সেতু। সং; পু।

সঞ্চারিকা—যুগ্ম; দূতী; ঘ্রাণ। সম্‌—চর (গমন করা)+ণক ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। সং; স্ত্রী।

সঞ্চারিণী—সঞ্চারী দেখ।

সঞ্চারিত—ইতঃস্ততঃ চালিত। সম্‌—ণিজন্ত চর বা চারি (চলান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সঞ্চারী—(সঞ্চারিন্‌) ১। সঞ্চরণশীল; গমনশীল; অস্থায়ী। সম্‌—চর (গমন করা)+ণিন্‌ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সঞ্চারিণী। ২। নির্ব্বেদ-আবেগ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব; বায়ু; ধূপ। সং; পু।

সঞ্চালন—সংক্রমণ; গমন; চালনা; নাড়াচাড়া। সম্‌—ণিজন্ত চল বা চালি (চলান)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী।

সঞ্চালিত—ইতস্ততঃ চালিত; সংক্রমিত। সম্‌—ণিজন্ত চল বা চালি (চলান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সঞ্চিত—সংগৃহীত; সঙ্কলিত; যাহা জমা করা হইয়াছে এরূপ; সম্ভৃত, রাশীকৃত। সম্‌—চি (চয়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সঞ্চয়, সঞ্চয়ন।

সঞ্চিতার্থ—সংগৃহীত ধন; রাশীকৃত বিত্ত, জমান টাকাকড়ি। সঞ্চিত যে অর্থ (ধন), কর্ম্মধা। সং; পু।

সঞ্চীয়মান—যাহা সঞ্চিত হইতেছে এরূপ, আহ্রীয়মান। সম্‌—চি (চয়ন করা)+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সঞ্চেয়—সঞ্চয়যোগ্য, আহরণীয়। সম্‌—চি (চয়ন করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সঞ্জন—সজ্ঘটন; বন্ধন। সন্‌জ (সঙ্গ করা)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে সক্ত

সঞ্জয়—অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সচিব। কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়া ইনি অকৃতকার্য্য হন। অনন্তর কুরুক্ষেত্র সমরের সময় ইনি ব্যাসদেবের নিকট দিব্যচক্ষুঃ লাভ করিয়া অন্ধরাজের নিকট যুদ্ধের দৈনন্দিন ঘটনাবলী যথাযথভাবে বর্ণন করিয়াছিলেন। কুরুসৈন্য ধ্বংসের পর সাত্যকি ইঁহার প্রাণনাশে উদ্যত হইলে ব্যাসদেব ইঁহাকে রক্ষা করেন। যুদ্ধান্তে ইনি ধৃতরাষ্ট্রসহ পাণ্ডবগণের আশ্রয়ে পঞ্চদশ বৎসর বাস করেন ও তৎপরে তাঁহার সহিত বনবাসী হন। ধৃতরাষ্ট্রাদি বাড়বানলে দগ্ধ হইবার সময়ে ইনি তাঁহার উপদেশক্রমে হিমাচল অঞ্চলে গমন করিয়া তপশ্চরণে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

সঞ্জবন—পরস্পরাভিমুখীন গৃহচতুষ্টয়, চক-মিলান ঘর। সম্‌—জু (গমন করা)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী।

সঞ্জাত—উৎপন্ন, উদ্ভূত। সম্‌—জন (জন্মা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইনি খ্যাতনামা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহোদর, এবং যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১৭৫৬ শকে বৈশাখ মাসে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যে ইনি কিছুদিন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়া মেদিনীপুর স্কুলে এবং পরে হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইহার পর কিছুদিন বারাকপুরের স্কুলেও জুনিয়ার স্কলারশিপ্‌ পড়েন। কিন্তু নানা ঘটনায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ইঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনের ক্লাস খুলিলে তাহাতেও কিছুদিন অধ্যয়ন করেন, কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। অতঃপর ইনি বেঙ্গল রায়ট্‌ (Bengal Ryot) নামক গ্রন্থ ইংরাজি ভাষায় প্রণয়ন করেন। এক সময়ে এই পুস্তকখানি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই গ্রন্থে ইঁহার বিদ্যাবত্তা দর্শনে লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর ইঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে কোন সরকারি কার্য্যানুরোধে ইঁহাকে পালামৌ যাইতে হয়। এই যাত্রার ফলে পালামৌ গ্রন্থ রচিত হয়। তৎকালে ডেপুটীগিরিতে দুইটী পরীক্ষা দিতে হইত। সঞ্জীবচন্দ্রও পরীক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তাঁহার অদৃষ্টের চিরবিরোধী। সুতরাং পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া ইনি ডেপুটীগিরি ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর ইনি সবরেজিষ্ট্রার হইয়া ক্রমান্বয়ে হুগলী, বর্দ্ধমান, যশোহর প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করেন। যশোহরে অবস্থান কালে বার্টন সাহেব তথাকার কালেক্টর হইয়া আসেন। সাহেবের সহিত মতের মিল না হওয়ায় সঞ্জীবচন্দ্র চাকরী ত্যাগ করেন। বঙ্গদর্শন প্রকাশের পর ভ্রমর নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্র উহার সম্পাদক ছিলেন। অল্পদিন পরেই ভ্রমর অন্তর্হিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন উঠাইয়া দিলে এক বৎসর পরে সঞ্জীবচন্দ্র উহা পুনঃ প্রকাশিত করেন। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্য্যন্ত ইনি উহার সম্পাদকতা করেন। ইঁহারই সম্পাদকতা কালে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দ মঠ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৮১১ শকে বৈশাখ মাসে ৫৫ বৎসর বয়সে জ্বররোগে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইনি মাধবীলতা, কণ্ঠমালা, জাল প্রতাপচাঁদ, পালামৌ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সঞ্জীবন—১। প্রাণধারণ। সম্‌—জীব (বাঁচা)+অনট্‌ ভা। সং; ক্লী। ২। জীবিতকারী, জীবনদায়ক। সম্‌—ণিজন্ত জীব বা জীবি (বাঁচান)+অন ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সঞ্জীবনী।

সঞ্জীবনী—১। জীবিতকারিণী। সম্‌—ণিজন্ত জীব বা জীবি (বাঁচান)+অনট্‌ ক+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। জীবনদায়ক ঔষধবিশেষ। সং; স্ত্রী।

সটা—জটা; সিংহাদির গ্রীবাদেশস্থ কেশ, কেশর। সট (অংশ করা)+অন্‌ ক+আপ্‌। সং; স্ত্রী।

সটীক—টীকা-সমন্বিত। টীকার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সৎ—১। বিদ্যমান; উত্তম; সাধু; সত্য; মান্য; বিদ্বান্‌; নিত্য; চিরস্থায়ী। অস+শতৃ ক। বিণ; ত্রি। ২। ব্রহ্ম। সং; ক্লী।

সতত—১। ক্রিয়াবিশেষ। সম্‌—তন (বিস্তার করা)+ক্ত র্ম্ম। সং; ক্লী। ২। নিরন্তর। বিণ; ত্রি। ৩। সর্ব্বদা, নিরন্তর। ক্রি-বিণ।

সতর্ক—তর্কযুক্ত, বিবেচনাবিশিষ্ট, সাবধান। তর্কের (বিচারণার) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সতর্কতা।

সতর্কতা—সাবধানতা। সতর্ক শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

সতানন্দ—গোতমবংশীয় জনৈক মুনি, জনকরাজগণের পুরোহিত। সৎ (উত্তম) হইয়াছে আনন্দ যাহার, বহু। সং; পু।

সতী—১। উত্তমা; সাধ্বী; পতিব্রতা। সৎ দেখ; সৎ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। পতিব্রতা নারী; দক্ষসুতা, হর-মহিষী; চতুরক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

দক্ষসুতা সতীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ;—

শিব শ্বশুর দক্ষকে প্রণামাদি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করায় দক্ষ জামাতার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হন এবং তাঁহাকে অবমাননা করিবার উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শিবকে বাদ দিয়া ত্রিলোকের আর সকলকেই নিমন্ত্রণ করেন। কলহ-প্রিয় মহর্ষি নারদ এই নিমন্ত্রণের ভার পাইয়াছিলেন। দক্ষের একান্ত নিষেধ সত্ত্বেও তিনি কৈলাসে উপস্থিত হইলেন এবং সতীর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে দক্ষ-যজ্ঞের সংবাদ দিয়া গেলেন। সতী যজ্ঞদর্শনে যাইবার নিমিত্ত স্বামীর নিকট অনুমতি

চাহিলেন। শিব তাহাতে প্রথমে সম্মত হইলেন না, কিন্তু পরে সতীর সনির্বন্ধ অনুরোধ পরিহার করিতে না পারিয়া অগত্যা অনুমতি দিলেন ও নিতান্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে সতী অনিমন্ত্রিতভাবে পিত্রালয়ে উপস্থিত হওয়ায় দক্ষ সতীর সাক্ষাতে শিবের যৎপরোনাস্তি নিন্দা ও গ্লানি করিতে লাগিলেন। আদর্শসতী সতী পতি-নিন্দা শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পিতৃসমক্ষে তনুত্যাগ করিলেন। নন্দী এই দুঃসংবাদ লইয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলে মহাদেব ক্রোধে ও জিঘাংসায় উদ্দীপিত হইয়া স্বকীয় জটাচ্ছেদনপূর্ব্বক বীরভদ্রের সৃষ্টি করিলেন এবং সসৈন্যে দক্ষালয়ে উপনীত হইলেন। শিবানুচরগণ অকথ্য অত্যাচার করিয়া দক্ষের যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড ও তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। অনন্তর ব্রহ্মার অনুরোধে দক্ষের স্কন্ধদেশে ছাগমুণ্ড আরোপিত করিয়া তাঁহাকে জীবিত করা হইল। এদিকে শিব সতী-শোকে অধীর হইয়া প্রিয়ার শবদেহ ত্রিশূলাগ্রে স্থাপনপূর্ব্বক চক্রাকারে ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। তাহাতে সতীর দেহ খণ্ডশঃ ছিন্ন হইয়া এক এক খণ্ড এক এক স্থানে পতিত হইল। যে যে স্থানে ঐ সকল খণ্ড পতিত হইল, তাহা এক একটি পীঠস্থান নামে খ্যাত হইল। ভারতবর্ষে এইরূপ একান্নটি পীঠ আছে। অতঃপর সতী হিমালয়-রাজমহিষী মেনকার গর্ভে উমা বা গৌরী নামে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার শিবের ভার্য্যা হইলেন।

সতীত্ব—পাতিব্রত্য, পতিপরায়ণত্ব, স্ত্রীজাতির একমাত্র পতিভজনা রূপ ধর্ম্ম। সতী শব্দ + ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী। [সং ; ক্লী।

সতীত্বতেজঃ—পাতিব্রত্যের প্রভাব। ৬তৎ।

সতীত্বধর্ম্ম—পতিপরায়ণতারূপ ধর্ম্ম। সতীত্ব রূপ যে ধর্ম্ম, রূপক। সং ; পু।

সতীত্বনাশ—পাতিব্রত্য ধর্ম্মনাশ, সতীধর্ম্ম নষ্ট করা। ৬তৎ। সং ; পু।

সতীত্বরক্ষা—পাতিব্রত্য ধর্ম্মরক্ষা, সতীধর্ম্ম পালন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

সতীত্বাধার—পাতিব্রত্যের আধার, অতিশয় পতিব্রতা। ৬তৎ। বিণ।

সতীদাহ—অনুমরণ। সহমরণ। ৬তৎ। সং ; পু।

অতি প্রাচীনকাল হইতে এতদ্দেশীয় উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু বিধবাগণ পতির চিতানলে, বা পতির শবদেহ-প্রাপ্তি অসম্ভবপর হইলে, ভিন্ন চিতায় আরোহণপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় ভস্মীভূতা হইয়া সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। এই প্রথা সহমরণ বা সতীদাহ নামে খ্যাত। মোগল-সম্রাট্ আকবর ইহার নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহা একেবারে রহিত করিতে পারেন নাই। অবশেষে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক গভর্ণর জেনারেল হইয়া ইহা নিবারণ করিতে বদ্ধপরিকর হন। হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁহার সঙ্কল্পে বাধা দিতে চেষ্টা করেন, কেবল রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন। ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর ১৮২৯ খ্রীঃ ৪ঠা ডিসেম্বর এক আইন করিয়া এই প্রথা রহিত করিয়া দেন। উক্ত আইনের মর্ম্ম এই যে, অতঃপর যে কেহ সতীদাহের সহায়তা করিবে, সে 'অপরাধ-যুক্ত নর-হত্যা' অপরাধে অপরাধী হইয়া দণ্ডনীয় হইবে। তদবধি সতীদাহ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

সতীদাহ দুই প্রকার—সহমরণ ও অনুমরণ। পতির দেহের সহিত একত্র দগ্ধ হওয়া সহমরণ, এবং দূরদেশস্থ পতি মৃত হইলে দেহের অভাবে পতির ব্যবহার্য্য কোন দ্রব্য লইয়া চিতানলে দগ্ধ হওয়া অনুমরণ। ব্রাহ্মণীর পক্ষে অনুমরণ প্রথার বিধি ছিল না। গর্ভবতী রমণীর সহমরণে যাইবার অধিকার ছিল না, কিন্তু প্রসবের পর অনুমরণের বিধান ছিল। পতির মৃত্যুর পর সহমরণাভিলাষিণী রমণী একটী আম্র-পল্লব ভাঙ্গিয়া হস্তে ধারণ করিত। নববিধবা আম্রপল্লব ধারণ করিলেই তাঁহাকে সহমরণে কৃতসংকল্প বলিয়া লোকে বুঝিতে পারিত। মৃত ব্যক্তির একাধিক ভার্য্যা থাকিলে সহমরণকালে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইত, কারণ দেশাচারে একাধিক রমণীর সহমরণে অধিকার নাই, অথচ সকলেই সহগমনাভিলাষিণী। শাস্ত্রজ্ঞ গুরু পুরোহিত বা আত্মীয় স্বজনগণ এই গোলযোগের নিষ্পত্তি করিয়া একজনকেই নির্ব্বাচিত করিতেন। সহমরণোদ্যতা রমণী রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং সিন্দুর ও অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া পতির শবের অনুগমন করিতেন। মরণান্তে পতির সহিত একত্র স্বর্গভোগ করিবেন এই বিশ্বাসে তাঁহার নেত্র হইতে বিন্দুমাত্র শোকাশ্রু পতিত হইত না, বরং আনন্দে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিত। অগ্রে শবদেহ বাহিত হইত। সতী শবের পশ্চাৎ চলিতেন, তাঁহার পশ্চাতে আত্মীয়বর্গ ও কতিপয় ব্যক্তি ঢাক ঢোল মৃদঙ্গাদি বাদ্য করিতে করিতে হরিধ্বনি দিয়া শ্মশানে উপস্থিত হইত। তথায় দুই হাত প্রস্থ, তিন হাত দীর্ঘ এবং তিন হাত উচ্চ চিতা সজ্জিত হইত। সতী পতিকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া চিতার উপর শয়ন করিতেন। তখন চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হইত। বাদ্যধ্বনি ও হরিধ্বনিতে চারিদিক্ মুখরিত হইত। সতী সহাস্যবদনে প্রজ্বলিত চিতামধ্যে থাকিয়া পতিসহ ভস্মীভূতা হইতেন। কোন রমণী যদি চিতা দেখিয়া ভয় পাইত, তবে তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনা হইত। কিন্তু চিতায় আরোহণ করিয়া ভয় পাইলে বা প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাকে বলপূর্ব্বক দাহ করা হইত।

সতীধর্ম্ম—পতিব্রতার ধর্ম্ম, সতীত্ব। ৬তৎ। সং ; পু।

সতীর্থ—সমকালে এক গুরুর শিষ্য, সহপাঠী। সহ (সমান) হইয়াছে তীর্থ (উপাধ্যায়) যাহাদের, বহু। সং ; পু।

সতীলক্ষ্মী—লক্ষ্মীসদৃশী গুণবতী সতী। সতী লক্ষ্মী সদৃশী, উপমিত কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ—১৮৭০ খ্রীঃ জুলাই মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপ ইঁহার বাসস্থান। পিতার নাম পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। ইঁহারা সরযূপারী গ্রহবিপ্রবংশীয়। ইনি ১৪ বৎসর বয়সে মাইনর পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া পরে যথাক্রমে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং নবদ্বীপ বিদগ্ধজননী সভায় সংস্কৃত পরীক্ষা দিয়া বিদ্যাভূষণ উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ ইনি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিব্বতীয় অনুবাদকের পদে নিযুক্ত হইয়া রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের সহিত তিব্বতীয় ও বৌদ্ধ সংস্কৃত অভিধান প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন। ১৯০০ খ্রীঃ ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯০১ খ্রীঃ পালি ভাষায় পরীক্ষা দিয়া ইনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষ, সিংহল বা ব্রহ্মদেশ হইতে আর কেহ কখন এই পরীক্ষা দেন নাই। ইঁহার পরীক্ষার জন্য লণ্ডন ইউনিভার্সিটীর পালি ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তার রাইজ ডেভিড্‌সকে পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তিব্বতীয় ও জর্ম্মাণ ভাষাতেও ইঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। ১৯০২ খ্রীঃ মার্চ্চ মাসে ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ইনি সিংহল দেশে ভ্রমণ করিয়া পালি ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। ইঁহার প্রণীত "আত্মতত্ত্বপ্রকাশ" গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সতৃষ্ণ—তৃষ্ণাযুক্ত ; সস্পৃহ ; তেজস্বী ; বলবান্ তৃষ্ণার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি

সতৃষ্ণদৃষ্টি—১। সস্পৃহ দৃষ্টি, লালসাযুক্ত দৃষ্টি কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। লালসাযুক্ত দৃষ্টি সম্পন্ন। বহু। বিণ ; ত্রি।

সতেজ—তেজস্বী, বলিষ্ঠ, জোরাল। বহু। বিণ ত্রি [বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত হইলেও এই পদটী অশুদ্ধ, কারণ 'তেজ' শব্দ নহে, 'তেজস্' শব্দ, সুতরাং 'সতেজাঃ' এইরূপ হওয়াই সঙ্গত]।

সতেজাঃ—(সতেজস্)। তেজস্বী, বলিষ্ঠ, বলবান। বহু। বিণ ; পু।

সৎকার, সৎকৃতি, সৎক্রিয়া—পুরস্কার ; সমাদর ; পূজা ; মঙ্গল ; শবদাহাদি কর্ম্ম। সৎ শব্দ —কৃ (করা)+ঘঞ্, ক্তি ভা, ৩য় পক্ষে ···+শ ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে পু, স্ত্রী ও স্ত্রী। বিশেষণে সৎকৃত।

সৎকার্য্য—সাধুকার্য্য, প্রশংসনীয় কাজ, পুণ্যকর্ম্ম। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সৎকৃত—পুরস্কৃত ; সমাদৃত ; সম্মানিত, পূজিত। সং শব্দ—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ত্রি। বিশেষ্যে সৎকার, সৎকৃতি, সৎক্রিয়া।

সৎকৃতি—সৎকার দেখ।

সৎক্রিয়া—সৎকার দেখ।

সত্তম—অতি উত্তম ; পূজ্যতম। সৎ শব্দ (উত্তম) +তম অতিশয়ার্থে। বিণ ; ত্রি।

সত্তা—বিদ্যমানতা, স্থিতি ; সাধুতা ; উৎপত্তি ; উৎকর্ষ ; দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মে নিষ্ঠ জাতি। সৎ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

সত্র, সত্র—যজ্ঞ ; সদাদান, সদাব্রত ; অরণ্য ; গৃহ ; ধন ; আচ্ছাদন ; কৈতব, ছল। সদ (গমন করা)+ত্র অধি। সং ; ক্লী।

সত্রাজিৎ—কৃষ্ণপত্নী সত্যভামার পিতা। সত্র শব্দ—আ—জি (জয় করা)+কিপ্ ক। পু। সূর্য্যদেব সত্রাজিতের প্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্যমন্তক মণি দান করিয়াছিলেন। তিনি আবার নিজ সহোদর প্রসেনজিৎকে উহা দান করেন। প্রসেনজিৎ মৃগয়ায় হত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা আনিয়া সত্রাজিৎকে পুনঃ প্রদান করেন। অক্রূরের উত্তেজনায় শতধন্বা সত্রাজিতের প্রাণবধ করিয়া স্যমন্তক মণি হরণ করেন।

সত্রী—(সত্রিন্)। যাগশীল ; গৃহস্থ। সত্র শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

সত্ত্ব, সত্ত্ব—১। প্রকৃতি ; প্রকৃতির গুণত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও প্রধান গুণ [ত্রিগুণ দেখ] ; আত্মা ; স্বভাব ; বল ; পরাক্রম ; সাহস ; মনঃ ; উৎসাহ ; ব্যবসায় ; ধৈর্য্য ; জীবন ; প্রাণ ; ধন ; দ্রব্য ; পিশাচাদি। সৎ শব্দ+ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী। ২। প্রাণী, জন্তু। সং ; ক্লী ও পু।

সত্ত্ব—বিদ্যমানতা ; সত্তাজাতি। সৎ শব্দ+ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী।

সত্ত্বস্থ—সত্ত্ব-গুণ-প্রধান। সত্ত্ব শব্দ—স্থা (থাকা) +ড ক। বিণ ; ত্রি।

সৎপথ—সাধুমার্গ, ধর্ম্মপথ ; সুপথ। সন্ (সাধু) যে পন্থাঃ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

সৎপ্রতিপক্ষ—ন্যায়ে হেত্বাভাসবিশেষ। সং ; পু।

সত্য—১। অমিথ্যা, যাথার্থ্য ; প্রতিজ্ঞা, শপথ ; সর্ব্বোপরিস্থ লোক ; কৃতযুগ। সৎ শব্দ+ যঃ। সং ; ক্লী। ২। যথার্থ। বিণ ; ত্রি।

সত্যকথন—সত্য বলা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সত্যকিঙ্কর—সত্যের দাস, সত্যের অধীন। ৬তৎ। সং ; পু। [সং ; স্ত্রী।

সত্যক্রিয়া—সত্য কার্য্য, সত্যানুষ্ঠান। ৬তৎ।

সত্যঙ্কার—সত্য করা, অঙ্গীকার ; প্রতিজ্ঞা ; কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার অঙ্গীকার বা বায়না দেওয়া। সত্য শব্দ—কৃ (করা) +ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সত্যনারায়ণ—দেবতাবিশেষ, সত্যপীর। সত্যও যে নারায়ণও সে, কর্ম্মধা। সং ; পু। [স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণের পূজাবিধি ও মাহাত্ম্যাদি কীর্ত্তিত হইয়াছে। অভীষ্টসিদ্ধির জন্য লোকে মাননা করিয়া ইঁহার পূজা করে। প্রদোষকালে পান সুপারি প্রভৃতি দ্বারা পাঁচটী মোকাম প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ইঁহার পূজা করা হয়, এবং দুগ্ধ, রম্ভা, আটা, গুড় দ্বারা প্রস্তুত সিন্নী ইঁহার উদ্দেশে নিবেদিত হয়। ইহাকে কাঁচাসিন্নী বলে]।

সত্যনিষ্ঠ—সত্যে দৃঢ়তাসম্পন্ন, সত্যানুরাগী, সত্যবাদী। সত্যে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সত্যনিষ্ঠা।

সত্যনিষ্ঠা—১। সত্যে দৃঢ়তা, সত্যকথনে অনুরাগ। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী। ২। সত্যানুরাগিণী, সত্যবাদিনী। বহু। বিণ ; স্ত্রী

সত্যপরায়ণ—সত্যনিষ্ঠ, সত্যানুরাগী। সত্যে পরায়ণ (অত্যাসক্ত), ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সত্যপরায়ণা। বিশেষ্যে সত্যপরায়ণতা।

সত্যপালন—সত্যরক্ষা, প্রতিজ্ঞাপালন, অঙ্গীকারানুযায়ী কার্য্যকরণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সত্যপ্রতিজ্ঞ—দৃঢ়প্রতিজ্ঞাযুক্ত, স্থির-সঙ্কল্প। সত্য-হইয়াছে প্রতিজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সত্যপ্রসন্ন সিংহ—অনারেবল (S. P. Sinha)। বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামে ইনি ১৮৬৩ খ্রীঃ ২৪শে মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন। বীরভূম জেলা-স্কুল হইতে ১৮৭৭ খ্রীঃ ইনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। দুই বৎসর পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ, এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে ১০ম স্থান অধিকার করেন। বি, এ, পরীক্ষা দিবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথের সহিত ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বয়োধিক্যবশতঃ এই ইচ্ছা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পরে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ইনি Lincoln's Inn নামক আইন শিক্ষার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এখানে অনেকগুলি পারিতোষিক লাভ করিয়া মোট ৫৫০ গিনি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৬ খৃঃ ৭ই জুলাই ইনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বৎসর ইঁহার ভ্রাতাও (N. P. Sinha) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া Indian Medical Service বিভাগে প্রবিষ্ট হন। ১৮৮৬ খ্রীঃ ১৮ই নভেম্বর সত্যপ্রসন্ন কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করিবার জন্য প্রবেশ করেন। প্রথম প্রথম ইনি কিছুমাত্র পসার করিতে পারেন নাই। সিটি কলেজে আইনের অধ্যাপনা করিয়া এবং পাইকপাড়া ষ্টেটের পরামর্শদাতৃস্বরূপে কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে থাকেন। এই সময় হাইকোর্টের দুই জন এটর্ণী (যাদব কৃষ্ণ দত্ত ও অপূর্ব্বকুমার গাঙ্গুলি) ইঁহাকে মধ্যে মধ্যে মকদ্দমায় নিযুক্ত করিয়া সাহায্য করিতেন। জজ নরিস সাহেবও ইঁহাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ ফার (Farr) নামক একজন এটর্ণীকে একটি মকদ্দমায় ইঁহাকে জেরা করিতে হয়। সেই জেরায় ইনি যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে ইঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। সেই সময় হইতেই ইঁহার প্রসার প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায় এবং অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত হয়। ১৯০৪ জানুয়ারী মাসে ইনি Standing counsel পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৬ খ্রীঃ এপ্রেল হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ইনি অস্থায়িভাবে Advocate General পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯০৮ খ্রীঃ মার্চ্চ মাসে আবার এই পদে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত হইয়া তিন মাস পরেই স্থায়িভাবে আসীন হন। ১৯০৯ খ্রীঃ ২৩ শে মার্চ্চ লর্ড মিণ্টো ও লর্ড মর্লের অভিমতে ভারতসম্রাট্ কর্ত্তৃক ভারত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী সভায় (Executive Council) আইনসচিব (Law Member) স্বরূপে ইঁহার নিয়োগসংবাদ সরকারী বিজ্ঞাপনে ঘোষিত হয়। এই উচ্চ পদ এ দেশীয় এই প্রথমে পাইলেন। ইঁহার নিয়োগে ইঁহার দেশবাসী এবং উচ্চমনা ইংরাজগণ যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, লর্ড মর্লে ও লর্ড মিণ্টোও উদারনীতি প্রদর্শন জন্য সেইরূপ যশোভাজন হইয়াছেন। ১৭ই

এপ্রেল তারিখে সত্যপ্রসন্নের কার্য্যভার গ্রহণ তোপধ্বনি দ্বারা সূচিত হয়।

সত্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—১৮৫৮ খ্রীঃ পৌষ মাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুবহুট বামুনপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি রায় বাহাদুর ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। সংস্কৃত কলেজে ও হেয়ার স্কুলে শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন, এবং তথায় অধ্যয়নান্তে ডাক্তারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। পরে ইনি "লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটীর মেম্বর হন। কলিকাতা পুলিস কোর্টের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটী কার্য্যে ইঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। সময়, ভারতবাসী প্রভৃতি সংবাদপত্রের সহিত ইনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি কলিকাতার ফ্রি মেসন (Freemason) সম্প্রদায়ের একজন প্রধান নেতা। সম্প্রতি বিলাতে ফ্রি মেসন সম্প্রদায়ের যে বাৎসরিক অধিবেশন হয়, তাহাতে ইনি "Part Assistant Grand Director of Ceremonies of England" নামক উচ্চ Masonic Honour প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত আর কোন বাঙ্গালী Freemasonএর অদৃষ্টে এরূপ সম্মান ঘটে নাই। [ত্রি।

সত্যপ্রিয়—সত্যনিষ্ঠ, সত্যানুরাগী। বহু। বিণ;

সত্যভঙ্গ—প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, অঙ্গীকারানুযায়ী কার্য্য না করা। ৬তৎ। সং; পু।

সত্যভামা—শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, রাজা সত্রাজিতের কন্যা। ইঁহার অভিলাষপূরণার্থ কৃষ্ণ দেবরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ইঁহাকে পারিজাত আনিয়া দিয়াছিলেন। ইনি পুণ্যকব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ভর্ত্তাকে পারিজাত বৃক্ষে বন্ধনপূর্ব্বক নারদকে দান করেন। ইঁহার গর্ভে কৃষ্ণের ভানু প্রভৃতি সপ্তপুত্রের জন্ম হয়। যদুবংশ ধ্বংসকালে শ্রীকৃষ্ণ তনুত্যাগ করিলে অন্যান্য যাদব-মহিলাগণ-সহ ইনি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হস্তিনায় নীতা হন এবং পরে বনাশ্রয়ে তপশ্চরণে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন। সং; স্ত্রী। [সং; ক্লী।

সত্যভাষণ—সত্যকথন, সত্য বলা। ৬তৎ।

সত্যভাষী—(সত্যভাষিন্)। সত্যবাদী, যে সত্য কথা বলে এরূপ। সত্য শব্দ—ভাষ (বলা) +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সত্যভাষিণী। [যম্। ব্য।

সত্যম্—স্বীকার; অঙ্গীকার; প্রশ্ন। সৎ+

সত্যলোক—সপ্তলোকান্তর্গত সর্ব্বোপরিস্থ লোক [লোক দেখ]। সত্য যে লোক, কর্ম্মধা। সং; পু।

সত্যবচাঃ—(সত্যবচস্) ১। সত্যবাদী, যে সত্য কথা বলে। সত্য হইয়াছে বচঃ (বাক্য) যাহার, বহু। বিণ; পু। ২। মুনি। সং।

সত্যবতী—১। সত্যযুক্তা, সত্যপরায়ণা। সত্য শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ব্যাসদেবের জননী। সং; স্ত্রী।

ব্যাস-জননীর বাল্য-নাম মৎস্যগন্ধা। বসুরাজের ঔরসে ও মৎস্য-রূপা অপ্সরা অদ্রিকার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। মৎস্যের উদরে জন্ম হওয়ায় ইঁহার গাত্রে প্রথমে মৎস্যের গন্ধ ছিল, সেই জন্যই ইনি মৎস্যগন্ধা নামে খ্যাতা হন। মৎস্যের উদর হইতে বহির্গতা হইবার পর ইনি বসুরাজের নিকট নীতা হইলে তিনি ইঁহাকে দাস-রাজের হস্তে অর্পণ করেন, এবং তাঁহারই দ্বারা ইনি লালিত পালিত হন।

মৎস্যগন্ধা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে দাসরাজ কর্ত্তৃক যমুনা নদীতে নৌচালন কার্য্যে নিযুক্তা হন। একদা পরাশর মুনি ইঁহার নৌকায় যমুনা পার হইবার সময় ইঁহাতে উপগত হইবার অভিলাষী হইয়া ইঁহার গাত্রের মৎস্য-গন্ধ দূর করিয়া তাহা পদ্মগন্ধময় করেন এবং ইঁহার নাম সত্যবতী রাখেন। মুনির ঔরসে ইঁহার বিখ্যাত পুত্র বেদব্যাসের জন্ম হয়।

ইহার কিছুকাল পরে গঙ্গাদেবীর স্বামী শান্তনু রাজা সত্যবতীর গাত্রের পদ্মগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ইঁহাকে বিবাহ করিবার অভিলাষী হন এবং দাসরাজের নিকট সেই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। দাসরাজ বলিলেন, 'আপনি যদি সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রকে আপনার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, তবেই আমি ইহাকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করিতে পারি।' গঙ্গার গর্ভজাত পুত্র দেবব্রত (পরে ভীষ্ম) বিদ্যমান থাকিতে শান্তনু ঐ কথায় সম্মত হইতে পারিলেন না এবং নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে কালহরণ করিতে লাগিলেন। পিতৃভক্ত মহামতি ভীষ্ম পিতার বিষাদের কারণ অবগত হইয়া স্বয়ং দাসরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং পিতার মৃত্যুর পর নিজে সিংহাসন গ্রহণ করিবেন না ও চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। অতঃপর শান্তনুর সহিত সত্যবতীর বিবাহ হইলে তাঁহার ঔরসে ইঁহার চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়।

শান্তনুর মৃত্যুর পর সত্যপরায়ণ ভীষ্ম বৈমাত্র ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু চিত্রাঙ্গদ অল্পদিন মধ্যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন ভীষ্ম বিচিত্রবীর্য্যকে রাজা করিলেন ও কাশীরাজের অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী কন্যাদ্বয়কে হরণ করিয়া আনিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন। বিচিত্রবীর্য্যও নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে কালকবলিত হইলেন। ইহাতে সত্যবতী স্বামী নির্ব্বংশ হইলেন বলিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং ভীষ্মের সহিত পরামর্শ করিয়া নিজ কানীন পুত্র ব্যাসদেব দ্বারা পুত্রবধূদ্বয়ের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামক দুই পুত্র উৎপাদন করাইলেন।

পৌত্রদ্বয়ের বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত সত্যবতী ভীষ্মের আশ্রয়ে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কালক্রমে পাণ্ডু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সত্যবতী পুত্রবধূদ্বয়ের সহিত বনবাস আশ্রয় করিলেন এবং তপশ্চরণ করিতে করিতে দেহপাত করিলেন।

৩। ঋচীক ঋষির পত্নী, বিশ্বামিত্রের ভগিনী এবং শুনঃশেফের জননী। সশরীরে স্বর্গারোহণের পর পৃথিবীর হিতকামনায় স্রোতস্বতীরূপে হিমাচল হইতে প্রবাহিতা; সেই হইতেই ইঁহার নাম কৌশিকী।

সত্যবাক্—(সত্যবাচ্) ১। সত্যবাদী। সত্য হইয়াছে বাক্ (বাক্য) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। মুনি; বায়স, কাক। সং; পু। [সং; ক্লী।

সত্যবাক্য—সত্য কথা, যথার্থ কথা। কর্ম্মধা।

সত্যবাদিনী—সত্যবাদী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

সত্যবাদী—(সত্যবাদিন্) ১। সত্যভাষী, সত্যবক্তা। সত্য শব্দ—বদ (বলা) + ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সত্যবাদিনী। ২। মুনি; বায়স, কাক। সং; পু।

সত্যবান্—(সত্যবৎ) ১। সত্যযুক্ত, সত্যপরায়ণ। সত্য শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সত্যবতী। ২। জনৈক মুনি; শাল্বদেশীয় জনৈক নৃপতি। সং; পু।

রাজা সত্যবানের উপাখ্যান সংক্ষেপতঃ এইরূপ ;—

দ্যুমৎসেন রাজার ঔরসে তৎপত্নী শৈব্যার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার শৈশব অবস্থাতেই দ্যুমৎসেন দৈববশে অন্ধীভূত ও শত্রু কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া ভার্য্যা ও পুত্রসহ বনবাস আশ্রয় করিলে ইনি অসীম ভক্তি-সহকারে জনকজননীর সেবাশুশ্রূষা করিতেন এবং নিজে ফলমূল ও জলাদি আহরণ করিয়া তাঁহাদের জীবনরক্ষা করিতেন।

সত্যবান্ যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে একদা অশ্বপতি রাজার দুহিতা সাবিত্রী পিতৃনিদেশে মনোমত পতির অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে বনমধ্যে ইঁহাকে দেখিতে

পান এবং ইঁহার অসীম মাতাপিতৃ-ভক্তি ও ধর্ম্মপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া ঐশ্বর্য্য-সুখভোগ-কামনা পরিহার করিয়া এই নিরন্ন কুটীর-বাসীর সুখদুঃখ-ভাগিনী হইবার অভিলাষিণী হন। অনন্তর উভয়ের জনকের অনুমতিক্রমে ইঁহাদের পরিণয়-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল।

বিবাহের এক বৎসর পরেই সত্যবান্ দৈববশে মৃত্যু-মুখে পতিত হন। যমরাজ ইঁহাকে লইতে আসিলে সাবিত্রী স্তবস্তুতি দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করেন। ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীর অতুলনীয় পাতিব্রত্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতির পুনর্জীবন লাভের এবং তাঁহার শ্বশুরের নষ্ট চক্ষু ও হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির বর প্রদান করেন। তদনুসারে সত্যবান্ পুনর্জীবন লাভ করেন এবং দ্যুমৎসেন চক্ষুঃ ও স্বীয় রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হন।

সত্যব্রত—১। সত্যপরায়ণ। সত্যই হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। জনৈক নৃপ; ভীষ্ম। সং; পু।

সত্যসঙ্গর—১। সত্যপ্রতিজ্ঞ। সত্য হইয়াছে সঙ্গর (প্রতিজ্ঞা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। কুবের। সং; পু।

সত্যসন্ধ—সত্য-প্রতিজ্ঞ। সত্য হইয়াছে সন্ধা (প্রতিজ্ঞা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সত্যা—১। যথার্থা। সত্য দেখ; সত্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সত্যভামা: ব্যাস-জননী সত্যবতী; রাম-জায়া সীতা। সং; স্ত্রী।

সত্যাকৃতি—সত্যকরণ, শপথকরণ। সত্য শব্দ (প্রতিজ্ঞা)—কৃ (করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। [সং; ক্লী।

সত্যাচরণ—সত্যানুষ্ঠান, সত্য ব্যবহার। ৬তৎ।

সত্যানুরাগ—সত্যনিষ্ঠা, সত্যে আসক্তি। ৭তৎ। সং; পু।

সত্যানুরাগী—সত্যনিষ্ঠ, সত্যপ্রিয়। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সত্যানুরাগিণী।

সত্যানুসন্ধান—সত্যের অন্বেষণ, সত্য বস্তুর খোঁজ। ৬তৎ। সং: ক্লী।

সত্যানৃত—বাণিজ্য, ব্যবসায়। সত্য ও অনৃত (মিথ্যা) আছে যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

সত্যাপন, সত্যাপনা—সত্যকরণ; প্রতিজ্ঞা-করণ। সত্য শব্দ+ণি=সত্যাপি (নামধাতু), তদুত্তরে অনট্ ভা, ২য় পক্ষে অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সত্যাসত্য—সত্য ও মিথ্যা। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি বিলাত গিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি কিছুদিন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আহমদাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া ১৮৯৬ খ্রীঃ শোলাপুরের সেসন জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এক্ষণে ইনি পেন্‌সন লইয়া কলিকাতায় স্বীয় বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। সাহিত্যালোচনায় ইঁহার সবিশেষ অনুরাগ। ইনি ঈশ্বরবিষয়ক অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।

সত্র—সত্র দেখ।

সত্রা—সহিত। ব্য।

সত্রাজিৎ—ইনি যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণপত্নী সত্যভামা ইঁহার কন্যা। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, সূর্য্যদেব ইঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সুপ্রসিদ্ধ স্যমন্তক মণি ইঁহাকে প্রদান করেন। ইনি ভ্রাতৃবাৎসল্যবশতঃ উহা স্বীয় সহোদর প্রসেনকে দেন। প্রসেন মৃগয়ায় যাইয়া সিংহ কর্ত্তৃক হত হইলে ঐ সিংহকে জাম্ববান্ বধ করে। অনন্তর জাম্ববানকে পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উহা গ্রহণপূর্ব্বক সত্রাজিৎকে দান করেন। কিন্তু শতধন্বা অক্রূরের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া সত্রাজিৎকে নিহত করিয়া স্যমন্তক মণি গ্রহণ করেন।

সত্রী—সত্রী দেখ।

সত্বর—১। ত্বরান্বিত। ত্বরার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। শীঘ্র। ক্রি-বিণ।

সদ—১। প্রাপ্তি, লাভ। সদ (পাওয়া)+অল্ ভা। ২। ক্ষেত্র-ফল। সদ+অল্ র্ম। সং।

সদঃ—(সদস্)। সমিতি, সভা। সদ (গমন করা)+অস্ অধি। সং; ক্লী বা স্ত্রী।

সদন—১। গৃহ, ভবন। সদ (গমন করা)+অনট্ অধি। ২। জল। সদ+অন ক। ৩। বিষাদ। সদ+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সদনুষ্ঠান—সৎকার্য্য, ধর্ম্মকার্য্য। কর্ম্মধা। সং।

সদয়—১। দয়াযুক্ত, কৃপালু। দয়ার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। ২। শুভাবহ বিধি। সৎ যে অয়, কর্ম্মধা। সং; পু।

সদয়ভাবে—কৃপালুভাবে, দয়াসহকারে। বহু। ক্রি-বিণ।

সদর্পে—দর্পসহকারে, গর্ব্বের সহিত। দর্পের সহিত বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সদস্য—সভাসদ্; যজ্ঞাদি স্থলে বিধিদর্শী। সদস্ শব্দ (সভা)+য্য। সং; পু।

সদা—সর্ব্বদা, সকল সময়ে। সর্ব্ব শব্দ+দাচ্ কালার্থে। ব্য।

সদাগতি—১। সর্ব্বদা গমনশীল। সদা গতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। আত্মা; বায়ু; সূর্য্য। সং; পু।

সদাচার—উত্তম আচার, সাধু ব্যবহার। সৎ যে আচার, কর্ম্মধা। সং; পু।

সদাচারপরায়ণ—সদাচারনিষ্ঠ, উত্তম আচার-যুক্ত। সদাচারে পরায়ণ (অত্যাসক্ত), ৭তৎ। বিণ; ত্রি। [ত্রি।

সদাচারশীল—সদাচারপরায়ণ। বহু। বিণ;

সদাচারী—(সদাচারিন্)। সদাচারসম্পন্ন, উত্তম আচারযুক্ত, সাধু ব্যবহারকারী। সদাচার শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, অথবা সৎ শব্দ—আ—চর (আচরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সদাচারিণী।

সদাতন—১। সর্ব্বদাস্থায়ী, চিরস্থায়ী, নিত্য। সদা+ট্যন। বিণ; ত্রি। ২। বিষ্ণু। পু।

সদাত্মা—সদন্তঃকরণবিশিষ্ট। সৎ হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু।

সদাদান—১। সদাব্রত। সদা যে দান, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। ঐরাবত; গন্ধহস্তী; হেরম্ব, গণেশ। সদা নির্গত হয় দান (মদ-জল) যাহার, বহু। সং; পু।

সদানন্দ—১। সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত, সদা প্রফুল্ল। সদাই আনন্দ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। শিব, মহাদেব। সং; পু।

সদানন্দহৃদয়—১। সর্ব্বদা প্রফুল্ল চিত্ত। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। সর্ব্বদা প্রফুল্লচেতাঃ, নিয়ত হৃষ্টচিত্ত। বহু। বিণ; ত্রি।

সদানীরা—করতোয়া নদী। সদা থাকে নীর (জল) যাহাতে, বহু। সং; স্ত্রী।

সদাযোগী—বিষ্ণু, নারায়ণ। সদাই যিনি যোগী, কর্ম্মধা। সং; পু।

সদালাপ—সাধু কথোপকথন, উত্তম বিষয়ে কথাবার্ত্তা। সৎ যে আলাপ, কর্ম্মধা। সং; পু।

সদালাপী—(সদালাপিন্)। সাধু আলাপকারী, মিষ্টালাপী। সদালাপ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

সদাব্রত—অন্নসত্র; সদাদান। কর্ম্মধা। সং; পু।

সদাশঙ্কিত—নিয়ত শঙ্কাযুক্ত, সর্ব্বদা ভীত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

সদাশয়—মহাশয়, উন্নতচেতাঃ, সহৃদয়। সৎ হইয়াছে আশয় (চিত্ত) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সদাশয়তা। স্ত্রীলিঙ্গে সদাশয়া।

সদাশয়তা—সহৃদয়তা, মহানুভাবতা। সদাশয়+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

সদাশয়া—সদাশয় দেখ। বিণ; স্ত্রী।

সদাশিব—মহাদেব। সদাই যিনি শিব (শুভদ), কর্ম্মধা। সং; পু।

সদিচ্ছা—সাধু অভিপ্রায়, সাধু সঙ্কল্প। সতী যে ইচ্ছা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সদুত্তর—যথার্থ উত্তর, প্রকৃত জবাব: শ্রেষ্ঠ উত্তর। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সদুদ্দেশ্য—সাধু উদ্দেশ্য, মহৎ অভিপ্রায়, সাধু সঙ্কল্প। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [সং; পু।

সদুপায়—উৎকৃষ্ট উপায়, সাধু উপায়। কর্ম্মধা।

সদৃক্ (সদৃশ্), সদৃক্ষ, সদৃশ—তুল্য, অনুরূপ, যোগ্য। সমান শব্দ—দৃশ (দেখা)+কিপ্, সক্, টক্ র্ম। বিণ; ত্রি।

সদেশ—সমানদেশীয়, একদেশস্থ ; সমীপস্থ। সমান হইয়াছে দেশ যাহাদের, বহু। বিণ ; ত্রি। [সং ; স্ত্রী।
সদ্গতি—উত্তমা গতি ; সাধু পরিণাম। কর্ম্মধা।
সদ্ভাব—স্থিতি ; প্রণয়, সৌহৃদ্য ; সাধুতা। সৎ-এর ভাব, ৬তৎ। সং ; পু।
সদ্ম—(সদ্মন্) ১। আবাস, গৃহ। সদ (গমন করা) + মন্ অধি। ২। জল। সদ্ + মন্ ক। সং ; ক্লী।
সদ্যঃ—(সদ্যস্)। তৎক্ষণে, তখনি, বর্ত্তমান সময়ে। সমে অহান, নিত্য, নিপাতনে। ব্য।
সদ্যঃপক্ব—সদ্যঃ পরিপাকপ্রাপ্ত ; তৎক্ষণাৎ পক্ব। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।
সদ্যঃপ্রসূত—বর্ত্তমান সময়ে উৎপন্ন, তৎক্ষণাৎ জাত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।
সদ্যঃপ্রাণহর—তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশক, অচিরে জীবনবিনাশক। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।
সদ্যঃপ্রাণাপহারী—(সদ্যঃপ্রাণাপহারিন্)। তৎক্ষণাৎ জীবননাশক, অচিরে প্রাণঘাতক। ২তৎ। বিণ ; পু। [বিণ ; ত্রি।
সদ্যস্ক—সদ্যোজাত ; নূতন। সদ্যস্ শব্দ + কণ্।
সদ্যোজাগ্রৎ—তৎক্ষণাৎ জাগরিত, বর্ত্তমান সময়ে যে জাগিতেছে এরূপ। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।
সদ্যোজাত—১। তৎক্ষণে উৎপন্ন, নবোৎপন্ন। সদ্যঃ + জাত। বিণ ; ত্রি। ২। গো-বৎস ; শিবের মূর্ত্তিবিশেষ। সং ; পু।
সদ্যোমাংস—অপর্য্যুষিত মাংস, টাট্‌কা মাংস। সদ্যঃ + মাংস। সং ; ক্লী। [ত্রি।
সদ্যোবিচ্যুত—তৎক্ষণাৎ পতিত। ২তৎ। বিণ ;
সদ্র—গমনশীল ; অবস্থিত ; অবসন্ন। সদ (গমন করা) + রু ক। বিণ ; ত্রি।
সদ্বিচার—ন্যায় বিচার, সুবিচার ; ন্যায়সঙ্গত তর্ক। কর্ম্মধা। সং ; পু।
সদ্বিচারক—সুবিচারক, ন্যায়বিচারকারী। সৎ শব্দ — বি — ণিজন্ত চর বা চারি + ণক ক। বিণ ; ত্রি। [সং ; স্ত্রী।
সদ্বিবেচনা—সদ্বিচার, উত্তম মীমাংসা। কর্ম্মধা।
সদ্বীপ—দ্বীপসমন্বিত। দ্বীপের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সদ্বীপা।
সদ্বৃত্ত—১। সদাচার, সদ্ব্যবহার। সৎ যে বৃত্ত, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। সচ্চরিত্রযুক্ত, সচ্চরিত্র ; সুগোল। সৎ হইয়াছে বৃত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।
সদ্বৃত্তি—১। সদাচার ; সদ্ব্যবহার ; সৎব্যাখ্যান গ্রন্থবিশেষ। সতী যে বৃত্তি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।
সদ্ব্যয়—সাধুসম্মত ব্যয়, ধর্ম্মকার্য্যে খরচ। কর্ম্মধা।
সদ্ব্যবহার—সাধু ব্যবহার ; ভদ্রতাযুক্ত আচরণ, শিষ্ট ব্যবহার। কর্ম্মধা। সং ; পু।
সধন—ধনশালী, ধনবান্। ধনের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সধনা। বিপরীতার্থক শব্দ নির্ধন।
সধর্ম্ম—তুল্যধর্ম্ম, এক ধর্ম্ম। সমান যে ধর্ম্ম, কর্ম্মধা। সং ; পু।
সধর্ম্মচারিণী—সহধর্ম্মিণী, পত্নী। সহ ধর্ম্ম আচরণ করে যে, উপ ; সহ — ধর্ম্ম শব্দ — চর (আচরণ করা) + ণিন্ ক + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।
সধর্ম্মা—(সধর্ম্মন্)। একধর্ম্মাক্রান্ত ; একরূপ ; সদৃশ, তুল্য। সমান হইয়াছে ধর্ম্ম যাহাদের, বহুব্রীহি সমাসে অন্ প্রত্যয়। বিণ ; পু।
সধর্ম্মিণী—১। পত্নী। সমান যে ধর্ম্ম সধর্ম্ম, কর্ম্মধা ; সধর্ম্ম + ইন্ অস্ত্যর্থে + ঈপ্। সং ; স্ত্রী। ২। একধর্ম্মাক্রান্তা ; সদৃশী। বিণ।
সধর্ম্মী—(সধর্ম্মিন্)। একধর্ম্মাক্রান্ত ; একরূপ ; সদৃশ, তুল্য। সমান যে ধর্ম্ম সধর্ম্ম, কর্ম্মধা ; সধর্ম্ম + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সধর্ম্মিণী।
সধবা—সভর্তৃকা, পতিমতী, জীবৎ-পতিকা (স্ত্রী)। ধবের (পতির) সহিত বর্ত্তমানা যে (যে স্ত্রী), বহু। বিণ ; স্ত্রী।
সধি—অনল, অগ্নি। সহ শব্দ — ধা (ধারণ করা) + ই ক। সং ; পু।
সধ্রীচী—সহচরী, সঙ্গিনী ; পত্নী। সধ্র্যঙ্ দেখ ; সধ্র্যচ্ শব্দ + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।
সধ্র্যঙ্—(সধ্র্যচ্)। সহচর, সঙ্গী ; সহায়। সহ — অন্চ (গমন করা) + কিপ্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সধ্রীচী।
সনক—জনৈক মুনি। সন (সেবা করা) + অক ক। সং ; পু।
সনৎ—১। ব্রহ্মা। সন (সেবা করা, দান করা) + অৎ ক। সং ; পু। ২। সদা, সর্ব্বদা। ব্য।
সনৎকুমার—ব্রহ্মার মানসপুত্র ; মহাতপাঃ ও পরম ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া ইনি অন্যান্য মুনি ঋষিগণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন ; রাজর্ষি বৈন্যের অশ্বমেধযজ্ঞকালে গৌতম ও অত্রির মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে, সকলে ইহাঁকে মধ্যস্থ মান্য করিয়া সে বিবাদের ভঞ্জন করেন। সনৎ-এর (ব্রহ্মার) কুমার (পুত্র), ৬তৎ। সং ; পু।
সনন্দ—১। নন্দসহিত ; আনন্দযুক্ত। নন্দের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। জনৈক মুনি। সং ; পু।
সনা—সদা, সর্ব্বদা। সন + আচ্ ক। ব্য।
সনাতন—১। সদাকালস্থায়ী, চিরস্থায়ী। সনা শব্দ (সদা) + ট্যন ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। ২। ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; শিব। সং ; পু।

৩। পরমভক্ত সাধুশীল বৈষ্ণব। ইহাঁর ভ্রাতার নাম রূপ। উভয়েই গৌড়ের মুসলমানরাজ হুসেন সাহের সংসারে কর্ম্ম করিতেন। রূপ ধর্ম্মার্থ সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হইলে সনাতন গৃহে থাকিয়া সংসার-ধর্ম্ম করিতে লাগিলেন এবং কার্য্যকুশলতা প্রদর্শন করিয়া ক্রমে রাজমন্ত্রী হইলেন। অতঃপর ইনি ঘোর সংসারী হইয়া উঠিলেন এবং ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া কেবল স্বার্থসাধনের সুবিধা করিয়া লইতে লাগিলেন।

ইহাঁর বাটীর নিকটে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাস ছিল। নিজ ভদ্রাসন প্রসারিত করা আবশ্যক হওয়ায় ইনি সেই ব্রাহ্মণের বাস্তুভূমি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে তিনি বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু ইনি তাঁহার কাতর-ক্রন্দনে কর্ণপাত না করায় ব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হইয়া বৃন্দাবনে যাইয়া রূপের শরণাপন্ন হইলেন। রূপ ও সনাতন উভয়েই সংস্কৃত বিদ্যায় বিলক্ষণ সুপণ্ডিত ছিলেন। রূপ দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে একখানি পত্রে "য-রী, র-লা, ই-রং, ন-য়" এই আটটি অক্ষর লিখিয়া দিয়া ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করিলেন। ইনি অষ্টাক্ষর দ্বারা এই শ্লোকটি পুরণ করিয়া লইলেন ;—

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃস্থিরং
নশ্বরং জগদিদমবধারয়॥"

শ্লোকের মর্ম্মার্থ হৃদ্গত হইলে, সনাতনের চৈতন্যোদয় হইল। অতঃপর ইনি ব্রাহ্মণকে স্ববাসে থাকিতে দিলেন এবং নিজে সংসার-ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন ও রাজ-কার্য্যে আস্থাহীন হইয়া গৃহে বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতে লাগিলেন। রাজার বিশেষ আদেশ পাইয়াও ইনি রাজকার্য্যে মনোযোগ না করায় তিনি ইহাঁকে কারারুদ্ধ করিলেন। অনন্তর একদা ইনি সুযোগ পাইয়া কারা-রক্ষককে সপ্ত সহস্র মুদ্রা উৎকোচ প্রদান-পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন এবং চৈতন্যদেবের নিকট দীক্ষিত হইয়া বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করিলেন।

সনাতনের পিতৃদত্ত নাম অমর ও মুসলমান-রাজদত্ত নাম সাকর মল্লিক। সনাতন অনুমান ১৪৮৮ খৃঃ জন্মগ্রহণ ও ১৫৫৮ খৃঃ দেহত্যাগ করেন।

সনাতন ধর্ম্ম—অবিনশ্বর ধর্ম্ম, চিরস্থায়ী ধর্ম্ম। কর্ম্মধা। সং ; পু।
সনাথ—নাথযুক্ত, সস্বামিক। নাথের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সনাথা।
সনাভি—১। সপিণ্ড, সপ্তপুরুষান্তর্গত জ্ঞাতি। সমান হইয়াছে নাভি যাহাদের, বহু। সং ; পু। ২। সদৃশ, তুল্য। বিণ ; ত্রি।
সনি, সনী—দান ; প্রার্থনা ; অন্বেষণা ;

নিয়োগ। সন (দান করা) + ই ভা, পক্ষে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সনিঃশ্বাসে—নিশ্বাসের সহিত, ঘনঘন শ্বাসত্যাগ সহকারে। নিঃশ্বাসের সহিত বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

সনিত—প্রখ্যাত, খ্যাতিমান্। সন (দান করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সনির্ব্বন্ধ—নির্ব্বন্ধযুক্ত, আগ্রহাতিশয়বিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা—আগ্রহাতিশয়যুক্ত যাচ্ঞা। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সনীড়—১। সমীপস্থ ; তুল্য, সদৃশ। সহ[illegible] হইয়াছে নীড় যাহাদের, বহু। ২। নীড়যুক্ত। নীড়ের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সন্তত—১। বিস্তীর্ণ ; অবিরত। সম্—তন (বিস্তার করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। ক্রিয়াবিশেষ ; সং ; ক্লী।

সন্ততি—১। সন্তান, পুত্র বা কন্যা ; গোত্র, বংশ ; বিস্তার ; শ্রেণী। সম্—তন (বিস্তার করা) + ক্তি ণ। ২। অবিচ্ছেদ ; ব্যাপ্তি। সম্—তন + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

সন্তপ্ত—সন্তাপযুক্ত ; ক্লিষ্ট ; উত্তপ্ত ; অগ্নি দ্বারা বিশুদ্ধ। সম্—তপ (তপ্ত করা বা হওয়া) + ক্ত র্ম্ম বা ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সন্তাপ।

সন্তমস—নিবিড় অন্ধকার ; মহামোহ। সম্ (সম্যক্) তমঃ (অন্ধকার) এই বাক্যে সম্—তমস্ + অ। সং ; ক্লী।

সন্তরণ—পার-গমন ; সাঁতার। সম্—ত (পার হওয়া) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সন্তরণকারী—পারগামী ; যে সাঁতার দিতেছে এরূপ। সন্তরণ শব্দ—কৃ (করা) + ণিন্ ক = সন্তরণকারিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সন্তরণকারিণী।

সন্তরণকৌশল—সাঁতার দেওয়ায় নৈপুণ্য। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সন্তরণপটু—সন্তরণকুশল, সাঁতার দিতে দক্ষ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; পু।

সন্তরণোপযোগী—সাঁতারের উপযুক্ত। ৬তৎ।

সন্তর্পণ—১। তৃপ্তকরণ। সম্—ণিজন্ত তৃপ বা তর্পি (তৃপ্ত করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। তৃপ্তিজনক ; প্রীতিদায়ক। সম্—তর্পি + অন ক। বিণ ; ত্রি। [বিণ।

সন্তর্পণে—সাবধানে, সতর্কতার সহিত। ক্রি-

সন্তান—১। গোত্র, বংশ ; অপত্য, সন্ততি, পুত্র বা কন্যা ; দেবতরুবিশেষ। সম্—তন (বিস্তার করা) + ঘঞ্ ণ। ২। অবিচ্ছেদ ; বিস্তার ; প্রবাহ। সম্—তন + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সন্তত।

সন্তানক—দেবতরুবিশেষ, কল্পবৃক্ষ। সন্তান শব্দ + কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

সন্তানপরম্পরা—অপত্যপরম্পরা, পুত্রকন্যার পুত্রকন্যা, তাহাদের পুত্রকন্যা ইত্যাকার পর্য্যায়। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

সন্তানপ্রসব—পুত্রকন্যাপ্রসব, অপত্য-উৎপাদন। ৬তৎ। সং ; পু।

সন্তানসন্ততি—১। সন্তানপরম্পরা। ৬তৎ। ২। অপত্য, পুত্রকন্যাদি। দ্বন্দ্ব [এস্থলে দুইটী শব্দই একার্থক]। সং ; স্ত্রী।

সন্তানহীন—অপত্যশূন্য, পুত্রকন্যারহিত, আঁটকুড়ো। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সন্তানোচিত—পুত্রকন্যার উপযুক্ত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। [সং ; ক্লী।

সন্তানোৎপাদন—পুত্রকন্যা উৎপাদন। ৬তৎ।

সন্তানোৎপাদিনী—সন্তানোৎপাদী দেখ। বিণ।

সন্তানোৎপাদী—(সন্তানোৎপাদিন্)। অপত্য উৎপাদনকারী, পুত্রকন্যা-জননকারী। সন্তানের উৎপাদী (উৎপাদনকারী), ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সন্তানোৎপাদিনী।

সন্তাপ—উত্তাপ ; মর্ম্মপীড়া ; মনস্তাপ ; অন্তর্দাহ। সম্—তপ (তপ্ত হওয়া) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সন্তপ্ত।

সন্তাপক্লিষ্ট—মর্ম্মপীড়ায় কাতর, মনস্তাপে ব্যথিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সন্তাপন—১। তাপ-দান। সম্—ণিজন্ত তপ বা তাপি (তাপ দেওয়া) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। সন্তাপজনক। সম্—তাপি + অন ক। বিণ ; ত্রি। ৩। কন্দর্পের বাণবিশেষ। সং ; পু।

সন্তাপাগ্নি—সন্তাপরূপ অনল ; মনস্তাপরূপ আগুন। রূপক। সং ; পু।

সন্তাপিত—উষ্ণ ; সন্তপ্ত ; ক্লেশিত। সম্—তপ বা তাপি (তাপ দেওয়া) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সন্তাপন।

সন্তাপী—(সন্তাপিন্)। সন্তাপযুক্ত, মর্ম্মপীড়াপ্রাপ্ত, অন্তর্দাহবিশিষ্ট। সন্তাপ শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সন্তাপিনী।

সন্তুষ্ট—সন্তোষযুক্ত ; প্রসন্ন ; তৃপ্ত। সম্—তুষ (তুষ্ট হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সন্তোষ।

সন্তুষ্টচিত্ত—১। প্রসন্ন অন্তঃকরণ, তৃপ্ত মনঃ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। প্রসন্নচেতাঃ, তৃপ্তমনাঃ। বহু। বিণ ; ত্রি।

সন্তুষ্টচেতাঃ—(সন্তুষ্টচেতস্)। প্রসন্নমনাঃ, হৃষ্টচিত্ত। সন্তুষ্ট হইয়াছে চেতঃ (চিত্ত) যাহার, বহু। বিণ ; পু।

সন্তোষ—প্রীতি, তৃপ্তি ; আহ্লাদ, আনন্দ। সম্—তুষ (তুষ্ট হওয়া) + অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সন্তুষ্ট।

সন্তোষকর—তৃপ্তিকর, আনন্দজনক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

সন্তোষজনক—তৃপ্তিকর, আহ্লাদজনক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

সন্ত্রস্ত—সম্যক্ ভীত। সম্—ত্রস (ভয় পাওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সন্ত্রাস।

সন্ত্রাস—সম্যক্ ভীতি, অতিশয় ভয়। সম্—ত্রস (ভয় পাওয়া) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সন্ত্রস্ত।

সন্দংশ—সাঁড়াশি ; সন্না, চিম্‌টা, কাতারি, কাঁতি প্রভৃতি। সম্—দন্‌শ (দংশন করা) + অন্ ক। সং ; পু।

সন্দংশিকা, সন্দংশী—সন্দংশ (সমস্ত অর্থে)। সন্দংশ শব্দ + কণ্ স্বার্থে + আপ্, ২য় পক্ষে সন্দংশ + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সন্দর্ভ—১। সংগ্রহ ; গ্রন্থন, রচনা ; বিস্তার। সম্—দৃভ + অল্ ভা। ২। গ্রন্থ, পুস্তক। সম্—দৃভ + অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

সন্দর্শন—১। অবলোকন, দেখা ; জ্ঞান। সম্—দৃশ (দেখা) + অনট্ ভা। ২। প্রদর্শন, দেখান। সম্—ণিজন্ত দৃশ বা দর্শি (দেখান) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সন্দষ্ট—যাহা দংশন করা হইয়াছে এরূপ ; সংযুক্ত, সংলগ্ন ; সংশ্লিষ্ট। সম্—দন্‌শ (কামড়ান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সন্দান—১। সম্যক্ ছেদন ; বন্ধন। সম্—দো (ছেদন করা) + অনট্ ভা। ২। শৃঙ্খল ; রজ্জু ; বন্ধনসাধন বস্তু। সম্—দো + অনট্ র্ম্ম। সং ; ক্লী। ৩। হস্তীর কপোলের ঊর্দ্ধদেশ। সম্ (সংযোগ) + দান (মদ-জল), দানের (অর্থাৎ মদ-জলের) সহিত সংযোগ আছে যাহার। সং ; পু।

সন্দানিত, সন্দিত—শৃঙ্খলিত, নিগড়িত, পদাদিতে বদ্ধ ; ছিন্ন। সন্দান শব্দ + ইত যুক্তার্থে, ২য় পক্ষে সম্—দো (ছেদন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সন্দানিনী—গোশালা, গোয়ালঘর। সন্দান শব্দ + ইন্ + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সন্দাব—পলায়ন, হটিয়া যাওয়া। সম্—দ্রু (গমন করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সন্দিগ্ধ—সন্দেহযুক্ত ; সন্দিহান ; সংশয়িত। সম্—দিহ (লেপন করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সন্দেহ।

সন্দিষ্ট—১। কথিত ; আদিষ্ট, আজ্ঞাপিত। সম্—দিশ (বলা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। আদেশ, আজ্ঞা। সম্—দিশ + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

সন্দিহান—সন্দেহকারী, সংশয়যুক্ত, সংশয়ী। সম্—দিহ (লেপন করা) + শান ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সন্দেহ।

সন্দী—শয্যা ; পর্য্যঙ্ক, খাট ; আসন্দী। সম্—দো (ছেদন করা) + ড র্ম্ম + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সন্দৃব্ধ—গ্রথিত, রচিত। সম্—দৃন্ভ (গাঁথা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।
সন্দেশ—আদেশ, আজ্ঞা ; বার্ত্তা। সম্—দিশ (বলা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সন্দিষ্ট। [সং ; পু।
সন্দেশবহ, সন্দেশহর—বার্ত্তাবহ, দূত। ৬তৎ।
সন্দেহ—দ্বৈধজ্ঞান, সংশয় ; অর্থালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। সম্—দিহ্ (লেপন করা) + অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সন্দিগ্ধ, সন্দিহান।
সন্দেহজনক—সংশয়জনক, সংশয়কর, সন্দেহ উৎপাদনকারী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।
সন্দেহভঞ্জন—সংশয়দূরীকরণ, সন্দেহনিবারণ, সংশয়ের মীমাংসা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।
সন্দেহাকুল—সংশয়-পীড়িত, সন্দিগ্ধ, সংশয়ে অধীর। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।
সন্দোহ—সম্যক্ দোহন ; সমূহ। সম্—দুহ (দোহন করা) + অল্ ভা। সং ; পু।
সন্দ্রাব—বেগে গমন ; পলায়ন। সম্—দ্রু (দ্রুত যাওয়া) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।
সন্ধা—প্রতিজ্ঞা ; অনুসন্ধান ; স্থিতি ; সন্ধি, মিলন। সম্—ধা (ধারণ করা) + ঙ ভা + আপ্। সং ; স্ত্রী।
সন্ধাতব্য—যাহার সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য এরূপ। সম্—ধা (ধারণ করা) + তব্য র্ম। বিণ ; ত্রি।
সন্ধান, সন্ধানী—সন্ধি, মিলন ; সঙ্ঘটন ; মন্ত্র ; প্রাপ্তি ; অন্বেষণ ; বন্ধন ; মিশ্রণ ; বাণ-যোজন। সম্—ধা (ধারণ করা) + অনট্ ভা, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং ; যথা-ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।
সন্ধানসূত্র—অন্বেষণের উপায়, খুঁজিয়া লইবার খেই। ৬তৎ। সং ; ক্লী।
সন্ধানার্থ—অন্বেষণের নিমিত্ত। সন্ধান হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহাতে, বহ। ক্রি-বিণ।
সন্ধি—মিলন ; বিজিগীষু এবং অরির ব্যবস্থা-পূর্ব্বক ঐক্য ; দেহের অস্থি প্রভৃতির সংযোগস্থল [জীবগণের দেহে দুইশত দশটী সন্ধি আছে। তন্মধ্যে হস্ত ও পদে ৬৮, কোষ্ঠে ৫৯, এবং গ্রীবার ঊর্দ্ধভাগে ৮৩। সন্ধিসমূহ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—চেষ্টাশীল ও স্থির। চেষ্টাশীল সন্ধি হস্ত, পদ, হনুদ্বয় (চোয়াল) এবং কটিদেশে অবস্থান করে ; আর স্থির সন্ধি সকল দেহের অন্যান্য অংশে থাকে। আকৃতিভেদে সন্ধিসকলের আটটী নাম আছে, যথা—কোর, উদূখল, সামুদ্গ, প্রতর, তুন্নসেবনী, কাকতুণ্ড, মণ্ডল, ও শঙ্খাবর্ত্ত]; সত্য ত্রেতাদি যুগের মধ্য সময় ; সুরঙ্গ ; সিঁধ ; নাটকাঙ্গবিশেষ ; ব্যাকরণে—বর্ণদ্বয়সংযোগজাত বর্ণবিকার-বিশেষ [সন্ধি দুই প্রকার—স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জন সন্ধি ; স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের যে সন্ধি হয় তাহা স্বরসন্ধি ; আর ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জন বর্ণের যে সন্ধি হয় তাহার নাম ব্যঞ্জন সন্ধি]। সম্—ধা (ধারণ করা) + কি ভা। পু।
সন্ধিক্ষণ—সন্ধি সময়, দুই কাল বা দুইটী বিষয়ের মিলনকাল। ৬তৎ। সং ; পু।
সন্ধিচৌর—সিঁধেল চোর। ৩তৎ। সং ; পু।
সন্ধিজীবক—শঠতা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। সন্ধি—জীব (বাঁচা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি।
সন্ধিত—মিলিত ; বদ্ধ। সন্ধা শব্দ (মিলন) + ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।
সন্ধিৎসু—সন্ধানেচ্ছু। সম্—সনন্ত ধা + উ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সন্ধিৎসা।
সন্ধিনী—বৃষ-সঙ্গতা গবী ; অকালে দুগ্ধদাত্রী গবী। সন্ধা শব্দ (মিলন) + ইন্ অস্ত্যর্থে + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।
সন্ধিপূজা—দুর্গোৎসবকালে নবমীর আদ্যক্ষণে পূজা। সন্ধি কালীন যে পূজা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।
সন্ধিবাত—দেহের সন্ধিস্থলে জাত বাতরোগ, গেঁটে বাত। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং।
সন্ধিবিগ্রহ—সন্ধি ও যুদ্ধ। দ্বন্দ্ব। সং ; পু।
সন্ধুক্ষিত—উদ্দীপিত ; প্রজ্বলিত, উত্তেজিত। সম্—ধুক্ষ (দীপ্ত হওয়া) + ক্ত র্ম। বিণ।
সন্ধেয়—সন্ধিযোগ্য, মিলনার্হ। সম্—ধা (ধারণ করা) + য র্ম। বিণ ; ত্রি।
সন্ধ্যা—দিবা ও রাত্রির সন্ধিকাল ; তৎকালে উপাস্য মন্ত্রদেবতা [সন্ধ্যা তিনটী—প্রাতঃ-সন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা] ; প্রতিজ্ঞা ; চিন্তা ; যুগসন্ধি ; নদীবিশেষ। সন্ধি শব্দ + য্য + আপ্, অথবা সম্—ধ্যৈ (ধ্যান করা) + য র্ম + আপ্। সং ; স্ত্রী।
সন্ধ্যাংশ—সত্য-ত্রেতাদি যুগের আদ্য ও অন্ত্য অংশ, যুগসন্ধি। সন্ধ্যার অংশ, ৬তৎ। সং ; পু।
সন্ধ্যাগায়ত্রী—প্রভাতাদিকালে উপাসনা ও গায়ত্রী। দ্বন্দ্ব। সং ; স্ত্রী।
সন্ধ্যাতারা—সন্ধ্যাকালে উদিত নক্ষত্র, সাঁজের তারা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
সন্ধ্যাদীপ—সন্ধ্যাকালীন প্রদীপ, সন্ধ্যাকালে প্রজ্বলিত দীপ। ৬তৎ। সং ; পু।
সন্ধ্যাবল—রাক্ষস। সন্ধ্যায় বল যাহার, বহ। সং ; পু।
সন্ধ্যারাগ—সন্ধ্যাকালীন রক্তিমা, সূর্য্যাস্তকালে রক্তিম রাগ। ৬তৎ। সং ; পু।
সন্ধ্যাবন্দনা—সন্ধ্যাকালীন বন্দনা, সন্ধ্যাহ্নিক কালে কৃত উপাসনা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।
সন্ধ্যাহ্নিক—সন্ধ্যা ও দেবপূজাদি। সন্ধ্যা ও আহ্নিক, দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।
সন্ন—অবসন্ন ; গত ; জড় ; ক্ষীণ ; হীন। সদ (গমন করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সাদ।
সন্নত—প্রণত ; শব্দিত, ধ্বনিত। সম্—নম (নত হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সন্নতি।
সন্নতি—প্রণতি ; নম্রতা ; অবনতি ; শব্দ, ধ্বনি। সম্—নম (নত হওয়া) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে সন্নত।
সন্নদ্ধ—১। বর্ম্মিত, সাঁজোয়া পরা ; অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ; ব্যূহ-বিন্যাসযুক্ত ; শ্রেণীবদ্ধ ; বধো-দ্যত ; উৎপন্ন। সম্—নহ (বন্ধন করা) + ক্ত র্ম। ২। বদ্ধ। সম্—নহ + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সন্নহন।
সন্নহন—বর্ম্মপরিধান ; অস্ত্রবন্ধন ; রণ-সজ্জা ; উদ্যোগ। সম্—নহ (বন্ধন করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী ; বিশেষণে সন্নদ্ধ।
সন্না—১। অবসাদগ্রস্তা ; ক্ষীণা ; হীনা। সন্ন দেখ ; সন্ন + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। চিমটার ন্যায় একপ্রকার ক্ষুদ্র যন্ত্র। দেশজ শব্দ।
সন্নাহ—বর্ম্ম, সাঁজোয়া ; পরিচ্ছদ। সম্—নহ (বন্ধন করা) + ঘঞ্ ণ। সং ; পু। বিশেষণে সন্নদ্ধ।
সন্নাহ্য—১। বর্ম্মিত, কবচযুক্ত। সন্নাহ শব্দ (বর্ম্ম) + য্য যুক্তার্থে। বিণ। ত্রি। ২। যুদ্ধগজ। সং ; পু।
সন্নিকট—অতি নিকট, অত্যন্ত কাছে। সম্ (সম্যক্) নিকট, নিত্য। বিণ ; ত্রি।
সন্নিকর্ষ—সান্নিধ্য, পার্শ্ব, নৈকট্য ; বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধ ; ন্যায়ে—সামান্যলক্ষণা জ্ঞানলক্ষণা যোগজ এই ত্রিবিধ অলৌকিক প্রত্যক্ষ-সাধন উপায়। সম্—নি—কৃষ (কর্ষণ করা) + অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সন্নিকৃষ্ট।
সন্নিকৃষ্ট—সন্নিহিত, সমীপস্থ ; নিকটবর্ত্তী। সম্—নি—কৃষ (কর্ষণ করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সন্নিকর্ষ।
সন্নিধ—১। সামীপ্য, নৈকট্য। সম্—নি—ধা (ধারণ করা) + ড ভা। সং ; ক্লী। ২। সমীপস্থ, নিকটবর্ত্তী। সম্—নি—ধা + ড ক। বিণ ; ত্রি।
সন্নিধান, সন্নিধি—১। সামীপ্য, নৈকট্য ; স্থিতি ; আশ্রয় ; আবির্ভাব। সম্—নি—ধা (ধারণ করা) + অনট্, কি ভা। ২। সাধুদিগের স্থান। সৎ-গণের নিধান, নিধি, কর্ম্মধা। ৩। উত্তম নিধি। সৎ যে নিধান, নিধি, কর্ম্মধা। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও পু।
সন্নিধাপন—সংস্থাপন। সম্—ণিজন্ত ধা বা ধাপি + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।
সন্নিধি—সন্নিধান দেখ।
সন্নিপতিত—উপস্থিত ; একত্র মিলিত ; অব-

তীর্ণ ; মৃত। সম্—নি—পত (পড়া)+ ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সন্নিপাত।

সন্নিপাত, সন্নিপাতন—উপস্থিতি ; একত্র মিলন ; অবতারণ ; ত্রিদোষজ বিকার রোগবিশেষ ; সমূহ ; নাশ ; যুদ্ধ। সম্—নি—পত (পড়া) +ঘঞ্ ভা, ২য় পক্ষে সম্—নি—পত বা পাতি+অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

সন্নিবন্ধন—১। সম্যক্‌রূপে একত্র সঙ্কলন ; গ্রন্থন ; দৃঢ়বন্ধন। সম—নি—বন্ধ (বাঁধা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। উত্তম ভাষ্য-গ্রন্থযুক্ত, উত্তম-প্রীতিদানযুক্ত। সৎ (উত্তম) হইয়াছে নিবন্ধন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সন্নিভ—তুল্য, সদৃশ, অনুরূপ। সম্—নি—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

সন্নিবিষ্ট—উপবিষ্ট ; নিকটস্থ ; সম্মুখে উপস্থিত ; সংক্রান্ত। সম্—নি—বিশ (প্রবেশ করা) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সন্নিবেশ।

সন্নিবৃত্ত—নিবৃত্ত, ক্ষান্ত ; প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাগত। সম্—নি—বৃত (থাকা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সন্নিবৃত্তি

সন্নিবৃত্তি—নিবৃত্তি, বিরতি ; অপগম ; প্রত্যা-বর্ত্তন। সম্—নি—বৃত (থাকা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে সন্নিবৃত্ত।

সন্নিবেশ—১। বিন্যাস ; স্থিতি ; সংযোগ ; মিলন। সম্—নি—বিশ (প্রবেশ করা)+ অল্ ভা। ২। স্থান ; আশ্রম ; পুরঃবহিঃস্থ প্রদেশ ; নিকট। সম্—নি—বিশ+অল্ অধি। সং ; পু। বিশেষণে সন্নিবিষ্ট।

সন্নিহিত—১। সমীপস্থ, নিকটবর্ত্তী ; সম্যক্ স্থাপিত। সম্—নি—ধা (ধারণ করা)+ ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। সন্নিধান, সামীপ্য। সম্—নি—ধা+ক্ত ভা। ক্লী।

সন্ন্যস্ত—নিক্ষিপ্ত, অর্পিত ; স্থাপিত ; ত্যক্ত। সম্—নি—অস (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সন্ন্যাস।

ন্ন্যাস—চতুর্থ আশ্রম, ভিক্ষু-ধর্ম্ম ; সংসার-বাসনা-পরিহার ; কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ ; রোগবিশেষ। সম্—নি—অস (ক্ষেপণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সন্ন্যস্ত, সন্ন্যাসী।

ন্ন্যাসধর্ম্ম—সংসারবাসনা ত্যাগরূপ ধর্ম্ম ; ভিক্ষু-ধর্ম্ম, কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগরূপ ধর্ম্ম। সন্ন্যাসই ধর্ম্ম, কর্ম্মধা। সং ; পু।

ন্ন্যাসিনী—সন্ন্যাসী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

ন্ন্যাসী—(সন্ন্যাসিন্)। চতুর্থ আশ্রমী, ভিক্ষু ; সংসারবাসনাপরিত্যাগী। সন্ন্যাস শব্দ+ ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সন্ন্যাসিনী।

পক্ষ—১। একপক্ষাবলম্বী ; অনুকূল ; তুল্য। সমান হইয়াছে পক্ষ যাহাদের, বহু। ২। পক্ষযুক্ত, পাখনাবিশিষ্ট। পক্ষের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সপক্ষতা—সহায়তা, আনুকূল্য। সপক্ষ শব্দ (অনুকূল)+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

সপত্ন—বিপক্ষ, শত্রু। সহ শব্দ—পত (পড়া) +ন ক। সং ; পু।

সপত্নী—সমান-পতিকা স্ত্রী ; সতীন। সমান হইয়াছে পতি যাহাদের, বহু। সং ; স্ত্রী।

সপত্রাকৃত—পক্ষযুক্ত-বাণ-বেধন দ্বারা পীড়িত ; শর-বিদ্ধ। সহ শব্দ (সহিত)—পত্র (বাণ পক্ষ)—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সপদি—সদ্যঃ, তৎক্ষণাৎ, তখনি। সহ শব্দ— পদ+ই ক। ব্য।

সপরিবার—পরিজনবর্গ-সমন্বিত, স্ত্রীপুত্রাদিযুক্ত। পরিবারের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ।

সপর্য্যা—পূজা, অর্চ্চনা। সপর নামধাতু (পূজা করা)+ক্য+অ+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সপিণ্ড—সনাভি, সপ্তপুরুষান্তর্ব্বর্ত্তী জ্ঞাতি। সমান হইয়াছে পিণ্ড যাহাদের, বহু। বিণ।

সপিণ্ডীকরণ—প্রেতত্ব-মোচনার্থ করণীয় শ্রাদ্ধ ; পিতৃপিণ্ডের সহিত প্রেতপিণ্ডের সংমিশ্রণ [মরণ দিবস হইতে এক বৎসর পরে সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়। সপিণ্ডীকরণের পর মানব প্রেতদেহ ত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। পুত্রের অন্নপ্রাশন, অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহ প্রভৃতি কারণ উপস্থিত হইলে এক বৎসরের পূর্ব্বেও সপিণ্ডীকরণ হয়। ইহাকে অপকর্ষ সপিণ্ডন বলে]। সপিণ্ড শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=সপিণ্ডী) —কৃ (করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সপীতি—সহপান, একত্র পান করা। সং ; স্ত্রী।

সপ্ত—(সপ্তন্)। সাত-সংখ্যক, ৭। সপ (একত্রিত হওয়া)+তন্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সপ্তক—১। সপ্তসংখ্যা ; ৭ ; (সঙ্গীতে) সপ্ত-স্বরের সমষ্টি [ষড়্জ হইতে নিষাদ পর্য্যন্ত সাতটী স্বর লইয়া এক একটী সপ্তক হয় ; সপ্তক তিনটী—উদারা, মুদারা ও তারা]। সপ্তন্ শব্দ (সাত)+কণ্। সং ; ক্লী। ২। সপ্তসংখ্যক। বিণ ; ত্রি।

সপ্তকী—সাত-নর কাঞ্চী, মেখলা, চন্দ্রহার। সপ্তন্ শব্দ (সাত)—কৈ (শব্দ করা)+ ড ক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সপ্তগ্রাম—স্বরের সাতটী আশ্রয় [সঙ্গীতে ষড়্-জাদি সাতটী স্বরের যাহা হইতে প্রথম স্বর আরম্ভ করা যায়, তাহাই সেই স্বরের গ্রাম]। দ্বিগু। সং ; পু।

সপ্তচত্বারিংশ, সপ্তচত্বারিংশত্তম—৪৭ সংখ্যার পূরক। সপ্তচত্বারিংশৎ শব্দ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি।

সপ্তচত্বারিংশৎ—১। সাতচল্লিশ সংখ্যা, ৪৭। সপ্ত-অধিক যে চত্বারিংশৎ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং, স্ত্রী। ২। তৎসংখ্যক। বিণ। ত্রি।

সপ্তচ্ছদ—সপ্তপর্ণ, ছাতিম গাছ। সপ্ত হইয়াছে ছদ (পত্র) যাহার, বহু। সং ; পু।

সপ্তজিহ্ব—অগ্নি। সপ্ত (সাত) জিহ্বা (অর্থাৎ জ্বালা) যাহার, বহু। সং ; পু। অগ্নির সাতটি জিহ্বা এই—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলি-ঙ্গিনী, বিশ্বনিরূপিণী। মতান্তরে আবহ, প্রবহ, উদ্বহ, সংবহ, বিবহ, নিবহ, পরিবহ —এই সাত বায়ুই অগ্নির সপ্তজিহ্বা

সপ্ততন্তু—যজ্ঞ, যাগ। সপ্তন্ শব্দ (সাত)— তন (বিস্তার করা)+তু অধি। সং ; পু।

সপ্ততি—১। সত্তর সংখ্যা, ৭০। সপ্তন্ শব্দ (সাত)+দশতি। সং ; স্ত্রী। ২। তৎ-সংখ্যক। বিণ ; স্ত্রী।

সপ্ততিতম—৭০ সংখ্যার পূরক। সপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি।

সপ্তদশ—(সপ্তদশন্)। ১। সতর সংখ্যক। সপ্তাধিক যে দশ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। ১৭ সংখ্যার পূরক। সপ্তদশন্ শব্দ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি।

সপ্তদ্বীপ—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর—এই সাত মহাদ্বীপ। দ্বিগু। সং ; পু।

সপ্তদ্বীপপতি—অগ্নীধ্র, মেধাতিথি, বপুষ্মান্, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, ভব্য, সবন—এই সাত। সপ্তদ্বীপ দেখ ; সপ্তদ্বীপের পতি, ৬তৎ। সং ; পু।

সপ্তদ্বীপা—ধরণী, পৃথিবী। সপ্ত (সাত) দ্বীপ আছে যাহাতে, বহু। (সপ্তদ্বীপ দেখ)। সং ; স্ত্রী।

সপ্তধা—সাত প্রকার ; সাতবার। সপ্তন্ শব্দ (সাত)+ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

সপ্তপত্র, সপ্তপর্ণ—সপ্তচ্ছদ, ছাতিম গাছ। সপ্ত (সাত) হইয়াছে পত্র, পর্ণ যাহার, বহু। সং ; পু।

সপ্তপদী—বিবাহকালীন মণ্ডলিকা মধ্যে পদ-চালনা। সপ্ত পদের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং ; স্ত্রী।

সপ্তম—সাত সংখ্যার পূরক। সপ্তন্ শব্দ (সাত) +মট্ পূরণার্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সপ্তমী।

সপ্তমী—১। সাত সংখ্যার পূরণকারিণী। সপ্তম শব্দ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। তিথিবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

সপ্তমীতৎপুরুষ—সমাসবিশেষ। সমাস দেখ।

সপ্তর্ষি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ—এই সাত ঋষি ; কথিত আছে যে, এই সাত ঋষি সাতটি নক্ষত্র হইয়া অতি উচ্চে ধ্রুবলোকের নিম্নে বিরাজ করিতেছেন। সপ্ত ঋষির সমাহার, সমা-

হার দ্বিগু। সং ; পু। সংস্কৃত ভাষায় ইহা বহুবচনান্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সপ্তর্ষিমণ্ডল—সাতটি বিশেষ নক্ষত্রের চক্র সপ্তর্ষি দেখ ; সপ্তর্ষির মণ্ডল, ৬তৎ। ক্লী

সপ্তলা—নবমালিকা পুষ্প, পাটলা ফুল। সপ্তন্ শব্দ (সাত)-লা (গ্রহণ করা)+ড +আপ্। সং ; স্ত্রী।

সপ্তলোক—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—উপরিস্থ এই সাতটী লোক। সপ্ত যে লোক, দ্বিগু। সং ; পু।

সপ্তশতী—দেবীমাহাত্ম্যসূচক গ্রন্থ, চণ্ডী ; সাত শত। সং ; স্ত্রী।

সপ্তশলাক—বিবাহের শুভাশুভ দিন নির্ণয়ার্থ জ্যোতিষোক্ত চক্রবিশেষ। সপ্ত শলাকা আছে যাহাতে, বহু। সং ; পু।

সপ্তসপ্তি, সপ্তাশ্ব—সূর্য্য। সপ্ত (সাত) সপ্তি, অশ্ব (ঘোটক) যাহার, বহু। গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি ত্রিষ্টুপ্, জগতী এই সাত ছন্দই ৭ অশ্ব। সং ; পু।

সপ্তসমুদ্র—সপ্তসাগর দেখ।

সপ্তসাগর—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ, জল—এই সাত বিভিন্ন পদার্থময় সাত সমুদ্র। দ্বিগু। সং ; পু।

সপ্তসাম—রথন্তর, বৃহৎ সাম, বামদেব্য, বৈরূপ, পাবমান, বৈরাজ, চান্দ্রমস—এই সাত সাম। দ্বিগু। সং ; ক্লী।

সপ্তস্বর—ষড়্‌জাদি সাতটী স্বর, ষড়্‌জ ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। ইহাদের সংক্ষিপ্ত নাম—সা ঋ গ ম প ধ নি। ইংরাজী নাম—C D E F G A B. সঙ্গীতশাস্ত্রে কথিত আছে যে, ময়ূর, বৃষভ, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, ঘোটক এবং হস্তী, এই সাত জন্তুর স্বর লইয়া যথাক্রমে ষড়্‌জাদি স্বরের উৎপত্তি। এই সাতটী স্বর লইয়া এক একটী সপ্তক হয়। সপ্তক তিনটী—উদারা, মুদারা ও তারা। প্রথম সপ্তক (সা-নি) উদারা (খাদ) ; দ্বিতীয় সপ্তক (সা-নি) মুদারা (খাদ অপেক্ষা উচ্চ) ; তৃতীয় সপ্তক (সা-নি) তারা (চড়া)। এই সাতটি স্বরের আবার কোমল, অতিকোমল, তীব্র (কড়ি), অতি তীব্র প্রভৃতি ভেদ আছে।

সপ্তস্বর—সপ্তস্বর দেখ।

সপ্তস্বরা—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, জলতরঙ্গ। ইহাতে কাংস্যাদি নির্ম্মিত সাতটী জলপূর্ণ পাত্র সজ্জিত করিয়া বাজান হয়।

সপ্তাংশু, সপ্তার্চ্চিঃ—অগ্নি ; শনিগ্রহ। সপ্ত হইয়াছে অংশু, অর্চ্চিঃ (কিরণ) যাহার, বহু ; সপ্তজিহ্ব দেখ। সং ; পু।

সপ্তাঙ্গ—স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল—রাজ্যের এই সাত অঙ্গ। সপ্ত যে অঙ্গ, দ্বিগু। সং ; ক্লী।

সপ্তার্ণব—সপ্ত সাগর। সপ্ত যে অর্ণব (সাগর), দ্বিগু ; সপ্তসাগর দেখ। সং ; পু।

সপ্তাশ্ব—সপ্তসপ্তি দেখ।

সপ্তাহ—সাত দিন, হপ্তা। সপ্ত অহন্‌এর (দিনের) সমাহার, সমাহার দ্বিগু। সং ; ক্লী

সপ্তি—অশ্ব, ঘোটক। সপ (সম্বন্ধ করা)+তি র্ণ। সং ; পু।

সপ্রতিভ—প্রতিভান্বিত, মেধাবী, অতিশয় বুদ্ধিমান্। প্রতিভার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

সপ্রমাণ—প্রমাণযুক্ত, প্রমাণিত। বহু। বিণ ;

সফর—শফর দেখ।

সফল—ফলযুক্ত ; সুসিদ্ধ। ফলের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সফলা। বিশেষ্যে সফলতা, সাফল্য। বিপরীতার্থক শব্দ নিষ্ফল।

সফলকাম—সিদ্ধমনোরথ, যাহার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইয়াছে এরূপ। সফল হইয়াছে কাম (কামনা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সফলকামা।

সফলতা—সিদ্ধি। সফল দেখ ; সফল+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

সফলমনোরথ—সফলকাম। বহু। বিণ ; ত্রি।

সফলীকৃত—পূর্ব্বে যাহা সফল ছিল না এক্ষণে সফল করা হইয়াছে, সফলতা-প্রাপিত। সফল শব্দ+চি অভূততদ্ভাবার্থে=সফলী-কৃ (করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

সফেন—ফেনযুক্ত, ফেনাবিশিষ্ট। ফেনের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সবল—বলশালী, সামর্থ্যযুক্ত ; সসৈন্য। বলের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ দুর্ব্বল।

সব্রহ্মচারী—(সব্রহ্মচারিন্)। সতীর্থ, এক গুরুর শিষ্য ; একবিধ বেদপাঠব্রত ও আচার-বিশিষ্ট। সমানভাবে ব্রহ্ম আচরণ করে যে, উপ ; স (সমান)-ব্রহ্মন্ শব্দ (বেদ)-চর (আচরণ করা)+ণিন্ ক। সং ; পু।

সভর্ত্তৃকা—পতিযুক্তা, সধবা। ভর্ত্তার সহিত বর্ত্তমানা যে (যে স্ত্রী), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

সভা—পরিষৎ, সমিতি, সমাজ, কোন কার্য্যের নিমিত্ত যে স্থানে বহু লোক মিলিত হয়। সহ শব্দ-ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ক্বিপ্ অধি। সং ; স্ত্রী।

সভাগৃহ—সভাভবন, যে গৃহে সভা হয়। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সভাজন—১। ভাজনযুক্ত। ভাজনের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। পূজা ; কুশল-প্রশ্ন ; সম্ভাষণ ; আনন্দন। সভাজ (সেবা করা, সম্ভাষণ করা +অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ৩। সভাসৎ, সভ্য। সভার জন, ৬তৎ। সং ; পু।

সভাতল—সভাস্থান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সভাপতি—সভার অধ্যক্ষ, সমিতির কর্ত্তা। ৬তৎ। সং ; পু।

সভাপতিত্ব—সভাপতির পদ, সভার অধ্যক্ষের অধিকার। সভাপতি+ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী।

সভাভঙ্গ—সভার কার্য্যশেষ, সভা হইতে সকলের প্রস্থান। ৬তৎ। সং ; পু।

সভাসৎ—(সভাসদ্)। সভ্য, সভাস্থ ; সামাজিক ; বিজ্ঞ। সভা শব্দ-সদ (গমন করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

সভাসমিতি—পরিষৎ, সভা। দ্বন্দ্ব। সং ; স্ত্রী। দুইটী শব্দই একার্থক।

সভাসীন—সভায় উপবিষ্ট, সভায় উপস্থিত। সভাতে আসীন, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সভাসীনা। [সং ; ক্লী।

সভাস্থল—সভাস্থান, সভার ক্ষেত্র। ৬তৎ।

সভিক, সভীক—দ্যূত-সভার অধ্যক্ষ। সভা শব্দ+ষ্ঠিক, ষ্ঠীক। সং ; পু।

সভ্য—সভাসৎ ; সামাজিক ; সদ্বংশজাত, শিষ্ট, সাধুশীল ; দ্যূতকর। সভা শব্দ+ষ্য। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সভ্যতা। বিপরীতার্থক শব্দ অসভ্য।

সভ্যজগৎ—ভদ্রতাযুক্ত সংসার ; শিষ্ট সমাজ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সভ্যতা—সামাজিকতা, শিষ্টতা, ভদ্রতা। সভ্য +তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

সভ্যনির্ব্বাচন—সভাসৎ মনোনয়ন, সভার উপযুক্ত ব্যক্তি বাছিয়া লওয়া। ৬তৎ। ক্লী।

সভ্যভব্য—ভদ্রতাযুক্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দ্বন্দ্ব। বিণ।

সম্—সম্যক্ ; প্রকৃষ্ট ; শোভন ; তুল্য ; সঙ্গত ; সংযোগ ; সামীপ্য ; আভিমুখ্য ; সমূহ ; সমুচ্চয়। সো+ডম্ ক। ব্য।

সম—১। সমান, তুল্য ; সকল, সমস্ত ; অবক্সুর ; সাধু ; যুগ্ম। সম (অবিকল হওয়া)+ অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। গীতবাদ্যাদি বিষয়ে লয় ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। সং ; ক্লী।

সমকক্ষ—তুল্য প্রতিযোগী। সম (সমান) যে কক্ষ (প্রতিযোগী), কর্ম্মধা, অথবা সম হইয়াছে কক্ষা (প্রতিযোগিতা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

সমকাল—তুল্য কাল, এক সময়। কর্ম্মধা।

সমকালবর্ত্তী—তুল্যকালে স্থিত, এক সময়ে বিদ্যমান। সমকাল-বৃত+ণিন্ ক=সমকালবর্ত্তিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সমকালবর্ত্তিনী।

সমকালীন—তুল্যকালে উৎপন্ন, এক সময়ে উদ্ভূত। সমকাল+ঈন ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

সমকোণ—এক সরল রেখা অন্য এক সরল

রেখার উপর লম্বভাবে দণ্ডায়মান হইলে উভয়পার্শ্বস্থ উৎপন্ন কোণদ্বয় যদি পরস্পর সমান হয়, তবে তাহাদের প্রত্যেকটিকে সমকোণ বলে (Right angle)।

সমক্র—তুল্যরূপে গমনশীল ; সঙ্গত ; জোড়া। সম্—অন্চ (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ।

সমক্ষ—১। চক্ষুর সমীপে। অক্ষির সমীপে, অব্যয়ী। ব্য। ২। ইন্দ্রিয়গোচর ; প্রত্যক্ষ ; সম্মুখবর্ত্তী। অক্ষের (ইন্দ্রিয়ের) অভিমুখে, অব্যয়ী। বিণ ; ত্রি।

সমগ্র—সমস্ত, সমুদয়। সম শব্দ (সকল)—গ্রহ (লওয়া)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

সমচতুরস্র—সমচতুষ্কোণ ; সমান চৌরস। বহু। বিণ ; ত্রি।

সমজ—১। পশুসমূহ ; মূর্খদল। সম শব্দ (সমান)—জন (জন্মা)+ড ক। সং ; পু। ২। বন। সং ; ক্লী।

সমজদার—বোদ্ধা, যে বুঝিতে পারে এরূপ। যাবনিক শব্দ।

সমজাতীয়—একজাতীয়, তুল্যজাতিবিশিষ্ট, একশ্রেণীস্থ। সমজাতি+ঈয়। বিণ ; ত্রি।

সমজ্ঞা—কীর্ত্তি, যশঃ। সম শব্দ (সকল)—জ্ঞা (জানা)+ক্বিপ্, ণ। সং ; স্ত্রী।

সমজ্যা—সভা, সমাজ ; খ্যাতি। সম্—অজ (গমন)+ক্যপ্ অধি+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সমঞ্জস—উচিত ; যোগ্য ; সমীচীন ; অভ্রান্ত ; সত্য ; সুজন। সম্ (সম্যক্) হইয়াছে অঞ্জস (যাথার্থ্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সমতল—সমানভূমি, অবন্ধুর। সম (সমান) হইয়াছে তল যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সমতা—সাম্য, তুল্যতা। সম শব্দ (তুল্য)+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

সমতীত—সম্যক্ অতীত, গত। সম্—অতি—ই (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সমদর্শিতা—সমদর্শী দেখ। সমদর্শিন্+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

সমদর্শিনী—সমদর্শী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

সমদর্শী—(সমদর্শিন্)। সর্ব্বত্র একরূপ দর্শনকারী ; পণ্ডিত ; বিবেকী ; তত্ত্বজ্ঞানী। সম শব্দ (সমান)—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সমদর্শিনী। বিশেষ্যে সমদর্শিতা।

সমধিক—অত্যন্ত অধিক, প্রচুর। সম্ (সম্যক্) যে অধিক, নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সমধ্ব—একসঙ্গে পর্য্যটনকারী, সঙ্গী। সম (এক) হইয়াছে অধ্বা (পথ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সমন্ত—প্রান্ত, সীমা, শেষভাগ। সম্ (সম্যক্) যে অন্ত, নিত্য। সং ; পু।

সমন্ততঃ, সমন্তাৎ—সকল দিকে ; সর্ব্বত্র ; চতুর্দ্দিকে। সমন্ত+তস্, আৎ ৭মী স্থানে। ব্য।

সমন্তপঞ্চক—কুরুক্ষেত্রস্থ তীর্থবিশেষ। ক্লী।

সমন্তভদ্র—বুদ্ধদেব। সমন্তাৎ (সকল দিকে) ভদ্র, ৭তৎ। সং ; পু।

সমন্তাৎ—সমন্ততঃ দেখ।

সমন্ত্রক—মন্ত্রযুক্ত, মন্ত্রপূত। মন্ত্রের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সমন্যু—ক্রোধান্বিত, কোপাবিষ্ট ; শোকান্বিত। মন্যুর (ক্রোধের, শোকের) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সমন্বয়—সঙ্গতি ; সংযোগ, মিলন ; অবিরোধ। সম্—অনু—ই (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সমন্বিত।

সমন্বিত—সঙ্গত, মিলিত, সংযুক্ত ; অবিরুদ্ধ। সম্—অনু—ই (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমন্বয়।

সমপদস্থ—তুল্যরূপ পদে স্থিত, তুল্য সম্মানযুক্ত, সমান আধিপত্যবিশিষ্ট। সম যে পদ, কর্ম্মধা। সমপদ—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

সমপদস্থতা—সমপদস্থ দেখ। সমপদস্থ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

সমপৃষ্ঠ—সমতল, অবন্ধুর, অনুচ্চাবচ। সম (সমান) হইয়াছে পৃষ্ঠ যাহার, বহু। বিণ।

সমপ্রাণ—সুহৃদ্, সখা, বন্ধু। সম (তুল্য) হইয়াছে প্রাণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সমভাব—সমতা, তুল্যতা, সাদৃশ্য। ৬তৎ। সং।

সমভিব্যাহার—সঙ্গ, একত্র সংযোগ, একত্র গমন। সম্—অভি—বি—আ—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সমভিব্যাহারী।

সমভিব্যাহারিণী—সঙ্গিনী, একত্র গমনকারিণী, সহগামিনী। সমভিব্যাহারী দেখ ; সমভিব্যাহারিন্ শব্দ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সমভিব্যাহারী—(সমভিব্যাহারিন্)। সঙ্গী, একত্র গমনকারী, সহগামী ; সহিত সম্—অভি—বি—আ—হৃ (হরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সমভিব্যাহারিণী। বিশেষ্যে সমভিব্যাহার, সমভিব্যাহারিতা।

সমভিব্যাহৃত—একত্রিত, সঙ্গে চলিত ; সহোচ্চরিত ; সহিত। সম্—অভি—বি—আ—হৃ (হরণ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমভিব্যাহার।

সমভিহার—পৌনঃপুন্য ; আতিশয্য। সম্—অভি—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। [ক। ব্য।

সমম্—সহ ; একদা ; এককালে। সম্—অম্

সময়—১। কাল ; যোগ্যকাল ; শপথ ; প্রতিজ্ঞা ; অবসর ; নিয়ম, কড়ার ; আচার ; সঙ্কেত, নির্দ্দেশ ; সিদ্ধান্ত ; সীমা ; কর্ত্তব্যনির্ব্বাহ। সম্—ই (গমন করা)+অন্ ক, বা সম শব্দ (সমান)—যা (যাওয়া)+ড ক, অথবা সম শব্দ—মি (ক্ষেপণ করা)+অল্ অধি। সং ; পু। ২। সৌভাগ্যশালী। সম্ (সম্যক্) হইয়াছে অয় (সৌভাগ্য) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সময়সেবক—সময়ের উপাসক, সময়ের মূল্যজ্ঞ। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

সময়া—সমীপে ; মধ্যে ; কর্ত্তব্য। সম্—ই+আ ক। ব্য। [সং ; ক্লী।

সময়ান্তর—অন্য সময়, ভিন্ন কাল। নিত্য।

সমযোগ্য—সমকক্ষ, তুল্যপদস্থ, প্রতিদ্বন্দ্বী। সম (তুল্য) যে যোগ্য, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

সময়োপযোগী—(সময়োপযোগিন্)। সময়ের উপযুক্ত, কালোপযুক্ত, সময়যোগ্য। ৬তৎ। বিণ ; পু।

সমর—যুদ্ধ, রণ, সংগ্রাম। সম্—ঋ (গমন করা)+অল্ অধি, অথবা মরের (মরণশীলের) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। সং ; ক্লী বা পু।

সমরকৌশল—রণনৈপুণ্য, যুদ্ধপটুতা। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [ক্লী।

সমরক্ষেত্র—রণক্ষেত্র, যুদ্ধস্থল। ৬তৎ। সং ;

সমরজয়—যুদ্ধজয়, যুদ্ধে জিত্। ৭তৎ। সং ; পু। বিশেষণে সমরজয়ী।

সমরজয়ী—(সমরজয়িন্)। রণবিজয়ী, যুদ্ধজয়কারী। ৭তৎ। বিণ ; পু। [পু।

সমরতরঙ্গ—যুদ্ধরূপ তরঙ্গ। রূপক। সং ;

সমরপোত—রণতরী, যুদ্ধ-জাহাজ। ৪তৎ। সং ; পু। [স্ত্রী।

সমরভূমি—রণক্ষেত্র, যুদ্ধস্থল। ৬তৎ। সং ;

সমরশয্যা—যুদ্ধস্থলরূপ শয্যা, রণক্ষেত্ররূপ বিছানা। রূপক। সং ; স্ত্রী।

সমরশায়িত—যুদ্ধে পাতিত, যুদ্ধে মারিত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

সমরশায়িনী—সমরশায়ী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

সমরশায়ী—(সমরশায়িন্)। রণশয্যায় শয়নকারী, সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে করিতে জীবনবিসর্জ্জনকারী। সমর শব্দ (যুদ্ধ)—শী (শয়ন করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সমরশায়িনী।

সমরসিংহ—মিবারের (বা চিতোরের) রাণা। ইনি দিল্লী ও আজমীরের শেষ হিন্দু রাজা মহাবীর পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি ছিলেন। কান্যকুব্জেশ্বর জয়চন্দ্রের আহ্বানে মহম্মদ ঘোরী দিল্লী আক্রমণ করিলে ইনি শ্যালকের সঙ্গে যোগ দিয়া আক্রমণকারীর গতিরোধের চেষ্টা করেন। নারায়ণ (বা তিরাওরি) নামক স্থানের উভয় যুদ্ধেই ইনি শ্যালকের সহিত উপস্থিত ছিলেন। প্রথম বারের যুদ্ধে ইঁহারই শৌর্য্যপ্রভাবে ও রণকৌশলে মহম্মদের পরাজয় ঘটে।

দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে ইনি পৃথীরাজের সহিত বীরশয্যায় শয়ন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন (১১৯৩ খ্রীঃ)।

সমরাঙ্গন—রণক্ষেত্র, যুদ্ধস্থল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সমরাশি—যে সকল রাশি দুই ভাগে সমান বিভক্ত হইতে পারে এরূপ, ২, ৪, ৬, ৮ প্রভৃতি।

সমরু—জন্ম ১৭২০ খ্রীঃ। কেহ কেহ বলেন, ইনি একজন জর্ম্মণ কসাইয়ের পুত্র। একখানি ফরাসী জাহাজে নাবিকরূপে ইনি ভারতে আসেন। পরে ফরাসী সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করেন। সেই সময় ইনি সম্নর (Sumner) বা সমরস্ (Somers) নাম গ্রহণ করেন। সেনাগণ ইহাঁকে সম্বর (Sombre) এবং দেশীয়গণ সমরু (Sumru) বলিত। কিছুদিন পরে ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈনিকবিভাগে কার্য্য করেন। পরে যথাক্রমে ফরাসিগণের, অযোধ্যার নবাবের ও সিরাজউদ্দৌলার অধীনে কর্ম্ম করেন। অনন্তর গ্রেগরী নামক একজন আর্ম্মেনিয়ানের ভৃত্যস্বরূপে মীরকাসিমের অধীনে কর্ম্ম করেন। শেষোক্ত কার্য্যকালে ১৭৬৩ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে ইনি পাটনাতে ৫১ জন ইংরাজ ও অপর জাতীয় ১০০ জনকে ধৃত ও নিহত করিয়া অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনন্তর ভরতপুর ও জয়পুর সরকারে এবং দিল্লীর উজির নাজফ খাঁর অধীনে কিছুদিন নিযুক্ত থাকেন। পরে সরধানা দেশে একটি মূল্যবান্ সম্পত্তি লাভ করিয়া সেইখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং সমরু বেগমের সহিত তথায় বাস করিতে থাকেন। ১৭৭৮ খৃঃ ৪ঠা মে আগ্রা সহরে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইনি অশিক্ষিত ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতির লোক ছিলেন। যুদ্ধনৈপুণ্য ইহাঁর কিছুমাত্র ছিল না, এবং ইনি যে সৈন্যদলের পরিচালক ছিলেন, তাহাও হীনচরিত্র ছিল। ইহাঁর প্রকৃত নাম ওয়াণ্টার রেণহাড (Walter Reinhard).

সমরু—বেগম। ইহাঁর প্রকৃত নাম জেবলনিসা। জাতিতে জর্জীয়ান। ইনি কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। সমরুর সহিত ইনি সরধানাতে বাস করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি ও সেনাদলের অধিকারিণী হন এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কিছুদিন পরে ইনি লেভাস্‌সোল (Levassoult) নামক একজন ফরাসীকে বিবাহ করেন। সমরুবেগমের বিদ্রোহী সেনাদলের হস্ত হইতে কষ্টে আত্মরক্ষা করিয়া লেভাস্‌সোল আত্মহত্যা করেন। সমরু বন্দিনী হন। পরে ইহাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ জর্জ্জ টমাসের সহিত সখ্য স্থাপিত হইলে ইনি মুক্তি এবং স্বাধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হন। ইনি সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, এবং ১৮০৩ খৃঃ এসাইয়ের যুদ্ধে পরাভূত হইয়া জেনারেল লেকের অধীনতা স্বীকার করেন। সেই সময় হইতে ইনি সৈন্যদল ছাড়াইয়া দিয়া ইংরাজের সহিত সখ্যভাবে কালযাপন করেন। সমরু বেগম প্রভূতধনশালিনী ছিলেন এবং বিবিধ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়কে বিস্তর দান করিয়াছিলেন। কলিকাতার বিসপের হস্তে দানার্থে ৫০,০০০ টাকা দিয়াছিলেন এবং মিরাটে কয়েকটি গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইনি উচ্চপদবিশিষ্টার ন্যায় চলিতেন এবং ভারতের উচ্চতম কর্ম্মচারিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বহুব্যয়ে আপ্যায়িত করিতেন। ৮০ বৎসরের অধিক বয়সে সমরু বেগম ১৮৩৬ খ্রীঃ ২৭ শে জানুয়ারী দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে আনুমানিক ৭০। ৮০ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। এই টাকার কিয়দংশ দানকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া অবশিষ্টাংশ পৌত্র ডাইস সমবরকে (Dyce Sombre) দিয়া যান।

সমরেন্দ্র সিংহ—মিবারের (বা উদয়পুরের) সুপ্রসিদ্ধ রাণা মহাবীর প্রতাপ সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। প্রথম অবস্থায় ইনি কোন কারণে প্রতাপসিংহের বিরাগভাজন হন ও তৎকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া ক্ষোভে ও ঘৃণায় পিতৃরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতাপের প্রবল বৈরী মোগল-সম্রাট্ আকবরের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহার অধীনে সৈনাপত্য গ্রহণ করেন। অনন্তর মোগলদিগের সহিত হল্‌দিঘাটের বিখ্যাত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতাপ যৎকালে প্রিয়তম অশ্ব চৈতকে আরূঢ় হইয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করেন, সেই সময়ে দুইজন যবন সেনানী তাঁহার প্রাণনাশের নিমিত্ত তাঁহার অনুসরণ করে। জ্যেষ্ঠের এই ঘোর সঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া সমরেন্দ্র অনুতাপের বৃশ্চিকদংশনে অস্থির হইয়া পড়েন এবং মুসলমান সেনানীদ্বয়ের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাদের প্রাণসংহার পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠের জীবনরক্ষা করেন। অতঃপর উভয় ভ্রাতায় মিলন হয়। কেহ কেহ ইহাঁর নাম "শক্ত সিংহ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সমর্দ—সম্যক্ পীড়িত ; প্রার্থিত। সম্—অর্দ্দ (পীড়ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমর্থ—শক্তিশালী, বলবান্ ; ক্ষমতাবিশিষ্ট ; প্রশস্ত ; হিত ; উপযুক্ত ; অভীষ্ট। সম্—অর্থ (যাচ্‌ঞা করা)+অন্ ক। বিণ। ত্রি। বিশেষ্যে সামর্থ্য।

সমর্থন, সমর্থনা—স্থিরীকরণ ; বিবেচনা ; মীমাংসা ; দৃঢ়ীকরণ ; নিশ্চয় ; উৎসাহ ; সম্ভাবনা। সম্—অর্থ (যাচ্‌ঞা করা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে সমর্থিত।

সমর্থিত—স্থিরীকৃত ; বিবেচিত ; মীমাংসিত ; দূরীকৃত ; উৎসাহিত ; সম্ভাবিত। সম্—অর্থ (যাচ্‌ঞা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমর্থন, সমর্থনা।

সমর্দ্ধক—অভীষ্টদায়ক, বরদাতা। সম্—ঋধ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

সমর্পণ—স্থাপন ; দান। সম্—ণিজন্ত ঋ বা অর্পি (অর্পণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে সমর্পিত।

সমর্পিত—প্রদত্ত ; স্থাপিত। সম্—ণিজন্ত ঋ বা অর্পি (অর্পণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমর্পণ।

সমর্য্যাদ—সীমাযুক্ত ; সচ্চরিত্র ; সমীপ, নিকট। মর্য্যাদার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি

সমল—১। মলযুক্ত ; মলিন। মলের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। পুরীষ, বিষ্ঠা। সং ; ক্লী।

সমবকার—নাট্যগ্রন্থবিশেষ। সম্—অব—কৃ +ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু।

সমবতার—১। অবতরণ, নামা। সম্—অব—ত (পার হওয়া)+ঘঞ্ ভা। ২। সোপান ; ঘাট ; তীর্থ। সম্—অব—ত + ঘঞ্ ণ। সং ; পু।

সমবধান—সম্যক্ অবধান ; বিশেষ মনোযোগ ; নিষ্পত্তি। সম্—অব—ধা (ধারণ করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সমবয়স্ক—তুল্যবয়সবিশিষ্ট, একবয়সী। সম (সমান) হইয়াছে বয়ঃ (বয়স্) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সমবয়স্কা।

সমবস্থা—১। অবস্থা, দশা। সম্—অব—স্থা (থাকা)+ঙ ভা+আপ্। ২। সমতা, সাম্য। সমের বস্থা (অবস্থা), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

সমবায়—মিলন ; নিত্যসম্বন্ধ ; সমূহ, গণ। সম্—অব—ই (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সমবেত।

সমবেত—মিলিত ; একত্রিত ; নিত্যসম্বন্ধ, নিত্যযুক্ত। সম্—অব—ই (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমবায়।

সমবেদনা—তুল্যযাতনা, সহানুভূতি, অন্যের সুখদুঃখাদিতে সুখদুঃখানুভব। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

সমশ্রেণী—একশ্রেণী, একদল। কর্ম্মধা। সং ;

সমশ্রেণীভুক্ত—একশ্রেণীভুক্ত, এক দলের অন্তর্গত। সমশ্রেণীর ভুক্ত (অন্তর্গত), ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

সমষ্টি—সম্যক্ ব্যাপ্তি ; সামগ্র্য, সমস্ত ; গণিতে —যোগফল। সম্—অশ (ব্যাপা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিপরীতার্থক শব্দ ব্যষ্টি।

সমষ্টীভূত—সমগ্রীভূত, যাহা পূর্ব্বে সমষ্টি ছিল না এক্ষণে সমষ্টি হইয়াছে। সমষ্টি শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে=সমষ্টী-ভূ (হওয়া) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সমসন—সমান ; সমাসকরণ ; সংক্ষেপ। সম্—অস (ক্ষেপণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে সমস্ত।

সমসাময়িক—সমকালিক, এককালে বিদ্যমান। সম যে সময়, কর্ম্মধা, তদুত্তরে ফিক। বিণ।

সমস্ত—সমুদায়, সকল, সমগ্র ; সঙ্কিত ; কৃত-সমাস ; সংক্ষিপ্ত। সম্—অস (ক্ষেপণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমসন, সমাস।

সমস্যমান—যাহাদের সমাস করা হইয়াছে এরূপ। সম্—অস (ক্ষেপণ করা)+শান ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমস্যা—১। মিলন, মিশ্রণ ; সংঘটন। সম্—অস+য ভা+আপ্। ২। শ্লোকপূরণার্থ প্রশ্নোত্তররূপ সংক্ষিপ্ত বাক্য। সম্—অস (ক্ষেপণ)+য+র্ম্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সমা—১। তুল্যা, সদৃশী। সম দেখ ; সম+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সংবৎসর। সং।

সমাংশ—তুল্যাংশ, তুল্য ভাগ। কর্ম্মধা। ক্লী।

সমাংস—মাংসযুক্ত। বহু। বিণ ; ত্রি।

সমাংসমীনা—১। প্রতিবর্ষ-প্রসবিনী গবী, বছর-বিয়ানী গাই। সমা+সমা (বৎসর বৎসর) +খীন+আপ্, নিপাতনে। সং ; স্ত্রী। ২। মৎস্য-মাংসযুক্তা। মাংস ও মীন (মৎস্য), মাংসমীন, দ্বন্দ্ব ; মাংসমীনের সহিত বর্ত্তমানা যে, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

সমাকর্ষিণী—আকর্ষণকারিণী। সমাকর্ষী দেখ ; সমাকর্ষিন্ শব্দ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সমাকর্ষী—(সমাকর্ষিন্)। ১। অতি নির্হারী গন্ধ, দূরগামী গন্ধ। সম্—আ—কৃষ (কর্ষণ করা)+গিন্ ক। সং ; পু। ২। আকর্ষণ-কারী। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সমাকর্ষিণী।

সমাকুল—ব্যাকুল ; হতবুদ্ধি ; ব্যাপ্ত ; সংশয়িত। সম্ (সম্যক্) আকুল, নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সমাক্রান্ত—আক্রান্ত ; গৃহীত ; ব্যাপ্ত ; বিস্তৃত ; অধিষ্ঠিত। সম্—আ—ক্রম (গমন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমাখ্যা—১। কীর্ত্তি, খ্যাতি, যশঃ। সম্—আ—খ্যা (বলা)+ঙ ভা+আপ্। ২। নাম। সম্—আ—খ্যা+ঙ ণ+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সমাগত—আগত, উপস্থিত ; মিলিত। সম্—আ—গম (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমাগতি, সমাগম।

সমাগতি, সমাগম—আগমন, উপস্থিতি ; সঙ্গম। সম্—আ—গম (গমন করা)+ক্তি, অল্ ভা। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও পু।

সমাঘাত—সম্যক্ আঘাত ; সংগ্রাম, যুদ্ধ। সম্ (সম্যক্) যে আঘাত, প্রাদি। সং ; পু।

সমাচার—১। শিষ্টাচার, উত্তম আচরণ। সম্—আ—চর (আচরণ করা)+ঘঞ্ ভা, অথবা সম (উত্তম) যে আচার, কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। সংবাদ, খবর। দেশজ।

সমাচ্ছন্ন—আচ্ছাদিত, আবৃত, ঢাকা। সম্—আ—ছদ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমাজ—১। সভা ; সমূহ, গণ ; মানব-সমূহ। সম্—অজ (গমন করা)+ঘঞ্ অধি। ২। এক সঙ্গে গমন। সম্—অজ+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। [৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সমাজচ্যুত—সমাজভ্রষ্ট, সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত।

সমাজতত্ত্ব—সামাজিক বৃত্তান্ত, সম্প্রদায়সম্বন্ধীয় ব্যাপার। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সমাজনীতি—সমাজের নিয়ম, সম্প্রদায়ের বিধি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [বিণ ; ত্রি।

সমাজপতিত—সমাজচ্যুত, এক-ঘরে। ৭তৎ।

সমাজবদ্ধ—দলবদ্ধ, সঙ্ঘীভূত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [সং ; ক্লী।

সমাজভূষণ—সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ। ৬তৎ।

সমাজরহিত—সমাজশূন্য, সম্প্রদায়বিহীন, সাকল্য-বর্জ্জিত ; সমাজচ্যুত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সমাজবহির্ভূত—সমাজত্যক্ত, সমাজে অপ্রচলিত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি

সমাজবিরোধী—(সমাজবিরোধিন্)। সমাজের প্রতিকূল, সমাজের বিরুদ্ধ, সামাজিক বিধির বিপরীত। ৬তৎ। বিণ ; পু।

সমাজশক্তি—সমাজের ক্ষমতা, সম্প্রদায়ের সামর্থ্য। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

সমাজশাসন—সমাজবিধি, সামাজিক নিয়ম ; সামাজিক শাস্তি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সমাজশৃঙ্খল—সমাজরূপ নিগড়, সম্প্রদায়রূপ শিকল। রূপক। সং ; পু।

সমাজশ্মশান—সমাজরূপ শবদাহস্থান। রূপক। সং ; ক্লী।

সমাজসংস্কার—সমাজের শোধন, সমাজের কুনিয়ম নিবারণপূর্ব্বক সুনিয়মের প্রবর্তন। ৬তৎ। সং ; পু।

সমাজসংস্কারক—সমাজের দোষসংশোধনকারী, সমাজের মন্দ নিয়ম নিবারণপূর্ব্বক সুনিয়মের প্রবর্ত্তক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

সমাজহিত—সমাজের ইষ্ট, সম্প্রদায়ের উপকার। সং ; ক্লী।

সমাজহিতৈষী—(সমাজহিতৈষিন্)। সমাজের হিতসাধনেচ্ছু। ৬তৎ। বিণ ; পু।

সমাজ্ঞা—কীর্ত্তি ; যশঃ। সম্—আ—জ্ঞা (জানা) +ঙ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সমাদর—অতিশয় আদর ; সম্মান। সম্ (সম্যক্) যে আদর, প্রাদি। সং ; পু। বিশেষণে সমাদৃত।

সমাদরণীয়—অতিশয় আদরণীয় ; অত্যন্ত মাননীয়। সম্—আ—দৃ (আদর করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমাদৃত—অতিশয় আদৃত ; সম্মানিত। সম্—আ—দৃ (আদর করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমাদর।

সমাধা, সমাধান—সিদ্ধান্ত ; মীমাংসা ; নিষ্পত্তি ; বিরোধভঞ্জন ; সমর্থন ; ধ্যান ; অনুসন্ধান ; নিয়ম ; প্রতীকার। সম্—আ—ধা (ধারণ করা)+ঙ ভা+আপ্, ২য় পক্ষে…+অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী। বিশেষণে সমাহিত।

সমাধি—১। সমাধান ; সমর্থন ; বিরোধভঞ্জন ; ইন্দ্রিয়নিরোধ ; ধ্যান, একাগ্রতা ; জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য [ইহা দুই প্রকার—সবিকল্প ও নির্বিকল্প। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদজ্ঞান থাকিলে সবিকল্প, এবং জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভেদজ্ঞান না থাকিলে নির্ব্বিকল্প] ; নিয়ম ; নিবেশ ; আরোপ ; গৌণ ; নিদ্রা ; কারণ-সমূহ ; আশ্রিতরক্ষণ-চিন্তা ; ভূগর্ভে শব-নিধান, গোর ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। সম্—আ—ধা (ধারণ করা)+কি ভা। ২। ঈশ্বর। সম্—আ—ধা+কি অধি। সং ; পু। বিশেষণে সমাহিত।

সমাধিক্ষেত্র, সমাধিস্থান—যেস্থানে শবসমূহ ভূগর্ভে নিহিত করা হয়, গোরস্থান (Burial ground, Grave-yard)। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সমাধিমগ্ন—সমাধিস্থ, একাগ্রভাবে ধ্যাননিমগ্ন। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

সমাধিমন্দির—সমাহিত শবের উপর নির্ম্মিত মন্দির ; শবের চিতাভস্ম প্রোথিত করিয়া তদুপরি রচিত মন্দির। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী ও পু।

সমাধিস্তম্ভ—ভূগর্ভ-নিহিত শবোপরি নির্ম্মিত স্তম্ভ (Tomb-stone)। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

সমাধিস্থ—সমাধিযুক্ত, একাগ্রভাবে ধ্যাননিমগ্ন। সমাধি—স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

সমাধ্মাত—সম্যক্ শব্দিত ; উৎসাহিত ; সমুদ্দীপিত ; গর্ব্বিত। সম্—আ—ধ্মা (শব্দ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমাধ্যায়ী—তুল্য অধ্যয়নকারী, সহপাঠী। সম—আধি—ই+গিন্ ক=সমাধ্যায়িন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু।

সমান—১। তুল্য, সদৃশ ; অভিন্ন। সহ (সমান) হইয়াছে মান (পরিমাণ) যাহার, বহু, অথবা সম্—আ—নী (লইয়া যাওয়া)+ড

ক। বিণ ; ত্রি। ২। দেহাভ্যন্তর্গত নাভিমধ্যস্থ বায়ু [প প্রাণ দেখ]। সং ; পু।

সমানধর্ম্মা—(সমানধর্ম্মন্)। তুল্যধর্ম্মা, এক-ধর্ম্মাক্রান্ত। সমান হইয়াছে ধর্ম্ম যাহার, বহু (সমাসে অন্)। বিণ ; পু।

সমানয়ন—আনয়ন, আনা ; মিলন। সম্—আ—নী (লইয়া যাওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে সমানীত।

সমানীত—আনীত ; মিলিত। সম্—আ—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমানয়ন।

সমানুপাত—দুই বা বহু রাশির পরস্পর সমানত্ব সম্বন্ধ (Proportion)। সং ; পু।

সমানোদক—চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতি, যাহাদের তর্পণ করিতে হয়। সমান হইয়াছে উদক (জল অর্থাৎ জল-তর্পণ) যাহাদের, বহু। সং ; পু।

সমানোদর্য্য—সহোদর। সমান যে উদর সমানোদর, কর্ম্মধা ; তদুত্তরে য্য ভবার্থে। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সমানোদর্য্যা।

সমানোদর্য্যা—সহোদরা। সমানোদর্য্য দেখ ; সমানোদর্য্য+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সমান্তর, সমান্তরাল—সর্ব্বত্র সমদূরবর্ত্তী। সম (সমান) হইয়াছে অন্তর, অন্তরাল (ব্যবধান) যাহাদের, বহু। বিণ ; ত্রি।

সমান্তর সরলরেখা, সমান্তরাল সরলরেখা—(জ্যামিতিশাস্ত্রে) যে দুই বা তদধিক বিভিন্ন সরলরেখা উভয়দিকে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইলে কখনই মিলিত বা নিকটবর্ত্তী হয় না (Parallel lines)।

সমান্তরিক—(জ্যামিতি-শাস্ত্রে) যে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের দুই দুইটি ভুজ পরস্পর সমান্তর।

সমাপ—দেবযজনস্থান ; যজ্ঞ। সম (সমান) হইয়াছে অপ্ (জল) যাহাতে, বহু। পু।

সমাপক—সমাপ্তিকারক ; সম্পূর্ণকারী। সম্—ণিজন্ত আপ বা আপি (পাওয়ান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সমাপিকা।

সমাপত্তি—সমকালে উপস্থিতি ; পরস্পর আপত্তি ; যদৃচ্ছা-সঙ্গতি। সম্—আ—পদ (যাওয়া)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

সমাপন—সমাপ্তি ; পরিচ্ছেদ ; শেষ-করণ ; সমাধান ; বধ। সম্—ণিজন্ত আপ বা আপি (পাওয়ান)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে সমাপিত।

সমাপন্ন—প্রাপ্ত ; সমাপ্ত ; হত ; আপদ্-গ্রস্ত। সম্—আ—পদ (পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ।

সমাপিকা—সমাপ্তি-কারিকা। সমাপক দেখ ; সমাপক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সমাপিকা-ক্রিয়া—যে ক্রিয়াতে বাক্য শেষ হয়। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সমাপিত—সমাপ্তি-প্রাপিত, সম্পাদিত, শেষিত ; নিষ্পন্ন ; মারিত, নিহত। সম্—আপ বা আপি (পাওয়ান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমাপন।

সমাপ্ত—সম্প্রাপ্ত ; সম্পূর্ণ। সম্—আপ (পাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমাপ্তি।

সমাপ্তি—সমাপন, শেষ ; প্রাপ্তি, পাওয়া। সম্—আপ (পাওয়া)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে সমাপ্ত।

সমায়াত—সমাগত ; উপস্থিত। সম্—আ—যা (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সমাযোগ—১। সংযোগ ; প্রয়োজন। সম্—আ—যুজ (যোগ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। পরিচ্ছদ। সম্—আ—যুজ+ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু।

সমারাধন—আরাধনা, পূজা, সেবা। সম্—আ—রাধ (আরাধনা করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সমারাধিত—সম্যক্ পূজিত, সংসেবিত। সম্—আ—রাধ (আরাধনা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমারূঢ়—কৃতারোহণ, আরোহণ করিয়াছে এরূপ। সম্—আ—রুহ (উৎপন্ন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সমারোহ—অত্যুন্নতি ; আড়ম্বর, জাঁকজমক। সম্—আ—রুহ (উৎপন্ন হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সমারূঢ়।

সমালব্ধ—রঞ্জিত ; লেপিত ; মেলিত ; হত। সম্—আ—লভ (পাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমালভন।

সমালভন, সমালম্ভন—বিলেপন, হনন, বধ। সম্—আ—লভ (পাওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে সমালব্ধ।

সমালম্ভ—বিলেপন ; হনন, বধ। সম্—আ—লভ (পাওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সমালব্ধ।

সমালী—পুষ্পাকর, ফুলের তোড়া। সং ; স্ত্রী।

সমালোচক—সমালোচনাকারী, দোষ-গুণের বিচারক। সম্—আ—লোচ+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

সমালোচনা—সম্যক্ আলোচনা ; দোষ-গুণের বিচার। সম্—আ—লোচ+অন ভা, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে সমালোচিত।

সমালোচিত—কৃতসমালোচন, যাহার দোষগুণের বিচার করা হইয়াছে এরূপ। সম্—আ—লোচ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমালোচ্য—সমালোচনার যোগ্য, যাহার দোষগুণের বিচার করা উচিত। সম্—আ—লোচ+য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমাবর্জ্জিত—বক্রীকৃত, নামিত, যাহাকে নোয়ান হইয়াছে এরূপ। সম্—আ—বৃজ (বর্জ্জন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমাবর্ত্তন—প্রত্যাবর্ত্তন, প্রত্যাগমন ; ব্রহ্মচর্য্য-সমাপনানন্তর গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাগমন। সম্—আ—বৃত (থাকা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে সমাবৃত্ত।

সমাবিদ্ধ—যোজিত ; সজ্ঘটিত। সম্—আ—বিধ (বিদ্ধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমাবিষ্ট—প্রবিষ্ট ; অভিনিবিষ্ট, মনোযোগী। সম্—আ—বিশ (প্রবেশ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমাবেশ।

সমাবৃত—সংবেষ্টিত, আবৃত। সম্—আ—বৃ+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমাবৃত্ত—প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাগত ; ব্রহ্মচর্য্য-সমাপনানন্তর গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাগত। সম্—আ—বৃত (থাকা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমাবর্ত্তন।

সমাবেশ—১। প্রবেশ ; মনোযোগ ; সংস্থিতি। সম্—আ—বিশ (প্রবেশ করা)+অল্ ভা। ২। একত্র স্থাপন। সম্—আ—ণিজন্ত বিশ বা বেশি (প্রবেশ করান)+অল্ ভা। সং ; পু।

সমাবেশিত—প্রবেশিত ; অভিনিবেশিত ; স্থাপিত ; সহাবস্থিত। সম্—আ—ণিজন্ত বিশ বা বেশি (প্রবেশ করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমাবেশ।

সমাশ্রয়—আশ্রয়, অবলম্বন ; সহায়। সম্—আ—শ্রি (আশ্রয় করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সমাশ্রিত।

সমাশ্রিত—আশ্রিত ; অবলম্বিত। সম্—আ—শ্রি (আশ্রয় করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমাশ্রয়।

সমাস—সংক্ষেপ ; সমর্থন ; সংগ্রহ ; মিলন ; ব্যাকরণে—দুই বা তদধিক পদের একপদীকরণ*। সম্—অস (ক্ষেপণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সমস্ত।

* সমাস ছয় প্রকার,—দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।

দ্বন্দ্ব—যে সমাসে সমস্যমান প্রত্যেক পদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে দ্বন্দ্ব সমাস কহে। যথা—অন্ন ও বস্ত্র=অন্নবস্ত্র ; রূপ ও রস ও গন্ধ ও শব্দ ও স্পর্শ=রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শ।

বহুব্রীহি—যে সমাসে মুখ্যভাবে সমস্যমান পদসমূহের অর্থ প্রতীতি না হইয়া অন্য পদার্থ মুখ্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে বহুব্রীহি সমাস কহে। ইহার ব্যাসবাক্যে একটী যদ্ শব্দের প্রয়োগ থাকে। যথা—পীত হইয়াছে অম্বর যাহার তিনি পীতাম্বর (শ্রীকৃষ্ণ)।

কর্ম্মধারয়—বিশেষ্যের সহিত বিশেষণের

সমাসকে কর্ম্মধারয় সমাস কহে। কর্ম্মধারয় সমাসে উত্তরপদের প্রাধান্য থাকে। যথা—নীল যে উৎপল = নীলোৎপল।

(ক) কর্ম্মধারয় সমাসে কোন কোন স্থলে মধ্যপদের লোপ হয়। উহাকে মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধারয় বলে। যথা—হিমালয় নামক পর্ব্বত = হিমালয়পর্ব্বত।

(খ) সমান ধর্ম্মবাচক পদের প্রয়োগ না থাকিলে উপমেয় ও উপমান পদের যে সমাস হয়, তাহাকে উপমিত সমাস কহে। যথা—মুখ চন্দ্র সদৃশ = মুখচন্দ্র।

(গ) উপমেয় পদে উপমানের আরোপ করিয়া যে সমাস হয়, তাহাকে রূপক কর্ম্মধারয় কহে। ইহাতে উপমেয় পদে রূপ শব্দের যোগ থাকে। যথা—বিদ্যা রূপ ধন = বিদ্যাধন।

তৎপুরুষ—দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্ব্বে থাকিয়া যে সমাস হয়, তাহাকে তৎপুরুষ সমাস কহে। ইহাতে উত্তরপদের প্রাধান্য থাকে।

তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার—দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ, চতুর্থী তৎপুরুষ, পঞ্চমী তৎপুরুষ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ ও সপ্তমী তৎপুরুষ।

(ক) দ্বিতীয়া-বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্ব্বে থাকিয়া সমাস হইলে তাহাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ কহে। যথা—স্বর্গকে গত = স্বর্গগত।

(খ) তৃতীয়া বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্ব্বে থাকিয়া সমাস হইলে তাহাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ কহে। যথা—রজ্জু দ্বারা বদ্ধ = রজ্জুবদ্ধ।

(গ) চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্ব্বে থাকিয়া সমাস হইলে তাহাকে চতুর্থী তৎপুরুষ কহে। যথা—যজ্ঞের নিমিত্ত ভূমি = যজ্ঞভূমি।

(ঘ) পঞ্চমী-বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্ব্বে থাকিয়া সমাস হইলে তাহাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ কহে। যথা—মুখ হইতে ভ্রষ্ট = মুখ-ভ্রষ্ট।

(ঙ) ষষ্ঠী-বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্ব্বে থাকিয়া সমাস হইলে তাহাকে ষষ্ঠীতৎপুরুষ কহে। যথা—দীনের বন্ধু = দীনবন্ধু।

(চ) সপ্তমী-বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্ব্বে থাকিয়া সমাস হইলে তাহাকে সপ্তমীতৎপুরুষ কহে। যথা—দিবাতে নিদ্রা = দিবানিদ্রা।

নঞ্ অব্যয় পূর্ব্বে থাকিয়া যে সমাস হয়, তাহাকে নঞতৎপুরুষ কহে। যথা—ন উক্ত = অনুক্ত।

দ্বিগু—সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকিয়া যে সমাস হয়, তাহাকে দ্বিগু সমাস কহে। দ্বিগু দুই প্রকার,—সমাহার দ্বিগু ও উত্তরপদ দ্বিগু। যথা—চতুর্ (চারি) দিকের সমাহার = চতুর্দ্দিক্।

অব্যয়ীভাব—অব্যয় পদ পূর্ব্বে থাকিয়া যে সমাস হয়, এবং যাহাতে পূর্ব্ব পদেরই প্রাধান্য থাকে, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস কহে। যথা—আত্মাকে অধি (অধিকার করিয়া) = অধ্যাত্ম।

নিত্য—যে সমাসে সমস্যমান পদ দ্বারা সমাস-বাক্য হয় না, অন্য পদের দ্বারা সমস্ত পদের অর্থ প্রকাশ করিতে হয়, তাহাকে নিত্যসমাস কহে। অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর।

উপপদ—কৃদন্তপদের পূর্ব্বে যে পদ থাকে, তাহাকে উপপদ কহে। উপপদের সহিত কৃদন্ত পদের যে সমাস হয়, তাহাকে উপপদ সমাস কহে। যথা—কুম্ভ করে যে সে = কুম্ভকার।

সমাসক্ত—অত্যাসক্ত; সংলগ্ন, যুক্ত; লব্ধ; অভিনিবিষ্ট। সম্—আ—সন্জ (সঙ্গ করা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সমাসঙ্গ।

সমাসঙ্গ—অত্যাসক্তি; অভিনিবেশ; সংযোগ। সম্—আ—সন্জ (সঙ্গ করা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে সমাসক্ত।

সমাসন্ন—১। সন্নিহিত, অতি নিকটবর্ত্তী। সম্—আ—সদ (পাওয়া) + ক্ত ক। ২। প্রাপ্ত। সম্—আ—সদ + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি

সমাসাদিত—প্রাপ্ত; সমানীত; আহৃত; উদ্ধৃত; আক্রান্ত। সম্—আ—ণিজন্ত সদ বা সাদি (পাওয়া) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সমাসীন—সম্যক্ আসীন, উপবিষ্ট। সম্—আস (উপবেশন করা) + শান ক। বিণ; ত্রি।

সমাসোক্তি—অর্থালঙ্কারবিশেষ। অলঙ্কার দেখ। সং, স্ত্রী।

সমাহত—আহত, তাড়িত। সম্—আ—হন (বধ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সমাহরণ—সংগ্রহ, সঞ্চয়; একত্রীকরণ। সম্—হৃ (হরণ করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সমাহার—সংগ্রহ, আহরণ; সংক্ষেপ; মেলন; সমূহ; দ্বিগু ও দ্বন্দ্ব সমাসবিশেষ। সম্—আ—হৃ (হরণ করা) + ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে সমাহৃত।

সমাহিত—১। সমাধিনিষ্ঠ, একাগ্রভাবে ধ্যানমগ্ন; অভ্রান্তচিত্ত; অবহিত। সম্—আ—ধা (ধারণ করা) + ক্ত ক। ২। নিষ্পাদিত; মীমাংসিত; স্থাপিত; সংগৃহীত, সঞ্চিত; অঙ্গীকৃত; দত্ত; বিশোধিত; ভূগর্ভে নিহিত (শবদেহ)। সম্—আ—ধা + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সমাধা, সমাধান, সমাধি।

সমাহৃত—সংগৃহীত, সঞ্চিত, আহৃত; একত্রীকৃত; সংক্ষিপ্ত। সম্—আ—হৃ (হরণ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সমাহার, সমাহৃতি।

সমাহৃতি—সমাহার, সংগ্রহ; আহরণ; সংক্ষেপ। সম্—আ—হৃ (হরণ করা) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে সমাহৃত।

সমাহ্বয়—১। যুদ্ধে আহ্বান; প্রাণিদ্যূত, মেষ-কুক্কুটাদি দ্বারা যুদ্ধ করান। সম্—আ—হ্বে (আহ্বান করা) + অল্ ভা। ২। আখ্যা, নাম। সম্—আ—হ্বে + অল্ ণ। সং; পু।

সমিৎ—সংগ্রাম, যুদ্ধ। সম্—ই (যাওয়া) + ক্বিপ্ অধি। সং; স্ত্রী।

সমিৎ—(সমিধ্) ইন্ধন; হোমাগ্নি প্রজ্বালনার্থ কাষ্ঠাদি। সম্—ইন্ধ (দীপ্ত করা) + ক্বিপ্ ণ। সং; স্ত্রী।

সমিতা—গোধূমচূর্ণ, ময়দা। সম্—ই + ক্ত ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং; স্ত্রী।

সমিতি—সভা; সঙ্গ; যুদ্ধ। সম্—ই (যাওয়া) + ক্তি অধি। সং; স্ত্রী।

সমিথ—সমর; আহুতি; বহ্নি। সম্—ই (গমন করা) + থ। সং; পু।

সমিদ্ধ—দীপিত, জ্বালিত; উত্তেজিত। সম্—ইন্ধ (দীপ্ত করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সমিধ, সমিন্ধন।

সমিধ—১। যজ্ঞকাষ্ঠ। সম্—ইন্ধ (দীপ্ত করা) + ক ণ। ২। অগ্নি। সম্—ইন্ধ (দীপ্ত করা) + ক র্ম্ম। সং; পু।

সমিন্ধন—১। উদ্দীপন; উত্তেজিতকরণ। সম্ ইন্ধ (দীপ্ত করা) + অনট্ ভা। ২। অগ্নি-জ্বালনার্থ কাষ্ঠাদি, ইন্ধন। সম্—ইন্ধ + অনট্ ণ। সং; ক্লী। বিশেষণে সমিদ্ধ।

সমীক—সমর, যুদ্ধ। সম (বিহ্বল করা) + ঈকন্ ক। সং; ক্লী।

সমীকরণ—তুল্যকরণ; অনুরূপকরণ; এক-জাতীয়করণ; গণিতে—অজ্ঞাত সংখ্যা নির্ণয় করিবার প্রক্রিয়াবিশেষ (Equation)। সম শব্দ (সমান) + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (= সমী)—কৃ (করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সমীক্ষ, সমীক্ষ্য—সাংখ্যদর্শন। সম্—ঈক্ষ (দেখা) + অল্ ণ, ২য় পক্ষে তদ্ভূত্তরে ক্য স্বার্থে। সং; ক্লী।

সমীক্ষণ—সম্যক্ দর্শন; আলোচনা; অনুসন্ধান। সম্—ঈক্ষ (দেখা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সমীক্ষা—১। বুদ্ধি; প্রকৃতি; চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব; মীমাংসা-শাস্ত্র। সম্—ঈক্ষ (দেখা) অল্ ণ + আপ্। ২। দৃষ্টি; বিবেচনা; সম্যক্ জ্ঞান; অন্বেষণ; যত্ন। সম্—ঈক্ষ + অল্ ভা + আপ্। সং; স্ত্রী।

সমীক্ষিত—সম্যক্ দৃষ্ট; অন্বেষিত; আলোচিত।

সম্—ঈক্ষ (দেখা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমীক্ষ্যকারিণী—সমীক্ষ্যকারী দেখ।

সমীক্ষ্যকারিতা—বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্যকারিতা, পরিণামদর্শিতা। সমীক্ষ্যকারী দেখ; সমীক্ষ্যকারিন্ শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

সমীক্ষ্যকারী—(সমীক্ষ্যকারিন)। বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্যকারী, পরিণামদর্শী। সমীক্ষ্য (সকল দেখিয়া অর্থাৎ বিবেচনা করিয়া) করে যে, উপ ; সম্—ঈক্ষ (দেখা) + যপ্ অনন্তরার্থে = সমীক্ষ্য, তদুত্তরে কৃ (করা) + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সমীক্ষ্যকারিণী। বিশেষ্যে সমীক্ষ্যকারিতা।

সমীচীন—১। যথার্থ ; উপযুক্ত ; যুক্তিযুক্ত ; উত্তম। সম্যক্ দেখ ; সম্যচ্ শব্দ + ঈন। বিণ ; ত্রি। ২। সত্য। সং ; ক্লী।

সমীন—১। বৎসরজাত ; বাৎসরিক। সমা শব্দ (বৎসর) + ঈন ভবার্থে। ২। মৎস্যযুক্ত। বহু। বিণ ; ত্রি।

সমীপ—সন্নিহিত, নিকট। সম্ (সঙ্গত) হইয়াছে অপ্ (জল) যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সমীপবর্ত্তী—(সমীপবর্ত্তিন্)। নিকটবর্ত্তী, নিকটস্থ। সমীপ শব্দ—বৃত (থাকা) + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সমীপবর্ত্তিনী।

সমীপস্থ—সমীপবর্ত্তী, নিকটস্থিত। সমীপ—স্থা (থাকা) + ড ক। বিণ ; ত্রি।

সমীর, সমীরণ—১। বায়ু, বাতাস। সম্—ঈর (গমন করা) + অন্, অন ক। সং ; পু। ২। নিয়োগ, প্রেরণ। সম্—ঈর (প্রেরণ করা) + অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে সমীরিত।

সমীরিত—১। প্রেরিত ; উচ্চারিত। সম্—ঈর (প্রেরণ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। প্রেরণ। সম্—ঈর + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

সমীহা—চেষ্টা ; উদ্যোগ ; সন্ধান ; ইচ্ছা। সম্—ঈহ (চেষ্টা করা) + অ ভা + আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে সমীহিত।

সমীহিত—১। চেষ্টিত, উদ্যুক্ত ; অভীষ্ট, বাঞ্ছিত। সম্—ঈহ (চেষ্টা করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। সম্যক্ চেষ্টা ; ইচ্ছা। সম্—ঈহ + ক্ত ভা। সং, ক্লী।

সমুচিত—উপযুক্ত ; যথাযোগ্য ; সমঞ্জস। সম্ (সম্যক্) যে উচিত, নিত্য। বিণ ; ত্রি

সমুচ্চ—অত্যুচ্চ, অতিশয় উঁচু। সম্ (সম্যক্) উচ্চ, নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সমুচ্চয়—সমাহার ; সমূহ ; রাশি ; বহু পদার্থের এক ক্রিয়াতে অন্বয়—চ এবং ও অপিচ তথা ইত্যাদি দ্বারা সূচিত ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। সম্—উৎ—চি (চয়ন করা) + অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সমুচ্চিত।

সমুচ্চর, সমুচ্চার—১। সম্যক্ উচ্চারণ ; পরিবর্জ্জন, পরিত্যাগ। সম্—উৎ—চর (গমন করা) + অল্, ঘঞ্ ভা। সং ; পু। ২। সঞ্চরণশীল, বিচরণশীল। সম্—উৎ—চর + অন্, ঘঞ্ ক। বিণ ; ত্রি।

সমুচ্চরৎ—উচ্চারক ; উৎপতনশীল। সম্—উৎ—চর (গমন করা) + শতৃ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সমুচ্চরতী।

সমুচ্চিত—সংগৃহীত ; রাশীকৃত ; সমুচ্চয়যুক্ত। সম্—উৎ—চি (চয়ন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমুচ্চয়।

সমুচ্ছলিত—সমন্তাৎ বিস্তীর্ণ, 'ছয়লাপ'। সম্—উৎ—শল (গমন করা) + ক্ত ক। বিণ।

সমুচ্ছেদ—সম্যক্ উচ্ছেদ, বিনাশ, ধ্বংস ; উন্মূলন। সম্—উৎ—ছিদ (ছেদন করা) + অল্ ভা। সং ; পু।

সমুচ্ছ্রয়, সমুচ্ছ্রায়—অত্যুন্নতি, অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠা ; বৃদ্ধি ; কলহ, বিরোধ। সম্—উৎ শ্রি (সেবা করা) + অল্, ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সমুচ্ছ্রিত।

সমুচ্ছ্রিত—বর্দ্ধিত ; অত্যুন্নত। সম্—উৎ—শ্রি (সেবা করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমুচ্ছ্রয়, সমুচ্ছ্রায়।

সমুচ্ছ্বসিত—উচ্ছ্বাসযুক্ত ; পুনরুজ্জীবিত। সম্—উৎ—শ্বস (নিশ্বাস ফেলা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমুচ্ছ্বাস।

সমুচ্ছ্বাস—নিশ্বাস প্রশ্বাস ; স্ফূর্ত্তি, স্ফীতি ; বৃদ্ধি। সম্—উৎ—শ্বস (নিশ্বাস ফেলা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সমুচ্ছ্বসিত।

সমুজ্ঝিত—বর্জ্জিত, পরিত্যক্ত। সম্—উজ্ঝ (ত্যাগ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমুৎকীর্ণ—ক্ষোদিত ; বিদ্ধ ; ভগ্ন ; বিদীর্ণ। সম্—উৎ—কৃ (বিক্ষিপ্ত করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমুৎক্রম—উচ্চগতি, ঊর্দ্ধগমন। সম্—উৎ—ক্রম (গমন করা) + অল্ ভা। সং ; পু।

সমুৎক্রোশ—১। উচ্চ শব্দ। সম্—উৎ—ক্রুশ (শব্দ করা) + অল্ ভা। ২। কুরর পক্ষী। সম্—উৎ—ক্রুশ + অন্ ক। সং ; পু।

সমুত্থ, সমুত্থিত—উত্থিত ; উদিত ; উৎপন্ন। সম্—উৎ—স্থা (থাকা) + ড, ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমুত্থান।

সমুত্থান—উত্থান ; উদয় ; উৎপত্তি ; উদ্যোগ। সম্—উৎ—স্থা (থাকা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে সমুত্থ, সমুত্থিত।

সমুত্থিত—সমুত্থ দেখ।

সমুৎপত্তি—উদ্ভব, উৎপত্তি। সম্—উৎ—পদ (গমন করা) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে সমুৎপন্ন।

সমুৎপন্ন—উৎপন্ন, সমুদ্ভূত। সম্—উৎ—পদ (গমন করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমুৎপত্তি।

সমুৎপাট, সমুৎপাটন—উন্মূলন, উৎপাটিতকরণ। সম্—উৎ—ণিজন্ত পট বা পাটি (গমন করা) + ঘঞ্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে সমুৎপাটিত।

সমুৎপাটিত—উন্মূলিত, সমূলে বিনাশিত। সম্—উৎ—ণিজন্ত পট বা পাটি (গমন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমুৎপাট, সমুৎপাটন।

সমুৎপিঞ্জ—অতিশয় আকুল। সম্—উৎ—পিন্‌জ (বধ করা) + অন ক। বিণ ; ত্রি।

সমুৎফুল্ল—অতিশয় প্রফুল্ল ; সম্যক্ বিকসিত। সম্ (সম্যক্) উৎফুল্ল, নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সমুৎসাদিত—বিনাশিত ; নির্ম্মূলীকৃত। সম্—উৎ—ণিজন্ত সদ বা সাদি (গমন করান) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমুৎসুক—অতিশয় ঔৎসুক্যশীল, আগ্রহান্বিত। সম্ (সম্যক্) যে উৎসুক, নিত্য। বিণ।

সমুৎসৃষ্ট—সম্যক্ পরিত্যক্ত। সম্—উৎ—সৃজ (ত্যাগ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমুদক্ত—উদ্ধৃত ; উত্তোলিত। সম্—উৎ—অনচ বা অনঞ্চ (গমন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমুদয়—১। সমূহ, সকল ; উত্থান, উদয় ; যুদ্ধ। সম্—উৎ—ই (গমন করা) + অল্ ভা। সং ; পু। ২। জ্যোতিষে—ষণ্নাড়ীচক্রান্তর্গত চতুর্থ নাড়ী ; লগ্ন। সং ; ক্লী। বিশেষণে সমুদিত।

সমুদাচার—সম্যক্ আচার ; অভিলাষ ; অভিপ্রায়। সম্—উৎ—আ—চর (আচরণ করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সমুদায়—সমূহ ; সকল ; উত্থান, উদয় ; যুদ্ধ। সম্—উৎ—ই (গমন করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সমুদিত।

সমুদিত—১। উত্থিত, উদিত ; উৎপন্ন, জাত। সম্—উৎ—ই (গমন করা) + ক্ত ক। ২। সম্যক্ কথিত। সম্—বদ (বলা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সমুদীরণ—উচ্চারণ ; সম্যক্ কথন। সম্—উৎ—ঈর (প্রেরণ করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে সমুদীরিত।

সমুদীরিত—১। উচ্চারিত, সম্যক্ কথিত। সম্—উৎ—ঈর (প্রেরণ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। উদীরণ। সম্—উৎ—ঈর + ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

সমুদ্গ, সমুদ্গক—সম্পুটক, পেটিকা, কৌটা, খুঙি, ঠোঙা প্রভৃতি। সম্—উৎ—গম (গমন করা) + ড ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

সমুদ্গত—উত্থিত, উদিত ; উৎপন্ন। সম্—উৎ গম (গমন করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সমুদ্গম।

সমুদ্গম—উত্থান, উদয় ; উৎপত্তি। সম্—উৎ—

গম (গমন করা) + অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে সমুদ্গাত।
সমুদ্গীত—উচ্চৈগীত। সম্—উৎ—গৈ (গান করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
সমুদ্গীর্ণ—উত্তোলিত; উদ্গীর্ণ; উচ্চারিত। সম্—উৎ—গৃ (ভক্ষণ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
সমুদ্দিষ্ট—সম্যক্ উদ্দিষ্ট। নিত্য। বিণ; ত্রি।
সমুদ্ধত—১। অশিষ্ট, অবিনীত; গর্ব্বিত। সম্—উৎ—হন (বধ করা) + ক্ত ক। ২। উৎক্ষিপ্ত। সম্—উৎ—হন + ক্ত র্ম্ম। বিণ।
সমুদ্ধরণ, সমুদ্ধার—উন্মূলন; উত্তোলন; মোচন; বমন। সম্—উৎ—ধৃ (ধারণ করা) বা হৃ (হরণ করা) + অনট্, ঘঞ্। ভা। সং; যথাক্রমে ক্লী ও পু। বিশেষণে সমুদ্ধৃত।
সমুদ্ধর্ত্তা—(সমুদ্ধর্ত্তৃ)। উন্মূলনকর্ত্তা; উদ্ধারকর্ত্তা; ঋণপরিশোধকর্ত্তা। সম্—উৎ—ধৃ (ধারণ করা) বা হৃ (হরণ করা) + তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সমুদ্ধর্ত্রী। বিশেষ্যে সমুদ্ধর্ত্তৃতা।
সমুদ্ধৃত—মোচিত; উন্মূলিত; উত্তোলিত; বান্ত। সম্—উৎ—ধৃ (ধারণ করা) বা হৃ (হরণ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সমুদ্ধরণ, সমুদ্ধার।
সমুদ্ভব—১। উদ্ভব, উৎপত্তি। সম্—উৎ—ভূ (হওয়া) + অল্ ভা। ২। কারণ। সম্—উৎ—ভূ + অল্ ণ। সং; পু। ৩। উদ্ভূত, উৎপন্ন। সম্—উৎ—ভূ + অন্ ক। বিণ।
সমুদ্ভাসিত—প্রদীপ্ত; উজ্জ্বলীকৃত; শোভিত। সম্ (সম্যক্) উদ্ভাসিত, প্রাদি। বিণ; ত্রি।
সমুদ্ভূত—উদ্ভূত, উৎপন্ন, জাত। সম্—উৎ—ভূ (হওয়া) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সমুদ্ভব।
সমুদ্যত—সম্যক্ উদ্যত, উদ্যুক্ত। সম্—উৎ—যম (বিরত হওয়া) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সমুদ্যম।
সমুদ্যম—সম্যক্ উদ্যম, উদ্যোগ। সম্—উৎ—যম (বিরত হওয়া) + অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে সমুদ্যত।
সমুদ্র—১। পয়োধি, সাগর। সম—উন্দ (ক্লিন্ন হওয়া) + রক অপা, যাহা হইতে জল চন্দ্রোদয় হেতু ক্লিন্ন হয়; অথবা সম্—উৎ—রা (দান করা) + ড ক। সং; পু। ২। মুদ্রাযুক্ত; মুদ্রিত, ছাপা। মুদ্রার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।
সমুদ্রকান্তা—নদী। সমুদ্র হইয়াছে কান্ত যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।
সমুদ্রগ—সাগর-গামী। সমুদ্র শব্দ—গম (যাওয়া) + ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সমুদ্রগা।
সমুদ্রগা—১। সাগরগামিনী। সমুদ্র—গম + ড ক + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নদী। সং; স্ত্রী।
সমুদ্রগুপ্ত—আর্য্যাবর্ত্তের জনৈক নরপতি। ইনি গুপ্তবংশের দ্বিতীয় রাজা। ইহাঁর পিতার নাম প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। এই চন্দ্রগুপ্তই ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তাব্দ প্রচলিত করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৩২ বৎসর রাজত্ব করেন এবং রাজ্যের সীমা কেরল ও কাঞ্চী পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া ভারতের অধিকাংশ স্থানে স্বীয় আধিপত্য বদ্ধমূল করেন। ইনি পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করিয়া আলাহাবাদের নিকটস্থ চৌশামতী বা কুসুমপুর নগরীতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।
সমুদ্রদয়িতা—নদী। সমুদ্রের দয়িতা (প্রণয়িনী), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
সমুদ্রনবনীত—চন্দ্র; অমৃত। সং, ক্লী।
সমুদ্রমন্থন—সমুদ্রকে মন্থন করা। ৬তৎ। সং; ক্লী। মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীহীন হইলে লক্ষ্মী সমুদ্রগর্ভে গিয়া বাস করেন। তাহাতে ত্রিলোক শ্রীভ্রষ্ট হয়। পরে ব্রহ্মার উপদেশে দেব ও অসুরগণ মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড, এবং বাসুকীকে মন্থন-রজ্জু করিয়া সমুদ্রকে মন্থন করিতে থাকেন। এইরূপে মথিত হইলে সমুদ্র হইতে লক্ষ্মী, চন্দ্র, পারিজাত, ধন্বন্তরি, অমৃত, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবাঃ প্রভৃতি উত্থিত হয়। দেবগণ তাহা ভাগ করিয়া লন। মন্থন কার্য্য শেষ হইলে মহাদেব পুনরায় সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে ভীষণ হলাহলের উৎপত্তি হয়। মহাদেব তাহা পান করিয়া কণ্ঠদেশে ধারণ করেন।
সমুদ্রমেখলা—পৃথিবী। সমুদ্র হইয়াছে মেখলা (কটিভূষণ) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। স্ত্রী।
সমুদ্রযান—অর্ণবপোত, জাহাজ। ৬তৎ। সং।
সমুদ্রীয়—সমুদ্রসম্বন্ধীয়। সমুদ্র শব্দ + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি।
সমুদ্বহ—উদ্বহনকর্ত্তা; শ্রেষ্ঠ। সম্—উৎ—বহ (বহন করা) + অন্ ক। বিণ; ত্রি।
সমুন্ন—আর্দ্র, সিক্ত। সম্—উন্দ (ক্লিন্ন হওয়া) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।
সমুন্নত—সম্যক্ উন্নত, উচ্চ। প্রাদি। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সমুন্নতি।
সমুন্নতি—সম্যক্ উন্নতি; উচ্চতা; বৃদ্ধি; সমৃদ্ধি। প্রাদি। সং; স্ত্রী। বিশেষণে সমুন্নত।
সমুন্নদ্ধ—উদ্বদ্ধ; গর্ব্বিত; পণ্ডিতম্মন্য; অধ্যক্ষ; উৎপন্ন। সম্—উৎ—নহ (বন্ধন করা) + ক্ত ক। বিণ, ত্রি।
সমুন্নয়, সমুন্নয়ন—উৎক্ষেপণ; উদ্ভাবন। সম্—উৎ—নী (লইয়া যাওয়া) + অল্, অনট্ ভা। সং, যথাক্রমে পু ও ক্লী।
সমুপচিত—সম্যক্ উপচিত; বর্দ্ধিত। প্রাদি। বিণ; ত্রি।
সমুপজোষম্—হর্ষ, আনন্দ; ভাগ্যবশতঃ। সম্—উপ—জুষ + অম্ ণ। ব্য।
সমুপধান—উৎপাদন; স্থাপন, রক্ষাকরণ। সম্—উপ—ধা (ধারণ করা) + অনট্ ভা। সং; ক্লী।
সমুপেত—সমাগত, উপস্থিত। সম্—উপ—ই (গমন করা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।
সমুপেয়িবান্—(সমুপেয়িবস্)। প্রাপ্ত; উপস্থিত। সম্—উপ—ই (গমন করা) + ক্বসু ক। বিণ; পু।
সমুপোঢ়—সমাসন্ন; সঙ্গত; সমুদিত, সঞ্জাত; দমিত। সম্—উপ—বহ (বহন করা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।
সমুল্লসতী—সমুল্লসন্ দেখ। বিণ; স্ত্রী।
সমুল্লসন্—(সমুল্লসৎ)। উল্লাসযুক্ত; দীপ্তিশালী। সম্—উৎ—লস (ক্রীড়া) + শতৃ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সমুল্লসতী।
সমুল্লসিত—সম্যক্ উল্লাসিত; উল্লাসযুক্ত; দীপ্ত; ক্রীড়াশীল। সম্—উৎ—লস (ক্রীড়া করা) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি।
সমুল্লেখ, সমুল্লেখন—খনন; আঁচড়ান; ক্ষোদা; কুন্দন; কথন। সম্—উৎ—লিখ (লেখা) + অল্, অনট্ ভা। সং; ক্লী।
সমূঢ়—উঢ়, বিবাহিত; ধৃত; রাশীকৃত; শোধিত; ভুগ্ন। সম্—বহ (বহন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
সমূরু—এক প্রকার মৃগ। সম্ (শোভন) উরু যাহার, বহু। সং; পু।
সমূল, সমূলক—মূল-সহিত; কারণযুক্ত, সহেতুক। মূলের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ।
সমূহ—১। সমুদায়, গণ। সম্—বহ (বহন করা) + ঘঞ্ র্ম্ম। ২। সম্যক্ তর্ক। সম্—উহ (তর্ক করা) + ঘঞ্ ভা। পু।
সমূহ্য—১। যজ্ঞিয় অগ্নি। সম্—বহ (বহন করা) + ঘ্যণ্ র্ম্ম, নিপাতনে। সং; পু। ২। তর্কণীয়। সম্—উহ (তর্ক করা) + ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
সমৃদ্ধ—সমৃদ্ধিযুক্ত, বিলক্ষণ সম্পন্ন; উৎপন্ন। সম্—ঋধ (বৃদ্ধি পাওয়া) + ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সমৃদ্ধি।
সমৃদ্ধি—সম্যক্ বৃদ্ধি; অধিক সম্পত্তি; উন্নতি; শ্রেয়ঃ। সম্—ঋধ (বৃদ্ধি পাওয়া) + ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে সমৃদ্ধ।
সমৃদ্ধিশালী—(সমৃদ্ধিশালিন্)। ঐশ্বর্য্যশালী, ধনবান্; উন্নতিশালী। সমৃদ্ধি শব্দ + শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সমৃদ্ধিশালিনী। [বিণ; ত্রি।
সমৃদ্ধিসম্পন্ন—ঐশ্বর্য্যশালী, ধনবান্। ৩তৎ।
সমেত—সহিত; সঙ্গত; সংযুক্ত; উপস্থিত;

প্রাপ্ত। সম্—আ—ই (গমন করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সমেধিত—সম্যক্ বর্দ্ধিত; উন্নমিত। সম্—ণিজন্ত এধ বা এধি (বাড়ান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সম্পৎ (সম্পদ্), সম্পত্তি—ঐশ্বর্য্য, বিভব; ধন; লক্ষ্মী; উৎকর্ষ; গুণোৎকর্ষ; শোভা; গৌরব। সম্—পদ (গমন করা, পাওয়া)+ক্বিপ্, ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে সম্পন্ন।

সম্পত্তি—সম্পৎ দেখ।

সম্পদ্‌লক্ষণ—ঐশ্বর্য্যলক্ষণ, সম্পত্তির চিহ্ন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সম্পদ্বর—ভূপতি, রাজা। সম্—পদ+বর সংজ্ঞার্থে। সং; পু।

সম্পন্ন—১। নিষ্পন্ন; সম্পূর্ণ; যুক্ত; সহিত। সম্—পদ (গমন করা, পাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। ২। সম্পত্তিযুক্ত। সম্—পদ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সম্পৎ, সম্পত্তি।

সম্পরায়—যুদ্ধ; উত্তরকাল, আপদ্। সম্—পরা—ই (গমন)+অল্ অধি। সং; পু।

সম্পরায়ক, সম্পরায়িক—যুদ্ধ। সম্পরায় শব্দ+কণ্, ফিক স্বার্থে। সং; ক্লী।

সম্পরিগ্রহ—গ্রহণ, স্বীকার। সম্—পরি—গ্রহ (গ্রহণ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

সম্পর্ক—সংসর্গ; সম্বন্ধ, সংযোগ, মিলন। সম্—পৃচ (যুক্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে সম্পক্ত।

সম্পর্কবর্জ্জিত—সম্বন্ধশূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সম্পর্কশূন্য—সম্পর্কবর্জ্জিত, সম্বন্ধশূন্য। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সম্পর্কিণী—সম্পর্কী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

সম্পর্কিত—সম্পর্কযুক্ত, সম্বন্ধবিশিষ্ট। সম্পর্ক শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

সম্পর্কী—(সম্পর্কিন্)। সম্পর্কবিশিষ্ট, সম্বন্ধ। সম্পর্ক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সম্পর্কিণী।

সম্পর্কীয়—সম্বন্ধীয়, সম্বন্ধবিশিষ্ট। সম্পর্ক শব্দ+ীয় সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি।

সম্পা—বিদ্যুৎ। সম্—পত (পড়া)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

সম্পাক—লম্পট; অবিনীত; তার্কিক; অল্প। সম্—পচ (পাক করা)+ঘঞ্। বিণ; ত্রি।

সম্পাত—পতন; গমন; উড্ডয়ন; প্রবেশ। সম্—পত (পড়া)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সম্পাতি—পক্ষিবিশেষ। সম্—পত (পড়া)+ইঞ্ ক, অথবা সম্পা শব্দ (বিদ্যুৎ)—অত (গমন করা)+ই ক। সং; পু।

পক্ষিবর সম্পাতি গরুড়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ও জটায়ুর অগ্রজ। ইনি চিরজীবী গৃধ্ররাজ। বলাবক্রমে উভয় ভ্রাতাই অদ্বিতীয় ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে ইহাঁরা দেবরাজ ইন্দ্রকে সমরে পরাস্ত করেন। অতঃপর ইহাঁরা সূর্য্যের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলে তদীয় প্রখর কিরণে জটায়ু দগ্ধপ্রায় হইয়া পতিত হইতে আরম্ভ করিলে সম্পাতি নিজ পক্ষদ্বয় বিস্তীর্ণ করিয়া অনুজকে রক্ষা করেন। তাহাতে জটায়ু নিরাপদে ভূতলে অবতীর্ণ হন, কিন্তু অগ্রজ দগ্ধ-পক্ষ হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের উপর পতিত হন, ও তথায় পক্ষহীন অবস্থায় অবস্থিতি করিতে থাকেন। দীর্ঘকাল পরে কপি-সৈন্য রামজায়া সীতার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া ইহাঁর নিকট উপস্থিত হইলে ইনি তাঁহাদিগকে রাবণ কর্ত্তৃক সীতা-হরণ-বৃত্তান্ত বলিয়া দেন। তাহাতে ইহাঁর পক্ষদ্বয়ের পুনরুদ্গম হয়।

সম্পাদক—নির্ব্বাহক, সম্পন্নকারী। সম্—ণিজন্ত পদ বা পাদি (গমন করান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সম্পাদিকা।

সম্পাদন—নির্ব্বাহ, নিষ্পাদন। সম্—পদ বা পাদি (গমন করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে সম্পাদিত।

সম্পাদিত—নির্ব্বাহিত, নিষ্পাদিত। সম্—ণিজন্ত পদ বা পাদি (গমন করান)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সম্পাদন।

সম্পাদ্য—সম্পাদনযোগ্য, নিষ্পাদনীয়। সম্—ণিজন্ত পদ বা পাদি+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সম্পীড়, সম্পীড়ন—নিষ্পীড়ন; ক্লেশপ্রদান; প্রেরণ। সম্—পীড় (পীড়া দেওয়া)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

সম্পুট, সম্পুটক—সমুদ্গক, কৌটা, পেঁটরা, খুঙি, ঠোঙা প্রভৃতি। সম্—পুট (সংলগ্ন হওয়া)+ক ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্। সং; পু।

সম্পূর্ণ—পরিপূর্ণ; সমাপ্ত; সমগ্র, সমূহ। সম্—পুর (পূরণ করা)+ক্ত র্ম্ম, নিপাতনে। বিণ; ত্রি।

সম্পূর্ণতর—অতিশয় সম্পূর্ণ, সম্যক্ পরিপূর্ণ। সম্পূর্ণ+তর আতিশয্যার্থে। বিণ; ত্রি।

সম্পূর্ণতা—সম্পূর্ণ দেখ। সম্পূর্ণ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী। [বহ। ক্রি-বিণ।

সম্পূর্ণরূপে—পরিপূর্ণভাবে, সমগ্ররূপে, নিঃশেষে।

সম্পৃক্ত—সম্বন্ধ; গ্রথিত; মিশ্রিত। সম্—পৃচ (যুক্ত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সম্পর্ক।

সম্প্রতি—ইদানীং, অধুনা, এক্ষণে। ব্য।

সম্প্রতিপত্তি—বাদি-বাক্যের স্বীকার; স্বীকার; অভিমতি; সহায়তা; চুক্তি। সম্—প্রতি—পদ (গমন করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সম্প্রতীতি—সম্যক্ প্রতীতি; খ্যাতি। সম্—প্রতি—ই (গমন)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সম্প্রদাতা—(সম্প্রদাতৃ)। সম্প্রদানকর্ত্তা। সম্—প্র—দা (দেওয়া)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সম্প্রদাত্রী।

সম্প্রদান—১। দান। সম্—প্র—দা (দেওয়া)+অনট্ ভা। ২। দানীয় ব্যক্তি, যাহাকে কিছু দান করা যায়। সম্—প্র—দা+অনট্ সম্প্র। সং; ক্লী।

সম্প্রদায়—গুরুপরম্পরাগত উপদেশ; সমাজ; স্বজাতীয়; দল। সম্—প্র—দা (দেওয়া)+ঘঞ্ র্ম্ম। সং; পু।

সম্প্রদায়ভুক্ত—সমাজভুক্ত, সমাজের অন্তর্গত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

সম্প্রধারণ, সম্প্রধারণা—যুক্তাযুক্ত-বিবেচনা, কর্ত্তব্যনির্ণয়; অবধারণ। সম্—প্র—ণিজন্ত ধৃ বা ধারি (ধারণ করান)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে...+অন ভা+আপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সম্প্রয়োগ—ধনাদি-বিনিয়োগ, টাকাকড়ি খাটান; সাপেক্ষতা; সম্পর্ক। সম্—প্র—যুজ (যোগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সম্প্রসাদ—প্রসন্নতা; বিশ্বাস; সুষুপ্তি। সম্—প্র—সদ (গমন করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সম্প্রসারণ—বিস্তারণ; প্রসারিতকরণ; ব্যাকরণে—য ব র ল স্থানে যথাক্রমে ই উ ঋ ঌ হওয়া; মুগ্ধবোধে—'জি' সংজ্ঞা। সম্—প্র—ণিজন্ত সৃ বা সারি (গমন করান)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সম্প্রস্থিত—প্রস্থানোদ্যত; যে গিয়াছে এরূপ। সম্—প্র—স্থা+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সম্প্রহার—সম্যক্ প্রহার; যুদ্ধ; গমন। সম্—প্র—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সম্প্রাপ্ত—১। লব্ধ। সম্—প্র—আপ (পাওয়া)+ক্ত র্ম্ম। ২। আগত; ফলিত। সম্—প্র—আপ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সম্প্রাপ্তি।

সম্প্রাপ্তি—লাভ; উপস্থিতি; সমাগতি। সম্—প্র—আপ (পাওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে সম্প্রাপ্ত।

সম্প্রীতি—সম্যক্ প্রণয়; হর্ষ। সম্—প্রী (প্রীত হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সম্প্লব—সঙ্ক্ষোভ, চাঞ্চল্য, সঞ্চালন। সম্—প্লু (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পু।

সম্ফাল—মেঘ। সম্—ফল+ঘঞ্ ক। সং; পু।

সম্ফুল্ল—প্রফুল্ল; প্রস্ফুটিত, বিকশিত। সম্—ফুল্ল (বিকসিত হওয়া)+ক্ত বা অন্ ক। বিণ; ত্রি।

সম্ব—দ্বিতীয়বার কর্ষণ; প্রতিলোমকর্ষণ, বিপরীত দিক্ হইতে কর্ষণ। সম্ব (গমন করা)+অল্ ভা। সং; পু।

সম্বদ্ধ—১। সম্বন্ধযুক্ত; মিলিত। সম্—বন্ধ (বাঁধা)+ক্ত ক। ২। বদ্ধ। সম্—বন্ধ+ক্ত+র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সম্বন্ধ

সম্বন্ধ—১। সম্পর্ক ; সংসর্গ ; সংযোগ। সম্—বন্ধ (বাঁধা)+অল্ ভা। ২। সখ্য, মিত্রতা ; কুটুম্বিতা ; ব্যাকরণে—জন্য-জনকতাদি। সম্—বন্ধ+অল্ ণ। সং ; পু। বিশেষণে সম্বদ্ধ।

সম্বন্ধসূচক—সম্পর্কব্যঞ্জক ; সংসর্গজ্ঞাপক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

সম্বন্ধিনী—সম্বন্ধী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

সম্বন্ধী—(সম্বন্ধিন্)। ১। সম্বন্ধবিশিষ্ট, সম্পর্কী। সম্বন্ধ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সম্বন্ধিনী। ২। কুটুম্ব ; শ্যালক। সং ; পু।

সম্বন্ধীয়—সম্বন্ধযুক্ত ; সম্পর্কীয়। সম্বন্ধ শব্দ+ ণীয় ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি

সম্বর—শম্বর দেখ। সন্ব (গমন করা)+অরন্ ক। সং ; পু। [সং ; ক্লী।

সম্বরণ—সংবরণ দেখ। সম্—বৃ+অনট্ ভা।

সম্বরারি—শম্বরারি দেখ।

সম্বল—১। পাথেয় ; সংস্থান। সন্ব (গমন করা)+অলচ্ ণ। সং ; ক্লী বা পু। ২। জল। সন্ব+অলচ্ ক। সং ; ক্লী।

সম্বলহীন—নিঃসম্বল, সংস্থানশূন্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সম্বলিত—সংবলিত দেখ।

সম্বাকৃত—শম্বাকৃত দেখ।

সম্বাধ—১। বাধা ; সঙ্কট ; ভয় ; সঙ্ঘর্ষ ; ভিড়। সম্—বাধ (বাধা দেওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। ২। অপ্রশস্ত, সঙ্কীর্ণ, সরু। সম্ (সম্যক্) বাধা যাহাতে বহু। বিণ ; ত্রি।

সম্বিৎ—সংবিৎ দেখ।

সম্বিৎহারা—জ্ঞানহারা, চৈতন্যরহিত। দেশজ।

সম্বিদা—সিদ্ধি, ভাঙ্। সম্বিদ্+আপ্। সং ; স্ত্রী। [+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সম্বুদ্ধ—জাগরিত, চেতনাযুক্ত। সম্—বুধ (জানা)

সম্বুদ্ধি, সম্বোধন—আহ্বান ; আমন্ত্রণ ; অভিমুখীকরণ। সম্—বুধ (জানা)+ক্তি, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

সম্বোধন—সম্বুদ্ধি দেখ।

সম্বোধনচিহ্ন—যতিচিহ্ন দেখ।

সম্ভব—১। উৎপত্তি ; সম্ভাবনা ; যুক্তি ; সঙ্কেত, উপায় ; যোগ্যতা। সম্—ভূ (হওয়া)+অল্ ভা। ২। কারণ। সম্—ভূ+অল্ র্ম। সং ; পু। ৩। উৎপন্ন ; মেলক। বিণ ; ত্রি।

সম্ভবপর—যোগ্যতাবিশিষ্ট ; সম্ভাবনাযুক্ত ; যুক্তিপ্রধান। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

সম্ভবাতীত—অসম্ভাবিত, যোগ্যতারহিত ; কারণশূন্য। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

সম্ভার—১। সংগ্রহ ; সমূহ, রাশি। সম্—ভৃ (ধারণ করা)+ঘঞ্ ভা। ২। উপকরণ। সম্—ভৃ+ঘঞ্ র্ম। সং ; পু।

সম্ভাবন, সম্ভাবনা—উৎকট-কোটিক সংশয়, 'যদি এ প্রকার হয়' এইরূপ তর্ক, নিশ্চয়-প্রধান সন্দেহ ; সুখ্যাতি ; সৎকার ; গৌরব, পূজা ; অনুগ্রহ ; চিন্তা ; ব্যাকরণে—ক্রিয়াতে যোগ্যতার অধ্যবসায় ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ। সম্—ণিজন্ত ভূ বা ভাবি (হওয়ান)+ অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে সম্ভাবিত।

সম্ভাবিত—সম্ভাবনাবিশিষ্ট, নিশ্চয়-প্রধান সন্দেহের বিষয়ীভূত ; চিন্তিত ; বিখ্যাত ; পূজিত, সম্মানিত ; অনুগৃহীত। সম্—ণিজন্ত ভূ বা ভাবি (হওয়ান)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সম্ভাবন, সম্ভাবনা।

সম্ভাব্য—সম্ভাবনীয় ; প্রতর্ক্য ; প্রশংসনীয়, শ্লাঘ্য। সম্—ণিজন্ত ভূ বা ভাবি (হওয়ান) +ঘ্যণ্ র্ম। বিণ ; ত্রি।

সম্ভাষ, সম্ভাষণ, সম্ভাষা—আলাপ, পরস্পর কথোপকথন। সম্—ভাষ (বলা)+অল্ ভা, ২য় পক্ষে…+অনট্ ভা, ৩য় পক্ষে… +অল্ ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে পু, ক্লী ও স্ত্রী।

সম্ভাষী—(সম্ভাষিন্)। আলাপী, আলাপকারী। সম্—ভাষ (বলা)+ণিন্ ক বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সম্ভাষিণী।

সম্ভিন্ন—সঙ্ক্ষোভিত, চালিত ; বিদলিত মিলিত ; ভগ্ন। সম্—ভিদ (ভেদ করা +ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

সম্ভূত—উদ্ভূত, উৎপন্ন, সঞ্জাত। সম্—ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সম্ভব, সম্ভূত।

সম্ভূতি—উৎপত্তি ; বিভূতি, ক্ষমতা। সম্—ভূ (হওয়া)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে সম্ভূত।

সম্ভূয়-সমুত্থান—অংশীদিগের মিলিত হইয়া বাণিজ্য, যৌথ কারবার ; তদ্ঘটিত বিবাদ। সম্—ভূ (হওয়া)+যপ্ অনন্তরার্থে= সম্ভূয় (মিলিত হইয়া), তদুত্তরে সম্—উৎ—স্থা (থাকা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সম্ভৃত—যত্নসিদ্ধ ; দত্ত ; লব্ধ ; সঞ্চিত ; বর্দ্ধিত ; জনিত ; পূর্ণ ; সঙ্কলিত ; প্রস্তুত। সম্—ভৃ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সম্ভৃতি।

সম্ভৃতি—সম্যক্ পোষণ ; সঞ্চয় ; বর্দ্ধন ; প্রস্তুতকরণ। সম্—ভৃ (ভরণ করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে সম্ভৃত।

সম্ভেদ—ভেদন ; স্ফুটন ; মিলন ; নদী-সাগরের মিলন ; নদীর সঙ্গমস্থান ; একরূপতা। সম্—ভিদ (ভেদ করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

সম্ভোগ—উপভোগ ; শৃঙ্গারবিশেষ, রতিক্রীড়া। সম্—ভুজ (ভোগ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সম্ভ্রম—সাধ্বস, ভয় ; হর্ষভয়াদি-জনিত আবেগ, ব্যস্ততা ; ঘূর্ণন ; ভ্রান্তি ; সম্মান ; আদর। সম্—ভ্রম (ভ্রমণ করা)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সম্ভ্রান্ত।

সম্ভ্রান্ত—সম্ভ্রমযুক্ত ; আদরণীয়, মাননীয় ; সম্যক্ ভ্রান্ত। সম্—ভ্রম (ভ্রমণ করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সম্ভ্রম।

সম্ভ্রান্তবংশীয়—সম্ভ্রান্ত কুলে জাত, মর্য্যাদাসম্পন্ন বংশে উৎপন্ন। সম্ভ্রান্ত যে বংশ, কর্ম্মধা, তদুত্তরে ণীয় ভবার্থে। বিণ ; ত্রি।

সম্মত—অনুমত ; স্বীকৃত ; অভিপ্রেত ; প্রিয়। সম্—মন (বোধ করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সম্মতি।

সম্মতি—অনুমতি ; অভিপ্রায় ; মত ; ইচ্ছা ; সম্মান। সম—মন (বোধ করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে সম্মত।

সম্মতিদাতা—(সম্মতিদাতৃ)। সম্মতিদানকারী, মতদাতা ; অনুমতিদায়ক। ৬তৎ। বিণ ; পু।

সম্মতিদান—অনুমতি প্রদান, মত দেওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সম্মদ—আনন্দ, হর্ষ। সম্—মদ (হৃষ্ট হওয়া)+ অল্ ভা। সং ; পু।

সম্মর্দ্দ—১। যুদ্ধ ; সংগ্রাম। সম্—মৃদ (মর্দ্দন করা)+অল্ অধি। ২। সঙ্ঘর্ষ ; জনতা, ভিড়। সম্—মৃদ+অল্ ভা। সং ; পু।

সম্মান—১। সম্যক্ পরিমাণ। সম্—মা (পরিমাণ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। সমাদর, পূজা। সম্—মান (পূজা করা)+ অল্ ভা। সং ; পু।

সম্মানন, সম্মাননা—সম্মান, সমাদর, পূজা। সম্—মান (পূজা করা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে সম্মানিত।

সম্মানপ্রিয়—সমাদরপ্রিয়, সম্মানলাভে তৎপর ; মর্য্যাদানুরাগী। বহু। বিণ ; ত্রি।

সম্মানপ্রিয়তা—সম্মানপ্রিয় দেখ ; সম্মানপ্রিয়+ তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

সম্মানরক্ষা—মর্য্যাদারক্ষা, মান রাখা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

সম্মানলাভ—সমাদরপ্রাপ্তি, মানলাভ। ৬তৎ।

সম্মানাস্পদ—সম্মানের পাত্র, সমাদরভাজন, মাননীয়। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

সম্মানিত—পূজিত, সমাদৃত। সম্—মান (পূজা করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সম্মান, সম্মানন, সম্মাননা।

সম্মার্জ্জন—পরিষ্করণ ; শোধন ; মার্জ্জনাকরণ। সম্—মার্জ (মাজা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সম্মার্জ্জনী—খিংরী, খেংরা, ঝাঁটা, ঝাড়ন, ব্রুস্, বাড়ন ইত্যাদি। সম্—মার্জ (মাজা) +অনট্ অধি+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সম্মিত—তুল্য-পরিমাণ, সদৃশ। সম্—মা (পরি-

মাণ করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সম্মান।

সম্মিলন—সম্যক্ মিলন, একত্র হওয়া। সম্—মিল (মিলিত হওয়া) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে সম্মিলিত।

সম্মিলিত—সম্যক মিলিত, একত্রীভূত, সংযুক্ত। সম্—মিল (মিলিত হওয়া) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সম্মিলন।

সম্মিশ্র—সংযুক্ত, মিলিত, মিশ্রিত। সম্—মিশ্র (মিশ্রিত হওয়া) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

সম্মুখ—অভিমুখ, সমক্ষ। মুখের সম্ অর্থাৎ সমীপ, নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সম্মুখবর্ত্তী—(সম্মুখবর্ত্তিন্)। সম্মুখস্থ, অভিমুখে স্থিত। সম্মুখ শব্দ—বৃত (থাকা) + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সম্মুখবর্ত্তিনী।

সম্মুখসংগ্রাম—সম্মুখ যুদ্ধ, মুখামুখি যুদ্ধ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

সম্মুখসমর—সম্মুখ সংগ্রাম। কর্ম্মধা। সং ; পু।

সম্মুখস্থ—সম্মুখে স্থিত, অভিমুখে অবস্থিত। সম্মুখ শব্দ—স্থা (থাকা) + ড ক। বিণ ; ত্রি।

সম্মুখীন—সম্মুখবর্ত্তী, সম্মুখে স্থিত ; অভিমুখ। সম্মুখ শব্দ + ঈন। বিণ ; ত্রি।

সম্মূর্চ্ছন, সম্মূর্চ্ছনা—মূর্চ্ছা ; বৃদ্ধি ; বিস্তার, প্রসর ; ব্যাপ্তি। সম্—মূর্চ্ছ (মূর্চ্ছিত ইত্যাদি) + অনট্ ভা, ২য় পক্ষে··· + অন ভা + আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সম্মৃষ্ট—মার্জিত, পরিষ্কৃত। সম্—মৃজ (মাজা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

সম্মোদ—আমোদ, প্রীতি, হর্ষ। সম্—মুদ (হৃষ্ট হওয়া) + অল্ ভা। সং ; পু।

সম্মোহ—মুগ্ধকরণ, বিমুগ্ধ করা। সম্—মুহ (মুগ্ধ করা) + অল্ ভা। সং ; পু।

সম্মোহন—১। মুগ্ধকরণ, বিমুগ্ধ করা। সম্—ণিজন্ত মুহ বা মোহি (মুগ্ধ করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। মোহজনক। সম্—ণিজন্ত মুহ বা মোহি + অন ক। বিণ ; ত্রি। ৩। কন্দর্পের বাণবিশেষ। সং ; পু।

সম্মোহিত—সম্যক্ মোহপ্রাপ্ত ; সাতিশয় বিমোহিত। সম্—ণিজন্ত মুহ বা মোহি + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

সম্যক্—(সম্যচ্) ১। উত্তমরূপে। সম্—অন্চ (গমন করা) + ক্বিপ্ ক। ব্য। ২। মনোজ্ঞ ; যোগ্য ; শুদ্ধ ; সম্পূর্ণ ; সত্য ; সহিত। বিণ ; ত্রি।

সম্রাট্—(সম্রাজ্)। রাজসূয়-যজ্ঞকারী সর্ব্ব ভূমীশ্বর রাজা, মণ্ডলেশ্বর, রাজচক্রবর্ত্তী, রাজাধিরাজ। সম্—রাজ (শোভা পাওয়া) + ক্বিপ্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সম্রাজ্ঞী। অনেকে সম্রাট্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সম্রাজ্ঞী ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা ব্যাকরণসম্মত নহে।

সযত্নে—যত্নসহকারে, যত্নপূর্ব্বক। যত্নের সহিত বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সর, শর—১। দধি-দুগ্ধাদির সারভাগ ; বাণ ; বাণ-তূণ। সৃ (গমন করা) + অন্ ক। সং ; পু। ২। সরোবর ; মধু ; জল ; মালা, নর, ছড়া। সং ; ক্লী। ৩। গমন। সৃ + অল্ ভা। সং ; পু।

সরঃ—(সরস্) ১। সরোবর, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী। সৃ (গমন করা) + অস্ অধি। ২। জল। সৃ + অস্ ক। সং ; ক্লী।

সরক—১। ঐক্ষব মদ্য ; পথ ; অবিচ্ছিন্ন অধ্বগ-শ্রেণী। সৃ (গমন করা) + অক ক। ২। মদ্যপাত্র। সৃ + অক অপা। ৩। মদ্যপান। সৃ + অক ভা। সং ; ক্লী বা পু।

সরঘা—মধুমক্ষিকা, মৌমাছি। সর শব্দ (গমনকারী)—হন (বধ করা) + ড ক + আপ্। সং ; স্ত্রী।

সরজ—নবনীত, ননি। সর শব্দ—জন (জন্মা) + ড ক। সং ; ক্লী।

সরজস্ক, সরজাঃ—(সরজস্)। রজোবিশিষ্ট। রজস্-এর সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ।

সরজস্কা—১। রজোবিশিষ্টা। রজস্-এর সহিত বর্ত্তমানা যে, বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। ঋতুমতী স্ত্রী। সং ; স্ত্রী

সরট—কৃকলাস ; টিকটিকী। সৃ (গমন করা) + অটন্ ক। সং ; পু।

সরণ—১। গমন, যাওয়া। সৃ (গমন করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। গমনশীল। সৃ + অন ক। বিণ ; ত্রি।

সরণি, সরণী—পথ ; রীতি ; শ্রেণী। সৃ (গমন করা) + অনি ণ। সং ; স্ত্রী।

সরণ্য—অগ্নি ; বায়ু ; মেঘ ; জল। সৃ (গমন করা) + অণ্য। সং ; পু।

সরত্নি—মুষ্টিবদ্ধ কর। সং ; পু।

সরফরাজ খাঁ—বাঙ্গালার একজন নবাব, সুবিখ্যাত মুর্শিদ কুলি খাঁর দৌহিত্র। মুর্শিদ কুলির পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি মৃত্যুকালে স্বীয় দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার জামাতা শুজাউদ্দিন কৌশলে স্বয়ং সুবাদারী গ্রহণ করিয়া পুত্র সরফরাজকে আপনার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ১৭৩৯ খ্রীঃ শুজাউদ্দিনের মৃত্যু হইলে, সরফরাজ খাঁ মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত অলস, অকর্ম্মণ্য ও দুশ্চরিত্র ছিলেন বলিয়া রাজ্যের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মন্ত্রণা করিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে বিহারের শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দি খাঁর নামে সুবাদারী সনন্দ আনয়ন করেন। সেই সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া আলিবর্দ্দি সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। নবাবও তাঁহার গতিরোধার্থ অগ্রসর হন। পথে ঘিরিয়া (বা ঘরিয়া) নামক স্থানে উভয় দলে সাক্ষাৎ হয়। যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হন (১৭৪০ খ্রীঃ)।

সরমা—গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের দুহিতা, বিভীষণ-পত্নী ; * কুক্কুরী। সহ শব্দ—রম (ক্রীড়া করা) + অন্ ক + আপ্। সং ; স্ত্রী।

* বিভীষণ-পত্নী সরমা মানস সরোবরের তীরে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময়ে বর্ষাগমে মানসসরোবর কন্যার সন্নিহিত স্থান পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। কন্যার জননী তাহা দেখিয়া "সরঃ মা বর্দ্ধত" বলিয়াছিলেন। এই হেতু কন্যার নাম সরমা হইল। ইনি স্বামীর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা বলিয়া সকলের বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তির পাত্রী ছিলেন। ইঁহার পুত্র তরণীসেনও বিলক্ষণ সাধুশীল ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। রামজায়া সীতা রাবণ কর্ত্তৃক হৃতা হইয়া লঙ্কায় নীতা হইলে একমাত্র ইনিই তাঁহার প্রিয়কারিণী ও প্রিয়ভাষিণী সখী ছিলেন। ইনি তাঁহাকে নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতেন। রাবণের নিধনের পর বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসন প্রাপ্ত হইলে সরমা রাজমহিষী হইয়া অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করেন।

সরযু, সরযূ—কৈলাস পর্ব্বতস্থ মানস সরোবর হইতে নিঃসৃতা নদী। সরঃ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার নাম সরযূ। এই নদীর তীরে অযোধ্যা নগরী। কালপূর্ণ হইলে রাম ভ্রাতৃগণ সহ এই নদীতে অবতরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন। সেই সময়ে রামচন্দ্রের অনুগামী বহুসংখ্যক ব্যক্তি সরযূতে আপন আপন দেহবিসর্জ্জন করে। সৃ (গমন করা) + অযু, অযূ ক ; অথবা সর শব্দ (মানস সরোবর)—যা (যাওয়া) + ডু, ডূ ক। সং ; স্ত্রী।

সরল—১। ঋজু, অবক্র, সোজা ; উদার, অকপট, সাধু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সরলতা, সারল্য। ২। পীতদ্রু, দেবদারু গাছ, রজন-উৎপাদক বৃক্ষ। সৃ + অল ক। সং ; পু।

সরলচিত্ত—১। অকপট চিত্ত, উদার মনঃ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। অকপটচেতাঃ, উদারমনাঃ। সরল হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সরলচিত্তা।

সরলতা—ঋজুতা, সোজাভাব ; অকপটতা, উদারতা। সরল শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

সরলতাপূর্ণ—অকপটতাপূর্ণ, উদারতাবিশিষ্ট। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সরলপ্রকৃতি—১। ঋজু স্বভাব, অকপট স্বভাব।

কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। অকপট স্বভাব-বিশিষ্ট, উদারপ্রকৃতি। বহু। বিণ ; ত্রি।
সরলবুদ্ধি—১। কপটতাশূন্য বুদ্ধি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। অকপট বুদ্ধিবিশিষ্ট। বহু। বিণ।
সরলমতি—সরল চিত্ত, অকপট হৃদয়। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। উদারচেতাঃ, অকপটমনাঃ। বহু। বিণ ; ত্রি।
সরলা—১। অবক্রা ; কপটতাশূন্যা। সরল দেখ ; সরল+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নদীবিশেষ। সং ; স্ত্রী।
সরলোন্নত—ঋজুভাবে উন্নত, সোজা অথচ উন্নত। সরল অথচ উন্নত, কর্ম্মধা। বিণ।
সরস—১। রসযুক্ত ; সুস্বাদ ; মধুর ; নূতন। রসের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। সরোবর। সং ; ক্লী।
সরসতা—রসযুক্ততা ; মধুরতা ; নূতনত্ব। সরস+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।
সরসতা-সম্পাদন—সরসকরণ, রসযুক্ত করা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।
সরসিজ—পদ্ম। সরসি (সরোবরে) জন্মে যে, অলুক্ উপ ; সরস্ শব্দের ৭মীর ১বচনে সরসি, তদুত্তরে জন (জন্মা)+ড ক। সং ; ক্লী।
সরসী—সরোবর। সৃ (গমন করা)+অস্ অধি +ঈপ্। সং ; স্ত্রী।
সরসীরুহ—সরসিজ, পদ্ম। সরসী শব্দ (সরোবর)—রুহ (জন্মা)+ক ক। সং ; ক্লী।
সরস্বতী—বাগ্দেবী বীণাপাণি [ইনি নিখিল-বিদ্যার অধীশ্বরী বলিয়া কথিত। ইনি ভগবান্ বিষ্ণুর অন্যতমা পত্নী] ; বাক্য ; স্ত্রীরত্ন ; উত্তমা স্ত্রী ; সোমলতা ; নদীবিশেষ ; কেকয় দেশ হইতে অযোধ্যা আসিতে পথে গঙ্গাসরস্বতীসঙ্গম [এ গঙ্গা নহে, 'সীতা' নামে গঙ্গার শাখা। সীতার অন্বেষণের জন্য পূর্ব্বদিক্গামী বানরেরা এই নদী পার হয়] ; নদী ; গঙ্গা। সরঃ দেখ ; সরস্ শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।
সরস্বান—(সরস্বৎ)। সরোবর ; সমুদ্র ; নদ। সরঃ দেখ ; সরস্ শব্দ (জল)+বতু অস্ত্যর্থে। সং ; পু।
সরহস্য—রহস্যযুক্ত ; সমন্ত্রক। বহু। বিণ ; ত্রি।
সরাগ—রাগযুক্ত, অনুরক্ত ; রঞ্জিত ; রক্তবর্ণ। রাগের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।
সরাব—শরাব, শরা। সর শব্দ (জল)—অব (রক্ষা করা)+অন্ ক। সং ; পু।
সরি—নির্ঝর, ঝরণা। সৃ (গমন করা)+ই ক। সং ; পু ও ক্লী। [স্ত্রী।
সরিৎ—নদী। সৃ (গমন করা)+ইৎ ক। সং ;
সরিত্তট—নদীতট, নদীর তীর। ৬তৎ। সং ; পু।
সরিৎপতি, সরিতাম্পতি—সমুদ্র, সাগর। ৬তৎ। সং ; পু।
সরিৎসুত—গঙ্গাপুত্র, ভীষ্ম। ৬তৎ। সং ; পু।
সরীসৃপ—সর্প-বৃশ্চিক-ভেকাদি যে সকল জন্তু বুকে হাঁটিয়া চলে। যঙ্লুগন্ত সৃপ (পুনঃ পুনঃ গমন করা)+অন্ ক। সং ; পু।
সরু—১। খড়্গাদির মুষ্টি, মুট, বাঁট। সৃ (গমন করা)+উ ক। সং ; পু। ২। ক্ষীণ, কৃশ, সূক্ষ্ম। বিণ ; ত্রি।
সরূপ—সদৃশ, তুল্য। সমান হইয়াছে রূপ যাহাদের, বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সরূপতা, সারূপ্য।
সরূপতা—সাদৃশ্য, তুল্যতা। সরূপ দেখ ; সরূপ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।
সরোজ—১। সরোজাত। সরঃ দেখ ; সরস্ শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। সরসিজ, পদ্ম। সং ; ক্লী।
সরোজন্ম—(সরোজন্মন্)। পদ্ম। সরস্এ (সরোবরে) জন্ম যাহার, বহু। সং ; ক্লী।
সরোজিনী—পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড় ; পদ্মবহুল পুষ্করিণী। সরোজ শব্দ (পদ্ম)+ইন্ সমূহার্থে+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।
সরোজী—(সরোজিন্)। পদ্মনাভ, ব্রহ্মা। সরোজ শব্দ (পদ্ম)+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু।
সরোদনে—রোদনসহকারে, কাঁদিতে কাঁদিতে। রোদনের সহিত বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।
সরোরুট্ (সরোরুহ্), সরোরুহ—সরোজ, পদ্ম। সরস্ শব্দ (সরোবর)—রুহ (জন্মা)+ক্বিপ্, ক ক। সং ; ক্লী।
সরোবর—পদ্মাদিযুক্ত জলাশয়, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী। সরস্এর মধ্যে বর, ৭তৎ ; অথবা সরস্ শব্দ+বর। সং ; পু।
সর্গ—সৃষ্টি ; স্বভাব, প্রকৃতি ; নিয়ম ; ত্যাগ ; নিশ্চয় ; মোক্ষ ; মোহ ; যত্ন ; গ্রন্থের অধ্যায়। সৃজ (সৃষ্টি করা, ত্যাগ করা) +ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সৃষ্ট।
সর্গবন্ধ—অধ্যায়বিশিষ্ট কাব্য ; মহাকাব্য গ্রন্থ। সর্গ (অধ্যায়) হইয়াছে বন্ধ (বন্ধন) যাহার, বহু। সং ; পু।
সর্জ—শালগাছ। সৃজ (ত্যাগ করা)+অন্ ক। সং ; পু।
—১। সৃষ্টি ; ত্যাগ। সৃজ (সৃজন করা)+অনট্ ভা। ২। সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ। সৃজ+অনট্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।
সর্জরস—শাল-নির্য্যাস, শালের আঠা ; ধুনা। ৬তৎ। সং ; পু।
সর্জ্জি, সর্জ্জী—নদীবিশেষ ; ক্ষারমৃত্তিকা, সাজি মাটী। সৃজ (সৃজন করা)+ই র্ম্ম, পক্ষে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।
সর্প—১। গমন, যাওয়া। সৃপ (যাওয়া)+অল্ ভা। ২। নাগ, সাপ। সৃপ+অন্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সর্পী।
সর্পণ—গমন, যাওয়া। সৃপ (যাওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।
সর্পভুক্—(সর্পভুজ্)। গরুড় ; ময়ূর। সর্প শব্দ (সাপ)—ভুজ (খাওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।
সর্পরাজ—বাসুকি, অনন্তদেব। সর্প সমূহের রাজা, ৬তৎ। সং ; পু।
সর্পসত্র—সর্পনাশক যজ্ঞ, সর্পকুল ধ্বংসের নিমিত্ত যজ্ঞ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।
সর্পহা—(সর্পহন্)। নকুল, বেজী। সর্প শব্দ—হন (বধ করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।
সর্পাঘাত—সর্পদংশন, সাপে কামড়ান। সর্প কৃত আঘাত, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।
সর্পাশন—গরুড় ; ময়ূর। সর্প শব্দ (সাপ)—অশ (খাওয়া)+অন ক। সং ; পু।
সর্পিঃ—(সর্পিস্)। আজ্য, ঘৃত। সৃপ (গমন করা)+ইস্ ক। সং ; ক্লী।
সর্পিণী—১। বিসর্পণশীলা, গামিনী। সৃপ (গমন করা)+ণিন্ ক+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে সর্পী। ২। স্ত্রীজাতীয় সর্প। সং ; স্ত্রী।
সর্পী—(সর্পিন্)। বিসর্পণশীল, গমনকারী। সৃপ (গমন করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সর্পিণী।
সর্পী—স্ত্রীজাতীয় সর্প। সর্প+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।
সর্ব্ব—১। সমুদায়, সকল। সর্ব্ব (গমন করা) +অন্ ক। সর্ব্বনাম ; ত্রি। ২। শিব ; বিষ্ণু। সৃ (গমন করা)+বন্ ণ। সং ; পু।
সর্ব্বংসহ—সকল-সহিষ্ণু, যে সমস্ত সহ্য করে। সর্ব্ব শব্দ (সকল)—সহ (সহা)+খ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বংসহা।
সর্ব্বংসহা—১। সকল সহ্যকারিণী। সর্ব্ব শব্দ (সকল)- সহ (সহা)+খ ক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী। সং ; স্ত্রী।
সর্ব্বকর্ত্তা—সর্ব্বস্রষ্টা ; সকলের প্রভু ; ঈশ্বর। ৬তৎ। সং ; পু।
সর্ব্বকর্ম্মীণ—সকল কর্ম্মক্ষম। সর্ব্ব যে কর্ম্ম সর্ব্বকর্ম্ম, কর্ম্মধা ; সর্ব্বকর্ম্ম+ঈন। বিণ ; ত্রি।
সর্ব্বকাল—সকল সময়। কর্ম্মধা। সং ; পু।
সর্ব্বগ—১। সর্ব্বত্র গমনশীল ; সর্ব্বব্যাপী। সর্ব্ব শব্দ (সকল)—গম (যাওয়া)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। জল। সং ; ক্লী। ৩। শিব ; আত্মা ; বায়ু। সং ; পু। [ত্রি।
সর্ব্বগত—সর্ব্বত্রস্থিত, সর্ব্বব্যাপী। ২তৎ। বিণ ;
সর্ব্বগামী—(সর্ব্বগামিন্)। সর্ব্বগ, সর্ব্বত্র গমনশীল। সর্ব্ব শব্দ—গম (যাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বগামিনী।
সর্ব্বগুণাধার—সকল গুণের আশ্রয়, সকল গুণযুক্ত। সর্ব্ব যে গুণ, কর্ম্মধা, তাহার আধার, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।
সর্ব্বগুণান্বিত—সকল গুণযুক্ত। সর্ব্ব যে গুণ,

কর্ম্মধা, তদ্দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সর্ব্বঙ্কষ—১। পাপ। সর্ব্ব শব্দ (সকল)—কষ (গমন করা)+খ ক। সং; পু। ২। সর্ব্বাতিক্রামক; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; পাপী। বিণ।

সর্ব্বজন—সকল লোক। কর্ম্মধা। সং; পু।

সর্ব্বজনপ্রিয়—সকল লোকের প্রীতির পাত্র। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

সর্ব্বজনস্বীকৃত—সকল লোকের অনুমোদিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সর্ব্বজনীন—সকল-লোক-হিতকর; বিখ্যাত। সর্ব্ব যে জন সর্ব্বজন, কর্ম্মধা; সর্ব্বজন শব্দ +ঈন হিতার্থে। বিণ; ত্রি।

সর্ব্বজ্ঞ—১। সকল বিষয়ে জ্ঞানবান্। সর্ব্ব শব্দ (সকল)—জ্ঞা (জানা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। শিব; বুদ্ধদেব। সং; পু।

সর্ব্বজ্ঞান—সকল প্রকার জ্ঞান। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। [স্ত্রী।

সর্ব্বজ্ঞানদায়িনী—সর্ব্বজ্ঞানদায়ী দেখ। বিণ;

সর্ব্বজ্ঞানদায়ী—(সর্ব্বজ্ঞানদায়িন্)। সকল প্রকার জ্ঞানদাতা। সর্ব্বজ্ঞান শব্দ—দা (দেওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বজ্ঞানদায়িনী।

সর্ব্বতঃ—(সর্ব্বতস্)। সকল দিকে; সকল প্রকারে; সকল বিষয়ে। সর্ব্ব শব্দ (সকল) +তস্ অধিকরণে ৭মী স্থানে। ব্য।

সর্ব্বতোভদ্র—১। প্রতিষ্ঠাদি কর্ম্মে পূজাধার চতুষ্কোণ মণ্ডলবিশেষ; ধনীদিগের চতুর্দ্দিকে দ্বারযুক্ত গৃহবিশেষ; জ্যোতিষে শুভাশুভ নির্ণয়ার্থ মণ্ডলবিশেষ; চিত্রকাব্যবিশেষ। সর্ব্বতঃ (সকল দিকে বা সকল বিষয়ে) ভদ্র (শুভজনক), ৭তৎ। সং; পু বা ক্লী। ২। নিম্ববৃক্ষ; বিষ্ণুর রথ। সং; পু।

সর্ব্বতোভাবে—সর্ব্বপ্রকারে, সম্পূর্ণরূপে। সর্ব্বতঃ (সকল বিষয়ে) ভাব হইয়াছে যাহাতে, অলুক্ বহু। ক্রি-বিণ।

সর্ব্বতোমুখ—১। সকলদিগভিমুখ। সর্ব্বতঃ (সকল দিকে) মুখ যাহার, অলুক্ বহু। বিণ; ত্রি। ২। আকাশ; জল। সং; ক্লী। ৩। ব্রহ্মা; শিব; আত্মা। সং; পু।

সর্ব্বত্যাগ—সকল পরিত্যাগ, যাবতীয় বিষয়-ভোগ বর্জ্জন। ৬তৎ। সং; পু।

সর্ব্বত্যাগিনী—সর্ব্বত্যাগী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

সর্ব্বত্যাগী—(সর্ব্বত্যাগিন্)। সকল ত্যাগকারী; যাবতীয় বিষয়ভোগ বর্জ্জনকারী, বিষয়ভোগে নিঃস্পৃহ। সর্ব্ব শব্দ—ত্যজ (ত্যাগ করা) +ঘিনুণ্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্ব-ত্যাগিনী।

সর্ব্বত্র—সকল দিকে; সকল দেশে বা স্থানে; সকল কালে; সকল বিষয়ে। সর্ব্ব শব্দ (সকল)+ত্র ৭মী স্থানে। ব্য।

সর্ব্বথা—সকল প্রকারে; ভৃশ, অত্যন্ত; হেতু; স্বীকার; নিশ্চয়। সর্ব্ব শব্দ (সকল)+থাচ্ প্রকারার্থে। ব্য।

সর্ব্বদমন—১। সকল-দমন-কর্ত্তা, সকলের শাসক। সর্ব্ব শব্দ (সকল)—ণিজন্ত দম বা দমি (দমন করা)+অন ক। বিণ; ত্রি। ২। রাজা দুষ্মন্তের পুত্র। সং; পু।

সর্ব্বদর্শিনী—সর্ব্বদর্শী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

সর্ব্বদর্শী—(সর্ব্বদর্শিন্) ১। সকল দ্রষ্টা; অভিজ্ঞ। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বদর্শিনী। ২। ঈশ্বর; বুদ্ধ। সং; পু।

সর্ব্বদা—সকল সময়ে। সর্ব্ব শব্দ (সকল)+দা কালার্থে ৭মী স্থানে। ব্য।

সর্ব্বদেশীয়—সকল দেশসম্বন্ধীয়, সকল দেশের। সর্ব্ব যে দেশ, কর্ম্মধা, তদুত্তরে ঈয় ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

সর্ব্বধুরীণ—সকল প্রকার ভারবহনকারী। সর্ব্ব (সকল) যে ধুঃ (ভার) সর্ব্বধুঃ, কর্ম্মধা; তদুত্তরে ঈন বহত্যর্থে। বিণ; ত্রি

সর্ব্বনাম—(সর্ব্বনামন্)। সকলের নাম; ব্যাকরণে—সর্ব্ব প্রভৃতি যে সকল শব্দ বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; পু।

সর্ব্বনাশ—সকলের ধ্বংস, সমস্ত ক্ষয়। ৬তৎ।

সর্ব্বনাশিনী—সর্ব্বনাশকারিণী, সকল ধ্বংস-কারিণী। সর্ব্বনাশী দেখ; সর্ব্বনাশিন্ শব্দ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সর্ব্বনাশী—১। সকল ধ্বংসকারী, সমস্ত ক্ষয়কারক। সর্ব্ব শব্দ—নশ (নষ্ট করা)+ণিন্ ক=সর্ব্বনাশিন্, ১মার ১বচন। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বনাশিনী। ২। সর্ব্বনাশ-কারিণী। বিণ; স্ত্রী।

সর্ব্বনিয়ন্তা—(সর্ব্বনিয়ন্তৃ)। সকলের নিয়মন-কর্ত্তা, সকলের পরিচালক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বনিয়ন্ত্রী

সর্ব্বনিয়ন্ত্রী—সর্ব্বনিয়ন্তা দেখ। বিণ; স্ত্রী।

সর্ব্বপথীন—সকল পথগামী; সকল পথজ্ঞ। সর্ব্ব যে পথ সর্ব্বপথ, কর্ম্মধা; তদুত্তরে ঈন। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

সর্ব্বপ্রধান—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সকলের উৎকৃষ্ট। ৬তৎ।

সর্ব্বভক্ষ—হুতাশন, অগ্নি। সর্ব্ব (সকল) ভক্ষণ করে যে, উপ; সর্ব্ব—ভক্ষ (খাওয়া) +অন্ ক। সং; পু।

সর্ব্বমঙ্গলময়—১। সকল মঙ্গলের আধার। সর্ব্ব যে মঙ্গল, কর্ম্মধা, তদুত্তরে ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বমঙ্গলময়ী। ২। ঈশ্বর। সং; পু।

সর্ব্বমঙ্গলময়ী—সর্ব্বমঙ্গলময় দেখ। বিণ; স্ত্রী।

সর্ব্বমঙ্গলা—ভগবতী, দুর্গা। সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গল হয় যাঁহা (যে স্ত্রী) হইতে, বহু। সং; স্ত্রী।

সর্ব্বময়—১। সর্ব্বাত্মক, সকল স্বরূপ। সর্ব্ব শব্দ (সকল)+ময়ট্। বিণ; ত্রি। ২। ঈশ্বর। সং; পু।

সর্ব্বমেধ—১। সর্ব্বসংহারক; সকলের বিনা-শক; সর্ব্বসঙ্গী। সর্ব্ব শব্দ—মেধ (বধ করা, সঙ্গ করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। সর্ব্বযজ্ঞ। সং; পু।

সর্ব্বরী—রজনী, রাত্রি। শৃ (গমন করা)+ বনিপ্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সর্ব্বরীকর—নিশাকর, চন্দ্র। সর্ব্বরী (রাত্রি) করে যে, উপ, অথবা সর্ব্বরীতে কর (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

সর্ব্বলোক—নিখিল ব্রহ্মাণ্ড। কর্ম্মধা। সং; পু।

সর্ব্বলোকপিতামহ—ব্রহ্মা। সর্ব্ব যে লোক সর্ব্বলোক, তাহার পিতামহ, যথাক্রমে কর্ম্মধা ও ৬তৎ। ব্রহ্মার আদেশে স্বায়ম্ভুব মনু যাবতীয় জীবজন্তু সৃষ্টি করেন, সুতরাং তিনি সকলের পিতা, আবার ব্রহ্মা সেই আদি পিতার পিতা, সুতরাং তিনি সকলের পিতামহ। সং; পু।

সর্ব্বলোকবিখ্যাত—বিশ্ববিশ্রুত, সকল লোকে প্রসিদ্ধ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

সর্ব্বলোকবিদিত—ত্রিলোকবিখ্যাত, সকল লোকের জ্ঞাত, সকলেই যাহা জানে এরূপ। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

সর্ব্ববাদিসম্মত—সকল সম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্বীকৃত, সকল মতবাদীর অনুমোদিত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

সর্ব্ববাদী—(সর্ব্ববাদিন্)। সকল প্রকার মতবাদী, সকল সম্প্রদায়। সর্ব্ব—বদ (বলা) +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্ব-বাদিনী।

সর্ব্ববিৎ—(সর্ব্ববিদ্)। সর্ব্বজ্ঞ। সর্ব্ব শব্দ (সকল)—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

সর্ব্ববেদাঃ—(সর্ব্ববেদস্)। সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ-যজ্ঞ-কারী, যে যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয় এরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। সর্ব্ব শব্দ (সকল) —ণিজন্ত বিদ বা বেদি (পাওয়ান)+অস্ ক। বিণ; পু।

সর্ব্বব্যাপক—সর্ব্বত্র ব্যাপ্তিশীল, যাহা সকল ব্যাপিয়া আছে। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বব্যাপিকা।

সর্ব্বব্যাপিনী—সর্ব্বব্যাপী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

সর্ব্বব্যাপী—(সর্ব্বব্যাপিন্)। ১। সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি-শীল, সকলে অবস্থিত। সর্ব্ব শব্দ—বি—আপ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বব্যাপিনী। বিশেষ্যে সর্ব্বব্যাপিত্ব। ২। ঈশ্বর; বায়ু। সং; পু।

সর্ব্বশঃ—(সর্ব্বশস্)। সর্ব্ব সর্ব্ব; সকল প্রকারে। সর্ব্ব শব্দ+শস্। ব্য।

সর্ব্বশক্তিমত্তা—সকল শক্তিযুক্তত্ব, সকলপ্রকার

শক্তির অধীশ্বরত্ব। সর্ব্বশক্তিমান্ দেখ ; সর্ব্বশক্তিমৎ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

সর্ব্বশক্তিময়—সকল শক্তিপূর্ণ, সকল প্রকার ক্ষমতাশালী। সর্ব্বা যে শক্তি, কর্ম্মধা, তদুত্তরে ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বশক্তিময়ী।

সর্ব্বশক্তিমান্—(সর্ব্বশক্তিমৎ) । ১। সকল শক্তিশালী, সকল প্রকার ক্ষমতাবিশিষ্ট। সর্ব্বা যে শক্তি, কর্ম্মধা, তদুত্তরে মতু অস্ত্যার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বশক্তিমতী। ২। ঈশ্বর। সং ; পু।

সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী—(সর্ব্বশাস্ত্রদর্শিন্)। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, সকল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। সর্ব্ব যে শাস্ত্র, কর্ম্মধা। সর্ব্বশাস্ত্র শব্দ—দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বশাস্ত্রদর্শিনী।

সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ—(সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্)। সকল শাস্ত্রজ্ঞ। সর্ব্বশাস্ত্র—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; পু।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বপ্রধান, সকলের উৎকৃষ্ট। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

সর্ব্বসমক্ষ—সকলের সম্মুখ। ৬তৎ। সং ; পু।

সর্ব্বসম্মত—সকলের স্বীকৃত, সকল লোকের অনুমোদিত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

সর্ব্বসম্মতি—সকলের স্বীকৃতি, সকল লোকের অনুমোদন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

সর্ব্বসাধারণ—ইতর ভদ্র সকল লোক ; যাবতীয় লোক। কর্ম্মধা। সং ; পু।

সর্ব্বস্রষ্টা—(সর্ব্বস্রষ্টৃ)। সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, বিশ্বস্রষ্টা। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বস্রষ্ট্রী।

সর্ব্বস্ব—সকল ধন, সমস্ত সম্পত্তি। সর্ব্ব (সকল) যে স্ব (ধন), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সর্ব্বস্বদক্ষিণ—১। যাহাতে সমস্ত ধন দক্ষিণা দিতে হয় এরূপ। বহু। বিণ ; ত্রি। ২। বিশ্বজিৎ-নামক যজ্ঞ। সং ; পু।

সর্ব্বস্বান্ত—সর্ব্বস্বক্ষয়, সমস্ত সম্পত্তিনাশ। সর্ব্বস্বের অন্ত, ৬তৎ। সং ; ক্লী। [ক্রি-বিণ।

সর্ব্বাংশে—সকল অংশে, সর্ব্বপ্রকারে। বহু।

সর্ব্বাগ্রগণ্য—সর্ব্বপ্রধান, সকলের শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বের অগ্রগণ্য, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

সর্ব্বাঙ্গ—সকল অবয়ব ; সকল বিষয়। সর্ব্ব যে অঙ্গ, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন—সকল অবয়ববিশিষ্ট ; ত্রুটিহীন। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—১। সকল বিষয়ে সুন্দর বা পরিপাটী। সর্ব্ব যে অঙ্গ, তাহাতে সুন্দর, যথাক্রমে কর্ম্মধা ও ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। ঔষধবিশেষ। সং ; পু।

সর্ব্বাঙ্গানবদ্য—সর্ব্বাবয়বে নির্দ্দোষ, যাহার কোন অঙ্গে কিছুমাত্র দোষ নাই। সর্ব্বাঙ্গে অনবদ্য (নির্দ্দোষ), ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বাঙ্গানবদ্যা।

সর্ব্বাঙ্গীন—সকল অঙ্গ-ব্যাপক ; সকল-বিষয়ক সর্ব্বাঙ্গ দেখ ; সর্ব্বাঙ্গ+ঈন সম্বন্ধার্থে। বিণ ; ত্রি।

সর্ব্বাণী—শিবানী, ভবানী, শঙ্করী। সর্ব্ব শব্দ+(শিব)+ঈপ্ পত্নী-অর্থে। সং ; স্ত্রী।

সর্ব্বান্তর্যামী—(সর্ব্বান্তর্যামিন্) ১। সকলের অন্তরের ভাবজ্ঞ, যিনি সকলের অন্তরের কথা জানেন। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বান্তর্যামিনী। ২। ঈশ্বর। সং ; পু।

সর্ব্বান্নীন—সকলের অন্ন ভোজনকারী। সর্ব্বের (সকলের) অন্ন সর্ব্বান্ন, ৬তৎ ; তদুত্তরে ঈন। বিণ ; ত্রি।

সর্ব্বাপেক্ষ ন্যায়—ন্যায়বিশেষ। ন্যায় দেখ।

সর্ব্বাভরণভূষিত—সকল প্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। সর্ব্ব যে আভরণ, তদ্দ্বারা ভূষিত, কর্ম্মধা ও ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সর্ব্বার্থসাধিকা—১। সকল প্রয়োজন-সিদ্ধকারিণী। সর্ব্ব যে অর্থ, তাহার সাধিকা, যথাক্রমে কর্ম্মধা ও ৬তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। সং ; স্ত্রী।

সর্ব্বার্থসিদ্ধ—১। বুদ্ধদেব। সর্ব্ব যে অর্থ, তাহাতে সিদ্ধ যথাক্রমে কর্ম্মধা ও ৭তৎ। সং ; পু। ২। এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। রাম-রাজত্বকালে ইনি পথে একটি কুক্কুরকে প্রহার করিলে কুক্কুর আসিয়া রামের নিকট অভিযোগ করিল। রাম ব্রাহ্মণকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইলে, "ব্রাহ্মণ দণ্ডনীয় নহেন" মন্ত্রিগণ এই কথা বলিল। কুক্কুর দণ্ডের জন্য রামচন্দ্রের নিকট অনেক অনুরোধ করিয়া বলিল, "আমার প্রতি যদি আপনার কৃপা থাকে, তবে এই ব্রাহ্মণকে কুলপতি পদ প্রদান করুন এবং উহাকে কালঞ্জরের অধ্যক্ষ করিয়া দিন।" রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "শাস্তির পরিবর্ত্তে এমন পুরস্কার প্রার্থনা করিতেছ কেন ?" কুক্কুর কহিল, "আমি পূর্ব্বে ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। সকল প্রকার সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াও এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি।"

সর্ব্বাশী—(সর্ব্বাশিন্) ১। সকল প্রকার ভোজনকারী, যে যাহা পায় তাহা খায়। সর্ব্ব—অশ (খাওয়া)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। ২। বহ্নি। সং ; পু।

সর্ব্বেশ্বর—১। সকলের প্রভু। সর্ব্বের ঈশ্বর, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। শিব। সং ; পু।

সর্ব্বেসর্ব্বা—সকলের উপর কর্ত্তা। দেশজ শব্দ।

সর্ব্বোত্তম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

সর্ব্বোপরি—সকলের উপর। ৬তৎ। ব্য।

সর্ব্বৌষধি—কুষ্ঠ মাংসী হরিদ্রা বচা শৈলেয় চন্দন চম্পক মুরা কর্পূর মুস্তা এই কয়টী। সর্ব্বা যে ওষধি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সর্ষপ—সরিষা ; ছয়-লিখ্যা-পরিমাণ। সৃ (গমন করা)+অপ ক। সং ; পু।

সল—বারি, জল। সল (গমন করা)+অন্ ক। সং ; ক্লী।

সলজ্জ—সব্রীড়, লজ্জিত। লজ্জার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ নির্লজ্জ।

সলাজ—সলজ্জ, লজ্জাযুক্ত। সলজ্জ শব্দের অপভ্রংশে জাত। বিশেষণ।

সলিম—১। ভারতে পাঠান-সাম্রাজ্যের পুনঃস্থাপনকর্ত্তা শের সাহের দ্বিতীয় পুত্র। ১৫৪৫ অব্দে শের সাহ্ কালগ্রাসে পতিত হইলে ইনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নয় বৎসর অতি সুনিয়মে রাজ্যশাসন করেন। ১৫৫৪ খৃঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।
২। সুবিখ্যাত মোগল বাদসাহ্ আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৬০৫ অব্দে আকবর কালগ্রাসে পতিত হইলে ইনি জহাঁগীর নাম ধারণ করিয়া দিল্লীশ্বর হন (জহাঁগীর দেখ)। [সং ; ক্লী।

সলিল—জল। সল (গমন করা)+ইল ক।

সলিলক্রিয়া—তর্পণাদি ; জল দ্বারা চিতা ধৌতকরণ। ৩তৎ। সং ; স্ত্রী।

সলিলজ—১। জলজাত। সলিল শব্দ (জল)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। জলজ, পদ্ম। সং ; ক্লী।

সলিলদর্পণ—জলরূপ দর্পণ, জলরূপ আয়না। রূপক। সং ; পু।

সলিলোপরি—জলের উপর। ৬তৎ। ব্য।

সলীল—লীলাযুক্ত ; ভঙ্গী-সহিত ; কৌতুহলী ; কৌতুকী। লীলার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সল্লকী—সজারু ; বাবলা গাছ। সল (গমন করা) +অক ক+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সব—১। অপত্য, সন্তান ; যজ্ঞে প্রস্তুত আসব। সূ (প্রসব করা)+অল্ র্ম্ম। ২। প্রসব ; সুরা-সন্ধান। সূ+অল্ ভা। ৩। সূর্য্য। চন্দ্র। সূ+অল্ ক। ৪। যজ্ঞ, যাগ। সূ+অল্ অধি। সং ; পু। ৫। পুষ্পমধু ; জল। সূ+অল্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

সবংশে—বংশের সহিত, কুলজাত সকল লোকের সহিত। বংশের সহিত বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সবন—১। প্রসব ; যজ্ঞস্নান ; স্নান ; সোমরস-সন্ধান ; সোমরস-পান। সূ (প্রসব করা)+অনট্ ভা। ২। যজ্ঞ। সূ+অনট্ অধি। সং ; ক্লী। ৩। পুষ্করদ্বীপপতি। সূ+অন ক। সং ; পু।

সবয়াঃ—(সবয়স্)। সমবয়স্ক ; বয়স্য, সহচর। সমান হইয়াছে বয়ঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু।

সবর—শবর দেখ।

[illegible]—[illegible]; [illegible]-জাতি; সদৃশ; [illegible] বর্ণ। সমান [illegible]। ত্রি। [illegible]। [illegible]। সবর্ণ দেখ; [illegible]; স্ত্রী। ২। [illegible]। সং; স্ত্রী।

সবল—বলবান্, ক্ষমতাবিশিষ্ট। বলের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সবলতা—বলবত্তা, সামর্থ্য। সবল দেখ; সবল + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

সবাস—গন্ধযুক্ত; সুবাসযুক্ত, সুবহ। বাসের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সবাসাঃ—(সবাসস্)। বস্ত্রপরিহিত। বাসস্-এর (বস্ত্রের) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; পু।

সবিকল্পক—বেদান্তে—জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভেদজ্ঞান; ন্যায়ে—বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্যের জ্ঞান। বিকল্পের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। সং; ক্লী।

সবিকাশ—বিকশিত; প্রফুল্ল; অসঙ্কুচিত; প্রসারিত। বিকাশের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সবিতা—(সবিতৃ) ১। জনয়িতা, উৎপাদয়িতা। সূ (প্রসব করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সবিত্রী। ২। সূর্য্য; ঈশ্বর। সং; পু।

সবিত্রী—১। জনয়িত্রী। সূ (প্রসব করা)+তৃন্ ক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে সবিতা। ২। জননী, মাতা। সং; স্ত্রী।

সবিদ্য—বিদ্বান্; কৃতবিদ্য। বিদ্যার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সবিধ—সদৃশ; নিকট। সমান হইয়াছে বিধা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সবিনয়—বিনয়যুক্ত, বিনীত। বিনয়ের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সবিরাম—বিরামযুক্ত, বিচ্ছেদবিশিষ্ট। বিরামের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সবিশেষ—সম্যক্-প্রকার। বিশেষের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সবিস্তর—প্রচুর; অধিক। বিস্তরের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সবিস্তার—বিস্তৃতিযুক্ত; অসংক্ষিপ্ত, বাহুল্য-বিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

সবিস্ময়—বিস্ময়যুক্ত, বিস্মিত, আশ্চর্য্য। বিস্ময়ের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সবৃদ্ধিক—বৃদ্ধিযুক্ত; সুদ-সমেত। বৃদ্ধির সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সবেশ, সবেষ—সমীপস্থ, নিকটবর্ত্তী, ভূষিত। বেশের বা বেষের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সব্য—বাম, বাঁ; প্রতিকূল; দক্ষিণ। সূ (প্রসব করা)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

সব্যসাচী—(সব্যসাচিন্)। বাম হস্তে শরক্ষেপক, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন। সব্য (বাম)—সচ (ক্ষেপণ করা)+ণিন্ ক। সং; পু।

সব্যাজ—ব্যাজযুক্ত; প্রতারণা সহিত। ব্যাজের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সব্যেষ্ঠ, সব্যেষ্ঠা—(সব্যেষ্ঠৃ)। রথচালক, সারথি; রথের বামপার্শ্বস্থ বীর। অলুক্ উপ; সব্য শব্দের ৭মীর ১বচনে সব্যে (বামে), তদুত্তরে স্থা (থাকা)+ড, তৃন্ ক। সং; পু।

সব্রীড়—লজ্জাযুক্ত, সলজ্জ। ব্রীড়ার (লজ্জার) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সশঙ্ক—শঙ্কাযুক্ত, ভীত। শঙ্কার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ নিঃশঙ্ক।

সশঙ্কচিত্ত—১। ভীত মনঃ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। শঙ্কিত চিত্তবিশিষ্ট, ভীতমনাঃ। সশঙ্ক হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সশরীরে—শরীরের সহিত, মূর্ত্তিমান্ হইয়া। শরীরের সহিত বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সশব্দে—শব্দসহকারে, শব্দ করিতে করিতে। শব্দের সহিত বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সশস্ত্র—শস্ত্রযুক্ত, অস্ত্রধারী। শস্ত্রের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সসংজ্ঞ—সংজ্ঞাযুক্ত, সচেতন। সংজ্ঞার সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সসজ্জ—সজ্জিত। সজ্জার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সসত্ত্ব—প্রাণিযুক্ত। সত্ত্বের (প্রাণীর) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সসত্ত্বা—গর্ভবতী। সত্ত্বের (জন্তুর) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; স্ত্রী।

সসন—হনন, বধ। সস (নিদ্রা যাওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সসম্ভ্রম—সম্ভ্রমযুক্ত, ত্বরাবিশিষ্ট; সগৌরব। সম্ভ্রমের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সসম্ভ্রমে—সম্ভ্রমসহকারে, ত্বরার সহিত; সগৌরবে, সাদরে। সম্ভ্রমের সহিত বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সসম্মানে—সম্মানসহকারে, মর্য্যাদার সহিত। বহু। ক্রি-বিণ।

সসাগরা—সাগর-সহিতা। সাগরের সহিত বর্ত্তমানা যে, বহু। বিণ; স্ত্রী।

সসাধ্বস—ভয়যুক্ত, সভয়। সাধ্বসের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সসৈন্য—সেনাসমন্বিত, সৈন্যযুক্ত। সৈন্যের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সসৈন্যে—সেনার সহিত। সৈন্যের সহিত বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সস্তা—অল্পমূল্য, সুলভ, অক্রেয় নয় এরূপ। দেশজ শব্দ।

সস্ত্রীক—স্ত্রীযুক্ত, পত্নী-সহিত। স্ত্রীর সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। [ত্রি।

সস্নেহ—স্নেহযুক্ত, বাৎসল্যবিশিষ্ট। বহু। বিণ;

সস্নেহভাব—স্নেহপূর্ণ ভাব। কর্ম্মধা। সং।

সস্নেহে—স্নেহসহকারে, বাৎসল্যের সহিত। স্নেহের সহিত বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সস্পৃহ—স্পৃহাযুক্ত, উৎসুক, অভিলাষী। স্পৃহার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সস্মিত—সহাস্য, হাস্যযুক্ত। স্মিতের (হাস্যের) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সস্য—বৃক্ষাদির ফল; শস্য, ধান্যাদি; শাস। সস (নিদ্রা যাওয়া)+য ণ। সং; ক্লী।

সস্যক—খড়্গ; খনিবিশেষ। সস্য শব্দ+কণ্। সং; পু।

সস্বেদ—ঘর্ম্মযুক্ত। স্বেদের (ঘর্ম্মের) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।

সহ—১। সাহিত্য; সাদৃশ্য; বিদ্যমানতা; সাফল্য; সমৃদ্ধি; সম্বন্ধ। সহ (সহা)+অল্ ভা। ব্য। ২। সহিষ্ণু; সমর্থ; সহায়। সহ+অন্ ক। বিণ; ত্রি। ৩। অগ্রহায়ণ মাস। সং; পু।

সহঃ—(সহস্)। বল, শক্তি; তেজঃ, জ্যোতিঃ। সহ (সহা)+অস্ র্ম্ম। সং; ক্লী।

সহকার—১। সুগন্ধ আম্রবৃক্ষ। সহ শব্দ—কৃ (বিদীর্ণ করা)+ষণ্ ক। ২। সহকারিতা, সহায়তা, সাহায্য। সহ শব্দ—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

সহকারিণী—সাহায্যকারিণী। সহ শব্দ—কৃ (করা)+ণিন্ ক। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে সহকারী।

সহকারিতা—সাহায্যকারিতা, সহায়তা করা। সহকারী দেখ; সহকারিন্+তা ভাবে। স্ত্রী।

সহকারী—(সহকারিন্)। সাহায্যকারী; কারণবিশেষ। সহ শব্দ—কৃ (করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সহকারিণী।

সহকৃৎ—সহকারী, সহায়তাকারী। সহ শব্দ—কৃ (করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

সহকৃত্বরী—সহকারিণী। সহ—কৃ (করা)+ক্বনিপ্ ক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে সহকৃত্বা।

সহকৃত্বা—(সহকৃত্বন্)। সহকারী, সাহায্যকারী। সহ—কৃ (করা)+ক্বনিপ্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সহকৃত্বরী।

সহগমন—সঙ্গে গতি; সহমরণ, অনুমরণ [সতীদাহ দেখ]। সহ শব্দ (সহিত)—গম (যাওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

সহগম্য—সঙ্গে গমনীয়। সহ—গম (যাওয়া)+য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

বয়স্য, সখা। সহ শব্দ (সহিত চর (গমন করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি স্ত্রীলিঙ্গে সহচরী। [ঈপ্। সং ; স্ত্রী —সখী ; পত্নী। সহচর দেখ ; সহচর+ ণী—সঙ্গিনী। সহ শব্দ (সহিত)—চর (গমন করা)+ণিন্ ক+ঈপ্। বিণ স্ত্রী। পুংলিঙ্গে সহচারী।

সহচারী—(সহচারিন্)। সঙ্গী ; বয়স্য, সখা সহ শব্দ (সহিত)—চর (গমন করা)+ ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সহচারিণী

সহজ—১। সহজাত ; স্বাভাবিক, নৈসর্গিক অনায়াসসিদ্ধ। সহ শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। সহোদর। সং ; পু।

সহজপ্রবণ—স্বভাবতঃ নত ; যে সকল বস্তুকে অল্পমাত্র আয়াসেই নত করা যায়। সহজে প্রবণ, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সহজপ্রবণতা—বস্তুর স্বভাবতঃ নত হওয়া রূপ গুণ ; যে গুণ থাকায় কোন বস্তুকে অল্পায়াসে বাঁকান যায়। সহজপ্রবণ শব্দ +তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

সহজলব্ধ—অনায়াসপ্রাপ্ত, যাহা অল্পায়াসে পাওয়া গিয়াছে এরূপ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সহজবিশ্বাস—স্বভাবতঃ প্রত্যয় ; অল্পায়াসে জাত প্রত্যয় ; স্বাভাবিক ধারণা। কর্ম্মধা। পু।

সহজবিশ্বাসী—(সহজবিশ্বাসিন্)। অল্পায়াসে বিশ্বাসকারী, একটুতে যে বিশ্বাস করে। ৩তৎ। বিণ ; পু।

সহজশত্রু—স্বাভাবিক বৈরী ; অংশীদার ; বৈমাত্রেয় ভ্রাত্রাদি। কর্ম্মধা। সং ; পু।

সহজাত—সহোৎপন্ন, এক সঙ্গে উদ্ভূত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

সহজেতর—অস্বাভাবিক, অনৈসর্গিক, অলৌকিক। সহজ (স্বাভাবিক) হইতে ইতর (ভিন্ন), ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

সহদেব—১। পঞ্চম পাণ্ডব। সহ (সহিত)—দিব (ক্রীড়া করা)+অন্ ক। সং ; পু। পাণ্ডু রাজার কনিষ্ঠা পত্নী মাদ্রীর ক্ষেত্রে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে নকুল ও সহদেব দুই যমজ ভ্রাতার জন্ম হয়। মাদ্রী পাণ্ডুর সহমৃতা হইলে সহদেব সহোদরসহ বিমাতা কুন্তীর যত্নে অপত্য নির্ব্বিশেষে লালিত পালিত হন এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের সহিত কৃপ ও দ্রোণের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। অসিমুষ্টিধারণে ইনি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীর গর্ভে ইহাঁর শ্রুতসেন নামক পুত্রের জন্ম হয়। ইনি ভানুমতী নাম্নী এক যাদবীরও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি আজীবন যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাবহ থাকিয়া ভ্রাতৃগণসহ সর্ব্বপ্রকার সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞকালে ইনি দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া তত্রত্য রাজন্যবর্গের নিকট কর আদায় করিয়াছিলেন। ইনি ভ্রাতৃগণসহ দ্বাদশবৎসর বনবাসে অতিবাহিত করেন এবং অজ্ঞাতবাসের বৎসর বিরাট-রাজ-ভবনে তন্ত্রিপাল নামে গোশালাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি সাধ্যানুসারে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এবং অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধে শকুনিকে শমনসদনে প্রেরণ করেন। ইনি যুধিষ্ঠিরের সহিত মহাপ্রস্থানে যাত্রা করিয়া অত্যধিক পাণ্ডিত্যাভিমান জন্য পাপস্পর্শ হেতু সুমেরুশিখরে পতিত হন।

২। মগধেশ্বর জরাসন্ধের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন এবং চতুর্থ দিবসের যুদ্ধে অভিমন্যুর হস্তে নিপতিত হন।

সহধর্ম্মচারিণী—সহধর্ম্মিণী, পত্নী। সহ শব্দ—ধর্ম্ম শব্দ—চর (আচরণ করা)+ণিন্ ক+ঈপ্ ; যে স্ত্রী একসঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করে। সং ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

সহধর্ম্মিণী—পত্নী। সহ—ধর্ম্ম+ইন+ঈপ্। সং ;

সহন—১। সহ্যকরণ, ক্ষমা ; প্রতীক্ষা। সহ (সহা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। ২। সহিষ্ণু। সহ+অন ক। বিণ ; ত্রি।

সহনীয়—সহনযোগ্য, সহ্য। সহ (সহা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সহভাবিনী—সহভাবী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

সহভাবী—(সহভাবিন্)। সহিত উৎপন্ন ; সহায়, সাহায্যকারী ; সহচর। সহ শব্দ (সহিত)—ভূ (হওয়া)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সহভাবিনী।

সহমরণ—মৃতপতির সহিত মরণ, অনুমরণ, সহগমন [সতীদাহ দেখ]। সহ শব্দ (সহিত) —মৃ (মরা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সহমৃতা—মৃতপতির সহিত মৃতা, অনুমৃতা। সহ শব্দ (সহিত)—মৃ (মরা)+ক্ত ক+ আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সহযাত্রা—একত্র গমন, একসঙ্গে প্রস্থান। সহ শব্দ—যা (যাওয়া)+ত্র ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সহযাত্রী—(সহযাত্রিন্)। এক সঙ্গে গমনকারী। সহ শব্দ—যাত্রা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সহযাত্রিণী।

সহযোগ—সংযোগ, মিলন। সহ শব্দ—যুজ (যুক্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সহযোগী—সহকারী, সঙ্গে যোগদাতা, সাহায্যকারী। সহ শব্দ—যুজ (যুক্ত হওয়া)+ ঘিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সহযোগিনী। বিশেষ্যে সহযোগিতা।

সহর—নগর। পারস্য ভাষামূলক শব্দ।

সহর্ষ—হর্ষযুক্ত, আনন্দিত। হর্ষের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সহবাস—একসঙ্গে বাস, একত্র অবস্থান। সহ শব্দ (সহিত)—বস (বাস করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সহসা—১। শীঘ্র ; হঠাৎ ; অকস্মাৎ ; অবিমর্ষ। সহ শব্দ—সো (নাশ করা)+ডা ক। ব্য। ২। হাস্যকারিণী। হসের (হাস্যের) সহিত বর্ত্তমানা যে, বহু। বিণ।

সহস্য—পৌষমাস। সহস্ শব্দ+য্য। সং ; পু।

সহস্র—১। দশ শত সংখ্যা, ১০০০। সমান শব্দ —হস (হাস্য করা)+র ক। সং ; ক্লী। ২। তৎসংখ্যক। বিণ ; ত্রি।

সহস্রকর, সহস্রকিরণ—সূর্য্য। সহস্র হইয়াছে কর, কিরণ যাহার, বহু। সং ; পু।

সহস্রকৃত্ব—হাজার বার ; অসংখ্য বার। সহস্র শব্দ+কৃত্ব বারার্থে। ব্য।

সহস্রদংষ্ট্র—বাদাল মৎস্য, বোয়াল মাছ। সহস্র হইয়াছে দংষ্ট্রা (বড় দাঁত) যাহার, বহু। সং ; পু।

সহস্রদৃক্—(সহস্রদৃশ্), সহস্রনয়ন, সহস্রনেত্র। দেবরাজ ইন্দ্র। সহস্র হইয়াছে দৃক্, নয়ন, নেত্র (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। সং ; পু।

সহস্রধা—সহস্রবার ; সহস্রপ্রকার। সহস্র+ধাচ্ প্রকারার্থে। ব্য। [বহু। সং ; ক্লী।

সহস্রপত্র—পদ্ম। সহস্র হইয়াছে পত্র যাহার,

সহস্রপাদ্, সহস্রপাদ—বিরাটপুরুষ ; বিষ্ণু ; সূর্য্য। সহস্র হইয়াছে পাদ্, পাদ যাহার, বহু। সং ; পু।

সহস্রবাহু, সহস্রভুজ—কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ; বিষ্ণু। সহস্র হইয়াছে বাহু, ভুজ যাহার, বহু। সং ; পু।

সহস্রলোচন—দেবরাজ ইন্দ্র। সহস্র হইয়াছে লোচন যাহার, বহু। সং ; পু।

সহস্রবীর্য্যা—দূর্ব্বা। সহস্র হইয়াছে বীর্য্য (প্রভাব) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

সহস্রশঃ—(সহস্রশস্)। সহস্র সহস্র, বহুসংখ্যক। সহস্র শব্দ+চশস্ বীপ্সার্থে। ব্য।

সহস্রাংশু—সূর্য্য। সহস্র হইয়াছে অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র ; বিষ্ণু। সহস্র হইয়াছে অক্ষি (চক্ষুঃ) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

সহস্রার—শিরোমধ্যস্থ সহস্র-দল-পদ্ম। সহস্র হইয়াছে আর (কোণ) যাহার, বহু। সং ; ক্লী।

সহস্রাস্য—বিষ্ণু। সহস্র হইয়াছে আস্য (মুখ) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

সহস্রী—(সহস্রিন্)। সহস্রাধিপতি ; সহস্রযুক্ত। সহস্র শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সহস্রিণী।

সহাঃ—(সহস্)। অগ্রহায়ণ মাস। সহ (সহ্য) + অস্ অধি। সং; পু।
সহাধ্যায়ী—(সহাধ্যায়িন্)। সহপাঠী, এককালে এক গুরুর শিষ্য। সহ শব্দ (সহিত) — অধি — ই + ণিন্ ক। বিণ; পু।
সহানুভূতি—অপরের সুখদুঃখে তাদৃশ অনুভব। সহ শব্দ — অনু — ভূ (হওয়া) + ক্তি ভা। স্ত্রী।
সহায়—সহচর; সাহায্যকারী। সহ শব্দ — ই (গমন করা) + অন্ ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সহায়তা, সাহায্য।
সহায়তা—সাহায্য; সহায়-সমূহ। সহায় শব্দ + তা। সং; স্ত্রী।
সহায়তাকারী—(সহায়তাকারিন্)। সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক। সহায়তা শব্দ — কৃ (করা) + ণিন্ ক। বিণ; পু।
সহায়সৌষ্ঠব—সহায়ের আধিক্য, সাহায্যের উৎকর্ষ। ৬তৎ। সং; ক্লী।
সহাস্য—হাস্যযুক্ত, সস্মিত। হাস্যের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।
সহাস্যবদন—১। হাস্যযুক্ত মুখ, হাসি হাসি মুখ। সহাস্য যে বদন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। হাস্যযুক্ত মুখবিশিষ্ট। সহাস্য হইয়াছে বদন যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
সহিত—১। সমভিব্যাহৃত; সংযুক্ত। সহ (সহ্য) + ইত ক। ২। হিতযুক্ত; হিতকর। হিতের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু, অথবা সম্ (সম্যক্) যে হিত, নিত্য। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সাহিত্য।
সহিতা (সহিতৃ), সহিষ্ণু—সহনশীল, ক্ষমাবান্। সহ (সহ্য) + তৃন্, ইষ্ণু ক। বিণ; যথাক্রমে পু ও ত্রি।
সহিষ্ণু—সহিতা দেখ।
সহিষ্ণুতা—সহনশীলতা, তিতিক্ষা, ক্ষমা। সহিষ্ণু শব্দ + তা ভাবে। সং; স্ত্রী।
সহিস—অশ্বরক্ষক, ঘোড়ার পরিচারক। যাবনিক শব্দ।
সহৃদয়—প্রশস্তচিত্ত, সদন্তঃকরণ; সামাজিক। হৃদয়ের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ।
সহৃদয়তা—উদারচিত্ততা, মহত্ত্ব; সামাজিকতা। সহৃদয় দেখ; সহৃদয় + তা ভাবে। স্ত্রী।
সহোক্তি—অর্থালঙ্কারবিশেষ। অলঙ্কার দেখ।
সহোটজ—পর্ণকুটীর, পাতার কুঁড়ে। উটজসহ বর্ত্তমান যে, বহু। সং; ক্লী বা পু।
সহোঢ়—দ্বাদশবিধ পুত্রের অন্তর্গত পুত্রবিশেষ, গর্ভবতী কুমারীর বিবাহানন্তর জাতপুত্র। উঢ়ার (বিবাহিতার) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। সং; পু।
সহোঢ়জ—অজ্ঞাতগর্ভা পরিণীতার গর্ভজাত (পুত্র)। সহ শব্দ — উঢ়া শব্দ (পরিণীতা) — জন (জন্মা) + ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সহোঢ়জা।
সহোদর—একমাতৃ-গর্ভজাত; তুল্য। সহ (সমান) হইয়াছে উদর যাহার সহিত, বহু। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সহোদরা।
সহ্য—১। সহনযোগ্য, সহনীয়। সহ (সহ্য) + য র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। পর্ব্বতবিশেষ, পশ্চিমঘাটপর্ব্বত। সং; পু। ৩ আরোগ্য। সং; ক্লী।
সহ্যাদ্রি—পশ্চিমঘাট পর্ব্বত। সহ্য নামক যে অদ্রি (পর্ব্বত), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [আপ্। সং; স্ত্রী।]
সা—শান্তি; শ্রী। সো (নাশ করা) + ড ক +
সাংক্রামিক—(বা সাঙ্ক্রামিক)। সংক্রমণশীল। সংক্রম (বা সঙ্ক্রম) শব্দ + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।
সাংগ্রামিক—(বা সাঙ্গ্রামিক) ১। যুদ্ধ-সম্বন্ধীয়; যুদ্ধোপযোগী; রণকুশল, সমরনিপুণ। সংগ্রাম (বা সঙ্গ্রাম) শব্দ + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। সেনাপতি। সং; পু।
সাংদৃষ্টিক—প্রত্যক্ষদৃষ্ট ফল; পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়ের চিন্তা। সংদৃষ্ট শব্দ + ষ্ণিক। সং; ক্লী।
সাংযাত্রিক—পোতবাণিজ্যকারী, যাহারা জলপথে বাণিজ্য করে। সংযাত্রা শব্দ + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।
সাংযুগীন—সমরনিপুণ, রণপণ্ডিত। সংযুগ + ীন।
সাংরাবিণ—হট্টাদির কোলাহল, হাটবাজারের গোলমাল। সম্ — রু (শব্দ করা) + ণিন্ ক + ষ্ণ। সং; ক্লী।
সাংবৎসর, সাংবৎসরিক—১। বার্ষিক। সংবৎসর শব্দ + ষ্ণ, ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। জ্যোতির্ব্বেত্তা, দৈবজ্ঞ। সং; পু।
সাংশয়িক—সংশয়াপন্ন; অকৃত-নিশ্চয়; অস্থিরমতি। সংশয় শব্দ + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।
সাংসর্গিক—সংসর্গজাত। সংসর্গ শব্দ + ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।
সাংসারিক—সংসারসম্বন্ধীয়। সংসার শব্দ + ষ্ণিক সম্বন্ধার্থে। বিণ; ত্রি।
সাংসারিকতা—সাংসারিক দেখ। সাংসারিক + তা ভাবে। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।
সাংসিদ্ধিক—স্বভাবসিদ্ধ। সংসিদ্ধি শব্দ + ষ্ণিক।
সা আলম—দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র আলীগৌহর দ্বিতীয় সা আলম নাম ধারণ করিয়া ১৭৫৯ খ্রীঃ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭২৮ খ্রীঃ ১৫ই জুন ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অযোধ্যার নবাব উজির সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মীরজাফর যখন নবাব নাজিমের পদে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে সুজাউদ্দৌলার সহায়তায় আলী গৌহর বঙ্গদেশ অধিকার করিবার মানসে বেহার পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, কিন্তু পাটনা হইতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আবার ইনি বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। যুদ্ধের ফলে মেজর কার্ণাক কর্ত্তৃক ইনি ১৭৬১ খ্রীঃ বন্দীকৃত হন। পরে মীরকাসিম ইহাঁকে বঙ্গদেশ হইতে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিলে ইহাঁকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হয়। বক্সারের যুদ্ধে সুজাউদ্দৌলা পরাজিত হইলে, সা আলম ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ এলাহাবাদে অবস্থিতিকালে সা আলম ক্লাইভকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিস্বরূপে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রদান করেন। ১৭৭১ খ্রীঃ সা আলম মাধোজী সিন্ধিয়ার হস্তে পড়েন ও তৎকর্ত্তৃক দিল্লির সম্রাট্ বলিয়া অধিষ্ঠিত হন। এই সময় কোম্পানীও বার্ষিক দেয় ২৬ লক্ষ টাকা বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৭৮৮ খ্রীঃ রোহিলা-নায়ক দিল্লি আক্রমণ করিয়া সাহ আলমের চক্ষু দুইটী উৎপাটিত করেন। মহারাষ্ট্রীয়গণের সাহায্যে আবার ইনি সিংহাসন অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু এক প্রকার উহাঁদের বন্দী হইয়া রহিলেন। ১৮০৩ খ্রীঃ মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধের অবসানে ইনি ইংরাজদের সাহায্যাধীনে আসেন। ইংরাজেরা ইহাঁকে দিল্লির সিংহাসনে আবার বসাইলেন। ১৮০৬ খ্রীঃ ১০ই নভেম্বর ইহাঁর দেহত্যাগ ঘটে।
সাকম্—সহ, সঙ্গে। সহ শব্দ — অক (গমন করা) + অম্ ক। ব্য। [সং; ক্লী।
সাকল্য—সমস্ত, সমুদায়। সকল শব্দ + ষ্ণ্য।
সাকাঙ্ক্ষ—আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, সস্পৃহ, লুব্ধ। আকাঙ্ক্ষার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ নিরাকাঙ্ক্ষ।
সাকার—আকৃতিবিশিষ্ট, সাবয়ব। আকারের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ নিরাকার
সাকারবাদী—(সাকারবাদিন্)। ঈশ্বরের মূর্ত্তি স্বীকারকারী, যে নিরাকার ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনা করে। সাকার শব্দ — বদ (বলা) + ণিন্ ক। বিণ; পু;
সাকারোপাসক—ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহার পূজক, প্রতিমাপূজক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।
সাকারোপাসনা—ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহার আরাধনা, প্রতিমা-পূজা। সাকারের উপাসনা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
সাকূত—অভিপ্রায়যুক্ত, সাভিপ্রায়। আকূতের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।
সাকেত—অযোধ্যাপুরী। সহ শব্দ — আ — কিত + অল্ অধি। সং; ক্লী বা পু।

সাক্ষর—অক্ষরযুক্ত ; বিদ্যাবান্। অক্ষরের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।
সাক্ষাৎ—প্রত্যক্ষ ; সম্মুখ ; মূর্ত্তিমান্। সহ শব্দ —অক্ষ (অক্ষি শব্দজ)—অত (গমন করা) +ক্বিপ্ ক। ব্য।
সাক্ষাৎকর্ত্তা—(সাক্ষাৎকর্ত্তৃ)। সাক্ষাৎকারী, যে দেখা করে এরূপ, প্রত্যক্ষকারী। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সাক্ষাৎকর্ত্রী।
সাক্ষাৎকার—প্রত্যক্ষকরণ ; দেখা করা। সাক্ষাৎ—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।
সাক্ষাৎসম্বন্ধ—প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ; দৃষ্ট ব্যাপার, বাহ্য ব্যাপার। ৭তৎ। সং ; পু।
সাক্ষী—(সাক্ষিন্)। সাক্ষাৎদ্রষ্টা, প্রত্যক্ষ-দর্শী ; উপদ্রষ্টা। সহ শব্দ—অক্ষি শব্দ (চক্ষুঃ)+ষ্ণ+ইন্। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সাক্ষিণী।
সাক্ষীগোপাল—কেবল সাক্ষিস্বরূপে উপস্থিত, নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত। দেশজ শব্দ।
সাক্ষ্য—সাক্ষীর কর্ম্ম। সাক্ষী দেখ ; সাক্ষিন্ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।
সাক্ষ্যমঞ্চ—সাক্ষ্য দিবার স্থান, সাক্ষীর কাঠ-গড়া। ৬তৎ। সং ; পু।
সাগর—সমুদ্র ; সংখ্যাবিশেষ ; মৃগবিশেষ। সগর শব্দ+ষ্ণ ; সগররাজার ষষ্টি সহস্র পুত্র অপহৃত যজ্ঞাশ্বের অন্বেষণে প্রত্যেকে এক যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন প্রস্থ ভূমিতল খনন করেন। এই খাত স্থল জলপূর্ণ হইলে সগরের নামানুসারে "সাগর" এই নাম প্রাপ্ত হয়। সং ; পু। [সং ; পু।
সাগরগর্ভ—সমুদ্রের অভ্যন্তর ভাগ। ৬তৎ।
সাগরগামিনী—স্রোতস্বতী, নদী। সাগর শব্দ (সমুদ্র)—গম (যাওয়া)+ণিন্ ক+ ঈপ্। সং ; স্ত্রী।
সাগরনেমি, সাগরমেখলা—ধরিত্রী, পৃথিবী। সাগর (সমুদ্র) হইয়াছে নেমি (বেড়), মেখলা (কটিভূষণ) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী। [ক্লী।
সাগরবক্ষঃ—সমুদ্রের উপরিভাগ। ৬তৎ। সং ;
সাগরশাখা—সাগরের যে সঙ্কীর্ণ অংশ স্থলভাগে প্রবেশ করিয়াছে, খাড়ি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।
সাগরাম্বরা—সমুদ্ররূপ বস্ত্রে আচ্ছাদিতা, পৃথিবী। সাগর হইয়াছে অম্বর (বস্ত্র) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।
সাগরালয়—বরুণ। সাগর হইয়াছে আলয় যাহার, বহু। সং ; পু।
সাগ্নিক—অগ্নিহোত্রী বিপ্র। অগ্নির সহিত বর্ত্ত-মান যে, বহু। সং ; পু। [সং ; ক্লী।
সাঙ্কর্য্য—সঙ্করত্ব, মিশ্রণ। সঙ্কর+ষ্ণ্য ভাবে।
সাঙ্কেতিক—সঙ্কেতসম্বন্ধীয় ; সঙ্কেতসূচক ; সঙ্কেত দ্বারা সূচিত ; সঙ্কেতকারক। সঙ্কেত শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

সাঙ্ক্রামিক—সাংক্রামিক দেখ।
সাংখ্য—১। কপিল-প্রণীত দর্শন-শাস্ত্র। সংখ্যা শব্দ+ষ্ণ। সং ; ক্লী। ২। জ্ঞানী। সংখ্যা শব্দ (জ্ঞান)+ষ্ণ। সং ; পু।
সাঙ্গ—অঙ্গযুক্ত, সর্ব্বাবয়ববিশিষ্ট। অঙ্গের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।
সাঙ্গ্রামিক—সাংগ্রামিক দেখ।
সাজ্ঘাতিক—নাশজনক, মারাত্মক। সঙ্ঘাত শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।
সাচি—বক্র, তির্য্যক্। সচ (সেবা করা)+ইঞ্ ক। ব্য।
সাচীকৃত—বক্রীকৃত, তির্য্যক্কৃত, নোয়ান। সাচি শব্দ (বক্র)+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=সাচী) —কৃ (করা)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।
সাজাত্য—সজাতীয়তা ; একরূপতা। সজাতি+ ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী। [শব্দ।
সাজি—পুষ্পাধার, পুষ্পচয়ন পাত্র। দেশজ
সাৎকারিক—সৎকারযোগ্য। সৎকার শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।
সাটোপ—সগর্ব্ব, অহঙ্কৃত ; বিকট। আটোপের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।
সাড়ম্বর—আড়ম্বরযুক্ত, জাঁকজমক বিশিষ্ট। আড়ম্বরের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ।
সাত—১। সুখ ; শুভ। সাত (সুখী হওয়া)+ অল্ ভা। সং ; ক্লী। ২। দত্ত। সন (দেওয়া) +ক্ত র্ম। ৩। নষ্ট। সো (নাশ পাওয়া) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ৪। সপ্ত, ৭। দেশজ, সপ্ত শব্দের অপভ্রংশ।
সাতত্য—অবিচ্ছেদ, অবিরাম। সতত শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।
সাতবাহন—শালিবাহন রাজা। সাত (সিংহ-রূপী গন্ধর্ব্ব) হইয়াছে বাহন যাহার, বহু। সং ; পু।
সাতি—১। নাশ ; অবসান ; পীড়া। সো (নাশ পাওয়া)+ক্তি ভা। ২। দান। সন (দেওয়া)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।
সাতিশয়—অত্যন্ত, অধিক। অতিশয়ের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।
সাতুরায়—ইঁহার সম্পূর্ণ নাম সাতকড়ি রায়। আনুমানিক ১২০৯ সালে নদীয়া জেলায় শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী বৈচিগ্রামে ব্রাহ্মণ-কুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম পীতাম্বর রায়। বাল্যে পাঠ-শালার বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া ইনি শান্তি-পুরের গোস্বামী ও অপর জমিদারদিগের নিকট কার্য্য করিতেন। ইনি ব্যবসায়ী কবিওয়ালা ছিলেন না, গান বাঁধিয়া কবি-ওয়ালাদিগকে দিতেন। কিন্তু কাহারও নিকট কিছুমাত্র পারিশ্রমিক লইতেন না। মূল্য লইয়া গান দেওয়াকে ইনি বিদ্যা বিক্রয় করা জ্ঞান করিতেন। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা

ভোলা ময়রা ইঁহার নিকট হইতে অনেক গান পাইয়াছিল। পরে ইনি কলিকাতা গরাণহাটার শিবচন্দ্র সরকারের সখের দলে অবৈতনিক বাঁধনদারের কার্য্যও করিয়া-ছিলেন। কিন্তু সে জন্য ইনি কলিকাতায় আসিতেন না, সরকার মহাশয়কে শান্তি-পুরে গিয়া গান আনিতে হইত। শেষ বয়সে ইনি নদীয়া রাণাঘাটের পালচৌধুরী দিগের পক্ষে বারাসত মহকুমার মোক্তারী কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২৭৩ সালে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইঁহার অপর দুই সহোদর ভ্রাতা ছিল। তাঁহাদের বংশ এখনও বিদ্যমান আছে বলিয়া শুনা যায়।
সাত্বিক—সাত্ত্বিক দেখ। সত্ত্ব শব্দ+ষ্ণিক। ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সাত্ত্বিকী।
সাত্ত্বিকদান—সত্ত্বগুণযুক্ত দান, কর্ত্তব্য বোধে উপকারপ্রত্যাশী না হইয়া দেশ, কাল ও উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় প্রদত্ত দান। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।
সাত্ত্বিকপূজা—ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া ঈশ্বর-প্রীত্যর্থ যথাবিধি দেবারাধনা। সাত্ত্বিকী যে পূজা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।
সাত্ত্বিকযজ্ঞ—ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণপূর্ব্বক যথাবিধি যজ্ঞানু-ষ্ঠান। কর্ম্মধা। সং ; পু।
সাত্ত্বিকাহার—আয়ুঃ প্রাণ বল স্বাস্থ্য সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধক সরস স্নেহযুক্ত স্থায়িসারবিশিষ্ট চিত্ততৃপ্তিকর ভক্ষ্য ভোজন। কর্ম্মধা। সং ; পু।
সাত্যকি—যদুবংশীয় শিনিতনয় সত্যকের পুত্র। সত্যক শব্দ+ষ্ণি অপত্যার্থে। সং ; পু।
সাত্যকির অপর নাম যুযুধান। ইনি শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ও বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। অর্জ্জুনের নিকটও ইনি অস্ত্র-বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়া ঘোর সংগ্রামে কুরু-সৈন্যের ধ্বংসসাধন করেন। চতুর্দ্দশ দিনের সংগ্রামে জয়দ্রথ-বধ-দিবসে ইনি যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জ্জু-নের সংবাদ জানিবার জন্য সিংহবিক্রমে কৌরবদিগের ব্যূহভেদ করেন এবং তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া মহারথগণকে পরাস্ত করেন। কিন্তু পরে ভূরিশ্রবার নিকট পরাজিত হন। ভূরিশ্রবা ইঁহার প্রাণনাশে উদ্যত হইলে অর্জ্জুন তাঁহার দক্ষিণ বাহু ছেদন করেন। তখন ইনি তাঁহার প্রাণ-সংহার করেন। যদুবংশ-ধ্বংস-কালে সাত্যকিও বিনাশ প্রাপ্ত হন। অঙ্গদ নামে ইঁহার এক পুত্র ছিল।
সাত্যবত, সাত্যবতেয়—ব্যাসদেব। সত্যবতী শব্দ +ষ্ণ, ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

সাত্বৎ—যদুবংশীয়দিগের দেশবিশেষ। সাতি শব্দ +বতু অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

সাত্বত—১। কৃষ্ণ ; বলরাম ; সাত্বৎ-দেশীয় লোক। সাত্বৎ শব্দ+ষ্ণ। সং ; পু। ২। ভক্ত। বিণ ; ত্রি।

সাত্বতী—শিশুপালের মাতা ; নাট্যবৃত্তিবিশেষ। সাত্বত দেখ ; সাত্বত+ঈপ। সং ; স্ত্রী।

সাত্বিক—১। সত্বগুণসম্বন্ধীয় ; সত্বগুণ-জাত ; সত্য ; সৎ। সত্ব শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। ২। মনের ভাববিশেষ, ইহার ক্রিয়া অষ্ট-বিধ, যথা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বর-ভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয়। সং ; পু।

সাদ—অবসন্নতা, আলস্য ; নাশ ; পবিত্রতা, বিশুদ্ধি। সদ (অবসন্ন হওয়া ইত্যাদি)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সন্ন।

সাদৎ আলি—১। অযোধ্যার নবাব-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পারস্য দেশে ইঁহার জন্ম। ইনি বাণিজ্যোপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠান্বিত ও প্রভাবসম্পন্ন হইয়া দিল্লীশ্বর মহম্মদ সাহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলের বিনাশের পর মহম্মদ শাহ্ স্বাধীনতা লাভ করিয়া ইঁহাকে আলাহাবাদ ও অযোধ্যার সুবাদার (শাসনকর্ত্তা) নিযুক্ত করেন। নাদির শাহের আক্রমণ ও লুণ্ঠন হেতু দিল্লীশ্বর দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় সাদৎ আলি আগ্রা ও বঙ্গদেশের মধ্যবর্ত্তী তাবৎ ভূভাগে স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপনপূর্ব্বক এক প্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৭৩৯ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

২। অযোধ্যার জনৈক নবাব। নবাব আসফ্ উদ্দৌলার মৃত্যুর পর গভর্ণর জেনারেল সার জন্ শোর স্বয়ং লক্ষ্ণৌ গমন করিয়া ইঁহাকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৭৯৮ খ্রীঃ)।

সাদন—অবসাদন ; দূরীকরণ ; বিনাশন। ণিজন্ত সদ বা সাদি (অবসন্ন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে সাদিত।

সাদর—আদরযুক্ত, প্রীতিবিশিষ্ট। আদরের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সাদরবচন—আদরযুক্ত বাক্য। কর্ম্মধা। ক্লী।

সাদরসম্ভাষণ—আদরযুক্ত আলাপ, আদর সহকৃত কথোপকথন। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সাদরে—আদরের সহিত, আদর করিয়া। আদরের সহিত বর্ত্তমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সাদাসিদা—সোজাসুজি, মোটামুটি, জটিলতা-শূন্য। দেশজ শব্দ।

সাদি, সাদী—(সাদিন্) ১। গজারোহী ; অশ্বারোহী ; রথারোহী ; সারথি। সদ (গমন করা)+ইঞ্, ণিন্ ক। সং ; পু। ২। অবসন্ন, পরিশ্রান্ত। বিণ ; ত্রি।

সাদিত—দুর্ব্বলীকৃত ; বিনাশিত, বিধ্বস্ত। ণিজন্ত সদ বা সাদি (অবসন্ন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সাদন।

সাদৃশ্য—একরূপতা, তুল্যতা ; আলেখ্য। সদৃশ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

সাধক—সাধনকর্ত্তা, নিষ্পাদক ; আরাধক, পূজক। ণিজন্ত সাধ বা সাধি (সাধন করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সাধিকা।

সাধন—১। আরাধনা, সিদ্ধি। সাধ (সিদ্ধ হওয়া)+অনট্ ভা। ২। করণ-কারক-বিশেষ ; হেতু ; সহায় ; বাহন ; উপায় ; সম্পত্তি ; যুদ্ধোপকরণ ; সৈন্য ; শিশ্ন, মেঢ়। সাধ+অনট্ ণ। ৩। নিষ্পাদন ; দাপন ; গমন ; বিনাশন ; অনুগমন ; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। ণিজন্ত সাধ বা সাধি (সাধন করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সাধনক্ষম—সাধনসমর্থ, সাধনকার্য্যে পটু। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

সাধনা—আরাধনা ; সম্পাদন ; সিদ্ধি। ণিজন্ত সাধ বা সাধি (সাধন করা)+অন ভা+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং ; স্ত্রী।

সাধনীয়—সাধনযোগ্য, সাধ্য ; আরাধ্য। ণিজন্ত সাধ বা সাধি (সাধন করা)+অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সাধনীয়তা।

সাধর্ম্ম্য—সমান ধর্ম্মবত্তা, সাদৃশ্য। সমান হইয়াছে ধর্ম্ম যাহার সহিত সধর্ম্ম, বহু ; তদুত্তরে ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

সাধারণ—একবিধ, তুল্য ; সামান্য। ধারণার সহিত বর্ত্তমান যে সধারণ, বহু ; তদুত্তরে ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অসাধারণ।

সাধারণতন্ত্র—শাসনপ্রণালী দেখ।

সাধারণপ্রচলিত—সাধারণের মধ্যে চলিত, ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে ব্যবহৃত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

সাধারণস্ত্রী—বারাঙ্গনা, গণিকা, বেশ্যা। ৬তৎ। [সং ; স্ত্রী।

সাধারণ্য—সাধারণের ধর্ম্ম ; সাধারণের সমবায়। সাধারণ+ষ্ণ্য। সং ; ক্লী।

সাধিকা—সাধক দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

সাধিত—নিষ্পাদিত ; বিনাশিত ; দণ্ডিত ; দাপিত ; শোধিত ; প্রমাণাদি দ্বারা বিভাবিত। ণিজন্ত সাধ বা সাধি (সাধন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সাধন।

সাধিমা—(সাধিমন্)। সাধুতা। সাধু শব্দ+ইমন্ ভাবে। সং ; পু।

সাধিষ্ঠ, সাধীয়ান্—(সাধীয়স্) ১। অতিশয় সাধু ; অতি দৃঢ়। সাধু শব্দ+ইষ্ঠ, ঈয়সু অতিশয়ার্থে। ২। অতি ভৃশ। বাঢ় শব্দ+ইষ্ঠ, ঈয়সু। বিণ ; যথাক্রমে ত্রি ও পু। স্ত্রীলিঙ্গে সাধিষ্ঠা, সাধীয়সী।

সাধিষ্ঠান—দেহস্থ ষট্চক্রমধ্যে দ্বিতীয় চক্র। অধিষ্ঠানের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। সং ; ক্লী।

সাধীয়ান্—সাধিষ্ঠ দেখ।

সাধু—১। সৎ ; সজ্জন, সুশীল, সৎ-স্বভাব, ধার্ম্মিক ; মহৎ ; সুন্দর ; সদ্বংশজাত ; হিত ; সমর্থ ; নিপুণ ; উচিত। সাধ (সাধন করা)+উ ক। বিণ ; ত্রি। ২। বুদ্ধ ; মুনি ; বার্দ্ধুষিক, সুদখোর ; বণিক ; মহাশয় ব্যক্তি, সাধুর লক্ষণ এই—"ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানে চ কুপ্যতি। ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াদিত্যেতৎ সাধু-লক্ষণম্॥" অর্থাৎ যিনি সম্মানিত হইলেও হৃষ্ট হন না, অবমানিত হইয়াও ক্রোধ করেন না এবং ক্রুদ্ধ হইলেও রূঢ়বাক্য বলেন না, তিনিই প্রকৃত সাধু। সং ; পু।

সাধুতা—সজ্জনতা, ধর্ম্মশীলতা। সাধু শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

সাধুভাষা—সংস্কৃত ভাষা ; বিশুদ্ধ ভাষা। সাধ্বী যে ভাষা, কর্ম্মধ। সং ; স্ত্রী।

সাধুবাদ—'সাধু সাধু' এইরূপ বলা, ধন্যবাদ, প্রশংসা। সাধু শব্দ—বদ (বলা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সাধুবৃত্ত—সচ্চরিত্র, সৎস্বভাববিশিষ্ট। সাধু হইয়াছে বৃত্ত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সাধুশীল—সংপ্রকৃতি, সৎস্বভাব, সচ্চরিত্র। সাধু হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সাধুশীলা।

সাধুসম্মত—সজ্জনানুমোদিত, ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

সাধ্য—১। সাধনীয় ; শক্য ; নিবর্ত্তনীয় ; জ্ঞেয় ; জেয় ; প্রতিবিধেয়। সাধ (সাধন করা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। দ্বাদশ গণদেবতা-বিশেষ ; যোগবিশেষ ; শর। সাধ+ঘ্যণ্ ণ। সং ; পু।

সাধ্যতা—সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম। সাধ্য+তা ভাবে। [সং ; স্ত্রী।

সাধ্যতাবচ্ছেদক—সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্মের বিশেষ-কারক। সাধ্যতার অবচ্ছেদক, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

সাধ্যমত—ক্ষমতানুযায়ী, যথাসাধ্য। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

সাধ্যাতিরিক্ত—ক্ষমতার অতিরিক্ত, সাধ্যাতীত। [৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

সাধ্যাতীত—ক্ষমতার অতীত, সাধ্যাতিরিক্ত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

সাধ্যানুসারে—ক্ষমতানুযায়ী, শক্তি অনুসারে ; যথাসাধ্য। সাধ্যের অনুসার আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সাধ্যাসাধ্য—শক্য ও অশক্য, দ্বন্দ্ব। বিণ ; ত্রি।

সাধ্বস—ভয় ; সম্ভ্রম ; ব্যাকুলতা। সাধু শব্দ—অস (ক্ষেপণ করা)+অল্ র্ম্ম। সং ; ক্লী।

সাধ্বী—সাধুশীলা ; পতিব্রতা। সাধু শব্দ+ ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সানন্দ—সহর্ষ, আহ্লাদিত। আনন্দের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সানু—গিরি-তট, পর্ব্বতের উপরিস্থ সমতল ভূমি ; অগ্রভাগ ; বন। সন (দেওয়া) +ঞুণ্ ক। সং ; স্ত্রী বা পু।

সানুজ—১। অনুজসহিত। অনুজের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। ২। সানুজাত। সানু শব্দ—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

সানুদেশ—পর্ব্বতের উপরিস্থ সমতল ভূভাগ। সানুই দেশ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

সানুনয়—অনুনয়যুক্ত, সবিনয়। অনুনয়ের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সানুনাসিক—অনুনাসিক বর্ণযুক্ত, নাসিকা দ্বারা উচ্চারিত হয় এমন বর্ণবিশিষ্ট। অনুনাসিকের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সানুমান্—(সানুমৎ)। ভূধর, পর্ব্বত। সানু শব্দ+মতু অস্ত্যার্থে। সং ; পু।

সান্ত—সসীম, সীমাবিশিষ্ট, যাহার শেষ আছে এরূপ। অন্তের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ অনন্ত।

সান্তপন—ব্রত-বিশেষ, গোময় গোমূত্র দুগ্ধ দধি ঘৃত কুশোদক—এই ছয় দ্রব্য ক্রমশঃ ছয় দিন ভক্ষণ ও এক রাত্রি উপবাসরূপ ব্রত। সম্—ণিজন্ত তপ বা তপি+অনট্ ভা+ ষ্ণ। সং ; ক্লী।

সান্তর—ব্যবধান-বিশিষ্ট, ব্যবহিত ; সচ্ছিদ্র ; বিরল, ফাঁক ফাঁক। অন্তরের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ নিরন্তর।

সান্তানিক—সন্তানসম্বন্ধীয় ; প্রসরণশীল। সন্তান শব্দ+ষ্ণিক সম্বন্ধার্থে। বিণ ; ত্রি।

সান্ত্ব—সাম, প্রবোধ বাক্য, প্রিয়-বচন। সান্ত্ব (শান্ত করা)+অল্ ভা। সং ; ক্লী।

সান্ত্বন, সান্ত্বনা—সমাশ্বাসন, প্রিয়বচন দ্বারা প্রবোধদান। সান্ত্ব (শান্ত করা)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে···+অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সান্ত্বনাদান—আশ্বাসপ্রদান, প্রবোধ দেওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সান্ত্বনিত—সান্ত্বনাপ্রাপ্ত, যাহাকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে এরূপ। সান্ত্বনা শব্দ+ ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।

সান্দীপনী—জনৈক মুনি, কৃষ্ণ বলরামের আচার্য্য। বারাণসীর অদূরস্থ অবন্তীপুরে ইঁহার আশ্রম ছিল। সর্ব্বশাস্ত্রে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য-হেতু কৃষ্ণবলরাম ইঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। শিক্ষান্তে তাঁহারা গুরু-দক্ষিণা-দানের প্রস্তাব করিলে মুনিবর স্বীয় পুত্রের উদ্ধার প্রার্থনা করেন। প্রভাসতীর্থে স্নানের সময় ইঁহার পুত্রকে পঞ্চজন-নামক দৈত্য হরণ করিয়াছিল। কৃষ্ণবলরাম দৈত্যকে বধ করিয়া গুরুপুত্রকে পিতার নিকট আনিয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার রাজা হইলে সান্দীপনী তত্রত্য যাদবগণের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হন।

সান্দৃষ্টিক—তাৎকালিক (ফল) ; পূর্ব্বদৃষ্টানুসারী (ন্যায়বিশেষ)। সম্ (সম্যক্) দৃষ্ট সন্দৃষ্ট, প্রাদি ; তদ্ধুত্তরে ষ্ণিক। বিণ।

সান্দ্র—১। নিবিড় ; ঘন ; মৃদু ; স্নিগ্ধ ; মনোজ্ঞ। সহ শব্দ—অন্দ (বন্ধন করা)+ রক্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। বন। সং।

সান্ধিবিগ্রহিক—সন্ধি ও বিগ্রহ সাধনবিষয়ে নিপুণ। সন্ধি ও বিগ্রহ সন্ধিবিগ্রহ, দ্বন্দ্ব ; তদুত্তরে ষ্ণিক নিপুণার্থে। বিণ ; ত্রি।

সান্ধ্য—সন্ধ্যাকালীন ; সন্ধ্যাসম্বন্ধীয়। সন্ধ্যা শব্দ+ষ্ণ ভবাদ্যর্থে। বিণ ; ত্রি।

সান্ধ্য গগন—সান্ধ্যাকাশ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সান্ধ্য-তারা—সন্ধ্যাকালে উদিত নক্ষত্র। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [কর্ম্মধা। সং ; পু।

সান্ধ্য-দীপ—সন্ধ্যাকালে প্রজ্বলিত প্রদীপ।

সান্ধ্য-নক্ষত্র—সান্ধ্যতারা। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সান্ধ্যাকাশ—সান্ধ্য গগন, সন্ধ্যাকালীন আকাশ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

সান্নায্য—মন্ত্র-পূত হবিঃ, হবনীয় ঘৃত। সম্— নী (লইয়া যাওয়া)+ঘ্যণ্ র্ম, নিপাতনে। সং ; ক্লী। [ভাবে। সং ; ক্লী।

সান্নিধ্য—সামীপ্য, নৈকট্য। সন্নিধি শব্দ+ষ্ণ্য

সান্নিপাতিক—সন্নিপাতজনিত, ত্রিদোষজ, বাত-পিত্ত-কফজ। সন্নিপাত+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

সান্ন্যাসিক—সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস শব্দ+ষ্ণিক।

সান্বয়—অন্বয়সহিত ; বংশ-সহিত। অন্বয়ের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সাপত্ন, সাপত্ন্য—১। রিপু, শত্রু। সপত্ন শব্দ (শত্রু)+ষ্ণ, ষ্ণ্য। সং ; পু। ২। বিপক্ষতা, শত্রুতা। সং ; ক্লী।

সাপরাধ—অপরাধী, দোষী। অপরাধের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সাপিণ্ড্য—সপিণ্ডত্ব, জ্ঞাতিত্ব। সপিণ্ড শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

সাপেক্ষ—অপেক্ষাযুক্ত ; পরস্পর আকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্ট, সাকাঙ্ক্ষ। অপেক্ষার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সাপ্তপদীন—সখ্য, সপ্তপদনির্বৃত্ত, সাতটি মাত্র কথায় উৎপন্ন বন্ধুত্ব। সপ্ত যে পদ সপ্তপদ, কর্ম্মধা ; তদুত্তরে খীন। সং ; ক্লী।

সাপ্তপৌরুষ—সপ্তপুরুষব্যাপী। সপ্ত যে পুরুষ, সপ্তপুরুষ, কর্ম্মধা ; তদুত্তরে ষ্ণ। বিণ ; ত্রি।

সাফল্য—সফলতা, সিদ্ধি। সফল শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

সাম—(সামন্)। বেদবিশেষ ; বেদমন্ত্র ; গানবিশেষ ; সান্ত্ব, প্রিয় বচন ; সন্ধি। সো (নাশ করা)+মন্ ক। সং ; ক্লী।

সামগ—সামগায়ক বিপ্র, সামবেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ। সামন্ শব্দ (সামবেদ)—গৈ (গান করা)+টক্ ক। সং ; পু।

সামগর্ভ—বিষ্ণু। সাম হইয়াছে গর্ভে যাহার, বহু। সং ; পু।

সামগ্র্য, সামগ্রী—সাকল্য, সমুদায় ; কারণ-কলাপ ; দ্রব্য। সমগ্র+ষ্ণ্য, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সামজ—হস্তী। সামন্ শব্দ (সামবেদ)—জন (জন্মা)+ড ক ; কথিত আছে যে, ব্রহ্মার সামগান কালে হস্তী উৎপন্ন হইয়াছিল। সং ; পু।

সামঞ্জস্য—সমঞ্জসতা, ঔচিত্য, উপযুক্ততা ; সমীচীনতা ; মিল। সমঞ্জস শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

সামঞ্জস্যসাধন—সমীচীনতা-সম্পাদন ; এক-রূপতা-করণ, মিলকরণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সামধেনী—অগ্নি-সন্দীপন-মন্ত্র, আগুন জ্বালিবার মন্ত্র। সমিৎ দেখ ; সমিধ্ শব্দ—আ—ধা (ধারণ করা)+অনট্ ণ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সামন্ত—অধীন ভূপতি ; সমীপস্থ রাজা ; শ্রেষ্ঠ প্রজা, মণ্ডল। সম্ (সংলগ্ন) হইয়াছে অন্ত যাহার সমন্ত, (সবিষয়ান্তর ভূমি), বহু ; তদুত্তরে ষ্ণ তদীশ্বরার্থে। সং ; পু।

সামন্ত সেন—বঙ্গের সেনবংশীয় রাজগণের আদি পুরুষ। ইনি আদৌ দাক্ষিণাত্যে বাস করিতেন এবং কর্ণাটের একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। কালক্রমে ইনি কর্ণাটপতির কোপে পড়িয়া ভয়ে পলায়ন করেন এবং ভাগীরথীতীরস্থ নবদ্বীপ-নামক স্থানে উপ-নিবেশ স্থাপন করিয়া ক্রমে রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হন (খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীর শেষ ভাগ)। কেহ কেহ বলেন, ইঁহার পিতা বীর সেনই বঙ্গে সেনরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

সামন্তেশ্বর—মণ্ডলেশ্বর, রাজচক্রবর্ত্তী, সম্রাট্। সামন্তগণের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং ; পু।

সাময়িক—সময়োচিত, কালোপযুক্ত ; নিয়মানু-যায়ী। সময়+ষ্ণিক অর্হার্থে। বিণ ; ত্রি।

সামযোনি—১। সামবেদোৎপন্ন। সাম হইয়াছে যোনি (উৎপত্তিকারণ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। ব্রহ্মা ; হস্তী (সামজ দেখ)। সং ; পু।

সামরিক—সমর-সম্বন্ধীয় ; যুদ্ধোপযোগী। সমর শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

সামরিক বিচারালয়—যুদ্ধসম্বন্ধীয় আদালত, যেখানে অপরাধী সৈন্যাদির বিচার হয় (Court-Martial)। কর্ম্মধা। সং ; পু।

সাময়িক বিধান—যুদ্ধসম্বন্ধীয় বিধি, যুদ্ধের আইন। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
সামর্থ্য—সমর্থতা, ক্ষমতা; বল, শক্তি; যোগ্যতা। সমর্থ+ষ্য ভাবে। সং; স্ত্রী।
সামর্ষ—রুষ্ট, ক্রুদ্ধ। অমর্ষের (ক্রোধের) সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ; ত্রি।
সামবাদ—প্রিয়বচন, প্রীতিকর বাক্য। সাম যে বাদ, কর্ম্মধা। সং; পু।
সামবায়িক—১। সমবায়সম্বন্ধীয়। সমবায় শব্দ +ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। মন্ত্রী, অমাত্য। সং; পু।
সামাজিক—সমাজসম্বন্ধীয়; সুরসিক; সভ্য। সমাজ শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।
সামাজিকতা—সভ্যতা; রসজ্ঞতা; লৌকিকতা। সামাজিক+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।
সামাজিক নিয়ম—সমাজে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম, যে নিয়মে সমাজের লোকসকল পরিচালিত হয়। কর্ম্মধা। সং; পু।
সামাজিক প্রথা—সমাজসম্বন্ধীয় পদ্ধতি, সমাজের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
সামানাধিকরণ্য—একাশ্রয়ে বৃত্তি, এক স্থানে স্থিতি। সমানাধিকরণ শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; স্ত্রী।
সামান্য—১। মনুষ্যত্ব-গোত্বাদি জাতি, সাধর্ম্ম্য; প্রকার; অর্থালঙ্কারবিশেষ। সমান+ষ্য। সং; স্ত্রী। ২। সাধারণ; সর্ব্ববিষয়ক। বিণ; ত্রি।
সামান্যতঃ—সামান্যরূপে, সাধারণ প্রকারে। সামান্য দেখ; সামান্য+তস্। ব্য।
সামান্যলক্ষণা—কোন বস্তু দর্শনে যে উপায়ে তৎসজাতীয় মাত্রের জ্ঞান জন্মে। সং; স্ত্রী।
সামি—কিয়দংশ; অর্দ্ধভাগ; নিন্দা। ব্য।
সামিধেনী—সামধেনী, অগ্নি-সন্দীপন-মন্ত্র। সম্ —ইন্ধ (দীপ্ত করা)+অনট্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।
সামীপ্য—সান্নিধ্য, নৈকট্য। সমীপ শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; স্ত্রী।
সামুদ্র, সামুদ্রক, সামুদ্রিক—১। সৈন্ধব লবণ; দেহস্থ চিহ্ন-ঘটিত শুভাশুভ-লক্ষণ-সূচক শাস্ত্র। সমুদ্র শব্দ+ষ্ণ, কণ্, ষ্ণিক। সং; স্ত্রী। ২। উক্ত শাস্ত্র-ব্যবসায়ী; সমুদ্রসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি।
সামুদ্রিক—সামুদ্র দেখ।
সাম্পরায়িক—১। যুদ্ধসম্বন্ধীয়; পারলৌকিক। সম্পরায় শব্দ (যুদ্ধ)+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। যুদ্ধ। সং; স্ত্রী।
সাম্প্রতম্—১। সম্প্রতি, অধুনা, এক্ষণে। সম্প্রতি শব্দ+ডম্। যুক্ত, উচিত। সম্—প্র—তন+ডম্ ক। ব্য।
সাম্য—সমতা, তুল্যতা, সাদৃশ্য। সম শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; স্ত্রী।
সাম্যবাদ—মতবিশেষ; এই মতে সকল লোকই সমান; পৃথিবীতে যে সকল ধনরত্ন আছে, তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার; কেহ রাজা কেহ প্রজা, কেহ ধনী কেহ ভিক্ষুক, ইত্যাদি সামাজিক বিধান অন্যায়মূলক, ইত্যাদি। ৬তৎ। সং; পু।
সাম্যবাদী—সাম্যবাদকারী। সাম্যবাদ দেখ। সাম্য শব্দ—বদ (বলা)+ণিন্ ক—সাম্যবাদিন্ ১মার ১বচন। বিণ; পু।
সাম্যসংস্থাপক—সাম্যের প্রতিষ্ঠাতা উচ্চনীচভেদজ্ঞানরাহিত্যরূপ মতপ্রবর্ত্তক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।
সাম্যসংস্থাপন—সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা, সকলেই একরূপ এই মতের প্রবর্ত্তন। ৬তৎ। স্ত্রী।
সাম্রাজ্য—সার্ব্বভৌমত্ব; সর্ব্বপ্রধান রাজ্য; সম্রাটের অধিকৃত স্থান। সম্রাট্ দেখ। সম্রাজ্ শব্দ+ষ্য ইদমর্থে। সং; স্ত্রী।
সাম্রাজ্যসংস্থাপন—সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, একচ্ছত্র রাজ্যস্থাপন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
সায়—১। সায়ংকাল, সন্ধ্যা; শর, বাণ। সো (নাশ করা)+ঘঞ্ ক। ২। নাশ; অবসান, শেষ। সো+ঘঞ্ ভা। সং; পু। বিশেষণে সাত।
সায়ংকাল—সন্ধ্যাকাল। কর্ম্মধা। সং; পু।
সায়ংসন্ধ্যা—সন্ধ্যাকালীন উপাসনা। সায়ং কর্ত্তব্যা সন্ধ্যা, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী [দ্বাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সংক্রান্তি এবং শ্রাদ্ধদিবসে সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ]।
সায়ক—শর, বাণ; খড়্গ। সো (নাশ করা) +ণক ক। সং; পু।
সায়ন্তন—সন্ধ্যাকালীন, সন্ধ্যাকালকর্ত্তব্য কার্য্য। সায়ম্ শব্দ (সন্ধ্যাকাল)+ট্যুল তবার্থে। বিণ; ত্রি।
সায়ম্—দিনান্ত, দিনাবসান, সন্ধ্যাকাল। সো +ডম্ ক। ব্য।
সায়াহ্ন—দিনান্ত, সন্ধ্যাকাল, দিনমানকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার পঞ্চম ভাগের নাম সায়াহ্ন। অহন্-এর (দিনের) সায় (অবসান), ৬তৎ। সং; পু।
সায়াহ্নকাল—সায়ংকাল। কর্ম্মধা। সং; পু।
সায়াহ্নকৃত্য—সন্ধ্যাকৃত্য, সন্ধ্যাকালীন করণীয় কার্য্য, সায়ংকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
সাযুজ্য—সহযোগ, অভেদ; পঞ্চপ্রকার মুক্তির অন্তর্গত মুক্তিবিশেষ। সহ শব্দ—যুজ (যোগ করা)+কিপ্ ক+ষ্য। সং; স্ত্রী।
সার—১। শ্রেষ্ঠাংশ; বৃক্ষের মজ্জা; বল; সর। সৃ (গমন করা)+ঘঞ্ ক। ২। উৎকর্ষ; অতিশয়; বীরত্ব; মজ্জা; দৃঢ়তা। সৃ+ঘঞ্ ভা। সং; পু। ৩। মহত্ত্ব; জল; ধন; নবনীত; বৃক্কাদির উত্তেজক বস্তু; অর্থালঙ্কারবিশেষ। সৃ+ঘঞ্ ক। সং; স্ত্রী। ৪। ন্যায্য; শ্রেষ্ঠ; স্থায়ী। বিণ; ত্রি।
সারক—রেচক, ভেদজনক; জারক। ণিজন্ত সৃ বা সারি (গমন করান)+ণক ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সারিকা।
সারগর্ভ—সারযুক্ত, যাহার অভ্যন্তরে শ্রেষ্ঠাংশ বা উৎকর্ষ আছে। সার আছে গর্ভে (অভ্যন্তরে) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
সারগ্রাহিতা—সারভাগ গ্রহণ করা, মর্ম্মগ্রাহিতা। সারগ্রাহী দেখ; সারগ্রাহিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।
সারগ্রাহী—(সারগ্রাহিন্)। সারভাগগ্রহণকারী। সার শব্দ—গ্রহ (লওয়া)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সারগ্রাহিণী।
সারঘ—মধু। সরঘা শব্দ (মধুমক্ষিকা)+ষ্ণ জাতার্থে। সং; স্ত্রী।
সারঙ্গ—১। চাতকপক্ষী; ময়ূর; ভ্রমর; সিংহ; হস্তী; মৃগ; ধনুক; মেঘ; চন্দন; কর্পূর; ছত্র; রাগবিশেষ। সৃ (গমন করা)+অঙ্গচ্ ক। সং; পু। ২। নানাবর্ণ। সার (নানাবর্ণ) হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
সারঙ্গী—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, সারঙ্। সারঙ্গ দেখ; সারঙ্গ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।
সারণ—১। অপসারণ, চালন, শোধরান। ণিজন্ত সৃ বা সারি (গমন করান)+অনট্ ভা। সং; স্ত্রী। ২। অতিসার রোগ। ণিজন্ত সৃ বা সারি+অন ক। পু। ৩। লঙ্কেশ্বর রাবণের মন্ত্রী। একদা রাবণের আদেশে বানরের রূপ ধরিয়া রামের সৈন্যবলাদির সন্ধান করিতে রামের শিবিরে আসিলে বিভীষণ ইহাকে চিনিতে পারেন। রাম ইহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া ছাড়িয়া দেন।
সারণিক—পথিক। সরণি শব্দ (পথ)+কণ্। সং; পু।
সারণী—ক্ষুদ্র নদী। ণিজন্ত সৃ বা সারি (গমন করান)+অন ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।
সারথি—রথাদি চালক; সহায়, সাহায্যকারী। ণিজন্ত সৃ বা সারি (গমন করান)+অথিন্ ক; অথবা রথের সহিত বর্ত্তমান যে সরথ, বহু, তদুত্তরে ষ্ণি। সং; পু।
সারথ্য—সারথির কর্ম্ম, রথাদিচালন; সাহায্য। সারথি শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; স্ত্রী।
সারথ্যনৈপুণ্য—সারথির কার্য্যে দক্ষতা। ৭তৎ। সং। স্ত্রী।
সারদা—সরস্বতী, বাগ্দেবী; দুর্গা। সার দান করেন যিনি, উপ; সার শব্দ—দা (দেওয়া) +ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।
সারদাচরণ মিত্র—ইনি ১৮৪৮ খ্রীঃ ১৭ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। এণ্ট্রান্স, এফ এ ও বি, এ

পরীক্ষার প্রত্যেকটিতে ইনি প্রথম স্থান এবং এম, এ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৭১ খ্রীঃ ইনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া ৫ বৎসরের মধ্যে আর কেহ এ পরীক্ষায় আজ পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ১৮৭৩ খ্রীঃ ইনি বি, এল, পরীক্ষা দিয়া পর বৎসরেই হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০২ ও ১৯০৩ খ্রীঃ ইনি অস্থায়িভাবে হাইকোর্টের অন্যতম জজের পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৪ খ্রীঃ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবসর গ্রহণ করিলে সারদাচরণ স্থায়িভাবে এই পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯০৮ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে ইনি পদত্যাগ করিয়া অধিকতর মনোযোগের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি কয়েকবার সাহিত্য-সভার ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইনি বিদ্যাপতির পদাবলীর একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। কায়স্থকারিকা সঙ্কলন করিয়াও সামাজিক সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ইনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। ভারতে এক-লিপি-বিস্তারকল্পে ইনি সবিশেষ চেষ্টিত।

সারভূত—সারত্বপ্রাপ্ত, সসার, শ্রেষ্ঠ। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

সারমেয়—কুক্কুর। সরমা শব্দ (কুক্কুরী)+ঢেয় অপত্যার্থে। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সারমেয়ী।

সারল্য—সরলতা, ঋজুতা, অকৌটিল্য। সরল শব্দ+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

সারবতী—সারবিশিষ্টা। সারবান্ দেখ ; সারবৎ শব্দ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সারবত্তা—সসারতা, সারপূর্ণতা ; শ্রেষ্ঠত্ব। সারবৎ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

সারবান্—(সারবৎ)। সারবিশিষ্ট, সারপূর্ণ ; শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট। সার শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সারবতী।

সারস—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ জলচর পক্ষী ; হংস। সরস্ শব্দ (সরোবর)+ষ্ণ। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সারসী। ২। সরোবরসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি। ৩। পদ্ম। সং ; ক্লী। ৪। চন্দ্র। রসের সহিত বর্ত্তমান যে সে সরস, বহু, তদুত্তরে ষ্ণ। সং ; পু।

সারসংগ্রহ—শ্রেষ্ঠাংশ সঙ্কলন, প্রধান প্রধান ভাগের আহরণ। ৬তৎ। সং ; পু।

সারসন—স্ত্রীলোকের কটিভূষণ ; কটিবন্ধন, কোমরবন্দ। সার শব্দ (বল)—সন (দেওয়া)+অন্ ক। সং ; ক্লী।

সারস্বত—১। সমুদ্রসম্বন্ধীয়। সরস্বৎ শব্দ (সমুদ্র)+ষ্ণ সম্বন্ধার্থে। ২। সরস্বতী-সম্বন্ধীয়। সরস্বতী শব্দ+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। ৩। দেশবিশেষ ; ব্রহ্মার দিনরূপ কল্পবিশেষ ; বিল্বদণ্ড। সং ; পু। ৪। ব্রাহ্মণ-শ্রেণীবিশেষ।

৫। জনৈক মুনি। ইনি নিজ সুকৃতি-প্রভাবে সরস্বতী-নদীতীরে সাতটি তীর্থ সংস্থাপন করিয়াছিলেন ; সেই সমস্ত তীর্থ ইঁহার নামানুসারে সারস্বত তীর্থ নামে খ্যাত। অথবা সরস্বতীতীরে ইঁহার সমস্ত প্রভাব প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া ইনি নিজেও 'সারস্বত' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইঁহার আদি নাম 'মনঙ্কর'।

সারহীন—সারশূন্য, অসার, অকেজো। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সারাংশ—শ্রেষ্ঠাংশ, প্রধান ভাগ, মূল্যবান্ ভাগ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

সারার্থ—মুখ্য অর্থ, নিষ্কর্ষ অর্থ, প্রধান তাৎপর্য্য। কর্ম্মধা। সং ; পু।

সারি, সারিকা, সারী—শালিক পক্ষিণী ; পাশ-গুটিকা, পাশার গুটি। সৃ (গমন করা)+ইঞ্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্+আপ্, ৩য় পক্ষে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সারিকা—সারক দেখ।

সারূপ্য—সমানরূপতা ; মুক্তিবিশেষ, যাহাতে ঈশ্বরের তুল্য রূপবিশিষ্ট হওয়া যায়। সরূপ শব্দ+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

সার্থ—১। সমূহ ; সঙ্গী, সাথী। সৃ (গমন করা)+থণ্ ক। ২। বণিক্‌সমূহ। অর্থের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। সং ; পু। ৩। অর্থযুক্ত ; ধনবান্। বিণ ; ত্রি।

সার্থক—অর্থযুক্ত ; অন্বর্থ ; সফল। অর্থের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সার্থকতা। বিপরীতার্থক শব্দ নিরর্থক।

সার্থকতা—অন্বর্থতা, অর্থানুযায়িতা ; সফলতা। সার্থক দেখ ; সার্থক শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

সার্থকতাসম্পাদন—অন্বর্থতা সাধন ; সাফল্য-সাধন ; সফলীকরণ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সার্থকনামা—(সার্থকনামন্)। নামের উপযুক্ত কার্য্যকারী ; সৎকার্য্য দ্বারা প্রথিতনামা। সার্থক হইয়াছে নাম (নামন্) যাহার, বহু। বিণ ; পু।

সার্থবাহ—দলবদ্ধ হইয়া বাণিজ্যকারী ; বণিক্ ; পথপ্রদর্শক। সার্থ শব্দ—বহ (বহন করা) +ষণ্ ক। সং ; পু।

সার্দ্ধ—অর্দ্ধ-সহিত ; অর্দ্ধসংযুক্ত। অর্দ্ধের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সার্দ্ধম্—সহ, সঙ্গে। সহ—ঋধ+অম্ ক। ব্য।

সার্ব্ব—১। সর্ব্বহিতকর ; সর্ব্বসম্বন্ধীয়। সর্ব্ব+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। ২। বুদ্ধ ; জিন। সং ; পু।

সার্ব্বজনীন—সর্ব্বলোকহিত ; সকলের প্রয়োজনীয় বা উপযোগী ; সর্ব্বজনবিদিত। সর্ব্ব যে জন সর্ব্বজন, কর্ম্মধা, তদুত্তরে খীন। বিণ ; ত্রি।

সার্ব্বত্রিক—সর্ব্বত্রব্যাপী, সর্ব্বত্রস্থিত, সর্ব্ব-স্থানের উপযোগী। সর্ব্বত্র+ষ্ণিক। বিণ।

সার্ব্বদেশিক—সর্ব্বদেশসম্বন্ধীয় ; সকল দেশের উপযোগী। সর্ব্ব যে দেশ, কর্ম্মধা, তদুত্তরে ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

সার্ব্বভৌম—সর্ব্বভূমীশ্বর, রাজচক্রবর্ত্তী, সম্রাট্ ; উত্তর দিগ্‌গজ, কুবেরের বাহন [মৈনাক পর্ব্বতের পরবর্ত্তী সিদ্ধাশ্রমের সরোবরে এই হস্তী বিচরণ করিত]। সর্ব্বা যে ভূমি সর্ব্ব-ভূমি, কর্ম্মধা, তদুত্তরে ষ্ণ। সং ; পু।

সার্ব্বলৌকিক—সর্ব্বলোক-সম্বন্ধীয় ; সর্ব্বজন-বিদিত, সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধ। সর্ব্ব যে লোক সর্ব্ব-লোক, কর্ম্মধা, তদুত্তরে ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

সার্ব্ববিভক্তিক—সর্ব্ববিভক্তিজাত। সর্ব্বা যে বিভক্তি সর্ব্ববিভক্তি, কর্ম্মধা, তদুত্তরে কণ্। বিণ ; ত্রি।

সার্ষপ—সর্ষপ-সম্বন্ধীয় ; সর্ষপ-জাত। সর্ষপ শব্দ +ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

সার্ষ্টি—মুক্তিবিশেষ ; নির্ব্বাণ ; ঈশ্বরের তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া। ব্য।

সাল—প্রাচীর ; বৃক্ষ ; সর্জবৃক্ষ, শালগাছ। সল (গমন করা)+ঘঞ্ অধি। সং ; পু।

সালনির্য্যাস—সর্জরস, শালের আঠা ; ধূনা। ৬তৎ। সং ; পু।

সালভঞ্জিকা—শালভঞ্জিকা দেখ।

সালা—শালা, গৃহ। সল (গমন করা)+ঘঞ্ অধি+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সালি—শালি দেখ।

সালোক্য—মুক্তিবিশেষ, তুল্যলোক-বাসরূপ মুক্তি। সহ (সমান) যে লোক সলোক, কর্ম্মধা, তদুত্তরে ষ্য। সং ; ক্লী।

সাল্ব—দেশবিশেষ ; জনৈক নৃপ। সাল শব্দ+ব অস্ত্যর্থে। সং ; পু।

সাবধান—অপ্রমত্ত, অবহিত, মনোযোগী, সতর্ক। অবধানের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সাবধানতা। বিপরীতার্থক শব্দ অসাবধান।

সাবন—১। সবনসম্বন্ধীয় ; সূর্য্যসম্বন্ধীয়। সবন শব্দ+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। ২। দিবারাত্র, এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কাল ; ত্রিংশৎ-দিবারাত্রযুক্ত মাস ; যজমান ; যজ্ঞশেষ ; বরুণ। সং ; পু।

সাবর্ণ, সাবর্ণি—সূর্য্যপুত্র, অষ্টম মনু। সবর্ণ শব্দ +ষ্ণ, ষ্ণি অপত্যার্থে। সং ; পু।

সাবিত্র—১। সবিতৃসম্বন্ধীয়। সবিতৃ শব্দ+

ক্ত। বিণ ; ত্রি। ২। যজ্ঞোপবীত। সং ; স্ত্রী। ৩। ব্রাহ্মণ ; শিব ; অষ্টম বসু। ইনি স্বর্গে দেবদানব-যুদ্ধে সুমালী রাক্ষসকে বধ করেন। সং ; পু।

সাবিত্রী—১। সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গায়ত্রী ; ব্রহ্মপত্নী ; দুর্গা। সবিতৃ শব্দ (সূর্য্য) + ক্ষ + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

২। সত্যবান্ রাজার পত্নী। ইনি রাজা অশ্বপতির একমাত্র তনয়া বলিয়া মাতা পিতার অত্যন্ত স্নেহাস্পদ ছিলেন। ইঁহার বিবাহকাল অতিক্রান্তপ্রায় হইলেও উপযুক্ত পাত্র উপস্থিত হইতেছে না দেখিয়া অশ্বপতি দুহিতাকে নিজ মনোমত বর মনোনীত করিয়া লইতে বলেন।

পিতার আদেশে সাবিত্রী অমাত্যগণসহ দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন, কিন্তু কোথাও মনোমত বর পাইলেন না। অবশেষে ইনি বনবাসী রাজকুমার সত্যবান্‌কে দেখিতে পাইলেন। অসামান্য-রূপগুণযুক্ত সত্যবান্ একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া বনাশ্রমে বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা করিতেছেন দেখিয়া গুণবতী সাবিত্রী তৎপ্রতি সমাকৃষ্টা হইলেন এবং মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিলেন।

অনন্তর ইনি পিতৃসমীপে প্রত্যাগতা হইলে জনক-কর্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া অতি সলজ্জভাবে সত্যবানের নামোল্লেখ করিলেন তৎকালে দেবর্ষি নারদ অশ্বপতির সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি অশ্বপতিকে সত্যবানের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে নিষেধ করিলেন ; কারণ তিনি বলিলেন, সত্যবানের আর এক বৎসর মাত্র পরমায়ুঃ আছে, তৎপরে তাঁহার মৃত্যু হইবে। তখন অশ্বপতি দুহিতাকে অন্য বরের অন্বেষণ করিতে বলিলে, সাবিত্রী উত্তর করিলেন, 'যাঁহাকে একবার পতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যকে পতি স্বীকার করিতে হইলে দ্বিচারিণী হইতে হইবে ; তদপেক্ষা সত্যবানের সহিত বিবাহ হইয়া তাহার এক বৎসর পরে বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করাও সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।' সাবিত্রীর মনের এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া মহামতি নারদ রাজাকে কন্যার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহান্তে সাবিত্রী রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পরমানন্দে পর্ণকুটীরবাসিনী হইলেন ও তাবৎ কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ইঁহার আন্তরিক পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া অন্ধ শ্বশুর দ্যুমৎসেন ও তাঁহার পত্নী বনবাস-ক্লেশ অনেকটা বিস্মৃত হইলেন। সত্যবান্‌ও লক্ষ্মী-স্বরূপা পত্নীর সহবাসে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

নারদনির্দ্দিষ্ট সময়ের তিন দিবস পূর্ব্বে সাবিত্রী ত্রিরাত্র-ব্রত অবলম্বন করিয়া উপবাসে কালহরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিবসে সত্যবান্ ফলমূলাদির আহরণ নিমিত্ত কুটীর ত্যাগে উদ্যত হইলে ইনিও শ্বশুর ও শ্বশ্রূর অনুমতি লইয়া পতির অনুগমন করিলেন। মৃত্যুকালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সত্যবান্ অসুস্থতা বোধ করিয়া পত্নীর ক্রোড়ে মস্তক সংস্থাপনপূর্ব্বক নিদ্রাগত হইলেন। ক্ষণপরে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

অতঃপর যমদূতগণ সত্যবান্‌কে লইতে আসিল ; কিন্তু তাহারা প্রদীপ্ত বহ্নিজ্বালাসদৃশ সতীর অঙ্ক হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। তখন যমরাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সতীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাহসী না হইয়া সত্যবান্‌কে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত সাবিত্রীকে অনুরোধ করিলেন। সতী যমরাজকে স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট করিলে তিনি বর দিতে চাহিলেন। সাবিত্রী প্রথমতঃ শ্বশুরের পুনশ্চক্ষুঃ প্রাপ্তি ও রাজ্যোদ্ধার প্রার্থনা করিলেন। যমরাজ তথাস্তু বলিয়া সত্যবান্‌কে পরিত্যাগ করিতে বলিলে সতী তাহাতে অসম্মতা হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ পুনরপি বর প্রদানে উদ্যত হইলে সাবিত্রী পতির প্রাণভিক্ষা করিলেন। কৃতান্ত তদ্ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা করিতে বলিলে সাবিত্রী সত্যবানের ঔরসে নিজ গর্ভে একশত পুত্রজন্মের বর চাহিলেন। যমরাজ না বুঝিয়া তথাস্তু বলিয়া সত্যবান্‌কে ত্যাগ করিতে বলিলেন। তখন সতী বলিলেন, আপনি যদি আমার পতিকে লইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার ঔরসে আমার শত পুত্র কিরূপে জন্মিবে ? এইরূপে সাবিত্রী কৌশলে সত্যবান্‌কে পুনর্জীবিত করিলেন।

একদা সীতা রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমাকে সত্যবানের সহধর্ম্মিণী সাবিত্রীর ন্যায় তোমারই একান্ত বশবর্ত্তিনী জানিও।"

সাবিত্রীপতিত—উপনয়নযোগ্য কাল অতীতে উপনীত ব্রাহ্মণ। সাবিত্রী (গায়ত্রী) হইতে পতিত, ৫তৎ। সং ; পু।

সাবিত্রীব্রত—জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

সাবিনী—সরিৎ, নদী। সূ (প্রসব করা) + ণিন্ ক + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সাশ্রয়—আশ্রয়যুক্ত ; অবলম্বনবিশিষ্ট, আধারসমন্বিত। আশ্রয়ের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সাশ্রু—অশ্রুযুক্ত, বাষ্পবারিবিশিষ্ট। অশ্রুর সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সাশ্রুনয়ন—১। সজল নেত্র, অশ্রুযুক্ত চক্ষুঃ। সাশ্রু যে নয়ন, কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। সজল নেত্রবিশিষ্ট। সাশ্রু হইয়াছে নয়ন যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সাশ্রুলোচন—১। সজল নেত্র। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। সজল নেত্রবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

সাষ্টাঙ্গ—অষ্টাঙ্গযুক্ত। অষ্ট যে অঙ্গ অষ্টাঙ্গ, কর্ম্মধা ; তাহার সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। অষ্টাঙ্গ দেখ।

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম—অষ্টাঙ্গযুক্ত নমস্কার [নমস্কার দেখ]। কর্ম্মধা। সং ; পু।

সাসহি—সতত-সহনক্ষম, অতিশয়-সহিষ্ণু। যঙ্‌-লুগন্ত সহ (পুনঃ পুনঃ সহ্য করা) + ই ক। বিণ ; ত্রি।

সাস্না—গরুর গলকম্বল। সস (নিদ্রা যাওয়া) + নণ্ ক + আপ্। সং ; স্ত্রী।

সাস্র—অশ্রুযুক্ত ; রোরুদ্যমান ; সরক্ত ; কোণসহিত। অস্রের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি।

সাহঙ্কার—অহঙ্কারযুক্ত, অহঙ্কৃত ; সগর্ব্ব। অহঙ্কারের সহিত বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ নিরহঙ্কার।

সাহচর্য্য—সহায়তা, সঙ্গ ; সামানাধিকরণ্য। সহচর শব্দ + ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

সাহস—১। বলপূর্ব্বক কৃত দুষ্কর্ম,—"মনুষ্যমারণং স্তেয়ং পরদারাভিমর্ষণং। পারুষ্যমনৃতং চৈব সাহসং পঞ্চধা স্মৃতম্॥" অর্থাৎ নরহত্যা, চৌর্য্য, পরদারগমন, বিরোধ এবং অসত্য কথন—এই পাঁচ প্রকার সাহস ; উৎসাহ ; দ্বেষ ; সহসা কৃত কর্ম্ম ; ভয়রাহিত্য, নির্ভয়তা। সহঃ দেখ ; সহস্ শব্দ (বল) + ষ্ণ। সং ; ক্লী। ২। অবিমৃষ্যকারিতা। ৩। দণ্ড। সং ; পু।

সাহসপূর্ব্বক—উৎসাহ সহকারে ; নির্ভয়তার সহিত। সাহস হইয়াছে পূর্ব্বে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সাহসিক—সাহস-কর্ম্মকারী ; উৎসাহযুক্ত ; নির্ভয়। সাহস শব্দ + ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

সাহসিকতা—সাহসিক দেখ। সাহসিক শব্দ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

সাহসী—(সাহসিন্)। সাহসকর্ম্মকারী ; নির্ভীক। সাহস শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সাহসিনী।

সাহস্র—১। বহুসহস্র ; সহস্র। সহস্র শব্দ + ষ্ণ। সং ; ক্লী। ২। তৎসংখ্যক। বিণ ; ত্রি।

সাহায্যক, সাহায্য—সহায়তা, আনুকূল্য। সহায় শব্দ+কণ্, ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।
সাহায্যকারী—(সাহায্যকারিন্)। সহায়তাকারী, আনুকূল্যকারী, পৃষ্ঠপোষক সাহায্য শব্দ—কৃ (করা)+ণিন্ ক বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে সাহায্যকারিণী।
সাহায্যপ্রার্থী—(সাহায্যপ্রার্থিন্)। সহায়তা প্রার্থনাকারী, আনুকূল্য-লাভেচ্ছু। ৬তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে সাহায্যপ্রার্থিনী।
সাহিত্য—১। সঙ্গ, সংসর্গ; একক্রিয়ান্বয়িত্ব। সহিত শব্দ+ষ্য ভাবে। ২। কাব্যশাস্ত্র। সম্ (সম্যক্) যে হিত সহিত, নিত্য, তদুত্তরে ষ্য। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।
সাহিত্যচর্চ্চা—কাব্যশাস্ত্রের আলোচনা। ৬তৎ।
সাহিত্যজগৎ—সাহিত্যসম্বন্ধীয় লোক, কাব্যশাস্ত্ররূপ বিশ্ব। ৬তৎ। সং; ক্লী।
সাহিত্যভাণ্ডার—কাব্যশাস্ত্রের ভাঁড়ার। ৬তৎ। সং; পুং।
সাহিত্যরথী—(সাহিত্যরথিন্)। প্রধান সাহিত্যসেবী, শ্রেষ্ঠ কাব্যশাস্ত্রলেখক। ৭তৎ। বিণ; পুং।
সাহিত্যব্যবসায়ী—কাব্যশাস্ত্র-লেখক, সাহিত্যশাস্ত্র-প্রণয়ন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। ৬তৎ। বিণ; পুং।
সাহিত্যশাস্ত্র—কাব্যশাস্ত্র। ৬তৎ। সং; ক্লী।
সাহিত্যসেবক—কাব্যশাস্ত্রের উপাসক; কাব্যশাস্ত্র-প্রণেতা। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।
সাহিত্যসেবা—কাব্যশাস্ত্রের উপাসনা; কাব্যশাস্ত্রপ্রণয়ন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
সাহিত্যসেবী—(সাহিত্যসেবিন্)। সাহিত্যসেবক; কাব্যশাস্ত্র-প্রণেতা। সাহিত্য শব্দ—সেব (সেবা করা)+ণিন্ ক। বিণ; পুং। [সং; পুং।
সাহিত্যাকাশ—কাব্যজগতের আকাশ। ৬তৎ।
সাহিত্যাধ্যাপক—কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক, সাহিত্যের শিক্ষাদাতা। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।
সাহিত্যানুরাগ—কাব্যশাস্ত্রের প্রতি আসক্তি। ৭তৎ। সং; পুং।
সাহিত্যানুরাগী—(সাহিত্যানুরাগিন্)। কাব্যশাস্ত্রের প্রতি অনুরক্ত। ৬তৎ। বিণ; পুং।
সাহিত্যামোদী—(সাহিত্যামোদিন্)। সাহিত্যানুরাগী, কাব্যশাস্ত্রপ্রিয়। সাহিত্যের আমোদ, ৬তৎ, তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। [স্ত্রী।
সাহিত্যালোচনা—সাহিত্যচর্চ্চা। ৬তৎ। সং;
সাহিত্যিক—সাহিত্যসেবক; কাব্যশাস্ত্রপ্রণেতা। সাহিত্য শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।
সাহেব ধনী—জনৈক উদাসীন। ইনি একটী ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করেন। ঐ মত কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুরূপ। এই মতাবলম্বীদিগের উপাসনার স্থান "আসন" নামে অভিহিত, প্রকৃতপক্ষে আসন একখানি চৌকিমাত্র প্রতি বৃহস্পতিবারে এই মতাবলম্বীরা ঐ আসনের নিকটে গিয়া মিলিত হইয়া সাধনা করে।

সাহেবধনীর প্রথম শিষ্য দুঃখীরাম পাল, রঘুনাথ দাস ও একজন মুসলমান নদীয়া জেলায় দোগাছিয়া গ্রামে দুঃখীরামের এবং বাগাড়ে গ্রামে রঘুনাথের বাস ছিল। সাহেবধনী হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই শিষ্য করিয়াছিলেন, এজন্য এই সম্প্রদায়ীরা সর্ব্বজাতীয় ব্যক্তিকেই গ্রহণ করে।

দুঃখীরামের পুত্র চরণ পাল হইতে এই সম্প্রদায়ের অনেক উন্নতি হয়। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে অগ্রদ্বীপে ইঁহাদের একটী মহোৎসব হয়।

সিংহ—১। পশুরাজ, মৃগেন্দ্র, কেশরী; রাশিবিশেষ; (অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। হিন্‌স (হিংসা করা)+অন্ ক, অথবা সিচ (সেক করা)+ক ক। সং; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে সিংহী। ২। রামায়ণে কথিত চন্দ্রগিরি পর্ব্বতস্থ এক প্রকার পক্ষী। ইহারা এত বৃহৎ যে, তিমি মৎস্য ও হস্তী লইয়া নীড়ে আরোহণ করে।
সিংহগ্রীব—সিংহের ন্যায় উন্নত গ্রীবাবিশিষ্ট। সিংহের গ্রীবার ন্যায় গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
সিংহদ্বার—সিংহমূর্ত্তি-চিহ্নিত প্রবেশদ্বার, তোরণ, ফটক। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
সিংহধ্বনি, সিংহনাদ—সিংহের গর্জ্জন; বীরগর্জ্জিত। ৬তৎ। সং; পুং।
সিংহবাহু—জনৈক বঙ্গাধিপ। ইনি বুদ্ধদেবের সমকালে জীবিত ছিলেন। ইঁহার পুত্র বিজয়সিংহ কোন কারণে নির্ব্বাসিত হইয়া লঙ্কাদ্বীপে গমন পূর্ব্বক আদিম অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়া তত্রত্য সিংহাসন অধিকার করেন। সিংহবংশের রাজ্য বলিয়া অতঃপর লঙ্কার নাম সিংহল হয়।
সিংহমুখ—সিংহের মুখ; হস্তীর ভূষণবিশেষ। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; ক্লী।
সিংহল—লঙ্কাদ্বীপ। সিংহ শব্দ+ল অস্ত্যর্থে।
সিংহবাহিনী—পার্ব্বতী, দুর্গা। সিংহ শব্দ—ণিজন্ত বহ বা বাহি (বহান)+ণিন্ ক+ঈপ্। সং; স্ত্রী।
সিংহবিক্রান্ত—১। সিংহবৎ পরাক্রমশালী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। ২। ঘোটক। সং; পুং। [সং; পুং।
সিংহশাবক—সিংহশিশু, সিংহের ছানা। ৬তৎ।
সিংহশিশু—সিংহশাবক। ৬তৎ। সং; পুং।
সিংহ-সংহনন—সুশ্রী, সুগঠন; সিংহতুল্য দৃঢ়বপু। সিংহের সংহননের (দেহের) ন্যায় সংহনন (দেহ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
সিংহাণ—সিংহনাদ; বীরগর্জ্জন। সিংহের আণ (শব্দ), ৬তৎ। সং; পুং।
সিংহান, সিঙ্ঘান—লৌহমল, লোহার মরিচা; নাসামল, নাকের পোঁটা, সিকনি। সিন্ঘ (ঘ্রাণ লওয়া)+আন র্ম্ম। সং; ক্লী।
সিংহাবলোকন ন্যায়—ন্যায়বিশেষ। ন্যায় দেখ।
সিংহাসন—সিংহমূর্ত্তি-চিহ্নিত আসন, রাজাসন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
সিংহাসনচ্যুত—রাজাসন হইতে ভ্রষ্ট, রাজ্যচ্যুত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।
সিংহাসনাধিরূঢ়—সিংহাসনে উপবিষ্ট। ২তৎ।
সিংহাসনারূঢ়—রাজাসনে উপবিষ্ট; রাজ্যাধিকারপ্রাপ্ত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।
সিংহিকা—১। জনৈক রাক্ষসী*, রাহুর মাতা। সিংহী শব্দ+কণ্+আপ্। সং; স্ত্রী।

* লঙ্কার নিকটস্থ সাগরগর্ভে এই রাক্ষসীর বাস ছিল। জলের উপর জীবজন্তুর ছায়া পতিত হইলে রাক্ষসী মায়াবলে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করিত। হনুমান্ যৎকালে লঙ্কার গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে সিংহিকা তাঁহাকে গ্রাস করে; কিন্তু কপিবর ইহার উদর বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হন। তাহাতেই রাক্ষসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

২। দক্ষরাজতনয়াগণের অন্যতম। মহর্ষি কশ্যপের সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে তাঁহার ঔরসে ইঁহার গর্ভে গন্ধর্ব্বগণের জন্ম হয়।
সিংহী—স্ত্রী-সিংহ; বার্ত্তাকী; কণ্টকারী; রাহুর মাতা সিংহিকা। সিংহ শব্দ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।
সিক্—(সিচ্)। সেককর্ত্তা, সেচনকারী। সিচ (সেক করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।
সিকতা—১। বালুকা, বালি। সিচ (সেক করা)+অতক্ ক+আপ্। ২। বালুকাময় দেশ। সিকতা শব্দ+অ+আপ্। সং; স্ত্রী।
সিকতাময়, সিকতিল—সিকতাযুক্ত, বালুকাময়। সিকতা শব্দ+ময়ট্, ইল। বিণ; ত্রি।
সিকতাবান্—(সিকতাবৎ)। সিকতাযুক্ত, বালুকাময়। সিকতা শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে সিকতাবতী।
সিক্ত—আর্দ্রীকৃত; অভিবৃষ্ট, যাহার উপর জল ছড়ান হইয়াছে এরূপ। সিচ (সেক করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সেক।
সিক্থ, সিক্থক—১। মধুচ্ছিষ্ট, মোম। সিচ (সেক করা)+থক্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্। সং; ক্লী। ২। এক গ্রাস অন্ন। সং; পুং। [সং; ক্লী।
সিক্য—সিকা। সিক (গমন করা)+য ক।

সিচয়—বস্ত্র ; ছেঁড়া কাপড়। সিচ (সিক্ত করা) + অয়ক্ ক। সং ; পু।

সিঞ্চন্—(সিঞ্চৎ)। সেককারী। সিচ (সেক করা) + শতৃ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সিঞ্চতী।

সিত—১। শুক্লবর্ণ, সাদা রঙ্ ; বাণ ; শর ; শুক্রাচার্য্য। সো (নাশ পাওয়া) + ক্ত ক। সং ; পু। ২। শুক্লবর্ণযুক্ত, সাদা ; নষ্ট ; বদ্ধ ; সম্পন্ন ; জ্ঞাত। সি (বন্ধন করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ৩। রৌপ্য ; চন্দন। সং ; ক্লী।

সিতকণ্ঠ—১। শ্বেতবর্ণ কণ্ঠবিশিষ্ট। সিত (শুভ্র) হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ ; পু। ২। দাত্যুহ পক্ষী, ডাহুক পাখী। সং ; পু।

সিতকর—চন্দ্র ; কর্পূর। সিত (শুক্ল) হইয়াছে কর (কিরণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

সিতচ্ছদ—রাজহংস। সিত (শুক্ল) হইয়াছে ছদ (পক্ষ) যাহার, বহু। সং ; পু।

সিতচ্ছদা—শ্বেতদূর্ব্বা। সিত (শুক্লবর্ণ) হইয়াছে ছদ (পত্র) যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

সিতদীধিতি, সিতরশ্মি—চন্দ্র ; কর্পূর। সিত (শুক্ল) হইয়াছে দীধিতি, রশ্মি (কিরণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

সিতপক্ষ—১। শুক্লপক্ষ। কর্ম্মধা। ২। রাজহংস। সিত (শুক্ল) হইয়াছে পক্ষ (পাখা) যাহার, বহু। সং ; পু। [সং ; পু।

সিতমণি—স্ফটিক ; চন্দ্রকান্ত মণি। কর্ম্মধা।

সিতশিব—সৈন্ধব লবণ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সিতশূক—যব। সিত (সাদা) হইয়াছে শূক (শুঁয়া) যাহার, বহু। সং ; পু।

সিতসপ্তি—অর্জ্জুন। সিত (শুক্ল) হইয়াছে সপ্তি (অশ্ব) যাহার, বহু। সং ; পু।

সিতা—শর্করা ; শ্বেতদূর্ব্বা। সি + ক্ত র্ম্ম + আপ্। সং ; স্ত্রী।

সিতাংশু—চন্দ্র ; কর্পূর। সিত (শুক্ল) হইয়াছে অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। সং ; পু।

সিতাভ—১। চন্দ্র ; কর্পূর। সিত (শুক্ল) হইয়াছে আভা যাহার, বহু। সং ; পু। ২। শ্বেত, সাদা। বিণ ; ত্রি।

সিতাশ্ব—অর্জ্জুন। সিত (শুক্ল) হইয়াছে অশ্ব যাহার, বহু। সং ; পু।

সিতি—১। শুক্লবর্ণ, সাদা রঙ্ ; কৃষ্ণবর্ণ, কাল রঙ্। সি (বন্ধন করা) + তিক্ ক। সং ; পু। ২। শুক্লবর্ণযুক্ত, সাদা ; কৃষ্ণবর্ণযুক্ত, কাল। বিণ ; ত্রি। ৩। বন্ধন। সি + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

সিতিকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ, শিব ; ময়ূর ; দাত্যুহ পক্ষী। সিতি (কৃষ্ণবর্ণ) হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। সং ; পু।

সিতিমা—(সিতিমন্)। শুক্লত্ব ; কৃষ্ণত্ব। সিত শব্দ + ইমন্ ভাবে। সং ; পু।

সিতিবাসাঃ—(সিতিবাসস্)। নীলাম্বর, বলরাম। সিতি (কৃষ্ণবর্ণ) হইয়াছে বাসঃ (বস্ত্র) যাঁহার, বহু। সং ; পু।

সিতেতর—শুক্লভিন্ন, কৃষ্ণবর্ণ। সিত (শুক্ল) হইতে ইতর (ভিন্ন), ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

সিতোপল—১। স্ফটিক। সিত (শুভ্র) যে উপল (প্রস্তর), কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। কঠিনী, খড়ি। সং ; স্ত্রী।

সিদ্ধ—১। দেবযোনিবিশেষ ; ত্রিকালজ্ঞ মুনি। সং ; পু। ২। সম্পন্ন ; প্রমাণীকৃত ; কলিত ; পক্ব ; নিত্য। সিধ (নিষ্পন্ন করা) + ক্ত র্ম্ম। ৩। প্রসিদ্ধ ; সিদ্ধিবিশিষ্ট ; মুক্ত। সিধ + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সিদ্ধকাম—সফলকাম, সফলাভিপ্রায়, যাহার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। সিদ্ধ হইয়াছে কাম (কামনা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সিদ্ধগঙ্গা—স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। সিদ্ধগণের গঙ্গা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

সিদ্ধপীঠ—যে স্থানে এক লক্ষ বলি, কোটিসংখ্যক হোম এবং এক কোটি মহাবিদ্যা জপ হইয়াছে। কর্ম্মধা। সং ; পু।

সিদ্ধপুরুষ—সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, মুক্ত মানব। কর্ম্মধা। সং ; পু।

সিদ্ধমনোরথ—সিদ্ধকাম। সিদ্ধ হইয়াছে মনোরথ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সিদ্ধরস—পারদ, পারা। কর্ম্মধা। সং ; পু।

সিদ্ধবিদ্যা—দশমহাবিদ্যা [মহাবিদ্যা দেখ]। সিদ্ধা যে বিদ্যা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সিদ্ধসিন্ধু—স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

সিদ্ধান্ত—মীমাংসা, পূর্ব্বপক্ষ নিরাসপূর্ব্বক সিদ্ধপক্ষস্থাপন ; জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশেষ। সিদ্ধ হইয়াছে অন্ত যাহার, বহু। সং ; পু।

সিদ্ধান্তাচার—তন্ত্রোক্ত আচারবিশেষ। সং ; পু।

সিদ্ধান্তী—(সিদ্ধান্তিন্)। মীমাংসা-দর্শনমতাবলম্বী ; মীমাংসক, সিদ্ধান্তকারী। সিদ্ধান্ত শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

সিদ্ধার্থ—১। শ্বেত-সর্ষপ। সিদ্ধ হয় অর্থ (প্রয়োজন, উদ্দেশ্য) যদ্দারা, বহু। ৩। কৃতার্থ, সিদ্ধমনোরথ। সিদ্ধ হইয়াছে অর্থ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ৩। বুদ্ধদেব। সং ; পু।

সিদ্ধাশ্রম—স্বনামখ্যাত তপোবনবিশেষ। সিদ্ধগণের আশ্রম, ৬তৎ। এই স্থানে মহাত্মা বামন ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে। তাড়কা ও সুবাহু রাক্ষস এই আশ্রম বিধ্বস্ত করিতে থাকে। বিশ্বামিত্র ঋষি রাম লক্ষ্মণের সাহায্যে এই স্থান উপদ্রবশূন্য করিয়া এখানে স্বীয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেন।

সিদ্ধি—১। নিষ্পত্তি ; ফলোৎপত্তি ; পাক ; বৃদ্ধি ; ঐশ্বর্য্য ; শুভ ; জয়লাভ ; অন্তর্দ্ধান ; যোগবিশেষ ; প্রভাবসিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি, উৎসাহসিদ্ধি, রাজগণের এই ত্রিবিধ সিদ্ধি। সিধ (সিদ্ধ করা) + ক্তি ভা। ২ কাষ্ঠপাদুকা ; ভাঙ্। সিধ + ক্তি ণ। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে সিদ্ধ।

সিদ্ধিদ—১। সিদ্ধিদাতা। উপ ; সিদ্ধি শব্দ – দা (দেওয়া) ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। বটুকভৈরব। সং ; পু।

সিদ্ধিযোগ—জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ :— "শুক্রে নন্দা বুধে ভদ্রা শনৌ রিক্তা কুজে জয়া। গুরৌ পূর্ণা চ সংযুক্তা সিদ্ধিযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" অর্থাৎ শুক্রবারে নন্দা, বুধবারে ভদ্রা, শনিবারে রিক্তা, মঙ্গলবারে জয়া, ও বৃহস্পতিবারে পূর্ণা যুক্ত হইলে সিদ্ধিযোগ হয়। সং ; পু।

সিধ্ম—(সিধ্মন্)। ছুলিরোগ। সিধ (গমন করা) + মন্। সং ; ক্লী।

সিধ্য—১। কার্য্যসাধক। সিধ (সিদ্ধ করা) + ক্যপ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। পুষ্যানক্ষত্র। সং ; পু। [ক। সং ; পু।

সিধ্র—ধর্ম্মপরায়ণ, ধার্ম্মিক ব্যক্তি। সিধ + রক্

সিন—১। গ্রাস। সি (বন্ধন করা) + নক্ র্ম্ম। সং ; পু। ২। শুক্ল, সাদা। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সিনী। [বিণ ; স্ত্রী।

সিনী—শুক্লবর্ণা। সিন দেখ ; সিন + ঈপ্।

সিনীবালী—চতুর্দ্দশীযুক্তা বা প্রতিপদ্যুক্তা অমাবস্যা, যাহাতে চন্দ্রকলা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সিনী শব্দ (শুক্লবর্ণা চন্দ্রকলা) – বল (ধারণ করা) + ণ্ ক + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সিন্দূর—সিঁদুর। স্যন্দ (ক্ষরিত হওয়া) + উর ক। সং ; ক্লী। [সিন্দূর সীসকের উপধাতু, এজন্য ইহা সীসকের ন্যায় গুণসম্পন্ন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের সংযোগজাত হওয়ায় ইহাতে অন্যবিধ গুণও দৃষ্ট হয়। ইহা উষ্ণবীর্য্য, বিসর্গবারক, কুষ্ঠ ও কণ্ডু নাশক, বিষঘ্ন, ভগ্নসন্ধায়ক, এবং ব্রণের শোধক ও পূরক। ইহা এতদ্দেশীয় সধবা রমণীগণের প্রধান ভূষণ ও আয়তির চিহ্নস্বরূপ]।

সিন্ধু—১। সমুদ্র ; নদবিশেষ, ইহার বর্ত্তমান ইংরেজী নাম ইণ্ডস্ (Indus) ; দেশবিশেষ ; তদ্দেশবাসী ; রাগিণীবিশেষ ; হস্তিমদ ; হস্তী। স্যন্দ (ক্ষরণ করা) + উ ক। সং ; পু। ২। নদী। সং ; স্ত্রী।

৩। অন্ধমুনির পুত্র। এই বালকই অন্ধমুনির জীবনরক্ষার একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। একদা নিশাকালে ইনি জল আনয়নার্থ গমন করিয়া যৎকালে কুম্ভ পূর্ণ করিতেছিলেন, সেই সময় মৃগয়ার্থী রাজা দশরথ ইঁহার কুম্ভপূরণ শব্দকে জলহস্তীর শব্দ মনে করিয়া শব্দভেদী বাণ-প্রহারে ইঁহার প্রাণসংহার করেন। পরে রাজা মুমূর্ষু সিন্ধুর নিকট

প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অন্ধমুনির নিকট সেই সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলে মুনিবর পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করেন এবং দশরথকেও পুত্রশোকে প্রাণ হারাইতে হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করেন।

সিন্ধুজ—১। সমুদ্রজাত; নদীসম্ভূত। সিন্ধু শব্দ–জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সিন্ধুজা। ২। চন্দ্র; উচ্চৈঃশ্রবাঃ। সং; পু। ৩। সৈন্ধব লবণ। সং; ক্লী।

সিন্ধুজা—১। সমুদ্রজাতা; নদীজাতা। সিন্ধুজ দেখ; সিন্ধুজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। লক্ষ্মী। সং; স্ত্রী।

সিন্ধুদ্বীপ—সুপ্রসিদ্ধ জহ্নুমুনির পুত্র। জহ্নু ভরতবংশীয় আজমীর নামক রাজার পুত্র সুতরাং ইঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু সিন্ধুদ্বীপ স্বকীয় তপঃপ্রভাবে বিশ্বামিত্রের ন্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পু।

সিন্ধুনন্দন, সিন্ধুপুত্র—চন্দ্র। ৬তৎ। (সমুদ্রমন্থনে ইঁহার উদ্ভব হইয়াছিল)। সং; পু।

সিন্ধুনাথ—সরিৎপতি, সমুদ্র। সিন্ধুর (নদীর) নাথ (পতি), ৬তৎ। সং; পু।

সিন্ধুপুত্রী—লক্ষ্মী। ৬তৎ। (সমুদ্রমন্থনে ইঁহার উদ্ভব হইয়াছিল)। সং; স্ত্রী।

সিন্ধুর—হস্তী। সিন্ধু শব্দ (হস্তিমদ)+র অস্ত্যর্থে। সং; পু।

সিন্ধুরাজ—সিন্ধুদেশের রাজা, জয়দ্রথ [জয়দ্রথ দেখ]। ৬তৎ। সং; পু।

সিন্ধুবার—নিশুণ্ডী বৃক্ষ, নিসিন্দা গাছ; সিন্ধুদেশীয় অশ্ব। সিন্ধু শব্দ–শিজন্ত বৃ বা বারি (আবরণ করা)+ঘণ্ ক। সং; পু।

সিপাহীবিদ্রোহ—সিপাহী সৈন্যের ভারতীয় ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ (১৮৫৭ খ্রীঃ)। [ক। সং; পু।

সিপ্র—স্বেদ, ঘর্ম্ম। সপ (গমন করা)+রক্

সিপ্রা—অবন্তিদেশস্থ নদীবিশেষ; কাঞ্চী। সিপ্র দেখ; সিপ্র+আপ্। সং; স্ত্রী।

সিম—সকল, সমস্ত। সি (বন্ধন করা)+মন্ ক। বিণ; ত্রি।

সিরাজদ্দৌলা—বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব, আলিবর্দ্দি খাঁর দৌহিত্র। ১৭৫৬ খ্রীঃ আলিবর্দ্দি অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগত হওয়ায় সপ্তদশবর্ষীয় সিরাজ মুর্শিদাবাদের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময়ে দিল্লীর বাদশাহের ক্ষমতা একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল। এজন্য সিরাজ বাদশাহের নিকট হইতে পূর্ব্ব প্রথানুসারে সুবাদারী সনন্দ আনাইবার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন না। তাহার আর একটি কারণ ছিল। বর্গির হাঙ্গামার পর হইতেই দিল্লীশ্বর ক্ষমতাশূন্য নামমাত্র সম্রাট্, আলিবর্দ্দি ইহা বুঝিয়া দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং সেই সময় হইতেই সুবা বাঙ্গালা প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিল।

আলিবর্দ্দি খাঁর সময়ে রাজা রাজদুর্লভ ঢাকার নায়েব নাজিমের (অর্থাৎ সহকারী শাসনকর্ত্তার) সহকারীর কার্য্য করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সিরাজ ঐ অর্থ আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করায় রাজদুর্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সমস্ত অর্থ ও পরিজনবর্গসহ কলিকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে পলাইয়া আইসেন। এই সময়ে ফরাসীদিগের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হওয়ায় ইংরেজেরা নবাবের অনুমতি না লইয়া কলিকাতাস্থ দুর্গের জীর্ণোদ্ধার করিতে আরম্ভ করেন। সিরাজ ইংরেজপক্ষীয় কলিকাতাস্থ অধ্যক্ষ ড্রেক্ সাহেবকে পত্র লিখিলেন যে, অবিলম্বে যেন কৃষ্ণদাসকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করা হয় এবং কলিকাতার দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। ইংরেজরা কোনও প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন না।

সিরাজ ইহাতে অত্যন্ত কুপিত হইয়া প্রথমতঃ ইংরেজদিগের কাসিমবাজারস্থ কুঠি অধিকার করিলেন। ও তৎপরে ৫০,০০০ সৈন্য সহ কলিকাতা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ড্রেক সাহেব ভয় পাইয়া প্রধান প্রধান ইংরেজ কর্ম্মচারী এবং যাবতীয় বালকবালিকা ও মহিলাদিগকে লইয়া জাহাজে আশ্রয় লইলেন। অবশিষ্ট ১৭০ জন ইংরেজ কলিকাতায় রহিলেন; তাঁহারা হলওয়েল নামক এক সাহেবকে আপনাদের অধ্যক্ষ মনোনীত করিলেন। এই ১৭০ জন ইংরেজের মধ্যে অধিকাংশই যুদ্ধবিদ্যা কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না। তথাপি তাঁহারা বিপুল বিক্রমে চারিদিন কাল নবাবের সৈন্যদিগকে বাধা দিলেন। হীনবল হইয়া পঞ্চম দিনে তাঁহারা এই নিয়মে আত্মসমর্পণ করিলেন যে, নবাব তাঁহাদের প্রাণহানি করিবেন না।

অপরাধীদিগকে দণ্ডস্বরূপ অবরুদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত ইংরেজদিগের কলিকাতাস্থ দুর্গে "অন্ধকূপ" নামে একটি ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। গৃহটি দৈর্ঘ্য-বিস্তারে ১২ হাতের অধিক ছিল না এবং তাহাতে দুইটি মাত্র অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল। আত্মসমর্পণ করায় পর ১৪৬ জন ইংরেজকে নবাবপক্ষের জনৈক সেনানায়ক সিরাজের অজ্ঞাতসারে সেই গৃহে ঐ রাত্রির জন্য অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। একে জ্যৈষ্ঠ মাসের নিদারুণ গ্রীষ্ম, তাহার উপর যথেষ্ট বায়ু না পাইয়া ১৪৬ জনের মধ্যে ১২৩ জন ইংরেজ তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (২১শে জুন ১৭৫৬ খ্রীঃ)। পরদিন প্রভাতে গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইলে দেখা গেল, ২৩ জন মাত্র জীবিত আছেন। এই শোচনীয় ঘটনা ইতিহাসে "অন্ধকূপ হত্যা" নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ যুক্তি দেখাইয়া বলেন, এ ঘটনা আদৌ সত্য নয়।

সে যাহা হউক, অন্ধকূপহত্যার বিবরণ মাদ্রাজে উপস্থিত হইলে তত্রত্য ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ ওয়াট্‌সন নামক জনৈক নৌসেনাধ্যক্ষকে প্রধান সেনাপতি করিয়া তাঁহার সহিত কয়েকখানি রণপোত এবং তাহাতে ক্লাইভ্ সাহেবকে ও তৎসহ ৯০০ গোরা ও ১৫০০ সিপাহী সৈন্যকে কলিকাতার পুনরুদ্ধারার্থ প্রেরণ করিলেন। ইঁহারা পথে বজ্‌বজে অধিকার করিয়া ভাগীরথী দিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইলেন এবং জাহাজ হইতে দুর্গের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। নবাবের সৈন্যগণ ভয় পাইয়া দুর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। ক্লাইভ অবাধে দুর্গসহ কলিকাতা পুনরধিকার করিলেন (জানুয়ারি, ১৭৫৭ খ্রীঃ)। অতঃপর নবাবের সহিত ইংরেজদের সন্ধি হইল। স্থির হইল, ইংরেজেরা বিনা শুল্কে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে পাইবেন, এবং নবাব ইংরেজদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু টাকা দিবেন।

সন্ধি হইল বটে, কিন্তু সিরাজ ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা হইতে বিদূরিত করিবার নিমিত্ত গোপনে ফরাসীদিগের সহিত চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। ক্লাইভ্ ইহা জানিতে পারিয়া ফরাসীদিগের বাঙ্গালাস্থ প্রধান কার্য্যক্ষেত্র চন্দননগর অধিকার করিয়া লইলেন। পরে ফরাসীরা সন্ধিসূত্রে উক্ত স্থান ফিরিয়া পাইলেন বটে, কিন্তু তদবধি বঙ্গদেশে তাঁহাদের প্রভাব বিলুপ্ত হইল।

এদিকে নবাবের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া তাঁহার কোষাধ্যক্ষ মহতাব জগৎশেঠ, বক্সী ও সেনাপতি মিরজাফর, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, কলিকাতার অন্তঃপাতী হালসিবাগাননিবাসী উমিচাঁদ (বা আমীন চাঁদ) প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের সাহায্যার্থ ক্লাইভ্‌কে আমন্ত্রণ করিয়া পত্র লিখিলেন। ক্লাইভ্‌ও সাদরে তাঁহাদের চক্রান্তে যোগ দিলেন। স্থির হইল, ক্লাইভ্ নবাবের সহিত যুদ্ধ করিবেন, যুদ্ধের সময়ে মিরজাফর নিজ সেনাদল লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন, এবং যুদ্ধে জয়লাভ

ঘটিলে, মিরজাফর নবাব হইবেন ও ইংরেজেরা বিস্তর টাকা পাইবেন।

সমস্ত ষড়যন্ত্র স্থির হইয়া গেলে, ক্লাইভ্ ১০০০ গোরা ও ২১০০ সিপাহী সৈন্য এবং ৮টি কামান লইয়া মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নবাবও ৩৫,০০০ পদাতি ও ১৫,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৫০টী কামান লইয়া আক্রমণকারীর গতিরোধার্থ অগ্রসর হইলেন এবং মুর্শিদাবাদ হইতে ১৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী ভাগীরথী-তীরস্থ পলাশী নামক গ্রামের বহিঃস্থ মাঠের এক আম্রকাননে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ক্লাইভ্ সসৈন্যে তথায় আসিয়া উপনীত হইলে নবাব তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। মিরজাফর কোন পক্ষেই যোগ দিলেন না; তিনি নিজ সেনাদলসহ অদূরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নবাবের অন্যতম বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত সেনাপতি মিরমদন ও মোহনলাল নিজ নিজ সেনাদল লইয়া ইংরাজসৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিতেছে, জয় পরাজয়ের কিছুই স্থিরতা নাই, এমন সময়ে নবাবের সাহসী সেনাপতি মিরমদন ইংরেজ পক্ষের গোলার আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে নবাব অত্যন্ত ভয় পাইলেন। মিরজাফরের ঔদাসীন্য দেখিয়া তিনি সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং করযোড়ে অতি কাতরকণ্ঠে তাঁহাকে স্বদেশরক্ষার্থ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। মিরজাফর উত্তর করিল, 'অদ্যকার মত যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকুক, আগামী কল্য ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া দিলেই চলিবে।' সিরাজ এই চাটুবাক্যে প্রতারিত হইয়া নিজ সৈন্যগণকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন তাহার ফলে তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সেই সুযোগে ক্লাইভ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অনায়াসে জয়লাভ করিলেন (২৩শে জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ)। সেই হইতে এ দেশে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত। সুতরাং পলাশী-বিজয়ী ক্লাইভ্ই প্রকৃতপক্ষে ভারতে ইংরেজ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

সিরাজ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উষ্ট্রারোহণে ও তৎপরে মুর্শিদাবাদ হইতে নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন এবং একদা ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া ভগবান গোলার নিকট তীরে উঠিয়া এক ফকিরের আশ্রমে উপনীত হইলেন। উক্ত ফকির পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিল। সুতরাং সে সুবিধা পাইয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া মিরজাফরের অনুচরগণের হস্তে অর্পণ করিল। পরে মিরজাফরের পুত্র মিরণের আদেশে জনৈক ঘাতক অতি নিষ্ঠুরভাবে ইঁহার প্রাণনাশ করিল। কিছুদিন পরে মিরণও বজ্রাঘাতে প্রাণ হারাইল।

সিসিরো—রোমের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ ও মহাবাগ্মী। খ্রীঃ পূঃ ১০৬ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। সাহিত্য, দর্শন ও ব্যবহারশাস্ত্রাদি বিবিধ বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়া ইনি ২৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ব্যবহারাজীবের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া উত্তরোত্তর খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠেন। পরে ইঁহার হৃদয়ে বাগ্মী হইবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠে এবং উক্ত বিদ্যা অভ্যাস করিবার নিমিত্ত ইনি গ্রীস দেশে ও কিছুদিন আথেন্স নগরে অতিবাহিত করেন। অনন্তর রোমে প্রত্যাগত হইয়া ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল বলিয়া পরিগণিত হইলেন। অতঃপর বিবিধ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইনি সতত স্বদেশের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৬৩ অব্দে ইনি কন্সলের পদ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই শত্রুগণের চক্রান্তে স্বদেশ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। পরে খ্রীঃ পূঃ ৫৭ অব্দে রোমীয়গণের আহ্বানে ইনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পম্পে ও সীজারের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে সিসিরো প্রথমতঃ পম্পের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার সহিত গ্রীসে গমন করিলেন; কিন্তু ফার্সেলিয়া নামক স্থানের যুদ্ধের পর ইটালীতে প্রত্যাগত হইলেন ও সীজারের বন্ধুজন মধ্যে পরিগণিত হইলেন। অতঃপর ইনি রাজনীতিক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সীজার গুপ্তভাবে নিহত হইলে ইনি পুনর্ব্বার রাজনীতির আসরে অবতীর্ণ হইলেন। ইনি সেনেট-সভাকে সকলের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু সীজারের প্রধান সহায় ও সেনাপতি আণ্টনি ইঁহার ঘোর শত্রু ছিলেন। সীজারের হত্যাব্যাপারে ইনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইলেও আণ্টনির চক্রান্তে ইঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। তচ্ছ্রবণে সিসিরো প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছিলেন; ইতোমধ্যে বিপক্ষীয় লোকেরা পথমধ্যে ইঁহাকে ধরিয়া শিরশ্ছেদন করিল (খ্রীঃ পূঃ ৪৩)। অতঃপর ইঁহার মস্তক ও বাহুদ্বয় আণ্টনির নিকট নীত হইলে তিনি সেগুলি সিসিরো যে প্রকাণ্ড বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া রোমীয়দিগের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা করিতেন, সেই মঞ্চে জনসাধারণের অবলোকনার্থ সংস্থাপন করিলেন।

সিসৃক্ষা—সৃজনেচ্ছা, সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা। সনন্ত সৃজ (সৃজন করা)+অ আ+আপ্। সং; স্ত্রী।

সীকর—শীকর, অতিসূক্ষ্ম জলকণা। সীক (সেক করা)+অরন্ ক। সং; পুং।

সীজার—(জুলিয়স)। সুপ্রসিদ্ধ রোমীয় মহাবীর। খ্রীঃ পূঃ ১০০ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়; সুতরাং ইনি সিসিরোর সমসাময়িক ছিলেন। ইনি অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। সেই প্রতিভার গুণেই ইনি রোমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন। বাগ্মিতায় একমাত্র সিসিরোই ইঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, অপর কেহই ইঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। রাজনীতি বিষয়ে ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। যুদ্ধবিদ্যায়ও ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

খ্রীঃ পূঃ ৮৩ অব্দে সীজার সিনারকন্যা কর্ণেলিয়ার পাণিগ্রহণ করেন এবং জুপিটারদেবের প্রধান পুরোহিতের পদের নিমিত্ত মনোনীত হন, কিন্তু সিনার বিষম শত্রু সীলার চক্রান্তে সীজারকে দেশত্যাগ করিয়া এশিয়ায় পলায়ন করিতে হয়। খ্রীঃ পূঃ ৭৮ অব্দে সীলা কালগ্রাসে পতিত হইলে সীজার স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ও খ্রীঃ পূঃ ৭৪ অব্দে 'পণ্টিফেক্স' পদে নিযুক্ত হইয়া সাধারণ সম্প্রদায়ের নেতা হইলেন। অতঃপর ইনি বিভিন্ন পদে কার্য্য করিয়া উত্তরোত্তর খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৬৭ অব্দে কর্ণেলিয়া মৃত্যুমুখে পতিতা হইলে সীজার পম্পের আত্মীয়া পম্পিয়ার পাণিগ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে একদা কোন দেবোৎসব-দিবসে পম্পিয়া ক্লডিয়স নামক এক পুরুষকে নিজ গৃহে স্থান দান করাতে সীজার পত্নীর সহিত বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিলেন, কিন্তু ক্লডিয়সের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া সীজার উত্তর করিলেন, "সীজারের পত্নী সকল অবস্থাতেই সন্দেহের অতীতা হওয়া উচিত।"

অতঃপর ইনি 'কন্সল' নিযুক্ত হইলেন এবং অসাধারণ কুশলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক ক্রসস্ ও পম্পে এতদুভয়ের মধ্যে বিবাদভঞ্জন করিয়া দিয়া ও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত প্রথম 'ত্রি-সংযোগ' (Triumverate) স্থাপন করিলেন (খ্রীঃ পূঃ ৬০)। এই সময়ে ইনি পম্পের সহিত নিজ দুহিতা জুলিয়ার বিবাহ দিলেন

এবং স্বয়ং কালপর্ণিয়া নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে ইনি গল্ দেশে সমরাভিযান করিলেন এবং নয় বৎসরে তৎকাল-পরিজ্ঞাত প্রায় সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ রোমের পদানত করিলেন। খ্রী: পূ: ৫৫ অব্দে ইনি বৃটেন দ্বীপ প্রথম আক্রমণ করেন এবং পর বৎসর দ্বিতীয় বার আক্রমণ করিয়া টেম্স্ নদী উত্তীর্ণ হন ও উক্ত দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগ বশীভূত করেন।

ইতোমধ্যে খ্রী: পূ: ৫৩ অব্দে কাসিয়স এশিয়াতে নিপতিত হন এবং পম্পে সীজারের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া সাধারণ সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া সম্ভ্রান্ত দলে যোগদান করেন। পম্পের প্ররোচনায় সেনেট সভা সীজারকে পদত্যাগ করিতে এবং তাঁহার সৈন্যগণকে বিদায় দিতে আদেশ করিলেন। তাহার ফলে কতিপয় বর্ষব্যাপী গৃহযুদ্ধ আরব্ধ হইল। সীজার প্রায় সর্ব্বত্রই জয়লাভ করিলেন। খ্রী: পূ: ৪৮ অব্দে পম্পে পরাজিত হইয়া মিসরে পলায়ন করিলেন; সীজারও তাঁহার অনুগামী হইলেন। পরে আলেক্জাণ্ড্রিয়া নগরে পম্পের ছিন্ন মস্তক ইঁহার নিকট আনীত হইলে ইনি অশ্রুবারি দ্বারা তাহা বিধৌত করিলেন। এই সময়ে ইনি মিসরের রাজকুমারী অদ্বিতীয়া রূপসী ক্লিওপ্যাট্রার রূপে মুগ্ধ হন, এবং তাঁহার গর্ভে ইঁহার এক পুত্রসন্তান জন্মে। অতঃপর ইনি মিসরের রাজা টলেমিকে পরাস্ত করিয়া ক্লিওপ্যাট্রাকে তত্রত্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ও উক্ত রাজ্যকে রোম সাম্রাজ্যের অধীন করেন।

এইরূপে সীজার রোমে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন ও ক্রমে সম্রাটের ন্যায় চলিতে লাগিলেন। ইঁহার আজীবন চেষ্টায় রোম সাধারণ-তন্ত্রের স্থলে একপ্রকার রাজতন্ত্রে পরিণত হইল। সীজারকে রাজা হইতে দেখিয়া ব্রূটস্, কাসিয়স্ প্রভৃতি ষষ্টিসংখ্যক প্রধান ব্যক্তি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া ইঁহার জীবননাশের জন্য ষড়্যন্ত্র করিতে লাগিল। অবশেষে খৃ: পূ: ৩৪ অব্দে এই মহাপুরুষ গুপ্ত ঘাতকের হস্তে প্রাণ দিলেন।

সীজার পঞ্জিকার সংস্কার করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, লাটিন ব্যাকরণে ইনি অপাদানকারকের (Ablative case) প্রচলন করেন।

সীতা—১। লাঙ্গল-পদ্ধতি; স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। সি (বন্ধন করা)+ক্ত ক+আপ্। ২। রামজায়া, জানকী। সীতা শব্দ (লাঙ্গল-পদ্ধতি) +ক ইদমর্থে+ আপ্। সং; স্ত্রী।

রাম-জায়া সীতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এস্থলে প্রদত্ত হইল;—

এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, মিথিলাধিপতি রাজর্ষি সীরধ্বজ জনক একদা লাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সীতা অর্থাৎ লাঙ্গলপদ্ধতি মধ্যে একটি কন্যারত্ন প্রাপ্ত হন এবং সীতা হইতে উদ্ভূতা বলিয়া কন্যার নামও সীতা রাখেন। এই হেতু কন্যাটী 'অযোনিসম্ভবা' নামেও খ্যাত, এবং তদ্ভিন্ন মৈথিলী, বৈদেহী, জানকী নামেও পরিচিতা।

বয়োবৃদ্ধিসহকারে সীতা রূপেগুণে অতুলনীয়া হইয়া উঠিলেন। রাজা জনক কন্যার উপযুক্ত পাত্রের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, এবং অবশেষে এক বৃহৎ শিব-ধনু সংস্থাপন করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যিনি সেই ধনুক আকর্ষণ করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ করিতে পারিবেন, তিনিই সীতারত্ন প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপ ঘোষণায় নানা দিগ্দেশীয় রাজগণ মিথিলায় সমাগত হইতে লাগিলেন, কিন্তু সেই ধনুকে জ্যারোপণ করা দূরে থাকুক, তাহা উত্তোলনেও অসমর্থ ও বিফলমনোরথ হইয়া প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে দশরথাত্মজ রামচন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রসহ মিথিলায় আসিয়া উপনীত হইলেন এবং সেই ধনু অনায়াসে উত্তোলন করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ নিমিত্ত আকর্ষণ করিতে করিতে তাহা দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অতঃপর রাজা জনক রামের হস্তে সীতাকে অর্পণ করিলেন।

বিবাহান্তে সীতা পতিসহ অযোধ্যায় গমন করিলেন এবং নিজ সদ্ব্যবহারে পিতৃকুলের ন্যায় শ্বশুরকুলের সকলের আনন্দদায়িনী হইলেন। তাঁহারাও সকলেই ইঁহার প্রতি পরম প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জানকী একান্ত পতিপ্রাণা হইয়া সর্ব্বদা স্বামীর ও অন্যান্য পরিজনবর্গের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্তা হইলেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর কাল পরম সুখে অতিবাহিত হইল।

দশরথ বার্দ্ধক্যহেতু রাজকার্য্যে অসমর্থ হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে রামের বিমাতা কৈকেয়ীর চক্রান্তে তাঁহাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসে গমন করিতে হইল। সীতা স্বামীর অনুগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাম অনেক নিষেধ করিয়াও ইঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। সীতা ভর্ত্তৃ-সহবাসে বনেও বিমল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। রামলক্ষ্মণও ইঁহার চিত্তবিনোদনার্থ অহর্নিশ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইঁহারা মহর্ষি অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, জানকী ঋষিপত্নী অনসূয়া কর্ত্তৃক যথোচিত সৎকৃতা হইলেন। তিনি উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে সীতাকে ভূষিত করিলেন।

দণ্ডকারণ্যে অবস্থিতি কালে একদা সীতা বিরাধ রাক্ষস কর্ত্তৃক হৃতা হইলে রামলক্ষ্মণ রাক্ষসের প্রাণসংহার করিয়া ইঁহাকে উদ্ধার করেন। অনন্তর যখন ইঁহারা পঞ্চবটীতে অবস্থান করেন, তখন ভগ্নী শূর্পণখার প্ররোচনায় রাবণ মারীচ রাক্ষসকে সঙ্গে লইয়া দণ্ডকারণ্যে উপনীত হইল। মারীচ রাক্ষস মায়া-বলে স্বর্ণ-মৃগের রূপ ধারণ করিয়া সীতার সম্মুখে বিচরণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে জানকী বিমুগ্ধ হইয়া ভর্ত্তাকে উক্ত মৃগ ধরিয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। রাম সীতার অনুরোধ রক্ষার্থ লক্ষ্মণকে কুটীরে রাখিয়া মৃগের অনুসরণে গমন করিলেন। রামবাণাহত মারীচ মৃত্যুকালে রামের স্বরের অনুকরণে 'হা সীতে, হা লক্ষ্মণ' বলিয়া প্রাণপরিত্যাগ করিল। তচ্ছ্রবণে সীতা রাম বিপন্ন হইয়াছেন মনে করিয়া দেবরকে ভর্ত্তার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। সেই অবকাশে রাবণ যোগীর বেশে ভিক্ষার্থ সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া নিজ রথে আরোহণপূর্ব্বক লঙ্কায় লইয়া পলায়ন করিল। সীতা রোদন করিতে করিতে পথে নিজ অলঙ্কার উন্মোচনপূর্ব্বক রামের জ্ঞাতার্থে গমনপথে বিক্ষিপ্ত করিলেন।

বৈদেহী লঙ্কায় অশোক বনে রক্ষিতা হইলেন। কোন রমণীর প্রতি অসদভিপ্রায়ে বল প্রয়োগ করিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, রাবণের প্রতি এইরূপ অভিসম্পাত থাকায় রক্ষোরাজ জানকীর পাতিব্রত্য ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করিতে পারিল না। প্রত্যুত সে ইঁহাকে নিজের প্রতি অনুরাগিণী করিবার প্রবৃত্তি দিবার নিমিত্ত কতকগুলি রাক্ষসী চেড়ী নিযুক্ত করিয়া দিল। চেড়ীগণ ইঁহার প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একমাত্র ত্রিজটাই কিঞ্চিৎ সদ্ব্যবহার করিত। তদ্ভিন্ন রাবণানুজ বিভীষণের পত্নী ধর্ম্মপরায়ণা ও ইঁহার প্রিয়কারিণী ছিলেন। তিনি নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে ইঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতেন। এইরূপে দশমাস অতি কষ্টে অতিবাহিত হইল। অনন্তর হনুমান্ অশোকবনে উপনীত হইয়া ইঁহাকে রামের নিদর্শন প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার সংবাদ প্রদান করিলে ইনি আনন্দিতা হইলেন।

পরে রামচন্দ্র কপিকটক সমভিব্যাহারে সাগর উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কায় উপনীত হইলেন এবং রাবণকে সবংশে সংহার করিয়া পত্নীর উদ্ধার সাধন করিলেন।

অতঃপর ইনি রামের নিকট নীতা হইলে, রাম ইঁহাকে অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা নিজ-চরিত্রের বিশুদ্ধতা সর্ব্বজনসমক্ষে সপ্রমাণ করিতে বলিলেন। জানকী ভর্ত্তার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; ইনি যে নিতান্ত পবিত্রচরিতা সে বিষয়ে কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। রাম অবাধে পত্নীকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে রাম ভার্য্যা ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় প্রতিগমনপূর্ব্বক রাজপদে অভিষিক্ত হইলে ইনি রাজমহিষী ও ভর্ত্তার প্রিয়কারিণী হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সপ্তবিংশতি বৎসর পরমানন্দে অতিবাহিত হইল।

সীতা দীর্ঘকাল দুশ্চরিত্র রাবণের আলয়ে একাকিনী অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া অযোধ্যার প্রজারা ইঁহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া নানাপ্রকার কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। রাম গুপ্তচরের মুখে এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সীতাকে নিতান্ত নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা জানিয়াও কেবল প্রজারঞ্জনের জন্য পতিপ্রাণা পত্নীর বিসর্জ্জনে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন ও লক্ষ্মণের প্রতি তদুপযোগী আদেশ প্রদান করিলেন। অতুল ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ নিতান্ত অনিচ্ছায় ইঁহাকে তপোবনপ্রদর্শনচ্ছলে বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। ইনি নির্ব্বাসনব্যাপার অবগত হইয়া নিদারুণ মনোবেদনায় আত্মঘাতিনী হইবার অভিলাষিণী হইলেন। কিন্তু তৎকালে ইনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। সুতরাং কেবল ভর্ত্তার বংশ-রক্ষার অনুরোধে সেই দারুণ সংকল্প হইতে নিবৃত্তা হইলেন। মহর্ষি বাল্মীকি তপোবনে ইঁহাকে নিতান্ত পূতচরিতা জানিয়া নিজ আশ্রমে পরম যত্নে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যথাকালে ইনি কুশ ও লব নামক যমজ পুত্র প্রসব করিলে মুনিবর অপত্যনির্ব্বিশেষে তাঁহাদিগকে লালনপালন করিয়া বিবিধ বিদ্যায় সুপণ্ডিত করিলেন এবং স্বরচিত রামায়ণ কণ্ঠস্থ করাইয়া তাহা গান করাইতে শিক্ষা দিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে বাল্মীকি নিমন্ত্রিত হইয়া কুশীলব ও অন্যান্য শিষ্যগণসহ অযোধ্যায় উপনীত হইলেন। কুশীলব মধুরকণ্ঠে রামায়ণ গান করিয়া রামচন্দ্রের চিত্ত দ্রবীভূত করিলেন। অনন্তর রাম বালকদ্বয়কে নিজপুত্র জানিতে পারিলেন। তখন বাল্মীকি সীতার নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রতার কথা জ্ঞাপন করিয়া ইঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। রামচন্দ্রও তাহাতে সম্মত হইলেন। অতঃপর সীতা অযোধ্যায় আনীতা হইলে রাম ইঁহাকে প্রজাদের সমক্ষে পুনর্ব্বার কোন অলৌকিক উপায়ে নিজ বিশুদ্ধ-চরিত্রতা প্রতিপন্ন করিতে বলিলেন। তচ্ছ্রবণে সীতাদেবী সলজ্জভাবে কৃতাঞ্জলি-পুটে সবিনয়ে বসুন্ধরার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন;—"আমি যেমন রাঘব ভিন্ন অন্য কাহাকেও মনোমধ্যে চিন্তা করি নাই, সেইরূপ মাধবী পৃথিবীরও এক্ষণে আমাকে নিজগর্ভে স্থানদান করা কর্ত্তব্য; আমি যেমন সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে কেবল রামেরই অর্চ্চনা করিয়াছি, সেইরূপ মাধবী দেবীও আমাকে এক্ষণে নিজগর্ভে বিবর প্রদান করুন্; আমি যেমন শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি রামচন্দ্র ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না, সেইরূপ মাধবীদেবীও স্বগর্ভে আমাকে স্থান দান করুন্।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কথা বলিবামাত্র বসুধা দ্বিধা বিভক্ত হইল, এবং জানকী তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে পতি-প্রাণা সীতার ভবলীলার অবসান হইল। রামচন্দ্র পত্নীবিয়োগে হাহাকার করিতে লাগিলেন।

সীতাকান্ত, সীতানাথ, সীতাপতি—রামচন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

সীতারাম রায়—বঙ্গের একজন বিখ্যাত জমিদার ও রাজা। যশোহর জেলার অন্তর্গত মহম্মদ পুরে ইঁহার বাস ছিল। ইনি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ভূম্যধিকারিগণের ভূমি আত্মসাৎ করিয়া আপনার সৈন্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ইনি এতদূর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন যে, স্বয়ং রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া প্রকাশ্যে সুবাদারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। মুরশিদকুলিখাঁ তৎকালে বাঙ্গালার সুবাদার। তিনি ইঁহার দমনার্থ কয়েক বার সৈন্য প্রেরণ করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। ফলতঃ সীতারাম রায় সর্ব্ববিষয়েই স্বাধীন রাজার ন্যায় চলিতে লাগিলেন। পরন্তু ইনি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ক্রমশঃ বিলাসী হইয়া উঠিলেন ও রাজকার্য্যে অমনোযোগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইঁহার রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। সেই সুযোগে নবাবের সৈন্য মহম্মদপুর আক্রমণ করিয়া ইঁহাকে পরাজিত ও নিহত করে।

সীতারাম অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। পল্লীগ্রামে অনেক স্থানেই সুপেয় জলের যে অত্যন্ত অভাব, তাহা ইনি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ইনি বহুসংখ্যক কুদ্দালী সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতেন, এবং যেখানে জলের অভাব দেখিতেন, সেইখানেই এক একটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দিতেন। অদ্যাপি মহম্মদপুরে সীতারাম রায়ের অনেক কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

সীৎকার, সীৎকৃত—অব্যক্ত মুখশব্দ, ইস্ ইস্ শব্দকরণ। সীৎ (অব্যক্ত শব্দ)-কৃ (করা)+ঘঞ্, ক্ত ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী। [উর্দ্ধ। সুঃ; ক্লী।

সীধু—পক্ব ইক্ষুজাত মদ্যবিশেষ; মধু। সিধ+

সীমন্ত—১। কেশবীথী, সিঁথি। সীমার অন্ত, ৬তৎ। সং; পু। ২। মস্তক। সং; ক্লী।

সীমন্তক—সিন্দূর। সীমন্ত শব্দ (সিঁথি)-কৈ (শোভা পাওয়া)+ড ক। সং; ক্লী।

সীমন্তিত—সীমন্তবিশিষ্ট; দুই ভাগে বিভক্ত। সীমন্ত+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

সীমন্তিনী—নারী, রমণী। সীমন্ত+ইন্ অস্ত্যর্থে +ঈপ্। সং· স্ত্রী।

সীমন্তোন্নয়ন—গর্ভবতী নারীর সংস্কার-বিশেষ। গর্ভের চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এই সংস্কার কৃত হয়। সীমন্তের উন্নয়ন, ৬তৎ। সং।

সীমা—(সীমন্)। অবধি, অন্ত; মর্য্যাদা; সমুদ্রবেলা। সি (বন্ধন করা)+ইমন্ ক। সং; স্ত্রী। সীমন্ শব্দের উত্তর ডাপ্ প্রত্যয় করিলেও একেবারে 'সীমা' শব্দ উৎপন্ন হয়।

সীমান্তপ্রদেশ—অধিকৃত দেশের শেষ সীমায় অবস্থিত স্থান। সং; পু। [সং; ক্লী।

সীমান্তবাণিজ্য—সীমান্তপ্রদেশে ব্যবসায়। ৭তৎ।

সীমান্তর—ভিন্ন সীমা। নিত্য। সং; ক্লী।

সীমাবদ্ধ—সীমাবিশিষ্ট, সসীম, সান্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সীমাবদ্ধকরণ—অধিকৃত স্থানের সীমা চিহ্নিত করিয়া লওয়া। সং; ক্লী। [ত্রি।

সীমাবচ্ছিন্ন—সীমাবিশিষ্ট, সসীম। ৩তৎ। বিণ;

সীমাশূন্য—সীমাহীন, অসীম, অনন্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। [ক। সং; পু।

সীর—সূর্য্য; লাঙ্গল। সি (বন্ধন করা)+রক্

সীরধ্বজ—সীতার পিতা মিথিলাধিপতি জনক। সীর (লাঙ্গল) হইয়াছে ধ্বজ (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু।

সীরপাণি—বলরাম। সীর (লাঙ্গল) আছে পাণিতে (হস্তে) যাঁহার, বহু। সং; পু।

সীরী—(সিরিন্)। বলরাম। সীর শব্দ (লাঙ্গল)+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

সীবন—সূচীকর্ম্ম, সেলাই। সিব (সেলাই করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে স্যূত।

সীবনী—সূচী, ছুঁচ। সিব (সেলাই করা)+ অনট্ ণ+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সীস, সীসক—এক প্রকার ধাতু, সীসা। সং; ক্লী [ইহা রঙ্গের ন্যায় গুণসম্পন্ন, এবং সর্ব্বপ্রকার মেহবিনাশক। শোধিত সীসক প্রভৃত বলদায়ক, ব্যাধিবিনাশক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, অগ্নিপ্রদীপক, অকালমৃত্যুবারক। অশোধিত সীসক কুষ্ঠ, গুল্ম, মেহ, কণ্ডু, বায়ু, ভগন্দর প্রভৃতি রোগোৎপাদক]।

সু—১। সৌন্দর্য্য; উৎকর্ষ; পূজা; শুভ; সমৃদ্ধি; আতিশয্য; অনুমতি; নির্ভর; অনায়াস; অত্যন্ত কষ্ট। সু (প্রসব করা)+ ডু ভা। ব্য। ২। প্রসব। সং; পু।

সুকঠিন—অতীব কঠিন; অত্যন্ত দৃঢ়; অতিশয় দুষ্কর। সু (অতি) কঠিন, প্রাদি। বিণ; ত্রি।

সুকণ্ঠ—১। মধুর কণ্ঠ। সু (সুন্দর) কণ্ঠ, নিত্য। সং; পু। ২। মনোহর কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। সু (সুন্দর) কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুকণ্ঠী।

সুকন্দক—পলাণ্ডু, পেঁয়াজ। সু (উত্তম) যে কন্দ (মূল) সুকন্দ, কর্ম্মধা; তদুত্তরে কণ্। সং; পু।

সুকন্যা—রাজা শর্য্যাতির কন্যা ও চ্যবন ঋষির পত্নী। শর্য্যাতি একদা মৃগয়ার্থে পরিজনবর্গসহ বহির্গত হইয়া চ্যবন ঋষির আশ্রমের নিকট শিবির সন্নিবেশ করেন। সুকন্যা সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক বল্মীক-স্তূপের নিকট উপস্থিত হন, এবং তন্মধ্যে দুইটি রত্নবৎ সমুজ্জ্বল পদার্থ দর্শন করিয়া বাল-সুলভ চাপল্য ও কৌতুহলবশতঃ তাহা কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করেন। ঐ দুইটি উজ্জ্বল পদার্থ বল্মীক-স্তূপাভ্যন্তর্গত চ্যবনের চক্ষুঃ। মুনিবর এইরূপে চক্ষুরত্ন হারাইয়া অন্ধ হইলেন। এবং ক্রোধান্ধ হইয়া অভিসম্পাত প্রদানপূর্ব্বক রাজার সৈন্যগণের মলমূত্রত্যাগ রহিত করিয়া দিলেন। শর্য্যাতি অনন্যোপায় হইয়া ঋষির হস্তে সুকন্যাকে ভার্য্যার্থে অর্পণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন।

সুকন্যা স্বামিসহবাসে বনাশ্রমে মহাসুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সন্তুষ্ট করিয়া স্বামীর চক্ষুরত্ন লাভের বর প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের বরে চ্যবন যৌবনও পুনঃপ্রাপ্ত হন। তাঁহার ঔরসে ইঁহার প্রমথি নামক পুত্রের জন্ম হয়।

সুকর—সুসাধ্য, অনায়াস-সাধ্য। সু (অনায়াস)—কৃ (করা)+খল্ র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সুকরতা, সৌকর্য্য। বিপরীতার্থক শব্দ দুষ্কর।

সুকরতা—অনায়াসসাধ্যতা। সুকর দেখ সুকর+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

সুকরা—শান্ত গাভী। সুকর দেখ; সুকর+ আপ্। সং; স্ত্রী।

সুকর্ম্মা—(সুকর্ম্মন্)। ১। বিশ্বকর্ম্মা; যোগবিশেষ। সং; পু। ২। সৎকার্য্যকারী; কর্ম্মঠ। সু (উৎকৃষ্ট) হইয়াছে কর্ম্ম যাহার, বহু। বিণ; পু।

সুকল—ভোক্তা; দাতা; মধুরাস্ফুট। সু (উত্তম)—কল (শব্দ করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি। [স্ত্রী।

সুকীর্ত্তি—মহতী কীর্ত্তি, সুখ্যাতি। নিত্য। সং;

সুকুমার—অতি মৃদু; অত্যন্ত কোমল; অতি বালক। সু (অতিশয়) যে কুমার, নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুকুমারমতি—১। অতিকোমল চিত্ত। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। অতিকোমলচেতাঃ; অতি মধুর হৃদয়বিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি।

সুকুমারবিদ্যা—সাহিত্য প্রভৃতি মনোরঞ্জক শাস্ত্র। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুকুমারবৃত্তি—কোমল স্বভাব; চিত্রণকার্য্য। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুকুমারী—অতিবালিকা; অত্যন্ত কোমলা; অতি মনোহরা। নিত্য। বিণ; স্ত্রী।

সুকৃৎ—সুকৃতিকারী, সৎ-কর্ম্মকর্ত্তা। সু (উত্তম) —কৃ (করা)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

সুকৃত—১। পুণ্য, ধর্ম্ম; দয়া; পুরস্কার; শুভ; ভাগ্য। সু (উত্তম) যে কৃত (কর্ম্ম), নিত্য। সং; ক্লী। ২। পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক। সু (উত্তম) হইয়াছে কৃত (কর্ম্ম) যাহার, বহু। ৩। সুবিহিত; সুন্দররূপে নির্ম্মিত। সু—কৃ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সুকৃতপরিণাম—পুণ্যপরিপাক; বাঞ্ছিত সম্পত্তি; অভিলষিত ঐশ্বর্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

সুকৃতি—সৎকর্ম্ম, পুণ্য; শুভ; ভাগ্য। সু—কৃ (করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

সুকৃতী—(সুকৃতিন্)। পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক; ভাগ্যবান্। সুকৃত শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সুকৃতিনী।

সুকেতু—তাড়কা রাক্ষসীর পিতা। সু (সুন্দর) হইয়াছে কেতু (ধ্বজা) যাহার, বহু। সং; পু।

সুকেশ—১। সুন্দর কেশবিশিষ্ট। সু (সুন্দর) হইয়াছে কেশ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুকেশী। ২। ধর্ম্মবতীর জনৈক রাক্ষস; গন্ধর্ব্বকন্যা দেববতীর সহিত ইহার বিবাহ হয়, এবং মাল্যবান্, সুমালী ও মালী নামে ইহার তিন পুত্র জন্মে। সং; পু।

সুকেশী—১। সুন্দর কেশবিশিষ্টা (স্ত্রী)। সু (সুন্দর) কেশ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। অপ্সরোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

সুকৌশল—অতিশয় নৈপুণ্য; সুন্দর উপায়। সু (সুন্দর) যে কৌশল, নিত্য। সং; ক্লী।

সুখ—১। হর্ষ, আনন্দ; প্রীতি; স্বচ্ছন্দ। সুখ (হৃষ্ট করা)+অল্ ভা। সং; ক্লী। ২। প্রীতিকর; প্রিয়; সুখজনক। সুখ+অন্ ক। বিণ; ত্রি।

সুখকর—১। সুখজনক। সুখ শব্দ—কৃ (করা) +ট ক। ২। সুকর, সুসাধ্য। সুখ শব্দ—কৃ +খল্ র্ম। বিণ; ত্রি।

সুখকরী—সুখকর দেখ। সুখকর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুখজাত—১। সুখযুক্ত, সুখী। জাত (উৎপন্ন) হইয়াছে সুখ যাহার, বহু। ২। সুখ হইতে উৎপন্ন। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

সুখদ—সুখদাতা, আনন্দদায়ক। সুখ শব্দ— দা (দেওয়া)+ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুখদা। বিপরীতার্থক শব্দ দুঃখদ।

সুখদা—১। সুখদায়িনী। সুখদ দেখ; সুখদ +আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গঙ্গা; অপ্সরোবিশেষ। সং; স্ত্রী।

সুখদায়ক—সুখদ, আনন্দদায়ক। সুখের দায়ক (দাতা), ৬তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুখদায়িকা।

সুখদুঃখ—আনন্দ ও নিরানন্দ; স্বচ্ছন্দ ও অস্বচ্ছন্দ। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

সুখভাক্—(সুখভাজ্)। সুখভোগকারী, সুখী। সুখ—ভজ (ভোগ করা)+বিণ্ ক। বিণ; পু।

সুখময়—সুখপূর্ণ, আনন্দপূর্ণ। সুখ শব্দ+ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুখময়ী।

সুখরবি—সুখরূপ সূর্য্য। রূপক। সং; পু।

সুখরাত্রি—কার্ত্তিকী অমাবস্যাতে পূজ্যা লক্ষ্মী। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুখলেশ—বিন্দুমাত্র সুখ, সামান্য সুখ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সুখবাসর—আনন্দদায়ক দিবস। সুখ জনক যে বাসর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

সুখশয্যা—সুখজনক বিছানা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুখশান্তি—সুখ ও চিত্তস্থৈর্য্য; আনন্দ ও বিশ্রাম। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

সুখশ্রাব্য—শ্রুতিসুখকর, শুনিতে মিষ্ট। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সুখসংবাদ—সুখের বার্ত্তা, শুভ সমাচার। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং; পু।

সুখসম্পদ্—সুখৈশ্বর্য্য, আনন্দ ও বিভব। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

সুখসাগর—সুখরূপ সমুদ্র। রূপক। সং; পু।

সুখসাধ—সুখকর অভিলাষ; সুখের বাসনা।

৬তৎ। সং ; পু। [এই পদটী সাধুসম্মত নহে]।

সুখসুপ্ত—সুখে নিদ্রিত, আনন্দিত ভাবে নিদ্রাগত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

সুখসেবা—সুখভোগ ; সুখের উপাসনা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

সুখসূর্য্য—সুখরূপ তপন। রূপক। সং ; পু।

সুখস্পর্শ—সুখকর স্পর্শবিশিষ্ট, যাহার স্পর্শে সুখ জন্মে। সুখকর হইয়াছে স্পর্শ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সুখস্মৃতি—সুখকর স্মরণ ; পূর্ব্বানুভূত সুখের স্মরণ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং।

সুখস্বচ্ছন্দতা—আনন্দ ও সুস্থতা। দ্বন্দ্ব। স্ত্রী।

সুখস্বপ্ন—সুখজনক স্বপ্ন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

সুখা—বরুণের পুরী। সুখ (সুখী করা)+অন্ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সুখাগার—সুখজনক গৃহ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

সুখাদ্য—সুভোজ্য, উত্তম আহার্য্য, হিতকর ও তৃপ্তিকর ভোজ্য বস্তু। সু (উত্তম) যে খাদ্য, নিত্য। সং ; ক্লী।

সুখাধার—সুখময় স্থান, স্বর্গ। সুখের আধার, ৬তৎ। সং ; পু।

সুখানুভব—সুখবোধ, আনন্দবোধ। ৬তৎ। সং ; পু।

সুখান্ত—সুখাবসান, সুখের শেষ। ৬তৎ। সং ; [ক্লী।

সুখাবহ—সুখদ, সুখজনক। সুখ শব্দ—আ—বহ্ (বহন করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ দুঃখাবহ।

সুখাশ—১। শোভন আশাযুক্ত। সুখ (সুখজনক) হইয়াছে আশা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। বরুণ ; রাজতিনিষ বৃক্ষ। সং।

সুখাসন—শ্রাদ্ধকালে চৌকী, সাঁচ্চার মখমল, গোলাবপাশ, রূপার ডিবা, পিক্দান প্রভৃতি দান। সং ; ক্লী।

সুখাসীন—সুখে উপবিষ্ট। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

সুখিত—সুখযুক্ত, সুখী। সুখ+ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ দুঃখিত।

সুখিনী—সুখী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

সুখী—(সুখিন্)। সুখযুক্ত, আনন্দিত। সুখ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সুখিনী। বিপরীতার্থক শব্দ অসুখী, দুঃখী।

সুখৈশ্বর্য্য—সুখ ও সম্পদ্। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

সুখোৎপাদন—সুখজনন, আনন্দ জন্মান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সুখ্যাতি—সুপ্রসিদ্ধি, সুযশঃ। সু (শোভনা) যে খ্যাতি, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সুগ—১। সুগম, সুখবোধ্য। সু—গম্ (যাওয়া) +ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। পতি, স্বামী। সং ; পু।

সুগঠিত—সুন্দরভাবে নির্ম্মিত, সুগঠনসম্পন্ন। সু—গঠ্ (গড়া)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সুগত—বুদ্ধদেব। সং ; পু।

সুগন্ধ—১। সদ্গন্ধবিশিষ্ট। সু (উত্তম) হইয়াছে গন্ধ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। চন্দন বৃক্ষ ; উত্তম গন্ধ। সু যে গন্ধ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

সুগন্ধময়—সদ্গন্ধপূর্ণ, সুবাসবিশিষ্ট। সুগন্ধ দেখ ; সুগন্ধ শব্দ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি।

সুগন্ধা—মাধবীলতা ; শ্যামালতা ; তুলসী ; শটী ; বন আদা। সু (উত্তম) হইয়াছে গন্ধ যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

সুগন্ধি—সদ্গন্ধবিশিষ্ট, সুরভি। সু (উত্তম) যে গন্ধ সুগন্ধ, কর্ম্মধা, তদুত্তরে ই যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি। [এস্থলে বলা আবশ্যক যে, গন্ধের সহিত সমবায়-সম্বন্ধ থাকিলেই ই প্রত্যয় হয়, সংযোগ-সম্বন্ধ থাকিলে হয় না। পুষ্পের সহিত গন্ধের সমবায়-সম্বন্ধ, সুতরাং 'সুগন্ধি পুষ্প' এইরূপ হয় ; কিন্তু বায়ুর সহিত গন্ধের সংযোগ-সম্বন্ধ মাত্র বলিয়া 'সুগন্ধি বায়ু' হয় না, 'সুগন্ধ বায়ু' হয়। কেহ কেহ বলেন, সংযোগ-সম্বন্ধের বিদ্যমানতা থাকিলে 'সুগন্ধি বায়ু'ও হয়]।

সুগভীর—অতিশয় গভীর, অত্যন্ত অতলস্পর্শ। সু (অতি) গভীর, নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুগম—অনায়াসগম্য ; অনায়াসলভ্য ; অনায়াসবোধ্য ; সুজ্ঞেয়। সু (অনায়াস)—গম (যাওয়া, পাওয়া ইত্যাদি)+খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ দুর্গম।

সুগম্ভীর—অতিশয় গম্ভীর, অতীব গাম্ভীর্য্যযুক্ত। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুগম্য—অনায়াসগম্য, সুগম। সু—গম (যাওয়া) +য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সুগহন—অতি নিবিড়। সু (অতিশয়) যে গহন (নিবিড়), নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুগৃহীতনামা—(সুগৃহীতনামন্)। প্রাতঃস্মরণীয়, প্রাতঃকালে স্মরণযোগ্য, পুণ্যশ্লোক। সু (শুভজনকরূপে) গৃহীত হয় নাম যাহার, বহু। বিণ ; পু।

সুগুপ্ত—অতিশয় গুপ্ত, অত্যন্ত গোপনীয়। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুগোল—সম্যক্ গোলাকার, সম্পূর্ণ গোল। সু (সম্যক্) গোল, নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুগ্রীব—১। সুন্দরগ্রীবাবিশিষ্ট। সু (সুন্দর) হইয়াছে গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। জনৈক কপিরাজ ; সর্পবিশেষ ; শ্রীকৃষ্ণের অশ্ববিশেষ। সং ; পু।

কপিরাজ সুগ্রীবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ :—

সূর্য্যের ঔরসে ঋক্ষ রাজার ক্ষেত্রে কপিবর সুগ্রীবের জন্ম হয়। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালি কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হইলে ইনি পত্নী রুমার সহিত তাঁহার অধীনে সুখে বাস করিতে থাকেন। একদা বালি মায়াবী দৈত্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার অনুসরণে এক গুহামধ্যে প্রবেশ করেন এবং সুগ্রীবকে গুহাদ্বার রক্ষা করিতে নিযুক্ত করিয়া যান। সংবৎসরেও বালি প্রত্যাগত হইলেন না দেখিয়া তাঁহাকে নিহত মনে করিয়া সুগ্রীব দৈত্যভয়ে গুহাদ্বার সুবৃহৎ প্রস্তর দ্বারা আবদ্ধ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং অমাত্যগণের পরামর্শে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এদিকে বালি দৈত্যকে বধ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন এবং সুগ্রীবকে রাজত্ব করিতে দেখিয়া অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া সুগ্রীব অনুচরগণসহ ঋষ্যমুক পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মতঙ্গমুনির অভিশাপ হেতু বালি তথায় যাইতে না পারায় ইনি সেই স্থানে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিলেন (বালি দেখ)।

অতঃপর দশানন সীতাকে হরণ করিলে, রামচন্দ্র পত্নীর অন্বেষণ করিতে করিতে ঋষ্যমুক পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সুগ্রীবের সহায়তায় সীতার পুনরুদ্ধার হইবে জানিয়া ইহাঁর সহিত মিত্রতা করিলেন ও বালিকে বধ করিয়া ইহাঁকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করিলেন। অনন্তর সুগ্রীব সীতার অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে প্রধান প্রধান বানরগণকে প্রেরণ করিলেন। হনুমান্ লঙ্কায় জানকীকে দেখিয়া আসিলে সুগ্রীব কপিকটক সহ রামের অনুবর্ত্তী হইয়া লঙ্কায় উপনীত হইলেন। ইহাঁর সহায়তায় রাম সমরে বিজয়ী হইয়া সীতার উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক অযোধ্যায় গমন করিলে ইনিও তাঁহার সহিত তথায় গমন করিলেন এবং পরে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করিলেন। যথাকালে রামচন্দ্র দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে সুগ্রীব বালিতনয় অঙ্গদকে রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন এবং রামের অনুগমন করিয়া সুধামণ্ডলে প্রবেশ করিলেন।

সুঘটিত—সুন্দররূপে সজ্জিত ; উত্তমরূপে কল্পিত। সু—ঘট্+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সুচরিত—১। সাধু আচরণ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। সচ্চরিত্র। সু (উত্তম) হইয়াছে চরিত যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সুচরিত্র—১। সচ্চরিত্র, সৎস্বভাব। সু (শোভন) হইয়াছে চরিত্র যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুচরিত্রা। বিশেষ্যে

সুচরিত্রতা। ২। সাধু চরিত্র। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। [নিত্য। বিণ; ত্রি।
সুচারু—অতি মনোহর, অতিশয় মনোজ্ঞ।
সুচারুরূপে—সুন্দররূপে, অতিশয় মনোজ্ঞভাবে। সুচারু হইয়াছে রূপ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ। [বিণ; ত্রি।
সুচিক্কণ—সমুজ্জ্বল, অতিশয় চক্চকে। নিত্য।
সুচিত্রিত—সুন্দররূপে অঙ্কিত। সু—চিত্র (চিত্র করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
সুচির—১। অতি দীর্ঘকাল। নিত্য। ব্য; স্ত্রী। ২। দীর্ঘকালস্থায়ী। বিণ; ত্রি।
সুচেতাঃ—(সুচেতস্)। সন্তুষ্টচিত্ত; হৃষ্টমনাঃ; সতর্ক। সু (সন্তুষ্ট) হইয়াছে চেতঃ যাহার, বহু। বিণ; পু।
সুজন—সজ্জন, সাধু পুরুষ। কর্ম্মধা। সং; পু। বিশেষ্যে সুজনতা, সৌজন্য। বিপরীতার্থক শব্দ দুর্জ্জন।
সুজনতা—ভদ্রতা, সাধুতা। সুজন শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।
সুজন্মা—(সুজন্মন্)। বিবাহিত পতির ঔরসজাত; সদ্বংশজাত; সম্যক্ উৎপন্ন; সুন্দর। সু (উত্তম) হইয়াছে জন্ম যাহার, বহু। বিণ; পু।
সুজয়, সুজেয়—অনায়াসে জেতব্য, যাহাকে সহজে জয় করা যায় এরূপ। সু (অনায়াস)—জি (জয় করা)+খল্, য র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
সুজলবতী—শোভনজলবিশিষ্টা, প্রচুর জলশালিনী। সু (উত্তম, প্রচুর) যে জল, কর্ম্মধা। সুজল শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
সুজলা—প্রচুর জলশালিনী। সু (শোভন, প্রচুর) হইয়াছে জল যাহাতে (যে স্ত্রীতে), বহু। বিণ; স্ত্রী।
সুজা উদ্দৌলা—ইনি অযোধ্যার নবাব উজির সফদর জংয়ের পুত্র। ইঁহার প্রকৃত নাম জালাল উদ্দিন হায়দার। ইনি ১৭৩১ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৫৩ খ্রীঃ পিতৃরাজ্যে অধিষ্ঠিত হন। সাহ আলম যখন বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন, তখন ইনি তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি পলাতক মীরকাশিমকে আশ্রয় দান করিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বনে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন (১৭৬৪ খ্রীঃ)। ঐ অব্দে মেজর কার্ণাক কর্ত্তৃক পাটনায় পরাভূত হইয়া বক্সারে গমন করেন। সেখানে ২৩শে অক্টোবর মেজর মনরোর হস্তে পরাজিত হন। তাহার পরে রোহিলা ও মহারাষ্ট্রীয়গণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরাজসৈন্যের হস্তে আবার বিধ্বস্ত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করেন এবং ১৭৬৫ খ্রীঃ কার্ণাকের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। ক্লাইভ অযোধ্যা প্রদেশ ইঁহাকে ফিরাইয়া দেন এবং ইঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করেন। মীরকাশিমকে কিছুদিন আশ্রয় দিয়া এবং যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া সুজা উদ্দৌলা তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। ১৭৭৫ খ্রীঃ ২৯শে জানুয়ারি সুজা উদ্দৌলার মৃত্যু হয়।
সুজাত—সুজন্মা (সকল অর্থে—সুজন্মা দেখ)। সু (উত্তমরূপে) জাত (উৎপন্ন), প্রাদি। বিণ; ত্রি।
সুজেয়—সুজয় দেখ।
সুড়ঙ্গ—গর্ত্ত, মাটীর ভিতর দিয়া নির্ম্মিত পথ; সিঁধ। দেশজ শব্দ।
সুডীন—পক্ষীর গতিবিশেষ। সং; পু।
সুত—১। জাত, উৎপন্ন; সম্বদ্ধ। সু (প্রসব করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। পুত্র। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সুতা।
সুতক—জননাশৌচ, পুত্র বা কন্যা জনন হেতু শরীরাশুদ্ধি। সুত শব্দ+কণ্। সং; পু।
সুতনু—১। সুন্দর দেহ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। সুন্দর দেহবিশিষ্ট। সু (সুন্দর) হইয়াছে তনু (দেহ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুতনু, সুতনূ। [সং; স্ত্রী।
সুতপঃ—(সুতপস্)। উত্তম তপস্যা। কর্ম্মধা।
সুতপাঃ—(সুতপস্) ১। তপস্বী। সু (উত্তম) হইয়াছে তপঃ যাহার, বহু। বিণ; পু। ২। সূর্য্য। সং; পু। [চতরাম্। ব্য।
সুতরাম্—অত্যন্ত; অগত্যা; অবশ্য। সু+
সুতল—১। উত্তমতলবিশিষ্ট (গৃহাদি)। সু (উত্তম) হইয়াছে তল যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। তৃতীয় পাতাল [পাতাল দেখ]। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।
সুতবতী—পুত্রবতী। সুত শব্দ (পুত্র)+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে সুতবান্।
সুতবান্—(সুতবৎ)। পুত্রবান্। সুত শব্দ (পুত্র)+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সুতবতী।
সুতহিবুক—জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ; বিবাহকালে লগ্ন, লগ্নের চতুর্থ, পঞ্চম, নবম বা দশম স্থানে বৃহস্পতি অথবা শুক্র থাকিলে সুতহিবুক যোগ হয়। এই যোগে বিবাহকালীন লগ্নের যাবতীয় দোষ বিনাশপূর্ব্বক সুখ বৃদ্ধি করে। সং; পু।
সুতা—১। কন্যা। সু (প্রসব করা)+ক্ত র্ম্ম+আপ্। সং; স্ত্রী। উৎপন্না; সম্বদ্ধা; নিষ্পীড়িতা। বিণ; স্ত্রী।
সুতাত্মজ—পৌত্র; দৌহিত্র। সুতের (পুত্রের), বা সুতার (কন্যার) আত্মজ (পুত্র), ৬তৎ। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সুতাত্মজা।
সুতাত্মজা—পৌত্রী; দৌহিত্রী। সুতের (পুত্রের), সুতার (কন্যার) আত্মজা (কন্যা), ৬তৎ। সং; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে সুতাত্মজ।
সুতীক্ষ্ণ—১। অতি তীক্ষ্ণ; খুব ধারাল। নিত্য। বিণ; ত্রি। ২। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি। বনে রাম ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইনি রামকে অগস্ত্যের আশ্রমপথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন।
সুতীব্র—অতিশয় তীব্র, অত্যুগ্র, অতি তীক্ষ্ণ। নিত্য। বিণ; ত্রি।
সুতুঙ্গ—১। উত্তুঙ্গ, অত্যুচ্চ। নিত্য। বিণ; ত্রি। ২। নারিকেল বৃক্ষ। সং; পু।
সুত্যা—সুত্যা দেখ।
সুত্রামা—(সুত্রামন্)। দেবরাজ ইন্দ্র। সু—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+মন্ ক। সং; পু।
সুত্বা—(সুত্বন্)। যজ্ঞস্নায়ী; সোমপানকারী। সু+ক্বনিপ্ ক। বিণ; পু।
সুদক্ষ—সুনিপুণ, অতিশয় পটু। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুদক্ষা।
সুদক্ষিণ—১। উত্তম-দক্ষিণাযুক্ত। সু (উত্তম) হইয়াছে দক্ষিণা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বিদর্ভের রাজবিশেষ। সং; পু।
সুদক্ষিণা—দিলীপ রাজার পত্নী। সং; স্ত্রী।
সুদতী—১। সুদশনা, উত্তম-দন্তযুক্তা। সু (সুন্দর) হইয়াছে দন্ত যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে সুদন্। ২। সুন্দরী স্ত্রী। সং; স্ত্রী।
সুদন্—(সুদৎ)। উত্তম-দন্তযুক্ত। সু (উত্তম) হইয়াছে দন্ত যাহার, বহু। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সুদতী।
সুদম—অনায়াসে দমনীয়, অনায়াসে শাসনীয়; অতি সহজে জেয়। সু (অনায়াস)—দম (দমন করা)+খল্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
সুদর্শ, সুদর্শন—১। বিষ্ণুর চক্রাস্ত্র, রাধাচক্র। সু (সুন্দর)—দৃশ (দেখা)+খল্, অন র্ম্ম। পুরাণে লিখিত আছে যে, মহাদেবের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা দেবগণের তেজোংশুণাংশ দ্বারা একটি চক্র প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করেন; মহাদেব আবার তাহা দৈত্য-দানবগণের বিনাশার্থে বিষ্ণুকে প্রদান করেন; এইরূপে সুদর্শন-চক্রের সৃষ্টি হয়। ২। শালগ্রামবিশেষ [শালগ্রাম দেখ]; হস্তিবিশেষ; লঙ্কাযুদ্ধে মহোদর নামক রাক্ষস এই হস্তীর উপর চড়িয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সং; পু। ৩। প্রিয়দর্শন; সুদৃশ্য, মনোহর-দর্শন, দেখিতে সুন্দর। বিণ; ত্রি। ৪। সুন্দর দর্শন। সু—দৃশ+অল্, অনট্ ভা। যথাক্রমে পু ও ক্লী।
সুদর্শনসরঃ—রামায়ণ-বর্ণিত ঋষভ পর্ব্বতস্থিত সরোবর। এই সরোবরে স্বর্ণকেশররঞ্জিত উজ্জ্বল রজতপদ্ম আছে।
সুদামা—(সুদামন্) ১। উত্তম-দামযুক্ত। সু (উত্তম) হইয়াছে দাম যাহার, বহু। বিণ;

পু। ২। মেঘ ; সমুদ্র ; পর্ব্বতবিশেষ [কেকয় হইতে অযোধ্যা আসিবার পথে এই পর্ব্বত। ইহার উপরিভাগে শ্রীবিষ্ণুর এক পদচিহ্ন ছিল] ; দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। সং ; পু।

৩। জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণের সহপাঠী। ইনি কৃষ্ণবলরামের সহিত একসঙ্গে সান্দীপনি মুনির নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কালক্রমে শ্রীকৃষ্ণ পরম ঐশ্বর্য্যশালী ও যশস্বী হইয়া দ্বারকায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ইনি সেই নিঃস্ব ব্রাহ্মণই রহিলেন, এমন কি, ক্রমে ইহার দিনপাত হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। অতঃপর ইনি নিজ ব্রাহ্মণীর পরামর্শে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। কথিত আছে যে, ইনি তাঁহাকে উপহার দিবার নিমিত্ত ভিক্ষ লব্ধ একমুষ্টি চিপিটক মাত্র লইয়া গমন করেন। বাল্য-বন্ধুকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং ইহার ভক্তিদত্ত চিপিটক-মুষ্টি ভক্ষণ করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। সুদামা লজ্জাবশতঃ নিজ দারিদ্র্যের কথা শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞাপন করিতে না পারিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, কিন্তু গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি তৎপূর্ব্বেই প্রচুর ধনরত্ন প্রেরণ করিয়াছেন। [সং ; স্ত্রী।

সুদিন—শুভদিন ; সৌভাগ্যের দিন। কর্ম্মধা।

সুদীন—অতি দীন। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুদীর্ঘ—অতিদীর্ঘ, অতিশয় লম্বা। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুদুঃখিত—অতীব দুঃখযুক্ত। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুদুর্লভ—অতীব দুর্লভ। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুদুশ্চর, সুদুষ্কর—অতীব দুঃসাধ্য, বহুক্লেশ-সম্পাদ্য। নিত্য বিণ ; ত্রি।

সুদুস্তর—অতীব দুস্তর, অতি দুরুত্তার্য্য। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুদূর—১। অতি দূরস্থিত। নিত্য। বিণ ; ত্রি। ২। বহুদূর। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সুদূরপরাহত—অতিদূরে বাধাপ্রাপ্ত, অসম্ভাবিত, যাহা ঘটা কঠিন এরূপ। সুদূরে পরাহত, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

সুদৃঢ়—অতিশয় দৃঢ়, অতি কঠিন। নিত্য।

সুদৃশ্য—সুন্দর, সুশ্রী। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুধন্বা—(সুধন্বন্) ১। জনৈক নৃপ ; বিশ্বকর্ম্মা ; অনন্ত। সু (উত্তম) হইয়াছে ধন্ব বা ধনুঃ যাহার, বহ। সং ; পু। ২। উত্তম-ধনুর্দ্ধারী। বিণ ; পু।

সুধর্ম্মা—(সুধর্ম্মন্) ১। ধর্ম্মশীল, অতি ধার্ম্মিক। সু (উত্তম) হইয়াছে ধর্ম্ম যাহার, বহুব্রীহি সমাসে অন্ প্রত্যয়। বিণ ; পু ২। দেবসভা। সং ; স্ত্রী।

সুধা—অমৃত ; পুষ্পরস ; বিদ্যুৎ ; চন্দ্রিকা ; জল ; চূর্ণ, চুণ। সু (সুখে)—ধে (পান করা)+ড র্ম্ম+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সুধাংশু—চন্দ্র। সুধা হইয়াছে অংশু (কিরণ) যাহার, বহ। সং ; পু।

সুধাকর, সুধানিধি—চন্দ্র। সুধার আকর, নিধি, ৬তৎ। সং ; পু।

সুধাধবলিত—চূর্ণ দ্বারা শুভ্রীকৃত, চুণকাম-করা। সুধা (চূর্ণ) দ্বারা ধবলিত (শুভ্রীকৃত), ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সুধাপাত্র—সুধাপূর্ণ পাত্র। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সুধাপান—সুধা পান করা, অমৃত খাওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী। [বিণ ; ত্রি।

সুধাপূর্ণ—অমৃতপরিপূর্ণ, অমৃতে ভরা। ৩তৎ।

সুধাভুক্—(সুধাভুজ্)। দেবতা। সুধা শব্দ+ভুজ (খাওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

সুধাময়—অমৃতময় ; চূর্ণময়। সুধা শব্দ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি।

সুধামুখ—সুধাপূর্ণ বদন, অতি মিষ্টভাষী মুখ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [পু।

সুধাবাস—চন্দ্র। সুধার আবাস, ৬তৎ। সং ;

সুধাসিক্ত—অমৃতে অভিষিক্ত, অমৃতে ভিজা। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সুধাসিন্ধু—অমৃত-সমুদ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

সুধাস্বর—অতি মিষ্ট রব। সুধা সদৃশ মিষ্ট স্বর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

সুধিতি—অস্ত্রবিশেষ, কুঠার। সু—ধি (ধারণ করা)+ক্তি র্ম্ম। সং ; স্ত্রী।

সুধী—১। সুবুদ্ধি, উত্তম বুদ্ধিবিশিষ্ট। সু (উত্তমা) হইয়াছে ধী (বুদ্ধি) যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি। ২। পণ্ডিত। সং ; পু। ৩। সুন্দর বুদ্ধি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সুনন্দ—১। আনন্দজনক। সু—ণিজন্ত নন্দ বা নন্দি (আনন্দিত করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। বলরামের মুষল। সং ; ক্লী।

সুনন্দা—১। উমার জনৈক সখী ; ইন্দুমতীর সখী। সুনন্দ দেখ ; সুনন্দ+আপ্। সং ; স্ত্রী। ২। আনন্দদায়িকা। বিণ ; স্ত্রী।

সুনাম—(সুনামন্)। সুখ্যাতি, যশঃ, প্রশংসা। সু (শোভন) হয় নাম যদ্দারা, বহ। ক্লী।

সুনাসা—সুন্দর নাসিকা। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সুনাসীর—দেবরাজ ইন্দ্র। সু (উত্তম) হইয়াছে নাসীর (অগ্রবর্ত্তি সৈন্য) যাহার, বহ। সং ; পু। ত্রি।

সুনিপুণ—সুদক্ষ, অতিশয় পটু। নিত্য। বিণ ;

সুনির্দ্দিষ্ট—উত্তমরূপে নির্দ্ধারিত। সু (শোভন রূপে) নির্দ্দিষ্ট, নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুনির্ম্মল—অতিশয় নির্ম্মল, অতি স্বচ্ছ ; অতি পবিত্র। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুনির্ম্মিত—সুন্দররূপে গঠিত। নিত্য। বিণ ; ত্রি

সুনিশ্চয়—সম্পূর্ণ নিশ্চয়, সঠিক। নিত্য। ক্রি-বিণ। [ত্রি।

সুনিশ্চিত—সম্পূর্ণ অবধারিত, সঠিক। বিণ ;

সুনীতি—১। উত্তম নীতিমান্। সু (উত্তম) হইয়াছে নীতি যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি। ২। ধ্রুবের মাতা, উত্তানপাদ রাজার স্ত্রী [ধ্রুব দেখ]। ৩। উত্তম নীতি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [থ। বিণ ; ত্রি।

সুনীথ—ধার্ম্মিক, সাধু। সু—নী (লওয়া)+

সুন্দ—জনৈক কপি ; তাড়কা রাক্ষসীর স্বামী ; দৈত্যবিশেষ, উপসুন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা [উপসুন্দ দেখ]। সুন্দ (শোভা পাওয়া)+অন্ ক। সং ; পু।

সুন্দর—মনোহর, সুদর্শন, সুদৃশ্য। সুন্দ (শোভা পাওয়া)+অর্ন্ ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুন্দরী। বিশেষ্যে সুন্দরতা, সৌন্দর্য্য।

সুন্দরী—সুরূপা, সুদৃশ্যা। সুন্দর দেখ ; সুন্দর+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সুরূপা স্ত্রী ; অর্দ্ধসম বৃত্তি শেষ ; সুঁদরি গাছ। সং ; স্ত্রী।

সুপক্ব—উত্তমরূপে পরিণত বা পরিপাকপ্রাপ্ত ; সুসিদ্ধ। কর্ম্মধা বা নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুপচ—১। লঘুপাক (দ্রব্য), যাহা সহজে পরিপাক হয়। সু (অনায়াস)—পচ (পাক করা)+খল্ র্ম্ম। ২। সুষ্ঠুপাচক। সু—পচ+অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

সুপত্র—সুন্দরপত্রযুক্ত ; সুন্দরবাহনযুক্ত ; সুন্দর-পক্ষবিশিষ্ট। সু (সুন্দর) হইয়াছে পত্র যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

সুপথ—সৎপথ ; সুরীতি ; সদাচার। কর্ম্মধা।

সুপর্ণ—১। সুন্দরপর্ণযুক্ত। সু (সুন্দর) হইয়াছে পর্ণ যাহার, বহ। বিণ ; ত্রি। ২। গরুড় ; কুক্কুট। সং ; পু।

সুপর্ণা, সুপর্ণী—গরুড়জননী, বিনতা ; পদ্মিনী। সু (সুন্দর) হইয়াছে পর্ণ যাহার, (যে স্ত্রীর), বহ। সং ; স্ত্রী। [সং ; ক্লী।

সুপর্ব্ব—(সুপর্ব্বন্)। সুন্দর পর্ব্ব। কর্ম্মধা।

সুপর্ব্বা—(সুপর্ব্বন্)। দেবতা ; বাণ ; বাঁশ। সু (সুন্দর) হইয়াছে পর্ব্ব যাহার, বহ। সং ; পু।

সুপাত্র—অতি যোগ্যপাত্র, অতিশয় উপযুক্ত ব্যক্তি ; উত্তম আধার। কর্ম্মধা। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সুপাত্রী।

সুপার্শ্ব—১। লঙ্কেশ্বর রাবণের জনৈক সুশীল সচিব। ইনি অতি শান্তস্বভাব ও ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন। ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে, দশানন পুত্রশোকে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া সীতার প্রাণনাশে উদ্যত হইলে ইনি তাঁহাকে স্ত্রী-হত্যা মহাপাতক হইতে নিবৃত্ত করেন। ২। সম্পাতি গৃধ্রের পুত্র। সূর্য্যকে আক্রমণ করিতে যাইয়া সম্পাতি দগ্ধপক্ষ

হইলে সুপার্শ পিতাকে বিন্ধ্যাচলে আহার যোগাইতেন। একদা ইনি যে সময়ে মহেন্দ্রপর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সুপার্শ্ব দুই জনকেই ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে রাবণ ইঁহার শরণাপন্ন হয়।

সুপ্ত—১। নিদ্রিত; শয়িত। স্বপ্ (নিদ্রা যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। নিদ্রা; শয়ন। স্বপ্+ক্ত ভা। সং; স্ত্রী।

সুপ্তি—নিদ্রা, শয়ন; স্বপ্ন। স্বপ্ (নিদ্রা যাওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে সুপ্ত।

সুপ্তোত্থিত—নিদ্রা হইতে উত্থিত, ঘুমের পর জাগরিত। অগ্রে সুপ্ত পশ্চাৎ উত্থিত, কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি। [সং; স্ত্রী।

সুপ্রণালী—সুনিয়ম। উত্তম পদ্ধতি। কর্ম্মধা।

সুপ্রতিষ্ঠা—উত্তম প্রতিষ্ঠা; সুখ্যাতি; পঞ্চাক্ষরা বৃত্তিবিশেষ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে সুপ্রতিষ্ঠিত। [বিণ; ত্রি।

সুপ্রতিষ্ঠিত—উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত। প্রাদি।

সুপ্রতীক—দিগ্‌গজবিশেষ, ঈশানকোণের হস্তী। সু (উত্তম) হইয়াছে প্রতীক (অবয়ব) যাহার বহু। সং; পু।

সুপ্রতীত—উত্তমরূপে জ্ঞাত; সম্যক্ প্রমাণীকৃত। প্রাদি। বিণ; ত্রি।

সুপ্রভ—সুন্দর প্রভাযুক্ত। সু (সুন্দর) হইয়াছে প্রভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সুপ্রভা—সুষ্ঠু দীপ্তি, অতিশয় ঔজ্জ্বল্য। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুপ্রভাত—১। সুন্দর বা শুভসূচক প্রাতঃকাল। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। অতীব দীপ্তিবিশিষ্ট। সু (অতিশয়) হইয়াছে প্রভাত (দীপ্তি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সুপ্রলাপ—বাগ্মিতা; বক্তৃতা; উত্তম বাক্য। নিত্য। সং; পু।

সুপ্রশস্ত—সুবিস্তৃত; অতিশয় শ্রেষ্ঠ, সুযোগ্য। নিত্য। বিণ; ত্রি। [বিণ; ত্রি।

সুপ্রসন্ন—অতীব প্রসন্ন। কর্ম্মধা বা নিত্য।

সুপ্রসাদ—সাতিশয় প্রীতি, অত্যন্ত প্রসন্নতা। সু (উত্তম) যে প্রসাদ, কর্ম্মধা। সং; পু।

সুপ্রসিদ্ধ—সুবিখ্যাত, সাতিশয় খ্যাতিপ্রাপ্ত; সর্ব্বলোকে সুবিদিত। নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুফল—১। উত্তম ফল; শ্রীফল, বেল; দাড়িম্ব। কর্ম্মধা। সং; ক্লী ও পু। ২। উত্তম ফলযুক্ত, সুন্দর ফলোৎপাদক। সু (উত্তম) হইয়াছে ফল যাহার, বহু। বিণ।

সুফলা—সুন্দর ফলোৎপাদিকা, প্রচুর ফলবিশিষ্টা। সু (উত্তম) হইয়াছে ফল যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

সুবলিত—উত্তম বলিযুক্ত; মনোহর ভঙ্গিবিশিষ্ট। সুবলি+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

সুবুদ্ধি—১। উৎকৃষ্টা মতি, উত্তম জ্ঞান। সু (উত্তমা) যে বুদ্ধি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। উত্তমবুদ্ধিশালী। সু (উত্তম) হইয়াছে বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সুবুদ্ধি শিরোমণি—নদীয়ার জ্যোতিঃশাস্ত্রানুশীলনে সুবিখ্যাত বহু বংশ ছিল, সুবুদ্ধি শিরোমণি তন্মধ্যে একতম বংশের আদি পুরুষ। যশোহর জেলার অন্তর্গত চৌগাছা গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। ইঁহার প্রপৌত্র গোকুলানন্দ বিদ্যামণি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে প্রপিতামহের গুণরাশির ফলস্বরূপে বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়া নদীয়ায় আসিয়া বাস করেন।

একদা সুবুদ্ধি শিরোমণি নদীয়া জেলার অন্তর্গত আঙুলিয়া গ্রামে আগমন করেন এবং ভবানন্দ মজুমদারের প্রিয়পাত্র জনৈক অধ্যাপকের সহিত মিলিত হইয়া উক্ত মজুমদারের নিকট গমন করেন। এই সময়ে ভবানন্দের অবস্থা সবিশেষ উন্নত ছিল না। তিনি শিরোমণির নিকট নিজ জীবনের ভাবী অবস্থা জিজ্ঞাসা করায় সুবুদ্ধি বলেন যে, অমুক সময় হইতে আপনার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে, এবং তদবধি আপনি চিরকাল সুখে কালযাপন করিবেন। ইহার কিছুকাল পরে ভবানন্দ মহারাজ মানসিংহের অনুগ্রহে প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া সুবুদ্ধি শিরোমণিকে আনয়ন করেন এবং তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ প্রদানপূর্ব্বক নদীয়ায় আসিয়া বাস করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু সুবুদ্ধি তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ায় স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই। পরে তদীয় প্রপৌত্র নদীয়াবাসী হইয়াছিলেন।

সুবোধ—১। উত্তম জ্ঞান। সু (উত্তম) যে বোধ, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। সাতিশয় বুদ্ধিমান্, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী; শান্ত। সু (উত্তম) হইয়াছে বোধ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সুবোধ্য—সুখবোধ্য, অনায়াসবোধ্য, যাহা সহজে বুঝা যায় এরূপ। নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুব্রাহ্মণ—সদাচারী বিপ্র, আচার বিনয়াদি গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ। সু (উত্তম) যে ব্রাহ্মণ, কর্ম্মধা। সং; পু।

সুভগ—সুন্দর, প্রিয়দর্শন; প্রিয়; ভাগ্যবান্; সুখদ। সু (উত্তম) হইয়াছে ভগ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুভগা।

সুভগম্ভাবুক—সম্প্রতি যে সুভগ হয় এরূপ। সুভগ শব্দ—ভূ (হওয়া)+খুকঞ্ ক। বিণ; ত্রি।

সুভগম্মন্য—যে আপনাকে সুভগ অর্থাৎ সুন্দর বা প্রিয় মনে করে এরূপ। সুভগ শব্দ—মন (বোধ করা)+খশ্ ক। বিণ; ত্রি।

সুভদ্র—১। সৌভাগ্যশালী। সু (উত্তম) হইয়াছে ভদ্র (সৌভাগ্য) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুভদ্রা। ২। লঙ্কার সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত চতুর্দ্দিকে শতযোজন বিস্তৃত বহু শাখাবিশিষ্ট বটবৃক্ষ। একদা পক্ষিরাজ গরুড় মহাকায় হস্তী ও কচ্ছপকে গ্রহণ করিয়া ভক্ষণার্থ ঐ বৃক্ষের একটি শাখায় উপবেশন করিয়াছিলেন।

সুভদ্রা—অর্জ্জুনের দ্বিতীয়া পত্নী। বসুদেবের ঔরসে তৎপত্নী রোহিণীর গর্ভে ইঁহার জন্ম; ইনি শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী। যৌবনসীমায় পদার্পণ করার পর একদা ইনি অর্জ্জুনের দৃষ্টিপথে পতিতা হইলে, তিনি ইঁহার রূপে মুগ্ধ হন এবং পরে কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে ইঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে অর্জ্জুনের অভিমন্যুনামক মহাবীর পুত্রের জন্ম হয়।

পাণ্ডবগণের বনবাস কালে ইনি পুত্রসহ পিত্রালয়ে অবস্থিতি করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ইনি দ্রৌপদী সহ পাণ্ডবশিবিরে বাস করিতেন। বীর-তনয় অভিমন্যুর নিধনে ইনি অত্যন্ত শোকসন্তপ্তা হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে পুত্রবধূ উত্তরার গর্ভে পৌত্র পরীক্ষিতের জন্ম হইলে ইনি কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হন। পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করিলে ইনি পৌত্রসহ হস্তিনাপুরে অবস্থিতি করেন, এবং পরে শেষ জীবন তপশ্চরণে অতিবাহিত করেন।

সুভিক্ষ—প্রচুর ভিক্ষা বা ভক্ষ্যবিশিষ্ট। সু (প্রচুর) ভিক্ষা আছে যাহাতে, বহু। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ দুর্ভিক্ষ।

সুভূ—১। উৎকৃষ্টা ভূমি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। সুজন্মা। সু—ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

সুভ্রূ—সুন্দর-ভ্রূবিশিষ্ট। সু (সুন্দর) হইয়াছে ভ্রূ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সুম—পুষ্প, ফুল। সু (সুন্দর) হইয়াছে মা (কান্তি) যাহার, বহু। সং; ক্লী।

সুমত—প্রিয়; সুবোধ। সু—মন (বোধ করা)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

সুমতি—১। সুবুদ্ধি; করুণা, দয়া। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। সুন্দর-মতি-যুক্ত। সু (সুন্দর) হইয়াছে মতি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সুমধুর—অতীব মধুর, অতি মিষ্ট। কর্ম্মধা বা নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুমধ্যম—উত্তম কটিবিশিষ্ট। সু (উত্তম) হইয়াছে মধ্যম (কটি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুমধ্যমা।

সুমনঃ—(সুমনস্)। পুষ্প, ফুল। সু (শোভন) হয় মনঃ যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

সুমনাঃ—(সুমনস্)। ১। মহামনাঃ, উদারচিত্ত;

প্রীত। সু (শোভন) হইয়াছে মনঃ যাহার, বহু। বিণ; পুং। ২। দেবতা; পণ্ডিত। সং; পুং। ৩। মল্লিকা পুষ্প; পুষ্পমালা। সং; স্ত্রী।

সুমন্ত্র—রাজা দশরথের সারথি। সং: পুং।

সুমালী—জনৈক রাক্ষস, সুকেশ নামক ধর্ম্মভীরু রাক্ষসের পুত্র এবং লঙ্কেশ্বর দশাননের মাতামহ। এই রাক্ষস ভ্রাতা মাল্যবান্ ও মালীর সহিত তপশ্চরণ করিয়া ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে এবং তাঁহার বরে ত্রিভুবনে অজেয় হইয়া উঠে। ইহাদের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা লঙ্কাদ্বীপ নির্ম্মাণ করেন। ইহাদের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে, তিনি ইহাদিগকে বারংবার যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তখন ইহারা লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করে।

দীর্ঘকালান্তে সুমালী মর্ত্ত্যভ্রমণে বহির্গত হইয়া বিশ্রবার পুত্র কুবেরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া নিজ দুহিতা কৈকসীকে বিশ্রবার নিকট প্রেরণ করে। মুনিবর রাক্ষসীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলে তাহার গর্ভে রাবণাদির জন্ম হয়। রাবণ ব্রহ্মার বরে সুরাসুরবিজয়ী হইয়া লঙ্কায় রাজ্যস্থাপন করিলে সুমালীও স্বগণসহ তথায় পুনর্ব্বার বাস করিতে লাগিল। দশানন স্বর্গজয়ার্থ গমন করিলে তথায় অষ্টম বসু সাবিত্রের হস্তে সুমালীর পতন হয়।

সুমিত্রা—রাজা দশরথের তৃতীয়া ভার্য্যা। ইঁহার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন দুই যমজ পুত্রের জন্ম হয়। লক্ষ্মণ রামসহ বনবাসে গমন করিলে ও পুত্রশোকে দশরথ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, ইনি পতিবিয়োগে ও পুত্রবিরহে নিতান্ত ম্রিয়মাণা হইয়াছিলেন। বনবাসান্তে রামলক্ষ্মণ অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলে ইনি অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করেন। কৌশল্যার পরলোকগমনের পর ইনি দেহত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠের সহিত বনগমন সময়ে সুমিত্রা লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, "বৎস, রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন হউন, ইনিই তোমার গতি। এক্ষণে রামকে পিতা, জানকীকে মাতা এবং গহন বনকে অযোধ্যা জ্ঞান করিও। বৎস, তুমি এখন স্বচ্ছন্দে বনে প্রস্থান কর।" সং; স্ত্রী।

সুমুখ—১। সুন্দরমুখযুক্ত; বিদ্বান্। সু (সুন্দর) হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুমুখা, সুমুখী। ২। গরুড়ের পুত্র। সং; পুং।

৩। জনৈক নাগ, ঐরাবত-বংশোদ্ভব আর্য্যকের পুত্র। ইনি মাতলি-তনয়া গুণকেশীর পাণিগ্রহণ করেন। একদা গরুড় ইঁহাকে ভক্ষণ করিবার দিন স্থির করিয়া গমন করেন। এই কথা শুনিয়া মাতলি ইঁহাকে ইন্দ্রালয়ে লইয়া যান। বিষ্ণুর আদেশে ইন্দ্র ইঁহাকে দীর্ঘায়ুঃ প্রদান করেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া গরুড় ইন্দ্রালয়ে গমনপূর্ব্বক নিজবলের পরিচয় প্রদান করিয়া বিষ্ণুর সমক্ষে ইন্দ্রের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন বিষ্ণু নিজবাহু গরুড়ের স্কন্ধোপরি সংস্থাপন করিলে পক্ষিবর গুরুভারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন এবং স্তবস্তুতি দ্বারা বিষ্ণুকে প্রীত করিয়া অব্যাহতি প্রাপ্ত হন। অনন্তর বিষ্ণু পদাঙ্গুলি দ্বারা সুমুখকে গরুড়ের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করেন। তদবধি উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়।

সুমুখা—১। সুন্দরমুখযুক্তা। সু (সুন্দর) হইয়াছে মুখ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। চন্দ্রমুখী স্ত্রী। সং; স্ত্রী।

সুমুখী—চন্দ্রমুখী স্ত্রী; একাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সু (সুন্দর) হইয়াছে মুখ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

সুমেধাঃ—(সুমেধস্)। উত্তমবুদ্ধিযুক্ত। সু (উত্তম) হইয়াছে মেধা যাহার, বহুব্রীহি সমাসে অস্ প্রত্যয়। বিণ; পুং।

সুমেরু—ভূমধ্যস্থ পর্ব্বতবিশেষ; পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত; জপমালার মধ্যস্থিত গুটিকা। সু—মি+রু ক। সং; পুং।

সুমেরুবৃত্ত—উত্তর মেরুর ২৩॥০ অক্ষাংশ অন্তরে অবস্থিত রেখা। সং; ক্লী।

সুহ্ম—দেশবিশেষ; তদ্দেশীয় লোক। সং; পুং।

সুযাত্র—১। মনোহর গতিযুক্ত। সু (শোভন) হইয়াছে যাত্রা (গতি) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। সূর্য্য। সং; পুং।

সুযুক্তি—উত্তম যুক্তি, সৎপরামর্শ। সু (শোভনা) যে যুক্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুযোগ—উত্তম যোগ; উত্তম অবসর; সদুপায়; সুবিধা। কর্ম্মধা। সং; পুং।

সুযোগ্য—সাতিশয় উপযুক্ত। নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুযোধন—দুর্য্যোধনের নামান্তর। সু—যুধ (যুদ্ধ করা)+অন র্ম। সং; পুং।

সুর—১। দেব; সূর্য্য; সুধীজন, পণ্ডিত। সু (আধিপত্য করা)+রক্ ক, কিংবা সুর (প্রভুত্ব করা)+ক ক, অথবা সু—রাজ (দীপ্তি পাওয়া)+ড ক। সং; পুং। স্ত্রীলিঙ্গে সুরী। বিপরীতার্থক শব্দ অসুর। ২। তাললয়যুক্ত সপ্তস্বর [সপ্তস্বর দেখ]। দেশজ।

সুরক্ত—উত্তমরূপে রঞ্জিত; অতিশয় অনুরক্ত; সুমধুর; শ্রবণসুখকর, সুশ্রাব্য। সু—রন্জ+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সুরগুরু—বৃহস্পতি। ৬তৎ। সং; পুং।

সুরঙ্গ—১। হিঙ্গুল; গর্ত্তবিশেষ, সুড়ঙ্গ। সু (উত্তম) হইয়াছে রঙ্গ (রঙ্) যাহার, বহু। সং; ক্লী। ২। উত্তম রঙ্। কর্ম্মধা। সং; পুং।

সুরঙ্গা—গর্ত্তবিশেষ। সং; স্ত্রী। [সং; পুং।

সুরজ্যেষ্ঠ—ব্রহ্মা। সুরগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, ৭তৎ।

সুরঞ্জিত—উত্তমরূপে রঞ্জিত, সুন্দরভাবে রঙ করা। সু—ণিজন্ত রন্জ বা রঞ্জি+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি।

সুরত—১। রতিক্রীড়া, শৃঙ্গার। সু—রম (রমণ করা)+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ২। অতিশয় । সু—রম+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুরতা।

সুরতা—১। অতিশয় অনুরক্তা। সুরত দেখ; সুরত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দেবসমূহ। সুর শব্দ (দেব)+তা সমূহার্থে। সং; স্ত্রী।

সুরথ—১। উৎকৃষ্ট রথযুক্ত। সু (উত্তম) হইয়াছে রথ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। বিদর্ভরাজ শ্বেতের ভ্রাতা। কনিষ্ঠকে রাজ্যের ভারার্পণপূর্ব্বক শ্বেত বনে গমন করেন। সং; পুং।

সুরদারু—দেবদারু গাছ। ৬তৎ। সং; পুং।

সুরদীর্ঘিকা—স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। ৬তৎ। স্ত্রী।

সুরদ্বীপ—দেবহস্তী, ঐরাবত। ৬তৎ। সং; পুং।

সুরধনুঃ—(সুরধনুস্)। ইন্দ্রধনু, রামধনুক। ৬তৎ। সং; ক্লী;

সুরধুনী, সুরনদী, সুরনিম্নগা—গঙ্গা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [পুং।

সুরপতি—দেবরাজ, বাসব, ইন্দ্র। ৬তৎ। সং;

সুরপথ—গগন, আকাশ। ৬তৎ। সং; পুং।

সুরপাদপ—কল্পবৃক্ষ। ৬তৎ। সং; পুং।

সুরবোধ—সুরজ্ঞান, তাললয়বিশিষ্ট স্বরের জ্ঞান। ৬তৎ। সং; পুং।

সুরভি—১। বসন্তকাল; চৈত্রমাস; সুগন্ধ দ্রব্য; বকুল বৃক্ষ; চম্পক বৃক্ষ; কদম্ব বৃক্ষ; জাতীফল বৃক্ষ। সু—রভ (বেগে গমন করা, ইত্যাদি)+ই ক। সং; পুং। ২। স্বর্ণ। সং; ক্লী। ৩। সদগন্ধযুক্ত; প্রিয়; বিদ্বান্, পণ্ডিত; মনোহর; বিখ্যাত; ধার্ম্মিক। বিণ; ত্রি।

সুরভি, সুরভী—১। গবী; দেবগবী, পৃথিবী; তুলসী; মাতৃকাবিশেষ; মল্লিকা; সুরা; মুরা; শল্লকী। সু—রভ (বেগে গমন করা) +ই ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং; স্ত্রী।

২। দক্ষরাজের কন্যাগণের একতমা। মহর্ষি কশ্যপের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। যাবতীয় চতুষ্পদ জন্তু ইঁহারই গর্ভে জন্মিয়াছে। ইনি পাতালে বরুণালয়ে অবস্থিতি করিতেন। ইঁহার স্তন হইতে নিয়ত ক্ষীরধারা প্রবাহিত হইত। ঐ ক্ষীরধারা হইতে ক্ষীরোদসাগর উৎপন্ন। এই

ক্ষীরোদসাগর হইতেই চন্দ্রদেব উদ্ভূত; অমৃতও এই সমুদ্র হইতে উত্থিত। ইহা হইতেই পিতৃগণের স্বধা উৎপন্ন হয়। এক সময়ে সুরভি গগনপথে গমন করিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার দুই পুত্র, বলীবর্দ্দ শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া লাঙ্গল টানিতেছে। কৃষক তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে বিষম প্রহার করিতেছে। ইহা দেখিয়া সুরভির নেত্র হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। এক বিন্দু অশ্রু ইন্দ্রের দেহে পতিত হইলে ইন্দ্র সুরভিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সুরভি পুত্রের কষ্টে বিচলিত হইয়াছেন। তখন সকলে বুঝিতে পারিল, বহুপুত্রা সুরভি যখন পুত্রের কষ্টে এইরূপ ব্যাকুল, তখন পুত্রের তুল্য আর কিছুই নাই। সং; স্ত্রী।

সুরভিত—সুগন্ধিত; প্রসিদ্ধ, খ্যাত। সুরভি শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুরভিতা।

সুরভিতা—১। সুগন্ধিতা; খ্যাতা; সুরভি শব্দ+ইত জাতার্থে+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সৌরভ। সুরভি শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী। [৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সুরভূমি—দেবলোক, স্বর্গ; প্লক্ষাদি দ্বীপ।

সুরমা—অতি রমণীয়া, সাতিশয় মনোহরা। সু—রম (রমণ করা)+অন্ ক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুরম্য—অতি রমণীয়, সাতিশয় মনোহর। সু—রম+য কর্ম্ম। বিণ; ত্রি। [পু।

সুররিপু, সুরশত্রু—অসুর, দৈত্য। ৬তৎ। সং;

সুরর্ষি—দেবর্ষি, নারদাদি। সুর অথচ ঋষি, কর্ম্মধা। সং; পু। [সং; পু।

সুরলোক—দেবলোক, স্বর্গলোক, স্বর্গ। ৬তৎ।

সুরবর্ত্ম—(সুরবর্ত্মন্)। গগন, আকাশ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সুরবৈরী—(সুরবৈরিন্)। অসুর, দৈত্য। ৬তৎ। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

সুরশ্রী—সুরলক্ষ্মী; দেবতার সৌভাগ্য। ৬তৎ।

সুরস—১। সুস্বাদ; মধুর, মিষ্ট; কাব্যে রসযুক্ত। সু (উত্তম) হইয়াছে রস যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সুরসদ্ম—(সুরসদ্মন্)। দেবলোক, স্বর্গ। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; স্ত্রী।

সুরসরিৎ, সুরসিন্ধু—দেবনদী; গঙ্গা। ৬তৎ।

সুরসা—১। মেদিনী; দুর্গা; তুলসী; উনবিংশত্যক্ষর ছন্দোবিশেষ। সু (উত্তম) হইয়াছে রস যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

২। নাগমাতা। হনুমান্ যৎকালে জানকীর অন্বেষণে লঙ্কাগমনার্থ সাগর-লঙ্ঘন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার বলপরীক্ষার্থ ইনি সুর, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া রাক্ষসী মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যতা হন। তদ্দর্শনে হনুমান্ যেমন আত্মকলেবর বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন, ইনিও তদনুরূপ আপনার মুখ অধিকতর, ব্যাদান করিতে লাগিলেন। হনুমান্ এই সঙ্কটে এক বুদ্ধি খাটাইলেন। তিনি অতি ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করিয়া ইঁহার মুখবিবরে প্রবেশ করিলেন এবং অবিলম্বে পুনর্ব্বার বহির্গত হইলেন। কপিবরের অসাধারণ ধৈর্য্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কার্য্যকুশলতা দর্শনে ইনি পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করেন। সং; স্ত্রী।

সুরসাল—উত্তম রসযুক্ত, সুমধুর রসবিশিষ্ট। নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুরসিক—উত্তম রসজ্ঞ, সুন্দর রসবোধবিশিষ্ট; মধুরালাপী। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুরসিকা।

সুরসিকা—সুরসিক দেখ। বিণ; স্ত্রী।

সুরসুন্দরী, সুরাঙ্গনা—দেবাঙ্গনা; স্বর্বেশ্যা, অপ্সরাঃ; মৎস্যবিশেষ; যোগিনীবিশেষ। সুরগণের সুন্দরী, অঙ্গনা (স্ত্রী), ৬তৎ। স্ত্রী।

সুরা—মদ্য,—গৌড়ী পৈষ্টী মাধ্বী এই ত্রিবিধ। [গুড় হইতে উৎপন্ন সুরা গৌড়ী; তণ্ডুল হইতে উৎপন্ন সুরা পৈষ্টী এবং পুষ্পরস হইতে প্রস্তুত সুরা মাধ্বী। সুরা গুরুপাক, মলরোধক, বল, শুক্র, পুষ্টি, মেদঃ ও কফ উৎপাদক, এবং শোথ, গুল্ম, অর্শ, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি ব্যাধিনাশক। নিয়মিত রূপে সুরাপান অমৃততুল্য গুণদায়ক, এবং অনিয়মিত পান দেহনাশক]। সুর (দীপ্তি পাওয়া)+ক ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

সুরাগরঞ্জিত—উত্তম বর্ণে রঞ্জিত, সুন্দর রঙ্গে অনুলিপ্ত। সু (উত্তম) যে রাগ, কর্ম্মধা, তদ্দ্বারা রঞ্জিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সুরাচার্য্য—দেবগুরু, বৃহস্পতি। সুরগণের আচার্য্য, ৬তৎ। সং; পু।

সুরাজীব—শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। সুরা হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সুরাজীবী—(সুরাজীবিন্)। শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। সুরা—জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক। বিণ।

সুরাপ—মদ্যপায়ী, মাতাল; মদ্যরক্ষক। সুরা শব্দ—পা (পান করা, রক্ষা করা)+ড ক। বিণ; ত্রি।

সুরাপগা—দেবনদী, গঙ্গা। সুরগণের আপগা (নদী), ৬তৎ। সং, স্ত্রী।

সুরাপান—মদ্যপান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সুরাপানোদ্দীপ্ত—সুরাপানে উত্তেজিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সুরাপায়ী—(সুরাপায়িন্)। মদ্যপানকর্ত্তা। সুরা শব্দ—পা (পান করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সুরাপায়িনী।

সুরাপীত—মদ্যপানকারী। সুরা শব্দ—পা (পান করা)+ক্ত ক; অথবা পীত হয় সুরা যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ; ত্রি।

সুরারঞ্জিত—সুরাপানে রাগযুক্ত, সুরার প্রভাবে রক্তিম। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সুরারি—দেবশত্রু, অসুর, দৈত্য। সুরগণের অরি, ৬তৎ। সং; পু। [পু।

সুরাষ্ট্র—সৌরাষ্ট্র দেশ, সুরাট্। কর্ম্মধা। সং;

সুরাসুর—দেব ও দৈত্য। দ্বন্দ্ব। সং; পু।

সুরী—দেবী। সুর দেখ; সুর+ঈপ্। সং; স্ত্রী

সুরঙ্গা—সুরঙ্গ শব্দে সমস্ত অর্থাদি লিখিত হইয়াছে। সুরঙ্গ দেখ। সং; স্ত্রী।

সুরুচি—উত্তম রুচি, অশ্লীলতাবর্জ্জিত রুচি; উৎকৃষ্ট অনুরাগ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সুরুচিবান্—সুরুচিসম্পন্ন, উত্তম রুচিযুক্ত। সুরুচি দেখ; সুরুচি শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ. পু।

সুরুচিসঙ্গত—সুরুচির অনুমোদিত, শ্লীলতাযুক্ত রুচিবিশিষ্ট। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সুরুয়া—কাথ, যূষ, ঝোল। যাবনিক শব্দ।

সুরূপ—১। রূপবান্; অতি সুন্দর; পণ্ডিত। সু (সুন্দর) হইয়াছে রূপ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুরূপা। ২। উত্তম রূপ, সুন্দর আকৃতি, মনোহর শ্রী। সু (শোভন) যে রূপ, কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সুরেন্দ্র—দেবেন্দ্র, দেবরাজ, বাসব। সুরগণের ইন্দ্র, ৬তৎ। সং; পু।

সুরেন্দ্রজিৎ—ইন্দ্রজিৎ, রাবণপুত্র মেঘনাদ। সুরেন্দ্র—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ ক। পু।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি কলিকাতা তালতলার প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৪৮ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে সুরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ডভেটন কলেজে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি ১৮৬৮ খ্রীঃ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসরেই রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারিলাল গুপ্তের সহিত ইনি সিভিল সারভিস পরীক্ষা দিবার মানসে ইংলণ্ডে যান। তিন জনেই প্রতিষ্ঠার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সুরেন্দ্রনাথের বয়স লইয়া গোলমাল হয় এবং ইনি আদালতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। কিন্তু মকদ্দমা উঠিবার আগেই কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ইঁহাকে পরীক্ষোত্তীর্ণের তালিকাভুক্ত করিয়া লন। ১৮৭১ খ্রীঃ ভারতে আসিয়া ইনি সিলেটের আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট স্বরূপে কার্য্য করেন। আদালতের নথি কাটাকুটি করিয়াছেন এই হেতুবাদে ইঁহার নামে অভিযোগ উপ-

স্থিত হইলে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট তদন্ত করিয়া ইহাকে নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য করার জন্য মাসিক ৫০ টাকা বৃত্তি দিয়া কর্ম্ম হইতে অপসারিত করেন। শুনা যায়, এই বৃত্তি ইনি গ্রহণ করেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাঁকে ১৮৭৬ খ্রীঃ কলিকাতা মেট্রপলিটন ইনস্‌টিটিউসনে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় ২০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন। তাহার পর নবপ্রতিষ্ঠিত সিটি-কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করিয়া ১৮৮১ খ্রীঃ ইনি ফ্রিচর্চ্চ ইনস্‌টিটিউসনের ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত হন। এইখান হইতে ১৮৮২ খ্রীঃ বৌবাজারে নিজপ্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার জন্য গমন করেন। এই বিদ্যালয়টি কালে রিপন কলেজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অল্পদিন হইল, এই কলেজটি সুরেন্দ্রনাথ সাধারণের হস্তে দিয়াছেন। ইহাঁর অধ্যাপনায় ছাত্রগণ এত মুগ্ধ যে, ছাত্রসমাজ ইহাঁকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করে। ইনিও ছাত্রমণ্ডলীকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ ২৬শে জুলাই আনন্দমোহন বসুর সহযোগিতায় ইনি Indian Association নামক সমিতি স্থাপিত করিয়া এখনও পর্য্যন্ত অতিশয় যোগ্যতার সহিত ইহার সম্পাদকের কার্য্য করিতেছেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ ইনি "বেঙ্গলী" পত্রের স্বত্ব কিনিয়া লন এবং ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। তখন এখানি সাপ্তাহিক ছিল। উত্তরকালে ইহার স্বত্ব বিক্রয় করেন এবং ইহা দৈনিক পত্রে পরিণত হয়। কিন্তু সম্পাদনভার ইহাঁর হস্তে বরাবরই ন্যস্ত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইনি উহার স্বত্ব:পুনগ্র হণ করিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে উহাকে পরিচালিত করিতেছেন। সিভিলসারভিস পরীক্ষা দিবার বয়স ২১ হইতে ১৯ বৎসর কমান হইলে সুরেন্দ্রনাথ ভারতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন ও ভারতের নানা প্রদেশে বক্তৃতাদি করিয়া লোক-মত গঠন করেন। লর্ড লিটনের সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধেও অনেক সভা-সমিতি আহূত করেন। ইনি চিরকালই নিয়মাধীন আন্দোলনের পক্ষপাতী এবং ইংরাজজাতির ন্যায়পরায়ণতায় আস্থাবান্। ইহাঁর ধারণা এই যে, দেশের অভিযোগ ও অভাব ইংরাজ জাতির সমক্ষে ধীরভাবে জানাইলে আজই হউক বা কিছুদিন পরেই হউক, তাঁহারা তাহার প্রতিকার করিবেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ কলিকাতা মিউনিসিপাল সভায় সদস্যরূপে প্রবেশ করিয়া ১৮৯৯ খ্রীঃ ২৭ জন সদস্যের সহিত উহার সংস্রব ত্যাগ করেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ ইনি উক্ত সভার প্রতিনিধিস্বরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন, এবং ১৮৯৭ খ্রীঃ যখন নূতন মিউনিসিপাল আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করা হয়, তখন ইনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে, হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেব জবরদস্তি করিয়া শালগ্রাম শিলা আদালতে লইয়া যান। এই সংবাদ অবলম্বনে বেঙ্গলী পত্রে ইনি ঐ জজ সাহেবের আচরণ সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশিত করেন। ইহার ফলে আদালত অবজ্ঞা করার অপরাধে ইনি অভি যুক্ত হইয়া হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের বিচারাধীনে আসেন। প্রকৃত ঘটনা এই যে, নরিস সাহেব বাদী প্রতিবাদী উভয়েরই সম্মতিক্রমে শালগ্রাম শিলা আদালতে লইয়া যাইতে আদেশ করেন। প্রকৃত কথা অবগত হইয়াই সুরেন্দ্রনাথ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। দোষী সাব্যস্ত হইয়া দুই মাসের জন্য সিভিল জেলে থাকিতে হইবে, এই দণ্ডে ইনি দণ্ডিত হইলেন। কেবলমাত্র রমেশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, অর্থ-দণ্ডই যথেষ্ট। কিন্তু এককের মত বলিয়া তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। নরিস সাহেবের জন্যই সুরেন্দ্রনাথের এই দুর্গতি ঘটে, কিন্তু ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে যখন সুরেন্দ্রনাথ সহযোগিগণের সহিত ভারতবিষয়ক আন্দোলন করিতে ইংলণ্ডে যান, তখন ব্রিষ্টল নগরে একটী সভা আহ্বান উপলক্ষে নরিস সাহেব অযাচিত হইয়া ইহাঁদের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। জাতীয় সমিতি স্থাপনকল্পে সুরেন্দ্রনাথ একজন প্রধান উদ্যোক্তা। ইনি ১৮৯৫ খ্রীঃ পুনা নগরে এই সমিতির ১১শ অধিবেশনে এবং ১৯০২ খ্রীঃ আমেদাবাদে ইহার ১৮শ অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণরূপ সম্মান পাইয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃঃ Royal Commission on India Expenditure নামক সমিতির সমক্ষে ইনি যে সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাহাতে ইহাঁর রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক গভীর জ্ঞান সম্যক্ প্রতিভাত হইয়াছিল। জুরি নোটিফিকেশন প্রধানতঃ ইহাঁরই আন্দোলনের ফলে প্রত্যাহৃত হয়। বঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে যে এ প্রদেশে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মূলে ইনিই অন্যতম। ১৯০৬ খ্রীঃ এপ্রেল মাসে বরিশালে যে প্রাদেশিক সমিতি বসাইবার আয়োজন হয়, তাহা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশে বন্ধ হইয়া যায়। অভিযানগমনের সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ধৃত হন এবং অবজ্ঞা করা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। কলিকাতা হাইকোর্টে আপীলের ফলে সুরেন্দ্রনাথের নির্দ্দোষতা প্রমাণিত হয় এবং দণ্ড রহিত হয়। ১৯০৯ খ্রীঃ মে মাসে ইনি কলিকাতার সংবাদপত্রের অন্যতম প্রতিনিধি স্বরূপে Press Conference নামক সমিতিতে নিমন্ত্রিত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। গত ৩০ বৎসর ধরিয়া সুরেন্দ্রনাথ অশ্রান্তভাবে সাধারণহিতকর কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এমন কোন রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক সভা সমিতি নাই—এমন কোন সাধারণের আলোচ্য বিষয় নাই, যাহার সহিত সুরেন্দ্রনাথ সংশ্লিষ্ট নহেন। ইহাঁর বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ। বক্তৃতা করিয়া লোক মাতাইবার ক্ষমতা ইহাঁর অসীম এবং কি বক্তৃতায়, কি সংবাদপত্রে লিখিত মন্তব্যে ইহাঁর তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা ছত্রে ছত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে যে সকল মনীষী রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবান্, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। কার্য্যই ইহাঁর মূলমন্ত্র। ইহাঁর ন্যায় কার্য্যময় জীবন অধুনা অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—যশোহর জেলার অধীন জগন্নাথপুর গ্রামে ১২৪৪ সালের ২৫শে ফাল্গুন ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম প্রমথনাথ মজুমদার। ইহাঁরা ভট্টনারায়ণ গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। বাল্যকালে ইহাঁর সামান্য বিদ্যাশিক্ষা হয়। ৭ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া ইনি কলিকাতা ফ্রিচার্চ্চ ইনিষ্টিটিউসনে আসিয়া প্রবিষ্ট হন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই অপস্মার রোগগ্রস্ত হইয়া ইহাঁকে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে হয়। ইনি মহিলা কাব্য নামক একখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেন। ১২৮৫ সালের ৩রা বৈশাখ ইহাঁর পরলোক প্রাপ্তি হয়।

সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস—(কর্ণেল)। কৃষ্ণনগরের ৭ ক্রোশ পশ্চিমে নাথপুর গ্রাম ইহাঁর পৈতৃক বাসস্থান। ১৮৬১ খ্রীঃ ইনি রাণাঘাটে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা গিরিশচন্দ্র সামান্য কেরাণীর কর্ম্ম করিতেন। সুরেশ বাল্যকাল হইতেই নির্ভীক ছিলেন এবং যুদ্ধের গল্প শুনিতে ও কৃত্রিম যুদ্ধ করিতে ভালবাসিতেন। সাহসিকতার পরিচয় দিয়া ইনি স্থানীয় নীলকরগণের প্রিয় হইয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া ইনি ভবানীপুরের London Missionaray Society বিদ্যালয়ে

শিক্ষার্থে প্রবেশ করেন। লেখাপড়ায় তাদৃশ মনোযোগী না হওয়ায় এবং খ্রীষ্টান-গণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করায় পিতার সহিত ইঁহার মনোবিবাদ ঘটে এবং গৃহত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ Ashton সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইনি খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পরে চাকরীর চেষ্টায় রেঙ্গুন ও মান্দ্রাজে গমন করেন, কিন্তু বিফল-মনোরথ হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ১৭ বৎসর বয়সে Assistant Steward স্বরূপে B. S. N. কোম্পানীর একখানি জাহাজে ইনি লণ্ডনে যান এবং সেইখানে সংবাদপত্রবিক্রেতা হইয়া ও পরে কুলীর কার্য্য করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করেন। তাহার পর ভারতীয় দ্রব্যাদি ফেরি করিবার জন্য পল্লীগ্রামসমূহে কিছুকাল ভ্রমণ করেন। এই সময়ে ইনি রসায়ন, গণিত, জ্যোতিষ, লাটিন ও গ্রীক কিছু কিছু শিক্ষা করেন। ইহার পর ব্যায়াম কৌশল দেখাইবার জন্য একটি সারকাস কোম্পানী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন হিংস্র পশুদমন শিক্ষা করিয়া ১৮৮২ লণ্ডন প্রদর্শনীতে ইনি বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন। সারকাস দলের সঙ্গে হামবর্গ নগরে গমন করিলে সেখানে পশু দ-ন কারী জামবাক ও পরে জোগ কাল কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। জর্ম্মণ দেশের জনৈক ভদ্র বংশ-সম্ভূতা যুবতী সারকাসে সুরেশের সহিত ক্রীড়া করিত। সে ইঁহাকে অত্যন্ত ভাল-বাসিত। সুরেশ প্রথমে তাহাকে উৎসাহ দিতেন না। পরে ইনিও উহার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। যুবতীর আত্মীয়-গণ ইহাতে বিরক্ত হইয়া সুরেশের প্রাণ-সংহার করিবার সঙ্কল্প করিলে, সুরেশ একটি বড় সারকাস কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম লইয়া আমেরিকায় পলায়ন করেন (১৮৮৫ খ্রীঃ)। ইনি ব্রেজিল রাজ্যে আসিয়া ক্রীড়া দেখাইতে ও বক্তৃতা করিতে লাগি-লেন। এখানে অনেক ভাষা শিক্ষা করি-লেন এবং সারকাস্ পরিত্যাগ করিয়া রাজকীয় পশুশালার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিলেন। স্থানীয় একজন চিকিৎসকের কন্যার সহিত ইঁহার প্রণয় জন্মিল। তাঁহা-রই ইচ্ছায় এবং তাঁহার প্রীতিসম্পাদন-কল্পে ইনি ব্রেজিল গভর্ণমেণ্টের অধীনে সেনানীর কর্ম্ম তিন বৎসরের জন্য গ্রহণ করিলেন। এ কর্ম্ম ইঁহার এত ভাল লাগিল যে, তিন বৎসর গত হইলে পুনরায় সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিলেন। ১৮৯১ খ্রীঃ ইনি সেই চিকিৎসককন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি কর্পোরাল হইতে পদাতির প্রথম সার্জেণ্ট পদে উন্নীত হন। ব্রেজি-লের নৌসেনা বিদ্রোহী হইয়া যখন নাথে-রয় (Nitheroy) নগর আক্রমণ করে, তখন সুরেশ ৫০ টি মাত্র সেনার অধিনায়ক হইয়া অপরিসীম সাহস দেখাইয়া শত্রু-গণকে পরাভূত করেন। এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপে ইনি ১৮৯৩ খ্রীঃ First Lieutenant পদে উন্নীত হন।

সুরেশ এখন রাজ্যের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন এবং বিবিধ বিজ্ঞানে ও ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইনি চিকিৎসা-শাস্ত্রে, অস্ত্রোপচারে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করেন। ইনি ক্রমে লেফটেনাণ্ট কর্ণেলের পদ এবং মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে কর্ণেলের পদ লাভ করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ ২২শে সেপ্টেম্বর রাইও ডি জেনেরো নগরে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ইনি তিনটি পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার আত্মনির্ভরতা, বীরত্ব ও সুদূর রাজ্যে যুদ্ধকার্য্যে প্রতিষ্ঠা-লাভ বাঙ্গালীজাতির গৌরবের বিষয়।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—বাঙ্গালা ১২৭৬ সালের ১৮ই চৈত্র ইনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত আঁশমালী গ্রাম। ইঁহার পিতার নাম গোপাল চন্দ্র সমাজপতি। তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীকে বিবাহ করেন। সুরেশচন্দ্রের বয়স যখন দুই বৎসর, তখন ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যতীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে ইঁহাদের পিতার পরলোক গমন ঘটিলে, উভয় ভ্রাতা মাতামহের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউসনের বাঙ্গালা বিভাগে সুরেশচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল যে, ইনি প্রথমে বাঙ্গালা, পরে সংস্কৃত, ও তাহার পরে ইংরাজী শিক্ষা করেন। বিদ্যালয়ে এভাবে শিক্ষার ?বিধা হইবে না বলিয়া ইঁহাকে দুই বৎসর পরে স্কুল ত্যাগ করিতে হয়। স্কুলে 'দুষ্ট' বলিয়া যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এইরূপ ব্যবস্থার সেটিও অপর কারণ বটে। ইনি গৃহে কিছুদিন বাঙ্গালা ও পরে রিপণ কলেজের বর্ত্তমান প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত রামসর্ব্বস্ব বিদ্যা-ভূষণের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। তাহার পরে সুবিখ্যাত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ীর নিকট অধ্যয়ন করেন। শেষে তিন বৎসর মাতামহ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত কাব্য, ছন্দঃ, অলঙ্কার ও বেদান্ত শিক্ষা করেন। ১৪।১৫ বৎসর বয়সে সুরেশচন্দ্র বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে "পতাকা" ও "সমাচার চন্দ্রিকায়" ইঁহার রচনা প্রকাশিত হইত। বাঙ্গালা ১২৯২।৯৩ সালে ইনি "সুরভি ও পতাকায়" রীতিমত লিখিতে আরম্ভ করেন। ১২৯৬ সালের মাঘ মাসে ইনি "সাহিত্য-কল্পদ্রুম" নামক মাসিক পত্রের সম্পাদকতার গ্রহণ করেন। এই পত্রখানি ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাসে "সাহিত্য" নামে প্রচারিত হয়। তদবধি বাইশ বৎসর ইনি সাতিশয় যোগ্য-তার সহিত এই পত্রের সম্পাদকতা করিয়া আসিতেছেন। এই পত্রে পুস্তকাদির সমালোচনায় ইনি যথেষ্ট স্পষ্টবাদিতা ও প্রয়োজনানুসারে তীব্র ব্যঙ্গ-প্রয়োগ-শক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। কিছুদিন ইনি "প্রতিবাসী"র সম্পাদক ছিলেন। যখন "সুরভি ও পতাকা"য় লিখিতে থাকেন, তখন ইনি "কল্কিপুরাণ" বাঙ্গালা ভাষায় অনু-দিত করেন। পরে ইঁহার রচিত কয়ে-কটি ক্ষুদ্র গল্প "সাজি" নামে প্রকাশিত হয়। ইনি যেমন সুনিপুণ লেখক, তেমনি সুমিষ্ট বক্তা। অধুনা ইনি "বসুমতী" পত্রের সম্পাদকতার গ্রহণ করিয়া যোগ্যতা, তেজস্বিতা, ও সরস রচনা-শক্তি সম্যক্‌ভাবে প্রদর্শন করিতে-ছেন।

সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—(M. D.)। ইনি রায়বাহাদুর ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধি-কারীর ৪র্থ পুত্র। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুবহট বামুনপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি অ?ম মাসে মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হন, পল্লীবাসিনী ধাত্রী শিশুকে মৃতজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবার উপ-ক্রম করে। শেষে অনেক চেষ্টায় ইনি রক্ষা পান, কিন্তু বাল্যকাল হইতে অতি দুর্ব্বল। বৌবাজার স্কুল, হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও সেণ্ট্রাল কলেজে শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থ মেডি-ক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। ইঁহার আত্মীয়-বর্গ ইঁহার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ মেধা, নিভীকতা ও শ্রমশীলতা দর্শনে ইঁহাকে ওকালতি ব্যব-সায়ে প্রবৃত্ত করিবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু বাল্যকাল হইতে পিতার ডাক্তারী পুস্তক নাড়াচাড়া করিয়া এবং ডাক্তারী ব্যবসায়ে অক্ষুণ্ণ পিতৃকীর্ত্তি দর্শন করিয়া ইনি ডাক্তারী শিখিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ইঁহার পিতা ইঁহার দুর্ব্বল স্বাস্থ্য নিবন্ধন এই শ্রমসাধ্য ব্যবসায় হইতে ইঁহাকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পান, কিন্তু সুরেশপ্রসাদের দৃঢ় সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় দর্শনে পরিশেষে ইহাতে সম্মতি প্রদান করেন। পিতার

অনুমতি লইয়া সুরেশপ্রসাদ মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন, এবং অসাধারণ প্রতিভাবলে প্রথম হইতেই ক্লাসের ও ইউনিভার্সিটির প্রধান পুরস্কার, বৃত্তি ও পদক লাভ করিয়া এম, ডি পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে এম, ডি হওয়া যায় না বলিয়া সুরেশপ্রসাদ মেডিকেল কলেজে পঠদ্দশাতেই দ্বিগুণ পরিশ্রম করিয়া বি এ পড়িতে থাকেন, এবং তাহাতে পরীক্ষা দেন।

পঠদ্দশায় হাঁসপাতালের তত্ত্বাবধানভার (Duty) থাকিবার সময় সুরেশপ্রসাদ অধ্যাপকগণের পক্ষেও দুশ্চিকিৎস্য রোগের তথ্য উদ্ভাবন করিয়া তাঁহাদিগকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিতেন। McLeod, সাণ্ডার্স প্রভৃতি অধ্যাপকগণ ইঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার সহিত পুত্রবৎ ব্যবহার করিতেন। McLeod সাহেব নিজ ব্যয়ে ইঁহাকে বিলাত পাঠাইয়া I. M S. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন, কিন্তু বিলাত যাইলে মাতৃহৃদয়ে আঘাত লাগিবে এই আশঙ্কায় ইনি তাহাতে অসম্মত হন। সাণ্ডার্স সাহেব ইঁহাকে মেও হাসপাতালে প্রধান কর্ম্ম দেন, এবং ভবিষ্যতে তিনি অধ্যক্ষপদে উন্নীত হইতে পারিবেন এরূপ আশাও দেন। কিন্তু স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি-প্রয়াসী সুরেশপ্রসাদ অধিক দিন এই পরাধীনতা-পাশে আবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না; ইনি বীডন ষ্ট্রীটে থাকিয়া নিজ কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

সুরেশপ্রসাদ পিতৃ-প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বনে Physician হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতার আদেশে জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যার অতি কঠিন স্ত্রীরোগের চিকিৎসার জন্য ইনি অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হন। ইহা হইতেই ইঁহার ভাবী জীবনের পথ উন্মুক্ত হয়। উক্ত ব্রাহ্মণকন্যার রোগ দুরারোগ্য বলিয়া ইঁহার গুরু Dr. Joubert সাহেব তাহাতে হাত দিতে অসম্মত হন। ঐ ব্রাহ্মণকন্যা এ কথা গোপন করিয়া সুরেশপ্রসাদের মাতার করুণা ভিক্ষা করেন। মাতার আদেশে সুরেশপ্রসাদ নিজব্যয়ে এই গুরুভার বহন করিয়া তাহাতে সম্ভবাতীত ফললাভ করেন। এই ঘটনা ক্রমে Joubert সাহেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি উপযাচক হইয়া সুরেশের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁহাকে লইয়া রোগীকে দেখিতে যান। উক্ত রোগীকে দেখিয়া তিনি মুক্তকণ্ঠে গদ্গদ স্বরে বলেন,—আজ শিষ্য হইতে গুরুর মুখ উজ্জ্বল হইল। ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় কোন অস্ত্রচিকিৎসক এরূপ দুঃসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। মাতার আশীর্ব্বাদে সুরেশপ্রসাদ এই আশাতীত ফললাভ করিয়া অস্ত্রচিকিৎসায় মনোযোগ দেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অস্ত্র-চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

Joubert সাহেব স্বয়ং বিলাতী চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় সংবাদপত্রে নিজের এই ত্রুটি এবং শিষ্যের অতুল কীর্ত্তি ঘোষণা করেন। ইহাতে এই ভারতীয় অস্ত্রচিকিৎসকের উপর ইউরোপীয় অস্ত্রচিকিৎসা-বিশারদগণের দৃষ্টি পতিত হয়। কলিকাতায় St. Xavier Collegeএ যে মেডিকেল কংগ্রেস (Medical Congress) হয়, তাহাতে বিলাত হইতে সমাগত Hart সাহেব সুরেশকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং সেই ক্ষীণকায় তরুণবয়স্ক চিকিৎসককে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া বলেন, "Look here young men, we are not supposed to undertake these terrific duties till we are forty, and are not supposed to cure till we have killed a hundred ; but you have beaten us all."

ইহার পর অসাধারণ সুখ্যাতি ও সম্মানের সহিত সুরেশপ্রসাদ অস্ত্রচিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। পরে ক্রমশঃ Physician এর কার্য্যও আরম্ভ করেন। উভয় কার্য্যেই ইঁহার সমান দক্ষতা দৃষ্ট হয়। ইঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া এবং ইঁহার বলে বলীয়ান্ হইয়া আরও কয়েকজন বাঙ্গালী অস্ত্রচিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করিয়া বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু সুরেশপ্রসাদ এই কার্য্যের নেতা ও পথপ্রদর্শক।

মেডিকেল কলেজে যথেষ্ট ছাত্রের স্থান হয় না বলিয়া ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার কালীকৃষ্ণ বাগচী ও ৺অমূল্যচরণ বসুর সহযোগে সুরেশপ্রসাদ College of Surgeons and Physicians of Bengal নামে চিকিৎসা-বিদ্যালয় অপার সার্কুলার রোডে স্থাপন করেন। পরে উহা বেলগাছিয়া আলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রভূত সুফল প্রসব করিতেছে এবং সেখানেও বিনা পারিশ্রমিকে ইনি এরূপ চমৎকপ্রদ অস্ত্রচিকিৎসা করিতেছেন যে, বিলাতের Sir Victor Hossilyর মত মহারথিগণও ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

স্বাস্থ্যের অনুরোধে নিজ অর্থকর ব্যবসায় অতি সংযতভাবে করিতে বাধ্য হইলেও ইনি অম্লানচিত্তে উক্ত হাঁসপাতাল ও কলেজের কার্য্যে অর্থ ও শক্তি ব্যয় করেন। Calcutta Universityর Fellow, Member of the Syndicate ইত্যাদি গুরু শ্রমসাধ্য দেশহিতকর কার্য্যে স্বীয় ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়াও প্রচুর সময় ব্যয় করেন। Universityর পক্ষ হইতে ইনি মেডিকেল কলেজের অবৈতনিক ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। শাস্ত্রচর্চ্চা ও শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মকর্ম্মেও ইঁহার সবিশেষ আস্থা ও আগ্রহ দৃষ্ট হয়।

সুরেশ্বর—দেবরাজ, ইন্দ্র; মহাদেব। সুরগণের ঈশ্বর, ৬তৎ। সং; পুং।

সুরেশ্বরী—দুর্গা; গঙ্গা। সুরগণের ঈশ্বরী, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সুরৈ—ঐশ্বর্য্যশালী, ধনী। সু (প্রচুর) হইয়াছে রৈ (ধন) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সুলক্ষণ—১। উত্তম লক্ষণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। উত্তম লক্ষণাক্রান্ত। সু (উত্তম) হইয়াছে লক্ষণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুলক্ষণা।

সুলভ—অনায়াস-লভ্য, সহজপ্রাপ্য; অযত্নসিদ্ধ। সু (অনায়াস) – লভ (লাভ করা) + খল্ র্ম। বিণ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ দুর্লভ।

সুললিত—অতি মনোজ্ঞ, সাতিশয় সুন্দর; অতি কোমল। নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুলূ—উৎকৃষ্ট ছেদনকারী। সু – লূ (ছেদন করা) + ক্বিপ্ ক। বিণ; ত্রি।

সুলেখক—শ্রেষ্ঠ লিপিকর; সুন্দর প্রবন্ধ-রচয়িতা। নিত্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুলেখিকা।

সুলোচন—১। মৃগ, হরিণ। সু (সুন্দর) হইয়াছে লোচন যাহার, বহু। সং; পুং। ২। সুন্দর নেত্রবিশিষ্ট। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুলোচনা।

সুলোচনা—সুন্দরনেত্রবিশিষ্টা। বহু। বিণ; স্ত্রী।

সুলোহক—পিত্তল। সু (উত্তম) যে লোহ, কর্ম্মধা, তদুত্তরে কণ্। সং; ক্লী।

সুলোহিত—সাতিশয়রক্তবর্ণ, গাঢ় লাল। নিত্য। বিণ; ত্রি।

সুবচনী—দেবীবিশেষ। সং; স্ত্রী।

সুবচাঃ—(সুবচস্)। সদ্বক্তা, বাগ্মী। সু (উত্তম) হইয়াছে বচঃ (বাক্য) যাহার, বহু। বিণ।

সুবদন—১। সুন্দর মুখ। সু (সুন্দর) যে বদন, কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। সুন্দর মুখবিশিষ্ট। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুবদনী।

সুবদনী—সুন্দর মুখবিশিষ্টা, সুমুখী। বহু। বিণ; স্ত্রী।

সুবর্চ্চলা—সূর্য্যপত্নী; সূর্য্যমুখী পুষ্প; অতসী

পুষ্প ; মসিনা, তিসি। সু—বর্চ্চ+অল ক +আপ্। সং ; স্ত্রী।

সুবর্চ্চাঃ—(সুবর্চ্চস্)। অতিশয় তেজোবিশিষ্ট। সু (অতিশয়) হইয়াছে বর্চ্চঃ (তেজঃ) যাহার, বহু। বিণ ; পু।

সুবর্ণ—১। সুন্দর-বর্ণবিশিষ্ট ; সুরূপ ; সুন্দর-অক্ষরযুক্ত। সু (সুন্দর) হইয়াছে বর্ণ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুবর্ণা। ২। স্বর্ণ, সোণা ; হরিচন্দন ; ১৬ মাষা পরিমিত সোণা ; ধন। সং ; ক্লী।

সুবর্ণকার—স্বর্ণকার, সেকরা। সুবর্ণ শব্দ (স্বর্ণ) —কৃ (করা)+ষণ্ ক। সং ; পু।

সুবর্ণখচিত—স্বর্ণজড়িত, যাহার মাঝে মাঝে সোণা বসান এরূপ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সুবর্ণপ্রতিমা—স্বর্ণনির্ম্মিতা প্রতিমা, সোণার প্রতিমূর্ত্তি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। [৬তৎ। সং ; পু।

সুবর্ণবণিক্—(সুবর্ণ-বণিজ্)। সোণার বেণে।

সুবর্ণময়—স্বর্ণময়, স্বর্ণনির্ম্মিত ; স্বর্ণব্যাপ্ত। সুবর্ণ শব্দ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুবর্ণময়ী।

সুবহ—অনায়াস-বাহ্য, সুখ-বাহ্য। সু (অনায়াস)—বহ (বহন করা)+খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ দুর্ব্বহ।

সুবাস—১। সৌরভ ; উত্তম বাসস্থান ; সুখে বাস। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। সুগন্ধ। সু (উত্তম) হইয়াছে বাস (গন্ধ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সুবাসিত—সুবাসযুক্ত, সৌরভবিশিষ্ট। সুবাস দেখ ; সুবাস+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

সুবাসিনী—সুবাসযুক্তা রমণী ; পিত্রালয়বাসিনী স্ত্রী ; চিরণ্টা। সুবাস+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সুবিচার—উত্তম বিচার, পক্ষপাতশূন্য মীমাংসা। কর্ম্মধা। সং ; পু।

সুবিচারক—ন্যায়বিচারকারী, পক্ষপাতশূন্য বিচারকর্ত্তা। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুবিদ্—পণ্ডিত, বিজ্ঞ ; গুণবান্। সু—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

সুবিদ—কঞ্চুকী, অন্তঃপুর-রক্ষক। সু—বিদ (থাকা)+ক ক। সং ; পু ;

সুবিদৎ—নৃপতি, রাজা। সুবিদ্ শব্দ—অত (গমন করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

সুবিদল্ল—কঞ্চুকী। সুবিদৎ শব্দ—লা (গ্রহণ করা)+ড ক। সং ; পু।

সুবিধা—সদুপায়, সুযোগ। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সুবিধি—উত্তম বিধান, সুনিয়ম। সু (উত্তম) যে বিধি, কর্ম্মধা। সং ; পু।

সুবিমল—অতিশয় নির্ম্মল, অতি স্বচ্ছ। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুবিশাল—অতিশয় প্রকাণ্ড, অতি বৃহৎ। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুবিস্তীর্ণ—অতি বিস্তৃত, অতিশয় বিশাল। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুবিস্তৃত—অতি বিস্তৃত, অতি বৃহৎ, সুবিশাল। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুবৃত্ত—১। সচ্চরিত্র, সৎস্বভাব। সু (উত্তম) হইয়াছে বৃত্ত (চরিত্র) যাহার, বহু। ২। উত্তম বর্ত্তুল, সম্পূর্ণ গোল। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

সুবৃহৎ—অতি বৃহৎ, সুবিশাল। নিত্য। বিণ ;

সুবেল—ত্রিকূট পর্ব্বত। ইহা লঙ্কায় অবস্থিত ও দুই যোজন বিস্তৃত। এই পর্ব্বতের উপরিভাগে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া রাক্ষস শার্দ্দূল ও অপর দশজন রাবণের অনুচর রামের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিল ; একদা রামও এই পর্ব্বতের উপরিভাগে আরোহণ করিয়া লঙ্কাপুরী দর্শনে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। সু (উত্তম) হইয়াছে বেলা যাহার, বহু। সং ; পু।

সুবেশ—১। সুন্দর বেশধারী। সু (সুন্দর) হইয়াছে বেশ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। সুন্দর বেশ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

সুব্যক্ত—স্পষ্টরূপে প্রকটিত ; উত্তমরূপে প্রকাশিত। প্রাদি। বিণ ; ত্রি।

সুব্যবস্থা—উত্তম বন্দোবস্ত, উত্তম বিধান। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সুব্রত—শোভন ব্রতানুষ্ঠাতা ; ধর্ম্মপরায়ণ। সু (শোভন) হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ।

সুশর্ম্মা—(সুশর্ম্মন্) ১। অতি সুখী। সু (অতিশয়) হইয়াছে শর্ম্ম (সুখ) যাহার, বহু। বিণ ; পু।

২। ত্রিগর্ত্তদেশের রাজা। শ্যালক সেনাপতি কীচকের বাহুবলে বিরাটরাজ ইঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লইলে ইনি দুর্য্যোধনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনন্তর ভীমের হস্তে কীচকের নিধন হইলে, ইনি দুর্য্যোধনকে বিরাটরাজের গবীসমূহ হরণ করিতে প্ররোচিত করিয়া স্বয়ং কুরুসৈন্যের সহিত গমনপূর্ব্বক বিরাটরাজকে বন্দী করেন, কিন্তু পরে ছদ্মবেশী ভীমের নিকট পরাজিত হন। ভারতযুদ্ধে ইনি কৌরব-পক্ষ অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণদত্ত সেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন, এবং দশম দিবসের যুদ্ধে অর্জ্জুনের হস্তে নিপতিত হন। সং।

সুশাসন—উত্তমরূপে দমন ; ন্যায়সঙ্গতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সুশাসিত—উত্তমরূপে দমিত ; ন্যায়সঙ্গতভাবে পালিত। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুশিক্ষা—উত্তম উপদেশ ; উত্তম অধ্যয়ন ; সুন্দর অভ্যাস। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সুশিক্ষিত—উত্তমরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত। প্রাদি বা নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুশীত, সুশীতল—অতিশয় শীতল। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

সুশীল—সচ্চরিত্র, সৎস্বভাব। সু (উত্তম) হইয়াছে শীল (চরিত্র) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুশীলা। বিশেষ্যে সুশীলতা।

সুশীলতা—সচ্চরিত্রতা, নম্রতা, বিনয়। সুশীল শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

সুশৃঙ্খল—সুনিয়মিত, উত্তমরূপে ব্যবস্থিত। সু (উত্তম) হইয়াছে শৃঙ্খলা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সুশৃঙ্খলা—সুনিয়ম, উত্তম রীতি, সুন্দর বন্দোবস্ত। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সুশোভন—অতিশয় শোভাকর, অতি সুন্দর ; সু—ণিজন্ত শুভ বা শোভি+অন ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুশোভনা।

সুশোভনা—সুশোভন দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

সুশোভিত—অতিশয় শোভাযুক্ত, অতি সুন্দর ; সুন্দর রূপে প্রকাশিত। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুশ্রাব্য—শ্রুতিমধুর, শুনিতে মিষ্ট। সু—শ্রু (শুনা)+ঘ্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সুশ্রী—শ্রীমান্, সুরূপ। সু (সুন্দর) হইয়াছে শ্রী যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সুশ্রুত—১। বিশ্বামিত্রপুত্র চিকিৎসাগ্রন্থপ্রণেতা জনৈক মুনি ; তৎপ্রণীত গ্রন্থ। সু (উত্তম) হইয়াছে শ্রুত (শাস্ত্রজ্ঞান) যাহার, বহু। সং ; পু। ২। সুন্দর শ্রবণ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [বিণ ; ত্রি।

সুশ্লিষ্ট—দৃঢ়যুক্ত, সুসংযুক্ত। প্রাদি বা নিত্য।

সুষম—অতি সমান ; সুন্দর। সু (অতিশয়) যে সম, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

সুষমা—পরম শোভা। সু যে সমা, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সুষমাময়—সাতিশয় শোভাময়, অতিশয় শোভাযুক্ত। সুষমা শব্দ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুষমাময়ী।

সুষি, সুষির—১। শোষণ, শুষ্ককরণ। শুষ+ইক্ ভা। ২। বিবর, গর্ত্ত। শুষ+ইক্ ক। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

সুষীম—শীতল ; সুন্দর ; জড় ; অসীম। সু (সুন্দর, অতিশয়) হইয়াছে সীমা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সুষুপ্ত—১। সুষুপ্তি, গভীর নিদ্রা। সু—স্বপ+ +ক্ত ভা। সং ; ক্লী। ২। গভীরভাবে নিদ্রিত। সু—স্বপ (নিদ্রা যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সুষুপ্তি—পুরীতৎ নাড়ীতে মনঃসংযোগ জন্য গাঢ় নিদ্রা। সু—স্বপ (নিদ্রা যাওয়া)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে সুষুপ্ত।

সুষুম্না—মেরুদণ্ডবাহ্য নাড়ী ; সূর্য্যরশ্মি। সুষু (অব্যক্ত শব্দ)—ম্না (অভ্যাস করা)+ড ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সুষেণ—১। বিষ্ণু। সু (উত্তম) হইয়াছে সেনা (সৈন্য) যাঁহার, বহু। সং ; পু।
২। কপিবর, বালিরাজের শ্বশুর। যুদ্ধ-বিদ্যার ন্যায় চিকিৎসাবিদ্যাতেও ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। রাবণের শক্তিশেল-প্রহারে লক্ষ্মণ হতচৈতন্য হইলে, ইঁহারই পরামর্শক্রমে হনুমান্ ঔষধ আনয়ন করিয়া দিলে তিনি পুনর্ব্বার সুস্থতা লাভ করেন। সং ; পু।

সুষ্ঠু—অতিশয় সুন্দর ; শ্রেষ্ঠ ; প্রধান ; সত্য। সু–স্থা (থাকা)+ডু ক। ব্য।

সুসংযত—দৃঢ়বদ্ধ ; যথাবিধি নিয়মযুক্ত। সু (উত্তম) সংযত, কর্ম্মধা বা নিত্য। বিণ।

সুসংবাদ—শুভ বার্ত্তা, সুসমাচার। সু (শুভ) যে সংবাদ, কর্ম্মধা। সং ; পু।

সুসংস্কৃত—উত্তমরূপে পক্ক ; উত্তম সংস্কারসম্পন্ন। নিত্য। বিণ ; ত্রি। [বিণ : ত্রি।

সুসঙ্গত—উত্তম যুক্তিযুক্ত ; সুযোগ্য। নিত্য।

সুসজ্জ—উত্তমরূপে সজ্জিত। সু–সজ্জ+অল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

সুসজ্জিত—উত্তমরূপে সজ্জিত, সুবিন্যস্ত। নিত্য।

সুসজ্জীভূত—উত্তমরূপে সজ্জিত, যাহা পূর্ব্বে সুসজ্জিত ছিল না এক্ষণে হইয়াছে। সুসজ্জ দেখ ; সুসজ্জ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে—সুসজ্জী–ভূ (হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

সুসভ্য—অতিশয় সভ্য, অতি ভদ্র, উত্তম শিক্ষিত। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুসময়—ভাল সময়, সুখের সময়, সুদিন। সু (উত্তম) যে সময়, কর্ম্মধা। সং ; পু।

সুসমৃদ্ধ—অতিশয় সমৃদ্ধিশালী, অত্যন্ত ধনবান্। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুসম্পন্ন—উত্তমরূপে নিষ্পন্ন ; অতিশয় ঐশ্বর্য্য-শালী। নিত্য। বিণ ; ত্রি।

সুসহ—সুখসহ্য, অনায়াসে সহনীয়। সু (অনায়াস)–সহ (সহা)+খল্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ দুঃসহ।

সুসাধ্য—অনায়াসে সাধনীয়, সুকর। প্রাদি বা নিত্য। বিণ ; ত্রি। বিপরীতার্থক শব্দ দুঃসাধ্য।

সুসার—প্রতুল, কুলান। বিণ ; ত্রি।

সুস্থ—স্বাস্থ্যযুক্ত, নীরোগ ; সচ্ছন্দ ; সুখী ; সুস্থির ; সুন্দর। সু–স্থা (থাকা)+ড ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সুস্থতা। বিপরীতার্থক শব্দ অসুস্থ।

সুস্থকায়—১। নীরোগ দেহ। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। নীরোগ শরীরবিশিষ্ট, সচ্ছন্দ। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সুস্থকায়া।

সুস্থচিত্ত—১। স্থির মনঃ, নিশ্চিন্ত অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। স্থিরমনাঃ, সুস্থিত-হৃদয়। বহু। বিণ ; ত্রি।

সুস্থতা—নীরোগতা ; সচ্ছন্দতা ; সুখ ; সুস্থিরতা। সুস্থ দেখ ; সুস্থ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

সুস্থদেহ—সুস্থকায় দেখ।

সুস্থির—অতি স্থির, অচঞ্চল ; নীরোগ : স্বাস্থ্য-যুক্ত। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

সুস্নাত—১। উত্তমরূপে কৃতস্নান ; মাঙ্গল্য দ্রব্য-দ্বারা স্নাত। সু–স্না (স্নান করা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। উত্তম স্নান। সু–স্না +ক্ত ভা। সং ; ক্লী। [ত্রি।

সুস্নিগ্ধ—সুশীতল ; অতি মৃদু। নিত্য। বিণ ;

সুস্পষ্ট—অতিশয় স্পষ্ট। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

সুস্মিতা—১। সুন্দর ঈষৎহাস্যযুক্তা। সু (সুন্দর) হইয়াছে স্মিত (হাস্য) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। স্ত্রীবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

সুহিত—১। তৃপ্ত, সন্তুষ্ট, প্রীত। সু–ধা (ধারণ করা)+ক্ত ক। ২। সুবিহিত, সমীচীন। সু–ধা+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ৩। অতি হিত। সু–হি+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

সুহৃৎ—(সুহৃদ্)। সদানুমত সঙ্গী, সখা [সখা দেখ]। সু (শোভন) হইয়াছে হৃৎ (হৃদয়) যাহার, বহু। সং ; পু।

সুহৃদয়—প্রশস্তমনাঃ, সদন্তঃকরণ, উদারচিত্ত ; শুদ্ধচিত্ত। সু (উত্তম) হইয়াছে হৃদয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

সুহৃদ্বর—সুহৃৎ-শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ বন্ধু। ৭তৎ। বিণ ;

সুহ্ম—দেশবিশেষ, কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহাকে ইদানীন্তন ত্রিপুরা ও আরাকান প্রদেশ বলিয়া মনে করেন ; তদ্দেশীয় লোক। সুন্ভ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ ক। সং ; পু।

সূ—১। প্রসব, উৎপাদন ; প্রেরণ। সূ (প্রসব করা)+কিপ্ ভা। সং ; স্ত্রী। ২। প্রসব-কারক, উৎপাদক। সূ+কিপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

সূকর—শূকর দেখ। সং ; পু।

সূক্ত, সূক্তি—সদ্বচন, উত্তম বাক্য ; বেদমন্ত্র। সু (উত্তম) যে উক্ত, উক্তি (বচন), কর্ম্মধা। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সূক্তা—শারিকা পক্ষিণী। সু (উত্তম) হইয়াছে উক্ত (বচন) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। স্ত্রী।

সূক্তি—সূক্ত দেখ।

সূক্ষ্ম—১। অল্প ; ক্ষুদ্র ; সঙ্কীর্ণ, সরু ; অতীন্দ্রিয়। সূচ (সূচনা করা)+স্মন্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। অধ্যাত্ম বস্তু ; কৈতব ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। সং ; ক্লী। ৩। অণু। সং ; পু।

সূক্ষ্মকোণ—(জ্যামিতিশাস্ত্রে) সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রকোণ। সং ; পু।

সূক্ষ্মদর্শিতা—সূক্ষ্মদর্শী দেখ। সং ; স্ত্রী।

সূক্ষ্মদর্শী—(সূক্ষ্মদর্শিন্)। বিলক্ষণ বিচক্ষণ ; সাতিশয় বুদ্ধিমান্। সূক্ষ্ম দর্শন করে যে, উপ ; সূক্ষ্ম শব্দ–দৃশ (দেখা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সূক্ষ্মদর্শিনী। বিশেষ্যে সূক্ষ্মদর্শিতা।

সূক্ষ্মবুদ্ধি—১। তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, সুবুদ্ধি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। তীক্ষ্ণবুদ্ধিবিশিষ্ট, সাতিশয় বুদ্ধিমান্। বহু। বিণ ; ত্রি।

সূক্ষ্মভূত—আকাশাদি পঞ্চ স্থূল ভূতের সূক্ষ্মাংশ-বিশেষ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সূক্ষ্মশরীর—পঞ্চপ্রাণ, দশেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ সম্মিলিত আত্মার ভোগসাধন দেহ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

সূক্ষ্মা—১। অল্পা ; ক্ষুদ্রা ; সরু ; অতীন্দ্রিয়া। সূক্ষ্ম দেখ ; সূক্ষ্ম+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। শব্দপ্রবৃত্তিবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

সূক্ষ্মাগ্র—তীক্ষ্ণাগ্র, সরু আগাবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম—পুঙ্খানুপুঙ্খ ; তন্ন তন্ন। সূক্ষ্ম হইতে অনুসূক্ষ্ম, ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

সূচক—১। জ্ঞাপক ; কথক। ণিজন্ত সূচ বা সূচি (জ্ঞাপন করা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সূচিকা। ২। চর, গূঢ় পুরুষ ; খল জন ; সূত্রধর ; দলপতি ; পিশাচ ; কাক ; বিড়াল ; কুক্কুর। সং ; পু।

সূচন, সূচনা—জ্ঞাপন ; সঙ্কেত বা চিহ্নাদি দ্বারা জানান ; কথন ; হিংসন ; অভিনয় ; দোষ আবিষ্করণ, দোষ বাহির করা। সূচ (জ্ঞাপন করা, ইত্যাদি)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে সূচিত।

সূচি, সূচী—১। সীবনী, সূচ, ছুঁচ। সিব (সেলাই করা)+চট্ ণ+ঈপ্। ২। জ্ঞাপনী ; সূক্ষ্ম অগ্রভাগ ; নর্ত্তকী বা গায়িকাদের করাদির অভিনয়। সূচ (সূচনা করা)+ই ণ। সং ; স্ত্রী।

সূচিক—সূচীকর্ম্মকারী, সেলাই ব্যবসায়ী, দরজী। সূচী শব্দ (ছুঁচ)+ষ্ঠিক। সং ; পু।

সূচিকা—১। জ্ঞাপিকা। সূচক দেখ ; সূচক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী ; ২। সূচী, সূচ, ছুঁচ। সূচী শব্দ+কণ্+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সূচিকাভরণ—সূচ্যগ্রপরিমিত সেব্য ঔষধবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

সূচিত—কথিত ; জ্ঞাপিত ; হিংসিত ; যোগ্য। সূচ (সূচনা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সূচন, সূচনা।

সূচিপুষ্প—কেতকী পুষ্প, কেয়াফুল। সং ; ক্লী।

সূচী—সূচি দেখ।

সূচীকটাহ ন্যায়—ন্যায় দেখ।

সূচীজীবী—সীবন কার্য্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ-কারী, দরজী। সূচী–জীব (বাঁচা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু।

সূচীভেদ্য—সূচী দ্বারা বেধনীয়, ছুঁচ দিয়া বেঁধা যায় এরূপ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সূচীরোমা—(সূচীরোমন্)। বরাহ, শূকর। সূচী তুল্য রোম (রোমন্) যাহার, বহু। সং : পু।

সূচ্যগ্র—ছুঁচের আগা। ৬তৎ। সং : ক্লী।

সূচ্যগ্রবৎ—ছুঁচের আগার তুল্য। সূচ্যগ্র+বৎ সাদৃশ্যার্থে। বা।

সূচ্যাস্য—মূষিক, ইন্দুর। সূচী তুল্য আস্য (মুখ) যাহার, বহু। সং ; পু।

সূত—১। প্রসূত : উৎপন্ন, জাত। সূ (প্রসব করা, উৎপন্ন হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। সূর্য্য ; সারথি ; সূত্রধরজাতি ; স্তুতি-পাঠক ; পুরাণবক্তা জনৈক মুনি। সং : পু। ৩। উৎপাদিত : প্রেরিত। সূ+ক্ত র্ম। বিণ।

সূতক—জন্ম : জননাশৌচ, পুত্র বা কন্যা জন্ম হেতু শরীরাশুদ্ধি। সূত শব্দ+কণ্। ক্লী।

সূতকাশৌচ—সন্তান জন্মজন্য অশৌচ। সূতক জন্য অশৌচ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। কন্যা বা পুত্র জননে পিত্রাদি সপিণ্ড-বর্গের স্বজাত্যুক্ত সম্পূর্ণ অশৌচ হয়। পুত্র জননে দ্বিজাতি প্রসূতির দশদিন, এবং কন্যা জননে এক মাস অশৌচ হয়। শূদ্রার কন্যাপুত্র জননে এক মাস অশৌচ হয়।

সূতপুত্র—সূর্য্যতনয়, কর্ণ। ৬তৎ। সং ; পু।

সূতি—প্রসব ; উৎপত্তি, জন্ম ; প্রভব : সন্তান ; সূচীকার্য্য। সূ (প্রসব করা, উৎপন্ন হওয়া) +ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে সূত।

সূতিকা—নবপ্রসূতা স্ত্রী। সূতক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সূতিকাগার, সূতিকাগৃহ—প্রসবগৃহ, আঁতুড় ঘর। ৬তৎ। সং : ক্লী [সূতিকাগৃহ দীর্ঘে আট হাত এবং প্রস্থে চারি হাতের ন্যূন না হয়। ইহা পূর্ব্বদ্বার বা উত্তর দ্বারবিশিষ্ট এবং মনোহর হওয়া উচিত]।

সূত্থান—কর্ম্মদক্ষ, পটু ; চতুর। সু (উত্তম) হইয়াছে উত্থান (উদ্যোগ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

সূত্যা—সোমরসপান, যজমান। সূ+ক্যপ্ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সূত্র—তন্তু, সূতা ; নাট্যশাস্ত্রের উপক্রম ; ব্যবস্থা দর্শনাদি শাস্ত্রকারের প্রথম প্রণীত সংক্ষিপ্ত বাক্য—"স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥" অর্থাৎ স্বল্পাক্ষরবিশিষ্ট সন্দেহশূন্য সারবান্ সর্ব্বতোগামী সফল এবং নির্দ্দোষ বাক্যই সূত্র বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে। সূত্র (গাঁথা ইত্যাদি)+অল্ ণ। সং ; ক্লী।

সূত্রধার—নাট্য-প্রস্তাবক প্রধান নট ; সূত্রধর জাতি, ছুতোর ; ইন্দ্র। সূত্র শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+ণ্ ক। সং ; পু।

সূত্রপাত—সূতা ফেলা অর্থাৎ কার্য্যের সূচনা, আরম্ভ। ৬তৎ ; সূত্রধরেরা বা রাজমিস্ত্রীরা কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে সূতা ধরিয়া ঠিক করিয়া লয়, তাহা হইতেই এই শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। সং ; পু।

সূত্রলা—তকু, টেকো : তুলার পাঁজ। সূত্র শব্দ —লা+ড ক, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সং, স্ত্রী।

সূদ—১। সূপকার, পাচক। ণিজন্ত সূদ বা সূদি (বধ করা)+অন্ ক। ২। ব্যঞ্জন-বিশেষ। সূদি+অল্ র্ম। সং ; পু।

সূদন—১। বিনাশক, নাশকারক। ণিজন্ত সূদ বা সূদি (বধ করা)+অন ক। বিণ ; ত্রি। ২। হনন, বধ। সূদি+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সূন—১। জাত ; বিকচ। সূ (উৎপন্ন হওয়া) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। কুসুম, পুষ্প। ৩। জন্ম, উৎপত্তি। সূ+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

সূনা—বধস্থান, বধ্যভূমি : মাংসবিক্রয়স্থান, কসাইখানা ; উনন, শিলনোড়া, ঝাঁটা, উদূখলমুষল, কলসীপিঁড়ী—গৃহস্থের এই পাঁচ সূনা [এই পঞ্চস্থানে অজ্ঞাতসারে প্রাণি-হত্যা হয় বলিয়া ইহারা সূনা নামে অভিহিত। পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা গৃহস্থের এই পঞ্চসূনা-জনিত পাপের ক্ষয় হয় (পঞ্চযজ্ঞ দেখ)]। সূ (পীড়ন করা, ইত্যাদি)+ন অধি+আপ্। সং ; স্ত্রী।

সূনী—(সূনিন্)। মাংসবিক্রয়ী, কসাই ; ব্যাধ। সূনা দেখ : সূনা শব্দ+ইন্। সং ; পু।

সূনু—১। অনুজ ; পুত্র ; সূর্য্য। সূ (প্রসব করা)+নুক্ র্ম। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সূনূ, সূনু।

সূনূ—কন্যা। সূনু দেখ। সং ; স্ত্রী।

সূনৃত—১। সত্য ও প্রিয় বাক্য ; শুভ। সু যে ঋত, কর্ম্মধা ; অথবা সূ—নৃত+ক ক। সং ; ক্লী। ২। সত্য ও প্রিয়ভাষী। বিণ।

সূপ—১। ব্যঞ্জনবিশেষ, ডা'ল ; ঝোল। সূ (প্রসব করা)+পক্ র্ম। সং ; পু। ২। রন্ধনকর্ত্তা, পাচক। সূ+পক্ ক। বিণ।

সূপকার—রন্ধনকর্ত্তা, পাচক। সূপ শব্দ (ব্যঞ্জন)—কৃ (করা)+ষণ্ ক। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সূপকারী।

সূর—১। সূর্য্য। সূ (প্রসব করা)+রক্ ক। ২। শূর, বীর ; পণ্ডিত। সূর+ক ক। সং ; পু।

সূরণ—শূরণ দেখ। শূর (বধ করা)+অনট্ র্ম। সং ; পু। [পু।

সূরসূত—সূর্য্যের সারথি, অরুণ। ৬তৎ। সং ;

সূরি—১। কবি ; বিচক্ষণ, পণ্ডিত ; জনৈক যাদব। সূর (স্তম্ভিত করা)+ই ক। ২। সূর্য্য। সূ (প্রসব করা)+ক্রি ক। সং ; পু।

সূরী—(সূরিন্)। জ্ঞানী, বিজ্ঞ। সূর (স্তম্ভিত করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু।

সূর্প—শূর্প দেখ।

সূর্পণখা—শূর্পণখা দেখ।

সূর্য্য—দিবাকর। সৃ (গমন করা)+ক্যপ্ ক, যিনি গমন করেন ; হিন্দু শাস্ত্রমতে সূর্য্যের গতি আছে, এই জন্যই ইঁহার নাম 'সূর্য্য' হইয়াছে। সং ; পু।

পুরাণে কথিত আছে যে, কশ্যপ মুনির ঔরসে তৎপত্নী অদিতির গর্ভে ইঁহার জন্ম ; এই হেতু ইঁহার এক নাম 'আদিত্য'। ইনি সপ্তাশ্বযুক্ত রথে পরিভ্রমণ করেন। অরুণ ইঁহার সারথি।

ইনি বিশ্বকর্ম্মার তনয়া সংজ্ঞার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার বৈবস্বত মনু ও যম নামে দুই পুত্রের এবং এবং যমুনানাম্নী কন্যার জন্ম হয়। অতঃপর সংজ্ঞা পতির তেজঃ সহ্য করিতে না পারিয়া নিজের অনুরূপ ছায়া নাম্নী এক কামিনীর সৃজন করেন এবং তাঁহাকে ভর্ত্তার নিকট রাখিয়া পলায়ন করেন। ছায়ার গর্ভে ইঁহার শনি নামক পুত্রের ও তপতী নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। অনন্তর ইনি প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া সংজ্ঞার অন্বেষণে বহির্গত হন এবং তাঁহাকে উত্তরকুরু-বর্ষে অশ্বিনীরূপে ভ্রমণ করিতে দেখিতে পান। তখন ইনিও অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত বিচরণ করিতে থাকেন। সেই সময়ে ইঁহার অশ্বিনী-কুমার নামক পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়। অতঃপর বিশ্বকর্ম্মা ইঁহার তেজোহ্রাস করিয়া দিলে সংজ্ঞা পতিসহ সুখে বাস করিতে লাগলেন। ইঁহার ঔরসে কপিরাজ বালি ও সুগ্রীব এবং কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণের জন্ম হয়। রাবণ ত্রিলোক বিজয়কালে সূর্য্য-লোকে উপস্থিত হইলে ইনি প্রকারান্তরে পরাজয় স্বীকার করেন।

সূর্য্যের অন্যান্য প্রসিদ্ধ নাম অরুণ, আদিত্য, তপন, দিবাকর, ভাস্কর, ভানু, মার্ত্তণ্ড, মিহির, রবি, বিভাকর, বিবস্বান্, সহস্রাংশু, সূরি ইত্যাদি।

সূর্য্যকর—রবিকিরণ, রৌদ্র। ৬তৎ। সং ; পু।

সূর্য্যকরোজ্জ্বল—রবিকিরণে দীপ্তিশীল। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

সূর্য্যকান্ত—মণিবিশেষ, আতস মণি। সূর্য্যবৎ কান্ত (কমনীয়), মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, অথবা সূর্য্য হইয়াছে কান্ত (প্রিয়) যাহার, বহু। সং ; পু।

সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী—রায় বাহাদুর, জি, এম, সি, বি। ইনি হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের পরপারস্থ রাধানগর গ্রামে ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ

করেন। বাল্যকাল হইতেই তীক্ষ্ণ মেধা, প্রগাঢ় শ্রমশীলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা গুণে ইনি সকলের অনুরাগভাজন হইয়া শিক্ষা শেষ করেন এবং হিন্দু কলেজ ও ঢাকা কলেজে উচ্চবৃত্তি ও পারিতোষিক লাভ করিয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থ মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। তথায় অধ্যয়ন শেষ করিয়া তৎকালীন উচ্চ উপাধি জি, এম, সি, বি লাভ করেন। অতঃপর সরকারী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্ম-দেশ প্রভৃতি দূরদেশে ভ্রমণপূর্ব্বক শেষে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সৈনিক বিভাগের চিকিৎসক পদে নিযুক্ত হন। ইঁহার গাজী-পুরে অবস্থান কালে মিউটিনির প্রথম সূত্র-পাত হয়। সৈনিক বিভাগের ইংরাজ কর্ম্ম-চারিগণ এ সংবাদ পাওয়া দূরে থাকুক, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার পূর্ব্বেই ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী অনুগত ভৃত্যগণের সাহায্যে দূরদেশে মিউটিনির সূত্রপাতের সংবাদ পান, এবং সেই সংবাদের সাহায্যেই স্থানীয় ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ ভাবী বিপদ্ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে সমর্থ হন।

ইঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী সাহেব তাঁহার অধীন একজন বাঙ্গালী ডাক্তারের এতাদৃশ সুখ্যাতিলাভে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য দেশীয় লোকের ন্যায় ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীকে জুতা খুলিয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রচার করেন, কিন্তু সর্ব্বাধিকারী তাহাতে অসম্মত হন। ইহাতেও কর্ম্মচারী মহাশয় সর্ব্বাধিকারীর উপর বিরক্ত ছিলেন। উপরিতন কর্ম্মচারি-গণের অপরিমিত মাদকসেবনস্পৃহার বিরোধী হইয়াও ইনি তাঁহাদের ক্রোধদৃষ্টিতে পতিত হন। কিন্তু এত বাধা সত্ত্বেও তাঁহার কোন ক্ষতি হওয়া দূরে থাকুক, উত্তরোত্তর পদ বৃদ্ধি হইয়া ডাক্তার সর্ব্বাধি-কারী সৈনিকবিভাগের ব্রিগেড সার্জ্জন পদে উন্নীত হন। তৎকালে ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে সাতিশয় শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় ছিল।

এই সময়ে উক্ত ঈর্ষাপরায়ণ কর্ম্মচারীর চেষ্টায় ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর প্রাণের আশ-ঙ্কাও উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি কালা ডাক্তা-রের বিরুদ্ধে গোরা হাইল্যাণ্ডারগণকে পর্য্যন্ত উত্তেজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু জেনারেল নীল সর্ব্বাধিকারীর গুণের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার সমর্থন করিতেন। এক দিবস কাওয়াজের সময় সর্ব্বসমক্ষে তিনি ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর প্রতি আস্থা দেখাইবার ও জন্মাইবার জন্য এই কালা ডাক্তারের দ্বারা একটী বিস্ফোটক অস্ত্র করাইলেন। গোরা ডাক্তার উপস্থিত থাকিতেও এক কালা ডাক্তার দ্বারা জেনা-রেল নিজ অঙ্গে অস্ত্রচিকিৎসা করাইলেন দেখিয়া, হাইল্যাণ্ডারগণ সহর্ষে বিজয়ধ্বনি করিয়া কালা ডাক্তারকে স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল, এবং তাঁহার শরীর রক্ষার ভার লইল।

অতঃপর লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের জন্য হ্যাভেলকের সহিত যে সেনাদল অগ্রসর হয়, ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী তাহার চিকিৎসাধ্যক্ষ হই-লেন। বহুদিনব্যাপী ঘোরতর সংগ্রামের পর যে দিন লক্ষ্ণৌ উদ্ধার হইল, সেই দিন তাঁহার সেই ঈর্ষ্যামলিন উপরিতন কর্ম্মচারী জেনারেল সাহেবের নিকট দরবার করিলেন যে, ওরূপ ঘোরতর সংগ্রাম দিবসে কালা ডাক্তার চিকিৎসাধ্যক্ষ হইয়া রণস্থলে উপ-স্থিত থাকিলে তাঁহার অমর্য্যাদা হইবে; অতএব সে সম্মান তাঁহারই প্রাপ্য। গ্রহ-বৈগুণ্যে সেই সম্মানপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই সেই কর্ম্মচারী রণস্থলে আহত হই-লেন। তখন ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী পূর্ব্ব-সম্মান প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার প্রাণ-রক্ষাও করিলেন।

লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের সময়ে তাঁহার আজীবন সুহৃদ্ ডাক্তার ফেরার, ও গাজীপুরে তাঁহার অন্যতম বন্ধু ডাক্তার পামারের সহিত পরিচয় হয়। অতঃপর বেহারে কুমার-সিংহের বিরুদ্ধে যে অভিযান হয়, ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী তাহারও চিকিৎসাধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন। বৃদ্ধ কুমারসিংহ নদী পার হইয়া পলায়ন কালে নৌকার উপর হাত রাখিয়া আহত অঙ্গুলি স্বীয় তরবারির আঘাতে ছেদন করিয়াছিলেন; এই বীর-কীর্ত্তি ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার কথায় বিস্তর নির্দ্দোষী পল্লীবাসী প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করে। একবার মধ্যরাত্রে একদল বরযাত্রী যাইতেছিল। জনৈক তরুণবয়স্ক কর্ম্মচারী তাহাদিগকে ধরিয়া বিদ্রোহী সাব্যস্ত করেন, এবং সকলকে তৎক্ষণাৎ ফাঁসীকাষ্ঠে চড়াইতে প্রস্তুত হন। এমন সময় ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর নিদ্রাভঙ্গ হও-য়ায় তিনি তথায় উপস্থিত হন, এবং কর্ম্ম-চারীকে সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া নিরীহ ব্যক্তিবর্গকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন।

ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর নির্ভীক স্বাধীনতা-নিবন্ধন উপরিতন কর্ম্মচারীদিগের সহিত মনোমালিন্য ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন তিনি সৈনিকবিভাগের কার্য্য ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রথমতঃ শ্রীরামপুরে, পরে কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় করেন। অল্পদিনের মধ্যেই ভিষক্প্রধান সর্ব্বাধিকারীর যশঃসৌরভ দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সর্ব্বাধিকারীর ন্যায় আর্ত্তবন্ধু মহাপ্রাণ চিকিৎসক প্রায় দেখা যায় না। অর্থের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। কত সহস্র সহস্র দীন দরিদ্র তাঁহার চিকিৎসায় প্রাণদান পাইয়াছে, ঔষধ পাইয়াছে, পথ্য পাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না। অনেক অবস্থাপন্ন লোকের বাটীতেও তাঁহাকে দর্শনীলাভ করা দূরে থাকুক, নিজব্যয়ে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইত। বারাক-পুর হইতে বজবজ, সুড়া হইতে আন্দুল তাঁহার নিত্য প্রদক্ষিণ-ক্ষেত্র ছিল। তখন মোটর কার ছিল না, আন্দুল বা বজবজ যাইতে রেলও ছিল না; ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী ঠিকাগাড়ীর সাহায্যে প্রত্যহ এই সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া চিকিৎসা কার্য্য সম্পাদন করিতেন। এইজন্য বিচার-পতি দ্বারকানাথ মিত্র পরিহাস করিয়া বলিতেন,—ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর "সাকিম গাড়ী"। উত্তরকালে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ-নিবন্ধন আত্মীয়গণ সবিশেষ চেষ্টাতেও তাঁহাকে এই মহান্ কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই। দূরদেশ হইতেও প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার "ডাক" আসিত; অনেক স্থলে তাহাও বিনা দর্শনীতে সম্পন্ন হইত। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী তাহাতেও পশ্চাৎপদ বা গমনে কুণ্ঠিত হই-তেন না। চিকিৎসা কার্য্যই তাঁহার জীব-নের ব্রত ছিল, অর্থোপার্জ্জন নহে। তিনি চিকিৎসার্থ যে গৃহে উপস্থিত হইতেন, সে গৃহের রোগী ও রোগীর আত্মীয়গণ তৎ-ক্ষণাৎ নিশ্চিন্ত ও নিঃশঙ্ক হইত, এবং রোগও যেন তাঁহার দর্শনে পলাইয়া যাইত।

নিজ ব্যবসায়ে এতাদৃশ গুরুতর পরি-শ্রমের মধ্যেও ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী প্রগাঢ় অধ্যবসায়সহকারে বিদ্যালোচনা করিতেন। সেক্সপীয়র, মিল্টন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, এবং তাঁহার পাঠ ও আবৃত্তি আবৃত্তি-গুরু ডি এল রিচার্ডসনের অনুরূপ ছিল। চিকিৎসা করিতে গিয়াও তিনি উপযুক্ত স্থানে সাহিত্যচর্চ্চায় রোগীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। নিজে অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়াও সেক্সপীয়র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের আবৃত্তি দ্বারা সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। প্রথম বয়সে তাঁহার সংস্কৃত অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না। শেষ বয়সে ডাকে যাইবার সময় গাড়ীতে গাড়ীতে অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত

তাহার ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। গীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষৎ, টেক্সট্‌-বুক-কমিটি প্রভৃতি সাহিত্য-চর্চ্চার স্থলেও তিনি অগ্রণী ছিলেন, এবং কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর মেম্বর, সিণ্ডিকেটের মেম্বর, পরিশেষে ফ্যাকল্‌টী অব্‌ মেডিসিনএর প্রেসিডেণ্ট হয়েন। ইহার পূর্ব্বে বা পরে অপর কোন বাঙ্গালী ডাক্তারের অদৃষ্টে এ সৌভাগ্য ঘটে নাই। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ প্রসন্নকুমার সেনেটের মেম্বর ছিলেন; তাঁহার পর তাঁহার কনিষ্ঠ রাজকুমার, তাঁহার পুত্র দেবপ্রসাদ ও সুরেশপ্রসাদ, এবং ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিঃপ্রসাদও সেনেটের মেম্বর হন। এক বংশের সর্ব্বশুদ্ধ ছয় জন সেনেটের মেম্বর, এবং একই সময়ে পাঁচ জন মেম্বর শিক্ষিত বাঙ্গালীবংশে কখন হয় নাই, এবং বর্ত্তমান নিয়মানুসারে হইবার সম্ভাবনাও নাই।

ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী জীবনে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত উপার্জ্জনই পরসেবা ও দেশহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইত। উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের সময় তিনি ও তাঁহার অগ্রজ অকাতরে অর্থ-ব্যয় করিয়া দেশের লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। কত অনাথ, কত আতুর, কত বিধবা যে তাঁহার নিকট সাহায্য পাইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। "দক্ষিণ হস্ত যাহা দান করিবে, বামহস্ত তাহা জানিবে না" ইহাই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। তিনি বিলাস ও আড়ম্বরপ্রিয়তার বিরোধী ছিলেন, এবং ব্যবসায়, সাহিত্যচর্চ্চা, ও দেশহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ধর্ম্মকর্ম্মে রত থাকিতেন। রাজদ্বারে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। তাঁহারই চেষ্টায় কলিকাতায় প্রথম প্লেগের আবির্ভাবকালে রাজবিধান কঠোর হইতে পারে নাই। সকল ইংরাজ-ডাক্তারের মতের বিরুদ্ধে, কেবল ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী ও ডাক্তার সরকারের মতের উপর নির্ভর করিয়া তৎকালীন ছোট লাট সার জন উডবরণ কলিকাতায় মিলিটারী সার্চ্চ (Military Search) এবং Segregation নিয়ম বন্ধ করিয়া রাজপ্রতিনিধির বিরাগভাজন হইতে কুণ্ঠিত হন নাই।

চিকিৎসা কার্য্যে ও তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী ভারতবর্ষের ও ব্রহ্মদেশের বহুস্থানে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। বহুদিন হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, তথাপি তিনি আর্ত্তসেবায় পরাঙ্মুখ হন নাই। নিতান্ত অক্ষম হইবার পর সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মধুপুরে গিয়া বাস করেন। তথায় লোকের জলকষ্ট দেখিয়া দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দেন এবং তদ্দেশবাসীর হিতার্থ নানাবিধ অনুষ্ঠান করেন। মধুপুরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তাঁহার চিতাভস্মের উপর সমাধি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং শ্মশানে দাহার্থ আগত জনগণের বিশ্রামার্থ এক রম্য বিশ্রামাগার প্রস্তুত হইয়াছে। তাহারই অনতিদূরে "প্রসাদপুরে" তৎকল্পিত দীর্ঘিকা লোকের জলকষ্ট নিবারণ করিয়া তাঁহার কীর্ত্তির জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী মেডিকেল সোসাইটী ও College of Surgeons and Physiciansএর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। এই উভয় স্থানেই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ফেরার, পামার, বেলি, কোর্টস্‌, পার্টিজ, সাণ্ডার্স, স্মিথ প্রভৃতি ইংরাজ ডাক্তারগণ তাঁহার সহিত চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ করিয়া ধন্য জ্ঞান করিতেন। অগ্রজ প্রসন্নকুমার, বন্ধুবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামতনু লাহিড়ির আনুকূল্যে তিনি সর্ব্বদা ছাত্রহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। ইহাঁদের সহিত তাঁহার ছাত্রজীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। কোয়েটা, টিউটিকোরিণ, কামাখ্যা, যেখানে যাও, ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর গুণঘোষণা করে না, এরূপ শিক্ষিত বাঙ্গালী অতীব বিরল।

সূর্য্যগ্রহণ—রাহু কর্ত্তৃক সূর্য্যগ্রাস, সূর্য্যে গ্রহণ লাগা। ৬তৎ। সং; ক্লী। [হিন্দুশাস্ত্র মতে রাহুগ্রহ সূর্য্যকে গ্রাস করে বলিয়া সূর্য্যগ্রহণ হয়। আধুনিক পাশ্চাত্যমতে চন্দ্রের ছায়া সূর্য্যের উপর পতিত হইলে সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্ট হয়]।

সূর্য্যতনয়, সূর্য্যাত্মজ—বৈবস্বত মনু; যম; শনি; সুগ্রীব; কর্ণ। সূর্য্যের তনয়, আত্মজ (পুত্র) ৬তৎ। সং; পু।

সূর্য্যতনয়া, সূর্য্যাত্মজা—যমুনানদী; তপতী। সূর্য্যের তনয়া, আত্মজা (কন্যা), ৬তৎ। স্ত্রী।

সূর্য্যপ্রভ—সূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী, সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিষ্মান্‌। সূর্য্যের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

সূর্য্যভক্ত—সূর্য্যোপাসক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

সূর্য্যমণ্ডল—সূর্য্যের পরিবেশ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সূর্য্যমুখ, সূর্য্যমুখী—স্বনামখ্যাত পুষ্পবিশেষ। সূর্য্যের দিকে মুখ যাহার, বহু। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সূর্য্যরশ্মি—সূর্য্যের কিরণ। ৬তৎ। সং; পু।

সূর্য্যা—নববধূ। সৃ (গমন করা)+ক্যপ্‌ ক +আপ্‌। সং; স্ত্রী।

সূর্য্যার্ঘ—সূর্য্যকে প্রদেয় অর্ঘ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

সূর্য্যালোক—সূর্য্যরশ্মি, রৌদ্র। ৬তৎ। সং; পু।

সূর্য্যাবর্ত্ত—সূর্য্যমুখী ফুলের গাছ। সূর্য্য—আ—বৃত (ঘুরা)+অন্‌ ক। সং; পু।

সূর্য্যাস্ত—সূর্য্যের অস্তগমন, সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়া। ৬তৎ। সং; পু।

সূর্য্যেন্দুসঙ্গম—অমাবস্যা। সূর্য্য ও ইন্দু—সূর্য্যেন্দু, দ্বন্দ্ব, সূর্য্যেন্দুর সঙ্গম (মিলন) হয় যাহাতে (যে তিথিতে), বহু। সং; পু।

সূর্য্যোদয়—সূর্য্যের প্রকাশ, সূর্য্য উঠা। ৬তৎ। সং; পু।

সূর্য্যোপাসক—সূর্য্যের উপাসনাকারী, সূর্য্যভক্ত, সৌর। সূর্য্যের উপাসক, ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

সূর্য্যোপাসনা—সূর্য্যের আরাধনা, সূর্য্যপূজা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সৃকণী, সৃক্কণী—ওষ্ঠপ্রান্ত। সৃজ (সৃজন করা)+কনিন্‌, বনিন্‌ ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

সৃগাল—শৃগাল, শিয়াল। সৃজ (সৃজন করা) +কালন্‌ ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সৃগালী, সৃগালিকা।

সৃজন—নির্ম্মাণ, সৃষ্টি। সৃজ (নির্ম্মাণ করা) +অনট্‌ ভা। সং; ক্লী। এই পদটি বঙ্গভাষায় বহুলরূপে প্রচলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা ঠিক ব্যাকরণশুদ্ধ নহে, কারণ ব্যাকরণানুসারে সৃজ ধাতুর উত্তর অনট্‌ করিলে 'সর্জ্জন' পদ হয়।

সৃঞ্জয়—শ্বিত্য-নামক রাজার পুত্র। দেবর্ষি নারদ ও পর্ব্বতের সহিত ইহাঁর সখ্য ছিল। একদা তাঁহারা ইহাঁর নিকট উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে ইহাঁর বয়ঃস্থা রূপসী কন্যা তথায় উপস্থিত হন। নারদ তাঁহাকে ভার্য্যার্থে প্রার্থনা করিলে ইনি পরমানন্দে তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন। ইনি দীর্ঘকাল অপুত্রক থাকায় মনোদুঃখে কালযাপন করিতেন। নারদের বরে ইহাঁর 'সুবর্ণষ্ঠীবী' নামক পুত্রের জন্ম হয়। কিছুকাল পরে দস্যুগণ এই পুত্রকে হরণ করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করে। তাহাতে ইনি নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। নারদ নানাপ্রকার উপদেশ বাক্যে ইহাঁর শোক দূরীভূত করেন। কথিত আছে যে, তাঁহার বরে ইহাঁর পুত্র পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সৃণি—অঙ্কুশ; শত্রু। সৃ (গমন করা)+নিক্‌ ক। সং; পু বা স্ত্রী।

সৃণিকা, সৃণীকা—লালা, মুখনিঃসৃত লাল। সৃণি+কণ্‌+আপ্‌। সং; স্ত্রী।

সৃণী—অঙ্কুশ। সৃণি দেখ; সৃণি+ঈপ্‌। সং; স্ত্রী।

সৃত—গত ; বিগত, অতীত। সৃ (গমন করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সৃতি।

সৃতি—১। মার্গ, পথ। সৃ + ক্তি ণ। ২। গতি। সৃ (গমন করা) + ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

সৃত্বর—গতিশীল ; চঞ্চল। সৃ (গমন করা) + ক্বরপ্ ক। বিণ ; ত্রি।

সৃপাটিকা—চঞ্চু, পাখীর ঠোঁট। সৃ + পাট + কণ্ + আপ্। সং ; স্ত্রী।

সৃমর—১। গমনশীল। সৃ (গমন করা) + ক্মর ক। বিণ ; ত্রি। ২। মৃগবিশেষ। সং ; পু।

সৃষ্ট—নির্ম্মিত ; রচিত, কৃত ; যুক্ত ; নির্ণীত ; ত্যক্ত। সৃজ (নির্ম্মাণ করা, ত্যাগ করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সৃষ্টি, সর্জ্জন, সর্গ।

সৃষ্টি—১। নির্ম্মাণ ; রচন। সৃজ (নির্ম্মাণ করা) + ক্তি ভা। ২। স্বভাব, প্রকৃতি, নিসর্গ ; জগৎ, বিশ্ব ; শিল্প। সৃজ + ক্তি র্ম্ম। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে সৃষ্ট।

সৃষ্টিকর্ত্তা—(সৃষ্টিকর্ত্তৃ) ১। নির্ম্মাতা, রচয়িতা। ৬তৎ। বিণ ; পু। ২। জগৎ-নির্ম্মাতা, ব্রহ্মা ; পরমেশ্বর। সং ; পু।

সৃষ্টিক্রিয়া—সৃজন কার্য্য, বিশ্বনির্ম্মাণ ক্রিয়া। সৃষ্টিই ক্রিয়া, কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সৃষ্টিচাতুর্য্য—নির্ম্মাণকৌশল ; বিশ্বসৃষ্টিবিষয়ে নৈপুণ্য। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

সৃষ্টিনাশ—বিশ্বসংহার, জগতের ধ্বংস। ৬তৎ। সং ; পু। [৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া—সৃষ্টি প্রকরণ, বিশ্বসৃষ্টির প্রকার।

সৃষ্টিরক্ষা—জগৎরক্ষা, বিশ্বের পালন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

সৃষ্টিস্থিতি—উৎপত্তি ও অবস্থান ; নির্ম্মাণ ও পালন। দ্বন্দ্ব। সং ; স্ত্রী।

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়—নির্ম্মাণ রক্ষা ও সংহার, বিশ্বের উৎপত্তি অবস্থান ও বিনাশ। দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

সেক—সেচন, সিক্তকরণ। সিচ (সিক্ত করা) + ঘঞ্ ভা। সং ; পু।

সেকন্দর—(বা সিকন্দর লোদী)। দিল্লীর জনৈক পাঠান নরপতি, বহ্লোল লোদীর পুত্র। ১৪৮৮ খ্রীঃ বহ্লোল কালগ্রাসে পতিত হইলে ইনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি সাতিশয় হিন্দু-দ্বেষী ছিলেন। ইনি হিন্দুদিগের তীর্থ পর্য্যটন রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। ১৪৯৪ খ্রীঃ ইনি বিহার জয় করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করেন। ১৫১৭ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

সেকন্দর সাহ্—আলেক্জাণ্ডারের নামান্তর। আলেক্জাণ্ডার দেখ।

সেকন্দর—(বা সিকন্দর) শাহ্। বঙ্গের স্বাধীন মুসলমান নরপতি, সমসুদ্দিন ইলিয়াসের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৩৬১ খ্রীঃ ইনি রাজা হন এবং গৌড়-নগর পরিত্যাগ করিয়া তাহার অনতি-দূরস্থ পাণ্ডুয়া নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। পাণ্ডুয়ার সুপ্রসিদ্ধ আদিনা মসজিদ ইঁহারই নির্ম্মিত ; ইঁহার আমলে বহু পীর (মুসলমানধর্ম্মপ্রচারক) এতদ্দেশে আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহাদের প্ররোচনায় অনেক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। ইঁহার বৃদ্ধাবস্থায় ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্রোহী হন। সেই বিদ্রোহ নিবারণ করিতে যাইয়া ইনি যুদ্ধে নিহত হন।

সেকপাত্র—সেচনপাত্র, সিউনি ডোঙ্গা প্রভৃতি। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সেক্তা (সেক্তৃ), সেচক — সেচনকর্ত্তা ; নিষেককর্ত্তা। সিচ (সেক করা) + তৃন্, ণক ক। বিণ ; যথাক্রমে পু ও ত্রি।

সেক্ত্র—সেচনপাত্র, সিউনি। সিচ (সেচন করা) + ত্র ণ। সং ; ক্লী।

সেক্সপীয়ার—(বা সেক্ষপীয়র), উইলিয়াম। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাটককার। ১৫৬৪ খ্রীঃ এপ্রেল মাসে আভন নদীতীরস্থ ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি পিতার তৃতীয় সন্তান। ইঁহার পিতার নাম জন্ সেক্সপীয়ার। যিনি উত্তরকালে নিজ কার্য্যদ্বারা জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন ও নিজে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই মহা-কবির ভাগ্যে বাল্যে অধিক বিদ্যানুশীলন ঘটে নাই। উইলিয়াম জন্মভূমিতে ফ্রি স্কুল অর্থাৎ অবৈতনিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সামান্য লাটিন শিক্ষা করেন। পরে ১৫৭৮ খ্রীঃ অর্থাৎ চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতার অবস্থা অত্যন্ত হীন হওয়ায় ইঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া জীবিকার্জ্জনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হয়।

ইঁহার পাঁচ বৎসর পরে ইনি আনি হাতাওয়ে নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। আনি পতি অপেক্ষা ৮ বৎসর বড় ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, আনি কুমারী অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হইয়া-ছিলেন বলিয়া যাহাতে তাঁহার গর্ভজাত সন্তান জারজ বলিয়া পরিগণিত না হয়, এই উদ্দেশ্যে আনির আত্মীয়স্বজন বিশেষ উদ্যোগী হইয়া তাড়াতাড়ি সেক্স-পীয়ারের সহিত তাঁহার পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বিবাহের তিন চারি বৎসর পরে সেক্সপীয়ারের নামে এক অভিযোগ উপস্থিত হয় যে, ইনি জনৈক ভদ্রলোকের বাগান হইতে হরিণ চুরি করিয়াছেন। এই অভিযোগের পর ইঁহাকে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে হয়। কিংবদন্তী আছে যে, এই মহাকবি লণ্ডন নগরে প্রথমে থিয়েটারের বহির্দ্দেশে ভদ্রলোকদিগের অশ্ব ধারণ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন ; পরে ১৫৯২ খ্রীঃ রঙ্গমঞ্চে নটরূপে আবির্ভূত হন এবং নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। নটরূপে ইনি উচ্চ অঙ্গের প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু অসামান্য প্রতিভাবলে নাটক রচনায় ইনি অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৬১৬ খ্রীঃ ২৩শে এপ্রেল সেক্সপীয়ার কালগ্রাসে পতিত হন। ইঁহার মৃত্যুর পর স্বদেশে ও বিদেশে (বিশেষতঃ জর্ম্মণ দেশে) ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের ও মানবচরিত্রের সূক্ষ্ম জ্ঞানের সম্যক্ উপ-লব্ধি হয়। ইঁহার জন্মস্থান একপ্রকার তীর্থস্থান ; ইহা সকল দেশের পণ্ডিতের দর্শনীয় হইয়াছে। ইঁহার নাটকগুলি যে সে অভিনেতৃগণ দ্বারা অভিনীত হইতে পারে না। বরবেজ (Burbage), ম্যাকলিন (Macklin), কীন (Kean), গ্যারিক (Garrick), ম্যাক্রেডি (Mac-ready), আরভিং (Irving) সিড-ন্স্ (Siddons) প্রভৃতি অভিনেতৃগণ ইঁহার নায়কনায়িকার ভূমিকায় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে সেক্সপীয়ার নামযুক্ত নাটকগুলি পণ্ডিতবর বেকনেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। এ সম্বন্ধে এখনও বাদা-নুবাদ চলিতেছে।

সেচক—১। সেককর্ত্তা। সিচ (সিক্ত করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। ২। মেঘ। সং ; পু।

সেচন—সেক, উক্ষণ ; আর্দ্রীকরণ, ভিজান ; ছেঁচা। সিচ (সিক্ত করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে সিক্ত।

সেচনী—সেচনপাত্র, সিউনি। সিচ (সিক্ত করা) + অনট্ ণ + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সেতু—জলবন্ধ, জাঙ্গাল, ক্ষেত্রাদির আইল, ভেড়ি, বাঁধ ; পুল, সাঁকো। সি (বন্ধন করা) + তুন্ ক। সং ; পু।

সেতুবন্ধ—ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত সেতু ; কথিত, আছে যে, রামের আদেশে হনুমান্ এই সেতু বন্ধন করেন। লঙ্কা হইতে পুষ্পক বিমান আরোহণে প্রত্যাগমন কালে রামচন্দ্র সীতাকে এই সেতু দেখাইয়া বলিলেন,—"এই অগাধ অপার সাগরের তীর্থস্থান ; উহা সেতুবন্ধ নামে পবিত্র বিখ্যাত তীর্থ হইবে।" সেতু হইয়াছে বন্ধ (বন্ধন) যথায়, বহু। পু।

সেত্র—নিগড়, বেড়ী। সি (বন্ধন করা) + ত্র ণ। সং ; ক্লী।

সেনা—সৈন্য ; সৈন্যদল। সি (বন্ধন করা) + ন র্ম + আপ্। সং ; স্ত্রী।

সেনাঙ্গ—সৈন্যদলের অবয়ব—হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এই চারি প্রকার। সেনার অঙ্গ, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

সেনাচর—সৈন্যভুক্ত ব্যক্তি। সেনা শব্দ – চর + অন্ ক। সং ; পু।

সেনানায়ক—সেনাপতি, সৈন্যধ্যক্ষ। ৬তৎ সং ; পু।

সেনানিবাস—শিবির, ছাউনি। ৬তৎ। সং ; পু

সেনানিবেশ—শিবির, সৈন্যদিগের ছাউনি। ৬তৎ। সং ; পু।

সেনানী—সৈন্যাধ্যক্ষ, সেনাপতি ; কার্ত্তিকেয়। সেনা – নী (লইয়া যাওয়া) + ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

সেনাপতি—সৈন্যাধ্যক্ষ, সেনানায়ক ; কার্ত্তিকেয়। ৬তৎ। সং ; পু।

সেনামুখ—সেনার অগ্রভাগ ; ৩ হস্তী, ৩ রথ, ৯ অশ্ব, ১৫ পদাতি—এতৎ সংখ্যক সৈন্য। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

সেফ—শিশ্ন, মেঢ্র। সি (বন্ধন করা) + ফ ক।

সের আলী—ইহাঁর পিতার নাম উল্লি (Wulli), খাইবারী জাতীয় ; নিবাস আফগানিস্থান। ১৮৬২ খ্রীঃ সের আলি পেশওয়ারের কমিশনারের অশ্বারোহী আরদালী স্বরূপে নিযুক্ত ছিল। জাতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য সের আলী পেশোয়ারের সন্নিকট একটী স্থানে স্ববংশীয় জনৈক শত্রুকে নিহত করে। বৃটিশ রাজ্যের মধ্যে এইরূপ হত্যা নিষিদ্ধবশতঃ সের আলী হত্যা-অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। পরে এই দণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কারাবাস-দণ্ড পাইয়া ১৮৬৯ খ্রীঃ মে মাসে আণ্ডামান দ্বীপে আসে। যে সময় ভারতের বড়লাট লর্ড মেও আন্দামান দ্বীপ পরিদর্শন করিতে যান, তখন সের আলী হোপ টাউনে নাপিতের কার্য্য করিতে থাকে। ১৮৭২ খ্রীঃ ৮ই ফেব্রুয়ারি লর্ড মেও হ্যারিয়েট পর্ব্বত হইতে সূর্য্যাস্ত দর্শন করিয়া যখন জাহাজে উঠিতে যান, সেই সময় সের আলী ইহাঁকে ছুরিকাঘাতে আহত করে। আঘাতের কিছুক্ষণ পরেই লর্ড মেওর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। আন্দামান দ্বীপের উপনিবেশের চিফ কমিশনার জেনারেল ষ্টীওয়ার্ট (যিনি উত্তরকালে ভারতের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন) সের আলীর বিচার করেন। বিচার ফলে ঐ বৎসরে ১১ই মার্চ্চ সের আলী ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করে। এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের মূলে যে কি রাষ্ট্রনৈতিক ষড়যন্ত্র ছিল, অনুসন্ধানের দ্বারা তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই।

সেব—সেবা ; পরিচর্য্যা। সেব (সেবা করা) + অল্ ভা। সং ; পু।

সেবক—১। সেবাকারী, পরিচারক, দাস। সেব (সেবা করা) + ণক ক। ২। সীবনকর্ত্তা, দরজিপ্রভৃতি। সিব (সেলাই করা) + ণক ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সেবিকা।

সেবকাধম—১। অধম সেবক, নিকৃষ্ট দাস। ৭তৎ। ২। দাস হইতে নিকৃষ্ট, চাকর অপেক্ষা নীচ। ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

সেবধি—কুবেরের নিধি, শঙ্খপদ্মাদি। সেব শব্দ (সেবা) – ধা (ধারণ) + কি ক। সং ; পু।

সেবন—১। সেবা ; ভজনা ; উপাসনা ; উপভোগ। সেব (সেবা করা) + অনট্ ভা। ২। সূচীকর্ম্ম, সেলাই। সিব (সেলাই করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

সেবনী—সূচী, সূচ, ছুঁচ। সিব (সেলাই করা) + অনট্ ণ + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সেবনীয়—সেবনযোগ্য ; ভোগ্য ; উপাস্য। সেব (সেবা করা) + অনীয় র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সেবা—পরিচর্য্যা ; উপাসনা ; উপভোগ ; আশ্রয়। সেব (সেবা করা) + অ ভা + আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে সেবিত।

সেবাকার্য্য—পরিচর্য্যার কর্ম্ম, চাকরের কাজ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সেবাদাসী—পরিচর্য্যার নিমিত্ত রক্ষিতা দাসী ; এক সম্প্রদায় বৈষ্ণবের রক্ষিতা রমণী। সেবার নিমিত্ত রক্ষিতা দাসী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সেবাব্রত—সেবারূপ নিয়ম, পরপরিচর্য্যা রূপ পুণ্যকার্য্য। সেবা রূপ ব্রত, রূপক, বা সেবাই ব্রত, কর্ম্মধা। সং ; পু বা ক্লী।

সেবিত—কৃত-সেবা ; উপাসিত ; আরাধিত ; উপভুক্ত ; আশ্রিত। সেব (সেবা করা) + ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে সেব, সেবন, সেবা।

সেব্য—উপাস্য, আরাধ্য ; প্রভু। সেব (সেবা করা) + য্যণ্ র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সেব্যমান—আরাধ্যমান ; যাহাকে সেবা করা যায় এরূপ। সেব (সেবা করা) + শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

সৈংহ—সিংহসম্বন্ধীয় ; সিংহসদৃশ। সিংহ শব্দ + ষ্ণ। বিণ ; ত্রি।

সৈংহিক, সৈংহিকেয়—সিংহিকাপুত্র, রাহু। সিংহিকা + ষ্ণ, ষ্ণেয় অপত্যার্থে। সং ; পু।

সৈকত—১। সিকতাবহুল, বালুকাময় (স্থান)। সিকতা শব্দ (বালুকা) + ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। ২। বালুকাময় তট, পুলিন। সং ; ক্লী।

সৈকতচর—সৈকতে বিচরণকারী। সৈকত শব্দ - চর (বিচরণ করা) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

সৈকতভূমি—বালুকাময় স্থান, নদ্যাদির বালুকাময় তট। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

সৈকতবাহিনী—বালুকাময় ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিতা (নদী)। সৈকত শব্দ – বহ (বহা) + ণিন্ ক + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সৈকতিক—১। যাত্রাকালে বদ্ধ মঙ্গলসূত্র। সিকতা শব্দ + ষ্ণিক। সং ; ক্লী। ২। ক্ষপণক ; সন্ন্যাসী। সং ; পু। ৩। সন্দিহান। বিণ ; ত্রি।

সৈকতিল—সিকতাযুক্ত, বালুকাময়। সিকতিল শব্দ + ষ্ণ স্বার্থে। বিণ ; ত্রি।

সৈনাপত্য—১। সেনাপতির কার্য্য বা পদ। সেনাপতি শব্দ + ষ্ণ্য। সং ; ক্লী। ২। সেনাপতিসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি।

সৈনিক—সেনাসম্বন্ধীয় ; সেনাসমবেত, সেনাদলভুক্ত (পুরুষাদি)। সেনা + ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। [সং ; পু।

সৈনিকপুরুষ—যোদ্ধৃপুরুষ, যোদ্ধা। কর্ম্মধা।

সৈনিকবেশ—যোদ্ধৃবেশ, যোদ্ধার পরিচ্ছদ। কর্ম্মধা। সং ; পু।

সৈন্ধব—১। সিন্ধুসম্বন্ধীয়। সিন্ধু শব্দ + ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। ২। অশ্ব। সং ; পু। ৩। সমুদ্রজাত লবণ। সং ; ক্লী।

সৈন্ধবী—রাগিণীবিশেষ। সিন্ধু শব্দ + ষ্ণ + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সৈন্য—সেনা, শ্রেণীবদ্ধ যোদ্ধা,—মৌল ভৃত্য সুহৃৎ শ্রেণী দ্বিষৎ বন্য—এই ছয় প্রকার। সেনা শব্দ + ষ্ণ্য। সং ; ক্লী।

সৈন্যসঞ্চালন—সেনা পরিচালনা, সেনাদিগকে অগ্রসর করা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

সৈন্যসমাবেশ—সেনাসমবায়, সেনাসকলের একত্র মিলন ; সেনাসংগ্রহ। ৬তৎ। সং ; পু।

সৈন্যসামন্ত—সেনাদল ও সমীপবর্ত্তী অনুগত রাজগণ বা শ্রেষ্ঠ প্রজাবৃন্দ। দ্বন্দ্ব। সং ; পু।

সৈন্যাধ্যক্ষ—সেনাপতি। সৈন্যের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। সং ; পু।

সৈয়দ—মুসলমান-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদের দৌহিত্র হসেনের বংশধরগণের উপাধি ; সবিশেষ মান্য ব্যক্তি। আরবী ভাষামূলক।

সৈরন্ধ্রী, সৈরিন্ধ্রী—পরগৃহস্থিতা স্বাধীনা শিল্পকারিণী ; দ্রৌপদী ; দময়ন্তী। সীর শব্দ (লাঙ্গল) – ধৃ (ধারণ করা) + ক ক + ষ্ণ + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

সৈরিক—১। লাঙ্গলসম্বন্ধীয়। সীর শব্দ (লাঙ্গল) + ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। ২। লাঙ্গলিক, হলকর্ষক ; কৃষক ; হেলে গরু। পু।

সৈরিভ—মহিষ। সীর + ইভ + ষ্ণ। সং ; পু।

সৈবাল—শৈবাল, শেওলা। সেবা শব্দ – অল (ভূষিত করা) + অন্ ক + ষ্ণ। সং ; ক্লী।

সোজ—গণেশ। ‘উ’র সহিত বর্ত্তমান যে সো (দুর্গা), বহু ; তদুদরে জন (জন্মা) + ড ক। সং ; পু।

সোঢ়—যাহা সহ্য করা হইয়াছে এরূপ। সহ

(সহ্)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে সহন।

সোঢ়া—(সোঢ়্)। সহনশীল; সমর্থ। সহ (সহ্)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সোঢী।

সোৎকণ্ঠ—উৎকণ্ঠাযুক্ত; আগ্রহান্বিত, উদ্বিগ্ন: উৎকণ্ঠার সহিত বর্ত্তমান যে, বহ। বিণ।

সোৎপ্রাস—১। শ্লেষবাক্য; ঈষদ্ধাস্যযুক্ত বাক্য। সহ—উৎ—প্র—অস (হওয়া)+ঘঞ ভা। সং; পু। ২। বৃদ্ধিযুক্ত; সোল্লুণ্ঠ (বাক্য)। বিণ; ত্রি।

সোদর, সোদর্য্য—সহোদর, একগর্ভজাত ভ্রাতা। সহ (সমান) হইয়াছে উদর যাহার সহিত, বহ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ষ্য স্বার্থে। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সোদরা, সোদর্য্যা।

সোদরা, সোদর্য্যা—সহোদরা, একগর্ভজাতা ভগিনী। সোদর দেখ; সোদর, সোদর্য্য শব্দ+আপ্। সং; স্ত্রী।

সোন্মাদ—উন্মাদগ্রস্ত, ক্ষিপ্ত। উন্মাদের সহিত বর্ত্তমান যে, বহ। বিণ; ত্রি।

সোপপ্লব—রাহুগ্রস্ত চন্দ্র বা সূর্য্য। উপপ্লবের সহিত বর্ত্তমান যে, বহ। সং; পু।

সোপান—আরোহণী, সিঁড়ি। সহ—উপ—অন (গমন করা)+অল্ ণ। সং; ক্লী।

সোপানশ্রেণী—সোপানসমূহ, সিঁড়িসকল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সোপানাবলি, সোপানাবলী—সোপানশ্রেণী, সিঁড়িসকল। সোপানের আবলি বা আবলী, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সোপেন হাউয়ার—(Arthur Schopenhauer). জর্ম্মান দেশীয় দার্শনিক পণ্ডিত। ইনি ১৭৮৮ খ্রীঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ ও ১৮৬০ খ্রীঃ ২১শে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করেন। ইনি দুঃখবাদ (Pessimism) দর্শনের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা ছিলেন। উপনিষদ্ পাঠ করিয়া ইনি বলিয়াছিলেন—"It has been the solace of my life; it will be the solace of my death" অর্থাৎ ইহা আমার জীবনকে শান্তি প্রদান করিয়াছে; আমার মরণেও শান্তি প্রদান করিবে।

সোম—১। চন্দ্র; কুবের; বায়ু; যম; কর্পূর। অমৃত; সোমলতার রস; কপি; জল; বসুবিশেষ। সু (প্রসব করা)+ম ক। সং; পু। ২। সৌম্য, সুন্দর, মনোহর। বিণ; ত্রি। ৩। শিব। উমার সহিত বর্ত্তমান যিনি, বহ। সং; পু।

সোমক্ষয়—অমাবস্যা। সোমের (চন্দ্রের) ক্ষয় হয় যাহাতে, বহ। সং; পু।

সোমগিরি—উত্তর সমুদ্রে অবস্থিত সুরগণেরও অগম্য পর্ব্বত। উত্তর সমুদ্রে সূর্য্যোদয় না হইলেও সোমগিরি সমস্ত আলোকিত করিতেছে। এই পর্ব্বত উত্তর দিকের শেষ সীমা। রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে যে, এখানে দেবশ্রেষ্ঠ শম্ভু ব্রহ্মর্ষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

সোমজ—১। চন্দ্রজাত। সোম শব্দ (চন্দ্র)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ; ত্রি। ২। বুধ; গজ। সং; পু।

সোমতীর্থ—প্রভাসতীর্থ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সোমদত্ত—জনৈক নৃপ। ইঁহার পিতার নাম বাহ্লিক ও পুত্রের নাম ভূরিশ্রবাঃ। দেবকরাজতনয়া দেবকীর স্বয়ংবর সভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন। যদুবংশীয় বীর শিনি বসুদেবের নিমিত্ত দেবকীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতে উদ্যত হইলে ইনি তাঁহাকে বাধা দিতে যাইয়া যুদ্ধে পরাজিত হন। শিনি সর্ব্বজনসমক্ষে ইঁহাকে পদাঘাত করেন। দারুণ লজ্জায় ও মনোদুঃখে ইনি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন এবং আশুতোষকে তুষ্ট করিয়া এই বর লাভ করেন যে, ইঁহার পুত্র শিনির পৌত্রকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে পদাঘাত করিতে সমর্থ হইবে। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি কৌরব পক্ষ অবলম্বন করেন এবং চতুর্দ্দশ দিবসের নিশাযুদ্ধে সাত্যকির হস্তে নিপতিত হন।

সোমনাথ—গুজরাট-দেশান্তর্গত জনপদবিশেষ। এই স্থানে সোমনাথ নামে এক শিববিগ্রহ ও তাঁহার মন্দির অতি প্রসিদ্ধ ছিল। গজনির সুলতান মাহ্মুদ দ্বাদশবার ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ১০২৪ খ্রীঃ এই মন্দির অবরোধ করেন। হিন্দুরা ইহার রক্ষার্থ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। এই যুদ্ধে পাঁচ সহস্র সৈন্য বিনষ্ট হইলে হিন্দুরা হতাশ হইয়া পলায়ন করেন। মাহ্মুদ বিজয়ী হইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ দেববিগ্রহ রক্ষা করিবার নিমিত্ত মাহ্মুদকে বিস্তর টাকা দিতে চাহেন। কিন্তু মাহ্মুদ তাহাতে সম্মত না হইয়া বলিলেন, 'আমি প্রতিমা-বিক্রেতা নহি, প্রতিমা-নাশক'; এই কথা বলিয়া তিনি হস্তস্থিত লৌহদণ্ড দ্বারা মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অমনি মূর্ত্তির উদরগহ্বর হইতে প্রভূত ধনরত্ন নির্গত হইল। পরন্তু এই কিংবদন্তীর মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক, মাহ্মুদ লুণ্ঠিত ধনরত্ন সহিত মন্দিরের চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত কপাট ও বিগ্রহের ভগ্ন খণ্ডগুলি লইয়া গজনী গমন করেন।

সোমপ, সোমপা—যজ্ঞে সোমরস পানকারী। সোম শব্দ—পা (পান করা)+ড, ক্বিপ্ ক। সং; পু।

সোমপীতী—(সোমপীতিন্), সোমপীথী (সোমপীথিন্)। যজ্ঞে সোমরস পানকারী। সোমের পীত (পান) ইতি সোমপীত, ৬তৎ, তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু। [বিশেষ। সং; পু।

সোমযাগ—সোমরসপানাঙ্গক বর্ষত্রয়-সাধ্য যজ্ঞ-

সোমযাজী—(সোমযাজিন্)। সোমযাগকারী। সোম শব্দ—যজ (যজ্ঞ করা)+ণিন্ ক। সং; প।

সোমরস—সোমলতার রস। ৬তৎ। সং; পু।

সোমলতা, সোমলতিকা—স্বনামখ্যাত লতাবিশেষ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

সোমসিদ্ধান্ত—১। চন্দ্রপ্রণীত জ্যোতিষ গ্রন্থ বিশেষ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ২। পণ্ডিতবিশেষ। সং; পু।

সোমসিন্ধু—বিষ্ণু। সং; পু।

সোমসুৎ—সোমযাজী, সোমযাগকারী। সোম—সু (প্রসব করা)+ক্বিপ্ ক; সং; পু।

সোমসুতা—রেবা, নর্ম্মদা নদী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সোমাশ্রম—হিমালয়ের সন্নিকটে এই আশ্রম অবস্থিত। এই আশ্রমে দেবতা গন্ধর্ব্বগণ বাস করেন।

সোমোদ্ভবা—নর্ম্মদা নদী। সোম হইতে উদ্ভব যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং; স্ত্রী।

সোরাবজী—(মিস কর্ণেলিয়া)। ইনি ১৮৬৬ খৃঃ নাসিক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রেভঃ সোরাবজী করসেট্‌জীর কন্যা। ইনি উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। ১৮৮৭ খ্রীঃ ইনি বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। আমেদাবাদ নগরস্থ গুজরাট্ কলেজে ইনি কিছুদিন ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। পরে কর্ম্মত্যাগ করিয়া ১৮৮৮ খ্রীঃ অক্‌সফোর্ডে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রবেশ করেন, এবং তথায় আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে প্রত্যাগমন করেন। কয়েক বৎসর যাবৎ ইনি বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের অধীনে, যে সকল দেশীয় রমণীগণের সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে, আইন ও মামলা মকদ্দমা বিষয়ক ব্যাপারে তাঁহাদের পরামর্শদাত্রীরূপে নিযুক্ত আছেন। ১৯০৯ খ্রীঃ ২৫শে জুন ইনি প্রথম শ্রেণীর Kaiser-i-hind পদক লাভ করিয়াছেন।

সোলন্—(Solon)। আথেন্সের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থা-প্রণেতা ও গ্রীসের সাতজন মহাপ্রাজ্ঞের অন্যতম। ইঁহার জন্মাব্দ খ্রীঃ পূঃ ৬৪০ বা ৬৩৮ এবং মরণাব্দ খ্রীঃ পূঃ ৫৫৯ বা ৫৫৮। সালামিস্ দ্বীপ ইঁহার জন্মভূমি। আথেন্স

নগরে দর্শন-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আরও জ্ঞানলাভার্থ ইনি নানা দেশে পর্য্যটন করেন এবং তৎপরে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে বাণিজ্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হন সেই সময়ে ইনি মধ্যে মধ্যে কবিতা রচনা করিতেন, এবং ক্রমে কবি বলিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সালামিস্ আথেন্সের হস্তচ্যুত হওয়ায় ইনি তৎসম্বন্ধে এরূপ একটী উদ্দীপনাময়ী কবিতা রচনা করিয়া পাঠ করেন যে, তাহাতে উক্ত স্থান পুনরধিকার করিবার চেষ্টা স্থিরীকৃত হয়, এবং তদর্থে সৈন্য প্রেরণ করিয়া সোলনকে তাহার নেতৃত্ব প্রদান করা হয়। ইঁহার চেষ্টায় মনোহর দ্বীপটি পুনরধিকৃত হইলে ইনি রাজ্যমধ্যে প্রধান ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন।

অতঃপর রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের অনুরোধে ইনি উহার উন্নতিকল্পে কতকগুলি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। সেই সকল ব্যবস্থায় ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া লোকে চমৎকৃত হয় এবং ইঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। অনন্তর ইনি পুনর্ব্বার বিদেশদর্শনে বহির্গত হন এবং সাইপ্রস, এসিয়া মাইনর, মিসর প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিয়া দশ বৎসর অতিবাহিত করেন। কথিত আছে আছে যে, এই সময় ইনি একদা লীডিয়া-রাজ ক্রীজসের সভায় উপস্থিত হইলে, তিনি আপনার অগাধ ধনরত্নরাজি প্রদর্শন করিয়া এই মহাপণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেন,—'বলুন্ দেখি, জগতে আমা অপেক্ষা সুখী ব্যক্তি কেহ আছে কি?' সোলন বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, 'ধনৈশ্বর্য্য সুখের প্রকৃত নিদান নহে; বিশেষতঃ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি সুখে কালযাপন করিতে না পারে, তাহাকে সুখী বলা যাইতে পারে না।' বলা বাহুল্য, এইরূপ উত্তরে ক্রীজস্ মনে মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাপণ্ডিতের প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া উপেক্ষাসূচক ভ্রূকুটী প্রদর্শন করিলেন।

কিছুকাল পরে ক্রীজস্ পারস্যপতি সাইরস কর্তৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন। সাইরস ক্রীজসকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিবার নিমিত্ত তাঁহার হস্তপদ বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে জ্বলন্ত চিতায় আরোপিত করিলে ক্রীজস্ মহাপ্রাজ্ঞ সোলনের উক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'হা সোলন! সোলন!' বলিয়া আক্ষেপ করিয়া উঠিলেন। সাইরস্ কর্তৃক এরূপ আক্ষেপোক্তির কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি সোলনের সহিত সাক্ষাৎকারের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। তচ্ছ্রবণে সাইরসের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি ক্রীজসকে মুক্তি প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সদ্ভাবসংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপে সোলন্ দুইজন রাজার জ্ঞানোদ্রেকের ও একজনের জীবনরক্ষার কারণ হইয়াছিলেন।

সোল্লুণ্ঠ—সোপহাস, পরিহাসযুক্ত, ঠাট্টা-সহিত; পার্শ্বপরিবর্ত্তনাদি যুক্ত। উল্লুণ্ঠের সহিত বর্ত্তমান যে, বহ। বিণ; ত্রি।

সোহাগ—অতিশয় আদর, অতিশয় ভালবাসা। দেশজ শব্দ।

সোহাগা—টঙ্কণ; ইহা স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতুসমূহ গলাইতে বা যুড়িবার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। দেশজ।

সৌকর্য্য—১। সুকরতা, সুসাধ্যতা; অনায়াস; সুবিধা। সুকর+ষ্য ভাবে। ২। শূকরত্ব। শূকর+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

সৌকুমার্য্য—সুকুমারতা, মৃদুতা, কোমলতা। সুকুমার+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

সৌখশায়নিক, সৌখসুপ্তিক—সুখশয়ন জিজ্ঞাসু, বৈতালিক; স্তুতিপাঠক। সুখে শয়ন, সুপ্তি সুখশয়ন, সুখসুপ্তি, ৭তৎ, তদুত্তরে ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

সৌখীন—বিলাসী, সুখভোগপরায়ণ, বাবু। সুখ শব্দ+ঈন। বিণ; ত্রি।

সৌখীনতা—বিলাসিতা; বাবুগিরি। সৌখীন দেখ: সৌখীন+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

সৌখ্য—সুখধারা; সুখসমূহ। সুখ+ষ্য। সং; ক্লী। [সং; পু।

সৌগত—বুদ্ধ। সুগত শব্দ (বুদ্ধ)+ষ্ণ স্বার্থে।

সৌগন্ধ, সৌগন্ধ্য—সদ্গন্ধ, সৌরভ। সুগন্ধ+ষ্ণ, ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

সৌগন্ধিক—১। কহ্লার; নীলোৎপল। সুগন্ধ+ ষ্ণিক। সং; ক্লী। ২। গন্ধবণিক্। সং; পু।

সৌজন্য—সুজনতা, শিষ্টাচার, সদ্ব্যবহার। সুজন শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

সৌত্র, সৌত্রিক—১। সূত্রসম্বন্ধীয়; সূত্রানুযায়ী। সূত্র+ষ্ণ, ষ্ণিক। বিণ; ত্রি। ২। ব্রাহ্মণ; ব্যাকরণে—গণপাঠধৃত ধাতুবৎ দৃষ্ট-প্রয়োগ নয় অথচ কেবল শব্দবিশেষ সাধনার্থ স্বীকৃত সূত্রনিবেশিত ধাতু। সং।

সৌদামনী, সৌদামিনী—বিদ্যুৎ, তড়িৎ; অপ্সরাবিশেষ। সুদামা দেখ; সুদামন্ (মেঘ)+ষ্ণ ভবার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সৌদায়িক—পিতা, মাতা বা পতির নিকট প্রাপ্ত স্ত্রী-ধন। সু (উত্তম) যে দায় (ধন) সুদায়, কর্ম্মধা, তদুত্তরে ষ্ণিক। সং; ক্লী।

সৌদাস—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। একদা ইনি মৃগয়া করিবার সময় ব্যাঘ্ররূপী দুই রাক্ষসকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করেন। অপর জন প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবে এইরূপ ভয় দেখাইয়া অন্তর্হিত হয়। একদা রাজা সৌদাস অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছিলেন। এই যজ্ঞে বশিষ্ঠ যাজকতা করেন। পলায়িত রাক্ষস বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া রাজার নিকট সমাংস অন্নভোজন প্রার্থনা করিলে রাজা তৎক্ষণাৎ তাহার উদ্যোগ করিয়া দিলে তখন রাক্ষস গোপনে সমাংস অন্নের সহিত নরমাংস মিশ্রিত করিয়া দিলেন। ঋষি বশিষ্ঠ ভোজনের সময় নরমাংস প্রদত্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন, —"যে খাদ্য আমায় দিয়াছ তাহাই তোমার খাদ্য হউক।" বিনা অপরাধে এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া রাজাও অভিশাপ দিবার জন্য জলগণ্ডূষ লইলে মহিষী ইঁহাকে নিরস্ত করিলেন। তখন তাঁহার পাদদেশে সেই তেজযুক্ত জল পতিত হইলে তাঁহার চরণদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল। তদবধি তাঁহার নাম হইল "কল্মাষপাদ"।

সৌধ—সুধা-ধবলিত গৃহ; রাজভবন, প্রাসাদ। সুধা শব্দ (চূণ)+ষ্ণ সংসর্গার্থে। সং; ক্লী বা পু।

সৌধকিরীটিনী—প্রাসাদরূপ কিরীটশোভিতা, অর্থাৎ বহুতর সমুচ্চ ও মনোহর সৌধযুক্তা। সৌধ রূপ কিরীট, রূপক কর্ম্মধা। সৌধকিরীট+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সৌধচূড়া—প্রাসাদশিখর। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সৌধমালা—প্রাসাদশ্রেণী, সুধা-ধবলিত গৃহশ্রেণী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সৌধোপরি—প্রাসাদের উপর। ৬তৎ। ব্য।

সৌনিক—মাংসবিক্রয়ী, কসাই। সূনা শব্দ (বধ্যভূমি)+ষ্ণিক। সং; পু।

সৌন্দর্য্য—সুশ্রীকতা, সুরূপতা। সুন্দর শব্দ+ ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

সৌন্দর্য্যগর্ব্ব—সুরূপতার অহঙ্কার, সুশ্রীকতা জন্য দর্প। ৬তৎ। সং; পু।

সৌন্দর্য্যগর্ব্বিত—সুরূপতা জন্য অহঙ্কৃত, শোভা হেতু গর্ব্বযুক্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সৌন্দর্য্যগৌরব—সুশ্রীকতার মহিমা; সুরূপতার গর্ব্ব। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সৌন্দর্য্যপ্রিয়—সুশ্রীকতার অনুরাগী, যে সৌন্দর্য্য দেখিতে ভালবাসে এরূপ। বহ। বিণ; ত্রি।

সৌন্দর্য্যময়—সৌন্দর্য্যপূর্ণ, শোভাময়। সৌন্দর্য্য +ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সৌন্দর্য্যময়ী।

সৌন্দর্য্যাধার—সুরূপতার আধার, শোভার আশ্রয়, অতিশয় সৌন্দর্য্যপূর্ণ। ৬তৎ। বিণ।

সৌপর্ণ—১। সুপর্ণসম্বন্ধীয়। সুপর্ণ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। গরুড়; মরকত মণি। সং; পু।

সৌপ্তিক—১। সুপ্তসম্বন্ধীয়। সুপ্ত শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। মহাভারতের পর্ব্ববিশেষ। সং; ক্লী।

সৌভদ্র, সৌভদ্রেয়—সুভদ্রাপুত্র, অভিমন্যু। সুভদ্রা+ষ্ণ, ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

সৌভরি—অনেক মুনি। তপস্যা দ্বারা ইনি যথেষ্ট আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পরে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইয়া ইনি রাজা মান্ধাতার নিকট তাঁহার একটী কন্যা ভার্য্যার্থে প্রার্থনা করেন। মনোনয়নার্থ কন্যাগণের নিকট প্রেরিত হইয়া ইনি যোগবলে দিব্য-দেহ ধারণ করিলে কন্যাগণ সকলেই ইঁহাকে বরমাল্য প্রদান করেন। পত্নী-গণ সমভিব্যাহারে ইনি বনাশ্রমে বাস করিতে প্রবৃত্ত হন এবং যোগবলে প্রভূত ধনৈশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া বহুকাল সংসারা-শ্রমে সুখে অতিবাহিত করেন। সেই সময়ে ইঁহার অনেকগুলি পুত্রকন্যাও জন্মে। অনন্তর ইনি পুনর্ব্বার সংসার পরিত্যাগ করিয়া তপশ্চরণে অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। সং; পু।

সৌভাগিনেয়—সুভগা স্ত্রীর পুত্র। সুভগ শব্দ +ঢেয় অপত্যার্থে। সং; পু।

সৌভাগ্য—১। শুভাদৃষ্ট; প্রিয়ত্ব; সৌন্দর্য্য। সুভগ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী। ২। যোগবিশেষ। সং; পু।

সৌভাগ্যক্রমে—শুভাদৃষ্টবশতঃ, জোর কপাল হেতু। সৌভাগ্যের ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সৌভাগ্যগর্ব্ব—শুভাদৃষ্টের অহঙ্কার, অদৃষ্ট ভাল বলিয়া দর্প; সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব। ৬তৎ। সং; পু।

সৌভাগ্যগৌরব—শুভাদৃষ্টের মহত্ব। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সৌভাগ্যলক্ষ্মী—শুভাদৃষ্টরূপ শ্রী; সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। রূপক বা ৬তৎ। স্ত্রী।

সৌভাগ্যবতী—সৌভাগ্যবান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

সৌভাগ্যবশতঃ—শুভাদৃষ্টক্রমে, জোর কপাল হেতু। সৌভাগ্যের বশ, ৬তৎ; তদুত্তরে তস্। ব্য।

সৌভাগ্যবান্—(সৌভাগ্যবৎ)। শুভাদৃষ্ট-সম্পন্ন, জোর কপালবিশিষ্ট। সৌভাগ্য শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সৌভাগ্যবতী।

সৌভাগ্যশালী—(সৌভাগ্যশালিন্)। সৌভাগ্য-বান্, শুভাদৃষ্টসম্পন্ন। সৌভাগ্য শব্দ+ শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সৌভাগ্যশালিনী। [সং; পু।

সৌভাগ্যসূর্য্য—শুভাদৃষ্টরূপ রবি। রূপক।

সৌভ্রাত্র—সুভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতৃগণের পরস্পর প্রীতি। সু (উত্তম) যে ভ্রাতা সুভ্রাতা, কর্ম্মধা; সুভ্রাতৃ+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

সৌমনস্য—ভালবাসা, প্রীতি; প্রসন্নতা, সন্তোষ। সুমনাঃ দেখ; সুমনস্+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

সৌমনা—উদয়পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ। পূর্ব্বে কোন সময়ে বিষ্ণু ত্রৈলোক্য আক্রমণ কালে এই শৃঙ্গে এক পদ এবং সুমেরুশিখরে অন্য পদ অর্পণ করিয়াছিলেন

সৌমিত্র, সৌমিত্রি—সুমিত্রাতনয়, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন। সুমিত্রা+ষ্ণ, ষ্ণি অপত্যার্থে। সং; পু।

সৌম্য—১। সোমপুত্র, চন্দ্রতনয়, বুধগ্রহ। সোম+ষ্ণ্য। সং; পু। ২। সুন্দর; সুদৃশ্য; সাধু; শান্তমূর্ত্তি; নিপুণ। বিণ; ত্রি। [সং; পু।

সৌম্যভাব—শান্তভাব, সাধুভাব। কর্ম্মধা।

সৌম্যমূর্ত্তি—১। শান্ত আকৃতি, সুন্দর অবয়ব। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। শান্ত আকৃতি-বিশিষ্ট, সুন্দরকায়। বহু। বিণ; ত্রি।

সৌম্যাকৃতি—১। শান্ত আকৃতি, সুন্দর আকার। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। শান্ত আকৃতিবিশিষ্ট, সুদৃশ্যবপুঃ। বহু। বিণ; ত্রি।

সৌর—১। বৈবস্বত মনু; যম; শনি; কর্ণ; সুগ্রীব। সূর (সূর্য্য)+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং; পু। ২। সূর্য্যসম্বন্ধীয়। সূর+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

সৌরকর, সৌরকিরণ—সূর্য্যকিরণ, রৌদ্র। সৌর (সূর্য্যসম্বন্ধীয়) কর বা কিরণ, কর্ম্মধা। সং; পু।

সৌরকরলেখা—সূর্য্যকিরণের রেখা, সূর্য্যের কিরণমালা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

সৌরকরোদ্ভাসিত—সূর্য্যকিরণে প্রকাশিত, সূর্য্যের করে সমুজ্জ্বল। সৌরকর দ্বারা উদ্ভাসিত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সৌরজগৎ—সূর্য্য ও তাহার চতুর্দ্দিকে পরি-ভ্রমণকারী গ্রহ উপগ্রহাদি মণ্ডল (Solar System)। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সূর্য্য সৌরজগতের কেন্দ্রস্বরূপ। উহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা-বিধ গ্রহ, ধূমকেতু প্রভৃতি উহাকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবী একটি গ্রহমাত্র। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এককালে ইহা তেজঃপুঞ্জ তরলপদার্থ-পিণ্ড বা প্রতপ্ত বাষ্পপিণ্ডস্বরূপ ছিল। চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ দূরবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে এমন অনেক নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছেন যে, সেগুলি অদ্যাপি বায়বীয় অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা অনুমান করেন, সমগ্র সৌরজগৎও এক সময়ে ঐরূপ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। কালক্রমে উহার তাপের হ্রাস হইতে থাকায় এক এক অংশ দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ শীতল হইয়া গ্রহ ও উপগ্রহরূপে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। একমাত্র সূর্য্যই দীপ্তি-ময় তেজঃপিণ্ডরূপে মধ্যস্থলে বিদ্যমান থাকিয়া চতুর্দ্দিকে করমালা বিস্তার করিতেছে।

সৌরভ, সৌরভ্য—সদগন্ধ; সুবাস; সৌন্দর্য্য; কুঙ্কুম। সুরভি+ষ্ণ, ষ্ণ্য। সং; ক্লী।

সৌরভময়—সদগন্ধপূর্ণ, সুবাসবিশিষ্ট। সৌরভ +ময়ট্। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে সৌরভময়ী।

সৌরভশালী—সদগন্ধযুক্ত, সুবাসবিশিষ্ট। সৌরভ +শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সৌরভশালিনী। [সং; পু।

সৌরভসম্ভার—সৌরভরাশি, সুবাসসমূহ। ৬তৎ।

সৌরভান্বিত—সৌরভযুক্ত, সদগন্ধবিশিষ্ট। সৌরভ দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩তৎ। বিণ।

সৌরভেয়—১। সুরভিসম্বন্ধীয়। সুরভি+ঢেয়। বিণ; ত্রি। ২। বৃষ, ষাঁড়। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে সৌরভেয়ী।

সৌরভেয়ী—গবী। সুরভি শব্দ (গবী)+ঢেয় অপত্যার্থে+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

সৌরভ্য—সৌরভ দেখ।

সৌরমণ্ডল—সূর্য্যমণ্ডল, সূর্য্যের পরিবেষ। কর্ম্মধা। সং; পু।

সৌরাজ্য—সাধুরাজযুক্তত্ব, উত্তম রাজত্ব। সু যে রাজা, কর্ম্মধা; সুরাজন্+ষ্ণ্য ভাবে। সং; ক্লী।

সৌরাজ্যসংস্থাপন — সুশাসনপূর্ণ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা, সুখময় রাজ্যস্থাপন। ৬তৎ। সং।

সৌরাজ্যসুখ—সুশাসনপূর্ণ রাজত্বজনিত সুখ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

সৌরাষ্ট্র—১। সুরাট দেশ। সুরাষ্ট্র শব্দ+ষ্ণ। ২। তদ্দেশীয় লোক। সং; পু।

সৌরি—১। যম; শনিগ্রহ। সূর শব্দ (সূর্য্য) +ষ্ণি অপত্যার্থে। ২। শ্রীকৃষ্ণ। শূরি শব্দ ষ্ণি। সং; পু।

সৌবর্গ—১। স্বর্গীয়। স্বর্গ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি। ২। সুর, দেবতা। সং; পু।

সৌবর্চ্চল—লবণবিশেষ; সোরা। সুবর্চ্চল+ষ্ণ। সং; ক্লী।

সৌবর্ণ—১। সুবর্ণময়। সুবর্ণ (সোণা)+ষ্ণ বিকারার্থে। বিণ; ত্রি। ২। মেরু-পর্ব্বত। সং; পু।

সৌবস্তিক—পুরোহিত, যাজক; স্বস্তিবাচক। স্বস্তি+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি।

সৌবিদ, সৌবিদল্ল—কঞ্চুকী, অন্তঃপুররক্ষক। সুবিদ, সুবিদল্ল শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু।

সৌষ্ঠব—সুরূপত্ব, সৌন্দর্য্য; উৎকর্ষ; আধিক্য। সুষ্ঠু শব্দ+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

সৌষ্ঠবান্বিত—সৌষ্ঠবযুক্ত, সৌন্দর্য্যসম্পন্ন। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

সৌসাদৃশ্য—সম্পূর্ণ সাদৃশ্য, উত্তম মিল। সু (উত্তম) সদৃশ, নিত্য, তদুত্তরে ষ্য ভাবে। সং; স্ত্রী।

সৌহার্দ্দ সৌহৃদ—সখ্য, মিত্রতা, বন্ধুতা; সৌজন্য। সুহৃদ্+ষ্ণ ভাবে। সং; ক্লী।

সৌহার্দ্দ্য, সৌহৃদ্য—সখ্য, মিত্রতা, বন্ধুত্ব; সৌজন্য। সুহৃদ্+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

সৌহার্দ্দ্যবন্ধন—মিত্রতারূপ বন্ধন, প্রণয়রূপ বাঁধন। রূপক। সং; ক্লী।

সৌহার্দ্দ্যসংস্থাপন—বন্ধুত্বস্থাপন, মৈত্রীকরণ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

সৌহিত্য—পর্য্যাপ্ত ভোজন, অতিশয় তৃপ্তি। সুহিত শব্দ+ষ্য ভাবে। সং; ক্লী।

স্কন্দ—১। কার্ত্তিকেয়। স্কন্দ (গমন করা)+অন্ ক। ২। গতি। স্কন্দ+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে স্কন্ন।

স্কন্দন—গমন, গতি; ক্ষরণ; রেচন; শোষণ। স্কন্দ (গমন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে স্কন্দ।

স্কন্ধ—অংস, কাঁধ; দেহ; বৃক্ষকাণ্ড, গাছের গুঁড়ি; সেনাধ্যক্ষ; যুদ্ধ; ব্যূহ; রাজা; পথ; ছন্দোবিশেষ; গ্রন্থপরিচ্ছেদ; ককুদ্, ষাঁড়ের ঝুঁটি; বৌদ্ধমতে—জ্ঞানের পঞ্চ অংশ, বিষয়প্রপঞ্চ—রূপস্কন্ধ, বিষয়জ্ঞান-প্রপঞ্চ—বেদনাস্কন্ধ, আলয়বিজ্ঞানপ্রপঞ্চ—বিজ্ঞানস্কন্ধ, নামপ্রপঞ্চ—সংজ্ঞাস্কন্ধ, বাসনা-প্রপঞ্চ—সংস্কারস্কন্ধ। 'ক' অর্থে মস্তক, তাহার দ্বিতীয়ার ১বচনে কং (মস্তকে), তদুত্তরে ধা (ধারণ)+ড ক। সং; পু।

স্কন্ধদেশ—অংস, কাঁধ। কর্ম্মধা। সং; পু।

স্কন্ধবাহ, স্কন্ধবাহক—স্কন্ধদ্বারা শকট বা ভার বহনকারী। ৬তৎ। সং; পু। [স্ত্রী।

স্কন্ধশাখা—বৃক্ষের প্রধান শাখা। ৬তৎ। সং;

স্কন্ধাবার—শিবির, তাঁবু। স্কন্ধ শব্দ (রাজা বা সৈন্য)—আ—বৃ (আবরণ করা)+ঘঞ্ ক। সং; পু।

স্কন্ধাবারবাহ—শিবিরবাহক, তাঁবু বহনকারী। ৬তৎ। সং; পু।

স্কন্ন—গত; চ্যুত; ক্ষরিত; শুষ্ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে স্কন্দ, স্কন্দন।

স্খদন—বিদারণ; বিনাশন; পরাজয়। স্খদ (বিদীর্ণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

স্খলৎ—স্খলিত হইতেছে এরূপ, স্খলনশীল। স্খল (স্খলিত হওয়া)+শতৃ ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্খলন্তী।

স্খলন—পতন; বিচ্যুতি; মোচন; পিছলন; উছুট; প্রতিঘাত; অর্দ্ধোচ্চারণ; স্থান-চ্যুতি; ধাক্কা; বিকল হওয়া, বিকৃতি; ভ্রম হওয়া, অনুদ্দিষ্ট বাক্যকথন; বিকল হওয়া; ক্ষোভ। স্খল (স্খলিত হওয়া)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে স্খলিত।

স্খলিত—পতিত; বিচ্যুত; ভ্রষ্ট; চলিত; অর্দ্ধোচ্চারিত; প্রতিহত; কুণ্ঠিত। স্খল +ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

স্খলিতচরণ, স্খলিতপদ—কুণ্ঠিত চরণবিশিষ্ট, যাহার পা যথাস্থানে পতিত হইতেছে না এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি।

স্খলিতপদে—জড়িত চরণে, পা জড়াইয়া পড়ি-তেছে এরূপ ভাবে। স্খলিত হইয়াছে পদ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

স্খলিতবচনে—জড়িত বাক্যে, অর্দ্ধোচ্চারিত কথায়। বহু। ক্রি-বিণ।

স্তন—বক্ষোজ, কুচ, পয়োধর। স্তন (শব্দিত করা)+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

স্তনন—মেঘধ্বনি; শব্দ। স্তন (শব্দ করা, ইত্যাদি)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

স্তনন্ধয়, স্তনপ—স্তন্যপায়ী শিশু। স্তন শব্দ—ধে (পান করা)+খশ্ ক, ২য় পক্ষে স্তন শব্দ—পা (পান করা)+ড ক। সং; পু। স্ত্রীলিঙ্গে যথাক্রমে স্তনন্ধয়ী, স্তনপা।

স্তনয়িত্নু—১। বিদ্যুৎ; মেঘ। ণিজন্ত স্তন বা স্তনি (শব্দিত করা)+ইত্নু ক। ২। মেঘ-গর্জ্জনধ্বনি; মৃত্যু; পীড়া। স্তনি+ইত্নু ভা। সং; পু।

স্তনবৃন্ত—স্তনের বোঁটা, চুচুক। স্তনের বৃন্ত, ৬তৎ। সং; পু।

স্তনান্তর—১। স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ, বক্ষঃ, বুক। স্তনদ্বয়ের অন্তর, ৬তৎ। ২। অপর স্তন। নিত্য। সং; ক্লী।

স্তনিত—১। শব্দিত। স্তন (শব্দ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। মেঘধ্বনি; রতি-কালীন শব্দ। স্তন+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

স্তন্য—স্তনদুগ্ধ। স্তন+ষ্য ভবার্থে। সং; ক্লী।

স্তন্যজীবী—(স্তন্যজীবিন্), স্তন্যপায়ী (স্তন্য-পায়িন্)। যে সকল জন্তু শৈশবে মাতৃ-স্তন্য পান করিয়া জীবিত থাকে,—যেমন মনুষ্য, গো, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি। স্তন্য শব্দ—জীব (বাঁচা), পা (পান করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু।

স্তন্যপান—স্তনদুগ্ধ পান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

স্তন্যপায়ী—স্তন্যজীবী দেখ।

স্তব্ধ—অস্পন্দ, জড়ীভূত; দূরীভূত; মূর্চ্ছিত; বধির। স্তন্ভ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে স্তম্ভ, স্তম্ভন।

স্তব্ধতা—স্পন্দহীনতা, জড়ীভূত ভাব, নিশ্চলতা। স্তব্ধ দেখ; স্তব্ধ +তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

স্তব্ধভাব—স্তব্ধতা, স্পন্দহীন ভাব। কর্ম্মধা। পু।

স্তব্ধীভূত—নিস্পন্দীভূত, জড়ভাবপ্রাপ্ত; নড়ন-চড়নশূন্য। স্তব্ধ শব্দ+চ্বি—স্তব্ধী—ভূ+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে স্তব্ধীভাব।

স্তভ—ছাগ। স্তন্ভ+অন্ ক। সং; পু।

স্তম্ব—তৃণাদির গুচ্ছ; কাণ্ডহীন বৃক্ষ। স্থা (থাকা)+অম্বচ্ ক। সং; পু।

স্তম্বকরি—ব্রীহি, ধান্য। স্তম্ব শব্দ (তৃণগুচ্ছ)—কৃ (করা)+ই ক। সং; পু।

স্তম্বেরম—গজ, হস্তী। স্তম্বে রমণ করে যে, অলুক্ উপ; স্তম্ব শব্দের ৭মীর ১বচনে স্তম্বে, তদুত্তরে রম (রমণ করা)+অন্ ক। সং; পু।

স্তম্ভ—১। জড়ীভাব; স্তম্ভবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান; রোধ, প্রতিবন্ধ। স্তন্ভ+অল্ ভা। ২। থাম, খুঁটি; গাছের গুঁড়ি। স্তন্ভ (স্তব্ধ হওয়া)+অন্ ক। সং; পু। বিশে-ষণে স্তব্ধ।

স্তম্ভন—১। জড়ীকরণ; দৃঢ়ীকরণ; অবরোধ; নিবারণ। স্তন্ভ (স্তব্ধ করা)+অনট্ ভা। ২। জড়ীকরণ-সাধন। স্তন্ভ+অনট্ ণ। সং; ক্লী। ৩। কন্দর্পের বাণবিশেষ। স্তন্ভ +অন ক। সং; পু। বিশেষণে স্তব্ধ।

স্তম্ভিত—জড়ীকৃত, নিস্পন্দীকৃত; দৃঢ়ীকৃত; নিবারিত; রুদ্ধ। ণিজন্ত স্তন্ভ বা স্তম্ভি (স্তব্ধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

স্তর—ভূমি প্রভৃতির বিভাগবিশেষ, থাক্, তবক; শয্যা। স্তৃ (আস্তরণ করা)+অল্ র্ম্ম। সং; পু।

স্তব, স্তবন—স্তুতি, গুণখ্যাপন, প্রশংসা। স্তু (স্তুতি করা)+অল্, অনট্ ভা। সং; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে স্তুত।

স্তবক—১। গুচ্ছ, থোলো, ছড়া; সমূহ। স্থা (থাকা)+অবক ক। ২। স্তব, স্তুতি। স্তব +কণ্ স্বার্থে। সং; পু।

স্তবকিত—গুচ্ছীকৃত, তোড়া বাঁধা। স্তবক শব্দ +ইত জাতার্থে। বিণ; ত্রি।

স্তবগান—মহিমাগান, প্রশংসাকীর্ত্তন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

স্তবন—স্তব দেখ।

স্তবস্তুতি—গুণকথন ও অনুনয়। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী। দুইটী শব্দই একার্থক।

স্তাবক—স্তুতিকারক; গুণগানকারী। স্তু (স্তব করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি।

স্তিমিত—১। আর্দ্র, সিক্ত; নিশ্চল, জড়। স্তিম (আর্দ্র হওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি। ২। আর্দ্রতা; জড়তা, নিশ্চলতা। স্তিম+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

স্তুত—কৃতস্তুতি; প্রশংসিত; কীর্ত্তিত। স্তু (স্তব করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে স্তুতি, স্তব, স্তবন।

স্তুতি—স্তব, গুণকথন, প্রশংসা। স্তু (স্তব করা) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী। বিশেষণে স্তুত।

স্তুতিপাঠক—১। স্তবকর্ত্তা, বন্দী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। মাগধজাতি, ভাট। সং; পু।

স্তুতিবাণী—স্তুতিবাক্য, প্রশংসা বাক্য। স্তুতি সূচিকা বাণী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।
স্তুতিবাদ—প্রশংসাসূচক বাক্য। ৬তৎ। সং।
স্তুত্য—স্তবার্হ, প্রশংসার যোগ্য। স্তু (স্তব করা)+ক্যপ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
স্তূপ—রাশি, গাদা, ঢিবি। স্তূপ (উন্নত হওয়া)+অন্ ক, অথবা স্তু+পক্ র্ম্ম। সং; পু।
স্তূপাকার—রাশীকৃত, গাদা করা। স্তূপ হইয়াছে আকার যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।
স্তূপীকৃত—রাশীকৃত, গাদা করা। স্তূপ শব্দ +চ্বি অভূততদ্ভাবে=স্তূপী—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
স্তূয়মান—স্তুত, যাহার স্তব করা হইতেছে। স্তু+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।
স্তেন—১। তস্কর, চোর। স্তেন (চুরি করা) +অন্ ক। বিণ; ত্রি। ২। চৌর্য্য, চুরি। স্তেন+অল্ ভা। সং; পু।
স্তেম—আর্দ্রীভাব। স্তিম (আর্দ্র হওয়া)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে স্তিমিত।
স্তেয়—চৌর্য্য, চুরি। স্তেন (চুরি)+য ভাবে। সং; ক্লী।
স্তৈন, স্তৈন্য—চৌর্য্য। স্তেন (চোর)+ক, ক্য ভাবে। সং; ক্লী।
স্তোক—১। ঈষৎ, অল্প। স্তুচ (প্রসন্ন করা) +ঘঞ্ র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। চাতক। সং; পু।
স্তোতা—(স্তোতৃ)। স্তাবক, স্তুতিকারক। স্তু (স্তব করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্তোত্রী।
স্তোত্র—স্তুতি, স্তব, গুণগান। স্তু (স্তব করা) +ত্র ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে স্তুত।
স্তোত্রগীতি—স্তবগান, স্তুতিসঙ্গীত। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; পু।
স্তোত্রপাঠ—স্তবপাঠ, স্তুতির আবৃত্তি। ৬তৎ।
স্তোত্ররচয়িতা—স্তুতিপ্রণেতা। ৬তৎ। বিণ।
স্তোভ—স্তম্ভন; অগৌরব; বাধাদান; নিরর্থক শব্দ। স্তুভ (রোধ করা)+অল্ ভা। সং; পু।
স্তোম—১। রাশি; সমূহ; যজ্ঞ। স্তোম (শ্লাঘা করা)+অল্ র্ম্ম। ২। স্তব, স্তুতি। স্তোম+অল্ ভা। সং; পু। ৩। ধন; মস্তক; ভাটক; শস্য। স্তোম+অল্ র্ম্ম। সং; ক্লী।
স্ত্যান—১। শব্দিত; সংহত; মিলিত; নিবিড়; আস্ফান; মস্থন; স্থূল। স্ত্যৈ (শব্দ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। শব্দ; সংহতি; নিবিড়ত্ব; ঘনত্ব; আলস্য। স্ত্যৈ+ক্ত ভা। সং; ক্লী।
স্ত্রী—নারী, যোষিৎ; পত্নী, ভার্য্যা। স্ত্যৈ (শব্দ করা)+ড্রট্ র্ম্ম+ঈপ্। সং; স্ত্রী। চারি প্রকার—(১) পদ্মিনী, (২) চিত্রিণী (৩) শঙ্খিনী, ও (৪) হস্তিনী। নারী শব্দ দেখ।
স্ত্রী-আচার—বিবাহকালীন স্ত্রীলোকদিগের কৃত অনুষ্ঠানবিশেষ। ৬তৎ। সং; পু।
স্ত্রীচরিত্র—নারীর চরিত্র, স্ত্রীজাতির প্রকৃতি ৬তৎ। সং; ক্লী।
স্ত্রীচিহ্ন—যোনি, ভগ। ৬তৎ। সং; ক্লী।
স্ত্রীজননী—কেবল কন্যা-প্রসবিনী। ৬তৎ। বিণ
স্ত্রীজাতি—নারীজাতি, নারীসম্প্রদায়, স্ত্রীলোক ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; পু
স্ত্রীজিত—স্ত্রৈণ, স্ত্রীর বশীভূত পুরুষ। ৩তৎ
স্ত্রীত্ব—স্ত্রীর ধর্ম্ম; স্ত্রীলিঙ্গ। স্ত্রী শব্দ+ত্ব ভাবে। সং; ক্লী। [সং; ক্লী
স্ত্রীধন—স্ত্রীলোকের স্বকীয় সম্পত্তি। ৬তৎ
স্ত্রীধর্ম্ম—ঋতু, রজঃ; স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। ৬তৎ সং; পু।
স্ত্রীধর্ম্মিণী—ঋতুমতী, রজস্বলা। স্ত্রীধর্ম্ম+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।
স্ত্রীপুংধর্ম্ম—স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর কর্ত্তব্য কর্ম্ম; তদ্বিষয়ক বিবাদ। স্ত্রী ও পুমান্, তাহাদের ধর্ম্ম, যথাক্রমে দ্বন্দ্ব ও ৬তৎ। সং; পু।
স্ত্রীপুংস—স্ত্রীপুরুষ, মিথুন। স্ত্রী ও পুমান্, দ্বন্দ্ব। সং; পু।
স্ত্রীপুংসলক্ষণা—স্ত্রী ও পুরুষের লক্ষণযুক্তা নারী। স্ত্রীপুংসের লক্ষণ আছে যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।
স্ত্রীমূর্ত্তি—নারীমূর্ত্তি, স্ত্রীলোকের আকৃতি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; ক্লী।
স্ত্রীরত্ন—উত্তমা স্ত্রী। স্ত্রীসমূহের মধ্যে রত্ন, ৭তৎ।
স্ত্রীলিঙ্গ—স্ত্রীবাচক শব্দ। লিঙ্গ দেখ। সং; পু।
স্ত্রীবশ, স্ত্রীবিধেয়—স্ত্রৈণ, স্ত্রীর বশীভূত পুরুষ। ৬তৎ। সং; পু।
স্ত্রীবীর্য্য—নারীর বল; রেতঃ। ৬তৎ। সং; ক্লী।
স্ত্রীশিক্ষা—স্ত্রীজাতির শিক্ষা, স্ত্রীলোকের অধ্যয়নাদি জন্য জ্ঞান। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
স্ত্রীসঙ্গম—স্ত্রীসহবাস, রমণ [পর্ব্বদিবস ব্যতীত স্নাত ও অনুলিপ্ত হইয়া, বীর্য্যবর্দ্ধক দ্রব্য আহার ও উত্তম বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক তাম্বুল ভক্ষণ করিয়া ও সুসজ্জিত হইয়া, এবং স্ত্রীর প্রতি অনুরাগী ও পুত্রাভিলাষী হইয়া, রাত্রিকালে স্ত্রীসঙ্গম বিধেয়। অপরিমিতভোজী, ধৈর্য্যহীন, ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত, মলমূত্রাদির বেগে পীড়িত, বালক, বৃদ্ধ বা রোগীর স্ত্রীসঙ্গম অবিধেয়] সং; পু।
স্ত্রীসভা—স্ত্রীলোকের সভা। স্ত্রীদিগের সভা, ৬তৎ। সং; ক্লী।
স্ত্রীসুলভ—নারীজাতির স্বভাবসিদ্ধ, যাহা স্ত্রীলোকে সচরাচর দেখা যায়। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।
স্ত্রীস্বভাব—স্ত্রীপ্রকৃতি, নারীজাতির স্বভাব। ৬তৎ। সং। পু।
স্ত্রীস্বাধীনতা—স্ত্রীজাতির স্ববশবর্ত্তিতা, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকের সর্ব্বত্র অবাধে গমনাগমন ও পুরুষবৎ স্বাধীনভাবে কার্য্যানুষ্ঠান শক্তি। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
স্ত্রৈণ—১। স্ত্রীজিত, স্ত্রীর বশীভূত পুরুষ। সং; পু। ২। স্ত্রীত্ব; স্ত্রী-স্বভাব; স্ত্রীসমূহ। স্ত্রী+ঞ্ব। সং; ক্লী। ৩। স্ত্রীসম্বন্ধীয়। বিণ; ত্রি।
স্ত্রৈণতা—স্ত্রীর বশীভূত হওয়া। স্ত্রৈণ দেখ; স্ত্রৈণ +তা ভাবে। সং; স্ত্রী।
স্থ—স্থিত, বিদ্যমান, বর্ত্তমান। স্থা (থাকা)+ ড ক। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্থা।
স্থগ—ধূর্ত্ত। স্থগ (সংবরণ করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।
স্থগন—গোপন; আচ্ছাদন। স্থগ (সংবরণ করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে স্থগিত।
স্থগিত—আচ্ছাদিত, আবৃত; তিরোহিত; নিবর্ত্তিত। স্থগ (সংবরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষণে স্থগন।
স্থগী—তাম্বূলকরঙ্ক, পানের বাটা। স্থগ দেখ; স্থগ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। সং; স্ত্রী।
স্থণ্ডিল—যজ্ঞার্থ পরিষ্কৃত ভূমি; সমতল ভূমি; বালুকাদি দ্বারা প্রস্তুত হোমার্থ মণ্ডলবিশেষ। স্থল (থাকা)+ইল অধি। সং; ক্লী।
স্থণ্ডিলশায়ী—(স্থণ্ডিলশায়িন্)। যজ্ঞভূভাগে শয়নকারী। স্থণ্ডিল শব্দ—শী (শয়ন করা) +ণিন্ ক। বিণ; পু।
স্থণ্ডিলেশয়—যজ্ঞভূভাগে শয়নকারী। স্থণ্ডিল শব্দ ৭মীর ১বচনে স্থণ্ডিলে, তদুত্তরে শী (শয়ন করা)+অন্ ক। বিণ; ত্রি।
স্থপতি—১। কঞ্চুকী, অন্তঃপুররক্ষক; শিল্পিবিশেষ, রাজমিস্ত্রী; সারথি, সূত্রধর; বার্হস্পত্য যাগকর্ত্তা; অধিপতি, অধীশ্বর। স্থ (বর্ত্তমান) যে পতি, কর্ম্মধা। সং; পু। ২। শ্রেষ্ঠ। বিণ; ত্রি।
স্থপতিবিজ্ঞান—স্থপতির কার্য্য, গৃহাদিনির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান। ৬তৎ। সং; ক্লী।
স্থপতিশালা—সূত্রধারের কার্য্যালয়। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।
স্থপুট—১। অস্থির সন্ধিস্থান; উচ্চাবচ। স্থ—পুট+ক র্ম্ম। সং; ত্রি। ২। দুঃখাদিতে কুব্জীকৃত। বিণ; ত্রি।
স্থল, স্থলী—অকৃত্রিম ভূমি; প্রদেশ; স্থান; থলি; থালি; পাত্র; তাঁবু; থাল। স্থল (থাকা)+অন্ ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।
স্থলকমলিনী—স্থলপদ্ম। স্থল জাতা কমলিনী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

স্থলচর—স্থলবাসী, যাহারা স্থলে বিচরণ করে এরূপ। স্থল শব্দ—চর (বিচরণ করা)+ অন্ ক। বিণ ; ত্রি।

স্থলপথ—ডাঙ্গা পথ। ৬তৎ। সং ; পু।

স্থলপদ্ম—স্বনামপ্রসিদ্ধ পুষ্প। স্থল জাত পদ্ম, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

স্থলবাণিজ্য—স্থলপথে ব্যবসায় কার্য্য। স্থল নিষ্পাদিত বাণিজ্য, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

স্থলাভিষিক্ত—স্থলীয়, একের স্থানে স্থাপিত অন্য, প্রতিনিধি। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্থলী—স্থল দেখ।

স্থলীয়—স্থলেনীয়। স্থল+ঈয় ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

স্থবির—১। স্থির ; বৃদ্ধ ; জীর্ণ। স্থা (থাকা)+ কির ক। বিণ ; ত্রি। ২। ব্রহ্মা। সং ; পু।

স্থবিরলগুড় ন্যায়—ন্যায়বিশেষ। ন্যায় দেখ।

স্থবিষ্ঠ, স্থবীয়ান্—(স্থবীয়স্) : অতিশয় স্থূল, অত্যন্ত মোটা। স্থূল শব্দ+ইষ্ঠ, ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ ; যথাক্রমে ত্রি ও পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্থবিষ্ঠা, স্থবীয়সী।

স্থা—১। স্থিতা। স্থা (থাকা)+ড ক+ আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। স্থিতি, অবস্থান, থাকা। স্থা+কিপ্ ভা। সং ; স্ত্রী।

স্থাণু—১। শিব ; স্তম্ভ ; কীল, গোঁজ, খুঁটা ; বল্মীক, উইঢিপি। স্থা (থাকা)+ণু ক। সং ; পু। ২। শাখাহীন বৃক্ষ। সং ; ক্লী বা পু। ৩। স্থবির ; স্থির। বিণ ; ত্রি।

স্থাণুবৎ—স্থাণুতুল্য, শাখাহীন বৃক্ষের মত ; খুঁটার ন্যায়। স্থাণু+বৎ সাদৃশ্যার্থে। ব্য।

স্থাতব্য—স্থিতিযোগ্য, থাকিবার উপযুক্ত। স্থা (থাকা)+তব্য অধি। বিণ ; ত্রি।

স্থান—১। স্থল ; ভাজন ; পাত্র ; পদ ; আধার ; অবকাশ ; গ্রন্থসন্ধি ; ব্যবসায় ; বাটী। স্থা (থাকা)+অনট্ অধি। ২। স্থিতি ; স্থৈর্য্য ; সন্নিবেশ। স্থা+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে স্থিত।

স্থানচ্যুত—পদচ্যুত। স্থান (পদ) হইতে চ্যুত (ভ্রষ্ট), ৫তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্থানত্যাগ—স্থান ছাড়িয়া যাওয়া, পদত্যাগ। ৬তৎ। সং ; পু।

স্থানত্যাগী—(স্থানত্যাগিন্)। স্থানত্যাগকারী, যে স্থান ছাড়িয়াছে এরূপ। স্থান শব্দ—ত্যজ (ত্যাগ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু।

স্থানদান—আশ্রয়দান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

স্থানসমাবেশ—স্থানের সঙ্কুলান। ৬তৎ। সং ; পু।

স্থানান্তর—অন্য স্থান, বিভিন্ন স্থান। নিত্য। [সং ; ক্লী।

স্থানান্তরিত—অন্যস্থানে নীত, বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত। স্থানান্তর+ইত জাতার্থে। বিণ।

স্থানাভাব—স্থানের অভাব, স্থানের অনটন। ৬তৎ। সং ; পু।

স্থানিক—১। স্থানাধ্যক্ষ। স্থান+ইক। সং ; পু। ২। স্থানীয়, স্থানসম্বন্ধীয়। বিণ ; ত্রি।

স্থানীয়—১। স্থানসম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। স্থান+ ঈয় সম্বন্ধার্থে। ২। স্থাতব্য, স্থিতিযোগ্য। স্থা (থাকা)+অনীয় অধি। বিণ ; ত্রি।

স্থানে—১। যুক্ত, সদৃশ ; উচিত ; সত্য ; সুতরাং। স্থান শব্দের ৭মীর ১বচন ; ব্য। ২। স্থলে, জায়গায়। অধিকরণপদ।

স্থাপক—১। সংস্থাপনকর্ত্তা। ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (রাখা)+ণক ক। বিণ ; ত্রি। ২। নাট্যে—সূত্রধারান্তে কাব্যার্থস্থাপক নট। সং ; পু।

স্থাপত্য—স্থপতির কর্ম্ম, গৃহনির্ম্মাণাদি কার্য্য। স্থপতি+ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

স্থাপন, স্থাপনা—অর্পণ, রাখা ; আরোপণ। ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে …+অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে স্থাপিত

স্থাপিত—ন্যস্ত, অর্পিত ; নিবেশিত ; আরোপিত ; নিশ্চিত। ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (রাখা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে স্থাপন, স্থাপনা।

স্থাম—(স্থামন্)। স্থিরতা ; শক্তি ; সামর্থ্য। স্থা (থাকা)+মন্ ভা। সং ; ক্লী।

স্থায়িতা, স্থায়িত্ব—স্থিতিশীলতা ; স্থিরতা। স্থায়ী দেখ ; স্থায়িন্ শব্দ+তা, ত্ব ভাবে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

স্থায়িনী—স্থায়ী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

স্থায়িভাবে—স্থিরভাবে, স্থিতিশীলরূপে। বহু। ক্রি-বিণ।

স্থায়ী—(স্থায়িন্)। স্থিতিশীল ; স্থির ; অচঞ্চল। স্থা (থাকা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্থায়িনী। বিশেষ্যে স্থায়িতা, স্থায়িত্ব।

স্থায়ুক—১। স্থিতিশীল, স্থায়ী। স্থা (থাকা)+ উক ক। বিণ ; ত্রি। ২। গ্রামাধ্যক্ষ, গ্রামের মণ্ডল। সং ; পু।

স্থাল—থাল। স্থা (থাকা)+অলচ্ অধি। সং ; ক্লী।

স্থালী—হাঁড়ি ; থালী। স্থা (থাকা)+অলচ্ অধি+ঙীপ্। সং ; স্ত্রী।

স্থাবর—১। স্থিতিশীল, স্থায়ী, অচল। স্থা (থাকা) +বর ক। বিণ ; ত্রি। ২। স্থিতিশীল পদার্থ, বৃক্ষভূম্যাদি। সং ; ক্লী। ৩। পর্ব্বত। সং ; পু।

স্থাবরজঙ্গম—স্থিতিশীল ও গতিশীল পদার্থ, মনুষ্যপশ্বাদি প্রাণী ও বৃক্ষভূম্যাদি পদার্থ। দ্বন্দ্ব। সং ; ক্লী।

স্থাবরজঙ্গমাত্মক—স্থিতিশীল ও গতিশীল ; মনুষ্যপশ্বাদি ও বৃক্ষভূম্যাদিসমন্বিত। স্থাবরজঙ্গম হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

স্থাবরসম্পত্তি—বৃক্ষভূমিগৃহাদি রূপ সম্পত্তি, যে সম্পত্তিকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যায় না। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

স্থাবির—বৃদ্ধত্ব। স্থবির (বৃদ্ধ)+ষ্ণ ভাবে। সং ; ক্লী।

স্থাসক—সুবাস চূর্ণবিশেষ ; গন্ধচূর্ণ ; জলবিম্ব ; ছাপ। সং ; পু।

স্থাস্নু—স্থিতিশীল, স্থায়ী। বিণ ; ত্রি।

স্থিত—কৃতাবস্থান ; স্থিতিশালী ; স্থির ; ঊর্দ্ধ, দণ্ডায়মান ; প্রতিজ্ঞাবিশিষ্ট। স্থা (থাকা) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে স্থিতি, স্থান।

স্থিতি—১। অবস্থান, থাকা ; স্থিরতা ; অবধারণ ; পালন ; মর্য্যাদা ; অবস্থা। স্থা (থাকা)+ক্তি ভা। ২। স্থান, স্থল। স্থা+ অনট্ অধি। সং ; স্ত্রী। ২। বিশেষণে স্থিত। [কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

স্থিতিক্রিয়া—অবস্থানকার্য্য ; পালনকার্য্য।

স্থিতিস্থাপক—পূর্ব্ব স্থানে স্থাপনকারী গুণ, অর্থাৎ যে গুণপ্রভাবে কোন কোন পদার্থ সঙ্কুচিত হইলেও প্রসারিত হইয়া এবং প্রসারিত হইলেও সঙ্কুচিত হইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় (Elasticity)। ৬তৎ। সং ; পু। [বঙ্গভাষায় এই শব্দটী বিশেষণরূপেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; সেই জন্য এই গুণ বুঝাইতে অনেকে 'স্থিতিস্থাপকতা' শব্দ ব্যবহার করেন]।

স্থিতিস্থাপকতা—গুণবিশেষ [স্থিতিস্থাপক দেখ]। সং ; স্ত্রী।

স্থির—১। স্থায়ী ; কঠিন, দৃঢ় ; বাক্য, মন বা কর্ম্ম দ্বারা নিশ্চল ; নিশ্চিত ; নিরত। স্থা (থাকা)+কির ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্থিরা। বিশেষ্যে স্থিরতা, স্থিরত্ব, স্থৈর্য্য। ২। মোক্ষ ; পর্ব্বত। সং ; পু।

স্থিরতর—অতিস্থির ; অপেক্ষাকৃত অধিক স্থির ; দৃঢ়তর ; চিরস্থায়ী ; সুনিশ্চিত। স্থির শব্দ+ তর অতিশয় বা উৎকর্ষ অর্থে। বিণ ; ত্রি।

স্থিরতা, স্থিরত্ব—স্থৈর্য্য, নিশ্চয় ; অবধারণ। স্থির+তা, ত্ব ভাবে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

স্থিরদৃষ্টি—১। অচঞ্চল দৃষ্টি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। অচঞ্চল দৃষ্টিযুক্ত, অনিমেষনেত্রে দর্শনকারী। বহু। বিণ ; ত্রি।

স্থিরনিশ্চয়—১। দৃঢ় সঙ্কল্প। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। দৃঢ় সঙ্কল্পযুক্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বহু। বিণ ; ত্রি।

স্থিরনেত্র—১। অচঞ্চল চক্ষুঃ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। অচঞ্চল নয়নবিশিষ্ট, যাহার চক্ষুঃ নড়িতেছে না। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্থিরনেত্রা।

স্থিরনেত্রে—অচঞ্চলদৃষ্টিতে, অনিমেষলোচনে। স্থির হইয়াছে নেত্র যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

স্থিরপ্রতিজ্ঞ—দৃঢ় প্রতিজ্ঞাযুক্ত, স্থিরসঙ্কল্প। স্থিরা হইয়াছে প্রতিজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

স্থিরমতি—স্থিরবুদ্ধি, ধীর। বহু। বিণ ; ত্রি।

স্থিরযৌবন—১। স্থায়ী যৌবন। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। স্থায়ী যৌবনবিশিষ্ট, চিরযুবা। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্থিরযৌবনা।

স্থিরযৌবনা—স্থায়ী যৌবনবিশিষ্টা, যাহার যৌবন নষ্ট হয় না এরূপ (স্ত্রী)। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

স্থিরসিদ্ধান্ত—নিশ্চিত মীমাংসা। কর্ম্মধা। সং

স্থিরা—১। স্থায়িনী ; দৃঢ়া ; নিশ্চলা। স্থা (থাকা) + কির ক + আপ্। বিণ ; স্ত্রী ২। পৃথিবী। সং ; স্ত্রী। [হিন্দুশাস্ত্র-মতে পৃথিবী নিশ্চল, সূর্য্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে]।

স্থিরীকরণ—অবধারণ, নির্ণয় ; দৃঢ়ীকরণ। স্থির শব্দ + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (= স্থিরী) — কৃ (করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে স্থিরীকৃত।

স্থিরীকৃত—অবধারিত, নির্ণীত ; দৃঢ়ীকৃত ; নিশ্চলীকৃত। স্থির শব্দ + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (= স্থিরী) — কৃ (করা) + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে স্থিরীকরণ।

স্থূণা—গৃহস্তম্ভ, ঘরের থাম বা খুঁটি ; লৌহ-প্রতিমা ; কূট, কামারের 'নাই'। স্থা (থাকা) + ন অধি + আপ্। সং ; স্ত্রী।

স্থূর—ভারবাহক (বৃষাদি)। স্থা (থাকা) + উর ণ। বিণ ; ত্রি।

স্থূরী—(স্থূরিন্)। ভারবাহক (অশ্বাদি) স্থূর শব্দ + ইন্। বিণ ; পু।

স্থূরীপৃষ্ঠ—নবারূঢ় অশ্ব। স্থূরিন্ শব্দ + চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে = স্থূরী, স্থূরী হইয়াছে পৃষ্ঠ যাহার, বহু। সং ; পু।

স্থূল—১। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য : পীবর, মোটা ; প্রকাণ্ড ; পুষ্ট। স্থূল (মোটা হওয়া) + অন্ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে স্থূলতা, স্থূলত্ব, স্থৌল্য। বিপরীতার্থক শব্দ সূক্ষ্ম।

স্থূলকায়—১। পীবর তনু, মোটা শরীর। কর্ম্মধা। সং ; পু। ২। স্থূল দেহবিশিষ্ট, মোটা। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্থূলকায়া।

স্থূলকোণ—(জ্যামিতিশাস্ত্রে)। সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর কোণ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

স্থূলচাপ—তূলা পরিষ্কার করিবার যন্ত্র, ধুনুপায়। কর্ম্মধা। সং ; পু।

স্থূলতা, স্থূলত্ব—স্থূল দেখ। স্থূল + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

স্থূলনাস—১। স্থূল নাসিকাবিশিষ্ট। স্থূল (বৃহৎ) হইয়াছে নাস যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। শূকর। সং ; পু।

স্থূলপাদ—হস্তী ; গোদা। স্থূল (মোটা) হই য়াছে পাদ (পা) যাহার, বহু। সং ; পু।

স্থূলবুদ্ধি—১। মোটা বুদ্ধি, বিষয়বোধে অসমর্থ ধী। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। মোটা বুদ্ধি বিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি।

স্থূলভূত—ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম—এই পঞ্চভূত। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

স্থূললক্ষ, স্থূললক্ষ্য—অতিদাতা, সাতিশয় দানশীল ; কৃতবিদ্য। স্থূল—লক্ষ (দেখা) + অন্ ক। দ্বিতীয় পক্ষে স্থূল হইয়াছে লক্ষ্য যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

স্থূলাঙ্গ—স্থূলকায়, মোটা শরীরবিশিষ্ট। স্থূল হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি স্ত্রীলিঙ্গে স্থূলাঙ্গী।

স্থূলাঙ্গী—স্থূলকায়া (রমণী)। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

স্থূলোচ্চয়—হস্তীর মধ্যম গতি ; গণ্ডশৈল। স্থূল যে উচ্চয়, কর্ম্মধা। সং ; পু।

স্থূলোদর—১। মোটা পেট, ভুঁড়ি। কর্ম্মধা সং ; পু। ২। মোটা পেটবিশিষ্ট, ভুঁড়িওয়ালা। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্থূলোদরা।

স্থের—১। স্থির। স্থা (থাকা) + র অধি বিণ ; ত্রি। ২। সংশয়নির্ণায়ক, মধ্যস্থ বিচারকসহায়, জুরি। সং ; পু।

স্থেয়ান্—(স্থেয়স্), স্থেষ্ঠ। অতিস্থির। বিণ ; যথাক্রমে পু ও ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্থেয়সী, স্থেষ্ঠা।

স্থৈর্য্য—স্থিরতা ; অবধারণ ; দৃঢ়তা। স্থির + ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

স্থৌল্য—স্থূলতা। স্থূল + ষ্ণ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

স্নপন—স্নান করান ; অভিষেককরণ ; আর্দ্রীকরণ ; ক্ষালন, ধৌতকরণ ; স্নান। ণিজন্ত স্না বা স্নপি + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে স্নপিত।

স্নপিত—অভিষেচিত ; ক্ষালিত ; আর্দ্রীকৃত ; স্নাত। ণিজন্ত স্না বা স্নপি + ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে স্নপন।

স্নব—নিস্রব, গলন, ক্ষরণ। স্নু (ক্ষরিত হওয়া) + অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে স্নুত।

স্নাত—কৃতস্নান, অভিষিক্ত। স্না (স্নান করা) + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে স্নান।

স্নাতক—ব্রহ্মচর্য্যসমাপনপূর্ব্বক সমাবর্ত্তন সময়ে স্নানকারী ; ব্রহ্মচর্য্যসাধনপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তি। স্নাত + কণ্। সং ; পু।

স্নাতকব্রত—স্নাতকের কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

স্নাতানুলিপ্ত—স্নানান্তে যে চন্দনাদি মাখিয়াছে। অগ্রে স্নাত পশ্চাৎ অনুলিপ্ত, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

স্নান—অবগাহন, মজ্জন ; সর্ব্বাঙ্গক্ষালন। মতান্তরে—মান্ত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ এবং মানস এই সপ্তবিধ স্নান (অন্যমতে ষোড়শপ্রকার স্নান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে)। স্না (স্নান করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে স্নাত।

স্নানযাত্রা—জ্যৈষ্ঠীপূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত ভগবানের স্নানরূপ মহোৎসব। সং ; স্ত্রী। [পু।

স্নানাগার—স্নানের গৃহ, নাহিবার ঘর। ৬তৎ।

স্নানীয়—স্নানসম্বন্ধীয় ; স্নানোপযোগী (জল, তৈল, গন্ধচূর্ণ, হরিদ্রা প্রভৃতি)। স্নান শব্দ + ঈয়। বিণ ; ত্রি।

স্নায়ী—(স্নায়িন্)। স্নানকারী। স্না + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্নায়িনী।

স্নায়ু—দেহস্থ পেশীর অগ্রভাগ, সর্ব্বশরীরব্যাপী সূক্ষ্ম শিরাবিশেষ (Nerve)। [শিরাসমূহ মেদের স্নেহভাগ গ্রহণ করিয়া স্নায়ুরূপে পরিণত হয়। স্নায়ু দেহের মাংস, অস্থি, মেদঃ ও সন্ধি সকলের বন্ধনস্বরূপ ; ইহা শিরা অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়। দেহের সন্ধি-সমূহ বহুতর স্নায়ু দ্বারা আবদ্ধ আছে, এজন্য মানবগণ ভারসহনে সমর্থ হয়। মানবদেহে সর্ব্বশুদ্ধ ৯০০ স্নায়ু আছে। তন্মধ্যে হস্ত পদে ৬০০, কোষ্ঠে ২৩০, এবং গ্রীবার উপরিভাগে ৭০টী স্নায়ু রহিয়াছে]। স্না + উন্ ক। সং ; ক্লী বা স্ত্রী।

স্নায়ুমণ্ডল—সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত স্নায়ুসমূহ (Nervous system)। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

স্নিগ্ধ—১। স্নেহের পাত্রীভূত ; স্নেহযুক্ত ; মসৃণ ; চিক্কণ ; কোমল ; শীতলকারক ; মধুর ; রম্য। স্নিহ + ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। তেজঃ ; মোম ; তক্রমণ্ড, ভাতের মাড়। সং ; ক্লী।

স্নিগ্ধকর—শীতলতাজনক, তৃপ্তিদায়ক। স্নিগ্ধ শব্দ — কৃ (করা) + ট ক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্নিগ্ধকরী।

স্নিগ্ধকান্তি—১। মনোরম কান্তি, রমণীয় লাবণ্য। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। রমণীয় কান্তিযুক্ত। বহু বিণ ; ত্রি।

স্নিগ্ধগম্ভীর—রমণীয় অথচ গাম্ভীর্য্যযুক্ত। স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর, কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

স্নিগ্ধগাম্ভীর্য্য—কোমল গাম্ভীর্য্য, মনোরম গম্ভীর ভাব। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

স্নিগ্ধতা—চিক্কণতা ; কোমলতা ; শীতলতা ; স্নেহ। স্নিগ্ধ + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

স্নিগ্ধদৃষ্টি—১। কোমল দৃষ্টি, মধুর দৃষ্টি। কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী। ২। কোমল দৃষ্টি-সম্পন্ন। বহু। বিণ ; ত্রি।

স্নিগ্ধশ্যামল—মনোরম শ্যামবর্ণবিশিষ্ট। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্নিগ্ধশ্যামলা।

স্নিগ্ধসৌরভ—কোমল সদগন্ধ, অতীব্র সুবাস। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

স্নিগ্ধোজ্জ্বল—কোমল দীপ্তিশালী, মধুর দীপ্তি-বিশিষ্ট ; রমণীয় অথচ পোজ্জ্বল্যময়। কর্ম্মধা। বিণ ; ত্রি।

স্নুত—ক্ষরিত, গলিত। স্নু (ক্ষরিত হওয়া)+ ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে স্রব।

স্নুষা—পুত্রবধূ। স্নু (ক্ষরিত হওয়া)+সক্ +আপ্। সং ; স্ত্রী। [স্ত্রী

স্নুহি, স্নুহী—মনসা গাছ। স্নুহ্+ই ক। সং

স্নেহ—প্রেম, বাৎসল্য, নিজের অপেক্ষা নিম্নতর ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা ; তৈলাদি দ্রব বস্তু ; চিক্কণতা। স্নিহ (স্নিগ্ধ হওয়া)+ ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে স্নিগ্ধ।

স্নেহগর্ভ—স্নেহপূর্ণ, যাহার ভিতরে ভালবাসা আছে এরূপ। স্নেহ আছে গর্ভে (অভ্যন্তরে) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

স্নেহপরিপ্লুত—স্নেহ দ্বারা ব্যাপ্ত, স্নেহ-মাখান। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্নেহপালিত—বাৎসল্যসহকারে লালিত, ভালবাসার সহিত বর্দ্ধিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্নেহপুত্তলি—স্নেহের পুতুল, অতিশয় স্নেহের বস্তু। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্নেহপ্রফুল্ল—বাৎসল্য হেতু বিকসিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্নেহপ্রবণ—বাৎসল্যের অনুরাগী, অতিশয় স্নেহশীল। স্নেহে প্রবণ (অত্যাসক্ত), ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্নেহপ্রিয়—প্রদীপ। স্নেহ (তৈল) হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। সং ; পু।

স্নেহবন্ধন—বাৎসল্যরূপ বাঁধন, স্নেহের বাঁধন। রূপক। সং ; ক্লী।

স্নেহভাজন—স্নেহের পাত্র। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্নেহময়—বাৎসল্যযুক্ত, স্নেহপূর্ণ ; তৈলাদিবস্তুযুক্ত। স্নেহ শব্দ+ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্নেহময়ী।

স্নেহময়ী—বাৎসল্যবিশিষ্টা, স্নেহশীলা। স্নেহময় দেখ ; স্নেহময়+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

স্নেহরস—বাৎসল্যরূপ জলীয় বস্তু। রূপক। পু।

স্নেহরাশি—প্রভূত স্নেহ। ৬তৎ। সং ; পু।

স্নেহবতী, স্নেহিনী—স্নেহযুক্তা, স্নেহশালিনী। স্নেহ শব্দ+বতু, ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে স্নেহবান্, স্নেহী।

স্নেহবান্—(স্নেহবৎ), স্নেহী (স্নেহিন্)। স্নেহযুক্ত, স্নেহশালী। স্নেহ+বতু, ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্নেহবতী, স্নেহিনী।

স্নেহশালিনী—স্নেহশালী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

স্নেহশালী—(স্নেহশালিন্)। বাৎসল্যবিশিষ্ট, স্নেহপূর্ণ। স্নেহ শব্দ+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্নেহশালিনী।

স্নেহশীল—বাৎসল্যপরায়ণ, স্নেহ করাই যাহার স্বভাব। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্নেহশীলা। [ত্রি।

স্নেহসিক্ত—স্নেহার্দ্র, স্নেহ মাখা। ৩তৎ। বিণ ;

স্নেহসিন্ধু—স্নেহসমুদ্র, বাৎসল্যরূপ সাগর। রূপক। সং ; পু।

স্নেহসুধা—স্নেহরূপ অমৃত। রূপক। সং ; স্ত্রী।

স্নেহহীন—স্নেহশূন্য, বাৎসল্যবর্জ্জিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

স্নেহাকৃষ্ট—স্নেহ দ্বারা অভিমুখীকৃত। ৩তৎ।

স্নেহার্দ্র—স্নেহসিক্ত, স্নেহ মাখা। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

স্নেহাস্পদ—স্নেহভাজন, স্নেহের পাত্র। ৬তৎ।

স্নেহোদ্রেক—স্নেহের সঞ্চার, বাৎসল্যের আবির্ভাব। ৬তৎ। সং ; পু।

স্নেহোপহার—স্নেহসহকারে প্রদত্ত উপঢৌকন, স্নেহপূর্ণ যৌতুক। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

স্পন্দ, স্পন্দন—ঈষৎ কম্পন, স্ফুরণ ; চলন ; নড়াচড়া। স্পন্দ (ঈষৎ কম্পিত হওয়া) +অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে স্পন্দিত।

স্পন্দনশূন্য—স্পন্দহীন, নড়নচড়নরহিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্পন্দরহিত—নিঃস্পন্দ, নড়নচড়নশূন্য, স্থির। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্পন্দহীন—স্পন্দনশূন্য। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্পন্দিত—১। ঈষৎ কম্পিত, স্ফুরিত ; চলিত। স্পন্দ (ঈষৎ কম্পিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

স্পর্দ্ধা, স্পর্দ্ধনা—প্রতিযোগিতা, পরাভিভবেচ্ছা, অন্যকে পরাভূত করিবার বাঞ্ছা ; মাৎসর্য্য প্রকাশ ; সঙ্ঘর্ষ ; সাদৃশ্য ; সদৃশীকরণ। স্পর্দ্ধ +অ, অন ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে স্পর্দ্ধী।

স্পর্দ্ধিত—স্পর্দ্ধাযুক্ত, অন্যকে পরাভূতকরণেচ্ছু। স্পর্দ্ধ+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

স্পর্দ্ধিনী—স্পর্দ্ধী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

স্পর্দ্ধী—(স্পর্দ্ধিন্)। স্পর্দ্ধাকারী ; সদৃশ। স্পর্দ্ধ+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্পর্দ্ধিনী।

স্পর্শ—১। ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণবিশেষ ; ছোঁয়া। স্পৃশ (ছোঁয়া)+অল্ ভা। ২। বায়ু ; রোগ ; বর্গ্য বর্ণ। স্পৃশ+অল্ ক। ৩। দান। স্পর্শ+অল্ ভা। সং ; ক্লী।

স্পর্শন—১। স্পর্শ ; ছোঁয়া ; গ্রহণ। স্পৃশ (ছোঁয়া, ইত্যাদি)+অনট্ ভা। ২। দান, বিতরণ। স্পর্শ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

স্পর্শমণি—স্পর্শ-প্রস্তর, পরশ পাথর, যে পাথরের স্পর্শমাত্রে লৌহাদি বস্তু সোণা হইয়া যায় (Philosopher's Stone)। সং ; পু।

স্পর্শসুখ—স্পর্শজনিত আনন্দ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

স্পর্শিনী—স্পর্শী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

স্পর্শী—(স্পর্শিন্) ১। স্পর্শকারী। স্পৃশ (ছোঁয়া)+ণিন্ ক। ২। স্পর্শযুক্ত। স্পর্শ+ ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্পর্শিনী।

স্পর্শেন্দ্রিয়—স্পর্শজ্ঞানজনক ইন্দ্রিয়, ত্বগিন্দ্রিয়। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

স্পশ—চর, গোয়েন্দা। সং ; পু।

স্পষ্ট—ব্যক্ত, স্ফুট, প্রকাশিত। স্পশ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

স্পষ্টভাষী—(স্পষ্টভাষিন্)। স্পষ্টবক্তা, যে স্পষ্ট কথা বলে এরূপ। স্পষ্ট শব্দ—ভাষ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্পষ্টভাষিণী।

স্পষ্টবাদিতা, স্পষ্টবাদিত্ব—স্পষ্ট বাক্যকথন। স্পষ্টবাদী দেখ ; স্পষ্টবাদিন্ শব্দ+তা, ত্ব ভাবে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

স্পষ্টবাদিনী—স্পষ্টবাদী দেখ।

স্পষ্টবাদী—(স্পষ্টবাদিন্)। স্পষ্ট-বক্তা। স্পষ্ট শব্দ—বদ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্পষ্টবাদিনী। বিশেষ্যে স্পষ্টবাদিতা, স্পষ্টবাদিত্ব। [ত্রি।

স্পষ্টশ্রুত—স্পষ্টভাবে আকর্ণিত। ২তৎ। বিণ ;

স্পষ্টীকৃত—সুব্যক্ত, যাহা পূর্ব্বে স্পষ্ট ছিল না এক্ষণে স্পষ্ট করা হইয়াছে। স্পষ্ট শব্দ+ চি্ব অভূততদ্ভাবার্থে—স্পষ্টী—কৃ+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

স্পৃক্—(স্পৃশ্)। স্পর্শ, ছোঁয়া। স্পৃশ+ক্বিপ্ ভা। সং ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

স্পৃশা—স্পর্শ। স্পৃশ+ক্বিপ্ ভা+আপ্। সং ;

স্পৃষ্ট—কৃত-স্পর্শ, যাহা স্পর্শ করা হইয়াছে এরূপ। স্পৃশ (ছোঁয়া)+ক্ত র্ম। বিণ ; ত্রি।

স্পৃষ্টক—গাত্রস্পর্শপূর্ব্বক আলিঙ্গন। স্পৃষ্ট শব্দ (স্পর্শ)+কণ্। সং ; ক্লী।

স্পৃষ্টি—স্পর্শ। স্পৃশ+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে স্পৃষ্ট।

স্পৃহণীয়—অভিলষণীয়, বাঞ্ছনীয় ; লোভনীয় ; শ্লাঘ্য ; আশ্চর্য্য। ণিজন্ত স্পৃহ বা স্পৃহি (বাঞ্ছা করা)+অনীয় র্ম। বিণ ; ত্রি।

স্পৃহয়ালু—স্পৃহাশীল, আকাঙ্ক্ষাযুক্ত ; লোভী। ণিজন্ত স্পৃহ বা স্পৃহি (বাঞ্ছা করা)+আলু ক। বিণ ; ত্রি।

স্পৃহা—ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ; লোভ ; গ্রহণেচ্ছা। ণিজন্ত স্পৃহ বা স্পৃহি (বাঞ্ছা করা)+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

স্ফট, স্ফটা—সর্পের ফণা। সং ; যথাক্রমে পু ও

স্ফটি, স্ফটী—ফট্কিরি। সং ; স্ত্রী।

স্ফটিক, স্ফটীক—শুভ্র স্বচ্ছ প্রস্তরবিশেষ, ফটিক পাথর। সং ; পু।

স্ফটিকনিন্দিত—স্ফটিক অপেক্ষা স্বচ্ছ। স্ফটিক নিন্দিত হইয়াছে যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ ; ত্রি।

স্ফটিকাচল—কৈলাস পর্ব্বত। স্ফটিকময় যে অচল। কর্ম্মধা। সং ; পু।

স্ফটিকাধার—স্ফটিকনির্ম্মিত পাত্র ; স্ফটিক পাথরের আবরণ। স্ফটিক নির্ম্মিত যে আধার, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

স্ফাটিক, স্ফাটীক—১। স্ফটিকময়। স্ফটিক, স্ফটীক শব্দ+ক। বিণ ; ত্রি। ২। স্ফটিক-মণি। সং ; ক্লী।

স্ফাতি—উন্নতি ; বৃদ্ধি। স্ফায় (বাড়া)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

স্ফার—১। বৃদ্ধিযুক্ত ; বৃহৎ ; প্রচুর। স্ফায় (বাড়া)+র ক, নিপাতনে, অথবা স্ফর (স্ফূর্ত্তি পাওয়া)+ঘঞ্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। বিকাশ। উক্তরূপ প্রকৃতিপ্রত্যয় ভা। সং ; পু। [ক্লী।

স্ফারণ—বিকাশ ; কম্পন ; আস্ফালন। সং ;

স্ফাল—স্ফূর্ত্তি ; আস্ফালন ; বিকাশ ; সঙ্ঘটন। সং ; পু।

স্ফীত—প্রবৃদ্ধ ; ফুলিয়া উঠিয়াছে এরূপ ; ফাঁপা ; হৃষ্ট। স্ফায় (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

স্ফীতি—প্রবৃদ্ধি ; ফুলিয়া উঠা ; হর্ষ। স্ফায়+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে স্ফীত।

স্ফুট—বিকসিত, প্রফুল্ল ; ব্যক্ত ; স্পষ্ট ; বিশদ ; প্রদীপ্ত ; বিদীর্ণ, ফুটা ; নিশ্চিত। স্ফুট (বিকসিত হওয়া)+ক ক। বিণ ; ত্রি।

স্ফুটন—বিকাশপ্রাপ্তি ; ব্যক্ত হওন। স্ফুট (বিকসিত হওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

স্ফুটনোন্মুখ—বিকাশোন্মুখ, অর্দ্ধবিকসিত। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্ফুটবাক্—যাহার কথা ফুটিয়াছে এরূপ। স্ফুট হইয়াছে বাক্ (বাক্য) যাহার, বহু। বিণ ; পু।

স্ফুটি, স্ফুটী—পাদস্ফোটরোগ ; ফুটি ফল। স্ফুট (বিকসিত হওয়া)+ই ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

স্ফুটিত—বিকসিত ; বিস্তারিত ; ব্যক্তীভূত ; ছিদ্রিত ; বিদীর্ণ। স্ফুট (বিকসিত হওয়া) +ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

স্ফুরণ, স্ফুরণা—স্পন্দন, ঈষৎ কম্পন ; দীপ্তি। স্ফুর (সকলিত হওয়া)+অনট্ ভা, ২য় পক্ষে…+অন ভা+আপ্। সং ; যথা-ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে স্ফুরিত

স্ফুরন্—(স্ফুরৎ)। স্ফূর্ত্তিযুক্ত ; কম্পমান, দীপ্যমান। স্ফুর (স্ফূর্ত্তি পাওয়া, ইত্যাদি) +শতৃ ক। বিণ ; পু।

স্ফুরিত—কম্পিত ; দীপ্ত, উজ্জ্বল ; স্পন্দিত ; প্রতিবিম্বিত। স্ফুর (সকলিত হওয়া, ইত্যাদি)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

স্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা, আগুনের ফিন্‌কি। স্ফু (অনুকরণ শব্দ)—লিঙ্গ (গমন করা)+অন্ ক। সং ; পু বা ক্লী।

স্ফূর্ত্তি—কম্প ; স্পন্দ ; প্রতিভা ; হর্ষ ; বিকাশ। স্ফুর+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

স্ফূর্ত্তিজনক—হর্ষোৎপাদক, আমোদজনক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্ফূর্ত্তিমতী—স্ফূর্ত্তিযুক্তা। স্ফূর্ত্তি শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

স্ফূর্ত্তিমান্—(স্ফূর্ত্তিমৎ)। স্ফূর্ত্তিযুক্ত ; বিকাশ-প্রাপ্ত ; হৃষ্ট। স্ফূর্ত্তি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

স্ফূর্ত্তিলাভ—হর্ষপ্রাপ্তি, আমোদ পাওয়া ; বিকাশলাভ। ৬তৎ। সং ; পু।

স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক—হর্ষসূচক, আনন্দজ্ঞাপক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্ফোট—ব্রণ, ফোড়া, আব ; ব্যাকরণে—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের অনুভব সহিত চরমবর্ণব্যঙ্গ্য অখণ্ড শব্দবিশেষ। স্ফুট+অল্ ভা। পু।

স্ফোটক—ব্রণ, ফোড়া, আব। স্ফোট দেখ ; স্ফোট+কণ্। সং ; ক্লী।

স্ফোটকোৎপাদী — (স্ফোটকোৎপাদিন্)। স্ফোটক উৎপাদনকারী, ফোড়ার জনক। স্ফোটক—উৎ—পদ+ণিন্ ক। বিণ ; পু।

স্ফোটন—বিদারণ ; ভঙ্গ ; বিকাশন। ণিজন্ত স্ফুট+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

স্ফোটনী—ছিদ্রকারক যন্ত্র, সূচ, তুরপুণ প্রভৃতি। ণিজন্ত স্ফুট+অনট্ ণ+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

স্ফ্য—খড়্গাকৃতি খাদির যজ্ঞকাষ্ঠ। সং ; পু।

স্ম—(ক্রিয়াযোগে) অতীতকালবোধক ; পাদ-পূরণ। স্মি+ড ক। ব্য।

স্ময়——গর্ব্ব ; আশ্চর্য্য। স্মি (ঈষৎ হাস্য করা) +অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে স্মিত।

স্মর—১। কন্দর্প। স্মৃ (স্মরণ করা)+অল্ র্ক। ২। বেদব্যাখ্যাতা। স্মৃ+অল্ ক। ৩। স্মরণ। স্মৃ+অল্ ভা। সং ; পু। ৪। স্মরণকর্ত্তা। বিণ ; ত্রি।

স্মরগুরু—কন্দর্পের পিতা, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু [হর-কোপানলে মদন ভস্মীভূত হইবার পর মহা-দেবের বরে কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন নামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন]। ৬তৎ। সং ; পু।

স্মরণ—স্মৃতি, পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান, মনে পড়া ; চিন্তন ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। স্মৃ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে স্মৃতি।

স্মরণপট—স্মৃতিরূপ পট, স্মৃতিরূপ আলেখ্য। রূপক। সং ; পু। [সং ; পু।

স্মরণপথ—স্মৃতির পথ, স্মৃতির বিষয়। ৬তৎ।

স্মরণশক্তি—স্মৃতিশক্তি, মনে রাখিবার ক্ষমতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্মরণাতীত—স্মৃতির অতিরিক্ত, যতদূর স্মরণ হয় তাহারও অধিক। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্মরণীয়—স্মর্ত্তব্য, স্মরণযোগ্য। স্মৃ (স্মরণ করা) +অনীয় র্ক। বিণ ; ত্রি।

স্মরদশা—কামদশা, মদনাবস্থা, ইহা দশ প্রকার, যথা—"নয়নপ্রীতিঃ প্রথমং চিন্তা-সঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্পঃ। নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা বিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানাশঃ। উন্মাদো মূর্চ্ছা মৃতিরিত্যেতাঃ স্মরদশা দশৈব স্যুঃ॥" নয়ন-প্রীতি, চিন্তাসঙ্গ, সঙ্কল্প, অনিদ্রা, তনুতা, বিষয়নিবৃত্তি, ত্রপানাশ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, মৃত্যু। মতান্তরে—"অভিলাষশ্চিন্তা স্মৃতি-গুণকথনোদ্বেগসংপ্রলাপাশ্চ। উন্মাদোঽথ ব্যাধির্জড়তা মৃতিরিতি দশাত্র কামদশাঃ॥" অর্থাৎ অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণবর্ণন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়ভাব এবং মৃত্যু, এই দশবিধ স্মরদশা। অপর অন্যমতে—"দৃঙ্মনঃসঙ্গসঙ্কল্পা জাগরঃ কৃশতা-রতিঃ। হ্রীত্যাগোন্মাদমূর্চ্ছান্তা ইত্যনঙ্গ-দশা দশ॥" অর্থাৎ দৃষ্টিসঙ্গ, মানসসঙ্গ, সঙ্কল্প, জাগরণ, ক্ষীণতা, অনুরাগ, লজ্জাত্যাগ, উন্মত্ততা, মূর্চ্ছা এবং মৃত্যু, এই দশ প্রকার স্মরদশা। অপি চ—"অঙ্গেষসৌষ্ঠবং তাপঃ পাণ্ডুতা কৃশতা রুচিঃ। অধৃতিঃ স্যাদনালম্বস্তন্ময়োন্মাদমূর্চ্ছনাঃ। মৃতি-শ্চেতি ক্রমাজ্জ্ঞেয়া দশ স্মরদশা ইহ॥" অর্থাৎ দেহের সৌন্দর্য্যহীনতা, তাপ, পাণ্ডু-বর্ণ, কৃশতা অনুরাগ, অধৈর্য্য, তন্ময়ভাব, উন্মত্ততা, মূর্চ্ছা এবং মরণ এই দশবিধ স্মরদশা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্মরপ্রিয়া—কন্দর্পপত্নী, রতিদেবী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্মরসখ—কন্দর্পবন্ধু, বসন্ত ; চন্দ্র। স্মরের সখা, ৬তৎ, অথবা স্মর হইয়াছে সখা যাহার, বহু। সং ; পু।

স্মরহর, স্মরারি—শিব, মহাদেব। স্মরের হর (হরণকারী) বা অরি (শত্রু), ৬তৎ ; অসুরপীড়িত দেবগণের প্ররোচনায় মদন ধ্যাননিরত মহাদেবের প্রতি সম্মোহন-বাণ ক্ষেপণ করিলে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ হয় ; তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার ললাট-নিঃসৃত প্রলয়াগ্নিবৎ জ্ঞান-জ্যোতিঃ মদনকে ভস্মীভূত করিয়াছিল। সং ; পু।

স্মর্ত্তব্য—স্মরণীয়, স্মরণযোগ্য। স্মৃ (স্মরণ করা) +তব্য র্ক। বিণ ; ত্রি।

স্মার—স্মরণ ; চিন্তন। স্মৃ (স্মরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে স্মৃত।

স্মারক—স্মৃতিকারক ; স্মরণজনক ; উদ্বোধক। ণিজন্ত স্মৃ বা স্মারি (স্মরণ করান)+ণক ক। বিণ ; ত্রি।

স্মার্ত্ত—স্মৃতিসম্বন্ধীয় ; স্মৃতিশাস্ত্রবেত্তা। স্মৃতি+ক। বিণ ; ত্রি।

স্মিত—১। ঈষৎ হাস্য, মৃদুহাসি। স্মি (ঈষদ্ধাস্য করা)+ক্ত ভা। সং ; ক্লী। ২। হসিত, হাস্যযুক্ত ; বিকসিত ; বিস্মিত। স্মি+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

স্মিতানন—১। ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। হাস্যযুক্ত মুখবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্মিতাননা।

স্মৃত—স্মরণের বিষয়ীভূত, যাহা স্মরণ করা হইয়াছে এরূপ। স্মৃ (স্মরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে স্মর, স্মার, স্মৃতি।

স্মৃতি—১। স্মরণ, কালান্তরে জ্ঞান, পূর্ব্বানুভূতের জ্ঞান। স্মৃ (স্মরণ করা)+ক্তি ভা। ২। ধর্ম্মসংহিতা,—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শতাতপ ও বশিষ্ঠ এই বিংশতিজন ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রয়োজক প্রণীত ধর্ম্মসংহিতা,—খাদ্যাখাদ্য, ব্রতপূজাদির নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, দায়ভাগ, ও অপরাধাদির দণ্ডাদি বিষয়-সংবলিত হিন্দুশাস্ত্রবিশেষ। স্মৃ+ক্তি র্ম্ম। সং ; স্ত্রী।

স্মৃতিচিহ্ন—স্মরণচিহ্ন, যাহা দেখিলে মনে পড়ে এমন বস্তু। স্মৃতি জনক যে চিহ্ন, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। [সং ; পু।

স্মৃতিপট—স্মরণপট, স্মরণরূপ আলেখ্য। রূপক।

স্মৃতিপথ—স্মরণপথ। ৬তৎ। সং ; পু।

স্মৃতিমত্তা—স্মরণশীলতা। স্মৃতিমান্ দেখ ; স্মৃতিমৎ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

স্মৃতিমতী—স্মৃতিযুক্তা। স্মৃতি শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে +ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে স্মৃতিমান্।

স্মৃতিমন্দির—স্মরণসূচক মন্দির, মৃতের স্মরণার্থ নির্ম্মিত মন্দির। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

স্মৃতিমান্—(স্মৃতিমৎ)। স্মরণযুক্ত। স্মৃতি শব্দ +মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্মৃতিমতী। বিশেষ্যে স্মৃতিমত্তা।

স্মৃতিরক্ষা—স্মরণসূচক বস্তু স্থাপন। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্মৃতিশক্তি—স্মরণশক্তি, মনে রাখিবার ক্ষমতা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [সং ; ক্লী।

স্মৃতিশাস্ত্র—মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র। ৬তৎ।

স্মৃতিস্তম্ভ—স্মরণসূচক স্তম্ভ, মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থ নির্ম্মিত থাম। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

স্মের—ঈষদ্ধাস্যযুক্ত ; বিকসিত ; স্ফুট। স্মি (ঈষৎ হাস্য করা)+র ক। বিণ ; ত্রি।

স্মেরমুখ—১। ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখসম্পন্ন। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্মেরমুখী।

স্মেরানন—১। ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখবিশিষ্ট। বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্মেরাননা।

স্যদ—বেগ, শীঘ্রতা। স্যন্দ (ক্ষরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু বিশেষণে স্যন্ন।

স্যন্দ—ক্ষরণ, গলন ; গমন ; বেগ। স্যন্দ (ক্ষরণ করা)+অপ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে স্যন্ন।

স্যন্দন—১। রথ। স্যন্দ+অনট্ ণ। সং পু বা ক্লী। ২। বায়ু ; জল ; তিনিশ বৃক্ষ। স্যন্দ+অন ক। সং ; পু। ৩। ক্ষরণ ; বেগ ; গমন। স্যন্দ+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

স্যন্দনারোহ—রথস্থ যোদ্ধা। স্যন্দন শব্দ (রথ) —আ—রুহ (আরোহণ করা)+অন্ ক। সং , পু।

স্যন্দিনী—স্যন্দী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

স্যন্দী—(স্যন্দিন্)। ক্ষরণশীল, গলনশীল। স্যন্দ (ক্ষরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্যন্দিনী।

স্যন্ন—পতিত ; গত ; ক্ষরিত। স্যন্দ (ক্ষরিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি।

স্যমন্তক—শ্রীকৃষ্ণের ভূষণ মণি। স্যম (শব্দ করা)+অন্ত র্ম্ম+কণ্। সং ; পু।

সত্রাজিৎ সূর্য্যের উপাসনা করিয়া এই মণি প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ এই মণি দর্শনে উহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। অতঃপর সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেনজিৎ ঐ মণি ধারণ করিয়া মৃগয়ায় গিয়া সিংহকর্ত্তৃক নিহত হন। জাম্ববান্ সিংহকে বধ করিয়া ঐ মণি গ্রহণ করেন। এদিকে সত্রাজিৎ সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া প্রকাশ করেন যে, শ্রীকৃষ্ণই মণির লোভে তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া মণি অপহরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ আত্মদোষক্ষালনার্থ মণির অনুসন্ধানে গমন করেন, এবং সন্ধান পাইয়া জাম্ববানের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। জাম্ববান্ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বীয় কন্যা জাম্ববতীর সহিত উক্ত মণি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলে শ্রীকৃষ্ণ ঐ মণি সত্রাজিৎকে দেন। পরে সত্রাজিৎ স্বীয় কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে প্রদান করিয়া তাঁহাকে ঐ মণি উপহার দেন।

স্যূত—১। যাহা সেলাই করা হইয়াছে এরূপ ; গ্রথিত ; প্রোত। সিব (সেলাই করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। সূত্রনির্ম্মিত আধারপাত্র, থলিয়া, বগলি, গেঁজে। সং।

স্যূতি—সেলাইকরণ ; তন্তুসন্তান, (কাপড় চোপড় ইত্যাদি) বোনা। সিব (সেলাই করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে স্যূত। [লিং ; পু।

স্যূন—সূর্য্য ; অংশু, কিরণ। সিব+নক্ ক।

স্রংসন, স্রংসনা—অধঃপতন ; স্খলন ; বিচ্যুতি ; বিশ্লেষ। স্রন্‌স (পতিত হওয়া)+অনট্ ভা ; ২য় পক্ষে…+ অন ভা+আপ্। সং ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে স্রস্ত।

স্রংসিনী—স্রংসী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

স্রংসী—(স্রংসিন্)। অধঃপতনশীল ; স্খলনশীল ; চ্যুতিশীল। স্রন্‌স (পতিত হওয়া)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্রংসিনী।

স্রক্—(স্রজ্)। মাল্য, মালা, হার। সৃজ (নির্ম্মাণ করা)+ক্বিপ্ র্ম্ম। সং ; স্ত্রী।

স্রগ্ধর—মাল্যধারী। স্রক্ দেখ ; স্রক্-এর ধর, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্রগ্ধরা।

স্রগ্ধরা—১। মাল্যধারিণী। স্রগ্ধর দেখ ; স্রগ্ধর +আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। একবিংশত্যক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

স্রগ্বিনী—১। মাল্যধারিণী। স্রক্ দেখ ; স্রজ্ শব্দ (মালা)+বিন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ : স্ত্রী। পুংলিঙ্গে স্রগ্বী। ২। দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

স্রগ্বী—(স্রগ্বিন্)। মাল্যধারী। স্রক্ দেখ , স্রজ্ শব্দ (মালা)+বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্রগ্বিনী।

স্রব, স্রবণ—ক্ষরণ ; পতন ; গলন ; চ্যুতি। স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে স্রুত।

স্রবন্—(স্রবৎ)। ক্ষরণশীল ; পতনশীল। স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+শতৃ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্রবন্তী।

স্রবন্তী—১। ক্ষরণশীলা। স্রবন্ দেখ ; স্রবৎ শব্দ +ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নদী। সং ; স্ত্রী।

স্রষ্টা—(স্রষ্টৃ)। বিধাতা, ব্রহ্মা। সৃজ (সৃষ্টি করা)+তৃন্ ক। সং ; পু। ২। সৃষ্টিকর্ত্তা। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্রষ্ট্রী।

স্রস্ত—চ্যুত ; ক্ষরিত ; বিগলিত ; অপগত। স্রন্‌স (ভ্রষ্ট হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে স্রংসন, স্রংসনা।

স্রস্তর—সংস্তর, শয্যা ; আসন। স্রস্ত শব্দ—রা বা রক্ষ+ড ক। সং ; পু।

স্রাব—ক্ষরণ ; পতন ; ভ্রংশ। স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে স্রুত।

স্রুক্—(স্রুচ্), স্রুচা। যজ্ঞে ঘৃতপ্রক্ষেপার্থ পাত্রবিশেষ। স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ক্বিপ্ অপা, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। স্ত্রী।

স্রুত—ক্ষরিত, গলিত, পতিত। স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে স্রব, স্রবণ, স্রাব, স্রুতি।

স্রুতি—ক্ষরণ, গলন, পতন। স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে স্রুত। [বিশেষ। সং ; পু।

স্রুব—হোমার্থ খদিরাদি কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র-

স্রুবা—স্রুব ; শল্লকী ; মূর্ব্বা। সং ; স্ত্রী।

স্রোত, স্রোতঃ—(স্রোতস্) ১। জলপ্রবাহ। স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ত, অস্ ক। ২। ইন্দ্রিয়পথ। উক্তরূপ প্রকৃতিপ্রত্যয় অপা বা অধি। সং ; ক্লী।

স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী—১। স্রোতযুক্তা। স্রোতস্ (স্রোত)+বতু, বিন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নদী। সং ; স্ত্রী।

স্রোতস্বান্—(স্রোতস্বৎ), স্রোতস্বী (স্রোতস্বিন্)। স্রোতযুক্ত। স্রোতস্ শব্দ (স্রোত) + বতু, বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী।

স্রোতস্বিনী—স্রোতস্বতী দেখ।

স্রোতোজল—স্রোতবিশিষ্ট জল, যাহাতে প্রবাহ আছে এরূপ জল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

স্রোতোঞ্জন—সৌবীর দেশজাত অঞ্জনবিশেষ [ইহার আকৃতি উইটিপির ন্যায় ; এবং অভ্যন্তর ভাগ অঞ্জনতুল্য ; ইহাকে ঘর্ষণ করিলে গিরিমাটীর ন্যায় বর্ণ বাহির হয়। ইহা মধুর ও কষায় রসবিশিষ্ট, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, কফ ও পিত্তনাশক, বমন, বিষ, ক্ষয়, সিধ্ম ও রক্তদোষ নিবারক, মলরোধক এবং স্নিগ্ধবীর্য্য। ইহার সৌবীরাঞ্জন নামে আর এক প্রকার ভেদ আছে। স্রোতোঞ্জন কৃষ্ণবর্ণ, এবং সৌবীরাঞ্জন শ্বেতবর্ণ]। সং ; ক্লী।

স্রোতোবহ, স্রোতোবহ্—নদ, নদী। স্রোতস্ শব্দ (স্রোত) – বহ (বহা) + অন্, ক্বিপ্ ক। সং ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

স্রোতোবাহিত—স্রোতের দ্বারা চালিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্রোতোবেগ—স্রোতের ক্ষিপ্রগতি, স্রোতের প্রাবল্য। ৬তৎ। সং ; পু। [বিণ ; ত্রি।

স্রোতোহীন—স্রোতঃশূন্য, প্রবাহরহিত। ৩তৎ।

স্ব—১। আত্মা, স্বয়ং। স্বন (শব্দ করা) + ড ক। সর্ব্ব ; পু। ২। ধন। সং ; পু বা ক্লী। ৩। জীবাত্মা ; জ্ঞাতি। সং ; পু। ৪। স্বকীয়। বিশেষণীয় সর্ব্বনাম ; ত্রি।

স্বঃ—(স্বর্)। স্বর্গ ; পরলোক ; নিরবচ্ছিন্ন সুখ। স্বৃ (শব্দ করা) + বিৎ অধি। ব্য।

স্বক, স্বকীয়—স্বীয়, আত্মসম্বন্ধীয়। স্ব শব্দ + কণ, ২য় পক্ষে তদ্ধিতরে ঈয়। বিণ ; ত্রি।

স্বকুল—নিজের বংশ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

স্বকৃত—নিজ কৃত, নিজকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বখাত—নিজের খনিত, নিজকর্ত্তৃক খাদ করা জলাশয়। ৩তৎ। সং ; পু।

স্বখাতসলিল—নিজ কর্ত্তৃক খনিত জলাশয়ের জল। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

স্বখাদ—স্বখাত। দেশজ।

স্বগত—১। আত্মগত, মনোগত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। (নাট্যে) আলাপ্য ব্যক্তি ভিন্ন দর্শকের শ্রবণযোগ্য বাক্য ; মনে মনে বলা। সং।

স্বগৃহ—নিজভবন, আপনার বাড়ী। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

স্বচ্ছ—অতি নির্ম্মল, প্রতিবিম্বধারণক্ষম, যাহার ভিতর দিয়া দেখা যায় এরূপ ; শুভ্র। সু (অতিশয়) যে অচ্ছ (নির্ম্মল), নিত্য। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে স্বচ্ছতা, স্বচ্ছত্ব।

স্বচ্ছতা, স্বচ্ছত্ব—অতি নির্ম্মলতা, প্রতিবিম্বধারণক্ষমতা ; শুভ্রতা। স্বচ্ছ শব্দ + তা, ত্ব ভাবে। সং ; স্ত্রী।

স্বচ্ছন্দ—১। স্বাধীন ; সুস্থ ; বাধাশূন্য। স্ব হইয়াছে ছন্দ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। স্বেচ্ছা ; স্বেচ্ছাচার ; সুখ। স্ব (নিজের) ছন্দ (ইচ্ছা), ৬তৎ। সং ; পু।

স্বচ্ছন্দচিত্ত—১। সুস্থ চিত্ত, শান্ত মনঃ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। সুস্থচেতাঃ, নিশ্চিন্তমনাঃ। স্বচ্ছন্দ হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

স্বচ্ছসরোবর—অতিশয় নির্ম্মল তড়াগ, অতি নির্ম্মল জলবিশিষ্ট পুষ্করিণী। কর্ম্মধা। পু।

স্বচ্ছসলিল—১। নির্ম্মল জল। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী। ২। নির্ম্মল জলবিশিষ্ট। স্বচ্ছ হইয়াছে সলিল যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্বচ্ছসলিলা।

স্বচ্ছসলিলা—নির্ম্মল জলবিশিষ্টা। বহু। বিণ।

স্বজ—১। আত্মজাত, শরীরসম্ভূত। স্ব শব্দ – জন (জন্মা) + ড ক। বিণ ; ত্রি। ২। পুত্র। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্বজা। [পু।

স্বজন—আত্মীয় ব্যক্তি। কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং ;

স্বজনত্যাগ—আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ। ৬তৎ। সং ; পু।

স্বজনপ্রীতি—আত্মীয়গণকে ভালবাসা। ৭তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বজা—১। আত্মজাতা, শরীরজাতা। স্বজ দেখ ; স্বজ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। আত্মজা, কন্যা। সং ; স্ত্রী।

স্বজাতি—নিজশ্রেণী। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বজাতিপ্রেম—নিজজাতির উপর অনুরাগ, নিজের জাতিকে ভালবাসা। ৭তৎ। সং।

স্বজাতিবিরোধী—(–বিরোধিন্)। নিজের জাতির শত্রু। ৬তৎ। বিণ ; পু।

স্বজাতিসুলভ—নিজজাতির স্বাভাবিক, যাহা স্বশ্রেণীতে সচরাচর দেখা যায়। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বজাতীয়—নিজজাতিসম্বন্ধীয়, নিজশ্রেণীয়। স্বজাতি শব্দ + ঈয় ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্বজাতীয়া।

স্বতঃ—(স্বতস্)। স্বয়ং, নিজ হইতে। স্ব শব্দ + তস্ ৫মী স্থানে। ব্য।

স্বতঃপরতঃ—নিজ হইতে ও পর হইতে ; নিজের পক্ষে ও অন্যের পক্ষে। ব্য।

স্বতঃপ্রবৃত্ত—নিজ হইতে অর্থাৎ স্বেচ্ছায় রত বা ব্যাপৃত। বিণ ; ত্রি।

স্বতঃসিদ্ধ—আপনা হইতে সিদ্ধ, অর্থাৎ যাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত অন্য যুক্তির প্রয়োজন হয় না (Axiom)। বিণ ; ত্রি।

স্বতন্ত্র—স্বাধীন, আত্মবশ। স্ব হইয়াছে তন্ত্র (ইচ্ছা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে স্বতন্ত্রতা, স্বাতন্ত্র্য।

স্বতন্ত্রতা—স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা। স্বতন্ত্র + তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

স্বত্ব—ধনাদিতে স্বামিত্ব, দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়াধিকার। স্ব শব্দ + ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী।

স্বত্বত্যাগ—অধিকার ত্যাগ, দখল ছাড়িয়া দেওয়া। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

স্বত্বত্যাগপত্র—অধিকারত্যাগের কাগজ, দানপত্র, বিক্রয়-কোবালা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

স্বত্বাধিকারী—দান বিক্রয়ের অধিকারবিশিষ্ট, দখলীকার। স্বত্বের (স্বামিত্বের) অধিকারী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্বত্বাধিকারিণী।

স্বদন—১। ভক্ষণ। সু – অদ (খাওয়া) + অনট্ ভা। ২। আস্বাদন। স্বদ (আস্বাদন করা) + অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

স্বদেশ—নিজদেশ, জন্মভূমি। স্ব (নিজের) দেশ, ৬তৎ। সং ; পু। [ত্রি।

স্বদেশজাত—নিজদেশে উৎপন্ন। ৭তৎ। বিণ ;

স্বদেশদ্রোহ—নিজদেশের অনিষ্টচিন্তা। ৬তৎ। সং ; পু।

স্বদেশদ্রোহী—(স্বদেশদ্রোহিন্)। নিজদেশের বিরুদ্ধাচারী, স্বদেশের অনিষ্টকারী। স্বদেশ – দ্রুহ (অনিষ্ট করা) + ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্বদেশদ্রোহিণী।

স্বদেশপ্রিয়—নিজদেশের প্রতি অনুরক্ত। স্বদেশ হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

স্বদেশপ্রেম—নিজদেশের প্রতি অনুরাগ, নিজের দেশকে ভালবাসা। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

স্বদেশপ্রেমিক—নিজদেশের প্রতি অনুরাগপরায়ণ, যে জন্মভূমিকে সাতিশয় ভালবাসে এরূপ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্বদেশপ্রেমিকা।

স্বদেশবৎসল—নিজদেশের প্রতি স্নেহশীল, যে নিজদেশকে ভালবাসে এরূপ। ৭তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বদেশবাৎসল্য—নিজদেশের প্রতি ভালবাসা। ৭তৎ। সং ; ক্লী।

স্বদেশসেবক—নিজদেশের সেবাকারী, জন্মভূমির উন্নতির জন্য চেষ্টিত। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বদেশহিতৈষী—(স্বদেশহিতৈষিন্)। নিজদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। ৬তৎ। বিণ ; পু।

স্বদেশানুরাগ—নিজদেশের প্রতি ভালবাসা। ৭তৎ। সং ; পু।

স্বদেশানুরাগী—(স্বদেশানুরাগিন্)। নিজদেশের প্রতি অনুরাগপরায়ণ। ৭তৎ। বিণ ; পু।

স্বদেশী—নিজদেশীয় ; নিজদেশবাসী। স্বদেশ শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে – স্বদেশিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্বদেশিনী।

স্বদেশীয়—নিজদেশসম্বন্ধীয়, নিজদেশজাত। স্বদেশ শব্দ + ঈয়। ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

স্বধর্ম—নিজধর্ম, নিজজাতির অনুষ্ঠেয় ধর্ম ; নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য। ৬তৎ। সং ; পু।

স্বধর্মত্যাগ—নিজ ধর্ম পরিত্যাগ। ৬তৎ। সং; পু।

স্বধর্মত্যাগী—(স্বধর্মত্যাগিন্)। নিজধর্ম বর্জনকারী, নিজের ধর্ম ছাড়িয়া অন্য ধর্মের উপাসক। স্বধর্ম শব্দ—ত্যজ (ত্যাগ করা) +ঘিন্ ক। বিণ; পু।

স্বধর্মপালন—নিজধর্মের অনুষ্ঠান, স্বধর্মানুসারে কার্য্য করা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বধর্মভ্রষ্ট—নিজধর্ম হইতে বিচ্যুত, নিজজাতীয় ধর্ম ত্যাগকারী। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বধা—১। পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রদত্ত জলপিণ্ডাদি। স্বদ (আস্বাদন করা)+আ র্ম। ২। পিত্র্যুদ্দেশক জলপিণ্ডদানের মন্ত্র। স্বদ +আ ণ। ব্য। ৩। মাতৃকাদেবীবিশেষ, পিতৃলোক-পত্নী। সং; স্ত্রী।

স্বধাভুক্—(স্বধাভুজ্)। পিতৃলোক; পূর্ব্বপুরুষ। সং; পু।

স্বধিতি—পরশু-অস্ত্র, কুঠার। স্ব শব্দ—ধা (ধারণ করা)+ক্তি র্ম। সং; পু বা স্ত্রী।

স্বধিতী—পরশু অস্ত্র, কুঠার। সং; স্ত্রী।

স্বন—শব্দ, ধ্বনি। স্বন (শব্দ করা)+অল্ ভা। সং; পু। বিশেষণে স্বনিত।

স্বনামখ্যাত—নিজনামে প্রসিদ্ধ, নিজের নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। স্ব (নিজের) নাম, ৬তৎ; তদ্দ্বারা খ্যাত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বনামধন্য—নিজনামে প্রশংসনীয়, পিত্রাদির নামের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া নিজের উদ্যমে প্রশংসাপ্রাপ্ত। স্ব নাম, ৬তৎ; তদ্দ্বারা ধন্য, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বনিত—১। শব্দিত, ধ্বনিত। স্বন (শব্দ করা) +ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। শব্দ; মেঘধ্বনি। স্বন+ক্ত ভা। সং; স্ত্রী।

স্বন্ত—শুভোদর্ক, যাহার পরিণাম ভাল। সু (উত্তম) হইয়াছে অন্ত (শেষ) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

স্বপন, স্বপ্ন—সুপ্তি, নিদ্রা; সুষুপ্তের বিজ্ঞান, অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় বিষয়ানুভব। স্বপ (নিদ্রা যাওয়া)+অনট্, নঙ্ ভা। সং; যথাক্রমে স্ত্রী ও পু। বিশেষণে সুপ্ত।

স্বপক্—(স্বপজ্)। নিদ্রাশীল, শয়নশীল। স্বপ (নিদ্রা যাওয়া)+জুঙ্ ক। বিণ; ত্রি।

স্বপ্নঘোর—স্বপ্নের মোহ, স্বপ্নজনিত বিভ্রম। দেশজ।

স্বপ্নজাল—স্বপ্নসমূহ; জটিল স্বপ্ন। স্বপ্নের জাল (সমূহ), ৬তৎ, অথবা স্বপ্ন জাল সদৃশ, উপমিত। সং; স্ত্রী।

স্বপ্নতত্ত্ব—স্বপ্নবিষয়ক রহস্য, স্বপ্নের স্বরূপ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

স্বপ্নভাষিত—স্বপ্নকালে কথিত বাক্য। ৭তৎ।

স্বপ্নরাজ্য—স্বপ্নে কল্পিত রাজ্য; অমূলক কল্পনা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

স্বপ্নলব্ধ—স্বপ্নদর্শন কালে প্রাপ্ত, নিদ্রিতাবস্থায় প্রাপ্ত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বপ্নবৎ—স্বপ্নসদৃশ, স্বপ্নের ন্যায়। স্বপ্ন শব্দ+চূৎ সাদৃশ্যার্থে। ব্য। [সং; পু।

স্বপ্নবৃত্তান্ত—স্বপ্নবিবরণ, স্বপ্নের কথা। ৬তৎ।

স্বপ্নাদেশ—স্বপ্নকালে প্রাপ্ত আদেশ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

স্বপ্নাবস্থা—নিদ্রিত অবস্থা; স্বপ্নদর্শনের কাল। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [ত্রি।

স্বপ্নাবির্ভূত—স্বপ্নে প্রকাশিত। ৭তৎ। বিণ;

স্বপ্নাবিষ্ট—স্বপ্নে অভিভূত, স্বপ্নাবস্থাযুক্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বপ্নাবেশ—স্বপ্নের আবির্ভাব। ৬তৎ। সং; পু।

স্বপ্নোত্থিত—স্বপ্নদর্শনের পর জাগরিত; নিদ্রোত্থিত। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বপ্নোত্থিতা—স্বপ্নদর্শনের পর জাগরিতা; নিদ্রোত্থিতা। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বভাব—আত্মভাব, প্রকৃতি; স্বাভাবিক অবস্থা। কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং; পু। বিশেষণে স্বাভাবিক।

স্বভাবগত—প্রকৃতিগত, স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বভাবগুণ—প্রাকৃতিক গুণ; স্বভাবের উৎকর্ষ। ৬তৎ। সং; পু।

স্বভাবজ—প্রকৃতিজাত, আপনা হইতে উৎপন্ন। স্বভাব দেখ; স্বভাব শব্দ—জন (জন্মা) +ড ক। বিণ; ত্রি।

স্বভাবজাত—প্রকৃতিজাত, স্বভাব হইতে উৎপন্ন, স্বাভাবিক। ৫তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বভাবতঃ—(স্বভাবতস্)। আত্মভাববশতঃ, প্রকৃতিবশে, আপনা হইতে। স্বভাব+তস্ ৫মী স্থানে। ব্য।

স্বভাববিরুদ্ধ—প্রকৃতিবিরুদ্ধ, স্বভাবের বিপরীত, অস্বাভাবিক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। [স্ত্রী।

স্বভাবশোভা—প্রকৃতির সৌন্দর্য্য। ৬তৎ। সং;

স্বভাবসঙ্গত—প্রকৃতিসঙ্গত, স্বভাবের অনুকূল, স্বাভাবিক। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বভাবসরল—স্বভাবতঃ অকপট; আপনা হইতে ঋজু। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বভাবসিদ্ধ—প্রকৃতিসিদ্ধ; আপনা হইতে নিষ্পন্ন। স্বভাব দ্বারা সিদ্ধ, ৩তৎ। বিণ।

স্বভাবসুন্দর—স্বভাবতঃ মনোহর, আপনা হইতে সুশ্রী। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বভাবসুলভ—স্বভাবতঃ সহজপ্রাপ্য; প্রকৃতিমূলক, স্বভাবজাত। ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বভাবসৌন্দর্য্য—প্রাকৃতিক শোভা; অকৃত্রিম সুরূপতা। ৬তৎ বা মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

স্বভাবোক্তি—স্বভাব-বর্ণন; অর্থালঙ্কারবিশেষ [অলঙ্কার দেখ]। স্বভাবের উক্তি, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বভূ—ব্রহ্মা; শিব; বিষ্ণু; কন্দর্প। স্ব শব্দ (নিজে)—ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং।

স্বয়ংপ্রভা—মেরুসাবর্ণি ঋষির কন্যা। ময়দানবের প্রণয়িনী হেমা অপ্সরার প্রিয়সখী। হেমার অনুরোধে স্বয়ংপ্রভা ময়দানবের পুরী রক্ষা করিতেন। সীতান্বেষণে রত হনুমানাদির সহিত সেইখানে ইঁহার সাক্ষাৎ হয়।

স্বয়ংবর—১। স্বয়ং অর্থাৎ নিজে পতিকে বরণ, স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বয়ং পতিগ্রহণ। স্বয়ম্ শব্দ—বৃ (বরণ করা)+অল্ ভা। ২। যে বিবাহে স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বয়ং পতি গৃহীত হয়; যে স্থানে স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বয়ং পতি গৃহীত হয়। স্বয়ম্ শব্দ—বৃ+অল্ অধি। সং; পু।

স্বয়ংবরা—স্বয়ং পতিগ্রাহিণী। স্বয়ম্ শব্দ (নিজে) —বৃ (বরণ করা)+অম্ ক+আপ। বিণ; স্ত্রী।

স্বয়ংসিদ্ধ—নিজের দ্বারা সিদ্ধ, অন্যের উপদেশ ব্যতীত নিজের চেষ্টায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত। স্বয়ং (নিজ) দ্বারা সিদ্ধ, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বয়ংকৃত—১। আত্মকৃত, স্বানুষ্ঠিত। স্বয়ম্ শব্দ —কৃ (করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। পুত্রবিশেষ, কৃত্রিম পুত্র। সং; পু।

স্বয়ন্দত্ত (বা স্বয়ংদত্ত)—পুত্রবিশেষ, যে মাতাপিতৃহীন বা মাতাপিতৃ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বালক অন্যের পুত্রত্ব স্বীকার করে [পুত্র দেখ]। স্বয়ম্ শব্দ (নিজে)—দা (দেওয়া) +ক্ত র্ম। সং; পু।

স্বয়ম্—আপনি, নিজে। সু—ই বা অয় (গমন করা)+অম্ ক। ব্য।

স্বয়ম্ভূ, স্বয়ম্ভু—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহাদেব। স্বয়ম্ শব্দ (নিজে)—ভূ (হওয়া)+ডু, ক্বিপ্ ক। সং; পু।

স্বর—উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিত এই ত্রিবিধ কণ্ঠধ্বনি; ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তবিধ গানাঙ্গধ্বনি, সুর [সপ্তসুর দেখ]; স্বর; অ ই প্রভৃতি বর্ণ; তন্ত্রে—প্রাণাদি বায়ুর ব্যাপারবিশেষ। স্বৃ (শব্দ করা)+অল্ ভা। সং; পু।

স্বরচিত—নিজপ্রণীত, আপনা কর্ত্তৃক লিখিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বরধরযন্ত্র—স্বরধারণকারী যন্ত্রবিশেষ, যে যন্ত্রে মনুষ্যাদির স্বর অবিকল গৃহীত ও বাদিত হয়, 'গ্রামোফোন্'। স্বরের ধর (ধারক), এমন যে যন্ত্র, ৬তৎ ও কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

স্বরভঙ্গী—স্বরের শোভা, স্বরচাতুরী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বরলহরী—স্বরতরঙ্গ, ঢেউএর ন্যায় কাঁপান স্বর। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বরবিজ্ঞান—স্বরবিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান, যে বিদ্যা

যাহা স্বর সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বরবিবর্ত—স্বরের পরিবর্ত্তন, কণ্ঠধ্বনির পরিবর্ত্তন; স্বরের কম্পন। ৬তৎ। সং; পু।

স্বরস—যাভিপ্রায়, নিজমত; বিশিষ্ট রসজ্ঞান; শিলাপিষ্ট কল্কবিশেষ। কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং; পু।

স্বরসন্ধি—সন্ধিবিশেষ। সন্ধি দেখ।

স্বরাট্—(স্বরাজ্)। স্বয়ং দীপ্ত, ঈশ্বর; বেদের ছন্দোবিশেষ। স্ব শব্দ (নিজে)—রাজ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

স্বরানুকরণ—কণ্ঠধ্বনির অনুকরণ, স্বর নকল করা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বরাপগা—স্বর্ণদী, সুরনদী। স্বর্-এর (স্বর্গের) আপগা (নদী), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বরিত—১। আক্ষিপ্ত। স্বর (আক্ষেপ করা) +ক্ত র্ম। ২। স্বরবিশিষ্ট। স্বর শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি। ৩। তৃতীয় স্বর, উদাত্ত-অনুদাত্ত-মিলিত স্বর। সং; পু।

স্বরীশ্বর—দেবরাজ, স্বর্গাধিপতি, ইন্দ্র। স্বঃর (স্বর্গের) ঈশ্বর (অধিপতি), ৬তৎ। সং।

স্বরু—১। বজ্র; সূর্য্যকিরণ; শর, বাণ। স্বৃ (শব্দ করা)+উ ক। ২। যজ্ঞ, যাগ; যূপখণ্ড। স্বৃ+উ অধি। সং; পু।

স্বরূপ—১। স্বভাব, প্রকৃতি; প্রকৃত অবস্থা। কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। বিজ্ঞ, পণ্ডিত; সুন্দর; সদৃশ। স্ব শব্দ—ণিজন্ত রূপ বা রূপি+অম্ ক। বিণ; ত্রি।

স্বরূপচিন্তা—প্রকৃত রূপ ধ্যান, যাথার্থ্যের মনন। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বরূপনির্ণয়—যাথার্থ্য নিরূপণ, প্রকৃত অবস্থা নির্দ্ধারণ। ৬তৎ। সং; পু।

স্বরূপযোগ্য—কার্য্যসাধনযোগ্য, কার্য্যসিদ্ধির উপযুক্ত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে স্বরূপযোগ্যতা।

স্বরূপযোগ্যতা—কার্য্যসাধনযোগ্যতা, কার্য্যসিদ্ধকরণসমর্থতা। স্বরূপযোগ্য শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

স্বরূপসম্বন্ধ—অভিন্নসম্বন্ধ, তৎস্বরূপতা। দুইবার [৬তৎ। সং; পু।

স্বর্গ—ত্রিদিব, দেবলোক; ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য—এই সাত লোক; নিরবচ্ছিন্ন সুখ, অবিমিশ্র আনন্দ। স্বঃ দেখ; স্বর্ শব্দ—গৈ (গান করা)+ড র্ম। অথবা সু—ঋজ (গমন করা, পাওয়া)+ঘঞ্ র্ম। সং; পু।

স্বর্গকাম—স্বর্গাভিলাষী, দেবলোক-লাভেচ্ছু। স্বর্গ হইয়াছে কাম (কাম্য) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্বর্গকামা।

স্বর্গকামী—(স্বর্গকামিন্)। স্বর্গাভিলাষী, স্বর্গলাভেচ্ছু। স্বর্গ শব্দ—কম (কামনা করা) +ণিন্ ক। বিণ; পু।

স্বর্গগত—মৃত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বর্গগামী—(স্বর্গগামিন্)। স্বর্গে গমনকারী, দেবলোকে গমনশীল। স্বর্গ—গম (যাওয়া) +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্বর্গগামিনী।

স্বর্গঙ্গা—স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনী। স্বর্-এর গঙ্গা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বর্গণিকা—স্বর্গবেশ্যা, অপ্সরা। স্বর্-এর গণিকা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বর্গত—স্বর্গগত; মৃত। স্বরকে গত, ২তৎ। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে স্বর্গতি।

স্বর্গতি—স্বর্গে গমন; মরণ; মৃত্যু। স্বর্কে গতি (গমন), ২তৎ। সং; স্ত্রী। বিশেষণে স্বর্গত

স্বর্গধাম—স্বর্গলোক, দেবলোক। স্বর্গই ধাম, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

স্বর্গপতি—দেবরাজ, ইন্দ্র। ৬তৎ। সং; পু।

স্বর্গবধূ—সুরাঙ্গনা, অপ্সরা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বর্গভোগ—স্বর্গে সুখ উপভোগ, দিব্যসুখলাভ। ৬তৎ। সং; পু।

স্বর্গবাসী—(স্বর্গবাসিন্)। দেবলোকে বাসকারী। স্বর্গ শব্দ—বস (বাস করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্বর্গবাসিনী।

স্বর্গসুখ—স্বর্গের সুখ; দুঃখলেশশূন্য সুখ; সুবিমল আনন্দ। স্বর্গ জাত সুখ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

স্বর্গাচল—সুমেরুপর্ব্বত। স্বর্গের অচল, ৬তৎ। সং; পু।

স্বর্গাপগা—সুরধুনী, মন্দাকিনী। স্বর্গের আপগা (নদী), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বর্গারূঢ়—স্বর্গগত; মৃত। ২তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বর্গারোহণ—স্বর্গগমন, দেবলোকে যাওয়া; মৃত্যু। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বর্গী—(স্বর্গিন্)। সুর, দেবতা। স্বর্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং; পু।

স্বর্গীয়, স্বর্গ্য—স্বর্গসম্বন্ধীয়; স্বর্গবাসী; স্বর্গসুখদ। স্বর্গ+ঈয়, য্য। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্বর্গীয়া, স্বর্গ্যা।

স্বর্গৌকাঃ—(স্বর্গৌকস্)। সুর, দেবতা। স্বর্গ হইয়াছে ওকঃ (বাসস্থান) যাঁহার, বহু। সং; পু।

স্বর্ণ—সুবর্ণ, কাঞ্চন, সোণা; সুবর্ণকর্ষ। [ইহা শীতবীর্য্য, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক, গুরুপাক, রসায়নগুণযুক্ত, মধুর, তিক্ত ও কষায়রসাত্মক, পুষ্টিকর, মেধা ও স্মৃতিবর্দ্ধক, কান্তিজনক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, শরীরের দৃঢ়তাসাধক, স্থাবরবিষ, জঙ্গমবিষ, ও ক্ষয়, উন্মাদ, জ্বর প্রভৃতি রোগনাশক। অশোধিত স্বর্ণ বল ও বীর্য্যবিনাশক, রোগোৎপাদক। দাহে রক্তবর্ণ, ছেদনে শ্বেতবর্ণ, কষিলে কুঙ্কুমবর্ণ, স্নিগ্ধ, কোমল ও গুরুত্ববিশিষ্ট স্বর্ণ উৎকৃষ্ট। দাহে, ছেদনে ও কষিলে শ্বেতবর্ণ, আঘাত সহনাক্ষম, গুরুত্বহীন, কঠিন, রুক্ষ, বিবর্ণ স্বর্ণ নিকৃষ্ট। পুরাণে কথিত আছে যে, অগ্নির বীর্য্য হইতে ইহার উৎপত্তি]। সু (সুন্দর) হইয়াছে অর্ণ (বর্ণ) যাহার, বহু, অথবা সু—ঋণ (পাওয়া) +অম্ ক। সং; ক্লী।

স্বর্ণকার—সুবর্ণকার, সেকরা। স্বর্ণ শব্দ—কৃ (করা)+ষণ্ ক। সং; পু।

স্বর্ণকুমারী দেবী—১২৬৪ সালে (১৮৫৭ খ্রীঃ) ভাদ্র মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। বাল্যকালে পিতৃগৃহে ইনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন, এবং বিবাহের পর স্বামীর নিকট ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। ইঁহার স্বামীর নাম জানকীনাথ ঘোষাল। বঙ্গসাহিত্য-সমাজে স্বর্ণকুমারীই মহিলামণ্ডলী মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস প্রণয়ন করেন। ইঁহার প্রথম উপন্যাস দীপনির্ব্বাণ। ইহা ইঁহার অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে লিখিত। ইহার পর ইনি ছিন্নমুকুল, হুগলীর ইমামবাড়ী, স্নেহলতা, বিদ্রোহ, মিবাররাজ, ফুলের মালা, কাহাকে, নবকাহিনী, বসন্ত উৎসব, গাথা, বাল্যবিনোদ প্রভৃতি বহু উপন্যাস, কবিতাপুস্তক, নাটিকা ও শিশুপাঠ্য পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি ১২৯১ হইতে ১৩০২ সাল পর্য্যন্ত ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। এক্ষণে ইঁহার কন্যা সরলা দেবী বি, এ ঐ পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছেন। ১২৯৩ সালে ইনি 'সখি-সমিতি' নামে একটা সমিতি স্থাপন করেন। সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের একত্র সম্মিলনে পরস্পর সদ্ভাববর্দ্ধন, স্ত্রীশিক্ষার্থ এবং অসহায়া বিধবাদিগের জন্য দান, বিধবাশ্রম স্থাপন প্রভৃতি মহদুদ্দেশ্য সাধনার্থ এই সমিতি সৃষ্ট হয়। কিন্তু অর্থাভাবে ইহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে নাই। মহিলা-সমাজে শিল্পোন্নতি সাধন মানসে ইনি 'মহিলা-শিল্প-মেলা' নামে একটা মেলা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

স্বর্ণখচিত—সুবর্ণমণ্ডিত, যাহার মাঝে মাঝে সোণা বসান এরূপ। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বর্ণদী, স্বর্নদী—সুরনদী, মন্দাকিনী; গঙ্গা। স্বর্-এর (স্বর্গের) নদী, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বর্ণপক্ষ—সুবর্ণ পক্ষবিশিষ্ট; গরুড়। স্বর্ণময় হইয়াছে পক্ষ যাহার, বহু। সং; পু।

স্বর্ণপিঞ্জর—সুবর্ণনির্ম্মিত পিঞ্জর, সোণার খাঁচা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

স্বর্ণপ্রতিমা—স্বর্ণনির্ম্মিত প্রতিকৃতি, সোণার প্রতিমা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

স্বর্ণপ্রসূ—সুবর্ণ প্রসবকারিণী, স্বর্ণ উৎপাদিকা, যাহাতে প্রচুর সোণা জন্মে। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী।

স্বর্ণমণ্ডিত—সুবর্ণে আবৃত, সোণায় মোড়া; স্বর্ণভূষিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বর্ণময়—সুবর্ণময়; সুবর্ণনির্ম্মিত। স্বর্ণ শব্দ+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্বর্ণময়ী।

স্বর্ণময়ী (মহারাণী)—বঙ্গদেশান্তর্গত মুর্শিদাবাদের অদূরস্থ কাশিমবাজার নামক স্থানের প্রাতঃস্মরণীয়া দানশীলা ভূম্যধিকারিণী। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাটাকুল° গ্রামে এক ঘর অতি নিঃস্ব তিলিজাতীয় গৃহস্থের বাস ছিল। এই দরিদ্র তিলিবংশে ১৮২৭ খ্রীঃ একটি অতি সুরূপা সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্তা কন্যার জন্ম হয়। এই কন্যাই উত্তরকালে 'মহারাণী' স্বর্ণময়ী নামে প্রসিদ্ধা হন। সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্তা বলিয়া একাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কাশিমবাজারের সুবিখ্যাত 'কান্ত' বাবুর প্রপৌত্র কৃষ্ণনাথের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার ঔরসে ইঁহার দুইটী কন্যা জন্মে; কিন্তু তাহারা অল্প বয়সেই কালগ্রাসে পতিতা হয়। স্বামীর তত্ত্বাবধানে ইনি বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে ও কিঞ্চিৎ অঙ্ক কষিতে শিখিয়াছিলেন। এই সামান্য শিক্ষাই উত্তরকালে জমিদারী কার্য্য বুঝিবার পক্ষে ইঁহার পরম সহায় হইয়াছিল। স্বর্ণময়ী বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও অন্যান্য সাময়িক পত্র পড়িতে বিলক্ষণ ভালবাসিতেন।

কৃষ্ণনাথ ১৮৪১ খ্রীঃ গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডের নিকট হইতে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি শিক্ষা বিস্তার ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার লোকহিতকর কর্ম্মের উৎসাহ-দাতা ছিলেন। হেয়ার-স্কুল-প্রাঙ্গণে মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ারের যে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাহার নির্ম্মাণের অধিকাংশ ব্যয়ভারই কৃষ্ণনাথ স্বয়ং বহন করিয়াছিলেন। একটা খুনি মোকদ্দমায় পড়িয়া আদালতে উপস্থিত হইবার অপমানাশঙ্কায় কৃষ্ণনাথ নিজের কলিকাতার অন্তঃপাতী চিৎপুর রোডস্থ ভবনে আত্মহত্যা করেন (১৮৪৫ খ্রীঃ)। এইরূপে স্বর্ণময়ী যৌবনের প্রারম্ভে অষ্টাদশবর্ষ বয়সে অনাথা হইলেন।

কৃষ্ণনাথ আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বে একখানি 'উইল' করিয়া গিয়াছিলেন। তদনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্বর্ণময়ীর স্ত্রী-ধন ব্যতীত অন্য যাবতীয় সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই ঘোর দুর্দ্দিনে স্বর্ণময়ী রাজীবলোচন রায় নামক এক সুদক্ষ কার্য্যদক্ষ মহাত্মাকে পরামর্শদাতা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার পরামর্শে তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টে কোম্পানীর নামে স্বামীর উইল অগ্রাহ্য করাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। প্রায় তিন বৎসর মোকদ্দমা চলার পর ১৮৪৭ খ্রীঃ ১৫ই নভেম্বর স্বর্ণময়ী জয়লাভ করিলেন। উইল করিবার সময় কৃষ্ণনাথ প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় উইল নামঞ্জুর হইয়া গেল, তাঁহার বিধবা পত্নী তাঁহার পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেন। মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে বিস্তর টাকা ঋণ হইয়াছিল। রাজীবলোচনের সুপরিচালন-গুণে ক্রমে সে সমস্ত ঋণ পরিশোধিত হইল এবং জমিদারীরও প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইল।

স্বর্ণময়ী যথানিয়মে হিন্দু বিধবার কর্ত্তব্য পালন করিতেন। ইনি নিজের অশনবসনে বা ভোগবিলাসে অধিক ব্যয় করিতেন না, —অগাধ আয়ের প্রায় সমস্তই দান ধ্যানে ও পরোপকারে নিয়োজিত করিতেন। ইঁহার দানশৌণ্ডতা ও লোকহিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে ১৮৭১ খ্রীঃ 'মহারাণী' ও ১৮৭৮ খ্রীঃ সি, আই (C. I.) উপাধি প্রদান করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করেন এবং ইঁহার উত্তরাধিকারীকে 'মহারাজা' উপাধি দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। দেওয়ান রাজীবলোচনও ১৮৭৫ খ্রীঃ 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। বঙ্গদেশের মধ্যে মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, পাবনা, দিনাজপুর, মালদহ, রঙ্গপুর, বগুড়া, ফরিদপুর, যশোহর, নদীয়া, বর্দ্ধমান, হাবড়া ও ২৪ পরগণা জেলায় এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গাজিপুর ও আজমগড় জেলায় সুবিস্তৃত জমিদারী এবং তদ্ভূত ৬ হইতে ৮ লক্ষ টাকা আয় রাখিয়া স্বর্ণময়ী ১৮৯৭ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তদবধি রাজা কৃষ্ণনাথের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী 'মহারাজা' উপাধি সহ এই বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

এই প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যশ্লোকার অগণ্য দানের ও লোকহিতকর কার্য্যের সবিস্তার উল্লেখ এস্থলে সম্ভবপর নহে। ইনি কখন কোনও যাচককে নিরাশ করেন নাই। সৎকার্য্যের নিমিত্ত ইঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া কেহ কখনও বিফলমনোরথ হয় নাই। সাধারণের হিতসাধনকল্পে ইঁহার সর্ব্বপ্রধান কয়েকটি দানের কথা এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে;—বহরমপুরে কলের জলের নিমিত্ত দেড় লক্ষ টাকা, উত্তর-বঙ্গের দুর্ভিক্ষ নিবারণে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারি শিক্ষার্থিনী ছাত্রীদিগের হোষ্টেল নির্ম্মাণে ১ লক্ষ টাকা, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদিগের হোষ্টেল নির্ম্মাণে ১০ সহস্র টাকা। এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক বিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা, কূপ ও পুষ্করিণী খনন, চিকিৎসালয় স্থাপন ও অন্যান্য লোকহিতকর কার্য্যে ইনি বিস্তর দান করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গের ছোট লাট ক্যাম্বেল সাহেব বহরমপুর কলেজের বি, এ ক্লাস তুলিয়া উহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজরূপে পরিণত করিলে এই দানশৌণ্ডা দরিদ্রপালিকা উক্ত কলেজের সমস্ত পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া উহাকে পুনর্ব্বার প্রথম শ্রেণীর কলেজরূপে পরিণত করেন। এই ব্যাপারে ইঁহার বার্ষিক ১৬ হইতে ২০ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইত। ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক, গ্রন্থকার, ঋণগ্রস্ত, কন্যাদায়গ্রস্ত প্রভৃতিকে দানের সংখ্যা ও পরিমাণ নিরূপণ করা অসাধ্য।

স্বর্ণমৃগ—সীতা হরণোদ্দেশে রাবণের আদেশক্রমে মারীচ কর্ত্তৃক গৃহীত মৃগমূর্ত্তি।

স্বর্ণলতা—জ্যোতিষ্মতী, সোণালি লতা। সং; স্ত্রী।

স্বর্ণবর্ণ—১। সোণার রঙ্। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। ২। সোণার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, যাহার রঙ্ সোণার মত। স্বর্ণের বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

স্বর্ণশীর্ষ—স্বর্ণবর্ণ মস্তকবিশিষ্ট, যাহার আগা সোণার মত। স্বর্ণবর্ণ হইয়াছে শীর্ষ (মস্তক) যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

স্বর্ণসুযোগ—অতি উত্তম সুবিধা, শ্রেষ্ঠ অবসর, 'মাহেন্দ্রক্ষণ'। স্বর্ণবৎ মূল্যবান্ সুযোগ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

স্বর্ণাক্ষর—স্বর্ণখচিত অক্ষর, সোণার ন্যায় উজ্জ্বল অক্ষর। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

স্বর্ণাঙ্গুরীয়, স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক—স্বর্ণনির্ম্মিত অঙ্গুরীয়, সোণার আংটি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

স্বর্ণালঙ্কার—স্বর্ণভূষণ, সুবর্ণনির্ম্মিত আভরণ, সোণার গহনা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু।

স্বর্ভানু—রাহুগ্রহ। স্বর্-এর (স্বর্গের) ভানু (সূর্য্য), ৬তৎ, অথবা স্বর্-এ (স্বর্গে) ভানু (কিরণ) যাহার, বহু। সং; পু।

স্বর্যাত—স্বর্গগত; পরলোকগত; মৃত। স্বরকে (স্বর্গে) যাত (গত), ২তৎ। বিণ; ত্রি।

স্বর্লোক—স্বর্গলোক, দেবলোক, সুরলোক। স্বঃ (স্বর্গ) যে লোক, কর্ম্মধা। সং; পু।

স্বর্বধূ, স্বর্বেশ্যা—সুরাঙ্গনা, অপ্সরা। স্বর্-এর (স্বর্গের) বধূ, বেশ্যা, ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

স্বর্বাপী—গঙ্গা। স্বর্-এর (স্বর্গের) বাপী (জলাশয়), ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বর্বৈদ্য—দেববৈদ্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়। স্বর্-এর (স্বর্গের) বৈদ্য (চিকিৎসক), ৬তৎ। সং।

স্বল্প—অতিশয় অল্প ; অতি সামান্য ; অতি ক্ষুদ্র। সু (অতিশয়) যে অল্প, নিত্য। বিণ ; ত্রি।

স্বল্পদৃষ্টি—ক্ষীণদৃষ্টি, যাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ এরূপ। স্বল্পা দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

স্বল্পভাষী—(স্বল্পভাষিন্)। অতি অল্প বাক্যালাপী, যে খুব কম কথা বলে এরূপ। স্বল্প—ভাষ (বলা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্বল্পভাষিণী।

স্বল্পমাত্র—অতি অল্প পরিমাণ। স্বল্পা হইয়াছে মাত্রা (পরিমাণ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

স্বসা—(স্বসৃ)। ভগিনী। সু—অস (হওয়া) +ঋ ক। সং ; স্ত্রী।

স্বস্তি—আশীর্ব্বাদ ; পুণ্য ; শুভ, মঙ্গল ; স্বীকার, তৃপ্তি, সন্তোষ। সু—অস (হওয়া) +ক্তি ভা। ব্য।

স্বস্তিক—১। পিটুলি দ্বারা নির্ম্মিত এক প্রকার মাঙ্গল্য দ্রব্য ; আসনবিশেষ, চতুষ্ক ; সর্পফণা ; সর্পফণাকৃতি হস্তপাত্র, হাতের ঠোঙা ; চতুষ্পথ, চৌরাস্তা। সং ; পু। ২। সম্মুখে বারন্দা বা চাঁদনিযুক্ত প্রাসাদ। স্বস্তি শব্দ+কণ্। সং ; স্ত্রী বা পু।

স্বস্তিকাসন—আসন দেখ।

স্বস্তিবাচন—'স্বস্তি স্বস্তি' অর্থাৎ মঙ্গল হউক—এই বাক্য কথন, শুভকার্য্য সূচনায় স্বস্তি শব্দের উচ্চারণ। স্বস্তির বাচন, ৬তৎ ; বাচন—ণিজন্ত বচ বা বাচি+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

স্বস্তিবাচনিক—স্বস্তিবাচনসম্বন্ধীয় ; স্বস্তিবাচনকারক। স্বস্তিবাচন+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি।

স্বস্ত্যয়ন—কুগ্রহশান্তির নিমিত্ত মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান, গ্রহাদি দোষ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তির জন্ম মাঙ্গল্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান। স্বস্তির (মঙ্গলের) অয়ন (প্রাপ্তি) হয় যাহা হইতে, অথবা স্বস্তির অয়ন (আগমন) হয় যদ্দ্বারা, বহু। সং ; ক্লী

স্বস্থ—১। নিরুদ্বিগ্ন ; প্রকৃতিস্থ ; সুস্থ। স্ব শব্দ—স্থা (থাকা)+ড ক। ২। স্বর্গস্থ ; মৃত। স্বর্ (স্বর্গ)—স্থা+ড ক। বিণ ; ত্রি।

স্বস্থান—নিজ অধিকৃত স্থান ; নিজের পদ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

স্বস্রীয়—১। ভগিনীসম্বন্ধীয়। স্বসৃ (ভগিনী)+ঈয়। বিণ ; ত্রি। ২। ভগিনীর পুত্র, ভাগিনেয়। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্বস্রীয়া।

স্বস্রীয়া—১। ভগিনীসম্বন্ধীয়া। স্বসৃ (ভগিনী) +ঈয়+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ভগিনীর কন্যা, ভাগিনেয়ী। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে স্বস্রীয়

স্বহস্ত—নিজ হস্ত, আপনার হাত। ৬তৎ সং ; পু।

স্বাক্ষর—সহি, দস্তখত। স্ব (নিজের) অক্ষর (লেখা), ৬তৎ। সং ; পু।

স্বাক্ষরিত—স্বাক্ষরযুক্ত, নিজের সহিযুক্ত। স্বাক্ষর+ইত যুক্তার্থে। বিণ ; ত্রি।

স্বাগত—সুখে আগমন ; শুভাগমন ; কুশল। সু (সুখে বা শোভন) যে আগত (আগমন), প্রাদি বা নিত্য। সং ; ক্লী।

স্বাগতপ্রশ্ন—সুখে আগমন হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা ; কুশল জিজ্ঞাসা। ৬তৎ। সং।

স্বাচ্ছন্দ্য—স্বচ্ছন্দতা ; স্বাধীনতা ; আরাম ; স্বাস্থ্য। স্বচ্ছন্দ+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

স্বাতন্ত্র্য—স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা। স্বতন্ত্র শব্দ+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

স্বাতি, স্বাতী—সূর্য্যের পত্নীবিশেষ ; নক্ষত্রবিশেষ। স্ব শব্দ—অত (গমন করা)+ই ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

স্বাদ—১। আস্বাদ, রস। স্বাদ (আস্বাদ করা) +অল্ র্ম্ম। ২। রসানুভব, চাকা ; লেহন, চাটা ; প্রীতি। স্বাদ+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে স্বাদিত।

স্বাদগ্রাহী—আস্বাদগ্রহণকারী ; রসানুভবকারী। স্বাদ শব্দ—গ্রহ (লওয়া)+ণিন্ ক—স্বাদগ্রাহিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্বাদগ্রাহিণী।

স্বাদন—১। রসানুভব, চাকা। স্বাদ (আস্বাদন করা)+অনট্ ভা। ২। রস। স্বাদ+অনট্ র্ম্ম। সং ; ক্লী। বিশেষণে স্বাদিত।

স্বাদিত—ভক্ষিত, আস্বাদিত, লীঢ় ; প্রীত। স্বাদ (আস্বাদন করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে স্বাদ, স্বাদন।

স্বাদু—সুস্বাদ ; মিষ্ট, মধুর ; মনোজ্ঞ। স্বাদ (আস্বাদন করা)+উণ্ ক। বিণ ; ত্রি।

স্বাদুরসা—দ্রাক্ষা ; দ্রাক্ষাজাত সুরা ; আমড়া। স্বাদু (মিষ্ট) হইয়াছে রস যাহার, বহু। সং ; স্ত্রী।

স্বাধিকার—নিজ অধিকার, নিজপদ ; নিজের দখল ; আপনার কর্ত্তব্য। ৬তৎ। সং ; পু।

স্বাধিষ্ঠান—লিঙ্গমূলস্থ সুষুম্না নাড়ীর অন্তর্গত ষট্‌দল পদ্ম। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

স্বাধীন—আত্মবশ, স্বতন্ত্র, স্বচ্ছন্দ। স্ব (নিজের) অধীন, ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে স্বাধীনতা

স্বাধীনতা—আত্মবশতা, স্বাতন্ত্র্য, স্বাচ্ছন্দ্য। স্বাধীন শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

স্বাধীনপতিকা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা—নায়িকাবিশেষ, নায়ক যাহার অনুগত ; ইহার লক্ষণ—"কান্তো রতিগুণাকৃষ্টো ন জহাতি যদন্তিকম্। বিচিত্রবিভ্রমা মত্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা" নায়ক যাহার রতিগুণে আকৃষ্ট হইয়া, সন্নিধি ত্যাগ করে না, সেই বিলাসবিভ্রমশালিনী স্ত্রীকে স্বাধীনভর্ত্তৃকা বলা যায়। [নায়িকা দেখ]। স্ব অর্থাৎ (নিজের) অধীন হইয়াছে পতি, ভর্ত্তা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। সং ; স্ত্রী।

স্বাধীনভাবে—আত্মবশরূপে, নিজের ইচ্ছানুসারে। স্বাধীন হইয়াছে ভাব যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

স্বাধ্যায়—১। বেদাধ্যয়ন, বেদপাঠ। স্ব শব্দ—অধি—ই+ঘঞ্ ভা। ২। বেদাংশবিশেষ। স্ব শব্দ—অধি—ই+ঘঞ্ র্ম্ম। সং ; পু। [বিণ ; ত্রি।

স্বাধ্যায়নিরত—বেদাধ্যয়নে আসক্ত। ৭তৎ।

স্বাধ্যায়বান্—(স্বাধ্যায়বৎ), স্বাধ্যায়ী (স্বাধ্যায়িন্)। বেদাধ্যয়নকারী। স্বাধ্যায় শব্দ (বেদাধ্যয়ন)+বতু, ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। [ভা। সং ; পু।

স্বান—শব্দ, ধ্বনি। স্বন (শব্দ করা)+ঘঞ্

স্বান্ত—১। শব্দিত, ধ্বনিত। স্বন (শব্দ করা) +ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। ২। মনঃ, চিত্ত ; গহ্বর, গর্ত্ত। স্বন+ক্ত ক। সং ; ক্লী।

স্বাপ—নিদ্রা, সুপ্তি ; স্বপ্ন ; পক্ষাঘাত ; অচৈতন্য। স্বপ (নিদ্রা যাওয়া)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে সুপ্ত।

স্বাপতেয়—সম্পত্তি, ধন। স্ব অর্থাৎ (ধনের) পতি স্বপতি, ৬তৎ, তদুত্তরে ষ্ণেয় ইদমর্থে। সং ; ক্লী।

স্বাভাবিক—স্বভাবসিদ্ধ ; নৈসর্গিক, প্রাকৃতিক। স্বভাব+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্বাভাবিকী। বিশেষ্যে স্বাভাবিকতা, স্বাভাবিকত্ব।

স্বাভাবিকী—স্বাভাবিক দেখ। স্বাভাবিক+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

স্বামিজী মহারাজ—ইঁহার বাল্য নাম শিবদয়াল সিংহ। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম দিল্‌ওয়ালী সিংহ। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়। অতি অল্প বয়স হইতেই ইনি ঈশ্বরারাধনায় মনোনিবেশ করেন। এবং নাগরী, গুরুমুখী ও পার্শী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া পার্শীতে ঈশ্বরবিষয়ক একখানি উচ্চভাবসম্পন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরে ইনি আরবী ও সংস্কৃত ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। দিল্লীর নিকটবর্ত্তী করিদাবাদ নগরে ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার শ্বশুরের নাম লালা ইজ্জত রায়, এবং স্ত্রীর নাম রাধা। স্ত্রীও স্বামীর ন্যায় অশেষ গুণে গুণবতী ছিলেন।

স্বামীজি প্রথমতঃ নিজ বাটীতে থাকিয়া প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বালকগণকে বিনা বেতনে শিক্ষাদান করিতেন। পরে কিছুদিনের জন্ম আগ্রা ও অযোধ্যা যুক্তরাজ্যের

বাঁদা সহরে সরকারী ডাকবিভাগে কার্য্য করেন। কিন্তু ইহাতে ভজনপূজনের ব্যাঘাত হয় বলিয়া অল্প দিনের মধ্যেই চাকরি ছাড়িয়া দেন। অতঃপর ইহাঁর পিতার অনুরোধে ইহাঁর শ্বশুর ইহাঁকে বল্লভগড় রাজধানীতে রাজপুত্রের গৃহশিক্ষক রূপে নিযুক্ত করিয়া দেন। এখানে তিনি বেতন ব্যতীত প্রত্যহ রাজবাটী হইতে যে রসদ (সিধা) পাইতেন, তাহার কিয়দংশ নিজের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত দীন-দুঃখীদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। কিন্তু এ কার্য্যও স্বামিজীর মনঃপূত হইল না ; বাল্যকাল হইতে যাঁহার চিত্ত ঈশ্বরে সমর্পিত, তাঁহার পক্ষে অন্য কোন বিষয়-কর্ম্মে মনোনিবেশ করা দুঃসাধ্য। স্বামিজী হঠাৎ একদিন চাকরী ছাড়িয়া দিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার দুইদিন পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল।

পিতার মৃত্যুর পর স্বামিজী নিজবাটীতে থাকিয়া ঈশ্বরারাধনা করিতে লাগিলেন। ইহাঁর আর দুই কনিষ্ঠ সহোদর ছিল। মধ্যম লালা বৃন্দাবন সিংহ। ইনি পোষ্টাল বিভাগে কার্য্য করিতেন। পরে ইনি বাহার বৃন্দাবন নামে এক ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠের নাম লালা প্রতাপ সিংহ।

অতঃপর স্বামিজী এক অন্ধকারময় নির্জ্জন গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই গৃহে তিনি একাদিক্রমে পাঁচ ছয় দিবস সাধনায় রত থাকিতেন, আহার বা মলমূত্র ত্যাগের জন্য একবারও উঠিতেন না। ১৮৬১ খৃঃ হইতে তিনি অল্প সময় মাত্র সমাগত লোকমণ্ডলীকে সদুপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তাঁহার জীবিতকালের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও জৈন সম্প্রদায়ের প্রায় আট দশ সহস্র স্ত্রীপুরুষ তাঁহার শিষ্য হন। তন্মধ্যে প্রায় এক সহস্র নানা সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসীও ছিলেন। অনেক বাঙ্গালীও তাঁহার মতাবলম্বী ছিলেন। তন্মধ্যে মেট্রপলিটান কলেজের অধ্যাপক এবং ইণ্ডিয়ান নেশেনের সম্পাদক সুবিখ্যাত স্বর্গীয় এন্, ঘোষ একজন।

স্বামিজীর প্রবর্ত্তিত মতের নাম রাধাস্বামী মত। এই মতে চারিটী কথা আছে,—সত্যনাম, সত্য অনুরাগ, সত্যগুরু ও সৎসঙ্গ। এই মতের অপর নাম সন্তমৎ। স্বামিজীর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়সে স্বামিজী স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, তিনি মৃত্যুর পনর দিন পূর্ব্বে শিষ্যগণের নিকট আপনার মৃত্যুর দিন প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং নির্দ্দিষ্ট দিবসে সমাধিস্থ হইয়া দেহত্যাগ করেন। স্বামিজী প্রণীত হিন্দি ভাষায় লিখিত দুইখানি গ্রন্থ আছে—সারবচন নজ্‌ম্ ও সারবচন নস্‌র।

স্বামিজীর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান শিষ্য রায় শালিগ্‌রাম বাহাদুর সম্প্রদায়ের নেতা হন [শালিগ্‌রাম দেখ]। তাহার পর পণ্ডিত ব্রহ্মশঙ্কর মহারাজের উপর সম্প্রদায়ের ভার ন্যস্ত হয়। অধুনা গাজীপুর নিবাসী লালা কামতা প্রসাদ উকীল সাহেব সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ। এক্ষণে রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের শাখা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে, এবং ইহার শিষ্য সংখ্যা দুই লক্ষের ন্যূন হইবে না। তন্মধ্যে বঙ্গবাসীর সংখ্যা অন্যূন এক সহস্র হইবে। সিন্ধু, পঞ্জাব, রাজপুতনা, মধ্যপ্রদেশ, আগ্রা, অযোধ্যা, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশেই এই মত সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে।

স্বামিত্ব—অধিকার, স্বত্ব ; প্রভুত্ব ; রাজত্ব ; ভর্ত্তৃত্ব। স্বামী দেখ ; স্বামীন্ শব্দ+ত্ব ভাবে। সং ; ক্লী।

স্বামিন্—স্বামী দেখ।

স্বামী—(স্বামিন্)। ১। প্রভু ; অধিকারী ; পালক। স্ব শব্দ (ধন)+মিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্বামিনী। ২। রাজা ; গুরু ; পতি, ভর্ত্তা ; পরমহংস ; পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। সং ; পু।

স্বায়ত্ত—নিজের বশীভূত, নিজের অধীন। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বায়ত্তীকরণ—নিজবশে আনয়ন। স্বায়ত্ত শব্দ +চ্বি অভূততদ্ভাবে=স্বায়ত্তী—কৃ (করা) +অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

স্বায়ত্তীকৃত—নিজবশে আনীত। স্বায়ত্ত শব্দ+ চ্বি অভূততদ্ভাবে=স্বায়ত্তী—কৃ (করা)+ ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

স্বায়ম্ভুব—১। স্বয়ম্ভূ-সম্বন্ধীয়। স্বয়ম্ভূ শব্দ+ষ্ণ। বিণ ; ত্রি। ২। স্বয়ম্ভুর (ব্রহ্মার) পুত্র, প্রথম মনু। সং ; পু।

স্বারাজ্য—১। ঈশ্বরত্ব। স্বরাট্ দেখ ; স্বরাজ্ (ঈশ্বর)+ষ্য ভাবে। ২। ইন্দ্রত্ব ; স্বর্গরাজ্য। স্বারাট্ দেখ ; স্বারাজ (ইন্দ্র) +ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

স্বারাট্—(স্বারাজ্)। বাসব, ইন্দ্র। স্বর্ শব্দ (স্বর্গ)—রাজ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

স্বারোচিষ—দ্বিতীয় মনু। স্বরোচিস্ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। সং ; পু।

স্বার্জ্জিত—স্বোপার্জ্জিত, স্বয়ং লব্ধ। স্ব দ্বারা অর্জ্জিত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বার্থ—নিজপ্রয়োজন, আত্মকার্য্য। স্ব (স্বকীয়) যে অর্থ (প্রয়োজন), কর্ম্মধা, অথবা স্বর (অর্থাৎ নিজের) অর্থ, ৬তৎ। সং ; পু।

স্বার্থচিন্তা—আত্মকার্য্যচিন্তা, নিজ ইষ্টসিদ্ধির ভাবনা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বার্থত্যাগ—আত্মকার্য্য পরিত্যাগ, নিজের ইষ্ট ছাড়িয়া দেওয়া। ৬তৎ। সং ; পু।

স্বার্থত্যাগী—(স্বার্থত্যাগিন্)। আত্মকার্য্যত্যাগকারী, পরের উপকারার্থ যে নিজের ইষ্ট ত্যাগ করে। স্বার্থ শব্দ—ত্যজ (ত্যাগ করা)+ঘিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্বার্থত্যাগিনী।

স্বার্থপর, স্বার্থপরায়ণ—নিজপ্রয়োজন সাধনে তৎপর, অন্যের প্রয়োজনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক কেবল নিজপ্রয়োজনসিদ্ধি বিষয়ে যত্নবান্। স্বার্থে পর, পরায়ণ, ৭তৎ। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে স্বার্থপরতা, স্বার্থপরায়ণতা। [৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বার্থবিসর্জ্জন—স্বার্থত্যাগ, আত্মকার্য্যপরিত্যাগ।

স্বার্থসাধন—আত্মকার্য্যসাধন, অন্যের প্রয়োজনের প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শনপূর্ব্বক নিজ কার্য্যসম্পাদন। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

স্বার্থসিদ্ধি—আত্মকার্য্যসিদ্ধি, নিজ ইষ্টসিদ্ধি। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বার্থান্ধ—অন্ধভাবে স্বার্থসাধনে তৎপর, অন্যের মুখের দিকে না চাহিয়া যে নিজ ইষ্টসাধন করে। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বার্থান্বেষণ—নিজ ইষ্টসিদ্ধির উপায় অন্বেষণ, আপনার ভাল খুঁজিয়া বেড়ান। ৬তৎ। সং ; ক্লী

স্বার্থান্বেষী—যে আপনার ভাল খুঁজিয়া বেড়ায় এরূপ। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্বার্থান্বেষিন্ শব্দ।

স্বার্থিক—স্বকার্য্যসাধনে তৎপর ; স্বার্থপর ; স্বার্থে বিহিত। স্বার্থ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে স্বার্থিকতা।

স্বাবলম্ব, স্বাবলম্বন—নিজের শক্তির উপর নির্ভর, পরপ্রত্যাশী না হইয়া নিজে কার্য্যসাধন চেষ্টা। স্ব—অব—লম্ব+অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে স্বাবলম্বী।

স্বাবলম্বী—স্বাবলম্বনশীল, নিজের শক্তির উপর নির্ভরকারী। স্ব—অব—লম্ব+ণিন্ ক =স্বাবলম্বিন্, ১মার ১বচন। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্বাবলম্বিনী।

স্বাস্থ্য—সুস্থতা, নীরোগতা ; আরোগ্য ; উদ্বেগহীনতা ; সন্তোষ ; সুখ। স্বস্থ শব্দ+ষ্য ভাবে। সং ; ক্লী।

স্বাস্থ্যকর—সুস্থতাজনক, আরোগ্যদায়ক ; সুখকর। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বাস্থ্যভঙ্গ—সুস্থতার হানি, নীরোগতার নাশ। ৬তৎ। সং ; পু।

স্বাস্থ্যরক্ষা—সুস্থতা রক্ষা করা, যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে এরূপ নিয়মানুসারে চলা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বাস্থ্যসম্পন্ন—স্বাস্থ্যযুক্ত, নীরোগ শরীর। ৩তৎ। [বিণ ; ত্রি।

স্বাস্থ্যসুখ—সুস্থতাজন্য সুখ, নীরোগতাজনিত আনন্দ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

স্বাস্থ্যহানি—স্বাস্থ্যভঙ্গ, দেহ অসুস্থ হওয়া। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বাহা—১। দেবোদ্দেশে অগ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতাদি ; দেবোদ্দেশে হবির্দ্দানের মন্ত্র। সু—আঙ্—হ্বে (আহ্বান করা)+ডা ণ। ব্য। ২। অগ্নিদেবের পত্নী। সু—আঙ্—হ্বে+ডা র্ম্ম। সং ; স্ত্রী।

অগ্নি-পত্নী স্বাহা পতির দাহিকাশক্তি বলিয়া বর্ণিতা। প্রকৃতিদেবী হইতে ইঁহার উদ্ভব। বিষ্ণুকে কামনা করিয়া ইনি কঠোর তপশ্চরণ করিলে বিষ্ণু প্রীত হইয়া ইঁহাকে দর্শন দেন এবং অগ্নি-পত্নী হইবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করেন। ব্রহ্মাও ইঁহাকে অগ্নির ভার্য্যা হইতে অনুরোধ করিয়া এই বর প্রদান করেন যে, মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক হবিঃ প্রদান করিলে সকল দেবতাই তাহা প্রাপ্ত হইবেন। তদনুসারে ইনি অগ্নিদেবকে পতিরূপে গ্রহণ করেন।

স্বাহাভুক্—(স্বাহাভুজ্)। দেবতা। স্বাহা শব্দ (হবিঃ)—ভুজ (খাওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

স্বিক, স্বীক—স্বকীয়, স্বীয়। স্ব শব্দ+ক্বিক, কীক ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি।

স্বিৎ—প্রশ্ন ; পাদপূরণ ; বিতর্ক ; সংশয়। সু—ই (গমন করা)+ক্বিপ্ ক। ব্য।

স্বিন্ন—স্বেদযুক্ত, ঘর্ম্মাক্ত ; সিক্ত, আর্দ্র ; পক্ব। স্বিদ (ঘামা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে স্বেদ।

স্বীক—স্বিক দেখ।

স্বীকার—অঙ্গীকার ; প্রতিগ্রহ, পরিগ্রহ ; গ্রহণ ; আয়ত্তীকরণ। স্ব শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (—স্বী)—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে স্বীকৃত।

স্বীকৃত—অঙ্গীকৃত ; পরিগৃহীত ; সম্মত ; আয়ত্তীকৃত, প্রতিশ্রুত। স্ব শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (—স্বী)—কৃ (করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে স্বীকার।

স্বীয়—স্বকীয়, আত্মীয়, নিজ। স্ব+ঈয় ইদমর্থে। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে স্বীয়া।

স্বীয়া—১। স্বকীয়া, আত্মীয়া। স্ব শব্দ+ঈয়+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে স্বীয়। ২। নায়িকাবিশেষ, নায়কের প্রতি অনুরক্তা স্ত্রী। [নায়িকা দেখ]। সং ; স্ত্রী।

স্বেচ্ছা—নিজ-ইচ্ছা, যদৃচ্ছা ; স্বচ্ছন্দ। স্ব অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা, ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বেচ্ছাকৃত—নিজ ইচ্ছা অনুসারে অনুষ্ঠিত, আপনার ইচ্ছাপূর্ব্বক বিহিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [ত্রি।

স্বেচ্ছাক্রমে—নিজের ইচ্ছানুসারে। বহু। বিণ ;

স্বেচ্ছাচার—নিজ ইচ্ছামত কার্য্যকরণ ; স্বাধীনতা ; অবাধ্যতা। স্বেচ্ছা শব্দ—চর (আচরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে স্বেচ্ছাচারী।

স্বেচ্ছাচারিণী—স্বেচ্ছাচারী দেখ। বিণ ; স্ত্রী।

স্বেচ্ছাচারিতা—স্বাধীনতা ; অবাধ্যতা। স্বেচ্ছাচারী দেখ ; স্বেচ্ছাচারিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

স্বেচ্ছাচারী—(স্বেচ্ছাচারিন্)। নিজের ইচ্ছামত কার্য্যকারী ; স্বাধীন ; অবাধ্য। স্বেচ্ছা শব্দ—চর (আচরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্বেচ্ছাচারিণী। বিশেষ্যে স্বেচ্ছাচারিতা।

স্বেচ্ছাধীন—নিজের ইচ্ছামত কার্য্যকারী ; নিজ ইচ্ছানুযায়ী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বেচ্ছাধীনতা—নিজের ইচ্ছামত কার্য্যকরণ ; স্বেচ্ছাচারিতা। স্বেচ্ছাধীন+তা ভাবে। স্ত্রী।

স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতা—নিজের ইচ্ছার অনুসরণ, স্বেচ্ছাচার। স্বেচ্ছানুবর্ত্তী দেখ ; স্বেচ্ছানুবর্ত্তিন+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

স্বেচ্ছানুবর্ত্তী—(স্বেচ্ছানুবর্ত্তিন্)। স্বেচ্ছাচারী ; অবাধ্য ; স্বাধীন। স্বেচ্ছার অনুবর্ত্তী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্বেচ্ছানুবর্ত্তিনী।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত—নিজ ইচ্ছা দ্বারা প্রেরিত, আপনার ইচ্ছায় প্রবৃত্ত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি। [বিণ ; ত্রি।

স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত—নিজের ইচ্ছায় নিযুক্ত। ৩তৎ।

স্বেচ্ছাসেবক—১। নিজ ইচ্ছাক্রমে পরিচর্য্যাকারী, কাহারও আদেশ ব্যতীত নিজের ইচ্ছায় আর্ত্তের সেবাকারী। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত যে সেবক, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা বিণ ; ত্রি। ২। সম্প্রদায় বিশেষ। সং ; পু।

স্বেদ—ক্লেদ ; ঘর্ম্ম ; বাষ্প ; তাপ ; উষ্ম। স্বিদ (ঘামা, ইত্যাদি)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে স্বিন্ন।

স্বেদজ—উষ্মজাত (কৃমি দংশমশকাদি)। স্বেদ (উষ্ম)—জন (জন্মা)+ড ক। বিণ ; ত্রি।

স্বেদন—ঘর্ম্মনিঃসারণ, ভাপরা দেওয়া। ণিজন্ত স্বিদ বা স্বেদি (ঘামান)+অনট্ ভা। সং।

স্বেদনী, স্বেদনিকা—লৌহময় পাকপাত্রবিশেষ। ণিজন্ত স্বিদ বা স্বেদি (ঘামান)+অনট্ ণ+ঈপ্, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্+আপ্। স্ত্রী। [৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

স্বেদস্রুতি—ঘর্ম্মনিঃসরণ, ঘাম বাহির হওয়া।

স্বেদাক্ত—স্বেদযুক্ত, ঘর্ম্মাক্ত, ঘামে ভিজা। স্বেদ দ্বারা অক্ত (যুক্ত), ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বেদাপ্লুত—ঘর্ম্মাপ্লুত, ঘামে ভিজা। স্বেদ দ্বারা আপ্লুত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

স্বৈর—১। স্বেচ্ছাধীনতা, অবাধ্যতা, যথেচ্ছাচার। স্ব শব্দ—ঈর (গমন করা)+অল্ ভা। সং ; স্ত্রী। ২। আত্মবশ, স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ। স্ব শব্দ—ঈর+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে স্বৈরতা।

স্বৈরচার—স্বেচ্ছাচার, যথেচ্ছাচার। স্বৈর শব্দ—চর (আচরণ করা)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে স্বৈরচারী।

স্বৈরচারিণী—স্বেচ্ছাচারিণী, যথেচ্ছাচারিণী ; ব্যভিচারিণী। স্বৈর শব্দ—চর+ণিন্ ক +ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। বিশেষ্যে স্বৈরচারী।

স্বৈরচারিতা—স্বেচ্ছাচারিতা ; ব্যভিচার। স্বৈরচারী দেখ ; স্বৈরচারিন্ শব্দ+তা ভাবে। সং ; স্ত্রী।

স্বৈরচারি—(স্বৈরচারিন্)। স্বেচ্ছাচারী, যথেচ্ছাচা ী। স্বৈর—চর (আচরণ করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্বৈরচারিণী। বিশেষ্যে স্বৈরচারিতা।

স্বৈরিণী—স্বেচ্ছাচারিণী ; ব্যভিচারিণী। স্বৈর (স্বেচ্ছাচার)+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ।

স্বৈরী—(স্বৈরিন্)। স্বেচ্ছাচারী, যথেচ্ছাচারী, ব্যভিচারী। স্বৈর শব্দ (স্বেচ্ছাচার)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে স্বৈরিণী।

স্বোপার্জ্জিত—স্বার্জ্জিত, নিজের অর্জ্জিত। স্ব অর্থাৎ আপনার দ্বারা উপার্জ্জিত, ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

হ—১। ত্রয়স্ত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ। ২। সম্বোধন ; নিন্দা ; নিয়োগ ; কোপ ; নিগ্রহ ; চিন্তন ; মৃত্যু ; পাদপূরণ। হা+ড ভা। ব্য। ৩। উপদেশ ; ধারণা। ৪। বিষ্ণু ; শিব ; চন্দ্র ; আকাশ ; স্বর্গ ; মঙ্গল ; শূন্য, ০ ; রক্ত ; হেতু। হন (বধ করা) বা হা (ত্যাগ করা)+ড ক। সং ; পু।

হংস—১। হাঁস। হন+স র্ম্ম। ২। তেজস। হন (বধ করা)+অন্ ক। ৩। বিষ্ণু ; পরব্রহ্ম ; নির্লোভ যতি ; সূর্য্য ; অজপামন্ত্র ; দেহস্থ বায়ুবিশেষ ; মৎসর ; অশ্ববিশেষ ; বিশুদ্ধ ; (অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। হন +স ক। সং ; পু।

৩। জনৈক ক্ষত্রিয় বীর, ডিম্বকের ভ্রাতা। দুই ভ্রাতায় তপশ্চরণ দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে এবং তাঁহার নিকট বর ও অস্ত্র লাভ করিয়া অজেয় অজেয় হইয়া উঠে। ক্রমে ইহারা ঘোরতর অত্যা-

চারী হইয়া সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে। একদা ইহারা ঋষিবর দুর্ব্বাসাকে অবমানিত করিয়া তাঁহার কৌপীন ছিন্ন করিয়া দেয়। মুনিবর নিজ তপস্খলনাশঙ্কায় নিজে ইহাদিগকে ভস্মীভূত না করিয়া দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত জ্ঞাপন করেন। কৃষ্ণ ইহাদিগের বিনাশসাধনে প্রতিশ্রুত হন। অতঃপর পিতার রাজসূয় যজ্ঞে হংস কৃষ্ণের নিকট কর চাহিলে তিনি তৎপ্রদানে অস্বীকৃত হন। ইহাতে উভয় পক্ষে পুষ্কর ক্ষেত্রে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কৃষ্ণ হংসের প্রাণসংহার করেন। ডিম্বক ভ্রাতৃশোকে যমুনায় ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করেন।

হংসক—১। হাঁস। হংস শব্দ+কণ্ স্বার্থে। ২। পাদকটক, নূপুর, পাঁইজোর ইত্যাদি। হংস শব্দ—কৈ (শব্দ করা)+ড ক। পু।

হংসগামিনী—১। হংসবৎ গমনশীলা, হংসের ন্যায় গমনকারিণী। হংসের ন্যায় গমন করে যে, উপ; হংস শব্দ—গম (চলা)+ণিন্ ক +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ব্রহ্মাণী দেবী। সং; স্ত্রী।

হংসনাদিনী—সুন্দরীবিশেষ, ইহার লক্ষণ—"গজেন্দ্রগমনা তন্বী কোকিলালাপভাষিণী। নিতম্বে গুর্ব্বিণী যা স্যাৎ সা স্মৃতা হংসনাদিনী॥" অর্থাৎ যাহার গতি গজেন্দ্রের ন্যায়, কণ্ঠস্বর কোকিলতুল্য, এবং যে পৃথু নিতম্বশালিনী, সেই স্ত্রী হংসনাদিনী নামে অভিহিতা। হংস শব্দ—নদ (শব্দ করা) +ণিন্ ক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

হংসমালা—হংসশ্রেণী; পাতিহাঁস। ৬তৎ। সং;

হংসরথ, হংসবাহন—ব্রহ্মা। হংস হইয়াছে রথ, বাহন যাঁহার, বহু। সং; পু।

হংসী—স্ত্রী-হাঁস। হংস+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

হংহো—(দর্পসূচক) সাধারণতঃ সম্বোধন, দম্ভ; প্রশ্ন। ব্য।

হঞ্জে—(নাট্যে) দাসীর প্রতি স্ত্রীলোকের সম্বোধন। হিনড+এ ডা। ব্য।

হট্ট—ক্রয়বিক্রয়স্থান, বাজার, হাট। হট (দীপ্তি পাওয়া)+ট ক। সং; পু।

হঠ—বলাৎকার; হঠাৎ লুণ্ঠ; পশ্চাজ্জাতি। হঠ (বলাৎকার করা, ইত্যাদি)—অল্ ভা। সং; পু।

হঠাৎ—সহসা, অকস্মাৎ, অতর্কিতভাবে। ব্য।

হড়ি—যূপকাষ্ঠ, হাড়িকাঠ। হঠ (বন্ধন করা) +ই অধি। সং; পু।

হড়িক—জাতিবিশেষ, হাড়ি। হঠ (বলাৎকার করা)+ইক ক। সং; পু।

হড্ড—অস্থি, হাড়। হঠ+ড ক। সং; স্ত্রী।

হড্ডক, হড্ডিক—হাড়িজাতি। হড্ড শব্দ+কণ্, ষ্ণিক। সং; পু।

হণ্টর—স্যার উইলিয়ম (Sir William Wilson Hunter) জন্ম ১৮৪০ খ্রীঃ ১৫ই জুলাই। ইনি সিভিল সারভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬২ খ্রীঃ বঙ্গদেশে আসেন। এই দেশেই ইঁহার কার্য্যক্ষেত্র ছিল। ১৮৬৮ খ্রীঃ ইনি Annals of Rural Bengal প্রণয়ন করেন। ১৮৭১ খ্রীঃ ইনি Director-General of Statistics' পদে অধিষ্ঠিত হন, এবং ১৮৭৫-৭৭ খ্রীঃ ১০ খণ্ডে Statistical Account of Bengal প্রকাশিত করেন। পরে মোট ১২৮ খণ্ডে স্থানীয় বিবরণী (Local Gazetteers) প্রচারিত করেন। ইহা হইতেই Imperial Gazetteer of India উত্তরকালে সঙ্কলিত হয়। ছয় বৎসর যাবৎ ইনি বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন (১৮৮১-৮৭)। Education Commission নামক শিক্ষা সমিতির সভাপতির কার্য্যে ১৮৮২-৩ খ্রীঃ নিযুক্ত ছিলেন। Rulers of India নামক ধারাবাহিক গ্রন্থাবলীতে ইনি ভারতের অনেকগুলি শাসনকর্ত্তার জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। ইনি ইংলণ্ডের Times পত্রিকার ভারতীয় সংবাদদাতা ছিলেন। ভারতের একখানি সুবৃহৎ ইতিহাস লিখিতে ইনি সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু সময়াভাবে কেবলমাত্র ভারতে ইংরাজের অধিকার বিষয় লইয়া দুই খণ্ডে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রথমটি ১৮৯৯ খ্রীঃ এবং দ্বিতীয়টি ইঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ খ্রীঃ ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Vice-chancellor পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পর বৎসরে ইনি অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে গমন করেন। ইনি ১৮৭৮, ১৮৮৪ ও ১৮৮৭ খ্রীঃ যথাক্রমে সি, আই, সি, এস, আই ও কে, সি, এস, আই উপাধি লাভ করেন। গ্লাসগাউ ও কেমব্রিজ হইতে L. L. D. উপাধিও পাইয়াছিলেন। ইনি সুলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এদেশীয়দিগের সহিত ইঁহার বিশেষ সহানুভূতি দৃষ্ট হইত। রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত Bengal Academy of Music নামক সঙ্গীত সমিতির ইনি 'পেট্রন' ছিলেন এবং সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সমিতি-দত্ত "সঙ্গীতাচার্য্য" উপাধিসূচক স্বর্ণকেয়ূর হস্তে পরিয়া উপস্থিত হইতেন। ইনি ভারতীয় ভাষার শব্দগুলি ইংরাজি অক্ষরে প্রতিলিপি করিবার যে প্রণালী উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন, তাহাই এখন গভর্ণমেণ্ট ও সাধারণের অনুমোদিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছে। ইহা Hunterian System of Translation নামে অভিহিত। ১৯০০ খ্রীঃ ৭ই ফেব্রুয়ারী এই ভারতপ্রিয় মহাত্মার দেহত্যাগ ঘটে।

হণ্ডিকা, হণ্ডী—হাঁড়ি। সং; স্ত্রী।

হণ্ডে—(নাট্যে)। নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকের প্রতি সম্বোধন। হিনড্+এ ডা। ব্য।

হত—নাশিত; প্রতিহত; ব্যাহত; দগ্ধ; নিরাশ; কুৎসিত; তুচ্ছ; গুণিত। হন (বধ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

হতক—নষ্টপ্রায়; ভীরু, কাপুরুষ; নীচ; হতভাগা; মৃত। হত শব্দ+কণ্। বিণ; ত্রি।

হতচেতন—লুপ্তসংজ্ঞ, চেতনাশূন্য, মূর্চ্ছিত। হতা হইয়াছে চেতনা যাহার, বহু। বিণ

হতজ্ঞান—হতবুদ্ধি, জ্ঞানহারা। হত হইয়াছে জ্ঞান যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

হতপ্রভ—প্রভাহীন, জ্যোতিঃশূন্য। হতা হইয়াছে প্রভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

হতপ্রায়—মৃতপ্রায়, প্রায় নিহত, নষ্টপ্রায়। প্রায় যারা হত, ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

হতবল—১। নষ্টশক্তি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। বলহীন, দুর্ব্বল। বহু। বিণ; ত্রি।

হতবুদ্ধি—বুদ্ধিহীন, জ্ঞানহারা, স্তম্ভিত, কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ়। হতা হইয়াছে বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

হতভাগিনী—ভাগ্যহীনা, দুরদৃষ্টসম্পন্না। হত যে ভাগ (ভাগ্য), কর্ম্মধা। তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

হতভাগ্য—ভাগ্যহীন, দুরদৃষ্ট, অভাগা। হত হইয়াছে ভাগ্য যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে হতভাগ্যা।

হতমান—১। নষ্ট সম্মান। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। মানহীন, অবমানিত। বহু। বিণ; ত্রি।

হতশ্রদ্ধা—অনাদর, অবজ্ঞা, অসম্মান। হতা যে শ্রদ্ধা, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

হতশ্রী—শ্রীহীন, শোভাশূন্য; লক্ষ্মীহীন। হতা হইয়াছে শ্রী যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

হতাদর—১। অবজ্ঞাত; অনাদৃত। হত (বিনষ্ট) হইয়াছে আদর যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। অনাদর, অসম্মান। কর্ম্মধা। সং; পু।

হতাশ—আশাশূন্য; নিরাশ; বন্ধ্য; দুষ্ট; দুর্ব্বল; নির্দ্দয়। হতা হইয়াছে আশা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

হতাশ্বাস—১। আশ্বাসহীন, নিরাশ। বহু। বিণ; ত্রি। ২। নিরাশা। কর্ম্মধা। সং; পু।

হতি—হনন, বধ; ব্যাঘাত, বাধা, গুণন। হন (বধ করা)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

হতোদ্যম—১। বিনষ্ট উৎসাহ। কর্ম্মধা। সং; পু। ২। উদ্যমহীন, নিরুৎসাহ, নিশ্চেষ্ট। হত হইয়াছে উদ্যম যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

হত্যা—হনন, বধ। হন (বধ করা)+ক্যপ্ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী। বিশেষণে হত।

হত্যাকাণ্ড—হত্যাব্যাপার, বধবিষয়ক ঘটনা। বধের কার্য্য। ৬তৎ। সং ; পু বা ক্লী।

হত্যাকারী—(হত্যাকারিন্)। বধকারী, ঘাতক, যে হত্যা করে এরূপ। হত্যা শব্দ—কৃ (করা)+ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হত্যাকারিণী।

হত্যাপরাধ—হত্যার জন্য দোষ। বধজন্য পাপ। হত্যা জনিত যে অপরাধ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

হনন—হত্যা, বধ ; গুণন। হন (বধ করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী। বিশেষণে হত।

হনু—গণ্ডস্থলের উপরিভাগ, চোয়াল। হন (বধ করা)+উ র্ম্ম। সং ; পু বা স্ত্রী।

হনুমান্—(হনুমৎ), হনূমান্ (হনূমৎ)। ১। কপিবিশেষ, মুখপোড়া বানর। হনু, হনু শব্দ+মতু অস্ত্যার্থে। সং ; পু। ২। কপিজাতীয় মহাবীর। অঞ্জনা নাম্নী বানরীর ক্ষেত্রে পবনদেবের ঔরসে এই মহাবীরের জন্ম হয়। কথিত আছে যে, ইনি অতি শৈশবে একদা অত্যন্ত ক্ষুধাতুর হইয়া মাতার অনুপস্থিতকালে সূর্য্যকে ভক্ষদ্রব্য মনে করিয়া ভক্ষণার্থ গমন করেন এবং তথায় রাহুকে দেখিতে পাইয়া তাহাকেই গ্রাস করিতে ধাবিত হন। রাহু ভীত হইয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলে তিনি ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক ইঁহার নিকট উপস্থিত হন। হনূমান্ তখন ঐরাবতকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবরাজ কুলিশপ্রহারে ইঁহাকে সুমেরুশিখরে পাতিত করিলেন। তাহাতে ইঁহার বাম হনু ভাঙ্গিয়া গেল। পবনদেব মৃতপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া পর্ব্বতগুহায় প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে পুনর্জীবন ও নানা বর প্রদান করিলেন। অতঃপর হনূমান্ সূর্য্যের নিকট নানা শাস্ত্র শিক্ষা করেন।

ইনি কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালীর ভ্রাতা সুগ্রীবের প্রিয়সুহৃদ্ ও পার্শ্বচর ছিলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতেন। বালি কর্ত্তৃক সুগ্রীব বিতাড়িত হইলে, ইনি তৎসহ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অতঃপর রামচন্দ্রের বনবাসকালে সীতা দশানন কর্ত্তৃক হৃতা হইলে, রাম লক্ষ্মণের সহিত প্রিয়ার অন্বেষণ করিতে করিতে ঋষ্যমূকে উপনীত হন। হনুমানের যত্নে সুগ্রীবের সহিত তাঁহার মৈত্রী স্থাপিত হয়। অনন্তর রাম বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করিলে ইনি পুনর্ব্বার সুগ্রীবের সহিত কিষ্কিন্ধ্যায় বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ইনি রাম ও সুগ্রীবের আদেশে সীতার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিলেন ও পরে সম্পাতির পরামর্শে লঙ্কাগমনার্থ যাত্রা করিলেন। সাগর লঙ্ঘনকালে ইনি সিংহিকারাক্ষসীর প্রাণসংহার করিলেন এবং তদনন্তর সুরসাকে প্রীত করিয়া লঙ্কায় উপনীত হইলেন ও অশোকবনে সীতার সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে রামের অভিজ্ঞান প্রদর্শনপূর্ব্বক তৎসংবাদ প্রদানে আশ্বস্ত করিলেন। অনন্তর রাবণের বলাবল পরীক্ষার নিমিত্ত হনুমান্ তাহার প্রমোদকানন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেন ও রাক্ষস সেনাসহ অক্ষয়কুমারকে বধ করিলেন। তৎপরে ইন্দ্রজিতের নাগপাশে স্বেচ্ছায় বন্দী হইয়া দুর্গ মধ্যে নীত হইলেন। তথায় দুষ্ট রাক্ষসগণ ইঁহার লাঙ্গুল বস্ত্রাবৃত করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল। হনূমান্ সেই অগ্নিসহ লঙ্কার এ চাল ও চাল করিয়া লাফাইয়া সমস্ত লঙ্কানগরী ভস্মীভূত করিলেন, এবং পরিশেষে হস্ত ও পদ দ্বারা লাঙ্গুলের আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাতে ইঁহার করতল ও পদতল পুড়িয় কাল হইয়া গেল, কিন্তু আগুন নিবিল না। তখন হনূমান্ বিপন্ন হইয়া সীতার শরণাপন্ন হইলে, রামজায়া ইঁহাকে মুখামৃতদানে লাঙ্গুলাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে বলিলেন। ইনি সে কথার মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিয়া দহ্যমান লাঙ্গুল স্বীয় মুখবিবরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তাহাতে ইঁহার মুখমণ্ডলও পুড়িয়া কাল হইয়া গেল। হনূমান্ আপনার দুরবস্থায় লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া সীতার নিকট রোদন করিতে লাগিলেন। জানকী দুঃখিতা হইয়া বর দিলেন, 'অদ্যাবধি তোমার বংশের সকলেই "মুখপোড়া' হইবে'। তদবধি হনুমান্-বংশের মুখ কাল হইয়াছে।

হনূমান্ রামের নিকট প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে রাম লঙ্কাসমরের নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন। ইনি ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত সাগরের উপর এক সেতু বন্ধন করিয়া দিলে রাম লক্ষ্মণ কপিকটক সহ তদ্দ্বারা রাবণরাজ্যে উপনীত হইলেন। যুদ্ধে হনূমান্ অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিয়া বিস্তর রাক্ষস সৈন্যের প্রাণসংহার করেন। রাবণের শক্তিশেল প্রহারে লক্ষ্মণ হতজ্ঞান হইলে ইনি ঔষধ আনয়ন করিয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। রাম সমরে বিজয়ী হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সহ অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলে ইনিও তৎসহ তথায় গমন করেন। রাম দেহত্যাগ করিবার সময় হনূমান্‌কে চিরায়ুঃ হইবার বর প্রদান করিয়া যান। তদনুসারে ইনি গন্ধমাদন পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতে প্রবৃত্ত হন। এ সমস্ত ত্রেতাযুগের ঘটনা। অতঃপর দ্বাপরে পাণ্ডবগণের বনবাসকালে মহাবীর বৃকোদর ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে ইনি ভীমকে নিজ লাঙ্গুল উত্তোলন করিতে বলেন। বলদৃপ্ত ভীম তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করেন। তখন হনূমান্ আত্মপরিচয়প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রীত করেন।

হনূ—হনু, গণ্ডস্থলের উপরিভাগ, চোয়াল। হন (বধ করা)+উ র্ম্ম+উপ্। সং ; স্ত্রী।

হন্ত—খেদ ; বিষাদ ; করুণা ; হর্ষ ; উল্লাস ; সম্ভ্রম ; বাক্যারম্ভ। হন (বধ করা)+ত ভা।

হন্তকার—অতিথিকে দেয় তণ্ডুল ; ষোল গ্রাসপরিমিত ভিক্ষান্ন। সং ; পু।

হন্তব্য—হননযোগ্য, বধ্য ; গুণ্য। হন (বধ করা)+তব্য র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

হন্তা—(হন্তৃ)। ঘাতক, বধকারক। হন (বধ করা)+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হন্ত্রী।

হন্যমান—যাহাকে হত্যা করা হইতেছে এরূপ। হন (বধ করা)+শান র্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

হবিবুল্লা খাঁ—আফগানিস্থানের বর্ত্তমান আমীর, ভূতপূর্ব্ব আমীর আব্দুর রহিম খাঁর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৯০১ খ্রীঃ ইনি কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। ১৯০৬ খ্রীঃ ইনি লর্ড মিণ্টোর আমন্ত্রণে ভারত পরিদর্শন করেন। এ দেশে অবস্থানকালে ইনি বদান্যতা ও সহৃদয়তার অনেক পরিচয় দেন। [ব্য।

হম্—ক্রোধোক্তি। হা (ত্যাগ করা)+ডম্ ভা।

হম্বা—গোধ্বনি, গরুর ডাক। সং ; স্ত্রী।

হয়—অশ্ব, ঘোটক ; ইন্দ্র। হয় (গমন করা)+অন্ ক। সং ; পু।

হয়গ্রীব—শালগ্রামবিশেষ [শালগ্রাম দেখ] ; জনৈক দৈত্য ; এই দৈত্য বেদ হরণ করায় নারায়ণ মৎস্যাবতারে ইহার প্রাণনাশ করেন। হয়ের (ঘোটকের) গ্রীবার ন্যায় গ্রীবা যাহার, বহু। সং ; পু।

হয়মার—করবীর বৃক্ষ। সং ; পু।

হর—১। হরণকর্ত্তা ; বহনকারী, বাহক। হৃ (হরণ করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। রুদ্র, শিব ; অগ্নি ; গর্দ্দভ ; ভাজক অঙ্ক, সামান্য ভগ্নাংশের নিম্নের অঙ্ক। ৩। হরণ। হৃ+অল্ ভা। ৪। ভাগ। হৃ+অল্ র্ম্ম। সং ; পু।

হরকুমার ঠাকুর—কলিকাতার প্রসিদ্ধ গোপীমোহন ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র। ইনি সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। মূলাজোড় গ্রামে ইঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত দেবী মন্দিরে

একটি শ্লোকসংযুক্ত মর্ম্মরফলক স্থাপন মানসে ইনি এবং ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসন্নকুমার ঠাকুর উপযোগী শ্লোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচয়িতাকে পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। অন্যান্য পুরস্কার-প্রার্থীর সঙ্গে হরকুমারও শ্লোক রচনা করেন, কিন্তু নিজের নাম গোপন রাখিয়া বিচারক-সমিতিতে পাঠাইয়া দেন। ইঁহার রচিত শ্লোকটি পুরস্কারযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে ইনি নাম প্রকাশ করেন। এই শ্লোকটি মর্ম্মরে খোদিত হইয়া উক্ত দেবালয়ে এখনও সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া আছে। হরকুমার দেবার্চ্চনায় ও শাস্ত্রচর্চ্চায় অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন। সঙ্গীতেও ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ১৮৫৮ খ্রীঃ দুই পুত্র (মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহন) রাখিয়া হরকুমার মানবলীলা সংবরণ করেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থগুলির নাম—দক্ষিণার্চ্চ পারিজাত, হরতত্ত্বদীধিতি, পুরশ্চরণপদ্ধতি, ও শিলাচক্রার্থবোধিনী।

হরগৌরী—শিবদুর্গা, মহাদেব ও পার্ব্বতী; অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিবিশেষ। দ্বন্দ্ব। সং; স্ত্রী।

হরচন্দ্র ঘোষ—ইঁহার পিতার নাম হলধর ঘোষ। হুগলী বাবুগঞ্জে ১৮১৭ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের আদিবাস খানাকুল কৃষ্ণনগর। ইঁহার পিতা হলধর কার্য্যোপলক্ষে হুগলীতে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ইনি ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেন; পরে হুগলী কলেজ স্থাপিত হইলে ইংরাজী শিক্ষার জন্য তাহাতে প্রবিষ্ট হন, এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইংরাজী ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শিক্ষায় পারদর্শিতার জন্য ইনি একটী সোণার ও একটী রূপার ঘড়ি পুরস্কার পান। এই ঘড়ির ভিতর ভূতপূর্ব্ব বড়লাট আর্‌ল্ অব অক্‌ল্যাণ্ডের নাম স্বাক্ষরিত ছিল। শিক্ষান্তে ইনি দেড়শত টাকা বেতনে আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের পদে নিযুক্ত হন, এবং কিছুদিন ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ও নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া শেষে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হন। শেষ বয়সে পেন্‌সন লইয়া ইনি হুগলীতে অবস্থিতি করেন, এবং হুগলী মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান হন। ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন; ভানুমতি, চিত্তবিলাস নাটক, কৌরব-বিয়োগ নাটক, চারুমুখ চিত্তহরা নাটক; সপত্নী সরো উপন্যাস, রজতগিরিনন্দিনী নাটক, রাজতপস্বিনী গদ্যকাব্য, বারুণী বারণ। ইহা ব্যতীত ইনি ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাকরে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে ইনি দেহত্যাগ করেন।

হরচন্দ্র ঘোষ—জন্ম ১৮০৮ খ্রীঃ। ইনি হেয়ার ও ডিরোজিওর অন্যতম ছাত্র। ১৮৩২ খ্রীঃ মুন্‌সেফি পদে এবং ক্রমে ক্রমে ঐ পদ উন্নত হইয়া ১৮৫২ খ্রীঃ কলিকাতার জুনিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ১৮৫৪ খ্রীঃ ছোট আদালতের জজ-পদে অধিষ্ঠিত হন। শেষোক্ত পদে জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত কাটাইয়াছিলেন। মৃত্যু ১৮৬৮ খ্রীঃ। ছোট আদালতের প্রবেশদ্বারের নিকট ইঁহার প্রস্তরময়ী অর্দ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ইনি কৃষ্ণদাস পালের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন।

হরণ—অপহরণ; চুরি; গ্রহণ; আকর্ষণ; বহন; ভাগকরণ। হৃ+অনট্ ভা। সং; ক্লী। বিশেষণে হৃত।

হরতেজঃ, হরবীজ—পারদ। হরের (শিবের) তেজঃ, বীজ, ৬তৎ। সং; ক্লী।

হরনেত্র—১। শিবের চক্ষুঃ। ৬তৎ। ২। অর্দ্ধমুদিত চক্ষুঃ। হরের নেত্রের ন্যায় যে নেত্র, উপমিত। সং; ক্লী।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—২৪ পরগণার অন্তর্গত নৈহাটী গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য বংশে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম কমললোচন ন্যায়রত্ন। ইনি ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় শাস্ত্রী মহাশয় এক প্রকার নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশ্যে ইনি কলিকাতায় আগমন করেন। অর্থাভাবে সে উদ্দেশ্য বিফল হইবার উপক্রম হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাকে বাসস্থানাদি দিয়া যথেষ্ট আনুকূল্য করেন। কলেজে পাঠকালে ছুটীর সময় ইনি ভট্টপল্লীর জয়রাম তর্কভূষণের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন। ক্রমে ইনি সংস্কৃত কলেজের এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ইনি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া অতীব যোগ্যতার সহিত উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইঁহার অধ্যক্ষতায় কলেজের অনেক বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে। ইঁহার বিদ্যাবত্তা দর্শনে গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করেন। প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনে ইনি সবিশেষ অনুরাগী। এজন্য ইনি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রত্নতত্ত্ব সমিতি বিভাগে সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি কেবল সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় পারদর্শী নহেন; ফরাসী; জর্ম্মাণ, তিব্বতীয়, পালি প্রভৃতি ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন। ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন,—ভারতমহিলা, মেঘদূত, বাল্মীকির জয়, কাঞ্চনমালা, কালিদাসের ব্যাখ্যা।

হরাদ্রি—কৈলাস পর্ব্বত। হরের (শিবের) অদ্রি (পর্ব্বত), ৬তৎ। সং; পু।

হরি—১। ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব; ইন্দ্র; যম; অগ্নি; সূর্য্য; চন্দ্র; বায়ু; কিরণ; সিংহ; পশু; অশ্ব; ইন্দ্রের অশ্ব; সর্প; ভেক; হংস; বানর; কোকিল; ময়ূর; শুক; জম্বুদ্বীপের বর্ষবিশেষ। হৃ (হরণ করা) +ই ক। সং; পু। ২। হরিদ্বর্ণযুক্ত; পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। বিণ; ত্রি।

হরিগুণ—বিষ্ণুর মহিমা, হরির মাহাত্ম্য। ৬তৎ। সং; পু।

হরিগুণগান—হরির মহিমাকীর্ত্তন, বিষ্ণুর মাহাত্ম্য গান করা। ৬তৎ। সং; ক্লী।

হরিচন্দন—দেবতরুবিশেষ; কুঙ্কুম; গোশীর্ষ নামক শ্বেতচন্দন; চন্দ্রিকা। ৬তৎ। সং; ক্লী বা পু।

হরিণ—১। মৃগ; শিব; সূর্য্য; বিষ্ণু। পাণ্ডুবর্ণ। হৃ (হরণ করা)+ইন ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হরিণী। ২। পাণ্ডুবর্ণযুক্ত। বিণ; ত্রি।

হরিণনয়না—মৃগলোচনা, হরিণের ন্যায় আয়ত নেত্রবিশিষ্টা। হরিণের নয়নের ন্যায় নয়ন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

হরিণলোচনা—হরিণনয়না। বহু। বিণ; স্ত্রী।

হরিণাক্ষী—মৃগলোচনা। হরিণের অক্ষির ন্যায় অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

হরিণাঙ্ক—শশাঙ্ক, চন্দ্র। হরিণ হইয়াছে অঙ্ক (চিহ্ন) যাহার, বহু। সং; পু।

হরিণাশ্ব—পৃষদশ্ব, বায়ু। হরিণ (পৃষৎ-মৃগ) হইয়াছে অশ্ব যাহার, বহু। সং; পু।

হরিণী—মৃগী; স্ত্রীবিশেষ; অপ্সরাবিশেষ; সপ্তদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। হরিণ দেখ; হরিণ +ঈপ্। সং; স্ত্রী। [সং; পু।

হরিন্মণি—মরকতমণি। হরিৎ যে মণি, কর্ম্মধা।

হরিৎ—১। সবুজবর্ণযুক্ত। বিণ; ত্রি। ২। নীলপীতমিশ্র বর্ণ, সবুজ রঙ্; সূর্য্যের অশ্ব; সিংহ। সং; পু। ৩। তৃণ, সবুজবর্ণ দূর্ব্বা-তৃণাদি। সং; ক্লী বা পু। ৪। দিক্। সং; স্ত্রী।

হরিত—১। হরিৎ বর্ণ, সবুজ রঙ্। হৃ (হরণ করা)+ইতন্ ক। সং; পু। ২। হরিদ্বর্ণ, সবুজ। বিণ; ত্রি।

হরিতা—১। সবুজবর্ণযুক্তা। হরিত দেখ; হরিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দূর্ব্বা; হরিদ্রা। সং; স্ত্রী।

হরিতাল—১। স্বনামখ্যাত ধাতুবিশেষ।

[হরিতাল দুই প্রকার—পত্র হরিতাল ও পিণ্ড হরিতাল। পত্র হরিতাল স্বর্ণবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, অভ্রসদৃশ স্তবকবিশিষ্ট, অত্যধিক গুণশালী, এবং রসায়ন কার্য্যে প্রশস্ত। আর পিণ্ড হরিতাল স্তবকশূন্য, পিণ্ডাকার, অত্যল্প সত্ত্বযুক্ত, গুরুত্বহীন, এবং স্বল্পগুণশালী। হরিতাল কটুরসাত্মক, স্নিগ্ধ ও উষ্ণবীর্য্য, কষায়রসযুক্ত। বিষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, কফ প্রভৃতি রোগনাশক]। হরিতা শব্দ - অল (ভূষিত করা) + ক ক। সং ; ক্লী। ২। পীতবর্ণ পক্ষিবিশেষ, হরিয়াল পাখী। সং ; পু।

হরিতালিকা, হরিতালী—দুর্ব্বাঘাস ; দক্ষিণোত্তরব্যাপিনী আকাশস্থ রেখাবিশেষ, ছায়াপথ (Milky way); ভাদ্রমাসের শুক্লচতুর্থী। হরিতাল শব্দ + কণ্ + আপ্, ২য় পক্ষে হরিতাল + ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

হরিতাশ্ম—(হরিতাশ্মন্ শব্দ)। মরকত মণি ; হীরাকস ; তুঁতিয়া। হরিত (সবুজ) যে অশ্ম (প্রস্তর), কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

হরিদশ্ব—সূর্য্য। হরিৎ হইয়াছে অশ্ব যাহার, বহু। সং ; পু।

হরিদাস যবন—যবনজাতীয় জনৈক পরম ভক্ত বৈষ্ণব। শান্তিপুরের অদূরস্থ বুড়নগ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। ইনি হরিভক্তিপরায়ণ হইয়া সতত হরিনাম করিতে ভালবাসিতেন। ক্রমে ইনি সংসারে বীতরাগ হইয়া সর্ব্বকর্ম্মপরিহারপূর্ব্বক কেবল হরিনাম জপে কালহরণ করিতে অভিলাষী হইলেন এবং তদুদ্দেশ্যে ফুলিয়া গ্রামের নিকটস্থ বনে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় পরমানন্দে নিয়ত হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদা ভক্ত অদ্বৈতের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার নিকট ভক্তি বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন।

মুসলমান-বংশে জন্মিয়া পৈতৃক ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া 'কাফের' হিন্দুর ভজনীয় হরিনাম জপ করিতে থাকায়, কাজি ইঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল এবং নানা উপায়ে ইঁহাকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে বিফলপ্রযত্ন হইয়া অবশেষে নবাবের নিকট ইঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিল। নবাব নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবল কাজির অনুরোধে বাইস বাজারে প্রহার করিয়া ইঁহাকে মারিয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন। পদাতিকগণের নিকট ২২ বাজারে বেত্রাঘাত খাইয়াও ইনি মরিলেন না, কিন্তু গভীর-ধ্যানমগ্ন হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে রহিলেন। তদ্দর্শনে লোকে মনে করিল, ইঁহার প্রাণাত্যয় ঘটিয়াছে তখন কাজি নবাবকে বলিল, এই কাফেরের শবদেহ সমাধিস্থ করা উচিত নয়, গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য। নবাবের আদেশে তাহাই করা হইল। অতঃপর ইনি গঙ্গাসলিলে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে কিয়দ্দূর যাইয়া তীরে উঠিলেন এবং নবাবকে দর্শন দিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তখন নবাব বুঝিলেন, হরিদাস প্রকৃত সাধু পুরুষ। অনন্তর তিনি ইঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া ইঁহাকে যথেচ্ছ বিচরণের অনুমতি প্রদান করিলেন।

অতঃপর হরিদাস ফুলিয়া গ্রামে স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং নবানুরাগে প্রফুল্লচিত্তে সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইনি প্রত্যহ লক্ষাধিক হরিনাম জপ না করিয়া শয়ন করিতেন না। ইঁহার সাধুশীলতায় ও ভক্তিপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া সকলে ইঁহার যবনবংশে জন্ম বিস্মৃত হইয়া ইঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। ইহা জনৈক দুর্বুদ্ধি জমিদারের অসহ্য হইল। সেই দুর্বৃত্ত ইঁহার সাধনার বিঘ্নোৎপাদন জন্য একদা নিশাকালে এক রূপসী বারাঙ্গনাকে ইঁহার কুটীরে প্রেরণ করিল। হরিদাস সমস্ত বুঝিতে পারিয়া বেশ্যাকে আপনার হরিনাম জপ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। সমস্ত রাত্রিতে হরিদাসের নামজপ শেষ হইল না দেখিয়া স্বৈরিণী প্রভাতে স্বগৃহে গমন করিল। সন্ধ্যাকালে সে পুনর্ব্বার আসিয়া দর্শন দিল। দ্বিতীয় রাত্রিও পূর্ব্ববৎ নাম জপে শেষ হইল। কিন্তু সে দিন এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। সাধুর অনুকরণে বেশ্যাও কয়েকবার হরিনাম জপ করিল। তৃতীয় রাত্রিতে সে পুনর্ব্বার আগমন করিল এবং সেদিন অপেক্ষাকৃত একাগ্রমনে হরিনাম জপ করিল। প্রভাতে নামজপ শেষ করিয়া সাধু বেশ্যার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই বারাঙ্গনার কঠোর হৃদয় হরিনাম-সুধারসে গলিয়া গিয়াছে। সে আত্মকৃত পাপের নিমিত্ত অনুতপ্তা হইয়া সাধুর পদপ্রান্তে পতিতা হইল এবং হরিনামে দীক্ষিতা হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। তখন হরিদাস তাহাকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া আসিতে বলিলেন। বেশ্যা তদনুরূপ করিলে সাধু তাহাকে নিজ কুটীরে হরিনাম জপ করিবার অনুমতি দিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর হরিদাস নবদ্বীপে গমনপূর্ব্বক ভক্ত বৈষ্ণবদিগের সহিত মিলিত হইলেন। চৈতন্যদেবও ইঁহাকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তিনি ইঁহাকে আলিঙ্গন দানে প্রীত করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব নীলাচলে গমন করিলে হরিদাসও তাঁহার অনুগামী হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ইনি ভক্ত বৈষ্ণবগণে পরিবৃত হইয়া মনের সুখে হরিনাম করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। অবশেষে সময় উপস্থিত হইলে হরিদাস তাঁহাদের সম্মুখে হরিনাম করিতে করিতে তনুত্যাগ করেন।

হরিদাস সাধু—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাষ্ট্রদেশের কোন এক পল্লীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পনর কি ষোল বৎসর বয়সের সময় ত্রৈলঙ্গদেশীয় জনৈক সন্ন্যাসী এই পল্লীতে আগমন করেন, এবং হরিদাসের বাটীর অদূরে এক বৃক্ষতলে অবস্থান করেন। ইনি কুবেরপন্থী বৈষ্ণব। গ্রামের স্ত্রীপুরুষ সকলে আসিয়া ইঁহাকে সন্দর্শন করিত। হরিদাসও ইঁহার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তবে অন্যের অপেক্ষা তিনি অধিক সময় তথায় অবস্থিতি করিতেন। ক্রমে হরিদাস সন্ন্যাসীকে ভক্তি করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীও তাঁহার উপর প্রীত হইলেন। অবশেষে একদিন রাত্রিকালে ইনি সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর সহিত কোথায় চলিয়া গেলেন। গ্রামের লোকেরা সন্ন্যাসীকে বা হরিদাসকে আর দেখিতে পাইল না। হরিদাস সন্ন্যাসীর সহিত পুষ্করে গিয়া মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিলেন। পরে তথা হইতে কুরুক্ষেত্রে গেলেন। এইখানে থাকিয়া হরিদাস কঠোর নিয়ম পালনপূর্ব্বক যোগশিক্ষা করিতে লাগিলেন। ত্রিশ বৎসর শিক্ষার পর ইনি সমাধিসিদ্ধ হইলেন। অতঃপর কাশী, প্রয়াগ, শ্রীক্ষেত্র, অযোধ্যা প্রভৃতি নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া পঞ্জাবে উপস্থিত হন। এই সময় ইঁহার কতকগুলি শিষ্য জুটিয়াছিল। পঞ্জাবে আসিয়া ইনি অনেক অলৌকিক কার্য্য সাধন করেন। ইহাতে ইঁহার নাম চারিদিকে বিখ্যাত হইয়া পড়ে। এই খ্যাতি শুনিয়া মহারাজ রণজিৎ সিংহ ইঁহাকে আহ্বান করেন। তিনি ইঁহার যোগবল পরীক্ষার্থ ইঁহাকে এক লৌহ-সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া ঐ সিন্দুক ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখেন। চল্লিশ দিন পরে ঐ সিন্দুক উত্তোলিত হয়, এবং ইঁহাকে জীবিত দেখা যায়। রণজিৎ সিংহ আর একবার ইঁহাকে দশ মাস ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখেন। দশ মাস পরেও ইনি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হন। আরও অনেক স্থানে ইনি এইরূপে ভূগর্ভে

অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তৎকালীন পলিটিক্যাল এজেন্ট কাপ্তেন ওয়েড, 'ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রেগর, ডাক্তার ম্যরে, জেনারেল ভেন্‌চুরা প্রভৃতি অনেক ইয়ুরোপীয় এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ভূগর্ভে অবস্থানকালে ইনি সমাধি অবলম্বনে থাকিতেন, সুতরাং ইঁহার কোনই ক্ষতি হইত না। মহারাজ রণজিৎ সিংহ ও অন্যান্য ধনিগণ ইঁহাকে বহু অর্থ পুরস্কার দিয়াছিলেন। এই সকল অর্থে ইনি পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, কর্ণাল প্রভৃতি স্থানে মঠ ও ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি অতিশয় ক্রোধী এবং ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ইঁহার মৃত্যুও একটি আশ্চর্য্য ঘটনা। একদা ইনি শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "অদ্য আমি দেহত্যাগ করিব।" শিষ্যগণ কাঁদিয়া আকুল। মহাপুরুষ নির্ব্বিকারচিত্তে একটী নির্ঝরের ধারে গিয়া শয়ন করিলেন, এবং যোগনিদ্রায় মগ্ন হইলেন। সে নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না। ইনি প্রায় অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু কেহ কখন ইঁহাকে ত্রিশ বৎসরের অধিকবয়স্ক বলিয়া অনুমান করেন নাই। শুনা যায়, ইনি খরস্রোতা নদীর উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া যাইতেন।

হরিদ্রা—হলুদ, হল্‌দি। হরি—দ্রু+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

হরিদ্বার—হিমালয় প্রদেশস্থ তীর্থস্থানবিশেষ, দিল্লী হইতে উত্তরে প্রায় ৫০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী; এই স্থানে বার বৎসর অন্তর একটা বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

হরিধ্বনি—হরি হরি শব্দ, সশব্দে হরিনাম উচ্চারণ। সং; পু।

হরিনাথ মজুমদার—সাধারণতঃ ইনি কাঙ্গাল হরিনাথ নামে প্রসিদ্ধ। ১২৪০ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মগ্রহণের এক বৎসর পরেই ইঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। কিছুদিন পরে ইনি পিতৃহীন হইলে পিতৃব্য ও পিতৃব্য-পত্নীর নিকটে পালিত হইতে থাকেন। অর্থাভাবে বাল্যে ইঁহার যথেষ্ট বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ হয় নাই। ইনি প্রথমে এক নীল কুঠীতে চাকরী গ্রহণ করেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই তাহা ছাড়িয়া দেন। ইনি 'প্রভাকরে' অনেক প্রবন্ধ লিখেন এবং স্বয়ং গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই মাসিক পরে পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক হইয়াছিল। ইনি বিজয়বসন্ত, দক্ষযজ্ঞ, বিজয়া, অক্রুরসংবাদ, পরমার্থগাথা, মাতৃমহিমা, ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তদ্ভিন্ন ইঁহার অনেকগুলি বাউল সঙ্গীতও আছে। সেগুলি ফিকির চাঁদের বাউলসঙ্গীত নামে প্রসিদ্ধ। ১৩০৩ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন।

হরিনীল—ইন্দ্রনীল মণি। ৬তৎ। সং; পু।

হরিপ্রিয়—চন্দনবিশেষ; শঙ্খ; কদম্ববৃক্ষ। ৬তৎ। সং; ক্লী। [সং; স্ত্রী।

হরিপ্রিয়া—লক্ষ্মী; তুলসী; পৃথিবী। ৬তৎ।

হরিপ্রেম—হরিভক্তি, বিষ্ণুর প্রতি অনুরাগ। ৭তৎ। সং; ক্লী।

হরিভক্ত—বিষ্ণুভক্ত, বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিযুক্ত। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

হরিভক্তি—হরিপ্রেম, হরির প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত অনুরাগ। ৭তৎ। সং; স্ত্রী।

হরিমন্দির—বিষ্ণুমন্দির, বিষ্ণুর গৃহ; তিলকবিশেষ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

হরিবর্ষ—জম্বুদ্বীপের নববর্ষের এক বর্ষ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

হরিবাসর—একাদশীযুক্ত দিন; দ্বাদশীর প্রথম পাদ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

হরিশয়ন—১। বিষ্ণুর নিদ্রা। ৬তৎ। ২। আষাঢ় মাসের শুক্লদ্বাদশী হইতে কার্ত্তিক মাসের শুক্লদ্বাদশী পর্য্যন্ত চারি মাস কাল। হরির শয়ন হয় যাহাতে, বহু। সং; ক্লী।

হরিশ্চন্দ্র—সূর্য্যবংশীয় জনৈক নৃপ। হরির ন্যায় চন্দ্র (অর্থাৎ রমণীয় বা আহ্লাদজনক), কর্ম্মধা, ইহার সন্ধিকার্য্য—হরি+চন্দ্র—হরিশ্চন্দ্র, নিপাতনসিদ্ধ। সং; পু।

হরিশ্চন্দ্র রাজা ত্রিশঙ্কুর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি শৈব্যা নাম্নী আত্মসদৃশ ধর্ম্মপরায়ণা এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার রোহিতাশ্ব নামক পুত্রের জন্ম হয়।

একদা মহর্ষি বশিষ্ঠ সুর-লোকে হরিশ্চন্দ্রের বহুল গুণকীর্ত্তন করেন। তচ্ছ্রবণে বিশ্বামিত্র ইঁহাকে পরীক্ষা করিতে সঙ্কল্পারূঢ় হন এবং ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহার রাজ্য সহিত সর্ব্বস্ব দান প্রার্থনা করেন। মুক্তহস্ত হরিশ্চন্দ্র তৎক্ষণাৎ মুনিবরকে সমস্ত দান করেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র দানের দক্ষিণা চাহিলেন এবং দক্ষিণা না পাইলে দানগ্রহণে অসম্মত হইলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র শিশুপুত্র রোহিতাশ্বসহ শৈব্যাকে কাশীস্থ এক ব্রাহ্মণের নিকট দাসীত্বে বিক্রয় করিলেন এবং স্বয়ং অন্ত্য শ্মশান-চণ্ডালের নিকট নিজেও বিক্রীত হইলেন। এইরূপে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া ইনি বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে একদা রোহিতাশ্ব সর্প-দংশনে কালগ্রাসে পতিত হইল। শৈব্যা মৃতপুত্র বক্ষে করিয়া রোদন করিতে করিতে কাশীস্থ শ্মশানক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পুত্রের সৎকার করিবার উপযুক্ত অর্থসঙ্গতি তাঁহার ছিল না। চণ্ডালবৃত্তিধারী হরিশ্চন্দ্র পত্নীকে চিনিতে না পারিয়া সৎকারের কড়ির জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে উভয়ে পরস্পরের পরিচয় পাইয়া মৃতপুত্র সম্মুখে বহুল বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজার ধর্ম্মনিষ্ঠতায় প্রীত হইয়া রোহিতাশ্বকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন এবং হরিশ্চন্দ্রকে রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১২৩০ সালে (খ্রীঃ ১৮২৪) কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রামধন মুখোপাধ্যায়। বাল্যে দারিদ্র্যনিবন্ধন ইঁহার বিদ্যাশিক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় নাই, কিন্তু প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণ মেধার বলে পরে স্বীয় চেষ্টায় ইনি বিদ্যাশিক্ষায় সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রীঃ কলিকাতা মিলিটারী অডিটর জেনারেল কার্য্যালয়ে ২৫৲ টাকা বেতনের কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই ১০০৲ শত টাকা বেতনের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। উত্তরকালে ইনি ঐ আফিসে ৪০০৲ শত টাকা বেতনে এসিষ্টাণ্ট মিলিটারী অডিটার পদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার লিখিবার শক্তি যথেষ্ট ছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ইঁহার অসাধারণ কীর্ত্তি। ১৮৫৫ খ্রীঃ এই পত্রিকার ইনি একক সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। এক সময়ে এই পত্র এতাধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং বাহাদুর পর্য্যন্ত এই পত্র পাঠ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিতেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইনিই লেখনী সঞ্চালন দ্বারা বঙ্গবাসীকে রাজবিদ্রোহিতার কলঙ্ক হইতে মুক্ত করেন এবং তাহাদিগকে একান্ত রাজভক্ত বলিয়া প্রকাশ করেন। তৎকালে নীলকরের অত্যাচারে বঙ্গদেশ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইনি নির্ভীকভাবে স্বীয় পত্রিকায় সেই সকল অত্যাচারকাহিনী প্রকাশ করেন, এবং 'নীলকমিসনে' নীলকরদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। নীলকরগণ ইঁহার নামে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে

নালিশ করে এবং তাহার ফলে ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করাইয়া দেয়। ব্যক্তিগত হিসাবে ইঁহার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু এ কথা একরূপ নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, ইঁহারই আলোচনার ফলে এ দেশ হইতে নীলকরের অত্যাচার দূরীভূত হয়। ইঁহার মত পরিশ্রমী লোক সচরাচর দৃষ্ট হয় না। বিপন্নের উদ্ধারার্থ ইনি বুক দিয়া পড়িতেন। কি নিঃস্বার্থ পরোপকার, কি দেশহিতৈষণা, কি বিদ্যাবত্তা সকল বিষয়েই ইনি অসাধারণতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ১২৬৮ সালের ১২ই আষাঢ় (খ্রীঃ ১৮৬১ ১৪ই জুন) এই মহামুভবের দেহত্যাগ হয়। ইঁহার স্মরণার্থে ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন গৃহের নিম্নতলে "হরিশ লাইব্রেরী নামে একটী পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছে। ফ্রামজী বোমান-জী নামক জনৈক পার্শি হরিশ্চন্দ্রের একখানি জীবনচরিত রচনা করিয়াছিলেন। পুস্তকের নাম 'Lights and Shades of the East.'

হরিশ্চন্দ্র সাহ—ইঁহার পিতা গোপালচন্দ্র সাহ বেনারসে বাস করিতেন এবং অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ২৭ বৎসর বয়সে ১৮৫৯ খ্রীঃ পরলোক গমন করেন। ঐ বৎসরেই হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। হরিশ্চন্দ্র কবি ও সমালোচকস্বরূপে উত্তর ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অন্যূন ১০০ খানি। তন্মধ্যে "সুন্দরী তিলক," "প্রসিদ্ধ মহাত্মাকা জীবন চরিত্র" ও "কবিবচনসুধা" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "হরিশ্চন্দ্রিকা" নামধেয় একখানি সাময়িক পত্র ইনি অনেক বৎসর যাবৎ যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত করিয়াছিলেন। দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ মিলিত হইয়া ইঁহাকে "ভারতেন্দু" উপাধি দান করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ এই মহাত্মার লোকান্তরগমন ঘটে।

হরিসংকীর্ত্তন—শ্রীহরির নামোচ্চারণ, হরিনাম গান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

হরিহয়—সূর্য্য; ইন্দ্র। হরি (হরিদ্বর্ণ) হইয়াছে হয় (অশ্ব) যাহার, বহু। সং; পু।

হরিহর—হরি ও হরের সম্মিলিত মূর্ত্তি। সমাহার দ্বন্দ্ব। সং; পু।

হরীতকী—স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ; তাহার ফল। হরি শব্দ—ই (গমন করা)+ক্ত ক +কণ্+ঈপ্। সং; স্ত্রী। [হরীতকী মধুর, অম্ল, তিক্ত, কটু ও কষায় গুণযুক্ত; ইহা উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মেধাকর, রসায়নগুণান্বিত, নেত্ররোগে হিতকর, লঘুপাক, আয়ুর্বর্দ্ধক, পুষ্টিকর, এবং শ্বাস, ক্রিমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গ্রহণী প্রভৃতি রোগনাশক। কথিত আছে যে, এক সময়ে ইন্দ্রের অমৃত পানকালে এক বিন্দু অমৃত ভূতলে পতিত হইলে তাহা হইতে হরীতকীর উদ্ভব হয়। হরীতকী সাত প্রকার; যথা—বিজয়া, রোহিণী, পুতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী। ইহাদের আকার ও গুণ পৃথক্ পৃথক্। চেতকী হরীতকী অতিশয় ভেদকারক। কথিত আছে যে, এই বৃক্ষের ছায়ায় মনুষ্যাদি যে কোন প্রাণী গমনমাত্র ভেদ হইয়া থাকে, এবং ঐ হরীতকী যতক্ষণ হাতে থাকিবে, ততক্ষণ ভেদ হইবে। হরীতকী চিবাইয়া খাইলে জঠরাগ্নির বৃদ্ধি, পেষণ করিয়া খাইলে মলশোধন ও ভেদ, সিদ্ধ করিয়া খাইলে মলরোধ এবং ভাজিয়া খাইলে বাতাদি ত্রিদোষ নাশ হয়। আহারান্তে হরীতকী সেবনে অন্নপানাদিজনিত দোষ ও বাতাদি জন্য দোষ নিবারিত হয়। বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে ইক্ষুচিনির সহিত, হেমন্তে শুঠীচূর্ণের সহিত, শীতে পিপুলচূর্ণের সহিত, বসন্তে মধুর সহিত, এবং গ্রীষ্মে ইক্ষুগুড়ের সহিত হরীতকী সেবনে সাতিশয় উপকার হয়। পথশ্রান্ত, দুর্ব্বল, উপবাস-ক্লিষ্ট, পিত্তাধিক ধাতুযুক্ত, গর্ভিণী, ইহাদের হরীতকী সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ]।

হরুঠাকুর—ইঁহার প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১১৫৪ সালে (১৭৩৮ খ্রীঃ) অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতা সিমুলিয়ায় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী। কল্যাণচন্দ্রের অবস্থা তাদৃশ সচ্ছল ছিল না, তাহার উপর পুত্রেরও বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ আসক্তি না থাকায় হরুঠাকুরের বিদ্যালাভ হয় নাই বলিলেই হয়। ইনি নবমবর্ষ বয়সে পাঠশালায় প্রথম প্রবেশ করেন। কিন্তু দুই বৎসর পরেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তাহা ছাড়িয়া দিয়া সঙ্গীদের সহিত আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতে থাকেন। লেখাপড়া না জানিলেও হরেকৃষ্ণের স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির অভাব ছিল না।

এই ভাবে পাঁচ ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। মাতা আপনার অলঙ্কার পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইতে লাগিলেন, তথাপি পুত্র অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিল না। শেষে মাতা ও প্রতিবাসিগণের অবিরাম তিরস্কারে বাধ্য হইয়া হরেকৃষ্ণকে অর্থাগমের উপায় দেখিতে হইল। কিন্তু লেখা পড়া না জানায় কোনপ্রকার চাকুরী মিলিল না। শেষে হরেকৃষ্ণ কবির দল করিলেন, এবং তন্তুবায়জাতীয় রঘুনাথ দাস নামক কবিওয়ালার দ্বারা স্বরচিত সংগীতগুলি সংশোধন করাইয়া লইয়া গাওনা করিতেন। হরেকৃষ্ণের সঙ্গীতনৈপুণ্যে তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থাগমের পথও প্রশস্ত হইয়া আসিল। হরুঠাকুর যে কেবল কবিতা রচনা করিতেন তাহা নহে, তাঁহার সমস্যা পুরণেরও অসাধারণ শক্তি ছিল। মহারাজ নবকৃষ্ণের সভায় বহুবার পণ্ডিতমণ্ডলী সমক্ষে বহু সমস্যার পুরণ করিয়া দিয়া হরেকৃষ্ণ প্রচুর পুরস্কার ও খ্যাতিলাভ করিতেন। এস্থলে একটীমাত্র সমস্যার উল্লেখ করা গেল।

একবার রাজা নবকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বঁড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে।" পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। হরেকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন;—

একদিন শ্রীহরি মৃত্তিকা ভোজন করি,
ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।
রাণী অঙ্গুলী হেলায়ে ধীরে মৃত্তিকা বাহির করে,
বঁড়সী বিঁধিল যেন চাঁদে।

রাম বসু যেমন বিরহগানের রাজা ছিলেন, হরেকৃষ্ণ সখীসংবাদে তদ্রূপ ছিলেন। একবার হরুঠাকুরের সখীসংবাদ শ্রবণে আত্মহারা হইয়া মহারাজ নবকৃষ্ণ নিজের গাত্র হইতে একজোড়া বহুমূল্য শাল উন্মোচন করিয়া হরুঠাকুরের গায়ে জড়াইয়া দেন। হরু ইহাতে আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করিয়া ঐ বহুমূল্য শাল তৎক্ষণাৎ তাঁহার দলের ঢুলীর মাথায় ফেলিয়া দেন।

হরুঠাকুরের গুরুভক্তিও অসাধারণ ছিল। যে রঘুনাথ দাসের নিকট তিনি স্বীয় গান সংশোধন করিয়া লইতেন, তাঁহাকে আজীবন সম্মান দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই। তিনি রঘুনাথের নিকট যে সকল গান সংশোধন করিয়া লইতেন, তাহার ভণিতা গুরুর নামেই দিতেন। এজন্য তাঁহার অনেক গানই রঘুনাথের নামে চলিয়া আসিতেছে। এইরূপে আপনার যশোমাল্য গুরুর গলায় তুলিয়া দিয়া হরুঠাকুর গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

১২১৯ সালে ৭৪ বৎসর বয়সে হরুঠাকুর পরলোক গমন করেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি কবির দল ছাড়িয়া দিয়া মহারাজ নবকৃষ্ণের পারিষদ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, এবং রাজবাটীতে যে সকল কবির গান হইত, তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিয়া দিতেন।

হর্ত্তা—(হর্ত্তৃ)। ১। হরণকর্ত্তা ; বহনকারী, বাহক ; সংহারক। হৃ (হরণ করা)+তৃন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হর্ত্রী ২। চৌর। সং ; পু।

হর্ম্ম—(হর্ম্মন্)। জৃম্ভণ, হাইতোলা। হৃ (হরণ করা)+মন্ ক। সং ; ক্লী।

হর্ম্ম্য—ধনীদিগের বাসভবন, ইষ্টকালয়। হৃ (হরণ করা)+য ক। সং ; ক্লী।

হর্ম্ম্যতল—হর্ম্ম্যের তলভাগ, অট্টালিকা-তল ঘরের মেঝে। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

হর্ম্ম্যশিখর—অট্টালিকার অগ্রভাগ, ইষ্টকালয়ের ছাদ। ৬তৎ। সং ; পু।

হর্ম্ম্যোপরি—অট্টালিকার উপর। ৬তৎ। ব্য।

হর্য্যক্ষ—কুবের ; সিংহ। হরি (হরিদ্বর্ণ) হইয়াছে অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। সং ; পু।

হর্য্যশ্ব—বাসব, ইন্দ্র। হরি (হরিদ্বর্ণ) হইয়াছে অশ্ব যাহার, বহু। সং ; পু।

২। পঞ্চালের জনৈক নৃপ। ইঁহার পঞ্চপুত্রের জন্ম হইলে, তাঁহাদেরই দ্বারা রাজ্যশাসন সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইবে বলিয়া ইনি অন্য পুত্রের আকাঙ্ক্ষা হইতে নিবৃত্ত হন। পরে ঐ সমস্ত পুত্রের দ্বারা রাজ্য সুশাসিত হইত বলিয়া উহার নাম 'পঞ্চাল' হয়।

হর্ষ—আনন্দ, আহ্লাদ। হৃষ (হৃষ্ট হওয়া)+অল্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে হৃষ্ট।

হর্ষণ—১। হর্ষজনক, আনন্দদায়ক। ণিজন্ত হৃষ বা হর্ষি (হৃষ্ট করা)+অন্ ক। বিণ ; ত্রি। ২। জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ। সং ; পু। ৩। হর্ষ, আনন্দ, আহ্লাদ। হৃষ (হৃষ্ট হওয়া)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

হর্ষদেব—কাশ্মীরের জনৈক রাজা। ইনিই প্রসিদ্ধ রত্নাবলী গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া বিখ্যাত। ইনি ১১১৩ খ্রীঃ হইতে ১১২৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

হর্ষপ্রফুল্ল—আনন্দে উৎফুল্ল, আহ্লাদে বিকশিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

হর্ষবর্দ্ধন—জনৈক নৃপ, অপর নাম শিলাদিত্য। শিলাদিত্য দেখ।

হর্ষবিকসিত—হর্ষ হেতু প্রকাশিত, আনন্দে বিকাশপ্রাপ্ত, আনন্দোৎফুল্ল। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

হর্ষবিকাশ—১। আনন্দ হেতু প্রকাশ, হর্ষ জন্য প্রফুল্লতা। ৩তৎ। ২। আনন্দের প্রকাশ। ৬তৎ। সং ; পু।

হর্ষিত—১। তোষিত, আনন্দপ্রাপিত। ণিজন্ত হৃষ বা হর্ষি (হৃষ্ট করা)+ক্ত র্ম্ম। ২। আনন্দিত, হৃষ্ট। হর্ষ+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

হর্ষোচ্ছ্বাস—হর্ষ জন্য স্ফীতি ; আনন্দের বৃদ্ধি। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, বা ৬তৎ। সং ; পু।

হর্ষোৎফুল্ল—আনন্দে প্রফুল্ল, আনন্দে বিকসিত। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

হর্ষোদয়—আনন্দের আবির্ভাব, আহ্লাদ সঞ্চার। ৬তৎ। সং ; পু।

হল—লাঙ্গল, হাল। হল (কর্ষণ করা)+অল্ ণ। সং ; ক্লী।

হলকর্ষণ—লাঙ্গলদ্বারা ভূমিতে চাষ দেওয়া। ৩তৎ। সং ; ক্লী।

হলচালক—লাঙ্গলচালনাকারী, চাষী। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি।

হলচালন—লাঙ্গল চালনা, হাল চালান। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

হলধর—কৃষক ; বলরাম। হল ধরে যে, উপ ; হল শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ ক। সং ; পু।

হলন্ত—ব্যঞ্জনবর্ণ। হল্ হইয়াছে অন্ত যাহার, বহু। সং ; পু।

হলভৃৎ—বলরাম ; কৃষক। হল শব্দ—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

হলা—(নাট্যে) সখীর প্রতি স্ত্রীলোকের সম্বোধন। ব্য।

হলায়ুধ—১। বলরাম। হল (লাঙ্গল) হইয়াছে আয়ুধ (প্রহরণ) যাঁহার, বহু। সং ; পু। ২। "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" প্রণেতা। কথিত আছে, ইনি লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী ছিলেন।

হলাহল—কালকূট বিষ। হল—আ—হল (কর্ষণ করা)+অন্ ক। সং ; ক্লী বা পু।

হলি—১। বৃহৎ হল, বড় লাঙ্গল। হল (চষা) +ই ণ। ২। হলকৃত রেখা, সীরালি। হল+ই র্ম্ম। ৩। কৃষি। হল+ই ভা। সং ; স্ত্রী।

হলিপ্রিয়—কদম্ব বৃক্ষ। হলীর (বলরামের) প্রিয়, ৬তৎ। সং ; পু।

হলী—(হলিন্)। কৃষক ; বলরাম। হল শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু। [স্ত্রী।

হলীষা—লাঙ্গল-দণ্ড। হলের ঈষা, ৬তৎ। সং ;

হল্য—হলসম্বন্ধীয় ; হল দ্বারা কৃষ্ট (ক্ষেত্রাদি) হল+য্য। বিণ ; ত্রি। [স্ত্রী।

হল্যা—লাঙ্গলসমূহ। হল+য্য+আপ্। সং ;

হল্লক—রক্তোৎপল, রক্তপদ্ম, হেলা ; ক্রোধোক্তি। সং ; ক্লী।

হল্লীষ, হল্লীস—স্ত্রীলোকের সহিত নৃত্য, মণ্ডলাকারে স্ত্রীলোকদিগের নৃত্য। হেলা শব্দ—লষ, লস+অল্ অধি। সং ; পু।

হব—১। যজ্ঞ, যাগ, হোম। হু (হোম করা) +অল্ ভা। ২। আহ্বান ; আদেশ, আজ্ঞা। হ্বে (আহ্বান করা)+অল্ ভা। সং ; পু।

... ..., হোম। হু+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

[illegible]বনী—হোমকুণ্ড। হু+অনট্ অধি+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

হবনীয়—১। হোম করিবার যোগ্য। হু+অনীয় র্ম্ম। ২। হোমার্থ আবশ্যক (বস্তু)। হু+অনীয় ণ। বিণ ; ত্রি।

হবিঃ—(হবিস্)। ১। আজ্য, ঘৃত ; হবনীয় দ্রব্য ; জল। হু (হোম করা)+ইস্ ণ বা র্ম্ম। ২। হোম। হু+ইস্ ভা। সং ; ক্লী।

হবির্গেহ—হবনীয় দ্রব্যাদি রক্ষার নিমিত্ত গৃহ। হবিঃ দেখ ; হবিস্-এর গেহ, ৬তৎ। ক্লী।

হবির্ভুক্—(হবির্ভুজ্)। হুতাশন, অগ্নি ; দেবতা। হবিঃ দেখ ; হবিস্ শব্দ (ঘৃত)—ভুজ (খাওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং ; পু।

হবিষ্য—১। ঘৃতান্ন, হবিষ্যান্ন। হবিঃ দেখ ; হবিস্ শব্দ (ঘৃত)+ষ্য ভাবে। ২। ঘৃত। হবিস্ শব্দ+ষ্য স্বার্থে। সং ; ক্লী।

হবিষ্যান্ন—ব্রতাদিতে ভক্ষণীয় দ্রব্যবিশেষ। কর্ম্মধা। সং ; ক্লী।

হবিষ্যাশী—(হবিষ্যাশিন্)। হবিষ্যান্নভোজনকারী। হবিষ্য শব্দ—অশ (ভোজন করা) +ণিন্ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হবিষ্যাশিনী।

হব্য—১। আজ্য, ঘৃত ; আহুতিসাধন দ্রব্য। হু (হোম করা)+য র্ম্ম। ২। হোম। হু +য ভা। সং ; ক্লী।

হব্যপাক—১। চরু। হব্য শব্দ—পচ (পাক করা)+ঘঞ্ র্ম্ম। ২। চরুপাকস্থালী। হব্য শব্দ—পচ+ঘঞ্ অধি। সং ; পু।

হব্যবাট্—(হব্যবাহ্)। হুতাশন, অগ্নি। হব্য—বহ (বহন করা)+ণিচ্ ক। সং ; পু।

হব্যবাহ, হব্যবাহন—অগ্নি। ৬তৎ। সং ; পু।

হস, হসন—হাস্য। হস (হাসা)+অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিশেষণে হসিত।

হসন্—(হসৎ)। হাস্যকারী। হস (হাসা)+শতৃ ক। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হসন্তী।

হসন্তিকা—অঙ্গারধানী, অগ্নিপাত্র। হসন্তী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। সং ; স্ত্রী।

হসন্তী—১। হাস্যকারিণী। হস (হাসা)+শতৃ ক+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে হসন্। ২। অগ্নিপাত্র। সং ; স্ত্রী।

হসিত—১। হাস্যকারী ; সহাস্য, হাস্যযুক্ত ; বিকসিত। হস (হাসা)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। ২। হাস্য। হস+ক্ত ভা। সং ; ক্লী।

হস্ত—কর, হাত, মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ; ২৪ অঙ্গুলি পরিমাণ ; করিশুণ্ড, হাতীর শুঁড় ; (কেশ শব্দের পরে থাকিলে) গুচ্ছ। হস (হাসা)+তন্ ক। সং ; পু।

হস্তকণ্ডূয়ন—হাত চুল্কনা, হাত সুড়সুড় করা। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

হস্তকৌশল—হস্তচালনার নৈপুণ্য, হাত চালাইবার কিকির। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

হস্তক্ষেপ—হস্তপ্রদান, হাত দেওয়া ; হাত চালনা। ৬তৎ। সং ; পু।

হস্তক্ষেপণ—হস্তচালনা, হাত চালা ; হাত দেওয়া। ৬তৎ। সং ; পু।

হস্তগত—হস্তস্থিত, অধিকারে আগত, অধিকৃত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি। [সং ; স্ত্রী।

হস্তচালনা—বাহুসঞ্চালন, হাত নাড়া। ৬তৎ।

হস্তপ্রসারণ—হস্ত বিস্তৃত করা, হাত বাড়ান। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী।

হস্তলিখিত—হাতে লেখা। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

হস্তলিপি—হস্তাক্ষর, হাতের লেখা। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী। [সং ; পু।

হস্তলেখ—অভ্যাসের নিমিত্ত লিখন, মক্স।

হস্তবান্—(হস্তবৎ)। ক্ষিপ্রহস্ত, লঘুহস্ত। হস্ত+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হস্তবতী।

হস্তা—নক্ষত্রবিশেষ, অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে ত্রয়োদশ নক্ষত্র। হস্ত দেখ ; হস্ত+আপ্। সং ; স্ত্রী।

হস্তাক্ষর—হস্তলিপি, হাতের লেখা। হস্ত লিখিত যে অক্ষর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; পু।

হস্তান্তর—অন্য হস্ত, অপর হাত ; অপরের অধিকার। অন্ত হস্ত, নিত্য। সং ; স্ত্রী।

হস্তান্তরিত—অন্য হস্তগত ; অপরের অধিকারে প্রদত্ত। হস্তান্তর+ইত জাতার্থে। বিণ ; ত্রি।

হস্তামলক—হস্তস্থিত আমলকী ফল ; বেদান্ত গ্রন্থবিশেষ। সং ; স্ত্রী।

হস্তাবর্ত্তন—১। হস্ত দ্বারা আলোড়ন। ৩তৎ। ২। হস্তঘূর্ণন, হাত ঘোরান। ৬তৎ। স্ত্রী।

হস্তিদন্ত—গজদন্ত, হাতীর দাঁত ; নাগদন্তক, গৃহভিত্তিতে অর্দ্ধপ্রোথিত কীলক ; মূলক। হস্তীর দন্ত, ৬তৎ। সং ; পু।

হস্তিদন্তখচিত—হস্তিদন্ত দ্বারা মণ্ডিত, যাহার মাঝে মাঝে হাতীর দাঁত বসান আছে এরূপ। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

হস্তিনখ—হাতীর নখ ; পুরদ্বারস্থিত মৃত্তিকাস্তূপ। ৬তৎ। সং ; স্ত্রী বা পু।

হস্তিনাপুর—প্রাচীন দিল্লীনগর। হস্তিনা (অর্থাৎ হস্তী নামক রাজার দ্বারা) নির্ম্মিত যে পুর, অলুক্ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং ; স্ত্রী।

হস্তিনী—করিণী ; স্ত্রীবিশেষ [স্ত্রী দেখ]। হস্তিন্+ঈপ্। সং ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে হস্তী।

হস্তিপ, হস্তিপক—হস্তিরক্ষক, মাহুত। হস্তী দেখ ; হস্তিন্ শব্দ (হাতী)—পা (পালন করা)+ড ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। সং ; পু।

হস্তিমদ—মত্ত হস্তীর গণ্ডদ্বয়, শুণ্ডের ছিদ্রদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয় ও শিশ্ন এই সাত স্থান হইতে ক্ষরিত জল। হস্তীর মদ, ৬তৎ। সং ; পু।

হস্তিমল্ল—ঐরাবত হস্তী ; গণেশ। হস্তীদিগের মধ্যে মল্ল, ৭তৎ। সং ; পু।

হস্তী—(হস্তিন্)। করী, গজ, হাতী ; চন্দ্রবংশীয় জনৈক নৃপ, হস্তিনাপুরের নির্ম্মাতা। হস্ত শব্দ (শুঁড়)+ইন্ অস্ত্যর্থে। সং ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হস্তিনী।

হস্তে—১। করে, হাতে। হস্ত শব্দের ৭মীর ১বচন ; অধিকরণপদ। ২। স্বীকার। ব্য।

হস্ত্যারোহ—নিষাদী ; গজারূঢ় ব্যক্তি। হস্তী দেখ ; হস্তিন্ (হাতী)—আ—রুহ+অন্ ক। সং ; পু।

হহা—১। আকস্মিক দুঃখ ; শোক ; বিস্ময় ; সম্ভ্রম। হ—হা+ক্বিপ্ ভা। ব্য। ২। গন্ধর্ব্ববিশেষ। হ—হা+ক্বিপ্ ক। সং ; পু। [ভা। ব্য।

হা—বিষাদ ; পীড়া ; কুৎসা ; শোক। হা+ডা

হাইফেন—যতিচিহ্ন দেখ।

হাঙ্গর—হিংস্র জলজন্তুবিশেষ। হা শব্দ—অঙ্গ শব্দ—রা (দান করা)+ড ক। সং ; পু। হাঙ্গরের শরীর অনেকটা বোয়াল মাছের মত। ইহাদের মুখে অত্যন্ত ধারাল অনেকগুলি দন্ত আছে, তদ্দ্বারা মনুষ্যাদির দেহ অত্যল্পকাল মধ্যে কাটিয়া যায়। ইহারা বিশুদ্ধ জলে প্রায়ই বাস করে না ; লবণাক্ত জলই ইহাদের প্রিয় বাসস্থল। চৈত্রাদি মাসত্রয়ে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গার মধ্যে মধ্যে ইহাদের উপদ্রব হয়। কিন্তু বর্ষার সমাগমে যখন জল আবিল হইতে থাকে, তখন আর ইহাদিগকে ঐ স্থানে দেখা যায় না।

হাটক—১। স্বর্ণ, সোণা। হট (দীপ্তি পাওয়া)+ণক ক। সং ; স্ত্রী। ২। স্বর্ণনির্ম্মিত। হাটক শব্দ+ক্ষ। বিণ ; ত্রি। ৩। দেশবিশেষ। সং ; পু।

হাতযশ—খ্যাতি ; নৈপুণ্য, দক্ষতা। দেশজ শব্দ।

হাতব্য—পরিত্যাজ্য, ত্যাগযোগ্য। হা (ত্যাগ করা)+তব্য র্ম। বিণ ; ত্রি।

হান—ত্যাগ ; বিক্রয় ; ক্ষতি, অপচয়। হা (ত্যাগ করা)+অনট্ ভা। সং ; স্ত্রী।

হানি—১। ত্যাগ ; ক্ষতি, অপচয়। হা (ত্যাগ করা)+নি ভা। ২। গতি। হা (গমন করা)+ক্তি ভা। সং ; স্ত্রী।

হানিবল—কার্থেজ নগরের সুপ্রসিদ্ধ মহাবীর। খ্রীঃ পূঃ ২৪৭ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা হামিলকারও কার্থেজের একজন প্রসিদ্ধ সেনানায়ক ছিলেন। ইনি শৈশবে পিতৃশিবিরে লালিত পালিত হন, এবং নবম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতার আদেশে প্রতিজ্ঞা করেন যে, যাবজ্জীবন রোমের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন। ইনি প্রথমে পিতা ও ভগিনীপতির অধীনে সেনানীরূপে কার্য্য করিয়া সমরকৌশল শিক্ষা করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি স্পেন-দেশস্থ কার্থেজীয় অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত হন, এবং পরে ভগিনীপতি গুপ্তঘাতকের হস্তে নিপতিত হইলে, ২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই কার্থেজীয় সমস্ত সৈন্যের প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিন বৎসরের মধ্যে ইনি প্রায় সমগ্র স্পেন জয় করেন। খ্রীঃ পূঃ ২১৮ অব্দে হানিবল ৯০ হাজার পদাতি, ১২ হাজার অশ্বারোহী ও ৩৭টি গজ লইয়া ইটালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পীরেনীজ্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গলদিগকে পরাজিত করিলেন। অনন্তর ইনি দুরতিক্রম্য বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আল্‌স্ পর্ব্বত পার হইয়া ইটালীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ইঁহার গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় সৈন্যের অধিকাংশই পার্ব্বত্যদেশের শীতে ও বরফে মারা পড়িয়াছিল। ইটালীতে ইঁহার মাত্র ২০ হাজার পদাতি ও ৬ হাজার অশ্বারোহী জীবিত ছিল। এই সামান্য সৈন্য লইয়াই ইনি ইটালীয়দিগকে পরাভূত করিতে লাগিলেন। রোমীয় সেনাপতি সিপিও ইঁহার গতিরোধার্থ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। হানিবল শত্রুদিগকে পরাস্ত করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া প্রায় রোমের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।

রোমীয়েরা সম্মুখ সমরে ইঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া পরামর্শ করিল যে, অতঃপর হানিবলের স্বদেশ আক্রমণ করা যাউক, তাহা হইলেই ইঁহাকে ইটালী পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশরক্ষার্থ ধাবিত হইতে হইবে, ইটালী অনায়াসেই শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত হইবে। সিপিও এই কার্য্যের ভার পাইলেন। তিনি অন্য পথ দিয়া কার্থেজের দ্বারদেশে উপনীত হইলে, হানিবল স্বদেশরক্ষার্থ ধাবিত হইলেন, কিন্তু এবারে পরাজিত হইলেন এবং দারুণ মনঃক্ষোভে ও লজ্জায় দেশে দেশে পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রোমীয়েরাও ইঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে হানিবল বিষপান করিয়া শত্রুহস্তে পতন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন (খ্রীঃ পূঃ ১৮৩)।

হামিদা বেগম—সুপ্রসিদ্ধ দিল্লীশ্বর আকবরের জননী।

হাম্বীর—১। রাগিণীবিশেষ। ২। মেওয়ারের জনৈক রাণা। ইনি মুসলমানদিগের কবল হইতে চিতোর পুনরুদ্ধার করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

হায়—খেদসূচক অব্যয় শব্দ। দেশজ।

হায়দার আলি—জন্ম আনুমানিক ১৭১৭ হইতে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে। ইঁহার পিতা ফতে মহম্মদ মহীশূররাজের জনৈক জায়গীরদার ও সৈনিক কর্ম্মচারী ছিলেন। রাজ্যে হায়দারও ঐ রাজ্যের সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ

করেন। ১৭৫৫ খ্রীঃ দিন্দিগুলের সৈনিক-শাসনকর্তার কার্য্য করিয়া ৪ বৎসর পরে মহীশূরের সৈন্যাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন ও ক্রমে বাহাদুর উপাধি পান। ক্রমশঃ ইঁহার প্রভাব এতদূর বাড়িয়া উঠে যে, ১৭৬৬ খ্রীঃ ইনি মহীশূরাধিপতি কৃষ্ণরাজ ওদিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই সিংহাসন নিজে অধিকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিজামের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া ১৭৬৭ খ্রীঃ হায়দার কার্ণাটিক প্রদেশ আক্রমণ করেন এবং নিজাম প্রত্যাবৃত্ত হইলেও একাকই যুদ্ধকার্য্যের পরিচালনা করেন। দুই বৎসর পরে ইনি মান্দ্রাজ অভিমুখে অগ্রসর হইলে মান্দ্রাজের গভর্ণর ইঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। তাহার পর বৎসর বোম্বে গভর্ণমেণ্টের সহিতও ইঁহার সন্ধিস্থাপন হয়। মহারাষ্ট্রীয়গণ অনেকবার মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করিয়া হায়দার আলীকে বিপর্য্যস্ত করে, কিন্তু ইংরাজগণ ইঁহার সাহায্য করিলেন না। ১৭৭৮ খ্রীঃ যখন ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন দক্ষিণ দেশে প্রভূতশক্তিসম্পন্ন হায়দার আলী মান্দ্রাজ গভর্ণর প্রেরিত দূতকে অভ্যর্থনা করেন; কিন্তু সখ্য-প্রস্তাব কার্য্যকর হইল না দেখিয়া হায়দার ১৭৮০ খ্রীঃ মান্দ্রাজ প্রদেশ আক্রমণ এবং আর্কট ও অন্যান্য স্থান অধিকার করেন। ১৭৮১ খ্রীঃ ১লা জুলাই পোর্টো নোভো (Porto Novo) নামক স্থানে স্যার আয়ার কূটের (Sir Eyre Coote) হস্তে পরাভূত হন। ১৭৮২ খ্রীঃ ৭ই ডিসেম্বর হায়দার আলীর মৃত্যু হয়। তখন ইংরাজের সহিত ইঁহার যুদ্ধ চলিতেছিল। হায়দারের মৃত্যুর পর ইঁহার পুত্র টিপু সুলতান এই যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। হায়দার নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু নির্ভীকতা, অদম্য অধ্যবসায় ও যুদ্ধনিপুণতায় ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার শক্তিমত্তায় সকলেই শঙ্কিত ছিল। ইতিহাসে এইরূপ লিখিত আছে যে, যদি ফরাসীগণের সাহায্য বিশেষভাবে পাইতেন, তাহা হইলে ইনি ইংরাজকে দক্ষিণ প্রদেশে হইতে বিতাড়িত করিতে পারিতেন।

হায়ন—১। বর্ষ, বৎসর। হা (গমন করা) পনট্ ক। সং; স্ত্রী বা পু। ২। ধান্য; অগ্নিশিখা। সং; পু।

হার—১। মুক্তাদির মালা। হৃ (হরণ করা) +ঘঞ্ ক। সং; পু। ২। হারক; বাহক; ভাজক। বিণ ত্রি। ৩। যুদ্ধ, ভাগ। হৃ+ ঘঞ্ ভা। সং; পু

হারক—১। হরণকর্ত্তা; বহনকারী, বাহক; দ্যূতকার। হৃ (হরণ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। চৌর; ধূর্ত্ত; ভাজক অঙ্ক। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

হারগুলিকা—মুক্তাদি মালার গুলি। ৬৩৭।

হারা—হরণ। হৃ+অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

হারাণচন্দ্র রক্ষিত—(রায় সাহেব)। ২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে ১২৭২ সালে আষাঢ় মাসে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম হরিদাস রক্ষিত। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর ইনি কিছুদিন কর্ণধার নামক পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া পরে বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করেন। ইনি সেক্সপিয়ার প্রণীত গ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদ করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও সম্মান প্রাপ্ত হন। ১৯০৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উৎসব উপলক্ষে গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে 'রায় সাহেব' উপাধি প্রদান করেন। ইনি রাণী ভবানী, বঙ্গের শেষবীর, মন্ত্রের সাধন, জ্যোতির্ম্ময়ী, কামিনীকাঞ্চন, প্রতিভাসুন্দরী প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি কয়েকবার এণ্ট্রান্স ও এল, এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

হারি, হারী—১। পরাভব, পরাজয়। হৃ (হরণ করা)+ইঞ্ ভা। ২। পথিকশ্রেণী। হৃ+ ইঞ্ ক। সং; স্ত্রী। ৩। সুন্দর, মনোহর। বিণ; ত্রি।

হারিত—১। অপহারিত; পরাভূত, পরাজিত। ণিজন্ত হৃ বা হারি (হরণ করান)+ক্ত র্ম। ২। হরিদ্বর্ণযুক্ত। হরিত+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ৩। শুকপক্ষী। সং; পু।

হারিদ্র—১। হরিদ্রাবর্ণ, হলুদে। হরিদ্রা শব্দ+ ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। স্বর্ণ। সং; ক্লী। ৩। কদম্ব। সং; পু।

হারিণী—হারী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

হারী—(হারিন্)। অপহারক; বাহক; মনোজ্ঞ, মনোহর। হৃ (হরণ করা)+ণিন্ ক। ২। হারবিশিষ্ট। হার+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হারিণী।

হারীত—শুকপক্ষী; ধর্ম্মসংহিতাকার জনৈক মুনি। হরিত+ষ্ণ। সং; পু।

হার্ডিঞ্জ, হেন্‌রি—(পরে লর্ড)। ভারতবর্ষের অন্যতম গভর্ণর জেনারেল। ১৭৮৫ খ্রীঃ ৩০শে মার্চ্চ ইংলণ্ডে ইঁহার জন্ম হয়। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি এক পদাতি সেনাদলে এন্‌সাইনের পদে নিযুক্ত হন এবং তাহার ৪ বৎসর পরে লেফ্‌টেনাণ্টের পদ ও ১৮০৪ খ্রীঃ কাপ্তেনের পদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর ইনি মহাবীর ডিউক্ অভ্ ওয়েলিংটনের অধীনে সমগ্র পেনিন্‌সুলার সমরে যুদ্ধ করেন এবং ভিমীরা ও ভিটোরিয়ার যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হন। এই সময়ে ইনি উচ্চশ্রেণীর বীরত্বসম্পন্ন সাহসিক যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। মহাবীর নেপোলিয়ান এল্‌বা দ্বীপ হইতে পলায়ন করিলে ইনি ইংরেজদিগের সহযোগী প্রুশীয় সৈন্যের অন্যতম প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন, এবং লিগ্‌নি নামক স্থানের যুদ্ধে বাম বাহুতে এরূপ দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হন যে, সেই বাহু ছেদন করিয়া ফেলিতে হয়। তাহার দুই দিন পরে প্রখ্যাত ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ওয়েলিংটন নেপোলিয়নকে বন্দী করেন; কিন্তু ইনি সে দিন শয্যাগত থাকায় সেই খ্যাতির ভাগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তথাপি পার্লামেণ্ট ইঁহাকে "সার" উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন এবং বার্ষিক ৩০০ পাউণ্ড বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। ১৮২৮ খ্রীঃ ওয়েলিংটন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলে, ইনি তদধীনে প্রথমতঃ সমর বিভাগের সেক্রেটারী ও পরে আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রধান সেক্রেটারীর পদ প্রাপ্ত হন।

১৮৪৪ খ্রীঃ লর্ড এলেন্‌বরা পদত্যাগ করিলে ডিরেক্টর সভা সার হেন্‌রি হার্ডিঞ্জকে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল করিয়া প্রেরণ করিলেন। পূর্ব্বে ইঁহার একখানি হাত কাটা গিয়াছিল বলিয়া লোকে সাধারণতঃ ইঁহাকে "হাতকাটা গভর্ণর" বলিত। তৎকালে ভারতবর্ষে দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে একমাত্র শিখরাজ্যই প্রবল পরাক্রান্ত ছিল। মহারাজ রণজিৎ সিংহ নানা প্রদেশ জয় করিয়া একটি বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা তিনি যাবজ্জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজ্যমধ্যে বড়ই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। খালসা সৈন্যগণ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ সময়ে রণজিতের পুত্রগণের বা শিখসর্দ্দারগণের এমন কেহই ছিলেন না যে, তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখিতে পারেন। খালসারা বহু বধসাধনের পর রণজিতের অপ্রাপ্তবয়স্ক কনিষ্ঠ পুত্র দলীপ সিংহকে লাহোরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল (১৮৪৩ খ্রীঃ)। দলীপের জননী মহারাণী ঝিন্দনকুমারী পুত্রের অভিভাবিকারূপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি নিজ প্রিয়পাত্র লাল সিংহকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন, এবং উভয়ে মন্ত্রণা করিয়া খালসাদিগকে ইংরেজ রাজ্য আক্রমণ করিবার পরামর্শ দিলেন।

১৮৪৫ খ্রীঃ ১৬ই ডিসেম্বর খালসারা শতদ্রু পার হইয়া ফেরোজপুরের ইংরেজ সেনা-নিবাস আক্রমণ করিল। ক্রমে তাহাদের সহিত তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ইংরেজ পক্ষের প্রধান সেনাপতি স্যার হিউগফ ও তদধীনে দ্বিতীয় সেনাপতিরূপে স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল স্যার হেন্‌রি হার্ডিঞ্জ সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। শিখগণ মুদকি, ফেরোজ-পুর, আলিওয়াল ও সোব্রাঁও নামক চারি স্থানের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। ইংরেজ পক্ষেও বিস্তর লোকক্ষয় হইল। ইতোমধ্যে জম্বুর রাজা গোলাপ সিংহ পঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ইংরেজ সৈন্য শতদ্রু পার হইয়া লাহোরের অদূরস্থ মিয়ানমির নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলে, গোলাপসিংহ লাহোর দরবারের পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলেন। হার্ডিঞ্জ সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ১৮৪৬ খ্রীঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। তদ্দ্বারা স্থির হইল, ইংরেজরা শতদ্রু ও বিপাশার মধ্য-বর্ত্তী দোয়াব প্রদেশ এবং যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ নগদ দেড় কোটি টাকা প্রাপ্ত হইবেন। লাহোর দরবারের হাতে সে সময়ে অত টাকা না থাকায় কাশ্মীর রাজ্য এক কোটি টাকায় গোলাপ সিংহকে বিক্রয় করা হইল। তদবধি গোলাপ সিংহ কাশ্মীরের অধিপতি হইলেন।

এই সন্ধির পর পার্লামেণ্ট সভাই হার্ডি-ঞ্জকে "লর্ড" উপাধি প্রদান করিলেন এবং তিন পুরুষ পর্য্যন্ত বার্ষিক ৩০০০ পাউণ্ড বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও বার্ষিক ৫০০০ পাউণ্ড নির্দ্ধারণ করিয়া ইঁহাকে পুর-স্কৃত করিলেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ ইনি পদ-ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন। ১৮৫২ খ্রীঃ ওয়েলিংটন কালগ্রাসে পতিত হইলে, ইনি ইংল্যাণ্ডের প্রধান সেনা-পতি নিযুক্ত হন, এবং ১৮৫৫ খ্রীঃ ফীল্ড্‌ মার্শালের পদে উন্নীত হন। ১৮৬৬ খ্রীঃ ২৪শে সেপ্টেম্বর ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার পৌত্র লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ভাইসরয়। ইনি ১৯১০ খ্রীঃ ২৩শে নভেম্বর উক্ত পদ গ্রহণ করেন।

হার্দ্দ, হার্দ্দ্য—১। হৃদ্যতা, প্রণয়, স্নেহ। হৃদ্‌ শব্দ+অ, ষ্য। সং; ক্লী। ২। হৃদগত; মনোজ্ঞ। বিণ; ত্রি।

হার্য্য—হরণীয়; গ্রহণীয়, গ্রাহ্য; বহনীয়; নিবার্য্য। হৃ (হরণ করা)+ঘ্যণ্‌ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

হাল—১। লাঙ্গল; বলরাম; শালিবাহন রাজা। হল শব্দ+অ। সং; পুং। ২। অবস্থা, দশা। যাবনিক।

হালা—মদিরা, সুরা। হাল (বলরাম)+অ+আপ্‌। সং; স্ত্রী।

হালাহল—কালকূট বিষ। হলাহল+অ স্বার্থে। সং; ক্লী বা পুং।

হালাহলী—মদিরা, সুরা। হলাহল+অ+ঈপ্‌। সং; স্ত্রী। [বিণ; ত্রি।

হালিক—হলবিষয়ক; কৃষক। হল+ফিক।

হাব—আহ্বান; স্ত্রীলোকদিগের শৃঙ্গার চেষ্টা-বিশেষ। হ্বে (আহ্বান করা)+ঘঞ্‌ ভা। সং; পুং।

হাস—হাস্য। হস (হাসা)+ঘঞ্‌ ভা। সং; পুং।

হাসিকা—হাস্য-জনয়িত্রী, যে হাসায় এরূপ (স্ত্রী); নীচা; পরিচারিকা। ণিজন্ত হস বা হাসি (হাসান)+ণক ক+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

হাস্তিক—১। হস্তিসম্বন্ধীয়। হস্তিন্‌ শব্দ (হাতী)+ফিক। বিণ; ত্রি। ২। হস্তিসমূহ। সং।

হাস্তিন—হস্তিনাপুর; হস্তিপ্রমাণ। হস্তিন্‌+অ। সং; ক্লী।

হাস্য—১। হাসি। হস (হাসা)+ঘ্যণ্‌ ভা। সং; ক্লী। ২। কাব্যের রসবিশেষ [কাব্যরস দেখ]। হাস+ষ্য। সং; পুং।

হাস্যকর—হাস্যজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

হাস্যকৌতুক—হাসি তামাসা। দ্বন্দ্ব। সং; ক্লী।

হাস্যধ্বনি—হাসির শব্দ। ৬তৎ। সং; পুং।

হাস্যপরিহাস—হাসি তামাসা। দ্বন্দ্ব। সং; পুং।

হাস্যপ্রদীপ্ত—হাস্য দ্বারা প্রকাশিত; হাস্য দ্বারা শোভমান। ৩তৎ। বিণ।

হাস্যময়—হাস্যযুক্ত। হাস্য+ময়ট্‌। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে হাস্যময়ী।

হাস্যমুখ—১। হাস্যযুক্ত বদন। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং: ক্লী। ২। হাস্যযুক্ত মুখসম্পন্ন। হাস্য আছে মুখে যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে হাস্যমুখী।

হাস্যরঞ্জিত—হাস্য হেতু রাগযুক্ত, হাস্যশোভিত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

হাস্যরস—কাব্যরসবিশেষ। কাব্যরস দেখ।

হাস্যরসাত্মক—হাস্যরসযুক্ত, যাহাতে হাসির বিষয় আছে এরূপ। হাস্যরস হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

হাস্যরসিক—হাস্যরসে নিপুণ, যে খুব হাসা-ইতে পারে এরূপ। হাস্যরস শব্দ+ফিক জ্ঞাতার্থে। বিণ; ত্রি।

হাস্যলহরী—হাসির তরঙ্গ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

হাস্যসংবরণ—হাস্য সংবৃতকরণ, হাসি সাম-লান। ৬তৎ। সং; ক্লী।

হাস্যালাপ—হাস্যযুক্ত কথোপকথন, রসালাপ। হাস্য যুক্ত যে আলাপ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পুং।

হাস্যোদ্দীপক—হাস্যের উত্তেজক, যাহা শুনিলে বা দেখিলে হাসি পায় এরূপ। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

হাহা—১। বিস্ময়, আশ্চর্য্য; কষ্ট; শোক। অব্য। ২। গন্ধর্ব্ববিশেষ। হা শব্দ—হা (ত্যাগ করা)+ক্বিপ্‌ ক, ডা। সং; পুং।

হাহাকার—শোকধ্বনি; কলরব; অব্যক্ত-প্রেরণধ্বনি। হাহা—কৃ (করা)+ঘঞ্‌ ভা। সং; পুং।

হাহাহুহু—গন্ধর্ব্বগণ। সং; পুং।

হি—নিশ্চয়; হেতু; প্রশ্ন; বিশেষ; নিশ্চয়; সম্ভ্রম; অসূয়া; পাদপূরণ। হি+ডি। অব্য।

হিংসক—১। ঘাতক, বধকারী। হিন্‌স (বধ করা)+ণক ক। বিণ; ত্রি। ২। হিংস্র জন্তু; শত্রু। সং; পুং।

হিংসন, হিংসা—বধ, হনন; পরানিষ্টসাধন-প্রবৃত্তি, ইহা দুই প্রকার,—প্রাণিবধ জন্য ও প্রাণিপীড়ন জন্য। হিন্‌স (বধ করা)+অনট্‌ ভা, ২য় পক্ষে⋯+অন ভা+আপ্‌। সং; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিশেষণে হিংস্র, হিংস্রক।

হিংসালু—হিংসাশীল, হিংস্রপ্রকৃতি। হিংসা শব্দ+আলু যুক্তার্থে। বিণ; ত্রি।

হিংসিত—হত, যাহাকে হিংসা করা যায় এরূপ। হিন্‌স (হিংসা করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

হিংস্য—হননীয়, বধ্য। হিন্‌স (বধ করা)+ঘ্যণ্‌ র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

হিংস্র, হিংস্রক—হিংসাকারক, হিংসাশীল; অনিষ্টকারী। হিন্‌স (বধ করা)+র ক, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্‌। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে হিংসন, হিংসা।

হিংস্রপ্রকৃতি—হিংসা-স্বভাববিশিষ্ট, অতিশয় হিংসুটে। বহু। বিণ; ত্রি।

হিংস্রস্বভাব—হিংস্রপ্রকৃতি। বহু। বিণ; ত্রি।

হিকি—(James Augustus Hicky). ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ঋণদায়ে ১৭৭৬ খ্রীঃ ইনি কলিকাতায় কারারুদ্ধ হন। কারা-মুক্তির পর ১৭৮০ খ্রীঃ ইনি "Hicky's Bengal Gazette" নামক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। এইখানি কলিকাতায় প্রথম সাময়িক পত্র। ইহাতে ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও ইম্পের ব্যক্তিগত কুৎসা প্রকা-শিত হইত। ঐ বৎসরের নভেম্বর মাসে ডাকবিভাগের দ্বারা এই পত্রের প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। ১৭৮১ খ্রীঃ ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অভিযোগে ইম্পে কর্ত্তৃক হিকি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত ও কারাগারে প্রেরিত হন। পত্রিকাখানি চলিতে লাগিল; হিকিকে আবার অর্থদণ্ড দিতে হইল। ১৭৮২ খ্রীঃ ইনি ১৯ মাসের জন্য কারাগারে প্রেরিত হন। এই সময় পত্রিকার টাইপগুলি বাজে-

রাপ্ত করা হয় ও পত্রিকাখানিও উঠিয়া যায়।

হিক্কা—রোগবিশেষ, হেঁচকি। হিক্ক (শব্দ করা) +অ ভা+আপ্। সং; স্ত্রী।

হিঙ্গু—হিঙ্। হিম শব্দ—গম (গমন করা)+ ডু ক। সং; পু।

হিঙ্গুল, হিঙ্গুলি, হিঙ্গুলু—পারদমিশ্র দ্রব্যবিশেষ, হিঙুল। [ইহা তিক্ত, কষায় ও কটুরস-বিশিষ্ট, চক্ষুঃরোগ, কফ, পিত্ত, কুষ্ঠ, জ্বর, প্লীহা প্রভৃতি রোগনাশক ও বিষদোষনিবারক। ইহা তিন প্রকার—চর্ম্মার, শুকতুণ্ডক ও হংসপাদ। চর্ম্মার হিঙ্গুল শ্বেতবর্ণ; শুকতুণ্ডক পীতবর্ণ, এবং হংসপাদ জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিত বর্ণ। হংসপাদ হিঙ্গুলই উৎকৃষ্ট]। হিঙ্গু শব্দ—লা (গ্রহণ করা)+ ড, ডি, ডু ক। সং; ক্লী বা পু।

হিজরাৎ—পলায়ন, বিশেষতঃ মুসলমানধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন। মুসলমানেরা সেই সময় হইতে তাঁহাদের হিজরা বা হিজরী শাক গণনা করিয়া থাকেন। উহা ৬২২ খ্রীঃ জুলাই মাস হইতে আরব্ধ হইয়াছে। যাবনিক, আরবী।

হিজ্জল—হিজল গাছ। সং; পু।

হিঞ্জীর—হস্তিপাদবন্ধন রজ্জু: গ্রন্থি, গাঁট। হিন্ড—ঈর+ক ক, নিপাতনে। সং; পু।

হিন্তুল—নিচুল বৃক্ষ, বেতগাছ। সং; পু।

হিড়িম্ব—জনৈক রাক্ষস। পাণ্ডবগণ জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া বারণাবত হইতে পলায়ন করিবার সময় রাত্রিকালে এই রাক্ষসের বনমধ্যে উপস্থিত হইলে পথশ্রান্তি জন্য ভীম ব্যতীত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবচতুষ্টয় ও কুন্তীদেবী নিদ্রাগত হইলেন, এবং ভীমসেন জাগিয়া থাকিয়া তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে হিড়িম্ব তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া ভগিনী হিড়িম্বাকে তাঁহাদিগকে বধ করিয়া আনিতে আদেশ করিল। হিড়িম্বা তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া বলিষ্ঠদেহ ভীমের প্রতি প্রণয়ানুরাগিণী হইয়া পড়িল ও ভ্রাতার আদেশ পালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। তখন হিড়িম্ব সক্রোধে ভীমের প্রতি ধাবিত হইলে তাঁহার হস্তে প্রাণত্যাগ করিল।

হিড়িম্বা—জনৈকা রাক্ষসী, হিড়িম্বের ভগিনী। হিন্ড+কিম্ব ক+আপ্। জতুগৃহদাহের পর পাণ্ডবগণ বারণাবত হইতে প্রচ্ছন্নভাবে বনপথে পলায়ন করিতে করিতে হিড়িম্ব রাক্ষসের রাজ্যে উপস্থিত হন এবং রাত্রি সমাগত হওয়ায় নিদ্রিত হইয়া পড়েন। কেবল ভীমসেন জাগ্রত থাকিয়া তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকেন। হিড়িম্বা তাঁহাদের বধার্থে ভ্রাতা কর্ত্তৃক প্রেরিতা হয়, কিন্তু সে বলশালী ভীমের রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। অতঃপর হিড়িম্ব ভীমের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে রাক্ষসী স্তবস্তুতি দ্বারা কুন্তীকে সন্তুষ্ট করিয়া ভীমের ভার্য্যা হয় এবং স্বামীর সহিত বনান্তরে গমন করে। ইহার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হইলে, ভীম ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। রাক্ষসী পুত্রের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকে।

হিড়িম্বজিৎ—মধ্যমপাণ্ডব ভীম। হিড়িম্ব—জি (জয় করা)+কিপ্ ক। সং; পু। [পু।

হিড়িম্বরিপু, হিড়িম্বাপতি—ভীম। ৬তৎ। সং;

হিণ্ডন—ভ্রমণ; রমণ; বিলেখন। হিন্ড (গমন করা)+অনট্ ভা। সং; ক্লী।

হিণ্ডির, হিণ্ডীর—বার্ত্তাকু; সমুদ্রাদির ফেন। হিন্ড+ইর, ঈর ক। সং; পু।

হিত—১। যোগ্য; পথ্য; অনুকূল; প্রিয়; উপকারক। ধা (পোষণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। ২। গমন; প্রাপ্তি; শুভ, মঙ্গল। হি (গমন)+ক্ত ভা। সং; ক্লী।

হিতকর, হিতকারী—(হিতকারিন্)। মঙ্গলজনক; উপকারক; প্রিয়কারী। হিত (মঙ্গল)—কৃ (করা)+ট, ণিন্ ক। বিণ; যথাক্রমে ত্রি ও পু। স্ত্রীলিঙ্গে হিতকরী, হিতকারিণী।

হিতকাম—হিতৈষী, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। হিত হইয়াছে কাম (ইচ্ছা) যাহার, বহু। বিণ।

হিতকারী—হিতকর দেখ।

হিতবাদিনী—হিতবাদী দেখ।

হিতবাদী—(হিতবাদিন্)। সৎপরামর্শদাতা; হিতভাষী। হিত (মঙ্গল)—বদ (বলা)+ ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হিতবাদিনী।

হিতসাধন—হিতসম্পাদন, মঙ্গলসাধন। ৬তৎ। সং; ক্লী।

হিতাকাঙ্ক্ষা—মঙ্গলকামনা। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

হিতাকাঙ্ক্ষী—(হিতাকাঙ্ক্ষিন্)। মঙ্গলাভিলাষী, শুভানুধ্যায়ী। হিত—আ—কাঙ্ক্ষ +ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হিতাকাঙ্ক্ষিণী।

হিতার্থ—মঙ্গলার্থ, মঙ্গলের নিমিত্ত। হিত হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

হিতার্থিনী—হিতার্থী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

হিতার্থী—(হিতার্থিন্)। মঙ্গলপ্রার্থী, শুভানুধ্যায়ী। হিত (মঙ্গল)—অর্থ (চাওয়া)+ ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হিতার্থিনী।

হিতৈষণা—মঙ্গলসাধনেচ্ছা। হিতের (মঙ্গলের) এষণা (ইচ্ছা), ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

হিতৈষিণী—হিতৈষী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

হিতৈষী—(হিতৈষিন্)। হিতাভিলাষী, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। হিত শব্দ (মঙ্গল)—ইষ (ইচ্ছা করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হিতৈষিণী। বিশেষ্যে হিতৈষিতা।

হিতোক্তি—হিতকর বাক্য; প্রিয় বাক্য। হিত (প্রিয়) যে উক্তি, কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

হিতোপদেশ—১। সৎপরামর্শদান। হিত (উপকারক) যে উপদেশ, কর্ম্মধা। ২। বিষ্ণুশর্ম্মপ্রণীত নীতিগ্রন্থবিশেষ। হিত উপদেশ আছে যাহাতে, বহু। সং; পু।

হিন্তাল, হীন্তাল—বৃক্ষবিশেষ, হেঁতাল গাছ। হীন যে তাল, কর্ম্মধা। সং; পু।

হিন্দু—ভারতীয় আর্য্যজাতি। কেহ কেহ বলেন, হিমালয় ও বিন্দু (সরোবরবিশেষ) এই দুই শব্দের যথাক্রমে আদ্য ও অন্ত অংশ গ্রহণ করিয়া 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, কারণ উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্দু সরোবর পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগই হিন্দুদিগের বাসস্থান। অপর একদল বলেন, আর্য্যেরা আদৌ মধ্য এসিয়ায় বাস করিতেন। কালক্রমে তাঁহাদের বংশবৃদ্ধি হেতু স্থান ও খাদ্যের অভাব ঘটিতে থাকায় তাঁহাদের মধ্যে দুই সম্প্রদায় নূতন বাসস্থানের অন্বেষণে বহির্গত হন। এক সম্প্রদায় পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া ইউরোপে বসতি স্থাপন করেন, এবং অপর সম্প্রদায় দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া পঞ্জাবের সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হন। এই স্থানে দ্বিতীয় সম্প্রদায় আবার দুই দলে বিভক্ত হইয়া এক দল পারস্যে গমন করেন এবং অপর দল হিমালয়ের উত্তরপশ্চিমস্থ গিরিসঙ্কট দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এই শেষোক্ত দল প্রথমতঃ পঞ্জাব প্রদেশে সিন্ধুনদের তীরে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পারসীকেরা "সিন্ধু" কথাটিকে "হিন্দু" এইরূপ উচ্চারণ করিত; এই জন্য সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যগণও তাহাদের দ্বারা "হিন্দু" নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে "আর্য্য" নামের পরিবর্ত্তে ঐ "হিন্দু" নামই সাধারণের মধ্যে অধিক প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণতঃ হিন্দুস্থান বলিলে সমস্ত ভারতবর্ষকে বুঝায়। কিন্তু মুসলমানেরা এই শব্দটিকে ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রদেশজ্ঞাপক করিয়া ব্যবহৃত করেন।

হিন্দুধর্ম্ম—হিন্দুরা চরমে একমাত্র নিরাকার পরব্রহ্ম (অর্থাৎ পরমেশ্বর) স্বীকার করেন, কিন্তু 'বিশ্বের সমস্তই তাঁহার অংশ' এই জ্ঞানে অসংখ্য দেবদেবীর আরাধনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সাকার উপাসনাই ইদানীন্তন হিন্দুদিগের মুখ্যধর্ম্ম। ইঁহারা বলেন, সাকার উপাসনা দ্বারা জ্ঞানযোগ হয়, এবং সেই জ্ঞানযোগ ব্যতিরেকে নিরাকার ব্রহ্মকে মনোমধ্যে ধারণা বা তাঁহার উপাসনা করি-

বার যোগ্য হইতে পারা যায় না। ইহাদের মতে মনুষ্য নানা জাতিতে বিভক্ত; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির অন্ন জাতির অন্ন গ্রহণ ও বিবাহাদি নিষিদ্ধ। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা কোন কোন জাতিকে এতাদৃশ অধম জ্ঞান করেন যে, তজ্জাতীয় লোকের ছায়াস্পর্শ করিলেও আপনাদিগকে অশুচি জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই ধর্ম্মের প্রধান শাস্ত্র—বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র। দেবার্চ্চনা, গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণভোজন, তীর্থদর্শন, দান প্রভৃতি অনুষ্ঠান ইহার অঙ্গ। হিন্দুদের মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব এই তিনটি মত প্রধান।

হিন্দুসমাজ—হিন্দুদিগের সমষ্টি, দলবদ্ধ আর্য্যজাতি। ৬তৎ। সং; পু।

হিন্দোল, হিন্দোলা—১। দোলন, ঝুলন। হিন্দোল (দোলা)+অল্ ভা, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। ২। রাগবিশেষ। উক্তরূপ প্রকৃতি প্রত্যয়। যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

হিন্দোলী—ঝুলি; ডুলি। হিন্দোল দেখ; হিন্দোল+ঈপ্। সং; স্ত্রী।

হিম—১। তুষার, নীহার; শীতলস্পর্শ; শৈত্য; চন্দনদ্রব। হন (বধ করা)+মক্ ক। সং; স্ত্রী। ২। হিমগিরি, হিমালয় পর্ব্বত; চন্দনবৃক্ষ; ঋতুবিশেষ; চন্দ্র। সং; পু। ৩। শীতল। বিণ; ত্রি।

হিমকটিবন্ধ—যে কাল্পনিক বৃত্তরেখা দ্বারা পৃথিবী বিভক্ত হইয়াছে, তাহারই হিমপ্রধান যে স্থান পৃথিবীর কটিবন্ধস্বরূপ (Cold-Zone)।

হিমকর—চন্দ্র; কর্পূর। হিম (শীতল) হইয়াছে কর (কিরণ) যাহার, বহ। সং; পু।

হিমগিরি—হিমাদ্রি, হিমালয় পর্ব্বত। কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং; পু।

হিমদীধিতি, হিমদ্যুতি—চন্দ্র। হিম (শীতল) হইয়াছে দীধিতি, দ্যুতি (কিরণ) যাহার, বহ। সং; পু।

হিমনিবারক—হিমরোধক, হিমপাত হইতে রক্ষাকারী। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

হিমনিবারণ—হিমরোধ, হিমপাত হইতে রক্ষণ। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

হিমবতী—হিমবান্ দেখ। বিণ; স্ত্রী।

হিমবর্ষী—(হিমবর্ষিন্)। তুষারবর্ষণকারী। হিম—বৃষ (বর্ষণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হিমবর্ষিণী।

হিমবান্—(হিমবৎ) ১। হিমালয় পর্ব্বত। হিম+বতু অস্ত্যর্থে। সং; পু। ২। শীতল; ঠাণ্ডা। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হিমবতী।

হিমবালুকা—কর্পূর। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

হিমশীতল—হিমসদৃশ শীতল, হিমের ন্যায় ঠাণ্ডা। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। বিণ; ত্রি।

হিমশীর্ণ—হিমের দ্বারা ক্ষীণ; হিমপাতে শুষ্ক। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে হিমশীর্ণা।

হিমশৈল—হিমাদ্রি, হিমালয় পর্ব্বত। কর্ম্মধা বা ৬তৎ। সং; পু।

হিমশৈলজ—১। মৈনাক পর্ব্বত। হিমশৈল (হিমালয়)—জন (জন্মা)+ড ক। সং; পু। ২। হিমালয়জাত। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে হিমশৈলজা।

হিমশৈলজা—১। হিমালয়জাতা। হিমশৈল শব্দ (হিমালয়)—জন (জন্মা)+ড ক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উমা, পার্ব্বতী। সং; স্ত্রী।

হিমাংশু—হিমকর, চন্দ্র। হিম (শীতল) হইয়াছে অংশু (কিরণ) যাহার, বহ। সং; পু।

হিমাগম—হেমন্ত ঋতু। হিমের আগম হয় যাহাতে, বহ। সং; পু।

হিমাচ্ছন্ন—হিমে আবৃত, তুষারে ঢাকা। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

হিমাদ্রি—হিমালয় পর্ব্বত। হিম (শীতল) যে অদ্রি (পর্ব্বত), কর্ম্মধা, অথবা হিমের (তুষারের) অদ্রি, ৬তৎ। সং; পু।

হিমাদ্রিজা—উমা, পার্ব্বতী। হিমাদ্রি শব্দ (হিমালয়)—জন (জন্মা)+ড ক+আপ্। সং; স্ত্রী।

হিমাদ্রিতনয়া, হিমাদ্রিসুতা—উমা, পার্ব্বতী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

হিমানী—হিমসংহতি, জমাট বরফ, বরফ। হিম শব্দ+ঈপ্ সংহতি অর্থে। সং; স্ত্রী।

হিমালয়—ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় পূর্ব্বপশ্চিমব্যাপী পর্ব্বতবিশেষ। হিমের আলয়, ৬তৎ। সং; পু।

হিন্দুপুরাণ মতে হিমালয় পর্ব্বতসমূহের রাজা। ইহা স্বভাবতঃ হিমপূর্ণ। হেমন্ত কালে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন হয়। সুতরাং সূর্য্য অতি দূরে থাকায় ইহার হিমালয় নাম সার্থক হয়। পর্ব্বতরাজ, পিতৃগণ-দুহিতা মেনার (নামান্তর মেনকা) পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইহার মৈনাক নামক পুত্র এবং গঙ্গা ও উমা নামে দুই কন্যার জন্ম হয়। মহাদেবের সহিত কন্যাদ্বয়ের বিবাহ হয়।

হিমিকা—হিমকণা, শিশির; কুজ্ঝটিকা। হিম শব্দ+কণ্ হ্রস্বার্থে+আপ্। সং; স্ত্রী।

হিরণ—কাঞ্চন, স্বর্ণ; রেতঃ; বরাটক, কড়ি। হৃ (হরণ করা)+অনট্ র্ণ, নিপাতনে। সং।

হিরণ্ময়—১। সুবর্ণময়। হিরণ (স্বর্ণ)+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ; ত্রি। ২। পরব্রহ্ম; নববর্ষের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ। সং; পু।

হিরণ্ময়ী—স্বর্ণময়ী, স্বর্ণনির্ম্মিতা। হিরণ (স্বর্ণ)+ময়ট্ বিকারার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

হিরণ্য—স্বর্ণ; রৌপ্য; রেতঃ; ধন; বরাটক; কড়ি; দ্রব্য; পরিমাণবিশেষ। হৃ (হরণ করা)+কন্যণ্ র্ণ। সং; স্ত্রী।

হিরণ্যকশিপু—জনৈক দৈত্যরাজ। হিরণ্য হইয়াছে কশিপু (গ্রাসাচ্ছাদন বা শয্যা) যাহার, বহ। সং; পু।

মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী দিতির গর্ভে এই দৈত্যের জন্ম হয়। ইহার ভ্রাতার নাম হিরণ্যাক্ষ। হিরণ্যাক্ষ বিষ্ণুর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার তপস্যায় নিযুক্ত হয় এবং তাঁহার নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত হয় যে, জীবজন্তু ও অস্ত্রের অবধ্য হইবে, এবং ভূতলে, জলে বা শূন্যে, ও দিবাভাগে বা রাত্রিকালে ইহার মৃত্যু হইবে না। এইরূপ বরে দৃপ্ত হইয়া হিরণ্যকশিপু যথেচ্ছাচার প্রণালীতে রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ইহার পত্নীর নাম কয়াধু। তাহার গর্ভে ইহার চারিটি পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে প্রহ্লাদ সর্ব্বকনিষ্ঠ। প্রহ্লাদ পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, কিন্তু হিরণ্যকশিপু ঘোর বিষ্ণুদ্বেষী। পিতার তাড়নায় বা শিক্ষকের উপদেশে প্রহ্লাদ হরিনাম ত্যাগ না করায় হিরণ্যকশিপু তাঁহার প্রাণনাশের আদেশ দিলেন। সর্পবিষে, জ্বলন্ত অগ্নিতে, জলমজ্জনে, হস্তিপদতলে, অস্ত্রাঘাতে প্রহ্লাদের মৃত্যু হইল না দেখিয়া দৈত্যরাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এই সমস্ত সঙ্কট হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইলে?' প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন, 'সর্ব্ববিপদ্‌ভঞ্জন হরিই আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।' হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর হরি কোথায় থাকে?' শিশু প্রহ্লাদ কহিল, 'তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আছেন।' দৈত্যরাজ পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর হরি এক্ষণে এই স্ফটিকস্তম্ভে আছে কি?' প্রহ্লাদ উত্তর করিল, 'আছেন বৈকি।' ইহা শুনিয়া দৈত্য সেই স্ফটিকস্তম্ভ পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। অমনি তাহা হইতে এক নরসিংহমূর্ত্তি নির্গত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে স্বীয় জানুদ্বয়ের উপর স্থাপনপূর্ব্বক দিবা ও রাত্রির সন্ধিকালে নখ দ্বারা বিদারণ করিয়া সংহার করিলেন।

হিরণ্যগর্ভ—ব্রহ্মা। হিরণ্য (স্বর্ণ) হইয়াছে গর্ভ (উৎপত্তি-কারণ) যাহার, বহ; কথিত আছে যে, সুবর্ণময় অণ্ড হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। সং; পু।

হিরণ্যবাহ, হিরণ্যবাহু—মহাদেব; শোণনদ। হিরণ্য শব্দ—বহ (বহন করা)+ঘঞ, উণ্ ক। সং; পু।

হিরণ্যরেতাঃ—(হিরণ্যরেতস্)। মহাদেব; অগ্নি; সূর্য্য। হিরণ্য হইয়াছে রেতঃ যাহার, বহু। সং; পু।

হিরণ্যবর্ণা—নদী। হিরণ্যের (স্বর্ণের) ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। সং; স্ত্রী।

হিরণ্যাক্ষ—জনৈক দৈত্য। হিরণ্য হইয়াছে অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। সং; পু।
মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী দিতির গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ব্রহ্মবরে দৃপ্ত হইয়া এই দৈত্য সর্ব্বত্র অযথা অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, এমন কি স্বর্গরাজ্য হরণমানসে দেবতাদিগকে পর্য্যন্ত সমরে পরাস্ত করে কথিত আছে যে, হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছিল। অনন্তর বিষ্ণু বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ইহার প্রাণসংহার করেন এবং পৃথিবীকে পাতাল হইতে উদ্ধার করেন।

হিল্লোল—১। তরঙ্গ, ঢেউ। হিল্লোল+অন্ ক। ২। দোলন। হিল্লোল (দোলা)+অল্ ভা। সং; পু।

হিবুক—জ্যোতিষে লগ্নের চতুর্থ স্থান। সং; ক্লী।

হী—বিস্ময়; বিষাদ; হেতু; দুঃখ; হাস্যধ্বনি। হন+ডী ভা। ব্য।

হীন—বর্জ্জিত, রহিত, ঊন; নিন্দনীয়, অধম, নীচ। হা (ত্যাগ করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে হানি।

হীনচেতাঃ—(হীনচেতস্)। নীচমনাঃ, অনুদারচিত্ত। হীন হইয়াছে চেতঃ (চিত্ত) যাহার, বহু। বিণ; পু।

হীনতা—নীচতা; ঊনতা, ক্ষুদ্রত্ব। হীন+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

হীনপ্রকৃতি—১। নীচ স্বভাব। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। নীচস্বভাববিশিষ্ট, নীচান্তঃকরণ, ক্ষুদ্রাশয়। বহু। বিণ; ত্রি।

হীনপ্রভ—ক্ষীণজ্যোতিঃ, স্বল্প দীপ্তিবিশিষ্ট। হীন হইয়াছে প্রভা যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

হীনপ্রাণ—নীচান্তঃকরণ, ক্ষুদ্রাশয়, সঙ্কীর্ণচেতাঃ; দুর্ব্বল। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে হীনপ্রাণা।

হীনপ্রাণা—ক্ষুদ্রাশয়া; দুর্ব্বলা, শক্তিহীনা, মৃতপ্রায়া। বহু। বিণ; স্ত্রী।

হীনবল—ক্ষীণতেজাঃ, দুর্ব্বল। বহু। বিণ; ত্রি।

হীনবুদ্ধি—১। ক্ষীণ বুদ্ধি। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। ক্ষীণবুদ্ধিবিশিষ্ট; নীচবুদ্ধি। বহু। বিণ।

হীনমতি—নীচমনাঃ, ক্ষুদ্রাশয়। বহু। বিণ; ত্রি।

হীনবিষ—ক্ষীণ বিষযুক্ত, স্বল্পগরলবিশিষ্ট; নির্ব্বিষ। বহু। বিণ; ত্রি।

হীনবৃত্তি—১। নীচ বৃত্তি, নিন্দিত ব্যবসায়। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। নীচবৃত্তিবিশিষ্ট, নিন্দিত উপায়ে জীবিকা-নির্ব্বাহকারী; নীচপ্রকৃতি। বহু। বিণ; ত্রি।

হীনশক্তি—১। ক্ষীণা ক্ষমতা। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী। ২। দুর্ব্বল, নিস্তেজ। বহু। বিণ; ত্রি।

হীনাঙ্গ—বিকলাঙ্গ; অঙ্গহীন। হীন হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি।

হীর—১। শিব; কুলিশ, বজ্র; সর্প; সিংহ। হৃ (হরণ করা)+ক ক। সং; পু। ২। হীরক, হীরে। সং; ক্লী বা পু।

হীরক—রত্নবিশেষ, হীরে। [হীরক চারি প্রকার —শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ; ইহারা যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি বলিয়া কথিত হয়। হীরকের পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক এই তিন প্রকার ভেদ আছে। সুগোল, দীপ্তিমান্, বৃহত্তর হীরক পুরুষজাতীয়; ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ষট্‌কোণযুক্ত ও রেখা-বিন্দুবিশিষ্ট হীরক স্ত্রীজাতীয়; ইহা স্ত্রীজাতির কান্তিবর্দ্ধক ও সুখদ। ত্রিকোণযুক্ত ও অতিশয় দীর্ঘাকার হীরক নপুংসকজাতীয়; ইহা অকর্ম্মণ্য ও তেজোহীন। শোধিত হীরক আয়ুঃ, বল, বীর্য্য ও পুষ্টিবর্দ্ধক। অশোধিত হীরক কুষ্ঠ, পাণ্ডু, পঙ্গুতা প্রভৃতি রোগোৎপাদক]। হীর+কণ্ স্বার্থে। সং; ক্লী বা পু।

হীরকখচিত—হীরকমণ্ডিত, হীরা-বসান। ৩তৎ। বিণ; ত্রি।

হীরকাঙ্গুরীয়—হীরকখচিত অঙ্গুরি, হীরা বসান আঙটি। হীরক খচিত যে অঙ্গুরীয়, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

হীরা—লক্ষ্মী। হৃ (হরণ করা)+ক ক+আপ্।

হুইট্‌নি—(William Dwight Whitney). জন্ম ১৮২৭ খ্রীঃ ৯ই ফেব্রুয়ারী ম্যাসাচুসেট্‌স্ প্রদেশে নরথামটন নগরে। ইনি ১৮৪৯-৫০ খ্রীঃ ইয়েল (Yale) নগরে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৮৫০ খ্রীঃ জর্ম্মাণীতে সংস্কৃত ভাষায় অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৫৪ খ্রীঃ এই ভাষায় অধ্যাপনা করেন। American Oriental Society নামক সমিতির ইনি যথাক্রমে পুস্তকাধ্যক্ষ, কার্য্যাধ্যক্ষ, ও সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাচ্যবিষয়ক অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ ইনি রচনা করিয়াছেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ ইহাঁর প্রণীত সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। এখানি প্রামাণিকস্বরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। ভারতবাসী পণ্ডিতগণ যে প্রণালীতে সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, ইনি সে প্রণালীর পক্ষপাতী ছিলেন না। Century Dictionary নামে যে একখানি ইংরাজী অভিধান অনেকগুলি খণ্ডে প্রকাশিত হয়, ইনি তাহার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ ৭ই জুন ইহাঁর পরলোকগমন ঘটে।

হুঙ্কার, হুঙ্কৃত, হুঙ্কৃতি—'হুম্' এইরূপ শব্দকরণ। হুম্ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা)+ঘঞ্, ক্ত, ক্তি ভা। সং; যথাক্রমে পু, ক্লী ও স্ত্রী।

হুড়—মেষ; চৌরাদি নিবারণার্থ প্রোথিত লৌহকীলক। সং; পু।

হুড়ুক—মত্ত ব্যক্তি; বাদ্যবিশেষ; হুড়্কা। হুড় শব্দ—কৈ+ড ক। সং; পু।

হুণ্ড—গ্রাম্যশূকর; মেষ; ব্যাঘ্র; মূর্খ। সং; পু।

হুণ্ডী—টাকার বরাত চিঠী। দেশজ।

হুত—১। দেবোদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত (ঘৃতাদি দ্রব্য); তর্পিত। হু (হোম করা)+ক্ত র্ম। বিণ; ত্রি। ২। হোম। হু+ক্ত ভা। সং; ক্লী। ৩। হোম করা অগ্নি। সং; পু।

হুতভুক্—(হুতভুজ্)। অগ্নি; দেবতা। হুত (হব্য দ্রব্য)—ভুজ (খাওয়া)+ক্বিপ্ ক। সং; পু।

হুতবহ—অগ্নি। হুত শব্দ (হব্য দ্রব্য)—বহ (বহন করা)+অন্ ক। সং; পু।

হুতাশ, হুতাশন—অনল, অগ্নি। হুত শব্দ (হব্য দ্রব্য)—অশ (খাওয়া)+ঘণ্, অন ক। সং; পু। [সং; স্ত্রী।

হুতি—হোম। হু (হোম করা)+ক্তি ভা।

হুম্, হুম্—সম্মতি; নিষেধ; বিতর্ক; স্মৃতি; প্রশ্ন। ব্য।

হুমায়ুন—দিল্লীর দ্বিতীয় মোগল সম্রাট্, আর্য্যাবর্ত্তে মোগল সাম্রাজ্য-সংস্থাপক বাবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি পিতার অত্যন্ত স্নেহপাত্র ছিলেন। ১৫০০ খ্রীঃ পিতাপুত্র উভয়েই প্রাণসঙ্কট রোগে শয্যাশায়ী হন, কিন্তু পুত্রের রোগ ক্রমশঃ সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। চিকিৎসকেরা ইহাঁর জীবনে হতাশ হইয়া পড়েন। তখন জনৈক অমাত্যের পরামর্শে বাবর পুত্রের রোগশয্যা তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন, 'হে করুণানিধান ভগবন্! জীবের জীবন মরণ তোমার ইচ্ছাধীন; তুমি দয়া করিয়া আমার প্রাণাধিক পুত্রের জীবন রক্ষা কর, এবং তৎপরিবর্ত্তে আমার জীবন গ্রহণ কর।' পুত্রবৎসল পিতার অকপট প্রার্থনা জগদীশ্বরের কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই দিন হইতে পুত্র আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন ও পিতার অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইতে লাগিল এবং কয়েকদিন পরে বাবর কালগ্রাসে পতিত হইলেন। পিতার মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইহাঁর আর তিন ভ্রাতা ছিলেন। তন্মধ্যে কামরাণ পঞ্চিম-পঞ্জাব ও আফগানিস্থানের এবং অপর দুই ভ্রাতা অন্য দুই স্থানের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। এইটি নিতান্ত অবিবে-

চম্পার কাষ্য হইল, কারণ বাবর ভারত-বিজয়ের নিমিত্ত যে দেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হুমায়ুনের হস্তবহির্ভূত হওয়ায় ইনি নূতন সেনা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। কামরা আফগানিস্থানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং জ্যেষ্ঠের বিপদে সাহায্য করা দূরে থাকুক, বরং নানাপ্রকারে প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে হুমায়ুন দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইলেন।

দিল্লীতে মোগলরাজ্য স্থাপিত হইলেও ভারতবর্ষে পাঠানদের আধিপত্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। মোগলগণ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হওয়ায় তাহারা হিন্দু অপেক্ষা মোগলদিগকে অধিকতর ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল এবং নানাস্থানে রাজ্য-স্থাপন করিয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। এই সকল পাঠান-রাজগণের মধ্যে গুজরাটপতি বাহাদুর শাহ্ অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন। এক সময়ে হুমায়ুনের ভগিনপতি শ্যালকের জীবন-নাশের নিমিত্ত চক্রান্ত করেন, কিন্তু উহা প্রকাশ হইয়া পড়ায় ইনি গুজরাটে পলায়ন করিলেন। আর একজন লোদী সরদারও গুজরাটে আশ্রয় পান। এই সমস্ত কারণে হুমায়ুন বাহাদুরের উপর বিরক্ত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার সহিত বল পরীক্ষা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকেন। সুযোগ শীঘ্রই উপস্থিত হইল।

মিবারপতি সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ্ ১৫২৯ অব্দে চিতোর অবরোধ করিয়া উহা অধিকার করেন। চিতোরের রাজপুত মহিলারা জ্বলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিলেন। সংগ্রামের বিধবা বনিতা কর্ণাবতী এই ঘোর সঙ্কটে হুমায়ুনের সাহায্যপ্রার্থিনী হইলে, তিনি বাহাদুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বাহাদুর পরাজিত হইয়া চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। হুমায়ুন তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে মালব জয় করিয়া গুজরাটে প্রবিষ্ট হইলেন। বাহাদুর রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। হুমায়ুন চম্পানগরের গিরিদুর্গ জয় করিয়া প্রভূত ধনরত্ন প্রাপ্ত হইলেন।

হুমায়ুন যৎকালে বাহাদুরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে শের খাঁ নামক জনৈক পাঠান সর্দ্দার পূর্ব্বাঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠেন। শের খাঁ একজন সামান্য জায়গির-দারের পুত্র। কিন্তু তিনি অসামান্য প্রতিভা বলে বিহার ও বাঙ্গালা অধিকার করিয়া বসিলেন। বাঙ্গালার সুলতান মামুদ শাহ হুমায়ুনের শরণাপন্ন হইলেন। হুমায়ুন গুজরাট বিজয়-গৌরবে স্ফীত হইয়া শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইনি প্রথমতঃ শেরের চুণার দুর্গ অবরোধ করিলেন। উহা অধিকার করিতে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। সেই সময়ে শের বাঙ্গালায় আপনার বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অতঃপর হুমায়ুন বিনা বাধায় পাটনা ও গৌড় অধিকার করিলেন শের খাঁ জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন। ইতোমধ্যে বর্ষাসমাগমে সমগ্র বঙ্গদেশ জলপ্লাবিত হওয়ায় হুমায়ুনের পশ্চাদ্গমন রুদ্ধ হইল। এই সুযোগে শের আশ্রয়-স্থান হইতে বহির্গত হইয়া বিহার, বারাণসী ও চুণার জয় করিয়া লইলেন এবং কনৌজ ও জৌনপুর আক্রমণ করিলেন। হুমায়ুন ঘোর সঙ্কটে পতিত হইলেন। বর্ষা অপগত হইবামাত্র ইনি গৌড় হইতে আগ্রার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে বক্সার নামক স্থানে শেরের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইল। হুমায়ুন পরাজিত হইলেন। ইঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ইনি নিজে অশ্বারোহণে গঙ্গাপার হইয়া পলায়ন করিতেছিলেন, এমন সময়ে ইঁহার ঘোটক রণশ্রমে কাতর হইয়া জলে ডুবিয়া মরিল। হুমায়ুন নিজেও প্রাণ হারাইতেছিলেন; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময়ে একজন ভিস্তী নিজ মসকের উপর বসিয়া গঙ্গা পার হইতেছিল। সে বাদসাহের দুর্দ্দশা দেখিয়া ইঁহাকে নিজের পার্শ্বদেশে বসাইয়া গঙ্গা পার করিয়া দিল। কথিত আছে যে, হুমায়ুন আগ্রায় উপস্থিত হইয়া ঐ ভিস্তীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ তাহাকে অর্দ্ধ দিনের নিমিত্ত নিজ সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

হুমায়ুন আগ্রায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, ইঁহার ভ্রাতারা ইঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। ইঁহার উপস্থিতিতে সে চক্রান্ত ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু শের খাঁ বিপুল সেনাবল সংগ্রহ করিয়া আগ্রার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কনৌজ নগরে মোগল-সৈন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। হুমায়ুন পরাজিত হইয়া পরিজন-বর্গসহ পলায়ন করিলেন। শের খাঁ এক্ষণে "শের শাহ্" উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। হিন্দুস্থানে পুনর্ব্বার পাঠান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল (১৫৪০ খ্রীঃ)। কামরাণ শের শাহের প্রভাব বুঝিয়া তাঁহাকে পঞ্জাবপ্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন।

শেরের নিকট পরাজিত হইয়া হুমায়ুন প্রথমতঃ সিন্ধুপ্রদেশে গমন করিলেন। তৎকালে কামরাণের শ্বশুর আর্ঘুণবংশীয় হুসেন সাহ্ সিন্ধুর রাজা ছিলেন। তিনি হুমায়ুনকে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, নানাপ্রকারে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হুমায়ুন জগদ্বিখ্যাত আকবরের জননীকে বিবাহ করেন। হুমায়ুনের বিমাতা দিলদার বেগমের হামিদা নাম্নী একটী পরম রূপবতী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া অনুচরী ছিল। হুমায়ুন তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজ সহধর্ম্মিণী করিয়া লইলেন। অতঃপর ইনি যোধপুররাজ মালদেবের শরণাপন্ন হইবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেখানে আশ্রয় না পাইয়া তিনি অমরকোটে উপনীত হইলেন। তত্রত্য রাজা রাণাপ্রসাদ তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া আশ্রয় দান করিলেন।

অমরকোটে অবস্থান কালে ভুবনবিখ্যাত আকবরের জন্ম হয় (১৪ই অক্টোবর, ১৫৪২ খ্রীঃ)। আকবর ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হুমায়ুন কার্য্যবশতঃ তথা হইতে একদিনের পথ দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পুত্রের জন্মসংবাদ ইঁহার নিকট নীত হইল। কিন্তু ইঁহার তখন এমনই দুরবস্থা যে, এই সুসংবাদে ইনি বন্ধুবান্ধব ও অনুচরগণকে কিছুই উপহার দিতে পারিলেন না। ইঁহার নিকট কেবল একটী মৃগনাভির কৌটা ছিল। ইনি সেই কৌটা খুলিয়া সকলকে একটু একটু দিলেন, এবং প্রার্থনা করিলেন যে, এই কস্তুরীর ন্যায় ইঁহার পুত্রের যশঃসৌরভও যেন দিগ্ দিগন্তে ব্যাপ্ত হয়।

রাণাপ্রসাদ ক্রমে হুমায়ুনের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করায় হুমায়ুন সে আশ্রয়ও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে ইঁহার অন্যতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিণ্ডাল কামরাণের অধীনে হীরাটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হুমায়ুন হিণ্ডালের আশ্রয়ে সপুত্র হামিদাকে রাখিয়া পারস্যে পলায়ন করিলেন (১৫৪৪ খ্রীঃ)। পারস্য-পতি শাহ টমাস্প ইঁহার প্রতি সদয় হইলেন। পারসীক সৈন্যের সহায়তায় কাবুল অধিকার করিতে পারিলে টমাস্পের হস্তে কান্দাহার অর্পণ করিবেন হুমায়ুন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করায় টমাস্প্ ইঁহার সাহায্যার্থ ১৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য দিলেন (১৫৪৫ খ্রীঃ)। তাঁহাদের সহায়তায় হুমায়ুন কান্দা-

হার অধিকার করিলেন, কিন্তু ইনি চতুরতা করিয়া পারসীকদিগকে দূর করিয়া দিলেন। অনন্তর ইনি কামরাণের হস্ত হইতে কাবুলও কাড়িয়া লইলেন (১৫৪৭ খ্রীঃ)। অতঃপর নয় বৎসর কাল হুমায়ুন কাবুলে রাজত্ব করেন। এইসময়ে কামরাণ বার বার বিদ্রোহ উপস্থিত করায় হুমায়ুন তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করেন। কামরাণ আধুর্ণ-পত্নীর সহিত মক্কায় গমন করেন এবং কিছুকাল পরে উভয়েই তথায় কালগ্রাসে পতিত হন।

কয়েক বৎসর পরে সুযোগ পাইয়া হুমায়ুন পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন এবং সিকন্দর সুরকে দূরীভূত করিয়া সার্হিন্দে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর ইনি বিনা বাধায় দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লইলেন (১৫৫৫ খ্রীঃ)।

হুমায়ুন এইরূপে নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু ইহাঁকে অধিক দিন সে সুখ ভোগ করিতে হইল না। অতঃপর ছয় মাসের মধ্যেই ইনি একদা প্রাসাদের মর্ম্মর-প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলী আরোহণ করিবার সময় পদস্খলিত হইয়া পতিত হইলেন, এবং সেই আঘাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন (১৫৫৬ খ্রীঃ)।

হুয়েন থসাং—(Huen Thsang). চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক। স্যাং (Tsang) বংশের দ্বিতীয় চীন সম্রাট্ টৈ সং (Tia Tsung) যখন রাজত্ব করেন, সেই সময়ে ইনি চীনরাজ্য হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন (৬২৯ খ্রীঃ)। ইনি তাতার ও আফগানিস্থান হইয়া ভারতে উপস্থিত হন। তীর্থদর্শনই ইহাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। ৬৪৫ খ্রীঃ ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত পুস্তকের নাম "সি-ইউ-কি" (Si-yu-ki)। ইহাতে ভারতের তাৎকালিক অবস্থার অনেক প্রয়োজনীয় বিবরণ পাওয়া যায়। ইনি যখন ভারত ভ্রমণ করেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হর্ষবর্দ্ধন দ্বিতীয় শিলাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়া উত্তর ভারতে রাজত্ব করিতেন। হুয়েন থসাং এই রাজার অন্যতম দানযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। এই যজ্ঞ এলাহাবাদের নিকট গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম-স্থলে প্রতি পঞ্চম বৎসরে সম্পন্ন হইত। জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেই এই দানের অধিকারী ছিল। যজ্ঞ সমাপনে হর্ষবর্দ্ধন পরিহিত রাজপরিচ্ছদ ও মণিমুক্তাদি গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া উপস্থিত দর্শকগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন এবং বুদ্ধদেবের ন্যায় ভিক্ষুজনোচিত সামান্য বস্ত্র পরিধান করিতেন। হুয়েন থসাং যখন ভারতে ছিলেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। ইনি গয়ার নিকটস্থ নালন্দা নামক প্রসিদ্ধ স্থানে ৫ বৎসর বৌদ্ধ, হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শন শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁর রচিত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, সে সময় ভারত ১৩৯ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাহার মধ্যে ১১০টিতে স্বয়ং ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে, কপিশা, গান্ধার ও কাশ্মীর; উত্তরে মথুরা, কান্যকুব্জ, কপিলবাস্তু, বারাণসী, বৈশালী ও মগধ; দক্ষিণে উড়িষ্যা, কলিঙ্গ ও মহারাষ্ট্র; এবং গুজরাটে বলভি। ইনি বঙ্গদেশকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত দেখিয়াছিলেন—(১) পুণ্ড্র বা উত্তরবঙ্গ; (২) কামরূপ বা আসাম; (৩) সমতল বা পূর্ব্ববঙ্গ; (৪) কর্ণসুবর্ণ বা পশ্চিমবঙ্গ; ও (৫) তাম্রলিপ্ত (তমলুক)। শেষোক্ত স্থানটি বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল, এবং এইস্থান হইতে সিংহল ও অন্যান্য বিদেশীয় বন্দরে অর্ণবপোত গমন করিত। ইনি চালুক্যগণের বীরত্ব এবং মালব ও মগধে বিদ্যাচর্চ্চার অনুশীলন দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন। তখন পাটলীপুত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং গুজরাট ধন ও বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তখন রাজ্যশাসনপ্রণালী উদারনীতিক ছিল; প্রজাগণ করভারে অবনত ছিল না। রাজ্যের উচ্চতন কর্ম্মচারীরা ভরণপোষণার্থে ভূমি পাইতেন। রাজকীয় ভূমির উৎপন্ন চারি ভাগে বিভক্ত হইত। এক ভাগ শাসনব্যয়ে প্রযুক্ত হইত; আর এক ভাগ সাধারণ রাজকর্ম্মচারিগণের ভরণপোষণে ব্যয়িত হইত; তৃতীয় ভাগ বিদ্বজ্জনের পুরস্কার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত, এবং চতুর্থ ভাগ দান বা ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োগ করা হইত। মিগাস্থিনিসের ন্যায় হুয়েন থসাংও ভারতবর্ষবাসীদিগের চরিত্রের বহুল প্রশংসা করিয়াছেন। ইনি বলেন, ইহারা সৎ, সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মবিষয়ে উদারচরিত। ইহাঁর সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সমপ্রভাবে নিজ নিজ অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। কোন ধর্ম্মাবলম্বী অপর ধর্ম্মাবলম্বীর উপর অত্যাচার করিতেছে এরূপ দৃষ্টান্ত ইহাঁর চক্ষে পড়ে নাই। ইহাঁর সময়ে কাশ্মীর, প্রয়াগ ও উজ্জয়িনী আবার হিন্দুধর্ম্মের কুক্ষিগত হইয়াছিল। বৌদ্ধবিহার অপেক্ষা হিন্দুমন্দিরের সংখ্যাই অধিকতর দৃষ্ট হইয়াছিল।

হুলহুলী—স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গলধ্বনিবিশেষ, হুলুধ্বনি। হুল+ক ক, দ্বিত্ব, তদুত্তরে ঈপ্। সং; স্ত্রী। [উলু শব্দ। সং; পু।

হুলুধ্বনি—স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গলধ্বনিবিশেষ, উলু

হুসেন শাহ্—জনৈক পাঠান বঙ্গাধিপ। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ দেখ।

হুঙ্কার—হুম্ হুম্ শব্দকরণ, হুঙ্কার। হুঙ্ (অনুকরণ শব্দ)-কৃ (করা)+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

হুঙ্কার, হুঙ্কৃত, হুঙ্কৃতি—'হুম্' এইরূপ শব্দকরণ। হুম্ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা)+ঘঞ্, ক্ত, ক্তি ভা। সং; যথাক্রমে পু, ক্লী ও স্ত্রী।

হূণ, হূন—ভারতবর্ষের উত্তরস্থ ম্লেচ্ছদেশবিশেষ; তদ্দেশীয় ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। সং; পু।

হূত—আহূত, যাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে এরূপ। হ্বে (আহ্বান করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

হূতি—আহ্বান, সম্বোধন, ডাকা। হ্বে (ডাকা) +ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

হূয়মান—যাহাকে আহ্বান করা হইতেছে এরূপ। হ্বে (আহ্বান করা)+শান র্ম্ম। বিণ; ত্রি।

হূরব—শৃগাল। হূ (অনুকরণ শব্দ) হইয়াছে রব যাহার, বহু। সং; পু।

হূহূ—১। গন্ধর্ব্ববিশেষ। হ্বে (আহ্বান করা) +ড্ র্ম্ম, দ্বিত্ব। সং; পু। ২। যাতনাব্যঞ্জক ধ্বনি। ব্য।

হৃচ্ছয়—কন্দর্প, মদন। সং; পু।

হৃণীয়া—ত্রপা, লজ্জা। সং; স্ত্রী।

হৃৎ (হৃদ্), হৃদয়—বক্ষঃস্থল; মনঃ; অন্তঃকরণ; জীবিত; অন্তর্গত ভাব। হৃ (হরণ করা)+কিপ্, কয়ন্ ক। সং; ক্লী।

হৃত—অপহৃত, চোরিত; আনীত; ছিন্ন আকৃষ্ট। হৃ (হরণ করা)+ক্ত র্ম্ম। বিণ ত্রি। বিশেষ্যে হরণ, হার।

হৃতসর্ব্বস্ব—যাহার যাবতীয় সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ; ত্রি।

হৃৎকম্প—অন্তঃকরণের কম্পন, বুকের কাঁপুনি। ৬তৎ। সং; পু।

হৃৎপদ্ম—হৃদয়রূপ কমল। রূপক। সং; ক্লী।

হৃৎপিণ্ড—অন্তঃকরণস্থিত রক্তাদির আধার। পু।

হৃদয়—হৃৎ দেখ।

হৃদয়কন্দর—অন্তঃকরণ রূপ গহ্বর, চিত্তগুহা। রূপক। সং; পু।

হৃদয়গগন—হৃদয় রূপ আকাশ, চিত্তাকাশ। রূপক। সং; ক্লী। [ত্রি।

হৃদয়গত—মনোগত, আন্তরিক। ২তৎ। বিণ

হৃদয়গ্রন্থি—হৃদয়বন্ধন, মনের বাঁধন। ৬তৎ। পু।

হৃদয়গ্রাহিণী—হৃদয়গ্রাহী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

হৃদয়গ্রাহী—(হৃদয়গ্রাহিন্)। হৃদ্গত; চিত্তাকর্ষক; মনোহর; উপযুক্ত। হৃদয়—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হৃদয়গ্রাহিণী।

হৃদয়ঙ্গম—হৃদ্গত; মনোহর; উপযুক্ত। হৃদয় —গম (গমন করা)+খ ক। বিণ; ত্রি।

হৃদয়তন্ত্রী—হৃদয় রূপ বীণা; অন্তঃকরণ রূপ তার। রূপক। সং; স্ত্রী।

হৃদয়তোষিণী—চিত্তের সন্তোষদায়িনী, মনের আনন্দবিধায়িকা। হৃদয়—ণিজন্ত তুষ বা তোষি+ণিন্ ক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে হৃদয়তোষী।

হৃদয়নিধি—হৃদয়রত্ন, অন্তঃকরণের রত্নস্বরূপ। ৬তৎ। সং; পু।

হৃদয়পট—হৃদয়রূপ আলেখ্য, চিত্তরূপ ছবি। রূপক। সং; পু।

হৃদয়বল—অন্তঃকরণের শক্তি, মানসিক তেজঃ। ৬তৎ। সং; ক্লী।

হৃদয়ভাগিনী—হৃদয়ভাগী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

হৃদয়ভাগী—হৃদয়ে অবস্থানকারী, চিত্তবিহারী। হৃদয়—ভজ+ঘিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হৃদয়ভাগিনী। [পু।

হৃদয়মণি—হৃদয়ের রত্নস্বরূপ। ৬তৎ। সং;

হৃদয়মন্দির—হৃদয়রূপ দেবালয়, চিত্তরূপ গৃহ। রূপক। সং; ক্লী।

হৃদয়রত্ন—হৃদয়মণি, অন্তঃকরণের বহুমূল্য মাণিক্যস্বরূপ, অর্থাৎ অতি প্রিয়। ৬তৎ। সং; ক্লী।

হৃদয়রাজ্য—হৃদয়রূপ রাজত্ব, অন্তঃকরণ রূপ রাজ্য। রূপক। সং; ক্লী।

হৃদয়লক্ষ্মী—হৃদয়ের লক্ষ্মীস্বরূপা, চিত্তের শ্রীরূপিণী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী।

হৃদয়বল্লভ—১। হৃদয়ের অতি প্রিয়। ৬তৎ। বিণ; ত্রি। ২। পতি, ভর্ত্তা; নায়ক। পু।

হৃদয়বল্লভা—হৃদয়বল্লভ দেখ।

হৃদয়বিদারক—হৃদয়বিদীর্ণকারী, মর্ম্মভেদী, যাহাতে অন্তঃকরণ ফাটিয়া যায় এরূপ, অতি দুঃখজনক। ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

হৃদয়বীণা—হৃদয়রূপ বীণাযন্ত্র। রূপক। সং; স্ত্রী। [সং; স্ত্রী।

হৃদয়বেদনা—হৃদয়ের যন্ত্রণা, মনের ব্যথা। ৬তৎ।

হৃদয়বেধী—(হৃদয়বেধিন্)। হৃদয়বিদ্ধকারী, মর্ম্মভেদী, চিত্তের অতি যন্ত্রণাদায়ক। হৃদয়—বিধ (বিদ্ধ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হৃদয়বেধিনী

হৃদয়শেল—অন্তঃকরণের শেলস্বরূপ, অতি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। ৬তৎ। সং; পু।

হৃদয়সমুদ্র—অন্তঃকরণরূপ সাগর। রূপক। সং; পু।

হৃদয়স্থান—বক্ষঃস্থল, বুক। ৬তৎ। সং; ক্লী।

হৃদয়স্পর্শী—(হৃদয়স্পর্শিন্)। মর্ম্মস্পর্শী। হৃদয়—স্পৃশ (স্পর্শ করা)+ণিন্ ক। বিণ; পু।

হৃদয়হীন—সহৃদয়তাশূন্য, দয়ামায়াশূন্য, কঠোরচিত্ত। ৩তৎ। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে হৃদয়হীনা। [৬তৎ। সং; পু।

হৃদয়ানন্দ—অন্তঃকরণের আনন্দ, চিত্তসুখ।

হৃদয়ানন্দন—চিত্তের আনন্দবর্দ্ধক, মনের আহ্লাদজনক। হৃদয়ের আনন্দন (আনন্দকর), ৬তৎ। বিণ; ত্রি।

হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব—ইনি ভবানন্দ মজুমদারের সভাসদ্ ছিলেন। ইনি দীর্ঘজীবী ছিলেন, এজন্য ভবানন্দের প্রপৌত্র মহারাজ রামজীবনের রাজত্বকালেও স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শনে নিরস্ত ছিলেন না। ইনি গর্গ গোত্রে উৎপন্ন। গণিত ও ফলিত উভয় প্রকার জ্যোতিঃশাস্ত্রেই ইঁহার অসামান্য নৈপুণ্য ছিল। এই সময়ে বঙ্গদেশে যত জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন, হৃদয়ানন্দ তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইনি যেমন ভবানন্দের বিশ্বাসভাজন ও সম্মানপাত্র ছিলেন, তদ্রূপ তদীয় পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। ইনি "জ্যোতিঃসার সংগ্রহ" নামক একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র বিষ্ণুদাস জ্যোতির্ব্বিদ্ রাজা রঘুরামের সভা শোভিত করেন। বিষ্ণুদাসের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র রামরুদ্র বিদ্যানিধি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-স্থাপিত "পঞ্চরত্ন সভার অন্যতম রত্নরূপে বিরাজমান হন। এই রামরুদ্র সম্বন্ধে বহুবিধ কিংবদন্তী প্রসিদ্ধ আছে। ইনি তপঃপ্রভাবে রাহুগ্রাস হইতে চন্দ্রকে নির্ম্মুক্ত রাখিয়াছিলেন বলিয়া একটা জনশ্রুতি অদ্যাপি প্রথিত আছে।

হৃদয়ালু—সহৃদয়, প্রশস্তমনাঃ। হৃদয়+আলু অস্ত্যর্থে। বিণ; ত্রি।

হৃদয়ালুতা—সহৃদয়তা, প্রশস্তচিত্ততা। হৃদয়ালু+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

হৃদয়েশ—প্রাণেশ্বর, স্বামী, পতি। হৃদয়ের ঈশ, ৬তৎ। সং; পু।

হৃদয়েশ্বর—প্রাণেশ্বর, পতি, ভর্ত্তা। হৃদয়ের ঈশ্বর (অধিপতি), ৬তৎ। সং; পু।

হৃদয়েশ্বরী—প্রাণেশ্বরী, প্রিয়তমা, পত্নী। ৬তৎ। সং; স্ত্রী। [বা ক্লী।

হৃদাকাশ—হৃদয়রূপ গগন। রূপক। সং; পু

হৃদাসন—হৃদয়রূপ আসন, অন্তঃকরণরূপ উপবেশন স্থান। হৃৎ (হৃদয়) রূপ আসন, রূপক। সং; ক্লী।

হৃদিকা—কৃপাচার্য্যের জননী। সং; স্ত্রী।

হৃদিকাসুত—কৃপাচার্য্য। ৬তৎ। সং; পু।

হৃদিপট—হৃদয়পট। রূপক। সং; পু [এই পদটী অশুদ্ধ; কারণ 'হৃদি' একটী শব্দ নহে, হৃৎ শব্দের ৭মীর ১বচনে হৃদি হয়। সুতরাং হৃৎপট বা হৃদয়পট বলাই সঙ্গত; কিন্তু বঙ্গভাষায় হৃদিপট, হৃদিপদ্ম প্রভৃতি শব্দসকল বহুলরূপে প্রচলিত হইয়াছে]।

হৃদিপদ্ম—হৃদয়রূপ পদ্মফুল, হৃৎকমল। রূপক। সং; ক্লী। [হৃদিপট দেখ]।

হৃদিলগ্ন—হৃদয়ে সংযুক্ত, হৃদয়ে মিলিত। অলুক্ ৭তৎ। বিণ; ত্রি।

হৃদিস্পৃক্—(হৃদিস্পৃশ্)। মর্ম্মস্পর্শী; হৃদ্য; মনোহর। হৃদ্ শব্দের ৭মীর ১বচনে হৃদি (হৃদয়ে)—স্পৃশ (স্পর্শ করা)+কিপ্ ক, অলুক্ উপ। বিণ; ত্রি।

হৃদ্গত—হৃদ্য, মনোগত, চিত্তস্থ। হৃদ্ (মনঃ) —গম (যাওয়া)+ক্ত ক। বিণ; ত্রি।

হৃদ্বোধ—মর্ম্মাবধারণ। হৃদ্—ণিজন্ত বুধ+অল্ ভা। সং; পু।

হৃদ্রোগ—অন্তঃকরণের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধীয় ব্যাধি, যে রোগে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে (Heart disease)। সং; পু।

হৃদ্য—হৃদয়গ্রাহী; মনোহর। হৃদ্ শব্দ (হৃদয়)+য্য। বিণ; ত্রি।

হৃদ্যতা—প্রণয়, সদ্ভাব, সৌহার্দ্দ্য। হৃদ্য শব্দ+তা ভাবে। সং; স্ত্রী।

হৃদ্বিলাসিনী—হৃদ্বিলাসী দেখ। বিণ; স্ত্রী।

হৃদ্বিলাসী—(হৃদ্বিলাসিন্)। হৃদয়ে ক্রীড়াকারী, অন্তঃকরণে বিহারকারী। ৭তৎ। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হৃদ্বিলাসিনী।

হৃদ্বিহারী—(হৃদ্বিহারিন্)। হৃদয়ে বিহারকারী, হৃদয়বাসী। হৃৎ—বি—হৃ+ণিন্ ক। বিণ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হৃদ্বিহারিণী।

হৃল্লাস—হিক্কা। হৃদ্—লস+ঘঞ্ ভা। সং; পু।

হৃল্লেপ—অনুতাপ, অনুশোচনা। হৃদ্ শব্দ—লিপ (লেখা)+অল্ ভা। সং; পু।

হৃষিত, হৃষ্ট—১। হর্ষপ্রাপ্ত, আনন্দিত, পুলকিত, প্রীত; বিস্মিত; বর্দ্ধিত, সাঁজোয়াপরা। হৃষ+ক্ত ক। ২। প্রহত। হৃষ+ক্ত র্ম্ম। বিণ; ত্রি। বিশেষ্যে হর্ষ, হৃষ্টি।

হৃষীক—জ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়। হৃষ (মিথ্যা ব্যবহার করা)+ঈকক্ ক। সং; ক্লী।

হৃষীকেশ—বিষ্ণু, নারায়ণ। হৃষীকের ঈশ, ৬তৎ। সং; পু।

হৃষ্ট—হৃষিত দেখ।

হৃষ্টচিত্ত—১। প্রফুল্ল অন্তঃকরণ। কর্ম্মধা। সং; ক্লী। ২। প্রফুল্লচেতাঃ, আনন্দিতমনাঃ। বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে হৃষ্টচিত্তা।

হৃষ্টপুষ্ট—আনন্দিত ও স্থূল; মোটাসোটা। দ্বন্দ্ব। বিণ; ত্রি।

হৃষ্টরোমা—(হৃষ্টরোমন্)। রোমাঞ্চিত, পুলকযুত। হৃষ্ট হইয়াছে রোম যাহার, বহু। বিণ; পু।

হৃষ্টি—হর্ষ, আনন্দ, পুলক। হৃষ (তুষ্ট হওয়া)+ক্তি ভা। সং; স্ত্রী।

হে—সম্বোধন; আহ্বান, ডাকা; অসূয়া। হেব (ডাকা)+ডে ভা। ব্য।

হগ—(Martin H. Haug)। ওয়ার্টেম্বর্গ প্রদেশে অষ্টডর্ফ (Ostdorf) নগরে ইনি ১৮২৭ খ্রীঃ ৩০শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ ইনি পুনা কলেজে

সংস্কৃত অধ্যাপনা করিতে আসেন। তাহাতে ১৮৬৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত থাকিয়া দেশে ফিরিয়া যান। ১৮৬৩ খ্রীঃ ইনি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি সানুবাদ সংস্করণ বাহির করেন। ইনি জেন্দ-পহলভী ভাষায় একখানি অভিধানও প্রণয়ন করেন। বেদ ও জেন্দাবেস্তায় ইঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৮৭৬ খ্রীঃ ৩১শে জুন ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

হেঠ—প্রতিবন্ধক, বাধা। হেঠ (বাধা দেওয়া) + অন্ ক। সং ; পু।

হেতি—অস্ত্র, শস্ত্র ; অগ্নিশিখা ; কিরণ ; অঙ্কুর। সং ; স্ত্রী বা পু

হেতু—কারণ ; প্রয়োজন ; বীজ ; মূল ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। হি (গমন করা) + তুন্ ক। সং ; পু। [ভাবে। সং ; স্ত্রী।

হেতুতা—হেতুধর্ম্ম, কারণত্ব। হেতু + তা

হেতুমান্—(হেতুমৎ)। হেতুবিশিষ্ট। হেতু শব্দ + মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হেতুমতী।

হেতুবাদ—হেতুকথন। ৬তৎ। সং ; পু।

হেত্বাভাস—নিকৃষ্ট হেতু ; দুষ্ট হেতু : ব্যভিচার, বিরুদ্ধতা, অসিদ্ধি, সৎপ্রতিপক্ষতা, বাধ—এই পাঁচ হেতুদোষ। হেতুর আভাস, ৬তৎ। সং ; পু।

হেম—স্বর্ণ, সোণা। হি (গমন করা) + ম ক ; হি ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে মন্ প্রত্যয় করিলে হেমন্ শব্দ হয়, তাহারও ১মার ১বচনে 'হেম' পদ হয়। সং ; ক্লী।

হেমকূট—গন্ধর্ব্বদিগের বাসস্থানভূমি পর্ব্বতবিশেষ। হেম (স্বর্ণ) হইয়াছে কূট (শৃঙ্গ) যাহার, বহু। সং ; পু।

হেমচন্দ্র—সূরি। ইনি খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর শেষ ভাগে গুজরাট প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চাচিঙ্গ, মাতার নাম পাহিনী। হেমচন্দ্র বাল্যে চংদেব নামে অভিহিত হইতেন। তৎকালে ঐ প্রদেশে জৈনধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ইঁহার মাতা ঐ ধর্ম্মের প্রতি আস্থাপরায়ণা ছিলেন। আট বৎসর বয়সে চংদেব দেবচন্দ্র আচার্য্য নামক জনৈক জৈন পুরোহিত কর্ত্তৃক জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইঁহার পিতা হিন্দুধর্ম্মের অনুরাগী, সুতরাং তিনি পুত্রকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াসী হন, কিন্তু বালক চংদেবের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে তাঁহাকে বিফলমনোরথ হইতে হয়। অতঃপর চংদেব উদয়ন মন্ত্রীর নিকট থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে থাকেন, এবং অসাধারণ প্রতিভাবলে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া উঠেন। এই সময় হইতেই ইনি হেমচন্দ্র নামে আখ্যাত হন। অনন্তর রাজা কুমারপাল মালবে আসিয়া ইঁহার পাণ্ডিত্য দর্শনে বিমুগ্ধ হন, এবং ইঁহাকে নিজের কাছে রাখেন রাজসভায় ইঁহার প্রতিপত্তি দর্শনে অন্যান্য সভাসদেরা ইঁহাকে রাজার বিরাগভাজন করিবার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করেন, কিন্তু হেমচন্দ্র কৌশলে তাহা হইতে উদ্ধারলাভ করেন। শেষ বয়সে ইনি আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া ১১৭৪ খ্রীঃ ৮৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ইনি বৈশ্যজাতীয় শ্বেতাম্বর জৈন ছিলেন। রাজা কুমারপালের আশ্রয়ে থাকিয়া ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন। প্রাকৃত ব্যাকরণ, সিদ্ধশব্দানুশাসন, অনেকার্থ শব্দসংগ্রহ, অভিধান-চিন্তামণি, ত্রিষষ্টিশলাকা পুরুষচরিত, রামায়ণ, দেশী শব্দ সংগ্রহ (প্রাকৃত অভিধান)।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কবি। হুগলি জেলার অন্তঃপাতী গুলিটা নামক গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমচন্দ্র বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট তৎকালপ্রচলিত শিক্ষা লাভ করেন। পরে বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে খিদিরপুরে আসিয়া হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন ও তৎপরে উক্ত বিদ্যালয় প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হইলে তাহাতেও অধ্যয়ন করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইনি বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

কিছু দিন পরে হেমচন্দ্রকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বিষয়কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে হয়। সেই সময়ে ইনি, বি, এ ও বি, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর কিছু দিন মুন্সেফের পদে কার্য্য করিয়া ১৮৬২ খ্রীঃ কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। এই কার্য্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, সাধুতা, বিচক্ষণতা ও কার্য্যকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়া বিলক্ষণ যশস্বী হইয়াছিলেন এবং যথেষ্ট অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত মুক্তহস্ত ও ব্যয়শীল হওয়ায় ইনি কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। শেষ দশায় অন্ধ হইয়া ইনি বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন, এমন কি ইঁহাকে অন্যের অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। অতঃপর ১৩১০ সালে ১০ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবসে ইনি ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

হেমচন্দ্র একজন স্বভাবকবি। ইনি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের টীকা রচনা ও সমালোচনা করিয়া স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধি ও কাব্যপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। মধুসূদনের পর, ইনি কাব্যোচ্ছ্বাসে বঙ্গবাসীকে মোহিত করিয়াছিলেন। ইঁহার নূতন নূতন ছন্দোবন্ধে ও সুললিত ভাষায় বঙ্গীয় পাঠকগণ যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িত। মধুসূদনের অকালমৃত্যুতে বঙ্গীয় কবি-সিংহাসন শূন্য হইলে, গুণগ্রাহী বঙ্কিমচন্দ্র ইঁহাকে সেই সিংহাসনে স্থাপন করেন। ইঁহার রচিত কবিতাগ্রন্থের মধ্যে চিন্তাতরঙ্গিণী, বৃত্রসংহার কাব্য, ছায়াময়ী, দশমহাবিদ্যা, বীরবাহুকাব্য ও কবিতাবলী সমধিক প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন ইনি বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি অতুলনীয়।

হেমন্ত—হিমঋতু, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস [ষড়ঋতু দেখ]। হন (বধ করা) + মন্ত ক। সং ; ক্লী বা পু।

হেমময়—স্বর্ণময়, স্বর্ণনির্ম্মিত। হেম শব্দ + ময়ট্। বিণ ; ত্রি। স্ত্রীলিঙ্গে হেমময়ী।

হেমা—ময়দানবের প্রণয়িনী ও মন্দোদরীর জননী। ময়দানবের মৃত্যু হইলে পর ইনি তাঁহার আশ্চর্য্য পুরীর অধিকারিণী হন।

হেমাঙ্গ—১। সুবর্ণ অঙ্গবিশিষ্ট। হেম (স্বর্ণ) হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। ব্রহ্মা ; গরুড় ; সুমেরু, চম্পক। সং ; পু।

হেমাঙ্গী—সুবর্ণ অঙ্গবিশিষ্টা, স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল বর্ণসম্পন্না। হেম হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বা হেমবৎ উজ্জ্বল অঙ্গ যাহার, (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

হেমাঙ্গিনী—স্বর্ণসদৃশ উজ্জ্বল বর্ণযুক্তা। হেমবৎ যে অঙ্গ, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা, তদ্যুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। [এই পদটী শিষ্টসম্মত নহে]।

হেমাদ্রি—সুমেরুপর্ব্বত। হেমের (স্বর্ণের) অদ্রি (পর্ব্বত), ৬তৎ। সং ; পু।

হেমাভ—স্বর্ণাভ, সুবর্ণের আভাযুক্ত। হেমের আভার ন্যায় আভা যাহার, বহু। বিণ।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—১৮৭৬ খ্রীঃ ২৪শে সেপ্টেম্বর যশোহর জেলার চৌগাছা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা গিরীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ কবি ও সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদ ছিলেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ এক বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া মাতা ও পিতামহীর তত্ত্বাবধানে পালিত হন। ১৮৯৩ খ্রীঃ হেয়ার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন, এবং তথা হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে ইঁহার রচনা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা মাসিক ও সাময়িক পত্রে বহুবিধ গদ্য পদ্য রচনা প্রকাশ করেন। উচ্ছ্বাস, বিপত্নীক, অধঃপতন, প্রেমের জয়, নাগ-

পাপ, প্রভৃতি কয়েকখানি উপন্যাস ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন।

হেয়—ত্যাগযোগ্য, ত্যাজ্য ; তুচ্ছ। হা (ত্যাগ করা)+য র্ম। বিণ ; ত্রি।

হেয়ার—ডেভিড (David Hare)। ভারতে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা প্রচলনে যে সকল ইংরেজ কায়মনোবাক্যে উদ্যোগী ছিলেন, হেয়ার সাহেব তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৭৭৫ খ্রীঃ স্কটলণ্ডে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ঘড়ি নির্ম্মাণের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া ইনি ১৮০০ খ্রীঃ কলিকাতায় আসেন। অল্পদিনেই কিছু সঙ্গতি করিয়া ১৮১৬ খ্রীঃ সেই কার্য্য গ্রে নামক এক আত্মীয়কে সমর্পণ করেন। ১৮১৪ খ্রীঃ রাজা রামমোহন রায়ের সহিত কলিকাতায় ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে হেয়ার পরামর্শ করেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি Sir Edward Hyde East ও কতিপয় বাঙ্গালী বন্ধুর সহায়তায় ১৮১৭ খ্রীঃ ২০শে জানুয়ারী হেয়ার সাহেব হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বৎসরেই বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক প্রচার কল্পে ইনি School Book Society স্থাপন করেন। পুস্তকাদি প্রণয়নে রাজা রামমোহন রায় ইহাঁকে অনেক সাহায্য করেন। পর বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে হেয়ার সাহেব আর একটি সমিতি স্থাপিত করেন। ইহার উদ্দেশ্য কলিকাতায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। হেয়ার ও রাজা রাধাকান্ত দেব এই সমিতির সেক্রেটারী পদে আসীন ছিলেন। হেয়ার সাহেব কেবল বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন না। ছাত্রগণের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক উন্নতির উপর ইনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন, মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে যাইয়া ইহাদের সংবাদ লইতেন। কথিত আছে, ইনি বিদ্যালয়ের দৈনিক কার্য্য শেষ হইবার সময় দ্বারদেশে তোয়ালে হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, এবং স্বহস্তে ছাত্রদিগের মুখ মুছিয়া দিতেন। ইনি যে বাড়ীতে থাকিতেন, সেখানে কোন ছাত্র ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে, ইহাঁর বাড়ীর সংলগ্ন একটি মিষ্টান্নের দোকানে তাহাদিগকে জলযোগ না করাইয়া ছাড়িতেন না। ছাত্রগণ ইহাঁকে পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, এবং ইনিও পুত্রের ন্যায় তাহাদিগকে স্নেহ যত্ন করিতেন। ইনি সংবাদপত্র বিষয়ক কঠোর আইন রদ করিবার পক্ষে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। যাহাতে মরিসস্ ও বুরবন উপনিবেশে ভারতীয়গণ যাইতে না পায়, ও সুপ্রীম কোর্টে দেওয়ানী মোকদ্দমা জুরী দ্বারা বিচারিত হয়, সে বিষয়েও হেয়ার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ১৮৩৮ খ্রীঃ ইনি Calcutta Court of Requests নামক আদালতে জজ পদে অধিষ্ঠিত হন। এই আদালত এখন ছোট আদালত নামে অভিহিত। ১৮৪২ খ্রীঃ ১লা জুন হেয়ার সাহেব বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করেন। কলিকাতা গোলদীঘির এক কোণে ইহাঁকে সমাহিত করা হয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তক ছিলেন বলিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালিগণের অনেকেই সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য আজি পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরের ১লা জুন হেয়ার সাহেবের কবরের নিকট সমবেত হন। হেয়ারের একটি প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হেয়ার স্কুলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত হইয়াছে এবং যে বাড়ীতে ইনি বাস করিতেন, সেই বাড়ীতে স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট একটি মর্ম্মরফলক স্থাপিত করিয়াছেন। যে রাস্তায় ইহাঁর বাড়ী ছিল, সেই রাস্তাটি হেয়ার ষ্ট্রীট নামে বহুদিন যাবৎ অভিহিত আছে।

হের—আসুরী মায়া ; হরিদ্রা। হি+রক্ ক। সং ; স্ত্রী।

হেরম্ব—গণপতি, গণেশ। হ শব্দের ৭মীর ১বচনে হে (শিবেতে)—রম্ব্ (শব্দ করা) +অন্ ক। সং ; পু।

হেরিক—চর, দূত। সং ; পু।

হেলন—উপেক্ষা, অবজ্ঞা, অনাদর। হেড (অনাদর করা)+অনট্ ভা। সং ; ক্লী।

হেলা—১। অবজ্ঞা, অনাদর ; অনায়াস, অবলীলা ; বিলাস। হেড (অনাদর করা)+অ ভা+আপ্। ২। স্ত্রীলোকের ভাববিশেষ, হাব। হিল (হাব ভাব করা)+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

হেলি, হেলী—(হেলিন্)। সূর্য্য। হিল (হাব করা)+ই, ইন্ ক। সং ; পু।

হেষা—হ্রেষা, অশ্বধ্বনি। হেষ (অশ্বধ্বনি করা) +অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

হেষ্টিংস, ওয়ারেন—ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণর জেনারেল। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী অক্সফোর্ড প্রদেশস্থ চর্চ্চিল নামক স্থানে ১৭৩২ খ্রীঃ ৬ই ডিসেম্বর ইহাঁর জন্ম হয়। যে বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন, তাহা অতি প্রাচীন হইলেও ইহাঁর জন্মকালে নিতান্ত দারিদ্র্যদশায় উপনীত হইয়াছিল। ইনি ওয়েষ্ট মিনষ্টার বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন, এবং ১৭৫০ খ্রীঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কেরাণী নিযুক্ত হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন। তৎকালে সাহেবেরা এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা করা বড় একটা আবশ্যক বোধ করিতেন না। কিন্তু ইনি পারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা করিলেন এবং কার্য্যকুশলতা প্রদর্শন করিয়া ক্রমশঃ পদোন্নতি লাভ ও নানা উপায়ে সুকৌশলে অর্থসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ১৭৫৮ হইতে ১৭৬১ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইনি মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট ইংরেজপক্ষের রেসিডেণ্টরূপে অবস্থিতি করেন এবং তৎপরে কলিকাতা কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। এদেশে ১৪ বৎসর কার্য্য করিয়া ইনি এত অধিক অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন যে, ১৭৬৪ খ্রীঃ ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অবশিষ্ট জীবন তথায় শান্তিতে অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায় করেন। কিন্তু ডিরেক্টর সভা ১৭৬৯ খ্রীঃ ইহাঁকে মান্দ্রাজ কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ করিয়া প্রেরণ করিলেন।

ক্লাইভ্ সাহেব ১৬৭৭ খ্রীঃ এতদ্দেশের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে দ্বিবিধ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে রাজ্যশাসনসংক্রান্ত ক্ষমতার কিয়দংশ নবাবের হস্তে ও কিয়দংশ কোম্পানির হস্তে ছিল। তাহার ফলে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। কোম্পানি দেওয়ানি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যথানিয়মে রাজস্ব আদায় হইতেছিল না, উত্তরোত্তর কোম্পানির ঋণবৃদ্ধি হইতেছিল। তদুপরি ১৭৭০ খ্রীঃ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" ঘটিয়া বঙ্গের একতৃতীয়াংশ প্রজার প্রাণসংহার করিয়াছিল। সে সময়ে নবাব বা কোম্পানি কেহই প্রজার জীবনরক্ষার নিমিত্ত আপনাকে দায়ী মনে করেন নাই। ইত্যাদি কারণে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গালার নিমিত্ত একজন সুদক্ষ শাসনকর্ত্তার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ওয়ারেন্ হেষ্টিংসকে এই কার্য্যের উপযুক্ত জ্ঞান করিয়া ১৭৭২ খ্রীঃ ইহাঁকে বাঙ্গালার গভর্ণর নিযুক্ত করিলেন।

হেষ্টিংস কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কোম্পানির ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছে এবং তাহার পরিশোধের নিমিত্ত ডিরেক্টর সভা পীড়াপীড়ি করিতেছেন। ইনি প্রথমতঃ নবাবের বৃত্তি অৰ্দ্ধেক কমাইয়া দিলেন। বাদশাহ শাহ্ আলম ইতঃপূর্ব্বেই মারহাট্টাদিগের পরামর্শে ইংরেজদের অমতে এলাহাবাদ ছাড়িয়া দিল্লী চলিয়া গিয়াছিলেন। এজন্য হেষ্টিংস তাঁহার বৃত্তি ২৬ লক্ষ টাকা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে প্রদত্ত কোড়া

ও এলাহাবাদ জেলা দুইটী অযোধ্যার নবাবকে ৫০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিলেন। এই সমস্ত অর্থ দ্বারা কোম্পানির ঋণের কতক পরিশোধ হইল।

অতঃপর হেষ্টিংস দেশের সর্ব্বপ্রকার শাসনভার নবাবের হাত হইতে স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, এবং রাজস্বসংগ্রহের সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত দেশীয় কর্ম্মচারিগণকে পদচ্যুত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রত্যেক জেলায় এক এক জন সাহেব কলেক্টর নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের হস্তে রাজস্বসংগ্রহ ও দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারভার অর্পণ করিলেন। ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারক্ষমতা পূর্ব্ববৎ মুসলমান কাজীর হস্তেই রহিল। এই সময়ে হেষ্টিংস কোম্পানীর যাবতীয় কার্য্যালয় মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় তুলিয়া আনিলেন। তদবধি কোম্পানি নামতঃ ও কার্য্যতঃ এ দেশের রাজা হইলেন। লোকে এ রাজ্যকে "কোম্পানির মুলুক" বলিতে লাগিল; কলিকাতা কোম্পানির মুলুকের রাজধানী হইল।

রোহিলারা ইতঃপূর্ব্বে অযোধ্যার সন্নিহিত রোহিলখণ্ড প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। তাহারা প্রথমে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী ছিল, কিন্তু পরে মার্হাট্টাদিগের পুনঃপুনঃ আক্রমণে হীনবল হইয়া পড়ে। এই সুযোগে অযোধ্যার নবাব উক্ত প্রদেশ স্বয়ং গ্রাস করিবার অভিলাষী হইলেন। রোহিলারা তাহা বুঝিতে পারিল না। তাহারা নবাবকে আপনাদের মিত্র মনে করিয়া তাঁহার হস্তে ৪০ লক্ষ টাকা এই নিয়মে প্রদান করিল যে, তিনি ঐ টাকা মার্হাট্টাদিগকে দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়া দিবেন। ইতোমধ্যে মার্হাট্টাদিগকে উত্তর ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে হইল। সুতরাং তাহাদিগকে ঐ টাকা আর দিতে হইল না। রোহিলারা নবাবের নিকট উহা ফিরিয়া চাহিলে, তিনি উহা প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি হেষ্টিংসকে ঐ টাকা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট একদল ইংরেজ সৈন্য গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের সহায়তায় রোহিলখণ্ড প্রদেশ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন (১৭৭৪ খ্রীঃ)। এইরূপে ইংরেজ সৈন্য ভাড়া দিয়া দেশীয় রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত ইংলণ্ডের অনেকে হেষ্টিংসের প্রতি দোষারোপ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে হইলে হেষ্টিংস এ বিষয়ে বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়াছিলেন। কারণ রোহিলারা বড় বিবাদপ্রিয় জাতি, তাহারা প্রবল থাকিলে যে কোন সময়ে মার্হাট্টাদিগকে আনাইয়া ইংরেজের রাজ্যে গোলযোগ বাধাইতে পারিত। এরূপ অবস্থায় ইংরেজমিত্র নবাবকে উহাদের দমনে সহায়তা করিয়া হেষ্টিংস উত্তরভারতের শান্তি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিয়াছিলেন

১৭৭২ খ্রীঃ "রেগুলেটিং আক্ট" নামে একটি আইন পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইল। তদ্দ্বারা স্থির হইল,—(১) অতঃপর বাঙ্গালার গভর্ণর ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইবেন, (২) তিনি বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা বেতন পাইবেন, (৩) তাঁহার কাউন্সিলে অর্থাৎ মন্ত্রিসভায় চারিজন সদস্য থাকিবেন ও তাঁহারা প্রত্যেকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বেতন পাইবেন, (৪) গভর্ণর জেনারেলকে এই সদস্যগণের অধিকাংশের মতানুসারে কার্য্য করিতে হইবে, (৫) বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গভর্ণরেরা গভর্ণর জেনারেলের অধীন হইবেন, (৬) ইউরোপীয়দিগের বিচারার্থ কলিকাতায় "সুপ্রীম কোর্ট" নামে একটি বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, (৭) তাহাতে একজন "চীফ্ জষ্টিস্" অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি ও তিনজন 'পিউর্নি জজ' অর্থাৎ অধস্তন বিচারপতি থাকিবেন, এবং (৮) পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারিগণ সকলেই ইংলণ্ডের অধিপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। এই আইন ১৭৭৩ খ্রীঃ জারি হইলে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস প্রথম গভর্ণর জেনারেল এবং বারওয়েল, মন্‌সন্, ক্লেভারিঙ্ ও ফ্রান্সিস্ নামক চারিজন সাহেব তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্য হইলেন। সার ইলাইজা ইম্পে নামক হেষ্টিংসের এক পরম বন্ধু সুপ্রীম কোর্টের প্রথম চীফ্ জষ্টিস্ হইলেন।

মন্ত্রিসভার সদস্যগণের মধ্যে একমাত্র বারওয়েল সাহেব পূর্ব্বাবধি এ দেশে ছিলেন, অপর তিন জন ইংলণ্ড হইতে নূতন নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তাঁহারা বিলাত হইতে আসিবার সময় হেষ্টিংসের অনেক নিন্দা শুনিয়া আসিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহারা প্রথম হইতেই সঙ্কল্পবদ্ধ হন যে, তাঁহারা হেষ্টিংসের সকল কার্য্যেই বাধা দিবেন। তদনুসারে ঐ তিন জন একপক্ষ, এবং হেষ্টিংস ও বারওয়েল অপর পক্ষ হইলেন। মন্ত্রিসভার অধিকাংশের মতানুসারে কার্য হইত। সুতরাং হেষ্টিংসের ক্ষমতা এক প্রকার বিলুপ্ত হইল। কিন্তু ১৭৭৬ খ্রীঃ মন্‌সনের মৃত্যু হওয়ায় হেষ্টিংসের ক্ষমতা পুনঃ প্রাধান্য লাভ করে।

মন্ত্রিসভায় হেষ্টিংসের ক্ষমতালোপ দেখিয়া অনেকেই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিতে লাগিল। এই সময়ে মহারাজ নন্দকুমার নামক কলিকাতার এক ব্রাহ্মণ জমিদার মন্ত্রিসভায় এই বলিয়া নালিশ করিলেন যে, তাঁহার পুত্র গুরুদাসকে নবাব সরকারে চাকরি করিয়া দিবার সময় হেষ্টিংস ৩ লক্ষ টাকা উৎকোচ লইয়াছিলেন। সদস্যগণ হেষ্টিংসকে ঐ টাকা কোম্পানির নামে জমা করিয়া দিতে বলিলেন। হেষ্টিংস অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া তাহাতে অসম্মত হইলেন। অধিকন্তু তিনি নন্দকুমারের নামে চক্রান্ত করার অভিযোগে পাল্টা নালিশ করিলেন। এই সময়ে মোহনপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে জাল করার অভিযোগ উপস্থিত করিল। হেষ্টিংস-বন্ধু প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পে নন্দকুমারকে অপরাধী স্থির করিলেন, এবং জাল করা অপরাধে এতদ্দেশে প্রাণদণ্ডের বিধান না থাকিলেও ইংলণ্ডের তৎকালপ্রচলিত আইনানুসারে তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন (১৭৭৫ খ্রীঃ)।

বারাণসী প্রদেশ প্রথমে অযোধ্যার নবাবের আশ্রিত রাজ্য ছিল; কাশীরাজ অযোধ্যার নাবাবকে কর দিতেন। ১৭৭০ খ্রীঃ কাশীরাজ বলবন্ত সিংহের মৃত্যু হইলে নবাব তদীয় বংশধরকে উক্ত রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইংরেজেরা তাহাতে বাধা দিয়া বলবন্তের পুত্র চৈৎসিংহকে বারাণসীর রাজা করেন। অতঃপর ১৭৭৪ খ্রীঃ নবাবের সহিত ইংরেজদের যে সন্ধি হয়, তদ্দ্বারা বারাণসী প্রদেশ নবাবের হস্তচ্যুত হইয়া ইংরেজদের হাতে আসিয়া পড়ে। তদবধি চৈৎসিংহ নবাবের পরিবর্ত্তে ইংরেজদিগকে কর দিতে থাকেন। হেষ্টিংস অর্থাভাবে পড়িয়া চৈৎসিংহের নিকট ৫ লক্ষ টাকা সাহায্য চাহিলেন। চৈৎসিংহ অগাধ ধনের অধীশ্বর হইলেও নিজের অসঙ্গতি জ্ঞাপন করিয়া ঐ টাকা দিতে অস্বীকৃত হইলেন। হেষ্টিংস তাঁহার দণ্ডবিধানার্থ স্বয়ং বারাণসী গমন করিলেন। অবশেষে চৈৎসিং পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া সমস্ত ধনসম্পত্তি ও পরিজনবর্গ লইয়া গোয়ালিয়রে পলায়ন করিলেন। তাঁহার একটি দুর্গে ৫০ লক্ষ মাত্র টাকা পাওয়া গেল। উহা সৈন্যদিগের ভাগ্যে পড়িল। গভর্ণমেণ্ট কিছুই পাইলেন না।

অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলা কোম্পানির নিকট ২ কোটি টাকা ধারিতেন, কিন্তু ঐ টাকা পরিশোধ করিবার সঙ্গতি তাঁহার ছিল না। তাঁহার পিতা সুজা উদ্দৌলা তাঁহার বিমাতাদিগকে বিস্তর টাকা ও

সু'বর্ত্তীর্ণ জায়গির দিয়া গিয়াছিলেন। আসফ-উদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অবধি ঐসমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য বেগমদিগকে আশ্বাস দিয়া নিশ্চিন্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ঐ সম্পত্তিতে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। হেষ্টিংস আসফউদ্দৌলাকে ঋণপরিশোধের নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিলে তিনি আপনার অসঙ্গতি জানাইলেন এবং বেগমদিগের ধন গ্রহণ করিবার নিমিত্ত গভর্ণর জেনারেলের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। বেগমরা চৈৎসিংহকে সাহায্য করিয়াছেন, এই অপরাধে হেষ্টিংস তাঁহাদের দণ্ডবিধানার্থ নবাবের অভিপ্রায়ানুসারে ফৈজাবাদে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইনি বেগমদিগের নিকট ৭৫ লক্ষ টাকা মাত্র প্রাপ্ত হইলেন।

এই সমস্ত কার্য্যের নিমিত্ত ডিরেক্টর সভা হেষ্টিংসকে তিরস্কার করিয়া পত্র লেখায় ইনি ১৭৮৩ খ্রীঃ পদত্যাগ করেন, কিন্তু ইঁহাকে আরও দুই বৎসর এতদ্দেশে থাকিতে হয়। অবশেষে ১৭৮৫ খ্রীঃ ইনি এদেশের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করেন। ইঁহার প্রবল প্রতিপক্ষ ফ্রান্সিস সাহেব তৎপূর্ব্বেই ১৭৮০ খ্রীঃ পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। ফ্রান্সিসের সহিত হেষ্টিংসের বিবাদ এমন চরম সীমায় উঠিয়াছিল যে, একদা উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; তাহাতে ফ্রান্সিস আহত হন। তিনি স্বদেশে গমন করিয়া হেষ্টিংসের নামে যথেচ্ছ কুৎসা রটনা করিয়া বিলাতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে ইঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হেষ্টিংস ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে মহা সমাদরে গ্রহণ করিলেন; এমন কি, তাঁহারা ইঁহাকে "লর্ড" উপাধি দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ফ্রান্সিসের চেষ্টায় সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী এডমণ্ড্ বর্ক, ফক্স, শেরিডান প্রমুখ ইঁহার বিরুদ্ধবাদী হন। তাঁহাদের যত্নে পার্লামেণ্টের 'কমন্‌স্' সভা 'লর্ড্‌স' সভার নিকট হেষ্টিংসের নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। বর্ক্ সাহেব একাদিক্রমে তিন দিন বক্তৃতা করিয়া ইঁহার দোষোদ্ঘাটন করেন। ১৭৮৮ খৃঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারি মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইয়া ১৭৯৫ খৃঃ ২৩শে এপ্রেল বিচার শেষ হয়। বিচারে ইনি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইয়া অব্যাহতি লাভ করেন বটে, কিন্তু তাহাতেই ইনি সর্ব্বস্বান্ত হন। ভারতবর্ষ হইতে শেষবার ইনি যে এক কোটির অধিক টাকা লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই প্রায় এই মোকদ্দমায় ব্যয়িত হইয়া যায়। অবশেষে কোম্পানির দত্ত বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া ইঁহাকে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। ১৮১৮ খৃঃ ২২শে আগষ্ট হেষ্টিংস কালগ্রাসে পতিত হন।

হেষ্টিংস কতকগুলি বিষয়ে অন্যায়াচরণ করিলেও রাজ্যশাসন বিষয়ে ইঁহার যে বিলক্ষণ দক্ষতা ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইনি জমিদারদিগের সহিত প্রথমতঃ এক এক বৎসর ও পরে পাঁচ পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত বন্দোবস্ত করেন; তাহাতে যথানিয়মে রাজস্ব আদায়ের বিশেষ সুবিধা হয়। পূর্ব্বে দেওয়ানের হস্তে আপীলের মোকদ্দমার বিচারভার ছিল। কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করায় ঐ ক্ষমতা কোম্পানির হস্তগত হয়; আবার গভর্ণর জেনারেল কোম্পানির সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারেলকেই আপীলের মোকদ্দমার বিচার করিতে হইত। কিন্তু হেষ্টিংস নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় যথানিয়মে বিচার করিবার অবকাশ পাইতেন না। তদুপরি সুপ্রীম কোর্ট এক সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে আপনাদের ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করে। এই সমস্ত কারণে হেষ্টিংস সদর দেওয়ানি আদালত নামে একটি আপীল-বিচারালয় স্থাপন করিয়া বন্ধু ইম্পেকে তাহার প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেন। কিন্তু ইম্পে ইংলণ্ডের নিয়োজিত সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও সুতরাং কোম্পানির অনধীন, অথচ তিনি এই নূতন পদ গ্রহণ করিয়া কোম্পানির অধীন হইয়া পড়িলেন। এজন্য তিনি পদচ্যুত হইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সদর দেওয়ানি আদালতও উঠিয়া গেল।

ইংরেজ-রাজত্বে এ দেশের যে সমস্ত হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি হেষ্টিংসের আমলে প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার সময়ে এতদ্দেশে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র সৃষ্ট হইয়া বাঙ্গালা পুস্তক ছাপা আরম্ভ হয় এবং হাল্‌হেড্ সাহেবের রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। উহাই বঙ্গভাষার প্রথম ব্যাকরণ। মুসলমানদিগের আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় ১৭৮২ খৃঃ "কলিকাতা মাদ্রাসা" নামক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৭৮৪ খৃঃ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার উইলিয়াম জোন্স এতদ্দেশের প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানার্থ "এশিয়াটিক সোসাইটি" নামে একটি সভা স্থাপন করেন। হেষ্টিংস ঐ সভার প্রথম সভাপতি হন। উক্ত সোসাইটি অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া দেশের অশেষ উপকার সাধন করিতেছে। পূর্ব্বে এদেশের শান্তিরক্ষার ভার জমিদারদিগের হাতে ছিল; জমিদারদের পাইকগণ রক্ষকের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে ভক্ষকের কাজ করিত। হেষ্টিংস তাঁহাদের হস্ত হইতে এই ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া শান্তিরক্ষার নিমিত্ত পুলিশপ্রহরীর ব্যবস্থা করেন।

হেষ্টিংস, মার্কুইস অভ—ময়রা লর্ড দেখ। [ব্য।

হেহে—সম্বোধন; আহ্বান। হে শব্দের দ্বিত্ব।

হৈ—আহ্বান, ডাকা; সম্বোধন; নিষেধ; পাদপূরণ। হ্বে (আহ্বান করা)+ডৈ ভা। ব্য।

হৈম—১। হিমসম্বন্ধীয়; শীতল। হিম+ষ্ণ ইদমর্থে। ২। হেমসম্বন্ধীয়, সৌবর্ণ; স্বর্ণময়। হেমন্ (স্বর্ণ)+ষ্ণ ইদমাদ্যর্থে। বিণ; ত্রি।

হৈমকিরণ—স্বর্ণময় রশ্মি। কর্ম্মধা। সং; পু।

হৈমদ্যুতি—স্বর্ণময় প্রভা, স্বর্ণজ্যোতিঃ। কর্ম্মধা। সং; স্ত্রী।

হৈমন্ত—১। হেমন্ত ঋতু; কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস। হেমন্ত+ষ্ণ স্বার্থে। সং; পু। ২। হেমন্তকালীন; হিমসম্বন্ধীয়। হেমন্ত+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ; ত্রি।

হৈমন্তিক—হেমন্তসম্বন্ধীয়; হেমন্তোদ্ভব। হেমন্ত শব্দ+ষ্ণিক। বিণ; ত্রি

হৈমবত—১। হিমালয়সম্বন্ধীয়। হিমবান্ দেখ; হিমবৎ শব্দ+ষ্ণ। বিণ; ত্রি। ২। ভারতবর্ষ। সং; ক্লী।

হৈমবতী—উমা, পার্ব্বতী; গঙ্গা। হিমবান্ দেখ, হিমবৎ+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। স্ত্রী।

হৈমসিংহাসন—স্বর্ণময় রাজাসন। কর্ম্মধা। সং; ক্লী।

হৈয়ঙ্গবীন—পূর্ব্বদিনদোহিত দুগ্ধজাত ঘৃত; সদ্যোঘৃত। হ্যস্ (পূর্ব্ব দিনে)—গো (গরু)+খীন ভবার্থে। সং; ক্লী।

হৈহয়—দেশবিশেষ; তদ্দেশীয় রাজা কার্ত্তবীর্য্য। সং; পু। [ডো ভা। ব্য।

হো—সম্বোধন, আহ্বান। হ্বে (ডাকা)+

হোড়, হোঢ়—১। লোপ্ত্র, চোরিত দ্রব্য। হোড (পাওয়া)+অল্ র্ম। সং; ক্লী। ২। নৌকাবিশেষ, হুড়ি নৌকা। হোড (গমন করা)+অল্ ণ। সং; পু।

হোতা—(হোতৃ) ১। যজ্ঞকারী। হু (হোম করা)+তৃন্ ক। বিণ; পু। ২। ঋগ্বেদজ্ঞ, পুরোহিত। সং; পু।

হোত্র—১। যাগ, হোম। হু (হোম)+ত্র ভা। ২। হবি; ঘৃত। হু+ত্র ণ। সং; ক্লী।

হোত্রী—(হোত্রিন্)। হোতা, হোমকর্ত্তা, যাজ্ঞিক। হোত্র (হোম)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

হোত্রীয়—১। হোতৃসম্বন্ধীয়। হোতা দেখ; হোতৃ শব্দ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। ২। হোত্রসম্বন্ধীয়। হোত্র+ঈয়। বিণ ; ত্রি। ৩। হবির্গৃহ। সং ; ক্লী।

হোম—দেবোদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে ঘৃতক্ষেপণ। হু+ম ভা। সং ; পু।

হোমাগ্নি—হোমের জন্য প্রজ্বলিত বহ্নি, হোমের আগুন। ৬তৎ। সং ; পু।

হোমানল—হোমাগ্নি। ৬তৎ। সং ; পু।

হোমী—(হোমিন্)। হোমকর্ত্তা, যে হোম করে। হোম+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

হোরা—লগ্ন ; রেখা ; রাশি পরিমাণের অর্দ্ধাংশ ; সার্দ্ধ-দ্বিদণ্ড-পরিমিত কাল, ১ ঘণ্টা, ৬০ মিনিট ; শাস্ত্রবিশেষ। হোড (গমন করা)+অন্ ক+আপ্। সং ; স্ত্রী।

হোলাকা—বসন্তোৎসব, হোলি। সং ; স্ত্রী।

হৌম্য—হোমার্থ ঘৃত। হোম+ঞ্য। সং ; ক্লী।

হ্যঃ—(হ্যস্)। পূর্ব্বদিনে। গতে অহনি ইতি নিপাতনে। ব্য।

হ্যস্তন—পূর্ব্বদিবসীয়, পূর্ব্বদিবসজাত। হ্যস্+ট্যন। বিণ ; ত্রি।

হ্যানিম্যান—(Samuel Christian Friedrich Hahnemann) প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রণালীর প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ১৭৫৫ খ্রীঃ ১০ই এপ্রেল স্যাক্সন দেশে মাইসেন (Meissen) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসাশাস্ত্র, অধ্যয়ন করিয়া ইনি ১৭৭৯ খ্রীঃ এম, ডি, উপাধি লাভ করেন। Cullen's Materia Medica নামক গ্রন্থ অনুবাদ করিবার সময় পেরুভিয়ান বার্কের (Peruvian Bark) পরস্পর বিরোধিতাবসম্পন্ন গুণাবলী বিবৃত হইয়াছে দেখিয়া ইহার মনে ভৈষজ্যশাস্ত্রের অসন্তোষজনক অবস্থা প্রতিভাত হয়। অনেক দিবস চিন্তা ও পরীক্ষাদি করিয়া ইনি সদৃশ চিকিৎসার সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয় হইলেন। এই চিকিৎসার মূল মন্ত্র—Similia Similibus Curanter (Like cures like). ইহার ভাবার্থ এই ;—যে গুণবিশিষ্ট ঔষধ সুস্থ শরীরে ব্যবহার করিলে রোগবিশেষের উৎপত্তি হয়, সেই রোগ সেই গুণবিশিষ্ট ঔষধ দ্বারা প্রশমিত হয়। কিছু দিন পরে পরীক্ষা দ্বারা ইনি দেখিলেন যে, অল্পমাত্রায় ঔষধ সেবিত হইলে অধিকতর ফলপ্রদ হয়। ১৭৯৬ খ্রীঃ ইনি মত প্রচারিত করিলেন, সেই সময় হইতে ইনি চারিদিক্ হইতে বাধা পাইতে লাগিলেন। ইহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, ১৮২১ খ্রীঃ ইনি লাইপ্জিক (Leipsic) নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সেই সময় হইতে ১৮৩৫ খৃঃ পর্য্যন্ত Grand Duke of Anhalt-Kothen নামক সামন্ত রাজার চিকিৎসকস্বরূপে কার্য্য করিয়া হ্যানিমান পারিস নগরে গমন করেন। সেইখানে ১৮৪৩ খ্রীঃ ২রা জুলাই ইনি লোকান্তরিত হন। ইঁহার সাহস ও সহিষ্ণুতা অপরিসীম ; স্বমত-স্থাপনকল্পে ইনি উপস্থিত অর্থাগমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন এবং নিজ শরীরের উপর নানা পরীক্ষা করিয়া সমধিক শারীরিক কষ্টও সহ্য করিয়াছিলেন। পরে সাফল্য লাভ করিয়া চিকিৎসাপ্রণালী সম্বন্ধে জগতে একটি অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত প্রধান গ্রন্থ অর্গেনন (Organon) ১৮১০ খৃঃ ড্রেসডন নগরে প্রথমে প্রচারিত হয়।

হ্যালহেড—(Nathaniel Brassy Halhed). জন্ম—১৭৫১ খৃঃ ২৫শে মে। ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে আসেন। ১৭৭৬ খৃঃ A code of Gentoo Laws on ordinations of the Pandits, from a Persian Translation অভিধেয় একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ১৭৭৮ খৃঃ ইনি একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। হুগলিতে স্থাপিত একটি মুদ্রাযন্ত্রে এই ব্যাকরণখানি মুদ্রিত হয়। এই মুদ্রাযন্ত্রটি হ্যালহেডের বিশেষ উদ্যোগ ও যত্নে স্থাপিত হয় এবং এইটিই ভারতে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৭৮৫ খৃঃ ইনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। ইঁহার সংগৃহীত প্রাচ্যবিষয়ক হস্তলিপিগুলি ব্রিটিস্ মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কিনিয়া লন। ১৮৩০ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী হ্যালহেড পরলোক গমন করেন।

হ্রদ—অকৃত্রিম সুবৃহৎ জলাশয়। হ্রাদ (শব্দ করা)+অন্ ক। সং ; পু।

হ্রদবক্ষঃ—হ্রদের বুক, হ্রদের উপরিভাগ। ৬তৎ। সং ; ক্লী।

হ্রদিনী—সরিৎ, নদী। হ্রদ+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। সং ; স্ত্রী।

হ্রসিমা—(হ্রসিমন্)। হ্রস্বতা, খর্ব্বতা ; লঘুতা। হ্রস্ব শব্দ+ইমন্ ভাবে। সং ; পু।

হ্রসিষ্ঠ, হ্রসীয়ান্—(হ্রসীয়স্)। অতিশয় ক্ষুদ্র। হ্রস্ব+ইষ্ঠ, ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ ; যথাক্রমে ত্রি ও পু। স্ত্রীলিঙ্গে হ্রসিষ্ঠা, হ্রসীয়সী।

হ্রস্ব—১। খর্ব্ব ; লঘু ; ক্ষুদ্র ; ছোট। হ্রস (খর্ব্ব হওয়া)+ব ক। বিণ ; ত্রি। ২। একমাত্রা কালে উচ্চার্য্য বর্ণ ; বামন। সং ; পু।

হ্রস্বতা, হ্রস্বত্ব—খর্ব্বতা ; ক্ষুদ্রত্ব, লঘুত্ব। হ্রস্ব+তা, ত্ব ভাবে। সং ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

হ্রস্বতেজাঃ—(হ্রস্বতেজস্)। ক্ষীণতেজাঃ, ক্ষীণশক্তি, নিস্তেজ। হ্রস্ব হইয়াছে তেজঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু।

হ্রস্বদীপ্তি—ক্ষীণ দীপ্তিবিশিষ্ট, স্বল্পজ্যোতিঃ। বহু। বিণ ; ত্রি।

হ্রাদ—১। শব্দ, নাদ, ধ্বনি। হ্রাদ (শব্দ করা)+অল্ ভা। ২। দৈত্যবিশেষ। হ্রাদ+ অন্ ক। সং ; পু।

হ্রাদিনী—১। শব্দকারিণী। হ্রাদ (শব্দ)+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বজ্র ; বিদ্যুৎ ; নদী। সং ; স্ত্রী।

হ্রাদী—(হ্রাদিন্)। শব্দকারী। হ্রাদ+ইন অস্ত্যর্থে ; বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হ্রাদিনী।

হ্রাস—ক্ষয় ; অল্পীভাব, ন্যূনতা ; শব্দ। হ্রস (শব্দ করা, ইত্যাদি)+ঘঞ্ ভা। সং ; পু। বিশেষণে হ্রস্ব।

হ্রাসপ্রাপ্ত—ন্যূনতাপ্রাপ্ত, ক্ষয়িত, অল্পীভূত। ২তৎ। বিণ ; ত্রি।

হ্রাসবৃদ্ধি—ক্ষয় ও বর্দ্ধন, কমা বাড়া। দ্বন্দ্ব। সং ; স্ত্রী।

হ্রিণীয়া—লজ্জা ; ঘৃণা ; নিন্দা। হ্রীণী নামধাতু (লজ্জিত হওয়া)+ক্য+ অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

হ্রী—লজ্জা, লাজ। হ্রী (লজ্জিত হওয়া)+ক্বিপ্ ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে হ্রীণ, হ্রীত।

হ্রীজিত—লজ্জাশীল, লাজুক। ৩তৎ। বিণ ; ত্রি।

হ্রীণ, হ্রীত—লজ্জাপ্রাপ্ত, লজ্জিত। হ্রী (লজ্জা পাওয়া)+ক্ত ক। বিণ ; ত্রি। বিশেষ্যে হ্রী।

হ্রীণীয়া—লজ্জা ; ঘৃণা ; নিন্দা। হ্রীণী নামধাতু (লজ্জিত হওয়া)+ক্য+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

হ্রীবের—গন্ধদ্রব্যবিশেষ, বালা। সং ; ক্লী।

হ্রেপিত—লজ্জাপ্রাপিত। ণিজন্ত হ্রী বা হ্রেপি (লজ্জা পাওয়ান)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ ; ত্রি।

হ্রেষা—অশ্বধ্বনি, ঘোড়ার ডাক। হ্রেষ+অ ভা+আপ্। সং ; স্ত্রী।

হ্লাদ, হ্লাদন—আহ্লাদ, আনন্দ। হ্লাদ (আমোদিত হওয়া)+অল্, অনট্ ভা। সং ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

হ্লাদিনী—আহ্লাদযুক্তা। হ্লাদ+ইন্ অস্ত্যর্থে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। পুংলিঙ্গে হ্লাদী।

হ্লাদী—(হ্লাদিন্)। আহ্লাদযুক্ত। হ্লাদ +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রীলিঙ্গে হ্লাদিনী।

হ্বান—হুতি, আহ্বান, ডাকা। হ্বে (ডাকা) +অনট্ ভা। সং ; স্ত্রী। বিশেষণে হুত।

সরল বাঙ্গালা অভিধান।

-:*:-

দ্বিতীয় ভাগ।

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

অগস্তিমতম্—সংস্কৃত রত্নশাস্ত্র। রামদাস সেন কর্তৃক প্রকাশিত। ইহা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহাতে রত্নের উৎপত্তি, মুক্তা, হীরক, মরকত প্রভৃতি রত্নসমূহের লক্ষণ, গুণ ও পরীক্ষা কথিত হইয়াছে। ইহা মহর্ষি অগস্ত্য কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। [শৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুর কৃত "মণিমালা" দেখ]।

অগ্নিপুরাণ—পুরাণ দেখ।

অঙ্গিরাসংহিতা—সংহিতা দেখ।

অত্রিসংহিতা—সংহিতা দেখ।

অথর্ব্বোপনিষৎ—উপনিষৎ দেখ।

অদৃষ্ট—বাঙ্গালা উপন্যাস। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। এই পুস্তকে এক ব্যক্তি আপনার ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন বর্ণনা করিয়াছে।

অদ্ভুত রামায়ণম্—মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত। বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত। মহামুনি বাল্মীকি ইহার বক্তা এবং ভরদ্বাজ মুনি শ্রোতা। ইহা ২৭শ সর্গে বিভক্ত। ইহাতে রাম সীতার অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত, অম্বরীষের উপাখ্যান, নারদ ও পর্ব্বত মুনির অদ্ভুত বৃত্তান্ত এবং সীতাদেবী কর্তৃক সহস্রস্কন্ধ রাবণবধ এই সকল বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষ রাজার শ্রীমতী নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। নারদ ও পর্ব্বত উভয়েই তাঁহাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হন, কিন্তু বিষ্ণুর মায়ায় উভয়কেই বিফলমনোরথ হইতে হয়। ইহাতে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবার অভিশাপ প্রদান করেন। তদনুসারে বিষ্ণু রামরূপে দশরথ-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সীতাদেবী মন্দোদরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে মন্দোদরী গর্ভ নিঃসারণ করিয়া কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে তাঁহাকে প্রোথিত করিয়া যান। অতঃপর যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে রাজর্ষি জনক ঐ কন্যারত্ন প্রাপ্ত হন। পরে রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রামচন্দ্রের বনবাসকালে লঙ্কাধিপতি দশানন সীতা দেবীকে হরণ করিলে রামচন্দ্র কপিকটক সাহায্যে দশাননকে বিনাশ করেন। অতঃপর তিনি অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া সীতা প্রমুখাৎ সহস্রস্কন্ধ রাবণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, এবং তাহার যথার্থ পুষ্করদ্বীপে যাত্রা করেন। কিন্তু রামচন্দ্র সসৈন্যে পরাজিত হন। তখন সীতা কালিকা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহস্রস্কন্ধ রাবণকে সংহার করেন। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে আত্মজ্ঞানেরও উপদেশ আছে।

এতদ্ভিন্ন নবকুমার দত্ত কর্তৃক ইহার একটী বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। নদীয়া জেলার কুড়ুলগাছিনিবাসী স্বর্গীয় রায় রাধামাধব হালদার বাহাদুর এই অদ্ভুত রামায়ণের একটী পদ্যানুবাদ বাহির করিয়াছেন।

অধঃপতন—বাঙ্গালা উপন্যাস। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত। অতুলচন্দ্র শিক্ষিত চিন্তাশীল যুবক। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে এতদ্দেশীয়দিগের যে সকল সংস্কার আছে, তাহার অপনোদন করিয়া সর্ব্ববিষয়ে সুসংস্কার সাধন করাই ইনি তাঁহার জীবনের মহাব্রত বলিয়া স্থির করিলেন। কেবল বক্তৃতায় নহে, নিজের আদর্শ-চরিত লোকের নিকট প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের ভ্রমান্ধকার দূর করিবেন, ইহাই তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প হইল।

বাল্যবিবাহ অশেষ দোষের আকর বলিয়া ত্রিংশৎবর্ষ অতিক্রম করিলেও তিনি দারপরিগ্রহে বিরত থাকিলেন। তৎপরে চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কুমারী সুধাময়ীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ইহাতে তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা যারপর নাই বিস্মিত হইলেন; কারণ তিনি বরাবরই বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, অতুলচন্দ্র অবশ্যই কোন বিধবাকে বৈধব্যক্লেশ হইতে মুক্ত করিবেন; কিন্তু এক্ষণে কার্য্যক্ষেত্রে অন্যরূপ দেখিয়া, তাঁহারা সহজেই বিস্ময়ান্বিত হইলেন। সে যাহা হউক, অতুলচন্দ্র ইংরাজী উপন্যাসে সাহেবরা অধিক বয়সে বিবাহ করিয়া পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, এই কথা পাঠ করিয়া মনে মনে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তিনিও অধিক বয়সে সেই রীতিতে বিবাহ করিয়া সাংসারিক সুখের পরাকাষ্ঠা ভোগ করিবেন।

বিবাহের প্রথম চমক দূর হইতে না হইতেই তিনি অর্থাভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার অর্থক্লেশ এতই বৃদ্ধি হইল যে, তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান অন্তর্হিত হইতে লাগিল,—অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। এদিকে আবার কিছুকাল পরে আর এক ঘটনা উপস্থিত হইল। অতুল সুধাময়ীকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন, এবং মনে করিতেন সুধাময়ীও তাঁহাকে সেইরূপ ভালবাসে—সুধাময়ী সীতা-সাবিত্রীর ন্যায় সতীসাধ্বী পতিব্রতা। একদিন সহসা সুধাময়ীর হস্তলিখিত একখণ্ড লিপি অতুলের হস্তগত হইল; পত্র পড়িয়া তিনি জানিলেন যে, সুধাময়ী তাঁহারই নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র ভবেশের একান্ত অনুরাগিণী। এই সময় হইতে তিনি স্ত্রীলোক মাত্রকেই অবিশ্বাসিনী মনে করিতে লাগিলেন, এবং রমণীরা পুরুষের সহিত সমান আসন পাইবার অধিকারিণী বলিয়া তাঁহার যে ধারণা ছিল, তাহাও দূরীভূত হইল। ফলতঃ তাঁহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাঁহার স্বভাব কেমন রুক্ষ হইয়া পড়িল, তিনি আত্মীয়স্বজন, আশ্রিতপোষ্য, সকলের প্রতিই নিষ্ঠুরাচরণ ও দুর্ব্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এক কথায় বলিতে হইলে, তাঁহার নৈতিক

জ্ঞান সম্পূর্ণ বিলীন হইল। তিনি যেন সংসারের সকলের প্রতিই জিঘাংসু হইয়া উঠিলেন।

এদিকে সুধাময়ী পাপাচরণের অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল ভোগ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিল। অবশেষে সে স্থির করিল যে, সে ভবেশের প্র হৃদয়পট হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিবে এবং পতিকেই তাহার ধ্যান জ্ঞান করিয়া লইবে। সে মনে করিল যে, স্বামীর পদে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, এবং ক্ষমা-প্রাপ্ত হইলে পতিপদ সেবাতেই জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবে, আর কখনও পাপপথে পদার্পণ করিবে না। এই সঙ্কল্পানুসারে সে স্বামীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল ; কিন্তু অতুলচন্দ্র নারীজাতির প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন, তিনি কুলটার কথায় আর আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না।

সুধাময়ী বুঝিল, এ জীবনে অতুলচন্দ্র তাহার অপরাধ ভুলিতে পারিবেন না ; অবশেষে সে হতাশ হইয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিল।

অধিকারতত্ত্ব—ধর্ম্মবিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ। চন্দ্রশেখর বসু প্রণীত। এই গ্রন্থে ভারতবাসিগণের মধ্যে যে যেরূপ অধিকারী, যাহার যেরূপ ধারণা, এবং যাহার যেরূপ পন্থা অবলম্বন বিধেয়, তাহাকে সেইরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ধার্ম্মিক হইবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কে দুর্ব্বল অধিকারী, কে সবল অধিকারী, এবং কেই বা দুর্ব্বলাধিকারিগণকে উপদেশ দিবার যোগ্য, এই সকল বিষয় যুক্তিসহকারে নির্ণীত হইয়াছে।

অধ্যাত্ম রামায়ণ—মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত রামচরিতাখ্যায়ক কাব্যবিশেষ। ইহা বাল, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, যুদ্ধ এবং উত্তর এই সাত কাণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে প্রায় ৪০০০ শ্লোক আছে। ইহাতে কর্ম্মকাণ্ড, ভক্তিযোগ, ধর্ম্ম এবং রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় সুচারুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার শেষ কাণ্ডের পঞ্চম সর্গ রামগীতা নামে পরিচিত। গোবিন্দগোপাল বসাক ইহার এক সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। বঙ্গবাসী আফিস হইতেও ইহার মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ একটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

অনর্ঘ রাঘবম্—সংস্কৃত নাটক। মুরারিমিশ্র বিরচিত। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ কৃত বিষমপদ ব্যাখ্যা সমন্বিত। ইহাতে রামচন্দ্রের বাল্যলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া সীতাপরিণয়, বনবাস, রাবণবধ, অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ও রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ভাষা তাদৃশ স্বাভাবিক প্রসাদগুণবিশিষ্ট না হইলেও ঔদার্য্যাদি গুণসম্পন্ন, এবং বহুবিধ অলঙ্কার দ্বারা শোভমান। গ্রন্থখানি যে পুরুষোত্তম যাত্রা উপলক্ষে প্রণীত ও অভিনীত হইয়াছিল, সূত্রধারের প্রস্তাবনাতেই তাহা প্রকাশ আছে। রাজা নরসিংহ দেবের পুত্র ভৈরব দেবের আদেশে শ্রীরুচি মুখোপাধ্যায় ইহার একখানি টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই নরসিংহ দেব যদি উৎকলের রাজা নরসিংহ দেব হন, তাহা হইলে টীকাখানি খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই প্রস্তুত হইয়াছিল। নাটকখানি যে অন্ততঃ প্রায় সার্দ্ধ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, উক্ত সময়ে রচিত সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে এই নাটক হইতে সমাসাদি সম্বন্ধীয় অনেক উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

অনাথবন্ধু—বাঙ্গালা উপন্যাস। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। আদর্শ হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবার কিরূপ হওয়া উচিত, এই গ্রন্থে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বৃদ্ধ রামজয় চট্টোপাধ্যায়ের তিন পুত্র,—সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অনাথবন্ধু (গ্রন্থের নায়ক), দ্বিতীয় রজনী এবং তৃতীয় সংসার। তিন ভাই মাতাপিতার সহিত একত্র একান্নে লালিত পালিত হইতেন। রামজয় তিন পুত্রকেই উত্তমরূপ লেখাপড়া শিখাইলেন। জ্যেষ্ঠ অনাথবন্ধু এম, এ, বি, এল, পাশ করিয়া উকিল, মধ্যম রজনী মেডিকেল কলেজে পড়িয়া ডাক্তার এবং কনিষ্ঠ সংসার সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হইলেন। পিতা রামজয়ের শিক্ষা-কৌশলে তিন ভ্রাতা পরস্পরের প্রতি একান্ত অনুরাগী ছিলেন। তিন ভ্রাতার মধ্যে দ্বিতীয় ডাক্তার রজনী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং কনিষ্ঠ সংসার সর্ব্বাপেক্ষা অল্প উপার্জ্জন করিতেন ; কিন্তু তাই বলিয়া ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে সদ্ভাবের কোনরূপ অভাব ছিল না। রজনীর বনিতা কিরণশশী মধ্যে মধ্যে পৃথক্ হইবার ইচ্ছা করিতেন, কিন্তু স্বামীর নিকট সে কথা তুলিতে সাহস পাইতেন না। তিন ভ্রাতার মধ্যে এমনই সুপ্রণয় যে, কিরণশশীর সকল চেষ্টা বিফল হইতে লাগিল। অবশেষে কিরণশশী নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া শ্বশুর শাশুড়ীকে কাশী পাঠাইতে সমর্থ হইল। তাহার বিশ্বাস ছিল, শ্বশুর শাশুড়ীর অনুপস্থিত সময়ে সে রজনীকে বশীভূত করিতে পারিবে। কিন্তু ঘটনাচক্র অন্য দিকে পরিবর্ত্তিত হইল। একবার রজনী কলিকাতা হইতে মফঃস্বলে চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময়ে নৌকাডুবি হইয়া তিনি জীবন হারাইলেন। এই সময়ে অনাথবন্ধু এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী মহামায়া যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহানুরাগের সহিত রজনীর শোকসন্তপ্তা বিধবা পত্নী কিরণশশীর ও তাহার শিশুপুত্র প্রবোধের প্রতি আদরযত্ন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তাহাতেই রজনীর স্ত্রী এক্ষণে একান্নবর্ত্তী পরিবারের উপকারিতা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। এক্ষণে তিনি অনাথবন্ধুর ও তদীয় পত্নীর একান্ত অনুরাগিণী হইয়া পড়িলেন। অতঃপর বৃদ্ধ রামজয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরলোক গমন করিলে কনিষ্ঠ সংসার কাশীতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অধ্যয়ন ও ধর্ম্মচিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। কাজেই সংসারের সমস্ত ভার অনাথবন্ধুর উপর পড়িল। তিনি ওকালতী করিতেন। তাঁহার আয় বড় অধিক ছিল না ; কিন্তু তাঁহার যে আয় ছিল, তাহাতে যদি তিনি আত্মসুখ-পরায়ণ হইতেন, তাহা হইলে আপনার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদিগকে বর্ত্তমান ভাবের স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি আত্মসুখের ন্যায় তাঁহার প্রতিপাল্য পরিবারবর্গের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী মহামায়াও পতির অনুরূপা ছিলেন। উভয়ে স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া ও ত্যাগস্বীকার করিয়া সকলের প্রতি সমান আদর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই গ্রন্থে একান্নবর্ত্তী পরিবারের উপকারিতা, ও সুখ সমৃদ্ধি প্রদর্শিত হইয়াছে।

অনুগীতা—ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ। শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মহাভারতের অংশবিশেষ। ইহাতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধনঞ্জয়কে আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ইহাতে উতঙ্কোপাখ্যান, অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র হইতে উত্তরার গর্ভরক্ষা, এবং যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের বিবরণ আছে। ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহার একটী সংস্করণ বাহির করিয়াছেন।

অন্নদামঙ্গল—বাঙ্গালা পদ্যগ্রন্থ। কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায় বিরচিত। ইহাতে শিবের বিবাহ, শিব ও শিবানীর কলহ, পার্ব্বতীর অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি ধারণ, পৃথিবীতে অন্নদার

পুজাপ্রচার, ভবানন্দ মজুমদারকে অন্নদার কৃপা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

পণ্ডিত নৃত্যগোপাল রায় কর্ত্তৃক এই গ্রন্থের কিয়দংশ সংক্ষিপ্তভাবে নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

অন্নপূর্ণা—বাঙ্গালা উপন্যাস। দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এখানি 'যোগেশ্বরী' নামক উপন্যাসের প রশিষ্ট। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার নিষ্কাম ধর্ম্মের উপদেশ প্রকটন এবং নীতি ও কর্ত্তব্যের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শনই সমালোচ্য গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থের চরিত্রগুলির মধ্যে রাজা উমাশঙ্কর, হরশঙ্কর, ঘনানন্দ, উমাশঙ্করের পত্নী অন্নপূর্ণা, এবং রাণী করুণাময়ী (ওরফে যোগেশ্বরী), এইগুলিই প্রধান। উমাশঙ্কর সোনারপুরের জমিদার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িত লক্ষ লক্ষ লোকের দুঃখ বিমোচনে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি পত্নীসহ বর্দ্ধমান জেলার কোন সামান্য গ্রামে যাইয়া অজ্ঞাত ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। এখানেও তাঁহাকে নানারূপ পরীক্ষায় ও বিপদে পড়িতে হইল। অবশেষে তাঁহার পূর্ব্ব বন্ধু-বান্ধবগণ ও রাণী করুণাময়ীর লোকে তাঁহাকে উদ্ধার করিল। রাণী করুণাময়ী অপর কেহই নহেন,—ছদ্মবেশিনী যোগেশ্বরী। যোগেশ্বরী আবার উমাশঙ্করের গুরুপত্নী। কিছুদিন পরে উমাশঙ্কর তাঁহার গুরু ঘনানন্দের উপদেশে কাশীধামে গমন করিলেন। ঘনানন্দ তৎকালে মৃত্যু-শয্যায় শয়ান। এই সময়ে তাঁহার পত্নী যোগেশ্বরীও আসিয়া স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তিনি আপনার সমুদায় সম্পত্তি ও উমাশঙ্করের যে সকল সম্পত্তি তিনি নিলামে ক্রয় করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই উমাশঙ্করকে দান করিলেন। অতঃপর ঘনানন্দ ও যোগেশ্বরী যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিলেন।

অবতার—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। যাহারা বাহিরে ধর্ম্মের ভাণ করিয়া লোকের নিকট আপনাদিগকে ধার্ম্মিক ও ভগবদ্ভক্ত বলিয়া খ্যাপন করে, এবং ভিতরে অধর্ম্মাচার করে, এই সকল ভণ্ড ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রহসন রচিত হইয়াছে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল—সংস্কৃত নাটক। মহাকবি কালিদাস রচিত। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং মেনকা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম। অতি শৈশবে মাতাপিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া ইনি কণ্ব মুনি কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা হন। একদা মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়া ব্যপদেশে তপোবনে আগমন করেন, ও ইঁহার রূপলাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হন। তিনি ইঁহাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর কণ্ব সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শিষ্যসমভিব্যাহারে ইঁহাকে দুষ্মন্তের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ব্বাসার অভিশাপে রাজা ইঁহাকে অপরিচিতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া বিদায় দেন। আশ্রয়হীনা শকুন্তলা কিয়ৎকাল অপ্সরোলোকে অবস্থিতি করেন। পরে একদা মহারাজ দুষ্মন্ত স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে ক্রীড়াশীল স্বীয় পুত্রকে দর্শন করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসায় সমস্তই অবগত হইলেন। অতঃপর পতিপত্নীর পুনর্ম্মিলন হইল।

সর্ব্বপ্রথমে সার উইলিয়ম জোন্স মূল শকুন্তলার একখানি ইংরাজী অনুবাদ প্রণয়ন করেন। ইঁহার পুস্তক প্রচারের পরই ইউরোপে, বিশেষতঃ জর্ম্মাণ দেশে প্রাচ্য সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হয়। জর্ম্মাণ পণ্ডিত গেটে শকুন্তলা পাঠ করিয়া য উচ্ছ্বাসপূর্ণ মন্তব্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা গেটের জীবনচরিতে দ্রষ্টব্য। স্যার মনিয়ার উইলিয়মস ও শকুন্তলার একখানি ইংরজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। মূল সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি নাটক রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একখানি ১৮৫৭ খ্রীঃ কলিকাতার সুবিখ্যাত ছাতুবাবুর বাড়ীতে অভিনীত হইয়াছিল। লর্ড লীটনের সমক্ষে বেঙ্গল থিয়েটারে একবার শকুন্তলার অভিনয় হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে কৃষ্ণবিহারী বসু প্রণীত শকুন্তলা নাটক ঐ থিয়েটারে অনেক দিন অভিনীত হয়। প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের অভ্যর্থনা উপলক্ষে কলিকাতার গড়ের মাঠে যে সান্ধ্য সভা আহুত হয়, সেখানে বেঙ্গল থিয়েটার শকুন্তলার কিয়দংশ অভিনয় করিয়া রাজপুত্রের প্রীতি সম্পাদন করিয়াছিল (১৮৯০ খৃঃ)। এই অভিনয়ের পরেই উক্ত থিয়েটার "রয়েল" বিশেষণযুক্ত হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রমথনাথ সরকার, গোবিন্দচন্দ্র রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতি অনেকেই ইহার বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও কেদারনাথ তর্করত্নের সংস্কৃত সংস্করণ আছে।

অভিধান—কয়েকখানি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অভিধানের নাম নিম্নে লিখিত হইল:—(সংস্কৃত) ১। শব্দকল্পদ্রুম—রাধাকান্ত দেব সম্পাদিত। ২। বাচস্পত্য—তারানাথ তর্কবাচস্পতি কৃত। ৩। অমরকোষ—অমরসিংহ প্রণীত। ৪। অভিধান চিন্তামণি—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত। বাঙ্গালা—১। সরল বাঙ্গালা অভিধান—সুবলচন্দ্র মিত্র প্রণীত। ২। সরল বঙ্গীয় শব্দকোষ—সুবলচন্দ্র মিত্র প্রণীত। ৩। সরল ছাত্রবোধ অভিধান—সুবলচন্দ্র মিত্র প্রণীত।

অভিধান-চিন্তামণি—সংস্কৃত কোষগ্রন্থ। জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র সূরি প্রণীত। নারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক অনুবাদসহ প্রকাশিত। ইহা একখানি প্রামাণিক অভিধানগ্রন্থ। ইহাতে দেবাধিদেব কাণ্ড, দেব কাণ্ড, মর্ত্ত্যকাণ্ড, ভূমিকাণ্ড, তির্য্যক্‌কাণ্ড এবং সামান্যকাণ্ড—এই কয়টী কাণ্ড আছে। গ্রন্থশেষে অনুবাদক বিস্তৃত সূচীপত্র ও গ্রন্থকারের জীবনবৃত্তান্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন

অভেদী—ধর্ম্মবিষয়ক বাঙ্গালা পুস্তক। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে গল্পচ্ছলে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অন্বেষণচন্দ্রকে নায়ক করিয়া রূপকচ্ছলে গ্রন্থকার সহজ ও সরল ভাষায় আত্মজ্ঞান, মায়া, ধর্ম্ম প্রভৃতির উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত ইহাতে অনেক সামাজিক দোষেরও প্রকটন করা হইয়াছে।

অমরকোষ—সংস্কৃত অভিধান গ্রন্থ। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অন্যতম সভাসদ্ অমরসিংহ প্রণীত। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত। ইহাতে সংস্কৃত শব্দসমূহ ও তাহাদের লিঙ্গাদি নির্ণীত হইয়াছে। ইহাই অমরার্থচন্দ্রিকা নামে প্রসন্নকুমার শাস্ত্রিকর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত, ভুবনচন্দ্র বসাক ও হরগোবিন্দ রক্ষিত (এইচ টি কোলব্রুক কৃত ইংরাজী টীকা সহিত) প্রভৃতির সংস্করণ আছে। গ্রন্থখানি পদ্যে রচিত বলিয়া অতি সহজে অভ্যাস করা যায়। সংস্কৃত শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা অতি আদরণীয় মূল্যবান্ গ্রন্থ।

অমরাবতী—বাঙ্গালা উপন্যাস। দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বীরেন্দ্রনাথ মিত্র একজন উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত যুবক। তিনি সরোজিনী নাম্নী একটী সুশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা বালিকাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করেন। সুশীলার অন্তরের

সহিত এই অসমবয়ার প্রস্তাব করেন। ফলতঃ বীরেন্দ্র সরোজিনীর পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। ইতোমধ্যে বীরেন্দ্রের পিতা পুত্রের জন্য অন্য একটী পাত্রী স্থির করেন। এই পাত্রীটী জনৈক ধনবানের কন্যা। ইহার যেমন আকার, তেমনি চরিত্র। বাস্তবিক ইহাকে নারী না বলিয়া রাক্ষসী বলাই অধিকতর সঙ্গত। পিতৃভক্ত বীরেন্দ্র পিতার আদেশে এই নারী-রাক্ষসীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে বীরেন্দ্রের বিবাহের পর সরোজিনীকে তাঁহার পিতা অন্য পাত্রে বিবাহ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। ৩০ বৎসর বয়স্ক এক বিপত্নীক ধনবান্ পাত্রও উপস্থিত হইল। সরোজিনী কিন্তু পাতিব্রত্যের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, হিন্দুললনা একবার যাহাকে (মনে মনেও) পতিত্বে বরণ করিয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া অন্যকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে পারে না, তাহা করিলে সে দ্বিচারিণী হয়। সুতরাং সরোজিনী পিতার কথায় অসম্মত হইলেন, এবং স্থির করিলেন, চিরকুমারী থাকিয়া অন্তরে পতিসেবতা বীরেন্দ্রের পদধ্যান করিবেন। বীরেন্দ্রের বিবাহের কিছুদিন পরে তাঁহার রাক্ষসী ভার্য্যা কালগ্রাসে পতিত হয়। অতঃপর বীরেন্দ্র সানন্দে সরোজিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন এবং উভয়ে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

অমিতাভ—বাঙ্গালা কাব্য। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। ভগবান্ বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত ঘটনা এই গ্রন্থে সুললিত ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। কবি ইহাতে বুদ্ধদেবকে মানুষিকভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, এবং গ্রন্থের ভূমিকায় হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের একত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বুদ্ধের অন্যতর নাম অমিতাভ; তদনুসারেই এই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে।

অমিয় নিমাইচরিত—শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত। এই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। গৌরাঙ্গদেবের বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা, পাঠাবস্থা, যৌবনে সন্ন্যাসগ্রহণ, জগতে প্রেম ও ভক্তিসহ হরিনামপ্রচার প্রভৃতি লীলাসমূহ সুমধুর ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় ইহা ভাবুক ও প্রেমিক পাঠকবর্গের পরম প্রীতিকর হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে প্রত্যেকের যে এক্ষণ ভক্ত ও প্রেমিক হবি, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পুস্তকখানি ছুই খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থকার স্বয়ং এই গ্রন্থখানির একটী ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন।

অমৃত মদিরা—বাঙ্গালা কবিতা গ্রন্থ। অমৃতলাল বসু প্রণীত। ইহাতে ঈশ্বরবিষয়ক, সমাজবিষয়ক, প্রকৃতিবিষয়ক এবং বাঙ্গাত্মক ৬৩টী কবিতা আছে। ইহার অধিকাংশ কবিতাই গ্রন্থকার অল্প বয়সে রচনা করেন।

অযোধ্যার বেগম—বাঙ্গালা ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ। চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। ইংরাজ-রাজত্ব সূচনায় অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। এই সময়ে রোহিলা যুদ্ধ, চৈৎসিংহের রাজ্যধ্বংস এবং অযোধ্যার বেগমদিগের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার সংঘটিত হয়। ইতিহাসে এ সকল কথারই উল্লেখ আছে। কিন্তু সামাজিক ও নৈতিক যে সকল কারণসমূহে এই সকল ঘটনা উপস্থিত হয়, গ্রন্থকার এই পুস্তকে ঐতিহাসিক বিবরণ অবিকৃত রাখিয়া সেই সমুদায় বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

অলঙ্কার কৌস্তুভ—কবি কর্ণপুর বিরচিত অলঙ্কার গ্রন্থ। ইহা চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত; অন্যূন ১২২২ শ্লোক আছে। ইহার টীকার নাম কিরণ।

অবকাশরঞ্জিনী—বাঙ্গালা কাব্য। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। গ্রন্থকাররচিত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা এই কাব্যখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে পিতৃহীন যুবক, পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী, বিধবা কামিনী, চট্টগ্রামের সৌভাগ্য, অগ্রাশ বিদেশী, আত্মাহত্যা প্রভৃতি ২২টী কবিতা আছে।

অবসর—বাঙ্গালা কবিতাপুস্তক। বরদাচরণ মিত্র এম এ, প্রণীত। ইহাতে ৩২টী খণ্ড খণ্ড কবিতা আছে। কবিতাগুলি সরস ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত।

অশ্রুকণা—বাঙ্গালা পদ্যগ্রন্থ। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত। ইহার অধিকাংশ কবিতাই শোকাত্মিকা। এই জন্য পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে অশ্রুকণা। ইহাতে সহজ ও সুমিষ্ট ভাষায় ১০৩টী কবিতা লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকের সমালোচনারূপে 'ভারতী' পত্রিকায় যে একটী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও ইহার পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে।

অশ্রুমতী—বাঙ্গালা নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। অশ্রুমতী চিতোরের মহারাণা প্রতাপসিংহের কন্যা। আকবরের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ একদা প্রতাপসিংহের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মানসিংহ স্বীয় ভগিনীকে মোগলের হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতাপ তাঁহার সহিত একত্র ভোজনে সম্মত হন নাই। ইহাতে মানসিংহ আপনাকে অপমানিত জ্ঞানে আকবরকে বলিয়া প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, এবং ফরিদ নামক জনৈক মুসলমান দ্বারা প্রতাপের কন্যা অশ্রুমতীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যান। এই মুসলমানের সহিত অশ্রুমতীর বিবাহ দিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশেই মানসিংহ এই কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু সহসা অশ্রুমতী সম্রাটপুত্র সেলিমের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় সেলিম তাঁহাকে আপনার নিকট রাখিলেন। একত্র বাসহেতু উভয়ের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হইল। কিন্তু নিরাশ ফরিদ তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিল। প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ, পৃথ্বীরাজের সহিত আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া সম্রাটের নিকট বাস করিতেছিলেন। তাঁহারাও সেলিমের সহিত অশ্রুমতীর মিলনকে রাজপুতের কলঙ্কজ্ঞানে প্রণয়িযুগলের মিলনে বাধা দিলেন। ইহার ফলে অশ্রুমতীর ভালবাসার উপর সেলিমের সন্দেহ জন্মিল। তিনি একদা পৃথ্বীরাজকে অশ্রুমতীর নিকট দেখিয়া ক্রোধে পৃথ্বীরাজকে হত্যা করিলেন এবং অশ্রুমতীকেও অস্ত্রাঘাত করিলেন। অশ্রুমতী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে সেলিম তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করিলেন। এই অবসরে শক্তসিংহ অশ্রুমতীর সংজ্ঞাহীন দেহ লইয়া চিতোরে গমন করিলেন। পথে অশ্রুমতীর চৈতন্য হইল। পরে অশ্রুমতী পিতার নিকট উপস্থিত হইলে প্রতাপ তাঁহাকে কলঙ্কিনী জ্ঞানে বিষপানের আদেশ দিলেন। এমন সময় শক্তসিংহ উপস্থিত হইয়া অশ্রুমতীর নির্দ্দোষিতা বুঝাইয়া দিলে মহারাণা তাঁহাকে যোগিনীরূপে চিরকৌমার্য্যব্রত পালন করিতে আদেশ করিলেন। অশ্রুমতীও আজীবন কুমারী থাকিয়া পিতার আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। এই নাটকখানি বহুবার বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে।

অষ্টাঙ্গহৃদয়—মহামতি বাগ্‌ভট্ট প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ। মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন কবিভূষণ কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও অরুণ দত্ত কৃত টীকাসহ প্রকাশিত। ইহা যে কেবল অষ্টাঙ্গহৃদয় গ্রন্থেরই অনুবাদ তাহা নহে, অনুবাদক মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে প্রচলিত সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থেরই আলোচনা করিয়াছেন, এবং স্থানে স্থানে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সহিত হোমিও-

প্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসার মত সন্নিবিষ্ট করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অনুবাদের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের মধ্যে যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মূল সূত্র নিহিত আছে, অনুবাদক কবিভূষণ মহাশয় তাহাও এক স্থলে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা—সংহিতা দেখ।

অষ্টাবক্রসংহিতা—সংহিতা দেখ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভুবনমোহন বসাক ও আশুতোষ পাল কৃত ইহার এক একখানি সংস্করণ আছে।

আ

আইন ই-আকবরি—মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস গ্রন্থ। আবুল ফজল নামক সম্রাট্ আকবরের জনৈক পারিষদ্ এই গ্রন্থের প্রণেতা।

আকবর-নামা—এখানি দিল্লীর মোগলসম্রাট্ সুবিখ্যাত মহামতি আকবরের রাজত্বের ইতিহাসগ্রন্থ। আবুল ফজল নামক আকবরের জনৈক সুপণ্ডিত অমাত্য ইহার প্রণেতা।

আচারদীপ—নাগদেব ভট্ট প্রণীত হিন্দু-আচার-নির্ণয় বিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে ৮০টী শ্লোক আছে। আচার-মাতৃকা, আত্মচিন্তন, শৌচবিধি, আচমনবিধি, ভোজনবিধি প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত আছে।

আচারনির্ণয়—তন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে কায়স্থদিগের উৎপত্তি, ব্রাহ্মণদিগের কর্ত্তব্য, সুযোগ্য রাজার প্রতি সুতপা নামক ব্রাহ্মণের উপদেশবাক্য, কলিযুগে শূদ্রদিগের ক্ষত্রিয়কর্ম্মকারিত্ব কথন, চিত্রাঙ্গদের প্রতি ব্রাহ্মণগণের শাপ ও বগলা জপ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

আচারপ্রবন্ধ—ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের প্রণেতা। দেশীয় পরম পবিত্র সদাচারপালন ঐহিক ও পারত্রিক হিতসাধনে কিরূপ কার্য্যকর, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রথমে উপক্রমণিকাধ্যায়ে সদাচারের গুণকীর্ত্তন ও তাহার আবশ্যকতা কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতঃপর পাঁচটী অধ্যায়ে নিত্যাচার প্রকরণ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে প্রাতঃকৃত্য, দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্ব্বাহ্ণ কৃত্য, তৃতীয় অধ্যায়ে মধ্যাহ্ন কৃত্য, চতুর্থ অধ্যায়ে অপরাহ্ণ সায়াহ্ন ও রাত্রিকৃত্য এবং পঞ্চম অধ্যায়ে এই প্রকরণের উপসংহার। তৎপরে সাতটী অধ্যায়ে নৈমিত্তিকাচার প্রকরণ কথিত হইয়াছে। ইহাতে গর্ভসংস্কার, শৈশব সংস্কার, কৈশোর সংস্কার, যৌবন সংস্কার, শ্রাদ্ধকৃত্য এবং ব্রত পূজা পর্ব্বাদির বিষয় নিরূপিত হইয়াছে। সদাচারী হিন্দুগণের নিকট এই গ্রন্থ যে অতিশয় উপাদেয় ও আদরণীয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আত্মজীবনচরিত—জীবনচরিতবিষক বাঙ্গালা গ্রন্থ। কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় লিখিত। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর নিবাসী, নবদ্বীপ রাজবংশের দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ গুণে অনেকেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। এই জীবনচরিতের একটু বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে শতবর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী সামাজিক অবস্থার সহিত নবদ্বীপ রাজবংশের ইতিহাসও আলোচিত হইয়াছে।

আত্মতত্ত্বপ্রকাশ—বাঙ্গালা দার্শনিক গ্রন্থ। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, ডি এল প্রণীত। ইহাতে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহের ইতিবৃত্ত, ন্যায়দর্শন মতে জীবাত্মার অস্তিত্ব ও নাস্তিকদিগের মত খণ্ডন, জীবাত্মার স্বরূপ, এবং তাহার উর্দ্ধগতি ও অধোগতি, অদৃষ্ট, ঈশ্বর, পূর্ব্বজন্ম, সংসার, সুখ, দুঃখ, মুক্তি প্রভৃতি বিষয়সমূহ যুক্তি ও প্রমাণপ্রয়োগসহকারে আলোচিত হইয়াছে।

আদর্শঃবন্ধু—বাঙ্গালা মিলনান্ত নাটক। অমৃত লাল বসু প্রণীত। দিনকর ও পৃথ্বীধর নামক দুই যুবকের মধ্যে সাতিশয় সৌহৃদ্য ছিল। মন্দাবতী নগরের রাজা দণ্ডারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে দিনকরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। দিনকর প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে একবার পত্নীপুত্রের সহিত সাক্ষাতের জন্য সময় প্রার্থনা করেন, কিন্তু রাজা তাহাতে সম্মত হন না। শেষে পৃথ্বীধর বন্ধুর প্রতিভূস্বরূপ হইয়া কারাগারে আবদ্ধ থাকিলে এবং নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে দিনকর উপস্থিত না হইলে তাহার পরিবর্ত্তে পৃথ্বীধর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে, রাজা দিনকরকে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু দৈববশতঃ দিনকরের আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় পৃথ্বীধরের প্রাণবধের উদ্যোগ হয়। এমন সময় দিনকর উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। রাজা এতাদৃশ আদর্শ বন্ধুত্বদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া দিনকরকে ক্ষমা করেন। নাটকখানি Damon and Pythias নামক গ্রীকদেশীয় দুই বন্ধুর আখ্যান অবলম্বনে রচিত। ষ্টার থিয়েটারে এই নাটকখানি কিছুদিন প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

আধ্যাত্মিকা—ধর্ম্মবিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ। প্যারিচাঁদ মিত্র প্রণীত। কিরূপে আত্মজ্ঞান ও পরমা শান্তি লাভ হয়, ব্রাহ্মণকন্যা আধ্যাত্মিকাকে উপলক্ষ্য করিয়া রূপকচ্ছলে তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তৎসহ বিষয়ী লোকদিগের মতিগতি কিরূপ, প্রসঙ্গক্রমে তাহাও স্থানে স্থানে আলোচিত হইয়াছে।

আনন্দমঠ—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (১৭৭০ খৃঃ) বঙ্গদেশ যখন শ্মশানের আকার ধারণ করে, তখন পদচিহ্ন গ্রামনিবাসী মহেন্দ্রনাথ সিংহ নামক জনৈক জমীদার জনশূন্য গ্রাম ত্যাগ করিয়া স্ত্রী কল্যাণী ও শিশুকন্যা সুকুমারীর সহিত নগরাভিমুখে যাইতেছিলেন। পথে এক চটীতে স্ত্রী ও কন্যাকে রাখিয়া তিনি দুগ্ধ অন্বেষণে বহির্গত হইলে, কতকগুলি অনাহারক্লিষ্ট দস্যু আসিয়া কল্যাণী ও সুকুমারীকে অপহরণপূর্ব্বক জঙ্গলে লইয়া যায়, কিন্তু শেষে তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর মারামারি উপস্থিত হইলে, সেই সুযোগে কল্যাণী কন্যাকে লইয়া পলায়ন করে, এবং সত্যানন্দ নামক ব্রহ্মচারীর দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই সময়ে মুসলমানদিগের অত্যাচার হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য সত্যানন্দ সন্তানসম্প্রদায় নামে এক দল গঠন করিয়াছিলেন। যে স্থলে ঐ দল থাকিত, তাহা গভীর অরণ্যমধ্যে স্থাপিত এবং আনন্দমঠ নামে অভিহিত। ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ প্রভৃতি সত্যানন্দের শিষ্য ও তাঁহার সহকারী। স্বধর্ম্ম ও স্বাধীনতার পুনঃসংস্থাপনই ইহাদের উদ্দেশ্য। সত্যানন্দ কল্যাণী ও সুকুমারীকে লইয়া আনন্দমঠে রাখিলেন, এবং মহেন্দ্রের অন্বেষণে ভবানন্দকে প্রেরণ করিলেন। এদিকে মহেন্দ্র চটিতে প্রত্যাগমন করিয়া স্ত্রীপুত্রকে না দেখিয়া সাহায্যপ্রত্যাশায় নগরাভিমুখে চলিলেন। পথে একদল সিপাহী দস্যুবোধে ইহাকে বন্দী করিল, ভবানন্দ ইহা দেখিয়া নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক বন্দী হইলেন, এবং কৌশলে মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া লইয়া মঠে আসিলেন। তথায় সত্যানন্দের নিকট সন্তানধর্ম্মের বিবরণ শুনিয়া মহেন্দ্রও এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে স্ত্রীপুত্রের মুখদর্শন নিষিদ্ধ। সুতরাং মহেন্দ্র স্ত্রী ও কন্যাকে পুনরায় পদচিহ্নে রাখিয়া আসিবার জন্য যাত্রা করিলেন। পথে এক বৃক্ষতলে বসিয়া মহেন্দ্র কল্যাণীর নিকট এই সন্তানধর্ম্মের কথা কহিতেছিলেন, এমন সময় সুকুমারী কল্যাণীর

নিকট রক্ষিত বিষের কৌটা লইয়া খেলা করিতে করিতে একটী বিষবড়ি মুখে ফেলিয়া দেয়। কল্যাণী ব্যস্তভাবে তাহার মুখের ভিতর হইতে বড়িটী বাহির করিয়া ফেলিলেও কিঞ্চিৎ বিষ উদরস্থ হওয়ায় সুকুমারী অচেতন হইয়া পড়িল। তখন তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া কল্যাণীও সেই বিষবড়িটী খাইয়া ফেলিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে কল্যাণীর মৃত্যু-লক্ষণ প্রকাশ পাইল। মহেন্দ্র সাতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। এমন সময় "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" গাহিতে গাহিতে সত্যানন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। মহেন্দ্রও বিভোর প্রাণে তাঁহার সহিত গাহিতে লাগিলেন, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে"। এই সময়ে সেই পথ দিয়া কয়েকজন সিপাহী যাইতেছিল, তাহারা বিদ্রোহী জ্ঞানে সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রকে বন্দী করিয়া লইয়া চলিল। সত্যানন্দ গান গাহিতে গাহিতে চলিলেন। সেই গীতের সঙ্কেতে জীবানন্দ বৃক্ষতলে আসিয়া সুকুমারীকে ও কল্যাণীকে দেখিলেন। সুকুমারী তখন জীবিত আছে, এবং বমনের সহিত পেটের বিষ বাহির হইয়া যাওয়ায় সুস্থ হইয়াছে। জীবানন্দ তাহাকে লইয়া তাঁহার ভগ্নী নিমাইমণির নিকট লইয়া গেলেন, এবং তাহাকেই কন্যার লালন পালনের ভার দিলেন। জীবানন্দের পত্নী শান্তি সেইখানেই ছিল। ভগ্নীর অনুরোধে জীবানন্দ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ব্রত ভঙ্গ হইল। ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু; জীবানন্দ যথাসময়ে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন সঙ্কল্প করিয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেই দিন রাত্রিতেই শান্তি পুরুষবেশ ধারণ করিয়া মঠে আসিল, এবং সত্যানন্দের নিকট সন্তানধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল। স্বামীর গৃহীত ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করাই শান্তির উদ্দেশ্য। এদিকে ভবানন্দ কল্যাণীকে দেখিতে পান এবং ঔষধি দ্বারা তাঁহাকে আরোগ্য করিয়া স্থানান্তরে রাখিয়া আসেন। কিন্তু কল্যাণীর রূপে ভবানন্দের সংযম ভাসিয়া যায়। তিনি সুযোগমত কল্যাণীর নিকটে গিয়া তাঁহার প্রণয় প্রার্থনা করেন, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়া প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ জীবন-বিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প হন। মহেন্দ্র ও সত্যানন্দ সিপাহী কর্ত্তৃক নীত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, সন্তানসম্প্রদায় বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করে। মহেন্দ্র জানিতেন, কল্যাণীর মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং তিনি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে সন্তানধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ইহার পর সন্তানসম্প্রদায়ের যুদ্ধোদ্যোগ চলিতে লাগিল। নবাব-সহায় ইংরাজসেনার সহিত সন্তানদিগের এক যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধে ভবানন্দ অসীম পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করিলেন। সে যুদ্ধে ইংরাজসৈন্য পরাজিত হয়। চারিদিকে সন্তানসম্প্রদায়ের বিজয়পতাকা উড়িতে থাকে। ইহার পর মহেন্দ্র স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া পদচিহ্নে বাস করেন। অতঃপর মাঘীপূর্ণিমার দিন ইংরাজের সহিত সন্তানসম্প্রদায়ের আর এক যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তাহাতেও সন্তানগণ জয়লাভ করে, কিন্তু সে যুদ্ধে জীবানন্দ প্রাণবিসর্জ্জন করেন। শান্তি বিস্তর অন্বেষণের পর স্বামীর মৃত দেহ বাহির করিলে এক অপরিচিত মহাপুরুষ আসিয়া ঔষধ প্রয়োগে জীবানন্দকে পুনর্জ্জীবিত করেন। তখন জীবানন্দ শান্তির সহিত হিমালয়ে গমন করিয়া তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করেন। এ দিকে যুদ্ধজয়ের পরই মহাপুরুষ সত্যানন্দের নিকট উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে গৃহীত ব্রতের সফলতা ও বর্ত্তমানে হিন্দু রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার অসম্ভাব্যতা বুঝাইয়া দিয়া জ্ঞানলাভার্থ হিমালয়শিখরে লইয়া যান। ১৭৭০ খৃঃ এবং তৎপরে যে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ঘটে, তাহাই এই উপন্যাসের মূলভিত্তি। কিন্তু উপন্যাসবর্ণিত যুদ্ধ দুইটী বীরভূমে ঘটে নাই, উত্তর বাঙ্গালায় ঘটিয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে লিখিত আছে। ইতিহাসে সন্ন্যাসিগণ লুণ্ঠনকারী দস্যু বলিয়া বর্ণিত, কিন্তু গ্রন্থকার ইঁহাদিগকে স্বদেশপ্রেমিক ও জন্মভূমির উদ্ধারপ্রয়াসী ভক্ত সন্তানরূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

"বন্দে মাতরম্" নামক সুপ্রসিদ্ধ গানটী এই গ্রন্থেই সন্নিবেশিত। কথিত আছে যে, গ্রন্থকার কোন এক সময়ে এই গানটী রচনা করিয়া ফেলিয়া রাখেন। তখন এই উপন্যাস রচনা করিবার চিন্তাও তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। কোন সময়ে 'বঙ্গদর্শন' নামক মাসিক পত্রের প্রবন্ধের অভাব হওয়ায় তিনি এই গানটী প্রকাশ করিতে উদ্যত হন, কিন্তু বন্ধুগণের পরামর্শে নিরস্ত হন। তাঁহারা বলেন যে, এই গানটীই আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে, অন্য ভাবে এইটীর প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। ইহার পর আনন্দমঠ রচনাকালে উক্ত গীতটী উহাতে সন্নিবেশিত করেন। ভারতের সর্ব্বত্রই এই গীতটীর যে কিরূপ প্রচার হইয়াছে, তাহা বলা অনাবশ্যক। এই উপন্যাসের কিয়দংশ প্রথমতঃ বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে ১২৮৮ সালে সম্পূর্ণ আকারে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। কেদারনাথ চৌধুরীর দ্বারা নাটকাকারে সংগঠিত হইয়া ইহা প্রথমে (পুরাতন) ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয়।

নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এম, এ, বি, এল, আনন্দমঠের একখানি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

আপস্তম্ব সংহিতা—সংহিতা দেখ।

আবুহোসেন—বাঙ্গালা কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্য। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

আবুহোসেন বোগদাদ নগরবাসী জনৈক যুবক। বোগদাদের খালিফ সুবিখ্যাত হারুণ-অল-রসীদ এক রাত্রিতে ছদ্মবেশে বিদেশী সওদাগর পরিচয় দিয়া আবুর অতিথি হন। আহারকালে কথায় কথায় তিনি জানিতে পারিলেন যে, অন্ততঃ একদিনের জন্য বাদসাই করিতে পারিলে আবু জনৈক প্রতারক ইমামকে শাস্তি দিতে পারেন। কৌতুকপ্রিয় খালিফ সুরার সহিত অহিফেনের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আবুকে পান করিতে দেন। আবু জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলে, তাঁহাকে প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হয়। পরদিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে রাজপরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া আছেন ও অনুচরবর্গ তাঁহাকে বাদসা বলিয়া সম্বোধন করিতেছে দেখিয়া আবু অত্যন্ত বিস্মিত হন। তাহাদের প্রার্থনায় আবু দরবারে গমন করিয়া বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং ইমামকে ডাকাইয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করিতেও ভুলিলেন না। পরে রাত্রিকালে পূর্ব্বমত অজ্ঞানীকৃত হইয়া স্বগৃহে আনীত হইলেন। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, আবু বাদসার ন্যায় বাক্যাদি প্রয়োগ করিলে, পাগলা গারদে প্রেরিত হন। সেখানে বেত্রাঘাতে তাঁহার বাদসাই ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। প্রকৃতিস্থ হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলে পূর্ব্বের ন্যায় ছদ্মবেশী খালিফের সহিত তাঁহার আবার সাক্ষাৎ হয়। অতিথিকে আবার গৃহে আনিয়া সৎকারকরণসময়ে আবু তাঁহাকে বাদসাই করার ঘটনা অবগত করেন, আর রোসেনা নাম্নী রমণীকে আর একবার দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। রোসেনা বাদসাহের পালিতা কন্যা এবং আবুর একদিনস্থায়ী বাদসাই সময়ে তাঁহার মন হরণ করিয়াছিলেন। বাদসা পূর্ব্বের ন্যায় আবুকে অজ্ঞান করাইয়া প্রাসাদে আনেন,

এবং পরদিন প্রাতে নিজ পরিচয় এবং আবুর সহিত রোসেনার বিবাহ দিয়া উভয়কে আবুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। নানারূপ কৌশল করিয়া আবু বাদসার নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে অর্থ আনিতেন। একদিন স্বামী-পত্নীতে পরামর্শ করিয়া এই স্থির হইল যে, রোসেনা মরিয়াছে বলিয়া আবু বাদসার নিকট হইতে এবং আবু মরিয়াছে বলিয়া রোসেনা বেগমের নিকট হইতে কবরের খরচ আনিবেন। উভয়েই এক সময়ে গিয়া প্রার্থিত অর্থ আনিলেন। তখন বাদসা ও বেগমের মধ্যে আবু কি রোসেনা মরিয়াছে এই সম্বন্ধে তর্ক উঠিল। বাদসা মগর নামক ভৃত্যকে পাঠাইয়া জানিলেন, রোসেনা মরিয়াছে। বেগম দাইকে পাঠাইয়া জানিলেন, আবু মরিয়াছে। এ অবস্থায় বাদসা ও বেগম আবুর বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন যে, আবু ও রোসেনা উভয়েই মৃতের ন্যায় বস্ত্রাবৃত হইয়া পড়িয়া আছেন। সন্দেহ-প্রযুক্ত বাদসা ও বেগম বলিলেন, উভয়ের মধ্যে কে আগে মরিয়াছে বলিলে সে হাজার আসরফি পুরস্কার পাইবে। তখন উভয়েই গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, আমি আগে মরিয়াছি। আবুর মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া দেখেন যে, উভয়েই জীবিত। তিনি দুজনকে বলিলেন, "আর এমন করে দুজনে পরামর্শ ক'রে মরো না।"

এই গীতিনাট্যখানি আরব্য উপন্যাসের "এব্‌নে হোসেন" নামক কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

বাঙ্গালা ১৩০০ সালে "আবু হোসেন" সাধারণপ্রিয় স্বরলয়ে গঠিত হইয়া মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। কৌতুক-পূর্ণ গীতিনাট্যরচনায় এই পুস্তকখানিই আদর্শ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আমার গুপ্তকথা—(হরিদাসের গুপ্তকথা)। বাঙ্গালা উপন্যাস। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বিপদে ধৈর্য্য, সম্পদে গাম্ভীর্য্য, ধর্ম্মে মতি এবং অধর্ম্মে ভয় থাকিলে কিরূপ পরিণাম হয়, তাহাই এই পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা ইংরাজি "জোসেফ উইলমট্" নামক গ্রন্থের ভাব অবলম্বনে লিখিত।

আমিষ ও নিরামিষ আহার—প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত। ইহাতে আমিষ ও নিরামিষ আহারের বিষয় এবং রন্ধনবিষয়ক অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য বর্ণিত হইয়াছে।

আরব্য উপন্যাস—যোগেন্দ্র নাথ দে কর্তৃক ভাষান্তরিত বাঙ্গালা উপন্যাস। পারস্যাধিপতি শারিয়ার নামক এক নৃপতি নারী-চরিত্রে সন্দিহান হইয়া প্রত্যহ রজনীতে এক একটী রমণীকে বিবাহ করিতেন, এবং প্রভাতে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিতেন। এইরূপে বহু রমণী নিহত হইলে মন্ত্রিকন্যা শাহারজাদী ইচ্ছাপূর্ব্বক রাজাকে বিবাহ করেন এবং প্রভাতের অব্যবহিত পূর্ব্বে এক মনোহর গল্প আরম্ভ করেন। সেই গল্প শেষ না হওয়ায় এবং রাজার তাহা শুনিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকায়, তিনি সে দিন আর শাহারজাদীকে বধ করিলেন না। এইরূপে প্রত্যহ রাত্রিশেষে শাহারজাদী এক একটা গল্প বলিয়া সম্রাটের মনোহরণ করেন। এইরূপে শাহারজাদী এক হাজার এক রাত্রিতে এক হাজার একটা গল্প বলিয়াছিলেন। পারস্য ভাষায় আলেফ লয়লা (একাধিক সহস্র রজনী) নামক পুস্তকে এই গল্পগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। উহাই অনুবাদিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় আরব্য উপন্যাস নামে অভিহিত। ইহার ঘটনাগুলি অতিশয় বিস্ময়জনক ও লোমাঞ্চকর।

এতদ্ভিন্ন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়েরও একটী সুন্দর সচিত্র সংস্করণ আছে। দীনেন্দ্রকুমার রায় আরব্য-উপন্যাসের অনেকগুলি গল্প বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়াছেন। বসুমতী আফিস হইতে সেগুলির একটি সচিত্র সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। আরব্য উপন্যাসের অনেকগুলি গল্পের উপাদান লইয়া বঙ্গীয় নাট্যালয়ে অভিনয়ের পুস্তকের সৃষ্টি হইয়াছে।

আলালের ঘরের দুলাল—বাঙ্গালা নবন্যাস; টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাই প্রথম নবন্যাস। ইহাতে বালকগণের শিক্ষা বিষয়ে পিত্রাদি অভিভাবকগণ অযত্ন করিলে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈদ্যবাটীর জমিদার বাবুরাম বাবুর সন্তান মতিলাল। একমাত্র সন্তান বলিয়া বাবুরাম তাহাকে শাসন বা শিক্ষা বিষয়ে যত্ন না করায় মতিলাল অতিশয় দুর্চরিত্র হইয়া উঠে, এবং তদনুরূপ সঙ্গিগণসহ নানাপ্রকার অসৎকার্য্য করিতে থাকে। ইহাতে তাহার সকল সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। পরিশেষে মতিলাল কাশীবাসী হয় এবং সৎসঙ্গে তাহার ধর্ম্মবুদ্ধির উদয় হয়।

প্যারীচাঁদ মিত্র "টেকচাঁদ ঠাকুর" নাম গ্রহণ করিয়া এই নবন্যাসখানির রচনা করেন। বঙ্গীয় সিভিলিয়ানগণের প্রাদেশিক পরীক্ষায় এই পুস্তকখানি পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। G. D. Oswell নামক জনৈক ইংরেজ ইহার একখানি ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

আলিবাবা—বাঙ্গালা নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। আলিবাবা ও কাসিম দুই ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠ কাসিম ধনবান্, কিন্তু কনিষ্ঠ আলিবাবা কাঠ কাটিয়া দিনপাত করিত। একদা সে বনে কাঠ কাটিতে গিয়া ডাকাতদের রক্ষিত গুপ্ত ধনের সংবাদ পায়, এবং অনেক ধনরত্ন লইয়া বাটীতে আসে। কাসিম ইহা জানিতে পারিয়া এবং ঐ গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়া ধন আনয়নের জন্য বনে গমন করে, এবং দস্যুহস্তে তাহার জীবন বিনষ্ট হয়। অতঃপর দস্যুগণ আলিবাবাকে আপনাদের ধনাপহারী জানিতে পারিয়া তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য ছদ্মবেশে তাহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করে, কিন্তু আলিবাবার বাঁদী মর্জ্জিনা দস্যুগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কৌশলে তাহাদের বিনাশসাধন করে। আলিবাবা এই জীবনদাত্রী বাঁদীর সহিত স্বীয় পুত্র হোসেনের বিবাহ দেন।

আরব্য উপন্যাস হইতে এই নাটকখানির গল্পাংশ গৃহীত। ক্লাসিক থিয়েটারে এখানি প্রথমে অভিনীত হয়।

আলো ও ছায়া—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। কামিনীমণি সেন প্রণীত। ইহাতে ছোট বড় অনেকগুলি কবিতা আছে। কবি হেমচন্দ্র ভূমিকায় বলেন ;—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই এ পুস্তকের অধিকাংশ স্থলে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ কবিতাগুলির ভাবের গম্ভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্ম্মলতা এবং সর্ব্বত্র হৃদয়-গ্রাহিতা গুণে আমি পরিতৃপ্ত মোহিত হইয়াছি।"

আলোচনা—ধর্ম্মবিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। এই গ্রন্থে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ আছে। এই সঙ্গে গ্রন্থকার কয়েকটী স্বদেশ-প্রীতিবর্দ্ধক প্রবন্ধও প্রকটিত করিয়াছেন।

আশাকানন—সাঙ্গ রূপক কাব্য। মানবের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকলকে রূপকচ্ছলে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইহার প্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাতে প্রথমে নিদ্রাবেশে আশার সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের পর আশাকাননে প্রবেশ করিয়া একে একে মানবের অন্তর্গত বৃত্তিসমূহের পরিচয় ও কার্য্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে।

আহ্নিকতত্ত্বম্—সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মধুসূদন স্মৃতিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে গৃহস্থের দৈনন্দিন কর্তব্য কর্ম্মসমূহের ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে।

ই

ইংরেজের জয়—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ। বিহারিলাল সরকার প্রণীত। ইহাতে প্রসিদ্ধ ইংরাজ-সেনাপতি লর্ড ক্লাইব কর্তৃক কর্ণাটের রাজধানী আরকট অবরোধ ও তাহাতে বিজয়লাভ এবং পলাশীর যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ যে অলীক এবং নবাব সিরাজদ্দৌলা যে প্রকৃতপক্ষে নররাক্ষস ছিলেন না, তদ্বিষয়ে গ্রন্থকার বহু প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইতিকথা—বাঙ্গালা উপন্যাস। নিখিলনাথ রায় প্রণীত। ইহাতে রাজস্থান, রিয়াজ-উস্ সালাতীন প্রভৃতি ইতিহাস গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত কয়েকটী ঐতিহাসিক ক্ষুদ্র উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ইন্দিরা—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইন্দিরা মহেশপুরের জমিদার হরমোহন দত্তের কন্যা। মনোহরপুর গ্রামে ইঁহার শ্বশুরালয়। শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় পথমধ্যে কালাদীঘী নামক স্থানে ইন্দিরা দস্যুগণ কর্তৃক আক্রান্তা হন। তাহারা ইঁহার বস্ত্রালঙ্কারাদি কাড়িয়া লইয়া ইঁহাকে বনে ছাড়িয়া দেয়। পরে ইনি বহুকষ্টে আসিয়া এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং ঐ ব্রাহ্মণের অনুরোধে কৃষ্ণদাস বসু ইঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করেন। সেখানে সুভাষিণী নাম্নী কৃষ্ণদাসের শ্যালিকা-কন্যা ইন্দিরাকে পাচিকারূপে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার শ্বশুর রামরাম বাবুর বাড়ীতে লইয়া যায়। সেখানে ইন্দিরা কুমুদিনী নামে পরিচিতা হন। সুভাষিণী ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ক্রমে তিনি ইন্দিরার পরিচয় অবগত হন। সুভাষিণীর স্বামী রমণ বাবু একজন উকীল। একদা তিনি তাঁহার জনৈক মক্কেলকে বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ করেন। কুমুদিনী পরিবেশন করিতে গিয়া চিনিলেন যে, ঐ লোকটীই তাহার স্বামী উপেন্দ্রনাথ মিত্র। তখন সুভাষিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া ইন্দিরা রাত্রিকালে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু নিজের পরিচয় গোপনে রাখেন। সেই রাত্রেই ইন্দিরা স্বামীর সহিত তাঁহার নিজের বাসায় আসেন এবং আট দিন সেইখানেই থাকেন। পরে বিশেষ প্রয়োজনে উপেন্দ্র বাবুকে দেশে ফিরিতে হইল। কিন্তু তিনি কুমুদিনীর প্রেমে এরূপ মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়িল। অবশেষে কুমুদিনীকে বাড়ীতে লইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন, এবং ইঁহাকে দস্যুকর্তৃক আক্রান্তা ইন্দিরা বলিয়া পরিচয় দিতে সঙ্কল্প করিলেন। দেশে যাইবার সময় তিনি ইন্দিরাকে মহেশপুরে রাখিয়া গেলেন। ইন্দিরা বাড়ীতে আসিয়া মাতা পিতা ভগ্নী প্রভৃতিকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। দুই দিন পরে উপেন্দ্র তথায় আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, কুমুদিনী আর কেহই নহে, তাঁহারই বিবাহিতা পত্নী ইন্দিরা। তখন তিনি ইন্দিরাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তথায় শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি পূর্ববৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়া ইন্দিরাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইন্দিরা নিজমুখে আপনার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন, এই ভাবেই গ্রন্থকার এই উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। প্রথমে ইহা ছোট গল্পের আকারে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে বর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে বাহির হয়।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এই উপন্যাসখানিকে নাটকাকারে সংগঠিত করিয়া প্রথমে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় করেন। মধ্যে মধ্যে ষ্টার থিয়েটারেও ইহার অভিনয় হইয়া থাকে।

ইয়ুরোপে তিন বৎসর—বাঙ্গালা ভ্রমণবৃত্তান্ত। রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্, আই প্রণীত। ইহাতে ইউরোপবাসিগণের আচার ব্যবহার এবং নানা দেশের বর্ণনাবিষয়ক কতকগুলি পত্রের সারাংশ আছে।

ঈশ উপনিষৎ—উপনিষৎ দেখ।

উজ্জ্বল নীলমণি—সংস্কৃত অলঙ্কারগ্রন্থ। রূপ গোস্বামী বিরচিত। ইহা গদ্যে ও পদ্যে সঙ্কলিত। পঞ্চদশ প্রকরণে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনচ্ছলে সাঙ্গোপাঙ্গ শৃঙ্গাররস, ভক্তি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবসমূহ এবং কৃষ্ণপ্রেম বিবৃতি সহকারে নানাবিধ আলঙ্কারিক বস্তুনির্ণয় প্রভৃতি বিষয়সমূহ বিবৃত হইয়াছে।

উড়িষ্যার চিত্র—বাঙ্গালা উপন্যাস। যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত। গ্রন্থকার সিংহ মহাশয় রাজকার্য্যোপলক্ষে উড়িষ্যায় গমন করেন এবং একাদিক্রমে সাত বৎসর কাল উড়িষ্যার নানা স্থানে অবস্থান করিয়া সেখানকার বহুবিধ লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া এই চিত্রগুলি সংগ্রহ করেন। এই সকল চিত্রে তিনি উড়িষ্যার বর্ত্তমান সময়ের অবস্থাসমূহ যতদূর সম্ভব অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের এ চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। উড়িষ্যার যে সকল নরনারীর প্রতিকৃতি তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কতকগুলি বাস্তব, আর কতকগুলি কাল্পনিক হইলেও তাহাদের উপাদান সত্যমূলক। কবিবর রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ সমালোচনাকালে বলিয়াছেন ;—"লেখক উড়িষ্যাকে বেশ করিয়া জানিয়াছেন। কোন দেশে বেশী দিন বাস করিলেই যে তাহাকে জানা যায় তাহা নহে, জানিবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। স্বদেশ স্বগ্রামকেই বা কয়জন লোকে জানে? সচেতন চিত্ত এবং সর্ব্বদর্শী কল্পনা বিধাতার দুর্লভ দান। আবার জানিলেই জানানো যায় না। যতীন্দ্র বাবুর জানিবার শক্তি এবং জানাইবার শক্তি উভয়েরই ভালরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।"

উৎকলখণ্ড—বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ইহাতে ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান, কাক চতুর্ভুজের বিবরণ, মার্কণ্ডেয় হ্রদের বিবরণ, পুরীর সীমানির্দ্দেশ প্রভৃতি বিষয় কথিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ব্যবস্থানুসারে ৺জগন্নাথদেবের পর্ব্বাদি নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

উত্তরগীতা—পঞ্চগীতার অন্তর্গত। পঞ্চগীতা দেখ।

উত্তরচরিত—সংস্কৃত নাটক। মহাকবি ভবভূতি প্রণীত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সানুবাদ প্রকাশিত। রামায়ণের শেষভাগ অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত। ইহাতে সীতার বনবাস হইতে সীতার ভাগীরথীগর্ভে প্রবেশ পর্য্যন্ত ঘটনাসমূহ বিবৃত হইয়াছে। তারাকুমার কবিরত্ন, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ইহার এক এক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন।

উদ্ভিদ্‌বিচার—বাঙ্গালা স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ। যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। উদ্ভিদসম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

উদ্ভ্রান্ত প্রেম—বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। স্ত্রীবিয়োগ অবস্থায় গ্রন্থকার ইহা রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে প্রণয়িনী-বিয়োগ-বিধুর সহৃদয় চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয়ভাব অঙ্কিত হইয়াছে। গ্রন্থকার কখন বা প্রণয়িনীর মুখচন্দ্র স্মরণ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জনে সহৃদয় পাঠকের চিত্ত বিগলিত করিয়াছেন, কখন বা বাসন্তী প্রকৃতির রমণীয় শোভাসন্দর্শনে সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সারভূতা প্রিয়তমার উদ্দেশে নেত্রজলে বক্ষঃস্থল সিক্ত করিয়াছেন, আবার

কথন বা হৃদয়াবেগে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া জাহ্নবীতীরে অথবা ভীষণ শ্মশানভূমিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া খেদোক্তিচ্ছলে বহুবিধ কল্পনা ও কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থখানির ভাষা কবিত্বপূর্ণ ও সুমধুর।

উদ্বাহতত্ত্বম্—সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিরচিত। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত। এই গ্রন্থে বিবাহ কাহাকে বলে, বিবাহ কয় প্রকার, বিবাহের পাত্রপাত্রী বিচার, কালনিরূপণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ আছে। চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণও ইহার একখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন।

উপদেশ—বাঙ্গালা ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ। মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ইহাতে শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটী উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

উপনিষৎ—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে। উপনিষৎ অনেকগুলি; নিম্নে কতকগুলির পরিচয় প্রদত্ত হইল।

(১) ঈশোপনিষৎ—ইহাতে জ্ঞান ও কর্ম্ম এতদুভয়েরই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, এবং ঈশ্বর ও প্রকৃতি উভয়ের বিষয়ই আলোচনীয়, ইহা বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধেও ইহাতে কিঞ্চিৎ আলোচনা আছে। ইহা বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ নামেও পরিচিত।

(২) কঠোপনিষৎ—ইহাতে বাজশ্রবাপুত্র নচিকেতার পিতৃসত্যরক্ষার্থ যমালয় গমন, যমের নিকট আত্মজ্ঞানশ্রবণপ্রার্থনা, যম কর্ত্তৃক আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা, চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, আত্মার একত্ব, পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব, আত্মানাত্মবিবেক এবং যোগবিধি কথিত হইয়াছে।

(৩) কেনোপনিষৎ—ইহাতে একমাত্র ব্রহ্মই যে ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও পরিচালক, তাহা কথিত হইয়াছে, এবং বলদৃপ্ত দেবগণ ব্রহ্মবিদ্যার মহিমায় কি প্রকারে ব্রহ্মই সমুদয় শক্তির মূল বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

(৪) প্রশ্নোপনিষৎ—ইহাতে পিপ্পলাদ ঋষি ছয়জন শিষ্য কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত ছয়টী প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ইহার অধ্যায়ের নাম প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্নে আদি ভূত ও আদি চৈতন্য হইতে প্রাণিসমূহের উৎপত্তি এবং দেবযান ও পিতৃযানের বিষয় কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রশ্নে শরীরধারক শক্তিসমূহের মধ্যে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন এবং প্রাণকে জগদাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপে স্তুতি করা হইয়াছে। তৃতীয় প্রশ্নে প্রাণের শারীর ও জাগত ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ কথিত হইয়াছে। চতুর্থ প্রশ্নে নিদ্রাবস্থায় বিষয়পুঞ্জ ও ইন্দ্রিয়সমূহ মনে এবং সুষুপ্তিকালে মন, বিষয় ও জীবাত্মা একমাত্র পরমাত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়, পরমাত্মাই এই সকলের প্রতিষ্ঠা, ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পঞ্চম প্রশ্নে ওঁকারের আংশিক ও পূর্ণ সাধনের ফল বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ প্রশ্নে ষোড়শ কলাবিশিষ্ট পুরুষ এবং পরম পুরুষে এই ষোড়শ কলার লয় দ্বারা অমরত্বলাভ কথিত হইয়াছে।

(৫) মুণ্ডকোপনিষৎ—ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম মুণ্ডকে পরা ও অপরা বিদ্যার বিভাগ, অপরা বিদ্যার অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের ফল নশ্বর স্বর্গপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মুণ্ডকে ব্রহ্মের স্বরূপ, এবং প্রণবযোগে ব্রহ্মসাধনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তৃতীয় মুণ্ডকে ব্রহ্মসাধন, তৎফল এবং ব্রহ্মনির্ব্বাণের বিষয় কথিত হইয়াছে।

(৬) মাণ্ডুক্যোপনিষৎ—ইহাতে ওঁকারের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে আত্মার জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় এবং এই অবস্থাত্রয়াতীত নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় চতুর্থ অবস্থা, ওঁকারের ব্যাখ্যা কথিত হইয়াছে।

(৭) ঐতরেয়োপনিষৎ—ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব, জন্মান্তর ও অমৃতত্ব প্রাপ্তি কথিত হইয়াছে। পরিশেষে ব্রহ্মের সর্ব্বাধারত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(৮) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—ইহা তিন অধ্যায় বা বল্লীতে বিভক্ত। প্রথম শিক্ষা বল্লীতে ব্রহ্মোপলব্ধির সহায়স্বরূপ কতকগুলি ধ্যান এবং উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে পঞ্চকোষের বর্ণনা, নানাজাতীয় জীবের সুখের তারতম্য এবং ব্রহ্মানন্দের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় ভৃগুবল্লীতে বরুণ ও ভৃগুর কথোপকথনচ্ছলে পঞ্চকোষ বর্ণন, ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ তপস্যার আবশ্যকতা কথিত হইয়াছে।

(৯) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—ইহাতে ব্রহ্মের বিশ্বাতীত নির্গুণ ভাব, বিশ্বরূপ সগুণ ভাব, প্রকৃতি ও তাহার বিভিন্ন রূপ, ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ, ব্রহ্মদর্শন ও সাধনপ্রণালী, মুক্তি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

সীতানাথ দত্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ 'উপনিষদঃ' নামে এইগুলিকে প্রকাশিত করিয়াছেন। উহার প্রথম খণ্ডে পূর্ব্বোক্ত ছয়খানি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে নিম্নোক্ত তিনখানি উপনিষৎ আছে। তদ্ব্যতীত, মহেশচন্দ্র পাল শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরির টীকা এবং বঙ্গানুবাদসহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত শাঙ্করভাষ্য ও আনন্দগিরির টীকা সমন্বিত এক সংস্করণ আছে।

(১০) জাবালোপনিষৎ—এই দেহমধ্যেই যাবতীয় তীর্থ ও স্বর্গাদি লোকসমূহ বিরাজিত ইহা প্রদর্শন, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীর বিধি, পরমহংস সম্প্রদায় প্রভৃতি ইহাতে কথিত হইয়াছে।

(১১) পরমহংসোপনিষৎ—ইহাতে পরমহংসদিগের স্বরূপ, লক্ষণ ও কার্য্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

(১২) সন্ন্যাসোপনিষৎ—ইহাতে সন্ন্যাসধর্ম্মের ইতিকর্ত্তব্যতা, সন্ন্যাসীদিগের আহারবিধি, দীক্ষাবিধি, যোগবিধি, যোগের ফল প্রভৃতি কথিত হইয়াছে।

(১৩) আরুণেয়োপনিষৎ—ইহাতে পরমহংস সন্ন্যাস, সন্ন্যাসের অধিকারী, দণ্ডাদি ধারণবিধি, ব্রহ্মচর্য্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

(১৪) কণ্ঠশ্রুত্যুপনিষৎ—ইহাতে সন্ন্যাসীদিগের ভিক্ষা, বাস, আহার, প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

(১৫) পিণ্ডোপনিষৎ—ইহাতে মৃত্যুর পর পুত্রাদি প্রদত্ত পিণ্ড দ্বারা কিরূপে ভোগোচিত শরীরের উৎপত্তি হয়, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

(১৬) আত্মোপনিষৎ—ইহাতে বাহ্যাত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা—এই ত্রিবিধ আত্মার স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে।

(১৭) চূলিকোপনিষৎ—ইহাতে আত্মদর্শনের উপায়, জীবের ভোগ, ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

(১৮) নীলরুদ্রোপনিষৎ—ইহাতে যোগসিদ্ধিদাতা পরমগুরু নীলরুদ্রের স্তব কথিত হইয়াছে।

১০ হইতে ১৮ সংখ্যা পর্য্যন্ত উপনিষদ্‌গুলি মহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক দীপিকা ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

উপপুরাণ—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। নারসিংহ, বায়বীয়, শিবধর্ম্ম, নারদীয়, নন্দিকেশ্বর, বৃহন্নন্দিকেশ্বর, কাপিল, বারুণ, কালিকা, দেবী, শাম্ব, মাহেশ্বর, আদিত্য প্রভৃতি অনেকগুলি উপপুরাণ আছে। মহেশচন্দ্র পাল বঙ্গানুবাদ সহ ইহাদের এক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন।

উভয় সঙ্কট—বাঙ্গালা প্রহসন। এক স্ত্রী বিদ্যমানে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিলে সংসারে কিরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তাহাই এই প্রহসনে বর্ণিত হইয়াছে। মহারাজ বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়া

তাঁহারই ভবনে ইহার প্রথম অভিনয় হয় সাধারণ রঙ্গালয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৩ খ্রীঃ ২৪শে আগষ্ট ইহা প্রথমে অভিনীত হয়। এক্ষণে মধ্যে মধ্যে অন্যান্য থিয়েটারেও ইহার অভিনয় হইয়া থাকে।

উমা—বাঙ্গালা গার্হস্থ্য উপন্যাস। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। অসংযতচিত্ত যুবক যুবতী একত্র বাস করিলে যে বিপদ্ ঘটে এবং সুখের সংসারে দুঃখের আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহাই এই উপন্যাসে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঊ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত—বাঙ্গালা সমালোচনা-গ্রন্থ। বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত। ইহা প্রসিদ্ধ কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস নামক কাব্যত্রয়ের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। অধুনাতন শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই মত এই যে, আর্য্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী নহেন, তাঁহারা মধ্য এসিয়া হইতে আসিয়া ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্য্যগণকে নির্য্যাতিত ও বিতাড়িত করিয়া এদেশে আধিপত্য বিস্তার ও বসতি স্থাপন করেন। ক্রমে তাঁহারা ঐ সকল অনার্য্য বা শূদ্রজাতিকে দাসরূপে পরিণত করিয়া আপনাদের প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকেন। কালে তাঁহারা আর্য্যজাতির মধ্যে ভেদ সাধন করিয়া আর্য্যজাতির অধঃপতন ঘটাইয়াছেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ স্বার্থসাধনোদ্দেশে বর্ণভেদ-প্রথা প্রচারিত করিয়া পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য স্থাপন ও আপনাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়াছেন। কবি নবীনচন্দ্রও স্বীয় কাব্যত্রয়ে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত বীরেশ্বর এই সকল মতের প্রতিবাদকল্পে এই পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন, এবং এই সকল মতকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন উক্ত কাব্যত্রয়ের ভাষাগত ও ভাবগত অনেক দোষও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ সংহিতা—সংহিতা দেখ।

ঊষনা সংহিতা—সংহিতা দেখ।

ঋ

ঋগ্বেদ সংহিতা—রমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক অনুদিত। ভাষা, সংক্ষিপ্ত টীকা, বাঙ্গালা অনুবাদসহ। ঋগ্বেদ প্রাচীন আর্য্যগণের অতুলনীয় কীর্ত্তি। ইহা কতকগুলি ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র। এই সকল মন্ত্র যে কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না। বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে এই সকল মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কিয়দংশ আর্য্যদিগের ভারতে আগমনের পূর্ব্বে এবং কিয়দংশ তৎপরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। এই সকল মন্ত্রপাঠে প্রাচীন আর্য্যগণের পুরাবৃত্ত, আচারব্যবহার, রীতি-নীতি এবং সমাজবন্ধন প্রভৃতি অনেকাংশে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

ঋতুসংহার—সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। মহাকবি কালিদাস প্রণীত। বসুমতী অফিস হইতে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির ও বসন্ত এই ছয় ঋতুর প্রকৃতি যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ কবিতাই আদি-রসাত্মক।

এ

একাকার—বাঙ্গালা নাট্যলীলা। অমৃতলাল বসু প্রণীত। নব্য সংস্কারক দল জাতিভেদপ্রথা উঠাইয়া সাম্যনীতি প্রচারের চেষ্টা করে। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। ইহা ষ্টার থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়।

একাক্ষর কোষ—পুরুষোত্তম দেব কৃত অভিধান। ইহাকে একাবলী কোষের পরিশিষ্ট বলিলেও বলা যায়। কেহ কেহ একাবলীকেই ইহার পরিশিষ্ট বলেন।

একাবলী কোষ—পুরুষোত্তম দেব প্রণীত একখানি অভিধান। ইহাতে ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত ৩৪টী ক্রমপঠিত বর্ণের প্রত্যেক বর্ণে কেবল এক এক স্বরবর্ণ যোগ করিয়া তাহার অর্থ লিখিত হইয়াছে।

একেই কি বলে সভ্যতা।—বাঙ্গালা প্রহসন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।

কলিকাতাবাসী জনৈক বৈষ্ণবের নব বাবু নামক ইংরাজীশিক্ষিত পুত্র "জ্ঞান-তরঙ্গিণী" সভার প্রধান পৃষ্ঠপুরক। এই সভায় মদ্যপান, অখাদ্য ভক্ষণ ও বেশ্যাদের নৃত্যগীত হইত। একদিন নব বাবু উক্ত সভায় গমন করিবার পরে তাহার পিতা এক বাবাজীকে ব্যাপার দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। পথে মাতাল ও সার্জ্জন প্রভৃতি কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া "জ্ঞান-তরঙ্গিণী" সভার তথ্য অবগত হইবার পর বাবাজী নব বাবু ও তাঁহার বন্ধু কালী বাবুকে দেখিতে পান। তাঁহারা কিঞ্চিৎ উৎকোচ দিয়া বাবাজীর মুখবন্ধ করিয়া দিলেন। পরে সভায় গমন করিয়া বন্ধুগণ সহিত মদ্যপান, বক্তৃতা, ও বেশ্যাগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া সভার কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় স্ত্রী, ভগ্নী, ও অন্যান্য পুরমহিলারা তাস খেলিতেছেন, এমন সময়ে নব বাবু অত্যন্ত মাতাল অবস্থায় গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। কর্ত্তা আসিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং পরদিনই সপরিবারে বৃন্দাবন যাত্রা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। নব বাবুর স্ত্রী হরকামিনী স্বামীর অবস্থা দেখিয়া খেদ করিয়া বলিলেন—"বেহায়ারা আবার বলে কি যে, আমরা সাহেবদের মতন সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?—একেই কি বলে সভ্যতা?"

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন—"আমাদের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট।" এই প্রহসন এবং "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" নামক আর একখানি প্রহসন গ্রন্থকার বেলগেছিয়া থিয়েটারে অভিনীত হইবার উদ্দেশে, তাঁহার প্রথম রচিত নাটক শর্ম্মিষ্ঠার পরেই প্রণয়ন করেন। নব্য ও প্রাচীন দলের অপ্রীতিকর হইবে এই আশঙ্কা করিয়া বেলগেছিয়া থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ এই দুইখানি প্রহসন অভিনয় করেন নাই। ১৮৬৪ খৃঃ "একেই কি বলে সভ্যতা?" প্রহসন সর্ব্বপ্রথমে শোভাবাজার রাজবাটীতে অভিনীত হয়। সাধারণ রঙ্গালয়ের মধ্যে ন্যাশন্যাল থিয়েটার কর্ত্তৃক এই প্রহসন রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে ১৮৭৩ খৃঃ ২৬শে এপ্রেল প্রথমে অভিনীত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ নব বাবুর চরিত্র অভিনয় করেন। এই প্রহসনের রচনাকাল ১৮৫৯ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে।

এটা কোন্ যুগ?—সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত। পঞ্জিকাকারেরা বলেন, কলির পাঁচ হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, কলিযুগের পরিমাণ বারশত বৎসর। তাহা হইলে বর্ত্তমান কালে কোন্ যুগ চলিতেছে, এই বিষয়ই এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা।—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। প্যারিচাঁদ মিত্র প্রণীত। ইহাতে পূর্ব্বে আর্য্যরমণীদের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাঁহারা কিরূপভাবে শিক্ষিত হইতেন ও ধর্ম্মালোচনা করিতেন, কতকগুলি আর্য্যরমণীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ঐ

ঐকতানিক স্বরসংগ্রহ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) —বাঙ্গালা সঙ্গীতগ্রন্থ। দক্ষিণাচরণ সেন প্রণীত। ইহাতে সঙ্গীতের স্বরলিপি, স্বরগ্রাম, মাত্রা বা কালের নিয়ম এবং কতকগুলি ঐকতানে বাদনোপযোগী "গৎ" প্রদত্ত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস—বাঙ্গালা উপন্যাস। ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। ইহা "সফল স্বপ্ন" ও "অঙ্গুরীয় বিনিময়" এই দুই ভাগে বিভক্ত। গজনন্ নগরাধিপতি সবক্তাজিন প্রথমে দাস ছিলেন, পরে রাজ্যাধিপতি হন, ইহাই সফল স্বপ্নের মূল আখ্যান। ইহা 'রোমানস্ অব্ হিষ্টরী' নামক ইংরেজী গ্রন্থের একটী উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত। অঙ্গুরীয় বিনিময়ের আখ্যানভাগ এইরূপ,—মহারাষ্ট্রীয় শিবাজী সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের কন্যা রোসিনারাকে পার্ব্বত্যপথ হইতে অপহরণ করিয়া কিছুকাল স্বীয় দুর্গে রাখিয়া দেন। তথায় রোসিনারা শিবাজীর গুণগ্রামে মুগ্ধ হন, ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রণয়সঞ্চার ও বিবাহের প্রস্তাব হয়। ইতোমধ্যে মোগলসেনাপতি ঐ দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক রোসিনারাকে সম্রাট্সদনে প্রেরণ করেন। রোসিনারা পিতার নিকট শিবাজীর গুণকীর্ত্তন করিলে সম্রাট্ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বন্দী পিতা সাজাহানের নিকট বন্দিনীভাবে রাখিয়া দেন। অতঃপর শিবাজী নিজ দুর্গ অধিকার করিয়া কয়েকবার মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, এবং শেষে যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া মোগলসেনাপতি জয়সিংহের নিকট সম্রাটের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হন। পরে তিনি দিল্লী গমন করিলে ধূর্ত্ত আওরঙ্গজেব কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করেন। শিবাজীও কৌশলে তথা হইতে পলায়ন করেন। পলায়নের পূর্ব্বে শিবাজী রোসিনারাকেও সঙ্গে লইবার অভিপ্রায়ে এক বারাঙ্গনা দ্বারা স্বীয় অঙ্গুরীয় রোসিনারার নিকট প্রেরণ করেন। রোসিনারা শিবাজীর প্রতি সম্পূর্ণ আসক্ত হইলেও এবং পলায়নের সম্যক্ সুযোগ থাকিলেও কেবল সজাতীয়ের নিকট অপদস্থ হইবার সম্ভাবনায় শিবাজীর অঙ্গুরীয়ের সহিত নিজ অঙ্গুরীয় বিনিময় করিয়া ঐ অঙ্গুরীয় এবং এক বিদায়লিপি শিবাজীর নিকট পাঠাইয়া দেন।

ঐতিহাসিক রহস্য—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ। রামদাস সেন প্রণীত। ইহাতে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের সমালোচনা, কালিদাস, বররুচি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের বিবরণ, প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়, বেদপ্রচার, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ, ভারতের প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

ও

ওলাউঠা সংহিতা—বাঙ্গালা চিকিৎসাগ্রন্থ। চন্দ্রশেখর কালী প্রণীত। ইহাতে ওলাউঠা সম্বন্ধে বহুবিধ জ্ঞাতব্য তত্ত্ব, ওলাউঠার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, প্রথম শিক্ষার্থীর ওলাউঠা শিক্ষা, বালবিসূচিকা এবং ওলাউঠানিবারণার্থ ফলদায়ক উপায়সমূহ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ক

কঙ্কাবতী—বাঙ্গালা উপন্যাস। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কঙ্কাবতী এক অর্থলোভী ব্রাহ্মণের কন্যা। তাহার প্রতিবাসী খেতু নামক বালকের সহিত তাহার প্রণয় হয়। কিন্তু অর্থলোভী ব্রাহ্মণ খেতুর নিকট যথেষ্ট অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া এবং এক বৃদ্ধের নিকট প্রচুর অর্থ পাইবার আশায় বৃদ্ধের সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবার ইচ্ছা করেন। এইরূপ মানসিক আঘাত পাইয়া কঙ্কাবতী পীড়িত হয়, এবং বিকারের ঘোরে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করে। এই স্বপ্নে পরিহাসচ্ছলে অনেক সামাজিক দোষ কীর্ত্তিত হইয়াছে। পরে খেতুর সহিতই কঙ্কাবতীর বিবাহ হয়।

কঠ উপনিষৎ—উপনিষৎ দেখ।

কড়ি ও কোমল—বাঙ্গালা কবিতাপুস্তক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্নেহদয়াদি মানবের মানসিক বৃত্তিসমূহ, প্রেম, ভালবাসা, বিরহ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ক অনেকগুলি কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণকে যে সকল পদ্যময় পত্র লিখিয়াছিলেন, সেগুলিও ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

কণ্ঠমালা—বাঙ্গালা উপন্যাস। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত মাধবীলতা নামক উপন্যাসের পরিশিষ্ট। নিজের স্বভাবদোষে কি অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহাই এই উপন্যাসে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কনকাঞ্জলি—বাঙ্গালা গীতিকাব্য। অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। ইহাতে প্রেমবিষয়ক কতকগুলি কবিতা বিন্যস্ত হইয়াছে।

কথাকুঞ্জ—বাঙ্গালা উপন্যাস। নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ইহাতে মহামায়া, দুই ভাই, মধুসূদনের দুর্গোৎসব, গঙ্গামায়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আটটী উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কথাসরিৎ সাগর—সংস্কৃত গল্পগ্রন্থ। উমেশচন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ন কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও প্রকাশিত। ইহা বৃহৎ কথা নামক অতি প্রাচীন মূল গ্রন্থের সারসংগ্রহ এবং অত্যদ্ভুত উপন্যাসমালায় পূর্ণ। কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষদেবের মহিষীর চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত মহাকবি সোমদেব ভট্ট রাজাদেশে বৃহৎ কথায় সারসঙ্কলনপূর্ব্বক এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কৌশাম্বীর অধিপতি বৎসরাজ উদয়নের পুত্র চক্রবর্ত্তী মহাত্মা নরবাহন দত্তের জন্মবৃত্তান্ত ও চরিতবর্ণনাই ইঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়।

কন্যা এবং পুত্রোৎপাদিকা শক্তির মানবেচ্ছাধীনতা—রমানাথ মিত্র প্রণীত। কন্যা এবং পুত্রের উৎপাদন মানবের স্বকীয় ইচ্ছা বা চেষ্টার উপর নির্ভর করে, কি উপায়ে অধিক পুত্রসন্তান লাভ করা যায়, এবং কিরূপেই বা সন্তান দীর্ঘজীবী ও বলশালী হইতে পারে, এজন্য দম্পতীর কিরূপ নিয়ম পালন করা উচিত, এতদ্বিষয়ক কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রয়োগ, ইত্যাদি বিষয় এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলা—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক যুবক গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমনকালে রসুলপুরের মোহানার সন্নিকট সমুদ্রের পশ্চিম তটদেশে সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এক কাপালিকের নয়নগোচর হন। কাপালিকের পালিতা কপালকুণ্ডলা নাম্নী একটি ষোড়শী রমণী ইঁহাকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া হিজলীর ভবানীমন্দিরের পূজক অধিকারীর নিকট লইয়া আসেন। অধিকারীর পরামর্শে নবকুমার ইঁহাকে বিবাহ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। মেদিনীপুরে চটির নিকটে মতিবিবি নাম্নী একটি যবনবেশা রমণীর সহিত নবকুমারের সাক্ষাৎ হয়। মতিবিবি ইঁহার পরিচয় পাইয়া সেই চটিতে কপালকুণ্ডলাকে দর্শন করেন এবং নিজের গাত্র হইতে অলঙ্কার খুলিয়া তাঁহাকে পরাইয়া দেন। মতিবিবি নবকুমারের প্রথম পরিণীতা ভার্য্যা পদ্মাবতী। বাধ্য হইয়া ইঁহার মাতাপিতা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করায় ইনি স্বামী কর্তৃক বালিকা অবস্থায় পরিত্যক্তা হন। এই পরিচয় ইনি এখন স্বামীর নিকট গোপন রাখিলেন। কিন্তু সেই দিন হইতে স্বামিসঙ্গলাভের জন্য ইঁহার প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। নবকুমার

কপালকুণ্ডলাকে লইয়া সপ্তগ্রামে পৈতৃক ভবনে আসিলেন। এক বৎসর পরে মতিবিবি দিল্লীশ্বরী হইবার আশায় নিরাশ হইয়া সপ্তগ্রামে আসিয়া বাস করিলেন এবং স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্বামীর প্রেম ভিক্ষা করিলে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া ইনি অভীষ্টসিদ্ধির অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। ইনি পুরুষোচিত বেশ ধারণ করিয়া কপালকুণ্ডলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন; উদ্দেশ্য—নবকুমারের মনে সন্দেহ উপস্থিত করিয়া স্বামি-স্ত্রীর বিচ্ছেদসাধন। ঘটনাক্রমে কপালকুণ্ডলা এক রাত্রিতে ননন্দা শ্যামাসুন্দরীর জন্য স্বামি-বশ করিবার ঔষধ আহরণ করিতে একাকিনী বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পুরুষবেশী মতিবিবির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নবকুমার গোপনে ইহা দেখিলেন, পরদিন প্রাতে কপালকুণ্ডলার গৃহে অপরিচিত পুরুষের লিখিত একখানি পত্রও পাইলেন, ইহাতে কপালকুণ্ডলার চরিত্রের উপর বিশেষ সন্দিহান হইয়া নবকুমার রাত্রিকালে আবার কপালকুণ্ডলার অনুসরণ করিলেন। পূর্ব্ববর্ণিত কাপালিকও এই সময় মতিবিবির সহিত মিলিত হইয়া কপালকুণ্ডলার সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু মতিবিবির উদ্দেশ্য সপত্নীর নির্ব্বাসন; কাপালিকের উদ্দেশ্য কপালকুণ্ডলাকে ভবানীর চরণে বলিপ্রদান। কাপালিক নবকুমারকে সঙ্গে লইয়া কপালকুণ্ডলার সহিত পুরুষবেশধারিণী মতিবিবির গোপনে মিলন দেখাইলেন। নবকুমার কাপালিকের প্রদত্ত সুরাপানে উত্তেজিতমস্তিষ্ক হইয়া কপালকুণ্ডলার চরিত্রহীনতায় কৃতনিশ্চয় হইলেন, এবং কাপালিকের নির্দ্দেশে কপালকুণ্ডলাকে বলি দিবার পূর্ব্বে স্নান করাইবার জন্য নদীতীরে লইয়া গেলেন। তটে দাঁড়াইয়া নবকুমার কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া কপালকুণ্ডলা নিজের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিলেন; কিন্তু আর গৃহে ফিরিবেন না, এ কথাও বলিলেন। এমন সময় তরঙ্গাভিঘাতে নদীতট ভাঙ্গিয়া যাইলে কপালকুণ্ডলা জলে পড়িয়া গেলেন। নবকুমারও ইঁহার উদ্ধারসাধনমানসে জলে ঝাঁপ দিলেন। উভয়ের মধ্যে কেহই আর ফিরিলেন না।

কপালকুণ্ডলা গ্রন্থকারের রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস। বাঙ্গালা ১২৭৩ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পরই গ্রন্থকারের যশঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল এবং তখনকার খ্যাত্যাপন্ন বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইল। জনৈক লেখক বলেন যে, কপালকুণ্ডলা পুস্তক প্রচারের পরই স্বীয় যশের পুনরুদ্ধার কল্পে কোন গ্রন্থকার একেবারে দুইখানি নাটক গ্রন্থ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার রচিত উপন্যাসের ভিতর কপালকুণ্ডলা তাঁহার মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

এই উপন্যাসখানি নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া কলিকাতায় অনেক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। তন্মধ্যে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের গ্রন্থন মহেন্দ্রলাল বসুর পরিচালনায় এমারেল্ড থিয়েটারে সাতিশয় সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল। ১৮৭৩ খ্রীঃ ১০ই মে রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে এই উপন্যাসখানি সর্ব্বপ্রথমে অভিনীত হয়। বঙ্গীয় সিভিলিয়ান এইচ, এ, ডি, ফিলিপ্স্ সাহেব ১৮৮৫ খ্রীঃ কপালকুণ্ডলার একখানি ইংরাজী অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পর বৎসর মিঃ ক্লেম (Klemn) ইহাকে জর্ম্মণ ভাষায় অনুবাদিত করেন।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী—বাঙ্গালা কাব্য। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ প্রণীত। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত। দক্ষালয়ে সতী প্রাণত্যাগ করিয়া হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলে মহাদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিছুদিন পরে পার্ব্বতীর কার্ত্তিক ও গণেশ নামে দুই পুত্র জন্মে। একদা অন্নকষ্টহেতু শিবের সহিত পার্ব্বতীর কলহ হইলে পার্ব্বতী ক্রোধভরে কৈলাস ত্যাগ করেন। অনন্তর সখী পদ্মার উপদেশে তিনি পৃথিবীতে নিজ পূজা প্রচারের চেষ্টা করেন। তাঁহার মায়ায় ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর শিবশাপে কালকেতু ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করেন। একদা মৃগয়া হইতে প্রত্যাগমনকালে ভগবতী গোধিকারূপে তাঁহাকে দর্শন দেন। কালকেতু তাঁহাকে বন্ধন করিয়া স্বগৃহে লইয়া আসেন। অতঃপর ভগবতী স্ব-রূপ প্রকাশ করিলে কালকেতু তাঁহাকে বহু স্তুতি করেন। ভগবতীর বরে কালকেতু প্রভূত ধনের অধীশ্বর হন। অনন্তর কলিঙ্গরাজের সহিত যুদ্ধে বন্দী হইলে কালকেতু ভগবতীর স্তব করিয়া মুক্তিলাভ করেন। পরে স্বীয় পুত্রকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। অনন্তর ভগবতী স্ত্রীলোকদিগের নিকট পূজা লইতে অভিলাষ করেন। রত্নমালা নাম্নী জনৈকা অপ্সরা মর্ত্ত্যধামে খুল্লনারূপে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ধনপতি সদাগরের দ্বিতীয়া ভার্য্যা হন। রাজাদেশে ধনপতি গৌড়দেশে গমন করিলে তাঁহার প্রথমা ভার্য্যা লহনা, খুল্লনাকে সাতিশয় যন্ত্রণা দিতে থাকেন এবং তাঁহাকে ছাগচারণে নিযুক্ত করেন। অনন্তর খুল্লনা চণ্ডীপূজা করিয়া চণ্ডীর প্রসাদাৎ পুনরায় পূর্ব্বসৌভাগ্য লাভ করেন। অতঃপর ধনপতি বাণিজ্যার্থ সিংহলে গমনকালে চণ্ডীকে উপহাস করায় পথমধ্যে ঝড়বৃষ্টিতে তাঁহার বাণিজ্যতরণী সমস্ত ডুবিয়া যায় ও তিনি সিংহলে গিয়া বন্দী হন। পরে তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত নানা বিপদের মধ্য দিয়া সিংহলে গমন করেন, এবং দেবীকৃপায় পিতাকে মুক্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। এই সকল আখ্যায়িকা লইয়া এই কাব্যখানি রচিত।

কবিকাননিকা—বাঙ্গালা রহস্যগ্রন্থ। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। ইহাতে রহস্যচ্ছলে কাননিকা নাম্নী এক কবিতাপ্রিয়া ও কল্পনাকুশলা রমণীর অদ্ভুত চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। যে সকল নব্যশিক্ষিতা রমণী কেবল কল্পনারাজ্যে বিচরণ করেন, এবং বাস্তব সংসারে অবাস্তব কাব্যের নায়িকারূপে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিতা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে।

কবিকাহিনী—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে জনৈক কবি আপনার হৃদয়ভাব পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

কবিতাসংগ্রহ—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত রচিত নৈতিক ও পারমার্থিক, সামাজিক ও ব্যঙ্গবিষয়ক, যুদ্ধবিষয়ক, ঋতুবর্ণনবিষয়ক এবং প্রেমবিষয়ক কবিতাসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কবিরহস্যম্—সংস্কৃত ধাতুরূপগ্রন্থ। হলায়ুধ প্রণীত। ইনি ভট্টনারায়ণের বংশধর ও গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, ন্যায়সর্ব্বস্ব, মৎস্যসূক্ততন্ত্র, অভিধান রত্নমালা প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থের প্রণেতা। কবিরহস্য গ্রন্থে কবিতাচ্ছলে ধাতুরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। এক একটী শ্লোকমধ্যে এক একটী ধাতুর একই বিভক্তিতে কত প্রকার রূপান্তর হইতে পারে, তাহা বিবৃতভাবে দেখান হইয়াছে। রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইহার এক সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন।

কমলাকান্ত পদাবলী—বাঙ্গালা সঙ্গীতগ্রন্থ। শ্রীকান্ত মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে সাধকপ্রবর কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের রচিত গীতগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কমলাকান্তের দপ্তর—বাঙ্গালা রহস্যাত্মক গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে কতকগুলি সরস হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ

আছে। সকল প্রবন্ধেই কৌশলে সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা প্রভৃতির দোষের কটাক্ষ করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শন' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কমলে কামিনী—বাঙ্গালা মিলনান্ত নাটক। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত।

ব্রহ্মদেশের রাজা বীরভূষণের সহিত কাছাড় সিংহাসন লইয়া মণিপুরের রাজা গম্ভীর সিংহের মনোবাদ উপস্থিত হয়। কাছাড় মণিপুরের অধীন। কাছাড় দেশবাসিগণের অভিপ্রায়ানুসারে গম্ভীর সিংহ স্বরাজ্যের সহকারী সেনাপতি শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়ের রাজা মনোনীত করেন। ব্রহ্মাধিপতি কনিষ্ঠা মহিষীর অনুরোধে তাঁহার শ্যালককে রাজা করিতে চান। এই সূত্রে ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত মণিপুররাজের যুদ্ধ ঘটে। কাছাড়ই যুদ্ধক্ষেত্র। সেইখানে শিখণ্ডিবাহন ব্রহ্ম-সেনাপতিকে পরাজিত করিয়া স্বীয় শিবিরে লইয়া আসেন। পথে যুদ্ধদর্শনাভিলাষিণী ব্রহ্মরাজকন্যা রণকল্যাণী শিখণ্ডিবাহনের মস্তকে কমলমালা নিক্ষেপ করেন। শিখণ্ডিবাহনও একবার উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া ইন্দীবরাক্ষী রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হন। ব্রহ্মাধিপতি সাত দিবসের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার অনুরোধ করিলে, মণিপুর শিবিরে নানা উৎসবের আয়োজন হয়। একটি মণ্ডপ নির্মিত হইয়া সেখানে রাসলীলা অভিনয়ের উদ্যোগ হয়। রণকল্যাণী রাধিকা, তাঁহার সহচরী সুরবালা দূতী, এবং শিখণ্ডিবাহন কৃষ্ণ সাজিয়া লীলাভিনয়ে যোগদান করেন। মণিপুরাধিপতি রাধিকা-অভিনেত্রীর পরিচয় জানিতেন না। তাঁহাকে কমলমালায় ভূষিতা দেখিয়া তাঁহাকে "কমলে কামিনী" আখ্যা দেন। ব্রহ্মদেশাধিপতি কন্যার মনোভাব জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত শিখণ্ডিবাহনের গোপনে বিবাহ দেন, এবং তাঁহাকেই কাছাড়ের রাজা করিবার সম্মতি মণিপুররাজাকে জ্ঞাপন করেন। পরে মণিপুরাধিপতিকে সদলে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। ইঁহারা উপস্থিত হইলে ব্রহ্মরাজ অবগত হন যে, শিখণ্ডিবাহন মণিপুর অধিপতির জ্যেষ্ঠা মহিষীর পুত্র। সূতিকাগারে এই পুত্রটিকে গজমতিহারাধার কৌটার সহিত ধুনি ধাত্রী, ঈর্ষ্যাপরায়ণা কনিষ্ঠা মহিষী গান্ধারীর অনুরোধে, বিন্দু-সরোবরে রাখিয়া আসে। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী নাম্নী এক বিধবা রমণী তীর্থযাত্রাকালে এই শিশু ও কৌটাটি সঙ্গে লইয়া যান। কোন সন্ন্যাসী এই শিশুতে রাজলক্ষণ দেখিয়াছিল বলিয়া পাঁচ বৎসর পরে ত্রিপুরা ঠাকুরাণী ইঁহাকে মণিপুরে ফিরাইয়া আনিয়া পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার্থে রাজসেনাপতি সমরকেতুর অধীন করিয়া দেন। শিখণ্ডিবাহন এ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা ঠাকুরাণীকেই মাতা বলিয়া জানিতেন। এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ব্রহ্মরাজ বলিলেন যে, আমি মণিপুরের যুবরাজকে কাছাড় সিংহাসন দিব না; আমি আপনার জামাতাকে ঐ সিংহাসনে বসাইব। কে জামাতা—এই কথা জিজ্ঞাসিত হইলে ব্রহ্মরাজ বলিলেন যে, শিখণ্ডিবাহনই তাঁহার জামাতা। তখন মণিপুররাজের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

কমলে কামিনী দীনবন্ধু রচিত নাটকজাতীয় গ্রন্থের সংখ্যায় সপ্তম। এই গ্রন্থখানিই তাঁহার সর্ব্বশেষ রচনা। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—"দীনবন্ধুর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে "কমলে কামিনী" প্রকাশিত হইয়াছিল। যখন ইহা সাধারণে প্রচারিত হয়, তখন ইনি রুগ্নশয্যায়।"

এই নাটকখানি ১৮৭৩ খ্রীঃ ২০শে ডিসেম্বর সর্ব্বপ্রথমে ন্যাসনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। কখন কখন কেবলমাত্র "রাসলীলার" দৃশ্যটি অভিনীত হইত।

কর্পূরমঞ্জরী—বাঙ্গালা নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ইহা কর্পূরমঞ্জরী নামক একখানি সংস্কৃত সট্টক জাতীয় নাটকের অনুবাদ। "কর্পূরমঞ্জরী" প্রাকৃত ভাষায় রচিত। গ্রন্থখানি, বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটিকারচয়িতা রাজশেখরের লেখনীসম্ভূত। কৌলসম্প্রদায়ভুক্ত ভৈরবানন্দ একটি আশ্চর্য্য দেখাইতে অনুরুদ্ধ হইয়া একটি রমণীকে ধ্যানবিমানে আনয়ন করেন। পরিচয়ে প্রকাশ পাইল যে, তিনি রাজ্ঞীর মাতৃস্বসার কন্যা, নাম কর্পূরমঞ্জরী। রাজ্ঞী তাঁহাকে পঞ্চদশ দিবস প্রাসাদে রাখিলেন। সেখানে রাজা কর্পূরমঞ্জরীর প্রেমে আবদ্ধ হইলেন। রাজ্ঞী ভৈরবানন্দের শিষ্যা হইলে, গুরুদক্ষিণাস্বরূপ ধনসারমঞ্জরী নাম্নী এক রাজকন্যার সহিত রাজার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হন। বিবাহ সম্পন্ন হইলে প্রকাশ পাইল যে, ধনসারমঞ্জরীই কর্পূরমঞ্জরীর অপর নাম।

কর্ম্মদেবী—বাঙ্গালা কাব্য। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ওরিন্টপতির কন্যা কর্ম্মদেবী যশল্মীরের রাজপুত্র সাধুর রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বরমাল্য প্রদান করেন এবং রাঠোরাধিপতির পুত্র অরণ্যকমলকে প্রত্যাখ্যান করেন। বিবাহান্তে যাত্রাকালে অরণ্যকমল পথমধ্যে সাধুকে আক্রমণ করিলে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে সাধু নিহত হন। তখন কর্ম্মদেবী স্বহস্তে আপনার এক বাহু কাটিয়া পিতৃকুলকবির নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং অপর বাহু শ্বশুরের নিকট প্রেরণ করিয়া পতিসহ চিতায় প্রবেশ করেন।

কর্ম্মফল ও জন্মান্তররহস্য—আশুতোষ দেব এম এ প্রণীত। কর্ম্ম দ্বারা যে জন্মান্তর সংঘটিত হয়, ইহা প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কর্ম্মের উপাদান, কর্ম্মফল, কর্ম্মরহস্য, পুরুষকার ও দৈব, পুরুষকার দ্বারা অদৃষ্ট খণ্ডন, কর্ম্মসম্বন্ধে জ্যোতিষশাস্ত্রের অভিপ্রায়, কর্ম্মযোগ, জন্মান্তর প্রভৃতি বিষয়সমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় প্রমাণিত করিবার জন্য বহুবিধ আর্য্যশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করা হইয়াছে।

কলিকাতার ইতিহাস—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ। সুবলচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ইংরাজি ভাষায় যে The Early History and Growth of Calcutta নামক পুস্তক রচনা করিয়াছেন, ইহা তাহারই অনুবাদ। ইহাতে অতি প্রাচীনকাল হইতে অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত কলিকাতা মহানগরীর অবস্থার পরিবর্ত্তন লিখিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব অবস্থা কিরূপ ছিল, পরে কাহার কর্ত্তৃক ইহার সংস্কার আরব্ধ হয়, ইহার পরিমাণ ও অধিবাসীর সংখ্যা, বাণিজ্যবিবরণ, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, সংবাদপত্র প্রকাশ প্রভৃতি সকল বিষয়ই সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা প্রথমে সাহিত্যসভার মুখপত্র সাহিত্য-সংহিতা পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে বঙ্গবাসী আফিস হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

কল্কিপুরাণ—সংস্কৃত পুরাণশাস্ত্র। ইহাতে কলির উৎপত্তি, কলিচরিত্র বর্ণন, শ্রীহরির কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ, পরশুরামের নিকট শিক্ষা, মহাদেবের বরপ্রাপ্তি, পদ্মাবতীর উপাখ্যান, অনন্ত মুনির উপাখ্যান, পদ্মাবতীর সহিত কল্কির বিবাহ, কল্কি কর্ত্তৃক কীকটদেশ আক্রমণ ও জিনবধ, ম্লেচ্ছনিধন, কুথোদরী রাক্ষসীর বিবরণ, মরু কর্ত্তৃক কল্কি সমীপে রামচরিত্র বর্ণন, কল্কিসমীপে কলিপীড়িত ধর্ম্মের আগমন ও ধর্ম্মকে অভয়দান, কল্কিদেবের দিগ্বিজয়, শশিধ্বজ রাজার উপাখ্যান, রুক্মিণীব্রত, কল্কিদেবের বৈকুণ্ঠধামে গমন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। সুরেশচন্দ্র সমাজ-

পতি কৃত ইহার একখানি বঙ্গানুবাদ আছে।

কল্পতরু—বাঙ্গালা সামাজিক উপন্যাস। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। নির্ব্বোধ ও ইন্দ্রিয়পরবশ ব্যক্তি সংসারে কত অনর্থ ঘটাইতে পারে, প্রবঞ্চকেরা কিরূপে মানুষকে ফাঁদে ফেলিয়া আত্মোদর পূরণ করে, এই পুস্তকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

কস্তুরী—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রণীত। ইহাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ কতকগুলি কবিতা আছে।

কাঙ্গাল ফিকির চাঁদ ফকিরের গীতাবলী—বাঙ্গালা সঙ্গীতগ্রন্থ। হরিনাথ মজুমদার প্রণীত। ইহাতে বাউলের সুরে বৈরাগ্য ও পরমার্থ বিষয়ক অনেকগুলি গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল গীতের মধ্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার ভাব নাই।

কাত্যায়ন সংহিতা—সংহিতা দেখ।

কাদম্বরী—বাঙ্গালা উপাখ্যানগ্রন্থ। তারাশঙ্কর তর্করত্ন প্রণীত। ইহাতে সংস্কৃত কাদম্বরী গ্রন্থের গদ্যাংশ বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়াছে। রাজা শূদ্রক একদা এক শুকপক্ষী প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে তাহার আত্মবিবরণ বর্ণনা করিতে বলিলেন। শুক তাঁহার নিকট স্বীয় অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে আরও অনেকগুলি উপাখ্যান ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে চন্দ্রাপীড়ের সহিত গন্ধর্ব্বতনয়া কাদম্বরীর এবং বৈশম্পায়নের সহিত মহাশ্বেতার মিলন বর্ণিত হইয়াছে।

কাদম্বরীর আখ্যানাংশ নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া ১৮৭৪ খ্রী: ১০ই জানুয়ারি বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হইয়াছিল।

কাব্যচিন্তা—বাঙ্গালা সমালোচনা গ্রন্থ। পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। ইহাতে মহাভারত, রামায়ণ, এবং ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ কৃত কাব্যসমূহের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কাব্যসমূহের ঐতিহাসিকত্ব, দোষ গুণ, রস প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

কাব্যসুন্দরী—বাঙ্গালা সমালোচনা গ্রন্থ। পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। ইহাতে বঙ্কিম বাবুর রচিত উপন্যাসসমূহের ঔপন্যাসিক সুন্দরীগণের চরিত্র আলোচিত হইয়াছে। উপন্যাসে বঙ্কিম বাবু যে সকল প্রধান স্ত্রীচরিত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন (কুন্দনন্দিনী, শৈবলিনী, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি, দুর্গেশনন্দিনী, লবঙ্গলতা, বিমলা প্রভৃতি), সেই সকল স্ত্রীচরিত্রকে বিশেষরূপে অনুচিত্রিত করিয়া দেখানই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

কামিনী ও কাঞ্চন—বাঙ্গালা উপন্যাস। হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। সংসারে কামিনী ও কাঞ্চনই যে যাবতীয় অনর্থের মূল, ইহা প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ কামিনীভক্ত ও কাঞ্চনভক্ত দুই ব্যক্তির কার্য্যকলাপ ও তাহাদের পরিণাম চিত্রিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসের চরিত্র অবলম্বন করিয়া ইহাতে এক সাধুপুরুষের চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

এই উপন্যাসখানি অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া ষ্টার থিয়েটারে ১৯০৮ খ্রী: ২২শে আগষ্ট প্রথমে অভিনীত হয়।

কামিনীকুঞ্জ—বাঙ্গালা গীতিনাট্য। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও শ্রীরাধিকার মানভঞ্জন বর্ণিত হইয়াছে।

কায়স্থের বর্ণনির্ণয়—নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে চিত্রগুপ্তের বংশজ এবং ক্ষত্রিয়, ইহা প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রাচীন ও নব্য স্মৃতি হইতে এতদনুকূল মত, পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতে কায়স্থগণ কিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন তদ্বিবরণ, এ সম্বন্ধে ইতিহাসের বর্ণনা, শিলালিপি প্রভৃতির বর্ণনা, অন্যান্য দেশীয় কায়স্থসমাজের অবস্থা প্রভৃতি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

কালপরিণয়—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মণীন্দ্র ও সারদা জনৈক ধনী ব্যক্তির দৌহিত্র। মোক্ষদা নাম্নী এক বালিকার সহিত মণীন্দ্রের বাল্যপ্রণয় স্থাপিত হয়। কিন্তু শেষে মণীন্দ্র স্বেচ্ছায় কিশোরীকে বিবাহ করায় তাঁহার মাতামহ রুষ্ট হইয়া তাহাকে আপন সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করেন, এবং সারদাকে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করিয়া মোক্ষদার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। মণীন্দ্রের কিঞ্চিৎ পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, কিন্তু পুত্রের পীড়ায় সে সমস্তই বিক্রীত হয়, এবং শেষে অর্থের অতিশয় অনটন হয়। শেষে মণীন্দ্র মাতামহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, কিন্তু তথায় অনাদৃত হইয়া ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে তাঁহার শ্বশুর হঠাৎ আসিয়া কন্যা ও দৌহিত্রকে নিজ বাটীতে লইয়া যান, এবং মণীন্দ্র তথায় গেলে তাঁহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেন। মণীন্দ্র স্ত্রীর উপর অভিমান করিয়া দেশান্তরিত হন। এদিকে মোক্ষদা লম্পট স্বামীর হস্তে পড়িয়া কুচরিত্রা হয়। মণীন্দ্রের মাতামহ শেষে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সারদাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করেন, এবং মণীন্দ্রকে অর্দ্ধেক ও মোক্ষদাকে অর্দ্ধেক সম্পত্তি দিয়া যান। সারদা শেষে মাতামহ ও মোক্ষদাকে খুন করে। এদিকে মণীন্দ্র পাঁচ বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া আসে, কিন্তু অভিমানবশতঃ স্ত্রীর মুখদর্শন করিতে চাহেন না। শেষে তাঁহার বাল্যবন্ধু জগদীশ অনেক কৌশলে এই দম্পতীর মিলন ঘটাইয়া দেন। মণীন্দ্র মাতামহের ও শ্বশুরের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। এই নাটকখানি ইউনিক থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

কালাচাঁদ গীতা—বাঙ্গালা ধর্ম্মবিষয়ক পদ্যগ্রন্থ। শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত। কোন এক ব্যক্তির মনে সহসা এরূপ বৈরাগ্য হইল যে, তিনি ভাবিলেন, মরণের পর যখন স্ত্রীপুত্রাদির সহিত বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, তখন পূর্ব্ব হইতেই তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের আরাধনা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ চিন্তা করিয়া ঐ ব্যক্তি বনগমন করেন। এইরূপে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া পরিশেষে গ্রন্থকার ইহাতে এই জড় জগৎ শ্রীভগবানেরই বিকাশ, শ্রীভগবানের স্বরূপ এবং তৎস্বরূপ কিরূপ চিত্তমুগ্ধকর, শ্রীভগবানের সহিত জীবের ও জীবের সহিত জীবের কিরূপ সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয় এই গ্রন্থে পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

কালাপাহাড়—বাঙ্গালা উপন্যাস। শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। দেবদ্বেষী কালাপাহাড়ের নাম এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। উড়িষ্যার লোকে অদ্যাপি কালাপাহাড়ের নাম শুনিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। বাঙ্গালার পাঠান নরপতি সুলেমান কিরাণীর অধীনে সেনাপতিরূপে কালাপাহাড় কর্ত্তৃক উড়িষ্যা বিজয়রূপ ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়াই শ্রীশচন্দ্র এই উপন্যাস লিখিয়াছেন। কালাপাহাড় আদৌ ব্রাহ্মণের সন্তান। তাঁহার পূর্ব্ব নাম নিরঞ্জন। পরে মুসলমানধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলে তাঁহার নাম কালাপাহাড় হয়। নিরঞ্জন হরদেব ন্যায়রত্ন নামক জনৈক অধ্যাপকের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। এই সময়ে অগ্রদ্বীপের কাজী পাটুলীতে আসিয়া সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের পার্শ্বে গোহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; সেই জন্য নিরঞ্জন গ্রামস্থ সকল লোককে উত্তেজিত করিয়া সেই গোহত্যায় বাধা দিয়াছিলেন। ইহাতেই কাজীর জাতক্রোধ উপস্থিত হইলে সে নিরঞ্জনের উপর অশেষ অত্যাচার করে। নিরঞ্জন কাজির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার নিমিত্ত বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী তাণ্ডা

নগরে নবাবের নিকট গমন করেন। কিন্তু তাঁহার অভিযোগে কোনও ফল হইল না, অধিকন্তু তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। নিরঞ্জন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-সন্তান। তিনি কারাগারে তিন দিন পর্য্যন্ত জলস্পর্শ করিলেন না। অনন্তর চতুর্থ দিনে সংজ্ঞাশূন্য হইলে নবাব সুলেমানের ভ্রাতুষ্পুত্রী নজিরণ তাঁহার দুর্দ্দশায় কাতর হইয়া তাঁহাকে আপন আবাসে লইয়া গিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নজিরণ নিরঞ্জনের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে পানাহার করাইয়াছিলেন। তদনন্তর স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের চৈতন্য হইলে তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত হইলেন এবং দেবতাগণ ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন না, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া দেবদ্বিজদ্বেষী হইলেন। যে নিরঞ্জন মুসলমানের পরম বিদ্বেষী ছিলেন, এবং যে নিরঞ্জন হিন্দুর বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত পাঠ করিয়া হিন্দুধর্ম্মে পরম আস্থাবান্ ছিলেন, সেই নিরঞ্জন মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নজিরণের পাণিগ্রহণ করিয়া কালাপাহাড় নাম গ্রহণ করিলেন। এই সময় হইতে কালাপাহাড় হিন্দু দেবদেবীর ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি যে আজন্মকাল দেবারাধনা করিলাম, তাহার পুরস্কারস্বরূপ আমার অদৃষ্টে জাতিচ্যুতি, স্বধর্ম্মচ্যুতি ও অবমাননারূপ পুরস্কার ঘটিল; আমি বুঝিলাম, এ পৃথিবীতে ধর্ম্ম নাই, সুকৃতির পুরস্কার নাই; সুখদুঃখের নিয়ন্তা নাই, দেবদেবী কিছুই নাই; শাস্ত্র মিথ্যা, পাপ মিথ্যা, পুণ্য মিথ্যা; দেবদেবী যদি কিছু থাকে, তবে তাহারা রাক্ষসপ্রকৃতি, মানুষের ঘোর শত্রু। নতুবা আজীবন দেবতাপদে দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া ধর্ম্মশিক্ষা, শাস্ত্রশিক্ষা করিলাম, তাহার কি এই পুরস্কার হইল? অতএব ইহার প্রতিশোধ আমাকে লইতেই হইবে, ইহাই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। কালাপাহাড় মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমানের অধীনে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর সুলেমান উড়িষ্যাবিজয়ার্থ যে সেনাদল প্রেরণ করিলেন, কালাপাহাড় তাহার অধিনায়ক হইয়া গমন করিলেন। এদিকে কালাপাহাড়ের প্রভাত নামে এক সহোদর ছিলেন। যৎকালে উভয় পক্ষে যুদ্ধের আয়োজন হইতেছিল, সেই সময়ে প্রভাত হিন্দুধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত উড়িষ্যায় গমন করিলেন। এই রূপে দুই ভ্রাতায় অজ্ঞাতসারে পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া পরস্পরের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

প্রভাত পুরীতে একটি বালিকাকে প্রাপ্ত হইলেন। পরে জানা গেল যে, বালিকা অপর কেহই নহেন, অধ্যাপক হরদেবের কন্যা উষা। ভুবনেশ্বরে একদল দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় হরদেব কন্যাকে ফেলিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্রমে উষা ও প্রভাত পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে প্রভাত রাজধানী যাজপুরে আহূত হইয়া উড়িয়া সৈন্যের প্রধান সেনাপতি মনোনীত হইলেন। অতঃপর যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে প্রভাত অসামান্য শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি পরাজিত হইয়া কালাপাহাড় কর্ত্তৃক বন্দী হইলেন। উষাও বন্দিনী হইয়া প্রভাতের সহিত একই কারাগারে নিক্ষিপ্তা হইলেন। পরে প্রভাত বিজয়ী ভ্রাতার নিকট আনীত হইলে পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন। কালাপাহাড় অবিলম্বে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। এদিকে হরদেব কন্যার পুনরুদ্ধার মানসে তাঁহার পূর্ব্বশিষ্য কালাপাহাড়ের সহিত উড়িষ্যায় আসিয়াছিলেন। এক্ষণে উষাকেও মুক্তি প্রদান করিয়া তাঁহার পিতার হস্তে অর্পণ করা হইল।

অতঃপর প্রণয়িযুগলের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল, এবং প্রভাত উড়িষ্যাবিজেতার উত্তরাধিকারী বলিয়া বিঘোষিত হইলেন। পরন্তু এই সকল সুখকর ব্যাপারের মধ্যে একটি শোচনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল। বিগত যুদ্ধে কালাপাহাড় যে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি গতায়ু হইলেন এবং তৎপরে নজিরণেরও কালাপাহাড়ের বিয়োগে প্রাণাত্যয় ঘটিল।

কালিকাপুরাণ—সংস্কৃত উপপুরাণ। কামদেবের জন্ম, মহাদেবকে কামবশ করিতে ব্রহ্মার উদ্যোগ, দক্ষালয়ে মহামায়ার জন্মগ্রহণ, শিববিবাহ, দক্ষযজ্ঞ, অরুন্ধতী উপাখ্যান, সৃষ্টিবর্ণন, বরাহ উপাখ্যান, মনুমীন সংবাদ, নরকাসুরের উপাখ্যান, হিমালয়গৃহে দেবীর জন্ম, মদনভস্ম, শিববিবাহ, বেতাল ভৈরবোপাখ্যান, মন্ত্রোপদেশ, পূজাবিধি, কামাখ্যা বিবরণ, ত্রিপুরাতন্ত্রানুসারে পূজাপ্রকরণ, শারদাতন্ত্র, মৃত্যুঞ্জয় কবচাদি, মন্ত্ররহস্য, তীর্থবিবরণ, ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি, পরশুরাম উপাখ্যান, রাজনীতি, সদাচার, শক্রোত্থান, বিষ্ণুযজ্ঞ প্রভৃতি বিষয়সমূহ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ইহার এক বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

কালীক্ষেত্রদীপিকা—বাঙ্গালা পুরাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ। সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে পৌরাণিক ও তান্ত্রিকধর্ম্মের বিবরণ, শক্তিপূজার বিবরণ, পীঠস্থানের উৎপত্তি, কালীঘাটের উৎপত্তি, কালীঘাটের আদিম ও আধুনিক অবস্থা, কালীমূর্ত্তির প্রথম আবিষ্কার, কালীর সেবায়েত ও অধিকারিগণের বিবরণ, কালীর দেবোত্তর সম্পত্তি, নকুলেশ্বর শিবের বিবরণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

কাশীখণ্ড—বঙ্গানুবাদ। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। ইহা স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম, সামুদ্রিকপ্রকরণ, স্মৃত্যুক্ত আচার ব্যবস্থা, কাশীমাহাত্ম্য, পিশাচলোক, যমলোক, চন্দ্রলোক, নক্ষত্রলোক প্রভৃতি লোকসমূহের বর্ণন, ধ্রুবচরিত্র, বারাণসীরহস্য, দিবোদাসের উপাখ্যান, দুর্গাসুরের বৃত্তান্ত, শিবলিঙ্গসমূহের উৎপত্তি বিবরণ, ব্যাসশাপ উপাখ্যান প্রভৃতি বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

কাহিনী—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে গান্ধারীর আবেদন, পতিতা, ভাষা ও ছন্দ, সতী, নরকবাস, লক্ষ্মীর পরীক্ষা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পদ্যরচিত কাহিনীসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে।

কিঞ্চিৎ জলযোগ—বাঙ্গালা প্রহসন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে এক ডাক্তার এবং তাঁহার স্বাধীনপ্রকৃতি স্ত্রীর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। সংসারে সন্দেহই যে অশেষ অনর্থের মূল, এবং দম্পতীর হৃদয়ে পরস্পরের উপর সন্দেহ উপজাত না হইলেই যে এই সংসার শান্তির আগার হয়, ইহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধাকান্তদেবের নাটমন্দিরে ন্যাসনাল থিয়েটার কর্ত্তৃক এই প্রহসনখানি ১৮৭৩ খ্রীঃ ২৬শে এপ্রেল প্রথমে অভিনীত হয়।

কিরাতার্জ্জুন—নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর এম, এ, বি, এল প্রণীত। এখানি সুকবি ভারবি কৃত সংস্কৃত কিরাতার্জ্জুন কাব্যের বঙ্গানুবাদ। ইহা যে অনুবাদ, এ কথা কবিবর স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন; নচেৎ যাঁহারা সংস্কৃত কিরাতার্জ্জুন পড়েন নাই, তাঁহারা কখনই ইহাকে অনুবাদ বলিতে পারিতেন না, মৌলিক রচনা বলিয়াই বুঝিতেন।

কিরাতার্জ্জুনীয়—(বঙ্গানুবাদ)। মতিলাল বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ইহা মহাকবি ভারবি প্রণীত সংস্কৃত কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের বঙ্গানুবাদ। ছাত্রগণের পাঠার্থ ইহা সরল গদ্যে অনুবাদিত হইয়াছে।

ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ও ইহার একটি বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

কুসুম—বাঙ্গালা কবিতা গ্রন্থ। গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রণীত। ইহাতে প্রেম ও অন্যান্য বিষয়ক কতকগুলি কবিতা লিখিত হইয়াছে।

কুমারসম্ভব—বাঙ্গালা কাব্য। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা মহাকবি কালিদাস কৃত কুমারসম্ভব নামক সংস্কৃত কাব্যের পদ্যানুবাদ। ইহাতে উক্ত মহাকাব্যের সপ্তম সর্গ পর্য্যন্ত অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। হিমালয় গৃহে পার্ব্বতীর জন্ম, তাঁহার শিবারাধনা, মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গার্থ দেবগণ কর্ত্তৃক মদনের নিয়োগ, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, পার্ব্বতীর তপস্যা ও সিদ্ধি, মহাদেবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য কুমারসম্ভব নামে একখানি বাঙ্গালা নাটক লিখিয়াছেন। সেখানি ন্যাশন্যাল থিয়েটারে ১৮৮২ খ্রীঃ প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। রেভারেও কে কে ব্যানার্জ্জি ইংরাজি অনুবাদ সহ ইহার একটী সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র—বাঙ্গালা কাব্য। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। গ্রন্থকার রৈবতক নামক কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের আদ্যলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। আলোচ্য কাব্যে তাঁহার মধ্যলীলা প্রদর্শিত হইয়াছে। একদিকে শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনে সমুদ্যত, অন্যদিকে মহর্ষি দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গৌরব রক্ষার্থ অনার্য্যপতি বাসুকিকে লইয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্র করিতেছেন। এদিকে অতিলোভী দুর্য্যোধনের লোভের ফলে কৌরব পাণ্ডবে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই যুদ্ধে অর্জ্জুনের সারথ্য গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনকে ধর্ম্মযুদ্ধে উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক অধর্ম্মের উচ্ছেদ ও ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্ব্বাসার চক্রান্তের ফলে অভিমন্যু অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইল। পুত্রশোকাকুল পার্থ ক্ষিপ্রহস্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে অধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়কুল ভস্মীভূত হইল, ভারতে নব ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইল। সে ধর্ম্মরাজ্যের পাদমূলে জ্ঞানরূপী শ্রীকৃষ্ণ, বলরূপী ধনঞ্জয়, এবং ভক্তিরূপিণী ভদ্রা। এই তিনের সম্মিলনে যে প্রেমরাজ্যের উদ্ভব হইল, তাহাতে আর্য্য ও অনার্য্যের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া গেল। এই নব প্রেমরাজ্যে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যাসদেব মহাভারত গান করিতে লাগিলেন।

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। বল্লালসেন প্রতিষ্ঠিত কৌলীন্য প্রথার বিষময় ফল প্রদর্শন করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য। ইহাতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান, ঘটকের কপট ব্যবহার, কুলকামিনীগণের আচারব্যবহার, শুক্রবিক্রয়ীর দোষকীর্ত্তন, বিরহিপঞ্চাননের বিয়োগপরিদেবন এবং নানাবিধ রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহাই বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রথম নাটক। এই নাটকখানি লিখিয়া রামনারায়ণ তর্করত্ন রঙ্গপুরের জমিদার কালীমোহন রায় চৌধুরীর প্রতিশ্রুত পারিতোষিক পান। ১৮৫৭ খ্রীঃ কলিকাতা চড়কডাঙ্গা লেনে জয়রাম বসাকের বাড়ীতে এই নাটকখানি প্রথমে অভিনীত হয়। ঐ বৎসর চুঁচড়াতেও ইহার অভিনয় হইয়াছিল। কলিকাতা পটলডাঙ্গায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের বাড়ীতে স্থাপিত ভারত নাট্যমন্দিরে ১৮৭৪ খ্রীঃ ১৩ই জানুয়ারী এই নাটকখানি অভিনীত হইয়াছিল।

কূর্ম্মপুরাণ—পুরাণ দেখ।

কৃতজ্ঞতা—বাঙ্গালা উপন্যাস। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার বঙ্গসমাজের একটা চিত্র অঙ্কিত করিতে গ্রন্থকার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রমথনাথ গঙ্গাতীরস্থ কুণ্ডলাগ্রামের জমিদার। সুরবালা প্রমথনাথের কন্যা। শৈশবেই সুরবালার মাতৃবিয়োগ হয়। আবার সুরবালার বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর, সেই সময়ে প্রমথনাথও এই ধরাধাম ত্যাগ করেন। সুরবালা অকূলপাথারে ভাসিলেন। তাঁহার পৈতৃক জমিদারী ঋণসাগরে ডুবু ডুবু। তাঁহার পিতার আমলের আমলাবর্গ সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। কেবল তাঁহার পিতার একজন পুরাতন জমাদার অকালি সিং এবং একটী দাসী মৃত প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তাঁহার কন্যার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহবশতঃ অসময়ে সুরবালাকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। অকালি সিং কেবল যে সুরবালাকে পরিত্যাগ করিল না তাহা নহে। প্রত্যুত সেই অসহায়া বালিকার সম্বন্ধে প্রমথনাথের স্থান গ্রহণ করিল, এবং প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সুরবালার নিমজ্জমান পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার সাধন করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রমথনাথের জমিদারী কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীনে দিয়া সুরবালার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

গ্রন্থকার তখনকার দিনের ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউটের চিত্র অঙ্কিত করিয়া বলিয়াছেন যে, তখন ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউটে সর্ব্ববিধ জঘন্য কাণ্ডই ঘটিত। যত বড় লোকের নাবালক ছেলেরা এখানে থাকিত, এবং ইনষ্টিটিউটের মধ্যে মদ বেশ্যা প্রভৃতি সকল রকম কার্য্যই চলিত। ছেলেরা হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া এই সমস্ত দুষ্কার্য্যের সাধন করিত। গ্রন্থকার কুণ্ডলা গ্রামের অন্যতর জমীদারপুত্র দীনেন্দ্রকুমারকে ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউটের মধ্যে রাখিয়া অনেক গুহ্য কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

কৃপণের ধন—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। হলধর নামক এক ব্যক্তি সাতিশয় কৃপণ ছিলেন। তাঁহার এক ভগ্নী মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট একটী কন্যা ও তাঁহার বিবাহের ব্যয় দশ হাজার টাকা রাখিয়া যান। কিন্তু ঐ কন্যার অধিক বয়স হইলেও টাকা বাহির করিতে হইবে বলিয়া হলধর তাহার বিবাহ দেন নাই। শেষে মধু নামক এক চতুর ব্যক্তি অনেক কৌশলে তাঁহার নিকট হইতে ঐ টাকা ও আরও কিছু বেশী টাকা আদায় করিয়া তাঁহার ভাগিনেয়ীর বিবাহ সংঘটন করেন। এই প্রহসনখানি ষ্টার থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়। কল্পনী উৎসর্গ নাম দিয়া ইহার কিয়দংশ কোন কোন থিয়েটারে মধ্যে মধ্যে অভিনীত হইয়া থাকে।

কৃষি উপদেশ—নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, এম্, আর্ এস্ প্রণীত। বগুড়া কৃষিশিল্পপ্রদর্শনী উপলক্ষে মুখোপাধ্যায় মহাশয় কৃষিবিষয়ক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধটী এই পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমন ধান্য, আশু ধান্য, সরিষা, পাট, প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সার কথা ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

কৃষি ও গোময়—অতুলকৃষ্ণ রায় এম এ প্রণীত। ইতঃপূর্ব্বে "প্রচার" মাসিক পত্রিকায় যে গোময়ের সদ্ব্যবহার শীর্ষক একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, গ্রন্থকার এতদিন পরে বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে তাহাই পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন।

কৃষ্ণকান্তের উইল—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। হরিদ্রা গ্রামের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায় একখানি উইল করেন। তদ্দ্বারা ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালকে আট আনা, পুত্র হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেককে তিন আনা, গৃহিণীকে এক আনা ও কন্যা শৈলবতীকে এক আনা দিবেন বলিয়া লিখিত হয়। হরলাল ইহাতে আপত্তি করিলে এবং বিধবা-বিবাহ করিব বলিয়া ভয় দেখাইলে, কৃষ্ণকান্ত তাঁহাকে ত্যাজ্য পুত্র করিয়া উইলখানি বদলাইলেন। এই উইল মতে হরলাল এক পাইমাত্র পাইবার অধিকারী হইলেন।

হরলাল লেখক ব্রহ্মানন্দকে অর্থ দ্বারা বশ করিয়া আর একখানি উইল প্রস্তুত করাইলেন, তাহাতে হরলালের বার আনা প্রাপ্য বলিয়া লিখিত হইল। হরলাল এই উইলখানিতে কৃষ্ণকান্ত ও সাক্ষিগণের দস্তখত জাল করিলেন। ব্রহ্মানন্দ এই জাল উইলখানির সহিত আসল উইল পরিবর্ত্তিত করিতে অসমর্থ হইলে, তাঁহার বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী রোহিণী হরলালের অনুরোধে রাত্রিকালে কৃষ্ণকান্তের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অভিলষিত পরিবর্ত্তন করিয়া আসিলেন। পরে যখন বুঝিলেন যে, হরলাল তাঁহাকে বিবাহ করিতে অসম্মত, তখন তিনি আসল উইলখানি তাঁহাকে দিলেন না। গোবিন্দলালের সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া তাঁহার ইষ্টসাধন অভিপ্রায়ে আসল উইলখানি যথাস্থানে রাখিয়া জাল উইল ফিরাইয়া লইতে রোহিণী আবার কৃষ্ণকান্তের কক্ষে প্রবেশ করিলেন; এবার কিন্তু ধরা পড়িয়া গেলেন। গোবিন্দলালের অনুরোধে কৃষ্ণকান্ত রোহিণীকে কোন দণ্ড না দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। গোবিন্দলালের ভালবাসায় নিরাশ হইয়া রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিলে গোবিন্দলাল তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। এইবার গোবিন্দলালও রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে ভুলিবার জন্য জমিদারীতে গমন করিলেন। ক্রমে রোহিণী-গোবিন্দলালবিষয়ক কলঙ্করটনা গোবিন্দলালের পত্নী ভ্রমরের কর্ণগোচর হইলে, তিনি স্বামীকে একখানি পত্র লিখিয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন। কিছুদিন পরে গোবিন্দলাল দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে না বলিয়া ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলেন। ভ্রমর ফিরিয়া আসিবার পর, কৃষ্ণকান্ত পীড়িত হইলেন এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে একখানি উইল প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে গোবিন্দলালের প্রাপ্য (আট আনা) ভ্রমরকেই দান করিলেন। গোবিন্দলাল স্ত্রীর অধিকৃত বিষয় ভোগ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে বাসনা প্রকাশ করিলেন। অনন্তর মাতার সঙ্গে কাশীধামে গেলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিয়া শেষে অদৃশ্য হইলেন। এদিকে রোহিণীও দেশত্যাগ করিলেন। ভ্রমরের মনোবেদনা শেষে কঠিন পীড়ায় পরিণত হইল। তাঁহার পিতা মাধবীনাথ বন্ধু নিশাকরকে সঙ্গে লইয়া প্রসাদপুরে গেলেন। সেইখানে গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া গোপনে বাস করিতেছিলেন। নিশাকর কৌশলে রোহিণীকে বাড়ীর বাহির করিয়া আনিলে, গোবিন্দলাল বিশ্বাসঘাতিনীকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলেন। খুনী মোকদ্দমায় গোবিন্দলাল ভ্রমরের অর্থবল প্রয়োগে অব্যাহতি পাইলেন। কিন্তু আবার নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। কিছুকাল পরে অর্থ সাহায্যের জন্য গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পত্র লিখিলেন;—ভ্রমর তখন কঠিন পীড়াক্রান্তা। ভ্রমরের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে গোবিন্দলাল আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং পরদিনেই আবার নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। বার বৎসর পরে সন্ন্যাসিবেশে একবার তাঁহার সাধের উদ্যানে ভ্রমরের স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আবার অদৃশ্য হইলেন।

এই উপন্যাসখানি ১৮৯৫ খ্রী: বিষবৃক্ষের অনুবাদকর্ত্রী মিসেস্ নাইট ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

এই উপন্যাসখানি অতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। "ভ্রমর" নাম দিয়া অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এই উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ক্লাসিকে ও পরে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত করাইয়াছেন।

কৃষ্ণকুমারী—বাঙ্গালা বিয়োগান্ত নাটক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। জয়পুরের রাজা জগৎসিংহকে তাঁহার সহচর ধনদাস উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর চিত্র বলিয়া একখানি চিত্রপট দেখান। জগৎসিংহ কল্পিত রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া ধনদাসকে দূতস্বরূপে উদয়পুরে প্রেরণ করেন। জগৎসিংহের বারবিলাসিনী প্রণয়িনী বিলাসবতী এই কথা শুনিয়া যাহাতে এই বিবাহ না ঘটে, সেই অভিপ্রায়ে সখী মদনিকাকে উদয়পুরে পাঠান। মদনিকা পুরুষবেশে মদনমোহন নাম গ্রহণ করিয়া কিছুদিন উদয়পুরে অবস্থান করে। সে কৃষ্ণকুমারীর নাম করিয়া মরুরাজ্যের অধিপতি মানসিংহকে এক পত্র লেখে, তাহাতে মানসিংহের প্রতি কৃষ্ণকুমারীর অনুরাগের পরিচয় থাকে। এদিকে মদনিকা আবার মানসিংহের দূতী সাজিয়া কৃষ্ণকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মানসিংহের একখানি কল্পিত চিত্রপট তাঁহাকে দেখায়। তাহাতে মানসিংহের প্রতি কৃষ্ণকুমারীর প্রণয় সঞ্চারিত হয়। মদনিকা-প্রেরিত কল্পিত পত্র পাইয়া মানসিংহও বিবাহ প্রস্তাব করিয়া উদয়পুরে দূত পাঠান। ভীমসিংহের ইচ্ছা জয়পুরাধিপতিকে কন্যা দান করেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমারী মানসিংহকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করেন। মহারাষ্ট্রাধিপতি মানসিংহের জন্য উদয়পুরের রাণাকে অনুরোধ করেন। রাণা দেখিলেন, এক পক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে গেলে অপর পক্ষের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। মানসিংহের পক্ষ প্রবল দেখিয়া জয়পুরের রাজার প্রস্তাব অস্বীকার করিতে বাধ্য হইলে ভীমসিংহ বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। মহিষী অহল্যাদেবী ও হিতাকাঙ্ক্ষিণী তপস্বিনীও বিচলিতচিত্তা হইলেন। কৃষ্ণকুমারীও অস্থির হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণকুমারী এই সময়ে স্বপ্ন দেখিলেন যে, চিতোররাজ সতী পদ্মিনী যেন তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন—"কুলমানরক্ষার জন্য যে যুবতী আপন প্রাণদান করে, সুরলোকে তার আদরের সীমা নাই।" মন্ত্রীর পরামর্শে স্থির হইল যে, কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিলেই সকল বিপদ্ দূর হয়। রাজভ্রাতা বলেন্দ্র সিং কেবল জ্যেষ্ঠের অনুরোধে কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিতে সম্মত হইলেন। গভীর রাত্রে বলেন্দ্র কৃষ্ণকুমারীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া হত্যার্থে অসি উত্তোলন করিলে, কৃষ্ণকুমারী জাগরিতা হইয়া বলেন—"একি কাকা!" বলেন্দ্র অসি ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। কৃষ্ণকুমারী যখন শুনিলেন যে, তাঁহার পিতার ইচ্ছাতেই তাঁহাকে হত্যা করা হইতেছে, তখন অসিখানি তুলিয়া লইয়া পদ্মিনীর উদ্দেশে—"জননি, এই আমি এলেম"—এই কথাগুলি বলিয়া, সেই খড়্গ দ্বারা আত্মঘাতিনী হইলেন। ভীমসিংহ উন্মত্ত হইলেন, এবং মহিষীও গৃহান্তরে গমন করিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন।

গ্রন্থকার বেলগেছিয়া থিয়েটারের জন্য "রিজিয়া" নামক নাটকের একখানি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তুত করেন। মুসলমান বিষয়ক নাটক প্রীতিকর হইবে না ভাবিয়া ঐ নাটক অভিনয় করিতে কর্ত্তৃপক্ষগণ অনিচ্ছুক হন। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থকারকে টডের রাজস্থান হইতে কোন বিষয় নির্ব্বাচিত করিতে পরামর্শ দিলেন। কৃষ্ণকুমারী নাটক সেই পরামর্শের ফল। ১৮৬০ খ্রী: ৬ই আগষ্ট আরম্ভ হইয়া উক্ত সালের ৭ই সেপ্টেম্বর ইহার রচনা শেষ হয়। ইহার গানগুলি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত।

এই নাটকখানি পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ

নাট্যালয়ে অভিনীত হইবার কথা হয়। কিন্তু মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের মাতা বিয়োগান্ত নাটক বলিয়া ইহার অভিনয়ে আপত্তি করাতে সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৮৬৫ খ্রীঃ ২৪শে জুলাই সোমবারে শোভাবাজার প্রইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক এই নাটক প্রথম অভিনীত হয়। ১৮৬৬ খ্রীঃও রিহার্সেল চলে। ১৮৬৭ খ্রীঃ ১২ই ফেব্রুয়ারী ইহার প্রথম প্রকাশ্য অভিনয় হয়। বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়মাধব মল্লিক ও কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব যথাক্রমে ভীমসিংহ, বলেন্দ্রসিংহ ও জগৎসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করেন। কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ, কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ ও কুমার উদয়কৃষ্ণ, যথাক্রমে কৃষ্ণকুমারী, অহল্যাবাই ও তপস্বিনীর চরিত্র অভিনয় করেন।

জোড়াসাঁকো ৮ মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে ন্যাসন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে সেইখানে যখন ১৮৭৩ খ্রীঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়, তখন গিরিশচন্দ্র ঘোষ অবৈতনিকভাবে ভীমসিংহের চরিত্র অভিনয় করিয়া প্রশংসালাভ করেন। বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৩ খ্রীঃ ২৯শে নভেম্বর এই নাটকখানি প্রথমবার অভিনীত হয়। গ্রন্থকারের পুত্রগণের সাহায্যার্থে ন্যাসন্যাল থিয়েটার কোম্পানি কলিকাতা অপেরা হাউসে ১৮৭৩ খ্রীঃ ১৭ই জুলাই এই নাটকখানির অভিনয় করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণচরিত্র—বাঙ্গালা আলোচনাগ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই পুস্তকে মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতামতের আলোচনা দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং তিনি যে একজন আদর্শপুরুষ ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। অনেকে শ্রীকৃষ্ণকে লাম্পট্যদোষে দূষিত বলিয়া মনে করেন; এই গ্রন্থে উক্ত দোষসমূহকেও অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

কৃষ্ণা—বাঙ্গালা উপন্যাস। ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কলিকাতার এক ধনী ব্যক্তির চরিত্রের সহিত এক প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর বৃত্তান্ত উহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

কৃষ্ণাষ্টমী—পৌরাণিক নাট্যগীতি। বৈকুণ্ঠনাথ বসু প্রণীত। পাপভারপীড়িতা ধরণী গোলোকে গমন করিয়া ভগবান্‌কে আপনার দুঃখকাহিনী নিবেদন করিলে, ভগবান্ পৃথিবীর ভার হরণার্থ বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব কংসভয়ে তাঁহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে যে সকল নাট্যগ্রন্থ সাধারণ্যে প্রচলিত আছে, তাহা হইতে এই পুস্তকখানির একটু বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালা ১৩১১ সালের জন্মাষ্টমীর দিনে এই নাট্যগীতিখানি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়।

কেদার রায় বা বঙ্গের শেষবীর—বাঙ্গালা নাটক। অনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে হিন্দুমুসলমানে সদ্ভাব-সংস্থাপন-প্রয়াসের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই প্রবল-প্রতাপ দ্বাদশ ভৌমিক অর্থাৎ বার ভূঁইয়ার বৃত্তান্ত অবগত আছেন। কেদার রায় এই বার জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভৌমিক। তিনি অতিশয় বীরপ্রকৃতি ছিলেন। মোগল-শাসনে দেশের দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয়। তিনি হিন্দুমুসলমানকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া মোগল-সম্রাটের অধীনতা-পাশ ছেদনপূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত শ্রীপুরনগরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পান। তাঁহার দমনার্থ রাজা মানসিংহ প্রেরিত হন। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করেন বটে, কিন্তু জনৈক হিন্দু গুপ্তঘাতকের হস্তে হত হন। গ্রন্থের স্ত্রীচরিত্রসমূহের মধ্যে অনিতার নাম উল্লেখযোগ্য।

কেন উপনিষৎ—উপনিষৎ দেখ।

কেশবচরিত—বাঙ্গালা জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থ। চিরঞ্জীব শর্ম্মা প্রণীত। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁহার কার্য্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

কোরাণ—বঙ্গানুবাদ। ফিলিপ বিশ্বাস কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ইহাতে কোরাণের কতকগুলি সুরা উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এবং বাইবেল সম্বন্ধে কোরাণের অনুকূল মতসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে।

কোহিনুর—বাঙ্গালা উপন্যাস। ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। উদয়পুরাধিপতি জয়সিংহের পুত্র অমর সিংহ একদা মৃগয়ায় গিয়া এক সুন্দরী বালিকাকে দর্শন করেন। পরে গৃহে আসিয়া তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন হন। কিন্তু সে বালিকার কোন পরিচয়ই জানিতেন না। অমরের মাতা ও বিমাতা পুত্রের ভাব দেখিয়া তাঁহার বিবাহে উদ্‌যোগী হইলেন এবং বিক্রমসিংহের কন্যা বিলাসকুমারীর সহিত বিবাহ স্থির করিলেন। বিবাহকালে অমরসিংহ যখন দেখিলেন, এ সে বালিকা নয়, তখন বিবাহ সমাপ্ত না হইতেই পলায়ন করেন। পরে বিলাসকুমারীর পিতা মুসলমান হস্তে নিহত হইলে তিনি এক ফকিরের আশ্রমে অবস্থিতি করেন। তথায় যশোবন্ত সিংহের মহিষীর নিকট অম্বররাজকুমারী অম্বালিকাকে দেখিতে পান, এবং বুঝিতে পারেন যে, অম্বালিকাই অমরসিংহের মনোহারিণী। এই সময়ে মোগলসম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সহিত মাড়বারবীর দুর্গাদাসের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। অমরসিংহ সেই যুদ্ধে দুর্গাদাসের পক্ষ হইয়া অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। পরে বিলাসকুমারীর চেষ্টায় অম্বালিকার সহিত অমরসিংহের বিবাহ হয়। বিবাহের পর আত্মত্যাগিনী বিলাসকুমারী সন্ন্যাসিনীর বেশে চলিয়া যান।

ক্ষিতীশ বংশাবলিচরিত—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গ্রন্থ। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় প্রণীত। ইহাতে নবদ্বীপ রাজবংশের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বকালে ও ইংরাজদিগের প্রথম অধিকার সময়ে নবদ্বীপ রাজবংশের অধিকারস্থ প্রদেশসমূহের অবস্থা, দেশের রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, বিচারপ্রণালী, শাসনপদ্ধতি, বাণিজ্য প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে রাজবংশীয়গণের বাসস্থান, দিল্লীর সম্রাট্ প্রদত্ত ফরমান্, রাজা ও রাজপুত্রদিগের রচিত সংস্কৃত কবিতা, বিচারের মীমাংসা পত্র, পৈতৃক সম্পত্তি দানের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ক্ষুদিরাম—বাঙ্গালা উপন্যাস। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ক্ষুদিরাম জনৈক কৈবর্ত্তের সন্তান। তাহার বিধবা মাতা মৎস্যাদি বিক্রয় দ্বারা কষ্টার্জ্জিত অর্থে ক্ষুদিরামকে লেখা পড়া শিখায়। ক্ষুদিরাম বি এ পাস করে। তখন সে আপনার জাতির হীনতা, মাতার মৎস্যবিক্রয়রূপ নিকৃষ্ট কার্য্যদর্শনে জননী ও জন্মভূমি উভয়ই ত্যাগ করিয়া কলিকাতাবাসী হয়। তথায় আপনাকে কায়স্থ পরিচয় দিয়া জনৈক কায়স্থের কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হয়। পরিশেষে "প্রেমনিকেতন" নামক সভার সভ্য হইয়া জনৈকা কুলত্যাগিনী বিধবাকে বিবাহ করে। ব্যঙ্গপূর্ণ সরস ভাষায় এই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

খ

খুকুমণির ছড়া—বাঙ্গালা কবিতা পুস্তক। যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে রমণী ও শিশুদিগের মুখে কতকগুলি ছড়া বা কবিতা শুনিতে পাওয়া যাইত। সেই সকল ছড়ার শব্দার্থ লইয়া বিচার

করিতে গেলে কোন অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, পরন্তু সেগুলিকে এক একটী অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই অর্থহীন অসম্বদ্ধ প্রলাপের মধ্যে এমন একটী মধুরতা আছে, যাহা শুনিতে শুনিতে দুরন্ত শিশু মাতৃক্রোড়ে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, অতীতবয়স্কের হৃদয়ে বাল্যের একটী সুমধুর স্মৃতি জাগিয়া উঠে, শত-দুঃখ দীর্ঘশ্বাসমাকুল প্রাণের মধ্যে মাতৃস্নেহের একটী স্নিগ্ধ ধারা বহিয়া যায়, নগ্ন শিশুর অস্ফুট সঙ্গীতের একটী মধুর প্রতিধ্বনি বাজিতে থাকে। অধুনা এই সকল ছড়া ক্রমেই লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে। এইরূপ প্রায় আড়াই শত ছড়া এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিশুদিগের আনন্দবর্দ্ধনার্থ অনেকগুলি চিত্রও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

গ

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (দেওয়ান)—চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। বাঙ্গালা ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি কি উপায় অবলম্বন করিয়া প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন ও স্বীয় প্রভুর অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন, এই সমস্ত বিষয় গ্রন্থকার উপন্যাসাকারে অলদক্ষরে এই গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। আনুষঙ্গিকভাবে অন্যান্য চরিত্রেরও সুন্দর সমাবেশ আছে।

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী—বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ। দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সূর্য্যবংশীয় রাজা ভগীরথ তপস্যাপ্রভাবে স্বর্গ হইতে গঙ্গা কে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিয়া কপিলশাপে ভস্মীভূত পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধার সাধন করেন, ইহাই এই গ্রন্থের মূল আখ্যায়িকা। প্রসঙ্গ ক্রমে অন্যান্য বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে গঙ্গার উভয় পার্শ্বস্থিত অনেক গ্রাম ও নগরাদির বর্ণনা আছে।

গণেশ গীতা—নবগীতা দেখ।

গরুড় পুরাণ—পুরাণ দেখ।

গান—বাঙ্গালা সঙ্গীতগ্রন্থ। বিহারিলাল সরকার প্রণীত। ইহাতে ঈশ্বরবিষয়ক, শ্যামাবিষয়ক, বৈরাগ্য বিষয়ক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক কতকগুলি গান ও কীর্ত্তন সন্নিবেশিত হইয়াছে। গানে রচয়িতার ভাবুকতা ও কবিত্বশক্তির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

গায়ত্রীতত্ত্ব—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। ভুবনমোহন বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে গায়ত্রীর স্বরূপ, ধ্যান, শিবশক্ত ব্যাখ্যা, গায়ত্রী জপবিধি, গায়ত্রী রহস্য, নবগুণ যজ্ঞসূত্র, বলিদান রহস্য প্রভৃতি কথিত হইয়াছে।

গীতগোবিন্দ (সটীক সানুবাদ)—সংস্কৃত গীতি গ্রন্থ। জয়দেব গোস্বামি প্রণীত। প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত। ইহার পদগুলি সরল ও সুমধুর ভাষায় গীতিচ্ছন্দে লিখিত হইয়াছে।

গিরিধর কৃত "গীতগোবিন্দ" জয়দেবের প্রথম বঙ্গানুবাদ। স্যার এডউইন আর্ণল্ড গীতগোবিন্দ ইংরাজী পদ্যে অনুবাদিত করিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মূল ও অনুবাদ সহ একটী সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। শ্যামলাল বসাক ইহার কেবল বঙ্গানুবাদ বাহির করিয়াছেন।

গীতমালা—বাঙ্গালা বৈষ্ণবপদগ্রন্থ। রঘুনন্দন গোস্বামি বিরচিত। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের যে সকল লীলাকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তদবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত। ইহা সঙ্গীতের আকারে রচিত।

গীতসূত্রসার—বাঙ্গালা সঙ্গীত গ্রন্থ। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

এই গ্রন্থখানিতে হিন্দু সঙ্গীতের মর্ম্ম স্থূলভাবে প্রকটিত হইয়াছে। রাগ রাগিণী গ্রাম ও ঠাট্ট সম্বন্ধে অনেক মৌলিক চিন্তাও ইহাতে লক্ষিত হয়। ইহাতে অনেক গুলি হিন্দি ও বাঙ্গালা গান ইংরাজী স্বরলিপি-যোগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কতকগুলি গানও বাঙ্গালা স্বরলিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তক প্রণয়নে গ্রন্থকারের সঙ্গীতবিদ্যার নিপুণতা ও তৎপ্রতি অনুরাগের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

গীতা—ভগবদ্গীতা দেখ।

গীতায় ঈশ্বরবাদ—বাঙ্গালা ধর্ম্মগ্রন্থ। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। ইহাতে ষড়্দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্তদর্শনের বিবৃত আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐ সকল দর্শনের সহিত গীতার কি সম্বন্ধ এবং গীতায় কি ভাবে ঐ সকল দার্শনিক মত বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে, তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

গীতাসার—নবগীতা দেখ।

গুরুগীতা—পঞ্চগীতা দেখ।

গুরুগোবিন্দ সিং—বাঙ্গালা জীবনবৃত্তান্ত। তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ইহাতে শিখসম্প্রদায়ের উৎপত্তি, নানক প্রভৃতি শিখগুরুদিগের জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হইয়াছে। দশম গুরু গোবিন্দ সিংএর জীবনচরিত ও কার্য্যাদি বিবৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

গুর্ব্বিণীবান্ধব—বাঙ্গালা চিকিৎসাগ্রন্থ। হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ইহাতে গর্ভিণী স্ত্রীলোকের গর্ভের অবস্থা, গর্ভস্রাব ও তাহার কারণ, বন্ধ্যাত্বের হেতু, গর্ভাবস্থার পীড়া ও তাহার চিকিৎসা, ইত্যাদি বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক ইয়ুরোপীয় ডাক্তারগণের মত প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

গৃহলক্ষ্মী—(প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)। বাঙ্গালা স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ। গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত। কিরূপ কার্য্য করিলে গৃহিণীগণ সুগৃহিণী হইতে পারেন, কিরূপভাবে চলিলে সংসারের সুখসৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়, স্বামীর সহিত ও অন্যান্য পরিজনবর্গের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপ শিক্ষা দিলে সন্তান সুসন্তান হইতে পারে, ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থে বিশদ ও বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

গো-তত্ত্ব—বাঙ্গালা চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ। ইহা ডাক্তার হ্যালেন্ কৃত Manual of the Cattle Diseases in India নামক পুস্তকের অনুবাদ। শশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ইহাতে গরু ও ভেড়ার রোগ, রোগের লক্ষণ, চিকিৎসাপ্রণালী, ঔষধ প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

গোপাল চম্পূ—জীবগোস্বামি-কৃত। ইহা গদ্য ও পদ্যে রচিত এবং পূর্ব্ব চম্পূ ও উত্তর চম্পূ এই দুই ভাগে বিভক্ত। ভাগবতের দশম স্কন্ধোক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বচম্পূতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত, বংশাদি বর্ণন, দৈত্যাদি বধ, কালিয়দমন, পূর্ব্বরাগ, ঋতুবর্ণন, গোবর্দ্ধনধারণ, অন্নভিক্ষা, দানলীলা, শঙ্খচূড় বধ প্রভৃতি এবং উত্তর চম্পূতে ব্রজানুরাগ, অক্রূরসহ মথুরাগমন, সান্দীপনীর নিকট অধ্যয়ন, গুরুদক্ষিণা, উদ্ধব সংবাদ, জরাসন্ধ বধ, বলভদ্রবিবাহ, নরকবধ, পারিজাত হরণ, দ্বারকালীলা, ব্রজে পুনরাগমন, রাধাকৃষ্ণের পুনর্ম্মিলন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ১৫১০ শকে ইহার রচনা শেষ হয়।

গোবিন্দদাসের করচা—বাঙ্গালা পদ্যগ্রন্থ। জয়গোপাল গোস্বামি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহাতে ভক্ত কবি গোবিন্দদাস শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। গোবিন্দদাস চৈতন্যদেবের ভৃত্য ছিলেন। প্রভুর তিরোভাবের পরে তিনি এই গ্রন্থখানির রচনা করিয়াছিলেন।

গোলেবকাওলী—বাঙ্গালা উপন্যাস। ইহার আখ্যানভাগ এইরূপ—সাকীস্তানের রাজার দ্বিতীয়া মহিষী গর্ভবতী হইলে রাজা জ্যোতিষী দ্বারা গণনা করাইয়া জানিতে পারেন যে, এই গর্ভে সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র

জন্মগ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহার মুখদর্শনে রাজাকে অন্ধ হইতে হইবে। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা ঐ মহিষীকে নগরের বহির্ভাগে এক পৃথক্ বাটীতে রাখিয়া দিলে তথায় তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। উহার নাম তাজলমুলুক রাখা হয়। ঐ পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদা দৈবক্রমে পুত্রসহ রাজার সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি অন্ধ হন। তখন রাজা তাজলমুলুককে নির্ব্বাসিত করেন, এবং বকায়লী পুষ্প দ্বারা চক্ষু আরোগ্য হইতে পারে, এই সংবাদ অবগত হইয়া ঐ পুষ্প আহরণে চেষ্টিত হন। তাঁহার প্রধানা মহিষীর চারি পুত্র ঐ পুষ্পান্বেষণে পোতারোহণে গমন করেন। তাজলমুলুকও ছদ্মবেশে তাঁহাদের সহিত যান। পরে এক দেশে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য রাজকন্যার সহিত পাশাখেলায় রাজপুত্রচতুষ্টয় হৃতসর্ব্বস্ব ও বন্দী হইলে তাজলমুলুক কৌশলে সেই রাজকন্যাকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া ভ্রাতাদের উদ্ধার সাধন করেন। পরে তিনি এক দৈত্যের সহায়তায় পরীদেশে গমনপূর্ব্বক বকায়লী নাম্নী পরীর উদ্যানস্থিত বকায়লী পুষ্প আহরণ করেন এবং বকায়লীর নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার সহিত স্বীয় হার ও অঙ্গুরীয় বিনিময় করিয়া আইসেন। পরে বকায়লী অনেক অনুসন্ধানের পর তাজলমুলুককে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। অতঃপর ইন্দ্রের শাপে বকায়লী পাষাণত্ব প্রাপ্ত হইলে রাজকুমার সুখভোগ ছাড়িয়া বকায়লীর নিকট অবস্থিতি করেন। দ্বাদশ বর্ষান্তে শাপমোচন হইলে তিনি বকায়লী ও অন্যান্য পত্নীগণকে লইয়া সুখে রাজ্যভোগ করিতে থাকেন।

এই গল্পটি নাট্যগ্রন্থাকারে গ্রথিত হইয়া বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়।

গৌতম সংহিতা—সংহিতা দেখ।

গৌরাঙ্গসুন্দর (শ্রী)—বাঙ্গালা জীবনচরিত। শ্যামলাল গোস্বামী প্রকাশিত। ইহাতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। গৌরাঙ্গের জন্ম, বাল্য ও যৌবনলীলা, শিক্ষা, পরিণয়, ভাবান্তর, নিত্যানন্দের সহিত মিলন, ভক্তসম্মিলন, জগাই মাধাই উদ্ধার, সংকীর্ত্তন, বিবিধ অদ্ভুত ঘটনা, গৃহত্যাগ, সন্ন্যাসগ্রহণ, নীলাচল যাত্রা, দক্ষিণ ভ্রমণ, গৌড়াগমন, বৃন্দাবন যাত্রা, সনাতনের শিক্ষা, আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা, মায়াবাদ খণ্ডন, ব্রহ্মনিরূপণ, নীলাচলে পরম ধামে গমন প্রভৃতি সবিস্তরে বিবৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে মুরারি গুপ্ত, অদ্বৈতাচার্য্য, রূপ, সনাতন, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, রঘুনাথ দাস, রামচন্দ্র পুরী, জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের কাহিনী আলোচিত হইয়াছে।

গ্রাম্যবিভ্রাট—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। মিউনিসিপালিটীর কমিশনারীর জন্য ভোট-গ্রহণ-উপলক্ষে মফঃস্বলে কিরূপ বিভ্রাট উপস্থিত হয়, তাহাই এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

এই প্রহসনখানি ষ্টার থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়।

গ্রীক ও হিন্দু—প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। গ্রীকজাতি এবং হিন্দুজাতি একবংশোৎপন্ন হইলেও কালে কিরূপ প্রাকৃতিক কারণবশতঃ তাহারা কি প্রকার বিভিন্নপ্রকৃতি হইয়াছে, এবং তাহাদের কার্য্য ও কার্য্যক্ষেত্র কতদূর রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে, কিরূপভাবে চেষ্টা করিলে হিন্দুজাতি পুনরায় উন্নত হইতে পারে, ইত্যাদি বিষয়সমূহ এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

চক্ষুদান—বাঙ্গালা প্রহসন। মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে পরকীয়া-প্রেমরত স্বামীকে তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী কিরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই বিবৃত হইয়াছে। প্রহসনখানি গ্রন্থকারের প্রতিষ্ঠিত পাথুরিয়া ঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে "বিদ্যাসুন্দর" নাটকের সহিত প্রথমে অভিনীত হইয়াছিল। সাধারণ নাট্যালয় মধ্যে সর্ব্বাগ্রে বেঙ্গল থিয়েটারে ইহার প্রথম অভিনয় হয় (খ্রীঃ ১৮৭৩ ৫ই অক্টোবর)। এখনও এই প্রহসনখানি স্থানে স্থানে অভিনীত হইয়া থাকে।

চণ্ডকৌশিক—বাঙ্গালা নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহা সংস্কৃত চণ্ডকৌশিক নাটকের অনুবাদ। পুরাণোক্ত মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান অবলম্বনে এই নাটক রচিত।

চণ্ডী—মার্কণ্ডেয় পুরাণ দেখ।

চণ্ডীদাস—রমণীমোহন মল্লিক সম্পাদিত। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে এক প্রতিভাশালী কবি এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া মধুর কবিতাস্রোতে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রেমের নবীন উচ্ছ্বাসে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য গৌরবান্বিত, সেই প্রাচীন ভক্ত কবি চণ্ডীদাসের প্রেমপূর্ণ গীতাবলি ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত ইহাতে চণ্ডীদাসের জীবনবৃত্তান্ত, তাঁহার বাসস্থান, জন্মকাল, শিক্ষা, দীক্ষা, কবিতাবলীর টীকা এবং তাহার সমালোচনা প্রভৃতিও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। ইহা মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। চতুর্দ্দশ পদবিশিষ্ট কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইয়ুরোপে অবস্থান কালে কবি এইগুলি রচনা করিয়াছিলেন (খ্রীঃ ১৮৬৫-৬৭)। এই কবিতাগুলির আকার ইয়ুরোপীয় Sonnet নামক কবিতাবিশেষের অনুরূপ। ইতালীয় কবি পেত্রার্কের কবিতা পাঠ করিয়া মধুসূদনের মনে এই ধরণের কবিতা বাঙ্গালায় রচনা করিবার ইচ্ছা জাগরূক হয়।

চন্দ্রনাথ—বাঙ্গালা সামাজিক উপন্যাস। ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। এতদ্দেশে অর্থের কিরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, অথবা ধনপ্রয়োগের ফল কিরূপ, অবস্থাভেদে স্ত্রীজাতি কিরূপ মহৎ ও কিরূপ নিকৃষ্ট চরিত্র হইতে পারে, এই সকল প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে এই উপন্যাসখানি লিখিত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখর—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রতাপ নামক জনৈক বালকের সহিত শৈবলিনী নাম্নী এক বালিকার বাল্যপ্রণয় সংঘটিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ ইহা প্রকৃত প্রণয়ে পরিণত হয়। কিন্তু প্রতাপ ও শৈবলিনী যখন জানিতে পারিল যে, তাহারা পরস্পর জ্ঞাতি সম্বন্ধে আবদ্ধ, সুতরাং বিবাহ অসম্ভব, তখন উভয়ে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিবার পরামর্শ করিল। উভয়ে সাঁতারিয়া গঙ্গার মাঝখানে গেল। প্রতাপ ডুবিল, কিন্তু শৈবলিনী ভয়ে ডুবিতে পারিল না, ফিরিয়া আসিল। চন্দ্রশেখর নামক জনৈক পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ প্রতাপকে জল হইতে উদ্ধার করিলেন। চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর বিবাহ হইল। শৈবলিনী স্বামিগৃহ বেদগ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিল। কিন্তু সে প্রতাপকে ভুলিল না। প্রতাপ রূপসী নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া মুঙ্গেরে চলিয়া যান। অতঃপর ফষ্টর নামক জনৈক ইংরাজ শৈবলিনীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। চন্দ্রশেখর পত্নীবিচ্ছেদে কাতর হইয়া গৃহত্যাগী হন। তৎকালে মীরকাসিম বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার মনোবিবাদ চলিতেছিল। নবাবের সেনাপতি গুরগণ খাঁ যাহাতে যুদ্ধ বাধে, তাহার চেষ্টায় ফিরিতেছিল। মীরকাসিমের মহিষী দলনী বেগম ইহা বুঝিতে পারিয়া সাতিশয় ভীতা লেন। গুরগণ খাঁ তাঁহার ভ্রাতা; কিন্তু এ কথা আর কেহই জানিত না। গুরগণকে

যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য একদা রাত্রিকালে দলনী বেগম দাসীসহ গুরগণের নিকট গমন করিলেন। কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী গুরগণ তাঁহার অনুরোধ শুনিলেন না, অধিকন্তু দলনী সমস্ত বুঝিয়াছে ভাবিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশে বদ্ধপরিকর হইলেন। দলনী ফিরিয়া গিয়া দেখিল দুর্গদ্বার রুদ্ধ। সে নিরাশ্রয়া হইয়া পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে চন্দ্রশেখর তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দলনীকে লইয়া প্রতাপের বাসায় রাখিয়া দিলেন। এদিকে প্রতাপ শৈবলিনী হরণের সংবাদ পাইয়া ফষ্টরকে আহত করিয়া সেই রাত্রিতেই শৈবলিনীকে আপনার বাসায় আনিলেন। ইংরাজ পক্ষীয় লোক আসিয়া প্রতাপের বাসা আক্রমণ করিল, এবং প্রতাপকে ও শৈবলিনীভ্রমে দলনী বেগমকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। পরদিন নবাব সংবাদ পাইলেন যে, দলনী প্রতাপের বাসায় আছে। তিনি দলনীকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। লোকেরা বেগমকে চিনিত না, সুতরাং দলনীভ্রমে শৈবলিনীকে আনিল। তাহারই মুখে নবাব শুনিলেন যে, ইংরেজরা দলনীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। নবাব ইংরাজের নৌকা আটক করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু তখন ইংরাজেরা মুঙ্গের হইতে পলায়ন করিয়াছে। শৈবলিনী নবাবের অনুমতি লইয়া প্রতাপকে উদ্ধার করিবার জন্য ইংরাজের নৌকার অনুসরণ করিল, এবং পাগলিনী সাজিয়া প্রতাপের নৌকায় উপস্থিত হইল। শৃঙ্খলমুক্ত প্রতাপ ও শৈবলিনী গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পলায়ন করিলেন। সাঁতার দিবার সময় প্রতাপ শৈবলিনীকে তাঁহার প্রতি অবৈধ ভালবাসা ত্যাগ করিতে বলিলেন, শৈবলিনী প্রথমে স্বীকৃত হইল না, শেষে প্রতাপ যখন ডুবিয়া মরিতে গেল, তখন শৈবলিনী তাহা স্বীকার করিল। প্রতাপকে লইয়া শৈবলিনী স্বীয় নৌকায় উঠিল, এবং রাত্রিকালে অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিয়া এক জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথায় ঝড় বৃষ্টিতে মৃতপ্রায়া হইলে চন্দ্রশেখরের গুরু রমানন্দ স্বামী তাহাকে লইয়া এক গুহামধ্যে রক্ষা করেন। তথায় শৈবলিনী অনুতাপে দগ্ধ হইতে থাকে, এবং স্বামিসঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়। রমানন্দ স্বামী তাহাকে সপ্তাহব্যাপী কৃচ্ছ্রব্রত সাধনের উপদেশ দেন। শৈবলিনী আদিষ্ট ব্রতের অনুষ্ঠান করে। সপ্তম দিবসে সে মূর্চ্ছিতাবস্থায় নরকের ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিতে থাকে। এই সময় চন্দ্রশেখর আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। অনুতাপে চিন্তায় এবং নরকের ভীষণ দৃশ্য স্মরণে শৈবলিনীর মস্তিষ্ক তখন বিকৃত হইয়াছে, সে তখন উন্মাদিনী। গুরুর আদেশে চন্দ্রশেখর তাহাকে বেদগ্রামে আনয়ন করিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, এবং যোগক্রিয়া অবলম্বনে শৈবলিনীর মুখে অবগত হইলেন যে, সে কেবল প্রতাপের দর্শনলালসায় ফষ্টরের সহিত অবস্থান করিয়াছিল, ইহা ব্যতীত সে আর কোন দোষের কার্য্য করে নাই; এক্ষণে সে স্বামীর পদসেবার জন্য লালায়িত। উদারহৃদয় চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে ক্ষমা করিলেন।

এদিকে নবাবের আদেশে সেনাপতি তকি খাঁ মুর্শিদাবাদগামী ইংরাজদের নৌকা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দলনীকে পাইলেন না। যে নৌকায় আহত ফষ্টর ছিল, দলনীও সেই নৌকায় ছিল। তাহা পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু আহত ফষ্টর কিছুদূর গিয়া পাছে নবাবের লোক তাহার নৌকা আক্রমণ করে, এই ভয়ে সে এক স্থানে দলনীকে নামাইয়া দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। বিশাল প্রান্তর মধ্যে একা দলনী বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রমানন্দ স্বামী তাঁহাকে তকী খাঁর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তকি খাঁর দুর্ব্বুদ্ধি হইল। সে নবাবকে মিথ্যা সংবাদ দিল যে, দলনী ইংরাজদের নিকট যাইতে উদ্যত, নবাবের সমীপে উপস্থিত হইতে ইচ্ছুক নহে। ক্রুদ্ধ নবাব তাহাকে বিষদানে হত্যা করিতে আদেশ দিলেন। তকী খাঁ আদেশ পত্রসহ দলনীর সম্মুখে বিষ প্রদান করিল। দলনী হাসিতে হাসিতে স্বামীর আদেশ পালন করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। তকী খাঁর প্রেরিত সংবাদে দলনীর বিশ্বাসঘাতকতা শ্রবণে নবাব হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিলেন। ইহার ফলে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। নবাব কয়েকটী যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। প্রতাপ নবাবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে নবাব জানিতে পারিলেন যে, দলনী নিষ্পাপ-হৃদয়া। তখন আর তাঁহার অনুতাপের সীমা রহিল না। বিশ্বাসঘাতক তকী খাঁ নিহত হইল। এই সময়ে শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের সাক্ষাৎ হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে বলিল, তুমি থাকিতে আমি স্বামী লইয়া সুখী হইতে পারিব না। মহাপ্রাণ প্রতাপ তখন উধুয়ানালার যুদ্ধে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং যুদ্ধে জীবন দিয়া আত্মত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। অতঃপর শৈবলিনীকে লইয়া চন্দ্রশেখর সংসারী হইলেন।

চন্দ্রশেখর প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে ১২৮১ সালে বহুলভাবে পরিবর্ত্তিত ও পুনর্লিখিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। সন্তোষের জমিদার কুমার মন্মথনাথ চৌধুরী এবং ডি, সি, মল্লিক ইহার এক এক খানি ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। 'চন্দ্রশেখর' নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া ষ্টার থিয়েটারে সাতিশয় সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছে।

চমৎকারচন্দ্রিকা (শ্রী)—বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থ। কবি কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক অনুদিত। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিকর্ত্তৃক সম্পাদিত। পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী যে সংস্কৃত ভাষায় শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইহা তাহারই পদ্যানুবাদ। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

চরকসংহিতা—সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ। ভুবনমোহন বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। চরক ঋষি প্রণীত। ইহাতে শারীর সংস্থান, বিবিধ বৃক্ষলতাদির গুণাগুণ, ঋতুবিশেষে স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি, রোগোৎপত্তির কারণ প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন চরকসংহিতার একখানি ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

চাঁদবিবি—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। আমেদনগরের সুলতান ইব্রাহিম খাঁর সহিত বিজাপুরের সুলতান আদিলশার কোন কারণে মনোবিবাদ হয়। তজ্জন্য আদিলশা ও তাঁহার খুল্লতাতপত্নী চাঁদবিবি আমেদনগর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে আমেদ নগরের বিশ্বাসঘাতক উজীর দেশ রক্ষার ছলে মোগল-সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করেন। মোগল-সৈন্যের সহায়তায় বিজাপুরপতিকে পরাস্ত ও শেষে ইব্রাহিমকেও দূরীভূত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। কিন্তু চাঁদবিবি যখন দেখিলেন যে, মোগলসৈন্য আমেদ নগর প্রবেশে উদ্যত, তখন তিনি বৈরতা ভুলিয়া গিয়া আমেদ নগরের রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। বীররমণী অসীম বীরত্বসহকারে বিশ্বাসঘাতক উজীর ও মোগলের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিলেন। যুদ্ধশেষে বিফলকাম উজীরের গুপ্ত অস্ত্রাঘাতে তাঁহার জীবনান্ত হইল। আমেদনগরপতি ইব্রাহিম যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন। তাঁহার শিশুপুত্র বাহাদুরকে

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই বীর্য্যবতী রমণী অমরধামে প্রস্থান করিলেন।

এই নাটকখানি লইয়া বাঙ্গালা ১৩১৪ সালের ২৬শে শ্রাবণ (১৯০৭ খ্রীঃ ১১ই আগষ্ট) কোহিনুর থিয়েটার খোলা হয়। সেখানে তারাসুন্দরী চাঁদবিবির চরিত্র অভিনয়ে প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

চার্ব্বাক্‌ দর্শন—দর্শন দেখ।

চাহার দরবেশ—বাঙ্গালা উপন্যাস। জলধর সেন অনুবাদিত। ইহা চাহার দরবেশ নামক উর্দ্দু উপন্যাসের অনুবাদ। ইহাতে চারিজন দরবেশ বা ফকীরের অদ্ভুত জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কনষ্টান্টিনোপলের রাজা আজাদ্‌বক্তের সন্তান না হওয়ায় মন্ত্রীর উপদেশানুসারে তিনি প্রত্যহ রাত্রিকালে একাকী ছদ্মবেশে সমাধিস্থানে গিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। একদা তিনি কিছুদূরে চারিজন দরবেশকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তথায় উপস্থিত হন এবং গোপনে থাকিয়া তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। পরে প্রভাতে তাঁহাদিগকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের নিকট নিজের অদ্ভুত জীবনবৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন, ও তাঁহাদের অবশিষ্ট দুইজনের জীবনকাহিনী শ্রবণ করেন।

চিত্রাঙ্গদা—বাঙ্গালা নাটক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা পিতার একমাত্র সন্তান বলিয়া আদরে লালিত পালিত হইয়াছিলেন, এবং পুরুষোচিত শস্ত্রাদি বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। এমন সময় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন তীর্থভ্রমণার্থ তথায় উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া চিত্রাঙ্গদা আত্মহারা হইয়া পড়েন, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী অর্জ্জুন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করায় তিনি অনঙ্গদেবের উপাসনা করেন। অনঙ্গদেবের প্রভাবে অর্জ্জুন তাঁহাকে বরণ করেন। চিত্রাঙ্গদা এক বর্ষকাল তাঁহার সহিত নির্জ্জনে বাস করিলে অর্জ্জুন তথা হইতে চলিয়া যান। এই নাটকখানি পদ্যে রচিত।

চিনিবাস চরিতামৃত—বাঙ্গালা উপন্যাস। যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। চিনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক নব্য যুবক নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সমাজসংস্কার, বিধবা-বিবাহ, ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতি আন্দোলন উপস্থিত করেন, এবং কয়েকজন যুবক ও কয়েকজন রমণীকে লইয়া একটী দল বাঁধিয়া ভারত উদ্ধারার্থ বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহার নাম চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, শেষে গভর্ণমেণ্টের নিকট তিনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। এদিকে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা সূতা কাটিয়া দিনপাত করেন, এবং পুত্রকে দেখিবার জন্য অস্থির হন। কিন্তু চিনিবাস তাঁহাকে মাতা বলিয়া পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক। শেষে তাঁহার মাতা নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন।

চিন্তাতরঙ্গিণী—বাঙ্গালা খণ্ডকাব্য। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। জনৈক জমিদার পুত্র গুরুজন কর্ত্তৃক বিষয়রক্ষার্থ জালকরণ ও মিথ্যাকথনের জন্য প্রণোদিত হন, কিন্তু তিনি ইহাতে অসমর্থ হইয়া উদ্বন্ধনে জীবনত্যাগ করেন, এই মূল ঘটনা অবলম্বনে প্রাচীনেরা নব্যসম্প্রদায়ের মনোভাব না বুঝিয়া কার্য্য করিলে কিরূপ বিষময় ফলের উৎপত্তি হয়, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

চৈতন্যচন্দ্রামৃত—সংস্কৃত কোষকাব্য। প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত। প্রবোধানন্দ দাক্ষিণাত্য বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইনি যৎকালে কাশীবাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে চৈতন্যদেব কাশীধামে উপস্থিত হন। প্রবোধানন্দ প্রথমে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া তাঁহার সহিত অনেক বাদানুবাদ করেন, পরিশেষে তাঁহার অলৌকিক মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া নিজের দোষ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার স্তুতি করেন। এই স্তুতিই এই গ্রন্থ। ইহাতে স্তুতি, প্রমাণ, আশীর্ব্বাদ, গৌরভক্তমহিমা, অভক্তের নিন্দা, নিজ দৈন্য, অবতার মহিমা প্রভৃতি ১২টী বিভাগ আছে।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়—সংস্কৃত নাটক। কবি কর্ণপুর প্রণীত। ইহাতে কলি ও অধর্ম্মের অভিনয়, খানন্দাবেশ, দানবিনোদ, তীর্থাটন, মহামহোৎসব, ভক্তিবৈরাগ্যাদির অভিনয়, প্রেম ও মৈত্রীর অভিনয়, শ্রীচৈতন্যদেব ও তৎসহচরবর্গের লীলামাহাত্ম্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ভক্তিরসপ্রধান নাটক। ৬ষ্ঠ অঙ্কে সার্ব্বভৌমানুগ্রহ নামক প্রসঙ্গে ইহাতে মাধ্বদর্শনের মত বিবৃত হইয়াছে। ১৪৯৪ শাকে এই নাটক লিখিত হয়। কুলনগরনিবাসী পুরুষোত্তম (প্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশ) ১৬৩৪ শাকে ইহার বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করেন।

চৈতন্যচরিতামৃত—(শ্রীশ্রী)। বাঙ্গালা বৈষ্ণবগ্রন্থ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইহাতে চৈতন্যদেবের জন্ম হইতে অন্ত্যলীলা পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পয়ারচ্ছন্দে রচিত। রচনাকাল খ্রীঃ ১৫৭২-৮২। মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের করচা, বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্যভাগবত" ও কবিকর্ণপুরের "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" গ্রন্থ হইতে "চৈতন্যচরিতামৃতের" উপাদান সংগৃহীত। কথিত আছে, ইহার পাণ্ডুলিপিখানি বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আনীত হইবার সময় বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বিরের প্ররোচনায়, চৌরগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, হৃত পুস্তকখানির শোকে কৃষ্ণদাস দেহত্যাগ করেন। পুস্তকখানি উত্তরকালে প্রত্যর্পিত হয়।

চৈতন্যভাগবত—(শ্রী)। বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থ। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রণীত। নৃত্যগোপাল বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে চৈতন্যদেবের জন্ম হইতে গয়াধামে গমন পর্য্যন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মধ্য খণ্ডে চিত্তের ভাবান্তর, কৃষ্ণপ্রেমাবেশ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস, শ্রীনিবাস প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত সম্মিলন, সংকীর্ত্তন, ভক্তগণের নিকট ঐশ্বর্য্য প্রকাশ, পাতকী উদ্ধার প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অন্ত্য খণ্ডে সংসারে বীতরাগ হইয়া কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারণ, নীলাচলে গমন, গৌড়দেশে পুনরাগমন, সর্ব্বত্র নামপ্রচার, পরে নীলাচলে পুনর্গমন ও অবস্থিতি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তগণ চৈতন্যের মৃত্যুর উল্লেখে অনিচ্ছুক বলিয়া চৈতন্যের মৃত্যু ইহাতে বর্ণিত হয় নাই। পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে অনেক বচন মধ্যে মধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি প্রচলিত ছন্দে লিখিত। রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ ১৫৩৫।

চৈতন্যমঙ্গল (শ্রী)—বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থ। লোচনদাস ঠাকুর বিরচিত। ইহা সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষ খণ্ড এই চারি খণ্ডে বিভক্ত। সূত্রখণ্ডে ভগবানের গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বাভাষ; আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গদেবের জন্ম, বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা, বিবাহ, পিতৃকৃত্য সমাধানার্থ গয়াধামে গমন; মধ্য খণ্ডে নামপ্রচার, সন্ন্যাসগ্রহণ ও নীলাচল গমন, এবং শেষখণ্ডে চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পয়ারচ্ছন্দে রচিত। রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ ১৫৩৭। গুরু নরহরি সরকারের আজ্ঞায় লোচনদাস এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

চৈতন্যলীলা—বাঙ্গালা নাটক। প্রথম ভাগ। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ইহাতে চৈতন্যদেবের জন্ম হইতে হরিনাম প্রচার পর্য্যন্ত

লীলাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। এই নাটকখানি ষ্টার থিয়েটারে প্রশংসার সহিত প্রথমে অভিনীত হয়। ইহার দ্বিতীয় ভাগ "নিমাই সন্ন্যাস" উত্তরকালে রচিত হইয়া অল্পদিন উক্ত থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

চোখের বালি-বাঙ্গালা উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মহেন্দ্র কলিকাতার কোনও সঙ্গতিপন্ন সম্ভ্রান্ত বংশের সুবোধ ও সচ্চরিত্র সন্তান। অল্পবয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তাঁহার বিধবা জননী রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে সকল বিষয়েই তাঁহার ইচ্ছানুসারে চলিতে দিতেন। তাঁহার বন্ধু বিহারীও তাঁহাকে অনেক বিষয়ে প্রশ্রয় দিতেন। এইরূপ প্রশ্রয় পাইয়া মহেন্দ্র সকল বিষয়েই আপন ইচ্ছানুসারে চলিতেন। কোন বিষয়ে তিনি কাহারও বাদ প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারিতেন না। ইহার ফলে মহেন্দ্র অনেক সময়ে যথেচ্ছাচারের পরিচয় দিতেন। অতঃপর তিনি তাঁহার বিধবা খুড়ী অন্নপূর্ণার আত্মীয়া আশালতা নাম্নী একটী সুন্দরী কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া অধিকাংশ সময় নববধূসহবাসে যাপন করিতে লাগিলেন। ইহাতে বৃদ্ধা জননী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কিছুদিনের জন্য বারাসাতে আপনার পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। তথায় বিনোদিনী নামে তাঁহার এক বিধবা আত্মীয়কন্যা অতিশয় ভক্তি ও যত্নের সহিত তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মীর বারাসাতে অবস্থিতি সময়ে মহেন্দ্রের বন্ধু বিহারীও একবার বারাসাতে গিয়াছিলেন। সেই সূত্রে বিনোদিনী বিহারীর সহিত প্রণয়-সম্বন্ধ স্থাপিত করিলেন। রাজলক্ষ্মী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার সময় বিনোদিনীকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। কলিকাতায় বিনোদিনী তাঁহার সংসার-পরিচালনায় দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইল।

আশালতা নবাগতা বিনোদিনীকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন এবং আধুনিক হিন্দু কামিনীরা পরস্পরে বন্ধুত্বস্থাপন কালে যেরূপ নানাপ্রকার কাল্পনিক নামে সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকেন, তদনুসারে বিনোদিনীর সহিত 'চোখের বালি' সম্বন্ধ পাতাইলেন। পরন্তু এই 'চোখের বালি' নামটি আশা নির্ব্বাচন করে নাই,—উহা বিনোদিনীরই নির্ব্বাচিত। তাহার একটী বিশিষ্ট কারণ এই যে, বিনোদিনীর সহিত মহেন্দ্রের প্রথমে বিবাহের কথাবার্ত্তা হয়, কিন্তু নানা কারণে তখন বিনোদিনীর সহিত মহেন্দ্রের বিবাহ হয় নাই। পরে বিনোদিনীর অন্যত্র বিবাহ হইলে কিছুদিন পরে সে বিধবা হয়। এই কারণে বিনোদিনী আশাকে ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, এবং সেই জন্যই তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া 'চোখের বালি' নামটী বাছিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু সংসারের কুটিলতাজ্ঞানশূন্য সরলা আশা এই নামের অন্তর্নিহিত গূঢ় শ্লেষের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি বিনোদিনীকে আপনার প্রকৃত হিতকারিণী বলিয়াই স্থির করিলেন এবং সেই বিশ্বাসে তাঁহার স্বামীর সহিত বিনোদিনীর আলাপ পরিচয় করিয়া দিলেন।

কালক্রমে মহেন্দ্র ও বিনোদিনীতে বেশ একটু মাথামাখি ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হইল। মহেন্দ্রের বন্ধু বিহারী ইহাতে অনিষ্ট সংঘটনের সম্ভাবনা দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন এবং মহেন্দ্র ও আশা উভয়কেই সতর্ক করিয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহারা সে কথা কাণেই তুলিলেন না, বরং বিহারীর এইরূপ সন্দিগ্ধ মনের জন্য মহেন্দ্র ও আশা দুইজনেই তাঁহার উপর একটু বিরক্ত হইলেন। কিন্তু এদিকে বিনোদিনী মহেন্দ্রের উপর মায়াজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র কিছুদিন ইতস্ততঃ করিয়া আপনার হৃদয়কে সংযত করিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে বিনোদিনীর মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। আবার এই সময়ে আশা কিছুদিনের জন্য কাশীতে তাঁহার পিতৃব্যের নিকট গমন করিলেন। এই সুযোগে মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রণয়াকর্ষণের অধিকতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিনোদিনীও মহেন্দ্রকে প্রণয়ের বঁড়শীতে বিদ্ধ করিয়া খেলাইতে লাগিলেন। পরন্তু ইতোমধ্যে বিনোদিনী বিহারীর নৈতিক প্রভাবে বশীভূত হইয়া পড়িলেন এবং মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া বিহারীকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন। বস্তুতঃ মহেন্দ্রের অহঙ্কার চূর্ণ করাই বিনোদিনীর উদ্দেশ্য ছিল, কারণ মহেন্দ্র বড়াই করিতেন যে, তাঁহার চরিত্র দূষিত হইবার নহে। এক্ষণে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় বিনোদিনী সরিয়া পড়িবার ইচ্ছা করিলেন। আর এক কথা, বিনোদিনী খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল, মহেন্দ্রের উপর নির্ভর করিতে গেলে মহেন্দ্র সে ভর সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে তবেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাঁহাকে ধরিয়া থাকিলে তিনি ছুটিতে চান। কিন্তু নারীর পক্ষে যে নিশ্চিন্ত বিশ্বস্ত নিরাপদ্ নির্ভর একান্ত আবশ্যক, বিহারীই তাহা দিতে পারেন। এই সব কারণে বিনোদিনী বিহারীর অনুরাগিণী হইয়া উঠিলেন। এদিকে কিন্তু মহেন্দ্রের অবস্থা তখন তাহার ঠিক বিপরীত হইয়াছে। বিনোদিনী যতই তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, মহেন্দ্র ততই তাঁহার প্রেমলাভে অধিকতর দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া উঠিলেন।

ইতোমধ্যে আশা কাশী হইতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার মাথার উপর তড়িৎপূর্ণ গম্ভীর কৃষ্ণমেঘের সঞ্চার হইয়াছে। অশনিপাতের আর অধিক বিলম্ব নাই। কিন্তু তখন আর উপায় কি? এদিকে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে এরূপ বিব্রত করিয়া তুলিলেন যে, সে বাড়ীতে তিষ্ঠান বিনোদিনীর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িল। এদিকে বিনোদিনীও বিহারীর জন্য নিতান্ত ব্যাকুলিতা হইয়া পড়িল। বিহারী বিনোদিনীর মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। তখন বিনোদিনী বিহারী-লাভের আশায় এবং মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রণয়লাভের আশায় দুইজনে একত্রে গৃহত্যাগ করিলেন। সেই সময় হইতে বিনোদিনী মহেন্দ্রের প্রতি দিন দিন অধিকতর ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, এবং যাহাতে মহেন্দ্র তাঁহাকে আর পীড়াপীড়ি করিতে না পারেন, এই অভিপ্রায়ে ক্রমাগত এস্থান ওস্থান করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমাগত এখানে ওখানে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও প্রণয়পাত্রীর ঔদাসীন্যে বিরক্ত হইয়া মহেন্দ্র বিনোদিনী-লাভের আশায় জলাঞ্জলি দিলেন, এবং তখন আপনার চরিত্রের অধঃপতন হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে কলিকাতায় আপনার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার মাতা মৃত্যুশয্যায় শয়ানা এবং আশা ও বিহারী তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত।

ইহা দেখিয়া মহেন্দ্রের অত্যন্ত কষ্ট হইল। তিনি জননীর নিকট যাইয়া ও পূর্ব্ব আচরণের নিমিত্ত অনুতাপ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মাতা পুত্রকে ক্ষমা করিলেন। অতঃপর মহেন্দ্র পত্নী আশা ও বন্ধু বিহারীর সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন। রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকেও ক্ষমা করিলেন। বিহারী বিনোদের ভার গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে পত্নীত্বেও গ্রহণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু বিনোদিনী এক্ষণে তাহাতে অস্বীকৃতা হইলেন।

রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুর পর বিনোদিনী কাশীতে বাস করিবার নিমিত্ত চলিয়া গেলেন মহেন্দ্র, আশা ও বিহারী একত্র থাকিয়া আর্ত্তত্রাণে ও লোকহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিলেন।

ছ

ছত্রপতি শিবাজী—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত। ইহাতে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর কার্য্যকলাপ ও জীবনবৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। শিবাজীর পূর্ব্বে ও সমকালে ভারতের অবস্থা, মহারাষ্ট্র দেশের অবস্থা, শিবাজীর বংশপরিচয়, শিবাজীর জন্ম প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া শিবাজীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঘটনাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গাধীন কয়েকখানি চিত্রও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত ছত্রপতি শিবাজী নামধেয় একখানি নাটক বাঙ্গালা ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাসে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

ছবি—বাঙ্গালা প্রহসন। দুর্গাদাস দে প্রণীত। এতদ্দেশীয়া রমণীগণ বিজাতীয় ভাবে শিক্ষিতা ও বিজাতীয় আদর্শে গঠিতা হইলে সংসারে কিরূপ অনর্থোৎপত্তি হয়, এবং পুরুষগণ বিজাতীয় অনুকরণপ্রিয় হইলে তাহার পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ হইয়া থাকে, তাহারই একটী উজ্জ্বল চিত্র ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রহসনখানি মিনার্ভা থিয়েটারে বাঙ্গালা ১৩০৩ সালের পৌষ মাসে প্রথম অভিনীত হয়।

ছবি ও গান—বাঙ্গালা কবিতাপুস্তক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে কতকগুলি কবিতা ও গান সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ—উপনিষৎ দেখ।

ছায়াপথ—বাঙ্গালা উপন্যাস। পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। ধর্ম্মভাবের সহিত সমন্বয় করিয়া এই উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। ইহাতে ধর্ম্ম কি, বৈরাগ্য কি, প্রেম কাহাকে বলে, বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশ্বধর্ম্ম কেন, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে কোন্ পথ শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি কঠিন সমস্যাসমূহ বিবৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ছায়াময়ী—বাঙ্গালা কাব্য। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে এক বৃদ্ধ পরলোকগতা দুহিতার ছায়ামূর্ত্তির সহিত বিমানে উঠিয়া পরলোকের বৃত্তান্ত এবং যমালয়ের ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিল, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

ছিন্নবন্তা—বাঙ্গালা উপন্যাস। কালীময় ঘটক প্রণীত। বঙ্গদেশীয় হীনাবস্থ গৃহস্থগণ বিবাহ করিয়া কিরূপে অধঃপাতে যায়, সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর পবিত্র চরিত্রের প্রভাবে অসৎ ও উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি স্বামীর চরিত্র কিরূপে সংশোধিত হয়, গৃহের গৃহিণীর স্বভাব কলুষিত হইলে তাহা কিরূপে গৃহস্থিত অন্যান্য রমণীগণের হৃদয়কেও দূষিত করে, পত্নী অপ্রিয়ভাষিণী ও প্রতিকূলাচারিণী হইলে সংসার কিরূপ অশান্তির আগার হয়, প্রতিকূলা শক্তি হইতে কিরূপে সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা হইতে তপস্যা, তপস্যা হইতে অনুকূলা শক্তি লাভ হয়, ইত্যাদি বিষয় এই উপন্যাসে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ছিন্নমুকুল—বাঙ্গালা উপন্যাস। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। আধুনিক উন্নতিশীল বঙ্গীয় সমাজের কয়েকটী চরিত্র-কথা এবং একটী প্রণয়কাহিনী ও আনুষঙ্গিক ঘটনাপরম্পরা ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। চিত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলি মানসনেত্রে সমক্ষে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

জ

জগৎমঙ্গল—গদাধর দাস বিরচিত। ইহাতে পুরুষোত্তমক্ষেত্রের বিবরণ, জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

জগন্নাথ মঙ্গল—(শ্রীশ্রী)। বিশ্বম্ভর দাস রচিত। ইহাতে জগন্নাথ ক্ষেত্রের ও জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য, বিবিধ উপাখ্যান, জগন্নাথলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা, বৈষ্ণবমাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবত, পদ্মপুরাণ, উৎকলখণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থের সারাংশ অবলম্বনে ইহা লিখিত।

জগন্নাথবল্লভ—সংস্কৃত নাটক। রামানন্দ রায় কৃত। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, ভাবপরীক্ষা, ভাব প্রকাশ, রাধাভিসার, রাধামিলন প্রভৃতি লীলা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পুরীরাজ প্রতাপরুদ্রের আদেশে জগন্নাথদেবের মন্দিরে ইহার অভিনয় হইত। জগন্নাথের দেবদাসীগণ ইহার স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় করিত।

জটাধারীর রোজনামচা—বাঙ্গালা উপন্যাস। চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। পূর্ব্বকালীন জমিদারদিগের অবস্থা, তাঁহাদের দানশীলতা, পল্লীর উৎসব, ধার্ম্মিকবেশী দেওয়ানের অধর্ম্মাচরণ, উৎকোচগ্রহণের ও শত্রুকে জব্দ করিবার কৌশল প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। জটাধারী গুরুকে গদাধর শর্ম্মার কার্য্যকলাপের সহিত উপন্যাসঘটিত বৃত্তান্তসমূহ নিজ মুখে বিবৃত করিয়াছেন।

জনা—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জ্জুন যজ্ঞাশ্ব লইয়া নীলধ্বজ রাজার রাজধানীতে উপস্থিত হইলে রাজপুত্র প্রবীর ঐ যজ্ঞাশ্ব আবদ্ধ করে। ইহাতে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ সম্ভাবনায় রাজা পুত্রকে অশ্ব ছাড়িয়া দিতে আদেশ করেন, কিন্তু প্রবীর জননী জনার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করে। যুদ্ধে প্রবীরের মৃত্যু হইলে নীলধ্বজ অশ্ব প্রত্যর্পণ করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। জনা ইহাতে মর্ম্মাহতা হইয়া জাহ্নবীগর্ভে জীবন বিসর্জ্জন করেন।

এই নাটকখানি প্রথমে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। জনার চরিত্র অভিনয়ে তিনকড়ি দাসীর যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন ঘটিয়াছিল।

জন্মান্তররহস্য—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কৃত। আত্মা কি, আত্মা কোথায় থাকে, তাহাকে কিরূপে জানা যায়, নিদ্রা ও মৃত্যু কি, মৃত্যুকালে আত্মা কিরূপে দেহ হইতে বহির্গত হয়, এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ঘটনা, মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায়, সেখানে কি অবস্থায় থাকে, এবং তাহা পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে কি না, ইত্যাদি বিষয়সমূহ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ইউরোপে ভূত নামাইবার জন্য যত প্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে, হিপনটিজম্, মেসমেরিজম, বশীকরণ, ছায়ামূর্ত্তি দর্শন, ভূতের নিকট ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সংবাদগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়সমূহও আলোচিত হইয়াছে।

জামাই বারিক—বাঙ্গালা প্রহসন। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। কেশবপুরের জমিদার বিজয়বল্লভ বাবু বিখ্যাত কুলীন ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে অনেকগুলি ঘরজামাই ছিল। তাহাদের জন্য তিনি একটী পৃথক্ আবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার নাম 'জামাই বারিক'। সেখানে জামাতৃগণ গুলি খাইয়া এবং কথকতা ও মাণিকপীরের গান করিয়া কালহরণ করিত। পাঁচী দাসী সেইখানেই তাহাদের আহারীয় আনিয়া দিত। কাহারই ইচ্ছামত বাড়ীর ভিতরে যাইবার বা স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার ছিল না। শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী যে দিন যাহাকে পাশ পাঠাইয়া দিতেন, কেবল সেই দিনই সে বাড়ীর ভিতর গিয়া স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইত। বেলেডাঙ্গানিবাসী অভয়কুমার নামক এক যুবক এই দলের মধ্যে ছিলেন। তিনি গর্ব্বিতা পত্নী কামিনী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া দেশে চলিয়া যান। কিছুদিন পরে শ্বশুর তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া গেলে তিনি পত্নীকর্ত্তৃক অধিকতর লাঞ্ছিত হন। তখন তিনি ক্ষোভে ও অভিমানে বৃন্দাবনে চলিয়া যান। বেলেডাঙ্গাবাসী পদ্মলোচন নামক এক ব্যক্তি তথায় তাঁহার সহিত মিলিত হন। পদ্মলোচন দুই স্ত্রীর কলহের

যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সংসারত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। অভয়কুমার চলিয়া গেলে তাঁহার স্ত্রী কামিনীর মনে অনুতাপ উপস্থিত হয়। শেষে কামিনী ভবী ময়রাণী ও তাহার স্বামী 'ময়রা বুড়া'কে সঙ্গে লইয়া গোপনে বৃন্দাবনে গমন করে। ময়রা বুড়া মাধববৈরাগীবেশে এবং ভবী ও কামিনী বৈষ্ণবীবেশে তথায় অবস্থান করে। অতঃপর অভয়কুমার কামিনীকে বৈষ্ণবী জ্ঞানে তাহার সহিত কণ্ঠী বদল করেন। পরে তাহাকে কামিনী বলিয়া চিনিতে পারেন।

জামাই বারিক গ্রন্থকাররচিত নাটক-জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যায় ষষ্ঠ। 'লীলাবতী' রচনার কিছুকাল পরে রচিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন, "কৌলীন্যানুরোধে যাঁহারা ঘরজামাই রাখেন বা যাঁহারা ঘরজামাই হইয়া থাকেন, এই পুস্তক পাঠে তাঁহাদের অনেকেরই চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা।" এই প্রহসনখানি জোড়াসাঁকোস্থ মধুসূদন সান্যালের ভবনে প্রতিষ্ঠিত ন্যাসন্যাল থিয়েটারে ১৮৭২ খ্রীঃ ১৪ই ডিসেম্বর সর্ব্বপ্রথমে অভিনীত হয়। সেই অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী রামায়ণ-কথক জামাইএর ভূমিকায় কথকতার অনুকরণ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। একদিন গৃহিণী যে সকল জামাইকে 'পাশ' দিয়াছিলেন, গ্রন্থোল্লিখিত সেই সকল জামাতার নাম পাঁচী দাসী পাঠ করিয়াছিল। সেই নামের তালিকায় গ্রন্থকার স্বীয় বন্ধু ও তৎকালীন প্রসিদ্ধ কতকগুলি বাঙ্গালীর নাম সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। পাঁচী-চরিত্র অভিনেত্রী তালিকা পাঠকালে একটী অতিরিক্ত নাম—স্বয়ং গ্রন্থকারের—পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গের মধ্যে হাস্যতরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিল।

জাল প্রতাপচাঁদ—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গ্রন্থ। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বর্দ্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচাঁদ অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন, কিন্তু লোকে মৃত্যুর কথায় বিশ্বাস করিল না, তাহারা বলিতে লাগিল, প্রতাপচাঁদ মরেন নাই, কোন কারণে অজ্ঞাতবাস করিতেছেন। ১৫ বৎসর পরে এক সন্ন্যাসী বর্দ্ধমানে আসিলে সকলেই তাঁহাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। তখন তেজচন্দ্র পরলোকে, তাঁহার পোষ্যপুত্র মহাতাপ চন্দ্র রাজ্যের মালিক। ক্রমে এই প্রতাপচাঁদের আগমনবার্ত্তা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। আদালতে মোকদ্দমা হইল। কিন্তু মোকদ্দমায় প্রতাপচাঁদ হারিয়া গেলেন। এই পুস্তকে এই প্রতাপচাঁদের কাহিনী এবং মোকদ্দমার কথা লিখিত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। ইহাতে অধ্যাত্ম তত্ত্ববিষয়ক, বিজ্ঞানবিষয়ক ও জ্যোতিষবিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে অনেকগুলি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

জীবনপ্রভাত—(মহারাষ্ট্রীয়)। বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী মুসলমানের অত্যাচার হইতে দেবব্রাহ্মণাদির রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া মোগলবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, এবং মহারাষ্ট্রীয় জাতিকে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া মুসলমানাধিকৃত বহু দুর্গ বলে ও কৌশলে হস্তগত করেন। শিবাজীর প্রতি ভবানীর আদেশ ছিল, হিন্দুর সহিত যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত। সুতরাং আওরঙ্গজেবের সেনাপতি জয়সিংহ যখন শিবাজীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন শিবাজী তাঁহার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন না, এবং তাঁহার পরামর্শে আওরঙ্গজেবের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। সন্ধির পর শিবাজী স্বীয় প্রতাপে মোগলদিগের অনেকগুলি অনধিকৃত দুর্গ অধিকার করিয়া দিলেন। কিন্তু কপটাচারী আওরঙ্গজেব শেষে শিবাজীকে দিল্লীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। শিবাজী কৌশলে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়া পুনরায় মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। এই সময়ে জয়সিংহের মৃত্যু হইল। সুতরাং এবার শিবাজী নিষ্কণ্টক হইলেন, মহারাষ্ট্রীয়গণের জাতীয় জীবন প্রভাত হইল।

জীবনবেদ—বাঙ্গালা জীবনবৃত্তান্ত। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের স্ববর্ণিত জীবনতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের দীক্ষা, বৈরাগ্য, বিবেক, যোগ প্রভৃতি কিরূপে উৎপন্ন হয়, ইহাতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত পাপ, পুণ্য, জাতি, ব্রহ্মলাভের উপায় প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

জীবনসন্ধ্যা—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। ইহাতে মোগলসম্রাট্ আকবরের সহিত রাজপুতবীর প্রতাপসিংহের যুদ্ধকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রতাপসিংহের মৃত্যুতে রাজপুতের জাতীয় জীবনের অবসান হয়, এই জন্যই ইহা জীবনসন্ধ্যা নামে অভিহিত হইয়াছে। এই উপন্যাসখানি অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া ১৯০৮ খ্রীঃ ২১শে নভেম্বর ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

জীবন্মুক্তি গীতা—নবগীতা দেখ।

জৈমিনি দর্শন—ইহার অপর নাম মীমাংসা বা পূর্ব্বমীমাংসা। ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বেদের মীমাংসা এবং শ্রুতি-স্মৃতির মীমাংসা অঙ্কিত হইয়াছে। এই দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। ইহাতে ন্যায়শাস্ত্রের পথ অবলম্বন করিয়া বেদের বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে।

জৈমিনি ভারত—পুরাণ গ্রন্থ। বঙ্গানুবাদ। রোহিণীনন্দন সরকার কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ইহাতে মহাভারতীয় অশ্বমেধপর্ব্ব লিখিত হইয়াছে। ব্যাসদেবের শিষ্য মহর্ষি জৈমিনি কর্ত্তৃক ইহা রচিত। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অশ্বসমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়-কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

জ্ঞানদাস—বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদগ্রন্থ। রমণীমোহন মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এতদ্দেশে যে সকল প্রাচীন কবি জন্মগ্রহণ করিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী বর্ণনা দ্বারা সুমধুর প্রেমস্রোতে দেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন, জ্ঞানদাস তাঁহাদের অন্যতম। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে কবি জ্ঞানদাসের জীবনচরিত এবং তাঁহার রচিত কতকগুলি পদ প্রকাশিত হইয়াছে। পদগুলি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রচিত।

জ্যোতির্ম্ময়ী—বাঙ্গালা সামাজিক উপন্যাস। রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। অর্থপিশাচ পিতা পুত্রের বিবাহে কিরূপ বিকট বদন বিস্তার করিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে চেষ্টা করে, এরূপ চেষ্টার পরিণাম কিরূপ বিষময়, বিষকুম্ভপয়োমুখ ব্যক্তি কপট বন্ধুতার ভাণ করিয়া কিরূপে সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হয়, এই পুস্তকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

জ্যোতির্ম্ময়ী—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস। হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের মহিষী নুরজাঁহার জীবনবৃত্তান্ত এই উপন্যাসের উপাদান।

ঝ

ঝান্সীর রাণী—ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ। চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। লক্ষ্মীবাইএর চরিত্রের কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টায় ঝান্সী বিদ্রোহের প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি উপন্যাসাকারে লিখিত বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক বিবরণ কোন স্থানে

অঙ্কুর করা হয় নাই। সিপাহীযুদ্ধে লক্ষ্মীবাইএর অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় ইহাতে বিস্তারিতভাবে প্রকটিত হইয়াছে।

টম্‌কাকার কুটীর—বাঙ্গালা উপন্যাস। চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। কিছু দিন পূর্ব্বে আমেরিকা ভূখণ্ডে দাসব্যবসায়ের প্রথা ছিল। এই দাসব্যবসায়ে আমেরিকাবাসিগণ কিরূপ নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতার পরিচয় দিতেন, এই পুস্তকে গল্পচ্ছলে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি Mrs. Beecher Stowe কৃত Uncle Tom's Cabin নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। কথিত আছে, মূল গ্রন্থ ১৮৫২ খ্রীঃ প্রকাশিত হইয়া দাসব্যবসায়-প্রথা রহিত হইবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছিল।

ঠগীকাহিনী—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গল্পগ্রন্থ। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ইংরাজশাসনের প্রারম্ভে এতদ্দেশে ঠগ নামক এক দস্যুসম্প্রদায়ের অত্যাচারে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট বহু চেষ্টা করিয়া সেই সকল দস্যুসম্প্রদায়কে ধৃত, কারারুদ্ধ, প্রাণদণ্ড প্রভৃতির দ্বারা এই উৎপাতের নিবারণ করেন। এই পুস্তকে উক্ত ঠগসম্প্রদায়ের অন্যতম দলপতি আমির আলির জীবনবৃত্তান্ত ও দস্যুতার ভীষণ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কর্ণেল মেডোজ টেলর (Meadow's Taylor) সাহেব কৃত কন্‌ফেসন্‌স্ অফ্ এ ঠগ (Confessions of a Thug) নামক পুস্তক অবলম্বনে লিখিত। এই পুস্তক প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

ঠাকুরদাদার ঝুলি—বাঙ্গালা গল্পগ্রন্থ। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত। পূর্ব্বে এ দেশে রাজপুত্র, কোটালপুত্র, পক্ষিরাজ ঘোড়া প্রভৃতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত ছিল। এখন আর সে সকল গল্পের প্রচলন নাই। সেই প্রাচীন কয়েকটী গল্প ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মধুমালা, পুষ্পমালা, মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালা, এই পাঁচটী গল্প বা রূপকথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। গল্পের অনুযায়ী প্রায় ৭৫ খানি ছবি প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৭খানি ছবি হাফটোন।

ড

ডিস্‌মিস—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। ইহাতে এক স্বামী ও স্ত্রীর আনন্দজনক কলহ ও তাহার নিষ্পত্তি বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রহসনখানি বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়।

ত

তত্ত্বকুসুমাঞ্জলি (প্রথম ভাগ)—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। শঙ্করাচার্য্য প্রণীত। শশিভূষণ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ইহাতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত কতকগুলি প্রবন্ধ অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল প্রবন্ধ উপদেশ, নিষ্ঠা ও ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ণ তত্ত্বানুশীলনে পূর্ণ।

তন্ত্রসারঃ—সংস্কৃত পূজাদি ব্যবস্থানিরূপক গ্রন্থ। মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য বিরচিত। নীলকমল বিদ্যানিধি কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে দীক্ষার নিয়ম, পুরশ্চরণ, যন্ত্রপদ্ধতি, পূজাপদ্ধতি, ন্যাসাদি, মন্ত্রনিরূপণ, জপরহস্য, সাধনার নিয়ম, সিদ্ধিলক্ষণ, মন্ত্রের দোষগুণ বিচার, হোমের নিয়ম, কবচ, মুদ্রাপ্রকরণ, যোগপ্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়সমূহ তন্ত্রোক্তমতে কথিত হইয়াছে।

তমস্বিনী—গার্হস্থ্য উপন্যাস। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে উচ্চশ্রেণীর বঙ্গীয় সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, তাহার যথাযথ প্রতিরূপ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বপুরুষ-ক্রমাগত হিন্দুর আত্মসংযম ও মিতাচার ছাড়িয়া এবং তৎপরিবর্ত্তে সংযমহীন, স্বপ্নপ্রধান ও স্বেচ্ছাচারী হইলে কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থের নায়ক রজনীকান্ত ও নায়িকা স্বর্ণময়ী আত্মসংযম ও মিতাচারের অভাবে পরিণামে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সম্যক্ বিশদভাবে দেখান হইয়াছে।

তরুবালা—বাঙ্গালা মিলনান্ত সামাজিক নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। অখিলচন্দ্র দত্ত নামক জনৈক সঙ্গতিপন্ন ইংরাজী-শিক্ষিত যুবক, নাটক নভেলাদি পড়িয়া "পবিত্র প্রণয়" "পবিত্র প্রণয়" করিয়া উন্মত্ত হইয়াছিল। স্ত্রী তরুবালার সহিত পবিত্র প্রণয় ঘটিতে পারে না, এই ধারণায় অখিলচন্দ্র পারুল নাম্নী একটী বেশ্যার নিকট যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। পারুল কবিতাদি পাঠ করিয়া ও উপন্যাসে বর্ণিত স্ত্রী-চরিত্র অভিনয় দ্বারা পবিত্র প্রণয় প্রদর্শন করিয়া ইঁহাকে এমনই বশীভূত করিল যে, একদিন সেখানে না যাইবার জন্য তরুবালা স্বামীর পায়ে ধরিলে ইনি পত্নীকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া যান। অখিলের ব্যবহারে তাঁহার মাতা ও বিধবা ভগ্নী শান্ত সাতিশয় ব্যথিতা হইয়াছিলেন। অখিলের ধর্ম্মভ্রাতা বেণী একটী ডাক্তারখানা খুলিবার প্রস্তাব করিলে, অখিলের মাতা তাহাকে অর্থসাহায্য করিয়া অখিলকে অন্যমনস্ক করিবার অভিপ্রায়ে সেই ডাক্তারখানার তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। তাহাতে কোন ফল হইল না দেখিয়া ডাক্তারখানা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হয়। শান্তকে হস্তগত করিবার জন্য বেণী সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিয়া তাহার নিকট প্রণয় প্রস্তাব করেন। শান্ত তাঁহাকে মিষ্ট ভর্ৎসনায় বিরত করেন। একদিন অখিল দেখিলেন যে, পারুল একজন মথুরাবাসী চোবেকে ঘরে বসাইয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেছে। এক্ষণে পবিত্র-প্রণয়ে নিরাশ হইয়া অখিল গৃহত্যাগ করিবার অভিলাষ করেন। ইঁহার প্রতিবেশী মৃত্যুঞ্জয় বসু ইঁহাকে বাল্যাবধি স্নেহ করিতেন, এবং সম্পর্কে ইঁহার ঠাকুরদাদা হইতেন। মৃত্যুঞ্জয়ের তৃতীয় পক্ষের ভার্য্যা আমোদিনী কৌশল করিয়া তরুবালাকে পুষ্পভূষিতা করিয়া অখিলের সম্মুখে কবিতা আবৃত্তি করিতে বলেন। অখিল পূর্ব্বের দুর্ব্যবহার স্মরণ করিয়া এবং স্ত্রীর প্রাণে কবিত্ব আছে দেখিয়া সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। পুত্রহীন মৃত্যুঞ্জয় পোষ্যপুত্র না লইয়া অখিলকেই তাঁহার বিষয় সম্পত্তি লেখাপড়া করিয়া দিলেন। তরুবালার স্বামিপ্রাপ্তির কৌশল কতকটা "The Belle's Strategem" নামক নাটকের Letitia Hardy নাম্নী নায়িকার অবলম্বিত কৌশলের অনুরূপ। অখিলের পত্নীদ্বেষ কতকটা উক্ত নাটকের Doricourtএর ন্যায়। ষ্টার থিয়েটারে এই নাটকখানি প্রথমে অভিনীত হয়।

তাজ্জব ব্যাপার—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। স্ত্রী-স্বাধীনতা দ্বারা কিরূপ কুফল উৎপন্ন হয়, এবং আধুনিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তা রমণীগণ কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রহসনখানি প্রথমে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়।

তান্তিয়া ভীল—বাঙ্গালা জীবনচরিত। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে প্রসিদ্ধ দস্যু-দলপতি তান্তিয়া ভীলের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তান্তিয়া প্রথম জীবনে সামান্য কৃষিবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু লোকের ও পুলিসের উৎপীড়নে শেষে তাহাকে বাধ্য হইয়া দস্যু-

বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। ১১ বৎসর কাল সে নির্বিঘ্নে দস্যুতা করে। গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হন নাই। অধিকন্তু যে সকল কর্ম্মচারী তাহাকে ধরিবার জন্য নিযুক্ত হইতেন, তাঁহারা তাহার হস্তে অশেষপ্রকার নির্য্যাতনপ্রাপ্ত ও লাঞ্ছিত হইতেন। পরিশেষে বিশ্বাসঘাতকের কৌশলে তান্তিয়া ধৃত হয় ও বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হয়।

তারাবতী—বাঙ্গালা উপন্যাস। হরকুমার ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী প্রণীত। বিদুষী বলিয়া ইঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই উপন্যাসখানির একটী ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

তিতুমীর—বিহারিলাল সরকার প্রণীত। তিতুমীর নামক জনৈক মুসলমান অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠে এবং জনৈক ফকিরের সহায়তায় ও উত্তেজনায় নারিকেলবেড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা প্রস্তুত করিয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইংরাজেরা ভয় প্রদর্শন দ্বারা তিতুকে বিরত করিতে না পারিয়া শেষে সৈন্য প্রেরণ করেন। ইংরাজের গোলার আঘাতে তিতুর জীবনান্ত হইলে এই বিবাদের অবসান হয়।

তিথিতত্ত্বম্—সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। হৃষীকেশ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক অনুবাদিত। প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষীয় যতগুলি তিথি আছে, তাহাদের প্রত্যেক তিথিতে যে কিছু ব্রত, নিয়ম, পূজা প্রভৃতি করণীয় কার্য্য আছে, তৎসমস্তই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত জন্মতিথি, গ্রহণ, সংক্রান্তি প্রভৃতির বিষয়ও সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য—বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণাত। সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দৈত্যদ্বয় বিধাতার নিকট এইরূপ বর লাভ করে যে, যতদিন তোমাদের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত না হইবে, ততদিন তোমরা সকলের অবধ্য হইবে। এইরূপ বর লাভে বলীয়ান্ হইয়া দৈত্যদ্বয় স্বর্গ হইতে দেবগণকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। তখন বিতাড়িত দেবগণ মন্ত্রণা করিয়া বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা এক কন্যা নির্ম্মাণ করান। বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মাণ্ডের সকল সুন্দর বস্তু হইতে তিল তিল সৌন্দর্য্য সংগ্রহ করিয়া সেই কন্যাকে নির্ম্মাণ করেন বলিয়া তাহার নাম তিলোত্তমা হয়। পরে তিলোত্তমা ঐ দৈত্যদ্বয়ের নিকট গমন করিলে উহারা উভয়েই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইহাতে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইলে পরস্পরের প্রহারে পরস্পর নিহত হয়। এই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই কাব্য লিখিত হইয়াছে। ইহাই বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম কাব্য। মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহে এই কাব্যখানি ১৮৬০ খ্রীঃ রচিত হয় এবং তিনিই ইহার মুদ্রাঙ্কণব্যয়ভার বহন করেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপে গ্রন্থকার ইহার হস্তলিপিখানি মহারাজ বাহাদুরকে উপহার দেন। সেখানি মহারাজ বাহাদুরের পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

তৈত্তিরিয় উপনিষৎ—উপনিষদ্ দেখ।

তোষণী—শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকাগ্রন্থ। সনাতন গোস্বামী বিরচিত। ভাগবতের দশম স্কন্ধের শ্রীধর স্বামীর টীকায় যে সকল অর্থ ব্যক্ত হয় নাই, অথবা ব্যক্ত হইলেও অপরিস্ফুট, সেই সকল অর্থ ব্যক্ত ও পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশে ইহা রচিত হয়। ইহা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাতিশয় আদরণীয়। ১৪৭৬ শকাব্দায় ইহার রচনা শেষ হয়। জীব গোস্বামী আবার ইহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লঘুতোষণী নামে এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

ত্রিধারা—বাঙ্গালা প্রবন্ধসংগ্রহ। চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ইহাতে কতকগুলি গদ্য প্রবন্ধ আছে। ইহার প্রথম ধারায় অনন্ত মুহূর্ত্ত, পাখিটি কোথায় গেল, ছায়া প্রভৃতি সাতটি প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ধারায় কেতাবকীট, ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের কথা, জীবনের কথা এই তিনটী প্রবন্ধ এবং তৃতীয় ধারায় সিদ্ধিদাতা গণেশ, বাঙ্গালীর প্রকৃত কাজ প্রভৃতি পাঁচটী প্রবন্ধ আছে।

ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত—বাঙ্গালা ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ। কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত। ইহাতে অতি প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরার ইতিহাস, রাজবংশাবলী, ত্রিপুরার অধিবাসীদিগের বিবরণ, ত্রিপুরার ভাষা প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

ত্রিবেণী—অধরচন্দ্র দাস প্রণীত। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই ত্রিধারার সঙ্গমস্থলই ত্রিবেণীতীর্থ। এই গ্রন্থের নায়িকা যোগমায়াতে ভিন্ন ভিন্ন তিন প্রকার চরিত্রের সুন্দর সম্মিলন হওয়াতেই ইহার নাম ত্রিবেণী রাখা হইয়াছে। যোগমায়ার পিতা শৈব, মাতা বৈষ্ণব এবং শ্বশুর নৈয়ায়িক, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এ তিনেরই অবিকল প্রতিরূপ বিদ্যমান। গ্রন্থে নবদ্বীপের দুইটি ব্রাহ্মণ-পরিবারের অবস্থা বিবৃত। চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ও পূর্ব্বাবধি-প্রচলিত শৈবধর্ম্মের পরস্পর সঙ্ঘাতে উভয়েরই তীব্রতা হ্রাস পাইয়া উভয়েই কেমন সুন্দর মধুর ভাবাপন্ন হইয়াছিল, তাহাই গ্রন্থকার গল্পচ্ছলে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহারই ফলে সিদ্ধেশ্বর শিরোমণি ও শ্রীপতি ন্যায়রত্নের ন্যায় সুচরিত্রের আবির্ভাব। সিদ্ধেশ্বর শৈবের এবং তৎপুত্র বৈষ্ণবের উৎকৃষ্ট আদর্শ। আবার সহধর্ম্মিণী রূপেই বা কি, আর জননীরূপেই বা কি, আদর্শ হিন্দুরমণীতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু কমনীয়, তৎসমস্তই সত্যবতীতে দেদীপ্যমান।

দ

দক্ষযজ্ঞ—বাঙ্গালা পৌরাণিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। পুরাণবর্ণিত দক্ষযজ্ঞ উপাখ্যান অবলম্বনে এই নাটক রচিত। পুরাণবর্ণিত চরিত্র ভিন্ন ইহাতে একটী অতিরিক্ত তপস্বিনীর চরিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। এই নাটকখানি লইয়া ১৮৮৩ খ্রীঃ কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটার খোলা হইয়াছিল। উত্তরকালে এই থিয়েটার হাতিবাগানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষ সংহিতা—সংহিতা দেখ।

দয়ানন্দচরিত—বাঙ্গালা জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁহার মতামত বর্ণিত হইয়াছে।

দর্শন—দর্শন প্রধানতঃ ছয়টী, যথা,—বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসা। ইহাই ষড়্দর্শন নামে কথিত। এই ছয়টী ব্যতীত আরও কতকগুলি দর্শন আছে।

(১) বেদান্ত—বেদব্যাস প্রণীত। ইহার মতে প্রথমে এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মমাত্র ছিলেন। তাঁহা হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের উদ্ভব হইল। এই গুণত্রয়কে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতি মায়া ও অবিদ্যারূপে দ্বিধা বিভক্ত হইলেন। মায়াশ্রিত চৈতন্য ঈশ্বর এবং অবিদ্যাশ্রিত চৈতন্য জীব। জীব অবিদ্যার বশীভূত। এই অবিদ্যাকে অতিক্রম করিতে পারিলেই জীব মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই অবিদ্যাকে অতিক্রম করা যায়। এই জগৎ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই সত্য। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় অবিদ্যার বশীভূত জীব এই জগৎকে সত্য জ্ঞান করে। শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা এই ভ্রম নিরাকৃত হইলে ব্রহ্মানন্দের উদয় হয়।

(২) সাংখ্য—মহর্ষি কপিল প্রণীত। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের সম্পূর্ণ বিরতি হইলেই পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষ লব্ধ হয়। কিরূপে এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি হয়, তাহাও ইহাতে কথিত হইয়াছে। ইহাতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হয়। ইহার মতে প্রকৃতি দ্বারাই জগৎকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। অষ্টাঙ্গ যোগাদি দ্বারা নিঃশ্রেয়স্ বা মোক্ষ লাভ করা যায়। মোক্ষ বলিতে ঈশ্বরপ্রাপ্তি নহে, দুঃখনিবৃত্তি। কারণ ঈশ্বর বলিয়া যে কিছু আছে, এরূপ প্রমাণ নাই। পুরুষ নিত্য ও অকর্ত্তা। শরীরভেদে পুরুষ বহু। কারণ, পুরুষ যদি একই হইত, তবে একের জন্মমরণে ও সুখদুঃখে সকল শরীরেরই অধিষ্ঠাতা পুরুষ জাত, মৃত বা সুখী ও দুঃখী হইত। জগৎ মিথ্যা বা ভ্রান্তি নহে, সত্য।

(৩) পাতঞ্জল—ইহা মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত। ইহাতে যোগের বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পদার্থ নির্ণয়াংশে ইহা সাংখ্যদর্শনের সহিত একমত। তবে ইহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে যোগপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ নামে চারিটী পাদ আছে। প্রথম পাদে যোগের লক্ষণ, সমাধি, দুঃখাদি ও চিত্তবিক্ষেপ নিবারণের উপায় কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ কর্ম্মাদির বিবরণ ও আসনাদির লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে যোগের অন্তরঙ্গস্বরূপ ধ্যান ধারণা সমাধি প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। চতুর্থ পাদে সিদ্ধিপঞ্চক নিরূপণ, বিজ্ঞানবাদ নিরাকরণ, সাকারবাদ সংস্থাপন ও কৈবল্য বিবৃত হইয়াছে। ইহার মতে যোগ দ্বারাই ক্লেশাদি ও অবিদ্যা নিরাকৃত হয়, এবং মোক্ষলাভ ঘটে।

(৪) ন্যায়—অক্ষপাদ গোতম এই দর্শনের প্রণেতা। ইহার মতে পদার্থ ষোড়শ প্রকার, যথা—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান। এই ষোড়শ পদার্থ সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপজাত হয়। সকলের কর্ত্তা জীবাতিরিক্ত এক পরমেশ্বর আছেন। অনুমান ও শ্রুত্যাদিই তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

(৫) বৈশেষিক—কণাদ উলূক ইহার প্রণেতা। ইহার মতে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির নামই মুক্তি। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়। আত্মতত্ত্বের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারাই এই জ্ঞান জন্মে। ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা সুখদুঃখের উৎপত্তি হয়। অভাবাদি সপ্ত পদার্থ ব্যতীত পদার্থান্তর নাই।

(৬) মীমাংসা—ইহা মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত। শ্রুতি ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের যে স্থলে বিরোধ ঘটে, সেই স্থলে বিরোধের মীমাংসা করাই এই দর্শনের উদ্দেশ্য। ইহার এক একটী বিষয়ের সিদ্ধান্তকে অধিকরণ কহে। অধিকরণের পাঁচটী অঙ্গ আছে, যথা—বিষয়, বিশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, সঙ্গতি। ইহার মতে দেবগণ মন্ত্রাত্মক, শরীরী নহেন। বেদ অপৌরুষেয় এবং নিত্য।

(৭) চার্ব্বাক দর্শন—ইহা বৃহস্পতির শিষ্য চার্ব্বাক প্রণীত। ইহার মতে এই স্থূল দেহই আত্মা, এতদতিরিক্ত আর কোন আত্মবস্তু নাই। সুতরাং যতকাল জীবিত থাকিবে, সুখে থাকিবার চেষ্টা করিবে এবং ঋণ করিয়াও ঘৃত ভক্ষণ করিবে। কারণ পরলোক বা জন্মান্তর বলিয়া কিছুই নাই। বেদ ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও রাক্ষসদিগের রচিত। স্বর্গ, নরক, মুক্তি প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা। যজ্ঞাদি ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি কেবল অলস ব্রাহ্মণদিগের উপজীবিকা মাত্র। কেননা, এখানে শ্রাদ্ধ করিলে যদি স্বর্গস্থ পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়, তবে প্রাঙ্গণে খাদ্যাদি নিবেদন করিয়া দিলে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না কেন? এই জগতের কর্ত্তা কেহই নাই, স্বভাবানুসারে সমস্তই হইতেছে।

(৮) বৌদ্ধদর্শন—এই দর্শনের মতে জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, দেবতা সুগত, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দ্বিবিধ প্রমাণ। দুঃখ, আয়তন, সমুদায় ও মার্গ এই চতুর্ব্বিধ তত্ত্ব। মার্গতত্ত্বই মোক্ষ। বাহ্যবস্তুমাত্রই অলীক। ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মাই সত্য। চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু ও চীরধারণ, মুণ্ডন, পূর্ব্বাহ্নভোজন, সমূহাবস্থান, রক্তবস্ত্র পরিধান এই গুলি যতিধর্ম্মের অঙ্গ। সকল বস্তুই ক্ষণিক, অর্থাৎ প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন ও দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়। আত্মাও ক্ষণিক জ্ঞানরূপ।

(৯) আর্হতদর্শন—ইহার মতে আত্মা ক্ষণিক নহে, স্থায়ী। জীবের পরিমাণ দেহসদৃশ এবং অর্হৎই পরমেশ্বর, তিনি রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত ও সর্ব্বজ্ঞ। সম্যগ্-দর্শন, সম্যগ্‌জ্ঞান, ও সম্যক্‌চরিত্র এই রত্নত্রয়ের সাধনা দ্বারা পরমপদ প্রাপ্তি হয়।

(১০) রামানুজ দর্শন—ইহার মতে পদার্থ তিন প্রকার, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ জীববাচ্য, ভোক্তা, অপরিচ্ছিন্ন, নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ, নিত্য ও অনাদি কর্ম্মরূপ অবিদ্যা দ্বারা বেষ্টিত। কেশাগ্রকে শত ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক ভাগকে আবার শতাংশ করিলে যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, জীব তদ্রূপ সূক্ষ্ম। ভগবদারাধনা ও তৎপদপ্রাপ্তি জীবের লক্ষ্য। অচেতনস্বরূপ জড়াত্মক ভোগ্য জগৎ অচিৎ পদবাচ্য। ঈশ্বর হরি পদবাচ্য এবং তিনি সকলের নিয়ামক। তিনি জগতের কর্ত্তা, অন্তর্যামী, অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিশালী। চিৎ অচিৎ সমুদায়ই তাঁহার শরীরস্বরূপ। পুরুষোত্তম বাসুদেবাদি তাঁহার সংজ্ঞা। তিনি পরম কারুণিক, ভক্তবৎসল, এবং ভক্তগণের অভীষ্ট ফলপ্রদ। তিনি লীলাবশতঃ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। স্বাধ্যায়াদি উপাসনা দ্বারা বিজ্ঞান লাভ হইলে ভগবান্ স্বীয় ভক্তগণকে নিত্যপদ প্রদান করেন। ঐ পদ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায় এবং পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হয়। চিৎ ও অচিতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ তিনই আছে।

(১১) পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন—ইহার মতে জীব সূক্ষ্ম ও ঈশ্বরসেবক; বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য; প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিন প্রমাণ। অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন এই তিন প্রকারে ঈশ্বরের সেবা করা যায়। রামানুজ দর্শনের সহিত ইহার অনেকাংশে ঐক্য আছে। কেবল ইহার মতে জীব ও ঈশ্বরে ভেদ আছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটী পুরুষার্থ। তন্মধ্যে মোক্ষ নিত্য, অন্য তিনটী অস্থায়ী। ঈশ্বরপ্রসাদ ব্যতীত মোক্ষ লব্ধ হয় না। আবার জ্ঞান ব্যতীত ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।

(১২) নকুলীশ পাশুপতদর্শন—ইহার মতে মহাদেবই পরমেশ্বর, এবং জীবগণ পশু। জীবের অধিপতি বলিয়া পরমেশ্বরকে পশুপতি বলা যায়, তিনি সর্ব্বকার্য্যের কারণস্বরূপ। মুক্তি দুই প্রকার—চরমদুঃখনিবৃত্তি ও পারমৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি, তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাধন। ইহাতে প্রধান ধর্ম্মসাধনকে চর্য্যাবিধি বলে। চর্য্যাবিধি দুই প্রকার—ব্রত ও দ্বার। ত্রিসন্ধ্যা ভস্মস্রক্ষণ, ভস্মে শয়ন, ও উপহার, ইহাকে ব্রত বলে। উচ্চহাস্য, মহাদেবের গুণগান, নৃত্য, বৃষের ন্যায় চীৎকার, প্রণাম ও জপ ইহাই উপহার। ক্রাথন, স্পন্দন, মন্দন, শৃঙ্গারণ, অবিতৎকরণ, ও অবিতদ্ভাষণ এই ষট্ কর্ম্মকে দ্বার বলে।

(১৩) শৈবদর্শন—ইহাতে শিবই পরমেশ্বর এবং জীবগণ পশুরূপে উল্লিখিত। ইহার মতে জীবের কর্ম্মানুসারে পরমেশ্বর ফল প্রদান করেন। পদার্থ তিন প্রকার—পতি, পশু এবং পাশ। ভগবান্ শিব,

যাঁহারা শিবত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং তৎপদপ্রাপ্তির উপায় সমূহ পতিশব্দবাচ্য। জীবাত্মা পশুশব্দবাচ্য। এই জীবাত্মা দেহাদি ভিন্ন, সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন ও কর্তৃস্বরূপ। পাশ চারি প্রকার—মন, কর্ম্ম, মায়া, রোধশক্তি।

(১৪) প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন—ইহাতেও ভক্তবৎসল মহাদেবই জগদীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত। ইহার মতে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ নাই। ভেদ না থাকিলেও যে ভেদজ্ঞান জন্মে, ইহাই ভ্রম। জীব যখন জানিতে পারে যে, আমাতেও সর্ব্বজ্ঞত্বাদিরূপ ঈশ্বরত্ব ধর্ম্ম আছে, তখনই তাহার পূর্ণভাবের আবির্ভাব হয়।

(১৫) রসেশ্বর দর্শন—ইহারও মতে মহাদেবই পরমেশ্বর এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মায় প্রভেদ নাই। তবে একমাত্র প্রত্যভিজ্ঞাই যে মুক্তির সাধন, ইহা যথার্থ নহে। মুমুক্ষুদিগকে প্রথমতঃ দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে হয়, পরে যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞানোদয় হইলে মুক্তিলাভ ঘটে। সুতরাং অগ্রে পারদরসের দ্বারা দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিবে। তাহা হইলে দেহ সত্বেই মুক্তিলাভ ঘটিবে, সুতরাং জীবন্মুক্ত হইবে। দেবদৈত্য ঋষি প্রভৃতি অনেকেই এইরূপে জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। সকল ধাতুর মধ্যে পারদই শ্রেষ্ঠ ধাতু, ইহা মহাদেব হইতে উৎপন্ন। ইহাতে পারদের অশেষ গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(১৬) শাঙ্কর দর্শন—শঙ্করাচার্য্য প্রণীত। ইহার মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা ও অবিদ্যাবিজৃম্ভিত। ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলেই মুক্তিলাভ হয়। বেদ বেদান্তাদি অধ্যয়নপূর্ব্বক শমদমাদি সম্পন্ন হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লব্ধ হয়। নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামুত্র ফলভোগে বিরাগ, শমদমাদি সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব এই সাধনচতুষ্টয় দ্বারা জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির উপায়ান্তর নাই।

দশকুমারচরিত—সংস্কৃত উপাখ্যানগ্রন্থ। দণ্ডি প্রণীত। ইহাতে দশটী কুমারের অদ্ভুত জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

দশমহাবিদ্যা—বাঙ্গালা গীতিকাব্য। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সতীর দেহ ধ্বংস হইলে মহাদেব বিলাপ করিতে করিতে অচেতন হন। তখন নারদ আসিয়া বীণাবাদন করিতে থাকিলে মহাদেব পুনরায় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বলেন যে, আমি সতীকে দর্শন করিতেছি। নারদ জিজ্ঞাসা করেন, সতী কোথায়? তখন মহাদেব মহাকাশ মধ্যে সিংহ, কন্যা প্রভৃতি দশটী রাশির স্থানে দশটী মহাপুরীতে দশমহাবিদ্যাকে দেখাইয়া দেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে তত্ত্বকথার বহু রহস্য নারদকে বুঝাইয়া দেন।

দাদা ও আমি—বাঙ্গালা নাটক। উপেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত। ধীরেন্দ্র ও অনন্ত দুই ভাই। উভয় ভ্রাতাই শিক্ষিত ও ভ্রাতৃস্নেহে পরস্পর আবদ্ধ। বিবাহ করিলে পাছে উভয় ভ্রাতার মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, এজন্য উভয়েই বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। পরিশেষে কনিষ্ঠের বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে সঙ্গে লইয়া ধীরেন্দ্র কন্যা দেখিতে যান। তথায় চারুহাসিনী ও তরঙ্গিণী নাম্নী সখীদ্বয়ের কৌশলে অনন্তকে বিবাহে সম্মত হইতে হয়, এবং চারুহাসিনীর সহিত তাহার বিবাহ হয়, শেষে ধীরেন্দ্রও আপনার অজ্ঞাতে তরঙ্গিণীকে ভালবাসিয়া তাহাকে বিবাহ করেন। "Brother Bill and I" নামক একখানি ইংরাজী নাটক আছে। এই নাম হইতে "দাদা ও আমি" নামকরণ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। এই নাটকখানি প্রথমে বীণা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। গ্রন্থকার সেই অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন।

দানকেলীকৌমুদী—সংস্কৃত ভাণ নামক রূপক কাব্য। রূপগোস্বামি প্রণীত। শ্রীকৃষ্ণ যমুনার পারঘাটে দান আদায়ের জন্য শ্রীরাধা এবং তাঁহার সহচরীবৃন্দকে অবরোধ করিয়া যে কৌতুক ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা এক অঙ্কে সমাপ্ত। ১৪৭১ শকে ইহা রচিত হয়।

দায়ভাগ—সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। জীমূতবাহন প্রণীত। ইহাতে বিষয়াধিকারী নিরূপণ, পৈতৃক ধনবিভাগ, দায়াদনিরূপণ, পুত্রাদির ধনাধিকারিত্ব প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। মথুরানাথ তর্করত্ন কর্তৃক ইহার একখানি সটীক সানুবাদ সংস্করণ এবং চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ কর্তৃক একখানি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

দারোগার দপ্তর—বাঙ্গালা উপন্যাস। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। চোর ও জুয়াচোরদিগের কৌশল, ধূর্ত্তের ষড়্‌যন্ত্র, ডিটেক্টিভদিগের আসামী ধরিবার অপূর্ব্ব কৌশল, ক্ষমতা ও সাহস, লোমহর্ষণ খুন, ডাকাতি প্রভৃতি ব্যাপারসমূহ সত্য ঘটনা অবলম্বনে ইহাতে ধারাবাহিকরূপে প্রত্যেক মাসে প্রকাশিত হইতেছে।

দীপনির্ব্বাণ—বাঙ্গালা উপন্যাস। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। হিন্দু রাজাদিগের মধ্যে পরস্পর যখন গৃহবিচ্ছেদ চলিতেছিল, সেই সময় যবনেরা সুযোগ বুঝিয়া কিরূপে হিন্দু রাজাদিগের অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, দীপনির্ব্বাণ গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্রী তাহাই সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

দুই ভগ্নী—বাঙ্গালা উপন্যাস। দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। রমণী দূষিতচরিত্রা হইলে কি ভয়ঙ্করী দানবী মূর্ত্তি ধারণ করে, নিতান্ত আত্মীয়েরও কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে, সোণার সংসার কিরূপে ছারখার করিয়া দেয়, তাহা এই পুস্তকে সুন্দররূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। একই বৃক্ষে কেমন বিষফল ও সুধাফল জন্মিয়া থাকে, আধার ও অবস্থা ভেদে প্রণয় কিরূপ পাপপথে বা পুণ্যময় উৎসে প্রধাবিত হয়, এবংবিধ বিচিত্র চিত্রসমূহ এই পুস্তকে সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

দুর্গাদাস—বাঙ্গালা নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। প্রখ্যাত মোগল-সম্রাট্ আওরঙ্গজেব, রাজা যশোবন্ত সিংহের বিধবা মহিষী ও সন্তানগণকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে রাজপুতদিগের সহিত যে সমস্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। সে বিষয়ে ইহা অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের "রাজসিংহ" উপন্যাসের অনুরূপ। এই গ্রন্থে অনেকগুলি চরিত্রের সমাবেশ আছে, তন্মধ্যে দুর্গাদাসই সর্ব্বপ্রধান। হিন্দুজাতিকে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব গৌরবের উচ্চসীমায় আরোপণ করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তিনি প্রবলপ্রতাপ মোগল সম্রাটের সৈন্যগণকে বারবার পরাস্ত করিয়াছিলেন। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের নিমিত্ত মানুষ যাহা কিছু করিতে পারে, দুর্গাদাস সে সমস্তই করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তিনি জীবনের মহাব্রত উদ্যাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার এই অকৃতকার্য্যতাতেই গ্রন্থকারের প্রধান কৃতিত্ব। হিন্দুজাতি নৈসর্গিক ও অন্যান্য কারণে অধঃপাতের পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল; দুর্গাদাসের মত লোক স্বদেশের জন্য স্বার্থত্যাগ ও সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিয়াও সে গতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। এই নাটকখানি ১৯০৭ খ্রীঃ প্রথমে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়।

দুর্গেশনন্দিনী—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গড় মান্দারণের অধিপতি বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তিলোত্তমা সঙ্গিনী বিমলা সহ শৈলেশ্বরের মন্দিরে পূজা করিতে যান। অপরাহ্নকালে সহসা ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে তথায় অপেক্ষা করিতে হয়। এমন সময়ে বাদসাহ আকবরের সেনাপতি মানসিংহের পুত্র

জগৎসিংহ তথায় উপস্থিত হন, এবং মন্দির-মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জগৎসিংহকে দেখিয়া তিলোত্তমার হৃদয়ে প্রণয়সঞ্চার হয়, জগৎসিংহও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন। পরে বিমলা জগৎসিংহের পরিচয় গ্রহণ করিয়া এবং এক পক্ষ পরে তাঁহাকে এই মন্দিরমধ্যে আসিতে বলিয়া তিলোত্তমাসহ চলিয়া যান। এক পক্ষ পরে বিমলা তথায় আসিয়া জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তিলোত্তমার সহিত সাক্ষাৎ করাইবার জন্ত তাঁহাকে গুপ্তপথে দুর্গমধ্যে লইয়া যান। এই সময়ে মোগল-পাঠানে যুদ্ধ চলিতেছিল। পাঠানসর্দার কতলু খাঁকে দমন করিবার জন্ত মানসিংহ বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। বিমলা জগৎসিংহকে দুর্গমধ্যে লইয়া গিয়া তিলোত্তমার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। কিন্তু অসাবধানতাবশতঃ তিনি গুপ্তদ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিতে ভুলিয়া যান। সেই পথে ওসমান নামক পাঠান-সেনাপতির নেতৃত্বে কতকগুলি পাঠান-সৈন্ত দুর্গমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বীরেন্দ্রসিংহ, বিমলা এবং তিলোত্তমাকে বন্দী করিয়া পাঠান দুর্গে লইয়া যান। জগৎসিংহ তাহাদিগকে বাধা দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষে আহত হইয়া তিনিও পাঠানের হস্তে বন্দী হন। ওসমান তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেন, এবং কতলু খাঁর কন্তা আয়েষা স্বয়ং তাঁহার শুশ্রূষা করিতে থাকেন। এই সময় হইতে আয়েষা জগৎসিংহের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া পড়েন। পাঠানের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া বীরেন্দ্র সিংহ মোগলের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া কতলু খাঁর আদেশে তাঁহার শিরশ্ছেদন হয়। মৃত্যুকালে তিনি বিমলাকে ইহার প্রতিশোধ লইতে বলিয়া যান। বিমলা পরিচারিকারূপে অবস্থান করিলেও তিনি বীরেন্দ্রসিংহের বিবাহিতা পত্নী। বিমলা প্রতিশোধের অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। এদিকে জগৎসিংহ নানা কারণে তিলোত্তমার উপর সন্দিহান হইয়া একদা তাঁহার উপর রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিলেন। আয়েষা ক্রমশঃ জগৎসিংহের প্রতি অধিকতর অনুরাগিণী হইয়া পড়েন, কিন্তু সে অনুরাগ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত কেবল তাঁহার হৃদয় মধ্যেই গুপ্ত রহিল, বাহিরে কেহই তাহা জানিতে পারিল না। কেবল একদা ওসমানের রূঢ় বাক্যে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া তাঁহার ও জগৎসিংহের সমক্ষে আপনার হৃদয়ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। আয়েষার প্রণয়প্রার্থী ওসমানের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। অতঃপর কতলু খাঁর জন্মদিনে উৎসবকালে বিমলা নৃত্য-গীত করিতে করিতে কতলু খাঁর বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন, এবং তিলোত্তমাসহ দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া অভিরাম স্বামীর আশ্রয়ে থাকেন। কতলু খাঁ মৃত্যুকালে জগৎসিংহকে ডাকাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন, এবং তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। জগৎসিংহের নিকট রূঢ়বাক্য শুনিয়া অবধি তিলোত্তমা পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছিলেন, ক্রমে তাঁহার সেই পীড়া সাংঘাতিক হইয়া উঠিলে অভিরাম স্বামী জগৎসিংহকে তাঁহার নিকট আনয়ন করেন। পরে তিলোত্তমা আরোগ্য লাভ করিলে উভয়কে গড় মান্দারণে লইয়া গিয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া দেন। আয়েষা এই বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া তিলোত্তমাকে বহুমূল্য অলঙ্কার উপঢৌকন দেন, এবং হৃদয়ভাব গোপন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ফিরিয়া গিয়া আয়েষা বিষাক্ত হীরকাঙ্গুরীয় শোষণে প্রাণবিসর্জ্জন করিবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু শেষে তাহা নদীজলে নিক্ষেপ করিয়া আপনার হৃদয়ের দৃঢ়তার পরিচয় দেন।

'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ খ্রীঃ প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস। "আইভ্যান্‌ হো" উপন্যাসের অন্তর্গত রেবেকার সহিত আয়েষার চরিত্রের সাদৃশ্য থাকায় অনেকে মনে করেন যে, উক্ত উপন্যাস অবলম্বনে ইহা রচিত হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার জিজ্ঞাসিত হইয়া বন্ধুবর্গকে বলিয়াছিলেন যে, 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার পূর্ব্বে তিনি "আইভ্যান্‌ হো" উপন্যাস পাঠ করেন নাই।

এই উপন্যাস সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন, "ইহার রচনায় যে একটী নূতনবিধ ভঙ্গি আছে, ইহার পূর্ব্বকালীন কোন বাঙ্গালা পুস্তকে সে ভঙ্গীটি দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সেটি ইংরাজীর অনুকরণ হইলেও বিলক্ষণ মধুর।"

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় The chieftain's Daughter নাম দিয়া এই উপন্যাসের একখানি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলির সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী অনুবাদ। এই অনুবাদ অবলম্বনে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফির উদ্যোগে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে ইংরেজী ভাষায় একবার দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয় হইয়াছিল।

মূল উপাখ্যান নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া ১৮৭৩ খ্রীঃ ২০শে ডিসেম্বর বেঙ্গল থিয়েটারে সাতিশয় প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

দেবকৌতুক—বাঙ্গালা উপন্যাস। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। কামজায়া রতি ও বিষ্ণুজায়া লক্ষ্মী এই দুইটী দেবীর বিবাদই এই উপন্যাসখানির প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। দেবীদ্বয়ের মধ্যে কে কোন্‌ আসনে বসিবেন, ইহা লইয়াই বিবাদের সূত্রপাত। বহু বাদানুবাদের পর অবশেষে স্থির হইল যে, মনুষ্যের উপর যিনি যে ভাবের প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন, তদনুসারে উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার বিচার হইবে। দেবীদ্বয় দুইটী মানবজাতীয়া বালিকা বাছিয়া লইলেন এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব ক্ষমতা অনুসারে আপন আপন নির্ব্বাচিতা বালিকাকে গুণাবলী প্রদান করিয়া ভূষিত করিলেন। রতি দেবীর অনুগৃহীতা কুমারী দৈহিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়া হইয়া উঠিল, এবং লক্ষ্মীদেবীর অনুগৃহীতা কুমারী দৈহিক সৌন্দর্য্যে অপেক্ষাকৃত হীনা হইলেও সর্ব্ববিধ মানসিক গুণে বিভূষিতা হইয়া সকলের বরণীয়া হইয়া উঠিল। পরন্তু রতিদেবীর বালিকা যে যুবককে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল, সেই যুবক সেই অতুল সুন্দরীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া লক্ষ্মীদেবীর অসুন্দরী বালিকাকে পরম সমাদরে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন। সুতরাং লক্ষ্মীদেবীরই জয় হইল। গ্রন্থকর্ত্রী এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক কেবল আপনার শারীরিক বাহ্য সৌন্দর্য্য দ্বারা পুরুষের চিত্ত হরণ করিতে পারে না, প্রত্যুত রমণীর মানসিক সৌন্দর্য্য দ্বারাই পুরুষের হৃদয় মুগ্ধ হয়।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন—বাঙ্গালা উপন্যাস। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত। একদা সভাধিষ্ঠিত দেবরাজ ইন্দ্র, বরুণের প্রমুখাৎ মর্ত্ত্যে ইংরাজ রাজত্বের অসাধারণত্ব এবং কলিকাতার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাহিনী শ্রবণে মর্ত্ত্যভূমি দর্শনার্থ ইচ্ছুক হন, এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সঙ্গে লইয়া বরুণের সহিত মর্ত্ত্যে যাত্রা করেন। ইঁহারা প্রথমে হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন। তথা হইতে সাহারাণপুর, দিল্লি, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা প্রভৃতি স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া বাষ্পীয় শকটযোগে কলিকাতায় উপস্থিত হন, এবং কলিকাতা ও কালীঘাট দর্শনান্তর দার্জ্জিলিং হইয়া পুনরায় স্বর্গে প্রত্যাগমন করেন। দেবগণ যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের দর্শনীয় বিষয়ের ও তত্রত্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ বরুণের নিকট শ্রবণ করেন

দেবগণ পৃথিবীর অত্যাচার ও অনাচার সকল দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন, এবং স্বর্গে গমন করিয়া এক সভা করেন সেই সভায় পৃথিবীকে ধ্বংস করিবার প্রস্তাব হয়, সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইলে পিতামহ ব্রহ্মা সংক্রামক রোগ, ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী প্রভৃতি দূতগণকে পৃথিবী ধ্বংসার্থ প্রেরণ করেন।

দেবসুন্দরী—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। পৌরাণিক দেবতত্ত্বে যে কবিত্ব, দর্শন এবং সূক্ষ্ম বৈদিক তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার পরিচয় দেওয়াই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে বঙ্গে দেবপূজা, প্রতিমা তত্ত্ব, প্রতিমাপূজার অধিকারী, হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি পূজার সামাজিক ফল, দেবসাধন, শক্তিপূজা, ভক্তির গৌরব প্রভৃতি বিষয়-সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

দেবী চৌধুরাণী—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ গ্রামের জমিদার হরবল্লভ রায়ের পুত্র ব্রজেশ্বর যথাক্রমে প্রফুল্ল, নয়নতারা এবং সাগরনাম্নী তিনটী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রফুল্ল মাতৃঘটিত একটী অমূলক অপবাদে স্বামিগৃহে স্থান পান নাই, মাতৃগৃহেই অবস্থান করিতেছিলেন কিন্তু তথায় দারিদ্র্যকষ্ট অসহ্য হওয়ায় একদিন মাতার সহিত প্রফুল্ল পতিগৃহে আসিলেন। শ্বশুর তাঁহাকে বাগ্‌দীর মেয়ে বলিয়া তাড়াইয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু রাত্রি হওয়ায় সে দিন আর তাঁহার যাওয়া হইল না। কনিষ্ঠা সপত্নী সাগরের সহায়তায় সেই রাত্রিতে তিনি স্বামিসহবাস লাভ করিলেন। বিদায়কালে ব্রজেশ্বর স্বনামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন। প্রফুল্ল গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে তাহার মাতৃবিয়োগ হইল। অতঃপর দুর্ল্লভ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক লোক প্রভু জমিদারের জন্য প্রফুল্লকে নিদ্রিতাবস্থায় হরণ করিয়া পাল্কীযোগে লইয়া যায়। বনপথে যাইতে যাইতে বাহকেরা ডাকাতের ভয়ে পাল্কী ফেলিয়া পলায়ন করে। প্রফুল্ল বনের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে একটী ভগ্ন অট্টালিকা দেখিতে পান এবং তথায় প্রবেশ করেন। তথায় জনৈক মুমূর্ষু বৈষ্ণবের প্রদত্ত প্রভূত ধন লাভ করেন। অতঃপর প্রফুল্ল বিখ্যাত দস্যুসর্দ্দার ভবানী পাঠকের নয়নগোচর হন। ভবানী ইহাকে পাঁচ বৎসর কাল শাস্ত্র, সংযম, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি শিক্ষা দেন। শিক্ষান্তে প্রফুল্ল দস্যুদলের নেত্রী হইয়া, দেবী চৌধুরাণী নামে অভিহিত হন। অত্যাচারীর দমন এবং শিষ্টের পালনই এই দস্যুদলের কার্য্য ছিল। এইরূপে আরও পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইল। ব্রজেশ্বরের পিতার পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইল; নতুবা জমিদারী যায়। ব্রজেশ্বর কনিষ্ঠা পত্নী সাগরের পিতার নিকট টাকা ধার করিতে আসিলেন, কিন্তু পাইলেন না। ব্রজেশ্বর তথা হইতে ফিরিয়া জলপথে যখন গৃহে যাইতেছিলেন, তখন দেবী চৌধুরাণীর আদেশে তাঁহার দল ইঁহাকে ধরিয়া দেবীর বজরায় আনয়ন করে। সেই বজরায় নিশি ও দিবা নাম্নী দেবীর সহচরীদ্বয় এবং সাগর ছিল। দেবীচৌধুরাণী ব্রজেশ্বরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার দিলেন এবং স্বামীর পূর্ব্বপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়টীও প্রদান করিলেন। সাগরকে লইয়া ব্রজেশ্বর চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে অঙ্গুরীতে নিজের নাম দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, প্রফুল্লই—যাহাকে মৃতা বলিয়া ধারণা ছিল—দেবী চৌধুরাণী। বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমীর রাত্রে টাকা প্রত্যর্পণ করিবার কথা। কিন্তু হরবল্লভ রায় টাকা পরিশোধের কোন ব্যবস্থা না করিয়া দেবীকে ধরাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে রঙ্গপুরের কালেক্টর গুডল্যাড সাহেবের নিকট গমন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেবী নিশি ও দিবার সহিত বজরা লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় লেফ্‌টেনান্ট ব্রেনান্‌কে সঙ্গে লইয়া হরবল্লভ দেবীকে ধরিতে আসিলেন। ইহার অনতিকাল পূর্ব্বে ব্রজেশ্বর পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। দেবী সে দিন ধরা দিবার সঙ্কল্প করিয়াই আসিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রজেশ্বর যখন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন, তখন তিনি আপনার, স্বামীর এবং শ্বশুরের প্রাণরক্ষার্থ উদ্যোগী হইলেন। দেবী কৌশল করিয়া ব্রেনান্‌কে বজরায় আনাইয়া বন্দী করিলেন। হরবল্লভও বজরায় আসিলেন। আকাশে ঝড় উঠিল। সেই ঝড়ের মুখে সিপাহী সৈন্যকে সন্ত্রস্ত ও বিদলিত করিয়া দেবীর বজরা বায়ুবেগে ছুটিল। পরদিন ব্রেনান্‌কে মুক্তি দেওয়া হইল। নিশি হরবল্লভকে প্রাণের ভয় দেখাইয়া স্বীয় ভগ্নীর সহিত ব্রজেশ্বরের বিবাহ হইবে এইরূপে প্রতিশ্রুত করাইয়া তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর দেবী দস্যুদলের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ব্রজেশ্বরের সহিত নববধূবেশে শ্বশুরালয়ে আসিলেন। পরে সকলেই জানিতে পারিল যে, এই নববধূ প্রফুল্ল ভিন্ন আর কেহ নহে। প্রফুল্ল সংসারাশ্রমে আসিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন।

গ্রন্থকার গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, গুডল্যাড সাহেব, লেফটেনান্ট ব্রেনান্ এই নামগুলি ঐতিহাসিক। আর দেবীর নৌকায় বাস, বরকন্দাজ সেনা প্রভৃতি কয়েকটী কথা ইতিহাসে আছে বটে এই পর্য্যন্ত।"

'দেবী চৌধুরাণী' ১২৯১ সালে বৈশাখমাসে পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বে ইহার কিয়দংশ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থ সম্বন্ধে গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বলেন, "ভাষার ভিতর হইতে যেন মহাকবির প্রতিভার জ্যোতিঃ বিকিরণ হইতেছে।" এই উপন্যাসখানি নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া অনেকগুলি থিয়েটারে অভিনীত হইয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত অতুলকৃষ্ণ মিত্রের গ্রন্থ বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

দেবীপুরাণ—সংস্কৃত উপপুরাণ। ইহাতে ঘোর দৈত্যের উপাখ্যান, সনৎকুমারীর যোগ, শক্রধ্বজোৎসব বিবরণ, ভগবতীর সহিত ঘোরের যুদ্ধ ও দেবীহস্তে ঘোর দৈত্যের নিধন, বিবিধ দেবীব্রত, দেবীস্বরূপ নিরূপণ, গ্রহযোগ বিবরণ, মাস ও তিথি বিশেষে দেবীপূজা ও তাহার ফল, বিনায়ক যাগ, দুর্গ ও পুরদ্বারাদি নির্ম্মাণবিধি, তীর্থবিবরণ, অষ্টম পাতাল বর্ণন, দেবীর পূজা বিধান, বিবিধ ব্রত ও দানাদি নিরূপণ, আয়ুর্ব্বেদকথন, দেহশুদ্ধি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বক্তা বশিষ্ঠ ও শ্রোতা ঋষিগণ। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ইহার এক সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

দেবী ভাগবত—সংস্কৃত পুরাণ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। মূল গ্রন্থ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত। ইহাতে আঠার হাজার শ্লোক আছে। শক্তির লীলা মাহাত্ম্য এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্রব্যগুণশিক্ষা—বাঙ্গালা চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহাতে দ্রব্যসমূহের স্বরূপ, তাহাদের গুণাগুণ ও ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নাম, খাদ্য পদার্থের প্রস্তুতকৌশল, শোধনোপযোগী পদার্থের শোধনবিধি, ধাতু প্রভৃতির জারণমারণাদির নিয়ম প্রভৃতি বিষয়সমূহ লিখিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বিষচিকিৎসার নিয়মও নিরূপিত হইয়াছে।

দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা—দ্বত্রিশ সিংহাসন দেখ।

দ্বাদশ কবিতা—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। ইহাতে চন্দ্র, সূর্য্য, কোকিল, প্রবাসীর বিলাপ, খণ্ডগিরি, রেলের গাড়ী প্রভৃতি দ্বাদশটী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ধ

ধনঞ্জয়বিজয়—সংস্কৃত নাটক। নারায়ণদেবের পুত্র কাঞ্চনাচার্য্য বিরচিত। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব যৎকালে ছদ্মবেশে বিরাটভবনে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন, তৎকালে কৌরবগণ বিরাট নৃপতির গোধন হরণে প্রবৃত্ত হইলে অর্জ্জুন একাকী কৌরবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া গোধনসমূহের উদ্ধারসাধন করেন, ইহাই এই নাটকের বর্ণনীয় বিষয়।

গদাধর মিশ্র এবং অপরাপর ব্যক্তিবর্গের প্রমোদার্থ জগদেবের আদেশে এই নাটকখানির অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। কোন কোন পুস্তকে "জগদেব" নামের পরিবর্ত্তে "জয়দেব" দৃষ্ট হয়। খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত কান্যকুব্জের রাজা জয়দেব এই জয়দেব কি না, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ধনবিজ্ঞান—বাঙ্গালা অর্থনৈতিক গ্রন্থ। গিরীন্দ্র কুমার সেন এম, এ প্রণীত। ইহাতে ধনাগম (ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন), বিনিময় (পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ ও কাটতির তারতম্য, খরচা ও মূল্য, খরচের বিভাগ, ধারে অর্থের প্রয়োজন সিদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য), ধনপরিবর্ত্তন (বেতন, খাজানা, সুদ, লাভ) ও ধনভোগ এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

ধম্মপদ—বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থ। চারুচন্দ্র বসু প্রণীত। হিন্দুদিগের ভগবদ্গীতার ন্যায় ধম্মপদ গ্রন্থ বৌদ্ধদিগের নিকট আদরণীয়। বুদ্ধ তথাগত ইহাতে স্বীয় ধর্ম্মের মূল মর্ম্ম সংক্ষিপ্তভাবে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা বৌদ্ধশাস্ত্রের সুত্ত (সুত্র) পিটকের অন্তর্গত। কোন্‌গুলি সৎকর্ম্ম এবং কোন্‌গুলি অসৎ কর্ম্ম, ইহাই নানা আকারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার টীকাকার বুদ্ধঘোষ বলেন যে, এই পুস্তকের সকল উক্তিই বুদ্ধদেবের নিজের। মূল গ্রন্থখানি পালি ভাষায় রচিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব—বাঙ্গালা ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে সুখ কি, দুঃখ কি, ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, ভক্তি ও ভক্তির মূল উদ্দেশ্য কি, ভগবদ্গীতার মর্ম্ম, অনুশীলন কি, দয়া কাহাকে বলে, প্রভৃতি বিষয়সমূহ গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুদর্শন ও ইয়ুরোপীয় দর্শন এতদুভয়েরই আলোচনা করিয়া ধর্ম্মের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা—বাঙ্গালা ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ। রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে পরম সত্যধর্ম্ম ইহা প্রদর্শন, এবং তদ্বিষয়ক তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে আত্মপ্রত্যয়, ঈশ্বরতত্ত্ব, ঈশ্বরের সহিত জগতের ও মনুষ্যের সম্বন্ধ, ঈশ্বরোপাসনা, পরকাল, ব্রহ্মবিদ্যার প্রামাণিকত্ব, ধর্ম্মসম্বন্ধে ভ্রমের কারণ, সত্যধর্ম্ম কাহাকে বলে, ইত্যাদি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

ধর্ম্মতত্ত্ববিবেক—বাঙ্গালা ধর্ম্মগ্রন্থ। রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে পরম সত্যধর্ম্ম তাহার প্রদর্শন, এবং তদ্বিষয়ক তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যানই ইহার উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থ পাঠে সাধারণে যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ স্থূলরূপে অবগত হইতে পারে, তদভিপ্রায়েই ইহা রচিত হইয়াছে।

ধর্ম্মনীতি—বাঙ্গালা নীতিগ্রন্থ। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ, আত্মবিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম ও অন্যের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, উদ্বাহ, দম্পতির পরস্পর ব্যবহার, সন্তানের প্রতি মাতাপিতার কর্ত্তব্য, শিক্ষাদান প্রণালী, বালকদিগের পাঠ্যপুস্তক, মাতাপিতার প্রতি সন্তানের ব্যবহার, প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

ধর্ম্মমঙ্গল (শ্রী)—বাঙ্গালা কাব্য। ঘনরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত। শ্রীধর্ম্মের পূজার প্রচার জন্য দেবীশাপে অনুব্রতী অপ্সরা মর্ত্তে রঞ্জাবতী নামে জন্মগ্রহণ করে। রাজা কর্ণসেনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রঞ্জাবতী পুত্রকামনায় ধর্ম্মের নিকট শালে ভর দিয়া জীবনত্যাগ করিলে ধর্ম্মের কৃপায় পুনর্জ্জীবন ও পুত্রবর লাভ করে। পরে তাহার লাউসেন নামে পুত্রের জন্ম হয়। লাউসেন হইতে পৃথিবীতে ধর্ম্মের পূজা প্রচার হয়।

"ধর্ম্মমঙ্গল" হাকন্দ পুরাণ অবলম্বনে রচিত। "ধর্ম্ম" দেব সম্বন্ধে প্রথমে ময়ূরভট্ট, পরে খেলারাম (১৫২৭ খ্রীঃ), ও তাঁহার পরে রূপরাম গ্রন্থ রচনা করেন। ঘনরাম এই সকল গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া "ধর্ম্মমঙ্গল" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৭১৩ খ্রীঃ এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়। উপাখ্যান ভাগের পূর্ব্বাংশ অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ "রঞ্জাবতী" নামে একখানি নাটক রচনা করেন। ষ্টার থিয়েটারে ইহা প্রথম অভিনীত হয়।

ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্ব ও কর্ত্তব্য-বিচার—বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত। ইহা কোন গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ নহে। ইহাতে সুযুক্তিসম্মত প্রণালীতে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত এবং হিন্দুজাতির অবনতি ও অধঃপতনের কারণপরম্পরা আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে হিন্দুজাতির অধঃপতনের প্রধান কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। তিনি বলেন, বৌদ্ধ প্রচারকেরা মনুষ্যমাত্রেরই সমান অধিকার প্রচার করিয়া আর্য্যজাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন। তাহার উপর আবার বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য পালি ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাসমূহ প্রসার লাভ করায় ভারতের বিভিন্ন জাতি ও প্রদেশসমূহের পার্থক্য অধিকতর প্রসারিত করিয়া তাহাদিগের একতাবন্ধন উত্তরোত্তর শিথিল করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতের উদ্ধারলাভের যে কয়েকটী উপায় গ্রন্থকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান। ভারতবাসীদিগের এক্ষণে পাশ্চাত্য বিলাসপ্রিয়তা পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক স্ব স্ব ধর্ম্মের নির্দেশ পালন, সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মণবর্গের প্রতিপালন, গোজাতির ধ্বংস নিবারণ এবং লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় দেশীয় শিল্পাদির পুনরুদ্ধার সাধন।

ধাত্রীবিদ্যা—বাঙ্গালা চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তক। রাজেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রণীত। ইহাতে স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের লক্ষণ, অণ্ডোদ্গম, গর্ভের অবস্থা ও চিহ্নাদি, গর্ভকালীন পীড়া ও তাহার চিকিৎসা, ভ্রূণবিবরণ, গর্ভস্রাব, অকাল প্রসব, প্রসবপ্রণালী ও কৌশল, অস্বাভাবিক গর্ভ, শাস্ত্রচিকিৎসা, সূতিকা চিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। সুখবোধার্থ গর্ভাবস্থার ও প্রসব-কৌশলের অনেকগুলি চিত্রও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

ধাত্রীশিক্ষা—বাঙ্গালা চিকিৎসা পুস্তক। ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সহজে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। গর্ভাবস্থায় বা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুকে কিরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত, প্রসূতিকে কিভাবে রাখিতে হয়, সূতিকাগার, শিশুদিগের পীড়া ও তাহার চিকিৎসা, প্রসব করাইবার সহজ উপায়, গর্ভস্রাবের লক্ষণ ও তাহার চিকিৎসা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ ইহাতে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

ন

নকুলীশ পাশুপত দর্শন—দর্শন দেখ।

নন্দকুমার (মহারাজ)—বাঙ্গালা ইতিহাস বিষ-

রক গ্রন্থ। চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। একশত বর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, কোথায় কোন্ সূত্র সূচনায় কোন্ ঘটনা প্রকটিত হইয়া ইতিহাস অলঙ্কৃত হইয়াছে, মহারাজ নন্দকুমারে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুতির পর বঙ্গদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ তন্তুবায় কৃষক প্রভৃতির উপর যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, এই পুস্তকে তাহা বিবৃত হইয়াছে। ১৭৬৫ সালের ১০ই আগষ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আপনাদের স্বার্থসাধনের নিমিত্ত লবণ, তামাক ও গুবাকের বাণিজ্য সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রচার করেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। কি কারণে ও কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া ইম্পে নন্দকুমারের ফাঁসী দিয়াছিলেন, তাহার আনুপূর্বিক বিবরণ গ্রন্থকার এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

নন্দবিদায়—বাঙ্গালা পৌরাণিক নাটক। অতুল কৃষ্ণ মিত্র প্রণীত। মথুরাধিপতি কংস যজ্ঞচ্ছলে কৃষ্ণ ও বলরামকে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করেন। তাঁহার আদেশানুসারে অক্রূর বৃন্দাবনে গমন করিয়া নন্দ ও অন্যান্য গোপগণসহ রামকৃষ্ণকে মথুরায় আনয়ন করেন। কৃষ্ণ মথুরায় আগমনপূর্বক কংসের সকল ষড়্‌যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া তাঁহাকে সংহার করেন, এবং জনকজননী বসুদেব ও দেবকীকে কারামুক্ত করেন। অতঃপর কৃষ্ণ মথুরাতেই রহিলেন, বৃন্দাবনে আর প্রত্যাগমন করিলেন না। নন্দাদি গোপগণ ক্রন্দন করিতে করিতে বৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন। এই নাটকখানিতে "আরতো ব্রজে যাব না ভাই" প্রমুখ সাধারণ-প্রিয় গানটি আছে। নাটকখানি সাতিশয় প্রশংসার সহিত এমারেল্ড থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হইয়াছিল।

নবগীতা—সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। ভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইহাতে গণেশগীতা, যমগীতা, জীবন্মুক্তি গীতা, হংসগীতা, পাণ্ডবগীতা, গীতাসার, নারদগীতা, পিতৃগীতা, সপ্তশ্লোকী গীতা এই নয়টী গীতা আছে। আত্মতত্ত্বনিরূপণ এই সকল গীতার উদ্দেশ্য। মূলের সহিত অনুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে।

নবনাটক—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। স্ত্রীপুত্র সত্ত্বেও অধিক বয়সে পুনর্বার দারপরিগ্রহের কুফল প্রদর্শন করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য। গবেশ বাবু নামক জনৈক জমিদার পত্নীপুত্র বিদ্যমানেও অধিক বয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার নববিবাহিতা স্ত্রীর উৎপীড়নে প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র দেশত্যাগী হন। ক্রমে বিষয়সম্পত্তিও নষ্ট হইয়া যায়, এবং প্রথমা পত্নী যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে জীবন ত্যাগ করেন। পরিশেষে নব প্রণয়িনীর প্রদত্ত বশীকরণ ঔষধ সেবনের ফলে গবেশ বাবু নিজে দুঃসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে, গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভ্রাতৃদ্বয় "বহু বিবাহের অনিষ্টকারিতা দেখাইয়া যিনি উৎকৃষ্ট নাটক লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে"—এই মর্মে একটি বিজ্ঞাপন দেন। তাহার ফলে রামনারায়ণ তর্করত্ন এই "নব-নাটক" খানি লেখেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটকখানি পড়িবার ভার প্রাপ্ত হইয়া ইহার অনুকূলে মন্তব্য প্রকাশ করিলে, নাটককার প্রতিশ্রুত পুরস্কার, হাজার খণ্ড পুস্তক মুদ্রণের ব্যয় এবং গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব প্রাপ্ত হন। ঠাকুরভ্রাতৃদ্বয়ের যত্নে ও অর্থব্যয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে পারিবারিক নাট্যসমাজ কর্তৃক ১৮৬৭ খ্রীঃ ৫ই জানুয়ারী এই নাটকখানি প্রথমে অভিনীত হয়। ইহার পর আটবার ঐখানেই ইহার অভিনয় হয়। অক্ষয়কুমার মজুমদার গবেশ বাবুর চরিত্র অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ ২২শে জানুয়ারী এই নাটকখানি ন্যাসনাল থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়। ১৮৭৪ খ্রীঃ ৬ই জুন যখন বেঙ্গল থিয়েটারে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়, অক্ষয় বাবু সেখানেও গবেশ চরিত্রের অভিনয় করেন। ঐ বৎসরে গ্রন্থকারের তত্ত্বাবধানে তাঁহার বাসগ্রাম হরিনাভিতে এই নাটকখানি স্থানীয় সৌখীন যুবকসম্প্রদায় যাত্রাকারে অভিনয় করেন। তাহার গানগুলিও গ্রন্থকার রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।

নববৃন্দাবন—বাঙ্গালা নাটক। চিরঞ্জীব শর্মা প্রণীত। শিক্ষা ও সঙ্গদোষে মানবের কিরূপ অধঃপতন হয়, পাপকার্য্যের পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ, এবং পুণ্যকার্য্যের পরিণাম কিরূপ সুখময়, ধর্মের সনাতন অস্ত্রে পাপের মোহময় জাল কিরূপে ছিন্ন হয়, সাধুসঙ্গে অতি দুর্বৃত্তও কি প্রকারে সৎপথ অবলম্বন করে, ইত্যাদি বিষয় এই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র সেনের তত্ত্বাবধানে এই নাটকখানি ১৮৮২-৮৩ খ্রীঃ কয়েকবার তাঁহার বাসভবনে অভিনীত হইয়াছিল। কেশব বাবু স্বয়ং "পাহাড়ী বাবার" চরিত্র অভিনয় করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র করুণাচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মহেন্দ্রনাথ বসু, প্রভৃতি "নববিধান" মতাবলম্বী ব্রাহ্মগণও এই নাটকের অভিনয়ের কয়েকটি চরিত্র গ্রহণ করিতেন।

নববোধন—বাঙ্গালা উপন্যাস। নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। রূপনাথ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক অধ্যাপক ব্রাহ্মণ স্বীয় পত্নী কমলাকে তাহার পিত্রালয় হইতে আনয়ন জন্য গমন করেন। তত্রত্য মুসলমান ফৌজদার কমলাকে রূপবতী দেখিয়া হস্তগত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইল না। পরে কমলা যখন স্বামিসহ শ্বশুরালয় যাত্রা করিলেন, তখন ফৌজদার সিপাহী পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে পথে বাধা দেন। রূপনাথ লাঠীর জোরে সিপাহীদিগকে পরাজিত করিয়া পত্নীকে স্বভবনে আনয়ন করেন, এবং ফৌজদারের ভয়ে জমিদার রণজিৎরায়ের আশ্রয় লন। রণজিৎ তাঁহাকে আশ্রয় দিলে ফৌজদারের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। ফৌজদার যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে রূপনাথের ও স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শঙ্করের অধিনায়কতায় রণজিৎ দুইবার জয়লাভ করেন। তৃতীয় বারে ফৌজদার সুবাদারের নিকট সাহায্য লইয়া বহু সৈন্যসহ আক্রমণ করেন। এই সময়ে রণজিতের দেওয়ান রামরূপ ও কৃষ্ণকান্ত নামক এক ব্যক্তি রণজিতের বিপক্ষ হইয়া ফৌজদারের সহায়তা করেন। কৃষ্ণকান্তের কন্যা চন্দ্রার সহিত শঙ্করের প্রণয় হইয়াছিল। এদিকে কৃষ্ণকান্তের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী পার্ব্বতী শঙ্করের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রণয় প্রার্থনা করে, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়া শেষে শঙ্করের অনিষ্ট করিতে উদ্যত হন। তাঁহারই উত্তেজনায় ও মন্ত্রণায় কৃষ্ণকান্ত রণজিতের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করেন। তৃতীয় বারের যুদ্ধে ফৌজদার জয়ী এবং রণজিৎ ও রূপনাথ প্রাণত্যাগ করেন। কমলাও বহু শত্রু নিপাত করিয়া যুদ্ধস্থলে প্রাণবিসর্জন দেন। যুদ্ধকালে পার্ব্বতী রামরূপকে হত্যা করিয়া আত্মহত্যা করে। যুদ্ধশেষে শঙ্করের সহিত চন্দ্রার বিবাহ হয়। শঙ্কর রূপনাথের স্মরণার্থ একটী মেলা প্রতিষ্ঠিত করেন। একটী ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে এই উপন্যাস লিখিত।

নবভারত—রজনীকান্ত গুপ্ত সঙ্কলিত। এইচ, জে, এস কটন সাহেব "নিউ ইণ্ডিয়া" নামক যে একখানি ইংরেজী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন,

ইহা তাহারই অনুবাদ। ভারতে ধর্মনীতি, সমাজনীতির ও রাজনীতির গুরুতর পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে; এই পরিবর্তনের যুগে গবর্ণমেন্টের কিরূপ নীতির অনুসরণ করা বিধেয়, তাহার আলোচনা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

নলদময়ন্তী—বাঙ্গালা পৌরাণিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। পুরাণবর্ণিত নলদময়ন্তীর উপাখ্যান অবলম্বনে এই নাটক রচিত হইয়াছে। পৌরাণিক চরিত্র ব্যতীত ইহাতে অতিরিক্ত একটী বিদূষক চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

নলিনীবসন্ত—বাঙ্গালা নাটক। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কঙ্কন দেশের রাজা বৈজয়ন্ত সর্ব্বদা কেবল যাদুবিদ্যার আলোচনা করিয়া পরিশেষে ভ্রাতার কাপট্যে রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং কন্যা নলিনীর সহিত পর্ব্বত অরণ্য প্রভৃতি নানা স্থানে দ্বাদশ বৎসর যাপন করিয়া পরে স্বীয় কুহকবিদ্যার বলে শত্রুপক্ষকে দমনপূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করিলেন। সেক্সপীয়রের "Tempest" নাটক অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে।

নলোদয়—সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। মহাকবি কালিদাস প্রণীত। ইহাতে নল দময়ন্তীর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। হংসমুখে রূপগুণ শ্রবণে নিষধাধিপতি নলের ও বিদর্ভরাজতনয়া দময়ন্তীর পরস্পর অনুরাগ, দময়ন্তী-স্বয়ংবর, স্বয়ংবর যাত্রাকালে পথমধ্যে দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ, নলের দৌত্য, স্বয়ংবরে দময়ন্তীর নলকে বরণ, কলির কোপ, নলের রাজচ্যুতি ও বনগমন, দময়ন্তী পরিত্যাগ, নল কর্ত্তৃক কর্কটকের উদ্ধার ও তাঁহার ঋতুপর্ণ আলয়ে সারথিরূপে অবস্থান, স্বামিবিচ্ছেদে দময়ন্তীর বিলাপ ও সুবাহু রাজভবনে আশ্রয় প্রাপ্তি, দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ংবর ঘোষণা, ঋতুপর্ণের সহিত নলের বিদর্ভরাজ্যে আগমন ও দময়ন্তীসহ পুনর্মিলন, এই সকল বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

নবীন তপস্বিনী—বাঙ্গালা মিলনান্ত নাটক। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। জননী ও ছোটরাণীর অনুরোধে রাজা রমণীমোহন বড়রাণী প্রমদাকে সাতিশয় নিগৃহীত করেন। কিন্তু গোপনে কখন কখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। ইহাতে তাহার গর্ভ হইলে, ভয়ে রাজা, তাঁহার সহিত সহবাস অস্বীকার করিয়া বড় রাণীর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিলে বড় রাণী অন্তর্দ্ধান হন। সাধারণের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, তিনি জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন; আবার কেহ কেহ বলিল, রাজা তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিয়া রাজবাটীর অন্তঃপুরে প্রোথিত করিয়াছেন কালে জননী ও ছোট রাণীর মৃত্যু হইলে রাজা বড় রাণীর প্রতি স্বীয় দুর্ব্যবহার জন্য সাতিশয় অনুতপ্ত ও শোকান্বিত হইলেন বড় রাণী একটি পুত্র প্রসব করিয়া রাজাকে কাতরতাপূর্ণ একখানি পত্র লেখেন। রাজা গোপনে গোপনে সতর বৎসর ধরিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করেন, কিন্তু বিফল-কাম হইয়া বনবাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। রাজার বিবাহের জন্য নানা স্থানে ঘটক প্রেরিত হয়। রাজার সভাপণ্ডিত বিদ্যাভূষণের কন্যা কামিনীই সকলের অপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া বিবেচিত হয় এবং বিদ্যাভূষণ রাজশ্বশুর হইবার আশায় উৎফুল্ল হয়। রাজা আদৌ বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হন এবং প্রকাশ্য সভায় বড়রাণীর প্রেরিত পত্রখানি পাঠ করান। এমন সময়ে বিদ্যাভূষণ একটি তাপসকুমারকে ধৃত করিয়া সভায় আসিয়া বলেন যে, এই যুবকটি "হাঘরের" ছেলে ও সে কামিনীকে যাদু করিয়া তাঁহার মাতার নিকট ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল। কামিনীর সহিত সেই যুবকের মাতা তপস্বিনীকে সভায় আনয়ন করা হইল। তপস্বিনীকে দেখিয়া রাজা বুঝিলেন যে, তিনিই বহুদিন নিরুদ্দিষ্টা বড় রাণী, আর যুবকটি তাঁহারই পুত্র বিজয়। তখন রাজা সাতিশয় আনন্দিত হইয়া প্রমদাকে গ্রহণ করিলেন এবং বিজয়ের সহিত কামিনীর বিবাহ দিলেন। জলধর নামে রাজার একটি নামেমাত্র মন্ত্রী ছিলেন। সে রতিকান্ত সদাগরের স্ত্রী মালতীতে আসক্ত হইয়া তাহার স্বামীকে স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায়ে রাজার স্বাক্ষরিত একটি আজ্ঞাপত্র গ্রহণ করে। তাহাতে লেখা ছিল যে, রাজার পীড়ার শান্তির জন্য হোঁদল কুতকুঁতের বাচ্ছার তৈলের প্রয়োজন, সেই নিমিত্ত সদাগরকে আরব দেশে গিয়া সেই জন্তু আনিতে হইবে। সদাগর মালতী ও তাহার মামাতো ভগ্নী মল্লিকার পরামর্শে লুকায়িত থাকিলে, জলধর মালতীর কক্ষে প্রবেশ করে। তৎক্ষণাৎ সদাগর দ্বারে আঘাত করিলে জলধরকে লুকাইবার অভিপ্রায়ে চিটা গুড় ও তুলা মাখাইয়া, খিড়কির দ্বারে একটি লোহার পিঞ্জরে প্রবিষ্ট করান হয়। পরে হোঁদল কুঁতকুঁতের বাচ্ছা ধরা হইয়াছে, এই কথা রটনা করিয়া জলধরকে সেই অবস্থায় রাজসমীপে লইয়া যাওয়া হয়। জলধরের জগদম্বা নাম্নী একটি কদাকার ও কোন্দলপটু স্ত্রী ছিল। তাহার নিকট জলধর সর্ব্বদাই লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইত।

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর একটি সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস, ইংরেজি গ্রন্থ এবং 'প্রচলিত খোসগল্প' হইতে সার গ্রহণ করিয়া দীনবন্ধু তাঁহার অপূর্ব্ব চিত্তরঞ্জক নাটকসকলের সৃষ্টি করিতেন। নবীন তপস্বিনীতে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা রমণীমোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত, হোঁদল কুঁতকুঁতের ব্যাপার প্রাচীন উপন্যাস মূলক; 'জলধর' 'জগদম্বা' Merry wives of Windsor' হইতে নীত।"

'বিজয়কামিনী' নাম দিয়া গ্রন্থকার প্রভাকর পত্রে একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যানকাব্য প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইহার দশ বার বৎসর পরে সেই উপাখ্যানের ভিত্তির উপরে 'নবীন তপস্বিনী' নাটক স্থাপিত হয়।

নবীনতপস্বিনী গ্রন্থকারের রচিত দ্বিতীয় নাটক। জোড়াসাঁকো মধুসূদন সান্ন্যালের বাড়িতে ন্যাসন্তাল থিয়েটার স্থাপিত হইলে সেইখানেই ১৮৭৩ খ্রীঃ ৪ঠা জানুয়ারী ইহার প্রথম অভিনয় হয়।

নয়শো রূপেয়া—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত। এক সময়ে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণসমাজে কন্যাবিক্রয়-প্রথা ছিল। কালক্রমে সে প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। উক্ত প্রথার দোষকীর্তন করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য। কন্যার পিতা কিরূপ অর্থলোভী ছিলেন, অর্থলোভে তিনি কন্যাকে অপাত্রে সমর্পণ করিতেও কিরূপ কুণ্ঠাশূন্য, ইহার ফলে কত অনর্থের উৎপত্তি হয়, ইত্যাদি বিষয় ইহাতে উজ্জ্বল চিত্ররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

নসীরাম—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। অমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গৌড়াধিপতি যোগেশনাথের পুত্র অনাথনাথ মগধরাজ্য জয় করিলে মগধরাজ গৌড়েশ্বরের সহিত সন্ধি করেন, এবং সন্ধির প্রতিভূস্বরূপ স্বীয় কন্যা বিরজাকে গৌড়াধিপতির নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু পরে জানা যায় যে, বিরজা রাজকন্যা নহে, জনৈকা বন্দিনী মাত্র। ইহা জানিবার পূর্ব্বেই রাজকুমার অনাথনাথ বিরজাকে ভালবাসিয়াছিলেন। এবং বিরজাও তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন। এই কথা প্রকাশ পাইলে রাজা বিরজাকে ও অনাথনাথকে কারারুদ্ধ করেন। রাজার গুরু কাপালিক বিরজাকে পদ্মিনীলক্ষণাক্রান্তা দর্শনে তাহার সতীত্ব নষ্ট করিয়া ও রাজকুমারকে বলি দিয়া সিদ্ধ হইবার সঙ্কল্প করেন, এদিকে রাজাও বিরজার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় অঙ্কশায়িনী করিবার উদ্যোগ

করেন। কাপালিকের সোণামণি নামে এক রক্ষিতা রমণী ছিল, কাপালিক তাহাকে স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্য বিরজাকে ও রাজকুমারকে মুক্ত করিয়া গোপনে তাহাদিগকে আশ্রমে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করেন, রাজাও আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সোণাকে দূতীরূপে বিরজার নিকট প্রেরণ করেন। সোণা কৌশলে রাজপুত্র ও বিরজাকে মুক্ত করিয়া দিয়া এবং বিরজাকে পলায়নের উপদেশ দিয়া স্বয়ং বিরজার পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক কারাগৃহে অবস্থিতি করে, এবং রাজা আসিলে তাহাকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। অনাথনাথ পূর্ব্বে কাপালিকের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা বিরজার প্রতি অনুরক্ত এবং বিরজাও রাজাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। ইহাতে অনাথনাথের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায় এবং তিনি আত্মহত্যার সঙ্কল্প করেন। এমন সময়ে নসীরাম আসিয়া তাঁহাকে হরিনাম করিতে ও হরির উপরেই সকল ভার দিতে উপদেশ দেন। নসীরাম একজন হরিভক্ত সাধু, কিন্তু লোকে তাহাকে পাগল বলিয়াই জানিত। পরিশেষে ঘটনাক্রমে অনাথনাথ ও বিরজা উভয়েই কাপালিকের হস্তে পতিত হন। কাপালিক অনাথনাথকে বলি দিতে উদ্যত হইলে সোণা সহসা গিয়া খড়্গাঘাতে কাপালিককে নিহত করে। তখন অনাথনাথ ও বিরজা হরিনাম করিতে করিতে এক এক দিকে চলিয়া যান। এদিকে রাজা সোণাকে বিরজাভ্রমে বিবাহ করিতে উদ্যত হন, কিন্তু পরে তাহাকে সোণা জানিতে পারিয়া ঘৃণায় সংসারত্যাগপূর্ব্বক নসীরামের উপদেশে হরিনাম করিতে থাকেন। সোণাও নসীরামের উপদেশে হরিপ্রেমে মত্ত হয়। অতঃপর রাজা, রাজপুত্র, বিরজা প্রভৃতি সকলে এক সময়ে এক শ্মশানে সম্মিলিত হইলে নসীরাম সকলের সাক্ষাতে হরিনাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। সোণাও হরিনাম করিতে করিতে নসীরামের চিতায় প্রবেশপূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করে। পরে রাধাকৃষ্ণ পুষ্পরথে আসিয়া নসীরাম ও সোণার আত্মাকে লইয়া গোলোকধামে প্রস্থান করেন। এই নাটকখানি লইয়া হাতিবাগানে ষ্টার থিয়েটার খোলা হয়।

নাগানন্দ—সংস্কৃত নাটক। হর্ষদেব প্রণীত। ইহার আখ্যানভাগ এইরূপ,—বিদ্যাধর রাজপুত্র জীমূতবাহন একদা বয়স্যসহ মলয় পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সিদ্ধ-রাজকুমারী মলয়বতীকে সন্দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হন, মলয়বতীও তাহার প্রতি অনুরাগিণী হন। অতঃপর উভয়ের মাতা পিতার সম্মতিক্রমে উভয়ের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর একদা জীমূতবাহন মিত্রাবসু সহ সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে পর্ব্বতপ্রমাণ নাগাস্থি দর্শনে কৌতূহলী হন, এবং জানিতে পারেন যে, এ সকল গরুড়ের ভক্ষ্যাবশেষ। নাগগণ প্রত্যহ গরুড়কে এক একটী নাগ বলি দিতে বাধ্য হয়। অতঃপর তদ্দিবসে শঙ্খচূড় নামক নাগ গরুড়ের বলিস্বরূপে আগমন করিলে জীমূতবাহন স্বীয় জীবনদানে তাহাকে বাঁচাইতে ইচ্ছা করিয়া রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বধ্য শিলায় উপবেশন করেন। যথাসময়ে গরুড় আসিয়া তাহাকে গ্রহণ করে, ও তাঁহার রক্ত পান করিতে থাকে। ইহাতেও জীমূতবাহন কাতর হইলেন না, বরং পরার্থে জীবন যাইতেছে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। গরুড় ইহাতে সাতিশয় বিস্মিত হইল। এই সময়ে জীমূতবাহনের পিতা, মাতা পত্নী মলয়বতী প্রভৃতি বিলাপ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হন। জীমূতবাহন তাহাদিগকে প্রবোধদান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। গরুড়ের মনে ইহাতে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, এবং সে অতঃপর নাগহিংসা পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা করে। পরে জীমূতবাহনের মাতা, পিতা, পত্নী প্রভৃতি অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলে দেবী গৌরী আসিয়া তাহাদিগকে নিবারণপূর্ব্বক জীমূতবাহনকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত ইহার এক নাটকীয় বঙ্গানুবাদ আছে।

নাট্যবিকার—বাঙ্গালা সামাজিক প্রহসন। বৈকুণ্ঠনাথ বসু প্রণীত। থিয়েটার দর্শনে বা কুরুচিপূর্ণ পুস্তকপাঠে ভদ্রমহিলাগণের মধ্যে সময়ে সময়ে যে কিরূপ ঘোরতর মানসিক বিকার উপস্থিত হয়, তাহা প্রদর্শন করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। জনৈক ভদ্র গৃহস্থের কন্যা থিয়েটার দেখিয়া এবং কতক গুলি নাটক নভেল পড়িয়া থিয়েটারের ন্যায় অভিনয় করিতে ব্যস্ত হন, এবং বাটীর দাসদাসীদিগকে লইয়া অভিনয় করিতে থাকেন। তিনি সর্ব্বদা আপনাকে নাটকের একজন নায়িকা বলিয়া সিদ্ধান্ত ও তদনুরূপ আচরণ করেন; এমন কি, শেষে প্রেমের অভিনয় করিতে গিয়া এক পরপুরুষের সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইবার জন্য উদ্যত হন। পরিশেষে তাঁহার স্বামীর এক বন্ধু বহু চেষ্টায় তাঁহার এই মানসিক বিকারের প্রতিকার করেন।

এই প্রহসনখানি বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৯০ খ্রীঃ প্রথমে অভিনীত হয়। পরে ক্লাসিক থিয়েটারে "ঘোরবিকার" নামে কয়েকবার ইহার অভিনয় হইয়াছিল (বাঙ্গালা ১৩০৯ সাল)।

নারদ গীতা—নবগীতা দেখ।

নারদীয় পুরাণ—পুরাণ দেখ।

নারায়ণী—বাঙ্গালা উপন্যাস। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত অনন্তপুর গ্রামে বীরচন্দ্র সাহীদেব নামে ইংরাজের অধীন এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র অকালে কালকবলিত হইলে বৃদ্ধ বীরচন্দ্র পৌত্রী নারায়ণীকে লইয়া পুত্রশোক কথঞ্চিৎ নিবারণ করিলেন। আনন্দদেব নামক এক ব্যক্তির উপর রাজকার্য্যের ভার ছিল। স্বার্থপর আনন্দদেব কৌশলে রাজাকে উন্মাদ প্রমাণিত করিয়া ইংরাজের নিকট হইতে স্বয়ং রাজ্যাধিকারী হইবার চেষ্টা করেন, এবং নারায়ণীর সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিতে উদ্যত হন। তাহাতে সফলকাম না হইয়া বীরচন্দ্র ও নারায়ণীকে বিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। রতন নামক জনৈক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বীরচন্দ্রের একান্ত অনুগত ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বীরচন্দ্র ও নারায়ণী বহু বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। রতনের চেষ্টায় তুলসী নাম্নী এক বীরস্বভাবা রমণী নারায়ণীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত হন, এবং তিনি স্বেচ্ছায় নিজ স্বামী সদাশিবের সহিত নারায়ণীর বিবাহ দেন। তুলসীর পিতা শৈলজানন্দ বড় জমিদার, এবং তিনি ইংরাজ রাজত্ব উচ্ছেদের জন্য গোপনে ষড়্যন্ত্র করিতেছিলেন। কিন্তু দৈবদুর্ঘটনায় তাঁহার সে ষড়্যন্ত্র বিফল হইয়া যায় এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। নারায়ণী জলমগ্না হইয়া আত্মহত্যা করেন, তাঁহাকে উদ্ধার করিতে গিয়া বীরচন্দ্রও জলমগ্ন হন। রাজবিদ্রোহের নেতা বলিয়া সদাশিব ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। অতঃপর রতন বৈরাগ্য অবলম্বন করে।

এই উপন্যাসখানি নাটকাকারে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক গ্রথিত হইয়া কয়েকবার ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। ইহাতে নারীজাতির প্রকৃতি, তাহাদের শিক্ষার আবশ্যকতা, স্ত্রীজাতির শিক্ষাভাবহেতু বিষময় ফল, নারীজাতির স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়সমূহ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

নিদান—সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। মূলগ্রন্থ মাধব কর প্রণীত। ইহা চরক,

সুশ্রুত প্রভৃতি বহুবিধ আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে রোগসকলের উৎপত্তি, কারণ, রূপ ও তাহার ভাবি ফলাদির বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহাতে রোগের চিকিৎসার কোন উল্লেখ নাই। উদয়চাঁদ দত্ত, রামব্রহ্ম সেন, যোগেন্দ্রমিত্র ইহার এক এক সংস্করণ বাহির করিয়াছেন।

নির্ঝরিণী—বাঙ্গালা কবিতা গ্রন্থ। মৃণালিনী প্রণীত। ইহাতে শোকাবেগপূর্ণ ও অন্যান্য বিষয়ক কতকগুলি কবিতা আছে।

নির্ব্বাসিতের বিলাপ—বাঙ্গালা কাব্য। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। কোন এক ব্যক্তি হত্যাপরাধে আন্দামান দ্বীপে চিরনির্ব্বাসিত হয়। সেই নির্ব্বাসিত ব্যক্তি সমুদ্রতটে বসিয়া কখন বিলাপ করে, কখন কৃত কার্য্য স্মরণ করিয়া অনুতাপে আত্মগ্লানি করিতে থাকে, কখন বা কল্পনায় সমুদ্র পার হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে, কখন বা স্বপ্নে স্বীয় স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত মিলিত হইয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে। নির্ব্বাসিত হতভাগ্যের এইরূপ বিবিধ মনোভাবের অনুসরণ করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে।

নিশীথচিন্তা—বাঙ্গালা প্রবন্ধ গ্রন্থ। কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। ইহাতে কতকগুলি চিন্তাপূর্ণ ভাবময় প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নিসর্গসন্দর্শন—বাঙ্গালা কাব্য। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ইহাতে চিন্তা, সমুদ্রদর্শন, বীরাঙ্গনা, নভোমণ্ডল, ঝটিকার রজনী এই কয়টী পদ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নীলদর্পণ—বাঙ্গালা বিয়োগান্ত নাটক। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। স্বরপুর গ্রামে গোলকচন্দ্র বসু নামে জনৈক মধ্যবৃত্ত লোক বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম সাবিত্রী এবং পুত্রদ্বয়ের নাম নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব। নবীনমাধব নীলকরগণের অত্যাচার হইতে গ্রামের প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেন বলিয়া নীলকুঠীর বড় সাহেব আই, আই, উড্ ইহাঁর উপর জাতক্রোধ হন। সাহেব ইহাঁকে শাসন করিবার জন্য ইহাঁর নিরীহ পিতাকে মিথ্যা ফৌজদারী মোকদ্দমায় ফেলিয়া তাঁহার কারাদণ্ড করান। কারাগারে গোলকচন্দ্র উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। নীলকুঠীর ছোট সাহেব পি, পি, রোগ কুঠীর দেওয়ান দ্বারা সাধুচরণ ঘোষ নামক জনৈক প্রজার কন্যা ক্ষেত্রমণিকে স্বীয় কক্ষে আনয়ন করিয়া তাহার প্রতি অবৈধ বলপ্রয়োগ করিতে উদ্যত হন। নবীনমাধব তোরাপ নামক জনৈক মুসলমান প্রজার সাহায্যে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করেন। কিন্তু রোগ সাহেব গর্ভবতী ক্ষেত্রমণির পেটে ঘুসী মারায় তাহার গর্ভস্রাব হয় এবং কয়েক দিন যন্ত্রণাভোগের পর তাহার মৃত্যু হয়। গোলকচন্দ্রের মৃত্যুর পর নবীনমাধবের সহিত একদিন উড্ সাহেবের নীল বোনা লইয়া বিবাদ হয়। সাহেব নবীনমাধবকে অপমানসূচক কথা বলায় নবীনমাধব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পদাঘাত করেন। সাহেবও নবীনমাধবের মস্তকে সাঙ্ঘাতিকভাবে লগুড়াঘাত করেন। সেই আঘাতে নবীনমাধব সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। সাবিত্রী পতিশোকে ও পুত্রশোকে উন্মাদিনী হন। উন্মত্তাবস্থায় তিনি কনিষ্ঠা পুত্রবধূর গলায় পা দিয়া মারিয়া ফেলেন। পরে চৈতন্য হইলে স্বকৃত কার্য্য অবলোকনে তিনিও প্রাণত্যাগ করেন।

'নীলদর্পণ' গ্রন্থকারের রচিত প্রথম নাটক। পাদরি লং সাহেব ইহার একখানি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করায় কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মর্ডাণ্ট ওয়েলস্ কর্ত্তৃক এক মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার এক সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড হয় (১৮৬১ খ্রীঃ, ২৪শে জুলাই)। জরিমানার টাকা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রদান করেন। এই অনুবাদের প্রচার জন্য সীটনকার সাহেবও অপদস্থ হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর 'নীলদর্পণ' ইউরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু বলেন, "এই সৌভাগ্য বাঙ্গালায় আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই।" কথিত আছে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার একখানি ইংরাজি অনুবাদ করিয়া গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থকারের পুস্তকাবলীর একটী সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, "নীলদর্পণ" বাঙ্গালার "Uncle Tom's Cabin" 'টমকাকার কুটির' আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে, নীলদর্পণ নীল দাসদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। নীলদর্পণে গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া নীলদর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী।" বঙ্কিম বাবু বলেন, নীলদর্পণের অনেকগুলি ঘটনা প্রকৃত।

এই নাটকখানি লইয়া বাঙ্গালা ১২৭৯ সালে ২৩শে অগ্রহায়ণ (১৮৭২ খ্রীঃ ৭ই ডিসেম্বর) শনিবারে কলিকাতা জোড়াসাঁকোর ৺মধুসূদন সান্ন্যালের বাটীতে প্রথম সাধারণ নাট্যশালা (ন্যাসন্যাল থিয়েটার) খোলা হইয়াছিল। একই অভিনয়ক্ষেত্রে গোলকচন্দ্র, সাবিত্রী, উড্ সাহেব ও একজন চাষার চরিত্র অভিনয় করিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নীলদর্পণ নাটক কলিকাতা টাউন হলে "মেটিক্ত হাসপাতালের" সাহায্যার্থ অভিনীত হয় (১৮৭৩ খ্রীঃ ২৯শে মার্চ্চ)।

নীলদর্পণ নাটক এখন পর্য্যন্ত অনেক থিয়েটারে অভিনীত হইয়া থাকে। আদালতের দৃশ্যটী ইদানীং আর কোন স্থানে প্রদর্শিত হয় না।

নীহারিকা—বাঙ্গালা কাব্য। 'বনলতা' রচয়িত্রী প্রণীত। ইহাতে হতাশ প্রাণের গভীর বেদনাব্যঞ্জক কতকগুলি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নূতন কলকৌশলের কথা—সতীশচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ইহা হাইকোর্টের এটর্ণি রেমফ্রী সাহেব কৃত "Inventions likely to take and pay" নামক ইংরাজি পুস্তকের অনুবাদ। এতদ্দেশে কিরূপ ভাবে নূতন যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারিলে লাভবান্ হওয়া যায়, এই পুস্তকে তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

নেড়া হরিদাস—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। আজি কালি এক শ্রেণীর জুয়াচোর সাধু বৈষ্ণব সাজিয়া নিরীহ লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আপনাদের উদর-পূর্ত্তি করিতেছে। নেড়া হরিদাস ঐ শ্রেণীর একজন পাকা জুয়াচোর বৈষ্ণব। জনৈক নিরীহ ব্রাহ্মণ তাহার ভণ্ডামীতে ভুলিয়া তাহাকে প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ সাধু বৈষ্ণব বিবেচনা করিয়া তাহার নিকট কিছু টাকা গচ্ছিত রাখেন। কিছু দিন পরে ব্রাহ্মণ টাকা ফিরাইয়া চাহিলে হরিদাস তাঁহার অর্থ প্রত্যর্পণ করা দূরে থাকুক, কৌশলে তাঁহার প্রাণনাশে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে বৃন্দা নাম্নী এক সঙ্গতিশালিনী বিধবা ঐ ব্রাহ্মণের সহায়তায় অগ্রসর হইলেন। বৃন্দার চরিত্র বড় ভাল ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার দয়া, পরোপকার, দানশীলতা প্রভৃতি অন্য অনেক গুণ ছিল। হরিদাস মধ্যে মধ্যে বৃন্দার বাড়ী যাতায়াত করিতেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া বৃন্দার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি তাঁহাকে হরিদাসের কবল হইতে উদ্ধার করিবার এবং হরিদাসের নিকট তাঁহার যে গচ্ছিত টাকা ছিল, তাহাও পুনরুদ্ধার করিয়া দিবার অঙ্গীকার করিলেন।

ইতোমধ্যে বৃন্দার দেওয়ান তীর্থস্থান চলিয়া গেলেন। কিছু দিন পরে দেওয়ানের মৃত্যুসংবাদ আসিল। তখন বৃন্দা তাহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি লেখাপড়া করিয়া নেড়া হরিদাসকে দান করিয়া নিভৃতে ধর্ম্মচিন্তায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বৃন্দা ঐরূপ অভিলাষ প্রকাশ করায় হরিদাসের আনন্দের সীমা রহিল না। দানপত্র লেখাপড়া হওয়ার জন্য সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন চলিতে লাগিল। একদিন উকিল ও অন্যান্য লোক বৃন্দার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। দানপত্র লেখাপড়া হইতেছে, এমন সময়ে নেড়া কর্ত্তৃক প্রতারিত সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জনৈক বলিষ্ঠদেহ যুবক সমভিব্যাহারে বৃন্দার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। হরিদাস দেখিলেন, এ সময়ে ব্রাহ্মণ আসিয়া গোলযোগ করিলে সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। এজন্য তিনি তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণের টাকা ফিরাইয়া দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। বলা বাহুল্য, এ সমস্তই বুদ্ধিমতী বৃন্দার কৌশলমাত্র।

এদিকে দানপত্র লেখা পড়া হইয়া সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে, এমন সময়ে বৃদ্ধ দেওয়ান তীর্থ ভ্রমণ হইতে সহসা আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। বিশ্বস্ত দেওয়ানের মৃত্যু সংবাদেই বৃন্দা আপনার বিষয়সম্পত্তি হরিদাসকে দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে দেওয়ানকে জীবিত ও প্রত্যাগত দেখিয়া বৃন্দা তাহাতে অস্বীকৃতা হইলেন। নেড়া হরিদাসও হতাশ হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। সমবেত জনগণ তাহাকে নানারূপ বিদ্রূপ করিতে ও গালাগালি দিতে লাগিল, কারণ তাহাদের অনেককেই তিনি জুয়াচুরি করিয়া ঠকাইয়াছিলেন। এই ঘটনার পরেই হরিদাস সর্ব্বস্বান্ত হইলেন এবং অবশেষে সেই বৃদ্ধ দেওয়ানের আশ্রয়ে বাস করিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে বৃন্দা তাঁহার পূর্ব্ব দুষ্কৃতসমূহের নিমিত্ত—বিশেষতঃ নেড়া হরিদাসের ব্যাপারে তিনি যে প্রকার নীতিবিগর্হিত অপকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য, আন্তরিক অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি দেবসেবায় ও দানাদি লোকহিতকর কার্য্যে উৎসর্গ করিয়া দিয়া এবং সেই বিশ্বস্ত দেওয়ানকে সেবাইত নিযুক্ত করিয়া নিজে বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই উপন্যাসখানি নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া ১৯০৯ খ্রীঃ ৬ই জুন কোহিনুর থিয়েটারে অভিনীত হয়।

নৈবেদ্য—বাঙ্গালা গল্প গ্রন্থ। জলধর সেন প্রণীত। ইহাতে অন্ধের কাহিনী, প্রতীক্ষা, পাগল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচটী গল্প সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নৌকাডুবি—বাঙ্গালা উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। রমেশচন্দ্র নামক একটী হিন্দু যুবক, হেমনলিনী নাম্নী একটী ব্রাহ্মকুমারীকে ভালবাসিতেন; কিন্তু রমেশের পিতা সুশীলা নাম্নী একটী হিন্দু বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর রমেশ নবোঢ়া ভার্য্যাকে লইয়া নৌকাযোগে বাড়ী আসিতেছিলেন। ইতোমধ্যে পথে প্রবল ঝড় উত্থিত হওয়ায় নৌকাখানি জলমগ্ন হইল; এক রমেশ ব্যতীত নৌকাস্থিত আর সকলেই ডুবিয়া গেল। রমেশ ভাসিতে ভাসিতে এক চরের উপর উঠিলেন। ঝড় থামিলে পর তিনি দেখিলেন, ঐ চরের অপর প্রান্তে একটি বালিকা পড়িয়া আছে। বালিকার অঙ্গস্থিত বিবাহকালোচিত পট্টবস্ত্র ও অন্যান্য চিহ্ন দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, বালিকাটী নবোঢ়া। তিনি সুশীলাকে নিজের অনিচ্ছায়, কেবল পিতার অনুরোধে বিবাহ করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি বিবাহ রাত্রে সুশীলার মুখ ভাল করিয়া দেখেন নাই। এক্ষণে চরের উপর ঐ নবোঢ়া বালিকাকে দেখিয়া রমেশ স্বতঃই তাহাকে আপনার বিবাহিতা পত্নী মনে করিলেন এবং তাহাকে লইয়া বাড়ী আসিলেন। এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। অবশেষে রমেশ স্বীয় ভ্রম জানিতে পারিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই কয়েক মাস নানা কারণে রমেশের সহিত তাঁহার কল্পিতা বালিকা পত্নীর সহবাস ঘটিয়া উঠে নাই। রমেশ প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিলেন বটে, কিন্তু উহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে পাছে বালিকার মনে দারুণ ক্ষোভ ও ক্লেশ জন্মে, এই আশঙ্কায় রমেশ একথা বালিকাকে জানিতে দিলেন না।

এদিকে রমেশ গোপনে গোপনে বালিকার আত্মীয় স্বজনের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি নানা কৌশলে বালিকার নিকট হইতে তাঁহার বিস্তারিত পরিচয় জানিবারও চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এইমাত্র জানিতে পারিলেন যে, বালিকাটী ব্রাহ্মণ-কন্যা এবং তাঁহার নাম কমলা। রমেশ আর কোন উপায় নাই দেখিয়া কমলাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন, এবং তাহাকে একটী বালিকা বোর্ডিং-স্কুলে রাখিয়া দিলেন। তথায় কমলা রমেশের পত্নী এই পরিচয়েই প্রকাশ থাকিল। অতঃপর রমেশ পুনর্ব্বার সেই ব্রাহ্মকুমারী হেমনলিনীর অনুরাগ আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবারও উপক্রম হইয়া উঠিল; কিন্তু দৈব পুনরপি তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইল। অক্ষয় নামক আর একটী যুবকও হেমনলিনীর পাণিপীড়নাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সেই অক্ষয় কমলার ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিল এবং কমলা যে রমেশের বিবাহিতা পত্নী, তাহার প্রচার করিয়া দিল। তখন রমেশ লজ্জায় ও ঘৃণায় তাড়াতাড়ি কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন, প্রকৃত ব্যাপার ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া খুলিয়া বলিবারও অবসর পাইলেন না। তিনি কমলাকে লইয়া ষ্টীমারযোগে কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে রমেশ আপনার চরিত্র ও কমলার ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যেভাবে চলিতে লাগিলেন, তাহাতে বালিকার মনে সময়ে সময়ে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু সরলা বালিকা প্রকৃত ব্যাপার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না।

অতঃপর রমেশ কমলাকে লইয়া গাজিপুরে বাস করিতে লাগিলেন। দৈবগত্যা একদিন কমলা হঠাৎ আসল কথা জানিতে পারিল। রমেশ হেমনলিনীকে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি হেমনলিনীকে আদ্যন্ত সমস্ত কথা জানাইবার জন্য একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু দৈবক্রমে পত্রখানি ডাকে দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ঐ পত্র কোনক্রমে কমলার হস্তগত হইলে পত্রপাঠে কমলার চক্ষু ফুটিল। প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া তিনি লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইলেন। অতঃপর কমলা রমেশের আশ্রয় হইতে পলায়ন করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। তথন নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর কমলা আপনার প্রকৃত স্বামীর সন্দর্শন লাভ করিলেন। তাঁহার স্বামী তাঁহাকে নিষ্কলঙ্কচরিত্রা জানিয়া পত্নীভাবে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

ন্যায়দর্শন—দর্শন দেখ।

প

পঞ্চগীতা—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। ভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইহাতে বঙ্গানুবাদ সহ ব্রহ্মগীতা, ভগবতী গীতা, রামগীতা, শিবগীতা, উত্তরগীতা, এই পাঁচখানি গীতা সন্নি-

বেশিত হইয়াছে। আত্মতত্ত্বনিরূপণই এই সকল গীতার উদ্দেশ্য।

পঞ্চতন্ত্র—সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। বিষ্ণুশর্ম্মা প্রণীত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক অনুবাদিত ইহাতে গল্পচ্ছলে ও উদাহরণচ্ছলে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহারনীতি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চদশী—সংস্কৃত উপনিষৎ। শ্রীমদ্ভারতী বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর কৃত। ইহাতে আত্মতত্ত্ব নির্ণয়, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে স্থূল সূক্ষ্ম চরাচর উৎপত্তি, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের স্বরূপনির্ণয়, বিজ্ঞানময়াদি কোষপঞ্চকের নিরূপণ, দ্বৈতাদ্বৈত বিচার দ্বারা পরমাত্মার অদ্বৈতস্বরূপনির্ণয়, তত্ত্বমসি মহাবাক্যের বিচার, চিত্রপটের অবস্থান্তরের স্থায় পরমাত্মার জগদ্রূপে পরিণতি, আত্মজ্ঞান লাভে তৃপ্তি, কূটস্থ বিচার, অব্যক্ত পরমাত্মাকে সাকার রূপে ধ্যান, অধিকারিভেদে বিহিত, ইং নিরূপণ, আত্মজ্ঞান লাভে পরমানন্দ প্রাপ্তি, ইত্যাদি আত্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় বিষয় ইহাতে নিরূপিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় ও তত্ত্ববোধিনী যন্ত্রালয় হইতে টীকা ও অনুবাদের সহিত ইহার এক এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। মহেশচন্দ্র পাল ইহার এক সটীক সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র বেদরত্ন কেবল পূর্ব্বার্দ্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন।

পঞ্চপুষ্প—বাঙ্গালা উপন্যাস। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে নিম্নলিখিত পাঁচটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস আছে। আলেখ্য, হত্যাকারী কে, একটী স্মরণীয় ঘটনা, রুধিরোৎসব, লাল বারদোয়ারি।

পঞ্চভূত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূতকে প্রশ্নকর্ত্তা বা শ্রোতা এবং কবি আপনাকে বক্তৃরূপে কল্পনা করিয়া ইহাতে মানবচরিত্রের এবং কতকগুলি মানবীয় নীতি ও ব্যবহারের আলোচনা করিয়াছেন।

পঞ্চস্তোত্র—শঙ্করাচার্য্য বিরচিত। বাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহাতে নিরঞ্জনাষ্টক স্তোত্র, অন্নপূর্ণা স্তোত্র, হরিস্তুতি, শিব স্তোত্র, এবং মধুরাষ্টক স্তোত্র এই পাঁচটী স্তোত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূলের সহিত বঙ্গানুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে।

পঞ্চানন্দ—বাঙ্গালা বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থ। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহার প্রথম খণ্ডে ভূমিকা, পঞ্চানন্দের আত্মচরিত, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, নরেন্দ্রতরঙ্গিণী, ছায়া পূর্ব্বগামিনী, বঙ্গীয় ভারত হিতৈষীর প্রতিজ্ঞাপত্র, প্রাকৃতিক নিয়ম, দুঃখসংবাদ, সজ্জন প্রার্থনা, শিষ্টাচার ও শিষ্টালাপ, বহুদর্শিতার অভাব, উকীল চিনিবার উপায় প্রভৃতি কয়েকটী প্রস্তাব আছে সকল প্রস্তাবই বিদ্রূপোক্তিতে পূর্ণ। পঞ্চানন্দ সমাজের কোন নেতৃদলকেই ছাড়েন নাই,—সকলকেই অল্লাধিক ব্যঙ্গ-কশাঘাত করিয়াছেন।

পদকল্পতরু (শ্রীশ্রী)—বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থ। খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৈষ্ণবদাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহাতে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, সনাতন গোস্বামী, জ্ঞানদাস, বাসুঘোষ, বলরামদাস, রায়শেখর, বসন্তরায় প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্ত্তৃগণের পদসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। সতীশচন্দ্র রায় এম, এ কর্ত্তৃক ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। শিশিরকুমার ঘোষও ইহার একটি সুবৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন।

পদকল্পলতিকা—বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদগ্রন্থ। গৌরীমোহন দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী অবলম্বনে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস, বলরামদাস, শ্যামদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ যে সকল পদ রচনা করিয়াছেন, ইহাতে তাহারই কতকগুলি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে ইহার এক সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

পদাঙ্কদূতম্—সংস্কৃত কাব্য। শ্রীকৃষ্ণসার্ব্বভৌম বিরচিত। শ্যামাচরণ কবিরত্ন কর্ত্তৃক টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিলে বিরহকাতরা রাধা উন্মাদপ্রায় হন, এবং তিনি কুঞ্জবহির্ভাগে শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক (পদচিহ্ন) দর্শনে তাঁহাকেই দূতরূপে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে অনুরোধ করেন। এই ঘটনা অবলম্বনে এই কাব্য রচিত হইয়াছে। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

পদার্থদর্শন—বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ইহাতে জড়বস্তুর সাধারণ ও অসাধারণ ধর্ম্ম, আকর্ষণ-শক্তি, বস্তুর বল, বেগ ও গতির নিয়ম, তরল ও বায়বীয় বস্তুর ধর্ম্ম, তাপের উৎপত্তিস্থান, প্রভৃতি পদার্থ বিষয়ক কতকগুলি তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। ইহা কতকগুলি ইংরাজি গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

পদ্মপুরাণ—সংস্কৃত পুরাণশাস্ত্র। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত। ইহা সৃষ্টি, ভূমি, স্বর্গ, পাতাল এবং উত্তর এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। ইহা ভিন্ন ক্রিয়াযোগসার নামে ইহার আর একটী খণ্ড আছে। ইহাতে পুষ্কর মাহাত্ম্য, ব্রহ্মযজ্ঞবিধি, বেদপাঠলক্ষণ, দানবিবরণ, ব্রতবিবরণ, শৈলজায়ার বিবাহ, তারকাসুরের উপাখ্যান, গো-মাহাত্ম্য, কালকেয়াদি অসুরগণের বিনাশ, গ্রহপূজা, মাতাপিতৃপূজা, শিবশর্ম্মার উপাখ্যান, সুব্রত উপাখ্যান, বৃত্রাসুর বধ, পৃথুর্বংশের উপাখ্যান, ধর্ম্মকথা, নহুষ ও যযাতির উপাখ্যান, গুরুতীর্থ নিরূপণ, চ্যবনযুক্ত সংবাদ, ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি, লোকসংস্থান, তীর্থপ্রসঙ্গ, কুরুক্ষেত্রাদির আখ্যান, কাশী, গয়া ও প্রয়াগ মাহাত্ম্য, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও যোগনিরূপণ, শ্রীরামের অশ্বমেধ, জগন্নাথ বিবরণ, পরাবরাহ সংবাদ, দধীচির উপাখ্যান, শিবগীতা, পর্ব্বতের উপাখ্যান, জলন্ধরাখ্যান, সগরোপাখ্যান, গঙ্গামাহাত্ম্য, একাদশী মাহাত্ম্য, তীর্থ মাহাত্ম্য, কার্ত্তিকের ব্রত, নৃসিংহোৎপত্তি, দেবশর্ম্মার উপাখ্যান, গীতা মাহাত্ম্য, অবতার কথন প্রভৃতি বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী আফিস হইতে ইহার খণ্ডবিশেষ সানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পদ্মপুরাণ পয়ারছন্দে রচনা করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।

পদ্মা—বাঙ্গালা কবিতা-গ্রন্থ। প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। ইহাতে প্রেম, প্রকৃতিবর্ণন ও অন্যান্য বিষয়ক কতকগুলি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতার অনুযায়ী কয়েকখানি চিত্রও আছে।

পদ্মাবতী—বাঙ্গালা মিলনান্ত নাটক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। একদা ইন্দ্রপত্নী শচী, কুবেরপত্নী মুরজা এবং মন্মথসঙ্গিনী রতিদেবী এক পর্ব্বতোপরি যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতেছিলেন। এই সময় দেবর্ষি নারদ একটী স্বর্ণ পদ্ম লইয়া তথায় উপস্থিত হন, এবং শচী, মুরজা ও রতির মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী তাঁহাকেই সেই পদ্মটী গ্রহণ করিতে বলিয়া চলিয়া যান। ইহাতে তিনজনের মধ্যে কে অধিক সুন্দরী, ইহা লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয়। এই সময়ে সেই পর্ব্বতের এক দেশে বিদর্ভরাজ ইন্দ্রনীল মৃগয়াব্যপদেশে আসিয়া একাকী বিচরণ করিতেছিলেন। দেবীত্রয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকেই এ বিষয়ের মধ্যস্থতা করিতে অনুরোধ করেন। ইন্দ্রনীল রতিকেই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকেই ঐ পদ্মটী গ্রহণ করিতে বলেন। ইহাতে শচী ও মুরজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া ইন্দ্রনীলকে শাস্তি দিবার সঙ্কল্প করেন। এদিকে রতিদেবী রাজার প্রত্যুপকার করণাভিপ্রায়ে মাহেশ্বরী পুরীর অধীশ্বর যজ্ঞসেনের কন্যা পদ্মাবতীকে স্বপ্নে ইন্দ্রনীলের

মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন, এবং চিত্রকরী বেশে ইন্দ্রনীলের চিত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করেন। ইহাতে পদ্মাবতী ইন্দ্রনীলের প্রতি সাতিশয় অনুরাগিণী হন। রাজা ইন্দ্রনীলও পদ্মাবতীকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন এবং, ছদ্মবেশে পদ্মাবতীর স্বয়ংবর সভায় গমন করেন। তথায় ইন্দ্রনীল পদ্মাবতীর নেত্রগোচর হইলে উভয়েই স্ব স্ব পরিচয় গোপন করেন। পদ্মাবতী তাঁহাকে রাজবংশসম্ভূত নহে জানিয়া হতাশ হইয়া পীড়িতা হন। ইহাতে স্বয়ংবর বন্ধ হইয়া যায়, এবং স্বয়ংবরোদ্দেশে সমাগত রাজন্যবৃন্দ স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করেন। পরে ইন্দ্রনীলের বিদূষক মানবকের অসাবধানতায় প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত হইয়া পড়িলে রাজা যজ্ঞসেন ইন্দ্রনীলের হস্তে সাদরে পদ্মাবতীকে অর্পণ করেন। ইহাতে রাজন্যবৃন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রনীলকে আক্রমণ করেন, ইন্দ্রনীলও তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই অবসরে শচী ও মুরজার অনুরোধে কলি সারথিবেশে আসিয়া পদ্মাবতীকে হরণপূর্ব্বক চিত্রকূট পর্ব্বতে আনয়ন করেন এবং আহত যোদ্ধ্‌বেশে তাঁহাকে ইন্দ্রনীলের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করেন। পতির মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে পদ্মাবতী আত্মহত্যার উদ্যোগ করিলে রতিদেবী কাঠুরিয়া-পত্নীবেশে আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন, এবং মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে রাখিয়া আসেন। এই সময়ে মুরজা ভগবতীর নিকট জানিতে পারেন যে, পদ্মাবতী তাঁহারই শাপভ্রষ্টা আত্মজা। মুরজার আর অনুতাপের সীমা রহিল না। তিনি শচীকেও সকল কথা বলিলেন। এদিকে ইন্দ্রনীল যুদ্ধে জয়ী হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু পদ্মাবতীকে না দেখিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। পরে অঙ্গিরার আশ্রমে উভয়ের মিলন হয়। শচী ও মুরজাও আসিয়া দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

'পদ্মাবতী নাটক' গ্রীক পুরাণোক্ত একটী ঘটনার অনুকরণে রচিত। Discordia (বিবাদাধিষ্ঠাত্রী দেবী) একটী আপেল ফল Juno, Pallas এবং Venus এই তিন দেবীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলেন যে, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরীর জন্য। ট্রয় নগরীর যুবরাজ Parisকে মধ্যস্থ মানা হইলে তিনি Venusকে ঐ ফলটী দেন। Venus ইহাতে তুষ্ট হইয়া Helen নাম্নী রাজকন্যাকে তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। ইহাতে Juno এবং Pallas কুপিতা হইয়া প্যারিসের সর্ব্বনাশ সাধন কল্পে ট্রয়নগরীর অবরোধ সম্পাদন করেন।

এই নাটকখানিতেই সর্ব্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ প্রযুক্ত হয়। ইহা "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনদ্বয়ের অব্যবহিত পরেই রচিত হয়। রচনাকাল আনুমানিক ১৮৬০ খ্রীঃ। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন যে, "শকুন্তলা পাঠের পরই যে কবি এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ লক্ষিত হয়।"

এই নাটকখানি কলিকাতা শুঁড়িপাড়ায় একটী অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। যাত্রাকারে বহুবাজারের দত্ত বাবুদিগের বাড়ীতেও ইহার অভিনয় হয়। ১৮৭৪ খৃঃ ৪ঠা জুলাই বেঙ্গল থিয়েটারে ইহার প্রথম অভিনয় হয়।

পদ্মিনী—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। আলাউদ্দীন স্বীয় পিতৃব্য জালালউদ্দীনকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক গুজরাট জয়ে যাত্রা করেন। চিতোরের রাণা লক্ষ্মণসিংহ গুজরাটের সাহায্যার্থ গমন করিলে চিতোর অরক্ষিত বিবেচনা করিয়া আলাউদ্দীন গুপ্তপথে আসিয়া চিতোর আক্রমণ করেন। কিন্তু রাণার পিতৃব্য ভীমসিংহের নিকট পরাজিত হন। যুদ্ধের পর তিনি ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনীর অলোকিক রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া ভীমসিংহের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন, এবং একবার পদ্মিনীকে দেখিবার জন্য ভীমসিংহের নিকট প্রার্থনা করেন। অতিথির প্রার্থনা পূরণ করিতে রাজপুত জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারে। সুতরাং ভীমসিংহ সম্রাট্‌কে দর্পণে স্বীয় পত্নীর প্রতিবিম্ব দেখান। তদ্দর্শনে আলাউদ্দীন উন্মত্তপ্রায় হন, এবং কৌশলে ভীমসিংহকে বন্দী করেন। পদ্মিনী স্বামীকে মুক্ত করিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি শত শত দাসীসহ সম্রাটের শিবির যাইতে স্বীকৃতা হন। তখন সাতশত রাজপুতবীর শিবিকায় আরোহণ করিয়া সম্রাটের শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক ভীমসিংহকে মুক্ত করে। অতঃপর আলাউদ্দীন বহু সৈন্যসহ চিতোর আক্রমণ করেন। সে যুদ্ধে চিতোরের রাজপুতবীরবৃন্দ একে একে সমর-শয্যায় শায়িত হইলে পদ্মিনীপ্রমুখ অন্তঃপুরচারিণীগণ অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করেন। চিতোর শ্মশান হয়। তখন আলাউদ্দীন নিরাশ হইয়া প্রত্যাগমন করেন। এই নাটকখানি ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

পদ্মিনী উপাখ্যান—বাঙ্গালা কাব্য। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। রাজপুতানার অন্তর্গত চিতোরের অধিপতি রাণা ভীমসিংহের মহিষী পদ্মিনীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য ও গুণগ্রাম শ্রবণে দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন তাঁহাকে অপহরণ করিতে উদ্যত হন, এবং তদভিপ্রায়ে চিতোর আক্রমণ করেন। ইহাতে রাজপুত ও পাঠানদিগের মধ্যে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অবশেষে পাঠানের জয় ও চিতোর ধ্বংস হয়। ভীমসিংহ যুদ্ধে নিহত হন এবং পদ্মিনী ধর্ম্মলোপাশঙ্কায় অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া জীবন ত্যাগ করেন।

পদ্যাবলী—সংস্কৃত কোষকাব্য। রূপ গোস্বামী সঙ্কলিত। যৎকালে রূপ রামকেলীতে গৌড় বাদসাহের মন্ত্রিত্ব কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে তাঁহার নিকট নানা স্থান হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী সমাগত হইতেন; তাঁহাদেরই নিকট হইতে এই পদ্যাবলী সংগৃহীত বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহাতে কৃষ্ণমহিমা, ভজন মাহাত্ম্য, ভক্তগরিমা, অষ্টবিধ নায়িকা, দানলীলা, নন্দপ্রণাম প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

পরমকল্যাণ গীতা—বাঙ্গালা ধর্ম্মগ্রন্থ। পরমহংস শিবনারায়ণস্বামী কৃত। লোকে যাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনির্ণয়ে সমর্থ এবং উত্তমরূপে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য বুঝিয়া তদনুষ্ঠানে রত হয়, তদুদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ রচিত। সৃষ্টি, জীব, ঈশ্বর, অবিদ্যা, দ্বৈতজ্ঞান, অদ্বৈতজ্ঞান প্রভৃতির বিচারপূর্ব্বক একমাত্র পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, ও তৎপ্রাপ্তির উপায় বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সাকার নিরাকার ভেদ, সৎসঙ্গ, গুরু, মন্ত্র, যোগ, চন্দ্রমা ও সূর্য্য, নারায়ণের বিবরণ, তীর্থাদির বিবরণ, একাদশী ও ব্রতাদির ব্যাখ্যা, বেদে অধিকারী অনধিকারী নিরূপণ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

পরলোকতত্ত্ব—বাঙ্গালা আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। চন্দ্রশেখর বসু প্রণীত। ইহাতে স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহের বিবরণ, কারণ শরীররূপা প্রকৃতি ও প্রলয়, সৃষ্টি, মৃত্যু, মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা, পরলোকের বিবরণ, পরলোকগমনের পথ, স্বর্গ ও নরক, সপ্তলোকের অবস্থান ও বিবরণ, মুক্তিবিষয়ক বিচার, সগুণমুক্তি, যমনচিকেতাসংবাদ প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ বেদ, বেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতি নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়া বিবৃত হইয়াছে।

পরলোকরহস্য—কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত। অনেকে পরলোক সম্বন্ধে সন্দিহান। এই

সন্দেহ নিরাকরণ করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। বহুবিধ বৈদিক প্রমাণ, যুক্তি এবং শ্রুত ঘটনা দ্বারা ইহাতে পরলোকের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পরাশরসংহিতা—সংহিতা দেখ। কৈলাসচন্দ্র সিংহ মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ ইহার এক সংস্করণ বাহির করিয়াছেন।

পরিব্রাজক—বাঙ্গালা ভ্রমণবৃত্তান্ত। বিবেকানন্দ স্বামী প্রণীত। ইহাতে স্বামী বিবেকানন্দের কলিকাতা হইতে ফ্রান্স পর্যন্ত গমনের পথমধ্যস্থ ঘটনাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

পলাশবন—বাঙ্গালা উপন্যাস। অবিনাশচন্দ্র দাস্ত্র এম, এ, বি, এল কৃত। দেবীপুরনিবাসী দেবেন্দ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণযুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অধ্যয়ন ও ধর্মচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে পলাশবন গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ গ্রামে কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী নামে এক ধর্মপরায়ণ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের বাস ছিল। গোস্বামীর কন্যার নাম যোগমায়া। ক্রমে যোগমায়া ও দেবেন্দ্র পরস্পরের অনুরাগী হওয়ায় তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল। তাঁহারা সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রের সহাধ্যায়ী বন্ধু সত্যেন্দ্র বায়ু-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত পলাশবনে আসিয়া দেবেন্দ্রের বাড়ীতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে সত্যেন্দ্রের পীড়া সাংঘাতিক হইয়া পড়িল। সুরমা নাম্নী একটি বালিকার সহিত সত্যেন্দ্রের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রের পীড়ার অবস্থায় সুরমার পিতা হরিনাথ বাবু সুরমা সমভিব্যাহারে সত্যেন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন। সুরমা-সত্যেন্দ্রের বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্তু পূর্ব্বাবধি সত্যেন্দ্র সুরমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন, এবং সুরমাও মনে মনে সত্যেন্দ্রকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছিলেন। সুরমার এইরূপ মনোভাব কাহারও জানিতে বাকি ছিল না। সুতরাং সত্যেন্দ্রের এইরূপ মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া সকলেই ভীত হইলেন। অনন্তর সকলের পরামর্শে সত্যেন্দ্রের এইরূপ অবস্থাতেই হরনাথ বাবু সুরমাকে সত্যেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সুরমাও মুমূর্ষু সত্যেন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করিলেন।

পলাশীর যুদ্ধ—বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। সুপ্রসিদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ অবলম্বনে এই মহাকাব্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাকে প্রকৃতপক্ষে মহাকাব্য বলা যায় না, মহাকাব্য প্রণয়নে যে সকল উপকরণের প্রয়োজন, তাহা ইহাতে নাই। ইহাকে বাইরণের চাইল্ড হেরল্ড এবং কালিদাসের মেঘদূতের ন্যায় কতকগুলি খণ্ডকাব্যের সমষ্টি বলা যায় কিন্তু মহাকাব্য না হইলেও ইহা বঙ্গভাষার একখানি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় খণ্ডকাব্য। এই গ্রন্থখানি নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া প্রথমে ন্যাসনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়।

পল্লীবৈচিত্র্য—দেবেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। পল্লীগ্রামে কার্ত্তিক মাসে কালীপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে চড়ক পর্য্যন্ত যে সমস্ত পূজা পার্ব্বণ উৎসবাদি হইয়া থাকে, তাহারই চিত্র গ্রন্থকার অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। পল্লীবাসীদিগের চরিত্রের বিশেষ বিশেষ ভাব সাধারণ অবস্থায় কিছুই বুঝিতে পারা যায় না,—উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের দিনে ঐগুলি বিলক্ষণ ফুটিয়া উঠে। কিন্তু সংসার-কোলাহলে তাহাদের প্রতি সাধারণতঃ লোকে লক্ষ্য করে না। গ্রন্থকারেরাও উঁহাদের প্রতি তাদৃশ দৃক্‌পাত করেন না। এই সমস্ত কারণে বঙ্গভাষায় এরূপ পুস্তকের একান্ত অসদ্ভাব ছিল। গ্রন্থকার সেই অভাব পূরণ করিয়া স্বদেশবাসিগণের অশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন।

পাকপ্রণালী—খাদ্যপ্রস্তুতবিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ। বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কিরূপে রন্ধনকার্য্যে নিপুণতা লাভ করা যায়, কোন্ খাদ্য কিরূপে রন্ধন করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয় ইহাতে লিখিত হইয়াছে। এ দেশীয় ডাল তরকারী হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ সৌখীন খাদ্য, নানা রকম মোগলাই খাদ্য এবং অনেকগুলি বিলাতি খাদ্যেরও রন্ধনপ্রণালী ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পাকপ্রণালী ৬ খণ্ডে বিভক্ত। ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী "আমিষ ও নিরামিষ আহার" নাম দিয়া এই শ্রেণীর একখানি পুস্তক বাহির করিয়াছেন। বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশিত "পাকরাজেশ্বর" নামে যে একখানি বই দেখা যায়, তাহাতেও নানাবিধ খাদ্য-প্রস্তুতপ্রণালী লিখিত হইয়াছে।

পাণিনি দর্শন—দর্শন দেখ।

পাণ্ডবগীতা—নবগীতা দেখ।

পাণ্ডবগৌরব—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। দণ্ডীপর্ব্ব অবলম্বনে ইহা লিখিত। দুর্ব্বাসা মুনির শাপে স্বর্বেশ্যা উর্ব্বশী অশ্বরূপে বনে অবস্থিতি করেন। তিনি দিবসে অশ্ব ও রজনীতে স্বীয় মূর্ত্তি করিতেন। একদা মহারাজ দণ্ডী পরিগ্রহ অরণ্যে মৃগয়া করিতে আসিয়া এই অপূর্ব্ব অশ্ব দর্শনে ইহাকে লইয়া যান। শ্রীকৃষ্ণ নারদের মুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া দণ্ডীর নিকট অশ্ব প্রার্থনা করেন, কিন্তু দণ্ডী তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি বলপূর্ব্বক অশ্বিনী গ্রহণের অভিলাষ করেন। দণ্ডী প্রাণভয়ে সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু কোথাও আশ্রয় না পাইয়া অবশেষে গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হন। অর্জ্জুনপত্নী সুভদ্রা এই সময়ে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন। তিনি দণ্ডীকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দেন। ইহাতে পাণ্ডবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, যুদ্ধে দেবগণ কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করেন, এবং দুর্য্যোধনাদি পাণ্ডবদিগের সহায় হন। এই যুদ্ধে অষ্টবজ্র একত্র হইলে তদ্দর্শনে উর্ব্বশীর শাপবিমোচন হয়, এবং সে স্বর্গে গমন করে।

এই নাটক ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত। দুর্য্যোধনের সহিত দ্যূত ক্রীড়ায় পরাভূত হইয়া পাণ্ডবগণ দ্বাদশবর্ষ বনবাস এবং এক বৎসর বিরাটগৃহে অজ্ঞাতবাস করিতে বাধ্য হন। এই নাটকখানি ন্যাশন্যাল থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়।

পাতঞ্জলদর্শন—দর্শন দেখ। কালীবর বেদান্তবাগীশ, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং পূর্ণচন্দ্র শর্ম্মা ইহার এক এক সংস্করণ বাহির করিয়াছেন।

পারিবারিক প্রবন্ধ—সামাজিক নীতিগ্রন্থ। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বাল্যবিবাহের ফল কিরূপ, দাম্পত্যপ্রণয় কাহাকে বলে, বিবাহ কি, স্ত্রীশিক্ষা, সতীর ধর্ম্ম, স্ত্রীজাতির লজ্জাশীলতা, গৃহিণীপণা, কুটুম্বিতা, জ্ঞাতিত্ব, অতিথিসেবা, পরিচ্ছন্নতা, পশ্বাদি পালন, ভৃত্যের প্রতি ব্যবহার, পিতামাতা ও পুত্রকন্যার প্রতি ব্যবহার, কন্যাপুত্রের বিবাহ, বহুবিবাহের দোষ, বৈধব্য-ব্রত, একান্নবর্ত্তিতা, দলাদলি প্রভৃতি অনেকগুলি প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। কিরূপে চলিলে সংসারে অশান্তির পরিবর্ত্তে শান্তির আবির্ভাব হয়, কিরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে সমাজে ও ধর্ম্মে পতিত হইতে হয় না, আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়া কি প্রকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ক উপদেশ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

পারিবারিক সুস্থতা—বাঙ্গালা স্বাস্থ্যবিষয়ক

পুস্তক। ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির প্রণীত। খাদ্য, পানীয়, বায়ু, নিদ্রা প্রভৃতি বিষয়ে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিলে দেহ সুস্থ থাকে, সংক্রামক পীড়া সম্বন্ধে কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়, পরিচ্ছন্নতা কিরূপ হিতকরী, ইত্যাদি বিষয় ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। পরিশেষে রক্তপাতনিবারণ, কীটপতঙ্গদংশনের জ্বালা নিবারণ, সর্পাঘাত ও ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুর দংশনের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে

পার্থপরাজয় নাটক—বাঙ্গালা নাটক। মনোমোহন বসু প্রণীত। মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জ্জুনের বভ্রুবাহন নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী হইলে অর্জ্জুন অশ্বরক্ষার্থ নিয়োজিত হইয়াছিলেন। যজ্ঞীয় অ মণিপুরে প্রবেশ করিলে বভ্রুবাহন তাহাকে ধৃত করে। ইহাতে যে যুদ্ধ ঘটে, সেই যুদ্ধে সসৈন্যে অর্জ্জুন নিহত হন। পরে অর্জ্জুনের উলূপী নাম্নী পত্নী নাগলোক হইতে মৃতসঞ্জীবনী মণি আনয়ন করিয়া সকলকে জীবিত করেন।

পাষাণী—বাঙ্গালা নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। ক্ষমাই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, এবং ক্ষমার প্রভাবে পাষাণও যে মানুষ হয়, ইহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গৌতমপত্নী অহল্যা তপস্বী স্বামীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। মহর্ষি তপস্যার্থ এক বৎসর কাল দূরে গমন করিলে ইন্দ্র আসিয়া অহল্যার নিকট অতিথি হন। ভোগলালসায় অহল্যা তাঁহার হস্তে আপনার সর্ব্বস্ব অর্পণপূর্ব্বক শিশুপুত্র শতানন্দকে মারিয়া পলায়ন করেন। এই দিন হইতেই অহল্যার পাষাণত্বের আরম্ভ। কিছুদিন পরে ইন্দ্র তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অহল্যা হৃদয়ে নরকযন্ত্রণা লইয়া সংসারময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রাম তাঁহাকে গৌতমের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে উপদেশ দেন। সীতার বিবাহসভায় প্রবেশ করিয়া অহল্যা সর্ব্বসমক্ষে গৌতমের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন। গৌতম তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। সে স্পর্শে পাষাণী আবার মানবী হইল। পুরাণবর্ণিত ঘটনার সহিত এই নাটকখানির সাদৃশ্য নাই।

পাঁচালী—(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) দাশরথি রায় প্রণীত। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ইহাতে কবিবর দাশরথি রায় প্রণীত কৃষ্ণকালী বর্ণন, অক্রূরসংবাদ, রুক্মিণীহরণ, শ্রীরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন, কুরুক্ষেত্র, প্রহ্লাদচরিত্র, শিব-বিবাহ ও আগমনী এই কয়টী পালা সন্নিবেশিত হইয়াছে। দাশরথি নানা বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রায় ৬০টি পালা রচনা করিয়াছিলেন।

পাঁচুঠাকুর—বাঙ্গালা বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থ। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ভণ্ড ধার্ম্মিক, দেশহিতৈষী, সমাজহিতৈষী, সামাজিক বহুবিধ আচারব্যবহার, রাজনীতি প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া ইহাতে শ্লেষপূর্ণ কৌতুককর অনেকগুলি গদ্য ও পদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল প্রবন্ধ পূর্ব্বে বঙ্গবাসী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পিতৃগীতা—নবগীতা দেখ।

পুণ্যপ্রভা—বাঙ্গালা উপন্যাস। দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত। ফরিদপুর জেলায় মাদারিপুর মহকুমায় একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই সময়ে বিধিকৃষ্ণপুর গ্রামে তারানাথ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে তাঁহার সহধর্ম্মিণী প্রসন্নময়ী ও কন্যা পুণ্যপ্রভা। তারানাথ নিজে যেরূপ দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন, তাঁহার পত্নী ও তনয়াও সেইরূপ ছিলেন। তারানাথ সপরিবারে আর্ত্তত্রাণে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার গৃহ দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের অন্নসত্র হইয়া উঠিল। পরন্তু তাঁহার এই সদ্গুণই তাঁহার পক্ষে কাল হইল। তিনি অশেষ অত্যাচারপরায়ণ গ্রামের জমীদার হরিগোপালের বিষনয়নে পড়িলেন। হরিগোপাল চোরনগরনিবাসী রাজা কালীকান্তের সহিত মিলিত হইয়া তারানাথের সর্ব্বনাশের চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

বাল্যকালে এই কালীকান্ত তারানাথের আশ্রয়ে প্রতিপালিত ও যৌবনে তারানাথ কর্ত্তৃক ব্যবসায় বাণিজ্যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া তিনি পূর্ব্ব আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদ্যত হইলেন। তারানাথের কন্যা পুণ্যপ্রভালাভের দুর্জ্জয় বাসনা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। একদিন রাত্রিকালে তারানাথের বাড়ীতে ডাকাতি হইল। ডাকাতেরা পুণ্যপ্রভাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইয়া কালীকান্তের হস্তে অর্পণ করিল। পুণ্যপ্রভা রূপসী। কালীকান্ত পুণ্যপ্রভার একান্ত অসম্মতিতেও বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পর যে সকল লোক দুর্দ্দান্ত জমীদারের অনুকূলে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃত হইল, তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার হইতে লাগিল। জেলার খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অপরাধীরা বিচারে দণ্ডিত হইয়া কারাগারেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

পুণ্যপ্রভা অতি কষ্টে কালীকান্তের হস্ত হইতে আপনার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। পুণ্যপ্রভার অসম্মতিতে কালীকান্তের বলপূর্ব্বক পুণ্যপ্রভার পাণিগ্রহণকে গ্রন্থকার অসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অতঃপর পুণ্যপ্রভা মাতাপিতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। এবং নানাপ্রকার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পর প্রেমাঙ্কুর নামক জনৈক সদাশয় যুবককে পতিত্বে বরণ করিলেন। অনন্তর তিনি আর্ত্তত্রাণে জীবন উৎসর্গ করিলেন। বিবাহের পর নবদম্পতি বিধিকৃষ্ণপুর পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু হরিগোপালের বিধবা বনিতা ও তাঁহার পুত্রবধূরা তারানাথের প্রারব্ধ ক্ষুধিতভোজনযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

পুরশ্চরণবোধিনী—সংস্কৃত ব্যবস্থাগ্রন্থ। হরকুমার ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। তদাত্মজ মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে পুরশ্চরণের লক্ষণ, ফল, তিথ্যাদি নিরূপণ, গৃহনির্ণয়, ভোজনবিধি, পুরশ্চরণের পূর্ব্বানুকৃত্য, পূজাবিধি, জপের নিয়ম, জপরহস্য, মালাজপ, মন্ত্রচৈতন্য, ন্যাসাদি, জপবিশেষে ফল, মালাসংস্কার, হোমবিধি, তর্পণ, অভিষেক, কুমারীপূজা, গ্রহণ পুরশ্চরণ, খণ্ডপুরশ্চরণ, মাসপুরশ্চরণ, তিথিপুরশ্চরণ, সংক্রান্তি ও ধাতুভেদে পুরশ্চরণ বিধি প্রভৃতি পুরশ্চরণের বহুবিধ নিয়ম ও প্রয়োগাদি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বহুবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে ইহার ব্যবস্থা ও প্রমাণাদি সঙ্কলিত হইয়াছে।

পুরাণম্—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। ব্যাসাদি মুনি প্রণীত। মহাপুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ (১৮)। যথা—

(১) ব্রহ্মপুরাণ—ইহা পূর্ব্বভাগ ও উত্তর ভাগ এই দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বভাগে দেবাসুরাদির ও দক্ষাদি প্রজাপতিগণের উৎপত্তি, সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের বিবরণ, দ্বীপ, সমুদ্র, বর্ষ, স্বর্গ এবং পাতালের বর্ণন, নরক বিবরণ, পার্ব্বতীর জন্ম ও বিবাহ, দক্ষের উপাখ্যান প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে তীর্থযাত্রা বিধি, পুরুষোত্তম বিবরণ, শ্রীকৃষ্ণচরিত বর্ণন, যমলোক বর্ণন, শ্রাদ্ধবিধি, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কীর্ত্তন, বিষ্ণুধর্ম্মযুগ বিবরণ, প্রলয় বর্ণন,

যোগকথন, ব্রহ্মনির্ণয় প্রভৃতি বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

(২) পদ্মপুরাণ—ইহা পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত, যথা—সৃষ্টি খণ্ড, ভূমি খণ্ড, স্বর্গ খণ্ড, পাতাল খণ্ড ও উত্তর খণ্ড। সৃষ্টি খণ্ডে সৃষ্টির আদিক্রম, পুষ্করমাহাত্ম্য, ব্রহ্মযজ্ঞ বিধি, বেদপাঠ, দানধর্ম্ম কীর্ত্তন, পার্ব্বতীর বিবাহ, তারকাসুরের উপাখ্যান, গো-মাহাত্ম্য, কালকেয়াদি দৈত্যবধ, গ্রহপূজা বিধি প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। ভূমি খণ্ডে মাতাপিতার পূজ্যত্ব, শিবশর্ম্মার উপাখ্যান, বৃত্রবধ, পৃথুচরিত, বেণ রাজার উপাখ্যান, ধর্ম্মকথন, নহুষ ও যযাতির উপাখ্যান, হুণ্ড বিহুণ্ড দৈত্য বিবরণ, চ্যবনকুঞ্জল সংবাদ, প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। স্বর্গ খণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, লোকসংস্থিতি, তীর্থ বিবরণ, নর্ম্মদার উৎপত্তি, কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থবিবরণ, কাশী, গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকথন, কর্ম্মযোগ নিরূপণ, ব্যাসজৈমিনি সংবাদ, সমুদ্র মন্থনের উপাখ্যান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। পাতাল খণ্ডে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক, অগস্ত্যাদি ঋষির আগমন, রাবণোপাখ্যান, রামচন্দ্রকে অশ্বমেধের উপদেশ দান, জগন্নাথ বিবরণ, বৃন্দাবন মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-লীলা কথন, পৃথ্বীবরাহ সংবাদ, যম ব্রাহ্মণ সংবাদ, কৃষ্ণস্তোত্র, দধীচি উপাখ্যান, শিব-মাহাত্ম্য, দেবরাতসুতোপাখ্যান, গৌতম উপাখ্যান প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। উত্তর খণ্ডে পর্ব্বতোপাখ্যান, জালন্ধরের কথা, সগরোপাখ্যান, গঙ্গা-মাহাত্ম্য, প্রয়াগাদি মাহাত্ম্য, আম্রাদি দান মাহাত্ম্য, একাদশী মাহাত্ম্য, বিষ্ণুর সহস্র নাম, কার্ত্তিকের ব্রত-মাহাত্ম্য, মাঘস্নানের ফল, নৃসিংহোৎপত্তি, জম্বুদ্বীপান্তর্গত তীর্থ-সমূহের মাহাত্ম্য, ভাগবত মাহাত্ম্য, ভক্তি কীর্ত্তন, মৎস্যাদি অবতার, ভৃগু কর্ত্তৃক বিষ্ণুর মহিমা পরীক্ষা, ইত্যাদি বিষয়সমূহ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(৩) বিষ্ণুপুরাণ—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আদি সৃষ্টি, দেবাদির উৎপত্তি, সমুদ্রমন্থন, ধ্রুবচরিত্র, পৃথু উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, প্রিয়ব্রত রাজার উপাখ্যান, দ্বীপ ও বর্ষ নিরূপণ, পাতাল ও নরক বর্ণন, ভরতের উপাখ্যান, মুক্তি-মার্গ কথন, মন্বন্তর কথন, বেদব্যাসের উদ্ভব, নরক নিবারক কর্ম্ম ও সর্ব্বকর্ম্ম নিরূপণ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মনির্ণয়, শ্রাদ্ধবিধান, সদাচার, সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের বিবরণ, কৃষ্ণাবতার, কৃষ্ণের বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা ও যৌবন-লীলা, অষ্টাবক্র উপাখ্যান, কলিচরিত্র, চতুর্ব্বিধ লয়, ব্রহ্মজ্ঞান, ইত্যাদি বিষয়সমূহ কীর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে নানাবিধ ধর্ম্মকথা, ব্রতনিয়মাদি, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থ-শাস্ত্র, বেদান্ত, জ্যোতিষ প্রভৃতির বিবরণ, বংশবর্ণন প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

(৪) বায়ু পুরাণ—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সর্গাদির লক্ষণ, মন্বন্তরভেদে রাজাদিগের বংশনিরূপণ, গয়াসুর বধ, মাস মাহাত্ম্য, দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, পৃথিবী, পাতাল ও আকাশচারী নির্ণয়, ব্রতাদি প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে নর্ম্মদাতীর্থবর্ণন, রেবাতীর্থ ও সাগরসঙ্গম-বর্ণন, অন্যান্য তীর্থমাহাত্ম্য প্রভৃতি কথিত হইয়াছে।

(৫) ভাগবৎ—ইহা দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত। প্রথম স্কন্ধে সূতসমীপে ঋষি-দিগের আগমন, ব্যাসচরিত্র বর্ণন, পরীক্ষিৎ উপাখ্যান কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় স্কন্ধে পরীক্ষিতের নিকট শুকদেবের আগমন, ব্রহ্মনারদসংবাদ, অবতার কথন, পুরাণ-লক্ষণ, সৃষ্টি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় স্কন্ধে বিদুরোপাখ্যান, মৈত্রেয় বিদুর সংবাদ, সৃষ্টি প্রকরণ, কপিল কর্ত্তৃক সাংখ্যযোগ কথন, ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে। চতুর্থ স্কন্ধে দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবচরিত্র, পৃথু উপাখ্যান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম স্কন্ধে প্রিয়ব্রত রাজার উপাখ্যান, তদ্বংশবর্ণন, ব্রহ্মাণ্ডস্থ লোকসমূহের বিবরণ, নরকসংস্থান প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিল উপাখ্যান, দক্ষসৃষ্টি প্রকরণ, বৃত্রাসুরের আখ্যান, বায়ুগণের জন্ম প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদচরিত্র, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, বাসনা ও কর্ম্ম আলোচিত হইয়াছে। অষ্টম স্কন্ধে গজেন্দ্রমোক্ষণ, মন্বন্তর নিরূপণ, সমুদ্রমন্থন, বলি উপাখ্যান, মৎস্যা-বতার কথিত হইয়াছে। নবম স্কন্ধে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ বিবৃত হইয়াছে। দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা, যৌবনলীলা, ভূভার হরণ বর্ণিত হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ নারদ ও উদ্ধবের নিকট কর্ম্ম, ভক্তি, মুক্তি প্রভৃতির লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। দ্বাদশ স্কন্ধে ভবিষ্যৎ কলিযুগের বিবরণ, পরীক্ষিতের মোক্ষলাভ, মার্কণ্ডেয়ের তপস্যা প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(৬) নারদীয় পুরাণ—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সংক্ষেপে সৃষ্টিপ্রকরণ, নানাবিধ ধর্ম্মকথা, মোক্ষধর্ম্ম, শুকোৎপত্তি, পশুপাশবিমোক্ষণ, মন্ত্রশোধন, দীক্ষা, পূজা, কবচ, গণেশাদি স্তোত্র, পুরাণলক্ষণ, দান ও দানের কাল, বিবিধ ব্রত নিরূপিত হইয়াছে। উত্তরভাগে একাদশী ব্রত, বশিষ্ঠ-মান্ধাতা-সংবাদ, রুক্মাঙ্গদ রাজার উপাখ্যান, বসুশাপ, গঙ্গা ও কাশ্যাদি মাহাত্ম্য, পুরুষোত্তমক্ষেত্র, প্রয়াগাদি তীর্থ মাহাত্ম্য, গৌতম উপাখ্যান, বৃন্দাবন মাহাত্ম্য, মোহিনীচরিত্র প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(৭) মার্কণ্ডেয় পুরাণ—ইহাতে ধর্ম্মনামক পক্ষিগণের বিবরণ, বলরামের তীর্থযাত্রা, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, হৈহয় উপাখ্যান, মদালসার আখ্যান, অলর্কচরিত, সৃষ্টিকথন, নব প্রকার পুণ্যনিরূপণ, কল্পান্ত, যক্ষসৃষ্টি, রুদ্রাদি সৃষ্টি, মনুবিবরণ, দুর্গাকথা, মার্ত্তণ্ডের জন্ম, খনিত্রচরিত, অবিক্ষিৎ উপাখ্যান, কিমিচ্ছব্রত, ইক্ষ্বাকুচরিত, তুলসী-চরিত, রামচন্দ্রের উপাখ্যান, কুশের বংশ-নিরূপণ, চন্দ্রবংশ কীর্ত্তন, পুরূরব উপাখ্যান, যদুবংশ কথন, কৃষ্ণচরিত্র বর্ণন, যোগ ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

(৮) অগ্নিপুরাণ—ইহাতে সৃষ্টিপ্রকরণ, বিষ্ণুপূজাদি নিয়ম, অগ্নিকার্য্য, দীক্ষাবিধি, দেবালয়াদি নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা, শালগ্রাম লক্ষণ ও পূজা, ন্যাসাদি, প্রতিষ্ঠাবিধি, ব্রহ্মাণ্ড নিরূপণ, তীর্থমাহাত্ম্য, দ্বীপ বিবরণ, জ্যোতিশ্চক্র নির্ণয় ও জ্যোতিষশাস্ত্র, ষট্‌কর্ম্ম, কোটি হোমবিধি, ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্ম, শ্রাদ্ধবিধি, গ্রহযাগ, প্রায়শ্চিত্ত বিধি, ব্রতাদি, নরক বর্ণন, সন্ধ্যাবিধি, গায়ত্রীর অর্থ, লিঙ্গস্তোত্র, রাজাদিগের অভিষেক ও ধর্ম্মকৃত্য, স্বপ্নাধ্যায়, শকুনাদি নিমিত্ত বর্ণন, যুদ্ধ, দীক্ষা, নীতিকথন, রত্নলক্ষণ, ধনুর্বিদ্যা ব্যবহারবিধি, আয়ুর্ব্বেদ, পশু চিকিৎসা, নানাবিধ পূজাবিধি, শান্তিকর্ম্ম, ছন্দঃশাস্ত্র, শব্দানুশাসন, প্রলয়-লক্ষণ, নরকবর্ণন, গোপশাস্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়সমূহ ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(৯) ভবিষ্যপুরাণ—ইহাতে আদিত্য-চরিত, সৃষ্টিলক্ষণ, সংস্কার লক্ষণ, তিথি নিরূপণ, তিথিবিশেষে বৈষ্ণব পর্ব্ব, শৈব সৌর প্রভৃতি উপাসকভেদে তিথি নিয়ম, বিবিধ ব্রত নিরূপণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

(১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—ইহা চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম ব্রহ্মখণ্ডে সৃষ্টি নিরূপণ, নারদ ও ব্রহ্মার বিবাদ, শিবসকাশে জ্ঞানলাভ ইত্যাদি কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকৃতি খণ্ডে সাবর্ণির সহিত নারদের কৃষ্ণ-মাহাত্ম্যযুক্ত বিবিধ কথোপকথন, প্রকৃতি বর্ণন, প্রকৃতিমাহাত্ম্য ও পূজাদি নিরূপিত

হইয়াছে। তৃতীয় গণেশ খণ্ডে কার্ত্তিক গণেশের জন্ম, পরশুরাম উপাখ্যান, পরশুরামের সহিত গণেশের যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বৃন্দাবনে গোপীদিগের সহিত রাস ক্রীড়াদি. পুতনাদি বধ, মথুরাগমন, কংসবধ, দ্বারকা নির্ম্মাণ, জরাসন্ধবধ, নরকবধ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(১১) লিঙ্গপুরাণ—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বভাগে যোগ ও কল্পকথন, লিঙ্গোৎপত্তি, লিঙ্গপূজা, দধীচি উপাখ্যান, যুগধর্ম্মনির্ণয়, ভুবনকোষ বর্ণন, ত্রিপুরাসুরের উপাখ্যান, লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা, শিবব্রত, সদাচারকথন, প্রায়শ্চিত্ত, কাশীবর্ণন, অন্ধকোপাখ্যান, বরাহচরিত, নৃসিংহচরিত, জলন্ধর বধ, শিবের সহস্র নাম, দক্ষযজ্ঞবিনাশ, মদনভস্ম, পার্ব্বতীর সহিত শিবের বিবাহ, বিনায়ক উপাখ্যান, শিবের নৃত্য, উপমন্যু উপাখ্যান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তন, অম্বরীষ উপাখ্যান, সনৎকুমার নন্দী সংবাদ, শিবমাহাত্ম্য, সূর্য্যপূজাবিধি, শিবপূজাবিধি, দান প্রকরণ, শ্রাদ্ধ প্রকরণ, প্রতিষ্ঠা বিধি, গায়ত্রী মহিমা প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(১১) বরাহপুরাণ—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বভাগে রভ্যচরিত, শ্রাদ্ধবিধি, গৌরীর উৎপত্তি, বিনায়কাদির উপাখ্যান, ব্রতনির্ণয়, অগস্ত্যগীতা ও রুদ্রগীতা কীর্ত্তন, মহিষাসুর বধার্থ ত্রিশক্তি হইতে দেবীর উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য, তীর্থকথন, দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থমাহাত্ম্য ও তীর্থশ্রাদ্ধ বিধি, যমলোক বর্ণন, কর্ম্মবিপাক, বিষ্ণুব্রত নিরূপণ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে পুলস্ত্য কুরুরাজ সংবাদ, সর্ব্বতীর্থ মাহাত্ম্য, বহুবিধ ধর্ম্মলক্ষণ প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(১৩) স্কন্দপুরাণ—ইহা সাত খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম মাহেশ্বর খণ্ডে দক্ষযজ্ঞ, সমুদ্রমন্থন, পার্ব্বতীর বিবাহ, কার্ত্তিকের জন্ম, তারকাসুর যুদ্ধ, পঞ্চতীর্থ আখ্যান, ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যান, তারক বধ, ব্রহ্মাণ্ড বিবরণ, তীর্থ বিবরণ, পাণ্ডবোপাখ্যান, মহাবিদ্যাসাধন, মহিষাসুর বধ, প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বৈষ্ণব খণ্ডে পৃথ্বীবরাহ আখ্যান, কুলাল উপাখ্যান, পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য, অম্বরীষ ও ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যান, রথযাত্রা বিধি, দোলযাত্রা, যোগ ও মোক্ষ নিরূপণ, দশাবতার কথন, তীর্থমাহাত্ম্য, ব্রতবিবরণ, মাস মাহাত্ম্য, যোগমাহাত্ম্য, ত্রয়োদশ তীর্থবিবরণ প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে। তৃতীয় ব্রহ্মখণ্ডে গালবোপাখ্যান, বহুবিধ তীর্থমাহাত্ম্য, ঋষিবংশ নিরূপণ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকথন, রামচরিত বর্ণন, জীর্ণোদ্ধার বিধি, জাতিভেদ ও স্মৃতিধর্ম্ম নির্ণয়, দানমাহাত্ম্য, ব্রতমাহাত্ম্য, শালগ্রামলক্ষণ, তারক বধ, জ্ঞানযোগ, শিবমাহাত্ম্য, শবরোপাখ্যান, রুদ্রাধ্যায় প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। চতুর্থ কাশীখণ্ডে বিন্ধ্যনারদ সংবাদ, পতিব্রতা চরিত, অগ্ন্যাদির উৎপত্তি, লোকবর্ণন, গঙ্গামাহাত্ম্য, কাশীমাহাত্ম্য, কলাবতীর উপাখ্যান, কার্য্যাকার্য্য নিরূপণ, গৃহী ও যোগীর ধর্ম্মনির্দ্দেশ, দিবোদাস উপাখ্যান, কাশীবর্ণন, কাশীস্থ স্থানসমূহের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম অবন্তীখণ্ডে মহাকাল বনের উপাখ্যান, প্রায়শ্চিত্তবিধি, তীর্থকথন, লিঙ্গ সংখ্যা, হিরণ্যাক্ষবধোপাখ্যান, অন্ধক বধ, দানধর্ম্ম, ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান, বহুবিধ তীর্থ বিবরণ কথিত হইয়াছে। ষষ্ঠ নাগর খণ্ডে লিঙ্গোৎপত্তি, হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, বৃত্রাসুর বধ, বহুবিধ তীর্থ, নদী এবং ব্রতাদির ফল বিবৃত হইয়াছে। সপ্তম প্রভাস খণ্ডে লিঙ্গবিবরণ, শাম্ব আদিত্য সংবাদ, বহু তীর্থকথা, তীর্থকথা উপলক্ষে বহু উপাখ্যান কথিত হইয়াছে।

(১৪) বামনপুরাণ—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বভাগে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ, মদন দহন, প্রহ্লাদ ও নারায়ণের যুদ্ধ, দেবাসুর সংগ্রাম, দুর্গচরিত, তপতী উপাখ্যান, পার্ব্বতীর জন্ম, তপস্যা ও বিবাহ, কৌশিকী উপাখ্যান, অন্ধকবধ, জাবালি চরিত, বায়ুগণের জন্ম, বলি উপাখ্যান প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে মাহেশ্বরী, ভাগবতী, সৌরী এবং গাণেশ্বরী সংহিতা কথিত হইয়াছে।

(১৫) কূর্ম্মপুরাণ—ইহার পূর্ব্বভাগে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, জগতের উৎপত্তি, কালপরিমাণ, ভগবতীর সহস্র নাম, যোগ, ভৃগুবংশচরিত, দেবাদির উদ্ভব, দক্ষযজ্ঞ, কশ্যপবংশ বিবরণ, কৃষ্ণচরিত্র, যুগধর্ম্ম, কাশী ও প্রয়াগ মাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে ঈশ্বরীগীতা, ব্যাসগীতা, তীর্থমাহাত্ম্য, বর্ণাচার বিপ্রাদি চারি বর্ণের বৃত্তি, সঙ্করজাতি প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

(১৬) মৎস্যপুরাণ—ইহাতে মনুমৎস্য সংবাদ, ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি, দেবাদির উদ্ভব, মন্বন্তর নিরূপণ, পিতৃবংশবিবরণ, শ্রাদ্ধকাল, চন্দ্রোৎপত্তি, চন্দ্রবংশ কীর্ত্তন, কার্ত্তবীর্য্য উপাখ্যান, ভৃগুশাপে বিষ্ণুর পৃথিবীতে জন্ম, পুরুবংশকীর্ত্তন, ক্রিয়াযোগ, বহুবিধ ব্রত, দানাদি পুণ্যকর্ম্ম, তারকোৎপত্তি, পার্ব্বতীর জন্ম, তপস্যা ও বিবাহ, কার্ত্তিকের জন্ম, তারক বধ, পিতৃগাথা, সাবিত্রী উপাখ্যান, বিবিধ উৎপাত ও গ্রহশান্তিবিধি, বামন-মাহাত্ম্য, প্রতিমালক্ষণ, প্রতিমা ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা, ভাবী রাজবংশ, মহাদান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

(১৭) গরুড়পুরাণ—ইহার পূর্ব্বখণ্ডে সংক্ষেপে সৃষ্টিবর্ণন, পূজাবিধি, দীক্ষাবিধি, যোগাধ্যায়, বিষ্ণুর সহস্র নাম, বিবিধ পূজা ও ন্যাসাদি পদ্ধতি, দেবপ্রতিষ্ঠা, দানধর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্তবিধি, দ্বীপ ও নরক বিবরণ জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক বিবরণ, রত্নপরীক্ষা, তীর্থমাহাত্ম্য, মন্বন্তর নিরূপণ, গ্রহযাগ, অশৌচবিধি, নীতি, চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ, অবতার, রামায়ণ, হরিবংশ, আয়ুর্ব্বেদ, গৃহীর নিত্য কর্ম্ম, যুগধর্ম্ম, যোগ, বৈষ্ণব মাহাত্ম্য, ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। উত্তর খণ্ডে পূর্ব্বযোনিতে গমনের কারণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, যমলোকের পথ, ষোড়শ শ্রাদ্ধ, যমপুরী, প্রেতপীড়া, প্রেতত্বের কারণ ও তাহা হইতে মুক্তির উপায়, মৃত্যুর পূর্ব্ব ও পশ্চাৎ কার্য্য, নারায়ণ বলি, বৃষোৎসর্গমাহাত্ম্য, কর্ম্মবিপাক, কৃত্যাকৃত্য বিচার, সপ্তলোক বিবরণ, ব্রহ্মজীব নির্ণয়, আত্যন্তিক লয় প্রভৃতি কথিত হইয়াছে।

(১৮) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—ইহার পূর্ব্বভাগে কর্ম্মনিরূপণ, ব্রহ্মার জন্ম, লোকসৃষ্টি, কল্প ও মন্বন্তর বিবরণ, ব্রহ্মার মানসী সৃষ্টি, রুদ্রের উৎপত্তি, মহাদেবের বিভূতি, ঋষি সৃষ্টি, সপ্তদ্বীপ ও অধোলোক বিবরণ, ঊর্দ্ধলোকবর্ণন, যুগতত্ত্ব, যুগলক্ষণ ও প্রজালক্ষণ, যজ্ঞ, পৃথিবীদোহন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যম ভাগে সপ্তর্ষি ও দেবাদির উৎপত্তি, ঋষিবংশ নিরূপণ, শ্রাদ্ধবিধান, বৈবস্বতী সৃষ্টি, ইক্ষ্বাকুবংশ ও অত্রিবংশ কীর্ত্তন, যযাতি উপাখ্যান, যদুবংশ, কার্ত্তবীর্য্য উপাখ্যান, সগরোৎপত্তি, পরশুরামচরিত, দেবাসুর যুদ্ধ, বলির বংশনিরূপণ, ভবিষ্য রাজবংশ বিনির্ণয় প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে ভাবী মানবগণের চরিত্র, প্রলয়, কালপরিমাণ, চতুর্দ্দশ লোক ও নরক বর্ণন, প্রাকৃতিক লয়, শিবপুরী বর্ণন, জীবগণের গুণানুসারে গতি, ব্রহ্মবস্তু প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

পুরাবৃত্তসার—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পশ্চিমে মিশর হইতে পূর্ব্বে পারস্য সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত নানা জনপদবাসী কতকগুলি প্রধান প্রধান প্রাচীন জাতীয় লোকদিগের স্থূল স্থূল পূর্ব্ব

বিবরণসমূহের বর্ণন এবং মনুষ্যসমাজ যে নিয়ত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনশীল, ইহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে হিন্দু ও অন্যান্য জাতিদিগের শাস্ত্রে লিখিত জলপ্লাবনের বিবরণ, প্রাকৃতিক ব্যবস্থানুসারে মানবগণের বর্ণভেদ, ভাষাভেদ, নানাদেশে মনুষ্যসংস্কারের বিবরণ, মনুষ্য-সমাজ, শাসন ও ব্যবস্থাপ্রণালী, শিল্প ও যুদ্ধপ্রণালী, অগ্নির ব্যবহার, লিপির পর্য্যায়ক্রম, মুদ্রাপ্রচলন, মিসরীয়, য়িহুদি ও ফিনিকীয়দিগের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

পুরুষপরীক্ষা—সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। বিদ্যাপতি বিরচিত। ইহাতে গল্পচ্ছলে দান, দয়া, সত্য, ধর্ম্ম, বিদ্যা প্রভৃতি এবং বিদগ্ধাদি ভেদে নায়ককথা, ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা শিবসিংহ নরপতির আজ্ঞানুসারে লিখিত হইয়াছিল। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে সিবিলিয়ানদিগের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার জন্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক ইহা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হয়। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ইহার এক সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

পুষ্পমালা—বাঙ্গালা কাব্য। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। ইহাতে সামাজিক, ভক্তিবিষয়ক, আত্মতত্ত্ববিষয়ক ও শোকোদ্দীপক কতকগুলি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পুষ্পাঞ্জলি—ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে স্বদেশানুরাগকে বেদব্যাসরূপে এবং জ্ঞানসঙ্কল্পকে মার্কণ্ডেয়রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাদের কথোপকথনচ্ছলে দেবীরূপী পৃথিবীর (ভারতবর্ষের), এবং পৌরাণিক, আধুনিক, শাস্ত্রীয় ও লৌকিক বিবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এতৎপাঠে ভারতবর্ষসংক্রান্ত শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় অনেক তত্ত্বই অবগত হওয়া যায়।

পুরুবিক্রম—বাঙ্গালা নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মহাবীর সেকন্দর শা (Alexander) ভারতবিজয় করিতে আসিলে পঞ্জাবদেশীয় মহারাজ পুরু অসীম পরাক্রমে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে পুরু পরাজিত হইলে তাঁহার অসামান্য বীরত্বদর্শনে মুগ্ধ হইয়া সেকন্দর তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন, এবং বিজিত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া চলিয়া যান। এই ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে এই নাটক লিখিত হইয়াছে। ইহাতে স্বদেশহিতৈষিণী রাণী ঐলবিলার চরিত্র চিত্রিত করিয়া তৎকালে ভারতীয়া রমণীগণ কিরূপ বলবীর্য্যশালিনী ও নির্ভীকহৃদয়া ছিলেন, ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই নাটকখানি ১৮৭৪ খ্রী: ২২শে আগষ্ট বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়।

পূর্ণচন্দ্র—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। শালিকোটের রাজা শালিবান এক চামারতনয়ার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন, এবং তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পূর্ণচন্দ্রকে বিনাশের নিমিত্ত এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন। সন্ন্যাসী গোরক্ষনাথ আসিয়া পূর্ণচন্দ্রকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিলে পূর্ণচন্দ্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে গুরুর আদেশানুসারে পূর্ণচন্দ্র পঞ্চনদের অধীশ্বরী সুন্দরার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হন। রাজা পরে চামারতনয়ার ষড়যন্ত্র অবগত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন। "রাজা রাসালু" গ্রন্থ অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত হয়। এমারেল্ড থিয়েটারে ইহা প্রথমে অভিনীত হইয়াছিল।

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন—দর্শন দেখ।

পোড়া মহেশ্বর—বাঙ্গালা উপন্যাস। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। খলসির বিলের নিকটবর্ত্তী সরাবপুর গ্রামে এক শিব আছেন। পূর্ব্বে প্রবাদ ছিল যে, শিবের মস্তকে স্পর্শমণি নিহিত আছে। এক সময়ে জনৈক সন্ন্যাসী স্পর্শমণির লোভে ঐ স্থানে উপস্থিত হয়। সে প্রতি রাত্রে এই বলিয়া চীৎকার করিত, "কে কোথা হে গ্রামের লোক, ত্বরায় মন্দিরে আইস, পামর সন্ন্যাসী আমাকে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতেছে।" এই চীৎকার শুনিয়া গ্রামের লোকেরা ছুটিয়া আসিত এবং দেখিত, সন্ন্যাসী ঐরূপ চীৎকার করিতেছে। দুই এক দিন আসিয়া তাহারা সন্ন্যাসীকে পাগল স্থির করিল, এবং আর আসিল না। তখন সন্ন্যাসী একদিন সত্যসত্যই শিবকে দগ্ধ করিতে লাগিল। শিব চীৎকার করিলেন, কিন্তু তাহা সন্ন্যাসীর চীৎকার মনে করিয়া কেহই আসিল না। এদিকে অগ্নির তেজে মহাদেবের মস্তক বিদীর্ণ হইয়া স্পর্শমণি বাহির হইলে সন্ন্যাসী তাহা লইয়া প্রস্থান করিল। তদবধি এই শিব পোড়ামহেশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছেন।

পৌরাণিক কথা—বাঙ্গালা ধর্ম্মগ্রন্থ। পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ প্রণীত। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত বিষয়সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভাগবতের বর্ণনানুসারে কালনির্ণয়, সৃষ্টিপ্রকরণ, অবতার, ধ্রুব ভরতাদি মহাত্মার চরিত্র, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, বৃন্দাবনতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

পৌরাণিক গল্প—অঘোরনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ইহাতে পুরাণবর্ণিত পৌতরি, ধ্রুবদর্শন, অম্বরীষ, উত্তঙ্ক প্রভৃতি মহাত্মাগণের উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়াছে। গল্প পাঠের সহিত পাঠকের হৃদয়ে যাহাতে ধর্ম্মভাবেরও উদ্রেক হয়, এই উদ্দেশ্যেই ইহা রচিত।

পৌরাণিক পঞ্চরং—বাঙ্গালা প্রহসন। বৈকুণ্ঠনাথ বসু প্রণীত। একদা মদন ও বসন্ত কৌতুক করিবার জন্য সিংহলের সেনাপতি ও তাঁহার ভৃত্যের রূপ ধারণ করিয়া সেনাপতি রণবীরের বাটিতে উপস্থিত হন। এ দিকে রণবীরও সেই দিন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তখন এই দুই রণবীর লইয়া একটা বিভ্রাট বাধিয়া গেল। অনেক কৌতুকের পর শেষে মদন ও বসন্ত আত্মপ্রকাশ করিলে এই বিভ্রাটের শান্তি হইল।

এই প্রহসনখানি রোমান নাটককার Plautus রচিত Amphytrion নাটক অবলম্বনে প্রণীত। ১৮৯০ খ্রী: ২৪শে ডিসেম্বর বেঙ্গল থিয়েটারে ইহা প্রথমে অভিনীত হয়।

প্রণয়পরীক্ষা—বাঙ্গালা নাটক। মনোমোহন বসু প্রণীত। মানগড়ের জমিদার শান্তবাবু দুই বিবাহ করেন। প্রথমার নাম মহামায়া, দ্বিতীয়ার নাম সরলা। শান্তবাবু উভয় স্ত্রীকেই ভালবাসিতেন। কিন্তু মহামায়া কাহাকে স্বামী অধিক ভালবাসে, ইহা জানিবার জন্য দাসীর দ্বারা এক বেদেনীর নিকট হইতে ঔষধ লইয়া শান্তবাবুকে খাওয়াইয়া দেন। সে ঔষধের গুণে লোকে নিদ্রিতাবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জনের নিকট গমন করে, এবং ঔষধ সেবনের পর তিন চারিদিন শিরঃপীড়া ভোগ করে। ঔষধের গুণে শান্তবাবু নিদ্রাবস্থায় সরলার গৃহের দিকে যান। ইহাতে মহামায়ার মনে ঈর্ষ্যার উদয় হয়। তিনি আরও কয়েক দিন এইরূপে পরীক্ষা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, স্বামী সরলার প্রতিই অধিক অনুরাগী, তখন তিনি সরলার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হন। ঔষধের গুণে শান্তবাবুর শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হইলে ডাক্তার তাঁহাকে বাহিরে শয়ন করিতে উপদেশ দেন। এই সময়ে মহামায়ায় প্রদত্ত ঔষধগুণে শান্তবাবু কয়েকদিন রাত্রিকালে সরলার গৃহে যান। কিন্তু অজ্ঞানাবস্থা হেতু তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। এতদবস্থায় সরলার গর্ভসঞ্চার হয়। অতঃপর ডাক্তারের উপদেশে তিনি সপরিবারে বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ মুঙ্গেরে যান। তথায় কিছুদিন অবস্থানের

পর সরলা একদা আপন গর্ভের কথা বলিবার অভিপ্রায়ে স্বামীকে রাত্রিকালে স্বগৃহে আসিবার জন্ত এক পত্র লিখেন। ঐ পত্র মহামায়ার হস্তগত হয়, এবং মহামায়া সেই পত্রখানিকে শান্তবাবুর প্রিয় বন্ধু সদানন্দের নামাঙ্কিত করিয়া কৌশলে শান্তবাবুর হস্তগত করাইয়া দেন, এবং সরলার গর্ভের কথা প্রকাশ করেন। শান্তবাবু মহামায়ার কৌশলে ভুলিয়া সরলাকে প্রকৃত ব্যভিচারিণী স্থির করেন। মহামায়া সেই রাত্রিতে দাসীকে সরলা ও অন্ত এক ব্যক্তিকে সদানন্দ সাজাইয়া উভয়ের মিলন-ব্যাপার প্রদর্শন করিলে শান্তবাবু ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্ত হইয়া সরলাকে পদাঘাত পূর্ব্বক গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দেন। অতঃপর সমস্ত রহস্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে। শান্তবাবু বহু অনুসন্ধানে সরলাকে পুনঃপ্রাপ্ত হন। মহামায়া ভয়ে পলাইয়া যান। পথে তিনি ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হন।

জাল সদানন্দের সহিত জাল সরলার মিলন-ঘটিত ব্যাপার সেক্সপীয়রের Much Ado About Nothing নামক নাটকোক্ত ডন জন ও হিরোবেশিনী হিরোর পরিচারিকার সাক্ষাৎ বিষয়ক ঘটনার অনুরূপ।

প্রণয়পরীক্ষা নাটক সাধারণ রঙ্গালয় মধ্যে প্রথমে গ্রেট ন্তাশন্তাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল (১৮৭৪ খ্রীঃ ১৭ই জানুয়ারি)। বহুকাল পরে ষ্টারে কয়েকবার এই নাটকের অভিনয় হয়।

প্রতাপ (রাণা)—ঐতিহাসিক নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। প্রবলপ্রতাপ মোগলসম্রাট্ আকবরের সহিত প্রতাপের যুদ্ধই ইহার বর্ণনীয় বিষয়।

প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরের চরিত্র যেরূপ হওয়া উচিত, প্রতাপের চরিত্র ঠিক সেই ভাবেই চিত্রিত হইয়াছে। প্রতাপ আজন্ম সুখভোগে অভ্যস্ত ও একটী বৃহৎ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত যেরূপ অসহনীয় ক্লেশপরম্পরা ভোগ ও অসামান্ত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহা যে সাতিশয় মহনীয় এবং তাহার চিত্র যে গ্রন্থকার সম্যক্‌রূপে ফুটাইয়াছেন, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু প্রতাপের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আকবরের চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বজনসম্মত হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

অন্তান্ত চরিত্রের মধ্যে প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ এবং আকবরের অন্ততম সভাসদ্ ও রাজকবি পৃথ্বীরাজের পত্নী জোষী। এই দুইটী চরিত্র সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শক্ত অসংযতচিত্ত ও ইন্দ্রিয়ভোগাসক্ত; শক্ত ধর্ম্মে ও সাধুতায় বিশ্বাসহীন; অথচ ক্ষত্রিয়বংশে জাত বলিয়া শক্ত বীর ও সর্ব্বত্র ন্তায়ের পক্ষপাতী। ইহা কবির বিচিত্র সৃষ্টি। জোষীর চরিত্রও অতি সুন্দর হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর রাজপুতমহিলার যে সমস্ত গুণ থাকা উচিত, জোষিতে তৎসমস্তই বিদ্যমান। কিন্তু তিনি নিজের অনুরূপ স্বামী প্রাপ্ত হন নাই। পৃথ্বীরাজ সকল কথায় কবিত্ব লইয়াই ব্যস্ত। তিনি আকবরের কোন দোষই দেখিতে পান না। তাঁহার এই ভাব দূর করিবার জন্তই গ্রন্থকার অতি সুকৌশলে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ খুসরোজের বৃত্তান্ত স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই খুসরোজেই জোষীর চরিত্র অতি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই নাটকখানি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়।

প্রতাপসিংহ—বাঙ্গালা উপন্তাস। দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সম্পদ্‌শূন্ত, ধনজনগৃহশূন্ত পথের ভিখারী হইয়াও রাণা প্রতাপসিংহ কেবল হৃদয়বল, অতুলনীয় বীরত্ব, অপরিমেয় স্বদেশানুরাগ, অপরিসীম সহিষ্ণুতা, অমানুষী তেজঃ, অচিন্তনীয় সাহস ও শক্তি সম্বল করিয়া কি কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা গ্রন্থকার এই পুস্তকে চিত্রিত করিয়াছেন।

প্রতাপাদিত্য—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ। নিখিলনাথ রায় প্রণীত। যে যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্য প্রবলপ্রতাপ মোগলসম্রাট্‌কে ২০ বৎসর কাল উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইহাতে সেই মহাপুরুষের অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী ও কীর্ত্তিকথার প্রকৃত তত্ত্ব বহু প্রাচীন কাগজপত্র দেখিয়া বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকারের মৌলিক গবেষণা-শক্তির প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিত বা কথিত হইয়াছে, তৎসমস্তই গ্রন্থকার পরিশিষ্টের আকারে পুস্তকের শেষভাগে সংযোজিত করিয়াছেন।

প্রতিভাসুন্দরী—বাঙ্গালা উপন্তাস। হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্ততম রত্ন জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ বরাহের এক পুত্র জন্মিলে বরাহ গণনা দ্বারা জানিতে পারেন যে, দশ বৎসর মাত্র ঐ শিশুর পরমায়ু। এই অল্পায়ুঃ শিশুকে পালন করা বৃথা ভাবিয়া বরাহ তাহাকে এক তাম্রপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক নদীতে ভাসাইয়া দেন। সেই পাত্র ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে সমুদ্রে গিয়া পড়ে, এবং তথা হইতে সিংহলদ্বীপে উপনীত হয়। তথায় সিংহলরাজ চন্দ্রচূড় ঐ শিশুকে লালন পালন করেন, এবং তাহার মিহির নাম রক্ষা করেন। কিছুদিন পরে রাজার এক কন্তা জন্মে। তাহার নাম ক্ষমা। এই ক্ষমাই অসাধারণ প্রতিভার জন্ত প্রতিভাসুন্দরী নামে খ্যাত। মিহির ও ক্ষমা উত্তমরূপে জ্যোতিষ বিদ্যা শিক্ষা করেন। পরে ক্ষমাকে বিবাহ করিয়া মিহির ভারতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় সমুপস্থিত হন। রাজা এই নবীন দম্পতীর জ্যোতির্ব্বিদ্যার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শনে মুগ্ধ হন, এবং তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। অতঃপর মিহিরের পরিচয় পাইয়া বরাহ পুত্র ও পুত্রবধূকে গৃহে লইয়া যান। কিন্তু এই পুত্রবধূই তাঁহার কাল হইল। সকলেই প্রতিভার বা ক্ষমার অদ্ভুত গণনাশক্তির প্রশংসা করিতে লাগিল, সে প্রশংসায় বরাহের খ্যাতি চাপা পড়িয়া গেল। বরাহ ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন। পরে বিক্রমাদিত্য যখন বরাহের পরিবর্ত্তে ক্ষমাকে নবরত্নের আসনে বসাইতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন বরাহের আর সহ্য হইল না, পুত্রবধূর নিপাতের ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ক্ষমা গণনায় এ সকল জানিতে পারিয়া শ্বশুরের তুষ্টির নিমিত্ত পতিসমক্ষে স্বীয় জিহ্বা ছেদন করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। এই ক্ষমাই সাধারণতঃ খনা নামে প্রসিদ্ধা।

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন—দর্শন দেখ।

প্রতিশোধ—অনেকটা বুলওয়ার লীটনের Zanoni নামক উপন্তাসের অনুকরণে লিখিত। ইহাতে আধুনিক থিওসফি-তত্ত্বের বেশ আভাস পাওয়া যায়। ইহার নায়ক সোমেশ্বর পূর্ব্বজন্মে কুরুযুদ্ধের বিজেতা জয়ন্ত এবং নায়িকা যূথিকা পূর্ব্বজন্মে রাজসভায় নর্ত্তকী মদন যূথিকা ছিল। এই নর্ত্তকী জয়ন্তকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত; কিন্তু জয়ন্ত তাহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন এবং হুনদিগকে পরাস্ত করার পর যে দিবস তিনি বিজয়োল্লাসে অবন্তী নগরীতে প্রবেশ করেন, সেই দিবস যূথিকার প্রাণসংহার করেন। যূথিকার প্রেতাত্মা ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করে। এই কারণে বর্ত্তমান জন্মে সোমেশ্বর স্বতঃই যূথিকাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। কিন্তু যূথিকার পূর্ব্বজন্মের কথা সমস্তই স্মরণ ছিল, এজন্ত সোমেশ্বরের প্রণয়-প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিল।

একদা উজ্জয়িনীর পান্থশালায় সহসা উভয়ের সাক্ষাৎ হইল, এবং সেই স্থানে উভয়েই কালগ্রাসে পতিত হইল, কিন্তু কেহই জানিতে বা বুঝিতে পারিল না কিরূপে তাহাদের এই দশা ঘটিল। বিজন নাম্নী একটী বালিকা সোমেশ্বরকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত; কিন্তু সে তাহাকে পতিরূপে লাভ করিবার সকল আশাই পরিত্যাগ করিল, এবং সোমেশ্বরের অন্তর্ধানের পর হইতে প্রতিজ্ঞা করিল যে, চিরকুমারী থাকিয়া ইহজীবনের অবসান করিবে। দার্শনিক তথ্য ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত ইহাতে ত্রিবেদী উপাধ্যায় নামক জনৈক পণ্ডিতের অবতারণা করা হইয়াছে।

প্রদীপ—বাঙ্গালা কাব্য। অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। ইহাতে প্রকৃতি ও প্রেমসম্বন্ধীয় কতকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রফুল্ল—বাঙ্গালা বিয়োগান্ত নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। কলিকাতায় যোগেশচন্দ্র ঘোষ নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি সওদাগরী আফিসে কার্য্য করিয়া সামান্ত অবস্থা হইতে যথেষ্ট উন্নতাবস্থায় উপনীত হন, এবং সচ্চরিত্রতার জন্ত সকলের বিশ্বাসভাজন হন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রমেশ এটর্ণী হইয়াছিলেন, এবং কনিষ্ঠ সুরেশ বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগ না দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যোগেশের স্ত্রীর নাম জ্ঞানদা এবং পুত্রের নাম যাদব। রমেশের স্ত্রীর নাম প্রফুল্ল। মাতা উমাসুন্দরী বৃন্দাবনবাসে ইচ্ছুক হইলে যোগেশ স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে রাখিয়া আসিবার উদ্যোগ করেন, এমন সময় সংবাদ আসে যে, যে ব্যাঙ্কে তাঁহার টাকা জমা ছিল, তাহা 'ফেল' হইয়াছে। আজীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়া যোগেশ যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এক মুহূর্ত্তে সে সমস্তই উড়িয়া গেল। যোগেশ হিতাহিত জ্ঞানশূন্ত হইয়া মানসিক যন্ত্রণা নিবারণের জন্ত মদ খাইতে লাগিলেন। এদিকে পাওনাদার ও ব্যাপারীদের টাকা দিতে হইবে। যোগেশ বাড়ী বেচিয়া ঋণমুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু কুটবুদ্ধি রমেশ বাড়ী বেনামী করিয়া পাওনাদারদিগকে ফাঁকি দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু যোগেশ ইহাতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে স্ত্রী ও মাতার অনেক অনুরোধে ইহাতে সম্মতি দিলেন বটে, কিন্তু সুনাম নষ্ট হইল ভাবিয়া একেবারে উন্মাদপ্রায় হইলেন, এবং দিবারাত্র মদ খাইতে লাগিলেন। এই সময় সংবাদ আসিল যে, ব্যাঙ্ক 'ফেল' হয় নাই, তাহা শুধরাইয়া উঠিয়া আবার গচ্ছিত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতেছে। কিন্তু চতুর রমেশ এ সংবাদ গোপন করিয়া উন্মত্তাবস্থায় যোগেশের নিকট সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া লইল। কাঙ্গালীচরণ নামক জনৈক ধূর্ত্ত ব্যক্তি জগমণি নাম্নী এক রমণীর সহিত মিলিয়া একটী ডাক্তারখানা খুলিয়াছিল। সুরেশ তথায় যাতায়াত করিত। রমেশ তাহাদিগকেও হাত করিল, এবং চুরি অপরাধে সুরেশকে পুলীশে ধরাইয়া দিল। রমেশের স্ত্রী প্রফুল্ল এরূপ কার্য্য হইতে স্বামীকে নিবৃত্ত করিবার জন্ত অনেক কাঁদাকাটা করিল, কিন্তু পাষাণহৃদয় রমেশ তাহাতে কর্ণপাত করিল না। সুরেশ জেলে গেল। রমেশ তাহাকে কারামুক্তির প্রলোভন দেখাইয়া তাহার অংশ লিখিয়া লইতে গেল, কিন্তু সুরেশ তাহাতে স্বীকৃত হইল না। এদিকে যোগেশ ক্রমে ঘোর মদ্যপ হইয়া উঠিলেন। জ্ঞানদা পুত্র ও শাশুড়ী সহ অন্ত এক বাড়ীতে যাইলেন, পরে সে বাড়ীখানি বাধ্য হইয়া বিক্রয় করিয়া একটী সামান্ত ভাড়াটিয়া ঘরে পুত্রসহ বাস করিতে লাগিলেন। সুরেশের কারাদণ্ডের সংবাদ পাইয়া জননী উমাসুন্দরী উন্মাদরোগগ্রস্তা হইলেন। প্রফুল্ল তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। যোগেশ মদ খাইয়া নীচ সংসর্গে কাল কাটাইতে লাগিলেন এবং জ্ঞানদা ঘটীবাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইতে লাগিলেন। শেষে সব ফুরাইয়া আসিল। বাড়ী ভাড়ার জন্ত তিনটী টাকা ছিল। যোগেশ জ্ঞানদাকে ভীষণ পদাঘাত করিয়া তাহাও কাড়িয়া লইয়া গেলেন। সে পদাঘাতে জ্ঞানদার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল। মেজবউ প্রফুল্ল বহু চেষ্টায় জ্ঞানদার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে কয়েকটী টাকা দিয়া গেলেন, কিন্তু স্বামীর ভয়ে বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারিলেন না। জ্ঞানদার আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া বাড়ীওয়ালী তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল। অভাগিনী জ্ঞানদা যাদবের হাত ধরিয়া পথে বাহির হইলেন। শেষে রাস্তায় পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রমেশ নিষ্কণ্টক হইবার জন্ত মদন নামক এক পাগলের দ্বারা যাদবকে ধরিয়া আনিয়া এক নিভৃত কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং অনাহারে তাহাকে মারিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিলেন। কাঙ্গালীচরণ ও জগমণি এ বিষয়ে তাঁহাকে সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে লাগিল। কিন্তু রমেশের ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। মদনের মুখে প্রফুল্ল সকল সংবাদ অবগত হইয়া যাদবের রক্ষার্থ ছুটিয়া আসিলেন। প্রফুল্ল আসিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণায় অস্থির যাদবকে কোলে তুলিয়া লইলেন, এবং তাহাকে খাইতে দিলেন। পাপিষ্ঠ রমেশ পত্নীকে চলিয়া যাইতে বলিল, কিন্তু প্রফুল্ল যাইতে চাহিল না, অধিকন্তু স্বামীকে এই শিশুহত্যা হইতে ক্ষান্ত হইবার জন্ত অনুরোধ করিল। তখন রমেশ গলা টিপিয়া প্রফুল্লকে মারিয়া ফেলিলেন। এমন সময় কনিষ্ঠ সুরেশ পুলীস সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। রমেশ, কাঙ্গালীচরণ ও জগমণি ধৃত হইল। উন্মাদিনী উমাতারা প্রাণত্যাগ করিলেন। সোণার সংসার ছারখার হইল। যোগেশের সাজান বাগান শুকাইয়া গেল।

এই নাটকখানি বাঙ্গালা ১২৯৫ সালে ১০ই বৈশাখ ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। গ্রন্থকাররচিত সামাজিক নাটকের মধ্যে 'প্রফুল্ল' প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, অনেকের এই মত।

প্রবন্ধলহরী—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। ইহাতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি সামাজিক, কতকগুলি বৈজ্ঞানিক এবং কতকগুলি ধর্ম্মবিষয়ক। বঙ্কিমবাবু, তাঁহার সাহিত্যসেবা, দেবীচৌধুরাণীর নিষ্কাম ধর্ম্ম ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। জাতিভেদ প্রথার মূল, বর্ত্তমানে তাহার অনপকারিতা ও সংস্কারের আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। দায়ধর্ম্ম ও জমিদারদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও কতকগুলি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রবোধচন্দ্রিকা—বাঙ্গালা আখ্যানগ্রন্থ। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রণীত। বিক্রমাদিত্যতনয় বৈজপাল স্বীয় পুত্র শ্রীধরাধরকে বিদ্যাশিক্ষা প্রদানের অভিপ্রায়ে তাহার নিকট বিদ্যার অনেক গুণানুবাদ কীর্ত্তন করেন। পরে পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ আচার্য্য প্রভাকরের নিকট সমর্পণ করেন। প্রভাকর রাজপুত্রের নিকট বর্ণবিচার হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রের বহু উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক হিতোপদেশ প্রদানাভিপ্রায়ে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় নানা কথা সম্বলিত বহুবিষয়ের বহুবিধ উপাখ্যান বর্ণন করেন।

প্রবোধপ্রভাকর—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। ইহাতে প্রাণিতত্ত্ব নিরূপণ প্রসঙ্গে দুঃখের ক্লেশানুভব হেতুই লোকে সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, লৌকিক উপায়ে দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, স্বর্গীয় সুখ অস্থায়ী, তত্ত্বজ্ঞানই অবিনশ্বর সুখলাভের একমাত্র উপায় ইত্যাদি শাস্ত্রীয় মীমাংসাসমূহ পিতাপুত্রের

প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কথিত হইয়াছে। ইহাতে প্রথমে গদ্যে যে বিষয় কথিত হইয়াছে, পরে তাহাই আবার পদ্যে উক্ত হইয়াছে।

প্রভাতসঙ্গীত—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে মানবের হৃদয়গত কতকগুলি ভাব ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলম্বনে লিখিত অনেকগুলি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রভাতী—বাঙ্গালা কবিতাপুস্তক। দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। ইহাতে প্রেম ও প্রাকৃতিক দৃশ্য বিষয়ক কতকগুলি কবিতা স্থান পাইয়াছে।

প্রভাস—বাঙ্গালা কাব্য। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। কবি নবীনচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র অবলম্বনে রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস নামে তিন ভাগ কাব্য প্রণয়ন করেন। রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্রে মধ্যলীলা এবং প্রভাসে অন্ত্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে ভারতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল, এবং আর্য্য ও অনার্য্য পরস্পর ভেদ ভুলিয়া কৃষ্ণপ্রেম গান করিতে লাগিল। চক্রী মহর্ষি দুর্ব্বাসার ইহা সহ্য হইল না, তাঁহার চেষ্টায় যাদবগণ সুরাপায়ী হইল, এবং প্রভাসক্ষেত্রে উৎসবস্থলে আত্মকলহের সৃষ্টি করিয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন দুর্ব্বাসার প্ররোচনায় কতকগুলি অনার্য্য সৈন্য অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাদের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। যদুবংশ ধ্বংস হইল। অনার্য্য রমণী জারুর শরাঘাতে শ্রীকৃষ্ণ যোগাবলম্বনে তনুত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই শেষলীলা এবং প্রেমরাজ্যস্থাপন ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রয়াগমাহাত্ম্য—ভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইহাতে প্রয়াগতীর্থে স্নান দানাদি এবং অনুষ্ঠিত অন্যান্য সদসৎ কার্য্যের ফলাফল সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এবং শেষে প্রয়াগে সম্পাদনীয় কার্য্যের বিধি ও মন্ত্রাদি লিখিত হইয়াছে।

প্রশ্ন উপনিষৎ—উপনিষৎ দেখ।

প্রসববেদনা চিকিৎসা—বাঙ্গালা চিকিৎসাগ্রন্থ। বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ইহাতে গর্ভিণীর গর্ভলক্ষণ নির্ণয়, প্রসব-বেদনার লক্ষণ, প্রসবকালে প্রসূতির শুশ্রূষা, কষ্টকর প্রসব ও তাহার চিকিৎসা, সূতিকা রোগ ও তাহার উপসর্গ, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়সমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

প্রবন্ধমঞ্জরী—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে কোন একটী বিষয় ধারাবাহিকরূপে বর্ণিত হয় নাই। থিয়সফিতত্ত্ব, ডারউইনতত্ত্ব, মেস্মের-তত্ত্ব, ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি, রুশীয় ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধাবলী ইহাতে সন্নিবিষ্ট।

প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার—রজনীনাথ দত্ত সম্পাদিত। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ যে বাণিজ্য ব্যপদেশে সমুদ্রযাত্রা করিতেন এবং তদ্দ্বারা যে পৃথিবীর নানাদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের লিখিত ইতিহাসের প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ইহাতে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিদ্যা, বাণিজ্য বা রাজকীয় কার্য্যব্যপদেশে সমুদ্রযাত্রা যে দোষাবহ নহে, এবং উহা যে পূর্ব্বকাল হইতেই এতদ্দেশে প্রচলিত, ইহা প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

প্রাণতোষিণী—সংস্কৃত তন্ত্র। রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার দ্বারা সঙ্কলিত। উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে সৃষ্টিপ্রকরণ হইতে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপ, দীক্ষা, পূজাপদ্ধতি, সাধনাপ্রণালী, সিদ্ধি, জলপ্রকরণ, কবচ, মন্ত্র, তন্ত্রোক্ত দুর্গোৎসব-বিধি, দ্বাদশমাসিক কৃত্য, গোগপ্রকরণ, যোগফল, যাত্রাবিধি, বশীকরণাদি, বীরাচার ও পশ্বাচার পদ্ধতি, পঞ্চমকার প্রকরণ, কুলাচার প্রভৃতি বিষয়সমূহ কথিত হইয়াছে। বহুবিধ প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্র হইতে সঙ্কলন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। খড়দহনিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের ইচ্ছাক্রমে ও আনুকূল্যে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ১৮৪২ শকে ইহা লিখিত হয়। বেণীমাধব দে ইহার একটী সংস্করণ বাহির করিয়াছেন।

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্—সংস্কৃত স্মৃতিশাস্ত্র। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ইহাতে প্রায়শ্চিত্তের লক্ষণ, গঙ্গামাহাত্ম্য, গোবধাদি পাপ ও তৎপ্রায়শ্চিত্ত, চণ্ডালাদি অস্পৃশ্যজাতির অন্নভক্ষণ প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হইয়াছে। চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ কর্ত্তৃক টীকা সহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রিয়দর্শিকা—বাঙ্গালা নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহা প্রাচীন কবি শ্রীহর্ষদেব প্রণীত সংস্কৃত প্রিয়দর্শিকা নাটকের বঙ্গানুবাদ। রাজা দৃঢ়বর্ম্মা স্বীয় কন্যা প্রিয়দর্শিকাকে বৎসরাজের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলে প্রত্যাখ্যাত কলিঙ্গরাজ ক্রোধে তাঁহাকে বন্দী করেন। কঞ্চুকী বিজয়সেন প্রিয়দর্শিকাকে লইয়া গোপনে আরণ্যরাজ বিন্ধ্যকেতুর গৃহে স্থাপন করেন। এদিকে বৎসরাজের সৈন্য আসিয়া বিন্ধ্যকেতুকে সমরে পরাস্ত করে, এবং প্রিয়দর্শিকাকে তাঁহার কন্যাভ্রমে বৎসরাজের নিকট লইয়া যায়। বৎসরাজের মহিষী বাসবদত্তা প্রিয়দর্শিকার মাতৃস্বসা-পুত্রী হইলেও তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া পরিচারিকারূপে রাখিয়া দেন। একদা বৎসরাজ উদ্যানে পুষ্পচয়ননিরতা আরণ্যকাকে দর্শন করিয়া তাহার প্রতি অনুরাগী হন। মহিষী বাসবদত্তা এই অনুরাগ জানিতে পারিয়া আরণ্যকাকে বন্দী করিয়া রাখেন। আরণ্যকাও রাজার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পাইবার আশা নাই দেখিয়া আত্মহত্যার অভিপ্রায়ে বিষভক্ষণ করেন। ঠিক এই সময়েই সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং বাসবদত্তা জানিতে পারেন যে, আরণ্যকাই প্রিয়দর্শিকা। রাজার শুশ্রূষায় মৃতপ্রায়া আরণ্যকা বা প্রিয়দর্শিকা আরোগ্য হন। পরে বাসবদত্তাই তাঁহাকে রাজার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দেন। এই নাটকখানিতে কতকটা রত্নাবলীর ছায়া দৃষ্ট হয়।

প্রেততত্ত্ব—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ইহাতে ভূত প্রেত কি, তাহারা কোথায় বাস করে, তাহারা এই পৃথিবীতে আসিয়া কিরূপ ভাবে অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করে, এদেশে ও অন্যান্য দেশে তাহাদের অস্তিত্ব ও কার্য্য সম্বন্ধে ঘটনা, ভূতছাড়ান, চক্র, প্রেতাত্মার আবির্ভাব প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

প্রেম—বাঙ্গালা উপদেশ গ্রন্থ। অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রণীত। ছাত্রদিগের জন্য এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। যৌবনের প্রথমাবস্থায় ছাত্রগণ পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ যে কোন স্থানে প্রাণের সমগ্র অনুরাগ সমর্পণ করিতে লালায়িত হয়। অনেক সময়েই ইহার পরিণাম বিষময় হয়, কিন্তু যদি ঠিক এই সন্ধিক্ষণে—চিত্তের ভাবান্তর হইবার পূর্ব্বেই, কোন উচ্চ লক্ষ্য ছাত্রদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই সকল ছাত্র দ্বারা দেশের মুখোজ্জ্বল, পরিবারের সুখশান্তি এবং আত্মীয়স্বজনের গৌরব বর্দ্ধনের সম্ভাবনা; অন্যথা কেবল তরলভাবপূর্ণ উপন্যাস পাঠ, নিরাশ প্রেমগীতিরচনা, অথবা উচ্ছৃঙ্খল কলঙ্কিত জীবন যাপনের আয়োজন করিয়া রাখা হয়। প্রহার, ভর্ৎসনা, শাসন দ্বারা বালকের চরিত্র সংশোধিত হয় না; সুমিষ্ট বাক্য ও সহানুভূতি দ্বারা এবং ধীরে ধীরে পবিত্রতার দিকে আকর্ষণ করিয়া কিরূপে ছাত্রজীবনকে উন্নত করিতে হয়, গ্রন্থকার

তাহা এই পুস্তকে স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন।

প্রেম ও ফুল—বাঙ্গালা কাব্য। বিহারিলাল দাস প্রণীত। ইহাতে কতকগুলি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। অধিকাংশ কবিতাই শোকাবেগে পূর্ণ।

প্রেমপ্রবাহিনী—বাঙ্গালা কাব্য। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। সংসারে একমাত্র প্রেমই যে প্রকৃত পদার্থ, এবং তল্লাভ যে আয়াসসাধ্য, ইহাই এই কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রেমের জয়—বাঙ্গালা উপন্যাস। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত। ইহাতে একটী সঙ্গতিপন্ন ভদ্র হিন্দু পরিবারের গার্হস্থ্য-চিত্র প্রকটিত। সুরেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ দুই সহোদর,—উভয়েই বিবাহিত। সুরেন্দ্রের স্ত্রীর নাম কুমুদিনী ও যোগেন্দ্রের স্ত্রীর নাম শৈলবালা। সুরেন্দ্র নিঃসন্তান, কিন্তু যোগেন্দ্রনাথের কয়েকটি সন্তান জন্মিয়াছে। উভয় ভ্রাতার এবং তাঁহাদের পত্নীদ্বয়ে এমনই অকৃত্রিম প্রেম ও সৌহার্দ্দ্য বিদ্যমান যে, সন্তান হয় নাই বলিয়া সুরেন্দ্র ও কুমুদিনীর তাদৃশ দুঃখ নাই। তাঁহারা শৈলবালার সন্তানগুলিকে আপন সন্তান জ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি আদর যত্ন করিতেন। এইরূপে কিছুদিন পরম সুখে অতিবাহিত হইল। অনন্তর কুমুদিনীর জননী পীড়িতা হইয়া চিকিৎসার্থ তাঁহার বিধবা কন্যা নলিনীকে লইয়া জামাতৃ-ভবনে আগমন করিলেন। চিকিৎসায় কোন ফল হইল না, কয়েক দিনের মধ্যেই বৃদ্ধা মৃত্যুমুখে পতিতা হইলেন। কাজেই নলিনী ভগিনীর আশ্রয়ে থাকিয়া গেল। এদিকে কুমুদিনীকে প্রায় সর্ব্বদাই শৈলবালার সন্তানগুলির তত্ত্বাবধান করিতে হইত বলিয়া তিনি স্বেচ্ছায় গৃহস্থালীর ভার তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী নলিনীর হস্তে অর্পণ করিলেন। ইহাতে নলিনীর ভগিনীপতির সহিত অনেকবার সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ ঘটিল। ক্রমে তিনি সুরেন্দ্রকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। সুরেন্দ্রও কুহকিনীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাহার পরেই সুরেন্দ্র আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন ও বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন। কিন্তু সে সময়ে নলিনীকে পরিত্যাগ করা তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও কাপুরুষতার কর্ম্ম মনে করিলেন। এজন্য সুরেন্দ্র স্থির করিলেন যে, তিনি স্বহস্তে যে বিষ গুলিয়া লইয়াছেন, তাহা নিঃশেষে পান করিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি নলিনীকে লইয়া পার্শ্বস্থ এক বাড়ীতে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ইহাতে সমস্ত পরিবার কিরূপ শোকাচ্ছন্ন হইল এবং পতিপরায়ণা কুমুদিনীর হৃদয় বিষদিগ্ধ শেলে বিদ্ধ হইয়া কিরূপ বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তাহা বলাই বাহুল্য। কিছুদিন পরে সুরেন্দ্র বসন্ত-রোগে শয্যাশায়ী হইল। তখন পতিপরায়ণা কুমুদিনী ও জ্যেষ্ঠগতপ্রাণ যোগেন্দ্র সমস্ত বিস্মৃত হইয়া রোগশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দিবারাত্র কায়মনঃপ্রাণে রোগীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। কুমুদিনী সে বাড়ীতে আসিয়া স্বামীর সেবা করিতেছেন, এ দৃশ্য নলিনীর অসহ্য হইল। তিনি ছদ্মবেশে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন, এবং অবশেষে একটা হাসপাতালে পড়িয়া লজ্জা ও অনুতাপের তীব্রদংশনে ক্ষতবিক্ষত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। যোগেন্দ্র ও কুমুদিনী—পতিপত্নীতে পুনর্ম্মিলন হইল।

গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে আর এক দম্পতির অবতারণা করিয়াছেন। রমেশচন্দ্র তাঁহার পত্নীকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন, কিন্তু তাঁহার পত্নী স্বামীকে দুইচক্ষে দেখিতে পারিতেন না, প্রত্যুত নানাপ্রকারে তাঁহাকে জ্বালাতন করিতেন। অবশেষে রমেশচন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না; তিনি পত্নীকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। এবং নিজে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে অজ্ঞাতভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

ঘটনাক্রমে কুমুদিনী, যোগেন্দ্রনাথ ও আর কতিপয় ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা রমেশকে দেখিতে পাইলেন। কুমুদিনী পতিপত্নীর মধ্যে মধ্যস্থতা করিয়া পত্নীকে পতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিলেন। রমেশ তাহাকে ক্ষমা করিলেন,—পতিপত্নীর পুনর্ম্মিলন হইল।

এই দম্পতিদ্বয়ের প্রথমটীতে পতির প্রতি পত্নীর এবং দ্বিতীয়টীতে পত্নীর প্রতি পতির অবশেষে জয়লাভ হইল। এই জন্যই গ্রন্থের নাম রাখা হইয়াছে 'প্রেমের জয়'।

প্রেমের পাথার—বাঙ্গালা নাটক। নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন প্রণীত। লুরিস্থানের নবাব শা আলম অভিদানের বশবর্ত্তী হইয়া মোসাফের নামক জনৈক ফকিরকে আপনার রাজ্য পর্য্যন্ত দান করিয়াছিলেন। অনন্তর নানারূপ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর শা আলম নিজ রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের ইতিহাসের সহিত এই ঘটনার অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে।

এই নাটকখানি ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

ফ

ফুলবালা—বাঙ্গালা গীতিকাব্য। দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। ইহাতে কয়েকটী ফুলকে লক্ষ্য করিয়া রচিত কতকগুলি কবিতা বা গীতি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ব

[অন্তাস্থ "ব" দেখ]

ভ

ভক্তমাল গ্রন্থ—বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থ। লালদাস বাবাজি প্রণীত। বলাইচাঁদ গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে বহু ভক্তচরিত্রের সহিত ভগবত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে দুইটী বিভাগ আছে, চরিত্র বিভাগ এবং তাত্ত্বিক বিভাগ। চরিত্র বিভাগে ভক্তগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, এবং তাত্ত্বিক বিভাগে ভক্তি ও তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ভক্তির লক্ষণ, সৎসঙ্গ, ভক্তের মাহাত্ম্য, বৈষ্ণব ধর্ম্মে জাতিভেদ বুদ্ধির নিষেধ, বৈষ্ণবের শালগ্রাম পূজাধিকার, সম্প্রদায় প্রকরণ, চারি সম্প্রদায়ের প্রণালী, হরিভক্ত নীচজাতিরও শ্রেষ্ঠত্ব, বৈষ্ণবের নিকট দেবীর মন্ত্রগ্রহণ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না, এতদ্বিষয়ক বিচার ও মীমাংসা, নামকীর্ত্তন প্রভৃতি বিষয়সমূহ তাত্ত্বিক বিভাগের বর্ণনীয় বিষয়। গৌরাঙ্গদেবের বিবরণ, হনুমান্, বিভীষণ, অম্বরীষ, বিদুর, সুদামা ব্রাহ্মণ, দ্রৌপদী, রুক্মাঙ্গদ রাজা, ময়ূরধ্বজ, রন্তিদেব, পরীক্ষিৎ, শুকদেব গোস্বামী, বলি, অক্রুর, বোপদেব, নিম্বাদিত্য, মাধ্বাচার্য্য, বিল্বমঙ্গল, কবীর, প্রভৃতি বহুতর ভক্তের কাহিনী, চরিত্র বিভাগে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত, হরিভক্তিবিলাস, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থ হইতে ভক্তি সম্বন্ধীয় শ্লোকসকল প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

কোন কোন মতে "ভক্তমাল" রচয়িতার নাম কৃষ্ণদাস বাবাজী। এই গ্রন্থখানি নাভাজীকৃত হিন্দী "ভক্তমাল" ও প্রিয়দাস কৃত তাহার টীকা অবলম্বনে রচিত হয়।

ভক্তিচন্দ্রিকা—বাঙ্গালা ভক্তিগ্রন্থ। অমরচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ইহাতে রাগানুগা প্রভৃতি ভক্তির লক্ষণ ও ভক্তির স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তির স্বরূপ নির্ণয়ার্থ মধ্যে মধ্যে ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ হইতে শ্লোকসকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভক্তিযোগ—অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রণীত। ভক্তি কি, ভক্তির অধিকারী কে, কাম ক্রোধাদি রিপুদমনের উপায়, প্রবৃত্তি দমন, ভক্তি পথের সহায়, চৈতন্যদেব কথিত পঞ্চাঙ্গ সাধন, ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ, প্রেম প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে। বাহ্যতঃ ভেদ থাকিলেও মূলতঃ সকল ধর্ম্মই এক, এবং সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য একমাত্র ঈশ্বর, আর ভক্তিই এই ঈশ্বরপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়, ইহা প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ভক্তের জয়—বাঙ্গালা জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থ। কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। ইহাতে ভক্তপ্রবর হরিদাসের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। হরিদাস যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তিনি হরিনামের প্রতি অনুরাগী। প্রতিদিন লক্ষ হরিনাম না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহা এই সংবাদ পাইয়া হরিদাসকে ধরিয়া আনিলেন, এবং তাহাকে হরিনাম ত্যাগ করিয়া যবনোচিত কার্য্য করিতে বলিলেন। কিন্তু হরিদাস তাহাতে সম্মত না হওয়ায় হুসেন শাহা তাঁহার প্রতি বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। ভক্ত হরিদাস অকাতরে বেত্রাঘাত সহ্য করিয়া সমাধিস্থ হইলেন। তখন মৃতজ্ঞানে রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে গঙ্গায় ভাসাইয়া দিল। অতঃপর হরিদাস চৈতন্যলাভ করিয়া চলিয়া যান, এবং দেশে দেশে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—সংস্কৃত সংগ্রহগ্রন্থ। রূপগোস্বামী বিরচিত। ইহা পূর্ব্ব বিভাগ, পশ্চিম বিভাগ, দক্ষিণ বিভাগ ও উত্তর বিভাগ, এই চারি ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্ব বিভাগে ভক্তি, সাধন, প্রেম, ভাব প্রভৃতি বিষয়, পশ্চিম বিভাগে শান্ত দাস্যাদি ভাব, দক্ষিণ বিভাগে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাব, এবং উত্তরবিভাগে গৌণ ও মুখ্যরস বিচার, মৈত্রী, বৈর, সংযোগ প্রভৃতি ভাব ও রস এবং রসাভাসাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্তিবিলাস—সংস্কৃত ধর্ম্মকার্য্য ব্যবস্থাপক গ্রন্থ। শ্রীমৎ গোপাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ইহার নামান্তর হরিভক্তিবিলাস। ইহাতে বৈষ্ণবদিগের যাবতীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান, প্রকারনির্ণয় প্রভৃতি বিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

ভক্তিসাধন—বিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত। ইহা মার্কিণ সাধু থিওডোর পার্কারের উপদেশের অনুবাদ। থিওডোর পার্কারের যে সকল মত ব্রাহ্মসমাজের উপযোগী ও আলোচ্য, তাহাই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি ও মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, প্রার্থনার নিয়ম কি, সত্য ও জ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, ইত্যাদি বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

ভক্তিরত্নাকর—নরহরিদাস প্রণীত। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে। গোপাল ভট্ট, নরোত্তম, লোকনাথ, শ্যামানন্দ ও সন্তোষ দত্তের বিবরণ; সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামীর বংশাবলী ও চরিত্র; শ্রীনিবাসের জন্ম ও মহাপ্রভুর সন্ন্যাস, শ্রীনিবাসের মাতাপিতার বিবরণ; জগাই মাধাই উদ্ধার, শ্রীনিবাসের শ্রীক্ষেত্রদর্শন ও গৌড়মণ্ডল ভ্রমণ; শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন ভ্রমণ ও আচার্য্য উপাধি লাভ; নরোত্তমের দীক্ষা ও ঠাকুর উপাধি লাভ; মথুরা মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও বৃন্দাবনের লীলাস্থলসমূহ দর্শন; গোস্বামী, যোগপীঠ, কালীয়হ্রদ এবং তিন প্রভুর লীলা বর্ণন; রাসস্থলী দর্শন প্রসঙ্গে সঙ্গীতশাস্ত্রের সবিস্তর বর্ণন, অষ্টকালীয় লীলা ও বারমাসিক লীলা, গোস্বামিগণের গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আগমন; বীরহাম্বী রাজার কথা; গৌরীদাস ও হৃদয় চৈতন্যের কথা; যাজিগ্রাম, কাটোয়া, নবদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণ; রামচন্দ্রের কবিরাজ উপাধি লাভ; শ্রীখণ্ডে নরহরি ঠাকুরের কীর্ত্তন ও ভক্তসম্মিলন; জাহ্নবী ঈশ্বরী ও বড়ু গঙ্গাদাসের বিবরণ; নিত্যানন্দের বিবাহ; মুরারিগুপ্তের কথা; অদ্বৈতপ্রভুর জন্মস্থানের কথা; জীবগোস্বামী লিখিত সংস্কৃত পত্রাবলী, মুর্শিদাবাদে বহুলা, বুধরী বোয়াকুলীর রাধাবিনোদসেবা, জয়গোপাল দাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির কথা; রামচন্দ্র কবিরাজের বিবরণ; হরিরাম; রামকৃষ্ণাচার্য্য ও মোহনরায়ের কথা; বালুচরের গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর উপাখ্যান।

ভগবদ্গীতা—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত। ইহা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত। ইহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অর্জ্জুন কৌরব পক্ষে আত্মীয়গণকে উপস্থিত দেখিয়া এবং যুদ্ধে তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে বুঝিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার ইচ্ছা করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন, তাহাই ভগবদ্গীতা নামে কথিত। Schlegel গীতাকে "the most philosophical poem of the world বলিয়াছিলেন। স্যার এড্‌উইন আর্ণল্ড the song Celestial নাম দিয়া ইংরাজি পদ্যে ইহার একখানি অনুবাদ করিয়াছেন। জীবনকৃষ্ণ রায়, নবীনচন্দ্র সেন ইহার এক একখানি পদ্যানুবাদ বাহির করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন সরকার ইহার ইংরাজী ও বঙ্গানুবাদ সহ এক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। আর্য্যমিশন ইনষ্টিটিউসন হইতে গীতার একখানি 'পকেট এডিসন' বাহির হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বৈষ্ণবচরণ বসাক, প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী, ভূধর চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই গীতা বাহির করিয়াছেন। মথুরানাথ তর্করত্ন পুঁথির আকারে ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন।

ভগ্নহৃদয়—বাঙ্গালা গীতিকাব্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে নিরাশ প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর ভগ্নহৃদয়ের উচ্ছ্বাস বর্ণিত হইয়াছে।

ভজহরি সর্দ্দার—বাঙ্গালা উপন্যাস। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ভজহরি নীচজাতীয় হইয়াও প্রভু ও অন্নদাতার রক্ষণার্থ কিরূপ অসাধারণ আত্মত্যাগ করিয়াছিল; সহস্র বিপদের মধ্যে বুক পাতিয়া দাঁড়াইয়া, আপনার যথাসর্ব্বস্ব দিয়া কিরূপে প্রভুর ও প্রভুর পরিজনবর্গের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, শেষে সংসার ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে বৈরাগ্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই ইহাতে সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইতরশ্রেণীর মধ্যেও যে পরার্থপরতা থাকিতে পারে, ধর্ম্মের পরিণাম কিরূপ মধুময় হয়, ইহা তাহার একখানি সমুজ্জ্বল চিত্র।

ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য—বাঙ্গালা সমালোচনা গ্রন্থ। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রণীত। ভবভূতির সময়ে দেশে ধর্ম্মের অবস্থা, সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি কিরূপ ছিল, সে সময়ে তান্ত্রিক মত কিরূপ প্রবল ছিল, ভবভূতির পরিচয় ও তাঁহার জন্মস্থান এবং সময় নিরূপণ, তৎকালে ভবভূতির কাব্যের কিরূপ আদর হইয়াছিল, বাল্মীকি ও ব্যাসের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব নিরূপণ, কবির কাব্যে বর্ণিত স্থানসমূহের ও ঘটনাপুঞ্জের আলোচনা, কালিদাসের সহিত ভবভূতির তুলনা, অন্যান্য কাব্যের সহিত ভবভূতিপ্রণীত কাব্যের তুলনা, ভবভূতির রচনাকৌশল প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণ—পুরাণ দেখ।

ভাগবতপুরাণ—পুরাণ দেখ।

ভানুমতী—বাঙ্গালা উপন্যাস। নবীনচন্দ্র সেন

পণ্ডিত। চট্টগ্রাম অঞ্চলের জমিদার অনাথনাথ তাঁহার জমিদারী সুবর্ণদ্বীপে সপরিবারে গিয়াছিলেন। এই স্থান সমুদ্র-তটে অবস্থিত। তথায় অনাথনাথ এক বেদে দম্পতির সহিত ভানুমতীকে দেখিয়া দয়া ও স্নেহের বশে তাহাকে বেদের নিকট হইতে লইতে ইচ্ছুক হন। দৈববশে সেই দিন রাত্রিতে প্রবল ঝড় ও জলপ্লাবন হয় তাহাতে অনাথনাথের পত্নী ও পুত্র ভাসিয়া যায়, তিনি নিজে বহুকষ্টে রক্ষা পান। ভানুমতী তাঁহার পুত্রকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিল, কিন্তু ভাসমান অবস্থায় পুত্র যে আঘাত পাইয়াছিল, তাহাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। অতঃপর অনাথনাথ ও ভানুমতী বিপন্ন প্রজাগণের যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া নিজ জমিদারীতে প্রত্যাবৃত্ত হন, এবং ভানুমতীকে কন্যা বলিয়া গ্রহণ করেন। অতঃপর জানিতে পারেন যে, ভানুমতী তাঁহারই ঔরসজাতা কন্যা। পূর্ব্বে জলমগ্ন অবস্থায় এক বৈরাগী তাহাকে উদ্ধার করিয়া প্রতিপালন করেন। এই বৈরাগী একজন সিদ্ধ, তাঁহার নিকট ভানুমতীর শিক্ষা হইয়াছিল। এক্ষণে অতুল ধনের অধীশ্বরী হইয়াও ভানুমতী আর সংসারে থাকিলেন না, সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন, অনাথনাথও ভানুমতীর উপদেশানুসারে প্রভূত সম্পত্তি, দেবালয়, অতিথিশালা, অনাথ আশ্রম প্রভৃতি সৎকার্য্যের নিমিত্ত দান করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন।

ভারতোদ্ধার—বাঙ্গালা ব্যঙ্গ কাব্য। রামদাস শর্ম্মা বিরচিত। বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ও খ্যাতনামা লেখক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই রামদাস শর্ম্মা। যৎকালে কি উপায়ে ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করিয়া ভারতের উদ্ধারসাধন করা যায়, ভারতের কতকগুলি চঞ্চলপ্রকৃতি যুবকের মস্তিষ্ক এই চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল, এবং তজ্জন্য নানা স্থানে সভা সমিতি সংস্থাপন করিয়া বক্তৃতাস্রোতে চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত করিতেছিল, তৎকালে ঐ সকল অস্থিরমতি যুবককে লক্ষ্য করিয়া রামদাস শর্ম্মা এই ক্ষুদ্র ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেন। কিরূপ লোক দ্বারা কিরূপে ভারতের উদ্ধারসাধন হইবে, গ্রন্থকার বিপিনকৃষ্ণ নামক একটী বঙ্গীয় যুবকের চিত্র চিত্রিত করিয়া তাহার আভাস দিয়াছেন। যে সকল স্বদেশানুরাগাভিমানী স্বদেশপ্রীতিকে কেবল বক্তৃতাজালে আবদ্ধ করিয়া আপনাদিগকে স্বদেশহিতৈষী প্রতিপন্ন করিতে অভিলাষী এবং যে সকল যুবকের অস্থির হৃদয়ে ভারতোদ্ধাররূপ মহাব্রতের গুরুত্ব ও দায়িত্ব উপলব্ধ হয় না, কেবল কল্পনাবলে আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে ব্যস্ত, তাহাদিগের প্রতিই এই বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

ভারতমঙ্গল—বাঙ্গালা কাব্য। আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত। জ্ঞান ও ভাব নামক ধর্ম্মের পুত্রদ্বয় এবং ইচ্ছা নাম্নী কন্যা একদা মর্ত্ত্য পরিভ্রমণে বহির্গত হন। তাঁহাদিগকে মর্ত্ত্য পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া অধর্ম্মাসুর চিন্তিত হইলেন এবং ভণ্ডাসুর দ্বারা কৌশলে তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন। পরে দেবগণ বহু চেষ্টার পর তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করেন। এই বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভের পর দেবগণ উৎসবের অনুষ্ঠান করেন এবং ব্রহ্মোপাসনার প্রবৃত্ত হন। এই উপাসনার কালে ভারতে দামোদরের তীরে এক শিশু জন্মগ্রহণ করে। এই শিশু রামমোহন রায়। ইনি পরে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভারতের মঙ্গল সাধন করেন, ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভারতমহিলা—বাঙ্গালা আখ্যানগ্রন্থ। প্রাচীন কালে ভারতীয় আর্য্যগণের বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনাশক্তি কিরূপ প্রখর ছিল, আর্য্য রমণীগণ তৎকালে কিরূপ গুণশালিনী ছিলেন, তাঁহাদিগের অবস্থা কিরূপ ছিল, প্রাচীন কবিগণ পুরাণে ও কাব্যাদিতে কিরূপ উৎকৃষ্ট নারীচরিত্রের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ এবং তৎসহ সীতা, সাবিত্রী, পার্ব্বতী, শকুন্তলা প্রভৃতি আর্য্য রমণীগণের চরিত্র ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

ভারতরহস্য—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গ্রন্থ। রামদাস সেন প্রণীত। ইহাতে প্রাচীন ভারতে সোমযাগ কিরূপে নিষ্পন্ন হইত, আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্রসমূহের বিবরণ, প্রাচীন কালে ভারতেও যে কামানবন্দুক প্রভৃতির প্রচলন ছিল, প্রমাণ প্রয়োগসহ তাহা প্রদর্শন এবং কামানবারুদ প্রভৃতির প্রস্তুতপ্রণালী, ধনুর্ব্বিদ্যা, অসিবিদ্যা, রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, যুদ্ধবিষয়ক বিবিধ বিবরণ, বুদ্ধধর্ম্মপ্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত। এই পুস্তক দুই ভাগে বিভক্ত। ইহাতে ভারতবর্ষীয় বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর প্রভৃতি উপাসকসম্প্রদায় ও ঐ সকল সম্প্রদায় মধ্যে যে সকল অবান্তর ভেদ আছে, তৎসমুদায়ের নির্দ্দেশ ও ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রারম্ভে প্রথম ভাগে যে ১০৬ পৃষ্ঠাব্যাপী এবং দ্বিতীয় ভাগে ২৮২ পৃষ্ঠাব্যাপী উপক্রমণিকা আছে, তাহাতে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ শব্দবিদ্যা ও সংস্কৃতশাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা যে লাটিন, গ্রীক, টিউটনিক, কেল্‌টিক, স্লাবনিক, পারসিক, হিন্দু প্রভৃতি বিভিন্নবংশীয় বিভিন্নজাতীয়দিগের একজাতিকতা, একধর্ম্মিকতা ও একভাষিতার সংস্থাপন করিয়াছেন, বহুবিধ প্রমাণপ্রয়োগ ও উদাহরণ দ্বারা তদ্বিষয় বিবৃত করিয়া, হিন্দুজাতির মধ্যে কিরূপে বৈদিক ধর্ম্মের প্রচলন ও প্রাদুর্ভাব হয় এবং কি প্রকারেই বা বৈদিক ধর্ম্মের পর পৌরাণিক ও তান্ত্রিকাদি ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, বহু প্রমাণপ্রয়োগপুরঃসর অতি বিস্তৃতভাবে তাহা আলোচিত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন, বৌদ্ধধর্ম্ম, পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রধান প্রধান মতবাদসমূহ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এইচ, এইচ, উইল্‌সন সাহেব কয়েকখানি পারসীক, সংস্কৃত ও হিন্দী পুস্তক অবলম্বনে ইংরেজীতে "রিলিজস্ সেক্‌টস অব হিণ্ডুস" নামক যে প্রবন্ধ এসিয়াটিক রিসার্চ্চ নামক পুস্তকাবলীতে প্রকাশ করেন, প্রধানতঃ সেই প্রবন্ধাবলম্বনে ইহার প্রথম ভাগ রচিত হয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস—স্কুলপাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ প্রণীত। ইহাতে সংক্ষিপ্তভাবে ভারতের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র রায়, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, ঈশান চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতিও এক একখানি স্কুলপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন।

ভারতীয় নাট্যরহস্য—রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে সংস্কৃত সঙ্গীত ও অলঙ্কারশাস্ত্রানুযায়ী নাট্যপ্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে কিরূপে নাট্যাভিনয় হইত, নাটকের লক্ষণ কি, রঙ্গমঞ্চের নির্ম্মাণপ্রণালী, অভিনয়প্রণালী, কতিপয় সংস্কৃত নাটকের ও তৎসম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক বিবরণ, ইয়ুরোপীয় ট্যাব্‌লু ভিভাণ্ট নামক সজীব প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শনপ্রণালী প্রভৃতি বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

ভারতের ভ্রমণবৃত্তান্ত—বাঙ্গালা ভ্রমণবিষয়ক গ্রন্থ। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। গ্রন্থকার দার্জ্জিলিং হইতে রাজপুতানা ও হিমালয় হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ভারতের দ্রষ্টব্য দেশগুলির বিশদ বর্ণনা, নানাবিধ কিংবদন্তী ও গল্প আছে।

ভাষাতত্ত্ব—(১ম খণ্ড)। শ্রীনাথ সেন প্রণীত ইহাতে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি। সংস্কৃত লিখিত ভাষা এবং প্রাকৃত কথিত ভাষা। সংস্কৃত ভাষাই যে কথিত ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় পরিণত হইয়াছে, ইহাই ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভাষাপরিচ্ছেদ—বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন কৃত সংস্কৃত ন্যায়দর্শনবিষয়ক ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী কর্ত্তৃক অনূদিত। ভাষাপরিচ্ছেদের সহিত উহার টীকা সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীরও অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। দ্রব্য, গুণ, আত্মা প্রভৃতির নিরূপণই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভিষক্‌বন্ধু—বাঙ্গালা চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে সাধারণ ও বিশেষ বিশেষ জ্বর, জ্বরের লক্ষণ, উপসর্গ, চিকিৎসাপ্রণালী, প্লীহারোগ, বসন্ত, বসন্তের প্রকারভেদ ও চিকিৎসা, প্রমেহ, রোগের অবস্থাভেদে লক্ষণ ও চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

ভূত ও মানুষ—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। লুল্লু, বীরবালা, বাঙ্গাল নিধিরাম ও নয়নচাঁদের ব্যবসা—এই চারিটী গল্প ভূত ও মানুষে স্থান পাইয়াছে। ভারতবাসীদিগের ধর্ম্মের গোঁড়ামিতে দেশ যে কিরূপ ক্রিয়াশূন্য ও শক্তিশূন্য হইয়া পড়িতেছে, গ্রন্থকার রূপকাকারে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

ভূদেবনির্ব্বাণম্—সংস্কৃত কাব্য। মহেন্দ্রনাথ কবিরত্ন প্রণীত। মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে ইহা রচিত। ইহাতে তাঁহার গুণাবলী, স্বর্গগমন, স্বর্গে পত্নীসহ সম্মিলন, সপত্নীক ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠে গমন, বিষ্ণুসন্দর্শন, কৈলাসে গমন, নির্ব্বাণপ্রাপ্তি প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভূপ্রদক্ষিণ—বাঙ্গালা ভ্রমণবৃত্তান্ত। চন্দ্রশেখর সেন প্রণীত। ইহাতে নানা দেশের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এ দেশের সাহত তুলনা করিয়া ইয়ুরোপ, তুর্কি, মরক্কো, জাপান, চীন, আমেরিকা ও রুশিয়া রাজ্যের বৃত্তান্তসমূহ আলোচিত হইয়াছে।

ভ্রান্তি—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মুরশিদকুলি খাঁ যৎকালে বাঙ্গালার নবাব ছিলেন, সেই সময়ে রাজসাহীতে উদয়নারায়ণ নামে এবং রাজমহলে শালিগ্রাম রায় নামে দুইজন জমিদার ছিলেন। একদা শালিগ্রামের পুত্র নিরঞ্জন তাঁহার বন্ধু পুরঞ্জন সহ রাজসাহীতে শিকার করিতে গমন করেন। তথায় নিরঞ্জন উদয় নারায়ণের পালিতা বন্ধুকন্যা ললিতাকে সন্দর্শন করিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হন, এবং পুরঞ্জনও উদয়নারায়ণের কন্যা মাধুরীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এক দিবস নিরঞ্জন যখন উদ্যানে ললিতার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন দূর হইতে কে মাধুরীকে আহ্বান করায় "আমাকে ডাকিতেছে" বলিয়া ললিতা চলিয়া যান। ইহাতে নিরঞ্জন তাঁহাকে উদয়নারায়ণের কন্যা মাধুরী বলিয়াই স্থির করেন। অতঃপর তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মাধুরীকে বিবাহ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তাঁহার পিতা উদয়নারায়ণকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিলে উদয় নারায়ণ তাহাতে সম্মত হন। কিন্তু শালিগ্রামের কুলপ্রথা রক্ষার জন্য তাঁহাকে কন্যা লইয়া রাজমহলে যাইতে হয়। উদয়নারায়ণ গোপনে এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহারই গর্ভে এই কন্যার জন্ম হয়। কন্যার জন্মের পর তাহার জননী নিরুদ্দিষ্টা হন। এজন্য অনেকেই মাধুরীকে বেশ্যাকন্যা বলিয়া মনে করিত। যাহা হউক, নিরঞ্জন মাধুরীকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া ললিতা মর্ম্মাহত হন, এবং তিনি গৃহত্যাগ করেন। মাধুরীও পুরঞ্জনকে ভালবাসিয়াছিল, সুতরাং এ বিবাহে তাহার সম্মতি ছিল না। এদিকে বিবাহের পূর্ব্বে নিরঞ্জন যখন শুনিতে পাইলেন যে, বন্ধু পুরঞ্জনও মাধুরীকে ভালবাসেন, তখন তিনি পুরঞ্জনের সহিত মাধুরীর বিবাহ দেওয়াইতে পিতাকে অনুরোধ করিলেন এবং পিতা তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করিলেন। এদিকে বিবাহের সময় তাঁহাকে না পাওয়ায় উদয় নারায়ণ অস্থির হইলেন। শেষে পুরঞ্জনের সহিত মাধুরীর বিবাহ হইল। উদয়নারায়ণ শালিগ্রামকে শাস্তি দিবার ভয় দেখাইলে শালিগ্রাম সত্য কথা বলিলেন। কিন্তু উদয় নারায়ণ তাহাতে বিশ্বাস না করায় শালিগ্রাম ক্রোধভরে বলিলেন, বেশ্যাকন্যার সহিত তিনি স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিবেন না। ক্রুদ্ধ উদয়নারায়ণ নবাবের দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর সহিত চক্রান্ত করিয়া সপুত্র শালিগ্রামকে কারারুদ্ধ করিলেন। রঙ্গলাল ও গঙ্গা তাঁহাদিগকে উদ্ধার করে। এই রঙ্গলাল নিরঞ্জন ও পুরঞ্জনের বন্ধু এবং নিঃস্বার্থ পরোপকারী ব্যক্তি; সর্ব্বজীবে দয়াকেই তিনি সারধর্ম্ম জ্ঞান করিতেন। গঙ্গা একজন নর্ত্তকী। সে রঙ্গলালকে যথার্থ ভালবাসিয়া তাঁহার আজ্ঞাবাহিনী হইয়াছিল। এদিকে বন্ধুবিচ্ছেদে কাতর হইয়া পুরঞ্জন মাধুরীকে ত্যাগ করিয়া বন্ধুর অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ শালিগ্রাম মাধুরীকে সরফরাজ খাঁর হস্তে সমর্পণ করেন। গঙ্গা তাহাকে রক্ষা করে। অতঃপর উদয়নারায়ণ নবাবের বিদ্রোহী হন, এবং তাঁহার হস্তে শালিগ্রাম নিহত হন। শেষে যুদ্ধে উদয়নারায়ণের পরাভব হয়। রঙ্গলাল ও গঙ্গার চেষ্টায় ললিতার সহিত নিরঞ্জনের এবং মাধুরীর সহিত পুরঞ্জনের মিলন হয়। উদয়নারায়ণ বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

এই নাটকখানি প্রথমে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়।

ভ্রান্তিবিনোদ—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। এতদ্দেশীয় কতকগুলি রুচি এবং রীতিনীতির ভ্রান্তিপ্রদর্শনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে কয়েকটী প্রবন্ধে অনেক সামাজিক ও ব্যবহারিক দোষের উল্লেখ ও তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে; এই সকল প্রবন্ধ পূর্ব্বে জ্ঞানানন্দ সরস্বতীর নামযোগে বান্ধব পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভ্রান্তিবিলাস—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। সোমদত্ত নামক জনৈক বণিকের দুই যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। উভয় পুত্রের আকৃতিতে কিছুমাত্র ভেদ ছিল না। প্রতিবাসিনী এক দুঃখিনী রমণীও ঐ সময়ে দুইটী যমজপুত্র প্রসব করিয়া মরিয়া যায়। সোমদত্ত তাহাদের প্রতিপালন করেন। নিজ পুত্রদ্বয়ের নাম চিরঞ্জীব ও পালিত দুইটির নাম কিঙ্কর রাখা হয়। পরে এক সময় জলপথে গমনকালে জাহাজ ডুবিয়া যাওয়ায় এক পুত্র, একটী কিঙ্কর এবং স্ত্রী সোমদত্তের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। সোমদত্ত এক পুত্র ও এক কিঙ্করবালককে লইয়া দেশে আসেন। কিছুদিন পরে ঐ পুত্র মাতা ও ভ্রাতার অন্বেষণের নিমিত্ত কিঙ্করকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া যায়। এদিকে ঐ অমুদ্দিষ্ট পুত্র ঘটনাক্রমে জয়স্থলে আনীত হইয়াছিল, এবং এক শ্রেষ্ঠীর কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হওয়ায় সে অতুল ধনের অধীশ্বর হইয়াছিল। একদা দৈবযোগে মাতা ও ভ্রাতার অন্বেষণকারী চিরঞ্জীব ঐ নগরে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহাকে সকলেই ঐ নগরবাসী চিরঞ্জীব বলিয়া জ্ঞান ও তদ্রূপ ব্যবহার করে। এমন কি শ্রেষ্ঠীকন্যা পর্য্যন্ত তাহাকে স্বীয় স্বামিবোধে তদ্রূপ আচরণ করিতে থাকে। ইহাতে একদিনেই নগরে বিষম গোলযোগ বাধিয়া উঠে। ঘটনাক্রমে ঐ দিন উহাদের পিতাও ঐ

প্রণয়ে উপাস্থত ছিলেন। অবশেষে রাজার সমক্ষে বিচার আরম্ভ হইলে সকলের ভ্রম ভাঙ্গিয়া যায়, এবং সোমদত্ত পুনর্ব্বার স্বীয় পত্নীপুত্রের সহিত মিলিত হন। ইহা ইংরাজকবি সেক্সপীয়ার রচিত গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত। হাস্যরসের উদ্দীপনাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

ভৈষজ্য রত্নাবলী—(বঙ্গানুবাদ) বাঙ্গালা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাগ্রন্থ। বিনোদলাল সেন কর্তৃক সম্পাদিত। ইহা ভৈষজ্যরত্না-বলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। ইহাতে কোন্ কোন্ রোগে কোন্ কোন্ ঔষধ বিহিত, রোগের লক্ষণ এবং ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহারের নিয়ম প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। গোবিন্দদাস বিরচিত ভৈষজ্যরত্নাবলীর একটী সংস্করণ হরলাল গুপ্ত প্রকাশিত করিয়াছেন। অমৃতলাল গুপ্ত ও উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহার এক এক সংস্করণ বাহির করিয়াছেন

ম

মডেল ভগিনী—বাঙ্গালা উপন্যাস। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত। বিকৃত শিক্ষা দ্বারা মানবের কিরূপ অধঃপতন সাধিত হয়, এবং সমাজে কিরূপ অনর্থ উৎপাদন করে, পাপের ফল কিরূপ বিষময়, পুণ্যের পরিণাম কিরূপ সুখকর, তাহাই এই উপন্যাসে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার নায়িকা কমলিনী ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিতা এবং নব্যশিক্ষিত ইংরাজি হাবভাবের অনুকরণপ্রিয় জনৈক ডেপুটীর কন্যা। কমলিনীর এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা-গর্ব্বে এরূপ স্বামী তাঁহার মনোনীত হইল না, তিনি উপন্যাসের নায়িকা হইয়া তাঁহার শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ ও বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত পবিত্র প্রণয়ে মত্ত হইলেন। তাহার স্বামী শ্বশুরালয়ে আগমন করিলে তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করিলেন ও অখাদ্য খাওয়াইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরধ্যাননিমগ্ন ব্রাহ্মণ ঈশ্বরকৃপায় তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। ইহার পর ব্রাহ্মণ কাশীযাত্রা করিলেন। কৈলাস নামক জনৈক যুবক প্রথমে কমলিনীর প্রণয়প্রত্যাশী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া সাহেব সাজিয়া বিলাত-যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। পথে গাড়ীতে কমলিনীর স্বামী ব্রাহ্মণের উপদেশে তাঁহার চৈতন্যোদয় হয়, এবং তিনি ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর ব্রাহ্মণের বৃন্দাবনধামে অবস্থানকালে কমলিনীর সহচরগণ তাঁহাকে মিথ্যা চৌর্য্যাপরাধে ধৃত করাইয়া ছিল। অনেক ক্লেশভোগের পর ব্রাহ্মণ শেষে মুক্তি পাইলেন। এদিকে কমলিনীর পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া আসি তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। তখন তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিলেন। নানাবিধ অত্যাচারে কমলিনী ভীষণ রোগে আক্রান্তা হইলেন। তাঁহার বন্ধুগণ একে একে সরিয়া গেলেন। শেষে তাঁহাকে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পচিয়া গেল। পাপের ফল ফলিল। তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। মৃত্যুকালে একবার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। হতভাগিনী স্বামীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। তখন তিনি স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া কৃত পাপের প্রায়শ্চি-ত্তের জন্য পরলোক যাত্রা করিলেন। অতঃ-পর ব্রাহ্মণ বনগমন করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন।

মণিমালা—রত্নবিষয়ক গ্রন্থ। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত। ইহার মূলভাগ সংস্কৃত অভিধান বৈদ্যক, পুরাণ ও তন্ত্রাদি হইতে সংগৃহীত এবং হিন্দি বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় অনূদিত। ইহা ব্যতীত ইংরাজী, ফরাসী, পারসী, আরবী গ্রন্থ হইতে প্রধান নবরত্ন ও উপরত্ন সম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মণিমালা বহু পরিশ্রমের ও অনুসন্ধানের ফল। ইয়ো-রোপে ইহার এত আদর যে, অধুনা যাঁহারা রত্ন বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই মণিমালা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধার এবং গ্রন্থকারের অভিমত প্রামাণিকভাবে গ্রহণ করিতে দেখা যায়।

মথুরামাহাত্ম্য—রূপ গোস্বামী প্রণীত। ইহাতে প্রাচীন পৌরাণিক বচনসমূহ দ্বারা মথুরার সংস্থান ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়—টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত। মদ্যপান যে সবি-শেষ অনিষ্টকর, এবং তদ্দ্বারা সমাজের কিরূপ দুর্গতি হইয়াছে, ভণ্ড ব্যক্তিরা অখাদ্য ভোজন করিয়াও কিরূপে সমাজ মধ্যে সগর্ব্বে বিচরণ করিতেছে, ইত্যাদি বিষয় গল্পচ্ছলে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। "টেকচাঁদ ঠাকুর" প্যারিচাঁদ মিত্রের কল্পিত নাম।

মদনমোহন—বাঙ্গালা উপন্যাস। ক্ষেত্রনাথ সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন প্রণীত। মদনমোহন মিত্র একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। জমিদার প্রজাদের উপর অত্যাচার করিলে তিনি উৎপীড়িত প্রজাগণের পক্ষ অবলম্বন করি-তেন। ইহাতে জমিদার তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন, এবং নায়েব রামনিধি ঘোষ তাঁহার শাসনার্থ প্রেরিত হন। এক দিবস কার্য্যানুরোধে তিনি সহসা স্থানান্তরে যান। সেই দিন নায়েবের প্রেরিত দস্যুগণ তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার গৃহে ডাকাতি করে। মদনমোহন গৃহে ছিলেন না, তাঁহার বাহিরের ঘরের শয্যায় বন্ধু কৃষ্ণ গোস্বামী শয়ন করিয়াছিলেন। দস্যুরা তাঁহাকেই মদনমোহন ভ্রমে হত্যা করিয়া যায়। পরে ইহা প্রকাশ পাইলে রামনিধি পুলীসের দারোগার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মদনমোহনকেই এই হত্যাপরাধে অপরাধী করেন। স্থানীয় ডেপুটী বাবুও রামনিধির বশীভূত হন। সুতরাং মদনমোহন হত্যা-পরাধে অভিযুক্ত হইয়া হাজতে যান। পরে দায়রার বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। দারোগার রক্ষিতা স্ত্রী কমলা মদনমোহনকে বাঁচাইবার জন্য গোপনে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া শেষে মদনের স্ত্রীকে লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিল।

মধুযামিনী—বাঙ্গালা উপন্যাস। ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মধ্য ভারতে বাঙ্গালা প্রদেশস্থ এক প্রেমিক প্রেমিকার চিত্র ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে।

মধুরানিরুদ্ধ—সংস্কৃত নাটক। গোপীনাথের পুত্র চন্দ্রশেখর প্রণীত। বাণরাজদুহিতা উষার সহিত অনিরুদ্ধের গুপ্তপ্রেম এই নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। নাটকখানি খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া অনুমিত হয়।

মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত (মাইকেল)—বাঙ্গালা জীবনচরিতবিষয়ক গ্রন্থ। যোগীন্দ্র-নাথ বসু প্রণীত। ইহাতে প্রসিদ্ধ কবি মাই-কেল মধুসূদন দত্তের জীবনবৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে, এবং তৎপ্রণীত কাব্য ও নাটকাদির সমালোচনা করা হইয়াছে। মাইকেলের ও অন্যান্য কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির চিত্রও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ বিস্তৃত জীবনচরিত এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে লেখকের অসাধারণ অনুসন্ধিৎসা ও পাণ্ডিত্য প্রমাণিত হইয়াছে।

মনসার ভাসান—বাঙ্গালা পাঁচালী গ্রন্থ। ক্ষেমা-নন্দ ও কেতকা দাস প্রণীত। চম্পাই নগরবাসী চাঁদ সওদাগর নামক জনৈক গন্ধবণিক্ মনসাদেবীকে অত্যন্ত দ্বেষ করিতেন। ইহাতে মনসার ক্রোধে তাঁহার ছয় পুত্র নষ্ট হয়, এবং তিনি স্বয়ং বাণিজ্যে

গমন করিলে মনসাদেবী তাঁহার সমস্ত পণ্যদ্রব্য নষ্ট করিয়া দেন ও তাঁহাকে সাতিশয় ক্লেশ প্রদান করেন। তথাপি চাঁদ সওদাগর মনসাদেবীর উপর বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ করিলেন না। পরিশেষে তাঁহার লখিন্দর নামে এক পুত্র জন্মে। নিছনি নগরের সায়বেণের কন্যা বেহুলার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। চাঁদ পূর্ব্বেই অবগত হন যে, মনসার কোপে বিবাহের রাত্রিতেই সর্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যু হইবে। এই দুর্ঘটনার প্রতিবিধানার্থ তিনি সাতাই পর্ব্বতের উপর এক লৌহময় বাসর ঘর প্রস্তুত করেন, এবং বিবাহের পর বরকন্যা তথায় রাত্রিযাপন করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, সেই লৌহময় গৃহমধ্যেও সর্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যু হইল। তখন পতিব্রতা বেহুলা মৃতপতিক্রোড়ে কলার মান্দাসে উঠিয়া ভাসিতে ভাসিতে ছয় মাসে ত্রিবেণীতে গমন করেন। তথায় নেতা ধোপানী দেবতাদের কাপড় কাচিত। বেহুলা তাহার সাহায্যে দেবলোকে উপস্থিত হইয়া নৃত্যগীত দ্বারা দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া মৃতপতিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। পরে চাঁদ সওদাগর মনসার পূজা করিবেন, বেহুলা এইরূপ আশ্বাস দিলে মনসাদেবী চাঁদের পূর্ব্ববিনষ্ট ছয় পুত্রকে বাঁচাইয়া দেন, এবং জলমগ্ন সমস্ত ধনসম্পত্তি সহ নৌকাগুলিকে জল হইতে তুলিয়া দেন। তখন বেহুলা সেই সমস্ত ধনসম্পত্তি, পতি ও ভাসুরদিগকে লইয়া দেশে আগমন করেন। অতঃপর চাঁদ সওদাগর পূর্ব্ব বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া মনসার পূজা করেন। তখন চারিদিকে মনসার পূজা প্রচার হয়। অনুমান আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ খানি রচিত হয়।

মনুসংহিতা—সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র। ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিপ্রকরণ, কালনির্ণয় এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্ম্মের লক্ষণ, ধর্ম্মানুষ্ঠানযোগ্য দেশাদি জাত কর্ম্মাদি সংস্কারবিধি, ব্রতাচারাদি এবং গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণীত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বিবাহ, পঞ্চযজ্ঞ, দানফল, অতিথিসৎকার ও শ্রাদ্ধাদি নিত্যকার্য্য নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে চারিবর্ণের জীবিকাবিধি, গৃহস্থের পালনীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রাদ্ধ, খাদ্যাখাদ্য বিধান, শৌচাশৌচ, দ্রব্যের শুদ্ধাশুদ্ধি, স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম ও সন্ন্যাসবিধি, সপ্তম অধ্যায়ে রাজধর্ম্ম, অষ্টম অধ্যায়ে ব্যবহারবিধি কথিত হইয়াছে। নবম অধ্যায়ে স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্ম, দায়ভাগ, দণ্ডবিধি এবং শূদ্রধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। দশম অধ্যায়ে বর্ণসঙ্করোৎপত্তি, ব্রাহ্মণাদির আপৎকালে উপজীবিকা নির্দ্দেশ, এবং একাদশ অধ্যায়ে অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্ণীত হইয়াছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে শুভাশুভ কর্ম্মের ফল, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম, কর্ম্মজন্য জন্মান্তর, বৈদিক কর্ম্ম, পরমাত্মজ্ঞান ও মোক্ষসাধন বিধৃত হইয়াছে। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ইহার ভাষ্য ও অনুবাদসহ এক সংস্করণ এবং কেবল বঙ্গানুবাদ এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। মথুরানাথ তর্করত্ন, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার এক একখানি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন।

মহম্মদচরিত ও মুসলমানধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—বাঙ্গালা মুসলমানী ধর্ম্মগ্রন্থ। কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রণীত। ইহাতে ইসলাম ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে আরবের অবস্থা, মহম্মদের জন্ম, কর্ম্ম, দীক্ষা ও একেশ্বর ধর্ম্মপ্রচার, শত্রুগণ কর্ত্তৃক তাঁহার উপর উৎপীড়ন, ও যুদ্ধ, মহম্মদের মৃত্যু, এবং ইসলাম ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

মহাজনী গাইড—দুর্গাচরণ শর্ম্মা ভৌমিক প্রণীত। টাকা দাদন সম্বন্ধে সাধারণ উপদেশ, খৎ, হ্যাণ্ডনোট, রেহানী খৎ, কোবালা, মোক্তারনামা, সুদ গণনার টেবল্, খৎ ও হুণ্ডির ষ্ট্যাম্প, এবং রেজিষ্টারির রসুম প্রভৃতি বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। কয়েকটি দলিলের আদর্শ, এবং সুদের তিন প্রকার হিসাবও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মহানাটক—সংস্কৃত নাটক। গ্রন্থখানি নাটকশ্রেণীতে পরিগণিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার বহুলাংশ পদ্যে রচিত; নাটকোপযোগী কথোপকথন ইহাতে অল্পই দৃষ্ট হয়। গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ ও বহু লেখনীপ্রসূত বলিয়া বোধ হয়। কথিত আছে, মহাবীর হনুমান্ এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে খোদিত করেন। খোদিত প্রস্তরের কিয়দংশ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। অনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্যের যত্নে কোন লোক সেই সকল প্রস্তর হইতে গ্রন্থের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করেন, এবং মধুসূদন মিশ্র সেই সকল অংশ যোজিত ও অপ্রাপ্ত অংশের রচনা করিয়া একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হরেস্ হেমান উইল্সন সাহেব বিক্রমাদিত্যের স্থানে ভোজরাজের এবং মধুসূদন মিশ্রের স্থানে দামোদর মিশ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মহানাটকের বিষয় রামচরিত।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। মূল ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত। স্বয়ং শিব এই তন্ত্রের বক্তা। ইহাতে উপাসনা, গৃহকর্ম্ম, দায়ভাগ, অনুষ্ঠানপ্রণালী, শক্তি উপাসনা, সাকার ও নিরাকার উপাসনার ভেদ, প্রভৃতি বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

মহামতি রাণাডে—বাঙ্গালা জীবনচরিতবিষয়ক গ্রন্থ। সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত। ইহাতে বোম্বাইবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, সংস্কারক ও বিচারপতি মহাদেব রাও গোবিন্দ রাণাডের জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

মহাভারতম্—সংস্কৃত মহাকাব্য। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত। মহারাজ জনমেজয় ব্রহ্মবধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ জন্য ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইহা অষ্টাদশ পর্ব্বে বিভক্ত। প্রথম আদিপর্ব্বে কুরুবংশের বিবরণ, ভীষ্মের উপাখ্যান, পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম, পাণ্ডুর অভিশাপ, দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতা ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার জন্ম, পাণ্ডুর মৃত্যু, পাণ্ডুপুত্রগণের হস্তিনায় আগমন ও শিক্ষা, দ্রোণাচার্য্যের বিবরণ, কুরুপাণ্ডবগণের অস্ত্রশিক্ষা, দ্রুপদের নির্য্যাতন, জতুগৃহদাহ, পাণ্ডবগণের ছদ্মবেশে ভ্রমণ, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর, লক্ষ্যবেধ, পাণ্ডবগণের রাজ্যপ্রাপ্তি, খাণ্ডবদাহ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সভাপর্ব্বে ময়দানব কর্ত্তৃক সভা নির্ম্মাণ, তাঁহাদির দিগ্বিজয়, রাজসূয় যজ্ঞ, দুর্য্যোধনের ঈর্ষ্যা, দ্যূতক্রীড়া, দ্রৌপদীর নির্য্যাতন, পাণ্ডবগণের বনবাস প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। তৃতীয় বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির কাম্যকবনে অবস্থিতি, ঘোষযাত্রা, চিত্ররথ কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের বন্ধন ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উদ্ধার, জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদী হরণচেষ্টা, দুর্ব্বাসাপারণ, অর্জ্জুনের তপস্যা ও পাশুপত অস্ত্রলাভ, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিবাতকবচ বধ, নলোপাখ্যান, রামচরিত, যুধিষ্ঠিরবকসংবাদ, প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। চতুর্থ বিরাট পর্ব্বে পাণ্ডবগণের ছদ্মবেশে বিরাট ভবনে অবস্থান, দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক গোধন হরণ ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উদ্ধার, কৃষ্ণের আগমন, সন্ধি প্রস্তাব প্রভৃতি আখ্যাত হইয়াছে। পঞ্চম উদ্যোগ পর্ব্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্যোগ বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ ভীষ্মপর্ব্বে অর্জ্জুনসমীপে শ্রীকৃষ্ণের গীতাকথন, ভীষ্মের সহিত দশম দিবস-

ব্যাপী যুদ্ধ, ভীষ্মের শরশয্যা প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। সপ্তম দ্রোণপর্ব্বে দ্রোণের সেনাপতিত্ব, অভিমন্যুবধ, জয়দ্রথবধ, দ্রোণবধ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টম কর্ণপর্ব্বে কর্ণের সেনাপতিত্ব ও নিধন, নবম শল্য পর্ব্বে শল্যবধ, দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ, বলরামের তীর্থযাত্রা বিবরণ, ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। দশম সৌপ্তিক পর্ব্বে অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক রজনীতে পঞ্চ পাণ্ডব ব্যতীত সমস্ত সৈন্যের বিনাশ, দুর্য্যোধনের মৃত্যু, অর্জ্জুনের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ, অর্জ্জুনের ব্রহ্মাস্ত্র ও অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক ব্রহ্মশিরা অস্ত্রত্যাগ, অশ্বত্থামার শিরোমণি প্রদান, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উত্তরার গর্ভরক্ষা প্রভৃতি আখ্যাত হইয়াছে। একাদশ স্ত্রী পর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী প্রভৃতির বিলাপ, কৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অভিশাপ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। দ্বাদশ শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের শোক, মোক্ষধর্ম্ম কথন, ব্যাসের উপদেশ, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক, যুধিষ্ঠিরের নিকট ভীষ্ম কর্ত্তৃক রাজধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, আত্মজ্ঞান প্রভৃতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ অনুশাসন পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে, ভীষ্ম কর্ত্তৃক বিবিধ উপাখ্যান ও ধর্ম্মকথন, চতুর্দ্দশ অশ্বমেধ পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ, মরুত্ত রাজার যজ্ঞবৃত্তান্ত, উত্তঙ্কোপাখ্যান, অশ্বসহ অর্জ্জুনের পৃথিবী পর্য্যটন, অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্তি প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। পঞ্চদশ আশ্রমবাসিক পর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রাদির বনগমন, ব্যাস কর্ত্তৃক সকলকে মৃত আত্মীয়গণকে প্রদর্শন, দাবদাহে ধৃতরাষ্ট্রাদির মৃত্যু প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ষোড়শ মৌষল পর্ব্বে যদুবংশ বিনাশ এবং সপ্তদশ মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বে ভ্রাতৃগণসহ যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান ও ভীমাদির মৃত্যু কথিত হইয়াছে। অষ্টাদশ স্বর্গারোহণ পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গে আত্মীয়গণের সহিত সম্মিলন, মহাভারতের মাহাত্ম্যাদি ও ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে। সমগ্র মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষ।

বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে, হিতবাদী প্রেস হইতে এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক ইহার মূলানুযায়ী এক একটি বাঙ্গালা অনুবাদ গদ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কাশীরাম দাস বাঙ্গালা পদ্যে ইহার এক অনুবাদ করেন। মূল মহাভারত হইতে এই অনুবাদের কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বটতলা হইতে ইহার অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কাশীরামের রচনার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন ;—সঞ্জয় ; (পরাগল খাঁর আদেশে) কবীন্দ্র পরমেশ্বর ; (পরাগলপুত্র ছোটী খাঁর আদেশে) শ্রীকর নন্দী (কেবল অশ্বমেধ পর্ব্ব) ; দ্বিজ রঘুনাথ ; ষষ্ঠীবর সেন ; রাজেন্দ্রদাস (আদি পর্ব্ব) ; গোপীনাথ দত্ত (দ্রোণপর্ব্ব) ; গঙ্গাদাস সেন (অবাদি ও অশ্বমেধ পর্ব্ব)। প্রতাপচন্দ্র রায় মূল অনুযায়ী বাঙ্গালা গদ্যে মহাভারতের একখানি অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন ; তাহার একখানি ইংরাজী অনুবাদও তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজকৃষ্ণ রায় ইহার এক পদ্যানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সমগ্র মহাভারতখানি নাট্যকাব্যে প্রণয়ন করিয়াছেন।

মহাবংশ—ইতিহাসগ্রন্থ। এই গ্রন্থ পালিভাষায় লিখিত। বঙ্গদেশে সিংহবাহু নামে জনৈক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিজয়সিংহ রাজ্যমধ্যে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে রাজা তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। বিজয়সিংহ সাতশত সঙ্গী লইয়া জলপথে লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন। তত্রত্য অধিষ্ঠাতৃদেব তাপসমূর্ত্তিতে তাঁহাদিগকে দর্শন দেন, এবং যক্ষমায়া হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের গাত্রে কমণ্ডলুর জলসেচন ও হাতে মায়াবারক সূত্র বাঁধিয়া দেন। পরে এক যক্ষিণী কুকুরীবেশে তথায় আসিলে বিজয়ের জনৈক অনুচর গ্রামের সন্ধানে তাহারপশ্চাৎ গমন করিল। অতঃপর যক্ষিণী কুবেনীর নিকট উপস্থিত হইয়া এক সরোবর তীরে উপবেশন করিল। অনুচর ঐ সরোবরে স্নান করিয়া মৃণালাদি ভক্ষণ করিল, তাহাতে সে মায়ামোহিত হইল। কিন্তু তাহার হস্তে মায়াবারক সূত্র থাকায় যক্ষিণী তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিল না। যক্ষিণী তাহাকে ঐ সূত্র ত্যাগ করিতে বলিল। কিন্তু সে উহা ত্যাগ না করায় যক্ষিণী তাহাকে ভূগর্ভস্থ এক গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। এইরূপে সাতশত অনুচরই একে একে বন্দী হইল। তখন বিজয়সিংহ স্বয়ং গিয়া যক্ষিণীকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন। তখন যক্ষিণী তাঁহাকে বিবাহ করিয়া অনুচরদিগকে মুক্ত করিয়া দিল। কিন্তু মানবকে বিবাহ করায় রুষ্ট যক্ষগণ তাহাকে হত্যা করিল। পরে বিজয় পাণ্ডবংশীয় এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া সিংহলে রাজ্য স্থাপন করিলেন।

মহাবীরচরিত—সংস্কৃত নাটক। মহাকবি ভবভূতি প্রণীত। রামচরিত্র বর্ণনই ইহার উদ্দেশ্য। ইহাতে রামের বিবাহ হইতে বনবাস, সীতাহরণ, লঙ্কাযুদ্ধ, রাবণবধ, রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। তবে রামায়ণে এই সকল বিষয় যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে কোন কোন স্থানে তাহা হইতে বিভিন্নভাবে সেই সকল বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকাকারে ইহার একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

মহিলা—বাঙ্গালা কাব্য। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। নারীজাতিই যে মানবজীবনের সর্ব্বক্ষণে সর্ব্বতোভাবে সহায়, শৈশবে মাতৃরূপে এবং যৌবনে জায়ারূপে রমণীই যে পুরুষকে স্নেহ ও ভালবাসা প্রদানে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে, অশান্তিময় সংসারে নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া রমণীই শান্তির পবিত্র নিকেতন সৃজন করে, এই তত্ত্বই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

মাণ্ডুক্য উপনিষৎ—উপনিষৎ দেখ।

মাধবনিদানম্—সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থ। মাধবকর প্রণীত। ইহাতে ব্যাধির পঞ্চ লক্ষণ, জ্বরনিদান, অতীসার নিদান প্রভৃতি রোগলক্ষণসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। গন্ডালের ঠাকুর সাহেব প্রণীত A Short History of the Aryan Medical Science গ্রন্থে দেখা যায় যে, এই মাধব কর সায়নের ভ্রাতা এবং মাধবাচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন। গলকণ্ডা প্রদেশে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রকুমার কবিভূষণ, দেবেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ সেন, এবং উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহার এক একখানি সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন।

মাধবসাধনম্—সংস্কৃত নাটক। নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ন প্রণীত। ধ্রুবের মাধবসাধন আখ্যান অবলম্বনে এই নাটকখানি অনুমান ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। গ্রন্থকারের ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষায় কয়েকবার ইহার অভিনয় করিয়াছিলেন।

মাধবীকঙ্কণ—বাঙ্গালা উপন্যাস। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। বীরনগরের জমিদার বীরেন্দ্রনাথ দত্ত মৃত্যুকালে স্বীয় জমিদারী ও শিশুপুত্র নরেন্দ্রের ভার দেওয়ান নবকুমারের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। কিন্তু নবকুমার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সমস্ত জমিদারী আপনার নামে করিয়া লইলেন, এবং নরেন্দ্রকে পোষ্যবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। নবকুমারের কন্যা হেমলতার সহিত নরেন্দ্রের প্রণয় জন্মিয়াছিল, কিন্তু নবকুমার তাহাতেও বাধা দিলেন। তিনি শ্রীশ নামক এক মাতাপিতৃহীন বালককে

ভাবী ভ্রাতার স্থির করিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। একদা শ্রীশ ও নরেন্দ্রের মধ্যে বিবাদ হওয়ায় উদ্ধতপ্রকৃতি নরেন্দ্র শ্রীশকে জলে ফেলিয়া দেন। মাঝিরা তাঁহাকে উদ্ধার করে। নবকুমার ইহা শুনিয়া নরেন্দ্রকে তিরস্কার করিলে নরেন্দ্র উদ্ধতভাবে তাঁহার কথার উত্তর দেন তখন নবকুমার তাঁহাকে বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করেন। অভিমানী নরেন্দ্র দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান। যাইবার সময় তিনি হেমলতার সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ তাঁহার হস্তে মাধবীলতার এক কঙ্কণ পরাইয়া দেন। পরে নরেন্দ্র রাজমহলে গিয়া সুজার সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হন। কাশীতে জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুজা পলায়ন করেন। নরেন্দ্র সেই যুদ্ধে আহত হইয়া মোগল-শিবিরে নীত হন। শাজাহানের কন্যা জেহান আরার দাসী জেলেখার শুশ্রূষায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন। জেলেখা নরেন্দ্রকে ভালবাসে ও তাহাকে পাইবার জন্য উন্মত্ত হয়। জেহান আরা এই সংবাদ অবগত হইয়া নরেন্দ্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। জেলেখা কৌশলে তাঁহার প্রাণরক্ষা করে। অতঃপর নরেন্দ্র যশোবন্তসিংহের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইলে জেলেখা দেওয়ানরূপে তাঁহার অনুগমন করে। নরেন্দ্র এ পর্য্যন্ত হেমলতাকে ভুলিতে পারেন নাই। একদা জেলেখা তাঁহার মুখে হেমলতার নাম শুনিয়া ঈর্ষান্বিতা হয়। সে হেমলতাকে বিস্মৃত করাইয়া নরেন্দ্রকে আপনার করিবার জন্য বহু কৌশল করে, কিন্তু তাহার সমস্ত কৌশলই ব্যর্থ হইয়া যায়। এদিকে শ্রীশের সহিত হেমলতার বিবাহ হইয়াছিল। নবকুমার পরলোক গমন করিলে শ্রীশই জমিদারীর অধিকারী হইয়াছিলেন। শ্রীশ তীর্থভ্রমণোপলক্ষে সস্ত্রীক আগ্রায় আসিয়াছিলেন। নওরোজার দিন জেলেখা নরেন্দ্রকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া নওরোজের বাজারে লইয়া যায়। তথায় নরেন্দ্র হেমলতাকে মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পান। অতঃপর তিনি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া জেলেখার একখানি পত্র পান। সে পত্রে জেলেখা আত্মহননভাব ব্যক্ত করিয়াছে এবং মথুরায় গোলোকনাথের মন্দিরে গেলে হেমের সহিত সাক্ষাৎ হইবে লিখিয়াছে। পত্র লিখিবার পর জেলেখা আত্মহত্যা করে। নরেন্দ্র গোলোকনাথের মন্দিরে গিয়া হেমলতার সাক্ষাৎ পান। হেমলতা তাঁহাকে পূর্ব্বপ্রণয় বিস্মৃত হইতে বলিয়া এবং অনেক উপদেশ দিয়া তাঁহার বিদায়কালীন প্রদত্ত মাধবীকঙ্কণটী ফিরাইয়া দেন। নরেন্দ্র সেই কঙ্কণ যমুনা-জলে নিক্ষেপ করিয়া সন্ন্যাসী হন। হেমলতা স্বামী ও পুত্রকন্যা লইয়া সংসারে সুখী হন। এই উপন্যাস অতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া এমারেল্ড ও পরে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। ১৯০৯ খ্রীঃ গ্রন্থকার স্বয়ং "The slave Girl of Agra" নাম দিয়া মাধবীকঙ্কণের ইংরাজী অনুবাদ বাহির করিয়াছেন।

মান—বাঙ্গালা নাটক। বৈকুণ্ঠনাথ বসু প্রণীত। এই নাটকখানি শ্রীকৃষ্ণের মধুরলীলা অবলম্বনে রচিত। শ্রীরাধার 'মান'ই ইহার প্রধান লক্ষ্যীভূত বিষয়। এই নাটকখানিতে কৃষ্ণলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার চেষ্টা স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। ইহাতে যে গানগুলি আছে, তাহার সকলই মহাজনপদাবলী হইতে উদ্ধার করিয়া ইহাতে সুকৌশলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

এই নাটকখানি গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সুরলয়ে গঠিত হইয়া এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হইবার সময় মর্ম্মগ্রাহী কৃতবিদ্যগণের বিশেষরূপে আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল।

মানসী—বাঙ্গালা কাব্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে প্রেম, মিলন, বিরহ, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। মৌখিক দেশহিতৈষীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটী কবিতা লিখিত হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—চণ্ডী দেখ। নবীনচন্দ্র সেন ইহার মূল ও পদ্যানুবাদ বাহির করিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ মিত্র এবং দেবেন্দ্রবিজয় বসু "মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ও চণ্ডীমাহাত্ম্য" নাম দিয়া ইহার এক সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। হিতবাদী প্রেস হইতে কেবল ইহার মূল বাহির হইয়াছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ—পুরাণ দেখ। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ইহার এক সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

মায়াকানন—বাঙ্গালা বিয়োগান্ত নাটক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। সিন্ধুদেশের সন্নিকট "মায়াকানন" নামে একটী কানন ছিল। সেই কাননে একটি পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি ছিল। সূর্য্য যে দিন কন্যারাশিতে গমন করে, সেই দিনে কেহ দেবীমূর্ত্তির চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলে সে আপনার ভাবী স্ত্রী বা স্বামীকে দেখিতে পাইত। গান্ধারদেশের ভূতপূর্ব্ব রাজা মকরধ্বজ ধূমকেতু নামক অনেক ব্যক্তি কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া বণিক্‌বেশে সিন্ধুদেশে বাস করিতেন। তাঁহার কন্যা ইন্দুমতী সখী সুনন্দার সহিত একদিন মায়াকাননে আসিয়া মূর্ত্তিপদে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। পরক্ষণেই সিন্ধুরাজপুত্র অজয় আসিয়াও ঐরূপ করিলেন। তখন পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। অজয়ের পরিচয় ইন্দুমতী পাইলেন। কিন্তু অজয় ইন্দুমতীর পরিচয় না পাইলেও ইঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না বলিয়া দেবীর সম্মুখে অঙ্গীকার করিলেন। অজয়ের পিতার ইচ্ছা যে পাঞ্চালরাজদুহিতার সহিত অজয়ের বিবাহ হয়। কিন্তু অজয়ের মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া অজয়ের ভগ্নী শশিকলার মুখে প্রকৃত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত হতাশ হইলেন। অল্পদিন পরে রাজা লোকান্তর গমন করিলে, অজয় পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। পাঞ্চাল-রাজ পুনরায় তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। অজয় অসম্মতি-ভাব প্রকাশ করিলে, পাঞ্চালরাজের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। অরুন্ধতী তপস্বিনী সিন্ধুরাজ্যে বাস করিতেন, এবং ইন্দুমতী ও অজয়কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা করিয়া তিনি রাজমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ধূমকেতুর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, গান্ধারের ভূতপূর্ব্ব রাজার কন্যা ইন্দুমতীর সহিত সিন্ধুরাজ্যে গোপনে বাস করিতেছেন। ধূমকেতু এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ইন্দুমতীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়া অজয়ের নিকট এক দূত পাঠাইলেন। ধূমকেতুর ইচ্ছা, তাঁহার পুত্র জয়কেতুর সঙ্গে ইন্দুমতীর বিবাহ হয়। অরুন্ধতীর অনুরোধে ইন্দুমতী সিন্ধুরাজ্যের মঙ্গলার্থে ধূমকেতুর নিকটে যাইতে স্বীকৃতা হন। অজয় দেখিলেন, পাঞ্চালরাজ অথবা গান্ধাররাজের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য এবং ইন্দুমতীকে পাইবার আশাও নাই। তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন। পরে কথিত দিবসে গান্ধারদূতের হস্তে ইন্দুমতীকে দিবার অভিপ্রায়ে মায়াকাননে আসিয়া দেখিলেন যে, ইন্দুমতী দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে আত্মঘাতিনী হইয়াছেন এবং তাঁহার সখী সুনন্দাও বিষ ভক্ষণে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অজয়ও উন্মত্ত হইয়া আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তথাপুণ্ড মুনি আসিয়া বলিলেন যে, ইন্দিরা নাম্নী এক প্রাচীনবংশীয়া পরম রূপবতী রাজকন্যা রতিদেবী কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া পাষাণ-

মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মায়াকাননে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহা হইতে অধিকতর সুন্দরী মূর্ত্তি সম্মুখে আত্মঘাতিনী হইলে তিনি শাপমুক্তা হইবেন; ইন্দুমতী আত্মঘাতিনী হইবামাত্রই পাষাণমূর্ত্তি ভূপতিত হইল। পরে দৈববাণী হইল যে, যে অজয় ও ইন্দুমতী গন্ধর্ব্বকুলে জাত, দুর্ব্বাসার অভিশাপে উহারা মানবজন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। দেববাণীর নির্দ্দেশে শশিকলা গান্ধাররাজ পুত্র জয়কেতুর সহিত বিবাহিতা হইয়া পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইলেন।

"মায়াকানন" গ্রন্থকারের শেষ রচনা। মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া, কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্যপ্রাপ্তির আশায় তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য এই নাটকখানি রচনা করেন। উক্ত থিয়েটারে ইহা ১৮৭৪ খ্রীঃ ১৮ই এপ্রেল প্রথম অভিনীত হয়। কিন্তু অভিনয়ে তাদৃশ সাফল্য হয় নাই।

গ্রন্থকারের জীবনচরিত-প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেন যে,এই গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের বিষাদময় জীবনের ছায়াপাতস্বরূপ।

মায়াতরু—নাট্যগীতি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। চিত্রভানু নামক জনৈক গন্ধর্ব্বের কন্যা মানবের পাণিগ্রহণ করে, এবং তাহার গর্ভে এক সন্তান উৎপন্ন হয়। সেই সন্তানকে গোপনে পিতার নিকট রাখিয়া কন্যা পলায়ন করে। গন্ধর্ব্বকন্যা হইয়া মনুষ্যকে বিবাহ করায় চিত্রভানু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, এবং স্বীয় দৌহিত্র ও তাহার সঙ্গীদের হৃদয়ে স্ত্রীজাতির প্রতি বিরাগ ভাব উৎপাদন করিয়া দেন। অতঃপর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দৌহিত্র ও তাঁহার সঙ্গীগণ পুনরায় স্ত্রীলোকের প্রণয়ে মুগ্ধ হয় ও তাহাদিগের পাণিগ্রহণ করে।

এই নাট্যগীতিখানি ১৮৮১ খ্রীঃ প্রথমে ন্যাসনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়।

মায়ার খেলা—বাঙ্গালা গীতিনাট্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। এই পুস্তকে কথোপকথনভাগ সমস্তই গীতাকারে রচিত। একদা নববসন্ত যামিনীতে মায়াকুমারীগণ মায়ার খেলা খেলিতে ইচ্ছা করিল। নায়ক অমরকুমার তাহাদের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া স্বীয় মনোমত নায়িকার অন্বেষণে বাহির হইল। শান্তা তাঁহাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু তিনি তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না। অনেক ঘুরিয়া শেষে তিনি প্রমদার উদ্যানে উপস্থিত হইলেন, এবং প্রমদাকে দেখিয়া আত্মহারা হইলেন। প্রমদাও তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। প্রমদাকে ভালবাসিয়া যাঁহারা তাঁহার উপাসনা করিতেছিল, প্রমদা তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না। অতঃপর অমর প্রমদার নিকট স্বীয় বাসনা ব্যক্ত করিলে সখীগণ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিল। অমর নিরাশ হইয়া গৃহে আসিলেন এবং শান্তার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। উভয়ের মিলনকালে সহসা বিরহকাতরা প্রমদা দীনভাবে তথায় প্রবেশ করিলেন। অমর সঙ্কটে পড়িলেন। কিন্তু শেষে শান্তার সহিতই অমরের মিলন হইল। প্রমদা শুষ্কহৃদয় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

এই গীতিনাট্যখানি শিক্ষিতা মহিলাগণ দ্বারা বেথুন কলেজে প্রথমে অভিনীত হয়।

মালতী মাধব—সংস্কৃত নাটক। মহাকবি ভবভূতি প্রণীত। রচনাকাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয়। বিদর্ভ দেশে কুণ্ডিনপুর নগরে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার ভূরিবসু ও দেবরাত নামে দুইজন মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রিদ্বয় সৌহৃদ্যবশতঃ পরস্পর প্রতিজ্ঞা করেন যে, উভয়ের মধ্যে পুত্র ও কন্যা জন্মিলে তাহাদিগকে পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে। যথাকালে দেবরাতের মাধব নামে পুত্র ও ভূরিবসুর মালতী নামে এক সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। মালতী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে রাজার নন্দন নামে অন্য এক সচিব মালতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে রাজাও তজ্জন্য ভূরিবসুকে অনুরোধ করেন। রাজার অসন্তোষের ভয়ে ভূরিবসু ইহাতে অসম্মত করিতে পারিলেন না। কিন্তু এদিকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের সম্ভাবনা দর্শনে পদ্মাবতী নগরবাসিনী কামন্দকী নাম্নী পরিব্রাজিকাকে কৌশলে মাধবের সহিত মালতীর মিলনব্যাপার সম্পাদনের ভারার্পণ করিলেন। তৎকালে মাধব স্বীয় বয়স্য মকরন্দসহ কামন্দকীর আশ্রমে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। মালতী বা মাধব কেহই স্ব স্ব পিতার প্রতিজ্ঞার কথা জানিতেন না। অনন্তর কামন্দকীর চেষ্টায় পরস্পর সন্দর্শনে উভয়েরই হৃদয়ে প্রণয়বীজ অঙ্কুরিত হইল, এবং কামন্দকী ও তাঁহার শিষ্যা অবলোকিতার যত্নে তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকার সহিত মকরন্দের প্রণয় জন্মিল। অতঃপর রাজাজ্ঞায় নন্দনের সহিত মালতীর বিবাহোদ্যোগ হইল। তখন মাধব মালতী লাভে হতাশ হইয়া রজনীতে গৃহত্যাগপূর্ব্বক শ্মশানে প্রবেশ করিলেন। ঐ শ্মশানে করালী নামে এক কালী ছিলেন। অঘোরঘণ্ট নামে এক কাপালিক ও কপালকুণ্ডলা নামে তাঁহার শিষ্যা মন্ত্রসিদ্ধির জন্য নিদ্রিতা মালতীকে হরণ করিয়া শ্মশানে আনিলেন, তাঁহারা মালতীকে বলিদানার্থ উদ্যোগ আসিয়া মাধব আসিয়া কাপালিককে সংহারপূর্ব্বক মালতীকে উদ্ধার করিলেন। অনন্তর কামন্দকীর কৌশলে মালতীবেশধারী মকরন্দের সহিত নন্দনের বিবাহ হইল, এদিকে কামন্দকীর আশ্রমে প্রকৃত মালতীর সহিত মাধবের পরিণয় হইয়া গেল। পরে মকরন্দ রাত্রিকালে মদয়ন্তিকাকে পরিচয় দিয়া এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে আসিবার পথে ধৃত হইলেন। রাজসৈন্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। মাধব এ সংবাদ পাইয়া বয়স্যের সাহায্যার্থ গমন করিলেন। এই সময়ে প্রতিহিংসাপরায়ণা কপালকুণ্ডলা আসিয়া মাধবীকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। যুদ্ধে মাধব ও মকরন্দ জয়লাভ করিলেন। রাজা তাঁহাদিগের বীরত্বদর্শনে মুগ্ধ হইলেন। অতঃপর সকলেই মালতীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সৌদামিনী নামে কামন্দকার এক শিষ্যা কপালকুণ্ডলার হস্ত হইতে মালতীকে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে মাধবের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। তখন সকলেরই মনোরথ পূর্ণ হইল।

লোহারাম শিরোরত্ন কৃত ইহার একখানি পদ্যানুবাদ আছে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকাকারে ইহার একখানি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটীতে অভিনয় হইবার জন্য রামনারায়ণ তর্করত্ন মূল মালতীমাধব অবলম্বনে একখানি নাটক রচনা করেন। ১৮৬৭ খ্রীঃ ৩১শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার এই নাটকখানি উক্ত রাজবাটীতে প্রথমে অভিনীত হয়। সেখানে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় সৌদামিনীর চরিত্র অভিনয় করিয়া সুললিত গানে শ্রোতৃবর্গের সম্যক্ তৃপ্তিদান করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ ২১শে মার্চ্চ বেঙ্গল থিয়েটারে ইহার প্রথম অভিনয় হইয়াছিল।

মালবিকাগ্নিমিত্র—সংস্কৃত নাটক। মহাকবি কালিদাস প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিদিশার রাজা অগ্নিমিত্র মহিষী ধারিণীর গৃহে পরিচারিকারূপে অবস্থিতা মালবিকার চিত্র দর্শনে অধীর হন। কিন্তু মহিষীর ক্রোধের ভয়ে তাহা অপ্রকাশ থাকে; পরে প্রকৃত মালবিকাকে দেখিবার জন্য তিনি কৌশলে অভিনয়ের উদ্যোগ করেন। তথায় অভিনেত্রীরূপে মালবিকাকে দেখিয়া রাজা মুগ্ধ হন। পরে একদা তিনি উদ্যানে মালবিকার সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার সহিত প্রেমালাপ করিতেছিলেন। দ্বিতীয়া মহিষী ইরাবতী ইহা দেখিয়া ক্রুদ্ধা হন,

এবং ধারিণীকে বলিয়া মালবিকাকে কারারুদ্ধ করেন। রাজা কৌশলে বিদূষকের দ্বারা তাঁহাকে উদ্ধার করেন। অতঃপর ধারিণী মালবিকার উপর প্রসন্না হন। এই সময়ে প্রকাশ হয় যে, মালবিকা রাজা মাধবসেনের ভগিনী। *মাধবসেন রাজ্যচ্যুত হইলে তাঁহার মন্ত্রী অগ্নিমিত্রের সহিত মালবিকার পরিণয় জন্য গোপনে লোকসমভিব্যাহারে মালবিকাকে বিদিশারাজ্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু দৈবদুর্ঘটনায় মালবিকা সঙ্গীহীনা* হইয়া রাজগৃহে পরিচারিকা পরিচয়ে উপস্থিত হইতে বাধ্য হন। অতঃপর মহিষী ধারিণী অগ্নিমিত্রের সহিত মালবিকার পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করাইয়া প্রণয়িযুগলের মিলন করাইয়া দেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত ইহার এক নাটকীয় বঙ্গানুবাদ আছে। রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইহার অনেক পূর্ব্বে মূল অবলম্বনে একখানি নাটক প্রণয়ন করেন। পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটীসংলগ্ন ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে যে ষ্টেজ বাঁধা হয়, তাহাতে এই নাটকখানির অভিনয় হয়। রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন কঞ্চুকীর চরিত্র অভিনয় করিয়াছিলেন।

মিঠেকড়া—বাঙ্গলা ব্যঙ্গকাব্য। শ্রীরাহু প্রণীত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের কতকগুলি কবিতাকে ব্যঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে ইহা লিখিত। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ রাহু নাম ধারণ করিয়া এই ব্যঙ্গকাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন।

মিত্রবিলাপ—বাঙ্গালা কাব্য। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কোন মিত্রের পরলোকগমনে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এই কাব্য লিখিত হইয়াছে। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায়, রজনীতে, নদীতীরে, মিত্রপত্নী সন্দর্শনে প্রভৃতি যে যে স্থান ও সময় দর্শন করিয়া মিত্রকে স্মরণ হইয়াছে, সেই সেই স্থান ও সময়কে লক্ষ্য করিয়া এই শোকাবেগপূর্ণ কাব্য রচিত হইয়াছে।

মীমাংসাদর্শন—দর্শন দেখ।

মীরকাশিম—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। গ্রন্থকার এতদ্দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাবসংস্থাপনের এবং তাহাদের হৃদয়ে স্বদেশপ্রেমিকতার ভাব উদ্দীপিত করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এতদুদ্দেশে তিনি গ্রন্থের নায়ক ইংরেজকৃত বাঙ্গালার নবাব কাশিম আলি খাঁকে একজন প্রকৃত বীরপুরুষরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, এবং তকি খাঁকে সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই গ্রন্থকার তারা-চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। তারা দেশমধ্যে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে পরস্পরের সহিত কলহ-বিবাদ করিতে নিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছে। *এই নাটকখানি ১৯০৭ খ্রীঃ মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়।*

মীরকাসিম—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত। ইহাতে কাশিম আলি খাঁর সিংহাসনারোহণকাল হইতে ইংরেজ কোম্পানির হস্তে তাঁহার পরাভব ও পতন পর্য্যন্ত তাবৎ ঘটনা বিবৃত। ইহাতে লেখকের মৌলিকতা ও গবেষণাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

মীরাবাই—বাঙ্গালা ধর্ম্মমূলক নাটক। রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। চিতোরের রাণা কুম্ভের মহিষী মীরাবাই সাতিশয় হরিভক্তিপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে রাণাও ভক্তিমান্ হন। মীরার এই ভক্তিপ্রাণতার খ্যাতি দিল্লীশ্বর আকবরের কর্ণে প্রবেশ করিলে তিনি এই মহীয়সী মহিলাকে দর্শনার্থ তানসেনের সহিত বৈষ্ণববেশে চিতোরে আসেন, এবং মীরাকে দেখিয়া ও তাঁহার ভক্তিমূলক সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হন। তিনি এক বহুমূল্য মুক্তামালা গোবিন্দজীকে দান করিয়া প্রস্থান করেন। রাণার সহচর রসকুম্ভ এই ব্যাপার অবগত হইয়া ঐ মুক্তামালার লোভে এই সংবাদ বিকৃতভাবে রাণার নিকট প্রকাশ করেন। তাহাতে রাণা মীরাকে দুশ্চারিণী জ্ঞানে ভূগর্ভে প্রোথিত করিবার আদেশ দেন। মীরা শ্রীহরির কৃপায় এই অপমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পান। তখন রাণা রসকুম্ভকে মিথ্যাবাদী বলিয়া কারারুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে মীরা স্বামীকে বহু অনুনয় করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন। তথাপি সেই লোভী মীরার অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ক্রমে মীরা যে অবিশ্বাসিনী ও ডাকিনী, ইহা রাণাকে প্রত্যয় করাইয়া দিলেন। রাণা ক্রোধে মীরাকে দূর করিয়া দিলেন। মীরা বৃন্দাবনে গমন করিয়া রূপগোস্বামীর শিষ্যারূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অতঃপর রসকুম্ভের পত্নীর প্রমুখাৎ কুম্ভ মীরাকে নির্দ্দোষ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি পত্নীর উদ্দেশে বৃন্দাবনে গমন করিলেন। মীরা স্বামীর সকল অপরাধ বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে ভগবানের যুগলরূপ দর্শন করাইলেন।

এই নাটকখানি প্রথমে গ্রন্থকার প্রতিষ্ঠিত বীণা থিয়েটারে অভিনীত হয়।

মুকুলমুঞ্জরা—বাঙ্গালা [illegible] মিলনান্ত নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। পাণ্ডিয়ান অধিপতি বীরসেনের সন্তান না হওয়ায় তিনি অচ্যুতানন্দ নামক এক যোগিদ্বারা একটী যজ্ঞ সম্পাদন করেন। যজ্ঞফলে মহিষী অহল্যার গর্ভে তারা নাম্নী কন্যা ও মুকুল নামক পুত্রের জন্ম হয়। *রাজা অসময়ে পুত্রমুখ সন্দর্শন করায় মুকুল ধী-বিহীন হইলেন, তাঁহার মানসিক বৃত্তিসমূহ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইল না। এতদ্দর্শনে রাজা দুঃখিত হইয়া পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন।* নবরাজ্ঞীর গর্ভে ক্ষিতিধর নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নবরাজ্ঞী সপত্নীর প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া একদা রাজাকে বলেন যে, মুকুল তাঁহার পুত্র ক্ষিতিধরকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া রাজা মুকুলকে বধ করিতে আজ্ঞা দেন। অহল্যা কন্যা পুত্র লইয়া বনমধ্যে পলায়ন করেন। পলায়নকালে নর্ম্মদানদীতে তাঁহার নৌকা মগ্ন হয়। তারা ও মুকুল ধীবরকর্ত্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া অচ্যুতানন্দের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। অহল্যাও রক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রকন্যার সন্ধান পান নাই। পাছে মুকুলের বিবরণ কাহারও শ্রুতিগোচর হয়, এই ভয়ে তারা অন্যের নিকট মূক বলিয়া পরিচিত হইতে সন্ন্যাসীর নিকট প্রতিশ্রুত হন। অচ্যুতানন্দের আশ্রম কেরোলী রাজ্যমধ্যে এবং রাজধানীর সন্নিকটে অবস্থিত। এদিকে কেরোলী রাজকন্যা মুঞ্জরার সহিত ক্ষিতিধরের বিবাহের প্রস্তাব হয়। রাজা বীরসেন তখন মনোদুঃখে কাশীবাসী হইয়াছিলেন। ক্ষিতিধরের মাতা পুত্রসহ কেরোলীরাজ্যে উপস্থিত হন। কিন্তু ক্ষিতিধর এ বিবাহে অনিচ্ছুক। সে লম্পট ও উগ্রস্বভাব। সে চঞ্চলা নাম্নী উপপত্নীর নিকট বিবাহ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। এদিকে কেরোলীর সৈন্যাধ্যক্ষ সুষেণ মনে মনে মুঞ্জরার পাণিপ্রার্থী ছিল। যাহাতে ক্ষিতিধরের সহিত বিবাহসম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, এই অভিপ্রায়ে সে ক্ষিতিধরের সহিত পরামর্শ করিয়া বরুণচাঁদ নামক জনৈক অহিফেনসেবীকে ক্ষিতিধর বলিয়া রাজার নিকট পরিচিত করিয়া দিল। এই সময়ে একদা যুবরাজ চন্দ্রধ্বজ তারাকে দেখিতে পান, এবং তাঁহার অসাধারণ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি অনুরক্ত হন। মাতার সহিত মুঞ্জরা দেবপূজা করিতে গিয়া মুকুলের দর্শন পাইলেন। প্রথম দর্শনেই উভয়ের

মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হইল। এই ভালবাসার বলে মুকুলের মানসিক বৃত্তি-সমূহ ক্রমে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। অতঃপর পাছে ক্ষিতিধ্বজের সহিত বিবাহ হয়, এই আশঙ্কায় মুঞ্জরা বনমধ্যে পলায়ন করিল। তথায় সে মুকুলের সহিত মিলিত হইল। রাজাও কন্যাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং কন্যা একজন দরিদ্রকে আত্মসমর্পণে উদ্যত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। চন্দ্রধ্বজও বনে গিয়া তারার সহিত মিলিত হইলেন। তারাও অন্তরের সহিত যুবরাজকে ভাল-বাসিয়াছিল। অতঃপর অচ্যুতানন্দ পরীক্ষা দ্বারা ইহাদের প্রেমের নিঃস্বার্থতা অবগত হইয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন। এই সময় বীরসেন তথায় উপস্থিত হইলেন। কেরোলীরাজ মুকুলের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং মুকুলের সহিত মুঞ্জরার এবং তারার সহিত চন্দ্র-ধ্বজের পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিলেন। বরুণচাঁদের কৌশলে সুষেণ ধৃত হইয়া রাজসমীপে আনীত হইল। অচ্যুতানন্দের অনুরোধে রাজা তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

এই নাটক ১৮৯৩ খ্রীঃ ৫ই ফেব্রুয়ারি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্ (সটীক ও সানুবাদ)—বোপদেব গোস্বামী কৃত সংস্কৃত ব্যাকরণ। সুবলচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত। ইহাতে মূল সূত্র, দুর্গাদাস ও রামতর্কবাগীশের টীকা, মূলের ও টীকার অনুবাদ, পদসাধনপ্রণালী, শব্দরূপ ও ধাতুরূপ প্রণালী, উণাদি প্রত্যয় প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য শব্দ, ধাতু, সংজ্ঞা, আদেশ, কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিতপ্রত্যয় এবং সূত্রের সূচী বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নিরক্ষর সামান্য ব্যক্তিরাও তোষামোদের সাহায্যে কৌশলে কিরূপে উচ্চ পদ লাভ করে, মুচিরাম গুড় নামক এক ব্যক্তির জীবনচরিত বর্ণনা দ্বারা উহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

মুণ্ডক উপনিষৎ—উপনিষৎ দেখ।

মুদ্রারাক্ষস—সংস্কৃত নাটক। বিশাখ দত্ত প্রণীত। মহামতি চাণক্য কূটনীতি-বলে নন্দকে সংহার করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে পাটলি-পুত্রের সিংহাসনে স্থাপিত করেন। অতঃপর নন্দের মন্ত্রী রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের উচ্ছেদ ও নন্দবংশের সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। কিন্তু কূটনীতি-বিশারদ চাণক্য তাঁহার সকল ষড়যন্ত্র বিফল করিয়া দেন এবং পরিশেষে তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের অমাত্য-পদ গ্রহণে বাধ্য করা-ইয়া চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই এই নাটকের মূল উপাখ্যান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকাকারে ইহার এক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত হরিনাথ কৃত গদ্যানুবাদ কিছুদিন বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ছিল।

মূল গ্রন্থের প্রণেতা সামন্তোপাধিক বটে-শ্বর দত্তের পৌত্র, মহারাজ পৃথুর পুত্র কুমার বিশাখ দত্ত। এই পরিচয় সূত্রধারের বক্তৃতায় পাওয়া যায়। হরেস হেমান্ উইলসন্ সাহেব অনুমান করেন, আজমীরের চৌহান দলপতি পৃথুরায়ই গ্রন্থকর্ত্তার পিতা। তাহা হইলে গ্রন্থরচনার কাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দী।

মুর্শিদাবাদ কাহিনী—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ নিখিলনাথ রায় বি এল প্রণীত। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ রাজধানী মুর্শিদা-বাদের ইতিহাস ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের প্রাচীন কাহিনী, তথায় রাজধানী স্থাপন ও তাহার ক্রমো-ন্নতি, শেঠবংশের বিবরণ, আলিবর্দ্দী হইতে শেষ নবাব মীরকাশিমের শাসন-কালের কাহিনী, পলাশী ও উধুয়ানালার যুদ্ধবিবরণ, মহারাজ নন্দকুমার, দেবী-সিংহ, কান্তবাবু ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বিবরণ প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ১৭ খানি চিত্রও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ। নিখিলনাথ রায় বি, এল প্রণীত। ইহাতে প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদের অবস্থা, তথাকার প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের ও রাজবংশের বিবরণ, পাঠান ও মোগল শাসনের বিবরণ, মুর্শিদাবাদে মুসলমান নবাবদিগের কাহিনী, তথায় বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাতে ৩৬খানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

মৃগাঙ্কলেখা—সংস্কৃত নাটিকা। ত্রিমল দেবের পুত্র বিশ্বনাথ দেব প্রণীত। কামরূপ রাজ-কন্যা মৃগাঙ্কলেখার সহিত কলিঙ্গরাজ কর্পূরতিলকের প্রণয়-ঘটিত উপাখ্যান ইহার বর্ণনীয় বিষয়। গ্রন্থকার বারা-ণসীতে অবস্থান করিবার সময় এই নাটিকা-খানি রচনা করেন এবং বিশ্বেশ্বর-যাত্রা উপলক্ষে ইহার অভিনয় প্রদর্শন করেন। নাটিকাখানি রত্নাবলী, মালতীমাধব, ও বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অনুকরণে প্রণীত।

মৃচ্ছকটিক—সংস্কৃত নাটক। কবি শূদ্রক প্রণীত। [ইহার আখ্যানভাগের জন্য "বসন্তসেনা" নাটক দেখ]। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর নাটকাকারে ইহার এক বঙ্গানু-বাদ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, গ্রন্থকার অবন্তীর রাজা ছিলেন; আবার অপর কেহ কেহ বলেন, ইনি অন্ধ্রবংশের আদি রাজা। গ্রন্থপাঠে জানা যায়, ইনি শত বৎসর রাজত্ব করিয়া পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া স্বেচ্ছাক্রমে অগ্নিতে প্রবেশ করেন। নাটকখানি খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, পণ্ডিতেরা আভ্যন্তরিক প্রমাণে ইহাই স্থির করিয়া-ছেন।

মৃণালিনী—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় প্রণীত। মগধের রাজপুত্র হেমচন্দ্র মথুরাবাসী জনৈক শ্রেষ্ঠীর কন্যা মৃণালিনীর সহিত প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরে গোপনে উভয়ের উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই সময়ে হেমচন্দ্রের অনুপস্থিতি সময়ে তাঁহার পিতৃরাজ্য মগধ যবন-সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। হেমচন্দ্রের পরমহিতৈষী গুরু মাধবাচার্য্য বুঝিতে পারিলেন যে, মৃণালিনীরূপ বন্ধন থাকিতে হেমচন্দ্রের দ্বারা কোন কার্য্য সাধিত হইবে না। সুতরাং তিনি মৃণালিনীকে গোপনে গৌড়ে শিষ্য হৃষীকেশ শর্ম্মার গৃহে রাখিয়া আসিলেন। পরে হেমচন্দ্রকে যবনবিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্র উত্তেজিত হইয়া যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু মৃণা-লিনীকে ভুলিতে পারিলেন না। তিনি গিরিজায়া নাম্নী এক ভিখারিণীকে মৃণা-লিনীর অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। চতুরা গিরিজায়া মৃণালিনীর অবস্থান অব-গত হইয়া হেমচন্দ্রকে সংবাদ দিলেন। হেমচন্দ্র একখানি পত্র লিখিয়া গিরিজায়ার দ্বারা মৃণালিনীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহার উত্তর আসিবার পূর্ব্বেই মাধবাচার্য্য তথায় আসিয়া হেমচন্দ্রকে লইয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। সেই দিন রাত্রিকালে মৃণালিনীও কুচরিত্রা অপ-বাদে হৃষীকেশ কর্ত্তৃক গৃহবহিষ্কৃত হইয়া গিরিজায়া সহ নবদ্বীপে গেলেন। হেমচন্দ্র নবদ্বীপে গিয়া জনার্দ্দন শর্ম্মার গৃহে অব-স্থান করেন, এবং মৃণালিনী এক পাটনীর গৃহে থাকিয়া গিরিজায়ার দ্বারা হেমচন্দ্রের অনুসন্ধান করান। এই সময়ে লক্ষ্মণসেন বাঙ্গালার রাজা। নবদ্বীপ তাঁহার রাজ-ধানী। লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকরণক পশুপতি স্বদেশদ্রোহী হইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজির সহিত যোগ দিলেন, এবং তাঁহার প্ররো-চনায় সভাস্থ পণ্ডিতগণ রাজাকে বুঝাইয়া

দিলেন যে, অতঃপর বঙ্গদেশ তুর্কজাতীয়গণ দ্বারা অধিকৃত হইবে, ইহাই শাস্ত্রে আদেশ। মাধবাচার্য্য সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া রাজার এই সংস্কার দূর করিতে প্রয়াস পাইলেন, এবং তাঁহাকে মগধরাজপুত্র হেমচন্দ্রের সাহায্য লইতে বলেন। পশুপতি স্বীয় অভীষ্টের বিঘ্নজ্ঞানে হেমচন্দ্রকে গুপ্তভাবে হত্যা করিতে প্রয়াসী হইলেন, কিন্তু তাঁহার প্রয়াস বিফল হইল। জনার্দ্দন শর্ম্মার পালিত কন্যা মনোরমা পশুপতির স্ত্রী। কিন্তু কোন নিগূঢ় কারণে এই সম্বন্ধ অপ্রকাশিত ছিল, এবং পশুপতি তাহাকে স্বগৃহে স্থান দেন নাই। মনোরমা পশুপতিকে এই ভয়ানক কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইল। এদিকে পশুপতি-প্রেরিত চর কর্ত্তৃক হেমচন্দ্র আহত হইলে মনোরমা তাঁহার শুশ্রূষা করে। গিরিজায়া গুপ্তভাবে ইহা দেখিয়া মনোরমাকে তাঁহার নবপ্রণয়িনী স্থির করিল, এবং হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে বলে, মৃণালিনী বিবাহার্থ মথুরায় গমন করিয়াছে। আবার মাধবাচার্য্যের মুখে হেমচন্দ্র অবগত হইলেন যে, মৃণালিনী কুচরিত্রা বলিয়া হৃষীকেশ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। অতঃপর হেমচন্দ্র মৃণালিনীর পত্র পাইয়া তাহা ছিঁড়িয়া ফেলেন, পরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে মৃণলিনী যখন বলিলেন যে, হৃষীকেশ তাঁহাকে কুচরিত্রা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, তখন তিনি স্বীয় উরুস্থিতা মৃণালিনীর মস্তক ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। ভাবিলেন, পাপিষ্ঠা নিজমুখে দোষ স্বীকার করিয়াছে। অতঃপর বখ্‌তিয়ার খিলিজি আসিয়া নগর অধিকার করিলে লক্ষ্মণসেন গুপ্তপথে পলায়ন করিলেন। যবন-সৈন্য নাগরিকগণের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র যথাসাধ্য সে অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে হৃষীকেশের পুত্র ব্যোমকেশ যবনসেনা কর্ত্তৃক আহত হইল। সে মৃত্যুকালে হেমচন্দ্রকে বলিয়া গেল যে, মৃণালিনী নিষ্কলঙ্কচরিত্রা। হেমচন্দ্রের হৃদয় হইতে সন্দেহমেঘ অপনীত হইল, তিনি মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নগরবিজয়ের পর পশুপতি বখ্‌তিয়ারের নিকট পুরস্কারপ্রার্থী হইলে বখ্‌তিয়ার বলপূর্ব্বক তাহাকে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। অনুতপ্ত পশুপতি স্বগৃহে গমন করিয়া দেখিলেন যে, যবনসেনা তাহাতে অগ্নি প্রদান করিয়াছে। পশুপতি পূর্ব্বে সেই গৃহে মনোরমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার উদ্ধারার্থ অগ্নিরাশি মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ হারাইলেন। মনোরমা পূর্ব্বেই তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিল পশুপতির মৃত্যুর পর সে চিতারোহণে দেহত্যাগ করিল। এক্ষণে মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রকে দক্ষিণদেশে রাজ্যস্থাপন করিতে আদেশ দিলেন। হেমচন্দ্র মনোরমা-প্রদত্ত প্রভূত ধন লইয়া দক্ষিণ দেশে রাজ্যস্থাপন করিলেন। হেমচন্দ্রের ভৃত্য দিগ্বিজয়ের সহিত গিরিজায়ার বিবাহ হইল।

"মৃণালিনী" গ্রন্থকারের রচিত উপন্যাসসমূহের মধ্যে তৃতীয় উপন্যাস। ইহা বাঙ্গালা ১২৭৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। যতদূর জানা আছে, 'মৃণালিনী' এ পর্য্যন্ত ইংরাজীভাষায় অনুবাদিত হয় নাই।

এই উপন্যাসখানি নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া ১৮৭৪ খ্রীঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারি ন্যাসন্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

মেঘদূতম্—সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। মহাকবি কালিদাস প্রণীত। কোন যক্ষ প্রভু কুবেরকর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়াছিল যে, এক বৎসর তাহাকে প্রিয়াবিরহ সহ্য করিতে হইবে। এতদনুসারে সে রামগিরি পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিতেছিল। পরে আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নবজলধর সন্দর্শনে তাহার প্রিয়াবিরহ-সন্তপ্ত হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে তখন সেই মেঘকে দূতরূপে কল্পনা করিয়া তাহাকে স্বীয় প্রণয়িনীর নিকট গমন করিতে বলিল, এবং তাহার নিকট স্বীয় বিরহকাতর হৃদয়ের সুগভীর প্রেমোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে লাগিল। ইহা পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ এই দুইভাগে বিভক্ত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহার এক বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বরদাচরণ মিত্র ইহার এক একখানি পদ্যানুবাদ রচনা করিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী, অজিতনাথ শর্ম্মা, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, হৃষীকেশ শাস্ত্রী এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার এক একখানি সংস্কৃত সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। উইলসন সাহেব The Cloud Messenger নামে ইহার একটী পদ্যানুবাদ ইংরাজীতে প্রকাশিত করিয়াছেন।

মেঘনাদবধ কাব্য—বাঙ্গালা গ্রন্থ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। এই কাব্য অমিত্রাক্ষরছন্দে রচিত। ইতঃপূর্ব্বে পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি মিত্রাক্ষর ছন্দেই কবিতা ও কাব্যাদি রচিত হইত। মাইকেল প্রথমে এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন করেন। প্রথমে এইরূপ ছন্দের উপর লোকের প্রীতি বা শ্রদ্ধা জন্মে নাই, পরন্তু বিদ্বেষই জন্মিয়াছিল; কিন্তু কালে সকলেই ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। কবিগুরু বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ অবলম্বনে বীরবাহুর মৃত্যুর পর হইতে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটনা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র রামায়ণের ঘটনা অবলম্বিত হয় নাই। রামচন্দ্রের প্রেতপুরীতে গমন ও পিতৃসন্দর্শন, প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ প্রভৃতি অতিরিক্ত বিষয়গুলি কবি নিজ কল্পনা দ্বারা বা ইয়োরোপীয় গ্রন্থের ভাবের অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন। ১৮৬১ খ্রীঃ এই কাব্যখানি রচিত হয়। নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া ইহা ন্যাসনাল, বেঙ্গল ও পরে অন্যান্য থিয়েটারে অভিনীত হয়।

মেজ বউ—বাঙ্গালা সামাজিক উপন্যাস। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। সংসারে বধূদিগের কিরূপ ধৈর্য্যশালিনী ও নম্রস্বভাবা হওয়া উচিত, শ্বশুর শাশুড়ী ও অন্যান্য পরিজনদিগের উপর তাঁহাদের কিরূপ ভক্তিমতী ও স্নেহপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য, সকলের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে পারিলে সংসারে কিরূপ শান্তি বিরাজিত করে এবং তদ্বীপরীতে সংসার কেমন অশান্তি ও দুঃখের আগার হয়, স্বামীর সুখে দুঃখে স্ত্রীলোকের কি প্রকার ব্যবহার করা বিধেয়, একটী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবার ও তদন্তর্গত মেজবউ প্রমদার চরিত্র চিত্রিত করিয়া এই গ্রন্থে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

মেদিনী—সংস্কৃত কোষগ্রন্থ। ইহাতে সংস্কৃত শব্দসমূহের অর্থ, লিঙ্গ, একার্থক শব্দ, দ্ব্যর্থক শব্দ প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে ককারান্ত, খকারান্ত, গকারান্ত প্রভৃতি ক্রমে শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভুবনচন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক দেবনাগরাক্ষরে ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ম্যাকবেথ—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ইহা ইংরাজকবি সেক্সপীয়র প্রণীত ম্যাকবেথ্ নাটকের অনুবাদ। ম্যাকবেথ্ স্কটল্যাণ্ডের রাজা ডন্‌ক্যানের সেনাপতি। একদা কোন যুদ্ধজয়ের পর প্রত্যাগমন কালে ডাকিনীগণ তাঁহাকে রাজ্যেশ্বর বলিয়া সম্বোধন করে। ইহাতে ম্যাকবেথের হৃদয়ে উচ্চ আশার আবির্ভাব হয়। পরে পত্নী লেডী ম্যাক্‌বেথের প্ররোচনায় ইনি রাজাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া রাত্রিকালে তাঁহাকে হত্যা করেন, এবং সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া অন্যান্য বিপক্ষগণেরও প্রাণবধ করেন। তখন রাজপুত্রদ্বয় ইংলণ্ডে পলায়ন করেন, এবং ইংলণ্ডরাজের সৈন্যসাহায্যগ্রহণপূর্ব্বক

ম্যাক্‌বেথের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধে ম্যাক্‌বেথ নিহত হইলে দেশে পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বেই লেডী ম্যাক্‌বেথের মৃত্যু হইয়াছিল। এই নাটকখানি লইয়া বাঙ্গালা ১২৯১ সালের ১৬ই মাঘ মিনার্ভা থিয়েটার খোলা হয়। গ্রন্থকার স্বয়ং ম্যাক্‌বেথ এবং তিনকড়ি দাসী লেডী-ম্যাক্‌বেথের চরিত্র অভিনয় করেন।

য

যৎকিঞ্চিৎ—বাঙ্গালা ধর্ম্মগ্রন্থ। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে গল্পচ্ছলে ঈশ্বরতত্ত্ব ও আত্মজ্ঞানবিষয়ে বহু উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 'টেকচাঁদ ঠাকুর' প্যারিচাঁদ মিত্রের কল্পিত নাম।

যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা—বাঙ্গালা সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ। রাজশ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত। এখানি নবস্থাপিত বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সেতারযন্ত্রশিক্ষার্থ প্রচারিত হয়। ইহাতে অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের সেতার অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অনেকগুলি "গৎ" গ্রন্থকার সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত প্রাচীন ওস্তাদগণ রচিত অনেক "গৎ"ও ইহাতে স্বরলিপিবদ্ধ হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। ইংরাজী সঙ্গীত প্রচলিত স্বরসংযোগে (Harmony) কি প্রণালীতে হিন্দুসঙ্গীতে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহাও ইহাতে দেখান হইয়াছে। অনেকগুলি সংস্কৃত ছন্দঃ কি কৌশলে তালসঙ্গত হইয়া গৎএর অলঙ্কারস্বরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহাও এ গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলতঃ, এখানির ন্যায় সেতারশিক্ষাবিষয়ক বিস্তৃত গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় ও দেশীয় স্বরলিপি সহযোগে এ পর্য্যন্ত প্রচারিত হয় নাই।

গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ ১২৭৯ সালের ২৫শে আশ্বিন মহাষ্টমীর দিনে প্রকাশিত হয়।

যমগীতা—নবগীতা দেখ।

যমসংহিতা—সংহিতা দেখ।

যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ—বাঙ্গালা কৌতুকপূর্ণ উপন্যাস। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। একদা যমরাজ সংবাদ পাইলেন যে, লোচনপুরের জমিদারের সহিত প্রমাদপুরের জমিদারের দাঙ্গা হওয়ায় প্রমাদপুরের জমিদারের নায়েব হত হইয়াছে, এবং লোচনপুরের জমিদারের লোকেরা সেই মৃতদেহ গোপনে রাখিয়াছে। ইহা শুনিয়া ঐ মৃত ব্যক্তিকে আনিবার জন্য যমরাজ দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু পুলিসের ভয়ে উক্ত জমিদার তখন মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিয়াছে, এবং সেই স্থানে লোচনপুরের কাছারীর নায়েব কুড়ারাম দত্ত শয়ন করিয়া রহিয়াছে। যমদূতেরা তাহাকেই যমালয়ে আনয়ন করে। কুড়ারাম যমালয়ে পৌঁছিয়া শিবের নাম জাল করিয়া একটী আদেশপত্র লিখেন। তাহাতে শিব যমকে পদচ্যুত করিয়া কুড়ারামকে নিয়োগ করিয়াছেন। আদেশপত্র পাইয়া যম কুড়ারামকে রাজ্যভার ছাড়িয়া দেন। কুড়ারাম যমালয়ে রাজা হন। এদিকে যম ব্রহ্মা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা বিষ্ণু তখন মহেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া যমালয়ে উপস্থিত হন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কুড়ারামকে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে পাঠাইয়া দেন ও যমকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করেন।

এই উপন্যাসখানি Friends' Dramatic Union নামক সৌখীনসম্প্রদায় কর্ত্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া ১৯০৮ খ্রীঃ প্রথমে অভিনীত হয়। "যমের যম" নামে এই উপন্যাসটী আবার ১৯০৯ খ্রীঃ ২২শে আগষ্ট ষ্টার থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হইয়াছিল।

যযাতিচরিত—সংস্কৃত নাটক। রুদ্রদেব প্রণীত। গ্রন্থকার কোন্ রুদ্রদেব এবং গ্রন্থখানি কোন্ সময়ে রচিত, তাহার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না। উইলসন সাহেব বলেন, এই গ্রন্থের একখণ্ডমাত্র পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহা এত প্রমাদপূর্ণ যে, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা—সংহিতা দেখ।

যাদুকরী—বাঙ্গালা নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। পাহাড় দ্বীপের রাজা অবলা সিংহের পত্নী তাড়িতা যাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি গোপনে এক কাফ্রি ভৃত্যের সহিত প্রণয়াসক্ত হওয়ায় রাজা ঐ ভৃত্যকে হত্যা করেন। তাড়িতা ইহা জানিতে পারিয়া ক্রোধে যাদুবিদ্যাপ্রভাবে রাজার অর্দ্ধাঙ্গ প্রস্তরময় ও রাজ্য শ্মশানবৎ করে। পরে প্রতিবেশী রাজা হরদমসিংহ এক দৈত্যের কৃপায় রাজাকে ও রাজ্যকে পূর্ব্বাবস্থ করেন। এই নাটকখানি আরব্য উপন্যাসের গল্পবিশেষ অবলম্বনে রচিত হইয়া ষ্টার থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়।

যুগলাঙ্গুরীয়—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। তাম্রলিপ্তি (তমলুক) নগরবাসী ধনদাস শ্রেষ্ঠীর কন্যা হিরণ্ময়ীর সহিত প্রতিবাসী শচিসুত শ্রেষ্ঠীর পুত্র পুরন্দরের বাল্যপ্রণয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহা ক্রমে প্রকৃত প্রণয়ে পরিণত হয়। তাঁহাদের পরস্পর বিবাহসম্বন্ধও স্থির হইয়াছিল; কিন্তু অকস্মাৎ ধনদাস কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হইলেন। ইহাতে পুরন্দর দুঃখিত হইলেন। তিনি হিরণ্ময়ীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাণিজ্যোপলক্ষে সিংহলে গমন করিলেন। ইহার তিন বৎসর পরে ধনদাস সপরিবারে কাশীধামে গিয়া গুরু আনন্দস্বামীর আদেশে এক যুবার সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহ দিলেন। বিবাহকালে আনন্দস্বামী বর ও কন্যার চক্ষু আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতঃপর গুরুদেব দুইজনকে দুইটী অঙ্গুরীয় দিয়া বলিয়া দিলেন যে, অদ্য হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই অঙ্গুরীয় ধারণ নিষেধ। পাঁচ বৎসর পরে এই অঙ্গুরীয় দেখিয়া স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে চিনিতে পারিবে। বিবাহের পর হইতেই বরকন্যার আর সাক্ষাৎ হইল না। কিছুদিন পরে হিরণ্ময়ী মাতাপিতৃহীন হইয়া দারিদ্র্যদশায় পতিত হইলেন। ক্রমে পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। তখন তাম্রলিপ্তের রাজা মদনদেব হিরণ্ময়ীকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং পুরন্দরের উপর এখনও ইহার ভালবাসা অক্ষুণ্ণ আছে, ইহা বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি পুরন্দরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন এবং কাশীধামে পুরন্দরের সহিতই যে হিরণ্ময়ীর বিবাহ হইয়াছিল, তাহাও বলিলেন। আনন্দস্বামী গণনা করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে স্বামিসন্দর্শন ঘটিলে হিরণ্ময়ীর বৈধব্য ঘটিবে। এই জন্যই কৌশলে পাঁচ বৎসরের জন্য পতিপত্নীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। হিরণ্ময়ীর নিকট একটী কৌটা ছিল। তন্মধ্যে একখানি পত্রের অর্দ্ধাংশ পাওয়া যায়। অপরার্দ্ধ রাজার নিকট ছিল। সেই পত্র দ্বারাও এই উক্তি সমর্থিত হইল, ধনদাসই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর উভয়ের মিলনের আর কোন বাধা রহিল না।

Two Rings নামে ইহার একখানি ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া ইহা 'হিরণ্ময়ী' নামে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—বাঙ্গালা প্রহসন। মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত। দুই ব্যক্তি এক কুলবধূর নিকট কুৎসিত প্রস্তাব করিলে ঐ রমণী তাহার পতির সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ দুই জনকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছিলেন। পাথুরিয়াঘাটা রাজভবনে এই প্রহসনখানি বিদ্যাসুন্দর নাটকের সঙ্গে প্রথমে অভিনীত

হয়। সাধারণ নাট্যালয়ের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ন্যাসন্যাল থিয়েটারে ইহার প্রথম অভিনয় হইয়াছিল (১৮৭৩ খ্রীঃ, ৮ই মার্চ্চ)।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাতে যোগ ও আত্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় কূট বিষয়সকল কথিত হইয়াছে। ইহা বৈরাগ্য প্রকরণ, মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ, উৎপত্তি প্রকরণ, স্থিতি প্রকরণ, উপশম প্রকরণ, নির্ব্বাণ প্রকরণ, এই ছয় প্রকরণে বিভক্ত। বৈরাগ্য প্রকরণে দেহ, সংসার ও বিষয়াদির অনিত্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণে জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ, এবং মুমুক্ষু ব্যক্তির কার্য্যাদি কথিত হইয়াছে। উৎপত্তি প্রকরণে জগতের উৎপত্তি বর্ণনা, চিত্তের অবস্থা, সুখ দুঃখ, ভোক্তা ভোগ্য, এবং প্রসঙ্গক্রমে নানাবিধ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। স্থিতি প্রকরণে একমাত্র মনোমধ্যে কিরূপে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বিকশিত হইয়াছে তদ্বর্ণন, তদুপলক্ষে শুক্র ও অপ্সরার উপাখ্যান, সদসৎ নিরাকরণ, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির স্বরূপবর্ণন নানা উপাখ্যান সহকারে আলোচিত হইয়াছে। উপশম প্রকরণে চিত্তদমন, তৃষ্ণা ও তাহার চিকিৎসা, সঙ্গবিচার, মুক্তামুক্ত বিচার, ইন্দ্রিয়ানুশাসন প্রভৃতি বিরোচনাদির আখ্যান সহ কথিত হইয়াছে। নির্ব্বাণ প্রকরণে অবিদ্যা ও তন্নাশোপায়, অবিদ্যা নিরাকরণোপায়, ভুশুণ্ডোপাখ্যান, সমাধি, পরমার্থযোগ, বাহ্যপূজা, দেবতাতত্ত্ববিচার, আত্মজ্ঞানোপদেশ, বিভূতি যোগ, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, চূড়ালা উপাখ্যান, ইক্ষ্বাকু মনুসংবাদ, বৈরাগ্য বর্ণন, জ্ঞানবিচার, নির্ব্বাণোপদেশ, বিশ্বরূপ বর্ণন, বিবিধ জগৎ বর্ণন, নাস্তিক্যবাদ নিরাকরণ, কর্ম্ম নিরূপণ, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের বর্ণন, সিন্ধুনির্ব্বাণ কথন, ব্রহ্মাণ্ড ও সপ্তদ্বীপাদি বর্ণন, প্রভৃতি বহু উপাখ্যান সহকারে আলোচিত হইয়াছে। ইহার বক্তা, বশিষ্ঠ ও শ্রোতা রামচন্দ্র। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ইহার একখানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

যোগেশ—বাঙ্গালা কাব্য। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। যোগেশ নামক এক শিক্ষিত যুবক মন্দাকিনী নাম্নী এক রমণীকে ভালবাসেন, এবং তাঁহাকে মনোভাব অবগত করেন। ইহাতে মন্দাকিনী কঠোর বাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করায় মাতা, ভ্রাতা ভগিনী এবং স্ত্রীপুত্র ফেলিয়া যোগেশ চলিয়া যান, এবং বাঙ্গালার প্রান্ত ভাগে ভৈরব পর্ব্বততলে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পিতার প্রেতাত্মা আসিয়া তাঁহাকে এই দুরাশা হইতে নিবৃত্ত করাইবার চেষ্টা করেন; পর্ব্বতবাসিনী ভৈরবীও তাঁহাকে অনেক প্রবোধ দেন, কিন্তু যোগেশ কিছুতেই মন্দাকিনীকে ভুলিতে পারিলেন না, সুতরাং তিনি সংসারেও ফিরিলেন না। এদিকে তাঁহার মাতা ও ভগিনী প্রাণত্যাগ করিলেন। পত্নী নর্ম্মদার দুঃখের সীমা রহিল না; তথাপি তিনি পতিপদ চিন্তা হইতে বিরত হইলেন না। যোগেশের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। অন্তিম সময়ে মন্দাকিনী আসিয়া অনেক উপদেশ দিলেন। মৃত্যুর পর যোগেশের আত্মা যমলোকে নীত হইল। সাধ্বী নর্ম্মদাও তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করিয়া সতীলোকে আনীতা হইয়াছিলেন। যোগেশের আত্মা যমলোকের যন্ত্রণাভোগ করিতে করিতে পত্নীর অপার সুখ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

র

রঘুবংশম্—সংস্কৃত মহাকাব্য। মহাকবি কালিদাস প্রণীত। রামচন্দ্রের পিতামহ মহাত্মা রঘুর বংশবর্ণনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে রঘুর পিতা মহারাজ দিলীপ হইতে রামচন্দ্রের ২১শ পুরুষ অধস্তন অগ্নিবর্ণের সময় পর্য্যন্ত বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে যে রামচরিত লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে লিখিত এই মহাকাব্য ১৯শ সর্গে বিভক্ত। রঘুবংশের স্কুলপাঠ্য সংস্করণ অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, ভুবনমোহন বসাক, চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ ইহার এক এক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র দাস বাঙ্গালায় ইহার একখানি পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

রঙ্গমতী—বাঙ্গালা কাব্য। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। ইহার নায়ক বীরেন্দ্র রঙ্গমতী নামক পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজা মুকুটরায়ের পুত্র। ইঁহার মাতা সপত্নীতাড়নায় বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইঁহাকে প্রসব করিয়া এবং শঙ্কর নামক বিশ্বাসী ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিয়া নিরুদ্দিষ্টা হন। পরে ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কুসুমিকা নাম্নী এক বালিকাকে ভালবাসেন। অতঃপর মাতার উদ্দেশে বারাণসী গমন করেন ও তথা হইতে দিল্লী গিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার্থ আরঙ্গজেবের সৈনিক পদ গ্রহণ করেন। এক যুদ্ধে শিবাজীর সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ইঁহাকে স্বীয় অসি প্রদানপূর্ব্বক স্বদেশে প্রেরণ করেন। বীরেন্দ্র স্বদেশে আসিয়া কিরূপে মোগলহস্ত হইতে ভারতকে উদ্ধার করি- [illegible] এই [illegible] কুমারবাবুকে [illegible] করেন। পরে মুসলমানা- বাঁ [illegible] বেহারাখিলজি সমার্থ আত্মসৈন্য [illegible] তাঁহার সহিত যোগ দিয়া ইনি বেহারাখিলজিকে পরাজিত করেন। এই সময়ে কুসুমিকার পিতা অন্য এক ব্যক্তির সহিত কুসুমিকার বিবাহ দিতে উদ্যত হইলে কুসুমিকা এক সন্ন্যাসিনীর সাহায্যে বীরেন্দ্রের নিকট লিপি প্রেরণ করেন। যুদ্ধান্তে সেই লিপি প্রাপ্ত হইয়া বীরেন্দ্র কুসুমিকার নিকট আগমন করেন। তখন বিবাহের সমস্ত প্রস্তুত, কিন্তু কুসুমিকা সন্ন্যাসিনী-দত্ত ঔষধ প্রভাবে মূর্চ্ছিতা। বীরেন্দ্র তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া কাতর হইলেন। যুদ্ধে তিনি আহত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ক্ষত স্থান হইতে শোণিতস্রাব হওয়ায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অনন্তর সংজ্ঞালাভ করিয়া প্রিয়তমের তদবস্থা দর্শনে কুসুমিকাও মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। এমন সময়ে পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ রঙ্গমতী আক্রমণ করিল। সে আক্রমণে রঙ্গমতী শ্মশান হইল।

রজনী—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা সহরে রজনী নাম্নী এক দরিদ্র এবং জন্মান্ধ কায়স্থকন্যা বাস করিত। তাহার প্রতিপালক রাজচন্দ্র দাস ফুল বেচিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। রজনী রাজচন্দ্রকেই স্বীয় পিতা ও তাহার স্ত্রীকে মাতা বলিয়া জানিত। রামসদয় মিত্র নামক জনৈক ধনীর গৃহে রজনী ফুল বেচিতে যাইত। মিত্রজার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী লবঙ্গলতা ইহার নিকট ফুল লইতেন। তিনি রজনীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এবং কখন বা ডবল পয়সা ভ্রমে একটা টাকাও দিয়া ফেলিতেন। ফিরাইয়া দিতে আসিলে আবার মারিতে যাইতেন। একদিন মিত্রজার প্রথমপক্ষের পুত্র শচীন্দ্রনাথ রজনীর চক্ষু পরীক্ষা করেন। তাঁহার স্পর্শে এবং তাহার কথা শুনিয়া রজনী তৎপ্রতি অনুরাগিণী হন। অন্ধ বলিয়া বেশী বয়সেও রজনীর বিবাহ হয় নাই। লবঙ্গলতা নিজ কর্ম্মচারীর পুত্র গোপাল বসুর সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থির করেন, এবং বিবাহের সমস্ত খরচ দিতে স্বীকৃত হন। গোপালের প্রথম পক্ষের স্ত্রী চাঁপা এই বিবাহে বাধা দিবার চেষ্টা করে। শচীন্দ্রের প্রতি অনুরাগবশতঃ রজনীও এই বিবাহে অসম্মত হন। শেষে চাঁপা আসিয়া গোপনে রজনীর সহিত পরামর্শ করে। তাহার পরামর্শে তাহার ভ্রাতা হীরালালের সহিত রজনী পলাইয়া যায়।

নৌকায় বাহিরে যাইতে হীরালাল রজনীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করে। রজনী ইহাতে অসম্মত হইলে সে ইহাকে একটা চড়ায় নামাইয়া দিয়া নৌকা লইয়া প্রস্থান করে। অসহায়া অন্ধ যুবতী শচীন্দ্রপ্রাপ্তির আশা সুদূরপরাহত বুঝিয়া আত্মহত্যার অভিপ্রায়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। এই সময়ে একখানি নৌকা আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করে। নৌকারোহী এক ইতর ব্যক্তি তাহাকে সঙ্গে লইয়া যায়, এবং কিছুদূর গিয়া সে রজনীর উপর অত্যাচারের চেষ্টা করে। এমন সময় অমরনাথ নামক এক যুবক আসিয়া তাহাকে রক্ষা করেন। অমরনাথ শান্তিপুরনিবাসী এক সংকায়স্থ কুলোদ্ভূত। তাঁহার বিষয়-আশয়ও ছিল। লবঙ্গলতার সহিত তাঁহার বিবাহের কথা-বার্ত্তা হয়। বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই উঁহাদের মধ্যে প্রণয়সঞ্চার হইয়াছিল, উভয়েই উভয়কে ভালবাসিতেন। কিন্তু অমরনাথের বংশে একটী অপবাদ ছিল, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ায় বিবাহ হইল না, রামসদয় মিত্রের সহিত লবঙ্গলতার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর একদা অমরনাথ গোপনে লবঙ্গলতার গৃহে উপস্থিত হইলে লবঙ্গলতা লোহা পোড়াইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে 'চোর' শব্দ অঙ্কিত করিয়া দেন। অতঃপর অমরনাথ দুঃখে ঘৃণায় দেশত্যাগী হন ও ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে কাশীতে উপস্থিত হন। সেখানে গোবিন্দ দত্ত নামক জনৈক ব্যক্তির সহিত আলাপ হয়। তাঁহার নিকট এক অন্ধ রমণীর বৃত্তান্ত এবং অন্যে তাহার সম্পত্তি উপভোগ করিতেছে শুনিয়া ঐ রমণীর সাহায্যার্থ আগমন করেন। রজনীকে উদ্ধার করিয়া জানিতে পারেন যে, রজনীই সেই রমণী। পরে অনুসন্ধানে অবগত হন যে, রামসদয় মিত্র যে সম্পত্তি উপভোগ করিতেছেন, উহাই রজনীর সম্পত্তি। রামসদয়ের পিতা বাঞ্ছারাম ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। মনোহর দাস নামক এক বন্ধুর সহায়তাতেই তিনি এই অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ হন। মনোহর দাসকে তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। একদা রামসদয় মনোহরকে অপমানিত করিলে মনোহর সপরিবারে কোথায় চলিয়া যান। বাঞ্ছারাম পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া এই মর্ম্মে এক উইল করিয়া যান যে, তাঁহার মৃত্যুর পর মনোহর দাস, তদভাবে তাহার উত্তরাধিকারিগণ এবং তদভাবে রামসদয়ের পুত্রপৌত্রাদি যথাক্রমে এই বিষয় ভোগ করিবে—রামসদয় নহে। মনোহর দাস অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। তাঁহার [illegible] কন্যা রজনী। বাল্যাপিতৃহীনা হইয়া রজনী মেসো রাজচন্দ্র দাসের নিকট পালিত হইয়াছে। সুতরাং রজনীই এক্ষণে ঐ বিষয়ের অধিকারিণী। অমরনাথ রজনীকে লইয়া তাহার মেসোর নিকট আসিলেন। বিষয় উদ্ধারের পর অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করিবেন, ইহা স্থির হইল। রজনীর হৃদয় শচীন্দ্রগত হইলেও অকৃতজ্ঞতার ভয়ে সে ইহাতে সম্মত হইল। শচীন্দ্রনাথও সমস্ত জানিতে পারিয়া বিষয় ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। বিষয় হস্তান্তর হয় দেখিয়া রামসদয় লবঙ্গলতার পরামর্শে রজনীর সহিত শচীন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু শচীন্দ্র রজনীর প্রতি অনুরক্ত না থাকায় লবঙ্গলতা এক সন্ন্যাসীর সাহায্যে শচীন্দ্রের মন যাহাতে রজনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে শচীন্দ্রের মন রজনীর উপর অনুরক্ত হইল বটে, কিন্তু তিনি কঠিন মানসিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন, এবং সর্ব্বদা মনশ্চক্ষে রজনীকে দেখিতে লাগিলেন। লবঙ্গলতা দেখিলেন, রজনীকে না পাইলে শচীন্দ্রের জীবন সংশয়। সপত্নীপুত্র হইলেও লবঙ্গ শচীন্দ্রকে গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তিনি রজনীর সহিত শচীন্দ্রের বিবাহচেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রজনী বড় গোল বাধাইল। সে লবঙ্গলতাকে বিষয় ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিল, কিন্তু পাণিপ্রার্থী অমরনাথকে নিরাশ করিয়া অকৃতজ্ঞ হইতে চাহিল না। অমরনাথও কেবল রজনীকেই চান, তাহার সম্পত্তি চাহেন না। লবঙ্গলতা বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। এবার তিনি অমরনাথকে ডাকিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অমরনাথ ভয় পাইলেন না। তখন লবঙ্গলতা সকাতরে অমরনাথকে অনুরোধ করিলেন। অমরনাথ আর পারিলেন না, লবঙ্গলতার সুখের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। তিনি রজনীকে ছাড়িলেন, আপনার সমস্ত সম্পত্তি রজনী ও শচীন্দ্রকে দান করিলেন; তারপর লবঙ্গলতার নিকট বিদায় লইয়া মহাপ্রাণ অমরনাথ সন্ন্যাসী হইলেন। রজনীর সহিত শচীন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। সন্ন্যাসীর ঔষধের প্রভাবে রজনীর অন্ধতা ঘুচিল। তিনি স্বামীর সঙ্গে সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এই উপন্যাসখানি প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। পরে বহুলভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া পুস্তকাকারে সাধারণ সমক্ষে উপস্থাপিত হয়। লর্ড লিটনের "Last Days of Pompei" নামক উপন্যাসের অন্ধ ফুলনারী নিডিয়া (Nydia) চরিত্রের আংশিক অবলম্বনে রজনীর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে।

নায়ক নায়িকার উক্তি দ্বারা উপন্যাসের অংশবিশেষ রচনা করিবার প্রণালী "রজনী" রচনার পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় ছিল না। রজনী আজ পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হয় নাই। বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া ইহা রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

রত্নগিরি—বাঙ্গালা উপন্যাস। কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব প্রণীত। ইহা চারি পর্ব্বে অর্থাৎ ভাগে সম্পূর্ণ। গুর্জ্জরবাসী দাতাজী নামক এক বণিকের অধীনে রঞ্জনলাল নামক এক ব্যক্তি কার্য্য করিত। দাতাজীর কয়েকখানি জাহাজ ছিল। রঞ্জনলাল সামান্য পদ হইতে স্বীয় গুণে ক্রমে জাহাজের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। ইহাতে তাঁহার অধীন কর্ম্মচারী পাখোজীর মনে ঈর্ষার সঞ্চার হয়। মধুমতী নাম্নী এক রমণীর সহিত রঞ্জনলালের বিবাহ স্থিরীকৃত হয়। বলদেবজী নামক এক ব্যক্তি মধুমতীর সম্পত্তির লোভে তাহাকে বিবাহ করিতে চেষ্টিত হয়, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়া এবং মধুমতীকে রঞ্জনলালের প্রতি অনুরাগিণী দেখিয়া সে রঞ্জনলালের অনিষ্ট চেষ্টা করে। পাখোজী ও বলদেবজী পরামর্শ করিয়া রঞ্জনলালকে রাজদ্রোহী বলিয়া শাসনকর্ত্তার নিকট বেনামী পত্র প্রেরণ করে। বিবাহের দিবস বিবাহসভা হইতে রঞ্জনলাল পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হন। মুফ্‌তী (বিচারক) বিষণচাঁদের নিকট তাহার বিচার হয়। বিচারে রঞ্জনলাল নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইলেও স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিষণচাঁদ তাঁহাকে ভীমগড় নামক ভীষণ দুর্গে অবরুদ্ধ করেন। তথায় দয়ানন্দস্বামী নামক এক বন্দীর সহিত রঞ্জনলালের সৌহৃদ্য জন্মে, এবং তাঁহারই কৌশলে গোপনে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। দয়ানন্দও তৎসহ মুক্ত হন। গজনীর মামুদ যৎকালে সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করেন, তৎকালে পাণ্ডারা রত্নগিরি নামক পর্ব্বতের এক গুপ্তস্থানে স্বর্ণমুদ্রা ও মণিমাণিক্যাদি অসংখ্য ধনরত্ন প্রোথিত করিয়া রাখেন। দয়ানন্দ কোনরূপে সেই সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। তিনি রঞ্জনলালের সহিত গিয়া তথা হইতে বহু অর্থ আনয়ন করেন। এই সময়ে দাতাজীর আর্থিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় হয় যে, তিনি আত্মহত্যা করিয়া

বীর সম্ভ্রম রক্ষার্থ প্রস্তুত হন। তৎকালে রঞ্জনলাল গুপ্তভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া প্রভুকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন অতঃপর রঞ্জনলাল যাহাদের চক্রান্তে কঠোর কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে উপযুক্ত প্রতিফল দিতে অগ্রসর হন। তিনি ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক ওসমান আলি নামে বিষণচাঁদের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই বিষণচাঁদ একজন ঘোর পাপিষ্ঠ, তাহার দ্বারা বহুবিধ দুষ্কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত। অধিকন্তু সে রাজদ্রোহী সামন্তগিরির পুত্র। ইহা গোপন করিয়া সে রাজকার্য্য করিত, এবং পিতাকে নানা কৌশলে সহায়তা করিত। ওসমানরূপী রঞ্জনলাল বিশ্বাসী কর্ম্মচারী হইয়া ক্রমে ক্রমে বিষণচাঁদের অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। পাথোজী ও বলদেবজী প্রতারণা দ্বারা বহু অর্থের অধীশ্বর হইয়াছিল। রঞ্জনলাল গুপ্তভাবে তাহাদের পাপের প্রতিফল দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শেষে পাপের ভরা যখন পূর্ণ হইয়া আসিল, তখন বিষণচাঁদ রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন। রঞ্জনলাল তাঁহার অপরাধের প্রমাণসমূহ উপস্থাপিত করিলেন। বিষণচাঁদ গুরুতর রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইল। পাথোজী ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ও নানাবিধ সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। বলদেবজীও সর্ব্বস্বান্ত হইল। মধুমতীর সহিত রঞ্জনলালের শুভ মিলন হইল। মহানুভব দাতাজীর সুখের সীমা রহিল না। কিন্তু প্রতিহিংসাগ্রহণজন্য রঞ্জনলালের হৃদয়ে অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি সপত্নীক তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ইহা একখানি ইংরাজি উপন্যাসের ভাবাবলম্বনে লিখিত। ১২৮৮ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

রত্নরহস্য—রামদাস সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহাতে গজমুক্তা, ফণিমুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য্য প্রভৃতি রত্নসম্বন্ধীয় স্থূল স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। রত্নের গুণাগুণ, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ, বর্ণাদি, মূল্যাদি প্রভৃতি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। গরুড়পুরাণ, বৃহৎ সংহিতা, মুক্তাবলী, রাজনির্ঘণ্ট, মণিপরীক্ষা প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থ হইতে ইহার বিষয়সকল সঙ্কলিত হইয়াছে।

রত্নাবলী—সংস্কৃত নাটিকা। কাশ্মীররাজ হর্ষদেব প্রণীত। রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দী। সিংহলাধিপতি বৎসরাজ উদয়নের সহিত স্বীয় কন্যা রত্নাবলীর বিবাহ দানাভিপ্রায়ে মন্ত্রীর সহিত রত্নাবলীকে প্রেরণ করেন। পথে ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় জলযান মগ্ন হইলে রত্নাবলী ভাসিতে ভাসিতে গিয়া কিছুদূরে কূল প্রাপ্ত হন। তথায় বৎসরাজের মন্ত্রী ইহাঁকে দেখিতে পান। তিনি ইহাঁর পরিচয় অবগত হইয়া ইহাঁকে বৎসরাজমহিষী বাসবদত্তার নিকট লুকাইয়া রাখেন। তথায় বৎসরাজের প্রতি ইনি অনুরাগিণী হন, বৎসরাজও ইহাঁর প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। বাসবদত্তা ইহা জানিতে পারিয়া রত্নাবলীকে অনেক যন্ত্রণা দেন। তথাপি রত্নবলী বৎসরাজাকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। পরে সিংহলরাজমন্ত্রী বৎসদেশে উপস্থিত হইয়া ইহাঁকে চিনিতে পারেন। তখন বাসবদত্তা স্বামীর সহিত ইহাঁর পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করেন।

বেলগেছিয়া সৌখীন নাট্যালয়ে অভিনীত হইবার জন্য রামনারায়ণ তর্করত্ন, মূল অবলম্বনে একখানি রত্নাবলী নাটক রচনা করেন। এই নাটকখানি লইয়া ১৮৫৮ খ্রীঃ ৩১শে জুলাই উক্ত নাট্যালয় খোলা হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার একখানি ইংরাজী অনুবাদ প্রণয়ন করিয়া পাইকপাড়া রাজভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট হইতে ৫০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। সাধারণ রঙ্গালয় মধ্যে প্রথমে বেঙ্গল থিয়েটারে রত্নাবলী নাটকের অভিনয় হয় (১৮৭৩ খ্রীঃ ২২শে নভেম্বর)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মূল নাটকের একখানি বঙ্গানুবাদ নাটকাকারে রচনা করিয়াছেন।

রসতরঙ্গিণী—মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত। ইহাতে আদিরস সংক্রান্ত কতকগুলি সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক ও তাহাদের গদ্যানুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

রসমঞ্জরী—বাঙ্গালা পদ্যগ্রন্থ। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রণীত। ইহাতে নায়কনায়িকাদিগের লক্ষণ, ভেদ ও উদাহরণাদি, নায়ক সহায় পীটমর্দ্দ, বিট চেট, বিদূষক প্রভৃতির স্বরূপ নিরূপণ, শৃঙ্গার রসের লক্ষণ ও প্রকারভেদ, আলম্বন, উদ্দীপন,, সাত্ত্বিক প্রভৃতি ভাব ও তাহাদের লক্ষণ, পদ্মিনী প্রভৃতি চারিজাতীয়া স্ত্রী এবং শশকাদি চারিজাতীয় পুরুষের লক্ষণাদি প্রভৃতি বিষয় ইহাতে বাঙ্গালা ছন্দোবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা সংস্কৃত সাহিত্যদর্পণাদি অলঙ্কারগ্রন্থের মর্ম্মানুবাদ।

রসায়নবিজ্ঞান—বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। কানাইলাল দে রায় বাহাদুর প্রণীত। ইহাতে রূঢ় পদার্থ, যৌগিক ও মিশ্রপদার্থ, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্ব্বনিক এসিড প্রভৃতি বাষ্প, রাসায়নিক যোগ, গন্ধক, ফস্ফরস্, পরমাণুসকলের মিলন, ধাতব রূঢ় পদার্থ প্রভৃতি পদার্থসমূহ, তাহাদের গুণাগুণ, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাহাদের কার্য্য প্রভৃতি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি—বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রণীত। রসায়ন বিদ্যাবিষয়ে প্রাচীন হিন্দুদিগের কি পর্য্যন্ত জ্ঞানোন্নতি হইছিল, এই পুস্তকে তাহাই কথিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ধাতুর জারণ, মারণ, স্বর্ণসিন্দূর, মকরধ্বজ প্রভৃতি ধাতব ঔষধাদির প্রস্তুতকরণ, তাহাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিষয়ও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

রসাবিষ্কার বৃন্দক—বাঙ্গালা বৃন্দকজাতীয় গ্রন্থ। রাজশ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যের অবতারণা করিয়া নাট্যশাস্ত্রোক্ত অষ্ট রসের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। যেমন, সীতার বনবাস দৃশ্যে করুণ, পাষাণী অহল্যার মানবী হওন দৃশ্যে অদ্ভুত, কালনেমির লঙ্কাভাগ দৃশ্যে হাস্য, নৃসিংহমূর্ত্তির আবির্ভাবে ভয়ানক রস।

মহারাজা বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের "মরকত-কুঞ্জে" কলেজ-রিইউনিয়ন উপলক্ষে এই দৃশ্য-সমষ্টির অভিনয় হইবার কথা ছিল। কিন্তু দর্শকগণের বসিবার স্থান যথেষ্ট না থাকায় গোলমাল উপস্থিত হয়। সেই নিমিত্ত ঐ উপলক্ষে অভিনয় স্থগিত রাখিতে কর্ত্তৃপক্ষগণ বাধ্য হন। আট দিন পরে ১৮৮১ খ্রীঃ ১২ই ফেব্রুয়ারি, এই গ্রন্থান্তর্গত দৃশ্যগুলি পাথুরিয়া রাজবাটীতে প্রথম অভিনীত হয়।

বাঙ্গালা ১২৮৭ সালে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়।

রসেশ্বর দর্শন—দর্শন দেখ।

রাক্ষস খোক্কস—বাঙ্গালা গল্পপুস্তক। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে সেকালের প্রচলিত সোণার কাটী ও রূপার কাটী, পিঠে গাছ, রাক্ষসী মাসী, মায়া নৌকা, সোণার গাছে মুক্তার ফল প্রভৃতি ১৪টী গল্প আছে। প্রত্যেক গল্পের সহিত গল্পের উপযোগী অনেকগুলি করিয়া চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

রাজতরঙ্গিণী—সংস্কৃত ইতিহাস গ্রন্থ। ইহার প্রথমাংশ কহ্লণ পণ্ডিত রচিত। দ্বিতীয়াংশ যোণরাজ কৃত। তৃতীয়াংশ যোণরাজের ছাত্র শ্রীবর পণ্ডিত কৃত এবং চতুর্থাংশ প্রাজ্যভট্ট বিরচিত। প্রথমাংশে অগ্রে

পৌরাণিক বিবরণ, পরে ২৪৪৮ খ্রীঃ পূঃ গোনর্দ্দ নৃপতির শাসনকাল হইতে ৭৪৯ শকে সংগ্রামদেবের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশে রাজাদিগের বিবরণ, শেষাংশে আকবরের সেনাপতি কাসিম খাঁ কর্ত্তৃক কাশ্মীরবিজয় হইতে শাহ আলমের রাজত্বকালের বিবরণ পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে।

রাজভক্তি—দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত ইহার ভাষা বাঙ্গালা বটে, কিন্তু দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত। সারদাচরণ মিত্র প্রবর্ত্তিত "একলিপি-বিস্তার-পরিষদ্" নামক সভার ব্যয়ে ইহা প্রকাশিত। সভার নামেই বুঝা যাইতেছে যে, সমগ্র ভারতে একই প্রকার অক্ষরের প্রচলনই সভার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান সহায় এবংবিধ গ্রন্থের প্রচার। সভার আশা এই যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসী হিন্দুরা দেবনাগর অক্ষরের সাহায্যে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আস্বাদ পাইবেন ও সমাদর করিতে শিখিবেন, এবং ক্রমে ভারতবাসী সর্ব্বজাতীয় হিন্দুই বাঙ্গালা ও অপরাপর প্রাদেশিক অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া দেবনাগরের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; তাহার ফলে ভারত-বাসী সকলেই এক বিশাল ও প্রবল জাতিতে পরিণত হইবে।

রাজমালা—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ। কৈলাস চন্দ্র সিংহ প্রণীত। ইহাতে ত্রিপুরার ও ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস কীর্ত্তিত হইয়াছে। ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি, ত্রিপুরার সীমা ও স্থানীয় বিবরণ, অধিবাসীদিগের আচারব্যবহার, রাজবংশের নিয়ম ও রাজ্যের আয়ব্যয়াদি, সন্নিহিত দেশসমূহের বিবরণ, রাজবংশের উৎপত্তির বিবরণ, প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরার রাজাদিগের বিবরণ, মণিপুরের রাজবংশ ও ইতিহাস, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও কুকিজাতির বিবরণ, মুসলমানদিগের ত্রিপুরা অধিকার ও প্রাচীন জমিদারদিগের ইতিহাস, ত্রিপুরার অধিবাসীদিগের ধর্ম্ম ও অবস্থার বিবরণ, কৃষিশিল্পাদির আলোচনা, প্রস্তরলিপি ও তাম্রশাসনের বিবরণ, ইত্যাদি বিষয়সমূহ এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

রাজর্ষি—বাঙ্গালা উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য একটী বালিকার কথায় মর্ম্মাহত হইয়া ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে বলিদান রহিত করেন। ইহাতে মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। কিন্তু ভ্রাতৃস্নেহযুক্ত নক্ষত্ররায় তাহাতে সম্মতি দিলেও শেষে অসম্মত হন। পরিশেষে রঘুপতির উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া নক্ষত্ররায় রাজার পালিত পুত্র ধ্রুবকে হত্যা করিবার জন্য মন্দিরে লইয়া যান। রাজা এই সংবাদ পাইয়া ধ্রুবকে উদ্ধার করিয়া রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ড বিধান করেন। ইহাতে রঘুপতি প্রতিহিংসাগ্রহণে উন্মত্ত হইয়া রাজমহলে গমন পূর্ব্বক সা সুজার সহিত যোগ দেন, এবং অনেক কৌশলে তাঁহাকে বাধ্য ও নক্ষত্ররায়কে হস্তগত করিয়া মোগলসৈন্য সহ গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ভ্রাতা নক্ষত্ররায় মোগলসৈন্য লইয়া রাজ্যগ্রহণাভিপ্রায়ে আসিতেছে শুনিয়া গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয়ে সংসারবিরাগের আবির্ভাব হয়, এবং তিনি নক্ষত্ররায়কে রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক বনবাসী হন। শেষে রঘুপতিও নক্ষত্ররায়ের নিকট অপমানিত হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে গোবিন্দমাণিক্যের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করেন, এবং তাঁহার নিকট বাস করিতে থাকেন। এই আখ্যায়িকা অবলম্বনে গ্রন্থকার "বিসর্জ্জন" নামক একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন।

রাজলক্ষ্মী (শ্রীশ্রী)—বাঙ্গালা উপন্যাস। যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু প্রণীত। এদেশে ইংরাজশাসনের প্রথম আমলে হুগলি জেলার বিজন গ্রামে শঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন সঙ্গতিপন্ন ব্রাহ্মণ-জমিদার বাস করিতেন। শঙ্করীপ্রসাদ প্রকৃত হিন্দু ও দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহার বাটীতে ৺শঙ্করী দেবীর নিত্যসেবা ও দোলদুর্গোৎসবাদি সর্ব্বপ্রকার পূজাপার্ব্বণই অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। তিনি সাতিশয় দানশীল, আতিথ্যপরায়ণ ও পরহিতৈষী ছিলেন। তিনি স্বপ্নেও কাহারও অনিষ্টচিন্তা করিতেন না। তাহার পত্নীর নাম কাত্যায়নী। তাঁহার দুই পুত্র,—জ্যেষ্ঠ ভবানীপ্রসাদ ও কনিষ্ঠ রমাপ্রসাদ। ভবানীপ্রসাদের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পত্নীর নাম যশোদা। তাঁহার এক কন্যাও জন্মিয়াছিল। কন্যাটী দেখিতে অতি সুশ্রী হওয়ায় শঙ্করীপ্রসাদ আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন লক্ষ্মী। রমাপ্রসাদের বিবাহ হয় নাই। তদ্ভিন্ন শঙ্করীপ্রসাদের সংসারে রঘুদয়াল নামে এক গোয়ালা ভৃত্য ছিল। রঘুদয়ালের দেহে যেমন অসাধারণ বল, লাঠিখেলায় ও অন্যান্য শস্ত্রের পরিচালনে তেমনি অসামান্য নৈপুণ্য ছিল। ঐ সকল বিষয়ে তৎকালে দেশে তাহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। তদ্ভিন্ন সে একজন অসাধারণ সাপের ওঝা ছিল। সর্পাঘাতে মৃত বলিয়া স্থিরীকৃত ও অন্যান্য ওঝাগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ব্যক্তিকেও সে মন্ত্র ও ঔষধের প্রয়োগে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিত। এই রঘুদয়াল বহুকাল অতি বিশ্বস্তভাবে শঙ্করীপ্রসাদের সেবায় নিযুক্ত ছিল। এজন্য শঙ্করীপ্রসাদ ও কাত্যায়নী তাহাকে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ যত্ন করিতেন। আবার রঘুদয়ালও তাহাদিগকে জনকজননীতুল্য এবং ভবানীপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদকে কনিষ্ঠ সহোদরবৎ জ্ঞান করিত।

কালক্রমে শঙ্করীপ্রসাদ স্বর্গারোহণ করিলেন। তখন রমাপ্রসাদের বয়স ১৩।১৪ বৎসর এবং লক্ষ্মীর বয়স ৪ বৎসর মাত্র। তাঁহার মৃত্যুর পরেই, তিনি পূর্ব্বে যাহাদের উপকার করিয়াছিলেন, সেই সকল আত্মীয়স্বজনই কূট কৌশলজাল বিস্তার করিয়া তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত বেচিয়া লইল। তাঁহার সংসারে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। ভবানীপ্রসাদ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াও পরিবারবর্গের—বিশেষতঃ স্নেহের পুত্তলী লক্ষ্মীর, অনশনক্লেশ দেখিতে না পারিয়া দেশত্যাগী হইলেন। এই সময়ে প্রভুভক্ত উদারচরিত রঘুদয়ালের মহত্ত্ব আরও উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিল। সে অতি প্রত্যূষে গ্রামান্তরে যাইয়া কাহারও বাড়ীতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত কাঠচেলান বা উপস্থিতমত অন্য কাজ করিয়া দিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিল এবং তাহাই আনিয়া মৃতপ্রভুর পরিজনবর্গের উদরান্নের সংস্থান করিয়া দিতে লাগিল। ওদিকে শঙ্করীপ্রসাদের আত্মীয়গণ কেবল তাঁহার বিষয়সম্পত্তি লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, তাঁহার বাড়ীখানিও আত্মসাৎ করিবার প্রয়াসী হইল। কিন্তু রঘুদয়াল থাকিতে বাড়ীর লোকদিগকে বহিষ্কৃত করা সহজ কথা নয়। কাজেই অগ্রে রঘুদয়ালকে বাড়ী হইতে অপসারিত করা তাহাদের প্রথম কর্ত্তব্য হইল। তাহারা এক কূট কৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক রঘুদয়ালের নামে এক মিথ্যা ডাকাতির অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহাকে থানার হাজতে পুরিল। এদিকে মধ্যাহ্ন অতীত হইলেও রঘুদয়াল আসিল না দেখিয়া কাত্যায়নী বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। এমন সময়ে কতকগুলি সন্ন্যাসী অতিথি আসিয়া কাত্যায়নীর নিকট আতিথ্য-সৎকার

প্রার্থনা করিলেন। তখন কাত্যায়নী অনন্যোপায় হইয়া ৺লক্ষ্মীর ঝাঁপি হইতে সিন্দুরমাখান মোহরটী—যাহা তিনি দারুণ দুরবস্থায় পড়িয়াও ভাঙ্গান নাই, তাহাই এক্ষণে অতিথি বিমুখ হইলে পাপসঞ্চার ও গৃহস্থের অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া, রমাপ্রসাদকে দিয়া অতিথিসেবার ও আপনাদের আবশ্যক দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিতে পাঠাইলেন। বালক রমাপ্রসাদ মোহর ভাঙ্গাইতে যাইয়া মোহর চুরির মিথ্যা অভিযোগে পুলিসের হস্তে অর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি রঘুদয়ালের সহিত একই হাজতে থাকিতে পাইলেন। রাত্রিকালে রঘুদয়াল রমাপ্রসাদকে লইয়া হাজত হইতে পলায়ন করিয়া দেশত্যাগী হইল।

রঘুদয়ালের অনুপস্থিতির সুযোগে পূর্ব্বোক্ত দুষ্টাশয় আত্মীয়গণ শঙ্করীপ্রসাদের পরিজনবর্গকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া বাড়ীটী দখল করিয়া লইল। কাত্যায়নী দেবী তাঁহার পুত্রবধূ যশোদা ও পৌত্রী লক্ষ্মীকে লইয়া অকূলপাথারে ভাসিলেন,—এখন হইতে তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে পথের ভিখারী হইলেন, তাঁহাদের মাথা গুঁজিবারও স্থান রহিল না। অতঃপর তাঁহারা ভিক্ষান্নে কোনওরূপে জীবন রক্ষা করিতে করিতে ৺কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। কাশীতেও তাঁহারা মহা বিপদে পতিত হইলেন। এবং যশোদা অতি কষ্টে আপনার অমূল্য সতীত্বরত্ন রক্ষা করিলেন।

ওদিকে ভবানীপ্রসাদ গৃহত্যাগ করিয়া বর্ণনাতীত ক্লেশপরম্পরা সহ্য করার পর কাশীতে দীনদয়াল নামক জনৈক পশ্চিমে ধনী সওদাগরের সহিত মিলিত হন, এবং আপনার অটুট অধ্যবসায় ও অকৃত্রিম সাধুতার বলে দীনদয়ালের অতি প্রিয়পাত্র হইয়া ক্রমে তাঁহার কারবারের অংশী ও প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া পড়েন। এই সময়ে তিনি অমরসিংহ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি রাজা উপাধি পাইয়া 'রাজা অমরসিংহ' নামে পরিচিত হন। এইরূপে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া তিনি বিজনগ্রামে আপনার জননী প্রভৃতি পরিবারবর্গের অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করেন। কিন্তু সে লোক তাঁহাদের কোনও অনুসন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া গেলে তিনি তাঁহাদের আশা পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্ণচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি আর দারপরিগ্রহ করিলেন না। যশোদার মূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন করিয়া তাহারই আরাধনা করিতে লাগিলেন। যে সময়ে কাত্যায়নী পুত্রবধূ ও পৌত্রীসহ বারাণসীতে উপস্থিত হন, সে সময়ে উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল রাজা অমরসিংহ দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের জন্য একটী অন্নসত্র খুলিয়াছিলেন। অনাহারে যৎপরোনাস্তি ক্লিষ্ট ও জীর্ণশীর্ণ হইয়া কাত্যায়নী, যশোদা ও লক্ষ্মীকে লইয়া সেই অন্নসত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এখনও তাঁহাদের ভাগ্যনির্দ্দিষ্ট দুর্ভোগ নিঃশেষিত হয় নাই। সেই অন্নসত্রেও মাতা ও দুহিতা মিথ্যা চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া অমরসিংহের নিকট নীতা হইলেন। এদিকে রঘুদয়াল এবং রমাপ্রসাদও ঘটনাচক্রের আবর্ত্তে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে স্বর্গীয় শঙ্করীপ্রসাদের পরিজনবর্গ সকলেই একত্র মিলিত হইয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইলেন।

রাজসিংহ—বাঙ্গলা ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রূপনগরের রাজা বিক্রমশোলাঙ্কীর কন্যা চঞ্চলকুমারী একদা এক তস্বিরওয়ালীর নিকট সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের একখানি ছবি ক্রয় করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাহা পদাঘাতে চূর্ণ করেন। তস্বীরওয়ালী দরিয়া নাম্নী এক যুবতী দ্বারা এই সংবাদ বাদসাহের প্রধানা বেগম উদিপুরীর কর্ণগোচর করে। বাদসাহ আওরঙ্গজেব উদিপুরীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে, চঞ্চলকুমারীকে দিল্লীতে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা বেগমের তামাকু সাজাইয়া দিবেন। অতঃপর সম্রাট্ বিবাহের প্রস্তাব করিয়া চঞ্চলকুমারীকে আনয়ন জন্য বিক্রমশোলাঙ্কীর নিকট মবারক নামক এক সেনাপতিকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। এই মবারক সম্রাটের দুহিতা জেবউন্নিসার প্রণয়ভাগী ছিল। এ দিকে বাদসাহের অন্যতমা হিন্দুমহিষী যোধপুরী বেগম বাদসাহের আন্তরিক অভিপ্রায় জানাইয়া চঞ্চলকুমারীকে দিল্লীতে আসিতে নিষেধ করিয়া এক দূতী প্রেরণ করেন। বিক্রমশোলাঙ্কী একজন সামন্ত রাজা মাত্র, সম্রাটের আদেশের অন্যথাচরণ করা তাঁহার সাধ্যাতীত। চঞ্চলকুমারী সখী নির্ম্মলার সহিত পরামর্শ করিয়া মেবারপতি রাজসিংহের নিকট আশ্রয় প্রার্থনাসূচক এক পত্র ও রাখী পাঠাইয়া দিলেন। কুলপুরোহিত অনন্ত মিশ্র এই পত্র লইয়া চলিলেন। পথমধ্যে অনন্ত মিশ্র দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। দস্যুরা তাঁহার নিকট হইতে পত্র ও রাখী কাড়িয়া লইল। দৈবযোগে রাজসিংহ সেই স্থানে মৃগয়ার্থ আসিয়াছিলেন। তিনি দস্যুদিগকে নিহত করিয়া সেই পত্র প্রাপ্ত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সঙ্গী একশত সৈন্য লইয়া চঞ্চলকুমারীর উদ্ধারার্থ যাত্রা করিলেন। তিনি বাদসাহ-সৈন্যের প্রত্যাগমন-পথে সৈন্য সজ্জিত করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং সম্রাটের সৈন্যগণ যখন চঞ্চলকুমারীকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, তখন ভীমবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার কৌশলে একশত রাজপুতের নিকট দুই হাজার মোগল-সৈন্য পরাজিত হইল। চঞ্চলকুমারী রাজসিংহের সহিত উদয়পুরে গমন করিলেন। মবারক হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া বিক্রমশোলাঙ্কিকে এক পত্র লেখেন। বিক্রম তদুত্তরে বলেন, আপনি যেদিন বাদসাহের রোষাগ্নি হইতে আমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন, সেইদিন আমি আপনার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিব, তৎপূর্ব্বে বিবাহ করিলে আপনাকে আমার অভিশাপগ্রস্ত হইতে হইবে। এদিকে বাদসাহ অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া রাজসিংহকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে জিজিয়া করের প্রবর্ত্তন করেন। রাজসিংহ সন্ধিস্থাপনার্থ মাণিকলাল নামক এক বিশ্বাসী ভৃত্যকে প্রেরণ করেন। নির্ম্মলকুমারীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। চঞ্চলকুমারী নির্ম্মলাকেও একখানি পত্র দিয়া তাহার সহিত প্রেরণ করিলেন। সেই পত্রে উদিপুরী বেগমকে তামাকু সাজিয়া দিবার জন্য আমন্ত্রণ ছিল। নির্ম্মলকুমারী কৌশলে বেগম-মহলে প্রবেশ করিয়া যোধপুরী বেগমের সহায়তায় উদিপুরীর নিকট সেই পত্র প্রেরণ করিল। মাণিকলালও সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রস্থান করেন। বাদসাহ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধোদ্যম করেন। এদিকে মবারক নিজ প্রণয়িনী দরিয়ার সহিত বাস করায় জেব উন্নিসার বিষনয়নে পতিত হইলেন। জেব উন্নিসা ছল ধরিয়া সর্পদংশনে তাঁহার প্রাণদণ্ড করেন, পরে মাণিকলালের চেষ্টায় পুনর্জীবিত হইয়া মবারক উদয়পুরে চলিয়া যান। মবারকের দণ্ডের পর জেবউন্নিসার হৃদয়ে অনুতাপের আগুন জ্বলিল; কেননা তিনি মবারককে ভালবাসিয়াছিলেন। অতঃপর সম্রাট্ বিশাল বাহিনী সজ্জিত করিয়া রাজসিংহের ধ্বংসের জন্য যাত্রা করিলেন। উদিপুরী ও জেবউন্নিসাও তাহার সঙ্গে চলিলেন। তথায় রাজসিংহের কৌশলে সম্রাট্ সৈন্যসহ এক রন্ধ্র-পথে প্রবেশ করিলেন। অমনই রন্ধ্রের উভয় মুখ বন্ধ হইয়া গেল। স্ত্রীলোকেরা বাহিরে ছিল। রাজসিংহ উদিপুরী জেবউন্নিসাকে বন্দী

করিয়া আনিলেন। জেব্‌উন্নিসার হৃদয়ে তখন অনুতাপের আগুণ ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছিল। নির্ম্মলকুমারীর কৌশলে মবারকের সহিত তাহার মিলন হইল। অতঃপর ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া সম্রাট্ রাজসিংহের সহিত সন্ধি করিলেন। রাজসিংহ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন, এবং জেব্‌উন্নিসা ও উদিপুরীকেও ছাড়িয়া দিলেন। ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে চঞ্চলকুমারী উদিপুরীর দ্বারা তামাকু সাজাইয়া লইলেন। কিছুদিন পরে সম্রাট্ সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য করিয়া আবার রাজসিংহের বিরুদ্ধে দিলীর খাঁকে পাঠাইলেন। এবার বিক্রম শোলাঙ্কিও আসিয়া রাজসিংহের সহিত যোগ দিলেন। রাজসিংহের পরাক্রমে মোগলসৈন্য পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে মবারকও সম্রাটের পক্ষ হইয়া আসিয়াছিলেন। দরিয়ার নিক্ষিপ্ত বন্দুকের গুলিতে তাঁহার মৃত্যু হইল। অতঃপর চঞ্চলকুমারীর সহিত রাজসিংহের বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

অমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া 'রাজসিংহ' মধ্যে মধ্যে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হইয়া থাকে।

রাজস্থানের ইতিবৃত্ত—কর্ণেল টড্ প্রণীত রাজস্থানের ইতিবৃত্ত হইতে সঙ্কলিত। বরদাকান্ত মিত্র কর্ত্তৃক অনুদিত ও প্রকাশিত। টড্ সাহেব বিপুল অর্থব্যয় ও পরিশ্রমসহকারে রাজস্থানের ঘটনাবলী ও প্রসিদ্ধ বীরগণের আখ্যায়িকাসমূহ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে কিরূপ অসাধারণ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধিৎসা সত্ত্বেও সংস্কৃত শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত তিনি যে রাজপুত জাতির উৎপত্তিনির্ণয় করিয়া পৃথিবীর প্রাচীন প্রধান প্রধান জাতির সহিত তাঁহাদের সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনেক স্থল অস্ফুট হইয়া রহিয়াছে; এবং প্রাচীন পুরাণোক্ত ঘটনাবলীর সহিত তাহার সামঞ্জস্য দেখা যায় না। বর্ত্তমান গ্রন্থে সেই সকল দোষ সংশোধিত ও নিরাকৃত হইয়া বিশদভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। অঘোর নাথ বরাট "রাজস্থান" নাম দিয়া ইহার এক সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। বঙ্গবাসী আফিস হইতে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও ইহার এক সংস্করণ বাহির করিয়াছেন।

রাজা গণেশ—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রাজা গণেশ নারায়ণ সাতগড়ার প্রসিদ্ধ ভাদুড়িয়া বংশসম্ভূত জনৈক জমিদার। তৎকালে পাণ্ডুয়া বাঙ্গালার রাজধানী ছিল, এবং সৈয়দ আসলতান রাজা ছিলেন। তাঁহার পালিত পুত্র আলিম সা সাতিশয় অত্যাচারী ও হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। পাঠানের অত্যাচার হইতে প্রজাবৃন্দকে রক্ষা করিবার জন্য গণেশনারায়ণ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। ইহাতে তিনি আলিম সার চক্ষুশূল হইয়াছিলেন। তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য আলিম সা অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু চেষ্টা সফল হয় নাই। আলিম সা এক হিন্দুরমণীর উপর অত্যাচারের উপক্রম করিলে গণেশ তাহাকে রক্ষা করেন। ইহার পর আলিম সা দেবীকোটের মহামায়ার মন্দির ভাঙ্গিতে ও দেবীপ্রতিমা চূর্ণ করিতে আদেশ দেন। গণেশনারায়ণ প্রাণপণ করিয়া মন্দির ও দেবীকে রক্ষা করেন। অতঃপর আসলতানের মৃত্যু হইল। আলিম সা সামসুদ্দিন সানি নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এবার তিনি হিন্দুদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে গণেশনারায়ণ বিদ্রোহী হইলেন। সুলতানের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। সুলতান পরাজিত হইলেন, গণেশনারায়ণ দুর্গ অধিকার করিয়া বাঙ্গালায় হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিলেন। আলিম সা যে হিন্দু বালিকার উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই বালিকা, এবং গণেশের স্ত্রী করুণাময়ীও এই কার্য্যে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন।

রাজা ও রাণী—বাঙ্গালা নাটক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেব পত্নী সুমিত্রার রূপে মুগ্ধ হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে বাস করিতেছিলেন। এদিকে রাণীর পিত্রালয়ের আত্মীয়স্বজনেরা রাজকার্য্য অধিকার করিয়া প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। রাণী সুমিত্রা ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া বৈদেশিক আত্মীয়গণকে দূর করিয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু রাজা তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহিলেন না। তখন রাণী প্রজাবৃন্দের মঙ্গলার্থ রাজার সমুখ হইতে দূরে থাকিবার আশায় রাজ্য হইতে প্রস্থান করিলেন। ইহাতে রাজা উত্তেজিত হইয়া বিদেশীদিগকে বন্দী করিলেন। এদিকে সুমিত্রা ছদ্মবেশে পিত্রালয় কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া স্বীয় ভ্রাতা কুমারকে সকল কথা বলিলেন। সমস্ত শুনিয়া কুমার সিংহাসনারূঢ় পিতৃব্যের অনুমতি লইয়া জালন্ধরের অত্যাচার দমনার্থ যাত্রা করিলেন, এবং পথমধ্যে বিক্রমদেবের ভয়ে পলায়িত দুইজন সেনাপতিকে বন্দী করিয়া বিক্রমদেবের সহিত সন্ধিস্থাপনার্থ চলিলেন। কিন্তু বিক্রমদেব সন্ধি না করিয়া কাশ্মীর আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন। কুমার ও সুমিত্রা ফিরিয়া আসিয়া কাশ্মীররাজের নিকট সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কাশ্মীররাজ সৈন্য দিলেন না। তখন বন্দী হইবার ভয়ে কুমার ও সুমিত্রা বনমধ্যে পলাইয়া গেলেন। শেষে প্রজাদের উপর অত্যাচার হইতেছে শুনিয়া এবং বন্দী হইলে সম্মান লাঘব হইবে ভাবিয়া কুমার আত্মজীবন বলি দিলেন। সুমিত্রা তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড আনিয়া বিক্রমদেবকে উপহার দিয়া স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিলেন। এই নাটকখানি সর্ব্বাগ্রে এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

রাজাবলী—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত। বঙ্গবাসী প্রেস হইতে মুদ্রিত। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ও মহামান্য সুপ্রিম্ কোর্টের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরাজের অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাট্‌দিগের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়। কত জন হিন্দু নৃপতি ভারতের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কত জন ক্ষত্রিয় এবং কত জন হিন্দুজাতির কোন্ বর্ণভুক্ত ছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ইতিহাস রাজাবলী গ্রন্থে বিবৃত আছে। হিন্দু রাজত্বের পর কিঞ্চিদধিক সাড়ে ছয় শত বৎসর কাল এই ভারতভূমি যে যে মুসলমান নরপতির শাসনাধীন ছিল, তাহারও বিবরণ এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। পরিশিষ্টে মুসলমান রাজত্বের অবসানে কোম্পানির শাসনভার প্রাপ্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী রাজধানী, রাজা ভর্ত্তৃহরির সংসারে বিরাগ, শালিবাহন রাজার বিবরণ, ভোজরাজের ইতিহাস, এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সমুদ্র পাল, বিক্রম পাল, তিলকচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, ধীসেন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, এবং আদিশূর প্রভৃতির বিবরণ রাজাবলীতে আছে। মুসলমান বাদসাহ, আমীর ওমরাহ প্রভৃতির বিবরণ, আকবর ও আওরঙ্গজেব প্রভৃতি বাদসাহদিগের এবং আলিবর্দ্দি ও সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতি

নবাবগণের ইতিবৃত্তও রাজাবলীতে স্থান পাইয়াছে।

রাজা বাহাদুর—*বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত।* বিদ্যাবুদ্ধিশূন্য ধনিসন্তানেরা উপাধি পাইবার লোভে কিরূপ উন্মত্ত হয়, এক বাঙ্গাল জমিদারের চরিত্র চিত্রিত *করিয়া তাহাই এই পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রহসনখানি ষ্টার থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হইয়াছিল।*

রাধারাণী—*বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মাহেশের রথের দিন* রাধারাণী নাম্নী একটী একাদশবর্ষীয়া দরিদ্রা বালিকা রুগ্না মাতার পথ্যসংগ্রহের জন্য একছড়া বনফুলের মালা গাঁথিয়া মেলাস্থলে বিক্রয়ার্থ লইয়া যান। কিন্তু অত্যন্ত বৃষ্টি হেতু লোকজন উপস্থিত না থাকায় মালাছড়াটী বিক্রয় হইল না, অগত্যা রাধারাণী নিরাশচিত্তে অন্ধকারে গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে জনৈক ভদ্র যুবক ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহার অবস্থার বিষয় অবগত হইলেন। তিনি দুইটি ডবল পয়সা বলিয়া দুইটী টাকা দিয়া মালাছড়াটী কিনিয়া লইলেন, এবং বালিকাকে তাঁহার মাতার কুটীরে পৌছাইয়া দিলেন। বালিকা বলিলেন, আপনি ভ্রমবশতঃ ডবল পয়সার পরিবর্ত্তে টাকা দিয়াছেন; আপনি অপেক্ষা করুন, আমি আলো জ্বালিয়া দেখিয়া আসি। বালিকা ঘরে গিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিলেন, টাকাই বটে। কিন্তু তিনি বাহিরে আসিয়া আর ভদ্রলোকটীকে দেখিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে বাজারের কাপড়ওয়ালা এক জোড়া কাপড় আনিয়া বলিল যে, একজন ভদ্রলোক ইহা রাধারাণীর জন্য কিনিয়া পাঠাইয়াছেন। তারপর রাধারাণী ঘরের মধ্যে একখানি নোট কুড়াইয়া পাইলেন। উহার অপর পৃষ্ঠায় রুক্মিণীকুমার রায় রাধারাণীর জন্য দিয়াছেন, ইহা লিখিত ছিল। রাধারাণী বুঝিলেন, উক্ত উপকারী ভদ্রযুবকের নাম রুক্মিণীকুমার রায়। রাধারাণী নোটখানি খরচ করিলেন না, তুলিয়া রাখিলেন। রাধারাণী বাস্তবিক দরিদ্রকন্যা নহে। জ্ঞাতির সহিত তাঁহার মাতার মোকদ্দমা চলিতেছিল। ঐ মোকদ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাঁহার মাতা বাসগ্রাম রাজপুর ত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে একটী কুটীরে বাস করিতেছিলেন। এই সময়ে বিলাত আপীলের ফলে রাধারাণীর জয় হইল। রাধারাণী বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। উকিল কামাখ্যাবাবু ইঁহাদের বিশেষ যত্ন করিতেন। তিনি এক্ষণে রাধারাণী ও তাঁহার মাতাকে আপনার বাড়ীতে *লইয়া গিয়া রাধারাণীর মাতার চিকিৎসা* করাইতে লাগিলেন। কিন্তু চিকিৎসা নিষ্ফল হইল। রাধারাণী মাতৃহীনা হইয়া কামাখ্যাবাবুর বাড়ীতে বাস করিতে *লাগিলেন এবং তাঁহার সম্পত্তিও কামাখ্যা* বাবুর তত্ত্বাবধানে রহিল। অতঃপর রাধারাণীর বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া কামাখ্যাবাবু কন্যা বসন্তকুমারীর নিকট *শুনিলেন যে, রাধারাণী রুক্মিণীকুমার রায়* ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। কিন্তু রুক্মিণীকুমার রায় যে কে, ইহা কেহই বলিতে পারিল না। কামাখ্যাবাবু তাঁহার অনুসন্ধান জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। রাধারাণী অবিবাহিতা রহিলেন, এবং কামাখ্যাবাবুর মৃত্যুর পর নিজেই স্বীয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তিনি রাজপুরে একটী বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন, এবং বাড়ীর নিকটেই "রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ" নাম দিয়া একটী অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাধারাণীর বয়স যখন ঊনবিংশতি বৎসর, তখন কামাখ্যাবাবুর কন্যা বসন্তকুমারীর পত্র লইয়া জনৈক ধনবান্ ব্যক্তি রাধারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। পরে কথাবার্ত্তায় উভয়েই জানিতে পারিলেন যে, এই রাধারাণীই সেই মালাবিক্রয়ার্থিনী দরিদ্রা বালিকা, এই আগন্তুকই সেই উপকারী রুক্মিণীকুমার রায়। আগন্তুক অতঃপর নিজ পরিচয় দিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়, রুক্মিণীকুমার নাম ধারণ করিয়া তিনি কখন কখন ছদ্মবেশে বেড়াইতেন। দেবেন্দ্রনারায়ণের প্রথমা স্ত্রী বহুদিন পূর্ব্বেই কালকবলিত হইয়াছেন, তদবধি তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। তখন উভয়েই একজাতি বলিয়া পরস্পর অবগত হইয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

গ্রন্থকারের জামাতা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার একখানি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণকথামৃত—বাঙ্গালা ধর্ম্মগ্রন্থ। শ্রীম—কথিত। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর নিকট সরল কথায় আত্মতত্ত্ববিষয়ক যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, এই পুস্তকে তাহাই সঙ্কলিত হইয়াছে। ঈশ্বরের স্বরূপ কি, কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যায়, ভক্তি কাহাকে বলে, জ্ঞান কাহাকে বলে, যোগ কি, প্রেমের লক্ষণ কি, ইত্যাদি বহু তত্ত্বকথার নিগূঢ় ভাব গল্পচ্ছলে এই সকল উপদেশের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

রামগীতা—*পঞ্চগীতা দেখ।*

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—বাঙ্গালা জীবনচরিতবিষয়ক গ্রন্থ। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। ইহাতে রামতনু লাহিড়ীর *জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে* কৃষ্ণনগর রাজবংশের বিবরণ, প্রাচীন ও *নব্যদলের সংঘর্ষণ,* সামাজিক বিপ্লব, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসার, *বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু,* কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের কার্য্যকলাপাদিও সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

রামপ্রসাদ—বাঙ্গালা নাটক। বৈকুণ্ঠনাথ বসু প্রণীত। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের জীবনকাহিনী অবলম্বনে এই নাটক রচিত। ইহাতে ভক্ত রামপ্রসাদের চাকরী, সাধনা, সঙ্গীত, দেবীর কৃপা, রামপ্রসাদের মুক্তি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। রামপ্রসাদের মুখে যে সকল গীত দেওয়া হইয়াছে, তৎসমুদায় তাঁহারই রচিত। এই নাটকখানি বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৯১ খ্রীঃ ১৮ই জুলাই প্রথমে অভিনীত হয়।

রামরসায়ন (শ্রী)—রঘুনন্দন গোস্বামী বিরচিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় ইহাতেও রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে। তবে কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে ইহার অনেক প্রভেদ আছে। ইহাতে রামের জন্ম হইতে গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে। তরণীসেন বধ, রাবণ বধার্থ রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব প্রভৃতি ইহাতে নাই। রামচন্দ্র রাক্ষসবধ ও সীতা-উদ্ধার করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে এবং সিংহাসনে বসিলে অগস্ত্যমুনি তাঁহার নিকট রাবণের পূর্ব্ব বিবরণ, হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদ উপাখ্যান এবং ভুষণ্ডীকাক চরিত্র বর্ণন করিলেন। অতঃপর রামচন্দ্র সীতা সহ রাজ্যসুখ সম্ভোগ ও প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। এইখানেই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

রামানুজ দর্শন—দর্শন দেখ।

রামায়ণম্—সংস্কৃত মহাকাব্য। মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত। ইহা আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তর এই সাত কাণ্ডে বিভক্ত। আদিকাণ্ডে অযোধ্যা ও দশরথের বিবরণ, রোমপাদ কর্ত্তৃক ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন, দশরথের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ, দেবগণ কর্ত্তৃক রাবণ বধার্থ বিষ্ণুর উপাসনা ও বিষ্ণুর রামরূপে জন্মগ্রহণ করিতে স্বীকার, রামলক্ষণাদির জন্ম, যজ্ঞরক্ষার্থ বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক রামকে আনয়ন, তাড়কা বধ,

বিশ্বামিত্রের নিকট রামলক্ষ্মণের মন্ত্রলাভ, গঙ্গাবতরণ, মগরোপাখ্যান, অহল্যা সন্দর্শন, জনকপুরে গমন, বিশ্বামিত্রের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কথন, ত্রিশঙ্কু উপাখ্যান, হরধনুর্ভঙ্গ, সীতা সহ রামের বিবাহ, লক্ষ্মণাদির বিবাহ, ভার্গববিজয় প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ডে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার মন্ত্রণা ও উদ্যোগ, কৈকেয়ী-মন্থরা সংবাদ, মন্থরার উপদেশে কৈকেয়ী কর্ত্তৃক দশরথের নিকট বরপ্রার্থনা, রামের বনগমন, অযোধ্যাবাসীর শোকপ্রকাশ, রামের নিষাদপুরে আগমন, চিত্রকূটে অবস্থিতি, কৌশল্যাবিলাপ, দশরথ কর্ত্তৃক সিন্ধুবধ বৃত্তান্ত কথন, দশরথের মৃত্যু, ভরতের অযোধ্যায় আগমন ও রামের উদ্দেশে যাত্রা, রামকর্ত্তৃক ভরতকে অযোধ্যায় প্রতিপ্রেরণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। অরণ্যকাণ্ডে রামের দণ্ডকারণ্যে স্থিতি, বিরাধ রাক্ষসবধ, পঞ্চবটী গমন, শূর্পণখা বিবরণ, খরদূষণ বধ, শূর্পণখার রাবণসমীপে গমন ও সীতা হরণার্থ রাবণকে প্রবৃত্তি দান, রাবণ মারীচ সংবাদ, মারীচের মায়ামৃগরূপ ধারণ, রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ, সীতার অশোকবনে অবস্থিতি, সীতাবিচ্ছেদে রামের বিলাপ ও জটায়ুর নিকট রাবণের সংবাদপ্রাপ্তি, কবন্ধ বধ, শবরী উপাখ্যান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীবাদি বানরগণের সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ ও সুগ্রীব সহ সখ্য, বালীবৃত্তান্ত ও বালীবধ, সুগ্রীব কর্ত্তৃক সীতা অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে বানরসৈন্য প্রেরণ, স্বয়ম্প্রভা বৃত্তান্ত, বানর সম্পাতি সংবাদ, সাগরতরণোদ্যোগ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। সুন্দরকাণ্ডে হনুমানের সমুদ্রোত্তরণ ও লঙ্কাপ্রবেশ, সীতাসহ হনুমানের সাক্ষাৎ, হনুমান্ কর্ত্তৃক বনভঙ্গকরণ ও রাক্ষসগণসহ যুদ্ধ, লঙ্কাদাহ, হনুমানের প্রত্যাবর্ত্তন ও রামের নিকট সীতাসংবাদ প্রদান প্রভৃতি আখ্যাত হইয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডে সাগরবন্ধন, বানরকটক সহ রামচন্দ্রের লঙ্কাগমন, বিভীষণের সহিত রামের মিত্রতা, যুদ্ধ, কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিতাদি রাক্ষসগণের নিধন, রাবণবধ, সীতা উদ্ধার, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ও সিংহাসনে উপবেশন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরকাণ্ডে রামসমীপে অগস্ত্যের আগমন, অগস্ত্য কর্ত্তৃক রাবণের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কথন, রাবণের জন্ম, বরলাভ, দিগ্বিজয়, স্বর্গবিজয়, সুগ্রীবাদির স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাগমন, সীতার বনবাস, সারমের ব্রাহ্মণসংবাদ, শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক লবণসংহার, শূদ্রতাপস বিবরণ, পুরূরবার জন্মবৃত্তান্ত কথন, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান লবকুশের রামায়ণ গান, সীতার পাতাল প্রবেশ, লক্ষ্মণবর্জ্জন, লক্ষ্মণের দেহত্যাগ, রামচন্দ্র ও ভরতাদির লীলাসংবরণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, দশরথ প্রভৃতির বৃত্তান্ত বিস্তারিত ভাবে কথিত হইয়াছে।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রামকমল ভট্টাচার্য্য, বিপ্রদাস তর্কবাগীশ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক এবং বঙ্গবাসী ও হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে মূল রামায়ণের অবিকল বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত রামায়ণ হইতে বঙ্গানুবাদ করেন। মূল রামায়ণ হইতে ইহার কোন কোন স্থানে প্রভেদ দৃষ্ট হয়; কৃত্তিবাসের রামায়ণে তরণীসেন বধ, রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব ও দেবী কর্ত্তৃক নীলপদ্ম হরণ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু মূল রামায়ণে ইহা নাই। বটতলা হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সুবলচন্দ্র মিত্র ইহার এক বিশুদ্ধ সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতেও ইহার এক সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন—ষষ্ঠীবর সেন (সপুত্র), দুর্গারাম অবধূতাচার্য্য, জগৎ রাম ও রামমোহন। দুর্গাচরণের পূর্ব্ববর্ত্তী ভবানীদাস কেবল "লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়" রচনা করিয়াছিলেন।

গ্রিফিথ্ সাহেব ইংরেজী ভাষায় রামায়ণের একটি পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। একজন ইংরাজ মহিলা "Iliad of the East" নাম দিয়া রামায়ণের একখানি মর্ম্মানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

রামায়ণী কথা—বাঙ্গালা সমালোচনা গ্রন্থ। দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত। ইহাতে রামায়ণোক্ত দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত, কৌশল্যা, হনুমান্ প্রভৃতির চরিত্র আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক চরিত্রের দোষ, গুণ, উন্নত বা অবনত স্বভাবের আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, "রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব্ব করিয়া মানুষ করেন নাই। মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন। মানুষেরই চরম আদর্শ স্থাপনার জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন।"

রামারঞ্জিকা—বাঙ্গলা স্ত্রীশিক্ষা গ্রন্থ। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের কিরূপ বিদ্যাশিক্ষা কর্ত্তব্য, কি প্রকারে সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে হয়, তাঁহাদের কিরূপ সাহস ও সংযমের প্রয়োজন, পতিব্রতা স্ত্রীর লক্ষণ ও কর্ত্তব্য, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য, বৈদেশিক স্ত্রীলোকদিগের দৃষ্টান্ত, সাধ্বী স্ত্রীর পতিসেবা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, ইত্যাদি স্ত্রীলোকের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। প্যারীচাঁদ মিত্র "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই কল্পিত নাম গ্রহণ করিয়া এইখানি ও অপর কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

রামাবদানম্—সংস্কৃত নাটক। নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ন প্রণীত। রামচরিত অবলম্বনে এই নাটকখানি আনুমানিক ১৮৯১ খ্রীঃ বিরচিত হয়। গ্রন্থকারের ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষায় কয়েকবার এই নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন।

রামের রাজ্যাভিষেক—স্কুলপাঠ্য সাহিত্য-গ্রন্থ। শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে রামচন্দ্রের জন্মগ্রহণের পর হইতে তাড়কাবধ, সীতাপরিণয়, যৌবরাজ্যে অভিষেকের উদ্যোগ, বনবাস, সীতাহরণ, সীতা উদ্ধার, অযোধ্যায় প্রত্যাগমন, রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি ঘটনা সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। বালিবধ, লঙ্কাযুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনাসমূহ ইহাতে বর্ণিত হয় নাই। বীরচরিত, অনর্ঘ রাঘব, এবং রামায়ণের পূর্ব্বকাণ্ড অবলম্বনে ইহা রচিত।

রায় পরিবার—বাঙ্গালা গার্হস্থ্য উপন্যাস। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ বিকৃত হইয়া কিরূপ কুফল উৎপন্ন করিতেছে, হিন্দুসন্তান কালবশে অদৃষ্টদোষে এবং কুশিক্ষা অবলম্বনে সমাজে ও গৃহে কি অনর্থ উৎপন্ন করিতেছে, সোণার সংসারে কিরূপ পিশাচের খেলা খেলিতেছে, গ্রন্থকার লিপিচাতুরী দ্বারা সেই বীভৎস চিত্র ইহাতে অঙ্কিত করিয়াছেন। শিক্ষা ও স্বভাবগুণে স্ত্রীলোকে যে দেবী ও দানবী উভয়ই হইতে পারে, দেবীরূপিণী সুকুমারী এবং দানবীরূপিণী মহামায়ার চিত্রে তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে।

রাস পঞ্চাধ্যায়—ভাগবতাচার্য্য বিরচিত। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ইহা ভাগবতোক্ত রাস পঞ্চাধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদ পয়ার ছন্দে গ্রথিত। ইহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

রূপসী মরুবাসিনী—বাঙ্গালা উপন্যাস। দীনেন্দ্র-

কুমার রায় প্রণীত। ইহা রহস্যময় বিলাতী রমন্যাস অবলম্বনে লিখিত। প্রাচ্য ভূখণ্ডের সুবিস্তীর্ণ দুর্গম সাহারা মরু ইহার ঘটনাস্থল। মরুচর আরবরমণী ইহার নায়িকা। অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

রৈবতক—বাঙ্গালা কাব্য। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বর্ণনাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। যে সময় যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময় এক দস্যু আসিয়া জনৈক ব্রাহ্মণের গাভী হরণ করে। অর্জ্জুন সেই দস্যুকে মারিয়া ব্রাহ্মণের গাভী উদ্ধার করিয়া দেন। এই দস্যু অনার্য্য বংশীয় নাগরাজ চন্দ্রচূড়। তাহার মৃত্যুকালে তাহার এক অষ্টমবর্ষীয় অনাথা কন্যার কথা শুনিয়া অর্জ্জুন সেই কন্যার অনুসন্ধানার্থ আট বৎসর ভ্রমণ করিতে করিতে দ্বারকায় উপনীত হন। এবং তথায় সুভদ্রাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। এদিকে ভারতে তখন রাজগণের মধ্যে হিংসা দ্বেষ অত্যাচার প্রভৃতি প্রবল হইয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণগণও অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সকলকে দমন করিয়া ভারতে এক মহান্ ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনের জন্য কৃষ্ণ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ব্যাস ও অর্জ্জুন তাঁহার সহায় হইলেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসা তখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষার্থ ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন এবং অনার্য্যপতি নাগরাজ বাসুকীকে আপনার পক্ষভুক্ত করিয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে তাহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ আপনার সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য যাদব ও পাণ্ডবে সম্বন্ধ স্থাপনার্থ সুভদ্রাকে অর্জ্জুনের হস্তে অর্পণ করিতে উদ্যত হইলে বলদেব তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন অর্জ্জুন কৃষ্ণের উপদেশানুসারে সুভদ্রাকে হরণ করিলেন।

রোমাবতী—বাঙ্গালা উপন্যাস। রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। পূর্ব্বকালে কৈরাত নামক স্থানে পুরঞ্জয় নামা এক নরপতি বাস করিতেন। অধিক বয়সে তাঁহার এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ঐ কন্যার নাম রোমাবতী। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাঁহার বিবাহার্থ রাজা স্বয়ংবর-সভা করেন। কিন্তু মনোনীত না হওয়ায় রোমাবতী কাহাকেও বরমাল্য প্রদান করিলেন না। পরিশেষে একদিন প্রাসাদশিখরে দাঁড়াইয়া ইন্দ্রজালবিদ্যা দর্শনকালে রোমাবতী এক অপরিচিত পুরুষকে দেখিতে পান, এবং তাঁহাকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করেন। কিন্তু পরে তাহার কোন উদ্দেশ না পাইয়া এবং তাহাকে পাইবার আশা নাই দেখিয়া রোমাবতী একদা গোপনে সখী মাধবিকার সহিত গৃহ পরিত্যাগ করেন, এবং এক পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া তপস্বীর বেশ ধারণপূর্ব্বক তপস্যায় নিযুক্ত হন। এদিকে ঐ পুরুষ—তাঁহার নাম রঞ্জন এবং তিনি জনৈক রাজপুত্র—রোমাবতীকে দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। তিনিও গৃহাগত হইয়া রোমাবতীর অদর্শনে একান্ত অধীর হন। তখন তাঁহার প্রিয় বয়স্য মাধব তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া রোমাবতীর সন্ধানে বহির্গত হন, এবং বহু অন্বেষণের পর রোমাবতীর পিতার নিকট আগমন করেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই রোমাবতী পলায়ন করিয়াছিলেন। তখন মাধব রোমাবতীর অন্বেষণে যাত্রা করেন। এদিকে রঞ্জনও আর স্থির থাকিতে না পারিয়া গৃহত্যাগী হন, এবং বহু বিপদ্ অতিক্রমপূর্ব্বক যথায় রোমাবতী তপস্বীর বেশে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হন। তথায় পরস্পরের পরিচয়ে পরস্পরকে চিনিতে পারেন। এই সময়ে অনুসন্ধান করিতে করিতে মাধবও তথায় উপস্থিত হন। পরে সকলে রোমাবতীর পিতৃভবনে প্রত্যাগমন করিলে রোমাবতীর সহিত রঞ্জনের এবং মাধবিকার সহিত মাধবের পরিণয়কার্য্য সম্পাদিত হয়।

রোমিও-জুলিয়েত—বাঙ্গালা নাটক। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা ইংরাজ-কবি সেক্সপীয়ারের রোমিও-জুলিয়েট গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে লিখিত। বরণা নগরে দুইজন সম্ভ্রান্ত ধনী বাস করিতেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে অতিশয় বিরোধ ছিল। দৈবঘটনায় ইঁহাদের একজনের কন্যার সহিত অপরের পুত্রের গাঢ় প্রণয় জন্মে। কিন্তু পরস্পরের পিতার সহিত বিরোধ হেতু মিলন সম্ভাবনা না থাকায় উভয়ে বিষপানে প্রাণত্যাগ করে। ইঁহাদের মৃত্যুর পর ধনিদ্বয়ের চৈতন্যোদয় হয়, এবং তাঁহারা বিবাদ হইতে ক্ষান্ত হন।

ল

ললিতমাধব—সংস্কৃত নাটক। রূপগোস্বামী বিরচিত। ইহাতে দশটী অংশ বা অঙ্ক আছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে এই নাটক রচিত হইয়াছে।

লিখিতসংহিতা—সংহিতা দেখ।

লিঙ্গপুরাণ—পুরাণ দেখ।

লীলাবতী—বাঙ্গালা মিলনান্ত নাটক। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় কাশীপুরের জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি। কাশীধামে অবস্থানকালে ইঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা তারা অপহৃতা হন এবং পরে পুত্র অরবিন্দ গৃহ ত্যাগ করিয়া যান। হরবিলাস পোষ্যপুত্র করণাভিপ্রায়ে ললিতমোহন নামক একটী যুবককে বাটীতে রাখিয়া প্রতিপালন করেন। হরবিলাসের কনিষ্ঠা কন্যা লীলাবতী ও ললিতমোহন পরস্পর পরস্পরের অনুরক্ত হন। ইঁহাদের বিবাহ দিবার জন্য লীলাবতীর মাতুল, শিক্ষক এবং অন্যান্য লোকে হরবিলাসকে অনুরোধ করেন, কিন্তু ললিতমোহনের বিশিষ্টরূপ কৌলীন্য মর্য্যাদা না থাকায় হরবিলাস তাঁহাকে কন্যাদানে অনিচ্ছুক হন এবং শ্রেষ্ঠকুলীন ও গুলিখোর নদেরচাঁদের সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থির করেন। নদেরচাঁদ স্বয়ং লীলাবতীকে দেখিতে আসে, এবং লীলাবতীর সম্মুখে আপনার মূর্খতা ও অসভ্যতার পরিচয় দেয়। শ্রীনাথের কৌশলেই তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি প্রকাশ পায়। অনন্তর দত্তক পুত্র হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিলেও লীলাবতীকে পাইবার আশা না থাকায় ললিতমোহন গৃহত্যাগ করেন। লীলাবতী শয্যাশায়িনী হন। তৎকালে তাঁহার মানসিক ভাব অবগত হইয়া হরবিলাস ললিতের হস্তেই তাঁহাকে সম্প্রদান করিবেন স্থির করেন। এই সময় নদেরচাঁদ একটী ফৌজদারী মোকদ্দমায় পড়িয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। যোগজীবন নামক এক সন্ন্যাসী হরবিলাসের বাড়ীতে আসিয়া আপনাকে অরবিন্দ বলিয়া পরিচয় দেন, এবং অরবিন্দের পত্নী ক্ষীরোদবাসিনীর কতকগুলি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়া গৃহে স্থান পান। ললিতের অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার বন্ধু সিদ্ধেশ্বর কাশীতে গিয়া প্রকৃত অরবিন্দের সাক্ষাৎ পান, এবং যোগজীবনের আগমনের তিন দিন পরে ললিত ও অরবিন্দসহ সিদ্ধেশ্বর কাশীপুরে উপস্থিত হন। তখন অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, যোগজীবন পুরুষ নহে, রমণী। সে হরবিলাসের রক্ষিতা এক ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাতা চাঁপা। চাঁপা পূর্ব্বে হরবিলাসের গৃহেই থাকিত, কিন্তু একদা অরবিন্দ তাহাকে পত্নীভ্রমে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হওয়ায় অসতী অপবাদে সে গৃহবহিষ্কৃতা হইয়া সন্ন্যাসিনী বেশে নানা স্থানে পর্য্যটন করে। হরবিলাস পোষ্যপুত্র গ্রহণে উদ্যত হইলে তাহা রহিত করিবার জন্যই চাঁপা অরবিন্দপরিচয়ে গৃহে আসিয়াছিল। অনুসন্ধানে আরও প্রকাশ পাইল যে, নদেরচাঁদের মাতুল ভোলানাথ চৌধুরী তারাকে বিবাহ করিয়াছে। সে এখন অহল্যা নামে পরিচিতা। পুত্র, কন্যা ও চাঁপাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া হরবিলাস আনন্দসহকারে

ললিতের সহিত লীলাবতীর বিবাহ দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "লীলাবতী বিশেষ যত্নের সহিত রচিত, এবং দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকাপেক্ষা ইহাতে দোষ অল্প। এই সময়কে দীনবন্ধুর কবিত্ব-সূর্য্যের মধ্যাহ্ন কাল বলা যাইতে পারে। ইহার পর হইতেই কিঞ্চিৎ তেজঃক্ষতি দেখা যায়।"

পণ্ডিত রামগতি স্যায়রত্ন বলেন, "দীনবন্ধু বাবু একজন বিলক্ষণ কৃতবিদ্য লোক, সুতরাং তাঁহার রচিত পুস্তকে উপাখ্যানের মনোরম বৈচিত্র্য থাকা যেরূপ সম্ভাবিত, এ গ্রন্থে তাহাই আছে।"

"লীলাবতী" দীনবন্ধুর রচিত নাটকজাতীয় গ্রন্থের সংখ্যায় পঞ্চম। ইহার পর তাঁহার লেখনী কিছুকাল বিশ্রাম গ্রহণ করে।

১৮৭২ খ্রীঃ ১৮ই মে কলিকাতা বাগবাজার রাজেন্দ্রনাথ পালের বাটীতে একটী সৌখীন সম্প্রদায় গ্রন্থকারের সম্মুখে এই নাটকের অভিনয় করিয়া সাতিশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উত্তরকালে সাধারণ নাট্যশালায় যাঁহারা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ (ললিত), অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি (হরবিলাস), নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (হেমচাঁদ), মতিলাল সুর (নদেরচাঁদ), মহেন্দ্রলাল বসু (ভোলানাথ) প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া ইহাঁরা সাধারণ নাট্যশালা (ন্যাশন্যাল থিয়েটার) স্থাপনে উদ্যোগী হন। সেখানেও এই গ্রন্থের প্রথম অভিনয় প্রশংসার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল (১৮৭৩ খ্রীঃ ১১ই জানুয়ারী)।

লোকরহস্য—বাঙ্গালা বিদ্রূপাত্মক সামাজিক গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই পুস্তকে ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল, ইংরাজ স্তোত্র, বাবু, বসন্ত ও বিরহ, হনুমদ্বাবু সংবাদ, গ্রাম্য কথা, Theory, New Year's Day প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধ আছে। সকল প্রবন্ধেই সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক প্রভৃতি দোষের উপর বিদ্রূপাত্মক কশাঘাত আছে। প্রবন্ধগুলি প্রথমে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

ব

বঙ্কিম-জীবনী—জীবনীগ্রন্থ। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই গ্রন্থে অগ্রজকবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তৎসহিত তাঁহার কবিত্বের সমালোচনা, পুস্তকাবলীর বিবরণ, অপ্রকাশিত রচনাসমূহ, তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে বঙ্গভাষার অবস্থা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে তৎসংসৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি মনোহর গল্প বঙ্কিমকাহিনী নামে সংযোজিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের, তাঁহার পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির এবং তাঁহার বাসবাটীর কয়েকখানি চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র—বাঙ্গালা সমালোচনা-গ্রন্থ। গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর, দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাসগুলির এবং ঐ সকল উপন্যাসে চিত্রিত প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির সমালোচনা অতিশয় যোগ্যতার সহিত করা হইয়াছে।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—(প্রথম ভাগ) দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত। ইহাতে বঙ্গভাষার আদিম উৎপত্তিকাল হইতে ইংরেজপ্রভাবের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার অবস্থা, ক্রমোন্নতি, তাৎকালীন লিখিত গ্রন্থসমূহের এবং গ্রন্থকারগণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার সহিত বঙ্গভাষার সামঞ্জস্য, বৌদ্ধযুগে বঙ্গভাষার অবস্থা, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ, গৌড়ীয় যুগে ও শ্রীচৈতন্যের সমকালে বঙ্গভাষার অবস্থান্তর ও শ্রীবৃদ্ধি, প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণের বঙ্গসাহিত্যের উপর ক্রমিক প্রভাব, ইত্যাদি বিষয়সমূহ ইহাতে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত অনেক অজ্ঞাতনামা কবি ও বহুতর কাব্যের আলোচনাও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়নোদ্দেশে ইহা লিখিত।

বঙ্গভাষার লেখক—বাঙ্গালা জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থ। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত। এই গ্রন্থে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বিখ্যাত বাঙ্গালা লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তকের নিতান্ত অভাব ছিল, হরিমোহন বাবু সেই অভাব পূরণ করিয়া বঙ্গবাসিগণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার তথ্যানুসন্ধিৎসুগণ এই পুস্তক দ্বারা মহোপকার লাভ করিবেন।

বঙ্গবিজেতা—বাঙ্গালা উপন্যাস। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। রাজা টোডরমল্ল যখন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন একটী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। টোডরমল্লের চেষ্টায় সেই বিদ্রোহাগ্নি শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হয়। এই সময়ে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে জনৈক বাঙ্গালী যুবক অসাধারণ সাহস ও বিক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই যুবক ইন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের নায়ক। এই উপন্যাসখানি অতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া প্রথমে এমারেল্ড ও পরে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়।

বঙ্গসুন্দরী—বাঙ্গালা কাব্য। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ইহাতে বঙ্গরমণীর দেবীমূর্ত্তি, চিরপরাধীনা মূর্ত্তি, করুণাময়ী মূর্ত্তি, বিষাদিনী মূর্ত্তি, প্রিয়সখী মূর্ত্তি, বিরহকাতরা মূর্ত্তি, প্রিয়তমা মূর্ত্তি, এবং পতির দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের বার্ত্তা শ্রবণে অভাগিনী মূর্ত্তি, এই আট প্রকার অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

বঙ্গস্বাধীনতা—বীররসাত্মক কাব্য। প্রমোদকান্ত বসু প্রণীত। বাঙ্গালী প্রতাপাদিত্য কিরূপ অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া সাহসিক মোগলসৈন্যকে পুনঃ পুনঃ পর্য্যুদস্ত ও সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি ইব্রাহিমকে পরাস্ত করিয়া যশোহরে স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই বৃত্তান্ত নবীন কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই কাব্যে প্রকটিত করিয়াছেন।

বঙ্গাধিপ পরাজয়—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। বঙ্গের শেষ বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের চরিত অবলম্বনে এই উপন্যাস লিখিত। প্রতাপাদিত্য যখন বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের রাজরাজেশ্বর, তখন বাঙ্গালার অবস্থা কিরূপ ছিল, প্রতাপাদিত্যের রাজ্য সংগঠন ও মানসিংহের হস্তে তাঁহার পরাজয় ইত্যাদি ঘটনাসমূহ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ বৃহদাকার উপন্যাসগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় বিরল।

বঙ্গের ইতিহাস—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। ইহাতে প্রথম ভারতবিজয়ী মুসলমানগণের বিবরণ, ঘোরি রাজবংশ, প্রথম বঙ্গবিজেতা মুসলমানগণের বৃত্তান্ত, মুসলমান অধিকারের পর বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দু ও মুসলমান নরপতিগণ, সের সাহের বংশ বিবরণ, পাঠান অধিকারের অবসান, মোগল সম্রাটের অধীন বাঙ্গালা শাসনকর্ত্তৃগণের বৃত্তান্ত, পলাশীর যুদ্ধ, বাঙ্গালায় ইংরাজাধিকার প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে বাঙ্গালার নবাবদিগের নামের তালিকা ও তাঁহাদের সিংহাসনপ্রাপ্তির কাল কথিত

হইয়াছে। গ্রন্থখানি Stewart's History of Bengal পুস্তকের অনুবাদ।

বত্রিশ সিংহাসন—বাঙ্গালা গল্পগ্রন্থ। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত। কলিকাতা বঙ্গবাসী প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান কালের যখন বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হয় নাই, বর্ত্তমান কালের ন্যায় যখন মুদ্রণোপযোগী বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি হয় নাই, সেই সময়ে এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বিলাতে কাঠের হরপ প্রস্তুত হয়; এবং বিলাত হইতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে বিলাত হইতে এই দেশে যাঁহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম করিতে আসিতেন, তাঁহাদের পাঠের ও শিক্ষার জন্য "বত্রিশ সিংহাসন" প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালীর বাঙ্গালা শিক্ষার পক্ষেও তখন এই পুস্তকখানি প্রধান পুস্তক বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের দেবপ্রসাদ লব্ধ দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকাযুক্ত এক রত্নময় সিংহাসন ছিল। মহারাজের স্বর্গারোহণের পরে ঐ সিংহাসনে কেহ বসিবার উপযুক্ত পাত্র না থাকায় সিংহাসন মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত ছিল। কিছুকাল পরে ভোজরাজের অধিকার কালে ঐ সিংহাসনে প্রকাশিত হয়। ভোজরাজ ঐ সিংহানে আরোহণ করিবার যে যে দিন স্থির করিতেন, সেই সেই দিনে এক একটি পুত্তলিকা মহারাজকে সম্বোধন করিয়া এক একটি গল্প বলিতে আরম্ভ করিত। প্রত্যেক পুত্তলিকা মনোহর গল্পচ্ছলে রাজাকে বলিত যে,—"মহারাজ এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত গুণসম্পন্ন না হইলে ইহাতে আরোহণ করা কর্ত্তব্য নহে; তাহাতে দারুণ অমঙ্গল ঘটিতে পারে। মহারাজ বিক্রমাদিত্য উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ছিলেন, সেই জন্য তিনি এই সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন। আপনার এই যোগ্যতা আছে কি না, বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া তার পর আপনি এই সিংহাসনে আরোহণ করিবেন।" ভোজরাজ ক্রমে ক্রমে বত্রিশটী পুত্তলিকার বত্রিশটী গল্প শ্রবণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করেন। সেই বত্রিশটী মনোহর গল্পে এই গ্রন্থ সমলঙ্কৃত।

একশত বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন গদ্যভাষা কিরূপ ছিল, এই গ্রন্থ পাঠে তাহা সম্যক্ জানিতে পারা যায়। সেকালের ভাষা যেরূপ ছিল, বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষগণ অবিকল তাহাই ছাপিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি সংস্কৃত দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা অবলম্বনে রচিত। মূলগ্রন্থ মহাকবি কালিদাস প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বরাহপুরাণ—পুরাণ দেখ।

বরুণা—বাঙ্গালা গীতিনাট্য। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। কেরলরাজ মানবেন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ছদ্মবেশে করুণাধিপতি শিববর্ম্মার মন্ত্রিরূপে এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অভিরাম ছদ্মবেশে রাজপুত্র পুণ্ডরীকের অনুচররূপে অবস্থিতি করেন। কেরলরাজের কন্যা বরুণা এক কিরাতের গৃহে প্রতিপালিত হন। পুণ্ডরীক মৃগয়া করিতে গিয়া অলক্ষ্যে বরুণার গান শুনিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন। তিনি সঙ্গীতকারিণীকে দেখিতে চাহিলে বরুণ কিরাতবেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, এবং সঙ্গীতকারিণীকে রাজকুমারী বলিয়া পরিচয় দেন। পুণ্ডরীক সেই রাজকুমারীকে বিবাহ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু বহু চেষ্টায় তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। গৃহে আসিয়া তিনি উন্মাদবৎ হন। তখন রাজা অভিরামের প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে কন্যা সংগ্রহের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। অভিরাম বেদেনীবেশী বরুণাকে আনিয়া উপস্থিত করিলে পুণ্ডরীক তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হন। ইহাতে সত্যপালক রাজা তাঁহার বধাজ্ঞা দেন। পরে মন্ত্রীর অনুরোধে রাজা তাঁহাকে স্বীয় মনোমত পাত্রীসংগ্রহের নিমিত্ত এক বৎসর অবসর দেন, এবং পাত্রী না পাইলে বরুণাকে বিবাহ অথবা জীবনদান করিতে হইবে, এইরূপ আদেশ করেন। মন্ত্রী তাঁহার প্রতিভূ হইলে রাজপুত্র বহু অন্বেষণেও রাজকুমারীর কোন সন্ধান পান না। শেষে বিপন্নাবস্থায় জলে ঝাঁপ দিলে বরুণা তাঁহাকে উদ্ধার করে। এক বৎসর পরে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বরুণাকে বিবাহ করেন। রাজার পালিতা কন্যা মাধবীর সহিত অভিরামের বিবাহ হয়।

এই গীতিনাট্যখানি ১৯০৮ খ্রীঃ ১১ই জুলাই কোহিনুর থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়।

বর্ত্তমান ভারত—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। "বর্ত্তমান ভারত" প্রথমে প্রবন্ধাকারে "উদ্বোধন" নামে পাক্ষিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতসমাগত যাবতীয় জাতির মানসিক ভাবরাশিসম্ভূত বহু সহস্রবর্ষব্যাপী কাল ধরিয়া তাহাদিগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত, পরিবর্ত্তিত করিয়া দেশে সুখদুঃখের পরিমাণ কিরূপে কখন্ হ্রাস, কখন্ বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আচার ব্যবহার, কার্য্যপ্রণালীর মধ্যেও এই আপাত অসম্বদ্ধ ভারতীয় জাতিসমূহ কোন্ সূত্রেই বা আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া সমভাবে পরিচয় দিতেছে এবং কোন্ দিকেই বা ইহাদের ভবিষ্যৎ গতি, সেই গুরুতর দার্শনিক বিষয় "বর্ত্তমান ভারতে" আলোচিত হইয়াছে।

বলিদান—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে বরপণের মাত্রা কিরূপ অসম্ভব চড়িয়া উঠিয়াছে ও তাহার ফলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া কিরূপ দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে এবং তজ্জন্য সমাজের কিরূপ ঘোর অনিষ্ট হইতেছে, এই সমস্ত বিষয় গ্রন্থকার অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

করুণাময় বসু কলিকাতাবাসী মধ্যবিত্ত কায়স্থ। তিনি চাকরিজীবী, কিন্তু তাঁহার আয় অতি অল্প। তাঁহাকে তিন কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। তিনি নিজের বাড়ীখানি বাঁধা দিয়া অতি কষ্টে জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিলেন। তিনি অঙ্গীকৃত পণের টাকা সমস্তই দিলেন, কিন্তু তাহাতেও বরের ও তাহার মাতার মন উঠিল না। তাঁহারা কন্যাটিকে নানাপ্রকারে বিষম জ্বালাযন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। অত্যাচারের মাত্রা এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে, তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া পিত্রালয়ে পলাইয়া আসিলেন। এদিকে করুণাময়ের দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইল। অর্থাভাবে করুণাময় চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিলেন এবং অবশেষে এক বৃদ্ধ বিপত্নীকের হস্তে কন্যারত্নকে তুলিয়া দিয়া কোন রকমে জাতি রক্ষা করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই সেই কন্যাটী বিধবা হইলেন এবং মনোদুঃখে জলে ডুবিয়া মরিলেন। এদিকে করুণাময়ের ঋণ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার এক ধনবান্ প্রতিবেশী স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ লইয়া কপট মিত্ররূপে উপস্থিত হইলেন এবং অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন। এই ধনবানের দুলালচাঁদ নামে এক অকালকুষ্মাণ্ড পুত্র ছিল। ধনবান্ স্বীয় অর্থের বিনিময়ে দুলালচাঁদের নিমিত্ত করুণাময়ের কনিষ্ঠা কন্যার পাণি প্রার্থনা করিল। করুণাময় অনন্যোপায় হইয়া এই ঘৃণিত

প্রস্তাবেই সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন ইতোমধ্যে আর একটী ঘটনা ঘটিল বিবাহের রাত্রে আর একটী ভাল পাত্র জুটিল। সে বিনা পণেই করুণাময়ের কনিষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত হইল করুণাময় মহা সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কোন উপায় না দেখিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নীও এই লোমহর্ষণ দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া পতির শবদেহের উপর পতিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। ১৯০৪ খ্রীঃ মিনার্ভা থিয়েটারে এই নাটকখানি প্রথমে অভিনীত হয়।

বশিষ্ঠ সংহিতা—সংহিতা দেখ।

বসন্ত উৎসব—বাঙ্গালা গীতিনাট্য। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। দুইটী প্রেমিক ও দুইটি প্রেমিকার চরিত্র ও পরস্পর মিলন ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পাত্রপাত্রীর উক্তিগুলি গীতাকারে নিবদ্ধ।

বসন্ততিলক—সংস্কৃত ভাণ। কাঞ্চীপুরবাসী সুদর্শনের পুত্র বরদাচার্য্য প্রণীত। ভাষা দৃষ্টি করিলে গ্রন্থখানি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। পক্ষান্তরে গ্রন্থান্তর্গত "অয়স্কার বাটিকায়াং সূচী বিক্রয়বৎ" (কামার বাড়ীতে ছুঁচ বেচা) এই আধুনিক দৃষ্টান্ত দ্বারা কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গ্রন্থখানি তত প্রাচীন নহে। গ্রন্থের অধিকাংশই আদি রসাত্মক, স্থানে স্থানে হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে।

বসন্তসেনা—বাঙ্গালা নাটক। বৈকুণ্ঠনাথ বসু প্রণীত। ইহা সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটকের মর্ম্মানুবাদ। উজ্জয়িনী নগরে চারুদত্ত নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি স্বাভাবিক দানশীলতায় সমস্ত অর্থ দান করিয়া শেষে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। ঐ নগরে বসন্তসেনা নামে এক বেশ্যা বাস করিত। সে চারুদত্তের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভালবাসে। রাজশ্যালক সংস্থানক বসন্তসেনাকে পাইবার জন্য বহু চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়ায় এবং সে চারুদত্তের অনুরাগিণী বুঝিতে পারিয়া চারুদত্তের উপর ঈর্ষ্যান্বিত হন। পরিশেষে ঘটনাক্রমে তিনি একদিন বসন্তসেনাকে হাতে পাইয়া তাহাকে গুরুতর আঘাতে হতচৈতন্যা করিয়া রাখেন এবং বসন্তসেনা গতপ্রাণা হইয়াছে, এই ধারণায় চারুদত্তকে তাহার হত্যাপরাধে অপরাধী করিয়া রাজদ্বারে অভিযোগ আনয়ন করেন। বিচারে চারুদত্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। এদিকে মৃতপ্রায়া বসন্তসেনা জনৈক বৌদ্ধভিক্ষুর শুশ্রূষায় জীবন লাভ করে, এবং যৎকালে চারুদত্তের প্রাণবধের উদ্যোগ হইতেছিল, তৎকালে তথায় উপস্থিত হইয়া প্রিয়তমের প্রাণরক্ষা করে। এদিকে প্রজাগণ ষড়যন্ত্র করিয়া রাজা পালককে সিংহাসনচ্যুত করে ও আর্য্যক রাজা হন। আর্য্যক চারুদত্তকে বহু সম্পত্তি প্রদান করেন। চারুদত্ত স্বীয় জীবনদাত্রী ও অনুরাগিণী বসন্তসেনার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই নাটকখানি ১৮৯২ খ্রীঃ বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়।

মধুসূদন বাচস্পতি মূল মৃচ্ছকটিক অবলম্বনে বাঙ্গালা পদ্যে বসন্তসেনা নামে একখানি আখ্যানগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

বস্তুবিচার—বাঙ্গালা স্কুলপাঠ্যপুস্তক। রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। ইহাতে বস্তুসকলের গুণ, উৎপত্তি, স্বভাব প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বিদ্যালয়ে পঠিত হইবার উদ্দেশ্যে লিখিত।

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। এতদ্দেশীয় কুলীনদিগের মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা নিবারণ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে বহুবিধ যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে বহুবিবাহের দোষ কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহও উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরিশেষে যে সকল পণ্ডিত বহুবিবাহের সপক্ষে মত দিয়াছিলেন ও তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই সকল পণ্ডিতের যুক্তি ও প্রমাণের অসারতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। এই গ্রন্থ চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা অক্ষরের প্রবর্ত্তন কাল আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে কাল বিভাগ, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের জীবনচরিত ও গ্রন্থসমালোচনা, ভাষার অবস্থা ও ছন্দের নিয়ম প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বৃন্দাবন দাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কবিগণের জীবনবৃত্তান্ত ও গ্রন্থসমূহের আলোচনা করা হইয়াছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভারতচন্দ্র রায় হইতে ঈশ্বর গুপ্ত, দাশরথি রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত এবং রচিত গ্রন্থসমূহ সমালোচিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার অবস্থাভেদে তিনটী কাল কল্পিত হইয়াছে—আদ্য, মধ্য ও ইদানীন্তন। চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী যে কাল তাহাই আদ্য, চৈতন্যদেবের সময় হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে কাল তাহাই মধ্য, এবং ভারতচন্দ্রের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ইদানীন্তন কাল নামে কথিত হইয়াছে।

বাঙ্গালী চরিত—বাঙ্গালা উপন্যাস। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত। চাকুরীজীবী বাঙ্গালীর বক্তৃতা কতদূর অসার, স্বদেশহিতৈষিতা কিরূপ মৌখিক ও বিড়ম্বনাপূর্ণ, কল্পনাপ্রিয় বঙ্গীয় যুবকের বিবাহরহস্য, ইত্যাদি বিষয়সমূহ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

বাঙ্গালীর গান—বাঙ্গালা সঙ্গীতপুস্তক। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। ইহাতে রামপ্রসাদ সেন হইতে আধুনিক সঙ্গীতরচয়িতাদিগের পর্য্যন্ত সঙ্গীতসমূহ প্রভূত পরিশ্রমে সংগৃহীত হইয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। রচয়িতৃগণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালীর বল—বাঙ্গালা উপন্যাস। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। যে সময়ে পাঠান-সুলতান গিয়াসুদ্দীন বঙ্গবিজয় করেন, সেই সময়ে বীরভূম অঞ্চলে বীরসিংহ নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। গিয়াসুদ্দিন বহু কৌশলে ও বহুকষ্টে তাঁহাকে নিহত করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। রাজগুরু ধ্রুবগোস্বামী সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী হইয়াও রাজ্যরক্ষা ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহাতে মায়া নামে এক স্ত্রীচরিত্রের সৃষ্টি দ্বারা কিঞ্চিৎ দার্শনিক তত্ত্বও অন্তর্নিহিতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বাজীরাও—বাঙ্গালা ইতিহাস। সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত। ইহাতে পেশওয়া বাজীরাওএর জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকপাঠে তদানীন্তন সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে পারা যায়। মহারাষ্ট্রীয়েরা যে চৌথপদ্ধতি প্রচলিত করেন, তাহা এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। মারাঠাগণ কেবল লুঠপাট করিতে দক্ষ, পরন্তু দেশহিতকর প্রজাপালন প্রথার প্রবর্ত্তনা বিষয়ে অমনোযোগী, যাঁহাদিগের এই বিশ্বাস আছে, তাঁহাদিগের এই বিশ্বাস দূর করিবার জন্য গ্রন্থকার অনেক যুক্তিতর্কের প্রয়োগ করিয়াছেন।

বাণিজ্য—বাঙ্গালা ব্যবসায় বিষয়ক গ্রন্থ। গিরীন্দ্রকুমার সেন এম, এ প্রণীত। ইহাতে বাণিজ্যিক নাম ও সংজ্ঞাদি, ব্যবসায়ের

ব্যক্তিগণ, মালের শুল্ক ও গুদামজাত করণ ব্যবস্থা, দ্রব্যাদির ক্রয়বিক্রয় বিধি, জলে স্থলে মালবহন, বিমা ও গ্যারান্টি, দাবী স্বত্বের নিদর্শনপত্র, বাণিজ্যে বিনিময়, ব্যাঙ্ক ও মহাজনী, ব্যবসাদারী চিঠিপত্র প্রভৃতি বিষয়সমূহ নিরূপিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে ব্যবসাদারি চলিত ভাষায় বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী ও ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

বালরামায়ণ—সংস্কৃত নাটক। কর্পূরমঞ্জরী-রচয়িতা রাজশেখর এই নাটকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অনুমান ১২শ শতাব্দীতে এই নাটক রচিত হয়।

বাবু—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। যাঁহারা আপনাদের ক্ষমতা না বুঝিয়া স্ত্রীস্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত করিতে উদ্যত, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ করিয়া এই প্রহসন রচিত হইয়াছে। এই প্রহসনখানি ষ্টার থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়।

বামন পুরাণ—পুরাণ দেখ।

বায়ু পুরাণ—পুরাণ দেখ।

বারবাহার—বাঙ্গালা প্রহসন। বৈকুণ্ঠনাথ বসু প্রণীত। ধনিসন্তানেরা আপনাদের ওজন না বুঝিয়া এবং বড়লোকের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া সম্ভ্রম রক্ষার্থ বাবুয়ানা অর্থাৎ অজস্র অপব্যয় করিলে তাহার পরিণাম কিরূপ বিষময় হয়, তাহারই একটি চিত্র ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। এই প্রহসনখানি ১৮৯১ খ্রীঃ ১৮ই জুলাই বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়।

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত—বাঙ্গালা প্রবন্ধ গ্রন্থ। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ অবলম্বনে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা, ধর্ম্মতত্ত্ব, রাজনীতি, বাল্মীকির অভ্যুদয়কাল প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ভূবৃত্তান্তে রামায়ণ বর্ণিত দেশসমূহের আধুনিক নাম ও অবস্থান নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ে ব্রাহ্মণবর্গে কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং আচার ব্যবহারাদি আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় ক্ষত্রিয়বর্গে রাজ্যের অবস্থা, রাজধর্ম্ম এবং সামরিক ব্যাপারাদি বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ নিকৃষ্টবর্গে জাতিবিচার ও জাতিভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি প্রথমে বঙ্গদর্শন পত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাল্মীকির জয়—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত। সত্য ও ত্রেতাযুগের সন্ধি সময়ে এক অমাবস্যার রাত্রে ছায়াপথ বিদীর্ণ করিয়া ঋভুগণ হিমালয়-শৃঙ্গে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা তথায় দাঁড়াইয়া গান করিলেন, "সকলেই ভাই, ভাই।' পরে তাঁহারা শূন্যপথে স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। তাঁহাদের এই গান শুনিলেন তিনজন—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও দস্যু বাল্মীকি। গান শুনিয়া বিশ্বামিত্র ভাবিলেন, আমি কি বাহুবলের সাহায্যে সকলকে ভাই ভাই করিতে পারিব না? বশিষ্ঠ ভাবিলেন, আমি বিদ্যাবলে সকলকে এক করিব। আর দস্যু বাল্মীকি দস্যুতা পরিত্যাগ করিয়া অনুতাপে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভাতে বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের সাক্ষাৎ হইল। বশিষ্ঠ তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া গিয়া কামধেনুর প্রসাদে রাজোচিত অতিথি সৎকার করিলেন। কামধেনুর প্রভাব দেখিয়া বিশ্বামিত্র তাহাকে কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইলেন এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজ্যধন ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন। শেষে ব্রাহ্মণত্ব না পাইয়া নিজে সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইহাতে তপোবল নিঃশেষিত হওয়ায় তিনি শূন্য হইতে কৌশাম্বীনগরে যজ্ঞস্থানে পড়িয়া গেলেন। এদিকে বাল্মীকি তখন দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া পরদুঃখমোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যজ্ঞস্থলে দুই পক্ষে ঘোরতর বিবাদ বাধিয়াছে। বাল্মীকি তন্নিবারণের জন্য করুণস্বরে গান করিতেছেন। সে গান শুনিয়া চরাচর মুগ্ধ হইল, বিবাদ মিটিয়া গেল। বাল্মীকির জয় হইল। পরে বাল্মীকি রামায়ণ প্রণয়ন করিলেন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র স্বর্গে গেলেন, বাল্মীকি গেলেন না, তিনি জগতে ভ্রাতৃভাব স্থাপনার্থ প্রাণপণ করিতে লাগিলেন। তখন বিরাট্‌মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া বাল্মীকির জয় ঘোষণা করিলেন। প্রবন্ধগুলি প্রথমে বঙ্গদর্শনপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

চট্টগ্রামের ব্যবহারজীবী R. R. Sen, "The Triumph of Valmiki' নাম দিয়া ১৯০৯ খ্রীঃ এই গ্রন্থখানির একটি ইংরাজী অনুবাদ রচনা করেন।

বাল্মীকি প্রতিভা—বাঙ্গালা গীতিনাট্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে বাল্মীকি দস্যুরাজরূপে কল্পিত। দস্যুগণ কালীর নিকট বলি দিবার জন্য একটী বালিকাকে আনয়ন করিলে তাহার ক্রন্দন শুনিয়া বাল্মীকির দয়ার উদ্রেক হয়, এবং তাহাকে ছাড়িয়া দেন। ক্রমে এই দয়া হইতে প্রেমের উদ্ভব, পরে তাহা হইতে কবিতার উৎপত্তি। দস্যু বাল্মীকির এইরূপ ক্রমপরিবর্ত্তন ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

এই গীতিনাট্যখানি গ্রন্থকারের তত্ত্বাবধানে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে প্রথমে অভিনীত হয়।

বাসন্তী—বাঙ্গালা উপন্যাস। দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। ইহাতে স্বপ্ন, সত্য ঘটনা না ভৌতিক কাণ্ড, পতিতা, এই তিনখানি উপন্যাস আছে। প্রথম উপন্যাসে স্বপ্নে নায়কনায়িকার পরস্পর দর্শন ও অনুরাগ এবং পরে উভয়ের অসম্ভাবিতরূপে মিলন বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় উপন্যাসে অকারণ সন্দেহের বশে প্রণয়িনীর উৎপীড়নকারী প্রণয়ীর অনুতাপ বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় উপন্যাসে এক বালবিধবার ভোগলালসায় অধঃপতন ও তাহার ভীষণ পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে।

বাসবদত্তা—বাঙ্গালা উপাখ্যান গ্রন্থ। মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত। ইহা প্রাচীন কবি সুবন্ধু কৃত সংস্কৃত গদ্যকাব্য বাসবদত্তার মূল উপাখ্যান অবলম্বনে বাঙ্গালা পয়ারাদি ছন্দে রচিত। মহেন্দ্রনগরে চিন্তামণি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র কন্দর্পকেতু একদা স্বপ্নে অপরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্না এক কামিনীকে সন্দর্শন করিয়া উন্মাদের ন্যায় প্রিয়বন্ধু মকরন্দের সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হন। পরে নানা স্থান ভ্রমণপূর্ব্বক বিন্ধ্যাটবীতে উপস্থিত হইয়া এক জম্বুবৃক্ষের তলে রাত্রিযাপন করিতে থাকেন। ঐ বৃক্ষশাখায় শুকশারিকার কথোপকথন শ্রবণে কন্দর্পকেতু জানিতে পারেন যে, তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট কামিনী কুসুমপুরের রাজা অনঙ্গশেখরের কন্যা এবং তাঁহার নাম বাসবদত্তা। বাসবদত্তার বিবাহের জন্য স্বয়ংবর সভা অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু বাসবদত্তা স্বয়ংবর সভায় কাহারও গলে বরমাল্য অর্পণ না করিয়া প্রত্যাগমন করেন, এবং স্বপ্নে কন্দর্পকেতুকে সন্দর্শন করিয়া একান্ত অধীরা হন। তখন বাসবদত্তা কন্দর্পকেতুর অন্বেষণের নিমিত্ত তমালিকা নাম্নী শারিকা দ্বারা পত্র প্রেরণ করেন। কন্দর্পকেতু শারিকার নিকট হইতে ঐ পত্রগ্রহণপূর্ব্বক তাহার সহিত কুসুমপুরে গমন করেন, এবং তথায় গোপনে বাসবদত্তার সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরে মিলনে ভাবী বাধা আশঙ্কা করিয়া উভয়ে সেই রজনীতেই পলায়নপূর্ব্বক বিন্ধ্যাটবীতে আগমন করেন। তথায় আসিয়া রাজপুত্র নিদ্রাগত হন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি বাসবদত্তাকে দেখিতে না পাইয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন, এবং এক বৎসর পর্য্যন্ত অনুসন্ধানের পর গঙ্গাসাগরসঙ্গমে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত

হন। এমন সময় আকাশবাণী শ্রবণে আশান্বিত হইয়া কন্দর্পকেতু বিন্ধ্যাটবীতে প্রত্যাগমন করেন, এবং বাসবদত্তাকে প্রস্তরমূর্ত্তিরূপে দেখিতে পান। তাঁহার করস্পর্শে বাসবদত্তা পুনরুজ্জীবিতা হইলে তিনি তাঁহার নিকট অবগত হন যে, বাসবদত্তাকে লইয়া দুই রাজার মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মুনির আশ্রম ধ্বংস হয়। ইহাতে মুনি কোপাবিষ্ট হইয়া শাপপ্রদানে বাসবদত্তাকে প্রস্তরময়ী করেন, এবং প্রিয়করস্পর্শে তাহার শাপবিমোচন হইবে, ইহাও বলিয়া দেন। অনন্তর রাজপুত্র বাসবদত্তাকে লইয়া মকরন্দের সমভিব্যাহারে পুনরায় স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহাতে বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন, যোগমায়ার পূজা, ও ককারাদি ক্রমে তাঁহার স্তব, হিরণ্যনগর ও হরিহর দর্শন, বাসবদত্তার সহিত কন্দর্পকেতুর বিবাহ প্রভৃতি বিষয় মূলগ্রন্থের অন্তর্গত নহে। ইহা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্বকপোলকল্পিত। ইহাতে প্রচলিত পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ ব্যতীত তোটক, পজ্ঝটিকা, গজগতি, দ্রুতগতি একাবলী দিগক্ষরা প্রভৃতি অনেকগুলি ছন্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মূল বাসবদত্তা প্রণেতা সুবন্ধু খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার—(১ম ও ২য় খণ্ড) অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত। কিরূপ নিয়মপ্রণালী অবলম্বন করিয়া জগদীশ্বর এই জগৎ পালন করিতেছেন এবং কোন্ নিয়মানুযায়ী চলিলে মানব উপকার ও কোন্ নিয়ম অতিক্রম করিলে কিরূপ অপকার প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রদর্শনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। জর্জ্জ্ কুম্ব্ সাহেব প্রণীত 'কন্‌ষ্টিটিউশন অভ্ ম্যান্' নামক গ্রন্থাবলম্বনে ইহা লিখিত। ১ম খণ্ডে প্রাকৃতিক নিয়ম, মানবের প্রকৃতিনির্ণয় ও বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যবহারপ্রণালী ও তাহা লঙ্ঘনের ফল, বিবাহ, অবৈধ বিবাহের ফল, মৃত্যু, আমিষ ভক্ষণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে। ইহা প্রথমে প্রবন্ধাকারে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ২য় খণ্ডে ধর্ম্মবিষয়ক নিয়মলঙ্ঘনের ফল, প্রাকৃতিক নিয়মে দণ্ড, বিদ্যা ও ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধবিচার প্রভৃতি বিষয় নিরূপিত হইয়াছে। উপসংহারে সুরাপানের অপকারিতা ও তদ্বিষয়ে চিকিৎসকদিগের মতামত আলোচিত হইয়াছে।

বিক্রমোর্ব্বশী—সংস্কৃত নাটক। মহাকবি কালিদাস প্রণীত। একদা উর্ব্বশী কুবেরভবন হইতে প্রত্যাগমন কালে জনৈক দৈত্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় মহারাজ পুরূরবা সেই দৈত্যকে বধ করিয়া উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন। এই সময়ে পরস্পর পরস্পরের সন্দর্শনে মুগ্ধ হন। পরে উর্ব্বশী দেবসভায় নাট্যাভিনয় কালে অসাবধানতাবশতঃ পুরূরবার নাম উচ্চারণ করিয়া ফেলিলে নাট্যাচার্য্য ভরতের শাপে সে স্বর্গ হইতে বিতাড়িতা হইয়া পুরূরবার নিকট আগমন করে, এবং তাঁহার মহিষী হইয়া কালযাপন করিতে থাকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত ইহার একখানি বঙ্গানুবাদ আছে। হরেস্ হেমান উইলসন্ সাহেব কৃত ইহার একটী ইংরাজী অনুবাদ দৃষ্ট হয়। ১৮৫৭ খ্রীঃ কালীপ্রসন্ন সিংহের যত্নে তাঁহার বাড়ীতে বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অভিনয় হইয়াছিল।

বিজয়বসন্ত—বাঙ্গালা পারিবারিক নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। জয়পুরের রাজা জয়সেন বৃদ্ধ বয়সে দুর্জ্জয়ময়ী নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া প্রথমা স্ত্রীর পুত্র বিজয় ও বসন্তকে উপেক্ষা করিতে থাকেন। এদিকে দুর্জ্জয়ময়ী বিজয়ের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইলেন, কিন্তু বিজয় তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করায় তিনি ক্রোধে 'বিজয় তাঁহাকে প্রণয় সম্ভাষণ করিয়াছে' রাজার নিকট এই কথা বলিলেন। রমণীরূপমুগ্ধ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য রাজা তৎক্ষণাৎ পুত্রদ্বয়ের মস্তকচ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন। বিজয়-বসন্তের অস্ত্রশিক্ষক বলবন্ত তাঁহাদের হত্যার ভার লইয়া গোপনে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। বিজয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া দুর্জ্জয়ময়ী উন্মাদিনীর ন্যায় হইলেন, এবং আক্ষেপসহকারে আপনার হৃদয়ের পাপবাসনা ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। তারপর তিনি পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিলেন। অতঃপর রাজা বহু অনুসন্ধানের পর বিজয়-বসন্তকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এই নাটকখানি ষ্টার থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়। পণ্ডিত হরিনাথ মজুমদার "বিজয়-বসন্ত" নামধেয় একখানি উপাখ্যান বাঙ্গালা গদ্যে রচনা করিয়াছেন।

বিদগ্ধমাধব—সংস্কৃত নাটক। রূপ গোস্বামী কৃত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদন বিলাস, মদনলেখ, শ্রীরাধিকার সহিত সম্মিলন, রাধিকা কর্ত্তৃক বেণুহরণ, রাধিকা প্রসাদন, শরদ্বিহার প্রভৃতি লীলা বর্ণিত হইয়াছে। বৃন্দাবনস্থ কেশীতীর্থে নানা দিগ্দেশাগত ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে গোপেশ্বর মহাদেবের স্বপ্নাদেশ হেতু এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। ১৫৮৯ সংবতে ইহার রচনাকার্য্য পরিসমাপ্ত হয়। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ইহার টীকা এবং যদুনন্দন দাস বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। ঐ পদ্যানুবাদ 'রাধাকৃষ্ণ লীলারসকদম্ব' নামে অভিহিত।

বিদগ্ধমুখমণ্ডনং—বসন্তকুমার কবিরাজ কর্ত্তৃক সংকলিত। ইহাতে কৌতুককর ও প্রহেলিকাপূর্ণ কতকগুলি সংস্কৃত কবিতা, টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিদ্ধশালভঞ্জিকা—সংস্কৃত নাটিকা। কবি রাজশেখর প্রণীত। ত্রিলিঙ্গাধিপতি বিদ্যাধর মল্লের গুপ্ত প্রেমলীলা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। রাজা চিত্রশালায় মৃগাঙ্কাবলীর চিত্র ও একটী দারুময়ী প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। পরে মৃগাঙ্কাবলীর সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার এক বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। মূলগ্রন্থ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত বলিয়া অনুমিত হয়।

বিদ্যাপতি পদাবলী—বিদ্যাপতি রচিত। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদিত। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালা ও মৈথিলী ভাষার সম্মিলনে পদ্যে লিখিত। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, সখি-সম্ভাষণ, মিলন, শ্রীরাধার অভিসার, বসন্তলীলা, মান, আক্ষেপ, বিরহ, পুনর্ম্মিলন প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। উপক্রমণিকায় বিদ্যাপতির জীবনচরিত ও মৈথিল বর্ণমালা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। টীকায় মূলস্থ দুর্ব্বোধ্য শব্দের অর্থ ও ভাব বিবৃত হইয়াছে। অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্রও বিদ্যাপতির এক এক খানি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর—বাঙ্গালা জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থ। বিহারিলাল সরকার প্রণীত। ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত ও তৎকৃত কার্য্যাদি বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিতাবস্থায় বাঙ্গালার সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি প্রভৃতির কিরূপ ব্যবস্থা ছিল এই গ্রন্থপাঠে তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। বিধবা বিবাহের ইতিহাস, তৎসম্বন্ধে গান, ছড়া প্রভৃতির বিবরণ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ

পরমহংস, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বড় বড় লোকের অনেকগুলি চিত্র দ্বারা এই পুস্তক শোভিত হইয়াছে। গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহে লেখক যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থপাঠে সহজেই উপলব্ধি হয়। এই জীবনচরিতখানি লেখকের সাহিত্যকীর্ত্তির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। সুবলচন্দ্র মিত্র প্রধানতঃ এই জীবনচরিতখানি অবলম্বন করিয়া ইংরাজী-ভাষায় একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছেন।

আর দুইখানি বিদ্যাসাগর জীবনচরিত আছে। একখানি শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও আর একখানি চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এতদ্ভিন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বরচিত জীবনচরিতে কেবল বাল্যঘটনা স্থান পাইয়াছে।

বিদ্যাসুন্দর—বাঙ্গালা কাব্য। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রণীত। ইহা আদিরসপ্রধান কাব্য। বর্দ্ধমানাধিপতি বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন, যিনি তাঁহাকে বিচারে পরাজয় করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি বিবাহ করিবেন। অনেক রাজপুত্র তাঁহার সহিত বিচারে পরাস্ত হইলেন। কাঞ্চী নগরের রাজকুমার সুন্দর বিদ্যালাভার্থ বর্দ্ধমানে আসিয়া এক মালিনীর বাটীতে আশ্রয় লইলেন। ঐ মালিনী রাজকন্যাকে ফুল যোগাইত। সুন্দর একদা একটী বিচিত্র মালা গাঁথিয়া মালিনীর হাত দিয়া তাহা বিদ্যার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বিদ্যা ঐ মালা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং সুন্দরের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। কিন্তু আপাততঃ মিলনের কোন উপায় না থাকায় সুন্দর কালীমন্ত্রের প্রভাবে এক সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়া সেই পথে নিত্য বিদ্যার নিকট যাতায়াত করিতে থাকেন এবং মাল্যবিনিময়ে তাঁহাকে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করেন। কিছুদিন পরে বিদ্যার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়, এবং সুন্দরও বিদ্যার কক্ষে ধরা পড়েন। রাজাজ্ঞায় সুন্দরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তাঁহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেলে তিনি কালীদেবীর স্তুতি করিতে থাকেন। কালী আসিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। রাজা সুন্দরের অদ্ভুত প্রভাবদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই হস্তে কন্যাকে সম্প্রদান করেন। এই কাব্যখানি কবিকৃত অন্নদামঙ্গল গ্রন্থের অন্তর্গত। বিদ্যাসুন্দর বিষয়ক গ্রন্থ বররুচি প্রথমে রচনা করেন। তিনি উজ্জয়িনীই ঘটনাস্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। নিমতানিবাসী কায়স্থ কৃষ্ণরাম যে বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, তাহাতে বর্দ্ধমান নগরের উল্লেখ ছিল না; রামপ্রসাদের গ্রন্থে ছিল। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের গ্রন্থ অবলম্বনে স্বীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কৃষ্ণরামের মালিনীর নাম বিমলা। রামপ্রসাদ বিধু ব্রাহ্মণী নামে একটি চরিত্রের সৃষ্টি করেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমক্ষে গায়ন নীলমণি কণ্ঠাভরণ কর্ত্তৃক প্রথম গীত হয়।

কলিকাতা শ্যামবাজারনিবাসী নবীনচন্দ্র বসু বহু ব্যয়ে ১৮৩১ খ্রীঃ "বিদ্যাসুন্দর" অভিনীত করান। স্ত্রীচরিত্র স্ত্রীলোক দ্বারাই অভিনীত হইয়াছিল। রঙ্গমঞ্চে বা দৃশ্যপটের সাহায্যে সে অভিনয় হইত না। প্রকৃতিকে দৃশ্যপটের স্থানীয় করিয়া একটী বৃহৎ ভবনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ইহার অভিনয় হইত। অর্থাৎ বৃক্ষতলায় সুন্দরের সহিত মালিনীর সাক্ষাৎ প্রকৃত বৃক্ষতলাতেই দেখান হইত। বিদ্যার কক্ষ, প্রকৃতই ঝাড়লণ্ঠনে ভূষিত ইষ্টকনির্ম্মিত কক্ষ, ইত্যাদি ইত্যাদি। মহারাজ বাহাদুর স্যার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ অবলম্বনে একখানি নাটক রচনা করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ে ১৮৬৬ খ্রীঃ ৬ই জানুয়ারী উহার প্রথম অভিনয় প্রদর্শন করেন। তাহাতে মদন মোহন বর্ম্মন ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে বিদ্যা ও মালিনীর চরিত্র অভিনয় করেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ ৭ই মে Great India Theatre নামধেয় একটি থিয়েটার বিদ্যাসুন্দর নাটক লইয়া খোলা হয়। বর্ত্তমান কালে স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় এই প্রথম। পরে ঐ বৎসর ১৬ই আগষ্ট বেঙ্গল থিয়েটার অভিনেত্রী লইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৪ খ্রীঃ ১৪ই মার্চ্চ এই থিয়েটারে বিদ্যাসুন্দর নাটকের প্রথম অভিনয় হয়।

বিদ্রোহ—বাঙ্গালা উপন্যাস। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। অষ্টম শতাব্দীর মধ্য সময়ে মিবারের আদিরাজ গুহার অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র নাগাদিত্যের সময়ে যে ভীষণ ভীলবিদ্রোহ ঘটে, তাহারই আদিকারণ অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে।

বিধবাবিবাহ—বাঙ্গালা বিয়োগান্ত নাটক। উমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত। কীর্ত্তিরাম ঘোষ নামে জনৈক গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার একটি বিধবা পুত্রবধূ ছিল, নাম সুখময়ী, এবং তিনটি বিধবা কন্যা ছিল, তন্মধ্যে সুলোচনা সর্ব্বকনিষ্ঠা। একদা রসবতী নাপিনী ছাদে বসিয়া সুলোচনার নখ কাটিতেছিল, সেই সময় রামকান্ত বসুর পুত্র মন্মথ আপনার বাড়ীর বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়ান। উভয়েই উভয়ের রূপে মুগ্ধ হন এবং রসবতী দ্বারা কথা চালনা করেন। এই সময়ে অদ্বৈত দত্ত নামে এক প্রতিবাসীর বিধবা কন্যা প্রসন্নের বিবাহ হয়। মন্মথ অদ্বৈতের ভাগিনেয়। সে বিবাহ বাড়ীতে উপস্থিত হয় এবং রসবতীর সহায়তায় সুলোচনার সহিত সেইখানেই মিলিত হয়। পরে মন্মথ গোপনে সুলোচনার বাড়ীতে রাত্রিকালে যাতায়াত করিতে থাকিত। কালে সুলোচনার গর্ভসঞ্চার হয়। মাতা পদ্মাবতী এই কথা অবগত হইয়া বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধবাদী স্বামীকে জানান। লজ্জায় ও অনুতাপে সুলোচনা বিষভক্ষণে আত্মহত্যা করে। একাদশী বলিয়া মৃত্যুকালে সুখময়ী তাহকে একবিন্দু জলপান করিতে দেয় নাই।

এইখানি বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক। বাঙ্গালা ১২৬৮ সালের বৈশাখ মাসে কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে, কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটী ৺গোপাললাল মল্লিকের বাড়ীতে এই নাটকখানির অভিনয় হয়। ইহাতে কৃষ্ণবিহারী সেন, নরেন্দ্রনাথ সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি অনেকেই এই নাটকের চরিত্র অভিনয় করিয়াছিলেন। হিন্দু ন্যাসনাল থিয়েটার কর্ত্তৃক এই নাটকখানি একবার কলিকাতা অপেরা হাউসে অভিনীত হয় (১৮৭৩ খ্রীঃ ১২ই এপ্রেল)।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত, ইহাই এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং এতদ্বিষয়ক বিরুদ্ধ মতসমূহ খণ্ডিত হইয়াছে।

বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ—প্রসন্নকুমার শর্ম্মা প্রণীত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া যে গ্রন্থ প্রচার করেন, তাহার প্রতিবাদরূপে এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। ইহাতে মন্বাদি স্মৃতির প্রামাণ্য, বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে মনুর মত, বেদের অভিপ্রায় প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে, এবং বিধবা-বিবাহ যে দূষণীয়, এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিপত্নীক—বাঙ্গালা উপন্যাস। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত। ইহাতে উচ্চশ্রেণীর সমাজের কয়েকটা চিত্র প্রকটিত। শরৎ প্রবোধ দুই বন্ধু। প্রবোধ লীলা নাম্নী এক

সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিলেন। শরৎ চির-কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া অবিবাহিত থাকিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। কোন কারণে শরৎ ও লীলা কিছুদিন একত্র থাকিতে বাধ্য হইলেন। সেই সময়ে লীলা শরৎকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। শরৎ অতিশয় চতুর, তিনি ইহা বুঝিলেন, এবং বুঝিয়া তাঁহার পূর্ব্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া প্রভা নাম্নী এক কুমারীর পাণিপীড়ন করিলেন। বিবাহের পর তিনি স্থির করিলেন যে, অতঃপর লীলার সহিত যাহাতে দেখা-সাক্ষাৎ না হয়, তদভিপ্রায়ে তাঁহার কলিকাতা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি ওকালতি করিতে যাইতেছেন বলিয়া পশ্চিমে গেলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই প্রবোধের প্রাণসঙ্কট পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। প্রবোধের মৃত্যু হওয়ায় শরৎ ওকালতি ছাড়িয়া দিলেন এবং পুনর্ব্বার কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রভাও পীড়িতা হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। প্রভার মৃত্যু হওয়ায় লীলার হৃদয়ে পূর্ব্বপ্রেম জাগিয়া উঠিল। সুযোগ পাইয়া তিনি একদিন শরৎকে বিধবাবিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শরৎ তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন এবং তাঁহার পতির মূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন করিয়া একান্তমনে তাঁহারই আরাধনা করিতে বলিলেন। ইহাতে লীলা একবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং তখন বিধবোচিত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। তাহার ফলে তিনি অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। শরৎ যাবজ্জীবন 'বিপত্নীক' থাকিয়া সাহিত্যসেবায় মনোনিবেশ করিলেন।

বিবাহ বিভ্রাট—বাঙ্গালা সামাজিক নাট্যলীলা। অমৃতলাল বসু প্রণীত। গোপীনাথ সরকার কলিকাতানিবাসী গৃহস্থ। ইঁহার ভদ্রাসন বাড়ী বন্ধক পড়িয়াছে এবং চারিদিকেই ইঁহার দেনা। পাওনাদারগণ তাগাদা করিলেই ইনি পুত্রের বিবাহের ফুলশয্যার পরদিনই সমস্ত দেনা পরিশোধ করিবেন বলিয়া তাহাদিগকে আশ্বাস দিতেন। পুত্র নন্দলাল এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করিয়া কলেজে সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে পড়িতেছেন। মন্মথ নাথ মিত্র নামক জনৈক গৃহস্থ পাশ-করা পাত্র লাভের আশায় অবস্থার নিতান্ত অতিরিক্ত হইলেও চার হাজার টাকা নগদ দিতে স্বীকৃত হইয়া নন্দলালের সহিত কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন। বিবাহ করিতে গিয়া, ছাঁদনাতলায় নন্দলাল আরও কিছু টাকা আদায় করিলেন। মিষ্টার সিং নামক বিলাত ফেরত ডাক্তার ও বিলাসিনী কার্‌ফরমা নাম্নী উচ্চশিক্ষিতা মহিলার পরামর্শে বিলাত যাইবার অভিপ্রায়ে নন্দলাল শ্বশুরপ্রদত্ত সমস্ত টাকা লইয়া বাসরঘর হইতে প্রস্থান করিলেন। সন্ধান পাইয়া পিতা ও শ্বশুর হাওড়া রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলেন, নন্দলাল সাহেবী পোষাক পরিয়া মিষ্টার সিংহ ও মিসেস কার্‌ফরমার সঙ্গে ট্রেণের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। গৃহে ফিরিবার জন্য কাতরভাবে অনুরুদ্ধ হইলেও ইনি পিতা ও শ্বশুরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সমস্ত টাকা লইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। বাসি-বিবাহ না হওয়ায় "বিবাহ বিভ্রাট" ঘটিল।

এই প্রহসনখানি প্রথমে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের ব্যঙ্গ-প্রয়োগ-শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজ দর্শকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য গ্রন্থকার একখানি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

বিবেক চূড়ামণি—(সানুবাদ)। শঙ্করাচার্য্য প্রণীত। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে মায়াময় সংসারের অসারতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানের মহিমা ও সুখ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিয়ে পাগলা বুড়ো—বাঙ্গালা প্রহসন। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। রাজীব মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক অতিবৃদ্ধ বিপত্নীক ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিবার জন্য লালায়িত ছিলেন। এজন্য গ্রামের ছাত্রমণ্ডলীর নিকট তিনি হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন। পেঁচোর মা নাম্নী একটী বৃদ্ধা ডুমনী একদিন বলিয়াছিল যে, সে রাজীব অপেক্ষা বয়সে ছোট। এই জন্য তাহার উপর রাজীব জাতক্রোধ ছিলেন। গ্রামের ছেলেরা "বুড়ো বামনা বোকা বর, পেঁচোর মাকে বিয়ে কর" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধকে ক্ষেপাইত। রতা নাপতে প্রমুখ বিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র বৃদ্ধকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে এক রাত্রে তিনি নিদ্রিত থাকিলে তাঁহার আঙ্গুলের গলিতে বাবলার কাঁটা ফুটাইয়া দেয় ও একটি সোলার সাপ ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লয়। সর্পাঘাত হইয়াছে ভাবিয়া বৃদ্ধ অস্থির হইয়া পড়েন। পরে রতা আসিয়া বিষ ঝাড়িবার ভাণ করিয়া তাঁহাকে অনেকগুলি চড় মারে এবং তিক্তরস ঔষধ খাওয়াইয়া যন্ত্রণা দেয়। পণ্ডিতির উমেদার জনৈক ব্রাহ্মণ ঘটক সাজিয়া বৃদ্ধের বিবাহের সম্বন্ধ আনিলে, বৃদ্ধ বরবেশে গ্রামের একটী উদ্যানে বিবাহ করিতে যান। সেখানে বালকগণ কেহ কন্যার অভিভাবক ও কেহ কেহ স্ত্রীবেশে কন্যার আত্মীয়া সাজিয়া প্রভৃতি বিবাহ কার্য্যে সাহায্য করে। রতা নাপতে কন্যা সাজিয়া বাসরে বৃদ্ধের সহিত রসালাপ করে। প্রাতে বধূ লইয়া বৃদ্ধ বাড়ীতে আসিয়া স্বীয় কন্যাগণকে বধূর মুখ দেখাইবার উদ্দেশে তাহার ঘোমটা খুলিয়া দেখেন যে, সে পেঁচোর মা।

বঙ্কিম বাবু বলেন—"বিয়ে পাগলা বুড়ো জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।" এই প্রহসনখানি দীনবন্ধুর রচিত নাটকজাতীয় গ্রন্থের সংখ্যায় চতুর্থ হইলেও তৃতীয় গ্রন্থ সধবার একাদশীর পূর্ব্বে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিলাপ—বাঙ্গালা নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার নিমিত্ত শোকপ্রকাশ ও তদীয় গুণবর্ণনোপলক্ষে এই নাটক রচিত। ইহা কয়েক বার ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

বিল্বমঙ্গল—বাঙ্গালা ভক্তিমূলক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। বিল্বমঙ্গল নামক জনৈক ধনী যুবক চিন্তামণি নাম্নী এক বেশ্যার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করেন। বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণি কেহ কাহাকেও না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। নদী পারে চিন্তামণির বাড়ী ছিল। একদা বিল্বমঙ্গলের পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হয়। শ্রাদ্ধবাসরে নদীপার নিষেধ বলিয়া বিল্বমঙ্গল সেদিন চিন্তামণির নিকট যাইতে পারিলেন না। কিন্তু রজনীর বৃদ্ধির সহিত তাঁহার উৎকণ্ঠা বাড়িতে লাগিল। তিনি শাস্ত্রাদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চিন্তামণির নিকট চলিলেন। রজনী অন্ধকারময়ী, তাহাতে আবার ঝড়বৃষ্টি, নদীতে নৌকা নাই। কিরূপে পার হইবেন ভাবিতে ভাবিতে বিল্বমঙ্গল এক পাগলিনীকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাহার ভাবপূর্ণ বাক্যে আত্মহারা হইয়া চিন্তামণির জন্য নদীতে ঝাঁপ দিলেন। একটা পচা মড়া ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহাই ধরিয়া নদী পার হইয়া চিন্তামণির বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বাটীর দ্বার রুদ্ধ। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য বিল্বমঙ্গল প্রাচীরগাত্রলম্বিত এক সর্পকে রজ্জু ভাবিয়া তদবলম্বনে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন-

পূর্ব্বক বাড়ীর ভিতর পড়িলেন ;—পড়িয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার পতন শব্দ চিন্তামণি ও ভাড়াটীয়া থাকর কাণে গেল। তাহারা আলো জ্বালিয়া বিল্বমঙ্গলকে দেখিতে পাইল, এবং তাহাকে তুলিয়া ঘরে লইয়া গেল। পরে কিরূপে তিনি আসিয়াছেন ইহা অনুসন্ধান করিয়া চিন্তামণি সকলই জানিতে পারিল। তখন সে তিরস্কার করিয়া বলিল,—"এই মন, আমি বেশ্যা, যদি আমায় না দিয়ে হরিপাদপদ্মে দিতে, তোমার কাজ হ'ত, তোমায় আর অধিক কি বল্‌ব।" চিন্তামণির কথায় বিল্বমঙ্গলের চৈতন্ত হইল, হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করিলেন। পরে সোমগিরির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইলেন। পরে একদা নদীতটে অহল্যা নাম্নী এক বণিক্‌পত্নীকে দেখিয়া আবার মুগ্ধ হন, এবং ঐ বণিকের গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে এক রাত্রির জন্ত প্রার্থনা করেন। অতিথিবৎসল বণিক্ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া পত্নীকে বিল্বমঙ্গলের নিকটে পাঠাইয়া দেন। তখন বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে আবার জ্ঞানের উদয় হয়। তিনি চক্ষুঃকেই পরমশত্রু জ্ঞান করিয়া কাঁটা দিয়া তাহা বিদ্ধ করিয়া ফেলেন, এবং মাতৃসম্বোধন করিয়া অহল্যাকে বিদায় দেন। অতঃপর তিনি বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কৃষ্ণকে ডাকিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ রাখালবালক বেশে তাঁহার সঙ্গে ফেরেন, এবং তাঁহাকে দুগ্ধাদি সেবন করান। পরে বণিক্ পত্নীর সহিত বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা করিলে রাখালবালক আসিয়া বিল্বমঙ্গলকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্ত তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন। এদিকে বিল্বমঙ্গল চলিয়া গেলে চিন্তামণিও চঞ্চলচিত্তা হন। এই সময় পাগলিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, এবং তাহার গভীর জ্ঞানপূর্ণ উন্মাদবাক্য শ্রবণে তাঁহারও হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইতে থাকে। বাড়ীর ভাড়াটিয়া থাক এক ভণ্ড সাধকের পরামর্শে তাঁহাকে বিষদানে হত্যা করিয়া তাঁহার অর্থাদি হস্তগত করিতে উদ্যত হয়। পাগলিনী ও ভিক্ষুকের নিকট চিন্তামণি ইহা অবগত হন। তখন চিন্তামণি পাগলিনী ও ভিক্ষুকের সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করেন। থাক ও সাধক তাঁহার অর্থাদি অপহরণে উদ্যত হইয়া পুলীশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়, এবং বিষভোজনে উভয়ে প্রাণত্যাগ করে। এদিকে চিন্তামণি বৃন্দাবন গিয়া বিল্বমঙ্গলের সহিত মিলিত হন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তখন বিল্বমঙ্গলের অন্ধত্ব অপনীত হইয়াছিল। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে গুরু বলিয়া অভিবাদন করেন পরে উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। পাপী ভিক্ষুকও তৎসঙ্গের ফলে কৃষ্ণদর্শনে সমর্থ হয়।

বিল্বমঙ্গলের মূল আখ্যান বৈষ্ণব ভক্তিগ্রন্থ 'ভক্তমাল' হইতে গৃহীত। পাগলিনী গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি। এই নাটকখানি ষ্টার থিয়েটারে ১৮৮৬ খ্রীঃ প্রথম অভিনীত হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনেক ভাব গ্রন্থকার ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

বিশ্বকোষ—বাঙ্গালা অভিধান। নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় এই অভিধান প্রণয়ন আরম্ভ করিয়া দুইটি খণ্ডমাত্র প্রকাশিত করেন। পরে নগেন্দ্রনাথের হাতে আসিয়া, সাতিশয় যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইয়া এক্ষণে অভিধানখানি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। ইহাতে শব্দের অর্থ, নানাদেশীয় লোকের জীবনচরিত, নানা স্থানের ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি নগেন্দ্রনাথের অধ্যবসায়, অনুসন্ধিৎসা ও প্রত্নতত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষ্যস্বরূপে বিরাজ করিবে।

বিশ্বনাথ—বাঙ্গালা সত্যমূলক আখ্যান। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। বিশ্বনাথ একজন বিখ্যাত ডাকাতের সর্দ্দার ছিল। এক সময়ে তাহার নামে সমগ্র বাঙ্গালা থরহরি কম্পিত হইত। বিশ্বনাথ খ্রীষ্টিয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। বিশে ডাকাত বা বিশ্বনাথ বাবুর নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ছিল। নিজের অকুতোভয়তা এবং সহৃদয়তাবলে বিশ্বনাথ দস্যু-ব্যবসায়কেও লোকমনোরম করিয়া তুলিয়াছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে এদেশে কিরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ও অরাজকত্ব বিরাজ করিত, বিশ্বনাথই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বিশ্বনাথ দিবাভাগে সূর্য্যালোকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া ডাকাইতি করিত। কৃষ্ণনগর হইতে দশ মাইল দূরে আশানগরে বাগ্‌দীর ঘরে বিশ্বনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। নলদহ, কৃষ্ণসর্দ্দার, মেঘা প্রভৃতি বিশ্বনাথের অনুচরগণ এক এক জন দিক্‌পালবিশেষ ছিল। তাহার দলে ৫০০ শত লোক ছিল। একবার শারদীয়া পূজার সময়ে অর্থের অভাব হইলে বিশ্বনাথ কালনার গদী হইতে দশ হাজার টাকা অসীম সাহসের সহিত লুঠ করিয়া আনিল। সে কেবলমাত্র চারি জন. সঙ্গি সমভিব্যাহারে কালনায় আসিয়া থানার দারগাকে ধরিয়া আনাইল, এবং এই কালনার গদী-লুঠের ব্যাপারে দারোগার যোগসাজস আছে, ইহা তাঁহার নিকট লিখাইয়া লইল। অতঃপর গদী লুঠ করিয়া অনায়াসে ফিরিয়া যাইল। আর একবার নদীয়ার নীলকর ফেডি সাহেবের কুঠী লুণ্ঠন করিয়াছিল—ডাকাইতির দিন রাত্রিতে ফেডিপত্নী কাল হাঁড়ি মাথায় দিয়া জলে ডুবিয়া থাকিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু ফেডিকে ডাকাইতেরা ধরিয়া লইয়া যাইল, এবং সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে হত্যা করিবার মত প্রকাশ করিল। এইরূপ ভাবে নিরস্ত্রকে হত্যা না করিয়া বিশ্বনাথ সাহেবকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইল যে, তিনি মুক্তির পর কোন প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবেন না। পরন্তু, মুক্ত হইয়া ফেডি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সকল কথা বলিয়া প্রতীকার প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনেক কর্ম্মচারীকেই সেই সময়ে বিশ্বনাথের হস্তে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। অবশেষে কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট ইলিয়ট সাহেব সিপাহীর সাহায্যে অনেক কষ্টে বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়াছিলেন। বিশ্বনাথ ডাকাতের সর্দ্দার হইলেও তাহার শরীরে দয়াদাক্ষিণ্য উদারতা প্রভৃতি প্রকৃত বীরজনোচিত সদ্গুণ বিদ্যমান ছিল। বিশ্বনাথ দরিদ্রের পালক ও অসহায়ের সহায় ছিল। এই সকল সদ্গুণের জন্ত অনেকে তাহাকে ভালবাসিত। বিশ্বনাথ ডাকাইত ছিল বটে, কিন্তু তাহার ফাঁসিতে জনসাধারণ কিরূপ সন্তপ্ত হইয়াছিল, পশ্চাতের প্রবাদ গীতে তাহার কতকটা বুঝা যায় ;—

ওরে রকি দেখে যা, কি দশা যে হল,
আশানগরের মাঝে আশা ফুরাইল।

বিষবৃক্ষ—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গোবিন্দপুরের জমিদার নগেন্দ্রনাথ দত্ত নৌকাযোগে কলিকাতায় যাইতেছিলেন। ঝড়বৃষ্টির জন্ত তিনি পথে এক স্থানে নামিতে বাধ্য হন, এবং আশ্রয় অনুসন্ধান করিতে করিতে এক জীর্ণ বাটীতে উপস্থিত হইয়া এক বৃদ্ধকে মৃত্যুশয্যায় শয়িত দেখিতে পান। বৃদ্ধের পার্শ্বে তাঁহার কন্যা কুন্দনন্দিনী বসিয়াছিল। বৃদ্ধের মৃত্যু হইলে নগেন্দ্র কুন্দকে কলি-

কাতায় আনিয়া ভগ্নি কমলমণির নিকট রাখিয়া দেন। অতঃপর পত্নী সূর্য্যমুখীর অনুরোধে তাহাকে বাড়ীতে লইয়া যান। সূর্য্যমুখীর ভ্রাতৃসম্পর্কীয় তারাচরণের সহিত কুন্দের বিবাহ হইল। কিছুদিন পরে তারাচরণের মৃত্যু হইলে কুন্দ নগেন্দ্রের গৃহে স্থান পাইল। নগেন্দ্র কুন্দের রূপলাবণ্য দর্শনে তৎপ্রতি আসক্ত হইলেন, কুন্দও নগেন্দ্রের প্রতি অনুরাগিণী হইল। সূর্য্যমুখী ইহা কতকটা বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া ব্যথিতা হইলেন। দেবীপুরের জমিদার দেবেন্দ্র কুন্দকে তারাচরণের গৃহে দেখিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এক্ষণে সে হরিদাসী বৈষ্ণবীবেশে ভিক্ষাচ্ছলে আসিয়া নগেন্দ্রের বাড়ীতে কুন্দকে দুই একবার দেখিয়া এবং গোপনে তাহার সহিত দুই একটা বাজে কথা কহিয়া গেল। হীরা দাসী অনুসন্ধান করিয়া সূর্য্যমুখীকে জানাইল যে, দেবেন্দ্রই হরিদাসী বৈষ্ণবী। এদিকে সূর্যমুখী পত্র দ্বারা কমলমণিকে নগেন্দ্রের মনোভাব বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। কমলমণি আসিয়া কুন্দকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে চাহিলেন। কুন্দ প্রথমে যাইতে চাহিল না, শেষে যখন শুনিল যে, তাহার জন্য এই গৃহের সুখশান্তি নষ্ট হইতেছে, তখন সে যাইতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু নগেন্দ্রকে না দেখিয়া সে থাকিতে পারিবে না। অনেক ভাবিয়া শেষে সে একদিন গোপনে খিড়কী পুকুরে ডুবিয়া মরিতে গেল। কিন্তু সেই সময়ে নগেন্দ্রকে সম্মুখে দেখিয়া সে ডুবিয়া মরিতে পারিল না। তার পর হরিদাসী বৈষ্ণবীর ব্যাপার শুনিয়া সূর্য্যমুখী কুন্দকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। কুন্দ গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া পলাইল। হীরা তাহাকে তিন দিন নিজের বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিল। কিন্তু নগেন্দ্রকে না দেখিয়া কুন্দ থাকিতে পারিল না। এদিকে কুন্দের অদর্শনে নগেন্দ্রনাথ অস্থির হইয়া পড়িলেন, এবং সূর্য্যমুখীই কুন্দকে তাড়াইয়াছে শুনিয়া পত্নীর উপর রোষভাব প্রকাশ করিয়া গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। এমন সময় কুন্দ আবার আপনিই আসিয়া দেখা দিল। তখন সূর্য্যমুখী উদ্যোগী হইয়া বিধবা কুন্দের সহিত স্বামীর বিবাহ দেওয়াইলেন। বিবাহের পর সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিলেন। নগেন্দ্রনাথ এবার আপনার কৃত কার্য্যের পরিণাম বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইলেন, এবং চারিদিকে সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠাইলেন। কুন্দই এই সর্বনাশের মূল বুঝিয়া নগেন্দ্রনাথ কুন্দকেও তাচ্ছীল্য করিতে লাগিলেন। শেষে স্বয়ং সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধানে গমন করিলেন। স্নেহময়ী কমলিনীও কুন্দের প্রতি আর ফিরিয়া চাহেন না। কুন্দের কাঁদিয়া দিন কাটিতে লাগিল। এদিকে দেবেন্দ্রের কুহকে পড়িয়া পাপিষ্ঠা হীরা আপনার ধর্ম্ম হারাইল। দেবেন্দ্র তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া শেষে পদাঘাতে তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এক ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন। ব্রহ্মচারী চিকিৎসা করাইয়া তাঁহাকে আরোগ্য করেন, এবং নগেন্দ্রনাথকে তাঁহার সংবাদ প্রেরণ করেন। নগেন্দ্র কাশীতে থাকিয়া বিলম্বে এই সংবাদ পান। তিনি মধুপুরে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, গৃহদাহে সূর্য্যমুখীর মৃত্যু হইয়াছে। নগেন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং বিষয় সম্পত্তি ভাগিনের সতীশচন্দ্রকে দান করিয়া সন্ন্যাসী হইবার সঙ্কল্প করেন। দানপত্র লিখিবার মানসে তিনি গোবিন্দপুরে আসেন, এবং রাত্রে সূর্য্যমুখীর শয়নগৃহে অবস্থিতি করেন। প্রভাতের কিছু পূর্ব্বে সূর্য্যমুখী তাঁহাকে দর্শন দেন। গৃহদাহে গৃহস্বামিনীই মরিয়াছিল, সূর্য্যমুখী পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু লোকে তাঁহাকেই মৃতা জ্ঞান করিয়াছিল। তার পর ব্রহ্মচারীর সহিত তিনি গোবিন্দপুরে আসিয়া নগেন্দ্রের আগমনবার্ত্তা শুনিলেন, এবং গোপনে একাকিনী তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। দেখা দিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নগেন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ায় অগত্যা দেখা দিতে হয়। নগেন্দ্রনাথ গৃহে আসিয়া কুন্দের সহিত সাক্ষাৎ না করায় কুন্দ হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পায়। সেই সময়ে পাপিষ্ঠা হীরা তাহার নিকট বিষের মোড়ক রাখিয়া চলিয়া যায়। কুন্দনন্দিনী সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্য বিষ ভক্ষণ করে। প্রাতঃকালে সকলের সহিত দেখা করিয়া সূর্য্যমুখী যখন কুন্দকে দেখিতে আসিলেন, তখন কুন্দের অন্তিমকাল। শেষে নগেন্দ্রের পায়ে মাথা রাখিয়া কুন্দ ইহলোক ত্যাগ করিল। হীরা পাগল হইয়া বেড়াইতে লাগিল। আর মদ্যপ দেবেন্দ্র বহু কুৎসিত রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিল।

'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত চতুর্থ উপন্যাস। ১২৭৯ সালে বৈশাখ মাসে বঙ্গদর্শনে ইহা প্রকাশিত হয়। উহার প্রথম সংখ্যা হইতে এই উপন্যাসখানি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৮৪ খ্রীঃ মিসেস্ নাইট্ Poison-tree নাম দিয়া ইহার একখানি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

'কাব্যসুন্দরী' প্রণেতা পূর্ণচন্দ্র বসু বলেন,—"যবদ্বীপস্থ বিষবৃক্ষের চারিদিক্ যেমন দুষিত বায়ুতে পরিপূর্ণ, এই গ্রন্থখানির নৈতিক বায়ু তদ্রূপ অতি অবিশুদ্ধ। এই গ্রন্থকার তাহাকে বিষবৃক্ষ নামেই কলঙ্কিত করিয়াছেন।"

বিষবৃক্ষ নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া কয়েকটি থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছে। তন্মধ্যে এমারেল্ড থিয়েটারে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের ও ষ্টার থিয়েটারে অমৃতলাল বসুর গ্রন্থন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিষাদ—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। অযোধ্যার রাজা অলর্কের মাতা অতিশয় কৃষ্ণপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে চারি পুত্র মাতৃ উপদেশে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া ভগবানের আরাধনা করিতে থাকেন। কনিষ্ঠ অলর্ক রাজা হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃচতুষ্টয় কনিষ্ঠকে বিষয়ভোগে লিপ্ত দেখিয়া ক্লেশ অনুভব করেন, এবং তাহাকেও সাধনমার্গে আনয়ন জন্য চেষ্টিত হন। তখন জ্যেষ্ঠ মাধব ছদ্মবেশে অলর্কের নিকট অবস্থিতি করেন, এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাকে বশীভূত করিয়া ফেলেন। রাজ্যের মায়া থাকিতে রাজা কখনই বনবাসী হইতে পারিবেন না, সুতরাং মাধব তাঁহাকে বিলাসী করিয়া তুলিলেন। রাজা আর রাজকার্য্য দেখেন না, সর্ব্বদা বেশ্যা ও নৃত্যগীত লইয়াই উন্মত্ত থাকেন। কাশ্মীররাজ জিৎসিংএর ভগ্নী সরস্বতী রাজার স্ত্রী। রাজা তাঁহার মুখ দেখেন না। এদিকে মাধবের চক্রান্তে কনোজের রাজা, অযোধ্যা অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। জিৎসিংও ভগ্নীর দুঃখবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অযোধ্যা আক্রমণ করিলেন। রাজা কিন্তু উজ্জ্বলা নাম্নী এক বেশ্যাকে লইয়া উন্মত্ত। পতিপ্রাণা সরস্বতী যখন কিছুতেই স্বামীর চরণ দর্শনে সমর্থ হইল না, তখন তিনি বালকবেশে রাজপুরী পরিত্যাগ করিলেন, এবং বিষাদ নামে আত্মপরিচয় দিয়া উজ্জ্বলার গৃহে দাসত্ব স্বীকারপূর্ব্বক স্বামী সন্দর্শনে ও পতিসেবায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। পরে মাধবের ষড়যন্ত্রে রাজা উজ্জ্বলাকে স্বীয় সিংহাসন প্রদান করিলেন। উজ্জ্বলার হৃদয়ে দুরাকাঙ্ক্ষার উদয় হইল। সে রাজাকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে বাসনা করিল। রাজা বন্দী হইলেন। বিষাদ বহু কৌশলে দুইজন

তস্করের সাহায্যে রাজাকে মুক্ত করিয়া এক বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এদিকে মন্ত্রী এক বেশ্যাকে সিংহাসনে বসিতে দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি গিয়া জিৎ সিং-এর সহিত যোগ দিলেন। জিৎসিং নগর অধিকার করিয়া উজ্জ্বলাকে বন্দী করিলেন। পরে রাজার ও সরস্বতীর অনুসন্ধানের জন্য চারিদিকে চর প্রেরিত হইল। বিষাদ রাজাকে লইয়া বনমধ্যস্থ এক পর্ণকুটীরে স্থাপিত করিলেন। রাজা তাঁহার নিকট উজ্জ্বলার বিশ্বাসঘাতকতা ও বিষাদের প্রকৃত পরিচয় অবগত হইলেন। তিনি চিরদুঃখিনী সরস্বতীকে আদর করিয়া আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে জিৎসিংএর দুইজন চর তথায় উপস্থিত হইল এবং রাজাকে ধরিতে উদ্যত হইল। বিষাদ দ্বারসম্মুখে গিয়া বাধা দিলেন। তখন জনৈক চর তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিল। এমন সময় জিৎসিংহ ও মন্ত্রী তথায় উপস্থিত হইলেন। বিষাদ বা সরস্বতী স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার শোকে রাজা ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। তখন মাধব তাঁহার নিকট আসিয়া স্বীয় গূঢ় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন, এবং উদ্দেশ্য সাধনার্থ এরূপ কুটিল পন্থার অনুসরণ জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। পরে উজ্জ্বলার গুপ্ত আঘাতে মাধবের মৃত্যু হইল। উজ্জ্বলাও নদীতে ঝাঁপ দিল। রাজা সরস্বতীর ছায়ামূর্ত্তি দেখিলেন ও তাঁহার উপদেশ অনুসারে ঈশ্বরচিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন।

বিষাদচরিত্র কতকটা Beaumont and Fletcher কৃত Philaster নামক নাটকের Bellario চরিত্রের অনুরূপ। এই নাটকখানি এমারেল্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

বিষ্ণুপুরাণ—পুরাণ দেখ।

বিষ্ণুসংহিতা—সংহিতা দেখ।

বিসর্জ্জন—বাঙ্গালা নাটক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। গ্রন্থকার রাজর্ষি উপন্যাসে যে সকল কথা বলিয়াছেন, ইহাতেও সেই সকল পাত্রপাত্রী লইয়া সংক্ষেপে সেই সকল ঘটনারই বর্ণনা করিয়াছেন।

বীরপূজা—বাঙ্গালা উপন্যাস। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নিষধের রাজা বীরেন্দ্রসিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তদীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ভবানীপ্রসাদ সিংহাসনের অধিকারী হন; কিন্তু তিনি প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়ায় তাঁহার পিতৃব্য অনন্তরাম রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। ক্রমে অনন্তরামের হৃদয়ে লালসাবহ্নি প্রজ্বলিত হইল, তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র ভবানীকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু ভবানী তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি করিতেন। অনন্তরাম নানা উপায়ে ভবানীর প্রাণনাশের চেষ্টা করেন, কিন্তু ভবানীপ্রসাদ বিশ্বস্ত ভৃত্য জনার্দ্দনের সহায়তায় সকল বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করেন। পরিশেষে অনন্তরামের আদেশে ভবানী রাজ্য, ঐশ্বর্য্য সকল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, এবং আজমীররাজ্যে উপস্থিত হইয়া রাজার অধীনে সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হন। তথায় ভবানী আত্মপরিচয় গোপনপূর্ব্বক প্রসাদ নামে পরিচিত হন। ক্রমে প্রসাদের বাহুবলে আজমীররাজ শত্রুকুল দমন করিয়া প্রাধান্য লাভ করেন। এখানেও অনন্তরাম ভবানীর উপর অত্যাচার করিতে থাকেন, কিন্তু পিতৃব্যের প্রতি ভক্তিনিবন্ধন এবং পাছে বংশমর্য্যাদার হানি হয় এই আশঙ্কায়, ভবানী সে সকলই নীরবে সহ্য করেন। শেষে অনন্তরাম আজমীর আক্রমণ করেন, এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। ভবানী গোপনে তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া দিলে অনন্তরাম এই উপকারের প্রতিদানস্বরূপে ভবানীর দেহে অস্ত্রাঘাত করিয়া পলায়ন করেন, এবং পরিশেষে অনুতাপের তাড়নায় আজমীররাজের সভায় উপস্থিত হইয়া প্রসাদের প্রকৃত পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক আত্মহত্যা করেন। রাজকুমারী ঊর্ম্মিবালা প্রথম হইতেই ভবানীপ্রসাদের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন, ভবানীও তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিল। এক্ষণে উভয়ের পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে ভবানীপ্রসাদ স্বীয় পৈতৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহাই এই উপন্যাসের মূল আখ্যায়িকা।

বীরবাহু—বাঙ্গালা কাব্য। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কনোজের যুবরাজ বীরবাহু একদা পত্নীসহ উদ্যান বিহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক যোগিনী আসিয়া সংবাদ দিল যে, পাঠানেরা রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে। শুনিয়া বীরবাহু তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং পিতার অনুমতি লইয়া পাঠানদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে বীরবাহু আহত হইলে পাঠানেরা রাজপুরী লুণ্ঠন করিয়া তাঁহার পত্নী হেমলতাকে ধরিয়া লইয়া গেল। বীরবাহু চৈতন্য পাইয়া যবন ধ্বংসে প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং শ্বশুর কলিঙ্গরাজের সৈন্য লইয়া অর্ণবপোতে আরোহণপূর্ব্বক পাঠান ধ্বংস করিতে যাত্রা করিলেন। পথে ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় পোত জলমগ্ন হইল, কিন্তু দৈবকৃপায় বীরবাহু রক্ষা পাইলেন। তখন তিনি একাকী দিল্লীশ্বরের নিকট গিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রার্থনা করিলেন, এবং যুদ্ধে পাঠানরাজকে নিহত করিয়া হেমলতার উদ্ধারসাধনপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন।

বীরাঙ্গনা কাব্য—বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। এই গ্রন্থ পত্রচ্ছলে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, সোমের প্রতি তারা, দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী, দশরথের প্রতি কেকয়ী, লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা, অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী, পুরুরবার প্রতি ঊর্ব্বশী, নীলধ্বজের প্রতি জনা, এই একাদশখানি পত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৮৬২ খ্রীঃ বীরাঙ্গনা কাব্য প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি Ovid's Heroic Epistles পুস্তকের অনুকরণে রচিত। ওভিড ২১ খানি পত্র রচনা করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন ২১ খানি প্রণয়ন করেন। বাকী ১০ খানি প্রকাশ করিবার অভিলাষ ছিল। তাহার ভিতর কয়েকখানি রচিত হইয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

বীরাঙ্গনাপত্রোত্তর কাব্য—হেমচন্দ্র মিত্র প্রণীত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত বীরাঙ্গনা কাব্যে যে সকল নায়িকা নায়কগণকে অনুযোগ বা প্রেম সম্ভাষণ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, ইহাতে নায়কগণ সেই সকল নায়িকাকে যথাযোগ্য উত্তর দান করিয়াছেন।

বুড়ো-সালিকের ঘাড়ে রোঁ—বাঙ্গালা প্রহসন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। ভক্তপ্রসাদ নামক জনৈক ভণ্ড বৈষ্ণব জমিদার হানিফ গাজী নামক প্রজার স্ত্রী ফতেমার রূপের কথা শুনিয়া গদাধর খানসামার পিসি পুঁটীর সহকারিতায় পঞ্চাশ টাকা দিয়া তাহাকে অন্ধকার রাত্রে একটি ভগ্নশিবের মন্দিরের নিকটে আনয়ন করেন। ইতঃপূর্ব্বে হানিফ গাজীকে ইনি অপমানসূচক কথা বলিয়াছিলেন, এবং এক বাচস্পতির ব্রহ্মোত্তর জমী বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। ফতেমা তাহার স্বামীকে ভক্তপ্রসাদের অবৈধ প্রস্তাবের কথা বলিয়াছিল এবং তাহারই ইচ্ছায় পুঁটির সঙ্গে নির্দ্ধারিত স্থানে আসিয়াছিল। হানিফ ও বাচস্পতি পরামর্শ করিয়া মন্দিরমধ্যে লুকাইয়াছিল। যথাসময়ে হানিফ

মুখ আবৃত করিয়া বাহিরে আসিয়া ভক্তপ্রসাদকে বিলক্ষণ "উত্তম মধ্যম" দিয়া অপদস্থ হইল। পরে বাচস্পতি আসিয়া উপস্থিত হইলে এই গর্হিত আচরণ যাহাতে প্রকাশ না হয়, সেই অভিপ্রায়ে ভক্তপ্রসাদ তাঁহার ব্রহ্মোত্তর জমি ছাড়িয়া দিতে এবং তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পঞ্চাশ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন হানিফও সেখানে আসিলে ভক্তপ্রসাদ তাহাকে দুই শত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। অনুতপ্ত ভক্তপ্রসাদ শেষে বলিলেন—

"বাহিরে ছিল সাধুর আকার,
মনটা কিন্তু ধর্ম্মধোয়া।
পুণ্য খাতায় জমা শূন্য,
ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া॥
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে,
হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম্ম ফললো ধর্ম্ম,
"বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া॥"

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন—"এই পুস্তকখানি পল্লীগ্রামস্থ জমিদারদিগের না হইয়া গ্রন্থকারেরই কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছে।"

গ্রন্থকার এইখানি ও একেই কি বলে সভ্যতা নামক অপর প্রহসনখানি বেলগেছিয়া থিয়েটারে অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে ১৮৫৮ এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচনা করেন। শর্ম্মিষ্ঠা নাটক রচনার পরেই এই দুইখানি প্রহসন প্রণীত হয়। যথাক্রমে নব্য এবং প্রাচীন দলের বাঙ্গালীরা অসন্তুষ্ট হইবেন মনে করিয়া বেলগেছিয়া থিয়েটারের কর্ত্তারা ইহার অভিনয় করিতে অস্বীকৃত হন। সাধারণ রঙ্গালয়ের মধ্যে ন্যাসনাল থিয়েটারই প্রথমে ১৮৭৩ খ্রীঃ ৮ই মার্চ্চ "বুড়োসালিকের ঘাড়ে রোঁ" গ্রন্থের অভিনয় করে। পরে বেঙ্গল থিয়েটারে ইহার অভিনয় হয়। গ্রন্থের নামের ইংরাজী প্রতিরূপ শব্দ "The Silvered Rake" বলিয়া উক্ত থিয়েটার কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

বুদ্ধদেব-চরিত—কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রণীত। ইহাতে বুদ্ধদেবের জন্ম, বিবাহ, গৃহত্যাগ, সন্ন্যাস, দুঃখনিবারণের উপায়, চিন্তা, সাধনা, সিদ্ধিলাভ, ধর্ম্মপ্রচার, দেহত্যাগ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। শেষে বৌদ্ধধর্ম্ম ও তাহার আচার-ব্যবহার, কতকগুলি নীতিপূর্ণ গল্প, বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতি কথিত হইয়াছে।

বৃত্রসংহার—বাঙ্গালা কাব্য। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মহাবীর বৃত্র মহাদেবের বরলাভ করিয়া এবং শিবের ত্রিশূল প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ হইতে দেবগণকে বিতাড়িত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। দেবরাজ ইন্দ্র সুমেরুপর্ব্বতে গিয়া নিয়তিদেবের আরাধনা করিতে থাকেন, শচীদেবী নৈমিষারণ্যে চপলাসহ অবস্থান করেন এবং দেবগণ পাতালে লুকাইয়া থাকেন। অতঃপর দানবরাজের পত্নী ঐন্দ্রিলা শচীদেবীর রূপগুণ শ্রবণে তাঁহাকে স্বীয় দাসীত্বে নিয়োগ করিবার অভিপ্রায়ে স্বামীকে অনুরোধ করিলে দৈত্যরাজ পুত্র রুদ্রপীড়কে শচীর হরণার্থ প্রেরণ করেন। রুদ্রপীড় নৈমিষারণ্যে গিয়া শচীকে হরণ করিতে উদ্যত হইলে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত তাহাতে বাধা দেন। শেষে জয়ন্তকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া রুদ্রপীড় শচীকে হরণ করিয়া আনে। এই সময় দেবতারা আর একবার বৃত্রকে আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়নপর হন। এদিকে ইন্দ্র বহুদিন পরে ভাগ্যদেবতার আদেশে মহাদেবের নিকট গমন করেন। তথায় তিনি শচীহরণের বৃত্তান্ত শ্রবণে ক্রোধে উন্মত্ত হন, মহাদেব তাঁহাকে শান্ত করিয়া দধীচি মুনির অস্থে বজ্রনির্ম্মাণপূর্ব্বক বৃত্রকে সংহার করিতে উপদেশ দেন। ইন্দ্র দধীচির নিকট গমন করিলে দধীচি পরার্থে আত্মজীবন দান করেন। তখন দেবরাজ তাঁহার অস্থি লইয়া বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা বজ্রাস্ত্র প্রস্তুত করেন। এদিকে শচী দৈত্যভবনে বন্দিনীরূপে অবস্থান করেন। রুদ্রপীড়ের পত্নী ইন্দুবালা তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকট অবস্থিতি ও সান্ত্বনা দান করিতে থাকেন। ঐন্দ্রিলা তর্জ্জনে পুত্রবধূকে শাস্তি দিতে ও শচীকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইলে অগ্নি ও জয়ন্ত আসিয়া শচী ও ইন্দুবালাকে সুমেরু পর্ব্বতে লইয়া যান। রমণীর উপর অত্যাচার করায় মহাদেব বৃত্রের উপর ক্রুদ্ধ হন। অতঃপর ইন্দ্রসহ মিলিত হইয়া দেবগণ বৃত্রকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে রুদ্রপীড় নিহত হন। বৃত্রও আপনার উপর শিবের কোপ বুঝিতে পারেন। শেষে যুদ্ধে বজ্রাস্ত্রের প্রহারে বৃত্র নিহত হন, এবং দেবগণ পুনর্ব্বার স্বর্গরাজ্য লাভ করেন

এই কাব্যখানি অবলম্বনে রচিত "ঐন্দ্রিলা" নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

বৃহৎ ধর্ম্মপুরাণ—পুরাণ দেখ।

বৃহৎ পাষণ্ডদলন—বীরভদ্র গোস্বামী সঙ্কলিত। ইহাতে ভক্তিমার্গ-পরিপোষক নানাবিধ পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে নানাবিধ শ্লোক উদ্ধৃত ও বাঙ্গালা পয়ারছন্দে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। মূঢ় জনগণকে সহজ কথায় ও বিনা বিচারে ভক্তি শিক্ষা দান এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

বৃহদ্ভাগবতামৃত—সংস্কৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থ। সনাতন গোস্বামী প্রণীত। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রদাত্রী ভক্তিই ইহার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। এই ভক্তি দ্বারা সুমহান্ সুখরাশি উপজাত হয়। এই ভক্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের উদ্দেশ্যই অনুষ্ঠেয়, এবং ইহাই প্রেম নামে অভিহিত। এই প্রেম সর্ব্বনিরপেক্ষ ও ব্রজবাসীর প্রেম; ইহা সুমহান্। এতাদৃশ ভক্তি দ্বারা মানব গোলোকবিহারী শ্রীনন্দনন্দের সহিত স্বেচ্ছাবিহাররূপ প্রেমফল লাভ করেন। নানাবিধ উপাখ্যান ও যুক্তি দ্বারা ইহাতে এই তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাতে বৈষ্ণবগণের উপাস্যনির্ণয় বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উপাসনাবিষয়ে এই গ্রন্থই মুখ্য পথপ্রদর্শকস্বরূপ। ইহা ভগবৎ কৃপাভরনির্দ্ধার ও গোলোকমাহাত্ম্য নামক দুই খণ্ডে বিভক্ত।

বৃহৎ সংহিতা—সংহিতা দেখ।

বৃহস্পতি সংহিতা—সংহিতা দেখ।

বেণীসংহার—সংস্কৃত নাটক। ভট্টনারায়ণ প্রণীত। কথিত আছে, কান্যকুব্জ হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া গ্রন্থকার এই নাটকখানি রচনা করিয়া আদিশূরকে উপহার দিয়াছিলেন। বনপ্রত্যাগত পাণ্ডুপুত্রগণ পঞ্চগ্রাম মাত্র প্রার্থনা করিয়াও যখন সন্ধি করিতে পারিলেন না, তখন দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া। সেই যুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণাদি সহ সভ্রাতৃক দুর্য্যোধন নিহত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন দুর্য্যোধনের রক্তে পাঞ্চালীর কেশ বন্ধন করিয়া দিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। মহাভারতীয় এই ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতীয় বর্ণনা হইতে ইহার বর্ণনাপ্রণালী স্বতন্ত্র। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত ইহার এক নাটকীয় অনুবাদ আছে। রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বংশের আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণ কৃত মূল নাটকখানির একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে ১৮৫৭ খ্রীঃ তাঁহার বাড়ীতে বেণীসংহার নাটকের অভিনয় হইয়াছিল।

বেতাল পঞ্চবিংশতি—বাঙ্গালা কথাগ্রন্থ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। উজ্জয়িনীরাজ শঙ্কুর মৃত্যুর পর বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করিলে একদা এক সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন,

এবং রাজা একদিন রজনীতে তাঁহার সাধনাস্থলে উপস্থিত থাকিলে তাঁহার সিদ্ধি লাভ হইবে, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। বিক্রমাদিত্য যাইতে স্বীকৃত হন, এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাকালে সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপনীত হন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক শ্মশানে শিরীষ বৃক্ষে যে এক শব লম্বিত আছে, তাহা আনয়ন করিতে অনুজ্ঞা করেন। রাজা নিঃশঙ্কচিত্তে তথায় উপস্থিত হইয়া সেই শব লইয়া প্রত্যাগমন করেন। প্রত্যাগমন কালে ঐ শবদেহে আবিষ্ট বেতাল রাজাকে পঞ্চবিংশতি উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়া পঞ্চবিংশতিটী প্রশ্ন করেন। রাজা তাহার যথাযথ উত্তর দিলে বেতাল সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপদেশ দেন যে, ঐ সন্ন্যাসী রাজাকে হত্যা করিয়া সিদ্ধিলাভের মানস করিয়াছে। এক্ষণে কৌশলে উহাকে হত্যা করিতে পারিলে রাজা সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। বেতালের উপদেশানুসারে বিক্রমাদিত্য ঐ সন্ন্যাসীকে খড়্গাঘাতে নিহত করিয়া সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। হিন্দী বৈতাল পচিশী নামক গ্রন্থ হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। শিবদাস ভট্ট কর্ত্তৃক রচিত "বেতাল পঞ্চবিংশকা" নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে।

বেতালে বহু রহস্য—চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থের কোন কোন উপাখ্যান অবলম্বনে আধুনিক বঙ্গীয় সমাজের কতকগুলি রীতিনীতি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

বেদপ্রকাশিকা—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রণীত। ইহা বটব্যাল মহাশয়ের বেদসম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রবন্ধের একত্র সমাবেশ। এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশই প্রথমে 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কেবল দুইটী প্রবন্ধ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই।

বেদান্ত দর্শন—দর্শন দেখ।

বেদৌরা—বাঙ্গালা নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। আরব্য উপন্যাসের একটী উপাখ্যান অবলম্বনে এই নাটক লিখিত। খালেদান্ রাজ্যের রাজপুত্র কমরলজমান বিবাহ করিতে অসম্মত হওয়ায় পিতৃ আজ্ঞায় কারারুদ্ধ হন। তথায় এক পরী ও দৈত্যের চেষ্টায় নিদ্রিতাবস্থায় চিনরাজকুমারী বেদৌরা তাঁহার শয্যায় আনীতা হন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজকুমার মুগ্ধ হন। রাজকুমারীও তাঁহাকে দেখিয়া তৎপ্রতি অনুরাগিণী হইয়া পড়েন। উভয়ের অজ্ঞাতসারে পরস্পর অঙ্গুরীয় বিনিময় হয়। পরে বেদৌরা পরী কর্ত্তৃক স্বস্থানে নীতা হন। পরে প্রভাতে উভয়ে উভয়ের অদর্শনে ব্যাকুল ও উন্মাদপ্রায় হন। বেদৌরার ধাত্রীপুত্র মার্জ্জবানের চেষ্টায় উভয়ের মিলন হয়। বিবাহান্তে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনকালে কমরলজমান পরীর কৌশলে বেদৌরা হইতে বিচ্ছিন্ন হন। অতঃপর পুনরায় মার্জ্জবান উভয়ের মিলন ঘটাইয়া দেন।

এই নাটকখানি ষ্টার থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়।

বৈরাগ্যশতকম্—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। নীরোদবিহারী গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে বৈরাগ্যবিষয়ক একশত কবিতা আছে। সংসার যে নানাবিধ দোষপূর্ণ ও দুঃখময় এবং ঈশ্বরচিন্তা ও বৈরাগ্যই যে একমাত্র সুখ ও শান্তির নিকেতন, ইহাই এই সকল কবিতা দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সকল শ্লোকেরই সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

বৈশেষিক দর্শন—দর্শন দেখ।

বৈষ্ণবপদলহরী—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। ইহাতে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস, প্রেমদাস, যদুনন্দন, জগদানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের পদসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে, এবং আবশ্যকানুরূপ তাহাদের টীকা ও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

বোধেন্দুবিকাশ—বাঙ্গালা নাটক। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। ইহা সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ হইলেও মূল গ্রন্থাপেক্ষা ইহাতে অনেক স্থলে বর্ণনাবাহুল্য আছে। ইহা প্রথমে প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা উহার তৃতীয়াঙ্ক পর্য্যন্ত প্রকাশিত করেন।

বোম্বাই চিত্র—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে সাধু তুকারামের কাহিনী, সিন্ধুদেশের বিবরণ, দেশের সামাজিক আচার ব্যবহার, বিবাহ, পরিচ্ছদ প্রভৃতি, পারসীগণের বিবরণ, বোম্বায়ের রায়তগণের অবস্থা ও ভূমি বন্দোবস্ত, পঞ্চায়েৎ ও আদালত, সিন্ধুর পূর্ব্বকাহিনী, মুসলমানাধিকার, ইংরাজের অধিকার, বিজাপুরের বিবরণ, তালিকোটের যুদ্ধ, মহারাষ্ট্র প্রভাব, বোম্বাই সহরের বিবরণ, ইতিহাস, চাঁদবিবি, শিবাজি প্রভৃতির বৃত্তান্ত, মারহাট্টা যুদ্ধ, অহল্যাবাই, পিণ্ডারি যুদ্ধ, ইংরাজের বোম্বাই অধিকার, বোম্বায়ের জনসংখ্যা, ধর্ম্মসম্প্রদায়, পারসীগণের আচার ব্যবহারাদির বিবরণ, বাণিজ্য, মন্দির ও উৎসবাদির বিবরণ, সিংহলের বিবরণ প্রভৃতি ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কয়েকখানি চিত্রও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার রাজকার্য্য উপলক্ষে বোম্বে প্রেসিডেন্সীতে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন; সুতরাং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলও বহুলাংশে এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

বৌঠাকুরাণীর হাট—বাঙ্গালা উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য যখন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতৃব্য বসন্তরায় মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়া রায়গড়ের রাজা ছিলেন। ইহাতে প্রতাপ পিতৃব্যের উপর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হন। প্রতাপের পুত্র উদয়াদিত্য ও কন্যা বিভা বসন্তরায়ের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন, বসন্তরায়ও তাহাদিগকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন, এবং এজন্য প্রতাপ তাঁহার প্রতি একান্ত বিরক্ত থাকিলেও তিনি যশোহরে না আসিয়া থাকিতে পারিতেন না। উদয়াদিত্য সাতিশয় ধীরপ্রকৃতি, এজন্য প্রতাপ তাহাকে ঘৃণা করিতেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের সহিত বিভার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু প্রতাপ জামাতার সহিতও কঠোর ব্যবহার করিতেন। প্রতাপ অনেকবার পিতৃব্যকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। একদা জামাতা রামচন্দ্র রাজবাটীতে আসিয়া তাঁহার অনুচর রমাই ভাঁড় দ্বারা শাশুড়ি-ঠাকুরাণীর অপমান করাইলে প্রতাপ তাঁহার শিরশ্ছেদের আদেশ দেন, কিন্তু উদয়াদিত্যের কৌশলে তিনি মুক্ত হইয়া পলায়ন করেন। অনন্তর প্রতাপ পুত্রকে কারাগারে আবদ্ধ করেন। কিন্তু উদয়াদিত্য কোন প্রকারে অব্যাহতি পাইয়া বসন্তরায়ের নিকট চলিয়া যান। তখন প্রতাপ সৈন্য প্রেরণ করিয়া বসন্তরায়কে হত্যাপূর্ব্বক উদয়াদিত্যকে বন্দী করেন। পরে উদয়াদিত্য পিতার নিকট রাজ্যত্যাগের শপথ করিয়া কাশী চলিয়া যান। বিভা পিতার অনুমতি লইয়া স্বামিগৃহে গেলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ রামচন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না। অতঃপর বিভা কাশী গিয়া উদয়াদিত্যের নিকট রহিলেন। চন্দ্রদ্বীপের যে বাজারের নিকট বিভার নৌকা লাগিয়াছিল, সেই বাজার সেই সময় হইতে "বৌঠাকুরাণীর হাট" নামে অভিহিত হইল।

এই উপন্যাসখানি নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া "রাজা বসন্তরায়" নামে প্রথমে ন্যাসনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। বসন্ত-

রাম-চরিত্র অভিনয় করিয়া রাধামাধব ব ও পরে পূর্ণচন্দ্র ঘোষ প্রশংসা লাভ করেন

বৌদ্ধদর্শন—দর্শন দেখ।

ব্রজবিলাস—কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যৎকালে এদেশে বিধবাবিবাহ প্রচলনে উদ্যত হন, তৎকালে নবদ্বীপনিবাসী ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া যশোহর হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভায় এক বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতা সমাচারচন্দ্রিকা নামক সংবাদপত্রে মুদ্রিত হয়। উক্ত বক্তৃতার প্রতিবাদকল্পে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ঐ বক্তৃতায় বিদ্যারত্ন মহাশয় যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বিধবাবিবাহকে অশাস্ত্রীয় বলিয়াছেন, ইহাতে তৎসমুদায়ের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এই পুস্তক শ্লেষপূর্ণ ভাষায় লিখিত। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পুস্তকের প্রণেতা।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য—বাঙ্গালা গীতিকাব্য গ্রন্থ মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। ইহাতে কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধিকা বংশীধ্বনি, জলধর, ময়ূরী, পৃথিবী, সারিকা, কুসুম, মলয়মারুত প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বিলাপ করিতেছেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই গীতিকাব্যখানি ১৮৬১ খ্রীঃ প্রণীত হয়।

ব্যাস সংহিতা—সংহিতা দেখ।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—বাঙ্গালা দর্শনগ্রন্থ। সীতানাথ দত্ত প্রণীত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ বিষয়ক আলোচনা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলীভূত তত্ত্বসমূহের মৌলিকতা ও অনতিক্রমণীয়তা, অধ্যাত্মবাদ, ঈশ্বরের আধারত্ব ও একত্ব, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ, সত্যধর্ম্মে দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়বিধ ভাবের আবশ্যকতা, অজ্ঞেয়বাদ ও মায়াবাদ খণ্ডন, ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও নিত্যত্ব প্রভৃতি, জগতের আপাতঃঅমঙ্গলকর ঘটনাবলী প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম পুরাণ—পুরাণ দেখ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—পুরাণ দেখ।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ—পুরাণ দেখ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস—বাঙ্গালাধর্ম্মগ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মসম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং লক্ষণ, ঈশ্বর সত্য ও আনন্দ স্বরূপ, ঈশ্বরানুরাগ, ব্রহ্মানন্দ, পরলোক, স্বর্গ ও নরক, মুক্তি প্রভৃতি বিষয়সমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে উপনিষদের কতকগুলি সূত্রের ব্যাখ্যাসহ ঈশ্বর ও ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ক কতকগুলি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ

শকুন্তলা—বাঙ্গালা সাহিত্যগ্রন্থ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। মহাকবি কালিদাস রচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলের ভাবাবলম্বনে এই উপন্যাস রচিত হইয়াছে। মহারাজ দুষ্মন্তের মৃগয়ায় গমন, তপোবনমধ্যে শকুন্তলার দর্শন ও উভয়ের হৃদয়ে প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চার, গান্ধর্ব্ব বিবাহ, রাজার প্রত্যাগমন, শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ, শকুন্তলার পতিগৃহে গমন ও স্বামিকর্তৃক প্রত্যাখ্যান, অপ্সরোলোকে বাস, দুষ্মন্তের অনুশোচনা, উভয়ের পুনর্ম্মিলন প্রভৃতি ঘটনাসমূহ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। সংপ্রতি সুবলচন্দ্র মিত্র কর্তৃক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শকুন্তলার একটী অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণে অনেকগুলি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। হরিমোহন গুপ্ত শকুন্তলার উপাখ্যান পদ্যে রচনা করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।

শকুন্তলা-তত্ত্ব—বাঙ্গালা সমালোচনাগ্রন্থ। চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। মহাকবি কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের চমৎকারিত্ব প্রদর্শনই ইহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ দুষ্মন্ত শকুন্তলা এবং অন্যান্য নাটকীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া কাহার প্রকৃতি কিরূপ এবং কি কৌশলে কবি সেই সকল চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন, তাহাই বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। পরিশেষে মহাভারতীয় শকুন্তলা উপাখ্যানের সহিত নাটকীয় শকুন্তলা আখ্যানের কি প্রভেদ, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে সমালোচক সাহিত্যজ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় দিয়াছেন।

শকুন্তলা-রহস্য—বাঙ্গালা সমালোচনা গ্রন্থ। বিহারিলাল সরকার সঙ্কলিত। ইহাতে পদ্মপুরাণান্তর্গত শকুন্তলা উপাখ্যানের সহিত মহাকবি কালিদাস কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলের আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনায় কালিদাস যে পদ্মপুরাণ হইতেই আখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়া অসীম কৃতিত্ব ও কবিত্বপ্রদর্শনপূর্ব্বক অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক রচনা করিয়াছেন, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি প্রণয়নে সমালোচক পাণ্ডিত্য ও গবেষণা-শক্তি বহুল পরিমাণে প্রয়োগ করিয়াছেন।

শঙ্কর দর্শন—দর্শন দেখ।

শঙ্করবিজয়—বাঙ্গালা জীবনচরিতবিষয়ক গ্রন্থ। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্তৃক সংগৃহীত। ইহাতে শিবের শঙ্করাচার্য্যরূপে জন্ম, শিক্ষা, সন্ন্যাসগ্রহণ, শঙ্করের শিবদর্শন, দিগ্বিজয়, হস্তামলকাদি শিষ্যগণের বিবরণ, কাপালিক বধ, শঙ্করাচার্য্যের ইহলোকত্যাগ ও কৈলাসগমন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যকে শিবাবতাররূপে বর্ণনা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

শঙ্করাচার্য্যচরিত—বাঙ্গালা জীবনচরিতবিষয়ক গ্রন্থ। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত। ইহাতে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম, শিক্ষা, সন্ন্যাসগ্রহণ, ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তি, দিগ্বিজয়, মোক্ষলাভ প্রভৃতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

শরৎসরোজিনী—বাঙ্গালা নাটক। দুর্গাদাস দাস প্রণীত। শরৎ রিষড়ার একজন জমিদার। তাঁহার হৃদয় দয়া ও অন্যান্য উচ্চগুণে বিভূষিত। কিন্তু তিনি প্রণয়কে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন এবং কখন বিবাহ করিবেন না, ইহা স্থির করিয়াছিলেন। ভগিনী সুকুমারী ব্যতীত তাঁহার আর কেহ ছিল না। সরোজিনী নাম্নী এক প্রতিবেশিনী কন্যা অল্পবয়সে মাতাপিতৃহীনা হইয়া তাঁহার গৃহে প্রতিপালিতা হন। শরৎ তাঁহাকে স্বীয় ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। মতিলাল নামে তাঁহার এক প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার ছিলেন। মতিলালের গৃহে বিনয় নামক একটী বালক প্রতিপালিত হইতেন। তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে আট হাজার টাকার সহিত তাঁহাকে মতিলালের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। মতিলাল ঐ টাকাগুলি আত্মসাৎ করিবার জন্য বিনয়কে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন, এবং দস্যুর দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। শরৎ তাঁহাকে রক্ষা করেন। এদিকে মতিলাল শরতের ভগিনী সুকুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য ঘটকী পাঠাইয়া দেন। সরোজিনী তাহাকে অপমান করিয়া বিদায় করেন। ইহাতে মতিলাল শরতের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে থাকেন। সরোজিনী এই সংবাদ কলিকাতায় শরতের নিকট পাঠাইলে শরৎ বিনয়কে বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। এই সময় বিনয় ও সুকুমারীর মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হয়। সরোজিনী পূর্ব্ব হইতেই শরৎকে ভালবাসিয়াছিল। কয়েকদিন পরে মতিলাল সুকুমারীকে হরণ করিবার জন্য শরতের বাড়ীতে ডাকাতি করান। দৈবক্রমে শরৎ তাহার পূর্ব্বক্ষণেই উপস্থিত হওয়ায় দস্যুরা হতাহত হইয়া পলায়ন করেন। অনন্তর শরৎকে পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সরোজিনী গোপনে গৃহত্যাগ

করেন। শরৎ তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হন। তখন মতিলাল সুকুমারী ও বিনয়কে হরণ করিয়া লইয়া যান, এবং জাল দলিল প্রস্তুত করিয়া তিনি শরতের বিষয়ের অধিকারী বলিয়া আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করেন। কিন্তু তাঁহার উপপত্নী ভ্রাতৃজায়ার চেষ্টায় তাহা বিফল হয় এবং তাহারই হস্তে মতিলাল জীবন বিসর্জ্জন করেন। পরে নানা বিঘ্নবিপদ্ অতিক্রম করিয়া শরৎ বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সরোজিনীও তাঁহার অনুরাগের বিষয় অবগত হইয়া তথায় উপস্থিত হন। পরে সরোজিনীর সহিত শরতের এবং সুকুমারীর সহিত বিনয়ের শুভ মিলন হয়।

এই নাটক প্রথমে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। গ্রন্থকারের প্রকৃত নাম উপেন্দ্রনাথ দাস। তিনি এই কল্পিত নামেই তাঁহার রচিত শরৎসরোজিনী, সুরেন্দ্র-বিনোদিনী, এবং দাদা ও আমি নাটকে ব্যবহার করিয়াছেন।

শর্ম্মিষ্ঠা—বাঙ্গালা মিলনান্ত নাটক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ করিলে মহারাজ যযাতি আসিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন। অনন্তর শুক্রাচার্য্যের ক্রোধ অপনোদনার্থ দৈত্যরাজ শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়া দেন। উদ্ধারকর্ত্তা যযাতির উপর দেবযানীর প্রণয় সঞ্চারিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া শুক্রাচার্য্য প্রিয় শিষ্য কপিলকে প্রতিষ্ঠানপুরে পাঠান, এবং তথা হইতে যযাতিকে আনাইয়া তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন। দেবযানীর সহিত শর্ম্মিষ্ঠা পরিচারিকারূপে রাজধানীতে আনীত হন, এবং তিনি রাজার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়েন। পরে গোপনে গান্ধর্ব্ব মতে রাজার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইহার কিছুকাল পরে রাজা দেবযানীর সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে একটী উদ্যানে উপস্থিত হইলে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুত্রত্রয় পিতৃসম্বোধনে রাজার নিকট উপস্থিত হয়। দেবযানী তখন সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া ক্রোধভরে সখী পূর্ণিকার সহিত রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া পিতার নিকট যাত্রা করেন। সেই সময়ে শুক্রাচার্য্য কন্যা দৌহিত্র দর্শনাভিপ্রায়ে রাজধানী অভিমুখে আসিতেছিলেন। পথে দেবযানীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কন্যার মুখে সমস্ত অবগত হইয়া কন্যার অনুরোধে তিনি রাজাকে জরাগ্রস্ত হইবার শাপ দেন। পরে অনুতপ্ত হইয়া দেবযানী অভিশাপ প্রত্যাহার করিতে বলিলে, শুক্রাচার্য্য রাজাকে সহস্র বৎসরের জন্য পুত্রে জরাভার সমর্পণ করিয়া যৌবন উপভোগ করিবার বর দেন। দেবযানীর দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র পিতার জরাভার গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে রাজা তাহাদিগকে শাপ প্রদান করেন। পরে শর্ম্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার জরাভার গ্রহণ করিলে রাজা পুনঃ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্য করিতে থাকেন। তখন শুক্রাচার্য্য স্বহস্তে শর্ম্মিষ্ঠাকে রাজার করে সমর্পণ করেন, এবং পুরুর দ্বারা তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইবে বলিয়াই যে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া দেন। দেবযানীও সপত্নীভাব ত্যাগ করিয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে সাদরে গ্রহণ করেন।

১৮৫৮ খ্রীঃ এই নাটক রচিত হয়। ১৮৫৯ খ্রীঃ ৩রা সেপ্টেম্বর (বাঙ্গালা ১২৬৭ সাল ১৯শে ভাদ্র) ইহা বেলগেছিয়া থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। ইহাতে বাবু (পরে মহারাজ বাহাদুর স্যার) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বাবু (পরে রাজা) রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাসদ্‌রূপে রঙ্গমঞ্চে বাহির হন। কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় নায়িকার চরিত্র অভিনয় করেন।

এই নাটকখানি লইয়া বাঙ্গালা ১২৮০ সাল ১লা ভাদ্র (১৮৭৩ খ্রীঃ ১৬ই আগষ্ট) বেঙ্গল থিয়েটার খোলা হইয়াছিল।

শর্ব্বাণী—বাঙ্গালা উপন্যাস। কালীময় ঘটক প্রণীত। ইহাতে অল্পদিন পূর্ব্বেকার এক বলবান্ বাঙ্গালীর অসাধারণ শক্তি, সাহস ও অদ্ভুত কার্য্য এবং এক বঙ্গরমণীর পতিপ্রাণতা বিবৃত হইয়াছে।

শব্দকল্পদ্রুমঃ—সংস্কৃত অভিধান। রাজা স্যার্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্তৃক সম্পাদিত। ইহা একখানি সংস্কৃত অভিধান। অ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষ পর্য্যন্ত যাবতীয় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তর্গত শব্দসমূহের সংস্কৃত অর্থ, প্রতিশব্দ, উৎপত্তি, ধাতু প্রভৃতি, স্মার্ত্ত ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় বিবিধ পৌরাণিক আখ্যায়িকা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুমঃ সম্পাদন ও প্রচার রাধাকান্তদেবের বহুদিনের পরিশ্রম ও প্রভূত অর্থব্যয়ের ফল। এই সুবিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি জগদ্ব্যাপী যশোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রথম সংস্করণ তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করেন। বহুকাল পরে হরিচরণ বসু, হিতবাদীর এবং বসুমতীর স্বত্বাধিকারিদ্বয় (পৃথক্ পৃথক্), ইহার এক একটী সংস্করণ বাহির করিয়া বিক্রয় করেন।

শাণ্ডিল্য-সূত্র—সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র (ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদসহ)। স্বপ্নেশ্বরবিদ্ বিরচিত। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ, সমাধি, ভক্তি প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

শতাতপ সংহিতা—সংহিতা দেখ।

শান্তিলতা—বাঙ্গালা উপন্যাস। স্নেহলতা, প্রেমলতা রচয়িত্রী প্রণীত। এক ঈশ্বরপ্রেম ব্যতীত সংসারে প্রকৃত শান্তিলাভ করা যায় না, ইহা প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। নানাবিধ ঘটনার মধ্য দিয়া ইহাতে সেই উদ্দেশ্য সাধন করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে অনেক আধ্যাত্মিক তত্ত্বও কথিত হইয়াছে।

শাপাবসানম্—সংস্কৃত নাটক। নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ন প্রণীত। শাপান্তে অভিমন্যুর চন্দ্রলোকে গমন, এই আখ্যান অবলম্বনে নাটকখানি আনুমানিক ১৮৯০ খ্রীঃ রচিত এবং গ্রন্থকারের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় অভিনীত হয়।

শান্তি কি শান্তি—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। বিধবাবিবাহের ফল কিরূপ, ইহাই লক্ষ্য করিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে। প্রসন্নকুমার নামক এক ধনী ব্যক্তির দুই কন্যা (ভুবনমোহিনী ও প্রমদা) ও এক বিধবা পুত্রবধূ ছিল। বিধবা পুত্রবধূ সদাচারপরায়ণা ও শুদ্ধচিত্তা। কিছুদিন পরে প্রসন্নকুমারের জ্যেষ্ঠ জামাতার মৃত্যু হয়। জামাতা আপনার সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর নামে উইল করিয়া বন্ধু প্রকাশবাবুকে তাহার "এক্জিকিউটর" করিয়া যান। ক্রমে প্রকাশবাবুর সহিত বিধবা ভুবনমোহিনীর গুপ্তপ্রণয় সংঘটিত হয়। এদিকে প্রমদা বিবাহ রাত্রেই বিধবা হয়। বালিকা কন্যার ব্রহ্মচর্য্য অসহ্য হওয়ায় এবং ভুবনমোহিনীর অধঃপতন দর্শনে প্রসন্নকুমার প্রমদার আবার বিবাহ দেন। কিন্তু প্রমদা তাহাতেও সুখী হইল না। তাহার স্বামী নানাপ্রকারে অর্থ নষ্ট করিয়া প্রমদাকে কষ্ট দিতে লাগিলেন। এমন কি শেষে প্রমদাকে হরমণি নাম্নী ভিখারিণীর অনাথাশ্রমে আশ্রয় লইতে হইল। ওদিকে প্রকাশবাবুর সহিত গুপ্ত প্রণয়ের ফলে ভুবনমোহিনীর গর্ভ হইল। তখন প্রকাশ তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। ভুবনমোহিনী ভিখারিণীর অনাথাশ্রমে আশ্রয় লইল। প্রসন্নকুমারের স্ত্রী এই সকল দুর্ঘটনা সহ্য করিতে না পারিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। প্রসন্ন-

কুমারও শেষে ভুবনমোহিনীকে হত্যা করিয়া আত্মহত্যা করিলেন।

এই নাটকখানি ১৯০৮ খ্রীঃ ৭ই নভেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়।

শিখ-ইতিহাস—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। ইহাতে শিখ জাতির উৎপত্তি, শিখধর্ম্মের ক্রমোন্নতি, বিস্তার এবং প্রাধান্যলাভ, শিখগুরুগণের কাহিনী, তাঁহাদিগের অসাধারণ আত্মত্যাগ ও স্বদেশহিতৈষণা, শিখরাজ্যের উত্থান ও পতনকাহিনী, পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহ, ইংরাজের সহিত শিখদিগের যুদ্ধ, ইংরাজের পঞ্জাব অধিকার প্রভৃতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে শিখগুরুগণকৃত গ্রন্থসমূহের বিবরণ আছে। কনিংহাম সাহেবের History of the Shikhs গ্রন্থ অবলম্বনে ইহা লিখিত। কিন্তু কনিংহামের গ্রন্থে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের বিবরণ নাই। ইহাতে উক্ত বিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে, এবং অনেকগুলি চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শিখা—বাঙ্গালা কাব্য। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত। ইহাতে প্রেম, শোক, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও অন্যান্য বিষয়ক অনেকগুলি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শিবগীতা—পঞ্চগীতা দেখ।

শিবাজির জীবনচরিত—বাঙ্গালা জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থ। সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত। ইহাতে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর জন্মবৃত্তান্ত, তাঁহার স্বদেশহিতৈষণা, মোগল বাদসাহের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান, স্বজাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপন, কূট রাজনীতিজ্ঞানে পারদর্শিতা, উদারতা, যুদ্ধকৌশল প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত মহারাষ্ট্র ও মোগল রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত, পণ্ডিত তুকারাম ও বামনের বৃত্তান্তও আলোচিত হইয়াছে। সভাসদ, চিটনীস, পবাড়াসংগ্রহ প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থ, এবং কতকগুলি ইংরাজী, হিন্দী ও সংস্কৃত গ্রন্থের সাহায্যে এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে।

শিবায়ন—বাঙ্গালা পাঁচালী গ্রন্থ। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ইহাতে সৃষ্টিপ্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ, হরপার্ব্বতীর বিবাহ, মহাদেবের কৃষিকার্য্য, হরপার্ব্বতীর কোন্দল, মহাদেবের শাঁখারীরূপ ধারণ, পার্ব্বতীর শাঁখা পরা প্রভৃতি উপাখ্যানসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে রুক্মিণীব্রত, বাণরাজের উপাখ্যান প্রভৃতি পৌরাণিক আখ্যান ও ব্রতাদি বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের অংশবিশেষ অবলম্বন করিয়া "হর-গৌরী" নাম দিয়া গিরিশচন্দ্র ঘোষ একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সেখানি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হইয়াছিল।

শিবোপনিষৎ—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাতে জীবের সুখ দুঃখ বিচার, আশু সিদ্ধিলাভের উপায়, পঞ্চবায়ুর স্বরূপ, সমাধিযোগ, বৈরাগ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, শান্তিলাভের উপায়, সজ্জনিরূপণ, ব্রহ্মযোগ, আত্মযোগ, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনির্ণয়, মৃত্যুবিবরণ, মুক্তি, বিভূতিলাভের উপায়, জপযোগ, কৈবল্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও রোহিণীনন্দন সরকার কর্ত্তৃক ইহার বঙ্গানুবাদসহ এক এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

শিলাচক্রার্থবোধিনী—সংস্কৃত ব্যবস্থাগ্রন্থ। হরকুমার ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও তদাত্মজ রাজা স্যার্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে শালগ্রামশিলার উৎপত্তি, শিলালক্ষণ, কোন্ শিলা পুণ্য ও ত্যাজ্য, চিহ্নানুসারে শিলার নাম, চক্রলক্ষণপরীক্ষা, পূজাবিধি, পূজাধিকারী, মহাস্নান প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে শিলাচক্রবিবেক ও বাণলিঙ্গলক্ষণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা বহুবিধ পুরাণ তন্ত্রাদি হইতে সঙ্কলিত।

শুক্রনীতি—সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য প্রণীত। ইহাতে রাজনীতি, রাজাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, রক্ষকাদি নিয়োগ, প্রজাপালন, সামন্তাদি রাজা, দণ্ডবিধি, আয়-ব্যয় ব্যবস্থা, শাসনপত্র, পাট্টা কবুলতি, ভাগপত্র প্রভৃতির বিবরণ, ভৃত্যকার্য্য, সাধারণ সম্বন্ধে বিবিধ বিধান, সামদানাদি উপায় প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। গুরুচরণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক টীকা ও অনুবাদসহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

শুভ্রবসনা সুন্দরী—বাঙ্গালা উপন্যাস। দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা উইল্কি কলিন্স্ প্রণীত 'উম্যান ইন্ হোয়াইট্' (Woman in White) নামক ইংরাজি উপন্যাসের মর্ম্মানুবাদ। এই গ্রন্থখানি তিনভাগে বিভক্ত। ইহাতে পাত্রপাত্রীগণের মুখ দিয়াই উপন্যাসের আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। রাধিকাপ্রসন্ন রায় শক্তিপুরের জমিদার। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী লীলাবতীকে পড়াইবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ বসু নামক জনৈক যুবক শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিছুদিনের মধ্যে শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হয়। লীলাবতীর ভগিনীসম্পর্কীয়া মনোরমা ইহা বুঝিতে পারিয়া দেবেন্দ্রকে বুঝাইয়া স্থানান্তরিত করেন। পরে রাজা প্রমোদরঞ্জনের সহিত লীলার বিবাহ হয়। লীলার পিতার ঔরসে এবং অন্য এক রমণীর গর্ভে মুক্তকেশীর জন্ম। মুক্তকেশীর স্বভাবটা পাগলের মত। তাহার মাতার সহিত প্রমোদরঞ্জনের কোন গুপ্ত সম্বন্ধ ছিল। মুক্তকেশী তাঁহাদের কোন গোপনীয় কথা জানিতে পারিয়াছে ভাবিয়া প্রমোদরঞ্জন তাহাকে বাতুলালয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখে। মুক্তকেশী তথা হইতে পলাইয়া যায়। এই মুক্তকেশীই 'শুভ্রবসনা সুন্দরী'। ইহার আকৃতির সহিত লীলার আকৃতির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল। বিবাহের পর প্রমোদরঞ্জন লীলার উপর অত্যাচার করিতে থাকেন, এবং পরিশেষে তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তির লোভে তাঁহাকে গোপনে রাখিয়া দেন এবং মুক্তকেশীর মৃত্যু হইলে তাহাকেই লীলা বলিয়া প্রকাশ করেন। লীলার মৃত্যু ঘটিয়াছে এই হেতুবাদে প্রমোদরঞ্জন তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী হন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার এই ষড়যন্ত্র ভেদ করিয়া লীলাকে বাহির করেন, এবং তাঁহার সহিত লীলার পুনরায় বিবাহ হয়। দেবেন্দ্রের চেষ্টায় লীলার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার হয়।

শুদ্ধিতত্ত্বম্—সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ইহাতে স্ত্রীলোকের সহমরণ ব্যবস্থা, যোগসিদ্ধি প্রকরণ, অশৌচসঙ্কর, গুরু লঘু অশৌচের মিলনে ব্যবস্থা, অশৌচান্তদিনে কর্ত্তব্যকর্ম্ম, স্ত্রীবালকাদির অশৌচ নিরূপণ, প্রবাসিস্থ ব্যক্তির মৃত্যুতে অশৌচ, সপিণ্ডাদির অশৌচ, মৃত্যুবিশেষে অশৌচ প্রভৃতি বিবিধ অশৌচ ব্যবস্থা, অশৌচকালে সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্মের বর্জ্জনীয়তা, দ্রব্যশুদ্ধি বিচার, মুমূর্ষু কর্ত্তব্য, কুশপুত্র দাহের ব্যবস্থা, তর্পণবিধি, পূরকপিণ্ডদান, ষোড়শ দান ও বৃষোৎসর্গাদি কর্ম্ম, প্রেতকার্য্যে অধিকারী নিরূপণ, ব্যবস্থাসমূহের সারসংগ্রহ, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে আরও নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা ও ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে টীকা ও অনুবাদসহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণও ইহার এক সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

শুভ বিবাহতত্ত্ব—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বিবাহের উদ্দেশ্য কি, সহধর্ম্মিণীকে লইয়া কিরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, কিরূপ পাত্রীকে বিবাহ করা উচিত ইত্যাদি বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া ফুলশয্যা, বৌভাত, নিমন্ত্রণ

পত্র এবং বিবাহের প্রীতি-উপহার-কবিতা পর্য্যন্ত এই পুস্তকে বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য জাতির কুলনির্ণয়, বিবাহ বিষয়ে জ্যোতিষোক্ত বিধি, বিবাহের মন্ত্রসমূহের অনুবাদ প্রভৃতি দ্বারা গ্রন্থকার এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানির কলেবর অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বিবাহ-সংস্কার ও পুত্রোৎপাদনের সহিত ধর্ম্মের কিরূপ সম্বন্ধ, বিবাহবিষয়ক নিষিদ্ধ বিধি প্রভৃতি সরলভাবে শাস্ত্রীয় প্রমাণের সহিত আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ব্যাস, মনু, চরক প্রভৃতি আর্য্যঋষিগণের সহিত ডারুইন, স্পেন্সার, সক্রেটীস প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামতসমূহও উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত সত্য।

শূন্য পুরাণ—বাঙ্গালা কাব্য। রামাই পণ্ডিত প্রণীত। শূন্যবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞান বর্ণনা করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাতে শূন্য মূর্ত্তি হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি, ধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের উদ্ভব, ধর্ম্মের ঘর্ম্ম হইতে আদ্যাশক্তি প্রকৃতির জন্ম, জলপ্লাবন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মপূজা, পূজানিয়ম, যমরাজের বৃত্তান্ত, বারমাসি, মুক্তিস্নান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। অনেকে ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার আদি গ্রন্থ বলিয়া থাকেন। সাহিত্য পরিষদ্ কার্য্যালয় হইতে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণবের তত্ত্বাবধানে ইহার এক সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

শূরসুন্দরী—বাঙ্গালা কাব্য। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। দিল্লীশ্বর আকবরসাহ ভালক মানসিংহের অপমানকারী উদয়পুরাধিপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, দিল্লীর অন্তঃপুর মধ্যে নৌরোজা নামক এক সখের বাজার স্থাপন করেন। তথায় ক্রেতা বিক্রেতা সকলেই রমণী। এই বাজারে উক্ত রাণার ভ্রাতুষ্কন্যা ও পৃথীরায়ের পত্নী শূরসুন্দরীকে আনয়নপূর্ব্বক সম্রাট্ তাঁহার উপর অবৈধ অত্যাচার করিতে উদ্যত হন। কিন্তু শূরসুন্দরী তরবারি ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে বাদসাহ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনও কোন রাজপুতরমণীকে অন্তঃপুরে আনয়ন করিবেন না বলিয়া এক অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দেন।

শ্রাদ্ধতত্ত্ব—সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ইহাতে শ্রাদ্ধের নিয়ম, ইতিকর্ত্তব্যতা, শ্রাদ্ধকাল, আদ্যশ্রাদ্ধ, মাসিক শ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্ট, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধাধিকারী, সপিণ্ডীকরণ প্রভৃতি শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যবস্থা কথিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে এবং চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ কর্ত্তৃক ইহার এক এক সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিত—সংস্কৃত মহাকাব্য। মুরারি গুপ্ত কৃত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইতে তিরোভাব পর্য্যন্ত লীলা কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যলীলা সম্বন্ধে ইহাই প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থাবলম্বনেই পরবর্ত্তী কবিগণ চৈতন্যলীলা সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়—বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ। মালাধর বসু প্রণীত। রাধিকা প্রসাদ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে ব্রজলীলা, মথুরালীলা, দ্বারকালীলা ও দেহত্যাগ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতে কৃষ্ণচরিত্র যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তদবলম্বনেই এই গ্রন্থ রচিত। প্রকাশক বলিয়াছেন যে, ইহা বঙ্গভাষার আদি কাব্য। ইহা ১৪০২ শকে রচিত হইয়াছিল।

শ্রীদামচরিত—সংস্কৃত নাটক। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ নরহরি দীক্ষিতের পুত্র সামরাজ প্রণীত। উইলসন সাহেব বলেন, দীক্ষিত-পরিবার কাব্যনাটকানুরক্তির জন্য প্রসিদ্ধ। এই বংশোদ্ভূত লালা দীক্ষিতের নিকট তিনি "The Theatre of the Hindus" গ্রন্থ প্রণয়ন কালে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। শ্রীদামচরিতের উপাখ্যানভাগ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ হইতে গৃহীত।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা—সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ। বেদব্যাস প্রণীত। ইহা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং ছয়টী করিয়া অধ্যায়ে এক একটী ষট্‌ক হইয়াছে। ইহার প্রথম ষট্‌কে কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ষট্‌কে জ্ঞানযোগ এবং তৃতীয় ষট্‌কে ভক্তিযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। নিষ্কাম ভাবে অর্থাৎ কেবলমাত্র ঈশ্বর প্রীতি-উদ্দেশে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ভক্তির দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিলে জীব পরম পদ প্রাপ্ত হয়, ইহাই ইহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। দামোদর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ৯টী টীকা ও ভাষ্যসহ এবং অনুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহিত ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী কৃষ্ণপ্রসন্ন শঙ্কর ভাষ্য ও ভাষ্যের ব্যাখ্যা সহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

Sir Edwin Arnold সাহেব The Song Celestial" নামে ইংরাজী ভাষায় গীতার একখানি পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত—সংস্কৃত পুরাণগ্রন্থ। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত। ইহা দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত। মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তক্ষক দংশনে প্রাণত্যাগ করিবেন, এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে হরিকথাশ্রবণের অভিলাষ করেন। তদনুসারে শুকদেব আসিয়া তাঁহার নিকট এই গ্রন্থ বর্ণন করেন। ইহা ভক্তিমূলক গ্রন্থ। ইহাতে সৃষ্টিবিবরণ, সাংখ্যযোগ, দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবোপাখ্যান, অজামিল উপাখ্যান, প্রহ্লাদ চরিত্র, বলি উপাখ্যান, দশাবতার, আত্মতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলা, কৈশোর লীলা, যৌবনলীলা, যদুবংশধ্বংস, শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব সংবাদে ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ক্রিয়াযোগ বর্ণন, কলির ভবিষ্যৎ অবস্থা বর্ণন, যুগধর্ম্ম, পরমার্থ তত্ত্ব নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ইহার একখানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্যারিমোহন সেন ইহার এক পদ্যানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

শ্রীরামজন্ম—সংস্কৃত ভাণ। তারাচরণ তর্করত্ন প্রণীত। গ্রন্থকার ভট্টপল্লিনিবাসী সুবিখ্যাত পণ্ডিত রাখালচন্দ্র ন্যায়রত্নের মধ্যম সহোদর। গ্রন্থকার কাশীনরপতি ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারই পৌত্র-জন্মোৎসব-উপলক্ষে ১৮৭৫ খ্রীঃ এই গ্রন্থখানি রচিত হয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ—উপনিষৎ দেখ।

সংকল্প সূর্য্যোদয়—সংস্কৃত নাটক। বেঙ্কটনাথ প্রণীত। গ্রন্থখানি প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুকরণে রচিত। ইহার উপাখ্যানভাগও প্রায় তদনুরূপ।

সংসার—বাঙ্গালা গার্হস্থ্য উপন্যাস। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কয়েকটী সাংসারিক ঘটনা অবলম্বনে এই উপন্যাস লিখিত। ইহাতে পরিশেষে বিধবার বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। বিধবা বিবাহের অনুকূলে এই পুস্তক লিখিত। গ্রন্থকার স্বয়ং The Lake of the Palms নামে ইহার একখানি ইংরাজী অনুবাদ বাহির করিয়াছেন।

সংহিতা—সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র। বঙ্গানুবাদ। পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ইহাতে অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশন, অঙ্গির, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ এই কয়টী সংহিতা আছে।

১। অত্রি সংহিতা—ইহার বক্তা মহর্ষি অত্রি ও শ্রোতা মুনিগণ। ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির কার্য্যনিরূপণ, রাজকার্য্য, শমদমাদি, প্রায়শ্চিত্ত, অশৌচ, ব্রত,

ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও ভোজনপাত্রনিরূপণ, দানের মাহাত্ম্য, জলের শুদ্ধাশুদ্ধবিচার প্রভৃতি বিষয়সমূহ নিরূপিত হইয়াছে।

২। বিষ্ণু সংহিতা—ইহার বক্তা বিষ্ণু, শ্রোতা পৃথিবী। ইহাতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের কার্য্যাকার্য্য, রাজনীতি, রাজদণ্ডনিরূপণ, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ, সাক্ষী, অগ্নিপরীক্ষা, জলপরীক্ষা, বিষপরীক্ষা, কোষপরীক্ষা, দ্বাদশবিধ পুত্রের বিবরণ, ধন বিভাগ, প্রেতকৃত্য, অশৌচ দ্রব্যের শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয়, ভার্য্যানিরূপণ, স্ত্রীধর্ম্ম, দশবিধ সংস্কার, অধ্যয়নের নিয়ম, গুরুনিরূপণ, পাপ ও নরক কথন, প্রায়শ্চিত্ত, পতিত নিরূপণ, গৃহস্থের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্ণয়, শ্রাদ্ধবিধি, দানমাহাত্ম্য, প্রভৃতি বিষয়সমূহ কথিত হইয়াছে।

৩। হারীত সংহিতা—ইহার বক্তা হারীত ও শ্রোতা মুনিগণ। ইহাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে।

৪। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা—ইহার বক্তা যাজ্ঞবল্ক্য ও শ্রোতা মুনিগণ। ইহাতে চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের কার্য্যাকার্য্য, রাজবিধি, প্রতিভূকরণ, ঋণদান, সাক্ষিনিরূপণ, দায়ভাগ, সীমানিরূপণ রাজদণ্ডনিরূপণ, প্রেতকৃত্য ও অশৌচ বিধি, আপদ্ধর্ম্ম, বাণপ্রস্থাশ্রমীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ধ্যানাদি নির্ণয়, প্রায়শ্চিত্ত, প্রভৃতি বিষয়সমূহ নিরূপিত হইয়াছে।

৫। উশনঃ সংহিতা—ইহার বক্তা উশনাঃ ও শ্রোতা মুনিগণ। ইহাতে চাতুর্ব্বর্ণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, শৌচাশৌচনিরূপণ, অধ্যয়ন কাল, ভোজনবিধি, শ্রাদ্ধবিধি, অশৌচ কালকথন, প্রেতকার্য্য, পাপানুরূপ প্রায়শ্চিত্ত, এই সকল বিষয় কথিত হইয়াছে।

৬। অঙ্গিরঃ সংহিতা—ইহাতে চারিবর্ণের কার্য্যানুযায়ী প্রায়শ্চিত্তের বিধান কথিত হইয়াছে।

৭। যম সংহিতা—ইহাতে পাতকানুযায়ী প্রায়শ্চিত্তবিধি কীর্ত্তিত হইয়াছে।

৮। আপস্তম্ব সংহিতা—ইহার বক্তা আপস্তম্ব ও শ্রোতা ঋষিবৃন্দ। ইহাতে আপৎকালে বা অজ্ঞানবশতঃ কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হইয়াছে।

৯। সম্বর্ত্ত সংহিতা—ইহার বক্তা সম্বর্ত্ত এবং শ্রোতা মুনিগণ। ইহাতে মানবের শ্রেয়ঃ সাধন কর্ম্ম অর্থাৎ মানব কিরূপে শুদ্ধচিত্ত হইয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে তদ্বিষয় ও প্রায়শ্চিত্তবিধি কীর্ত্তিত হইয়াছে।

১০। কাত্যায়ন সংহিতা—ইহাতে নিত্যকার্য্য, শ্রাদ্ধবিধি, সাগ্নিকের হোমবিধি, সন্ধ্যোপাসনা, পঞ্চযজ্ঞ, বলিবৈশ্ব, অন্বাষ্টকা-শ্রাদ্ধ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, প্রেতশ্রাদ্ধ প্রভৃতি বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১১। বৃহস্পতি সংহিতা—ইহার বক্তা বৃহস্পতি ও শ্রোতা ইন্দ্র। ইহাতে দানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

১২। পরাশর সংহিতা—ইহার বক্তা মহর্ষি পরাশর এবং শ্রোতা মুনিগণ ইহাতে কলিযুগে চারিবর্ণ এবং চারি আশ্রমের কার্য্যাকার্য্য, অশৌচবিধি, বিবাহবিধি, পাপমুক্তির উপায়, দ্রব্যশুদ্ধি, গোপালন ও গোপ্রায়শ্চিত্ত, অগম্যাগমন প্রায়শ্চিত্ত, অভক্ষ্যভক্ষণপ্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বিষয়সমূহ কথিত হইয়াছে।

১৩। ব্যাসসংহিতা—ইহার বক্তা মহামুনি বেদব্যাস ও শ্রোতা মুনিগণ। ইহাতে সংস্কারবিধি, মানবের নিত্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম, দানের ফল নিরূপণ, এই সকল বিষয় বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

১৪। শঙ্খসংহিতা—ইহাতে চারিবর্ণের কার্য্যাকার্য্য, দশবিধ সংস্কার, অতিথিসৎকার, ব্রহ্মচর্য্য, আচমনবিধি, মন্ত্রনিরূপণ, তর্পণ, স্থানভেদে দানের ফলাধিক্য, অশৌচবিধি, দ্রব্যশুদ্ধি, ব্রতনিরূপণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ কথিত হইয়াছে।

১৫। লিখিত সংহিতা—ইহাতে জলাশয় খননের মাহাত্ম্য, গয়ায় পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধকার্য্য, পতিত শবস্পর্শে বা শ্রাদ্ধকরণে প্রায়শ্চিত্ত, বিবাহবিধি, শুদ্ধিপ্রকরণ, এই সকল বিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

১৬। দক্ষ সংহিতা—ইহাতে দ্বিজগণের নিত্যকর্ম্ম, কার্য্যাকার্য্যনিরূপণ, স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, শৌচ, অশৌচ, ইন্দ্রিয়বিজয়, এই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে।

১৭। গৌতম সংহিতা—ইহাতে ব্রাহ্মণের বেশ ভূষাদি কথন, নিষিদ্ধ ও কর্ত্তব্য কার্য্য, চারি আশ্রমের বিবরণ, বর্ণ সঙ্করোৎপত্তি, বেদাধ্যয়ন, স্নাতকব্রতাবলম্বীর কার্য্যাকার্য্য, বর্ণভেদে কার্য্যভেদ, দণ্ডবিধি, অশৌচ ও শ্রাদ্ধবিধি, অধ্যয়নের নিষিদ্ধকাল, অভক্ষ্য নিরূপণ, স্ত্রীকর্ত্তব্য, পাপ ও তদনুসারে রোগ, সংসর্গনিরূপণ, প্রায়শ্চিত্ত, দায়ভাগ প্রভৃতি বিষয়সমূহ নিরূপিত হইয়াছে।

১৮। শাতাতপ সংহিতা—ইহাতে পাপানুসারে রোগোৎপত্তি, প্রায়শ্চিত্ত পাতকানুযায়ী মৃত্যু, দৈবনিহত ব্যক্তির উদ্ধারার্থ দান, এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

১৯। বশিষ্ঠ সংহিতা—ধর্ম্ম নিরূপণ, রাজার করগ্রহণবিধি, ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ কার্য্য, সুদনিরূপণ, দ্রব্যের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণ, সপিণ্ড নিরূপণ, অশৌচবিধি, রজস্বলা স্ত্রীর নিষিদ্ধ কার্য্য, পরিব্রাজকের কার্য্য, শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন, উপনয়নকাল, স্নাতকব্রত, অনধ্যায়, ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিরূপণ, দত্তকপুত্রবিধি, ব্যবহার (আদালতের) কার্য্য, দ্বাদশ প্রকার পুত্র, দায়ভাগ, রাজকার্য্য, প্রায়শ্চিত্ত, ইহাতে এই সকল বিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

সঙ্গীততরঙ্গ—বাঙ্গালা সঙ্গীতগ্রন্থ। রাধামোহন সেন প্রণীত। ইহাতে সঙ্গীতশিক্ষা, রাগরাগিণীর বর্ণনা, রাধাকৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। সঙ্গীতসম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় এইখানি প্রথম গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সঙ্গীত-সার—বাঙ্গালা সঙ্গীতগ্রন্থ। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত। এই গ্রন্থখানি দুই ভাগে বিভক্ত। উপপত্তিক (Theoretical) ও ক্রিয়াসিদ্ধ (Practical)। গ্রন্থখানিতে সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রাবলম্বনে আর্য্যসঙ্গীতের বিশেষত্ব ও মূলতত্ত্ব বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে; পরে অধুনা প্রচলিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিবরণ, বিবিধ তালের পার্থক্য প্রদর্শন, সেতার শিক্ষার নিয়ম ও স্বরলিপি প্রণালী বর্ণন, শেষে স্বরলিপি সংযোগে অনেকগুলি রাগরাগিণীর "আলাপ" সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অধুনা যে হিন্দু সঙ্গীত শিক্ষা চলিতেছে, সঙ্গীতসারই সেই শিক্ষাপ্রণালীর মূল। এই গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে এভাবে বাঙ্গালা ভাষায় কোন সঙ্গীতপুস্তক প্রচারিত হয় নাই। গ্রন্থপ্রণয়নে গোস্বামী মহাশয়ের গভীর জ্ঞানের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দু সঙ্গীতকে স্বরলিপিসহযোগে সাধারণের সমক্ষে প্রচারিত করা এই গ্রন্থ দ্বারাই প্রথমে হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে দেশীয় সঙ্গীতের স্বরলিপিপদ্ধতির গঠনও এই প্রথম।

সতী নাটক—বাঙ্গালা পৌরাণিক নাটক। মনোমোহন বসু প্রণীত। প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় জামাতা শিবের উপর রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্য এক যজ্ঞের আয়োজন করেন, এবং সেই যজ্ঞে শিব ভিন্ন আর সকলেরই নিমন্ত্রণ করেন। সতী নারদের মুখে এই বার্ত্তা পাইয়া শিবের নিষেধ সত্ত্বেও পিত্রালয়ে গমন করেন, এবং যজ্ঞস্থলে পিতার মুখে শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। পরে শিবের ক্রোধে যজ্ঞ বিনষ্ট হয়। এই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই নাটক রচিত। পৌরাণিক চরিত্র ভিন্ন ইহাতে শান্তিরাম নামক এক পাগল অথচ ভক্তের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। এই নাটকখানি বহু-

বাজারস্থ সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় কর্ত্তৃক ১৮৭৪ খ্রীঃ ১৭ই জানুয়ারী প্রথমে অভিনীত হয়।

সদ্ভাবশতক—বাঙ্গালা কবিতাপুস্তক। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। ইহাতে নীতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, ধর্ম্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি সদ্ভাবসম্পন্ন একশত কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সধবার একাদশী—বাঙ্গালা প্রহসন। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। জীবনচন্দ্র রায় নামক জনৈক ধনী ব্যক্তির পুত্র অটলবিহারী কুসংসর্গে পড়িয়া মদ্যপায়ী হয়, এবং কাঞ্চন নাম্নী এক বেশ্যাতে অনুরক্ত হইয়া বহু অর্থ নষ্ট করে। অটল রূপগুণসম্পন্না পত্নী কুমুদিনীর দিকে ফিরিয়াও চাহিত না। নিমচাঁদ দত্ত তাহার প্রধান সঙ্গী ছিলেন। নিমচাঁদ ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত, কিন্তু মাতালের অগ্রগণ্য। তাঁহার ইংরাজীতে পাণ্ডিত্য দেখিয়া অটলবিহারী নিমচাঁদের ভক্ত হইয়া পড়ে। অটলের পিতা এবং খুড়শ্বশুর গোকুল বাবু অটলের চরিত্রসংশোধনের জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু অটলের মাতার আদরেই তাঁহাদের সকল যত্নচেষ্টা বিফল হইয়া যায়। আত্মহত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া অটল মাতার নিকট হইতে বাড়ীর বৈঠকখানায় কাঞ্চনকে আনিবার অনুমতি পায়। একদিন কাঞ্চন নকুলেশ্বরবাবুর বাগানে গিয়াছিল। নিমচাঁদের মুখে ইহা শুনিয়া অটল উন্মত্তাবস্থায় কাঞ্চনের সম্মুখে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিতে যায়। অটলের মাতা ইহা শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন, এবং পুত্রকে কাঞ্চনের হাতে হাতে সঁপিয়া দিলেন। অটলের বাড়ীতে একদিন মেয়ে মজলিস হয়। গোকুলবাবুর স্ত্রী অনঙ্গমঞ্জরী তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অটলবিহারী তাঁহাকে বৈঠকখানায় আনিবার অভিপ্রায়ে এক হিজড়াকে নিযুক্ত করেন এবং তাহাকে একটী চেন্‌ধারিণী রমণীকে চিনাইয়া দেন। পরে নিজে মোগল-বেশ ধারণ করিয়া বৈঠকখানায় অপেক্ষা করে। পরিবেশনকালে অনঙ্গমঞ্জরী আপনার চেন্‌ছড়াটি কুমুদিনীকে পরিতে দেন। হিজড়া অনঙ্গমঞ্জরী ভ্রমে কুমুদিনীকেই বৈঠকখানায় আনয়ন করে। অটলের পিতৃব্য রামধন রায় এই সংবাদ পাইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া মোগলবেশী অটলকে এবং পার্শ্বের কক্ষে লুক্কায়িত নিমচাঁদকে বিলক্ষণ প্রহার করেন। অতঃপর অটল বাগানে পলাইয়া গিয়া নিমচাঁদের নিকট মদ্যপানের প্রস্তাব করিলে নিমচাঁদ বলিল—

"কি বোল বলিলে বাবা বল আরবার,
মৃতদেহে হলো মম জীবনসঞ্চার।
মাতালের মান তুমি, গণিকার গতি,
সধবার একাদশী, তুমি যার পতি॥

এই প্রহসনখানি "বিয়ে পাগলা বুড়ো"র পূর্ব্বে রচিত, কিন্তু পরে প্রকাশিত। সুতরাং ইহা গ্রন্থকারের প্রকাশিত নাটকশ্রেণীর গ্রন্থের গণনায় চতুর্থ।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "সধবার একাদশীর যেমন অসাধারণ গুণ আছে, তেমনি অসাধারণ দোষও আছে। এই প্রহসন বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে, এই জন্য আমি দীনবন্ধুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, ইহার বিশেষ পরিবর্ত্তন ব্যতীত প্রচার না হয়। কিছুদিনমাত্র এ অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল। অনেকে বলিবেন, এ অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই, ভালই হইয়াছে, আমরা নিমচাঁদকে দেখিতে পাইয়াছি। অনেকে ইহার বিপরীত বলিবেন।" বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেন, "সধবার একাদশীর প্রায় সকল নায়ক নায়িকা গুলিই জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি; তদ্বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয় যে, দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় সুসামাজিক লোকের হস্ত হইতে এরূপ জঘন্য পদার্থ বহির্গত হইয়াছে।"

এই প্রহসনখানি ১৮৭২ খৃঃ ২৮শে ডিসেম্বর পুরাতন ন্যাসনাল থিয়েটার হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক সাধারণ নাট্যশালায় অভিনীত হইয়াছে। ১৮৭৩ খ্রীঃ ৫ই এপ্রেল কলিকাতা টাউন হলে Indian Reform Association দাতব্যবিভাগের সাহায্যার্থ ইহার একবার অভিনয় হইয়াছিল।

সন্ন্যাসী—বাঙ্গালা উপন্যাস। দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত। মানব মন কিরূপ চঞ্চল, কিরূপে তাহাকে স্থির করিতে হয়, সংসারে শত প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও কি প্রকারে আত্মজয় করিতে পারা যায়, প্রলোভন দ্বারা কিরূপে অধঃপতন সাধিত হয়, এই গ্রন্থে গল্পচ্ছলে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তশ্লোকী গীতা—নবগীতা দেখ।

সমাজচিন্তা—বাঙ্গালা সামাজিক প্রবন্ধ গ্রন্থ। পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। স্বাধীনতাই যে সমাজের উন্নতির মূল ভিত্তি, এবং বর্ত্তমান প্রাচ্য সমাজে তাহার অসদ্ভাব বলিয়া ইহা এখনও অনুন্নত অবস্থাপন্ন, সুতরাং স্বাধীনতার উপর ইহাকে স্থাপন করা কর্ত্তব্য, ইহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ ইহাতে ইয়ুরোপীয় সমাজের সামাজিক ভাব, রীতি-নীতি, চরিত্র প্রভৃতি এবং এতদ্দেশীয় সমাজের অবস্থা বিস্তৃতভাবে পর্য্যালোচিত হইয়াছে।

সমাজ-তত্ত্ব—বাঙ্গালা সমাজবিষয়ক গ্রন্থ। পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। প্রাচীন হিন্দুসমাজ কিরূপ উচ্চ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তৎপ্রদর্শন এবং তৎপ্রতি লোকের সানুরাগ দৃষ্টি আকর্ষণই ইহার উদ্দেশ্য। কিরূপে মনুষ্যোৎপত্তি ও সমাজসৃষ্টি হইয়াছিল, কিরূপে বর্ণভেদের সৃষ্টি হইল, যুগভেদের ঐতিহাসিক প্রমাণ, জাতিভেদের মধ্যে সাম্য, একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি হইতে কি প্রকারে নানা জাতির সৃষ্টি হইল, হিন্দুর শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ হিতকর, প্রাচীন আর্য্যসমাজের কৌলীন্য, কুললক্ষণ, কৌলীন্য ও বিবাহ, হিন্দু সমাজে বালিকা বিবাহ কেন প্রচলিত ও তাহা কিরূপ হিতকর, বিধবা বিবাহের অনুপকারিতা ও অনুপযোগিতা, হিন্দুসমাজে জাতিভেদের মধ্যে দাস্য প্রণালীর উপকারিতা, স্বদেশবাৎসল্য প্রভৃতি বিষয়সমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজের সহিত পাশ্চত্য সমাজও তুলনায় সমালোচিত হইয়াছে।

সম্বন্ধনির্ণয়—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ। লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত। ইহাতে কৌলীন্যলক্ষণ, শ্রোত্রিয়লক্ষণ, কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের ও পঞ্চ কায়স্থের বঙ্গদেশে আগমনবৃত্তান্ত, অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের বৃত্তান্ত, ঋষিগণের উৎপত্তি ও গোত্র, মনু বংশাবলী, চতুর্দ্দশ মনুর বিবরণ, গোত্র, ও প্রবর নিরূপণ, কায়স্থ বংশাবলী ও কায়স্থ কুলীনদিগের বিবরণ, সঙ্করজাতির উৎপত্তি, নবশাখ জাতি, বৈদ্যজাতির বিবরণ, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের শাখা প্রশাখা নিরূপণ, গাঁইগোত্র, মেল, কৌলীন্য, কুলীন, বংশজ ও শ্রোত্রিয়গণের নিরূপণ, বারেন্দ্র সমাজ, অগ্রদানীর বিবরণ, বংশমর্য্যাদা, কৌলীন্য-দোষ, ঘটকগণের কারিকা প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

সম্বর্ত্ত সংহিতা—সংহিতা দেখ।

সরোজিনী নাটক—বাঙ্গালা নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। যে সময়ে আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণের উদ্যোগ করেন, সেই সময়ে চিতোররাজ লক্ষ্মণসিংহকে দেবী চতুর্ভুজার প্রত্যাদেশ হয় যে, যদি রাজকন্যা সরোজিনীকে তাঁহার নিকট বলি দেওয়া হয় এবং তাঁহার দ্বাদশ পুত্র একে একে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে চিতোরের মঙ্গল,

নতুবা ইহা পাঠান হস্তগত হইবে। জনৈক মুসলমান ছদ্মবেশে চতুর্ভুজার মন্দিরে অবস্থান করিত, এবং সেই ব্যক্তিই কৌশলে এইরূপ প্রত্যাদেশ করিয়াছিল। রাজা তাহার বাক্যকেই দেবীবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সরোজিনীকে বলি দিতে উদ্যত হন, কিন্তু বিজয়সিংহ নামক জনৈক রাজপুত-বীর তাহাকে রক্ষা করে। পরে আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করিলে একাদশ রাজকুমার একে একে যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন করে। এই সময় ছদ্মবেশী মুসলমানের ষড়্‌যন্ত্র প্রকাশ হইয়া যায়। কিন্তু তখন মুসলমানেরা নগরে প্রবেশ করিয়াছে। তখন লক্ষ্মণসিংহ যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, এবং রাজপুতমহিলারা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আপনাদের সম্মান ও সতীত্ব রক্ষা করেন।

এই নাটকখানি প্রথমে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

সাংখ্যকারিকা—সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র। ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত। মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ কি উপায়ে নিরাকৃত হয়, তৎপ্রদর্শনই ইহার উদ্দেশ্য। প্রকৃতি হইতে ভূতপ্রপঞ্চ এবং ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্ট হইয়াছে, এই সকলের বিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান লব্ধ হয় এবং আত্মজ্ঞান লাভ হইলে দুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি হইয়া থাকে, ইহাই ইহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটী হইতে গৌড়পাদ ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ এবং ইংরাজী অনুবাদ সহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার—বাঙ্গালা ধর্মগ্রন্থ। যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি, এল প্রণীত। ইহাতে বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্র এবং পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র অবলম্বনে আধুনিক নিরাকারবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক সাকার উপাসনার আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সাংখ্যদর্শন—দর্শন দেখ।

সাজি—বাঙ্গালা গল্পগ্রন্থ। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রণীত। ইহাতে প্রাইভেট টিউটার, প্রভা, বাঘের নখ প্রভৃতি আটটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে। গল্পগুলিতে ঘটনার কৌতূহলপূর্ণতা ও লেখকের যথেষ্ট লিপিকুশলতা দৃষ্ট হয়।

সামাজিক প্রবন্ধ—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে স্বদেশীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদানসমূহের মধ্যেও জাতীয় ভাব সংস্থাপিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে কি না, ইহার বিচারপূর্ব্বক জাতীয় ভাবপরিগ্রহের পথ যে আমাদের পক্ষে একেবারেই রুদ্ধ নহে, ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইয়ুরোপপ্রচলিত সমাজতত্ত্ববিষয়ক কতকগুলি মতের উল্লেখ ও তদ্বিষয়ে ভ্রমপ্রদর্শন করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে এদেশে ইংরাজের আগমনে যে সকল ফল জন্মিয়াছে, তাহার বিচার করা হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতীয়গণের সহিত ইংরাজের সংস্রব যে ভাবে হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা সমালোচিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইংরাজ আগমনের ভাবী ফল কি, তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমাদের সমাজের গতি জাতীয় প্রকৃতির অনুযায়ী পথে সংস্থাপনার্থ যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

সামুদ্রিক শিক্ষা—বাঙ্গালা জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ। রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই গ্রন্থ লিখিত। ইহাতে সামুদ্রিক লক্ষণ, সামুদ্রিক চিহ্ন দেখিয়া লগ্ননির্ণয়, অঙ্গুলীর আকৃতিবিশেষে ফলাফল, হস্ততল ও অন্যান্য দেহস্থ রেখাদর্শনে ফলবিচার প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

সারকৌমুদী—সংস্কৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। বেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত। ইহাতে নাড়ীপরীক্ষা, রোগনিরূপণ, ঔষধ প্রস্তুতকরণ, রোগভেদে ঔষধ প্রয়োগ প্রভৃতি চিকিৎসা বিষয়ক তথ্যসমূহ বিবৃত হইয়াছে। ইহার ব্যবস্থাসমূহ বহুবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

সারদাতিলক—সংস্কৃত তন্ত্র। শঙ্কর প্রণীত। এই গ্রন্থে দেখা যায়, গ্রন্থকার বারাণসীতে বাস করিতেন এবং কোলাহলপুর ইহার প্রথম অভিনয় স্থান। "কোলাহলপুর" কোলাপুর কিংবা কোন কাল্পনিক স্থান, তাহার নির্ণয় হয় না। গ্রন্থমধ্যে জঙ্গম ও বৈষ্ণবদিগের বিশেষ উল্লেখ আছে। ইহাতে অনুমিত হয় যে, গ্রন্থখানি খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর পরে রচিত হইয়াছে।

সারদামঙ্গল—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ইহাতে কবিতা দেবী ও হিমাচল প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া বিরহতপ্ত হৃদয়নিঃসৃত কবিতাসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সারস্বত কুঞ্জ—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়ক কয়েকটী প্রবন্ধ এবং পুস্তকসমালোচনা আছে।

সাবাস আটাশ—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। একবার মতদ্বৈধ হওয়ায় এবং আপনাদিগকে অপমানিত বিবেচনা করিয়া কলিকাতার আটাশ জন মিউনিসিপাল কমিশনর কার্য্য ত্যাগ করেন। ইহাদিগকে প্রশংসা করিয়া এবং অন্য যাঁহারা অপমানিত হইয়াও কার্য্য ত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া এই প্রহসন লিখিত হইয়াছে। এই প্রহসনখানি ষ্টার থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়।

সাবিত্রীতত্ত্ব—চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ইহাতে মহাভারতোক্ত সাবিত্রীচরিত্রের আলোচনা করা হইয়াছে। সাবিত্রীর জন্ম, বিবাহ, পাতিব্রত্য, যমের সহিত কথোপকথন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে সংযম, পতিপরায়ণতা, ধর্ম্মবল প্রভৃতি বিষয়সমূহও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

সাহিত্যচিন্তা—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। সাহিত্যের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, আর্য্যসাহিত্য ও ইংরাজিসাহিত্যে প্রভেদ কি, সাহিত্যে ট্র্যাজিডির ফল কিরূপ ভয়াবহ, আর্য্যসাহিত্যে প্রেম ও বীরত্ব কিরূপভাবে চিত্রিত হইয়াছে, বিলাতি প্রেমের সহিত আর্য্যসাহিত্যের প্রেমের কতদূর বিভিন্নতা, ইত্যাদি বিষয়সমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

সাহিত্যদর্পণ—সংস্কৃত অলঙ্কারগ্রন্থ। বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত। ইহার প্রথম পরিচ্ছেদে কাব্যের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাক্যস্বরূপ, অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি শক্তি কথিত হইয়াছে। তৃতীয়ে রস এবং চতুর্থে বাক্যভেদ বিবৃত হইয়াছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে ব্যঞ্জনাবৃত্তি এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দৃশ্যশ্রব্যাদি কাব্যের ভেদ, কাব্য, মহাকাব্য, প্রহেলিকা প্রভৃতির স্বরূপ ও নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তমে কাব্যের দোষ ও অষ্টমে কাব্যের গুণ কথিত হইয়াছে। নবমে বৈদর্ভী, গৌড়ী প্রভৃতি রীতি নিরূপিত হইয়াছে। দশম পরিচ্ছেদে বিবিধ অলঙ্কার নিরূপিত হইয়াছে। ভুবনমোহন বসাক, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ও চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ ইহার এক এক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন।

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস—রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। সিপাহী-বিদ্রোহ কি কারণে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতিই যে এই বিপ্লবের অন্যতম কারণ, তাহা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মূলতানেশ্বর মূলরাজের নির্য্যাতন,

রণজিৎমহিষী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন, ছত্রসিংহের অবমাননা, রণজিৎতনয় দলিপের রাজ্যগ্রহণ, ঝান্সী প্রভৃতি স্বাধীনরাজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করা প্রভৃতি কার্য্য যে বিপ্লবের কারণ, তাহা গ্রন্থকার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সিরাজদ্দৌলা—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দির মৃত্যুর পর সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে মীরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, রায়বল্লভ, জগৎশেঠ, মহাতাব চাঁদ প্রভৃতি তৎকালীন প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবং নবাবের মাতৃস্বসা ঘসেটী বেগম তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন, এবং ইংরাজগণের সহিত যোগ দেন। জহরা নাম্নী এক প্রতিহিংসাপরায়ণা রমণীও সিরাজের উচ্ছেদকামনায় এই চক্রান্তে যোগ দেন। উহার ফলে ইংরাজের সহিত সিরাজের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ইংরাজ-সেনাপতি ক্লাইব পলাশী প্রান্তরে মোগলবাহিনীকে আক্রমণ করেন, কিন্তু নবাবের সেনাপতি মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নবাবকে পরাজিত করায়। শেষে নবাব পলায়ন করেন ও বন্দী হইয়া ঘাতকের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করেন। অনেকেই সিরাজকে ঘৃণিতচরিত্র পাপিষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ সাধারণের সে ভ্রম অপনোদন করিয়া সিরাজ যে নিষ্কলঙ্ক ও বিশুদ্ধ-চরিত্র ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই নাটকেও সিরাজ উক্তরূপেই চিত্রিত হইয়াছেন। এই নাটকখানি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

সিরাজউদ্দৌলা (নবাব)—বাঙ্গালা নাটক। লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। যে ষড়যন্ত্র ব্যাপারে বঙ্গরাজ্য মুসলমানদিগের হস্ত হইতে ইংরাজগণের হস্তে আইসে, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে।

সীতার বনবাস—বাঙ্গালা পৌরাণিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। রামায়ণবর্ণিত ঘটনা অবলম্বনে এই নাটক লিখিত। ইহাতে সীতার বনগমন হইতে সীতার পাতাল প্রবেশ পর্য্যন্ত ঘটনাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

এই নাটকখানি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উৎসর্গীকৃত করা হইয়াছে। ন্যাসন্যাল থিয়েটারে এই নাটকখানি প্রথমে অভিনীত হয়। সেখানে গ্রন্থকার স্বয়ং রামচরিত্রের অভিনয় করিয়াছিলেন।

সীতারাম—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সীতারাম রায় উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ও ভূষণার জমিদার। ইঁহার তিন পত্নী—শ্রী, নন্দা ও রমা। শ্রীর কোষ্ঠীতে "প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হইবে" এইরূপ ফল থাকায় সীতারামের পিতা শ্রীকে গৃহে স্থান দেন নাই। শ্রী দরিদ্রা মাতার গৃহেই থাকিত। শ্রীর ভ্রাতার নাম গঙ্গারাম দাস। গঙ্গারাম এক ফকিরকে অপমানিত করায় কাজীর বিচারে তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় প্রোথিত করিবার দণ্ড হয়। শ্রী গিয়া সীতারামকে ভ্রাতার রক্ষার জন্য অনুরোধ করিলে সীতারাম গুরু চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সহিত পরামর্শ করিয়া বহু লাঠিয়ালসহ যেখানে গঙ্গারামের কবরের ব্যবস্থা হইতেছিল, তথায় উপস্থিত হন, এবং কাজীকে আপনার যথাসর্ব্বস্ব, শেষে জীবন পর্য্যন্ত দিয়া গঙ্গারামকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কাজী তাহাতে সম্মত না হওয়ায় বলপূর্ব্বক ইনি গঙ্গারামকে উদ্ধার করেন। ইহাতে হিন্দু-মুসলমানে যুদ্ধ বাধে। সেই যুদ্ধকালে শ্রী এক অনতি উচ্চ বৃক্ষশাখায় দাঁড়াইয়া সিংহবাহিনীর ন্যায় "মার্ মার্ শত্রু মার্" বলিয়া হিন্দুসৈন্যগণকে উত্তেজিত করেন। সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি দর্শনে সীতারাম বিমুগ্ধ হন, এবং গঙ্গারামের উদ্ধারের পর নির্জ্জনে শ্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি শ্রীকে গ্রহণ করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। শ্রী এতদিন কেন গ্রহণ করা হয় নাই জিজ্ঞাসা করিলে সীতারাম জ্যোতির্গণনার কথা বলেন। শুনিয়া শ্রী বলেন, "আমি এখন হইতে তোমার শত যোজন তফাতে থাকিব।" শ্রী অন্ধকারে অন্তর্হিতা হইলেন। সীতারাম অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন তিনি শ্রীকে ভুলিবার জন্য রাজ্যস্থাপনে মন দিলেন। ভূষণার ফৌজদারের সহিত বিরোধ হওয়ায় তিনি শ্যামপুরে উঠিয়া গেলেন এবং তথায় একটী নগর স্থাপন করিয়া তাহার মহম্মদপুর নাম দিলেন। তারপর গঙ্গারামের উপর নগর রক্ষার এবং চন্দ্রচূড় ঠাকুরের উপর রাজকার্য্যের ভার দিয়া তিনি দিল্লী গমন করিলেন। এই সময়ে ভূষণার ফৌজদার নগর আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। সীতারামের কনিষ্ঠা পত্নী রমা ইহা শুনিয়া ভয়ত্রস্ত ভীতা হইলেন, এবং মুরলা নাম্নী দাসীর দ্বারা গোপনে রাত্রিকালে গঙ্গারামকে ডাকাইয়া আনিয়া শিশুপুত্রের রক্ষার্থ মুসলমানের হস্তে নগর সমর্পণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। গঙ্গারাম রমার রূপে মুগ্ধ হইলেন। কয়েক দিন এইরূপে গোপনে যাতায়াতের পর রমা বুঝিতে পারিলেন যে, গঙ্গারামের সহিত এরূপে সাক্ষাৎ অবৈধ। তখন যাতায়াত বন্ধ হইল। কিন্তু গঙ্গারামের হৃদয়ে যে আগুন জ্বলিয়াছিল, তাহা নিবিল না। তিনি ভূষণায় গিয়া ফৌজদারকে নগর ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিলেন, এবং পুরস্কারস্বরূপ রমাকে চাহিলেন। ফৌজদার তাহাতেই সম্মত হইয়া নগর আক্রমণ করিলেন। এদিকে শ্রী জগন্নাথের পথে যাইতে যাইতে জয়ন্তী নাম্নী এক সন্ন্যাসিনীর সহিত মিলিত হন, এবং তাঁহার নিকট সন্ন্যাসধর্ম্ম শিক্ষা করেন। পরে জয়ন্তী গুরু গঙ্গারাম স্বামীর আদেশে শ্রীকে সঙ্গে লইয়া মহম্মদপুর যাত্রা করেন। যেদিন ফৌজদার নগর আক্রমণ করিতে আসেন, সেই দিন রাত্রিতে তাঁহারাও তথায় উপস্থিত হন। চন্দ্রচূড় নগররক্ষার্থ কোন উদ্যোগ না দেখিয়া গঙ্গারামের নিকট যান, কিন্তু গঙ্গারাম তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। চন্দ্রচূড় নিরস্ত হইয়া চলিয়া গেলে জয়ন্তী গঙ্গারামের নিকট উপস্থিত হন, এবং ভয় দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে একগাড়ী গোলা বারুদ লইয়া নদীর ঘাটে যান। দৈবক্রমে সীতারাম মহারাজ উপাধি ও দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্যের সনন্দ লইয়া দিল্লী হইতে সেই দিন নগরপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি একা কামানের সাহায্যে মুসলমান সেনাকে পরাস্ত করিয়া নগররক্ষা করিলেন। অতঃপর প্রকাশ্য সভায় গঙ্গারামের বিচার হয়। রমা সর্ব্বসমক্ষে দাঁড়াইয়া নিজের নির্দ্দোষতার প্রমাণ দেন। গঙ্গারাম মিথ্যা বলিতে উদ্যত হইলে জয়ন্তী আসিয়া তাঁহার বক্ষে শূলাগ্র স্থাপন করেন। তখন গঙ্গারাম সমস্ত সত্য প্রকাশ করেন। বিচারে গঙ্গারামের শূলদণ্ডের আদেশ হয়। শ্রীর অনুরোধে জয়ন্তী রাজাকে বলিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। গঙ্গারাম দেশ ছাড়িয়া যান। এই সময়ে শ্রী সীতারামকে দেখা দিলেন, এবং রাজপ্রাসাদে না থাকিয়া নবনির্ম্মিত চিত্তবিশ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। সীতারাম রাজকার্য্য ছাড়িয়া সর্ব্বদা শ্রীর নিকট থাকিতেন। ইহাতে রাজ্য মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রাজ্য ছারখার হয় দেখিয়া জয়ন্তী শ্রীকে স্থানান্তরিত করিলেন। সীতারাম ক্রুদ্ধ হইয়া জয়ন্তীকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাতের

আদেশ দিলেন। দণ্ডদান কালে নন্দা আসিয়া জয়ন্তীকে রক্ষা করিলেন। ইহার পূর্ব্বেই রমার মৃত্যু হইয়াছিল। সীতারাম এবার হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া কুলকামিনীগণকে ধরিয়া আনিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। চন্দ্রচূড় ঠাকুর ব্যথিত হইয়া রাজ্যত্যাগ করিলেন। রাজকোষ শূন্য, সৈন্যগণ বিশৃঙ্খল ও হ্রাসপ্রাপ্ত। এই সুযোগে ফৌজদার আবার নগর আক্রমণ করিলেন। সেনাপতি মৃন্ময় যুদ্ধে নিহত হইলেন। সীতারাম চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রী ও জয়ন্তী আসিয়া সীতারামকে ভগবানের নাম গ্রহণ করিতে বলিলেন। তারপর তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম গান করিতে করিতে সীতারাম, নন্দা ও সন্তানগণকে লইয়া মোগল সৈন্য ভেদ করিয়া চলিলেন। পথে জনৈক মোগল সৈনিক একটা কামান পাতিয়া তাহাতে আগুন দিবার উপক্রম করিতেছিল, শ্রী গিয়া কামানের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সৈনিক একটু সরিয়া দাঁড়াইল। এই অবসরে সীতারাম তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। পরে জানা গেল সে ব্যক্তি গঙ্গারাম। এইরূপে শ্রীর কোষ্ঠীর 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' ফল ফলিল। অতঃপর সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হইল। শ্রী ও জয়ন্তী অদৃশ্যা হইলেন। সীতারাম ও নন্দা ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদ গমনকালে পথে বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

'সীতারাম' গ্রন্থকারের রচিত শেষ উপন্যাস। ইহা বাঙ্গালা ১২৯৩ সালে পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্বে 'প্রচার' পত্রে ইহার কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সীতারাম' গীতোক্ত কতিপয় শ্লোকের উপন্যাসাকারে ব্যাখ্যা। আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারাম এক মহাগ্রন্থের তিনটী অংশমাত্র।

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বলেন, সীতারাম চিনি বা মিশ্রীর সরবৎ নহে যে, চোঁ করিয়া পান করিলেই রসনার তৃপ্তি জন্মিবে। ইহাকে ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় কষ্ট করিয়া ছাড়াইয়া লইতে হইবে, তবে ইহার রস বুঝিতে পারিবে। ইহাতে একটু দাঁত থাকিলে ভাল হয়, আর ছাড়াইয়া দিলেও ইহাতে দন্তের আবশ্যক।

শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার একখানি ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক নাট্যকাকারে গ্রথিত হইয়া 'সীতারাম' মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

সীতারাম রায়—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় প্রণীত। ইহাতে সীতারামের সাময়িক ইতিহাস বা মুসলমানশাসনের কথা, সন্তাসিংহের বিদ্রোহ, সীতারামের জীবনবৃত্তান্ত, সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমে স্বাধীনরাজ্যস্থাপন, কীর্ত্তি, রাজ্যের পতন প্রভৃতি বিষয় বহু ইতিহাস ও জনপ্রবাদের আলোচনা দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে।

সুরধুনী কাব্য—বাঙ্গালা কাব্য। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। ইহাতে গঙ্গাকে হিমালয়ের কন্যারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। গঙ্গা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বামী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য পিত্রালয় হইতে যাত্রা করেন, এবং বহুপথ অতিক্রম করিয়া শেষে সাগরের সহিত মিলিতা হন। এই পথের মধ্যে যে সকল প্রসিদ্ধ স্থান আছে, ইহাতে একে একে তৎসমুদায়ের বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং ঐ সকল স্থানে যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সুরুচির কুটীর—বাঙ্গালা সামাজিক উপন্যাস। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা বিধবাবিবাহের অনুকূলে লিখিত। যথার্থ সৎপথে থাকিলে পরিণাম যে অতি সুখকর হয়, ইহাই এই পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিপদে কিরূপ আত্মসংযমের প্রয়োজন, কিরূপে গৃহস্থালী করিতে হয়, কিরূপে প্রতিবেশীদিগের উপকার করিতে পারা যায়, সন্তানগণের প্রতিপালন ও শিক্ষার প্রণালী কি, ইত্যাদি স্ত্রীশিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

সুরেন্দ্রবিনোদিনী—বাঙ্গালা নাটক। দুর্গাদাস দাস প্রণীত। নায়ক সুরেন্দ্র নায়িকা বিনোদিনীকে বাল্যকাল হইতেই ভালবাসিতেন, বিনোদিনীও সুরেন্দ্রকে ভালবাসতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত এই ভালবাসা প্রণয়ে পরিণত হয়। বিনোদিনীর পিতামহ সমস্তই জানিতেন। তিনি বিবাহরূপ বন্ধন দ্বারা উভয়কে চিরসম্মিলিত করিয়া দিবার জন্য ইচ্ছা করেন। ইতোমধ্যে বিনোদিনীর পিতৃস্বসাপুত্র হরিপ্রিয় রঙ্গ দেখিবার অভিপ্রায়ে কৌশলে উভয়ের মনে সন্দেহ জাগাইয়া দেন। ইহাতে উভয়ের চিরবিচ্ছেদের উপক্রম হইলে হরিপ্রিয় আবার চেষ্টা করিয়া সে সন্দেহের অপনোদনপূর্ব্বক উভয়ের মিলনে সহায়তা করেন। পরে উভয়ে পুনর্ব্বার মিলিত হইলে সুরেন্দ্র স্বীয় ভগিনীকে হরিপ্রিয়ের হস্তে অর্পণ করেন।

উপেন্দ্রনাথ দাস আপনার এই কল্পিত নাম নাটকে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। ন্যাসন্যাল থিয়েটারে এই নাটকের অভিনয় উপলক্ষে কয়েকজন অভিনেতা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুলিস কোর্টে অভিযুক্ত হইয়া কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হন। হাইকোর্টের বিচারে ইঁহারা অব্যাহতি পান।

সুশীলার উপাখ্যান—বাঙ্গালা স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন ভাগে সমাপ্ত। ইহাতে বালিকাগণের সুশিক্ষা, সৎপাত্রে অর্পণ, স্বামীর সহিত ব্যবহার, গৃহিণীপণা, সন্তানসন্ততিগণের প্রতিপালন ও শিক্ষাদান প্রতিবাসীদিগের উপকারসাধন, ধর্ম্মচর্য্যা প্রভৃতি বিষয়সমূহ গল্পচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে।

সুশ্রুত সংহিতা—বাঙ্গালা চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ। নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত সম্পাদিত। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সূত্রস্থান, শারীরস্থান, চিকিৎসিতস্থান, কল্পস্থান এই কয়টী ভাগ আছে। সূত্রস্থানে দেহ ও পীড়ার বিবরণ, বৈদ্যলক্ষণ, আয়ুর্বিজ্ঞান, দ্রব্যবিজ্ঞান, জল, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল, মাংস ও ফলমূলাদির বিস্তৃত বিবরণ, ধাতু মণ্যাদির বিষয় প্রভৃতি; শারীর স্থানে শরীরস্থ স্নায়ু, শিরা, অস্থি প্রভৃতির বিবরণ, ভূতগুণ, গর্ভলক্ষণ, গর্ভিণীর চিকিৎসা প্রভৃতি; চিকিৎসিত স্থানে অস্ত্রচিকিৎসা, বিবিধ অস্ত্র, অস্ত্রপ্রয়োগবিধি, এবং রস রক্তাদির বিবরণ কথিত হইয়াছে। বিষচিকিৎসাপ্রণালীও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উত্তর তন্ত্রে বহুবিধ ব্যাধি ও তাহাদের লক্ষণ এবং চিকিৎসার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত—সংস্কৃত জ্যোতিষগ্রন্থ। ইহাতে কালবিভাগ, গ্রহনক্ষত্রগণের বিবরণ ও গতি, চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ, গ্রহনক্ষত্রসংযোগ, উদয়াস্ত বিবরণ, ভূগোল, চান্দ্র সাবনাদি মান প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। ভুবনচন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক গূঢ়ার্থপ্রকাশক নামক টীকার সহিত ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সৃষ্টি—বাঙ্গালা ধর্ম্মগ্রন্থ। চন্দ্রশেখর বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ইহাতে অব্যক্ত অবধি স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত সৃষ্টিবিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রধান প্রধান বিষয়ে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত আছে, তৎসমুদায়কে ইউরোপীয় সিদ্ধান্তের সহিত এক করিয়া আলোচিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য; আদিম সূক্ষ্মভূত আকাশ হইতে এই সৃষ্টি বহুকালক্রমে বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে; সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথমে অচেতন, পরে উদ্ভিদ্, তৎপরে পশ্বাদি এবং শেষে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন; পরমেশ্বরের শক্তির এক

অংশাংশ দ্বারা এই বিশ্ব রচিত হইয়াছে; পরমেশ্বরই এই সৃষ্টির নিয়ন্তা, এবং তিনি সর্গভেদে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, বিরাট, প্রজাপতি প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত; প্রেততত্ত্ববাদীদিগের কথিত আধ্যাত্মিক শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর একই পদার্থ; ইত্যাদি বিষয়সমূহ ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।

সেকাল ও একাল—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। কিছুদিন অর্থাৎ কলেজী ধরণের শিক্ষার পূর্ব্বে এদেশের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, এদেশীয়েরা মোটা ভাত মোটা কাপড় লইয়া, পল্লীর ইতরভদ্রের মধ্যে আত্মীয়তাসূচক একটা না একটা সম্পর্ক পাতাইয়া, সুস্থশরীরে সরল ও শান্তচিত্তে কিরূপে কালাতিপাত করিতেন, রূপার পৈঁচে, কাঁসার মল পরিয়া, অতিথি অভ্যাগত ও পোষ্যবর্গকে লইয়া কুললক্ষ্মীরা বাঙ্গালার গৃহে গৃহে কেমন অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে বিরাজিতা হইতেন, ধনী লোকেরা দান ধ্যান করিয়া, আশ্রিত প্রতিপালনে আপনাদের অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদে কিরূপে কালাতিপাত করিতেন, বিদেশী রাজপুরুষেরা অধীন কর্ম্মচারীদের উপর কিরূপ সদ্ব্যবহার দেখাইতেন এবং তাহাদের গৃহে চন্দ্রপুলী খাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে কেমন আলবোলা টানিতেন, কর্ম্মচারীরা কিরূপ অপরূপ ভাষায় সাহেবদিগের সহিত কথোপকথন করিতেন, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কিরূপে তিন্তিড়ীপত্র দ্বারা ক্ষুন্নিবারণ করিয়া অকাতরে ছাত্রদিগকে বিদ্যা ও অন্ন দান করিতেন, এই সকল পুরাতন কাহিনী ইহাতে আলোচিত হইয়াছে, এবং তৎসহিত একালে উক্ত অবস্থাসমূহ যেরূপ বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে, ত'হাও বিবৃত হইয়াছে। কেন সমাজের এইরূপ পরিবর্ত্তন হইল, কেন সেই সুস্থ ও সবল দেশবাসী নানাবিধ রোগের আধার হইয়া পড়িল, কিসে দেশের সেই শান্তি ও সরলতার স্থলে অশান্তি, অভাব ও কুটিলতার আবির্ভাব হইল, তাহাও কথিত হইয়াছে। ১৮৭৩ খ্রীঃ ২৩শে মার্চ্চ লেখক এই প্রবন্ধটি National Society নামক সমিতির একটি অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন।

স্কন্দপুরাণ—পুরাণ দেখ।

স্তবমালা—সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। রূপ গোস্বামী কৃত। ইহাতে শ্রীচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধার নানাবিধ স্তব আছে। পরিশেষে গোবিন্দ বিরুদাবলীতে ছন্দ ও রচনা বিষয়ে অশেষ কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্ত্রীচরিত্র—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে স্ত্রীজাতির স্বভাব ও কার্য্যাদির কারণ, নারীজাতির দয়া, ধর্ম্ম, প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনা দ্বারা স্ত্রীপ্রকৃতি ও পুরুষপ্রকৃতিতে যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে, এবং এই উভয় প্রকৃতির সহযোগিতায় যে বিশ্বকার্য্য সুনির্ব্বাহিত হয়, অন্যথা বিশৃঙ্খলা ঘটে, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

স্থপতিবিজ্ঞান (বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা)—বাঙ্গালা শিল্পগ্রন্থ। দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ইহাতে ইমারত প্রস্তুত ও ইট, কাঠ, সুরকী, প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহারপ্রণালী লিখিত হইয়াছে।

স্নেহময়ী—বাঙ্গালা উপন্যাস। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রণীত। কয়েকজন স্কুলবালকের আন্তরিক চেষ্টার ফলে কিরূপে কয়েকটা দেশহিতকর ও সমাজের মঙ্গলজনক কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, সদুদ্দেশ্য সামান্য হইতে পরে কিরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে, সকলকে আপনার করিয়া লইতে পারিলে সমাজের কি মহান্ উপকার হয়, রমণীর মাতৃমূর্ত্তি কিরূপ মুগ্ধকরী এবং এই মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মানা হইলে ক্ষুদ্রপ্রাণা রমণীর দ্বারাও কি প্রকার মহৎকার্য্য সাধিত হইতে পারে, ইহাই এই উপন্যাসে প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্নেহলতা (প্রথম ভাগ)—বাঙ্গালা সামাজিক উপন্যাস। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। স্নেহলতা অল্পবয়সে মাতাপিতৃহীনা হইয়া তাঁহার মেসো জগৎ বাবু আশ্রয়ে প্রতিপালিতা হন। জগৎ বাবু তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ইহাকে ভালবাসিতেন না। জগৎ বাবুর ইচ্ছা ছিল, স্বীয় পুত্রের সহিত স্নেহলতার বিবাহ দেন, কিন্তু পত্নীর অনিচ্ছাবশতঃ তাহা হইল না; কুঞ্জ বাবুর পুত্র মোহনের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। কুঞ্জবাবুর জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া তাঁহার গৃহের কর্ত্রী। তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহারে স্নেহলতা যন্ত্রণা পাইতে লাগিলেন। স্নেহলতা ইহা সহ্য করিয়া রহিলেন, কিন্তু মোহনের সহ্য হইল না। তিনি সকলের অনিচ্ছায় স্নেহলতাকে জগৎ বাবুর বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে কুঞ্জবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে বাটি ত্যাগ করিতে বলিলেন। মোহন জগৎ বাবুর সাহায্যে রুড়কীতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিতে চলিয়া গেলেন। মোহনের পিতৃব্যপুত্র জীবনচন্দ্র অল্পবয়সে বিবাহ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। জগৎ বাবুর পত্নী স্বীয় কন্যা চারুর সহিত জীবনের বিবাহ দিতে উৎসুক হইলেন। জীবনের মাতাও এজন্য পুত্রকে অনুরোধ করিলেন। জীবন প্রথমে ইহাতে সম্মত হইলেন না, কিন্তু শেষে দুই তিনবার স্নেহলতাকে দেখিয়া এবং তাঁহাকেই জগৎ বাবুর কন্যা ভাবিয়া বিবাহে মত দিলেন। বিবাহকালে শুভদৃষ্টির সময় জীবনের ভুল ভাঙ্গিল। কিন্তু বিবাহ হইয়া গেল। পরে বাসর ঘরে বসিয়া স্ত্রীলোকেরা জীবনকে লইয়া যখন আমোদপ্রমোদ করিতেছিল,—তাহাদের মধ্যে স্নেহলতাও ছিলেন, তখন জীবন একখানি পত্র পাইলেন। পত্র পড়িয়া জীবন দেখিলেন, তাহাতে মোহনের মৃত্যুসংবাদ লিখিত আছে।

স্বদেশ—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা কি এবং কি উপায়ে দেশের উদ্ধার হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কবি যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই দার্শনিক ভাবে কাব্যাকারে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কবির মতে মানুষমাত্রেরই কতকগুলি অধিকার আছে। সে সমস্ত অধিকার রক্ষা করিয়া চালতে প্রত্যেকে বাধ্য,—কেবল নিজে রক্ষা করিতে কেন, রক্ষা করিয়া তাহা আবার পুত্রপৌত্রাদিকে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় দিয়া যাইতে বাধ্য। তাই তিনি স্বদেশবাসিগণকে কেবল পরমুখাপেক্ষী হইয়া না থাকিয়া আত্মপদের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইতে এবং আপনাদের অধিকারগুলি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করিয়াছেন। মনোযোগ সহকারে "স্বদেশ" পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়, কবি একণে আর্য্য ঋষিগণের প্রদর্শিত পথই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

স্বদেশ ও সরমা বা পূর্ণাহুতি—সুরেন্দ্রমোহন গোস্বামী প্রণীত। এতদ্দেশীয় যুবকগণ অধুনা যেভাবে স্কুলকলেজে পাশ্চাত্যশিক্ষা লাভ করিয়া থাকে, তাহা আমাদের উপযোগী নহে এবং কি প্রণালীতে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিলে এদেশের উপকার দর্শিতে পারে, ইহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার নায়ক ভবনাথ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ২০টী ছাত্রকে নিজব্যয়ে আহার-বাসস্থানাদি প্রদান করিয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্রগণ যথোচিতভাবে শারীরিক ও

মানসিক শিক্ষা লাভ করিয়া উত্তরকালে প্রকৃত কর্ম্মবীর হইয়া দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবে। ভবনাথ বিদ্যালয় পরিদর্শকগণের নিকট নিজের শিক্ষাপ্রণালী যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপতঃ এইরূপ ;—বালকগণকে দশবৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পুস্তক পড়িতে না দিয়া কেবল মৌখিক উপদেশ দিয়া তাহাদিগের কোমল মনে নানাপ্রকার সদ্ভাবের অঙ্কুর জন্মাইয়া দিতে হইবে। তৎপরে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কেবল বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পড়াইতে হইবে। অতঃপর ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, দর্শনশাস্ত্র এবং ইংরেজী, ফরাসী, জর্ম্মাণী, জাপানী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে। তৎপরে পাঁচ বৎসরকাল তাহারা স্ব স্ব রুচি অনুসারে শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা করিবে। এইরূপে শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ হইলে তাহারা আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, মঠ, চিত্রশালিকা, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া প্রত্যেকে আবার কতকগুলি করিয়া ছাত্রকে অধ্যাপনা করিতে এবং অন্যান্য প্রকারে দেশের সেবা করিতে প্রস্তুত হইবে। অতঃপর তাহারা ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিয়া সংসারীও হইতে পারে, অথবা চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধিসাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে পারে, ইহাই গ্রন্থকর্ত্তার নবোদ্ভাবিত শিক্ষাপ্রণালীর সারমর্ম্ম। ভবনাথের সাধ্বী পত্নী সরমা এবং তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য দিননাথ ভবনাথের উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান সহায়। এই দুইজনের সহকারিতাতেই ভবনাথ স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে সমর্থ হন। গ্রন্থকার উপসংহারে মহাপ্রাণ ইংরাজজাতির নিকট সনির্ব্বন্ধে প্রার্থনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন এই অধঃপতিত অধীন জাতিকে হস্তধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া ও জগতের জাতিসমূহের মধ্যে পরিগণিত হইবার পক্ষে সহায়তা করিয়া আপনাদের মহনীয় ঔদার্য্যগুণের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করেন।

স্বদেশী সমাজ—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে এতদ্দেশের বর্ত্তমান সমাজের ও ধর্ম্মের কথা আলোচিত হইয়াছে, এবং এই বহুতর ধর্ম্মাবলম্বী দেশবাসীকে দেশের উন্নতির নিমিত্ত একতা অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছে।

স্বর্ণলতা—বাঙ্গালা গার্হস্থ্য উপন্যাস। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম শশিভূষণ, কনিষ্ঠের নাম বিধুভূষণ। শশিভূষণের পত্নীর নাম প্রমদা, বিধুভূষণের পত্নীর নাম সরলা। প্রমদা মুখরা, কটুভাষিণী, কলহপ্রিয়া সরলা লজ্জাশীলা, মৃদুভাষিণী, সরলস্বভাবা শশিভূষণ অর্থোপার্জ্জন করিতেন, আর বিধুভূষণ বসিয়া বসিয়া খাইতেন, এজন্য প্রমদা সর্ব্বদাই সরলাকে গঞ্জনা দিতেন পরিশেষে তাঁহার চক্রান্তে উভয় ভ্রাতা পৃথক হইলেন। পৃথক্ হইলে বিধুভূষণের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। তখন তিনি অর্থোপার্জ্জনের আশায় কলিকাতা গমন করিলেন। সেখানে বিধুভূষণ অনেক কষ্টে চাকুরী সংগ্রহ করিয়া মাসে মাসে পুত্র গোপালের নামে বাটীতে টাকা পাঠাইতেন, কিন্তু প্রমদার চক্রান্তে সে টাকা বা চিঠি কভুই সরলার হস্তগত হইত না। এইরূপে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইল। সরলা স্বামীর কোন উদ্দেশ না পাইয়া এবং অভাবের নিদারুণ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া কঠিনরোগে আক্রান্ত হইলেন। পাঁচ বৎসর পরে বিধুভূষণ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার আসিবার কয়েক দিন পরেই সরলা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। বিধুভূষণ পত্নীশোকে একান্ত কাতর হইয়া পুত্র গোপালের সহিত কলিকাতায় আসিলেন এবং তাহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া ও একস্থলে আহারাদি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ঢাকায় চলিয়া গেলেন। এইখানে হেম নামক এক ধনিসন্তানের সহিত গোপালের বিশেষ বন্ধুত্ব হইল। হেমের পিতার নাম বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তী। বিপ্রদাসবাবুর কন্যার নাম স্বর্ণলতা। স্বর্ণলতা ও গোপাল উভয়ের দেখা সাক্ষাতে ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হইল। কিন্তু গোপাল নির্ধন বলিয়া বিপ্রদাস বাবু তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে নানা ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া গোপাল ও স্বর্ণলতা অনেক দুঃখভোগের পর পরস্পর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন ও সংসার পাতিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে লাগিলেন। এদিকে শশিভূষণ মনিবের তহবিল তছরুপাতের জন্য দায়ী হইলেন। তিনি সমস্ত সম্পত্তিই স্ত্রীর নামে বেনামী করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীর এই বিপদে প্রমদা তাঁহাকে এক পয়সাও দিলেন না। শশিভূষণের চাকরী ও সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইল। প্রমদাও শেষে নৌকা ডুবি হইয়া সমস্ত অর্থ হইতে বঞ্চিত হইলেন। তাঁহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।

এই উপন্যাসখানি নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া "সরলা" নামে ষ্টার থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়।

সংপ্রতি এই উপন্যাসখানির একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বপ্নপ্রয়াণ—বাঙ্গালা কাব্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে রূপকচ্ছলে মানবীয় বৃত্তিসমূহের গুণ ও কার্য্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। কবি স্বপ্নাবস্থায় মনোরাজ্যে নীত হইয়া তথা হইতে ক্রমে বিলাসপুর, বিষাদপুর, রসাতল প্রভৃতি স্থান ভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে শান্তিধামে উপনীত হইয়াছেন। বাসনাই যাবতীয় অনর্থের মূল, এবং তত্ত্বজ্ঞান ও পরমার্থচিন্তাই একমাত্র শান্তি, ইহাই এই কাব্যে প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস—নিক ইতিহাস। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পাণিপথের যুদ্ধে আহম্মদ সাহ পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর হিন্দু মুসলমান সকলে জাতিভেদ ভুলিয়া মাতৃসেবার ভার গ্রহণ করিলে সাহ আলম শিবাজী-বংশসম্ভূত রামচন্দ্রের মস্তকে রাজমুকুট অর্পণ করিলেন। অতঃপর ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা হইতে শাসনপ্রণালী নির্দ্ধারিত হইল। পরে কিরূপে ভারতের উন্নতির পথ মুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এবং এতদ্দেশীয় প্রাচীন রীতিনীতির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে কতিপয় বৈদেশিক পণ্ডিতের মত কথিত হইয়াছে। পাণিপথের যুদ্ধ যেরূপে পরিসমাপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে অন্যরূপে সমাপ্ত হইলে কিরূপ হইত, এই চিন্তা হইতেই এই গ্রন্থের উৎপত্তি।

স্বাধীনতার ইতিহাস—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ। দুর্গাদাস লাহিড়া প্রণীত। ইহাতে আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস, ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস, স্পেন, ইটালী, বেল্জিয়ম, কিউবা, ফিলিপাইন, ভোট, শ্যাম, সাইবিরিয়া প্রভৃতি দেশের ইতিহাস, স্বদেশপ্রাণ গ্যারিবল্ডী, ম্যাটসিনি, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, জর্জ্জ ওয়াসিংটন, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট প্রভৃতি বীরপুরুষগণের জীবনচরিত ও চিত্রসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

হ

হংসগীতা—নবগীতা দেখ।

হংসদূত—সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। রূপ গোস্বামী প্রণীত। ইহাতে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে গোপীগণের ও রাধিকার অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে; পরে গোপীগণ এক হংসকে দূত-

রূপে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিতেছেন, ইহাই বিবৃত হইয়াছে। কাব্যখানি শিখরিণী ছন্দে রচিত।

হঠাৎ নবাব—বাঙ্গালা প্রহসন। এক দোকানদার সহসা কিছু অর্থ পাইয়া বড়লোকের মত চলিতে ইচ্ছা করে, এবং বড়লোকের মত পোষাক, বহু ভৃত্য, নৃত্যশিক্ষক, সঙ্গীতশিক্ষক, অস্ত্রশিক্ষক, বিদ্যাশিক্ষক প্রভৃতি নিযুক্ত করে। তাহার কন্যা এক যুবাকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু তিনি বড়লোক নন বলিয়া তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ হইল না। তখন ঐ যুবা সঙ্গীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন, এবং আপনাকে তুর্কের নবাব বলিয়া পরিচিত করিলেন। বড়লোক জামাতা হইবে ভাবিয়া দোকানদার তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিল।

প্রহসনখানি বিখ্যাত ফরাসী নাটককার Moliere কৃত "The Shopkeeper turned Gentleman" নামধেয় নাটকের মর্ম্মানুবাদ।

হরতত্ত্বদীধিতিঃ—সংস্কৃত ব্যবস্থাগ্রন্থ। হরকুমার ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। তদাত্মজ রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে শৈব শাক্তাদি পঞ্চোপাসকের উপাসনার বিষয়, দীক্ষা প্রকরণ, গুরুলক্ষণ, দীক্ষাগ্রহণের কালাকাল, দীক্ষিত গৃহিগণের কর্ত্তব্য, নিত্যকর্ম্ম, শিবলিঙ্গ পূজা, আচমনবিধি, পূজানিয়ম, স্নানাদি, ধ্যান, যন্ত্র, নিত্যহোম, জপ, শ্যামাপূজার কালনিরূপণ, রটন্তী পূজা, অন্নপূর্ণা পূজা, বৈধহিংসা, মাংসভক্ষণবিধি, বলিনিয়ম, আচার প্রকরণ, মন্ত্রসিদ্ধি, কুলমার্গ, গাণপত্যাচার, কাম্যকর্ম্মের অধিকারী নির্ণয়, আশ্রমবিধি প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। বিবিধ পুরাণ, তন্ত্র ও সংহিতাদি হইতে ইহার ব্যবস্থাসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে।

হরিদাস সাধু—বাঙ্গালা জীবনচরিতবিষয়ক গ্রন্থ। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। রণজিৎসিংহের রাজত্বকালে পঞ্জাবে হরিদাস সাধু নামে এক যোগী আসিয়া বিবিধ অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহাতে উক্ত সাধু পুরুষের জীবনচরিত এবং তৎকৃত কার্য্যাদি বিবৃত হইয়াছে।

হরিনামামৃত ব্যাকরণ—জীবগোস্বামী প্রণীত। ব্যাকরণশিক্ষার সহিত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও ভক্তিশিক্ষার উদ্দেশে ইহার সংজ্ঞা, সূত্র ও উদাহরণগুলিকে ভগবন্নামাত্মক করিয়া রচিত হইয়াছে। পাণিনীয় মহাভাষ্য, সিদ্ধান্ত কৌমুদী, কাশিকা, ব্যাড়ি প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাকরণের বিস্তর মত ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাকরণসমূহ দ্বারা যে সকল পদ সাধিত হয় না, নূতন সূত্র দ্বারা ইহাতে সেই সকল (ত্রিম্বক প্রভৃতি) পদও নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার লঘু ও বৃহৎ ভেদে দুইখানি গ্রন্থ আছে।

হরিভক্তি রসামৃতসিন্ধু—সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রান্তর্গত ভক্তিগ্রন্থ। রূপ গোস্বামী প্রণীত। অলঙ্কারশাস্ত্রের দশটী অবশ্যলেখ্য বিষয় থাকিতে কবি কর্ণপূর কৌস্তুভালঙ্কারে শান্তরসের অন্তর্গত মুখ্য ভক্তিরসকে পল্লবিত না করায় রূপগোস্বামী উক্ত রসকে শাখা প্রশাখাসহ বিস্তৃতকরণাভিপ্রায়ে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে ভক্তির সামান্য লক্ষণ, সাধনভক্তি রাগানুগা, ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি, অবলম্বন, উদ্দীপন, বিভাব, শান্ত, প্রীত, বৎসল, ভক্তিরস এবং হাস্য, বীর, করুণ প্রভৃতি রস ও রসাভাসসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। বহুশাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা ইহার প্রত্যেক বিষয় সমর্থিত ও উদাহরণযুক্ত করা হইয়াছে। ১৪৬৩ শকাব্দে এই গ্রন্থের রচনা শেষ হয়।

হরিভক্তিবিলাস—বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ। গোপালভট্ট প্রণীত। ইহা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ধর্ম্মকার্য্যের ব্যবস্থাপক গ্রন্থ। ইহার মতানুসারেই বৈষ্ণবগণ যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইহাতে বৈষ্ণবদিগের ব্রত, পূজা, দীক্ষা, সন্ধ্যাবন্দনা, বৈষ্ণবাচার, ভক্তিমাহাত্ম্য, ভক্তমাহাত্ম্য, দ্বাদশমাসিক কার্য্য, মালাজপ, বাস্তুযাগ, মন্ত্রবিচার প্রভৃতি কার্য্য ও উৎসবক্ষে বিধি নিরূপিত হইয়াছে। নানা পুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া ইহার বিধানসমূহকে প্রমাণিত ও দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছে। ইহার অধ্যায়ের নাম বিলাস। ২০ বিলাসে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত স্মৃতিগ্রন্থের ব্যবস্থার সহিত ইহার কোন কোন ব্যবস্থার অনৈক্য আছে। সনাতন গোস্বামী সংক্ষেপে এই গ্রন্থ রচনা করিয়া গোপাল ভট্টকে প্রদান করেন। গোপাল ভট্ট আবার বহু পুরাণাদির মত উদ্ধৃত করিয়া বিস্তৃতভাবে ইহার প্রচার করেন। ইহার নামান্তর ভগবদ্ভক্তি বিলাস।

হরিশ্চন্দ্র—বাঙ্গালা নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। সূর্য্যবংশীয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আপনার সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করিয়া সত্য রক্ষার্থ শেষে পত্নীপুত্রকে ও আপনাকেও বিক্রয় করিয়াছিলেন, এই পৌরাণিক উপাখ্যান এই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত "চণ্ডকৌশিক" নাটক অবলম্বনে এইখানি রচিত হইয়াছে। ষ্টার থিয়েটারে ইহার প্রথম অভিনয় হয়। মনোমোহন বসুও এই নামে একখানি নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। এখানি পূর্ব্বে বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক বহুবার প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

হরিষে বিষাদ—বাঙ্গালা উপন্যাস। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। নলিনের একমাত্র ভগ্নী মনোরমা ভিন্ন সংসারে আর কেহ ছিল না। নলিন লালবিহারী বাবুর বাসায় পাচকের কার্য্য করিতেন। লালবিহারী বাবু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিধুমুখী বালক নলিনকে সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন। যে গ্রামে নলিনের বাস, সেই গ্রামের জমিদার রায় মহাশয়ের সহিত নলিনের প্রতিবেশী নকড়ার দেনা-পাওনা লইয়া বিবাদ বাধে। নকড়ী সামান্য গৃহস্থ। রায় মহাশয় পার্ষদগণের পরামর্শে কৌশলে তাহাকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দেন। লালবিহারীবাবুর নিকট বিচার হয়। নলিন দরিদ্র নকড়ীকে রক্ষা করিবার জন্য বিধুমুখীকে অনুরোধ করেন। বিচারে নকড়ী খালাস পান এবং রায়মহাশয় মিথ্যা এজেহার দেওয়ার জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সময়ে বিধুমুখী ও নলিনের ভালবাসা দেখিয়া লালবিহারী বাবুর মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু সে সন্দেহের কোন প্রমাণ পাইলেন না। পরে তিনি বিধুমুখীর অনুরোধে নলিনকে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া সন্দেহের মূল কারণকে দূরীভূত করিলেন। এদিকে রায়মহাশয় কারামুক্ত হইয়া প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য উদ্যোগী হইলেন। একদিন তাঁহার এক পশ্চিমে ভৃত্যের সহিত নকড়ীর বিবাদ বাধিল। নকড়ী তাহাকে যথেষ্ট প্রহার দিল। রায় মহাশয় গোপনে ভৃত্যকে তাহার দেশে পাঠাইয়া দিয়া নকড়ীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করিলেন, এবং একটা পচা লাস আনিয়া সনাক্ত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে নলিন নকড়ীকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ভগ্নী মনোরমাকে সাক্ষী মানা হইল। মনোরমাকে আদালতে লালবিহারী বাবুর নিকট সাক্ষ্য দিতে হইল। পরে বিধুমুখী তাঁহাকে স্বগৃহে আনাইলেন। নকড়ী দায়রা সোপরদ্দ হইল। লালবিহারী মনোরমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কয়েকদিন তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া মনোরমা বাড়ী যাইতে চাহিলে তিনি স্বীয় লোকজন দিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। লোকেরা তাঁহার আদেশমত মনোরমাকে তাঁহার বাড়ীতে না লইয়া গিয়া ডেপুটী বাবুর

সোণাপুরের বাড়ীতে লইয়া গেল। গগন নামক একজন ভৃত্য মনোরমাকে ভক্তি করিত। সে কলিকাতায় গিয়া নলিনকে এ সংবাদ দিল। নলিন তৎক্ষণাৎ সোণাপুরে চলিলেন। যে গাড়ীতে নলিন যাইতেছিলেন, সেই গাড়ীতে লালবিহারী বাবুও যাইতেছিলেন। পথে অন্য গাড়ীর সহিত সেই গাড়ীর সংঘর্ষ হইল। ডেপুটী বাবু তাহাতে প্রাণ হারাইলেন। নলিন তাড়াতাড়ি যে বাড়ীতে মনোরমা ছিল, সেখানে গিয়া দেখিলেন, ভাবী বিপদের আশঙ্কায় মনোরমা আত্মহত্যা করিয়াছেন। ভগ্নীকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া নলিনের আনন্দ হইয়াছিল. কিন্তু তাহার হরিষে বিষাদ হইল। দায়রার বিচারে নকড়ীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। তাহার মাতা বহুকষ্টে লাটসাহেবের নিকট গিয়া পুত্রের প্রাণভিক্ষা করিলেন। লাটসাহেব কাগজ পত্র দেখিয়া নকড়ীকে অব্যাহতি দিলেন। পুত্রের প্রাণরক্ষা হইল ভাবিয়া বৃদ্ধা আনন্দিতা হইল। কিন্তু লাটসাহেবের আদেশ পৌঁছিবার পূর্ব্বক্ষণে নকড়ীর ফাঁসি হইয়া গেল। বৃদ্ধার হরিষে বিষাদ হইল। তিনি দেহত্যাগ করিলেন। যে ভৃত্যের খুনের জন্য নকড়ীর ফাঁস হইল, সে ধরা পড়িল। নকড়ীর ফাঁসি হওয়ায় রায়মহাশয়ের গৃহে আনন্দোৎসব হইতেছিল, এমন সময় পুলীস আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল। রায়মহাশয়ের হরিষে বিষাদ হইল। বিচারে তাঁহার দ্বীপান্তরবাসের আদেশ হইল।

হস্তামলক—সংস্কৃত আত্মতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে আত্মার স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে, এবং জীব যে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, কেবল মোহবশে বদ্ধ ও পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক শঙ্করভাষ্য ও বঙ্গানুবাদসহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

হাতেম-তাই—(আরায়েশ মাহফিল)। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ইহা একখানি পারস্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। ইমন রাজ্যের রাজপুত্র হাতেম তাই সাতটী সমস্যা পূরণ করিয়া দিবার জন্য এক স্ত্রীলোকের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নানা স্থান পর্য্যটন করেন, এবং বহুবিধ দুঃখক্লেশ ভোগের পর সমস্যার পূরণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই বৃত্তান্তই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

হারানিধি—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মোহিনীমোহন নামক জনৈক [illegible] নামক এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের একমাত্র বন্ধু ছিল। কোন সময়ে মোহিনীমোহনের পঞ্চাশহাজার টাকার প্রয়োজন হইলে হরিশ জামিন হইয়া জনৈক মহাজনের নিকট হইতে টাকা আনিয়া দেন। কিন্তু পরে মোহিনীমোহন টাকা না দেওয়ায় দেনার দায়ে হরিশের সর্ব্বস্ব বিক্রয় হইয়া যায়; মোহিনী মোহন হরিশের সম্পত্তি নীলামে ক্রয় করিয়া তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর প্রবঞ্চনায় হরিশ পথের ভিখারী হন। হরিশের সুশীলা নামে এক কন্যা ছিলেন। সুশীলার স্বামী অঘোর বিমাতার বাক্স ভাঙ্গিয়া চুরী করিয়া পলায়ন করেন, এবং ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া শেষে আপনার মৃত্যুসংবাদ প্রচার করেন। তাহার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া লুকাইয়া বেড়ান। নব নামে হরিশের এক দূরসম্পর্কের ভাই ছিলেন, তিনি হরিশের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া হরিশের বাড়ীতেই বাস করিতেন। এই সময়ে জামাতা অঘোরের সহিত নবর সাক্ষাৎ হয়। তখন হরিশকে বিপদ্মুক্ত করিবার জন্য অঘোর ও নব পরামর্শ করেন। মোহিনীবাবুর কাদম্বিনী নামে এক রক্ষিতা রমণী ছিল। মোহিনীবাবু তাহাকে তাড়াইয়া দিলে সে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যায়, কিন্তু হরিশের পুত্র নীলমাধব তাহাকে রক্ষা করেন। তখন কাদম্বিনীও আসিয়া নব ও অঘোরের সহিত যোগ দেয়। ইহাদের কৌশলে বিপন্ন হইলে মোহিনীর চৈতন্যোদয় হয়, এবং তিনি সমস্ত সম্পত্তি হরিশকে ফিরাইয়া দিয়া নিজ কন্যার সহিত নীলমাধবের বিবাহ দেন। সুশীলাও স্বামীকে পুনঃপ্রাপ্ত হন।

এই নাটকখানি বাঙ্গালা ১২৯৬ সালের ৩০শে ভাদ্র ষ্টার থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়।

হারীত দর্শন—দর্শন দেখ।

হারীত সংহিতা—সংহিতা দেখ।

হাসিখুসী—বাঙ্গালা চিত্রপুস্তক। যোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। এই পুস্তকে সহজ কথায় সরল ভাষায় সুললিত পদ্যে শিশুদিগকে বর্ণমালা যোজনা শিক্ষা দিবার অভিনব পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। পারিতোষিকের পক্ষে এই পুস্তকখানি অতি সুন্দর।

হাস্যার্ণব—সংস্কৃত নাটক। জগদীশ পণ্ডিত প্রণীত। যোগিবেশী ব্রাহ্মণগণের লাম্পট্য দোষ, পাপকার্য্যে রাজগণের উৎসাহ, মন্ত্রিবর্গের স্বকার্য্যে অপারগতা, বৈদ্য ও জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মূর্খতা প্রভৃতি এই [illegible] উপদেশ [illegible] [illegible] কিন্তু কোন্ সময়ে বা কোন্ [illegible] হয়, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

হিতপ্রভাকর—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। ইহা গদ্য ও পদ্যে রচিত। বিষ্ণুশর্ম্মা প্রণীত হিতোপদেশ-গ্রন্থাবলম্বনে ইহা রচিত। কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠের জন্য বেথুন সাহেবের অনুরোধে ইহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

হিতে বিপরীত—বাঙ্গালা প্রহসন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ভজহরিবাবু অতিশয় কৃপণ ছিলেন। ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি আবার বিবাহ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার পৌত্র কুঞ্জবিহারী কিছুতেই পিতামহের নিকট টাকা কড়ি বাহির করিতে না পারায় শেষে তিনি বৃদ্ধকে জব্দ করিবার জন্য এক থিয়েটার পার্টির সহায়তায় ভজহরির বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন, এবং এক বালককে পাত্রী সাজাইয়া তাঁহার সহিত ভজহরির বিবাহ দিলেন। শেষে পাত্রীরূপী বালক চাবি সংগ্রহ করিয়া ভজহরির বাক্স হইতে টাকা লইয়া যখন কুঞ্জকে দিলেন, তখন বৃদ্ধের ভুল ভাঙ্গিল। কুঞ্জ সেই টাকা লইয়া আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলেন।

হিতোপদেশ—সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। বিষ্ণুশর্ম্মা প্রণীত। তারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদসহ প্রকাশিত। পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মা কোন রাজার পুত্রচতুষ্টয়কে শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইয়া গল্পচ্ছলে ইহাতে নীতি কথাসমূহ বিবৃত করিয়াছেন। ইহাতে মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারিটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

হিন্দু আচার ব্যবহার—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। মনোমোহন বসু প্রণীত। হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, এবং নব্য শিক্ষাপ্রভাবে তাহা এক্ষণে কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ইহার কিরূপ প্রতিবিধান আবশ্যক, ইত্যাদি বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। বিবাহ, বাল্যবিবাহ, অসবর্ণবিবাহ, একান্নবর্ত্তী পরিবারের উপকারিতা, পরিবারমধ্যে আচার ব্যবহার, স্ত্রীস্বাধীনতার অপকারিতা, স্ত্রীশিক্ষা, সামাজিক ব্যাপারের অবনতি প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে।

হিন্দুত্ব—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

হিন্দুশাস্ত্রের একটী মহামন্ত্র 'সোঽহং' ইহার রহস্য কি, লয় কাহাকে বলে, হিন্দুর নিষ্কাম ধর্ম্মবাদ কিরূপ শ্রেষ্ঠ, লয় বা মোক্ষ-প্রাপ্তির নিমিত্ত কিরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও কষ্টসহিষ্ণুতার আবশ্যক, হিন্দুশাস্ত্রের লক্ষ্য কত সুদূরগামী, পুত্রের প্রয়োজন কি, আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কিরূপ হিতকর, বিবাহের অর্থ কি, হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেবতা ও প্রতিমাপূজার তাৎপর্য্য কি, হিন্দুশাস্ত্রে সমদর্শিতা কিরূপ বিশ্বব্যাপিনী, ইত্যাদি বিষয়সমূহ ইহাতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ—বাঙ্গালা প্রবন্ধ গ্রন্থ। পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। সংশয়ী জনগণের হৃদয়ে হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রণিধাপন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি, ব্রহ্মবাদ, মায়াবাদ, হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষাপ্রণালী হিন্দুধর্ম্মের স্বতঃ ও পরতঃ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রভৃতি সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম যে অত্যুদার ধর্ম্ম, এবং তাহা বহুবিধ প্রমাণ ও যুক্তির উপর স্থাপিত, ইহাই এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা—বাঙ্গালা ধর্ম্মগ্রন্থ। রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠ, বহুবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ইহাই এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম যে এই হিন্দুধর্ম্ম হইতে অভিন্ন, ইহাও কথিত হইয়াছে।

হিমালয়—বাঙ্গালা ভ্রমণবৃত্তান্ত। জলধর সেন প্রণীত। গ্রন্থকার কোন নিদারুণ শোকে নিপীড়িত হইয়া যৎকালে সন্ন্যাসীর ন্যায় পর্য্যটন করেন, তৎকালে তিনি হরিদ্বার হইতে পদব্রজে বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত গমন করেন। এই পুস্তকে হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত ভ্রমণকাহিনী এবং গন্তব্য স্থানের বিবরণ মনোহর ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে।

হীরকচূর্ণ—বাঙ্গালা নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। বরোদার মহারাজ মলহর রাও গাইকোয়াড় তত্রত্য রেসিডেণ্ট কর্ণেল কেয়ারকে বিষ প্রয়োগ দ্বারা হত্যাচেষ্টা অপরাধে অভিযুক্ত হন, এই ঘটনা অবলম্বনে নাটকখানি রচিত। বেঙ্গল থিয়েটারে এই নাটকখানি কয়েকবার অভিনীত হইয়াছিল।

হুগলীর ইমামবাড়ী—বাঙ্গালা উপন্যাস। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। এই উপন্যাসখানিতে দানবীর ফকীরবেশী ক্রোরপতি মহম্মদ মহসীনের এবং তদীয় বৈপিতৃক ভগিনী মুন্নার মহিমা বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে ইমামবাড়ীর আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস ও হুগলির ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। প্রবৃত্তির তাড়নায় কিরূপে মনুষ্যের চরিত্রের অবনতি ঘটে, এবং পরিশেষে তাহাকে কিরূপ অধম করিয়া ফেলে, মুন্নার স্বামী সলেউদ্দিনের জীবনে তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

হুতোম প্যাঁচার নক্সা—বাঙ্গালা সামাজিক ব্যঙ্গকাব্য। বঙ্গীয় সমাজের দূষিত চিত্র প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রথমাবস্থায় রচিত। ইহা গ্রাম্য বা কথোপকথনের ভাষায় লিখিত। ইহাতে পূর্ব্বকালের চড়ক, বারোয়ারি, কবির গান, জামাই তামাসা, সহরে অবতার, স্নানযাত্রার কাণ্ড প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ এই গ্রন্থখানির রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

হোমশিখা—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। ইহাতে কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর কবিতা আছে।

সরল বাঙ্গালা অভিধান।

-:*:-

তৃতীয় ভাগ।

বাঙ্গালা উপন্যাসনাটকাদির অন্তর্গত চরিত্রাবলী।

অ

অখিলচন্দ্র দত্ত—নাটক নভেলাদি পড়িয়া অখিলের ধারণা হইয়াছিল যে, নিজে দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ না করিলে সেই বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত প্রণয় হইতে পারে না। সেই জন্য অখিল স্বীয় ভার্য্যা তরুবালার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করিতেন না। মাতা প্রসন্নময়ীকে ইনি বলিয়াছিলেন যে, তরুবালার সহিত ইঁহার "প্রণয়"—যাহাকে "লভ" বলে—সেই প্রণয় হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মাতা কথাটা বুঝিতে না পারায় ইনি বলিলেন—"সেকালে প্রণয় ছিল না, তা বুঝ্‌বে কেমন করে?" হীরালাল নামক অখিলের জনৈক অনুগত ব্যক্তি পারুল নাম্নী একটি বেশ্যার নিকট অখিলকে লইয়া যায়। পারুল ইংরাজী ও বাঙ্গালা কবিতার আবৃত্তি করিয়া অখিলের মন হরণ করে। অখিল বুঝিলেন, এইখানেই "পবিত্র প্রণয়" মিলিল। তরুবালা একদিন অখিলকে পায় ধরিয়া রাত্রিকালে গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন ও বলিলেন. পারুলের অনেক আছে, তাহার আর কেহ নাই। এই কথা শুনিয়া অখিল তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া গেলেন। একদিন অসময়ে পারুলের বাড়ীতে আসিয়া অখিল দেখিলেন যে, শোভনলাল নামক একজন মথুরার চোবে তাহার কক্ষে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছে। পবিত্র-প্রণয়-প্রয়াসী অখিলের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। অখিল গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। প্রতিবেশী মৃত্যুঞ্জয় বসু ও তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী আমোদিনী অখিল ও তরুবালাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আমোদিনীর পরামর্শে তরুবালা পুষ্পাভরণে ভূষিতা হইয়া পাগলিনীর ভাণে অখিলের নিকট প্রণয়বিষয়ক কবিতার আবৃত্তি করিলে, অখিল ব্যথিত ও অনুতপ্ত হৃদয়ে বলিলেন;—"আমি যা পাবার জন্য এতকাল লালায়িত হয়ে বেড়িয়েছি, যার তরে ছলনাময়ী সর্ব্বনাশী কুহকীর চাতুরী-জালে পড়েছিলেম, সুশীতল সলিল ভেবে বালুকাময় মরীচিকায় পড়েছিলেম, অমরাবতীর সে ঐশ্বর্য্য আমার ঘরে ছিল—আমি চিন্‌তে পারিনি।" অখিল তরুবালাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। অপুত্রক মৃত্যুঞ্জয় অখিলকে নাতি বলিতেন। তিনি পোষ্যপুত্র লইবার ইচ্ছা মন হইতে বিদূরিত করিয়া, সমস্ত বিষয়সম্পত্তি অখিলের নামে লেখাপড়া করিয়া দিলেন। (অমৃতলাল—তরুবালা)।

অঘোর—হরিশের কন্যা সুশীলার স্বামী। অঘোর বিমাতার বাক্স ভাঙ্গিয়া চুরী করিয়া পলায়ন করেন এবং আগ্রায় সদারং বর্ম্মণ নাম ধারণ করিয়া ডাক্তারী করিতে থাকেন। সেখানে একদিন সদারং একটি স্ত্রীলোকের চিকিৎসা করিতে গিয়া দেখেন যে, তাহার গর্ভস্রাব হইয়াছে ও সেও দেহত্যাগ করিয়াছে। পরে জানা যায় যে, ঐ রমণী মোহিনীমোহনের ভ্রাতৃবধূ, এবং মোহিনীই তাহার এই দুর্দ্দশা করিয়াছেন. ভয়ে অঘোর পলায়ন করিয়া এখানে সেখানে গোপনে বেড়াইতে থাকেন। এই সময়ে সংবাদপত্রে অঘোরের মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হয়। পরে কলিকাতায় আসিয়া হরিশের দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা নবর সহিত অঘোরের সাক্ষাৎ হইলে তিনি স্ত্রীর পাতিব্রত্য ও শ্বশুরের দুর্দ্দশার কথা অবগত হন। শ্বশুরের অনিষ্টকারী মোহিনীমোহনকে শাস্তি দিবার জন্য অঘোর দৃঢ় সংকল্প করেন। অর্থাভাবে একদিন ইনি মোহিনীর এক দারবানের বাক্স ভাঙ্গেন। অঘোর গোহিরপুরের জমীদার তেজচন্দ্র বাহাদুর সাজিয়া মোহিনীর নিকট হইতে অনেক টাকা ধার করেন। মোহিনীর একখানি মূল্যবান্ দলিল লইয়া তাঁহার সরকার গুণনিধি পলায়ন করিতেছিলেন। অঘোর "অন্ধ-নাচার" সাজিয়া কৌশলে সেই দলিলখানি হস্তগত করেন। সুশীলাকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে মোহিনী তাহাকে পিতার ভদ্রাসন বাড়ীখানি দিলেন, এইরূপ একখানি দলিল লিখিয়া অঘোর প্রভৃতির কৌশলে সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলে অঘোর সেইখানি কাড়িয়া লন। পত্নীর কথা শুনিয়া অঘোর একদিন গোপনে তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। দর্শনাবধি সুশীলার সহবাস-লালসা অঘোরের হৃদয় অধিকার করিল। কিন্তু তিনি দুষ্কর্ম্মান্বিত বলিয়া স্বামিপরিচয়ে পত্নীকে লজ্জিত করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কিছুদিন পরে অঘোর তাঁহার মাতামহ-দত্ত অনেক টাকা ওয়ারিসহিসাবে প্রাপ্ত হইয়া যাহার যাহার নিকট ইতঃপূর্ব্বে অবৈধভাবে টাকা লইয়াছিলেন, অতিরিক্ত অর্থসহিত তৎসমুদয় তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন; পরে সাহেব সাজিয়া পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন মোহিনীর সহিত হরিশের মনোবাদ দূর হইয়াছে। হরিশ বাড়ী ফিরিয়া পাইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মোহিনীর কন্যা হেমাঙ্গিনীকে পুত্রবধূরূপে পাইয়াছেন। অঘোরকে দেখিয়া মোহিনী হরিশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই কি তোমার জামাই?" হরিশ উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ, এই আমার হারানিধি।" (গিরিশচন্দ্র—হারানিধি)।

অঘোরের চরিত্র বড় বৈচিত্র্যময়। এই চরিত্র ষ্টার থিয়েটারে অভিনয় করিয়া অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (যিনি "বেল বাবু" নামে প্রসিদ্ধ) সাতিশয় প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থ এই নাটকখানি তাঁহার আত্মাকেই উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন।

অটলবিহারী—জীবনচন্দ্র রায় নামক জনৈক ধনবানের পুত্র। উকিল নকুলেশ্বর বাবুর বাগানে গিয়া এবং নিমচাঁদ নামক জনৈক ইংরাজীশিক্ষিত মাতাল ব্যক্তির সংসর্গে পড়িয়া অটল মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত হইয়া পড়েন। পিতা এবং খুড়শ্বশুর গোকুল বাবু ইঁহাকে শাসন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু মাতার প্রশ্রয়ে সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কাঞ্চন নাম্নী একটি বেশ্যাকে লইয়া অটল উন্মত্ত হইয়া উঠেন; এমন কি দিবসেও তাহাকে বাড়ীর বৈঠকখানায় আনিতে থাকেন। পত্নী কুমুদিনীর সহিত ইঁহার দেখা সাক্ষাৎ ঘটিত না। কাঞ্চন একদিন অটলকে না বলিয়া নকুলেশ্বরের বাগানে গিয়াছিল, সেই দুঃখে অটল গলায় রুমাল বাঁধিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে, কাঞ্চন বাড়ীর ভিতরে গিয়া অটলের মাতা ও ভগ্নী সৌদামিনীকে বৈঠকখানায় ডাকিয়া আনে। খুড়শাশুড়ী অনঙ্গমঞ্জরী (গোকুলবাবুর পত্নী) অত্যন্ত সুন্দরী বলিয়া অটল তাঁহাকে বৈঠকখানায় আনিবার জন্য একটি হিজড়াকে নিযুক্ত করেন। সেদিন অটলের অন্দরমহলে মেয়ে-কবি-উপলক্ষে অনেক স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন। অনঙ্গমঞ্জরী কোমরে একছড়া চেন পরিয়াছিলেন। সেই চেনধারিণীই হিজড়ার লক্ষ্য। কিন্তু আহারের পরিবেশনের সময় অনঙ্গমঞ্জরী চেন-ছড়াটি অটলের স্ত্রীকে পরিতে দিয়াছিলেন। ভ্রমে পড়িয়া হিজ্‌ড়া তাঁহাকেই অটলের বৈঠকখানায় মুখের মাল চাপা দিয়া লইয়া আইসে। অটল তাঁহাকে বাগানে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে, তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। অটল রুমালখানি সরাইয়া দেখেন যে, অনঙ্গমঞ্জরীকে না আনিয়া তাঁহারই পত্নীকে আনা হইয়াছে। তখন অটলের পিতৃব্য রামধন রায় আসিয়া অটলকে পাদুকা প্রহার করিলেন এবং পার্শ্বের কক্ষ হইতে নিমচাঁদকে টানিয়া আনিয়া তাঁহারও যৎপরোনাস্তি শারীরিক নিগ্রহ করিলেন। (দীনবন্ধু—সধবার একাদশী)।

কথিত আছে, চব্বিশ পরগণার মধ্যে জনৈক জমীদারের পুত্রের সম্বন্ধে কতকটা বাস্তব ঘটনা লইয়া অটলের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে।

অভয়কুমার—ইনি বিজয়বল্লভপ্রতিষ্ঠিত জামাই বারিকের অন্যতম অধিবাসী। গর্ব্বিতা ভার্য্যা কামিনী কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া ইনি বারিক ত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া যান। পরে শ্বশুরের অনুরোধে আবার বারিকে ফিরিয়া আসেন। রাত্রে কামিনীর কক্ষে আসিলে তিনি ইঁহার গাত্রে দুর্গন্ধের ভান করিয়া "গন্ধে মলুম" বলিয়া চীৎকার করেন। ইঁহার ভ্রাতৃজায়া আসিয়া ইঁহাকে ভৎর্সনা করিলে, স্বামীকে সেই ভৎর্সনার মূল ভাবিয়া ইনি স্বামীকে বলেন—"খাটে উঠ্‌বে আর ন-দিদির মত করব—নাতি মেরে নাবিয়ে দেব"। অভয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"বটে—এতদূর?" তাহাতে কামিনী বলিলেন, "চক্ রাঙ্গাচ্ছ, মারবে না কি?" অভয় উত্তর করিলেন—"গোঁয়ার হলে মাত্তেম"। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"কামিনি, আমি তোমার স্বামী; কামিনি, আমি জন্মের মত যাই, তোমাকে একটি কথা বলে যাই; তোমার কথায় আমার চক্ষু দিয়ে কখন জল পড়ে নি, আজ পড়্‌ল"। এই বলিয়া অভয়কুমার প্রস্থান করিলেন। তাহার পর কামিনী স্বীয় দুর্ব্যবহারে ব্যথিতা হইয়া অত্যন্ত অবসন্না হইয়া পড়িলেন। অভয়কুমার বৃন্দাবনে গিয়া, স্বদেশবাসী, দ্বিপত্নীক পদ্মলোচনের আশ্রয়ে বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক এক বার কামিনীকে মার্জ্জনা করিয়া তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবার বাসনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরে পদ্মলোচনের ভ্রাতুষ্পুত্রের পত্রে অবগত হইলেন যে, কামিনী আত্মহত্যা করিয়াছেন। এদিকে কামিনী অনুসন্ধানপূর্ব্বক স্বামীর বাসস্থান জানিতে পারিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া বৈষ্ণবী বেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে অভয়কুমার তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত কণ্ঠি বদল করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উভয়ের বিবাহ হইল। পরে কামিনী আত্মপ্রকাশ করিয়া স্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে অভয়কুমার তাঁহার পতিপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। (দীনবন্ধু—জামাই বারিক)।

অধিকারী—হিজলীর সন্নিকট ভবানীমন্দিরের পূজক। কাপালিকের হস্ত হইতে নবকুমারকে উদ্ধার করিয়া কপালকুণ্ডলা তাঁহাকে এই অধিকারীর নিকট আনেন। উভয়ের মত করাইয়া অধিকারী ইঁহাদের বিবাহ দিয়া সপ্তগ্রামে যাইতে পরামর্শ দেন। মেদিনীপুরের পথ পর্য্যন্ত ইনি উঁহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—কপালকুণ্ডলা)।

অভিরাম স্বামী—শশিশেখর ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ গড়মান্দারণের নিকটবর্ত্তী গ্রামে বাস করিতেন। ইনি একটি রমণীতে আসক্ত হন। সেই রমণীর গর্ভে ইঁহার একটি কন্যা জন্মে। সেই কন্যার সহিত উত্তরকালে বীরেন্দ্রসিংহের বিবাহ হয়। তিলোত্তমা সেই বিবাহের ফল। শশিশেখর কলঙ্কিত হইয়া গৃহত্যাগ পূর্ব্বক কাশীধামে গিয়া এক দণ্ডীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেখানেও ইনি এক শূদ্রা রমণীতে আসক্ত হন। দণ্ডী ইঁহাকে তাড়াইয়া দিলে শশিশেখর নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। পরে দিল্লীতে আসিয়া অভিরামস্বামী এই নাম গ্রহণ করেন। সেইখানে শূদ্রাগর্ভজাতা কন্যা বিমলা আসিয়া ইঁহার সহিত মিলিতা হন। বীরেন্দ্র সিংহ তখন দিল্লীতে মোগল সরকারে উচ্চ কর্ম্ম করেন। তিনি বিমলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইলে অভিরাম তাঁহাকে বিমলার পাণিগ্রহণ করিতে বলেন। বীরেন্দ্র তাহাতে অসম্মত হইলে অভিরাম বিমলাকে মানসিংহের মহিষী উর্ম্মিলা দেবীর দাসী স্বরূপে নিযুক্ত করেন। সেখানে এক রাত্রে বীরেন্দ্র সিংহ গোপনে উপস্থিত হইলে, মানসিংহ তাঁহাকে বিমলার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিতে চান। বীরেন্দ্র এবারেও অসম্মত হইলে কারানিক্ষিপ্ত হন। অবশেষে ইনি বিমলাকে বিবাহ করিয়া পরিচারিকাভাবে গড়মান্দারণে আনেন। অভিরাম স্বামীও সেই সময়ে এইখানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। মোগল-পাঠান-যুদ্ধে অভিরাম বীরেন্দ্র সিংহকে মোগলপক্ষ অবলম্বন করিতে বলেন। বীরেন্দ্র কতলু খাঁর আদেশে বধ্যভূমিতে আনীত হইলে অভিরাম সেইখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কতলু খাঁকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে বিমলা আস্‌মানি দ্বারা অভিরামের নিকট হইতে ছুরিকা আনাইয়াছিলেন। বিমলা ও তিলোত্তমা পাঠান-দুর্গ হইতে মুক্তি লাভ করিলে অভিরাম ইঁহাদিগকে আপনার সঙ্গে লইয়া যান। তিলোত্তমা মানসিক পীড়ায় কঠিনভাবে আক্রান্ত হইলে, অভিরাম নানারূপ চিকিৎসা করেন। শেষে বনমধ্যে এক ভগ্ন অট্টালিকায় আনিয়া তাঁহাকে রাখেন এবং জগৎ সিংহকে একখানি পত্র লিখেন। পত্রের মর্ম্ম এই—"যদি ধর্ম্মভয় থাকে, যদি ব্রহ্মশাপের ভয় থাকে, তবে পত্র পাঠ মাত্র এই স্থানে একা আসিবে।—অহং ব্রাহ্মণঃ।" নির্দ্দিষ্ট স্থানে জগৎ সিংহ আসিলে অভিরাম তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত অবগত করিয়া তিলোত্তমার নিকট লইয়া গেলেন। জগৎ সিংহকে দেখিয়া তিলোত্তমা ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। পরে জগৎ সিংহের প্রস্তাবে সকলে গড়মান্দারণে

আসিলেন। সেইখানে অভিরাম স্বামী দৌহিত্রী তিলোত্তমাকে অম্বরের রাজকুমার জগৎ সিংহের হস্তে সমর্পণ করিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—দুর্গেশনন্দিনী)।

অমরনাথ ঘোষ—বাল্যকালে লবঙ্গলতার প্রতি ইঁহার ভালবাসা জন্মে, এবং তাঁহার সঙ্গে ইঁহার বিবাহের সম্বন্ধও স্থির হইয়া যায়। কোন কারণে ইঁহাদের বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে ভবানীনগরের রামসদয় মিত্র লবঙ্গলতার পাণিগ্রহণ করেন। এক রাত্রে গোপনে অমরনাথ ইঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া ইঁহার কক্ষে সিঁদ কাটিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া লবঙ্গলতা তপ্ত শলাকা দ্বারা ইঁহার পৃষ্ঠে "চোর" এই নাম অঙ্কিত করিয়া দেন। পরে এই নিমিত্ত তিনি অনুতপ্ত হইয়া অমরনাথের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন; অমরনাথও ইঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেন। হতাশ অমরনাথ দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া কাশীধামে জন্মান্ধ রজনীর জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইলেন। পরে বাঙ্গালা দেশে আসিয়া এক স্থানে দেখিলেন যে, জনৈক দুর্বৃত্ত একটি স্ত্রীলোককে আক্রমণ করিয়াছে। তাহার হস্ত হইতে রমণীকে উদ্ধার করিয়া অবগত হইলেন যে, এই রমণীই রজনী। রজনীকে কলিকাতায় আনিয়া তাঁহার মেসো রাজচন্দ্র দাসের নিকটে রাখিলেন। অনেক যত্ন ও অনুসন্ধান করিয়া অমরনাথ প্রতিপন্ন করিলেন যে, রজনী রামসদয়ের ভুজ্যমান বিষয়ের অধিকারিণী। রজনীর রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া অমরনাথ তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে কৃতজ্ঞ-হৃদয়া রজনী তাহাতেই সম্মতা হইলেন। রজনী প্রাপ্ত বিষয় লবঙ্গলতাকে দান করিতে চাহিলেও, অমরনাথ তাঁহাকে বিবাহ করিবার সংকল্প ত্যাগ করিলেন না। অমরনাথ বলিলেন—আমি রজনীকে বিবাহ করিতেছি—বিষয় বিবাহ করিব না। পরে যখন দেখিলেন যে, রজনী ও শচীন্দ্রনাথ পরস্পরে অনুরক্ত, লবঙ্গলতা তাঁহাকে এ বিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্ম অনুরোধ করিতেছে; যখন বুঝিলেন, এ বিবাহে রজনী অসুখী, শচীন্দ্র অসুখী, আর লবঙ্গলতা অসুখী, তখন তিনি এ সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইয়া সংসারের নিকট বিদায় লইলেন। যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল, তাহা রজনীর স্বামীকে দিলেন। এই মর্ম্মের একখানি দানপত্র লবঙ্গলতার হস্তে দিয়া অমরনাথ আবার দেশত্যাগ করিলেন। দুই বৎসর পরে ভবানী নগরে আসিয়া দেখিলেন যে, স্বামী শচীন্দ্রের সহিত রজনী সেইখানে বাস করিতেছেন। সন্ন্যাসীর চিকিৎসায় রজনীর দৃষ্টিহীনতা রোগ সারিয়াছে এবং তিনি পুত্রবতী হইয়াছেন। পুত্রের নাম জিজ্ঞাসা করিলে শচীন্দ্র বলিলেন—"অমরপ্রসাদ।" (বঙ্কিমচন্দ্র—রজনী।

কাব্যসুন্দরী-প্রণেতা বলেন—"প্রতাপের হৃদয়ের উপর বঙ্কিম বাবু আর এক রেখা বর্ণ প্রয়োগ করিয়া অমরনাথকে সৃষ্টি করিয়াছেন।"………"অমরনাথ মানবের ঔদার্য্য ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়া মানব-প্রকৃতিকে উচ্চপদে তুলিয়াছেন।"

অরবিন্দ—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। হরবিলাসের মহাতাপমুখী নাম্নী একটি ক্ষত্রিয়া রক্ষিতার কন্যা চাঁপা, ইঁহাদের কাশীপুরের বাড়ীতে বাস করিত। একদিন সে অরবিন্দের স্ত্রী ক্ষীরোদবাসিনীর কক্ষে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল; পত্নীভ্রমে অরবিন্দ তাহাকে আলিঙ্গন করেন। চাঁপা দুশ্চরিত্রা বলিয়া গৃহ হইতে বিতাড়িত হইল। অরবিন্দও ভগ্নী সম্পর্কীয়ার স্পর্শজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে অজ্ঞাতবাসে গেলেন। যাইবার সময় নিজের ও চাঁপার নির্দ্দোষতা জ্ঞাপন করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী বেশে যখন পুরুষোত্তমে থাকেন, তখন অরবিন্দ সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত হইলে, একজন সন্ন্যাসী তাঁহাকে যত্ন সেবা করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করে। সেই সন্ন্যাসীটি ছদ্মবেশিনী চাঁপা। অরবিন্দ কিন্তু কিছুতেই তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। অরবিন্দ নাগপুরে কোন দুশ্চরিত্রার ছলনায় বিপদে পড়িবার উপক্রম হইলে, এই সন্ন্যাসীই তাঁহাকে বিপন্মুক্ত করে। পরে কাশীতে আসিয়া অরবিন্দ অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে, সিদ্ধেশ্বর ও ললিতমোহনের সঙ্গে সেইখানেই ইঁহার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। তাঁহাদের অনুরোধে ইনি দেশে আসিয়াই শুনিলেন যে, পিতা পোষ্যপুত্র লইতে উদ্যত হইয়াছেন। অরবিন্দ ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলে, ললিত ও সিদ্ধেশ্বর ইঁহাকে পিতৃভবনে লইয়া আসেন। এখানে দেখিলেন যে, তিন দিন হইল আর একজন অরবিন্দ আসিয়াছে। যখন দেখিলেন যে, পূর্ব্বপরিচিত সন্ন্যাসীই অরবিন্দপরিচয়ে পিতৃভবনে অবস্থিতি করিতেছে, তখন ইনি আর স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দিহান হইলেন না। পরে প্রকাশ পাইল যে, চাঁপাই সেই সন্ন্যাসী। (দীনবন্ধু—লীলাবতী)।

অহল্যা—বণিক্-পত্নী। ইঁহার রূপদর্শনে বিমোহিত হইয়া বিল্বমঙ্গল ইঁহার স্বামীর নিকট একরাত্রের জন্ম আশ্রয় ও ইঁহার সহবাস প্রার্থনা করেন। বণিক্ সম্মত হইয়া তাঁহাকে গৃহে আনেন এবং অহল্যাকে প্রস্তুত হইতে বলেন। অহল্যা প্রথমে অস্বীকৃতা হন। পরে যখন স্বামী বুঝাইলেন যে, অতিথির প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলে পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে, আর নারায়ণ পরীক্ষার্থে অতিথি দ্বারা এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, তখন অহল্যা বলিলেন—

ধর্ম্মাধর্ম্ম কি আছে আমার?
স্বামী, প্রভু, কি পরীক্ষা আর?
আমি দাসী, আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মোর,
তব পদে শুভাশুভ বিচারের ভার।

বিল্বমঙ্গল কক্ষে প্রবেশ করিলে অহল্যা তাঁহাকে পালঙ্কে বসিতে বলিলেন। বিল্বমঙ্গল তাহা না করিয়া ইঁহার নিকট হইতে অলঙ্কারের দুইটা কাঁটা লইলেন, আর বলিলেন—"মা, তোমার স্বামীকে বলগে, আমি তোমার পাগল ছেলে।" বিল্বমঙ্গল কাঁটার সহিত চক্ষুর্দ্বয় বিদ্ধ করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাখালবেশী শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে বণিক্ ও অহল্যা বিল্বমঙ্গলকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং সেখানে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি দেখিতে সমর্থ হন। (গিরিশচন্দ্র—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর)।

আ

আদুরী—গোলকচন্দ্র বসুর বাড়ীর বর্ষীয়সী পরিচারিকা। বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ সরলা ইহাকে একদিন স্বামিবিষয়ক কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আদুরী বলিয়াছিল যে, সে "মোরে ঘুমুতি দিত না, ঝিমুলি বলতো 'পরাণ ঘুমুলে?' সাহেবদের কাছে যাইবার কথা উঠিলে আদুরী বলিয়াছিল—"থু! থু! থু! গোন্দো! প্যাজির গোন্দো"। (দীনবন্ধু—নীলদর্পণ)।

আমোদিনী—বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় মল্লিকের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। স্বামী-স্ত্রীতে বিলক্ষণ ভালবাসা জন্মিয়াছিল। ইঁহারা দুইজনেই অখিল ও তরুবালাকে অত্যন্ত স্নেহ-যত্ন করিতেন। অখিলের দুর্ব্যবহারে তরুবালাকে ব্যথিতা দেখিয়া আমোদিনী তাঁহাকে পতিবশ করিবার পরামর্শ দিলেন। সেই পরামর্শ অনুসারে তরুবালা পুষ্পাভরণে ভূষিতা হইয়া উদ্ভ্রান্ত-প্রেমিকা সাজিয়া অখিলের শ্রুতিগোচরে প্রণয়াত্মক কবিতার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। অখিল তাহা শুনিয়া পত্নীতে আকৃষ্ট হইলেন এবং সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। আমোদিনী একদিন বলিয়াছিলেন—"মেয়ে মানুষের

স্বামী আর পুরুষের ঘোড়া,—দুই-ই এক, যত দিন বুনো থাকে, লাথি ছোড়ে, দাঁত দেখায়; কষ্টে সৃষ্টে বাগে আনতে পারিলেই চড়ে বেড়াও, চাবুক দাও।" আমোদিনী তরুবালাকে বলিয়াছিলেন,—"স্বামী কিসে সুখী হয়, এই আমার জীবনে ধ্যান, জ্ঞান, সেই ধ্যানের ফলেই আমার বুড়ো স্বামীকে মনের মতন ক'রে নিয়েছি।" (অমৃতলাল—তরুবালা)।

আবুহোসেন—বোগদাদবাসী সৌখীন যুবক। বন্ধুগণকে মদ্যপান ও আহার করাইয়া ইনি বিস্তর অর্থ নষ্ট করিয়াছিলেন। মাতার পরামর্শে একদিন ইয়ারগণকে বলিলেন, 'আজ তোমরা খরচ করিয়া খাওয়াও।' ইয়ারগণ অসম্মত হইয়া প্রস্থান করিলে, আবু প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর কাহারও সঙ্গে স্থায়ী বন্ধুত্ব করিবেন না; কেবল বিদেশী লোক ডাকিয়া একরাত্রি মাত্র তাহার আতিথ্য সৎকার করিয়া বিদায় দিবেন। সেই রাত্রে বোগদাদের সুপ্রসিদ্ধ খালিফ হারুণ-অল-রসীদ বিদেশী সওদাগর বেশে আবুর আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। পান আহারের সময় খালিফ জানিলেন যে, জনৈক ইমাম আবুর মাতাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছিল, তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য অন্ততঃ একদিনের জন্য আবু বাদসাই করিতে অভিলাষ করেন। মদিরা সহিত আহিফেনচূর্ণ মিশাইয়া বাদসাহ আবুকে তাহা পান করাইয়া অজ্ঞান করিয়া প্রাসাদে লইয়া গেলেন। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে আবু দেখেন যে, তিনি রাজপরিচ্ছদপরিহিত হইয়াছেন, সখীসমেত রোসেনা নাম্নী এক রমণী তাঁহার চিত্তবিনোদনে নিযুক্তা আছেন, উজির আসিয়া তাঁহাকে রাজদরবারে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। আবু প্রথমে এ সকল ঘটনা স্বপ্নপ্রসূত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, পরে ইহার সত্যতায় প্রতীত হইয়া দরবারে গমন করিলেন। সেখানে বিচারকার্য্যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন। ইমামকে আনাইয়া তাহাকে পঁচিশ কোড়া লাগাইবার হুকুম দিলেন। রাত্রিকালে আবার অজ্ঞানাবস্থায় আবু স্বগৃহে আনীত হইলেন। প্রভাতে নিদ্রোত্থিত হইয়া ইনি বাদশার ন্যায় আচরণ ও কথাবার্ত্তা করিতে আরম্ভ করিলে, প্রতিবেশীরা ইহাকে পাগলা গারদে প্রেরণ করে। সেখানে বেত্রাঘাতে ইহার বাদসাই ভাবের তিরোধান হয়। গৃহে ফিরিয়া আসিলে, সওদাগর-বেশী বাদসাহের সহিত আবার ইহার সাক্ষাৎ হয়। বাদসাহও ইহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কথায় কথায় রোসেনার প্রতি আবুর প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছে এবং তাঁহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে জানিতে পারিয়া আবুকে পূর্ব্বের মত অজ্ঞান করাইয়া প্রাসাদে আনান, এবং পরদিন প্রাতে নিজের পরিচয় দিয়া বেগমের প্রিয় বাঁদী ও পালিতা কন্যা রোসেনার সহিত ইহাঁর বিবাহ দিয়া তাঁহাকে আবুর গৃহে পাঠাইয়া দেন। আবার লোক মরিয়াছে এই ছল করিয়া আবু মধ্যে মধ্যে বাদসাহের নিকট হইতে অর্থ আনিতেন। একদিন স্ত্রীপুরুষে পরামর্শ করিলেন যে, স্ত্রী মরিয়াছে বলিয়া আবু বাদসাহের নিকট হইতে এবং স্বামী মরিয়াছে বলিয়া রোসেনা বেগমের নিকট হইতে কবরের খরচ আনিবেন। পরামর্শমত কার্য্য হইলে কে মরিয়াছে এই সংবাদ সঠিক জানিবার জন্য বাদসা অনুচর মসুরকে এবং বেগম দাইকে পাঠাইলেন। মসুর আসিতেছে দেখিয়া আবু রোসেনাকে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিতে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, এবং মসুরকে বলিলেন, "এখন কবরের খোরাকী কিছু নিয়ে এস।" মৃত্যুর পর কবরে যাইয়া মানুষ কি প্রকারে খাইবে, ইহা মসুর কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে আবু বলিলেন—"অবলার বড় নোলা, মলেও খায়।" মসুর চলিয়া গেলে দাইকে আসিতে দেখিয়া আবু মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন, এবং রোসেনাকে কাঁদিতে বলিলেন। দাই চলিয়া যাইবার পর, যখন বাদসা ও বেগম আসিলেন, তখন আবু ও রোসেনা উভয়েই কাপড় মুড়ি দিয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। উহাঁরা সন্দেহপ্রযুক্ত যখন বলিলেন যে, কে আগে মরিয়াছে বলিলে সে হাজার আসরফি পুরস্কার পাইবে, তখন উভয়েই গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "আমি আগে মরিয়াছি।" (গিরিশচন্দ্র—আবুহোসেন)।

মিনার্ভা থিয়েটারে ও পরে অন্যান্য স্থানে আবুর চরিত্র অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

আয়েষা—উড়িষ্যার পাঠান-অধিপতি কতলু খাঁর কন্যা। আহত ও মূর্চ্ছিতাবস্থায় জগৎসিংহ পাঠান-দুর্গে আনীত হইলে আয়েষা দিবারাত্র তাঁহার নিকটে থাকিয়া বহুদিন যাবৎ সেবা শুশ্রূষা করিবার পরে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও সেনাপতি ওসমান আয়েষাকে ভালবাসিতেন। কিন্তু আয়েষা জগৎসিংহের একান্ত অনুরাগিণী হইয়া পড়িলেন এবং গোপনে হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি পোষণ করিতে লাগিলেন। কতলু খাঁর জন্মোৎসব রাত্রিতে তিলোত্তমা জগৎসিংহের গৃহে আনীত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, আয়েষা আসিয়া তাঁহাকে কোলে লইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করেন। জগৎসিংহ পূর্ব্বে জানিতেন না যে, আয়েষা তাহাতে অনুরক্তা। আয়েষা প্রশ্ন করিয়া ভাবে বুঝিলেন যে, জগৎসিংহ তিলোত্তমার অনুরাগী। আয়েষা নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময়ে ওসমান আসিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "এ উত্তম"। আয়েষা ওসমানকে কোন কৈফিয়ত দিতে প্রস্তুত নন। পরে আবার জিজ্ঞাসিত হইলে জগৎসিংহকে নির্দ্দেশ করিয়া সদর্পে বলিলেন—"এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর—যাবজ্জীবন অন্য কে আমার হৃদয়ে স্থান পাইবেন না। কাল যদি বধ্যভূমি ইহাঁর শোণিতে আর্দ্র হয়, তথাপি দেখিবে হৃদয়-মন্দিরে ইহাঁর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্তকাল পর্য্যন্ত আরাধনা করিব। এই মুহূর্ত্তের পর যদি আর চিরন্তন ইহাঁর সঙ্গে দেখা না হয়, কাল যদি ইনি মুক্ত হইয়া শত মহিলার মধ্যবর্ত্তী হন, আয়েষার নামে ধিক্কার করেন, তথাপি আমি ইহাঁর প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী দাসী রহিব।" পরে আবার ওসমানকে শান্ত করিবার জন্য আয়েষা তাঁহাকে বলিলেন—"আমি তোমার পূর্ব্বমত স্নেহ-পরায়ণা ভগিনী, ভগিনী বলিয়া তুমিও পূর্ব্ব স্নেহের লাঘব করিও না।" মোগল-পাঠানের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের পর জগৎসিংহ যখন স্বদেশে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে আয়েষার বিদায়সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন, তখন আয়েষা তাঁহার এ প্রার্থনা পূরণ করিলেন না। আয়েষা পরে এক পত্র লিখিয়া জগৎ সিংহকে জানাইলেন যে, ওসমানের প্রাণে ব্যথা লাগিবে বলিয়া তিনি জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। আরও লিখিলেন—"আমি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নহি। আমার যাহা দিবার, তাহা দিয়াছি, তোমার নিকট প্রতিদান কিছু চাহি না।" জগৎসিংহের সহিত তিলোত্তমার বিবাহের সময়, আয়েষা নিজ প্রার্থনা মতে নিমন্ত্রিতা হইয়া গড়মান্দারণে আসিলেন এবং স্বহস্তে নিজ দত্ত বহুমূল্য অলঙ্কারে তিলোত্তমাকে ভূষিতা করিলেন। তিলোত্তমা এই সকল অলঙ্কারের প্রশংসা করিলে আয়েষা উত্তর করিলেন —"তুমি আজ যে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ সকল তাঁহার চরণরেণুর তুল্য নহে।" মনে মনে

ভাবিতে লাগিলেন—"এ সরল প্রেম প্রতিম মুখ দেখিয়া ত বোধ হয় প্রাণেশ্বর কখন মনঃপীড়া পাইবেন না। যদি বিধাতার অন্তরূপ ইচ্ছা না হইল, তবে তাঁহার চরণে এই ভিক্ষা যে, যেন ইহার দ্বারা তাঁহার চিরসুখ সম্পাদন করেন।" আয়েষা জগৎসিংহের সহিত দেখা করিলেন না। যাইবার সময় তিলোত্তমাকে বলিয়া গেলেন—"আমি যে রত্নগুলি দিলাম, অঙ্গে পরিও। আর আমার—তোমার সাররত্ন হৃদয় মধ্যে রাখিও।" "তোমার সাররত্ন" বলিতে আয়েষার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। তিনি দ্রুতবেগে গৃহত্যাগ করিয়া আপনার গৃহে ফিরিলেন। বাতায়নে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে নিজ অঙ্গুলি হইতে একটি গরলাধার অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিলেন। একবার মনে করিলেন, ইহা পান করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করি; আবার ভাবিলেন—"এই কাজের জন্ম কি বিধাতা আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন, যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম, তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন? জগৎসিংহ শুনিয়াই বা কি বলিবেন? আবার ভাবিলেন—"এ লোভ সংবরণ করা রমণীর অসাধ্য। প্রলোভনকে দূর করাই ভাল।" এই বলিয়া আয়েষা সেই অঙ্গুরীয়টি দুর্গপরিখাজলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—দুর্গেশনন্দিনী)।

আয়েষা সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনি আয়েষা।" কাব্যসুন্দরী-প্রণেতা পূর্ণচন্দ্র বসু বলেন—"আয়েষাকে শরীরী বলিয়া বোধ হয় না; তিনি যেন সমুদায় হৃদয়কোমলতা।"

আস্‌মানি—প্রথমে মানসিংহের, পরে তিলোত্তমার দাসী। দিল্লীতে যখন বিমলা মানসিংহের গৃহে থাকিতেন, তখন এক রাত্রিতে আসমানি বীরেন্দ্রসিংহকে গোপনে বিমলার কক্ষে আনিয়াছিল। পরে বিমলার সঙ্গে গড়মান্দারণে আসিয়া বাস করে। বিমলা জগৎসিংহের সহিত দেখা করিবার অভিপ্রায়ে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসমানিকে সঙ্গে লইবার ইচ্ছা করেন। পরে মনে হইল জগৎসিংহ আসমানিকে চিনিতে পারিবেন। সেই জন্ম আসমানি গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ নামক এক মূর্খ অথচ নিরীহ ব্রাহ্মণকে বিমলার সঙ্গে দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট গমন করে। ব্রাহ্মণ তখন গৃহের মধ্যে অন্নাহার করিতেছিলেন। আসমানি বাহির হইতে "ও রসিকরাজ! রসরাজ!" প্রভৃতি মিষ্ট সম্বোধনে ব্রাহ্মণকে আহার করিবার সময় কথা কহাইল। পরে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণের পরিত্যক্ত অন্ন নিজে খাইয়া ভুক্তাবশিষ্ট ব্রাহ্মণকে খাওয়াইল। ব্রাহ্মণের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিবে, এই প্রলোভন দেখাইয়া নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণকে গৃহের বাহিরে আনিয়া বিমলার সঙ্গী করিয়া দিল। বিমলা যখন পাঠান-দুর্গে বন্দিনী, তখন আসমানি পরিচারিকারূপে দুর্গে স্থান পাইল। বিমলার কথায় আসমানি অভিরাম স্বামীর নিকট হইতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা আনিয়া তাঁহাকে দিয়াছিল। তিলোত্তমা দুর্গ হইতে বহির্গত হইলে, আসমানি তাঁহাকে অভিরাম স্বামীর কাছে লইয়া যায়। (বঙ্কিমচন্দ্র—দুর্গেশনন্দিনী)।

আসমানির রূপ বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকার "অঙ্গুলি-কণ্ডুয়ন-বিষম-বিকার সমুৎপাদিনী" "বটতলা-বিদ্যা-প্রদীপ-তৈল-প্রদায়িনী" বাগ্‌দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। আসমানির রূপবর্ণনা গ্রন্থের একটী উপাদেয় বস্তু।

ইন্দিরা—মহেশপুরের জমিদার হরমোহন দত্তের কন্যা। স্বামী দরিদ্র বলিয়া পিতা ইঁহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতেন না। পরে স্বামী উপেন্দ্রনাথ মিত্র পশ্চিমাঞ্চলে কমিসেরিয়টে চাকুরি করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গৃহে আসিলে ইন্দিরা শ্বশুরালয়ে প্রেরিতা হন। পথে ডাকাইতগণ ইঁহার যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলে, ইনি এক ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে কৃষ্ণদাস বসুর সঙ্গে কলিকাতায় আসেন। সেখানে কৃষ্ণদাসের শালীর কন্যা সুভাষিণী ইন্দিরাকে নিজ স্বামীর বাড়ীতে পাচিকাস্বরূপে নিযুক্ত করেন। সেখানে ইনি কুমুদিনী নামে পরিচিতা হন। সুভাষিণী ও তাঁহার স্বামী রমণ বাবু ইন্দিরাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। ইন্দিরার শ্বশুরের ও স্বামীর নাম ধাম অবগত হইয়া রমণ বাবু কৌশল করিয়া উপেন্দ্রনাথকে বাড়ীতে নিমন্ত্রিত করেন। পরিবেশন করিতে করিতে ইন্দিরা স্বামীকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু স্বামী ইঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। ইন্দিরা কৌশল করিয়া উপেন্দ্রনাথকে সেই রাত্রে বাড়ীতে রাখিলেন এবং সুভাষিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। কথায় কথায় ইন্দিরা জানিতে পারিলেন যে, স্বামী আর বিবাহ করেন নাই। কিন্তু ইন্দিরাকে পাইলেও জাতিনাশের ভয়ে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তখন ইন্দিরা তাঁহাকে আত্মপরিচয় দিতে বিরত হইলেন। ইন্দিরার রূপদর্শনে উপেন্দ্র এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, পরে গোপনে তাঁহাকে নিজের বাসায় আনিলেন। পরীক্ষা করিবার জন্ম ইন্দিরা সেখানে আট দিন পৃথক্‌ভাবে অতিবাহিত করিলেন। যখন দেখিলেন যে, উপেন্দ্রনাথের অনুরাগের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, তখন কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। উপেন্দ্রনাথকে বিশেষ কারণে দেশে যাইতে হইবে, কিন্তু তিনি ইন্দিরাকে রাখিয়া যাইতে অসমর্থ। তিনি স্থির করিলেন যে, ইঁহাকে ইন্দিরা বলিয়া পরিচয় দিয়া বাড়ীতে লইয়া যাইবেন এবং এই সঙ্কল্প ইন্দিরাকে জ্ঞাপন করিলেন। কথায় কথায় জানিতে পারিলেন যে, ইনি ইন্দিরা-বিষয়ক সকল কথাই জানেন। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—তুমি কে? ইন্দিরা বলিলেন—আমি শাপগ্রস্তা বিদ্যাধরী। মহেশপুরের মহাভৈরবীর দর্শন মাত্র আমি মুক্তিলাভ করিব। উপেন্দ্র বলিলেন—গৃহে যাইবার সময় তোমাকে সেইখানেই রাখিয়া যাইব, কিন্তু তুমি যেই হও, আমাকে ত্যাগ করিও না। ইন্দিরা বলিলেন—"আমার শাপান্ত হইলেও দেবীর কৃপায় আবার তোমায় পাইতে পারিব। তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয় বস্তু। উপেন্দ্রনাথ মহেশপুরের পথে ইন্দিরাকে রাখিয়া গেলেন। ইন্দিরা বাড়ীতে আসিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। দুই দিন পরে উপেন্দ্রনাথ সেখানে আসিলে বুঝিতে পারিলেন যে, কুমুদিনী নাম্নী রমণীটি তাঁহার বিবাহিতা পত্নী ইন্দিরা ভিন্ন আর কেহই নয়। মহেশপুরে—বিশেষতঃ হরমোহনের বাড়ীর মেয়ে মহলে—আনন্দস্রোত বহিল। তাহার পর ইন্দিরা স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন ও সন্তোষজনক প্রমাণদানে সমাজে সাদরে গৃহীতা হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—ইন্দিরা)।

ইমাল বেগম—চঞ্চলের পরিচারিকা, নির্ম্মলকুমারীকে আওরঙ্গজেব "নিম্‌লি" পরে "ইম্‌লি" বেগম বলিয়া ডাকিতেন (নির্ম্মলকুমারী দেখ)। (বঙ্কিমচন্দ্র—রাজসিংহ)।

ইলা—ত্রিচূড়রাজ অমরুর কন্যা। কাশ্মীরের যুবরাজ কুমারের সহিত ইঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। কুমারের ত্রিচূড়রাজ্যে অবস্থানকালে তাঁহার ভগ্নী সুমিত্রা তাঁহার সাহায্যগ্রহণার্থে কাশ্মীরে আসেন। এই সংবাদ পাইয়া কুমার কাশ্মীরে যাইতে বাধ্য হন এবং ইলাকে বলিয়া যান, একটি নির্দ্দিষ্ট পূর্ণিমার দিনে আসিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। সেই সময়ে তিনি যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া সে দিনে বিবাহ করিতে আসিতে পারিলেন না। পরে

বিপন্ন হইয়া যখন তিনি ভাবী শ্বশুরের আশ্রয় ভিক্ষা চাহিলেন, ত্রিচূড়রাজ তখন তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন না এবং ইলার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও দিলেন না। তিনি কন্যাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, কুমার বিবাহ ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধযাত্রার ভাণ করিয়াছিলেন। ইলা কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করেন নাই। কুমারের অনুসরণে জালন্ধর-রাজ বিক্রমদেব যখন ত্রিচূড়রাজের নিকটে উপস্থিত হন, তখন ত্রিচূড়রাজ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং ইলাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হন। বিক্রমদেব ইলার সহিত কথা কহিয়া জানিলেন যে, ইলা কুমারেরই একান্ত অনুরক্তা। বিক্রমদেব কুমারেরই সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন এবং সেই উদ্দেশে তাঁহাকে লইয়া কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজসভায় কুমার আসিলেন না; তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড লইয়া চন্দ্রসেন আসিলেন। ইলা বেগে প্রবেশ করিয়া "একি, একি, মহারাজ, কুমার আমায়" এই কথা বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। (রবীন্দ্রনাথ—রাজা ও রাণী)।

উ

উড়্—আই আই। বেগুনবেড়ের নীলকুঠির বড় সাহেব। 'শ্যামচাঁদ' ইহার প্রিয় প্রহরণ। ইহার দ্বারা সে যাহাকে তাহাকে প্রহার করিত। নবীনমাধব ইহার ইচ্ছানুযায়ী নীলচাষের জন্য ৮০ বিঘা দাদন লিখিয়া দিতে অস্বীকৃত হইলে, সাহেব তাঁহার পিতা গোলকচন্দ্রকে একটি মিথ্যা মকদ্দমায় ফেলিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত করে। সেইখানে গোলকচন্দ্রের উদ্বন্ধনে মৃত্যু হয়। পরে নবীনমাধব কিঞ্চিৎ টাকা নজর দিয়া অল্প দিনের জন্য পুষ্করিণীর পাড়ে নীলচাষ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিলে, উড্ বলে—জেলে চোর ডাকাইতের সঙ্গে তোর পিতার ফাঁসি হইয়াছে, তার শ্রাদ্ধে অনেক ষাঁড় কাটিতে হইবে, সেই নিমিত্তে টাকা রাখিয়া দে, আর পায়ের জুতা নবীনমাধবের হাঁটুতে ঠেকাইয়া কহিল—"তোর বাপের শ্রাদ্ধে ভিক্ষা এই।" নবীনমাধব ক্রোধান্ধ হইয়া সাহেবের বক্ষে পদাঘাত করিলে, সাহেব পড়িয়া যায়। পরক্ষণে উঠিয়াই একটি লাঠির আঘাতে নবীনমাধবের মাথা ফাটাইয়া ফেলে। তোরাপ আসিয়া সাহেবের নাক ছিঁড়িয়া লয়। (দীনবন্ধু—নীলদর্পণ)।

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি উড্ সাহেবের চরিত্রে অভিনয় করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। সাহেবের স্বর ও চলনভঙ্গি তিনি যেমন অনুকরণ করিতেন, তেমনটি এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী অভিনেতা পারেন নাই।

উদয়াদিত্য—যশোহরের অধীশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রতাপের পিতৃব্য রায়গড়ের রাজা বসন্তরায় উদয়কে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। উদয় বাল্যকালে অনেক সময়ে রায়গড়ে দাদা মহাশয়ের কাছে থাকিতেন। রাজকার্য্য উদয়ের ভাল লাগিত না। প্রজার সহিত সহানুভূতি থাকায় ইনি পিতার বিরাগভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। রায়গড়ে অবস্থান কালে রুক্মিণী নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের সংস্রবে আসিয়া কিছুদিনের জন্য ইহাঁর চরিত্রদোষ ঘটে। পরে সুরমাকে বিবাহ করিয়া ইনি আদর্শ-স্বামী হইয়া উঠেন। মহিষী উদয়কে সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ করিতেন। কিন্তু সুরমাকে দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার ও প্রতাপের ধারণা এই যে, সুরমার বুদ্ধি লইয়াই উদয়ের মতিগতি এইরূপ হইয়া পড়িয়াছে। প্রতাপের জামাতা রামচন্দ্র রায় যশোহরে নিমন্ত্রিত হইয়া রমাই ভাঁড়কে সঙ্গে আনেন। রমাই স্ত্রীবেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহিষীকে অপমানিত করিলে প্রতাপ রামচন্দ্রের শিরশ্ছেদের আদেশ করেন। উদয় কৌশল করিয়া রামচন্দ্রকে সেই রাত্রিতেই যশোহরের রাজপ্রাসাদ হইতে পলায়ন করিবার সহায়তা করেন। সেই সময়ে বসন্তরায় যশোহরে উপস্থিত ছিলেন। প্রতাপ বুঝিয়াছিলেন যে, সুরমা ও বসন্তরায় উদয়কে উৎসাহিত করিয়া এইরূপে পিতার অপ্রিয় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং উভয়কেই প্রাসাদ ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। বসন্তরায় রায়গড়ে ফিরিয়া গেলেন। পিতৃগৃহে যাইবার জন্য যে দিন স্থির হয়, তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে সুরমার বিষপানে দেহত্যাগ ঘটে। সুরমার মৃত্যুতে উদয় সাতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। ছোট ভগ্নী বিভা তাঁহার সেবায় আত্মসমর্পণ করিলেন। রুক্মিণী মঙ্গলা নাম ধারণ করিয়া যশোহরে বাস করিতেছিল। সে একদিন হঠাৎ উদয়ের নিকট আসিয়া অর্থ ভিক্ষা করিল। উদয় তাহাকে হস্তস্থিত অঙ্গুরীয়টি দিলেন। তাহাতে উদয়ের নামাঙ্কিত ছিল। সেই নামমোহর ব্যবহার করিয়া মঙ্গলা উদয়ের নামে একখানি দরখাস্ত প্রস্তুত করাইল—তাহার মর্ম্ম এই যে, প্রতাপ সম্রাট্-বিদ্রোহী বলিয়া উদয় সম্রাটের নিকট পিতৃসিংহাসন প্রার্থনা করিতেছেন। উদয় এ বিষয় কিছুই জানিতেন না। সেই দরখাস্তখানি প্রতাপের হাতে পড়িলে, উদয় কারারুদ্ধ হন। একমাত্র বিভাই সেখানে যাইবার অধিকার পাইয়াছিলেন। উদয়ের কারাবাসের সংবাদ অবগত হইয়া বসন্তরায় যশোহরে ফিরিয়া আসিলেন। সেই সময়ে প্রজাগণ কারাসংলগ্ন গৃহে আগুন দিয়া কৌশলে উদয়কে উদ্ধার করিল। বসন্তরায় নৌকা করিয়া উদয়কে রায়গড়ে লইয়া পলাইয়া যান। ক্রুদ্ধ প্রতাপ সেখানে সৈন্য পাঠাইয়া উভয়কে বন্দী করিয়া আনিতে আদেশ করেন। উদয় রায়গড়ের প্রাসাদের অনতিদূরে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে প্রতাপপ্রেরিত সৈন্যগণ তাঁহাকে ধৃত করিল। তাঁহাদেরই মুখে উদয় শুনিলেন যে, বসন্তরায়ের হত্যার আদেশ পালন করিবার জন্য প্রতাপের লোক রায়গড় প্রাসাদে যাইতেছে। উদয় "দাদা মহাশয় সাবধান" এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া বন্দিভাবে যশোহরে গেলেন। এদিকে বসন্তরায়ের হত্যাকাণ্ডও সম্পন্ন হইল। প্রতাপের সমক্ষে আনীত হইয়া উদয় কালীদেবীর শপথ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"যতদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, যশোহরের মহারাজের রাজ্যের এক তিলও আমি আমার বলিয়া গ্রহণ করিব না—যশোহরের সিংহাসনে আমি বসিব না। যশোহরের রাজদণ্ড আমি স্পর্শও করিব না। যদি কখন করি, তবে এই দাদা মহাশয়ের হত্যার পাপ সমস্ত যেন আমারই হয়।" দাদা মহাশয়ের নামে কাশীতে একটি অতিথিশালা ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে উদয় পিতার নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ ভিক্ষা করিয়া লইলেন। পরে বিভাকে সঙ্গে লইয়া কাশীবাসী হইলেন। (রবীন্দ্রনাথ—বৌঠাকুরাণীর হাট)।

উদিপুরী বেগম—জর্জ্জিয়া দেশ ইহাঁর জন্মভূমি। বাল্যকালে একজন দাসব্যবসায়ী ইহাঁকে বিক্রয়ার্থে ভারতবর্ষে আনে, আওরঙ্গজেবের অগ্রজ দারা ইহাঁকে ক্রয় করে। ইহাঁর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া দারা ইহাঁকে তাঁহার অন্যতম বেগম করেন; দারার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব ইহাঁকে নিজ মহিষী করিয়া লন। কালে ইনি বাদসাহের সর্ব্বোপরি প্রিয় বেগম হইয়াছিলেন। ইনি যেমন সুন্দরী, তেমনি গর্ব্বিতা ও তেমনি মদ্যপায়িনী ছিলেন। চঞ্চলকুমারীর হস্তে ইহাঁর বিশেষ দুর্গতি ঘটে। (চঞ্চলকুমারী দেখ) (বঙ্কিমচন্দ্র—রাজসিংহ)।

উপেন্দ্রনাথ—ইন্দিরার স্বামী। ইনি দরিদ্র

ছিলেন বলিয়া ইঁহার শ্বশুর ইন্দিরাকে ইঁহার বাড়ীতে পাঠাইতে অসম্মত হন। পরে ইনি কমিসেরিয়েটে কাজ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ইন্দিরাকে আনিবার জন্ত পাল্‌কী পাঠান। পথে কালাদিঘীতে ডাকাতি হওয়ায় ইন্দিরা নিরুদ্দিষ্টা হন। ইন্দিরাকে পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই জানিয়াও ইনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। একবার ইনি মোকদ্দমা উপলক্ষে কলিকাতায় গিয়া উকীল রমণ বাবুর বাড়ীতে আহারার্থ নিমন্ত্রিত হন এবং আহার করিতে করিতে পরিবেশনকারিণী ইন্দিরাকে দেখিয়া এবং তাঁহার কটাক্ষশরে বিদ্ধ হইয়া আত্মহারা হন। সেই দিন রাত্রিকালে ইনি রমণ বাবুদের বাড়ীতে থাকিলে, ইন্দিরার সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইনি তখন ইন্দিরাকে চিনিতে পারেন নাই, কুমুদিনী বলিয়াই বুঝিলেন। তারপর তাহাকে আপনার বাসায় লইয়া আসেন। সেখানে ইন্দিরা আট দিন ইঁহার সহিত পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করেন। অতঃপর ইন্দিরা যখন আপনাকে শাপগ্রস্তা বিদ্যাধরী বলিয়া পরিচয় দেন, তখন ইনি অত্যন্ত ভীত হন। কিন্তু ভীত হইলেও তাঁহাকে ত্যাগ করিতে অসমর্থ হন, এবং তাঁহাকে দেশে লইয়া গিয়া ইন্দিরা নামে পরিচিত করিবেন বলিয়া প্রস্তাব করেন। অনন্তর ইনি ইন্দিরাকে মহেশপুরে রাখিয়া দেশে যান। দুই দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া জানিতে পারেন যে, কুমুদিনী আর কেহ নহে, স্বয়ং ইন্দিরা। তখন ইনি সাদরে পত্নীকে গ্রহণ করেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—ইন্দিরা)।

উমাসুন্দরী—যোগেশের মাতা। ইঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইবার উদ্যোগ হইতেছে এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, যে ব্যাঙ্কে যোগেশের টাকা গচ্ছিত ছিল, তাহা "ফেল" হইয়াছে। এই ঘটনার পর হইতে যোগেশ ঘোর মদ্যপ হইয়া উঠিলেন। মধ্যম পুত্র রমেশের প্ররোচনায় সরলচিত্তা উমাসুন্দরী যোগেশকে বিষয় হস্তান্তর করিতে অনুরোধ করেন। যোগেশ তাহা করিয়া আরও মত্তাবস্থায় উপনীত হইলেন দেখিয়া উমাসুন্দরী সমধিক ব্যথিতা হন। কনিষ্ঠ পুত্র সুরেশের কারাদণ্ড হইয়াছে এ কথা ইঁহার নিকট গোপন করা হইয়াছিল। নিষ্ঠুরা জগমণি আসিয়া সেই কথা ইঁহাকে অবগত করিলে ইনি উন্মাদিনী হইয়া উঠেন। সংজ্ঞাশূন্তাবস্থায় কখন উমাসুন্দরী আপনাকে নববধূ মনে করিতেন ও পুত্রবধূকে পরিচারিকা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কখন বলিতেন, 'সহি কর, সহি কর'; কখন বলিতেন, "ভাজ, ভাজ", কখন বলিতেন, "গড় গড় গড় গড়।" প্রথম কথায় যোগেশকে সহি করাইবার অনুরোধ, দ্বিতীয় কথায় সুরেশের মেয়াদ খাটা এবং তৃতীয় কথায় রেলগাড়িতে নিজের বৃন্দাবনে গমন সূচিত হইত। তাহার পর "বুক যায়, বুক যায়" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেন। রমেশের পত্নী প্রফুল্ল অতি যত্নের সহিত ইঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। সুরেশ কারামুক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে উমাসুন্দরী তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। (গিরিশচন্দ্র—প্রফুল্ল)।

উমাসুন্দরীর উন্মাদাবস্থা কতকটা নীলদর্পণের সাবিত্রীর অনুরূপ।

ও

ওসমান—উড়িষ্যার অধিপতি কতলুখাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও সেনাপতি। ইনি সসৈন্যে গড়মান্দারণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া বীরেন্দ্রসিংহ, বিমলা ও তিলোত্তমাকে বন্দী করিয়া পাঠান-দুর্গে আনিয়াছিলেন। জগৎসিংহের পীড়ার সময়ে ইনি ও কতলুখাঁর কন্যা আয়েষা অবিশ্রান্তভাবে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। আহত শত্রুর প্রতি এইরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করায় আয়েষা একদিন ইঁহাকে প্রশংসা করেন। তাহাতে ওসমান উত্তর করেন যে, তিনি ভাল অভিপ্রায়ে জগৎসিংহের শুশ্রূষা করিতেছেন না, জগৎসিংহের জীবনে তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। জগৎসিংহ জীবিত থাকিলে মোগলের সহিত সন্ধি হইতে পারে, অথবা তাঁহার জীবনের বিনিময়ে বহু অর্থ পাওয়া যাইতে পারে। এই স্থলে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "কাহারও কাহারও অভ্যাস আছে যে, পাছে লোকে দয়ালুচিত্ত বলে, এই লজ্জার আশঙ্কায় কাঠিন্য প্রকাশ করেন, এবং দানশীলতা নারীস্বভাবসিদ্ধ বলিয়া উপহাস করিতে করিতে পরোপকার করেন। লোকে জিজ্ঞাসিলে বলেন, "ইহাতে আমার বড় প্রয়োজন আছে।" ওসমান তাহারই একজন। তাই আয়েষা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওসমান! সকলেই যেন তোমার মত স্বার্থপরতায় দূরদর্শী হয়। তাহা হইলে আর ধর্ম্মে কাজ নাই।" ওসমান আয়েষার প্রণয়াভিলাষী; কিন্তু আয়েষা ইঁহাকে ভ্রাতৃভাবেই দেখিতেন। একদিন ওসমান জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি আশালতা ধরিয়া আছি, আর কত কাল তাহার তলে জল-সিঞ্চন করিব?" আয়েষা উত্তর দিলেন—"ওসমান! তাই বহিন বলিয়া তোমার সঙ্গে বসি দাঁড়াই। বাড়াবাড়ি করিলে তোমার সাক্ষাতে বাহির হইব না।" ওসমান কহিলেন—"ঐ কথা চিরকাল! সৃষ্টিকর্ত্তা! এ কুসুমের দেহমধ্যে তুমি কি পাষাণের হৃদয় গড়িয়া রাখিয়াছ।" বিমলা যে পত্রখানি জগৎসিংহকে লেখেন, তাহা পাঠ করিয়া ওসমান জানিতে পারেন যে, বাল্যকালে কাশীধামে যে পাঠান বালকটীকে দস্যুরা অপহরণ করিতে আসিয়া বালিকা বিমলার চীৎকারে বিফলমনোরথ হয়, ওসমান সেই বালক। বিমলা সে সময়ে মাহরু এই যাবনিক নামে অভিহিতা ছিলেন। কৃতজ্ঞতার স্বরূপে ওসমান বিমলাকে পাঠান দুর্গ হইতে মুক্তি দিবার অভিপ্রায়ে ইঁহাকে একটি অঙ্গুরীয়ক দেন, সেইটি প্রহরিগণকে দেখাইলে তাহারা ইঁহাকে ছাড়িয়া দিবে। বিমলা কিন্তু সেই নিদর্শনটি নিজে ব্যবহার না করিয়া তিলোত্তমাকে দেন; তাহারই সাহায্যে তিলোত্তমা দুর্গের বাহির হইতে পারিয়াছিলেন। বীরেন্দ্রসিংহের সহিত বিমলার বধ্যভূমিতে সাক্ষাৎ ওসমানের অনুগ্রহে সংঘটিত হয়। তিলোত্তমা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িবার পর আয়েষা জগৎসিংহের কক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া বিদায় দিবার পর, জগৎসিংহের সম্মুখে প্রণয়াবেগ গোপন করিয়া রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে ওসমান সেইখানে উপস্থিত হইয়া ঈর্ষ্যান্বিত অথচ ব্যঙ্গস্বরে আয়েষাকে তিরস্কার করিলে আয়েষা ইঁহাকে জ্বলন্ত ভাষায় জগৎসিংহের প্রতি স্বীয় অনুরাগ ব্যক্ত করেন। ওসমান নীরবে তাহা শ্রবণ করেন। মোগল-পাঠানের মধ্যে সন্ধিস্থাপন হইবার পর ওসমান জগৎসিংহকে এক বনমধ্যে লইয়া যান, এবং সেখানে একটি খনিত কবর ও একটি সজ্জিত চিতা দেখাইয়া বলিলেন, আজ উভয়ের মধ্যে একজন উহার একটিতে স্থান পাইবে; আরও বলিলেন—"এ পৃথিবী মধ্যে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থান হয় না, একজন এইখানে প্রাণত্যাগ করিব।' জগৎসিংহ বলিলেন—"আমি আয়েষার অভিলাষী নহি।" ওসমান উত্তর করিলেন—"তুমি আয়েষার অভিলাষী নও, আয়েষা তোমার অভিলাষী।" জগৎসিংহ উপকারীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছু হইলে, ওসমান জগৎসিংহকে পদাঘাত করিয়া বলিলেন—"যে সিপাহী যুদ্ধ করিতে ভয় পায়, তাহাকে এইরূপে যুদ্ধ করাই।" জগৎসিংহ তখন এক লম্ফ দিয়া ওসমানের উপর পতিত হইলেন, এবং ভূমিতে তাঁহাকে শায়িত করিয়া নিরস্ত্র করিলেন, পরে মুক্তি

দিয়া বলিলেন—"নির্ব্বিঘ্নে গৃহে যাও, তুমি যবন হইয়া রাজপুত্রের শরীরে পদাঘাত করিয়াছিলে, এজন্য তোমার এ দশা করিলাম, নচেৎ রাজপুতেরা এত কৃতঘ্ন নহে যে, উপকারীর অঙ্গস্পর্শ করে।" ওস্‌মান আর একটিও কথা না কহিয়া দুর্গাভিমুখে গমন করিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—দুর্গেশনন্দিনী)।

ক

কত্‌লু খাঁ—উড়িষ্যার পাঠান অধিপতি ইঁহাকে দমন করিবার জন্য মানসিংহ বঙ্গদেশে আগমন করিলে ইনি গড়মান্দারণের দুর্গাধিপতি বীরেন্দ্রসিংহকে স্বীয় পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার নিকট দূত পাঠান। বীরেন্দ্র মোগল-পক্ষ অবলম্বন করায় কত্‌লুর ভ্রাতুষ্পুত্র ও সেনাপতি গড়মান্দারণে দুর্গে প্রবেশ করিয়া বীরেন্দ্রসিংহকে সপরিবারে বন্দী করিয়া পাঠানদুর্গে আনয়ন করেন। সেইখানে কতলুখাঁর আদেশে বীরেন্দ্রসিংহ জল্লাদ কর্ত্তৃক ছিন্নশির হন। কতলু খাঁর জন্মোৎসব দিনে দুর্গস্থ সকল রমণী তাঁহার প্রীত্যর্থে তাঁহার নিকটে আসিতে আদিষ্ট হন। বিমলা সুসজ্জিতা হইয়া রাত্রে তাঁহার প্রমোদ-কক্ষে আসেন, এবং নৃত্যগীতে ও হাবভাবকটাক্ষে তাঁহাকে বিমুগ্ধ এবং সুরাপান করাইয়া বিকৃত-মস্তিষ্ক করিয়া শাণিত ছুরিকা তাঁহার বক্ষে আমূল বসাইয়া স্বামিবধের প্রতিশোধ লন। মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে কতলু খাঁ বন্দী জগৎসিংহকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহাকে সন্ধিস্থাপন করিতে অনুরোধ করিয়া মুক্তি প্রদান করেন। পরে কন্যা আয়েষার কথায় গমনোদ্যত জগৎসিংহকে ডাকিয়া অসংলগ্নভাবে কথাগুলি বলিলেন—"বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা পিতৃহীনা—আমি পাপিষ্ঠ—উঃ তৃষা!—দারুণ জ্বালা—সাধ্বী—তুমি দেখিও—এই ক—কন্যার—মত—পবিত্রা—তুমি—উঃ!—বড় তৃষা!—যাই যে আয়েষা।" ইহার পরই কতলু খাঁর প্রাণবিয়োগ হইল। (বঙ্কিমচন্দ্র—দুর্গেশনন্দিনী)।

কপালকুণ্ডলা—ইনি ব্রাহ্মণকন্যা। ইনি বাল্যকালে খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া যানভঙ্গপ্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে হিজলীর সন্নিকটবর্ত্তী সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হন। জনৈক কাপালিক তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ হইবার জন্য ইঁহাকে প্রতিপালন করেন। ইঁহার বয়স যখন ১৬ বৎসর, সেই সময়ে গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগত নবকুমার সঙ্গিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কাপালিকের আবাসকাননে উপস্থিত হন। কাপালিকের হস্তে পতিত হইবার পর নবকুমার যখন প্রস্থান করিবার উদ্দেশ্যে বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন কপালকুণ্ডলা হঠাৎ ইঁহার সম্মুখীন হইয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" পরদিন কাপালিক যখন নবকুমারকে ভৈরবী-পূজার বলিস্বরূপে বধ করিবার উদ্দেশে তাঁহার হস্তপদ শুষ্ক লতায় বদ্ধ করিয়া রাখেন, তখন কপালকুণ্ডলা খড়্গ দ্বারা পাশ ছেদন করিয়া নবকুমারকে মুক্ত করেন এবং ইঁহার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য হিজলীর ভবানীমন্দিরের পূজক অধিকারীর নিকট লইয়া আসেন। অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে বলিলেন, তুমি নবকুমারকে বিবাহ করিয়া উঁহার সহিত যাও। সংসারানভিজ্ঞা কপালকুণ্ডলা বলিলেন, "বি—বা—হ। বিবাহের নাম ত তোমাদের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?" অধিকারী উত্তর করিলেন—"বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্মের সোপান; এইজন্য স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে; জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।" অনন্তর অধিকারী নবকুমারের পরিচয় লইয়া তাঁহার সহিত কপালকুণ্ডলার বিবাহ দিলেন। বিবাহান্তে কপালকুণ্ডলা নবকুমারসহ স্বামিগৃহে চলিলেন। মেদিনীপুরের চটিতে আসিলে মতিবিবির সহিত ইঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। মতিবিবি স্বীয় অলঙ্কারে কপালকুণ্ডলাকে ভূষিতা করেন। পথে আসিতে আসিতে কপালকুণ্ডলা সমস্ত গহনা এক ভিক্ষুককে দান করেন। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের পত্নী হইয়া সপ্তগ্রামে আসিলেন, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সংসারবাসিনী হইতে পারিলেন না। কথাচ্ছলে একদিন ননদী শ্যামাসুন্দরীকে বলিলেন—"বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" সেই দিন আরও বলিলেন যে, বিবাহান্তে যখন অধিকারীর আশ্রয় ত্যাগ করি, যাত্রাকালে ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গেলাম, মা কিন্তু সে ত্রিপত্র গ্রহণ করিলেন না; কপালে কি আছে তা জানি না। সংসারে প্রবেশ করিয়া কপালকুণ্ডলা "মৃন্ময়ী" বা 'মৃণো' নামে সম্বোধিত হইলেন। এক বৎসর পরে শ্যামাসুন্দরী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার স্বামীর বশীকরণার্থ কোন বনলতা আহরণ করিবার জন্য কপালকুণ্ডলা গভীর রাত্রে বনমধ্যে প্রবেশ করেন, এবং সেইখানে যুবাপুরুষবেশধারী মতিবিবির সহিত মিলিত হন। ফিরিয়া আসিয়া কপালকুণ্ডলা গৃহপ্রাঙ্গণে কাপালিকের ভীমমূর্ত্তি দর্শন করেন। পরে স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি নৌকারোহণে যাইতেছেন, জটাজুটধারী এক মূর্ত্তি নৌকা ধরিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমায় রাখি কি নিমগ্ন করি?' হঠাৎ তিনি যেন বলিয়া ফেলিলেন, 'নিমগ্ন কর।' নৌকা তখনই তাঁহাকে জলে নিক্ষেপ করিল। পরদিন প্রাতে কপালকুণ্ডলা একখানি পত্র পাইলেন, তাহাতে পূর্ব্ব রাত্রের পরিচিত যুবক রাত্রিকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। নবকুমার কপালকুণ্ডলার পূর্ব্বরাত্রের বহির্গমন অবগত ছিলেন। এই পত্রখানি দৈবক্রমে তাঁহার হস্তগত হইলে কপালকুণ্ডলার চরিত্রে তিনি বিশেষ সন্দিহান হইলেন। সুতরাং যখন আবার রাত্রিকালে পত্নী বাড়ীর বাহিরে গেলেন, তখন তিনি অলক্ষিতভাবে ইঁহার অনুসরণ করিলেন। কপালকুণ্ডলা পুরুষবেশী মতিবিবির নিকট অবগত হইলেন যে, তিনি সপত্নী পদ্মাবতী; তাঁহার নিকট পতি ভিক্ষা করিতেছেন। পদ্মাবতী বলিলেন—'স্বামী ত্যাগ কর'। কপালকুণ্ডলা অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসিলেন,—'স্বামী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?' পদ্মাবতী ধন-রত্নের অনেক লোভ দেখাইলেন। কপালকুণ্ডলা সে সকল কিছুই চাহিলেন না; বলিলেন, 'আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।' যখন এই সকল কথাবার্ত্তা চলিতেছে; তখন নবকুমার কাপালিকের সঙ্গে দূর হইতে ইঁহাদিগকে দেখিতেছিলেন। কিন্তু কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। রোষে ক্ষোভে নবকুমার বল হারাইতেছিলেন, কাপালিক মধ্যে মধ্যে সুরা সেবন করাইয়া তাঁহার মস্তিষ্ক আরও বিকৃত করিয়া তুলিতেছিল। কাপালিক ইতঃপূর্ব্বে নবকুমারকে বলিয়াছিল যে, ভৈরবীর আদেশে তিনি কপালকুণ্ডলাকে বধ করিতে আসিয়াছেন। নবকুমার এই সময়ে বলিলেন, "আর বিলম্ব কি?" এই কথা বলিয়া তিনি কপালকুণ্ডলাকে ডাকিলেন, এবং দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁহার হস্ত ধরিয়া কাপালিকের নির্দ্দেশে নদীতে স্নান করাইতে লইয়া গেলেন। পথে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বলিলেন—"একবার বল যে তুমি অবিশ্বা-

সিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।" কপালকুণ্ডলা মৃদুস্বরে কহিলেন—"তুমিত জিজ্ঞাসা কর নাই। পরে বলিলেন—"আজি যাহাকে দেখিয়াছ, সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নহি। একথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আর আমি গৃহে যাব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্ম রোদন করিও না।" "না—মৃন্ময়ী—না।" এই কথা বলিয়া নবকুমার হস্ত প্রসারণ করিয়া কপালকুণ্ডলাকে যেমন ধরিতে গেলেন, অমনই এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া তটদেশ ভগ্ন করিয়া ফেলিল; কপালকুণ্ডলাও সেই সঙ্গে অন্তর্হিতা হইলেন। নবকুমারও তৎপশ্চাৎ লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন; কিন্তু উভয়ের কেহই আর উঠিলেন না। (বঙ্কিমচন্দ্র—কপালকুণ্ডলা)।

কপালকুণ্ডলার চরিত্র গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বলেন—

"কপালকুণ্ডলা বুঝিতে—এ জগৎ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কপালকুণ্ডলার জগৎ—কপালকুণ্ডলার অভিধান—আয়ত্ত না হইলে, কপালকুণ্ডলা বুঝা যায় না।" কাব্যসুন্দরী-প্রণেতা পূর্ণচন্দ্র বসু বলেন—"কপালকুণ্ডলা সুরসুন্দরীরূপে মেঘাবলীর মধ্য হইতে যেন দেখা দিলেন, ক্ষণিক পৃথিবীকে মোহিত করিয়া আবার মেঘাবলীর মধ্যে যেন অদৃশ্যা হইলেন।"

কমলমণি—নগেন্দ্রের ভগ্নী ও শ্রীশচন্দ্রের স্ত্রী। ইঁহার নিকটে নগেন্দ্র নিরাশ্রয়া কুন্দনন্দিনীকে রাখিয়া গেলেন। কমলমণি কুন্দকে বড়ই ভালবাসিতেন ও যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। অনন্তর তারাচরণের সঙ্গে বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে সূর্য্যমুখী কুন্দকে গোবিন্দপুরে লইয়া গেলেন। সেইখানে স্বামী নগেন্দ্রের দৃষ্টিপথে পড়িয়া কুন্দ তাঁহার চিত্তস্থৈর্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করিলেন। সূর্য্যমুখী স্বামীর মনোভাব স্বীয় হৃদয়ে অনুভব করিয়া কমলমণিকে মনের ব্যথা জানাইয়া একখানি পত্র লিখিলেন। কমল প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, —"তুমি পাগল হইয়াছ। নচেৎ তুমি স্বামীর হৃদয় প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার —তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর। আমি কমলমণি তর্কসিদ্ধান্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তুমি দড়ি কলসী লইয়া জলে ডুবিয়া মরিতে পার। স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল।" সূর্য্যমুখীর আর একখানি পত্র পাইয়া কমলমণি গোবিন্দপুরে আসিলেন। কুন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভাব অবগত হইয়া তাঁহাকে আপনার সঙ্গে কলিকাতায় আসিতে পরামর্শ দিলেন। প্রথমে কুন্দ সম্মতা হইলেন না; পরে যখন কমল বুঝাইলেন যে, তাঁহার জন্ম "সোণার সংসার ছারখার গেল" তখন কুন্দ এই গৃহ ত্যাগ করিতে স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু কমলমণির সহিত কলিকাতায় না গিয়া নগেন্দ্রনাথের গৃহ হইতে একাকিনী পলায়ন করিলেন। তখন কমলমণিও কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। কয়েক দিন পরে যখন সূর্য্যমুখী লিখিলেন যে, কুন্দ ফিরিয়া আসিয়াছে, আর তাহার সহিত স্বামীর বিবাহ দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তখন কমলমণি স্বামী শ্রীশচন্দ্রের সহিত গোবিন্দপুরে আসিলেন। আসিয়াই শুনিলেন যে, পূর্ব্বরাত্রে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কমলমণির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সূর্য্যমুখী সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করিলেন। অনুসন্ধানার্থে শ্রীশচন্দ্র কলিকাতা ফিরিয়া গেলেন, কমলমণি পরে স্বামীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। নগেন্দ্র যখন মধুপুরে গিয়া শুনিলেন যে, সূর্য্যমুখী গৃহদাহে সেইখানে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তখন সংসার ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে বিষয়সম্পত্তির ব্যবস্থা করিবার জন্ম কলিকাতায় শ্রীশচন্দ্রের নিকট আসিলেন। ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যুসংবাদে কমলমণি সাতিশয় কাতরা হইলেন। শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রকে প্রতিজ্ঞাচ্যুত করিতে অসমর্থ হইয়া কমলমণিকে সঙ্গে লইয়া গোবিন্দপুরে আসিলেন। দিন কয়েক পরে নগেন্দ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেই রাত্রে সূর্য্যমুখীও গৃহে ফিরিলেন, এবং প্রভাত হইলে কমলমণির সহিত মিলিতা হইলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—বিষবৃক্ষ)।

কমলমণি যেমন রসিকা, তেমনিই সহৃদয়া। ইঁহার স্বামীর সঙ্গে কৌতুকালাপ ও শিশু পুত্র "সতু বাবুর" (সতীশচন্দ্রের) প্রতি স্নেহ বিষবৃক্ষের অন্যতম উপাদেয় বস্তু।

কল্যাণী—ইনি পদচিহ্নের জমিদার মহেন্দ্রসিংহের পত্নী। ছেয়াত্তরে মন্বন্তরের সময় ইনি স্বামীর সঙ্গে শিশুকন্যা সুকুমারীকে লইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে এক চটিতে ইঁহাদিগকে রাখিয়া মহেন্দ্র দুগ্ধ অন্বেষণে বহির্গত হন। এই অবসরে কতিপয় দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামবাসী ইঁহাদিগকে হরণ করিয়া বনমধ্যে লইয়া যায়। কল্যাণীর গাত্রের অলঙ্কার বিভাগ উপলক্ষে উহারা যখন বিবাদে ব্যস্ত, সেই সুযোগে কল্যাণী কন্যাটিকে লইয়া পলায়ন করিয়া সন্তানদলের অধিনায়ক সত্যানন্দের সম্মুখে পড়িলেন। তিনি ইঁহাদিগকে আনন্দমঠে আনয়ন করিলেন, পরে অনুসন্ধান করিয়া মহেন্দ্রকে আনাইয়া ইঁহাদিগের সহিত মিলিত করিয়া দেলেন। মহেন্দ্র স্ত্রী কন্যাসহ যখন দেশে ফিরিয়া যাইবার মানসে এক বৃক্ষমূলে বসিয়াছিলেন, তখন কল্যাণী বিগত রাত্রিতে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা স্বামীর নিকট বিবৃত করিলেন। স্বপ্নটি এই—এক দীর্ঘকায়া স্ত্রীলোক কল্যাণীকে দেখাইয়া এক চতুর্ভুজ মূর্ত্তিকে বলিতেছেন—"এই সে—ইহারই জন্ম মহেন্দ্র আমার কোলে আসে না। চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বলিলেন—এই তোমাদের মা। তোমার স্বামী এঁর সেবা করিবে। তুমি স্বামীর কাছে থাকিলে এঁর সেবা হইবে না; তুমি চলিয়া আইস।" ইহার উত্তরে কল্যাণী বলিয়াছিলেন—"স্বামী ছাড়িয়া আসিব কি প্রকারে?" তাহার প্রত্যুত্তরে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বলিয়াছিলেন—"আমি স্বামী, আমি মাতা, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি কন্যা, আমার কাছে এস।" কল্যাণীর সঙ্গে একটা বিষের কৌটা ছিল, মেয়েটি সেই কৌটা লইয়া খেলা করিতে করিতে বিষের বড়িটি বাহির করিয়া মুখে দিল। কিছু পরে কল্যাণী তাহা জানিতে পারিয়া বড়িটি মেয়ের মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিলেন। মেয়েটি কিছু অবসন্ন হইয়া পড়াতে কল্যাণী স্বামীকে বলিলেন—"যে পথে দেবতা ডাকিয়াছে, সেই পথে সুকুমারী চলিল—আমাকেও যাইতে হইবে।" এই কথা বলিয়া কল্যাণী সেই বড়িটি খাইয়া ফেলিলেন। মহেন্দ্র বলিলেন—"কি করিলে?" কল্যাণী উত্তর করিলেন—"আমি ভালই করিয়াছি। ছার স্ত্রীলোকের জন্ম পাছে তুমি দেবতার কাজে অযত্ন কর। দেখ, আমি দেববাক্য লঙ্ঘন করিতেছিলাম, তাই আমার মেয়ে গেল। আর অবহেলা করিলে পাছে তুমিও যাও।" কিছুক্ষণ পরে কল্যাণী সত্যানন্দ মুখ-নিঃসৃত "হরে মুরারে" নাম শুনিতে শুনিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। কন্যাটি কিন্তু একটু দুধ তুলিয়া সামলাইয়া গেল। জীবানন্দ সেটিকে নিমাইয়ের নিকট লইয়া গেলেন এবং কল্যাণীকে মৃতা জানিয়া তাহাকে ত্যাগ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ভবানন্দ আসিয়া কল্যাণীকে বনৌষধি সেবন করাইয়া সঞ্জীবিত করিলেন এবং নগরে গৌরীদেবীর বাড়ীতে লইয়া গিয়া রাখিয়া দিলেন। কল্যাণীকে দেখিয়া

ভবানন্দের পাপপ্রবৃত্তি জাগরিত হইল একদিন স্পষ্টরূপেই কল্যাণীর নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। কল্যাণীর বাক্যে নিরাশ হইয়া যখন ভবানন্দ বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন যে, ইন্দ্রিয়পরবশতার জন্য আমি মৃত্যুরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিব, তখন কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি মরিয়া গেলে আমায় মনে রাখিবে কি?" কল্যাণী উত্তর করিলেন—"ব্রতচ্যুত অধর্মী বলিয়া মনে রাখিব।" ইংরাজের সহিত প্রথম যুদ্ধে সন্তানদলের জয়লাভ হইলে, উদ্যাপিতব্রত স্বামীর দর্শন অভিপ্রায়ে রাত্রিকালে কল্যাণী পদচিহ্নাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে শান্তি ইহাকে রক্ষা করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন। পরে ইনি স্বামী কন্যার সহিত মিলিত হইয়া পদচিহ্নে সুখে কালযাপন করেন। গ্রন্থকার বলেন—"শান্তি প্রতিষ্ঠা, কল্যাণী বিসর্জ্জন।" জীবানন্দের কাছে থাকিয়া শান্তি তাঁহার ব্রতপালনে সহায়তা করেন, আর কল্যাণী স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া মহেন্দ্রের ব্রত-পালনের সহায়তা করেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—আনন্দমঠ)।

কাঙ্গালীচরণ—ইঁহার প্রকৃত নাম হরিচরণ। রাণাঘাটে একটি স্ত্রীলোককে প্রবঞ্চনা করিয়া ইনি কাঙ্গালীচরণ নাম ধারণ করিয়া জগমণি নাম্নী পত্নীর সহিত কলিকাতায় আসিয়া ডাক্তারী ব্যবসায় করিতে থাকেন। যোগেশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশকে টাকা ধার দিয়া ইঁহারা তাহাকে কুপথগমনে উৎসাহিত করিতেন। সুরেশকে হস্তগত করিবার উদ্দেশে তাঁহার মধ্যমভ্রাতা রমেশ কাঙ্গালী ও জগর সাহায্য গ্রহণ করেন। ইঁহাদেরই বাড়ীতে সুরেশ চোর অপবাদে পুলিশের হস্তে অর্পিত হন। কাঙ্গালীচরণ যোগেশকে মদ্যপান করাইবার সহায়তা করেন। পীতাম্বর নামে যোগেশের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রমেশের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিতে চেষ্টিত হইয়াছে দেখিয়া কাঙ্গালীচরণ তাঁহার বাড়ীতে গিয়া সাধু ভাষায় তাঁহাকে বলেন—"আমি আপনার বন্ধুত্ব যাজনা করি, আপনার সৌহার্দ্য জন্য আমি একান্ত স্খলিত, আপনি ভদ্রলোক এবং বিশিষ্ট ধূর্ত।"..."আপনি ত বহুদিন বহুদিন বিষয় কার্য্য ক'রে মাথার কেশ অসিত করেন, এখন যাতে আপনি খোষ মেজাজে নিরুদ্বেগে কিঞ্চিৎ অর্থ সংযম ক'রে প্রদেশে গিয়ে বসতে পারেন, আর নিরুদ্বেগে কালকবলিত হন, তার উপায় আপনাকে উদ্ভ্রান্ত কত্তে এসেছি।" কাঙ্গালীচরণ পীতাম্বরকে পাঁচশত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে একটা কাজ করিতে বলিলেন—"সাদা কাজ—অতি গলিজ কাজ, কোন কষ্ট নাই, আপনার প্রতি আড়ষ্ট হয়েছি, এই নিমিত্ত প্রস্তাব করা।" পীতাম্বর বলিলেন, "কাজ যে গলিজ, তা আপনার দর্শনেই বুঝেছি।" তাহাতে কাঙ্গালীচরণ বলিলেন—"বুঝ্বেনই তো—বুঝ্বেনই তো, আপনি অতি অজ্ঞ।" প্রস্তাব এই যে, পাঁচ সাত শ টাকা লইয়া পীতাম্বর দেশে চলিয়া যাইবেন, আর রমেশের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে বিরত হইবেন। পীতাম্বর অস্বীকৃত হইয়া ইঁহাকে তাড়াইয়া দিলে, কাঙ্গালীচরণের পরামর্শে রমেশ ইঁহাকে একটি মিথ্যা ফৌজদারী মোকদ্দমায় ফেলেন। কাঙ্গালীচরণ রমেশের সঙ্গে জেলখানায় গিয়া সুরেশকে তাঁহার বিষয়ের অংশ লিখিয়া দিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু বিফলকাম হন। শেষ পর্য্যন্ত রমেশের দুষ্কার্য্যের সহায়তা করিয়া, রমেশ ও জগমণির সহিত পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়া কাঙ্গালীচরণ হাতকড়ি ভূষিত হন। (গিরিশচন্দ্র—প্রফুল্ল)।

কাঙ্গালীচরণের চরিত্র অভিনয়ে ষ্টার থিয়েটারে ও পরে মিনার্ভা থিয়েটারে শ্যামাচরণ কুণ্ডু বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার কৃত্রিম কণ্ঠস্বর এখনও অননুকৃত রহিয়াছে।

কাঞ্চন—অটলবিহারীর রক্ষিতা বেশ্যা। উকিল নকুলেশ্বর বাবুর বাগানে কাঞ্চন উপস্থিত হইলে, নিমচাঁদ দত্ত ইঁহাকে নিম্নলিখিত কবিতায় সম্বোধন করেন;—

"পুণ্য পুঞ্জ পণ্ড দেবি নৈরিণি!
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বৈরিণি!
নব্য বঙ্গবৃন্দ ধ্বংসকারিণি!
সাধ্বিপুঞ্জ চিত্তদুঃখদায়িনি!
নাস্তিধর্ম্ম নাস্তিকর্ম্ম পাপিনি!
কৃষ্ণজিহ্ব দুষ্টকালসাপিনি!
দণ্ডধার কীটকুণ্ডবাসিনি!
বার বার লক্ষজারনাশিনি!
নৃত্যগীত হাবভাবশালিনি!
পাপ তাপ পুষ্পমাল মালিনি!
ফেটনাখ্য গাড়ি যোড়ি হাঁকিনি!
উল্লসনের ভোগরাগচাকিনি!
ফ্রান্সদেশজাত মদ্যলোভিনি!
পেশরাজ সাজ অঙ্গ শোভিনি!
পাপদত্ত বিত্তমত্ত রঙ্গিণি!
লোল মুণ্ড হাড় ডিসার অঙ্গিনি!"

অটলকে না বলিয়া কাঞ্চন একদিন নকুলেশ্বরের বাগানে গিয়াছিল বলিয়া অটল মনের দুঃখে গলায় রুমালের ফাঁস দিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে কাঞ্চন বাড়ীর মধ্যে গিয়া অটলের মাতাকে সংবাদ দিলেন এবং তাঁহাকে ও অটলের ভগ্নী সৌদামিনীকে সঙ্গে লইয়া বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিলেন। অটল সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে পর কাঞ্চন রাগ করিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, অটলের মাতা বলিলেন—"আমার মাথা খাস্ মা, যাস্নে, তোমায় না দেখ্লে গোপাল আমার আবার গলায় দড়ি দিবে।" ইহার পূর্ব্বে কাঞ্চন একবার বৈঠকখানায় আসিয়াছিল দেখিয়া অটলের পিতৃব্য কাঞ্চনকে গালাগালি দিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। আর অটলের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না, রাগ করিয়া এই কথা বলিয়া গেলে অটলবিহারী বলিয়াছিলেন যে, কাঞ্চনকে না পাইলে তিনি গলায় দড়ি দিবেন। তাহার পরে অটলের মাতা কাঞ্চনকে ডাকাইয়া তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিয়াছিলেন—"মা, আমি তোমার হাতে ছেলে সঁপে দিলাম, দেখ বাছা, যেন আমি গোপালহারা হইনে।" (দীনবন্ধু—সধবার একাদশী)।

কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ বেশ্যার নামের প্রতিরূপ দিয়া কাঞ্চনের নামকরণ ও চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, একথা অনেকে বলেন।

কাদম্বিনী—মোহিনীমোহন ইঁহাকে কুলের বাহির করিয়া আনিয়া কিছুদিন পরে তাড়াইয়া দেন। কাদম্বিনী মনের দুঃখে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়। এমন সময়ে হরিশের পুত্র নীলমাধব মাতৃসম্বোধন করিয়া আত্মহত্যা পাপ হইতে ইহাকে রক্ষা করেন। "প্রতিশোধ"ই এখন কাদম্বিনীর জীবনের লক্ষ্য হইল। মোহিনীর হস্তে নিপীড়িত হরিশের পরিবারের সাহায্য করিতে এবং মোহিনীকে শাস্তি দিতে কাদম্বিনী দৃঢ়সংকল্প করিল। মোহিনীর চক্রান্তে হরিশ ও নীলমাধব যখন পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়া বিচারাধীন হন, তখন কাদম্বিনীই অর্থ সাহায্য ও তদ্বির করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করে। হরিশের দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা নব এবং জামাতা অঘোরের সাহায্যে কাদম্বিনী নানাপ্রকারে মোহিনীকে উৎপীড়িত করে। পরিশেষে উভয় পক্ষে সদ্ভাব স্থাপিত হইলে কাদম্বিনী অঘোরকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পত্নী সুশীলার সহিত সম্মিলিত করিয়া দেয়। (গিরিশচন্দ্র—হারানিধি)।

কাপালিক—হিজলির সন্নিকট সমুদ্রের উপকূলে নিবিড় জঙ্গলে ইনি সাধনা করিতেন। খ্রীষ্টান দস্যু কর্তৃক পরিত্যক্তা কপালকুণ্ডলাকে ইনি প্রতিপালন করেন। উদ্দেশ্য—যথাসময়ে ইঁহাকে তান্ত্রিক সাধনার উপাদান করা। নবকুমার যখন সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত

হইয়া এই বনে বেড়াইতে বেড়াইতে কাপালিকের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন, তখন কাপালিক ইঁহাকে বলি দিবার মানসে আশ্রয় দান করিলেন। পরদিন যথার্থ নবকুমারের হস্তপদ বন্ধন করিয়া রাখিলে কপালকুণ্ডলা তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়া অধিকারীর নিকট লইয়া গেলেন। ইঁহাদের অনুসন্ধান করিবার জন্ম কাপালিক যেমন একটি বালিয়াড়ির উপর দাঁড়াইলেন, অমনি বালিয়াড়ি ধসিয়া গেল এবং কাপালিক ভগ্নহস্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এক বৎসর পরে, বহু অনুসন্ধান করিয়া ইনি সপ্তগ্রামে আসিয়া নবকুমারের বাড়ী সংলগ্ন বনের মধ্যে একটি কুটিরে আশ্রয় লইলেন। সেইখানে যুবকবেশী মতিবিবির সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয় ও কপালকুণ্ডলার সর্ব্বনাশ বিষয়ে পরামর্শ হয়। কপালকুণ্ডলার অনুসরণ জন্ম নবকুমার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে কাপালিকের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কাপালিক বলিলেন—আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, ভবানী যেন বলিতেছেন—"তুই এ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে এতদিন আমার পূজা করিস্ নাই। অতএব এই কুমারী হইতে তোর পূর্ব্বকৃত ফল বিনিষ্ট হইল……সেই কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে। যতদিন না পার আমার পূজা করিও না।" কপালকুণ্ডলাকে বলি দিবার জন্ম যে তাঁহার আগমন, এ কথা কাপালিক নবকুমারকে স্পষ্টই বলিলেন। পরে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কপালকুণ্ডলার সহিত যুবকবেশী মতিবিবির সম্মিলন দূর হইতে দেখাইলেন। নবকুমার যখন স্ত্রীর চরিত্রে অবিশ্বাসী হইয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে হীনবল হইতেছিলেন, তখন কাপালিক তাঁহাকে সুরাপান করাইয়া তাঁহার মস্তিষ্ক আরও বিকৃত করিয়া দিতেছিলেন। পরে ইঁহার নির্দ্দেশে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে স্নানার্থে নদীতীরে লইয়া গেলে উভয়েই জলে পড়িয়া গেলেন, কেহই আর উঠিলেন না। (বঙ্কিমচন্দ্র—কপালকুণ্ডলা)।

এমারেল্ড থিয়েটারে মতিলাল সুর প্রশংসার সহিত কাপালিকের চরিত্র অভিনয় করিয়াছিলেন।

কামিনী—রাজা রমণীমোহনের সভাপণ্ডিত বিদ্যাভূষণের কন্যা। ইনি যেমন রূপবতী, তেমনি সুশীলা ও বিদ্যাবতী। পিতার ইচ্ছা বৃদ্ধ রাজার সহিত কামিনীর বিবাহ হয়; কিন্তু মাতা সুরমা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অসম্মতা। রাজোদ্যানে ভ্রমণকালে কামিনী একদিন একটী গোলাপ ফুল তুলিতে অসমর্থ হইলে, একজন নবীন তাপস সেইটি বৃন্তচ্যুত করিয়া তাঁহার হাতে দিতে যান। লজ্জাবশতঃ কামিনী সেইটি লইতে পারিলেন না সুরমার অনুরোধে নবীন তপস্বী বিজয় একদিন তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া দেখেন যে, খিড়কির ঘাটে কামিনী তপস্বিনীবেশ ধারণ করিয়া বিজয়ের উদ্দেশে নিজের প্রণয়ভাব প্রকাশ করিতেছেন। বিজয়ও কামিনীর রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। উভয়ের মনে প্রণয়সঞ্চার হইয়াছে দেখিয়া সুরমা ইহাদের বিবাহ দিতে সংকল্প করিলেন। বিজয় মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাড়ীতে আসিতেন। একদিন তিনি কামিনীর ছাত্রীগণের পরীক্ষা করেন। আর একদিন কামিনীকে স্বীয় মাতার কুটিরে লইয়া যান। ক্রুদ্ধ হইয়া বিজয়কে বন্ধন করিয়া রাজসমীপে লইয়া যান, এবং কামিনীকে যাদু করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছে, এই হেতুবাদে বিজয়ের নামে অভিযোগ করেন। রাজা বিজয়ের মাতা ও কামিনীকে সভায় আনাইলেন, এবং কামিনীর অঙ্গুলীতে বিজয়-দত্ত একটি অঙ্গুরীয় দেখিয়া বুঝিলেন যে, বিজয় তাঁহারই পুত্র, আর বিজয়ের তপস্বিনী মাতা তাঁহারই জ্যেষ্ঠা মহিষী প্রমদা। রাজা কামিনীর সহিত বিজয়ের বিবাহ দিলেন। (দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী)

নবীন তাপস বিজয়ের প্রণয় হৃদয়ে পোষণ করিয়া কামিনী একদিন তপস্বিনীবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তাই নাটকের আখ্যা "নবীন তপস্বিনী" হইয়াছে।

কামিনী—ইন্দিরার ছোট ভগিনী। বড়ই রসরঙ্গপ্রিয়া। ইন্দিরার স্বামী শ্বশুরবাড়ীতে আসিলে কামিনী বাক্যবাণে ইঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। (বঙ্কিমচন্দ্র—ইন্দিরা)।

কামিনী—জামাই বারিকের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়বল্লভের অন্যতমা কন্যা। ইনি সাতিশয়গর্ব্বিতা ছিলেন ও স্বামী অভয়কুমারকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিতেন। স্বামীর কথা উঠায় ইনি একদিন বলিয়াছেন, "ঘরজামায়ের পোড়ার মুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ।" স্বামীকে ইনি এতদূর অবজ্ঞা করিতেন যে, একদিন দর্পণসম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বীয় রূপরাশি দেখিতে দেখিতে বলিয়াছিলেন, "একি বাবার বিবেচনা, দেশে কি বর মেলে না; শাওড়া গাছের কেলে সোণা, গাঁজার খবর বোল আনা, তারি হাতে এই ললনা।" একদিন তাঁহাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় অভয়কুমার অভিমান করিয়া দেশে ফিরিয়া যান। শ্বশুর কর্ত্তৃক পুনরানীত হইয়া ভার্য্যার কক্ষে গমন করিলে কামিনী তাঁহাকে বলিলেন—"আগে ল্যাবেণ্ডার মুখে রগড়ে রগড়ে মাখ, তার পর আমার কাছে এস।" অভয়কুমার বলিলেন, "আমি তা করব না; তাতে আমার অপমান বোধ হয়।" এই কথা শুনিয়া কামিনী নাক টিপিয়া গন্ধে মলুম… কেমন করে রাত কাটাব" এই কথাগুলি বলিলে অভয়কুমার চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিলেন—"মেরে ফেল্লেরে, কোথায় যাবরে।" কামিনীর ভ্রাতৃজায়া আসিয়া সকল তথ্য অবগত হইয়া কামিনীকে ভৎর্সনা করিলেন। স্বামীই এই ভৎর্সনার কারণ বুঝিয়া, কামিনী অভয়কুমারকে বলিলেন—"ঘাটে উঠবে আর—ন-দিদির মত করব—নাতি মেরে নাবিয়ে দেব।" অভয় বলিলেন—বটে—এতদূর।" কামিনী বলিলেন, "চোক্ রাঙ্গাচ্চ, মারবে নাকি?" তাহাতে অভয়কুমার উত্তর দিলেন "গোঁয়ার হলে, মাভৈঃ" ; আর শেষ কথা বলিয়া গেলেন—"তোমার কথায় আমার চক্ষু দিয়ে কখন জল পড়েনি, আজ পড়্ল।" স্বামী চলিয়া যাইবার পর কামিনী রোদন করিয়া বলিলেন, "আমারও আজ পড়লো।" পিতা বিরক্ত হইয়া ইঁহার মুখাবলোকন করিতে চাহিলেন না। কামিনী সাতিশয় ব্যথিতহৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পরে অভয়কুমার বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন জানিতে পারিয়া প্রতিবেশিনী ভবী ময়রাণী ও তাহার স্বামীকে সঙ্গে লইয়া, সেইখানে গিয়া বৈষ্ণবীবেশে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সেখানে অভয় শুনিয়াছিলেন যে, কামিনী আত্মহত্যা করিয়াছেন। এক্ষণে এই নূতন বৈষ্ণবীর সহিত কণ্ঠিবদল করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ইঁহাদের বিবাহ হইল। বিবাহের পর পদ্মলোচনের আশ্রমে আসিয়া কামিনী স্বামীর আহারের পর পদসেবা করিতে করিতে তাঁহার পদযুগল অশ্রুসিক্ত করিলেন। কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া কামিনী আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"নাথ, আমি তোমার পাতকিনী কামিনী।" কামিনী নিজের দুর্ব্যবহারের কথা উত্থাপিত করিলে, অভয় বলিলেন—"সে রেতের কথা তুমি আজও মনে করে রেখেচ?" তাহাতে কামিনী উত্তর দিলেন—"সে রাত্রি আমার কালরাত্রি, স্বামী হারা হলেম।—সে রাত্রি আমার শুভ রাত্রি, স্বামীর মর্ম্ম জান্লেম।" আরও বলিলেন—"আমার দুইটী বাসনা ছিল।…এক বাসনা—তোমার পা-দুখানি বুকে করে চুম্বন করব, আর এক বাসনা—স্বহস্তে তামাক সেজে এই

ফরসিতে তামাক খাওয়াব।…তুমি ঘরে এসে আপনি তামাক সেজে খেতে, আর আমি খাপগ্যাদারী কোচে বসে থাকতেম। এখন ভাবি, কেন আমি দৌড়ে গিয়ে তোমার হাত থেকে কল্কে কেড়ে নিয়ে তামাক সেজে দিতাম না, আর আঁচল দিয়ে তোমার হাতটি মুছিয়ে দিতাম না।" বিজয়বল্লভ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কামিনীকে অভয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া সকলকে লইয়া দেশে ফিরিলেন। (দীনবন্ধু—জামাইবারিক)।

কুন্দনন্দিনী—ইঁহার পিতা যখন মৃত্যুশয্যায়, নগেন্দ্র তখন ইঁহার জীর্ণ গৃহে উপস্থিত হন। পিতার মৃত্যু হইলে পর কুন্দ এক স্বপ্ন দেখেন; যেন তাঁহার মাতা আসিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন। কুন্দ যাইতে চাহিলেন না। তখন মাতা এক পুরুষ ও এক রমণীকে দেখাইয়া বলিলেন, "বিষধর জ্ঞানে ইহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিও" পরদিন কুন্দ নগেন্দ্রকে দেখিয়া চমকিত হইলেন। নগেন্দ্রই সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ। কিন্তু এরূপ সৌম্যমূর্ত্তি হইতে কোনরূপ অনিষ্ট সম্ভবে না ভাবিয়া কুন্দ আশ্বস্তা হইলেন। নগেন্দ্র আশ্রয়হীনা যৌবনোন্মুখী বালিকাকে কলিকাতায় আনিয়া স্বীয় ভগ্নী কমলমণির কাছে রাখিয়া দিলেন। পরে নগেন্দ্রপত্নী সূর্য্যমুখী তারাচরণের সহিত ইঁহার বিবাহ দেন। তারাচরণের বাড়ীতে অবস্থানকালে দেবীপুরের জমিদার দেবেন্দ্রনাথ কুন্দকে দেখিয়া তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইলেন। তারাচরণের মৃত্যুর পর কুন্দ নগেন্দ্রনাথের বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নগেন্দ্রও কুন্দের রূপে আকৃষ্ট হইলেন। কুন্দও তাঁহাকে ভালবাসিলেন। নগেন্দ্রের চিত্তবিপর্য্যয় ঘটিলে সূর্য্যমুখী কমলমণিকে বাড়ীতে আনাইলেন। কমলমণি নগেন্দ্রের চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার অভিপ্রায়ে কুন্দকে তাঁহার সহিত কলিকাতায় যাইতে বলেন। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর মঙ্গলের জন্য নগেন্দ্রানুরাগিণী কুন্দ অনেক কষ্টে কমলমণির প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন। কিন্তু নগেন্দ্রকে ছাড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃজ্ঞানে একদিন সন্ধ্যাকালে খিড়কী পুকুরে ডুবিয়া মরিতে গেলেন। এমন সময় নগেন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার প্রেম যাচ্ঞা করিলেন এবং বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। কুন্দ "না" বলিলেন। কুন্দকে কৌশলে বাড়ীর বাহির করিবার জন্য দেবেন্দ্র হরিদাসী বৈষ্ণবী পরিচয়ে স্ত্রীবেশে নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। দ্বিতীয়বার আসিবার পরে, সূর্য্যমুখী বৈষ্ণবী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হীরা দাসীকে আদেশ করিলেন। কুন্দ দেখিল, এই হীরাই সেই স্বপ্নদৃষ্টা রমণী। হীরার মিথ্যা সংবাদে সূর্য্যমুখী কুন্দকে অপরাধিনী জ্ঞানে গৃহ হইতে চলিয়া যাইতে বলেন। রাত্রিকালে কুন্দ গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় শেষ দর্শনের আশায় নগেন্দ্রের কক্ষের নীচে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। সেই রাত্রে হীরার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কুন্দ দুই তিন দিবস লুকাইয়া থাকিলেন। কিন্তু প্রণয়ি-দর্শনলালসা এতই প্রবল হইয়া যে, বিনা আহ্বানে কুন্দ নগেন্দ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হন। স্বামীর মনোবিকার অনুভব করিয়া সূর্য্যমুখী তাঁহার সহিত নগেন্দ্রের বিবাহ দিলেন, এবং বিবাহের পরের রাত্রেই গৃহত্যাগ করিলেন। এখন নগেন্দ্র নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়া কুন্দের প্রতি বীতরাগ হইলেন। কুন্দ প্রাণ ঢালিয়া নগেন্দ্রকে ভালবাসিতেন, কিন্তু কথায় সে ভালবাসা প্রকাশ করিতে জানিতেন না, সুতরাং নগেন্দ্র ভাবিলেন, কুন্দ তাঁহাকে ভালবাসে না। সূর্য্যমুখী ও তাহার পর নগেন্দ্র গৃহত্যাগ করিলে কুন্দ অতি ব্যথিতভাবে কালহরণ করিতে লাগিলেন। পরে নগেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া রাত্রে কুন্দের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া সূর্য্যমুখী যে কক্ষে শয়ন করিতেন, সেই শূন্য কক্ষে গিয়া শয়ন করিলেন। সেই রাত্রে কুন্দ স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহার মাতা তাঁহাকে কাছে যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কুন্দের পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কুন্দের মাতা একবার স্বপ্নে দেখা দিয়া তাঁহার নিকটে যাইতে বলিয়াছিলেন। কুন্দ তখন যাইতে সম্মত হন নাই। এবার স্বপ্ন দেখিয়া কুন্দ মাতার নিকট যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মাতা বলিলেন—"তবে আইস।" রাত্রি প্রভাত হইলে কুন্দ হীরাপ্রদত্ত বিষ উদরস্থ করিলেন। মৃত্যুকালে নগেন্দ্রনাথকে দেখিতে চাহিলে বিষণ্ণভাবে নগেন্দ্র কাছে আসিলেন। কুন্দ বলিলেন—"আমি তোমার হাসিমুখ দেখিতে দেখিতে যদি না মরিলাম—তবে আমার মরণেও সুখ নাই।" ইহার পর স্বামীর চরণমধ্যে মস্তক রাখিয়া কুন্দ প্রাণত্যাগ করিলেন। সূর্য্যমুখী পূর্ব্ব রাত্রে গৃহে ফিরিয়াছিলেন। তিনি মৃতা সপত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ভাগ্যবতি! তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক। আমি যেন এইরূপে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।" (বঙ্কিমচন্দ্র—বিষবৃক্ষ)।

কাব্যসুন্দরী-প্রণেতা পূর্ণচন্দ্র বসু বলেন—"কুন্দনন্দিনীতে যে ধীর আবরিত সৌন্দর্য্য, যে কোমল রমণীয়তা, যে অসামান্য সলজ্জ সরলতা আছে, তাহা সূর্য্যমুখী ও কমলমণিতে নাই।" আর এক স্থলে বলিয়াছেন—"কুন্দনন্দিনীর যদি কিছু গুণ ও সম্পত্তি থাকে, তাহা তাঁহার হৃদয়, প্রেম, সহৃদয়তা ও কোমলতা।"

কুমার—কাশ্মীরের যুবরাজ। ইঁহার পিতৃব্য চন্দ্রসেন কাশ্মীরের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। চন্দ্রসেনের পত্নী রেবতীর ইচ্ছা যে, কুমার কোন কালেই যেন পিতৃসিংহাসন না পান। ত্রিচূড়ের রাজা অমরুর কন্যা ইলার সহিত কুমারের বিবাহসম্বন্ধ স্থির হয়। জালন্ধররাজমহিষী সুমিত্রা কুমারের ভগ্নী। তাঁহারই অনুরোধে কুমার জালন্ধরের বিদ্রোহী নায়কগণের দমনার্থ আসিয়া কয়েকজন বিদ্রোহীকে ধৃত করিয়া ভগিনীপতি বিক্রমদেবের হস্তে সমর্পণ করেন। কুচক্রিগণের পরামর্শে বিক্রমদেব বুঝিলেন যে, কুমারের এইরূপ অপ্রার্থিত সাহায্যে তাঁহার মানহানি ঘটিয়াছে। কুমারের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিলে, ভগিনীপতির সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছু হইয়া কুমার কাশ্মীরে ফিরিয়া যান। বিক্রমদেব কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে, স্বদেশের গৌরবরক্ষার উদ্দেশে কুমার পিতৃব্যের নিকট সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা করেন। পিতৃব্য যে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন তাহা নহে, তিনি বিক্রমদেবের পক্ষাবলম্বন করিলেন এবং তাঁহাকে সাদরে রাজ-অতিথি স্বরূপে অভ্যর্থনা করিলেন। কুমার নিরুপায় হইয়া ভাবী শ্বশুরের আশ্রয়ভিক্ষা করিলেন। সেখানে স্থান না পাইয়া সুমিত্রার সহিত অরণ্যে অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইল। বিক্রমদেবের পক্ষীয়গণ কাশ্মীরে আসিয়া প্রজাদিগের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া এবং এইরূপ ঘৃণিত জীবন লইয়া বাস করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ এ কথা ভগ্নীর মুখে শুনিয়া, কুমার তাঁহাকে শপথ করাইয়া বলিলেন ;—

"এ জীবন দিব বিসর্জ্জন। তার পরে
তুমি মোর ছিন্নমুণ্ড লয়ে নিজ হস্তে
জালন্ধররাজকরে দিবে উপহার।
বলিও তাঁহারে—'কাশ্মীরে অতিথি তুমি ;

ব্যাকুল হয়েছ এত যে দ্রব্যের তরে,
কাশ্মীরের যুবরাজ দিতেছেন তাহা,
আতিথ্যের অর্ঘ্যরূপে তোমারে পাঠায়ে।"
এই কথা শুনিয়া সুমিত্রা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। কুমার আত্মসমর্পণ করিবেন বলিয়া বিক্রমদেবকে বলিয়া পাঠাইলেন। বিক্রমদেব ইলার সহিত কুমারের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে কাশ্মীর-সিংহাসনে বসাইবেন, এইটি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কুমার আসিলেন না; তৎপরিবর্ত্তে সুমিত্রা আসিয়া তাঁহার ছিন্নমুণ্ড বিক্রমদেবকে উপহার দিয়া দেহত্যাগ করিলেন। (রবীন্দ্রনাথ—রাজা ও রাণী)।

কুমুদিনী—এই নামে ইন্দিরা পাচিকাস্বরূপে নিযুক্তা হইয়া সুভাষিণীর শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করেন ও প্রথমে স্বামীর নিকট পরিচিতা হন (বঙ্কিমচন্দ্র—ইন্দিরা)।

কৃষ্ণকান্ত রায়—হরিদ্রাগ্রামের জমীদার। জমিদারীর বার্ষিক আয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এই বিষয় তাঁহার ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্ত রায়ের উপার্জ্জিত হইলেও কৃষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল। কৃষ্ণকান্তের দুই পুত্র, হরলাল ও বিনোদলাল এবং এক কন্যা শৈলবতী। রামকান্তের এক পুত্র—গোবিন্দলাল। রামকান্ত জীবিত নাই। কৃষ্ণকান্তের অবর্ত্তমান অবস্থায় পাছে বিষয় লইয়া বিবাদ হয়, এই জন্য তিনি একখানি উইল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পুত্রদ্বয় প্রত্যেকে তিন আনা, কন্যা এক আনা, গৃহিণী এক আনা আর গোবিন্দলাল অবশিষ্ট আট আনা। হরলাল আপত্তি করিলে, কৃষ্ণকান্ত একখানি নূতন উইল করিলেন। তাহাতে আর সব ঠিক রহিল, কেবল বিনোদলাল পাঁচ আনা ও হরলাল এক আনা পাইবেন বলিয়া লিখিত হইল। রাগ করিয়া হরলাল কলিকাতায় গিয়া পিতাকে পত্র লিখিলেন যে, যদি তাঁহাকে আট আনা বিষয় দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তিনি বিধবা বিবাহ করিবেন। তদুত্তরে কৃষ্ণকান্ত লিখিলেন—"তুমি আমার ত্যাজ্য পুত্র। তোমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিবাহ করিতে পার। আমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিষয় দিব।" হরলালকে এক পাই মাত্র দিবেন, এইটি স্থির করিয়া লেখক ব্রহ্মানন্দ ঘোষকে ডাকাইয়া এই মর্ম্মে আবার একখানি উইল প্রস্তুত করিলেন। হরলাল ব্রহ্মানন্দকে দিয়া একখানি জাল উইল প্রস্তুত করাইলেন, তাহাতে লেখা হইল, বিনোদলাল তিন আনা, গোবিন্দলাল এক পাই, গৃহিণী এক পাই, শৈলবতী এক পাই, হরলালের পুত্র এক পাই, আর হরলাল জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া বার আনা। ব্রহ্মানন্দ এই জাল উইলখানির পরিবর্ত্তে আসল উইলখানি লইয়া আসিতে অসমর্থ হইলে, হরলালের অনুরোধে রোহিণী এই কার্য সম্পন্ন করিলেন। পরে আর একদিন রোহিণী যখন আসল উইলখানি রাখিয়া জাল উইল খানি লইয়া যাইবার মানসে কৃষ্ণকান্তের কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখ অহিফেনসেবী কৃষ্ণকান্ত জাগরিত হইলেন, এবং রোহিণীও ধরা পড়িলেন। কৃষ্ণকান্ত রোহিণীকে মাথায় ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু শেষে গোবিন্দলালের অনুরোধে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কিছুদিন পরে কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের ইচ্ছাক্রমে তাঁহাকে জমিদারী দর্শন করিতে পাঠাইলেন। গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরে কৃষ্ণকান্ত পীড়িত হইলেন। তিনি গোবিন্দলাল-রোহিণী-ঘটিত কলঙ্ককথা শুনিয়াছিলেন। গোবিন্দলালকে শাসনে রাখিবার অভিপ্রায়ে ইনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে একখানি উইল প্রস্তুত করাইলেন, তাহাতে গোবিন্দলালের প্রাপ্য আট আনা গোবিন্দলালের স্ত্রী ভ্রমরকে লিখিয়া দিলেন—ভ্রমরের অবর্ত্তমানে গোবিন্দলাল ঐ আট আনা পাইবেন। সেই রাত্রেই কৃষ্ণকান্ত হরিনাম করিতে করিতে তুলসীতলায় প্রাণত্যাগ করিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—কৃষ্ণকান্তের উইল)।

কৃষ্ণকুমারী—উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহের একমাত্র কন্যা। জয়পুরের অধিপতি জগৎসিংহ ইঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া উদয়পুরে দূত পাঠান। ভীমসিংহের ইচ্ছা, তাঁহারই সহিত কন্যার বিবাহ দেন। এদিকে কিন্তু জগৎসিংহের উপপত্নী বিলাসবতীর দাসী মদনিকার কৌশলে কৃষ্ণকুমারী জগৎসিংহে বীতরাগ ও মরুদেশের রাজা মানসিংহের পক্ষপাতিনী হইয়া পড়েন। তিনিও বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ভীমসিংহের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। এইরূপ উভয় সঙ্কটে পড়িয়া রাণা অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। কৃষ্ণকুমারীও অত্যন্ত ম্রিয়মাণা হইলেন। ইনি স্বপ্নে দেখিলেন, যেন চিতোররাজসতী পদ্মিনী আসিয়া ইঁহাকে বলিতেছেন—"কুলমানরক্ষার জন্য যে যুবতী আপনার প্রাণদান করে, সুরলোকে তার আদরের সীমা নাই।" যুদ্ধ বিগ্রহ নিবারণ অভিপ্রায়ে মন্ত্রী কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করার পরামর্শ দিলে, রাজার অভিপ্রায়ে বলেন্দ্রসিংহ অসি হস্তে অন্ধকার রাত্রে নিদ্রিতা কৃষ্ণকুমারীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণকুমারী জাগরিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি কাকা।" পরে বলেন্দ্রের মুখে সমস্ত শুনিয়া যখন বুঝিলেন যে, পিতার অভিপ্রায়েই তাঁহাকে হত্যা করা হইতেছে, তখন কৃষ্ণকুমারী পিতৃব্যের পরিত্যক্ত অসি তুলিয়া, পদ্মিনীর উদ্দেশে "জননি, এই আমি এলেম।" এই বলিয়া সেই অসি দ্বারা আত্মঘাতিনী হইলেন। (মধুসূদন—কৃষ্ণকুমারী)।

ইতিহাসে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, ভীমসিংহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার কক্ষে অসিখানি ফেলিয়া বাহিরে আসেন। পরে কৃষ্ণকুমারীকে বিষ ভক্ষণ করিতে দেওয়া হয়। তিনবার বিষ দেওয়া হয়; কিন্তু তিন বারই বিষ উদরস্থ হইল না। অনন্তর তীব্র অহিফেনের সহিত পুষ্পরস মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, কৃষ্ণকুমারী হাস্যমুখে তাহা পান করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। সে নিদ্রা হইতে আর জাগরিতা হইলেন না।

কেনারাম ঘোষ—মফঃস্বলের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ইঁহার অপর দুইটি নাম—"কেব্‌লা হাকিম" ও "ঘটিরাম ডেপুটি।" অটলবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে নিমচাঁদ ইঁহাকে মদ্যপান করিতে বলেন। তাহাতে অঙ্গুলি দ্বারা একটু মদ লইয়া ইনি মুখে দেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক অথচ হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে যে দুই একটি মানেন না, এ কথা ইনি হলপ্ করিয়া বলিতে প্রস্তুত নন। ইনি মদ, মুরগি খান না, অথচ ইঁহার কোন "প্রেজুডিস" নাই। একদিন একজন মোক্তার ইঁহার বিচারে পরাজিত হইয়া বলিয়াছেন—"কেব্‌লা হাকিম যা খুসি তাই কর্ত্তে পারেন।" এই কথা শুনিয়া ইনি মোক্তারকে অবমাননার হেতুবাদে জরিমানা করেন। পরে পেস্কার বুঝাইয়া দেয় যে, "কেবলা" অর্থে "মহাশয়"। সেই অবধি ইনি "কেব্‌লা হাকিম" নামে অভিহিত হন। আর একদিন ইনি "ঘটিরাম" করিয়াদিকে ডাকিয়াছিলেন। কেহ উত্তর না দেওয়াতে ইনি মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দেন। পরে মুচিরাম ইঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। এরূপ ভ্রম হইবার কারণ অটলবিহারি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে কেনারাম বলিলেন—"আমরা বাঙ্গালা খবরের কাগজ জলের মত পড়্‌তে পারি, কিন্তু তাই মপোষলে গিয়ে দেখ্‌লেম, হাতের লেখা সেরূপ নয়, বেটারা "মু"

লেখে "ষ"রের মত, চ লেখে 'ট'য়ের মত, তাইতে ভুল হলো।" ..."পেস্কার বল্যে ধর্ম্ম অবতার ঘটিরাম নাম নয়, মুচিরামই ওর নাম—আমি মুখ ভারি করে বল্যেম, তোম্ চুপ্ রও ; আর বল্যেম, মুচিরাম কখন নাম হ'তে পারে না, মুচিরাম যদি নাম হয়, তবে কেন বামনরাম নাম হক না? কায়েতরাম নাম হক্ না? তার মোক-দ্দমাটি গ্রহণ কল্যেম ; কিন্তু যে লিখেছিল তার চসম্‌নামাই হলো।" সেই অবধি ইহার নাম হইল "ঘটিরাম ডেপুটি।" একদিন ইনি কাঞ্চনের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। কাঞ্চন ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কত টাকা মাহিনা পাও?" "দুশ" টাকা শুনিয়া কাঞ্চন বলিয়াছিল—"তোমার মত ডেপুটি আমার কোচম্যান আছে।" তাহাতেই তাহার দাসী ইচ্ছা হাসিতে হাসিতে ইহাঁর সামলার উপর হুঁকোর জল ঢালিয়া দিয়াছিল। ইনি সেখানেও আরদালি লইয়া গিয়াছিলেন। (দীনবন্ধু—সধবার একাদশী)।

কথিত আছে, কলিকাতানিবাসী জনৈক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে লক্ষ্য করিয়া এই চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছিল।

কেব্‌লা হাকিম—কেনারাম ঘোষ দেখ। (দীনবন্ধু—সধবার একাদশী)।

ক্ষিতিধর—পাণ্ডিয়ানার রাজা বীরসেনের কনিষ্ঠা মহিষীর পুত্র। জ্যেষ্ঠা মহিষী অহল্যার পুত্র মুকুল ইহাঁকে ভালবাসিতেন, এবং ক্ষিতিধরও ইহাঁর অনুরাগী ছিলেন। সপত্নী পুত্রে ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়া ক্ষিতিধরের মাতা একদিন রাজার নিকট মিথ্যা করিয়া বলিলেন যে, মুকুল ক্ষিতিধরকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ক্ষিতিধর ইহার প্রতিবাদ করিলেও ক্রোধান্ধ রাজা মুকুলকে বধ করিবার আদেশ দেন। অহল্যা মুকুল ও কন্যা তারাকে লইয়া পলায়ন করিলেন। কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া রাজা কাশীবাসী হইলেন। মুকুল ও তারা কেরোলী রাজ্যে যাইয়া অচ্যুতানন্দ যোগীর আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। ক্ষিতিধর সংসর্গদোষে লম্পট ও নেশাখোর হইয়া উঠিলেন। ক্ষিতিধরের মাতা কেরোলী রাজকুমারী মুঞ্জরার সহিত পুত্রের বিবাহ দিবার প্রস্তাব লইয়া কেরোলীরাজমহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ক্ষিতিধর বিবাহ করিতে অসম্মত, কারণ তিনি বিবাহ করিবেন না বলিয়া তাঁহার উপপত্নী চন্দনার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন। এদিকে কেরোলী সেনাপতি সুষেণ মুঞ্জরাকে বিবাহ করিবার জন্ত সমুৎসুক। সুষেণ ক্ষিতিধরের সহিত পরামর্শ করিয়া বরুণচাঁদ নামক জনৈক অহিফেনসেবী বণিকপুত্রকে ক্ষিতিধর পরিচয়ে কেরোলী-রাজসমীপে উপস্থাপিত করিলেন। ক্ষিতিধর উগ্রস্বভাব বর্ব্বর বলিয়া জনরব ছিল। কিন্তু ক্ষিতিধরবেশী বরুণচাঁদকে দেখিয়া তাঁহার সে ভ্রম গেল। তিনি কন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যুবরাজ চন্দ্রধ্বজ প্রকৃত ক্ষিতিধরকে দেখিয়া আসিয়া তাঁহার যথাযথ পরিচয় দিলেও রাজা তাহা বিশ্বাস করিলেন না এবং পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। মুকুলের সহিত মুঞ্জরার বিবাহ হইয়া গেলে, ক্ষিতিধর উপস্থিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং পিতৃসিংহাসন জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য বলিয়া তাহা মুকুলকে ছাড়িয়া দিলেন। ক্ষিতিধর কথায় কথায় বলিতেন, "বুদ্ধি আছে—বুদ্ধি আছে।" (গিরিশচন্দ্র—মুকুলমুঞ্জরা)।

ক্ষীরোদবাসিনী—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অরবিন্দের স্ত্রী। পতি গৃহত্যাগ করিলে ইনি তাঁহার খড়ম বক্ষে রাখিয়া অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেন। হরবিলাস যেদিন দত্তক গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন, পতিপ্রত্যাগমনে হতাশ হইয়া ইনি তৎপূর্ব্ব রাত্রেই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিতে কৃতসংকল্পা হইলেন। এমন সময়ে শুনিলেন যে, সন্ন্যাসি-বেশে স্বামীগৃহে ফিরিয়াছেন। মাতুলের অনুরোধে ইনি সন্ন্যাসীকে পরীক্ষা করিবার জন্ত এমন একটি প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ইনি এবং স্বামী ভিন্ন সে কথা আর কেহ জানেন না। প্রশ্নটি এই ;—বাসর ঘরে স্বামী ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"তোমাদের বাড়ী হইতে কালীঘাট কত দূর?" ইনি উত্তর দিয়াছিলেন,—"একশত বৎসরের পথ।" যোগজীবন সন্ন্যাসী এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে তিনি নিঃসন্দেহে অরবিন্দ বলিয়া গৃহীত হইলেন। যোগজীবন পত্নীর নিকটে আগমন করিলেন। প্রথমে ক্ষীরোদবাসিনী অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়াছিলেন। পরদিন হইতে ইহাঁকে বিশেষ ম্রিয়মাণা দৃষ্ট হইল। তিন দিন পরে প্রকৃত অরবিন্দ গৃহে ফিরিলেন। তখন প্রকাশ পাইল যে, চাঁপা নাম্নী একটি স্ত্রীলোক পোষ্যপুত্র গ্রহণ রহিত করিবার অভিপ্রায়েই অরবিন্দ-পরিচয়ে গৃহে স্থান লইয়াছিল। এই চাঁপা হরবিলাসের রক্ষিতা বেশ্যার কন্যা। একদিন পত্নীভ্রমে অরবিন্দ কর্ত্তৃক সে আলিঙ্গিত হইয়াছিল বলিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হয় ; আর সম্পর্কে ভগিনীর স্নেহস্পর্শরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তকরণার্থ অরবিন্দ অজ্ঞাতবাসে গিয়াছিলেন। (দীনবন্ধু—লীলাবতী)।

ক্ষেত্রমণি—স্বরপুর গ্রামের সাধুচরণ ঘোষ নামক একজন রাইয়তের কন্যা। পিত্রালয়ে আসিয়া মাতা রেবতীর সহিত ক্ষেত্র একদিন গোলক বসুর বাড়ীর মহিলাগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসে। নীলকুঠির আমিনের কথায় ক্ষেত্রের রূপে মুগ্ধ হইয়া কুঠির ছোট সাহেব পি পি রোগ, পদী ময়রাণীর সহায়তায় ক্ষেত্রকে স্বীয় কক্ষে আনয়ন করে। সাহেবের কক্ষে থাকিতে আপত্তি করিলে পদী ইহাকে বলে যে, একথা ইহার স্বামী জানিতে পারিবে না। ক্ষেত্রমণি উত্তর করে,—"ভাতারই যেন জানিতে পারলে না, ওপরের দেবতা তো জান্‌তি পারবে, দেবতার চকিতো ধুলো দিতে পারবো না! আমার প্রাণের ভিতর তো পাঁজার আগুন জল্‌বে। মোর স্বামী সতী বলে যত ভালবাসবে, তত মোর মন তো পুড়্‌তি থাক্‌বে। জানাই হউক, আর অজানাই হউক, মুই উপপতি কত্তি কখনই পারবো না।" পদী যখন ইহাকে বিবির পোষাক দিবার লোভ দেখাইল, তখন ক্ষেত্র বলিল,—"পোড়া কপাল বিবির পোষাকের, চট্ পরে থাকি সেও ভাল, তবু য্যান বিবির পোষাক পরতি না হয়।" সাহেব যখন ইহার প্রতি বলপ্রয়োগের চেষ্টা করিল, তখন ক্ষেত্র তাহাকে মনের আবেগে বিস্তর গালাগালি করিল। সাহেব ইহার পেটে ঘুস মারিয়া চুল ধরিয়া টানিল, এমন সময়ে নবীনমাধব ও তোরাপ গবাক্ষ ভঙ্গ করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। নবীন ক্ষেত্রমণিকে কোলে করিয়া প্রস্থান করিলেন। ক্ষেত্রমণি চারি মাস অন্তঃসত্ত্বা ছিল। পেটে আঘাত পাইয়া ইহার গর্ভস্রাব হয়। সেই সময় হইতে ক্ষেত্রমণি পীড়িত হইয়া পড়িল এবং অনতিকাল পরে দেহত্যাগ করিল। (দীনবন্ধু—নীলদর্পণ)।

গ

গঙ্গারাম দাস—সীতারামের প্রথমা পত্নী শ্রীর ভ্রাতা। ইহাঁর মাতা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন ইনি কবিরাজ ডাকিবার জন্ত যাইতেছিলেন। পথে এক ফকির গলি-পথে আড়াআড়িভাবে শয়ন করিয়াছিল। অনেকবার বলাতেও সে উঠিল না দেখিয়া গঙ্গারাম তাহাকে ডিঙ্গাইয়া গেলেন। ডিঙ্গাইবার সময় তাঁহার পা ফকিরের অঙ্গে লাগিল। ফকির কাজির নিকট নালিস করিল। মাতার মৃত্যুর পর তাঁহার সৎকার করিয়া বাটিতে ফিরিবার সময় গঙ্গারাম ধৃত হইলেন এবং কাজির বিচারে জীবন্তে

সমাহিত হইবার দণ্ড পাইলেন। শ্রী সীতারামের নিকট এই বিপদের সংবাদ দিলে সীতারাম ইহাঁকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সীতারাম গঙ্গারামের জীবনের বিনিময়ে নিজের প্রাণ দিতে চাহিলেন। কাজি কিছুতেই সম্মত হইল না দেখিয়া উত্তেজিত দর্শকগণ যবনদলকে আক্রমণ করিল। সেই অবসরে গঙ্গারাম শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া সীতারামের ঘোড়ায় চড়িয়া প্রস্থান করিলেন। মহম্মদ পুরে নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সীতারাম গঙ্গারামকে নগররক্ষকপদে নিযুক্ত করিলেন। সীতারাম যখন দিল্লীতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে ভূষণার ফৌজদার তোরাব খাঁ মহম্মদপুর আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। সীতারামের কনিষ্ঠা মহিষী রমা ভীত হইয়া পুত্রের প্রাণরক্ষার্থে গঙ্গারামকে গোপনে রাত্রিকালে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া যবনহস্তে নগর সমর্পণ করিতে তাঁহাকে পরমর্শ দিলেন। গঙ্গারাম বলিলেন—তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে উপযুক্ত সময়ে তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিবেন। গঙ্গারামের মনে রমা সম্বন্ধে পাপ অভিসন্ধি জন্মিল। এইবার গঙ্গারামের সর্বনাশ হইল। রমার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে বাসনানল জ্বলিয়া উঠিল। রমা দুষ্প্রাপ্যা, ইহা জানিয়াও কেবল তাঁহাকে দেখিবার লোভে তিনি অন্তঃপুরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন, এবং রমাকে ভয় দেখাইয়া যাতায়াতের পথ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতে থাকিলেন। রমা কিন্তু নিরপরাধা। পরিশেষে যখন অন্তঃপুরে যাতায়াত বন্ধ হইল, তখন গঙ্গারাম বাসনাতাড়িত হইয়া অন্য উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে তিনি জীবনদাতা ও অন্নদাতা সীতারামের সর্বনাশসাধনে উদ্যোগী হইলেন। বিশ্বাসঘাতক গঙ্গারাম তোরাব খাঁর নিকট গোপনে গিয়া, সীতারামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলেন এবং পুরস্কারস্বরূপে লুণ্ঠনের অর্দ্ধেক এবং রাজমহিষী রমাকে পাইলেই তাঁহাকে বিনা যুদ্ধে নগর সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। যুদ্ধের রাত্রে গঙ্গারাম নিশ্চেষ্ট রহিলেন। জয়ন্তী ইহাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কথা অবগত হইয়া গঙ্গারামকে তাহা জ্ঞাপন করিলে, গঙ্গারাম ভীত হইয়া তাঁহার প্রার্থিত গোলাগুলি তাঁহাকে দিলেন। যুদ্ধজয়ের পর সীতারাম প্রকাশ্য দরবারে গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্তঃপুরে প্রবেশ সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য ঘোষণা করিলেন। গঙ্গারামের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ দেওয়া হইল, সমুদয়ই ইনি উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কনিষ্ঠা রাজমহিষী রমার কথাও উড়াইয়া দিয়া তাঁহার চরিত্রে দোষারোপের চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে জয়ন্তী আসিয়া গঙ্গারামের বক্ষের উপর তাঁহার ত্রিশূল স্থাপিত করিলেন। তখন গঙ্গারাম সকল অপরাধই স্বীকার করিলেন। সীতারাম ইহাঁর শূল-দণ্ড আদেশ করিলেন। শ্রীর অনুরোধে জয়ন্তী সীতারামের নিকট গঙ্গারামের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। সফলকামা হইয়া জয়ন্তী স্বয়ং কারাগারে গিয়া গঙ্গারামকে মুক্ত করিলেন। অনন্তর যবন-জয়াশা ত্যাগ করিয়া সীতারাম যখন রাজপরিবারকে নিরাপদ্ স্থানে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন যবনপক্ষ হইয়া গঙ্গারাম ছদ্মবেশে তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য একটি কামানে অগ্নিযোগ করিতে অগ্রসর হইলেন। শ্রীকে কামানের মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া গঙ্গারাম একটু তফাতে গেলেন। সেই সময় সীতারাম ইহাঁর মস্তকচ্ছেদন করিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—সীতারাম)।

গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ—গজপতি অতি দীর্ঘাকার ও মসিবর্ণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। বাল্যকালে ইনি চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। একদিন অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাম শব্দের উত্তর অম্ করিলে কি হয়?" ছাত্র উত্তর করিল—"রামকান্ত।" অধ্যাপক বলিলেন,—"তোমার এখানকার পাঠ সাঙ্গ হইয়াছে; আমার আর বিদ্যা নাই যে তোমাকে দান করিব।" ছাত্র উপাধি প্রার্থনা করিলে, অধ্যাপক তাঁহাকে বিদ্যাদিগ্‌গজ উপাধি দিলেন। গজপতি গৃহে আসিয়া স্মৃতি শিক্ষাভিলাষে অভিরামস্বামীর ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়া গড়মান্দারণ দুর্গে বাস করিতে লাগিলেন। গজপতির রসিকতা প্রকাশ করার তৃষ্ণাটা বড় প্রবল ছিল। বিমলাকে বলিতেন, "দাই যেন ভাণ্ডস্থ ঘৃত; মদন আগুন যত শীতল হইতেছে, দেহখানি ততই জমাট বাঁধিতেছে।" বিমলা ইহাঁকে "রসিকরাজ রসোপাধ্যায়" নাম দিয়াছিলেন। আসমানিও ইহাঁকে নাচাইয়া বানর নাচাইবার সখ মিটাইতেন। বিমলা যে রাত্রে শৈলেশ্বর মন্দিরে জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, আসমানি বিদ্যাদিগ্‌গজকে সঙ্গে দিবার জন্য তাঁহার কুটীরে যায়। অনেক প্রণয়সম্বোধনে ইহাঁকে আহারকালে কথা কহাইয়া গৃহের বাহিরে আনিলে, গজপতি তাঁহাকে একটা সরস অভ্যর্থনা করিবার অভিপ্রায়ে বলেন—"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি।" আসমানি হীনজাতীয়া হইলেও গজপতি তাহার ভুক্তাবশিষ্ট অন্নগ্রহণ করিলেন, এবং তাহার সহিত দেশত্যাগ করিবার প্রলোভনে পড়িয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। পরে বিমলার সঙ্গে গজপতি বনমধ্য দিয়া শৈলেশ্বর মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। পথে বিমলার অনুরোধে ইনি কৌতুকপ্রদ গান করিতে লাগিলেন। মন্দিরের নিকট আসিয়া বিমলা ইহাঁকে ভূতের ভয় দেখাইলে গজপতি বেগে সে স্থান হইতে দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন। পাঠানদুর্গে অবস্থানকালে জগৎসিংহ গবাক্ষে বসিয়া দেখিলেন যে, একটি ব্রাহ্মণ এক স্থানে কি পড়িতেছে ও তাহার চতুর্দ্দিকে অনেক লোক দাঁড়াইয়া আছে। জগৎসিংহের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে ওসমান ব্রাহ্মণকে কক্ষমধ্যে আনাইলেন। গজপতিই এই ব্রাহ্মণ। জগৎসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি ব্রাহ্মণ?" গজপতি উত্তর দিলেন—

"যাবৎ মেরৌস্থিতা দেবা যাবৎ গঙ্গা মহীতলে।
অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্॥"

জগৎসিংহ প্রণাম করিলে, গজপতি বলিলেন "খোদা খাঁ বাবুজীকে ভাল রাখুন।" ব্রাহ্মণ মনে করিয়াছিলেন যে, ইহাঁরা সকলেই যবন, সুতরাং আপনি যবনধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি এইরূপ পরিচয় দিলে, তাঁহার কোনরূপ বিপদ্ ঘটিবে না। কিন্তু পদে পদে তিনি ঐরূপ পরিচয় দিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হইতে লাগিলেন। গজপতির মুখে জগৎসিংহ অবগত হইলেন যে, বীরেন্দ্রসিংহের শিরশ্ছেদ হইয়াছে, আর বিমলা ও তিলোত্তমা কতলু খাঁর উপপত্নী হইয়াছেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—দুর্গেশনন্দিনী)।

বিদ্যাদিগ্‌গজের চরিত্র অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন।

গান্ধারী—মণিপুরাধিপতি গম্ভীর সিংহের কনিষ্ঠা মহিষী ও মকরকেতনের জননী। জ্যেষ্ঠা মহিষী প্রমীলা একটী পুত্র প্রসব করিলে, রাজা সেই পুত্রটিকে কৌটা সহিত একটি বহুমূল্য গজমতি হার দেন। গান্ধারী ঈর্ষ্যান্বিতা হইয়া ধুনী ধাত্রীর দ্বারা সেই কৌটা সমেত শিশুটিকে প্রাণনাশার্থ বিন্দুসরোবরে নিক্ষেপ করিতে বলেন। ধুনী তাহা করিলে পর গান্ধারী অনুতপ্তা হইয়া শিশুটি ফিরাইয়া আনিতে বলেন। কিন্তু ধুনী আর শিশুটি সেখানে দেখিতে পাইল না। গান্ধারী সেই সময় হইতে মনে মনে কষ্ট অনুভব করিতে থাকেন।

এক দিন পুত্রের দুশ্চরিত্রতার জন্ত তাঁহাকে অনুযোগ করিলে মকর-কেতন ইহাকে বলিয়াছিলেন,—"পাপীয়সীর পেটে পাপাত্মার জন্ম।" স্বীয় দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়া গান্ধারী এ কথায় বড়ই ব্যথিতা হন। এদিকে ত্রিপুরা নাম্নী একটি বিধবা রমণী বিন্দুসরোবরে সেই শিশুটিকে পাইয়া পুত্রবৎ তাহার লালনপালন করেন। জনৈক সন্ন্যাসী উহার কপালে রাজদণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া ত্রিপুরাকে সেই কথা বলায়, তিনি তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বালকটিকে শস্ত্র ও বিদ্যাশিক্ষা দেন। প্রথমে সেই বালকটির নাম ছিল কুঞ্জনচন্দ্র। বয়োবৃদ্ধি হইলে শিখণ্ডিবাহন নাম প্রাপ্ত হইয়া সেই বালক মণিপুররাজের সহকারী সেনাপতির পদ লাভ করে। ব্রহ্মরাজের সহিত যুদ্ধযাত্রাকালে যখন মণিপুর-রাজমহিলাগণ যোদ্ধৃবর্গকে দেবালয়ে বরণ করেন, তখন গান্ধারী শিখণ্ডিবাহনের ললাটে রাজদণ্ড দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। পরে সাতিশয় পীড়িতা হইয়া প্রলাপপ্রসঙ্গে যে যে সকল কথা অসংলগ্নভাবে প্রকাশ করেন, তাহা অবলম্বন করিয়া অন্যান্য প্রমাণসহযোগে শিখণ্ডিবাহনের রাজপুত্রত্ব প্রতিপন্ন হয়। (দীনবন্ধু—কমলেকামিনী)।

গিরিজায়া—লক্ষ্মণাবতীনিবাসিনী জনৈক ভিখারিণী বালিকা। হেমচন্দ্র ইহাকে মৃণালিনীর সন্ধান করিতে নিযুক্ত করিলেন। গিরিজায়া "মথুরা-বাসিনী, মধুরহাসিনী, শ্যামবিলাসিনী রে"—এই গানটি গাহিতে গাহিতে হৃষীকেশ শর্ম্মার গৃহে আসিয়া মৃণালিনীর সন্ধান পাইল এবং মৃণালিনীর নিকট "কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে" এই গানটী শিখিয়া হেমচন্দ্রকে শুনাইল। মৃণালিনীকে হেমচন্দ্র একখানি পত্র লিখিয়া ইহারই হাতে পাঠাইয়া দিলেন। রাত্রিকালে এই পত্র পড়িয়া মৃণালিনী যখন গৃহে ফিরিতেছেন, তখন হৃষীকেশের দুশ্চরিত্র পুত্র তাঁহাকে লইয়া টানাটানি করে। ব্যোমকেশ মৃণালিনীকে বলে—"সুন্দরি! তুমি আমার দ্রৌপদী—আমি তোমার জয়দ্রথ।" আর অমনি গিরিজায়া পশ্চাৎ হইতে বলিল—"আর আমি তোমার অর্জ্জুন" এই কথা বলিয়া গিরিজায়া ব্যোমকেশের পৃষ্ঠদেশ দংশন করিলে সে চীৎকার করে, এবং সেখানে হৃষীকেশ উপস্থিত হইলে নিজের দোষ ঢাকিবার জন্ত মৃণালিনীর চরিত্রসম্বন্ধে অপবাদ ঘোষণা করে। হৃষীকেশ সেই দণ্ডেই মৃণালিনীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে, তিনি গিরিজায়ার সহায়তায় নবদ্বীপে আসিয়া রত্নময়ীর কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আহত হেমচন্দ্র মনোরমা কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন, ইহা মৃণালিনী ও গিরিজায়া গোপনে দেখিলেন গিরিজায়া বুঝিল, হেমচন্দ্র মনোরমায় আসক্ত; তাই সে জিজ্ঞাসিত হইয়া, হেমচন্দ্রের মন বুঝিবার জন্ত তাঁহাকে মিথ্যা করিয়া বলিল যে, বিবাহ দিবার জন্ত মৃণালিনীর পিতা তাঁহাকে মথুরায় লইয়া গিয়াছেন। এ কথায় ক্ষুব্ধ হইয়া হেমচন্দ্র বলিলেন—এ সংবাদ উত্তম। গিরিজায়ার মুখে মৃণালিনী এই কথা শুনিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত করিবার উদ্দেশ্যে হেমচন্দ্রকে একখানি পত্র লিখিলেন। ইহার পূর্ব্বেই হেমচন্দ্র মৃণালিনীর গৃহত্যাগের কারণ শুনিয়াছিলেন। সুতরাং গিরিজায়া মৃণালিনীর পত্র আনিলে তিনি সেখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া বলিলেন—"কুলটার পত্র আমি পড়িব না।" আর গিরিজায়াকে বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। গিরিজায়া বলিল—"বীরপুরুষ বটে! এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ? কিছু প্রয়োজন ছিল না—এ বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে। মুসলমানের জুতা বহিতে, আর গরীব-দুঃখীর মেয়ে দেখিলে বেত মারিতে।" গিরিজায়া আরও বলিল—"তুমি মৃণালিনীকে বিবাহ করিবে? মৃণালিনী দূরে থাক্, তুমি আমারও যোগ্য নও।" অন্য সময়ে হেমচন্দ্র যখন মৃণালিনীর মস্তক তাঁহার বক্ষচ্যুত করিয়া উঠিয়া যান, তখন গিরিজায়াকে সম্মুখে পাইয়া তাহাকে পদাঘাত করিয়াছিলেন। গিরিজায়া মৃণালিনীকে বড় ভালবাসিত, এবং ছায়ার ন্যায় তাহার অনুগমন করিত। দিগ্বিজয় নামে হেমচন্দ্রের একটি ভৃত্য ছিল। গিরিজায়া তাহাকে মনে মনে ভালবাসিত একদিন দিগ্বিজয় তাহাকে বলিল—"চল, প্রভু তোমাকে ডাকিয়াছেন।" গিরিজায়া জিজ্ঞাসিল—"কেন?" দিগ্বিজয় উত্তর করিল—"তোমার সঙ্গে বুঝি আমার বিবাহ দিবেন।" গিরিজায়া তদুত্তরে কহিল—"কেন, তোমার কি মুখ-অগ্নি করিবার আর লোক জুটিল না?" হেমচন্দ্রের সহিত মৃণালিনীর শেষ মিলন ঘটিলে, দিগ্বিজয়ের সহিত গিরিজায়ার বিবাহ হইল। ইহারা উভয়েই প্রভু ও প্রভুপত্নীর সঙ্গে দক্ষিণ দেশে স্থাপিত নূতন রাজ্যে বাস করিতে লাগিল। (বঙ্কিমচন্দ্র—মৃণালিনী)।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন—"গিরিজায়া যেন একটি আহ্লাদে পুতুল; বাচালতা কিঞ্চিৎ কম হইলে গিরিজায়া আরও মনোহারিণী হইত।"

গুরুপুত্র—রাজা রমণীমোহনের গুরুপুত্র। ইনি লেখাপড়া বিশেষ জানিতেন না; কিন্তু কতকগুলি সভাপণ্ডিত খোষামোদ করিয়া ইহাকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া আখ্যাত করিতেন। একদিন রাজসভায় গুরুপুত্র নিম্নলিখিত শ্লোকটির আবৃত্তি করিয়া তাহার "তন্ন তন্ন করে মীমাংসা" করিতে বলিলেন। "ভূতবাসরঃ, যোজোঘণ্টা, কেলিকুঞ্চিকা, ভিন্দিপালঃ।" সভাস্থ পণ্ডিতগণ শ্লোকের মর্ম্ম গ্রহণে অপারগতার ভাণ করিলে গুরুপুত্র স্বয়ংই ইহার এইরূপ অর্থ করিয়া দিলেন:—"ভূতবাসরঃ অর্থে বয়ড়া, যোজোঘণ্টা অর্থে হাতির গলায় ঘণ্টা, কেলিকুঞ্চিকা বলে ছোট শালীকে, অর্থাৎ স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী, ভিন্দিপালঃ অর্থে দেড় হেতে খেটে, অর্থাৎ ভিন্দিপাল বল্লেই ডেড় হাত লম্বা একটি খেটে বুঝাবে, পাঁচ পোয়াও নয়, সাত পোয়াও নয়।" অর্থ করিয়া গুরুপুত্র বলিলেন;—"এ সকল অনেক পর্য্যটনে সংগ্রহ করা গিয়াছে; যদি বিশ্বাস না হয়, অমরকোষ আনয়ন কর, একটি একটি কথা মিলিয়ে লও।" (দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী)।

গোপীনাথ দাস—স্বরপুরের নীলকুঠির কায়স্থ দাওয়ান। ইনি সাহেবদের অবৈধ কার্য্যে সহায়তা করিতেন বলিয়া প্রজারা ইহাকে "গুপে গুওটা" নামে আখ্যাত করিত। সাহেবদের প্রিয়কার্য্য সাধনে তৎপর হইলেও ইহাকে বড় সাহেব উডের অকথ্য ভাষায় ভৎর্সনা ও সবুট পদাঘাত মধ্যে মধ্যে সহ্য করিতে হইত। একবার পদাঘাত খাইয়া গা ঝাড়িতে ঝাড়িতে গোপীনাথ বলিলেন—"সাত শত শকুনি মরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ান হয়, নচেৎ অগণনীয় যোজা হজম হয় কেমন করে। কি পদাঘাতই করেছ, বাপ! বেটা যেন আমার কালেজ-আউট বাবুদের গোপপরা মাগ।" (দীনবন্ধু—নীলদর্পণ)।

গোপীনাথ সরকার—কলিকাতানিবাসী জনৈক কায়স্থ। হোগলকুঁড়ের মন্মথনাথ মিত্রের কন্যার সহিত ইহার পুত্র নন্দলালের বিবাহ দিয়া বাড়ী খোলাসা ও সমস্ত দেনা শোধ করিবেন বলিয়া আশা করেন। ইনি কন্যার পিতার নিকট নগদ চার হাজার টাকা লইবেন, কারণ নগদে "হাজা শুকো নাই।" ইহা ব্যতীত, ছেলের সোণার ঘড়ি, চেন,,,ও চসমা, আর ফুলশয্যার জন্ত নগদ দু'শ টাকা চাই। ফুলশয্যার পরদিন দেনা শোধ করিবেন, সকলকে এই আশ্বাস

দিলেন। মুদী চিনিবাস আসিলে, ঘটক তাহার পাওনা টাকা পরিশোধ করিবার জন্ত জামিন হইলেন। গোপীনাথ তাহাকে বলিলেন, "তুমি মনে করে যাও যেন নগদ পেয়েছ, টাকা বাক্সয় ভরেছ; যাও জিনিস পত্তর পাঠিয়ে দাও গে।" মুদী বলিল—"আজ্ঞে—তা দিচ্ছি—কবে না দিয়েছি—মোদ্দাৎ—" গোপীনাথ বলিলেন—"দিয়েছ! নগদ টাকাটা পেলে কিনা, চিনিবাসের আর হাসি ধরে না।" কন্তার পিতা পাত্র দেখিয়া গেলেন, কিন্তু খরচ করিতে হইবে বলিয়া গোপীনাথ আর কন্তা দেখিতে গেলেন না; বলিলেন—"আমি এখান থেকেই আশীর্ব্বাদ কচ্ছি।" যথাদিনে বর বিবাহ করিতে গেলে, মন্মথ বাবু প্রতিশ্রুত নগদ টাকা সমস্তই দিলেন। টাকা নন্দলালের হাতেই রহিল। গোপীনাথ বলিলেন—"ও টাকা আমার ভাদ্রবধূ, আমি ও টাকা ছুঁই!" ইঁহার শিক্ষামত নন্দলাল ছাঁদনাতলায় আর পাঁচশত টাকার দাবী করিলেন। নগদ সত্তর টাকা ও কন্তার মাতার পনের ভরির সোনার গোট দিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করা হইল। ইহাও নন্দলাল নিজের নিকট রাখিলেন। বিবাহের পর রাত্রিশেষে নন্দলাল বাসর ঘর হইতে সমস্ত টাকা লইয়া পলায়ন করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে গোপীনাথ মন্মথ বাবুর বাড়ীতে আসিয়া পুত্রকে গুমখুন করা হইয়াছে দাবি দিয়া পুলিস ডাকিতে উদ্যত হইলেন। তখন প্রতিবেশীরা আসিয়া ইঁহাকে বিলক্ষণ লাঞ্ছিত করিল। মন্মথ বাবুর ভগিনীপতি গোকনাথ বাবু আসিয়া বলিলেন যে, তিনি হাওড়া ষ্টেসনে নন্দলালের মত একটি যুবক ইংরাজের পোষাক পরিয়া বেড়াইতেছেন দেখিয়া আসিয়াছেন। সকলে হাওড়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলে গোপীনাথ পুত্রকে গৃহে ফিরিয়া বাসি বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। অর্থ ফিরিয়া চাহিলেন—অন্ততঃ অর্দ্ধেক। নন্দলাল কোন কথাই রক্ষা করিলেন না, এদিকে কন্তার পিতা আদালতে নালিশ করিবার ও সমাজচ্যুতির ভয় দেখাইলেন। গোপীনাথ স্বীয় দুষ্কৃতির ফল পাইলেন বলিয়া বুঝিলেন, আর গ্রন্থসমাপ্তিচ্ছলে বলিলেন,—"ভিক্ষার ঝুলি আছে, গলায় দেবার দড়ি আছে—সেও ভাল, কিন্তু কেউ যেন ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে টাকা রোজগারের চেষ্টা না করে—অতি ইতর। অতি চামার!! অতি কসায়ের কাজ!!!" (অমৃতলাল—বিবাহ-বিভ্রাট)।

গোলকচন্দ্র বসু—স্বরপুর গ্রামের জনৈক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। ইনি নীলকরদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র নবীনমাধব কুঠির সাহেবদিগের চক্ষুঃশূল ছিলেন। তাঁহাকে শাসন করিবার জন্ত ইঁহারা একটা মিথ্যা মকদ্দমা সাজাইয়া গোলকচন্দ্রকে কারাদণ্ডিত করান। গোলক তিন দিন ইন্দ্রাবাদের কারাগারে অনাহারে থাকিয়া চতুর্থ দিবস উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। (দীনবন্ধু—নীলদর্পণ)।

গোবিন্দলাল রায়—ভ্রমরের স্বামী ও হরিদ্রাগ্রামের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। একদা রোহিণীকে ইনি বিষণ্ণভাবে নিজ উদ্যানের পুষ্করিণীতটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার সহিত সহানুভূতিসূচক কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। ইহাতে রোহিণী তাঁহার প্রতি মনে মনে আকৃষ্টা হইয়া তাঁহার মঙ্গলার্থ জাল উইল ফিরাইয়া লইয়া আসল উইলখানি রাখিয়া দিতে কৃষ্ণকান্তের কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ধরা পড়িয়া গেলে, গোবিন্দলাল তাঁহার নিকট উইল সম্বন্ধে সমুদয় তথ্য অবগত হইয়া কৃষ্ণকান্তকে অনুরোধ করিয়া রোহিণীকে অব্যাহতি দেওয়াইলেন। গোবিন্দলালকে পাইবার আশায় হতাশ হইয়া রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়া মরিতে যান। গোবিন্দলাল তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া কৃত্রিম নিশ্বাস-প্রশ্বাস-প্রয়োগ-কৌশলে তাঁহাকে সচেতন করেন এবং সেই সময় হইতে তাঁহার প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়েন। তাঁহাকে ভুলিবার জন্ত জমিদারি পরিদর্শনচ্ছলে ইনি কিছুদিন বিদেশে থাকেন। ইতিমধ্যে তাঁহার রোহিণীঘটিত মিথ্যা কলঙ্ক গ্রামমধ্যে প্রচারিত হয়। ইহা ভ্রমরের শ্রুতিগোচর হইলে ভ্রমর তাঁহাকে হৃদয়ের ব্যথা জানাইয়া একখানি পত্র লেখেন। গোবিন্দলাল দেশে আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া যান। ইহাতে গোবিন্দলাল তাঁহার উপর রুষ্ট হন। এখন ইনি ভ্রমরকে ভুলিবার জন্ত রোহিণীর চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হন, এবং ক্রমে রোহিণীর রূপসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অধঃপতনের পথে অগ্রসর হন। কিছুদিন পরে ভ্রমর ফিরিয়া আসিলেন, এবং কৃষ্ণকান্ত লোকান্তরে গমন করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি উইলখানি পরিবর্ত্তন করিয়া গোবিন্দলালের প্রাপ্য আট আনা বিষয় ভ্রমরকেই দান করিয়া যান। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিলেন, তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না; দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া চাকরির চেষ্টা করিব। ভ্রমর অনেক কান্নাকাটি করিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল কিছুতেই তাঁহার দত্ত বিষয় লইতে সম্মত হইলেন না। পরে মাতাকে সঙ্গে লইয়া গোবিন্দলাল কাশীতে গেলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া এবং পরে অন্তান্ত স্থান ভ্রমণ করিয়া শেষে তিনি রোহিণীকে লইয়া যশোহর জেলায় প্রসাদপুর গ্রামে একটি নির্জ্জন ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে ভ্রমর কঠিন পীড়ায় আক্রান্তা হইলে, তাঁহার পিতা মাধবীনাথ অনেক সন্ধান করিয়া বন্ধু নিশাকর সঙ্গে প্রসাদপুরে গেলেন। নিশাকর কৌশল করিয়া রোহিণীকে বাড়ীর বাহিরে আনিলে গোবিন্দলাল আসিয়া রোহিণীকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। রোহিণীর বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"রাজার ন্তায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম, সব তোমার জন্ত ত্যাগ করিয়াছি! তুমি কে রোহিণি, যে তোমার জন্ত এ সকল পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলাম? তুমি কে রোহিণি, যে তোমার জন্ত ভ্রমর,—জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, যে ভ্রমর—তাহা পরিত্যাগ করিলাম।" গোবিন্দলাল পিস্তলের গুলিতে রোহিণীকে হত্যা করিলেন এবং প্রসাদপুর পরিত্যাগ করিয়া লুকাইয়া রহিলেন। পরে ধৃত হইয়া সেসন আদালতে বিচারার্থ আনীত হইলে, শ্বশুর মাধবীনাথ ভ্রমর-দত্ত অর্থে সাক্ষিগণকে বশ করিয়া গোবিন্দলালকে মুক্ত করিলেন। মুক্তির পরেই গোবিন্দলাল পলায়ন করিলেন। কয়েক বৎসর অতি কষ্টে কলিকাতায় গোপনে অবস্থান করিলেন; পরে অর্থকষ্টে নিতান্ত পীড়িত হইয়া ভ্রমরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ভ্রমর অর্থসাহায্য করিলেন। ভ্রমর যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, তখন গোবিন্দলাল আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। পরে মৃত্যুর পরদিনেই আবার অদৃশ্য হইলেন। ভাগিনেয় শচীকান্ত বিষয়ের অধিকারী হইয়া গোবিন্দলালের প্রিয় উদ্যানে ভ্রমরের একটি স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত করিলেন। বার বৎসর পরে সন্ন্যাসীর বেশে গোবিন্দলাল সেইখানে একদিন উপস্থিত হইলে, শচীকান্ত তাঁহাকে সমস্ত বিষয় ফিরাইয়া দিতে চাহিলেন। গোবিন্দলাল বলিলেন—"বিষয় সম্পত্তি অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আমি পাইয়াছি……আমি শান্তি পাইয়াছি।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন। আর কেহ তাঁহাকে হরিদ্রা গ্রামে দেখিতে পাইল না। (বঙ্কিমচন্দ্র—কৃষ্ণকান্তের উইল)।

কৃষ্ণকান্তের উইলের শেষ সংস্করণে গ্রন্থকার উপরোক্তরূপে উপন্যাসের সমাপ্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বের পূর্ব্বের সংস্করণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছিল যে, ভ্রমরের মৃত্যুর পর দিবস গোবিন্দলাল তাঁহার প্রিয় উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া যেন শুনিতে পাইলেন যে, রোহিণী তাঁহাকে বলিতেছেন—"প্রায়শ্চিত্ত কর। মর"; আর গোবিন্দলাল সেই বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিলেন।

এমারেল্ড থিয়েটারে মহেন্দ্রলাল বসু ও ক্লাসিক থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত গোবিন্দলালের চরিত্র অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

গৌরীদেবী—বিধবা ব্রাহ্মণী। ইঁহারই গৃহে ভবানন্দ মহেন্দ্রের স্ত্রী কল্যাণীকে আনিয়া রাখেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—আনন্দমঠ)।

ঘ

ঘটিরাম ডেপুটী—কেনারাম ঘোষ দেখ। (দীনবন্ধু—সধবার একাদশী)।

চ

চঞ্চলকুমারী—রূপনগরের রাজা বিক্রমসিংহ সোলাঙ্কির কন্যা। ইনি এক সময়ে আওরঙ্গজেবের ছবি ক্রয় করিয়া তাহাতে পদাঘাত করিয়াছিলেন। বাদসাহ সে কথা শুনিয়া প্রিয় মহিষী উদিপুরী বেগমকে তাঁহার অনুরোধ রক্ষার্থে বলিয়াছিলেন—চঞ্চলকে আনিয়া তাহার দ্বারা তোমার তামাক সাজাইব। এদিকে যোধপুরী বেগম দেবী নাম্নী এক দাসী দ্বারা চঞ্চলকে এ সংবাদ গোপনে পাঠাইয়া দেন। চঞ্চল মেবারের রাণা রাজসিংহকে পত্র দ্বারা তাঁহার বিপদের কথা জানাইলেন। মোগল-সৈন্য যখন চঞ্চলকে দিল্লিতে লইয়া যায়, পথে রাজসিংহ তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। চঞ্চল দোলা হইতে নামিয়া অসিহস্তে মোগল-সৈন্যকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে তাহারা ইঁহাকে না লইয়া দিল্লিতে ফিরিয়া যায়। চঞ্চল উদয়পুরে রাজসিংহের প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে মাণিকলাল যখন দিল্লিতে রাজসিংহের দূত হইয়া গমন করেন, তখন প্রিয় সহচরী নির্ম্মলার হস্তে উদিপুরী বেগমের নামে চঞ্চলা একখানি পত্র দেন। সে পত্রের মর্ম্ম এই যে, বেগম সাহেব উদয়পুরে আসিয়া চঞ্চলার তামাকু সাজুন। রাজসিংহের সহিত পর্ব্বতরন্ধ্রের যুদ্ধে আওরঙ্গজেব যখন পরাস্ত হন, তখন উদিপুরী ও জেবুন্নেসা বন্দিনী হইয়া উদয়পুরে আনীতা হইলে চঞ্চলা তাঁহাদিগকে সসম্মানে আতিথ্য দান করেন। সন্ধির পর যখন উঁহাদিগকে দিল্লিতে যাইতে দেওয়া হয়, তখন চঞ্চলা গর্ব্বিতা উদিপুরীর দ্বারা তামাকু সাজাইয়া লইয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে রাজসিংহের সহিত চঞ্চলার বিবাহ হয়। (বঙ্কিমচন্দ্র—রাজসিংহ)।

চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার—রাজা সীতারাম রায়ের গুরুদেব। ইনি কেবল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন না। ইঁহার মুণ্ডিত মস্তকে যেমন সুদীর্ঘ শিখা ছিল, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক ছিল, স্কন্ধে নামাবলী ছিল, তেমনই বাহুতে লাঠি ধরিবার শক্তি ছিল, শাস্ত্রজ্ঞানপূর্ণ মস্তিষ্ক কূট রাজনৈতিক বুদ্ধির আধার ছিল। ইনি সীতারামের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। ইঁহার সহায়তা না পাইলে সীতারাম স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইতেন কি না সন্দেহ। গঙ্গারামকে জীবন্তে সমাহিত করিবার দণ্ড হইতে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে সীতারাম চন্দ্রচূড়ের সহিত ভূষণা সহরের অনেক ভদ্রলোকের সঙ্গে রাত্রিকালে সাক্ষাৎ করিয়া পরদিনের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রী যে বৃক্ষের শাখায় পা রাখিয়া রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে "শত্রু মার" বলিতেছিলেন, চন্দ্রচূড় তাহার নিম্নদেশে উপস্থিত ছিলেন। সীতারাম দিল্লীতে যাইবার সময় গুরুদেবকে মন্ত্রণা এবং রাজকোষের ভার দিয়া যান। গুপ্তচরের দ্বারা যখন আক্রমণের সংবাদ পাইয়া চন্দ্রচূড় গঙ্গারামকে প্রস্তুত হইতে বলেন; কিন্তু গঙ্গারাম তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। প্রকাশ্য দরবারে চন্দ্রচূড় রাজমহিষী রমাকে স্বরূপ বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে বলেন। সীতারাম রাজকার্য্যে অমনোযোগী হইলে চন্দ্রচূড় তাঁহাকে অনুযোগ করিতেন, কিন্তু বিকৃত-মস্তিষ্ক রাজা তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। জয়ন্তীকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাত করিতে আদেশ দিলে, গুরুদেব সীতারামের হাত ধরিয়া বলিলেন—"মহারাজ! রক্ষা কর। আমি আর কখনও ভিক্ষা চাহিব না, এইবার আমায় ভিক্ষা দাও—উঁহাকে ছাড়িয়া দাও। রাজা বিরক্তিসূচক উত্তর দিলে চন্দ্রচূড় সভা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। পরে যখন রাজা সুন্দরী কুলকামিনীগণকে "চিত্ত-বিশ্রাম" ভবনে লইয়া গিয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশে উদ্যত হইলেন, তখন চন্দ্রচূড় কাশীযাত্রা করিলেন। ইহজীবনে আর মহম্মদপুরে ফিরিলেন না। (বঙ্কিমচন্দ্র—সীতারাম)।

চন্দ্রশেখর—বেদগ্রামনিবাসী শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ। শৈবলিনী ও প্রতাপ বাল্যকাল হইতে পরস্পরের প্রতি অনুরাগী। বিবাহ অসম্ভব মনে করিয়া একদিন দুইজনেই গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে সংকল্প করেন। প্রতাপ ডুবিয়া গেলে চন্দ্রশেখর ইঁহাকে উদ্ধার করেন। শৈবলিনী ডুবিতে সাহস করে নাই। পরে চন্দ্রশেখর রূপসীর সহিত প্রতাপের বিবাহ দেন। আর নিজে শৈবলিনীকে বিবাহ করেন। ইনি দিবারাত্র শাস্ত্রচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। শৈবলিনীকে ইনি মনে মনে ভালবাসিতেন, কিন্তু তাহা বাহ্যভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় শৈবলিনী ইঁহার প্রতি অনুরক্ত হন নাই। নবাবের আদেশে গণনাকার্য্যে যখন ইনি রাজধানীতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে ফষ্টর নামক জনৈক ইংরাজ ইঁহার গৃহে ডাকাইতি করিয়া শৈবলিনীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। চন্দ্রশেখর দেশে ফিরিয়া যখন দেখিলেন যে, শৈবলিনী নাই, তখন শালগ্রামশিলা বিলাইয়া দিয়া, পুঁথিসকল দগ্ধ করিয়া ব্রহ্মচারিবেশে গৃহত্যাগ করিলেন। দলনী বেগম গুরগণ খাঁর সহিত সাক্ষাতের পর দুর্গে ফিরিতে না পারিয়া যখন পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিলেন, তখন ইনি তাঁহাকে ও তাঁহার দাসীকে প্রতাপের বাসায় রাখিয়া আসেন, এবং তাঁহার পত্র নবাবসমীপে পাঠাইয়া দেন। অতঃপর ইনি রমানন্দ স্বামীর নিকট থাকিয়া বহুবিধ জ্ঞানলাভ করেন। আবার দলনী যখন ফষ্টরের নৌকা হইতে নামিয়া অসহায় অবস্থায় প্রান্তরে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন, তখন ইনিই তাঁহাকে মহম্মদ তাকির নিকট রাখিয়া আসেন। পরে শৈবলিনী যখন প্রতাপের ভালবাসায় জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়া পর্ব্বতগুহায় মহাপুরুষ রমানন্দ স্বামীর নির্দ্দেশে স্বামিপ্রাপ্তির আশায় সাত দিনব্যাপী কঠোর প্রায়শ্চিত্ত সমাপন করেন, তখন গুরুর আজ্ঞায় ইনি শৈবলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যখন দেখিলেন যে, শৈবলিনীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, তখন তাহাকে বেদগ্রামে লইয়া গিয়া চিকিৎসা করাইলেন। অনন্তর গুরুদত্ত যোগশক্তিসম্পন্ন জল সেচন করিয়া তাঁহার গাত্রে নানাপ্রকার বক্রগতিতে হস্তসঞ্চালন (Mesmeric Passes) করিলেন। তাহাতে শৈবলিনীর আন্তরিক ভাব প্রবুদ্ধ হইলে নানা প্রশ্ন করিয়া তাঁহার মুখে অবগত হইলেন যে, প্রতাপের প্রতি ভালবাসা তিনি মনে মনে বহুদিন হইতে পোষণ করিয়াছিলেন—কেবল

প্রতাপের সন্নিকটস্থ হইবার আশায় তিনি ফষ্টরের সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই—আর হিন্দুধর্ম্ম বা সতীধর্ম্মবিগর্হিত কোন কার্য্য তিনি করেন নাই। চন্দ্রশেখর পত্নীর চরিত্র সম্বন্ধে অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। পরে যখন নবাব সমক্ষে ফষ্টর শৈবলিনীর সতীত্ব মৃত্যুর সহিত প্রমাণিত করিল, তখন চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আবার গৃহধর্ম্মপালনে নিযুক্ত হইলেন। ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রতাপকে যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প দেখিয়া চন্দ্রশেখর তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রতাপ বলেন, ফষ্টরকে বধ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। চন্দ্রশেখর উত্তর করিলেন—"ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান্ তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা?' প্রতাপ বলিলেন—"আপনিই মনুষ্য মধ্যে ধন্য। আমি ফষ্টরকে কিছু বলিব না।" (বঙ্কিমচন্দ্র—চন্দ্রশেখর)।

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বলেন—"চন্দ্রশেখর বঙ্কিমবাবুর অপূর্ব্ব সৃষ্টি। হৃদয়ের মহান্ ভাব, চিত্তের ঔদার্য্য, প্রণয়ের প্রগাঢ়তা, এ চিত্রে অতি মনোহররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে।"

ষ্টার থিয়েটারে অমৃতলাল মিত্র চন্দ্রশেখরের চরিত্র অভিনয় করিয়া সম্যক্ সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

চাঁদশাহ—সীতারামের হিতাকাঙ্ক্ষী ফকির। ইনি হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন। ইঁহারই পরামর্শে সীতারাম নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের প্রধান নগরের নাম মহম্মদপুর রাখিয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে গঙ্গারাম যখন প্রকাশ্য দরবারে আনীত হয়, চাঁদসাহ সেই সময়ে গঙ্গারামের সহিত ফৌজদারের কিরূপ চুক্তি হইয়াছিল, তাহা বিবৃত করেন। কুলকামিনীগণের উপরে সীতারামের অত্যাচার আরম্ভ হইলে চন্দ্রচূড় দেশত্যাগ করিয়া কাশীধামে যাত্রা করেন। সেই সময়ে চাঁদসাহও মক্কা যাত্রা করেন এবং চন্দ্রচূড়কে বলেন—"যে দেশে হিন্দু আছে, সে দেশে আর থাকিব না, এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।" (বঙ্কিমচন্দ্র—সীতারাম)।

চিন্তামণি—বেশ্যা।। বিল্বমঙ্গল নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক ইঁহার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিলেন। একরাত্রে তিনি নৌকাভ্রমে গলিত শব অবলম্বনে, এবং রজ্জুভ্রমে লম্বমান সর্প ধরিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া চিন্তামণির গৃহপ্রাঙ্গণে পতিত হন। তদ্দর্শনে চিন্তামণি তাঁহাকে বলিলেন—"এই মন, আমি বেশ্যা, যদি আমায় না দিয়ে হরিপাদপদ্মে দিতে, তোমার কাজ হ'ত।" এই কথায় বিল্বমঙ্গলের চৈতন্য হইলে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। চিন্তামণি তাঁহাকে তাদৃশ যত্ন করিতেন না। কিন্তু এই ঘটনায় তাঁহার মনও বিচলিত হইল। বাড়ীর ভাড়াটিয়া থাক তাঁহাকে অন্য লোক জুটাইয়া দিতে চাহিলে তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন। তাঁহাকে ভালবাসিয়াই যে বিল্বমঙ্গলকে সর্ব্বস্বান্ত ও শেষে দেশত্যাগী হইতে হইল, ইহা ভাবিয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় একদিন সন্ধ্যাকালে নদীতট হইতে হতাশমনে গৃহে ফিরিতেছেন, এমন সময়ে পাগলিনী ও ভিক্ষুকের মুখে শুনিলেন যে, তাঁহার বাড়ীর ভাড়াটিয়া থাক জনৈক ভণ্ড সাধকের সহযোগে তাঁহার অর্থ আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে দুগ্ধের সহিত বিষ প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া চিন্তামণি আর গৃহে ফিরিলেন না। ইঁহাদের সঙ্গে বৃন্দাবনে আসিলেন। সেখানে অঙ্গে বিভূতি লেপন করিলেন। অস্ত্র লইয়া চুল কাটিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় রাখালবালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইলেন। সেখানে সোমগিরি সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি চিন্তামণিকে বিল্বমঙ্গলের শরণ লইতে বলিলেন, তাহা হইলেই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ ঘটিবে। চিন্তামণি অন্বেষণ করিয়া বিল্বমঙ্গলের নিকট আসিলেন। বিল্বমঙ্গল ইঁহাকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিলে, ইনি বলিলেন—"হে যোগিবর, হে প্রেমিক পুরুষ, প্রেমময় কৃষ্ণ তোমায়!—আমায় বলেছিলে, আমি যা চাই তুমি দিতে পার, তোমার কৃষ্ণকে আমায় দাও;—না দাও, তোমার কৃষ্ণ তোমার থাকবে—আমায় একবার দেখাও।" অনন্তর উভয়েই রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়নমন সার্থক করিলেন। (গিরিশচন্দ্র—বিল্বমঙ্গলঠাকুর)।

ষ্টার থিয়েটারে বিনোদিনী চিন্তামণির চরিত্র অভিনয়ে প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন।

জ

জগৎসিংহ—ইনি আকবরের সেনাপতি অম্বরাধিপতি মানসিংহের পুত্র। পাঠান দমনকল্পে ইনি পিতার সহিত বঙ্গদেশে আসেন। এক রাত্রে শৈলেশ্বর মন্দিরে ইঁহার সহিত বিমলা ও তিলোত্তমার সাক্ষাৎ হইল। জগৎসিংহ তাঁহাদিগকে নিজের পরিচয় দিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পরিচয় পাইলেন না। পক্ষান্তরে বিমলা এই মন্দিরে আসিয়া জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তিলোত্তমার পরিচয় দিলেন। তিলোত্তমার পিতা বীরেন্দ্রসিংহের সহিত মানসিংহের মনোবাদ থাকাতে জগৎসিংহ তিলোত্তমাকে পাইবার আশা ত্যাগ করিলেন, তিনি বলিলেন—"এই শৈলেশ্বরের সাক্ষাতে সত্য করিতেছি যে, তিলোত্তমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভালবাসিব না।" একটি বার তাঁহাকে দেখিবার প্রার্থনা করিলে বিমলা তাঁহাকে গুপ্ত দ্বার দিয়া গড়মান্দারণে আনিয়া তিলোত্তমার কক্ষে উপস্থিত করিলেন। ইতোমধ্যে পাঠানসেনা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। জগৎসিংহ তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া কঠিন অস্ত্রাঘাতে হতচেতন হইয়া পড়িলেন। পাঠানেরা ইঁহাকে এবং দুর্গস্থ আর আর সকলকে আপনাদের দুর্গে লইয়া গেল। সেখানে পাঠানদুর্গপতি কতলু খাঁর কন্যা আয়েষা অতি যত্নে ইঁহার শুশ্রূষা করিলেন। পীড়ার কতক উপশম হইলে জগৎসিংহ একদিন আয়েষাকে বলিলেন—"আমি পীড়ার মোহে স্বপ্ন দেখিতাম, স্বর্গীয় দেবকন্যা আমার শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন, সে তুমি না তিলোত্তমা?" অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া একদিন গবাক্ষে বসিয়া জগৎসিংহ দেখিলেন যে, একস্থানে একটি ব্রাহ্মণ পুঁথি পড়িতেছে। কৌতূহলবশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে দেখিতে চাহিলে, ওসমান সেই ব্রাহ্মণকে কক্ষে আনাইলেন। জগৎসিংহ সেই ব্রাহ্মণ (বিদ্যাদিগ্গজ) প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, বীরেন্দ্রসিংহের শিরশ্ছেদ হইয়াছে, আর তিলোত্তমা ও বিমলা কতলু খাঁর উপপত্নী হইয়াছেন। জগৎসিংহ হৃদয়ে বড় আঘাত পাইলেন, আর মনে মনে স্থির করিলেন—"বিধর্ম্মীর উপপত্নী এ চিত্ত হইতে দূর করিব।" কতলু খাঁর জন্মোৎসব রাত্রে তিলোত্তমা জগৎসিংহের কক্ষে আসিলে, ইনি তাঁহাকে নীরসভাবে বলিলেন—"বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা, এখানে কি অভিপ্রায়ে?" মর্ম্মাহত হইয়া তিলোত্তমা মূর্চ্ছিতা হইলে আয়েষা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন, এবং ওসমানের সহিত কথোপকথন দ্বারা জগৎসিংহ যে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। বিমলা জগৎসিংহকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার জন্ম ও সতীধর্ম বিষয়ক কথা ছিল, আর তাঁহার কলঙ্ক কথা বিস্মৃত হইবার অনুরোধও ছিল। প্রত্যুত্তরে জগৎসিংহ লিখিয়াছিলেন,

"মনস্বিনি, আমি তোমার অনুরোধ বিস্মৃত হইব না। কিন্তু তুমি যদি পতিব্রতা হও, তবে শীঘ্র পতিগৃহাবলম্বন করিয়া আত্মকলঙ্ক লোপ করিবে।" কতলু খাঁ বিমলা কর্তৃক সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে জগৎসিংহকে ডাকাইয়া সন্ধিস্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং তিলোত্তমা যে সতী সাধ্বী, তাহা স্বীকার করিলেন। সন্ধি হইবার পর জগৎসিংহ তিলোত্তমার অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না। দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে জগৎসিংহ একবার আয়েষার সহিত দেখা করিতে চাহিলেন, কিন্তু আয়েষা দেখা করিলেন না। ওসমান জগৎসিংহকে এক বনে লইয়া গিয়া আয়েষা প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া তাঁহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, ও শেষে পরাভূত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। অভিরাম স্বামীর পত্র পাইয়া তাঁহার সহিত বনমধ্যস্থ ভগ্ন অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া জগৎসিংহ দেখিলেন যে, মানসিক পীড়ায় তিলোত্তমার মৃত্যু সন্নিকট। জগৎসিংহকে দেখিয়া তিলোত্তমা ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিলেন এবং অবশেষে গড়মান্দারণে আসিয়া জগৎসিংহের সহিত বিবাহিতা হইলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—দুর্গেশনন্দিনী)।

বেঙ্গল থিয়েটারে শরচ্চন্দ্র ঘোষ জগৎসিংহের চরিত্র অভিনয় অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

জগদম্বা—রাজা রমণীমোহনের মন্ত্রী জলধরের পত্নী। ইনি অত্যন্ত কুরূপা, কুভাষিণী ও কোন্দলপ্রিয়া ছিলেন। জলধর ইঁহার রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—"আমার যেমন রূপ, আমার জগদম্বারও ততোধিক ;—কো্কিলগঞ্জিনী—স্বরে না বর্ণে ?" বয়সে গাছ পাথর নাই, কিন্তু আজো কেউ পদ্মচক্ষু দেখ্তে পেলে না, কেন, তিনি কি অতি লজ্জাশীলা ? তা নয়, চোয়াল দুখানি এমনি উঁচু, নয়নযুগল নয়নগোচর হয় না ; যদি চিৎ হয়ে কাঁদেন, বাছার চক্ষের জল চক্ষে থাকে, গড়াতে পায় না, এমনি খোল ; আহা ! যখন হাঁসেন, যেন মূলোর দোকান খুলে বসেন ; নাক দেখলে সূর্পণখা লজ্জা পায় ; আর কাজেই গজেন্দ্রগামিনী, কারণ দুই পায়েতেই গোদ আছে ; কথা কন আর অমৃত বর্ষণ হতে থাকে, অর্থাৎ যে কাছে থাকে তার সকল গায় থুথু লাগে। যেমন দেবা তেমনি দেবী, যেমন জগন্নাথ তেমনি সুভদ্রা, যেমনি জলধর তেমনি জগদম্বা।" জলধর একদিন মালতীকে নিজ কেলিগৃহের চাবি দিয়া তাঁহাকে সেইখানে আসিতে অনুরোধ করিলেন। মালতী সেই চাবি জগদম্বার হাতে দিলেন এবং আপনার সাড়ি পরাইয়া তাঁহাকে সেইখানে পাঠাইয়া দিলেন। জলধর যথাসময়ে আসিয়া অবগুণ্ঠনবতী জগদম্বাকে মালতী মনে করিয়া তাঁহার সহিত রসালাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জগদম্বা জিজ্ঞাসা করিলেন, "জগদম্বা মলে তুমি কি কর ?" জলধর উত্তর করিলেন—"একতাল গোবর এনে মুখের একটি ছাপ তুলে নিই ;—অমন কোঠর চক্ষু, অমন মণিপুরী নাক, অমন হাব্‌সির অধর, অমন মূল দন্ত, জগদম্বা মলে আর নয়নগোচর হবে না।" "জগদম্বা যদি বেরিয়ে যায় ?" এই প্রশ্নের উত্তরে জলধর বলিলেন—"কি নিয়ে বেরিয়ে যাবেন, সে দিকে তোপ পড়ে পড়ে হয়েছে, তাতে আবার বারমাস দশমাস পেট, লোকে দেখলে বলে নকুল সহদেবের জন্ম হবে।" এইরূপ অনেক নিন্দাবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া জগদম্বা ঘোমটা খুলিয়া জলধরকে বিলক্ষণ গালাগালি করিলেন ও সম্মার্জ্জনী দ্বারা প্রহার করিলেন। জলধর প্রস্থান করিলে, মালতীর স্বামী রতিকান্ত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, রমণীটি মালতী নহেন—জগদম্বা ! (দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী)।

জগদম্বার কুৎসিত রূপ ও বাচালতা লইয়া গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্লের "জগমণি" সৃষ্ট হইয়াছে, এ কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

জগমণি—কাঙ্গালীচরণের পত্নী। ইনি যেমন কুৎসিতা, তেমনই দুষ্টবুদ্ধিশালিনী। ইনি কখন চাপরাসীবেশে, কখন বা কম্পাউণ্ডার হইয়া স্বামীর কার্য্যে সহায়তা করিতেন। যোগেশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশকে মধ্যে মধ্যে টাকা ধার দিয়া তাঁহাকে অধঃপতনের পথে অগ্রসর করাইতে ইনি চেষ্টিতা ছিলেন। সুরেশ ইঁহাকে "বিদ্যাধরী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইনিই সুরেশের বন্ধু শিবনাথকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দেন, এবং ইঁহারই কৌশলে সুরেশও চোর অপবাদে পুলিস কর্ত্তৃক ইঁহার বাড়ীতে ধৃত হন। সুরেশ কারাগারে গিয়াছেন, এ সংবাদ ইচ্ছা করিয়া ইনি তাঁহার মাতা উমাসুন্দরীকে দিয়া আসেন। ভ্রাতৃগণের সর্ব্বনাশসাধনে রমেশ ইঁহার নিকট বিস্তর সাহায্য পান। ইনিই মদন ঘোষকে জামদার বাড়ীর দলিল চুরি করিতে এবং তাঁহার বালক-পুত্র যাদবকে রমেশের কয়াত্ত করিতে নিযুক্ত করেন। ইনি স্বামীকে সর্ব্বদাই "মুখপোড়া, মর, মৃত্যু" বলিতেন। যাদবকে জলহাতে রাখিয়া মারিয়া ফেলিতে ইনি রমেশকে সাহায্য করেন, কিন্তু শেষে স্বামী ও রমেশের সহিত পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়া হাতকড়ি পরিতে বাধ্য হন। (গিরিশচন্দ্র—প্রফুল্ল)।

জনার্দ্দন শর্ম্মা—নবদ্বীপনিবাসী বধির ব্রাহ্মণ। মনোরমার পিতা কেশব মৃত্যুকালে ইঁহার নিকট কন্যাকে রাখিয়া দেন। মনোরমা ইঁহাকে "পিতামহ" বলিয়া ডাকিতেন। ইঁহার পর্ণকুটির দগ্ধ হইয়া গেলে, ইনি নবদ্বীপ রাজভবনের একাংশে বাস করিবার অনুমতি পান। নবদ্বীপে আসিয়া হেমচন্দ্র ইঁহার গৃহে বাস করেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—মৃণালিনী)।

জয়ন্তী—সন্ন্যাসিনী। ইনি আপনার সর্ব্বস্ব ভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীর সহিত ইঁহার বৈতরণী নদীতীরে সাক্ষাৎ হইলে ইনি শ্রীকে সন্ন্যাসিনী-বেশ ধারণ করাইয়া পুরুষোত্তমে এবং ললিতগিরির গুম্ফায় গঙ্গাধর স্বামীর নিকট লইয়া গেলেন। ইনিই শ্রীকে নিষ্কাম ধর্ম্মে দীক্ষিতা করিলেন, পরে গঙ্গাধর স্বামীর আদেশে ভৈরবী বেশ ধারণ করিয়া মন্ত্রপূত ত্রিশূল হস্তে ইঁহারা সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুরে উপস্থিত হইলেন। সেই রাত্রে যবনেরা রাজধানী আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। ভৈরবীদর্শনে ভীত নগররক্ষক গঙ্গারাম ইঁহাদিগকে গোলাগুলি ও একজন গোলন্দাজ দিল। সীতারামও সেই রাত্রে আসিয়া এই গোলাগুলির সাহায্যে যবন আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন। পরে গঙ্গারামের বিচারের সময়ে জয়ন্তী প্রকাশ্য দরবারে আসিয়া তাহার বক্ষে ত্রিশূল স্থাপিত করিলে, সে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিল। তাহার মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা হইলে তাহার ভগ্নী শ্রীর অনুরোধে জয়ন্তী সীতারামের কাছে গঙ্গারামের প্রাণভিক্ষা করিলেন এবং ইহার বিনিময়ে শ্রীকে দেখাইবেন বলিয়া রাজার নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন। শ্রী স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হইলে, ইনি শ্রীকে তিরস্কার করিলেন, এবং সীতারামকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া রাজর্ষিরূপে পরিণত করিতে উপদেশ দিলেন। শ্রী যখন চিত্ত-বিশ্রামভবনে বাস করিতে লাগিলেন এবং রাজার অমনোযোগে রাজ্যে বিশেষ গোলযোগ হইতে লাগিল, তখন জয়ন্তী আসিয়া শ্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং ভৈরবী বেশ ধারণ করাইয়া তাঁহাকে গৃহের বাহির করিয়া দিয়া স্বয়ং সেই গৃহে রহিলেন। সীতারাম

ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া জয়ন্তীকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাত করিবার আজ্ঞা দিলে একাকী নগরবাকে এক মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া জয়ন্তী নিজেই বিবস্ত্রা হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমাদের মধ্যে যে সতীপুত্র হইবে, সেই আপনার মাতাকে স্মরণ করিয়া ক্ষণকালের জন্ত এখন চক্ষু আবৃত করুক। যাহার কন্তা আছে, সে আপনার কন্তাকে মনে করিয়া, আমাকে সেই কন্তা ভাবিয়া চক্ষু আবৃত করুক। যে হিন্দু—যাহার দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে, সেই চক্ষু আবৃত করুক। যাহার মাতা অসতী, যে বেশ্যার গর্ভে জন্মিয়াছে, সে যাহা ইচ্ছা করুক, তাহার কাছে আমার লজ্জা নাই, আমি তাহাদিগকে মনুষ্যের মধ্যে গণ্য করি না।" সীতারামের দিকে ফিরিয়া জয়ন্তী বলিলেন—"তোমার আজ্ঞায় আমি বিবস্ত্রা হইব। কিন্তু তুমি চাহিয়া দেখিও না। তুমি রাজ্যেশ্বর, তোমার পশুবৃত্তি দেখিলে প্রজারা কি না করিবে ?" জয়ন্তী নিজের হাতে বেত্রাঘাত করিয়া ক্লেশ-সহিষ্ণুতার পরিচয় দিলেন, কিন্তু লজ্জাবশতঃ বিবস্ত্রা হইতে না পারিয়া মঞ্চের উপর বসিয়া পড়িলেন। কসাই তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। ভগবানে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে যে গর্ব্ব ছিল, এক্ষণে তাহা চূর্ণ হইল। জয়ন্তী বুঝিলেন, সব ত্যাগ করা যায়, কিন্তু নারীজীবনে লজ্জা ত্যাগ করা যায় না। তিনি উর্দ্ধমুখে সজলনয়নে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রাজমহিষী নন্দা আসিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। জয়ন্তী অনতিবিলম্বে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। যে দিন যবন-আক্রমণ রোধ করিবার আশা ত্যাগ করিয়া সীতারাম স্ত্রীপুত্রকে নিরাপদ্ স্থানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, সেই দিন জয়ন্তী শ্রীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সীতারাম স্ত্রীপুত্রগণকে শিবিকায় চড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন; ইঁহারা দুই জনে অতি গম্ভীরস্বরে ভগবানের নাম করিতে করিতে অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন। রাজার পথ রোধ করিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গারাম একটি কামানে আগুন দিতে যাইতেছে, এমন সময়ে শ্রী কামানের মুখে বক্ষঃ স্থাপন করিলেন। ছদ্মবেশী গঙ্গারাম একটু তফাতে দাঁড়াইলে, সীতারাম্ তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সন্ধ্যার পরে শ্রী ও জয়ন্তী সেই স্থানে আলো আনিয়া শবের পরচুলা কাড়াইয়া দেখিলেন যে, গঙ্গারামই হত হইয়াছে। জয়ন্তী ও শ্রী আর সীতারামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। সে রাত্রিতে তাঁহারা কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেলেন, কেহ জানিল না। (বঙ্কিমচন্দ্র—সীতারাম)।

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বলেন—"শ্রী, প্রফুল্ল, নিশি ও জয়ন্তীর চরিত্র অন্ত কোন দেশে কল্পিত হয় নাই, হইতেও পারে না; অন্ত দেশে কেন, এরূপ চরিত্র ভারতেরও কোন কাব্যে এখন পর্য্যন্ত কল্পিত হয় নাই।"

জলধর—রাজা রমণীমোহনের মন্ত্রী। ইনি নামে মাত্র মন্ত্রী। সহকারী মন্ত্রী বিনায়কই রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। জলধর অত্যন্ত লম্পট ছিলেন ও কুলকামিনীগণকে বড়ই উত্যক্ত করিতেন। ইঁহার ধারণা ছিল যে, রসিকতায় সকল রমণীকে বশীভূত করিতে পারা যায়। রতিকান্ত সদাগরের স্ত্রী মালতীর উপর ইঁহার বিশেষ প্রণয়দৃষ্টি ছিল। একদিন পথে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। ইনি একটি শ্লোক রচনা করিয়া মালতীকে শুনাইলেন —"মালতী মালতী মালতী ফুল, মজালে, মজালে মজালে কুল।" মালতী আর একটি পদ যোজনা করিয়া বলিলেন—"আমরি, আমরি যমেরি ভুল।" জলধরের অনুরোধে তাঁহার কেলিগৃহে যাইতে স্বীকৃতা হইয়া মালতী সেই গৃহের চাবি লইলেন। কিন্তু নিজে না যাইয়া জলধরের পত্নী জগদম্বাকে সেইখানে কৌশলে পাঠাইয়া দিলেন। মালতীভ্রমে জগদম্বার সহিত রসালাপে প্রবৃত্ত হইলে, এবং জগদম্বার নিন্দাবাদ করিলে, জলধর পত্নী কর্ত্তৃক বিলক্ষণ ভৎর্সিত ও সম্মার্জ্জনী দ্বারা প্রহৃত হইলেন। রতিকান্তকে দেশান্তরিত করিবার অভিপ্রায়ে জলধর এক কৌশল করিলেন। রাজা পীড়াগ্রস্ত, এবং ধোদল কুৎকুতের বাচ্চার তৈলে তাঁহার পীড়ার উপশম হইবে, এই নিমিত্ত রতিকান্তকে আরব দেশে যাইয়া ঐ তৈল সংগ্রহ করিতে হইবে, এই মর্ম্মে একখানি অনুজ্ঞা-পত্র অজ্ঞমনস্ক রাজার স্বাক্ষর করাইয়া জলধর রতিকান্তসমীপে প্রেরণ করিলেন। মালতী একটি লৌহপিঞ্জর প্রস্তুত করাইয়া রাখিলেন, এবং যাত্রার নির্দ্দিষ্ট সময়ে রতিকান্তকে অন্তরালে রাখিয়া, জলধরকে স্বীয় কক্ষে আনাইলেন। পরমুহূর্ত্তেই রতিকান্ত বাহির হইতে দ্বারে আঘাত করিলে, ভীত জলধর লুকাইবার জন্ত ব্যস্ত হইলেন। মালতীর মামাতো ভগ্নী মল্লিকা জলধরকে প্রথমে একটা আলুকাতরার বড় পাত্রে রাখিয়া দিলেন। পরে তুলা, শণ, আবির ইত্যাদি গাত্রে লাগাইয়া এবং মুখে একটি মুখোস্ পরাইয়া খিড়্‌কির দ্বার দিয়া পলায়ন করিতে জলধরকে পরামর্শ দেন। জলধর যেমন পলায়ন করিতে গেলেন, অমনি লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। পরদিন কয়েকজন বাহক সেই পিঞ্জরটি রাজভবনের সম্মুখে লইয়া গেলে, জলধর সেখানে নানারূপে লাঞ্ছিত হন। পরে রাজাদেশে মুক্তিলাভ করেন। (দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী)।

মল্লিকা, মালতী ও জলধরঘটিত ব্যাপার অনেকটা "The Merry wives of Windsor" বর্ণিত মিসেস্ পেজ,—মিসেস্ ফোর্ড—ফলস্টাফ প্রসঙ্গের অনুরূপ।

অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি জলধরচরিত্র অভিনয়ে সিদ্ধ ছিলেন। এই চরিত্র তিনি যেরূপ দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত আর কেহ সেরূপ করিতে পারেন নাই।

জীবানন্দ—সন্তানসম্প্রদায়ের অন্যতম নায়ক। ইনি শান্তিকে বিবাহ করিয়া আপনার ভগ্নী নিমাইয়ের বাড়ীর নিকট বাস করিতেন। পরে সন্তানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন। সত্যানন্দের সঙ্কেতে যখন মহেন্দ্রসিংহের স্ত্রী কল্যাণীর ও শিশুকন্তা সুকুমারীর অনুসন্ধান করিতে যান, তখন কন্তাটিকে জীবিত দেখিয়া তাহাকে নিমাইয়ের নিকট লইয়া আসেন। নিমাইয়ের একান্ত অনুরোধে শান্তির সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং প্রতিজ্ঞাভঙ্গজনিত পাপপ্রক্ষালনের জন্ত মরিতে প্রস্তুত হন। শান্তি নবীনানন্দ নাম ধারণ করিয়া সত্যানন্দ কর্ত্তৃক দীক্ষিতা হইয়া আনন্দমঠে থাকিবার অধিকার পাইলে, ইনি তাঁহার সহিত মিলিতভাবে থাকিয়া সন্তানধর্ম্ম পালন করিতে থাকেন। ইংরাজের সেনাগণের সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধে অশেষ বীরত্ব দেখাইয়া ইনি বীরশয্যায় শয়ন করিলে, শান্তি যুদ্ধক্ষেত্রে ইঁহার শবদেহ খুঁজিয়া বাহির করেন। পরে চিকিৎসকরূপী মহাপুরুষের কৃপায় জীবন লাভ করিয়া জীবানন্দ শান্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, "যুদ্ধে কাহার জয়লাভ হইল ?" শান্তি উত্তর করিলেন "তোমারই"। তখন জীবানন্দ পুনরায় সন্তানসম্প্রদায়ে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইলে শান্তি তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, এখন ফিরিয়া গেলে সকলে মনে

করিবে, মৃত্যু ছল মাত্র, প্রায়শ্চিত্তের ভয়ে জীবানন্দ লুকাইয়াছিলেন। জীবানন্দ বলিলেন, লোকনিন্দার ভয়ে মাতৃসেবায় বিরত হইব? শান্তি বুঝাইয়া দিলেন, মাতৃসেবায় তাঁহার আর অধিকার নাই। মৃত্যু একটা কঠোর প্রায়শ্চিত্ত নহে, মাতৃসেবায় বঞ্চিত হওয়াই প্রায়শ্চিত্তের প্রকৃত উদ্দেশ্য। অনন্তর দুইজনে উঠিয়া নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া হিমালয়ে কুটির বাঁধিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন এই সংকল্প করিয়া অন্তর্হিত হইলেন (শান্তি দেখ)। (বঙ্কিমচন্দ্র—আনন্দমঠ)

জেবন্নেসা—আওরঙ্গজেবের কন্যা। ইনি রঙ্গমহালের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। ইঁহার গুপ্ত প্রণয়িগণের মধ্যে মবারক অন্যতম। মবারক একদিন ইঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে ইনি বলিয়াছিলেন—"সাহাজাদীরা কখন বিবাহ করে?" দরিয়া ইঁহার নিকট আসিয়া যখন বলে যে, মবারক তাহার বিবাহিত স্বামী, তখন ইনি ফুলের তোড়ার আঘাতে দরিয়ার কানে রক্তপাত করেন। তারপর মবারক প্রথমা স্ত্রী দরিয়ার সাহায্যে কূপ হইতে উদ্ধৃত হইয়া তাহাকে লইয়া যখন বাস করিতে থাকেন, এবং জেবন্নেসার বার বার আহ্বানে যখন তাঁহার নিকট যাইলেন না, তখন গর্ব্বিতা সাহাজাদি পিতার নিকট মবারকের নামে অভিযোগ করিলেন যে, ইচ্ছা করিয়াই সে চঞ্চলকুমরীকে দিল্লিতে আনে নাই। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পদংশনে মবারকের প্রাণদণ্ড হউক, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিলেন। সর্পদংশনে মবারকের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া অনুতপ্তা সাহাজাদি তাহাকে প্রাণে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টিতা হইলেন। ইঁহার প্রেরিত লোকেরা মবারকের শব উত্তোলন করিবার সময়ে মাণিকলালকে আসিতে দেখিয়া প্রস্থান করিল এবং সাহাজাদীকে আসিয়া বলিল যে, কিছুতেই মবারকের প্রাণরক্ষা হইল না। তদবধি জেবন্নেসা ম্রিয়মাণা হইলেন এবং অননুভূতপূর্ব্ব মবারক-প্রেমে পীড়িত হইতে লাগিলেন। এখন ইনি বুঝিতে পারিলেন যে, সাহজাদাদের হৃদয়েও ভালবাসা আছে। বন্দিভাবে যখন ইনি উদয়পুরের রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন চঞ্চল, নির্ম্মল ও মাণিকলালের কৌশলে এক অন্ধকার রাত্রে মবারক ইঁহার কক্ষে উপস্থিত হন। ইনি তখন জানিতেন না যে, মবারক জীবিত আছেন। সুতরাং তাঁহার প্রেতমূর্ত্তি দেখিয়া ইনি বড় ভীতা হন। দ্বিতীয় দিন রাত্রে আবার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। পরে যখন মবারক জীবিত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমায় দয়া কর, আমায় ক্ষমা কর...আমি সাহাজাদী বিবাহ করিতে চাহি না। তোমার সঙ্গে যাইব। সেই রাত্রে গোপনে ইঁহাদের বিবাহ হইল অনন্তর মবারক মোগলের পক্ষে যুদ্ধে গমন করিয়া দরিয়ার গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলে, সেই সংবাদ অবগত হইয়া ইনি বেশভূষা দূরে নিক্ষেপ করিয়া উদয়সাগরের প্রস্তর-কঠিন ভূমির উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—রাজসিংহ)।

জ্ঞানদা—যোগেশের স্ত্রী। ব্যাঙ্ক ফেল হইলে যোগেশ মদ্যপানে রত হইয়া, মধ্যম ভ্রাতা রমেশের পরামর্শে বিষয় সম্পত্তি বেনামী করিলেন। রমেশ জ্ঞানদা ও মাতাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, বিষয় বেনামা না করিলে পাওনাদারেরা সব বেচিয়া লইবে, আর তাহা হইলে দাদাও আত্মহত্যা করিবেন। স্বামীর অমঙ্গলাশঙ্কায় জ্ঞানদা বিষয় বেনামী করিবার জন্য যোগেশকে অনুরোধ করিলেন। পরে জ্ঞানদা মাতা উমাসুন্দরীর সহিত জ্ঞানদার নামে ক্রীত একখানি বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ দেবর সুরেশ চুরি অপবাদে রমেশ কর্ত্তৃক কারা-নিক্ষিপ্ত হইলে জ্ঞানদা অলঙ্কার বেচিয়া তাঁহার মুক্তিসাধনে চেষ্টিতা হইলেন। পরে বাড়ীখানি বেচিতে বাধ্য হইলেন, উহার দাম হাজার টাকার বেশী হইল না, কারণ বাড়ীর দলিলখানি মদন ঘোষের সাহায্যে রমেশ হস্তগত করিয়াছিলেন, সুতরাং ক্রেতা ন্যায্য মূল্য দিতে স্বীকার করিল না। বাড়ী বিক্রয় করিয়া জ্ঞানদার হাতে যে অবশিষ্ট তিনশত টাকা ছিল, তাহা যোগেশ একদিন চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। অনন্যোপায় হইয়া জ্ঞানদা বালকপুত্র যাদবকে লইয়া একটি সামান্য ভাড়াটিয়া বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন। সেখানে জ্ঞানদার কষ্টের সীমাপরিসীমা ছিল না। বাড়ী ভাড়া দিবার জন্য ঘটি বাটি বন্ধক দিয়া তিনটি টাকা সংগ্রহ করিলেন, তাহাও যোগেশ আসিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া কাড়িয়া লইয়া গেলেন। রমেশের পত্নী প্রফুল্ল জ্ঞানদাকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন; কিন্তু স্বামীর ভয়ে ইঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পারিতেন না। প্রফুল্ল আসিয়া সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন এবং জ্ঞানদাকে নিজের গহনা দিতে চাহিলেন। জ্ঞানদা তাহা না লইয়া সামান্য টাকা লইলেন, আর বলিলেন—"বোন, তোমার কাছে একটি মিনতি আছে, তুমি একদিন যাদবকে পেট ভ'রে খাইয়ে পাঠিয়ে দিও, তারপর আমি গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো। একদিন যদি পেট ভরে খাওয়াতে পারি, আমি ওকে মেরে ফেলে জলে গিয়ে ডুবি। আজ তিন দিন একবেলাও পেট ভরে খেতে দিতে পারিনি; রাত্রে একটু কেন খাইয়ে শুইয়ে রাখি।" জ্ঞানদা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার উপর স্বামীর পদাঘাত খাইয়া আরও কাতর হইয়া পড়িলেন। মুখ দিয়া রক্ত উঠিতেছে দেখিয়া, বাড়ীওয়ালি কিছুতেই আর জ্ঞানদাকে বাড়ীতে স্থান দিতে স্বীকৃত হইল না; বলিল "ঘরে মলে আমার ঘর ভাড়া হবে না।" তাহাকে একটি টাকা দিয়া, জ্ঞানদা যাদবের হাত ধরিয়া রাস্তায় বহির্গত হইলেন। যাদবের কাপড়ে চারিটি টাকা বাঁধিয়া দিয়া, এবং হাতে দুই আনার পয়সা দিয়া খাবার কিনিতে পাঠাইয়া, জ্ঞানদা রাস্তায় বসিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত। সেই সময়ে যোগেশ আসিলে বলিলেন—"আমায় মার্জ্জনা কর, আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি শুনে তোমার এই সর্ব্বনাশ করেছি! আমি শিব-পূজো করে শিবের মত স্বামী পেয়েছিলেম, আমার বরাতে সইল না, তোমার অপরাধ নাই। এখনও শোধরাও, তোমার সব হবে।" তাহার পর যাদবের রক্ষার-উপায় বলিয়া দিয়া জ্ঞানদা সেইখানেই স্বামীর সম্মুখে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। (গিরিশচন্দ্র—প্রফুল্ল)।

ঝ

ঝি—গোপীনাথ সরকারের বাড়ীর দাসী। ঝি অত্যন্ত মুখরা ও স্পষ্ট-বাদিনী ছিল। গোপীনাথ পুত্রের বিবাহের পণস্বরূপ বিস্তর টাকা লইতে প্রতিজ্ঞা করেন; উদ্দেশ্য তদ্দ্বারা তাঁহার সমস্ত দেনা পরিশোধ করিবেন। বিবাহের ফুলশয্যার পরদিনই সকলের দেনা দিবেন বলিয়া পাওনাদারগণকে আশ্বস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ধোপাকে ঐরূপ আশ্বাস দিতে বলায় ঝি বলিল—"এ চুলোর ফুলশয্যা কবে হবে গা?—মনিষ্যির হাড় জুড়ুবে।" পণ সম্বন্ধে গোপীনাথের অযথা উৎপীড়ন দেখিয়া ঝি বলিয়াছিল—"পোড়া কোম্পানীতে এত কচ্চে, এর আর একটা কিছু কত্তে পারে না? ঘাটে ঘাটে যেমন মড়া পোড়ানোর রেট বেঁধে দিয়েছে, ছেলেমেয়ের বেরও তেমনি একটা কিছু করে দেয়, তা হলে মুদ্দফরাস বরের বাপগুলো জব্দ হয়।" গোপীনাথের পুত্র নন্দলালের উদ্দেশে ঝি বলিল—"যাই, কোথা আবার ননীর গোপাল আছেন, খুঁজে আনিগে, পাণ

করে তো রাজা করেছেন, কেবল দেখ তে পাই চক্ষু দুটির মাথা খেয়েছেন—নাকের উপর সাসী খড়খড়ী বসিয়েছেন।" ঝিকে কর্ত্তা ও গিন্নি তিরস্কার করিয়া বিদায় দিলে নন্দলালের বিবাহের পরদিন প্রত্যুষেই কন্তার বাড়ীতে মাহিনার টাকা আদায় করিবার জন্ত সে উপস্থিত হইল। গোপীনাথ, কন্তার পিতা ও অন্তান্ত লোকের সঙ্গে ঝিও নন্দলালকে ধরিবার জন্ত হাওড়া ষ্টেসনে গেল। সেখানে বিলাসিনী কারফরমাকে গোপীনাথ বেশ্তা বলিয়া উল্লেখ করিলে, মিঃ সিংহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ঝি তাঁহাকে বলিল—"তা জুতো পায়ে দিয়ে, ওড়না উড়িয়ে এখানে যে খড়দার মা-গোঁসাই এসেছেন, তা বুড়ো মানুষ কেমন ক'রে জানবে?" বিলাসিনী বলিলেন—নন্দলাল ব্যারিষ্টার হইয়া আসিলে, এন্ সরকারের বাপ বল্লে গোপীনাথের মুখ কত উজ্জ্বল হবে।" ঝি বলিল "এই তুমি যেমন কুল উজ্জ্বল করে বসেছ।" বিলাসিনী বলিলেন—"তুমি যদি লেখাপড়া জান্তে—তোমার সঙ্গে আমি খুসি হ'তুম। ঝি উত্তর করিল—"লেখাপড়ার দরকার কি? অমনি লেগেই দেখনা? আমি অমন ঢের খিষ্টান্নী দেখেছি।" (অমৃতলাল—বিবাহ-বিভ্রাট)।

ষ্টার থিয়েটারে ক্ষেত্রমণি ঝিয়ের চরিত্র অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

ত

তরুবালা—অখিলের পত্নী। নাটক নভেল পড়িয়া অখিলের এই ধারণা হইয়াছিল যে, নিজে না দেখিয়া বিবাহ করিলে, সেই বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত প্রণয়—ইংরাজীতে যাহাকে "লভ" বলে—সেই প্রণয় হয় না। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তরুবালার সহিত বাক্যালাপ করিতেও চাহিতেন না। পারুল নাম্নী একটি বেশ্তার কুহকে পড়িয়া পবিত্র প্রণয় উপভোগ করিতে সেইখানেই যাইতে লাগিলেন, এক রাত্রি তরুবালা তাঁহার পায়ে ধরিয়া গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"তার অনেক আছে, আমার তো আর কেউ নাই, আমায় কার কাছে ফেলে তুমি যাবে?" "তার অনেক আছে" এই কথা অখিলের অসহ্য হইল। তিনি তরুবালাকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া গেলেন। তরুবালা আত্মহত্যা করিতে অভিলাষ করিলেন; কিন্তু পরক্ষণে ভাবিলেন—"আমি মলে কে তার জন্ত ভাব্‌বে? প্রাণ দিয়ে কে তাঁর প্রাণরক্ষার চেষ্টা করবে?" একদিন অখিল দেখিলেন যে, পারুল একজন মথুরাবাসী ধনীকে কক্ষে বসাইয়া তাঁহার সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতেছে। পবিত্র প্রণয়সম্বন্ধে অখিলের মনে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি গৃহত্যাগ করিতে স্থিরসংকল্প হইলেন। প্রতিবেশী মৃত্যুঞ্জয়ের পত্নী আমোদিনীর পরামর্শে তরুবালা পুষ্পাভরণে ভূষিতা হইয়া পাগলিনীর ন্তায় প্রণয়াত্মক কবিতার আবৃত্তি করিতেছেন শুনিয়া অখিলের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি নিজের ভ্রম স্বীকার ও দুষ্কৃতির জন্ত অনুতাপ করিয়া তরুবালাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। (অমৃতলাল—তরুবালা)।

তারা—পাণ্ডিয়ানা অধিপতি বীরসেনের প্রথমা রাজ্ঞী অহল্যার কন্তা। ইঁহার ভ্রাতা মুকুল ধী-হীন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বিমাতা একদিন রাজার নিকট মিথ্যা অভিযোগ করেন যে, মুকুল তাঁহার পুত্র ক্ষিতিধরকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। রাজা মুকুলের বধাজ্ঞা প্রদান করিলে, অহল্যা পুত্রকন্তা লইয়া কেরোলা-রাজ্যে অবস্থিত অচ্যুতানন্দ যোগীর আশ্রমে আসিবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিলে নর্ম্মদা নদীতে তাঁহার নৌকা জলমগ্ন হয়। ধীবরেরা তারা ও মুকুলকে উদ্ধার করে। অহল্যাও উদ্ধৃতা হন, কিন্তু পুত্রকন্তা কোথায়, সে কথা প্রথমে জানিতে পারিলেন না। তারা মুকুলকে লইয়া যোগিবরের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তারা মূকের অভিনয় করিতে লাগিলেন—ভাণ করিয়া নির্ব্বাক্ রহিলেন। একদিন কেরোলীর যুবরাজ চন্দ্রধ্বজ ইঁহাকে ভগ্নী মুঞ্জরার নিকট লইয়া গেলেন। মুকুলও মুঞ্জরার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, পরস্পরে আকৃষ্ট হইলেন। যুবরাজও তারায় অনুরক্ত হইলেন, তিনিও দিনকতক মূকের ভাণ করিলেন; উদ্দেশ্ত তারাকে তাঁহার হৃদয়ের ভাব জ্ঞাপন করা। তারার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, স্নেহভাজন মুকুলকে পিতৃসিংহাসনে না বসাইয়া বিবাহের চিন্তাও মনে স্থান দিবেন না। ক্ষিতিধরের সহিত মুঞ্জরার বিবাহের প্রস্তাব হইল। কিন্তু ক্ষিতিধর এ বিবাহে সম্মত নন। মুঞ্জরাকে ভালবাসিয়া মুকুলের মানসিক দৌর্ব্বল্য ঘুচিল। ইঁহাদের বিবাহ হইল, এবং ক্ষিতিধর জ্যেষ্ঠকে সিংহাসন দিতে প্রস্তুত হইলেন। তারাও চন্দ্রধ্বজকে বিবাহ করিলেন। (গিরিশচন্দ্র—মুকুল মুঞ্জরা)।

তিলোত্তমা—গড়মান্দারণের বীরেন্দ্রসিংহের কন্তা। ইনিই "দুর্গেশ-নন্দিনী"। গড়মান্দারণের নিকটবর্ত্তী গ্রামে শশিশেখর ভট্টাচার্য্যের ঔরসে জয়ধরসিংহের কোন অনুচর বংশজাতা অনৈক সিপাহির পত্নীর গর্ভে তিলোত্তমার মাতা জন্মগ্রহণ করেন। শশিশেখরের পিতা গর্ভবতী রমণীর স্বামীকে ত্বরিত গৃহে আনাইয়া পুত্রের কলঙ্ক অপনীত করিবার চেষ্টা করিলেন, এবং পুত্রকে তিরস্কার করিলেন। কলঙ্কিত পুত্র দেশ ত্যাগ করিলেন। এই পুত্রই পরে অভিরাম স্বামী নাম গ্রহণ করেন। তিলোত্তমার মাতা কালে পরম রূপবতী হইয়া উঠিলেন, এবং ইনি যে আরজ কন্তা এ কথা ক্রমে সকলেই ভুলিয়া গেলেন। অনন্তর ইনি বীরেন্দ্রসিংহের পত্নীস্বরূপে থাকিয়া তিলোত্তমার গর্ভধারিণী হইলেন। বীরেন্দ্র যখন দিল্লি হইতে ফিরিয়া আসিয়া গড়মান্দারণে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন বিমলা এই তিলোত্তমার লালনপালনের ভার প্রাপ্ত হইলেন। শৈলেশ্বরমন্দিরে বিমলার সহিত তিলোত্তমা পূজা দিতে গিয়া ঝড় বৃষ্টির জন্ত সেইখানে অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। সেইখানেই জগৎসিংহকে দেখিয়া ইনি বিমোহিত হন। গৃহে আসিয়া ইনি চঞ্চল-চিত্ত হইয়া পড়িলেন। প্রহ্লাদ বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। পালঙ্কের কাষ্ঠে কালি দিয়া লতা পাতা, 'ক', 'ই' প্রভৃতি বর্ণ,—শেষে "কুমার জগৎসিংহ" এই নামটি লিখিলেন। লজ্জিত হইয়া আবার লেখন ধৌত করিলেন। বিমলা জগৎসিংহকে যে রাত্রে দুর্গমধ্যে আনয়ন করিয়া তিলোত্তমার সহিত মিলন করাইয়া দিলেন, সেই রাত্রেই গুপ্তদ্বার দিয়া পাঠানসৈন্ত দুর্গে প্রবেশ করিল এবং দুর্গস্থ সকলকেই ধৃত করিয়া পাঠানদুর্গে লইয়া গেল। তিলোত্তমা ও জগৎসিংহ পরস্পরের অনুরাগী হইলেন। জগৎসিংহ পাঠান-দুর্গে অনেক দিন পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী রহিলেন। পরে যখন বিদ্যাদিগ্‌গজের মুখে শুনিলেন যে, বীরেন্দ্রসিংহ নিহত হইয়াছেন ও বিমলা আর তিলোত্তমা নবাবের উপপত্নী হইয়াছেন; তখন তিনি তিলোত্তমার বীত-রাগ হইলেন। কতলু খাঁর জন্মোৎসব-রাত্রে বিমলা ওসমানদত্ত অঙ্গুরীয়ক তিলোত্তমার হস্তে দিয়া তাহা দেখাইয়া দুর্গ হইতে বহির্গত হইবার পরামর্শ দিলেন। তিলোত্তমা কিন্তু জগৎসিংহের কক্ষে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। প্রহরীরা সেইখানে তাঁহাকে লইয়া যাইলে, ব্যথিত-হৃদয় জগৎসিংহ তাঁহাকে শুষ্ক ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীরেন্দ্রসিংহের কন্তা, এখানে কি অভি-

প্রায়ে ?" এইরূপে সম্বোধিত হইয়া তিলোত্তমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে আয়েষা আসিয়া তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদন করিয়া কক্ষান্তরে যাইতে বলিলেন। তিলোত্তমা সেই রাত্রেই নিদর্শন অঙ্গুরীয়কের সাহায্যে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া অভিরামস্বামী ও পরে বিমলার সহিত মিলিতা হইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কতলু খাঁ জগৎসিংহকে যে সকল কথা বলেন, তাহাতে তিনি বুঝিলেন যে, তিলোত্তমা সাধ্বী। সন্ধিস্থাপনের পর জগৎসিংহ তিলোত্তমার অনেক অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু ইঁহার সম্বন্ধে কোন সংবাদ অবগত হইতে পারিলেন না। পরে অভিরামস্বামীর পত্র পাইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিলেন যে, তিলোত্তমা মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। বনমধ্যে এক ভগ্ন অট্টালিকায় তিলোত্তমা বাস করিতেছিলেন। জগৎসিংহ সেইখানে গিয়া তিলোত্তমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। জগৎসিংহের সান্নিধ্যে তিনি ক্রমে ক্রমে নীরোগ হইলেন; পরে গড়মান্দারণে জগৎসিংহের সহিত আগমন করিয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—দুর্গেশনন্দিনী)।

তোরাপ—স্বরপুরবাসী মুসলমান রাইয়ত। গোলকচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে ইঁহাদের দ্বারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইবার অভিপ্রায়ে তোরাপ আর অন্যান্য রাইয়ত বেগুণবেড়ের নীলকুঠিতে নীলকরগণ কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইল। তোরাপ কিছুতেই মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হইল না। রোগ সাহেব যখন নিজ কক্ষে ক্ষেত্রমণির উপর বলপ্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন নবীনমাধবের সঙ্গে তোরাপ জানালার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। যখন নবীনমাধব ক্ষেত্রমণিকে কোলে লইয়া প্রস্থান করিল, তখন তোরাপ রোগ সাহেবের চীৎকার বন্ধ করিবার জন্য মুখ চাপিয়া ধরিল, পরে তাহাকে গালাগালি দিয়া হাঁটুর গুঁতা মারিল। অনন্তর তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া পলায়ন করিল। নবীনমাধব পুকুরধারে যখন উড্ সাহেবের লাঠি খাইয়া আহত হইলেন, তখন তোরাপ একটু দূরে ছিল। পরে সে "একগুঁয়ে মহিষের মত দৌড়ে গোল ভেদ করে বড়বাবুকে কোলে লইয়া বেগে প্রস্থান করিল।" তোরাপ পরে বলিল—"এটু আগে যাতি পাল্লে বড় বাবুকে "বেঁচিয়ে আন্তে পাত্তাম, আর দুই হুমুন্দির্ রন্দি বরাকাৎ বিবির দরগায় জবাই কত্তাম।" তোরাপ গোলের মধ্যে পঁহুছিবামাত্র রোগসাহেব পতিত নবীনমাধবের উপর তলোয়ারের কোপ মারিল। তোরাপ হস্ত দিয়া রক্ষা করিতে যাইলে, তোরাপের বামহস্ত কাটিয়া গেল। তোরাপ উড্ সাহেবের নাক কামড়াইয়া লইয়া পলায়ন করিল। আসন্নমৃত্যু নবীনমাধবকে তাঁহার কক্ষে রাখিয়া লুকাইবার অভিপ্রায়ে তোরাপ প্রস্থান করিল। যাইবার সময় সংজ্ঞাশূন্য নবীনমাধবের বিছানার কাছে দুই বার সেলাম করিয়া তোরাপ চলিয়া গেল। (দীনবন্ধু—নীলদর্পণ)।

মতিলাল সুর ন্যাসনাল থিয়েটারে তোরাপের চরিত্র অভিনয় করিয়া প্রশংসা পাইয়াছিলেন।

থ

থাক—চিন্তামণি বেশ্যার ভাড়াটিয়া। জনৈক ভণ্ড সাধক ইহাকে কৃষ্ণপ্রেম শিক্ষা দিতে সমুৎসুক হইলে, থাক অগ্রে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা স্থির করিয়া লইল। সাধকের ইচ্ছা থাকর নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া লয়, আর থাকরও ইচ্ছা সাধকের নিকট হইতে কিছু আদায় করে। চিন্তামণি বিল্বমঙ্গল-বিরহে পাগলিনীপ্রায় হইলে, সাধক থাকর নিকট প্রস্তাব করিল যে, চিন্তামণিকে দুধের সহিত বিষ পান করাইয়া তাহার মৃতদেহ নদীতে ভাসাইয়া কিংবা গৃহপ্রাঙ্গণে প্রোথিত করিয়া, তাঁহার অর্থ, অলঙ্কারাদি অপহরণ করা হউক। থাক মুখে ভীতি দেখাইল বটে, অথচ সমস্ত উপায়ও নির্দ্ধারণ করিয়া দিল; চিন্তামণি গৃহত্যাগ করিবার পর, উভয়ে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। এমন সময়ে দারোগা ও চৌকিদারগণ আসিয়া তাহাদিগকে ধৃত করিল। উভয়েই বিষপান করিয়া রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পায়। (গিরিশচন্দ্র—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর)।

দ

দরিয়া বিবি—ইনি সুরমা ও গুপ্ত সংবাদ বিক্রয় করিবার জন্য আওরঙ্গজেবের কন্যা জেবন্নেসার নিকট গিয়াছিলেন। মবারক ইঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পরে জেবন্নেসার কপট প্রণয়ে অন্ধ হইয়া ইঁহাকে অযত্ন করিতেন। প্রতিহিংসাপরায়ণা দরিয়া জেব্উন্নিসার নিকট গিয়া প্রকাশ করিলেন যে, মবারক তাঁহার বিবাহিত স্বামী। ইহাতে প্রণয়িনী জেবউন্নিসার হৃদয়ে যন্ত্রণা উপস্থিত হইল দেখিয়া দরিয়া সাতিশয় আনন্দিতা হইলেন। মবারক রূপনগরে গেলে দরিয়া ছদ্মবেশে ইঁহার সৈন্যগণের মধ্যে রহিলেন। ফিরিবার সময় মবারক যখন কূপে পতিত হন, দরিয়াই তাঁহার উদ্ধারসাধন করিলেন। জেবন্নেসার প্রেমের অসারতা উপলব্ধি করিয়া মবারক দিল্লিতে ফিরিয়া দরিয়ার সহিত সুখে কালযাপন করিতে থাকেন। জেবন্নেসা বার বার মবারককে ডাকিয়াও যখন ইঁহাকে নিকটে আনাইতে পারিলেন না, তখন ক্রুদ্ধা হইয়া পিতার দ্বারা ইঁহাকে সর্পাঘাতে বিনষ্ট করিলেন। সেই অবধি দরিয়া পাগলিনী হইয়া যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মাণিকলালের চিকিৎসায় মবারক জীবন লাভ করিয়া রাজসিংহের সহিত যুদ্ধান্তে জেবন্নেসাকে বিবাহ করিবার পরে যখন যবনপক্ষে যুদ্ধ করেন, তখন পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে দরিয়া বন্দুকের গুলি দ্বারা তাঁহার জীবননাশ করেন। তাহার পর আর কখন কেহ দরিয়াকে দেখিতে পায় নাই। (বঙ্কিমচন্দ্র—রাজসিংহ)।

দলনী বেগম—বাঙ্গালার নবাব মীরকাশিমের অন্যতমা বেগম। ইনি নবাবের সেনাপতি গুরগণ খাঁর ভগিনী। কিন্তু এ সম্বন্ধ আগে কেহই জানিত না। ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে পতিপরায়ণা দলনী নবাবকে নিষেধ করিলেন, কিন্তু নবাব সে নিষেধ শুনিলেন না দেখিয়া রাত্রে গোপনে দলনী ভ্রাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। গুরগণ খাঁ মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে, নবাবের সাহায্যে ইংরাজকে তাড়াইয়া নিজেই বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করিবেন। ভগিনীকে বিরুদ্ধ মতাবলম্বিনী দেখিয়া পাছে সে নবাবকে এ সকল কথা বলিয়া দেয়, এই আশঙ্কায় দলনী যাহাতে মুঙ্গেরের দুর্গে নবাবের নিকট না যাইতে পারেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। দলনী দুর্গে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া পরিচারিকা কুলসমের সহিত পথে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় চন্দ্রশেখর ইঁহাদিগকে প্রতাপের বাসায় লইয়া গিয়া আশ্রয় দিলেন এবং দলনীর লিখিত একখানি পত্র নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আমিয়ট্-প্রেরিত কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক সেই বাসা হইতে প্রতাপ ধৃত হইলে, সেই সঙ্গে শৈবলিনী ভ্রমে দলনী ও কুলসম ধৃত হইলেন। দলনীর পত্র পাইয়া নবাব তাঁহাকে আনিতে পাঠাইলে দলনী ভ্রমে শৈবলিনী নবাব সকাশে আনীতা হইলেন। শৈবলিনীর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নবাব মুর্শিদাবাদে মহম্মদ তকীর উপর আদেশ করিলেন যে,

আমিয়ট্ প্রভৃতি যে নৌকায় কলিকাতাভিমুখে যাইতেছে, তাহা যেন আটক করা হয়। আটক করা হইলে নৌকাতে ইংরাজ ও মুসলমানে একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ উপস্থিত হইল; তাহার ফলে আমিয়ট্ হত হইল। কিন্তু ফষ্টরের নৌকা দলনীকে লইয়া পলায়ন করিল। দলনীর অনুরোধে ফষ্টর ইঁহাকে এক স্থানে নামাইয়া দিল। কুলসম্ কিন্তু নামিল না। চন্দ্রশেখর দলনীকে মহম্মদ তকীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পূর্ব্বে তকি দলনীকে ইংরাজহস্ত হইতে উদ্ধার করিতে না পারিয়া নবাবের নিকট এই মর্ম্মে একটি মিথ্যা সংবাদ দেয় যে, দলনীকে পাওয়া গিয়াছে, তিনি আমিয়টের উপপত্নীস্বরূপে ছিলেন, এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া না দিলে তিনি আত্মহত্যা করিবেন। উত্তরে নবাব দলনীকে বিষ খাওয়াইয়া মারিতে আদেশ করিলেন। তকি ইঁহাকে বিষ প্রদান করিলেন। দলনী যখন বুঝিলেন যে, নবাব যথার্থই এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, তখন তিনি বিষ খাইতে প্রস্তুত হইলেন। তকি বলিল—যদি আমাকে ভজ, তাহা হইলে আর বিষ খাইতে হইবে না। দলনী এ প্রস্তাব শুনিয়া তকিকে পদাঘাত করিলেন; পরে গোপনে বিষ আনাইয়া ভক্ষণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। কুলসম্ কলিকাতা হইতে হেষ্টিংস কর্ত্তৃক নবাবের নিকট প্রেরিতা হইলে সে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। তখন নবাব দলনীর পতিভক্তি ও নির্দ্দোষতা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া ক্ষোভ করিতে লাগিলেন এবং তকিকে স্বহস্তে বধ করিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—চন্দ্রশেখর)।

ষ্টার থিয়েটারে দলনীর ভূমিকা অভিনয় করিয়া নরীসুন্দরী (নরী) সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

দিগ্বিজয়—হেমচন্দ্রের ভৃত্য। মৃণালিনী দর্শন-অভিলাষে হেমচন্দ্রের বণিক্‌বেশে মথুরায় অবস্থানকালে, দিগ্বিজয় তাঁহাকে অনেক সহায়তা করিত। গিরিজায়া মনে মনে দিগ্বিজয়কে ভালবাসিত, এবং মধ্যে মধ্যে ইহাকে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিত। গিরিজায়াকে বিবাহ করিয়া, উভয়ে প্রভুর নূতন রাজ্যে যাইয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। "কথিত আছে যে, বিবাহ অবধি এমন দিনই ছিল না, যে দিন গিরিজায়া এক আধ ঘা ঝাঁটার আঘাতে দিগ্বিজয়ের শরীর পবিত্র করিয়া না দিত। ইহাতে যে দিগ্বিজয় বড় দুঃখিত ছিলেন, এমন নহে। বরং একদিন কোন দৈব কারণবশতঃ গিরিজায়া ঝাঁটা মারিতে ভুলিয়াছিলেন, ইহাতে দিগ্বিজয় বিষণ্ণমনে গিরিজায়াকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'গিরি, আজ তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ না কি?'" (বঙ্কিমচন্দ্র—মৃণালিনী)।

দিবা—ইনি নিশির সহিত দেবীচৌধুরাণীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহারা দুই জনেই মহামূল্য ভূষণে ভূষিত হইয়া বজরায় অবস্থান করিলে, উভয়ের ভিতর কোন্‌টি দেবী-চৌধুরাণী, লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান তাহা অবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া, হরবল্লভ রায়কে বজরায় আনয়ন করেন। তিনি একবার দিবাকে একবার নিশাকে দেবী বলিয়া সনাক্ত করিয়া সাহেব কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হন। দেবী দলত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিলে ইঁহারা দুইজনে দেবীগড়ে যান এবং সেইখানে কৃষ্ণচন্দ্রের ঠাকুরের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—দেবী-চৌধুরাণী)।

দেবদত্ত—জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেবের বাল্য-সখা ব্রাহ্মণ। রাজা ইঁহাকে রাজপুরোহিত পদে অধিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইলে ইনি বলিয়াছিলেন—;

"আমি পুরোহিত।
শ্রুতি স্মৃতি ঢালিয়াছি বিস্মৃতির জলে।
এক বই পিতা নয় তাঁরি নাম ভুলি
দেবতা তেত্রিশ কোটি গড় করি সবে।
স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতেখানা
তেজোহীন ব্রহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলস।"

দেবদত্তের দুঃখ এই যে, ইঁহার ব্যাখ্যাত শাস্ত্রের মর্ম্ম কেহই বুঝিতে সমর্থ হইত না। এক সময়ে অনুস্বর যুক্ত একটি শব্দ ব্যবহার করিলে রাজা ইঁহাকে অনুস্বর ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত বলিলেন—"অনুস্বর ধনুঃশর নহে, মহারাজ, কেবল টঙ্কারমাত্র।" দেবদত্তের ব্রাহ্মণী নারায়ণী বড় মুখরা ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে গৃহত্যাগ করিবার সময় দেবদত্ত ব্রাহ্মণীকে বলিলেন—"ঐ খানটায় আছাড় খাইয়া পড়। বল হা হতোঽস্মি, হা ভগবতি ভবিতব্যতে, হা ভগবন্ মকরকেতন।" নারায়ণী যখন বলিলেন—"তা যাও না। কে তোমাকে মাথার দিব্বি দিয়ে ধরে রেখেছে?" দেবদত্ত তদুত্তরে বলিলেন—"হায় মকরকেতন, এখানে তোমার পুষ্পশরের কর্ম্ম নয়—এক বারে আস্ত শক্তিশেল না ছাড়লে মর্ম্মে গিয়ে পৌঁছয় না। বলি ও শিখরদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি, চোখ দিয়ে জলটল কিছু বেরুবে কি? সেগুলি শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেল—আমি উঠি।" পরে পত্নী যখন বুঝাইলেন—"ওগো তুমি চলে গেলে আমি একেবারে বুক ফেটে মরবো না, সে জন্যে ভেবো না। আমার বেশ চলে যাবে"—তখন দেবদত্ত বলিলেন—"তাকি আর আমি জানিনে? মলয় সমীরণ তোমায় কিছু কর্ত্তে পারবে না। বিরহ ত সামান্য, বজ্রাঘাতেও তোমার কিছু হয় না।" (রবীন্দ্রনাথ—রাজা ও রাণী)।

দেবী চৌধুরাণী—ব্রজেশ্বরের প্রথমা স্ত্রী প্রফুল্লমুখী উত্তরকালে এই আখ্যায় অভিহিতা হইয়াছিলেন। প্রফুল্লের মাতা ভ্রষ্টা এই মিথ্যা অপবাদ জন্য প্রফুল্ল স্বামিগৃহে স্থান পান নাই। একদিন দরিদ্রা মাতাকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলে, শ্বশুর হরবল্লভ ইঁহাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য ব্রজেশ্বরকে আদেশ করিলেন। ব্রজেশ্বর সেই রাত্রে প্রফুল্লের সহিত একত্র থাকিলেন। বিদায়কালে ব্রজেশ্বর তাঁহাকে স্বীয় নামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয় দিলেন। প্রফুল্লের মাতা দেহত্যাগ করিলে, ফুলমণি নাপিতানি রাত্রিকালে প্রফুল্লের কাছে শয়ন করিত। ফুলমণির সহযোগে প্রফুল্ল একরাত্রে নিদ্রাবস্থায় হৃত হইয়া বনমধ্যে পরিত্যক্তা হইলেন। লোকে কিন্তু জানিল যে, প্রফুল্ল দেহত্যাগ করিয়াছেন। পাল্কি হইতে নামিয়া প্রফুল্ল বনের ভিতর যাইতে যাইতে একটি ভগ্ন অট্টালিকায় উপস্থিত হইলেন। সেইখানে একজন বৈষ্ণব মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল। বৈষ্ণব মৃত্যুকালে সেই গৃহের নিম্নতলে প্রোথিত প্রভূত স্বর্ণমুদ্রা ইঁহাকে দান করিয়া গেলেন। এই ধন গৃহের পূর্ব্বস্বামী নীলাম্বর রাজার সম্পত্তি। প্রফুল্ল ঘটনাক্রমে এই সময়ে ডাকাইত-সর্দ্দার ভবানী পাঠকের সম্মুখীন হইলেন। ভবানী ইঁহার পরিচর্য্যার জন্য দিবা ও নিশি নামে দুইটি স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করিলেন এবং প্রফুল্লের শিক্ষাভার গ্রহণ করিলেন। পাঁচ বৎসর ধরিয়া ইঁহাকে শাস্ত্র, ব্যায়াম ও সংযম শিক্ষা দিয়া ইঁহার ধন লোকহিতার্থে প্রযুক্ত করিতে উপদেশ দিলেন। তাহার পর পাঁচ বৎসর প্রফুল্ল দেবী-চৌধুরাণী নাম গ্রহণ করিয়া ডাকাইতদলের নেত্রীত্ব গ্রহণ করিলেন। ইনি নিজে কিন্তু ডাকাইতি করিতেন না। ইঁহার সঞ্চিত ধন কেবল প্রপীড়িত প্রজাগণের দুঃখমোচনে ব্যয়িত হইত। একদিন ইনি সাগরের পিত্রালয়ে উপস্থিত হইয়া, সাগরের প্রতিজ্ঞাপালনে সহায়তা করিবার জন্য তাঁহাকে স্বীয় বজরায় লইয়া গেলেন, এবং কৌশল করিয়া ব্রজেশ্ব-

রকে সেই বজরায় আনাইয়া, সাগরের পা টিপাইয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করাইলেন ব্রজেশ্বর দেখিলেন, বজরাখানিতে বহুমূল্য দ্রব্যাদি আছে, কিন্তু স্বয়ং দেবীরাণী গড়া পরিহিতা এবং অতি সামান্য আভরণে ভূষিতা। ব্রজেশ্বরকে বিদায় দিবার সময় দেবী তাঁহাকে ৩,৩০০ মোহর পিতৃ-ঋণ পরিশোধার্থে ধার দিলেন এবং ভোজন-দক্ষিণার স্বরূপ একটি অঙ্গুরীয় দান করিলেন। ব্রজেশ্বর আপনার নৌকায় আসিয়া অঙ্গুরীয়টিতে স্বীয় নাম খোদিত আছে দেখিয়া এবং সাগরের মুখে শুনিয়া বুঝিলেন যে, দেবীই তাঁহার প্রথমা পত্নী প্রফুল্ল। এতদিন দেবী ভবানী পাঠকের কার্য্যে মন দিয়া স্বামীকে ভুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু এই সময়ে স্বামিদর্শনে চঞ্চলচিত্তা হইলেন, এবং আর রাণীগিরি করিতে ভাল লাগিল না। এ কথা ইনি ভবানী পাঠককে জানাইলেন। ভবানী অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু দেবী আর কিছুতেই সম্মতা হইলেন না। পরে দেবী বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে মহা সমারোহে একটি দরবার করিয়া সমস্ত ধনরত্ন বিতরণ করিয়া বৈশাখের শুক্লা সপ্তমীর রাত্রে ইংরাজকে ধরা দিবার নিমিত্ত বজরায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রে ব্রজেশ্বর ৩,৩০০ মোহর ফিরাইয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন। ব্রজেশ্বর বজরায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, টাকা সংগ্রহ করিতে আরও দুই চারি দিন বিলম্ব হইবে। দেবী বলিলেন, তাঁহার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইবে না। ব্রজেশ্বর তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে, দেবী বলিলেন, একথা একদিন পূর্ব্বে জানিলে ইনি ইংরাজকে ধরা দিতে কখনই আসিতেন না। অনতিবিলম্বে ব্রজেশ্বরের পিতা হরবল্লভ রায় ব্রেনান সাহেবকে লইয়া দেবীকে ধরাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হইলে দেবীর অনুচরেরা যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। দেবী তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার সময়ে বলিলেন—"আমায় কি তোমরা এত অপদার্থ ভাবিয়াছ যে, আমি এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিয়া আপনার প্রাণ বাঁচাইব?" নিশি বলিল—"তোমার সঙ্গে তোমার স্বামী—তাঁর জন্যেও ভাবিলে না?" দেবী উত্তর করিলেন—"আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিবার আমার কোন অধিকার নাই। আমার স্বামী আমার বড় আদরের—তাদের কে?" অনন্তর দেবী সাদা নিশান দেখাইয়া ব্রেনান্ ও হরবল্লভকে স্বীয় নৌকায় কৌশল করিয়া আনাইলেন। এই সময়ে প্রবল ঝড় উঠিলে দেবীর আজ্ঞামত বজরা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। দেবী কৌশলে ব্রেনান্ সাহেবকে বন্দী করিলেন। ঝড়ের বেগে বজরা অনেক দূরের পথে যাইয়া পড়িল। রাত্রি প্রভাত হইলে দেবী ব্রেনানকে পাথেয় দিয়া বিদায় দিলেন। নিশির কৌশলে হরবল্লভ ব্রজেশ্বরকে নিশির এক ভগ্নীকে বিবাহ করিবার আদেশ দিয়া জলযোগান্তে দেশে ফিরিয়া গেলেন। পরে ব্রজেশ্বর দেবীকে নববধূরূপে গৃহে লইয়া গেলে সাগর তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেবী রাণী?" প্রফুল্ল বলিলেন—"চুপ! দেবী মরিয়া গিয়াছে"। সাগর বলিল—"প্রফুল্ল?" প্রফুল্ল উত্তর করিলেন—"প্রফুল্ল মরিয়াছে।" সাগর আবার বলিলেন—"কে তবে তুমি?" প্রফুল্ল বলিলেন—"আমি নূতন বউ।" সাগর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—"এখন গৃহস্থালীতে কি মন টিকিবে? রূপার সিংহাসনে বসিয়া, হীরাও মুকুট পরিয়া রাণীগিরির পর কি বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া ভাল লাগিবে? যোগশাস্ত্রের পর কি ব্রহ্মঠাকুরাণীর রূপকথা ভাল লাগিবে? যার হুকুমে দুই হাজার লোক খাটিত, এখন হারির মা পারির মার হুকুমবরদারি কি আর ভাল লাগিবে?" প্রফুল্ল উত্তর দিলেন—"ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার ধর্ম্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়।" প্রফুল্ল সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। এমন কি শ্বশুর হরবল্লভ রায়ও বিষয়কার্য্যপরিচালনে ইঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করিয়া বৈষয়িক উন্নতি করিতে লাগিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ব্রজেশ্বর বিষয় প্রাপ্ত হইলে প্রফুল্ল একদিন তাঁহাকে সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা শোধ করিতে বলিলেন। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লের নির্দ্দেশে সেই টাকায় একটি অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং তাহার মধ্যে এক অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি স্থাপিত করিলেন। অতিথিশালার নাম দিলেন—"দেবী-নিবাস"। (বঙ্কিমচন্দ্র—দেবী চৌধুরাণী)।

গ্রন্থকার "ধর্ম্মতত্ত্ব" গ্রন্থে নিষ্কাম ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দেবী চৌধুরাণীর জীবনে সেই ব্যাখ্যার উদাহরণ দিয়াছেন। সেই জন্য গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বলেন, —দেবী চৌধুরাণী "সজীব ধর্ম্মতত্ত্ব।"

দেবেন্দ্রনাথ দত্ত—দেবেন্দ্র নগেন্দ্র একবংশসম্ভূত। কিন্তু বংশের উভয় শাখায় মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিবাদ। দেবেন্দ্র দেবীপুরের জমীদার। অপ্রিয়বাদিনী পত্নী হৈমবতীর জ্বালাতনে বিরক্ত হইয়া তাহাকে পদাঘাত পূর্ব্বক দেবেন্দ্র বাগানে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে মদ্যপ হইয়াও উঠিলেন। অনন্তর ইনি তারাচরণের স্ত্রী কুন্দনন্দিনীকে দেখিয়া তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বাড়ীতে আনিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইলেন। পরে তারাচরণের মৃত্যুর পর কুন্দ যখন বিধবা-অবস্থায় সূর্য্যমুখীর নিকট অবস্থান করিতেছিলেন, তখন দেবেন্দ্র একদিন বৈষ্ণবীবেশ ধারণ করিয়া, "হরিদাসী নামে পরিচয় দিয়া, সূর্য্যমুখীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং গান শুনাইয়া সকলকে মোহিত করিলেন। গান শেষ হইলে জল পান করিবার ভান করিয়া কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে কথা কহিলেন এবং কৌশল করিয়া তাঁহাকে গৃহের বাহিরে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। কুন্দ দেবেন্দ্রকে স্ত্রীলোক বলিয়াই জানিলেন এবং তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। আর একদিন দেবেন্দ্র হরিদাসী বৈষ্ণবীবেশে নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে আসিলে সূর্য্যমুখীর সন্দেহ হয় এবং এই বৈষ্ণবীটি কে তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য হীরাদাসীকে নিযুক্ত করেন। হীরা দেবেন্দ্রের অনুসরণ করিয়া তাঁহার বাসগৃহে উপস্থিত হয়। হীরাকে দেখিয়া মদিরোন্মত্ত দেবেন্দ্র তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ, যা দেবী মম গৃহেষু পেত্নীরূপেণ সংস্থিতা" ইত্যাদি বিকৃত ভাষায় স্তব করিলেন। তাঁহারই মুখে হীরা শুনিল যে, কুন্দদর্শনাভিলাষে তিনি বৈষ্ণবী সাজিয়াছিলেন। হীরা এ সংবাদ সূর্য্যমুখীকে দিল। কিন্তু কুন্দ যে নিরপরাধা সে কথা গোপন রাখিল। কুন্দ গৃহত্যাগ করিয়া হীরার বাড়ীতে আছেন, এই সংবাদ পাইয়া দেবেন্দ্র এক রাত্রিতে হীরার বাড়ীতে আসিলেন। তখন কিন্তু কুন্দ নগেন্দ্রের বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াছেন। হীরা প্রথম প্রথম আত্ম-সংযম করিয়াছিল; পরে দেবেন্দ্রের উপর তাহার ভালবাসা জন্মে; সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্র গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার পর দেবেন্দ্র একদিন কুন্দ-দর্শন অভিপ্রায়ে নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে পুরুষবেশেই সন্ধ্যার পর উপস্থিত হন। হীরার প্ররোচনায় দ্বারবানেরা ইঁহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। কিছুদিন পরে দেবেন্দ্র হীরাকে ডাকাইয়া বাগানবাড়ীতে আনাইয়া ইহাকে কপট প্রণয়ে বশীভূত করিলেন। পরে হীরা

ইহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ইহাকে তীব্রভাষায় তিরস্কার করিল। তদুত্তরে দেবেন্দ্র ইহাকে পদাঘাত করিয়া বাগান-বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। হীরা বিষ কিনিয়া রাখিল। উদ্দেশ্য—হয় ইহা পান করাইয়া অপমানকারী দেবেন্দ্রের, না হয় তাঁহার প্রণয়পাত্রী কুন্দনন্দিনীর প্রাণসংহার করিবে। হীরাপ্রদত্ত বিষ খাইয়া কুন্দ প্রাণত্যাগ করিলে, হীরা উন্মাদিনী হইয়া পলায়ন করিল। এক বৎসর পরে যখন দেবেন্দ্র কদর্য্য রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন ভিখারিণীবেশে উন্মাদিনী হীরা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং দেবেন্দ্রই যে তাহার দুর্দ্দশার কারণ, তাহা বুঝাইয়া দিল। হীরা বলিল—"এখন তোমার মনে পড়ে না; কিন্তু একদিন এই ঘরে বসিয়া আমার এই পা ধরিয়া গাইয়াছিলে—"স্মর গরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদপল্লবমুদারং।"...এখন তোমার মরণ নিকট শুনিয়া আহ্লাদ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়।" এই কথাগুলি বলিয়া উক্ত গানটি গাহিতে গাহিতে হীরা বহির্গত হইয়া গেল। সেই অবধি দেবেন্দ্রের মৃত্যুশয্যা কণ্টকময় হইল। মৃত্যুর অল্প পূর্ব্বেই জ্বরকালীন প্রলাপে দেবেন্দ্র কেবল বলিয়াছিল—পদপল্লবমুদারম্—পদপল্লবমুদারম্'।" (বঙ্কিমচন্দ্র—বিষবৃক্ষ)।

ধ

ধনদাস—জয়পুরাধিপতি জগৎসিংহের সহচর। উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর চিত্র বলিয়া ধনদাস একখানি রমণীচিত্র জগৎসিংহের নিকট বিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করে। রাজা রমণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া ধনদাসকে দূতস্বরূপে রাণার নিকট কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। বিলাসবতী নাম্নী জগৎসিংহের একটি রক্ষিতা ছিল। ধনদাস তাহার বাড়ীতে যাতায়াত করিত। কিন্তু উদয়পুরে যাইবার কথা তাহার নিকট গোপন করাতে বিলাসবতী স্বীয় পরিচারিকা মদনিকাকে ধনদাসের দৌত্যকার্য্য বিফল করিবার অভিপ্রায়ে প্রেরণ করিল। ধনদাস উদয়পুরে উপস্থিত হইলে মদনিকা পুরুষবেশে মদনমোহন নাম গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। পরে তাহাকে নানা ভয় ও লোভ দেখাইয়া তাহার হস্তস্থিত বহুমূল্য অঙ্গুরীটি আদায় করিয়া লইল। জয়পুরে ফিরিয়া আসিয়া ধনদাস বিলাসবতীর কোপনয়নে পতিত হইল। রাজাকে অন্তরালে রাখিয়া বিলাসবতী ধনদাসের সঙ্গে এরূপ কথাবার্ত্তা কহিল যে, তাহাতে ধনদাসের বিশ্বাসঘাতকতা সহজেই প্রমাণিত হইল। রাজা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধনদাসকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন। দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া ধনদাস পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিলাসবতী ও মদনিকা তাহাকে বাড়ীর সম্মুখে একদিন দেখিতে পাইয়া ভিতরে আনিয়া আহার করিতে দিয়াছিল। (মধুসূদন—কৃষ্ণকুমারী)।

ধীরানন্দ—সন্তান-সম্প্রদায়ের অন্যতম নায়ক। ভবানন্দ যখন কল্যাণীর প্রণয়লাভের আশা-ত্যাগ করিয়া আসিলেন, তখন পথে ধীরানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সত্যানন্দের প্ররোচনায় ভবানন্দের মন পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ইনি তাঁহাকে কল্যাণীকে বিবাহ ও স্বনামে রাজ্য স্থাপন করিতে বলিলেন। ভবানন্দ এই প্রস্তাবে রাগান্ধ হইয়া ইঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ইনি পলায়ন করিলেন। ইংরাজের সহিত প্রথম যুদ্ধ হইবার সময় ধীরানন্দ ভবানন্দকে বলেন যে, কেবল গুরুদেবের প্ররোচনায় আমি পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব করিয়াছিলাম। যুদ্ধক্ষেত্রে ধীরানন্দ বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—আনন্দমঠ)।

ন

নগেন্দ্রনাথ দত্ত—গোবিন্দপুরের সুশিক্ষিত জমিদার। একদা কলিকাতা গমন উপলক্ষে দৈবদুর্য্যোগবশতঃ ইঁহাকে এক স্থানে নৌকা হইতে নামিতে হয়। সেইখানে একটি ভগ্ন বাটীতে কুন্দনন্দিনীকে তাঁহার মুমূর্ষু পিতার পার্শ্বে দেখিতে পাইলেন। পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহার সৎকার করাইয়া নগেন্দ্র কুন্দকে লইয়া কলিকাতায় তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীশচন্দ্রের বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন। সেখানে নগেন্দ্রের ভগিনী কমলমণি কুন্দকে বিশেষ স্নেহ করিতে লাগিলেন। পরে নগেন্দ্রের স্ত্রী সূর্য্যমুখী কুন্দকে গোবিন্দপুরে আনাইয়া তারাচরণ নামক জনৈক অনুগত যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরে তারাচরণের মৃত্যু হইলে কুন্দ আবার গোবিন্দপুরে নগেন্দ্রের বাড়ীতে আনীতা হইলেন, এই সময়ে নগেন্দ্র ইঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে ইঁহাকে ভালবাসিতে থাকিলেন। পত্নী সূর্য্যমুখী দিন দিন স্বামীর স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিতা হইলেন। নগেন্দ্রনাথ বিষয়কর্ম্মে মনোযোগ দান করিতে বিরত হইয়া, পত্নীর সহিত রূঢ় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন নগেন্দ্র মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিলেন। নগেন্দ্র চিত্তসংযমে অসমর্থ হইয়া একদিন সন্ধ্যার সময় কুন্দকে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, এবং বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত এই কথা বুঝাইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। কুন্দও নগেন্দ্রকে মনে মনে ভালবাসিতেন; কিন্তু তিনি বাক্‌পটু নহেন। তিনি নগেন্দ্রকে কেবল মাত্র "না" বলিলেন। এই সময় হীরাদাসীর মিথ্যা কথায় দূষিতচরিত্রা জ্ঞানে সূর্য্যমুখী কুন্দকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। কুন্দ অদর্শনে ব্যথিতহৃদয় নগেন্দ্র স্পষ্টই সূর্য্যমুখীকে বলিলেন—"যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব, নচেৎ তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ।" সূর্য্যমুখী একমাসের সময় চাহিলেন। ইতোমধ্যে কুন্দ নিজেই বাড়ীতে আসিলেন। সূর্য্যমুখী অতি আদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং স্বামীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া পরদিন রাত্রেই গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু ভালবাসার ভাষা জানিতেন না। সুতরাং তাঁহার এই নীরব ভালবাসায় নগেন্দ্রনাথ তৃপ্তি পাইলেন না। এখন তাঁহার সূর্য্যমুখীকে মনে পড়িল। নগেন্দ্র এখন দারুণ মনস্তাপে ক্লিষ্ট হইলেন, এবং কুন্দকে বিষচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। যখন বিস্তর অনুসন্ধানে সূর্য্যমুখীকে পাওয়া গেল না, তখন তিনি নিজেই গৃহত্যাগ করিলেন। কাশীতে অবস্থানকালে তিনি শুনিলেন যে, সূর্য্যমুখী মধুপুরে পীড়িতাবস্থায় আছেন। অনতিবিলম্বে তিনি সেইখানে যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন। মধুপুরে আসিয়া শুনিলেন যে, গৃহদাহে সূর্য্যমুখীর মৃত্যু হইয়াছে। সেখান হইতে ফিরিবার পথে পাল্কীতে যাইতে যাইতে সূর্য্যমুখীর গুণসমূহের আলোচনা করিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন—"সূর্য্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দ্যে ভ্রাতা, যত্নে ভগ্নী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী।... আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের

আশা, পরলোকের পুণ্য। আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?" হঠাৎ তাঁহার মনে হইল যে, সূর্য্যমুখী পথ হাঁটিয়া হাঁটিয়া পীড়িতা হইয়াছিলেন। অমনি তিনি পাল্‌কি ছাড়িয়া পদব্রজে চলিলেন। পরে কলিকাতায় শ্রীশচন্দ্রের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার পুত্র সতীশকে বিষয়-সম্পত্তি দান করিবেন, এ কথা তাঁহাকে জানাইলেন। দানপত্র রেজিষ্টারী করিয়া *দিবার জন্ম শ্রীশকে নগেন্দ্র গোবিন্দপুরে নৌকাযোগে পাঠাইয়া দিয়া নিজে পদব্রজে দেশে আসিলেন। আসিয়া কুন্দনন্দিনীর সহিত দেখা না করিয়া সূর্য্যমুখী যে ঘরে* শয়ন করিতেন, সেই ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। প্রায় প্রভাত হয়, এমন সময়ে শয্যার পার্শ্বে সূর্য্যমুখীরূপিণী এক ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া নগেন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞা পাইয়া দেখিলেন যে, সূর্য্যমুখী তাঁহার মস্তক অঙ্কে স্থাপিত করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারই মুখে শুনিলেন যে, গৃহদাহে গৃহস্বামিনী হরমণির মৃত্যু ঘটিয়াছে। পতিপত্নী মিলনে গৃহ উৎসবপূর্ণ হইল, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, কুন্দনন্দিনী বিষপান করিয়াছেন। উভয়েই তখনি তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। ক্ষণকাল পরে কুন্দ প্রাণত্যাগ করিল। (বঙ্কিমচন্দ্র—বিষবৃক্ষ)।

এমারেল্ড থিয়েটারে মহেন্দ্রলাল বসু নগেন্দ্রচরিত্র অভিনয় করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন।

নদেরচাঁদ—শ্রীরামপুরে ভোলানাথ চৌধুরীর ভাগিনেয়। ইনি যেমন অশিক্ষিত বর্ব্বর, তেমনি লম্পট ও নেশাখোর। ইঁহারা গুলির আড্ডার নাম রাখিয়াছিলেন "মুক্তিমণ্ডপ"। ইঁহার মাসতুত ভাই হেমচাঁদ ইঁহার সংসর্গে পড়িয়া কুচরিত্র হইয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া হরবিলাস, অনেকের নিষেধ সত্ত্বেও নদেরচাঁদের হস্তে স্বীয় কন্যা লীলাবতীকে সমর্পণ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন। পাত্রীকে দেখিবার জন্ম নদেরচাঁদ হেমচাঁদকে সঙ্গে লইয়া হরবিলাসের বাড়ীতে আসিলেন। লীলাবতীর মাতুল শ্রীনাথ, ললিত, সিদ্ধেশ্বর ও অন্যান্য লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হেমচাঁদ নদেরচাঁদকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন যে, পাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিবে—অয়ি হরিণীলোচনে তুমি কি পড়?" লীলাবতী আসিলে নদেরচাঁদ তাঁহাকে বলিলেন—"আই মা হরিণের সিং, তুমি কি পড়?" নদেরচাঁদের চেয়ারে তেলকালী মাখান থাকাতে তাঁহার অঙ্গে ও বস্ত্রে কালী লাগিল। তাহাতে হেমচাঁদ বলিলেন, "হুঁকোর খোলে দুর্গা নাম লেখা, অমাবস্যায় শ্যামাপূজা, ভাল্লুকে উল্লুকে জড়াজড়ি, দাঁড়কাকের মাথায় মক্‌মলের টুপি, আর তোমার গায় কালী, একই রূপ দেখ্‌তে।" শ্রীনাথ নদেরচাঁদকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার ঘামে বস্ত্র ভিজিয়াছে। আর বলিলেন যে, সব কালো জিনিসের রস কালো। তাহাতে নদেরচাঁদ উত্তর দিলেন—"পাকা জামের রস যে রাঙ্গা।" *পরে শ্রীনাথ ইঁহার মুখে সিন্দূর মাখা হাত লাগাইলে, মুখ মুছিতে গিয়া তাহা দেখিয়া বলিলেন, "লাল গুঁড়ো লাগ্‌লো কেমন করে?" শ্রীনাথ উত্তর দিলেন "পথে আস্‌তে রৌদ্রের গুঁড়ো লেগেচে।"* তদুত্তরে নদেরচাঁদ বলিলেন—"সে যে সাদা।" স্বীয় বিদ্যার পরীক্ষা দিতে অনুরুদ্ধ হইয়া নদেরচাঁদ বিবাহবিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। তাহাতে বলেন, "......আমার বক্তৃতা করা কেবল হাঁসভাজা হওয়া—হাস্যভাজন। মৎসদৃশগণের বক্তৃতা বিষম ব্যাপার—লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড উপস্থিত। বিষয় মনে থাকে যদি কথা জোটে না; কথা জোটে যদি, বিষয় মনে থাকে না।.........বিবাহের অনুগ্রহে বংশরূপ শ্যামাদানে ছেলেরূপ বাতি দিয়ে ঘর আলো করে ফেলা যায়। আরও দেখুন—যদি আমি হতে পারি স্বাধীনতাতে বলতে এমন—'দানেন ন ক্ষয়ং যাতি স্ত্রীরত্নং মহাধনং—যে হেতু রামছাগলের গলদেশের স্তনের স্থায় বিফল।......আরও দেখুন, সকলই দুই দুই, চন্দ্র সূর্য্য, রাত দিন, পথঘাট, হুঁকো কল্‌কে, ঢাক ঢোল, ঘরদোর, ছাতা বেড়ী, শ্যাল শকুন, স্ত্রীপুরুষ। সুতরাং জীবসকলকে বাঁচাইবার জন্ম স্ত্রীলোক গর্ভমতী হইলে, আপনা আপনিই নিতম্বে দুধ এসে পড়ে।" এই কথা শুনিবামাত্র লীলাবতী লজ্জিত হইয়া সভাস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। একটি ফৌজদারী মোকদ্দমায় পড়িয়া নদেরচাঁদের মেয়াদ হওয়ায় লীলাবতীর সহিত ইঁহার বিবাহ বন্ধ হইল। হাইকোর্টে আপীলের ফলে মেয়াদের পরিবর্ত্তে জরিমানা হওয়ায় নদেরচাঁদ মুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিলেন। সেই সময়ে যোগজীবন অরবিন্দ বলিয়া হরবিলাসের ভবনে স্থান পাইলেন, আর প্রকৃত অরবিন্দও প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সুযোগ পাইয়া নদেরচাঁদ রটনা করিলেন যে, ললিত, সিদ্ধেশ্বর ও অরবিন্দের পত্নীর ষড়যন্ত্রে নদেরচাঁদের পরিবর্ত্তে ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর যাহাতে বিবাহ হয়, সেই উদ্দেশে জাল অরবিন্দের অবতারণা করা হইয়াছে। নদেরচাঁদ পুলিস সঙ্গে করিয়া হরবিলাসের ভবনে উপস্থিত হইলেন; উদ্দেশ্য প্রতারক অরবিন্দকে ধৃত করা এবং ললিতমোহনকে বিপদে ফেলা। পুলিস যখন দেখিল যে, জাল অরবিন্দ আর কেহই নহে, চাঁপা নামে একটি স্ত্রীলোক, তখন তাহারা প্রস্থান করিল, আর নদেরচাঁদ শ্রীনাথ কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে প্রহৃত হইয়া সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। ললিতমোহনের সহিত লীলাবতীর বিবাহ হইল। (দীনবন্ধু—লীলাবতী)।

শোনা যায়, হেমচাঁদ ও নদেরচাঁদ জীবিত লোকের প্রতিকৃতি। নদেরচাঁদের চরিত্র অভিনয়ে মতিলাল সুর বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন।

নন্দলাল (এন, সরকার)—গোপীনাথ সরকারের পুত্র। ইনি এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়া কলেজে সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে পড়িতেছিলেন। মন্মথনাথ মিত্র যখন ইঁহাকে পাত্রস্বরূপে দেখিতে আসিলেন, তখন মন্মথর ভগিনীপতি লোকনাথ বাবু ইঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে নন্দলাল বলিলেন—এন, সরকার। পিতার নাম জিজ্ঞাসিত হইলে বলিলেন—"সামনেই বসে আছেন—জিজ্ঞাসা কোত্তে পারেন, আমায় কর নাথিং ট্রবল্ দেওয়ার আবশ্যক?" লেখাপড়ার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে, ইনি "চাদর-নিবারিণী" সভায় ইংরাজীতে যাহা বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহারই পুনরুল্লেখ করিলেন। ঘটক বলিলেন—"দেখুন মন্মথ বাবু, লোকনাথ বাবু দেখছেন? একেবারে অদ্বিতীয় কেশব সেন! ইংরেজী বোল্‌ল যেন তুব্‌ড়িতে আগুন দিলে।" নন্দলাল মিষ্টার সিং ও বিলাসিনী কারফরমাকে বলিয়াছিলেন, যে পিতা কন্যা না দেখিয়া কেবল অর্থলোভে ইঁহার বিবাহ দিতে যাইতেছেন; ইনি সেই অর্থ আত্মসাৎ করিয়া পিতাকে শিক্ষা দিয়া ব্যারিষ্টার হইবার জন্ম বিলাতে যাইবেন, আর প্রত্যাগত হইয়া "জাতকাপড়-নিবারিণী" সভার প্রতিষ্ঠা করিবেন। বিবাহের রাত্রে কন্যার পিতার প্রতিশ্রুত ৪২০০ টাকা গোপীনাথ নিজের নিঃস্বার্থতা দেখাইবার জন্ম নন্দলালের নিকট রাখিয়া দিলেন। চাঁদনাতলায় দাঁড়াইয়া নন্দলাল আরও ৭০ টাকা নগদ ও খাশুড়ীর ১৫ ভরি সোণার গোট আদায় করিলেন। বাসর ঘরে শ্যালিকা প্রভৃতির সহিত আমোদ করিয়া নন্দলাল পেট কামড়াইতেছে বলিয়া, ভোরের সময় বহির্দ্দেশে গমন করিলেন। সন্ধান করিয়া পিতা শ্বশুর প্রভৃতি হাওড়া ষ্টেসনে আসিয়া দেখিলেন যে,

নন্দলাল সাহেবী পোষাক পরিয়া, মিষ্টার সিং ও বিলাসিনী কারফরমার সঙ্গে পদচারণ করিতেছেন। পিতা ইঁহাকে গৃহে ফিরিয়া বাসিবিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে অস্বীকৃত হইলে সমস্ত টাকা, অন্ততঃ অর্দ্ধেক, ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। নন্দলাল তাহাও করিতে প্রস্তুত নহেন। শ্বশুর বলিলেন,—"আমার মেয়ের উপায় ?"—উত্তরে নন্দলাল বলিলেন—"যে পুরো হয় নি, এখনও Null and Void হয়; তবু আমি স্বীকার করে বাচ্চি—যে যদি আপনার মেয়েকে মিসেস্ কারফরমার মত লেখাপড়া শিখিয়ে স্বাধীন কোত্তে পারেন, তবে ফিরে এসে আইনমত রেজেষ্ট্রী করে আমার স্ত্রী কত্তে পারি।" পিতা বলিলেন—"আমি যে তোকে দেনা করে খাইয়েছি;—কালেজে পড়িয়েছি—পাস করিয়েছি; পাওনাদারেরা কাল যে আমায় জেলে দেবে।" উত্তরচ্ছলে নন্দলাল বলিলেন—'কুচ্ পরোয়া নেই, আমি কৌন্সলি হ'য়ে আসছি—তোমায় ইন্‌সলভেন্ট নিয়ে খালাস করে দেব—কি নেব না।" শেষে বলিলেন—"চল্লেম, মাকে আমার কম্‌প্লিমেণ্ট দিও, আর দুজনেই একটু ইংরাজি প'ড়—Farewell for the present." (অমৃতলাল—বিবাহ-বিভ্রাট)।

নন্দা—রাজা সীতারাম রায়ের মহিষী। ইনি কনিষ্ঠা সপত্নী রমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। গঙ্গারামঘটিত মিথ্যাপবাদ ক্ষালন করিবার জন্য প্রকাশ্য দরবারে গিয়া অকপটহৃদয়ে সমস্ত কথা প্রকাশ করিবার জন্য ইনি রমাকে পরামর্শ দিলেন। সেই পরামর্শানুসারে রমা নিরপরাধা প্রমাণিত হইলেন। কিন্তু সেই অবধি তিনি পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। নন্দা যত্নের সহিত তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। কিন্তু রমার প্রাণ রক্ষা হইল না। জয়ন্তীকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাত করিবার আদেশ হইলে নন্দা প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"মহারাজ! আমি পতিপুত্রবতী। আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে কখনও এ পাপ করিতে দিব না। তাহা হইলে আমার কেহ থাকিবে না।" পরে নন্দা জয়ন্তীকে লইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। যবনযুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব জানিয়া যখন সীতারাম অন্তঃপুরে নন্দার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন যে, মৃত্যু উপস্থিত, তখন নন্দা বলিলেন, —"মহারাজ! শরীর ধারণে মৃত্যু আছেই। সে জন্য দুঃখ করি না। তবে তুমি লক্ষ যোদ্ধার নায়ক হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মরিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব—তাহা অদৃষ্টে ঘটিল না কেন?" রাজা একাই যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে নন্দা বলিলেন—"মহারাজ! আমি যদি ইহাতে নিষেধ করি, তবে আমি তোমার দাসী হইবার যোগ্য নহি।" পরে বলিলেন—"রাজকুলের সম্পদ্ বিপদ্ উভয়ই আছে—তজ্জন্য আমার তেমন চিন্তা নাই। পাছে তোমায় কেহ কাপুরুষ বলে, আমার সেই বড় ভাবনা।" নন্দা ও বালকবালিকাগণকে এক শিবিকায় লইয়া সীতারাম একটি নিরাপদ্ স্থানে তাহাদিগকে লইয়া গেলেন। অনন্তর রাজা ও নন্দা ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইলে, পথে তাঁহারা বিষ ভক্ষণে প্রাণত্যাগ করিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—সীতারাম)।

নয়নতারা—ব্রজেশ্বরের দ্বিতীয়া পত্নী। ইঁহাকে সকলে "নয়ান বউ" বলিত। ইনি দেখিতে কৃষ্ণবর্ণা এবং সপত্নীতে অত্যন্ত হিংসা-পরায়ণা ছিলেন। প্রফুল্ল শ্বশুরালয়ে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার গুণে নয়নতারা তাঁহার অনুরাগিণী হইয়া পড়িয়াছিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—দেবী চৌধুরাণী)।

নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ইঁহার নিবাস সপ্তগ্রামে। গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমনকালে ইনি তীরসংলগ্ন নৌকা হইতে কাঠ আহরণের জন্য বনে প্রবেশ করেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, সঙ্গিগণ ইঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। বনে ভ্রমণ করিতে করিতে ইনি একজন কাপালিকের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইলেন। বলি দিবার মানসে কাপালিক ইঁহাকে বন্ধন করিয়া রাখিলে, তাঁহার পালিতা কপালকুণ্ডলা ইঁহাকে মুক্ত করিয়া হিজলীর ভবানী মন্দিরের পূজক অধিকারীর নিকট লইয়া আসিলেন। পরে অধিকারীর পরামর্শে ইঁহাদের বিবাহ হইলে, ইঁহারা সপ্তগ্রামে আসিবার জন্য যাত্রা করিলেন। মেদিনীপুরের চটিতে আসিবার সময় পথে মতিবিবির সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই মতিবিবি নবকুমারের প্রথমবিবাহিতা পত্নী পদ্মাবতী। মতিবিবি পরিচয় লইয়া জানিলেন যে, ইনিই তাঁহার স্বামী, কিন্তু মতি আত্মপরিচয় দিলেন না। অতঃপর নবকুমার কপালকুণ্ডলা সহ সপ্তগ্রামে আসিলেন। কপালকুণ্ডলাকে ইনি অতিশয় ভালবাসিতেন, একদণ্ড না দেখিতে পাইলে কষ্ট হইত। এক বৎসর পরে মতিবিবি সপ্তগ্রামে আসিয়া বাস করিলেন এবং নবকুমারকে ডাকাইয়া তাঁহার প্রেমভিক্ষা করিলেন, ও ঐশ্বর্য্যসম্পদের অনেক লোভ দেখাইলেন। নবকুমার উত্তর করিলেন—"আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহজন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব। তোমার দত্ত ধন সম্পদ্ লইয়া যবনীজার হইতে পারিব না।" নবকুমার আরও বলিলেন—"তুমি যবনী—পরস্ত্রী—তোমার সহিত একপ আলাপেও দোষ। তোমার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না।" অপমানিতা মতিবিবি গ্রীবাভঙ্গী করিয়া দাঁড়াইলে নবকুমারের মনে পড়িল যে, একদিন বিরক্ত হইয়া প্রথমা পত্নীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিতে উদ্যত হইলে সেও এইভাবে দাঁড়াইয়াছিল। সন্দিগ্ধচিত্তে নবকুমার মতিবিবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে?" মতিবিবি বলিলেন, "আমি পদ্মাবতী।" নবকুমার চলিয়া যাইলে পর, মতিবিবি স্বামি-স্ত্রীর বিচ্ছেদ সাধন মানসে পুরুষবেশ ধারণ করিয়া এক রাত্রিতে নবকুমারের বাড়ীর নিকটস্থ বনে উপস্থিত হইলেন। কপালকুণ্ডলা ননদীর অনুরোধে বনে ঔষধ আনিতে সেই রাত্রিতে বহির্গত হইলে নবকুমার ইঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। কপালকুণ্ডলা তখন বলিলেন, "আইস। আমি অবিশ্বাসিনী কিনা স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।" তখন নবকুমার ক্ষান্ত হইলেন। পরদিন কপালকুণ্ডলার উদ্দেশে ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবির লিখিত পত্র হস্তগত হইলে নবকুমারের সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠিল। রাত্রিকালে কপালকুণ্ডলা বাড়ী হইতে বহির্গত হইলে, ইনি তাঁহার অনুসরণ করিলেন। পথে কাপালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনিও নবকুমারের সন্দেহানলে ইন্ধন প্রদান করিলেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দূর হইতে কপালকুণ্ডলা ও যুবকের মিলন দেখাইতে লাগিলেন। মনের আবেগে নবকুমার বল হারাইতেছেন দেখিয়া কাপালিক ইঁহাকে পুনঃ পুনঃ সুরা পান করাইয়া ইঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া তুলিলেন। কাপালিক কপালকুণ্ডলার বধার্থে আসিয়াছেন, একথা নবকুমার শুনিয়াছিলেন। এখন ক্রোধে বলিলেন—"আর বিলম্ব কি?" কাপালিকের নির্দ্দেশে ইনি কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইবার জন্য নদীতীরে যাইতে যাইতে কাঁদিতে লাগিলেন। কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—"তুমি কি জানিবে মৃন্ময়ি! তুমিত কখন রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই; তুমিত কখনও আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই।" এই কথা বলিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলার পদতলে আছাড়িয়া পড়িলেন। জিজ্ঞাসিতা হইয়া কপালকুণ্ডলা নিজের নির্দ্দোষতার প্রমাণ দিলেন এবং গৃহে আর ফিরিবেন না, এই কথা বলিলে নবকুমার "না মৃন্ময়ি! না।" বলিয়া যেমন কপালকুণ্ডলাকে হৃদয়ে

ধারণ করিবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিলেন, সেই সময় নদীর তট তরঙ্গাঘাতে ভগ্ন হইল, আর কপালকুণ্ডলা জলে পড়িয়া গেলেন। নবকুমারও তৎপশ্চাতে জলে ঝাঁপ দিলেন। উভয়ের কেহই আর উঠিলেন না। (বঙ্কিমচন্দ্র—কপালকুণ্ডলা)।

এমারেল্ড থিয়েটারে মহেন্দ্রলাল বসু নবকুমারের চরিত্র দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন।

নবীনমাধব—স্বরপুরের গোলকচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি নীলকরগণের অত্যাচার হইতে অনেকবার রাইয়তগণকে রক্ষা করেন; সেইজন্য তাহারা ইঁহার অত্যন্ত অনুগত ছিল। বেগুনবেড়ের নীলকুঠির বড় সাহেব আই আই উড্ ইঁহার উপর জাতক্রোধ ছিল। সাধুচরণ ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাইচরণ যখন ধৃত হইয়া উড সাহেবের সকাশে আনীত হইল, তখন নবীনমাধব তাহাদিগকে মুক্তি দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তাহাতে সাহেব ইঁহাকে অপমানসূচক কথা বলিলেন। সাহেবের ইচ্ছামত নীলের চাষ করিতে ইনি অসম্মত হইলে, ইঁহাকে শাসন করিবার অভিপ্রায়ে সাহেব ইঁহার পিতা গোলকচন্দ্রকে মিথ্যা মোকদ্দমায় ফেলিয়া কারারুদ্ধ করাইলেন। এই মকদ্দমা উপলক্ষে টাকার অভাব হওয়াতে পত্নী সৈরিন্ধ্রী স্বীয় অলঙ্কারগুলি দিতে চাহিলে নবীনমাধব তাহা লইতে অসম্মত হইলেন। পদী ময়রাণীর সহযোগে রেবতীর কন্যা ক্ষেত্রমণিকে কুঠির ছোট সাহেব ধরিয়া লইয়া গেলে, রেবতী নবীনমাধবের মাতা সাবিত্রীকে এই সংবাদ দিতে আসিল। নবীনমাধব বলিলেন—"সতীত্ব কুলমহিলার অমূল্য মণি, সতীত্বভূষণ-বিভূষিতা রমণী কি রমণীয়া! পিতার স্বরপুর-বৃকোদর জীবিত থাকিতে কুলকামিনী অপহরণ! এই মুহূর্তেই যাইয়া কেমন দুঃশাসন দেখিব; সতীত্ব-শ্বেত উৎপলে নীলমণ্ডুক কখনই বসিতে পারিবে না।" এই কথা বলিয়া তোরাপের সঙ্গে কণ্টকক্ষতাঙ্গ নীলমাধব রোগ সাহেবের কক্ষে জানালা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিলেন, এবং ক্ষেত্রমণিকে কোলে লইয়া প্রস্থান করিলেন। পিতার উদ্বন্ধনে মৃত্যুর পর একদিন পুষ্করিণীর পাড়ে উড সাহেবের সঙ্গে নীলের চাষ সম্বন্ধে ইঁহার বচসা হইল। সে সময়ে সাহেব ইঁহাকে অসহ্য অপমান করাতে নবীনমাধব সাহেবের বক্ষে পদাঘাত করিলেন। সাহেব উঠিয়া একটি লাঠির আঘাতে নবীনমাধবের মাথা ফাটাইয়া দিল। তোরাপ সংজ্ঞা-শূন্য নবীনমাধবকে কোলে করিয়া গৃহে আনিলেন। নবীনমাধব সেই সাংঘাতিক আঘাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। (দীনবন্ধু—নীলদর্পণ)।

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেন্দ্রলাল বসু নবীনমাধবের ভূমিকা অভিনয় করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

নবীনানন্দ—এই নাম গ্রহণ করিয়া জীবানন্দের স্ত্রী শান্তি আনন্দ-মঠে প্রবেশ করেন ও সন্তানধর্ম্মে দীক্ষিত হন। (শান্তি দেখ)। (বঙ্কিমচন্দ্র—আনন্দ মঠ)।

নিমচাঁদ দত্ত—ডাক নাম "নিমে দত্ত।" ইনি কলিকাতা শ্যামবাজারে শ্যালক মহেশ্বর ঘোষের বাড়ীতে থাকিতেন; কিন্তু স্ত্রীর সহিত ইনি দেখা সাক্ষাৎ করিতেন না। উকিল নকুলেশ্বর বাবুর বাগানে ও অটল বিহারীর বৈটকখানায় মদ্যপান করিয়াই ইনি সময় কাটাইতেন। ইনি ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। কথায় কথায় ইংরাজী নাটক ও কাব্য হইতে বাক্য উদ্ধার করিয়া সুসংলগ্নভাবে তাহার প্রয়োগ করিতেন। ইনি বলিয়াছিলেন—"I read English, write English, talk English, speechify in Enlish, think in English, dream in English" ইঁহার সুগভীর ইংরাজী জ্ঞান দর্শনে অটল ইঁহার ভক্ত হইয়া পড়েন। অটলবিহারীর খুড়শ্বশুর গোকুল বাবু, অটলের সর্ব্বনাশকারী বলিয়া ইঁহার উপর সাতিশয় বিরক্ত ছিলেন। এক রাত্রে নিমচাঁদ মত্তাবস্থায় উঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়া দ্বারবান্ কর্ত্তৃক নিবারিত হইলে, বারাণ্ডায় গোকুল বাবুকে দেখিয়া নিমচাঁদ বলিলেন—

"It is the East and Juliet is the sun!
Arise, fair sun, and kill the envious দরওয়ান।"

পরে রাস্তায় পড়িয়া থাকিলে, সার্জ্জন ও পাহারাওয়লারা সেইখানে উপস্থিত হইল। সার্জ্জনের আলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিমচাঁদ বলিলেন—"Hail! holy light! offspring of Heaven" ইত্যাদি। সার্জ্জন ইঁহাকে থানায় ধরিয়া লইয়া গেল। মদ খাওয়ার জন্য সময়ে সময়ে নিমচাঁদের মনে অনুতাপ উপস্থিত হইত। একদিন নিমচাঁদ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—হা জগদীশ্বর! আমি কি অপরাধ করেছি, আমাকে অধর্ম্মাকর মদিরা হস্তে নিপতিত কল্লে? পরে অনেক চিন্তার পর বলিলেন, মদ কি ছাড়বো? আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই? সে কালে ভূতে পেতো, এখন মদে পায়।" অটলবিহারী যে দিন গোকুল বাবুর স্ত্রী অনঙ্গমঞ্জরীকে বৈটকখানায় আনিবার প্রস্তাব করেন, নিমচাঁদ তাঁহাকে এ সংকল্প ত্যাগ করিতে বলিলেন। অনঙ্গমঞ্জরী-ভ্রমে অটলের পত্নী বৈটকখানায় আনীত হইলে, নিমচাঁদ পার্শ্বের কক্ষে চলিয়া গেলেন। পরে অটলের পিতৃব্য রামধন রায় আসিয়া অটলকে পাদুকা প্রহার করিয়া, নিমচাঁদকে কক্ষান্তর হইতে টানিয়া আনিয়া কিল মারিলেন, কাণ মলিয়া দিলেন, গলা টিপিয়া ধরিলেন ও অন্য রকমে প্রহৃত করিলেন। তখন নিমচাঁদ তাঁহাকে বলিল,—"মহাশয়ের কিলকলাপ কি পর্য্যন্ত জ্ঞানপ্রদ, তা যারা অধ্যয়ন করেছে, তারাই বলতে পারে, আপনার পদাঘাতপুঞ্জ প্রকৃত পীযুষ, and the last, though not the least আপনার অর্দ্ধচন্দ্রগুলি যারপরনাই edifying. আপনার অর্দ্ধচন্দ্রে আমার বুদ্ধি যেরূপ মার্জ্জিত হয়েছে, Lock on Human understanding পড়ে সেরূপ হয়নি।" অটলবিহারী যখন বলিলেন—"যে মার খেইচি, অনেক ব্রাণ্ডি না খেলে বেদনা যাবে না," তখন নিমচাঁদ গ্রন্থসমাপ্তি উপলক্ষে বলিলেন,—

"কি বোল বলিলে বাবা বলো আর বার,
মৃতদেহে হলো মম জীবন সঞ্চার।
মাতালের মান তুমি, গণিকার গতি,
সধবার একাদশী, তুমি যার পতি।"
(দীনবন্ধু—সধবার একাদশী)।

জনশ্রুতি এই যে, বঙ্গের কোন সুপ্রতিষ্ঠিত কবির চরিত্র অবলম্বনে নিমচাঁদের সৃষ্টি হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি নিমচাঁদের চরিত্র অভিনয়ে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

নিমাই—বা নিমি। ইনি জীবানন্দের ১৭।১৮ বৎসর বয়স্কা ভগ্নী। ইঁহার শ্বশুরবাড়ী ভৈরবী (বা ভরুই) পুর গ্রামে। ইঁহার বাড়ীর নিকটে জীবানন্দ তাঁহার স্ত্রী শান্তিকে রাখিয়াছিলেন এবং ইঁহারই হস্তে কল্যাণীর কন্যা সুকুমারীর লালনপালনের ভার দিয়াছিলেন। নিমি "পোড়ারমুখী" মেয়েটীকে অতি যত্নে গ্রহণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। যুদ্ধান্তে যখন জীবানন্দ মেয়েটিকে পিতামাতার নিকট লইয়া যাইতে আসিলেন, তখন নিমি তাহাকে ফিরাইয়া দিতে আপত্তি করিল এবং ফিরাইয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিমাইয়ের একান্ত অনুরোধে জীবানন্দ শান্তির সহিত দেখা করিলেন। তাহার ফলে ব্রতভঙ্গ-পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি যুদ্ধে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন।

(জীবানন্দ ও শান্তি দেখ)। (বঙ্কিমচন্দ্র —আনন্দমঠ)

নির্ম্মলকুমারী—রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীর বিশ্বস্তা সহচরী। চঞ্চলকুমারী দিল্লী যাত্রা করিলে তাঁহার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া ইনি যে পথে রাজকুমারী গিয়াছেন, সেই পথে গমন করেন। পরে পথশ্রমে ও ক্ষুধাতৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া পথমধ্যে পড়িয়া থাকেন। মাণিকলাল ইঁহাকে লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করে। পরে ইঁহার সম্মতিক্রমে মাণিকলালের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বিবাহান্তে ইনি উদয়পুরে বাস করিতেন এবং চঞ্চলকুমারী সেখানে অবস্থিত হইলে তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই আসিতেন। মাণিকলাল যখন রাজসিংহের পত্র লইয়া দিল্লিতে গেলেন, তখন নির্ম্মলও চঞ্চললিখিত একখানি পত্র লইয়া তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন। এই পত্রে চঞ্চল উদিপুরী বেগমকে উদয়পুরে আসিয়া তাঁহার তামাকু সাজিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। কৌশল করিয়া নির্ম্মল বাদসাহের রঙ্গমহালে প্রবেশ করিয়া এই পত্রখানি উদিপুরী বেগমের দৃষ্টিগোচর করিলেন। বহির্গমনের সময় স্বয়ং বাদসাহ ইঁহার গতিরোধ করিয়া রঙ্গমহালে আনিলেন, কিন্তু অনেক ভয়, প্রলোভন দেখাইয়াও নির্ম্মলের নিকট প্রয়োজনীয় কথা বাহির করিতে অসমর্থ হইলেন। বাদসাহ ইঁহার সাহস ও চাতুর্য্যে বিস্মিত হইয়া ইঁহাকে যত্ন করিতে লাগিলেন। ইঁহাকে প্রথমে নিম্‌লি পরে "ইম্‌লি" বেগম বলিয়া ডাকিতেন। উদয়পুর যাত্রাকালে ইনি বেগমদিগের সঙ্গে ছিলেন। পর্ব্বতরন্ধ্রে যবন-সেনা পরাভূত হইলে, ইনি উদিপুরী বেগম ও জেবন্নেসাকে উদয়পুর প্রাসাদে চঞ্চলকুমারীর নিকট আনিলেন। ইঁহারই যত্নে মবারকের সঙ্গে জেবন্নেসার মিলন ও বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল এবং ইঁহারই দত্ত পারাবতের সাহায্যে ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট বাদসাহ ইঁহার নিকট "এক টুকরা রুটি" ভিক্ষা করিয়াছিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—রাজসিংহ)।

নিশাকর দাস—ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথ ইঁহার বন্ধু। কলিকাতা হইতে ইঁহাকে লইয়া মাধবীনাথ প্রসাদপুরে যাত্রা করিলেন। নিশাকর সোণা ও রূপা নামে গোবিন্দলালের ভৃত্য দুই জনকে অর্থে বশীভূত করিয়া প্রসাদপুরের বাড়ীতে তাঁহার সাক্ষাৎ করিলেন। রোহিণী ইঁহাকে গোবিন্দলাল অপেক্ষা সুন্দর দেখিয়া চঞ্চলচিত্তা হইলেন। ইনি যখন বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন রোহিণী রূপাকে ইঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়া ইঁহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জানাইলেন। নিশাকরের অভিপ্রায়, গোবিন্দলালের মনে রোহিণীর উপর অবিশ্বাস উৎপাদন; সুতরাং তিনি রোহিণীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সন্ধ্যার পর চিত্রানদীর ঘাটে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। এ দিকে সোণাকে চাকরি দিবার প্রলোভন দেখাইয়া গোপনে গোবিন্দলালকে এই অভিসারের সংবাদ দিলেন। যথাসময়ে রোহিণী আসিয়া নিশাকরের সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলে, অনুসরণকারী গোবিন্দলাল তাঁহাকে ধৃত করিয়া বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেই অবসরে নিশাকর প্রস্থান করিয়া প্রসাদপুরের বাজারে আসিয়া মাধবীনাথের সহিত মিলিত হইলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—কৃষ্ণকান্তের উইল)।

নিশি—দেবীচৌধুরাণীর পরিচর্য্যার জন্য ভবানী পাঠক ইঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নিশি আপনার জন্মবৃত্তান্ত কিছুই জানিতেন না। বাল্যকালে ছেলেধরায় ইঁহাকে চুরি করিয়া এক রাজমহিষীর নিকট বিক্রয় করিয়াছিল। রাজপুত্র ইঁহার প্রতি অবৈধ অনুরাগ দেখাইলে, ইনি পলাইয়া আসিয়া ডাকাইতের হাতে পড়েন। ডাকাইতের সর্দ্দার ভবানী পাঠক ইঁহাকে কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিলেন এবং রূপ, যৌবন, প্রাণ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিতে শিক্ষা দিলেন। নিশি বড়ই বুদ্ধিমতী ছিলেন। অন্তরা সঙ্গিনী দিবার সহিত ইনি দেবীর নিকটে থাকিয়া অনেক রকমে বুদ্ধিমত্তা ও রসপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। ব্রেনান্ সাহেব দেবীর বজরায় আনীত হইলে, নিশি ও দিবা বহুমূল্য বসনভূষণে ভূষিতা হইয়া প্রত্যেকেই আপনাকে "দেবী চৌধুরাণী" বলিয়া পরিচয় দিলেন। সাহেব কিছু বুঝিতে না পারিলে, নিশি বলিলেন, আপনার গোয়েন্দাকে আনাইয়া সনাক্ত করান। এই কৌশলে হরবল্লভও দেবীর বজরায় আনীত হইলেন। পরে নিশি আবার কৌশল করিয়া ব্রজেশ্বরকে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। নিশি হরবল্লভকে বলিলেন যে, তিনি যদি তাহার একটি বয়স্থা ভগিনীকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে দেবীকে বলিয়া তাঁহার মুক্তি দেওয়াইতে পারেন। হরবল্লভ বয়োধিক্যবশতঃ বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হইলে, নিশির সম্মতিক্রমে পুত্র ব্রজেশ্বরকে সেই কন্যাটি বিবাহ করিতে আদেশ করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন। সেই কন্যাই দেবী। দেবী যখন ব্রজেশ্বরের সহিত নববধূভাবে শ্বশুরালয়ে গেলেন, তখন নিশি পূর্ব্বকথিত রাজমহিষীদত্ত অলঙ্কারগুলি দেবীকে উপহার দিলেন। রঙ্গরাজ, দিবা ও নিশি কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত দেবীগড়ে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—দেবী চৌধুরাণী)।

প

পদী ময়রাণী—স্বরপুর গ্রামের একটি দুশ্চরিত্রা স্ত্রী। নীলকুঠির সাহেবকে সুন্দরী স্ত্রীলোকের সন্ধান দেওয়া এবং সাহেবের পাপ কার্য্যে সহায়তা করা ইহার প্রধান কার্য্য ছিল। সেইজন্য রাস্তায় বাহির হইলে পাঠশালার বালকেরা ইহাকে "ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজেছ কই ?" বলিয়া খেপাইত। সাধুচরণ ঘোষের কন্যা ক্ষেত্রমণিকে পদী রোগ সাহেবের কক্ষে আনিয়াছিল। (দীনবন্ধু—নীলদর্পণ)।

পদ্মলোচন—বেলেডাঙ্গানিবাসী। জামাইবারিকের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়বল্লভের অন্যতম জামাতা অভয়কুমার ইঁহার প্রতিবাসী। এক দিন ইনি জমিদার বিজয়বল্লভের সহিতসাক্ষাৎ করিতে আসিলে জমিদার মহাশয় গদীতে বসিয়াই ইঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে থাকেন, ইহাতে পদ্মলোচন ইঁহাকে মিষ্ট মিষ্ট ভৎর্সনা করিয়া গদি হইতে অবতরণ করাইয়াছিলেন। ইনি বিলক্ষণ স্পষ্টভাষী ছিলেন বটে, কিন্তু গৃহে পত্নীদ্বয়ের নিকট ইঁহাকে সাতিশয় শান্তভাবে থাকিতে হইত। জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা বগলা কনিষ্ঠা ভার্য্যা বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে স্বামী লইয়া সর্ব্বদাই কলহ করিত। শেষে স্বামীর অঙ্গের দক্ষিণার্দ্ধ বগলার ও বামার্দ্ধ বিন্দুর বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু ইহাতেও গোলযোগের শান্তি হইল না। একদিন কনিষ্ঠার অংশে জ্যেষ্ঠা তেল ফেলিয়াছিলেন বলিয়া তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পদ্মলোচন শেষে এরূপ বিরক্ত হইয়া পড়িলেন যে, বেশী রাত্রি না হইলে বাড়ীতে ফিরিতেন না। কারণ তখন দুইটী পত্নীই নিদ্রাভিভূত হইতেন, আর পদ্মলোচন নির্ব্বিবাদে ইচ্ছামত একজনের কক্ষে আসিয়া শয়ন করিতেন। একদিন উভয় পত্নীই জাগরিতা থাকিয়া স্বামী কোন্ ঘরে যান, তাহা দেখিবার জন্য কপাটের আড়ালে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে একটি চোর চুরি করিবার মানসে,

বগলার ঘরের দিকে অগ্রসর হইলে স্বামি-জ্ঞানে বিন্দু আসিয়া তাহার গলায় গামছা দিয়া তাহাকে বিলক্ষণ প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে বগলা আসিয়াও প্রহারে যোগ দিলেন। পদ্মলোচন সেই সময়ে উপস্থিত হইলে তাঁহার পত্নীদ্বয়ের ভ্রম ভঞ্জন হইল। পদ্মলোচন ইঁহাদের অসহ্য ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বৃন্দাবনে গিয়া বৈষ্ণববেশে বাস করিতে লাগিলেন। পত্নীকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া অভয়কুমারও সেইখানে গিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরে সেইখানে পদ্মলোচন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের পত্রে অবগত হইলেন যে, তাঁহার ভার্য্যাদ্বয় আর পরস্পরে ঈর্ষ্যান্বিত নহে; দুইজনের মধ্যে বিলক্ষণ সংপ্রীতি স্থাপিত হইয়াছে; আর দুইজনেই স্বামীর বিরহে ব্যথিতা। বৃন্দাবনে কামিনীর সহিত অভয়ের পুনর্মিলন হইলে, সকলেই আবার দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (দীনবন্ধু—জামাইবারিক)।

সপত্নীদ্বয় কর্ত্তৃক স্বামীর লাঞ্ছনার চিত্র সম্যক্ রঞ্জিতভাবে "উভয় সঙ্কট" হইতে অনুকৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

পদ্মলোচনকে লইয়া সপত্নীদ্বয়ের কোন্দল দৃশ্যটি "জেনানা-যুদ্ধ" অভিধানে মধ্যে মধ্যে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়া থাকে।

পদ্মাবতী—নবকুমারের প্রথমা পত্নী। ইঁহার পিতামাতা যবন-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ইনি লুৎফুন্নিসা নামে অভিহিতা হন। ইঁহার অপর নাম মতিবিবি (মতিবিবি দেখ)। (বঙ্কিমচন্দ্র—কপালকুণ্ডলা)।

পশুপতি—ইঁহার পিতা শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্যে পশুপতি কেশবের কন্যা হৈমবতীকে বিবাহ করেন। জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়াছিল যে, অল্পবয়সে হৈমবতী বিধবা হইয়া স্বামীর অনুমৃতা হইবেন। দৈবখণ্ডন অভিপ্রায়ে কেশব কন্যাকে সম্প্রদান করিয়াই বিবাহ-রাত্রে তাহাকে লইয়া পলায়ন করিলেন। পরে এই কন্যা বিধবাবেশে ও মনোরমা নামে নবদ্বীপে জনার্দ্দন শর্ম্মার আশ্রয়ে রহিলেন। পশুপতি স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যের ধর্ম্মাধিকরণিক পদ লাভ করিলেন। পশুপতি আর দার পরিগ্রহ করিলেন না। নবদ্বীপে মনোরমার সহিত মিলিত হইলে, পশুপতির মনে প্রগাঢ় প্রণয় সঞ্চারিত হইল। পশুপতি তখন জানিতেন না যে, মনোরমাই তাঁহার পরিণীতা ভার্য্যা হৈমবতী। মনোরমা কিন্তু এ সম্বন্ধ জানিতে পারিয়া পশুপতির নিকট ইহা গোপন রাখিলেন। বখ্‌তিয়ার খিলিজী বঙ্গদেশ বিজয়ে উদ্যত হইলে, পশুপতি তাঁহার দূতের সহিত সন্ধিসূত্রে এই মর্ম্মে আবদ্ধ হইলেন যে, বিনাযুদ্ধে যবনকে রাজধানী নবদ্বীপ অধিকার করিতে দিলে, যবন ইঁহাকেই শাসনকর্ত্তৃ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবে। মনোরমা এ পরামর্শ গোপনে শুনিয়া এরূপ বিশ্বাসহননকার্য্য হইতে নিরস্ত হইবার জন্য পশুপতিকে অনুরোধ করিলেন। পশুপতি মনোরমাকে বলিলেন যে, তিনি রাজা হইলে বিধবা মনোরমাকে বিবাহ করিবার আর বাধা থাকিবে না। মনোরমা ইহাতে অস্বীকৃতা হইলেন। এদিকে পশুপতি যবন আগমনের এবং সহজে রাজপুরীপ্রবেশের ব্যবস্থা করিলেন, আর শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ দ্বারা কোন প্রাচীন গ্রন্থের একখানি পাতা পরিবর্ত্তিত করিয়া বৃদ্ধ রাজাকে বুঝাইলেন যে, যবনাধিকার অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং তাহাতে বাধা দেওয়া নিষ্ফল। পশুপতি গৃহে প্রতিষ্ঠিতা অষ্টভুজা মূর্ত্তির সম্মুখে বলিলেন—"আমি জননী স্বরূপা জন্মভূমি দেবদ্বেষী যবনকে বিক্রয় করিব না। কেবলমাত্র এই আমার পাপাভিসন্ধি যে, অক্ষম প্রাচীন রাজার স্থানে আমি রাজা হইব। যেমন কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিয়া উভয় কণ্টককে দূরে ফেলিয়া দেয়, তেমনি আমি যবন সহায়তায় রাজ্যলাভ করিয়া রাজ্য-সহায়তায় যবনকে নিপাত করিব।" কিন্তু তাঁহার এ আশা পূরিল না। যবন রাজপুরী অধিকার করিয়া পশুপতিকে বন্দী করিল ও বলিল যে, রাজপ্রতিনিধি হইতে হইলে রাজধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে। মহম্মদ আলী নামক যবন-অনুচরের কথায় পশুপতি বিশ্বাসহননকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাহারই ফলে বন্দী হইলেন। সেই মহম্মদ আলিই তাঁহাকে যবনবেশ পরাইয়া স্বকৃত কার্য্যের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁহাকে মুক্তিদান করিলেন। ইহার পূর্ব্বেই পশুপতি মনোরমাকে পূর্ব্বপরিণীতা পত্নী জানিয়া নিজ গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যবনেরা সেই গৃহে অগ্নি দান করিলে পশুপতি মনোরমার উদ্ধারকল্পে জ্বলন্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনোরমা ইহার পূর্ব্বেই পলাইয়াছিলেন। পশুপতি তাহা জানিতেন না। তিনি মনে করিলেন, মনোরমা ভস্মীভূতা হইয়াছেন। পরে অষ্টভুজা মূর্ত্তির নিকট গিয়া বলিলেন—"চল ইষ্টদেবি! তোমাকে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করিব।" এই বলিয়া যেমন প্রতিমা উঠাইতে গেলেন, দগ্ধ মন্দির চূর্ণ হইয়া তাহার উপর পড়িল। পরে দেবীর পূজক দুর্গাদাস আসিয়া দেখিলেন যে, মন্দিরমধ্যে পশুপতির শবদেহ পড়িয়া আছে। তিনি সৎকারার্থে দেহ গঙ্গাতীরে লইয়া গেলে, মনোরমা সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আপনাকে পশুপতির পত্নী বলিয়া পরিচয় দিয়া পতির চিতারোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—মৃণালিনী)।

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বলেন—"বঙ্কিম বাবুর স্বদেশানুরাগই আমাদের পশুপতির স্রষ্টা।" তাঁহার কথার মর্ম্ম এই,—মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজী বঙ্গজয় করিয়াছিলেন, এ কথা স্বদেশভক্ত গ্রন্থকারের অসহ্য। তাই পশুপতির অবতারণা করিয়া গ্রন্থকার দেখাইতে চাহেন যে, বিশ্বাসঘাতকতাই বঙ্গবিজয়ের মূল কারণ।

পাগলিনী—ইঁহার পিতামাতার অবর্ত্তমানে মাতৃষ্বসা ইঁহাকে প্রতিপালন করিয়া ইঁহার বিবাহ দিলেন। বিবাহের রাত্রেই ইঁহার স্বামীর মৃত্যু হইল। তাহার পরে ইনি পাগল হইয়া শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পাগলিনী হইলেও ইঁহার হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল। ইনি ভগবান্‌কে কখন স্বামী, কখন পিতা, কখন মাতা ইত্যাদি নানাভাবে চিন্তা করিতেন। সৌমগিরিকে ইনি পিতা বলিতেন। বিল্বমঙ্গল যখন চিন্তামণির বাড়ীতে আসিবার জন্য নদীতীরে আসিলেন, সেই সময়ে পাগলিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ইনি সেই সময়ে একটি গান করিলেন, তাহার শেষ চরণে "ঘোর যামিনী, একলা আছে প্রাণের চিন্তামণি" এই কথাগুলি ছিল। বিল্বমঙ্গল "চিন্তামণিকে দেখিব" বলিয়া নদীতে ঝাঁপ দিলেন। বিল্বমঙ্গল সংসার ত্যাগ করিলে, হতাশ-হৃদয়া চিন্তামণি পাগলিনীকে তাঁহার অলঙ্কারগুলি দান করিলেন। পাগলিনী পরে ভিক্ষুককে "ননীচোরা গোপাল! বাবা, নেবে? খেলা কর" বলিয়া সেই গহনাগুলি তাহাকে দান করিলেন। ইনিই চিন্তামণিকে বৃন্দাবনে যাইতে পরামর্শ দিলেন। পথে ইনি তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি তোমার কৃষ্ণের কাছে যাও; আমি আমার কৃষ্ণের কাছে যাই। সে এক বই আর দুই নয়; তোমার মতন তোমার কাছে, আমার মতন আমার কাছে।" ইনি বৃন্দাবনে আসিয়া বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি, প্রভৃতির সহিত রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করেন। (গিরিশচন্দ্র—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর)।

পাগলিনী গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ইঁহার

থিয়েটারে গঙ্গামণি এই চরিত্র অভিনয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

পারুল—বেশ্যা-কন্যা; ডাকনাম নকড়ি। ইংরাজী ও বাজালা কিছু পড়া থাকায়, পারুল অখিলের আদর্শ পবিত্র-প্রণয়-পাত্রী হইয়া উঠিল। পারুলের মাতা বামা নানা কৌশল করিয়া অখিলের নিকট টাকা আদায় করিত, আর বুঝাইত যে, তাঁহাকে ভিন্ন পারুল আর কাহাকেও জানে না। অখিলের সম্মুখে বামা পারুলকে দুধ খাইবার জন্য অন্য ঘরে যাইতে বলিয়া বলে—"বেশী নাই, আড়াই সের চড়িয়েছিলুম, সব মরে গিয়ে আধ সের আছে।" অখিলও অনুরোধ করিলে পারুল বলিল—"আমি এখন পারবো না, এই বিকেল বেলা একরাশ পেস্তা বাদাম খাইয়েছে, তার উপর জোর ক'রে আবার দু'খানা ক্ষীরের কচুরী দিলে।" অখিল চলিয়া গেলে, পারুল মাতাকে বলিল—"বড় ক্ষিদে পেয়েছে, সেই কখন্ দুটি পান্তা খেয়েছি।" মাতা বলিল—"ও পোড়া দশা। তোর মঙ্গলা মাসী কটা বেগুনি দিয়ে গিয়েছিল, এই আঁচলে বাঁধা আছে, ভুলে গিয়েছি—খা খা।" পারুল বলিল—"বা! বা! বেশ মচ্ মচ্ করচে। পরশুকার বাসি ডাল চচ্চড়ি আছে, একটু দিবি চ—তাই দিয়ে খাইগে।" ইহার পর একদিন বিহারী খুড়ো অখিলের সাম্নে বামার নিকট ফুলরি চাহিলে, পারুল বলিল—"ফুলুরি কি মা?" বামা উত্তর দিল—"ও বাছা! সে ডাল দিয়ে এক রকম ক'রে ছোট লোকেরা খায়।" তাহাতে পারুল বিহারীকে বলিল—"ঐ সব জিনিস তুমি আমার বাড়ীতে আন্‌তে চাও? তা হবে না; পেস্তা ভাজা হয়নি মা? তাই না হয় দুটো এনে দাওনা।" অখিলবাবু পারুলকে মাসে একশত টাকা বেতন দিতেন। দুই মাসের বেতন পাওনা হইয়াছে, এবং তাঁহার বিষয় রিসিভারের হাতে যাইবার প্রস্তাব হইতেছে এই কথা শুনিয়া বামা হীরালালের অনুরোধে কুড়ি টাকা লইয়া শোভনলাল নামক জনৈক মথুরাবাসীকে পারুলের কক্ষে বসাইল। এমন সময়ে অখিল আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া পবিত্র প্রণয়ের আশায় জলাঞ্জলি দিলেন। পারুল তাঁহাকে টাকা কড়ি চুকাইয়া দিয়া প্রস্থান করিতে বলিল। অখিল বলিল—"পারুল—পারুল! একবার শেষ বিদায় দাও! কথা কচ্ছ না যে?" পারুল বলিল—"কি কথা কব? অত ন্যাকাপনা আমি করতে পারিনে!" অখিল বলিলেন—"তুমি কি সেই পারুল?" পারুল উত্তর দিল—"না, নতুন গড়ে এসেছি; বসতে হয় বসো, যেতে হয় যাও, আমি একটু শুইগে।" এই কথা বলিয়া পারুল কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল। (অমৃতলাল—তরুবালা)।

পীতাম্বর—যোগেশের পুরাতন ও বিশ্বস্ত কর্মচারী। ইনি প্রভু ও প্রভুপত্নীকে রমেশের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন। মদ্যপ যোগেশ কর্তৃক ইনি অশেষপ্রকারে লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইয়াও প্রভুর মঙ্গল চেষ্টা করিতে বিরত হইলেন না। ইঁহাকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিতে রমেশ অনেক প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরে কাঙ্গালীচরণের পরামর্শে রমেশ ইঁহাকে একটি মিথ্যা ফৌজদারী মোকদ্দমায় ফেলিলেন। সুরেশ যে দিন পীড়িতাবস্থায় কারামুক্ত হইলেন, পীতাম্বর সেই সময়ে অত্যন্ত পীড়িত থাকিলেও তাঁহাকে জেল হইতে আনিতে গেলেন। যাদবকে ধৃত করিয়া অনাহারে মারিয়া ফেলিতে রমেশ যখন কৃতসংকল্প হইলেন, তখন পুলিস, সুরেশ ও অন্যান্য সকলকেই সঙ্গে লইয়া পীতাম্বর সেইখানে উপস্থিত হইয়া দুর্ব্বৃত্তগণের চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। (গিরিশচন্দ্র—প্রফুল্ল)।

পেঁচোর মা—রাজীব মুখোপাধ্যায়ের গ্রামবাসিনী বৃদ্ধা ডুমনী। রাজীব অতি বৃদ্ধ বয়সে দারপরিগ্রহ করিবার জন্য উন্মত্ত। পেঁচোর মা একদিন বলিল যে, সে বৃদ্ধ অপেক্ষা বয়সে ছোট। ইহাতে তাহার উপর বৃদ্ধ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইলেন। রতা নাপ্‌তে প্রভৃতি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বৃদ্ধকে ও ডুমনীকে ক্ষেপাইত। রতা একদিন পেঁচোর মাকে বলিল যে, বৃদ্ধের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। পেঁচোর মা সে কথা বিশ্বাস করিল। বৃদ্ধের বিধবা কন্যা রামমণির নিকট এই কথা উত্থাপিত করিয়া পেঁচোর মা বলিল—"রতা বল্লে—পেঁচোর মা তোর কপাল ফিরেচে, নবদ্বীপের ভসচাজ্জি বক্তা দিয়েছে, তোর সাতে বামুনের বিয়ে হবে।" রামমণি বলিলেন—"নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা ঘাস খায়, এমনি ব্যবস্থা দিতে গিয়েচে।" তাহাতে পেঁচোর মা উত্তর করিল—"ট্যাকা পালি তানারা গরু খাতি বক্তা দিতি পারে, মোর বের বক্তা ত তুচ্ছ্ কতা।" বৃদ্ধের দৌহিত্র সুশীল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁরে পেঁচোর মা, শূকরের মাংস কেমন লাগে?" পেঁচোর মা বলিল—"বুনো নেরুকোল খ্যায়েচ?" সুশীল বলিলেন—"খেয়েচি"। পেঁচোর মা অমনি বলিল—"তবিই খ্যায়েচ।" বৃদ্ধের কাল্পনিক বিবাহ দিয়া, অতি প্রত্যুষে রতা নাপ্‌তে প্রভৃতি পেঁচোর মা ও তাহার প্রিয় শূকরটিকে অলঙ্কারাদিতে ভূষিত করিয়া পাল্কী চড়াইয়া বৃদ্ধের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল। বৃদ্ধ কন্যাদ্বয়কে নববধূর মুখ দেখাইতে গিয়া দেখিলেন যে, পেঁচোর মাই নববধূরূপে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। বৃদ্ধ রাগ করিয়া তাহাকে গালি দিলে, সে শূকরটি বৃদ্ধের গায়ে ফেলিয়া দিল। রতাপ্রমুখ বালকেরা বলিয়া দিয়াছিল যে, স্বামীর গায়ে শূকর ফেলিয়া দিলে স্বামী তাহাকে খুব ভালবাসিবে। (দীনবন্ধু—বিয়ে পাগলা বুড়ো)।

পেষমন—মতিবিবির বিশ্বস্তা পরিচারিকা। (বঙ্কিমচন্দ্র—কপালকুণ্ডলা)।

প্রতাপ রায়—বাল্যকালে শৈবলিনীর সহিত ইঁহার প্রগাঢ় প্রণয় ছিল। জ্ঞাতিত্বনিবন্ধন ইঁহাদের বিবাহ অসম্ভব বুঝিয়া দুইজনেই গঙ্গায় ডুবিয়া মরিবার সংকল্প করিলেন। শৈবলিনী ডুবিতে সাহস পাইল না, প্রতাপ ডুবিল। চন্দ্রশেখর ইঁহাকে উদ্ধার করিলেন, এবং স্বয়ং শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়া প্রতাপের সহিত সুন্দরীর ভগ্নী রূপসীর বিবাহ দিলেন। বিবাহিতা হইয়াও শৈবলিনী ইঁহাকে ভুলিতে পারিলেন না। দেখিয়া প্রতাপ জন্মভূমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতে লাগিলেন। ফষ্টর কর্তৃক শৈবলিনীর অপহরণ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভৃত্য রামচরণের সাহায্যে ফষ্টরকে আহত করিয়া ইনি শৈবলিনীকে উদ্ধার করিলেন। প্রতাপ শৈবলিনীকে জগৎশেঠের বাড়ীতে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু রামচরণ ইঁহাকে প্রতাপের বাসায় আনিল। সেইখানে প্রতাপ শৈবলিনীকে পাপিষ্ঠা বলিয়া ভর্ৎসনা করেন, আর বলেন—"ঈশ্বর জানেন, আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম।" সেই রাত্রে ইংরাজপক্ষীয় গলষ্টন ও জনসন, প্রতাপ এবং শৈবলিনীভ্রমে দলনী বেগমকে ধরিয়া লইয়া গেল। পরদিবস শৈবলিনী দলনীভ্রমে মিরকাসিমের নিকট আনীতা হইলে, তিনি প্রতাপের স্ত্রী রূপসী পরিচয় দিয়া নবাবের অনুমতি লইয়া যে নৌকায় প্রতাপ বন্দিভাবে ছিলেন, সেইখানে পাগলিনীর ভাণে উপস্থিত হইলেন এবং কৌশলে তাঁহার হাতকড়ি খুলাইয়া তাঁহাকে জলে ঝাঁপ দিয়া পলাইতে বলিলেন এবং অগ্রে নিজেই ঝাঁপ দিলেন। গঙ্গায় সাঁতার দিতে দিতে

প্রতাপ বাল্যপরিচিত "শৈ" সম্বোধনে ডাকিয়া শৈবলিনীকে তাঁহার ভালবাসা ভুলিবার জন্ত শপথ করিতে বলিলেন। কিন্তু শৈবলিনী শপথ না করায় তিনি ডুবিয়া মরিতে গেলেন। তখন শৈবলিনী শপথ করিয়া বলিলেন, "আইস তীরে উঠি।" পরে নৌকায় উঠিয়া প্রতাপের অলক্ষ্যে শৈবলিনী প্রস্থান করিলেন। ফষ্টর শৈবলিনীকে হরণ করায় প্রতাপ ইংরাজ-জাতির উপর খড়্গহস্ত হইলেন এবং তিনি মিরকাসিমের সহিত যোগ দিয়া ইংরাজের অনিষ্ট করিতে লাগিলেন। তাহার পর মিরকাসিমের নিকট শৈবলিনী আনীতা হইলে সেই সময়ে প্রতাপ একবার তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। শৈবলিনী ইঁহাকে বলিলেন যে, তোমার অনুমতি লইয়া স্বামীকে পূর্ব্বকথাসকল বলিয়া ক্ষমা চাহিব। প্রতাপ উত্তর করিলেন— "বলিও। আমি আশীর্ব্বাদ করি এবার তুমি সুখী হও।" অনন্তর শৈবলিনী যখন বলিলেন, তুমি আর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না, তখন প্রতাপ কোন উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন। পরিশেষে উধুয়ানালার যুদ্ধে ইনি প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে রমানন্দ স্বামীকে বলিলেন—"আমি থাকিলে শৈবলিনীর চিত্ত কখন না কখন বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। তাই আমি চলিলাম।" রমানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে?" প্রতাপ বলিলেন, "কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসি! এ জগতে মনুষ্য কে আছে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে? কে বুঝিবে, আজি এই যোড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম—জীবন-বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে।......আপনি বলুন, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত?" রমানন্দ বলিলেন, "তাহা জানি না। মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ।......তবে ইহাই বলিতে পারি, ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারি।......যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। (বঙ্কিমচন্দ্র—চন্দ্রশেখর)।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রিত চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের চরিত্র-বিশ্লেষণ-উপলক্ষে গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী বলিয়াছেন—"এরূপ মহৎ ও উন্নত গৃহীর চরিত্র তাঁহার গ্রন্থমধ্যে আর পরিদৃষ্ট হয় না।"

অক্ষয়কুমার কোঙার ষ্টার থিয়েটারে প্রতাপের চরিত্র অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

প্রতাপাদিত্য (মহারাজ)—যশোহরের অধীশ্বর। প্রতাপ দিল্লীশ্বরকে গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার ইচ্ছা মোগলের শাসন হইতে মুক্ত হইয়া বঙ্গদেশ তাঁহার অধীনে আসে। সেই জন্ত মোগলের অধীনতা স্বীকারকারিগণের উচ্ছেদ আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে তাঁহার পিতৃব্য রায়গড়ের রাজা বসন্তরায়কে হনন করিবার জন্ত প্রতাপ দুইজন পাঠানকে নিযুক্ত করিলেন। দিল্লীশ্বর এ কার্য্য জানিতে পারিবেন ও রুষ্ট হইবেন, মন্ত্রী এই কথা প্রতাপকে জানাইলে প্রতাপ বলিলেন—"রুষ্ট হইবার অধিকার ত সকলেরই আছে। দিল্লীশ্বর ত আমার ঈশ্বর নহেন। তিনি রুষ্ট হইলে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে এমন জীব যথেষ্ট আছে, মানসিংহ আছে, বীরবল আছে, আমাদের বসন্তরায় আছেন, আর সম্প্রতি দেখিতেছি তুমিও আছ; কিন্তু আত্মবৎ সকলকে মনে করিও না।" মন্ত্রী কিয়ৎক্ষণ পরে আবার দিল্লীশ্বরের নাম করিলে প্রতাপ তাঁহাকে বলিলেন—"আবার দিল্লীশ্বর? মন্ত্রি; দিনের মধ্যে তুমি যতবার দিল্লীশ্বরের নাম কর, ততবার যদি জগদীশ্বরের নাম করিতে, তাহা হইলে পরকালের কাজ গুছাইতে পারিতে।" প্রতাপের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্য বসন্তরায়ের অনুগত প্রজাগণে অনুরক্ত ও পত্নী সুরমার পরামর্শে চালিত বলিয়া প্রতাপের ধারণা, আর সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উদয়ের উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন। বসন্ত রায় অক্ষত শরীরে যশোহরে আসিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টাকরণের জন্ত প্রতাপকে সস্নেহ অনুযোগ করিলে প্রতাপ নীরবে রহিলেন। জামাতা রামচন্দ্র প্রতাপের রোষ হইতে স্বীয় শির রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে উদয়ের সাহায্যে পলায়ন করিলে প্রতাপ পুত্রবধূ ও বসন্ত রায়কে যশোহর ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে বসন্তরায় রামচন্দ্রকে মার্জ্জনা করিবার জন্ত প্রতাপকে অনুরোধ করিলে, প্রতাপ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন— "দেখ পিতৃব্য ঠাকুর, যশোহরের রায় বংশের কিসে মান অপমান হয়, সে জ্ঞান যদি তোমার থাকিবে, তবে কি ঐ পাকা চুলের উপর মোগল-বাদসাহের শিরোপা জড়াইয়া বেড়াইতে পার। বাদসাহের প্রসাদ-গর্ব্বে তুমি মাথা তুলিয়া বেড়াইতেছ বলিয়া প্রতাপাদিত্যের মাথা একেবারে নত হইয়া পড়িয়াছে। যবনচরণের মৃত্তিকা তুমি কপালে ফোঁটা করিয়া পরিয়া থাক। তোমায় ঐ যবনের পদধূলিময় অকিঞ্চিৎকর মাথাটা ধূলিতে লুটাইবার সাধ ছিল, বিধাতার বিড়ম্বনায় তাহাতে বাধা পড়িল।" বসন্তরায় রায়গড়ে ফিরিয়া গেলেন। সুরমা পিত্রালয়ে যাইবার আগে বিষপানে দেহত্যাগ করিলেন। সীতারাম ও ভাগবত নামে দুইজন প্রহরী রামচন্দ্রের পলায়ন পক্ষে উদয়াদিত্যের আদেশে সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া প্রতাপ তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। উদয় তাহাদিগকে যে মাসিক বৃত্তি দিতেন, প্রতাপের আদেশে তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। মঙ্গলা নাম্নী এক দুশ্চরিত্রা রমণীর ষড়্‌যন্ত্রে একখানা জাল দরখাস্ত লিখিত হইল, তাহার মর্ম্ম এই যে, উদয় প্রতাপাদিত্যের নামে সম্রাট্‌-বিদ্রোহিতার অভিযোগ করিয়া নিজে রাজ্য-পাইবার আবেদন করিতেছেন। মঙ্গলা ইতঃপূর্ব্বে উদয়ের নিকট হইতে তাঁহার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি চাহিয়া লইয়াছিল। সেই অঙ্গুরীয় দ্বারা উদয়ের নাম আবেদন-পত্রে অঙ্কিত হইল। কৌশলের ফলে সেই দরখাস্ত প্রতাপের হাতে আসিলে প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া উদয়কে কারাগারে আবদ্ধ রাখিলেন। কয়েক দিন পরে প্রজারা পরামর্শ করিয়া কারাগৃহের নিকটস্থ রক্ষিগণের আবাসস্থানে অগ্নি প্রদান করে। গোলমালের সময় তাহারা উদয়কে উদ্ধার করিয়া বসন্তরায়ের নৌকায় লইয়া যায়। উদয় কারাবাসী হইয়াছেন শুনিয়া বসন্তরায় সেই সময়ে যশোহরে আসিয়াছিলেন। তিনি উদয়কে লইয়া রায়গড়ে প্রস্থান করিলেন। প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া সেখানে ঘাতক পাঠাইয়া বসন্তরায়ের শিরশ্ছেদ করাইলেন এবং উদয়কে বন্দী করিয়া যশোহরে আনাইলেন। পিতার সম্মুখে আসিয়া উদয় যশোহর ও সিংহাসনের আশা শপথপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া কাশীতে অবস্থান করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। প্রতাপ তাহাতেই সম্মত হইলেন। (রবীন্দ্রনাথ—বৌঠাকুরাণীর হাট)।

এমারেল্ড থিয়েটারে মতিলাল সুর প্রতাপাদিত্যের ভূমিকা প্রশংসার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন।

প্রফুল্ল—রমেশের স্ত্রী। রমেশ কূটবুদ্ধি এবং ভ্রাতৃগণের সর্ব্বনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর; কিন্তু প্রফুল্ল স্নেহশীলা, সরলচিত্তা ও পরোপকারিণী। দেবর সুরেশ বলিয়াছিলেন যে, একটি মাদুলী ধারণ করাইতে পারিলে

যোগেশ মদ্যপান ত্যাগ করিবেন। প্রফুল্ল সেই কথা বিশ্বাস করিয়া ভাসুরের জন্ত একটি ও স্বামীর ব্যবহার জন্ত একটি মাদুলী কিনিবার নিমিত্ত সুরেশকে তাঁহার মাকড়ি বন্ধক দিতে দিলেন। রমেশ জানিতে পারিয়া সুরেশকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিলেন। প্রফুল্লকে আদালতে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে যাইতে না হয়, সেই অভিপ্রায়ে সুরেশ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বলিলেন যে, তিনি বাক্স ভাঙ্গিয়া মাকড়ী চুরি করিয়াছিলেন। তাহাতে সুরেশের পনের দিনের জন্ত কারাবাস হইল। প্রফুল্ল কাতর হইয়া সুরেশকে রক্ষা করিবার জন্ত স্বামীকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু রমেশ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। সুরেশের জেল হইয়াছে শুনিয়া শাশুড়ী উমাসুন্দরী ক্ষিপ্তা হইলে প্রফুল্ল অতি যত্নে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। যোগেশের পত্নী জ্ঞানদাকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে রমেশ তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে আনিবার জন্ত প্রফুল্লকে পাঠাইয়া দিলেন। স্বামীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া প্রফুল্ল জ্ঞানদাকে সে বাড়ীতে আসিতে বারণ করিলেন। জ্ঞানদা যখন বাড়ী বিক্রয় করিয়া একটি ভগ্ন গৃহ ভাড়া করিয়া বাস করিতেছিলেন, প্রফুল্ল পাল্কি করিয়া সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার সাহায্যার্থে নিজের অলঙ্কার খুলিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। জ্ঞানদা তাহা না লইয়া সামান্ত টাকা লইলেন, আর যাদবের যাহাতে কষ্ট না হয়, সে জন্ত ইহাকে অনুরোধ করিলেন। যাদব রমেশ কর্তৃক নিভৃত কক্ষে আনীত হইয়া অনাহারে আবদ্ধ থাকিলে প্রফুল্ল মদন ঘোষের নিকট তাহার সন্ধান পাইলেন এবং জলন্ত ভাষায় ধর্ম্মের ভয় দেখাইয়া তাহাকে যাদবের প্রাণরক্ষার্থে নিয়োজিত করিলেন। সেই নিভৃত কক্ষে আসিয়া প্রফুল্ল যখন যাদবের সেবা করিতেছেন, সেই সময় রমেশ আসিয়া তাঁহার কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। প্রফুল্ল ধর্ম্মের দোহাই দিয়া স্বামীকে মৃদু ভর্ৎসনা করিলে, রমেশ তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিলেন। সেখানে সুরেশকে উপস্থিত দেখিয়া প্রফুল্ল তাঁহাকে বলিলেন—"আমি তোমার মাকড়ি দিয়েই সর্ব্বনাশ করেছিলাম, তুমি আমার মার্জ্জনা কর; আমি জানিতাম না, এ সংসারে এত প্রতারণা।" পরে স্বামীকে বলেন—"তুমি স্বামী! তোমার নিন্দা করবো না;—জগদীশ্বর করুন, যেন আমার মৃত্যুতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। তুমি বড় অভাগা—সংসারে কারুকে কখন আপনার কর নাই। আমার মৃত্যুকালে প্রার্থনা—জগদীশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করুন।" প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। (গিরিশচন্দ্র—প্রফুল্ল)।

প্রফুল্লমুখী—ব্রজেশ্বর রায়ের প্রথমা পত্নী। ইনি উত্তরকালে দেবী চৌধুরাণী নাম গ্রহণ করেন। (দেবী চৌধুরাণী দেখ)। (বঙ্কিমচন্দ্র—দেবী চৌধুরাণী)।

প্রমদা—রাজা রমণীমোহনের জ্যেষ্ঠা মহিষী। ইনি রাজমাতা ও কনিষ্ঠা সপত্নীর বিরাগভাজন ছিলেন। রাজাও উহাঁদের ভয়ে ইহাকে স্নেহ-যত্ন করিতে পারিতেন না। এমন কি, ইনি উপযুক্ত অশনবসনও পাইতেন না। রাজা গোপনে কখন কখন ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। কিন্তু ইনি গর্ভবতী হইলে ভয়ে রাজা ইহার সহবাস অস্বীকার করিলেন। দূষিত-চরিত্রা বলিয়া প্রতিপন্না হইলে, ইনি রাজভবন ত্যাগ করিয়া সাত মাস পথে পথে কাঙ্গালিনীর স্তায় ভ্রমণ করিলেন। পরে যথাসময়ে পুত্র প্রসব করিয়া রাজার নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। সতের বৎসর পরে রাজধানীর নিকটে তপস্বিনী বেশে একখানি পর্ণকুটিরে পুত্র বিজয়কে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাজসভা-পণ্ডিতের কন্তা কামিনী তাপস যুবক বিজয়কে দেখিয়া তাহাতে অনুরক্তা হইয়া পড়িলেন। পণ্ডিত বিদ্যাভূষণের ইচ্ছা কামিনীকে রাজার করে অর্পণ করেন; কিন্তু তাঁহার পত্নী সুরমার ইচ্ছা কন্যাটি বিজয়ের অঙ্কশায়িনী হন। বিদ্যাভূষণ বিজয়ের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। একদিন কামিনী বিজয়ের মাতার কুটিরে গমন করিলে, বিদ্যাভূষণ বিজয়কে ধরিয়া রাজার কাছে লইয়া আসিলেন ও বলিলেন যে, এই "হাঘরের ছেলে" আমার কন্তাকে ভুলাইয়া তাহার মাতার কাছে লইয়া গিয়াছে। রাজা তপস্বিনী ও কামিনীকে আনাইয়া দেখিলেন যে, তপস্বিনী তাঁহারই জ্যেষ্ঠা মহিষী। অনন্তর কামিনীর সহিত বিজয়ের বিবাহ দিয়া আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। মহিষীর মিলন উপলক্ষে রাজা আয়কর উঠাইয়া দিলেন এবং রাণীর অনুরোধে রাজ্যমধ্যে লবণ-করও তুলিয়া দিলেন। (দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী)।

ফ

ফষ্টর—(নরেল)—ইনি পুরন্দরপুরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেসমের কুঠীর ক্যাক্টর। শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া ইনি ডাকাইতি করিয়া তাঁহাকে অপহরণ করিলেন। প্রতাপ ইহাকে আহত করিলে ইনি নৌকা হইতে জলে পড়িয়া গেলেন। পরে আমিয়টের লোকে ইহাকে উদ্ধার করিল। মুর্শিদাবাদে যখন মহম্মদ তকি ইংরাজদের নৌকা আটক করেন, তখন দলনী বেগমের সহিত ইনি একখানি নৌকায় পলায়ন করিলেন। পথে দলনীকে নামাইয়া দিয়া, কুলসমকে লইয়া ইনি কলিকাতায় আসিলেন। হেষ্টিংস ইহাকে চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ করিলেন বটে, কিন্তু ইহাকে পদচ্যুত করিলেন। সেই রাগে ইনি ইংরাজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার মানসে নবাবের সৈন্তাধ্যক্ষ সমরুর সকাশে জন ষ্ট্যালকার্ট নামে পরিচয় দিয়া উপস্থিত হইলেন। নবাবের আদেশে ধৃত হইয়া তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলে, ইনি অকপটচিত্তে শৈবলিনীঘটিত ব্যাপার বিবৃত করিলেন। ইনি বলিলেন যে, শৈবলিনী ইহাকে নিকটে আসিতে দিতেন না, আর স্বহস্তে গঙ্গাজল তুলিয়া স্বয়ং পাক করিয়া ভাত আর দুগ্ধ খাইয়া প্রাণধারণ করিতেন। ইহারই কথায় শৈবলিনীর সতীত্ব ও হিন্দুত্ব রক্ষার বিষয়ে চন্দ্রশেখর নিঃসন্দেহ হন। (বঙ্কিমচন্দ্র—চন্দ্রশেখর)।

ব

[অন্তস্থ "ব" দেখ]।

ভ

ভক্তপ্রসাদ—পল্লীগ্রামের বকধার্ম্মিক জমিদার। বৃদ্ধ হইলেও ইহার লম্পটস্বভাব যায় নাই। কাহারও সুন্দরী স্ত্রী বা কন্তা দেখিলে ইনি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকিতেন, এবং তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেন। এদিকে বাহিরে ধর্ম্মের ভান করিয়া বেড়াইতেন। ইনি মাতৃদায়গ্রস্ত বাচস্পতি অভিধেয় জনৈক ব্রাহ্মণকে সামান্ত সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। পরে যখন যবনী ফতেমার সহিত গোপনে প্রণয় করিতে আসিয়া সেই ব্রাহ্মণের চক্ষে পতিত হন, তখন তাঁহাকে সেই মাতৃশ্রাদ্ধ-উপলক্ষে ৫০ টাকা দিতে বাধ্য হন এবং পূর্ব্বে বাজেয়াপ্ত-করা জমিও ছাড়িয়া দেন। খাজনা উপলক্ষে ভক্তপ্রসাদ হানিফকে অপমানসূচক কথা বলিয়াছিলেন। পরে হানিফের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার স্ত্রী ফতেমা যখন বনমধ্যে ভগ্ন শিবমন্দিরে ভক্তপ্রসাদ সন্দর্শনে আসে, তাহার পূর্ব্বে হানিফ ও বাচস্পতি মন্দিরমধ্যে লুকায়িত থাকে। সময় উপস্থিত হইলে মুখে কাপড় দিয়া ভূত

সাজিয়া হানিফ ভক্তপ্রসাদকে ভয় দেখায় ও প্রহার করে। পরে স্ববেশে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে কলঙ্ক গোপন অভিপ্রায়ে ভক্তপ্রসাদ হানিফকে ২০০ টাকা দেন। (মধুসূদন—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ)।

ভজহরি—কাঙ্গালীচরণের ভাগিনেয়। ইনি দুশ্চরিত্র যুবক। পূর্ব্বে পশ্চিমাঞ্চলে থাকিতেন। অন্য আত্মীয় স্বজন না থাকায় ইনি কাঙ্গালীচরণের বাড়ীতেই ছিলেন। দুশ্চরিত্র হইলেও ইঁহার হৃদয় কঠোর ছিল না। রমেশ যখন যোগেশের বিষয় বন্ধক দেওয়ান, তখন নিজের নামে দলিল না লিখিয়া লইয়া মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া নামক একজন কল্পিত জমীদারের নামে লিখাইলেন। পরে সেই দলিল নিজের নামে এসাইনমেণ্ট করিয়া রেজেষ্টারী করিবার অভিপ্রায়ে, কাঙ্গালীচরণের পরামর্শে, কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া ভজহরিকে সেই মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া সাজাইয়া অভিপ্রেত কার্য্য উদ্ধারের ব্যবস্থা করিলেন। জমিদারের অভিনয় করিতে পারিবেন কিনা জিজ্ঞাসিত হইলে, ভজহরি বলিলেন—"জমিদারীর চালচল সব ঠিক পাবেন, মোচ্ মে তা চড়াই গা এসাই, পায়ের কেলেগা এসাই, বাত করেগা হোঁ হোঁ, যেসাই বেকুবি মাঙ্গো ওস্তাই বেকুবি হ্যায়। গাধ্ধাকা মাফিক কলম পাক্ড়েগা উল্টা, কাগজ উল্টাবি লেগা, জমিদার লোক যেসা বেকুব হোতা, ওসাই বন্ যাগা।" কথিতমত রেজেষ্টারী করিয়া দিয়া ভজহরি, রমেশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশকে সকল কথা বলিয়া দিলেন, এবং কিঞ্চিৎ অর্থ পাইলে, রমেশের নিকট হইতে বিষয় ফেরত পাওয়াইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। যাদবকে নিভৃত কক্ষে রাখিয়া অনাহারে তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে, এই সংবাদ পাইলে ভজহরি, সুরেশ ও পুলিসের সঙ্গে সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। রমেশ, কাঙ্গালীচরণ ও তাহার পত্নী জগমণি ধৃত এবং হাতকড়ি পরিহিত হইলে, ভজহরি রমেশের উদ্দেশে বলিলেন—"এমন কুলের ধ্বজা আর হয়! আবালবৃদ্ধবনিতা ওর নাম গাইবে, যমরাজ ওরে নরকের মেট্ করে দেবে।" আর অপর দুইজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মামা বাবু, মামা মা, তোমরাও এক একজন কম নও, তোমাদের তিনের ভিতর যে কে কম, এ বেদব্যাস চাই ঠিকানা কত্তে; এমন পাথরকুচির প্রাণ দোহাই বল্ছি, আমার বাপের জন্মে দেখিনি। এই ছেলেটাকে না খেতে দিয়ে মারছিলে? তোমাদের বাহাদুরী যে আমার চোখেও জল বার করেছে।" (গিরিশচন্দ্র—প্রফুল্ল)।

ষ্টার থিয়েটারে ভজহরির ভূমিকায় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (যিনি "বেল বাবু" নামে খ্যাত ছিলেন) বিশেষ প্রশংসা দেখাইয়াছিলেন।

ভবানন্দ—সন্তান-সম্প্রদায়ের অন্যতম নায়ক। সত্যানন্দের নির্দ্দেশে ইনি সিপাহির হস্ত হইতে মহেন্দ্রসিংহকে উদ্ধার করিয়া যখন আনন্দমঠে আনিলেন, তখন পথে ইঁহার মুখে সর্ব্বপ্রথমে "বন্দে মাতরম্" গীতটি শ্রুত হইয়াছিল। জীবানন্দ মহেন্দ্রের কন্যা সুকুমারীকে লইয়া গেলেন এবং কন্যার মাতা কল্যাণীকে মৃত মনে করিয়া ত্যাগ করিয়া যাইলেন। কিছুক্ষণ পরে ভবানন্দ আসিয়া বনৌষধি প্রয়োগে কল্যাণীর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন ও নগরে গৌরী নাম্নী একটি বিধবা ব্রাহ্মণীর বাটিতে আনিয়া তাঁহাকে রাখিয়া দিলেন। ক্রমে কল্যাণীর উপর ভবানন্দের অবৈধ অনুরাগ জন্মিল। একদিন তিনি তাঁহার সমক্ষে মনোভাব প্রকাশ করিলেন। কল্যাণীর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া ভবানন্দ তাঁহাকে বলিলেন, "মৃত্যু আমার প্রায়শ্চিত্ত, কেননা আমার চিত্ত ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়াছে।" ভবানন্দ বিদায় হইলে পথে ধীরানন্দের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইল। যখন তিনি অবগত হইলেন যে, ধীরানন্দ তাঁহার পাপ ইচ্ছা জানিতে পারিয়াছেন, আর কেবল ধীরানন্দ ব্যতীত আর কেহ সে কথা জানে না, তখন ধীরানন্দকে বধ করিতে ইনি কৃতসংকল্প হইলেন। ধীরানন্দ ভবানন্দকে বলিলেন—"তুমি কেন কল্যাণীকে বিবাহ কর না? আর সত্যানন্দ এখানে উপস্থিত নাই, তুমি কেন স্বনামে রাজ্যস্থাপন কর না? ভবানন্দ উত্তর করিলেন—"আমি ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়া থাকিব, কিন্তু বিশ্বাসহন্তা নই। তুমি আমাকে বিশ্বাসঘাতক হইতে পরামর্শ দিয়াছ। নিজেও বিশ্বাসঘাতক, তোমাকে মারিলে ব্রহ্মহত্যা হয় না। তোমাকে মারিব।" এই কথা শুনিবামাত্র ধীরানন্দ সবেগে পলায়ন করিলেন। পরে ভবানন্দ নির্জ্জনে অনেক ভাবিলেন। মনে মনে বলিলেন:—এক মুহূর্ত্তে দেহের ধ্বংস হইতে পারে—দেহের ধ্বংসই ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস—আমি সেই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলাম? আমার মরণ শ্রেয়ঃ। ধর্ম্মত্যাগী? ছি! মরিব।" অনন্তর যখন ইংরাজ সৈন্যের সহিত সন্তানদলের ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন ধীরানন্দ ভবানন্দকে বলিলেন যে, তিনি পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছি তাহা সত্যানন্দের শিক্ষামত। যুদ্ধ করিতে করিতে ভবানন্দের দুই বাহু ছিন্ন হইল। যুদ্ধে অবশেষে সন্তানদলের জয়লাভ হইল। কিন্তু ভবানন্দ "বন্দে মাতরম্" গাহিতে গাহিতে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। এই স্থলেই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"হায় রমণীরূপলাবণ্য! ইহসংসারে তোমাকেই ধিক্।" (বঙ্কিমচন্দ্র—আনন্দমঠ)।

ভবানী পাঠক—রঙ্গপুর অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ডাকাইত সর্দ্দার। বনমধ্যে প্রফুল্লের সঙ্গে ইঁহার সাক্ষাৎ হইলে, ইনি তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া পরিচর্য্যার জন্য নিশি ও দিবাকে তাঁহার কাছে রাখিয়া দিলেন। ইনি প্রফুল্লকে বৈষ্ণবদত্ত প্রভূত ধন লোকহিতার্থ শ্রীকৃষ্ণকে দান করিতে পরামর্শ দিলেন। ভবানী প্রফুল্লকে পাঁচ বৎসর ধরিয়া শাস্ত্র, ব্যায়াম, এবং সংযম শিক্ষা দিলেন। তাহার পরে প্রফুল্লকে তাঁহার অনিচ্ছায় ডাকাইতদলের রাণী করিলেন। সেই সময় হইতে প্রফুল্ল দেবী চৌধুরাণী বা দেবী রাণী বলিয়া আখ্যাতা হইলেন। স্বামীর সহিত বজরায় প্রথম সাক্ষাতের পর, দেবীর আর রাণীগিরি করা ভাল লাগিল না। তিনি ভবানীকে জানাইলেন যে, তিনি আর এই দস্যুতারূপ মহাপাতক করিতে ইচ্ছুক নন। ভবানী ঠাকুর বলিলেন, "যদি আমি এ সকল ডাকাইতির ধনের এক কপর্দ্দক গ্রহণ করিতাম, তবে মহাপাতক বটে। কিন্তু তুমিত জান যে, কেবল পরকে দিবার জন্য ডাকাইতি করি। ...যে জুয়াচোর, দাগাবাজ, পরের ধন কাড়িয়া বা ফাঁকি দিয়া লইয়াছে, আমরা তাহাদের উপর ডাকাইতি করি। করিয়া এক পয়সা লই না, যাহার ধন বঞ্চকেরা লইয়াছিল, তাহাকেই ডাকাইয়া দিই। এ সকল কি তুমি জান না? দেশ অরাজক, দেশে রাজশাসন নাই, দুষ্টের দমন নাই, যে যাহার পায় কাড়িয়া খায়। আমরা তাই তোমায় রাণী করিয়া রাজ্যশাসন করিতেছি। তোমার নামে আমরা দুষ্টের দমন করি, শিষ্টের পালন করি। এ কি অধর্ম্ম?" রাণী বলিলেন—"লোকে আমায় ডাকাইতনী বলিয়া জানে—এ অখ্যাতি মরিলেও যাবে না।" ভবানী বলিলেন—"ধর্ম্মাচরণে সুখ্যাতি অখ্যাতি খুঁজিবার দরকার কি? অখ্যাতির কামনা করিলেই কর্ম্ম আর নিষ্কাম হইল কৈ? তুমি যদি অখ্যাতির ভয় কর, তবে তুমি আপনার খুঁজিলে, পরের ভাবিলে না। আত্মবিসর্জ্জন হইল কৈ?" ভবানী পাঠক জানিতেন না যে,

দেবীই হরবল্লভ রায়ের পুত্রবধূ প্রফুল্ল। সে পরিচয় প্রফুল্ল তাঁহাকে দেন নাই। ভবানীর অভিপ্রায়ে দেবী বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে এক দরবার করিয়া বিস্তর ধন ইজারাদারের দৌরাত্ম্যে হৃতসর্বস্ব প্রজাগণকে দান করিলেন। পরে ইংরাজকে ধরা দিবার জন্য দেবী সমস্ত লোকজন বিদায় দিয়া যখন বজরায় অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন ভবানীপাঠক অনেক বরকন্দাজ লইয়া তীরে দেবীর সাহায্যকল্পে প্রস্তুত রহিলেন। দেবীর একান্ত ইচ্ছায় ভবানী অনুচরগণকে লইয়া সে স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। দেবী নববধূরূপে ব্রজেশ্বরের সহিত শ্বশুরালয়ে গমন করিলে, ভবানীর কাজ ফুরাইল। ইংরাজ শাসনভার গ্রহণ করিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে লাগিল। ভবানী ডাকাইতি বন্ধ করিলেন। প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন ভাবিয়া ভবানী ইংরাজকে আত্মসমর্পণ করিলেন; এবং যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড লইয়া প্রফুল্লচিত্তে দ্বীপান্তরে গেলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—দেবী চৌধুরাণী)।

সিটি থিয়েটারে নীলমাধব চক্রবর্ত্তী ভবানী পাঠকের চরিত্র অভিনয় করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

ভিক্ষুক—এ লোকটি পূর্ব্বে নেশাখোর ছিল এবং সুযোগ পাইলে চুরিও করিত। শান্তিপুরে একটি সোনার বাটি চুরি করাতে, ইহার নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হয়। কাশীতে অবস্থানকালে ইহার গুরুর জটার ভিতর লুক্কায়িত একখানি সোনার বাঁট চুরি করিয়া পরে ভিক্ষুকবেশে নানা স্থানে বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু সে সর্ব্বদাই দারোগা বা গোয়েন্দার ভয়ে শঙ্কিত থাকিত। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর একদিন ইহাকে চিন্তামণির নিকটে দূতস্বরূপে পাঠাইলেন। সেইখানে "সাধক" নামধারী জনৈক ভণ্ড সাধুর সহিত ইহার সাক্ষাৎ হইল। সাধক ইহাকে ধরা দিয়া চেলা করিতে ইচ্ছা করিল। ভিক্ষুক স্বীকৃত হইল না। ভগ্নহৃদয়া চিন্তামণি যে সকল অলঙ্কার পাগলিনীকে দিয়াছিলেন, পাগলিনী সেইগুলি ভিক্ষুককে দান করিল। সৎসঙ্গের গুণে এক্ষণে ভিক্ষুকের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইয়া ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। চিন্তামণি গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় তাঁহার চাবিগুলি পাগলিনীকে দিলেন। পাগলিনী আবার সেগুলি ভিক্ষুককে দিলেন। ভিক্ষুক সংসারে বীতরাগ হইয়া চাবি দূরে নিক্ষেপ করিল এবং হরিনাম করিয়া বেড়াইবে বলিয়া কৃত-সঙ্কল্প হইল। পরোয়ানার কথা মনে হইলে বলে, "চিন্তামণি যমের হাত থেকে বেঁচে গেল, আর আমি দারোগার হাত থেকে বাঁচবো না?" পথে চিন্তামণির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইল এবং পাগলিনীপ্রদত্ত অলঙ্কারগুলিও তাঁহাকে দিতে ইচ্ছা করিল। চিন্তামণি কিন্তু সেগুলি গ্রহণ করিলেন না। বৃন্দাবনে আসিলে, রাখালবালকবেশী শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভিক্ষুকের সাক্ষাৎ হইলে ভিক্ষুক নিজের পোঁটলাটি লুকাইতেছে দেখিয়া রাখাল-বালক তাহা কাড়িয়া লইল। পুঁটলীতে গেরো দেওয়া দেখিয়া রাখাল-বালক তাহাকে বলিল, "আর গেরো দিও না।" ভিক্ষুক তৎক্ষণাৎ পুঁটলীটি দূরে নিক্ষেপ করিল। বিল্বমঙ্গলের কৃপায় সকলের কৃষ্ণদর্শন ঘটিলে ভিক্ষুক বলিল—"মাখনচোর তোমায় চুরি কর্ত্তে পারি, তা হ'লে আমার চুরিবিদ্যা সার্থক।" (গিরিশচন্দ্র—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর)।

ষ্টার থিয়েটারে অঘোরনাথ পাঠক ভিক্ষুকের চরিত্র অভিনয় করিয়া সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

ভীমসিংহ—উদয়পুরের রাণা কৃষ্ণকুমারীর পিতা জয়পুরাধিপতি জগৎসিংহ এবং মরুদেশের অধীশ্বর মানসিংহ উভয়েই কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণার্থী হইলে, ভীমসিংহ মহাসঙ্কটে পড়িলেন। জগৎসিংহ আত্মীয় এবং তাঁহাকে কন্যাদান করা ভীমসিংহের আন্তরিক ইচ্ছা। এদিকে কিন্তু কন্যা মানসিংহে অনুরাগিণী ও মহারাষ্ট্রপতিও মানসিংহের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। বাধ্য হইয়া ভীমসিংহ জগৎসিংহের দূতকে ফিরাইয়া দিলেন। জগৎসিংহ সসৈন্যে উদয়পুর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, ভীমসিংহ কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রী পরামর্শ দিল যে, কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ভীমসিংহের ভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহ এই নির্ম্মম কার্য্যের ভার পাইলেন। বলেন্দ্র অসিহস্তে কৃষ্ণকুমারীর কক্ষে প্রবেশ করিলে ভীমসিংহ উন্মাদগ্রস্ত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণকুমারী সেই অসি নিজে লইয়া আপনার শরীরে আঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ভীমসিংহ সংজ্ঞা-শূন্যতা হেতু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। (মধুসূদন—কৃষ্ণকুমারী)।

ভোলাচাঁদ—মুক্তেশ্বর বাবুর জামাতা ও অটলবিহারীর মদ্যপানের সহচর। ইনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে কথা কহিতেন, এবং কথার মধ্যে অনেকগুলি "সার" শব্দের প্রয়োগ করিতেন। অটল ইহাকে "জামাই বাবু" বলিয়া ডাকিতেন। ইহার স্ত্রী গর্ভবতী হইয়াছে সেই কথা ইংরাজিতে বুঝাইতে গিয়া ইনি বলিলেন—"বেলিফেণ্ট সার্, প্রেগ্‌নাণ্ট সার্।" নিমচাঁদ ঘটিরাম ডেপুটি কেনারাম বাবুকে নিম্নলিখিত কথাগুলির ইংরাজি অনুবাদ করিতে বলেন; —"ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন।" কেনারাম বাবু বলিলেন "আমি যখন তরজমা করি, তিন চার খানা ডিক্সোনারি নিই, আর এক একটা কথা মৎত্রজম্মকে জিজ্ঞাসা করি—এখানে বসে এ তরজমা কত্তে পারি নে।" ভোলাচাঁদ তখন বলিলেন—"আই ডু ক্যান্ সার্,—ডু সার্? সান ইন্ লা ডু সার্?" পরে নিম্নলিখিত অনুবাদ করিয়া দিলেন;—ইন্ দি মান্থো আগষ্টো আন্ দি ব্ল্যাক্ এইট্ ডেজ্ কিষেণ্জি টেক্ বার্থ ইন্ দি বেলী আফ দৈবকী", আর বলিলেন—"ঘটিরাম ডেপুটি নট্ ক্যান্ সার্।" (দীনবন্ধু—সধবার একাদশী)।

ভোলানাথ চৌধুরী—শ্রীরামপুরনিবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তি। হেমচাঁদ ও নদের চাঁদ ইঁহার ভগিনীপুত্র। নদেরচাঁদ নিতান্ত বর্ব্বর ও দুশ্চরিত্র হইলেও, শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া হরবিলাস ইহাকেই স্বীয় কন্যা লীলাবতীকে দান করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ভোলানাথ মদ্যপ ছিলেন, স্বীয় ভাগিনেয় নদেরচাঁদ এবং হরবিলাসের শ্যালক শ্রীনাথ ইঁহার মদের ইয়ার ছিল। ভোলানাথ একদিন মদ খাইতে খাইতে বলিয়াছিলেন —"মদ্যমত্তমুখভ্রষ্টং যাপান্তমমৃতাধিকং।" তাহা শুনিয়া শ্রীনাথ বলিল—"পেট ভরে খাও, অমর হবে।" কাশীধামে বাসকালে হরবিলাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা তারা অপহৃতা হইলে, অযোধ্যার মহিপত সিংহ তাঁহাকে অহল্যা নাম দিয়া প্রতিপালন করেন। পরে পিতাকে প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে লইয়া কাশীতে আগমন করিলে, মহিপত মৃত্যুমুখে পতিত হন। নিরাশ্রয়া বালিকার উপর লম্পট ভোলানাথ অত্যাচার করিয়া ফৌজদারী মোকদ্দমায় পড়েন। পরে যোগজীবন সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক বাধ্য হইয়া অহল্যাকে বিবাহ করিয়া দেশে আনেন। যোগজীবন পরে এ সকল কথা প্রকাশ করিলে, হরবিলাস জানিলেন এবং অহল্যার এক হস্তে একটি অতিরিক্ত অঙ্গুলি দেখিয়া কৃত-নিশ্চয় হইলেন যে, অহল্যাই তাঁহার বহুদিননিরুদ্দিষ্টা কন্যা তারা। (দীনবন্ধু—লীলাবতী)।

ভ্রমর—গোবিন্দলাল রায়ের পত্নী। ইনি দেখিতে শ্যামাঙ্গী। প্রথমে স্বামীর সহিত ইঁহার গাঢ়

প্রণয় ছিল। রোহিণীর প্রতি স্বামী আকৃষ্ট হইলে ভ্রমর দাসীকে দিয়া রোহিণীকে বলিয়া পাঠাইলেন—"তুমি মর"। গোবিন্দলাল বলিলেন—"ছি! তোমরা!" ভ্রমর উত্তর করিলেন—"ভাবিও না। সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে—সে মরিতে পারে?" রোহিণীকে ভুলিবার জন্য গোবিন্দলাল জমিদারী দর্শন করিতে যাইবার পরে গ্রামমধ্যে উঁহাদের কলঙ্ক-রটনা হইল। ক্রমে সে কথা ভ্রমর শুনিতে পাইয়া এবং রোহিণীকথিত মিথ্যা কথায় প্রতারিত হইয়া, স্বামীকে একখানি পত্র লিখিলেন। গোবিন্দলাল বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছেন। অনন্তর কৃষ্ণকান্ত ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার উইল পরিবর্ত্তিত করিয়া গোবিন্দলালের প্রাপ্য আট আনা বিষয় ভ্রমরকে দিয়া গেলেন। গোবিন্দলাল পূর্ব্ব হইতেই রোহিণীতে অনুরক্ত এবং ভ্রমরে বীত-রাগ হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠতাতের শ্রাদ্ধের পর গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিলেন—"তোমার বৃত্তিভোগী হইয়া আমি থাকিব না। চাকরির চেষ্টায় বিদেশে যাইব।" ভ্রমর বলিলেন—"আমার হইলেই তোমার।" ভ্রমর তখন গোবিন্দলালকেই দেখাইলেন যে, ভ্রমরের প্রাপ্ত বিষয় তিনি রেজিষ্টারী করিয়া গোবিন্দলালকে দান করিয়াছেন। গোবিন্দলাল সে দানপত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পরে মাতাকে কাশীধামে লইয়া যাইবার সময় যখন তিনি ভ্রমরের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন, তখন ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কবে আসিবে?" গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন—"আসিব না।" ভ্রমর যোড়হস্তে বলিলেন—"মনে রাখিও—একদিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়?—দেবতা সাক্ষী! যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয় বল যে আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে, আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে,—আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি এ কথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী। তুমি যাও, আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই—রোহিণীর নও।" গোবিন্দলাল চলিয়া যাইবার পর ভ্রমর পিত্রালয়ে গেলেন। সেখানে যক্ষ্মারোগে আক্রান্তা হইলেন। তাঁহারই ইচ্ছায় তিনি জ্যেষ্ঠা ভগ্নী যামিনীর সহিত শ্বশুরালয়ে প্রেরিত হইলেন। পিতা মাধবীনাথ অনুসন্ধান করিয়া গোবিন্দলালকে প্রসাদপুরে পাইলেন। রোহিণীকে হত্যা করার অপরাধে যখন গোবিন্দলাল আদালতে বিচারাধীন, তখন ভ্রমর তাঁহার উদ্ধারকল্পে পিতার হস্তে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া তাঁহাকে পাঠাইলেন। গোবিন্দলাল মুক্তি পাইলেন, কিন্তু তিনি আবার নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। কয়েক বৎসর পরে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া তিনি কলিকাতা হইতে ভ্রমরকে একখানি পত্র লিখিলেন। ভ্রমরের উত্তর কঠোরতাপূর্ণ দেখিয়া গোবিন্দলাল লিখিলেন "আমি হরিদ্রা গ্রামে যাইব না। যাহাতে এইখানে বসিয়া আমার দিনপাত হয়, এইরূপ মাসিক ভিক্ষা আমাকে এইখানে পাঠাইয়া দিও।" ভ্রমর মাসে মাসে পাঁচ শত টাকা পাঠাইতে স্বীকার করিলেন, আর লিখিলেন—"আমার জন্য দেশত্যাগ করিবেন না—আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।" ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা রাত্রে ভ্রমর ফুলাভরণে ভূষিতা হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভগিনীর মুখে যখন ভ্রমর শুনিলেন যে, তাঁহার পীড়ার সংবাদ পাইয়া গোবিন্দলাল দেশে আসিয়াছেন, কিন্তু সাহস করিয়া তাঁহার নিকট আসিতে পারিতেছেন না, তখন কাঁদিয়া বলিলেন—"একবার দেখা দিদি! ইহজন্মে আর একবার দেখি! এই সময়ে আর একবার দেখা।" গোবিন্দলাল নিকটে আসিলে ভ্রমর তাঁহার পদধূলি মাথায় দিলেন, আর বলিলেন—"আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই।" কিয়ৎক্ষণ পরে ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিলেন। গোবিন্দলাল নিরুদ্দিষ্ট হইলে তাঁহার ভাগিনেয় শচীকান্ত বিষয়ের অধিকারী হইয়া তাঁহার প্রমোদ কানন নবীকৃত করিয়া সেখানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, এবং ভ্রমরের সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মূর্ত্তির পদতলে অক্ষর খোদিত করিয়া লিখিলেন—"যে সুখে দুঃখে দোষে গুণে, ভ্রমরের সমান হইবে, আমি তাহাকে এই স্বর্ণপ্রতিমা দান করিব।" (বঙ্কিমচন্দ্র—কৃষ্ণকান্তের উইল)।

ম

মঙ্গলা—উদয়াদিত্যের রায়গড়ে অবস্থানকালে রুক্মিণী নামে একটি স্ত্রীলোক তাঁহার প্রণয়পাত্রী ছিল। পরে তাহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া উদয় সুরমার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। রুক্মিণীর অতৃপ্ত বাসনা ও রাজ্যেশ্বরের প্রণয়ভাগিনী হইবার আশা মনে মনে সঞ্চিত রহিল। কিছুকাল পরে সে বিধবাবেশে মঙ্গলা নাম ধারণ করিয়া যশোহরের প্রান্তভাগে বাস করিতে লাগিল। প্রতাপাদিত্য বা সুরমার মৃত্যু ঘটিলে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে, এই আশা অবলম্বনে মঙ্গলা দিনপাত করিতে লাগিল। ক্রমে সুযোগও ঘটিল। মঙ্গলা বশীকরণ-মন্ত্র ও ঔষধাদির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। প্রতাপ-মহিষী ইহার নিকটে এমন ঔষধ চাহিলেন যে, যাহা সেবনে সুরমা উদয়াদিত্যের মন হইতে দূরীভূত হইবেন। মঙ্গলা ঔষধচ্ছলে বিষ-প্রয়োগ করিল। তাহা সুরমাকে সেবন করাইলে তিনি পঞ্চত্ব পাইলেন। ইহার পরে মঙ্গলা এক রাত্রিতে উদয়ের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে হৃদয়ের ভাব জানাইল। উদয় তাহাকে ঘৃণাপ্রদর্শন করিলেন এবং তাহার প্রার্থনাক্রমে তাহাকে স্বীয় অঙ্গুলীস্থিত অঙ্গুরীয়টি দিলেন। সেই অঙ্গুরীয়ে উদয়ের নাম অঙ্কিত ছিল। প্রতাপ কর্ত্তৃক কর্ম্মচ্যুত সীতারাম ও ভাগবত মঙ্গলার নিকট যাতায়াত করিত। তাহারা দুইজনে মিলিত হইয়া একটা ষড়যন্ত্র করিল। তাহার ফলে উদয়ের নামাঙ্কিত একখানি দরখাস্ত প্রস্তুত হইল। সেই দরখাস্তে উদয়ের অঙ্গুরীয়ের ছাপ অঙ্কিত হইল। দরখাস্তের মর্ম্ম এই যে, সম্রাট্-বিদ্রোহী প্রতাপের সিংহাসন উদয় সম্রাট্-সমীপে প্রার্থনা করিতেছেন। উদয় এ দরখাস্তের কথা কিছুই জানিতে পারিলেন না। ভাগবতের কৌশলে দরখাস্ত প্রতাপের হাতে পড়িল। প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া উদয়কে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। সীতারাম কৌশল করিয়া উদয়ের উদ্ধার সাধন করিয়া বসন্তরায়ের নৌকায় তাঁহাকে আনিলে, প্রতিহিংসাপরায়ণা মঙ্গলা উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে আসিয়া উদয়ের পলায়ন পক্ষে বাধা দিতে চেষ্টা করিল। তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া মঙ্গলা প্রতাপকে উদয়ের পলায়ন সংবাদ দিল। প্রতাপ তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য রায়গড়ে যে সৈন্য পাঠাইলেন মঙ্গলা তাহাদের সঙ্গে গেল এবং সেখানে উদয়কে দেখাইয়া দিয়া তাঁহাকে বন্দী করাইল। (রবীন্দ্রনাথ—বৌঠাকুরাণীর হাট)।

মণিমালিনী—হৃষীকেশ শর্ম্মার কন্যা। মণিমালিনী মৃণালিনীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাঁহার হৃদয়ের যাতনায় প্রকৃত সহানু-

ভূতি দেখাইলেন। দক্ষিণদেশে রাজ্য স্থাপন করিয়া হেমচন্দ্র সেখানে বাস করিলে মৃণালিনী গিরিজায়া মাধবাচার্য্য ও তাঁহার স্বামীকে রাজপুরোহিত পদে অধিষ্ঠিত করিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—মৃণালিনী)।

মতিবিবি—ইহার পিতৃদত্ত নাম পদ্মাবতী। ইনি নবকুমারের প্রথমা পত্নী। পাঠান কর্ত্তৃক ইঁহার পিতামাতা যবনধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলে, ইঁহারা সমাজচ্যুত হইয়া দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা পদ্মাবতী সমভিব্যাহারে প্রথমে ঢাকা ও পরে আগ্রায় গিয়া বাস স্থাপন করিলেন। এই অবস্থায় পদ্মাবতী লুৎফউন্নিসা নাম গ্রহণ করিলেন। ছদ্মবেশে বিদেশ ভ্রমণ করিবার সময় ইনি মতিবিবি নাম ব্যবহার করিতেন। আগ্রায় গিয়া ইনি দুষিতচরিত্রা হইলেন। যুবরাজ সেলিম ইঁহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া স্বীয় মহিষী মানসিংহের ভগ্নীর নিকটে দাসীস্বরূপে ইঁহাকে রাখিয়া দিলেন। মহিষীর কার্য্যে মতিবিবি উড়িষ্যায় আসেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে মেদনীপুরের চটির নিকটে দস্যুগণ ইঁহার অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়া পাল্কীর কাঠে বাঁধিয়া রাখিয়া যায়। নবকুমার এই সময়ে কপালকুণ্ডলাকে লইয়া চটিতে আসিলেন। নবকুমার মতিবিবিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া চটির মধ্যে আনিলেন। ইঁহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া মতিবিবি অবগত হইলেন যে, ইনিই তাঁহার স্বামী; কিন্তু নবকুমারের কাছে ইনি সম্বন্ধ গোপন রাখিলেন। পরে কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া তাঁহাকে বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিতা করিলেন। মতিবিবি উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী—সেলিম বাদসাহ হইলে তাঁহার মহিষী হইবেন, এইরূপ আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। চটিতে অবগত হইলেন যে, সেলিম জহাঁগির নাম ধারণ করিয়া বাদসাহ হইয়াছেন। কিন্তু মেহেরউন্নিসার মন তখন সেলিমের উপর কিরূপ আছে, তাহা বুঝিবার জন্য মতিবিবি মেদিনীপুর হইতে বর্দ্ধমানে গমন করিলেন। ইনি যখন বুঝিলেন যে, মেহেরউন্নিসার মন হইতে সেলিমের ভালবাসা তিরোহিত হয় নাই, তখন আগ্রায় ফিরিয়া গেলেন, এবং সম্রাটের নিকট বিদায় লইয়া সপ্তগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। এখন স্বামিপ্রেম ইঁহার হৃদয়কে পূর্ণভাবে অধিকার করিল। নবকুমারকে বাসভবনে ডাকাইয়া মতিবিবি ইঁহার প্রেমভিক্ষা করিলেন; তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যদান করিতে চাহিলেন। নবকুমার কিন্তু কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। মতিবিবি বলিলেন, "নির্দ্দয়! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি; তুমি আমায় ত্যাগ করিও না।" বারংবার প্রত্যাখ্যাতা হইয়া মতিবিবি গ্রীবাভঙ্গি করিয়া দাঁড়াইলেন, সে মূর্ত্তি দেখিয়া নবকুমারের আর একটি এইরূপ মূর্ত্তি মনে পড়িল। নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" উত্তর হইল, "আমি পদ্মাবতী।" স্বামীর কথায় নিরাশ হইয়া মতিবিবি বুঝিলেন যে, কপালকুণ্ডলা থাকিতে আশা নাই। তখন তিনি কপালকুণ্ডলার সহিত স্বামীর বিচ্ছেদ ঘটাইবার মানসে যুবা পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া রাত্রিকালে নবকুমারের গৃহের সন্নিকট বনে আসিলেন। ঘটনাক্রমে সেই রাত্রিতে কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর অনুরোধে সেই বনে ঔষধ তুলিতে আসিয়াছিলেন। বনমধ্যস্থ এক কুটীরে দুইজনে তাঁহার সম্বন্ধে কি পরামর্শ করিতেছে, শুনিতে পাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মতিবিবি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে কি কথা হইতেছিল, তাহা বলিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া কপালকুণ্ডলা গৃহে ফিরিলেন। পরদিন "অহং ব্রাহ্মণবেশী" স্বাক্ষরিত মতিবিবির পত্র পাইয়া ঔৎসুক্যবশতঃ কপালকুণ্ডলা রাত্রিকালে আবার বনে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণবেশী তখন আত্মপরিচয় দিয়া ধনৈশ্বর্য্যের বিনিময়ে তাঁহাকে স্বামিত্যাগ করিতে বলিলেন। কপালকুণ্ডলা কোন বিনিময় না লইয়া পরোপকারকল্পে স্বামিত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কাপালিক যে কপালকুণ্ডলার বধোদ্দেশে আসিয়াছেন, মতিবিবি তাহাও সেই সময়ে তাঁহাকে জানাইলেন। এই সকল কথা যখন হইতেছিল, তখন নবকুমার ও কাপালিক কিঞ্চিৎ দূর হইতে ইঁহাদিগকে দেখিতেছিলেন। কপালকুণ্ডলা ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে নবকুমার ইঁহার হাত ধরিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—কপালকুণ্ডলা)।

এমারেল্ড থিয়েটারে সুকুমারী দত্ত মতিবিবির ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

মদনঘোষ—বিয়ে-পাগলা বুড়ো। ইনি সকলের কাছেই "মদন দাদা" বলিয়া অভিহিত হইতেন। যোগেশের মাতা ইঁহাকে ছদ্মবেশী মহাপুরুষ বলিয়া ভক্তি করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিবার জন্য ইনি বড় ব্যস্ত হইলেন। ইঁহার বুলিই ছিল—"বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।" সুরেশ ও তাঁহার বন্ধু শিবনাথ ইঁহাকে কাঙ্গালীচরণের বাড়ীতে লইয়া যাইয়া রঙ্গ করিয়া তাঁর কুৎসিতা পত্নী জগমণির সহিত ইঁহার বিবাহের অভিনয় করেন। শিবনাথ বিবাহের মন্ত্র পড়িলেন—"অগ্নিদগ্ধান্ত যে জীবা যে প্রদগ্ধা কুলে মম—"। মদন দাদা জগমণিকে কখন "চাপরাসী" কখন বা "পাহারাওয়ালা সাহেব" বলিয়া ডাকিতেন এবং ক্রমে এতই তাহার অধীন হইয়া পড়িলেন যে, তাহার সকল অনুরোধই অবিচারিতভাবে পালন করিতে লাগিলেন। তাহারই প্ররোচনায় ইনি জ্ঞানদার বাড়ীর দলিল চুরি করিয়া আনিলেন এবং জ্ঞানদার বালকপুত্র যাদবকে ভুলাইয়া রমেশের হস্তে সমর্পণ করিলেন। রমেশের পত্নী প্রফুল্ল সে কথা জানিতে পারিয়া মদন দাদাকে বিস্তর অনুযোগ করিলেন এবং ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ও যমরাজের ভয় দেখাইয়া ইঁহার নিকট হইতে যাদবের সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন। ভীত ও অনুতপ্ত মদন দাদা যাদব যে কক্ষে লুক্কায়িত ছিল সেখানে গিয়া বলিলেন—"ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর। এই নাও, এই নাও, এই পারাভস্ম নাও, আমি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গাঁজা খেয়ে পেয়েছি, এই খাইয়ে দাও। আমি লুকিয়ে রেখেছিলেম, বেঁচে থাকবো বলে লুকিয়ে রেখেছিলেম, এখনি বাঁচবে।" প্রফুল্ল পারাভস্ম লইয়া দুগ্ধের সহিত যাদবকে পান করাইলে যাদব প্রকৃতিস্থ হইল। মদন দাদা তখন আবার বলিলেন—"আমি পাগল নই, আর আমি পাগল নই, ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর।" (গিরিশচন্দ্র প্রফুল্ল)।

ষ্টার ও পরে অন্যান্য থিয়েটারে নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মদনঘোষের চরিত্র প্রশংসার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন।

মদনিকা—জয়পুরাধিপতি জগৎসিংহের রক্ষিতা বিলাসবতীর দাসী। বিলাসবতীর অনুরোধে মদনিকা পুরুষবেশে উদয়পুরে গিয়া মদনমোহন নাম গ্রহণপূর্ব্বক কিছুদিন বাস করিল। আবার স্ত্রীবেশে মহারাজ মানসিংহের দূতীপরিচয়ে উদয়পুররাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মানসিংহের কল্পিত চিত্র দেখাইয়া ও তাঁহার গুণ বর্ণন করিয়া কৃষ্ণকুমারীর মন তাহাতেই আকৃষ্ট করিল। সেখানে অবস্থানকালীন মদনিকা কৃষ্ণকুমারীর নামে মিথ্যা করিয়া একখানি পত্র মানসিংহকে পাঠাইয়া দিল। সেই পত্র পাইয়া মানসিংহ বিবাহের প্রস্তাব করিয়া উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহের নিকট একজন দূত পাঠাইলেন। মদনিকা পুরুষ-

বেশে ধনদাসের সহিত সেখানে সাক্ষাৎ করিয়া কৌশলে তাহার একটি বহুমূল্য অঙ্গুরীয় আদায় করিল। জয়পুরে প্রত্যাগত হইয়া ধনদাস স্বীয় বিশ্বাসঘাতকতার জন্ত জগৎসিংহ কর্তৃক নগর হইতে বহিষ্কৃত হইলে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মদলিকা তাহাকে একদিন দেখিতে পাইয়া দয়ার্দ্রচিত্তে বাড়ীতে ডাকিয়া আহার করাইয়াছিল। (মধুসূদন—কৃষ্ণকুমারী)।

মনোরমা—ইনি পশুপতির স্ত্রী। একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়াছিলেন যে, অল্পবয়সে ইনি বিধবা হইয়া স্বামীর অনুমৃতা হইবেন। মনোরমার পিতা কেশব জাতিনাশ ভয়ে পশুপতির সহিত ইঁহার বিবাহ দিয়া, বিবাহের রাত্রেই ইঁহাকে লইয়া পলায়ন করিলেন। তখন মনোরমার নাম হৈমবতী। কেশব মৃত্যুকালে তাঁহার আচার্য্য জনার্দ্দন শর্ম্মার নিকটে কন্তাকে রাখিয়া গেলেন—এবং তাঁহার বিবাহসংবাদ কন্তাকে ও পশুপতিকে কখন জানাইবেন না এইরূপ স্বীকার করাইয়া লইলেন। মনোরমা বালবিধবাভাবেই জনার্দ্দনের ভবনে রহিলেন। ঘটনাক্রমে মনোরমা, জনার্দ্দন ও তাঁহার ব্রাহ্মণীর কথোপকথনে আপনার বিবাহ ও গণনাবিষয়ক সংবাদ অবগত হইলেন। পশুপতি ক্রমে নবদ্বীপের ধর্ম্মাধিকরণ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং মনোরমাতে আসক্ত হইলেন। মনোরমার হৃদয়ে ইঁহার প্রতি প্রেমের সঞ্চার হইল। বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা লক্ষ্মণসেনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং গৌড়েশ্বর হইবেন, পশুপতি যখন যবন-দূতের সহিত এই মন্ত্রণা করিতেছিলেন, মনোরমা তাহা গোপনে শুনিলেন; পরে এরূপ কার্য্য হইতে নিরস্ত হইবার জন্ত পশুপতিকে অনুরোধ করিলেন। পশুপতি বলিলেন,—রাজ্য লইতেছি তোমাকে মহিষী করিব বলিয়া। মনোরমা বলিলেন, "আমি বিশ্বাসঘাতককে কি প্রকারে ভালবাসিব?" হেমচন্দ্র যবনদ্বেষী বলিয়া পশুপতির অনুচর শান্তশীল কর্তৃক একটি কক্ষে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। মনোরমা তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। যবনের সহিত যুদ্ধ করিয়া হেমচন্দ্র আহত হইয়া গৃহে ফিরিলে মনোরমা ভগিনীর ন্তায় তাঁহার শুশ্রূষা করিলেন। মৃণালিনীর চরিত্রসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া হেমচন্দ্র ব্যথিত হইলে, এবং তাঁহার উদ্দেশে "ভালবাসিতাম" এই কথা বলিলে মনোরমা বলিলেন—"তুমি বালির বাঁধ দিয়া এই কূল-পরিপ্লাবিনী গঙ্গার বেগ রোধ করিতে পারিবে, তথাপি তুমি প্রণয়িনীকে পাপিষ্ঠা মনে করিয়া কখনও প্রণয়ের বেগ রোধ করিতে পারিবে না। হা কৃষ্ণ! মানুষ সকলেই প্রতারক!" হেমচন্দ্র যখন বলিলেন, —"তুমি বিধবা……যদি কাহারও প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহাকে বিস্মৃত হও।" মনোরমা উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—"ভাই, এই গঙ্গাতীরে গিয়া দাঁড়াও; গঙ্গাকে ডাকিয়া কহ, গঙ্গে, তুমি পর্ব্বতে ফিরিয়া যাও।" একদিন পশুপতির গৃহে অষ্টভুজার মন্দিরে মনোরমা আপন মনে মালা গাঁথিতেছিলেন। পশুপতি সেখানে উপস্থিত হইলে মনোরমা সেই মালা তাঁহার গলায় দিলেন। মনোরমার মুখে পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত হইয়া পশুপতি বুঝিলেন যে, ইনিই কেশবের কন্তা ও তাঁহার পরিণীতা ভার্য্যা। পশুপতি মনোরমা কর্তৃক প্রভুর অহিত চেষ্টা ত্যাগ করিতে অনুরুদ্ধ হইলে, বলিলেন—"আর ফিরিবার উপায় নাই।" পরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"আজ আর তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে না। আমি সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিয়াছি।" পরে পশুপতি যবনসাক্ষাতে গমন করিলে মনোরমা গবাক্ষ উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিলেন। দগ্ধ গৃহ হইতে প্রাপ্ত পশুপতির শব যখন শ্মশানভূমিতে চিতায় শায়িত, তখন মনোরমা সেইখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পত্নী পরিচয় দিয়া সহমরণে প্রস্তুত হইলেন। হেমচন্দ্র সেখানে আসিলে মনোরমা তাঁহাকে বলিলেন—"ভাই, যে জন্ত আমার জীবন, তাহা আজি চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। আজি আমি আমার স্বামীর সঙ্গে গমন করিব।" পরে তাঁহার স্বামীর সঞ্চিত অর্থ গৃহের যেখানে আছে, তাহার সন্ধান বলিয়া দিয়া হেমচন্দ্রকে সে সকল অর্থ দান করিলেন এবং তাঁহার প্রতিপালক জনার্দ্দন শর্ম্মাকে তাহার কিয়দংশ দিতে বলিলেন। অনন্তর স্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়া মনোরমা প্রাণত্যাগ করিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—মৃণালিনী)।

মনোরমার দুই মূর্ত্তি—এক মূর্ত্তি "আনন্দময়ী, সরলা বালিকা,"—আর এক মূর্ত্তি,—"গম্ভীরা, তেজস্বিনী, প্রতিভাময়ী, প্রখর বুদ্ধিশালিনী।"

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বলেন—"মনোরমা কাব্যরাজ্যের রাজ্ঞী।"

কাব্যসুন্দরী-প্রণেতা বলেন—"একদা দেবতারা যেমন সুরবালাগণের তিল তিল রূপ লইয়া তিলোত্তমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মনোরমা বঙ্কিমবাবুর সেইরূপ সৃষ্টি। আমরা মনোরমায় মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, আয়েষা, রজনী, বিমলা, লবঙ্গলতা, কুন্দের জবেব প্রকৃতিবিশেষ মিশ্রিত দেখি;—তাঁহাদিগের প্রকৃতি মনোরমাতে মিলিয়াছে।"

মল্লিকা—রাজা রমণীমোহনের সহকারী মন্ত্রী বিনায়কের স্ত্রী। ইনি রতিকান্ত সদাগরের পত্নী মালতীর মামাতো ভগ্নী ও বয়স্থা। দুই জনেই অত্যন্ত রসিকা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। লম্পটস্বভাব জলধর মালতীর উপর আসক্তি প্রকাশ করিলে, মালতী জলধরের কেলিগৃহে যাইতে সম্মত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে ও সময়ে নিজে না গিয়া জলধরের স্ত্রী জগদম্বাকে সেইখানে পাঠাইয়া দিলেন। জলধর মালতীভ্রমে জগদম্বার সহিত রসালাপ করিতে গিয়া বিলক্ষণ ভৎর্সিত ও প্রহৃত হইলেন। এদিকে মল্লিকা সদাগরকে বলিলেন যে, মালতী জলধরের কেলিগৃহে গিয়াছেন। ক্রুদ্ধ সদাগর সেখানে উপস্থিত হইয়া জগদম্বাকে দেখিতে পাইলেন। পরে জলধর কৌশল করিয়া সদাগরকে আরবদেশে পাঠাইবার চেষ্টা করিলে মালতীর পরামর্শে তিনি লুক্কায়িত রহিলেন, এবং সঙ্কেতানুসারে জলধর মালতীর কক্ষে উপস্থিত হইলে, সদাগর দ্বারে আঘাত করিলেন। জলধর ভীত হইয়া আত্মগোপন করিতে ব্যস্ত হইলে, মল্লিকা প্রথমে তাহাকে আলকাতরার বড় গামলায় ডুবাইয়া রাখিলেন। পরে সমস্ত শরীরটি তুলায় আবৃত করিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া সরাইয়া দিবার ছল করিয়া একটি লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং পিঞ্জরের দ্বারে চাবি দিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "পড়েচে, পড়েচে হেঁদল কুঁৎকুঁতে পড়েচে।" এইরূপে পিঞ্জরাবদ্ধ জলধরকে পরে রাজসমীপে লইয়া যাওয়া হইল। (দীনবন্ধু—নবীন-তপস্বিনী)।

মবারক—ইনি জেবন্নেসার গুপ্ত প্রণয়িগণের অন্ততম। দরিয়া বিবিকে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাতে অনুরক্ত ছিলেন না। রূপনগর হইতে প্রত্যাগমন সময়ে একটি কূপের মধ্যে পতিত হইলে, দরিয়া ইহাকে উদ্ধার করিলেন। সেই অবধি দরিয়াকে লইয়াই ইনি দিল্লীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। জেবন্নেসা বার বার আহ্বান করিলেও যখন ইনি তাঁহার নিকট আসিলেন না, তখন চঞ্চলকুমারীকে রূপনগর হইতে না আনিয়া মবারক বাদসাহের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছেন, এই অভিযোগে আওরঙ্গজেবের দ্বারা ইহাকে সর্পদংশনে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াইলেন। পরে মাণিকলাল ইহাকে কবর হইতে লইয়া

গিয়া চিকিৎসা দ্বারা পুনর্জীবিত করিয়া উদয়পুরে লইয়া গেলেন। মাণিকলালের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইতে গিয়া ইনি মোগল সওদাগর বেশে আওরঙ্গজেব, তাঁহার সৈন্য ও বেগমগণকে পর্ব্বত-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট করাইলেন। পরে মাণিকলাল, নির্ম্মলা ও চঞ্চলকুমারীর কৌশলে একদিন রাত্রিকালে অনুতপ্তা পুরুষপ্রণয়িনী জেবন্নেসার সহিত মিলিত হইয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। বিবাহের পরে এক রাত্রিতে ইঁহারা দুইজনে দরিয়ার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইলেন। দরিয়াকে দেখিয়া মবারক বলিলেন—"ইয়া আল্লা! আমাকে মরিতে হইবে।" জেবন্নেসা বলিলেন—"তবে আমাকেও।" আওরঙ্গজেব এ বিবাহের কথা শুনিলেন; কিন্তু মবারককে মৌখিক স্নেহ দেখাইয়া দিলির খাঁর সহযোগী হইয়া যুদ্ধে যাইতে বলিলেন। এদিকে ইঁহাকে বধ করিতে দিলির খাঁকে গোপনে আদেশ করিলেন। মবারক যুদ্ধ করিতে করিতে দরিয়ার বন্দুক নিঃসৃত গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—রাজসিংহ)।

মহাপুরুষ—ইংরাজের সহিত প্রথম যুদ্ধে সন্তানদলের জয়লাভ হইবার পর, মহাপুরুষ সত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—"আমি আসিয়াছি।" সত্যানন্দ—"আপনি আসিয়াছেন? কেন?।" মহাপুরুষ—"দিন পূর্ণ হইয়াছে।" সত্যানন্দ—"হে প্রভু! আজ ক্ষমা করুন। আগামী মাঘী পূর্ণিমায় আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব।" মাঘী পূর্ণিমার দিনে ইংরাজগণের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধে সন্তান-দল জয়লাভ করিলে জীবানন্দ বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। যুদ্ধাবসানে শান্তি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া বহু অনুসন্ধানে স্বামীর মৃতদেহ বাহির করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এক মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। মহাপুরুষ চিকিৎসক বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং ক্ষত স্থানে লতাদির প্রলেপ দিয়া ও দেহের উপর হস্তচালনা করিয়া জীবানন্দকে পুনর্জীবিত করিলেন। মহাপুরুষ জীবানন্দকে জীবনদান করিয়া সত্যানন্দের নিকটে আসিলেন। সত্যানন্দ বলিলেন, "চলুন—আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু……আমি যে মুহূর্ত্তে জয়লাভ করিয়া সনাতনধর্ম্ম নিষ্কণ্টক করিলাম—সেই সময়েই আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল?" মহাপুরুষ—"হিন্দু রাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না—তুমি থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে। অতএব চল।" ইংরাজেরা রাজা হইবে শুনিয়া সত্যানন্দ কাতর হইয়া বলিলেন—"হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না—আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে।" তখন মহাপুরুষ বুঝাইলেন যে, অধর্ম্মাচরণ করিয়া কখন দেশোদ্ধার হয় না; বলিলেন—ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।……ইংরেজ-রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কণ্টকে ধর্ম্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান্—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।" মহাপুরুষ আরও বলিলেন—"চল, জ্ঞানলাভ করিবে চল। হিমালয়শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইব। এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন। গ্রন্থকারের ভাষায়—জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিল—ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিল।

গ্রীক নাটককারগণ যখন গল্পাংশের শেষ রক্ষা করিতে পারিতেন না, তখন কোন একটি দেবতার অবতারণা করিতেন (Deusex Machina), তিনিই সমস্ত মীমাংসা করিয়া গোল মিটাইয়া দিতেন। কোন কোন সমালোচকের মতে আনন্দমঠের মহাপুরুষটি সেইরূপ একটি অবতারণা। গ্রন্থকার এই উপন্যাসের প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন—'সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র; বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজরা বাঙ্গালাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছে। এই সকল কথা এ গ্রন্থে বুঝান গেল।" (বঙ্কিমচন্দ্র—আনন্দমঠ)।

মহেন্দ্র সিংহ—পদচিহ্নগ্রামের জনৈক ধনবান্। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় (১৭৭০ খ্রীঃ) ইনি জনশূন্য গ্রাম ত্যাগ করিয়া, স্ত্রী, কল্যাণী ও শিশু কন্যা সুকুমারীকে লইয়া সহরাভিমুখে যাইতে ছিলেন। একটি চটিতে আসিয়া সেখানে স্ত্রী ও কন্যাকে রাখিয়া একটু দুগ্ধের অন্বেষণে বাহিরে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, উঁহারা সেখানে নাই। সাহায্যের আশায় ইনি নগরের দিকে যাইতেছেন, এমন সময়ে নবাবের সিপাহিগণ ইঁহাকে ধরিল। সন্তান-সম্প্রদায়ের অধিনায়ক সত্যানন্দের প্রেরিত সহকারী ভবানন্দ ইঁহার উদ্ধার সাধন করিয়া আনন্দমঠে আসিবার পথে ইঁহাকে "বন্দেমাতরম্" গান শুনাইলেন। গান শুনিয়া এবং সত্যানন্দ প্রদর্শিত মাতৃ-মূর্ত্তিত্রয় দেখিয়া মহেন্দ্র সন্তানধর্ম্মে আকৃষ্ট হইলেন। কিন্তু পত্নীত্যাগ করিতে হইবে শুনিয়া এ ধর্ম্মগ্রহণে অসম্মত হইলেন। পরে স্ত্রী ও কন্যার সহিত মিলিত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিবার মানসে এক বৃক্ষতলে অবস্থান সময়ে, শিশু সুকুমারী মাতার হস্ত হইতে বিষের কৌটা লইয়া হঠাৎ তাহার মধ্যস্থ বড়িটি খাইয়া ফেলিল। মাতা বড়িটি কন্যার মুখের ভিতর হইতে বাহির করিলেন বটে, কিন্তু বিষপানে কন্যাটির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া নিজেই বড়িটি ভক্ষণ করিলেন। মেয়েটি রক্ষা পাইল, কিন্তু কল্যাণী বিষের ক্রিয়া-ফলে গতাসু হইলেন ভাবিয়া মহেন্দ্র অত্যন্ত কাতর হইলেন। এমন সময় সত্যানন্দ আসিয়া ইঁহাকে কোলে গ্রহণ করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে নবাবের অনুচরেরা সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রকে ধৃত করিয়া নগরে লইয়া গিয়া কারারুদ্ধ করিল। অনন্তর ইঁহারা কারামুক্ত হইয়া আনন্দমঠে প্রত্যাগমন করিলে মহেন্দ্র সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং দীক্ষাগুরুর আদেশে পদচিহ্নে ফিরিয়া গিয়া সেখানে একটি দুর্গনির্ম্মাণ ও অস্ত্রাদিনির্ম্মাণের এবং রক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। ইংরেজ-সেনার সহিত সন্তানদলের যখন প্রথমবারে যুদ্ধ ঘটিল, তখন মহেন্দ্র-প্রেরিত কামান আসিয়া ইংরেজসৈন্যকে পরাভূত করিল। এই যুদ্ধে জয়লাভ হইলে সত্যানন্দ ইঁহাকে কল্যাণী ও সুকুমারী জীবিত আছে এই সংবাদ দিলেন এবং ইহাদিগকে লইয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে অনুমতি দিলেন। তদনুসারে ইঁহারা পদচিহ্নে ফিরিয়া আসিলেন। মাঘী পূর্ণিমার দিনে ইংরাজের সহিত আবার যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে মহেন্দ্র সন্তান-পক্ষে বিশেষ সাহায্য করেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—আনন্দমঠ)।

মাণিকলাল—ইনি প্রথমে দস্যুবৃত্তি করিতেন। অনন্তমিশ্রের নিকট হইতে চঞ্চলকুমারী-প্রেরিত রাজসিংহের নামীয় পত্র কাড়িয়া লইবার পর রাজসিংহ দস্যুদিগের নিকট আসিলেন। পরে মাণিকলালের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া, শাস্তি স্বরূপ ইহার একটী অঙ্গুলী ছিন্ন করিয়া রাজসরকারে নিযুক্ত করিলেন। মোগলসৈন্যের হস্ত হইতে চঞ্চলকুমারীর উদ্ধারসাধনকল্পে ইনি রাজসিংহকে বিশেষ সাহায্য করিলেন। সেই সময়ে ইনি চঞ্চলের সখী নির্ম্মলকুমারীকে বিবাহ করেন। রাজসিংহের কার্য্যে দিল্লিতে যাইয়া প্রত্যাবর্ত্তনসময়ে ইনি দেখিলেন যে, দুইটি লোক কবর হইতে একটি শব উঠাইতেছে। ইঁহাকে দেখিয়া লোক দুইটি পলায়ন করিলে, ইনি দেখিলেন সেটি মবারকের শব। অশ্বপৃষ্ঠে শবটিকে তুলিয়া নির্জ্জনে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা মবা-

রককে পুনর্জীবিত করিয়া মিলকলাল তাঁহাকে উদয়পুরে লইয়া আসিলেন এবং মুবারকের বন্দিনী জেবন্নেসার সহিত মবারকের পুনর্মিলন করাইয়া বিবাহ দিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—রাজসিংহ)।

মাধবাচার্য্য—মগধরাজ হেমচন্দ্রের গুরু। মৃণালিনীকে হেমচন্দ্রের প্রণয়পাত্রী বলিয়া ইনি জানিতেন, বিবাহিতা পত্নী বলিয়া জানিতেন না। যবনের কবল হইতে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবার জন্ত ইনি হেমচন্দ্রকে নিযুক্ত করিলেন। ইঁহাকে অনন্যমনা করিবার অভিপ্রায়ে মাধবাচার্য্য মৃণালিনীকে কৌশলে পিতৃগৃহ হইতে অপসারিত করিয়া লক্ষণাবতী নগরে হৃষীকেশ শর্ম্মা নামক কনৈক শিষ্যের গৃহে রাখিয়া দিলেন। হেমচন্দ্র জানিতেন না যে, মৃণালিনীকে কোথায় রাখা হইয়াছে। প্রয়াগে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে হেমচন্দ্র তাঁহার নিকট মৃণালিনীর আবাসস্থানের সংবাদ না পাইয়া মর্ম্মপীড়িত হইলে, গুরু বলিলেন যে, আমি তাঁহাকে হত্যা করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া হেমচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া গুরুবধ করিতে উদ্যত হইলে, মাধবাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন—"গুরুহত্যায় ব্রহ্মহত্যায় তোমার যত আমোদ, স্ত্রীহত্যায় আমার তত নহে।... মৃণালিনী জীবিতা আছে।" পরে নবদ্বীপে গিয়া গৌড়েশ্বরের সহায়তা লইতে আদিষ্ট হইয়া হেমচন্দ্র লক্ষণাবতীতে গমন করিলেন। এবং গিরিজায়ার সাহায্যে মৃণালিনীর সন্ধান পাইলেন। যে রাত্রে হেমচন্দ্র মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত স্থির করিলেন, সেই রাত্রেই গুরু উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নবদ্বীপে লইয়া গেলেন। লক্ষ্মণসেনের সভায় যবন-যুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, মাধবাচার্য্য বলিলেন—"তুরকজাতীয় কর্ত্তৃক গৌড়বিজয় বিষয়িণী কথা কোন শাস্ত্রে কোথাও নাই।" হেমচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া যবন আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্ত গৌড়েশ্বরকে পরামর্শ দিয়া মাধবাচার্য্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পর্য্যটনের পর আবার নবদ্বীপে আসিয়া ইনি হেমচন্দ্রকে মৃণালিনীর ও হৃষীকেশের গৃহ ত্যাগের সংবাদ দিলেন। বঙ্গদেশে যবনদমন দুষ্পরাহত দেখিয়া গুরু হেমচন্দ্রকে কামরূপে যাইতে আদেশ করিলেন। পরে তাঁহারই মুখে যখন শুনিলেন যে, মৃণালিনী তাঁহার পরিণীতা ভার্য্যা, তখন প্রীত হইয়া বলিলেন,—তোমরা সস্ত্রীক দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূলে নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া সেইখানে বাস কর। রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করাইয়া মাধবাচার্য্য কামরূপে গেলেন। সেখান হইতে বখ্তিয়ার খিলিজি বিদূরিত হইয়া প্রত্যাগমন কালে অপমানে ও কষ্টে প্রাণত্যাগ করিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—মৃণালিনী)।

মাধবীনাথ—রাজগ্রামের জমীদার। ভ্রমরের পিতা। জামাতা গোবিন্দলাল কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্ত ইনি হরিদ্রাগ্রামের পোষ্ট আফিসে গমন করিয়া জানিলেন যে, যশোহর জেলায় প্রসাদপুর পোষ্ট আফিস হইতে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের নামে মধ্যে মধ্যে রেজিষ্টারী পত্র আসিয়া থাকে। রোহিণী ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রী। সুতরাং গোবিন্দলাল যে রোহিণীকে লইয়া প্রসাদপুরে আছেন, ইহা এক প্রকার স্থির করিয়া, মাধবীনাথ ব্রহ্মানন্দের নিকটে গেলেন, এবং কৌশল করিয়া রোহিণীপ্রেরিত পত্র পড়িয়া লইলেন। তাহার পর কলিকাতায় গিয়া বন্ধু নিশাকর দাসকে সঙ্গে লইয়া প্রসাদপুরে যাত্রা করিলেন। রোহিণীর হত্যাকারী বলিয়া গোবিন্দলাল সেসন আদালতের বিচারাধীন হইলে, মাধবীনাথ কন্তার নিকট হইতে টাকা লইয়া জামাতার উদ্ধারকল্পে যশোহরে যাত্রা করিলেন। অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া সরকারী সাক্ষিগণকে দিয়া বলাইলেন যে, তাহারা পুলিস কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া নিম্ন-আদালতে গোবিন্দলালের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল। ইহার ফলে গোবিন্দলাল মুক্তি পাইলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—কৃষ্ণকান্তের উইল)।

মালতী—রতিকান্ত সদাগরের পত্নী। মল্লিকা ইঁহার মামাতো ভগ্নী এবং বয়স্যা। রাজা রমণীমোহনের নামে-মন্ত্রী জলধর ইঁহাকে প্রণয়প্রস্তাব করিয়া বড়ই জ্বালাতন করিত। উহাকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে মালতী একদিন উহার কেলি-গৃহে যাইতে স্বীকৃতা হইলেন, কিন্তু নিজে না যাইয়া উহার পত্নী জগদম্বাকে সেইখানে পাঠাইয়া দিলেন। মালতী-ভ্রমে জলধর পত্নীর সহিত রসালাপ করিয়া বিলক্ষণ তিরস্কৃত ও প্রহৃত হইল। ইহার পরে জলধর যখন সদাগরকে আরবদেশে হোদল কুঁৎকুঁতের বাচ্চা আনিবার জন্ত নিযুক্ত করিল, তখন মালতীর পরামর্শে সদাগর একটি লৌহপিঞ্জর প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়া দিল ও যাত্রার নির্দ্দিষ্ট সময়ে লুকায়িত থাকিল। মালতীর আহ্বান-পত্র পাইয়া জলধর তাঁহার কক্ষে উপস্থিত হইলে, সদাগর বাহির হইতে দ্বারে আঘাত করিলেন। জলধর লুকাইবার জন্ত ব্যস্ত হইলে, মল্লিকা উহাকে প্রথমে আলকাতরার পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করাইলেন; পরে মুখস পরাইয়া ও গায়ে তুলা, শণ ইত্যাদি লাগাইয়া খিড়কীর দ্বারে রক্ষিত লৌহপিঞ্জরে পুরিয়া রাখিলেন। পরদিন রাজাকে সেই "হোদল কুঁতকুঁতের ধাড়ি" দেখান হইল। (দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী)।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন—"আমাদের বিবেচনায় নবীন তপস্বিনীর মল্লিকা মালতীর বিবরণটি সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর ও প্রীতিপ্রদ।"

"The Merry wives of Windsor" বর্ণিত মিসেস্ পেজ, মিসেস্ ফোর্ড ও ফলস্টাফ ঘটিত ব্যাপার অনেকটা মল্লিকা-মালতী-জলধর-সম্বন্ধীয় ঘটনার অনুরূপ।

মীরকাসিম—বাঙ্গালার নবাব। মিরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইনি বাঙ্গালার মসনদে বসিলেন। ইংরাজের সহিত যুদ্ধের উপক্রম হইলে দলনী বেগম ইঁহাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিল, এবং যুদ্ধকালে দলনী কোথায় থাকিবেন, তাহা গণনা করিতে বলিল। মীরকাসিম চন্দ্রশেখরের নিকট গণনা শিখিয়াছিলেন। তিনি গণিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। গণনার ফল প্রকাশ না করিয়া তিনি চন্দ্রশেখরকে আনিবার জন্ত আদেশ করিলেন। অতঃপর দলনী গুরগণ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া আর দুর্গে প্রবেশ করিতে পাইলেন না। চন্দ্রশেখর তাঁহাকে প্রতাপের বাসায় রাখিয়া আসিলেন, এবং দলনীর পত্র আনিয়া নবাবকে দিলেন। নবাব দলনীকে আনিবার জন্ত লোক পাঠাইলেন। প্রেরিত লোক দলনীর পরিবর্ত্তে শৈবলিনীকে আনয়ন করিল। নবাব শৈবলিনীর মুখে অবগত হইলেন যে, ইংরাজেরা দলনীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি ইংরাজের নৌকা আটক করিবার জন্ত গুরগণখাঁকে আদেশ করিলেন। গুরগণ জানাইল যে, ইংরাজেরা চলিয়া গিয়াছে। নবাব গুরগণের শঠতা বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি মুর্শিদাবাদে তকি খাঁকে ইংরাজের নৌকা ধরিতে পরোয়ানা দিলেন। কিছুদিন পরে তকির মিথ্যা সংবাদে প্রতারিত হইয়া বিষ প্রয়োগে দলনীকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। শেষে উধুয়ানালার যুদ্ধের সময় যখন দলনীর পরিচারিকা কুল্‌সমের মুখে শুনিলেন যে, দলনী নিষ্পাপ-চরিত্রা, আপনার মূর্খতায় তিনি তাহাকে হারাইয়াছেন, তখন উষ্ণীষ ও রাজপরিচ্ছদ দূরে নিক্ষেপ করিলেন,

এবং ভূমিতে লুটাইয়া 'জননী, জননী' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—চন্দ্রশেখর)।

মুকুল—পাণ্ডিয়ানার অধিপতি বীরসেনের প্রথমা রাজ্ঞী অহল্যার পুত্র। অসময়ে রাজা পুত্র-মুখ দেখিয়াছিলেন বলিয়া মুকুলের মানসিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ঘটে নাই। কনিষ্ঠা মহিষী মুকুলের নামে রাজার নিকট মিথ্যা অভিযোগ করিলেন যে, সে তাঁহার গর্ভজাত পুত্র ক্ষিতিধরের প্রাণবধ করিতে আসিয়াছিল। রাজা মুকুলের বধদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলে, অহল্যা পুত্র ও কন্যা তারাকে লইয়া নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কেরোলী রাজ্যে অবস্থিত অচ্যুতানন্দ যোগীর নিকটে আসিবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিলে, ইঁহার নৌকা নর্ম্মদা নদীতে মগ্ন হইয়া গেল। তারা ও মুকুলকে ধীবরেরা উদ্ধার করিল। মাতাও যে উদ্ধৃতা হইয়াছিলেন, সে কথা তাঁহারা প্রথমে জানিতে পারেন নাই। অসহায় অবস্থায় তাঁহারা সেই যোগিবরের আশ্রমে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। মুকুলকে দেখিয়া কেরোলীরাজকন্যা মুঞ্জরা মনে মনে তাঁহাতে আকৃষ্টা হইলেন। মুকুলও তাঁহাতে অনুরাগী হইলেন। সরল-প্রকৃতি মুকুল তাঁহাকে "ভালবাসি" এই কথা বলেন। মুঞ্জরার সহচরী চামেলী তাঁহাকে বলিলেন—"রাজকুমারীকে ভালবাসি বলিতে নাই।" মুকুল এ কথায় হৃদয়ে ব্যথা পাইলেন। মনোমধ্যে প্রণয় সঞ্চারিত হওয়াতে মুকুলের মানসিক দৌর্ব্বল্য দূরীভূত হইল। মুঞ্জরার সহিত ক্ষিতিধরের বিবাহের কথা চলিতেছিল কিন্তু মুঞ্জরা মুকুলকেই তাঁহার ভালবাসা অর্পণ করিলেন। অচ্যুতানন্দ ইঁহাদের প্রণয়ের গভীরতা পরীক্ষার জন্য মুকুলকে বলিলেন যে, মুঞ্জরা ক্ষিতিধরকে ভালবাসে, সুতরাং তাহার সহিত বিবাহ হইলে সে সুখী হইবে; আর মুকুলকে পরিচারকভাবে তাহাদের নিকট থাকিতে হইবে। মুঞ্জরাকে সুখী করিবার জন্য মুকুল ইহাতেই সম্মত হন। অচ্যুতানন্দ এইরূপ নিঃস্বার্থ প্রেম-দর্শনে রাজাকে উভয়ের মিলন করিয়া দিতে বলেন। অবশেষে ইঁহাদের বিবাহ হইল। মুঞ্জরার পিতা জয়ধ্বজ মুকুলের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইলেন। মুকুলের পিতা দ্বিতীয়া মহিষীর দুর্ব্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া কাশীবাসী হইয়াছিলেন। তিনি ও অহল্যা এই সময়ে কেরোলীতে উপস্থিত হইয়া উৎসবে যোগদান করিলেন। ক্ষিতিধর মুকুলকে তাঁহার প্রাপ্য রাজসিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন। (গিরিশচন্দ্র—মুকুলমুঞ্জরা)।

মুঞ্জরা—কেরোলীরাজ জয়ধ্বজের কন্যা। ইঁহার সহিত পাণ্ডিয়ানার রাজা বীরসেনের কনিষ্ঠা মহিষীর পুত্র ক্ষিতিধরের বিবাহ স্থির হয়। বীরসেনের জ্যেষ্ঠা মহিষী অহল্যার পুত্র মুকুল কেরোলী রাজ্যে অবস্থিত অচ্যুতানন্দ যোগীর আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। ইঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া মুঞ্জরা ইঁহাকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করেন। মুকুল জন্মাবধি ধী-শক্তিহীন ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হওয়ায়, তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। মুঞ্জরার সহচরী চামেলী তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিল—"রাজকুমারীকে ভালবাসি, এ কথা বলিতে নাই।" এই কথায় মুকুলের অভিমান হইয়াছিল। তিনি আর মুঞ্জরার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন না। মুঞ্জরাও সাতিশয় কাতরা হইয়া কুমারীব্রত অবলম্বন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে গৃহত্যাগ করিলেন। পরে বণিক্‌বালক বেশ ধারণ করিয়া বনমধ্যে মুকুলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আত্মপরিচয় দিলেন ও প্রেমসম্ভাষণ করিলেন। ক্রুদ্ধ পিতা মুঞ্জরার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিলে, অচ্যুতানন্দ যোগী এক দিনের জন্য তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া স্বীয় আশ্রমে রাখিবার অনুমতি পাইলেন। অনন্তর মুকুলের সঙ্গে মুঞ্জরার বিবাহ হইল। মুকুলের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া মুঞ্জরার পিতা সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। (গিরিশচন্দ্র—মুকুলমুঞ্জরা)।

মুরলা—সীতারামের কনিষ্ঠা মহিষী রমার বিশ্বস্তা পরিচারিকা। যবন ভয়ে ভীতা রমা কেবল পুত্রটির প্রাণরক্ষার্থে নগররক্ষক গঙ্গারামকে গোপনে রাত্রিকালে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া যবনহস্তে রাজধানী সমর্পণ করিতে বলেন। মুরলাই কৌশল করিয়া গঙ্গারামকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইত। প্রহরীগণকে আপনার ভাই বলিয়া গঙ্গারামের পরিচয় দিয়াছিল। রমার মনে কোন পাপ ছিল না। কিন্তু যখন গঙ্গারামকে এইরূপে ডাকাইয়া আনিবার অবৈধতা হৃদয়ঙ্গম করিল, তখন মুরলাই গঙ্গারামকে বলিল—"আর তাহার অন্তঃপুরে যাইবার প্রয়োজন নাই—রাণীর ব্যাভিকের পীড়া সারিয়াছে।" গঙ্গারাম যখন তাহার দুষ্কৃতের জন্য প্রকাশ্য দরবারে বিচারাধীন, তখন নন্দার পরামর্শে মুরলা সকল কথা স্বীকার করিল। সীতারাম তাহাকে মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া রাজধানী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—সীতারাম)।

মৃণালিনী—মথুরানিবাসী জনৈক বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠীর কন্যা। জলবিহারকালে নৌকা হইতে পড়িয়া যাইলে, মগধের রাজকুমার হেমচন্দ্র ইঁহাকে উদ্ধার করিয়া স্বীয় আবাসে লইয়া যান এবং গোপনে বিবাহ করেন। হেমচন্দ্রের গুরু মাধবাচার্য্য জানিতেন যে, মৃণালিনী কেবল তাঁহার প্রণয়িনীমাত্র—বিবাহিতা নন। পিতৃরাজ্য উদ্ধারে পাছে বাধা জন্মে, এই নিমিত্ত তিনি কৌশলে মৃণালিনীকে পিতৃ-গৃহ হইতে লইয়া গিয়া লক্ষ্মণাবতী নগরে হৃষীকেশ শর্ম্মার গৃহে রাখিয়া দিলেন। হৃষীকেশের কন্যা মণিমালিনী ইঁহাকে বিশেষ যত্ন করিতেন। গিরিজায়া নাম্নী এক ভিখারিণী একদিন হেমচন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত হইয়া মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেই রাত্রে হেমচন্দ্রের পত্র লইয়া গিরিজায়া আসিলে মৃণালিনী গৃহের বাহিরে তাহার সহিত কথা কহিয়া ফিরিয়া আসিবার কালে হৃষীকেশের দুশ্চরিত্র পুত্র ব্যোমকেশ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। ব্যোমকেশ নিরাশ হইয়া মৃণালিনীর চরিত্র সম্বন্ধে কলঙ্ক রটনা করিলে, মৃণালিনী গৃহ হইতে তাড়িতা হইয়া গিরিজায়াকে সঙ্গে লইয়া হেমচন্দ্রের অনুসরণে নবদ্বীপে গমন করিলেন। সেখানে হেমচন্দ্র আহত হইয়া মনোরমা কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন, গিরিজায়া ও মৃণালিনী তাহা গোপনে দেখিলেন। মৃণালিনী মনে মনে বলিলেন—"মনোরমা যেই হউক, হেমচন্দ্র আমারই।" পরে গিরিজায়া হেমচন্দ্রকে রহস্য করিয়া বলিলেন, মৃণালিনীর পিতা তাঁহাকে বিবাহ দিবার জন্য মথুরায় লইয়া গিয়াছেন। হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন—"তোমার সংবাদ শুভ। উত্তম হইয়াছে।" গিরিজায়া এই সংবাদ মৃণালিনীকে জানাইলে তিনি প্রকৃত কথা জ্ঞাপন করিয়া হেমচন্দ্রকে একখানি পত্র লিখিলেন, কিন্তু হেমচন্দ্র সেখানি না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন যে, "কুলটার পত্র পড়িব না।" মৃণালিনী এ কথা শুনিয়া বলিল,—"হেমচন্দ্র ভ্রান্ত হইয়া থাকিবেন।......যদি তাঁহার নিজের মুখে শুনি যে, তিনি মৃণালিনীকে কুলটা ভাবিয়া ত্যাগ করিলেন, তবে এ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিব।" হেমচন্দ্র গিরিজায়ার সঙ্গে ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে মৃণালিনী তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া উপবেশন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসিতা হইয়া যখন ইনি বলিলেন—"হৃষীকেশ আমাকে কুলটা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে" তখন হেমচন্দ্র তীরের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মৃণালিনীর মস্তক হেমচন্দ্রের বক্ষঃচ্যুত হইয়া

সোপানে আঘাত প্রাপ্ত হইল। গিরিজায়ার প্রশ্নে মৃণালিনী বলিলেন—"মাথায় আঘাত ? আমার মনে হয় না।" গিরিজায়া হেমচন্দ্রকে "পাষণ্ড" বলিয়া অভিহিত করিলে মৃণালিনী উত্তর করিলেন—"তিনি রাজপুত্র—আমার স্বামী, তাঁহাকে পাষণ্ড বলিও না।" গিরিজায়া আবার বলিলেন—"পাষণ্ড বলিব না ? কি দোষে তোমাকে তিনি এত তিরস্কার করিলেন ?" মৃণালিনী উত্তরে বলিলেন—"সে আমারই দোষ। আমি গুছাইয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিতে পারি নাই—কি বলিতে কি বলিলাম।" ব্যোমকেশের কথায় মৃণালিনীর চরিত্র বিষয়ক ভ্রান্তি অপনোদিত হইলে, হেমচন্দ্র যখন আবার ইঁহার সম্মুখে আসিলেন, তখন মৃণালিনী সেই সোপানেই ছিলেন। সেই সময়ে ইনি স্বপ্নে যেন হেমচন্দ্রকে বলিতেছিলেন—"প্রভু! অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছি; দাসীকে আর ত্যাগ করিও না।" আর হেমচন্দ্র যেন বলিতেছিলেন—"আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।" জাগ্রত হইয়াও এই কথা ইনি হেমচন্দ্রের মুখেই শুনিলেন। বঙ্গদেশ যবনকরগত হইল দেখিয়া মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রকে কামরূপে যাইতে আদেশ করিলেন। পরে যখন শুনিলেন যে, মৃণালিনী তাঁহার পরিণীতা ভার্য্যা, তখন হেমচন্দ্রকে সস্ত্রীক দক্ষিণ দেশে গিয়া সেখানে রাজ্যস্থাপন করিতে বলিলেন। হেমচন্দ্র তাহাই করিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—মৃণালিনী)।

কাব্যসুন্দরী-প্রণেতা বলেন—"মৃণালিনী এক পতি অনুরাগেই বৃহৎ। তাঁহার পতি অনুরাগের বৃহৎ রঞ্জন সমস্ত গ্রন্থভূমিকা রঞ্জিত করিয়াছে।"

মৃন্ময়—সীতারামরায়ের সেনাপতি। ইনি ভূষণার ফৌজদার তোরাব খাঁকে নিহত করেন। (এটি ঐতিহাসিক কথা)। সীতারামের পতনের অব্যবহিত পূর্ব্বে মৃন্ময় শুনিলেন যে, যবনেরা মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এখন আর চন্দ্রচূড়ের গুপ্তচর নাই। সুতরাং মৃন্ময় স্বয়ংই অশ্বারোহণে সংবাদ আনিতে গেলেন ও পথমধ্যে যবনসেনা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন। ইতিহাসে ইনি মেনাহাতী নামে অভিহিত। (বঙ্কিমচন্দ্র—সীতারাম)।

মৃন্ময়ী—কপালকুণ্ডলা বিবাহিতা হইয়া সপ্তগ্রামে আনীতা হইলে "মৃন্ময়" বা "মৃণো" নামে আখ্যাত হন। (কপালকুণ্ডলা দেখ)। (বঙ্কিমচন্দ্র—কপালকুণ্ডলা)।

মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক (বসু)—অখিলের প্রতিবেশী ধনাঢ্য ব্যক্তি। অখিলের পিতা গোকুল মৃত্যুকালে মৃত্যুঞ্জয়কে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, "কাকা, আমার অখিলের সঙ্গে পার্ব্বতীর মেয়ের বে দিও।" পার্ব্বতী গোকুলের সঙ্গে এক আফিসে কর্ম্ম করিতেন। পার্ব্বতীর কন্যা তরুবালার সঙ্গে অখিলের বিবাহ হইল। পবিত্র-প্রণয়-প্রার্থী অখিলচন্দ্র একদিন মৃত্যুঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা ঠাকুরদাদা, যাকে নিয়ে চিরকাল ঘর করতে হবে, তাকে আপনি পছন্দ ক'রে না নিলে কখন কি ভালবাসা হ'তে পারে ?" উত্তরে মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন—"কেন হবে না ভায়া ? বাপ মাতো আপনি কেউ পছন্দ করে নেয় না, তবু তো শ্রদ্ধা-ভক্তি হয়; ভাই বোনেও তো ভালবাসা হয়, তারাও তো ফরমাসে আসে না; স্ত্রীও তেমনি, বুঝেছ; একসঙ্গে থাকতে থাকতেই ভালবাসা হয়, বুঝেছ ?" মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথমা ও তাহার পরে দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যু হইলে, বৃদ্ধ বয়সে ইনি আমোদিনীকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের মধ্যে বিলক্ষণ প্রণয় ছিল, এবং উভয়েই অখিল ও তরুবালাকে স্নেহ করিতেন। অখিল পবিত্র-প্রণয় উপভোগ করিবার জন্য বেশ্যা পারুলের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, আমোদিনীর পরামর্শে তরুবালা পুষ্পাভরণে বিভূষিতা হইয়া প্রণয়াত্মক কবিতার আবৃত্তি করিয়া অখিলের মনোহরণ করেন। অখিল সাদরে পত্নীকে গ্রহণ করিলে অপুত্রক মৃত্যুঞ্জয় তাঁহাকে স্বীয় বিষয়সম্পত্তি দান করিলেন। (অমৃতলাল—তরুবালা)।

মেহের উন্নিসা—ইনি এবং লুৎফন্নিসা যুবরাজ সেলিমের প্রণয়লাভে প্রতিদ্বন্দ্বিনী। যখন সেলিম জহাঁগির নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন, তখন মেহেরউন্নিসা সের আফগানের পত্নীরূপে বর্দ্ধমানে বাস করিতেছিলেন। সেলিমের উপর মেহেরউন্নিসার মন তখন পর্য্যন্ত আছে কি না বুঝিবার জন্য লুৎফন্নিসা (মতিবিবি) বর্দ্ধমানে আসিয়া ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেলিম দিল্লীশ্বর হইয়াছেন শুনিয়া মেহেরউন্নিসা যখন নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায় ?" তখন লুৎফন্নিসার মন হইতে দিল্লীশ্বরী হইবার বাসনা একেবারে তিরোহিত হইল। (উত্তরকালে মেহেরউন্নিসা "নুরজাহান" নাম ধারণ করিয়া জহাঁগিরের মহিষী হইয়াছিলেন)। (বঙ্কিমচন্দ্র—কপালকুণ্ডলা)।

মোহিনীমোহন—ধনাঢ্য ব্যক্তি। হরিশ নামে জনৈক গৃহস্থ ইঁহার বাল্যবন্ধু ছিলেন। বন্ধুত্বের খাতিরে হরিশ এক সময়ে মোহিনীর জন্য দশ হাজার টাকার জামিন হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে মোহিনী আস্তাবল করিবেন বলিয়া হরিশের ভদ্রাসন বাড়ীখানি কিনিবার প্রস্তাব করেন। হরিশ অস্বীকৃত হওয়ায় মোহিনী মনে মনে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন। একণে ইচ্ছা করিয়া মোহিনী দশ হাজার টাকা শোধ না করাতে হরিশের বাড়ীখানি বিক্রয় হইয়া গেল। মোহিনী সেই বাড়ীখানি কিনিয়া লইয়া হরিশকে সপরিবারে সেখান হইতে বাহির করিয়া দিলেন। হরিশের কন্যা সুশীলাকে দুষ্টাভিপ্রায়ে হস্তগত করিবার অভিলাষে তাঁহাকে বাড়ীখানি দান করিয়া দলিলখানি লইয়া মোহিনী এক রাত্রিতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, হরিশের নিরুদ্দিষ্ট জামাতা অঘোর কৌশল করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দলিলখানি কাড়িয়া লইলেন। মোহিনীর কন্যা হেমাঙ্গিনী সেইখানে উপস্থিত হইয়া মাতালগণের দৌরাত্ম্যে ভীতা হইয়া উৎকট রোগগ্রস্তা হইলেন। হেমাঙ্গিনী হরিশের পত্নী হৈমবতী, পুত্র নীলমাধব ও কন্যা সুশীলাকে বড়ই ভালবাসিতেন। ডাক্তারের পরামর্শে তাঁহারা হেমাঙ্গিনীর নিকট আসিলে হেমাঙ্গিনী আরোগ্যলাভ করিলেন। অঘোর তেজচন্দ্র বাহাদুর নামে গোহিরপুরের জমীদার সাজিয়া মোহিনীর নিকট টাকা ধার করিয়াছিলেন। মোহিনী নালিশ করিলে প্রকৃত তেজচন্দ্র মোহিনীর নামে মিথ্যা হলফ করিবার হেতুবাদে ফৌজদারী মকদ্দমা করিতে উদ্যত হন। মোহিনী নানা রকমে বিপন্ন হইয়া হরিশের পরিবারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং হেমাঙ্গিনীর সহিত নীলমাধবের বিবাহ দিয়া হরিশের বাড়ী তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। (গিরিশচন্দ্র—হারানিধি)।

য

যাদব—যোগেশের বালকপুত্র। যাদব বাড়ীর সকলের স্নেহভাজন ছিল। যোগেশ সুরাপান করিয়া মাতলামী করিলে, সকলে যাদবকে বুঝাইয়া দিল যে, যোগেশের অসুখ করিয়াছে। যাদব পিতাকে বলিল—"আর অসুখ ক'র না বাবা।" জ্ঞানদা যখন পুত্র যাদবকে লইয়া ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন, তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যাদব কখন মুড়ি খাইয়া, কখন শয়নকালে একটু কেন খাইয়া, কখন বা অনাহারেই কালযাপন করিতে লাগিল। কাঁদিয়া প্রফুল্ল

ইহাকে খাবার কিনিবার জন্ত একটি সিকি দিলে, পথমধ্যে মত্তপ যোগেশ ইহার হাত মুচড়াইয়া তাহা কাড়িয়া লইলেন। তাড়াটিয়া বাড়ী হইতে তাড়িতা হইয়া জ্ঞানদা রাস্তায় আসিয়া, আসন্নমৃত্যুকালে, যাদবের কাপড়ে প্রফুল্ল-প্রদত্ত চারিটি টাকা বাঁধিয়া দিলেন, এবং হাতে দুই আনার পয়সা দিয়া খাবার কিনিয়া খাইতে পাঠাইলেন। সেই সময়ে জ্ঞানদা রাস্তায় প্রাণত্যাগ করিলেন। খাবার কিনিতে গেলে মদন ঘোষ যাদবকে ভুলাইয়া রমেশের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেইখানে যাদব একটি নিভৃত কক্ষে রক্ষিত হইল। এই বালককে মারিয়া নির্ব্বিঘ্নে বিষয় উপভোগ করাই রমেশের অভিপ্রায়। শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে ইহার মৃত্যু হয়, সেই অভিপ্রায়ে ইহাকে কোন আহারীয় দেওয়া হইল না। তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া, কাতরস্বরে একটু জল চাহিলেও যাদব তাহা পাইল না। তাহার উপর আবার তাহার অঙ্গে বেলেস্তারা বসান হইল। রমেশ একটু জল দিতে চাহিলে, জগমণি বলিল—"না, না, তবু পাঁচ মিনিট যুঝ্‌বে।" তাহাতে যাদব বলিল "না" আমি জল খেলেই মরবো।" প্রফুল্ল উপস্থিত হইলে যাদব তাঁহাকে বলিল—"কাকিমা, মা কি বেঁচে আছে? বেঁচে থাকলে মা আমায় খুঁজে খুঁজে আস্‌তো। যদি বেঁচে থাকে, তোমার সঙ্গে দেখা হয়, বোলো না—আমি না খেতে পেয়ে মরেছি। আমায় আধ পেটা ভাত দিত, মা কাঁদতো, খেতে পাইনি শুনলে, মা আমার বুক চাপ্‌ড়ে মরে যাবে। কাকী মা, বোলো, আমি ব্যামোতে মরেছি।" ইহার পর মদন ঘোষ পারাভস্ম আনিয়া দিলে, প্রফুল্ল তাহা দুগ্ধের সহিত যাদবকে পান করাইলেন। তাহাতে যাদব অনেকটা সুস্থ হইল। অনন্তর ডাক্তার আসিয়া নাড়ী দেখিয়া বলিলেন—"পল্‌স্‌ ষ্টেডি আছে, দুই তিন দিনে সেরে যাবে, ভয় নাই।" (গিরিশচন্দ্র—প্রফুল্ল)।

যোগজীবন—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের মহাতাপমুখী নাম্নী ক্ষত্রিয়া রক্ষিতার কন্যা চাঁপা সন্ন্যাসিবেশে এই নাম গ্রহণ করিয়াছিল। চাঁপা হরবিলাসের কাশীপুরভবনে অবস্থান করিত। একদিন সে হরবিলাসের পুত্র অরবিন্দের শয়নকক্ষে পশ্চাৎমুখী হইয়া থাকিলে অরবিন্দ পত্নীভ্রমে তাহাকে আলিঙ্গন করেন। চাঁপা বলিল—"বাবু আমি আপনার ভগিনী, আমার পিতাও যে, আপনার পিতাও সে।" চাঁপা দুশ্চরিত্রা বলিয়া গৃহ হইতে বিতাড়িতা হইল, আর অরবিন্দও ভগিনীস্পর্শজনিত পাপ-খলনের অভিপ্রায়ে অজ্ঞাতবাসে গমন করিলেন। পুরুষোত্তমে অরবিন্দ কঠিন পীড়াক্রান্ত হইলে, সন্ন্যাসিবেশধারী চাঁপা তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া জীবন দান করিল। নাগপুরের কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়ার কুচক্রে পড়িয়া অরবিন্দ বিপদোম্মুখ হইলে, সেখানেও চাঁপা তাঁহার উদ্ধার সাধন করিল। দ্বাদশ বৎসর পরে চাঁপা যোগজীবন নাম গ্রহণ করিয়া যজ্ঞেশ্বর নামে একজন কপট সন্ন্যাসীর সহিত কাশীপুরে আসিয়া বাস করিতে থাকে। হরবিলাস যে দিন দত্তক গ্রহণ করিবেন, ঠিক তাহার পূর্ব্বদিনে, দত্তক গ্রহণ কার্য্য বন্ধ রাখিবার অভিপ্রায়ে চাঁপা হরবিলাসের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া অরবিন্দ নামে নিজের পরিচয় দিলেন। পরীক্ষা করিয়া সকলে নিঃসন্দেহ হইলে চাঁপা অন্তঃপুরে গিয়া অরবিন্দের স্ত্রী ক্ষীরোদবাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং গোপনে স্বীয় পরিচয় দিল; তিনদিন পরে প্রকৃত অরবিন্দ গৃহে ফিরিলে চাঁপা সর্ব্বজন সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিল, এবং আরও প্রকাশ করিল যে, শ্রীরামপুরের ভোলানাথ চৌধুরীর পত্নী অহল্যাই হরবিলাসের অপহৃতা কন্যা তারা। এই তারা অযোধ্যার মহীপত সিংহের হাতে পড়িয়াছিলেন। মহীপত তারাকে পিতার নিকট দিবার অভিপ্রায়ে কাশীধামে লইয়া আসিলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। লম্পট ভোলানাথ তারাকে লইয়া কাণপুরে যান। সন্ন্যাসিবেশী চাঁপা ভোলানাথকে তারাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। (দীনবন্ধু—লীলাবতী)।

যোগেশ—কলিকাতাবাসী জনৈক কায়স্থ। ইনি পূর্ব্বে অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, পরে সচ্চরিত্রতা ও বিশ্বাসের প্রভাবে ব্যবসায় করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যম ভ্রাতা রমেশ এটর্নী, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশ কুসংসর্গপরায়ণ। যোগেশ মাতা উমাসুন্দরীকে বৃন্দাবনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন যে, যে ব্যাঙ্কে ইনি অর্থ গচ্ছিত রাখিতেন, তাহা "ফেল" হইয়াছে। সঞ্চিত অর্থনাশে ভগ্নহৃদয় হইয়া ইনি মদ্যপানে নিরত হইলেন। কূটবুদ্ধি রমেশ ইহাকে বিষয় বেনামী করিবার পরামর্শ দিলে ইনি পাওনাদারগণকে প্রবঞ্চিত করিতে সম্মত হইলেন না। ইনি বলিলেন—"যারা প্রবঞ্চক, তারা কখন ব্যবসাদার হতে পারে না। বিশ্বাস ব্যবসার মূল। দেখ্‌ছ না, আমাদের জাতে পরস্পর বিশ্বাস নাই, ব্যবসাতেও প্রায় কেউ উন্নতিলাভ কত্তে পারে না। লোকের বিশ্বাসভাজন হয়েছিলুম, তাইতে যা মনে করেছি, তাই করেছি; সে বিশ্বাস কখনো ভাঙ্‌বো না, এতে জেলে যাই, স্ত্রী রাঁধুনী হয়, ছেলে অনাহারে মরে, সেও ভাল। পরে মাতা ও পত্নী জ্ঞানদার অনুরোধে ও রমেশপ্রদত্ত মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া ইনি বিষয় বেনামী করিলেন এবং রেজেষ্ট্রী আফিসে গিয়া সেই মর্ম্মে দলিলখানি রেজেষ্ট্রী করিয়া আসিলেন। পীতাম্বর নামক বাড়ীর বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে যোগেশ একদিন বলিয়াছিলেন—"রাজার মুকুট অপেক্ষাও সুনাম শোভা পায়, দীন-দরিদ্র এ রত্নের প্রভাবে ধনী অপেক্ষা উন্নত, বিজ্ঞের পরম বিজ্ঞতার পরিচয়, মূর্খ বিদ্বান্‌ অপেক্ষাও পূজ্য হয়। সে রত্ন আমার নাই, আছে মদ।" রমেশের কৌশলে যোগেশ এতদূর মত্তপ হইলেন যে, পতিপ্রাণা স্ত্রী, স্নেহভাজন পুত্র যাদব, ও অন্যান্য পরিবারের উপর একেবারে মমতাশূন্য হইয়া পড়িলেন। পীতাম্বর একদিন ইহাকে ব্যাঙ্কে লইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু গরাণহাটার মোড়ে শুঁড়ির দোকান দেখিয়া ইহার মদ্যপান-লালসা অদম্য হইয়া উঠিল। ইনি সেই দোকানে প্রবেশ করিয়া সুরাপান করিলেন এবং ইতর লোকদের সহিত নৃত্যগীতে উন্মত্ত হইলেন; ব্যাঙ্কে যাওয়া আর ঘটিয়া উঠিল না। ব্যাঙ্ক সুধরাইয়া উঠিয়া ন্যাসকারীর অর্থ শোধ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু রমেশের কৌশলে যোগেশ সে কথা শুনিতে পাইলেন না। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশ রমেশের চক্রান্তে কারাবাসী হইয়াছে শুনিয়া হতাশ যোগেশ বলিলেন, "আমি কি করিব। যাহারা বিষয় রক্ষা করিতেছে, তাহাদিগকে বল।" এক সময়ে মনের দুঃখে ইনি বলিয়াছিলেন—"মা আমার রত্নগর্ভা; একটি মাতাল, একটি উকিল, একটি চোর।" যোগেশ যেমন অধঃপাতের পথে অগ্রসর হইলেন, ইহার পত্নী ও পুত্রও তেমনি দুরবস্থায় পতিত হইলেন। জ্ঞানদা অবশেষে একখানি সামান্য বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে যোগেশ উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট অর্থ চাহিলেন, তাহা না পাইয়া জ্ঞানদাকে লাথি মারিয়া তাঁহার বাক্স লইয়া পলায়ন করিলেন। অনাহারক্লিষ্ট যাদব কাকীমা প্রফুল্লপ্রদত্ত একটি সিকি লইয়া বাজারে খাবার আনিতে যাইতেছিল, পথে যোগেশ তাহার হাত মুচড়াইয়া সেই সিকিটি কাড়িয়া লইলেন। পদাঘাতের পর দুর্ব্বলশরীরা জ্ঞানদা রাস্তায় যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িতা,

তখন যোগেশ সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আমিই মেয়ে ফেলেছি। কি করবো বল, ভূতে মেরেছে, চারা নাই! মচ্চো, মর—মর!" সেইক্ষণেই জ্ঞানদার মৃত্যু হইলে, যোগেশ বলিলেন—"আহা হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!!" (গিরিশচন্দ্র—প্রফুল্ল)।

ষ্টার থিয়েটারে "প্রফুল্ল" নাটকের প্রথম অভিনয়কালে অমৃতলাল মিত্র যোগেশের ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে মিনার্ভা থিয়েটারে গ্রন্থকার স্বয়ং এই চরিত্রটির অভিনয় করেন ; এখনও পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে তিনি "যোগেশ" সাজিয়া থাকেন।

র

রঙ্গরাজ—ডাকাইতি কার্য্যে ভবানী পাঠকের প্রধান সহায়। ইনি দেবী চৌধুরাণীর অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিবার সময়ে দেবীর আদেশে ব্রজেশ্বরের বজরা আক্রমণ করিয়া বিনা রক্তপাতে ব্রজেশ্বরকে বন্দী করিয়া আনেন। লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান্‌ দেবীর বজরা আক্রমণ করিলে ইনি সাদা নিশান হস্তে তাঁহার নৌকায় যান এবং সাহেবকে দেবীর বজরায় আনেন। ডাকাইত দলের নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়া দেবী যখন শ্বশুরালয়ে গমন করেন, রঙ্গরাজ তখন অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয় হইয়াছিলেন।

(বঙ্কিমচন্দ্র—দেবী চৌধুরাণী)।

রজনী—হরেকৃষ্ণ দাস নামক কায়স্থের কন্যা। পিতার মৃত্যুর পর ইনি কলিকাতা হইতে মেসো রাজচন্দ্র দাসের গৃহে প্রতিপালিতা হন। রাজচন্দ্রকেই ইনি পিতা বলিয়া জানিতেন। দারিদ্র্যনিবন্ধন রাজচন্দ্র পুষ্প বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিতেন। জন্মান্ধ রজনী মালা গাঁথিয়া তাঁহার সহায়তা করিতেন। মধ্যে মধ্যে রজনী ফুল বেচিতে রামসদয় মিত্রের বাড়ীতে যাইতেন। রামসদয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লবঙ্গলতা রজনীকে ভালবাসিতেন। দয়ার বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি গোপাল বসুর সহিত রজনীর বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিলেন। রজনী কিন্তু রামসদয়ের প্রথমা পত্নীর দ্বিতীয় পুত্র শচীন্দ্রনাথকে মনে মনে ভালবাসিতেন। বিবাহের পূর্ব্বেই গোপালের পত্নী চাঁপার সাহায্যে তদীয় ভ্রাতা হীরালালের সহিত রজনী নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন। পথে হীরালাল ইহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিল। তাহাতে অসম্মতা হইলে সে ইহাকে এক চড়ায় নামাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। রজনী আপনার দৃষ্টিহীনতা ও শচীন্দ্রপ্রাপ্তির অসম্ভাবিতা ভাবিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। অন্য নৌকারোহিগণের মধ্যে একজন ইতরজাতীয় ইহাকে উদ্ধার করিয়া বনের ভিতর লইয়া গিয়া ইহাকে আক্রমণ করিল। সেই সময়ে অমরনাথ ঘোষ উপস্থিত হইয়া ইহাকে দুষ্টের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া কলিকাতায় রাজচন্দ্রের গৃহে ফিরাইয়া লইয়া আসিলেন। রামসদয়ের পিতা বাঞ্ছারাম এক সময়ে রামসদয়ের উপর রাগ করিয়া তাঁহার বিষয়সম্পত্তি মনোহর দাস, ও তাঁহার অভাবে তাঁহার ভ্রাতা হরেকৃষ্ণকে দান করিয়া যান। হরেকৃষ্ণই রজনীর পিতা। উভয় ভ্রাতা মৃত, সুতরাং রজনীই এখন রামসদয়ের ভুজ্যমান বিষয়ের অধিকারিণী। অমরনাথের যত্নে রজনীর প্রাণরক্ষা ও বিষয়প্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং মনে মনে শচীন্দ্রকে ভালবাসিলেও অমরনাথের প্রস্তাবে রজনী তাঁহাকেই বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন। এদিকে বিষয়সম্পত্তি বজায় রাখিবার অভিপ্রায়ে লবঙ্গলতা শচীন্দ্রকে রজনীকে বিবাহ করিতে বলিলেন। কিন্তু শচীন্দ্র রজনীতে তাদৃশ অনুরাগী ছিলেন না ; বিশেষতঃ বিষয়লোভে তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জনৈক সন্ন্যাসীর কার্য্যপ্রভাবে শচীন্দ্র রজনীকে স্বপ্নে দেখিলেন, এবং সেই অবধি তাঁহার মন রজনীর চিন্তায় পরিপূর্ণ হইল। শচীন্দ্র কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলে, রজনী-সমাগমে তাঁহার পীড়ার উপশম হইল। অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করিবার সংকল্প ত্যাগ করিলে রজনী শচীন্দ্রকে বিবাহ করিয়া এবং সন্ন্যাসীর ঔষধপ্রয়োগে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া শচীন্দ্রের পৈতৃক বাসভূমি ভবানীনগরে স্বামীর সহিত সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—রজনী)।

গ্রন্থকার বলেন, লর্ড লিটনের Last days of pompeii নামক উপন্যাসের নিডিয়া চরিত্র স্মরণে রজনীচরিত্র সূচিত।

কাব্যসুন্দরী প্রণেতা বলেন—"রজনীর ক্ষুদ্রপ্রসর জীবনমধ্যে যেরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে বঙ্কিম বাবু নিডিয়ার গুণগ্রামের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে বঙ্কিম বাবুর চিত্রনৈপুণ্যে চমৎকৃত হইতে হয়।"

রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে সুকুমারী দত্ত, রজনীর ভূমিকায় প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

রণকল্যাণী—ব্রহ্মরাজ বীরভূষণের কন্যা। মণিপুররাজের সহকারী সেনাপতি শিখণ্ডিবাহন যখন ব্রহ্ম-সেনাপতিকে পরাজিত করিয়া নিজ অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপিত করিলেন, তখন ছাদের উপর হইতে রণকল্যাণী শিখণ্ডিবাহনের মস্তকে একছড়া কমল মালা নিক্ষেপ করিলেন। শিখণ্ডিবাহন ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া ইহাকে দেখিতে গেলে ইহার উষ্ণীষ ভূপতিত হইল। রণকল্যাণী সেই উষ্ণীষটী আনাইয়া দেখিলেন যে, তাহাতে "সুশীলা"র নাম খচিত রহিয়াছে। রণকল্যাণী শিখণ্ডিবাহনের রূপে ও বীরত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু সুশীলাকে তাঁহার প্রণয়িনী মনে করিয়া সাতিশয় বিষণ্ণা হইলেন। প্রিয় সঙ্গিনী সুরবালা বৈষ্ণবীবেশে শিখণ্ডিবাহনের নিকটে গিয়া অবগত হইলেন যে, সুশীলা মণিপুররাজপুত্র মকরকেতনের ভার্য্যা, এবং শিখণ্ডির শস্ত্রগুরু সেনাপতি সমরকেতুর কন্যা, সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মভগ্নী। এই সংবাদ শুনিয়া রণকল্যাণী আশ্বস্তা হইলেন। মণিপুররাজশিবিরে "রাসলীলা" অভিনয়ের উদ্যোগ হইলে, ভাট ব্রাহ্মণের কন্যা পরিচয় দিয়া অভিনয় মঞ্চে রণকল্যাণী রাধিকা এবং সুরবালা দূতি সাজিয়া কৃষ্ণবেশী শিখণ্ডিবাহনের সঙ্গে লীলাভিনয় করিলেন। রাসমঞ্চে রণকল্যাণী কমল কুসুমে বিভূষিতা হইয়া কমলাসনে বসিয়াছিলেন, তাই দেখিয়া মণিপুরাধিপতি ইহাকে "কমলে কামিনী" নাম দিলেন। রণকল্যাণীর পিতা বীরভূষণ ও মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া শিখণ্ডিবাহনের বীরত্বে বিমোহিত হইয়া এবং তাঁহার জারজ অপবাদ সত্বেও রণকল্যাণীর সহিত গোপনে তাঁহার বিবাহ দিলেন, এবং তাঁহাকে কাছাড় সিংহাসন দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মণিপুররাজকে পত্র লিখিলেন। শিখণ্ডিবাহন যে মণিপুররাজের বড় মহিষীর সূতিকাগারে জাত পুত্র, পরে এ কথা জানিতে পারিয়া পিতা ও শ্বশুর উভয়েই আনন্দিত হইলেন। (দীনবন্ধু—কমলে কামিনী)।

রতা নাপ্‌তে—বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র। বৃদ্ধ বয়সে বিবাহের জন্য লালায়িত রাজীবলোচন ইহার উপর সাতিশয় জাতক্রোধ ছিলেন। বৃদ্ধ নিদ্রিত আছে, এমন সময় রতাপ্রমুখ কতকগুলি ছাত্র ইহার হাতের গলিত বাবলার কাঁটা ফুটাইয়া দিল এবং একটি সাপ তাঁহাকে দেখাইয়াই সরাইয়া লইল। সর্পাঘাত হইয়াছে মনে করিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। রতার পিতা সর্পমন্ত্র ভাল জানিতেন। লোকে বলিল, সে মৃত্যুকালে, পুত্রকে এই মন্ত্র শিখাইয়া গিয়াছে। সুতরাং রতাকে ডাকা হইল। রতা আসিয়া ঝাড়িবার ভান করিয়া বৃদ্ধকে

নিজে অনেকগুলি চপেটাঘাত করিল এবং বন্ধুগণ দ্বারাও করাইল। ইহাদের পরামর্শে পণ্ডিতির উমেদার একজন ব্রাহ্মণ ঘটকরূপে বৃদ্ধের নিকট আসিয়া বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিল। ছাত্রেরা কেহ কেহ কন্যার পিতৃব্য ভ্রাতা ইত্যাদি সাজিল। কেহ কেহ স্ত্রীবেশে কন্যার আত্মীয়া সাজিয়া বাসরঘরে বৃদ্ধকে কর্ণমর্দ্দনাদি করিয়া নানারূপে নিগৃহীত করিল। রতা কন্যা সাজিয়া বাসরে বৃদ্ধের সহিত রসালাপ করিল। পরদিন প্রাতে পেঁচোর মা নামে এক বৃদ্ধা ভুমনীকে অলঙ্কারাদিতে ভূষিতা করিয়া বধূরূপে পাল্‌কি চড়াইয়া রাজীবের গৃহে পাঠাইয়া দিল। বৃদ্ধ কন্যাদ্বয়কে বধূর মুখ দেখাইতে যাইয়া দেখিলেন যে, পেঁচোর মাই বধূরূপে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। এই সময়ে পেঁচোর মা তাঁহার প্রিয় শূকর-টিকে বস্ত্রের ভিতর হইতে বাহির করিয়া বৃদ্ধের গায়ে ফেলিয়া দিয়া বাহিরে প্রস্থান করিল। পরে রতা আসিয়া বৃদ্ধের প্রদত্ত পঞ্চাশ টাকা কন্যাদ্বয়কে দান করিল। (দীনবন্ধু—বিয়ে পাগলা বুড়ো)।

বেন জনসনের Epicene নামক নাটকে একটি বালক রমণীবেশে একজন পুরুষকে প্রতারিত করিয়াছিল। রতা নাপ্‌তের চরিত্র তাহারই ছায়াবলম্বনে চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

রত্নময়ী—নবদ্বীপের জনৈক পাটনীর কন্যা। ইহার কুটিরে গিরিজায়া ও মৃণালিনী আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই কুটিরের সম্মুখে হেমচন্দ্র আহত অবস্থায় পতিত ছিলেন। রত্নময়ী ইহা মৃণালিনীকে দেখাইয়া দেন। রত্নময়ী গিরিজায়ার "সই"। হেমচন্দ্র দক্ষিণদেশে রাজ্য স্থাপন করিলে, মৃণালিনী রত্নময়ীকে সেইখানে আনাইয়া স্বামীর সহিত বাস করাইয়াছিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—মৃণালিনী)।

রমণবাবু—ইনি রামরাম বাবুর পুত্র ও সুভাষিণীর স্বামী। ইহাঁদের বাড়ীতে ইন্দিরা পাচিকাকার্য্যে নিযুক্তা ছিলেন। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই ইন্দিরাকে যত্ন করিতেন এবং ইহার মঙ্গলসাধনে তৎপর ছিলেন। রমণবাবু উকিল। ইন্দিরার স্বামী উপেন্দ্র মিত্র কোন মকদ্দমা উপলক্ষে কলিকাতায় রমণ বাবুর নিকট আসিতে বাধ্য হন। সুভাষিণীর মুখে পরিচয় পাইয়া ইনি উপেন্দ্র বাবুকে নিজ বাড়ীতে আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং কৌশল করিয়া ইন্দিরাকে পরিবেশন করিতে বাধ্য করিলেন। আবার কৌশল করিয়া সেই রাত্রেই উপেন্দ্র বাবুকে পুনর্ব্বার বাড়ীতে আনাইলেন। উপেন্দ্র বাবু যখন ইন্দিরাকে লইয়া দেশে গেলেন, তখন রমণ বাবু একখানি বিবরণী লিখিয়া শীলমুক্ত খামে পুরিয়া ইন্দিরার হাতে দিলেন, আর উপেন্দ্র বাবুকে বলিলেন যে, দেশে যাইয়া উহা পাঠ করিবেন। যথাসময়ে বিবরণী পঠিত হইলে জানা গেল যে, ইন্দিরা নিজ সম্বন্ধে উপেন্দ্র বাবুকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। (বঙ্কিমচন্দ্র—ইন্দিরা)।

রমণীমোহন—রাজা। জননী ও ছোট রাণীর প্ররোচনায় ইনি জ্যেষ্ঠা মহিষী প্রমদাকে যার-পর-নাই কষ্ট দিয়াছিলেন। রাজা গোপনে তাঁহার সহিত কখন কখন সাক্ষাৎ করিতেন, কিন্তু তিনি গর্ভবতী হইলে তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতে ইনি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। বড় রাণী অদৃশ্যা হইলেন। কেহ কেহ বলিল, তিনি জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন; অপর কেহ কেহ বলিল, রাজা তাঁহাকে হত্যা করিয়া প্রাসাদমধ্যে সমাহিত করিয়াছেন। প্রকৃত-পক্ষে তিনি সাত মাস পথে পথে ভ্রমণ করিয়া একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন এবং প্রসবের সাতদিন পরে রাজাকে লিপি দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিলেন। জননী ও ছোটরাণীর মৃত্যুর পর বড় রাণীর বিরহ রাজার অসহ্য হইয়া উঠিল। রাজার বিবাহের প্রস্তাব চারিদিক্ হইতে আসিতে লাগিল, কিন্তু ইনি কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। ক্রমাগত সতের বৎসর বড় রাণীর অন্বেষণ করিয়া কোন সন্ধান না পাওয়ায় রাজা বনবাসী হইবার সঙ্কল্প করিলেন। সেই সঙ্কল্প সাধারণকে অবগত করিবার জন্য একটি সভা আহূত করিলেন। বড় রাণীর পত্রিকাখানি সেই সভায় পঠিত হইল। সভাপণ্ডিত বিদ্যা-ভূষণের কন্যা কামিনীকে জনৈক যুবক তপস্বী হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, এই অভিযোগে সেই যুবককে ধৃত করিয়া বিদ্যা-ভূষণ রাজসমীপে আনয়ন করিলেন। অনু-সন্ধানে প্রকাশ পাইল যে, সেই যুবকটি বড় রাণীর গর্ভজাত রাজপুত্র বিজয়। তপস্বিনী বেশিনী বড় রাণীকে প্রাসাদে আনাইয়া রাজা আনন্দের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং বিজয়ের সহিত কামিনীর বিবাহ দিলেন। বড় রাণীর সহিত পুনর্মিলন উপলক্ষে রাজা প্রজাদিগের আয় কর উঠাইয়া দিলেন এবং মহিষীর অনুরোধে রাজ্য-মধ্যে লবণ-করও তুলিয়া দিলেন। কামিনীর সহিত রাজার বিবাহ হইবে, বিদ্যা-ভূষণ এই আশা হৃদয়মধ্যে পোষণ করিতেন। একণে তিনি রাজশ্বশুর না হইয়া রাজার বৈবাহিক হইলেন। (দীনবন্ধু—নবীনতপস্বিনী)।

রমা—সীতারাম রায়ের কনিষ্ঠা পত্নী। ইনি যেমন ভীরুস্বভাবা, তেমনি পুত্রবৎসলা। মুসলমানের আক্রমণে পাছে তাঁহার পুত্রের অকল্যাণ হয়, এই আশঙ্কায় রমা অনেকবার সীতারামকে মুসলমানের সহিত বিবাদে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সীতারাম তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তারপর সীতারাম দিল্লী চলিয়া গেলে ভূষণার ফৌজদার মহম্মদপুর আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল। এবার আর রমার ভয়ের সীমা রহিল না। কিন্তু সে ভয়ের কথা কাহাকে বলিবে? সীতারাম নাই, নন্দা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। তখন মুর-লার সহিত পরামর্শ করিয়া আর এক উপায় স্থির করিলেন। তিনি নগররক্ষক গঙ্গা-রামকে গোপনে রাত্রিকালে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া রাজধানী যবনহস্তে সমর্পণ করিতে বলিলেন। গঙ্গারাম ইহাকে এই বলিয়া আশ্বাস দিল যে, সময় উপস্থিত হইলে তিনি রমাকে পুত্রসহিত পিত্রালয়ে রাখিয়া আসি-বেন। গঙ্গারাম ক্রমে রমার অনুরাগী হইল। পরে নিরপরাধা রমা নিজের অন্যায় কার্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া গঙ্গারামকে আর ডাকাইতে বিরত হইলেন। গঙ্গারাম নিরাশ হইয়া ফৌজদারের নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে, লুণ্ঠনের অর্দ্ধেক এবং রমাকে পারিতোষিকস্বরূপে পাইলে তিনি অবাধে তাঁহার হস্তে নগর সমর্পণ করিতে পারেন। ফৌজদার তাহাতেই স্বীকৃত হইল। নগর আক্রমণের সময় গঙ্গারাম নিশ্চেষ্ট রহিলেন। যুদ্ধ-জয়ান্তে সীতারাম যখন গঙ্গারামঘটিত কলঙ্ক-বৃত্তান্ত শুনিলেন, তখন রমা অকপট-চিত্তে সমুদয় কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করি-লেন। সীতারামও বিশ্বাস করিলেন; কিন্তু প্রজাগণের মন হইতে এই অপযশ-কথা একেবারে দূর করিবার নিমিত্ত সীতারামের অপরা মহিষী নন্দা রমাকে প্রকাশ্য দর-বারে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার পরামর্শ দিলেন। রমা স্বীকৃতা হইলেন, কিন্তু বলি-লেন যে, সেখানে পুত্রকে আমার চক্ষের সম্মুখে রাখিলে আমি হৃদয়ে বল পাইয়া সমস্ত কথা বলিতে পারিব। অতি সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া রমা দরবারে আসিলেন এবং শিশুটিকে ধাত্রী-ক্রোড় হইতে লইয়া সীতারামের পদতলে ফেলিয়া যুক্ত-করে বলিলেন—"মহারাজ! আপ-নার রাজ্য আছে—আমার রাজ্য এই শিশু। মহারাজ! তোমার ধর্ম্ম আছে, কর্ম্ম আছে, যশ আছে, স্বর্গ আছে—আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমার ধর্ম্ম এই, কর্ম্ম এই, যশ এই, স্বর্গ এই—মহারাজ

অপরাধিনী হইয়া থাকি, তবে দণ্ড করুন।" শেষে বলিলেন—"যদি আমি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, তবে জন্মে জন্মে যেন নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া জন্মে জন্মে স্বামিপুত্রের মুখ দর্শনে চিরবঞ্চিত হই।" এই কথা বলিয়া রমা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। দাসীরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিল। সেই অবধি রমা আর উঠিলেন না। রমার পীড়া ক্রমে বাড়িতে লাগিল। কবিরাজেরা ঔষধ দিতে লাগিল, রমা তাহা খাইলেন না। নন্দা জানিতে পারিয়া রমাকে জিজ্ঞাসা করিলে রমা উত্তর দিলেন, যে দিন রাজা দেখিতে আসিবেন, সেইদিন ঔষধ খাইব। কিন্তু রাজা শ্রীকে লইয়া চিত্তবিশ্রামভবনে এমনই ব্যস্ত যে, রমাকে দেখিবার তাঁহার আর অবসর ঘটিল না। মৃত্যুসময়ে নন্দার একান্ত অনুরোধে রাজা আসিলে, রমা তাঁহাকে পুত্রটিকে কোলে লইতে বলিলেন, আর বলিলেন—"মার দোষে ছেলেকে ত্যাগ করিও না। এই তোমার কাছে আমার শেষ ভিক্ষা।" পরে সীতারামের পদধূলি লইয়া বলিলেন—"এ জন্মের মত বিদায় হইলাম। আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন তোমাকেই পাই। তাহার পরেই রমার দেহত্যাগ ঘটিল। (বঙ্কিমচন্দ্র—সীতারাম)।

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বলেন—"বুঝি চক্ষের জল জমাইয়া বিধাতা রমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রমা কাঁদিতে আসিয়াছিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়াই চলিয়া গেল। যেমন আরম্ভ তেমনই উপসংহার। যেমন প্রকাশ, তেমনই বিনাশ।"

রমাই ভাঁড়—চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়ের বয়স্য। ইহার কুৎসিত কৌতুকালাপ রাজাকে সাতিশয় আনন্দ প্রদান করিত। রাজার পর্টুগীজ সেনাপতি ফের্ণাণ্ডেজ অনেক সময়ে রমাইয়ের রহস্যের লক্ষ্য ছিলেন। রমাইয়ের সারহীন রসিকতায় রাজা হাসিতেন। সুতরাং মন্ত্রী, দেওয়ান প্রভৃতি সকলেই হাসিতে বাধ্য হইতেন; সকল সময়ে বুঝিতে না পারিলে সেনাপতিও হাসিতেন। বহু দিনের পরে রামচন্দ্র শ্বশুর প্রতাপাদিত্যের নিমন্ত্রণে যশোহরে আসিলেন। সঙ্গে রমাই ভাঁড়। রমাই স্ত্রীবেশে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে যেখানে পুরমহিলাগণ রামচন্দ্রকে লইয়া কৌতুক করিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কুরুচিসম্পন্ন নানাপ্রকার রসিকতা করিতে লাগিল। তাহার পর প্রতাপমহিষী যেখানে দাসদাসীগণকে আহার করাইতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া মহিষীকে বলিল—"এই যে নিকষা জননী।" রামচন্দ্রের অনুগত ভৃত্য রামমোহন সেইখানে আহার করিতেছিল। সে রমাইকে চিনিতে পারিয়া বন্ধন করিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া গেল। ব্যাপারটী প্রতাপের কর্ণগোচর হইলে, তিনি রামচন্দ্র রায়ের শিরশ্ছেদনের আদেশ দিলেন। শ্যালক উদয়াদিত্যের সহকারিতায় রামচন্দ্র প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিলেন। পরদিন প্রাতে মন্ত্রী রমাইকে দেখিতে পাইলে রমাই তাঁহাকে বলিল—"এই যে মন্ত্রী জাম্বুবান্।" এই বলিয়া দাঁত বাহির করিল। "তাহার সেই দন্তপ্রধান হাস্যকে রামচন্দ্রের সভাসদেরা রসিকতা বলিত, বিভীষিকা বলিত না।" মন্ত্রী রমাইকে প্রতাপের নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে রমাই দাঁত বাহির করিয়া একটা রসিকতা করিবার উপক্রম করিলে, প্রতাপ ঘৃণায় তাহাকে দূর করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া রামচন্দ্র শ্বশুর ও শ্যালকের নিন্দাবাদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রমাইও সেই সম্বন্ধে নানারূপ রসিকতা করিতে লাগিল। রামমোহন মাল রামচন্দ্রের পত্নী বিভাকে আনিতে যশোহর গেল। কিন্তু মৃতপত্নীক ভ্রাতার সেবার ত্রুটি হইবে বলিয়া বিভা শ্বশুরালয়ে আসিলেন না। ইহাতে রামচন্দ্র সাতিশয় কুপিত হইলেন এবং সভাসদ্‌গণের পরামর্শে আর একটি বিবাহ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বিভাকে পরিত্যাগ করা হইল, এই মর্ম্মে রামচন্দ্র প্রতাপকে একখানি পত্র পাঠাইলেন। কিন্তু প্রতাপমহিষী এ পত্র স্বামীকে দেখাইলেন না। বিভাকে লইতে আসিয়াছে এই কথা তিনি প্রচার করিয়া দিলেন। উদয়ের সহিত বিভা যে দিন চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া পৌছিলেন, সেই দিন রামচন্দ্রের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের উৎসব। বিভা ভিখারিণীবেশে স্বামিসমীপে উপস্থিত হইলে, রামমোহন তাঁহার পরিচয় দিল। রমাই তৎক্ষণাৎ রাজার দিকে কটাক্ষ করিয়া কঠোর কণ্ঠে বলিল—"কেন এখন কি আর দাদাকে মনে ধরে নাকি?" কথাটি শুনিয়া রামমোহন ছুটিয়া আসিয়া সবলে রমাইয়ের ঘাড় টিপিয়া তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। (রবীন্দ্রনাথ—বৌ-ঠাকুরাণীর হাট)।

রমানন্দ স্বামী—চন্দ্রশেখরের গুরু। ইঁহারই প্ররোচনায় চন্দ্রশেখর পরহিতব্রত অবলম্বন করেন। ইনিই শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া দেন এবং ইঁহারই প্রদত্ত যোগবলসমন্বিত ঔষধ সেবন করিয়া নিদ্রাবস্থায় শৈবলিনী নিজের চরিত্রদোষ এবং পরে স্বামি-প্রেম-ব্যাকুলতা প্রকাশিত করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতাপের প্রাণবিসর্জ্জন-সময়ে ইনি উপস্থিত হইয়া প্রতাপের অদ্ভুত ইন্দ্রিয়সংযমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—চন্দ্রশেখর)।

রমেশ—যোগেশের মধ্যম ভ্রাতা। রমেশ এটর্ণী। যোগেশ যে ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়াছিলেন, তাহা ফেল হইয়া যাওয়ায়, পাওনাদারগণকে ফাঁকি দিবার জন্য অস্থাবর সম্পত্তি বেনামী করিবার জন্য ইনি জ্যেষ্ঠ যোগেশকে পরামর্শ দিলেন। যোগেশ প্রথমে এ কার্য্যে সম্মত হন নাই। পরে মাতা ও পত্নীর অনুরোধে এবং রমেশপ্রদত্ত মদ্যপানে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া তাঁহার আনীত কাগজে দস্তখত করিলেন এবং সেই দলিল রেজেষ্ট্রী করিয়া দিলেন। পরে ব্যাঙ্ক শুধরাইয়া উঠিয়া গচ্ছিত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে লাগিল, কিন্তু রমেশ এ সংবাদ দাদার নিকট পৌঁছিতে দিলেন না। দাদার বিষয়াংশ হস্তগত করিয়া, কনিষ্ঠ সুরেশের উপর ইঁহার দৃষ্টি পড়িল। কাঙ্গালীচরণ নামক এক ধূর্ত্তের সহিত চক্রান্ত করিয়া ইনি সুরেশকে চোর অপবাদে কারাদণ্ডিত করাইলেন এবং জেলখানায় গিয়া কৌশল করিয়া তাঁহার বিষয়াংশ লিখিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সুরেশ কোন কাগজে সহি করিতে সম্মত হইল না। রমেশ একদিন দ্বারবান্ দ্বারা যোগেশকে গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলে, যোগেশ পত্নী জ্ঞানদা ও বালকপুত্র যাদবের সহিত জ্ঞানদার একখানি বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে জ্ঞানদা সেই বাড়ী বেচিয়া একটি সামান্য বাড়ী ভাড়া করিয়া পুত্র যাদবের সঙ্গে অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। জ্ঞানদাকে হাত করিতে হইলে বাড়ীতে আনা প্রয়োজন। এই কার্য্যে রমেশ স্বীয় পত্নী প্রফুল্লকে নিযুক্ত করিলেন। জ্ঞানদা কিন্তু আসিলেন না। তিনি অচিরে পথে মরিলেন। রমেশ শুনিলেন যে, জেল হইতে ফিরিয়া সুরেশ মারা গিয়াছে। সুতরাং কেবলমাত্র যাদবকে সরাইতে পারিলেই যোগেশের সমস্ত বিষয় নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে বৃদ্ধ মদন ঘোষের দ্বারা যাদবকে ধরিয়া আনিয়া বাড়ীর একটি নিভৃত কক্ষে তাহাকে অনাহারে রাখিয়া দিলেন এবং গায়ে বেলেস্তারা লাগাইয়া দিলেন। "যোগেশের বিষয় যখন রমেশ বেনামি করেন,

তখন নিজ নামে না করিয়া মুলুকচাঁদ খুধুরিয়া নামক এক কল্পিত ব্যক্তির নামে লেখা পড়া করিয়াছিলেন। এক্ষণে রমেশের পৃষ্ঠপোষক কাঙ্গালীচরণের ভাগিনের ভজহরিকে মুলুকচাঁদ বলিয়া খাড়া করিয়া এসাইন্‌মেণ্ট করিবার উদ্যোগ করিলেন ভজহরি একথা সুরেশকে বলিয়া দিলে, ইহারা পুলিসঃ লইয়া যে কক্ষে যাদবকে রাখা হইয়াছিল, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রমেশ, কাঙ্গালী ও তাঁহার স্ত্রী জগমণি পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তিন জনেই হাতকড়ি পরিতে বাধ্য হইলেন (গিরিশচন্দ্র—প্রফুল্ল)।

ষ্টার থিয়েটারে অমৃতলাল বসু রমেশের চরিত্র অভিনয় করিয়া বিলক্ষণ অভিনয়নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন।

রাখাল-বালক—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর যখন অন্ধ হইয়া অসহায় অবস্থায় বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতেছেন, সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ রাখাল-বালকের বেশে তাঁহার কাছে আসিলেন ও দুগ্ধ আনিয়া পান করাইলেন। বালকের মিষ্ট কথায় ও আন্তরিক যত্নে বিল্বমঙ্গল অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার চিন্তা হৃদয়ে এতটা স্থান অধিকার করিল যে, কৃষ্ণের নাম ভুলিয়া "রাখাল! রাখাল!" শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বণিক্ ও তাঁহার পত্নী অহল্যা যখন বৃন্দাবনে যাইবার প্রস্তাব করিতেছেন, সেই সময়ে রাখাল বালক তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বণিক্‌কে "বাপ" ও অহল্যাকে "মা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তাঁহারা বৃন্দাবনে যাইবেন শুনিয়া রাখালবালক বলিলেন—"ওগো, আমি বড় মুস্কিলে পড়েছি"... "ওগো, তার জন্তে গরু চরাতে পাইনে, তার জন্তে খেল্‌তে পাইনে, তার জন্তে আর বৃন্দাবনে যেতে পাইনে। এই তোমরা তাকে সঙ্গে নেবে, তবে বৃন্দাবনে যাব।" ইহার কথায় ক্রমে তাঁহারা বুঝিলেন যে, বিল্বমঙ্গল ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া ইহার অভিপ্রায়। রাখাল বালক বলিলেন,—"বৃন্দাবনে যাক্, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কচ্চে —কৃষ্ণকে পাবে।" অহল্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, বৃন্দাবনে গেলেই কি কৃষ্ণকে পায়? উত্তর—"হ্যাঁ, পায় না বই কি! তুমি ত বড্ড জান।" অহল্যা প্রশ্ন করিলেন,—"তুমি কৃষ্ণকে পাবে?" রাখাল বালক বলিলেন—"তা কেন? আমি কি আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কচ্চি? আমি ঐ কাণা কাণা কচ্চি কাণাকে পাব—যে যা চায়।" চিন্তামণি যখন বৃন্দাবনে আসিয়া মাথায় চুল কাটিতে উদ্যত হইলেন, তখন রাখাল বালক উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইলেন। ভিক্ষুক ইহাকে দেখিয়া তাহার পুঁটুলি লুকাইবার চেষ্টা করিলে রাখালবালক তাহা কাড়িয়া লইলেন, আর তাহাতে গেরো দেওয়া আছে দেখিয়া বলিলেন—"আর গেরো দিও না।" ভিক্ষুক তখনই পুঁটুলিটি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া বিল্বমঙ্গল অনাহারে থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন এইরূপ সংকল্প করিলে রাখালবালক সাত দিন পরে দুগ্ধ লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলেন। বিল্বমঙ্গল তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "আর ত তোমায় ছাড়ব না।" ইনি হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করিলেন, পরে তাঁহাকে দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন। চিন্তামণি, বণিক্‌পত্নী, ভিক্ষুক, পাগলিনী, সোমগিরি প্রভৃতি সকলে উপস্থিত হইলে, রাখালবালক তাঁহাদিগকে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি ও নিত্যলীলা প্রদর্শন করিলেন। (গিরিশচন্দ্র—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর)।

রাখালবালক নাট্যকারের একটি সাতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও কমনীয় সৃষ্টি। ইহার বালসুলভ সরল অথচ দ্ব্যর্থভাবাত্মক বাক্যে অভিনয়দর্শকের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়।

রাজসিংহ—মেবারের রাণা। রূপ নগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী আওরঙ্গজেবের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার অভিপ্রায়ে ইহাঁর নিকট অনন্তমিশ্রকে একখানি পত্র দিয়া পাঠাইলেন। পরে অনন্তমিশ্র দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, মৃগয়ায় আগত রাজসিংহ ইহাঁকে উদ্ধার করিলেন; এবং দস্যু হস্তে পতিত পত্রখানি পাঠ করিয়া চঞ্চলের সাহায্যের নিমিত্ত কিছু সৈন্য লইয়া রূপনগরাভিমুখে গমন করিলেন। পথে দেখিলেন যে, মোগলসৈন্য চঞ্চলকে দিল্লীতে লইয়া যাইতেছে। রন্ধ্রপথে প্রবিষ্ট হইলে, ইনি সেই সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিলেন। চঞ্চলকুমারী আপনার স্বার্থের জন্য রাজসিংহকে যাহাতে বিপদ্‌গ্রস্ত না হইতে হয়, এই অভিপ্রায়ে মোগলসৈন্যাধ্যক্ষ মবারক আলিকে আত্মসমর্পণ করিতে চাহিলেন এবং পথে বিষ ভক্ষণ করিবেন, এমন ইঙ্গিতও করিলেন। পরে অসি হস্তে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে মবারক যখন রাজসিংহকে শ্লেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"উদয়পুরের বীরেরা কত দিন হইতে স্ত্রীলোকের বাহুবলে রক্ষিত?" রাণা বলিলেন —"যতদিন হইতে মোগল বাদসাহ অবলাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, ততদিন হইতে রাজপুতকন্যাদিগের বাহুতে বল হইয়াছে।" মবারক চঞ্চলকে দিল্লিতে লইয়া গেলেন না। চঞ্চল উদয়পুরে রাজভবনে গেলেন। রাজসিংহ চঞ্চলের পিতা বিক্রম সিংহকে এক পত্র লিখিয়া জানিলেন যে, তিনি যখন রাজসিংহকে উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তখনই তাঁহাকে কন্যাদান করিবেন। এদিকে আওরঙ্গজেব রোষান্বিত হইয়া রাজসিংহকে কিসে পরাস্ত করিতে পারিবেন, তাহার উপায় দেখিতে লাগিলেন। পরে জিজিয়া নামক কর স্থাপিত করিলে, রাজসিংহ সেই করের বিরুদ্ধে বাদসাহকে একখানি তেজস্বিতাপূর্ণ পত্র লিখিয়া বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী মাণিকলালের হস্তে দিয়া দিল্লিতে পাঠাইয়া দিলেন। আওরঙ্গজেব যুদ্ধযাত্রার বিপুল আয়োজন করিয়া স্বয়ং নেতা হইয়া উদয়পুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু রাজসিংহের সেনাগণ পর্ব্বতের রন্ধ্রপথে ইহাদিগকে বিষম বিব্রত করিয়া তুলিল। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া এবং উদিপুরী বেগম ও জেবুন্নেসা রাজসিংহের হস্তগত হইয়াছেন জানিয়া, আওরঙ্গজেব সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। মেবারে গোহত্যা ও মসজিদ নির্ম্মাণ নিবারণ এবং জিজিয়া করের প্রত্যাহার করা হইবে, এই মর্ম্মে রাজসিংহ সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইলেন। বাদসাহের সৈন্য মেবার হইতে প্রস্থান করিলে রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীর পিতার নিকট আবার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। বিক্রমসিংহ সসৈন্যে উদয়পুরে আসিয়া রাজসিংহকে কিঞ্চিৎ নজর দিতে উদ্যত হইলে, রাজসিংহ তাঁহাকে বলিলেন—"আপনার কাছে এ নজর মোগল বাদশাহেরই প্রাপ্য।" উত্তরে বিক্রমসিংহ বলিলেন—"মহারাণা রাজসিংহ জীবিত থাকিতে ভরসা করি, আর কোন রাজপুত মোগলবাদশাহকে নজর দিবে না।" অতঃপর চঞ্চলকুমারীর সহিত রাজসিংহের বিবাহ হইল। গ্রন্থকার বলেন—"রাজসিংহ ধার্ম্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত ও পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।" (বঙ্কিমচন্দ্র—রাজসিংহ)।

রাজীব মুখোপাধ্যায়—ইহাঁর গৃহে রামমণি ও গৌরমণি নাম্নী ইহাঁর দুইটি বিধবা কন্যা ছিল। আর একটি কন্যার সুশীল নামে এক পুত্র ছিল। রাজীব বিপত্নীক এবং অতি বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিতে সমুৎসুক। সেই জন্য তিনি চুলে কলপ্ দিতেন ও

কালাপেড়ে কাপড় পরিতেন। পেঁচোর মা নামে একজন ডুমুনী একদিন বলিয়াছিল যে, সে রাজীব অপেক্ষা বয়সে ছোট সেইজন্ত তাহার উপর রাজীবের ক্রোধ ছিল। রাজীব তাহার নাম শুনিলেই রাগিয়া যাইতেন। গ্রামের ছেলেরা তাঁহাকে "বুড়ো বামনা বোকা বর, পেঁচোর মাকে বিয়ে কর" বলিয়া ক্ষেপাইত। বিদ্যালয়ের বালকেরা, বিশেষতঃ রতা নাপ্‌তে নামে বালকটি, তাঁহার চক্ষুঃশূল ছিল। একদিন তাহারা পরামর্শ করিয়া বৃদ্ধের নিদ্রাবস্থায় তাঁহার হাতের গলিতে বাব্‌লার কাঁটা ফুটাইয়া দিল এবং এক সোনার সাপ তাঁহার সাম্‌নে রাখিয়া তুলিয়া লইল সর্পাঘাত হইয়াছে ভাবিয়া বৃদ্ধ ভীত হইলে রতা নাপ্‌তে প্রভৃতি আসিয়া বিষ ঝাড়িবার ভান করিয়া বৃদ্ধকে চপেটাঘাতে অস্থির করিয়া তুলিল। পরে একটি তীব্র কটুরস আরক খাওয়াইয়া আরও বিব্রত করিল। ইহারা পরামর্শ করিয়া বৃদ্ধের নিকট একটি ঘটক পাঠাইল। বিবাহের দিন স্থির হইলে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বালক পাত্রীর অভিভাবক সাজিল এবং কতকগুলি কন্তার আত্মীয়া সাজিল রতা পাত্রী সাজিয়া বাসর ঘরে বৃদ্ধের সহিত রসালাপ করিল। বৃদ্ধ সেইখানে স্বরচিত কবিতাটির আবৃত্তি করিলেন। কবিতাটি এই ;—

পিরিতী ভুল্য কাঁটা'র কোষ।
বিচ্ছেদ আটা লেগেছে দোষ॥
পঙ্কজ-মূল ভাল কি লাগে।
কণ্টক নাগ যদি না রাগে॥
চাকের মধু মিষ্টি কি হৈত।
মৌমাছি-খোঁচা যদি না রৈত॥
আইল বিষ পীযূষ সঙ্গে।
অস্থিত মৃগ সোমের অঙ্গে॥

অতি প্রত্যুষে বাসি-বিবাহ সমাপ্ত করিয়া বৃদ্ধ বাড়ীতে ফিরিয়া কন্তাদ্বয়কে বধূর মুখ দেখাইতে গিয়া দেখিলেন যে, অবগুণ্ঠনবতী বধূটি—পেঁচোর মা। (দীনবন্ধু—বিয়ে পাগলা বুড়ো)।

রাধারাণী—রাজপুর গ্রামের জনৈক ধনবানের কন্তা। ইঁহার মাতা জ্ঞাতির সহিত মকদ্দমায় যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া কন্তার সহিত শ্রীরামপুরে একটি কুটিরে বাস করিতে লাগিলেন। রুগ্না মাতার পথ্য সংগ্রহার্থ ইনি একদা বনফুলের মালা গাঁথিয়া রথের মেলায় বিক্রয়ার্থ লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু বিক্রয় না হওয়ায় নিরাশচিত্তে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। প্রত্যাগমনকালে রুক্মিণীকুমার রায় নামক এক ভদ্র যুবক ইঁহার নিকট মালাটি ক্রয় করিয়া লইয়া নানা প্রকারে ইঁহার সাহায্য করিলেন। প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে ইনি সমস্ত বিষয় ওয়াশীলাৎ খরচা সহিত ফিরাইয়া পাইয়া রুক্মিণীকুমার রায়ের অনেক অনুসন্ধান করেন। কিন্তু অনুসন্ধান না পাইয়া অবিবাহিত অবস্থায় থাকেন ও "রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ" নামে একটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। রাধারাণীর বয়স যখন উনবিংশ বৎসর, তখন তাঁহার দরিদ্রাবস্থায় সাহায্যকারী "রুক্মিণীকুমার" তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ই কখন কখন রুক্মিণীকুমার নাম গ্রহণ করিয়া বেড়াইতেন। (রাধারাণীর গল্পাংশ দেখ) (বঙ্কিমচন্দ্র—রাধারাণী)।

রামচন্দ্র রায় (রাজা)—চন্দ্রদ্বীপের রাজা ইনি প্রতাপাদিত্যের কন্তা বিভাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনি অতি অসারপ্রকৃতি ছিলেন, রমাই ভাঁড় প্রভৃতির নীচ রসিকতা শ্রবণ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। ইঁহার ধারণা ছিল যে, আভিজাত্যে ইনি প্রতাপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং তাঁহার কন্তাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। প্রতাপ ইঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তিনি জামাতাকে যশোহরে আনিতেন না, কিংবা কন্তাকেও চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইতেন না। এক সময়ে বসন্তরায়ের অনুরোধে প্রতাপ জামাতাকে যশোহরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে রমাই ভাঁড় আসিল। সে স্ত্রীবেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহিষীর অপমান করিল। প্রতাপ এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের শিরশ্ছেদনের আদেশ দিলেন। রামচন্দ্র ও বিভা যখন শয়নকক্ষে, সেই সময় বিভার মাতুল রমাপতি এই কথা তাঁহাদিগকে অবগত করিলেন। উদয়াদিত্যের সাহায্যে রামচন্দ্র সেই রাত্রেই যশোহর হইতে পলায়ন করিয়া চন্দ্রদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে অনুগত ভৃত্য রামমোহন বিভাকে আনিবার জন্ত যশোহরে আসিল। আত্মসেবার ত্রুটি হইবে বলিয়া বিভা স্বামীর গৃহে আসিতে অসম্মতা হইলেন। এ সংবাদে রামচন্দ্র সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন, এই মর্ম্মে প্রতাপকে একখানি পত্র লিখিলেন। মহিষী সে পত্র প্রতাপকে দেখাইলেন না। বিভাও এ কথা জানিতে পারিলেন না। উদয়াদিত্য যখন কাশীবাস করিতে চলিলেন, তখন তিনি ভগিনী বিভাকে স্বামিগৃহে রাখিয়া যাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। চন্দ্রদ্বীপের হাটে নৌকা লাগিলে বিভা শুনিলেন যে, সেই রাত্রিতে স্বামীর আবার বিবাহ হইবে। বিভা ভিখারিণীবেশে স্বামীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেলেন। স্বামী তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে, বিভা ভ্রাতার সঙ্গে কাশীধামে বাস করিতে গমন করিলেন। রামচন্দ্র নিতান্ত হৃদয়হীন ছিলেন না, কিন্তু স্ত্রীর অনুরাগী হইলে পাছে রমাই প্রভৃতি তাঁহাকে দুর্ব্বলচেতা মনে করেন, এই আশঙ্কায় তিনি স্ত্রীর সহিত সস্নেহ ব্যবহার করিতে পারিতেন না। (রবীন্দ্রনাথ—বৌঠাকুরাণীর হাট)।

রামমাণিক্য—ইনি পূর্ব্ববঙ্গবাসী। কেনারাম ঘোষ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ইনি নিজের পরিচয়ে বলিয়াছিলেন, ইঁহার নিবাস "ডাহার জেলা, বিক্রমপুর পোরগণা, নোবাবগঞ্জের থানা..... বোবানীপুর বাসা।" ইনি অটলবিহারীর বৈঠকখানায় ও নকুলেশ্বরের বাগানে আসিয়া মন্তপায়িতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। বাঙ্গাল বলিয়া সম্বোধিত হইলে ইনি বলিয়াছিলেন—"এতো অকাস্ত কাইচি, তবু কলকত্তার মত হবার পারচি না! কলকত্তার মত না কর্‌চি কি? মাগীবারী গেছি, মাগুরি চিকোন ধুতি পরাইচি, গোরার বারীর বিস্‌কাট বকোন কর্‌চি, বাণ্ডিল খাইচি,—এত কর্যাও কলকত্তার মত হবার পার্‌লাম না, তবে এ পাপ দেহতে আর কাজ কি, আমি জলে ঝাপ দিই, আমারে হাঙ্গোরে কুম্বিরে বকোন করুক" এই বলিয়া মাতাল হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। নকুলেশ্বরের বাগানে একটি হেঁয়ালি বলিতে অনিরুদ্ধ হইয়া ইনি বলিয়াছিলেন—

"একটু কানি পোলাগুরা জলে নাও পেচে,
চিনা জোহে কামড় দিলা ভুরু ভুয়ারে নাচে।"

আর ইহার উত্তর বলিয়া দিলেন—"খোইচা।" কেনারাম ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—"আপনি ইংরাজী পড়েছেন?" ইনি উত্তর দেন—"পড়্‌চি, বোরো গোলমাল ঠ্যাহে।" কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে বলিলেন—"মর্দ্দাগোর পেরুলাটিমে' হি, হিজ, হিম অইচে, মাইয়াগোর নামে, শি, হার, হার কইচে; যদি মর্দ্দাগোর "হি, হিজ, হিম" অইল, তবে মাইয়াগোর

"শি, শিজ, শিম" অইবেন্না ক্যান্? আরও বলিলেন—"আর এই হালার পুত 'কোম', এংরাজীর কোম্‌ডা যে দিহি দেইচো, সে দিহি লাগ্‌চে, কোম্ আইবারও অয়, কোম্ যাইবারও অয়। আমাগোর মাষ্টের বজচন্দ্র বলেন, কোম্‌ডা গর্ভস্রাব, কোম্ আহেনও, যানও, আর কহন কহন খাহেন্।" (দীনবন্ধু—সধবার একাদশী)।

রামমোহন মাল—চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়ের অনুগত ভৃত্য। রামমোহন রামচন্দ্রের পিতার সময়ের লোক ও রামচন্দ্রকে বাল্যকাল হইতে পালন করিয়াছিল। রামমোহন বলিষ্ঠ ও নির্ভীক। রামচন্দ্র যখন শ্বশুর প্রতাপাদিত্যের নিমন্ত্রণে যশোহরে চলিলেন, তখন রামমোহন তাঁহার সঙ্গে গেল। সেখানে রমাই ভাঁড় প্রতাপমহিষীর অপমান করিলে রামমোহন তাহাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিল। সেই রাত্রে প্রতাপের আদেশে রামচন্দ্রকে ছিন্নশির হইতে হইবে শুনিয়া, উদয়াদিত্যের সহকারিতায় রামমোহন রামচন্দ্রকে কাঁধে লইয়া সু-উচ্চ প্রাচীর হইতে বস্ত্র-রজ্জু অবলম্বনে অবতরণ করিয়া নৌকায় পড়িল ও প্রভুকে লইয়া চন্দ্রদ্বীপে পলায়ন করিল। কিছুদিন পরে রামমোহন প্রভুপত্নী বিভাকে লইতে যশোহরে আসিল। রামমোহন বিভাকে মাতার মত ভক্তি করিত এবং বিভাও তাহাকে সন্তানের মত স্নেহ করিতেন। চলিয়া গেলে পাছে ভ্রাতার কষ্ট হয়, এই ভাবিয়া বিভা, ইচ্ছা সত্ত্বেও স্বামিগৃহে যাইতে সম্মতা হইলেন না। রামমোহন নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে চন্দ্রদ্বীপে ফিরিয়া যাইল। কিছুদিন পরে উদয়াদিত্য যখন ভগিনী বিভাকে স্বামীর হস্তে দিবার জন্য তাঁহাকে লইয়া চন্দ্রদ্বীপে গেলেন, তখন রামমোহন নৌকার নিকটে উপস্থিত হইল ও বিভাকে অবতরণ করিতে নিষেধ করিল। সে কাঁদিয়া বলিল—"মা জননি! আজ তোমার রাজ্যে তোমার স্থান নাই—তোমার রাজবাটিতে তোমার গৃহ নাই। আজ মহারাজ বিবাহ করিতেছেন।" বিভার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে রামমোহন তাঁহাকে স্বামিসমীপে লইয়া গেল। সেখানে রমাই ভাঁড় বিভা সম্বন্ধে একটা কুৎসিত রসিকতা করিলে রামমোহন তাহাকে ঘাড় টিপিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বেয়াদব বলিলে রামমোহন উত্তর দিল—"তোমার মহিষীকে—আমার মা-ঠাকরুণকে যেটা অপমান করিল—উহার হইয়াছে কি, আমি উহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া সহর হইতে বাহির করিয়া দিব, তবে আমার নাম রামমোহন।" বিভা স্বামিকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলে রামমোহন যোড়হস্তে প্রভুকে বলিল—"মহারাজ, আজ চার পুরুষ তোমার বংশে আমরা চাকরী করিয়া আসিতেছি। বাল্যকাল হইতে তোমাকে পালন করিয়াছি। আজ তুমি আমার মাঠাকরুণকে অপমান করিলে, তোমার রাজলক্ষ্মীকে দূর করিয়া দিলে—আজ আমিও চাকরী ছাড়িয়া দিয়া চলিলাম—আমার মাঠাকরুণের সেবা করিয়া জীবন কাটাইব। ভিক্ষা করিয়া খাইব, তবুও এ রাজবাটির ছায়া মাড়াইব না।" এই বলিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া ও সংজ্ঞাশূন্যা বিভাকে একটি শিবিকাতে তুলিয়া নৌকায় ফিরিয়া আসিল, বিভা উদয়াদিত্যের সঙ্গে কাশীধামে গিয়া, দান, ধ্যান, দেবসেবা ও ভ্রাতৃসেবায় জীবন অতিবাহিত করিলেন। রামমোহন যতদিন বাঁচিয়াছিল, তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। (রবীন্দ্রনাথ—বৌ-ঠাকুরাণীর হাট)।

রুক্মিণী—প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য যখন রায়গড়ে রাজা বসন্তরায়ের নিকটে ছিলেন, তখন রুক্মিণী নামে এক রমণীতে তিনি আসক্ত হইয়া পড়েন। পরে তাহাকে ত্যাগ করিয়া সুরমাকে বিবাহ করেন। রুক্মিণী বিধবাবেশে মঙ্গলা নাম ধারণ করিয়া যশোহরের প্রান্তে বাস করিত এবং রাজপ্রাসাদের সংবাদ লইত। (মঙ্গলা দেখ)। (রবীন্দ্রনাথ—বৌঠাকুরাণীর হাট)।

রুক্মিণীকুমার রায়—এই নামে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় কখন কখন এখানে ওখানে বেড়াইতেন। মাহেশের রথের দিনে ইনি রাধারাণীর অবস্থা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বস্ত্র ও অর্থ সাহায্য করেন। রাধারাণী বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইলে রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করিবার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। তখন ইনি মাতার পীড়াবশতঃ কাশীধামে ছিলেন। পরে ইনি এই বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিয়া রাখিয়া দিলেন। রাধারাণীর অভিভাবক কামাখ্যা বাবুর পুত্রের নিকট রাধারাণীর সন্ধান হইলে, কামাখ্যা বাবুর কন্যা বসন্তকুমারী ইঁহাকে একখানি পত্র দিয়া রাধারাণীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাধারাণী বাক্‌কৌশলে ইঁহার পরিচয় লইয়া বুঝিলেন যে, ইনিই তাঁহাকে দরিদ্রাবস্থায় সাহায্য করিয়াছিলেন; আর ইনি পূর্ব্বপ্রদত্ত নিজনাম-সংযুক্ত নোটখানি ফেরত পাইয়া বুঝিলেন যে, এই রাধারাণীকেই তিনি আট বৎসর পূর্ব্বে সাহায্য করিয়াছিলেন। অনন্তর উভয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। (রাধারাণী দেখ)। (বঙ্কিমচন্দ্র—রাধারাণী)।

রেবতী—সাধুচরণ ঘোষের স্ত্রী। ইহার গর্ভবতী কন্যা ক্ষেত্রমণি শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিলে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া রেবতী গোলক বসুর বাড়ীর মহিলাগণের নিকট প্রণাম করাইতে আনে। নীলকুঠির লাঠিয়ালগণ ক্ষেত্রমণিকে রোগ সাহেবের আদেশে ধৃত করিয়া লইয়া যাইলে, রেবতী আসিয়া গোলক বসুর পত্নী সাবিত্রীকে সংবাদ দিল। নবীনমাধব তৎক্ষণাৎ গিয়া ক্ষেত্রমণির উদ্ধার করিলেন। রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণির পেটে লাথি মারায়, তাহার গর্ভস্রাব হইল। তাহার পরে ক্ষেত্রমণি পীড়িতা হইয়া দেহত্যাগ করিল। সেই সময়ে নবীনমাধবও উড সাহেব কর্ত্তৃক সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাই রেবতী বলিয়াছিল—"ছোট সাহেব মোর ক্ষেত্ররে খালে, বড় সাহেব বাবুরি খালে।" (দীনবন্ধু—নীলদর্পণ)।

রোগ—পি, পি। বেগুনবেড়ের নীলকুঠির ছোট সাহেব। পদী ময়রাণীর সাহায্যে রোগ সাহেব সাধুচরণের গর্ভবতী কন্যা ক্ষেত্রমণিকে স্বীয় কক্ষে আনয়ন করেন। তাহার উপর বলপ্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলে, জানালা ভাঙ্গিয়া নবীনমাধব ও তোরাপ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে। তোরাপ সাহেবের গাল টিপিয়া রাখিলে, নবীনমাধব ক্ষেত্রমণিকে কোলে লইয়া প্রস্থান করেন। পরে তোরাপ সাহেবকে গালাগালি ও ধাকা দিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিলে, সাহেব উঠিয়া বলিল—"বাই জোভ! বীটেন, টু জেলি" (By Jove! beaten to Jelly). ক্ষেত্রমণির পেটে সাহেব ঘুষি মারাতে, তাহার গর্ভস্রাব হয় ও পরে প্রাণবিয়োগ হয়। বীজের জমী সম্বন্ধে নবীনমাধবের সঙ্গে বচসা হইলে যখন উড্ সাহেব মাথায় লাঠি মারিয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দেয়, তখন রোগ সাহেব নবীনমাধবের উপর তলোয়ারের কোপ মারে। তোরাপ হস্ত দিয়া রক্ষা করিতে গেলে, তাহার বাম হস্ত কাটিয়া যায়, নবীনমাধবের বুকে একটু খোঁচা লাগে। (দীনবন্ধু—নীলদর্পণ)।

ন্যাসন্যাল থিয়েটারে অবিনাশচন্দ্র কর রোগ সাহেবের চরিত্র নিপুণতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন।

রোহিণী—হরিদ্রা গ্রামের ব্রহ্মানন্দ ঘোষের বালবিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী। বিধবা হইলেও

রোহিণী কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পান খাইত, আবার কোকিলের ডাক শুনিয়া চমকিয়া উঠিত। জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র হরলাল যে জাল উইলখানি প্রস্তুত করিলেন, সেই খানি কৃষ্ণকান্তের কক্ষে রাখিয়া আসল উইলখানি লইয়া আসিবার জন্ত হরলাল কর্তৃক রোহিণী অনুরুদ্ধা হইল। এক সময়ে দুর্বৃত্তগণের হস্ত হইতে হরলাল ইঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এই কার্য্যের কৃতজ্ঞতাস্বরূপে এবং এক্ষণে হরলাল ইঁহাকে বিবাহ করিবেন এইরূপ আশা পাইয়া রোহিণী হরলালপ্রদত্ত টাকা লইতে অস্বীকার করিয়া, উইল বদলাইয়া আনিল। পরে যখন হরলাল তাহাকে চোর বলিয়া গৃহিণীরূপে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন, তখন রোহিণী তাঁহাকে বলিল—"তোমার মত নীচ শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ নাই।" আর আসল উইলখানি তাঁহাকে দিল না। রোহিণী গোবিন্দলালের উদ্যানস্থ বারুণী পুষ্করিণীতে প্রত্যহই জল আনিবার জন্ত যাইত হরলালের প্রণয়ে নিরাশ হইয়া একদিন সে ঘাটে বসিয়া কোকিলের "কুহু" ধ্বনি শুনিতে শুনিতে কাঁদিতেছে, এমন সময়ে গোবিন্দলাল আসিয়া ইঁহার সহিত সহানুভূতিসূচক ভাষায় কথা কহিলেন। রোহিণী মনে মনে তাঁহাকে প্রণয়ীর আসনে বসাইয়া তাঁহারই মঙ্গলার্থে জাল উইলখানির স্থানে আসল উইলখানি রাখিয়া দিবার জন্ত রাত্রে কৃষ্ণকান্তের কক্ষে প্রবেশ করিল। কৃষ্ণকান্ত জানিতে পারিলে, জাল উইলখানি রোহিণী দীপশিখায় পোড়াইয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসা করিয়া সঠিক বিবরণ অবগত হইতে অসমর্থ হইলে, কৃষ্ণকান্ত ইহাকে গোবিন্দলালের স্ত্রী ভ্রমরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেইখানে গোবিন্দলাল সকল তথ্য অবগত হইলেন এবং মনে মনে রোহিণীতে আকৃষ্ট হইলেন। গোবিন্দলালের অনুরোধে কৃষ্ণকান্ত তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। রোহিণী মনে মনে গোবিন্দলালের পায়ে আপনার যথাসর্বস্ব ঢালিয়া দিল। কিন্তু তাঁহাকে পাইবার আশা নাই বুঝিয়া নিরাশহৃদয়ে বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিতে উদ্যত হইল। গোবিন্দলাল ইঁহাকে অনেক কষ্টে পুনর্জীবিত করিলেন। ইহার রূপদর্শনে গোবিন্দলাল চঞ্চলচিত্ত হইলেন, এবং ইহাকে ভুলিবার আশায় জমিদারী পরিদর্শনে নির্গত হইলেন। এদিকে ইহাদের নাম একত্রিত হইয়া গ্রামের স্ত্রীমহলে একটি আন্দোলন উপস্থিত করিল। কলঙ্ক-কথা ভ্রমরের ও রোহিণীর কাণে গেল। রোহিণী ভাবিল, ভ্রমরই এই কলঙ্ক-রটনার মূল; সুতরাং তাঁহাকে অধিকতর ব্যথিত করিবার অভিপ্রায়ে মূল্যবান্ কাপড় ও কতকগুলি অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া রোহিণী ভ্রমরের নিকট আসিয়া মিথ্যা করিয়া বলিল যে, সেগুলি গোবিন্দলাল তাহাকে দিয়াছেন। গোবিন্দলাল দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছেন। তখন কেবল রোহিণীই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। উদ্যানবাটিতে গোপনে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠতাত কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর গোবিন্দলাল মাতাকে লইয়া কাশীতে গেলেন। সেইখানে কিছুদিন অবস্থানের পর অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া গোবিন্দলাল নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। এদিকে রোহিণীও পীড়ার ভান করিয়া তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যাইব বলিয়া গ্রাম ত্যাগ করিল। গোবিন্দলাল যশোহর জেলার অন্তর্গত প্রসাদপুর গ্রামে নির্জ্জন স্থানে একখানি বাড়ী লইয়া রোহিণীর সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন রোহিণী ওস্তাদের নিকট গান শিক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে মাধবীনাথের বন্ধু নিশাকর সেইখানে উপস্থিত হইলেন। নিশাকরকে গোবিন্দলাল অপেক্ষা সুন্দর জ্ঞানে রোহিণী তাহাতে আকৃষ্টা হইল। নিশাকর যখন চলিয়া যান, তখন একজন ভৃত্য দ্বারা রোহিণী তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিল। সন্ধ্যার পর রোহিণী চিত্রা নদীর ঘাটে অভিসারে আসিয়া নিশাকরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে গোবিন্দলাল পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহাকে ধরিলেন, এবং গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন। পরে পিস্তলের বাক্স খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন মরিতে পারিবে?" রোহিণীর মরিতে ইচ্ছা বা সাহস হইল না। বলিল, "মরিব না, মারিও না, চরণে না রাখ, বিদায় দাও।" গোবিন্দলাল পিস্তল উঠাইয়া রোহিণীর ললাট লক্ষ্য করিলেন। রোহিণী কাঁদিয়া বলিল—"মারিও না, মারিও না। আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি, আমায় মারিও না।" পরক্ষণেই পিস্তলের গুলির আঘাতে রোহিণী প্রাণত্যাগ করিয়া ভূপতিতা হইল। (বঙ্কিমচন্দ্র—কৃষ্ণকান্তের উইল)।

রোহিণীর ভূমিকায় কুসুমারী দত্ত এমারেল্ড থিয়েটারে প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

রোসেনা—বোগদাদের সুপ্রসিদ্ধ খালিফ হারুণ-অল-রসীদের পালিতা ক ী ও তাঁহার বেগমের প্রিয় বাঁদী। আবুহোসেন প্রথমবারে বাদসা কর্তৃক প্রাসাদে আনীত হইলে, রোসেনা সখিগণ সহিত নৃত্যগীত করিয়া আবুর মনোরঞ্জন করিলেন। রোসেনা সেই একদিনেই আবুর অনুরাগিণী হইয়া পড়িলেন। বেগম ইঁহার মনোভাব অবগত হইয়া বাদসাকে জানাইলেন। আবু হোসেন দ্বিতীয়বার প্রাসাদে আনীত হইলে, বাদসা তাঁহার সহিত রোসেনার বিবাহ দিয়া আবুর গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। আবু নানা কৌশল করিয়া বাদসার নিকট হইতে অর্থ আনিতেন। একদিন স্ত্রীপুরুষে পরামর্শ হইল যে, স্ত্রী মরিয়াছে বলিয়া আবু বাদসার নিকট হইতে, এবং স্বামী মরিয়াছে বলিয়া রোসেনা বেগমের নিকট হইতে কবরের খরচ আনিবেন। পরামর্শমত কার্য্য হইলে, যখন বাদসাহের সহিত বেগমের সাক্ষাৎ হইল, তখন কে মরিয়াছে এই কথা লইয়া তর্ক উঠিল। বাদসা মশুর নামক ভৃত্যকে সঠিক সংবাদ আনিবার জন্ত আবুর গৃহে পাঠাইলেন। মশুর আসিতেছে দেখিয়া আবু রোসেনাকে মৃতবৎ হইয়া থাকিতে বলিলেন। মশুর আসিয়া রোসেনাকে মৃত দেখিয়া চলিয়া যাইলে পর বেগম প্রেরিত দাই আসিল। সে আসিবার পূর্ব্বেই রোসেনা উঠিয়া বসিলেন, এবং আবু বস্ত্রাবৃত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। দাই আসিয়া দেখিল, আবুই মরিয়াছে। সে ফিরিয়া যাইবার পর বাদসা ও বেগম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আগমন দূর হইতে দেখিয়া আবু ও রোসেনা উভয়েই মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। দাই ও মশুর ফিরিয়া আসিল। মশুর বলিল—"কাছে যাবেন না, রোসেনা মরেছিল, দাই মাগী দানা চেলে, আবুকেও মেরেছে।" দাই বলিল—"কাছে যাবেন না, আবু মরেছিল, মশুর দানা চেলে এনে রোসেনাকেও মেরেছে।" তখন পরস্পর পরস্পরকে "দানাবাজ" বলিয়া ঝগড়া করিতে লাগিল। কে আগে মরেছে, এই কথা জানিবার জন্ত বাদসা ও বেগম বলিলেন,—"কে আগে মরেছে যদি আমায় বলে, তারে আমি এখনি হাজার আসরফি পুরস্কার দিই।" এই কথা শুনিবামাত্র আবু ও রোসেনা উভয়েই গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—"আমি

আগে মরেছি।" বাদসা আবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই কি দুঃখে মলি?" আবু উত্তর করিল—"পেটের দায়।" বেগম কর্ত্তৃক ঐ কথা জিজ্ঞাসিতা হইয়া রোসেনা বলিলেন—"স্বামীর জ্বালায়।" (গিরিশচন্দ্র—আবুহোসেন)।

ল

ললিতমোহন—দত্তকরূপে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় ইঁহাকে গৃহে আনিলেন ও যত্নে লেখাপড়া শিখাইলেন। একত্রে সহবাসবশতঃ হরবিলাসের কন্যা লীলাবতী ও ললিতমোহন পরস্পর পরস্পরের অনুরাগী। নদেরচাঁদ নামক গণ্ডমূর্খের সহিত লীলাবতীর বিবাহ রহিত হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, ললিত হরবিলাসের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীরামপুরের ধনাঢ্য ভোলানাথ চৌধুরী ইঁহাকে জামাতা করিতে চাহিলেন, কিন্তু ললিত সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। হরবিলাসের দত্তকরূপে গৃহীত হইলে লীলাবতীর পাণিগ্রহণাশা একেবারে ত্যাগ করিতে হয়, সেই জন্যও ললিত গৃহত্যাগ করিলেন। বন্ধু সিদ্ধেশ্বর ইঁহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া কাশীধামে ইঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সেইখানে হরবিলাসের বার বৎসর নিরুদ্দিষ্ট পুত্র অরবিন্দের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ইঁহারা তাহাকে লইয়া গৃহে আসিলেন। নদেরচাঁদ কোন অপরাধে কারা দণ্ডিত হইয়াছিল বলিয়া, লীলাবতীর সহিত তাহার বিবাহ প্রস্তাব ভঙ্গ হইয়া গেল। এক্ষণে পুত্রকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া হরবিলাস ললিতের হস্তে লীলাবতীকে সমর্পণ করিলেন। (দীনবন্ধু—লীলাবতী)।

বাগবাজারে রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়ীতে সৌখিন থিয়েটারে ও পরে সাধারণ নাট্যালয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ললিতের ভূমিকায় প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

লবঙ্গলতা—বৃদ্ধ রামসদয় মিত্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। ইনি কাণা ফুলওয়ালী রজনীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। দরিদ্রা কাণাকে কেহ বিবাহ করিবে না, এই ভাবিয়া ইনি স্বামীর কর্ম্মচারীর পুত্র গোপাল বসুকে টাকা দিয়া রজনীকে বিবাহ করিতে সম্মত করাইলেন। রজনী কিন্তু ইহাকে বিবাহ না করিয়া গৃহত্যাগ করিল। পরে রজনী রামসদয়ের ভুজ্যমান বিষয়ের অধিকারিণী হইলে, লবঙ্গলতা সপত্নীপুত্র শচীন্দ্রকে বলিলেন যে, তুমি রজনীকে বিবাহ কর, তাহা হইলে বিষয় আর হস্তান্তরে যাইবে না। শচীন্দ্র এই প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলে, যাহাতে সে রজনীতে আকৃষ্ট হয়, লবঙ্গলতা তাহার উপায় করিবার জন্য এক সন্ন্যাসীর সাহায্য গ্রহণ করিলেন। শচীন্দ্র যখন কঠিন মানসিক পীড়ায় আক্রান্ত, তখন রজনী লবঙ্গলতার অনুরোধে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহার সহিত সম্মিলনে শচীন্দ্র আরোগ্য লাভ করিলেন। অমরনাথ ঘোষের যত্নে ও পরিশ্রমে রজনী রামসদয়ের বিষয়ের অধিকারিণী হন। এই অমরনাথ লবঙ্গলতার বাল্যকালের প্রণয়ভাজন ছিলেন। পিত্রালয়ে অবস্থান কালে এক রাত্রে অমরনাথ প্রণয়সম্ভাষণ-অভিপ্রায়ে সিঁদ কাটিয়া ইঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই অপরাধে ইনি অমরনাথের পৃষ্ঠে তপ্ত শলাকা দ্বারা "চোর" শব্দ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার জন্য লবঙ্গলতা পরে অনুতপ্তা হন এবং অমরনাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রামসদয়ের সহিত বিবাহিতা হইয়া লবঙ্গলতা স্বামিসেবা দ্বারা বাল্যপ্রণয়কে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। রজনীর সহিত বিবাহের সংকল্প ত্যাগ করিয়া অমরনাথ দেশত্যাগের পূর্ব্বে যখন লবঙ্গলতার নিকট বিদায় লইতে আসিলেন, তখন লবঙ্গলতা বলিলেন, "তুমি আমার কে? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—" অমরনাথ জিজ্ঞাসিলেন, "যদি লোকান্তর থাকে, তবে? লবঙ্গ বলিলেন, "আমি স্ত্রীলোক—সহজে দুর্ব্বলা। আমার কত বল দেখিয়া তোমার কি হইবে? আমি ইহাই বলিতে পারি, আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।" অতঃপর অমরনাথ লবঙ্গলতাকে তাঁহার জন্য হৃদয়ে অণুমাত্র স্থান রাখিতে অনুরোধ করিলেন। লবঙ্গলতা তদুত্তরে বলিলেন—"যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে একটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।" (বঙ্কিমচন্দ্র—রজনী)।

লবঙ্গলতার স্বামিভক্তি অচলা। বৃদ্ধ রামসদয় ইঁহাকে "ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলি"—বলিয়া কখন কখন আদর করিয়া ডাকিতেন। গ্রন্থকারের ভাষায়—"তিনি রামসদয়ের সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চুণ, গেলাসের জল। তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাসিতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল এবং আরোগ্যে সুরুয়া।" কাব্যসুন্দরী-প্রণেতা লবঙ্গলতা সম্বন্ধে বলেন—"তিনি যুবতীর অঙ্গে প্রবীণার প্রৌঢ়তা, নবীনার অঙ্গে গৃহিণীর গাম্ভীর্য্য এবং গৃহিণীর অঙ্গে যুবতীর রঙ্গরস মিশাইয়াছিলেন।"

লীলাবতী—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা। ইনি বিদুষী ও মধুরস্বভাবা ছিলেন। দত্তকরূপে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে হরবিলাস ললিতমোহন নামক একটি যুবককে বাড়ীতে আনিয়া রাখেন। লীলাবতী ও ললিত উভয়েই উভয়ের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। কিন্তু পিতা কৌলীন্যের অনুরোধে নদেরচাঁদ নামক একটি অশিক্ষিত নেশাখোরের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ দিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হইলে লীলাবতীর আশা একেবারে ত্যাগ করিতে হয়, এই কথা ভাবিয়া ললিত গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। ইহাতে লীলাবতী অত্যন্ত কাতর হইয়া পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রলাপে ললিতের নাম ও তাহার উপর প্রণয়াসক্তি ব্যক্ত করিতে শুনিয়া হরবিলাস ললিতকেই কন্যাদান করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু ললিত তখন নিরুদ্দিষ্ট। অল্পদিন পরে ললিত কাশী হইতে অরবিন্দকে লইয়া গৃহে ফিরিলে, হরবিলাস ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ দিলেন। (দীনবন্ধু—লীলাবতী)।

লুৎফউন্নিসা—নবকুমারের প্রথমা পত্নী পদ্মাবতীর পিতামাতা যবনধর্ম্ম অবলম্বন করিলে, তিনি লুৎফউন্নিসা নাম গ্রহণ করেন। লুৎফউন্নিসা, পদ্মাবতী ও মতিবিবি একই রমণী। (মতিবিবি দেখ)। (বঙ্কিমচন্দ্র—কপালকুণ্ডলা)।

ব

বক্রেশ্বর—মণিপুরের রাজকুমার মকরকেতনের বয়স্য। ইনি সাতিশয় ভীরুস্বভাব ছিলেন; কিন্তু বীরত্বের আস্ফালন করিতে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হইতেন না। একটি গোঁজ না ধরিয়া ইনি ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন না। ব্রহ্মরাজের সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে যখন মণিপুরের রাজা সসৈন্যে কাছাড়ে অবস্থান করেন, তখন বক্রেশ্বর মহিলা-শিবিরের রক্ষক ছিলেন। সেই সময়ে রাজকুমার একদিন ইঁহাকে মৃগয়ায় লইয়া গিয়া কৌতুক করিয়া নিজ পক্ষীয় কতিপয় সেনাকে বিপক্ষ সেনার বেশে সজ্জিত করিয়া বক্রেশ্বরকে ধৃত করাইলেন এবং চক্ষু-বন্ধন করাইয়া তাঁহাকে শত্রুশিবিরে লইয়া যাওয়া হইতেছে, এই কথা জানাইলেন। বক্রেশ্বর কিন্তু মণিপুররাজ-শিবিরে মণিপুররাজসমক্ষেই নীত হইলেন।

সেইখানে মণিপুর রাজার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বক্কেশ্বর বলিলেন—"রাজার সব ভাল, তবে দোষের মধ্যে তিনি "বৌও' এই কথা শুনিয়া রাজা লজ্জিত হইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। পারিষদেরা কেহ কেহ কল্পিত ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় ইঁহার সহিত কথা কহিয়া নানা রকমে ইঁহাকে লাঞ্ছিত করিল। একজন বলিল, "আমি কাছাড়ের নবাভিষিক্ত রাজা।" বক্কেশ্বর তাহাকে মামা সম্বোধন করিয়া জল ও রসমুণ্ডি খাইতে বলিল। জনৈক পারিষদ্ ইঁহাকে একখানি ছিন্ন পাদুকা দিয়া বলিল, "খির চাঁপা ভিক্ষি প্রাণভরে খাও।" বক্কেশ্বর পাদুকাস্পর্শ করিয়া বলিলেন—"এগুল আপনারা নিজে খান, আমাদের দেশে এগুল কুকুরে খায়। আপনারা এরে বলেন খিরচাঁপা, আমরা বলি ছেঁড়া জুতা।" পরে পাদুকা স্পর্শ করিয়া বলিলেন—"মামা খিরচাঁপা যে মস্তকহীন; প্রসাদ করে দিলেন না কি?...মামা, আপনি কাছাড়ের রাজা হয়েছেন, আপনাকে খিরচাঁপা কিনে খেতে হবে না। একটু ইঙ্গিত কল্যেই প্রজারা আপনাকে খিরচাঁপায় চাপা দিয়ে রাখ্‌বে।" অনন্তর মণিপুরের যুবরাজ, সেনাপতি, সভাপণ্ডিত প্রভৃতির নানা কুৎসা করিবার পর, ইঁহার চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল। তখন অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বক্কেশ্বর বলিলেন—"তোমাদের বুকে বসে দাড়ি তুল্‌ছিলেম।" ব্রহ্মদেশাধিপতি মণিপুরের রাজাকে সদলে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শিখণ্ডীবাহন যে মণিপুররাজপুত্র, তাহা প্রমাণীকৃত হইলে এবং তাঁহাকে কাছাড়ের সিংহাসনদান স্থির হইয়া সভা ভঙ্গ হইলে, ব্রহ্মরাজ বক্কেশ্বরকে বলিলেন—"এস বক্কেশ্বর, তোমাকে আমি স্বয়ং ভোজন করাব।" বক্কেশ্বর, প্রশ্ন সমাপন করিয়া, উত্তর দিলেন—

"ভুবনে ভোজনে ভক্তি কর ভবজন।
ভয়াবহ ভবভয় হবে নিবারণ।"

(দীনবন্ধু—কমলে কামিনী)।

বক্কেশ্বরের ভীরুতা ও মৌখিক বীরত্ব-প্রকাশ, Captain Bobadil, Bessus, Bob Acres, Pistol' প্রভৃতির অনুরূপ। সেক্সপিয়ারের All's well that ends well নাটকে Parolles বদ্ধচক্ষুঃ হইয়া যেভাবে আত্মপক্ষীয়গণের নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, বক্কেশ্বর সেইরূপ অবস্থায় অনেকটা সেইভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

বগলা—পদ্মলোচনের জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা। ইনি স্বামী ও কনিষ্ঠা সপত্নী বিন্দুবাসিনীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতেন। স্বামীর অঙ্গের দক্ষিণার্দ্ধ বগলার, আর বামার্দ্ধ বিন্দুর বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল। একদিন ছোট রাণী (বিন্দু) স্বামীর অঙ্গের তাঁহার নির্দ্দিষ্ট অংশে তৈল মাখাইয়া গেলে, অনেক ক্ষণের পর বড় রাণী (বগলা) তেলের বাটি লইয়া অপরাংশে মাখাইতে আসিয়া, কথায় কথায় ছোট রাণীর উপরে রাগ করিয়া স্বামীর মাথায় তেলের বাটি সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে স্বামীর মাথায় রক্তপাত হইলে সেইখানে একটু তেল দিতে অনুরুদ্ধ হইয়া বগলা বলিলেন—"তার দিকে আমি তেল দিলে কথা জন্মাবে।" তৈলমর্দ্দনের সময় পদ্মলোচন বাম হস্তের অঙ্গুলী হইতে আংটিটি খুলিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীতে পরিয়াছিলেন বলিয়া বগলা রাগ করিয়া বলিলেন যে, এরূপ কার্য্য তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্যই করা হইয়াছে কারণ আংটিটি বিন্দুর পিতার প্রদত্ত, সুতরাং প্রকারান্তরে স্বামী জানাইতেছেন যে, বগলার পিতা নিঃস্ব। এই কথা শুনিয়া পদ্মলোচন রাগ করিয়া আংটিটি দূরে নিক্ষেপ করিলে, ছোট রাণী আসিয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করিলেন। পদ্মলোচন নিতান্ত বিরক্ত হইয়া অধিক রাত্রি না হইলে আর গৃহে শয়ন করিতে আসিতেন না। এক রাত্রিতে উভয় পত্নী সজাগ হইয়া কপাটের আড়ালে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় এক চোর আসিয়া বড় রাণীর কক্ষের দিকে অগ্রসর হইল। ইহা দেখিয়া ছোট রাণী স্বামিভ্রমে সেই চোরকে বিলক্ষণ প্রহার করিতে লাগিলেন। বড়রাণী আসিয়াও সেই প্রহারে যোগদান করিলেন। সেই সময়ে পদ্মলোচন আসিয়া গৃহে উপস্থিত হইলে, চোর নিষ্কৃতি পাইল। পদ্মলোচন তাহাকে পুলিসে দিতে উদ্যত হইলে চোর বলিল, "পুলিসে দিবেন না, একদিনের মার বাঁচিয়ে দিলেম।" চোর চলিয়া যাইবার পর পদ্মলোচন উপবেশন করিলে, পত্নীদ্বয় স্ব স্ব অধিকৃত দিকে বসিলেন। বিন্দু বলিলেন—"তোর ভাগের দিকে তুই বস্‌লি, তাতে কি আমি কথা কই? আমার ভাগ ছুঁবি ত ঝাঁটার বাড়ি খাবি!" বগলা বলিলেন—"ছোঁব না ত কি, তোকে ভয় করব; এই ছুঁলেম।" এই বলিয়া স্বামীর বাঁ পায়ে এক কীল মারিলেন।" বিন্দু তখনি ডান পায়ে দুই কীল মারিলেন। বগলা বাঁ পায়ে তিন কীল মারিলে, বিন্দু ডান পায়ে চার কীল মারিলেন। তখন বগলা একখানা বঁটি আনিয়া স্বামীর বাঁ পায়ে এক কোপ মারিয়া প্রস্থান করিলে.... ইঁহাদের দুর্ব্যবহারে সংসারে বীতরাগ হইয়া পদ্মলোচন বৃন্দাবনে গমন করিলেন, এবং সেইখানে মঠধারী হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে ভ্রাতুষ্পুত্রের পত্রে পদ্মলোচন অবগত হইলেন যে, তাঁহার পত্নীদ্বয় আর পরস্পর কলহ করেন না, একত্র উপবেশন, একত্র শয়ন, একত্র রোদন; দেখিলে বোধ হয় যেন দুটি স্নেহভরা বিধবা সহোদরা।" (দীনবন্ধু—জামাইবারিক)।

বণিক্—ইঁহার পত্নী অহল্যাকে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর একদিন নদীতটে দেখিতে পাইলেন। তিনি ইঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া, বণিকের বাড়ীতে আতিথ্য প্রার্থনা করিলেন, এবং অহল্যাকে এক রাত্রির জন্য তাঁহার আজ্ঞাধীনা করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। অতিথিকে কখন বিমুখ করিবেন না ও প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিবেন বলিয়া বণিক্ ও তাঁহার ভার্য্যা সত্যবদ্ধ ছিলেন। সেই সত্যের অনুরোধে এবং বিল্বমঙ্গলের এইরূপ অপ্রত্যপূর্ব্ব প্রার্থনায় নারায়ণের ছলনা আছে, এই বিশ্বাসে, ইহাতে সম্মত হইলেন এবং অহল্যাকেও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে বলিলেন। বিল্বমঙ্গল অহল্যার কক্ষে আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে অলঙ্কারের কাঁটা লইয়া স্বীয় চক্ষু বিদ্ধ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তদবধি বণিক্ ইঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। রাখাল-বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে ইনি বিল্বমঙ্গলকে বৃন্দাবনে লইয়া গেলেন এবং সেখানে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন। (গিরিশচন্দ্র—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর)।

বরুণচাঁদ—পাণ্ডিয়ানার জনৈক বণিকের পুত্র। অহিফেনের মাত্রা বাড়াইয়া ও দুগ্ধের বরাদ্দ করিয়া দিয়া কেরোলী-সৈন্যাধ্যক্ষ সুবেণ ইঁহাকে করায়ত্ত করিয়াছিলেন। সুবেণ কেরোলীরাজকন্যা মুঞ্জরাকে হস্তগত করিতে সমুৎসুক। এদিকে, পাণ্ডিয়ানার কনিষ্ঠ কুমার ক্ষিতিধরও তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। ইঁহারা দুইজনে পরামর্শ করিয়া বরুণচাঁদকে ক্ষিতিধর পরিচয়ে কেরোলীরাজসমীপে উপস্থাপিত করেন। প্রতারণা কতকটা প্রকাশ পাইয়াছে শুনিয়া সুবেণ লুক্কায়িত থাকেন। মুঞ্জরার সঙ্গে মুকুলের বিবাহের সময়, ভজনরাম নামক জনৈক কেরোলী রাজকর্ম্মচারীর হস্তে একখানি পত্র দিয়া বরুণচাঁদ সুবেণকে সংবাদ দেন যে, রাজকুমারী তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত। সুবেণ তাড়াতাড়ি আসিয়া

উপস্থিত হইলে, ষড়যন্ত্র করিয়া বরুণচাঁদ তাঁহার গলায় রজ্জু বন্ধন দ্বারা তাঁহাকে রাজসমীপে উপস্থিত করেন। অচ্যুতানন্দ যোগীর অনুরোধে কেয়োলীর রাজা সুবেণকে ক্ষমা করেন। পাণ্ডিয়ানারাজ-কন্যা তারা যুবকবেশে কেয়োলীতে অবস্থান করিতেন। কেয়োলীর যুবরাজ তাঁহাকে ভালবাসিতেন; তারাও মনে মনে সে ভালবাসার প্রতিদান করিয়াছিলেন। বরুণ-চাঁদ একদিন তারার সমক্ষে বলিলেন যে, কেয়োলীরাজ যুবরাজের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়াছেন। একথা শুনিয়া তারার হৃদয় চঞ্চল হইল। পরে যুবরাজ সেখানে উপস্থিত হইলে তারা যুবকের ভান ত্যাগ করিয়া মনের আবেগে তাঁহার সহিত স্পষ্ট কহিয়া ফেলিলেন। বরুণচাঁদ তারার যুবকের ভান বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ কৌশল করিয়াছিলেন। (গিরিশচন্দ্র—মুকুলমুঞ্জরা)।

বরুণচাঁদের চরিত্র-অভিনয়ে মিনার্ভা থিয়েটারে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি বিশেষ গুণপনা দেখাইয়াছিলেন।

বলেন্দ্র সিংহ—উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ উপলক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, রাজমন্ত্রী কৃষ্ণকুমারীর হত্যার পরামর্শ দিলেন। রাজাজ্ঞায় অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত বলেন্দ্র সিংহ এই হত্যা-কার্য্য সম্পন্ন করিতে স্বীকৃত হইলেন গভীর রাত্রে নিদ্রিতা কৃষ্ণকুমারীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বধার্থ বলেন্দ্র অসি উত্তোলন করিলে কৃষ্ণকুমারী জাগরিতা হইয়া বলিলেন—"একি কাকা!" বলেন্দ্র বলিলেন—"আর আমাকে কাকা বলিয়া সম্বোধন করিও না। আমি চণ্ডাল। কাল হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি।" এই কথা বলিবার সময়ে বলেন্দ্রের হস্ত হইতে অসিখানি ভূতলে পতিত হইল। কৃষ্ণকুমারী সেই অসি তুলিয়া লইয়া আপনার গলদেশে আঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। (মধুসূদন—কৃষ্ণকুমারী)।

বসন্তরায় (রাজা)—রায়গড়ের জমীদার। ইনি যশোহরের অধীশ্বর প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য। মোগলসম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতাপ ইঁহার উপর সাতিশয় ক্রুদ্ধ ছিলেন। এক সময়ে বসন্তরায় রায়গড় হইতে যশোহরে আসিতেছিলেন। প্রতাপের আদেশে দুইজন পাঠান পথমধ্যে ইঁহাকে হত্যা করিতে নিযুক্ত হয়। একজন কৌশল করিয়া বসন্তরায়ের অনুচরগণকে স্থানান্তরিত করিল। দ্বিতীয় পাঠান হোসেন খাঁ বসন্ত রায়কে হত্যা করিতে অনুরূপ অবসর পাইল। কিন্তু বৃদ্ধ বসন্তরায়ের সরলতায় মুগ্ধ হইয়া সে তাহার নৃশংস কার্য্য হইতে বিরত হইল ও স্বীয় দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করিল। বসন্ত রায় প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—"তুমি যে আমাকে ছুরি তুলিয়াছ, তাহাতে আমাকে ছুরির অপেক্ষা অনেক বাজিয়াছে। আমাকে বধ করিও না প্রতাপ। তাহাতে তোমার ইহকাল পরকালের ভাল হইবে না। এতদিন পর্য্যন্ত যদি আমার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে পারিলে, তবে আর দুটা দিন পারিবে না? এইটুকুর জন্য পাপের ভাগী হইবে?" প্রতাপের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্য, পুত্রবধূ সুরমা ও কন্যা বিভা "দাদা মহাশয়কে" অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং দাদা মহাশয়ও ইঁহাদিগকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। বিভা ইঁহার টাকপড়া মাথায় পাকা চুল তুলিয়া দিতে ভালবাসিতেন। বসন্ত রায় সেতার বাজাইয়া ও গান গাহিয়া ইঁহাদের সহিত আমোদ করিতেন। যাইবার কথা হইলে তিনি বলিতেন—"আমি গোটা পনের গান ও এক মাথা চুল আনিয়াছি, সেগুলি সমস্ত নিকাশ না করিয়া যাইতে পারিতেছি না।" বিভার স্বামী চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায় প্রতাপের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। প্রতাপ কন্যাকে তাঁহার নিকট পাঠাইতেন না, এবং জামাতাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া যশোহরে আনিতেন না। সুরমার অনুরোধে বসন্তরায় রামচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রতাপের নিকট প্রস্তাব করিতে উদ্যত হইলে বিভা লজ্জাবশতঃ তাঁহাকে বাধা দিলেন। তাহাতে বসন্তরায় বলিলেন—"আমাকে যদি বিরক্ত করিস্, তবে আমি রাগ হিন্দোল আলাপ করিব।" (হিন্দোল রাগের উপর বিভার বিশেষ বিদ্বেষ ছিল)। বসন্তরায়ের প্রস্তাবে প্রতাপ জামাতাকে আনাইলেন। জামাতার অনুচর রমাই ভাঁড় স্ত্রীবেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজমহিষীকে অপমানিত করিলে, প্রতাপ জামাতার শিরশ্ছেদনের আদেশ দিলেন। বসন্তরায় এই আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য প্রতাপকে অনুরোধ করিলেন। প্রতাপ অস্বীকৃত হইলে বসন্তরায় তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি যখন একবার ছুরি তোল, তখন সে ছুরি এক জনের উপর পড়িতেই চায়। আমি তাহার লক্ষ্য হইতে সরিয়া পড়িলাম বলিয়া আর একজন তাহার লক্ষ্য হইয়াছে। ভাল প্রতাপ, তোমার মনে যদি দয়া না থাকে, তোমার ক্ষুধিত ক্রোধ একজনকে যদি গ্রাস করিতে চায়, তবে আমাকেই করুক। এই তোমার খুড়ার মাথা, ইহা লইয়া যদি তোমার তৃপ্তি হয় তবে লও।" বিফলমনোরথ হইয়া বসন্তরায় ফিরিয়া আসিলে, উদয়াদিত্যের সাহায্যে রামচন্দ্র পলায়ন করিলেন। প্রতাপ সে কথা অবগত হইয়া ভাবিলেন যে, উদয় তাঁহার পত্নী সুরমা ও বসন্তরায়ের পরামর্শেই তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য করিয়া থাকে, অতএব এই দুইজনকেই স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য। বসন্তরায় স্নেহপাত্রগণের নিকট সকাতরে বিদায় লইয়া রায়গড়ে ফিরিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"এই সেতার রাখিয়া গেলাম দাদা, আর সেতার বাজাইব না। সুরমা, ভাই সুখে থাক; বিভা"—কথা শেষ হইল না, অশ্রু মুছিয়া পাল্‌কিতে উঠিলেন। কিছুদিন পরে যখন বসন্তরায় শুনিলেন যে, উদয়াদিত্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তখন স্নেহাধিক্যবশতঃ পূর্ব্ব স্বীকৃতি বিস্মৃত হইয়া তিনি যশোহরে আসিলেন। কিন্তু উদয়কে দেখিবার জন্য তিনি প্রতাপের অনুমতি পাইলেন না। প্রজারা গৃহ দগ্ধ করিয়া উদয়কে কারাগার হইতে উদ্ধার করিলে, বসন্তরায় তাঁহাকে লইয়া রায়গড়ে চলিয়া গেলেন। ক্রুদ্ধ প্রতাপ বসন্তরায়কে হত্যা করিবার জন্য সেখানে ঘাতক পাঠাইলেন। সন্ধ্যাকালে বসন্ত রায় আহ্নিক করিতেছেন, এমন সময়ে ঘাতককে সঙ্গে লইয়া মুক্তিয়ার খাঁ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রতাপের আদেশপত্র দেখাইলেন। পড়িয়া বসন্তরায় বলিলেন—"একি প্রতাপের লেখা?" মুক্তিয়ার বলিলেন—"হাঁ।" আবার বসন্তরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"খাঁ সাহেব, একি প্রতাপের স্বহস্তে লেখা?" মুক্তিয়ার উত্তর দিলেন—"হাঁ মহারাজ।" তখন বসন্তরায় কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন—"খাঁ সাহেব, আমি প্রতাপকে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছি।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আবার বলিলেন—"প্রতাপ যখন এতটুকু ছিল, আমি তাহাকে দিন রাত কোলে করিয়া থাকিতাম—সে আমাকে এক মুহূর্ত্ত ছাড়িয়া থাকিতে চাহিত না। সেই প্রতাপ বড় হইল, তাহার বিবাহ দিলাম, তাহাকে সিংহাসনে বসাইলাম—তাহার সন্তানদের কোলে লইলাম,—সেই প্রতাপ স্বহস্তে এই লেখা লিখিয়াছে, খাঁ সাহেব? বসন্তরায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, উদয় বন্দী হইয়া বিচারার্থ প্রতাপের নিকট প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত একবার দেখা

করিবার জন্ত মুক্তিয়ারকে কাতর অনুরোধ জানাইলেন। মুক্তিয়ার অস্বীকার করিয়া কহিলেন—"আমি আদেশপালক ভৃত্যমাত্র।" বসন্তরায় বলিলেন—"এ সংসারে কাহারও দয়ামায়া নাই। এস সাহেব, তোমার আদেশ পালন কর।" মুক্তিয়ার বলিলেন—"আমি প্রভুর আদেশ পালন করিতেছি মাত্র, আমার কোন দোষ নাই।" বসন্তরায় কহিলেন—"না সাহেব, তোমার দোষ কি? তোমার কোন দোষ নাই। তোমাকে আর মার্জ্জনা করিব কি?" এই কথা বলিয়া মুক্তিয়ার খাঁকে আলিঙ্গন করিয়া বসন্তরায় কহিলেন—"প্রতাপকে বলিও, আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মরিলাম। আর দেখ খাঁ সাহেব, আমি মরিবার সময় তোমার উপরেই উদয়ের ভার দিয়া গেলাম, সে নিরপরাধ—দেখিও অন্যায় বিচারে সে যেন আর কষ্ট না পায়।" এই বলিয়া বসন্তরায় চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া ইষ্ট দেবতার নিকট ভূমিষ্ঠ হইয়া রহিলেন, দক্ষিণ হস্তে মালা জপিতে লাগিলেন, ও কহিলেন—"সাহেব, এইবার!" মুক্তিয়ার খাঁর ইঙ্গিতে ঘাতক আবদুল তরবারি দ্বারা বসন্তরায়ের মুণ্ড শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। (রবীন্দ্রনাথ—বৌঠাকুরাণীর হাট)।

কেহ কেহ বলেন, পদকর্ত্তা রায় বসন্ত এই রাজা বসন্তরায়। বসন্তরায়ের ভূমিকায় রাধামাধব কর ও পরে পূর্ণচন্দ্র ঘোষ বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিক্রমদেব—জালন্ধরের রাজা। ইনি মহিষী সুমিত্রার প্রেমলাভের আশায় রাজকার্য্যে অমনোযোগী হইলে, রাজ্যমধ্যে হাহাকার উপস্থিত হয়। সুমিত্রার আত্মীয়গণ রাজ্যে ক্ষমতা বিস্তার করিয়া প্রজার অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইলে, মহিষী কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা করার জন্ত রাজাকে অনুযোগ করেন। রাজা তাহাতে কর্ণপাত না করায়, মহিষী স্বীয় ভ্রাতা কাশ্মীরের যুবরাজ কুমারের নিকট গমন করিলেন এবং উদ্ধত আত্মীয়গণের দমনার্থ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া জালন্ধরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কুমার দুই একটি বিদ্রোহী নায়ককে ধৃত করিয়া বিক্রমদেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। নায়কেরা বিক্রমদেবকে বলিলেন, তিনিই তাহাদের শাস্তা; বিদেশী কুমার তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাকেই অপমানিত করিয়াছেন। বিক্রমদেব এই কথা শুনিয়া কুমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যোগ করিলেন। কুমার যুদ্ধ না করিয়া ভগ্নীসহ কাশ্মীরে ফিরিয়া আসিলে, বিক্রমদেব কাশ্মীর আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন কাশ্মীররাজ চন্দ্রসেন ভ্রাতুষ্পুত্র কুমারকে সৈন্ত সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলে, কুমার ত্রিচূড় রাজ্যে পলায়ন করিলেন। বিক্রমদেব তাঁহার অনুসরণ করিয়া সেইখানে গমন করিলেন। ত্রিচূড়রাজ অমরুর কন্তা ইলার সহিত কুমারের বিবাহের কথা হইতেছিল। অমরু কুমারকে আশ্রয় দিলেন না; পরন্তু বিক্রমদেবকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহারই হস্তে কন্তাকে সমর্পণ করিতে সংকল্প করিলেন ইলার মুখে যখন বিক্রমদেব শুনিলেন যে, কুমারকেই তিনি হৃদয় দান করিয়াছেন, তখন উভয়ের মিলন সাধন করিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন। লুক্কায়িত কুমার ধরা দিবেন এই কথা বলিয়া পাঠাইলে, বিক্রমদেব চন্দ্রসেনকে কাশ্মীরসিংহাসনচ্যুত করিয়া কুমারকেই তথায় বসাইবেন ও ইলাকে তাঁহারই হস্তে দিবেন, এইরূপ আয়োজন করিলেন। কিন্তু কুমার আসিলেন না; তৎপরিবর্ত্তে সুমিত্রা কুমারের ছিন্নমুণ্ড লইয়া বিক্রমদেবকে উপহার দিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে পড়িয়া দেহত্যাগ করিলেন। বিক্রমদেব নতজানু হইয়া মৃতা পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"দেবি, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জ্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির অপরাধী ক'রে? ইহজন্ম
নিত্য অশ্রু-জলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব; তাহারও দিলে না অবকাশ?
দেবতার মত তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান।"

(রবীন্দ্রনাথ—রাজা ও রাণী)।

বিজয়—রাজা রমণীমোহনের জ্যেষ্ঠা মহিষী প্রমদার পুত্র। প্রমদা প্রাসাদ পরিত্যাগ করিবার সাত মাস পরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। রাজা "বিজয়" নামটি সুশ্রাব্য বলিতেন, সেই জন্ত পতিপ্রাণা প্রমদা পুত্রটিকে এই নাম দিয়াছিলেন। সতর বৎসর নানা স্থানে অতি কষ্টে পর্য্যটন করিয়া প্রমদা তপস্বিনীবেশে রাজধানীর নিকটে একটি পর্ণপুটীরে পুত্রের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। বিজয়ও তাপসের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। রাজসভাপণ্ডিত বিদ্যাভূষণের কন্তা একদিন রাজোদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি বড় গোলাপফুল তুলিতে অক্ষম হইলে, বিজয় সেইটি বৃন্তচ্যুত করিয়া তাঁহাকে দিতে যান। কামিনী লজ্জাবশতঃ ফুলটি গ্রহণ করিলেন না। বিজয় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বিদ্যাভূষণের পত্নী সুরমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সুরমা বিজয়ের রূপলাবণ্য ও মিষ্টভাষিতায় মুগ্ধ হইয়া, ইহাকে কামিনীর উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে মনে স্থির করিলেন। বিজয় ও কামিনী পরস্পর পরস্পরের অনুরাগী হইলেন। বিদ্যাভূষণ কিন্তু এ অনুরাগের সম্পূর্ণ বিরোধী। বিজয় একদিন কামিনীকে প্রমদার নিকট লইয়া গেলেন, এই হেতুবাদে বিজয়ের হস্তবন্ধন করিয়া বিদ্যাভূষণ ইহাকে 'হাথরের ছেলে' এই অপবাদ দিয়া রাজসমীপে আনিলেন। রাজা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, বিজয় জ্যেষ্ঠা মহিষীর পুত্র। তিনি তখনই মহিষী ও কামিনীকে আনাইয়া কামিনীর সহিত বিজয়ের বিবাহ দিলেন। (দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী)।

বিদ্যাভূষণ—রাজা রমণীমোহনের সভাপণ্ডিত। রাজার জন্ত পাত্রী দেখিতে ঘটকগণ নানা দেশে পর্য্যটন করিয়া অবশেষে একবাক্যে বলিল যে, বিদ্যাভূষণের কন্তা কামিনীর ন্তায় রূপবতী পাত্রী আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বিদ্যাভূষণ রাজশ্বশুর হইবার আশায় উৎফুল্ল হইলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী সুরমা এ বিবাহে অসম্মতা হইলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, কামিনীর হৃদয়ে নবীন তাপস বিজয়ের প্রণয় অঙ্কিত হইয়াছে, তখন তাহাদের বিবাহে কৃতসংকল্প হইলেন। বিদ্যাভূষণ স্ত্রীর বাধ্য। তিনি স্পষ্টতঃ এ সম্বন্ধে বাধা দিতে না পারিয়া একদিন বিজয়কে ধৃত করিয়া রাজসমীপে অভিযোগ করিলেন যে, এই হাথরের ছেলে তাঁহার কন্তা কামিনীকে যাদু করিয়াছে। রাজা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, বিজয় তাঁহার জ্যেষ্ঠা মহিষীর পুত্র। তিনি সানন্দে বিজয়ের সহিত কামিনীর বিবাহ দিলেন। বিদ্যাভূষণ রাজশ্বশুর না হইয়া রাজবৈবাহিক হইলেন। (দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী)।

রাজসমীপে বিজয়ের নামে বিদ্যাভূষণের অভিযোগ, ডিউক অব্ ভিনিসের সমক্ষে ওথেলোর নামে ব্রাবান্‌সিওর অভিযোগকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

বিন্দুমাধব—বদরপুরের গোলকচন্দ্র বসুর কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। সকলেই ইহাকে ভালবাসিত। গোলকচন্দ্র মিথ্যা মকদ্দমায় পড়িয়া কারাবাসী হইলে, কমিসনার সাহেব তাঁহার মুক্তির জন্ত ছোটলাটকে অনুরোধ করিয়াছেন, এই শুভ সংবাদ পিতাকে দিবার জন্ত জেলে যাইতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন যে, পিতা জেলে গলায় উদ্বা-

নীর ফাঁস লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। বিন্দুমাধব ভগ্নহৃদয় হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনমাধব উড্ সাহেবের লাঠির আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মাতা সাবিত্রী উন্মত্তা হইয়া বিন্দুমাধবের স্ত্রী সরলতাকে হত্যা করিয়া অনতিবিলম্বে নিজেও প্রাণত্যাগ করিলেন। বিন্দুমাধব পিতা, ভ্রাতা, মাতা ও পত্নীর মৃত্যুতে সাতিশয় কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। শেষে—"আহা! পুরুষসিংহ নবীনমাধবের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর!" এই কথাগুলি বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিলেন। (দীনবন্ধু—নীলদর্পণ)।

বিন্দুবাসিনী—ইনি পদ্মলোচনের দ্বিতীয়া ভার্য্যা। জ্যেষ্ঠা বগলা অপেক্ষা ইনি অল্পবয়স্কা বলিয়া বয়োধিক্য জন্ত তাঁহাকে সকল সময়েই বিদ্রূপ করিতেন। "ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন, আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইটি বৃন্দাবন"—এই কথাগুলি বলিলে, বগলা অত্যন্ত রাগান্বিতা হইতেন। স্বামীকে লইয়া দুইজনের মধ্যে বিবাদ হইত বলিয়া, স্বামীর অঙ্গের দক্ষিণার্দ্ধ বগলার, আর বামার্দ্ধ বিন্দুর অংশ বলিয়া ধার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও বিবাদের বিরাম ঘটে নাই। পদ্মলোচন উভয়েরই গালাগালি ও প্রহারের পাত্র ছিলেন। অতি সামান্ত কারণেই উভয়ের মধ্যে কলহ হইত, এবং তাহার ফলে পদ্মলোচন লাঞ্ছিত হইতেন। একদিন বিন্দু তাঁহাকে বলিলেন, "বড় রাণীর পিঠে খেয়ে তুমি তিন দিন পেট ছেড়ে দিয়েছিলে, আর আমার পিটে খেয়ে একটিবার ঘটি ছুঁলে না!" পদ্মলোচন বলিলেন—"তোমার পিঠে আমি এক পেট খেয়েছি, বড় রাণীর পিঠের ডবল খেয়েছি।" তাহাতে বিন্দু উত্তর করিলেন—"তাহলে আজ তোমার গঙ্গাযাত্রা হ'ত। তার পালার পিঠে খেলেন, আমার পালায় পেট ছেড়ে দিলেন; আমার পালার পিটে খেলেন, তার পালার দিন খুঁটি হয়ে বসে রইলেন।" গৃহে অধিকক্ষণ থাকা কষ্টকর দেখিয়া পদ্মলোচন অধিক রাত্রে শয়ন করিবার জন্ত গৃহে আসিতেন। আসিয়া কার ঘরে যান, তাই দেখিবার জন্ত উভয় ভার্য্যা এক রাত্রে কপাটের আড়ালে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক চোর আসিয়া বড় রাণীর কক্ষের দিকে অগ্রসর হইল। তাই দেখিয়া ছোট রাণী (বিন্দু) চোরের গলায় গামছা দিয়া স্বামিভ্রমে তাঁহাকে বিলক্ষণ প্রহার করিলেন। বড় রাণীও সেই প্রহারে যোগ দিলেন। পরে পদ্মলোচন আসিলে তাঁহাদের ভ্রম বিদূরিত হইল। গৃহের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পদ্মলোচন সংসার ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইয়া বৃন্দাবনে বাস করিতে গেলেন। কিছুদিন পরে অবগত হইলেন যে, সপত্নীদ্বয়ের মধ্যে আর বিবাদ বিসংবাদ নাই; পরস্পর পরস্পরকে স্নেহ যত্ন করিতেছেন, এবং স্বামীর উদ্দেশে বলিতেছেন—"পাপীয়সীর সম্পূর্ণ শাস্তি হইয়াছে, এক্ষণে তুমি বাড়ী এস, আর কলহ শুনিতে পাইবে না।" (দীনবন্ধু—জামাই-বারিক)।"

বিভা—প্রতাপাদিত্যের কন্যা। চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায় ইহাঁকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রতাপ রামচন্দ্রকে ঘৃণা করিতেন এবং কন্তাকে স্বামিগৃহে পাঠাইতেন না। বিভা "দাদা মহাশয়" বসন্তরায়ের সাতিশয় প্রিয় ছিলেন। তাঁহার টাকপড়া মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিতে বড় ভালবাসিতেন। বসন্তরায়ের অনুরোধে প্রতাপ এক সময়ে জামাতাকে যশোহরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। জামাতার অনুচর রমাই ভাঁড় স্ত্রীবেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহিষীকে অপমান করিলে প্রতাপ জামাতার শিরশ্ছেদনের আদেশ দিলেন। প্রতাপের শ্যালক রমাপতি এই সংবাদ বিভাকে দিলে বিভা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উদয়াদিত্যের কক্ষে গিয়া এই বিপদের কথা জ্ঞাপন করিলেন। উদয় কৌশল করিয়া ভগিনীপতিকে পলায়ন করিতে সাহায্য করিলেন। রামচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপে প্রতিগমন করিয়া শ্বশুরবংশের উপর জাতক্রোধ হন। কিছু দিন পরে রামমোহন মাল নামক জনৈক ভৃত্য বিভাকে চন্দ্রদ্বীপে লইয়া যাইবার জন্ত যশোহরে আসিল। স্বামিবিরহকাতরা বিভা যাইতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু ভ্রাতৃবধূ সুরমার মৃত্যুতে ব্যথিত ভ্রাতার সেবার ত্রুটি হইবে ভাবিয়া স্বামিসন্দর্শন অভিলাষ পরিত্যাগ করিলেন। রামমোহন ফিরিয়া যাইলে রামচন্দ্র অত্যন্ত কুপিত হইয়া পত্নীকে ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্র স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলাম, এই মর্ম্মে একখানি পত্র শ্বশুরকে লিখিলেন। মহিষী এই পত্রখানি প্রতাপকে দেখাইলেন না, কিংবা ইহার কথা বিভাকে জানাইলেন না। কিছুদিন পরে উদয় যখন শপথপূর্ব্বক যশোহরের সিংহাসন ত্যাগ করিয়া কাশীধামে যাত্রার উদ্দেশে বাহির হইলেন, তখন তিনি বিভাকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে চন্দ্রদ্বীপে গমন করিলেন। যে দিন সেখানে পৌঁছিলেন, সেই রাত্রে রামচন্দ্রের আবার বিবাহ হইবে বলিয়া নগর উৎসবে মগ্ন। রামমোহন নৌকায় আসিয়া বিভাকে এই নিদারুণ সংবাদ দিল। বিভা ভিখারিণীর বেশে স্বামী দর্শন করিতে গেলেন, সঙ্গে রামমোহন। রামচন্দ্র রায় রমাই ভাঁড়ের সহিত কক্ষে বসিয়াছিলেন। বিভা গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিয়াই তাঁহার পায়ের কাছে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুই? ভিখারাণী ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিস্?" বিভা উত্তরে বলিলেন—"না মহারাজ, আমার সর্ব্বস্ব দান করিতে আসিয়াছি। আমি তোমাকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া বিদায় লইতে আসিয়াছি।" রামমোহন বিভার পরিচয় দিল। রাজা বলিলেন—"কে আমার মহিষী? আমি উহাকে চিনি না।" এই কথা শুনিয়া বিভা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। রামমোহন একখানি শিবিকাতে তাঁহাকে লইয়া নৌকায় আসিল। বিভা উদয়াদিত্যের সহিত কাশীবাস করিতে গেলেন। চন্দ্রদ্বীপের যে হাটের সম্মুখে বিভার নৌকা লাগিয়াছিল, অদ্যাপি তাহার নাম রহিয়াছে—"বৌ-ঠাকুরাণীর হাট"। (রবীন্দ্রনাথ—"বৌ-ঠাকুরাণীর হাট)।

বিমলা—অভিরাম স্বামীর কন্যা। গড়মান্দারণের অধিপতি বীরেন্দ্রসিংহের পত্নী। শশিশেখর ভট্টাচার্য্য নামে একজন ব্রাহ্মণ গড়মান্দারণের নিকটবর্ত্তী গ্রামে বাস করিতেন। কাশীতে অধ্যয়নকালে তিনি এক শূদ্রীতে আসক্ত হন। বিমলা সেই আসক্তির ফল। শশিশেখর অধ্যাপক কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া নানা দেশ পর্য্যটন করিলেন ও পরে অভিরাম স্বামী এই নাম গ্রহণ করিলেন। বীরেন্দ্রসিংহ বিমলাকে ভালবাসেন, কিন্তু তাঁহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত দেখিয়া অভিরাম স্বামী তাঁহাকে মানসিংহের অন্যতমা মহিষী ঊর্ম্মিলাদেবীর দাসীস্বরূপে নিযুক্তা করিয়া দিলেন। সেইখানে এক রাত্রে গোপনে বীরেন্দ্রসিংহ বিমলার কক্ষে উপস্থিত হইলে, মানসিংহ বীরেন্দ্রসিংহকে বিমলার পাণিগ্রহণ করিতে বলেন। বীরেন্দ্র শূদ্র-কন্যাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। পরে কারাযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বিমলাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধ তাঁহার জীবিতকালে বিমলা প্রকাশ করিতে পারিবেন না, ইহা তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইল। সেই সময় হইতে পরিচারিকাভাবে বিমলা বীরেন্দ্রসিংহের গৃহে অবস্থান ও তাঁহার

সপত্নী-কন্যা তিলোত্তমাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ইনি সুন্দরী ও বাক্চতুরা ছিলেন। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ ইহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "দাই যেন তাওয় ঘৃত ; মদন আগুন যত শীতল হইতেছে, দেহখানি ততই জমাট বাঁধিতেছে।" সেই দিন অবধি বিমলা তাঁহার রসিকরাজ রসোপাধ্যায় নাম রাখিয়াছিলেন। শৈলেশ্বর মন্দিরে ইহাদের সহিত মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের সাক্ষাৎ হয়। এক পক্ষ পরে বিমলা জগৎসিংহকে গড়মান্দারণ দুর্গের মধ্যে তিলোত্তমার নিকট আনিলেন। গুপ্তদ্বার-উন্মোচন-কৌশল অবগত হইয়া সেই রাত্রে পাঠান-সেনাপতি ওস্‌মান সসৈন্যে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিমলাকে সেখ রহিম বন্ধন করিলে বাক্‌কৌশলে তিনি মুক্তিলাভ করিয়া তিলোত্তমার কক্ষে গমন করিলেন। কিন্তু দুর্গপতির সহিত সকলেই ধৃত হইয়া পাঠানদুর্গে আনীত হইল। সেইখানে কতলুখাঁর আদেশে যখন বীরেন্দ্রসিংহের শিরশ্ছেদ হয়, তখন বিমলা ওসমানের সাহায্যে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আজ আমি জগৎসমীপে বলিব, কে নিবারণ করিবে? স্বামি! কণ্ঠরত্ন! কোথা যাও?" বীরেন্দ্র বলিলেন, "বিমলা আমি যাই তোমরা আমার পশ্চাৎ আইস।" বিমলা অন্যের অশ্রাব্যস্বরে বলিলেন, "যাইব, কিন্তু আগে এ যন্ত্রণার প্রতিশোধ করিব।" বীরেন্দ্র বলিলেন, "পারিবে?" বিমলা আপনার হাত দেখাইয়া বলিলেন, "এই হস্তে! এই হস্তের স্বর্ণ ত্যাগ করিলাম, আর কাজ কি? শাণিত লৌহ ভিন্ন এ হস্তে অলঙ্কার আর ধরিব না" পরে বধের সময় উপস্থিত হইলে বীরেন্দ্র বিমলাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। বিমলা বলিলেন, "না, আমার সম্মুখেই আমার বৈধব্য ঘটুক। তোমার রুধিরে মনের সঙ্কোচ বিসর্জ্জন করিব।" বিমলা তখন স্বচক্ষে সেই দৃশ্য দেখিলেন এবং মনোমধ্যে প্রতিশোধের কল্পনা করিলেন। পরে কতলু খাঁর জন্মোৎসব রাত্রে বিমলা উত্তম বেশভূষা ধারণ করিয়া তাঁহাকে হাব-ভাব-কটাক্ষে উন্মত্ত ও সুরাপানে উত্তেজিত করিলে, কতলু খাঁ যখন বলিলেন—"তুমি কোথা, প্রিয়তমে!" তখন বিমলা তাঁহার স্কন্ধে এক বাহু দিয়া বলিলেন—"দাসী শ্রীচরণে"। অপর হস্তে বক্ষে লুক্কায়িত তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে আমূল বসাইয়া দিলেন। কতলু খাঁ বলিলেন—"পিশাচী—সয়তানী!!" বিমলা উত্তর করিলেন—"পিশাচী নহি—সয়তানী নহি—বীরেন্দ্রসিংহের বিধবা স্ত্রী।" এই বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দুর্গপ্রবেশদ্বারে আসিয়া প্রহরিগণকে বলিলেন—"অন্তঃপুরে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, নবাবের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে।" প্রহরীরা কটক ছাড়িয়া ভিতরে গেল ; সেই অবসরে বিমলা দুর্গের বাহিরে আসিলেন। ইহার পূর্ব্বে ওস্‌মান ইহাকে মুক্তি দিবার অভিপ্রায়ে একটি অঙ্গুরীয় নিদর্শনস্বরূপে দিয়াছিলেন। বিমলা সেটি নিজে ব্যবহার না করিয়া তিলোত্তমাকে দিয়াছিলেন। তিলোত্তমা দ্বারদেশে সেই অঙ্গুরীয়টি দেখাইয়া বিমলার আগেই দুর্গের বাহিরে আসিতে পারিয়াছিলেন। পরে ইঁহারা অভিরাম স্বামীর নির্দ্দিষ্ট একটি ভগ্ন অট্টালিকায় কিছুদিন বাস করিয়া গড়মান্দারণে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—দুর্গেশনন্দিনী)।

কাব্যসুন্দরী-প্রণেতা বলেন—"বিমলার চিত্রে বঙ্কিম বাবু রাজকুলোচিত বীরাঙ্গনার উচ্চগুণসকল স্পষ্টাভিধানে প্রকাশিত করিয়াছেন।"

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বলেন—"বিমলার বচনচাতুরী, বিমলার অন্তর্দর্শী বুদ্ধি, বিমলার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিমলার রসালাপ-পটুতা, বিমলার সাহস—দুর্গেশনন্দিনীর পাঠকবৃন্দের নিকট বড়ই মনোহর অনুভব হয়।"

রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন—"বিমলার চরিত্র গ্রন্থকার আদ্যোপান্তই এরূপ মনোহরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, উহাকেই সময়ে সময়ে গ্রন্থের নায়িকা বলিতে আমাদের ইচ্ছা হয়।"

বিমলার ভূমিকায় সুকুমারী দত্ত বেঙ্গল থিয়েটারে যথেষ্ট অভিনয়-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বিলাসবতী—জয়পুরাধিপতি জগৎসিংহের রক্ষিতা। রাজসহচর ধনদাস জগৎসিংহের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া উদয়পুর রাজভবনে গমন করিলে, বিবাহ-নিবারণ-অভিপ্রায়ে বিলাসবতী তাঁহার বিশ্বস্তা পরিচারিকা মদনিকাকে সেইখানে প্রেরণ করিলেন। ধনদাস ফিরিয়া আসিলে, বিলাসবতী জগৎসিংহকে নিভৃত কক্ষে রাখিয়া ধনদাসের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহার বিশ্বাসঘাতকতা সপ্রমাণ করিল। ক্রুদ্ধ রাজা ধনদাসকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। (মধুসূদন—কৃষ্ণকুমারী)।

বিলাসিনী কারফরমা—উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। ইনি Physicsএ (প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে) এম, এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ইঁহার স্বামী গৌরীকান্ত ইঁহার রন্ধনাদি গৃহকার্য্য করিতেন, এবং ইঁহার প্রদত্ত টাকায় একটা ছাপাখানা কিনিয়া একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র চালাইতেন। একদিন কাট্‌লেটগুলি পুড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া বিলাসিনী তাঁহাকে তিরস্কার করেন এবং তাপতত্ত্ব (Theory of heat) সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বলেন যে, সায়েন্স শিখিলে বরফের জ্বালে রাঁধা যায়। গৌরীকান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বরফের জ্বাল? বরফ—বরফ?" বিলাসিনী তদুত্তরে বলিলেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বরফ ; যাকে আইশ বলে, তাবৃতে ভারতে আমরা যা মাথায় দিই, ওলাউঠা হ'লে তোমরা যা খাও—সেই বরফ।" মিঃ সিংহ বলিলেন—"আপনার হাজব্যাণ্ড খুবতো Docile।" বিলাসিনী উত্তর করিলেন—"পতির প্রধান গুণ স্ত্রী-ভক্তি, যে পতি স্ত্রীকে ভক্তি না করে, সে ব্যভিচারী পুরুষ বেশ্যা ; আর আমরা যদি স্বামীকে দমন কত্তে না পারবো, তবে আমাদের হাই এডুকেশনের ফল কি?" বিলাসিনী বেহারাকে ডাকিলে সে "বহু মহারাজ" বলিয়া উপস্থিত হইল। "বাবু কা করতা" এই কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া সে উত্তর দিল—"মসেলা পিষ্‌তা।" বিলাসিনী বলিলেন—"জল্‌দি হামারা খানা লেয়ানে বোলো, হাম্ গোসলখানাসে আতা হ্যায়।" নন্দলাল যখন বিলাত যাইবার অভিপ্রায়ে হাওড়া ষ্টেসনে যান, মিঃ সিং ও বিলাসিনী তখন তাঁহাকে রেলে তুলিয়া দিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হইলেন। নন্দলালের পিতা যখন নন্দলালকে গৃহে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন বিলাসিনী বলিলেন, "নন্দবাবু, ঘোর পরীক্ষানল উপস্থিত, হৃদয়কে কাষ্ঠার প্রুফ করুন।" গোপীনাথ বলিলেন—ওগো বাছা, কেন আর ধুনো দাও?" বিলাসিনী তদুত্তরে বলিলেন—"ভগিনীগণ না পৃষ্ঠ দিলে ভ্রাতারা কখন উচ্চকার্য্যে উত্তেজিত হইতে পারে না—আমার কর্ত্তব্য আমি কচ্চি।" লোকনাথ বাবু বলিলেন যে, বিবাহের বাসরে পতি-পত্নী ভেদ করা তাঁহার কর্ত্তব্য নয়। বিলাসিনী উত্তর দিলেন—"পতিপত্নী ভেদ কি? একাদশবর্ষীয়া বালিকার আবার পতি কি? সে প্রণয়ের কি জানে? সে হয়তো পতিকে গুরুর মত ভক্তি কোত্তে শিখ্‌বে, দাসী হয়ে সেবা করবে, কিন্তু ভালবাসতে—যে সে ভালবাসা না—যে ভালবাসাকে

'জন্ত' বলে—যে ভালবাসা কখন শিখ্‌বে না, আপনার অধিকার স্থাপন কোত্তে শিখ্‌বে না।" (অমৃতলাল—বিবাহ বিভ্রাট)।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর—জনৈক ধনী ব্রাহ্মণ যুবক। ইনি চিন্তামণি নাম্নী বেশ্যার প্রেমে এতই উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, পিতৃশ্রাদ্ধ তাড়াতাড়ি সমাপন করিয়া নদী পার হওয়ার পক্ষে নিষেধ সত্ত্বেও, চিন্তামণির দর্শন অভিলাষে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ঝড় বৃষ্টির জন্ত খেয়াঘাটে নৌকা ছিল না, ইনি একটি কাষ্ঠ অবলম্বনে নদী পার হইয়া এবং লম্বিত রজ্জুর সাহায্যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া চিন্তামণির গৃহ-প্রাঙ্গণে পতিত হইলেন। পরে দৃষ্ট হইল যে, ইনি রজ্জুভ্রমে একটি সর্প ও কাষ্ঠ-ভ্রমে একটি গলিত শব অবলম্বন করিয়াছিলেন। এইরূপ দুঃসাহসিকতা ও উন্মত্ততার জন্ত চিন্তামণি ইঁহাকে তিরস্কার করিলে, এবং তাঁহার এইরূপ একাগ্রতা ভগবানে অর্পণ করিলে অধিক কাজ হইত এই কথা বলিলে, বিল্বমঙ্গলের চিত্তে বিবেকের উদয় হইল। ইনি তৎক্ষণাৎ সংসার ত্যাগ করিয়া ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। পথে সোমগিরির সহিত সাক্ষাৎ হইল। সোমগিরি ইঁহাকে হরিনাম করিতে উপদেশ দিলেন। পরে একদা নদীতটে অহল্যা নাম্নী রমণীর রূপ দর্শনে ইঁহার মনে আবার দুষ্প্রবৃত্তির উদ্রেক হইল। অহল্যার স্বামী একজন ধর্মনিষ্ঠ বণিক্। বিল্বমঙ্গল তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অহল্যার সহিত একরাত্রি বাস করিবার প্রার্থনা করিলেন। অতিথির প্রার্থনা পূরণ করিতে সত্যবদ্ধ বণিক্ ও তাঁহার পত্নী এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলে, অহল্যার কক্ষে বিল্বমঙ্গল নীত হইলেন। চক্ষুই দুষ্কর্মের মূল ভাবিয়া বিল্বমঙ্গল অহল্যাকে মাতৃসম্বোধন করিলেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে অলঙ্কারের কাঁটা চাহিয়া লইয়া তদ্দ্বারা আপনার চক্ষুর্দ্বয় বিদ্ধ করিয়া কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। অন্ধ ও অসহায় অবস্থায় ইনি বনে বনে ভ্রমণ এবং মনে মনে ভগবৎকৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ রাখালবালকবেশে ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন এবং দুগ্ধ আনিয়া পান করাইলেন। এরূপে রাখালবালক ইঁহার হৃদয়ের একটা স্থান অধিকার করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণধ্যান করিতে গিয়া ইনি কেবল রাখাল-বালককেই স্মরণ করিতেন। রাখাল বালকের অনুরোধে বণিক্ ও বণিক্‌পত্নী অহল্যা ইঁহাকে বৃন্দাবনে লইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ইঁহার অন্ধত্ব নষ্ট হইলে রাখালবালক শ্রীকৃষ্ণরূপে ইঁহাকে দর্শন দিলেন। বৃন্দাবনে অবস্থান কালে, সংসারত্যাগিনী চিন্তামণি ইঁহার নিকটে কৃপাপ্রার্থিনী হইয়া আগমন করিলে ইনি তাঁহাকে "গুরু, প্রেমশিক্ষাদাতা, বিশ্বমোহিনী" সম্বোধন করিয়া প্রণাম করিলেন। পরে উভয়েই যুগলমূর্ত্তি ও নিত্যলীলা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। (গিরিশচন্দ্র—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর)।

ষ্টার থিয়েটারে অমৃতলাল মিত্র বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের চরিত্র অভিনয় করিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বিহারী—ইনি অখিলের সহপাঠী ছিলেন। ইনি বেশ্যালয়ে মদ খাইয়া বেড়াইতেন বটে, কিন্তু রাত্রে গৃহে আসিয়া শয়ন করিতেন। অখিল পবিত্র প্রণয় উপভোগের অভিপ্রায়ে যখন পারুলের নিকট যাতায়াত করিতেছেন, সেই সময়ে বিহারী এক রাত্রিতে সেইখানে উপস্থিত হন। সেখানে ইনি "বিহারী খুড়ো" বলিয়া সম্বোধিত হইতেন। অখিল পার্শ্বের কক্ষে লুকাইলে, বিহারী তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিলেন। অখিল লজ্জিত হইলে, তাঁহার সঙ্গী হীরালাল বিহারীকে বলিল, "অখিল বাবু এখানে কি করতে এসেছেন, তুমি জান না।" বিহারী উত্তর দিলেন—"কেন জান্‌বো না? মনসা পুজো দিতে। মেয়ে মানুষের বাড়ী লোক কি আর পিতৃশ্রাদ্ধ করতে আসে?" অখিল বলিলেন—"পারুলকে আমি পবিত্রভাবে —ভগ্নী ভাবে দেখি।" বিহারী বলিলেন —"তাতো দেখ্‌বেই, সন্ধ্যা হলেই আজ কাল তা দেখে; ভগ্নী শব্দে দুই অর্থ অভিধানে দেখ ধনী।" মদ খাওয়াইবার জন্ত হীরালাল বিহারীকে কক্ষ হইতে উঠাইয়া লইয়া গেল। মত্তাবস্থায় রাস্তায় আসিলে পাহারাওয়ালা ইঁহাকে থানায় লইয়া যাইতে চায়। বিহারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার জরিমানা হলে তোমার লাভ কি?" পাহারাওয়ালা উত্তর দিল— "সরকারকা খয়ের খাঁই।" বিহারী বলিল —"সরকারের খাঁই, তা বুঝেছি; একদফা মদ বেচে লাভ, আবার মাতালের জরিমানার লাভ।" থানায় যাইতে হইবেই দেখিয়া বিহারী বলিলেন—"তবে দস্তুরমত কাজ হোক্, হেঁটেতো যাচ্ছিনি, খোলা নিয়ে এস।" পাহারাওয়ালা বলিল—"দাওা খাওগে?" বিহারী উত্তর করিলেন—"তাতো খাবই, তোমরা কোন্ জন্মে কাকে আর রসগোল্লা খাইয়ে থাক?" পাহারাওয়ালা খোলা আনিবার জন্ত অগ্রসর হইলে, বিহারী জতপদে প্রস্থান করিলেন। অখিল একদিন বিহারীকে বলিয়াছিলেন— "পারুলই আমার যথার্থ স্ত্রী। সে যে বিবাহ হয়েছে, তা একটা কুসংস্কারের সম্বন্ধস বই তো নয়।" বিহারী উত্তর করিলেন—"তার আর সন্দেহ কি? বিবাহ একটা ঘোর কুসংস্কার। আচ্ছা, ঘরের সেই কুসংস্কারটি যদি পবিত্র প্রণয় করে একটি যথার্থ পতি করে, তা হ'লে কেমন কুসংস্কার হয়? পারুলের কক্ষে শোভনলাল একটি গান করিতেছিলেন—"ও গেঁইয়া সে গেঁইয়া তু কাঁহা গেঁইয়া, আজী তু কাহা গেঁইয়া।" বিহারী তাহার মুখ চাপিয়া বলিলেন— "কাশীমিত্তিরের ঘাটে গেঁইয়া, আঁটকুড়ির বেটা তারপর কি আছে বল্‌না; খালি গেঁইয়া গেঁইয়া কাঁহা গেঁইয়া—যমের বাড়ী গেঁইয়া।" পারুলের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যথিত হইয়া অখিল যখন বলিলেন—"আর না—আর না—প্রণয় নাই—জগতে প্রণয় নাই।" বিহারী তদুত্তরে বলিলেন— "বাবাজী! খুঁজি খুঁজি নারি করলে কি প্রণয় পাওয়া যায়? বাড়ী যাও—বৌমার সঙ্গে ভাব করে দেখ দেখি, প্রণয় পাও কি না। এই তো বাবা। আমি এমন বয়াটে, সাত দোরে মদ মেরে বেড়াই, বিস্তর চুঁড়ে দেখিছি, প্রণয়ই বল, আর তুমি ইংরেজী ক'রে যাই বল, আসল কথাটা যা—তা বাবা, ঘর ভিন্ন পাবার যো নাই।" (অমৃতলাল—তরুবালা)।

ষ্টার থিয়েটারে গ্রন্থকার বিহারীর চরিত্র অভিনয় করিয়া সম্যক্ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

বীরেন্দ্রসিংহ—জয়ধরসিংহ নামে একজন হিন্দু সৈনিক গড়মান্দারণ দুর্গ জায়গীর স্বরূপে পান। বীরেন্দ্রসিংহ তাঁহার একজন উত্তর পুরুষ। ইনি যৌবনে একটি সুন্দরী রমণীতে আসক্ত হন। সেই রমণী অভিরাম স্বামীর উপপত্নীর কন্তা। বীরেন্দ্র এই রমণীকে গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন। পিতা ইঁহাকে অন্ত রমণী বিবাহ করিতে বলিলে ইনি অস্বীকার করেন এবং পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া গৃহত্যাগ করেন। বীরেন্দ্র দিল্লীতে যাইয়া মোগলের সৈনিকবিভাগে প্রশংসার সহিত কার্য্য করিতে থাকেন। ইতোমধ্যে ইঁহার পত্নী তিলোত্তমাকে প্রসব করিয়া কিছুদিন পরে পরলোকে গমন করেন। অভিরামের ঔরসে এক শূদ্রীর গর্ভে বিমলা জন্মগ্রহণ করেন। বিমলা যখন দিল্লীতে পিতার নিকট বাস করেন, সেই সময়ে পিতা একদিন বীরেন্দ্রকে

মন্ত্রশিষ্য পরিচয় দিয়া খীর ভবনে আনি-লেন। সেইখানে বিমলার সহিত বীরেন্দ্রের আসক্তি জন্মিল। কিন্তু শূদ্রী কন্তাকে বিবাহ করিতে অসম্মত হওয়ায়, অভিরাম ইঁহাকে আর আশ্রমে আসিতে দিলেন না, এবং বিমলাকে মানসিংহের অন্ততমা মহিষী উর্মিলাদেবীর পরিচারিকারূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সেইখানে একরাত্রে দাসী আস্-মানির সাহায্যে বারি-বাহকবেশে বীরেন্দ্র মানসিংহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বিমলার কক্ষে উপস্থিত হইলেন। মানসিংহ জানিতে পারিয়া বলিলেন যে, বীরেন্দ্রসিংহ যদি বিমলাকে বিবাহ করেন, তবে তাঁহাকে মুক্তি দিতে পারেন। বীরেন্দ্র এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। অধিক দিন কারাগার-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া বীরেন্দ্র অবশেষে বিমলাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। কেবল এইমাত্র বিমলাকে স্বীকার করিতে হইল যে, পরিচারিকাভাবে তিনি বীরেন্দ্রের গৃহে থাকিবেন এবং তাঁহার জীবদ্দশায় বিবাহ-সম্বন্ধ গোপন রাখিবেন। তাহার পর বিমলা গড়মান্দারণে আসিয়া সপত্নীকন্তা তিলোত্তমার নিকটে উচ্চপদস্থা সখী ও অভিভাবিকার স্তায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মোগল-পাঠানে যখন যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, তখন পাঠান কতলু খাঁ বীরেন্দ্রকে নিজ পক্ষে থাকিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু অভিরাম স্বামীর পরামর্শে, ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলেও ইনি মোগলপক্ষ অবলম্বন করেন। পরে পাঠান-সেনাপতি ওসমান ইঁহাকে এবং বিমলা, তিলোত্তমা ও জগৎসিংহকে বন্দী করিয়া পাঠানদুর্গে লইয়া গেলেন। সেখানে কতলু খাঁ বীরেন্দ্রের শিরশ্ছেদনের আদেশ দিলেন। বধ্যভূমিতে আনীত হইলে, বীরেন্দ্র তেজস্বিতাসহকারে, কতলু খাঁর সহিত কথা কন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, কতলু খাঁ তাহার কুলে কালি দিয়াছে; তাই যখন বিমলার এক-খানি পত্র সেই সময়ে তাঁহাকে দেওয়া হয়, তিনি পত্রখানি মর্দ্দিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পার্শ্বস্থ জনৈক লোক অপরকে বলিল, "বুঝি কন্তার পত্র"। তাহা শুনিয়া বীরেন্দ্র বলিলেন—"কে বলে আমার কন্তা? আমার কন্তা নাই।" পরে ওসমানের সাহায্যে বিমলা স্বামীর নিকটে আনীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"আজ আমি জগৎ সমীপে বলিব কে নিবারণ করিবে? স্বামি! কণ্ঠরত্ন! কোথা যাও? বীরেন্দ্র বলিলেন—"আমি যাই তোমরা আমার পশ্চাৎ আইস।" বিমলা বলিলেন—"যাইব, কিন্তু আগে এ যন্ত্রণার প্রতিশোধ করিব।.........শাণিত লৌহ ভিন্ন এ হস্তে অলঙ্কার আর ধরিবে না।" বীরেন্দ্র হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "তুমি পারিবে, জগদীশ্বর তোমার মনস্কামনা সফল করুন।" পরে বিমলার সম্মুখে জল্লাদ বীরেন্দ্রের শিরশ্ছেদন করিল। (বঙ্কিমচন্দ্র—দুর্গেশনন্দিনী)।

বেণী—অখিলের ধর্ম্ম-ভ্রাতা। অখিলের ভগ্নী শান্ত বাল্যকালে বেণীর নিকট পাঠ অভ্যাস করিতেন। পরে বিধবা হইয়া শ্বশুরের বিষয়সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে থাকিলে, বেণী তাঁহার উপর মনে মনে অনুরাগ পোষণ করেন। বিধবা বিবাহে শান্তর অনুমোদন নাই জানিয়া বেণী হতাশ হইলেন। বেণীর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, সেই জন্ত তাঁহার স্ত্রী দামিনীর সহিত সর্ব্বদা কলহ হইত। অখিলের মাতার নিকট কিছু টাকা লইয়া বেণী একটি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা স্থাপিত করিলেন এবং ঐ মতে চিকিৎসা-ব্যবসায় করিতে থাকিলেন। অখিল যাহাতে গৃহ-বাসী না হইয়া বেশ্যা পারুলের কুহকে পড়েন, সে বিষয়ে বেণী গোপনে উৎসাহ দিতেন; উদ্দেশ্য শান্তর নিকট গতিবিধি করা। একদিন শান্ত মাতার সহিত বেলঘেরিয়ার ওলাবিবির পূজা দিতে যাইবেন, এই কথা শুনিয়া বেণী পার্শ্ববর্ত্তী বাগানে সন্ন্যাসিবেশে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সহচরী গোয়ালিনীর সাহায্যে ও কৌশলে শান্ত সেখানে উপস্থিত হইলে বেণী তাঁহার হাত দেখিয়া গণনা করিবার ভান করিলেন। পরে আত্মপ্রকাশ করিয়া মনোভাব জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে বিবাহ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। শান্ত ইঁহাকে চিরকাল "বেণী দা" বলিয়া ডাকিতেন। শান্ত ইঁহার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ না হইয়া মিষ্ট কথায় ইঁহাকে উপদেশ দিলেন। শান্ত বলিলেন—"সুখ দুঃখ আপনার হাতে, বৌ যদি মনের মত না হয়, তাকে দিয়ে সব খুলে বল; বুঝিয়ে দাও যে, সে ঝগড়া করে বলে তুমি সুখী হ'তে পার না; গহনা দিতে না পার, তাকে আদরে ভরিয়ে দাও, দেখাও যে, তাকে সুখী করবার জন্যই তুমি পরিশ্রম কর; তারপর দেখ সে তোমার দুঃখে দুঃখী হয় কি না। দুঃখের দুঃখী পাওয়ার চেয়ে পৃথিবীতে আর সুখ নাই; ভগবান্ দুঃখীর দুঃখে দুঃখী, তাই স্বর্গে অতি সুখ।" বেণী বলিলেন—"শান্ত দিদি, বোন্! এ উপদেশ আমায় কেউ দেয় নি! যা বল্লে, আমি তাই [illegible]।" শান্ত প্রস্থান করিলে, বেণী মনে মনে বলিলেন—"আমি কি ভুল বুঝেছিলেম! সাক্ষাৎ স্বর্গের প্রতিমাকে রক্তমাংসজড়িত মানুষ ভেবেছিলেম! ভয়ে চীৎকার করলে না, ক্রোধে কর্কশ বল্লে না, অমানুষিক ক্ষমাবলে, সতীত্বসম্পদের অতুল ঐশ্বর্য্যে প্রাণের জোরে শান্তগুণে শান্ত আমার জীবনপ্রবাহ আজ পরিবর্ত্তন ক'রে গেল! যা বলেছি, তাই করবো—কাশী যাব, দেখি, আবার নূতন মানুষ হতে পারি কি না।" (অমৃতলাল—[illegible]বালা)।

ব্যোমকেশ—সপ্তগ্রামবাসী হৃষীকেশ শর্ম্মার পুত্র। ইঁহাদেরই গৃহে মাধবাচার্য্য মৃণা-লিনীকে রাখিয়া দিয়াছিলেন। রাত্রি-কালে গিরিজায়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মৃণালিনী যখন গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, দুর্বৃত্ত ব্যোমকেশ ইঁহাকে ধরিয়া স্বীয় পাপাভিলাষ পূরণ করিতে চাহিল। গিরি-জায়া আসিয়া ব্যোমকেশের পৃষ্ঠদেশ দংশন করিলে, সে চীৎকার করিয়া উঠিল। পিতা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, নিজ দোষ গোপন করিবার অভিপ্রায়ে সে তাঁহাকে [illegible]নের যে, মৃণালিনী অভিসারে গমন [illegible] তাই তাহাকে ধৃত করিয়াছি[illegible] যবনাধিকারে আসিলে, এবং [illegible] যবন কর্ত্তৃক আহত ও হত হই[illegible] একটি গৃহে ব্যোমকেশকে মৃ[illegible] দেখিতে পাইলেন। মৃত্যুকালে [illegible] তাঁহার সকাশে নিজের পাপা[illegible] মৃণালিনীর নির্দ্দোষতা মুক্তক[illegible] করিল। (বঙ্কিমচন্দ্র—মৃণালিনী[illegible])।

ব্রজেশ্বর—হরবল্লভ রায়ের পুত্র। ই[illegible] তাঁহার পত্নী—প্রফুল্ল, নয়নতারা ও [illegible]। [illegible] প্রফুল্লের দরিদ্র মাতা প্রফুল্লের [illegible] গৃহে সমস্ত কুটুম্বদিগকে চিঁড়া দই [illegible], তখন বার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া [illegible] ঘোর তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কলঙ্ক রটনা [illegible] সেই নিমিত্ত প্রফুল্ল স্বামীর ঘর ক[illegible] পান না। দারিদ্র্যপীড়িতা প্রফুল্ল এক[illegible] মাতার সঙ্গে শ্বশুরগৃহে আসিলে, [illegible] তাঁহাকে তাড়াইয়া দিবেন স্থির [illegible] তাড়াইবার ভার পিতৃভক্ত ব্রজেশ্বরের উপর পড়িল। সেই রাত্রে প্রফুল্ল স্বামি[illegible] সহবাস লাভ করিলেন। পরদিন প্রা[illegible] ব্রজেশ্বর তাঁহাকে নিজ নামাঙ্কিত এক[illegible] অঙ্গুরীয় দান করিলেন। কিছুদিন প[illegible] ইনি প্রফুল্লের সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত [illegible] গোপনে রাত্রিকালে প্রফুল্লের বাড়ীতে [illegible] গমন করিলেন, ইহার অনতিপূর্ব্বে প্রফুল্ল [illegible] গৃহ হইতে অপহৃতা হইয়াছিলেন বলি[illegible] ব্রজেশ্বর বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসি-[illegible]লেন। ইহার কিছুদিন পরে প্রফুল্ল

মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ইনি অত্যন্ত কাতর, ও পরে পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। একদিন হরবল্লভ পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছেন, পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতেছেন—

পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

ব্রজেশ্বর এই মন্ত্রটি কণ্ঠস্থ করিলেন। প্রফুল্লের জন্ত যখন বড় কাতর হইতেন, তখন এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন। হরবল্লভের আদেশে ব্রজেশ্বর সাগরের পিতার নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার করিতে গেলেন। শ্বশুর ধার দিতে অসম্মত হইলে, ব্রজেশ্বর যখন রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তখন সাগর ইঁহার পা জড়াইয়া ধরিলেন। পা জোর করিয়া সরাইয়া লইবার সময় সাগরের গায়ে লাগাতে সাগর মনে করিলেন যে, স্বামী তাঁহাকে লাথি মারিলেন। সাগর চোক ঘুরাইয়া বলিল, "কি আমায় লাথি মারিলে?" ক্রুদ্ধ ব্রজেশ্বর যথার্থ লাথি না মারিলেও বলিলেন, "যদি মারিয়াই থাকি? তুমি না হয় বড়মানুষের মেয়ে, কিন্তু পা আমার—তোমার বড়মানুষ বাপও এ পা একদিন পূজা করিয়াছিলেন।" তখন সাগর ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া বলিলেন—"আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তবে তুমি আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মত টিপিয়া দিবে।" ব্রজেশ্বর বলিলেন—"যতদিন আমি তোমার পা টিপিয়া না দিই, ততদিন আমিও তোমার মুখ দেখিব না।" কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিল। ব্রজেশ্বর যখন জলপথে পিতৃগৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন দেবী চৌধুরাণীর কৌশলে ইনি ধৃত হইয়া তাঁহার বজরায় আনীত হইলেন এবং সেখানে রুমালাবৃতমুখী সাগরের পা টিপিতে বাধ্য হইলেন। তাহার পর ঘরে সন্দিগ্ধ হইয়া মুখের রুমাল তুলিয়া দেখিলেন যে, এই রমণীটি তাঁহারই পত্নী সাগর। দেবী ৩৩০০ মোহর ধার ও তোজন দক্ষিণার স্বরূপ একটী অঙ্গুরীয়ক দিয়া সাগরের সঙ্গে ইঁহাকে বিদায় দিলে, ব্রজেশ্বর জানিতে পারিলেন যে, এই দেবীই তাঁহার প্রথমা পত্নী প্রফুল্ল। কিন্তু প্রফুল্ল ডাকাইতি করে জানিয়া ইনি লজ্জিত ও ব্যথিত হইলেন। বৈশাখের শুক্লাসপ্তমী রাত্রে দেবীর ধার-শোধ করিবার কথা, কিন্তু পিতা হরবল্লভ তাহার পূর্ব্বে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া, ব্রজেশ্বর নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেবীর বজরায় আসিয়া বলিলেন, টাকা দিতে আরও কিছুদিন বিলম্ব হইবে। দেবী ইংরাজকে ধরা দিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রজেশ্বরের মুখে যখন শুনিলেন যে, ইনি তাঁহাকে গৃহে লইতে প্রস্তুত, তখন নিজের ও ব্রজেশ্বরের প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন। ব্রজেশ্বর যখন দেবীর মুখে শুনিলেন যে, তাঁহার পিতাই দেবীকে ধরাইয়া দিতে আসিয়াছেন, এবং দেবী বাঁচিলে পিতার প্রাণ বাঁচিবে না, তখন বলিলেন—"তোমার আত্মরক্ষার আগে, আমার চার প্রাণ রাখিবার আগে, আমার পিতাকে রক্ষা করিতে হইবে।" দেবী কৌশল করিয়া ব্রেনান সাহেব ও হরবল্লভকে আপনার বজরায় আনাইলে ও ব্রজেশ্বর দেবীকে সনাক্ত করিতে অসম্মত হইলে, সাহেবের সহিত ইঁহার বচসা হইল এবং সাহেবের গালে ইনি একটা চড় মারিলেন। হরবল্লভ পুত্রকে সাহেবের নিকট করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ব্রজেশ্বর তখনই সাহবকে বলিলেন—"সাহেব আমরা হিন্দু, পিতৃ-আজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করি না। আমি আপনার কাছে যোড় হাত করিয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমাকে মাপ করুন।" রাত্রি প্রভাতে পুত্রকে নিশির ভগ্নীকে বিবাহ করিতে আদেশ দিয়া হরবল্লভ দেশে ফিরিলেন। ব্রজেশ্বর "যে আজ্ঞা" বলিলেন। পরে যখন জানিলেন যে, নিশি কৌশল করিয়া ইঁহার সঙ্গে দেবীর বিবাহ দিতেছেন, তখন ব্রজেশ্বর বলিলেন—"বাপের সঙ্গে কি প্রবঞ্চনা চলে।......যদি বাপকে ঠকাইলাম, তবে পৃথিবীতে কার কাছে জুয়াচুরী করিতে আমার আটকাইবে?" ব্রজেশ্বর দেবীকে গৃহে লইয়া গেলেন এবং তিনিই যে প্রফুল্ল তাহার পরিচয় দিলেন। প্রফুল্লের নেতৃত্বে ব্রজেশ্বরের সংসার সর্ব্বপ্রকারে সুখময় হইয়া উঠিল। (বঙ্কিমচন্দ্র—দেবীচৌধুরাণী)।

ব্রহ্মঠাকুরাণী—ইনি হরবল্লভ রায়ের বাড়ীতে রাঁধিতেন। সম্পর্কে ব্রজেশ্বরের ঠানদিদি। ইনি ব্রজেশ্বর ও তাঁহার পত্নী সাগরকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সাগরকে রূপকথা শুনাইতেন এবং কথায় কথায় তামাসা করিয়া ব্রজেশ্বরের মানসিক বেদনার কারণ অবগত হইবার চেষ্টা করিতেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—দেবীচৌধুরাণী)।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ—হরিদ্রা গ্রাম নিবাসী জনৈক লোক। জমিদার কৃষ্ণকান্তকে ইনি জেঠা মহাশয় বলিতেন এবং তৎকর্ত্তৃক ইনি প্রতি-পালিত হইতেন। ইঁহার হস্তাক্ষর উত্তম বলিয়া, কৃষ্ণকান্ত ইঁহার দ্বারা তাঁহার উইল-গুলি লিখাইয়া লইতেন। কৃষ্ণকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরলাল ইঁহাকে একখানি উইল লিখিতে বলেন, তাহাতে হরলাল পিতার বিষয়ের বার আনা পাইবেন, এইরূপ লিখিত হইল। হরলাল তাহাতে পিতার ও চারিজন সাক্ষীর সাহ জাল করিলেন, আর সেই দিন ব্রহ্মানন্দ যে উইলখানি কৃষ্ণকান্তের আদেশে লিখিবেন, সেইখানি হস্তকৌশলে নিজের পকেটে রাখিয়া জাল উইলখানি কৃষ্ণকান্তের হস্তে দিবেন,—হরলাল ব্রহ্মানন্দকে এইটি করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রতিশ্রুত হাজারটা টাকার মধ্যে পাঁচশত টাকা অগ্রিম পাইয়া অর্থলোভে ব্রহ্মানন্দ এই পরিবর্ত্তনটি করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাহা করিতে অনিচ্ছু হইয়া সন্ধ্যার পরে হরলালকে জাল উইলখানি ও পাঁচশত টাকা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—"ভাই, কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল।" তবে এ সম্বন্ধে কোন কথা যে তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হইবে না, তাহা স্বীকার করিলেন। রোহিণীর সহিত গোবিন্দলালের নামসংযুক্ত কলঙ্ক-কথা গ্রামমধ্যে প্রচারিত হইলে, ব্রহ্মানন্দ গোবিন্দলালকে লিখিয়াছিলেন, "ভাই হে! রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়—উলুখড়ের প্রাণ যায়। বৌমা রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, তুমি রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছ। আরও কত কদর্য্য কথা রটি-য়াছে, তাহা তোমাকে লিখিতে লজ্জা করে। যাহা হউক, তোমার কাছে আমার নালিশ—তুমি ইহার বিহিত করিবে। নহিলে আমি এখানকার বাস উঠাইব। ইতি।" হরিদ্রা গ্রামের পোষ্ট মাষ্টারের নিকট ভ্রম-রের পিতা মাধবীনাথ জানিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মানন্দের নামে প্রসাদপুর হইতে মধ্যে মধ্যে রেজেষ্টারী চিঠি আসে। মাধবীনাথ অদূরে একজন কনেষ্টবলকে দাঁড় করাইয়া ব্রহ্মানন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন—"তোমার নিকট প্রসাদপুর হইতে প্রাপ্ত চোরাই নোট আছে; পুলিস এ সংবাদ পাইয়াছে। ঐ দেখ, একজন পুলিসের লোক তোমার জন্ত দাঁড়াইয়া আছে—আমি তাহাকে কিছু দিয়া আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াছি। প্রসাদ-পুরের পত্রখানি লইয়া আইস দেখি, নোটের নম্বর মিলে কি না। ভীত ব্রহ্মানন্দ তখনই প্রসাদপুরের পত্র আনিয়া দেখাইলে, মাধবীনাথ পত্র পড়িয়া বলিলেন, "এ নম্ব-রের নোট নহে। কোন ভয় নাই—তুমি ঘরে যাও।" সেই পত্রে মাধবীনাথ যাহা যাহা খুঁজিতেছিলেন, সকলই পাইলেন। গোবিন্দলাল ও রোহিণী যে প্রসাদপুরে আছেন, এ বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয় হইয়া মাধবী-নাথ তাঁহাদের অন্বেষণে যাত্রা করিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—কৃষ্ণকান্তের উইল)।

শ

শঙ্কর—কাশ্মীরের যুবরাজ কুমারের পুরাতন ভৃত্য। কুমার ও তাঁহার ভগ্নী সুমিত্রাকে শঙ্কর শিশুকাল হইতে লালনপালন করিয়াছিল এবং উভয়কেই সাতিশয় ভালবাসিত। সুমিত্রা বিক্রমদেবের মহিষী হইয়া জালন্ধরে বাস করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃসাহায্য-প্রার্থিনী হইয়া সুমিত্রা যখন পুরুষবেশে কাশ্মীরে আসিলেন, শঙ্কর প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই; কিন্তু স্বরটি পরিচিত বলিয়া মনে হইতেছিল। কুমার বিপন্ন হইয়া পড়িলে, সুমিত্রা শঙ্করকে বিক্রমদেবের শিবিরে সন্ধির প্রস্তাব করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে কুমার "ভীরু" "বালক," প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইলে শঙ্কর ব্যথিতহৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া সুমিত্রাকে বলিয়াছিল—

"এই কি উচিত তব, কাশ্মীরতনয়া
তুমি, ভারতে রটায়ে যাবে কাশ্মীরের
অপমান কথা? বীরের স্বধর্ম হতে
বিরত কোরো না তুমি আপন ভ্রাতারে,
রাখ এ মিনতি।"

কুমার লুক্কায়িত থাকিবার পরে যখন বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি বিক্রমদেবকে আত্মসমর্পণ করিবেন, বৃদ্ধ শঙ্কর সে কথা শুনিয়া কাশ্মীররাজ চন্দ্রসেনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"একি সত্য কথা?" "সত্য বটে" এই উত্তর পাইয়া শঙ্কর বলিল—"ধিক্! সহস্র মিথ্যার চেয়ে এই সত্যে ধিক্!" পরে যখন শঙ্কর দেখিল, কুমার আত্মসমর্পণ না করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, আর সুমিত্রা তাঁহার ছিন্নমুণ্ড রাজসভায় আনিয়াছেন, তখন বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া বলিল—

প্রভু, স্বামী,
বৎস, প্রাণাধিক, বৃদ্ধের জীবন ধন,
এই ভাল, এই ভাল। মুকুট পরেছ
তুমি; এসেছ রাজার মত আপনার
সিংহাসনে; মৃত্যুর অমর রশ্মিরেখা
উজ্জ্বল করেছে তব ভাল; এতদিন
এ বৃদ্ধেরে রেখেছিল বিধি আজি তব
এ মহিমা দেখাবার তরে। গেছ তুমি
পুণ্যধামে ভৃত্য আমি চিরজনমের
আমিও যাইব সাথে।"

(রবীন্দ্রনাথ—রাজা ও রাণী)।

শচীন্দ্রনাথ—রামসদয় মিত্রের প্রথমা পত্নীর দ্বিতীয় পুত্র। ইনি বিমাতা লবঙ্গলতাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। কাণা ফুলওয়ালী রজনী ইহাঁর কোমল করস্পর্শে ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে ইহাঁকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। শচীন্দ্র কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে সহানুভূতি ভিন্ন অন্য ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেন না। বাড়ীর সরকার হরনাথ বসুর পুত্র গোপালের সঙ্গে রজনীর বিবাহের ইনি আয়োজন করিলেন। কিন্তু রজনী বিবাহের পূর্ব্বেই পলায়ন করিলেন। পরে রজনী রামসদয়ের ভূত্যমান বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছেন, বিশেষ প্রমাণ লইয়া এ বিষয়ে কৃত নিশ্চয় হইয়া শচীন্দ্র তাঁহাকে বিষয়ের স্বত্ব ছাড়িয়া দিলেন। বিষয় হাতে রাখিবার অভিপ্রায়ে লবঙ্গলতা শচীন্দ্রকে রজনীর পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু টাকার লোভে এমন কাজ করিতে শচীন্দ্র অস্বীকৃত হইলেন। পরে একজন সন্ন্যাসীর তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে ইনি অর্দ্ধজলমগ্ন রজনীকে স্বপ্নে দর্শন করিলেন। তদবধি শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি অনুরাগের বীজ রোপিত হইল। বিষয় হারাইয়া শচীন্দ্র পীড়িত হইয়া পড়িলেন এবং দিবারাত্র রজনীকেই মনশ্চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। "ধীরে, রজনী ধীরে" এই কথাগুলি ইনি বায়ুরোগ-গ্রস্ত হইয়া সর্ব্বদাই উচ্চারিত করিতেন। সন্ন্যাসী ইহাঁর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন এবং রজনীকে নিকটে আসিবার পরামর্শ দিলেন। রজনীকে দেখিয়া শচীন্দ্র ক্রমে ক্রমে আরোগ্যলাভ করিলেন। অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করিতেছেন এই কথা শুনিয়া শচীন্দ্র কাতর হইলেন। পরে অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করিবেন না শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। অনন্তর রজনীকে বিবাহ করিয়া শচীন্দ্র পৈতৃক বাসস্থান ভবানীনগরে সস্ত্রীক অবস্থান করিতে লাগিলেন। অমরনাথের প্রসাদে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শচীন্দ্র পুত্রের নাম রাখিলেন "অমরপ্রসাদ"। (বঙ্কিমচন্দ্র—রজনী)।

শান্ত—অখিলের ভগিনী। অতি অল্পবয়সে বিধবা হইয়া শান্ত পিতৃগৃহে ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। অখিলের ধর্ম্মভ্রাতা বেণী বাল্যকালে শান্তকে স্নেহ যত্ন করিত। শান্তও তাঁহাকে "বেণী দা" বলিয়া ডাকিতেন। শান্ত বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে বাস করিবার কালে বেণী ইহাঁর রূপে ও গুণে আকৃষ্ট হইয়া ইহাঁকে মনের ভাব জানাইতে চেষ্টা করিল। শান্ত সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। মাতার সঙ্গে শান্ত একদিন বেলগেছিয়ায় ওলাবিবির পূজা দিতে যাইলে, বেণীর পরামর্শে সহচরী গোয়ালিনী ইহাঁকে পার্শ্ববর্ত্তী উদ্যানে লইয়া গেল। সেখানে সন্ন্যাসিবেশে বেণী অপেক্ষা করিতেছিল। ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া বেণী উন্মত্তের ন্যায় শান্তকে তাঁহার চিত্তের অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। শান্ত অতি ধীরভাবে তাঁহার কথার উত্তর দিতে লাগিলেন। বেণী ইহাঁকে বলিল, "আমি মরিব।" শান্ত উত্তর দিলেন—"আমি হিন্দুর ঘরের বিধবা, এ দেহখানা যে কি তুচ্ছ, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি; সহমরণ-প্রথা নাই, নইলে যে দিন পতি ম'লো, সেই দিন হাস্‌তে হাস্‌তে চিতায় গে উঠ্‌তে পার্‌তুম; এখনও প্রাণ সেই পতির পায়, শুধু দেহখানা লয়ে আছি, এর কোন সুখের চিন্তা নাই; আর তুমি এই দেহের জন্য নরকে যেতে রাজী, তোমার সাধ্য কি যে, তুমি মর!" বেণী ইহাঁকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলে, শান্ত বলিলেন—"স্বামি-স্ত্রীর ইহজন্মের সুবাদ নয়, আমি মহাভারতে পড়েছি, পরকালেও সেই সুবাদ থাকে। দু দিন বাদে তো মর্‌বো, তখন কটা স্বামীর সেবা কর্‌বো?...জোর কর, প্রলোভন দেখাও, আমার কিছু কর্‌তে পার্‌বে না, দেবতা আমার প্রাণে বল দিয়েছেন, তাঁর নাম করা ভিন্ন শরীরের সঙ্গে আমার মনের কোন সম্পর্ক নাই; তুমি আমায় কখনও বোঝাতে লওয়াতে পার্‌বে না।" শান্তর মধুর উপদেশে বেণী লজ্জিত হইল এবং কাশীতে যাইয়া আবার নূতন মানুষ হইবার চেষ্টা করিল। (অমৃতলাল—তরুবালা)।

শান্তর সহিত মূল আখ্যানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলেও, এই চরিত্রটি গ্রন্থখানিকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছে—কোন কোন সমালোচক এই কথা বলিয়া থাকেন।

শান্তশীল—নবদ্বীপের ধর্ম্মাধিকরণিক পশুপতির অনুচর। ইনি যবনকর্ত্তৃক রাজ্য আক্রমণসম্বন্ধে পশুপতির সহায়তা করেন। হেমচন্দ্রকে যবনবৈরী বলিয়া প্রভুর গৃহে কৌশলে ইহাঁকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। যবনাধিকার হইলে ইনি রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন।

শান্তি—জীবানন্দের স্ত্রী। ইনি জনৈক অধ্যাপক ব্রাহ্মণের কন্যা। শৈশবে মাতৃহীনা হইয়া শান্তি পিতা কর্ত্তৃক পালিতা হন এবং পিতার ছাত্রগণের সহিত পাঠ ও একত্র অবস্থানহেতু পুরুষ-প্রকৃতিক হইয়া পড়িলেন। পিতার মৃত্যু ঘটিলে শান্তির সহপাঠী জীবানন্দ ইহাঁকে আপনার বাড়ীতে লইয়া গিয়া বিবাহ করিলেন। কিন্তু গৃহে আবদ্ধ হইয়া থাকা শান্তির ভাল লাগিল না। তিনি পুরুষবেশ ধারণ করিয়া সন্ন্যাসিদলে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে যখন তাহারা জানিতে

পারিল যে, ইনি স্ত্রীলোক, তখন তাহাদের মধ্যে একজন (যিনি ইহাঁকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন) ইহাঁর উপর অবৈধ অত্যাচার করিতে উদ্যত হইল। শান্তি শ্বশুরবাড়ীতে পলাইয়া আসিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার শ্বশ্রূ স্থান দিতে অসম্মত হইলে, জীবানন্দ ভৈরবপুরে আপনার ভগিনী নিমাইয়ের বাড়ীর নিকট একটি কুটির নির্ম্মাণ করিয়া ইহাঁকে সেইখানে রাখিলেন এবং স্বয়ং সেইখানে রহিলেন। কিছু দিন পরে জীবানন্দ সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্ত্রীর সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলেন। অনন্তর যে দিন মহেন্দ্রসিংহের কন্যা সুকুমারীকে আনিয়া নিমাইয়ের কাছে রাখিয়া যেন, সেই দিন ভগিনীর অনুরোধে জীবানন্দ স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। সেই রুক্ষকেশা শত-গ্রন্থি মলিনবাসা শান্তিকে দেখিয়া ইহাঁর মন বিচলিত হইল। প্রতিজ্ঞাভঙ্গজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ইনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই মনে মনে স্থির করিলেন। তিনি বলিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত ত করিতেই হইবে, এখন শান্তির সঙ্গ ত্যাগ করিব না।" এই কথা শুনিয়া শান্তি বলিলেন—"তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম্ম ত্যাগ করিও না—আমি সে সুখ চাহি না—কিন্তু তুমি তোমার বীরধর্ম্ম কখন ত্যাগ করিও না" আরও বলিলেন—"আমার সঙ্গে আবার দেখা না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিও না।" জীবানন্দ চলিয়া গেলে শান্তি কৃত্রিম জটাদাড়ী পরিয়া এবং গৈরিক বসন ধারণ করিয়া আনন্দমঠে গমন করিলেন এবং মহেন্দ্র যে সময় সত্যানন্দের নিকট দীক্ষিত হন, সেই সময় ইনিও নবীনানন্দ নামে পরিচয় দিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সত্যানন্দ জানিতে পারিলেন যে, ইনিই শান্তি। কিন্তু শান্তির সাহচর্য্যে জীবানন্দের দ্বারা অনেক কার্য্য সাধিত হইবে এই ভাবিয়া শান্তিকে মঠে স্থান দিলেন। জীবানন্দ পরে স্ত্রীকে চিনিতে পারিলেন। প্রথম যুদ্ধে জয় লাভ হইলে যখন মহেন্দ্রসিংহের স্ত্রী স্বামীর উদ্দেশে পদচিহ্নে গমন করিতে চেষ্টা করেন, তখন নবীনানন্দ নামধারিণী শান্তি দুর্বৃত্তগণের হস্ত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস দ্বারা প্রেরিত মেজর এড্ওয়ার্ডস্ যখন সন্তানবিদ্রোহ-দমনার্থে মাঘী পূর্ণিমার মেলায় সন্তানদলকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে চতুর্দ্দিকে তাহাদের গতিবিধির অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তখন শান্তি বৈষ্ণবী সাজিয়া সাহেবকে প্রতারিত করিলেন এবং তাঁহার প্রেরিত আর একটি সাহেবকে কৌশলে ঘোড়া হইতে নিক্ষেপ করিয়া সেই ঘোড়া চড়িয়া সন্তানসেনাগণের মধ্যে উপস্থিত হইয়া ইংরাজের অভিপ্রায় সকলকে জানাইলেন। সেই দিনকার যুদ্ধে সন্তানদল জয়লাভ করিল, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে জীবানন্দ বীরধর্ম্ম পালন করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। রাত্রিকালে মশাল হস্তে শান্তি যুদ্ধক্ষেত্রে পতির দেহ খুঁজিবার জন্য বহির্গত হইলেন। জীবানন্দের শবদেহ লইয়া শান্তি যখন কাঁদিতেছিলেন, তখন সেইখানে চিকিৎসকবেশে মহাপুরুষ উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রদত্ত বন্য লতার প্রলেপ জীবানন্দের ক্ষত স্থানে প্রদত্ত হইলে এবং তাঁহার গাত্রে মহাপুরুষ হস্তচালনা করিলে জীবানন্দ জীবন লাভ করিলেন। শান্তি তাঁহাকে বলিলেন—"তোমার কার্য্যতো শেষ হইয়াছে—প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে প্রাণ ত দিয়াছ—পুনঃপ্রাপ্ত জীবনে আর তোমার মাতৃসেবার অধিকার নাই—এস, দুইজনে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া তীর্থ ভ্রমণ করি। তার পর হিমালয়ের উপর কুটির নির্ম্মাণ করিয়া দুইজনে দেবতার আরাধনা করিব —যাতে মার মঙ্গল হয়, সেই বর মাগিব।" তখন দুইজনে উঠিয়া হাত ধরাধরি করিয়া অনন্তে অন্তর্হিত হইলেন। এইখানে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র ও শান্তির ন্যায় কন্যা আবার গর্ভে ধরিবে কি!" (বঙ্কিমচন্দ্র—আনন্দমঠ)।

সুকুমারী দত্ত (পুরাতন) ন্যাসন্যাল থিয়েটারে শান্তির ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

শারদাসুন্দরী—শ্রীরামপুরের ভোলানাথ চৌধুরীর ভাগিনেয় হেমচাঁদের পত্নী। শারদাসুন্দরী বিদুষী; পতি কুসংসর্গে পড়িয়া দুশ্চরিত্র হইলেও তাঁহাতে একান্ত অনুরক্তা। সিদ্ধেশ্বর বাবুর পত্নী রাজলক্ষ্মীকে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি স্বামীর কুচরিত্র জন্য রাগ করি, বাদানুবাদ করি, কিন্তু কখন স্বামীকে মন্দ বলি না। দেখ বোন, যখন নিতান্ত অসহ্য হয়, নির্জ্জনে বসে কাঁদি, আর একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমার স্বামীর ধর্ম্মে মতি হক্, আর কুসংসর্গ গিয়ে সৎসঙ্গ হক্?" হেমচাঁদের মাসতুত ভাই নরেন্দ্রচাঁদই তাঁহাকে কুপথে লইয়া যায়। শারদাসুন্দরী নরেন্দ্রচাঁদের সম্মুখে বাহির হইতেন না। কিন্তু নরেন্দ্রচাঁদের অনুরোধে হেমচাঁদ শারদাকে তাহার সাক্ষাতে আসিয়া কথা কহিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিলে, স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য তিনি তাহাও করিয়াছিলেন। শারদার পিত্রালয় কাশীপুরে। সেইখানে হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা লীলাবতীর সহিত ইহাঁর "সই" সম্বন্ধ ছিল। লীলাবতীর কষ্টে ইনি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইতেন। ইহাঁর চেষ্টায় শেষে হেমচাঁদের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। (দীনবন্ধু—লীলাবতী)।

শিখণ্ডিবাহন—ইনি মণিপুররাজের সহকারী সেনাপতিরূপে ব্রহ্মরাজের সেনাপতিকে পরাভূত করিয়া এবং তাঁহাকে স্বীয় অশ্বের উপরি স্থাপিত করিয়া যখন নিজ শিবিরে প্রতিগমন করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্মরাজদুহিতা রণকল্যাণী একছড়া পদ্মের মালা ইহাঁর মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। শিখণ্ডিবাহন "ইন্দীবরাক্ষী" না পাইলে বিবাহ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া দেখিলেন যে, মালা নিক্ষেপকারিণী একটি ইন্দিবরনয়না রমণী। যাইবার সময়ে শিখণ্ডিবাহন উষ্ণীষ ফেলিয়া গিয়াছিলেন। রণকল্যাণী তাহা উঠাইয়া আনিয়া দেখিলেন যে, তাহাতে "সুশীলা" নাম খচিত রহিয়াছে। সুশীলা ইহাঁর প্রণয়িনী এই সন্দেহ করিয়া রণকল্যাণী সাতিশয় বিমর্ষা হইলেন। তাঁহার প্রিয়সহচরী সুরবালা শিখণ্ডিবাহনের নিকট ভিখারিণী বৈষ্ণবীবেশে গমন করিয়া অবগত হইলেন যে, সুশীলা তাঁহার ধর্ম্মভগ্নী ও মণিপুররাজপুত্র মকরকেতনের পত্নী। মণিপুররাজশিবিরে রাসলীলা অভিনয়ের অনুষ্ঠান হইলে শিখণ্ডিবাহন কৃষ্ণ সাজিয়া রাধিকাবেশে রণকল্যাণী ও দূতীবেশে সুরবালার সহিত অভিনয় করিলেন। ইহাঁর বীরত্বে ও মহত্বে প্রীত হইয়া, ইহাঁর জারজ অপবাদ সত্ত্বেও ব্রহ্মরাজ ইহাঁর সহিত গোপনে রণকল্যাণীর বিবাহ দিলেন, এবং ইহাঁকে কাছাড় রাজসিংহাসনে বসাইতে সম্মত হইলেন। অনন্তর শিখণ্ডিবাহন যে মণিপুররাজের জ্যেষ্ঠা মহিষীর সূতিকাগারে মৃত পুত্র, এ কথা অনুসন্ধান দ্বারা স্থিরীকৃত হইলে, পিতা এবং শ্বশুর পুলকিত হইলেন। কনিষ্ঠা মহিষী গান্ধারীর প্ররোচনায়, ধূর্ত্ত ধাত্রী শিখণ্ডিকে সূতিকাগার হইতে লইয়া বিন্দুসরোবরে রাখিয়া আসিয়াছিল। ত্রিপুরা নাম্নী এক বিধবা রমণী ইহাঁকে পাইয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন এবং কুড়ানচন্দ্র বলিয়া ডাকিতেন। পরে ইনি মণিপুরসেনাপতি সমরকেতুর নিকটে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া সহকারী সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মণিপুর-যুবরাজস্বরূপে ইনি কাছাড়ের সিংহাসনে বসিয়া মহিষী রণকল্যাণীর সহিত সুখে কালাতিপাত করিতে

লাগিলেন। (দীনবন্ধু—কমলে কামিনী)
শৈবলিনী—চন্দ্রশেখরের পত্নী। ইনি বাল্যকাল হইতেই প্রতাপের অনুরাগিণী। যখন বুঝিলেন, জ্ঞাতিত্ব হেতু বিবাহ অসম্ভব, তখন উভয়েই গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে সংকল্প করিলেন। প্রতাপ ডুবিলেন—চন্দ্রশেখর তাঁহাকে তুলিয়া বাঁচাইলেন, কিন্তু শৈবলিনী ডুবিয়া মরিতে পারিলেন না। চন্দ্রশেখরের সহিত ইঁহার বিবাহ হইল। অতঃপর শৈবলিনী স্বামিসহ বেদগ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রচর্চ্চানিরত স্বামীর গভীর ভালবাসায় ইঁহার মন উঠিল না। তখনও প্রতাপের ভালবাসা ইঁহার অন্তরে জাগরূক ছিল। বিবাহের আট বৎসর পরে ফষ্টর নামক একজন ইংরাজ ডাকাইতি করিয়া ইঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। ইনি যখন ফষ্টরের নৌকায়, তখন সুন্দরী নাপিতানী সাজিয়া নৌকায় গিয়া ইঁহাকে পলায়ন করিতে অনুরোধ করিল। তখন ইনি বলিলেন, "কোন্ সুখের আশায় এত কষ্ট সহ্য করিবার জন্ম ঘরে ফিরিয়া যাইব?" ইঁহার মনে মনে আশা ছিল, কোন প্রকারে ইংরাজের নৌকা হইতে পলায়ন করিয়া প্রতাপের সহিত মিলিত হইবেন। অতঃপর সুন্দরীর নিকট সংবাদ পাইয়া প্রতাপ ফষ্টরের নৌকা আক্রমণ করিয়া শৈবলিনীকে মুঙ্গেরের বাসায় আনিলেন। সেই রাত্রে ইংরাজপক্ষীয়েরা প্রতাপকে ও শৈবলিনীভ্রমে বাসায় উপস্থিত দলনীবেগমকে ধরিয়া লইয়া গেল। পরে কৌশল করিয়া শৈবলিনী বন্দী প্রতাপকে ইংরাজের নৌকা হইতে উদ্ধার করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া উভয়ে পলায়ন করিলেন। আত্মসংযমী প্রতাপ সাঁতার দিতে দিতে শৈবলিনীকে বাল্যকালের "শৈ" সম্বোধনে ডাকিয়া বলিলেন যে, সে যদি প্রতাপের চিন্তা একেবারে ত্যাগ না করে, তাহা হইলে প্রতাপ তখনি জলে ডুবিয়া মরিবে। শৈবলিনী প্রথমে ইতস্ততঃ করিলেন, বলিলেন, "আমি তোমাকে চাহি না, তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব?" কিন্তু প্রতাপ যখন সত্যই ডুবিতে গেলেন, তখন শপথ করিয়া বলিলেন, "আজি হইতে আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।" উভয়ে তীরে উঠিলেন। অতঃপর শৈবলিনী প্রতাপের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একটি পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। এই সময়ে তিনি নিজের কার্য্যের অবৈধতা বুঝিতে পারিয়া নিতান্ত কাতর হইলেন। যে পাঠনিরত স্বামীর ভালবাসায় তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নাই, সেই স্বামীর সহবাস এক্ষণে ইঁহার স্পৃহনীয় হইয়া উঠিল অনুতাপানলে সাতিশয় দগ্ধ হইয়া ইনি মনে মনে ভীষণ নরকের যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। এমন সময় এক মহাপুরুষের আদেশে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সাত দিন ধরিয়া কঠোর সাধন করিলেন। সাত দিন গত হইলে চন্দ্রশেখর ইঁহার নিকট আসিলেন তখন কিন্তু শৈবলিনীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। সেই মহাপুরুষের আদেশে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে বেদগ্রামে স্বীয় ভবনে আনিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর মহাপুরুষপ্রদত্ত ঔষধ সেবন করাইয়া এবং গাত্রে হস্তচালনা দ্বারা নিদ্রাভিভূত করিয়া শৈবলিনীকে যাহা প্রশ্ন করিলেন, তাহাতে জানিতে পারিলেন যে, প্রতাপের নিকট থাকিতে পাইবেন এই আশাতেই তিনি ফষ্টরের নিকট হইতে ফিরিবার চেষ্টা করেন নাই। আরও জানিতে পারিলেন যে, তিনি জাতি কি ধর্ম্মভ্রষ্টা হন নাই; আর চন্দ্রশেখর যদি তাঁহাকে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কায়মনোবাক্যে তাঁহার পদসেবা করিবেন। তাহার পর নবাব মীরকাসিমের সমক্ষে ফষ্টর আনীত হইলে, সেও শৈবলিনীর চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিল। সেইখানে প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ হইলে শৈবলিনী তাঁহাকে বলিলেন—"যত দিন তুমি পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কতদিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।" প্রতাপ উত্তর না করিয়া নবাবের পক্ষে ইংরাজবিরুদ্ধে উদয়নালার যুদ্ধে গেলেন, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। শৈবলিনীকে গ্রহণ করিয়া চন্দ্রশেখর সংসারধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—চন্দ্রশেখর)।

কাব্যসুন্দরী প্রণেতা পূর্ণচন্দ্র বসু লিখিয়াছেন—"শৈবলিনী দুর্ব্বল স্ত্রী-হৃদয়ের চরিত্র, প্রতাপ পুরুষের মনঃসংযমের চরিত্র। শৈবলিনীর হৃদয়ে রিপুর প্রবলতা ও অধীরতা, প্রতাপের হৃদয়ে প্রেমের শাসন ও ধৈর্য্য।"

শ্যামা—রাজা রমণীমোহনের জ্যেষ্ঠা মহিষী প্রমদার দাসী। প্রমদা রাজভবন ত্যাগ করিয়া সতের বৎসর দীনাবস্থায় যাপনকালে শ্যামা বরাবরই তাঁহার সঙ্গে ছিল; এবং তিন পুত্র প্রসব করিলে অতি যত্নে তাহার লালন পালন করিয়াছিল। রাজার প্রিয়বয়স্ত মাধব শ্যামাকে ভালবাসিত। কিন্তু বড় রাণীর সঙ্গে শ্যামা অদৃশ্য হইলে, মাধব তাহার বিরহে কাতর হইয়া গাহিয়াছিল—"মাধবীলতা বিরহে মাধব বনে ভূত হয়ে আছে।" বড় রাণীর সঙ্গে শ্যামা ফিরিয়া আসিলে, রাজা মাধবের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। মাধব আনন্দিত হইয়া বলিল:—

গুঞ্জরে মুঞ্জরিল, গুঞ্জরিল অলি।
সরভাজা, মতিচুর, শাম্‌লী, ধবলী।
(দীনবন্ধু—নবীন তপস্বিনী)।

শ্যামাসুন্দরী—নবকুমারের ভগ্নী। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিলে ইনি সেই বন-বিহঙ্গিনীকে পোষ মানাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইনি অনেক বহুপত্নীক স্বামীর ভার্য্যা; সুতরাং পিত্রালয়েই থাকিতেন। একদা ইঁহার স্বামী আগমন করিলে তাঁহাকে বশ করিবার জন্ম ইনি ও কপালকুণ্ডলা গভীর রাত্রে বনমধ্যে ঔষধ তুলিতে যান। এইজন্ম নবকুমার কর্ত্তৃক উভয়েই তিরস্কৃতা হন। পরদিন রাত্রে স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও ননদীর উপকারার্থে কপালকুণ্ডলা একাই সেই ঔষধ আনিতে যান এবং বনমধ্যে যুবকবেশী মতিবিবির সম্মুখে পড়েন। ইনি কপালকুণ্ডলাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। কপালকুণ্ডলা যখন বলিয়াছিলেন, আমি চিরদিন সন্ন্যাসিনী হইয়াই থাকিব, তখন ইনি সদর্পে বলিয়াছিলেন, "বাঁধাব চুলের রাশ, পরাব চিকণ বাস, খোঁপায় দোলাব তোর ফুল," ইত্যাদি। পরে তাহাই ঘটিয়াছিল। (বঙ্কিমচন্দ্র—কপালকুণ্ডলা)।

শ্রী—সীতারামরায়ের প্রথমা পত্নী। "প্রিয়প্রাণহন্ত্রী" হইবেন, ইঁহার কোষ্ঠীতে এইরূপ লেখা ছিল বলিয়া, পিতার আদেশে সীতারাম ইঁহাকে বাল্যকালেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে ইঁহার মাতৃবিয়োগ দিনে ভ্রাতা গঙ্গারাম একটি ফকিরের অবমাননা করায়, কাজির বিচারে তাঁহার জীবন্তে সমাহিত হইবার দণ্ডাজ্ঞা হয়। শ্রী অনন্যোপায় হইয়া সীতারামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজের পরিচয় দিলেন, এবং ভ্রাতাকে রক্ষা করিবার জন্ম তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন। শ্রী বলিলেন—"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?" সীতারাম স্বীকৃত হইয়া বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইলে, হিন্দু-যবনে সেইখানে মারামারি হয়। শ্রী একটি বৃক্ষের উপর উঠিয়া বসনাঞ্চল সঞ্চালন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"মার! মার! শত্রু মার! দেবতার শত্রু, মানুষের শত্রু, হিন্দুর শত্রু—মার!" হিন্দুরা "জয় মা চণ্ডিকে!" বলিয়া উৎসাহের সহিত যবন-

গণকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিল। সেই অবসরে গঙ্গারাম পলায়ন করিল। পরে সীতারাম শ্রীকে কেন যে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার কারণ বলিলেন। শুনিয়া শ্রী বলিলেন—"আমি এখন হইতে তোমার শত যোজন তফাতে থাকিব।" শ্রী অদৃশ্যা হইলেন এবং পর্য্যটন করিতে করিতে বৈতরণী নদীর নিকট জয়ন্তী নাম্নী এক সন্ন্যাসিনীর সহিত মিলিতা হইলেন। জয়ন্তী ইঁহাকে সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করাইয়া পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। জয়ন্তীর প্রশ্নে শ্রী বলিলেন, "স্ত্রীলোকের একমাত্র পুণ্য স্বামিসেবা। যখন তাই ছাড়িয়া আসিয়াছি, তখন আমার আবার পুণ্য কি আছে?" জয়ন্তী বলিলেন—"স্বামীর একজন স্বামী আছেন।" তদুত্তরে শ্রী বলিলেন—"তিনি স্বামীর স্বামী—আমার নন। আমার স্বামীই আমার স্বামী—আর কেহ নহে।" কিন্তু কিছুদিন জয়ন্তীর সংসর্গে থাকিয়া শ্রীও নিষ্কামধর্ম্মে শিক্ষিতা হইলেন এবং আপনার সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। ফল কথা, শ্রী ক্রমে যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইলেন। যবনেরা যে রাত্রে মহম্মদপুর আক্রমণ করে, শ্রী ও জয়ন্তী সেই রাত্রে নগরে প্রবেশ করিয়া গোলাগুলি সংগ্রহ করেন। সেই গোলাগুলির সাহায্যে সীতারাম যবনদিগকে পরাভূত করিলেন। গঙ্গারামের মৃত্যুদণ্ড দিবার পরে সীতারাম জয়ন্তীর অনুরোধে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আদেশ করিলেন এবং সেই আদেশের বিনিময়ে জয়ন্তী শ্রীকে সীতারামের সমক্ষে প্রেরণ করিলেন। শ্রী এখন সন্ন্যাসিনী। কেবল অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিবার জন্ম স্বামীর নিকট আসিয়াছিলেন। রাজপুরীতে থাকিতে অসম্মতা হইলে, সীতারাম ইঁহার আবাসের জন্ম 'চিত্ত-বিশ্রাম' নামক একটি ক্ষুদ্র ভবন নির্দ্দিষ্ট করিলেন। সেইখানে সীতারাম পৃথক্ আসনে বসিয়া ইঁহার সহিত আলাপ করিতেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীর উপর ইঁহার অনুরাগ এত বৃদ্ধি হইল যে, রাজভবন ও রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীর নিকটে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদিন অবসর পাইয়া জয়ন্তী শ্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহাকে রাজপুরীতে গিয়া রাজাকে স্বধর্ম্মে রাখিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিলেন। শ্রী বলিলেন—"সন্ন্যাসিনী মহিষী হইলে কি মঙ্গল হইবে?" তিনি পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, জয়ন্তী তাঁহাকে ভৈরবীবেশে যাইতে বলিলেন। দ্বারবানেরা জয়ন্তী যাইতেছেন ভাবিয়া শ্রীকে ছাড়িয়া দিল। সীতারাম যখন রমা-শূন্য, অর্থ-শূন্য, সৈন্য-শূন্য হইয়া যবন আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার আশা ত্যাগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রী ও জয়ন্তী আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সীতারামকে শ্রী বলিলেন—"আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে—তাই করিতে আসিয়াছি। আজ তোমার মৃত্যু উপস্থিত, তাই তোমার সঙ্গে মরিতে আসিয়াছি।" রাজা বলিলেন—"সন্ন্যাসিনী কি অনুমৃতা হয়?" শ্রী উত্তরে বলিলেন—"এই তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি—আমি আর সন্ন্যাসিনী নই। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে? আমায় গ্রহণ করিবে?" সীতারাম বলিলেন—"তোমায় ত বড় আদরেই গ্রহণ করিয়াছিলাম, এখন আর ত গ্রহণের সময় নাই।" তদুত্তরে শ্রী বলিলেন—"সময় আছে—আমার মরিবার সময় যথেষ্ট আছে।" পরে শ্রী ও জয়ন্তী উভয়ে সীতারামকে ভগবানের নাম করিতে বলিয়া ও সমস্বরে ঈশ্বরের স্তোত্র গান করিতে করিতে সীতারামের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। পথে একটি কামান স্থাপিত রহিয়াছে এবং একটি লোক তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিতে যাইতেছে দেখিয়া সীতারামকে বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে শ্রী সেই কামানের সম্মুখে বক্ষঃ পাতিয়া দিলেন। লোকটি একটু সরিয়া দাঁড়াইলে সীতারাম তাহার মুণ্ড ছেদন করিলেন। সেই লোকটি গঙ্গারাম। দেখিয়া শ্রী বলিলেন—"মহারাজ বৃথা আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন: আমি তাঁহার প্রাণহন্ত্রী হই নাই—আপনার সহোদরেরই প্রাণঘাতিনী হইয়াছি। বিধিলিপি এত দিনে ফলিল।" সীতারাম পত্নী নন্দা ও পুত্রগণসহিত নিরাপদ্ স্থানে পৌঁছিলে শ্রী ও জয়ন্তী আর তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না। (বঙ্কিমচন্দ্র—সীতারাম)।

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বলেন—"এই শ্রীর চরিত্র বড় দুর্বোধ্য।

শ্রীশচন্দ্র—ইনি কলিকাতার প্লাওার কেয়ারলী নামক হৌসের মুচ্ছুদ্দী। ইঁহার পত্নী নগেন্দ্রের ভগিনী কমলমণি। কমল স্বামীর সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজই করিতেন না। তিনি ইঁহাকে 'রাজমন্ত্রী' বলিতেন। কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্রের বিবাহ হইবে শুনিয়া স্ত্রীর সঙ্গে ইনি গোবিন্দপুরে গমন করিলেন। কুন্দের গৃহত্যাগের পর ইঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। মধুপুরে গিয়া নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া কলিকাতায় শ্রীশচন্দ্রের বাড়ীতে আসিলেন এবং শিশু ভাগিনের সতীশকে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি দান করিয়া সংসারত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। দানপত্র গোবিন্দপুরে রেজিষ্টারী করিতে হইবে, সেই জন্ম নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রকে গোবিন্দপুরে আসিতে অনুরোধ করিলেন। নগেন্দ্রের সংকল্প ত্যাগ করাইতে অসমর্থ হইয়া অগত্যা শ্রীশচন্দ্র ভার্য্যা ও পুত্রকে লইয়া গোবিন্দপুরে গমন করিলেন। কয়েক দিন পরে নগেন্দ্রও সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই রাত্রে সূর্য্যমুখী আসিয়া স্বামীর সঙ্গে মিলিতা হইলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—বিষবৃক্ষ)।

স

সত্যানন্দ—সন্তানসম্প্রদায়ের অধিনায়ক। মুসলমানশাসনের শিথিলতায় প্রজাগণের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। তাহার উপর ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের প্রপীড়ন। এই সময় সত্যানন্দ একটি দলের সংগঠন করেন। বিজন বনে ইঁহাদের আশ্রম। এই আশ্রমের নাম আনন্দমঠ। এইখানে লুণ্ঠনদ্বারা ক্রমে ক্রমে ধনসঞ্চয় এবং স্বজাতীয়গণের মনের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের বীজ বপন করিয়া সত্যানন্দ সেনাশক্তিও সঞ্চয় করেন। এই কার্য্যকে ইনি 'সন্তানধর্ম্ম' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। যাহারা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিত, তাহারা সন্তান নামে অভিহিত হইত। সন্তানদিগকে স্ত্রীপুত্রের মুখদর্শন ও রমণীসঙ্গ ত্যাগ এবং ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইত। ইহার অন্যথাচরণে মৃত্যুরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল। ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ প্রভৃতি এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পদচিহ্নের ধনবান্ মহেন্দ্রসিংহকে ইনি আশ্রয় দেন এবং পরে সন্তান-মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। মহেন্দ্রের সহিত ধৃত হইয়া ইনি নগরে কারারুদ্ধ হন এবং শিষ্যগণের কৌশলে উভয়েই মুক্তিলাভ করেন। যখন মহেন্দ্র আনন্দমঠে প্রবেশ করেন, তখন ইনি তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া মাতৃ-মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন। প্রথমে জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি—"মা যা ছিলেন।" তৎপরে কালীমূর্ত্তি—"হৃতসর্ব্বস্ব এই জন্ম নগ্নিকা—"মা যা হইয়াছেন"। সর্ব্বশেষে লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্ত্তিকেয়গণেশ-পরিবৃতা "শত্রুবিমর্দ্দিনী-বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী-দশভুজা—"মা যা' হইবেন"। মহেন্দ্রকে উপদেশচ্ছলে সত্যানন্দ বলিয়া-

ছিলেন যে, সন্তান সম্প্রদায় বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। মহেন্দ্র সংশয়-চিত্তে জিজ্ঞাসিলেন —"সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম্ম।" উত্তরে সত্যানন্দ বলিলেন "সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ......প্রকৃত বৈষ্ণবের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার; কেননা, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্ত্তা......চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব।" সত্যানন্দের স্বদেশপ্রেম যেমন ঐকান্তিকতাপূর্ণ, অধ্যবসায়ও তেমনি অদম্য। মহেন্দ্র দ্বারা ইনি পদচিহ্নে একটি দুর্গ ও অস্ত্রনির্ম্মাণাগার স্থাপিত করিলেন। ইঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হিন্দুরাজ্য স্থাপন করা। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য সাধনে ইঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থের ছায়ামাত্রও ছিল না। প্রথমবারে যুদ্ধে জয়লাভ করিলে যখন জীবানন্দ সত্যানন্দকে সিংহাসনে বসাইতে চাহিলেন, তখন সত্যানন্দ বলিলেন,—"ছি! আমায় কি শুম্ভনিশুম্ভ মনে কর? আমরা রাজা কেহ নহি। আমরা সন্ন্যাসী। এখন দেশের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং। নগর অধিকার হইলে যাঁহার শিরে তোমাদিগের ইচ্ছা হয় রাজমুকুট পরাইও; কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আমি এই ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন আর কোন আশ্রমই স্বীকার করিব না।" দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভের পর মাঘী-পূর্ণিমার রাত্রিতে মহাপুরুষ ইঁহাকে আর জীব-হিংসা করিতে নিবারণ করিয়া জ্ঞানশিক্ষা দিবার জন্য হিমালয়শিখরে লইয়া যান। মহাপুরুষ বলিলেন—"সত্যানন্দ! কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না।...আর্য্যধর্ম্ম পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক...ইংরাজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব......ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তান-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।"

সত্যানন্দের সৌম্যমূর্ত্তি, জলদগম্ভীরস্বরে "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" উচ্চারণ, কোমলে কঠোরতা, যুদ্ধনিপুণতা, নির্ভীকতা, উদ্ভাবনী শক্তি প্রভৃতি গ্রন্থকার যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে পাঠকের মনে (তাঁহার কার্য্যপ্রণালী অবৈধ হইলেও) সত্যানন্দের প্রতি ভীতি-মিশ্রিত ভক্তি স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে। (বঙ্কিমচন্দ্র—আনন্দ মঠ)।

সরলতা—গোলকবন্ধুর কনিষ্ঠা পুত্রবধূ। ইনি শ্বশ্রূ সাবিত্রী ও জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া সৈরিন্ধ্রীর সাতিশয় স্নেহপাত্রী ছিলেন। ইনি আদুরী ঝির সহিত রঙ্গ পরিহাস করিতে ভালবাসিতেন। ইঁহার স্বামী বিন্দুমাধবের অধ্যয়ন উপলক্ষে বিদেশে অবস্থানকালে তাঁহার পত্রপাঠে যখন তাঁহার আসিতে বিলম্বে হইবে জানিলেন, তখন ইনি বলিলেন—

"সরলা ললনা-জীবন এলনা।
কমল-হৃদয়-দ্বিরদ-দলনা॥"

নবীনমাধবের মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া সাবিত্রী পাগলিনী হইয়া সরলতাকে কটু কথা বলিয়া গালাগালি দিলে সরলতা মনে সাতিশয় ব্যথা পাইলেন। পরে পুত্রের অনিষ্টকারিণী ভাবিয়া সাবিত্রী ইঁহাকে ভূপাতিতা করিয়া ইঁহার গলার উপর দাঁড়াইয়া নৃত্য করিলে, তৎক্ষণাৎ ইঁহার মৃত্যু ঘটিল। (দীনবন্ধু—নীলদর্পণ)।

সাগর—ব্রজেশ্বরের তৃতীয়া পত্নী। ইঁহাকে সকলে "সাগর বউ" বলিয়া ডাকিত। ইনি ধনবানের কন্যা এবং প্রায়ই পিত্রালয়ে থাকিতেন। শ্বশুরবাড়ীতে যাইলে, ব্রহ্মঠাকুরাণীর কাছে রূপকথা শুনিতে ভালবাসিতেন। প্রফুল্ল যে দিন স্বামিগৃহে গিয়া শ্বশুরকর্ত্তৃক তাড়িতা হইলেন, সাগর সেই দিন সেখানে ছিলেন, এবং প্রফুল্লকে আপনার কক্ষে রাখিয়া তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন। পিতার আদেশে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে তাড়াইতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে সাগর বাহির হইতে কক্ষে তালা লাগাইয়া দিয়া ব্রহ্মঠাকুরাণীর শয্যায় রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। ব্রজেশ্বর যখন পিতার জন্য টাকা ধার করিতে সাগরের পিতার নিকট গিয়াছিলেন, সাগর তখন পিতৃগৃহে ছিলেন। টাকা না পাইয়া ব্রজেশ্বর যখন রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তখন সাগর তাঁহার পায়ে ধরিয়াছিলেন। পা জোর করিয়া সরাইবার সময় সাগরের পায়ে লাগিল, তাহাতে সাগর মনে করিলেন যে, স্বামী তাঁহাকে লাথি মারিয়াছেন। সাগর বলিল, "কি, আমায় লাথি মারিলে?" লাথি না মারিলেও ব্রজেশ্বর রাগের মাথায় তাহা স্বীকার করিলেন। তখন সাগর তাঁহাকে বলিলেন,—"আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তবে তুমি আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মত টিপিয়া দিবে।" ব্রজেশ্বর চলিয়া গেলেন। পরক্ষণে দেবী চৌধুরাণী আসিয়া সাগরকে আপনার বজরায় লইয়া গেলেন এবং কৌশল করিয়া সেখানে ব্রজেশ্বরকে বন্দী করিয়া আনাইলেন। বজরার মধ্যস্থ রমণীগণের ভিতর পাঁচকড়ি নামে একজন ব্রজেশ্বরকে এক কড়া কাণা কড়ি দিয়া কিনিয়া লইলেন এবং পা টিপিতে বলিলেন। কতকটা রসিকতা করিবার অভিপ্রায়ে ও কতকটা মুক্তি পাইবার আশায় ব্রজেশ্বর সেই সুন্দরীর পা টিপিতে লাগিলেন। কিন্তু কণ্ঠস্বর পরিচিত বোধ হওয়াতে তাঁহার মুখের উপর হইতে রুমালখানি উঠাইয়া লইলেন এবং বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই রমণীটি সাগর। সাগর বলিলেন—"যখন পরের স্ত্রী মনে করিয়াছিলে, তখন বড় আহ্লাদ করিয়া পা টিপিতেছিলে, আর যখন ঘরের স্ত্রী হইয়া পা টিপিতে বলিয়াছিলাম, তখন রাগে গরগর করিয়া চলিয়া গেলে।" সাগরের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল। তিনি স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরালয়ে যাইতেছেন এই কথা দাসীকে বলিয়া দেবীর সঙ্গে আসিয়াছিলেন, এক্ষণে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহারই সহিত শ্বশুরালয়ে গেলেন। পথে ব্রজেশ্বরকে দেবীর পরিচয় দিয়া বলিলেন, "দেবীই প্রফুল্ল।" পরে ব্রজেশ্বর নূতন বধূকে গৃহে আনিলে সাগর দেখিলেন যে, প্রফুল্লই নূতন বউ হইয়া আসিয়াছেন। প্রফুল্ল বলিলেন, এক্ষণে আমি গৃহস্থালীরূপ সন্ন্যাস করিব। সাগর বলিলেন—"তবে কিছুদিন আমি তোমার কাছে থাকিয়া তোমার চেলা হইব।" (বঙ্কিমচন্দ্র—দেবী চৌধুরাণী)।

সাধক—ইঁহার প্রকৃত নাম রামকুমার সান্যাল। ইনি নবাব সরকারে কর্ম্ম করিতেন। তহবিল ভাঙ্গিয়া ইনি পলায়ন করেন। পরে ইঁহার সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে। ইনি কাশীধামে গমন করিয়া বার বৎসর গুরুপদেশ গ্রহণ করেন। যোগশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতিতে ব্যুৎপন্ন হইয়া ইনি জগতের হিতার্থে বহির্গত হন। চিন্তামণি বেশ্যার ভাড়াটিয়া থাককে ইনি কৃষ্ণপ্রেম শিক্ষা দিবার জন্য সমুৎসুক হন। থাকের নিকট কিছু আদায় করাই ইঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। একজন ভিক্ষুককে ইনি খবর দিয়া শিষ্য করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু ভিক্ষুক ইঁহাকে গুরু স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইল না। বিল্বমঙ্গল সংসার ত্যাগ করিলে, চিন্তামণি এক প্রকার উন্মাদিনী হইয়া উঠিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার সম্পত্তি হরণ অভিপ্রায়ে সাধক থাককে তাঁহার দুগ্ধে বিষ মিশ্রিত করিতে পরামর্শ দিলেন। চিন্তামণি এই সংবাদ অবগত হইয়া গৃহ-সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে, সাধক ও

থাক বৃদ্ধের লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। এমন সময়ে দারোগা ও চৌকিদারগণ আসিয়া উভয়কে ধৃত করিল ধৃত অবস্থায় উভয়েই বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করে। (গিরিশচন্দ্র—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর)।

সাধুচরণ ঘোষ—স্বরপুরের জনৈক রাইয়ত। সাধু বসুপরিবারের অনুগত। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাইচরণকে লাঠীয়ালেরা নীলকুঠিতে ধরিয়া লইয়া যাইলে, নবীনমাধব বসু কুঠির বড় সাহেব আই, আই, উডের নিকটে গিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিলেন। নবীনমাধবের পিতা যখন কারাবাসে, তখন সাধুচরণ বলিয়াছিল—"আমি চুরি করি, আপনারা আমাকে চোর বলে ধরে দিন, আমি একরার করিব, তা হলেই আমাকে জেলে দেবে, আমি কর্ত্তা মহাশয়ের চাকর হয়ে থাকিব।' নবীনমাধব যখন মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন সাধুর কন্যা আসন্নমৃত্যু হইলেও সাধুচরণ নবীনমাধবকে দেখিতে আসিয়াছিল; সাধু কবিরাজকে বলিয়াছিল,—"গ্রামের ভিতর একটা ছাড়িয়া দশটা নীলকুঠি স্থাপিত হয়, তাহাও সহ্য করিতে পারি; কিন্তু এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও প্রজাপালক বড় বাবুর বিরহ সহ্য করিতে পারি না।" (দীনবন্ধু—নীল দর্পণ)।

সাবিত্রী—গোলকচন্দ্র বসুর স্ত্রী। ইঁহার দুই পুত্র, নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব। সাধুচরণের স্ত্রী রেবতী যখন ইঁহাকে আসিয়া সংবাদ দিল যে, তাহার কন্যা ক্ষেত্রমণিকে সাহেবের কুঠিতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তখন সেই কথা শুনিয়া নবীনমাধব ক্ষেত্রমণির উদ্ধার-কল্পে গমন করিলে, সাবিত্রী তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—

"সঁপিছু সোণায় নিধি বিধিদত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমন রতন॥

যদি নরবানরের হস্ত হইতে পবিত্র মাণিক্য অপবিত্র না হইতে হইতেই আনিতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম।" স্বামীর আত্মহত্যার অল্পদিন পরেই পুত্র নবীনমাধবের মৃতবৎ শরীর দর্শন করিয়া সাবিত্রী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। কিছুক্ষণ পরে গাত্রোত্থান করিয়া উন্মাদের ন্যায় কথা কহিতে লাগিলেন—নবীনমাধবকে নবজাত শিশুর ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠা পুত্রবধূ সরলতাকে "বিবি" বলিয়া সম্বোধন করিয়া গালাগালি দিলেন। নবীনমাধবের মৃত্যু হইলে তাঁহার শবদেহকে শিশুর ন্যায় আদর করিতে লাগিলেন। সরলতাকে দেখিয়া সন্তানের শত্রু জ্ঞানে তাঁহাকে ভূপাতিতা করিয়া তাঁহার গলার উপর দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই ক্ষণেই সরলতার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া সাবিত্রী জানিতে পারিলেন যে, নবীন জীবিত নাই, আর সরলতাকে নিজেই মারিয়া ফেলিয়াছেন; তখন তিনি বলিলেন—"আমি পতি-পুত্রবিহীন হয়েও জীবিত থাকিতে পারিতাম, কিন্তু তোমাকে স্বহস্তে বধ করে আমার বুক ফেটে গেল।" এই কথা বলিয়া সাবিত্রী পুত্রবধূর শব আলিঙ্গন করিয়া ভূতলে পতিতা হইয়া পঞ্চত্ব পাইলেন। (দীনবন্ধু—নীলদর্পণ)।

সিং, মিষ্টার—ইনি কলিকাতা কলুটোলার তিতু সিংহের পুত্র নীলরতন। মায়ের সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া ইনি বিলাতে পলায়ন করেন। সেখানে আটমাসকাল-মাত্র অবস্থান করিয়া ইনি ডাক্তার হইয়া আসেন, পিতামাতা ইঁহাকে ইংরাজী পোষাক ছাড়িতে ও ভাত খাইতে বলায়, ইনি তাঁহাদিগকে ও পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া গোরস্থান লেনে বাস করিতে লাগিলেন। আটমাসকাল বিলাতে থাকিয়া ইনি নিম্নলিখিত টাইটেলগুলি লাভ করিয়াছিলেন—Surgeon, Physician, Accoucher, M., B, L. R. C. P. L. R. C. S. (Edin), late climcal clerk, Rotunda Lying in Hospital, Member, obstetrical Society, London. &c, &c, &c, ইনি বিলাসিনী কারফরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে বিলাসিনী ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—"বিলাতে বোধ হয় অনেক স্ত্রীলোক বিজ্ঞান শিখেছেন?" তদুত্তরে মিঃ সিং বলেন—"অণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়ের এঞ্জিন-ড্রাইভার, কায়ারম্যান পর্য্যন্ত লেডী; বিজ্ঞান স্ত্রীলোকের হাতে প'ড়ে এমনি কোমল দাঁড়িয়েছে যে, সে সব গাড়িতে চড়লেই ঘুম আসে।" বিলাসিনীর স্বামী একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র চালাইতেন। সেই পত্রে বিলাত সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিতে অনুরুদ্ধ হইলে, মিঃ সিং বলেন—"প্রায় এক বৎসর বিলাতে থেকে বাঙ্গালা একপ্রকার ভুলে গেছি; এই যে আপনার সঙ্গে কথা বলছি, সে অনেক কষ্টে, মনে মনে ইংরাজীকে তরজমা করে; আর বাঙ্গালীর সঙ্গে ইংরাজী কথা কইবই বা কি জন্য; কিন্তু লেখা আমার ক্ষমতার বাইরে।" নন্দলাল বিলাতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মিঃ সিং তাঁহাকে বাঙ্গালা কথাটা ভুলে যাওয়ার উপায় গোপনে বলিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। নন্দলাল বলিলেন—"আর আপনার মত ঐ ধারের পকটা?" মিং সিং বলিলেন—"তাও হবে।" বিবাহের পণের টাকা আত্মসাৎ করিয়া নন্দলাল যখন সাহেবী পোষাক পরিয়া বিলাত যাইবার অভিপ্রায়ে হাওড়া ষ্টেসনে যান, মিঃ সিং ও বিলাসিনী তাঁহাকে ট্রেণে তুলিয়া দিবার জন্য সেইখানে গিয়াছিলেন। নন্দলালের পিতা গোপীনাথ বিলাসিনীকে বেশ্যা বলিয়া উল্লেখ করিলে, মিঃ সিং তাঁহাকে বলিলেন—'Old man! a repitition of another such language, and your grey hairs will not protect you from my wrath"। গোপীনাথ বলিলেন—"কি সাহেব তুমি কি বলছ?" তদুত্তরে মিঃ সিং বলিলেন—"বুড়ো মানুষ, অমি তাষার পুনরুক্তি এবং টোমার সাদা চুল আমার রাগ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।" (অমৃতলাল—বিবাহ বিভ্রাট)।

ষ্টার থিয়েটারে গ্রন্থকার স্বয়ং মিঃ সিংহের চরিত্র সম্যক্ নিপুণতার সহিত অভিনয় করিয়া সাধারণের প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

সীতারাম রায়—উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থবংশসম্ভূত ভূষণার জমিদার। ইঁহার প্রথমা স্ত্রীর নাম শ্রী। তাঁহার কোষ্ঠীতে লেখা ছিল যে, তিনি "প্রিয়প্রাণহন্ত্রী" হইবেন। সেই জন্য পিতার আদেশে সীতারাম বিবাহের পরই শ্রীকে পরিত্যাগ করেন। কয়েক বৎসর পরে শ্রীর ভ্রাতা গঙ্গারাম জনৈক ফকিরকে অপমানিত করার অপরাধে কাজী কর্ত্তৃক জীয়ন্ত কবরে প্রোথিত হইবার দণ্ডে দণ্ডিত হন। শ্রী আসিয়া সীতারামকে নিজের পরিচয় দিয়া ভ্রাতার উদ্ধার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু সীতারাম দুর্দ্দান্ত মোগলশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তখন শ্রী বলিলেন, "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?" কথাটা সীতারামের মর্ম্ম স্পর্শ করিল। ভাবিলেন, সত্যই তো, হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে? তখন তিনি শ্রীকে বিদায় দিয়া গুরু চন্দ্রচূড়ের সহিত পরামর্শ করিলেন। পরে আপনার যথাসর্ব্বস্ব, শেষে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াও গঙ্গারামকে মুক্ত করিবার জন্য কাজীকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু অনুরোধ রক্ষিত না হওয়ায় বলপূর্ব্বক গঙ্গারামকে উদ্ধার করিলেন। উদ্ধারের পর নির্জ্জনে শ্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। যে কারণে শ্রী পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন, তাহা সীতারাম তাঁহার নিকটে বিবৃত করিলেন।

শুনিয়াই শ্রী চলিয়া গেলেন। সীতারাম অনেক স্থানে অনেক দিন ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া শ্রীর কোন সংবাদ না পাইয়া বড়ই কাতর হইলেন। পরে শ্রীকে ভুলিবার অভিপ্রায়ে মহম্মদপুর নাম দিয়া একটি নগর স্থাপিত করিয়া বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন, এবং দিল্লীতে গমন করিয়া মহারাজ উপাধি ও দ্বাদশ ভৌমিকের আধিপত্য লাভ করিলেন। ইঁহার অনুপস্থিতিকালে ভূষণার ফৌজদার মহম্মদপুর আক্রমণ করিলেন। নগররক্ষক গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতায় আক্রমণের প্রতিরোধ করিবার কোন চেষ্টাই হইল না। সীতারাম হঠাৎ উপস্থিত হইয়া একটি তোপের সাহায্যে আক্রমণকারিগণকে পরাস্ত করিলেন, এবং পরে ভূষণাও অধিকৃত করিলেন। গঙ্গারামের বিচারকালে প্রকাণ্ড সভায় সীতারামের কনিষ্ঠা মহিষী রমা উপস্থিত হইয়া গঙ্গারামের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন। শেষে গঙ্গারাম স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিল। সীতারাম তাহাকে শূলে দিবার আদেশ করিলেন, কিন্তু জয়ন্তী নাম্নী এক সন্ন্যাসিনীর অনুরোধে গঙ্গারাম মুক্তি পাইল। জয়ন্তীর নির্দ্দেশে শ্রী সীতারামের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, সীতারাম তাঁহাকে রাজপুরীতে রাখিতে চাহিলেন। শ্রী তাহাতে অস্বীকৃত হইলে, তাঁহারই ইচ্ছায় "চিত্ত-বিশ্রাম" নামক একটি আবাস তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। সীতারাম সেইখানে পৃথক্ আসনে বসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীতে সীতারাম এত অনুরাগী হইয়া পড়িলেন যে, রাজপুরীতে আর যাইতে পারিতেন না, রাজকার্য্যও দেখিতেন না। ইহাতে রাজ্যমধ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রমা পীড়িতা হইলে তাহার মৃত্যুর সময় সীতারাম তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। রাজকার্য্যে অমনোযোগ হেতু নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে দেখিয়া জয়ন্তী শ্রীকে স্থানান্তরিত করিলেন। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সীতারাম জয়ন্তীকে প্রকাশ্য দরবারে বিবস্ত্রা হইয়া বেত্রাঘাত দণ্ড গ্রহণ করিবার আদেশ করিলেন। নন্দা নাম্নী মহিষী আসিয়া জয়ন্তীকে এই নৃশংস দণ্ড হইতে রক্ষা করিলেন। সীতারাম এইরূপ জ্ঞানশূন্য হইলেন যে, সুন্দরী কুলকামিনীগণকে বলে ধরিয়া আনিয়া চিত্তবিশ্রাম-আবাসে স্বীয় ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য রাখিয়া দিতেন। গুরুদেব চন্দ্রচূড় দেখিয়া শুনিয়া দেশ ত্যাগ করিলেন। এইবার যখন আবার মহম্মদপুর আক্রমণ করিল, এখন রাজকোষ অর্থশূন্য; দুর্গও সৈন্যশূন্য। সীতারামের এখন চৈতন্য হইল। এই সময় শ্রী ও জয়ন্তী আসিয়া ইঁহাকে ভগবানে মন সমর্পণ করিতে বলিলেন, এবং ইঁহাকে এবং নন্দা ও পুত্রগণকে নিরাপদ্ স্থানে লইয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সম্মুখে একটি কামান পাতা রহিয়াছে দেখিয়া শ্রী তাহার সম্মুখে বুক পাতিয়া দিলেন। যে লোকটি কামানে আগুন দিতে যাইতেছিল, সে একটু সরিয়া দাঁড়াইলে, সীতারাম তাহার মস্তকচ্ছেদ করিলেন। সেই লোকটি ছদ্মবেশধারী গঙ্গারাম। ভ্রাতৃবধের কারণ হইয়া শ্রীর "প্রিয়প্রাণহন্ত্রী" হইবার গণনা সফল হইল। সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হইল। ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে গমনকালে পথে সীতারাম বিষ ভক্ষণে দেহত্যাগ করিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—সীতারাম)।

মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র ঘোষ সীতারাম-চরিত্র-অভিনয়ে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন।

সুন্দরী—গ্রামসম্পর্কে ইনি চন্দ্রশেখরের ভগিনী। সুন্দরীর ভগিনী রূপসীর সহিত প্রতাপের বিবাহ হয়। চন্দ্রশেখরের পত্নী শৈবলিনীকে সুন্দরী প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। ফষ্টর কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া শৈবলিনী যখন নৌকায় যাইতেছিলেন, তখন সুন্দরী নাপিতানীর বেশ ধারণ করিয়া সেই নৌকায় উঠিলেন এবং তাঁহার সহিত বেশ বিনিময় করিয়া পলাইতে পরামর্শ দিলেন। শৈবলিনী অসম্মতা হইলে সুন্দরী তাঁহাকে বিস্তর গালি দিয়া চলিয়া আসিলেন। পরে ভগিনীপতি প্রতাপের নিকট শৈবলিনীর অপহরণবৃত্তান্ত বিবৃত করিলে প্রতাপ তাঁহার উদ্ধার সাধন করিলেন। উন্মাদগ্রস্তা শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখর স্বীয় ভবনে আনিলে সুন্দরী অন্তরের সহিত তাঁহার শুশ্রূষা করেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—চন্দ্রশেখর)।

সুভাষিণী—ডাক নামক "সুবো"। ইনি ইন্দিরাকে পাচিকাস্বরূপে নিযুক্ত করিয়া শাশুড়ীর নিকট লইয়া যান। ইনি ইন্দিরাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন এবং স্বামিসন্দর্শনকল্পে ইঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—ইন্দিরা)।

সুমিত্রা—কাশ্মীররাজদুহিতা। ইনি জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেবের মহিষী। বিক্রমদেব ইঁহাতে অত্যধিক আসক্ত হইয়া রাজকার্য্যে অবহেলা করিয়া সমস্ত সময়ই অন্তঃপুরে যাপন করিতেন। ইহার ফলে প্রজাগণের অনুকষ্ট উপস্থিত হইল। মহিষীর আত্মীয়গণ এই সময়ে রাজমধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। মহিষী কাতর-প্রাণে ইহার প্রতিবিধান করিতে রাজাকে অনুরোধ করিলেন। রাজা তাহা করিতে অক্ষম হইলে, রাণী কাশ্মীরে গমন করিয়া স্বীয় ভ্রাতা যুবরাজ কুমারের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কুমার তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া কয়েকজন বিদ্রোহী নায়ককে ধৃত করিয়া রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। কুচক্রিগণের কথায় রাজা বুঝিলেন যে, কুমার তাঁহার শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছেন। কুমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হইল। ভগিনীর সহিত কুমার কাশ্মীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতৃব্য রাজা চন্দ্রসেনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। চন্দ্রসেন সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলে, কুমার অরণ্যে পলায়ন করিলেন। স্নেহময়ী ভগিনী সুমিত্রাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। বিক্রমদেব কাশ্মীরে আসিয়া চন্দ্রসেনের সহিত মিলিত হইলেন, এবং যে কুমারকে ধরিয়া দিবে, তাহাকে প্রচুর পুরস্কারদানের ঘোষণা করিলেন। পিতৃসিংহাসনে বসিয়া বিক্রমদেব কুমারকে দণ্ড দিবেন, এটি কি সহ্য হইবে? এই কথা কুমার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলে সুমিত্রা উত্তর দিলেন—"তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।" দিন দিন কাশ্মীরের প্রজাগণের উপর অত্যাচার হইতেছে, আর তিনি আত্মগোপন করিয়া থাকিবেন, এটি কি উচিত?—এই কথা জিজ্ঞাসিতা হইয়া সুমিত্রা বলিলেন,—"তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।" তখন সুমিত্রা ভ্রাতার অনুরোধে শপথ করিলেন যে, তাঁহার ছিন্নমুণ্ড লইয়া বিক্রমদেবকে উপহার দিবেন। কুমার বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি আত্মসমর্পণ করিবেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে শিবিকারোহণে সুমিত্রা রাজসভায় আসিয়া ভ্রাতার ছিন্নমুণ্ড বিক্রমদেবের পদতলে রাখিয়া বলিলেন—

"ফিরেছ সন্ধানে যার রাত্রিদিন ধরে
কাননে, কান্তারে, শৈলে; রাজ্য, ধর্ম্ম,
দয়া, রাজলক্ষ্মী সব বিসর্জ্জিয়া, যার লাগি
দিগ্বিদিকে হাহাকার করেছ প্রচার,
মূল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে যারে,
লহ মহারাজ ধরণীর রাজবংশে
শ্রেষ্ঠ সেই শির; আতিথ্যের উপহার
আপনি ভেটিলা যুবরাজ। পূর্ণ তব
মনস্কাম, এবে শান্তি হোক্ শান্তি হোক্
এ জগতে নিবে যাক্ নরকাগ্নি রাশি,
সুখী হও তুমি!"

অনন্তর "মাগো জগৎজননী দয়াময়ি, স্থান দাও কোলে" এই কথা বলিয়া সুমিত্রা

ভূমিতে পতিতা হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। (রবীন্দ্রনাথ—রাজা ও রাণী)।

সুরমা—প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্যের পত্নী। ইনি শ্রীপুরের জমিদারের কন্যা। প্রতাপ ও তাঁহার মহিষীর ধারণা এই যে, সুরমাকে বিবাহ করিয়াই উদয়ের মতিগতি বংশের বিরূপ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সুরমাই উদয়ের সৎকার্য্যের সহায় ও মানসিক বলদাত্রী। ভগিনী পতির জীবনরক্ষার্থে উদয় দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে সুরমা অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাতে সম্মতিদান করিলেন। প্রতাপ সুরমার উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পিত্রালয়ে যাইতে আদেশ করিলেন। পতিকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া সুরমা কাতর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যখন মহিষীর মুখে শুনিলেন যে, তিনি রাজপ্রাসাদ ত্যাগ না করিলে উদয় কারাবদ্ধ হইবেন, তখন সুরমা বলিলেন—"আমার জন্য তাঁর হাতে বেড়ী পড়িবে? সে কি কথা মা! আমি এখনি চলিলাম।" যাহাতে উদয়ের মন সুরমা হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়, এই অভিপ্রায়ে মহিষী মঙ্গলা-নাম্নী এক বিধবা রমণীর নিকট হইতে ঔষধ আনাইয়া গোপনে সুরমাকে খাওয়াইবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন এবং সেই জন্য সুরমাকে কিছুদিন প্রাসাদে রাখিলেন। রুক্মিণী নামে একটি স্ত্রী উদয়ের অবিবাহিতাবস্থায় তাহার প্রণয়িনী ছিল। এক্ষণে সে মঙ্গলা নাম ধারণ করিয়া যশোহরে বাস করিত। সেই ঈর্ষ্যান্বিতা রমণী ঔষধচ্ছলে বিষ দিল। যে দিন প্রাতে সুরমা পিত্রালয়ে যাইবেন, তাহার পূর্ব্বের দিন সন্ধ্যাকালে তিনি অজ্ঞাতসারে এই ঔষধ সেবন করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। রাজবাড়ীতে কিন্তু রাষ্ট্র হইল যে, তিনি স্বয়ং বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। (রবীন্দ্রনাথ—বৌঠাকুরাণীর হাট)।

সুরেশ—যোগেশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সুরেশ কুসংসর্গে মিশ্রিত বটে, কিন্তু ইহাঁর সত্য নিষ্ঠা ও পূজ্যগণে ভক্তি বিলক্ষণ ছিল। যোগেশের মধ্যম সহোদর রমেশের স্ত্রী প্রফুল্ল সুরেশকে আপনার কাণের মাকড়ি দিয়াছিল; উদ্দেশ্য সেই মাকড়ি বাঁধা দিয়া দুইটা ঔষধের মাদুলী ক্রয় করা। সুরেশ সেই মাকড়ি "অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকার বাঁধা দিলাম" এই মর্ম্মে একখানি পত্র রমেশের উদ্দেশে লিখিলেন। কূটবুদ্ধি রমেশ পুলিসে সংবাদ দিয়া কাঙ্গালীচরণের বাড়ীতে সুরেশকে গ্রেপ্তার করাইলেন। কাঙ্গালীর স্ত্রী জগমণি একখানা পাঁচ টাকার নোট সুরেশকে সেই দিনে ধার দিয়াছিল; সুরেশ সেই নোটখানি সঙ্গী বন্ধু শিবনাথের হস্তে দিয়াছিলেন। সুরেশ ধৃত হইলে কাঙ্গালীচরণ নোট চুরীর অপরাধে শিবনাথকেও ধৃত করাইল। গ্রেপ্তার কালে পুলীসের দারোগা রমেশের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া সুরেশকে সত্য ঘটনা প্রকাশ করিতে বলেন। কিন্তু তাহাতে প্রফুল্লকে আদালতে যাইতে হইবে ভাবিয়া সুরেশ তাহা প্রকাশ করিতে চাহিলেন না। উভয়েই বিচারার্থে পুলিস কোর্টে আনীত হইলে, সুরেশ বলিলেন যে, তিনি বাক্স ভাঙ্গিয়া মাকড়ী চুরি করিয়াছিলেন। আর শিবনাথকে বাঁচাইবার জন্য সুরেশ নোট চুরির অপরাধ নিজের স্কন্ধেই লন। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে শিবনাথ অব্যাহতি পান এবং সুরেশ পনর দিনের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সুরেশের জেলে অবস্থান কালে রমেশ সেখানে গিয়া তাঁহাকে বলেন যে, তিনি একটা সহি করিয়া দিলে টাকার যোগাড় করিয়া আপীলে তাঁহাকে খালাস করান হইবে। সরলচিত্ত সুরেশ সই করিয়া দিলেন, পরে যখন শুনিলেন যে, তাঁহার বখরা লেখাইয়া লওয়া হইতেছে, তখন তিনি রমেশের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। মুক্তির সময়ে সুরেশ বিশেষ পীড়িত ছিলেন। সুস্থ হইয়া যখন তিনি বন্ধু শিবনাথের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন মাতার উন্মাদরোগ, জ্যেষ্ঠের অধঃপতন, জ্যেষ্ঠের পত্নী জ্ঞানদার দুর্দ্দশার কথা সমস্ত শুনিতে পাইলেন। ভজহরির মুখে যাদবহরণসংবাদ শুনিয়া পুলিস লইয়া সুরেশ নিজ বাড়ীতে আসিলে পুলিস রমেশ, কাঙ্গালী ও জগমণিকে ধৃত করিয়া হাতকড়ি পরাইল। যাদবও দুর্ব্বৃত্তগণের হস্ত হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইল। (গিরিশচন্দ্র —প্রফুল্ল)।

সুশীলা—হরিশের কন্যা। ইহাঁর স্বামী অঘোর বিমাতার অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করেন এবং আগ্রায় গিয়া সদারং বর্দ্ধণ নাম ধারণ করিয়া চিকিৎসাব্যবসায় প্রবৃত্ত হন। সেখানে একটি স্ত্রীলোকের চিকিৎসা করিতে যাইয়া ইনি একদিন দেখিলেন যে, সে স্ত্রীলোকটি গর্ভস্রাবাস্তে গতপ্রাণা হইয়াছে। ভয়ে অঘোর পলাইয়া গেলেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল যে, অঘোর দেহত্যাগ করিয়াছেন। পতিপ্রাণা সুশীলা এ কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু পতির কল্যাণকামনায় একাদশীর দিনে তিনি গোপনে মাছের আঁশ দাঁতে কাটিয়া ফেলিয়া দিতেন। পিতার পরম-শত্রু মোহিনীমোহনের কন্যা হেমাঙ্গিনীকে সুশীলা বড় স্নেহ যত্ন করিতেন। হেমাঙ্গিনী এক সময়ে কঠিন পীড়াগ্রস্তা হইলে, সুশীলা তাহাকে দেখিতে যান। ইহাঁকে দেখিয়া হেমাঙ্গিনী আরোগ্য লাভ করে। সুশীলা স্বামীর একখানি ফটোগ্রাফ বুকে করিয়া রাত্রে শয়ন করিতেন। একদিন অঘোর গোপনে দেখিলেন যে, সুশীলা তাঁহার ফটোখানিকে স্বামী বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক বিলাপ করিতেছেন। "যদি দিন পাই দেখা হবে" এই কথা বলিয়া অঘোর প্রস্থান করিলেন। পরে অঘোর মাতামহদত্ত ধন পাইয়া যাহার যাহার নিকট হইতে তিনি অবৈধরূপে অর্থ-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় অতিরিক্ত অর্থসহ পরিশোধ করিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলেন। (গিরিশচন্দ্র—হারানিধি)।

সূর্য্যমুখী—গোবিন্দপুরের জমিদার নগেন্দ্রনাথ দত্তের স্ত্রী। ইনি কুন্দনন্দিনীকে ননদী কমলমণির নিকট হইতে আনাইয়া তারাচরণের সহিত বিবাহ দিলেন, তারাচরণের মৃত্যুর পর কুন্দ নগেন্দ্রের বাড়ীতে আসিলেন। এই সময় নগেন্দ্র কুন্দের রূপে আকৃষ্ট হইয়া মনে মনে তাঁহাকে ভালবাসিলেন। দিন দিন স্বামীর চিত্ত পরিবর্ত্তনে ও তাঁহার প্রতি অবহেলায় সূর্য্যমুখী বড়ই ব্যথিত হইলেন। দেবেন্দ্র দত্তের সহিত কুন্দের অবৈধ প্রণয় আছে, হীরাদাসীর এই মিথ্যা সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া, সূর্য্যমুখী কুন্দকে বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। রাত্রিকালে কুন্দ বাড়ী ত্যাগ করিলেন। ইহাতে নগেন্দ্র আরও কাতর হইলেন. এবং সূর্য্যমুখীর উপর বীতরাগ হইলেন। দুই চারিদিন পরে কুন্দ স্বয়ং প্রত্যাগমন করিলে সূর্য্যমুখী "দিদি এস; আর আমি তোমায় কিছু বলিব না" এই কথা বলিয়া কুন্দের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। স্বামিসুখাভিলাষিণী সূর্য্যমুখী কুন্দের সহিত নগেন্দ্রের বিবাহ দিলেন। সূর্য্যমুখী স্বামীর সুখের জন্য আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিলেন, কিন্তু স্বামীকে কুন্দে অত্যাসক্ত দেখিয়া গৃহে থাকিতে পারিলেন না। তিনি বিবাহের পরদিনের রাত্রে গৃহত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় কমলমণিকে একখানি পত্র লিখিয়া গেলেন। তাহাতে গৃহত্যাগের কারণ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বিবৃত করিলেন। লিখিলেন—"আমার যিনি প্রাণাধিক, তিনি সুখী হইয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি...তাঁহার উপর যে, অচলা ভক্তি,

তাহাই রহিল, যতদিন না মাটিতে এ মাটী মিশে, ততদিন থাকিবে···তোমার স্বামী পুত্র দীর্ঘজীবী হউক, তুমি চিরসুখী হও। আরও আশীর্ব্বাদ করি যে, যে দিন তুমি স্বামিপ্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আয়ুঃশেষ হয়। আমায় এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।" সূর্য্যমুখী রিক্তহস্তে গৃহত্যাগ করিয়া পদব্রজে যাইতে যাইতে পথে এক ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইলেন, তিনি সপরিবারে কাশীতে যাইতেছিলেন। সূর্য্যমুখীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা ইহাঁকে সঙ্গে লইলেন। নৌকায় কলিকাতায় আসিয়া সেখান হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলে গিয়া পরে বয়েল গাড়িতে কাশী অভিমুখে গমন করিলেন। কিন্তু স্বামিদর্শনলালসা প্রবল হওয়াতে বাহ হইতে তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্যমুখী পদব্রজে ফিরিতে আরম্ভ করিলেন। মধুপুর পর্য্যন্ত আসিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পথে পড়িলেন। তখন শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ইহাঁকে হরমণি নামে একটি স্ত্রীলোকের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেইখানে ইহাঁর কাশরোগ প্রকাশ পাইল এবং সেইখান হইতে ব্রহ্মচারী ইহাঁর অনুরোধে নগেন্দ্রকে এক পত্র লিখিলেন। নগেন্দ্র তখন দেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া পত্রখানি তাঁহার হস্তে পড়িতে বিলম্ব ঘটিল। ইতোমধ্যে রামকৃষ্ণ রায়ের সুচিকিৎসায় অনেকটা সুস্থ হইলে, সূর্য্যমুখী গোবিন্দপুরে আসিবার জন্য ব্রহ্মচারীকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, ব্রহ্মচারী ইহাঁকে সেইখানে আনিয়া শুনিলেন যে, নগেন্দ্র গৃহত্যাগ করিয়াছেন। সূর্য্যমুখীকে তিন ক্রোশ দূরে একটি বাড়ীতে রাখিয়া ব্রহ্মচারী কলিকাতায় শ্রীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সেখান হইতে আবার মধুপুরে গমন করিলেন। সেখানে শুনিলেন যে, নগেন্দ্র সেখান হইতে দেশে ফিরিয়াছেন। যেদিন নগেন্দ্র গোবিন্দপুরে আসিলেন, সেই দিন রাত্রে সূর্য্যমুখী খিড়কির দ্বার খোলা দেখিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, এবং নগেন্দ্রকে তাঁহারই ঘরের শয্যায় শায়িত দেখিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলেন। ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া নগেন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সূর্য্যমুখী তাঁহার মস্তক অঙ্কে রাখিয়া বসিলেন। জ্ঞান পাইয়া নগেন্দ্র চক্ষু না চাহিয়া কুন্দ মনে করিয়া সূর্য্যমুখীকে বলিলেন—"আমি আজি সমস্ত রাত্রি সূর্য্যমুখীকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, সূর্য্যমুখীর কোলে মাথা দিয়া আছি। তুমি যদি সূর্য্যমুখী হইতে পারিতে, তবে কি সুখ হইতে পারিত।" সূর্য্যমুখী উত্তর করিলেন—"সেই পোড়ারমুখীকে দেখিলে তুমি যদি অত সুখী হও, তবে আমিই সেই পোড়ারমুখী হইলাম।" অনন্তর নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে চিনিতে পারিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখে আপ্লুত হইলেন। কুন্দ যখন বিষপান করিয়া নগেন্দ্রের পায়ে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তখন সূর্য্যমুখী তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ভাগ্যবতি! তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক। আমি যেন এইরূপে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।"

সূর্য্যমুখীর চরিত্রাভিনয়ে এমারেল্ড থিয়েটারে সুকুমারী দত্ত খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—বিষবৃক্ষ)।

সৈরিন্ধ্রী—গোলকচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীনমাধবের স্ত্রী। ইহাঁর দেবর বিন্দুমাধবের পত্নী সরলতাকে ইনি সাতিশয় স্নেহ করিতেন। ইহাঁর শ্বশুর, শাশুড়ি ও স্বামিভক্তি প্রবলা ছিল। গোলকচন্দ্র যখন মিথ্যা মকদ্দমায় বিচারাধীন, তখন অর্থের অভাব হওয়াতে সৈরিন্ধ্রী নিজের ও সরলতার অলঙ্কার রাখিয়া টাকার যোগাড় করিতে স্বামীকে পরামর্শ দিলেন। স্বামী অস্বীকৃত হইলে, ইনি বলিলেন—"অলঙ্কার আগে, না শ্বশুর আগে।" ইহাঁর পুত্রের অলঙ্কার আগে না দিয়া দেবরপত্নীর অলঙ্কার দিবার কারণ এই—"ছোটবোয়ের গহনা দেওয়ার পূর্ব্বে বিপিনের গহনা দিলে ছোট বোয়ের প্রতি আমার নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়, ছোট বউ ভাবিতে পারে, দিদি বুঝি আমায় পর ভাবিলেন। আমি কি এমন কাজ করে তার সরল মনে ব্যথা দিতে পারি, একি মাতৃতুল্য বড় জায়ের কাজ?" নবীনমাধব সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া গৃহে আনীত হইলে, যখন তাঁহার জীবনের আশা সকলেই ত্যাগ করে, তখন সৈরিন্ধ্রী বিলাপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"বিধাতা আমাকে সকলই আশার অধিক দিয়াছিলেন; আমার তেজঃপুঞ্জ প্রজাপালক রঘুনাথ স্বামী; অবিরল অশ্রুমুখী বধূপ্রাণা কৌশল্যা শাশুড়ী; স্নেহপূর্ণলোচন প্রফুল্লবদন বধূমাতা, বধূমাতা বলেই চরিতার্থ; দশদিক্ আলো করা শ্বশুর; শারদকৌমুদীবিনিন্দিত বিমল বিন্দুমাধব আমার সীতাদেবীর লক্ষ্মণ দেবর অপেক্ষাও প্রিয়তর। বাপো! সকলেই মিলেছে, কেবল একটি ঘটনায় অমিল দেখিতেছি,—আমি এখনও জীবিত আছি, রাম বনে গমন করিতেছেন, সীতার সহগমনের কোন উদ্যোগ দেখিতেছি না।" (দীনবন্ধু—নীলদর্পণ)।

সোমগিরি—সন্ন্যাসী। ইনি কাশীধামে অবস্থানকালে মনে বুঝিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশে আগমন করিলে একটি মহাপুরুষ দর্শন করিতে পাইবেন। শিষ্যগণসহিত এদেশে আসিয়া বিল্বমঙ্গলকে দেখিয়া তিনিই সেই মহাপুরুষ বলিয়া উপলব্ধি করেন। সোমগিরিই বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের বীজ বপন করেন। বৃন্দাবনে আসিয়া চিন্তামণিকে ইনি বিল্বমঙ্গলের শরণাগত হইতে বলেন। বিল্বমঙ্গলের নিকটে আসিয়া এবং সেখানে চিন্তামণিকে উপস্থিত দেখিয়া ইনি শিষ্যগণকে বলেন—"সংসারীকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্য বেশ্যা ও লম্পট ভাণমাত্র। বৈরাগ্যের চেতন মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখ। বেশ্যা লম্পটের কৃপায় আজ আমরাও কৃষ্ণদর্শন করব।" জনৈক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল—"কৃষ্ণ দর্শনের ফল কি?" সোমগিরি উত্তর দিলেন—"বৎস, কৃষ্ণদর্শনের ফল—কৃষ্ণদর্শন; আর অন্য ফল নাই।" (গিরিশচন্দ্র—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর)।

হ

হরদেব ঘোষাল—নগেন্দ্র দত্তের বন্ধু। কুন্দনন্দিনীঘটিত ব্যাপার ও সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের সমাচার নগেন্দ্রের পত্রে অবগত হইয়া ইনি উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে, কুন্দের উপর নগেন্দ্রের প্রণয় রূপজ মোহজনিত। "রূপজ মোহ দূর হইলে কালে স্থায়ী প্রেমের সঞ্চার হইবে। তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়াই সুখী হইতে পারিবে এবং যদি তোমার জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার সাক্ষাৎ আর না পাও, তবে তাঁহাকে ভুলিতেও পারিবে। বিশেষ, কনিষ্ঠা তোমাকে ভালবাসেন, ভালবাসায় কখন অযত্ন করিবে না। কেননা, ভালবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্ম্মল এবং অবিনশ্বর সুখ।" (বঙ্কিমচন্দ্র—বিষবৃক্ষ)।

হরলাল—হরিদ্রা গ্রামের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতা উইল করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালকে অর্দ্ধেক সম্পত্তি লিখিয়া দিলে ইনি ঘোর আপত্তি করেন। পিতা রাগ করিয়া ইহাঁর প্রাপ্য তিন আনার পরিবর্ত্তে এক আনা লিখিয়া দিলেন। ইহাতে হরলাল ক্রুদ্ধ হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন এবং সেখান হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাকে যদি আট আনা বিষয় না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি বিধবা বিবাহ করিবেন। পিতা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাঁকে এক পাই দিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। উইললেখক ব্রহ্মানন্দ ঘোষকে অর্থলোভে হস্তগত করিয়া হরলাল তাঁহার দ্বারা একখানি উইল প্রস্তুত করাইয়া লইলেন; তাহাতে হরলাল

বার আনা বিষয় পাইবেন, এইরূপ লিখিত হইল। হরলাল সেই উইলখানিতে পিতার ও চারিজন সাক্ষীর দস্তখত জাল করিলেন। তাঁহার অনুরোধে ব্রহ্মানন্দ জাল উইলখানিকে আসলখানির সহিত পরিবর্তিত করিবার অভিপ্রায়ে সঙ্গে লইয়া গেলেন। কিন্তু তাহা করিতে তাঁহার মন সরিল না। হরলাল সেই জাল উইলখানি লইয়া ব্রহ্মানন্দের বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী রোহিণীর কাছে গেলেন। হরলাল এক সময় রোহিণীকে দুর্বৃত্তগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই জন্য রোহিণী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাহার উপরে হরলাল তাঁহাকে বিবাহ করিবেন এইরূপ আশা দিলে রোহিণী টাকা না লইয়াও হরলালের অনুরোধে জাল উইলখানি কৃষ্ণকান্তের কক্ষে রাখিয়া আসলখানি লইয়া আসিলেন। পরে হরলাল যখন তাঁহাকে বলিলেন—"যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখন গৃহিণী করিতে পারিব না", তখন রোহিণী আর আসল উইলখানি তাঁহাকে দিলেন না। হরলাল চলিয়া গেলেন। পিতৃশ্রাদ্ধের সময় ইনি একবার হরিদ্রাগ্রামে আসিয়াছিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—কৃষ্ণকান্তের উইল)।

হরবল্লভ রায়—বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ গ্রামের জমিদার। ইনি কুলীন ব্রাহ্মণ। ইঁহার পুত্র ব্রজেশ্বরের তিনটি পত্নী—প্রথমা প্রফুল্লমুখী, দ্বিতীয়া নয়নতারা, তৃতীয়া সাগর। প্রফুল্লের মাতা ভ্রষ্টা, এই মিথ্যা অপবাদে জাতিনাশভয়ে প্রফুল্লকে গৃহে স্থান দেওয়া হইল না। মাতার সঙ্গে প্রফুল্ল শ্বশুরবাড়ীতে অযাচিত হইয়া আসিলে হরবল্লভ তাঁহাকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইয়া দিতে বলিলেন। কি উপায়ে প্রফুল্ল জীবনধারণ করিবে, এই কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া হরবল্লভ বলিলেন—চুরি ডাকাইতি করিয়া। ইজারাদার দেবীসিংহের প্রাপ্য পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া, হরবল্লভ পুত্রকে সাগরের পিতার নিকট এই টাকা ধার করিতে পাঠাইলেন। সেখানে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিবার সময়ে ব্রজেশ্বর জলপথে দেবী চৌধুরাণীর ডাকাইত-দল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া দেবীর বজরায় আনীত হইলে দেবী ইঁহাকে ৩৩০০ মোহর ধার দিলেন। ব্রজেশ্বর সেই টাকা পিতৃসন্নিধানে আনিয়া দিলে এবং ডাকাইতিতে লব্ধ টাকা গ্রহণ করা অবৈধ এই কথা জানাইলে, হরবল্লভ বলিলেন—টাকা ধার নেব, তার আবার পাপের টাকা, পুণ্যের টাকা কি? আর জগতের টাকাই বা কার কাছে পাব?" বৈশাখমাসের শুক্লা সপ্তমীর রাত্রে এই টাকা ফেরত দিবার কথা। কিন্তু যাহাতে টাকা পরিশোধ না করিতে হয়, সেই অভিপ্রায়ে এবং পুরস্কারের লোভে হরবল্লভ দেবীকে ধরাইয়া দিতে রঙ্গপুরের কালেক্টার গুড্‌ল্যাড সাহেবের নিকট গমন করিলেন। পরে নির্দ্দিষ্ট দিনে ও স্থানে হরবল্লভ লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনানের সহিত উপস্থিত হইয়া দেবীকে সনাক্ত করিবার জন্য তাঁহার বজরায় আনীত হইলেন। হরবল্লভ দেবীকে কখনও দেখেন নাই। তিনি প্রথমে দেবীর সহচরী নিশি, পরে দিবাকে দেবী বলিয়া সনাক্ত করিলে ব্রেনান কর্তৃক তিরস্কৃত হইলেন। প্রবল ঝড় উঠিয়া দেবীর বজরাকে স্থানান্তরিত করিলে হরবল্লভ বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন। নিশি ইঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহার ভগিনীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলে তিনি দেবীকে অনুরোধ করিয়া হরবল্লভকে মুক্ত করিতে পারেন, নচেৎ তাঁহার শূলে মৃত্যু নিশ্চিত। ভীত হরবল্লভ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। পরে পুত্র বিবাহ করিলে চলিবে জানিতে পারিয়া ব্রজেশ্বরকে বিবাহ করিতে আদেশ করিলেন। হরবল্লভ প্রাতে জলযোগ করিয়া দেশে ফিরিলেন। তাহার পর ব্রজেশ্বর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে হরবল্লভ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার নব-বধূমাতা সেই পূর্ব্বপরিচিত প্রফুল্ল। এই প্রফুল্লকে মৃতা বলিয়া সকলে জানিত; কিন্তু ইনিই দেবীচৌধুরাণী নাম ধারণ করিয়া ডাকাইত-দলের নেত্রীরূপে দেশের মধ্যে ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। প্রফুল্লকে আবার পাইয়া হরবল্লভ আন্তরিক আনন্দ অনুভব করিলেন এবং বিষয়কার্য্যে ইঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা জমিদারির আয় ও পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—দেবীচৌধুরাণী)।

হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়—কাশীপুরনিবাসী ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ। ইঁহার কন্যা তারা শৈশবে অপহৃতা হন এবং পুত্র অরবিন্দ, কোন পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য গৃহত্যাগ করেন। দত্তক লইবার অভিপ্রায়ে হরবিলাস ললিতমোহন নামক একটি যুবককে সস্নেহে প্রতিপালন করেন। হরবিলাসের কনিষ্ঠা কন্যা লীলাবতী ও ললিত একত্র বাসনিবন্ধন পরস্পর পরস্পরের অনুরাগী হন। নদেরচাঁদ নামক একটি মূর্খ দুশ্চরিত্র যুবককে শ্রেষ্ঠ কুলীন ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র বলিয়া, হরবিলাস লীলাবতীকে দান করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হন। ললিতমোহন যোগ্য পাত্র হইলেও শ্রেষ্ঠ কুলীন নন বলিয়া হরবিলাস কিছুতেই তাঁহাকে জামাতা করিতে সম্মত হইলেন না। একটি দুষ্কার্য্যের জন্য নদেরচাঁদের মেয়াদ হইবার সম্ভব, এ কথা অবগত হইয়া হরবিলাস বলিলেন—"কুলীনের ছেলের কখন মেয়াদ হয়? ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুলে কখন কলঙ্ক হতে পারে?" ললিত হতাশ হইয়া এবং দত্তকরূপে গৃহীত হইতে অনিচ্ছু হইয়া গৃহত্যাগ করিলে লীলাবতী মানসিক ও শারীরিক পীড়ায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। একদিন নিদ্রাবস্থায় প্রলাপে লীলা পিতার উদ্দেশে বলিতেছিলেন—

"কৌলীন্য-শ্মশানকালী-হৃদয়ে ভুষিতে,
দেবেন দুহিতা বলি অপাত্র অসিতে।
প্রাণ কাঁদে, প্রাণকান্ত, কর হে বিহিত,
হা ললিত—হা ললিত—ললিত—ললিত।"

হরবিলাস এই কথাগুলি স্বকর্ণে শুনিয়া রোদন করিয়া বলিলেন—"কৌলীন্য শ্মশানকালী—একশবার—বল্লালসেনের মুখে ছাই;—নদেরচাঁদের বাপের পিণ্ডি, ঘটকের মার সপিণ্ডকরণ।—ললিতকে কোথায় পাই;—কুলীন জামাই আমার কপালে নাই।" ললিতের অনুসন্ধানে হতাশ হইয়া অন্য দত্তকপুত্র লইবার দিন স্থির হইলে, ঠিক তাহার পূর্ব্বদিন যোগজীবন নামে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পরীক্ষার পরে অরবিন্দ বলিয়া গৃহীত হইল। সুতরাং পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা রহিত হইল। ইহার তিন দিন পরে বার বৎসর নিরুদ্দিষ্ট অরবিন্দ, ললিত ও সিদ্ধেশ্বর নামে ললিতের বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হন। এক্ষণে যোগজীবন আত্মপ্রকাশ করিলে জানা গেল যে, সে হরবিলাসের ক্ষত্রিয়া রক্ষিতা কন্যা চাঁপা। ভ্রমে অরবিন্দ তাঁহাকে একদিন আলিঙ্গন করিয়াছিলেন বলিয়া সে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ভগিনী-স্পর্শ-পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে অরবিন্দ গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। আরও প্রকাশ পাইল যে, নদেরচাঁদের মাতুল ভোলানাথ চৌধুরীর বর্তমান পত্নী ৺হল্যাই হরবিলাসের অপহৃতা কন্যা তারা। পুত্র, কন্যা ও চাঁপাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া হরবিলাস সানন্দচিত্তে ললিতের সহিত লীলাবতীর বিবাহ দিলেন। (দীনবন্ধু—লীলাবতী)।

হরবিলাসের চরিত্র অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি গ্রন্থকার ও সাধারণের নিকট সম্যক্ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

হরিশ—মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। ইনি এক সময়ে ধনী বন্ধু মোহিনীমোহনের জন্য দশ হাজার টাকার জামিন হইয়াছিলেন। মোহিনী ইচ্ছা করিয়া টাকা পরিশোধ না করায়,

হরিশের বাড়ীখানি বিক্রয় হইয়া যায়। মোহিনী কৌশল করিয়া সে বাড়ীখানি কিনিয়া লইলেন এবং হরিশকে সপরিবারে বাহির করিয়া দিলেন। হরিশের পত্নী হৈমবতী, কন্যা সুশীলা ও পুত্র নীলমাধব, হরিশের দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা নবর পরামর্শে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দখল করিয়া বসিল। হরিশ পথে পথে বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন তিনি শুনিলেন যে, মোহিনী তাঁহার কন্যা সুশীলাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ক্রোধান্ধ হইয়া হরিশ তাঁহাকে গুলি করিলেন। মোহিনী খুন হইয়াছে এই ধারণায় হরিশ ঝোপের মধ্যে কিছুদিন লুকাইয়া থাকিলেন। কিন্তু মোহিনীর প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। হরিশের জামাতা অঘোর মৃত বলিয়া সকলে জানিতেন। অঘোর পুলিসের ভয়ে পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া নব ও মোহিনীর পরিত্যক্তা, প্রতিহিংসাপরায়ণা রক্ষিতা কাদম্বিনীর সহিত মিলিত হইয়া নানা কৌশলে মোহিনীকে জব্দ করেন। মোহিনীর কন্যা হেমাঙ্গিনী পীড়িতা হইলে, হরিশের পত্নী, পুত্র ও কন্যা তাহাকে দেখিতে যাইলেন, এবং তাঁহাদিগকে দেখিয়া হেমাঙ্গিনী সুস্থ হইল। মোহিনী কৃতজ্ঞহৃদয়ে ইঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং বাড়ীখানি ফিরাইয়া দিলেন। হরিশ গৃহে আসিয়া যখন এই সকল ব্যাপার দেখিলেন ও শুনিলেন, তখন সুশীলার চরিত্রের উপর তাঁহার সন্দেহ আরও প্রবল হইয়া উঠিল; তিনি গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। পরে প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া আনন্দিত হইলেন, এবং হেমাঙ্গিনীর সহিত নীলমাধবের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন। "হারানিধি" অঘোর আসিয়াও এই সময় সুশীলার সহিত মিলিত হইলেন। (গিরিশচন্দ্র—হারানিধি)।

হারাণ—মৃত্যুঞ্জয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর ভ্রাতা। মৃত্যুঞ্জয় আবার বিবাহ করিলেও হারাণ তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিত। হারাণ ইতর স্ত্রীলোক দেখিলেই তাহার প্রেমাসক্ত হইয়া পড়িত। কিন্তু সে প্রেম বহুকাল স্থায়ী হইত না। হারাণ একদিন মৃত্যুঞ্জয়কে বলিয়াছিল —"মঙ্গলা গেল, সৈরবী গেল, বিধি গেল, তারপর সহচরী বেটী জ্বালালে—পেত্নী বেটী, লক্ষ্মীছাড়া বেটী, এখন মেছুনী শালী প্রাণ আতোল পাতোল ক'রে তুলেছে!" ...... "উহুহু! ভেটুকি মাছ রে, ভেটুকি মাছ!" (অমৃতলাল—তরুবালা)।

হারাণী—সুভাষিণীর বিশ্বস্তা দাসী। সর্ব্ব সময়েই ইঁহার হাসি, আর হাসিতে হাসিতে দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। ইন্দিরা স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইঁহার হাতে পত্র দেন, এই হারাণীই আবার রাত্রিকালে ইন্দিরাকে স্বামীর নিকট লইয়া যায়। প্রথমে টাকার লোভ দেখান সত্ত্বেও, হারাণী ইন্দিরার অনুরোধ রাখিতে অস্বীকার করে, পরে সুভাষিণীর ইঙ্গিতে সম্মত হয়। (বঙ্কিমচন্দ্র—ইন্দিরা)।

হিরণ্ময়ী—তাম্রলিপ্তিনিবাসী ধনদাস শ্রেষ্ঠীর কন্যা। ইনি বাল্যাবধি প্রতিবাসী শচীসুতের পুত্র পুরন্দরকে ভালবাসিতেন। ইঁহাদের বিবাহ স্থির হইয়া যাইবার পরে ধনদাস কন্যার বিবাহ দিতে হঠাৎ অসম্মত হইলেন। পুরন্দর নিরাশ হইয়া হিরণ্ময়ীকে ভুলিবার অভিপ্রায়ে কাতরকণ্ঠে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া সিংহল যাত্রা করিলেন। হিরণ্ময়ীর মাতা অলঙ্কার রাখিবার জন্য তাঁহাকে যে কৌটাটি দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একখানি ছিন্ন পত্র ছিল। সেই পত্রের যে অংশটুকু লিখিত ছিল, তাহাতে হিরণ্ময়ীর নাম সংযুক্ত থাকায় এবং পত্রের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারায়, হিরণ্ময়ী সেই খণ্ডপত্র যত্নে তুলিয়া রাখেন। তিন বৎসর পরে ধনদাস ইঁহাকে কাশীধামে লইয়া গিয়া গুরু আনন্দ স্বামীর আদেশে একটি পাত্রের সহিত ইঁহার বিবাহ দিলেন, এবং বিবাহান্তে ইঁহাকে লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। বিবাহের সময় বর ও কন্যার চক্ষু আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল; সুতরাং ইঁহারা পরস্পরের মুখ দেখিতে পাইলেন না। গুরুদেব উভয়কে এক একটি অঙ্গুরীয় দিয়া বলিয়াছিলেন যে, এ দুইটি ঠিক এক রকম। অঙ্গুলীতে ধারণ করিলে উভয়েই উভয়কে চিনিতে পারিবেন। কিন্তু বিবাহ রাত্রি হইতে পাঁচ বৎসর অতীত না হইলে সে অঙ্গুরীয় ধারণ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। কন্যার চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইলে কন্যা দেখিলেন যে, পাত্র চলিয়া গিয়াছেন। ধনদাস কন্যাকে দেশে লইয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল এবং তাহার পরে তাঁহার পত্নীও দেহত্যাগ করিলেন। হিরণ্ময়ী গৃহ ও অলঙ্কারাদি বিক্রয়ান্তে পিতার ঋণশোধ করিয়া এক কুটিরে আশ্রয় লইলেন এবং রাত্রিকালে অমলা নাম্নী একটি গোপতনয়ার গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন অমলা ইঁহাকে বলিল যে, পুরন্দর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং একটি বহুমূল্য হার তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন। হিরণ্ময়ী হারটি লইলেন না। অমলা আর একদিন বলিল, পুরন্দর হিরণ্ময়ীর গৃহ ক্রয় করিয়াছেন এবং তাঁহাকে সেই গৃহে বাস করিতে বলিতেছেন। পৈতৃক ভবনের মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া হিরণ্ময়ী সেইখানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। একদিন রাজা মদনদেব ইঁহাকে ডাকাইয়া একটি অঙ্গুরীয় দেখাইয়া বলিলেন, তোমার বিবাহের রাত্রে আনন্দস্বামী আমার অঙ্গুলীতে এই অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়াছিলেন। এটিকে স্বীয় অঙ্গুরীয়ের অনুরূপ দেখিয়া হিরণ্ময়ী রাজাকে স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিলেন। রাজা বলিলেন, তোমাকে মহিষী বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—পুরন্দরপ্রদত্ত গৃহে তুমি বাস কর কেন? তাহার প্রদত্ত হারই বা গ্রহণ করিয়াছিলে কেন? প্রথমে হিরণ্ময়ী উত্তর করিলেন—আমি গ্রহণ করি নাই, তাহার পরে বলিলেন—প্রণয়োপহার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম; আমি কুলটা। মহারাজ! আমি আপনার গ্রহণের যোগ্যা নহি। আমি প্রণাম করিতেছি, আমাকে বিদায় দিন। আমার সঙ্গে বিবাহ বিস্মৃত হউন।" রাজা হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও কুলটা নহ, আমিও তোমার স্বামী নহি।" অতঃপর পুরন্দরকে ডাকিয়া বলিলেন—সুহৃৎ, আমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে, হিরণ্ময়ী তোমার যোগ্যা পত্নী; রাজ্যলোভেও সে তোমাকে ভুলে নাই। পরে ছিন্ন লিপির অপরাংশ বাহির করিয়া, হিরণ্ময়ীর নিকটে যে অংশ ছিল, তাহার সহিত মিলাইয়া, পাঠ সম্পূর্ণ করিয়া বুঝাইলেন যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে পত্নীর শয্যায় শয়ন করিলে পুরন্দরের প্রাণহানির সম্ভাবনা ছিল বলিয়া গুরুদেব বিবাহকালে কথিতরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজা আরও বলিলেন, গুরুদেব হিরণ্ময়ীর দরিদ্রাবস্থা দেখিয়া রাজার দ্বারা ঠিক পাঁচ বৎসর অতীত হইলেই তাঁহার সহিত পুরন্দরের মিলন করিয়া দিবার আদেশ করিয়াছিলেন। হার প্রেরণ এবং বাসভবন ক্রয় করিয়া হিরণ্ময়ীকে সেখানে অবস্থাপনাদি সমস্ত কার্য্য কেবল পরীক্ষার অভিপ্রায়ে রাজা করিয়াছিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—যুগলাঙ্গুরীয়)।

হীরা—সূর্য্যমুখীর প্রধানা পরিচারিকা। হরিদাসী বৈষ্ণবী প্রকৃতপক্ষে কে ইহার অনুসন্ধান করিবার জন্য সূর্য্যমুখী হীরাকে নিযুক্ত করেন। হীরা দেবেন্দ্র দত্তের অনুসরণ ও পরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবগত হইল যে, কুন্দনন্দিনীকে দেখিবার জন্যই দেবেন্দ্র বৈষ্ণবী সাজিয়া সূর্য্যমুখীর অন্তঃপুরে গমন করিতেছে। এই সংবাদ সূর্য্যমুখীকে

আনিয়া দিলে, তিনি কুন্দকে দূষিত-চরিত্রা মনে করিয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে চলিয়া যাইতে বলেন। কুন্দ রাত্রিকালে বহির্গতা হইয়া হীরার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং সেইখানে কয়েক দিন গোপনে অবস্থান করেন। কুন্দের জন্য চারিদিকে অনুসন্ধান হইলেও সূর্য্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রকে বীতরাগ করিবার জন্যই হীরা কুন্দের কথা প্রকাশ করিল না। অধিকন্তু সে একদিন কোন্দলচ্ছলে আসিয়া নগেন্দ্রকে জানাইল যে, সূর্য্যমুখীই কুন্দকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। মালতীর মুখে কুন্দের সংবাদ পাইয়া দেবেন্দ্র একদিন হীরার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন; কিন্তু তখন কুন্দ সূর্য্যমুখীর বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াছেন। হীরা মনে মনে দেবেন্দ্রের প্রতি অনুরাগিণী হয়, এবং পাছে দেবেন্দ্র সূর্য্যমুখীর বাড়ীতে আসিয়া কুন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন, সেই জন্য ইতঃপূর্ব্বে কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেও, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কুন্দের দাসী হইয়া থাকে। সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্র গৃহত্যাগ করিবার পর, দেবেন্দ্র একদিন কুন্দ-দর্শন আশায় নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। হীরা লোকজনকে সংবাদ দিলে, দেবেন্দ্র প্রহৃত হইয়া পলায়ন করিলেন। দেবেন্দ্র তাহার পর হীরার প্রতি ভালবাসার ভান দেখাইতে থাকে। হীরা আত্মসমর্পণ করিয়া যখন দেবেন্দ্রের কপটতা বুঝিতে পারিল, তখন দেবেন্দ্রকে কটূক্তি করে। দেবেন্দ্র তাহাকে পদাঘাত করেন। হীরা এক চণ্ডালের নিকট বিষ কিনিয়া রাখিয়া দেয়। উদ্দেশ্য, দেবেন্দ্র বা কুন্দকে এই বিষ পান করাইয়া বিনাশ করা। নগেন্দ্রনাথ গৃহে ফিরিয়া কুন্দনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। পরদিন প্রাতে অভিমানিনী কুন্দের মনে হীরা "আত্মহত্যা" করিবার ভাব আনিয়া দিল, এবং পূর্ব্বে যে বিষ কিনিয়াছিল, কৌশল করিয়া তাহার মোড়কটি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বাহিরে গেল। সেই অবসরে কুন্দ সেই বিষ পান করিয়া ক্ষণকাল পরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। হীরা পলায়ন করিল। এক বৎসর পরে যখন দেবেন্দ্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন হীরা তাঁহার নিকট আসিল। তখন হীরা উন্মাদিনী। দেবেন্দ্রই যে তাহার উন্মাদের কারণ, তাহা বুঝাইয়া হীরা বলিল "আশীর্ব্বাদ করি, নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়।" এই বলিয়া "স্মরগরলখণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদপল্লবমুদারং" এই গীতটি গাহিতে গাহিতে হীরা বাহির হইয়া গেল। এই গীত গাহিয়া দেবেন্দ্র পূর্ব্বে একদিন হীরার পায়ে ধরিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পর কত দিন তাঁহার উদ্যানের রক্ষক ভীতচিত্তে স্ত্রীলোকের কণ্ঠে এই গানটি গীত হইতে শুনিয়াছিল। (বঙ্কিমচন্দ্র—বিষবৃক্ষ)।

হৃষীকেশ শর্ম্মা—মাধবাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য লক্ষ্মণাবতী নগরে ইঁহারই গৃহে মাধবাচার্য্য মৃণালিনীকে রাখিয়া দেন। পুত্র ব্যোমকেশের কথিত মিথ্যা অপরাধে ইনি মৃণালিনীকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—মৃণালিনী)।

হেমচন্দ্র—মগধের রাজপুত্র। ইনি মথুরায় অবস্থান কালে সেইখানকার এক শ্রেষ্ঠী কন্যাকে জল হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ ভবনে রাখিলেন ও গোপনে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। সেই কন্যাটি (মৃণালিনী) পিতৃগৃহে প্রেরিতা হইলে ইনি গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে মথুরায় রত্নদাস বণিক্ নাম ধারণ করিয়া মধ্যে মধ্যে অবস্থান করিতেন। এই সময়ে পিতৃরাজ্য যবনকর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে ইনি গুরু মাধবাচার্য্যের আদেশে রাজ্যোদ্ধার কল্পে ব্রতী হইলেন। গুরুও মৃণালিনীকে লক্ষ্মণাবতী নগরে লইয়া গেলেন। গৌড়ে আসিয়া ভিখারিণী গিরিজায়ার সাহায্যে হেমচন্দ্র জানিতে পারিলেন যে, মৃণালিনী সেইখানে হৃষীকেশ শর্ম্মার গৃহে অবস্থান করিতেছেন। প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেই গুরু আসিয়া হেমচন্দ্রকে নবদ্বীপে লইয়া গেলেন। হেমচন্দ্র রাজভবনের এক অংশে জনার্দ্দন শর্ম্মার গৃহে স্থান পাইলেন। হেমচন্দ্র যবনবিদ্বেষী জানিতে পারিয়া স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধি মানসে নবদ্বীপাধিপতি লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকরণিক পশুপতি হেমচন্দ্রকে গৃহে আবদ্ধ করিলেন। জনার্দ্দনের প্রতিপালিতা মনোরমা ইঁহাকে মুক্তি দিলেন। পরে যবনের সহিত যুদ্ধ করিয়া হেমচন্দ্র আহত হইলে ইনি তাঁহার শুশ্রূষা করেন। মৃণালিনী গিরিজায়াকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। উভয়ে গোপনে দেখিলেন যে, মনোরমা হেমচন্দ্রের শুশ্রূষা করিতেছেন। অনন্তর গিরিজায়া হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিথ্যা সংবাদ দিলেন যে, মৃণালিনী বিবাহার্থে মথুরায় গিয়াছেন। হেমচন্দ্র বলিলেন "শুভসংবাদ বটে।" পরে যখন মাধবাচার্য্যের মুখে শুনিলেন, মৃণালিনী কুচরিত্রা বলিয়া হৃষীকেশ শর্ম্মার গৃহ হইতে বিতাড়িতা হইয়াছেন, তখন হেমচন্দ্র ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইয়া বলিলেন—"মৃণালিনীকে এই শূলে বিদ্ধ করিব।" মৃণালিনীর পত্র গিরিজায়া লইয়া আসিলে, হেমচন্দ্র সেই পত্রখানি না পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং গিরিজায়াকে বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। হেমচন্দ্র পূর্ব্বকথাসকল স্মরণ করিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, পরে যখন গিরিজায়া আবার আসিয়া তাঁহাকে জানাইল যে, মৃণালিনী তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তখন হেমচন্দ্র তাঁহার নিকটে গিয়া কাতরভাবে তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিতে বলিলেন। মৃণালিনী তাঁহার বক্ষে মস্তক স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন বলিলেন—"হৃষীকেশ আমাকে কুলটা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে" তখন হেমচন্দ্র তীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন, এবং মৃণালিনীর মস্তক বক্ষশ্চ্যুত হইয়া সোপানে আহত হইল। যাইবার সময়ে ইনি গিরিজায়াকে পদাঘাত করিয়া গেলেন। পরে যবনের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে এক কুটিরে প্রবেশ করিয়া মুমূর্ষু ব্যোমকেশের মুখে শুনিলেন যে, তিনিই মৃণালিনীর নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহার পিতা হৃষীকেশ বিনাপরাধাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। যে সোপানে আহতা হইয়া মৃণালিনী পড়িয়াছিলেন, হেমচন্দ্র সেইখানে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"আর একবার ক্ষমা কর—আর কখনও তোমায় ত্যাগ করিব না।" যবনের সহিত যুদ্ধে পরাজয় হইল দেখিয়া মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রকে কামরূপে যাইতে আদেশ করিলেন। মৃণালিনীসম্বন্ধে কথা উঠিলে হেমচন্দ্র বলিলেন—"মৃণালিনী অত্যাজ্যা। তিনি আমার পরিণীতা স্ত্রী।" তখন শিষ্যের মুখে সমস্ত কথা অবগত হইয়া গুরু প্রীত হইলেন, এবং দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূলে রাজ্য স্থাপন করিয়া যবনদমনের আয়োজন করিতে বলিলেন। মনোরমা পশুপতির সহমৃতা হইলে তিনি পতির সঞ্চিত বিপুল ধন হেমচন্দ্রকে দান করিয়া গেলেন। সেই ধন লইয়া হেমচন্দ্র দাক্ষিণ দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া মৃণালিনীর সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। (বঙ্কিমচন্দ্র—মৃণালিনী)।

হেমচাঁদ—শ্রীরামপুরের ভোলানাথ চৌধুরীর ভাগিনেয়। নদেরচাঁদ হেমচাঁদের মাসতুত ভাই। হেমচাঁদ নিজে তাদৃশ হৃদয়হীন না হইলেও, নদেরচাঁদের সংসর্গে পড়িয়া নিতান্ত হীনচরিত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহার পত্নী শারদাসুন্দরী বিদুষী ও পতিপরায়ণা। পতিকে সৎপথে আনিতে সতত যত্নবতী থাকিলেও নদেরচাঁদের কুপরামর্শে হেমচাঁদ কিছুতেই পত্নীর মতানুযায়ী হইয়া

চলিতে পারিতেন না। কিন্তু নদেরচাঁদের অনুরোধে হেমচাঁদ পীড়াপীড়ি করিয়া পত্নীকে তাহার সম্মুখে আসিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। পত্নীর সহিত সর্ব্বদাই তাঁহার তর্কবিতর্ক হইত। পত্নী হিতকথা বলিলে ইনি বলিতেন—"পুরুষ জ্যাটা সওয়া যায়, মেয়ে জ্যাটা বড় বালাই।" পত্নী একদিন "বধির" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন; তাহাতে হেমচাঁদ বলিলেন—"সংস্কৃত বলেচ, দাশরথি হয়েচ, চুপ করিচি, ছড়া কাটাও গো অধিকারী মহাশয়।" শারদার সই লীলাবতী উপস্থিত হইলে, হেমচাঁদ তাঁহাকে "তুমি" সম্বোধন করিয়াছিলেন। শারদা সে জন্ত স্বামীকে অনুযোগ করিলে হেমচাঁদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"আজ থেকে তোমায় আমি 'আপনি' 'আপনি' বলব; 'আপনি' 'আপনি' কেন, 'মহাশয়' 'মহাশয়' বলব। শিরোমণি মহাশয় বলব। শিরোমণি মহাশয় প্রাতঃপ্রণাম।" নদেরচাঁদের সহিত লীলাবতীর বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইলে হেমচাঁদ তাঁহার সহিত পাত্রী দেখিতে আসিলেন। সেইখানে হেমচাঁদ মাতৃভাষা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিলেন। ইনি বলিলেন—"চেয়ে দেখ, ঐ মাতৃভাষা, দীনা, হীনা, ক্ষীণা, মলিনা, পিঁচুটিনয়না, কাঙ্গালীর মত রথের পাশে দাঁড়িয়ে সে জন।" আরও বলিলেন—"কতকগুলি পয়ারে বয়ার জুটে মাতৃভাষাকে নষ্ট মারচে। পয়ারে বয়ারদের পয়ার পয়ারের মত, কিন্তু সরল পয়ার নয়, গলা আঁচড়ে তোলা;—তাঁদের দ্বারায় বন্দা হবে। তাঁহাদের পদ্যে এত রস, তাঁদের পদ্য পদ্য কি গদ্য, কেবল চোদ্দয় চেনা যায়।" উত্তরকালে ইনি নদেরচাঁদের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া সৎস্বভাবান্বিত হইয়াছিলেন। (দীনবন্ধু—লীলাবতী)।

হেমাঙ্গিনী—মোহিনীমোহনের কন্যা। বয়সে বালিকা হইলেও হেমাঙ্গিনী পক্বতায় পরিপূর্ণা। মোহিনীর প্রতিবেশী হরিশের পরিবারের সকলে, বিশেষতঃ হরিশের কন্যা হেমাঙ্গিনীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। হেমাঙ্গিনীও এই পরিবারে সাতিশয় অনুরক্তা ছিলেন। হরিশের পত্নী হৈমবতীকে হেমাঙ্গিনী "দেখনহাসি মাসী" বলিয়া ডাকিত। মোহিনী হরিশকে সপরিবারে ভদ্রাসন হইতে বিতাড়িত করিতে উদ্যত হইলে, মোহিনীর পত্নী কমলা তাহাদের জন্য মোহিনীকে অনুরোধ করিতে কন্যাকে শিখাইয়া দেন। আর তাঁহার নাম গোপন রাখিতে বলেন। তাহাতে হেমাঙ্গিনী বলে—"ওমা, সে কি গো। কর্ত্তাবাবু ভদ্রলোক,—মিছে কথা ক'য়ে কি এহকাল পরকাল খাব? এইত বাছা, আর জন্মে কত কি করেছিলুম তাই ভুগছি।" কর্ত্তা আসিলে হেমাঙ্গিনী তাঁহাকে বলিল—"কর্ত্তাবাবু, তুমি দেখনহাসি মাসীদের উঠিয়ে দিও না। আমি একটা অখন্তে অবথ্যে প'ড়ে আছি, আমার ত তোমার মুখ চাইতে হয়। আমি নানান জ্বালায় ঘুরি, সুশীলা দিদির সঙ্গে কথা ক'য়ে তবু একটু জুড়ুই।" হেমাঙ্গিনী যখন চলিয়া যায়, তখন পিতা বলিলেন—"ক্ষেপি আমায় চুমো খেয়ে গেলিনে?" হেমাঙ্গিনী উত্তর করিল—"বাছারে যত বুড়ো হচ্ছি, যেন ভীমরথী হচ্চে। (চুমো খাইয়া) আসি বাছা।" সুশীলাকে হেমাঙ্গিনী একদিন বলিয়াছিল—"ওমা, তুই বিধবা? আমি বলি তোরা কায়েৎ।" দুঃস্থ প্রতিবেশীগণকে অর্থ ও পথ্য দান করিয়া বেড়ান হেমাঙ্গিনীর দৈনিক কার্য্য ছিল। মাতালগণের অত্যাচারদর্শনে ভীতা হইয়া এক রাত্রিতে হেমাঙ্গিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে। কঠিন রোগাক্রান্তা হইলে জীবনে হতাশ হইয়া, ডাক্তার ধরণীধর হরিশের পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূকে মোহিনীর বাড়ীতে আনান। তাঁহাদের দর্শনে হেমাঙ্গিনী আরোগ্য লাভ করে। পরিশেষে হরিশের পুত্র নীলমাধবের সহিত তাহার বিবাহ হয়। (গিরিশচন্দ্র—হারানিধি)।

সরল বাঙ্গালা অভিধান।

-:*:-

চতুর্থ ভাগ।

বৈষ্ণব-গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দাবলী।

অ

অকুর—অক্রূর, যাদববিশেষ।
অগাগি—সঙ্গ।
অগেয়ান—অজ্ঞান।
অগেয়ানী—অজ্ঞানী, জ্ঞানহীন।
অঙাগি—সঙ্গ।
অছু—ইহার।
অঝর—নির্ঝর, ঝরণা।
অটমি—অষ্টমী।
অতএ—অতএব ; অনন্তর ; এই।
অতনু—মদন।
অতয়ে—অন্তরে।
অতিহ—অতিশয়।
অথির—অস্থির, চঞ্চল।
অদভুত—অদ্ভুত, আশ্চর্য্য।
অধর—অধরে।
অনত, অনতহি—অন্যত্র।
অনি—অন্য, অপর।
অনিমিখ—অনিমেষ।
অনুখন—অনুক্ষণ, সর্ব্বদা।
অনুধাই—ধ্যান বা চিন্তা করিয়া।
অনুপ—অনুপম, অপরূপ।
অনুপাম—অতুল, তুলনারহিত।
অনুবন্ধ—উপক্রম, সম্বন্ধ।
অনুভাবি—ভাব সঞ্চারিত করিয়া।
অনুমগন—অনুমগ্ন, নিমগ্ন।
অনুমানিয়ে—অনুমান করি।
অনুরত—অনুরক্ত।
অনুরোধি—অনুরোধ করিয়া।
অনুলেহ—স্নেহ, বাৎসল্য।
অনুসরই—অনুসরণ করে।
অন্ধা—অন্ধ, চক্ষুহীনা।
অপরুব, অপরূব—অপরূপ, অপূর্ব্ব।
অমিঞা, অমিয়া—অমৃত।
অমূলে—মূল্যহীন করে।
অরু—অরুণ, রক্তাভ ; আর।
অলখিতে—অলক্ষিত ভাবে।
অলপ—অল্প, সামান্য।

অব—এখন।
অবকে—এখন।
অবগাই—অবগাহন করিতেছে ; প্রশমন করিয়া। অথবা অব গাই—আবার এখানে গোচারণ করে।
অবগাঢ়ি—অভিভূত।
অবগাহ—মগ্ন।
অবগাহি—অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া, তলাইয়া।
অবগাহে—অবধান করিয়া ; অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া।
অবগুণ—অপগুণ।
অবঘাত—অপঘাত।
অবতরু—অবতীর্ণ।
অবধারলু—অবধারণ করিলাম।
অবধি—অবশিষ্ট।
অবলম্ব—অবলম্বন, আশ্রয়।
অবশেষিয়া—অবশেষ।
অবসাই—অবসান হয়।
অবসানা—অবসান, অন্ত।
অবহি—এখনই।
অ৷হ—একণে, এখন।
অবিঘিনে—নির্ব্বিঘ্নে, নিরাপদে।
অবুঝ—অবোধ।
অবুধ—অবোধ।
অসকতি—অশক্ত।

আ

আঁকুর—অঙ্কুর।
আঁচর—অঞ্চল, আঁচল।
আঁত—অন্তর, মনঃ।
আঁতর—ব্যবধান।
আঁধারলু—অন্ধ করিলাম।
আঁধিয়ারা—অন্ধকার।
আইতে—আগমন করিতে, আসিতে।
আউদড়—আলুলায়িত।
আও—আসে।
আওই—আসে।
আওত—আসিতেছে।
আওনু—আসিলাম।
আওয়ে—আইসে, আগমন করে।
আওল, আয়ল—আসিল।
আওলি—আসিলি।
আওলু—আসিলাম।
আওব—আসিবে।
আকুত—ব্যাকুলিত ; বিকীর্ণ।
আখর—অক্ষর।
আগ—আগুন ; অগ্রে।
আগর, আগরি—অগ্রণী, অগ্রগণ্য।
আগি—আগুন।
আগুলি—অগ্রগণ্য, প্রধান।
আগুসরি—অগ্রসর হইয়া।
আগুসারে—অগ্রসর হয়।
আগেয়ানি—অজ্ঞান।
আগোনী—অজ্ঞান, অচেতন।
আগোর—আগ্‌লান; অধিকৃত ; অঘোর।
আগোরল—প্রকাশ করিল ; আগ্‌লাইল।
আগোরি—আগ্‌লাইয়া, আটকাইয়া।
আঘণ—অগ্রহায়ণ।
আছইতে—থাকিতে।
আছনু—ছিলাম।
আছয়ে—আছে।
আছল—ছিল।
আছলি—ছিলে।
আছিনু—ছিলাম।
আছিয়ে—আছে।
আজু—আজ, অদ্য।
আটকিল—বদ্ধ হইল।
আড়—তির্য্যক্, বাঁকা।
আতর—অন্তর।
আধা—আধ, অর্দ্ধ।
আন—অন্য, আর ; আনিয়া।
আনত—অন্যত্র।
আনল—অনল, অগ্নি ; আনয়ন করিল।
আনলি—আনয়ন করিল।
আনহি—অন্যপ্রকার।

আনি—আনিয়া।
আনু—অন্য, আর।
আনে—আনিয়া ; অন্য।
আন্ধিয়ার—অন্ধকার, আঁধার।
আপ—আপনি।
আপন কি—আপনার।
আপি—অর্পণ করিয়া।
আরত—অনুরক্ত, আসক্ত।
আরতি—অনুরাগ, আগ্রহ প্রকাশ।
আরতিওর—অনুরাগের একশেষ নিবৃত্তির শেষ সীমা।
আরদ্র—হরিদ্রা।
আরা—আর, অন্য।
আলসহি—আলস্যে।
আলাএা—এলাইয়া, উন্মুক্ত করিয়া।
আলাপস্তি—আলাপ করে।
আলি—সখী।
আলিঙ্গনু—আলিঙ্গন করিলাম।
আলিপণ—আলপণা।
আলিস—আলস্য।
আল্যায়—এলাইয়া পড়ে।
আব, আবে—আইসে, আগমন করে।
আবথু—আসিয়াছে।
আশ—আশা।
আশল—আশা করিল।
আশোয়াশ, আশোয়াস—আশ্বাস।
আশোয়াসলু—আশ্বাস দিলাম।
আসক—আসক্তি।

ই

ইছে—ইচ্ছায়।
ইথে—ইহার, ইহাতে।
ইন্দুয়া—ইন্দু, চন্দ্র।
ইন্দ্রজালক—ঐন্দ্রজালিক, যাদুকর।
ইহ—ইনি, এ ; এই ; ইহাকে।
ই—এ।
ইবা—এই।

উ

উকটিয়া—অনুসন্ধান করিয়া।
উগ—উগ্র।
উগরে—উদ্গীরণ করে।
উগারা—উদ্গীর্ণ।
উগারে—উদ্গীরণ করে।
উঘারই, উঘারি—খুলিয়া রাখে।
উঘাররে—প্রকাশ করে।
উচ, উচল—উন্নত, উঁচু।
উচিত—উচিত।
উছলল—উচ্ছলিত হইল।
উজিয়ার—উজ্জ্বল।
উজোর—উজ্জ্বল।
উঠই—উঠিতে।
উঠলু—উত্থিত হইলাম, উঠিলাম।
উঠয়ে—উত্থিত হয়, উঠে।
উঠল—উঠিল।
উড়ই—উড়িতে।
উড়ব—উড়িয়া যাইবে ; উড়িবে।
উতপত—উত্তপ্ত ; উৎপত।
উতপতি—উৎপত্তি, উদ্ভব।
উতর—উত্তর, জবাব।
উতরোল—উৎকণ্ঠা ; উচ্চরব করা।
উতাপ—উত্তাপ।
উতাপই—সন্তপ্ত করে।
উতারল—নামাইল, খুলিল।
উতারি—খুলিয়া।
উথল—উত্থিত হইল।
উথলল—উছলিয়া উঠিল।
উদগীম—উদ্গ্রীব।
উদভট—উদ্ভট, উৎকট।
উদসল, উদাসল—উদ্ঘাটিত করিল, খুলিল।
উদেশ—উদ্দেশ।
উদেস—উদাস, অনাবৃত।
উধার—উদ্ধার কর।
উধারল—উদ্ধার করিল।
উনমত—উন্মত্ত, পাগল।
উনমাতই—উন্মত্ত করিয়া।
উপচারি—উপচার, চিকিৎসা।
উপজয়ে—জন্মে ; উপস্থিত করে।
উপজল—জন্মিল ; উপস্থিত হইল।
উপজায়ল—উপস্থিত হইল।
উপাই—উপায়।
উপাম—সদৃশ, তুল্য।
উপেখি—উপেক্ষা করিয়া।
উপেখিয়ে—উপেক্ষা করে।
উমড়ি—হুমড়িয়া ; উথলিয়া।
উমত—উন্মত্ত, পাগল।
উমতি—অন্যমনস্কভাবে।
উমতিনী—উন্মাদিনী।
উয়ল—উদিত হইল।
উর—বক্ষঃ, বুক।
উয়ল—উদিত হইল।
উরহি—উরসি, বুকে।
উহ—উহা, ও ; উহাকে।
উলটল—উল্টাইয়া গেল।
উলটায়বি—উল্টা করিবি।

ঊ

ঊয়ল—উদিত হইল।

এ

একঠাম—একটুও, স্বল্পও।
একদিঠে—একদৃষ্টে।
একলি—একা।
একসরি—একা।
এড়ি—ছাড়িয়া।
এতনি—এত।
এতহি—এখানে ; এইদিকে।
এতহুঁ—এ সকল ; এ পর্য্যন্ত।
এনা—এমন।
এমত—এমন।
এমতি—এমন, এরূপ।
এহন—এমন, এরূপ।
এহি—এই, ইহা।
এহিসে—ইহাই।

ঐ

ঐছন—ঐরূপ।
ঐছে—ঐরূপ।
ঐসে—ঐরূপে।

ও

ও—উহা।
ওজ—অব্জ, পদ্ম।
ওড়নী—উড়নী, চাদর।
ওর—সীমা।

ঔ

ঔখদ—ঔষধ।

ক

কঞ্চুক—কাচুলী।
কক্খটা—কুক্কুট, মোরগ।
কছু—কিছু, কিঞ্চিৎ।
কটরি—কটোরা, বাটি।
কটাখ—কটাক্ষ।
কটোরা—বাটি।
কণ্টকমাহ—কণ্টকমধ্যে, কাঁটায়।
কতয়ে—কত।
কতহুঁ—কতই।
কতি—কত।
কতিসঞে—কত স্থান হইতে।
কতিহু—কোথাও।
কথি—কি, কোন্।
কথিহুঁ—কোথাও।
কনয়া—কনক, স্বর্ণ।
কনেঠ—কনিষ্ঠ।
কন্ধ, কন্ধর—স্কন্ধ, কাঁধ।
কমুন—কেমন।
কয়ল—করিল।
কয়লু—করিলাম।
কর—করে ; করি।
করই—করিতেছে ; করে।
করইতে—করিতে।
করজ—করজ ; কর্জ্জ।

করত—করে।
করতহি—করিতেছে।
করলু—করিলাম।
করন্তি—করেন বা করে।
করম—কর্ম্ম।
করয়ে—করে।
করল—করিল।
করব—করিব।
করবি—করিবি।
করসি—করিতেছ।
করিঞা—করিয়া।
করুকা—করুন।
করু—করে; করুক; করিও।
কলপ—কল্প।
কব—কহিবে।
কব, কবহি, কবহু—কখন।
কসটিক—কষ্টি পাথর।
কহ—কহে, বলে।
কহই, কহতই—কহিতে।
কহত—কহিল।
কহতহি—কহিতেছে।
কহনে—কথা, বলা।
কহন্তি—কহেন বা কহে।
কহয়ে—কহে, বলে।
কহল—কহিল, বলিল।
কহলম, কহলু—কহিলাম, বলিলাম।
কহলহি—কহিলাম।
কহলি—বলিলি।
কহব—কহিবে, বলিবে।
কহবি—বলিবি।
কহসি—কহিতেছ বা কহিতেছে।
কহায়সি—বলিতে দাও, বলাও।
কহু—কহে, বলে।
কহোঁ—কহিতাম, বলিতাম।
কাঁচ—কাঁচা, অপক্ব।
কাঁচলক, কাঁচলা—কঞ্চুলিকা, কাঁচুলি।
কাঁচুয়া—কাঁচুলি।
কাঁচে—বাঁধে, বন্ধন করে।
কাঁটে—কাঁটায়।
কাঁতি—কান্তি।
কাঁদন—ক্রন্দন, কান্না।
কাঁপ—কম্পন; কাঁপে।
কাঁপয়ে—কম্পিত হয়, কাঁপে।
কাঁপল—কাঁপিল।
কাঁহা—কোথায়।
কাচ—বন্ধন, বাঁধন; কাচ।
কাজর—কজ্জল, কাজল।
কাট—কাটে।
কাটব—কাটিবে, খণ্ডন করিবে।
কান—কানাই, কৃষ্ণ।
কানড়—কানন, বন।

কাম—কার্য্য, কাজ।
কারি—কালি, কাল।
কাসঞে—কাহার সহিত।
কাহি—কাহাকে, কাহার।
কাহু, কাঁহু—কাহারও।
কাহুক—কাহাকেও।
কাহে—কেন, কিজন্য; কাহার।
কাহ্ন—কানাই।
কিঅ—কি।
কিএ—কেমন, কি, কেন।
কিনার—তীর, প্রান্ত, ধার।
কিয়ে—কেন, কেমন।
কির—জ্যোতিঃ, কিরণ।
কিরাতি—কিরাত, ব্যাধ।
কিরীতি—কীর্ত্তি।
কুটিলহি—কুঞ্চিত, কোঁকড়ান।
কুহরই—কুহরে, শব্দ করে।
কৃপায়সি—কৃপা কর।
কেতন—কুঞ্জবন।
কেনি—কেন।
কেল—করিল; কেলী, ক্রীড়া।
কৈছনে—কিরূপে।
কৈছে—কিরূপ, কেমন।
কৈরাছে—করিয়াছে।
কৈসে—কিরূপ, কেমন।
কো—কে, কোন্।
কোই—কেহ, কাহাকেও।
কোঙর, কোঙার—কুমার।
কোটী—কুটিলতা, কোট।
কোড়া—মূল।
কোণা—কোণ, প্রান্ত।
কোমলিনী—কোমল।
কোয়—কাহাকেও।
কোর—ক্রোড়, কোল।
কোব—কোপ, রাগ।
কোষিক—কষ্টি।
ক্ষেপহি—ক্ষেপণ করে, যাপন করে।

খ

খন—ক্ষণ।
খপুর—ঘট।
খলই—স্খলন।
খসত—পতিত হয়।
খসয়ে—খসিয়া পড়ে।
খসল—খসিয়া পড়িল।
খসাওল—খসাইয়া দিল।
খাঁকারি—নিন্দা।
খাউ—খাউক।
খাকার—ব্যাপার।
খাঞা—খাইয়া।
খায়ব—খাইব।
খিণ—ক্ষীণ, সরু।
খিনি—ক্ষীণ, সরু।
খুলল—খুলিল।
খেনে—ক্ষণে।
খেরি—খেলা, ক্রীড়া।
খেলত—খেলে, খেলা করে।
খেলন—খেলা, বিলাস।
খোই—নষ্ট করে।
খোয়লু, খোয়ায়লু—নষ্ট করিলাম, হারাইলাম।
খোয়াল—হারাইল।
খোরি—খুলিয়া।
খোলি—খুলিয়া।

গ

গঙ্গ—গঙ্গা, জাহ্নবী।
গজমোতি—গজমুক্তা।
গজকগামিনী—গজগামিনী।
গড়ল—গঠন করিল।
গড়ায়ব—গড়াইবে, তৈয়ার করিবে।
গড়ি—গড়াগড়ি।
গণইতে—গণনা করিতে।
গণলা—গণিলাম।
গণলু—গণ্য করিলাম।
গণবি—গণিবে, গণ্য করিবে।
গরগর—ব্যাকুল, অস্থির।
গরজনি—গর্জ্জন।
গরজন্তি—গর্জ্জন করিতেছে।
গরব—গর্ব্ব, অহঙ্কার।
গরবী—গর্ব্বী, গর্ব্বিত।
গরাস—গ্রাস।
গরাসল—গ্রাস করিল।
গরাসি—গ্রাস করিয়া, গিলিয়া।
গরুঅ—গুরু, ভারি।
গলতহি—গলিত হয়।
গলয়ে—গলিয়া পড়িতেছে, ঝরিতেছে
গাঁঠি—গ্রন্থি, গাঁইট।
গাঁথইতে—গাঁথিতে।
গাঁথল—গ্রন্থন করিল।
গা—গাত্র, অঙ্গ।
গাওই—গাহে, গান করে।
গাওয়ে—গান করে।
গাগরী—কলসী।
গাঢ়া—গাঢ়, ঘন।
গাত—গাত্র, দেহ।
গায়বি—গান করিবে।
গারি—গালি।
গাবয়ে—গান করে।
গাহক—গ্রাহক।
গিধিনী—গৃধিনী।
গিরিখি—গ্রীষ্ম।
গীম—গ্রীবা।

গীরত—পতিত হয়।
গীরিষ—গ্রীষ্ম।
গীরিষীর—গ্রীষ্মের।
গুঞ্জই—গুঞ্জন করে।
গুটিক—একটী, একজন।
গুণগাম—গুণগ্রাম।
গুণতহি—গণ্য করে।
গুণবি—গণনা করিবে।
গুনি—গণনা করিয়া।
গুরুয়া—গুরু, ভারি।
গেও—গেল।
গেয়ান—জ্ঞান, সংজ্ঞা।
গেলাঙ—গেলাম।
গেলি—গেল।
গেহ, গেহা—গৃহ।
গোই—গোপন করিয়া, সঙ্কুচিত করিয়া।
গোঙায়ব—যাপন করিব।
গোঙায়ল—যাপন করিল, কাটাইল।
গোঙায়লু—যাপন করিলাম।
গোঙায়বি—যাপন করিবে।
গোঙার—কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, গোঁয়ার।
গোপত—গুপ্ত।
গোপবি—গোপন করিবে।
গোপসি—গোপন করিতেছ।
গোরা—গৌরবর্ণ।
গোরি, গোরী—গৌরবর্ণা, সুন্দরী।
গোবী—গোপী।

ঘ

ঘগরি—ঘাগ্‌রা।
ঘামকিরণ—সূর্য্য।
ঘুচব—ঘুচিবে।
ঘুমলু—ঘুমাইলাম।

চ

চকেবা—চক্রবাক।
চকরী—ভ্রমরী।
চড়াইল—আরোহণ করাইল।
চড়বি—চড়িবে, আরোহণ করিবে।
চতুরাই—চতুরতা, চাতুরি।
চতুরিম—চতুরতাপূর্ণ।
চন্দ, চন্দা—চন্দ্র, চাঁদ।
চন্দিম—দীপ্তি, প্রভা।
চম্পতি—চমূপতি।
চরই—চরে।
চরিতি—চরিত্র।
চলই, চলইতে—চলিতে।
চলত—চলিল, চলে।
চললু—চলিলাম।
চলয়ে—চলে।
চলল, চললি—চলিল, চলিয়া গেল।
চলব—চলিব।
চলিয়ে—চলি।
চলু—চলে, চলিয়া ; চল।
চাঁচলু—চাঁচিলাম।
চাঁচর—কুঞ্চিত।
চাই—দেখিয়া।
চাওয়াছিল—চাহিয়াছিল।
চান্দ—চন্দ্র, চাঁদ।
চান্দ-উজোরি—চন্দ্রসমুজ্জ্বল, চন্দ্রশোভিত।
চান্দনী—চন্দ্রযুক্তা, জ্যোৎস্নাময়ী।
চাহসি—চাও, দেখ।
চাহি—চাহিয়া ; অপেক্ষা।
চিত—চিত্ত, মনঃ।
চিতপুতলি—চিত্রপুত্তলিকা।
চিন, চীন—চিহ্ন।
চিয়াব—বিশ্বাস।
চিরথাই—চিরস্থায়ী।
চিহ্নই—চিনিতে পারা।
চিহ্নিলু—চিনিলাম।
চুম্বই—চুম্বন করে।
চুম্বয়ে—চুম্বন করে।
চুলি—চুল, কেশ।
চুর—চূর্ণ।
চেঞা—চাহিয়া।
চেতায়ল—চেতন করিল।
চৈত—চৈত্র মাস।
চোর—চুরি।
চোরাই—চুরি করিয়া।
চোরায়ল—চুরি করিল।
চোরি—চুরি করিয়া ; চুরি।
চৌঙকি—চমকিত হইয়া।
চৌদশী—চতুর্দ্দশী।
চৌদিশ—চারিদিক্।
চৌপাশা—চারি পাশ।
চৌরি—চোরাই, লুকান।

ছ

ছটাছট—কান্তিযুক্ত।
ছরম—শ্রম।
ছাতিয়া—বুক।
ছাড়য়ে—ছাড়ে, ত্যাগ করে।
ছাড়লি—ছাড়িল।
ছাড়ি—ছাড়ে, ত্যাগ করে।
ছান্দ—সদৃশ, তুল্য।
ছান্দুয়া—ছাঁদ, গঠন।
ছাপল—ঢাকিল।
ছাপাই—ঢাকিয়া, লুকাইয়া।
ছাপিত—লুক্কায়িত।
ছাহ—ছায়া।
ছিন, ছীন—ছিন্ন।
ছিয়ে—ছি।
ছিরি—শ্রী, কান্তি।
ছিরিফল—শ্রীফল, বেল।
ছোই—ছোঁয়া, স্পর্শ করা।
ছোটি—ছোট।
ছোড়ই—ছাড়ে।
ছোড়লু—ছাড়িলাম।
ছোড়ল—ছাড়িল, ত্যাগ করিল।
ছোড়লু—ছাড়িলাম।
ছোড়ব—ছাড়িবে।
ছোড়বি—ছাড়িবে, ত্যাগ করিবে।
ছোড়ি—ছাড়া, ত্যাগ করা ; ছাড়িয়া।
ছোয়ত—স্পর্শ করে।

জ

জগ—জগৎ।
জগাবি—জাগাইবি।
জনম—জন্ম।
জনমিয়ে—জন্মগ্রহণ করিয়া।
জনি—যেন, পাছে ; যেন না।
জনু—যেন।
জপতঁহি—জপ করে।
জয়তুর—বিজয় তূরী।
জর জারি—জর্জ্জরিত।
জরি জরি—জর্জ্জরিত হইয়া।
জলতঁ হি—প্রজ্বলিত হয়।
জাক—যাহার।
জাগ—যজ্ঞ, যাগ ; জাগায়।
জাগই—জাগাইয়া।
জাগল—জাগিল, জাগিয়া উঠিল।
জাগায়ল—জাগাইল।
জাগি—জাগে, জাগরিত হয়।
জান—জানি, জানে।
জানল—পরিজ্ঞাত।
জানয়বি—জানাইবে।
জানয়ে—জানে।
জানল—জানিল।
জানলু—জানিলাম।
জানব—জানিবে।
জানসি—জান।
জানিতু—জানিতাম।
জানিয়ে—জানি।
জারল—জর্জ্জরিত করিল।
জারব—জর্জ্জরিত হইবে।
জারহ—জ্বাল, প্রজ্বলিত কর।
জারি, জারে—জর্জ্জরিত করে।
জাব—যাইব ; যায়।
জিতল—জয় করিল।
জিনি—জয় করিয়া।
জিনিয়া—পরাজিত করিয়া।
জিয়ু না—বাঁচিব না।
জিয়ব—জীবন ধারণ করিব।

জিয়াবে—জীবিত করিবে, বাঁচাইবে।
জীউ—জীবন।
জীয়ব—বাঁচিব।
জীয়ে—বাঁচে, জীবনধারণ করে।
জীরণ—জীর্ণ।
জীবই—বাঁচে।
জীবইতে—বাঁচিতে।
জীবক—জীবনের।
জীবয়ে—জীবিত থাকে, বাঁচে।
জীবে—জীবিত হইবে, বাঁচিবে।
জুড়ন—তৃপ্তি।
জুড়ায়ব—জুড়াইবে, শীতল করিবে।
জুদ্ধা—স্বতন্ত্র, ভেদ।
জুয়ায়—উচিত হয়।
জেঠ—জ্যেষ্ঠ।
জোয়—ঔৎসুক্যসহকারে অবলোকন করে, অনুসন্ধান করে।
জোর, জোরা—দুইটী, জোড়া।
জোরই, জোরহি—যুক্ত করিয়া, জুড়িয়া।
জোরি—যুক্ত করিয়া, জুড়িয়া।
জোহে—ঔৎসুক্যসহকারে অবলোকন করে, অনুসন্ধান করে।
জ্বারত—প্রজ্বলিত করে।

ঝ

ঝঙ্কার—ঝঙ্কার করে।
ঝট—ঝটিতি, শীঘ্র।
ঝম্পই—ঝাঁপ দেয়।
ঝরু—ঝরিতেছে।
ঝলকত—ঝলসিত হয়, প্রকাশ পায়।
ঝলকে—ঝলকিত হয়।
ঝাঁঝর—জর্জ্জরিত।
ঝাঁপ—আক্রমণ; আচ্ছাদিত করি।
ঝাঁপই—ঝাঁপিয়া, আবৃত করিয়া।
ঝাঁপন—ঢাকা, লুকান।
ঝাঁপয়ে—আবৃত করে, ঢাকে।
ঝাঁপল—ঢাকিল, আবৃত করিল।
ঝাঁপব—ঢাকিব।
ঝাঁপবি—ঢাকিবি।
ঝাঁপসি, ঝাঁপায়সি—ঢাকিতেছে, আবৃত করিতেছে।
ঝাঁপাই—ঢাকিয়া।
ঝাঁপায়সি—ঢাকিতেছে।
ঝাঁপি—ঢাকিয়া।
ঝাট—শীঘ্র; নিকুঞ্জ।
ঝাটহি—কান্তারে, নিকুঞ্জে।
ঝাড়ু—চামর।
ঝামর, ঝামরু—কৃষ্ণবর্ণ, মলিন, শুষ্ক।
ঝিয়ারি—ঝি, কন্যা।
ঝুট—চূড়া; অনর্থক, মিথ্যা।
ঝুটক—অনর্থক, মিথ্যা।
ঝুর, ঝুরয়ে—অশ্রুত্যাগ করে, কাঁদে।

ট

টাগ—জঙ্ঘা।
টারল—যাপন করিল।
টালনি—হেলন, হেলিয়া পড়া।
টাট—টেঁটা।
টুটইতে—ভাঙ্গিতে।
টুটত—ভাঙ্গে।
টুটল—ভাঙ্গিল, ছিঁড়িল।
টুটব—ভাঙ্গিবে; ঘুচিবে।
টুটি—ভাঙ্গিয়া, ছিঁড়িয়া।
টুটে—ভাঙ্গে; ঘুচে।
টেরি—বক্রভাবে, কুপিতভাবে।

ঠ

ঠাঁই—স্থান।
ঠাঞি—স্থান।
ঠাট—সঙ্গী, অনুচর।
ঠাড়ি, ঠারি—দাঁড়াইয়া, স্থির হইয়া।
ঠান—স্থান।
ঠাম—স্থান, ঠাঁই; গঠন।
ঠেকায়লু—ঠেকাইল।
ঠেলল—হেলিত, চালিত; ঠেলিল।
ঠেলবি—ঠেলিবি।
ঠেলি—ঠেলে।

ড

ডগমগ—পূর্ণ, টলটল।
ডর—ভয়।
ডরাসি—ভয় করিতেছ।
ডরি—দড়ি, রজ্জু।
ডাকউ—ডাকুক।
ডার—ফেলিয়া দাও।
ডারলি—সমর্পণ করিলি, ফেলিলি
ডারি—নিক্ষেপ করিয়া।
ডুবইতে—ডুবিতে।
ডুবল—ডুবিল।
ডোল—কম্পিত।
ডোলত—দোলে, কম্পিত হয়।
ডোলে—দোলে।

ঢ

ঢরই—দোলায়।
ঢরকি—উচ্ছলিত হইয়া।
ঢর ঢর—ঢল ঢল।
ঢরি—উচ্ছলিত হইয়া।
ঢাকল—আবৃত করিল, ঢাকিল।
ঢারত—ঢালিতেছে।
ঢিটপণা—শঠতা, চতুরতা।
ঢিটানি—চাতুরী।
ঢীট—শঠ, ধূর্ত্ত।
ঢুলায়ত—বীজন করা।

ণ

ণেহ—স্নেহ।

ত

তঁহি—সে; তথায়।
তঁহু—সে।
তইও—তথাপি, তেমনি।
তখনক—তদানীন্তন, সেই সময়ের।
তছু—তাহার।
তজবিজে—বিচারে।
ততহি—অনন্তর, তাহাতে।
তথি—অপিচ।
তথু—তবু, তথাপি।
তরইতে—উত্তীর্ণ হইতে।
তরসি—বলপূর্ব্বক।
তরাস—ত্রাস, ভয়।
তরুণিম—তারুণ্য, যৌবন।
তলপ—তল্প, শয্যা।
তব—তবু, তথাপি; তখন।
তবধরি—তদবধি, সেই হইতে।
তবহুঁ—তথাপি; তখনও।
তসু—তাহার।
তহি—তাহাতে, সেখানে, সেই জন্য, তখন।
তাহা, তাঁহি—তথায়, সেখানে।
তাক, তাকর—তাহার।
তাজনি—তর্জ্জন।
তাড়ি—তাড়না করিয়া।
তাতল—উত্তপ্ত।
তাথে—তাহাতে।
তাহান—তাঁহার।
তাপর—তদুপরি, তাহার উপরে।
তাপায়লু—তাপিত করিল।
তায়ব—তথাপি।
তারি—তাহার।
তারল—উদ্ধার হইল।
তা বিনে—সে বিনা।
তা সঞে—তাহার সঙ্গে।
তাহে—তাহাতে, তাহাকে।
তিখনি—তীক্ষ্ণ।
তিতল, তীতল—সিক্ত হইল, ভিজিল।
তিমিত—স্তিমিত।
তিয়াজল—ত্যাগ করিল।
তিয়াস—তৃষ্ণা।
তিয়াসল—পিপাসিত হইল।
তিরপিত—তৃপ্ত।
তিরিভঙ্গ—ত্রিভঙ্গ।
তিরিবধ—স্ত্রীবধ, স্ত্রীহত্যা।

তীখনি—তীক্ষ্ণ।
তীত—তিক্ত।
তীরথ—তীর্থ।
তু—তুমি।
তুঅ—তোমার।
তুয়া—তোমার।
তুরিত—ত্বরিত, শীঘ্র।
তুরিযত্রিক—তৌর্য্যত্রিক।
তুল—তুল্য, সমান।
তুসসি—তুঁষ।
তুহু, তুহ—তুমি।
তুঁণ কি—তুঁতের মত, নীলবর্ণ।
তেঁই—সেইজন্ত।
তেঁহ—তাহাতে, সে।
তেই, তেঁ—সেই জন্ত।
তেজই—ত্যাগ করে।
তেজয়ে—ত্যাগ করে।
তেজল—ত্যাগ করিল।
তেজলি—ত্যাগ করিলি।
তেজলু—ত্যাগ করিলাম।
তেজব—ত্যাগ করিবে বা করিব।
তেজবি—ত্যাগ করিবে।
তেজসি—ত্যাগ করিতেছ।
তেজহ—ত্যাগ কর।
তেজি—ত্যাগ করা ; ত্যাগ করে।
তেজিয়া—ত্যাগ করিয়া।
তেঞি—সেইজন, সে ; তাহাতে।
তেনা—ছেঁড়া কাপড়।
তেয়াগিব—ত্যাগ করিব।
তেরছ—বক্র, তেরচা।
তেরি—তোমার।
তৈঁ—সেইজন্ত।
তৈ—তাহাতে।
তৈখনে—তখনই।
তৈছে, তৈসে—তেমন, সেইরূপ।
তোঁহে—তুমি।
তো—তুমি।
তোই—তুমি।
তোড়ই—ছিঁড়িল।
তোড়ত—ভাঙ্গ, ছিঁড়িয়া ফেল।
তোড়ল—খুলিয়া গেল ; ভাঙ্গিল।
তোমাক—তোমাকে।
তোমাত—তোমাতে।
তোয়—তোমাকে।
তোরা—তোমার।
তোহর, তোহার—তোমার।
তোহারা, তোহারি—তোর, তোমার।
তোহে—তোমাকে।

থ

থকিত—স্থগিত।
থল—স্থল, স্থান।
থাড়ি—দাঁড়াইয়া।
থাপয়ে—স্থাপন করে।
থারি—পাত্র, থাল।
থির—স্থির।
থুই—রাখি, স্থাপন করি।
থুইতে—স্থাপন করিতে, রাখিতে।
থুইয়া, থুঞা—রাখিয়া।
থেহ, থেহা—স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য।
থোই—স্থাপিয়া, রাখিয়া।
থোর—ক্ষণস্থায়ী, অল্প।
থোরি—ঈষৎ, অল্প।
থোরে—আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে।

দ

দংশল—দংশন করিল।
দই—দিয়া, দ্বারা।
দউ—দ্বয়, দুই।
দখিন—দক্ষিণ।
দগধই—দগ্ধ করিলে।
দগধল—দগ্ধ করিল।
দগধে—দগ্ধ করিতেছে।
দড়—দৃঢ়, নিশ্চিত।
দঢ়ালু—দৃঢ় করিলাম।
দরখি—দেখিয়া।
দরদ—ব্যথা, বেদনা।
দরপণ—দর্পণ।
দরবে—দ্রব হয়।
দরশ—দর্শন।
দরশলু—দেখাইয়া।
দরশাই—দেখিয়াই।
দরশায়—প্রদর্শন করে, দেখায়।
দরশায়লু—দেখাইলাম।
দরশায়বি—প্রদর্শন করিবে, দেখাইবে।
দরশি—দেখাইয়া।
দরিয়া—নদী।
দহই—দগ্ধ করে।
দহসি—দগ্ধ করিতেছে।
দাদুরি—ভেক, বেঙ।
দাপুনি—দর্পণ।
দারিদ—দরিদ্র।
দারুদহন—দাবানল।
দাবই—চাপিয়া।
দাহিতে—পোড়াইতে।
দিঠি—দৃষ্টি।
দিনহি—দিনে, দিবসে।
দিব, দিবি—দিব্য।
দিহ—দান করিও, দিও।
দিহে—প্রদান করে, দেয়।
দীঘ, দীঘল—দীর্ঘ।
দীঠ—দৃষ্টি, বুদ্ধি।
দীঠিয়া—চাহিয়া।
দীপতি—দীপ্তি।
দুখলি—দুঃখিত।
দুজে—দ্বিতীয়।
দুন—দুই।
দুরজন—দুর্জ্জন।
দুরমতি—দুর্মতি।
দুরবল—দুর্ব্বল।
দুলহ—দুর্লভ, দুলিতেছে।
দুবরি—দুর্ব্বল।
দুঁহা, দুহা—উভয়, দুই।
দুহু, দুহুঁ—দুইজন, উভয়ে।
দুহে—দুইজনে, উভয়ে।
দুখিত—দুষিত।
দুরহি—দূরে।
দে—দেহ।
দেই—দিয়া, দেয়।
দেখই—দেখে।
দেখত—দেখে।
দেখন—দেখা, দর্শন।
দেখলি—দেখিলে।
দেখলু—দেখিলাম।
দেখব—দেখিবে।
দেখবি—দেখিবি।
দেখায়লি—দেখাইলে।
দেখায়্যা—দেখাইয়া।
দেখিয়ে—দেখি, দেখিতে পাই।
দেয়ল—প্রদান করিল, দিল।
দেয়লহি—দিল।
দেয়ব—দিব, প্রদান করিব।
দেয়বি—দিবে।
দেল, দেলি—দিল, প্রদান করিল।
দেবা—দেবতা।
দেব, দেবি—দিব, প্রদান করিব।
দেহ—দাও।
দেহা—দেহ, শরীর।
দোখ—দোষ।
দোতিক—দ্বিতীয়।
দোতী—দূতী।
দোন—দুই।
দোসর—দ্বিতীয়।
দোহা—দুইজনে, উভয়ে।
দোহাই—দিব্য।
দোহাইব—দোহন করিব।
দ্বন্দ্ব—বিবাদ ; যুগ্ম।
দ্বয়নয়না—নেত্রদ্বয়।

ধ

ধনি—ধন্য।
ধন্দ, ধন্দা—সন্দেহ, ধাঁধা ; আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার।

ধয়ল—ধরিয়াছে বা ধরিল।
ধয়—গণ্য করে ; ধরে।
ধয়ই—ধরিতেছে।
ধয়ইতে—ধরিতে।
ধরণীয়ে—ধরণীতে, পৃথিবীতে।
ধয়ল—ধরিল।
ধয়ব—ধরিব, ধরিবে।
ধয়বে—ধায়বে।
ধয়সি—ধায়তেছে।
ধয়—ধরিল।
ধসধস—ধড়ফড়।
ই—ধাবিত হইয়া।
াওল—ধাবিত হইল।
ল, ধায়লু—ধাবিত হইল।
াবই—ধাবিত হইতেছে।
াস—গিরি।
নায়সি—কম্পিত করিতেছে।
ধুনি ধুনি—নাড়িয়া চাড়িয়া।
ধুতক—ধূর্ত্তের।
ধুরি—ধূলি।
ধেয়ানী—মৌনী, ধ্যা নমগ্না।
ধৈরজ—ধৈর্য্য।
ধোই—ধৌত করি।
ধোয়ল—ধৌত করিল।

ন

নওল—নবীন, নূতন।
নখত—নক্ষত্র।
নটই—নৃত্য করে, নাচে।
নটতি—নাচিতেছে।
নমুআ, নমুএ—নবনীত, ননী।
নমুয়া—নবনীত, ননী।
নন্দা—নন্দন, পুত্র।
নয়ল, নয়লি—নবীন, নূতন।
নয়ান—নয়ন, চক্ষুঃ।
নয়ানস্বরূপে—প্রত্যক্ষ।
নবমীদশা—মূর্চ্ছা।
নবরঙ্গ—নারাঙ্গা লেবু।
নহ—নহে, নয় ; নাই।
নহি—না, নাই
নহ—নই।
না—নৌকা।
নাচত—নৃত্য করে, নাচে।
নাছ—খিড়কী দ্বার।
নায়র—নাগর।
নায়রী—নাগরী।
নারিল—পারিল না।
নালিম—রক্তবর্ণ, রক্তাভ।
নাশই—নাশ করে।
নাহ—নাথ।
নাহই—স্নান করিয়া।

নাহলি—স্নান করিল।
নাহি—স্নান করিয়া ; নহে।
নিকরুণ—নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর।
নিকসে—বাহির হয়।
নিকসই—বহির্গত হয়।
নিকসউ—নির্গত হউক।
নিকসয়ে—বাহির হয়।
নিকসল—বহির্গত হইল।
নিকসব—বাহির হইবে।
নিচয়—নিশ্চয়।
নিচল—নিশ্চল।
নিচোরি—নিঙড়াইয়া।
নিছনি—বালাই।
নিছিয়া—ছাঁকিয়া, ভেদ করিয়া।
নিঠুর—নিষ্ঠুর।
নিঠুরাই—নিষ্ঠুর।
নিতি—নিত্য, রোজ।
নিদ—নিদ্রা।
নিন্দ—নিদ্রা।
নিন্দুয়া—নিন্দা।
নিমগন—নিমগ্ন।
নিমালিক—নির্ম্মাল্য।
নিমিখ—নিমিষ।
নিয়ড়, নিয়র—নিকট।
নিয়ে—লই।
নিরখয়ে—নিরীক্ষণ করে, দেখে।
নিরঞ্জন—নির্জ্জন, একান্ত।
নিরদন্দা—দ্বন্দ্বহীন, সুপ্রসন্ন।
নিরদয়—নির্দ্দয়।
নিরমাণ—নির্ম্মাণ, গঠন।
নিরমিল—নির্ম্মাণ করিল।
নিরমূল—নির্ম্মূল।
নিরবাহ—নির্ব্বাহ।
নিলজ—নির্লজ্জ, লজ্জাহীন।
নিবসই—বসে।
নিবাসা—নিবাসী, বাসকারী।
নিবাসে—বস্ত্রহীন স্থানে।
নিবেদলু—নিবেদন করিলাম।
নিশঙ্ক—নিঃশঙ্ক, শঙ্কাহীন।
নিশবদ—নিঃশব্দ।
নিশান—সঙ্কেত।
নিশাস—নিশ্বাস।
নিশোয়াস—নিশ্বাস।
নিসরিতে—নিঃসৃত করিতে।
নিহার—দেখে।
নীঝর—নির্ঝর, ঝরণা।
নীবিবন্ধ—নীবির।
মুকি—লুক্কায়িত
নূনা—খর্ব্ব, কৃশ।
নেয়ল, নেয়লি—লইল।
নেল—লইল।

নেব, নেবি—লইব।
নেহ—স্নেহ।
নেহারই—চাহিয়া দেখে।
নেহারণি—দৃষ্টি।
নেহারলু—দেখিলাম।
নেহারব—দেখিব।
নেহারবি—দেখিবে।
নেহারি—দেখিয়া।
নৈয়—লইও।
নৌতুন—নূতন।

প

পউখ, পৌখ—পৌষমাস।
পখান—পাষাণ।
পঙার—প্রণালী ; প্রবাল।
পঙ্কা—পঙ্কিল, কর্দ্দমময়।
পড়ই—পড়ে।
পড়য়ে—পড়ে, পতিত হয়।
পড়ল—পড়িল, পতিত হইল।
পড়লহু—পড়িলাম।
পড়াওল—পড়াইল।
পড়ায়ব—পড়াইবে।
পড়িগেও—পড়িয়াছে।
পড়ু—পড়ে বা পড়িল ; পাঠ করে।
পঢ়ায়ব—পড়াইবে, শিক্ষা দিবে।
পতত—পড়িতেছে।
পতিয়াই—প্রত্যয়।
পতিয়ায়ব—প্রত্যয় করিবে।
পদুমিনী—পদ্মিনী।
পন্থ—মার্গ, পথ।
পন্থিক—পথিক।
পয়সি—জলে।
পয়ান, পয়ানি—প্রয়াণ, গমন।
পয়ে—নিশ্চয়, কেবল।
পর—উপর।
পরকার—প্রকার।
পরকাশ—প্রকাশ ; অবকাশ।
পরচারি—প্রচার, প্রকাশ।
পরচুর—প্রচুর, পর্য্যাপ্ত, ভালরূপ।
পরণাম—প্রণাম, নমস্কার।
পরতাপ—প্রতাপ।
পরতীত—প্রতীত, বিশ্বস্ত।
পরতেক—প্রত্যক্ষ।
পরণা—প্রথা।
পরথাব—প্রভাব।
পরথাপলু—প্রতিষ্ঠা করিলাম।
পরভাত—প্রভাত।
পরমাণে—প্রমাণে, প্রত্যক্ষ।
পরমাদ—প্রমাদ।
পরবেশ—প্রবেশ।
পরবেশল—প্রবেশ করিল।

পরবোধই—প্রবোধ দেয়।
পরবোধব—প্রবোধ দিব।
পরবোধবি—প্রবোধ দিবে
পরবোধি—প্রবোধিয়া।
পরশ—স্পর্শ।
পরশয়ে—স্পর্শ করে।
পরশবি—স্পর্শ করিবে।
পরশিত—স্পৃষ্ট।
পরশিহ—স্পর্শ করিও।
পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ।
পরসাদ—প্রসাদ।
পরহার—প্রহার।
পরাওল—পরাইল।
পরিখই—পরীক্ষা করে।
পরিখসি—পরীক্ষা করিতেছ।
পরিতেজব—পরিত্যাগ করিবে।
পরিপুর—পরিপূর্ণ।
পরিপুরয়ে—পরিপূর্ণ করে।
পরিমু—পরিধান করিব, পরিব।
পরিযঙ্ক—পর্য্যঙ্ক।
পরিযন্ত—পর্য্যন্ত, পরিণাম।
পরিরম্ভণ—আলিঙ্গন।
পরিহণ—পরিধান।
পরিহর—পরিত্যাগ কর।
পরিহরে—পরিত্যাগ করে।
পরিহসি—পরিধান কর।
পরিহোয়ত—পরিত্যাগ করে।
পরুখত—পরীক্ষিত।
পলায়ল—পলায়ন করিল।
পশলু—প্রবেশ করিল।
পশিয়ে—প্রবেশ করিয়া।
পশিল—প্রবেশ করিল।
পসারল—বিস্তৃত করিল।
পসারলি—প্রসারিত করিলি।
পসারব—প্রসারিত করিবে।
পসারি—প্রসারিত করিয়া।
পসারিয়া—প্রসারিত করিয়া।
পহরী—প্রহরী।
পহিরণ—পরিধেয়।
পহিরল—পরিধান করিল।
পহিরায়হ—পরিধান করাও।
পহিল—প্রথমে।
পহু, পহুঁ—প্রভু; পুনঃ।
পাঁচবাণ—পঞ্চবাণ, মদন।
পাঁতি, পাঁতিয়া—পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী।
পাই—পাইয়া।
পাউ—প্রাপ্ত হয়, পায়।
পাওয়ে—প্রাপ্ত হয়, পায়।
পাওল—প্রাপ্ত হইল, পাইল।
পাওব—পাইব বা পাইবে।
পাকড়ি—ধরিয়া, আক্রমণ করিয়া।
পাখ—পক্ষ, পাখা।
পাখালে—প্রক্ষালন করে।
পাছু—পশ্চাৎ।
পাঠাওসি—পাঠাও।
পাড়ব—পাড়িব।
পাতরে—পাথারে।
পাতল—পাতলা, সূক্ষ্ম।
পানি—পানকারী বা পান; জল; হাত।
পাপিয়া—পাপিষ্ঠ, পাপী।
পাপিহা—পাপিয়া পাখী।
পারই—পারি, পারে।
পারলু—পারিলাম।
পারি—পারে।
পারিয়ে—পারি।
পারা—যেন।
পালটব—ফিরাইব।
পালটি—ফিরিয়া, পালটে, উল্টাইয়া।
পাবথু—পাইয়াছে।
পাশ—পার্শ্ব, সমীপ; রজ্জু।
পাশরিতে—ভুলিতে।
পাশুনি—পাপ।
পাহন—পাষাণ, নির্দ্দয়।
পাহল—নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর।
পিঁধন—পরিধান।
পিউ—প্রিয়।
পিছারে—পশ্চাতে।
পিনাশ—পিনাক।
পিন্ধ—পরিধান কর।
পিন্ধাওল—পরিধান করাইল, পরাইল।
পিয়, পিয়া—প্রিয়।
পিয়ব—পান করিবে।
পিয়াওল—পান করাইল।
পিয়াক—প্রিয়ের, প্রিয়তমের।
পিয়ারি—প্রিয়তমা।
পিয়াস—পিপাসা, তৃষ্ণা।
পিয়াসা—প্রয়াসবিশিষ্টা।
পিয়ে—প্রিয় বা পান করিয়া।
পিরীত—প্রীত, প্রণয়।
পিবই—পান করে।
পিবইতে—পান করিতে।
পিবে—পান করিবে।
পিশুন—দুর্জ্জন।
পাঠ—পশ্চাৎ।
পীড়য়ে—পীড়ন করে।
পীয়মু—পান করিলাম।
পীয়ে—পান করিয়া।
পীব—পান করিব।
পীবে—পান করে বা করিবে।
পুছই—জিজ্ঞাসা করে।
পুছইতে—জিজ্ঞাসা করিতে।
পুছমো—জিজ্ঞাসা করি।
পুছয়ে—জিজ্ঞাসা করে।
পুছব—জিজ্ঞাসা করিবে।
পুছসি—জিজ্ঞাসা করিতেছ।
পুছারি—প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা।
পুছারে—উপেক্ষা।
পুছেরি—জিজ্ঞাসা করিয়া।
পুড়—দগ্ধ হয়, পুড়ে।
পুণ—পুণ্য।
পুতুলা—পুত্তলিকা, পুতুল।
পুন—পুনর্ব্বার; পরে, কিন্তু।
পুনমিক—পূর্ণিমার।
পুনহি—পুনর্ব্বার।
পুনি—পুনর্ব্বার।
পুরুখ—পুরুষ।
পুহপ—পুষ্প, ফুল।
পুহু—পুনর্ব্বার।
পুজল—পূজা করিল।
পুজসি—পূজা করিতেছ।
পুজহ—পূজা করিও।
পুনিম—পূর্ণিমা।
পুর—পূর্ণ।
পুরই—পূর্ণ হয়।
পুরল—পূর্ণ হইল।
পুরব—পূর্ব্ব; পূর্ণ হইব; পুরিবে।
পুরবক—পূর্ব্বের।
পুরাইহ—পূর্ণ করিও।
পেখ, পেখলু—দেখিলাম।
পেখন—দর্শন, দেখা।
পেখমু, পেখলু—দেখিলাম।
পেখহ—দর্শন কর, দেখ।
পেখি—দেখিয়া; দেখে।
পেমিল—প্রমীলিত।
পৈঠয়ে, পৈঠে—প্রবেশ করে।
পৈঠল—প্রবেশ করিল।
পৈঠলি—প্রবেশ করিলি।
পৈঠব—প্রবেশ করিবে।
পোহায়মু—প্রভাত করিলাম, কাটাইলাম।
পৌখ—পৌষমাস।
পৌখনী—পূর্ণিমা।

ফ

ফলহ—ফল।
ফান্দ—ফাঁদ।
ফারল—বিস্ফারিত হইল।
ফিরায়—ফিরাইতে।
ফুকরই—ডাকিল।
ফুকরিয়া—ডাকিয়া।
ফুকারি—ডাকিয়া।
ফুগইতে—আলপা করিতে, খুলিতে।
ফুটল—ফুটিল, প্রস্ফুটিত হইল।
ফুরল—উন্মুক্ত, আলুলায়িত, খলিত।

ফুলধারী—পুষ্পবৃষ্টি।
ফুঞএল—ফুটাইল।
ফেরি—পুনরায়, ফের; ঘুরে।
ফেলল—ফেলিল।
ফেলিলা—ফেলিলে।
ফোই—ছড়াইয়া দেয়, খুলিয়া দেয়।
ফোয়—ফুৎকার, ফুঁ।

ভ

ভই—হয়; হইয়া।
ভকত—ভক্ত।
ভখিমু—খাইব।
ভগন—ভগ্ন।
ভজব—ভজনা করিব।
ভজিমু—ভজনা করিলাম।
ভণ—কহে, বলে।
ভণই—কহে।
ভণতি, ভণহি—কহে, বলে।
ভণয়ে—ভণে, বলে।
ভণে—কহে, বলে।
ভমরা—ভ্রমর।
ভয়া—হই।
ভরই—ভরে।
ভরম—ভ্রম; ভড়ং।
ভরমিব—ভ্রমণ করিব।
ভরল—ভরিল, পূর্ণ হইল।
ভরি—পূর্ণ।
ভরু—আচ্ছন্ন করে।
ভসম—ভস্ম, ছাই।
ভাওই—শোভা পায়।
ভাখা, ভাখি—ভাষা, বাণী।
ভাখী—ভাষী, যে বলে।
ভাগউ—দূর হউক।
ভাগল—দূর হইল।
ভাগি—ভাগ্য, অদৃষ্ট।
ভাগী—ভাগ্যবান্।
ভাগে—ভাগ্যে।
ভাও—ভ্রূ; ভাব।
ভাওক—ভ্রূর।
ভাওবি—প্রকাশ করে।
ভাঙ্গই—ভাঙ্গে।
ভাঙ্গল—ভাঙ্গিল।
ভাড়ার—ভাণ্ডার।
ভাণ—ভাব; প্রতীয়মান; কহে।
ভাণত—ভাণ করে।
ভাণে—অনুকরণ করে; কহে।
ভাদর—ভাদ্রমাস।
ভান—ভাব, ভ্রম।
ভানত—ভাণে, ছলে।
ভানুক—সূর্য্যের।
ভানে—সদৃশ, সমান।
ভারি—ভার।
ভাল—ললাট।
ভালা, ভালি—ভাল, উত্তম।
ভালে—ভাল, উত্তম।
ভাষ—কহে, বলে।
ভাষণি—ভাষা, কথা।
ভিখ—ভিক্ষা।
ভিগি—ভিজিয়া।
ভিগেল—ভিজিল।
ভিত—ভিত্তি, দেওয়াল।
ভিন—ভিন্ন, পৃথক্।
ভীত—ভিত্তি, প্রাচীর; ভয়।
ভীর—ভয়াতুর।
ভুঁজইতে—ভোগ করিতে।
ভুখলি—কৃশ, দুর্ব্বল।
ভুঞ্জই—ভোগ করে।
ভুল—ভুলিল, ভুলে।
ভুলল—ভুলিয়া গেল।
ভুলহ—ভুলিও।
ভুলালি—ভুলাইল।
ভুখন—ভূষণ, অলঙ্কার।
ভেজল—পাঠাইল।
ভেট—সাক্ষাৎ।
ভেটলু—সাক্ষাৎ করিলাম, দেখিলাম।
ভেটল—মিলিত হইল।
ভেল, ভেলি—হইল।
ভেলা—হইল।
ভৈ—হইয়া।
ভৈগেল—হইয়া গেল।
ভোখিল—ক্ষুধার্ত্ত।
ভোর—বিহ্বল, আচ্ছন্ন।
ভোল—বিহ্বল।
ভ্রমই—ভ্রমণ করি।
ভ্রমি—ভ্রমণ করিয়া, ঘুরিয়া।

ম

মগন—মগ্ন।
মঝু—আমার।
মতিবামা—বিবেচনাহীন, অবোধ।
মধুরাই—মাধুর্য্যময়।
মধুরি—মধুর।
মধুরিম—মাধুরীময়।
মধ্যত—মধ্যে, মাঝ হইতে।
মনকাম—মনস্কাম, মনোরথ।
মনমথ—মন্মথ, মদন।
মনহি—মনে।
মন্দা—দুষ্ট।
মন্দুরা—মন্দ, ধীর।
মরদন—মর্দ্দন।
মরম—মর্ম্ম।
মরমী—মর্ম্মগ্রাহী।
মরিযাদ—মর্য্যাদা, সীমা।
মহত—মহত্ত্ব, জ্ঞান।
মাই—মাগো।
মাউর—মাথুর।
মাগই—মাগে, যাচ্ঞা করে।
মাগয়ে—মাগে, চাহে।
মাগব—চাহিবে।
মাগিও—চাহিও।
মাঝ—মধ্যে; কটিদেশ।
মাঝা—কটিদেশ।
মাঝার—মধ্যে, মাঝে।
মাঝারি—কটিদেশ, কোমর।
মাতলু—মাতিলাম, মত্ত হইলাম।
মাতল—মত্ত, মাতাল।
মাতি—মত্ত; মত্ত করিয়া।
মাতিয়া—মত্ত।
মাথ—মস্তক, মাথা।
মাদ—মালা।
মাধবি—বৈশাখে।
মাধাই—মাধব।
মান—মানে।
মানই—মানে, স্বীকার করে।
মানইতে—স্বীকার করিতে।
মানলু—মানিলাম।
মানয়ে—মানে।
মানল—মানিল।
মানবি—মনে করিবে, বোধ করিবে।
মানায়ত—মানাইল, স্বীকার করাইল।
মানুখ—মানুষ।
মাহ, মাহা—মধ্যে, মাঝে; মাস।
মাহল—মধ্য, কটিদেশ।
মিছ—মিথ্যা।
মিছুই—মিথ্যা।
মিটায়ব—মিটাইবে।
মিটি—মাটী।
মিঠ, মীঠ—মিষ্ট।
মিঠানি—মিষ্ট রস।
মিত—মিত্র।
মিদুর—মৃদুল।
মিল—মিলিত হইও।
মিলত—মিলিতেছে।
মিলয়ে—মিলে।
মিলল—মিলিত হইল, মিলিল।
মিলব—মিলিবে; মিলিত হইব।
মিলবহুঁ—মিলিত হইবে।
মিলহ—মিলিত হও।
মিলায়ত—মিলিত হইয়া, মিলাইয়া।
মিলায়ল—মিলাইয়াছে।
মিলায়ব—মিলাইবে।
মিলু—মিলিয়াছে।
মুকুতা—মুক্তা।

মুকুলি—মুকুল, কলি।
মুখানি—মুখখানি, মুখটী।
মুগধ—মুগ্ধ, জ্ঞানহীন।
মুগধিনি—হে মুগ্ধে, হে সুন্দরি।
মুগুধি—মুগ্ধা।
মুঝে—আমাকে।
মুঞি—আমি।
মুঞ্চসি—ত্যাগ করিতেছ।
মুটকি—ঘট।
মুড়—মুণ্ড, মাথা।
মুড়ায়লুঁ—মুণ্ডন করিলাম।
মুদই—মুদ্রিত করে, বুজে।
মুদয়ে—আবৃত করে, ঢাকে।
মুদরি—খুলিয়া।
মুদল—মুদ্রিত করিল, ঢাকা দিল।
মুদব—মুদ্রিত করিব, বুজিব।
মুদি—মুদ্রিত হইয়া।
মুদল—মুদিত হইল।
মুনি—মুদিয়া, মুদিত হইয়া।
মুনিহুঁ—মুনিরও।
মুহির—মদন, কন্দর্প।
মুরখ—মূর্খ, অজ্ঞ।
মুরছন—মূর্চ্ছা।
মুরছা—মূর্চ্ছা।
মুরছি—মূর্চ্ছিত হইয়া।
মুরছিত—মূর্চ্ছিত।
মুরতি—মূর্ত্তি।
মুল—মূল্য, দাম।
মৃগঙ্কা—শশাঙ্ক, চন্দ্র।
মেল—মিলন।
মেলি—মিলিত হইয়া; মিলন।
মেহ—মেঘ।
মো—আমাকে, আমার।
মোই—আমাকে, আমাতে, আমার।
মোছল—মুছিল।
মোড়—মস্তক; ময়ূর।
মোড়ই—মোড়ে।
মোড়লি—মুড়াইলে, নষ্ট করিলে।
মোড়বি—ফিরাইবে।
মোড়সি—ফিরাইতেছ।
মোড়ি—মর্দ্দন করিয়া; ফিরাইয়া।
মোঢ়—মস্তক, মাথা।
মোতি, মোতিম—মুক্তা।
মোতিমহারা—মুক্তাহার।
মোর—আমাকে, আমার।
মোরি—মুড়িয়া বা আমার; খোঁপা।
মোহে—আমাকে, আমার, আমাতে।
মৌর—ময়ূর।

—

য

যছু—যাহার।
যজে—তর্জ্জন করে।
যতা—যত।
যদু—যদি।
যব—যখন; যাবৎ।
যহ্ঁক—যাহার।
যা—কথার মাত্রা।
যাঁহা—যেখানে, যেদিকে।
যাইঞা—যাইয়া, গিয়া।
যাইহ—যাইও।
যাওত—যায়।
যাওব—যাইব।
যাওবি—যাইবি।
যাক, যাকর—যাহার।
যাঙ—যাই, যাইতাম।
যাতা—যাইতেছে।
যাতি—যাইতেছে।
যাপই—যাপন করিয়া।
যামুন—যমুনা।
যায়ব—যাইবে, যাইব।
যায়ল—গেল।
যাব—যাইবে।
যাবক—আলতা।
যাসি—যাইতেছ।
যাহ—যাও।
যুকতি—যুক্তি।
যুরায়—সরে, নিঃসৃত হয়।
যে—৭মী বাচক।
যৈছনে—যেমন, যেরূপ।
যৈছে, যৈসে—যেমন, যেন।
যো—যে।
যোই—যাহা।
যোখল—প্রীতিমান্।
যোয়—যে, যাহাকে।

র

রঙ্গ—কৌতুক, মজা; রমণীয়।
রচয়ে—রচনা করে।
রচহ—রচনা কর, স্থির কর।
রঞ্জই—রঞ্জিত করে।
রটই—বাজিতেছে।
রটতহি—রব করে।
রটতি—বাজে।
রতন—রত্ন।
রভস—রহস্য, বিবরণ, আনন্দ, ঔৎসুক্য।
রভসে—ঔৎসুক্য বশতঃ।
রমইতে—রমণ করিতে।
রময়ে—রমণ করে।
রমহ—রমণ কর।
রমি—বিহার করিয়া।
রয়নি—রজনী, রাত্রি।
রসহঁ—রস।
রসিয়া—রসিক।
রহই—থাকে।
রহয়ে—রহে, থাকে।
রহল—রহিল, থাকিল।
রহলুঁ—রহিলাম।
রহব—থাকিবে।
রহবি—রহিবি, থাকিবে।
রহসি—নির্জ্জনে।
রহি—থাকিয়া।
রহু—থাকে, রহে; থাকুক।
রাখই—রাখে, রক্ষা করে।
রাখত—রাখে।
রাখলু—রাখিলাম।
রাখয়ে—রক্ষা করে, রাখে।
রাখল—রাখিল।
রাখব—রক্ষা করিবে, রাখিবে।
রাখবি—রাখিবি।
রাগী—অনুরক্ত।
রাজ—রাগ; বিরাজ করে।
রাতা—রক্তবর্ণ, লাল।
রাতি, রাতিয়া—রাত্রি।
রাব—রব, কথা।
রাবিয়া—রব, শব্দ।
রুখলি—রুক্ষ, রুখু।
রেহ, রেহা—রেখা, চিহ্ন; স্নেহ।
রৈণী—রজনী, রাত্রি।
রোই—রোদন করে, কাঁদে।
রোখ—রোষ, ক্রোধ।
রোখল—রাগিল।
রোতিয়া—রোদন করে।
রোদিতি—রোদন করে, কাঁদে
রোপব—রোপণ করিব।
রোয়—রোদন করে।
রোয়ই—রোদন করে।
রোয়ত—রোদন করে, কাঁদে।
রোয়ল—রোপিল, স্থাপন করিল।
রোয়সি—কাঁদিতেছ।
রোয়ে—রোদন করে, কাঁদে।
রোল—ধ্বনি, শব্দ।

ল

ল—(ক্রিয়ার পর থাকিলে) অতীত কালবাচক।
লইঞা—লইয়া।
লখই—লক্ষ্য করিতে, বুঝিতে।
লখন—লক্ষণ।
লখি—লক্ষ্য করি, দেখি।
লখিতে—লক্ষ্য করিতে।
লখিমী—লক্ষ্মী।

লগ—নিকট, সমীপ।
লছমী, লছিমা—লক্ষ্মী।
লজ্জাসে—লজ্জায়।
লব—লইবে।
লহু—লঘু, মৃদু।
লাখ—লক্ষ।
লাগ—লাগে।
লাগত—লাগিবে।
লাগয়ে—লাগিবে।
লাগল—লগ্ন হইল।
লাগি—জন্য ; লগ্ন।
লাগে—জন্য।
লাজাওলি—লজ্জিত হইল।
লাজায়ল—লজ্জা দিল।
লাবণি, লাবণী—লাবণ্য।
লিখই—লেখে।
লিখইতে—লিখিতে।
লিখিহ—অঙ্কিত করিও, লিখিও।
লিপু—লিপে।
লিহে—লয়, লইও।
লু—(ক্রিয়ার পর থাকিলে) উত্তম পুরুষবাচক।
লুকাওয়ে—লুকায়।
লুকাওল—লুকায়িত হইল।
লুকায়ল—লুকায়িত করিল।
লুটয়ে—লুণ্ঠিত হয়।
লুটল—লুটিয়া লইল।
লুঠত—লুণ্ঠিত হয়।
লুঠয়ে—লুণ্ঠিত হয়, লুটে।
লুবধ—লুব্ধ, লোভী।
লুবুধল—লুব্ধ হইল, বিমোহিত হইল।
লুবধাই—লুব্ধ হইয়া।
লুবুধি—লুব্ধ হইয়া।
লেই—লইয়া ; লয়।
লেও—লইও।
লেখতি—লিখিত।
লেখি—লিখে।
লেপল—লেপন করিল।
লেয়—লইবে, লয়।
লেয়ল—লইল।
লেয়ব—লইবে।
লেহ, লেহা—স্নেহ।
লোচনকোণা—নয়নপ্রান্ত, কটাক্ষ।
লোটায়ল—লুণ্ঠিত হইল।
লোটি—লুণ্ঠিত হয়।
লোভাই—লোভে।
লোর—নয়নজল, অশ্রু।
লোলি—লক্ষ্মী ; বিদ্যুৎ।

ব

বক, বকা—বক্র, বাঁকা।
বচনক—বাক্য, কথা।
বজর—বজ্র, বাজ।
বঞ্চল—যাপন করিল, কাটাইল।
বঞ্চলি—যাপন করিলে।
বঞ্চব—যাপন করিব।
বড়ি—বড়, অতিশয়।
বড়ু—বটু, ব্রাহ্মণবালক।
বদলিয়া—বদল করিয়া।
বধয়ে—বধ করে, বিনাশ করে।
বনয়ারি—বনবিহারী, বনমালী।
বনায়ব—তৈয়ার করিবে, গড়াইবে
বনায়ত—বিন্যাস করে, সাজায়।
বনায়ল—রচনা করিল।
বনাওলু—প্রস্তুত করিলাম।
বনাব—প্রস্তুত করিব।
বন্ধি—বাঁধা।
বন্ধুয়া—বন্ধু, সখা।
বন্দো—বন্দনা করি, বাঁধি।
বয়নী—বদনী।
বয়ান—বদন, মুখ।
বরক—কামুক, লম্পট।
বরখন্তি—বৃষ্টি পড়ে।
বরখা—বর্ষা।
বরখে—বর্ষণ করে।
বরজ—ব্রজ।
বরত—ব্রত।
বরহা—বর্হা, ময়ূরপুচ্ছ।
বরিখ—বর্ষ, বৎসর।
বরিখন্তিয়া—বৃষ্টিপাত হইতেছে।
বরিখয়ে, বরিখে—বর্ষণ করে।
বরিখব—বর্ষণ করিবে।
বরিষা—বর্ষণ।
বরিহা—উৎকৃষ্ট ; ময়ূর।
বলয়া—বলয়, বালা।
বলোঁ—বল।
বলব—বলিব।
বসই—বসে, বসিয়া।
বসায়ল—বসাইল।
বহই—বহিয়া।
বহয়ে—বহে।
বহল—বহিয়া গেল।
বহি—উহা ; বহিয়া ; পরে।
বহু—বহে, প্রবাহিত হয়।
বহুত—বিস্তর।
বহুভাগী—ভাগ্যবান্, সৌভাগ্যশালী।
বহুরি—বধূ, বৌ।
বাঁচব—বাঁচিব, বাঁচিবে।
বাঁক—বাঁকা, ষাঁড়া।
বাঁটায়লু—বণ্টন করিলাম।
বাঁঢ়ে—বর্দ্ধিত হয়।
বাঁধয়ে—বন্ধন করি।
বা—বাতাস।
বাইয়ি—বাজায়।
বাউর—বাতুল, পাগল।
বাউল—বাতুল, পাগল।
বাওত—বাজায়।
বাখানিতে—ব্যাখ্যা বা বর্ণন করিতে।
বাজ, বাজত—বাজিতেছে।
বাট—পথ।
বাটিয়া—বাট, পথ।
বাড়ই—বাড়াইয়া।
বাঢ়ত—বর্দ্ধিত হয়, বাড়ে।
বাঢ়য়ে—বাড়ে।
বাঢ়ল—বাড়িল, বর্দ্ধিত হইল।
বাঢ়াই—বাড়াইয়া।
বাঢ়ায়ল—বাড়াইয়া দিল।
বাঢ়ি—বর্দ্ধিত হয়, বাড়ে।
বাত—বার্ত্তা, কথা।
বাদর—বাদল।
বাধব—বাধা দিব।
বান্ধয়ে—বাঁধে, বন্ধন করে।
বান্ধল—বাঁধিল, বাঁধিয়াছে।
বান্ধলু—বাঁধিলাম।
বান্ধবি—বন্ধন করিবি।
বায়ে—বাজায়।
বারব—বারণ করিব।
বারি—নিবারণ করিয়া, আটকাইয়া।
বারে—বারণ করে।
বালি, বালী—বালিকা, তরুণী।
বাস—আশ্রয়।
বাসব—বুঝিব।
বাহুড়—ফিরিয়া দাঁড়াও।
বাহুড়াব—ফিরাইবে।
বিকাশল—বিকশিত হইল।
বিকি—বিক্রয়।
বিখ—বিষ।
বিঘন—বিঘ্ন।
বিঘিনি—বিঘ্ন, বাধা।
বিচিত—বিচিত্র।
বিচারি—বিচার করিতেছ।
বিছর—বিস্মরণ।
বিছরিয়ে—বিস্মৃত হই।
বিছানে—বিস্তারে।
বিছারি—বিচার করিয়া।
বিছুরণ—বিস্মরণ।
বিছুরল—বিস্মৃত হইল।
বিছুরলি—বিস্মৃত হইলে, ভুলিলে।
বিছুরাই—বিস্মৃত হইয়া।
বিছুরি—বিস্মৃত হইতে, ভুলিতে।
বিছুরিলু—ত্যাগ করিলাম।
বিজুরি, বিজোরি—বিদ্যুৎ।
বিথারই, বিথারি—বিস্তারিত করে
বিথারল—বিস্তারিত করিল।

বিথারিত—বিস্তারিত, ব্যাপ্ত।
বিদগধ—বিদগ্ধ।
বিদারে—বিদীর্ণ করে।
বিন, বিনহি—বিনা, ব্যতীত।
বিনি—না।
বিনিয়া—বিনাইয়া।
বিনু—বিনা, ভিন্ন, ব্যতীত।
বিন্দ—বিন্দু, ফোঁটা।
বিন্ধলি—বিদ্ধ করিল।
বিপতি—বিপত্তি, বিপদ্।
বিপিনসঁয়ে—বন হইতে।
বিমুখে—মুখ ফিরাইয়া।
বিরকতি—বিরক্তি।
বিরিখ—বৃক্ষ।
বিলসয়ে—বিলাস করে।
বিলাপয়ে—বিলাপ করে।
বিল্লি—বেল ফুল।
বিবাধ—নিগ্রহ, বন্ধন।
বিশঙ্কউ—শঙ্কা করিতেছি।
বিশরাম, বিসরাম—বিশ্রাম।
বিশেখি—বিশেষিয়া।
বিশোয়াসা—বিশ্বাস, ভরসা।
বিসরাম—বিশ্রাম।
বিসরি—বিস্মৃত হইয়া, ভুলিয়া।
বিসরিত—বিস্মৃত।
বিহরই, বিহরত—বিহার করে।
বিহসলি—হাস্য করিল, হাসিল।
বিহসি—হাস্য করিয়া, হাসিয়া।
বিহান—প্রভাত, প্রাতঃকাল।
বিহি—বিধি।
বিহিপয়ে—বিধাতাই।
বীজই—বীজন করে।
বীজইতে—বীজন করিতে।
বীজকপোর—বীজপুর।
বীজু—বীজ।
বুঝই—বুঝিয়া।
বুঝমু, বুঝল, বুঝলু—বুঝিলাম।
বুঝয়—বুঝিতে।
বুঝয়ে—বুঝে।
বুঝলহ—বুঝিলে।
বুঝব—বুঝিবে।
বুঝাই—বুঝাইয়া।
বুঝায়লু—বুঝাইলাম।
বুঝিয়ে—বুঝি।
বতায়ব—নির্ব্বাণ করিব, নিবাইব।
বুলে—বেড়ায়।
বেকত—ব্যক্ত, প্রকাশিত।
বেকতয়—ব্যক্ত করে।
বেজনসারে—বীজনের অভিপ্রায়ে।
বেঢ়ল—বেষ্টন করিল।
বেহার—ব্যবহার, বাহির।
বেয়াকুল—ব্যাকুল, কাতর।
বেয়াজ—ব্যাজ, সুদ।
বেয়াধি—ব্যাধি, পীড়া।
বেরি—বেলা, সময়: বাহির; বার।
বেরিএক—বারেক, একবার।
বেলি—বেলা, সময়।
বেসালি—দুগ্ধ আবর্ত্তনের পাত্রবিশেষ।
বেহারিব—বিহার করিব।
বৈঠত—বসে।
বৈঠমু—বসিলাম।
বৈঠলি—বসিল।
বৈঠবি—বসিব।
বৈঠায়ল—বসাইল বা বসাইয়াছে।
বৈঠায়ব—বসাইবে।
বৈঠে—বাস করে, বসে।
বৈদগধি—রসিকতা।
বৈসায়—বসায়।
বৈসায়ল—বসাইল।
বৈসে—বসে, বাস করে।
বো—উহা।
বোধি—প্রবোধ দিয়া, বুঝাইয়া।
বোল—বাক্য, কথা; বলে।
বোলত—বলে।
বোলন—নাগর, বর।
বোলবি—বলিবে।
বোলহু—বল।
বোহ—ঐ, ও।
বৌহারি—বধূ, বৌ।

শ

শকতি—শক্তি।
শপতি—শপথ।
শমতি, সমতি—শমতা, শান্তি।
শয়নক—শয্যার।
শয়নকসীম—শয্যাপ্রান্ত।
শলি—শল্য, শেল।
শবদ—শব্দ।
শাওন, শাঙন—শ্রাবণ মাস।
শাকর—শর্করা, চিনি।
শাঙর, শাঙল—শ্যামল, কৃষ্ণবর্ণ।
শাতি—শাস্তি, সাজা।
শামর—শ্যামল, কৃষ্ণবর্ণ।
শাশ—শ্বশ্রু, শাশুড়ী।
শাস—নিশ্বাস।
শিখায়ল—শিখাইয়াছে।
শিখায়ব—শিখাইবে বা শিখাইব।
শিঙলি—শিমূল।
শিঙ্গার—শৃঙ্গার, বেশবিন্যাস।
শিথান—মাথার বালিশ।
শুক—অঞ্চল, আঁচল।
শুখায়ল, সুখায়ল—শুকাইল।
শুতলি—শয়ন করিল, শুইল।
শুতায়ল—শয়ন করাইল, শোয়াইল।
শুতি, শুতিয়া—শুইয়া।
শুনই—শুনিয়া, শুনে।
শুনইছে—শুনিয়াছে।
শুনইতে—শুনিতে।
শুনতহি—শুনিয়া।
শুনমু, শুনলু—শুনিলাম।
শুনয়ে—শুনে।
শুনহ—শুন, শ্রবণ কর।
শুনিয়ে—শুনিতে পাই, শুনি।
শূন—শূন্য।
শূর, সূর—সূর্য্য।
শেজ—শয্যা।
শোভয়ে—শোভা পায়।
শোয়াস—শ্বাস।
শোহত—শোভা পায়।
শোহন—শোভন।
শোহে—শোভে, শোভা পায়।
শ্যাঙল, শ্যামর—শ্যামল।
শ্রবণক—শ্রবণ, কর্ণ।

স

সংবাদই—সংবাদ করে।
সংবাদহ—সংবাদ কর।
সকোপিত—উদ্দীপ্ত, উত্তেজিত।
সখিনী—সঙ্গিনী।
সগর, সগরি—সকল, সমস্ত।
সঙারিতে—সরাইতে।
সঙ্কীরণ—সঙ্কীর্ণ।
সঙ্গহি—সঙ্গে, সহিত।
সঙ্গাতি—সঙ্গতি, সমাবেশ।
সঞে—সঙ্গে, হইতে; স্মরণ করে।
সঞ্চরু—সঞ্চয় করিতে লাগিল, কুড়াইতে লাগিল।
সঞাত—সংযত।
সন্ততি—সর্ব্বদা, অবিচ্ছেদে।
সভে—সকলে।
সমতি—সম্মতি।
সমধানে—সন্ধানে, শয়যোজনে।
সমপিমু—সমর্পণ করিলাম।
সমাওত—সমাহিত বা লীন হয়।
সমাধা—নিষ্পত্তি, শেষ।
সমানে—সমানয়ন করিয়াছে, আনিয়া রাখিয়াছে।
সমার—সবার।
সমাহল—সমাহিত বা স্থাপিত করিল।
সমুখ—সম্মুখ, সামনে।
সমুঝমু—বুঝিলাম।
সমুঝল—বুঝিল।
সমুঝ[illegible]—বুঝিবে।
সমুঝবি—বুঝিবি।
সমুঝাই—বুঝাও।

সমুঝাইতে—বুঝাইতে।
সমুঝাওয়ে—বুঝায়।
সমুঝায়ব—বুঝাইবে।
সম্বরি—সংবরণ করে।
সম্বরু—আবরণ, ঢাকা।
সম্ভায়ল—সম্ভূত হইল, জন্মিল।
সম্ভেদ—মিলন।
সরণা—সরণি, পথ।
সরমহি—সরমে, লজ্জায়।
সরয়ে—সরে।
সরবস—সর্ব্বস্ব।
সরস—সরোবর।
সরিত—সরিৎ, নদী।
সবক্ষণ—সর্ব্বক্ষণ, সকল সময়।
সহ—সহে, সহ্য করে।
সহই—সহ্য করে; সহ্য করিতে।
সহজহি—স্বভাবতঃ।
সহত—সহিতে হয়।
সহয়ে—সহ্য করে।
সহব—সহিবে।
সহসাৎ—সহসা।
সহাবি—সহাইবি।
সহি—সখী।
সহব—সহিবে, সহ্য করিবে।
সাঁচ—সত্য, যথার্থ।
সাঁচে—সঞ্চিত করে, লুকায়।
সাঁঝ—সন্ধ্যাকাল।
সাঁঝক বেরি—সন্ধ্যাকালে।
সাখী—সাক্ষী।
সাঙন—শ্রাবণ মাস।
সাঙর—শ্যামল, কৃষ্ণবর্ণ।
সাঙরি—স্মরণ করিয়া।
সাঙল—শ্যামল, কৃষ্ণবর্ণ।
সাজ, সাজা—সাজে, শোভা পায়।
সাজল—সাজিল।
সাটি—সাঁটিয়া, দৃঢ়ভাবে ধরিয়া।
সাত, সাতি—সহিত, সঙ্গে।
সাথ—সহিত, সঙ্গে।
সাধয়ে—সাধে, সাধনা করে।
সাধল—সাধিল।
সাধবি—সাধিবে, সিদ্ধ করিবে।
সাধস—সাধ্বস, লজ্জা, ভয়।
সাধায়লু—আশ্বাস দিলাম।
সান্ধি—গহ্বর, গর্ত্ত, সন্ধিস্থল।
সাভারি—গুরুভার।
সামর—শ্যামল, কৃষ্ণবর্ণ।
সায়র—সাগর, উদর।
সারঙ্গ—মদন; কোকিল; হরিণ।
সারিয়—গমন।

সারু—সার, শ্রেষ্ঠ।
সিঙ্গার—শৃঙ্গার, বেশবিন্যাস।
সিধা—সরল, সোজা।
সিধায়ল—প্রবেশ করিল।
সিধারহ—সরল কর, স্থির কর।
সিনান—স্নান।
সিনিয়া—স্নান করিয়া।
সিনেহ—স্নেহ।
সিরজিল—সৃজিল, সৃষ্টি করিল।
সীঠ—সারহীন।
সীম—প্রান্ত, সীমা।
সুখায়ব—শুকাইবে।
সুঘড়—সুনিপুণ।
সুছন্দ—শোভান্বিত, কান্তিযুক্ত।
সুজান—সুজন, বিজ্ঞ।
সুনেহ—স্নেহ।
সুপুরুখ—সুপুরুষ।
সুরসরি—সুরসরিৎ, গঙ্গা।
সুরেহ, সুলেহ—স্নেহ।
সুহন—সুজন।
সুত—সূত্র, সুতা।
সুর, শুর—সূর্য্য।
সুরয—সূর্য্য।
সেয়ানী—চতুর, সেয়ানা।
সেব—সেবা, সেবা কর।
সেবি—সেবা করিয়া।
সেবিনু—সেবা করিলাম।
সেহ—সে।
সেহি—সেই।
সো, সোই—সে।
সোঁপনু—সমর্পণ করিলাম।
সোঁপল—সমর্পণ করিল।
সোঁপব—সমর্পণ করিব।
সোই—সেও।
সোঙরণ—স্মরণ।
সোঙরি—স্মরণ করিয়া।
সোঙরিতে—স্মরণ করিতে।
সোণার—স্বর্ণকার।
সোয়—সে, তাহাকে।
সোয়াথ—শান্তি, সোয়াস্তি।
সোহ—সেই।
সোহাগল—শোভিত করিল।
সৌতিনী—সপত্নী, সতীন।
স্ফুরব—স্ফূর্ত্তি পাইবে।
স্রোতসা—স্রোতবিশিষ্ট।

হ

হ—বাক্যের মাত্রা। অনুজ্ঞা।
হউ—হই, হউক।

হও—হই, হইতাম।
হক, হক—নিশ্চয়ার্থে ষষ্ঠী বিভক্তি।
হখী—সখী।
হজে—গাঁজায়।
হঠ—সবলে; অবিবেচনা।
হঠসঞে—হঠাৎ, বলপূর্ব্বক।
হঠিয়া—সরিয়া বা বলপূর্ব্বক।
হত্তিয়া—মারিতেছে।
হয়ে—হয়।
হরখ—হর্ষ, আনন্দ।
হরখিত—হৃষ্ট, আনন্দিত।
হরল—হরিল, লুপ্ত হইল।
হরব—হরণ করিবে।
হরষি—হর্ষে, আনন্দে।
হরু—হরণ কর; হৃত।
হরকা—হরুন।
হসই—হাস্য করে, হাসে।
হসইতে—হাসিতে।
হসি—হাসিয়া।
হান—হানে, প্রহার করে।
হানই—প্রহার করে।
হানল—বিঁধিল, প্রহার করিল।
হানি—হানে, প্রহার করে।
হাম—আমি, আমার।
হামক—আমাকে।
হামার—আমার।
হামারি—আমার।
হামুছন—আমার সঙ্গে।
হামে—আমাকে।
হাস, হাসনি—হাস্য, হাসি।
হাসত—হাসে, হাস্য করে।
হি—নিশ্চয়; অনুজ্ঞা; ষষ্ঠীবাচক।
হিমধামা—হিমকর, চন্দ্র।
হিমা—হিম, শিশির।
হিয়, হিয়া, হিয়ে—হৃদয়।
হিলোলে—দোলে।
হুঁ—হই।
হু—হইয়া, হইল; নিশ্চয়ার্থক; ষষ্ঠীবাচক।
হুতাস—হুতাসন, অগ্নি।
হেরই—দর্শন করে, দেখে; দেখিয়া।
হেরইতে—দেখিতে।
হেরত—দেখে।
হেরণ—দর্শন, দেখা।
হেরনু—দেখিলাম।
হেরনে—দর্শনে, দেখায়।
হেরয়ে—দেখিতে পায়, দেখে।
হেরল—দেখিল।
হেরব—দেখিব বা দেখিবে।
হেরবি—দেখিবি।

সরল বাঙ্গালা অভিধান।

পঞ্চম ভাগ।

আদালতে এবং মহাজনী ও জমিদারি সেরেস্তায় ব্যবহৃত ও অন্যান্য কতিপয় আরবী, পারসী ও ইংরাজী শব্দাবলী।

অ

অকু—চুরি দাঙ্গা ইত্যাদি ঘটনা Occurrence of offence.

অকুয়াৎ—দুষ্কার্য্যসকল Misdeeds.

অছি—মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিরক্ষক Executor; কর্ম্মাধ্যক্ষ Manager.

অছিলা—ছুতা Excuse.

অজুহাত—বর্ণনা; কারণনির্দ্দেশ Grounds, reasons.

অদুল—হুকুম অমান্য করা disobedience of orders.

অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট—অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট Honorary magistrate.

অন্দর—মধ্য।

অফিসিয়াল এসাইনি—যে গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী দেউলিয়ার সম্পত্তির ভার গ্রহণ করে Government officer in charge of the property of insolvents; official assignee.

অলল—অনির্দ্দিষ্ট Indefinite.

অলি—অভিভাবক Guardian.

অসিয়ৎনামা—চরমপত্র Will.

আ

আইন—ব্যবহারশাস্ত্র Law.

আইন্দা—আগামী Next.

আইয়াম—সময় Time.

আইল—বাঁধ Dam.

আউল—প্রথম।

আউওল জমি—সর্ব্বোৎকৃষ্ট জমী, যাহাতে সকল প্রকার শস্য ষোল আনা রকম জন্মে First class land where crops of all kinds grow in full.

আওয়াজ—শব্দ।

আওলাদ—বালকবালিকাসকল Issues; বৃক্ষাদি Trees &c, appurtenances.

আওহাল—অবস্থা Condition.

আক্সার—সর্ব্বদা Frequently.

আক্কেল—বিবেচনা।

আক্কেলসেলামী—বুদ্ধিভ্রমজন্য লোকসান।

আক্সার—সর্ব্বদা।

আখর—বিবাদ Misunderstanding.

আখিরি—শেষ End; বৎসরের হিসাব নিকাশের শেষ সময় Time for closing the accounts of the year.

আখের—ভবিষ্যৎ Future.

আখেরাজাত—ব্যয়াদি Expenses.

আজগবী—অদ্ভুত।

আঞ্জাম—বন্দোবস্ত Arrangement and supply.

আড়ং—যে স্থান হইতে পণ্যদ্রব্য অন্যত্র নীত হয় Ware-house; depot.

আড্ডা—দোকান Shop, place of business.

আদম শুমার—লোকসংখ্যা করা Census.

আদমী—মানুষ।

আদাওত—দ্বেষ, বৈরতা Grudge, enmity.

আদায়—দেওন, প্রাপন Realization, receiving.

আদালত—বিচারালয় Court of justice.

আন্‌ল-ফুল্ এসেম্ব্লি—অবৈধ জনতা Unlawful assembly of five or more persons.

আপস্—পরস্পর Among themselves.

আপস্ (করা)—মিটাইয়া ফেলা Settle, compromise.

আপীল—নিম্ন আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে বিচারপ্রার্থনা Appeal.

আপেলাণ্ট—যে আপীল করে Appellant.

আফিস—কার্য্যস্থান।

আফ্‌শোষ—পরিতাপ, দুঃখ।

আব্‌ওয়াব—(বাব শব্দের বহুবচন) অতিরিক্ত কর, বাজে খাজানা Miscellaneous cesses.

আব্‌কার—মাদকবিক্রয়ী।

আব্‌কারী—মাদকসম্বন্ধীয় Excise.

আবরু—সম্মান, ইজ্জত।

আবাদ—চাষ-করা জমী Cultivated land.

আম—সাধারণ General.

আম্‌দানী—আয় Income, import.

আম্-মোক্তার—সমস্ত বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী An officer invested with powers to act in all matters.

আমল—অধিকারকাল Period of rule স্বীকার admission; অধিকার possession.

আমল্‌নামা—অধিকার পাইবার হুকুমপত্র A written authority to take possession of land or other property.

আম্‌লা—কর্ম্মচারী Agent, officer.

আমানত—টাকা গচ্ছিত রাখা Deposit.

আমিন—যে জমির জরিপ করে Surveyor.

আমীর—ধনী, বড়লোক।

আমূল মামূল—পূর্ব্বাপর যেরূপ হইয়া আসিতেছে As usual, according to custom.

আয়না—দর্পণ।

আয়্‌মা—বিদ্বান্ বা ধার্ম্মিক মুসলমানকে মোগল সম্রাট্ কর্ত্তৃক যে জমি দান করা হইয়াছে Land granted by the Moghul Government either rent-free or subject to a small quit-rent, to learned and pious Mahomedans.

আয়মাল—গ্রাম এবং পরগণা।

আয়েন্দা—পরবর্ত্তী, আগামী Succeeding, coming.

আরজি—আবেদন Petition, plaint.

আরিন্দা—বাহক Peon, bearer.

আর্গুমেণ্ট—মকদ্দমার বিষয় লইয়া বিচারকের সমক্ষে উভয় পক্ষের উকিলগণের বাদানুবাদ Argument.

আর্ম্মাণী—জাতিবিশেষ।

আলগ—পৃথক্ Separate.

আল্‌গোছে—না ছুঁইয়া।

আলতাম্‌গা—চিরকালের জন্য রাজস্ব দিতে হইবে না এমন জমী A perpetual rent-free grant.

আল্‌বৎ—অবশ্য।

আলাত—কাজ করিবার যন্ত্র Tools.

আলামত—চিহ্ন Mark, sign.

আলাহিদা—বিভিন্ন Separate, different.

আশ্‌কারা—প্রকাশ করা, তদারক করিয়া ঘটনা প্রকাশ।

আস্‌কাম্বা—আবদার।

আস্নাই—অবৈধ প্রণয় Illicit love.

আসল—মূলধন Principal ; প্রকৃত true.

আসল্ জমা—আব্ওয়াব-রহিত ধার্য্য জমা The original rent, without extra cesses.

আসামী—প্রজা Tenant ; খাতক debtor প্রতিবাদী defendant or accused.

আস্বাব—দ্রব্যসামগ্রী।

আস্তাবল—অশ্বশালা।

আহ্মক্—নির্ব্বোধ।

আহোআল—বর্ত্তমান অবস্থা ; কারণসকল।

ই

ইওয়াজ—বিনিময় করা Exchange.

ইক্রার—স্বীকার।

ইক্রারনামা—স্বীকৃতিপত্র Agreement.

ইজন্নামা—চরমপত্র Will.

ইজ্মাল—যুক্ত অধিকার Joint possession. or tenancy.

ইজ্লাস—এজলাস দেখ।

ইজা—এক পৃষ্ঠার ঠিক অন্য পৃষ্ঠায় আনিয়া যোগ দেওয়া ; জের (In accounts) Brought forward (B. F.).

ইজারা—নির্দ্দিষ্ট জমায় মেয়াদী বন্দোবস্ত Farm, lease, contract, monopoly.

ইজারাদার—যে নির্দ্দিষ্ট জমায় মেয়াদী বন্দোবস্ত করে Lease-holder, farmer,

ইজাহার—প্রকাশ করিয়া বলা, সাক্ষ্য দেওয়া Deposition, statement.

ইজ্জত—সম্মান Respect.

ইজ্জতাছার—সম্মানিত Respected.

ইঞ্চি—পরিমাণবিশেষ।

ইঞ্জিন—বাষ্পযন্ত্র।

ইত্তিলা—অবগতি করা Report, information.

ইদ্দৎ—যে সময়ের মধ্যে মুসলমান বিধবার পুনর্ব্বিবাহ নিষেধ The period during which Mahomedan widows are prohibited from marrying.

ইন্কম্ ট্যাক্স—আয়কর Income-tax.

ইন্টর্প্রেটর—দোভাষী Interpreter.

ইন্তজাম—বন্দোবস্ত।

ইন্তজার—প্রতীক্ষা, প্রত্যাশা।

ইন্ফর্মার—গোয়েন্দা Informer.

ইন্ফর্মেসন—ফৌজদারী অভিযোগ Information.

ইন্ফসলী—মুক্তিপত্র A release.

ইন্স্পেকটর—তত্ত্বাবধায়ক Inspector.

ইন্সল্ভেন্ট—দেউলিয়া Incapable of paying off debts ; insolvent.

ইন্সাফ—বিচার Doing justice.

ইনাম—পারিতোষিক Gift ; জমিদান A grant of land by Government as a reward for services rendered or for charitable or religious purposes.

ইব্রা—ত্যাগ করা Giving up.

ইম্তিহান—পরীক্ষা Examination.

ইম্সন (ইম্সাল)—বর্ত্তমান বৎসর Present year.

ইমান—আস্তিকতা, ধর্ম্ম Faith, religion.

ইয়াদ্দস্ত—স্মারক-লিপি Memorandum.

ইর্সাল—জমিদারের নিকট প্রেরিত টাকা A remittance.

ইষ্টাম্প—কোন লেখা পড়া বৈধ করিতে হইলে, বা ডাকযোগে কোন পত্র বা দ্রব্য পাঠাইতে হইলে মাসুলজ্ঞাপক কাগজখণ্ড Stamp.

ইষ্টিমার—কলের জাহাজ।

ইষ্টিলপেন—লোহার কলম।

ইসম—নাম Name.

ইসমনবীশী—নামের ফর্দ্দ List of names.

ইসাদী—সাক্ষী Witness.

ইসারা—সঙ্কেত।

ইসু—বিচার্য্য বিষয় Issue, point for determination.

ইস্তক—হইতে From.

ইস্তফা—ত্যাগ করা Relinquishment.

ইস্তমরার—চিরস্থায়ী Perpetual.

ইস্তমরারদার—যে প্রজা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমি গ্রহণ করে Ryot with right of occupancy without increase of rent ; the holder of a *jaigir* or a perpetual farm or lease.

ইস্তাহার—বিজ্ঞাপন Advertizement, notice ; ঘোষণাপত্র proclamation.

উ

উইল—চরমপত্র Will.

উকিল—ব্যবহারাজীব Vakil, lawyer ; (নাবালিকা মুসলমানগণের বিবাহে Vakil উপস্থিত থাকা আবশ্যক)।

উছিলা—ছল।

উঠ্বন্দী জমা—বঙ্গদেশে, বৎসরে বৎসরে যে পরিমাণ জমি চাষ করা হয় তাহার নিরিখ In Bengal, a settlement where the cultivator pays rent only for the land actually cultivated in each year.

উবাস্তু—বাটির সংলগ্ন জমী Land adjoining the home-stead.

উমর—বয়স Age.

উমরভোর—চিরজীবন All through life.

উমেদ—ভরসা Expectation.

উমেদার—কর্ম্ম-প্রার্থী A candidate for employment.

উল্টা—বিপরীত Contrary.

উসুল—(ওয়াসিল) আদায় করা ; পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া realization.

এ

এওজ—প্রতিনিধি Substitute.

এওজে—পরিবর্ত্তে In lieu of.

এক্ইওজ্ড—(ফৌজদারী মকদ্দমায়) অভিযুক্ত accused (In a criminal case).

এক্কাট্টা—একত্রিত In combination.

এক্জাই—একত্রীকরণ Bringing together.

এক্জাই চালান—বৎসরের মধ্যে যতবার জমিদারের নিকট খাজানার টাকা পাঠান হইয়াছে, তাহার সমষ্টি চালান A statement of all remittances made to the Zemindar during the year.

এক্জিকিউটার—অছি, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি-রক্ষণে নিযুক্ত কর্ম্মচারী Executor, one appointed by the deceased to administer his property.

একটিন—অস্থায়ী Acting, officiating.

একতরফা—একপক্ষ শুনিয়া Ex-parte.

এক্তার—ক্ষমতা power, right.

এক্রার—স্বীকৃতি Agreement, confession.

এক্সা—এক প্রকার।

এক্সাইস—আবগারী Excise.

একুইট্যাল—নিরপরাধ প্রমাণিত হওয়া Acquittal.

একুন—মোট Total.

এখতেলাফ—নিয়মলঙ্ঘন Contravention.

এগ্রীমেন্ট—চুক্তি Contract, agreement.

এজমাল—(ইজমাল দেখ)।

এজ্লাস—বৈঠক, কাছারি।

এজাহার—(ইজাহার দেখ)।

এজেন্ট—প্রতিনিধি Agent.

এটর্ণী—ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী Authorised agent ; মকদ্দমার তদ্বিরকারী উকিল Solicitor, attorney.

এড্ভোকেট্ জেনারেল—গবর্ণমেণ্টের উচ্চতম ব্যবহারাজীব কর্ম্মচারী The highest law-officer of the Government.

এড্মিনিষ্ট্রেটার জেনারেল—অন্যের সম্পত্তি-রক্ষণে নিযুক্ত হাইকোর্টের কর্ম্মচারী Administrator-general, officer appointed by the High-Court to administer the property of others.

এডল্টরী—বিবাহিত স্ত্রীর সহিত অবৈধ সহবাস Adultery.

এড্রেস—বিচারক বা জুরীকে সম্বোধন করিয়া উকিলগণ যাহা বলেন Address made by the lawyers to the court or jury.

এত্তেলা—(ইত্তেলা দেখ)।

এন্টাইসিং এওয়ে এ ম্যারেড্ উওম্যান—স্ত্রী বাহির করা Enticing away a married woman.

এস্তাক্রাস—রায় দিবার পূর্ব্বে সম্পত্তি বিক্রয় হওয়া Sale before judgment.
এস্তকাল- মৃত্যু Death ; হস্তান্তর transfer ; ক্রোক attachment.
এস্তেহারি—ইস্তাহার দেখ।
এপ্রুভার—গোয়েন্দা Approver, informer.
এফার্মেসন—প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলা Affirmation.
এফিডেভিট্—শপথপূর্ব্বক বলা Affidavit.
এফ্রে—রাস্তায় হঠাৎ মারামারি করা Affray.
এব্‌ডকসন—ছল বা বলপূর্ব্বক লইয়া যাওয়া Abduction.
এব্‌নে—পুত্রসন্তান Son of.
এভিডেন্স—প্রমাণ Proof, evidence.
এমারত—ইষ্টকালয় Brick-built house.
এয়ারিং—কাণের গহনা।
এরারুট—একপ্রকার পালো।
এরি—বাঁধ Bund of a tank, bank built for retaining water in a reservoir.
এলাকা—অধিকারের সীমা Jurisdiction.
এষ্টাকিন্—মোজা Stockings.
এসল্ট—মারপিট Assault.
এসাইনী—যাহাকে বিষয় হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইয়াছে Assignee, one to whom property has been assigned.
এসেসার—যে কর নির্দ্ধারণ করে Assessor ; one who fixes rates of rents ; দায়রার মকদ্দমায় যে জজের সহিত বসিয়া বিচারের সহায়তা করে One who assists the judge in Sessions trials.
এস্তাওয়া—ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল জমার হার Progressive rate of rent in newly cultivated land.

ও

ওকালত্‌নামা—উকিল-নিয়োগ-পত্র Document appointing a Vakil to act for the executant.
ওকালতী—মক্কেলের পক্ষে উকিলের কর্ত্তব্য Pleading conduct of a pleader's business.
ওছিয়ৎ-নামা—উইল।
ওজর—আপত্তি Objection ; অছিলা [Excuse.
ওজরদার—আপত্তিকারী Objector, claimant.
ওজরদাবী—দাবী Claim.
ওজেবাদ—মুসমা, কাটাইয়া দেওয়া Set-off.
ওটবন্দী জমা—(উঠবন্দী জমা দেখ)।
ওথ—শপথ Oath.
ওয়াকফ—ধর্ম্মোদ্দেশে দান Religious endowment made by Mahomedans.
ওয়াকিফ—জ্ঞাত থাকা Acquainted with.
ওয়াকে—গত তারিখ The day preceding.
ওয়াজিব—যথার্থ True ; সঙ্গত Reasonable.
ওয়াদা—পরিশোধ করিবার সময় Time for repayment [back.
ওয়াপস—প্রত্যর্পণ Returning, taking
ওয়ারিস, ওয়ারেস—উত্তরাধিকারী Heir-at-law.
ওয়ালেদ—সন্তানসন্ততি Children.
ওয়াসিল—উসুল, আদায় Realization.
ওয়াসিল বাকি—প্রজার নিকট কত টাকা বৎসরের মধ্যে আদায় হইয়াছে আর কত বাকি আছে তাহার হিসাব Paper showing receipts from tenants during a year and the balance due.
ওয়াসীলাত—বৈধ অধিকারীর প্রাপ্য যে টাকা বেদখলকারী আদায় করিয়া লইয়াছে Mesne profit.
ওরফে—অপর নাম Alias.
ওলদে—অমুকের পুত্র Son of.
ওলায়েতি—(বেলায়তি) বাঙ্গালায় ও উড়িষ্যায় প্রচলিত অব্দবিশেষ An era prevalent in Bengal and Orissa.
ওলি—সরবরাহকার One who supplies orders.
ওসী—(অছি দেখ) ; মৃতের সম্পত্তিরক্ষক Executor.
ওসীয়ৎনামা—(অসিয়তনামা দেখ) চরমপত্র Will.
ওস্তাদ—শিক্ষক।

ক

কট—নিয়ম, শর্ত্ত Condition, term.
কট্‌কোবালা—যে বন্ধকী কোবালায় এইরূপ শর্ত্ত থাকে যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ না হইলে বন্ধকী বিষয় মহাজনের হস্তগত হইবে Mortgage by conditional sale.
কড়্চা—যে কাগজে প্রত্যেক প্রজার নাম, আদায় ও বাকীর হিসাব থাকে Paper showing the name of each tenant, the amount of rent paid by him, and the amount outstanding.
কদর—আদর, সম্মান।
কন্‌ট্রাক্‌ট্—চুক্তি Agreement, contract.
কন্‌ফেসন—অভিযোক্তা কর্ত্তৃক অপরাধস্বীকার Confession ; admission of guilt by the accused.
কন্‌ভিক্‌ট—কয়েদী One convicted and sentenced to imprisonment.
কন্‌ভিক্‌সন—অপরাধ প্রমাণিত হওয়া Conviction.
কন্‌ষ্টেবল—শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত নিম্নমত কর্ম্মচারী Constable, parawalla.
কম্—ন্যূন Short.
কম্‌পাউণ্ড—মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলা Settle a criminal cases out of court.
কম্‌প্লেন্‌যান্ট—(ফৌজদারী মোকদ্দমায়) অভিযোক্তা Complainant.
কম্‌প্রোমাইস—মোকদ্দমার আপোষে নিষ্পত্তি Amicable settlement of a case.
কম্‌বখ্‌ত—মন্দ ভাগ্য।
কম্পাস—দিগ্‌দর্শন যন্ত্র।
কমিটি—সভা।
কমিসন—দস্তুরী Commission, brokerage.
কমিসনার—বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী Commissioner.
কয়াল—যে মাপে Weighman.
কয়েদ—কারাবাস Imprisonment.
কয়েদী—কারাদণ্ডিত Prisoner.
কর্জ্জ করা—ধার করা, দেনা করা Contracting a debt.
করার—নিয়ম, শর্ত্ত Condition, term.
কলম—লেখনী।
কলেজ—উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়।
কলেরা—ওলাউঠা রোগ।
কবচ—দাখিলা ; খাজানা দিলে প্রজারা যে রসিদ পায় receipt for rent paid.
কবিন্‌নামা—স্ত্রীধনপত্র Deed for *Stridhan*.
কবুল—স্বীকার Admission, acknowledgment.
কবুল—বাদীর দাবী স্বীকার Confession of judgment, admission of plaintiff's claim.
কবুলিয়ৎ—পাট্টার অনুরূপ অংশ Counterpart of a lease ; যে পত্র দ্বারা গৃহীতা পাট্টা গ্রহণ স্বীকার করে Document by which the lessee accepts the lease.
কস্‌বা—সহর Town
কস্‌বী—বেশ্যা Woman of the town.
কসম—শপথ Oath.
কসরৎ—কুস্তি।
কসুর—অপরাধ।
কাহাতক—কতক্ষণ, কতদূর।
কাউন্টারফিটিং—অবৈধ অনুকরণ Counterfeiting.
কাক—ছিপি Cork.
কাছারী—আদালত Court ; জমিদারের খাজানা আদায়ের স্থান Place for collection of revenue or rent.
কাজী—মুসলমানবিচারপতি A Mahomedan dispenser of justice.
কাঠা—১৬ ছটাক পরিমাণ ভূমি, (৫ হাত দীর্ঘ ও ৪ হাত প্রস্থ ভূমিতে এক ছটাক হয়) A cattah, consisting of 16 chattaks of land, a chattak measuring 5 cubits long and 4 cubits wide.
কাত—খাধ্য হিসাবে As per.
কানুন—আইন Law.
কানুনগো—যে কর্ম্মচারী গ্রামের জমি ইত্যাদির হিসাব রাখে Village-registrar.

কাপ্তেন—অধ্যক্ষ।
কামরা—ঘর।
কায়দা—আয়ত্ত।
কায়েম—স্থির Fixed.
কায়েম মোকাম—স্থলাভিষিক্ত Representative.
কায়েমী পাট্টা—যে পাট্টা দ্বারা প্রজা চিরস্থায়ী অধিকার পায়, কিন্তু যাহাতে রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার শর্ত্ত থাকে A lease which gives a permanent right of occupancy to the lessee but provides for enhancement of rent.
কারকুন—গোমস্তার উপরস্থ কর্ম্মচারী Officer above the rank of Gomasta.
কারখানা—কার্য্যস্থান Work-shop.
কারপরদাজ—কর্ম্মচারী Agent or officer.
কারবার—ব্যবসায় Trading business.
কালেক্টার—জেলার রাজস্ব-বিষয়ক প্রধান কর্ম্মচারী Head Government officer in a district for revenue purpose; collector.
কালেব—রকম Kind.
কাহিল—পরাজয়; দুর্ব্বল।
কিংস্‌ এভিডেন্স—যে আসামী অপরাধ-অভিযোগে মুক্ত হইয়া অন্য আসামীর বিরুদ্ধে রাজার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় King's evidence.
কিড্‌ন্যাপিং—অপ্রাপ্তবয়স্ককে অভিভাবকের অধিকারচ্যুত করিয়া লইয়া যাওয়া Kidnapping.
কিতা—দফা Item, piece; জমির টুকরা piece of land.
কিনারা—সীমা।
কিসমৎ—মৌজার ক্ষুদ্রাংশ Portion of a mouza.
কিস্তি—খাজানা দিবার সময় Time for payment of revenue.
কিস্তিবন্দী—ক্রমে ক্রমে টাকা দিবার নিয়ম Deed of instalment.
কিস্তির কারবার—লেনদেনের কারবার Money-lending business.
কুইনাইন—জ্বরঘ্ন ঔষধবিশেষ।
কুঠী—কার্য্যস্থল Factory, office.
কুত—অনুমান Estimate; সংখ্যা number.
কুল—গড়ে, সমস্ত On the whole, entirely.
কেটলি—চা গরম করিবার পাত্র।
কেতা—খণ্ড Piece.
কেভিয়াট—কোন কার্য্য স্থগিত রাখিবার হুকুম প্রার্থনা Caveat; a process in a court to stop proceedings.
কেরামৎ—বুজরুগী।
কেরায়া—ভাড়া Rent, hire.
কৈফিয়ৎ—জমাখরচের বাকী কাটা Striking a balance; জবাব explanation.
কোচম্যান—শকটচালক Coach-man.
কোম্পানি—যাহারা অনেকে মিলিয়া কোন কাজ করে।
কোর্ট—আদালত Court.
কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডস্‌—যে বিভাগে নাবালগের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ হয় The department of Government which looks after the estates of minors.
কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্টর—যে পুলিশকর্ম্মচারী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মোকদ্দমা চালায় Police officer conducting cases in a criminal court.
কোর্টফি—আদালতে অভিযোগ বা দরখাস্ত করিতে হইলে তজ্জন্য যে ষ্ট্যাম্প খরচ দিতে হয়।
কোর্ফা—জোতদারের অধীন প্রজা Under-tenure holder.
কোবালা—বিক্রয়পত্র Deed of sale, conveyance, title-deed.
কৌন্‌সুলী—উচ্চশ্রেণীর ব্যবহারাজীব Counsel, barrister.
কৌল—স্বীকারপত্র Agreement or contract, admission.
ক্রায়ার—হাইকোর্টে সেসন আদালতে যে কর্ম্মচারী বিচারের ঘোষণা করে Crier.
ক্রিমিন্যাল্‌ কোর্ট—ফৌজদারী আদালত Criminal court.
ক্রিমিন্যাল্‌ ইন্‌টিমিডেসন—ভয়প্রদর্শন Criminal intimidation.
ক্রিমিন্যাল্‌ প্রোসিডিওর্‌ কোড—দণ্ডসম্বন্ধীয় আইনের কার্য্যবিধি Criminal procedure code.
ক্রিমিন্যাল্‌ মিস্‌এপ্রোপ্রিয়েসন—অবৈধ আত্মসাৎকরণ Criminal misappropriation.
ক্রোক আটক, আবদ্ধ Attachment.
ক্রোক সাজোয়াল—আবদ্ধ ভূমির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত কর্ম্মচারী Officer engaged to look after attached property.
ক্লার্ক অব্‌ দি ক্রাউন্‌—হাইকোর্টের সেসন আদালতের উচ্চ কর্ম্মচারী Officer who puts up cases at the High Court Sessions and empannels the jury.

খ

খটি—ধান্য বা চাউল ক্রয়বিক্রয়ের স্থান Rice-market.
খৎ—ঋণপত্র, তমসুক Bond acknowledging a debt.
খতম—নিষ্পত্তি, শেষ Finality.
খতিয়ান—যে কাগজে পৃথক্‌ নামে হিসাব থাকে Ledger-book.
খন্দ—যাহাতে রবি ফসল জন্মে The land on which the *Rabi* crops grow.
খরচ—ব্যয় Expenses.
খরিতা—পত্র Kharita.
খরিদ—ক্রয় Purchase.
খবর—সংবাদ Information.
খসড়া—পাণ্ডুলিপি, মুসাবিদা Draft.
খসড়াবহি—রোজ বহি Day-book.
খসম—স্বামী Husband.
খাইখালাসী—উপসত্ব হইতে ঋণপরিশোধের শর্ত্তবিশিষ্ট Usufructuary.
খাইদ—এক ধাতুর সঙ্গে অন্য ধাতুর মিশ্রণ alloy.
খাজাঞ্চি—কোষাধ্যক্ষ Treasurer.
খাজানা—অর্থ, রাজস্ব Treasure, revenue.
খাতক—কর্জ্জগৃহীতা Debtor.
খাতাবহি—আয়ব্যয়ের হিসাব-বহি A book containing accounts of receipts and disbursements.
খাতির—সম্মান Respect.
খাতিরজমা—নিশ্চয়তা Certainty.
খানা—গৃহ, ঘর।
খানাতল্লাস—অপহৃত দ্রব্য বা আসামীর ধৃতির জন্য গৃহাদির অনুসন্ধান House-search.
খানাবাড়ী—বসতবাড়ী Home-stead land.
খামার—অল্প দিনের মেয়াদে বিলি করা জমিবিশেষ Land of which rent is paid in kind, or of which the produce is divided between the cultivator and the zemindar; যে স্থানে ধান বা খড় রাখা হয় a place where paddy and straw are piled.
খারিজ—বাদ দেওয়া Strike off.
খারিজ দাখিল—নামপরিবর্ত্তন Mutation of names.
খালাস—মুক্তি Release, delivery.
খাস—স্বকীয় One's own, special.
খাস্‌খামার—যে জমী অধিকারীর খাস দখলে আছে Land in immediate possession of the proprietor.
খাস্‌ মহাল—রাজার নিজের তত্ত্বাবধানে চালিত মহাল Estate held directly under Government.
খিদ্‌মত—চাকুরি Service.
খিয়ানত—ক্ষতি Mischief.
খিল্‌ জমী—যে জমি আপাততঃ পতিত আছে, কিন্তু আবাদ করিলে ফসল হইতে পারে Fallow land fit for cultivation.
খুন—রক্ত Blood; হত্যা murder.
খুবসুরত—সুমুখ, সুদৃশ্য।
খুস্কি—অনাবৃষ্টি Drought.
খৃষ্টান—খৃষ্টধর্ম্মের উপাসক।
খেতাব—উপাধি Title of honour.
খেয়াল—মনোযোগ।
খেরাজ—রাজস্ব Revenue.
খেরাজী জমী—Revenue-paying land.
খেলাপ—নিয়মলঙ্ঘন Violation, lapse; মিথ্যা false.
খেসারৎ—ক্ষতিপূরণ Damage.
খোদ—নিজে Personally.
খোদ্‌কস্তা রাইয়ৎ—যে প্রজা যে গ্রামে বাস করে, সেইখানেই চাষ করে A resident cultivator; a hereditary cultivator with a right of occupancy.
খোদ্‌ হাকিমী—যে ক্ষমতা নাই তাহা আপ-

নাতে আরোপের চেষ্টা করা Unwarrantable assumption of authority.

খোর্‌দা—ক্ষুদ্র Small.

খোর্‌পোষ—খোরাকি Maintenance.

খোরাকী—খাইবার জন্য দত্ত অর্থ Diet-money ; subsistence allowance.

খোলাসা—চুম্বক Abstract.

খোস্—আপন খুসি Pleasure.

খোস্‌কবালা—যে কবালা দ্বারা বিক্রেতা আপন খুসীতে বিনা কড়ারে নিজ স্বত্ব চিরকালের জন্য হস্তান্তর করে A voluntary, unconditional transfer of property

খোস্ খত—ভাল হাতের লেখা Good handwriting.

খোস্ খরিদ—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রয় Private purchase.

খোসবাই—সুগন্ধ।

গ

গঞ্জ—শস্যাদির ক্রয়বিক্রয়ের স্থান A mart.

গঞ্জি—এক প্রকার জামা Guernsey frock.

গদি—মহাজনদিগের কারবারের স্থান The place of business of the Mahajans.

গদিয়ান—আড়তের প্রধান কর্ম্মচারী Chief officer of a *gadi*.

গভর্ণমেণ্ট—রাজ-শক্তি, রাজ্যশাসন Government, rule.

গভর্ণর—প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা Head of a provincial government.

গভর্ণর-জেনারেল—সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা Governor-general.

গয়রহ—(গঃ) সমূহ And the rest.

গররাজি—অসম্মত।

গর্‌লায়েক—যে জমীতে ফসল জন্মাইতে পারে না Barren land.

গর্‌হাজির—অনুপস্থিতি Absence.

গলদ—অন্যায়, দোষ Fault.

গস্ত—মাল খরিদ করা Buying goods.

গস্তিদার—যে দ্রব্যাদির অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায় One on the look-out for goods.

গাওয়া—সাক্ষী Witness.

গাফলত—অমনোযোগ Negligence.

গার্‌জিয়ান—আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত নাবালগের অভিভাবক Guardian appointed by the court to look after a minor.

গালিচা—শয্যাবিশেষ।

গিনি—স্বর্ণমুদ্রা।

গিরবি—বন্ধক দেওয়া Pawn, mortgage.

গিরিমেণ্ট—(এগ্রীমেণ্ট শব্দের অপভ্রংশ) চুক্তি Agreement.

গিল্‌টি—দোষী Guilty.

গুজরৎ—যাহার দ্বারা প্রেরিত, মারফত Per, [by.

গুজ্‌রা—দাখিল করা Submit.

গুজ্‌রান—জীবিকা Livelihood.

গুজস্তা—সাবেক Previous.

গুজস্তা জমী—যে জমীতে প্রজাবিলি আছে Land under occupation by tenants.

গুজস্তা হকুক—সাবেক স্বত্ব Former right

গুণাগার—দণ্ড Penalty.

গুদম—যেখানে মাল থাকে Godown.

গুম—গোপন করা Conceal.

গুলজার—শোভাময়।

গেলাস—পানপাত্রবিশেষ।

গোমস্তা—জমীদার বা মহাজনের কর্ম্মচারী Officer or agent under a zemindar or Mahajan.

গোয়েন্দা—গুপ্তচর Spy; detective, informer.

গোলাম—দাস।

গোস্তাকি—ঔদ্ধত্য Impudence ; অবজ্ঞা প্রদর্শন (আদালতের প্রতি) Contempt of court.

গ্যাস—বাষ্প Gass.

গ্রীভস্ হার্ট—যে আঘাতে অঙ্গহানি হয় বা আহত ব্যক্তি ২০ দিন যাবৎ কাজকর্ম্ম করিতে অশক্ত হয় Grievous hurt.

গ্রেপ্তার—ধরা Arrest.

ঘাএল—আহত Wounded.

ঘাট্‌ওয়ালী—পার্ব্বতীয় পথ বা পারঘাটা-রক্ষককে যে জমী দেওয়া যায় (বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় এইরূপ ব্যবস্থা আছে) Land given rent-free or on a small rent to public ferrymen or officers employed in guarding passes in the hills (prevalent in the districts of Bankura and Birbhum).

ঘাটতি—কম Deficit.

ঘাবড়ান—ভীত হওয়া Getting frightened.

ঘুষ—উৎকোচ Bribe.

চক্—জমিদারীর অংশবিশেষ A portion of a zemindari.

চক্‌বন্দী—জমীবিভাগ Dividing land into plots.

চক্‌মিলন—চারিদিকে সমান-উচ্চ কক্ষসমষ্টি A square of buildings all of the same form and height.

চড়া—নদীমধ্যে ভূভাগ Sandbank.

চর—নদীকূলে ক্রমসঞ্চিত উচ্চ ভূভাগ, চড়া Alluviated land ; a sand bank in the current of a river, deposited by the water ; যেখানে পশু চরে pasture.

চশম্—চক্ষু।

চশম্‌খোর—চক্ষুলজ্জাশূন্য।

চাকরাণ—যে জমী পাইক, নাপিত প্রভৃতি বেতনের পরিবর্ত্তে ভোগ করে Service-land.

চাক্‌লা—কতকগুলি পরগণার সমষ্টি A collection of a certain number o[f] paraganas.

চাদর—উত্তরীয় বস্ত্র।

চাপ্‌রাস—তক্‌মা Badge.

চাপাদার—ওজন কালে যাহারা পাল্লায় মা[ল] তোলে ও নামায় Coolies who assis[t] in weighments.

চাম্পার্টি—অন্যের মোকদ্দমায় স্বত্ব কিনি[য়া] মোকদ্দমা চালান Champerty.

চারা—প্রতিবিধান Remedy, help.

চার্জ্জ—অভিযুক্ত ব্যক্তিতে অপরাধ আরো[প] করা Charge (against an ac[c]used) ; সেসন্ জজ কর্ত্তৃক জুরিগণ[কে] মোকদ্দমা সম্বন্ধে যে উপদেশ দেওয়া হ[য়] The instructions given by th[e] judge to the jurrors in Session trials.

চালান—আসামীকে আদালতে প্রেরণ Sending up for trial ; টাকা পাঠা[ন] remitting money ; প্রেরিত দ্রব্যে[র] তালিকা invoice.

চাষবাস—কৃষিকার্য্য Cultivation.

চাষা, চাষী—রাইয়ত Cultivator.

চাহারম্ জমী—যে জমীতে চার আনা রক[ম] ফসল জন্মে Land yielding a quarte[r] produce.

চাহারম্ পত্তনি—ছে পত্তনিদারের অধীন তালুক An under-tenure granted by the ছে পত্তনিদার।

চিঠা—যে কাগজে জমীর পরিমাণ ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে লেখা থাকে Paper giving details of measurement of land.

চিফ্‌ কোর্ট—হাইকোর্ট হইতে নিম্নশ্রেণী[র] আদালত Chief Court.

চিমনি—ধূমনির্গমন যন্ত্র।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—১৭৯৩ খ্রীঃ লর্ড কর্ণওয়ালি[স] বঙ্গীয় জমিদারগণের সহিত চিরনির্দ্দিষ্ট হারে খাজানা দিবার যে বন্দোবস্ত করে[ন] Permanent settlement.

চুক্‌ভুল—ভ্রম Error.

চুকানীদার—জোতস্বত্বহীন প্রজাবিশেষ Raiyats holding no right of occupancy.

চুগল—লাগান ভাঙান।

চুট্‌কী—কয়ালদিগের দস্তুরী Perquisites of weighman.

চেক্‌মুড়ী—চেকের বামার্দ্ধ Counter-foil.

চেয়ার—কাষ্ঠাসনবিশেষ।

চেরাকী—পীরস্থানে প্রত্যহ প্রদীপ দিবার খর[চের] জন্য যে নিষ্কর ভূমি প্রদত্ত হয় Rent-free land granted for meeting the expenses of lighting the shrine of *Pirs*.

চেহারা—আকৃতি।

চোতা—খসড়া Rough copy.

চোরাই মাল—অপহৃত বস্তু Stolen property.

চোস্ত—Tight.

চৌকি—সদর থানা The principal police station of a district; মুনসেফের এলাকাভুক্ত স্থান The jurisdiction of a munsiff.

চৌথ—এক চতুর্থাংশ One-fourth of the actual collections demanded by the Mahrattas from the Mahomedan and Hindu princes as the price for forbearing to ravage their countries.

চৌধুরী—কোন গ্রামের বা ব্যবসায়ের প্রধান ব্যক্তি Headman of a village or trade-guild

চৌবং—চতুর্থবার For the fourth time.

চৌহদ্দি—চতুঃসীমা Boundaries on all the four sides.

ছ

ছটাক—৫ হাত দীর্ঘ ও ৪ হাত প্রস্থ ভূমি A chattak represents land measuring 5 cubits long and 4 cubits wide.

ছাউনী—সেনাবাস Cantonment.

ছাএল—আবেদনকারী Complainant; petitioner.

ছাড়্ চিঠি—যে চিঠি দেখাইলে কোন ব্যক্তি বা দ্রব্যকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় Passport.

ছাড়্ পত্র—(লাদাবী) ত্যাগপত্র Deed of discharge or release.

ছানি—পুনর্বিচারপ্রার্থনা Application for review or re-trial.

ছাপ—অঙ্কণ Stamp.

ছাহম—জমী বাটাওয়ারা Division of land.

ছিটা—ক্ষুদ্র অংশ A small portion.

ছুটি—অবসর Leave of absence.

ছে পত্তনী—দরপত্তনীদারের অধীনে পত্তনীদার Holder of a tenure under the first under-tenure holder.

ছেব্‌ত—অঙ্কিত Imprest.

ছোট আদালত—যে আদালতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেনা পাওনার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় Small cause court.

ছোলে—(সোলে) আপোষ Amicable settlement.

জ

জওজ—স্বামী Husband.

জওজে—স্ত্রী Wife; husband স্বামী।

জওয়াব—উত্তর Answer; প্রতিবাদীর পক্ষ সমর্থন defence; written statement.

জওয়াবদিহি—দায়িত্ব Responsibility.

জওয়াবলজওয়াব—প্রতিবাদীর উত্তরের উত্তর Rejoinder.

জখম—আঘাত Bodily injury.

জঙ্গলবুড়ী তালুক—জঙ্গলবিশিষ্ট তালুক, যাহা প্রথমে অল্প খাজানায় দেওয়া হয়, এবং যাহার জঙ্গল প্রজাকে পরিষ্কার করিতে হয় An estate overrun with jungles, held on easy terms for a certain number of years on condition of its being cleared; এই সকল জমিকে বাখরগঞ্জে "হাওলা" ও মেদিনীপুরে "মণ্ডলী" বলে।

জজ্—বিচারক Judge.

জজ্‌মেণ্ট—বিচারনিষ্পত্তি Judgment, final order of the court.

জনাব—সম্মানসূচক সম্বোধন An address of honour; "your honour."

জমা—রাজস্ব Rent; আয় income.

জমাতুমারী—প্রজার মুকাবিলায় জমা Rent ascertained by confronting the tenants.

জমাদার—পুলিস-দারগার নিম্নস্থ কর্মচারী Jamadar.

জমায়েত—জনতা Crowd; assembly.

জমাবন্দী—রাজস্ব ধার্য্য করা Assessment of rent.

জমিদারী—ভূসম্পত্তি Landed property.

জর—স্বর্ণ।

জরিপ—জমির মাপকরণ Surveying.

জরী—সোণার কাজ করা জিনিস।

জরিমানা—অর্থ money; দণ্ড Fine.

জরীপেশ্‌গী—অগ্রিম প্রদান Advance.

জরুরী—অত্যন্ত দরকারী।

জরু—স্ত্রী Wife.

জরেশ্‌মন—দেয় অর্থ Consideration-money.

জর্ণাল—যাহাতে রোজের হিসাব থাকে Journal, day-book.

জলকর—জলবিষয়ক স্বত্ব Fishery rights.

জলদি—শীঘ্র।

জল্লাদ—ঘাতক Executioner.

জবর—ভাল Good.

জবরদস্ত—বলপ্রয়োগশীল High-handed.

জবরদস্তি—বলপ্রয়োগ High-handedness.

জবানবন্দি—সাক্ষী প্রভৃতির উক্তি Deposition, statement.

জবানী—মৌখিক Oral, verbal.

জব্দ—বাজেয়াপ্ত Confiscated; দণ্ড করা punish.

জহান—পৃথিবী।

জাদা—তনয়, পুত্র।

জান—প্রাণ।

জানানা—স্ত্রীলোক Zenana, woman.

জানালা—বাতায়ন।

জামা—গাত্রবস্ত্রবিশেষ।

জামানত—জামিনস্বরূপ যাহা রক্ষিত হয়, প্রতিভূ Security.

জামিন—অন্য ব্যক্তির কার্য্যের জন্য যে দায়িত্ব গ্রহণ করে Surety, guarantee.

জামিন্‌নামা—জামীনস্বীকার পত্র Bailbound.

জার—বিস্তারিত বিবরণ Details.

জায়গা—স্থান।

জায়গীর—পুরস্কারস্বরূপ রাজসরকার হইতে যে জমী প্রদত্ত হয় Free grant of land.

জায়্‌দাদ—সম্পত্তি Property.

জায়েজ—আইনসঙ্গত Lawful.

জায়েব—সিদ্ধ Settled.

জারি—বাহির করা; কার্য্যে পরিণত করা Taking out, executing.

জাল—কৃত্রিম নাম স্বাক্ষর বা দলিলাদি প্রস্তুত করা Forgery, counterfeiting.

জাল্‌সাজি—কৃত্রিমকারী Forger, counterfeiter.

জাবেদা—রীতি Custom.

জাবেদা আপীল—রীতিমত আপীল Regular appeal.

জাবেদা নকল—স্বাক্ষরিত নকল Attested copy.

জাবেদা বহি—দৈনিক হিসাব Journal.

জাহান্নাম—নরক।

জাহির—প্রকাশ করা Announce, reveal.

জাঁকর—ফিরাইয়া লইবার শর্ত্তে দেওয়া Delivery on inspection.

জাঁকর বহি—যাহাতে পাকা হিসাব লেখা হয় না Suspense account book.

জিঞ্জীর—লৌহশৃঙ্খল Chain of iron.

জিন্দিগি—জীবন Life.

জিম্মা—অধিকার Custody, possession.

জিয়াদা—অত্যধিক।

জুডিসিয়াল্ ইনকোয়ারী—কোন ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নালিসী বিষয়ের তদন্ত Judicial enquiry.

জুমুল—সমষ্টি Total.

জুরী—সেসন আদালতে জজের সহিত বসিয়া যাহারা বিচারের সহায়তা করে Those who sit with the judge and assist him at Sessions trials.

জুলুম—অত্যাচার Oppression.

জেওরৎ—জহরাৎ, হীরা মুক্তাদি Jewellery.

জেনানা—নারী, স্ত্রীলোক।

জের—পূর্ব্ব পৃষ্ঠার মোট অঙ্ক পর পৃষ্ঠায় আনয়নসূচক নাম; "Brought forward"

জেরা—প্রতি-প্রশ্ন Cross-examination.

জেরাত—ফসল Crops.

জেরবার—নষ্ট করা Ruining.

জেল—কারাদণ্ড।

জেলখানা—কারাগার Prison.

জেলা—জজ ও কালেক্টারের অধিকারভুক্ত স্থান District.

জোত—জমীদারের অধীনে প্রজার কৃষিস্বত্বযুক্ত জমী Holding; লাঙ্গল plough.

জোতদার—কৃষিস্বত্বযুক্ত জমীর মালিক; Holder of the right of cultivation; cultivator.

ঝ

ঝুঁকি—দায়িত্ব Responsibility.

টংকিত—যে জমী অনুমান দ্বারা মাপ করা হয় Land measured not actually but by guess.
টমটম—আচ্ছাদনশূন্য গাড়ী।
টর্ণীনামা—মোক্তারনামা Power of attorney.
টাল—বিলম্ব করা Delaying.
টিকিট্—কোন স্থানে প্রবেশের বা কোনখানে যাইবার জন্ম অগ্রিম মূল্য দেওয়ার নিদর্শন পত্র।
টিন—ধাতুবিশেষ।
টিপ্‌সহি—যে লিখিতে জানে না তাহার কালী-যুক্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগের ছাপ Thumb-impression.
টুকরা জমী—ক্ষুদ্র জমী Piece or patch of land.
টুকরা দাখিলা—ক্ষুদ্র দাখিলা Slip receipts.
টুকিয়া রাখা—স্মরণার্থে লিখিয়া রাখা Noting down.
টুল—কাষ্ঠাসনবিশেষ।
টেক্‌স—কর Tax.
টেবিল—কাষ্ঠাধারবিশেষ।
টেলিগ্রাম—তারের খবর।
টোক্ ফর্দ্দ—স্মরণার্থে ফর্দ্দ Memorandum list.
ট্রষ্ট—ন্যাস Trust.
ট্রষ্টী—ন্যাসী Trustee.
ট্রাঙ্ক—টিনের বাক্স।
ট্রান্‌স্‌পোর্টেসন—দ্বীপান্তর করা Transportation.
ট্রানস্‌ফর্ অব্ প্রপার্টি—সম্পত্তির হস্তান্তর হওন Transfer of property.
ট্রায়াল—মকদ্দমার বিচার Trial (of case).
ট্রেন—রেলগাড়ীর সারি।
ট্রেস্‌পাস—অনধিকার প্রবেশ Trespass.

ঠ

ঠক—প্রতারক Cheat.
ঠগ—লুণ্ঠন জন্ম হত্যাকারী One who strangles men for the purposes of robbery ; a Thug.
ঠিকা—অস্থায়ী Temporary.
ঠিকাদার—যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্ম কোন কার্য্যের ভার বা কোন ব্যবসায় ভাড়া লয় Contractor, lessee.
ঠিকানা—বাসস্থান Address, destination.
ঠিকুজী—গ্রহগণনাপত্র Horoscope.

ড

ডাকহরকরা—ডাকের পত্রবাহক Postal runner.
ডাকাতী—বলপ্রয়োগপূর্ব্বক অপহরণ Robbery, dacoity.
ডাক্তার—পাশ্চাত্য মতে চিকিৎসক।
ডাঙ্গা—জলহীন ভূমি Dry land.
ডিক্রী—(ফয়সালা) বাদীর প্রার্থনা মঞ্জুর-সূচক হুকুম Order allowing the plaintiff's claim.
ডিক্রীজারী—ডিক্রীতে প্রাপ্ত টাকা আদায়ের জন্ম উপায় অবলম্বন Execution of a decree.
ডিনোভা—পুনর্ব্বার *De-nova.*
ডিপজিসন—এজাহার Deposition, statement.
ডিপোর্টেসন—স্থানান্তরিত করা Deportation.
ডিফেণ্ডাণ্ট—(দেওয়ানী মোকদ্দমায়) প্রতিবাদী Defendant..
ডিভোরস—বিবাহবন্ধনচ্ছেদ Divorce.
ডিস—থালার স্থায় পাত্রবিশেষ।
ডিস্‌কাউণ্ট—ছাড় দেওয়া Deduction percentage remitted.
ডিস্‌চাজ—অভিযোক্তার পক্ষে সন্তোষজনক প্রমাণাভাবে অভিযুক্তকে মুক্তি প্রদান Releasing an accused for want of satisfactory evidence on the part of the complainant.
ডিস্‌মিস—বাদীর প্রার্থনা নামঞ্জুর করা Disallowing the plaintiff's claim.
ডিসিনিয়েল সেটেল্‌মেণ্ট—দশশালার বন্দোবস্ত Dicenial settlement.
ডিহি—মৌজার সমষ্টি An aggregate of mouzahs.
ডিহিদার—গ্রাম্যমণ্ডল Headman of a *Dihi.*
ডেফামেসন—মানহানি করা Defamation, injuring one's reputation.
ডোনার—দাতা Donor.
ডোনী—দানগৃহীতা Donee.
ডৌল—কবুলিয়ত Settlement-deed ; দাঁড়া, নিয়ম form.
ড্যামেজ—ক্ষতিপূরণ Damage.

ঢ

ঢেরাসহি—যে লিখিতে জানে না তাহার দস্তখতজ্ঞাপক চিহ্ন Cross-mark.

ত

তকমিনা—খামার জমি ও ফসলের বিবরণপত্র A paper showing details of Khamar land and its produce.
তকরার—বিবাদ Dispute.
তকরারী—মহাজনী জমাখরচ Double entry (in book-keeping).
তক্‌সিম—বাটোয়ারা, বিভাগ Partition, allotment.
তক্‌সির—অপরাধ Offence.
তকাজা—(তাগাদা) প্রাপ্য টাকা চাওয়া Demand for payment of debt.
তখ্ত—সিংহাসন Throne.
তগির—ত্যাগ Relinquishment ; কর্ম্মচ্যুতি dismissal
তঞ্চক—প্রতারক Deceitful, fraudulent.
তজবীজ—তল্লাস Search ; বিচার adjudication.
তদন্ত—অনুসন্ধান Investigation, inquiry.
তদারক—তদন্ত Investigation, inquiry.
তদ্বির—যোগাড় বা ব্যবস্থা করা Taking steps or looking after.
তন্‌কা—দেশভেদে টাকা বা রূপেয়ার নাম Rupee.
তন্‌কি—অনুসন্ধান Enquiry.
তন্‌খা—বৃত্তি Allowance.
তপ্‌পা—কয়েক মৌজার সমষ্টি An aggregate of mouzahs.
তফ্‌রিক—বিভিন্ন Different.
তফ্‌শীল—বিবরণ Schedule, details.
তফায়েত করা—পৃথক্ করা Separate.
তমসুক—খত, ঋণস্বীকারপত্র Bond.
তম্বি—ধমক দেওয়া Rebuke.
তরজমা—অনুবাদ Translation.
তর্‌তফাত—ইতরবিশেষ Distinction, difference.
তর্‌তিপ—একাদিক্রমে Successively.
তরফ—পক্ষে On the part, or on behalf, of ; তহশীলদারের হদ্দা Jurisdiction of a Tahsildar.
তর্‌মিম্—পরিবর্ত্তন, সংশোধন Modification , অংশ portion.
তরাজু—দাঁড়িপাল্লাবিশেষ Weighing scales.
তরিবৎ—সভ্যতা Etiquette.
তলব—ডাকা Summon ; বেতন wages.
তলব বাকী—খাজানার কোন কিস্তির বাকী An instalment of rent fallen overdue.
তলবানা—আদালতের সমন বা অন্য হুকুম কোন ব্যক্তির উপর জারী করিবার পারিশ্রমিক Fee for serving a process.
তল্লাশ—অনুসন্ধান, খোঁজ।
তল্লাসী—খোঁজ Search.
তশ্‌খিস—ধার্য্য বা নির্দ্ধারণ Act of fixing or ascertaining.
তস্‌দিক—প্রমাণ Attestation ; বিচারপতির গোচর করা bringing to the notice of the court.
তস্‌রিফ—বিচারকের প্রতি প্রযুজ্য সম্বোধন "Your Honour" (in addressing the court).

তসরুফ—নষ্ট করা বা আত্মসাৎ করা Misappropriation ; mischief.

তহ্কীক—তদন্ত Enquiry.

তহ্মত—অপবাদ Accusation.

তহ্মতী—অপরাধী, আসামী Accused.

তহ্রির—লিখিবার জন্য পারিশ্রমিক Fee for writing.

তহ্বিল—মজুত টাকা Cash in hand, [funds.

তহ্বিলদার—ধনাধ্যক্ষ Treasurer.

তহ্সীল—খাজানা আদায় Collection of rent.

তহ্সীলদার—Collection of rent.

তাইদ—সাহায্য Help.

তাইদ এজাহার—পোষক বিবরণ Corroborative statement.

তাক—কুলুঙ্গি।

তাগাদা—বার বার চাওয়া।

তাকিদ—স্মরণ করাইয়া দেওয়া Reminder.

তাগাবী—যোত্রহীন প্রজাকে যে ঋণ দেওয়া যায় Advance made to destitute tenants to help them in cultivation.

তাগিদ—তাকিদ্ দেখ।

তাজ্জব—আশ্চর্য্য।

তামাদি হওয়া—নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হওয়ার জন্য প্রার্থনা অগ্রাহ্য হওয়া (Suit) barred by limitation.

তামাম—সমস্ত All. [out.

তামিল—পালন Execution, carrying

তায়দাদ—সনদ Deed by which a free grant is made ; সংখ্যা, পরিমাণ valuation.

তারিখ—দিন Date.

তার্পিণ—এক প্রকার তেল।

তালাক—(মুসলমানের মধ্যে) পত্নীকে ত্যাগসূচক বাক্য Divorce (among Mahomedans) effected by the husband uttering the word "Talaque" thrice in the presence of the wife.

তালিকা—ফিরিস্তি, ফর্দ্দ List. inventory.

তালিম—শিক্ষিত Tutored.

তালুক—জমীদারী অপেক্ষা অল্প বৃহৎ ভূসম্পত্তি Landed property less in extent than a Zemindari.

তাহুত—গবর্ণমেণ্ট বা জমিদারকে দেয় খাজানা Rent payable to Government or to the Zemindar.

তাঁবেদার—অধীন Subordinate.

তুমার—প্রজার মুকাবিলায় মহালের আয় সম্বন্ধে তদন্ত An enquiry into the resources of a mahal by confronting the tenants.

তুমার্ জমা—স্থানীয় তদন্তের পর রাজস্ব নির্দ্ধারণ Rent ascertained after local enquiry.

তুলকালাম—লম্বা বাক্য, কথা বৃদ্ধি ; গোলমাল

তেজারৎ—টাকা ধার দেওয়া ব্যবসায় Money-lending business.

তেতম্মা—অতিরিক্ত Supplementary.

তেরিজ—সঙ্কলন Addition ; জমীর বিবরণযুক্ত পত্র A zemindari paper giving particulars of landed property.

তৈজস—ধাতুদ্রব্য Metallic utensils.

তৈনিতি—পেয়াদা জাতীয় কর্ম্মচারী A menial of the peon class.

তৈয়ার—প্রস্তুত Ready.

তোক—কয়েক মৌজার সমষ্টি An aggregate of a certain number of mouzahs.

তোশা—খাদ্যদ্রব্য Articles of provision.

তোশাখানা—খাদ্যভাণ্ডার A depository of articles of provision.

তৌজি—প্রাপ্য খাজানার বিবরণপত্র Collection-paper, rent-roll.

তৌজি নবিস—যে কর্ম্মচারী খাজানার বিবরণ পত্র রাখে Rent-roll-keeper.

তৌজিভুক্ত জমি—যে জমি বিবরণ-পত্রভুক্ত হইয়াছে Recorded land.

তৌজিমহাল—যে মহাল কালেক্টারের রক্ষিত বিবরণপত্রের অন্তর্গত A mahal registered or recorded in the collector's rent-roll.

তৌফিক—বৃদ্ধি Excess, increase.

থ

থাকবস্ত—জমির সীমানির্দ্দেশজ্ঞাপক কাগজ Paper showing the boundaries of land.

থানা—শান্তিরক্ষকগণের কর্ম্মস্থান Thana, police station.

থিয়েটার—উপযুক্ত দৃশ্যপটাদি সহযোগে নাট্যাভিনয়।

থেফট—চুরি Theft.

থোক—মোট Total.

থোকা—যে কাগজে প্রত্যেক প্রজার আদায় বাকী প্রভৃতি হিসাব পৃথক্ পৃথক্ ফর্দ্দে লিপিত হয় ; কড়চা ; হিসাব বাকী Paper showing in separate lists the amounts realized and outstanding from individual tenants.

দ

দখল—অধিকার Possession.

দখলকার—অধিকারী Occupant, possessor.

দখল দেহানি—দখল দেওয়া Delivery of possession.

দখলী স্বত্ব—ভোগ করিবার অধিকার Right of occupancy.

দগাদার—প্রবঞ্চক Deceitful.

দগাদারী—প্রবঞ্চনা Deceit, treachery.

দগাবাজ—প্রবঞ্চক An imposter.

দগাবাজী—প্রবঞ্চনা Cheating.

দজ্জাল—অতিশয় দুর্দ্দান্ত।

দফ্তর—কাগজপত্রসমূহ, সেরেস্তা Record.

দফ্তরখানা—যেখানে কাগজ পত্র থাকে Record-office.

দফা—পরিচ্ছেদ Paragraph, item.

দফাদার—তত্ত্বাবধায়ক Superviser ; head-contractor.

দফে—একবার।

দগ্‌বাজ—প্রতারক Deceiver.

দরইজারদার—ইজারদারের নিকট যে ইজারা লয়, কটকিনাদার Under-farmer.

দরওয়াজা—কবাট।

দরকার—আবশ্যকতা।

দরখাস্ত—আবেদন Petition.

দরখাস্তকারী—(সাএল) আবেদনকারী Petitioner.

[illegible]—যে সেলাই কার্য্য করে।

দরপত্তনী—পত্তনীদারের নিকট গৃহীত পত্তনী Tenure held immediately under the pattanidar.

দরপরদা—গোপনে Privately.

দরপাট্টা—পাট্টাদারের নিকট যে পাট্টা গ্রহণ করা হয় Sub-lease. [question).

দরপেশ—উত্থাপন করা To raise (the

দরমাহা—মাসিক বেতন Monthly salary.

দরবস্ত হকুক—সমস্ত স্বত্ব All rights.

দরবার—যেখানে প্রকাশ্যভাবে বিচারাদি কার্য্য করা হয় বা সম্মানিত ব্যক্তির অভ্যর্থনা করা হয় Court, audience or reception hall.

দরবেশ—ফকির।

দরিয়া—নদী।

দরিয়াপ্ত—বিবেচনা Consideration.

দরুণ—বাবৎ, হিসাবে On account of.

দরোবস্ত—সম্পূর্ণ, সমুদয় Entirely, all.

দলীল—তমঃসুক Bond, debenture ; দস্তাবেজ, নিদর্শনপত্র deed (paper), document. { a deed.

দলীলদাতা—যে দলীল দেয় Executant of

দলীল বদ্ধ করা—দলীল আদালত কর্ত্তৃক আবদ্ধ রাখা Impounding a document.

দলীলী প্রমাণ—দলীল দর্শাইয়া যে প্রমাণ দেওয়া যায় Documentary evidence.

দশশালা বন্দোবস্ত—দশ বৎসরের মেয়াদে লর্ড কর্ণওয়ালিস জমিদারের সহিত যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন Revenue fixed by Lord Cornwallis by the decennial settlement.

দস্তক—(ওয়ারেণ্ট) ধৃত করিবার হুকুমপত্র Writ, warrant ; ছাড় হুকুম a passport.

দস্তখত—স্বাক্ষর, সহি Signature.

দস্ত্ দস্ত—হাতে হাতে By hand, directly.

দস্তবরদারী—পরিত্যাগ Relinquishment.

দস্তানা—হস্তাবরণ।

দস্তাবেজ—দলীলাদি কাগজ Document, anything in writing producible in evidence.

দস্তী সওয়াল—কোন নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপপ্রার্থনা Motion.

দস্তুর—নিয়ম, আচার Practice, usage.

দস্তুর্ মাফিক—প্রথানুযায়ী According to the usual practice.

দস্তুরী—কোন কার্য্য সম্পন্ন করিবার পারিশ্রমিক বা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি Commission, dusturi.

দাওয়া—দাবী Claim.

দাখিল—আদালতে দলীলাদি বা জমিদারী কাছারিতে খাজানা জমা দেওয়া Filing, submitting.

দাখিল খারিজ—প্রজার নাম পরিবর্ত্তন Mutation of names.

দাখিলা—কবচ, খাজানার রসিদ Rent-receipt.

দাগ—সংখ্যা, চিহ্ন The numbers put on land separately after survey.

দাঙ্গা—মারামারি Affray, fracas, riot.

দাঁড়া—দস্তুর, রেওয়াজ Usage.

দাদ্‌খাঁ—প্রার্থী Applicant ; দাবীকারক, claimant.

দাদ্‌তোলা—বৈরনির্য্যাতন Taking revenge.

দাদন—অগ্রিম দেওয়া Advances.

দাদন্‌দার—যে দাদন লয় One who receives advances.

দাদনী—কোন কার্য্য সম্পাদন জন্ত যে টাকা অগ্রিম দেওয়া হয় Money advanced for work.

দাদ ফরিয়াদ—বিচারার্থ আবেদন Prayer for justice.

দানা—ক্ষুদ্র গোলাকার বস্তু।

দায়রা—উচ্চ ফৌজদারি আদালত The Sessions court.

দায়ের—বিচারার্থ আদালতে রুজু করা To institute a case ; বিচারাধীন pending trial.

দারোগা—পুলিসকর্ম্মচারিবিশেষ Daroga.

দালাল—যে ব্যক্তি মহাজনের মাল বিক্রয় করিয়া দেয় Broker.

দালালী—দালালের প্রাপ্য পারিশ্রমিক Brokerage, commission.

দাবী—দাওয়া Claim.

দাবীদার—ফরিয়াদি Plaintiff ; আপত্তিকারী objector, claimant.

দাবং—দ্বিতীয়বার For the second time.

দিনায়—দৈনিক Daily.

দিল—হৃদয়।

দিলদরিয়া—অতিশয় স্ফূর্ত্তিবাজ।

দুনিয়া—পৃথিবী।

দুয়েম্ জমী—যে জমীতে বার আনা রকম ফসল জন্মে Land yielding twelve annas of crop.

দুরস্ত—ঠিক্ Correct.

দেউলিয়া—কার্য্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া দেনা দিতে অপারগ Bankrupt, insolvent.

দেওয়ান—জমীদারের বা বৃহৎ কারবারের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী Chief officer of a Zemindar or a large business office.

দেওয়ানী আদালত—যেখানে স্বত্বের বিচার হয় Civil court.

দেওয়াল (দেওয়ার)—ভিত্তি।

দেন্‌দার—ঋণী Debtor ; আদালতে প্রমাণিত ঋণী Judgment-debtor.

দেন্‌মোহর—মুসলমানগণের বিবাহে স্বামী স্ত্রীকে যে যৌতুক দেয় বা দিবে বলিয়া স্বীকার করে Dower paid or promised to a bride (in marriage among the Mussulmans).

দেমাগ—মস্তিষ্ক, দম্ভ।

দেরকো—দীপাধার।

দেরী—বিলম্ব Delay.

দেবোত্তর—দেবসেবাকল্পে যে জমি দান করা হয় Property endowed for the worship of Hindu deities.

দোকর—পুনর্ব্বার Repetition, again, once more.

দোফসলী—যে জমীতে বৎসরে দুইবার ফসল জন্মে Land yielding two crops a year.

দোত—মস্যাধার।

দোতরফা—উভয় পক্ষে Between the parties.

দোয়াবর—কল্যাণীয় Blessed.

দোয়েম—দ্বিতীয়।

দোবরা—যাহার বিচার পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে Res judicata.

দো সীমানা—পরস্পর পার্শ্বে স্থিত উভয় জমির সাধারণ সীমা Common boundary between two lands.

দোহাই—দিব্য।

দৌলত—সম্পত্তি Property.

ধরাট—যাহা বাদ বা ধরিয়া দেওয়া যায় Premium ; allowance.

ন

নকল—প্রতিলিপি Copy ; অনুকরণ imitation.

নকল্‌নবীশ—প্রতিলিপিকারক Copyist.

নক্‌সা—মানচিত্র Map, plan.

নগদ—রোক Cash, ready money.

নগ্‌দী—পাইকজাতীয় কর্ম্মচারী A menial of the paik class.

নজর—উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে সম্মানসূচক যে অর্থ দেওয়া হয় Present, nazar ; দৃষ্টি sight.

নজর্‌বন্দী—আবদ্ধ বা দৃষ্টির অন্তর্গত রাখা Confinement ; surveillance.

নজর্‌বাজী—যে ভেল্‌কী দেখায় Juggler.

নজরানা—উপঢৌকনস্বরূপ প্রদত্ত সামগ্রী Articles presented.

নজীর—পূর্ব্ব-বদ্ধ বিধি-চলিত ব্যবহার Precedent, ruling.

নট্ গিল্‌টি—নির্দ্দোষ Not guilty.

নথী—কোন মোকদ্দমার কাগজপত্রের সমষ্টি File, record.

নথীর সামিল করা—নথার সহিত রাখা To file, to put up with the records.

নদীর বাঁক—নদীর বিস্তার Reach or stretch of a river.

নন্‌সুট—দেওয়ানী মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হওয়া non-suit.

নমাজ—মুসলমানদিগের উপাসনা Prayer recited by the Mussulmans.

নমুনা—দৃষ্টান্ত Sample.

নম্বর—সংখ্যা।

নম্বর খারিজ—মোকদ্দমা নথী হইতে বিচ্যুত করা Strike off the file.

নম্বরী মোকদ্দমা—রীতিমত মামলা Regular suit.

নয়া আবাদী—নূতন হাসিল-করা জমি Newly reclaimed land.

নবিসিন্দা—লেখক Writer of a document.

নাকচ—রদ করা To quash ; annul.

নাখেরাজ (লাখেরাজ)—নিষ্কর ভূমি Rent-free land.

নাচার (লাচার)—ক্ষমতাহীন Helpless.

নাজাই—কমিপড়া Falling short.

নাজিম—শাসনকর্ত্তা Governor ; administrator.

নাজীর—আদালতের উচ্চকর্ম্মচারিবিশেষ Bailiff ; sheriff.

নাজেহাল পেশমান—জ্বালাতন।

নাতান (নাতোয়ান)—যে দরিদ্র প্রজা নিয়মিত সময়ে খাজানা দিতে অক্ষম Destitute tenant incapable of paying rent in due time.

নানকর জমি—খোরপোষের জন্ত প্রদত্ত জমি Maintenance-land.

নাফা—লভ্য Profit.

নামঞ্জুর—অগ্রাহ্য Rejected.

নামতবদীল (করা)—নাম পরিবর্ত্তন করা Mutation of names.

নায়েক পতিত—যে পতিত জমি আবাদের উপযুক্ত Fallow land fit for cultivation.

নায়েব—মফঃস্বলে জমিদারের প্রধান কর্ম্মচারী Chief mofussil officer of a Zemindar.

নারাজ—অসম্মত Unwilling.

নালায়েক—অনুপযুক্ত Unfit.

নালিস—মোকদ্দমা Complaint, suit, case charge.

নালিসী আইয়াম—যে সময় সম্বন্ধে বাদপ্রতিবাদ উপস্থিত হইয়াছে Period under dispute.

নালিসের কারণ—নালিসের হেতু বা বিষয় Cause or ground of action. [age.
নাবালগ—অপ্রাপ্তবয়স্ক Minor ; under
নাহক—অবিচার বা অন্যায় কার্য্য করা To do injustice or wrong.
নিকর বাকী—প্রজার অসামর্থ্য হেতু যে খাজানা বাকী পড়িয়াছে তাহার সমষ্টি An aggregate of bad debts due from destitute tenants.
নিকা—বিবাহ Marriage.
নিকাস—হিসাব ঠিক করা Settlement or adjustment of accounts.
নিকাসীপোতা—জমিদারের কর্ম্মচারিগণ হিসাব নিকাসের সময় যে টাকার জন্য দায়ী হয় Amount for which Zemindari Officers are held liable at time of adjustment of accounts.
নিগাবানি—তত্ত্বাবধান করা Supervise.
নিজ—স্বীয় Personal, private.
নিজজোত—যে জমি মালিক বা রাজস্বদাতা স্বয়ং চাষ করে, কিংবা বেতনভোগী চাষী দ্বারা চাষ করায় Land cultivated by the proprietor or rent-payer personally or through hired men.
নিজাম—শাসনকর্ত্তা Administrator.
নিট—খরচ খরচা বাদ Nett.
নিম্‌ওসৎ তালুকদার—দরপত্তনীদার Under-tenure holder.
নিমকহারাম—অকৃতজ্ঞ।
নিরিখ—হার, মেকদার Rate.
নিরিখবন্দী—হারের ফর্দ A table of rates.
নিরিখের মোকদ্দমা—কর বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিয়া যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয় Enhancement-suit.
নিলাম—প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বোচ্চ প্রাপ্ত মূল্যে বিক্রয় Public Sale ; auction.
নিলাম খরিদ্দার—যে নিলামে কিনিয়া লইয়াছে Auction-purchaser.
নিব—কলমের লৌহাদি নির্ম্মিত মুখ।
নিশান—চিহ্ন Mark.
নিশানদিহি—সনাক্ত করা Identification.
নিস্পি—অর্দ্ধেক Half.
নুনখালাসী—যে সকল লাখেরাজ জমি ৫০ বিঘার ন্যূন বলিয়া বাজেয়াপ্ত হয় নাই Rent-free land that has not been resumed on account of its being less than 50 bighas in measurement.
নেহাৎ (নেহায়ৎ)—বারপর নাই।
নোট—ধাতুমুদ্রার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত রাজকীয় চিহ্নযুক্ত কাগজ।
নোটিস্—জ্ঞাপন-পত্র।

প

পঙ্কক জমা—সামান্যমাত্র খাজানা Quit-rent.
পঞ্চায়ত—গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত গ্রাম্য ব্যক্তিগণ, যাঁহারা গ্রামের স্বাস্থ্যাদির তত্ত্বাবধান করেন A body of villagemen appointed by Government to look after the sanitation &c. of the village ; বাদী ও প্রতিবাদী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সালিশ a body of arbitrators elected by the litigating parties to settle the dispute between them.
পটি—পাড়া Quarter, locality.
পটিদার—গ্রামের অংশবিশেষের অধিকারী Owner of a portion of a village.
পণ্‌ফাজিলি—বিক্রয়ের পর দেনা শোধান্তে উদ্বৃত্ত টাকা Surplus of sale-proceeds.
পতিত জমী—যে জমিতে বর্ত্তমান সময়ে চাষ হয় নাই Waste or fallow land.
পতিতাবাদ—পতিত জমিতে আবাদ করা Reclamation of waste land.
পত্তন—জমিদারের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট হারে ও সময়ের জন্য জমি লওয়া Farming lease. [holder.
পত্তনীদার—যে পত্তনী লয় Farmer, lease-
পয়্‌কারী—ভাগপ্রজা ; যে প্রজা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্যের জমি চাষ করিয়া দিয়া ফসলের নির্দ্দিষ্ট অংশ পায় One who cultivates another's land for a fixed period and gets a stipulated portion of the yield.
পয়্‌কাস্ত—যে প্রজা এক গ্রামে থাকে ও অন্য গ্রামের জমি চাষ করে Non-resident tenant.
পয়জার—জুতা।
পয়্‌মায়েস—মাপ, জরিপ Measurement.
পয়্‌মাল—নষ্ট Damaged.
পয়মাসী জমী—যে জমি জরিপ করিয়া বাহির করা হইয়াছে Land found on measurement.
পয়স্তি—(পিবস্তি) নদী ভরাট ; বন্যার পর পলি পড়িলে কিংবা নদীর স্রোত সরিয়া যাওয়ায় চড়া পড়িলে যে জমি আবাদের উপযুক্ত হয় Alluvial accretions.
পর্‌ওয়ানা—বিজ্ঞাপন ; নিয়োগপত্র ; আবদ্ধ করিবার হুকুম Notice, letter of appointment, warrant.
পরগণা—জেলার বিভাগ A portion of a district. [Perjury.
পরজারী—হলফ লইয়া আদালতে মিথ্যাকথন
পরতল—সন্দেহস্থলে দ্বিতীয়বার জরিপ A resurvey in case of doubt.
পর্দানশীন—যে স্ত্রীলোক পরপুরুষের সমক্ষে বাহির হয় না A zenana lady who does not come out before the male public. [runaway.
পলাতক—যে পলায়ন করিয়াছে Absconder,
পলী—জলমধ্যে ভূমির গঠন Deposit.
পব্‌লিক প্রসিকিউটার—দায়রা বা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে মোকদ্দমা চালায় Public prosecutor ; officer who conducts criminal cases on behalf of Government in the Sessions court or before magistrates. [করা Rejecting.
পমিরা—গোপন করা Concealing ; নামঞ্জুর
পাইক—পদাতিক Footman ; যে খাজানা আদায় করে A menial who realizes rent.
পাইকস্ত রাইয়ত—যে প্রজা এক জমিদারের অধিকারে বাস করিয়া অন্য জমিদারের অধিকারে চাষ করে A non-resident tenant.
পাইকার—ব্যাপারী Petty trader.
পাউণ্ড—খোঁয়াড়, যেখানে গরু ছাগল ধৃত হইয়া রক্ষিত হয় Pound.
পাওনা—স্থিত জমা Assets ; প্রাপ্য dues.
পাকা মৌরসী—যে মৌরসীর নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে কর বৃদ্ধি হইতে পারে না Lease by which rent cannot be raised during the settlement.
পাগড়ী—উষ্ণীষ।
পাজি—নীচ।
পাটোয়ারী—যে জমিদারীর হিসাব রাখে Keeper of Zemindari accounts.
পাট্টা—জমিদার প্রজাকে ভূমি দখল দিবার জন্য যে প্রমাণ-পত্র লিখিয়া দেন A lease granted by a Zemindar to a tenant for a determined period.
পাট্টাগ্রহীতা—যে ইজারা লয় Lessee.
পাট্টাদাতা—যে ইজারা দেয় Lessor.
পাট্টাসেলামী—পাট্টা গ্রহণ করিবার সময় গ্রহীতা দাতাকে খাজানা ব্যতীত এককালীন যে কিছু টাকা দেয় A bonus paid to the lessor when a lease is taken.
পাপর—সঙ্গতিহীন Pauper.
পাপরসূত্রে নালিশ—আদালতের অনুমতি লইয়া বিনা স্ট্যাম্প দানে সঙ্গতিহীন ব্যক্তির নালিশ Suit *in forma pauperis.*
পায়া—পদ।
পার্মানেণ্ট সেটল্‌মেণ্ট—(চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেখ) Permanent settlement.
পার্শেল—ডাকে মোড়ক পাঠান।
পালিস—মসৃণ করা।
পাল্টানালিস—যে ব্যক্তি যে সময়ে নালিস করিয়াছে, সেই সময়ে তাহার নামে আসামী কর্ত্তৃক নালিস Counter-action.
পাঁচইটা জমি—ঢালু জমি Sloping land.
পিটিসন—দরখাস্ত, প্রার্থনা Petition, prayer. [code.
পিনাল্ কোড—দণ্ডবিধির আইন Penal
পিয়ন—পত্রবাহক।
পিস্তল—ক্ষুদ্র বন্দুক।
পীরোত্তর—পীরের উদ্দেশে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি Land granted free of rent for the worship of Mahomedan saints.
পুলিস—শান্তিরক্ষার বিভাগ Police.

পুলিস্ কমিসনার—সহরের শান্তিরক্ষা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী Police Commissioner; head of the Police of a Presidency Town.

পুলিস্ জমাদার—কনষ্টেবলের উপরস্থ কর্ম্মচারী Head-constable.

পুলিস্ ডায়েরী—থানার কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক লিখিত দৈনিক ঘটনার বিবরণ Diary of occurrences kept by a police officer.

পুলিস্ ষ্টেসন—থানা Police-station.

পুঁজী—রেস্ত; হস্তস্থিত টাকা Capital stock in hand.

পেটাও—কোরফা, সিকমী; অধীন Subordinate, dependant

পেণ্টলুন—পায়জামা।

পেন্সিল—সীসকনির্ম্মিত লেখনী।

পেয়াদা—জমীদার বা আদালতের নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী Peon under a Zemindar or court of justice.

পেয়াদা মসীল—যে প্রজার নিকট খাজানা বাকী সে, যতক্ষণ না দেয় টাকা দিতে পারে ততক্ষণ তাহার নিকট যে পেয়াদা হাজির থাকে A peon employed in realizing arrears from defaulters and not withdrawn till payment is made.

পেশ—দাখিল করা To submit, to file in court.

পেশ্‌কার—যে কর্ম্মচারী কাগজপত্র পড়িয়া শুনায় An officer whose duty is to read out papers.

পোদ্দার—যে স্বর্ণ, রৌপ্য, পয়সা প্রভৃতির ব্যবসায় বা পরখ করে Money changer, money-tester.

পোষ্টকার্ড—পত্র লিখিবার জন্ত ডাক ঘরের ছাপান যে একখণ্ড কাগজ কিনিতে পাওয়া যায়।

পোষ্টাফিস—ডাকঘর।

প্রক্লামেসন—আসামী পলাতক হইলে তাহার সম্পত্তি বিক্রয় করিবার বিজ্ঞাপন Proclamation; notice for the sale of the property of an absconding accused.

প্রাইমা ফেসি—এক পক্ষ শুনিয়া *Prima facie.*

প্রীভি কাউন্‌সীল—ইংরাজের উচ্চতম আদালত The highest law-court of the British Government.

প্রীসিডেণ্ট—নজির Precedent, ruling.

প্রোবেট—আদালতে উইল প্রমাণ Probate.

প্রোসিডিওর কোড—কার্য্যবিধির আইন Procedure code

প্রোসিডিংস্—আদালতের কার্য্যাবলী Proceedings.

প্লী—অভিযুক্তের জবাব Plea.

প্লীডার—ব্যবহারাজীব, উকিল Pleader, lawyer.

প্লেগ—এক প্রকার সংক্রামক রোগ।

ফ

ফকির—গরীব।

ফতোয়া—মুসলমান বিচারকের লিখিত ব্যবস্থা Written judgment or opinion.

ফয়সল—বিচারকের আদেশ দেওয়া, রায় দেওয়া।

ফয়সলা—বিচারকের আদেশ, রায়।

ফয়সালা—ডিক্রি, নিষ্পত্তি Decree, final order.

ফরক—দূর, প্রভেদ Distance, difference

ফরমাইশ—আজ্ঞা।

ফরমান—রাজাদেশ।

ফরাশ—বিছানা।

ফরিয়াদী—বাদী Plaintiff, complainant.

ফর্দ্দ—ফিরিস্তি, তালিকা List, inventory; কাগজের খণ্ড leaf or sheet of paper.

ফলনা—ব্যক্তি।

ফসল—উৎপন্ন শস্তাদি Crops.

ফস্‌লী—বৎসরের উৎপন্ন শস্তাদি The harvest of the year; বেহারে প্রচলিত রাজস্ব সম্বন্ধীয় বৎসর The revenue year commencing from 1st July, current in Behar.

ফাজিল—অধিক, বাড়্তি Excessive.

ফাটক—কারাগার Jail, prison.

ফারখত—ছাড় Acquittance; মুক্তিপত্র release; বিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার পত্র deed of divorce.

ফাল্‌তো—অপ্রয়োজনীয়, বাজে।

ফাশ—প্রকাশিত হওয়া Disclosed.

ফাঁক—দোষ Flaw, defect.

ফাঁড়ি—থানার অধীন শান্তিরক্ষকগণের কর্ম্মস্থান Outpost.

ফাঁসী—ঝুলাইয়া প্রাণনাশ Capital sentence.

ফি—প্রত্যেক Each; পারিশ্রমিক fee; আদালতের প্রাপ্য dues.

ফিকির—কৌশল, উপায় Device, shift.

ফিরিস্তি—তালিকা List, inventory.

ফিল—অতিরিক্ত Excessive, supplementary; হাতী elephant.

ফিলখানা—হাতীশালা।

ফেয়াল্ জামিন—সদাচরণ জন্ত জামীন Security for good behavior.

ফের্‌ফার—পরিবর্ত্তন Alteration, contradiction.

ফেরার—পলাতক Absconder.

ফেরারী জমী—যে জমীর প্রজা পলায়ন করিয়াছে Land the tenant of which has absconded.

ফেরেব—চাতুরী Fraud.

ফেল্‌কওর—তৎক্ষণাৎ সম্পাদ্য Peremptory.

ফেল্‌সানী—গর্ভস্রাব Miscarriage, abortion.

ফোর্‌জারী—জাল করা Forgery.

ফৌজদার—শাসনকার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারী Officer performing magisterial duties.

ফৌজদারী আদালত—শাসন আইন সম্বন্ধীয় বিচারালয় Criminal court.

ফৌজদারী মোকদ্দমা—শাসন-আইন-সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা Criminal case.

ফৌত—মৃত্যু Death.

ফৌত্‌জমী—যে জমীর জমা কাগজে আছে, কিন্তু নির্ণয় নাই Land the rent-roll of which is shown in the papers but which cannot be identified or traced.

ফৌতি—মৃত ব্যক্তি Deceased person.

ব

বকলম (বঃ)—যে লিখিতে জানে না, তাহার নাম অন্ত কর্ত্তৃক স্বাক্ষর By the pen of; signing by a person for another who cannot sign his name.

বকেয়া—অবশিষ্ট।

বকেয়া বাকী—অতীত বৎসরের বাকী Arrears of rent of a previous year.

বখত—ভাগ্য।

বখ্‌রা—ভাগ, অংশ Partition, share.

বখ্‌শী—বেতনাধ্যক্ষ, কর্ম্মচারী।

বখ্‌শীষ—পুরস্কার।

বখীল—কৃপণ।

বগল—বাহুসন্ধি।

বখেড়া—বিবাদ Quarrel.

বজ্‌নিস—একই Exactly the same.

বদ—মন্দ।

বদজাত—মন্দপ্রকৃতি।

বদনাম—দুর্নাম।

বদমাশ—অসদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহকারী, চোর, জালিয়াৎ।

বদমাসী—গর্হিত উপজীবিকা Bad livelihood.

বন্‌কর—বনোৎপন্ন; বনভূমি হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব Forest produce, revenue derived from forest land.

বনাম—প্রতিপক্ষের নাম In the name of; *versus.*

বন্দ—খণ্ড Part, piece.

বন্দর—হাট Mart; যেখানে জাহাজ আসিয়া অবস্থান করে port.

বন্দেজ—নিয়ম Arrangement.

বন্দোবস্ত—ঠিক করা Arrangement, settlement.

বন্ধক—গিরবী Mortgage, pawn.

বয়—বিক্রয় Sale.

বয়্‌নামা—প্রকাশ্য নিলামে জমীর বিক্রয়পত্র Sale-certificate.

বয়্‌বল ওয়ফা—কটু কবালা Deed of conditional sale.

বয়সিদ্ধ করা—বন্ধকী সম্পত্তি অধিকার করা Foreclosing a mortgage.

বয়্‌সোলতানি—বাকী খাজানার জন্ত নিলামে জমীদারী বিক্রয় Sale of Zemindari for arrears of revenue.

বয়্‌হেবা—দানবিক্রয় Sale of a gift.

বয়ান—বিস্তারিত Detailed statement.

বরওক্ত—সর্ব্বক্ষণ Always.

বরকন্দাজ—পেয়াদা Peon, barkandaz.

বর্‌খাস্ত—কর্ম্মচ্যুতি Dismissal.

বরজ—পান জন্মাইবার ভূমি Land for growing the betel-leaf.

বর্তরফ—পদচ্যুতি Dismissal.

বর্দাস্ত করা—সহ্য করা Suffer, tolerate.

বর্বাদ—নষ্ট করা, উচ্ছন্ন যাওয়া।

বরাত—অন্য ব্যক্তিকে স্বত্বপ্রদান পত্র Assignment; বিবাহ উপলক্ষে শোভা যাত্রা wedding procession; অংশ।

বস্—যথেষ্ট। [confirm

বহাল—নিযুক্ত করা Engage; স্থিত রাখা

বা—সহিত With; (যেমন, বামেহনত—মেহনতের সহিত)। [remainder.

বাকী—অনাদায়ী প্রাপ্য Arrears; অবশিষ্ট

বাকীকাটা—জমাখরচের ফল দেখান Strike a balance.

বাকী কৈফিয়ৎ—অনাদায়ী রাজস্বের হিসাব A statement of outstanding balance.

বাকী খাজানা—কিস্তির নির্দ্দিষ্ট দিনে যে খাজানা দাখিল হয় নাই Revenue not paid on due date.

বাকী জায়—যে কাগজে অনাদায়ী রাজস্বের পরিমাণ দেখান হয় An account showing a deficit or balance of revenue or rent, due from tenants.

বাক্স—কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত পেঁটরা।

বাগাৎ—উদ্যানভূমি Garden land.

বাগিচা—ক্ষুদ্র বাগান।

বাছাই করা—পছন্দ করা Select.

বাজাপ্ত—বাজেয়াপ্ত দেখ।

বা জাবেদা—নিয়মানুযায়ী Regular, legal.

বাজার—ক্রয় বিক্রয়ের স্থান Market for purchase and sale; ব্যবসায়ের উন্নতি বা অবনতির ভাব state of business transactions.

বাজার দর—প্রচলিত দর Prevailing price.

বাজি—পণ।

বাজু—বাহু। [expenses.

বাজে খরচ—সামান্য বিষয়ে খরচ Contingent

বাজে জমা—রাজস্ব ব্যতীত অন্যান্য জমা Income or profit other than the legal revenue or rent.

বাজে জমী—যে জমীর উপর কর নির্দ্ধারিত হয় না Land not subject to taxation.

বাজেয়াপ্ত—নিজাধিকৃত Resumed or confiscated.

বাজেয়াপ্ত করা—অন্যের অধিকার বিচ্যুত করিয়া নিজাধিকারে আনা Escheat, confiscate.

বাটপাড়—দস্যু; রাহাজান Robber, highway man; প্রতারক deceiver.

বাটী—বাড়ী, গৃহ House, building.

বাট্টা—দরের তারতম্য নিমিত্ত যাহা ধরাট দেওয়া যায় Difference or rate of exchange.

বাণীকার—অবৈধ কার্য্যে যে উৎসাহ দেয় বা

বাতিল—পরিত্যক্ত, গ্রহণাযোগ্য Rejected.

বাতিল করা—নামঞ্জুর করা Repeal, cancel.

বাদশাহ—রাজা।

বান—বন্যা, হাজা Flood, inundation.

বান্হাউস—যেখানে আবদ্ধ সওদাগরী মাল থাকে Bonded ware-house.

বান্দা—ক্রীতদাস A slave. [of the poor.

বান্দা পরওয়ার—দুঃস্থপ্রতিপালক Supporter

বামাল—অভিযোগের বিষয়ীভূত দ্রব্য *Corpus delicti.*

বায়না—কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার স্বীকৃতিস্বরূপে বিক্রেতাকে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ Earnest money.

বায়নানামা—ক্রয়বিক্রয় করিবার স্বীকৃতিপত্র A written contract for sale entered into on payment of earnest money.

বায়া—প্রকাশ্য নিলামে যাহার স্বত্ব বিক্রয় হয় The party whose rights are sold at a public sale.

বার—ব্যবহারাজীবের সমষ্টি Bar, lawyers collectively. [allowance.

বার্বরদারী—যাতায়াতের খরচ Travelling

বালি—এক প্রকার পালো।

বালাই—বিপৎ, অমঙ্গল।

বাবর্চ্চি—পাচক।

বাবৎ—হিসাবে On account of.

বাবু—পদস্থ লোক।

বাবুকর—(ছোটনাগপুরে প্রচলিত) সেলামী Royalty (prevailing in Chota-nagpur).

বাবুদ—হিসাবে On account of.

বাসেন্দা—বসৎকারী Inhabitant.

বাস্তু—যে জমির উপর গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করা যায় Home-stead land.

বাহানা—ছল Excuse, pretence,

বাহার—সৌন্দর্য্য, শ্রী।

বাঁটোয়ারা—বিভাগ Partition.

বাঁধ—আইল Dam; embankment.

বাঁশগাড়ী—বাঁশ পুতিয়া আদালত হইতে কোন জমীর দখল লওয়া Posting a bamboo on land as a symbol of possession.

বিঘা—২০ কাঠা বা ৬৪০০ বর্গ হাত পরিমিত ভূমি A piece of land consisting of 20 cattahs or 6400 square cubits.

বিতং—বিস্তারিত বিবরণ Details.

বিতারিখ—তারিখ্ওয়ারী By date.

বিনজারী—যাহা জারী হয় নাই Unserved.

বিমর্জ্জিম (বিং বা বি)—অনুসারে According to; as per.

বিমা—ভবিষ্যতে পাইবার আশায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট টাকা জমা দেওয়া Insurance.

বিমার—পীড়িত Sick.

বিরত—বৃত্তি Grant or endowment.

বিল—হিসাব Account; টাকা আদায় করিবার জন্য যে হিসাব দাতার নিকট পাঠান হয় bill. [ther.

বিলকুল—সমুদয় Total; একেবারে altoge-

বিলায়ৎ—রাজ্য, দেশ।

বিলি করা—বিতরণ করা Distribute.

বিষণ্, বিষ্ণুত—বৈষ্ণবগণকে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি Rent-free land granted to Vaishnavas.

বি মোল্লা—ঈশ্বর। [used before names.

বিস্মিম (বিঃ)—নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত A word

বুজরুগী—বাচালতা।

বুনিয়াদ—ভিত্তি Foundation.

বুনিয়াদী—পুরুষানুক্রমে শ্রেষ্ঠ Of a noble pedigree.

বুরুস—মসৃণকারক মার্জ্জনী।

বে-আইন—বিধিবিরুদ্ধ Illegal.

বে আবরু—অসম্ভ্রম; লজ্জাহানি Out-rage of modesty.

বেইখ্তার—সংযমহীন Helpless; unable to control himself.

বেইমান—অকৃতজ্ঞ Ungrateful; বিশ্বাসঘাতক treacherous.

বেওকুব—নির্ব্বোধ।

বেওয়া—বিধবা।

বেওয়ারিস—(লাওয়ারেস) যাহা কেহ দাবী করে না Unclaimed; যাহার উত্তরাধিকারী নাই heirless.

বেকবুল—অস্বীকৃত Not admitted.

বেকসুর—অপরাধহীন Innocent.

বেকায়দা—অনায়ত্ত।

বেকার—কর্ম্মপরিশূন্য Idle; unemployed.

বেগম—ধনবানের স্ত্রী।

বেগর—বিহীন Without.

বেগানা—অপরিচিত Stranger. [labour.

বেগার—বলপূর্ব্বক কার্য্য করান Forced

বেজাই—অত্যন্ত।

বেঞ্চ—আদালত Bench.

বেঞ্চি—বসিবার কাষ্ঠাসন।

বেনামী—অন্যের নামে In another's name.

বেনামীদার—অন্যের সম্পত্তি যাহার নামে আছে Ostensible holder.

বেপরোয়া—

বেমাকা—অসুবিধাকর।

বেমালুম—অজ্ঞাতভাবে।

বেমারি—রোগ।

বেয়ারা—চাকর।

বেয়ারাম—রোগ।

বেয়ারিং—যাহার মাশুল দেওয়া হয় নাই।

বেয়াড়া—দোষযুক্ত, মানানসই নয় এরূপ।

বেরিজ—রসদ দেখ।

বেল—জামিন Bail. [aggregate.

বেলমোক্তা—সর্ব্বসমেত In all, in the

বেলমোক্তা পাট্টা—যে পাট্টার শর্ত্তানুসারে জমী-

করিতে পারিবেন না Lease according to the terms of which the Zemindar cannot claim anything more than the fixed rent.

বেলিফ—দেনদারকে ধৃত করিয়া ডিক্রির টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত আদালতের কর্ম্মচারী Bailiff.

বেবাক—সমুদয়, বাকী না থাকা।

বেশক—নিঃসন্দেহ Undoubtedly.

বেসরকারী—রাজকীয় নহে এরূপ।

বেসিজিল—অনুপস্থিত; যাহা পাওয়া যাইতেছে না Missing; বিশৃঙ্খল disordered.

বেহদ্দ—অসীম Vastly, extremely.

বেহুদা—নির্ব্বোধ Fool, idiot.

বৈঠক—অধিবেশন Sitting.

বৈতলমাল—সাধারণ ভাণ্ডার বা তহবিল Common funds.

বোনাফাইডি—সু-অভিপ্রায়ে Bona-fide; in good faith; অবহিত হইয়া with due care and attention.

বোর্ড অভ রেভেনিউ—রাজস্বসম্বন্ধীয় উচ্চতম বিভাগ The highest department of state for dealing with revenue matters; Board of Revenue.

ব্যাজ—কুসীদ, সুদ Interest.

ব্যারিষ্টার—উচ্চশ্রেণীর ব্যবহারাজীব Barrister, counsel.

ব্রহ্মোত্তর—ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি Rent-free land granted to Brahmins.

ব্রীচ অভ কনট্রাক্ট—চুক্তিভঙ্গ Breach of contract. [trust.

ব্রীচ অভ ট্রাষ্ট—বিশ্বাসঘাতকতা Breach of

ব্লটিং—শোষক কাগজ।

ভ

ভরাট—নদীর কোন অংশ চড়া পড়িয়া ভরাট হইলে যে জমী বাড়ে Sand-bank; alluvium

ভাওলী—যে জমীর খাজানা শস্য দ্বারা দেওয়া হয় Land of which rent is paid in kind

ভাগাড়—যেখানে গোমহিষাদির মৃতদেহ ফেলিয়া দেওয়া হয় Place where carcasses of animals are thrown.

ভাড়া—কেরায়া Rent, hire.

ভাতা—আহারার্থে অতিরিক্ত বৃত্তি Deputation-allowance.

ভার্ডিক্ট—(জুরীর) মত Verdict (opinion) of the jury.

ভাঁটি—মদ চুয়াইবার স্থান Distillery.

ভিজিট—দর্শনী। [of a *serai.*

ভেটেরা—চটিরক্ষক Inn-keeper; manager

ম

মকদ্দমা—মামলা Civil suit, criminal case.

মকরূরর—নিযুক্ত করা Engage.

মকররী—চিরস্থায়ী Fixed, permanent.

মকররী রাইয়ত—যাহারা চিরকালের জন্য চিরনির্দ্দিষ্ট খাজানা দেয় Tenants holding lease in perpetuity on a permanently fixed rate of rent.

মক্কেল—উকিল যাহার কার্য্য করে Client.

মজকুর—উল্লিখিত Cited above, aforesaid.

মজকুরী তালুক—অধীন তালুক, যাহার খাজানা জমীদার মারফতে দেওয়া হয় Subordinate taluk paying revenue through the zemindar or other superior holder.

মজমুন—মর্ম্ম Purport, drift.

মজলিস—সভা Meeting, assembly.

মজহরে—উপরে উল্লিখিত।

মজা—কৌতুক, আমোদ।

মজুদ—বর্ত্তমান। [jections.

মজুবাৎ—হেতুবাদ Grounds; আপত্তি ob-

মঞ্জুর করা—অনুমোদন করা Approve, sanction; বহাল করা confirm, restore; স্বীকার করা admit, adopt.

মণি অর্ডার—ডাকে টাকা পাঠান।

মতলব—ইচ্ছা।

মতায়েন—নিযুক্ত করা Engage.

মদদমাস—ধার্ম্মিক মুসলমানগণের ভরণপোষণার্থে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি Rent-free land granted for the support of Mahomedan devotees.

মদিউন—আদালতে প্রমাণিত ঋণী Judgment debtor.

মন্দা—কিন্তু But.

মনকির—অধিকার করা Take possession

মনকুজী—গত বৎসরের অনাদায়ী বাকী Arrears for previous year.

মনাকষা—যে জমীর নাম চিঠায় আছে, কিন্তু প্রজার দখলে নাই Land which is shown in the *chita* but is not in the possession of any tenant.

মফ্‌লেস—যোত্রহীন Pauper.

মফস্বল—সদর হইতে দূরে অবস্থিত Mofussil, interior.

মফস্বল জমা—মোট জমা Gross rent.

মরকুমা—লেখক Writer.

মরগেজ—সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া Mortgage.

মরদ—পুরুষ মানুষ। [paddy.

মরাই—ধানের গোলা Store-house for

মর্গ—যেখানে শবদেহ রাখা হয় Morgue; dead house.

মর্জ্জি—ইচ্ছা। [figure.

মবলগ—মোট সংখ্যা; টাকার সমষ্টি Total

মবলগবন্দি—অক্ষরে লিখিত মোট সংখ্যা Total written in words.

মবলগে—মোটের উপর On the whole.

মস্করা—তামাসা, রঙ্গ।

মসনদ—গদী, তাকিয়া।

মস্তরী—ক্রেতা Purchaser.

মস্তাজের—ইজারাদার Lessee.

মহকুমা—ম্যাজিষ্ট্রেটের এলাকা Sub-division, jurisdiction of a Subdivisional officer.

মহল—বাটী

মহল্লা—পাড়া। [Money-lender.

মহাজন—যে লেন দেনের কারবার করে

মহাত্রাণ—(বা মহত্তরাণ); শূদ্রের ভোগার্থ নিষ্কর ভূমি Rent-free land granted to Sudras.

মহাফেজ—সেরেস্তার কাগজ পত্রাদি যাহার জিম্মায় থাকে Record-keeper.

মহাল—সকর ভূমি A piece of land separately assessed with public revenue. [under age.

মাইনর—অপ্রাপ্ত-বয়স্ক, নাবালক Minor,

মাইরি—শপথবিশেষ By Mary.

মাক্তা—মিলিত Combined.

মাজুর—কর্ম্মচ্যুত Dismissed.

মাড়োচা—(মারচা) প্রজাদিগের বিবাহ-উপলক্ষে জমিদার যে কর আদায় করে Tax on marriage levied on the tenants by the Zemindars.

মাতব্বর—সিদ্ধ Valid; বিশ্বাসযোগ্য Reliable.

মাথট—আবওয়াব; বাজে আদায়; নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের অতিরিক্ত কর A cess.

মাফ—মার্জ্জনা Exemption.

মাফিক—মতন Like.

মামলা—বিষয় affair; মকদ্দমা law-suit.

মামুল—চিরাগত প্রথা Long-standing usage.

মামুলী স্বত্ব—যে স্বত্ব চিরকাল ভোগ হইয়া আসিতেছে Easement.

মায়—সহিত Together with, including.

মার্কা—দাগ।

মারপিট—মারামারি Assault.

মারডার—ইচ্ছা করিয়া খুন করা Murder.

মারফত—দ্বারা Through.

মাল—রাজস্ব Revenue; ধনসম্পত্তি।

মাল আদালত—রাজস্বসম্বন্ধীয় আদালত Revenue court.

মাল-আমাওয়াল—সম্পত্তি স্থিত Property.

মালগুজার, মালগুজারদার—যে রাজস্ব দেয় One who pays revenue or rent.

মালগুজারী—জমা, রাজস্ব Revenue, rent.

মালামাল—সম্পত্তি Goods and chatels.

মালিক—অধিকারী Owner, proprietor,

মালিকানা—অধিকারীর প্রাপ্য Proprietor's dues. [right.

মালিকী স্বত্ব—অধিকারীর স্বত্ব Proprietory

মালুম—জ্ঞাত। [realised.

মালুম হওয়া—বোধ হওয়া Appear, be

মাশুল (মহশুল)—কর।

মাষ্টার—শিক্ষক; কর্ত্তা।

মাসকাবার—মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব Monthly statement of income and expenditure. [-ance.
মাসহরা—মাসিক বৃত্তি Monthly allow-
মাসুল—শুল্ক, কর, ভাড়া Fee, freightage, duty, toll.
মাহবরা—অনুশীলন।
মিছিল—নথী Record.
মিজা—সমষ্টি Total.
মিতি—ভবিষ্যৎ সুদ Interest for a period to come.
মিনাহ—বাদ দেওয়া Deduct.
মিয়াদ—সময় Time, limit.
মিয়াদী ইজারা, মিয়াদী পাট্টা—কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য যে ইজারা বা পাট্টা দেওয়া হয় A lease for a certain period of time.
মিরাশ—বংশানুক্রমে উপভুক্ত সম্পত্তি Property enjoyed from generation to generation.
মিসচিফ—ক্ষতি Injury, mischief.
মিসিল—সেরেস্তা, নথি Record.
মুঅজ্জল—(মুসলমান বিবাহে) যে যৌতুক তৎক্ষণাৎ দিতে হয় Prompt dower.
মুও অজ্জিল—(মুসলমান বিবাহে) যে যৌতুক পরে দেওয়া হয় Deferred dower.
মুকদ্দম—গ্রামের মণ্ডল যে গ্রামস্থ লোকের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা করে Headman of a village who settles the disputes among the villagers.
মুকাবিলা—সম্মুখীন হওয়া।
মুচলেকা—আদালতের হুকুম তামিল করিবার স্বীকৃতিপত্র Penal recognizance.
মুজরাই—গায়কদিগকে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি Rent-free land granted to musicians.
মুতফরকা—নানাবিষয়ক Miscellaneous.
মুৎসুদ্দী—ভারপ্রাপ্ত লোক।
মুতালেক—সংক্রান্ত Pertaining to.
মুদাকত—যাহার দ্বারা পূর্ব্বে অধিকৃত Formerly held by.
মুদ্দত—নির্দ্দিষ্ট সময় Fixed period of time.
মুদ্দা—শব Corpse.
মুদাই—বাদী Plaintiff.
মুদালেহে—প্রতিবাদী Defendant.
মুনাফা—লাভ Profit.
মুন্সী—যে কর্ম্মচারী পত্রাদির মুসাবিদা করে Officer who drafts letters &c.
মুন্সীয়ানা—নৈপুণ্য Skilfulness.
মুন্সেফ—স্বত্ব বিচারের নিম্নতম আদালতের বিচারপতি Officer presiding over the lowest civil court.
মুরুব্বি—পূর্ব্বপুরুষ Ancestor.
মুর্দ্দাফরাস—মড়ার বস্ত্রাদি বিক্রেতা।
মুলতুবি—পরবর্ত্তী কোন দিনে বিচারের জন্য স্থগিত Postponed, adjourned.

মুনিষ—মজুর Labourer, servant.
মুস্কিল—বিপদ্ Difficulty.
মুসমা—বাদ দেওয়া Set off.
মুসাবিদা—পাণ্ডুলিপি, পূর্ব্বলেখন Draft.
মেওয়ার বাগান—ফলের বাগান Orchard.
মেজাজ—মস্তিষ্ক; মন।
মেরামৎ—সংস্কার।
মেহনৎ—পরিশ্রম Labour.
মেহনৎ আনা—পারিশ্রমিক Remuneration for labour. [ship.
মেহেরবাণী—দয়া Kindness; বন্ধুত্ব friend-
মোকাম—ঠিকানা Address; বাড়ী residence. [confronting.
মোকাবিলা—মিলাইয়া দেখা Comparison,
মোক্তসর—সংক্ষেপ Abridgment.
মোক্তার—মোকদ্দমার তদ্বিরকারক Law agent; ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী authorised agent. [dent.
মোক্তারকার—প্রধান অধ্যক্ষ Superinten-
মোক্তারতন—এটর্ণী দ্বারা Through attorney.
মোক্তারনামা—যে পত্র দ্বারা মোক্তার নিযুক্ত করা হয় Power of attorney.
মোখালেফ—শত্রু Opponent, enemy.
মোজাহিম—আপত্তি Objection.
মোজাহিমদার—আপত্তিকারী, দাবীদার Objector, claimant.
মোট—সর্ব্বসমেত Total.
মোটামুটি—মোটের উপর Roughly speaking, gross.
মোতাফা—মৃত ব্যক্তি Deceased.
মোতালক—অধীনে।
মোতাবেক—অনুযায়ী According to.
মোফত—বিনামূল্যে, অমনি For nothing, without paying for. [land.
মোয়াজী—জমির সমষ্টি Total quantity of
মোলাহেজা—বিচার করা Consider; দেখা।
মোসন—নিম্ন আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আবেদন Motion.
মৌকুফ—স্থগিত Suspended.
মৌকুফ করা—রহিত করা Abolish, remit; সাজা মাফ করা Reprieve.
মৌকুফি খাজানা—খাজানা হাজত রাখা Rent kept in abeyance, suspended rent.
মৌজা—গ্রাম Village; নির্দ্দিষ্ট চৌহদ্দীভুক্ত বিশেষ নামে খ্যাত স্থান A parcel of land with a particular name and having fixed boundaries.
মৌজুদ—উপস্থিত Present, in hand.
মৌরসী—পুরুষানুক্রমিক Ancestral, hereditary.
মৌরসী পাট্টা—চিরদিনের জন্য প্রদত্ত পাট্টা Lease granted in perpetuity.

ফৌজদারী কর্ম্মচারী Head officer of a district for administrating criminal work and keeping the peace.
ম্যাজেণ্টার—একপ্রকার লাল গুঁড়া।
ম্যানেজার—কার্য্যাধ্যক্ষ Manager, superintendent.
ম্যালেরিয়া—সংক্রামক জ্বররোগ।

য

যাচাই—দর ঠিক করা Appraise.
যোত্রহীন—সম্পত্তিহীন Insolvent.
যৌতুক—বিবাহ বা অন্নপ্রাশনাদি উপলক্ষে দান Dower.
যৌথ একত্রে Jointly.
যৌথ কারবার—Joint-stock business.

র

রওনা—গমন Starting; প্রেরিত despatched.
রদ—রহিত, মৌকুফ Veto, cancel.
রদ্দজওয়াব—জবাবের জবাব Rejoinder.
রপ্তানী—বিক্রয়ের জন্য অন্য স্থানে দ্রব্য প্রেরণ Exporting goods.
রফত—অভ্যাস।
রফা—নিষ্পত্তি Compromise.
রফাদফা—মীমাংসিত Decided, settled.
রফানামা—নিষ্পত্তিপত্র Deed of compromise.
রসদ—খাদ্যদ্রব্যাদি Provisions; সৈন্যাদির জন্য সংগৃহীত খাদ্যাদির ভাণ্ডার store of grain laid in for an army; বেরিজ খাজানা অনাদায়ের বা খরচের প্রদর্শিত কারণ অগ্রাহ্য করিয়া জমীদার কর্ম্মচারীর নিকট হইতে যে টাকা আদায় করে Compensation exacted from or fine imposed upon his officer by a zemindar for default in realizing rent or unsatisfactory explanation of expenses incurred; হিস্‌সা, অংশ share.
রসদি—বর্দ্ধনশীল Progressive. [ledgment.
রসিদ—প্রাপ্তিস্বীকার Receipt, acknow-
রসুম—ফি, বৃত্তি, শুল্ক Fees, duties.
রহিত—খণ্ডিত abrogated.
রাইয়ত—প্রজা, চাষী Tenant, cultivator, raiyyat, farmer.
রাজী—সম্মত Consenting, willing.
রাজীনামা—সম্মতিপত্র Deed of compromise. [tary consent.
রাজীরাগবত—ইচ্ছাপূর্ব্বক সম্মতি Volun-
রাতিব—দৈনিক খাদ্য Daily ration.
রায়—আদালতের চরম আজ্ঞা Judgment, final order of the court.
রায়ট—হাঙ্গামা Riot.
রাহা—পথ, রাস্তা Road.
রাহাখরচ—বারবরদারী, পাথেয় Travelling allowance.
রাহাগির—পথিক, ভ্রমণকারী Traveller, wayfarer. [man.

রাহাজানী—রাজ-পথে দস্যুতা highway robbery.

রিগরস্ ইম্প্রিজনমেন্ট—সশ্রম কারাদণ্ড Rigorous imprisonment.

রিজয়েণ্ডার—(আদালতে) প্রতিপক্ষের জওয়াবের জওয়াব Rejcinder, reply to a reply. [statement.

রিটর্ণ—কৈফিয়ৎ, বিবরণপত্র Return,

রিপ্লাই—(আদালতে) এক পক্ষের বক্তৃতার পর অপর পক্ষের জওয়াব। [sioner.

রিভরসনার—ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী Rever-

রিমাণ্ড—হাজতে দেওয়া Remand.

রিসিভার—মোকদ্দমার বিষয়ীভূত সম্পত্তি রক্ষণের জন্য আদালত কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী Officer appointed by the Court to look after property pending litigation ; Receiver.

রুজু—দায়ের বা দাখিল করা Institute, file.

রুপেয়া—টাকা Rupee.

রুপোস হওয়া—লুকাইয়া থাকা Absconding.

রুলিং—নজির, Ruling, precedent.

রুবকারি—বিজ্ঞাপন, হুকুমপত্র Report, notice, order, circular.

রেওয়া—সালতামামি ; আয়ব্যয়, দেনা পাওনা, লাভ লোকসান ইত্যাদি বুঝিবার কাগজ An annual statement showing receipts and expenses, debts and dues, profits and losses.

রেওয়াজ—রীতি, দস্তুর Custom, practice.

রেগুলার স্যুট—নম্বরী মোকদ্দমা Regular suit. [order.

রেজামন্দী—সম্মতি, অনুমতি Consent,

রেজিষ্টারী করা—নিযুক্ত কর্মচারীর সমক্ষে কোন দলিল লিখিয়া দেওয়া স্বীকার করা Acknowledge execution of a document before an appointed officer called Registrar.

রেজিষ্ট্রী আফিস—রেজিষ্টারের কার্য্যালয়, যেখানে যাইয়া দলীল লিখন স্বীকার করিতে হয় Office of the Registrar before whom the execution of documents has to be acknowledged.

রেট—হার Rate.

রেপ—বলাৎকার Rape.

রেল—লৌহবর্ত্ম।

রেস্ জুডিকেটা—যে বিষয় পূর্ব্বে মীমাংসিত হইয়াছে Res judicata.

রেশ্বত—উৎকোচ, ঘুষ Bribe.

রেসি—বৃদ্ধি, সুদ Increase, interest.

রেসিডেন্ট—করদ রাজগণের নিকট অবস্থিত গভর্ণমেন্ট কর্মচারী Government officer in the courts of tributary princes.

রেস্পণ্ডেণ্ট—যে পক্ষের বিরুদ্ধে আপীল করা হয় Respondent ; the party against whom an appeal is preferred.

রেহাই—মাফ, ছাড় Excuse, exemption.

রোএদাদ—বিজ্ঞাপন, বিবরণ Report, return.

রোক—নগদ টাকা Cash, ready money.

রোকড়—জমাখরচের খাতা Cash-book.

রোকড়িয়া—যে টাকাকড়ি রাখে বা টাকাকড়ির কারবার করে Cash keeper, banker.

রোকা—ক্ষুদ্রপত্র A note, a short letter.

রোকা হুণ্ডি—বাহককে লিখিত অর্থ দিবার অনুমতিপত্র Bill of exchange.

রোখ—রাগ।

রোখসোদ—অবসর, কর্মচ্যুতি Leave, dismissal.

রোজ—দিন, প্রতিদিন Day, day by day.

রোজগার—উপার্জ্জিত অর্থ Earnings.

রোজনামচা, রোজনামা—যাহাতে দৈনিক ঘটনা বিবৃত করা হয় Diary, journal.

রোজা—মুসলমানগণের ধর্মকল্পে উপবাস Religious fasting among Mahomedans.

রোজিনা—ভরণপোষণার্থে দত্ত দৈনিক বৃত্তি Daily allowance for maintenance.

রোড সেস—পথকর Road cess.

রোসনাই—আলোক।

ল

ল—আইন Law.

লওয়াজিমা—জমীদারি-বিষয়ক কাগজপত্রাদি Zemindari documents.

লগ্ন—সংযুক্ত connected.

লটকান—লাগাইয়া দেওয়া Affix.

লণ্ঠন—কাচবেষ্টিত দীপাধার।

লম্বরদার—গ্রামের মণ্ডল Headman of a village, chief of a proprietory body. [gist.

লব্জ—বাক্য, শর্ত্ত, মর্ম্ম Words, terms,

লবেজান—ওষ্ঠাগত প্রাণ।

লহনা—বাকী Outstanding ; খাজানা ছাড়া অন্য রকমের পাওনা extra cesses.

লাইবেল—গ্লানি Defamation. [License.

লাইসেন্স—ব্যবসায় করিবার অনুমতিপত্র

লাইসেন্স ট্যাক্স—ব্যবসায়-কর License-tax.

লাওয়ারিস—বেওয়ারিস, যাহার কোন উত্তরাধিকারী বা দাবীদার নাই Unclaimed, heirless.

লাখেরাজ—নিষ্কর Rent-free.

লাখেরাজদার—যে নিষ্কর ভূমি ভোগ করে Holder of rent-free land.

লাগাও—সন্নিকট Contiguous.

লাগায়েদ—পর্য্যন্ত Up to.

লাচার—উপায়হীন Helpless. [শাসনকর্ত্তা।

লাট—জমীর বিভাগ Lot ; ভারতের প্রধান

লাটবন্দী—যথাসময়ে খাজানা না দেওয়ায় প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুতীকৃত Lotted up for sale. [er.

লাদাবী—কোন দাবী না দেওয়া Disclaim-

লায়েক—উপযুক্ত Fit, capable.

লায়েক জমী—যাহাতে আবাদ করিলে ফসল জন্মিতে পারে Land capable of yielding crops when cultivated.

লাল জমী—উৎকৃষ্ট আবাদী জমী Good land for cultivation purposes.

লাস—শব Dead body.

লীগ্যাল্ রিমেম্ব্র্যান্সার—গভর্ণমেণ্টের মকদ্দমার তদ্বিরার্থে নিযুক্ত উচ্চতর কর্ম্মচারী Officer whose duty is to manage law-suits with which Government is connected.

লেজর—প্রত্যেক ব্যক্তির বা দ্রব্যের নামে নামে পৃথক্ হিসাব Ledger.

লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর—গভর্ণর জেনারেলের অব্যবহিত নিম্ন কর্ম্মচারী Lieutenant Governor ; administrator next in rank to the Governor General.

লোকসান—ক্ষতি Injury, loss.

লোক্সান্ জমা—ফৌত বা ফেরারী প্রজার জমিজমা যে পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার বিলি না হয় Right of occupying and cultivating land held in abeyance on account of the death or absconding of the last farmer.

লোক্সান্ জরিপ—লোকসান্ জমীর পৃথক্ পৃথক্ জরিপ Survey of each piece of land lying undisposed of on account of the death or absconding of the last farmer.

ল্যাংবোট—যে পরের মুখ চাহিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরে Long boat.

ল্যাভেণ্ডার—সুগন্ধিদ্রব্যবিশেষ।

শ

শদাহত—সাক্ষ্য Testimony.

শর্ত্ত—কড়ার Term, stipulation.

শরাকত—একত্রে কার্য্য করা Participation, partnership.

শরীক—অংশীদার Partner, share-holder.

শাদি—বিবাহ Marriage.

শামিয়ানা—চাঁদোয়া।

শামিল—যুক্ত করা Annex to, put up with ; অন্তর্গত, মিলিত।

শলা—পরামর্শ।

শালি—যাহাতে আমন ধান জন্মে Land for growing autumnal (amun) crops.

শাবালক—প্রাপ্তবয়স্ক Adult, major.

শাস্‌মাহী—ষাণ্মাষিক Half yearly.

শাহজাদা—রাজপুত্র।

শাহিদ—সাক্ষী Witness. [dependent.

শিকমী—পেটাও, অধীন Subordinate,

শিকার—মৃগয়া।

শিরপায়াযুল—প্রচলিত নিয়মে পারিতোষিক দান Usual reward.

শিকস্তী—জমীর যে অংশ নদী দ্বারা ভগ্ন হইয়া কমী হইয়াছে Deluvion.

শীল—দেনার দায়ে সম্পত্তি বন্ধ করা।

শুকা—অনাবৃষ্টিবশতঃ ফসল নষ্ট হওয়া. Failure of crops owing to drought.

শুদামদ—অনেক দিন হইতে চলিত Prescriptive, long-standing.

শুনানী—মকদ্দমার বিষয়সম্বন্ধে উভয় পক্ষীয়গণের বাদানুবাদ Argument, hearing.

শুরু—আরম্ভ।

শেহা—যে কাগজে দৈনিক আয়ব্যয়ের হিসাব ও বাকি কাটা হয় An account showing daily receipts, disbursements, and closing balance.

শেহার খতিয়ান—যে কাগজে প্রত্যেক প্রজার উশুল, বাকী প্রভৃতির হিসাব পৃথক্ পৃথক্ ফর্দ্দে লিখিত হয় Statement showing in separate sheets the payments made by individual tenants and the amounts out-standing against them.

স

সওগাদ—উপঢৌকন Presents.

সওদা—পণ্যদ্রব্য, বাণিজ্য Merchandise, mercantile transaction.

সওদাগর—বণিক্ Merchant, trader.

সওয়াল—জিজ্ঞাসা, প্রার্থনা Question, petition. [ing.

সওয়াল জবাব—মকদ্দমায় বাদপ্রতিবাদ plead-

সকুনৎ—বাসস্থান Residence.

সঙ্গিন—ভয়ানক, খুব বেশী।

সড়ক—পথ।

সতরঞ্চ—চতুরঙ্গ ক্রীড়া।

সদর্—প্রধান কার্য্যস্থল Sadar ; প্রধান অংশ।

সদর্ জমা—সরকারী রাজস্ব Government revenue.

সদর্ ফর্দ্দ—উপরের পৃষ্ঠা Front leaf.

সদর্ মালগুজার—জমীদারগণের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি, যাহার মারফতে অন্যেরা তাহাদের স্ব স্ব রাজস্ব জমা দেয় Head of the land-owning community through whom others pay their quota of Government revenue.

সন্—বৎসর *Sun*, year.

সনক্ত—নিশানদিহি Identification.

সনদ—ভূমি বা সম্মানদানসূচক পত্র Sanad, grant ; নিয়োগপত্র letter of appointment.

সন্‌পতিত—এক বৎসরের পতিত Lying fallow for one year.

সন্‌হাল—চলিত বৎসর Current year

সনাত পতিত—বহুদিনের পতিত Lying fallow for several years.

সনাতি পতিত—গো-ভাগাড় The place where dead cattle are thrown.

সপিনা—সাক্ষীকে তলব করিবার হুকুম পত্র Subpæna.

সফা—পৃষ্ঠা Page.

সমন—আসামী বা সাক্ষীকে তলব করিবার হুকুম Summons (issued against accused or witness).

সয়তান—মূর্ত্তিমান্ পাপ।

সর্কার—গভর্ণমেণ্ট Sirkar, Government.

সরখত—আমীন প্রভৃতির নিয়োগপত্র Letter appointing an Ameen &c.

সরঞ্জাম—দ্রব্যাদি Materials.

সরঞ্জামী খরচ—আদায় তহসীল জন্য যে খরচ দিতে হয় Establishment charges for collection purposes.

সর্দার—প্রধান ব্যক্তি Chief, headman

সরবরাহ—যোগান দেওয়া Supply.

সরহদ্দ—সীমানা Boundary, jurisdiction.

সরাব—উৎকৃষ্ট পানীয়, মদ।

সরাসরি ক্ষমতা—অবিস্তারিতভাবে বিচার করিবার ক্ষমতা Summary power.

সরাসরি মকদ্দমা—স্বত্ব সাব্যস্ত ভিন্ন মকদ্দমা Summary trial. [rence.

সরে জমিন—অকুস্থান Place of occur-

সরে জমিন্ তদন্ত—স্থানীয় তদন্ত Local investigation. [enquiry.

সরে জমিন্ তহ্‌কীক—স্থানীয় তদারক Local

সরে হাল—বর্ত্তমান সনের প্রথম the first of the current year.

সল্‌তনৎ—রাজস্ব Government.

সলাবদ্ জমা—চিরস্থায়ী বা নির্দ্দিষ্ট জমা Permanent or fixed revenue.

সব্‌জজ—মুন্‌সেফের উপরিস্থ বিচারক A judge next higher in rank to the Munsiff.

সব্‌ জুড়িসি—বিচারাধীন Sub-judici.

সবুজ—হরিদ্বর্ণ।

সবুর—ধৈর্য্যধারণ।

সহর—নগর।

সহরদ্দ—সরহদ্দ দেখ।

সহবৎ—সংসর্গ

সহি—স্বাক্ষর, দস্তখত Signature.

সহিস—অশ্বরক্ষক।

সাএব—আবেদনকারী Petitioner.

সাকিন—ঠিকানা Address, destination.

সাগা—কাহার প্রভৃতি জাতিমধ্যে প্রচলিত বিবাহপ্রথাবিশেষ A form of marriage prevailing among the Kahars and other tribes.

সাগু—রোগীর পথ্য, বীজবিশেষ।

সাজাদিনশিন—মুসলমানদিগের প্রধান ধর্ম্মযাজক Chief Mahomedan priest.

সাজোয়াল—আবদ্ধ সম্পত্তির রক্ষণার্থ নিযুক্ত কর্ম্মচারী Officer placed in charge of attached property.

সাতান, সাতোয়ান—সঙ্গতিপন্ন Well-to-do, capable of paying rent in due time.

সাদা—ষ্টাম্পহীন কাগজ Blank or unstamped paper.

সাদা রোসনাই—কাগজ ও আলোর খরচ Charges for paper and light.

সাদের—প্রকাশ্য Public.

সানি—দ্বিতীয় Second.

সানি বিচার—পুনর্ব্বিচার Review.

সাফ্ বিক্রয়—শর্ত্তরহিত বিক্রয় Unconditional sale. [ated.

সাফাই—দোষমুক্ত হওয়া To be exoner-

সাফাই সাক্ষ্য—যে সাক্ষ্য আসামীর দোষমুক্তির জন্য দেওয়া হয় Rebutting evidence.

সাফিনামা—রফার সম্মতিসূচক আবেদন Petition consenting to a compromise.

সায়—শেষ Close.

সায়রাৎ—আসল জমা ব্যতীত জলকর, বনকর, ফলকর, ঘাসকর ও হাট বাজার ইত্যাদির আয় Other sources of Government revenue than land-tax.

সাযোগ—অবৈধ যোগ, ষড়্‌যন্ত্র Conspiracy.

সারাকালি—জমীর দৈর্ঘ্য প্রস্থাদির পরিমাণের গুণফল Product of the measurement of the length and breadth of a piece of land.

সার্কাস—ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন।

সার্ট—একপ্রকার জামা। [sanad.

সার্টিফিকেট্—নির্দ্দেশপত্র Certificate,

সালগুজস্তা—গত বৎসর Last year.

সালতামামি নিকাশী জমাখরচ—যে কাগজে সংবৎসরের আয়, ব্যয়, লাভ, লোকসান মুনাফা প্রভৃতি লিখিয়া মোট হস্তবুদ ও মুনাফা দেখান হয় Statement of showing the receipts, expenses, and losses or profits of the year.

সালি জমী—ধান্যোৎপাদক জমী Paddy land.

সালিয়ানা—বাৎসরিক Annual.

সালিস—মধ্যস্থ সভা *Salis*, arbitration.

সালিসি একরারনামা—অচলনামা, সালিসবিচারে সম্মতিপত্র Agreement to abide by the award of the arbitrators.

সালিসির রোএদাদ বা ফয়সালা—সালিসবিচারের চরম নিষ্পত্তি Arbitration award.

সাবাস—বেশ, ধন্যবাদ।

সাবুত, সাবুদ—প্রমাণ Proof, evidence.

সাবেক—পূর্ব্বের Former, old.

সাহেব—অধিকারী ইংরাজজাতি।

সাঁকো—সেতু Bridge.

সিজিল—নিয়মিতভাবে রক্ষিত দফ্‌তর Regularly kept record, register.

সিঁধ কাটি—যাহার দ্বারা সিঁধ দেওয়া হয় Crow-bar.

সিঁধ দেওয়া—গৃহ ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া চুরি করা House-breaking.

সিঁধাল—যে সিঁধ দিয়া চুরি করে House-breaker. [Court.

সিভিল কোর্ট—দেওয়ানী আদালত Civil

সিভিল্ প্রোসিডিওর কোড—দেওয়ানী কার্য্যবিধি Civil Procedure Code.

সীমানা—সরহদ্দ Boundary.

সুদ—কুসীদ Interest.

সুদখোর—যে অত্যন্ত বেশী সুদ লয় Usurer.

সুদের সুদ—চক্রবৃদ্ধি Compound interest.

সুনা জমী—যাহাতে আশু বা ভাদোই, অর্থাৎ আউস ধান, ইক্ষু, রবিশস্য ও তামাক প্রভৃতি জন্মে Land on which the Bhadoi crops, such as Aus paddy, sugar-cane, tobacco &c are grown.

সুন্নত—ত্বক্‌চ্ছেদ Circumcision.

সুপারিস—অনুরোধ Recommendation.

সুমার—সংখ্যা, গণনা Enumeration.

সুয়েম জমী—উচ্চ high (ছেয়ম), যাহাতে আট আনা রকম ফসল জন্মে Land yielding eight-annas of crops.

সুরত—মুখ।

সুরতহাল—ঘটনাস্থলে এজাহার গ্রহণ Examining witnesses at the place of occurrence.

সুরু—আরম্ভ Beginning.

সুবে—প্রদেশ Province.

সেওয়ায়—ব্যতীত, ভিন্ন Except.

সেক্রেটারী—কার্য্যাধ্যক্ষ Secretary.

সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ ফর্ ইণ্ডিয়া—ভারতরাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী Highest officer for India under the Crown ; Secretary of State for India.

সেগা—বিভাগ Division.

সেপত্তনী—দরপত্তনীদারের নিকট গৃহীত পত্তনী Tenure held under the darpatnidar.

সেমাহী—ত্রৈমাসিক Quarterly.

সেরেস্তা—পদ্ধতি Procedure ; কার্য্যালয় office ; বিভাগ department.

সেরেস্তাদার—সেরেস্তারক্ষক Seristader, highest ministerial officer of the court.

সেলামী—নজর Bonus, royalty.

সেলের বন্দী—পত্তনীর পাট্টা ও কবুলিয়ত লেখাপড়ার পূর্ব্বে গ্রহীতার নাম স্বাক্ষরিত মুসাবিদা The draft of patta and kabullyat approved and signed by the lessee prior to engrossment and execution.

সেবং—তৃতীয়বার Third time.

সেসন্স্ কোর্ট—দায়রা ; ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার জন্য উচ্চ আদালত Sessions court.

সোপর্দ্দ—বিচারার্থে সমর্পণ করা To send up or transfer for trial.

সোলে—আপোষে নিষ্পত্তি Amicable settement.

সোলে নামা—আপোষে নিষ্পত্তি-সূচক পত্র Deed of compromise.

সোবে—সন্দেহ Suspicion.

সোহরত—ঘোষণা Proclamation.

স্কুল—বিদ্যালয়।

হ

হক—স্বত্ব Right, ownership.

হক্‌সফা—অন্যের অপেক্ষা ক্রয় করিবার অধিকতর স্বত্ব Right of pre-emption.

হকিকত—বিবরণ Particulars, facts.

হকিয়ত—স্বত্ব সাব্যস্তের নালিশ Suit for declaration of rights.

হকুক—স্বত্ব Proprietory right.

হদ্দ—শেষ সীমা Extremity.

হদ্দ জবাব—প্রত্যুক্তি Rejoinder.

হদ্দ তলব—পাওনার সমষ্টি Total demand.

হমিসাইড—নরহত্যা Homicide.

হর্‌কত, হরজ—দোষ, ক্ষতি Harm, injury.

হর্‌কসম—নানাপ্রকার Of various kinds.

হলফ—শপথ Oath, affirmation.

হরদম—সাধ্যমত।

হরবোলা—যে সকল রকম বুলি বলিতে পারে।

হরেক—প্রত্যেক, নানা।

হলফান—শপথ করিয়া On oath or affirmation.

হস্তবুদ—স্থিত জমা, জমীদারের মোট আয় Papers showing area and rent of landed property ; rent-roll.

হাঁসপাতাল—রোগীদিগের চিকিৎসা ও অবস্থিতি স্থান।

হাইকোর্ট—প্রধান আদালত High Court.

হাওয়ালা—চিরস্বত্ববিশিষ্ট জমি Land having permanent rights.

হাওয়ালে—জিম্মায় In charge.

হাওলাত—বিনা খতে টাকা ধার A loan made without a bond.

হাকিম—বিচারক Magistrate or judge.

হাঙ্গামা—দাঙ্গা, মারামারি Riot, affray.

হাজত—Custody.

হাজা—বান, অতিবৃষ্টি Inundation.

হাজির—উপস্থিতি Presence.

হাজির্ জামিন—আসামীর হাজিরের জন্য যে জামিন হয় Bail.

হাজির্ জামিনি—আসামীকে হাজির করিবার দায়ী হইয়া জামিন যে অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দেয় Bail-bond.

হাট—বাজার Hat, market.

হাত্‌চিঠা—যে খাতায় মহাজনেরা ক্রেতাকে দেয় ও প্রাপ্য টাকার হিসাব লিখিয়া দেয় The book in which the seller enters the transactions with the buyer and which is handed to him.

হাতিয়ার—যন্ত্রাদি Implements.

হানা—জলস্রোতের ক্রিয়ায় জমীতে যে গর্ত্ত হয় Breach caused by the action of water.

হাম্‌কালেব—সমজাতীয় Analogous.

হাম্‌রাও—মারফত Through.

হামাল—জরায়ুস্থ শিশু Fœtus in the womb.

হামি—পৃষ্ঠপোষক Supporter, patron.

হামেসা—সর্ব্বদা Always.

হামেহাল—অবিরত Constantly.

হায়্‌রাণ—কষ্ট দেওয়া Harrassing.

হার—হিসাব, দর Rate.

হারকেন—এক প্রকার আলোকাধার।

হারাহারি—পরিমাণের অনুপাতে *Pro rata*, proportionate. [সঙ্গত।

হারাম—ধর্ম্মানুমোদিত নহে এরূপ, অধর্ম্ম-

হার্‌মোনিয়ম—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

হার্ট—আঘাত Hurt.

হাল—বর্ত্তমান Current ; অবস্থা।

হাল জমা—বর্ত্তমান হিসাব Current rate.

হাল্ পাওনা—বর্ত্তমানের প্রাপ্য Current demands.

হাল্‌বাকী—অব্যবহিত পূর্ব্ব সময়ের বাকী Recent arrears.

হাসিল্ জমী—যাহাতে ফসল হইতেছে Land yielding crops.

হিজিরা—মহম্মদের মদীনাতে পলায়নের সময়ে আরব্ধ মুসলমানী অব্দ Hejira, the Mahomedan era beginning with the flight of Mahommed to Medina (16th July, 622, of the Christian era).

হিসাব—গণনা Calculation.

হিসাবকিতাব—জমাখরচবিষয়ক কাগজ Accounts.

হিসাবদিহি—দায়িত্ব Responsibility.

হিস্যা—অংশ Share.

হিস্যাদার—অংশী Co-sharer.

হিস্যারসদ—তুল্যাংশ Equal share, proportional part.

হুকুম—আজ্ঞা Order, award.

হুকুমত—শাসন-শক্তি Government.

হুজুর—সম্মানসূচক সম্বোধন Huzur, "Your Worship", "Your Honor."

হুজুরী মাল্‌গুজার—যে একাএক সরকারে খাজানা দাখিল করে Party paying revenue direct to Government ; a small Zemindar.

হুজুরী বা খারিজা তালুক—যে তালুকের রাজস্ব একাএক সরকারে দাখিল করিতে হয় Taluk the revenue of which is paid direct to government.

হুণ্ডি—অর্থকারবারবিশেষের নিদর্শনপত্র Bill of exchange.

হুণ্ডি আনা—হুণ্ডি করিবার জন্য যে অর্থ দেওয়া হয় Exchange or price paid for a bill of exchange.

হুণ্ডিওয়াল—যে মহাজন হুণ্ডির কারবার করে Exchange merchant.

হুর্‌মুৎ—সম্ভ্রম Dignity, reputation.

হুর্‌মুৎদার—সম্ভ্রান্ত Respectable.

হুর্‌মুৎবহ—গ্লানি করার জন্য আসামী ফরিয়াদিকে যে অর্থ আদালত কর্ত্তৃক দিতে বাধ্য হয় Damages for libel.

হুবহু—অবিকল।

হুঁশ (হোশ)—চেতনা।

সরল বাঙ্গালা অভিধান।

ষষ্ঠ ভাগ।

প্রবাদরূপে প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোকাবলী।

অ

অথবা বহ্নিসেবনম্।

বসন্তে ভ্রমণং পথ্যমথবা নিম্বভোজনম্।
অথবা যুবতী ভার্য্যা অথবা বহ্নিসেবনম্॥

বসন্তকালে ভ্রমণ, অথবা নিম্ব ভক্ষণ, কিংবা যুবতী ভার্য্যাসহবাস, বা অগ্নিসেবন বিধেয়।

অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ

মাসমেকং নরো যাতি দ্বৌ মাসৌ মৃগশূকরৌ।
অহিরেকদিনং যাতি অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ॥

এক ব্যাধ বনে শিকার করিতে গিয়াছিল। সে এক হরিণ শীকার করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, এমন সময় এক বরাহকে দেখিতে পাইয়া তাহার উপর শরত্যাগ করিল। আহত বরাহও ক্রোধে ব্যাধকে আক্রমণ করিল। তখন ব্যাধের আঘাতে বরাহ এবং বরাহের আঘাতে ব্যাধ প্রাণত্যাগ করিল। সেই স্থান দিয়া এক সর্প যাইতেছিল, বরাহের দেহের চাপে সেও মরিয়া গেল। এমন সময় এক শৃগাল তথায় উপস্থিত হইল, এবং এক সঙ্গে এতগুলি আহার্য্য দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইল। তখন সে এই আহার্য্যগুলিকে কিরূপে ব্যয় করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া স্থির করিল, এই মানুষের দেহ দ্বারা আমার একমাস আহার চলিবে, আর এই মৃগ ও শূকর দ্বারা দুই মাসের আহার নির্ব্বাহ হইবে। সর্পের দ্বারাও একদিন চলিবে। কিন্তু আজ আর এগুলিকে খাওয়া হইবে না, আজ এই চর্ম্মনির্ম্মিত ধনুকের ছিলা দ্বারাই ভোজনকার্য্য সম্পন্ন করি। এইরূপ স্থির করিয়া শৃগাল যেমন সেই ধনুকের ছিলা খাইতে গেল, অমনি গুণমুক্ত হওয়ায় ধনুকের অগ্রভাগ সবেগে আসিয়া তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, এবং সেই আঘাতেই শৃগাল পঞ্চত্ব লাভ করিল।

অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া

সপ্তসিংহা জিতাঃ পূর্ব্বং পঞ্চ ব্যাঘ্রাস্ত্রয়ো গজাঃ।
পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্ব্বা অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া॥

এক শূকর বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা এক সিংহের সম্মুখে পড়িল। তখন সে বিপৎকালে ধৈর্য্যধারণ করিয়া সাহসের সহিত বলিল, আমি পূর্ব্বে সাতটা সিংহ, পাঁচটা ব্যাঘ্র এবং তিনটা হস্তীকে পরাজয় করিয়াছি; আজি দেবগণ দেখুন, তোমার সহিত আমার যুদ্ধ হইবে।

অন্নচিন্তা চমৎকারা

দরিদ্রস্য গুণাঃ সর্ব্বে ভস্মাচ্ছাদিতবহ্নিবৎ।
অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ॥

একদা কবি কালিদাস গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া রাজসভায় যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার পত্নী বলিলেন, আজ গৃহে তণ্ডুল নাই। কালিদাস ভাবিতে ভাবিতে রাজসভায় গমন করিলেন। সে দিন মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে যে সকল সমস্যা পূরণ করিতে বলিলেন. কালিদাস তাহার কোনটিই পূরণ করিতে পারিলেন না। তখন বিক্রমাদিত্য বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কালিদাস বলিলেন, দরিদ্রের গুণসমূহ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় থাকে, অর্থাৎ তাহার স্ফুরণ হয় না; অন্নচিন্তা চমৎকার; সে চিন্তায় যে কাতর, তাহার আর কবিতাশক্তি কিরূপে বিকশিত হইবে?

অন্নমূলং বলং পুংসাং

অন্নমূলং বলং পুংসাং বলমূলং হি জীবনম্।
তস্মাৎ যত্নেন সংরক্ষেৎ বলঞ্চ কুশলো ভিষক্॥

পুরুষের বল অন্নমূলক অর্থাৎ অন্ন দ্বারাই বল সংরক্ষিত হয়, এবং প্রাণ বলমূলক অর্থাৎ বল দ্বারাই প্রাণ রক্ষিত হয়; অতএব সযত্নে বল রক্ষা করাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

অন্তে পরে কা কথা

জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণীভুজামগ্রণীঃ
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ।
দোর্দ্দণ্ডেন সমো ন চাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষবিষ্ণুঃ স্বয়ং
রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি বিধিনা চান্তে পরে কা কথা॥

যিনি সূর্য্যবংশে উদ্ভূত, রাজরাজেশ্বর দশরথ যাঁহার জনক, সত্যপরায়ণা সীতা যাঁহার সহধর্ম্মিণী, লক্ষ্মণ যাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যাঁহার ভুজবল জগতে অতুলনীয়, এবং যিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ বিষ্ণুর অবতার, সেই রামচন্দ্রও যখন বিধাতা কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন, তখন অন্তে যে হইবে, তাহার আর বেশী কথা কি?

অপরস্মা কিং ভবিষ্যতি

ভোজনং যত্র কুত্রাপি শয়নং হট্টমন্দিরে।
মরণং গোমতীতীরে অপরস্মা কিং ভবিষ্যতি॥

একদা জ্যোতিষশাস্ত্র-বিশারদ কোন ব্রাহ্মণ পথমধ্যে একটি মৃতের মস্তক দেখিতে পাইলেন, এবং তাহার ললাটলিপি পাঠ করিয়া দেখিলেন তাহাতে লিখিত আছে, "ইহার ভোজন যেখানে সেখানে, শয়ন হাটের চালায়, মরণ গোমতীতীরে অর্থাৎ গোভাগাড়ে হইবে, এবং ইহার পরে আরও যে কি ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে।" ইহা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, এ ব্যক্তির যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে, এখন এই শেষ মাথাটার আবার কি পরিণাম ঘটিতে পারে? কৌতূহলাক্রান্ত ব্রাহ্মণ তখন ইহার পরীক্ষার জন্য মাথাটিকে লইয়া গৃহে আসিলেন, এবং গৃহমধ্যে এক গুপ্তস্থানে তাহা রাখিয়া দিলেন। একদিন তাঁহার পত্নী গৃহকার্য্য করিতে করিতে সহসা ঐ মাথাটী দেখিতে পাইল, এবং দেখিয়া

ভাবিল, এ নিশ্চয়ই আমার স্বামীর প্রণয়-পাত্রী ছিল; মৃত্যুর পরও উঁহাকে ভুলিতে না পারায় স্বামী ইহার মাথাটিকে আনিয়া ঘরের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক, ইহার উপযুক্ত প্রতিফল দিতে হইবে। এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণী হিংসাবশে মাথাটাকে চূর্ণ করিল, এবং সেই চূর্ণগুলি লইয়া বিষ্ঠা-মধ্যে নিক্ষেপ করিল। পরে এই ঘটনা প্রকাশ পাইলে ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন যে, ইহার ভাগ্যে যে 'অপরন্তু কিং ভবিষ্যতি' অর্থাৎ পরে আবার কি হইবে লেখা ছিল, তাহা এই।

অরসিকে রসস্য নিবেদনং

ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকে রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

কোন কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, হে বিধাতঃ! তুমি আমার অদৃষ্টে অন্য যত প্রকার দুঃখ দিতে পার দাও, কিন্তু অরসিক লোকের কাছে রসের নিবেদনরূপ দুঃখ আমার অদৃষ্টে লিখিও না লিখিও না।

অর্থস্য পুরুষো দাসঃ

অর্থস্য পুরুষো দাসো
দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ
বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, হে মহারাজ! মানব অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কাহারও দাস নহে; ইহা অতি সত্য বাক্য বলিয়া জানিবে। কারণ এই দেখ, কৌরবেরা আমাকে অর্থ দ্বারাই বশীভূত করিয়াছে।

অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ

মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে।
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তা চ নালিঙ্গতে।
অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং সুহৃৎ
তস্মাদর্থমুপার্জ্জয় শৃণু সখে অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ।

অর্থ না থাকিলে মাতা নিন্দা করেন, পিতা রুষ্ট হন, ভ্রাতা সম্ভাষণ করে না, ভৃত্য ক্রোধ প্রকাশ করে, পুত্র অবাধ্য হয়, পত্নী আলিঙ্গন করে না, এবং বন্ধুবান্ধবেরা পাছে কিছু প্রার্থনা করে এই ভয়ে আলাপ করে না; অতএব ভাই! অর্থ উপার্জ্জন কর, অর্থের দ্বারা সকলেই বশীভূত হয়।

অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ

অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্টা ইব পার্থিবাঃ।
সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ॥

দ্বিজগণ সন্তোষশূন্য হইলে বিনষ্ট হন, রাজারা সর্ব্বদা সন্তোষপরায়ণ হইলে বিনষ্ট হন, বেশ্যারা লজ্জাশীলা হইলে তাহাদের আদর হয় না, এবং কুলস্ত্রী লজ্জাহীনা হইলে নিন্দিতা হন।

অসারে খলু সংসারে

অসারে খলু সংসারে
সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গঃ
গঙ্গাম্ভঃ শম্ভুসেবনম্॥

অসার সংসারে কাশীবাস, সাধুসঙ্গ, গঙ্গোদকপান এবং পরমেশ্বরের সেবা, এই চারিটিই সার কার্য্য।

অহিংসা পরমো ধর্ম্ম

অহিংসা পরমো ধর্ম্ম ইত্যেবং পরমা মতিঃ।
অহিংসা পরমং দানমিত্যেবং কবয়ো বিদুঃ।

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, অহিংসা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, এবং অহিংসাই শ্রেষ্ঠ দান।

আ

আতুরে নিয়মো নাস্তি

আতুরে নিয়মো নাস্তি বালে বৃদ্ধে তথৈব চ।
কুলাচাররতে চৈব এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

আতুর অবস্থায় নিয়মপালনের আবশ্যকতা নাই এবং বালক ও বৃদ্ধকেও নিয়মের অধীন হইতে হয় না; আর যাঁহারা কুলাচারনিষ্ঠ, তাঁহাদেরও নিয়ম পালন না করিলে চলে, ইহা শাশ্বত ধর্ম্ম।

আত্মবন্মন্যতে জগৎ

আশ্রমান্তর্গতা বেশ্যা ঋষ্যশৃঙ্গো ঋষেঃ সুতঃ।
তপস্বিনস্তু তা মেনে আত্মবন্মন্যতে জগৎ॥

লোমপাদ রাজা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন নিমিত্ত বেশ্যাদিগকে প্রেরণ করিলে বেশ্যাগণ যখন ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হইল, তখন স্ত্রীপুংভেদজ্ঞানরহিত ঋষ্যশৃঙ্গ তাহাদিগকে তপস্বী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। যে যেরূপ ব্যক্তি, সে জগতের সকল লোককেই সেইরূপ জ্ঞান করে।

আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে
গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে
আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

বংশের মঙ্গলের জন্য এক ব্যক্তিকে ত্যাগ করিবে, গ্রামের মঙ্গলের জন্য বংশকেও ত্যাগ করিবে; দেশের মঙ্গলের জন্য গ্রামকেও ত্যাগ করিবে; এবং নিজের জীবন রক্ষার জন্য পৃথিবীকেও পরিত্যাগ করিবে।

আত্মানং সততং রক্ষেৎ

আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি
আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি॥

বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ধন সঞ্চয় করিবে; ধনের দ্বারা স্ত্রীকে রক্ষা করিবে; এবং স্ত্রীর দ্বারা বা ধনের দ্বারা সর্ব্বদা আত্মরক্ষা করিবে।

আয়ুর্ম্মর্ম্মাণি রক্ষতি

নিমগ্নস্য পয়োরাশৌ পর্ব্বতাৎ পতিতস্য চ।
তক্ষকেণাপি দষ্টস্য আয়ুর্ম্মর্ম্মাণি রক্ষতি॥

অতল জলতলে ডুবিলেও, পর্ব্বতশিখর হইতে পতিত হইলেও এবং তক্ষকে দংশন করিলেও আয়ু মর্ম্মকে রক্ষা করে, অর্থাৎ আয়ু থাকিলে মৃত্যু হয় না।

আয়ুর্যাতি দিনে দিনে

লোকঃ পৃচ্ছতি সদ্বার্ত্তাং শরীরে কুশলং তব।
কুতঃ কুশলমস্মাকং আয়ুর্যাতি দিনে দিনে॥

লোকে জিজ্ঞাসা করে "তোমার শারীরিক মঙ্গল ত?" কিন্তু আমাদিগের মঙ্গল কোথায়; যেহেতু দিন দিন আমাদের আয়ুক্ষয় হইয়া যাইতেছে।

আশা বৈতরণী নদী

ক্রোধো বৈবস্বতো রাজা আশা বৈতরণী নদী।
বিদ্যা কামদুঘা ধেনুঃ সন্তোষঃ নন্দনং বনম্॥

মহারাজ বিক্রমাদিত্য এক সময়ে রাক্ষসের প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে বলিয়াছিলেন, মানবের ক্রোধ কৃতান্তসদৃশ, আশা বৈতরণী নদীর ন্যায় অপার, বিদ্যা কামধেনু তুল্য, এবং সন্তোষ স্বর্গের নন্দনকাননের ন্যায় মনোরম।

উ

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-
র্দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।

যে পুরুষ উদ্যোগী, লক্ষ্মী তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে, এই কথা কাপুরুষেরাই বলিয়া থাকে। অতএব স্বীয় শক্তি দ্বারা দৈবকে দূর করিয়া পৌরুষ প্রকাশ কর। সবিশেষ যত্ন করিলেও যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তাহাতে আর দোষ কি?

উদ্বাহুরিব বামনঃ

মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ কীর্ত্তনের পূর্ব্বে স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন, দীর্ঘাকৃতি পুরুষ কর্ত্তৃক লভ্য অর্থাৎ বৃক্ষের উন্নত শাখাস্থিত ফলের লোভে বামন হাত বাড়াইলে লোকে যেমন তাহাকে উপহাস করে, তদ্রূপ আমি মূঢ় হইয়াও কবিযশঃ-প্রার্থী হওয়ায় লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইব।

এ

এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে

অপাত্রঃ পাত্রতাং যাতি
যত্র পাত্রো ন বিদ্যতে।
নিরস্তপাদপে দেশে
এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে ॥

যেস্থানে গুণী ব্যক্তি নাই, সেস্থানে নির্গুণ ব্যক্তিও গুণবান্ বলিয়া পূজিত হয়; যে দেশে বৃক্ষ নাই, সে দেশে এরণ্ড বৃক্ষও বৃক্ষমধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে।

ক

কপালঃ কপালঃ কপালমূলম্

কিংবা স্বয়ম্ভূঃ শিবশক্তী বিষ্ণুঃ
কপালদুঃখং ন করোতি দূরম্।
অতঃপরো জীবঃ সকর্ম্মভোগঃ
কপালঃ কপালঃ কপালমূলম্ ॥

কি বিরিঞ্চি, কি শিব, কি শক্তি, কি বিষ্ণু কেহই অদৃষ্টের দুঃখ দূর করিতে সমর্থ নহেন; জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং অদৃষ্টই সকলের মূল।

কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ

কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধির্ন বুদ্ধ্যা কর্ম্ম বাধ্যতে।
সুবুদ্ধিরপি যদ্রামো হৈমং হরিণমন্বগাৎ ॥

বুদ্ধি কর্ম্মের বশীভূত হয়, কিন্তু কর্ম্ম বুদ্ধির বশীভূত হয় না; যেহেতু রামচন্দ্র বুদ্ধিমান্ হইয়াও স্বর্ণমৃগের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

কা কস্য পরিবেদনা

একবৃক্ষসমারূঢ়া নানা পক্ষিবিহঙ্গমাঃ।
প্রভাতে তু দিশো যান্তি কা কস্য পরিবেদনা।

রাত্রিকালে নানা পক্ষী এক বৃক্ষে আসিয়া বাস করে, কিন্তু রজনী প্রভাত হইলেই তাহারা নানাদিকে চলিয়া যায়; অতএব কাহার প্রতি কি বেদনা?

কা কস্য পরিবেদনা

কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরঃ।
কায়প্রাণৈর্ন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিবেদনা ॥

মাতা, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ কাহার? যখন এই দেহের সহিত প্রাণের কোন সম্পর্ক নাই, তখন অন্যের প্রতি কি ব্যথা থাকিতে পারে?

কা চিন্তা মরণে রণে

যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা ভক্তিস্তৎপদপঙ্কজে।
বিষমে দুর্গমে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে ॥

যদি শ্রীহরির চরণ চিন্তা করা যায়, এবং তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, বিষম বা দুর্গম স্থানে এবং মৃত্যুতে বা সংগ্রামস্থলে চিন্তা কি?

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥

কে তোমার স্ত্রী এবং কে তোমার পুত্র? এই সংসারের ব্যাপার অতিশয় বিচিত্র। তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই বা আসিয়াছ, হে ভ্রাতঃ! এই নিগূঢ় তত্ত্ব চিন্তা কর।

কালস্য কুটিলা গতিঃ

যাবৎ কণ্ঠগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ম্।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ ॥

যে পর্য্যন্ত প্রাণ কণ্ঠগত না হয়, এবং যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়সমূহ নিস্পন্দ না হয়, সে পর্য্যন্ত চিকিৎসা করাইবে; কারণ কালের গতি অতিশয় কুটিল, অর্থাৎ কালচক্রে কখন কি ঘটে বলিতে পারা যায় না।

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ ॥

বকরূপী ধর্ম্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এ সংসারে আশ্চর্য্য কি? তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, প্রত্যহই শত শত জীব যমালয়ে গমন করিতেছে; কিন্তু যাহারা অবশিষ্ট থাকিতেছে, তাহারা ইহা দেখিয়া আপনাদিগকে অমর বলিয়া মনে করিতেছে; অতএব ইহা হইতে আশ্চর্য্য আর কি থাকিতে পারে?

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি ॥

চিত্ত, বিত্ত অর্থাৎ ধন, জীবন এবং যৌবন এ সমস্তই চঞ্চল অর্থাৎ অস্থায়ী; কিন্তু কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তি চিরজীবী অর্থাৎ তিনি জীবন ত্যাগ করিলেও জীবিত বলিয়া গণ্য।

কুপুত্রেণ কুলং যথা

একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা।
দহ্যতে তদ্বনং সর্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা।

বনে একটীমাত্র কুবৃক্ষ থাকিলে তাহার কোটরজাত বহ্নি দ্বারা যেমন সমগ্র বন ভস্মীভূত হয়, তেমনই বংশের মধ্যে একটীমাত্র কুপুত্র জন্মিলে তাহার দোষে সমস্ত বংশ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্

না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥

কর্ম্মের ভোগ না হইলে শতকোটি কল্পেও তাহার ক্ষয় হয় না। জীবগণ শুভ বা অশুভ যেরূপ কর্ম্মই করুক, অবশ্যই তাহাকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়।

ক গতা মথুরাপুরী

যদুপতেঃ কগতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃস্থিরং
নশ্বরং জগদিত্যবধারয় ॥

যদুপতির অধিকৃত মথুরাপুরী এখন কোথায়; রামচন্দ্রের পালিত অযোধ্যারই বা এখন কি দশা হইয়াছে? এই সকল চিন্তা করিয়া মন স্থির কর, এবং এই জগৎ নশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিও।

কথিত আছে, রূপ গোস্বামীর ভ্রাতা সনাতন এক ব্রাহ্মণের ভূমি হরণে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণ বৃন্দাবনবাসী রূপের নিকট গিয়া আবেদন করেন। তাহাতে রূপ ভ্রাতাকে য র ই ন এই চারিটী অক্ষর লিখিয়া পাঠাইলে সনাতন ঐ চারিটী অক্ষর দ্বারা উক্ত কবিতাটী রচনা করেন, এবং কবিতার মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া ভূমি-হরণ-বাসনা পরিত্যাগ করেন।

ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্।

বনানি দহতো বহ্নেঃ সখা ভবতি মারুতঃ।
স এব দীপনাশায় ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্ ॥

অগ্নি যখন বন দহনে প্রবৃত্ত হয়, তখন বায়ু তাহার বন্ধুস্বরূপ হইয়া তাহার সাহায্য করে; আবার সেই বায়ুই প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া দেয়। অতএব ক্ষীণ হইলে কাহারও গৌরব থাকে না।

গ

গজভুক্ত কপিত্থবৎ

আজগাম যদা লক্ষ্মীর্নারিকেলফলাম্বুবৎ।
নির্জগাম যদা লক্ষ্মীর্গজভুক্ত কপিত্থবৎ ॥

যেমন নারিকেল ফলে কোথা হইতে জল আসে, তাহা কেহই জানিতে পারে না, তেমনই লক্ষ্মীও অদৃশ্যভাবে আগমন করেন; হস্তি কর্ত্তৃক ভক্ষিত কপিত্থফলের বহির্ভাগ ঠিক থাকিলেও ভিতর যেমন অসার, তেমনই লক্ষ্মী যখন চলিয়া যান, তখন বাহির ঠিক থাকে, কিন্তু ভিতর সারশূন্য হইয়া পড়ে।

গতস্য শোচনা নাস্তি

কৃতস্য করণং নাস্তি মৃতস্য মরণং যথা।
গতস্য শোচনা নাস্তি ইতি বেদবিদাং মতম্ ॥

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যেমন মৃত ব্যক্তির আর পুনর্ব্বার মরণ নাই, সেইরূপ কৃত কর্ম্মেরও আর করণ নাই, এবং যে বিষয় গত হইয়াছে, তাহার জন্য অনুশোচনা করাও অকর্ত্তব্য।

গুণী গুণং বেত্তি

গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণো
বলী বলং বেত্তি ন বেত্তি নির্বলঃ।
পিকো বসন্তস্য গুণং ন বায়সঃ
করী চ সিংহস্য বলং ন মূষিকঃ ॥

গুণী ব্যক্তিই গুণবানের গুণ বুঝিতে পারে, নির্গুণ তাহা বুঝিতে পারে না ; এবং বলবান্ ব্যক্তিই বলীর বল জানিতে পারে, দুর্ব্বল পারে না। কোকিলই বসন্তকালের গুণ বুঝিতে সমর্থ হয়, কিন্তু কাক তাহা বুঝিতে পারে না, এবং হস্তীই সিংহের বল বুঝিতে পারে, মূষিক তাহা কখনও অনুভব করিতে পারে না।

গৃহিণী গৃহমুচ্যতে

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

কেবল গৃহকেই গৃহ বলা যায় না, গৃহিণীকেই গৃহ বলে ; যেহেতু গৃহিণীর সহিত একত্র হইয়া পুরুষ যাবতীয় পুরুষার্থ উপভোগ করিয়া থাকে।

চ

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ—

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥

সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ উপস্থিত হয় ; সুখ ও দুঃখ চক্রের ন্যায় বিঘূর্ণিত হইতেছে।

চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং

চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং বস্ত্রাণামাতপো জ্বরঃ।
অসৌভাগ্যং জ্বরঃ স্ত্রীণামশ্বানাং মৈথুনং
জ্বরঃ॥

চিন্তা মনুষ্যের জ্বরস্বরূপ, রৌদ্র বস্ত্রের জ্বরের সদৃশ, দুর্ভাগ্য নারীজাতির জ্বরতুল্য, এবং মৈথুন ঘোটকের জ্বরের ন্যায়।

ছ

ছিদ্রেষনর্থা বহুলীভবন্তি

ক্ষতে প্রহারা নিপতন্ত্যভীক্ষ্ণং
ধনক্ষয়ে মূর্চ্ছতি জাঠরাগ্নিঃ।
আপৎসু বৈরাণি সমুদ্ভবন্তি
ছিদ্রেষনর্থা বহুলীভবন্তি।

ক্ষত স্থানেই প্রহারসকল পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়া থাকে ; ধন নাশ পাইয়া দারিদ্র্য দশা উপস্থিত হইলেই ক্ষুধার বৃদ্ধি হয় ; আপৎ কালে নানা প্রকার শত্রুতা উৎপন্ন হয় ; এবং ছিদ্র পাইলেই অনর্থসকল বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

জ

জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়াৎ

আততায়িনমায়ান্তমপি বেদান্তগং রণে।
জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়াৎ ন তেন ব্রহ্মহা
ভবেৎ।

বেদবিদ্ ব্রাহ্মণও যদি আততায়ী হইয়া হননার্থ আগমন করে, তবে তাহাকেও বধ করিবে, ইহাতে ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ করিবে না।

ত

তত্র মৌনং হি শোভনম্।

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং
কোকিলৈর্জ্জলদাগমে।
দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র
মৌনং হি শোভনম্॥

কোকিলেরা বর্ষাকালে নীরব থাকে এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া কোন কবি বলিতেছেন, কোকিলেরা যে বর্ষাকালে মৌনভাব ধারণ করে, ইহা খুব ভাল কাজ করে, কারণ যে সময়ে ভেকগণ বক্তা হয়, সে সময়ে নীরব থাকাই শোভা পায়।

তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ

কাকস্য চঞ্চুর্যদি স্বর্ণযুক্তা
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য।
একৈক পক্ষে গজরাজমুক্তা
তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ।

কাকের চঞ্চু যদি স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত হয়, চরণদ্বয় মাণিক্যবিজড়িত হয়, এবং এক একটী পালকে যদি গজমতি মুক্তা থাকে, তথাপি সে কাকই থাকে, কখনও রাজহংস হইতে পারে না।

তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে

দ্বিজায় দত্বা পাদুকে শতবর্ষীয় জর্জ্জরা।
তৎফলাদশ্বলাভো মে তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে॥

একদা কালিদাস কোন স্থানে যাইতে যাইতে পথমধ্যে দেখিলেন, এক ব্রাহ্মণ নগ্নপদে তপ্তবালুকাপূর্ণ পথ অতিক্রম করিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। ইহা দেখিয়া কালিদাস স্বীয় পাদুকা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পরে কিছুদূর যাইলে তিনি এক অশ্ব প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে পথের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এক ব্রাহ্মণকে আমার বহুদিনের জীর্ণ পাদুকা প্রদান করিয়া তাহার ফলে এক অশ্বলাভ করিয়াছিলাম, এবং তদারোহণে আমি এস্থানে উপনীত হইয়াছি। অতএব আমি দেখিতেছি, যাহা দান করা না হয়, তাহাই নষ্ট হয়।

তৃণবন্মন্যতে জগৎ

অবংশে পতিতো রাজা মূর্খপুত্রশ্চ পণ্ডিতঃ।
অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ॥

হীনবংশজাত ব্যক্তি যদি রাজপদ পায়, মূর্খের পুত্র যদি পণ্ডিত হয়, এবং দরিদ্র ব্যক্তি যদি সহসা প্রচুর ধন পায়, তাহা হইলে তাহারা জগৎকে তৃণের ন্যায় মনে করে।

তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ

নিঃস্বো বষ্টিশতং শতী দশশতং
লক্ষং সহস্রাধিপো
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং
ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং
সুরপতি ব্রহ্মাপদং বাঞ্ছতি
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরির্হরপদং
তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ॥

দরিদ্র ব্যক্তি প্রথমে শত মুদ্রা পাইতে ইচ্ছা করে। যদি সে শত মুদ্রা পায়, তবে অতঃপর সে সহস্র মুদ্রা পাইতে অভিলাষী হয়। তাহাও পাইলে তখন সে লক্ষ মুদ্রা চায়। লক্ষপতি হইলে আবার সে রাজা হইতে ইচ্ছা করে। রাজা হইলে তখন পুনর্ব্বার সে সম্রাট্ হইবার বাঞ্ছা করে। যদি সম্রাট্ হয়, তাহা হইলে সে ইন্দ্রত্ব প্রার্থনা করে, ইন্দ্র হইলে তখন আবার ব্রহ্মত্ব লাভের বাঞ্ছা হয়। ব্রহ্মত্ব পাইলে বিষ্ণুপদ লাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মে, এবং বিষ্ণুপদ লব্ধ হইলে তখন আবার শিবত্বে অভিলাষ করে। এইরূপে আশা উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে। অতএব তৃষ্ণার শেষ সীমাতে কেহই গমন করিতে পারে না অর্থাৎ কাহারও আশা নিবৃত্ত হয় না।

তে চাপি প্রলয়ং গতাঃ

সুকৃতান্যপি কর্ম্মাণি রাজভিঃ সগরাদিভিঃ
অথ তান্যেব কর্ম্মাণি তে চাপি প্রলয়ং গতাঃ

সগরাদি কত কত রাজা সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া কত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন ; কিন্তু সেই সকল কর্ম্ম এবং সেই সকল নরপতিও তিরোহিত হইয়াছেন সুতরাং সংসার অনিত্য।

তেষাং বারাণসী গতিঃ

মাতাপিতৃপরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ
যেষামন্যগতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ॥

মাতা পিতা এবং বন্ধুবান্ধবগণ যাহাদের পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং যাহাদের আর অন্য কোন উপায় নাই, তাহাদের কাশীধামই একমাত্র উপায়।

তে হি নো দিবসা গতাঃ

জীবৎসু তাতপাদেষু নবে দারপরিগ্রহে।
মাতৃভিশ্চিন্ত্যমানানাং তে হি নো দিবসা
গতাঃ॥

সীতানির্ব্বাসনের পূর্ব্বক্ষণে রামচন্দ্র অতীত কাহিনী স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, পিতা বিদ্যমানে আমাদের বিবাহ পরিগ্রহোৎসবকালে জননীগণ কত আনন্দ চিন্তা করিয়াছিলেন। আমাদের সে আনন্দের দিন চলিয়া গিয়াছে।

দ

দণ্ডেন গোগর্দ্দভৌ

শক্যো বারয়িতুং জলেন
হুতভুক্ ছত্রেণ বর্ষাতপৌ

নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন
সমদো দণ্ডেন গোগর্দ্দভৌ।

জলের দ্বারা অগ্নিকে শান্ত করা যায়; ছত্রের দ্বারা বৃষ্টি এবং রৌদ্র নিবারণ করা যায়; শাণিত অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীকে দমন করা যায়, এবং দণ্ডাঘাতে গো এবং গর্দ্দভকে শাসন করা যাইতে পারে।

দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে।
নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন
দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।

বহুগুণের মধ্যে একটী মাত্র দোষ থাকিলে তাহা সেই গুণসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়, অর্থাৎ তখন তাহার সে দোষ কেহই দেখিতে পায় না, যে কবি বলিয়াছেন, তিনি জানেন না যে, একমাত্র দারিদ্র্য দোষে যাবতীয় গুণই নষ্ট হইয়া যায়।

দারুভূতো মুরারিঃ

একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া।
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো
দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা বসতি জলধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো
মুরারিঃ॥

কোন রাজা জনৈক কবিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রীহরি কাষ্ঠময় হইয়া জগন্নাথ ক্ষেত্রে বাস করিতেছেন কেন? কবি এতদুত্তরে বলিয়াছিলেন, শ্রীহরির এক পত্নী সরস্বতী, তিনি স্বভাবতই মুখরা; অন্য ভার্য্যা লক্ষ্মী, তিনি চঞ্চলা; একমাত্র পুত্র মদন, তিনি অবাধ্য; নিজে সমুদ্র মধ্যে সর্পশয্যায় শয়ান, এবং সর্পভুক্ গরুড় বাহন; নিজ গৃহের এই সমস্ত ব্যাপার স্মরণ করিয়া মুরারি মনোদুঃখে কাষ্ঠরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দেশায় তস্মৈ নমঃ

ছেত্তুং চন্দনচূতচম্পকবনং রক্ষা চ
সাকোটকে
হিংসা হংসময়ূরকোকিলগণে কাকে চ
বহ্বাদরঃ।
মাতঙ্গে তুরঙ্গে খরে চ সমতা কর্পূর-
কার্পাসয়ো-
রেবং যত্র বিচারণা গুণিগণা দেশায় তস্মৈ
নমঃ॥

মূর্খের নিকট গুণের আদর নাই, এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া কোন কবি বলিতেছেন, যে দেশে চন্দন, আম্র, চম্পক প্রভৃতি বৃক্ষরাজিকে ছেদন করিয়া সেওড়া গাছকে যত্নসহকারে রক্ষা করা হয়, যে দেশে হংস, ময়ূর এবং কোকিলকে সংহার করিয়া কাকের উপর আদর প্রকাশ করা হয়, যেখানে হস্তী এবং অশ্বের সহিত গর্দ্দভের তুলনা করা হয়, এবং যে দেশে কর্পূর ও কার্পাসে সমজ্ঞান করা হয়, সেই বিচারশূন্য দেশকে নমস্কার।

দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ

অতিথির্বালকশ্চৈব রাজা ভার্য্যা তথৈবচ।
অস্তি নাস্তি ন জানন্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ॥

অতিথি, বালক, রাজা এবং পত্নী ইহারা আছে কি নাই তাহা বিবেচনা করে না, কেবল দাও দাও ইহাই বলিতে থাকে।

দৈবী বিচিত্রা গতিঃ

কান্তং ব্যক্তি কপোতিকাকুলতয়া
কান্তান্তকালোঽধুনা
ব্যাধোঽধো ধৃতচাপশাণিতশরঃ শ্যেনঃ
পরিভ্রাম্যতি।
ইত্থং সত্যহিনা স দষ্ট ইষুণা শ্যেনোঽপি
তেনাহত
স্তূর্ণং তৌ তু যমালয়ং পরিগতৌ দৈবী
বিচিত্রা গতিঃ॥

এক বৃক্ষের উপর কপোত ও কপোতী বসিয়াছিল। সহসা তাহারা দেখিল, সেই বৃক্ষমূলে এক ব্যাধ আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং উপরে এক শ্যেন পক্ষী তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কপোতী কপোতকে বলিল, হে নাথ! অদ্য আমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত; কারণ ঐ দেখ বৃক্ষতলে ব্যাধ আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ধনুকে শরযোজনা করিয়াছে, এবং আকাশে বাজপক্ষী উড়িতেছে, সুতরাং আমাদের আর জীবন রক্ষার উপায় নাই। কপোতিকা এইরূপ বলিতেছে, এমন সময় এক সর্প আসিয়া ব্যাধকে দংশন করিল, ব্যাধ তৎক্ষণাৎ মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে পতিত হইল; এই সময়ে তাহার হস্তস্থিত বাণ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বাজপক্ষীকে বিদ্ধ করিল। তখন তাহারা উভয়েই যমালয়ে গমন করিল। অতএব দেখ, দৈবের গতি অতি বিচিত্র।

দোষা বাচ্যা গুরোরপি

কিন্তু রোষপরীতেন গুরুণা জায়তে গুণঃ।
শত্রোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা
গুরোরপি॥

গুরু রোষযুক্ত হইলেও তাঁহা হইতে গুণ দর্শে; কিন্তু শত্রুরও গুণ থাকিলে তাহা ব্যক্ত করিবে, এবং গুরুরও দোষ থাকিলে তাহা ব্যক্ত করিবে।

দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি

কলত্রং ক্ষালনাৎ শুধ্যেৎ গোময়েন গৃহন্তথা।
ক্ষারযোগেন বস্ত্রঞ্চ দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি॥

জল দ্বারা ধৌত করিলেই কল শুদ্ধ হয়; গোময় দ্বারা লেপন করিলেই গৃহ শুদ্ধ হয়; ক্ষার সংযোগ হইলেই বস্ত্র শুদ্ধ হয়; এবং মূল্য দিয়া ক্রয় করিলেই দ্রব্য শুদ্ধ হইয়া থাকে।

ধ

ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ

দাতঃ ক্ষ্মামখিলাং প্রদায় হরয়ে পাতালমূলং
বলিঃ
শঙ্কু প্রশ্নবিসর্জ্জনাৎ স চ মুনিঃ স্বর্গং
সমারোপিতঃ।
আবাল্যাদসতী সতী সুরপুরীং কুন্তী
সমারোহিতা
হা সীতা পতিদেবতাগমদধো ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা
গতিঃ॥

বলিরাজ বামনরূপী ভগবান্‌কে সমগ্র ভূমণ্ডল দান করিয়া পাতালে গমন করিলেন, আর ঋচীক নামা মুনি এক প্রশ্ন শঙ্কু দান করিয়া স্বর্গবাসী হইলেন; কুন্তী বাল্যকাল হইতে অসতী হইয়াও স্বর্গগামিনী হইলেন, কিন্তু সীতা পতিব্রতা হইয়াও অধোগতি প্রাপ্ত হইলেন। অহো, ধর্ম্মের গতি কি সূক্ষ্ম!

ধর্ম্মোঽপি জানাতি নরস্য বৃত্তং

আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ
দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে
ধর্ম্মোঽপি জানাতি নরস্য বৃত্তম্॥

সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, জল, মন, যম, দিন, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যাকাল এবং ধর্ম্ম ইহারা মানবের চরিত্র বুঝিতে পারে।

ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্।

জল্পন্তি সূরয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্।
এতদজ্ঞাতব্যমদ্যৈব কিমত্র চ ভবিষ্যতি॥

ধরণীপাল মাধব কোন সময়ে সুলোচনা নাম্নী দাসীর ধর্ম্মনাশে উদ্যত হইলে দাসী ভয়াকুলচিত্তে বলিয়াছিল, পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, ধর্ম্মই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, আমি আজ তাহার পরীক্ষা করিব, দেখ আমার ভাগ্যে কি ঘটে।

ন চ দৈবাৎ পরং বলম্

ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ।
ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্॥

বিদ্যার সমান বন্ধু নাই, ব্যাধির তুল্য শত্রু নাই, পুত্রস্নেহের তুল্য স্নেহ নাই, এবং দৈববল হইতে বল নাই।

ন দুঃখং পঙক্তিঃ সহ

স্নাতব্যং পঙক্তিঃ সার্দ্ধং
গন্তব্যং পঙক্তিঃ সহ।
ভোক্তব্যং পঙক্তিঃ সার্দ্ধং
ন দুঃখং পঙক্তিঃ সহ।

পাঁচ জনের সঙ্গে একত্র বাস করিবে, পাঁচ জনের সহিত গমন করিবে এবং

পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া ভোজন করিবে, কারণ পাঁচজনের সহিত থাকিলে দুঃখ অনুভব করা যায় না।

ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ

ন মাতা শপতে পুত্রং ন দোষং লভতে মহী
ন হিংসাং কুরুতে সাধুর্ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ।

মাতা কখন পুত্রকে অভিশাপ দেন না; পৃথিবী কখন জীবের দোষগ্রহণ করে না; সাধু ব্যক্তি কখনও পরহিংসায় প্রবৃত্ত হন না, এবং দেবতা কখন সৃষ্টি নাশ করেন না।

ন নিম্বো মধুরায়তে

শর্করা শতভারেণ নিম্ববৃক্ষো উপার্জ্জিতঃ।
পয়সা সিঞ্চিতো নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে॥

যদি শতভার চিনি দিয়া নিমগাছ উৎপন্ন করা যায়, এবং তাহার মূলে প্রত্যহ দুগ্ধ সেচন করা যায়, তাহা হইলেও নিম্ব কখন মধুর হয় না।

ন ভূতং ন ভবিষ্যতি

অন্নদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
অন্নেন ধার্য্যতে সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্॥

অন্নদানের তুল্য শ্রেষ্ঠদান আর নাই এবং পরেও হইবে না; যেহেতু সমগ্র চরাচর জগৎ এক অন্ন দ্বারাই পালিত হইতেছে।

ন যযৌ ন তস্থৌ

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টি-
র্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ॥

পার্ব্বতী মহাদেবকে পতিকামনা করিয়া যখন তপস্যা করিতেছিলেন, তখন মহাদেব জটিল তপস্বিবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া শিবনিন্দা করিতে লাগিলেন। ইহা পার্ব্বতীর অসহ্য হওয়ায় তিনি সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে মহাদেব স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। এই ঘটনার বর্ণনা উপলক্ষে মহাকবি কালিদাস বলিতেছেন, শৈলরাজতনয়া পার্ব্বতী সহসা সম্মুখে আরাধ্য মহেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া কম্পিত ও রোমাঞ্চিত দেহে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত যে পদ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা সেই ভাবেই রাখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন; গমনপথে পর্ব্বত বাধা পড়িলে নদী যেরূপ অগ্রসরও হইতে পারে না, অথচ স্থির হইয়াও থাকিতে পারে না, পার্ব্বতীও সেইরূপ অগ্রসরও হইতে পারিলেন না, এবং তথায় স্থিরভাবে দাঁড়াইতেও পারিলেন না।

নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।

বিদ্যয়া তপসা বাপি দানেন বিনয়েন চ।
পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।

বিদ্যা, তপস্যা, দান, বিনয়, পুত্র, যশঃ এবং জলাশয় খনন দ্বারা মানবের পুণ্যলক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

নরাণাং মাতুলক্রমঃ

গোরক্ষী সহদেবশ্চ নকুলো হয়রক্ষকঃ।
বৈরাটে কুরুদারাদৌ নরাণাং মাতুলক্রমঃ॥

শল্য নৃপতিকে ব্যঙ্গ করিয়া কর্ণ বলিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসকালে বিরাটভবনে থাকিয়া পরসেবা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদি তিনজন মহৎকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, আর সহদেব গোরক্ষক এবং নকুল অশ্বপালক হইয়াছিলেন; অতএব দেখা যাইতেছে, মনুষ্যদিগের কার্য্য মাতুলের গুণানুসারে হইয়া থাকে।

নলিনীদলগতজলমতিতরলং

নলিনীদলগতজলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥

পদ্মপত্রস্থিত জল যেমন অতিশয় চঞ্চল, জীবের জীবনও সেইরূপ চঞ্চল। সাধুসঙ্গই এই সংসাররূপ সমুদ্র পার হইবার একমাত্র নৌকাস্বরূপ।

নবধা কুললক্ষণম্

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥

সদাচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, ধর্ম্মে নিষ্ঠা, বেদপাঠ, তপস্যা ও দান ব্রাহ্মণের এই নয় প্রকার কুলের লক্ষণ।

ন বাধতে তথা স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে

ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি।
ন বাধতে তথা স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে॥

একদা এক রাজা শিবিকারোহণে যাইতেছিলেন। শিবিকার জনৈক বাহক সহসা অসুস্থ হইয়া পড়ায় ভৃত্যেরা অন্য বাহকের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কবি কালিদাস তথায় দীনভাবে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ভৃত্যেরা তাহাকেই ধরিয়া আনিয়া শিবিকাবাহন কার্য্যে নিযুক্ত করিল। কালিদাসও কোন কথা না বলিয়া তাহাই করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনভ্যাসবশতঃ কিয়দ্দূর গিয়াই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন রাজা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উপরোক্ত শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ বলিলেন। ইহার অর্থ—রে বাহক, যদি তোমার স্কন্ধে বেদনা বোধ হয়, তবে ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। উক্ত কবিতার মধ্যে 'বাধতি' পদটি অশুদ্ধ প্রয়োগ হওয়ায় কালিদাস শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ বলিয়া উহার উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, রাজন্! আপনার কথিত বাধতি পদ আমার কর্ণে যেরূপ বেদনা প্রদান করিয়াছে, আমার স্কন্ধ সেরূপ বেদনা বোধ করে নাই। উত্তর শুনিয়া রাজা স্তম্ভিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং উক্ত বাহকের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন।

নহি তুল্যো নহি তুল্যো গোবিন্দনামে

গোকোটিদানং গ্রহণে চ কাশী
মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসী।
সুমেরুগিরিতুল্য হিরণ্যদানে
নহি তুল্যো নহি তুল্যো গোবিন্দনামে॥

কোটি গো দান করিলে, কিংবা গ্রহণে কাশীতে গঙ্গাস্নান করিলে, অথবা মাঘমাসে প্রয়াগতীর্থে কল্পবাস করিলে, বা সুমেরু পর্ব্বততুল্য সুবর্ণ দান করিলে যে ফল হয়, তাহা একমাত্র গোবিন্দনামের সমান নহে, অর্থাৎ হরিনামে তদপেক্ষা অধিক ফললাভ হইয়া থাকে।

নহি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ গুর্ব্বীং প্রসববেদনাম্

বিদ্বানেব হি জানাতি বিদ্যার্জ্জনপরিশ্রমম্।
নহি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ গুর্ব্বীং প্রসববেদনাম্

বিদ্বান্ ব্যক্তিই বিদ্যা উপার্জ্জনের পরিশ্রম কিরূপ গুরুতর তাহা জানেন, যে মূর্খ সে ইহা জানে না, বন্ধ্যা নারী কখনও সন্তানপ্রসবের বেদনা কিরূপ গুরুতর তাহা বুঝিতে পারে না।

নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে

শ্লাঘ্যং নীরসকাষ্ঠতাড়নশতং শ্লাঘ্যঃ প্রচণ্ডাতপঃ
শ্লাঘ্যং পঙ্কবিলেপনং পুনরিহ শ্লাঘ্যোঽতি দাহানলঃ।
যৎকান্তাকুচকুম্ভবাহুলতিকাহিল্লোললীলা-সুখং
লব্ধং কুম্ভবর ত্বয়া নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।

কোন কবি কলসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, তোমাকে প্রস্তুত করিবার সময় তুমি প্রথমে শুষ্ক কাষ্ঠ দ্বারা যে প্রহৃত হইয়াছিলে তাহা তোমার শ্লাঘনীয়; পরে তুমি যে প্রচণ্ড রৌদ্রে পড়িয়াছিলে ইহাও তোমার পক্ষে শ্লাঘ্য; অতঃপর পঙ্কলেপন করিয়া তোমাকে যে প্রচণ্ড অনলে দগ্ধ করা হইয়াছিল, তাহাও একণে তোমার গর্ব্বের বিষয়; যেহেতু তুমি যুবতী রমণীর কক্ষে আরোহণ করিয়া তাহার কুচকুম্ভ ও বাহুলতার স্পন্দন-সুখ অনুভব করিতেছ। অতএব হে কলস! দুঃখ ব্যতীত কখনও সুখলাভ হয় না।

নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা।

নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা নাস্তি বিদ্যা কুতো যশঃ।
নাস্তি জ্ঞানং কুতো মুক্তির্নাস্তি ভক্তিঃ কুতস্ত্ব ধীঃ।

গ্রাম না থাকিলে তাহার আবার সীমা কোথায়; বিদ্যা না থাকিলে তাহার আবার যশঃ কোথায়; জ্ঞান না থাকিলে তাহার আবার মুক্তি কোথায়; এবং ভক্তি যাহার নাই, তাহার জ্ঞানই বা কোথায়।

নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ

ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্
ন চ বিদ্যাসমোবন্ধুর্নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ

অপত্যস্নেহের তুল্য আর স্নেহ নাই, দৈব বলের তুল্য বল নাই, বিদ্যার সমান বন্ধু নাই, এবং অহঙ্কারের ন্যায় শত্রু নাই।

নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ
পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যুঃ রণে শেতে
নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে॥

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাহার মাতুল, ত্রিভুবন-বিজয়ী ধনঞ্জয় যাহার পিতা, সেই অভিমন্যুও যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল; অতএব কেহই নিয়তিকে বাধা দিয়া রাখিতে পারে না।

নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানম্

নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানং
চৌরে গতে বা কিমু সাবধানম্।
বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ॥

দীপ নির্ব্বাণ হইয়া গেলে তাহাতে আর তৈল দিয়া ফল কি? চোর পলাইয়া গেলে আর সাবধান হওয়ার কি প্রয়োজন? যৌবনকাল অতীত হইয়া গেলে বনিতা-উপভোগের আর সুখ কি? এবং জল চলিয়া গেলে আর সেতুবন্ধনের কি দরকার?

নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, হে কুন্তিনন্দন! দরিদ্রকে ভরণ কর, ঐশ্বর্য্য-শালীকে ধনদান করিও না; কারণ যে ব্যক্তি রুগ্ন, তাহারই ঔষধের প্রয়োজন, সুস্থ ব্যক্তির ঔষধে প্রয়োজন কি?

প

পথি নারী বিবর্জ্জিতা

আসনং চালয়েৎ দৃষ্ট্বা পথি নারী বিবর্জ্জিতা।
জাগরণে ভয়ং নাস্তি অতিক্রোধা নিবার্য্যতে॥

আসন দেখিয়া চালনা করিয়া বসিতে হয়, পথে স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইতে নাই, জাগরণ করিলে ভয় থাকে না, এবং অত্যন্ত ক্রোধ ত্যাগ করিবে।

পদ্মা বাতেন শুধ্যতি

রজসা শুধ্যতে নারী কাষ্ঠং শুধ্যতি তক্ষণাৎ।
তাম্রমম্লযোগেন পদ্মা বাতেন শুধ্যতি।

নারীজাতি ঋতুমতী হইলে শুদ্ধ হয় কাষ্ঠ তক্ষণ দ্বারা অর্থাৎ রেঁদা করিলে শুদ্ধ হয়; তাম্র অম্লসংযোগে শুদ্ধ হয়, এবং পথ বায়ু দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে।

পরহস্তং গতা গতা

লেখনী পুস্তিকা জায়া পরহস্তং গতা গতা।
যদি সা পুনরায়াতি ভ্রষ্টা নষ্টা চ মর্দ্দিতা॥

লেখনী, পুস্তক এবং স্ত্রী যদি পরহস্তগত হয়, তবে তাহা একেবারেই গিয়াছে স্থির করিতে হইবে। যদি বা তাহা পুনরায় ফিরিয়া পাওয়া যায়, তবে তাহা আর পূর্ব্ব-মত পাওয়া যায় না, ভ্রষ্ট, নষ্ট অথবা মর্দ্দিত অবস্থায় হস্তগত হয়।

পরহস্তগতং ধনং

পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥

পুস্তকলিখিত অর্থাৎ পুঁথিগত বিদ্যায় এবং পরহস্তগত ধনে কার্য্যকালে কোনই ফল পাওয়া যায় না; তখন সে বিদ্যা বিদ্যা বলিয়া এবং সে ধন ধন বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না।

পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং

পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্ব্বেষাং সুকরং নৃণাম্।
ধর্ম্মে স্বীয়মনুষ্ঠানং কস্যচিত্তু মহাত্মনঃ॥

পরকে উপদেশ দিবার সময়ে সকল লোকেই পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে, এবং তাহা করাও সহজ; কিন্তু নিজের ধর্ম্মানুষ্ঠান কোন কোন মহাত্মারই দৃষ্ট হয়।

পশ্চাৎ ঝন্‌ঝনায়তে

সুবর্ণসদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং ভবিষ্যতি।
আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ পশ্চাৎ ঝন্‌ঝনায়তে॥

কোন ব্যক্তি শণ গাছ রোপণ করিয়া পরে বলিয়াছিল, ইহার সোণার মত ফুল দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম যে, ইহার ফলে নিশ্চয়ই রত্ন জন্মিবে; এই আশায় যত্নের সহিত বৃক্ষটীকে পালন করিলাম, কিন্তু অবশেষে ফলে কেবলমাত্র ঝন্ ঝন্ শব্দ হইল।

পাপাত্মনাং পাপশতেন কিং বা

গোমূত্রযোগেন পয়ো বিনষ্টং
তক্রস্য গোমূত্রশতেন কিং বা।
অতাল্পপাপৈর্বিপদঃ শুচীনাং
পাপাত্মনাং পাপশতেন কিং বা॥

দুগ্ধে বিন্দুমাত্র গোমূত্রের সংযোগ হই-লেই তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু তক্র অর্থাৎ ঘোলে শত শত বিন্দু গোমূত্র দিলেও [illegible]হার আর কোন ক্ষতি হয় না। এইরূপ [illegible] ব্যক্তিরা অল্পমাত্র পাপের সংস্পর্শেই বিপন্ন হইয়া পড়েন, কিন্তু পাপীদের শত শত পাপের অনুষ্ঠানে কোনই ভয় নাই।

প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ

হবির্বিনা হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ।
কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥

এক ব্রাহ্মণের চারি জামাতা ছিল। তাহাদের জ্যেষ্ঠের নাম হরি, মধ্যমের নাম মাধব, তৃতীয়ের নাম পুণ্ডরীকাক্ষ, এবং চতুর্থের নাম ধনঞ্জয়। এই চারি জামাতা এক সময়ে শ্বশুরালয়ে বহুদিন বাস করায় শ্যালকগণ বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে দূর করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। পরে একদিন আহারকালে ঘৃত না দেওয়ায় জ্যেষ্ঠ হরি অপমান বোধ করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু অন্য তিন জন গেল না। তখন অন্যদিন ভোজনকালে আসন না দেওয়ায় মধ্যম মাধব চলিয়া গেল। আর একদিন কদর্য্য অন্ন দেওয়ায় তৃতীয় পুণ্ডরীকাক্ষ প্রস্থান করিল, কিন্তু ধনঞ্জয় কিছুতেই গেল না। তখন শ্যালকেরা একদিন তাহাকে রীতিমত প্রহার করায় সে শ্বশুরালয় ত্যাগ করিল।

প্রাপ্তকালো ন জীবতি

নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
কুশাগ্রেণৈব সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥

সময় না হইলে শত শত বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেও কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয় না, কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে কুশাগ্র দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেও মারা যায়।

ফ

ফলেন পরিচীয়তে।

একবৃন্তভয়োরেকদলয়োরেককাণ্ডয়োঃ।
শালিশ্যামাকয়োর্ভেদঃ ফলেন পরিচীয়তে॥

একই ক্ষেত্রে শালিধান ও শ্যামা ধান জন্মে; উভয়েরই দল, কাণ্ড প্রভৃতি এক-রূপ, কিন্তু ফলের দ্বারাই উভয়ের প্রভেদ জানিতে পারা যায়।

ব

[অন্ত্যস্থ ব দেখ]।

ভ

ভগবান্ ভূতভাং গতঃ

চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যো ন সেব্যঃ কেবলং নৃপঃ।
অহো চক্রস্য মাহাত্ম্যাৎ ভগবান্ ভূতভাং গতঃ।

কোন দেশে ভগবান্ নামক এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বীয় বিদ্যাবত্তায় রাজার সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। অমাত্যেরা ইহা দেখিয়া ভগবান্‌কে হিংসা করিত, এবং কিরূপে তাহাকে দূরীভূত করিবে, তাহারই পরামর্শ করিত। একদা তাঁহারা চক্রান্ত করিয়া দ্বারবান্‌কে বলিয়া দিলেন, রাজার আদেশ, ভগবান্‌কে আর

বাটীতে প্রবেশ করিতে দিও না। দ্বারবান্ সেই মত কার্য্য করিল। এদিকে রাজা ভগবান্‌কে না দেখিয়া চঞ্চল হইলেন, এবং সভাসদ্‌বর্গকে তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সকলেই বলিল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। রাজবৈদ্যও ইহার সাক্ষ্য দিল। রাজা অত্যন্ত শোক প্রকাশ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে একদিন রাজা নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন দেখিয়া ভগবান্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বহু অনুচরের জনতা ভেদ করিয়া রাজার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিলেন না। তখন তিনি এক বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! আমি সেই ভগবান্ পণ্ডিত।" রাজা ইহা শুনিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র পারিষদ্‌বর্গ বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ! ভগবান্ পণ্ডিত ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া এই বৃক্ষে বসিয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছে; অতএব সত্বর এ পথ পরিত্যাগ করুন। রাজা ইহাতে বিশ্বাস করিয়া অন্য পথে চলিয়া গেলেন। তখন ভগবান্ পণ্ডিত দুঃখ করিয়া বলিলেন, কেবল রাজ সেবা করিলেই কোন ফল হয় না, তাহার সহিত চক্রেরও সেবা করিতে হয়। অহো! আজি চক্রের মাহাত্ম্যে অর্থাৎ দশচক্রে পড়িয়া ভগবান্‌কে ভূত হইতে হইল।

ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ

কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধির্বিদধে রমণীমুখং
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ॥

বিধাতা সুন্দর বস্তু সৃষ্টির কল্পনা করিয়া প্রথমে পদ্মের সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু দেখিলেন, দিবাশেষে পদ্ম মলিন হইয়া যায়। তখন তিনি চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু রাত্রিশেষ হইলেই চন্দ্রের জ্যোতি ক্ষীণ হইয়া যায়। ইহা দেখিয়া বিধাতা দিবা ও রজনীতে সমপ্রফুল্ল রমণীবদন সৃষ্টি করিলেন। মনুষ্য কার্য্য করিতে করিতে ক্রমশঃ অধিক বিজ্ঞ হইয়া থাকে।

ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র

সমুদ্রমন্থনে লেভে হরির্লক্ষ্মীং হরো বিষম্।
ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্॥

সমুদ্র মন্থনকালে হরি লক্ষ্মীকে লাভ করিলেন, এবং শিবের ভাগ্যে বিষ লাভ হইল। অতএব ভাগ্যই সর্ব্বত্র ফলে, বিদ্যা বা পৌরুষ কিছুই ফলদানে সমর্থ নহে।

ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ

রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং ধিয়া পশ্যতি
পণ্ডিতঃ।
পশুঃ পশ্যতি গন্ধেন ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ॥

রাজা কর্ণ দ্বারা অর্থাৎ চরমুখে বার্ত্তাপ্রাপ্তি দ্বারা দর্শন করেন, পণ্ডিতগণ বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করেন, পশুগণ গন্ধ দ্বারা দর্শন করে, অর্থাৎ ঘ্রাণ দ্বারা সমস্ত জানিতে পারে, এবং মূর্খেরা কোন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে তবে দেখিতে পায়, অর্থাৎ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অভাবে তাহারা কোন্ কার্য্যের ফল কি হইবে, তাহা পূর্ব্বে বলিতে পারে না।

ভেকো মক্‌মকায়তে

দিব্যং চূতফলং প্রাপ্য ন গর্ব্বং
যাতি কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দ্দমপানীয়ং ভেকো মক্‌মকায়তে॥

কোকিল দিব্য আম্রফল ভক্ষণ করিয়াও গর্ব্বিত হয় না, কিন্তু ভেক কর্দ্দমযুক্ত জল পান করিয়া গর্ব্বে মক্ মক্ শব্দ করিতে থাকে।

মধুরেণ সমাপয়েৎ

কুর্য্যাৎ ক্ষীরান্তমাহারং দধ্যন্তং ন কদাচন।
লবণাম্লকটূষ্ণানি বিদাহীনি চ যানি তু।
তদ্দোষং হর্ত্তুমাহারং মধুরেণ সমাপয়েৎ॥

দুগ্ধ সেবন করিয়া ভোজন শেষ করিতে হয়, দধি পান করিয়া আহার শেষ করিবে না; কারণ লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণ দ্রব্য শেষে খাইলে উদরের জ্বালা জন্মে, এই জন্য ঐ সমস্ত দোষনিবারণের নিমিত্ত মধুর ভোজন দ্বারা আহার শেষ করিবে।

মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ

যবাভাবে তু গোধূমং মুদ্গাভাবেঽপি
মাষকম্।
মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ ঘৃতাভাবে তু
তৈলকম্॥

যবের অভাবে গোধুম অর্থাৎ গম, মুগের অভাবে মাষকলায়, মধুর অভাবে গুড়, এবং ঘৃতের অভাবে তৈল দেওয়া যাইতে পারে।

মনঃপূতং সমাচরেৎ

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥

উত্তমরূপে দেখিয়া পা ফেলিতে হয়, কাপড়ে ছাঁকিয়া জল খাইতে হয়, সত্যবাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, এবং মনের পবিত্রতাজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

চারি বেদ এবং স্মৃতিসকল পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন, এবং এমন মুনি দেখি না, যাঁহার মত ভিন্ন নহে; সুতরাং ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব গুহা মধ্যে বিলীন, অর্থাৎ অতি নিগূঢ় রহস্যে সমাচ্ছন্ন; অতএব মহাজনগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথেরই অনুসরণ করা বিধেয়।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥

ধন জন যৌবনের গর্ব্ব পরিত্যাগ কর; কারণ কাল এক মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সমস্ত হরণ করিয়া লইতে পারে। অতএব এই মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত হও।

মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ

কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা
শ্রুতম্।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥

বিবাহকালে কন্যা বরের রূপ ইচ্ছা করে, মাতা বরের ধন এবং পিতা বরের বিদ্যাবত্তা ইচ্ছা করেন। বান্ধবগণ প্রার্থনা করেন, বর সৎকুলজ হউক; এবং অন্যান্য লোকে মিষ্টান্নের প্রত্যাশা করিয়া থাকে।

মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ

জিহ্বা টলতি ধীরস্য পাদস্খলতি হস্তিনঃ।
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥

ধীর ব্যক্তিরও জিহ্বা কখন কখন বিচলিত হয়, হস্তীরও সময়ে সময়ে পদস্খলন হয়, ভীমেরও কখন কখন রণে ভঙ্গ হয়, এবং মুনিদিগেরও কোন না কোন সময়ে মতিভ্রম হইয়া থাকে।

মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবা চ কন্যা

কুগ্রামবাসী কুজনস্য সেবা কুভোজনং
ক্রোধমুখী চ ভার্য্যা।
মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবা চ কন্যা বিনাগ্নিনা
সংদহতে শরীরম্॥

কুগ্রামে বাস, অসদ্ব্যক্তির সেবা, মন্দ আহার, ক্রোধপরায়ণা ভার্য্যা, মূর্খ পুত্র এবং বিধবা কন্যা, এইগুলি অগ্নি ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করে।

মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্

শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ
বর্ষাতপৌ
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন সমিতো দণ্ডেন
গোগর্দ্দভৌ।
ব্যাধির্ভৈষজসংগ্রহৈশ্চ বিবিধৈর্মন্ত্র প্রয়োগৈর্
বিষম্
সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য
নাস্ত্যৌষধম্॥

জলের দ্বারা অগ্নি, ছত্রের দ্বারা বৃষ্টি ও রৌদ্র, শাণিত অঙ্কুশের দ্বারা গজরাজ, দণ্ড দ্বারা গো এবং গর্দ্দভ, ঔষধ দ্বারা ব্যাধি, এবং মন্ত্র দ্বারা বিষ নিবারিত হয়; এইরূপে সকলেরই শাস্ত্রীয় ঔষধ আছে; কিন্তু মূর্খের কোন ঔষধ নাই।

মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ

দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসঃ মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

অসচ্চরিত্রা ভার্য্যার সহিত, শঠ মিত্রের সহিত, উত্তরদাতা ভৃত্যের সহিত এবং সর্পপূর্ণ গৃহে বাস করিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটে।

মেঘান্তরিতরৌদ্রবৎ

বরং রামশরঃ প্রাহ্যো ন চ বৈভীষণং বচঃ।
অসহ্যং জ্ঞাতিদুর্ব্বাক্যং মেঘান্তরিতরৌদ্রবৎ॥

রাবণ বলিয়াছিলেন, বরং রামের বাণের আঘাত সহ্য করা যায়, কিন্তু বিভীষণের বাক্য সহ্য হয় না। কারণ জ্ঞাতির দুর্ব্বাক্য মেঘমুক্ত রৌদ্রের ন্যায় নিতান্ত অসহ্য।

য

যঃ পলাতি স জীবতি

চিরকালং বনে বাসশ্চলদ্বৃক্ষং ন পশ্যতি।
অবিচারপুরীদোষাৎ যঃ পলাতি স জীবতি॥

এক ব্যাধ কপোত ধরিবার জন্য গাছের ডালপালায় দেহ আচ্ছন্ন করিয়া জাল হস্তে অগ্রসর হইতেছিল; ইহা দেখিয়া এক বৃদ্ধ কপোত বলিল, আমি বহুদিন এই বনে বাস করিতেছি, কিন্তু কখনও চলন্ত গাছ দেখি নাই; সুতরাং অবিচার পুরীদোষ-হেতু যে পলায়ন করে, সেই রক্ষা পায়।

যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।

জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মঃ যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ॥

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে ভীষ্মদেব বলিয়াছিলেন, যাঁহাদের পক্ষে স্বয়ং শ্রীহরি অবস্থান করিতেছেন, সেই পাণ্ডুপুত্রগণেরই জয় হইবে; কারণ যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সেইখানে ধর্ম্ম বিরাজমান; আবার যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানে জয়ও অবশ্যম্ভাবী।

যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি—উদ্যোগিনং পুরুষসিংহং দেখ।

যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

ধর্ম্ম কি তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় না; অধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহাও জানি, কিন্তু তাহা হইতে আমি নিবৃত্ত হইতে পারি না। হে হৃষীকেশ! তুমি আমার হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া আমাকে যেরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছ, আমি অবশ্যভাবে তাহাই সম্পাদন করিতেছি।

যথারণ্যং তথা গৃহম্

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্॥

যাহার গৃহে মাতা নাই, এবং পত্নী নিষ্ঠুরভাষিণী, তাহার বনে গমন করাই উচিত, কেননা তাহার নিকট বন ও গৃহ দুইই সমান।

যদি কিঞ্চিৎ বরে দোষঃ

আদৌ তাতো বরং পশ্যেত্ততো বিত্তং ততঃ কুলম্।
যদি কিঞ্চিৎ বরে দোষঃ কিং ধনেন কুলেন কিম্॥

কন্যার বিবাহকালে পিতা অগ্রে বরকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন; পরে সম্পত্তি ও বংশমর্য্যাদা দেখিবেন। কারণ যদি বরে কিছু দোষ থাকে, তাহা হইলে তাহার ধনেই বা কি হইবে এবং কুলেই বা কি হইবে।

যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্

করোতু নাম নীতিজ্ঞো ব্যবসায়মিতস্ততঃ।
ফলং পুনস্তদেব স্যাৎ যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্॥

নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিরন্তর যতই চেষ্টা করুন না কেন, তাহার ফল বিধাতার মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে।

যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ

ন দোষো মগধে মদ্যে অন্নে যোনৌ কলিঙ্গকে।
ওড্রে ভ্রাতৃবধূভোগে গৌড়ে মৎস্যস্য ভোজনে॥
দুহিতুর্মাতুলস্যাপি বিবাহে দ্রাবিড়ে তথা।
যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পরম্পর্য্যং বিধীয়তে॥

মগধদেশে মদ্যপানে দোষ নাই; কলিঙ্গে অন্নবিচার বা যোনিবিচার নাই; উড়িষ্যায় ভ্রাতৃবধূ উপভোগে দোষ নাই; গৌড়ে মৎস্য ভক্ষণে দোষ নাই; এবং দ্রাবিড় দেশে মাতুলকন্যা বিবাহে আপত্তি নাই; অতএব যে দেশে যেরূপ আচারপরম্পরা-সিদ্ধ, তথায় সেইরূপ আচরণ করিতে হয়।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী

দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

দেবতা, তীর্থক্ষেত্র, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, দৈবজ্ঞ, ঔষধ এবং গুরু ইঁহাদিগকে যে যেমন কামনা করিয়া চিন্তা করে, সে তেমনই ফল পায়।

যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

যে ব্যক্তি মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন এবং বিশ্বাসঘাতক, সে চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করে।

যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

যুক্তি না করিয়া কেবলমাত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে কোন কার্য্য করিবে না। কারণ, যুক্তিশূন্য বিচারে ধর্ম্মনাশ হইয়া থাকে।

যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে

ভার্য্যা মে নটকী চেয়মহঞ্চ যবনাধমঃ।
জামাতা হড্ডিকশ্চৈব যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে॥

এক যবনের সহিত এক নটীর প্রণয় হয়। তখন উভয়ে বিদেশে গিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করে, এবং অনেক ব্রাহ্মণের আলয়ে বাস করিতে থাকে। কালক্রমে ঐ যবনের ঔরসে নটীর গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে যবন তাহার বিবাহার্থ পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু অন্যত্র মনোমত পাত্র না পাওয়ায় যে ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিতেছিল, তাহারই পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিল। ঐ ব্রাহ্মণের পুত্রও বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ নহে, ব্রাহ্মণের রক্ষিতা হাড়ি জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে তাহার জন্ম। বিবাহের কিছুদিন পরে একদা উভয় বৈবাহিক বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল; এমন সময়ে সন্ধ্যা সমাগত হওয়ায় ছদ্মবেশী যবন সন্ধ্যাহ্নিকের কথা জানাইয়া বৈবাহিকের নিকট হইতে বিদায় চাহিল। তখন ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিল, বৈবাহিক মহাশয়! আর তোমার সন্ধ্যাহ্নিকে প্রয়োজন কি? তুমি জাতিচ্যুত হইয়াছ, কারণ আমার যে পুত্রকে তুমি কন্যাদান করিয়াছ, সে হাড়িনীর গর্ভজাত। বৈবাহিকের কথা শুনিয়া যবন হাসিয়া বলিল, বেহাই মহাশয়! এ চতুরতায় আপনিই পরাজিত হইয়াছেন; আর যোগ্যের সহিত যোগ্যের সম্মিলন হইয়াছে। আমার ভার্য্যা নটী, আমি স্বয়ং যবন, এক্ষণে আমার জামাতা হাড়ী হইল; সুতরাং বিধাতা উপযুক্ত ব্যক্তির সহিত উপযুক্ত পাত্রের মিলন করিয়া দিয়াছেন।

ল

লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ

লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো দৈবোঽপি তং
বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে
ললাটলেখো ন পুনঃ প্রয়াতি॥

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে এক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়াই অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ব্রাহ্মণ এজন্য নানাবিধ শান্তিস্বস্ত্যয়নের অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই উহার শান্তি না হওয়ায় নরপতিকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলেন। বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণের দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া বলিলেন, অতঃপর পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে ষষ্ঠদিনে সূতিকা-ষষ্ঠীপূজার পূর্ব্বে আমাকে সংবাদ দিবেন। যথাকালে ব্রাহ্মণের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ ষষ্ঠদিনে রাজাকে সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। বিক্রমাদিত্য তথায় গিয়া সূতিকাগৃহের দ্বারে শয়ন করিয়া রহিলেন। গভীর রাত্রিতে বিধাতা ঐ বালকের অদৃষ্টলিপি লিখনার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং গৃহপ্রবেশের পথ না পাইয়া রাজাকে দ্বার ত্যাগ করিতে বলিলেন। বিক্রমাদিত্য বলিলেন, আপনি এই শিশুর অদৃষ্টে যাহা লিখিবেন, তাহা প্রত্যাগমনসময়ে বলিয়া যাইবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে দ্বার ছাড়িতে পারি। বিধাতা তাহাই স্বীকার করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং শিশুর অদৃষ্টের ফলাফল লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্যাগমন সময়ে বলিলেন, এই শিশুর পরমায়ু একবৎসর মাত্র। ইহা শুনিয়া রাজা বিধাতাকে অনেক স্তবস্তুতি করিয়া শিশুর দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিলে বিধাতা বলিলেন, আমি একটী শ্লোকের এক পাদ বলিয়া যাইতেছি; কেহ ইহার অপর তিনপাদ পূরণ করিতে পারিলে এই বালক পুনর্জ্জীবিত হইয়া দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইবে। এই শ্লোকের এক পাদ এই—"লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ।" বিধাতা চলিয়া গেলেন। রাজা প্রভাতে উঠিয়া ব্রাহ্মণকে প্রবোধদান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। বৎসর গতে ব্রাহ্মণপুত্রের মৃত্যু হইল। রাজা এই সংবাদ পাইয়া তথায় আগমন করিলেন, এবং ব্রাহ্মণপুত্রের মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তিনি সর্ব্বদাই "লব্ধব্যমর্থং" এই কথা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি অন্য এক রাজ্যে উপস্থিত হইয়া দেবশর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই ব্রাহ্মণের নিকট তদ্দেশের রাজপুত্রী, মন্ত্রিপুত্রী, সাধুপুত্রী এবং প্রহরিকন্যা অধ্যয়ন করিতেন। একদা ব্রাহ্মণ স্বীয় যুবা পুত্রের উপর তাহাদের অধ্যাপনার ভার দিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। বিপ্রপুত্র সেইদিন ছাত্রীগণকে অধ্যয়ন করাইয়া বলিলেন, তোমাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। ছাত্রীরা দক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হইলে ব্রাহ্মণকুমার বলিলেন, তোমরা চারিজনেই আমাকে পতিত্বে বরণ কর। কন্যাগণ ইহা শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইল, কিন্তু পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হওয়ায় অগত্যা বলিল, আপনি অদ্য রাত্রিকালে অমুক মন্দিরে উপস্থিত থাকিবেন, আমরা তথায় গিয়া আপনার গলে মালা দিব। এইরূপ স্থির করিয়া কন্যাগণ প্রস্থান করিল। ছদ্মবেশী বিক্রমাদিত্য অদূরে বসিয়া সমস্তই শুনিলেন। তিনি ব্রাহ্মণপত্নীর নিকট গিয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। ব্রাহ্মণী পুত্রকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া এক গৃহ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এদিকে বিক্রমাদিত্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে মন্দিরে গিয়া রহিলেন। যথাকালে রাজকন্যা উপস্থিত হইয়া সম্বোধন করিলে রাজা কেবল হুঁ বলিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন। রাজকন্যাও নির্বিচারে তাঁহার গলায় মালা দিলেন। তখন বিক্রমাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, "লব্ধব্যমর্থম্।" রাজকন্যা আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু আর উপায় কি? তখন তিনি কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ।" অতঃপর মন্ত্রিকন্যা আসিয়া মাল্য অর্পণ করিলে রাজা বলিলেন, লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ।" মন্ত্রিকন্যা কহিলেন, "দৈবোঽপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।" এইরূপে সাধুকন্যা আসিয়া মাল্য দিলে রাজা উক্ত দুইপাদ আবৃত্তি করিলেন, সাধুকন্যা বলিলেন, "অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে।" কিয়ৎক্ষণ পরে প্রহরিকন্যা আসিয়া মালা দিল। রাজা ঐ তিনপাদ কবিতা আবৃত্তি করিলেন। তখন প্রহরিকন্যা বলিলেন, "ললাটলেখো ন পুনঃ প্রয়াতি।" এইরূপে শ্লোকের শেষপাদ পূর্ণ হইবামাত্র মৃত ব্রাহ্মণপুত্র বাঁচিয়া উঠিল। তখন রাজা আত্মপরিচয়প্রদানপূর্ব্বক পত্নীগণকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, যাহার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহা ঘটিবেই; দৈবও তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হয় না; অতএব ইহাতে শোক বা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই, ললাটলিপি কিছুতেই খণ্ডিত হয় না।

লাভঃ পরং গোবধঃ

শুণ্ঠিগোক্ষোরয়োর্বিচার্য্য
মনসা কক্ষাশনং যত্নয়া
উক্তব্যত্যয়কং কৃতমহো
গোক্ষুরমাত্রং দদৌ।
নার্থো মূর্খজনালয়ে ন চ
সুখং নো বা যশো লভ্যতে
সদ্বৈদ্যে কবিভূপতৌ হরিহরে
লাভঃ পরং গোবধঃ॥

কোন বৈদ্য এক মূর্খ রোগীকে শুণ্ঠি ও গোক্ষুরের পাচন সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। মূর্খ রোগী একটা গোহত্যা করিয়া তাহার ক্ষুর লইয়া পাচন সেবন করিল। বৈদ্য পরে ইহা জানিতে পারিয়া দুঃখসহকারে বলিলেন, আমি শুণ্ঠি ও গোক্ষুরবৃক্ষের পাচনের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহার বিপরীত করিলে, অর্থাৎ গোহত্যা করিয়া তাহার ক্ষুর সেবন করিলে। সুতরাং মূর্খের নিকট কি অর্থ, কি সুখ, কি যশঃ কিছুরই লাভের প্রত্যাশা নাই। আমি হরিহর নামক সদ্বৈদ্য ও শ্রেষ্ঠচিকিৎসক, লাভের মধ্যে আমাকে গোহত্যা পাপে পাপী হইতে হইল।

ব

বকঃ পরমদারুণঃ

ন জানাসি রাঘব ত্বং বকঃ পরমদারুণঃ।
নির্জীবভক্ষকো গৃধ্রঃ সজীবভক্ষকো বকঃ॥

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে বলিলেন, হে রাঘব! বক ধার্ম্মিক নয়, সাতিশয় নিষ্ঠুর; কারণ গৃধ্র নির্জীব জীবকে ভক্ষণ করে, কিন্তু বক সজীব প্রাণীকেই ভক্ষণ করিয়া থাকে।

বকঃ পরম ধার্ম্মিকঃ

শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ প্রাণিনাং
বধশঙ্কয়া।
পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং বকঃ পরম ধার্ম্মিকঃ॥

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন, হে লক্ষ্মণ! এই পম্পা সরোবরে দেখ, জীবহত্যার আশঙ্কায় বক অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে পাদক্ষেপ করিতেছে; অতএব বোধ হইতেছে, বক পরম ধার্ম্মিক।

বরং রামায় রাবণাৎ

রামাদপি চ মর্ত্তব্যং মর্ত্তব্যং রাবণাদপি।
ইত্যাভ্যাং যদি মর্ত্তব্যং বরং রামায় রাবণাৎ

লঙ্কেশ্বর রাবণ যখন মারীচকে মায়ামৃগরূপে পঞ্চবটীতে যাইবার আদেশ দেন, তখন মারীচ তাহাতে অসম্মত হয়। ইহাতে দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলে মারীচ মনে মনে ভাবিল, মৃগরূপে রামচন্দ্রের নিকটে গেলেও মরিতে হইবে, এবং না গেলেও রাবণের হাতে

মরিতে হইবে। অতএব যখন দুইদিকে মৃত্যুর সম্ভাবনা, তখন রামের হাতে মরাই ভাল, রাবণের হাতে মরিয়া ফল কি

বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ

গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ

দ্বিজগণের অগ্নি গুরু বলিয়া কথিত ব্রাহ্মণ সকল বর্ণেরই গুরু; স্ত্রীলোকের স্বামীই একমাত্র গুরু, এবং অতিথি সকলেরই গুরু।

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া

অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে।
দম্পতি কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥

ছাগলের যুদ্ধে, ঋষিশ্রাদ্ধে এবং প্রাতঃকালে মেঘের আড়ম্বরে, আর পতিপত্নীর কলহের আরম্ভকালে যথেষ্ট আড়ম্বর থাকিলেও শেষে কাজ খুব কমই হয়।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন অর্থাৎ বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর ধনাগম হয়, কৃষিকার্য্যের দ্বারা তাহার অর্দ্ধেক পাওয়া যায়, রাজসেবা অর্থাৎ চাকুরী দ্বারা তাহারও অর্দ্ধেক লব্ধ হয়, কিন্তু ভিক্ষায় কিছুমাত্র লাভ হয় না, হয় না।

বিদ্যারত্নং মহাধনম্

জ্ঞাতিভির্বণ্টনে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে।
দানে নৈব ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্॥

জ্ঞাতিগণ যাহাকে ভাগ করিয়া লইতে পারে না, চোর যাহাকে হরণ করিতে পারে না, এবং দান করিলেও যাহার ক্ষয় হয় না, সেই বিদ্যা-রত্ন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন।

বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে

বিদ্বত্ত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥

বিদ্যাবত্তা ও নৃপত্ব কখনও সমান হয় না; কারণ রাজা কেবল নিজের দেশেই সম্মানার্হ, কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বদেশে বিদেশে সর্ব্বত্র পূজ্য।

বিনা যুদ্ধেন কেশব

সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন বিদ্ধ্যতে যা চ মেদিনী।
তদর্দ্ধং নৈব দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব॥

পাণ্ডবদিগের পক্ষ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন দুর্য্যোধনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করেন, তখন দুর্য্যোধন বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ! অতিতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা যে পরিমাণ মৃত্তিকা ভেদ হয়, আমি বিনা যুদ্ধে তাহার অর্দ্ধেক ভূমিও পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিব না।

বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্

হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্॥

হে বৎস! হীনলোকের সহিত সহবাসে মতি হীন হয়, সমানের সহিত সহবাসে মতি সমভাবে থাকে, এবং সাধুলোকের সহবাসে মতি সৎস্বভাবাপন্ন হয়।

বিষকুম্ভং পয়োমুখম্

পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্॥

যে অসাক্ষাতে কার্য্যহানি করে এবং সম্মুখে থাকিলে প্রিয় বাক্য বলে, সেরূপ বিষকুম্ভ পয়োমুখ মিত্রকে পরিত্যাগ করিবে।

বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্

ইতঃ স দৈত্যঃ প্রাপ্তশ্রীর্নৈত এবার্হতি ক্ষয়ম্।
বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্॥

ব্রহ্মার বরে তারকাসুর দুর্জ্জয় হইয়া উঠিলে তাহার নিধনার্থ দেবগণ ব্রহ্মাকে অনুরোধ করেন। ইহাতে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, আমার নিকট হইতেই বরলাভ করিয়া সেই দৈত্য উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং আমার দ্বারা তাহার বিনাশ উচিত হয় না। কারণ, বিষবৃক্ষকেও বর্দ্ধিত করিয়া স্বহস্তে তাহাকে ছেদন করা অনুচিত।

বিষস্য বিষমৌষধম্

দৃষ্টিঃ দেহি পুনর্ব্বালে হরিণায়তলোচনে।
শ্রূয়তে হি পুরা লোকে বিষস্য বিষমৌষধম্॥

মহাকবি কালিদাস কোন সময়ে এক যুবতী রমণীকে রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলেন, হে মৃগনয়নে! তুমি একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করায় আমার প্রাণ অতীব ব্যাকুল হইয়াছে, অতএব তুমি আর একবার ফিরিয়া চাও। কেননা শুনা যায়, বিষই বিষের ঔষধ।

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্।
পশ্য সিংহো মদোন্মত্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ॥

কোন বনে এক সিংহ বাস করিত। বনের অন্যান্য পশুদের সহিত তাহার এইরূপ নিয়ম হইয়াছিল যে, প্রত্যহ এক একটী পশু তাহার ভোজনার্থ প্রেরিত হইবে। এই নিয়মানুসারে একদিন এক বৃদ্ধ শশকের পালা পড়িল। সে চতুরতা করিয়া অনেক বিলম্বে সিংহের নিকটে উপস্থিত হইল। ইহাতে সিংহ অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়ায় শশক বলিল, প্রভো, এই বনে আর এক সিংহ আসিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া প্রচার করিয়াছে। সে আমাকে আটক করিয়াছিল, কিন্তু আমি পুনরায় তাহার নিকট প্রত্যাগমন করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি। সিংহ ইহা শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইল, এবং কহিল, সে দুর্ব্বৃত্ত কোথায়? তখন শশক তাহাকে সঙ্গে লইয়া এক গভীর কূপের নিকট উপস্থিত হইল, এবং কূপমধ্যে সিংহ লুক্কায়িত আছে বলিল। সিংহ কূপের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই তাহার নিজের প্রতিবিম্ব কূপের জলে পড়িল। ঐ প্রতিবিম্বকে বিপক্ষজ্ঞানে সিংহ কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল, এবং অচিরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এই জন্য কথিত হইয়াছে, যাহার বুদ্ধি আছে সেই অধিক বলবান্, নির্ব্বোধ ব্যক্তির শারীরিক বল থাকিলেও তাহা কিছুই নয়। কারণ দেখ, মহাবলবান্ সিংহ বুদ্ধিমান্ শশকের কৌশলে বিনষ্ট হইল।

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে।
সর্ব্বত্রৈবং বিচারে তু ভোজনেঽপ্যপ্রবর্ত্তনম্॥

বিপদ্‌কালে বৃদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং বিচারকালে বৃদ্ধের মত গ্রাহ্য করিবে, কিন্তু ভোজনকালে বৃদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করিবে না। কারণ স্বীয় পরিপাকশক্তির অল্পতা হেতু বৃদ্ধ সকলকেই ভোজন হইতে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়া থাকে।

বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী

অশক্তস্তস্করঃ সাধুঃ কুরূপা চেৎ পতিব্রতা।
রোগী চ দেবতা ভক্তো বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী॥

তস্কর চৌর্য্যকার্য্যে অক্ষম হইলেই সাধু হয়, রমণী রূপহীনা হইলে পতিব্রতা হয়, মনুষ্য রোগী হইলেই দেবতার প্রতি ভক্তিমান্ হয়, এবং বেশ্যা বৃদ্ধা হইলেই ধর্ম্মানুরাগিণী হয়।

বৈশাখে নরবানরৌ

অশীতাস্তরবো মাঘে ফাল্গুনে পশুপক্ষিণৌ।
চৈত্রে জলচরাঃ সর্ব্বে বৈশাখে নরবানরৌ॥

মাঘমাসে বৃক্ষসকলের শীত যায়, ফাল্গুনমাসে পশুপক্ষীদের শীত যায়, জলচর জীবগণ চৈত্রমাসে শীতহীন হয়, এবং বৈশাখমাসে মানুষ ও বানর জাতির শীত দূর হয়।

শ

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ

স্বর্ণমুদ্রা ভবেত্তাম্রং বণিক্‌পুত্রশ্চ মর্কটঃ।
সারল্যে সরলং কুর্য্যাৎ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ॥

যে ব্যক্তি সরল ব্যবহার করে, তাহার সহিত সরল ব্যবহারই করিবে, এবং যে ব্যক্তি শঠ, তাহার সহিত শঠতাচরণ করিবে।

কোন ব্রাহ্মণের সহিত জনৈক বণিকের বন্ধুত্ব ছিল। ব্রাহ্মণ এক সময়ে তীর্থদর্শনের অভিলাষ করিলেন। তাঁহার কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল। ব্রাহ্মণ তাহা বন্ধু বণিকের নিকট

গচ্ছিত রাখিয়া তীর্থে যাইতে মনস্থ করিলেন, এবং সঞ্চিত অর্থ সহ বণিকের নিক উপস্থিত হইলেন। বণিক্ বলিল, "আপনি উহা ঐ পেটিকায় চাবি দিয়া রাখিয়া যাউন, আবার ফিরিয়া আসিয়া লইবেন আমি উহা স্পর্শও করিব না।" ব্রাহ্মণ তাহাই করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছুদিন পরে বণিক্ ঐ পেটিকা উন্মোচন করিয় দেখিল উহা স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ। বণিক্ লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি আত্মসাৎ করিল, এবং তদনুরূপ তাম্রমুদ্রা দ্বার পেটিকা পূর্ণ করিয়া রাখিল। পরে ব্রাহ্মণ তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া বন্ধুর নিকট হইতে পেটিকা লইলেন, এবং উহা খুলিয়া দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। পরে ব্রাহ্মণ বণিক্‌কে এই ব্যাপার জ্ঞাপন করিলে বণিক্ বলিল, "আমি উহার কিছুই জানি না, আপনি যেমন রাখিয়া গিয়াছিলেন তেমনই রহিয়াছে।" ব্রাহ্মণ আর কিছু বলিলেন না, এবং বণিকের সহিত কোনরূপ বিবাদ না করিয়া বরং উত্তরোত্তর বন্ধুত্ব বাড়াইতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে ব্রাহ্মণ একদা বণিকের পঞ্চমবর্ষীয় পুত্রকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ একটী বানর পুষিয়া তাহাকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন এক্ষণে তিনি বণিক্‌পুত্রকে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার অলঙ্কারাদি ঐ বানরকে পরাইয়া দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন। পরে সন্ধ্যা সমাগমে বণিক্ স্বীয় পুত্রের অনুসন্ধানে ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "ভাই, বলিব কি তোমার পুত্র আমার গৃহে আসিয়া বানরে পরিণত হইয়াছে। ঐ দেখ তোমার বানররূপী পুত্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি।" বণিক্ মহা ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন, এবং শেষে বিচারালয়ে ব্রাহ্মণের নামে অভিযোগ আনয়ন করিলেন।

বিচারক কর্তৃক আহূত হইয়া ব্রাহ্মণ বানরসহ বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী পাঠ করিলেন। উহার অর্থ এই যে, পেটিকাবদ্ধ স্বর্ণমুদ্রা যেরূপে তাম্রমুদ্রা হয়, সেইরূপে বণিক্‌পুত্রও বানর হইয়াছে। যে সরল ব্যবহার করে, তাহার সহিত সরলতা করিবে, এবং যে শঠতা করে, তাহার সহিত শঠতাচরণ করাই বিধেয়।

অতঃপর বিচারক, ব্রাহ্মণের মুখে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বণিক্‌কে শঠতার জন্য দণ্ডপ্রদান করিলেন। পরে ব্রাহ্মণের অর্থ ব্রাহ্মণকে, এবং বণিকের পুত্র বণিক্‌কে প্রত্যর্পণ করাইলেন।

শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্

শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্
শনৈঃ কর্ম্ম চ ধর্ম্মশ্চ এতে পঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ॥

পথ-অতিক্রম, কন্থা (কাঁথা), পর্ব্বতলঙ্ঘন, কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম এই পাঁচটী কার্য্য ক্রমে ক্রমে সাধিত হয়।

শরীরং ব্যাধিমন্দিরং

দুঃখোপকার সচ্চর্য্যা
জ্ঞানং যত্র ন ভাস্বরম্।
বৃথা বহতি তজ্জীবঃ শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্॥

হনুমান্ সীতাদেবীর অনুসন্ধানার্থ যখন সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় গমন করিতেছিলেন, তখন সমুদ্রমধ্যস্থ মৈনাকগিরি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল, হে পবননন্দন! তুমি সাতিশয় ক্লান্ত হইয়াছ, সুতরাং কিয়ৎকাল আমার উপর বিশ্রাম করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর; কারণ যে দেহে পরোপকার এবং সদাচার জ্ঞানের বিকাশ না হয়, সে দেহ ধারণ করাই নিষ্ফল; যেহেতু এই দেহ যাবতীয় ব্যাধির আধারমাত্র।

শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্

অপি ক্রিয়ার্থং সুলভং সমিৎকুশং
জলান্যপি স্নানবিধিক্ষমাণি তে।
অপি স্বশক্ত্যা তপসি প্রবর্ত্তসে
শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।

মহাদেবকে পতিকামনা করিয়া পার্ব্বতী যখন হিমাদ্রিশিখরে তপস্যা করিতেছিলেন, তখন মহাদেব জটিল ব্রহ্মচারীর বেশে তথায় আগমনপূর্ব্বক পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমার ক্রিয়াসাধন সমিৎ ও কুশ দুষ্প্রাপ্য হয় নাই তো? তোমার স্নানবিধির জলও তো যথেষ্ট পাওয়া যায়? এবং তুমি নিজশক্তি অনুসারে তপস্যাচরণ কর তো, অর্থাৎ ক্ষমতার অতিরিক্ত তপস্যায় প্রবৃত্ত হও নাই তো? কেননা শরীরই ধর্ম্মসাধনের মূল, অর্থাৎ দেহ সুস্থ থাকিলেই তবে ধর্ম্মাচরণ হয়।

শাপাদপি শরাদপি

অগ্রতশ্চতুরো বেদাঃ পৃষ্ঠতঃ সশরং ধনুঃ।
উভাভ্যাঞ্চ সমর্থোঽহং শাপাদপি শরাদপি॥

সীতাদেবীকে বিবাহ করিয়া রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রতিগমন করিতেছিলেন, তখন পথমধ্যে পরশুরাম উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে রাম! আমার সম্মুখে চারি বেদ এবং পৃষ্ঠদেশে সশর শরাসন রহিয়াছে; অতএব শাপপ্রয়োগ এবং বাণপ্রয়োগ এই উভয় দ্বারাই তোমাকে পরাজয় করিতে পারি।

ষ

ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রঃ

ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রস্তথা প্রাপ্তশ্চ বার্ত্তয়া।
ইতি মন্ত্রিদ্বিতীয়েন মন্ত্রঃ কার্য্যো মহীভুজা॥

মন্ত্রণা ষট্‌কর্ণগত হইলে অর্থাৎ তিনজনে শুনিলে উহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং উহার বার্ত্তা প্রাপ্তি হইলেও মন্ত্র ভেদ হইয়া যায়। অতএব রাজা একমাত্র মন্ত্রীকে লইয়া মন্ত্রণা করিবেন।

স

সৎপুত্রঃ কুলদীপকঃ

শর্ব্বরীদীপকশ্চন্দ্রঃ প্রভাতে দীপকো রবিঃ।
ত্রৈলোক্যদীপকো ধর্ম্মঃ সৎপুত্রঃ কুলদীপকঃ॥

চন্দ্র রাত্রিকালের প্রদীপস্বরূপ, প্রভাতে সূর্য্য প্রদীপক, ধর্ম্ম ত্রিভুবনের দীপতুল্য, এবং সৎপুত্র বংশের প্রদীপসদৃশ।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ
সত্যমপ্রিয়ম্।
অপ্রিয়কাহিতঞ্চাপি প্রিয়মপি হিতং
বদেৎ॥

সর্ব্বদা সত্য অথচ প্রিয় বাক্য বলিবে, সত্যবাক্য যদি অপ্রিয় হয়, তবে তাহা বলা উচিত নয়; প্রিয় ব্যক্তিকে অপ্রিয় ও অহিত জ্ঞান করিলেও হিতবাক্য বলিবে।

স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ

আশাং দত্ত্বা ন দদ্যাদ্ যো দাতারং
প্রতিষেধকঃ।
স্বয়ং দত্ত্বা হরেদ্‌যস্তু স পাপিষ্ঠস্ততো-
ঽধিকঃ॥

এক রাক্ষস পাটনীবেশধারণপূর্ব্বক গঙ্গায় নৌকা বাহন করিত, এবং কোন পারার্থী ব্রাহ্মণ আসিলে তাহাকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া নদীর মধ্যস্থলে গিয়া একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে সে সেই ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিত। সে জিজ্ঞাসা করিত, "আমি নৌকায় আরোহণ করাইয়া গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থলে আনিয়া বহু ব্রাহ্মণকে হত্যাপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেছি। অতএব আমার অপেক্ষা পাপিষ্ঠ আর কে আছে?" একদা এক ব্রাহ্মণ এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি আশা দিয়া তাহার পূরণ না করে, কেহ দান করিতে গেলে যে তাহাতে বাধা দেয়, এবং যে নিজে দান করিয়া নিজে কাড়িয়া লয়, সে তোমার অপেক্ষাও পাপিষ্ঠ।

সফরী ফর্‌ফরায়তে

অগাধজলসঞ্চারী বিকারী নচ রোহিতঃ।
গণ্ডূষজলমাত্রেণ সফরী ফর্‌ফরায়তে॥

রোহিত মৎস্য অগাধ জলে বাস করিয়াও

কিছুমাত্র বিকারী অর্থাৎ অহঙ্কৃত হয় না, কিন্তু পুঁটিমাছ গণ্ডূষপরিমিত জলে থাকিয়াই ফরফর্ করিয়া বেড়ায়।

সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং

বিফলান্যন্যশাস্ত্রাণি বিবাদাস্তেষু কেবলম্।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ॥

অন্য সকল শাস্ত্রই বিফল, কারণ তাহাদের মধ্যে কেবল বিরোধ বর্ত্তমান। একমাত্র জ্যোতিষশাস্ত্রই সফল, কেননা চন্দ্র সূর্য্য নিয়মিতরূপে উদিত হইয়া ইহার সফলতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সমূলস্তু বিনশ্যতি

মর্ম্মজ্ঞস্তু বিরোধেন দরোদরনিবাসিনঃ।
শিংশপামূলপত্রাভ্যাং সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

একদা এক রাজপুত্র নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময় এক সূক্ষ্মতম সর্প সুত্রাকারে তাঁহার নাসারন্ধ্র দিয়া উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ইহাতে রাজপুত্রের উদর ক্রমেই স্ফীত ও শরীর কৃশ হইতে লাগিল। চিকিৎসকেরা উদরীরোগ জ্ঞানে নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন রাজপুত্র জীবনে হতাশ হইয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হইলেন। একদা পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া তিনি এক শিংশপা বৃক্ষের মূলে শয়ন করিয়াছিলেন। সেই বৃক্ষের মূলদেশস্থ গর্ত্তে এক সর্প বাস করিত। সে রাজপুত্রকে নিদ্রিতজ্ঞানে রাজপুত্রের উদরস্থ সর্পকে রূঢ়ভাবে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, ওরে মন্দমতি! তুই নির্দ্দোষ রাজপুত্রের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া ইঁহার জীবননাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্; কিন্তু রাজকুমার যদি এই শিংশপা বৃক্ষপত্রের রস পান করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোর জীবন বিনষ্ট হয়। গর্ত্তস্থ সর্পের কথা শুনিয়া উদরস্থ সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, ওরে দুর্ব্বুদ্ধি! রাজপুত্র যদি এই শিংশপা পত্রের রস তোর গর্ত্তমধ্যে ঢালিয়া দেন, তাহা হইলে তুইও সবংশে বিনষ্ট হইবি। রাজপুত্র সর্পদ্বয়ের এইরূপ বিসংবাদ শ্রবণে হৃষ্টমনে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং শিংশপা পত্রের রস ভক্ষণ করিয়া ঐ রস গর্ত্তমধ্যেও ঢালিয়া দিলেন। ইহাতে উদরস্থ সর্প এবং গর্ত্তস্থ সর্প উভয়েই বিনষ্ট হইল। রাজপুত্র আরোগ্য লাভ করিলেন, এবং বৃক্ষমূল খননপূর্ব্বক গর্ত্তস্থ ধনরত্ন লইয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। অতএব দেখ, মর্ম্মজ্ঞের বিবাদে অর্থাৎ আত্মকলহে গর্ত্তস্থ ও উদরস্থ সর্প শিংশপা পত্রের রস দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হইল।

সরসা বিরসায়তে

কবিতা বনিতা চৈব সুখদা স্বয়মাগতা।
বলাদাকৃষ্যমাণা চেৎ সরসা বিরসায়তে॥

কবিতা এবং বনিতা যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বয়ং আগমন করে, তাহা হইলেই উহারা প্রীতিকর হয়; কিন্তু যদি বলপূর্ব্বক টানিয়া আনা হয়, তাহা হইলে সরস হইলেও রসহীন হইয়া পড়ে।

স রামঃ কিং করিষ্যতি

লঙ্কা দগ্ধা বনং ভগ্নং লঙ্ঘিতশ্চ মহোদধিঃ।
যৎকৃতং রামদূতেন স রামঃ কিং করিষ্যতি॥

লঙ্কাবাসীরা হনুমানের বীরত্ব দেখিয়া বলিয়াছিল, যে রামের দূত আসিয়া লঙ্কা দগ্ধ করিল, মধুবন ভগ্ন করিল, এবং সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিল, সেই রাম স্বয়ং আসিয়া যে কি করিবে, তাহা বলা যায় না।

সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্

মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্॥

সাধুগণ সর্ব্বদা মাধব নাম উচ্চারণ করিবেন, নিরন্তর হৃদয়ে মাধবকে চিন্তা করিবেন, এবং সকল কার্য্যেই মাধবকে স্মরণ করিবেন।

সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্

অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্॥

অতি দর্প হেতু লঙ্কার রাক্ষসকুল ধ্বংস হইয়াছে, অতি অভিমান হেতু কুরুগণের নিপাত হইয়াছে, এবং অতি দান হেতু বলি পাতালে বন্দী হইয়াছে; সুতরাং কোন কাজেরই অতিশয় ভাল নয়।

স বারিচর মোদতে

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥

বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া দিবসের অষ্টম ভাগে অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে শাকান্নও ভোজন করে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ সুখী।

সহায়ো বলবত্তরঃ

সগুণো নির্গুণো বাপি সহায়ো বলবত্তরঃ।
তুষেণাপি পরিত্যক্তা ন প্ররোহন্তি তণ্ডুলাঃ॥

গুণবানই হউক আর নির্গুণই হউক, যে কোন সহায়ই বলবান্; তুষ অতি তুচ্ছ পদার্থ, কিন্তু তণ্ডুল তুষশূন্য হইলে আর অঙ্কুরিত হয় না।

সিন্দূরবিন্দুর্বিধবাললাটে

কো জাতি জালে বরবর্ণিনীনাং
করোতি দীনা মধুযামিনীষু।
কস্মিন্ বিধত্তে শশিনং মহেশঃ
সিন্দূরবিন্দুর্বিধবাললাটে॥

প্রশ্ন—রমণীগণের ললাটে কি শোভা পায়? উত্তর—সিন্দূরবিন্দু। প্রশ্ন—বসন্তকালের রজনীতে কে অতিশয় কাতরা হয়? উত্তর—বিধবা। প্রশ্ন—মহাদেব কোন্ অঙ্গে চন্দ্রকে ধারণ করেন? উত্তর—ললাটে।

সেবকান্নং পুরাতনম্

নবং বস্ত্রং নবং ছত্রং নব্যা স্ত্রী নূতনং গৃহম্।
সর্ব্বত্র নূতনং শস্তং সেবকান্নং পুরাতনম্।

নূতন বস্ত্র, নূতন ছত্র, নবীনা স্ত্রী, নূতন গৃহ প্রভৃতি নূতনই প্রশস্ত, কিন্তু ভৃত্য ও অন্ন পুরাতনই ভাল।

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং

গুরোশ্চ পুত্রে বরমাল্যদানে
দিষ্ট্যা প্রদত্তং খলু কার্ত্তিকায়।
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ॥

এক রাজকুমারী জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। একদা ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ উপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিলে ব্রাহ্মণের পুত্র রাজকুমারীকে পড়াইতে আসিলেন। অধ্যয়ন করিতে করিতে দৈবাৎ রাজকুমারীর হাত হইতে কলমটী পড়িয়া গেলে ব্রাহ্মণপুত্র তাহা কুড়াইয়া দিলেন। ইহাতে রাজকুমারী গুরুপুত্রের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে গুরুপুত্র বলিলেন, যদি আমা হইতে তোমার কোন উপকার হইয়া থাকে, তবে আমার কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার কর। রাজকুমারী ইহাতে প্রতিশ্রুত হইলে গুরুপুত্র বলিলেন, তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ কর। অগত্যা রাজকুমারী ইহাতেই স্বীকৃত হইলেন, এবং বলিলেন, অদ্য রাত্রিতে আপনি হরমন্দিরে গিয়া অপেক্ষা করিবেন, তথায় গিয়া আমি আপনাকে মাল্যদান করিব। অধ্যাপকের ভৃত্য কার্ত্তিক অদূরে থাকিয়া সকল কথাই শুনিল, এবং অধ্যাপক সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাগত হইলে তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া দিল। অধ্যাপক কৌশলে পুত্রকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এদিকে কার্ত্তিক হরমন্দিরে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, এবং রাজকুমারী আসিয়া গুরুপুত্রকে আহ্বান করিলে সে 'হুঁ' বলিয়া উত্তর দিল। রাজকুমারী তাহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিয়া শেষে যখন পরিচয় পাইলেন, তখন সাতিশয় দুঃখিতভাবে বলিলেন, আমি গুরুপুত্রকে বরমাল্য দিতে আসিয়া শেষে ভৃত্য কার্ত্তিকের গলায় মালা দিলাম। অতএব বুঝিলাম, স্ত্রীলোকের চরিত্র এবং পুরুষের ভাগ্য, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও বুঝিতে অক্ষম।

স্ত্রিয়ো নাস্তি স্বতন্ত্রতা

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রাস্তু স্থবিরে কালে স্ত্রিয়ো নাস্তি স্বতন্ত্রতা।

স্ত্রীলোকের বাল্যকালে পিতা রক্ষা করেন, যৌবনকালে স্বামী রক্ষা করেন, এবং বৃদ্ধকালে পুত্র রক্ষা করেন। অতএব কোনকালেই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই।

স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট লোকের নিকট হইতেও শ্রদ্ধাসহকারে উত্তমা বিদ্যা গ্রহণ করিবে, অন্ত্যজ জাতির নিকট হইতেও ধর্ম্মশিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, এবং অসদ্বংশ হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করিবে।

স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী

আত্মবুদ্ধিঃ শুভকরী গুরুবুদ্ধির্বিশেষতঃ।
পরবুদ্ধির্বিনাশায় স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী॥

আপনার বুদ্ধি কল্যাণকরী, বিশেষতঃ গুরুবুদ্ধি অতিশয় মঙ্গলদাত্রী; পরের বুদ্ধি বিনাশের কারণ, এবং স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়কারিণী।

স্থানস্থিতো কাপুরুষোঽপি সিংহঃ

জানাম্যহং সর্প তব প্রভাবং
কণ্ঠস্থিতো গর্জ্জসি শঙ্করস্য।
স্থানং প্রধানং ন বলং প্রধানং
স্থানস্থিতো কাপুরুষোঽপি সিংহঃ॥

গরুড় ভ্রমণ করিতে করিতে একদা শিব-সমীপে উপস্থিত হইলে, শিবের কণ্ঠস্থিত সর্প তাঁহাকে দেখিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া গরুড় বলিলেন, রে সর্প! তোমার ক্ষমতা আমি বিলক্ষণ জানি, শিবের কণ্ঠে আছ বলিয়াই তুমি গর্জ্জন করিতেছ। অতএব স্থানই প্রধান, বল প্রধান নহে; স্থানবিশেষে বাস করিলে কাপুরুষেও সিংহের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করে।

স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ

অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠকে।
স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসে চ মূর্খতা॥

বিজ্ঞ ব্যক্তি অপমানকে সম্মুখে রাখিয়া অর্থাৎ অপমান স্বীকার করিয়া, এবং মানকে পশ্চাতে রাখিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবে, কারণ কার্য্য নষ্ট হইলে কেবল মূর্খতা প্রকাশ পায়।

স্বল্পা বিদ্যা ভয়ঙ্করী

বিদ্যয়া পূজ্যতে লোকে বিদ্যয়া সুখমশ্নুতে।
বিদ্যা শুভকরী কিন্তু স্বল্পা বিদ্যা ভয়ঙ্করী॥

বিদ্যা দ্বারা লোকে সম্মান লাভ করে, বিদ্যা দ্বারা লোকে সুখভোগ করিয়া থাকে, বিদ্যা অতিশয় শুভকরী; কিন্তু স্বল্প বিদ্যা (সামান্য জ্ঞান) অতীব ভয়ানক।

(১) কোন গ্রামে এক হাতুড়ে কবিরাজ বাস করিতেন। তাঁহার পঠিত বিদ্যা কিছু ছিল না, কেবল পেঁতের বচন দেখিয়া চিকিৎসা করিতেন। পেঁতের এক স্থানে লিখিত ছিল, "নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌ ছিত্বা কটিং দহেৎ।" অর্থাৎ নেত্ররোগ জন্মিলে কাণ দুইটি ফুঁড়িয়া দিয়া কটিদেশ পোড়াইয়া দিবে। ইহা অশ্বচিকিৎসার ব্যবস্থা, কিন্তু কবিরাজ তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। একবার তাঁহার নিকট জনৈক নেত্ররোগী উপস্থিত হইলে তিনি তাহার প্রতি পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার প্রয়োগ করিলেন। তাহাতে হিতে বিপরীত ফল হইল।

(২) এক গ্রামে জনৈক বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য বাস করিতেন। তিনি কখনও কোন অধ্যাপকের টোলে পদার্পণ করেন নাই, কেবল নানা স্থান হইতে কতকগুলি বচন সংগ্রহ করিয়া আপনার বিদ্যার পরিচয় দিতেন। গ্রামের সকলেই নিরক্ষর কৃষক, সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই গ্রামের মধ্যে একজন মহাপণ্ডিত, ও ব্যবস্থাদাতা। একবার ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, একটী বচনে লেখা আছে—

"কন্দুপক্বানি তৈলেন পায়সং দধিসক্তবঃ।
দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রগেহকৃতান্যপি।"

অর্থাৎ বিনা জলসেকে তৈলে ভর্জ্জিত দ্রব্য, পায়স, দধি ও ছাতু, এই সকল দ্রব্য শূদ্র কর্ত্তৃক কৃত হইলেও ব্রাহ্মণ তাহা ভোজন করিতে পারে। এস্থলে ক্লীবলিঙ্গান্ত পায়স শব্দে ঘনীভূত দুগ্ধ (ক্ষীর); পায়স শব্দ পুংলিঙ্গান্ত হইলে তাহার অর্থ পরমান্ন। কিন্তু ব্রাহ্মণের এতটা জ্ঞান ছিল না। সুতরাং তিনি ব্যবস্থা দিলেন, ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের গৃহে পরমান্ন ভোজন করিতে পারে। ব্যবস্থানুসারে কার্য্যও হইল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ব্রাহ্মণেরা ইহা জানিতে পারিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পতিত করিলেন। শেষে তিনি শূদ্রান্ন ভক্ষণজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন।

হ

হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ

হতমশ্রোত্রিয়ে দানং হতং সৈন্যমনায়কম্।
হতা রূপবতী বন্ধ্যা হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ॥

শ্রোত্রিয়কে দান না করিলে সে দান বিফল হয়; সেনাপতিবিহীন সৈন্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়; রূপবতী নারী বন্ধ্যা হইলে তাহার রূপ বৃথা হয়; এবং দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ নিষ্ফল হইয়া থাকে।

হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ

ক্রিয়াসু যুক্তৈর্নৃপ চারচক্ষুষঃ
ন বঞ্চনীয়া প্রভবোঽনুজীবিভিঃ।
অতোঽর্হসি ক্ষন্তুমসাধু সাধু বা
হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ॥

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বনবাসকালে দুর্য্যোধনের রাজ্যশাসন-প্রণালী অবগত হইবার জন্য যে চর প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই চর প্রত্যাগত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছে, হে রাজন্! দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত অনুচরগণের চারচক্ষু প্রভুকে প্রতারণা করা উচিত নয়। অতএব আমার বাক্য অপ্রিয়ই হউক বা প্রিয়ই হউক, আমাকে ক্ষমা করিবেন; কারণ হিতকর অথচ মনোহর অর্থাৎ প্রিয় বাক্য জগতে দুর্লভ।

সরল বাঙ্গালা অভিধান।

সপ্তম ভাগ।

প্রবাদ।

যে জাতির পুরাতত্ত্ব নাই, সে জাতি জাতিই নহে; আর যে ভাষার প্রবাদ নাই, সে ভাষা ভাষামধ্যে পরিগণিত হয় না; উভয়েই আধুনিক। প্রবাদ বহুকালাগত জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বাক্য। পুরাতন বলিয়া বা পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইলেও ইহার রসহানি ঘটে না; এইটিই ইহার বিশেষত্ব। প্রবাদ জাতীয় অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি। ইহার রচনাকাল বা রচয়িতার নাম নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। তবে ইহা কোন্ শ্রেণী কর্ত্তৃক বা কোন্ কার্য্য পরিদর্শনে রচিত, তাহা বেশ বুঝা যায়। "হালে পানি পায় না"—এটি নৌকার মাঝির উক্তি; "তার পোয়াবার"—এটি পাশাখেলা হইতে গৃহীত; "হাতের পাঁচ"—এটি তাসখেলা হইতে উৎপন্ন। প্রবাদ জনসাধারণের উক্তি, এই জন্য ইহার ভাষা সরল; ইহার উদ্দেশ্য স্থায়িভাবে সাধারণ-হৃদয়ে অবস্থান করিবে, এই জন্য ইহার রচনা সরল; ইহা সহজেই স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া যাইবে, এই জন্য ইহার ভাষা সংক্ষিপ্ত। তোমার প্রতিবেশী তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবে, তুমিও তাহার প্রতি তদ্রূপ করিবে—এই সুদীর্ঘ উপদেশটি "আরসীতে মুখ দেখা" এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে নিহিত আছে। মোট কথা, প্রবাদ সংক্ষিপ্ত, সরল, সরস, অভিজ্ঞতা-প্রসূত উপদেশবাক্য।

সকল দেশেই প্রবাদের প্রচলন আছে, আর সেই প্রবাদ তত্তদ্দেশীয় উপকরণেই গঠিত। সভ্য এবং অভিজ্ঞ জাতিদিগের মধ্যে ধর্ম্মনীতি ও বিষয়কার্য্যনীতি প্রায়ই সমভাবাপন্ন, তবে অভিব্যক্তির আকার জাতীয় ভাবের অনুরূপ। "তিলক কাট্‌লেই বৈষ্ণব হয় না"—এইটি হিন্দু জাতির উক্তি; "Cowls do not make monks"—এইটি রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানের উক্তি। উভয়েরই ভাবার্থ বাহ্য আড়ম্বরে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, আন্তরিক ভক্তি ও নিষ্ঠা আবশ্যক।

কোন প্রবাদের আক্ষরিক অনুবাদ করিলে, অনূদিত বাক্যটি বাস্তব পক্ষে প্রবাদ বলিয়া পরিগণিত হয় না। "To kill two birds with one stone" "এক ঢিলে দুইটি পাখী মারা"—বস্তুতঃ এই বাক্যটি উপরি উক্ত ইংরাজী প্রবাদের ভাষান্তরমাত্র; "রথ দেখা ও কলা বেচা"—এইটিই উহার অনুরূপ বাঙ্গালা প্রবাদ। "বামুন গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর", এই প্রবাদটি ইংরাজীতে অনুবাদ করিলে "The Brahmin has gone home, now hold up the plough" এইরূপ হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু এটি প্রবাদ হইল না; ইংরাজেরা ইহার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। "When the cat is away, the mice are at play"—এইটি বলিলে উহারা উপরি উক্ত বাঙ্গালা প্রবাদের অর্থ সহজেই অবগত হইবে।

উচ্চাঙ্গ সাহিত্যে প্রবাদের স্থান অল্প। তবে পাঠকের বা শ্রোতার মনে ভাববিশেষ দৃঢ় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে উপযোগী প্রবাদের ব্যবহার দোষার্হ নহে। সামাজিক বা পারিবারিক কথোপকথনে প্রবাদ বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়, অথচ অনেকেই উহার মূল, এবং কেহ কেহ উহার ভাবার্থও অবগত নহেন। তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে বর্ণমালানুসারে, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে প্রচলিত বহুসংখ্যক প্রবাদ ব্যাখ্যা বা ভাবার্থ সহিত, এবং স্থানে স্থানে অনুরূপ ইংরাজী বা সংস্কৃত প্রবাদসহ প্রদত্ত হইল।

অ

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত।

আকাশে মেঘ নাই, ঝড় বৃষ্টির কোন লক্ষণ নাই এমন সময়ে বজ্রাঘাত হইল। অপ্রত্যাশিতভাবে কোন বিপদ্ সংঘটন হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "A bolt from the blue."

অকাল কুষ্মাণ্ড।

অসময়ের কুমড়া, ঐ কুমড়া কোন কাজেই আসে না। অপদার্থ, গোঁয়ার, মূর্খ ব্যক্তি।

অকালে কি না খায়।

দুর্ভিক্ষের সময়ে খাদ্যাখাদ্যের বিচার থাকে না। তখন লোকে যাহাই সম্মুখে পায়, তাহাই আহার করিতে বাধ্য হয়। "Necessity knows no law."

অকালে না নোয় বাঁশ, বাঁশ করে ট্যাঁশ ট্যাঁশ।

শিশুকাল হইতে নীতিশিক্ষা না দিলে, উত্তরকালে সহস্র উপদেশ দিলেও কোন ফল হয় না। "Train up a child in the way he should go." "As the sprig is bent, the tree is inclined."

অকালে বাদলা।

কোন বিষয় অনির্দ্দিষ্ট সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হইলে, তজ্জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, এই অর্থেই এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

অকালের তাল বড় মিষ্ট।

যে দ্রব্যটি যে সময়ে পাইবার কোন আশা নাই, সেটি সেই সময়ে পাইলে বড়ই আনন্দ হয়।

অকেজো বউ লাউ কুট্‌তে দড়।

যে বউ গৃহকর্ম্ম করিতে বিশেষ পটু নয়, সে লাউ কোটার মত অতি সহজ কাজ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়।

অগস্ত্য যাত্রা।

সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া সূর্য্য ভ্রমণ করে দেখিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বত সূর্য্যকে বলিল;—তুমি সুমেরুকে যেরূপে প্রদক্ষিণ কর, আমাকেও সেইরূপে প্রদক্ষিণ করিবে। সূর্য্য ইহাতে অসম্মত হইলে বিন্ধ্যপর্ব্বত অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া সূর্য্যের গমনাগমন-পথ রুদ্ধ করিল। তখন বিন্ধ্য সূর্য্যকিরণকে আচ্ছন্ন করাতে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। জগতস্থ প্রাণিগণ কল্পান্তকাল উপস্থিত হইল বিবেচনা করিয়া বিষোষক [illegible]

উপাসনা করিলেও বিন্ধ্য কিছুতেই স্বীয় দেহ সঙ্কুচিত না করাতে সকল লোক একত্র হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের গুরু অগস্ত্যের নিকট যাইয়া ইহার প্রতীকার প্রার্থনা করিল। সকলের উপকারের নিমিত্ত অগস্ত্য বিন্ধ্যের নিকট উপস্থিত হইলে পর্ব্বত মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তখন অগস্ত্য বলিলেন, ওহে বিন্ধ্যগিরি, আমি যাবৎ দক্ষিণ দিক্ হইতে না ফিরি, তাবৎ তুমি এইভাবে অবস্থিতি কর, এই বলিয়া অগস্ত্য গমন করিলেন, এবং পুনর্ব্বার আর কখন উত্তরদিকে আসিলেন না। সুতরাং বিন্ধ্যগিরিও আর মস্তক উত্তোলন করিতে পারিল না। ভাদ্রমাসের প্রথম দিনে মুনি বিন্ধ্যাচলের নিকট হইতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য মাসের প্রথম দিন মাত্রেই "অগস্ত্য-যাত্রা" বলিয়া খ্যাত। এই যাত্রার পর তিনি আর প্রত্যাগত হন নাই বলিয়া এই দিনে যাত্রা নিষেধ।

অঘটির (বা আদেখলের) ঘটি হ'ল,
জল খেতে খেতে প্রাণ গেল।
যার কখন ঘটি ছিল না, বা যে কখন ঘটি দেখে নাই, সে যদি কোন সূত্রে একটা ঘটি পায়, তাহা হইলে সে ক্রমাগতই জল খাইতে থাকে। যে কখন কোন বিষয় উপভোগ করিবার সুযোগ পায় নাই, সে সুযোগ পাইয়া সেই বিষয়ের অত্যধিক ব্যবহার করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

অঙ্গার হাজার ধুইলেও ময়লা ছাড়ে না।
কুলোক কখন তাহার কুপ্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারে না। "অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।"

অজগরের দাতা রাম।
অজগর সর্প নিশ্চলভাবে এক স্থানে পড়িয়া থাকে। তাহার মুখের কাছে কোন প্রাণী উপস্থিত হইলে তবে সে ভক্ষণ করিতে পায়। রামই তাহার আহার যোগাইয়া দেন। ভগবানই দীন-দুঃখীর রক্ষক, এই প্রবাদে ইহাই সূচিত করিতেছে।

অজাত পুত্রের নামকরণ।
যে পুত্র জন্মে নাই তাহার নামকরণ করিবার ব্যবস্থা। "গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল," "কালনেমির লঙ্কাভাগ," "রাম না হতে রামায়ণ" ইত্যাদি প্রবাদের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

অজার যুদ্ধে আঁটুনী সার।
ছাগল অনেক দূর হইতে লম্ফ দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিতে আসে, কিন্তু নিকটে আসিয়াই আর তাহার সে ভাব থাকে না। "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।" "Much ado about nothing." "The mountain in labor producing a mouse".

অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হলে হরে।
সজ্ঞানে করে পাপ, সঙ্গে সঙ্গে ফেরে॥
অজ্ঞতাবশতঃ কোন ব্যক্তি পাপ করিলে, জ্ঞান হইলে সে পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপ কখনই খণ্ডিত হয় না।

অজ্ঞানে বাপান্ত করে জ্ঞানবানে তাই কি ধরে।
"নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি হেসে।" অজ্ঞান লোক যদি একটা অপকর্ম্ম করে, জ্ঞানী তাহার অপরাধ গ্রহণ করে না।

অজ্ঞানের কালে জানে না।
অমানুষের কালে মানে না।
শিশু জানে না বলিয়াই অপকর্ম্ম করে, আর অমানুষ (মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তি) সে অপকর্ম্মকে অপকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে না।

অতিথি সর্ব্বময় গুরু।
অতিথি গুরুর ন্যায় পূজ্য। "সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ।"

অতি দর্পে হত লঙ্কা।
অধিক বাড়াবাড়ি করিলেই পতন নিশ্চয়। রাবণ সাতিশয় দর্পী ছিল বলিয়া তাহার নিধন ঘটিয়াছিল। "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং।"

অতিদানে বলির পাতালে হোল ঠাঁই।
অত্যধিক দানশীল ছিল বলিয়া, ত্রিপাদ ভূমি-প্রার্থনা-উপলক্ষে বামন অবতারে হরি তাহাকে পাতালে বাস করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং"। [বলি বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের পৌত্র। তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়া ক্রমে ইনি একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি হইয়া উঠেন। ত্রিলোকজয়-কামনায় ইনি যুদ্ধার্থ স্বর্গে গমনপূর্ব্বক সমরে ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভূত করিয়া ত্রিভুবনের অধীশ্বর হন। দেবগণ রাজ্যচ্যুত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে বিষ্ণু দেবগণের উপকারার্থে কশ্যপের ঔরসে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর বলি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে বামনদেব তথায় উপস্থিত হইয়া বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি-দান প্রার্থনা করেন। বলি দানপ্রদানে সম্মত হইলে বামন দুই পদ দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্ত অবরোধ করিয়া নাভিনির্গত তৃতীয় পদ রাখিবার স্থান নির্দ্দেশ করিতে বলেন। বলি তখন স্বীয় মস্তক অবনত করিয়া তদুপরি পদস্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। বামন তাহাই করিয়া ইঁহাকে রসাতলে প্রেরণ করেন]।

অতি প্রেমে অমিত বিচ্ছেদ।
যেখানে ভালবাসার বাড়াবাড়ি, সেখানে বিচ্ছেদের তীব্রতা অধিক। "যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামশর্ম্মা"; "বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ।"

অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর,
অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।
কোন বিষয়ে অনন্যসাধারণ হইলে, সকল সময়ে তাহার উপযোগী বস্তু মিলিবার সুবিধা হয় না, এবং সেই জন্য তাহাকে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

অতি বাড় বেড় নাকো ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে।
অতি ছোট হোয়ো নাকো ছাগলে মুড়াবে॥
গাছ যদি খুব বড় হয়, তাহা হইলে তার ঝড়ে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, আর যদি খুব ছোট হয়, তাহা হইলে ছাগলাদি জন্তু তাহাকে খাইয়া ফেলিতে পারে। সকল বিষয়ে মাঝামাঝি থাকাই ভাল। "Observe the golden mean."

অতি বাড় ভাল নয়।
"অত্যুচ্চ পতনায় চ।"

অতি বুদ্ধির গলায় (বা হাতে) দড়ি।
বেশী চালাকী করতে গেলেই ধরা পড়তে হয়।

অতি বুদ্ধির হা ভাত।
যে বেশী মাত্রায় সেয়ানামী করিতে যায়, তাহার অন্ন যোটে না।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।
দুষ্ট লোকে তাহাদের দুরভিসন্ধি গোপন করিবার উদ্দেশে অতিশয় ভক্তির ভাণ করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

অতি মন্থনে বিষ উঠে।
ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থনকালে প্রথমে অমৃত উঠে। কিন্তু দেবাসুরে অমৃত লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, পুনর্ব্বার সমুদ্র মন্থন করা হয়, তাহার ফলে বিষ উঠিয়াছিল।
"লেবু কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে তিত হইয়া যায়।"

অতি মেঘে অনাবৃষ্টি।
মেঘ করিল বটে, কিন্তু বৃষ্টি হইল না। অভাবনীয় ফল।

অতির কিছুই ভাল নাই।
"Too much of a good thing is good for nothing."

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
বেশী লাভ করিবার দুরাশা করিলে, মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

অতিশয় কোন কাজ ভাল নয়।
"সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং"।

অতি সোদর হয়, গালে তুলে দেয়,
চিক্‌লেত (গিল্‌লেত) হয়।
তোমাকে কেহ না হয় সহোদর ভাইয়ের মত যত্ন করে কোন দ্রব্য খাইয়ে দিলে, কিন্তু তোমার গিলিবার শক্তি না থাকিলে কোন ফল হইবে না। ব্যবহার করিতে না জানিলে, কোন বস্তু লইয়া লাভ নাই।

অদন্তের দাঁত হলো,
কামড় খেতে খেতে প্রাণ গেল।
যে শিশুর সবে মাত্র দাঁত উঠিয়াছে, তাহার মুখের কাছে আঙ্গুল লইয়া গেলে সে

তৎক্ষণাৎ তাহা কামড়াইয়া দিবে। কেহ কোন নূতন বস্তু পাইয়া তাহার অত্যধিক ব্যবহার করিলে এই প্রবাদ প্রয়োগ হয়।

অদন্তের হাসি, দেখ্‌তে ভালবাসি।
যে শিশুর দাঁত উঠে নাই, তাহার হাসি বড়ই মধুর। পতিত-দন্ত বৃদ্ধ সম্বন্ধে এ প্রবাদটি বিদ্রূপস্বরূপে ব্যবহৃত হয়।

অদৃষ্ট করলা ভাতে বিচি কচ্‌ কচ্‌ করে।
যার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন নয়, বহু চেষ্টাতেও তাহার কোন সুখ হয় না।

অধর্ম্মের পথ বড়ই সরল।
ধর্ম্মপথে চলিতে গেলে, অনেক অসুবিধা ভোগ বা ত্যাগ-স্বীকার করিতে হয়; অবশ্য পরিশেষে সুফল লাভ হয়। কিন্তু আপাত-মনোরম অধর্ম্ম পথে লোকে সহজেই চলিতে পারে।

অধিকন্তু ন দোষায়।
বেশীতে দোষ কিছুই নাই। (সুকার্য্য সম্বন্ধে প্রযুজ্য)।

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
অনেকে এক কাজে নিযুক্ত হইলে, অসুবিধা হইয়া সেই কাজ পণ্ড হয়। "Too many cooks spoil the broth."

অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড় চড় করে।
যে যে কাজে অভ্যস্ত নয়, তাহাকে সে কাজ করিতে হইলে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

অনটনের তিন গুণ ব্যয়।
কতকগুলি দ্রব্য একসঙ্গে কিনিতে পারিলে দরে সস্তা হয়, কিংবা সেই সকল দ্রব্য অধিকপরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু অর্থাভাববশতঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌ সময়ে পৃথক্‌ পৃথক্‌ খণ্ডে কিনিতে হইলে, সেই সকল দ্রব্যের জন্য অধিক ব্যয় হইয়া যায়।

অনটনের সংসারে দুন ব্যয়।
অভাবগ্রস্তের দুন অর্থাৎ দ্বিগুণ খরচ হয়।

অনাথের দেব সখা।
হরিই দীন-বন্ধু।

অনাহ্বানের নিমন্ত্রণ না আঁচালে বিশ্বাস নাই।
অনাহূত ব্যক্তি যতক্ষণ না নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে আহার করিয়া আঁচায়, ততক্ষণ সে বিশ্বাস করিতে পারে না যে সেখানে নির্ব্বিঘ্নে তাহার আহার-কার্য্য সম্পন্ন হইবে। কার্য্য শেষ না হইলে বুঝা যায় না যে কাহারও প্রার্থনা বা আশা পূরণ হইল। "There's many a slip twixt the cup and lip."

অনেক কালের ছিল পাপ,
বড় ছেলে সতীনের বাপ।
পাপের প্রতিফল কোন না কোন সময়ে পাইতেই হইবে।

অনেক খাবে ত অল্প খাও।
যদি দীর্ঘকাল বাঁচিতে চাও, তাহা হইলে মিতাহারী হও।

অনেক গর্জ্জনের পর এক ফোঁটা বৃষ্টি।
"বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"। "Much ado about nothing." "The mountain in labor producing a mouse."

অনেক জলের মাছ।
অবিচলিত-চিত্ত গম্ভীর-স্বভাব ব্যক্তি।

অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
"Too many cooks spoil the broth."

অন্ধকারে ঢিল ছোড়া (বা মারা)।
কি ফল হইবে তাহা না জানিয়া আন্দাজে কোন কাজ করা।

অন্ধকে দর্পণ দেখান।
নিষ্ফল কার্য্য সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

অন্ধ জাগো, না কিবা রাত্রি কিবা দিন।
অন্ধের পক্ষে দিবা রাত্রি দুইই সমান (যে অন্যের কার্য্যের ফলভাগী হইতে অক্ষম, বা যাহার কষ্টের অবস্থা অপরিবর্ত্তনীয়, তাহাদের সম্বন্ধে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়)।

অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন।
অন্ধ যে সে দিবাভাগেই কি আর রাত্রিতেই কি কোন সময়েই দেখিতে পায় না। সকল অবস্থাই যাহার পক্ষে তুল্য-মূল্য, তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদটি প্রযুজ্য।

অন্ধের যষ্টি (বা নড়ি)।
অন্ধ লাঠির সাহায্যব্যতিরেকে এক পাও চলিতে পারে না। অসহায়ের একমাত্র অবলম্বন।

অন্নচিন্তা চমৎকারা,
ঘরে ভাত নাই জীয়ন্তে মরা।
অন্নচিন্তার ন্যায় আর চিন্তা নাই। যার অন্নের সংস্থান নাই সে এক প্রকার জীবন্মৃত।

অন্নদানের পরে আর দান নাই।
অন্নদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি।
ভাল চাউলের ভাতে ঘি দিলে তবে খাইতে সুস্বাদু হইবে, ভাল পাত্রে কন্যা দান করিলে তবে সে সুখ লাভ করিবে।

অন্ন নাই ঘরে তার মানে কিবা করে।
যার ঘরে অন্নের সংস্থান নাই, বাহিরে তার মান মর্য্যাদা সকলই বৃথা।

অন্ন বিনা ছন্ন ছাড়া।
অন্নাভাবে ছন্নবৎ।

অজ্ঞ লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।
মুদী চিনির পরিবর্ত্তে "ভুরা" (গুড়ের নিকৃষ্টাংশ) দিয়া খরিদ-দারকে ঠকায়, কিন্তু আমি সেয়ানা বলিয়া আমাকে ঠকাইতে পারে না। (ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের হীরা মালিনী উপরোক্ত বাক্যটি বলিয়াছিল)।

অপব্যয় করো না, অভাবও হবে না।
"Waste not, want not."

অপব্যয়ে লক্ষ্মী ছাড়ে।
বৃথা ব্যয় করিলে শীঘ্রই ধনহীন হইতে হয়।

অবলার মুখেই বল।
স্ত্রীজাতি সাতিশয় কলহ-পটু; শারীরিক বল তাহাদের অতি অল্পই আছে।

অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা।
আপনার আয় বুঝিয়া ব্যয় করা। "Cut your coat according to your cloth."

অবাক্ (কাল) কলি ভবি অম্বলে দিলি আদা।
অম্বলে আদা দেওয়া রন্ধনশাস্ত্রে নিষেধ। যাহা কর্ত্তব্য নয় তাহা করিয়া কার্য্য নষ্ট করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

অবিয়ন্তীর ঠুন্‌কোর ব্যথা।
যে স্ত্রী প্রসব করে নাই তাহার স্তনে "ঠুন্‌কো" হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যাহা হইবার নয় তাহা হইলেই এই প্রবাদ লোকে ব্যবহার করে। "না বিইয়ে কানায়ের মা।"

অবুঝে বুঝাব কত বুঝ নাহি মানে,
ঢেঁকিরে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে।
যে বুঝিতে পারিবে না তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা নিষ্ফল।

অবোধের গোবধে আনন্দ।
নির্ব্বোধের দুষ্কর্ম্মে আনন্দ; অজ্ঞানের পাপ-পুণ্য-বোধ নাই।

অবোধের সাত খুন মাপ।
অজ্ঞানের কৃত গুরুতর অপরাধও মার্জ্জনীয়।

অবোলা বলে বড়, অফলা ফলে বড়।
যে পথ চলিবার সময় অপরের সহিত কথা না কহিয়া সময় নষ্ট না করে, সে অনেকটা পথ চলিতে পারে, আর যে গাছে ফল জন্মায় না, সে গাছে ফল ধরিলে, ফলগুলি সংখ্যায় অনেক হয়।

অভ্রা বরষা কাল,
হরিণী চাটে বাঘের গাল।
শোন রে হরিণী তোরে কই,
সময় গুণে সবই সই।
প্রবল ব্যক্তি বিপদে পড়িলে, ক্ষুদ্র ব্যক্তিও তাহার সম্মুখীন হইয়া অপমান করিতে সাহসী হয়।

অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।
সাগর শুকাইয়া যাইবে ইহা নিতান্ত অসম্ভব; কিন্তু অভাগা আমি সেই প্রচুর জলের অধিপতি সাগরের নিকট জলপ্রার্থনা করিলে তাহাও শুকাইয়া যায়। যাহার অদৃষ্ট অপ্রসন্ন, তাহার সংস্পর্শে অপরের বিপদ্ ঘটে, তাহার কোন দিকেই সুবিধা নাই।

অভাগার ঘোড়া মরে, ভাগ্যবানের মাগ মরে।
যার ঘোড়া মরে সে অভাগা, অর্থাৎ তাহার অর্থহানি ঘটিল, কিন্তু যার স্ত্রী মরে সে ভাগ্যবান্—সম্ভবতঃ সে অপ্রিয়-বাদিনী গৃহিণীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল, কিংবা পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া সে অর্থ লাভ করিল।

অভাগার নাই যম।
যে মন্দভাগ্য যমও তাহার প্রতি নির্দ্দয়, নতুবা সে শীঘ্র তাহাকে লয় না কেন। শীঘ্র তাহাকে লইলেই ত তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান হয়।

অভাগিনীর দুটো পুৎ,
একটা দানা একটা ভূত।
মন্দভাগিনীর পুত্রভাগ্যও ভাল হয় না। তাহার দুইটী পুত্র—একটী দানবপ্রকৃতি ও একটী ভূতপ্রকৃতি।

অভাবে স্বভাব নষ্ট।
অভাব উপস্থিত হইলে লোকের সৎস্বভাবও নষ্ট হইয়া যায়। সাধুও অভাবে পড়িয়া অসাধুর কার্য্য করে।

অভিমানী দুয়ো
নেটি পেটি সুয়ো।
লোকের দুইটি স্ত্রী থাকিলে যেটি "সুয়ো" সে স্বামি-সোহাগিনী হয়, কাজে কাজেই "দুয়ো" স্ত্রীটি অভিমানপূর্ণা হইয়া পড়ে।

অভিমানে বলির পাতালে হলো ঠাঁই।
বড় দাতা ছিল বলিয়া বলির অভিমান ছিল, তাই বামনরূপী হরি তাহাকে পাতালে বাস করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ["অতি দানে বলির পাতালে হল ঠাঁই দেখ"]।

অভিমানে বালির দত্ত যান গড়াগড়ি।
"দত্ত কারও ভৃত্য নয় শুন মহীপাল।
একত্রে বসতি মোরা করি চিরকাল॥"
এই কথা দত্তবংশের জনৈক প্রতিনিধি বল্লালসেনকে সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি ঘোষ, বসু, মিত্রের ন্যায় কৌলীন্য-মর্য্যাদা পাইলেন না—ইহাতেই তাঁহার অভিমান হয়।

অভেদাত্মা হরিহর।
দুইটি বন্ধু যদি সমধর্ম্মী হয়, তাহা হইলে তৎপ্রতি "হরিহরাত্মা" এই পদটী প্রযুক্ত হয়, কারণ হরি ও হর অভেদাত্মা বলিয়া পুরাণে বর্ণিত।

অমাবস্যার চাঁদ।
অমবস্যায় চন্দ্র উদিত হয় না; পূর্ণিমাতেই চন্দ্রের উদয় হইয়া থাকে। অসম্ভব ঘটনা বর্ণন স্থলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

অমাবস্যার প্রদীপ টিপ্ টিপ্ করে।
অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে প্রদীপের ক্ষীণ আলোক যেমন বিশেষ কার্য্যকর নয়, সেই-রূপ ঘোর বিপদে বা শোকে লোকের ক্ষীণ সান্ত্বনা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না।

অমৃত যে কি পদার্থ খেয়ে দেখি না জল।
অমৃত অতি সুস্বাদু পদার্থ বলিয়াই ধারণা ছিল, ইহা পান করিয়া বুঝিলাম যে, ইহা জল ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে বস্তু কখন ব্যবহৃত হয় নাই, মনে হয় ব্যবহার করিলে না জানি কতই সুখী হইব। পরে ব্যবহারের সময় দেখা যায় সে বস্তু নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর পদার্থ।

অমৃতে অরুচি কার।
মনোরম বিষয় কখনই অতৃপ্তিকর হয় না।

অরণ্যে রোদন।
বিপদে পড়িয়া ঘোর অরণ্যে রোদন করিলে কেহই শুনিতে পায় না, সুতরাং কাহারও সাহায্যার্থে আসিবার সম্ভাবনা থাকে না। নিষ্ফল প্রয়াসের উদাহরণ স্থলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

অরাঁধুনীর হাতে পড়ে কই মাছ কাঁদে।
উপযুক্ত লোকের হাতে না পড়িলে উত্তম বস্তুর সদ্ব্যবহার হয় না।

অরুচির অম্বল, শীতের কম্বল,
বর্ষার ছাতি, ভট্টাচার্য্যের পুঁথি।
কয়টি বস্তুই অবস্থাবিশেষে বা কার্য্যকালে প্রয়োজনীয়।

অরুগুণ নেই বরুগুণ আছে।
ভিতরে কোন গুণ নাই, বাহিরেই কেবল আস্ফালন। "শিমুলের ফুল যথা বাহিরে সুন্দর।" অরুগুণ—অন্তর্গুণ। বরুগুণ—বহির্গুণ।

অর্থই অনর্থের মূল।
সংসারে অর্থের জন্যই সকল অনর্থ ঘটিয়া থাকে। "Money is the root of all evil."

অলক্ষ্মীর দ্বিগুণ ক্ষুধা।
যে লক্ষ্মীছাড়া ও অন্নহীন, তাহারই ক্ষুধা প্রবল।

অলভ্যের বাণিজ্য, কচ্‌কচিই সার।
যে ব্যবসায়ে লোকসান হয়, তৎসম্বন্ধে ঝগড়া বিবাদই হইয়া থাকে।

অল্প জলের পুঁটি মাছ ফর্ ফর্ করে।
"শফরী ফর্‌ফরায়তে"। যাহার জ্ঞান অল্প, সেই সর্ব্বজ্ঞের অহঙ্কার করিয়া থাকে। বেশী জলের রুই কাতলা যেমন ফর ফর করিয়া বেড়ায় না, জ্ঞানী ব্যক্তিও সেইরূপ আপনার জ্ঞানের অহঙ্কার করে না।

অল্প জলের মাছ।
চঞ্চল-প্রকৃতি, অসার ব্যক্তি।

অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।
"A little learning is a dangerous thing."

অল্প বৃষ্টিতে কাদা হয়।
বেশী বৃষ্টিতে সাদা হয়।
অল্প বৃষ্টিতে যেমন কাদা হয়, এবং বেশী বৃষ্টিতে যেমন সব ধুইয়া গিয়া পরিষ্কার হয়, তেমনি শোকে অল্প ক্রন্দনে শোক বৃদ্ধি হয়, এবং অপ্রতিহতভাবে ক্রন্দন ও অশ্রুপাত করিলে, শোকের অনেকটা লাঘব হয়।

অশ্বতরী গর্ভ ধরে আপন মরণে।
এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, অশ্বতরী গর্ভবতী হইলে প্রসব করিবার সময় যন্ত্রণা পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইচ্ছা করিয়া যে বিপজ্জনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহার অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী।

অশ্বত্থামা হত ইতি গজ।
যখন দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে পুত্র অশ্বত্থামার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, "অশ্বত্থামা হত"; কিন্তু কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা হইল জানিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন "ইতি গজ", অর্থাৎ অশ্বত্থামা নামে একটি হাতি মরিয়াছে। দ্রোণাচার্য্য কিন্তু বুঝিলেন, তাঁহার পুত্রই মরিয়াছে। পরিষ্কার করিয়া কোন কথা না বলা; কতকটা প্রকাশ আর কতকটা গোপন করা, এইরূপ স্থলেই এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অশ্বত্থের ছায়াই ছায়া।
অশ্বত্থ গাছ দীর্ঘজীবী ও সুবৃহৎ এবং তাহার ছায়াও সুশীতল। মহতের আশ্রয়ই বাঞ্ছনীয়।

অসৎ কার্য্যের বিপরীত ফল।
অসৎ কার্য্যের ফল কখনই শুভ হয় না।

অসারে জলসার।
অপদার্থ বস্তু পরিত্যাজ্য।

অসারের তর্জ্জন গর্জ্জন সার; যে গর্জ্জে সে বর্ষে না।
কাপুরুষ বা দুর্ব্বলচেতা লোক কেবল হাঁক-ডাক করিতেই মজবুত; তাহার দ্বারা কোন কাজই হয় না। যে মেঘ খুব ডাকে, তাতে বৃষ্টি হয় না। যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, সে কামড়ায় না। His bark is worse than his bite.

অহঙ্কার করিলেই ধ্বংস হয়।
অহঙ্কারে পতন নিশ্চয়।

অহংকারে ছার খার।
Pride goeth before destruction.

অহঙ্কারে পথ দেখ্‌তে পায় না।
অহঙ্কারী লোক নীচের দিকে চায় না।

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।
এখানে অহিংসা শব্দটি জীবহিংসা ও মনুষ্য সম্বন্ধে অসূয়া হইতে বিরতি এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

আ

আঁটকুড়ের পুত।

আঁটকুড়ের পুত্র হওয়া অসম্ভব। গালাগালি সূচক বাক্য।

আঁটি চোষা।

পদার্থের সার অংশে বঞ্চিত হওয়া।

আঁটুনী কমুনী সার।

কেবল "দর গরম করা"; কাজে কিছুই নয়।

আঁত পাওয়া ভার।

অন্ত পাওয়া কঠিন; বড় চাপা লোক।

আঁতে ঘা দেওয়া।

• মর্ম্মপীড়া দেওয়া।

আকাশে ধুলো ছুড়লে, আপন চোখে পড়ে।

পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিলে, নিজেরই অনিষ্ট হয়।

আকাশে ফাঁদ পেতে বর্গের পাখী ধরা।

বৃথা চেষ্টা।

আকাশে ফেলিলে ছেপ নিজের গায়ে পড়ে।

পরের অনিষ্ট করিতে গেলে নিজেরই অনিষ্ট হয়। ছেপ—মুখ-নিক্ষিপ্ত পানের ছেপ।

আক্কেল গুড়ুম।

"অবাক" হইয়া যাওয়া।

আক্কেল সেলামী।

নির্ব্বুদ্ধিতার দণ্ড দান। "ঝকমারীর মাশুল"।

আগ নাংলা যে দিকে যায়,

পাছ নাংলা সেই দিকে যায়।

অন্ধভাবে অন্যের কার্য্যের অনুকরণ করা। গড্ডলিকাপ্রবাহের অনুসরণ করা।

আগাছার বাড় বড়।

আগাছা শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া থাকে। অপ্রয়োজনীয় বস্তুরই প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়।

আগুন কি কাপড় ঢেকে রাখা যায়।

আগুন কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখা যায় না। গুণ কখন চাপা থাকে না, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবেই পড়িবে।

আগুন নেকড়া চাপা থাকে না।

গুণ ফুটিয়া বাহির হইবেই হইবে।

আগুন পোহাতে গেলে ধোঁয়া সহ্য করিতে হয়।

কষ্ট সহ্য করিতে না পারিলে সুখ লাভ হয় না। "নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।" "No rose without thorns".

আগুনের কাছে ঘি।

আগুনের নিকট ঘি থাকিলে গলিবেই গলিবে। প্রবলের নিকট দুর্ব্বল পরাভূত হয়, ইহাই এই প্রবাদের অর্থ।

আগে আপন সামাল কর।

শেষে গিয়ে পরকে ধর।

"Physician! heal thyself".

আগে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে (বা নির্ব্বংশের বেটা)।

পিছে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে (বা নির্ব্বংশের বেটা)

যেখানে কোন অবস্থাতেই প্রশংসালাভের আশা নাই, পরন্তু নিন্দাভাজন হইতে হয়।

আগে গেলে বাঘে খায়,

পাছে গেলে সোণা পায়।

না বুঝিয়া হঠাৎ কোন কাজ করিতে গেলে অনিষ্ট ঘটিতে পারে; ধীরভাবে বিবেচনার সহিত কাজ করিলে লাভ হইতে পারে।

আগে (বা সাধ্‌লে বা যাচ্‌লে) জামাই কাঁঠাল খান না, শেষে জামাই ভোঁতাও পান না।

যে ব্যক্তি সুবিধা পাইবামাত্র সেই সুবিধার সদ্ব্যবহার করে না, সে পরে প্রার্থনা করিয়াও সে সুবিধা পায় না; সুবিধা তখন চলিয়া যায়।

আগে তেত, শেষে মিঠে।

বৈদ্যক শাস্ত্রমতে তিক্ত দ্রব্য দিয়া আহার আরম্ভ করিবে, মিষ্ট খাইয়া আহার শেষ করিবে। অপর অর্থ—যাহা অগ্রে অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হয়, শেষে তাহাই আনন্দ প্রদান করে।

আগে দর্শনধারী (বা ডালি),

শেষে গুণবিচারী।

লোকে চটক দেখিয়াই প্রথমে ভুলে। বাহ্য চাকচিক্য না থাকিলে কেবল গুণে আকৃষ্ট হইতে কিছু সময়ের আবশ্যক করে।

আগে দাও কড়ি,

তবে দিব বড়ি।

"রোকা কড়ি, চোকা মাল।" "ফেল কড়ি মাখ তেল।" নগদ দাম দাও, তবে জিনিস দিব।

আগে দুঃখ পরে সুখ।

"নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে

আগে দেখ, পরে লও, শেষে দাও কড়ি।

জিনিস পছন্দ করিয়া আগে হস্তগত করিবে, তার পরে তার দাম দিবে। নতুবা জিনিস দেখাশুনা না করিয়া দাম দিলে তোমাকে ঠকিতে হইবে।

আগে না বুঝিলে বাছা যৌবনের ভরে,

পশ্চাতে কাঁদিতে হবে নয়নের ঝোরে।

গর্ব্ববশ: কোন স্পৃহণীয় বিষয় অগ্রাহ্য করিলে, শেষে অনুতাপ করিতে হয়।

আগে ভাল ছিল জেলে জালদড়া বুনে,

কি কাজ করিল জেলে এঁড়ে গরু কিনে।

চিরাভ্যস্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া যে অনভ্যস্ত অপর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহার মঙ্গল হয় না। লোভবশতঃ পৈতৃক ব্যবসায় ত্যাগ করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। "থাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল কল্লে তাঁতি এঁড়ে গরু কিনে।" "চাষ বাস করে থাচ্ছিল আবদুল ছিল ভাল, চৌকিদারীর কাজ নিয়ে আবদুল পরাণে মল।"

আগে হাটে, পাঁঠা কাটে,

প্রদীপ উস্কোয়, দই বাঁটে,

ভাণ্ডারী, কাণ্ডারী, রাঁধুনী বামন,

যশ পায় না এই সাত জন।

ইহারা ঠিক ঠিক কাজ করিলে কোন প্রশংসাই পায় না, কিন্তু একটু বেঠিক হইলেই বহুলভাবে নিন্দাভাজন হয়।

আগে হলেম আমি, পিছে হলো মা

হাস্‌তে হাস্‌তে দাদা হলো, বাবা হোল না।

অর্থহীন হেঁয়ালী—ইহার উত্তর হয় না। অসম্ভব কথা সম্বন্ধে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়। "এখান হ'তে মা'রেলেম তীর লাগ্‌লো কলাগাছে, উরুৎ বয়ে রক্ত পড়ে চো'ক গেলরে বাবা।"

আঙ্গুল ঘুরিয়ে পাঁচিল দেওয়া।

ক্ষুদ্র চেষ্টায় বৃহৎ কর্ম্ম করিবার প্রয়াস পাইলে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

আঠে পিঠে দড়, তবে ঘোড়ার উপর চড়।

কোন কঠিন কার্য্য করিবার সম্যক্‌ভাবে উপযুক্ত হইলে তবে সেই কার্য্যে অগ্রসর হইবে, নতুবা সে কার্য্য ত সাধন করিতে পারিবেই না, পরন্তু তাহাতে বিপদে পড়িবে।

আঠার মাসে বৎসর।

বার মাসেই বৎসর হয়, আঠার মাসে বৎসর হয় না। দীর্ঘসূত্রতা সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত।

আড়াই আঙ্গুল দড়ি, সৃষ্টি জুড়ে বেড়ি।

সামান্য উপায় দ্বারা বৃহৎ কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা।

আড়ে হাতে লাগা।

ভয়ানক শত্রুতা করা।

আতি চোর, পাতি চোর,

হতে হতে সিঁদেল চোর।

সামান্য সামান্য দুষ্কর্ম্ম করিতে করিতে লোকে শেষে গুরুতর অপকর্ম্ম করিয়া ফেলে।

আত্ম রেখে ধর্ম্ম তবে পিতৃকর্ম্ম।

"আপনি বাঁচলে বাপের নাম।" "আত্মানং সততং রক্ষেৎ।" স্বার্থপরতার উদাহরণ স্বরূপে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আদরে ভোজন, কি করে ব্যঞ্জন।

আদর করিয়া ভোজন করাইলেই খুব তৃপ্তি হয়। ইহাতে ব্যঞ্জন না হইলেও চলে। প্রীতিতেই পেট ভরে ইহাই ভাবার্থ। "Better is a dinner of herbs where love is, than a stalled ox and hatred therewith."

আদা কাঁচকলা সম্বন্ধ।

আদা কাঁচকলা একত্রে থাকিলে তাহা সিদ্ধ হয় না। পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন। "Hammer and tongs."

আদা জল খেয়ে লাগা।
কষ্ট স্বীকার করিয়া একমনে কার্য্য-সিদ্ধি কল্পে নিযুক্ত হওয়া।

আদাড় গাঁয়ে শিয়াল বাঘ (বা রাজা)।
"নিরস্তে পাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।"

আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর কেন।
আদা-ব্যবসায়ীর জাহাজের খবর জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। অনধিকারচর্চ্চা-স্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "The cobbler must stick to his last"

আদা শুকালে ঝাল যায় না।
আদা কাঁচা অবস্থায় ঝাল—শুকাইয়া গেলেও সে ঝাল যায় না। স্বাভাবিক ধর্ম্ম কোন কালেই লোপ পায় না। "অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।" "যার যা রীত, ছাড়ে কদাচিৎ।" মহৎ লোকে হীনাবস্থ হইলেও তাহার মহত্ত্ব তিরোহিত হয় না। দুষ্ট লোক দমিত হইলেও তাহার দুষ্প্রবৃত্তি ত্যাগ করে না।

আদি (বা আদ্যি) কহিলে মানুষ রুষ্ট।
কাহারও "কুলের কথা" ভাল লাগে না। অপ্রীতিকর কথায় সকলেই বিরক্ত হয়।

আদুরে গোপাল।
"নাই" দিয়া যাহার ইহকাল পরকাল নষ্ট করা হইয়াছে। "আলালের ঘরের দুলাল।"

আন্ কাপাস, নে তুলো।
আগে উপাদান সংগ্রহ কর, তার পরে উপাদান-গঠিত বস্তু পাইবে।

আন্ সতীনে নাড়ে চাড়ে,
বুন্ সতীনে পুড়িয়ে মারে।
আপনার ভগিনী যদি সতীন হয়, সে অন্য সতীন অপেক্ষা বেশী যন্ত্রণা দেয়। আপনার লোকেই অধিক পরিমাণে অনিষ্ট করে। "নিম তেঁত নিশিন্দে তেঁত, তেঁত মাকাল ফল, তার চেয়ে তেঁত কন্তে বুন সতীনের ঘর।"

আনারস বলে কাঁঠাল ভাই, তুমি বড় খস্ খসে।
আপনার দোষ না দেখিয়া পরের দোষ দেখা। "চালুনী বলে ধুচুনী ভায়া তুমি বড় ফুটো"। "The pot calls the kettle black."

আন মাগীর আন চিন্তে,
ছুয়ো মাগীর পতি চিন্তে।
"যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত।"

আপ্ ভালা ত জগৎ ভালা।
নিজের মন ভাল হলে, সকলকেই ভাল বলিয়া বোধ হয়।

আপ্ রুচি খানা, পর রুচি পরনা (পিহনা)।
নিজের রুচি অনুসারে আহার করিবে, অন্যের রুচি অনুসারে বেশ-ভূষা করিবে (অন্যের চক্ষে যাহাতে ভাল দেখায় সেই ভাবে বেশ-ভূষা করিবে)।

আপন কোলে ঝোল (বা সবাই) টানে।
স্বার্থসিদ্ধির দিকেই লোক বেশী দৃষ্টি রাখে। পরার্থে দৃষ্টি কাহারও থাকে না।

আপন গ্রামে কুকুর রাজা।
অতি ক্ষুদ্র লোক হইলেও উচ্চতর কেহ না থাকিলে আপন গ্রামে সেই বড় লোক।

আপন ঘরে সবাই রাজা।
নিজের ঘরে লোকে যেরূপ প্রভুত্ব করিতে পারে, অন্য স্থানে সেরূপ করিতে পারে না।

আপন কোটে পাই, চিঁড়ে কুটে খাই।
করায়ত্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে লইয়া যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারা যায়।

আপন ঘোল কেউ টক বলে না।
নিজের জিনিসকে কেহ নিন্দা করিয়া তাহার মূল্য হ্রাস করিতে ইচ্ছা করে না।

আপন চরকায় তেল দাও।
আপনার কার্য্যে মনোযোগী হও। অনধিকার চর্চ্চা বা পরচর্চ্চা করিবে না।

আপন চেয়ে পর ভাল, পর চেয়ে জঙ্গল ভাল।
আপনার লোক অপেক্ষা পর ভাল। আর পর অপেক্ষা বন ভাল।

আপন ছিদ্র জানে না, পরের ছিদ্র খোঁজে।
"ছুঁচ বলে চালুনী তোর পিছে কেন ছ্যাঁদা" "ঘর দেখ্‌তে কাণা তুমি পর দেখ্‌তে খোলো আঁখি ছুটো। পরের দোষ আকাশজোড়া আপনার দোষ ছোটো।" The pot calls the kettle black. আপন দোষ কেহই দেখে না। লোকে কেবল পরের দোষই দেখিয়া বেড়ায়।

আপন নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ।
খাঁদা নাক দর্শন যাত্রাপক্ষে অশুভ। নিজের অনিষ্ট করিয়াও পরের অনিষ্ট চেষ্টা। "Cutting off one's nose to spite the face." (মুখকে বিকৃত করিয়া তাহাকে কুৎসিত আকার দিবার অভিপ্রায়ে আপনার নাক কাটিয়া ফেলা)।

আপন পাঁঠা লেজে কাটি।
আপনার বিষয় সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারা যায়, তাহাতে বাধা দিবার কাহারও অধিকার নাই।

আপন পাঁজি পরকে দিয়ে,
দৈবজ্ঞ বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে।
আপনার প্রয়োজনীয় বস্তু পরের হাতে দিয়া কার্য্যকালে অনেক অসুবিধা ভোগ করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

আপন ছাগল বেঁধে রাখি।
পরের ছাগল হাততালি দি।
হাততালি দিলে ছাগল দৌড়িয়া পলায়, এবং তাহাকে ধরিতে কষ্ট পাইতে হয়। নিজে সাবধান হইয়া পরের অনিষ্ট চেষ্টা।

আপন পায়ে (আপনি) কুড়াল মারা।
জানিয়া শুনিয়া নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ নিজের ক্ষতি করা।

আপন বুদ্ধিতে ফকির হই,
পরের বুদ্ধিতে বাদসা নই।
এমন অনেক লোক আছে যে নিজের "গোঁ" অনুসারে চলিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবে, তবুও অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া নিজের অবস্থার উন্নতি করিবে না।

আপন বেলা আঁটি সাটি,
পরের বেলা দাঁতকপাটি।
আপনার স্বার্থের দিকে বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে, পরের মঙ্গল সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন।

আপন বেলা চাপন চোপন,
পরের বেলা ঝুরঝুরে মাপন।
আপনার দিকে বেশী টানে, অপরকে সামান্যমাত্র দেয়।

আপন ভাল পাগলেও বুঝে।
যার সামান্যমাত্র জ্ঞান আছে, সে নিজের স্বার্থ বেশ বুঝে।

আপন মান আপনি রাখ
কাটা কান চুল দিয়ে ঢাক।
কাটা কান চুল দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া আপনার মানসম্ভ্রম আপনি রক্ষা কর। ঘরের কুৎসা বাহিরে প্রকাশ করিতে নাই। "Don't wash your dirty linen before the public."

আপন মুখ আপনি দেখ।
নিজের কি দোষ আছে, তাহার অনুসন্ধান কর।

আপন হাত জগন্নাথ।
কাহাকেও কিছু দিতে হইলে জগন্নাথের ন্যায় হস্ত-হীন (ঠুঁটো) হওয়া। খুব কৃপণতা স্থলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

আপনার আপনি, ডোর আর কোপ্‌নী।
ডোর-কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর ন্যায়, অন্য লোকের সম্বন্ধে ভাবনা-রহিত হওয়া। কেবল আপনার জন্যই চিন্তা করা।

আপনার কাজের মত আর কাজ নাই।
নিজের কর্ত্তব্য পালনই শ্রেষ্ঠ কার্য্য।

আপনার কিছু নয়, জগৎ কেবল মায়াময়।
সংসারে আপনার বলিতে কেহ বা কিছুই নাই, কারণ জগৎ মায়াপূর্ণ।

আপনার চরকায় তেল দেওয়া।
পরচর্চ্চা না করিয়া আপনার কাজে মনোযোগী হওয়া।

আপনার ছাগল লেজের দিক থেকে কাটি।
আপনার জিনিস লইয়া যা খুসি তাই করিতে পারা যায়।

আপনার ছেলেটি খায় এতটি,
বেড়ায় যেন লাটিমটি,
পরের ছেলে খায় এতটা,
বেড়ায় যেন বাঁদরটা।
আপনার ছেলেটী অতি অল্পমাত্রায় খায়,

এবং ঘুর ঘুর করিয়া লাটিমটীর ভায় বেড়াইয়া কেমন আনন্দ দেয়, আর অপরের ছেলেটা রাক্ষসের মত যেমন বেশী খায়, বাঁদরের মত তেমনই লাফালাফি করিয়া বেড়ায়। মন্দ হইলেও নিজের বস্তুটি আপন চক্ষে ভাল দেখায়, ভাল হইলেও পরের বস্তুটি আপনার চক্ষে মন্দ দেখায়।

আপনারটা সবাই বড় দেখে।
নিজের বস্তু আপনার চক্ষে অন্যের বস্তু অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ বলিয়া মনে হয়।

আপনার ঢাকা থাক্, পরের বিকিয়ে যাক্।
পরের অনিষ্ট হয় হউক, নিজের স্বার্থ বজায় থাকিলেই হইল।

আপনার ধন পরকে দিয়ে,
দৈবজ্ঞ মরে এঁটো পাত কুড়িয়ে।
প্রয়োজনীয় বস্তু ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিলে উত্তরকালে কষ্ট পাইতে হয়।

আপনার নয় ঠাকুর পরে কি করিবে?
আপনার লোকে অনিষ্ট করিলে, পরে কি করিয়া রক্ষা করিবে?

আপনার নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।
নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরের ক্ষতি করিতে যাওয়া।

আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারা।
জানিয়া শুনিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করা।

আপনার বিড়াল পথ্যি পায় না।
যার আপনারই খাইবার সংস্থান নাই, তার পক্ষে পরের সাহায্য করা অসম্ভব।

আপনার বেলা পাঁচ কড়ায় গণ্ডা।
নিজের স্বার্থটি বিলক্ষণ বুঝা।

আপনার বেলায় ছ কড়ায় গণ্ডা,
পরের বেলায় তিন কড়ায় গণ্ডা।
নিজের জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা, অপরের জন্য তদ্বিপরীত করা।

আপনার মত জগৎ দেখা।
আপনি যেমন জগতের সকল লোককে তেমনি দেখা। ভাল লোক সকলকেই ভাল মনে করে, যে মন্দ লোক সে মনে করে সকলেই বুঝি আমারই মতন। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ।"

আপনার মান আপন হাতে (বা কাছে)।
যে আপনার মান রাখিয়া চলিতে পারে, সকলেই তাহাকে সম্মান করে, তদ্বিপরীতে সে সকলেরই অশ্রদ্ধাভাজন হয়।

আপনি ঠাকুর ভাত পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।
যার নিজেরই খাইবার সংস্থান নাই, তার আবার খাইবার জন্য অপরকে ডাকা নিবুদ্ধিতার কার্য্য।

আপনি বড় ভাল, তাই লোককে বলে কালো।
যে ব্যক্তি নিজের মন্দ স্বভাব জানিয়াও অপরের স্বভাবের নিন্দা করে, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদটি বিদ্রূপচ্ছলে প্রযুক্ত হয়।

আপনি বাঁচলে বাপের নাম।
"আত্ম রেখে ধর্ম।" "চাচা আপন বাঁচা।"
"Self-preservation is the first law of Nature."

আপনি যেমন ঢেমন, জগৎ দেখি তেমন।
যে নিজে দুশ্চরিত্র, সে অপর সকলকেই দুশ্চরিত্র মনে করে। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ।"

আপনি রইলেন ডর পানিতে,
পোলারে পাঠালেন চর।
ডর পাণি—গভীর জল। পোলা—পুত্র। নিজে নিরাপদ্ স্থানে থাকিয়া অনুসন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে অপর লোককে বিপজ্জনক কার্য্যে নিযুক্ত করা।

আপনি শুতে জায়গা পায় না (বা ঠাঁই নাই),
শঙ্করাকে ডাকে।
যার নিজেরই থাকিবার স্থান নাই, তার পক্ষে থাকিবার জন্য অপরকে ডাকা নিবুদ্ধিতার কার্য্য।

আবর তাঁতি গোবর খায়,
স্ত্রীর বাক্যে মরতে যায়।
এই প্রবাদটি নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধি লোক সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

আবাগের বেটা ভূত।
আবাগের—অভাগ্যের, হতভাগ্যের। বাক্যটি গালাগালিস্বরূপে ব্যবহৃত হয়।

আবালে না নোয়ালে বাঁশ,
বাঁশ করে ট্যাঁস ট্যাঁস।
আবালে—বাল্যে, কচি অবস্থায়। শিশুকাল হইতে সন্তানকে নীতিশিক্ষা না দিলে, উত্তরকালে সে দুর্নীত হইয়া থাকে।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি।
আমড়া কাঠের ঢেঁকি মজবুত হয় না। অপদার্থ বস্তু।

আমড়া গাছে আম হয় না।
নিকৃষ্ট স্থানে উৎকৃষ্ট বস্তু মিলে না। "You cannot make a silk purse out of a sow's ear."

আমড়াতলায় আম পেলে,
আমতলায় কেবা যায়।
নিকৃষ্ট স্থানে যদি উৎকৃষ্ট বস্তু পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর উৎকৃষ্ট স্থানে যাইবার প্রয়োজন হয় না।

আম না পেয়ে আঁটি চোষা।
সার বস্তুর অভাবে অসার বস্তু উপভোগ করিতে বাধ্য হওয়া।

আম শুকালে আমসী,
যৌবন ফুরালে কাঁদতে বসি।
আম শুকাইয়া আমসী হইলে আমের যেমন আর তেমন আদর থাকে না, তেমনই স্ত্রীলোকের যৌবন কাল অতীত হইলে তাহার আর সেইরূপ আদর থাকে না।

আমার আমার যত কর, চিনির বলদ বয়ে মর।
বলদ কেবল চিনির বস্তা বহিয়া থাকে, চিনি খাইতে পায় না; সংসারী কেবল সংসারের ভারই বহিয়া থাকে, সংসারের সুখ উপভোগ করিতে পায় না।

আমার নাম নিতাই, এক খাই এক খিতাই।
অতি সঞ্চয়ীর পক্ষে প্রযুজ্য।

আমার বুদ্ধি শোন,
ঘর দোর ভেঙ্গে ফেলে নটে শাক বোন।
সকলেই আপনার বুদ্ধিকে প্রধান বলিয়া মনে করে। যে নিতান্ত নির্ব্বোধ, আপনার ভালমন্দ বুঝিতে পারে না, সে অপরকে পরামর্শ দিয়া সেই অনুসারে চলিতে বলিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

আমিও ফকির হলেম, দেশেও অকাল (বা মন্বন্তর) এল।
আমার এমনই দুরদৃষ্ট যে, ভিক্ষা করিয়া খাইব তাহারও উপায়টি রহিল না।

আমি কি নাচ্‌তে জানিনে,
মাজার ব্যথায় সে পারিনে।
মিছা ওজর করিয়া নিজের অপারগতা গোপন করা।

আমি কি নেড়ি ভেড়ি,
আমার পাঁচখানা কাপড় ধোপার বাড়ি।
বড়াই করিয়া নিজের সম্পদের প্রমাণ দেওয়া।

আমে দুধে এক হয়,
আদাড়ের আঁটি আদাড়ে যায়।
যোগ্য যোগ্যের সহিত মিলিত হয়; নিষ্প্রয়োজনীয় বস্তু পরিত্যক্ত হয়।

আমে ধান তেঁতুলে বাণ।
যে বৎসর আম বেশী জন্মে, সে বৎসরে ধানও বেশী জন্মে; যে বৎসর তেঁতুল বেশী জন্মে, সে বৎসর বর্ষার আধিক্য হয় ও বাণ ডাকে।

আয় বুঝে ব্যয়।
"Cut your coat according to your cloth." "অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।"

আর কি নেড়া বেল তলায় যায়।
একবার নেড়া বেলতলা দিয়া যাইবার কালে তাহার মাথায় বেল পড়িয়া বিলক্ষণ আঘাত পাইয়াছিল, সেইজন্য সে আর কখনও বেলতলা দিয়া যাইতে সম্মত হইত না। যে একবার ঠকিয়াছে, সে ভবিষ্যতে সাবধান হয়।

আর গাব খাব না, গাবতলা দিয়ে যাব না।
গাব খাব না ত খাব কি, গাবের মত আছে কি। একদা গাব ফল খাইবার সময় গাবের আঁটি এক কাকের গলায় লাগিয়া গিয়াছিল। কাক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া

সেই সময়ে প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর কখনও গাব খাইব না—এমন কি গাবগাছের তলা দিয়াও যাইব না। কিছুক্ষণ পরে গাবের আঁটি গলা হইতে উলিয়া যাওয়াতে কাকের যেমনই যন্ত্রণার অবসান হইল অমনি বলিল, যদি গাবই না খাইলাম, তবে আর খাইব কি? গাবের স্থায় ভাল জিনিস ত আর দেখিতে পাই না। সংসারে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ অথবা ক্ষণিক সুখের তৃপ্তিসাধন জন্ত কোন কর্ম্ম করিয়া বিষম বিপন্ন হয়, এবং সেই বিপদ্ ভোগ করিবার সময় নানারূপ প্রতিজ্ঞা করে এই কর্ম্ম আর কখনও করিব না; পরে কিন্তু বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় তাহা করিয়া থাকে।

আরসুলা আবার পাখী।
নগণ্য বা গণনার মধ্যে ধর্ত্তব্য নয়, ইহাই এই বাক্যের অর্থ।

আরের দাঁত, আর ছিরে বুড়োর মাড়ী।
অপর লোকে দন্ত দ্বারা যে কার্য্য সাধন করিতে পারে, বৃদ্ধ শ্রীনাথ সে কার্য্য মাড়ীর দ্বারাই সম্পন্ন করে। অপরে বহু আয়াসে বা সুবিধাযোগে যে কাজ করিতে পারে, ব্যক্তিবিশেষ অসুবিধা সত্ত্বেও সে কাজ অনায়াসে করিতে সমর্থ হয়।

আরের মন আর দিকে,
চোরের মন বোঁচকার দিকে।
আর আর লোকের মন নানাদিকে রহিয়াছে, কিন্তু চোরের মন কোন দিকে নাই, তাহার মনটা বোচকার দিকে পড়িয়া আছে। কোন লোক কেবল আপনার স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিলে এই বাক্য প্রয়োগ হয়।

আলস্ত হেন ধন থাক্‌তে দুঃখের আবার অভাব?
অলস লোকে দুঃখ ভোগ করে ইহা সুনিশ্চিত।

আলালের ঘরের দুলাল।
"আদুরে গোপাল"। যে যুবক বাল্যকাল হইতে অযথা আদর পাইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযুক্ত।

আলোচাল দেখলে ভেড়ার মুখ চুলকায়।
আলোচাল ভেড়ার অতি প্রিয় খাদ্য। সে ইহা দেখিতে পাইলে খাইবার জন্ত দড়িদড়া ছিঁড়িতে থাকে। ঈপ্সিত বস্তু দর্শনে যাহার লালসা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, তাহার সম্বন্ধেই এই প্রবাদ ব্যবহৃত।

আলোর পরই আঁধার।
আলোকের পরই অন্ধকার আসিয়া থাকে, সুখের পরই দুঃখ আসে। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।"

আসমান জমী তফাৎ।
আকাশে ও পাতালে যত তফাৎ, তত তফাৎ।

আশাই পরম সুখ, নৈরাশ্য পরম দুঃখ।
বস্তুবিশেষ প্রাপ্তির আশাতেই লোকে সুখ উপভোগ করে, কোন বিষয়ে নিরাশ হইলে সে মনে অত্যন্ত কষ্ট পায়।

আশা আর ফু আছে, দুধ আর বাটি নাই।
গরম দুগ্ধ ফু দিয়া খাইবার প্রবল ইচ্ছা আছে, কিন্তু দুগ্ধ নাই ও দুগ্ধের বাটিটি পর্য্যন্তও নাই। ইচ্ছা আছে, কিন্তু ঈপ্সিত বস্তুরই অভাব হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

আশ করেছেন কাও, পাক্‌লে খাবেন ডেও।
কাও—কাক, ডেও—ডাঁাফল। কাক আশা করিয়া বসিয়া আছেন, ডাঁাফল পাকলেই তিনি পাইবেন। খুব দূরবর্ত্তী আশা যাহারা করিয়া থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুজ্য।

আশা বৈতরণী নদী।
আশা সুবৃহৎ নদীর স্থায়; অপর পারে যাওয়া কষ্ট ও সময়সাধ্য।

আশায় জল সেঁচা।
আশায় জল সেচন করা। ক্ষেত্রে জল সেচন করিলে ভবিষ্যতে প্রচুর পরিমাণে শস্য পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎ-লাভের জন্ত বর্ত্তমানে চেষ্টা করিলে এই প্রবাদ ব্যবহার হয়।

আশায় মরে চাষা।
চাষা অর্থাৎ নির্ব্বুদ্ধি লোকে আশায় নির্ভর করিয়া শেষে হতাশ হয়।

আশার অর্দ্ধেক ফল।
যতটা আশা করা যায় তাহা সম্পূর্ণভাবে না পাইলে আংশিক ফলেই সন্তুষ্ট হইতে হয়। "যথা লাভ।"

আশার শেষ নাই।
দরিদ্র শতপতি হইতে চায়, শতপতি সহস্রপতি হইবার বাসনা করে, সহস্রপতি লক্ষপতি হইতে কামনা করে, লক্ষপ ত কোটিপতির ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করে, কোটিপতি রাজা হইতে চায়, রাজা সম্রাট্ হইবার ইচ্ছা করে। পরন্ত আশার শেষ নাই।

আশ্বিন মাসে কুঠে পাঁঠাতেও কড়ি।
দুর্গাপূজার সময়ে বলির নিমিত্ত বিস্তর পাঁঠার প্রয়োজন; সে সময়ে ভাল মন্দ নির্ব্বিশেষে সকল প্রকার পাঁঠাই বিক্রীত হয়। উপযুক্ত সময়েই লোকে লাভবান্ হয়। দরকার পড়িলে, মন্দ জিনিসও ভাল জিনিসের মূল্যে বিক্রীত হয়।

আশীর্ব্বাদে (বা শুধু কথায়) চিঁড়ে ভিজে না।
কেবলমাত্র বাক্যে কার্য্য সিদ্ধি হয় না। "Soft words butter no parsnips."

আষাঢ়ে গল্প।
কল্পনামূলক অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য গল্প। "Traveller's Tales." "Stories of Baron Mounchasen."

আষাঢ়ে না হলে সুত, হা সুত যো সুত।
যোগতে না হলে পুত, হা পুত যো পুত।
আষাঢ় মাসের দিবাকাল দীর্ঘ, সে মাসে যদি সুত কাটা না হইল তাহা হইলে সুতর জন্তে কষ্ট পাইতে হয়; আর ষোল বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের যদি পুত্র না জন্মে, তাহা হইলে আর তার পুত্র জন্মিবার সম্ভাবনা অল্প। উপযুক্ত সময়ে কোন কার্য্য না হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

আসতেও একা, যেতেও একা,
কার সঙ্গে বা কার দেখা।
লোকে জন্মগ্রহণ কালে একাই আসে, এবং মৃত্যুকালে একাই চলিয়া যায়; সুতরাং পৃথিবীতে তার কারও সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। "তুমি কার কে তোমার, কারে বল রে আপন" ইহাই এই প্রবাদের অর্থ।

আসার ঘরে মশাল নেই, ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া।
"ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন, বাহিরে কোঁচার পত্তন।"

আসল চেয়ে সুদ মিষ্টি।
কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন লভ্যাংশ বড়ই আনন্দজনক।

আসলের খোঁজ নেই, তার সুদের খবর।
কর্জ্জ দেওয়া আসল টাকা ফিরিয়া পাইবার আশা নাই, কিন্তু সেই টাকার সুদ পাইবার জন্ত ব্যস্ত হওয়া। বৃহৎ ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্রে দৃষ্টি।

আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধি।
লোকের যখন দুর্দ্দশা ঘটে, তখন সে সুবুদ্ধির কাজ করিতে পারে না। লোকের অবস্থা শোচনীয় হইলে তাহার কার্য্যকলাপও দুর্ব্বুদ্ধিপ্রসূত হইয়া থাকে।

আসেন লক্ষ্মী, যান বালাই।
কোন আগন্তুক গৃহে আসিলে তাহাকে যথেষ্ট সমাদর করা হয়। সে যদি বেশী দিন থাকিয়া গৃহস্থের বিরক্তি সম্পাদন করে, তাহা হইলে তাহার প্রস্থানকে "বালাই গেল" বলা হয়। "One day a guest, two days a guest, three days a pest."

আস্তে খাও (বা খেয়েছ), কোঁত্ গোণ না (বা গোণো নি)?
সাবধানে কার্য্য করা উচিত; কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতেই হইবে।

আহার নিদ্রা ভয়, যত বাড়াও তত হয়।
আহার, নিদ্রা ও ভয় ইহাদিগকে যত বাড়াইবে, ততই বাড়িবে। এই তিন বিষয়ে সংযত হইতে চেষ্টা না করিলে সাবধান করিবার জন্ত এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

আহ্লাদে পুতুল।
কেবল আমোদপ্রমোদে রত দায়িত্বজ্ঞানশূন্ত লোককে 'আহ্লাদে পুতুল' বলা হয়।

আহ্লাদে আটখানা, লেজা মুড়ো নিয়ে দশখানা
যে সামান্য বিষয় উপলক্ষে অযথা আনন্দ প্রকাশ করে, তাহার সম্বন্ধে বিদ্রূপচ্ছলে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

ই

ইঁচোড়ে পাকা।
অল্প বয়সে "জেঠিয়ে যাওয়া"।

ইচ্ছা থাকে যার, উপায় হয় তার।
"Where there is a will, there is a way."

ইচ্ছার ভার বোঝা বোধ হয় না।
যে কাজ করিবার ইচ্ছা আছে, সে কাজ করিতে কোন কষ্ট বোধ হয় না।

ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।
"Tit for tat."

ইটে নাই, ভিটে নাই, বাহিরে মর্দ্দানী।
"কোতো নবাবী।" "বাহিরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন।"

ইল্লৎ (বা কালী) যায় না ধুলে,
স্বভাব যায় না মলে।
যার যা রীত, ছাড়ে কদাচিৎ। "অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।"

ইতর জুতা সেলাই (বা গরু চুরি),
নাগাদ চণ্ডীপাঠ (বা বৈষ্ণববন্দনা)।
নীচ (বা অসৎ) কার্য্য হইতে উচ্চ কার্য্য পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য।

ইহার মাথা মুণ্ড কিছুই নাই।
ইহা একেবারেই অবোধ্য ও অর্থহীন।
"Neither head nor tail."

ঈ

ঈশ্বর যদি করেন কর্ত্তা যদি মরেন,
তবে ঘরে বসে কীর্ত্তন শুনবো।
সম্ভবতঃ কোন স্ত্রীলোক অপর কোন স্থানে গিয়া কীর্ত্তন শুনিবার ইচ্ছায় স্বামিকর্ত্তৃক বাধা পাইয়া রাগ করিয়া এই কথাটি বলিয়াছিল। নির্ব্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়। ক্ষুদ্র অভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে নিজের বৃহৎ অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা—এই প্রবাদে সূচিত হয়।

ঈশ্বর যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য।
ঈশ্বরের উদ্দেশ্য আমরা সকল সময়ে বুঝিতে না পারিলেও, মোটের উপর বোঝা উচিত যে, তাঁহার কার্য্যাবলী জগতের মঙ্গলেচ্ছাসম্ভূত। এই প্রবাদে ঈশ্বরনির্ভরতা সূচিত হয়।

উ

উই ইন্দুর দুজন, ভাল ভাঙে তিন জন;
ছুঁচ সুতা দুজন, ভাল করেন তিন জন।
প্রথম তিনটি ভালকে নষ্ট করে, শেষ তিনটি মন্দকে ভাল করে।

উঁচান বাড়ি বড় ভয়, পড়লে বাড়ি সয়ে যায়।
মারিতে উদ্যত লাঠি দেখিয়া লোকে ভয় পায়, কিন্তু সেই লাঠি মারিবার কালে আঘাত সহ্য হইয়া যায়।

উচিত কথায় আহাম্মুখ রুষ্ট।
"হক্" কথা বলিলে নির্ব্বুদ্ধি লোক রাগ করে।

উচিত কথায় বন্ধুও বিগড়ায়।
অপ্রিয় সত্যও কাহাকে বলিবে না "মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।"

উঁচু হবে ত নীচু হও।
"বড় হবে ত ছোট হও।" নম্রতাই মহত্তের লক্ষণ।

উচোট খেয়ে প্রণাম।
"হুচোট খেয়ে পদ্মনাভ।" ইচ্ছা করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা নয়—পড়িয়া গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, কাজেই তখন ভূমিষ্ঠ প্রণাম। দায়ে পড়িয়া কার্য্যগতিকে কোন ভাল কাজ করা। "Making a virtue of necessity

উচ্ছের কচি, পটলের বিচি, ছাগের (বা শাকের) ছা, মাছের মা।
কচি উচ্ছে, পটলের বিচি, কচি পাঁঠার মাংস (বা কচি শাক) আর বড় মাছ—এই গুলি উপাদেয় খাদ্য।

উজার বনে শিয়াল রাজা।
যেখানে বাধা দিবার উপরওয়ালা কেউ নাই, সেইখানে লোক বেশী কর্ত্তৃত্ব করে।

উঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, বাড়া ভাত খেয়ে।
অপ্রত্যাশিত কোন কার্য্য হঠাৎ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া।

উঠন্তি মূল পত্তনেই চেনা যায়।
কে কি প্রকার লোক, বা কোন্ কার্য্যের পরিণাম কিরূপ, পূর্ব্বেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। "The childhood shows the man, as morning shows the day." "Coming events cast their shadows before."

উঠান সমুদ্র।
অত্যধিক বৃষ্টিপাতে উঠান জলপূর্ণ হইয়া সমুদ্রবৎ দেখাইতেছে।

উঠে পড়ে লাগা।
বাধা অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্য যেমন করিয়া হউক সম্পাদন করিতে চেষ্টা করা।

উড়্‌তে না পেরে পোষ মানা।
নিরুপায় হইয়া কোন কার্য্য করিতে বাধ্য হওয়া।

উড়ে এসে যুড়ে বসা।
যাহার কোন দাবী বা সম্বন্ধ নাই, তদ্দ্বারা কোন স্থান অধিকার বা কোন কার্য্য করিবার চেষ্টা।

উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।
বাতাসে খৈ উড়িয়া যাইতেছে, তাহা আর সংগ্রহ করিবার উপায় নাই দেখিয়া সেইগুলি দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করা। অবস্থায় পড়িয়া বাধ্য হইয়া কোন সৎকার্য্য করা। "Making a virtue of necessity".

উদ্ খেতে ক্ষুদ নেই, নেউলে বাজায় শিঙ্গে।
উদ—উদক, জল। একটু মুখে দিয়া জল খাইবে, এমন ক্ষুদও নাই। যার খাবার সংস্থান নাই, তার বাহ্য আস্ফালন।

উদর চিরলে ক বেরোয় না।
গণ্ডমূর্খ। "ক অক্ষর গোমাংস।"

উদর সর্ব্বস্ব।
ঘোর পেটুক।

উদুখলে ক্ষুদ নাই, চাটগায় বরাত।
যার ঘরে অন্নসংস্থান নাই, সে আবার অপর লোককে অন্য স্থানে টাকা লইবার বরাত দেয়।

উদে (উদ্‌বিড়ালে) মাছ ধরে,
খটাশে তিন ভাগ করে।
একের পরিশ্রমের ফল অপরে উপভোগ করে।

উদোর বোঝা (বা পিণ্ডি) বুধোর ঘাড়ে।
একের দায়িত্ব বা দোষ অপরের ঘাড়ে চাপান।

উন ভাতে দুনো বল, বিস্তর ভাতে রসাতল।
উন—অল্প। পরিমিত আহারে শক্তি বৃদ্ধি হয়; অপরিমিত আহারে পীড়া জন্মিয়া মৃত্যু ঘটাইতে পারে।

উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত ভাল।
'Example is better than precept.'

উপস্থিত অন্ন ত্যাগ করিতে নাই।
বর্ত্তমান সুযোগ কখন পরিত্যাগ করিবে না।
"There is a tide in the affairs of men,
Which taken at the flood, leads on to fortune".

উপরোধে ঢেঁকি গেলা।
অনুরোধে অসুবিধাজনক কার্য্য করা।

উপবাসে যাবে দিন, ধার করলে হবে ঋণ।
ঋণগ্রস্ত হইয়া উদর পূর্ণ করিবে না।

উপোসের কেউ নয়, পারণার গোঁসাই।
উপবাস করিতে প্রস্তুত নয়, কিন্তু পারণের সময় উদরপূর্ণ করিতে অগ্রসর। কষ্ট করিবে না, অথচ ফল উপভোগ করিতে যত্নবান্।

উপুড় হস্ত হয় না।
হাত উপুড় করিয়া কাহাকেও কিছু দেয় না। কৃপণ-স্বভাব।

উভয়-সঙ্কট।
"রামেও মারবে, রাবণেও মারবে।" "না যাইলে রাজা বধে, যাইলে ভুজঙ্গ, রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ।" The horns of a dilemma.

উরুৎ বেয়ে রক্ত পড়ে, চোক গেলরে বাবা।
একের সহিত অন্যের কোন সম্বন্ধই নাই অসম্বদ্ধ বাক্য সম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয় [সমগ্র বাক্যটী এইরূপ ;—এখান হতে মারলেম তীর লাগলো কলাগাছে, উরুৎ বেয়ে রক্ত পড়ে চোক গেলরে বাবা]।

উলুবনে মুক্তো ছড়ান।
যে যাহার আদর করিতে জানে না বা মূল্য বুঝে না, তাহার সমক্ষে সেই বস্তু বা বিষয়ের উপস্থাপন করা। "Casting pearls before swine." "বানরের গলায় মুক্তার হার।"

উলুবনে সাঁতার দেওয়া।
নির্বুদ্ধিতার কার্য্য করা। কথিত আছে, এক "হাবা" তাঁতি জ্যোৎস্না রাত্রিতে উলুবনকে জল মনে করিয়া তাহাতে সাঁতার দিয়াছিল।

উলোর মেয়ের কুলুজী, অগ্রদ্বীপের খোঁপা।
শান্তিপুরের হাত নাড়া গুপ্তিপাড়ার চোপা।
যথাক্রমে উপরি উক্ত বিষয়ের জন্য, উপরি উক্ত চারিটি স্থানের স্ত্রীলোকের প্রসিদ্ধি ছিল।

উল্টে চোরা মশানে যায়।
মশান—শ্রীমন্তের মশানের পালা। চোর অপরাধ স্বীকার করা ত দূরের কথা, ধর্ম্ম-কাহিনী শুনাইতে উদ্যত।

উসকো মাটীতে বিড়াল হাগে।
নরম লোক পাইলে সকলে তাহার উপর আধিপত্য প্রকাশ করে।

উহার গোডিম আজও ভাঙ্গে নাই।
পক্ষিশাবক "গোডিম" ভাঙ্গিয়া পক্ষীর আকার ধারণ করে। নিতান্ত শিশু।

ঊ

ঊন পাজুরে বরা খুরে (লক্ষ্মী ছাড়া বা শকুন-খোর)।
দুশ্চরিত্র অন্নহীনকে এই উক্তিটি দ্বারা গালা-গালি দেওয়া হয়।

ঊন বর্ষায় দুনো শীত।
যে বৎসরে বর্ষা কম, সেই বৎসরে শীত বেশী হয়।

ঊন ভাতে দুন বল, ভরা ভাতে রসাতল।
পরিমিত আহারে শক্তি বৃদ্ধি হয় ; অপরি-মিত আহারে নানা রোগ জন্মে, বল ক্ষয় হয়, এবং পরিশেষে মৃত্যু ঘটে।

এ

এই ডুমুরের গরব কর, পাকলে ডুমুর পড়ে মর।
সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব করা বৃথা।

এই বিড়াল বনে গেলে বন বিড়াল হয়।
"যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।" অবস্থান্তর ঘটিলে স্বভাবেরও বিকৃতি ঘটে।

এই মানুষ বনে গেলে বন মানুষ হয়।
দুষ্ট সমাজ সংস্পর্শে ও শিক্ষার বিকৃতি গুণে মানুষ দুষ্টভাবাপন্ন হয়।

এঁচোড়ে পাকা।
অকাল-পক্কতা। ছেলে বয়সে "জেঠিয়ে" যাওয়া।

এঁচোড়ে পাকিলে শীঘ্রই গোল্লায় যায়।
ছেলে বয়সে "জেঠিয়ে" গেলে তার আর উন্নতি ঘটে না।

এঁটে ধরলে চিঁ চিঁ করে,
ছেড়ে দিলে লম্ফ মারে।
ভীরু লোকে কায়দায় পড়িলে জব্দ হয়, আবার স্বাধীনতা পাইলেই মহা আস্ফালন করে।

এঁটো খায় মিঠার লোভে,
যদি এঁটো মিঠা লাগে।
লাভ না থাকিলে লোকে নীচ কর্ম্ম করে না।

এঁটো (বা আঁস্তাকুড়ের) পাতা কখন স্বর্গে যায় না।
নীচ কখন উচ্চপদ লাভের উপযুক্ত হয় না।

এঁড়ে গরু, না টেনে দো।
যাহা অসম্ভব তাহা করিতে যাওয়া। "চাউল নাই, তবে ভাতে ভাত রাঁধ।"

এক আঁচড়ে চেনা যায়।
সামান্য চিহ্নেই বস্তু ব্যক্তির গুণাগুণ বুঝা যায়। কৃপণ লোক পয়সা খরচের ভয়ে তেল মাখে না, তার গায়ে একটি আঁচড় দিলেই গায়ের খড়ি দেখা যায়।

এক ওয়াকিব্ হাল, সাত নবিশিন্দা।
একজন পারদর্শী, সাতটি শিক্ষানবীশের তুল্য। সাতজন শিক্ষানবীশ যাহা করিতে অক্ষম, একজন বিশেষজ্ঞ তাহা করিতে সমর্থ।

এক কলসী জল তুলে কাঁকালে দিলে হাত,
এই মুখে খাবে তুমি বাগ্দিনীর ভাত।
কথিত আছে, মহাদেব কুচুনী পাড়ায় গিয়া, তাহাদের সঙ্গে শিউনী দিয়া জল সেচন কার্য্যে ক্লান্তি প্রদর্শন করায়, তাহারা উঁহার প্রতি এই উক্তি প্রয়োগ করে। কার্য্যে পুরুষের অক্ষমতা সম্বন্ধে এই প্রবাদটি স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়।

এক কলসী দুধে এক ফোঁটা চোনা।
দুধে চোনা পড়িলে কলসীর দুধ কাটিয়া নষ্ট হইয়া যায়। সচ্চরিত্র লোকে সামান্যমাত্র কলঙ্ক আরোপিত হইলে তাহার সকল গুণই ঢাকিয়া যায়।

এক কাটে ভারে, এক কাটে ধারে।
কথায় বলে "ধারে কাটে আর ভারে কাটে", জিনিস ভারী হইলে অর্থাৎ বেশী পরিমাণে হইলে খরিদ্দার সহজেই গ্রহণ করে, আর জিনিসের ধার থাকিলে অর্থাৎ জিনিস ভাল হইলে গ্রাহকের মন সহজেই আকর্ষণ করে।

এক কাণ কাটা সহরের বার দে যায়,
দুকান কাটা সহরের ভিতর দে যায়।
যাহার একটী কাণ কাটা গিয়াছে, সে লজ্জা-বশতঃ সহরের বাহির দিয়া যায়, আর যাহার দুই কাণ কাটা গিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র লজ্জা নাই, সে অনায়াসে সহরের মধ্য দিয়া যায়। যে অল্পমাত্রায় "বেহায়া," তার কতকটা লজ্জাভয় আছে, সে আত্মগোপন করিয়া লোক-নয়নের বহির্ভূত থাকিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যে পূর্ণমাত্রায় "বেহায়া", তাহার লজ্জা-ভয় কিছুই নাই, ইহাই এই উক্তির অর্থ।

এক কাণে শুনে, অন্য কাণে বেরোয়।
এক কাণ দিয়া শুনিতেছে, আর অন্য কাণ দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে, কথাতে কিছুই মনোযোগ দিতেছে না। যে উপ-দেশবাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করে না, তাহারই সম্বন্ধে এ উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

এককে আর, দেখবে বেগার।
যে মনোযোগসহকারে দেখে না, সে এক দেখিতে অন্য বস্তু দেখে।

এক ক্ষুরে মাথা মুড়ান।
সকলেরই এক দশা। "All tarred with the same brush."

এক গাঁয়ে (বা দেশে) ঢেঁকি পড়ে, আর (বা অন্য) গাঁয়ে (বা দেশে) মাথা ব্যথা।
দূর সম্বন্ধ ; অনধিকার চর্চ্চা ; যাহাতে কোন স্বার্থ নাই, তদ্বিষয়ে চিন্তা।

এক গাছের ছাল অন্য গাছে জোড়া লাগে না।
এক গাছের ছাল যতই কেন চেষ্টা কর না, কিছুতেই অন্য গাছে জোড়া লাগিবে না। পর কখন আপনার হয় না।

এক গুলে (বা গুল্তিতে) দুই পাখী মারা।
একটী গুল্তি দ্বারা দুইটা পাখী বধ করা। এক কার্য্য করিবার উপলক্ষে সেই সঙ্গে অপর একটি কার্য্য সম্পন্ন করা। "Killing two birds with one stone (or shot)."

এক চির পান দু চির হ'ল,
সোনার সিংহাসনে ভাগ বসিল।
সপত্নী আগমনে প্রথম স্ত্রীর আক্ষেপোক্তি। স্বামী বিভক্ত হইয়া দুই স্ত্রীর হইল, এবং প্রথমা স্ত্রীর প্রভুত্বও ক্ষুণ্ণ হইল—এই ভাব সূচিত হইয়াছে।

এক চোখে কাঁদা, এক চোখে হাসা।
কপটাচারীর আচরণ।

এক ছেলে তার ফুলের সজ্জো,
পাঁচ ছেলে তার কাঁটার সজ্জো।
যার একটি মাত্র পুত্র, সে অনেকটা স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে, কিন্তু অনেকগুলি সন্তান জন্মিলে ব্যয়-বাহুল্যবশতঃ তাহার

অবস্থা অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল হইয়া থাকে, কিংবা নানারকম দুশ্চিন্তায় সে সুখী হইতে পারে না।

একটি ক্ষুদ্র নবাব।
আর্থিক বা সামাজিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া যে বাহিরে "ভড়ং" দেখায়, তাহাকে এই অভিধা দেওয়া হয়।

একটি ক্ষুদ্র রাক্ষস।
অত্যন্ত পেটুক।

এক ঝিকরে মাছ বেঁধে না সেই বা কেমন বঁড়শী।
এক ডাকেতে সাড়া দেয় না সেই বা কেমন পড়শী।
উভয়েই উপকারে আসে না।

এক দোর বন্ধ, হাজার দোর খোলা।
একজন সাহায্য না করিলেও, অনেক লোক আছে যাহারা সাহায্য করিতে পারে।

এক পয়সা নাই থলিতে, লাফিয়ে বেড়ায় গলিতে।
এ দিকে অন্নের সংস্থান নাই, কিন্তু বাহিরে খুব "সরগরম" করা আছে।

এক পাঁঠা তিনবার কাটা।
"এক মুর্গী সাত জায়গায় জবাই।" যেমন, একখানি পুস্তক রচনা করিয়া একাধিক ব্যক্তিকে পৃথক্‌ভাবে উৎসর্গ করা, বা একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একাধিক সভায় পাঠ করা

এক পাগলে রক্ষা নাই, সাত পাগলের মেলা।
একটি বিরক্তিকর বস্তুই যথেষ্ট, তাহার উপর আবার অপর বিরক্তিকর বস্তু উপস্থিত হইলে সমধিক জ্বালা সহ্য করিতে হয়।

এক পা জলে, এক পা স্থলে।
"দু নৌকায় পা।" কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হওয়া। দুইটি পরস্পর বিরোধী কার্য্য এক সময়ে সম্পন্ন করিবার প্রয়াস করা।

এক পুতের আশা, আর নদীর তীরে বাসা।
নদীতীরস্থিত গৃহ কখন্ যে নদীর স্রোতে ভাঙ্গিয়া যাইবে সেই ভাবনায় গৃহস্বামী যেমন সর্ব্বদাই অভিভূত থাকে, সেইরূপ একটিমাত্র পুত্রের পিতামাতাকে কখন্ যে সেই পুত্রটির লোকান্তর ঘটিবে এই দুশ্চিন্তায় মগ্ন থাকিতে হয়।

এক পুত্রের আশ, নদীকূলে বাস,
ভাবনা বার মাস।
(উপরের ব্যাখ্যা দেখ)।

এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার।
উভয়েই তুল্য অকিঞ্চিৎকর। "Six of one and half a dozen of the other."

এক বরের স্ত্রী হেলাদোলা,
দোজবরের স্ত্রী গলায় মালা।
দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী প্রথম পক্ষের পত্নীর অপেক্ষা স্বামীর অধিকতর আদরণীয়া হয়।

এক ব্যঞ্জন ভাত তাও আবার নুনে বিষ।
কেবল একটি ব্যঞ্জন দিয়া ভাত খাইতে হইবে, সেই ব্যঞ্জন যদি অধিক লবণ সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে আহার করা কষ্টকর হয়। একটিমাত্র পুত্র যদি দুশ্চরিত্র হয়, তাহা হইলে পিতার কষ্টের আর অবধি থাকে না।

একমন হলে সমুদ্র শুকায়।
একতা অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে সমুদ্রের অপরিমিত জল শুকাইতে পারা যায়। সমবেত হইয়া কার্য্য করিলে অসাধ্যও সাধিত হয়, প্রবল শত্রুও বলহীন হয়।

এক মাঘে শীত যায় না।
এক বৎসরের মাঘ মাস গত হইলে যে শীত আর কখন আসিবে না, তাহা নয়; আবার মাঘ আসিলে শীতও সঙ্গে সঙ্গে আসিবে। একটি বিপদ্ হইতে মুক্তি পাইলে যে আর বিপদ্ ঘটিবে না, এটি মনে করিবে না।

এক মাণিক সাত রাজার ধন।
সাত রাজার ধন একত্র করিলে যত মূল্য হয়, একটী মাণিকের মূল্য তত। মাণিক (বৃহদাকার চুণী) বড়ই মূল্যবান্ রত্ন। প্রিয়পুত্র বা অপর স্নেহ-পাত্রকে "সাত রাজার ধন মাণিক" বলিয়া সম্বোধন করা হয়।

এক মায়ের এক পুত, খায় দায় যমের দুত।
একমাত্র পুত্র অত্যধিক আদর পাইয়া দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে।

এক মুখে দুই কথা।
এক মুখে দুই প্রকার কথা। যে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা করে না, বা সাক্ষাৎভাবে তাহা অস্বীকার করে, তৎসম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

এক মুর্গী কবার জবাই ?
"এক পাঁটা তিনবার কাটা" দেখ।

এক যাত্রার পৃথক্ ফল।
এক সঙ্গে একই কার্য্য আরম্ভ করিয়া একজন যদি পুরস্কৃত এবং অপর জন যদি তিরস্কৃত হয়, তাহা হইলে তাহাদের এক যাত্রার পৃথক্ ফল বলা হয়।

এক রজপুত, তের হাঁড়ি,
কেউ না খায় কারও বাড়ী।
সাধারণতঃ জাতিতে রজপুত হইলেও, ইহাদের মধ্যে এতগুলি শ্রেণী-বিভাগ আছে যে, এক বিভাগের লোক অপর বিভাগের লোকের অন্ন গ্রহণ করে না—প্রত্যেককেই স্বতন্ত্র রন্ধন করিতে হয়। মতবিভিন্নতা বা সহৃদয়তার অভাব সম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

এক রত্তি দড়ি, সকল ঘর বেড়ি।
ক্ষুদ্র সলিতা সহযোগে প্রজ্বালিত প্রদীপ সমস্ত ঘরকেই আলোকিত করে। বস্তু সামান্য হইলেও কার্য্যকর হয়।

একলা ঘরের গিন্নি হব
চাবিকাটি ঝুলিয়ে নাইতে যাব।
একাধিপত্য করিবার ও ঐশ্বর্য্য দেখাইবার অভিলাষ এই উক্তিটিতে সূচিত করে।

একা ঘরের একা ভাই খেতে বড় সুখ,
মারতে গেলে ধরতে নাই তাই বড় দুখ।
বাড়ীর এক ছেলে হইলে আর ভাইয়ের সঙ্গে বখরা করে খেতে হয় না বটে, কিন্তু কেউ মারতে উদ্যত হলে রক্ষা করিবার কেউ থাকে না। একান্নবর্ত্তিতা প্রথার অনুকূলে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

একই ছেলের হাতে পিঠে ?
ছেলের হাতের পিঠে যে কেহ ভুলাইয়া লইতে পারে। কোন পাকা লোকের নিকট হইতে কেহ কিছু ভুলাইয়া লইবার চেষ্টা করিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

এক্‌শ কোড়া গুণে খান,
ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান।
কথিত আছে, কোন রাজকন্যা তাহার উপপতির দারুণ প্রহার সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু স্বামী যদি তার গায়ে একটি ফুল ছুঁড়িয়া মারিত, অমনই তাহার আঘাতে মূর্চ্ছিত হইত। অত্যধিক "ননী শরীরের" (delicacy of health) বা অভিমানীর (Sensitiveness) ভাণ সম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

এ কুল ও কুল দু কুল গেল।
"ইতো নষ্টঃ ততো ভ্রষ্টঃ হতো বৃদ্ধঃ জরদ্‌গবঃ।"

একেন পাপ শতেন পাপ।
একটি পাপ করিলে অনেক পাপ করিয়া সেইটিকে ঢাকিবার চেষ্টা করিতে হয়; কিংবা একবার পাপে প্রবৃত্ত হইলে পাপেচ্ছা প্রবল হইয়া শত শত পাপকার্য্যে নিযুক্ত করায়।

একে মনসা তাতে ধুনার গন্ধ।
কথিত আছে, মনসাদেবী সাতিশয় কোপনস্বভাবা, আর ধুনার গন্ধ তাঁহার অপ্রীতিকর। স্বভাবতঃই কোপন প্রকৃতি ব্যক্তি সামান্য উত্তেজনা পাইলেই অধিকতরভাবে ক্রোধান্বিত হয়।

একে রুণু ঝুণু, দুইয়ে পাঠ,
তিনে গোলমাল, চারে হাট।
এক ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে অল্প গোলমাল হয়, দুই ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাহা অপেক্ষা অধিক, তিন ব্যক্তির আগমনে বিষম গোলমাল হয়, আর যদি চারি ব্যক্তি একত্র হয়, তবে ত হাট বসিয়া থাকে।

এগুণে দর্শনধারী পশ্চাৎ গুণবিচারী।
লোকে প্রথমেই প্রিয়দর্শন বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালবাসে, তারপর গুণ বিচার করিয়া দেখে।

এগুলেও নির্ব্বংশের বেটা (বা ভেড়ের ভেড়ে)
পেছুলেও নির্ব্বংশের বেটা (বা ভেড়ের ভেড়ে

প্রাণপণে কার্য্য করিয়াও কিছুতেই অপরের সন্তোষ উৎপাদন করিতে না পারা।

এও যায়, ব্যাঙও যায়,
খোলসে বলে আমিও লাফ দি।
যে যে কাজ করিতে অক্ষম, সমর্থ অপরের অনুকরণ করিতে গিয়া সে সকলের হাস্যভাজন হয়।

এড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা।
কোন সুযোগ একবার চলিয়া গেলে তাহা ধরিবার চেষ্টা নিষ্ফল।

এত যদি সুখ তোর কপালে,
তবে কেন তোর কাঁথা বগলে?
তুমি মুখে ব'লছ বেশ সুখে আছ, কিন্তু বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া ত তাহা মনে হয় না। কাহারও অযথা আত্ম-গৌরব বর্ণনায় অবিশ্বাস—এই প্রবাদটি সূচিত করে।

এত সূক্ষ্ম যে নাই বলিলেও হয়।
ইহার বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম যে নাই বলিলেও হয়। বুদ্ধিহীন লোক সম্বন্ধে বিদ্রূপচ্ছলে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

এত মুলো বাড়ি নয়, এ যে বেগুণ বাড়ি।
মুলোর চাষ বৎসরে একবার হয়, বেগুণের চাষ বার মাসই হয়। যেস্থানে এক সময়ে কিছু সাহায্য পাওয়া যায়, সেই স্থানকে মুলোবাড়ি বলা যায়; যেখানে অল্প পরিমাণে হইলেও সর্ব্বদাই সাহায্য পাওয়া যায়, সে স্থানকে বেগুণবাড়ি বলা যায়।

এবে দাও কাছে মারি,
বাপের পুণ্যে নড়তে নারি।
অলস ব্যক্তি সম্বন্ধে এ উক্তিটি প্রযুজ্য।

এবারকার রোগী, দেবারকার রোজা।
পূর্ব্বে যে চিকিৎসা করিয়া অপরকে আরোগ্য করিয়াছিল, এখন সেই আবার চিকিৎসার্থী। এই প্রবাদটি অবস্থাবিপর্য্যয় সূচিত করে।

এ ত্তি যায়েগী।
ইহাও যাইবে। সুখ দুঃখ কিছুই চিরস্থায়ী নয়।

এমনি যায় না মাস, আবার দুদিন বেশী।
এমনই ত্রিশ দিন যাওয়া কষ্টকর, তারপর আবার ৩২শে মাস। কষ্টের উপর আরও কষ্ট আসিলে এই প্রবাদ প্রযুজ্য।

এলো শ্রাদ্ধের গুঁতো দক্ষিণা।
বিশৃঙ্খল শ্রাদ্ধের দক্ষিণা গুঁতো অর্থাৎ প্রহার লাভ হইয়া থাকে। যে কাজে কোন শৃঙ্খলা নাই, সেখানে লাভ না হইয়া লোকসানই হয়।

এসা দিন নেহি রয়েগা।
এমন দিন চিরকাল থাকিবে না। কি সুখ, কি দুঃখ কিছুই চিরস্থায়ী নয়। কথিত আছে, কোন বাদ্‌সার অঙ্গুরীয়ের উপরে এই প্রবাদটি খোদিত ছিল। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

ও

ওঝার ঘাড়ে বোঝা।
ওঝাকেই বোঝা বহিতে হয়। উপকারী ব্যক্তিকে কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

ওঝার বেটা বনগরু।
পণ্ডিতের মূর্খ পুত্র।

ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে (নেকড়ার আগুন দিয়ে)
অপ্রস্তুত অবস্থায় কোন কাজ করিতে বাধ্য হওয়া।

ওল, কচু, মান, তিনই সমান।
সকলগুলিই মুখ-রোচক বা খাইলে মুখ কুট্ কুট্ করে। সকলগুলিই তুল্য-মূল্য।

ঔ

ঔষধ ধ'রেছে।
যাহা বলা হইয়াছে বা অপর সম্বন্ধে যাহা প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

ঔষধার্থে সুরাপান।
ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে সুরাপান নিষিদ্ধ, তবে প্রাণরক্ষার্থে উহার ব্যবহারে দোষ নাই। বিশেষ সঙ্কটে পড়িলে অবৈধ কার্য্য অনিবার্য্য।

ক

ক অক্ষর গোমাংস।
ক অক্ষর গোমাংস স্বরূপ অর্থাৎ ঘোর মূর্খ—বর্ণপরিচয়ও হয় নাই।

কইতে জান্‌লে ঠকি (বা বাচি) না,
বস্‌তে জান্‌লে উঠি না।
সেয়ানা লোক। এমন কথা কওয়া যে, তাহাতে ঠকিতে হয় না, এমন স্থানে বসা যে, সেখান থেকে কেহ উঠাইতে পারিবে না।

কচি খুকি, কুলোয় শুয়ে তুলোয় দুধ খান।
নির্ব্বুদ্ধি বয়স্থা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রযুজ্য। আঁতুড়ে ছেলে বা মেয়েকে কুলোয় শুইয়ে রৌদ্রে দেয় ও তুলোয় দুধ মাখাইয়া মুখে ধরে।

কচু পোড়া খাও।
গালাগালিস্বরূপে ব্যবহৃত হয়। কচু পোড়াইয়া কেহ খায় না—ভাতে দিয়াই খায়।

কচুবনের কালাচাঁদ।
লম্পট-স্বভাব লোক।

কচুর বেটা ঘেচু, বড় বাড়েন ত মান।
নীচ যতই বড় হউক, তাহাকে নীচই থাকিতে হইবে।

কচি ছেলে, না পুড়িয়ে খাব।
অসম্ভব উত্তর। একজন বধিরকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "যাচ্চ কোথায়?" সে উত্তর দিল "চাঁপাকলা"; আবার জিজ্ঞাসা করা হইল "হাতে কি?" সে উত্তর করিল "শ্যামবাজার!"

কড়ি দিয়ে কাণা গরু কেনা।
অজ্ঞতাবশতঃ অর্থ ব্যয় করিয়া প্রবঞ্চিত হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

কড়ি দিয়ে কিন্‌বো দই,
গোয়ালিনী মোর কিসের সই?
যদি পয়সা দিয়া কাহারও নিকট কিছু কিনিতে হইল, তবে সে কিসের আত্মীয়?

কড়ি দিয়ে হেঁটে নদী পার হওয়া।
অর্থকে অর্থ গেল, অথচ আপনাকে পরিশ্রম করিতে হইল।

কড়ি কট্‌কা চিড়ে দই, কড়ি বিনে বন্ধু কই।
অর্থেই সব পাওয়া যায়—অর্থের তুল্য বন্ধু নাই।

কড়ির জিনিস পড়িস্ না।
মূল্যবান্ ধাতু সাবধানে রাখিতে হয়।

কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে।
বৃদ্ধের যে বিবাহ হয়, অর্থই তাহার মূল।

কড়ি নেবে গুণে, পথ চল্‌বে জেনে।
সাবধানে কার্য্য করিবে, নতুবা ঠকিবে বা বিপদে পড়িবে।

কড়ি হলে বাঘের দুধ মেলে।
বাঘের দুধ পাওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু পয়সা দিলে তাহাও পাওয়া যায়। অর্থ ব্যয়ে সকল কার্য্যই সম্পন্ন হয়।

কণ্টক বিনা কমল নাই, কলঙ্কশূন্য চন্দ্র নাই।
জগতে কিছুই নির্দ্দোষ নাই। "No rose without thorns."

কতই বা দেখব আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।
যে অবস্থার অতিরিক্ত বেশভূষা করিয়া হাস্যাস্পদ হয়, তাহার প্রতি প্রযুজ্য।

কতই সাধ ছিলরে চিতে,
মলের আগে চুট্‌কি দিতে।
নৈরাশ্যব্যঞ্জক উক্তি।

কতই সাধ হয় চিতে,
ফোগ্‌লা দাঁতে মিশি দিতে।
যাহা হইবার নয় সে সম্বন্ধে আক্ষেপোক্তি।

কত ধানে কত চাল (জান না?)
কি কার্য্যের কি ফল তাহা অগ্রে জানা উচিত।

কত শত গেল রক্ষী, কৈবর্ত্তলার চক্রবর্ত্তী।
বড় বড় লোকে যাহা করিতে পারিল না, সামান্য লোকে তাহা কি করিয়া করিতে পারিবে। অপারক ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

কথা টলা চেয়ে পা টলা ভাল।
অঙ্গীকার পালন করা প্রধান কর্ত্তব্য।

কথা বেচে খাওয়া।
লোককে ঠকাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা। "Living by own's wits."

কথায় কথা বাড়ে।
"বোবার শত্রু নাই।"

কথায় চিড়ে ভেজে না।
কেবল বাক্যব্যয়ে কোন কাজ হয় না। "Soft words butter no parsnips."

কথার কথা, কাজের নহে।
বাজে কথা, উহার কোন মূল্য নাই।
কথার গুণে বার্ত্তা নষ্ট।
বলিবার দোষে উদ্দিষ্ট বিষয় ফলদায়ক হয় না।
কথার নেই মাথা, বেঙে চিড়ে দই খায়।
নিতান্ত অবিশ্বাস্য কথা।
কথা শুনে পেটের ভাত চাল হয়ে যায়।
ভয়ের বা বিপদের সংবাদ সম্বন্ধে প্রযুজ্য।
কথা শুনে হরিভক্তি উড়ে গেল।
নিতান্ত অশ্রদ্ধের কথা।
কদম গাছের কানাই।
লম্পট ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযুক্ত।
কনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটুলী বাঁধে।
কন্যার শোকে মা কাঁদিতেছে, আর টাকার পুঁটুলি বাঁধিতেছে। একদিকে শোক, অপর দিকে অর্থলালসা প্রকাশ পাইলে এই বাক্য-প্রয়োগ হয়।
কনের ঘরের মাসী, বরের ঘরের পিসী।
বিবদমান উভয় পক্ষেরই মনস্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করা।
কপট প্রেমে লুকোচুরি, মুখে মধু হৃদে ছুরি।
"বিষকুম্ভং পয়োমুখং"।
কপাল ছাড়া পথ নাই।
যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহা ঘটিবেই।
কপাল ভাঙ্‌লে জোড়া লাগে না।
অদৃষ্ট একবার অপ্রসন্ন হইলে শীঘ্র আর সে উন্নতি লাভ করিতে পারে না।
কপাল সঙ্গে সঙ্গে যায়।
যাহার অদৃষ্ট মন্দ, তাহার কোন স্থানেই সুখ নাই।
কপালে নাইকো ঘি, ঠক্‌ঠকালে হবে কি।
যাহা অদৃষ্টে নাই, তাহা শত চেষ্টায়ও পাইবে না।
কপালের এমনি ফের, যাব বিয়ে কর্ত্তে
কাটি শক্কর বোবের বেড় (ঘর)।
অদৃষ্ট মন্দ হইলে, আনন্দের কার্য্য করিতে গিয়া পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হয়।
কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন।
অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা ঘটিবেই।
কম্বলের লোম বাছলে থাকে কি ?
"ঠক্ বাছতে গাঁ উজাড়।"
কয়লা না ছাড়ে ময়লা।
"অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।
কর যদি তাড়াতাড়ি ভুলের হবে বাড়াবাড়ি।
"The more haste, the less speed."
কর্ম্ম করে যেই, কষ্ট পায় সেই।
ঋণী দুঃখী, অঋণীই সুখী।
কর্ত্তা যে ঘি খান, তা এক আঁচড়েই মালুম।
পরীক্ষাতেই বিদ্যা প্রকাশ হইয়া পড়ে।
কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, উলুবনে কীর্ত্তন (বা নাট)।
যে প্রভু তাহার খেয়াল অনুসারেই কাজ করিতে হয়।

কলমে কায়স্থ চিনি, গোঁপেতে রাজপুত।
চিকিৎসক চিন্তে পারি যার ঔষধ মজবুত।
কায়স্থ সুন্দর হস্ত-লিপির জন্য প্রসিদ্ধ, রাজপুতেরা গোঁপ বড় রাখে। উৎকৃষ্ট ঔষধ ভাল চিকিৎসকের চিহ্ন।
কলসীর জল গড়াতে গড়াতে কত থাকে।
কলসীর জল গড়াতে গড়াতেই ফুরাইয়া যায়। যদি আয় না থাকে, তবে পূর্ব্বসঞ্চিত ধন ব্যয় করিতে করিতে শীঘ্রই শেষ হইয়া যায়।
কলার ভেলায় সমুদ্র পার।
জাহাজ ষ্টীমার দ্বারাই সমুদ্র পার হওয়া যায়, কলার ভেলায় সমুদ্র পার হওয়া যায় না। সামান্য উপায়ে বৃহৎ কার্য্য সম্পাদনের বৃথা চেষ্টা করিলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।
কলুর বলদ।
কলুর বলদের চক্ষু ঢাকা থাকে, সে কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া একই কার্য্য করিতে জানে নিতান্ত অনভিজ্ঞ সম্বন্ধে এই বাক্য প্রযুজ্য
কল্লার (বা ছুষ্টের) ঘাড় বোলায় (বা বোল্‌তায়) ভাঙ্গে।
দুষ্টের শাস্তি আছেই।
কলে যত্ন মেলে রত্ন।
যত্ন করিয়া কার্য্য করিলে, কার্য্যসিদ্ধি ঘটিবেই।
কষ্ট দিয়ে দান, আর পিত্তি মেরে ভোজন।
পিত্তি পড়িলে আর ভোজনে সুখ বা রুচি থাকে না ; অনেক কষ্ট দিয়া দান করিলে গ্রহীতার মনে সুখ হয় না। উভয়ই দুঃখপ্রদ।
কষ্ট বই ইষ্ট নাই।
"নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।"
কষ্ট বিনা কৃষ্ণ মিলে না।
ঐকান্তিক যত্ন বা সাধনা না করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না।
কাঁচপোকার আরশুলো ধরা।
কাঁচপোকায় আরশুলা ধরিলে আরশুলা আর কোন মতেই তাহার নিকট হইতে নিষ্কৃতি পায় না। এমন অবস্থায় পড়া যে যখন তাহা হইতে আর নিষ্কৃতি লাভের আশা থাকে না।
কাঁচা গুয়ে ঢিল মারা।
কাঁচা বিষ্ঠায় ঢিল মারিলে বিষ্ঠার কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু যে ঢিল ছুঁড়ে, তাহার গায়ে ছিট্‌কাইয়া লাগে। অপ্রীতিকর কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে, নিজেরই অনিষ্ট হয়। ছোট লোককে ঘাঁটাইলে, নিজেই অপমানিত হইতে হয়।
কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা।
অপরিণত বয়সেই চরিত্রহীন হওয়া।
কাঁচা মাটিতে পা দেওয়া।
যাহার ভিত্তি দৃঢ় নহে, তাহার উপর নির্ভর করিলে ইষ্টলাভ হয় না।

কাঁচায় না নোয়ায় বাঁশ,
পাক্‌লে করে ট্যাঁস ট্যাঁস।
বাল্যকালে সুশিক্ষা না দিলে, সন্তান দুর্নীত হয়, উত্তরকালে তাহাকে আর সংশোধন করিতে পারা যায় না।
কাঁটা গাছের তলায় থাকা।
সর্ব্বদাই শঙ্কিত ও অসুখী থাকা।
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।
যে জাতীয় বস্তু দ্বারা অনিষ্ট ঘটিয়াছে, সেই জাতীয় বস্তু দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি করা।
কাঁটালের আমসত্ব।
"সোণার পাথর-বাটি।"
কাঁড়ান চালে তিন ঘা পাদ।
যে কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে পরিশ্রম করা নিষ্প্রয়োজন। পাদ—ঢেঁকির আঘাত।
কাঁধে কুড়ুল, বনময় খোঁজা।
এমন লোক আছে যে কাণে কলম রাখিয়া ঘরময় খুঁজিয়া বেড়ায়। যাহা আপনার কাছেই আছে, অপর স্থানে তাহার অন্বেষণ করিলে ইহা প্রযুজ্য।
কাক ও কোকিল একই বর্ণ,
কিন্তু স্বরে ভিন্ন ভিন্ন।
বাহ্য আকার লক্ষ্য নহে, গুণই লক্ষ্য বস্তু।
"কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ।"
কাক খায় কাঁঠাল বকের মুখে আটা।
কাক চুরী করিয়া কাঁঠাল, খাইয়া শাস্তি পাইবার ভয়ে বকের মুখে আটা লাগাইয়া দিল। যাহার কাঁঠাল সে বকের মুখে আটা দেখিয়া বককে উত্তম-মধ্যম প্রহার করিল। একজন অপরাধী, অপরে তার জন্য শাস্তি পাইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।
কাক ধূর্ত্ত।
কাক বড় সেয়ানা বলিয়া মনে মনে অভিমান করে।
কাক মনে করে আমি বড় সেয়ানা।
প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। বোকারাই আপনাকে বড় সেয়ানা বলিয়া জানে।
কাক মরলো ঝড়ে,
পেঁচা বলে আমার শাপ লাগলো হাড়ে হাড়ে।
কাক ঝড়ে প্রাণ হারাইল, ইহাতে পেঁচার কিছুই বীরত্ব নাই, কিন্তু পেঁচা বলিতে লাগিল যে, আমার শাপেই কাক মরিল। কাক চিরকালই পেঁচার শত্রু। যে কারণেই ঘটুক না কেন, শত্রু নিপাত হওয়াতে পেঁচা আপনার বীরত্বের ও কৃতিত্বের আস্ফালন করিতে লাগিল। কোন প্রবল ব্যক্তি বিপদে পড়িলে অত্যাচারিত দুর্ব্বল ব্যক্তি মনে করে যে, তাহার অভিসম্পাতেই প্রবল এইরূপ বিপন্ন হইয়াছে।
কাক সকলের মাংস খায়,
কাকের মাংস কেহ খায় না।

প্রবঞ্চক সকলকেই ঠকায়, তাহাকে কেহ ঠকাইতে পারে না।

কাকে নিয়ে গেল কাণ,
কাকের পিছনে পিছনে ছোট।
নিজে বিবেচনা না করিয়া অপরের কথায় উত্তেজিত হওয়া।

কাকের ডিমও সাদা হয়,
বিদ্বানের ছেলেও গাধা হয়।
কাকের ডিম শ্বেতবর্ণ হইলেও তৎপ্রসূত শাবক কৃষ্ণবর্ণ হয়; বিদ্বানের ঔরস জাত সন্তানও মূর্খ হইতে পারে।

কাকের পাছে (বা পিছে) ফিঙ্গে লাগা।
অনবরত উত্ত্যক্ত করা।

কাকের মাস, কাকে খায় না।
কাকের মাংস কাকের অখাদ্য। সমধর্ম ব্যক্তিরা পরস্পরের অনিষ্ট করে না।

কাকের লুকানো।
কেবল মাথাটা লুকাইয়া কাক মনে করে আমি একেবারেই লোক-নয়নের বহির্ভূত হইলাম। আপনারা চোখ বুজিলে যাহারা মনে করে আমাদের কেহ দেখিতে পাইতেছে না, তাহাদের সম্বন্ধে ইহা প্রযুজ্য।

কাকের বাসায় কোকিলের ছা,
জাত স্বভাবে কাড়ে রা।
কাকের বাসায় কোকিল-শাবক প্রতিপালিত হইলেও, কাকের ন্যায় তাহার ডাক হয় না, কোকিলের ন্যায়ই হয়। কেহ আপনার স্বভাব পরিত্যাগ করে না।

কাঙ্গলা আপনা সামলা।
অগ্রে আপনাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। পরে পরোপকার।

কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নাই।
কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাইলে সে নিত্যই তাহাতে লোভ করিবে। যাহাতে লোকের লোভ বাড়ে, এমন কাজ করিতে নাই।

কাঙ্গালের কথা বাসি হলেই খাটে।
সামান্য লোকের উপদেশ কেহ প্রথমে গ্রহণ করে না, পরে ঠেকিয়া বুঝে যে, তাহার উপদেশ অনুসারে চলিলে বিপদ্ ঘটিত না।

কাঙ্গালের (বা কাঙ্গাল-পুতের) ঘোড়া রোগ।
কাঙ্গাল আপনি খাইতে পায় না, তাহার আবার ঘোড়া রাখিবার বাসনা। যে যাহার অধিকারী নয়, তাহা পাইবার জন্য অযথা আকাঙ্ক্ষা করিলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

কাঙ্গালের ঠাকুর-ব্যাধি।
যে খাইতে পায় না, তাহার বাড়ীতে ঠাকুর রাখিয়া সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা। অবস্থার অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা করিলে এই প্রবাদ প্রয়োগ করা হয়।

কাঙ্গালের মরণ বিট্‌কেল।
কাঙ্গাল সুখে মরিতে পায় না, অনেক কষ্ট পাইয়া মরে।

কাঙ্গালের মুড়কিই সন্দেশ।
আপনার অবস্থায় যাহা সম্ভব-পর তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া। "গরীবের রাঙ্‌তাই সোণা।"

কাঙ্গালের রাংতাই সোণা।
আপনার অবস্থায় যাহা পাওয়া সম্ভব, তাহাই মূল্যবান্ করা।

কাচে কাঞ্চনে সমান।
মুড়ি মিছরীর এক দর। কোন্‌টা অল্পমূল্য, কোন্‌টা বহুমূল্য তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই; কিংবা সংসার-বিরাগী—যাহার পক্ষে কাচ কাঞ্চন সমানভাবেই উপেক্ষণীয়।

কাছা খুলতে দেরী হয়,
তবু কপাল খুলতে দেরী হয় না।
কাছা খুলিতে যত দেরী হয়, সময়ে সময়ে কপাল খুলিতে তত দেরী হয় না, অর্থাৎ অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবার হইলে, নিমেষমধ্যেই হয়।

কাছা দিতে কোঁচা আঁটে না,
আর কোঁচা দিতে কাছা আঁটে না।
কাছা দিতে গেলে কোঁচার কাপড় কমিয়া যায়, আবার কোঁচা দিতে হইলে কাছার কাপড় কম পড়িয়া যায়। কিছুতেই ব্যয় সঙ্কুলন হয় না, এমন স্থলে এই বাক্য প্রয়োগ হয়। "Cannot make both ends meet."

কাজ আট্‌কালে বুদ্ধি যোগায়।
"Necessity is the mother of invention.

কাজ সেরে বসি, শত্রু মেরে হাসি।
যে কাজ আরম্ভ করিয়াছ, তাহা শেষ না করিয়া এবং শত্রু না মারিয়া নিশ্চিন্ত হইবে না। "He laughs best who laughs last."

কাজির কাছে হিন্দুর পরব।
কাজি মুসলমান, সে হিন্দুর পরব মানে না। ভিন্নমতাবলম্বীর নিকটে স্বীয় মতের পোষকতা পাওয়া যায় না।

কাজির বিচার।
তোমার অর্দ্ধেক আমার অর্দ্ধেক। মাঝামাঝি রকম সামঞ্জস্য করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

কাজে কম, খেতে যম।
যে ভৃত্য অধিক খায় অথচ কাজ অল্প করে, তৎসম্বন্ধে প্রযুজ্য।

কাজে কুড়ে, খেতে দেড়ে,
বচনে মারে পুড়িয়ে পুড়িয়ে।
কাজে কিছুই নয় বটে, কিন্তু রীতিমত খায় এবং কটু বচন ব্যবহার করিয়া মানুষকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া মারে।

কাজের বেলা কাজি, কাজ ফুরুলে পাজি।
কাহারও দ্বারা স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া লইয়া, পরে তাহাকে অগ্রাহ্য করিলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

কাজের বেলা পায় না খুঁজে খাবার বেলা আগে।
যখন কাজ পড়ে, তখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কিন্তু খাইবার সময় আর খুঁজিতে হয় না, তখন সর্ব্বাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরিশ্রমে বিমুখ, কিন্তু ভোজনে অগ্রগামী ব্যক্তির প্রতি প্রযুজ্য।

কাজের মধ্যে চাষ, রোগের মধ্যে কাশ।
দুইটিই প্রধান।

কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।
দুইটী কাজ আছে, একটী পাওয়া আর একটী শোওয়া। অলস ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই উক্তিটি ব্যবহৃত হয়।

কাট খায় আঙ্গরা হাগে।
যে যেরূপ কাজ করিবে, সে সেরূপ ফল পাইবে। আঙ্গরা = অঙ্গার।

কাট্‌তে কাট্‌তে নির্ম্মূল।
অধিক কমাইতে গেলে কিছুই থাকে না।

কাট বিড়ালের সাগর বাঁধা।
অতি সামান্য ব্যক্তিও বৃহৎ কার্য্যে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে পারে। কথিত আছে, রামচন্দ্র যখন সাগরে সেতু বন্ধনে নিযুক্ত ছিলেন, ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-বিড়ালীরাও স্বীয় স্বীয় শক্তি অনুসারে সে কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল।

কাটা কইয়ের ন্যায় ছট্ ফট্ করা।
দ্বিখণ্ডিত হইলে কইমাছ যেমন ছট্ ফট্ করিতে থাকে, সেইরূপ সাতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করা।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।
কাটা ঘায়ের জ্বালায় অস্থির, তাহার উপর নুনের ছিটে পড়িলে আরও যন্ত্রণাদায়ক হয়। কষ্টের উপর কষ্ট।

কাটিলে রক্ত নাই, কুটিলে মাস নাই।
নিতান্ত সারহীন পদার্থ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

কাটের বিড়াল হউক না, ইঁদুর ধরলেই হ'ল।
উপায় যেমন তেমন হউক না কেন, কার্য্য সিদ্ধি হইলেই হ'ল।

কাঠের ভিতর পিঁপড়ে বলে, চিনি নইলে খাবুনি,
চিন্তামণি চিন্তা করে যোগান তারে অমনি।
কাঠের ভিতর থাকিয়া পিঁপড়া বলিল চিনি না হইলে আমি খাইতে পারিব না। ভগবান্ ইহা জানিতে পারিয়া পিপীলিকার আহারের জন্য সেইখানে চিনি রাখিলেন। অপ্রত্যাশিত স্থলেও ভগবান্ লোকের অভিলাষ পূর্ণ করেন।

কাণ কাঁদেন সোণারে, সোণা কাঁদেন কাণেরে।
অবিচ্ছিন্ন সুম্বন্ধ।

কাণ চায় সোণারে, সোণা চায় কাণেরে।
পরস্পর অনুরক্ত লোকে পরস্পরের সান্নিধ্য অভিলাষ করে।

কাণ টানিলে মাথা আপনি আসে।
কাণ টানিলে মাথা আপনিই আসিবে, মাথা টানিবার আর কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। এক বিষয়ে চাপ দিলে, অপরে অন্য বিষয় সম্বন্ধেও অধীনতা স্বীকার করে।

কাণ নিয়ে গেল কাকে,
ঐ কাকের পাছে পাছে ছোটা।
অগ্রে ঘরে অন্বেষণ না করিয়া বাহিরে করা। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া অপরের কথায় নাচিয়া উঠা।

কাণা (বা অন্ধ) ক'বার নড়ি হারায়।
অন্ধ তাহার অবলম্বন-যষ্টি একবার হারাইয়া ফেলিতে পারে, বার বার হারায় না। যাহা যাহার একমাত্র অবলম্বন, তৎসম্বন্ধে সে সাতিশয় সতর্ক থাকে।

কাণা, কুঁজো, খোঁড়া, তিন অসতের গোড়া।
কথিত আছে, এই তিন প্রকার লোক সৎপ্রকৃতিক হয় না।

কাণা খোঁড়ার একগুণ বাড়া।
কথিত আছে, সাধারণ লোকের যেরূপ চরিত্র হয়, ইহাদের চরিত্র তাহা হইতে কতকটা স্বতন্ত্র।

কাণা গরু বামনকে দান।
অপ্রয়োজনীয় বস্তু দান করিয়া পুণ্যলাভের চেষ্টা।

কাণা গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।
অসচ্চরিত্রের সহবাস একেবারেই ত্যাগ করিবে, তাহাতে সঙ্গীহীন হইতে হয় তাহাও ভাল।

কাণা গরুর ভিন্ন মাঠ (বা গোঠ)।
"মুরারেস্তৃতীয়ো পন্থা।" স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোকের সকলই অন্যের অননুরূপ।

কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন।
অজ্ঞতাবশতঃ যাহার চক্ষুর সৌন্দর্য্য মোটেই নাই, তাহার নাম আবার পদ্মচক্ষু। যাহার যে গুণ নাই, তাহা সেই লোকে আরোপিত হইলে, এই উক্তিটী ব্যবহৃত হয়।

কাণা পুতে পোষে, রাজার বউ পোষে।
পুত্র কাণা অর্থাৎ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইলেও মাতাকে প্রতিপালন করিয়া থাকে, আর কন্যা রাজার স্ত্রী হইলেও অর্থাৎ খুব বড় মানুষের ঘরে পড়িলেও দুঃখিনী মাতাকে প্রতিপালন করা দূরে থাক্, তাঁহার নিকট হইতে নানা রকমে নানা দ্রব্য চাহিয়া লইয়া থাকে।

কাণা পুতের নানা রোগ।
যে স্বভাবতঃই ক্লিষ্ট, তাহার নানা কষ্ট উপস্থিত হয়।

কাণা মেঘের বৃষ্টি, সর্ব্বত্র নহে দৃষ্টি।
কাণা মেঘ যেখানে দাঁড়ায়, কেবল সেইখানেই বৃষ্টি হয়, অপর স্থানে বৃষ্টি হয় না; খামখেয়ালী বড় লোকের নজর যাহার উপর পড়ে, সেই অর্থলাভ করে—সর্ব্বসাধারণে উপকৃত হয় না।

কাণার বেটা পদ্মলোচন।
কুৎসিতের বংশে সুশ্রী জন্মায় না।

কানু ছাড়া কীর্ত্তন নাই।
কৃষ্ণলীলাই কীর্ত্তন সঙ্গীতের প্রাণ বা একমাত্র বিষয়। যে সকল প্রসঙ্গেই একই কথার উত্থাপন করে, তাহার সম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

কাপড় হলে পচা, আঙ্গুল হয় খোঁচা।
অদৃষ্টে যাহার ক্ষতি আছে, সামান্য উপলক্ষেও তাহা ঘটিয়া থাকে; তখন মিত্রও শত্রুতে পরিণত হয়।

কাপড়ে আগুন ঢাকা।
যাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি পায় তাহা করা।

কাপড়ে চোপড়ে বাহ্যে করা।
ভয়ে অভিভূত হওয়া।

কাপুরুষেই অপমান সহ্য করে।
তেজস্বী কখনই অপমানের প্রতিশোধ না দিয়া থাকিতে পারে না।

কামলা আপনি সামলা।
কামলা—রোগবিশেষ (Jaundice)
"Physician ! Heal thyself."

কামাতে পারে না নাপিত, ধামা ভরা ক্ষুর।
অস্ত্র আছে, কিন্তু প্রয়োগ জানে না।

কামারকে ইস্পাত ফাঁকি।
বিশেষজ্ঞকে প্রবঞ্চনা করা কঠিন।

কামার যা গড়বে তা মনে মনে জানে।
করণীয় বিষয় লোকে পূর্ব্বেই স্থির করিয়া লয়।

কামারের কাছে লোহা চুরি।
এ চেষ্টা সফল হওয়া বড়ই কঠিন।

কামারের কাছে লোহা জব্দ।
লোহা কাহারও কাছে জব্দ নয়, কেবল কামারের কাছেই জব্দ। কামার লোহাকে পিটিয়া নানা আকারের করে। বলবান্ই বলবান্কে দমন করিতে পারে, ইহা এই বাক্যের অর্থ।

কামারের কুমোর বৃত্তি।
যে যে কাজে অপটু সে সে কাজ করিতে গেলে সফলকাম হয় না।

কায়েতের ঘরে বিড়ালটাও আড়াই অক্ষর পড়ে।
কায়স্থ ঘরে সকলেই কিছু কিছু লেখা পড়া জানে। কায়েতের ঘরের মূর্খ গালাগালি স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। কায়েত প্রায়ই মূর্খ হয় না।

কায়েতের ছেলের কলমের আগায় ভাত।
লেখা পড়া করিয়া কায়স্থ অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ।

কায়েতের মূর্খ, কলুর বলদ।
কায়স্থ মূর্খ হইলে সাতিশয় নির্ব্বুদ্ধি হয়।

কারও ঘর পোড়ে, কেহ আগুন পোহায়।
কাহারও ঘরে আগুন লাগিয়া সর্ব্বনাশ হইতেছে, আর কেহ সেই আগুন সেবন করিয়া সুখ ভোগ করিতেছে। কাহারও সর্ব্বনাশ, কাহারও পৌষ মাস। একের বিপদে অপরে সুখভোগ করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

কারও শাকে বালি, কারও দুধে চিনি।
কেহ দীন দরিদ্র, কেহ বা সম্পন্ন, কাহারও প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিঘ্ন, কাহারও প্রয়োজনীয় বিষয়ের অতিরিক্তও বিদ্যমান।

কার কপালে কেবা খায়।
একজনের প্রাপ্য অপরে উপভোগ করে।

কারণ বই কার্য্য নাই।
সকল কার্য্যের কারণ থাকিবেই থাকিবে।
"No Smoke without fire."

কার শ্রাদ্ধ কেবা করে,
খোলা কেটে বামন মরে।
যাহার কার্য্য সে মনোযোগী নয়, অপরে তাহার জন্য বৃথা খাটিয়া মরে। বিশৃঙ্খল অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

কার সাধ্য কেবা মারে খোদা যারে রাজি।
অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন থাকিলে অপরে কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

কারুর ঘর পোড়ে কেউ ধোঁয়া খায়।
"কারও সর্ব্বনাশ, কারও পৌষ মাস।"

কারু দুধে চিনি, কারু শাকে বালী।
কেহ বিলাস-দ্রব্য উপভোগ করে, কেহ বা সামান্য শাক আহার করিয়া থাকে,—সেই শাকও বালিপূর্ণ হইয়া আহারের ব্যাঘাত জন্মায়।

কারু সর্ব্বনাশ, কারু পৌষ মাস।
একের বিপদে অপরে আনন্দ লাভ।

কারে পড়লে আল্লার নাম।
কেবল বিপদের সময় যে ভগবানের নাম করে, সম্পদের সময় তাঁহাকে ভুলিয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধেই এই প্রবাদ প্রযুজ্য।

কাল কাপড় রুক্ষ মাথা,
লক্ষ্মী বলেন থাক্‌বো কোথা।
দরিদ্রের গৃহে লক্ষ্মীর স্থিতি সম্ভবে না।

কালনেমীর লঙ্কা ভাগ।
অতিরিক্ত আশা করিয়া নিরাশ হওয়া; যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প, তাহা ঘটিবে বলিয়াই স্থির করা। [রামানুজ লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে হতচেতন হইয়া পড়িলে মহাবীর হনুমান্ যৎকালে গন্ধমাদন পর্ব্বতে ঔষধ আনিতে গমন করেন, সেই সময়ে কালনেমি রাবণের আদেশে ও লঙ্কার অর্দ্ধেক রাজ্য প্রাপ্তির প্রলোভনে পড়িয়া গন্ধমাদনে যাইয়া হনুমান্কে ভুলাইবার চেষ্টা করে এবং অবশেষে তাহার হস্তে নিধন

প্রাপ্ত হয়]। "Building castles in the air."

কাল বামন, কটা শূদ্র, বেঁটে মুসলমান,
ঘর জামাই, পোষ্য পুত্র, পাঁচ জনাই সমান।
কথিত আছে, এই পাঁচ প্রকার লোক প্রায় কখনই ভাল হয় না।

কাল যায়, না জল যায়।
জলস্রোতের ন্যায় সময় শীঘ্র শীঘ্রই চলিয়া যায়।

কাল রাম রাজা হবে, না আজ রামের বনবাস।
আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বিপদ্; আশায় নৈরাশ্য ঘটিলে এই বাক্য লোকে প্রয়োগ করিয়া থাকে।

কাল হাঁড়ি দিয়া পাত, তবে দেখ্‌বি জগন্নাথ।
কৃচ্ছ সাধ[illegible] করিলে ভগবান্ লাভ হয় না।

কালা পুরুত, তো[illegible]লা যজমান।
যদি পুরোহিত কালা, আর যজমান তোতলা হয়, তবে বিষম ব্যাপার উপস্থিত হয়। এইরূপ মনি-কাঞ্চন-যোগে কাজ কিছুতেই এগোয় না।

কালা বলে গায় ভাল, অন্ধ বলে নাচে ভাল।
কালা বলিল, আহা! কি মধুর সঙ্গীত, কর্ণে যেন অমৃত ধারা বর্ষণ করিতেছে। অন্ধ বলিল, আহা! কি সুন্দরই নৃত্য করিতেছে, নৃত্য দেখিয়া চক্ষুঃ তৃপ্তি লাভ করিল। কালার সঙ্গীত শ্রবণ করা যেমন অসম্ভব, অন্ধের নৃত্য দেখাও সেরূপ সম্ভাবিত নহে। যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অনধিকারী, সে যদি সেই বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করে, তবে এই প্রবাদ প্রয়োগ হয়।

কালা শুনে ঢাকের বাদ্যি,
কালা বলে মোর বিয়ের বাদ্যি।
অন্য কোন কারণে ঢাক বাজিতেছে, কিন্তু কালা বলিল, ইহা আমার বিয়ের বাদ্য বাজিতেছে। অপরের কোন কার্য্যে নিজের কার্য্য আরোপ করিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

কালি কলম মন, লেখে তিন জন।
কালি ও কলম ভাল হইলে, এবং মন-সংযোগ করিলে তবে লেখা সুন্দর হয়।

কালি কলম পাত, যেমন তেমন হাত
যদি কালি কলম ও লিখিবার তাল বা কলা পাতা ভাল না হয় তাহা হইলে লেখাও তদ্রূপ হয়। উত্তম উপায় ও উপকরণ না হইলে কার্য্যও উত্তম হয় না।

কালি ছিলাম বসে স্বর্ণপিঁড়ে,
আজ বসেছি আঁস্তাকুড়ে।
অবস্থার বিপর্য্যয় সম্বন্ধে আক্ষেপোক্তি। সুখের পর দুঃখ।

কালি রাম রাজা হবে, আজি বনবাস।
আনন্দে নিরানন্দ। আশায় নৈরাশ্য।

কালীঘাটের কাঙ্গালী।
"নাছোড়বান্দা" কাঙ্গালীকে কালীঘাটের কাঙ্গালী বলে।

কালীঘাটের চণ্ডীপাঠ, (যে দেয় পয়সা তারই শিরে)।
ব্যবসায়ীর ভাব, ইহাতে আন্তরিকতা নাই।

কালে আবজায় তুলে বেচে,
তার বাড়া কি ফসল আছে?
স্বচ্ছন্দজাত ফসল বিক্রয় করিয়া যে লাভ হয়, আর অর্থব্যয় ও শারীরিক পরিশ্রম করিয়া যাহা উৎপন্ন করা যায়. তাহার লাভ প্রথমোক্ত অপেক্ষা অনেক কম।

কালে [illegible] কতই হ'ল, পুলি পিঠের লেজ বেরুল ([illegible] বেগুণের হাড় হ'ল)।
অপ্রত্যাশিত আশ্চর্য্যজনক বস্তু সম্বন্ধে প্রযুজ্য।

কালে বাপুও পণ্ডিত হ'ল।
যাহাকে নির্ব্বুদ্ধি বলা যায়, সে উত্তরকালে বুদ্ধিমান্ হইতে পারে। কথিত আছে, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বাল্যে নির্ব্বুদ্ধি ছিল। দেবার্চ্চনার ফুল বা পত্র চয়ন করিয়া একটা পাত্রে রাখিতে হয়; কিন্তু বাণেশ্বর তাহা না করিয়া হাতের তেলোয় বিল্বপত্র রাখিতেছে দেখিয়া তাহার পিতা তাহাকে তিরস্কার করেন। বাণেশ্বর উত্তর করিল—নীচের পত্রগুলিকে আধার মনে করিয়া উপরের পত্রগুলি ত ব্যবহৃত হইতে পারে। পিতা পুত্রের বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"কালে বাপু পণ্ডিত হবে।" ফলে তাহাই হইয়াছিল।

কালের আবার কালাকাল।
যম কালবিচার না করিয়া আসে; মৃত্যু কখন্ ঘটিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

কালোয় কালোয় ধলো হয় না।
কালোতে কালোতে মিশাইলে শুভ্র হয় না, সেই কালোই থাকে। সমজাতীয় বা সমধর্ম্মীর মিশ্রণে ভিন্ন জাতি বা ভিন্ন ধর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। "Two blacks do not make a white."

কাশীতে ভূমিকম্প।
কথিত আছে, কাশী শিবের ত্রিশূলের উপরে অবস্থিত, সুতরাং ভূকম্পন ক্রিয়ার বহির্ভূত। অসম্ভব ঘটনা স্থলে এই বাক্য প্রযুজ্য।

কাহারও সর্ব্বনাশ, কাহারও পৌষ মাস।
একের বিপদে অপরে আনন্দিত হইলে এই বাক্য প্রয়োগ হয়। (পৌষ মাসে ধান কাটা হয়, সুতরাং সেই মাসে চাষীর সচ্ছল হয়)।

কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি, মা তেতো ছা মিষ্টি।
ভগবানের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি। পলতা তিত, কিন্তু পলতা গাছে যে পটল হয়, তাহা কেমন মিষ্টি। কু হইতে সু উৎপন্ন হইলে এই প্রবাদ ব্যবহার হয়।

কিন্‌তে ছাগল, বেচ্‌তে পাগল।
কোন দ্রব্য কিনিবার জন্য ছাগলের ন্যায় অতি ব্যস্ত; কিন্তু তাড়াতাড়ি কেনায় জন্য সে দ্রব্য ঠকিতে হয়, তখন সে দ্রব্য ক্ষতি করিয়াও বিক্রয় করিবার নিমিত্ত চঞ্চলচিত্ত হইতে হয়।

কিবা জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, যেই বুঝে সেই শ্রেষ্ঠ।
"বয়সে না বড় হয়, বড় হয় জ্ঞানে।"

কিসে নাই কি, (তার) পান্তা ভাতে ঘি।
পান্তা ভাত ঘি দিয়া খাওয়া রীতিবিরুদ্ধ ও হাস্যজনক।

কিসের নাই কি, বেগুণ পোড়ায় ঘি।
বেগুণ পোড়া তেল মাখিয়াই খাইতে হয়; ঘি মাখিয়া খাইলে অযথা বড়মানুষি দেখাইয়া হাস্যাস্পদ হইতে হয়। অপর বিষয়ে অর্থব্যয় নাই, অযথা কার্য্যে অপব্যয়।

কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিসের বৃন্দাবন।
মরা গাছে ফুল ফুটেছে, মা বড় ধন।
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

কীচক বধ।
কীচক অসদভিপ্রায়ে দ্রৌপদীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলে ভীম নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া তাহার অঙ্গবিকৃতি করিয়া দেয়। ভয়ানকরূপে প্রহৃত হইয়া অঙ্গবিকৃতি ঘটিলে কীচক বধ বলে।

কীল খেয়ে কীল চুরি করা।
নীরবে অপমান সহ্য করা ও অপরের গোচরে না আনা।

কীলিয়ে কাঁঠাল পাকান।
অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বনে কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করা।

কুঁজোর কি অনিচ্ছা যে চিৎ হয়ে শোয়।
কুঁজোর কি ইচ্ছা হয় না যে সে চিৎ হইয়া শুইয়া আরাম ভোগ করে। কিন্তু কেবল ইচ্ছা হইলে কি হইবে, চিৎ হইয়া শুইবার তাহার উপায় নাই। সামর্থ্যহীনতার জন্য অভিলাষ পূর্ণ না হইলে ইহা প্রযুজ্য।

কুড়ে গরুর এঁটুলী সার।
অলস ব্যক্তি মুখেই আস্ফালন করে—কাজে কিছু করিবার সামর্থ্য নাই।

কুঁড়ে ঘরে বাস, খাট পালঙ্কের আশ।
কুঁড়ে ঘরে বাস করিয়া কুঁড়ে ঘরের মত আশা করিলেই ভাল হয়, খাট পালঙের আশা করা শোভা পায় না। আপনার যাহা অবস্থার উপযুক্ত, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য।

কুড়েরে বলে কুড়ে,—
আমি ঘুমাই তুই দোর তাড়া দে।
কুড়েরে কুড়ে, বায় বয়,
না, দোর না দিলে ভাল হয়।
উভয়েই এমনই অলস যে, কেহই একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া উঠিয়া দোর বন্ধ করিয়া উভয়-

কেই ঠাণ্ডা বাতাস হইতে রক্ষা করিবে না।
["পি পু ফি শু", "গোঁফ-খেজুরে" দেখ]।

কুড়ে-বাক্যে মরি পুড়ে।
কুড়ের কথা বা কার্য্য বড়ই বিরক্তিকর।

কুঁড়ো খেয়ে ভুঁড়ো।
কুড়ো = চাউলের অংশবিশেষ, ভুঁড়ো = মোটা পেট।

কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না।
শক্ত লোকের হাতে দুষ্ট লোক সোজা হয়। কুঁদ = লৌহাদি কঠিন ধাতুর আকার দিবার যন্ত্রবিশেষ।

কুকুরকে নাই দিলে মাথায় চড়ে (বা উঠে)।
নীচকে অযথা প্রশ্রয় দিলে, তাহাতে প্রশ্রয়-দাতারই অনিষ্ট হয়।

কুকুরের পেটে ঘি হজম হয় না।
কুকুর ঘি হজম করিতে পারে না। ঘি খাইলে কুকুরের পেটের পীড়া হয়। সামর্থ্যের বা অবস্থার অতিরিক্ত কার্য্য করিলে তাহা সুখদায়ক হয় না।

কুকুরের হ'ল মুগের (বা ঘি) পত্তি,
কুকুর বলে আমার একি বিপত্তি।
মুগের পথ্য অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। কিন্তু কুকুর এই উৎকৃষ্ট খাদ্য পাইলে আপনাকে বিপন্ন বোধ করে, এই খাদ্য তাহার পক্ষে প্রীতিকর হয় না। যাহা যাহার অভ্যস্ত, তাহা অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট বস্তু তাহাকে দিলে সে যখন তাহা উপভোগ করিতে কষ্ট বোধ করে, তখনই এই বাক্যের ব্যবহার দেখা যায়।

কুকুরের লেজে ঘি দিলে সোজা হয় না।
বহু চেষ্টাতেও স্বভাব অতিক্রম করা যায় না।

কুজনের নাহি লাজ নাহি অপমান
সুজনের এক কথা মরণ সমান।
বেহায়ার কিছুতেই লজ্জা অপমান বোধ নাই, ভদ্রলোককে সামান্য কটু কথা বলিলেও সে মৃতবৎ হয়।

কুটুম্বের মধ্যে শালা, গহনার মধ্যে বালা।
উভয়েই আদরণীয় বা শ্রেষ্ঠ।

কুঠে মুগীর ঠোঁটে বল।
যাহার শারীরিক শক্তি নাই, সে কেবল বচনসর্ব্বস্ব।

কুড়ের বাথান বৈদ্যনাথে।
অলস ও পরিশ্রম-বিমুখ লোকে তীর্থস্থানে গিয়া ভিক্ষায় জীবিকানির্ব্বাহ করে।

কু পুত্র যদ্যপি হয়, কু-মাতা কখন নয়।
পুত্র মাতার প্রতি দুর্ব্যবহার করিলেও, মাতা পুত্রের প্রতি কখন স্নেহ-শূন্যা হন না।

কুপো কাইত।
অসমর্থ ; খাড়া হইবার শক্তিহীন।

কুব্জার মন্ত্রণা।
কুব্জা—দাসী মন্থরা কৈকেয়ীকে কুমন্ত্রণা দিয়া রামের বনবাস সংঘটন করিয়াছিল। এই হইতে দুষ্ট মন্ত্রণাকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

কুমীরের সঙ্গে বাদ করে জলে বাস করা।
কুমীর জলের রাজা। তাহার সহিত বিবাদ করিয়া জলে বাস করা একান্ত অসম্ভব। যে যেখানে প্রবল, তাহার সহিত বিবাদ করিয়া সেখানে থাকা চলে না।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রা।
"আমি যেন ছয়মাস কাল ক্রমাগত নিদ্রাসুখ ভোগ করিয়া একদিনমাত্র ভোজন করিতে পাই" কুম্ভকর্ণ কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট এই বর লাভ করে। দীর্ঘকালব্যাপী অগাধ নিদ্রা "কুম্ভকর্ণের নিদ্রা" নামে কথিত হয়।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ।
কুম্ভকর্ণ ছয়মাস নিদ্রা যাইত। নিদ্রাভঙ্গের পরে সে সম্মুখে যাহা পাইত তাহাই খাইত, এবং উপযুক্ত আহার না পাইলে সকলকেই উত্তেজিত করিত। বিপদের কারণ স্বরূপে "কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ" ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কুল নিয়ে কি ধুয়ে খাব ?
"যদি কিঞ্চিৎ বরে দোষো কিং কুলেন ধনেন বা"

কুসংবাদ বাতাসের আগে ধায়।
সুসংবাদ অপেক্ষা কুসংবাদ শীঘ্রই লোকের শ্রুতিগোচরে আসে। "Evil news speeds best".

কৃপণের ধন।
কৃপণের নিকট বড়ই যত্নের বস্তু ; কিন্তু সাধারণের কোন উপকারেই আসে না।

কৃপণের ধন বঞ্চকেই খায়।
কৃপণের ধন কোন সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয় না, অসৎলোকেই প্রতারণা করিয়া ইহা উপভোগ করে।

কৃষ্ণ বিষ্ণুর মধ্যে।
কথিত আছে, কৃষ্ণ ও বিষ্ণু নামক ভ্রাতৃদ্বয় এক সময়ে শ্রেষ্ঠ গায়ক বলিয়া কলিকাতায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। "একজন গণনীয় ব্যক্তি" এই ভাব প্রকাশিত করিতে এই প্রবাদ লোকে ব্যবহার করে।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুল।
মাটী খুঁড়িয়া কেঁচো বাহির করা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপ বাহির হইল। সামান্য বিষয় হইতে গুরুতর বিষয়ের উদ্ভব হইলে এই বাক্য প্রয়োগ করা হয়।

কেঁচো দিয়ে কাত্‌লা ধরা।
বঁড়শীতে কেঁচোর টোপ বিদ্ধ করিয়া কাতলা মাছ টানিয়া তোলা। সামান্য উপকরণে বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিলে অথবা একজনের সাহায্যে অপরের অনিষ্ট সাধন করিলে এই প্রবাদ প্রযুজ্য। "Making a cat's-paw of one."

কেঁদে জেতা।
কাঁদিয়া কাটিয়া জয়লাভ করা। নিজ পক্ষে বলিবার কিছুই নাই, কেবল দয়ার উদ্রেক করিয়া অভিপ্রায়-সিদ্ধির চেষ্টা করাকে "কেঁদে জেতা" বলে।

কেউ চোরকে বলে চুরী কর্‌তে, গৃহস্থকে বলে সজাগ থাক্‌তে (বা সাবধান হ'তে)।
বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসী।"
উভয় পক্ষেই আছে, কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিতে চায় না। "দুপেড়ের ঢ্যাং।"
"Hunting with the hound and running with the hare".

কেউটে ধর্‌তে না পারলে, হেলে ধরবো।
সাংঘাতিক ও বড় সাপ কেউটে ধরতে চেষ্টা করবো। যদি নিতান্ত না পারি তবে ছোট সাপ হেলে ধরবো। বড় কাজ না পারি, ছোটও ত পারবো।

কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই।
কেহ কষ্ট করিয়া বিল ছেঁচিয়া কই মাছ ধরিল, সেই কই মাছ তাহার ভোগে আসিল না, অন্য জন মজা করিয়া সেই মাছ খাইল। একের পরিশ্রমের ফল অপরে ভোগ করিলে ইহা প্রয়োগ করা হয়।

কেমন ভালবাসা, মুসলমানের মুরগী পোষা।
জবাই করিয়া খাইবার উদ্দেশেই মুসলমানেরা যত্ন করিয়া মুরগী পুষিয়া থাকে। স্বার্থসাধনের অভিপ্রায়ে যত্ন করিলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

কোঁদলে জাত নষ্ট।
বিবাদই সকল অনিষ্টের মূল।

কোকিল বঁধু, ছেলে ধরতে জানেন না।
যে "ন্যাকামী" করে, তাহার উদ্দেশে প্রযুজ্য।

কোথাকার জল কোথায় মরে।
কিসে কি হয় ; ইহার পরিণাম কি এইরূপ ভাব সূচিত করে।

কোথায় গাঁ তার আবার ভাগ।
বিভাজ্য বস্তুর অস্তিত্বই নাই, কিংবা থাকিলেও যৎসামান্য।

কোথায় রাম রাজা হবেন না বনে চল্লেন।
অপ্রত্যাশিত শোচনীয় ঘটনা উপস্থিত হইলে বা সুখের কল্পনা ভাঙ্গিয়া যাইলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

কোথায় বিষয়, তার আবার বিচার।
বিচার্য্য বিষয়ই নাই, তজ্জন্য বাদানুবাদ কেন ?

কোন কথা তিন কাণ করিবে না।
তোমার আমার যে গোপনীয় কথা হইল, তৃতীয় ব্যক্তি যেন তাহা জানিতে না পারে। "ষটকর্ণ ভিদ্যতে মন্ত্রঃ।"

কোন কালে নাইক গাই,
চালুনী নিয়ে দুইতে যাই।
কোন কালে [illegible]

পরে একবার যখন তাহার গাই হইল, তখন সে দুগ্ধ দোহন করিয়া রাখিবার জন্ত চালুনী ব্যবহার করিতে উদ্যত হইল। না জানার জন্ত কোন কাজে হাস্তাস্পদ হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। "কোন জন্মে ছিল না ঢুলি, আগে দুই পা তুলি।"

কোন্ কালে (বা জন্মে) হবে পো,
নেকড়া কানি তুলে থো।
অপুত্রবতীকে বিদ্রূপ করিয়া এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

কোন্ বা বিয়ে তার দু পায় আল্‌তা।
বিবাহের কিছুই স্থিরতা নাই, কিন্তু কন্তাকে আল্‌তা পরাইয়া প্রস্তুত রাখা হইল।

কোল টানা ছ।
"ছ" অক্ষরটি লিখিতে গেলে কোলের দিকে একটি রেখাপাত করিতে হয়। আপনার দিকে টানা।

কোলে মরে ত পোষানী দেয় না।
নিজের প্রতিপালন করিবার সামর্থ্য নাই, অথচ অপরকেও প্রতিপালন করিতে দিবে না। অথবা, স্নেহাধিক্যবশতঃ কেহ প্রাণ থাকিতে সন্তানকে অপরের হস্তে দেয় না।

ক্ষুধা পেলে দু হাতে খেতে চায়।
জঠরজ্বালা মানুষকে জ্ঞানশূন্য করে।

ক্ষুধার চোটে পাট্‌কিলে কামড়।
ক্ষুধার জ্বালায় অভক্ষ্যও খাইতে বাধ্য হইতে হয়।

ক্ষুরের ধার ছুঁতে কাটে।
তীক্ষ্ণ-ধার বস্তু স্পর্শ করিবামাত্রেই কাটে।

ক্ষেতের চাষে দুঃখ নাশে।
চাষের কাজে বিলক্ষণ লাভ আছে।

খ

খঞ্জনের নৃত্য দেখে চড়াই নৃত্য করে।
নৃত্যপটু খঞ্জন পাখীকে নাচিতে দেখিয়া চড়াই পাখার নাচিবার সাধ হয়। উৎকৃষ্টের অনুকরণ চেষ্টায় নিকৃষ্ট হাস্যভাজন হইলে এই বাক্য প্রয়োগ করা হয়।

খড়ম পায় দিয়ে গঙ্গা পার।
অলৌকিক কার্য্য করিবার প্রয়াস।

খড়ের আগুন।
খড়ের আগুন বেশী জোরে জ্বলে না, কিন্তু শীঘ্র নির্ব্বাণও হয় না। রাগের কারণ উপস্থিত হইলে যে মানুষ ক্রুদ্ধ হয়, এবং সেই ক্রোধের ভাব সহজে প্রশমিত হয় না, মধ্যে মধ্যে জ্বলিয়া উঠিতে থাকে, মধ্যে মধ্যে নিবিয়া যায়, সেই মানুষকে খড়ের আগুন বলে।

খয়ের খাঁ।
যে প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্ত অপরের সর্ব্ববিধ অনিষ্ট করিতে প্রস্তুত, তাহার উদ্দেশে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়। (খয়ের খাঁ অর্থে প্রভুর হিতৈষী)।

খল যায় রসাতল।
খলের পরিণাম কখনই ভাল হয় না।

খাঁচায় পুরে খোঁচা মারা।
ষড়যন্ত্রপূর্ব্বক শক্তিহীন করিয়া তাহার উপরে অত্যাচার করা।

খাঁদা নাকে তিলক পরা।

খাঁদা নাকে নথ, আর গোদা পায় মল।

খাঁদা নাকে নোলক ঝুলান।
উপরের তিনটি প্রবাদ হাস্যভাজন হওয়া সূচিত করে।

খাই দাই ভুলিনি, তত্ত্ব কথা ছাড়িনি।
সংসারে থাকিয়াও ধর্ম্মচর্চ্চা করা যাইতে পারে। অথবা, আমাকে যত খাওয়াও পরাও না কেন, তাতে আমি ভুলি না, আমার যাহা ঈপ্সিত, তাহা আমি ছাড়িব না।

খাওয়াবে হাতির ভোগে,
দেখিবে বাঘের চোখে।
ভালবাসিয়া ভাল করিয়া খাওয়াইবে, কিন্তু প্রশ্রয় দিবে না, সর্ব্বদা শাসনে রাখিবে। বেশী পরিমাণে আহার করাইবে, কিন্তু তাহার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবে।

খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে,
কাল করলে এঁড়ে (গরু) কিনে।
যে যে বিষয়ে পারদর্শী, তাহা ত্যাগ করিয়া অপর অজানিত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে, তাহার ক্ষতিই হইয়া থাকে। "অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।" "যখন চাষবাস ক'রে খাচ্ছিল আবদুল তখন ছিল ভাল, চৌকীদারীর কাজ নিয়ে আবদুল জানে মারা গেল।"

খাট ভাঙ্গ্‌লে ভূমিশয্যা।
খাট ভাঙ্গিলে ভূমিতে শয়ন করিতে হইবে। যখন যে অবস্থায় পড়িবে, সেইরূপই চলিতে হইবে।

খাটে খাটায় সোণার ক্ষিতি (বা পাঁতি),
তার অর্দ্ধেক মাথায় ছাতি,
ঘরে বসে পুছে বাত,
এ বৎসর যেমন তেমন
পরবৎসর হা ভাত।
যে চাষীকে দিয়া চাষ করায় এবং নিজেও সেই সঙ্গে চাষ করে, সে পূর্ণভাবে লাভবান্ হয়; যে নিজে খাটে না, কেবল ছাতা মাথায় দিয়া কাজ দেখে, সে অপেক্ষাকৃত অল্প লাভ করে; যে ক্ষেত্রে আদৌ যায় না, কেবল ঘরে বসিয়া সংবাদ লয়, তাহাকে উত্তরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

খাবার বেগুণ আর বেচবার বেগুণ।
ঘরে খাবার জন্তে ছোট বেগুণ রাখিবে, তাহাতে খাওয়াও চলিবে, আর বড় বেগুণ বেচিয়া লাভ হইবে।

খাবার বেলা নেবার মা,
উলু দেবার বেলা মুখে ঘা।
খাইতে বিলক্ষণ প্রস্তুত, কিন্তু কাজে সহায়তা করিতে বিমুখ।

খাবার সময় শোবার (শুইবার) চিন্তা।
যখনকার যেটি তখনকার সেইটিই চিন্তনীয়। তদ্বিপরীত করিলে এই প্রবাদ প্রয়োগ হয়।

খায় না খায় সকালে নায়,
হয় না হয় তিনবার যায়,
তার কড়ি কি বৈদ্যে পায়।
আহার হউক না হউক যে সকাল সকাল স্নান করে, বাহ্যের বেগ থাকুক না থাকুক দিনে তিনবার পায়খানায় যায়, তাহার শরীর কখন অসুস্থ হয় না, বৈদ্যও তাহার নিকট পয়সা পায় না। "আঁতে খালি দাঁতে নুন, পেটের ভরে তিন কোণ, দু সন্ধ্যে বাহ্যে যায়, তার কড়ি কি বৈদ্যে পায়?"

খায় না দেয় না পাপী সঞ্চয় করে,
তার ধন খায় চোরে আর পরে।
কৃপণের ও পাপীর ধন নিজের ভোগে আসে না; তার ধন চোরে কিংবা পরে প্রবঞ্চনা করিয়া লয়।

খায় মালসাট মেরে, উঠে হাঁটু ধরে।
অপরিমিত আহারের অপকারিতা সূচক উক্তি।

খাল (বা নদী পার হয়ে) কুমীরকে কলা দেখান।
বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কাহাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

খিচুড়ী পাকান।
চাল ডালে নানাপ্রকার মশলা মিশাইয়া খিচুড়ী প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। কোন কার্য্য বিশৃঙ্খল অবস্থায় উপস্থাপিত করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি।
অন্বেষণ বিফল হইলে, "তুমি যদি খুঁজিয়া পাও তাহা হইলে বস্তুটি তোমার হইবে" এই প্রলোভন দেখাইয়া অপরের দ্বারা অন্বেষণ করাইয়া লওয়া।

খুঁটি না থাক্‌লে ঘর আপনি পড়ে।
সহায় না থাকিলে সংসারে দাঁড়ান যায় না।

খুচরো কাজের মজুরী নাই।
সামান্য কাজে হিসাব দেওয়া যায় না এবং তাহাতে বিশেষ লাভ হয় না।

খুঁড়িয়ে বড় হওয়া।
বড় নয়, কিন্তু বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া বড় দেখাইবার চেষ্টা করা। নিম্ন অবস্থার লোকের উচ্চাবস্থের সমকক্ষ হইবার নিষ্ফল প্রয়াস।

খুদে ননদ।
ভ্রাতৃজায়াকে যন্ত্রণা দেয় এমন ছোট ননদকে "খুদে ননদ" বলে

খুদের জাউ পায় না, ক্ষীরের জন্ত কাঁদে।
দরিদ্রের উচ্চাভিলাষ স্থলে ব্যবহৃত।
খুন করিল খুনে, পরের কথা শুনে।
অর্থলোভে অপরের অনুজ্ঞায় ব্যবসায়ী ঘাতক নরহত্যা করে।
খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট।
মন খুলে আমোদ করা—সে আমোদের আর বিরাম নাই।
খেজুর গাছ তেলপানা হয়েছে।
এক কথক একস্থানে কথকতা করিতেছিল। নরকবর্ণনের সময় সে ইহার ভীষণত্ব বর্ণন করিবার সময় বলিল, পাপীদিগের সেখানে অনন্ত দুর্গতি হইয়া থাকে। সেখানে কর্কশ খেজুর বৃক্ষের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার সময় পাপীর দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। সেখানে কথকের একজন রক্ষিতা স্ত্রীলোক ছিল; সে নরকে পাপীদিগের যন্ত্রণার কথা শুনিয়া রাত্রিকালে কথককে বলিল, আমি আর পাপ কর্ম্ম করিব না, উঃ খেজুর গাছের উপর দিয়া যখন টানিয়া লইয়া যাইবে, তখন কি যন্ত্রণা! কথক তখন প্রমাদ ভাবিয়া বলিল, ওরে পাগলি, খেজুর গাছ কি আর এখন সেইরূপ আছে, সত্যযুগ থেকে পাপীদিগকে টানিতে টানিতে "খেজুর গাছ এখন তেলপানা হয়েছে।"
খেতে পায়না পচা পুঁটি
হাতে প'রে হীরের আংটী।
পচা পুঁটি খাইবার সংস্থান যাহার নাই সে আবার হাতে আংটী পরিয়াছে। বাহ্য আড়ম্বর প্রদর্শন করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।
খেতে পেলে শুতে চায়।
একটা উপকার পাইয়া কেহ আরও উপকার পাইতে ইচ্ছা করিলে লোকে ইহা ব্যবহার করে।
খেদাই না, তোর উঠান চষি।
তোমাকে তাড়াইয়া দিব এ কথা বলি না, কিন্তু তোমার উঠানে চাষ করি। মুখে কিছু না বলিয়া কার্য্যতঃ লোকের অনিষ্ট করা।
খেয়ার কড়ি দিয়ে, ডুব দিয়ে পার হওয়া।
পার হইবার জন্ত নৌকা ভাড়া করিলাম, অথচ আপনাকেই ডুব দিয়া নদী পার হইতে হইল। যে পরিশ্রম লাঘবের জন্ত অর্থব্যয় করিলাম, কার্য্যতঃ সেই পরিশ্রমই করিতে হইল—অথচ অর্থব্যয়ও হইল।
খেয়ে দেয়ে যায় শুতে,
বিধাতা যে যায় মুলো চুরী করতে।
প্রলোভনে পড়িয়া পাপ করা।
খেলতে জানলে কানা কড়ি দিয়েও খেলা যায়।
যে কার্য্যে পারগ সে উপায়হীনতার জন্ত চিন্তা করে না; উপস্থিত উপাদানেও কার্য্য সমাধা করে।
খেলেও মরি না খেলেও মরি।
উভয় সঙ্কট অবস্থা।
খৈয়ে বন্ধনে পড়া।
কথিত আছে, জনৈক হাবা তাঁতি দুই হাত দিয়া একটি থাম বেষ্টন করে; পরে দুই হস্তে অঞ্জলি মিলিত করিয়া একজন লোকের প্রদত্ত খৈ তাহাতে ধারণ করে, পরে হস্ত দুইটি খুলিবার সময়ে বিপদে পড়ে—হাত খুলিতে গেলে খৈগুলি পড়িয়া যায়। নির্ব্বুদ্ধিতার জন্ত কষ্টে পড়িলে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।
খোঁটার জোরে মেড়া লড়ে।
খোঁটার বলে গাড়ল যুঝে।
পৃষ্ঠপোষক বা কোন প্রকার সহায় থাকিলে গুরুতর কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহসী ব্যক্তির সম্বন্ধে এই প্রবাদ উক্ত হয়।
খোঁড়ার পা খানায় (বা খালে) পড়ে।
যে যে বিপদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ, তাহার সেই বিপদই ঘটে।
খোদার খাসী।
মুসলমানে খোদার নামে উৎসর্গ করিয়া যে খাসী পালন করে, তাহাকে প্রচুর আহার দিয়া অতি যত্নে রাখে। হৃষ্ট পুষ্ট লোক সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।
খোষ খবরের ঝুটাও ভাল।
সুসংবাদ মিথ্যা হইলেও তাহা আপাততঃ শুনিতে সুখ-জনক।
খোষে তৈল নাই, কলাবড়ার সাধ।
যে বিষয়ে অভাব আছে, বা যাহা অবস্থায় কুলায় না, তৎসম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা করাই অন্তায়।

গ

গঙ্গা গঙ্গা না জানি কত রঙ্গ চঙ্গা।
অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু বড়ই সুন্দর বলিয়া লোকের ধারণা থাকে। "অমৃত যে কি পদার্থ খেয়ে দেখি না জল।"
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।
যাহা হইতে মহত্তর আর কিছু নাই, তুলনা করিতে হইলে তাহারই সহিত তুলনা ভিন্ন উপায় নাই। "তোমারই তুলনা নাথ তুমি এ মহীমণ্ডলে।"
গঙ্গা মড়া আনেন না।
যত দাও কিছুতেই তৃপ্তি হয় না।
গঙ্গায় ময়লা ফেল্‌লে গঙ্গার মহাত্ম্য যায় না।
নিন্দাবাদে মহতের মহত্ব নষ্ট হয় না।
গঙ্গার জল গঙ্গায় রৈল,
পিতৃপুরুষ উদ্ধার হ'ল।
পিতৃতর্পণকালে গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া আবার গঙ্গাতেই ফেলিতে হয়। বিনা অর্থব্যয়ে কার্য্যসিদ্ধি।
গজ কচ্ছপী।
ঘোরতর যুদ্ধ। পুরাণে গজকচ্ছপের ঘোরতর যুদ্ধের বিষয় বর্ণিত আছে।
গড়তে পারেন না একখান,
ভাঙ্গতে পারেন সাতখান।
নিজের উদ্ভাবনী শক্তি নাই, কিন্তু অপরের অনুষ্ঠিত কার্য্যে দোষারোপ করিতে বিলক্ষণ পটু।
গড্ডলিকা-প্রবাহ।
ভেড়ার দল। দলের একটা ভেড়া যে দিকে যায়, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া সকলগুলিই সেই দিকে গিয়া থাকে। নিজের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা না করিয়া অন্ধভাবে অপরের অনুকরণ।
গণ্ডূষ জলমাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে।
সফরী অর্থাৎ পুঁটি মাছ গণ্ডূষ জলে ফরফর্ করিয়া বেড়ায়। অসার-চিত্ত লোক।
গতর থাকিলে ভাত কাপড়ের দুঃখ কি।
পরিশ্রমে সমর্থ লোক স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে পারে।
গতর নাই চোপায় দড়,
মেঙ্গে খায় তার পালি বড়।
অলস অথচ কলহ করিতে প্রস্তুত; ভিক্ষা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, অথচ যে পালিতে চাউল ভিক্ষা করিবে সেটি ছোট নয়।
গতর পোষা।
গতর অর্থাৎ শরীর পোষণ করা। পরিশ্রম না করিয়া শরীরকে তোয়াজ করা, অলসভাবে কালযাপন করা।
গদাই লস্করী চাল।
কচ্চি কর্ব্বো, হচ্চে হবে, যাচ্চি যাব, এইরূপ ভাব। ক্ষিপ্রকারিতা-রাহিত্য।
গভীর জলের মীন।
স্থিরবুদ্ধি চাঞ্চল্যহীন ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযুজ্য।
গয়ার পাপ (বা ভূত) বিদায় করা।
গয়ায় পাপ করিলে তাহার খণ্ডন সহজে হয় না। গয়ায় পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোক প্রেতযোনি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে; সুতরাং গয়ায় যে ভূত উদ্ধার লাভ করে না, তাহার উদ্ধার সুকঠিন। যাহাকে সহজে তাড়াইতে পারা যায় না, তাহাকে তাড়ান।
গরজ বড় বালাই।
গরজ পড়িলে লোকে অপকর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হয় না।
গরজে গয়লা ঢেলা (বা ঢল) বয়।
গয়লার বাঁকে যদি এক দিকে দুধের হাঁড়ি থাকে, তাহা হইলে তার সমান রাখিবার জন্ত অপর দিকে ইট বা অন্ত ভারি জিনিস চাপাইতে হয়। আবশ্যক পড়িলে পরিশ্রম-সাধ্য অনাবশ্যক কার্য্য করিতে হয়।
গরব কর যৌবনের ভরে,
কাঁদতে হবে অম্বর ঘোরে।

যাহাকে লইয়া গর্ব্ব কর, তাহা চিরস্থায়ী নয়, তাহা চলিয়া গেলে দুঃখ পাইতে হইবে।

গরীবের কথা বাসী হলে ভাল লাগে (বা ফলে)
লোকে সামান্য ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করে না, পরে কিন্তু বুঝিতে পারে যে, তাহার পরামর্শ শুনিলে ভাল হইত।

গরীবের ঘোড়া রোগ।
"কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ" দেখ।

গরীবের রাং (বা রাংতাই) সোণা।
গরীব রাংতাকে সোণা বলিয়া মনে করে গরীবের যাহা আছে, তাহার পক্ষে তাহাই মূল্যবান্।

গরু, জরু, ধান, দেখ বিদ্যমান।
যার গো, স্ত্রী ও ধান্য আছে, সে সুখী ও সম্পন্ন। সমৃদ্ধির সকল লক্ষণই তার বর্ত্তমান রহিয়াছে।

গরু মারা বিদ্যে।
অবৈধ বা পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি।

গরু মেরে বামুনকে জুতা দান।
পাপ কার্য্যের সাহায্যে পুণ্যসঞ্চয়ের চেষ্টা।

গর্ত্তের সাপ খুঁচিয়ে বা'র করা।
সাপ গর্ত্তের মধ্যে ছিল, বিপদের কোন সম্ভাবনা ছিল না, তাহাকে খোঁচাইয়া বাহির করিয়া আনিয়া বিপদ্ ঘটান। অনুপস্থিত বিপদ্‌কে ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

গলা (বা গাল) টিপ্‌লে দুধ বেরোয়।
বয়স এত অল্প যে, এখনও গাল টিপ্‌লে দুধ বাহির হয়। শিশুর মুখে বুড়ার মত কথা শুনিলে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

গলা নেই গান গায়,
নাগ নেই শ্বশুরবাড়ী যায়।
উভয় কার্য্যই নিষ্ফল ও হাস্যাস্পদ।

গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করা।
বমি হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু গলায় আঙ্গুল দিয়া জোর করিয়া বমি করা। ইচ্ছা করিয়া অপ্রীতিকর কার্য্য করা।

গলায় গলায় পিরীত।
অতিমাত্রায় প্রীতি বা প্রণয়। (বিদ্রূপচ্ছলে প্রযুক্ত)।

গলার নীচে গেলে আর মনে থাকে না।
গলায় কাঁটা বিঁধিলে লোকে যন্ত্রণা পাইয়া দেবতার "মানত" করে, কিন্তু যখন সে কাঁটা নামিয়া যায়, তখন আর সে "মানতের" কথা মনে থাকে না। কার্য্য উদ্ধার হইলে লোকে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে বিস্মৃত হয়। অকৃতজ্ঞ লোক সম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়। "যে কুরুলে ছাঁদলায় লাথি।"

গাঁ বড় তার মাঝের পাড়া,
নাক নাই তার নাক নাড়া।
যাহার যাহা নাই, সেই সম্বন্ধে আস্ফালন করা।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।
গ্রামের লোকসকল আপনাদের অপেক্ষা যাহাকে বড় বিবেচনা করে, সেই মোড়লের পদে অধিষ্ঠিত হয়। অপরের উপর অযাচিতভাবে কর্ত্তৃত্ব করিবার চেষ্টা হলে ইহার প্রয়োগ হয়।

গেঁয়ো যুগী ভিক পায় না।
লোকে বিদেশে যেমন আদর পায়, স্বদেশে তেমন পায় না। "A prophet is not without honor save in his own country."

গাইতে গাইতে গা'ন, বাজাতে বাজাতে বা'ন।
গান গাহিতে গাহিতেই লোক গায়ক, এবং বাজাতে বাজাতেই বাদক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। "Practice makes perfect."

গাই নাই ত বলদ দুয়ে দে।
যেমন করিয়া হউক, খাটাইয়া লইয়া পারিশ্রমিক দেওয়া, তা সে কাজ সঙ্গত হউক বা নাই হউক।

গাঙ্গে গাঙ্গে দেখা হয় ত
বোনে বোনে দেখা হয় না।
বহুদূর ব্যবহিত নদীদ্বয়ের মিলন বরং সম্ভবপর, কিন্তু সহোদরা ভগিনীদ্বয়ের মিলন সম্ভবপর নয়।

গাছ থেকে ফল ভারী নয়।
যে যাহা হইতে উৎপন্ন, সে তাহা হইতে গুরু নয়। "The whole is greater than the part."

গাছ থেকে পড়ে গেল জন পাঁচ সাত।
যার যেখানে ব্যথা সে সেখানে দেয় হাত।
"The wearer exactly knows where the shoe pinches."

গাছে উঠতে পারে না, বড় ছানাটি আমার।
পরিশ্রম না করিয়া অপরের শ্রমলব্ধ বস্তু পাইবার অভিলাষ করা। ছানা—পক্ষিশাবক।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।
"Building castles in the air."
যাহা পাইব কি না কিছুই স্থিরতা নাই, তৎসম্বন্ধে কৃত-নিশ্চয় হওয়া। "কালনেমির লঙ্কাভাগ।"

গাছে গরু চরান, মুখে ধান শুকান।
উভয় কার্য্যই অসম্ভব।

গাছে তুল্‌তে সবাই আছে, নামাতে কেউ নাই।
বিপজ্জনক কার্য্য করিতে উৎসাহ দানে সকলেই তৎপর, কিন্তু বিপদ্ ঘটিলে রক্ষা করিতে কেহই অগ্রসর হয় না।

গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া।
বিপজ্জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া উদ্ধারের উপায় হইতে বঞ্চিত করা।

গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি।
অত্যধিক আশা করা।

গাছের খাই তলারও কুড়াই।
গাছে যেটা আছে সেটাও ভোগ করিব, আর তলায় যাহা পড়িয়াছে তাহাও লইব। সকল রকমেই লাভের চেষ্টা করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

গাছের পাড়া, তলার কুড়ান।
(উপরের প্রবাদটি দেখ)।

গাজনের নেই ঠিকানা,
শুধুই বলে ঢাক বাজানা।
কোথায় কিছুই নাই, কেবল "সরগরম" করা।

গাড়ি কাপর না, না কাপর গাড়ি।
অবস্থা-বিপর্য্যয়। না—নৌকা।

গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা।
যে স্বভাবতঃই নির্ব্বুদ্ধি, তাহাকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি করা (সুকঠিন)।

গাধা সকল বইতে পারে,
ভাতের কাটি বইতে নারে।
বহন-সাধ্য বোঝার উপর ভার বহা চলে না। "The last straw breaks the camel's back."

গায়ে উড়ে খড়ি, কলপ দেওয়া দাড়ি।
তেল মাখা যাহার অবস্থায় কুলায় না, তাহার বাহ্য-আড়ম্বর হাস্যজনক।

গায়ে গু মাখ্‌লে যমে ছাড়ে না।
যতই চেষ্টা কর না কেন, যমের হাত এড়াইবার উপায় নাই। বিপদ্ এড়াইবার যতই চেষ্টা কর না, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই। অদৃষ্ট ফলিবেই।

গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়ান।
নির্ভাবনায় বাবুয়ানা ও স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়ান।

গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, মাথায় ফুলেল তেল।
"এদিক নাই ওদিক আছে"।

গাল বাড়ায়ে চড় খাওয়া।
সখ্ করিয়া বিপদ্ ডাকিয়া আনা; জানিয়া শুনিয়া বা নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ অপমানিত হওয়া।

গিন্নির উপর গিন্নিপনা, ভাঙ্গা পিঁড়ের আলপনা।
প্রভুর উপর প্রভুত্ব করিতে গেলে কেহই তাহাকে মানে না। ভাঙ্গা পিঁড়েয় আলপনা দেওয়া হইলে তাহা ব্যবহারযোগ্য হয় না।

গিন্নির পাপে গৃহস্থ নষ্ট।
গৃহিণী অকর্ত্তব্য কার্য্য করিলে সংসার সুখের হয় না।

গিন্নির হাতে রাঙ্গা পলা,
বৌয়ের হাতে সোণার বালা।
সংসারের যেরূপ অবস্থা, সকলেরই সেই অবস্থানুসারে চলা উচিত।

গিল্‌তেও পারে না, ছাড়তেও পারে না।
উভয় সঙ্কটে পড়া। "সাপে ছুঁচো ধরা।"

গুটি পোকা গুটি করে,
নিজের ফাঁদে নিজে মরে।
আপনার ফাঁদে আপনি পড়া। "The Engineer hoisted with his own petard."

গুড় অন্ধকারেও মিষ্ট লাগে।
গুড় আলোতে খাইতে যেমন, অন্ধকারে খাইতে ঠিক সেইরূপ মিষ্ট। যাহা ভাল, তাহা সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই ভাল।

গুড় দিয়ে খেলে গুণচটও মিষ্ট লাগে।
মনুষ্যের অখাদ্য খাদ্যও তরিবাৎ করিয়া রাঁধিলে খাইতে সুস্বাদ হয়। ভালর সংস্রবে মন্দও ভাল হয়।

গুড়-ব্যাঘ্র।
সকল ভাষাকে সাধুভাষার আবরণে উপস্থিত করা। কথিত আছে, "কোথায় যাইতেছ?" এই প্রশ্ন জনৈক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল "ধূলী গ্রামে" (অর্থাৎ "বালি" গ্রামে)। "কাহার বাড়ীতে?" উত্তর—নামটি মনে আসিতেছে না, নামটিতে মিষ্টত্ব ও ভয়ানকত্ব আছে—হাঁ হাঁ, "গুড়-ব্যাঘ্র" ভবনে, (অর্থাৎ মধু সিংহের বাড়ীতে)।

গুণ যার আছে পেটে,
সে কি কখন চটে উঠে?
প্রকৃত গুণী শান্ত-প্রকৃতি হয়।

গুণে নুন দিতে নাই।
নির্গুণ ব্যক্তি সম্বন্ধে বিদ্রূপচ্ছলে প্রযুক্ত হয়।

গুণের ঘাট নাই।
ঘাট—ঘাটতি, কমতি, হ্রাস; অথবা ঘাট—সীমা (ঘাটই পুষ্করিণীর সীমা)। নির্গুণ ব্যক্তি বা যে কোন অপকর্ম্ম করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে বিদ্রূপচ্ছলে প্রযুজ্য।

গুপ্ত কথা ব্যক্ত করতে নাই।
গোপ্যকে গোপন না করিলে অনিষ্ট হয়।

গুয়া বনে ঢিল মারা।
গুয়া বনে অর্থাৎ বিষ্ঠাপূর্ণ স্থানে ঢিল মারিলে আপনার গায়েই ছিট্‌কাইয়া লাগে। ছোট লোককে ঘাঁটাইলে নিজে-কেই অপমানিত হইতে হয়।

গুয়ের এ পিঠ ও পিঠ।
গুয়ের দুপিটই সমান। উভয়েই অপকৃষ্টতা বিষয়ে তুল্যমূল্য।

গুয়ে বলে গোবরা দাদা,
তোর গায়ে বড় গন্ধ।
চালুনী বলে ছুঁচ তোর......কেন ছেঁদা।
"The pot calls the kettle black."

গুয়ে বলে নরকে দাদা,
লোকের নাম কি থাকে বনমালী?
"চালুনী বলেন ছুঁচ ভায়া তোমাত পিছে কেন ছেঁদা।"

গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে,
সে জন নরকে মজে।
গুরু ছাড়িয়া স্বয়ং গোবিন্দকে ভজনা করিলেও পুণ্যলাভ হয় না। ইষ্ট গুরু সর্ব্ব প্রথমে পূজ্য।

গুরু মারা বিদ্যে।
বিদ্যায় শিক্ষককে অতিক্রম করা। (বিদ্রূপ ছলে ব্যবহৃত)।

গুরুর কথা না শুনে কানে,
প্রাণ যায় তার হেঁচকা টানে।
গুরুজনের উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে বিপদে পড়িতে হয়।

গৃহ স্থির আগে করে,
গৃহিণীর স্থির তার পরে।
আগে গৃহ স্থির করিবে, পরে বিবেচনা করিয়া বিবাহ করিবে। পূর্ব্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়া কোন কাজ করিবে না।

গেঁয়ে যোগী ভিক্ পায় না।
স্বদেশে বা স্বজন মধ্যে গুণশালী ব্যক্তিরও আদর নাই। "A prophet is not without honor save in his own country."

গেরস্ত কাওরা শোরে কড়ি।
গৃহস্থ কাওরা শূকরব্যবসায়ে লাভবান্ হয়। নীচ ব্যবসায় হইলেও জাতি ব্যবসায় ত্যাগ করিতে নাই।

গোঁগা ছেলের নাম তর্কবাগীশ।
গোঁগা—যে মূক স্পষ্টভাবে কথা কহিতে পারে না, "গোঁ" "গাঁ" করিয়া ইঙ্গিতে মনের ভাব জানায়। (বিদ্রূপচ্ছলে প্রযুক্ত)।

গোঁপ (গোঁফ) খেজুরে।
এক কুঁড়ে গাছে উঠিয়া খেজুর পাড়িতে পরিশ্রম হইবে বিবেচনা করিয়া গাছতলায় পড়িয়া রহিল। আশা এই যে, যদি দৈবক্রমে এক আধটা খেজুর তাহার মুখে আসিয়া পড়ে। অনেকক্ষণ শুইয়া থাকিবার পর একটা খেজুর তাহার গোঁফের উপর আসিয়া পড়িল। হাতটা বাহির করিয়া খেজুরটা মুখের মধ্যে দিলে খাওয়া চলিতে পারে, কিন্তু অত পরিশ্রম করিতে গোঁপ-খেজুরে কাতর। সেই সময় সেইখান দিয়া এক ব্যক্তিকে যাইতে দেখিয়া কুঁড়ে বলিল, ভাই, যদি দয়া করিয়া পা দিয়া খেজুরটা মুখের মধ্যে ফেলিয়া দাও, তবে বড় উপকার করা হয়। অত্যন্ত অলস ব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয়া ইহা ব্যবহৃত হয়। [পি পু ফি শু দেখ]।

গোঁফে আটা মুখে তেল।
গোঁফে আটা লাগিয়াছে, মুখে তেল দিয়া লাভ নাই। উপযুক্ত স্থলে কোন বস্তু প্রয়োগ না করিলে কোন ফল হয় না।

গোঁয়ার গোবিন্দ।
হঠকারী "ষণ্ডামার্ককে" গোঁয়ার গোবিন্দ বলে।

গোঁয়ারের মরণ গাছের আগায়।
"বেদের মরণ সাপের হাতে"; হঠকারীর বিপদ্ গোঁয়ার্ত্তুমিতে হয়।

গোকুলের ষাঁড়।
বৃন্দাবনে ষাঁড়ের বড় মান্য, অপরাধ করিলেও দণ্ডিত হয় না। যে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া নির্ভাবনায় বিচরণ করে, এবং অপরের অনিষ্ট করিলেও শাস্তি পায় না, তাহার সম্বন্ধেই ইহা প্রয়োগ করা হয়।

গোজন্ম ঘুচে গন্ধর্ব্বজন্ম হ'ল।
দুরবস্থা হইতে অপ্রত্যাশিত সুখের অবস্থা-প্রাপ্তি।

গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।
জ্ঞাতসারে অপরের অনিষ্ট করিয়া পরে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। "লাথি মেরে পায়ে ধরা।"

গোণা গরু বাঘে ধরে (বা নেয়) না।
সুরক্ষিত দ্রব্য নষ্ট হয় না। "সাবধানের বিনাশ নাই।"

গোদা পায়ে আল্‌তা।
হাস্যাস্পদ হওয়া।

গোদা পায়ের লাথি।
গোদা পা মোটা, সে পায়ের লাথি বড়ই লাগিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়, কিন্তু বাস্তবিক লাগিবার কোন ভয় নাই। অমূলক ভয়।

গোদা বাড়ি ছাঁদন দড়ি, এখন তুমি কার,
না যখন যার কাছে থাকি, তখন আমি তার।
ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য, পরের তোষামোদ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, এইরূপ লোক সম্বন্ধে প্রযুজ্য।

গোদের উপর বিষফোড়া।
গোদই কষ্টদায়ক, তাহার উপর আবার বিষফোড়া হইলে বড়ই যন্ত্রণাদায়ক হয়। বিপদের উপর বিপদ্।

গোপাল সিংহের বেগার।
অর্থলাভ নাই, কেবল পরিশ্রমই সার। বাধ্য হইয়া এমন কাজ করা যাহাতে পরিশ্রম আছে, অথচ নিজের কোন লাভ নাই।

গোবর গণেশ।
স্থূল-বুদ্ধি লোককে গোবর-গণেশ বলে।

গোবর গাদায় পদ্মফুল।

গোবরে পদ্মফুল।
"দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।" "A primrose in the dung-hill". নীচবংশে উচ্চ-মনার আবির্ভাব।

গোবরে পোকার পদ্মমধু খেতে সাধ।
মধুকরই পদ্মমধু খাইবে, গোবরে পোকা গোবরেই থাকিবে। নীচের উচ্চাভিলাষ স্থলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

গোভাগ্য নাই, এঁটুলী ভাগ্য আছে।
এঁটুলী—গরুর গায়ে উৎপন্ন কীটবিশেষ।

একে গরু দুধ দেয় না, তার উপর আবার পোকাবুক্ত। লোকে ভাল অংশ না পাইয়া মন্দ অংশ পাইলে তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

গো মড়কে মুচির পার্ব্বণ।
"কারও সর্ব্বনাশ, কারও পৌষমাস।"

গৌর হতে বাকী অনেক দিন।
তোমার পক্ষে পুণ্যাত্মা হওয়া সুকঠিন।

গোলে মালে চণ্ডীপাঠ।
যখন গোল হয়, তখন চণ্ডীপাঠ ঠিক হইতেছে কি না তাহা কেহ ধরিতে পারে না। কাজে ফাঁকি দেওয়া।

গোলে হরিবোল।
কাজে ফাঁকি দেওয়া; অপরের সঙ্গে যোগ দিয়া গোলমাল করিয়া কাজ সারা।

গ্রহণ লাগ্‌লে সবাই দেখে।
লোকে বিপদে পড়িলে সকলেই তাহাতে উল্লাস দেখায়।

গ্রহণের চাঁদ।
সকলেরই লক্ষ্য।

গ্রামের নাম তেঘরে,
তার উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া।
তেঘরে—যেখানে তিনখানি মাত্র ঘর আছে। অতি ক্ষুদ্র বস্তুর বিভাগ করা চলে না।

ঘ

ঘটকালী করতে গিয়ে বিয়ে করে এল।
অপরের কাজ করতে গিয়ে নিজের কাজ হাসিল করা।

ঘট গড়তে পারে না মেটের বায়না নেয়।
ক্ষুদ্র কার্য্যে অক্ষম লোকের বৃহৎ কার্য্য করিতে চেষ্টা পাওয়া বিড়ম্বনামাত্র।

ঘটিরাম ডেপুটি।
নির্ব্বুদ্ধি বিচারক। ("ঘটিরাম ডেপুটীর চিত্র" সধবার একাদশীতে চিত্রিত হইয়াছে)।

ঘটি কেনা, গঙ্গাস্নান।
দুই কাজ একসঙ্গে সারা। "রথ দেখা কলা বেচা"। "Killing two birds with one stone."

ঘড়িকে ঘোড়া ছোটা।
মুহূর্ত্তমধ্যে কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা। মুহূর্ত্ত-মধ্যে মত পরিবর্ত্তন।

ঘণ্টা বাজিয়ে দুর্গোৎসব, ইথু পুজোয় ঢাক।
দুর্গোৎসব বড় উৎসব, তাহাতে ঘণ্টা বাজান, আর ইথু পুজা ছোট পুজা, তাহাতে ঢাক বাজান। যেমন কার্য্য তাহার অনুরূপ ব্যবস্থা না করিয়া বিপরীত ব্যবস্থা করা।

ঘন দুধের ফোঁটা,
বড় মাছের কাঁটা।
ঘন দুধ বা বড় মাছ প্রচুরপরিমাণে খাইতে না পাইলেও, উভয়ই বাঞ্ছনীয়। উৎকৃষ্ট বস্তুর অল্পও প্রার্থনীয়।

ঘরচোরকে পেরে (বা এ টে) উঠা দায়।
বাড়ীর লোক চোর হইলে তাহার হাত হইতে কোন মতেই নিস্তার পাওয়া যায় না। আপনার লোক অনিষ্টকারী হইলে সে অনিষ্ট নিবারণ করা সুকঠিন।

ঘরজামায়ের পোড়ারমুখ,
মরা বাঁচা সমান সুখ।
ঘরজামাই ঘৃণ্য জীব, তাহার জীবনে কখন সুখ হয় না।

ঘরজ্বালানে পর ভুলানে।
যে ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই অনিষ্টকারী।

ঘর থাকতে বাবুই ভিজে।
বাবুই পাখীর বাসা আছে, কিন্তু বৃষ্টির সময়ে সে সেখানে প্রবেশ করে না। ইচ্ছা করিয়া অসুবিধা ভোগ করা।

ঘর নেই দরজা বাঁধে,
মাগ নাই ছেলের জন্ম কাঁদে।
নিষ্ফল কার্য্য সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।
যে একবার ঠেকেছে, সে সেই কাজে আর দ্বিতীয়বার এগোয় না। "A burnt child dreads the fire."

ঘর পোড়ার কাঠ।
"যথালাভ।"

ঘর বাঁধতে দড়ি, বিয়ে কত্তে কড়ি।
দড়ি না হইলে ঘর বাঁধা যায় না, আর কড়ি না হইলে বিয়ে করা যায় না। উপকরণ বা উপায় ব্যতীত কোন কার্য্যই হয় না।

ঘর বাঁধবে ছাইবে না,
ধার দিবে চাইবে না।
উভয় কার্য্যেই কর্ত্তার লোকসান।

ঘরভেদেই রাবণ নষ্ট।
গৃহশত্রুই বিনাশের কারণ।

ঘরমুখো বাঙ্গালী, রণমুখো সিপাই।
বাঙ্গালী ঘরমুখো হয়, আর সিপাহী যুদ্ধ করিবার জন্ম অগ্রবর্ত্তী হয়। সকলেই আপ-নার স্বভাব অনুসারে চলে।

ঘর-সন্ধানী বিভীষণ।
রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ রামচন্দ্রের সহিত যোগদান করিয়া রাবণকে নষ্ট করেন। গৃহশত্রুকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট।
রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ রামচন্দ্রকে রাবণ সম্বন্ধে গুপ্ত সংবাদ দিয়া নষ্ট করিয়াছিল। গৃহশত্রুই বিনাশের মূল।

ঘরামীর ঘর ছেঁদা (বা ঘরে জল পড়ে)।
যে আপনাকে রক্ষা করিতে জানে না, সে পরকে রক্ষা করিতে পারে না।

ঘরে ঘরে চুরী, তাই প্রাণ ধরি।
কেবল আমার ঘরে নয়, সকল ঘরে চুরী হইতেছে, এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকি। সকলের একই রূপ দুরবস্থা, তাই সান্ত্বনা।

ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন, বাহিরে কোঁচার পত্তন।
গৃহে অন্ন-সংস্থান নাই, বাহিরে "লম্বাই চওড়াই" দেখান।

ঘরে থাক্‌তে নানা নিধি,
খেতে দেয় না দারুণ বিধি।
ঘরে নানা আহারীয় বস্তু আছে, কিন্তু এমন দুরদৃষ্ট যে, কিছুই খাইবার উপায় নাই। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন না থাকিলে কোন সুখই ভোগ হয় না।

ঘরে নাই অষ্টরম্ভা, বাহিরে কোঁচা লম্বা।
গৃহে অন্ন নাই, বাহিরে খুব "সরগরম"। "ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন, বাহিরে কোঁচার পত্তন।"

ঘরে নাই দশটি, পথে পথে কষ্টি।
যার ঘরে দেখিবার কেহ নাই সে নির্ভাবনায় বাহিরে আনন্দ করিয়া বেড়াইতে পারে। অথবা ঘরে দশ কড়ার সংস্থান নাই, বাহিরে অবস্থা গোপন করিয়া "ফুর্ত্তি" করিয়া বেড়ান।

ঘরে নাই ভাত, কোঁচা তিন হাত।
অন্নহীনের বাহিরে আস্ফালন।

ঘরে নাই ভাঙ্ (বা ভাজা) ভুজা,
নিত্য করেন গোঁসাই পুজা।
যাহার অন্ন নাই, তাহার পক্ষে ব্যয় করা সুকঠিন।

ঘরে বসে রাজা উজীর মারা।
ঘরে বসেই বাহ্বাস্ফোট করা, অপরের সম্মুখে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য নাই। ভীরুতা লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হয়।

ঘরে বসে রাজার মাকে ডাইনী বলা।
বাহিরে কাহারও কুৎসা করিবার সাহস নাই। অপরের অগোচরে তাহার কুৎসা করিতে সকলেই পারে—কারণ তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

ঘরে বসিয়ে মাহিনে দেয়,
এমন মনিব কোথায় পায়।
কাজ না করাইয়া ঘরে বসে বেতন দেয় এমন মনিব কোথায় পাওয়া যায়। অর্থলাভ করিতে হইলে, পরিশ্রম করিতে হইবে।

ঘরে বাহিরে একমন, তবে হয় কৃষ্ণ ভজন।
মন সংযোগ না করিলে ঈশ্বর আরাধনা হয় না।

ঘরে ভাত নেই, বস্তে ঘাট নেই।
মৌখিক বস্ত্র লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হয়।

ঘরের ইঁদুর বাস কাটলে ধরে রাখে কে?
আপনার লোকে অনিষ্ট করিলে, তাহা নিবারণ করা সুকঠিন।

ঘরের কড়ি দিয়ে নায় ডুবে মরা।
ঘরের পয়সা দিয়া নৌকা ভাড়া করিলাম, অবশেষে নৌকায় আসিয়া জলে ডুবিয়া মরিলাম। অর্থও গেল, প্রাণান্তও হইল।

ঘরের কত সুখ,
পৌষ মাস দেখে ঘরের দুঃখ।
পৌষমাসে চাষার সচ্ছল হয়; সেই মাসে যদি সে প্রচুর পরিমাণে ধান্য সংগ্রহ করিতে না পারে, তবে তাহাকে দুঃখ পাইতে হয়
ঘরের কথা বাহিরে কহিতে নাই।
"Never wash your dirty linen before the public."
ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান।
পারিশ্রমিক না লইয়া কোন পরিশ্রম করা। নিজের কোন লাভ নাই, এমন কাজ করা।
ঘরের গাছ পেটের বাছা।
ঘরে রোপিত গাছ আর পেটের সন্তান, উভয়েই প্রিয় ও আদরণীয়।
ঘরের ঢেঁকিই কুমীর।
ঘরে যে ঢেঁকি ছিল, সেই অবশেষে কুমীর হইয়া আমায় জলে টানিয়া লইয়া গেল গৃহশত্রুকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।
ঘরের ভাত খেয়ে বিলের মহিষ তাড়ান।
যাহাতে কোন লাভ নাই এমন কাজে লিপ্ত থাকা। "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান।"
ঘরের ভাত দিয়ে শকুনি পোষে,
গোয়ালে গরু টেঁকে বসে।
কুলোক যত্নপালিত হইলেও সে অনিষ্ট করিবার অবসর অন্বেষণ করিতে বিমুখ হয় না।
ঘরের মধ্যে তিনজন, হেগে গেল কোন্‌জন।
তিনজনের মধ্যে একজন অবশ্য এ কাজ করেছে। যাহা স্বতই প্রমাণিত হয়, তৎসম্বন্ধে বিতণ্ডা করা নিষ্ফল।
ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।
ইচ্ছা করিয়া নিজের অমঙ্গল সাধন করা।
ঘরের যাঁড়ে পেট কাঁড়ে।
আপনার লোকেই অনিষ্ট করে।
ঘরে শাক-সিজানা, বাহিরে বাবুয়ানা।
সিজানা—সিদ্ধ করা। "ঘরে অষ্টরম্ভা, বাহিরে কোঁচা লম্বা।"
ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে পাথরও ক্ষয়ে যায়।
"Much rain wears the marble."
ঘষে মেজে রূপ, জোর করে সোহাগ।
স্বাভাবিক রূপ যদি না থাকে, তবে যতই ঘষ না কেন, সুন্দর হইবে না; আর যদি মনে আন্তরিক অনুরাগ না থাকে, তবে যতই জোর কর না কেন, প্রণয় হইবে না। উভয় চেষ্টাই বিফল। যাহা হইবার নয়, শত চেষ্টায়ও তাহা হইবে না।
ঘাটের নৌকা ঘাটে রৈল,
কাণ্ডারী কোথায় পালিয়ে গেল।
ঘাটের নৌকা ঘাটেই রহিয়াছে, যে নৌকা চালাইবে, সেই কাণ্ডারী কিন্তু কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কোন কার্য্যে কাহাকেও প্রবৃত্ত করিয়া তাহাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করা।
ঘাড়ে ভুত চেপেছে।
কুবুদ্ধি ঘটিয়াছে।
ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল।
জ্বর ছাড়িবার পূর্ব্বে ঘাম হয়, ঘাম বাহির হইবার পরেই জ্বর হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি লাভ।
ঘায়েই মাছি বসে।
কোন দুষ্কার্য্য করিলে লোকের তাহাতে সহজেই আকৃষ্ট হয়।
ঘা শুকালে চিহ্ন থাকে।
ঘা শুকাইলে আরাম হইয়া যায়, কিন্তু চিহ্ন রাখিয়া যায়। কোন দুষ্কার্য্য করিলে, একেবারে তাহা অপর লোকের মন হইতে দূরীভূত হয় না।
ঘি আদুড়, ঘোল ঢাকা।
মূল্যবান্ ঘৃতকে অনাবৃত অবস্থায় রাখা হইয়াছে, আর অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের ঘোল ঢাকা দিয়া রাখা হইয়াছে। অধিকতর মূল্যবান্ বিষয়ে মনোযোগ নাই, আর সামান্য বিষয়ে দৃষ্টি থাকিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।
ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাতা,
তবু না যায় তার জাতের জাতা।
যত চেষ্টা কর স্বভাব কখন পরিবর্ত্তিত হয় না। "স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে।"
ঘি ভাত খেতে ঠোঁট পুড়লো।
উৎকৃষ্ট বস্তুতে লোভ করিতে গিয়া অনিষ্ট ঘটিল।
ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে,
তোমার একদিন আছে শেষে।
ঘুঁটে পুড়িতেছে, আর গোবর হাসিতেছে। গোবর ভুলিয়া গিয়াছে যে, গোবরকেও একদিন ঘুঁটে হইয়া পুড়িতে হইবে। কোন লোক অপরে যন্ত্রণাভোগ করিতেছে দেখিয়া—যে যন্ত্রণা কিছুক্ষণ পরে তাহাকেও ভোগ করিতে হইবে, আনন্দ করিলে ইহা প্রযুজ্য। He laughs best who laughs last."
ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি।
কেবল ঘুঘুই দেখিয়াছ, কিন্তু ঘুঘু যে ফাঁদে পড়িয়া ছটফট্ করে সে ফাঁদ দেখ নাই। কার্য্যের প্রথম অংশের সুখ অনুভব করিয়াছ, কিন্তু পরিণাম যে কিরূপ ক্লেশ-দায়ক, তাহা এখনও বুঝিতে পার নাই।
ঘুন্‌সীতে কি করে, মুদোয় প্রাণ কেড়ে নেয়।
অংশবিশেষের উৎকর্ষ সমস্ত বিষয়ের অপকর্ষ চাপা দেয়।
ঘুম নাই যোগীর, আর ঘুম নাই রোগীর।
যোগী যোগ সাধন করে, তাহার ঘুম নাই; আর রোগী রোগের যন্ত্রণায় ঘুমাইতে পারে না। উভয়েই নিদ্রাশূন্য।
ঘুমন্ত বাঘকে চিইও না।
নিদ্রিত ব্যাঘ্রের চৈতন্য সম্পাদন করিও না। প্রবল শত্রুকে উত্তেজিত করিবে না। Do not rouse the sleeping lion.
ঘুমন্ত শৃগালে শিকার ধরে না।
অলস লোকে কোন কার্য্য সাধন করিতে পারে না। "The sleeping cat catches no mice."
ঘুষ পেলে আমলা তুষ্ট।
সকলেই অবস্থার অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা করে।
ঘোড়া চিনি কাণে, দাতা চিনি দানে,
মানুষ চিনি হালে, আর মণি চিনি জলে।
কাণ দেখিয়া ঘোড়ার শ্রেষ্ঠতা বা অশ্রেষ্ঠতা নিরূপিত হয়; দানকার্য্যেই দাতাকে চেনা যায়; অবস্থা দেখিয়া মানুষ চেনা যায়; আর হীরকাদি রত্নের জল (water) দেখিয়া চেনা যায়।
ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া।
যাহার সহায়তায় অপরের নিকট কোন কার্য্যসাধন জন্য প্রার্থিত হইয়াছ, তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া সাক্ষাৎভাবে সেই অপরের নিকট ফললাভের চেষ্টা করা।
ঘোড়া থাকলে চাবুকের ভাবনা।
ঘোড়ার যোটাযোট হইলে আর চাবুকের জন্য ভাবনা করিতে হয় না। বেশীটা পাওয়া গেলে, অল্পটার জন্য ভাবনা নাই।
ঘোড়া দেখ্‌লেই খোঁড়া।
বেশ হাঁটিয়া যাইতেছে, যেইমাত্র একটা ঘোড়া দেখিতে পাইল, অমনই খোঁড়া হাওয়ার ভাণ করিয়া সেটি চড়িয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইল। বিলাসপ্রিয় অলসের উদ্দেশে প্রযুক্ত।
ঘোড়া ভেড়ার একদর।
"খুড়ি মিছরীর একদর"। শ্রেষ্ঠতায় আদর নাই।
ঘোড়া কামড় ছাড়তে জানে না।
শরীরের কোন স্থানে ঘোড়া কামড়াইলে, সে স্থান হইতে সে শীঘ্র দাঁত তুলিয়া লয় না। "নাছোড়বান্দা" উদ্দেশে কথিত।
ঘোড়ার গোয়ালে ভেড়া ঢোকা।
শ্রেষ্ঠের সহিত নিকৃষ্টের মিলনস্থলে ব্যবহৃত।
ঘোড়ার ঘাস কাটা।
বৃথা কার্য্যে সময় ক্ষেপণ করা।
ঘোড়ার ডিম।
কিছুই নয়। "আকাশ কুসুম।" "A mare's nest."
ঘোড়ার পেট, গাধার পিট,
খালি থাকে কদাচিৎ।
ঘোড়ার জঠরানল বড়ই তীব্র; সুতরাং

সর্ব্বদাই ইহাকে আহার দিতে হয়। ("As hungry as a horse)." গাধার ভার বহিবার বিরাম নাই।

ঘোড়া হলে চাবুক আট্‌কায় না।
বড়টা হইলে, ছোটটার জন্ত ভাবিতে হয় না—সেটা সহজেই হয়।

ঘোমটার মধ্যে (বা ভিতরে) খেমটা নাচ।
ঘোমটা লজ্জার চিহ্ন, কিন্তু সেই ঘোমটা মুখে দিয়া তাহার ভিতর নানারূপ লজ্জাজনক আচরণ সাধন। গোপনে কুৎসিত আচরণ।

ঘোর কলিকাল।
(পাপাচারীর উদ্দেশে ব্যবহৃত)।

ঘোল কুল কলা, তিনে নষ্ট গলা।
ঘোল, কুল ও কলা এই তিনটী দ্রব্য খাইলে গলা খারাপ হইয়া যায়। গায়কের পক্ষে এই তিনটি দ্রব্যের ব্যবহার অনিষ্টকর।

ঘোল খাবেন রামকৃষ্ণ,
কড়ি দিবেন কালী (বা নিধি)।
একজনের সুখের জন্ত অপরকে অর্থব্যয় করিতে হইলে এই প্রবাদটি তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

চ

চক্ চক্ করলেই সোণা হয় না।
বাহ্য দৃশ্যে কোন বিষয় সঠিক বোঝা যায় না। "All that glitters is not gold."
"Appearances are not to be trusted."

চক্ষু থাকিতে কাণা (বা অন্ধ)।
যাহার বুঝিবার সামর্থ্য থাকিলেও বুঝিতে চায় না। "None is so blind as will not see."

চক্ষু লজ্জার মাথা খাওয়া।
একেবারে লজ্জাহীন হইয়া কোন কথা বলা বা কোন্ কাজ করা।

চক্ষে চক্ষে যতক্ষণ,
প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ।
অস্থায়ী-প্রণয় ; চক্ষুর অগোচরে গেলে আর মনে থাকে না।

চক্ষে দেখ্‌লে শুন্‌তে চায়,
এমন নির্ব্বোধ আছে কোথায়।
যে উপস্থিত চাক্ষুষ প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া শোনা কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে চায়, সে অতি নির্ব্বোধ।

চক্ষে সরিষার ফুল দেখা।
বিপদে একেবারে উপায়হীন হইয়া স্তম্ভিত হওয়া। "To see stars."

চখের আড়াল হলেই মনের আড়াল হয়।
"Out of sight is out of mind."

চখের বালি।
যে বিরক্তি উৎপাদন করে। "An eye-sore."

চড় মেরে গড়।
ইচ্ছা করিয়া লাথি মেরে ক্ষমা প্রার্থনা।

চড় মেরে চড় খাওয়া।
ইচ্ছা করিয়া বিপদ্ ডাকিয়া আনা।

চড়ুকে হাসি।
যে বুক পিঠ ফুঁড়িয়া চড়কগাছে পাক খাইতেছে, সে নিশ্চয়ই যন্ত্রণা পাইতেছে, সুতরাং তাহার হাসি কেবলমাত্র লোক দেখান। "কাষ্ঠ হাসি।"

চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়োয়, রামা চড়ে ঘোড়া।
ভদ্রলোকে কষ্ট পায়, আর ইতর লোকে সুখ ভোগ করে—এইরূপ ঘটনাস্থলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

চতুরের কাছে চতুরালী।
"সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি।" Greek meets a Greek."

চতুরের ফতুর।
অতিমাত্রায় চতুর হইলে তাহাকে অবসন্ন হইতে হয়।

চ'তে গুরু ম'তে শিষ্য।
যেমন গুরু তেমনই শিষ্য ; উভয়েই সমান।

চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল জোনাকী ধরে বাতি।
হাস্যাস্পদ কার্য্যস্থলে ব্যবহৃত।

চম্পট দেওয়া।
সরিয়া পড়া।

চল্‌তে না জানলেই উঠান বাঁকা।
নিজে অকৃতকার্য্য হইয়া অপরের দোষ দেওয়া। "A bad workman quarrels with his tools."

চলতে পারে না তার বন্দুক ঘাড়ে।
একটি সামান্ত কাজ করিতে যে অসমর্থ, তাহাকে শক্তিসাপেক্ষ অপর কাজ করিতে দেওয়া।

চলেছ যদি বঙ্গে কপাল যাবে সঙ্গে।
যেখানেই যাওনা কেন, যাহা অদৃষ্টে আছে তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে।

চল্লেই চল্লিশ বুদ্ধি,
না চল্লেই হতবুদ্ধি।
যখন শুভাদৃষ্টবশতঃ কাজ চলে, তখন নানারূপ ফন্দী ফিকির বাহির হয়, আর সব ফন্দী ফিকিরেই কিছু না কিছু কাজ হয় ; আর যখন দুরদৃষ্টের সঞ্চার হয়, কোন ফন্দীই কাজে আসে না, সব কাজেই বিফল হইতে হয়।

চাচা আপন বাঁচা।
আগে আপনাকে রক্ষা কর, তারপর পরের জন্ত ভাবিও। "Self-preservation is first law of Nature."

চাচা বল কাকা বল কলাটি পাঁচ কড়া।
যতই আত্মীয়তা কর না কেন, আমার আপনার স্বার্থ ছাড়িব না।

চাঁদে কলঙ্ক আছে, গোলাপে কণ্টক।
জগতে নির্দ্দোষ কিছুই নাই। "No rose without thorns."

চাঁদের কাছে জোনাকী পোকা।
"ঢাকের কাছে ট্যামটেমী।"

চাঁদের হাট বাজার।
রূপের ছড়াছড়ি। (রূপসী স্ত্রীলোকের সমষ্টি)।

চাকরী না শুখুরি।
বৃত্তি নিতান্ত ঘৃণ্য।

চাকরী মেঘের (বা তালপাতার) ছায়া,
মিছা তার কর মায়া।
চাকরী কখন্ আছে কখন্ নাই ; উহার উপর নির্ভর করিতে নাই।

চাপ পড়লেই বাপ।
কায়দায় পড়িলেই বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়।

চাল নাই তার ধুচুনী নাড়া।
যাহার যাহা নাই, তৎসম্বন্ধে গর্ব্ব করা।

চাল নাই, ধান নাই, গোলাভরা ইঁদুর।
অন্তঃসারশূন্যতা।

চালের দর কত না মামার ভাতে আছি,
যে পরের পোষ্য, তাহাকে অন্নের ভাবনা ভাবিতে হয় না।

চামচিকে আবার পাখী।
অতি নগণ্য।

চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো।
বাসস্থান নাই, অন্নের সংস্থান নাই, গৃহস্থের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি কিছুই নাই।

চালুনী (বা ঝাঁঝরী) বলে ছুঁচ তোর মাথায় কেন ছেঁদা।
নিজের বহু দোষ দেখিতে পায় না, অপরের সামান্ত দোষে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।
"The pot calls the kettle black."

চালে খড় নাই, ঘরে বাতি।
"এ দিক নাই, ও দিক আছে।"

চালের বাতায় মাণিক থুয়ে, উলুবনে হাতড়ান।
আপনার নিকটে যাহা আছে, তাহার জন্ত অপর স্থানে অন্বেষণ করা।

চাষা কি জানে মদের স্বাদ।
যে যাহার অধিকারী নহে, সে তদ্বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে অক্ষম। নীচ কখন উচ্চ বিষয় বুঝিতে পারে না।

চাষার (গদি) ইয়ারকি কাস্তের খোঁচা (ঠোকর)।
যাহার যেমন শিক্ষা, তাহার সামাজিক ব্যবহারও সেইরূপ।

চাষার মুখ না আখার মুখ।
আখা—উনান। উনান যেমন অবিচারিতভাবে সকল দ্রব্যই ভস্ম করে, চাষা সেইরূপ যা পায়, তাই উদরসাৎ করে।

চাহিলেন জিরা, পাইলেন হীরা।
সামান্ত বস্তু আকাঙ্ক্ষা করিয়া, অপ্রত্যাশিত মূল্যবান্ বস্তু লাভ হইলে এই প্রবাদ প্রযুজ্য।

চিড়ে কাঁচকলা।
এই দুইটি দ্রব্য এক সঙ্গে কখন ব্যবহৃত হয় না। উভয়ের মধ্যে সদ্ভাবের কোন সম্ভাবনা নাই।
চিঁড়ের বাইশ ফের।
সহজ-লভ্য নহে; অনেক গোলে পড়িয়াছে
চিংড়ি মাছ খেয়ে রবিবার নষ্ট।
সামান্য বস্তুর লোভে পুণ্য সঞ্চয়ে বঞ্চিত হওয়া। "জাতও গেল, পেটও ভরিল না।
চিনির পুতুল।
চিনির পুতুল জল লাগিলেই গলিয়া যায় যাহারা সামান্যমাত্র পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়ে, তাহাদের সম্বন্ধে ইহা প্রযুজ্য।
চিনির বলদ।
বলদ পিঠে করিয়া চিনি বহিয়া লইয়া যাইবে, কিন্তু তাহার আস্বাদনের অধিকারী নহে। কেবল ভারবাহী কিন্তু ফলভাগী নহে
চিরকাল কিছুই নয়, জগৎ কেবল মায়াময়।
জগতের সবই নশ্বর ও মায়াসম্ভূত।
চিরকাল সমান যায় না।
"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।"
চিলকে বিল দেখান ভাল নয়।
আপনার অনিষ্ট ডাকিয়া আনিবে না।
চিল পড়লে কুটাটাও নিয়ে উঠে (বা যায়)।
শত্রু বা লোভী কিছু না কিছু ক্ষতি না করিয়া ক্ষান্ত হয় না।
চূড়ার উপর ময়ূর-পাখা।
সৌন্দর্য্যের উপর সৌন্দর্য্য। মণিকাঞ্চন যোগ।
চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড় ধরা।
চোর এক সময়ে ধরা পড়িবেই।
চুল চিরে ভাগ করা।
অতি সূক্ষ্মাংশও ভাগ করা। "Splitting hairs."
চুল থাকেত বাঁধি, গুণ থাকেত কাঁদি।
নিজের চুল যদি না থাকে তাহা হইলে আর বাঁধিবার কিছুই নাই; অপরের যদি গুণ না থাকে, তবে তাহার জন্ত কাঁদিবার কোন প্রয়োজন হয় না।
চুলোর উপর ক্ষীর, মন নহে স্থির।
লোভীর নিকট লোভের বস্তু থাকিলে মন অস্থির হয়।
চুলকে ঘা করা (বা ব্রণ তোলা)।
ইচ্ছা করিয়া বিপদ্ ডাকা।
চুণ খেয়ে গাল পুড়েছে, দই দেখলে ভয় হয়।
"A burnt child dreads the fire."
"ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।"
চেটায় (বা হেঁড়া কাঁথায়) শুয়ে লক্ষ টাকার স্বপন দেখা।
গরীবের উচ্চাভিলাষ।
চেতনেতে অচেতন,
প্রেমে টানে যার মন।
প্রেমের আবেগে লোকে জড়-বুদ্ধি হইয়া পড়ে।
চেনা বামনের পৈতায় (বা ফোঁটায়) কাজ কি?
বাহ্য প্রমাণ দেখাইয়া পরিচিতকে স্বীয় পরিচয় দান করিতে হয় না।
চোখ বুজলেই অন্ধকার।
মরিলেই সব ফুরায়।
চোখে ধূলা দিয়ে নিয়ে গেল।
একদম ঠকিয়ে নিয়ে গেল।
চোখে ভেল্কি লাগা।
মোহাচ্ছন্ন হওয়া। ভ্রমে পতিত হওয়া।
চোখের দোষে সব হলুদে।
"All appear yellow to the jaundiced eye."
চোরকে বলে চুরী করতে.
গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে।
"Hunting with the hound and running with the hare."
চোর খোঁজে অন্ধকার।
সকলেই আপনার সুবিধা খোঁজে।
চোর ডাকাতের ভয়, পেটে পুরলে হয়।
যে পরস্ব অপহরণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে, পাছে চোর ডাকাতে সে ধন অপহরণ করে এই ভয়ে সে সর্ব্বক্ষণই চিন্তিত।
চোর ধরিতে চোরকে নিযুক্ত করা।
"Set a thief to catch a thief."
চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
চোর যখন চুরি করিতেছিল, তখন তাহাকে ধরিবার কোন বুদ্ধিই বাহির হইল না, আর যখন পলাইল, তখন নানারূপ ফন্দী বাহির হইতে লাগিল। কার্য্যকালে উপস্থিত বুদ্ধির অভাবস্থলে ব্যবহৃত। "Locking up the stable-door after the horse is stolen".
চোর ভাল ত বেকুব ভাল না।
চোর বরং ভাল, তবু অতি-বড় বোকা ভাল নয়। একটু সাবধান থাকিলে চোরের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, কিন্তু বেকুব যে কখন্ কি বিপদ্ ঘটাইয়া বসিবে, তাহার কিছুই ঠিক নাই।
চোর মজে সাত ঘর মজিয়ে।
অনেক লোকের অনিষ্ট না করিয়া চোর শাস্তি পায় না। দুষ্ট লোক নিজে নষ্ট হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেককে নষ্ট করে।
চোরা গরুর সঙ্গে (বা অপরাধে) কপিলার বন্ধন।
দোষীর সংসর্গে থাকিলে নিরপরাধ ব্যক্তিও তাহাদের সঙ্গে কষ্ট পায়। [ইন্দ্রদেব সগর রাজার যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়া ধ্যানমগ্ন কপিল মুনির নিকট রাখিয়া আসেন। অশ্বরক্ষকগণ অনুসন্ধান করিতে করিতে ইঁহার নিকট অশ্ব দেখিয়া ইঁহাকে অশ্বচোর মনে করিয়া ইঁহার লাঞ্ছনা করে]।
চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।
দুষ্প্রবৃত্ত লোকে সৎপরামর্শ শুনে না।
চোরের মন বোচকারতন।
আপনার স্বার্থের দিকে সকলেই দৃষ্টি রাখে।
চোরে কামারে দেখা নাই, সিঁধকাঠি গড়া।
কথিত আছে, চোরে কামারে সাক্ষাৎ না, অথচ কামার চোরের জন্ত সিঁধকাটি প্রস্তুত করিয়া দেয়। চোর খানিকটা লৌহ রাত্রিকালে কামারশালে ফেলিয়া দিয়া যায়, প্রাতঃকালে কামার সেই লৌহ দেখিয়া বুঝিতে পারে যে, চোর সিঁধকাটি প্রস্তুত করিবার জন্ত ইহা রাখিয়া গিয়াছে। তখন কামার ভয়ে সিঁধকাটি গড়িয়া রাত্রিকালে সেইখানে রাখিয়া দেয়; চোর যথাসময়ে আসিয়া সেইখান হইতে সিঁধকাটি লইয়া কামারের পারিশ্রমিক সেখানে রাখিয়া দেয়।
চোরে চায় ভাঙ্গা বেড়া।
স্বার্থসিদ্ধির উপায় সকলেই অন্বেষণ বা অভিলাষ করে।
চোরে চোরে মাস্তুত ভাই।
মন্দপ্রকৃতিগণের মধ্যে সম্প্রীতি। "Birds of a feather flock together".
চোরের উপর বাটপাড়ী।
"Diamond cuts diamond". "The biter bit".
চোরের উপর রাগ করিয়া ভুঁয়ে ভাত খাওয়া।
চোর বাসনপত্র চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেইজন্ত চোরের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাওয়া। বৃথা অভিমান করিয়া হাস্যাস্পদ হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।
চোরের গরু গোয়ালে বাঁধা।
অপরের দোষ আপনার ঘাড়ে পড়া। অথবা,—অপহৃত দ্রব্য গোপন করিয়া রাখা।
চোরের দশ দিন, গৃহস্থের এক দিন।
চোর দশ দিন চুরী করিতেছে, কিন্তু এক দিন না একদিন চোর গৃহস্থের হাতে ধরা পড়িবেই। পাপকর্ম্ম কখনও ছাপা থাকে না। "Murder will out".
চোরের ধন বাটপাড়ে লয়।
পাপের কড়ি কখনই ভোগে আসে না।
চোরের মন পুঁই আদাড়ে (বা বোচকার দিকে)।
সকলেই আপনার স্বার্থের চিন্তা করে, বা স্বার্থসিদ্ধির অবসর অন্বেষণ করে।
চোরের মার কান্না।
চোর চুরি করিতে গিয়া এমন মার খাইল যে গৃহে আসিয়া শয্যাগত হইল। চোরের মা ইহাতে খুব কষ্ট অনুভব করিল বটে, কিন্তু চেঁচাইয়া কাঁদিতে পারিল না, কেননা সেরূপ করিলে চোরের চুরি ধরা পড়ে।

কোনরূপ বিশেষ বিপদে পড়িয়া ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে, অথচ সেই কষ্ট চাপিয়া রাখিতে হইতেছে, কাহাকেও প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, প্রকাশ করিলে অধিকতর বিপন্ন হইবে, এইরূপ স্থলে এই প্রবাদ প্রযুজ্য।

চোরের মার কুরকুটি, অন্ধকার ঘুরঘুটি।
অন্ধকারেই চুরি করিবার সুবিধা, সুতরাং চোরের মা অন্ধকারেই আনন্দ উপভোগ করে।

চোরের মার বড় গলা, খেতে চায় দুধ কলা।
চৌর্য্যলব্ধ ধনে চোরের মার আস্ফালন ও সুখ-ভোগেচ্ছা বৃদ্ধি পায়।

চোরের রাত্রি বাসই লাভ।
চোর গৃহস্থ বাড়ীতে চুরী করিতে গেল, কিন্তু গৃহস্থ সজাগ থাকাতে কিছুই চুরী করিতে পারিল না, কেবল সেখানে রাত্রিতে বাস করিতে পাইল, ইহাই যা সামান্য লাভ। কোন বিশেষ লাভের প্রত্যাশায় গিয়া অল্প পরিমাণে লাভ হইলে ইহা প্রযুজ্য।

চোরের সাক্ষী গাঁট কাটা।
"শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।"

চৌকীদারী কি ঝকমারী,
মার খেতে প্রাণ গেল।
লাভ সামান্য, কষ্টই বেশী, সেই স্থলে ব্যবহৃত।

চৌঘরী মাত দেখান।
দাবাবড়ে খেলায় ব্যবহৃত। বিষম সঙ্কটে ফেলা।

চৌদ্দশাকের মধ্যে ওল পরামাণিক।
পুঁই, নটে, কলমী, লাউ প্রভৃতি শাকের মধ্যস্থলে ওল আসিয়া উপস্থিত। কতকগুলি প্রীতিকর একজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে কোন অপ্রীতিকর ভিন্নজাতীয় দ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

চ্যাও যায় বেঙ খায়,
খলসে বলে আমিও যাই।
অসমর্থের পক্ষে সমর্থের অনুকরণ চেষ্টা হাস্যজনক হইয়া থাকে।

ছ

ছকড়া নকড়া করা।
সাতিশয় অপমানিত করা।

ছাঁচের জলে খাবি খায়, সমুদ্র পার হতে যায়।
যে সামান্য কার্য্যে অশক্ত, তার বৃহৎ কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা।

ছাঁদন দড়ি গোদা বাড়ী,
যে আমার আমি তারি।
যখন যে আদর যত্ন করে, তখন তারই অধীন। দৃঢ় নীতিজ্ঞানশূন্য ব্যক্তি।

ছাঁদা কথা, মাথায় জটা,
ছাড়াতে গেলেই বিষম লেঠা।
মাথার জটা ছাড়ান যেমন কঠিন, হেঁদো কথা বুঝাও তেমনি কঠিন।

ছ্যাদা ঘটি চোরা গাই, চোর পড়শী ধূর্ত্ত ভাই
মূর্খ ছেলে, স্ত্রী নষ্ট, এই কয়টা বড় কষ্ট।
চোরা গাই—যে গরু দুধ চুরি করে, অর্থাৎ দোহনকালে এমনভাবে বাঁট সঙ্কুচিত করিয়া রাখে যে, তাহা হইতে দুধ বাহির করা যায় না।

ছাই চাপা আগুন।
যে রাগ সহজে নির্ব্বাপিত হয় না।

ছাইতে জানিনে গোড় চিনি।
কাজটি যদিও নিজ হাতে করিতে অসমর্থ, কিন্তু অপরকৃত কাজটি ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, তাহা বুঝিবার আমার বিলক্ষণ সামর্থ্য আছে।

ছাই পায় না, মুড়কী জলপান।
যাহার যৎসামান্য পাইবারও আশা নাই, তাহার পক্ষে উচ্চতর বিষয়ে অভিলাষ হাস্যজনক।

ছাই পেতে (বা পাঁশ পেড়ে) কাটা।
নির্দ্দয়ভাবে বৈরনির্য্যাতন করা।

ছাগল দিয়ে যদি যব মাড়া যায়,
তা হলে লোকে গরু কেনে কেন ?
সামান্য উপায়ে বা সামান্য লোক দ্বারা বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

ছাতা দিয়া মাথা রাখা।
উপকার করা। (সামান্য উপকার সম্বন্ধে বিদ্রূপচ্ছলে ব্যবহৃত)।

ছাতারে কীর্ত্তন।
কেবল গোলমাল।

ছাতুর হাঁড়িতে বাড়ী পড়া।
বাড়ী পড়া—লাঠির আঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলা। ছাতুপূর্ণ হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া গেলে, সমস্ত ছাতু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। লণ্ড-ভণ্ড হওয়া।

ছায়া আর কায়া।
অভিন্ন।

ছায়াতে ভূত দেখা।
অমূলক আশঙ্কা করা।

ছারখারে যাওয়া।
"Going to rack and ruin."

ছারপোকার বিয়েন।
বহুসংখ্যক সন্তানপ্রসব স্থলে ব্যবহৃত।

ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম।
অযোগ্যকে অতিরিক্ত সম্মানসূচক আখ্যা দেওয়া।

ছিঁচকে চোর।
যে সামান্য সামান্য বস্তু চুরি করে।

ছিঁড়লো দড়া ত ছুটলো ঘোড়া।
শাসন অতিক্রম করিতে পারিলে লোকে অদম্য হইয়া উঠে।

ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাটুনী, পুড়ে পুড়ে রাঁধুনী।
অভ্যাসেই অভিজ্ঞ হয়। "Practice makes perfect."

ছিকলি (শিকলি) কাটা টিয়া।
টিয়া পাখী একবার শিকলি কাটিলে আর তাহাকে পোষ মানান যায় না। যে একবার শাসন-বন্ধন অতিক্রম করিয়াছে, তাহাকে আবার অধীনে আনা সুকঠিন।

ছিল ঢেঁকি হলো শূল (বা তুল),
কাটতে কাটতে নির্ম্মূল।
বৃহদাকার ঢেঁকিকে কাটিয়া শূলের আকারে পরিণত করা হইল। বড় জিনিস কাটিতে কাটিতে ক্রমশঃ ছোট হয়, শেষে আর কিছু থাকে না।

ছিল না কথা হ'লো গাল,
আজ না হয় ত হবে কাল।
বিবাদ চিরদিন থাকে না।

ছিলাম রোগী হলাম রোজা।
লোকে ঠেকিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করে।

ছুঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল হয়ে বেরোয়।
সামান্যভাবে প্রবেশ করিয়া, বৃহৎ অনিষ্ট করিয়া চলিয়া যায়।

ছুঁচ মেরে হাত গন্ধ।
ছোট লোককে শাসন করিতে গিয়া আত্ম-গৌরব নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।

ছুঁচোয় যদি আতর মাখে,
তবু কি তার গন্ধ ঢাকে ?
গোপন করিবার শত চেষ্টা করিলেও, মন্দ স্বভাব প্রকাশ হইয়া পড়িবেই।

ছুঁচোর কিচ্‌মিচ্‌।
নীচ কর্ত্তৃক উচ্চের অপবাদ গ্রাহ্য করিবার অযোগ্য।

ছুঁচোর গু ঔষধে লাগে,
ছুঁচো গিয়ে পর্ব্বতে হাগে।
নীচ লোকে সামান্য উপকার করিতেও বিমুখ।

ছুঁচোর গোলাম চামচিকে,
তার মাইনে চোদ্দ সিকে।
অতি ঘৃণ্যের সম্বন্ধে অবজ্ঞাসূচক উক্তি।

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে থাকে,
লাখ টাকার স্বপন দেখে।
দরিদ্রের উচ্চাভিলাষ।

ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা (বা বিউনী গাঁথা)।
হাস্যাস্পদ কার্য্য করা।

ছেঁড়া বস্তায় (বা খুকড়ীর ভিতর) খাসা চাল।
দুর্দর্শন হইলেও তাহার গুণ থাকিতে পারে।

ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা।
সুযোগ হারাইয়া কার্য্যসিদ্ধির জন্য আবার প্রয়াস।

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।
আমি উপকার পাই না,—তোমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেই আমি ধন্য হই।

ছেলে আমার তোতা পাখী।
যে অপ্রয়োজনীয় অধিক কথা কয়, তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। তোতা পাখী

—যে অর্থ না বুঝিয়া পাঠ বা অপর কথিত বাক্য কণ্ঠস্থ করে।

ছেলে নষ্ট হাটে, বৌ নষ্ট ঘাটে।
ছেলে হাটে বাজারে যাইয়া নানারূপ দেখিয়া শুনিয়া দুষ্টস্বভাব হয়, আর বৌ ঘাটে নানারূপ লোকের সহিত কথা কহিয়া অনেক রকম দুষ্টামি শিখে। দুই স্থানই প্রলোভনের সুবিধাজনক।

ছেলে মারে, কাপড় ছেঁড়ে,
আপনার ক্ষতি আপনি করে।
যে রাগ করিয়া আপনার ছেলেকে মারে, বা আপনার কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলে, সে কেবল আপনারই অনিষ্ট করে।

ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারী।
মূল অপেক্ষা আনুষঙ্গিক ব্যাপারে অধিকতর ব্যয় সম্ভাবনা স্থলে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

ছেলের নাম করে পোয়াতী খায়।
"পোর নামে পোয়াতী বর্ত্তায়।"

ছেলের মত হাত পা বুড়োর মত কথা।
ছেলে মুখে বুড়ার কথা। ("জ্যাঠামী" কথা সম্বন্ধে ব্যবহৃত)।

ছেলের হাতে কলা (পিঠে বা মোয়া)।
ছেলের হাতের মোয়া নয় যে ভোগা দিবে। প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান্ লোককে যে প্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টা করে, তৎসম্বন্ধে প্রযুজ্য।

ছেলের হাসি কান্না বুঝা যায় না।
কাহারও "মেজাজ" ঘড়ি ঘড়ি বদলাইলে, তৎসম্বন্ধে ব্যবহৃত।

ছোট মুখে বড় কথা।
লোকের মর্য্যাদা রাখিয়া কথা বলা কর্ত্তব্য।

ছোট সরাটি ভেঙ্গে গেছে, বড় সরাটি আছে,
নাচ কোঁদো কেন বৌ, আমার হাতের আন্দাজ (বা আটকাল) আছে।
"বৌ-কাঁটকি" শাশুড়ী সম্বন্ধে ব্যবহৃত। শাশুড়ী একটি ছোট সরায় রোজ রোজ বৌকে ভাত দিত। সেটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বৌ মনে করিল আজ থেকে বড় সরায় বেশী ভাত পাইব। তাহাতে শাশুড়ী বলিল —সে তোমার বৃথা আনন্দ, কারণ আমার হাতের আন্দাজ আছে, যে পরিমাণে ভাত পাইয়া আসিতেছ, তাহার কিছুই বেশী পাইবে না।

জ

জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছে,
পালিয়ে বাঁচবি কোথা?
যমের হাত কেহই এড়াইতে পারে না।

জগতে ভাল কে,
যার মনে লাগে যে।
"ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"।

জগন্নাথে গেলে হাড়ীর কাঁটা খেতে হয়।
কথিত আছে, যাহারা প্রথমে জগন্নাথ দেখিতে যায়, তাহারা হাড়ীর ঝাঁটা খাইলে পরে তবে দেখিতে পায়। অপমান বা কষ্ট স্বীকার না করিলে ইষ্ট লাভ হয় না।

জঙ্গলা কখন পোষ না মানে।
স্বভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হয় না।

জঙ্গলা কখন পোষ না মানে,
সদা মন তার কেওড়া বনে।
যার যা অভিলষিত, সেই দিকেই তার টান।

জড় ভরত।
নির্বুদ্ধি অলস-প্রকৃতি লোক।

জড়ের বাঁশ পড়ে না।
যাহার ভিত্তি দৃঢ়, সহজে তার অনিষ্ট ঘটে না।

জন জামাই ভাগ্‌না, তিন নহে আপনা।
জন—অনাত্মীয় লোক। জামাই—জামাতা। ভাগ্‌না—ভগিনীপুত্র। এই তিনজনের যতই উপকার কর না কেন, ইহারা কখনই আপনার হইবে না।

জনম দুঃখিনী সীতা (নাই মাতা নাই পিতা)।
চিরদুঃখিনী রমণী সম্বন্ধে প্রযুজ্য।

জনম গেল ছেলে খেতে, আজ বলে ডাইন।
চিরকালই অনিষ্ট করিয়া আসিতেছি, এতদিন পরে আমায় অপবাদ দেওয়া।

জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন কর্ম্ম নিয়ে।
এই তিনটি ঘটনা সংসারীর ঘটিবেই।

জন্ম হোক্ যথাতথা, কর্ম্ম হোক্ ভাল।
নীচ বংশে জন্ম হইলেও সৎকর্ম্ম করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

জন্মে করে নাই লক্ষ্মী (বা ষষ্ঠী) পুজো,
একেবারে দশভুজো।
সামান্য কার্য্য যে কখনও করে নাই, সে যদি একেবারে বৃহৎ কার্য্য করে, তাহা হইলে সে গর্ব্বিত হয়; অথবা তাহার বৃহৎ কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা সফল হয় না।

জন্মে দেখেনি লোহার মুখ
কোদালকে বলে গুণছুঁচ (বা সূচ)।
অজানিত বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর (বা নিমাইয়ের)
চৈত্র মাসে রাস।
কথিত আছে, নিমু গোঁসাই বাৎসরিক পর্ব্বের মধ্যে এক রাসযাত্রার অনুষ্ঠান করিতেন। যে একটীমাত্র কার্য্য করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করে, বিদ্রূপচ্ছলে তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

জপজপ কর কি, মরতে জানলে হয়।
কেহ সমস্ত জীবন তপজপ করিল, নিত্য গঙ্গাস্নান করিল, কিন্তু মরিবার সময় বাড়ীতে মরিল। আর কেহ তপজপ কাহাকে বলে জানে না, গঙ্গা কোন্ মুখে তাহার সংবাদ রাখে না, মৃত্যুকালে হয়ত তাহার গঙ্গা লাভ ঘটিল।

জপ নেই, তপ নেই, জন্ম যাথা সার।

জপের সঙ্গে খোঁজ নেই কটিকে রাজা খোপ।
এই দুইটি প্রবাদ ধর্ম্মের ভান বা বাহ্য আড়ম্বর সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। কটিক—জপের মালা।

জমী (বা ভুঁই) অভাবে উঠান চষা।
প্রয়োজনীয় কার্য্য না থাকিলে, অপ্রয়োজনীয় কার্য্যে লিপ্ত হওয়া।

জয়কেতে।
বিজয়ীর পক্ষ অবলম্বন করা। যখন যার নিকট স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা, তখন অপর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া তাহারই জয় গান করা।

জল এগোয় না তৃষ্ণা এগোয়।
যাহার প্রয়োজন সেই অগ্রসর হইবে, অভিলষিত বস্তু অগ্রসর হয় না।

জল খেয়ে জলের বিচার।
পরীক্ষণীয় বস্তু বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিবে। "The proof of the pudding is in the eating."

জল খেয়ে জাতি জিজ্ঞাসা করা।
আগের কাজ পরে করা। অপরের হাতে জল খাইয়া তাহার পরে সে জল আচরণীয় কি না জিজ্ঞাসা করায় ফল নাই। "Putting the cart before the horse."

জল জল বৃষ্টির (বা ইন্দ্রের) জল,
বল বল বাহুর বল।
বৃষ্টির জল ও বাহুর বল এই উভয়ই শ্রেষ্ঠ।

জল, জোলাপ, জুয়াচুরি,
তিন নিয়ে ডাক্তারি।
ডাক্তারেরা এই তিনটির ব্যবহার করিয়া থাকে বলিয়া কথিত।

জল দিয়ে জল বার করা।
কাণে জল গেলে জল প্রবেশ করাইয়া তাহা বাহির করিতে হয়। "Similia Similibus curantur."

জল নেড়ে জোঁকের বল বুঝা।
"বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বুঝা।"

জলমগ্ন ব্যক্তি তৃণের ভরসা করে।
বিপন্ন লোকে সামান্য উপায়েও পরিত্রাণ লাভের আশা করে, যাহা সম্মুখে পায় তাহাই অবলম্বনের চেষ্টা করে। "A drowning man catches at straws.

জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ,
যে পারে সে ভাঙ্গে ঘাড়।
উভয় দিকেই বিপদ্। উভয় সঙ্কট।
"On the horns of a dilemma."
"Between the devil and the deep sea."

জলে জল বাঁধে।
যাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, সে সকল বিষয়েই লাভবান্ হয়। পয়সায় পয়সা আসে। "It never rains but pours."

জলে জল মিশে (যায়)।
সমপ্রকৃতি বস্তুরই মিলন হয়।
জলে তেলে মিশ খায় না।
বিষম-প্রকৃতি বস্তুর মিশ্রণ সম্ভবপর নহে।
জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ।
"To live at Rome and strive with the pope."
জলে পাথর পচে না।
শক্তিশালীর বিনাশ সহজে ঘটে না।
জলের আলপনা।
জলের আলপনা দিলে তখনই শুকাইয়া যায় ও তাহার কোন চিহ্নই থাকে না। "কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।" নশ্বর বস্তু সম্বন্ধে প্রযুজ্য।
জলের কুমীর ডাঙ্গায় এলো।
অপ্রত্যাশিত বিপদ্ সম্বন্ধে ব্যবহৃত।
জলের গতি নীচের দিকে।
স্নেহ নিম্নগামী।
জলের ছিটে দিয়া লগীর গুঁতো খাওয়া।
সামান্ত অনিষ্ট করিয়া বিষম শাস্তি পাওয়া। লগী দিয়া সালৃতি বহিবার সময় একজন বাহকের অসাবধানতায় যদি অপরের গায়ে জলের ছিটে লাগে, তা'হলে দ্বিতীয় বাহক তাকে "লগী পেটা" করে।
জলের তিলক।
যাহার কিছুমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় না, অথবা যাহা অতি অল্পকালমাত্র স্থায়ী।
জলের রেখা খলের পিরীত।
জলের রেখা যেমন অতি অল্পক্ষণস্থায়ী, খলের প্রীতিও সেইরূপ।
জহুরী না হলে জহর চিন্তে পারে না।
প্রকৃত গুণগ্রাহীই গুণীর গুণ বুঝিতে সমর্থ, অন্তে নহে।
জাগন্ত ঘরে চুরি (নাই)।
সাবধানের বিনাশ নাই।
জাতও গেল পেটও ভরল না।
ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ইষ্ট লাভ হইল না।
জাত গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ।
গোয়ালা দুধ খায় না; যে যাহার ব্যবসায় করে, সে তাহা উপভোগ করিতে পায় না।
জাত ত বাক্সের ভিতর।
অর্থেই সকলে বশীভূত হয়। "অর্থস্ত পুরুষো দাসঃ"। একদা এক বড়লোক কোন দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিলে একজন তাঁহাকে জাতিনাশের ভয় দেখাইল। তখন বড় লোক নিজের সম্মুখস্থ একটী অর্থপূর্ণ বাক্স চাপড়াইয়া বলিল, "জাত ত আমার এই বাক্সর ভিতর।"
জামাইয়ের জন্ত মারে হাঁস, গুষ্টিশুদ্ধ খায় মাস।
"পোর মাসে পোয়াতী বর্ত্তায়।"
জামীন হয় দিতে, পাছে ওঠে মরুতে।
। কার্য্যেই অনিষ্ট আছে।

জাল ছেঁড়া পলো ভাঙ্গা।
খুব খড়িবাজ; যে সকল বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে।
জাহাজের পাছে নজর।
অপরিহার্য্য সঙ্গী সম্বন্ধে প্রযুজ্য।
জাহাজের সঙ্গে জালি বোট।
জালি বোট=Jolly boat. একের সঙ্গে অপরটি থাকিবেই।
জিয়ন্তে মরা।
দুঃখে কষ্টে জীবন্মৃত।
জিয়ন্ত মাছে পোকা পড়ান।
মিথ্যা গ্লানি করিয়া সুচরিত্রে কালিমা প্রদান।
জিব পুড়লো আপ্ত দোষে,
কি করবে আমার হরিহর দাসে।
নিজের দোষে কষ্ট পাইলে, অপরে কি করিতে পারিবে।
জিবে দাঁতে সম্বন্ধ।
জিব ও দাঁত ঘনিষ্ঠভাবে একত্র থাকে, কিন্তু দাঁত সুযোগ পাইলেই জিবের অনিষ্ট করে। দাঁতের কোন অসুখ হইলে, জিব সেইখানে স্বতই যায়, কিন্তু সময় পাইলে সেই দাঁতই জিবকে কামড়ায়।
জিলিপির পেঁচ (বা পাক)।
অসরল মন; "পেঁচোয়া" বুদ্ধিকে "অমৃতি জিলিপি" বা "জিলিপির পেঁচ" বলে।
জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি।
"Take no thought for the morrow."
জুতো মেরেছে, অপমান ত করেনি।
নির্লজ্জের উক্তি।
জুতো মেরে গরু দান।
(ব্রাহ্মণকে) অপমানিত করিয়া তাহার সন্তোষোৎপাদনে প্রয়াস। পাপ করিয়া পুণ্য লাভের ইচ্ছা।
জুয়াচোরের বাড়ী ফলার,
না আঁচালে বিশ্বাস নাই।
"Seeing is believing. "There is many a slip betwixt the cup and the lip."
যে গর্জ্জায় সে বর্ষায় না।
"Barking dogs seldom bite."
জ্বলন্ত আগুনে ঘি দেওয়া (বা পড়া)।
অধিকতর উত্তেজিত করা। "Adding fuel to the fire."
জ্বালা দিতে নাই ঠাঁই,
জ্বালা মেয় সতীনের ভাই।
একে যথেষ্ট যন্ত্রণা আছেই, তার উপর আরও যন্ত্রণা। জ্বালার উপর জ্বালা। "One woe treads upon another's heals."

ঝ

ঝকমারীর মাশুল।
"আক্কেল সেলামী"। নির্ব্বুদ্ধিতার দণ্ড।

ঝড়ে ঘর পড়ে, ফকিরের কেরামত বাড়ে।
এক ফকীর গ্রামের লোকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, এই মাসে গ্রামের অনেকের ঘর পড়িয়া যাইবে। পরে স্বভাবক্রমে একদিন বৈশাখী ঝড় উঠিয়া গ্রামের অনেকগুলি ঘর পড়িয়া গেলে গ্রামের সকলেই ফকীরের অভিসম্পাতের সত্যতা সম্বন্ধে বিস্তর কথা বলিতে লাগিল। তখন ফকীরের 'কেরামত' সকলের নিকট বাড়িয়া গেল।
ঝড়ের সময় খৈ ভাজা।
ঝড়ের সময় খৈ ভাজিলে সমস্ত খৈ উড়িয়া যায়। অসময়ে কাজ করিলে সে কাজ নষ্ট হয়।
ঝাঁকের কই ঝাঁকে যায় (বা মিশে)।
সমপ্রকৃতি লোকেরা একত্র থাকিতে ভালবাসে। "Birds of a feather flock together."
ঝাঁটায় বিষ ঝাড়ে।
"দাপট" বা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ব্যক্তি সম্বন্ধে ব্যবহৃত।
ঝাড়ের দোষ।
বংশের বা আকরের দোষ।
ঝিকে মেরে বৌকে শিখান।
কন্তাকে শাসন করিয়া বৌকে শিক্ষাদান। ইঙ্গিতে কার্য্য সাধন।
ঝি জব্দ কিলে, বৌ জব্দ শিলে,
পাড়াপড়সী জব্দ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে।
প্রহারে কন্তা, বাটনা বাটিতে হইলে বৌ, আর সাক্ষাৎভাবে দোষ দেখাইয়া দিলে প্রতিবেশী জব্দ হয়।
ঝিনুকমাত্রেই কি মুক্তা থাকে?
"All is not gold that glitters."
ঝির ঝি, করবে কি?
কন্তাই বড় উপকার করিল, তা আবার নাতিনী উপকার করিবে। ঝির ঝি=কন্তার কন্তা অর্থাৎ নাতিনী।
ঝোপ বুঝে কোপ।
অবসর বুঝিয়া কার্য্য-সাধন-চেষ্টা।
ঝোলে অম্বলে এক করা।
ঝোলও ভাল জিনিস, অম্বলও সুখাদ্য। কিন্তু দুই একত্রে মিশাইলে অখাদ্য হয়। যাহা পৃথক্ থাকা উচিত, তাহা অপরের সহিত মিশ্রিত করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ট

টক্ চেঁদো আঁটিসায়, শতস্থ আঁস ভরা,
এই আম বিলাবার ধারা।
বিতরণার্থে নিকৃষ্ট দ্রব্যই ব্যবহৃত হয়।
টাকা তুমি যাচ্ছ কোথা? ভাব যথা;
আসবে কবে? ভাব যবে।
অপব্যয় করিলে টাকা থাকে না, আর

উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিলে আসিয়া থাকে।

টাকায় টাকা আনে।
"Money begets money."

টাকা যার, মামলা তার।
যে বেশী টাকা খরচ করিতে পারে, মকদ্দমায় তারই জয় হয়।

টাক প্রকৃতি গোদ, মরণে হয় শোধ।
টাক, স্বভাব, আর পায়ের গোদ, কিছুতেই শোধরায় না।

টায় টায় মিলিয়ে দেওয়া।
যেমন তেমন করিয়া গোঁজামিল দেওয়া।
"ম্রোড়াটাও টা সরাটাও টা"।

টিকে ধরাবার জামীন চাই।
নিঃসম্বল অবিশ্বাস্য ব্যক্তির উদ্দেশে ব্যবহৃত।

টিপ্পনি কাটা।
সকল বিষয়েই "খুঁত" ধরা।

টোপ ফেলিলে খায় না, সেই বা কেমন বঁড়সী,
ইসারায় বোঝে না, সেই বা কেমন পড়সী।
উভয়েই কোন উপকারে আসে না।

ঠ

ঠক বাছতে গাঁ উজোড় (বা শূন্য)।
সকলেই প্রবঞ্চক।

ঠাকুরকে দেখিয়ে কলা,
নৈবিদ্যি নে ছুটে পালা।
প্রবঞ্চনা করা।

ঠাকুর ঘরে কে, না আমি ত কলা খাই নে।
"He who excuses himself accuses himself."

ঠাকুরে করিলে হেলা, রাখালে মারে ঢেলা।
ভগবান্ বিমুখ হইলে, সামান্য লোকেও অপমান করিতে পারে।

ঠাট ঠমকে বিকায় ঘোড়া।
বাহিরের ভড়ং দেখিয়াই লোকে ভুলে।

ঠেঁটা লোকের মুখে আঁট,
বাহিরে থেকে কাটে গাঁট।
ধূর্ত্ত লোক মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া প্রবঞ্চনা করে।

ঠেকে শিখে আর দেখে শিখে।
বুদ্ধিমান্ অপরের অজ্ঞতার ফল দেখিয়া নিজে সাবধান হয়; মূর্খ নিজে কষ্ট পাইবার পরে বুঝিতে পারে।

ঠেলায় নাম বাবাজী।
"সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।"

ঠোক কাটা কাক।
যে সকল বিষয়েই "ঠোক" কাটিয়া বা "খুঁত" ধরিয়া থাকে।

ড

ডাইনে আনতে বাঁয়ে নেই।
অভাব অভাব বিপদ্গ্রস্ত সামঞ্জস্য রক্ষা করা।

ডাইনের মায়া বুঝা ভার।
কপটার কপটতা ভেদ করা সুকঠিন।

ডাইনের হাতে পো (বা পুত্র) সমর্পণ।
যে ব্যক্তি হইতে অনিষ্ট ঘটিবে, তাহাকে বিশ্বাস স্থাপন।

ডাংপিটের মরণ গাছের আগায়।
দুঃসাহসিকের অপমৃত্যু বা অনিষ্ট কোন দুঃসাহসিক কার্য্যে।

ডাকিনীর মায়া বুঝা ভার।
মায়াবিনীর মায়ার ভাব বুঝা সুকঠিন।

ডাঙ্গাতে বাঘের ভয়, জলেতে কুমীর।
উভয় সঙ্কট। "Between the devil and the deep sea."

ডান হাতে করে গু খাওয়া।
আহাম্মুখের ন্যায় কার্য্য করিয়া অনুশোচনা করা।

ডানা কাটা পরী।
কুরূপা রমণীর উদ্দেশে বিদ্রূপচ্ছলে ব্যবহৃত।

ডাল ছাড়া বাঁদর।
"জল ছাড়া মৎস্য।"

ডুব দিয়ে জল খেলে,
একাদশীর বাপেও জানিতে পারে না।
গোপনে কার্য্য করা সম্বন্ধে ব্যবহৃত।

ডুবে ডুবে জল খাওয়া।
অপরের অগোচরে কোন গোপনীয় কু-কার্য্য করা।

ডুমুরের ফুল।
ডুমুরের ফুল দেখা যায় না। যে বস্তু কচিৎ দেখা যায়, যাহার দর্শন পাওয়া সুকঠিন, তাহার সম্বন্ধে ব্যবহৃত।

ডেকে শাল নেওয়া।
সখের বিপদ্; ইচ্ছা করিয়া বিপদে পড়া।

ডোল ভরা আশা, কুলো ভরা ছাই।
আশা অনেক, কিন্তু সফল হয় না।

ঢ

ঢাক ঢাক গুড় গুড়।
গোপন করিবার চেষ্টা।

ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জ্জন।
সমূলে বিনাশ। "Throwing the rope after the bucket."

ঢাকের কড়িতে মনসা বিকানো।
প্রধান কার্য্যে ব্যয় অপেক্ষা আনুষঙ্গিক ব্যয় অধিক।

ঢাকের কাছে ট্যামটেমির বাদ্য শোনা যায় না।
"Holding a rush-light before the Sun."

ঢাকের বাঁয়া।
ঢাকের বাঁয়া বাদিত হয় না। অনাবশ্যক বস্তু।

ঢাল নাই তরওয়াল নাই,
আন্দিরাম (বা নিধিরাম) সর্দ্দার।

ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।
"Tit for tat."

ঢিল দিয়ে টেনে আনা।
ঢিল—ঢিলে, আলগা। "ছেড়ে দিয়ে ভেড়ে ধরা।"

ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙ্গা।
"কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।" "কণ্টকেনৈব কণ্টকং।"

ঢেউ দেখে না ডুবিও না।
বিপদের সময় পরিত্যাগ করিও না। না—নৌকা।

ঢেঁকি কেন গাঁ বেড়াক না, গড়ে পড়লে হলো।
আপনার কাজ হইলেই হইল; যে আমার কাজ করিবে সে আর যাহাই করুক না কেন, আমার কাজের সময় তাহাকে পাই-লেই সন্তুষ্ট।

ঢেঁকির কচকচি আর ঢাকের বাদ্য
চুপ করলেই ভাল।
"ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি।" কলহ বিবাদ মিটিয়া গেলেই ভাল।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।
ঢেঁকি মর্ত্তেও ধান ভানে, স্বর্গেও ধান ভানে। সেখানে যে সে বসিয়া থাকিতে পায়, তা নয়। অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গেই যায়।

ঢেঁকশেলে যদি মাণিক পাই,
তবে কেন পর্ব্বতে যাই।
ঘরে বসিয়া সুখলাভ ঘটিলে, বাহিরে সুখা-ন্বেষণে যাইবার প্রয়োজন নাই।

ঢোলের পাছে কাঁসি।
বিরক্তির উপর বিরক্তি; অথবা অপরিহার্য্য সঙ্গী।

ত

তপ্ত জলে ঘর পোড়ে না।
গরম হইলেও জলের স্বাভাবিক শৈত্যগুণ নষ্ট হয় না। ঠাণ্ডা লোকে ক্রুদ্ধ হইলেও বিশেষ কোন অনিষ্ট করে না।

তপ্ত ভাতে ঘি ঢালা।
শাস্তি দিবার স্থলে উপকার করা; অপকার করিবার ভান করিয়া উপকার করা।
"অপকার করে থাকি, হজুরে হাজির আছি, ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড।"

তর্জ্জন গর্জ্জনই সার।
নিষ্ফল আস্ফালন।
"Barking dogs seldom bite."

তলে তলে জড় কাটে, উপরে জল ঢালে।
"গোড়া কেটে আগায় জল।"

তাঁতি কুলও গেল, বৈষ্ণব কুলও গেল।
"কুলও গেল জাতও গেলাম না।" ইতোভ্রষ্টঃ ততোভ্রষ্টঃ।

তাঁতি রাগে কাপড় ছেঁড়ে,
আপনার ক্ষতি আপনি করে।

তাঁর কাছে ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই।
তিনি স্পষ্টভাষী। "He calls a spade spade."

তাঁর খোলা:কামাই নেই।
তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত। "He has too many irons on the fire."

তাড়াই না উঠান চষি।
"অপমান করেনি, জুতো মেরেছে।" প্রকা রান্তরে উদ্বাস্ত বা অন্তপ্রকার অনিষ্ট করা

তাত সয় তবু বাত সয় না।
উত্তাপ সহ্য করিতে পারা যায়, তবু বা অর্থাৎ শীতল বাতাস সহ্য হয় না।

তাবিজে কি করে, মুদোয় প্রাণ কেড়ে নেয়।
আসল বস্তুর অপেক্ষা আনুষঙ্গিক বস্তু অধিক আকর্ষক হইলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

তালগাছের আড়াই হাত।
তালগাছকে এক হাত বলিয়া ধরিয়া, তাহার আড়াই হাত। খুব লম্বা ও উচ্চ।

তালপাতার ছায়া।
অল্পক্ষণস্থায়ী এবং শীতলতা দানে অসমর্থ।

তালপাতার সেপাই।
কৃশ, বলহীন ব্যক্তি।

তালপুকুর নামে, ঘটি বোড়ে না।
নামডাক খুব আছে, কিন্তু ভিতরে কিছুই নাই।

তালপ্রমাণ বাড়ে, তিলপ্রমাণ কমে।
বিপদ্ বা রোগ বেশী মাত্রায় বাড়িতে থাকে, আর অল্প অল্প করিয়া কমিতে থাকে।

তাল বাড়ে ঝোপে, খেজুর বাড়ে কোপে।
তালগাছ ঝোপে থাকিয়া আপনি বাড়িতে থাকে; খেজুর গাছের তলা ভাল করিয়া কোপাইলে তবে গাছ বাড়ে, কোন কোন বস্তুকে যত্ন না করিলে ফলদান করে না।

তাস তামাক পাশা, তিন কর্ম্মনাশা।
যাহারা তাস বা পাশা খেলায় ভক্ত বা সর্ব্বদা তামাক খাইতে নিযুক্ত, তাহারা বৃথা সময় নষ্ট করিয়া আপন কার্য্যের ক্ষতি করে।

তিন কাল গেছে, এক কালে ঠেকেছে।
বাল্য যৌবন ও প্রৌঢ় কাল গত হইয়াছে, এখন শেষ কাল অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত।

তিন কাল ছেলে খেলুম, আজ বলে ডাইনি।
যে আজন্ম অনিষ্ট করিয়া আসিতেছে, এখন তাহাকে অপবাদ দেওয়া।

তিন ছয় নয় করা।
ছ-কড়া ন-কড়া করা; বিপর্য্যস্ত করা। "At Sixes and Sevens."

তিন নকলে আসল খাস্তা।
নকলের নকল করিতে গিয়া আসলকেই বিকৃতভাবে দেখান হয়।

তিন মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।
কথিত আছে, রাধা নাম্নী জনৈক নর্ত্তকী আসরে বেশী আলোর ব্যবস্থা না করিলে নাচিতে সম্মত হইত না। বেশী ব্যয় করিতে অসমর্থ, সুতরাং ঈপ্সিত লাভ ঘটিবে না। "সাত মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না" দেখ।

তিন মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার।
"বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং।" কোন বৃদ্ধ লোক যদি "উবু" হইয়া বসে, তাহা হইলে তাহার দুই হাঁটু হেট মাথার ঠিক দুই পাশে থাকে, যেন তিন মাথা দেখায়।

তিলক কাটলেই বৈষ্ণব হয় না।
বাহাড়ম্বরে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, আন্তরিক ভক্তির প্রয়োজন। "Cowls do not make monks."

তিলকে তাল করা।
সামান্য বিষয়কে গুরুতর করিয়া তোলা। "Making a mountain of a mole-hill."

তিল পড়লে তাল পড়ে।
তুমি যদি সামান্যও অনিষ্ট কর, তোমার উপরে গুরুতর অনিষ্টপাত হইতে পারে। "Tit for tat."

তীর্থের কাকের মত বসে থাকা।
তীর্থযাত্রীরা কিছু আহার্য্য দিবে এই প্রত্যাশায় কাক নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে। পরপ্রত্যাশী হওয়া।

তুঁষের আগুন।
যে আগুন বা ক্রোধ সহজে নির্ব্বাপিত বা প্রশমিত হয় না, ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিয়া থাকে।

তুক তাক্ ছয় মাস, কপালে যা যার মাস।
"চেষ্টাচরিত্র করিয়া দিনকতক সচ্ছল-ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে, কিন্তু অদৃষ্ট যদি মন্দ হয়, তাহা হইলে চিরকালই কষ্ট সহ্য করিতে হইবে।

তুফানেতে হাল ধরে না,
সেই বা কেমন নেয়ে,
কথা পড়লে বুঝে না,
সেই বা কেমন মেয়ে।
বিপদের সময়ে যে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে না, সে কিরূপ রক্ষাকর্ত্তা, আর কোন কথা পড়লে তাহার অর্থগ্রহ করতে পারে না, সেই বা কিরূপ স্ত্রীলোক।

তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।
তোমার অপেক্ষাও আমি দরিদ্র; ভাঁড় কিনিবারও আমার সামর্থ্য নাই।

তুমি গাছেরও খাবে, তলারও কুড়ুবে।
তুমি সকল প্রকারেই আপনার সুবিধা করিবার ইচ্ছা কর।

তুমি ফের ডালে ডালে,
আমি ফিরি পাতায় পাতায়।
তোমা অপেক্ষাও আমি চতুর।

তুল খোলা করা।
বিপর্য্যস্ত করা।

তুষ্কা এগোয়, না জল এগোয়।
কোন অভিলষিত বস্তু যত্ন করিয়া অন্বেষণ না করিলে, সে আপনা হইতে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় না।

তেল তামাক ময়দা, যত রগড়াও তত ফয়দা।
এই তিনটি দ্রব্য যত রগড়াইবে বা পিশিবে, ততই কার্য্যকর হইবে।

তেল থাক, খালি পেলেই বাঁচি।
"ভিক্ষা দিয়া কাজ নাই, কুকুরে ফিরিয়ে লও।" "সমূলে বিনাশ, বা ঢাকি শুদ্ধ বিসর্জ্জন" এই ভাব।

তেল দাও, সিঁদুর দাও, ভবি ভোল্‌বার নয়।
যতই খোষামোদ কর না কেন, যতই প্রলোভন দেখাও না কেন, সে কিছুতেই প্রলুব্ধ হবে না।

তেলা পোকা আবার পাখী,
ভেরেণ্ডা আবার গাছ।
উভয়েই নগণ্য (অবজ্ঞাসূচক উক্তি)।
"আরসুলা আবার পাখী, ডেপুটী আবার হাকিম।" (সধবার একাদশী)।

তেলা মাথায় তেল দিতে সবাই পারে।
প্রকৃত অভাবগ্রস্তের অভাবমোচনে কেহই চেষ্টা করে না। যাহার আছে, তাহাকে আরও অধিক দেয়; যাহার আদৌ কিছু নাই, তাহাকে কিছুমাত্র দেয় না। "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়! মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং।.........নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ।

তেলে জলে মিশ খায় না।
অ-সমপ্রকৃতিগণের মধ্যে মিল হয় না।

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠা।
হঠাৎ অত্যন্ত রাগিয়া উঠা।

তৈয়ারী খানা ছোড় মৎ।
তৈয়ারী ভাত ছাড়িতে নাই। উপস্থিত ত্যাগ করিতে নাই।
যো ধ্রুবানি পরিত্যজ্য অধ্রুবানি নিষেবতে ধ্রুবানি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব হি।"

তোমার কি টাকা কামড়ায়?
তুমি অপব্যয় করিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? "Your money burns a hole in your pocket."

তোমার গুণের বালাই নিয়ে মরি।
যে অপকর্ম্ম করিয়াছে বা নির্ব্বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছে, বিদ্রূপচ্ছলে তাহার প্রতি এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

তোমার দশ হাত কাপড়ে কাছা আঁটে না।
তুমি বড়ই অমিতব্যয়ী, কিছুতেই তোমার সংকুলান হয় না।

তোমায় দেখিয়া দুঃখ মোর বুক ফাটে,
তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।
তোমার জন্য আমি সাতিশয় দুঃখিত কিন্তু কি করিব, তোমার অপেক্ষা আমার অবস্থা শোচনীয়।

তোমার শীর সিন্নি খেয়েছে।
তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে।
তোমার যেমন ভালবাসা,
মোল্লার তেমনি মুর্গী পোষা।
জবাই করিয়া খাইবার উদ্দেশ্যেই মুসলমানেরা যত্নপূর্ব্বক মুর্গী পুষিয়া থাকে। স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ভালবাসার ভান।
তোর ঢেকে রাখ, মোর বিকিয়ে যাক।
অপরকে চাপিয়া রাখিয়া নিজের লাভ কামনা করা।
তোর পায়ে পড়ি, না তোর কাজের পায় পড়ি।
"গরজ" বশতঃই তোমার খোষামোদ করিতে বাধ্য হইয়াছি।
তোর লেগে মরি না, তোর গুণের লেগে মরি।
ব্যক্তিগত হিসাবে আমি তোমাকে প্রশংসা করি না, কিন্তু তোমার গুণেই আমি মুগ্ধ হইয়া আছি।
তোর শীল, তোর নোড়া,
তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।
তোমার দ্রব্য দিয়াই তোমার অনিষ্ট করিব। তোমারই অবলম্বিত যুক্তি দ্বারা তোমাকে পরাভূত করিব।
তোর মেনে কুমীরে খাক,
আমার শালুক তুলে দে।
তুমি সঙ্কটে পড়িয়াও আমার কার্য্য করিয়া দাও। (স্বার্থপরতা সম্বন্ধে প্রযুক্ত)।

থ

থাক্ মান, যাক্ প্রাণ।
"Death before dishonor."
থাকরে কুকুর আমার আশে,
ভাত দিব তোরে পৌষ মাসে।
অনির্দ্দিষ্ট বা সুদূর কাল পর্য্যন্ত কাহাকেও আশা দিয়া রাখা, পৌষমাসে কৃষকের সচ্ছল হয়।
থাকলে তালুয়ের বাপের শ্রাদ্ধ হয়,
না থাকলে আপনার বাপেরও শ্রাদ্ধ হয় না।
অর্থ থাকিলে অপ্রয়োজনীয় কার্য্যও সম্পন্ন করা হইতে পারে, না থাকিলে অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যও করা হয় না।
থাকে যদি চুড়ো বাঁশী,
মিলবে রাধা কেন কত দাসী।
"ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই।" কাহারও বিমোহন করিবার শক্তি না থাকিলে, কেহ তাহাতে বিমোহিত হয় না।
থালির মধ্যে হাতি পোরা।
অসম্ভব কার্য্য করিতে চেষ্টা করা।
থিয়ে তল যাবে, তবু নুয়ে ডুব দিবে না।
"ভাঙ্গবে ত মচ্‌কাবে না।" "Break but not bend." বরং অবসন্ন হইবে, তবু হীনতা স্বীকার করিবে না।
থোঁতা মুখ ভোঁতা হল।
উপযুক্ত শাস্তি হইল।

থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।
বৈচিত্র্যাভাব। "একঘেয়ে।

দ

দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার।
প্রজাপতি দক্ষ জামাতা শিবকে অবমানিত করিবার উদ্দেশ্যে শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দক্ষের কন্যা সতী অনিমন্ত্রিত হইয়াও যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলে দক্ষ শিবের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। পতিনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব ক্রোধে বীরভদ্রের সৃষ্টি করিয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন এবং দক্ষের শিরশ্ছেদন করেন। কোন বৃহৎ কার্য্য মহতী বাধা দ্বারা কোন প্রকারে পণ্ড হইয়া গেলে তাহাকে লোকে দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার কহে।
দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা,
পূর্ব্বদ্বারী তার প্রজা;
পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই,
উত্তরদ্বারীর কাছে না যাই।
ঘরের দরজা দক্ষিণমুখী হইলে ঘরে রীতিমত আলোক ও বাতাস পাওয়া যায়; এজন্য দক্ষিণদ্বারী ঘর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বদ্বারী ঘরে আলোক পাওয়া গেলেও বাতাস ভাল আসে না বলিয়া উহা দক্ষিণদ্বারী ঘর অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পশ্চিমদ্বারী ঘরে মধ্যাহ্নের পর হইতে সূর্য্যের তাপ লাগায় উহা বড় গরম হয়, ভাল বাতাস পাওয়া যায় না, তাহার উপর বৃষ্টির সময়ে পশ্চিমে ঝাপ্‌টায় ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত জল যায়; এজন্য পশ্চিমদ্বারী ঘর নিকৃষ্ট। উত্তরদ্বারী ঘরে আলোক ও বাতাসের অভাব; অধিকন্তু শীতকালে 'উত্তুরে' বাতাসে ভয়ানক ঠাণ্ডা বোধ হয়; একারণ কেহ সহজে উত্তরদ্বারী ঘর করিতে চায় না।
দধির অগ্র ঘোলের শেষ।
দধির পাত্রের উপরিভাগেই সার পদার্থ থাকে, এজন্য তাহা খাইতে অতিশয় সুস্বাদ; আর ঘোলের উপরে জলীয়াংশ, নীচে সার ভাগ থাকে, এ কারণ উহার নীচের অংশই সুমিষ্ট।
দয়া করে দেয় নুণ,
ভাত মারে তিন গুণ।
এক কৃপণ গৃহস্থ জনৈক ভিক্ষুকের সকাতর অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হইয়া তাহাকে ভাত খাইতে দিল। কিন্তু ব্যঞ্জনের অভাবে ভিক্ষুক ভাতগুলিকে উদরস্থ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া গৃহিণী দয়াবশতঃ তাহাকে একটু লবণ দিলেন। ভিক্ষুক সেই লবণসংযোগে পাত্রস্থ ভাতগুলি ত খাইলই, তদ্ব্যতীত সে আরও ভাত চাহিয়া লইয়া উদর পূর্ণ করিল। ইহা দেখিয়া

গৃহস্থ ক্রোধে পূর্ব্বোক্ত বাক্যটী বলিয়াছিল। —কেহ একটু প্রশ্রয় পাইয়া অধিকতর লাভের প্রত্যাশী হইলে লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে। "Give him an inch, and he will ask for an ell."
দয়ার পর ধর্ম্ম নাই, হিংসার পর পাপ নাই।
দয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, এবং হিংসা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পাপ।
দরকার পড়িলে খোঁড়াও লাফায়।
দরকার উপস্থিত হইলে যে খোঁড়া—যে জোরে চলিতে পারে না, সেও লাফাইয়া লাফাইয়া চলে, অর্থাৎ নিজের গরজ পড়িলে খুব অকেজো ব্যক্তিও তখন কিছু কাজ করিবার চেষ্টা করে।
দরদী বিনা দরদ বুঝে না।
সমব্যথী না হইলে ব্যথা বুঝিতে পারে না।
দরিদ্রদোষে গুণরাশি নাশে।
বহুতর গুণসত্বেও দরিদ্র হইলে তাহার কোন গুণই স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না; অপিচ অভাবের তাড়নায় তাহার গুণসকল একে একে নষ্ট হইয়া যায়।
দরিদ্রের ধন।
দরিদ্র ব্যক্তি সহসা ধন লাভ করিলে তাহা পরম যত্নে রক্ষা করে। কেহ কোন বস্তুর প্রতি অত্যধিক যত্ন প্রকাশ করিলে লোকে তাহাকে 'দরিদ্রের ধন' বলিয়া থাকে।
দর্পণে মুখ দেখা।
দর্পণে মুখ দেখিবার সময় যেমন মুখভঙ্গী করিবে, দর্পণেও অবিকল তদ্রূপ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে। লোকের সহিত যেমন ব্যবহার করিবে, লোকের নিকট অবিকল তেমন ব্যবহার পাইবে।
দর্পহারী ভগবান্ (মধুসূদন)।
ঈশ্বর সকলেরই দর্প চূর্ণ করেন।
দশচক্রে ভগবান্ ভূত।
দশজনের ষড়্‌যন্ত্রে জীবিত 'ভগবান্ নামক পণ্ডিতকে ভূত হইতে হইয়াছিল [সংস্কৃত প্রবাদ—"ভগবান্ ভূততাং গতঃ" দেখ]। দশ জনে কাহারও বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিলে সে যেমনই লোক হউক না কেন, তাহাকে নানারূপ নির্য্যাতন পাইতে হইবে।
দশ দিন চোরের, এক দিন সাধের।
চোর চুরি করিয়া দশ দিন ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু তাহাকে এক দিন সাধুর হাতে ধরা পড়িতেই হইবে।
দশ পুত্র সমকন্যা যদি পাত্রে পড়ে।
কন্যাকে যদি সুপাত্রে দান করা যায়, তবে সেই এক কন্যা হইতেই দশ পুত্রের কাজ হয়।
দশ মুখে ধর্ম্ম।
দশ জনে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করে, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হয়।

দশে মিলি করি কাজ,
হারি জিতি নাই লাজ।
দশ জনে মিলিয়া কোন কাজ করিলে, তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, তাহাতে লজ্জা নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সকল কাজই দশ জনের পরামর্শ বা সাহায্য লইয়া করা উচিত।

দশে যারে বলে ছি, তার প্রাণে কাজ কি?
দশ জনে যাহার নিন্দা করে, তাহার জীবনধারণ বৃথা।

দশের মুখে জয়, দশের মুখেই ক্ষয়।
দশ জনে অর্থাৎ সাধারণে যাহার প্রশংসা কীর্ত্তন করে, সেই যশস্বী হয়; আবার দশ জনে যাহার দোষকীর্ত্তন করে, সে প্রকৃত গুণবান্ হইলেও নিন্দিত হইয়া থাকে। অতএব দশ জনকে মানিয়া চলা উচিত।

দশের লড়ি (লাঠী) একের বোঝা।
দশ জনের দশ খান লাঠী যদি একজনকে বহিতে হয়, তবে তাহা তাহার পক্ষে একটা ভারী বোঝা হইয়া পড়ে। কিন্তু দশ জনে যদি এক একখান লাঠি হাতে করিয়া লয়, তবে কাহারও ভার বোধ হয় না।

দশে লাগে ভূত ভাগে।
দশ জনে লাগিলে ভূতও ভয়ে পলাইয়া যায়। ভাবার্থ—দশ জনে মিলিয়া চেষ্টা করিলে অতি দুঃসাধ্য কার্য্যও সুসাধ্য হইয়া থাকে।

দাঁড়ালে পোয়া, বস্‌লে ক্রোশ,
পথ বলে মোর কিসের দোষ।
পথ চলিতে চলিতে একবার দাঁড়াইয়া কাহারও সহিত কথা কহিলে এক পোয়া (প্রায় আধ মাইল) পথের ফেরে পড়িতে হয়, অর্থাৎ এক পোয়া পথ চলিতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময় নষ্ট হয়। আর যদি বসা যায়, তবে এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার সময় কাটিয়া যায়।

দাঁড়িকে মাঝি করা, মাঝ গাঙ্গে ডুবে মরা।
যে দাঁড় টানে, তাহাকে যদি মাঝি (যে হাল ধরে) করিয়া নৌকা চালান যায়, তাহা হইলে মাঝ নদীতে গিয়া নৌকাডুবি হইয়া মরিতে হয়। যে যে কাজে অনভ্যস্ত, তাহার উপর সেই কার্য্যের ভার দিলে কাজ পণ্ড হইয়া যায়।

দাঁত আর ভাই, বিকল হইলে মন্দ।
দাঁত যতদিন না নড়ে ততদিন বড়ই উপকারী; কিন্তু একবার নড়িলে আর রক্ষা নাই, তাহা তখন ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক হয়। এইরূপ ভাইয়ের সহিত যতদিন ভাব ভালবাসা থাকে, ততদিন খুবই ভাল; কিন্তু একবার মনোমালিন্য ঘটিলে তখন ভাই ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

দাঁত গেলে জাঁত গেল।
যতদিন দাঁত থাকে, ততদিন ইচ্ছামত সকল জিনিষ খাইয়া উদরের তৃপ্তিসাধন করা যায়; কিন্তু দাঁত ভাঙ্গিয়া গেলে আর ইচ্ছামত জিনিষ খাইয়া উদরপূর্ত্তি রূপ সুখলাভ করিতে পারা যায় না।

দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না।
যতদিন দাঁত থাকে ততদিন বুঝা যায় না দাঁত আমাদের কিরূপ উপকারী। কিন্তু দাঁত ভাঙ্গিয়া গেলে একথা বেশ বুঝা যায়। সংসারে আমাদের এমন উপকারী লোক অনেক আছে, যাহাদের জীবিত কালে আমরা বুঝিতে পারি না যে, তাহাদের নিকট হইতে কিরূপ সাহায্য পাইতেছি; কিন্তু তাহারা মরিয়া গেলে যখন সেই সাহায্যের অভাব হয়, তখন ইহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

দাঁতে দড়ি দিয়া পড়ে থাকা।
অনাহারে পড়িয়া থাকা। অনাহারে থাকিলে দাঁত নাড়িতে হয় না, সুতরাং যেন দড়ি দিয়া দাঁতকে বাঁধিয়া পড়িয়া থাকা হয়।

দাওয়া মাড়া যতদিন,
বাপ খুড়া ততদিন।
এমন অনেক লোক আছে, তাহাদিগকে যতদিন দিতে থুতে পারিবে, তাহারা ততদিন বাবা, খুড়া প্রভৃতি সম্বোধনে আপ্যায়িত করিবে। কিন্তু দিতে থুতে না পারিলে আর ওরূপে আপ্যায়িত করিবে না, পরন্তু তখন হয়ত ইহার বিপরীত সম্বোধনে অভিহিত করিবে। "Fair weather friends."

দা-কুমড়া সম্বন্ধ।
দার সহিত কুমড়ার ছেদ্য-ছেদক সম্বন্ধ। দা ছেদক, কুমড়া ছেদ্য। কুমড়ার সহিত দায়ের সংস্পর্শ হইলেই কুমড়া কাটিয়া যায়। এইরূপ অতিশয় শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের তুলনায় এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

দাতা কর্ণ।
অঙ্গাধিপতি মহাবীর কর্ণ সাতিশয় দাতা ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের প্রার্থনায় স্বীয় অক্ষয় কবচ ও কুণ্ডল কাটিয়া তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন; অতিথি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সৎকারার্থ স্বহস্তে স্বীয় পুত্রকে কাটিয়াছিলেন। এইজন্য অতিশয় দানশীল ব্যক্তিকে লোকে 'দাতাকর্ণ' এই আখ্যায় অভিহিত করে।

দাতা দান করে,
বখিলের মুখ শুকায় (বুক ফাটে)।
দাতাকে দান করিতে দেখিলে কৃপণের মুখ শুকাইয়া যায়; অথবা এত অর্থ নষ্ট হইতেছে দেখিয়া তাহার বুক যেন ফাটিয়া যায়।

দাতার চেয়ে বখিল ভাল, ত্বরিত জবাব দেয়।
যে দাতা দিব বলিয়া আশ্বাস দেয়, অথচ শেষে দেয় না, সেরূপ দাতা অপেক্ষা কৃপণকে ভাল বলা যায়; কারণ, সে একবারেই দিব না বলিয়া জবাব দেয়; বৃথা আশ্বাসে রাখিয়া কষ্ট দেয় না।

দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ।
দাতা ব্যক্তি নারিকেল গাছ রোপণ করে। নারিকেল গাছের ফলের অধিকাংশই পরের ভোগে যায়, অল্পমাত্রই নিজের ভোগে আইসে। আর কৃপণ বাঁশ গাছ রোয়। বাঁশের কিছুই অপরের ভোগ করিবার নাই, অপিচ একখান বাঁশ পুঁতিলে তাহা হইতে বহুতর বাঁশ জন্মিয়া আয়ের পথ প্রশস্ত করে।

দাদ ভাল করিতে শেষে কুষ্ঠকুড়ি হলো।
দাদ আরাম করিবার জন্য ঔষধ দেওয়া গেল, কিন্তু ঔষধের দোষে শেষে কুষ্ঠ প্রভৃতি ঘৃণিত রোগের উৎপত্তি হইল। সামান্য বিষয়ের প্রতিকার করিতে গিয়া শেষে একটা ভয়ানক বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দাদা বলেছে চষ্‌তে, তাই চষ্‌তেই আছি।
দাদা জমিতে চাষ দিতে বলিয়াছে, সুতরাং চাষই দিতেছি, আর চাষ দেওয়া প্রয়োজনীয় কি অপ্রয়োজনীয় তাহা আমি দেখিব না। কাহারও আদেশানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া কেবল কাজ করিয়া গেলে লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে।

দাদারও কলার।
এক গুলিখোর কোন নিমন্ত্রণ বাড়ীতে গিয়া পর্য্যাপ্তরূপে ভোজন করিয়াছিল। এত খাইয়াছিল যে, সে পথ চলিতে অশক্ত হইয়া এক নদীর ধারে শুইয়া পড়িল; তাহার উদরগত দধিমিশ্রিত চিপিটকরাশি ফুলিয়া উদরটীকে অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত করিয়া দিল। এদিকে নদীতে জোয়ার আসিল। জোয়ারের জল তাহার গায়ে আসিয়া লাগিল, কিন্তু উঠিবার শক্তি নাই। জোয়ারের জলে একটা মড়া ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া তাহার গায়ে ঠেকিল। মড়ার পেটটাও খুব ফুলিয়া উঠিয়াছিল। তখন গুলিখোর সেই মড়ার পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "দেখিতেছি দাদারও কলার।" সমাবস্থ ব্যক্তি সম্বন্ধে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

দান যেমন, দক্ষিণাও তেমন।
যেরূপ দান, তদনুরূপই দক্ষিণা হইয়া থাকে। কেহ একটা মেটে কলসী দান করিয়া তাহার দক্ষিণা পাঁচ টাকা দেয় না, আবার একটা স্বর্ণ কলস দান করিয়া

তাহার দক্ষিণা পাঁচ পয়সা দেয় না। যেমন কাজ, তাহার উপযুক্ত পারিশ্রমিকই হইয়া থাকে।

দায় ঠেকিলে, শালগ্রামের পৈতা বেচে খায়।
নিতান্ত দায়ে পড়িলে লোকে শালগ্রামের পৈতা অর্থাৎ ঠাকুরের গহনা বেচিয়াও দিন চালায়। দায় উপস্থিত হইয়া ন্যায়ান্যায় বোধ রহিত হইলে লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে।

দায় পড়্‌লে বাবা বলে।
লোকে বিপদে পড়িলেই যাহার নিকট সাহায্য প্রত্যাশা করে, তাহাকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করে। বিপদ্ কাটিয়া গেলে আর বলে না।

দায় মোদ্দায় রাজি, কি করবেন কাজি ?
বাদী প্রতিবাদীতে মিল হইয়া গেলে বিচারক আর কি করিতে পারেন ?

দায়ে কাটে কুমড়া যেমন।
দায়ের আঘাত পাইবামাত্র কুমড়া কাটিয়া যায়। এইরূপ ব্যাপারের সহিত এই উপমার ব্যবহার হয়।

দায়ে বালি কুড়ু্লে শিল।
দা শানাইতে হইলে বালি দিয়া শাণ দিবে, এবং কুড়ুল শানাইতে হইলে শিলে ঘষিয়া শানাইবে।

দিও কিঞ্চিৎ, না ক'রো বঞ্চিত।
যাচককে অধিক না পার যৎসামান্যও দিও, একেবারে বঞ্চিত করিও না।

দিনগত পাপক্ষয়।
দিবসকৃত পাপনাশার্থ কৃত কর্ম্ম। কিছুমাত্র মন না দিয়া অবহেলার সহিত কোন কার্য্য কৃত হইলে তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

দিন গেল আলে ডালে,
রাত হ'লে চেরাগ্ জ্বালে।
দিবাভাগ আলস্যে কাটাইয়া দিয়া রাত্রিতে কার্য্যের জন্য আলো জ্বালিল। সময়ে কোন কাজ সম্পন্ন না করিয়া অসময়ে সেই কাজ করিতে নিযুক্ত হওয়া।

দিন থাক্‌তে বাঁধে আল,
তবে খায় নানা শাল।
পূর্ব্ব হইতে জমিতে আলি বাঁধিলে তবে জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে জল থাকিবে, এবং তাহা হইলেই নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইবে। সময়ে কাজ কর, তবে তাহার ফল পাইবে। অসময়ে কাজ করিলে পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল পাইবে না।

দিন যাবে রবে না।
সুখেই হউক, দুঃখেই হউক, সম্পদেই হউক, বা বিপদেই হউক, দিন চলিয়া যাইবে, তাহা কাহারও জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে না। "Time and tide wait for no man."

দিন যায় কথা থাকে।
কাহাকেও কোন রূঢ় মর্ম্মভেদী কথা বলিলে দিন চলিয়া যায়, কিন্তু সেই কথাটী তাহার চিরকাল মনে অঙ্কিত থাকে।

দিন যায় ত ক্ষণ যায় না।
ভাবী কোন বিষয়ের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা থাকিলে ব্যবহিত দিনগুলি কোন প্রকারে কাটিয়া যায়, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই এক একটী মুহূর্ত্ত যেন কাটিতে চায় না।

দিনে ডাকাতি।
দস্যুরা রাত্রিতেই লুণ্ঠনকার্য্য করিয়া থাকে, লোক-চক্ষুর সম্মুখে তাহা করিতে পারে না। কিন্তু কেহ লোকচক্ষুর সম্মুখে ছলে বলে কাহারও সম্পত্তি আত্মসাৎ করিলে তাহাকে দিনে ডাকাতি বলে।

দিনে তারা দেখা।
দিবসে সূর্য্যের কিরণে তারা দেখা যায় না। যাহা হইতে পারে না, এমন কোন বিষয়ের সহিত তুলনা দিতে হইলে লোকে এই প্রবাদের উল্লেখ করিয়া থাকে।

দিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয়।
দান করিয়া তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে নাই, করিলে অতি নীচ দশা প্রাপ্ত হইতে হয়।

দুই চোখের বালি (বিষ)।
চোখে বালি পড়িলে চোখের ভয়ানক যন্ত্রণা হয়। যাহাকে দেখিতে পারা যায় না, যাহাকে দেখিলে ঈর্ষ্যা বা ক্রোধ জন্মে, তাহাকে দুই চোখের বালি বা চোখের বালি বলে। "An eye-sore."

দুই নৌকায় পা দেওয়া।
দুইটা চলনশীল নৌকায় দুই পা দিয়া থাকিলে নৌকা একটু সরিলেই জলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। এইরূপ দুই দিক্ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলে তাহা সফল হয় না, অধিকন্তু পরিণামে বিপদ্ ঘটে। "শ্যাম ও কুল দুই বজায় থাকে না।"

দুই সতীনে ঘরকন্না,
ঘরের গিন্নী ভাত পান না।
দুই সতীনের ঘর হইলে সেখানে নিয়তই কলহ বিবাদ চলিতে থাকে। সে কলহে পরস্পরের আড়িতে রন্ধনাদির ব্যাপারও বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং ঘরের গিন্নী (শাশুড়ী প্রভৃতি) তাহাদের কলহের ফলে ভাত পান না।

দুই স্ত্রী যার, বড় দুঃখ তার।
যাহার দুই বিবাহ, তাহাকে বড়ই কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কেননা দুই সতীনের ঝগড়ায় তাহাকে নিয়ত জ্বালাতন হইতে হয়।

দুই হাঁড়ি একত্র থাক্‌লেই ঠকাঠকি লাগে।
দুইটী হাঁড়ি এক জায়গায় থাকিলে একটু নাড়াচাড়া পাইলেই পরস্পর ঠোকাঠুকি লাগে। এইরূপ এক ঘরে দুই জন লোক থাকিলেই মধ্যে মধ্যে এক আধটু ঝগড়া হইয়া থাকে।

দুঃখী যায় সুখীর কাছে,
দুঃখ যায় তার পাছে পাছে।
দুঃখীর অদৃষ্টে কোথাও সুখ মিলে না। সে যদি সুখীর নিকটেও যায়, তথাপি কোথা হইতে একটা আকস্মিক দুঃখ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। "অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই।"

দুঃখীর কপালে সুখ নাই।
যে দুঃখী, তাহার অদৃষ্টে কোথাও সুখ নাই ; যেখানেই থাক্, তাহাকে দুঃখই ভোগ করিতে হয়। "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।"

দুঃখের উপর টনকের ঘা।
কষ্টের উপর আরও অধিক কষ্ট।

দুঃখের ভাত সুখ করে খাওয়া।
কষ্টে সৃষ্টে যাহা কিছু উপার্জ্জন করা যায়, তদ্দ্বারাই শান্তিতে থাকিয়া খাওয়া পরা।

দুঃখে শিয়াল কুকুর কাঁদে।
এত দুঃখ যে, তাহা দেখিয়া মানুষের কথা দূরে থাকুক, শেয়াল কুকুর প্রভৃতি জন্তুও কাঁদিতে থাকে। অতি দুঃখ ভোগ করিলে লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করে।

দুধ কলা দাও যত, সাপের বিষ বাড়ে তত।
হিংসকের সহিত যতই সদ্ব্যবহার কর না কেন, তাহাতে তাহার হিংসা বাড়িবে বই কমিবে না। সাপকে যতই দুধ কলা খাওয়াও, ততই তাহার বিষ বাড়িতে থাকিবে। খলের যতই উপকার কর, সে কিছুতেই খলতা ত্যাগ করিবে না।

দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা।
সাপকে দুধ কলা খাওয়াইয়া পুষিলে সে সুযোগ পাইলে নিশ্চয়ই দংশন করিবে। হিংসকের যতই উপকার কর, সে অবসর পাইলেই অনিষ্ট করিবে।

দুধকে দুধ জলকে জল।
ভূরিভাগ জলমিশ্রিত দুগ্ধ দুধের ন্যায় দেখায়, আবার জলেরও কার্য্য করে। কপটী লোক যে যেমন, তাহার কাছে তেমন কথা কয়। "All things to all men".

দুধ রাখলেই পঞ্চামৃত।
এক দুধ সঞ্চয় করিতে পারিলেই ঘৃত, দধি, নবনীত প্রভৃতি পঞ্চামৃত পাওয়া যায়। লোকের সহিত এক ভালবাসা রাখিলেই সকল প্রকার উপকার পাওয়া যাইতে পারে।

দুধের মাছি।
মাছি ভাল মন্দ সকল জিনিসেই বসিয়া

থাকে। যখন যাহা পায়, তখন তাহাই খায়। কিন্তু কতকগুলি মাছি কেবল দুধ সর ক্ষীর ননীই খায়। যে সকল লোক কাহারও সুখের সময়ে আত্মীয়তা করে, পরন্তু তাহার দুঃখ উপস্থিত হইলে সরিয়া পড়ে, তাহাদের সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। "Fair weather friend".

দুধের সাধ (তৃষ্ণা) কি ঘোলে মিটে ?
দুধ খাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইলে দুধের অভাবে যদি ঘোল খাওয়া যায়, তবে তাহাতে কি দুধ খাইবার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় ? দুধ হইতেই ঘোলের উৎপত্তি বটে, কিন্তু তাহাতে দুধের স্বাদ বা গুণ কিছুই নাই। নকলে আসলের সুখ পাওয়া যায় না। ঘোলে দুধের স্বাদ পাওয়া যায় না।

দু'নৌকায় পা দিলে, পড়ে যাবে অগাধ জলে।
চলনশীল দুই নৌকায় দুই পা রাখিয়া দাঁড়াইলে নৌকা একটু ফাঁক হইলেই জলে পড়িয়া যাইতে হয়। দুই দিক্ বজায় রাখিতে গেলে কোন দিকই বজায় থাকে না, অধিকন্তু শেষে বিপন্ন হইতে হয়। "Between two stools, fall to the ground".

দুর্জ্জনেরে পরিহরি, দূরে থেকে নমস্কার করি।
দুর্জ্জনকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিবে ; দুষ্ট লোকের নিকটে যাইবে না। "দুর্জ্জনো পরিহর্ত্তব্যঃ।"

দুর্ভিক্ষ অল্পকাল, স্মরণ থাকে চিরকাল।
দুর্ভিক্ষ অল্প দিন থাকে, কিন্তু সে সময়ের কষ্টের কথা চিরদিন মনে থাকে। বিপদ্ চিরকাল থাকে না, কিন্তু বিপৎকালে যে যেরূপ ব্যবহার করে, তাহা চিরকাল স্মরণ থাকে।

দুষ্ট গরু চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।
দুষ্ট গরু থাকা অপেক্ষা মোটেই গরু না থাকা মঙ্গল ; তাহাতে গোয়াল শূন্য হইলেও ক্ষতি নাই। দুষ্ট লোক থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল।

দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা,
ঘুরিয়ে বসে পাশে (কাছে) ;
কথা দিয়ে কথা লয়,
প্রাণে বধে শেষে (পাছে)।
দুষ্ট লোক মিষ্ট কথা বলিয়া কাছ ঘেঁসিয়া বসে, এবং মিষ্ট কথায় মুগ্ধ করিয়া মনের কথা বাহির করিয়া লয় ; পশ্চাৎ সেই কথা প্রকাশ করিয়া বিপন্ন করিয়া থাকে।

দুষ্টের আঠারগাছি পথ।
দুষ্ট লোক নানা প্রকার ছল জানে।

দূরের কেশ ঘন দেখায়।
দূর হইতে দেখিলে পাতলা চুলও ঘন দেখায়। যাহার সহিত ব্যবহার করা হয় নাই, মন্দ হইলেও তাহাকে ভাল লোক বলিয়া বোধ হয়। "যে ঘোলটা পালিয়ে যায়, সেইটেই মস্ত হয়"।

দেঁতোর হাসি।
আন্তরিকতাশূন্য মৌখিক হাসি। "Sardonic smile".

দেখ্ছি কত দেখবো আর,
ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।
কতই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতেছি, আর পরেও কত দেখিব ; হীন জন্তু ছুঁচোও গলায় চন্দ্রহার পরিয়াছে। কেহ ক্ষমতার অতীত আড়ম্বর দেখাইলে লোকে বিদ্রূপ-চ্ছলে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে।

দেখ্তে কাল, খেতে ভাল।
এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা দেখিতে কাল অর্থাৎ বিশ্রী হইলেও খাইতে সুস্বাদ। এমন অনেক লোক আছে, যে বাহিরে দেখিতে কুৎসিত, কিন্তু ভিতরে গুণসম্পন্ন।

দেখ্তে খেঁকশিয়ালি, যুদ্ধের সময় বাঘ।
দেখিতে খেঁকশিয়ালির মত ক্ষীণ, কিন্তু যুদ্ধের সময় ব্যাঘ্রের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন, অর্থাৎ কার্য্যকালে সাহসী।

দেখ্তে পেলে শুন্তে চায় না।
কেহ কোন ঘটনা যদি প্রত্যক্ষ করিতে পায়, তবে তাহা কেবল লোকমুখে শুনিয়া তৃপ্ত হইতে ইচ্ছা করে না। "Seeing is believing."

দেখ্ তোর, না দেখ্ মোর।
যদি দেখিতে পাও, তবেই তোমার জিনিস, নতুবা ইহা আমার। অর্থাৎ তোমার জিনিস তুমি যদি চোখে চোখে রাখিতে পার, তবেই তোমার রহিল, নতুবা ইহা আমি চুরি করিব (অনেক লোক আছে, যাহারা একটু ফাঁক পাইলেই পরের জিনিস আত্মসাৎ করে। ইহা তাহাদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য)।

দেখ্ব কত কালে কালে,
গোঁফ রেখেছে তোব্ড়া গালে।
কালে কালে কতই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যাইবে ; বৃদ্ধ হওয়ায় গাল তোব্ড়াইয়া গিয়াছে ; তাহার উপর আবার গোঁফ রাখা হইয়াছে। অসঙ্গত আচরণসম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

দেখাদেখি চাষ, লাগালাগি বাস।
একজন চাষ আরম্ভ করিয়াছে দেখিলেই সকলে চাষের কাজে প্রবৃত্ত হয়। এক জন ভাল ঘরদ্বার করিয়াছে দেখিলেই সকলে ভাল ঘরদ্বার করিতে ইচ্ছা করে, অথবা এক জন একস্থানে গিয়া বসতি স্থাপন করিলে সকলেই ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে।

দেখে শুনে আক্কেল গুড়ুম।
অসম্ভব ঘটনা দেখিয়া হতভম্ব হইয়া যাওয়া।

দেখে শুনে পেটের পিলে চমকায়।
অদ্ভুত বা ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে উদরস্থ প্লীহাও চমকিত হইয়া উঠে।

দেখে শেখে, আর ঠেকে শেখে।
কেহ কোন ঘটনা দেখিয়া শিক্ষালাভ করে। আবার কেহ কেবল দেখিয়া শিখে না, নিজে সেইরূপ ঘটনাচক্রে পড়িলে তবে শিক্ষা লাভ করে। বুদ্ধিমান্ দেখিয়া শিখে, আর নির্ব্বোধ ঠেকিয়া শিখে। "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।"

দেদোর মর্ম্ম দেদোয় জানে।
দাদের যে কি যন্ত্রণা, তাহা যাহার দাদ হইয়াছে সেই বুঝিতে পারে। "কত জ্বালা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

দেনার চেয়ে পাপ নাই।
ঋণের অপেক্ষা ভয়ানক পাপ আর নাই।

দেব (শিব) গড়িতে বানর হ'ল।
দেবতা বা শিব গঠন করিতে গিয়া শেষে বানর গঠিত হইল। ভাল কাজ করিতে গিয়া শেষে মন্দ হইয়া দাঁড়াইলে এই প্রবাদ প্রযুজ্য।

দেবতার বেলা লীলা খেলা,
পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।
দেবতারা অনেক নিন্দিত কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু তাহা তাঁহাদের লীলা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ; আর মানুষে যদি সেইরূপ কাজ করে, তবে মানুষের আর রক্ষা নাই, তাহা পাপ বলিয়া গণ্য হইবে। বড়লোকে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু গরীবে সে কাজ করিতে গেলেই দোষাবহ হয়।

দেবর লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ স্বীয় ভ্রাতৃজায়া জানকীর প্রতি সাতিশয় ভক্তিমান্ ছিলেন। এজন্য কেহ ভ্রাতৃজায়ার প্রতি তাদৃশ ভক্তি বা আনুগত্য প্রকাশ করিলে তাহাকে 'দেবর লক্ষ্মণ' বলা হয়।

দেবো ধন বুঝ্‌বো মন,
কেড়ে নিতে কতক্ষণ।
ধন দিয়া গ্রহীতার মন পরীক্ষা করিব ; যদি বুঝি সে অপাত্র, তবে ধন কাড়িয়া লইতে কতক্ষণ লাগে ? কেহ কাহাকেও কিছু দান করিয়া তাহার অসদাচরণ দেখিলে যদি দত্তবস্তু কাড়িয়া লয়, তবে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযোজ্য হইয়া থাকে।

দেয় থোয় রাখে মান,
তারে বলি যজমান।
যে পুরোহিতকে যথেষ্ট দান ধ্যান করে, এবং পুরোহিতের সম্মান রাখিয়া চলে, তাহাকেই প্রকৃত যজমান বলা যায়।

দেশগুণে বেশ।
যদি দেশপ্রচলিত হয়, তবে নিন্দিত কার্য্যও

তথায় প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।" "Do in Rome, as Rome does."

দেশে নাই যা, ছেলে চায় তা।
যাহা দেশে পাওয়া যায় না, ছেলে এমন জিনিষ লইতে চায়। কেহ অতিরিক্ত আবদার করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

দৈ খাবে যেথো, কড়ি দেবে সেথো।
যেথো দৈ খাইবে, আর সেথো সেই দৈয়ের দাম দিবে। একজন লাভ করিবে, আর একজন তাহার জন্ত বেগার খাটিবে।

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।
দেবদ্বেষী দৈত্যকুলে হরিভক্ত প্রহ্লাদ জন্মিয়াছিলেন। এজন্ত নীচগৃহে অর্থাৎ যে গৃহে ধর্ম্মকর্ম্মাদির সেরূপ আদর নাই সেই গৃহে, ভাল লোক জন্মিলে তাহাকে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ বলা হয়। "গোবর গাদায় পদ্ম ফুল।"

দৈবজ্ঞ যদি বলে ঠিক,
তবে কেন মাঙ্গে ভিক্।
দৈবজ্ঞ যদি গণনা করিয়া অদৃষ্টের কথা বলিতে পারিত, তবে সে নিজে কেন ভিক্ষুকের মত বেড়াইত? সে নিজের অদৃষ্ট নিজে গণিয়া ভবিষ্যতের উপায় করিতে পারিত।

দোদেল বান্দা কলমা চোর,
না পায় ভেস্তেহ্ না পায় গোর।
দ্বিমনা ব্যক্তি অর্থাৎ সংশয়ী এবং মন্ত্রচোর স্বর্গও পায় না এবং গোরও পায় না; অর্থাৎ ইহাদের দুই দিক্ নষ্ট হইয়া অধোগতি হয়।

দোষ ছাড়া লোক নাই।
সকল লোকেরই কিছু না কিছু দোষ আছে। "গোলাপে কাঁটা"। "চন্দ্রে কলঙ্ক।" "No rose without thorns".

দ্বিজ বলে দেওয়ান ও বাত কহ কাকে।
ব্রাহ্মণ বলিল, ফকির! ও কথা কাহাকে বল; তোমার অপেক্ষা আমার অবস্থা আরও মন্দ; এবং তোমার অপেক্ষা আমি আরও বেশী ভুগিয়াছি।

ধ

ধন জন পরিবার,
কেহ নহে আপনার।
ধনই বল, লোকবলই বল, আর স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনবর্গ বল, উহারা কেহই আপনার নয়; মৃত্যুর পর কেহই সঙ্গে যাইবে না, একাই যাইতে হইবে।

ধন জন যৌবন জোয়ারের জল।
ধন, পরিজন এবং যৌবন, এ সকলই জোয়ারের জলের স্থায় অস্থায়ী।

ধন থাক্‌লেই সিঁধের ভয়।
যাহার ধন আছে, তাহারই চোর ডাকাতের ভয় হয়; ধন না থাকিলে সে ভয় নাই। "নেংটাকে নেই বাটপাড়ের ভয়।"

ধন দিয়ে মন বুঝে,
যৌবন দিয়ে আক্কেল বুঝে।
টাকাকড়ি দিয়া মন বুঝিয়া লয়, এবং যৌবন দান করিয়া বিবেচনা জানিয়া লয়।

ধন পরিবাদও ভাল।
ধন না থাকিলেও যদি ধন আছে বলিয়া অপবাদ ঘোষিত হয়, তাহা মন্দ নহে। কেন না ধনী বলিয়া লোকে সমাদর করে।

ধন বড় না ধর্ম্ম বড়?
ধনের মাহাত্ম্য অধিক, না ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অধিক? ধন অপেক্ষা ধর্ম্মের মাহাত্ম্যই অধিক।

ধনসোহাগী মরেন কুঁড়োর যাউ খেয়ে।
ধনের প্রতি অত্যন্ত মমতাপরায়ণ ব্যক্তি কুঁড়োর যাউ খাইয়া দিন কাটায়; পয়সা খরচের ভয়ে ভাল খায় দায় না।

ধনীর চিন্তা ধন ধন নিরেনব্বুইয়ের ধাক্কা।
যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা।
ধনী ব্যক্তি নিরেনব্বুয়ের ধাক্কায় পড়িয়া ["নিরেনব্বুয়ের ধাক্কা" দেখ] কেবল ধনের চিন্তা করেন; যোগী কেবল ঈশ্বরচিন্তা করেন, এবং ফকির কবে মক্কা যাইবেন এই চিন্তায় নিরত থাকেন। যাহার যাহাতে অনুরাগ, সে তাহারই চিন্তা করে। "Every one to his taste."

ধনীর মাথায় ধর ছাতি,
নির্ধনের (কুলের) মাথায় মার লাথি।
ধনবানের মাথায় ছাতি ধর, এবং দরিদ্রের মাথায় লাথি মার, অর্থাৎ ধনীকে সমাদর কর, এবং যাহার ধন নাই, তাহাকে অনাদর কর। অথবা বংশের মাথায় লাথি মারিয়া অর্থাৎ বংশমর্য্যাদা বিবেচনা না করিয়া ধন থাকিলেই তাহাকে সম্মান কর।

ধনুক ভাঙ্গা পণ।
রাজর্ষি জনক পণ করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি হরধনুতে গুণ যোজনা করিতে পারিবে, তাহারই হস্তে তিনি কন্যা সীতাকে সমর্পণ করিবেন। অনেক রাজা মহারাজ, অনেক বড় বড় বীর ধনুক ভাঙ্গিতে আসিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। শেষে রামচন্দ্র ধনু ভাঙ্গিয়া সীতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপ দৃঢ় ও ভীষণ প্রতিজ্ঞাকে 'ধনুক ভাঙ্গা পণ' কহে।

ধনে অহঙ্কার নহে, অহঙ্কার মনে।
ধনের মধ্যে যে অহঙ্কার আছে তাহা নহে, মনেই অহঙ্কার জন্মায়।

ধনে ধন দেখে, পুতে পুত দেখে।
যাহার ধন আছে তাহারই আরও ধনাগম হয়, এবং যাহার পুত্র আছে, তাহারই আবার পুত্র জন্মে। "জলেই জল বাধে।" "It never rains but pours."

ধনে সুখ নয়, মনে সুখ।
ধন থাকিলেই যে সুখী হওয়া যায় তাহা নহে; যদি মনে সুখ থাকে, তবেই প্রকৃত সুখী হওয়া যায়।

ধন্ত রাজার পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ।
যদি মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হয়, তবে সে দেশের রাজা পুণ্যাত্মা, এবং দেশও পুণ্যময়। মাঘের শেষে বৃষ্টি হইলে যদি সেই সময়ে জমিতে চাষ দেওয়া যায়, তবে তাহাতে প্রচুর শস্ত জন্মে; লোকে বলে— 'মাঘের মাটি, সারের পাটি'। এই জন্তই মাঘের শেষের বৃষ্টির এত প্রশংসা।

ধর্ কাছি ত ধরেই আছি।
কাছি ধরিতে বলিয়াছে, সুতরাং তাহা ধরিয়াই আছি, টানিতেছি না, ছাড়িয়াও দিতেছি না। কাহারও আদেশানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, মন না দিয়া কেবল দায়ে পড়ার গোছে কাজে হাত দিয়া থাকিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ধর মাছ ভাগ আছে।
তুমি জলে নামিয়া কষ্ট করিয়া মাছ ধর, আমি তাহার ভাগ লইব। তুমি প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম কর, আমি সেই পরিশ্রমলব্ধ ফলের অংশ গ্রহণ করিব।

ধরলে চিঁ চিঁ, ছেড়ে দিলে সিংহী।
এমন অনেক লোক আছে, যাহাদিগকে চাপিয়া ধরিলেই কাকুতি মিনতি করে, আবার ছাড়িয়া দিলেই বাহিরে গিয়া সিংহের স্থায় আস্ফালন করে এবং বিয়াল্লিশ লাফ ছাড়িতে থাকে।

ধরাকে সরা জ্ঞান।
অহঙ্কারে পৃথিবীকে একটা ছোট সরার মত দেখা; অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কাহাকেও গ্রাহ্য না করা।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি।
মাছ ধরি, কিন্তু জল ছুঁই না। যাহাতে কিছুমাত্র বেগ না পাইতে হয়, এমন কৌশলে কার্য্য সিদ্ধ করা।

ধ'রে আন্‌তে বল্লে বেঁধে আনে।
এমন অনেক লোক আছে, যাহারা একটু আদেশ পাইলে আদেশের অতিরিক্ত কাজও করিয়া থাকে। প্রভু আদেশ করিলেন, রামা গোয়ালাকে ধরিয়া আন। ভৃত্য তাহাকে বাঁধিয়া আনিয়া হাজির করিল।

ধরেছ ত ছেড় না।
যে কাজে হাত দিবে, তাহা সিদ্ধ না করিয়া ছাড়িবে না।

ধরেছে তরকারি আপনার গুণ।
এক ব্যক্তি ওলের গুণের খ্যাতি শুনিয়া ওলের তরকারি খাইতেছিল। প্রথমে বেশ খাইতে লাগিল; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মুখ কুটকুট করিতে আরম্ভ করিল। তখন সে

নীরবে বসিয়া মনে মনে ওলের গুণকীর্ত্তন-কারীর মস্তক ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, খাইতেছ না যে? সে ব্যক্তি তখন গম্ভীরস্বরে বলিল, ধরেছে তরকারি আপনার গুণ।—মন্দপ্রকৃতির লোক সংসর্গ বা উপদেশের গুণে ভাল কাজ করিতে করিতে হঠাৎ স্বীয় নীচ প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ধ'রে বেঁধে পিরীত, মেজে ঘসে রূপ।
জোর জবরদস্তী করিয়া প্রণয়সংস্থাপন, এবং মাজা ঘসা করিয়া রূপ বাড়ান, দুইই সমান; ইহার কোনটাই সফল হয় না।

ধরে ভদ্র ঘটান।
জোর জবরদস্তি করিয়া কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভাল কাজ করান। ইহা নিষ্ফল। "You cannot make a man honest by an Act of Parliament."

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি মিথ্যা, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতিকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়াছিলেন। এইজন্ম ধার্ম্মিকের উদাহরণস্থলে তাঁহার নাম উল্লিখিত হয়। আবার কোন কোন স্থলে অতিশয় অধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যেও এই প্রবাদটী ব্যবহৃত হয়।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে (চলে)।
ধর্ম্মের এমনই কৌশল যে, পাপ কর্ম্ম যতই গোপনে কর না কেন, তাহা কিছুতেই অপ্রকাশিত থাকে না। এই জন্মই লোকে বলে,—ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।"

ধর্ম্মের ঘরে কুটের (কুড়ের) অভাব নাই।
ধার্ম্মিকসমাজেও কপটীর অসদ্ভাব নাই। "Every fold has its black sheep.

ধর্ম্মের ঘরে পাপ সয় না।
যে বংশে চিরকাল ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, সে বংশে কেহ পাপ কার্য্য করিলে তাহা সহ্য হয় না, সঙ্গে সঙ্গেই পাপের ফল ফলিয়া যায়।

ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়।
ধর্ম্ম কার্য্য করিলে তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী, এবং পাপানুষ্ঠান করিলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

ধর্ম্মের ঢাক (ভেরী) আপনি বাজে।
ধর্ম্মের ঢাক বা ভেরী কাহাকেও বাজাইতে হয় না, তাহা আপনা হইতেই বাজিয়া উঠে। এই জন্ম পাপ কার্য্য গোপনে অনুষ্ঠিত হইলে অথবা অনুষ্ঠাতার ইচ্ছাক্রমে পুণ্যকর্ম্ম কিছুকাল অপ্রকাশিত থাকিলেও একদিন তাহা আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। "*Murder will out.*"

ধর্ম্মের ভরা ভেসে উঠে, পাপের ভরা তল যায়।
যাহার সহিত ধর্ম্মের সংস্রব আছে, তাহা মাঝ নদীতে ডুবিয়া গেলেও ভাসিয়া উঠে, আর পাপের সংস্রব থাকিলে তাহা তলাইয়া যায়। ধার্ম্মিক বিপদে পড়ে বটে, কিন্তু উদ্ধার পায়, পরন্তু পাপী বিপদে পড়িলে তাহার ধ্বংস নিশ্চয়।

ধর্ম্মের ষাঁড়।
ধর্ম্মার্থ শ্রাদ্ধাদিতে উৎসৃষ্ট ষাঁড় সকলের অনিষ্ট করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, অথচ কেহ তাহাকে বাধা দেয় না। এইরূপ ভাবাপন্ন পরের অনিষ্টকারী স্বচ্ছন্দে বিচরণশীল লোককে ধর্ম্মের ষাঁড় কহে।

ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি।
ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম; তাহা যে কিরূপভাবে চালিত হইয়া কোথা হইতে সুফল প্রদান করে, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না [সংস্কৃত প্রবাদ—ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ দেখ]।

ধাইয়ের কাছে কোঁক ছাপা।
ধাই প্রসব করায় বলিয়া রমণীর গুহ্যস্থান সকলই জানে। সুতরাং তাহার কাছে কুক্ষি গোপন করা বৃথা। এইরূপ যে ভিতরের সকল রহস্যই জানে, তাহার নিকট কোন কথা গোপন করিবার চেষ্টা করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ধান একগুণ, তৃণ শতগুণ।
ধানগাছ দুই চারিটী, কিন্তু ঘাস তাহার শতগুণ বেশী। গুণ ও গুণী অল্প, দোষ ও দোষী বিস্তর।

ধান নাই চাল নাই, আন্দিরাম মহাজন।
বাঁকুড়া জেলায় আন্দিরাম (আনন্দরাম) নামে এক সামান্য অবস্থাপন্ন লোক ছিল। সে দেখিল, ধানচালের মহাজনীতে যথেষ্ট সমাদর আছে। তখন তাহার খেয়াল হইল, আমিও মহাজনী করিব। কিন্তু মহাজনীর মুলধন কোথায় পাইবে? তখন সে অপর এক মহাজনের নিকট গিয়া আপনার সঙ্কল্প প্রকাশ করিল। উক্ত মহাজন রঙ্গ করিবার উদ্দেশে তাহাকে আশ্বাস দিলেন, এবং বলিয়া দিলেন, "তোমার নিকট যত খাতক আসিবে, তাহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিও, আমি তাহাদের প্রয়োজনমত ধান চাল সরবরাহ করিব।" আন্দিরাম মহাহ্লাদে ঘরে ফিরিল, এবং আপনাকে একজন মহাজন বলিয়া প্রকাশ করিল। তখন দলে দলে খাতক আসিতে লাগিল; আন্দিরাম তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত মহাজনের নিকট পাঠাইয়া দিতে থাকিল। উক্ত মহাজন খাতকদিগকে ধান চাল দিলেন, তিনি অবশ্য নিজের নামেই দিলেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। আন্দিরামের আর আনন্দের সীমা নাই, সে একজন মহাজন হইয়াছে ভাবিয়া বুক ফুলাইয়া চলিত, খাতকদের নিকট তাগাদা ও তম্বী করিত। এই ঘটনা হইতে উক্ত প্রবাদের উৎপত্তি।

ধান নাই তার মান ত বড়।
পল্লীগ্রামে যাহার ঘরে ধান বাঁধা থাকে, সে সকলের নিকটেই সঙ্গতিপন্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু যাহার ঘরে ধান থাকে না, তাহাকে কেহই মানে না, কেন না সে বড় হতভাগ্য, ঘরে লক্ষ্মী নাই।

ধান ভান্‌তে শিবের (মহীপালের) গীত।
কোন বিশেষ কথাবার্ত্তার মধ্যে অন্য অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা উপস্থিত করিলে তাহাকে ধান ভান্‌তে শিবের গীত, বা ধান ভান্‌তে মহীপালের গীত বলে। [মহীপাল বাঙ্গালার রাজা ও একজন পুণ্যকর্ম্মা লোক ছিলেন। বিক্রমপুরের নিকট তাঁহার রাজধানী ছিল; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মহীপাল দীঘী এখনও বর্ত্তমান]।

ধানের আগে উড়ি ফুলে।
উড়ি একপ্রকার ধান, ইহা জমিতে আপনা হইতে জন্মে, এবং ফলিয়া আপনিই ঝরিয়া যায়। ধান ফুলিবার আগেই এই উড়ি ধানের গাছ ফুলিয়া থাকে। ভিতরে সার নাই, তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠিতে চায়, এমন মানুষের সম্বন্ধেই এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ধান্য বৃক্ষ চেনেন না।
ধান্য বঙ্গদেশের প্রধান শস্য, সুতরাং ধানের গাছ চেনে না এরূপ বাঙ্গালী অতি বিরল। যদি কোন বাঙ্গালী বলে যে ধানগাছ আমি চিনি না, তবে লোকে বুঝে যে, সে জানিয়া শুনিয়া ন্যাকা সাজিতেছে। এইরূপ কোন বিষয় জানিয়া শুনিয়া তাহাতে অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ধামাধরা মানুষ।
অত্যন্ত খোসামুদে। বক্তা যাহা বলিবে, তাহা ন্যায়ই হউক বা অন্যায়ই হউক, যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাতে সায় দেয়, তাহাকে ধামাধরা মানুষ কহে।

ধার করব তার বেলা কেন?
যখন ধার করিয়াই খাইতে হইবে, তখন বেলা করিয়া ফল কি? সকাল সকাল ধার করিয়া সকাল সকাল খাওয়াই ভাল। যে ধার করিতে এবং ধার করিয়া শোধ দিতে ভয় পায় না, পরন্তু নিশ্চিন্ত মনে ধার করিয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধেই এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ধার করে কাণে সোণা।
যাহারা কর্জ্জ করিয়া বাবুগিরি করে তাহাদের প্রতি এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। ঋণ করিয়া সোণার গহনা কিনিয়া কাণে ঝুলা-

হলে শেষে দেনার দায়ে তাহা বিকাইয়া যায়। এইরূপ ঋণ করিয়া বাবুগিরি করিলে শেষে দেনার দায়ে যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিতে হয়।

ধার ক'রে হাতী কেনা।
এমন অনেক লোক আছে, যাহারা ধারে পাইলে দামী বড় বড় জিনিষ স্বচ্ছন্দে কিনিয়া ফেলে, কিন্তু কিরূপে যে ধার শোধ করিবে, তাহা ভাবে না। শেষে ধার শোধের সময় তাহাদিগকে বিপন্ন হইয়া পড়িতে হয়।

ধারে কাটে আর ভারে কাটে।
অস্ত্রে খুব ধার থাকিলে সহজে কাটিয়া যায়, অথবা বেশী ধার না থাকিলেও যদি তাহা ভারী হয়, তাহা হইলেও কাটিয়া যায়। এইরূপ যদি অর্থবল থাকে, তাহা হইলে কথা চলে বা সম্মান পাওয়া যায়, অথবা অর্থ না থাকিলেও যদি ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলেও কথা চলে বা সম্মান পাওয়া যায়।

ধীর পানি পাথর কাটে।
উপর হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে থাকিলে তাহাতে অতি কঠিন পাথরও কাটিয়া যায়। এইরূপ ধীরে ধীরে কার্য্য করিতে থাকিলে অতি দুষ্কর কার্য্যও সিদ্ধ হয়। "Much rain wears the marble."

ধীরে আল ঘন কাটি,
তারে বলি দুধ আউটী।
ভাল রকমে দুধ আওটাইতে হইলে মৃদু মৃদু আল দিতে হয়, এবং কাটী দিয়া ঘন ঘন নাড়িতে হয়।

ধীরে ধীরে বোনে, তাঁতি সকল জিনে।
তাঁতি ধীরে ধীরে কাপড় বুনিয়া বৃহৎ কাপড় প্রস্তুত করে, এবং প্রচুর লাভ পায়।

ধুগড়ির ভিতর খাসা চাল।
চট প্রভৃতি অতি বিশ্রী আবরণের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট চাউল থাকে। অনেক জিনিষ বাহিরে দেখিতে বিশ্রী হইলেও তাহার ভিতরে সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য্য থাকে। কোন কোন লোক বাহিরে দেখিতে অতি কুৎসিত, কিন্তু তাহার ভিতরে উৎকৃষ্ট গুণ বিদ্যমান।

ধুলো মুঠা ধরতে কড়ি (সোণা) মুঠা হয়।
অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে এক মুঠা ধুলা হাতে করিলেও তাহা এক মুঠা কড়ি বা এক মুঠা সোণা হইয়া যায়। যাহার কপালের জোর থাকে, সে যে কাজে হাত দেয়, তাহাতেই প্রচুর লাভবান্ হয়।

ধেয়ে খেপে খায়, বসে খায়ে তের।
যে দৌড়ধাপ করিয়া, কার্য্যসিদ্ধি করিল, সে খায় পাইল, কিন্তু যে বসিয়াছিল, সে তের পাইল। একজন পরিশ্রম করিয়া যদি কম পায়, এবং অন্যে পরিশ্রম না করিয়াও যদি বেশী পায়, তবে তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ধোঁয়ার হাত এড়াতে গিয়ে,
আগুনে পুড়ে মলুম।
ধোঁয়ার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য এমন স্থানে পলাইয়া গেলাম যে, সেখানে আগুনে পুড়িয়া মরিলাম। সামান্য বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিয়া যদি কেহ বেশী বিপদে পড়ে, তবে তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "From the frying pan to the fire".

ধোপার গাধা ভাতের কাটী বয় না।
ধোপার গাধা খুব ভারী ভারী বোঝা বহিয়া থাকে, কিন্তু প্রবাদ এইরূপ যে, সে ভাতের কাটি কিছুতেই বহিবে না। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা অনেক বড় বড় দুষ্কর্ম্ম অম্লানবদনে সমাধা করিবে, কিন্তু একটী ছোট দুষ্কর্ম্মে কিছুতেই অগ্রসর হইবে না। "Straining at a gnat and swallowin;; a camel.

ন

নখ দর্পণে আছে।
সকল কথাই উত্তমরূপে জানা আছে। নখ রূপ দর্পণের ভিতর সকল বিষয়ই রহিয়াছে; তাহার দিকে একবার চাহিলেই সকল বিষয় যেন স্পষ্ট দেখা যায়, এবং সকল কথা বলা যায়। "At one's fingers' ends."

নখের ছিদ্রে কুড়াল লাগান।
নখের ছিদ্রে কিছু ফুটিলে তাহা নরুণ দিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করাই সঙ্গত, কুড়াল দিয়া বাহির করিবার চেষ্টা বাতুলতামাত্র। এইরূপ একটা সামান্য কার্য্যসিদ্ধির জন্য একটা বৃহৎ ব্যাপার আনিয়া উপস্থাপিত করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। "মশা মারতে কামান পাতা।" "To break a butter-fly on the wheel".

ন গাঁ মাগিলে যা, সাত গাঁ মাগিলেও তা।
৯টী গ্রামে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিলে যাহা পাওয়া যায়, ৭টী গ্রামে ভিক্ষা করিলেও তাহা পাওয়া যায়। অধিক পরিশ্রম এবং অল্প পরিশ্রমের ফল একরূপ হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নটে খেটে আ্‌ড়ায়ে, সজ্‌নে বারমেসে।
নটে, খেটে প্রভৃতি শাক অল্পদিনের জন্য হয়, অল্পদিন পরেই তাহা ফুরাইয়া যায়। কিন্তু সজিনা শাক বারমাসই থাকে। সংসারে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা সুখদ বটে, কিন্তু দুই চারি দিনের জন্য আমাদের উপভোগে আইসে; আবার কোন কোন জিনিষ তত সুখদ না হইলেও তাহা আমাদের চিরসহচর।

নড়তে পারে না, কামান ঘাড়ে।
এত দুর্ব্বল যে, নড়িতে পারে না, সে আবার কামান ঘাড়ে লইয়া যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত। ক্ষমতার অতীত কাজ করিতে গেলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

নড়া দাঁত পড়া ভাল।
দাঁত নড়িলে তাহা থাকা অপেক্ষা পড়িয়া যাওয়া ভাল; কেননা তাহা থাকিলে বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক হয় মাত্র। আত্মীয়ের সহিত মনোমালিন্য হইলে তাহার সহিত সংস্রব ত্যাগই মঙ্গল, নতুবা কাছে থাকিলে তাহার দ্বারা অনেক অনিষ্ট ঘটিবে।

নড়ির হাতে শালগ্রামের বিনাশ।
লাঠির কাছে শালগ্রামও ধ্বংস হইয়া যান। নীচ লোকের দ্বারা মহতের অপমান সংঘটিত হইলে লোকে এই প্রবাদের ব্যবহার করিয়া থাকে।

নদী এক কূল ভাঙ্গে আর এক কূল গ.ড়।
নদীর স্বভাব এই যে, তাহা এক এক সময় তটভূমি ভাঙ্গিতে থাকে; একদিকের তীর ভাঙ্গিয়া যেমন নদীগত হয়, তেমনই অন্য দিকের তীরে চড়া পড়িয়া ভরাট হইতে থাকে। সংসারের গতিও এইরূপ। একদিকে একজন উন্নতিলাভ করিতেছে, অপর দিকে একজন অবনত হইতেছে।

নদীকূলে বাস, ভাবনা বারমাস।
নদীর তীরে বাস করিলে, নদীর জল বাড়িয়া কখন যে ঘর ভাসাইয়া দিবে, তাহার স্থিরতা নাই। এজন্য সর্ব্বদই চিন্তিত থাকিতে হয়।

নদী নারী শৃঙ্গধারী, এ তিনে না বিশ্বাস করি।
নদী, স্ত্রীলোক এবং শিঙবিশিষ্ট জন্তু, এই তিনকে বিশ্বাস নাই। নদীতে কখন্ জল বাড়ে কমে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি লঘু, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া কোন কথা বলিলে সে তাহা গোপনে রাখিতে পারে না। যাহার শিঙ্ আছে, সে জন্তু ইচ্ছা করিলেই গুঁতাইয়া দিতে পারে, সুতরাং তাহাকে বিশ্বাস করা ভাল নয়।
"নদীনাং চ নখীনাং চ শৃঙ্গীনাং শস্ত্রপাণিনাং।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।"

নদীর পাড়ের গাছ।
নদীর তীরে গাছ হইলে তাহা কখন্ যে জল বৃদ্ধির সহিত নদীগর্ভে পতিত হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এইরূপ অস্থায়ী বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নদীর মুখে বালির বাঁধ।
নদীর স্রোতঃ যখন বেগে প্রবাহিত হয়, তখন তাহার সম্মুখে বালির বাঁধ দিলে তাহা টিকে না, তৎক্ষণাৎ স্রোতের মুখে ভাসিয়া

যায়। এইরূপ কোন ঘটনা ঘটনাস্রোতের সম্মুখে সামান্য বাধা দিতে যাইয়া বিফল হইলে এই প্রবাদ প্রয়োগ করা হয়।

নদের গোরাচাঁদ।
নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ। সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। বিদ্রূপচ্ছলে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

ননদেরও ননদ আছে।
ননদ ভ্রাতৃজায়াকে অনেক যন্ত্রণা দেয় ইহা প্রসিদ্ধ। কিন্তু সেই ননদ যখন নিজের শ্বশুরবাড়ী যায়, তখন তাহাকেও আবার ননদের নিকট নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। যে শাসন করে তাহারও শাসক আছে, এই অর্থে উক্ত প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। "বাবারও বাবা আছে।"

ননীর পুতুল নয় যে, রোদে গলে যাবে।
ননী (নবনীত) দ্বারা পুতুল প্রস্তুত করিয়া তাহাকে রৌদ্রে রাখিলেই গলিয়া যায়। অনেকে সন্তানসন্ততিকে এত আদর দেয় যে, লোকে তাহাদিগকে "ননীর পুতুল" আখ্যা দেয়। এই অত্যধিক আদরের বিরুদ্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ছেলেটী ননী দিয়া গড়া পুতুল নয় যে, একটু তাপ পাইলেই গলিয়া যাইবে।

নব কার্ত্তিক।
কার্ত্তিক সাতিশয় বিলাসী বাবু বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতিরিক্ত বিলাসী লোককে লোকে নব কার্ত্তিক অর্থাৎ কার্ত্তিকের এক নূতন সংস্করণ বলিয়া থাকে।

নবাব আর কি?
মুসলমান রাজত্বকালে নবাবেরা প্রায়ই অত্যন্ত বিলাসী, স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইতেন, এবং যখন যাহা আদেশ করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালিত হইত। যে ব্যক্তি উক্ত রূপ আচরণ করিতে যায়, তাহাদের প্রতিই লোকে এই প্রবাদ প্রয়োগ করিয়া থাকে।

নবাবপুত্র।
অত্যন্ত বিলাসী ও স্বেচ্ছাচারপরায়ণ ব্যক্তিকে লোকে "নবাবপুত্র" বলিয়া থাকে।

নবাব সিরাজদ্দৌলা আর কি?
এইরূপ জনশ্রুতি যে, বাঙ্গালার নবাব সিরাজদ্দৌলা অত্যন্ত বিলাসী, স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত অত্যাচারে বাধা দিবার কেহ ছিল না, যখন যাহা মনে করিতেন তাহাই করিয়া ফেলিতেন। এক্ষণে কেহ উক্তরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন হইলে তাহার প্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নবাবি চাল।
মুসলমান রাজত্বকালে নবাবেরা অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। শুনা যায়, তাঁহারা বহুমূল্য অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতেন, মুক্তাভস্মের চূর্ণ দিয়া পান খাইতেন, প্রতিবারে গোলাপজলে করসী ফিরাইয়া তাহাতে আশি টাকা সেরের তামাকু সেবন করিতেন, ইত্যাদি। এক্ষণে কেহ অত্যন্ত বিলাসিতা দেখাইলে তাহাকে 'নবাবি চাল' বলা হয়। "সিঙ্গুরের নবাব বাবু"।

নয়ন মুদিলে পরে সব অন্ধকার।
চক্ষু বুজিলে সকলই অন্ধকারময়, অর্থাৎ মৃত্যু হইলে তখন আর কেহ কোথাও নাই, সব শূন্য।

নয় মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচ্‌বে না।
কোন সহরে রাধানাম্নী এক সুন্দরী নর্ত্তকী ছিল। ঐ সহরে এক বাবু বাস করিতেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইয়া আসিতেছিল। তথাপি তিনি বাবু। তাঁহার অনেকগুলি পারিষদ ছিল। পারিষদবর্গের উত্তেজনায় বাবুকে নিত্য নূতন আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করিতে হইত। ইহাতে তাঁহার অবস্থা ক্রমেই হীনতর হইয়া পড়িল। এই সময়ে জনৈক পারিষদ একদা প্রস্তাব করিল, রাধার নৃত্য দেখিতে হইবে। বাবুও তাহাতে সম্মতি দিলেন। রাধার নিকট লোক গেল। রাধা বাবুকে চিনিত। সে বলিল, "নৃত্যের রাত্রিতে বাবু যদি নয় মণ তেল পোড়াইতে পারেন, অর্থাৎ নয় মণ তৈল খরচ করিয়া আলো জ্বালাইতে পারেন, তবেই আমি নাচিব।" লোক আসিয়া সংবাদ দিল। শুনিয়া বাবু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, তাহাই হইবে; সুবিধামত একদিন ইহার আয়োজন করা যাইবে। পারিষদবর্গ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন জনৈক স্পষ্টভাষী পারিষদ বলিয়া উঠিল, "বৃথা আনন্দ; নয় মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচ্‌বে না।" বাস্তবিকই তাহাই ঘটিয়াছিল।—যাহা ঘটা সম্ভব নয়, এরূপ কার্য্যের উদাহরণস্বরূপে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নরক গুলজার।
জনৈক ব্রাহ্মণ এক মদ্যপায়ীকে বলিলেন, বাপু মদ ছাড়িয়া দাও; শাস্ত্রে আছে মদ খাইলে নরকে যাইতে হয়। মদ্যপায়ী উত্তর করিল, "রাম বাবু যে মদ খায়?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "সে নরকে যাইবে।" প্রঃ। শ্যাম বাবু যে মদ খায়। উঃ।—সেও নরকে যাইবে। প্রঃ।—যদু বাবু ত মদ খায়। উঃ।—যাহারা মদ খায়, তাহারা সকলেই নরকে যাইবে। প্রঃ।—আর কি করিলে নরকে যায়? উঃ।—মিথ্যা বলিলে, চুরি করিলে, প্রবঞ্চনা করিলে, পরস্ত্রীতে গমন করিলে। প্রঃ।—বেশ্যা সৌদামিনীর কি গতি হইবে? উঃ।—সেও নরকে যাইবে। প্রঃ।—সকল বেশ্যাই কি নরকে যাইবে? উঃ—হাঁ। প্রঃ।—যাহারা বেশ্যালয়ে যায়? উঃ।—তাহারাও নরকে যাইবে। মদ্যপায়ী সাহ্লাদে বলিয়া উঠিল, "তবে ত 'নরক গুলজার'! যাও ঠাকুর, আমি আরও মদ খাইব।"

নরম মাটী পেলে বিড়ালে আঁচড়ায়।
যে জায়গায় মাটী আল্‌গা, বিড়াল বিষ্ঠা ত্যাগ করিবার জন্য সেই জায়গায় মাটীই আঁচড়াইয়া থাকে, শক্ত মাটীর কাছে যায় না। লোকে কোমলচিত্ত দেখিলে তাহাকে পাইয়া বসে, শক্ত লোকের কাছে ঘেঁসে না।

নরমের বাঘ, গরমের শিয়াল।
এমন অনেক লোক আছে, যাহারা দুর্ব্বল লোক দেখিলে তাহার নিকট মহা বিক্রম প্রকাশ করে, আর বলবান্ লোক দেখিলে একবারে নত হইয়া যায়।

নরমের যম।
দুর্ব্বলের উপর অত্যাচারকারী, কিন্তু প্রবলের নিকট শান্ত।

নরুণে তালগাছ কাটা।
নরুণ দিয়া তালগাছ কাটা যায় না। ক্ষুদ্র উপায়ে বৃহৎ কার্য্যসাধনে উদ্যত হওয়া।

নরের মন নারায়ণ জানেন।
মানুষের মনের ভিতর যে কি আছে, তাহা অন্তর্যামী ভগবানই বলিতে পারেন, আর কেহ পারে না।

না আঁচালে বিশ্বাস নাই।
বেল্লিক লোক যদি খাইবার নিমন্ত্রণ করে, তবে খাইয়া না আঁচাইলে তাহার নিমন্ত্রণে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। সন্দিগ্ধ কার্য্যের সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নাইএর ঘরে খাই খাই।
যাহার ঘরে খাদ্যদ্রব্যের অভাব, তাহারই ক্ষুধার উদ্রেক বেশী হয়, এবং সর্ব্বদা খাই খাই রব উঠিতে থাকে।

নাই কাজ ত খৈ (ধান) ভাজ।
প্রয়োজনীয় বিষয়ের অভাবে অপ্রয়োজনীয় সামান্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া সময় ও শক্তি নাশ করা।

নাই ঘরে খাঁই বড়।
যার খাদ্যদ্রব্য না থাকিলে ক্ষুধার উপদ্রব কিছু বেশী হয়।

নাই দিলে কুকুর কাঁধে চড়ে।
কুকুরকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তবে সে ক্রমে কাঁধে উঠিয়া থাকে। ছোটলোক প্রশ্রয় পাইলে ক্রমে সে মাথায় উঠিতে চায়, এই ভাবকে উদ্দেশ করিয়া প্রবাদটী ব্যবহৃত হয়।

নাই ধন ত যাও বন।
ধন না থাকিলে কাহারও নিকট সম্মান পাওয়া যায় না, এমন কি স্ত্রীপুত্রাদিও তাহাকে গ্রাহ্য করে না, সুতরাং তাহার বনে যাওয়াই ভাল।

নাই বল্লে সাপের বিষও থাকে না।
সাধারণতঃ লোকের সংস্কার এইরূপ যে, কোন জিনিষ 'নাই' বলিতে নাই, কথাটা বড় অমঙ্গলসূচক; নাই বলিলে, অন্য জিনিষের কথা দূরে থাকুক, সাপের বিষ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই গৃহিণীরা নাই কথার স্থলে 'বাড়ন্ত' বলিয়া থাকেন।

নাই বা দিলে তাই বা কি,
গুড় মণ্ডার অভাব কি?
তুমি উৎকৃষ্ট খাদ্য না দিলে ক্ষতি নাই—গুড় সন্দেশ সহজ-প্রাপ্য, তাহাতেই আমার তৃপ্তিসাধন হইবে।

নাই ভাত নুণ দিয়ে খাব।
ঘরে ভাত নাই, অথচ বলিতেছে কেবল নুণ দিয়াই ভাত খাইব, তরকারীর প্রয়োজন নাই। যাহা ঘটা অসম্ভব, অথচ তাহার প্রত্যাশা করিতেছে, এরূপ স্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "চাল নাই, ভাতে ভাত রাঁধ।" "এড়ে গরু, না টেনে দো।"

নাই মাগ নাই পুত, বেড়ায় যেন যমের দূত।
স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, কেবল আপনি খাইয়া দাইয়া স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইতেছে। যাহার কেহ কোথাও নাই, কেবল গুণ্ডামী মাতলামি প্রভৃতি করিয়া বেড়ায়, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।
একেবারে মামা না থাকা অপেক্ষা যদি একজন কাণা মামাও থাকে, তাহাও অপেক্ষাকৃত ভাল। একেবারে কিছু না পাওয়া অপেক্ষা যদি কিঞ্চিৎও পাওয়া যায়, তাহাও মন্দের ভাল। "Half a loaf is better than none."

না উঠ্তেই এক কাঁদি।
গাছে উঠিতে না উঠিতে এক কাঁদি ফল পাওয়া গেল। কাজে হাত দিতে না দিতে তাহার কিঞ্চিৎ ফল পাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।'

নাও পর গাড়ী, গাড়ী পর নাও।
কখন নৌকার উপর গাড়ী যায়, কখন বা গাড়ীর উপর নৌকা যায়। আজ একজন প্রবল হইয়া একজনের উপর অত্যাচার করিতেছে, কাল আবার হয় ত ঐ অত্যাচারিত ব্যক্তি প্রবল হইয়া অত্যাচারীর উপর অত্যাচার করিতে পারে। "চিরদিন কখনও সমান না যায়।"

না কথায় বালাই নাই।
'না' কথাটির মধ্যে কোন বিপদ্ নাই। জানি না বলিলে আর কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না, কোনরূপ বিবাদ বিসংবাদ হয় না বা কোনরূপ বেগও পাইতে হয় না। "বোবার শত্রু নাই।" "Speech is silver, silence is gold."

নাক ধ'রে টান্‌লে মুখ আপনি আসে।
নাক ধরিয়া টানিলে সমস্ত মুখ আপনা হইতে আসে, সে জন্য মুখকে পৃথক্ টানিতে হয় না। কোন বিষয়ে একটী প্রধান অংশকে আয়ত্ত করিতে পারিলে তাহার সমগ্র অংশই আয়ত্ত হয়। "কাণ টানিলে মাথা আসে।"

নাকফোঁড়া বলদ।
নাকফোঁড়া বলদকে যে দিকে চালাইবে, সেই দিকেই চলিবে। যে লোক অপরের অত্যন্ত বশীভূত, হুকুমে উঠে, হুকুমে বসে, তাহাকে নাকফোঁড়া বলদ বলে।

নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমান।
নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমাইলে গাঢ় নিদ্রা হয়। যে ব্যক্তি উদ্বেগের কারণ সত্ত্বেও বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া কাল কাটাইতে থাকে, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত।

না খেলে যাবে দিন, ধার কল্লে হ'বে ঋণ।
একদিন না খাইলেও দিন কাটিয়া যায়; কিন্তু ধার করিয়া খাইলে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়।

না গজাতে ঘুণ ধরে, না উঠ্‌তে আছাড়।
বাসরেতে পতি মরে, বাসি বে'তে রাঁড়।
গাছ না গজাইতেই ঘুণ ধরিল; উঠিয়া না দাঁড়াইতেই আছাড় খাইল। বাসর ঘরেই পতির মরণ হইল, বাসি-বিবাহের দিনে বিধবা হইল। কোন কাজে হাত দিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল বাধা দ্বারা কার্য্য নষ্ট হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

নাচ্‌তে জানে না, উঠানের দোষ (উঠান বাঁকা)।
কেহ নাচিতে পারিল না, কিন্তু বলিল, উঠানটা খারাপ বলিয়া বা উঠানটা বাঁকা বলিয়া নাচ ভাল হইল না। কেহ কোন কাজে প্রবৃত্ত এবং অক্ষমতার জন্য তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া যদি অকৃতকার্য্যতার জন্য একটা বাজে দোষ দেখায়, তবে তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। "A bad workman quarrels with his tools."

নাচ্‌তে দাঁড়িয়ে ঘোমটা টানা।
নাচিবার জন্য আসরে দাঁড়াইয়া লজ্জায় মুখে ঘোমটা দেওয়া। কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পর লজ্জাবশতঃ ইতস্ততঃ বা সঙ্কোচ বোধ করা।

নাচ্‌তে নেমে ঘোমটা দিতে নাই।
নাচিবার জন্য আসরে দাঁড়াইয়া তখন আর লজ্জায় ঘোমটা টানিতে নাই। কাজে হাত দিয়া তাহাতে ইতস্ততঃ বা সঙ্কোচ বোধ করিতে নাই।

না চাইতে ছাতাটা পাই,
চাইলে বুঝি ঘোড়াটা পাব।
এক অশ্বারোহী মাঠের উপর দিয়া যাইতেছিল। তাহার হাতে একটা ছাতা ছিল। ঘোড়ায় চড়িয়া ছাতা মাথায় দেওয়া কষ্টকর বোধ হওয়ায় এবং ছাতাটী বহন করিয়া লইয়া যাওয়া অসুবিধা বোধ করায়, অশ্বারোহী এক পথিক চাষাকে ছাতাটা দিয়া চলিয়া গেল। চাষা ভাবিল, আমি না চাহিতেই যখন ছাতাটা পাইলাম, তখন চাহিলে বোধ হয় ঘোড়াটা পাইতাম। এই ভাবিয়া চাষা ঘোড়ার পিছনে ছুটিল। কিছুদূর গিয়া অশ্বারোহী ফিরিয়া দেখিল যে, চাষা পাছু পাছু ছুটিয়া আসিতেছে। অশ্বারোহী ঘোড়া থামাইল, এবং চাষা নিকটে আসিলে তাহার ছুটিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তখন চাষা বলিল, "মহাশয়, দেখিতেছি আপনি বড়ই দয়ালু, আমাকে ঘোড়াটা দিন।" অশ্বারোহী ঘোড়ার পরিবর্ত্তে তাহাকে এক ঘা চাবুক মারিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

নাচুন্তির লাজ নাই, দেখুন্তির লাজ।
যে নাচিতেছে তাহার লজ্জা হইতেছে না, কিন্তু যে নাচ দেখিতেছে সে লজ্জিত হইতেছে। যে কুৎসিত কার্য্য করিতেছে, তাহার কোন সঙ্কোচ নাই, কিন্তু যে তাহা দেখিতেছে, তাহার লজ্জাবোধ হইতেছে। "হাগুন্তির লাজ নাই দেখুন্তির লাজ।"

নাচে ভাল পাক দেয় মন্দ।
সুন্দর নাচে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে যে এক একটী পাক দেয়, তাহা মন্দ। সরল ব্যবহার করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে কুটিল আচরণ করা অথবা মিষ্ট কথার মধ্যে এক একটী মর্ম্মভেদী কথা বলা।

নাচের পা থামে না।
নৃত্য পূর্ব্ববেগে চলিতে থাকিলে, পা আর থামিতে চায় না। কেহ কোন কার্য্য পূর্ব্বোদ্যমে করিতে করিতে সহজে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নাড়ীনক্ষত্র টেনে বাহির করা।
জন্ম নক্ষত্র টানিয়া বাহির করা। কৌশলে ভিতরের সমস্ত গুহ্য বৃত্তান্ত জানিয়া লওয়া।

নাতোয়ানের দুনা মালগুজারি।
যে প্রজা নিয়মমত খাজনা দিতে পারে না, তাহাকে নাতোয়ান প্রজা বলে। নাতোয়ান প্রজা যথাসময়ে খাজানা দিতে না পারায় তাহাকে দ্বিগুণ মালগুজারি অর্থাৎ জমিদারের খাজনা দিতে হয়। অর্থাৎ তাহাকে পরে সুদ সমেত খাজানার ডবল টাকা দিতে হয়। যাহার অর্থের অভাব, তাহাকেই দ্বিগুণ ব্যয়ভার বহন করিতে হয়।

নাতোয়ানের দুনো খরচ।
অভাবগ্রস্ত লোক যথাসময়ে প্রয়োজনমত খরচ করিতে পারে না বলিয়া শেষে তাহাকে সেই প্রয়োজনে দ্বিগুণ খরচ করিতে হয়।

যথাসময়ে কাজ করিতে না পারে বা না করা এবং তজ্জন্য পরে তাহাকে দ্বিগুণ পরিশ্রম বা ব্যয় করিতে হওয়া।

না দেখে চলে যায়, পায় পায় হোঁচট খায়।
রাস্তার দিকে না চাহিয়া চলিলে প্রতি পদে হোঁচট খাইতে হয়। বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিলে পদে পদে বিপন্ন হইতে হয়।

নানা মুনির নানা মত।
শাস্ত্রকার মুনিগণের প্রায় সকল মতই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, দুইজন মুনির প্রায় এক মত দেখা যায় না। লোকসকলের পরস্পর মত ভিন্ন ভিন্ন হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।"

না পড়ে পণ্ডিত।
বিদ্যাশিক্ষা না করিয়াই পণ্ডিত। যে বিষয় জানে না, সে বিষয়ে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে যাওয়া।

নাপিত দেখ্‌লে নখ বাড়ে।
নাপিত দেখিলেই নখ বাড়িয়া যায়, অর্থাৎ নখ কাটিয়া লইতে অগ্রসর হয়। প্রয়োজন না থাকিলেও প্রয়োজনীয় বস্তু দেখিলেই সকলের তাহাতে দরকার হয়। "ঘোড়া দেখিলে খোঁড়া হয়।"

নাপিতের আসি, ধোপার বাসি।
নাপিত যদি 'এখনই আস্‌ছি' বলিয়া যায়, তবে বহুক্ষণ পরেও তাহার দেখা পাওয়া যায় না। ধোপা কাপড় বাসি করিতে লইয়া গেলে তাহা আজ কাল করিয়া বহুদিন পরে তবে পাওয়া যায়।

নাপিতের ঘোল চুঙ্গা বুদ্ধি।
নাপিত বড় ধূর্ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। "নরাণাং নাপিতো ধূর্ত্তঃ।"

না বিয়ায়ে কানায়ের মা।
যশোদা কৃষ্ণকে প্রসব না করিয়াও তাহার মা হইয়াছিলেন। কোন রমণী পরের সন্তানের উপর নিজের ছেলের মত দাবী করিলে তাহার প্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "অবিয়ন্তীর টুনকোর ব্যথা।"

না বিয়েলেক মা, বিয়েলেক ঝি;
ঝাল খেয়ে ম'লো পাড়াপড়শী।
মা প্রসব করিল না, ঝি অর্থাৎ কন্যা সন্তান প্রসব করিল, এবং তজ্জন্য প্রতিবেশীরা ঝাল খাইয়া সারা হইল। যাহার জিনিষ তাহার অপেক্ষা অপরের সেই জিনিষের উপর অধিক সহানুভূতি প্রকাশ।

নামে ডাকে গগন ফাটে।
নামে ডাকে অর্থাৎ সুখ্যাতিতে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু ভিতরে অসার। নাম ডাক খুব, কিন্তু কাজে কিছুই নয়।

না মরতেই ভূত।
লোকে মরিয়াই ভূত হয়, মরিবার আগে ভূত হইতে পারে না। কারণ না থাকিলেও কার্য্যের সম্ভাবনা দেখিলে লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে।

নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ।
নামে মাত্র গোয়ালা, কিন্তু দুধের সহিত সম্পর্ক নাই, আমানি খাইয়া দিন কাটায়। নামের অনুযায়ী কার্য্য না দেখিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না।
শুধু তাল পুকুর নামই আছে, কিন্তু জল এত অল্প যে ঘটি ডোবে না। বড়লোকের বংশ বটে, কিন্তু এখন এক পয়সারও সংস্থান নাই।

নায়কের ইচ্ছা উলুবনে গোড়।
কর্ত্তার যখন ইচ্ছা, তখন উলুবনেই গোড় হউক। "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" "কর্ত্তার ইচ্ছায় উলুবনে কীর্ত্তন।" কর্ত্তার খামখেয়ালি কার্য্য সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

না রাম না গঙ্গা।
রামও বলে না, গঙ্গাও বলে না। কোন কথার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকিলে এই প্রবাদটী প্রযুক্ত হয়।

নালা কেটে লোণা জল (কুমীর) আনা।
লোণা জল বা কুমীর আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু নিজে নালা কাটিয়া সেই লোণা জল বা কুমীর আসিবার পথ করিয়া দেওয়া হইল। বিপদের কোন সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু নিজের বুদ্ধির দোষে বিপন্ন হইতে হইল।

নাস্তিকের মুখে ধর্ম্মকথা।
যে কখন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, ধর্ম্মাধর্ম্ম মানে না, সেও আবার সময়ে ধর্ম্মোপদেশ দিতে যায়।

নিকামায়ে দরজী ছেলের মুখ সেলাই করে।
দরজী বেকার বসিয়া থাকিলে নিজের ছেলের মুখ সেলাই করিতে থাকে। অর্থাৎ লোকে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, ভাল হউক মন্দ হউক, একটা কাজ লইয়া থাকে। "নিষ্কর্ম্মা লোক খুড়োর গঙ্গাযাত্রা করে।"

নিকুলে চুকুলে ঘর,
কামালে জমালে বর।
ঘর লেপা মোছা করিলেই বেশ পরিষ্কার দেখায়। আর বর কামাইলে এবং সাজিলে গুজিলে বেশ সুন্দর দেখায়।

নির্গোসাইয়ের খোদাই মক্কা।
যাহাকে দেখিবার কোন লোক নাই, ঈশ্বরই তাহাকে দেখেন। ঈশ্বরই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।

নিজে পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।
আপনার পাইবার সম্ভাবনা নাই, আবার সঙ্গী শঙ্করাকে পাইবার জন্য ডাকে। কোথাও কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে যদি কেহ আত্মীয় দুই এক জনকেও পাওয়াইয়া দিবার জন্য ডাকিয়া লইয়া যায়, এবং প্রাপ্তির আশায় সন্দেহ থাকে, তবে লোকে তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে। "আপনি ঠাকুর ভাত পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।"

নিজের কুচ্ছ নিজে গাওয়া।
আপনার কলঙ্কের কথা, বা নিজের ঘরের দোষের কথা নিজে বলিয়া বেড়ান। "Washing one's dirty linen befere the public."

নিজের কোলে ঝোল মাখে।
স্বার্থপর ব্যক্তি কেবল আপনার দিকেই টানে, পরের মুখের দিকে চাহে না। "Looking after number one."

নিজের কোলে সবাই টানে।
প্রায় সকল লোকই আগে আপনার কার্য্যসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। "Each one for himself."

নিজের ঘোল কেউ টক বলে না।
নিজের জিনিস মন্দ হইলেও কেহ তাহাকে মন্দ বলিতে চায় না। "His geese are swans."

নিজের চরকায় তেল দাও।
কেহ নিজের কাজ ফেলিয়া পরের কাজের দোষগুণের বিচার করিতে গেলে লোকে বলে, নিজের চরকায় তেল দাও, অর্থাৎ আপনার কাজ গুছাইয়া লও, অনধিকার চর্চ্চায় আবশ্যক কি। "Padle your own canoe."

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ।
নাকথাদা বা ছিন্ন-নাসিক ব্যক্তির দর্শন যাত্রাকালে অমঙ্গলসূচক। আপনার অনিষ্ট স্বীকার করিয়াও পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিলে লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে। "সতীনের পাথর বাটীতে গু গুলে খাওয়া।" "To cut off the nose to spite the face."

নিজের পায়ে কুড়ুল মারা।
বুদ্ধিদোষে নিজের অনিষ্ট নিজে করা।

নিজের বোন ভাত পায় না,
শালীর তরে যোগা।
নিজের ভগ্নী এক মুঠা ভাতের জন্য কাঁদিয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে সাহায্য করিতে পারে না, কিন্তু স্ত্রীর ভগ্নীর জন্য যোগার বরাদ্দ হইয়াছে। নিকটসম্পর্কীয় লোকের মুখের দিকে না চাহিয়া দূরসম্পর্কীয় লোকের সাহায্য করিতে যাওয়া।

নিতে পারি, খেতে পারি, দিতে পারি না,
বল্‌তে পারি, কইতে পারি, সইতে পারি না।
এমন অনেক লোক আছে, যাহারা পরের জিনিষ পাইলে তাহা স্বচ্ছন্দে লইতে বা

খাইতে পারে, কিন্তু নিজের একটু জিনিষ পরকে দিতে পারে না ; পরকে পাঁচ কথা বলিতে পারে, কিন্তু পরের একটা কথাও সহ্য করিতে পারে না।

নিত্য চাষার ঝি,
বেগুন ক্ষেত দেখে বলে এ আবার কি ?
নিত্য নামক এক চাষার কন্যার দৈবক্রমে বড়লোকের ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। সেখানে থাকিবার সময় মেয়েটী আপনাকে বড়লোকের কন্যা বলিয়া জানাইতে চেষ্টা করিত। একদিন সে বাটীর অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের সহিত বাগানে বেড়াইতে ছিল। বাগানের এক পাশে বেগুন ক্ষেত ছিল। মেয়েটী যেন কখন বেগুনগাছ দেখে নাই এইরূপ ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এগুলা কি ?" এক দাসীর ইহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হওয়ায় উক্ত শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়াছিল। কেহ জানিয়া শুনিয়া কেবল আপনার মান বাড়াইবার জন্য যদি অজ্ঞতার ভাণ করে, তবে তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "শাস্তিরাম সিংহের বউ ধানগাছ চেনেন না।"

নিত্য রোগীকে দেখে কে ?
নিত্য নাই তায় দেয় কে ?
যাহার নিত্যই রোগ লাগিয়া আছে, তাহার সেবা কে করিতে পারে ? আর যাহার নিত্যই অভাব, তাহাকে কে কত দিয়া সাহায্য করিবে ? চিররুগ্নের সেবা ও নিত্য অভাবগ্রস্তের সাহায্য করিতে সকলেই বিরক্ত হয়।

নিদেনকালে হরিনাম (রসসিন্দুর)।
সমস্ত জীবনে ঈশ্বরকে না ডাকিয়া মৃত্যুকালে ডাকিবার চেষ্টা করা বৃথা। অথবা মৃত্যু-কালে রসসিন্দুর প্রয়োগে কোন ফল নাই, পূর্ব্বে তাহা প্রয়োগ করিলে ফল হইতে পারিত। সময়ে কার্য্য না করিয়া অসময়ে চেষ্টা করা।

নিদ্রা নাই নির্ধনীর, নিদ্রা নাই শোকীর।
দরিদ্রের অর্থচিন্তা হেতু নিদ্রা হয় না, এবং শোকাতুরের শোক জন্য নিদ্রা হয় না। "ঘুম নাই যোগীর, আর ঘুম নাই রোগীর।"

নিবান আগুন আর জেলো না।
যে আগুন নিবিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর প্রজ্বলিত করিও না। কাহারও কোন অতীত ভয়ানক শোকদুঃখের কথা উত্থাপন করিলে সে উহা ভুলিতে নিষেধ করিবার উদ্দেশে বলে,—নিবান আগুন আর জেলো না।

নিমতলা দিয়া যাও নাই, নিমফল কি খাও নাই ?
কোন্ কু-কার্য্যের কি রকম কু-ফল, তাহা কি জান না ?

নিম তেতো নিসিন্দে তেতো,
তেতো মাকাল ফল ;
তার চেয়ে অধিক তেতো,
বোন সতীনের ঘর।
নিম, নিষিন্দা এবং মাকাল ফল ভয়ানক তেতো ; কিন্তু যে ঘরে দুই ভগিনী সতীন ভাবে থাকে, সে ঘর ইহা অপেক্ষাও বেশী তেতো, অর্থাৎ দুই বোন সতীনের সর্ব্বদা কলহে সে ঘরে কেহ টিকিতে পারে না।

নিম নিষিন্দা যেথা,
মানুষ কি মরে সেথা ?
নিম ও নিষিন্দা গাছের হাওয়া স্বাস্থ্যকর এবং রোগনাশক। এইজন্য যেথানে এই দুই প্রকার গাছ থাকে, সেখানে রোগ খুব কম হয়, সুতরাং মানুষও সেখানে মরে না।

নিরেনব্বুয়ের ধাক্কা।
এক গ্রামে এক ছুতার বাস করিত। সে প্রত্যহ কাঠের কাজ করিয়া এক টাকা দেড় টাকা উপায় করিত। কিন্তু প্রত্যহ যাহা উপায় করিত, প্রত্যহ তাহা খাইয়া ফেলিত, পরদিনের জন্য এক পয়সাও সঞ্চয় করিয়া রাখিত না। ইহাতে তাহাদের স্ত্রীপুরুষের ভোজনব্যাপারটা যে উত্তমরূপেই চলিত, তাহা বলা বাহুল্য। ছুতারের সহিত এক সুবর্ণবণিকের বন্ধুত্ব ছিল। ঐ বণিকের পুকুরে ছুতারের স্ত্রী প্রত্যহ স্নান করিতে ও জল আনিতে যাইত। ঘাটে বণিকের পত্নীর সহিত সাংসারিক গল্প চলিত। তাহাতে বণিকের পত্নী প্রত্যহ ইহাদের ভোজনের পারিপাট্যের কথা শুনিত, কিন্তু লজ্জায় আপনাদের শাকান্নের কথা ব্যক্ত করিত না। অপিচ সে প্রত্যহ বাটীতে আসিয়া বণিককে ভৎসনা করিত। ছুতার রোজ আনে রোজ খায়, তাহার এত আহারের পারিপাট্য, আর তাহাদের এত অর্থ থাকিতেও শাকান্নভোজন! স্ত্রীর তিরস্কারে জ্বালাতন হইয়া বণিক্ ভাবিল, ইহার একটা প্রতীকার করিতে হইবে, নতুবা বাড়ীতে তিষ্ঠান দায় হইল। এই ভাবিয়া একদিন বণিক্ সন্ধ্যার পর বেড়াইতে বেড়াইতে বন্ধুর বাটীতে উপস্থিত হইল। ছুতার মহা আনন্দিত হইয়া বন্ধুকে বসাইল এবং জলযোগাদি করাইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বণিক্ চলিয়া গেলে ছুতার দেখিল, বিছানার এক পাশে একটা টাকার তোড়া পড়িয়া আছে। বন্ধুই ইহা ফেলিয়া গিয়াছে ভাবিয়া ছুতার তোড়া লইয়া বণিকের বাটীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু বণিক্ উহা নিজের বলিয়া স্বীকার করিল না। তখন ছুতার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তোড়া খুলিয়া দেখিল, উহাতে ৯৯টী টাকা রহিয়াছে। ছুতার ভাবিল, আমি তো কিছুই সঞ্চয় করিতে পারি নাই, একণে ঈশ্বর আমাকে এই টাকাগুলি দিয়াছেন। কালি আর একটী টাকা দিয়া ইহাকে পূরা এক শত করিব। পর দিবস ছুতার যাহা উপার্জ্জন করিল, তাহা হইতে একটী টাকা সঞ্চয় করিয়া বাকী কয় আনার মধ্যে আহারাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিল। তারপর সেই একশত টাকাকে দুইশতে পরিণত করিবার জন্য তাহার বাসনা হইল এবং প্রত্যহ কিছু কিছু সঞ্চয় করায় তাহা ক্রমে চারিশত হইয়া উঠিল। কিন্তু এখন তাহার সে ভোজনের পারিপাট্য আর নাই। এখন বণিকের যে দশা, তাহারও সেই দশা। বণিক্ ইহা শুনিয়া একদিন হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভাই এবার আমাকে সেই নিরেনব্বুইটী টাকা ফিরাইয়া দাও।" ছুতার বলিল, "সে কিরূপ ?" তখন বণিক্ সকল কথা খুলিয়া বলিয়া কহিল, "তোমাকে নিরানব্বুয়ের ধাক্কায় ফেলিবার জন্যই আমি স্বেচ্ছায় তোড়াটী ফেলিয়া গিয়াছিলাম।" ছুতার বন্ধুর টাকাগুলি ফেরত দিল, কিন্তু তাহাকে এই নিরানব্বুয়ের ধাক্কা সামলাইতে আজীবন পরিশ্রম করিয়া অনেক টাকা জমাইতে হইয়াছিল।

নিরাখালের খোদা রাখাল।
যাহার রাখাল নাই, ঈশ্বরই তাহার রাখাল, অর্থাৎ যে অসহায়, তাহার সহায় ঈশ্বর।

নিগুর্ণ পুরুষের তিনগুণ ঝাল।
যে পুরুষের কোন গুণ নাই, তাহার ক্রোধের মাত্রা অন্যের অপেক্ষা তিনগুণ বেশী হইয়া থাকে।

নির্ধনের ধন, অথর্ব্বের যৌবন।
নির্ধন ব্যক্তি হঠাৎ ধনী হইলে এবং অথর্ব্ব অর্থাৎ যে দাঁড়াইতে বা চলিতে অশক্ত, তাহার যৌবন হইলে গর্ব্বে ধরাকে সরা জ্ঞান করে

নির্ধনের ধন হ'লে দিনে দেখে তারা।
নির্ধন ব্যক্তি হঠাৎ ধনী হইলে সে দিনের বেলা আকাশে তারা দেখে, অর্থাৎ সে অহঙ্কারে সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

নির্ব্বিষ সাপের কুলোপানা চক্র।
যে সাপের বিষ নাই, অথচ কুলোর মত তাহার বৃহৎ ফণাটী আছে। যে পুরুষের কোন গুণ নাই, অথচ যথেষ্ট ক্রোধ আছে, অথবা যাহার ক্ষমতা নাই, কিন্তু মুখে বড়াই আছে।

নীচ যদি উচ্চ ভাষে,
সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।
নীচ লোক উঁচু কথা বলিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। ইতর লোকে

কোন অপমান জনক বাক্য প্রয়োগ করিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাতে কাণ দেন না; কারণ সেই কথা লইয়া ছোটলোকের সহিত বাদানুবাদ করিলে তাহাতে ভদ্র লোকেরই অপমান এবং ছোট লোককে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

নীচলোকের কথা,
আর কচ্ছপের মাথা।
কচ্ছপ যেমন মাথা বাহির করিয়া একটু বিঘ্ন দেখিলেই তাহা লুকাইয়া ফেলে, নীচ-লোকেও সেইরূপ কথা বলিয়া তাহাতে গোলযোগ দেখিলে সে কথা লুকায়, অর্থাৎ তাহা আর স্বীকার করে না।

নুণ আনতে পান্তা ফুরায়।
কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে পান্তা ভাত দিয়া ভাতে মাখিবার জন্য নুণ আনিতে আনিতে সে ভাতগুলি শেষ করিয়া দিল। অভাব পূরণার্থ একটা জিনিষ আনিতে না আনিতে আর একটা জিনিষের অভাবে পড়া।

নুণ খাই যার, গুণ গাই তার।
যাহার নুণ খাই, অর্থাৎ যাহার নিকট উপকার পাই বা যদ্দারা প্রতিপালিত হই, তাহারই গুণকীর্ত্তন করি। উপকারকের পক্ষ হইয়া কথা কহিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নুণ খেয়ে নিমকহারামি।
মুসলমান ধর্ম্মে যাহার নুণ খাওয়া যায়, তাহার অনিষ্ট করিলে তাহাকে নিমক-হারামি বলে; ইহা অতিশয় পাপ। উপ-কারীর অপকার চেষ্টা করা।

নুণ খেলে গুণ মানে।
যাহার নুণ খাওয়া যায়, তাহার গুণ স্বীকার করিতে হয়। যাহার নিকট উপকার পাওয়া যায়, তাহার উপকারের চেষ্টা করিতে হয়।

নূতন নূতন ন কড়া,
পুরাণ হ'লে ছ কড়া।
নূতন অবস্থায় যাহার দাম নয় কড়া, পুরাতন হইয়া গেলে তাহার দাম ছয় কড়া হয়। সকল জিনিষেরই নূতনের দাম বেশী। নূতনে যেমন আদর থাকে, পুরাতনে তেমন আদর থাকে না।

নূতন যোগীর ভিক্ষা নাই।
যে নূতন যোগী সাজিয়াছে, সে সহজে ভিক্ষা পায় না; কারণ সে পুরাতন যোগীর ন্যায় তখনও বাক্‌চাতুরীতে অভ্যস্ত হয় নাই। কোন কার্য্য নূতন আরম্ভ করিলে তাহাতে প্রথম প্রথম তেমন ফল পাওয়া যায় না।

নেকড়ার আগুন।
নেকড়ার স্তূপে আগুন লাগিলে তাহা ধীরে ধীরে বহু সময় ব্যাপিয়া পুড়িতে থাকে। কোন কার্য্য ধীরে ধীরে বহুদিন ধরিয়া হইতে থাকিলে এবং কোন রাগ যে সময়ের মধ্যে থামিয়া যাওয়া উচিত সে সময়ের মধ্যে না থামিয়া মধ্যে মধ্যে জ্বলিয়া উঠিলে তাহাকে নেকড়ার আগুন ব'লা হয়।

নেকা আদ্‌লে চালুযে কানা,
জল বলে খায় চিনির পানা।
ন্যাকা আবদারে চালুযে ধরা লোক জল বলিয়া চিনির পানা খাইয়া ফেলে। যদি কোন লোক জানিয়া শুনিয়াও প্রয়োজনীয় জিনিষের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিনিষ লয় এবং জিজ্ঞাসা করিলে বলে ভুলিয়া লইয়াছি, তবে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নেঙটার গলায় মতির মালা।
যাহার পরণে বস্ত্র নাই—উলঙ্গ, তাহার গলায় মতির মালা দিলে কিছুমাত্র শোভা হয় না, বরং অতি বীভৎস দেখায়। যাহার যাহা সাজে না, তাহাকে সেই বস্তু দিয়া সাজান।

নেঙটার নাই বাটপাড়ের ভয়।
যে উলঙ্গ, তাহার বাটপাড়ের ভয় নাই। কারণ বাটপাড়ে তাহার কি লইবে? যে নির্লজ্জ, তাহার লোকনিন্দার ভয় নাই। সাধারণতঃ নির্লজ্জ লোককে লক্ষ্য করিয়াই এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নেঙটে ইঁদুর পাহাড় কাটে।
নেঙটে ইঁদুর অতি ক্ষুদ্র জীব হইলেও সে পাহাড় কাটিয়া ফেলে। অতি ক্ষুদ্রপ্রাণীর দ্বারাও অতি বৃহৎকার্য্য বা ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে।

নেটী পেটী সো, অভিমানে দো।
যে নেটীপেটী অর্থাৎ সর্ব্বদা কাছে কাছে ঘুরে, সেই সুয়োরাণী হইয়া আদর পায়, আর যে অভিমান করিয়া থাকে, সে দুয়ো-রাণী হইয়া অনাদৃত হয়। যে সর্ব্বদা কাছে থাকে, সেই বেশী আদর পায়, যে দূরে থাকে, সে আদর পায় না।

নেড়া আর কবার (কি) বেলতলায় যায়?
এক মুণ্ডিত-মস্তক ব্যক্তি বেলগাছের নীচে দিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে একটা পাকা বেল খসিয়া তাহার মাথায় পড়িল। নেড়া মাথা বলিয়া আঘাতটা বড়ই বেশী লাগিল। তদবধি সে আর বেলতলা দিয়া যাইত না। কেহ যাইবার জন্য ডাকিলে পূর্ব্বোক্ত উত্তর দিত। যে একবার যে কাজে ঠকিয়াছে, সে আর সেই কাজে হাত দেয় না।

নেড়া খুঁজে ইদ পরব।
নীচশ্রেণীর মুসলমান কেবল ইদ পরব কবে হইবে তাহাই খুঁজিয়া থাকে। কেননা ঐ পরবে অনেক গরু কোর্ব্বানি করায় তাহার ভোজনের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হয়। যাহার যাহাতে বিশেষ আমোদ আছে, সে তাহা খুঁজিয়া বেড়াইলে উক্ত প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নেড়া মাথায় খোঁচার ভয়।
মাথায় চুল না থাকিলে খোঁচার আঘাত লাগিবার বেশী ভয় হইয়া থাকে। কাহারও কোন বিষয়ে ত্রুটি থাকিলে, সে সেই ত্রুটির জন্য শঙ্কিত হইয়া থাকে।

নেবু কচ্‌লালে তেত হয়।
নেবু খুব ভাল ও সুস্বাদ জিনিষ বটে, কিন্তু তাহাকে চট্‌কাইলে তাহা তেতো হইয়া যায়। ভাল কথারও বার বার আন্দোলন করিলে তাহা বিরক্তিকর হইয়া থাকে, অথবা উপকৃত ব্যক্তি উপকারককে উপ-কারের জন্য নিয়ত জ্বালাতন করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নেয়ের এক নৌকা,
নিনেয়ের শতেক নৌকা।
যাহার নৌকা আছে, সে তাহার সেই নৌকাখানিই ব্যবহার করিতে পারে; কিন্তু যাহার নিজের নৌকা নাই, তাহার শত নৌকা আছে, অর্থাৎ সে ভাড়া দিয়া অথবা চাহিয়া চিন্তিয়া লইয়া অনেক নৌকা ব্যবহার করিতে পারে।

নেশাতে বুক ফাটে, কুকুরে মুখ চাটে।
নেশা না করিলে নেশার জন্য বুক ফাটিতে থাকে, আবার নেশা করিলেও কুকুর আসিয়া মুখ চাটিতে থাকে। নেশাখোর হওয়া এমনই দোষ।

ন্যাকা, বোকা, ঢল ঢলে কাছা,
তিনে প্রত্যয় ক'রো না বাছা।
ন্যাকা অর্থাৎ যে জানিয়া শুনিয়াও অজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহাকে প্রত্যয় করিতে নাই। যে বোকা, কিছুই বুঝিতে পারে না, তাহাকে প্রত্যয় করিতে নাই। প্রত্যয় করিলে বুদ্ধির দোষে কখন্ কি বিপদে ফেলিবে। আর যাহার কাছা ঢল ঢলে অর্থাৎ সকল বিষয়েই আলুগা বা শৃঙ্খলাশূন্য, তাহাকেও প্রত্যয় করিতে নাই। প্রত্যয় করিলে কখন যে কি বিশৃঙ্খলা আনিয়া উপস্থিত করিবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

প

পাখীর মধ্যে ওঁচা, নাম কাদাখোঁচা।
কাদাখোঁচা নামক পক্ষী পক্ষিজাতির মধ্যে অতি নিকৃষ্ট।

পচা আদা বড় ঝাল।
ভাল আদা অপেক্ষা পচা আদার ঝাল বেশী। মন্দ প্রকৃতির লোক মরিতে বসি-লেও তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না, পরন্তু তাহা আরও অধিক মন্দ হইয়া থাকে।

পচা শামুকে পা কাটে।
শামুক পচিয়া গেলে তাহার খোলায় পা কাটিয়া যায়।

পটল তোলা।

সাধারণতঃ পটল তোলা বলিলে মৃত্যু বুঝায়। "Kicking the bucket."

পট্টবস্ত্রে গুঞ্জফল মূল্য নাহি হয়;

ছিন্ন বস্ত্রে মতির মূল্য নাহি হয় ক্ষয়।

গুঞ্জফল অর্থাৎ কুঁচ যদি মহামূল্য পট্টবস্ত্রের মধ্যেও থাকে, তথাপি তাহা দামী হয় না; আর মতি যদি ছেঁড়া কাপড়েও থাকে, তথাপি তাহার মূল্য কমে না। গুণহীন ব্যক্তি বহুমূল্য বসন-ভূষণে সজ্জিত হইলেও সম্মান পায় না, আর বিদ্বান্ ব্যক্তি ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া থাকিলেও লোকে তাহাকে আদর করে।

পড়লে কথা বুঝতে নারে, সেই বা কেমন পড়শী;

ছিপ ফেল্লে মাছ খায় না, সেই বা কেমন বঁড়শী।

কথা উপস্থিত হইলে ইঙ্গিতে যে তাহা বুঝিয়া লইতে পারে না, সে কিরূপ প্রতিবেশী? কথা পড়িলে প্রতিবেশী অর্থাৎ যে নিকটে নিকটে বাস করে তাহার সকল কথাই বুঝা উচিত। ছিপ ফেলিলেই মাছ খায়, কিন্তু যে ছিপে মাছ খায় না সে কিরূপ বঁড়শী? বঁড়শী ভাল হইলে মাছ পড়িবেই পড়িবে।

পড়লে কথা বুঝতে নারে, সেই বা কেমন মেয়ে;

হাল নাই কাছি নাই, সেই বা কেমন নেয়ে।

কথা পড়িলে যে তাহা বুঝিয়া লইতে পারে না, সে কিরূপ স্ত্রীলোক? স্ত্রীলোক মাত্রেই চতুরা, এবং ইঙ্গিতে কথা বুঝিয়া লইতে পারে; কিন্তু যে পারে না, সে অতি নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক। যে মাঝির নৌকায় হাল নাই, কাছি নাই, সে কিরূপ মাঝি? মাঝি হইলেই তাহার নৌকায় এ সকল থাকা আবশ্যক।

পড়লো কথা সভার মাঝে,

যার কথা তার গায়ে বাজে।

সভা মধ্যে কোন দোষের আলোচনা উপস্থিত হইলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যে দোষী, তাহার মনেই আঘাত লাগিয়া থাকে। পাঁচজনে মিলিয়া কোন দোষের আলোচনা স্থলে যদি একজন তাড়াতাড়ি তাহার প্রতিবাদ বা তাহাতে ক্রোধ প্রকাশ করে, তবে তাহাকে দোষী বলিয়া স্থির করা।

পড়্‌লো ফাগুন ত উঠ্‌লো আগুন।

ফাল্গুন মাস আসিলেই গরম পড়িতে থাকে। আর বসন্তকাল বলিয়া এই সময়ে বিরহী ও বিরহিণীদের হৃদয় সন্তাপিত হয়।

পড়শী না বঁড়শী।

কুটিল বড়শী বিদ্ধ হইলে যেমন যন্ত্রণাদায়ক হয়, প্রতিবেশী কুটিল হইলে তেমনই যন্ত্রণা হইয়া থাকে।

পড়শীর মুখ না আর্শির মুখ।

আর্শির সম্মুখে মুখের যেমন ভঙ্গী করিবে, আর্শিতেও ঠিক তেমনই দেখিতে পাইবে। প্রতিবেশীর সহিত যেমন ব্যবহার করিবে, প্রতিবেশীর নিকট তেমনই ব্যবহার পাইবে।

পড়া নাই শুনা নাই পাণ্ডিত্য করে।

লেখাপড়ার নাম গন্ধ নাই, কেবল পাণ্ডিত্যের ভাণ আছে।

পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে, ভাঙ্গে হীরার ধার।

হীরা বহুমূল্য ও সকলের আদরণীয় বস্তু, কিন্তু ভেড়ার শিঙের কাছে তাহার কোনই আদর নাই; ভেড়ার শৃঙ্গের আঘাতে উহা ভাঙ্গিয়া যায় (ভেড়ার শিঙ ব্যতীত হীরা আর কোন জিনিসে ভাঙ্গে না)। যতই গুণবান্ লোক হউক, নীচের নিকট তাহার আদর নাই, অধিকন্তু সম্মান হারাইতে হয়।

পড়ুক বা না পড়ুক পো, সভায় নে গে থো।

ছেলে লেখাপড়া শিখুক বা না শিখুক, তাহাকে ভদ্রসমাজের মধ্যে রাখিয়া দিবে। কারণ লেখাপড়া না শিখিলেও কেবল ভদ্রসমাজে থাকিলেও অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে।

পড়েছি মোগলের হাতে, খানা হয় খানা খেতে।

মোগলের হাতে পড়িয়াছি, এখন খানা খাইতে হয়; কারণ, এখন তাহারা ইচ্ছা করিলেই বলপূর্ব্বক খানা খাওয়াইতে পারে। দুষ্টলোকের চক্রে পড়িলে লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে।

পড়ে পাওয়া টাকা, চৌদ্দ আনাই লাভ।

টাকা কুড়াইয়া পাইলে তাহা হইতে যদি চৌদ্দ আনাও পাওয়া যায়, তবে তাহাকেই লাভ বিবেচনা করিতে হইবে। বিনা পরিশ্রমে কেহ কিছু পাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

পড়ে পাশা ত জিতে চাষা।

যদি পাশার পড়্‌তা পড়ে, তবে চাষাও খেলায় জিতিতে পারে। যদি কপাল ফেরে, তবে যাহার কোন গুণ নাই, সেও বড়লোক হইতে পারে।

পণ রক্ষায় প্রাণ হারান।

প্রতিজ্ঞা বজায় করিবার নিমিত্ত জীবন দেওয়া।

পণেক খেলে ক্ষণেক গায়,

কাহনেক খেলে সারাদিন গায়।

এমন অনেক লোক আছে, যাহারা সামান্য উপকার পাইলে তাহা দুই চারিদিন মাত্র মনে রাখে, আর কিছু বেশী উপকার পাইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহা স্বীকার করে। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

পণ্ডিত শিখে দেখে, মূর্খ শিখে ঠেকে।

পণ্ডিতলোক কোন বিষয় দেখিয়াই তাহা শিক্ষা করে, কিন্তু মূর্খ যতক্ষণ না সেইরূপ দায়ে পড়ে, ততক্ষণ শিক্ষালাভ করে না।

পতি ম'লো ভাল হ'লো,

দুই সতীনে পিরীত হ'লো।

স্বামীকে লইয়াই দুই সতীনের মধ্যে বিরোধ হয়; স্বামী যদি মারা গেল, তাহা হইলে আর বিরোধের কোন কারণ না থাকায় দুই সতীনে ভাব হইয়া যায়। কোন একটা বিষয়ের জন্য দুইজনে বিরোধ উপস্থিত হইলে, এবং সেই বিষয়ের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধ মিটিয়া গেলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

পতির পায়ে থাকে মতি, তবে তারে বলি সতী।

যে রমণীর কেবল পতিপদে মন থাকে, অন্য পুরুষের চিন্তা করে না, তাহাকেই সতী বলা যায়।

পতির মরণে সতীর মরণ।

যে রমণী সতী হয়, সে রমণী পতির মৃত্যুতে আপনাকেও মৃতার ন্যায় জ্ঞান করে।

পথ চল্‌বে জেনে, কড়ি নেবে গুণে।

আগে পথের বিষয় জানিয়া তবে সে পথে চলিবে। টাকা কড়ি লইবার সময় তাহা গণিয়া লইবে। "Look before you leap."

পথে পেলাম কামার, দা গড়ে দে আমার।

পথের মাঝে কামারের দেখা পাইলে লোকে তাহাকে দা গড়িয়া দিতে অনুরোধ করে। কাজের লোককে দেখিলেই লোকে তাহাকে দিয়া কাজ করাইয়া লইতে চায়।

পথের গু রথে যায়।

পথের মাঝে বিষ্ঠা থাকিলে, সেখান দিয়া রথ গেলে চাকার সহিত বিষ্ঠা রথে যায়।

পথে হাগে আর চোখ রাঙ্গায়।

পথের মাঝে বিষ্ঠাত্যাগ করে, আবার বলিলে রাগ প্রকাশ করে। যে দোষ করে, অথচ তাহা বলিলে রাগ দেখায়, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

পয়সা দিয়ে খাই দই,

কি করবে গয়লা সই।

পয়সা দিয়া কিনিয়া দই খাই, সুতরাং গয়লা সই আমার কি করিবে? যে ধার করিয়া খায়, তাহারই ভয়, যে নগদ পয়সা দিয়া জিনিস কেনে, সে কাহারও কথার ধার ধারে না।

পয়সায় বাঘের দুধ মিলে।

পয়সা খরচ করিলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়, অর্থাৎ পয়সা থাকিলে কোন জিনিসই অপ্রাপ্য থাকে না।

পর আর পরমেশ্বর।

যাহার আত্মীয় কেহ নাই, তাহার পর এবং পরমেশ্বর সহায়।

পর কখন আপন হয় না।

পরকে যতই যত্ন কর, সে কখন আপনার হয় না, সে পরই থাকে।

পরকালে সাক্ষী দিবার জন্ত রাখা।
ইহকালে কোন কাজ না হইলেও পরকালে পাপপুণ্যের সাক্ষী দিবার জন্ত রাখিয়া দেওয়া। কোন জিনিস ব্যবহার না করিয়া রাখিয়া দেওয়া।

পর কি বুঝে পরের ব্যথা ?
যাহার ব্যথা সেই তাহা বুঝিতে পারে, অন্তে কখন তাহা অনুভব করিতে পারে না।

পরনিন্দা অধোগতি।
পরের নিন্দা করা মহাপাপ; তাহাতে অধোগতি হয়।

পরপ্রত্যাশী দুপোর উপোসী।
পরে কখন্ খাইতে দিবে এই প্রত্যাশায় যে থাকে, তাহাকে দুই প্রহর পর্য্যন্ত উপবাস করিতে হয়।

পরপ্রত্যাশী নর, গাছে উঠে মর।
পরপ্রত্যাশী লোককে গাছে উঠিয়া পড়িয়া মরিতে হয়। অর্থাৎ যে সকল কাজেই পরের সাহায্য প্রত্যাশা করে, তাহার কোন কাজই সিদ্ধ হয় না।

পরভাতী ভাল, পরঘরী কিছু নয়।
পরের অন্নে যদি প্রতিপালিত হইতে হয়, তাহাও অপেক্ষাকৃত ভাল, কিন্তু পরের ঘরে থাকা কিছু নয়। পরে একদিন না খাইতে দিলেও কোনরূপে দিন কাটান যায়, কিন্তু নিজের ঘর না থাকিলে একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িতে হয়।

পর রেখে ঘর নষ্ট।
পরকে ঘরে রাখিলে তাহার মন্ত্রণায় পরিজনবর্গ বিরূপ হইয়া গৃহের সুখশান্তি নষ্ট করে।

পরশুরামের কুঠার।
পরশুরাম যাঁর কুঠার দ্বারা পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। সর্ব্বসংহারক অস্ত্র।

পরহিংসা নরকে বাস।
পরের হিংসা করিলে নরকে যাইতে হয়।

পরিচয়ে সতীর কুল নষ্ট।
এমন অনেক সতী আছে, যাহাদের মনের কথা প্রকাশ হইলে তাহাদিগকে অসতী বলিয়া বুঝা যায়, সুতরাং তাহাদের বংশের মর্য্যাদাও নষ্ট হয়। গুহ্য কথা প্রকাশ হইলে মর্য্যাদা নষ্ট হইতে পারে।

পরিতে হবে শাঁখা,
তবে কেন মুখ বাঁকা।
যখন শাঁখা পরিবার সাধ আছে, তখন পরিবার কষ্টের জন্ত মুখ বিকৃত কর কেন ? ভাল জিনিস দেখিয়া তাহা পাইবার ইচ্ছা করা, অথচ সেজন্ত পরিশ্রমে কাতর হওয়া। "No gains, without pains".

পরে ভসর খায় ঘি, তার আবার খরচ কি ?
যে ব্যক্তি ভসর কাপড় পরে, এবং ঘি খায়, তাহার রোগ বালাই প্রায় হয় না, সুতরাং ডাক্তার কবিরাজের খরচ বা অন্তান্ত বাজে খরচও খুব কম হয়।

পরে ভসর খায় ঘি, তার বৈদ্যে কাজ কি ?
পূর্ব্বে দেখ।

পরে দিবে চেয়ে, পেট ভরবে খেয়ে ?
পরে মুখ চাহিয়া খাইতে দিবে, এবং তাহা খাইয়া কি পেট ভরিবে ? আত্মীয়স্বজন যেমন মুখ চাহিয়া দেয়, পরে সেরূপ দেয় না।

পরের কথায় লাথি চড়,
নিজের কথায় ভাত কাপড়।
পরের চর্চ্চা লইয়া থাকিলে কেবল ঝগড়া বিবাদ ও অপমানাদি সহ্য করিতে হয়, আর আপনার চর্চ্চায় থাকিলে অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয়।

পরের কাপড়ে ধোপার নাট।
ধোপা পরের কাপড় কাচিতে আনিয়া তাহা পরিয়া বাবুগিরি করে। যে পরের জিনিষ হাতে পাইয়া বাবুগিরি করে, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

পরের গোয়ালে গোদান।
পরের গোয়ালের গরু লইয়া গোদান করা। অর্থাৎ পরের ধন দান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করা। "Robbing Peter to pay Paul."

পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার।
অন্তের কাঁধের উপর বন্দুক রাখিয়া শিকার। ইহাতে বন্দুক বহন করিবার পরিশ্রম সহ্য করিতে হয় না। যদি লক্ষ্য বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে লাভ হইল, আর যদি দৈব দুর্ব্বিপাকে গুলি পিছু হাটে বা বন্দুকের চোঙ ফাটে, তবে তাহাতে অপরেই মরিবে, নিজের কোন অনিষ্ট হইবে না। যে ব্যক্তি পরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া নিজের কোন বিপৎপূর্ণ কার্য্য সিদ্ধ করিতে চায়, তাহার সম্বন্ধেই এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "Making a cats' paw of one."

পরের ঘি পেলে, প্রদীপে দেয় ঢেলে।
পরের ঘি সাম্নে থাকিলে লোকে প্রদীপে তেলের বদলে সেই ঘি ঢালিয়া দেয়। পরের জিনিষ পাইলে যে তাহার যথেচ্ছ অপব্যয় করে, তৎসম্বন্ধেই এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "পরের জিনিস পায় হেগো* খায়।"

পরের চাউল পরের ডাউল, নদে করেন বিয়ে।
নদে বা নবদ্বীপ নামক এক ব্যক্তি কোন গৃহস্থের বাটীতে কাজ করিত। তাহার নিজের বলবার কিছুই ছিল না। কিছুদিন পরে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইল। গৃহস্থ তাহার বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। বিবাহের সময় নবদ্বীপ আপনার পরিচিত অপরিচিত আত্মীয় স্বজনদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খুব ধোমধাম করিয়া তুলিল। গৃহস্থ বিরক্ত হইলেও অগত্যা তাঁহাকে নিমন্ত্রিতগণের যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে হইল। নিমন্ত্রিতগণ পরম পরিতৃপ্ত হইয়া, নদের বিবাহে যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গেল। ইহা শুনিয়া জনৈক প্রতিবেশী উক্ত কথাগুলি বলিয়াছিল। পরের ধনে আড়ম্বর সহকারে নিজের কাজ সম্পন্ন করিতে যাওয়া।

পরের ছেলে খায়, আর বন পানে চায়।
পরের ছেলেকে যতই খাওয়াও, বা যত্ন কর, সে কেবল বনের দিকে চায়, অর্থাৎ খাইবার পর পলাইবার অবসর খুঁজে।

পরের ছেলেটা, খায় এতটা,
বেড়ায় যেন বাঁদরটা ;
নিজের ছেলেটি, খায় এতটি,
বেড়ায় যেন লাটিমটি।
পরের সকলই মন্দ, নিজের সকলই ভাল। পরের ছেলেটা রাশীকৃত খাবার খায়, আর বাঁদরের মত যেন লাফাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় ; কিন্তু নিজের ছেলেটি এতটি অর্থাৎ খুব কম খায়, এবং লাটিমের মত সুন্দরভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। পরের ছেলে সুন্দর হইলেও কুৎসিত, আর নিজের ছেলে কুৎসিত হইলেও সুন্দর।

পরের জন্ত গর্ত্ত খোঁড়ে,
আপনি তা'তে মরে প'ড়ে।
পরকে মারিবার জন্ত গর্ত্ত খুঁড়িলে আপনাকেই সেই গর্ত্তে পড়িয়া মরিতে হয়। পরের অনিষ্টচেষ্টা করিলে আগে নিজেরই অনিষ্ট হয়। "Hoist with one's own petard."

পরের জন্ত ফাঁদ পাতে,
আপনি প'ড়ে মরে তা'তে।
পরের অনিষ্ট করিবার জন্ত ফাঁদ পাতিলে আপনাকে সেই ফাঁদে পড়িয়া মরিতে হয়। পরকে বিপন্ন করিবার জন্ত কৌশল করিলে আপনাকে সেই কৌশলে বিপন্ন হইতে হয়।

পরের জিনিষ পায়, হেগো * খায়।
পরের জিনিষ পাইলে লোকে তাহা অত্যন্ত অশুচি অবস্থাতেও খাইতে উদ্যত হয়। পরের জিনিষ পাওয়া গেলে লোকে তাহাকে যতদূর পারে, হস্তগত করিবার চেষ্টা করে।

পরের তেলে কাপড় নষ্ট।
পরের তেল পাইয়া তাহা বেশী পরিমাণে মাখিলে শেষে তাহাতে নিজের কাপড় নষ্ট হয়, অর্থাৎ কাপড়ে দাগ ধরে। পরের জিনিষ পাইলেও তাহা পরিমাণাতীতরূপে ব্যবহার করিতে নাই।

পরের দেখে তোলো হাই,
যা আছে তাও নাই।
পরের উন্নতি দেখিয়া হাই তুলিলে অর্থাৎ

হিংসা করিলে নিজের যাহা আছে, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। পরহিংসা নিজের মহা অনিষ্টকর।

পরের ধন আপন ছালা,
যত ইচ্ছা ভরে ফেলা।
পরের জিনিষ, আর নিজের ছালা (যে থলি প্রভৃতিতে জিনিষ পুরিয়া গরু বা ঘোড়ার পিঠে চাপাইয়া লইয়া যাওয়া যায় তাহাকে ছালা বলে), যতদূর পারা যায়, ততদূর ভর্ত্তি করিয়া ফেলা। পরের জিনিষ পাইয়া তাহা বেশী লইতে ইচ্ছা করা।

পরের ধন আপন পরমায়ু,
কেহই অল্প দেখে না।
কেহই পরের ধন এবং নিজের পরমায়ু কম দেখে না। সকলেই পরের ধন বেশী দেখে, এবং নিজের পরমায়ুও অনেক বেশী মনে করিয়া থাকে।

পরের ধনে পোদ্দারিগিরি,
লোকে বলে লক্ষ্মীশ্বরী।
পরের ধন লইয়া পোদ্দারিগিরি করে, অর্থাৎ লোককে দেয় থোয় ও খরচ করে, আর লোকে তাহাকে লক্ষ্মীমন্ত বলিয়া থাকে, অথচ সে ধন তাহার নহে, এবং সে নিজের জন্যও খরচ করিতেছে না। পরের জিনিষ, বা টাকাকড়ি পরের জন্যই খরচ করিতে করিতে নিজে একটু উঁচু চাল দেখান।

পরের ধনে বরের বাপ।
অপরের ধনের উপর কর্ত্তৃত্ব করা, বা পরের ধন পাইলে বাবুগিরি করা।

পরের পিঠে, বড় মিঠে।
পরের পিষ্টক খাইতে বড় মিষ্ট লাগে। পরের জিনিষ ভোগ করিতে খুব ভাল লাগে।

পরের পুতে বরের বাপ।
পরের ছেলের বিবাহে বরকর্ত্তা সাজা। পরের ধনের উপর কর্ত্তৃত্ব করা।

পরের বিড়াল খায়,
আর বন পানে চায়।
পরের বিড়াল খাইতে খাইতে বনের দিকে এক একবার চায়, অর্থাৎ পলায়নের সুযোগ খুঁজে। পরকে যতই যত্ন কর, সে সময় পাইলেই চলিয়া যায়।

পরের বেদন কি পরে জানে ?
পরের ব্যথা পরে বুঝিতে পারে না। যাহার ব্যথা সেই বুঝে। "The wearer only knows where the shoe pinches."

পরের ভাতে কুকুর পোষা।
পরের ভাত খাওয়াইয়া কুকুর পুষিবার সখ মিটান। পরের পয়সায় নিজের সখ মিটান।

পরের ভাতে বেগুন পোড়া।
পরের ভাত বেগুন পোড়া দিয়া মিষ্ট করিয়া খাওয়া। পরের জিনিষ পাইয়া তাহাকে আবার মনোমত করিয়া ব্যবহার করা।

পরের মন আঁধার কোণ।
ঘরের অন্ধকারময় কোণ যেরূপ, সেখানে কোন জিনিষ থাকিলে তাহা দেখা যায় না, পরের মনও সেইরূপ, তাহাতে কি আছে বুঝা যায় না।

পরের মন্দ করতে গেলে,
আপনার মন্দ আগে হয়।
পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিলে আগে নিজের অনিষ্ট হইয়া থাকে।

পরের মাথা কেটে নাপিত।
নাপিত প্রথম কামান শিখিবার সময় লোকের মাথা কামাইতে গিয়া আগে অনেক কাটাকুটি করিয়া ফেলে ; এবং এইরূপ করিতে করিতে সে ভাল নাপিত হয়। ইহাতে অপরের কষ্ট হয়, কিন্তু নাপিতের শিক্ষালাভ হয়। পরের ক্ষতি করিয়া কোন কাজ শিক্ষা করা।

পরের মাথা না কাটলে কামান শিক্ষা হয় না।
নাপিত আগে পরের মাথা এক আধটু কাটিয়া কামাইতে অভ্যাস করে, সেরূপ না করিলে কামান শিখিতে পারে না। আগে পরের কাজের এক আধটু ক্ষতি না করিলে কোন কাজই শেখা যায় না।

পরের মাথায় কাঁটাল রেখে,
কোষ কেড়ে খাওয়া।
অন্যের মাথায় কাঁটাল রাখিয়া তাহার কোষ কাড়িয়া লইয়া ভক্ষণ করা। অপরকে খাটাইয়া নিজে তাহার ফল ভোগ করা।

পরের মাথায় দিয়ে হাত,
কিরা করে নির্ঘাত।
এমন অনেক লোক আছে, যাহারা অপরের মাথায় হাত দিয়া কিরা অর্থাৎ শপথ করে। ইহাতে যদি সে শপথ পালন না করে, তবে যাহার মাথায় হাত দিয়া শপথ করিয়াছে তাহারই অনিষ্ট হইবে, তাহার নিজের কোন ক্ষতি নাই।

পরের মাথায় হাত বুলান।
পরের জিনিষ আত্মসাৎ করা।

পরের লেজে পা পড়লে
তুলো পানা ঠেকে ;
নিজের লেজে পা পড়লে
কেঁক ক'রে ডাকে।
পরের লেজে পা দিলে তাহা তুলায় পা দেওয়ার ন্যায় আরামজনক বলিয়া বোধ হয় ; আর নিজের লেজে অন্যের পা পড়িলে কেঁক করিয়া ডাকিয়া উঠে। যে পরের উপর দৌরাত্ম্য বা অন্যায় আচরণ করিতে ভালবাসে, অথচ তাহার নিজের উপর একটু দৌরাত্ম্য হইলে অন্যায় আচরণ বলিয়া চীৎকার করে ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতে থাকে, তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

পরের সোণা দিও না কাণে,
কেড়ে নেবে হেঁচ্‌কা টানে।
পরের সোণা লইয়া কাণে পরিও না, কারণ পর এক সময়ে আসিয়া হেঁচ্‌কা মারিয়া কাড়িয়া লইবে। পরের জিনিষ লইয়া ব্যবহার করিও না, কারণ, সে এক সময় আসিয়া দুই কথা শুনাইয়া দিয়া তাহা কাড়িয়া লইতে পারে।

পরের হাতে ধন, পেতে অনেকক্ষণ।
পরের নিকট যদি নিজেরও ধন গচ্ছিত থাকে, তবে তাহা পাইতে অনেক বিলম্ব হয় এবং প্রয়োজনের সময় পাওয়া যায় না। সে ধনের ভরসায় কোন কাজ করা অনুচিত।

পর্ব্বতের আড়ালে আছি।
পাহাড়ের আড়ালে থাকিলে যেমন ঝড় ঝাপ্টা নিজেকে লাগে না, যাহা কিছু পাহাড়ের উপর দিয়াই যায়, সেইরূপ পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি অভিভাবকের অধীনে থাকিলে সংসারে কোন বেগ পাইতে হয় না, যাহা কিছু বেগ, তাঁহারাই সহ্য করেন।

পর্ব্বতের মূষিক প্রসব।
পর্ব্বত একটা সুবৃহৎ বস্তু, সে যদি হাতী বা তদপেক্ষা একটা বড় কিছু প্রসব করে, তবেই তাহা সঙ্গতমত হয় ; কিন্তু সে একটা ক্ষুদ্র ইন্দুর প্রসব করিলে তাহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় হয়। বহু আড়ম্বরের পর কাজ খুব সামান্য হওয়া।

পলকে প্রলয়।
এক পল সময়ের মধ্যে বা চোখের পাতা ফেলিতে ফেলিতে প্রলয় ব্যাপার ঘটা। এক মুহূর্ত্তে একটা ভীষণ কাণ্ড হওয়া।

পলতাগাছে পটোল ফলেছে।
যে গাছে পটোল ফলে তাহারই নাম পল্‌তা গাছ, পল্‌তা তিক্ত, কিন্তু উহার ফল পটল মিষ্ট। কুবংশে সুসন্তান দৃষ্ট হইলে, তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

পাঁকাল মাছের গায়ে পাঁক লাগে না।
পাঁকাল মাছ পাঁকের ভিতরেই থাকে, অথচ তাহার গায়ে কাদা লাগে না। সাধুলোক সংসারে থাকিলেও তাঁহারা সংসারে লিপ্ত হন না, নির্লিপ্তভাবে সাংসারিক কাজ করেন।

পাঁকের গোঁজ।
পাঁকে খুঁটো পোতা থাকিলে তাহা সহজে তোলা যায় না, তুলিতে গেলে পাঁকে পা বসিয়া যায়, জোর পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্র হইলেও তাহাকে সহজে দমন করা যায় না, দমন করিতে গেলে নিজের মানহানি হইতে পারে।

পাঁচ আঙুল সমান নয়।
হাতের পাঁচটা অঙ্গুলি সমান নয়, সকলেই এক আধটু ছোট বড়। সকল লোক এক

প্রকৃতির নয়, সকলেরই প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন।

পাঁচ ফুলে সাজি ভরা।

পাঁচ রকমের ফুল দিয়া সাজি পূর্ণ করা। পাঁচ রকমের পাঁচটা জিনিষ বা বিষয় দিয়া একটা বিষয়কে প্রদর্শনযোগ্য করা।

পাঁচ শ জুতা গুণে খায়,
ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়।

পাঁচ শত জুতার আঘাত অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, কিন্তু একটা ফুলের আঘাত লাগিলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। কোন কোন লোক সময়ে সময়ে লোকের কটু গালাগালি অকাতরে সহ্য করে, কিন্তু এক সময়ে একজন একটা কড়া কথা বলিলে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়।

পাঁশ পেড়ে কাটি, ভুঁয়ে না রক্ত পড়ে।

পাঁশের উপর রাখিয়া কোন জীবকে কাটিলে মাটীতে রক্ত পড়ে না, সমস্ত রক্ত পাঁশে শুষিয়া লয়। যাহার উপর খুব বেশী রাগ থাকে, তাহার প্রতিই এই কথা প্রয়োগ করা যায়।

পাকা আম দেখলে কাকে ঠোকরায়।

গাছে আম পাকিয়া রহিয়াছে দেখিলে কাকে তাহাতে ঠোকর মারে; খাইতে না পারিলেও ঠোকরাইতে ছাড়ে না। ভাল জিনিষ দেখিলে সকলেরই লোভ হয়; তাহা লইতে পারুক বা না পারুক, লইবার একটু চেষ্টাও করে।

পাকা ধানে মই (দেওয়া)।

ক্ষেতে ধান পাকিয়া উঠিয়াছে, কাটিয়া ঘরে আনিলেই হয়, এমন সময়ে যদি কেহ তাহার উপর দিয়া মই চালাইয়া দেয়, তবে সমস্ত ধানই ঝরিয়া যায়, একটা ধানও আদায় হয় না। যে জিনিষ ভোগের উপযুক্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া, বা যে কাজ প্রায় সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা পণ্ড করিয়া দেওয়া।

পাখী উড়ে যায় তার পালক গুণে।

পাখী উড়িবার সময় তাহার পালক গণা যায় না। যে চতুর ব্যক্তি অসম্ভব কাজও সিদ্ধ করিতে পারে, তাহার প্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

পাখী পড়ার মত পড়ান।

পাখীকে বহুবার এক কথা বলিলে তবে সে তাহা বলিতে পারে। সেইরূপ কাহাকেও এক বিষয়ে বার বার উপদেশ দেওয়া।

পাখীমারার ঘরে চড়ুয়ের বাসা।

যে পাখী মারিয়া বেড়ায়, তাহার ঘরে চড়ুই পাখী বাসা করিলে সে যেমন তৎক্ষণাৎ তাহাকে মারিয়া ফেলে, সেইরূপ যাহার যে ব্যবসায়, সেই কাজে তাহাকে ঠকাইতে যাওয়া।

পাগল কি গাছে ফলে,
আক্কেলেতে পাগল বলে।

পাগল গাছে ফলে না, পাগলের মত কাজ করিলেই লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া থাকে।

পাগল না ছাগল।

পাগল ও ছাগল দুইই সমান; উভয়েরই কোন জ্ঞান বা খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই।

পাগলে আর মজা নাই,
পীরিতে আর সুখ নাই।

এক ব্যক্তি প্রকৃত পাগল না হইলেও পাগলামীর ভাণ করিয়া বেড়াইত, এবং নানাপ্রকারে লোকের উপর অত্যাচার করিত। লোকে পাগল বলিয়া তাহাকে কিছু বলিত না। শেষে অত্যাচার যখন বেশী মাত্রায় উঠিল, তখন সকলে তাহাকে প্রহার দিতে আরম্ভ করিল। তখন তাহাকে অগত্যা পাগলামী ছাড়িতে হইল। আর এক লম্পট গৃহস্থ রমণীগণের সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টায় ফিরিত। দুই এক স্থানে সে কৃতকার্য্যও হইল। কিন্তু শেষে লোকজানাজানি হওয়ায় তাহাকে এমন প্রহার খাইতে হইল যে, সে প্রতিজ্ঞা করিয়া এ কুপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। একদিন পূর্ব্বোক্ত পাগলের সহিত ঐ লম্পটের সাক্ষাৎ হইলে লম্পট পাগলকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওহে, তোমার পাগলামী কোথায় গেল?" পাগল উত্তর করিল, "পাগলে আর মজা নাই।" তারপর সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পিরীত কেমন চলিতেছে?" লম্পট বলিল, "পিরীতেও আর সুখ নাই।"

পাগলে কি না বলে,
ছাগলে কি না খায়।

পাগলের যাহা মুখে আসে তাহাই বলিয়া থাকে, তাহার কোনরূপ লজ্জা সঙ্কোচ নাই; আর ছাগলে যাহা সম্মুখে পায় তাহাই খায়, তাহার আর বিচার নাই।

পাগলের ছাট, তেলের কাট।

সম্পূর্ণ পাগল হইলে বরং রক্ষা আছে, কিন্তু যদি একটু পাগলের ছিট্ থাকে, তবে তাহাকে শান্ত করা কঠিন। তেল কোথাও লাগিলে তাহা পরিষ্কার করা যায়, কিন্তু তেলের কাট লাগিলে তাহা পরিষ্কার করা সহজ নহে।

পাগ্‌লা ভাত খাবি,
না হাত ধোব কোথায়?

পাগলকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, সে ভাত খাইবে কি না, কিন্তু পাগল একেবারে খাইতে বসিতে উদ্যত হইয়া বলিল—কোথায় হাত ধুইব, অর্থাৎ জল দাও, হাত ধুইয়া খাইতে বসি। কাহারও নিকট কোন কার্য্যের প্রস্তাব করিবামাত্র সেই কার্য্যের জন্ম প্রস্তুত হওয়া।

পাগ্‌লা সাঁকো নাড়িস্ নে,
মনে ছিল না, ভাল মনে করে দিলি।

এক অর্দ্ধ-ভগ্ন বাঁশের সাঁকোর ধারে এক পাগল দাঁড়াইয়াছিল। অপর দিক্ হইতে এক ব্যক্তি সেই সাঁকোয় উঠিয়া ভাবিল, পাগল যদি সাঁকো নাড়ে তাহা হইলেই বিপদ্। এই ভাবিয়া সে পাগলকে বলিল, "পাগ্‌লা, সাঁকো নাড়িস্ নে।" পাগলের সাঁকো নাড়িবার কথাটা মনেই আসে নাই, কিন্তু ঐ ব্যক্তির কথায় তাহার সাঁকো নাড়িবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল; বলিল, "ও কথাটা আমার মনেই ছিল না, ভাল কথা মনে করিয়া দিয়াছ।" এই বলিয়া সে সাঁকো নাড়িতে আরম্ভ করিল। যাহার যাহাতে আনন্দ, তাহাকে সেই কার্য্য করিতে নিষেধ করিলে অনেক সময় তাঁহার সেই প্রবৃত্তি অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে। যাহার যে কার্য্যে প্রবৃত্তি, তাহাকে নিষেধ করিতে গিয়া তাহার সেই প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেওয়া।

পা জটে।

এমন অনেক লোক আছে, যাহারা কার্য্যোদ্ধারের জন্ম লোকের পায়ে ধরে, আবার কাজ ফুরাইলেই মাথায় উঠে, অর্থাৎ আর গ্রাহ্য করে না, তাহাদিগকে 'পা জটে' বলে।

পাড়াপড়শীর গুণে, বেঁড়ে গরুও বিকিয়ে যায়।

প্রতিবাসীরা পাঁচ জনে যদি ভাল বলে, তবে বেঁড়ে গরু—যাহার বিক্রয়ের সম্ভাবনা ছিল না, তাহাও বিক্রীত হইয়া যায়। প্রতিবেশীরা সহায়তা করিলে কোন কাজই আটকায় না।

পাত কাটিতে দেরী সহে না।

এত বেশী ক্ষুধা যে, ভাত দিবার জন্ম পাতা কাটিয়া আনিবার দেরীও সহ্য হয় না। কোন কাজে অতিমাত্র ব্যস্ত হওয়া।

পাততাড়ি গুটান।

পাঠশালার ছেলেরা ছুটী হইলেই পাততাড়ি গুটাইয়া ঘরে চলিয়া যায়। কাজ সারিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে তাহাকে পাততাড়ি গুটান বলে।

পাতা চাপা কপাল, আর পাথর চাপা কপাল।

কোন জিনিষে পাতা চাপা থাকিলে তাহা একটু বাতাসেই উড়িয়া যায়, আর পাথর চাপা থাকিলে সহজে তাহা খোলে না। একটু চেষ্টাতেই অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে তাহাকে পাতা চাপা কপাল কহে, আর বহু চেষ্টাতেও অদৃষ্ট ভাল না হইলে তাহাকে পাথর চাপা কপাল বলা হয়।

পাতের কুকুর নাই পেলে মাথায় উঠে।

যে কুকুর পাতের ভাত খাইয়া প্রতিপালিত হয়, সে প্রশ্রয় পাইলেই মাথায় উঠিয়া থাকে। পায়ের কাছে থাকিবার যোগ্য লোকে আদর পাইয়া মাথায় রাখিবার যোগ্য লোকের ন্যায় ব্যবহার করে।

পাতের ভাত দে পুরনো যোগী,
উল্‌টে বলে পরবাস কি ?
পাতের ভাত দিয়া যে যোগীকে প্রতিপালন করা গেল, সে এখন সময় পাইয়া বলে, পরের আশ্রয়ে বাস করা, সে আবার কিরূপ ? বিপদের সময় যথেষ্ট উপকার পাইয়া সম্পৎকালে তাহা অস্বীকার করা।

পাথরে ঘুণ ধরে না।
বাঁশ কাঠ প্রভৃতিতেই ঘুণ ধরে, কিন্তু মারবল্ পাথরে ঘুণ ধরে না। যাহার হৃদয়ে সার আছে, এরূপ বিচক্ষণ ব্যক্তির মনে কুপ্রবৃত্তি বা পরের কুমন্ত্রণা স্থান পায় না।

পাথরে পাঁচ কিল।
পাথরের উপর পাঁচটা কিল মারিলে পাথরের কিছুই হয় না, তাহা অটুট থাকে। যাহার কপাল খুব ভাল, কোন দিক্ দিয়াই কেহ তাহার ক্ষতি করিতে পারে না।

পান না, তাই খান না।
এক ব্যক্তির স্ত্রী অপর এক স্ত্রীলোকের কাছে বলিল, "আমাদের কর্ত্তা ঘি নহিলে ভাত খান না।" সেই সময় কর্ত্তা ভাত খাইতে বসিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকটী তাঁহার পাতের দিকে চাহিয়া বলিল, "কৈ, আজ ত ঘি খাইতেছেন না।" স্ত্রী উত্তর করিল, "পাইলেই খান, পান না তাই খান না।"

পান পান্তা লক্ষণ,
ঐ তো পুরুষের লক্ষণ ;
আমি অভাগী তপ্ত খাই,
কোন্ দিন বা মরে যাই।
কোন কৃষকের স্ত্রী তাহার স্বামীকে প্রত্যহ পান্তা ভাত খাইতে দিত, এবং নিজে রাঁধিয়া তপ্ত ভাত খাইত। এক প্রতিবেশিনী কয়েক দিন এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া একদিন কৃষকপত্নীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে কৃষকপত্নী বলিল, পান খাওয়া এবং পান্তা ভাত খাওয়াই পুরুষের লক্ষণ, অর্থাৎ পুরুষ মানুষের এই দুইটী জিনিষ প্রিয় ; আর আমি পোড়াকপালী তপ্ত ভাত খাইতেছি, সুতরাং রোগে পড়িয়া কোন্ দিন মরিয়া যাইব। কেহ নিজে ভাল জিনিষ খাইয়া পরকে মন্দ জিনিষ দিয়া ভালর ভাণ করিলে তাহার প্রতি এই শ্লেষোক্তি প্রযুক্ত হয়।

পান হ'তে চুণ খসে না।
যাহার কাজে একটুও ত্রুটি হইবার যো নাই, তাহার সম্বন্ধেই এই কথা বলা হয়।

পা না ভিজলো যার, বড় কৈ তার।
যে আদৌ জলে নামিল না, তাহার ভাগেই বড় কৈ মাছ, আর যে জলে নামিয়া মাছ ধরিল, তাহার ভাগে ছোট কৈ। একটুও না খাটিয়া বেশী ভাগ লইতে যাওয়া।

পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট, বাপের বাড়া ঝি নষ্ট।
পান্তা ভাতে ঘি মাখিলে সে ঘি বৃথা নষ্ট হয়, তাহাতে কোন ফল হয় না ; ঐ মেয়ে ছেলে বাপের বাড়ীতে থাকিলে শাসন না থাকায় নানা প্রকারে তাহার স্বভাব মন্দ হইয়া যায়।

পাপ করিলেই যমের ভয়।
পাপ কাজ করিলেই যমের ভয় হইয়া থাকে, কেননা মৃত্যুর পর যমের নিকট শাস্তি পাইতে হইবে।

পাপ করলেই ভুগ্‌তে হয়, ইহা যেন মনে রয়।
পাপ কাজ করিলেই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়, ইহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে।

পাপ কর্ম্ম ছাপা থাকে না।
পাপ কাজ কখন গোপনে থাকে না, তাহা কোনরূপে প্রকাশ হইয়া যায়। "Murder will out."

পাপ মনে বড় ভয়।
পাপ কাজ করিলে মনে সর্ব্বদাই ভয় থাকে, কখন্ তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

পাপও লুকায় না, সাগরও শুকায় না।
পাপ কাজ কখনও ছাপা থাকে না, এবং সমুদ্রের জলও কখন শুকাইয়া যাওয়া না। সমুদ্র শুকাইয়া যাওয়া যেমন অসম্ভব, পাপ কাজ গোপনে থাকাও তেমনি অসম্ভব।

পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।
পাপ কাজ করিয়া ধন সঞ্চয় করিলে তাহা ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্তেই খরচ হইয়া যায় ; সে ধন কখনও ভোগে আসে না।

পাপের বোঝা বড় ভার।
পাপ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভারী বোঝা। পাপ কাজ করিলে মনের মধ্যে সর্ব্বদাই যেন গুরুতর ভার চাপিয়া থাকে।

পাপের লেশ, সুখের শেষ।
বিন্দুমাত্র পাপের সঞ্চয় হইলেই সুখের অবসান হইয়া থাকে। অথবা একটু পাপের সঞ্চার হইলেই ক্রমে নানা পাপে জড়াইয়া পড়িতে হয় ; আর সুখের যখন শেষ হয়, তখন দেখিতে দেখিতে সকল সুখ ফুরাইয়া যায়, গুরুতর দুঃখ উপস্থিত হয়।

পাবার আশে পুরুত ঘেঁসে।
প্রাপ্তির আশা থাকিলেই পুরোহিত ঘন ঘন যাতায়াত করে।

পায় ঠেলা।
কোন বিষয়কে উপেক্ষা করিলে তাহাকে পায় ঠেলা বলে।

পায় না পচা পুঁটি,
খেতে চায় রুই ভেটকি।
পচা পুঁটি মাছ খাইবার সঙ্গতি নাই, আর রুই মাছ, ভেটকি মাছ খাইতে চায়। যাহার যেমন অবস্থা, তদপেক্ষা উচ্চাশা করা।

পায় পায় শত্রু।
চারিদিকে অনেক শত্রু থাকিলে তাহাকে পায় পায় শত্রু বলে।

পায়ের জুতা মাথায় উঠেছে।
জুতা পায়েই থাকে, কিন্তু জুতা পায় দিয়া যাইতে যাইতে পথে কোথাও জল থাকিলে কেহ কেহ অগত্যা জুতা খুলিয়া তাহাকে বুচ্‌কির মধ্যে বাঁধে, এবং বুচ্‌কি মাথায় করিয়া জল পার হয়। কোন কারণবশতঃ নীচলোককে সম্মান প্রদর্শন করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পায়ের যোগ্য মানুষ নয়,
গায়ে হাত দিয়ে কথা কয়।
যে পায়ের কাছে থাকিবারও উপযুক্ত নয়, সে মাথায় গায়ে হাত দিয়া কথা বলে। নীচ দরের লোকের উঁচু কথা বলা।

পার হ'লে পাটনি শালা (কে)।
যতক্ষণ না নদী পার হওয়া যায়, ততক্ষণ খেয়া ঘাটের মাঝিকে বাপু বাছা বলে, আর পার হইয়া গেলে পয়সা দিবার সময় হয়ত তাহাকে শালা বলিয়া থাকে। অথবা পার হইয়া গেলে তাহাকে আর গ্রাহ্যই করে না। যতক্ষণ না কার্য্যোদ্ধার হয়, ততক্ষণ লোকে সাহায্যকারীকে স্তবস্তুতি করে, কাজ সিদ্ধ হইয়া গেলে আর তাহাকে গ্রাহ্য করে না, হয়ত তাহাকে কটু কথাই বলিয়া থাকে। "কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরুলে পাজি।"

পারা আর পাপে,
কার সাধ্য ছাপে।
কাঁচা পারা খাইলে তাহাকে কেহই ছাপিয়া রাখিতে পারে না, এক সময়ে না এক সময়ে তাহা গা দিয়া ফুটিয়া বাহির হইবে। পাপ কাজও ছাপিয়া রাখিবার শক্তি কাহারও নাই, এক সময়ে না এক সময়ে তাহা প্রকাশিত হইবেই হইবে।

পারের কর্ত্তা হরি, দিবেন চরণতরি।
ঈশ্বরই এই সংসাররূপ সাগরের পারের কর্ত্তা ; তাঁহাকে একমনে ডাকিলে তিনিই চরণরূপ নৌকা দ্বারা পার করিয়া দিবেন।

পালাতে না পেরে পোষ মানা।
কোন উপায়ে পলাইতে না পারিয়া শেষে বশীভূত হওয়া। কোন কোন লোক অনিষ্ট করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও যখন অকৃতকার্য্য হয়, তখন অগত্যা অনুগত হইয়া থাকে।

পালাতে না পেরে মোড়লের বেহাই।
একজন লোক ভিন্ন গ্রামে গিয়া কোন মন্দ কাজ করিলে গ্রামের লোকেরা তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইল। সে প্রথমতঃ পলায়নের চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া শেষে বলিল,

"আমি মোড়লের বেহাই"। মোড়ল গ্রামের মধ্যে মাননীয় ব্যক্তি, তাহার বেহাই হইলে আর কেহ কিছু [illegible] পারিবে না। কোন একটা দোহাই দিয়া [illegible] কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করা।

পালাব না ত কি ভয় করব?

ভয় না করিলে কেহ পলায় না। কিন্তু এমন নির্বোধ লোক আছে, যাহারা পলায়নকেও একটা সাহসের কাজ মনে করে তাহাদেরই এই উক্তি। কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া সেই অকৃতকার্য্যতার জন্যই আবার মাথা প্রকাশ করা।

পালে পালে মিশে গেছে।

সমান দলের সহিত সমান দল মিলিত হইয়াছে। এক শ্রেণীর সহিত তৎসমশ্রেণীর মিলন হইলে এই কথা বলা হয়। "Bird of a feather flock together."

পালের গরু পালে মিশেছে।

'পালে পালে মিশে গেছে' দেখ।

পালের গোদা।

দলের সর্দ্দার, যাহার কথায় দলের সকলে চলে।

পাষণ্ডের নাই পাপে ভয়।

যে ভয়ানক দুষ্কর্ম করিয়াছে, তাহার আর পাপ করিতে ভয় হয় না।

পাষাণে মাথা ঠোকা।

পাথরের উপর মাথা ঠুকিলে নিজের মাথাতেই লাগে, পাথরের কিছুই হয় না। নির্দ্দয় লোকের নিকট উপকারের জন্য বা অপকার না করিবার জন্য যতই কেন প্রার্থনা কর না তাহা অরণ্যে রোদনের ন্যায় হইবে।

পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর।

ঘরে বসিয়া কোথাও কখনও না যাইয়া অথবা প্রকৃতরূপে কোন সংবাদ না রাখিয়া দুনিয়ার সকল ব্যাপারের বিষয় বর্ণনা করা। "ঘরে বসিয়া কেল্লা মারা।"

পিঠ করেছি কুলো, কাণে দিয়েছি তুলো।

পিঠকে কুলোর মত করিয়াছি, মারিলে তাহাতে আর বাজে না, এবং কাণে তুলো গুঁজিয়াছি, যতই মন্দ কথা বল শুনিতে পাই না। যাহাকে মারিলে বা গাল দিলেও লজ্জা হয় না।

পিঠে খায় পিঠের কোঁড় গণে না।

লোকে আস্কে পিঠে খায়, কিন্তু তাহার ভিতর যে কোঁড় বা ছিদ্রসকল থাকে, তাহা গণিয়া দেখে না। খায় দায় বেড়ায়, সংসারের কাজের দিকে লক্ষ্য রাখে না অথবা কিছুমাত্র ভাবে না, অথচ কার্য্যের ফল ভোগ করে, কিন্তু কিরূপে যে কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখে না।

পিঠে খায় মিঠের লোভে, যদি পিঠে মিঠে লাগে।

যদি পিঠে মিষ্ট হয়, তবেই লোক সেই মিঠের লোভে পিঠে খায়, মজুরা খায় না যদি কাজে ব্যস্ত থাকে, তবেই সেই কাজের আশায় লোকে কাজ করে, মজুরা করে না।

পিণ্ডী পায় না কীর্ত্তন গায়।

পিণ্ড পায় কি না সন্দেহ, সে আবার কীর্ত্তন শুনিতে চায়। মূল কাজ সিদ্ধ হয় কি না সন্দেহ, সে স্থলে আনুষঙ্গিক আড়ম্বর ইচ্ছা করা।

পিতল সরা কাঁকে ভরা।

পিতলের সরায় কাজ যত হউক না হউক, তাহার শব্দ খুব আছে। কাজে কম, কিন্তু কথায় বেশী জাঁক দেখান।

পিতলের কাটারি।

পিতলের কাটারি দেখিতে অতি সুন্দর বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা কিছু কাটা যায় না, তাহার কেবল চাকচিক্যই সার। বাহিরে চাকচিক্যশালী, কিন্তু অন্তঃসারশূন্য।

পিতার পুণ্যে পুত্রের উদয়।

পিতার পুণ্যবল থাকিলেই পুত্রের উন্নতি হইয়া থাকে।

পিতার বয়সে কল্মা নাই, পাঁজাভরা দাড়ি।

বাপ কখন কল্মা (কোরাণের মন্ত্রবিশেষ) পড়ে নাই, আর ছেলের মুখভরা দাড়ি, অর্থাৎ ছেলে দাড়ি রাখিয়া আপনাকে মোল্লা বলিয়া পরিচয় দেয়। বাপ পিতামহ অপেক্ষা বেশী গুণপনা দেখাইতে যাওয়া।

পিতৃদত্তা কন্যা আর রাজদত্ত ভূম।

পিতাই কন্যাকে দান করিবার একমাত্র অধিকারী, আর রাজাই ভূমি দান করিবার একমাত্র কর্ত্তা।

পিপাসার অন্ত নাই।

আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। একটী আকাঙ্ক্ষার পূরণ হইলে অমনই আর একটী আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়।

পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।

পিপীলিকার পাখা উঠিলে তাহারা উড়িতে থাকে, আর উড়িবার সময় পাখীতে তাহাদিগকে ধরিয়া খায়; সুতরাং মরিবার জন্যই তাহাদের পাখা উঠিয়া থাকে। পতনের পূর্ব্বে অধিক বাড় বাড়িয়া উঠা।

পি পু ফি শু।

দুইজন কুড়ে এক ঘরে একত্র বাস করিত। একদিন রাত্রিতে ঘটনাক্রমে সেই ঘরে আগুন লাগিয়াছে। আগুন ক্রমশই অধিকমাত্রায় জ্বলিতে থাকিলে প্রথম কুড়ের পিঠে উত্তাপ লাগিতে লাগিল। প্রথম কুড়ে কথা কহিয়া পরিশ্রম হইবার ভয়ে অতি সংক্ষেপে দ্বিতীয় কুড়েকে বলিল, পি পু অর্থাৎ পিঠ পুড়িয়া গেল। দ্বিতীয় কুড়ে তখন সংক্ষেপে বলিল, ফি শু অর্থাৎ ফিরিয়া শোও, তাহা হইলে আর উত্তাপ লাগিবে না। কিন্তু অগ্নি [illegible] নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তখন [illegible] দারুণ হওয়াতে [illegible] বলিল, বোধ করি [illegible] উঠিয়াছে; সূর্য্যের [illegible] লাগিতেছে। তখন সে দ্বিতীয় কুড়েকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখত ভাই কত রবি ঘলে।" দ্বিতীয় কুড়ে ভাবিল দেখিয়া কে এখন অত পরিশ্রম করে এই ভাবিয়া বলিল, "কেবা আঁখি মেলে।" বাঙ্গলা কুড়েকে পি পু ফি শু বলে। (গোঁপখেজুরে দেখ)।

পিয়াদা বাবু পাগ বেঁধেছেন

যেন সরু ধানের চিঁড়ে।

সরু ধানের চিঁড়ের দুই দিকের মুখ সরু, মাঝখানটা চেপ্‌টা। পিয়াদা বাবুও সেই রকম সুন্দর পাগড়ী মাথায় বাঁধিয়াছেন।

পিয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ী।

পিয়াদাকে মনিবের হুকুম তামিল করিতে নিয়ত ছুটিয়া বেড়াইতে হয়; তাহার ছুটী বা আমোদপ্রমোদের অবসর নাই, সুতরাং তাহার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। যাহার এত কাজ যে একটুও ফুরসৎ নাই, তাহার আমোদপ্রমোদের কথা উঠিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পিসী বল মাসী বল, মার বাড়া নাই;

পিঠে বল মিঠে বল, ভাতের বাড়া নাই।

পিসীই হউক বা মাসীই হউক, মায়ের মত স্নেহ কেহই করিতে পারে না। পিঠেই হউক বা মিষ্টান্নই হউক, ভাত খাইলে যেমন তৃপ্তি হয়, তেমন তৃপ্তি কিছুতেই হয় না।

পীর বরাবর নেড়ে, সোণার খুরে এঁড়ে।

নীচশ্রেণীর মুসলমান যদি পীরের নাম লইয়াও শপথ করে, তথাপি তাহাকে বিশ্বাস নাই; আর এঁড়ে গরুর খুর যদি সোণা দিয়াও বাঁধান হয়, তথাপি তাহাকে বিশ্বাস নাই; ইহাদের উভয়ের কাছে যাইতে নাই।

পীরিত বিনে সুহৃদ্‌ নাই।

প্রণয় ব্যতীত আর বন্ধু নাই; প্রণয়ই সকল সময়ে বন্ধুত্বের কাজ করে।

পীরিত যেখানে, বিচ্ছেদ সেখানে।

প্রণয় থাকিলেই বিচ্ছেদ থাকে; বিচ্ছেদশূন্য প্রণয় নাই। অবিমিশ্র সুখ কোথাও পাওয়া যায় না। "গোলাপেও কাঁটা থাকে, চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে।"

পীরিতের নৌকা পাহাড়ে চলে।

ভালবাসার টান থাকিলে পাহাড়ের উপর দিয়াও নৌকা চালান যায়; অর্থাৎ প্রণয় থাকিলে পর্ব্বততুল্য বাধাকেও তৃণজ্ঞান হয়।

পীরের কাছে মামদো বাজি।

পীরের নিকট ভূত আর কি ভৌতিক ক্রীড়া

দেখাইয়ে। অতি বুদ্ধিমানের সহিত চালাকি করা।

পীরের সঙ্গে মুখ্‌বাকাবি।
পীরকে মুখ ভেংচাইতে গেলে পীরের কোপে পড়িয়া বিপন্ন হইতে হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তির বলবানের সহিত লাগিতে যাওয়া।

পুঁজির উপর একটী।
অতিরিক্ত বা ফাজিল চালাক। "Thirteen to the dozen".

পুঁজিপাটা সব ফুরাল।
যাহা কিছু সম্বল ছিল, সকলই ফুরাইয়া গেল।

পুঁটি মাছের প্রাণ।
পুঁটি মাছকে একটু টিপিলেই মরিয়া যায় যাহার ক্ষমতা অত্যল্প।

পুঁটি মাছের ফরফরানি।
অতি ক্ষীণপ্রাণ পুঁটি মাছ একটু মাত্র জলেই ফর্ ফর্ করিয়া বেড়ায়। অল্পবিত্ত বা অল্পবিদ্য ব্যক্তি আপনাকে বিদ্বান্ বা ধনী ভাবিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিলে ইহা প্রযুজ্য। "গণ্ডূষজলমাত্রেণ সফরী ফর্‌ফরায়তে।"

পুঁড়র মেয়ে বেগুন চেনে না।
পুঁড় এক কৃষিজীবী জাতি; সেই জাতির মেয়ে যে বেগুন চেনে না ইহা অসম্ভব; তথাপি সে যদি চিনি না বলে, তবে ইহাই বুঝিতে হয় যে, সে কোন কারণে আপনাকে চাষার মেয়ে বলিয়া পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক।

পুকুর কাত।
জনৈক ধনীর এক মোসাহেব ছিল। এক দিন ধনী বেড়াইতে বেড়াইতে এক পুকুরের ধারে গেলেন, এবং বলিলেন, "পুকুরের উত্তর দিকের অপেক্ষা দক্ষিণ দিকের জলটা যেন অনেক নীচু বলিয়া বোধ হইতেছে।" মোসাহেব তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "হাঁ তাহাই বটে।" ধনী বলিলেন, "কিন্তু এরূপ হইবার কারণ কি?" মোসাহেব বলিল, "দেখিতেছেন না, পুকুরটা এদিকে কতকটা কাত হইয়া রহিয়াছে।" পুকুর কাত বলিলে অত্যন্ত খোষামুদে বুঝায়। "জল উঁচু, জল নীচু।"

পুকুর কেটে নাওয়া।
কেহ পুকুরে স্নান করিতে গিয়া বড় বিলম্বে ফিরিলে 'পুকুর কেটে নাওয়া' বলে। অর্থাৎ সে যেন একটী নূতন পুষ্করিণী খনন করিয়া স্নান করিয়া আসিয়াছে।

পুকুর চুরি।
লোকে পুকুরের মাছ, জল প্রভৃতিই চুরি করিতে পারে, একেবারে পুকুরটাশুদ্ধ চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। কোন বস্তু বা বিষয় একেবারে সমূলে ফাঁকি দিয়া লইলে উহাকে পুকুর চুরি বলে।

পুড়লো মেয়ে উড়লো ছাই, তবে তার গুণ গাই।
স্ত্রীলোকের চরিত্র ক্ষণভঙ্গুর, একটুতেই তাহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; অতএব স্ত্রীলোক চিতার আগুনে পুড়িয়া ছাই হওয়া পর্য্যন্ত যদি নিষ্কলঙ্ক থাকিতে পারে, তবেই তাহার গুণ ঘোষণা করা যায়।

পুড়ে মুড়ে রাঁধুনী, ছিঁড়ে খুঁড়ে কাটুনী।
আগুনে বা গরম জিনিসে অনেকবার হাত পা পুড়িলে তবে সে পাকা রাঁধুনী হয়; আর চরকায় সুতা কাটিবার প্রথমাবস্থায় অনেক সূতা ছিঁড়িয়া যায়; এইরূপ ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে ক্রমে ভাল সুতা-কাটুনী হইতে পারে। কোন বিষয় সুচারুরূপে শিক্ষা করিতে হইলে অনেক বাধাবিঘ্ন সহ্য না করিলে তাহাতে অভিজ্ঞ হওয়া যায় না।

পুত নয় ভূত।
দুরন্ত ছেলে ঠিক ভূতের মত অস্থিরপ্রকৃতি, কখন্ কি করে ঠিক নাই।

পুতুল যেমন পুতুল নাচে,
যেমন নাচায় তেমনি নাচে।
একজন আড়ালে থাকিয়া অন্যকে চালিত করা।

পুতের মুতে কড়ি।
বেটা ছেলে মূত্রত্যাগ করিলেও তাহাতে কড়ি পাওয়া যায়; অর্থাৎ পুরুষ মানুষ নানা উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে।

পুথিগত বিদ্যা।
বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহা হৃদয়স্থ না করিলে তাহাকে পুথিগত বিদ্যা বলে। পরহস্তগত ধনের ন্যায় সেরূপ বিদ্যার কোন উপকার হয় না।

পুদ্‌কে শত্রু বড় আপদ্।
অতি ক্ষুদ্র শত্রুকে পুদ্‌কে (অর্থাৎ ১৬ ভাগের ১ ভাগ) শত্রু কহে। এরূপ শত্রু বড় ভয়ানক। শত্রু প্রবল হইলে তাহার সহিত যুদ্ধ করা যায়, কিন্তু ক্ষুদ্র শত্রুর সহিত যুদ্ধও বলে না, অথচ তাহা দ্বারা চোরাগোপ্তাভাবে অনেক সময় আক্রান্ত হইতে হয়।

পুরাণ পাপী।
পূর্ব্বে যে বহু পাপকার্য্য করিয়াছে, এক্ষণে সাধু সাজিয়াছে, তাহাকে 'পুরাণ পাপী' বলা যায়। "Hoary sinner."

পুরাণ বসন ভাতি, অবলাজনের জাতি।
পুরাতন কাপড় এবং স্ত্রীলোকের জাতি সমান। পুরাতন কাপড়কে যেমন অতি সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হয়, একটু অসতর্ক হইলেই ছিঁড়িয়া যায়, স্ত্রীলোকের জাতি বা ধর্ম্মকেও সেইরূপ সাবধানে রক্ষা করিতে হয়; উহা সামান্য ক্রটিতেই নষ্ট হইতে পারে, এবং একটুতেই কলঙ্ক জন্মে।

পুরাতন চাল ভাতে বাড়ে।
পুরাতন চাউলের ভাত নূতন চাউলের ভাত অপেক্ষা ঢের বেশী হয়। প্রাচীন ব্যক্তি বা পুরাতন জিনিস বা পুরাতন বন্ধু হইতে বেশী উপকার পাওয়া যায়।

পুরী যাক্, পুরুষ থাক্।
পুরী নষ্ট হইয়া যায় যাউক, কিন্তু পুরুষ বাঁচিয়া থাকুক। কারণ পুরুষ বাঁচিয়া থাকিলে আবার পুরী হইতে পারিবে।

পুরুষের দশ দশা, কখন হাতী কখন মশা।
পুরুষের জীবনে দশ প্রকার অর্থাৎ বহুবিধ অবস্থা উপস্থিত হয়। তাহাকে কখন হাতী, আবার কখন বা মশা হইতে হয়, অর্থাৎ সে কখন সাতিশয় সুখ, কখন বা যৎপরোনাস্তি দুঃখ ভোগ করে। পুরুষের অবস্থা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল।

পূজায় মন নাই, নৈবিদ্যে মন।
পুরোহিত পূজা করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার পূজায় তত মনোযোগ নাই, কেবল নৈবেদ্যটা কিরূপ হইয়াছে, সেই দিকেই বেশী দৃষ্টি, কেননা নৈবেদ্যটা তাঁহার প্রাপ্য। কাজের দিকে মন না দিয়া কেবল লাভের দিকে লক্ষ্য রাখা।

পূজার সঙ্গে খোঁজ নাই, কপাল জোড়া ফোঁটা।
পূজা যত করুক বা না করুক, কপালে খুব লম্বা চওড়া ফোঁটা আছে। কাজে পটু না হইলেও আপনাকে কাজের লোক জানাইবার জন্য বাহ্য আড়ম্বর প্রকাশ করা।

পূতনা রাক্ষসী।
পূতনা রাক্ষসী কৃষ্ণকে বধ করিবার উদ্দেশে স্তনে বিষ মাখাইয়া গিয়াছিল, এবং অতিশয় আদর দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মনে মনে হিংসা পোষণ করিয়া বাহিরে স্নেহ মমতা প্রকাশ করিয়া ডাইনীর মায়া দেখাইলে তাহাকে পূতনা রাক্ষসী বলে।

পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ,
উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা।
বাড়ীর পূর্ব্বদিকে হাঁস চরিবে অর্থাৎ সে দিকে পুকুর থাকিবে; পশ্চিমে বাঁশগাছ রোপণ করিবে; উত্তরদিকে কলাগাছ দিবে, এবং দক্ষিণদিকে ফাঁকা জায়গা রাখিবে।

পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ,
দক্ষিণে ছেড়ে, উত্তরে বেড়ে।
বাড়ী করগে পোতা জুড়ে।
বাড়ীর পূর্ব্বদিকে পুকুর, পশ্চিমে বাঁশগাছ, এবং দক্ষিণে খোলা জায়গা রাখিয়া উত্তরদিক্ ব্যাপিয়া সমগ্র বাস্তু ঘেরিয়া বাড়ী করিবে।

পেঁয়াজও গেল, পয়জারও হ'লো।
এক ব্যক্তি পেঁয়াজের ক্ষেতে ঢুকিয়া পেঁয়াজ চুরি করিতেছিল। এমন সময় ক্ষেত্রস্বামী

আটিয়া উহাকে ধরিয়া ফেলিল, এবং তাহাকে পাদুকা দ্বারা রীতিমত প্রহার করিয়া ও পেঁয়াজগুলি কাড়িয়া লইয়া ছাড়িয়া দিল। তখন সে মনের দুঃখে বলিয়াছিল, আমার পেঁয়াজও গেল, পয়জারও হ'লো। পরিশ্রমের ফল পাওয়া গেল না, অধিকন্তু অপমানিত হইতে বা আরও অধিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইল।

পেঁয়াজ পয়জার দুই হ'লো।
"পেঁয়াজও গেল, পয়জারও হল"—দেখ।

পেকের ঘরে ঘোগের বাসা।
পাক অর্থাৎ যাহারা পাখী মারিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। তাহার ঘরে ঘুঘু বাসা করিলে তাহাকে নিশ্চয়ই বিপদে পড়িতে হইবে। কেহ সম্পূর্ণ বিপদের স্থানে আপনার আশ্রয়স্থান নির্ব্বাচিত করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

পেট খুঁজলে ক অক্ষর পাওয়া যায় না।
অতি মূর্খ।

পেট জ্বলে ভাতে, সোণার আঙটী হাতে।
ভাতের অভাবে ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে, কিন্তু হাতে সোণার আঙটী পরিয়া বাহার দিতেছে। ভিতরে সারশূন্য, কিন্তু বাহিরে আড়ম্বরযুক্ত।

পেট ভরলে আনন্দ, ভজ রামগোবিন্দ।
পেট ভরা থাকিলেই আমোদপ্রমোদ করা যায়, এবং ঈশ্বরকে ডাকা যায়, কিন্তু ক্ষুধায় পেট জ্বলিলে কিছুই ভাল লাগে না।

পেট ভরলে পাথরে গন্ধ।
যতক্ষণ ক্ষুধা থাকে, ততক্ষণ বেশ খাওয়া যায়; কিন্তু পেট ভরিয়া উঠিলে তখন নানা প্রকার ওজর উপস্থিত হয়; আর কিছু দোষ না পাওয়া গেলেও ভাতের পাথরটাতে দুর্গন্ধ অনুভূত হয়।

পেট ভরলে ভাজা মাছ ঘসি ঘসি লাগে।
পেট ভরিয়া উঠিলে তখন ভাজা মাছও ঘসির ন্যায় বিশ্রী বলিয়া বোধ হয়।

পেট ভরলে মোণ্ডা তেতো।
ক্ষুধার নিবৃত্তি হইলে অতি সুস্বাদ মোণ্ডাও তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইলে ভাল জিনিসও মন্দ বলিয়া বোধ হয়।

পেট ভরলে মোণ্ডার খোসা ছাড়ায়।
পেট ভরিয়া উঠিলে তখন মোণ্ডারও খোসা ছাড়াইতে থাকে। আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া গেলে দুর্লভ জিনিসও গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করে।

পেট ভরে ত মন ভরে না।
পেট যদিও ভরিয়া উঠে, তথাপি আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। ইহাকে দৃষ্টি-ক্ষুধা বলে। প্রয়োজন পূর্ণ হইলেও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না।

পেট ভাল নয়, চাউল ভাজা খায়।
পেটের অবস্থা ভাল নয়, অর্থাৎ আহারের একটু তারতম্যেই পেটের অসুখ হয়, অথচ চালভাজা খাইতে সাধ। যাহা সহ্য হইতে পারে না বা যাহা লইলে বিপদ্ ঘটিতে পারে তাহা লইতে উদ্যত হওয়া।

পেট ভাল নয়, ডাল রাঁধব কার তরে?
পেটের অবস্থা ভাল নয়, অর্থাৎ উদরাময় রোগ আছে, সুতরাং কাহার জন্য ডাউল রাঁধিব? ডাউল খাইলেই পেটের অসুখ বাড়িবে। যাহার জন্য কাজ করিব, সেই যদি সে কাজের বিরোধী হয়, তবে কি জন্য সে কাজে হাত দিব?

পেটে ক্ষুধা, মুখে লাজ।
পেটে যথেষ্ট ক্ষুধা আছে, কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হয়। কোন জিনিষ লইবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু লজ্জা-বশতঃ তাহা গ্রহণ করা যাইতেছে না।

পেটে খেলে পিঠে সয়।
পেটে যদি খাইতে পাওয়া যায়, তবে পিঠে দু'ঘা মার সহ্য হয়। লাভ থাকিলে কষ্ট সহ্য করিতে পারা যায়।

পেটে ক ক্ষ গজ গজ করে।
যে লেখাপড়া জানে না, তাহার প্রতি শ্লেষ।

পেটে ভাত নাই, দাঁতে মিশি (ঠোঁটে আলতা)।
পেটে ভাত জুটে না এমনই অবস্থা, কিন্তু এদিকে দাঁতে মিশি বা ঠোঁটে আলতা দিয়া বাহার দেওয়া হইয়াছে। ভিতরে সম্পূর্ণ অভাব, কিন্তু বাহিরে লম্বা চাল।

পেটে ভাত নাই, কোঁটায় ঘড়।
পেটে ভাত জুটে না, কিন্তু বাহিরে লম্বা কোঁটা কাটা হইয়াছে।

পেটের আগুনে বেগুণ পোড়ে।
ক্ষুধানলের এমনই আধিক্য যে, তাহাতে বেগুণ পোড়ান যায়। অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত, কিন্তু অন্নাভাবগ্রস্ত।

পেটের বাছা, বাড়ীর গাছা।
গর্ভজাত সন্তান এবং বাড়ীতে রোপিত ফলের গাছ এই দুই হইতে নিয়ত উপকার পাওয়া যায়, এ উপকারের শেষ নাই।

পেটের ভাত, গেঁটের সোণা।
যাহাকে পেটের ভাতের জন্য ভাবিতে হয় না, এবং কিঞ্চিৎ গহনাপত্র বা অর্থ সংস্থান আছে, তাহার কোন চিন্তা নাই।

পেটের ভাত চাল হয়।
বেশী চিন্তা করিলে কিংবা ভীত হইলে ভুক্ত অন্নাদির পরিপাক হয় না, বোধ হয় যেন উদরস্থ ভাতগুলা আবার চাউলরূপে পরিণত হইল। এজন্য অত্যধিক ভয় বা চিন্তার কারণ উপস্থিত হইলে উক্ত প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

পেটের ভিতরে হাত পা সেঁধোয়।
অতিশয় অদ্ভুত বা ভয়াবহ ব্যাপার দর্শন বা শ্রবণ করিলে এমনই হতবুদ্ধি হইতে হয় যে, হাত পা প্রভৃতি অবশ হইয়া পড়ে, যেন উহারা পেটের ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে।

পেটের শত্রু মুড়ি, বাড়ীর শত্রু বুড়ি।
মুড়ি পেটের আপদ্, কেননা মুড়ি খাইলে পেটের অসুখ হয়। আর বুড়ী বাড়ীর আপদ্, কারণ সে কোন কাজ করিতে না পারায় কেবল বসিয়া থাকে, আর বসিয়া বসিয়া বাড়ীর সকলের কাজের খুঁটিনাটি লইয়া নিয়ত সকলকে জ্বালাতন করে।

পেত্নীর হাতে রাঙা শাঁখা।
পেত্নীর চেহারা অতি কুৎসিত বলিয়া প্রসিদ্ধ; সে হাতে রাঙা শাঁখা পরিলে আরও কুৎসিত দেখায়। কুৎসিতা রমণীর সাজসজ্জাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা ব্যবহৃত হয়।

পৈতা পুড়িয়ে সন্ন্যাসী (ব্রহ্মচারী)।
দণ্ডী সন্ন্যাসীরা পৈতা পুড়াইয়া ফেলে। যে বুদ্ধিদোষে সকল দিক্ নষ্ট করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

পোড়া কপালে সুখ নাই,
বিয়ে বাড়ীতে ভাত নাই।
যাহার কপাল মন্দ, বিবাহ বাড়ীতে গেলেও সে ভাত পায় না। অদৃষ্টে সুখ না থাকিলে যেখানেই যাও দুঃখভোগ করিতে হয়। "অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়।"

পোয়া বার।
পাশা খেলায় পোয়া' বার একটী ভাল দান। ইহাতে দুইটী ছক্ ছয় ছয় করিয়া পড়ে। আর একটীতে পোয়া অর্থাৎ এক পড়ে। অদৃষ্টে লাভের সম্ভাবনা থাকিলে এই কথাটী ব্যবহৃত হয়।

পোর নামে পোয়াতি বর্ত্তায়।
ছেলেকে পো বলে। কোন কোন স্থানে ছেলের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রসূতিরও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। একজনকে উপলক্ষ্য করিয়া আর একজন নিজের ভাল করিয়া লইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

পৌষের শীত মোষের গায়,
মাঘের শীত বাঘের গায়।
পৌষমাসের শীতে মহিষ কাতর হয়, কিন্তু মাঘ মাসের শীতে বাঘ পর্য্যন্ত জড়সড় হইয়া থাকে। মাঘের শীত অতি দুরন্ত।

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।
বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধান। বিধাতা যাহার সহিত বিবাহ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার সহিতই তাহার বিবাহ ঘটিবেই ঘটিবে।

প্রতিগ্রাসে মুড়া।
রুই, কাৎলা প্রভৃতি মাছের একটী মাত্র মুড়া পাওয়া যায়; কিন্তু যে চুণো পুঁটি মাছ খায়, সে প্রত্যেক গ্রাসে এক একটী মুড়া খায়।

প্রতি ডুবে কি শালুক উঠে ?
শালুক তুলিবার জন্ত ডুব দিতে থাকিলে প্রত্যেক ডুবেই এক একটা শালুক উঠে না কোন ডুবে উঠে, কোন ডুবে নাও উঠে প্রত্যেক উদ্যমেই ফল পাওয়া যায় না কোন উদ্যমে ফললাভ হয়, কোন উদ্যম নিষ্ফল হয়।

প্রদীপের কোল অন্ধকার।
প্রদীপের আলোয় সমগ্র ঘর আলোকিত হয়, কিন্তু প্রদীপের ঠিক নীচে আলো পড়ে না, সেখানে অন্ধকার থাকে। এমন অনেক বিজ্ঞ লোক আছেন, তাঁহাদের উপদেশে অনেকের দোষ সংশোধিত হয়, কিন্তু তাঁহারা নিজের মনের দোষটুকু দেখিতে বা সংশোধন করিতে পারেন না। "Darkness under the lamp." "চিরাগ্‌কা নীচু আঁধেরা।"

প্রাণটা সখের বটে, খরচ করতে বুক কাটে।
প্রাণে যথেষ্ট সখ আছে, কিন্তু সখ মিটাইবার জন্ত খরচ করিতে বড়ই কষ্টবোধ হয়। "প্রাণটি সখের বটে, হাতে কিন্তু পয়সা নাই।"

ফ

ফকিরে ফকিরে ভাই ভাই,
ফকিরের রাজত্ব সর্ব্ব ঠাঁই।
ফকিরের সহিত ফকিরের ভ্রাতৃভাব, কেননা সংসার-স্পৃহা না থাকায় উভয়ের মধ্যে কোন হিংসা-দ্বেষ নাই। আর ফকিরের সাংসারিক কোন বন্ধন না থাকায় সে যেখানে থাকে, সেইখানেই রাজার স্তায় সুখানুভব করে; বৃক্ষতলেই হউক বা অট্টালিকাতেই হউক, সর্ব্বত্র তাহার সমান সুখ।

ফতো বাবু।
যাহার ভিতরে দিমেকের সম্বল নাই, কিন্তু বাহিরে বাবুগিরি আছে, তাহাকে 'ফতো বাবু' বলে।

ফর্সা কাপড়ে মান বাড়ে।
কাপড়চোপড় বেশ ফর্সা হইলে সকলেই একটু সম্মান করে। কাপড়চোপড় ময়লা হইলে লোকে বড় একটা গ্রাহ্ করে না। লোকের নিকট সম্মান পাইতে হইলে বাহিরে একটু চাকচিক্য আবশ্যক। "The apparel oft proclaims the man."

ফল ধরা।
বনবাসকালে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে "ফল ধর" বলিয়া ফল দিতেন, কিন্তু 'খাও' না বলায় লক্ষ্মণ তাহা খাইতেন না, তুলিয়া রাখিয়া দিতেন। কোন লোককে যতটুকু বলিবে ততটুকুই করিবে, তাহার বেশী একটুও করিবে না, এইরূপ স্থলে এই কথাটি ব্যবহৃত হয়।

ফল কল কদলীর ফল,
সেবার নারী আর ইন্দ্রজল।
ফলের মধ্যে কদলী ফলই শ্রেষ্ঠ ও সুপ্রাপ্য; সেবা বিষয়ে রমণীই শ্রেষ্ঠ, এবং জলের মধ্যে বৃষ্টির জলই প্রধান; নদী পুষ্করিণীতে যতই জল থাকুক, বৃষ্টির জল না হইলে দেশ রক্ষা হয় না, ফসল জন্মে না।

ফলের মধ্যে আম্রফল,
সুন্দরী নারী আর গঙ্গাজল।
ফলের মধ্যে আম্রফলই শ্রেষ্ঠ; স্ত্রীজাতির মধ্যে সুন্দরী রমণীই মনোহারিণী; এবং জলের মধ্যে গঙ্গাজলই উৎকৃষ্ট, ইহা যেমন স্বাস্থ্যকর, তেমনই পাপনাশক।

ফল্গুনদী অন্তঃশীলে।
ফল্গুনদীর উপরিভাগ শুষ্ক, বালুকাময়, কিন্তু বালির নীচে দিয়া উহার স্রোত বহিতেছে অনেকে দেখিতে বেশ শান্ত শিষ্ট ভালমানুষ, কিন্তু মনের ভাব অন্তরূপ, অথবা মনের ভাব মুখে প্রকাশ করে না।

ফাঁক পেলে সবাই চোর।
অনেক লোক সুবিধা না পাওয়ায় চুরি করিতে পারে না, কিন্তু সুবিধা পাইলে তাহারাও চুরি করিয়া ফেলে।
কার্য্যের সুবিধা না পাওয়ায় অনেকেই সাধু হইয়া থাকে, কিন্তু সুবিধা পাইলে অনেকেই মন্দ কাজ করিতে ছাড়ে না "Opportunity makes the thief",

ফাঁকা আওয়াজ।
বন্দুকে গুলি না দিয়া ছুড়িলে তাহাতে কেবল একটা শব্দ হয় মাত্র, লক্ষ্য বিদ্ধ হয় না, ইহারই নাম ফাঁকা আওয়াজ। মুখে খুব ডাক হাঁক, কিন্তু কাজে কিছু না হওয়া। "A flash in the pan." "Empty bluster."

ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়তে হয়।
কাহাকেও ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিলে আপনাকেও ফাঁকিতে পড়িতে হয়।

ফাঁদ পেতে ফাঁদে পড়া।
পরের মন্দের জন্ত ফাঁদ পাতিলে আপনাকে সেই ফাঁদে জড়াইয়া পড়িতে হয়। "Hoist with one's own petard.

ফাঁপা ঢেঁকির শব্দ বড়।
ঢেঁকির ভিতরটা ফাঁপা হইলে তাহার শব্দ বড় বেশী হয়, নিরেট ঢেঁকির এত শব্দ হয় না। যাহার ভিতরে গুণ না থাকে, তাহার বাহিরে গর্জ্জন বেশী হয়। "Empty vessels sound mucn."

ফাগুনে আগুন, চৈতে মাটি,
বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।
ফাল্গুন মাসে বাঁশের পাতা সব ঝরিয়া পড়ে, সেই সময়ে তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিতে হয়, চৈত্র মাসে বাঁশের গোড়ায় মাটি দিতে হয়, এবং নূতন বাঁশকে রাখিয়া বাঁশের পিতামহকে অর্থাৎ দুই বৎসরের পুরাতন বাঁশকে কাটিতে হয়। এইরূপ করিলে বাঁশ খুব বাড়ে।

ফিকিরে ফকির।
ভণ্ড ফকির। যে ফকির নানা রকম ফন্দি ফিকির করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে।

ফুটুনির মামা, ভিতরে কপ্নি উপরে জামা।
যে কথায় চালাকি করিয়া বেড়ায়, তাহার মামা ভিতরে কপ্নি আর উপরে জামা পরিয়াছে। যাহার ঘরে ভাত জোটে না, কিন্তু বাহিরে লম্বা কোঁচা।

ফুটলো কেশে, ফুরালো বর্ষে।
শরৎকালে কেশে ফুল ফুটে, সুতরাং উহা ফুটিলেই বুঝা যায় যে, বর্ষাকাল শেষ হইয়াছে।

ফুলে নাই গন্ধ, চোক থাকতে অন্ধ।
যে ফুলে গন্ধ নাই সে ফুল বৃথা, আর যে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না, সে চক্ষুঃ বৃথা।

ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়।
ফুলের আঘাত অতি কোমল, তাহাতে মূর্চ্ছা যাইতে পারে না। যে লোক সামান্ত একটু কারণেই অস্থির হইয়া পড়ে।

ফুলের মধ্যে মালা,
বাসনের মধ্যে থালা,
কুটুম্বের মধ্যে শালা।
ফুলের মালারই বেশী আদর; বাসনের মধ্যে থালাই বেশী প্রয়োজনীয়, এবং কুটুম্বের মধ্যে স্ত্রীর ভ্রাতাই অধিক আদরণীয়।

ফুলের শোভা ভোম্‌রা,
গাইয়ের শোভা চোমরা।
ফুলে ভোমরা বসিলেই ফুলের বেশী শোভা হয়; গাভীর লেজ চোমরা হইলেই সুন্দর দেখায়।

ফুলের সোহাগে ছোটার আদর।
ছোটা (সোটা) অতি অপ্রয়োজনীয় ও হেয় বস্তু; কিন্তু তাহাতে ফুল গাঁথা থাকে বলিয়াই লোকে ফুলের সহিত তাহাকেও গলায় পরে। প্রয়োজনীয় বস্তুর সহিত অপ্রয়োজনীয় বস্তু থাকিলে, প্রয়োজনীয় বস্তুর অনুরোধেই অপ্রয়োজনীয়ের আদর হয়। পুষ্পের সহিত কীট দেবের মাথায় উঠিয়া থাকে।

ফেন দিয়ে ভাত খায় গল্পে মারে দই;
মেটে হুঁকায় তামাক খায় গুড়গুড়িটা কই।
ফেন মাখিয়া ভাত খায়, কিন্তু গল্প করিবার সময় বলে দই মাখিয়া ভাত খাইয়াছি; মেটে হুঁকায় তামাক খায়, কিন্তু মুখে বলে, গুড়গুড়িটা কোথায় গেল। যে কাজে

কিছুই করিতে পারে না, কিন্তু মুখে আপনার বাহাদুরি প্রকাশ করে।

ফেল কড়ি মাখ তেল।

নগদ পয়সা দাও, দিয়া তেল লইয়া মাখ। কাজ কর, তাহার পারিশ্রমিক লও।

ফোঁপ্‌রা ঢেঁকির শব্দ বড়।

'ফাঁপা ঢেঁকির শব্দ বড়' দেখ।

ফোঁপোল দালালি।

যে অযাচিত ভাবে মধ্যস্থতা করিতে উদ্যত হয়, অথচ কেহই তাহাকে মানে না, তাহাকে ফোঁপোল দালাল বলে।

ফোড়ার উপর বিস্ফোটক।

ফোঁড়ার যাতনায় অস্থির, তাহার উপর আবার বিষফোড়া উঠিয়াছে। একটা কষ্টের উপর আবার একটা কষ্ট।

ফোতো বাবুর গালগল্প সার।

ফোতো বাবু কেবল মুখেই লাখ্‌ পঞ্চাশ মারে, কাজে কিছুই করিতে পারে না [ফতো বাবু দেখ]।

ব

[অন্তঃস্থ ব দেখ]।

ভ

ভক্তিতে ভগবান্ তুষ্ট।

ভগবান্ ভক্তি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

ভক্তিহীন ভজন, আর লবণহীন রন্ধন।

লবণহীন (আলোণা) ব্যঞ্জন যেমন অতি বিস্বাদ, ভক্তি না থাকিলে ঈশ্বর আরাধনাও সেইরূপ মধুরতাশূন্য হয়।

ভক্তের ভগবান্।

ভগবান্ ভক্ত লোকেরই বাধ্য; ভক্তি থাকিলেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়।

ভগবানের আসন বটপত্র।

পুরাণে কথিত আছে যে, প্রলয়ান্তে ভগবান্ বিষ্ণু প্রলয়সলিলে বটপত্রের উপর শয়ন করিয়াছিলেন। কোন সম্রান্ত লোক আসিলে তাঁহাকে উপযুক্ত আসন দিতে না পারিয়া সামান্য আসনে বসাইতে হইলে লোকে এই কথা বলিয়া থাকে। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ যখন অনন্যোপায় হইয়া বটপত্রের উপর অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তখন আপনিও অনন্যোপায়ে এই ক্ষুদ্র আসনই গ্রহণ করুন।

ভগ্নগৃহে বাস, দুঃখ বারো মাস।

ভাঙা ঘরে বাস করিলে বার মাসই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। তাহাতে গ্রীষ্মে রোদ্রের তাপ লাগে, বর্ষায় বৃষ্টির জল পড়ে, শীতে হিম আসে, ইত্যাদি।

ভট্টাচার্য্য খুঁটের খুঁট,

স্বস্ত্যয়নে সবংশে ভুট।

খুঁট খাঁখুয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় এমনই স্বস্ত্যয়ন করিলেন যে, যজমান সবংশে নির্ব্বংশ হইয়া গেল। অযোগ্য ব্যক্তিকে দিয়া কোন কাজ করাইতে গেলে সে কার্য্য পণ্ড হয়, অধিকন্তু অন্যান্য কার্য্যেরও ক্ষতি হয়।

ভট্টাচার্য্যের পত্র আড়াল।

(১) জনৈক ভট্টাচার্য্যের নিকটে এক ব্যক্তি বিধান জানিতে আসিয়াছিল যে, কোন উচ্চজাতীয় ব্যক্তি নীচজাতীয়ের সহিত পাশাপাশি বসিয়া ভোজন করিয়াছিল, সুতরাং তাহাকে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ঐরূপে ভোজন করিয়াছিল, সে ইহার পূর্ব্বেই আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কিঞ্চিৎ অধিকপরিমাণে তৈলবট দিয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাহার মাহাত্ম্য রক্ষার জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, ইহাতে বিশেষ কোন দোষ হয় নাই, কেননা, পাশাপাশি বসিলেও মধ্যে পত্র (ভোজনের পাতা) আড়াল ছিল। তদবধি উক্ত প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহার সম্মুখে যে কাজ করিতে নাই, নামমাত্র আড়াল দিয়া তাহার সম্মুখে সেই কাজ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

(২) এমন অনেক ভট্টাচার্য্য আছেন, যাঁহারা সাধারণসমক্ষে সাতিশয় শুদ্ধাচারিতা প্রদর্শন করেন, কিন্তু একটু আড়ালে গিয়া কদাচারে প্রবৃত্ত হন। এই ভাবেও উক্ত প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভণ্ড তপস্বী।

যে বাহিরে ধার্ম্মিকতার ভাণ করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পাপকার্য্য সাধন করে, তাহাকে ভণ্ড তপস্বী বলে।

ভদ্রলোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল।

ভদ্রলোকের আঁস্তাকুড়েও যদি আশ্রয় পাওয়া যায় তাহাও ভাল, কেননা তাহাতে মান আছে; কিন্তু ছোটলোকের আশ্রয়ে অট্টালিকায় থাকিলেও মান নাই।

ভবি ভুলবার নয়।

ভবি বা ভবানী নামে একটী বালিকা অন্যায় আব্দার ধরিয়াছিল। তাহার মাতাপিতা তাহাকে ভুলাইবার জন্য কত রকম জিনিস দিলেন, শেষে বিরক্ত হইয়া প্রহার পর্য্যন্ত করিলেন। তথাপি সে নিজের জেদ ছাড়িল না; বলিল, "তোমরা যাই দাও যাই কর, ভবি ভুলবার নয়।" কেহ কোন জেদ ধরিলে বহু প্রলোভনে বা বহু বিঘ্নপাতেও তাহা পরিত্যাগ না করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ভবের বাজি ভোর।

সংসারের খেলা শেষ। মৃত্যু। "Paying the debts of Nature".

ভয়ও নাই, ভরসাও নাই।

এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাতে আপাততঃ আশঙ্কার কোন কারণ নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে যে কোনরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইবে না এরূপ ভরসাও নাই।

ভরা ডুবি।

বোঝাইপূর্ণ নৌকা ডুবিয়া যাওয়া; সকল দিক্ নষ্ট হওয়া।

ভরা ডুবির মুঠা লাভ।

যাহার বোঝাইপূর্ণ নৌকা মাঝ নদীতে ডুবিয়া যাইতেছে, সে যদি তাহা হইতে একমুঠা জিনিসও উদ্ধার করিতে পারে, তাহাই তাহার লাভ। যাহার সকল দিক্ নষ্ট হইতেছে, কোনরূপে তাহার একটা দিক্ রক্ষা করিতে পারা।

ভরা পেটে মোণ্ডা তেতো।

পেট ভরা থাকিলে তখন মোণ্ডাও খাইতে ভাল লাগে না। আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া গেলে ভাল জিনিসও মন্দ বলিয়া বোধ হয়।

ভরা ভাতে দাগা দেওয়া।

প্রস্তুত অন্নভক্ষণে বাধা দেওয়া। যে কাজ প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, বাধা দিয়া সে কাজ নষ্ট করা।

ভলুকের জ্বর।

ভালুকের প্রায়ই জ্বর হয়, কিন্তু সে জ্বর মুহূর্ত্তমাত্রস্থায়ী, অল্পক্ষণ পরে ভালুক আবার দিব্য সুস্থ হয়। এইরূপ জ্বরকে ভলুক জ্বর বলে। ক্ষণস্থায়ী অসুস্থতা।

ভস্মে ঘি ঢালা।

জ্বলন্ত আগুনে ঘি দিলে তাহা পুড়িয়া আহুতির কাজ করে; কিন্তু আগুন নিবিয়া গেলে ছাইএর উপর ঘি ঢালিলে তাহাতে কোন ফল নাই। কাজের সময়ে কাজ না করিয়া, কাজ নষ্ট হইয়া গেলে তজ্জন্য পরিশ্রম বা অর্থব্যয় করা অথবা পরিশ্রম বা অর্থব্যয় সার্থক না হওয়া।

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

ভাইয়ে ভাইয়ে প্রায়ই মিল থাকে না, বিবাদ করিয়া পরস্পর পৃথক্ হয়।

ভাই ভাই, মেরে যাই ত ফিরে চাই।

ভ্রাতৃস্নেহ অপূর্ব্ব জিনিষ। হাজার বিবাদ থাকিলেও, এমন কি, ভাইকে মারিয়া গেলেও যাইতে যাইতে একবার পাছু ফিরিয়া দেখে, অর্থাৎ সহানুভূতি প্রকাশ করে। যতই বিবাদ থাকুক, এক ভাই বিপদে পড়িলে অপর ভাই কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। "Blood is thicker than water."

ভাইয়ের ভাই, ডান হাত দিলে বাঁ হাত পাই।

ভাই পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া ডান হাত বাড়াইয়া দিলে, নিজে পড়িবার সময় ভাইও বাঁ হাত বাড়াইয়া দিয়া রক্ষা করে। লোকের সাহায্য করিলেই লোকের নিকট সাহায্য পাইবে।

ভাইয়ের ভাত, ভাজের হাত।
কোন স্ত্রীলোককে ভ্রাতৃগৃহে বাস করিতে হইলে সে ভ্রাতার অন্ন খায় বটে, কিন্তু ভ্রাতৃজায়ার কর্তৃত্ব সহ্য করিতে হয়।

ভাঁড়ে নাই ঘি, ঠক্ঠকালে হবে কি?
ভাঁড়ে ঘি নাই, তাহাতে ঘিয়ের পলা ঘষিয়া বৃথা ঠক্ ঠক্ শব্দ করিলেই কি ঘি বাহির হইবে? ভিতরে সার নাই, অথচ তাহা দেখাইবার জন্য বৃথা চেষ্টা।

ভাঁড়ে ভবানী।
কিছুমাত্র অর্থসংস্থান নাই—এই অর্থে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

ভাগাড়ে মড়া পড়ে, শকুনির টনক নড়ে।
ভাগাড়ে মড়া পড়িলে শকুনি যেখানেই থাক্ না কেন, তাহার টনক্ নড়িয়া উঠে, অর্থাৎ তাহার মস্তিষ্কে ঐ ভাব জাগিয়া উঠে, সে উহা জানিতে পারে। কোন বিষয়ের আয়োজন হইলেই যদি তাহার গ্রাহক আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে সেইস্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ভাগের কড়ি সাজে বয়।
পয়সা কড়ি ভারী লাগিলেও লোকে তাহা নিজেই বহিয়া লইয়া যায়, অন্যের মাথায় সহজে চাপায় না। কিন্তু যে পয়সার অন্যান্য অংশীদার আছে, তাহা স্বচ্ছন্দে তাহার মাথায় চাপাইয়া লইয়া যায়; কেননা তাহা গেলে সকলেরই যাইবে, থাকে সকলেই পাইবে।

ভাগের ভাগ পেলে,
না খেয়েও চিবিয়ে ফেলে।
লোকে ভাগের ভাগ কিছুতেই ছাড়ে না, তাহা খাইতে না পারিলে চিবাইয়া ফেলিয়া দিবে তাহাও স্বীকার, তথাপি ভাগ লইতে হইবে। প্রয়োজন না থাকিলেও ভাগীকে না দিয়া তাহা অন্যত্র ফেলিয়া দিবে।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না।
যাহারা দুই তিন ভাই, এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর মনোবাদ আছে, তাহাদের মার মৃত্যুকালে গঙ্গাযাত্রা হয় না। সকলেই মনে করে, আমার কি দায়, উঁহারও ত মা, ঐ লইয়া যাক্। এইরূপ ঠেসাঠেসি করিতে করিতে মায়ের পরলোকযাত্রা হয়, কিন্তু গঙ্গাযাত্রা ঘটিয়া উঠে না। ভাগের কোন কাজ থাকিলে কেহই তাহাতে আন্তরিক যত্ন না করায় সে কাজ নষ্ট হইয়া যায়। "What is every body's business is no body's business."

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বয়।
যাহার ভাগ্য ভাল, ভগবান্ তাহার বোঝা বহিয়া দেন, অর্থাৎ তাহারি কাজ সম্পন্ন করেন। ভাগ্যবান্ ব্যক্তির কাজ বিনা আয়াসে সিদ্ধ হয়।

ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না।
ভাঙ্গিয়া যাইবে, তথাপি নুইবে না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক প্রাণ দিবে, তথাপি সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া মাথা নচু করিবে না "Break but not bend."

ভাঙ্গা গাঁয়ের মোড়ল।
যে গ্রাম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অর্থাৎ গ্রামের অধিকাংশ লোক গ্রামত্যাগ করিয়াছে, সেই গাঁয়ের উপর যে কর্তৃত্ব করে। বেশী লোকের উপর কর্তৃত্ব করিবার সাহস বা সুযোগ না থাকায় অল্প লোকের উপর কর্তৃত্ব করিতে যাওয়া।

ভাঙ্গা ঘরে জোছনার আলো,
যে দিন যায় সে দিন ভাল।
ভাঙ্গা ঘরের ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্না ঢুকিয়া যে দিন ঘরকে আলোকিত করে, সেই দিনই মঙ্গল, যে দিন আলো না আসে, সে দিনত অন্ধকারে যাইবেই। দুঃখের সময়ে কষ্টত আছেই, তাহার মধ্যে যদি একটা দিন সুখে কাটে তাহাই ভাল।

ভাঙ্গা ঘরে ভূতের বাসা।
ভাঙ্গা ঘর পাইলেই ভূত আসিয়া তাহাতে বাস করে। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলেই তখন নানা রোগ আসিয়া দেহকে আশ্রয় করে।

ভাঙ্গা পা খালে (খানায়) পড়ে।
যে পা একটু ভাঙ্গা থাকে, পথ চলিবার সময় সেই পা-টাই খালে পড়িয়া যায়। যে দিকে একটু ছিদ্র থাকে, সেই দিক্ দিয়াই আরও বিপদ্ ঘটে।

ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী কুস্বপনের গোড়া।
মঙ্গলচণ্ডী মঙ্গলদায়িকা বটে, কিন্তু ভাঙ্গিয়া গেলে তাহাই নানা কুস্বপন দেখায়। ভাল লোকের প্রকৃতি মন্দ হইলে সেই তখন নানা অনর্থ ঘটায়।

ভাঙ্গা শাঁখা জোড়া লাগে না।
শাঁখা একবার ভাঙ্গিলে তাহাকে আর জোড়া যায় না। মন একবার বিকৃত হইলে আর তাহা ভাল হয় না।

ভাঙ্গা হাটে কাড়া দেওয়া।
হাট ভাঙ্গিয়া গেলে অনেক লোক চলিয়া যায়, তখন কোন কথা ঘোষণার জন্য কাড়া (ঢেঁড়্রা) দেওয়া বৃথা, তাহা সকলে শুনিতে পায় না। সভা ভাঙ্গিয়া গেলে সেখানে কোন কথা বলায় ফল নাই।

ভাজা খাবে ত তেলের খরচ।
ভাজা খাইতে হইলে বেশী তেল খরচ করিতে হয়। ভাল জিনিষ লইতে হইলে বেশী পয়সা খরচ হয়।

ভাজা খেতে সাধ হয়, তেলে বড় কড়ি।
ভাজা খাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু বেশী পয়সার তেল খরচ হয় বলিয়া খাইতে পারা যায় না। ভাল জিনিষ খাইতে সাধ আছে, অথচ পয়সা খরচে কাতর।

ভাজা বল ভুজো বল, ভাতের সমান নয়;
মাসী বল পিসী বল, মায়ের মত নয়।
ভাজা ভুজো জিনিষ যতই তৃপ্তিকর হউক না কেন, ভাতের মত কেহই নহে। মাসী পিসী যতই আদর করুক না কেন, মায়ের মত স্নেহ কোথাও পাওয়া যায় না।

ভাজা মাছ উল্‌টে খেতে জানে না।
ভাজা মাছটার অপর পিঠ উল্‌টাইয়া খাইতে হয় ইহা জানে না। যাহা সাধারণতঃ সকলেই জানে, এবং সকলেরই জানা উচিত, এইরূপ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করা। "Butter will not melt in his mouth."

ভাজে ঝিঙ্গে ত বলে পটল।
ঝিঙ্গে ভাজিয়াছে, কিন্তু লোকের কাছে বলে, পটল ভাজিয়াছি। একটু কাজ করিয়া লোকের কাছে তাহা তিন গুণ করিয়া বলা, বা এক রকম কাজ করিবার ইচ্ছা করিয়া অন্যরূপ বলা।

ভাত কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটবার গোঁসাই।
এক অলস ব্যক্তি কেবল বসিয়া বসিয়া খাইত, তাহার স্ত্রী লোকের বাটীতে দাসীবৃত্তি করিয়া যাহা কিছু পাইত, তদ্দারা নিজের ও স্বামীর ভরণপোষণ নির্বাহ করিত। এ দিকে গুণধর স্বামী কিন্তু একটু ত্রুটি হইলেই স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি তাড়না করিত। একদিন এক সামান্য ত্রুটীতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামী তাহার নাক কাটিতে উদ্যত হইল। তখন স্ত্রী তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিল, "ভাত কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটবার গোঁসাই।" অর্থাৎ তুমি স্ত্রীকে ভাত কাপড় দিয়া প্রতিপালন করিতে পারিবেন না, কেবল নাক কাটিবার সময় স্বামিত্ব করিতে আসিবেন। যাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য, তাহা পালন না করিয়া কেবল কর্তৃত্বটুকু দেখাইতে যাওয়া।

ভাত খাই কাঁসী বাজাই, রগড়ের ধার ধারি না।
এক ব্যক্তি কবির দলে ঢোলের সঙ্গে কাঁসী বাজাইত। একদিন একস্থানে কবি গাওয়ার পর অনেক লোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ হে, কাল নাকি ঢুলির সঙ্গে গায়েনের খুব রগড় বাধিয়াছিল?" সে উত্তর করিল, "আমি ভাত খাই, কাঁসী বাজাই, রগড়ের ধার ধারি না" অর্থাৎ রগড়ের কিছু বুঝি না। নিজের কাজকর্ম করে, পরের কোথায় কি হইতেছে তাহার খবর রাখে না, এরূপ লোক অপরের কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি?
ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব হয় না,

চারিদিক্ হইতে কাক আপনি আসিয়া জুটে। পয়সা থাকিলে লোকের বা জিনিষের অভাব হয় না।

ভাত নাই যার, জাত (মান) নাই তার।
যাহার ঘরে ভাতের সংস্থান নাই, তাহার জাতি বা মান থাকে না, কেননা ভাতের জন্য তাহাকে সকলের নিকট গিয়া হীনত্ব স্বীকার করিতে হয়।

ভাত পায় না কুঁড়োর নাগর,
আমানি খেয়ে পেটটা ডাগর।
কুঁড়ো-খেকো নাগর ভাত খাইতে পায় না আমানি খাইয়া পেটটা মোটা করিয়াছে পেটে ভাত নাই, অথচ মুখে ইয়ারকি চালায় এরূপ লোক।

ভাত পায় না টক্কা বুড়ি,
খাট্টা খেতে চায়।
টক্কা বুড়ি মোটে ভাতই পায় না, আবার অম্বল দিয়া ভাত খাইতে চায়। ঘরে ভাত নাই, অথচ মুখে নানাপ্রকার খাদ্যের ফর্দ্দ প্রস্তুত করা।

ভাত পায় না ব্যঞ্জন (ছালুন) চায়।
ভাতই পায় কি না সন্দেহ, তাহার উপর আবার তরকারি পাইবার প্রত্যাশা করে। যাহা না হইলে চলিবে না তাহার প্রাপ্তি বিষয়েই সন্দেহ, তাহার উপর আবার আরও কিছু বেশী জিনিষ পাইবার ইচ্ছা করা। ব্যঞ্জনকে মুসলমানেরা "ছালুন" বলে।

ভাত পায় না ভাতার চায়,
থেকে থেকে আবার গয়না গায়।
মোটে ভাত খাইতে পায় না তাহার উপর আবার স্বামী পাইতে ইচ্ছা করে, এবং থাকিয়া থাকিয়া গায়ে গহনা পরে। পেটে খাইতে মিলে না, অথচ সুখের প্রত্যাশা করে। "পেটে নাইক ভাত, কাণে কেয়া-পাত"।

ভাত পায় না মল্ পোয়ে কাঁদে।
ভাত খাইতে পায় না, মল পরিয়া বাহার দিয়া কাঁদিতে বসে।

ভাত রোচে না রোচে মোয়া,
চিঁড়ে রোচে পোয়া পোয়া।
ভাতে রুচি হয় না, কিন্তু মোয়ার (লাড়ুতে) খুব রুচি হয়, আর পোয়া পোয়া চিঁড়া খাইতে পারে। যাহাতে ফল আছে এমন কাজ করিতে পারে না, কিন্তু বাজে কাজ খুব করিতে পারে।

ভাতের ক্ষুধা কি ভাজায় যায়?
ভাজাভুজি খাইলে কি ভাতের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। "দুধের তৃষ্ণা কি ঘোলে মিটে?"

ভাতের চাউল চর্ব্বণে যায়।
ভাতের জন্য সংগৃহীত চাউল কাঁচা অবস্থাতেই চিবাইয়া খাইতে ফুরাইয়া যায়। যে কাজের জন্য যাহা আয়োজন করা হইয়াছে, কাজ আরম্ভের আগেই তাহা নিঃশেষ করা।

ভাতের দ্বিগুণ কোষ্টা শাক।
ভাত যতগুলি, তাহার দুইগুণ কোষ্টা শাক। প্রয়োজনীয় বিষয় অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় বিষয় বেশী।

ভাদ্রমাসের তাল।
পূর্ণতাপ্রাপ্ত দ্রব্য।

ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।
যখন প্রতিজ্ঞা করা যায়, তখনই সে কার্য্য সাধন করিতে পারা যাইবে কি না, তাহা ভাবা উচিত ছিল; প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে সেজন্য ভাবিলে কি হইবে?

ভাবিলে ভাবনায় ঘেরে।
যতই চিন্তা করিবে, ততই আরও চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইবে।

ভাবে ডগমগ (গদগদ) তেলাকুচো,
হেসে ম'লো কাল ছুঁচো।
তেলাকুচো ফল দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু ভিতরে কোন গুণ নাই; তাহা পাকিলে যেন ভাবে ডগমগ হইতে থাকে; আর দুর্গন্ধময় কাল ছুঁচোও হাসিয়া অস্থির হয় নিগুর্ণ ব্যক্তির আড়ম্বর।

ভায়ারও কলার।
'দাদারও কলার' দেখ।

ভারত ছাড়া কথা নাই।
মহাভারত গ্রন্থ সকল বিষয়ের আধার স্বরূপ। ইহাতে ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, জ্ঞান, যোগ, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েরই কথা আছে; ইহাতে যে কথা নাই, সে কথার অস্তিত্বই নাই।

ভারী নইলে ভার বয় কে?
যে ভারবহনে সমর্থ, সে না হইলে অপরে ভার বহন করিতে পারে না। যে যে কাজে অভ্যস্ত, সেই সে কাজ করিতে পারে।

ভাল করতে পারি না,
মন্দ করতে পারি;
কি দিবি তা' দে।
আমি উপকার করিতে পারি না, কিন্তু অপকার করিতে পারি, অতএব আমাকে কি পুরস্কার দিবে দাও। না ডাকিলেও যে আসিয়া কাজ নষ্ট করিয়া দেয়।

ভাল ঘোড়াকে এক চাবুক,
ভাল লোককে এক কথা।
ভাল ঘোড়াকে একটী মাত্র চাবুক মারিলেই যথেষ্ট, তাহাকে আর কিছু বলিতে হয় না; আর ভাল লোককে একটী মাত্র কথা বলিলেই যথেষ্ট হয়, সে তাহাতেই মর্ম্মে মরিয়া যায়। "A word to the wise."

ভালবাসার এমনি গুণ,
পানের সঙ্গে যেমন চুণ;
কম হইলে লাগে ঝাল,
বেশী হইলে পোড়ে গাল।
ভালবাসা ঠিক পানের সঙ্গে চুণের মত। পানে চুণ একটু কম হইলে ঝাল লাগে, আবার বেশী হইলে গাল পুড়িয়া যায়। ভালবাসাও একটু কম হইলে তাহা ভাল লাগে না, আবার অতিরিক্ত হইলেও তাহা হইতে শেষে অনর্থ উপস্থিত হয়। পানের সঙ্গে পরিমিত চুণের ন্যায় পরিমিত ভালবাসাই ভাল।

ভালবাসার নাইক ভার।
ভালবাসা থাকিলে কোন কাজেই ভার বোধ হয় না; যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার জন্য সকল কাজই করিতে পারা যায়।

ভাল মানুষকে ভাল কথা, বজ্জাতকে কীল।
ভাল লোককে ভাল কথা বলিয়া বাধ্য করিতে হয়, আর দুষ্ট লোককে প্রহার দিয়া বাধ্য করিতে হয়।

ভাল মানুষের বাপ আঁটকুড়ো।
নিতান্ত ভালমানুষ হইলে তাহার বাপকে আঁটকুড়ো অর্থাৎ অপুত্রক হইতে হয়। নিতান্ত ভালমানুষ হইলে সকলেই তাহার উপর উপদ্রব করিয়া থাকে। অথবা, ভাল মানুষ প্রায়ই জন্মগ্রহণ করে না, সুতরাং তাহার পিতা অপুত্রক।

ভালর ভাগী, মন্দের কেহ নয়।
এমন অনেক লোক আছে, যাহারা সুখের সময় আত্মীয় হইয়া সুখের অংশী হয়, কিন্তু দুঃখের সময় ফিরিয়াও চাহে না। "সময়ে সকলে সখা অসময়ে চলে গেছে।" "সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হায় হায় কেহ কার নয়। "Fair weather friends."

ভালর ভাল সর্ব্বঠাঁই,
মন্দের ভাল কোথাও নাই।
ভাল লোক হইলে তাহার সকল স্থানে বা সকল বিষয়েই ভাল হয়, মন্দ লোকের কোন স্থানেই ভাল হয় না।

ভালর ভাল সর্ব্বকাল,
মন্দের ভাল আগে।
ভাল লোকের আগে বা শেষে সকল সময়েই ভাল হয়; আর মন্দ লোকের আগে ভাল হয়, কিন্তু শেষে মন্দ হইয়া থাকে।

ভাল লোকের কীলচুরি।
ভাল লোক কীল খাইলে তাহা চুরি করে, অর্থাৎ লজ্জায় তাহা প্রকাশ করে না। "Pocket an insult."

ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক।
এদেশে "ভাদ্রবধূ" ভাসুরকে সাতিশয় লজ্জা করে; সে ভাসুরের সহিত কথা কয় না বা ভাসুরের ত্রিসীমায় যায় না; ভাসুরও

ভ্রাতৃবধূর কাপড়টী পর্যান্ত স্পর্শ করে না যাহার সহিত "ভাসুর ভাদ্রবৌ" সম্পর্ক নয়, তাহার সহিত উক্তরূপ ব্যবহার করা।

ভিক্ষার চাউল তার কাঁড়া আকাঁড়া।
ভিক্ষা করিয়া যে চাউল পাওয়া গিয়াছে, তাহার আর কাঁড়া (ভাল ছাঁটা) বা আকাঁড়া (ভাল ছাঁটা নয়) বিচার করিলে চলে না। যাচ্‌ঞালব্ধ বস্তুর ভাল মন্দ বিচার করিতে যাওয়া। "A gift horse must not be looked in the mouth."

ভিক্ষুকের এক দোর বন্ধ, শত দোর খোলা।
যে ভিক্ষা করিয়া খায়, তাহার নিকট এক গৃহস্থের দরজা বন্ধ হইলেও শত গৃহস্থের দরজা খোলা থাকে, সুতরাং তাহার ভিক্ষা লাভের অভাব হয় না। যে পরের খাটিয়া খায়, তাহার পক্ষে একজন বিরূপ হইলেও সে অন্যান্য লোকের কাজ করিতে পারে।

ভিজলে কাঁথাও ভিজে, কম্বলও ভিজে।
জলে পড়িলে কাঁথাও ভিজে কম্বলও ভিজিয়া যায়। বিপদে পড়িলে সকলই নষ্ট হইয়া যায়, বিষয়ের ভেদাভেদ থাকে না।

ভিজে বেরাল।
বিড়াল জলে ভিজিলে অতিশয় দুর্ব্বল ও শান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু সে সময়েও সে সুযোগ পাইলে মাছ খাইতে ছাড়ে না। যে ব্যক্তি লোকের কাছে সাতিশয় শান্তশিষ্টের ন্যায় হইয়া থাকে, আর সুযোগ পাইলেই লোকের মন্দ করে।

ভিটায় ঘুঘু চরান।
ঘুঘু পাখী মাঠেই চরিয়া বেড়ায়, লোকের বাড়ীতে যায় না। কিন্তু বাড়ী ভাঙ্গিয়া মাঠ করিয়া দিলে সেখানে ঘুঘু পাখী চরিতে পারে। কাহারও যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া দিয়া বাড়ীকে মাঠে পরিণত করাকে ভিটায় ঘুঘু চরান বলে।

ভিটায় সরিষা বুনে খাওয়া।
বাড়ী ভাঙ্গিয়া মাঠ করিয়া তাহাতে সরিষা গাছ রোয়া, অর্থাৎ যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করা।

ভিটে মাটী চাটী করা।
যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া দিয়া বাস্তুকে মাঠে পরিণত করা।

ভিতরে গরল, বাহিরে সরল।
ভিতরে বিষ পোরা, কিন্তু বাহিরে অমায়িক। "বিষকুম্ভ পয়োমুখ।"

ভিন্ন রোগের ভিন্ন ঔষধ।
যে যেরূপ রোগ, তাহার সেইরূপ ঔষধ। যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহাকে তদনুরূপ ফল দেওয়া। "Desperate diseases have desperate remedies."

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল শল্য হল রথী,
চন্দ্রসূর্য্য অস্ত গেল জোনাকীর পাছে বাতী।
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এক একজন মহাবীর, তাঁহারা যে যুদ্ধে হারিয়া গেলেন, সেই যুদ্ধে শল্য সেনাপতি হইল। চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকী পশ্চাদ্ভাগে আলো জ্বালিয়া অন্ধকার নিবারণের চেষ্টা করিতেছে। বড় ক্ষমতাবান্ লোকে যে কাজে হারিয়া যায়, কোন ক্ষুদ্রক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তির সেই কাজে অগ্রসর হওয়া। "Fools rush in where angels fear to tread."

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।
ভীষ্ম যখন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহার অন্যথা করেন নাই। এজন্য অবিচল প্রতিজ্ঞাকে লোকে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা বলে।

ভূত দিয়া ভূত ছাড়ান।
কাহাকেও ভূতে পাইলে অন্য ভূতের আবেশ দ্বারা তাহাকে তাড়ান। কৌশলে শত্রু দ্বারা শত্রুর বিনাশ সাধন করা "কণ্টকেনৈব কণ্টকং।"

ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।
এক সময়ে কতকগুলি ভূত মিলিত হইয়া স্থির করিল যে, মানুষেরা বাপের শ্রাদ্ধ করে, সুতরাং আমরাও করিব। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা এক মাঠে শ্রাদ্ধের আয়োজন করিল। শ্রাদ্ধ করিতে পুরোহিতের আবশ্যক। জনৈক ভট্টাচার্য্য সেই মাঠের উপর দিয়া যাইতেছিল। ভূতেরা গিয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্য করিতে ধরিল। ব্রাহ্মণ ভয়ে অস্থির। শেষে সাহসে ভর করিয়া ভূতদলের সহিত শ্রাদ্ধস্থানে গমন করিলেন, এবং কিরূপে ইহাদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায় তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভূতেরা শ্রাদ্ধের সকল আয়োজন উপস্থিত করিলে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এখন তোমাদের মধ্যে কাহার বাপের শ্রাদ্ধ হইবে বল।" ভূতেরা সকলেই বলিতে লাগিল, "আমার বাপের শ্রাদ্ধ, আমার বাপের শ্রাদ্ধ।" ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "একবারে তো সকলেরই বাপের শ্রাদ্ধ হইতে পারে না। তোমাদের মধ্যে যে প্রধান, আজ তাহারই বাপের শ্রাদ্ধ হইতে পারে। তখন সকলেই "আমি প্রধান" "আমি প্রধান" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ক্রমে সে চীৎকার মারামারিতে পরিণত হইল; একণে প্রকৃতই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণও সেই অবকাশে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। অনেকে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, এবং সেই কার্য্যের সকলেই কর্ত্তা হইতে গেলে কার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

ভূতের বেগার খাটা।
যাহাতে কোনই লাভ নাই, এরূপ কার্য্যে পরিশ্রম করা। ভূতের বোঝা বহা।
যাহাতে নিজের কোন সম্পর্ক বা লাভালাভ নাই, এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার স্বীকার করা।

ভূষণ্ডী কাক।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে অর্জ্জুনের মনে আপনাকে মহাবীর বলিয়া গর্ব্বের উদয় হইয়াছিল। একদা তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে এক সুবৃহৎ পক্ষীকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পক্ষী বলিল, "আমার নাম ভূষণ্ডী কাক। সত্যযুগ হইতে আমি পৃথিবীর অবস্থা দেখিয়া আসিতেছি।" অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কুরুক্ষেত্রের ন্যায় ভীষণ যুদ্ধ আর কখন দেখিয়াছে কি না। উত্তরে কাক বলিল, "সে দুঃখের কথা আর কি বলিব। সত্যযুগে শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধকালে মুষলধারে রক্তবৃষ্টি হইয়াছিল, আমি উপর দিকে হাঁ করিয়া পেট ভরিয়া রক্ত পান করিয়াছি। রাম রাবণের যুদ্ধে ততটা না হইলেও রক্তের নদী বহিয়াছিল, আমি ঘাড় নীচু করিয়া ইচ্ছামত রক্ত খাইয়াছি। কিন্তু এই লক্ষ্মীছাড়া কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ঠোক্‌রাইয়া রক্ত খাইতে খাইতে আমার ঠোঁট ভোঁতা হইয়া গিয়াছে।" কাকের কথায় অর্জ্জুনের গর্ব্ব দূর হইল।—সাধারণতঃ যে বসিয়া বসিয়া খায়, আর প্রাচীন আষাঢ়ে গল্প রচনা করিয়া বলে, এবং আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করে ও বহুদর্শিতার ভাণ করে, তাহাকে লোকে ভূষণ্ডী কাক বলে।

ভূঁইফোড় রাজা ক্ষেত্রমোহন।
ক্ষেত্রমোহন নামক এক ব্যক্তিকে লোকে উপহাস করিয়া রাজা বলিত, কিন্তু তাহার এক কাঠাও নিজের জমি ছিল না। যাহার যে বিষয় নাই, তাহার আপনাকে সেই বিষয়ের অধিকারী বলিয়া পরিচয় দেওয়া।

ভেক না হইলে ভিক্ মিলে না।
ভিক্ষুকের উপযুক্ত সাজ না হইলে ভিক্ষা পাওয়া যায় না। যে যে কাজ করে, তাহার সেই কাজের উপযোগী বেশভূষা না করিলে চলে না।

ভেটে লোক হেঁট হয়।
ভেট ঠিক ঘুষ না হইলেও ঐ জাতীয়ই বটে। ভেটে মাথাটা একটু হেঁট হয় অর্থাৎ ভেটগ্রহীতা ভেটদাতার উপর কিছু সন্তুষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না, কিছু উপকারও ভেটদাতা পাইয়া থাকে।

ভেড়া করে রাখা।
ভেড়া বড় নিরীহ জন্তু; তাহাকে যে দিকে চালাও সেই দিকেই চলে। কেহ কাহারও একান্ত বশীভূত হইয়া থাকিলে উক্ত বাক্য ব্যবহৃত হয়।

ভেড়াকান্ত।
যে নির্ব্বোধের ন্যায় অন্যের বশে চলে, তাহাকে ভেড়াকান্ত কহে।

ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা।
ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগিলে ভেড়া সকল পলাইবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া কেবল চীৎকার করিতে থাকে। কোন বিপত্তি দেখিলে তাহার প্রতীকারের উপায় চিন্তা না করিয়া কেবল কোলাহল করা।

ভেড়ার গোয়ালে বাছুর মোড়ল।
ভেড়ার গোয়ালে বাছুর থাকিলে সেই তথায় প্রাধান্য করিয়া থাকে। গরুর দলে সে অতি তুচ্ছ হইলেও ভেড়ার দলে সেই প্রধান। যেখানে বিজ্ঞ লোক নাই, তথায় ক্ষুদ্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও অভিজ্ঞ বলিয়া সম্মানিত হয়। "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।"

ভেড়ার পাল।
ভেড়ার দলের মধ্যে একটা ভেড়া যে দিকে ছুটে, অন্য সকল ভেড়াই সেই দিকে ছুটিতে থাকে। যে শ্রেণীর লোকের মধ্যে একজন যে পথ অবলম্বন করে, অপর সকলে কিছু-মাত্র বিবেচনা না করিয়া সেই পথেই চলে, তাহাদিগকে ভেড়ার পাল কহে।

ভেড়ার শিঙ্গে হীরে ভাঙ্গে।
হীরা অতিশয় মূল্যবান্ ও আদরণীয় বস্তু; কিন্তু ভেড়ার শিঙে পড়িলে তাহা চূর্ণ হইয়া যায়। ভাল লোককে মূর্খের নিকট অপমানিত হইতে হয়।

ভেড়ায় সাধ্য যব মাড়া?
গরু বা মহিষই যব মাড়িতে পারে, ভেড়ায় যব মাড়িবার শক্তি নাই। সমর্থ লোকের কার্য্য অক্ষম লোকে করিতে পারে না।

ভেবা গঙ্গারাম।
অতিশয় নির্ব্বোধ ব্যক্তি।

ভেবা চাকা লাগা।
কোন কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া যাওয়া।

ভেবে করা আর ক'রে ভাবা।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করার ফল এক, আর কাজ করিয়া পরে ভাবার ফল অন্য বিধ। বুদ্ধিমান্ লোকে আগে ভাবিয়া কাজ করে, নির্ব্বোধ লোকে আগে কাজ করিয়া পরে তাহার ভাল মন্দ চিন্তা করে। "Marry in haste, repent at leisure."

ভেয়ের শত্রু ভেয়ে, নেয়ের শত্রু নেয়ে।
ভাইই ভায়ের শত্রু, এবং নৌকাওয়ালাই নৌকাওয়ালার শত্রু। সমশ্রেণী হইতেই অধিক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। "Two of a trade can ne'er agree".

ভেরোমের টাটী।
সম্ভ্রম রক্ষার কুটীর। যাহা দ্বারা সম্ভ্রম কথঞ্চিৎ বজায় থাকে, তাহাকে ভেরোমের বা ভরমের টাটী কহে।

ভেল্কীর খেলা, স্বপ্নের মিলন,
সত্য বটে যখন তখন।
ভেল্কী যতক্ষণ দেখান হয়, ততক্ষণ তাহাতে প্রদর্শিত ব্যাপারসমূহ বাস্তব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ভেল্কী শেষ হইয়া গেলে আর তাহার অস্তিত্ব থাকে না। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখা যায়, ততক্ষণই স্বপ্নদৃষ্ট মিলন সত্য মনে হয়, স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা মিথ্যা বলিয়া বুঝা যায়।

ভোগের আগে প্রসাদ।
আগে দেবতাকে কোন দ্রব্য নিবেদন করিয়া দিলে তবে তাহা প্রসাদ হয়, নিবেদনের পূর্ব্বে প্রসাদ হয় না। কোন বস্তু খাই-বার বা লইবার আগেই কেহ তাহার প্রসাদ-স্বরূপ কিঞ্চিৎ পাইতে ইচ্ছা করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ভ্রমিয়া বার, ঘরে বসে তের।
ঘুরিয়া ফিরিয়া বার পাইল, আর ঘরে বসিয়া তের পাইল। একজন পরিশ্রম করিয়া কম পাওয়া এবং অপরে পরিশ্রম না করিয়া তদপেক্ষা বেশী পাওয়া।

—

মগের মুল্লুক।
এক সময়ে আহম বা আসাম রাজ্য রাজহীন ও গৃহবিবাদে ব্যতিব্যস্ত হওয়ায় ব্রহ্মদেশবাসী মগজাতীয় লোকেরা তথায় আসিয়া আধিপত্য স্থাপন ও যথেচ্ছ অত্যাচার করে। সে উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারে দেশের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়, এবং কেহই তাহার প্রতিকারে সমর্থ হয় নাই। কেহ কাহারও উপর অন্যায় অত্যাচার করিতে গেলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মঘা,—এড়াবি (সামলাবি) ক' ঘা।
মঘা নক্ষত্রে যাত্রা সাতিশয় বিপজ্জনক; ইহাতে যাত্রা করিলে একটা না একটা বিপদ্ ঘটিয়া থাকে।

মঙ্গলের ঊষা বুধে পা,
যথা ইচ্ছা তথা যা।
মঙ্গলবারের ঊষাকালে, যাহার অব্যবহিত পরক্ষণেই বুধবার হইবে, তাহাতে যাত্রা করিয়া যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই যাওয়া যায়; এই যাত্রা অতিশয় শুভকর।

মটরের চাপে মসুরি চেপ্টা।
মটর ও মসুর কলায় এক সঙ্গে থাকিলে, মটরের উপর চাপ পড়িলে সে চাপে মসুর একবারে চেপ্টা হইয়া অর্থাৎ থেত্‌লাইয়া যায়। প্রবলের সঙ্গে দুর্ব্বল থাকিলে প্রবলকে শাসন করিতে গেলে সে শাসনে দুর্ব্বল একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়।

মড়া মেরে খুনের দায়।
যে মরিয়া গিয়াছে তাহাকে ছুঁই বা মারিলে মড়ার কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু শত্রুপক্ষ রটনা করিতে পারে যে, উহারই মারের চোটে লোকটা মরিয়াছে; তখন হয় ত খুনের দায়ে পড়িতে হয়। যে স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, তাহার উপর ক্ষমতা প্রকাশ করিতে গেলে সুনাম ত হয়ই না, পরন্তু দুর্নাম ঘটিয়া থাকে।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।
যে মরিয়া গিয়াছে, তাহার শবদেহে অস্ত্রাঘাত করায় কোন ফলই নাই। যে কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহাকে আরও কষ্ট দেওয়া। "Flogging a dead horse."

মণিকাঞ্চন যোগ।
সোণার উপর মণি বসাইলে সোণা ও মণি উভয়েরই ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধিত হয়। সকল দিকেই শুভকর, এরূপ যোগকে মণিকাঞ্চন যোগ বলা যায়।

মণিহারা ফণী।
প্রবাদ এইরূপ যে, সাপের মাথায় মণি থাকে। কেহ কোনরূপে সেই মণি অপ-হরণ করিলে সাপ উন্মাদের ন্যায় হইয়া তাহা খুঁজিয়া বেড়ায়, এবং খুঁজিয়া না পাইলে তাহার শোকে শেষে প্রাণত্যাগ করে।

মৎস্য চিনে গভীর গম্য,
পক্ষী চিনে ডাল;
মা জানে পুত্রের দরদ,
ছাতি বিদরে যায়।
মৎস্য জলে বাস করে, সুতরাং জলের কোন্ স্থান কত গভীর তাহা সে উত্তমরূপে জানে। পাখী গাছে থাকে, সুতরাং কোন্ গাছের কোন্ ডাল কিরূপ ভারসহ, তাহা সে বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকে। সন্তানের জন্য মাতার বুক ফাটে, সুতরাং সন্তানের ব্যথা একমাত্র মাতাই বুঝিতে পারেন।

মদ্দ বড় তেজী, ধরবেন বনের বেঁজী।
পুরুষ খুব ক্ষমতাবান্, এজন্য তিনি বনের বেঁজী ধরিতে যাইতেছেন। বেঁজী ধরিতে বড় একটা ক্ষমতার দরকার হয় না, সুতরাং ইহা শ্লেষোক্তি। সামান্য কার্য্য সাধনের জন্য আস্ফালন করা।

মদ্দ বড় তেজী,
বাঁশ বনে * গেল তেড়ে এল কুঁজী।
পুরুষ ভয়ানক বলবান্; সে যখন বাঁশবনে বিষ্ঠাত্যাগ করিতে গিয়াছিল, তখন তাহাকে একটা কুঁজী তাড়াইয়া আসিয়াছিল, পুরুষ তাহার ভয়ে পলাইয়াছিল। ইহাও পূর্ব্ববৎ শ্লেষোক্তি।

মধুপান করতে পারি,
মাছির কামড় সইতে নারি।
মৌচাক ভাঙ্গিয়া মধু লইতে গেলে মাছির

কামড় সহ্য করিতে হয়। কিন্তু আমি মধু খাইতে পারি, মাছির কামড় সহ্য করিতে পারি না। কার্য্যের ফলভোগ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তজ্জন্য পরিশ্রম করিতে পারে না। "নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।"

মনকে চোক ঠারা।

মনে জানিলেও মনকে তাহা গোপন করিবার জন্য ইসারা করা। জানিয়া শুনিয়া স্বেচ্ছায় কোন কাজ করিয়া পরে তজ্জন্য একটা তুচ্ছ অছিলা দেখাইয়া মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করা।

মন চলে ত চলে বা'।

কার্য্য ভাল বা মন্দ, মন তাহা জানিতে পারে; সুতরাং মন নিশ্চিত ভাবে যে কাজ করিতে বলে, তাহা করিতে পার।

মন চাঙ্গা ত কেঠোর গঙ্গা।

মনে দৃঢ় ভক্তি থাকিলে কেঠোর মধ্যেও গঙ্গাজলের আবির্ভাব হয়। জনশ্রুতি এইরূপ যে, কোন এক চর্ম্মকারের দৃঢ়ভক্তিতে গঙ্গা তাহার কেঠোর মধ্যে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। অপর জনশ্রুতি—দক্ষিণদেশবাসিনী একজন মহিলা গ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিবার অভিপ্রায়ে কাশীধামে যাত্রা করেন। বহু অনুনয় সত্বেও পুত্রবধূটিকে সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। মর্ম্মাহতা পুত্রবধূ গ্রহণের সময়ে গৃহে বসিয়া কেঠোর স্নান করিবার সময়ে ভক্তি সহকারে বলিলেন—"মা গঙ্গা, এই কেঠোতে তুমি আবির্ভূতা হও, এই জলকেই আমি গঙ্গাজল মনে করিয়া মনের সাধ মিটাই।" স্নান সময়ে সেই কেঠোর নিম্নদেশে একটি বহুমূল্য নথ দৃষ্ট হইল। বধূ সেই নথটিকে যত্নে রাখিয়া দিলেন। পরে শাশুড়ী দেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে সেই নথটি দেখাইলেন। শাশুড়ী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"এটি যে আমারই নথ। গ্রহণ-স্নানকালে কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটের জলে এটি হারাইয়া গিয়াছিল,—অনেক খুঁজিয়াও পাই নাই।" বধূ বলিলেন—"আমার ঐকান্তিক প্রার্থনায় মা গঙ্গা কেঠোর জলে আবির্ভূতা হইয়া এটি আমাকে প্রমাণ স্বরূপে দিয়াছেন।" মনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে ঘরে বসিয়াই সকল তীর্থফল বা দেবদর্শনের ফল পাওয়া যায়।

মন চায় ধন, দেয় কোন্ জন।

মনে মনে ইচ্ছা, খুব ধনবান্ হই, কিন্তু ধন কে দিবে? মনে মনে সুখী হইবার ইচ্ছা থাকিলেও অদৃষ্টে না থাকিলে সুখী হওয়া যায় না।

মন চায় বাদসা হ'তে,

খোদা দেয় না খেগে খেতে।

মন রাজা হইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ঈশ্বর ভিক্ষা করিয়াও খাইতে দেন না, অর্থাৎ ভিক্ষা করিয়াও পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়া যায় না। মনে মনে বড় হইবার ইচ্ছা থাকিলেও ঈশ্বর না বড় করিলে বড় হওয়া যায় না।

মন ছাড়া পাপ নাই,

মা ছাড়া বাপ নাই।

পাপ সকলকে লুকাইতে পারা যায়, কিন্তু মনকে তাহা লুকাইবার উপায় নাই, কোন্‌টী পাপ কোন্‌টী পুণ্য, মন তাহা ঠিক জানে। যথার্থ বাপ কে, মা তাহা ঠিক জানে, মায়ের কাছে তাহা লুকান থাকে না।

মনটী সখের বটে,

হাতে কিন্তু পয়সা নাই;

জোনাকী পোকার আলো দেখে,

গ্যাস বাতীর সখ মিটাই।

মনে অনেক সখ করিবার ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু হাতে পয়সা না থাকায় সে সখ মিটাইতে পারা যায় না, অগত্যা জোনাকী পোকার আলো দেখিয়াই গ্যাসের আলোর সখ মিটাইতে হয়। মনে মনে বাবুগিরির ইচ্ছা আছে, কিন্তু হাতে পয়সা না থাকায় বাবুগিরি করিতে না পারা।

মন না মুড়ালে মুড়ালে কেশ,

গুরু না চিনিলে ভ্রমিলে দেশ।

আগে মনকে সংযত না করিয়া মাথা মুড়াইয়া বৈষ্ণব সাজিলে তাহাতে কোনই ফল নাই; আগে গুরুর নিকট উপদেশ না লইয়া তীর্থভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে তাহা বৃথা। আগে মনকে সংযত করিয়া তবে বৈষ্ণব বা সন্ন্যাসী সাজিতে হয়, এবং আগে গুরুর নিকট উপদেশ লইয়া তবে তীর্থভ্রমণ করিতে হয়।

মন ভাল নয় তীর্থ করে,

মিছে কাজে ঘুরে মরে।

যাহার মন সংযত নয়, সে তীর্থ করিয়া বেড়াইলে তাহার বৃথা ঘুরিয়া বেড়ান হয়।

মন যেন জিলিপির পাক।

যাহার মন কুটিল হয়, তাহার মনে জিলিপির পাকের ন্যায় অনেক পাক থাকে।

মনিব পেলে ঘোল পায় না,

বেঁশোকে পাঠায় দুধের তরে।

মনিব নিজে গিয়া চাহিলে যেখানে একটু ঘোল পায় না, সেখানে চাকর বেঁশোকে দুধ চাহিতে পাঠায়। যেস্থলে নিজে ঘোল পায় না, সেস্থলে চাকর কি দুধ পাইতে পারে? যেখানে নিজের অনুরোধ রক্ষিত হয় না, সেখানে অপরকে অনুরোধ করিয়া পাঠান।

মনুষ্যের চিন্তাই জ্বর।

চিন্তা মানুষের ভয়ানক জ্বর; জ্বর হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু চিন্তা হইতে সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। "চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং।"

মনে করি করি করী, হয় বই হয় না।

মনে করি, হাতী করিয়া ফেলি, কিন্তু ঘোড়া ব্যতীত আর কিছুই হয় না। মনে খুব বড় কাজ করিবার ইচ্ছা, কিন্তু ছোট কাজ ভিন্ন বড় কাজ হইয়া উঠে না।

মনে বড় সাধ, চড়ব বাঘের কাঁধ।

মনে মনে বড়ই ইচ্ছা যে, একবার বাঘের কাঁধে চড়িব। অসম্ভব আশা করা।

মনে মনে মিল, লেগে গেল খিল।

উভয়ের মন সমান হইলে দৃঢ় প্রণয় সংস্থাপিত হয়।

মনে মনে লঙ্কা ভাগ।

লঙ্কা-সমরে লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়িলে হনুমান্ ঔষধ আনয়নার্থ যাত্রা করে। তাহাকে পথে কৌশলে মারিয়া ফেলিবার নিমিত্ত রাবণ মাতুল কালনেমিকে লঙ্কার অর্দ্ধাংশ প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া প্রেরণ করে। কালনেমি ছদ্ম যোগিবেশে গিয়া হনুমানকে আপনার কুটীরে অতিথি হইতে অনুরোধ করে, এবং তাহাকে স্নানার্থ ভীষণ কুম্ভীরপূর্ণ কালীদহে পাঠাইয়া দেয়। তথা হইতে হনুমানের ফিরিতে বিলম্ব হইলে কালনেমি স্থির করে যে, সে মরিয়া গিয়াছে। তখন সে মনে মনে লঙ্কারাজ্যকে ভাগ করিতে থাকে, এবং সে কোন্ ভাগটী লইবে, কোন্ কোন্ বিষয়টা লইলে ভাল হইবে, তাহার চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। এমন সময় হনুমান্ আসিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে। অনাগত বিষয়ের চিন্তা দ্বারা নিজের প্রাপ্য স্থির করিয়া লইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "Cuntiug the chickens before they are hatched."

মনের অগোচর পাপ নাই।

মনের নিকট কোন পাপ গোপন করা যায় না, মন তাহা জানিতে পারে।

মনের কথা ফুটলে লোকে বলে পাগল।

মনের মধ্যে যত কথার উদয় হয়, সে সকল কথা প্রকাশ করিলে লোকে পাগল বলিয়া থাকে।

মনের সুখেই সুখ।

মনে যদি সুখ থাকে, তবে তাহাই প্রকৃত সুখ; মনে সুখ না থাকিলে ধন জন কিছুতেই সুখী হওয়া যায় না।

মন্ত্রিদোষে রাজ্য নষ্ট।

মন্ত্রী ভাল না হইলে বা কুমন্ত্রণা দিলে সে রাজ্য নষ্ট হইয়া যায়।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

হয় মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিব, নতুবা তাহার সাধনা করিতে করিতে দেহপাত করিব। সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার উপলক্ষে ইহা ব্যবহৃত হয়।

মন্দ কখন ভাল হয় না।
যে স্বভাবতঃ মন্দ, সে কিছুতেই ভাল হয় না। যতই চেষ্টা কর, নিম কখনই মধুর হয় না। "The leopard cannot change his spots".

মন্দ খবর মিথ্যা হয় না।
অশুভ সংবাদ প্রায়ই সত্য হইয়া থাকে।

মন্দ চিন্তিলে মন্দ হয়।
কেবল মন্দ চিন্তা করিলে মন্দই ঘটিয়া থাকে। "Evil to him who evil thinks".

মন্দের ভাল।
সম্পূর্ণ মন্দ না হইয়া কতকটা ভাল।

ময়না টিয়ে উড়িয়ে দিয়ে,
খাঁচায় পোষে কাক।
ময়না ও টিয়া পাখী উড়াইয়া দিয়া সেই খাঁচায় কাক পোষে; অর্থাৎ গুণবান্‌কে ছাড়িয়া নিগুর্ণের আদর করে।

ময়রার ছেলে গুড় খায় না।
ময়রার গুড় লইয়াই কারবার, সুতরাং তাহার ছেলে গুড় খাইতে চায় না। যে নিয়ত যে কাজ করে, তাহার সে কাজে আর তত আসক্তি থাকে না।

ময়লা কাপড়ে ধোপার ভয়।
কাপড় ময়লা হইলেই ধোপার ভয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ ধোপার খোসামোদ করিবার ভয় হয়। মনে পাপ থাকিলেই আশঙ্কা জন্মে।

ময়ূরের নৃত্য দেখি,
লেজ নাড়া দেয় ছাতার পাখী।
ময়ূরকে পেখম ধরিয়া নাচিতে দেখিয়া ছাতার পাখী লেজ নাড়ে, অর্থাৎ সেইরূপ নাচিবার ইচ্ছা করে। সমর্থকে কোন কাজ করিতে দেখিয়া অসমর্থ তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "এঁড় লাফায়, বেঁড় লাফায়, খলুসে বলে আমিও লাফাই।"

ময়ূরের নৃত্য দেখে, ছাতার পেখম ধরতে চায়।
ময়ূরকে নাচিতে দেখিয়া ছাতার পাখীও পেখম ধরিতে উদ্যত হয়। গুণীর গুণপণা দেখিয়া নিগুর্ণ তাহার অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করে।

মরণ কামড় দেওয়া।
মৃত্যু উপস্থিত জানিয়া প্রাণপণে কামড়ান। অর্থাৎ নিজের প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া অনিষ্টকারীর অনিষ্ট সাধন। শেষ চেষ্টা করা।

মরণকালে গঙ্গাপানে পা।
হিন্দুরা গঙ্গাকে দেবতা জ্ঞান করে, সুতরাং তাহার দিকে পা বাড়ায় না; কিন্তু মৃত্যুকালে অন্তর্জলীর সময় গঙ্গার দিকে পা রাখা হয়। বিনাশ দশা উপস্থিত হইলে লোকে দেবতার ন্যায় মাননীয় ব্যক্তিরও অসম্মান করিয়া থাকে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া; "এলে" দেওয়া।

মরণকালে জ্বরবিচ্ছেদ।
মৃত্যুকালে জ্বর ছাড়িয়া যায়, কিন্তু তাহাতে আর ফল কি? সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া শত্রুতা ত্যাগ করিলে কোন ফল নাই।

মরণকালে হরিনাম।
সমস্ত জীবন পাপকার্য্য করিয়া মৃত্যুকালে হরিনাম উচ্চারণ করা বৃথা। কাজের সময় কাজ না করিয়া পরে তজ্জন্য চেষ্টা করায় কোন ফল নাই।

মরণ নাই কোন কালে,
গোঁফ রেখেছে তোব্‌ড়া গালে।
কখন যেন মরিতে হইবে না এই ভাবিয়া বৃদ্ধকালে তোবড়ান গালে গোঁফ রাখিয়াছে।

মরণ নাই মরবি কিসে,
আমার কাছে ঔষধ নিসে।
তোর যখন মরণ নাই তখন কিরূপে মরিবি? সুতরাং তুই আমার কাছ হইতে মরিবার ঔষধ লইয়া যা।

মরণবাড় বাড়া।
কেহ কেহ বিনাশকালে অতিরিক্ত অহঙ্কৃত হইয়া উঠে; তাহাকে মরণবাড় বাড়া কহে। "পিপীলিকার ডানা হয় মরণের তরে।" "Pride goeth before destruction."

মরতে অবকাশ নাই।
বেশী কাজের ভিড় থাকিলে লোকে বলে, মরতে অবকাশ নাই, অর্থাৎ এ সময়ে যদি মৃত্যুও উপস্থিত হয়, তথাপি কাজগুলা শেষ না করিয়া মরিতে পারা যাইবে না।

মরদ কা বাত, হাতী কা দাঁত।
পুরুষের কথা এবং হাতীর দাঁত উভয়েই তুল্য। হাতীর দাঁত যেমন সুদৃঢ় এবং বাহির হইলে আর মুখের ভিতর ঢোকে না, পুরুষের মুখের কথাও সেইরূপ সুদৃঢ়, এবং একবার বাহির হইলে তাহা আর প্রত্যাখ্যাত হয় না। যে ব্যক্তি যাহা বলে তাহাই করে, তৎসম্বন্ধে প্রযুজ্য।

মরবে মেয়ে উড়্‌বে ছাই,
তবে মেয়ের গুণ গাই।
স্ত্রীলোক মরিয়া চিতায় পুড়িয়া ছাই হওয়া পর্য্যন্ত যদি নিষ্কলঙ্ক থাকিতে পারে, তবেই তাহার প্রশংসা করি।

মরা কাকের আবার চড়কের ভয়।
যে কাক মরিয়া গিয়াছে, তাহার আর বাজের ভয় নাই। যাহার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তাহার বিপদে ভয় কি?

মরা গরুতে ঘাস খায় না।
গরু মরিয়া গেলে সে আর ঘাস খায় না। নাস্তিকেরা বলে, মানুষ মরিয়া গেলে তাহার শ্রাদ্ধাদি করা বৃথা; কারণ যে মরিয়া গিয়াছে, সে আবার কিরূপে পিণ্ড ভক্ষণ করিবে?

মরা গরুর ঘাস কাটা।
যে গরু মরিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য ঘাস কাটিয়া কি হইবে। কোন্ ব্যাপার শেষ হইয়া যাইবার পর তজ্জন্য চেষ্টা করা।

মরা গাঙ্গ কুমীরে ভরা।
নদীতে বেশী জল না থাকিলেও তাহা কুমীরে পরিপূর্ণ। অবস্থাহীন হইলেও যাহার মনের মধ্যে দুষ্প্রবৃত্তিগুলি সমভাবেই বিদ্যমান থাকে, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মরা বাঘকে কিলিয়ে মারা।
বাঘ বড় ভয়ানক জন্তু। সে মারা গেলেও অনেক লোক তাহার মরা দেহের উপরেও দুই চারি ঘা মারিয়া থাকে। ভয়ানক অনিষ্টকারী শত্রু অতি হীনাবস্থ হইয়া পড়িলে তাহাকে শাসন করিতে যাওয়া।

মরা বিড়ালের দাঁতখামটী।
বিড়াল মরিয়া গিয়াছে, তথাপি সে দাঁত খিঁচাইয়া রহিয়াছে। শক্তি নাই, তথাপি আস্ফালন করিতে ছাড়ে না, এরূপ লোক।

মরা মালকে ফুটিল ফুল,
টেকো মাথায় উঠ্‌লো চুল।
যে বাগানের গাছসকল শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাতে ফুল ফুটিল; আর যাহার মাথায় আজন্ম টাক, তাহার মাথায় চুল গজাইল। অতি হীন অবস্থা হইতে সহসা ভাল অবস্থা হওয়া।

মরার উপর খাঁড়ার ঘা।
"মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" দেখ।

মড়ার বাড়া গাল নাই,
সর্ব্বস্বান্তের বাড়া দণ্ড নাই।
যত প্রকার গালাগালি আছে, মরণ গালি তাহাদের অপেক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা কটু, ইহার অপেক্ষা কটু গালি আর নাই; এবং সর্ব্বস্বান্ত করা অপেক্ষা অধিক শাস্তি আর নাই।

মরা হাতী লাখ টাকা।
হাতী মরিয়া গেলেও তাহার লক্ষ টাকা দর হয়, অর্থাৎ তাহার চামড়া, হাড়, দাঁত প্রভৃতি হইতে বহুমূল্য দ্রব্যসকল প্রস্তুত হয় বলিয়া তাহা উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। ক্ষমতাশালী বা গুণী লোক হীনাবস্থ হইয়া পড়িলেও তাহা হইতে অনেক কাজ পাওয়া যায়।

মরি তাহে খেদ নাই,
কাঁটা বন দিয়ে না টানে।
মরি, তাহাতে তত দুঃখ নাই, কিন্তু কাঁটা বন দিয়া মৃতদেহকে যদি টানিয়া লইয়া যায়, তবে উহাই ভয়ানক দুঃখ হইবে। হারিয়া যাই তাহাতে তত কষ্ট নাই, কিন্তু নীচ লোকে নীচ কথা না শুনায়।

মশা (মাছি) মারতে কামান পাতা।
মশা বা মাছি—যাহারা এক চাপড়েই মরিয়া যায়, তাহাদিগকে মারিবার জন্ম কামান পাতা। ক্ষুদ্র কার্য্য সাধনের জন্ম বৃহৎ উদ্যোগ করা। "To break a butterfly on the wheel."

মশা মারতে গালে চড়।
গালের উপর মশা বসিলে, তাহাকে মারিতে গেলে নিজের গালেই চড় পড়ে। অন্তের ক্ষতি করিতে গিয়া নিজের ক্ষতি করা।

মশা (মাছি) মেরে হাত কাল।
মশা বা মাছিকে মারিলে নিজের হাতে কাল দাগ হয়। দুর্ব্বল শত্রুকে বিনাশ করিলে যশ নাই, নিজের কলঙ্ক হয়।

মশালের আগে চেরাগের আলো।
মশালের সম্মুখে প্রদীপ জ্বলিলে তাহা মশালের উজ্জ্বল আলোকের নিকট নিষ্প্রভ হইয়া থাকে। অধিক গুণশালীর নিকট স্বল্পগুণশালী স্থাপিত হওয়া। "To hold a farthing-candle before the Sun."

মহতের আঁস্তাকুড়ও ভাল।
মহৎ ব্যক্তির আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানেও যদি আশ্রয় পাওয়া যায়, তাহাতেও মঙ্গল আছে।

মহতের বাত, হাতীর দাঁত,
পড়ে তবু নড়ে না।
মহতের কথা এবং হাতীর দাঁত, উভয়েই সমান। হাতীর দাঁত ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়; তথাপি নড়ে না, আর মহৎ লোক জীবন দেন, তথাপি কথার অন্যথা করেন না।

মহিষের শিঙ্ বাঁকা, যুঝবার সময় একা।
মহিষের শিঙ্ বাঁকা অবস্থায় থাকে, কিন্তু যুদ্ধের সময় মহিষ এমনভাবে ঘাড় ঘুরায় যে, সেই বাঁকা শিঙ্ ঠিক সোজাভাবে কাজ করে। অন্ত সময়ে মনোবাদ থাকিলেও শত্রুর সম্মুখে যাহারা ঠিক এক-মতাবলম্বী হইয়া দাঁড়ায়, তাহাদের সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মা আইবড় থাকতে বেটী শ্বশুরবাড়ী যায়।
মা এখনও অবিবাহিতা, কিন্তু তাহার মেয়ে বিবাহিতা হইয়া শ্বশুরবাড়ী যায়। গুরুজনের উপর চাল চালিতে যাওয়া।

মাও মেরেছে, ঘরেও ভাত নাই।
মা মারিয়াছে বলিয়া দুঃখে ভাত খাইব না, এদিকে ঘরেও ভাতের অভাব, সুতরাং ভাত পাইবারও উপায় নাই। যে কাজ করিবার বেশ ইচ্ছা নাই, অথচ ইচ্ছা থাকিলেও ঘটনাচক্রে সে কাজ করিবার উপায় নাই, এইরূপ স্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মাকড় মারলে ধোকড় হয়।
জনৈক তাঁতি এক ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিয়া বলিল, সে একটা মাকড়সা মারিয়া ফেলিয়াছে। [illegible] ভট্টাচার্য্য বিব্রত হইলেন, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইতে হইবে। তাঁতি তাহাই করিল। একদিন ঠিক ভট্টাচার্য্যের পুত্র তাঁতির সম্মুখে একটা মাকড়সা মারিয়া ফেলিল। তাঁতি তাড়াতাড়ি আসিয়া ভট্টাচার্য্যকে তাহা জানাইল। ভট্টাচার্য্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাতে আর কি হয়েছে; মাকড় মারলে ধোকড় হয়।" অর্থাৎ মাকড়সা মারিলে কাপড় চোপড় লাভ হয়। অপরের জন্ত যেরূপ কাঠার ব্যবস্থা, নিজের জন্ত সেরূপ নয়। "Do what I say, but do not do what I do."

মাকাল ফল দেখ্‌তে ভাল;
উপরে লাল ভিতরে কাল।
মাকাল ফলের উপর ভাগটা দেখিতে বেশ লাল টুকটুকে, কিন্তু তাহার ভিতরের অংশ অতি কদাকার। নির্গুণ লোক বাহিরে দেখিতে বেশ, কিন্তু তাহার অন্তরে কোন গুণই নাই।

মা খায় ভাচা ভেনে, বেটা খায় এলাচ কিনে।
মা পরের ধান ভানিয়া দিন চালায়; আর ছেলে এদিকে এলাচ কিনিয়া খায়। যাহার মা বাপ অতিকষ্টে দিনপাত করে, কিন্তু সে নিজে বেশ বাবুগিরি করিয়া বেড়ায়।

মা গুণে ঝি, বাপ গুণে পো।
মায়ের স্বভাব যেরূপ, মেয়েও প্রায় সেইরূপ প্রকৃতির হয়, এবং বাপের স্বভাব যেরূপ, পুত্রও প্রায় সেইরূপ স্বভাব পায়।

মাগের কাছে পেগের বড়াই।
পাগ অর্থাৎ চৌকিদার এ দিকে দারোগা জমাদারের কাছে যথেষ্ট গালি ও প্রহার খাইয়া আইসে, কিন্তু ঘরে বসিয়া স্ত্রীর কাছে নিজের বীরত্ব প্রকাশ করে। বাহিরে অকর্ম্মণ্য, কিন্তু ঘরে বসিয়া জাঁক করে, এরূপ লোক।

মাঘের শীত বাঘের গায়,
ক্ষীণের শীত সর্ব্বদায়।
মাঘ মাসের দারুণ শীতে বাঘও কাতর হইয়া পড়ে; আর দুর্ব্বল ব্যক্তি সকল সময়েই শীতে কাতর হয়।

মাঙ্‌নার উপর টাক্‌না।
একজন যাহা মাগিয়া পাইয়াছে, তাহার কিছু ভাগ লওয়া।

মাঙ্গুরের স্ত্রী শুধু ভাত খায় না।
যাহার স্বামী মাগিয়া বেড়ায়, তাহার স্ত্রী শুধু ভাত খায় না; স্বামী লোকের নিকট মাগিয়া নানাবিধ জিনিস আনিয়া দেয়। পরের নিকট চাহিয়া খাওয়া যাহার অভ্যাস, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মাছ ধর্‌তে গেলে গায়ে কাদা লাগে।
মাছ ধরিতে গেলেই গায়ে কাদা লাগিয়া থাকে। [illegible] বায়গ্রস্ত হইতে হয়।

মাছ ধুলে মিঠে, মাংস ধুলে ছিটে।
মাছ ধুইয়া পরিষ্কার করিলে [illegible], মাংস ধুইয়া পরিষ্কার করিতে গেলে তাহা ছিটে হইয়া যায়।

মাছ না পেয়ে ছিপে কামড়।
মাছ ধরিতে না পারিয়া শেষে মাছের বদলে ছিপেই কামড় দেয়। যে উদ্দেশ্যে কার্য্য করা, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে ক্রোধে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নষ্ট করিতে উদ্যত হওয়া।

মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে,
শান্ত করে বকে;
বেঙের শোকে সাঁতার-পানি
দেখি সাপের চোখে।
মাছ মরিয়াছে দেখিয়া তাহার শোকে বিড়াল কাঁদিতেছে, আর মৎস্যভোজী বক সহানুভূতি জানাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছে। বেঙ মরিয়াছে বলিয়া সাপ শোক প্রকাশ করিতেছে, তাহার চোখের কোণ থেকে সাঁতার দিতে পারা যায় এত জল গড়াইতেছে। শত্রুর বিনাশে কপট শোক প্রকাশ করা।

মাছি মারা কেরাণী।
জনৈক কেরাণী একখানা খাতার নকল করিতেছিল। যে খাতা দেখিয়া নকল করিতেছিল, তাহার একস্থানে একটা মাছি মরিয়াছিল। ঐ খাতা লিখিবার সময় হয়তো তাহাতে একটা মাছি বসিয়াছিল, পরে খাতা উল্টাইয়া দেওয়ায় মাছিটা মরিয়া তাহাতে রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কেরাণী ভাবিল, ঐ খাতায় যাহা আছে, এই খাতাতেও তাহাই থাকা উচিত। এই ভাবিয়া সে একটা মাছি মারিয়া নিজের খাতার যথাস্থানে রাখিয়া দিয়াছিল। ভাল মন্দ কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া যাহা দেখে, অবিকল তাহাই নকল করে, এরূপ ব্যক্তিকে 'মাছিমারা কেরাণী' বলে।

মাছের কাঁটা গলায় বাধ্‌লে
বিড়ালের পায়ে পড়।
মাছের কাঁটা গলায় বাধিয়া গেলে লোকে বিড়ালকে নমস্কার করে, বিশ্বাস যে, তাহা হইলে কাঁটা নামিয়া যাইবে। বিপদে পড়িলে লোককে অতি নীচেরও খোসামোদ করিতে হয়।

মাছের টোপ গেলা।
ছিপ ফেলিলে মাছ টোপের নিকট আসিয়া একবারে টোপটাকে গিলিয়া ফেলে। এইরূপে কোন জিনিষ পাইয়া একবারে তাহা গিলিতে চেষ্টা করিলে তাহাকে মাছের টোপ গেলা কহে।

মাছের তেলে মাছ ভাজা।
এমন কোন কোন মাছ আছে যে, তাহাকে ভাজিতে তেল খরচ করিতে হয় না, সেই মাছ হইতে যে তেল বাহির হয়, তাহাতেই মাছ ভাজা হইয়া যায় (যথা—ইলিস মাছ)। কোন কাজের আনুষঙ্গিক লাভ হইতে খরচ চালাইয়া সেই কাজ সিদ্ধ করা।

মাছের মধ্যে রুই, শাকের মধ্যে পুঁই।
মাছের মধ্যে রুই মাছই খুব সুস্বাদ, এবং শাকের মধ্যে পুঁই শাকই খুব সুমিষ্ট।

মাছের মায় পুত্রশোক।
মাছ ডিম্ব প্রসব করিয়া আপনিই তাহা খাইয়া ফেলে; সুতরাং মাছের মায় পুত্র-শোক হওয়া অসম্ভব। যে কেবল লোকের অনিষ্ট করিয়া বেড়ায়, সে কাহারও জন্ত শোক প্রকাশ করিলে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মাছের শোকে বিড়াল কাঁদে।
মাছ মরিয়াছে, তাহার শোকে মৎস্যভোজী বিড়াল কাঁদিতেছে। যাহাকে মারিতে পারিলেই আনন্দ, তাহার জন্ত কপট শোক প্রকাশ করা।

মাজ ঘস কর ক্ষয়,
কাল কি কখন গৌর হয়।
যতই মাজা ঘসা কর না কেন, কাল কখন গৌরবর্ণ হয় না। যতই চেষ্টা কর স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় না। "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।"

মাটির মানুষ।
মাটী যেমন সকলই সহ্য করে, তেমনই যে ব্যক্তি সকল উপদ্রব সহ্য করিয়া থাকে, তাহাকে মাটির মানুষ কহে।

মাঠে ধান ভাত চড়াও।
মাঠে ধান রহিয়াছে, আর ভাত চড়াইতে বলিতেছে। মাঠ হইতে ধান আসিলে তাহা ঝাড়ামাড়া হইবে, পরে তাহা ঢেঁকিতে কুটিয়া চাউল বাহির করিলে তবে ভাত হইবে। কার্য্যসিদ্ধির বহু বিলম্ব থাকিলেও কার্য্যসিদ্ধির পর যাহা হইতে পারে তাহার উদ্যোগ করা।

মাঠে মারা গেল।
কাহারও সাহায্য না পাইয়া এবং কোন কাজে না লাগিয়া বৃথা নষ্ট হইয়া গেলে তাহাকে মাঠে মারা গেল কহে।

মা ডাক্‌লে খেলাম না,
বাপ ডাক্‌লে খেলাম না;
সাতপুরুষের ঢেঁকি বলে,
পাড়া খা, পাড়া খা।
একজন রাগ করিয়াছিল। তাহার মা খাইতে ডাকিল, বাপ খাইতে ডাকিল, কিন্তু তাহার রাগ গেল না। শেষে যখন ক্ষুধায় তাহার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল, তখন ঢেঁকিতে ধান ভানা হওয়ায় একপ্রকার শব্দ হইতেছিল; সেই শব্দকে লক্ষ্য করিয়া সে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিল। যাহাকে সাধাসাধি করিলে আসে না, কিন্তু পরে নিজেই আসিবার জন্ত একটা অছিলা খুঁজিয়া বেড়ায়।

মাতঙ্গ পড়িলে দরে, পতঙ্গে প্রহার করে।
হাতী পাঁকে পড়িলে ফড়িঙও গিয়া তাহাকে পদাঘাত করে। প্রবল লোক বিপন্ন হইলে দুর্ব্বল সেই সুযোগে তাহাকে অপমানিত করে।

মাতার সমান নাই শরীরপোষিকা।
মাতার মত স্নেহপোষণকারিণী আর কেহই নাই।

মাতাল দাঁতালে বিশ্বাস নাই।
মাতালকে, এবং যাহার ধারাল দাঁত আছে এরূপ জন্তুকে বিশ্বাস নাই, কখন কি করিয়া বসে।

মাতৃদোষে শিশু নষ্ট।
মাতার দোষেই ছেলে নষ্ট হয়, অর্থাৎ মা যদি সুশিক্ষা না দেয়, এবং শাসন না করে, তাহা হইলে সে ছেলে ক্রমে অসচ্চরিত্র হইয়া থাকে। "Spare the rod and spoil the child."

মাথা কাপুড়ে লোক।
স্ত্রীলোকের ন্তায় মাথায় কাপড় দেওয়া পুরুষ। ভীতি-পূর্ণ দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তি।

মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।
মোটে মাথাই নাই, তার আবার মাথাব্যথা হইবে কিরূপে? যাহার মূল নাই, এরূপ বিষয়ের জন্ত চিন্তিত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা।
পূর্ব্বে ব্যভিচারাদি ঘৃণিত অপরাধে যে অপরাধীকে অন্ত কায়িক দণ্ড দেওয়া যায় না, তাহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দেওয়া হইত, এবং সেই অবস্থায় তাহাকে নগরমধ্যে ঘুরান হইত। এক্ষণে কেহ কোন নিন্দিত কার্য্য করিলে লোকে তাহার উদ্দেশে উক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে।

মাথায় পা দেওয়া।
গুরুতর ব্যক্তিকে অসম্মানসূচক কথা বলা, অথবা কাহাকেও সর্ব্বস্বান্ত করা।

মাথায় * মুখ বেয়ে পড়ে।
মাথায় প্রস্রাব করিলে তাহা কেবল মাথাতেই থাকে না, মুখ বহিয়া পড়িতে থাকে। অন্তের যে গুহ্য রহস্য প্রকাশে নিজেরও অসম্মানের আশঙ্কা থাকে, তাহা প্রকাশ করা।

মাথায় রাখ্‌লে উকুণে খাবে,
ভুঁয়ে রাখ্‌লে পিঁপড়ে খাবে।
রাখিবার নিরাপদ্ স্থান নাই।

মাথার ঘাম পায়ে পড়া।
অবকাশহীন কঠোর পরিশ্রম করা। কঠোর পরিশ্রম করিলে কপালে ঘাম হয়; কিন্তু তাহা মুছিবার অবকাশ না থাকায় সেই ঘাম গড়াইয়া পায়ে পড়ে।

মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল।
কুকুরের দেহের অন্ত কোন স্থানে ঘা হইলে কুকুর তাহা চাটিয়া আরাম করে, কিন্তু মাথায় ঘা হইলে চাটিতে না পারায় উহা সহজে ভাল হয় না, সুতরাং কুকুর উহার যন্ত্রণায় পাগলের ন্তায় ছুটিয়া বেড়ায়। অপ্রতীকার্য্য বিপদে পতিত হইয়া ছুটিয়া বেড়ান।

মাথা হেঁট করা।
লোকসমাজে সম্ভ্রম নষ্ট হওয়া। সম্ভ্রম নষ্ট হইলে তাহাকে মাথা নীচু করিতে হয়।

মা দেয় না চেয়ে, পেট ভরে না খেয়ে।
মা মুখ চাহিয়া খাইতে না দিলে খাইয়া পেট ভরে না। কারণ মায়ের মত স্নেহ যত্ন করিয়া কেহই খাওয়াইতে পারে না।

মা নয় যে তাড়িয়ে দেব,
বাপ নয় যে ভাত দেব না;
পরের মেয়ে রাখি কোথায়?
এক ব্যক্তি অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিল। তাহার স্ত্রী পরিজনবর্গের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিত, এবং পরিজনবর্গ আসিয়া ঐ ব্যক্তির নিকট নানা অভিযোগ করিত। ইহাতে বিরক্ত হইয়া সে একদিন পরিজনবর্গকে বলিল, "মা যদি এরূপ করিত, তবে তাহাকে না হয় বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতাম; বাপ যদি হইত, তবে তাহাকে না হয় ভাত কাপড় দিতাম না; কিন্তু এ পরের মেয়ে, ইহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিব? ইহাকে তাড়াইয়া দিলে এ কোথায় যাইবে?"

মান্‌ব ঠাকুর দেব না,
আমার পিত্যেশ করো না।
ঠাকুর! দায়ে পড়িলে তোমাকে মানত করিব, কিন্তু পরে তাহা শোধ করিব না, সুতরাং তুমি আমার প্রত্যাশা করিয়া থাকিও না। কাহাকেও কিছু দিবার অঙ্গীকার করিয়া পরে তাহা না দেওয়া।

মা নাই যার, ঘাটে না নাই তার।
যাহার মা নাই, তাহার নদীর পার ঘাটে নৌকা নাই। ঘাটে নৌকা না থাকিলে যেমন নদীপার দুঃসাধ্য হয়, তেমনই মা না থাকিলে সংসারে জীবনধারণ ভয়ানক ক্লেশকর হইয়া থাকে।

মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে।
মানুষ মনে মনে একরূপ সঙ্কল্প করিয়া কাজ করে, কিন্তু বিধাতার বিধানে তাহার ফল অন্তরূপ হইয়া যায়। "Man proposes, God disposes."

মানুষ মরে মেলে, খটাশ মরে তেলে।
মারিলে মানুষ মরিয়া যায়, আর গায়ে বেশী তেল অর্থাৎ চর্ব্বি হইলে খটাশ মরে।

মানুষে মানুষ চেনে, শূকরে চেনে ঘেঁচু।
মানুষে মানুষ দেখিলেই চিনিতে পারে, আর শূকর ঘেঁচু অর্থাৎ কচু দেখিলেই তাহা চিনিতে পারে, কেন না উহা তাহার প্রিয় খাদ্য। গুণবান্ ব্যক্তি গুণী লোক দেখিলেই তাহাকে চিনিয়া লইতে পারে, আর নির্গুণ লোক গুণবান্‌কে সহজে বুঝিতে পারে না, কিন্তু সে আত্মসদৃশ লোক দেখিলে তাহাকে অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারে। যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সে সেইরূপ প্রকৃতির লোক বা বস্তুকে সহজে বুঝিয়া লয়।

মানুষের কুটুম এলে গেলে,
গরুর কুটুম চাটুলে চুটুলে।
মানুষের ঘরে মানুষ বেড়া যাওয়া আসা করিলেই তাহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপিত হয়; আর গরুরা পরস্পর গা চাটাচাটি করিলেই আত্মীয়তা জন্মে।

মানুষের বড় মান, তার ছেঁড়া দু'টো কাণ।
যে লোকের দুই কাণ কাটা, তাহার ত লোকসমাজে ভারী সম্মান! মানহীন ব্যক্তি আপনাকে মানী জ্ঞান করিয়া কোন কথা বলিলে তৎপ্রতি বিদ্রূপচ্ছলে প্রযুক্ত।

মানুষের বাছা ছ' মাস পচা (বাঁচা);
গরুর বাছা তুলে নাচা।
মানুষের ছেলে হইলে তাহাকে ছয় মাস ধরিয়া অতি সন্তর্পণে লালন করিতে হয়, তবে তাহাকে তুলিয়া একটু বসান যায়; কিন্তু গরুর ছেলে হইলে সেই মুহূর্ত্তেই সে উঠিয়া লাফালাফি করিতে থাকে।

মানে মানে থাক্‌লে ভাল।
যাহার যেরূপ অবস্থা বা মর্য্যাদা, সে সেইরূপ অবস্থায় বা সেই মর্য্যাদানুযায়ী চলিলেই কোন গোলযোগ ঘটে না, কিন্তু অবস্থার বা মর্য্যাদার অতিরিক্ত চালে চলিতে গেলেই অপমানিত হইতে হয়।

মানে মানে বেঁচে আছি।
কোনরূপে মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছি।

মানের গোড়ায় ছাই।
মানগাছের গোড়ায় ছাই দিলে মান খুব ভাল হয়। কাহারও সম্মান নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে লোকে এই কথা বলিয়া থাকে।

মান্ধাতার আমল।
মান্ধাতা সত্যযুগের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। মান্ধাতার আমল বলিলে বহু প্রাচীনকাল বুঝায়। বহুকাল হইতে কিছু চলিয়া আসিতেছে বুঝাইতে হইলে লোকে "মান্ধাতার আমল" বলিয়া থাকে।

মা পায় না কাঁথা সেলাই করিবার সূতো;
বেটার পায়ে দেখ গিয়ে চৌদ্দ সিকের জুতো
মা ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করিয়া কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালায়, কিন্তু কাঁথা সেলাই করিবার সূতাটুকুও তাহার জোটে না; এ দিকে ছেলে চোদ্দ সিকা দামের জুতা পায়ে দিয়া বাবুগিরি করিয়া বেড়ায়। ঘরে কিছু নাই, কেবল বাহিরে আড়ম্বর দেখান।

মা বলেছে মাথা ধরেছে।
যাহার মাথা ধরে সেই তাহা বুঝিতে পারে, অন্যে তাহা বুঝিতে পারে না। একবার একজন পাঠশালার ছেলে তাহার গুরুকে বলিয়াছিল "মা বলেছে যে, তোর মাথা ধরেছে।" সকলেই বুঝিল যে, কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যাহা নিজে ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারে না, এমন বিষয়ে অপরের দোহাই দিয়া মিথ্যা বলা।

মা বিয়োলো না বিয়োলো মাসী,
ঝাল খেয়ে ম'লো পাড়া পড়শী।
মা প্রসব করে নাই, মাসী তাহাকে প্রসব করিয়াছে; আর প্রতিবাসীরা, প্রসূতিকে যে ঝাল খাইতে হয় তাহা খাইয়াছে। নিজের জিনিষে আপনার অপেক্ষা পরে বেশী মমতা দেখাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মা বেচে খায় কল্‌মী শাক,
বেটার মাথায় ফরমেসে পাগ।
মা কল্‌মী শাক বেচিয়া পেট চালায়, আর তাহার ছেলে ফরমাস দিয়া পাগড়ী তৈয়ার করিয়া মাথায় দেয়। গরীবের ছেলে হইয়া উচু চাল দেখান।

মা মরুক মাসী জীউক।
মা যদিই মারা যায়, তবে মাসী যেন বাঁচিয়া থাকে, কেননা মাসীর নিকটেও মায়ের মত আদর পাওয়া যায়।

মা ম'লে বাবা তালুই, ছেলে হয় বনের বাউই।
ভ্রাতা বা ভগিনীর শ্বশুরকে তালুই বলে। মা মারা গেলে বাপ ছেলের প্রতি তালুইএর ন্যায় ব্যবহার করে, এবং ছেলেও তখন বনের বাবুই পাখীর ন্যায় হয়, অর্থাৎ কোথায় যায়, কোথায় থাকে, কি খায়, কিছুরই স্থিরতা থাকে না।

মামার ক্ষেতে বিউলো গাই,
সেই সম্পর্কে মামাত ভাই।
মামার জমিতে উহার গাই প্রসব হইয়াছে, সেই ধরিয়াই উহার সহিত মামাত ভাই সম্পর্ক, নতুবা অন্য কোন সম্পর্ক নাই। সম্বন্ধহীন ব্যক্তির পরিচয়স্থলে এই শ্লেষোক্তি ব্যবহৃত হয়।

মামার জয়।
এক মহিষের সহিত এক বাঘের যুদ্ধ হইতেছিল। এক শৃগাল দূরে দাঁড়াইয়া এই যুদ্ধ দেখিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে "মামার জয়" বলিয়া চীৎকার করিতেছিল। ঐ শৃগাল বাঘ ও মহিষ উভয়কেই মামা বলিত, এবং উহার উত্তেজনাতেই উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। শৃগালের জয়ধ্বনি শুনিয়া বাঘ ও মহিষ উভয়েই মনে করিতে লাগিল, শৃগাল আমারই হিতাকাঙ্ক্ষী। শৃগালও ভাবিয়াছিল, উভয়ের মধ্যে যাহারই জয় হউক না কেন, আমি তাহারই প্রীতিভাজন হইব। এইরূপে বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে থাকিয়া উভয়েরই প্রীতি আকর্ষণ করা যাইতে পারে এরূপ কার্য্য করা। "জয়কেতে।"

মামার বড় রস, মামীর বড় রস,
আমানি পাথর পাথর ভাত গণ্ডাদশ।
মামাও বড় ভালবাসে, এবং মামীও বড় ভালবাসে; তাই পান্তাভাত খাইতে দিয়াছে; তাহাতে এক পাথর আমানি আর গণ্ডাদশেক মাত্র ভাত আছে। মুখে ভালবাসা জানাইয়া কার্য্যে তাহা প্রকাশ না করা।

মামার শালা, পিসের ভাই,
তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই।
মামার শ্যালক, এবং পিসার ভাই, ইহাদের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না, অর্থাৎ ইহাদের সহিত কোন সম্পর্কসূচক শব্দ ব্যবহার করা যায় না।

মায়েও মারলে, ঘরেও ভাত নাই।
"মাও মেরেছে, ঘরেও ভাত নাই" দেখ।

মায়ে ঝিয়ে কোন্দল কোন্দল নয়;
সকালের বাদল বাদল নয়।
মাতার সহিত কন্যার ঝগড়া হইলে তাহাকে ঝগড়ার মধ্যেই গণনা করা যায় না, কেননা সে ঝগড়া বেশীক্ষণ থাকে না। আর প্রাতঃকালে বাদল আরম্ভ হইলে সে বাদলও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।

মায়ে মারা বাপে তাড়ান।
অতি দুর্ব্বৃত্ত সন্তান; যাহাকে মা দেখিলেই প্রহার করে, ও বাপ দেখিতে পাইলেই বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়।

মায়ের চেয়ে ব্যথিত বড়, তারে বলি ডাইনী।
মায়ের অপেক্ষা যে বেশী ভালবাসা জানায়, তাহাকে ডাইনী বলা যায়; অর্থাৎ তাহার ভালবাসা কৃত্রিম।

মায়ের দ্বা রায় বর্ত্তায়।
ছেলের গলায় ঘা শুনিলেই মা তাহা বুঝিতে পারেন।

মায়ের নাম পোঁটাচুন্নি,
ছেলের নাম চন্দনবিলাস।
মা বাজারে মাছের পোঁটা চুরি করিয়া বেড়ায় বলিয়া সকলে তাহাকে পোঁটাচুন্নি বলিয়া ডাকে; আর এদিকে ছেলে নিজের নাম চন্দনবিলাস বলিয়া পরিচয় দেয়। ক্র

অতি কষ্টে পেট চালায়, কিন্তু ছেলে বাবু-গিরি করিয়া বেড়ায়, এরূপ স্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মায়ের পেটে ভাত নাইকো, বৌয়ের চন্দ্রহার।
মা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, আর ছেলে এদিকে স্ত্রীর জন্য চন্দ্রহার গড়াইয়া দেয়।

মায়ের পোড়ে না, মাসীর পোড়ে;
পাড়া পড়শীর ধবলা উড়ে।
ছেলের আপৎ বিপদে মায়ের মনে দুঃখ হয় না, কিন্তু মাসীর মনে ভয়ানক দুঃখ হয়, আর প্রতিবেশীরা ধূলায় গড়াগড়ি দেয়। ছেলের কষ্টে মায়ের অপেক্ষা অপরে অধিক ব্যথা প্রকাশ করিলে শ্লেষস্বরূপে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। "মায়ের চেয়ে দরদী বড় তারে বলি ডান।"

মার গলায় দিয়ে দড়ী,
বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ী।
মায়ের গলায় দড়ি বাঁধিয়া রাখিয়া অর্থাৎ মাকে ভাত কাপড় না দিয়া স্ত্রীকে ঢাকাই শাড়ী পরাই। অত্যন্ত স্ত্রৈণ।

মার চেয়ে যে ভালবাসে, তারে বলি ডান।
মায়ের অপেক্ষা যে বেশী ভালবাসা দেখায়, তাহাকে ডাইনী বলা যায়।

মার পুত নয় শাশুড়ীর জামাই।
মায়ের ছেলে নয়, শাশুড়ীর স্নেহপাত্র জামাই। মায়ের অপেক্ষা শাশুড়ী অধিক ভালবাসা দেখাইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। অথবা যে ব্যক্তি মাকে ত্যাগ করিয়া শাশুড়ীর অধিক অনুগত হয়, তাহার প্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মার পেটের ভাই, কোথা গেলে পাই।
সহোদর ভ্রাতার ন্যায় আত্মীয় আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।
দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশেচ বান্ধবাঃ।
তন্তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥

মার বোন মাসী, কাঁদায় ফেলে ঠাসী;
বাপের বোন পিসী, ভাত কাপড় দে পুষি।
মাতার ভগ্নী মাসীকে প্রতিপালন করিবার আবশ্যকতা নাই; তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিই; আর পিতার ভগ্নী পিসিকে ভাত কাপড় দিয়া প্রতিপালন করি।

মার মার পগার পার।
মার মার করিতে করিতে পগার (ভিটার সীমানা নালা) পার হইয়া পলায়ন করিল।

মার সোহাগে বাপের আদর।
মার ভালবাসার অনুরোধেই বাপ আদর যত্ন করে; নতুবা মা না থাকিলে বাপের আর সেরূপ ভালবাসা থাকে না।

মারা তীর ফেরে না।
তীর একবার ছুঁড়িয়া দিলে তাহাকে আর ফিরান যায় না। কথা একবার মুখ দিয়া বাহির হইলে আর তাহাকে আটক করা যায় না, এজন্য সাবধানে কথা কহা উচিত।

মারিত হাতী লুটিতো ভাণ্ডার।
যদি মারিতে হয় তবে হাতীকে মারিব, তাহাতে যশও আছে, আত্মগৌরবও আছে, সামান্য শৃগাল কুকুর মারিয়া কি ফল হইবে? আর যদি লুণ্ঠন করিতে হয়, তবে ধনাগার লুট করিব, তাহাতে প্রচুর লাভ আছে, অন্য স্থান লুটিয়া যৎকিঞ্চিৎ লাভে কি হইবে? কাজ করিতে হয় ত বড় রকমের কাজই করিব।

মারীচের মরণ।
সীতাহরণ কালে লঙ্কেশ্বর রাবণ মারীচকে মায়ামৃগের রূপ ধরিয়া রামের সম্মুখে যাইতে অনুরোধ করে; মারীচ তাহাতে অস্বীকৃত হইলে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। তখন মারীচ দেখিল, যদি সে মৃগরূপে রামের সম্মুখে যায়, তাহা হইলে রামের হাতে তাহাকে মরিতে হইবে, আর না গেলে ক্রুদ্ধ রাবণ তাহাকে বিনাশ করিবে, সুতরাং তাহার দুইদিকেই মৃত্যু। এদিকে গেলেও অনিষ্ট, ওদিকে গেলেও অনিষ্ট এই-রূপ অবস্থা উপস্থিত হওয়া। "On the horns of a dilemma." "উভয় সঙ্কট।"

মারের চোটে ভূত পলায়।
রীতিমত প্রহার দিলে ভূতকেও পলাইতে হয়। উত্তমরূপে প্রহার করিলে সকলেই শাসিত হয়।

মারে হরি রাখে কে,
রাখে হরি মারে কে?
ঈশ্বর যদি মারেন অর্থাৎ বিরূপ হন, তাহা হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারে না আর ঈশ্বর যদি রক্ষা করেন বা সদয় থাকেন, তবে কেহই তাহাকে মারিতে বা তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

মা লক্ষ্মী ঘরে এস, অলক্ষ্মী দূর হও।
দীপান্বিতা অমাবস্যায় লক্ষ্মীপূজায় এদেশে অলক্ষ্মী বিদায় করা হয়; সেই সময় লোকে উক্ত বাক্যটী বলিয়া থাকে।

মা লক্ষ্মী ভিক্ষা মাগে।
লক্ষ্মী—যিনি সকল সম্পদের অধীশ্বরী, তিনি ভিক্ষা করিতেছেন। যাহার যে বস্তু প্রচুর আছে, অন্যের নিকট তাহার সেই বস্তু চাওয়া।

মাসামাসি গিয়েছে, সাঁজাসাঁজি আছে।
নির্দ্দিষ্ট দিবসের বাকি সকল মাসই চলিয়া গিয়াছে, কেবল একটা সন্ধ্যা অবশিষ্ট আছে; এই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলেই নির্দ্দিষ্ট সময় আসিবে। কোন কাজ প্রায় শেষ হইয়া একটুমাত্র বাকী থাকা।

মাসীর মায়ের বকুলফুলের
বোনপো-বোয়ের বোনঝি-জামাই।
যাহার সহিত আত্মীয়তাসূচক কোন সম্পর্ক না থাকে, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মিছরির ছুরি।
মিছরি মাখান ছুরির উপরিভাগ মিষ্টরস-যুক্ত, কিন্তু ভিতরে প্রাণঘাতক শক্তি। যে ব্যক্তি মুখে মিষ্টকথা বলিয়া মনে মনে অনিষ্ট চিন্তা করে, তাহাকে মিছরির ছুরি বলা যায়। "বিষকুম্ভ পয়োমুখ।"

মিছরির টুক্‌রাও ভাল,
মুড়ির আড়িও কিছু নয়।
মিছরি যদি এক টুক্‌রা পাওয়া যায়, তাহাও ভাল, কিন্তু মুড়ি আড়ি-পরিমাণ পাইলেও তাহা ভাল নয়। ভাল জিনিসের অল্পও ভাল, মন্দ জিনিসের রাশিও কিছু নয়।

মিছে কথা সেঁচা জল কতক্ষণ রয়?
মিথ্যা কথা বেশীক্ষণ টিকে না, একটু চাপাচাপিতেই সত্য বাহির হইয়া পড়ে, আর সেঁচা জলও বেশীক্ষণ থাকে না, তাহা শীঘ্রই শুকাইয়া যায়।

মিছে কাজে কাটনা কামাই।
বাজে কাজ করিতে গিয়া সুতাকাটা বন্ধ। বাজে কাজে আসল কাজের ক্ষতি হওয়া।

মিছে ডুমুর গুমর করে,
পাকলে ডুমুর খ'সে পড়ে।
ডুমুর যে গর্ব্বপ্রকাশ করে, তাহা বৃথা, কেননা পাকিলে সে আপনা হইতেই খসিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। পরে যাহার গর্ব্ব কিছুতেই থাকিবে না, সেই গর্ব্ব প্রকাশ করা।

মিটমিটে ডাইন, ছেলে খাবার রাক্ষস (যম)।
যে ডাইনী মিট্‌মিট্ করিয়া চায়, সে ছেলে ধরিয়া খাইতে অধিক নিপুণ (ডাইনীরা ছেলে ধরিয়া খায়, পূর্ব্বে লোকের এইরূপ সংস্কার ছিল, এখনও উহা একেবারে তিরোহিত হয় নাই)। বাহিরে মিট্ মিট্ করিয়া চায়, এবং আস্তে আস্তে কথা কহিয়া মৃদুতা প্রকাশ করে, অথচ ভিতরে ভয়া-নক দুষ্ট লোক।

মিঠে কথায় পেট ভরে না।
কেবল মিষ্ট কথা বলিলে লোকের পেট ভরে না, পেট ভরাইতে হইলে খাবার দিতে হয়। কেবল মিষ্ট কথা বলিয়া লোকের নিকট বার বার কাজ আদায় করা যায় না, সেজন্য তাহাকে কিছু পারি-শ্রমিক দিতে হয়। "Soft words butter no parsnips."

মিঠে ফুল পেলে, আঁটিশুদ্ধ গিলে।
মিষ্ট ফুল পাইলে কেহ কেহ তাহার আঁটিটি

পর্য্যন্ত ফেলিতে চায় না, তাহাও গিলিতে ইচ্ছা করে। কোন ভাল জিনিস একা সমস্ত লইতে গেলে, অথবা লাভ দেখিয়া কোন একটা বৃহৎ কাজকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার ইচ্ছা করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মিড়মিড়ে প্রদীপ আর বিড়বিড়ে বউ।
প্রদীপের আলো মিড়মিড়ে অর্থাৎ ক্ষীণ হইলে তাহা অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়; এবং বাড়ীর বউ বিড়বিড়ে অর্থাৎ দীর্ঘসূত্রী (যে ১ ঘণ্টার কাজ ৩ ঘণ্টায় করে) হইলে তাহাতে ভয়ানক বিরক্তি ও অসুবিধা জন্মে।

মিন্‌সের কোলে ছেলে দিয়ে,
মাগী যায় লড়ায়ে ধেয়ে।
স্বামীর কোলে ছেলে গছাইয়া দিয়া স্ত্রী লড়াই করিবার জন্য ছুটিয়া যায়। অতিশয় প্রখরা স্ত্রীলোক।

মিষ্ট আমেই পোকা ধরে।
যে আম বেশী মিষ্ট হয়, তাহাতেই পোকা ধরে, টক্ আমে পোকা ধরে না। ভাল লোক পাইলেই লোকে তাহাকে ফাঁকি দিতে যায়, দুষ্ট লোকের কাছে যায় না।

মিষ্ট কথায় চিড়ে ভিজে না।
চিড়ে ভিজাইতে হইলে জলের দরকার, কেবল মিষ্ট কথায় চিড়ে ভিজান যায় না। কাজ করাইতে হইলে খরচ করিতে হয়, কেবল মিষ্ট কথায় কাজ হয় না। "Soft words butter no parsnips".

মিষ্ট কথায় মন ভিজে।
মিষ্ট কথা কহিলে মন ভিজিয়া যায়, অর্থাৎ খুব নরম হয়। মিষ্ট কথায় লোককে প্রলুব্ধ করিতে পারা যায়।

মিষ্টি হাসিতে সৃষ্টি নাশ।
মিষ্ট হাসি দ্বারা লোকে সৃষ্টি নাশ করে, অর্থাৎ অনেকে মিষ্ট হাসি হাসিয়া লোকের মন গলাইয়া দিয়া পরে তাহার সর্ব্বনাশ করে।

মুখখানি যেন ক্ষুরের ধার।
ক্ষুরের ধার যেমন অতি তীক্ষ্ণ, যেখানে লাগে সেই স্থানই কাটিয়া যায়, তদ্রূপ মুখের কথা অত্যন্ত রুক্ষ ও মর্ম্মভেদী হওয়া।

মুখচোরা বামুন, কেশোরোগী চোর।
ব্রাহ্মণ মুখচোরা অর্থাৎ অত্যন্ত লাজুক হইলে তাহার ব্যবসায় চলে না, যজমানেরা তাহাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ জ্ঞানে উপেক্ষা করে, এবং সে উপযুক্ত প্রাপ্যও পায় না। আর চোরের কাশীর ব্যায়াম থাকিলে তাহার চুরি করা চলে না। চুরি করিতে গিয়া কাসিয়া ফেলিলে ধরা পড়িয়া যায়।

মুখটী যেন ভাজুনা খোলা।
মুড়ি খৈ প্রভৃতি ভাজিবার খোলায় ধান চাউল দিবামাত্র যেমন চড়্‌বড় করিয়া উঠে, তেমনই একটী কথা পড়িলেই যে চড়্‌বড় করিয়া পাঁচ কথা বলে।

মুখ থাক্‌তে নাকে ভাত।
সকলেই মুখের ছিদ্রেই ভাত দেয়, নাকের ছিদ্রে কেহ ভাত দেয় না। যে কাজ যদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না, তদ্দ্বারা সেই কাজ করিতে যাওয়া।

মুখ না থাক্‌লে শেয়ালে খেত।
মুখটী আছে বলিয়াই মানুষ বলিয়া চেনা যায়, নতুবা মাংসপিণ্ড বলিয়া শিয়ালে খাইয়া ফেলিত। যে কেবল মুখসর্ব্বস্ব, কাজে কিছু নয়।

মুখ যেন তলোহাঁড়ী।
তলোহাঁড়ীর ন্যায় ভারী ও কৃষ্ণবর্ণ মুখ। কেহ মুখ ভার করিয়া থাকিলে এই কথা বলা হয়।

মুখ শুকায়ে আম্‌সী হ'লো।
কাঁচা আম শুকাইয়া যেরূপ আম্‌সী হয়, মুখও সেইরূপ শুকাইয়া গিয়াছে।

মুখসর্ব্বস্ব।
যে কাজে কিছুই করিতে পারে না, কেবল মুখেই নানা কাজের কথা বলে, তাহাকে মুখসর্ব্বস্ব বলা যায়।

মুখে এক, মনে আর।
মুখে একরূপ কথা বলিতেছে, কিন্তু মনের ভাব অন্য প্রকার।

মুখে খুব মিঠে, নিম নিবিন্দে পেটে।
মুখে খুব মিষ্ট কথা বলে, কিন্তু পেটের ভিতর নিম নিবিন্দে থাকে, অর্থাৎ মনে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি থাকে। খল ব্যক্তিরাই এইরূপ হইয়া থাকে। "বিষকুম্ভ পয়োমুখ।"

মুখে চূণকালি।
মন্দ কাজ করিয়া সম্ভ্রম নষ্ট করাকে বা সকলের হাস্যাস্পদ হওয়াকে মুখে চূণকালি দেওয়া বলে।

মুখে মধু হৃদে ক্ষুর,
সেই ত বিষম ক্রূর।
যাহার মুখে মধু অর্থাৎ মিষ্ট কথা, এবং হৃদয়ে ক্ষুর অর্থাৎ মনে মনে অনিষ্টচিন্তা, সেই ব্যক্তি ভয়ানক খল।

মুখের চোটে গগন ফাটে।
যাহার কাজ করিবার শক্তি নাই, কেবল মুখের কথায় আকাশ বিদীর্ণ হয়, অর্থাৎ মুখে খুব লম্বা চওড়া কথা আছে, তাহার উদ্দেশে কথিত।

মুখে রাম নাম বগলে ছুরি।
মুখে রাম নাম উচ্চারণ করিতেছে, কিন্তু বগলের ভিতর ছুরি লুকান আছে। যে মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, কিন্তু মনে মনে পরের অনিষ্টচিন্তা করে।

মুচির নাই নাক, শুঁড়ির নাই কাণ।
মুচির নাক নাই, অর্থাৎ নিয়ত চামড়ার কাজ করায় চামড়ার দুর্গন্ধ তাহার নাকে লাগে না। আর শুঁড়ি মাতালের কটুকথা নিয়ত শুনিতে শুনিতে কটু কথা তাহার কাণে আর কটু বোধ হয় না।

মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে;
শুচি হ'য়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে।
নীচ জাতি মুচি যদি হরির ভজনা করে, তবে সেও পবিত্র হয়; আর পবিত্রজাতি ব্রাহ্মণাদি যদি হরিভজনা ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে মুচির ন্যায় অপবিত্র হইয়া থাকে।

মুড়া কোদালে দীঘি কাটা।
মুড়া অর্থাৎ ধারশূন্য কোদাল দিয়া বৃহৎ পুষ্করিণী কাটিতে চেষ্টা করা। বৃহৎ কার্য্য সাধনার্থ অনুপযোগী উপায় অবলম্বন করা।

মুড়ি আর ভুঁড়ি, সব রোগের গুঁড়ি।
বেশী মুড়ি খাইলে নানা রোগের উৎপত্তি হয়, এবং ভুঁড়ি অর্থাৎ স্থূল-কায় লোকের সকল রোগ জন্মে। অথবা মুড়ি অর্থাৎ মাথা এবং উদর এই দুইটী বিকৃত হইলেই সকল রোগের উদ্ভব হয়।

মুড়ি মিছরির সমান দর।
মুড়ি ও মিছরির দর সমান, অর্থাৎ ভাল জিনিষ ও মন্দ জিনিষের একই রূপ আদর হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

মুড়ি রেখে কোপ।
ছাগল বলিদান দিবার সময়ে ছাগলের মুড়ির দিক্‌টা একটু বেশী রাখিয়া কামার কোপ মারে, কারণ মুড়ির অংশটা উহারই প্রাপ্য। নিজের স্বার্থের দিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া চলা।

মুনির মন টলে।
এমন সুন্দর বা লোভজনক যে, জিতেন্দ্রিয় মুনির মনও বিচলিত হয়।

মুনির মন ভুলান।
প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া জিতেন্দ্রিয় মুনিরও মন মুগ্ধ করা।

মুরদের নাই সীমে, পচা মাছে গিমে।
ক্ষমতার সীমা নাই, অর্থাৎ কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই, কেবল আস্ফালন আছে; ইহা পচা মাছের সঙ্গে গীমেশাক মিশাইয়া রাঁধার মত অতি কুৎসিত। কিছুমাত্র শক্তি নাই, অথচ আস্ফালন করা।

মুরদের নাই সীমে, রথ দিয়েছে নিমে।
নিমে নামক লোকটার ক্ষমতা ত যথেষ্ট, সে আবার রথ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কেহ ক্ষমতাতীত কাজের কথা বলিলে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মুরগীর * তেল হ'লে, মোল্লার দোর দে' রাস্তা।
মুরগীর অহঙ্কার বাড়িয়া উঠিলে সে মোল্লার দরজা দিয়া যাতায়াত করে; তাহাকে যে মোল্লার হাতেই মরিতে হইবে, তাহা মনে

করে না। যে ইচ্ছা করিলেই সর্বনাশ করিতে পারে অহঙ্কারের ভরে, তাহাকে অবজ্ঞা করা।

মুসলমানের মুরগী পোষা।
মুসলমান যত্নসহকারে মুরগী পুষিয়া শেষে তাহাকে জবাই করিয়া ভক্ষণ করে। এই ভক্ষণের উদ্দেশ্যেই সে মুরগী পোষে। স্বার্থসাধনের জন্য যাহাকে নষ্ট করিতে হইবে, তাহার প্রতি যত্ন প্রদর্শন করা।

মুস্কিলে আসান।
মুস্কিলে অর্থাৎ বিপদে আসান অর্থাৎ শান্তি।

মূর্খ পুত্র বিধবা কন্যা।
পুত্র মূর্খ হইলে এবং কন্যা বিধবা হইলে, উভয়েই যথেষ্ট দুঃখের কারণ হয়।

মূর্খ পুত্র যম সম।
সংহার করে বলিয়া যম যেমন অতি ভয়ানক, মূর্খ পুত্র হইতেও সর্ব্বদা বিপদের আশঙ্কা থাকায় সেইরূপ ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়।

মূর্খ বৈদ্য যম সম।
মূর্খ চিকিৎসক যমের ন্যায় ভয়ানক। যম যেমন সকলকে সংহার করে, মূর্খ চিকিৎসকও সেইরূপ কুচিকিৎসায় অনেককে মারিয়া ফেলে।

মূর্খেরও অভিমান, আমি বড় বুদ্ধিমান্।
মূর্খ ব্যক্তিও আপনাকে সাতিশয় বুদ্ধিমান্ জ্ঞান করিয়া অহঙ্কারী হইয়া থাকে।

মূর্খের দোষ পদে পদে।
মূর্খ ব্যক্তি পদে পদে দোষজনক কার্য্য করিয়া থাকে। "মূর্খে দোষা হি কেবলং।"

মূলা চেয়ে ঘেড়ে মোটা।
মূলা অপেক্ষা তাহার পাতার ডাঁটা বেশী মোটা। প্রয়োজনীয় বিষয় অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের আধিক্য।

মূলা চোরের ফাঁসী।
মূলা চুরি সামান্য অপরাধ, তাহাতে ফাঁসীর হুকুম হইলে অতি গুরুতর দণ্ড হয়। "লঘু পাপে গুরু দণ্ড।"

মূলে অশুদ্ধ, তিবড়িই গোবর।
তিবড়ি—উনান। সমস্তই যখন অশুচিপূর্ণ, তখন কেবল উনানে গোবর দিয়া শুদ্ধ করার ফল কি?

মূলে না হওয়ার চেয়ে, দেরীতে হওয়া ভাল।
একেবারে কিছু না হওয়া অপেক্ষা যদি বিলম্ব করিলে কিছু হয়, তাহাও ভাল।

মূলে মাগ নাই উত্তর শিয়র।
উত্তর শিয়রে শয়ন নিষিদ্ধ। কিন্তু যাহার স্ত্রী নাই অর্থাৎ যে সংসারীই নয়, তাহার আর উত্তর শিয়রে শুইতে ভয় কি? সংসারী না হইলে সাংসারিক অনিষ্টচিন্তা বৃথা। যাহার যে বিষয়ে ভয়ের কোন কারণ নাই, তাহার তজ্জন্য চিন্তিত হওয়া।

মূলে স্ত্রী নাই ফুলশয্যা।
মোটে বিবাহই হয় নাই, তাহার আবার ফুলশয্যা কিরূপে হইবে? যাহার কোন মূল বিষয় নাই, তাহার তদ্বিষয়ের আনুষঙ্গিক কার্য্যও সম্ভাবিত হইতে পারে না।

মূলে হাবাত।
যাহার একেবারে সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাকে "মূলে হাবাত" বলে।

মৃণালে কণ্টক আছে।
মৃণাল অতি কোমল বস্তু, কিন্তু তাহার ডাঁটাতেও কাঁটা আছে। জগতের সকল বস্তুতেই একটু না একটু দোষ আছে। "No rose without thorns."

মেও ধরে কে?
এক গৃহস্থের বিড়ালের উপদ্রবে বাড়ীর ইন্দুরগুলা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একদিন বিড়ালটা ঘরের এক কোণে পড়িয়া ঘুমাইতেছে দেখিয়া ইন্দুরেরা যুক্তি করিল, এই সময়ে সকলে মিলিয়া বিড়ালটাকে গর্ত্তের ভিতর টানিয়া আনিয়া মারিয়া ফেলি। চারিজনে উহার চারিটা পা ধরিব, দুইজনে দুইটা কাণ, একজন লেজ, একজন উহার গলাটা কামড়াইয়া ধরিব। সকলেই এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল। তখন এক বৃদ্ধ ইন্দুর বলিল, সকলে ত সকল স্থান ধরিবে, কিন্তু উহার মেও ধরিবে কে? অর্থাৎ বিড়ালটা যখন মেও বলিয়া ডাকিয়া উঠিবে, তখন কে আপনাকে স্থির রাখিতে সমর্থ হইবে? মেও ধরিতে কাহারও সাহস হইল না, সুতরাং ইন্দুরগুলি বিষণ্ণচিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। অনেকে মিলিয়া কোন কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপে উদ্যত হইলে সেই কার্য্যের প্রধান দায়িত্ব কে গ্রহণ করিবে, এই অর্থে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "Who will bell the cat?"

মেকি টাকার ঘন নিশান।
মেকি অর্থাৎ নকল টাকায় টাকার চিহ্নগুলি খুব ঘন করিয়া দেওয়া হয়, তাহার কারণ এই যে, উহাকে দেখিবামাত্র লোকে যেন আসল টাকা মনে করে। কেহ কাহারও অনুকরণ করিতে গেলে সে আসল অপেক্ষা আপনাকে অধিক সুন্দর করিতে চেষ্টা করে।

মেগে এনে বিলিয়ে খায়,
হাতে হাতে স্বর্গে যায়।
ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তাহা পাঁচ জনকে দিয়া খাইলে সঙ্গে সঙ্গে মনে স্বর্গীয় আনন্দের উদ্ভব হয়।

মেঘ না চাইতে জল।
মেঘ চাহিতে না চাহিতে একেবারে জল আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহাকে পাইবার ইচ্ছায় কোন উপায় অবলম্বন করা হইতেছিল, কিন্তু সে উপায় অবলম্বন করিতে না করিতে যদি অভিপ্রেত বিষয় পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "না চাহিতে নীর, অকালে উদয় কান্ত নব নীরধর।"

মেঘ হয়েছে চাকা চাকা,
কি কর শ্বশুর লেখাজোখা;
ক্ষেতের মাঝে বাঁধগে আল,
বৃষ্টি হবে আজকাল।
কথিত আছে যে, খনার শ্বশুর বরাহ এক সময়ে চাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় গণনায় বসিয়াছিলেন; এমন সময়ে খনা আসিয়া বলিল, শ্বশুর মহাশয়, বৃথা কি গণনা করিতেছেন; আকাশে চাকা চাকা মেঘ হইয়াছে; সুতরাং আপনি জমির আলি বাঁধিবার চেষ্টা করুন, আজই হউক বা কালই হউক নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে।

মেঘে মেঘে বেলা যায়,
কোণের বউ সাতবার খায়।
সকাল হইতে মেঘ করিয়া থাকিলে বেলা হইলেও মনে হয়, বেশী বেলা হয় নাই। কিন্তু তখন বাড়ীর ছোট ছোট বউরা সাতবার আহারকার্য্য শেষ করিয়াছে।

মেঘের কোলে সৌদামিনী।
কৃষ্ণবর্ণ মেঘের কোলে বিদ্যুৎ চমকাইলে তাহা দেখিতে অতি মনোহর হয়। এইজন্য কোন কৃষ্ণবর্ণ বস্তুর পার্শ্বে উজ্জ্বল বস্তুর সৌন্দর্য্যের উদাহরণস্বরূপে এই বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মেঘের ছায়া।
মেঘজনিত ছায়া একস্থানে অধিকক্ষণ থাকে না, তাহা সরিয়া সরিয়া যায়। সুখসম্পদ্ চিরস্থায়ী নহে বলিয়া তাহাকে মেঘের ছায়ার সহিত তুলনা করা হয়।

মেঘে শীত না মাঘে শীত?
যত্র বায়ু তত্র শীত।
মেঘ হইলে শীত বেশী হয়, না মাঘ মাস হইলেই শীত বেশী হয়? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, মেঘ বা মাঘে শীত বেশী হয় না, যেখানে ঠাণ্ডা বাতাস বেশী বহিবে, সেই স্থানেই বেশী শীত হইবে।

মেজে ঘসে কর ক্ষয়, কাল কভু ধ'ল নয়।
মাজাঘসা করিয়া যতই ক্ষয় কর না কেন, যে স্বাভাবিক কাল, সে কখনই ফরসা হয় না।

মেজে ঘসে রূপ আর
ধ'রে বেঁধে (বা জোর ক'রে) পীরিত।
মাজা ঘসা করিলে রূপ বাড়ে না, যদিও বাড়ে তাহা স্থায়ী হয় না; এবং জোর করিয়া কাহারও ভালবাসা পাওয়া যায় না।

মেড়ার শৃঙ্গে হীরা ভাঙ্গে মানীর অপমান।
অতি মূল্যবান্ ও আদরণীয় হীরা ভেড়ার

শিঙের আঘাতে ভাঙিয়া যায়; মূর্খ লোকের নিকট মানীর সম্মান থাকে না।

মেনিমুখো।
যে কেবল ঘরের কোণে বসিয়া থাকিতে ভালবাসে, লোকের সাক্ষাতে বাহির হয় না, তাহাকে মেনিমুখো বলে।

মেয়ে মানুষের বাড়, কলাগাছের বাড়।
কলাগাছ যেমন শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, মেয়ে মানুষও সেইরূপ শীঘ্র শীঘ্র বড় হয়।

মেয়ে যেন আমের ডাল ধরেছে।
পূর্ব্বে যখন সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, সেই সময়ে পতির মৃত্যুর পর সহমরণাভিলাষিণী রমণী একটী আম্রপল্লব ভাঙিয়া হস্তে ধারণ করিত। নববিধবা আম্রপল্লব ধারণ করিলেই তাঁহাকে সহমরণে কৃতসঙ্কল্প বলিয়া লোকে বুঝিতে পারিত। আম্রপল্লব ধারণ করিবার পর আর কিছুতেই সতীকে সহমরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা যাইত না। কোন স্ত্রীলোক কার্য্যবিশেষে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া বসিলে এবং সেই কার্য্য হইতে কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত না হইলে এই প্রবাদ প্রযুজ্য।

মেয়ের মায়ের পাঁচটা প্রাণ।
মেয়ের মাকে মেয়ের শ্বশুরবাড়ী হইতে অনেক তিরস্কার গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়, এবং মেয়ের জন্য অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়; এজন্য বোধ হয়, যেন মেয়ের মায়ের প্রাণ একটা নয়—পাঁচটা; কারণ একটা প্রাণ হইলে কখনই এ সকল সহ্য করিয়া টিকিতে পারিত না।

মেরে তুলোধোনা করা।
তুলা ধুনিবার সময় তাহাকে একবারে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া তাহার উপর আঘাত করে। এজন্য কাহাকেও অতিরিক্ত প্রহার করিলে সেরূপ মারকে তুলাধোনার সহিত তুলনা করা হয়।

মেরে যায় ফিরে চায়, চিরকাল থাকে প্রণয়।
যে প্রহার করে, কিন্তু প্রহার করিয়া চলিয়া যাইবার সময় ফিরিয়া চায় অর্থাৎ বেশী আঘাত হইল কিনা দেখে, তাহার সহিত চিরকাল প্রণয় থাকে। কারণ সে অনিষ্টাকাঙ্ক্ষী নয়, দোষ দেখিলে মারে, আবার কষ্টে সহানুভূতিও প্রকাশ করে, সুতরাং সে আত্মীয়।

মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল
পারসী পড়েন তাঁতি;
বাঘ পালাল বিড়াল এল
শিকার কর্‌তে হাতী।
মোগল পাঠান যাহা পড়িতে হারি মানিয়া গেল, তাঁতি এখন সেই পারসী ভাষা পড়িতে যায়; বাঘ যাহার ভয়ে পলায়ন করিল, সেই হাতীকে শিকার করিতে বিড়াল আসিল। ক্ষমতাশালী লোকে যে কাজ করিতে পারিল না, অক্ষম লোক সেই কাজ করিতে উদ্যত হইলে বিদ্রূপচ্ছলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মোটা ভাত মোটা কাপড়।
কোনরূপ বাবুয়ানা নাই, কেবল সাদাসিধে রকমে খাওয়া পরাকে "মোটাভাত মোটা কাপড়" কহে।

মোটে মা রাঁধে নাই,
তার তপ্ত আর পান্ত।
মা মোটে রন্ধনই করে নাই, সুতরাং তাহাতে তপ্ত এবং পান্ত দুই রকম কোথায় পাওয়া যাইবে? যেখানে কিছুই পাইবার আশা নাই, সেখানে একেরও অধিক পাইতে ইচ্ছা করা।

মোল্লার দৌড় মসজিদ্ পর্য্যন্ত।
মোল্লা মসজিদে নমাজ করে, সে মসজিদের অবধি খবর বলিতে পারে, ইহার বেশী কোথাও যায় না, সুতরাং তাহার খবরও বলিতে পারে না। কেহ কোন কাজে হাত দিয়া আপনার শক্তিমত কাজ করিয়া নিরস্ত হইলে, বা কোন কথার উত্তর দিতে গিয়া আপনার যতটুকু জ্ঞান তাহার অধিক বলিতে না পারিলে (অর্থাৎ কার্য্যসিদ্ধি বা কথার সম্পূর্ণ জবাবে অসমর্থ হইলে) এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মোশালজী আপনি কাণা।
মোশালের আলোকে সঙ্গীরা পথ দেখিয়া চলে, কিন্তু যাহার হাতে মোশাল থাকে, সে নিজে কিছুই দেখিতে পায় না। যাহার উপদেশে লোকে সৎপথাবলম্বী হয়, কিন্তু নিজে কোন্‌টী সৎপথ, কোন্‌টী অসৎপথ ঠিক করিতে পারে না, তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মৌতাত।
আফিং, গাঁজা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবনকারীর তাহা খাইবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হইলে তাহাকে মৌতাত বলে।

য

যক্ষের চক্ষে ঘুম নাই।
যে টাকা আগুলিয়া বেড়ায়, সে ঘুমাইতে পারে না, কারণ তাহার ভয় আছে, ঘুমাইলে পাছে কেহ টাকাগুলি চুরি করে।

যক্ষের ধন।
প্রাচীন কালে কৃপণ ধনিগণ আপনাদের অর্থরাশিকে নিরাপদে রাখিবার জন্য ভূগর্ভে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিত; এবং তথায় টাকার কলসীগুলি রাখিয়া জনৈক বালককে লইয়া গিয়া পূজান্তে সেই কক্ষে রুদ্ধ করিয়া আসিত। বালক মরিয়া গিয়া যক্ষ বা যখ হইত, এবং ঐ টাকাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া বেড়াইত। উহার এক কড়াও সে নিজে লইতে পারিত না। পরে যে যখ দিয়াছে, তাহার নির্দ্দেশমত উত্তরাধিকারীকে উহা প্রত্যর্পণ করিয়া এই প্রেতযোনি হইতে নিষ্কৃতি পাইত। উক্ত যক্ষের ন্যায় যে ব্যক্তি সঞ্চিত অর্থ কেবল আগুলিয়া রাখে, তাহার এক পয়সাও ভোগ করে না, তাহার অর্থকে "যক্ষের ধন" কহে।

যখন আদর জুটে, খুটকলাই দিয়ে কুটে;
যখন আদর টুটে, ঢেঁকি দিয়ে কুটে।
এমন অনেক লোক আছে, যাহারা যখন কাহাকেও আদর করে, তখন খুটকলাই যেমন চারিদিকে ফাটিয়া পড়ে, তেমনি আদরে গলাইয়া দেয়; কিন্তু যখন আদর কমে, তখন তাহাকে ঢেঁকিতে রাখিয়া চাউলের ন্যায় কুটিতে থাকে।

যখন কপাল মন্দ হয়, বন্ধুলোকে মন্দ কয়।
যখন অদৃষ্ট মন্দ হয়, তখন বন্ধুলোকেও মন্দ কথা বলিয়া থাকে। অথবা বন্ধুলোকে ভাল কথা বলিলেও তাহা মন্দ বলিয়া বোধ হয়।

যখনকার যা', তখনকার তা'।
যে সময়ের যাহা উপযোগী, সেই সময়ে সেইরূপ করিলেই ভাল দেখায়।

যখন তখন করে পাপ, সময় বুঝে ফলে।
যে সময়ে পাপ করা যায়, সেই সময়েই তাহার ফল ফলে না, উপযুক্ত সময় আসিলেই পাপের ফল ভোগ করিতে হয়।

যখন যার কপাল বাঁকে,
দূর্ব্বা বনে বাঘ ডাকে।
যখন অদৃষ্ট মন্দ হয়, তখন দূর্ব্বাঘাসের ভিতর হইতেও বাঘ বাহির হইয়া প্রাণসংহার করে। অদৃষ্ট মন্দ হইলে যেখান হইতে বিপদের কোন আশঙ্কা নাই, সেখান হইতেও বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হয়।

যখন যার তখন তার।
এমন অনেক লোক আছে, তাহারা যখন যাহার নিকটে থাকে, তখন তাহারই মনের মত কথা কয়। "All things to all men."

যখন যার পড়্‌তা হয়,
ধুলামুঠা ধ'রে সোণামুঠা হয়।
যখন যাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, তখন সে একমুঠা ধুলা লইলেও তাহা একমুঠা সোণা হইয়া যায়, অর্থাৎ অদৃষ্ট ভাল হইলে অতিশয় ক্ষতিজনক কাজও লাভজনক হইয়া উঠে।

যখন যেমন তখন তেমন।
যখন যেরূপ অবস্থায় পড়িবে, তখন সেই অবস্থার উপযোগী কাজ করিবে।

যজমানে বামুনের হাজাশুকা নাই।
হাজা বা শুকা হইলে সকলেরই কষ্ট উপস্থিত হয়, কিন্তু যে ব্রাহ্মণ যজমানের ঘরে পূজা

অর্চ্চনা করে, তাহার কোনই কষ্ট হয় না, কারণ যজমান নিজে না খাইয়াও গৃহ-দেবতার সেবা নিয়মমত করে।

ষ' জানে জাঁতা জানে, যে পিষে সেই জানে।
যব পিষিবার সময় যব বুঝিতে পারে, তাহার উপর কিরূপ চাপ পড়িতেছে; জাঁতা বুঝিতে পারে, তাহাকে কত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইতেছে; আর পেষণকারী বুঝিতে পারে, তাহার কিরূপ কঠিন পরিশ্রম। যাহারা কার্য্যসিদ্ধ করে, তাহারাই বুঝিতে পারে, কাজের জন্য কত পরিশ্রম করিতে হয়, অপরে বুঝিতে পারে না।

যজ্ঞের ঘোড়া।
পূর্ব্বকালে রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন; তাঁহারা যজ্ঞের পূর্ব্বে যজ্ঞীয় অশ্বকে উপযুক্ত রক্ষকসহ ছাড়িয়া দিতেন। অশ্ব ইচ্ছামত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিলে যজ্ঞ সম্পন্ন হইত। সে অশ্বকে কেহ বাধা দিতে বা ধরিতে পারিত না, ধরিলে রক্ষকেরা তাহাকে বিনাশ করিত। কোন বাধা না মানিয়া নির্ভীকভাবে কেহ ছুটিয়া বেড়াইলে তাহাকে যজ্ঞের ঘোড়া বলে। "ধর্ম্মের ষাঁড়।"

যতই কর শিবসাধনা,
কলঙ্কিনী নাম যাবে না।
একবার নামে কলঙ্ক হইলে পরে যতই শিবপূজা কর, কলঙ্কিনী নাম কিছুতেই যাইবে না। একবার অপবাদ হইয়া গেলে পরে যতই চেষ্টা কর, সে অপবাদ আর কিছুতেই যায় না।

যত ইচ্ছা তত যাও, ক্রোশ অন্তর পা ধোও।
পথ চলিতে হইলে এক ক্রোশ চলিয়া একবার করিয়া পা ধুইতে হয়; তাহা হইলে পথশ্রম অনেকটা কমিয়া আসে। এইরূপ করিয়া অনেক ক্রোশ পথ চলা যায়।

যত কয় তত নয়।
কোন একটা কথা লোকের মুখে মুখে ক্রমশঃ অলঙ্কৃত হইয়া বেশী হইয়া পড়ে সুতরাং লোকের মুখে যতটা শুনা যায়, কার্য্যতঃ ততটা নয়, ইহা বুঝিতে হইবে।

যত কর তাড়াতাড়ি, খেয়া ঘাটে গড়াগড়ি।
এদিকে যতই তাড়াতাড়ি করিয়া যাও নদীর খেয়াঘাটে গিয়া কিন্তু গড়াগড়ি দিতে হইবে, অর্থাৎ সেখানে আর তাড়াতাড়ি চলিবে না, পাটনী যতক্ষণ না পার করিয়া দেয়, ততক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইবে। শীঘ্র কাজ শেষ করিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিয়া মাঝে বাধা পাইয়া যদি বিলম্ব সহ্য করিতে হয়, তাহা হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

যত কর পুতুপুতু, তত হয় ছোলার ছাতু।
যতই পুতুপুতু কর অর্থাৎ পাছে নষ্ট হয়, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া অধিক যত্ন কর, ততই তাহা ছোলার ছাতু হইয়া যায়, অর্থাৎ আপনা হইতে নষ্ট হইয়া যায়। কোন বিষয়ে অত্যধিক আদর দেখান।

যত কুও আমের ক্ষয়, তাল তেঁতুলের কিবা হয়।
যত কুও অর্থাৎ কুয়াশা হয়, ততই আমের বোল নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু তাহাতে তাল তেঁতুল প্রভৃতি ফলের কোনই অনিষ্ট হয় না। কোন বিপ্লবে আগে ভাল লোকেরই মন্দ হইয়া থাকে, দুষ্ট লোকের সহজে মন্দ হয় না।

যতক্ষণ যোগ, ততক্ষণ ভোগ।
যতক্ষণ শুভাশুভ কর্ম্মের সংযোগ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়।

যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।
যতক্ষণ নিশ্বাস থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীবনের আশা ত্যাগ করা যায় না। কোন বিষয় একেবারে চেষ্টার অসাধ্য না হইলে তাহা ছাড়িতে নাই, যতক্ষণ একটুও উপায় থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। "While there is life, there is hope."

যত গর্জ্জে তত বর্ষে না।
মেঘ যত ডাকে, তত বৃষ্টি হয় না। লোকে মুখে যত বলে, কাজে ততদূর হয় না।

যত ঘর, তত দ্বার।
যতই ঘর থাকুক না কেন, সকল ঘরেরই এক একটা দরজা থাকে। যেমনই কাজ হউক না কেন, তাহা সিদ্ধ করিবার কোন না কোন উপায় আছে; উপায়হীন কাজ নাই।

যত চতুর, তত ফতুর।
যে যত চালাক হয়, সে তত বেশী ফতুর অর্থাৎ নিঃস্ব হইয়া থাকে।

যত চিল উড়ে গেল, বেঁড়ে চিল ধরা পড়ল।
অনিষ্টকারী আর সকল চিলই উড়িয়া পলাইল, কেবল বেঁড়ে অর্থাৎ লেজহীন চিলটাই দাগী বলিয়া ধরা পড়িল। অনেকে মিলিয়া কোন মন্দ কাজ করিয়া যদি সকলে আত্মগোপন করে, কেবল দলমধ্যস্থ এক ব্যক্তি (পূর্ব্বে কোন মন্দ কার্য্যের জন্য যাহার দুর্নাম ছিল) ধরা পড়ে, তাহা হইলে সেই স্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যত ছিল নাড়াবুনে সবাই হ'ল কীর্ত্তুনে;
কাস্তে ভেঙ্গে গড়ায় করতাল।
কোন কবিওয়ালা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কবিওয়ালাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল, দেশে যত চাষা ছিল, সকলেই এখন কীর্ত্তন-ওয়ালা হইয়াছে, এবং তাহারা কাস্তে ভাঙ্গিয়া করতাল গড়াইয়া কীর্ত্তন গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোন একটা হুজুগে যোগ্য অযোগ্য সকলেই সেই ব্যাপারে লিপ্ত হইতে যাওয়া।

যত তর্ক, তত নরক।
যত বেশী তর্ক, তত বেশী নরক ভোগ। অধিক তর্ক বিতর্কে সত্যের নির্ণয় হয় না। "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর

যত দুঃখের নীলমণি, জানে তা দিদি রোহিণী।
নীলমণি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে [যশোদার] কত দুঃখের ধন, তাহা দিদি রোহিণীই জানে, অপরে কি বুঝিবে। একজন মাত্র তাহার ব্যথা জানে, অন্যে জানে না এই ভাবে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যতদূর পা ছড়াও ততদূর খাঁতলা।
এক বাগ্দী তাহার কন্যার পাত্র দেখিতে গিয়াছিল। পরে সে ফিরিয়া আসিলে সকলে তাহাকে পাত্রের অবস্থা কিরূপ জিজ্ঞাসা করায় সে সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছিল, যতদূর পা ছড়াও ততদূর খাঁতলা, অর্থাৎ শুইয়া যতদূর ইচ্ছা পা ছড়াইলে খাঁতলাতেই পা পড়ে, মাটিতে পা পড়ে না। খাঁতলা এক প্রকার মাদুর, ইহা হোগলার পাতায় প্রস্তুত হয়। বাগ্দীর নিজের ঘরে উক্ত বস্তুর অভাব থাকায় তাহাকে মাটিতে শুইতে হইত, সুতরাং তাহার মতে পাত্রের অবস্থা খুব ভাল।

যত দোষ নন্দ ঘোষ।
যে যেখানে যত দোষের কার্য্য করুক না, একজন নিরপরাধের উপরে সেই সমস্ত দোষই আরোপিত হইলে, এই প্রবাদ বাক্য প্রযুক্ত হয়। "ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো।"

যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন।
যত্ন না করিলে কে কবে রত্ন লাভ করিতে পারে? অর্থাৎ কেহই পারে না। "No gains without pain." "নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।"

যতনের মধু পিঁপড়ায় খায়,
অযতনের মধু গড়াগড়ি যায়।
যত্ন করিয়া যে মধু তুলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা পিঁপড়ায় খাইয়া ফেলিতেছে; আর যাহাকে যত্ন না করিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা গড়াগড়ি যাইতেছে, পিঁপড়ায় খাইতেছে না। যাহাকে বেশী যত্ন করিবে, সকলে তাহাকে নষ্ট করিবার জন্য উদ্যত হইবে, কিন্তু অযত্নের বস্তুর উপর কেহই দৃষ্টিপাত করে না।

যত বড় মুখ তত বড় কথা।
গুরুলঘু বিবেচনা করিয়া কথা কহিতে হয়; যাহা বলা অনুচিত এমন কথা বলা।

যত রজপুত তত হাঁড়ী,
কেউ খায় না কারো বাড়ী।
রজপুত জাতির খাওয়া দাওয়ার কঠিন নিয়ম; কেহ কাহারও হাতে খাইতে চায় না, এই জন্য সকলে পৃথক্ হাঁড়ীতে রাঁধিয়া খায়। এক দলের মধ্যস্থ লোকসকলের

মত ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। "Many minds, many thought."

যত শেষ তত বেশ।
কাজ যত শেষ হইয়া আইসে, ততই ভাল লাগে। অনেক কাজের প্রথমটা বিরক্তিকর, শেষটাই ভাল বলিয়া মনে হয়।

যত সয় তত বয়।
যে যেরূপ ভার সহ্য করিতে পারে, সে সেইরূপ ভার বহন করে।

যত হাসি তত কান্না,
বলে গেছে রামশর্ম্মা (শর্ম্মা)।
আগে যত হাসিবে, শেষে তত কাঁদিতে হইবে, ইহা রামশর্ম্মা নামক জনৈক বিজ্ঞ বলিয়া গিয়াছেন। কেহ অতিরিক্ত হাসিলে বা আমোদপ্রমোদে আসক্ত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "He laughs best who laughs last." "After sweet-meet comes soar sauce."

যত্নে তৃণ কাষ্ঠ থান, রহে যুগ পরিমাণ।
যত্ন করিয়া রাখিলে সামান্য তৃণ বা কাষ্ঠটীও এক যুগ কাল থাকে, কিন্তু যত্ন না করিলে স্থায়ী জিনিসও নষ্ট হইয়া যায়।

যত্র আয় তত্র ব্যয়।
যেমন আয়, তেমনি খরচ; যাহা উপার্জ্জিত হয়, তাহা সমস্তই ব্যয় হইয়া যায়।

যত্র যত্র ধূম, তত্র তত্র বহ্নি।
যেখানে ধোঁয়া দেখা যাইবে, সেইখানেই আগুন আছে বুঝিতে হইবে, কারণ আগুন না থাকিলে ধোঁয়া হইতে পারে না। কার্য্য থাকিলে অবশ্যই তাহার কারণ থাকে। "No smoke without fire."

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং।
যেমন দেখিয়াছি, অবিকল তাহাই লিখিয়াছি। মূলে যেমন আছে, তাহারই অবিকল নকল করিয়া লিখিলে অনেকে শেষে এই কথা লিখিয়া থাকেন। মূলে ভুল থাকিলে নকল করণকালেও সেই ভুল রাখিলে, এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যথা ধর্ম্ম তথা জয়, পাপ করলে ভুগতে হয়।
যে পক্ষে ধর্ম্ম থাকে, সেই পক্ষেরই জয় হয়, এবং পাপ করিলেই তাহার ফল দুঃখ ভোগ করিতে হয়। "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।"

যদি আছে কাজ, তবে সকাল সকাল সাজ।
যদি হাতে কাজ থাকে, তবে তাহা ফেলিয়া রাখিতে নাই, যত শীঘ্র পারা যায়, শেষ করিয়া ফেলিতে হয়। "Keep not for to-morrow what can be done to-day."

যদি কাটে কাল সাপে,
কি করবে তার রোজার বাপে।
যদি কাল সাপে কামড়ায়, তাহা হইলে রোজার বাপও অর্থাৎ সাক্ষাৎ ধন্বন্তরিও তাহাকে ভাল করিতে পারে না। অপ্রতিকার্য্য বিপদ্ হইতে কাহাকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ হওয়া যায় না।

যদি থাকে আগে পিছে.
কি করে তার শাকে মাছে।
যাহার আহারের প্রথমে ঘি এবং শেষে দুধ থাকে, তাহার আর শাক মাছ প্রভৃতি তরকারীর কোনই প্রয়োজন নাই।

যদি দেখে আঁটা আঁটি,
কাঁদিয়া ভিজায় মাটি।
এমন অনেক লোক আছে, তাহারা প্রথমে খুব আস্ফালন করে, কিন্তু আঁটাআঁটি অর্থাৎ বিপদের সূচনা দেখিলেই কাঁদিয়া অস্থির হয়।

যদি দেখে চাপাচাপ,
বলে বসে ধর্ম্মবাপ।
এমন অনেক লোক আছে, তাহারা প্রথমে যাহাকে তুচ্ছতাচ্ছীল্য করে, শেষে একটু চাপ পড়িলেই অর্থাৎ বিপদ্ দেখিলেই তাহাকে ধর্ম্মবাপ বলিয়া থাকে। "চাপ পড়লেই বাপ।"

যদি পড়ে পাশা, তবে জিতে চাষা।
যদি পাশায় পড়তা পড়ে, তাহা হইলে চাষা অর্থাৎ যে খেলিতে জানে না সেও জিতিয়া থাকে। অদৃষ্ট ভাল হইলে নিতান্ত নির্গুণ লোকও কাজ হাসিল করিয়া লাভবান্ হইতে পারে।

যদি পায় রাজ্য দেশ,
তবু না যায় বৃহস্পতির শেষ।
বৃহস্পতিবারের শেষ এক প্রহর বারবেলা; সুতরাং কোথাও রাজ্যলাভের আশা থাকিলেও সে সময়ে যাত্রা করিতে নাই, করিলে বিপদ্ ঘটে।

যদি বিপদ্ গেল, তবে সম্পদ্ এল।
যদি বিপদ্ কাটিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সম্পদও আসিবে।

যদি শেওড়া তলায় আম পাই,
তবে আমতলায় কেন যাই।
যদি শেওড়া গাছের তলায় আম পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর কষ্ট করিয়া আম গাছের তলায় যাইবার প্রয়োজন কি? যে উপায়ে উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হইবে, সেই উপায়ই অবলম্বনীয়।

যদি হবে খাঁটি, তবে হও মাটি।
যদি প্রকৃত ভাল লোক হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে মাটির মত সহিষ্ণু হও, অর্থাৎ মাটি যেমন জীবগণের সকল উপদ্রব নীরবে সহ্য করে, তেমনই সকলের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া ক্ষমাশীল হও।

যদি হয় সুজন, এক ঘরে নয় জন;
যদি হয় কুজন, নয় ঘরে এক জন।
যদি সকলে ভাল লোক হয়, তাহা হইলে এক ঘরের মধ্যে নয় জন লোক থাকিলেও কোন গোলযোগ হয় না; কিন্তু মন্দ লোক হইলে নয়টী ঘরেও যদি একজন লোক থাকে, তাহা হইলেও গোলযোগ উপস্থিত হয়। ভাল লোকেরা অনেকে একসঙ্গে থাকিলেও কোন বিবাদ ঝগড়া হয় না, কিন্তু মন্দ লোক দুইজন একত্র হইলেই মারামারি উপস্থিত হয়।

যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় দু'জন।
ভাল লোক হইলে একটী ক্ষুদ্র তেঁতুল পাতাতেও দুইজনে সামঞ্জস্য করিয়া বসিতে বা খাইতে পারে, কিন্তু মন্দ লোকে তাহা পারে না।

যদি হয় সোণার ভাগারি,
তবু ধরে লোহার কাটারি।
জ্ঞাতি যদি সোণার মানুষও হয়, তথাপি বিষয় ভাগের সময় সে লোহার কাটারী ধরিয়া থাকে। জ্ঞাতি ভাল লোক হইলেও জ্ঞাতির হিংসা করিতে ছাড়ে না।

যদি হরিপদে থাকে মন,
তবে হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
যদি শ্রীহরির পাদপদ্মে মতি থাকে, তাহা হইলে আপনার হৃদয়ই বৃন্দাবনসদৃশ হয়, অর্থাৎ হৃদয়েই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, সেজন্য বৃন্দাবনে যাইবার প্রয়োজন হয় না।

যদুবংশ।
কথিত আছে যে, যদুবংশ অতি বিস্তৃত বংশ হইয়াছিল, এই বংশে ছাপান্ন কোটি পরিবার ছিল। এই জন্য বহু পরিজনবিশিষ্ট বংশকে লোকে "যদুবংশ" বলিয়া থাকে।

যম (জম) জামাই ভাগনা,
তিন নয় আপনা।
সংহারক যম অথবা জম অর্থাৎ অনাত্মীয়, জামাই ও ভাগিনেয়, ইহারা কখন আত্মীয় হয় না, অর্থাৎ ইহাদের জন্য যতই কর, ইহারা ঠিক আপনার লোকের মত ব্যবহার করে না।

যমের অরুচি।
অতিশয় দুষ্ট লোকের সকলেই মৃত্যুকামনা করে; তাদৃশ লোক অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে যমের অরুচি বলা হয়, অর্থাৎ যমেরও যেন তাহাকে লইতে রুচি হয় না।

যমের খাতায় তলব পড়া।
লোকের সংস্কার এইরূপ যে, কাহাকে কোন্ দিন কিরূপে মরিতে হইবে, সে সকল যমের খাতায় লেখা থাকে। যম খাতা দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই ব্যক্তিকে সংহার করেন। এজন্য মৃত্যুকাল আগতপ্রায় হইলে লোকে উক্ত প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে।

যমের দোসর।
যমের সঙ্গী—দ্বিতীয় যমসদৃশ। অতি ভয়ানক ব্যক্তি বা জীবকে যমের দোসর বলা হয়।

যমের বাড়ীর পথ সকলেই চিনে।
কোন্ পথে যমালয়ে যাইতে হয় তাহা সকলেই জানে, কারণ সকলকেই মরিতে হয় এবং মৃত্যুর পর যমালয়ে যাইতে হয়।

যশোদা কি ভাগ্যবতী,
পরের পুতে পুত্রবতী।
শ্রীকৃষ্ণ যশোদার গর্ভজাত পুত্র নহেন, কিন্তু তাহা না হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আপনার পুত্র জানিয়া লালন পালন করিতেন, এবং আপনাকে পুত্রবতী বলিয়া পরিচয় দিতেন। কেহ অপরের পুত্রকে পালন করিলে বা পরের ধনে ধনী হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যাহা বায়ায়, তাহা তিপায়।
যখন বায়ায় পর্য্যন্ত সহ্য হইয়াছে, তখন আর একটা বেশী—তিপায়ও সহ্য হউক। কোন কার্য্যে অধিক দূর অগ্রসর হইয়া অল্পমাত্র থাকিতে ইতস্ততঃ করা, এবং যাহা হয় হউক এই ভাবিয়া পুনরায় অগ্রসর হওয়া। "In for a penny, in for a pound."

যাকে না দেখ্‌তে পারি, তার চলন বাঁকা।
যাহাকে দেখিতে পারা যায় না, তাহার চলনটাও বাঁকা বলিয়া বোধ হয়। যাহার প্রতি ঈর্ষা থাকে, তাহার দোষশূন্য কার্য্যেও দোষোদ্‌ঘাটন করা।

যাকে বল্লে ছি, তার রৈল কি?
যাহাকে লোকে 'ছি' বলিয়া নিন্দা করে, তাহার আর অপমানের কি বাকী থাকে?

যাকে রাখ সেই রাখে।
যাহাকে যত্ন করিয়া রাখা যায়, তাহা হইতেই সময়ে উপকার পাওয়া যায়; অতি সামান্য জিনিষকেও যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলে তাহা কোন না কোন সময়ে কাজে লাগে। "Keep thy shop and thy shop will keep thee."

যাক্ প্রাণ থাক্ মান।
প্রাণ যায় যাউক, কিন্তু মান রক্ষা হউক। মৃত্যু স্বীকার করিয়াও আপনার মান রাখিতে হয়। "Death before dishonour."

যাচ্‌লে জামাই কাঁটাল খান না,
না যাচ্‌লে ভোঁতাটা পান না।
জামাইকে কাঁটাল খাইবার জন্য সাধাসাধি করিলে তিনি তাহা খাইতে চান না; কিন্তু সাধাসাধি না করিলে আবার ভোঁতাটা (ঐ পরের অসার পদার্থ) খাইবার জন্য টানাটানি করেন। যাহাকে কোন জিনিষ লইতে বা খাইতে সাধিলে 'না' বলে, কিন্তু শেষে তাহা পাইবার জন্য উৎসুক হয়।

যাচলে জামাই খান না,
শেষে আমানিও পান না।
জামাইকে ভাত খাইবার জন্য সাধাসাধি করিলে ভাত খান না, কিন্তু শেষে অযাচিতরূপে একটু আমানি পাইবার জন্য লালায়িত হন। (পূর্ব্ববৎ)।

যাচলে জামাই না খান পিঠে,
না যাচলে মরেন ঢেঁকিশাল চেটে।
পিঠে খাইবার জন্য সাধাসাধি করিলে জামাই পিঠে খান না, শেষে ঢেঁকিশালায় যে চাউল গুঁড়া পড়িয়া থাকে, তাহাই চাটিতে আরম্ভ করেন (পূর্ব্ববৎ)।

যাচিলে মাণিক বিকায় না।
মাণিক বহুমূল্য বস্তু; কিন্তু তাহাকেও যাচিয়া বেচিতে গেলে কেহ লইতে চায় না, সকলেই তখন তাহাকে অগ্রাহ্য করে। যাচিয়া কোন জিনিস দিতে গেলে সে জিনিষের আদর থাকে না।

যাচ্‌লে সোণা রাঙ্ হয়।
যাচিয়া সোণা বিক্রয় করিতে গেলে তাহাকে লোকে রাঙ্ বলিয়া থাকে, অর্থাৎ রাঙের দামে লইতে চায়। যাচা জিনিসের আদর থাকে না।

যাচা ঘোলে ছেঁদা মালা।
যাচিয়া কেহ যদি ঘোল দেয়, লোকে তাহাকে ছেঁদা মালায় করিয়া লইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহাকে অযত্নের সহিত গ্রহণ করে। বিনামূল্যে কোন জিনিস পাইয়া তাহার প্রতি অনাদর দেখান।

যাচা ভাত, কাচা কাপড়।
প্রস্তুত অন্ন খাইয়া যাইবার জন্য সাধিলে তাহা ছাড়িয়া যাইতে নাই; গেলে সেদিন প্রায়ই আর অন্ন জুটে না। কাচা কাপড় পাইলে আর ময়লা কাপড় পরিয়া যাইতে নাই।

যা ছিল আমানি পান্তা মায়ে ঝিয়ে খেনু,
ঘরজামাই রামের তরে ধান শুকাতে দিনু।
কোন স্ত্রীলোক কাহারও জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিয়াছিল, যে কিছু পান্তাভাত ও আমানি ছিল, তাহা কন্যার সহিত খাইয়াছি, আর ঘরজামাই রামের ভাতের জন্য ধান শুকাইতে দিয়াছি; সেই ধান শুকাইলে তাহাকে ঢেঁকিতে কুটিয়া যে চাউল হইবে, তাহাতে রামের জন্য ভাত রাঁধা হইবে। সুতরাং দিবসে যে রামের অদৃষ্টে ভাত জুটিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ। ঘরজামাই হইলে তাহার অনাদরের সীমা থাকে না, ইহাই এই প্রবাদের তাৎপর্য্য।

যা' নাইকো দেশে পেতে,
তাই চায় ছেলের খেতে।
যে জিনিষ দেশে পাওয়া যায় না, ছেলে সেই জিনিষ খাইতে চায়। কোন দুর্লভ বস্তুর জন্য আবদার করা।

যা' নাই ভারতে, তা' নাই ভারতে।
মহাভারত অতি বিস্তৃত মহাকাব্য। ইহাতে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, যুদ্ধ, সন্ধি, রাজ্যশাসন, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, সতীত্ব, ন্যায়পরতা, সত্যপ্রতিজ্ঞতা, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উপযুক্ত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই লোকে বলে, যা' নাই ভারতে, তা' নাই ভারতে, অর্থাৎ মহাভারতে যে বিষয়ের বর্ণনা নাই, ভারতবর্ষে অর্থাৎ পৃথিবীতে সেরূপ কোন কার্য্যই নাই।

যা রটে তার খানিকটা বটে।
No fire without smoke.

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।
Talk of the devil he will appear. "Talk of an angel and you will see its wings."

যাবৎ জীবন তাবৎ চেষ্টা।
যতক্ষণ জীবন থাকে, ততক্ষণ তাহার রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে হয়।

যাবৎ শ্বাস তাবৎ চিকিৎসা।
রোগীর যতক্ষণ নিশ্বাস থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিকিৎসা করাইতে হয়; আশা—এখনও বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। কোন কার্য্যের যতক্ষণ একটুও আশা থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। "While there is life, there is hope."

যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ, মর্‌বে সীতা ঘুচ্‌বে দুঃখ।
সীতা জীবনে কেবল দুঃখভোগই করিয়াছিলেন। বিবাহের পর তিনি স্বামীর সহিত বনগামিনী হন; তথা হইতে রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়; রামচন্দ্র রাবণকে বিনাশ করিয়া গৃহে আনিয়া সীতাকে আবার বনবাসে প্রেরণ করেন। স্বামিসহ পুনর্মিলিত হইয়াই পাতালে প্রবেশ করেন। সুতরাং সীতার যতদিন না মৃত্যু হইয়াছিল, ততদিন তাঁহাকে কেবল দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

যার শত্রু পরে পরে।
অপরের দ্বারা শত্রুর উচ্ছেদ হওয়া।

যার আছে মাটি, তারে নাহি আঁটি।
যাহার মাটি অর্থাৎ ভূসম্পত্তি আছে, তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারা যায় না। কারণ টাকাকড়ি সহজে নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ভূসম্পত্তি সহজে নষ্ট হয় না।

যার এক কাণ কাটা
সে যায় গাঁর বার দিয়ে;
যার দু'কাণ কাটা,
সে যায় গাঁর ভিতর দিয়ে।
যাহার এক কাণ কেহ কাটিয়া দিয়াছে, সে লজ্জায় গ্রামের বাহির দিয়া যাতায়াত করে, কিন্তু যাহার দুই কাণই কাটা

গিয়াছে, সে স্বচ্ছন্দে গ্রামের ভিতর দিয়া যায়। যে ভাল লোক, সে কোন একটা মন্দ কাজ করিলে লোকের কাছে মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করে, কিন্তু বেহায়া লোকে বিস্তর মন্দ কাজ করিয়াও কিছু মাত্র লজ্জিত হয় না।

যার কাজ তারে সাজে,
অন্য লোকের লাঠি বাজে।
যে যে কাজে দক্ষ, সেই সে কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারে, কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তির হাতে সে কাজের ভার পড়িলে সে তাহা ভার বোধ করে। যাহার যে কাজ, সেই সে কাজ করিতে পারে, অন্যে পারে না।

যার খাই তার গাই।
যাহার অন্ন খাই, তাহারই গুণগান করি। যে যাহার দ্বারা প্রতিপালিত হয়, সে তাহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিলে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যার গরু কাদায় পড়ে, তার দুনো বল হয়।
যাহার গরু পাঁকে পড়িয়া যায়, তাহার দ্বিগুণ বল হয়, অর্থাৎ গরুর উদ্ধারের জন্য সে দ্বিগুণ বল প্রকাশ করে। নিজের বিপদ্ উপস্থিত হইলে লোকের তাহা নিবারণ করিবার শক্তি বাড়ে।

যার গরু সে বলে বাঁজা,
পাড়া পড়শী বলে সাতবিয়েন।
যাহার গরু সে বলে, আমার গরু বাঁজা; কিন্তু প্রতিবাসীরা বলে, গরুটার সাতটা বিয়েন হইয়াছে। জিনিষের অধিকারী 'নাই' বলিয়া স্বীকার করিলে এবং অন্য লোকে তাহা "খুব আছে" বলিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

যার গলা ধরে কাঁদি, তার চক্ষে নাহি পানি।
দুঃখে পড়িয়া যাহার গলা ধরিয়া কাঁদি, তাহার চক্ষে জল নাই, অর্থাৎ সে দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে না।

যার গলায় ঘা, সে বলে বাঁচব;
যার পায়ে ঘা, সে বলে মরব।
যাহার গলায় ঘা, তাহার মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকিলেও সে সাহস প্রকাশ করিয়া বলিতেছে, আমি বাঁচিব। কিন্তু যাহার পায়ে ঘা, তাহার মরিবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও বলিতেছে, আমি মারা যাইব। কেহ বেশী বিপদে পড়িয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে, আর কেহ সামান্য বিপন্ন হইয়াই হতাশা প্রকাশ হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যার গোয়ালে গরু, তার কথা সরু।
যার গোয়ালে গরু আছে, অর্থাৎ যে সমৃদ্ধ সে মৃদুভাষী। যাহার ধন সম্পদ্ নাই, সে উদ্ধতভাবে কথা কহিয়া থাকে।

যার গোলায় ধান, তার কথায় টান।
যাহার গোলায় ধান বাঁধা থাকে, অহঙ্কারে টান দিয়া কথা কয়।

যার ঘরে ভাত, তার ডোবায় মাছ।
যাহার ঘরে ভাত অর্থাৎ ধান বাঁধা থাকে, তাহার পুকুরে মাছও থাকে। ঘরে ভাত থাকিলে অন্যান্য উপকরণও থাকে, যাহার ভাত নাই, তাহার কিছুই নাই।

যার ছেলে কুমীরে খায়,
সে ঢেঁকি দেখ্‌লে ভয় পায়।
যাহার ছেলেকে কুমীরে খাইয়াছে, সে জলে ঢেঁকি ভাসিতে দেখিলেও তাহাকে কুমীর মনে করিয়া ভয় পায়। যে যেরূপ ঘটনায় একবার বিপন্ন হইয়াছে, সে তদনুরূপ ঘটনার সূচনা দেখিলেই বিপদের ভয়ে অস্থির হয়। "ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলেই ভয় পায়।" "A burnt child dreads the fire".

যার ছেলে যত খায়, তার ছেলে তত চায়।
যাহার ছেলে যত বেশী খাইতে পায়, তাহার ছেলে ততই বেশী লোভী হয়। "Avarice increases with wealth".

যার জন্য করি চুরি, সেই বলে চোর।
যাহার ভালর জন্য চুরি করিলাম, শেষে সেই চোর বলিয়া নিন্দা করে। কাহারও মঙ্গলের জন্য কোন মন্দ কাজ করিলে যদি সেই ব্যক্তিই আবার মন্দকাজের নিন্দা করে, তাহা হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যার জন্য বুক কাটে, সে আমারে এঁকে কাটে।
যাহার জন্য আমার বুক ফাটে, অর্থাৎ যাহাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি, সে আমার মূর্ত্তি আঁকিয়া তাহা কর্ত্তন করে, অর্থাৎ আমাকে ঘোরতর শত্রু জ্ঞান করে। যাহাকে ভালবাসা যায়, সে না ভালবাসিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যার ঝি তার জামাই,
পাড়াপড়শীর কাটনা কামাই।
যাহার মেয়ে, তাহারই জামাই হয়; মাঝে হইতে প্রতিবাসীদের চরকা কাটা বন্ধ হয়, অর্থাৎ প্রতিবাসীরা বিবাহব্যাপারে যোগ দিয়া আপনাদের কাজের ক্ষতি করে। নিতান্ত আপনার লোকের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইলে সে গোলযোগ শীঘ্র মিটিয়া যায়, এবং তাহারা যেমন আত্মীয় ছিল তেমনই থাকে, মাঝে হইতে বাহিরের যাহারা আসিয়া মধ্যস্থতা করিতে বসে, তাহাদের নিজের কাজের ক্ষতি হয়।

যার ট্যাঁকে টাকা, তার কথা বাঁকা।
যাহার হাতে পয়সা থাকে, সে অহঙ্কারে বাঁকা বাঁকা কথা বলে। হাতে পয়সা থাকিলে লোকে অহঙ্কৃত হয়।

যা' রটে, তা' কতকটা বটে।
যে কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, তাহার সমস্তটা সত্য না হইলেও তাহাতে কিছু সত্য ঘটনা থাকে। একেবারে সম্পূর্ণ অমূলক কথা প্রায় প্রচারিত হয় না।

যার ধন তার ধন না, নেপো মারে দই।
একের অধিকৃত দ্রব্য তাহার উপভোগ্য না হইয়া অপরের উপভোগ্য হওয়া।

যার ধারি তার মরণ কয়।
দুষ্ট লোকেরা পাছে ঋণ শোধ দিতে হয়, এই ভয়ে ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করে, হে ঠাকুর, আমি যাহার নিকট ধার করিয়াছি, সে মরিয়া যাউক। তাহা হইলে আর ধার শুধিতে হইবে না।

যার নাই পুঁজিপাটা,
সে যাক্ বেলেঘাটা।
যাহার এক পয়সাও মূল ধন নাই, সে বেলেঘাটায় যাউক। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেলেঘাটায় ধান চাউলের বিস্তর আড়ত আছে; পূর্ব্বে নিঃসম্বল ব্যক্তিও এখানে গিয়া মহাজনদের শরণাপন্ন হইলে সকলেই তাহাকে কিছু কিছু মাল দিয়া একজন দোকানদাররূপে খাড়া করিয়া দিত, এবং সেই নিঃসম্বল ব্যক্তিও এইরূপে মূলধন পাইয়া ক্রমে আপনার উন্নতি করিয়া লইত। এইরূপেই উক্ত প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

যার নাম বার বুড়ি, তারই নাম তিন পণ।
যাহাকে বার বুড়ি বলে, তাহাই তিন পণ, কারণ বার বুড়িতে তিন পণ হয়। যেখানে দুইটী বিষয়ের ফল একই, তথায় এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "Six of one and half a dozen of the other."

যার নাম ভাজা চাল, তার নাম মুড়ি;
যার মাথায় পাকা চুল, তার নাম বুড়ি।
ভাজা চাল যাহাকে বলে, তাহাকেই মুড়ি বলে; আর যাহার মাথায় পাকা চুল থাকে, তাহাকেই বুড়ি বলা যায়। নামের পার্থক্য থাকিলেও বিষয়টী এক হওয়া।

যার নামে উপবাস, তার সঙ্গে প্রবাস।
যাহার নাম উচ্চারণ করিলে অন্ন জোটে না, উপবাসী থাকিতে হয়, তাহারই সঙ্গে বিদেশে বাস করিতে হইবে। সুতরাং বার মাসই বোধ হয় উপবাসে কাটাইতে হইবে। যাহাকে দেখিতে পারা যায় না, তাহার সঙ্গে একত্র বাস করিতে বাধ্য হওয়া।

যার নারী স্বতন্ত্রা সে জীয়ন্তে মরা।
যাহার স্ত্রী স্বাধীনা, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ হইয়া থাকে।

যার নিয়তি যেখানে,
কে খণ্ডাবে সেখানে।
যাহার অদৃষ্টে যেখানে যাওয়া বা মরা আছে, তাহাকে সেখানে যাইতেই বা মরিতেই হইবে, কেহই অন্যথা করিতে পারিবে না

যার নুণ খাই, তার গুণ গাই।
যাহার নিকট হইতে সাহায্য পাই, তাহার গুণ গান করি।

যার পাঁঠা সে লেজের দিকে কাটবে।
লোকে পাঁঠার গলার দিকেই কাটে, কিন্তু পাঁঠার মালিক যদি তাহার লেজের দিকে কাটে, তাহাতে কাহারও বাধা দিবার অধিকার নাই। যাহার জিনিষ, সে তাহার যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারে।

যার বংশ না বাড়ে,
তার নাতি আগে মরে।
যাহার বংশ আর বাড়িবে না, অর্থাৎ যে নির্ব্বংশ হইবে, তাহার পৌত্র আগে মারা যায়। পুত্র মারা গেলে পৌত্র দ্বারা বংশরক্ষা হইবে, সুতরাং তাহার বংশরক্ষার মূল আগে নষ্ট হয়।

যার বিয়ে তার দেখ্‌তে মানা।
বর যখন বিবাহ করিতে যায়, পথে অপর বর যাইতেছে দেখিলে মুখ ফিরাইতে বা চক্ষু বুজাইতে হয়। বরে বরে চোখাচোখী হইতে নাই।

যার বিয়ে তার মনে নাই,
পাড়া পড়শীর ঘুম নাই।
যাহার বিবাহ হইবে, তাহার বিবাহের কথা মনে নাই, কিন্তু প্রতিবেশীদের সেই বিবাহের আলোচনায় রাত্রিতে ঘুম হয় না। যাহার কাজ তাহার কোন উদ্যোগ নাই, অন্য লোকে কিন্তু সে জন্য খুব উদ্যোগী, এইরূপ স্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যার বেটার বিয়ে,
তার পাতে ডাল নাই।
এক ব্যক্তির ছেলের বিবাহ। বিবাহের দিনে সে যখন খাইতে বসিয়াছিল, তখন পরিবেশনকারী ভ্রমক্রমে তাহাকে ডাউল দিতে ভুলিয়া যায়; ইহাতে সে রাগে চীৎকার করিয়া বলে, যার বেটার বিয়ে, তার পাতে ডাল নাই? যাহার কাজ, সে আপনার সম্বন্ধে কাহার একটু ত্রুটি দেখিয়া রাগ প্রকাশ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যার বোঝা তার ঘাড়ে।
যাহার বোঝা, তাহারই ঘাড়ে উহা চাপান হইয়াছে। যাহার দায় সেই তাহা ভোগ করিবে।

যার ভাত নাই, তার জাত নাই।
যাহার ঘরে ভাত থাকে না, তাহার জাতিও থাকে না, কারণ তাহাকে ভাতের জন্য সকলের দ্বারস্থ হইতে হয়।

যার মনে যেবা লয়, দুধ বেচে মদ খায়।
যাহার যেমন রুচি, সে সেইরূপ কাজ করে। কোন কোন লোক উৎকৃষ্ট দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে নিকৃষ্ট মদ খায়। যাহার যাহাতে রুচি, সে তাহাকেই ভাল মনে করিয়া থাকে।

যার মরণ যেখানে,
নাও ভাড়া ক'রে যায় সেখানে।
যাহার যেখানে মৃত্যু অবধারিত আছে, সে নৌকা ভাড়া করিয়া সেখানে গিয়া মরে। যাহার যেরূপ নিয়তি, সে বাধ্য হইয়া সেইরূপ কাজ করে।

যার যখন কপাল ফেরে,
শুক্‌না ডাঙ্গায় ডিঙ্গী চলে।
যাহার যখন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, তখন শুক্‌না ডাঙ্গার উপর দিয়াও তাহার নৌকা চলিয়া যায়। অদৃষ্ট ভাল হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে।

যার যা' রীত, না ছাড়ে কদাচিৎ।
যাহার যেরূপ স্বভাব, সে তাহা কখনও ছাড়িতে পারে না।

যার যে কথা নহে,
সে কেন কথা কহে।
যে যে বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অধিকারী নয়, তাহার সে বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলা কর্ত্তব্য নয়।

যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত।
যাহার যে অঙ্গে বেদনা থাকে, সে আগে সেইখানেই হাত দেয়। পাঁচ জনের মধ্যে কোন একটা কথা পড়িলে, যাহার অবস্থার সহিত সেই কথার মিল থাকে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া না বলিলেও সে উহাকে নিজের সম্বন্ধে ভাবিয়া লয়।

যার যেমন মতি, তার তেমন গতি।
যাহার যেমন মন, সে সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।

যার যেমন মন, তার তেমন ধন।
যাহার মন যেরূপ সরল বা কুটিল, সে সেইরূপ ধন অর্থাৎ ফল পায়।

যার লাঠী তার মাটি।
যাহার লাঠীর জোর আছে, তাহারই ভূমি, অর্থাৎ যে শক্তিশালী, এই পৃথিবী তাহারই অধিকৃত হয়। "Might is Right"

যার শিল তার নোড়া,
তারি ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।
যাহার শিল, তাহারই নোড়া, এবং সেই শিল নোড়া দ্বারা তাহারই দাঁত ভাঙ্গিয়া দিই। জিনিষের অধিকারীর নিকট হইতে কোন জিনিষ চাহিয়া লইয়া তদ্দ্বারা তাহারই অনিষ্ট করিতে উদ্যত হওয়া।

যার সঙ্গে যার মজে মন,
কিবা হাড়ী কিবা ডোম।
যাহার সহিত যাহার মনের মিলন হইয়া যায়, তাহার আর হাড়ী ডোম প্রভৃতি জাতিবিচার থাকে না।

যার হাতে খাই নাই সেই বড় রাঁধুনী;
যার সঙ্গে ঘর করিনে সেই বড় ঘরণী।
যাহার হাতের রান্না খাওয়া হইয়াছে, সে কিরূপ রাঁধুনী তাহা বুঝা গিয়াছে; কিন্তু যাহার রান্না খাওয়া হয় নাই, তাহাকে খুব ভাল রাঁধুনী বলিয়াই বোধ হয়। যাহার সহিত কখন গৃহস্থালীতে ব্যবহার হয় নাই, সে খুব পাকা গৃহিণী বলিয়া শুনা যায়। ব্যবহারের পূর্ব্বে সকলকেই ভাল লোক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ব্যবহার করিলে সে ভ্রম দূর হয়।

যারে দেখ্‌তে নারি, তার চলন বাঁকা।
যাহাকে দেখিতে পারা যায় না, তাহার চলনটাও বাঁকা বলিয়া বোধ হয়। যাহার উপর বিরক্তি থাকে, তাহার সামান্য সামান্য ত্রুটির প্রতিও লক্ষ্য করা। "Faults are thick where love is thin."

যারে না বামুন বলি, তার গায়ে নামাবলী।
যাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না, অর্থাৎ যে অব্রাহ্মণ, সে গায় নামাবলি দিয়া ব্রাহ্মণ সাজিয়াছে।

যারে নাহি মারি হাতে,
তারে কিন্তু মারি ভাতে।
যাহাকে হাতে মারি না, তাহাকে ভাতে মারি। অর্থাৎ যাহাকে প্রহারাদি প্রকাশ্য দণ্ড না দেওয়া যায়, তাহার খোরাক বন্ধ করিয়া দিয়া শাসন করিতে হয়। হাতে মারা অপেক্ষা ভাতে মারা অধিক নিষ্ঠুর তার পরিচায়ক।

যারে বলে ছি, তার জীবনে কি?
যাহাকে লোকে 'ছি' বলিয়া নিন্দা করে, তাহার আর জীবন ধারণ করিয়া ফল কি?

যা হবার হবে, ভাবনা কেন তবে।
যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে, তবে আর সে জন্য চিন্তা করিয়া লাভ কি?

যাহারে ডরাও তুমি, সেই দেবী আমি।
তুমি যাহাকে ভয় কর, আমি সেই দেবী; যে যাহা দেখিতে ইচ্ছা করে না, তাহার সম্মুখে সেই ঘটনা উপস্থিত হওয়া।

যিস্কো ন দে খোদা তালা,
উস্কো ন দে শকে আসফউদ্দৌলা।
অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলা সাতিশয় দাতা ছিলেন। একদা তিনি নগর পরিভ্রমণকালে দেখিলেন, এক ফকির বলিতেছে, যিস্কো ন দে খোদাতালা, উস্কো দে আসফউদ্দৌলা। অর্থাৎ ঈশ্বর যাহাকে দেন না, আসফউদ্দৌলা তাহাকে দিয়া থাকেন। নবাব উক্ত ফকিরকে সময়ান্তরে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া গেলেন। যথাসময়ে ফকির তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে নবাব তাহাকে একটী তরমুজ দিলেন। ফকির ভাবিল, হায় কপাল! এমন দাতা নবাব আমাকে একটী তরমুজ মাত্র দিলেন! ফকির সেই তরমুজটি লইয়া বাজারে গেল, এবং এক ব্যক্তিকে তাহা বেচিয়া সেই

পয়সায় চানা ভাজা কিনিয়া খাইল। পরদিন নবাব ফকিরকে ডাকাইয়া যখন শুনিলেন যে, ফকির ঐ তরমুজ বেচিয়া চানা ভাজা খাইয়াছে, তখন তিনি ক্ষোভের সহিত বলিলেন, "হা হতভাগ্য, আমি কি তোমাকে সাধারণ তরমুজ দিয়াছিলাম? উহার ভিতর বহুমূল্য রত্নরাজি লুকায়িত ছিল।" ফকির মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তখন নবাব বলিলেন, "এখন হইতে এই কথা বলিবে, 'দিস্কো ন দে খোদাতালা, উস্কো ন দে শকে আসফ-উদ্দৌলা'।" অর্থাৎ ঈশ্বর যাহাকে দেন না, আসফউদ্দৌলাও তাহাকে দিতে পারে না।

ঘুঘীর গানে ভণিতা কি?
ঘুঘীর গান গানের মধ্যেই পরিগণিত নয়, তাহার আবার শেষে ভণিতা কি থাকিবে?

যুদ্ধের পর সেপাই হাজির।
যুদ্ধ হইয়া গেলে পর সেপাই আসিয়া উপস্থিত হইল। কার্য্য সমাধা হইবার পর সাহায্যকারী লোক উপস্থিত হওয়া।

যে আগুন খাবে, সে অঙ্গার বর্ষাবে।
যে আগুন খাইবে, সেই অঙ্গার বৃষ্টি করিবে। যে পাপ করিবে, সেই তাহার ফলভোগ করিবে।

যে আছে বাড়ীর শত্রু, সেই যাক বরযাত্র।
পল্লীগ্রাম অঞ্চলে বরযাত্র হওয়া বড় কষ্টকর। পথক্লেশ, বিবাহবাড়ীর অসুবিধা অনাদর ভোগ, বিদেশে রাত্রিযাপন, স্থানবিশেষে প্রহারাদি লাভ প্রভৃতি কষ্ট আছে। এজন্য প্রবাদ আছে যে, যে বাড়ীর শত্রুস্বরূপ, সেই বরযাত্র হইয়া যাউক।

যে আসে (যায়) লঙ্কায়,
সেই হয় রাবণ (রাক্ষস)।
যে লঙ্কায় আইসে বা গমন করে, সেই রাবণের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। কেহ কোন স্থানে গিয়া তৎস্থানীয় লোকের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যে ঋণ করে, সে দুঃখে মরে।
যে কেবল কর্জ্জ করে, সে চিরদিন দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

যে এল চষে, সে রইল ব'সে;
যে এল কোঁতপেড়ে তারে দাও ভাত বেড়ে।
যে চাষে খাটিয়া আসিল, সে বসিয়া থাক; কিন্তু যে সমস্ত দিন বসিয়া বসিয়া কোঁত পাড়িয়া আসিল, তাহাকে আগে ভাত বাড়িয়া দাও। যে পরিশ্রম করে, তাহার যত্ন না করিয়া, যে বসিয়া খায় তাহার বেশী যত্ন করা।

যে কথা রটে, সে কথা বটে।
যে কথা চারিদিকে প্রচারিত হয়, তাহা একেবারে মিথ্যা হয় না, তাহার মধ্যে একটুও সত্য থাকে।

যে কথা সেই কাজ।
মুখে যেমন বলে, কাজেও সেইরূপ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "He is as good as his word."

যে কথা সেই কিরে।
মুখ দিয়া একবার যাহা উচ্চারিত হইবে, তাহাই শপথ বলিয়া এবং শপথের ন্যায় অবশ্য পালনীয় বলিয়া মনে করিতে হইবে স্বতন্ত্র শপথ বৃথা। "His word is a good as a bond."

যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ;
তাতেও যে না ছাড়ে আশ,
তার হই দাসের দাস।
ঈশ্বরকে পাইতে ইচ্ছা করিলে প্রথমতঃ নানাবিধ বিপদ্ উপস্থিত হয়; সেই বিপদেও অটল থাকিয়া যে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে পারে, ঈশ্বর তাহার দাসের দাস হন, অর্থাৎ তাহার সর্ব্ববিধ কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

যে করে দুঃখ ভোগ, তার হয় সুখ সম্ভোগ।
যে প্রথমে ধৈর্য্যসহকারে দুঃখ ভোগ করে, সে পরে সুখ ভোগ করিয়া থাকে।

যে কহে বিস্তর, সে কহে বিস্তর।
যে "বিস্তর" কথা কহে, সে বিস্তর কথা "কহে" মাত্র—তাহার কথা কার্য্যে পরিণত হয় না। "Who talks too much talks in vain."

যে কাঁটায় মাপ, সেই কাঁটায় শোধ।
যে কাঁটায় মাপিয়া ধার লওয়া হয়, সেই কাঁটাতেই মাপিয়া শোধ করা হয়। অন্যের সহিত যেমন ব্যবহার করিবে, অন্যের নিকট হইতে ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই পাইবে।

যে কাঠ খাবে, সেই আঙ্গ্রা হাগ্‌বে।
যে কাঠ খাইবে, সেই ব্যক্তিই অঙ্গারময় বিষ্ঠা ত্যাগ করিবে। যে যেমন কাজ করে, সে তেমনই ফল পায়।

যে কাল বিস্তে।
যখন যেমন অবস্থা, তখন সেইরূপ ভাবে চলা।

যে কাল যায়, সে কাল ভাল।
যে সময়টা চলিয়া যায়, সেই সময়টাই লোকের নিকট বর্ত্তমান অপেক্ষা ভাল বলিয়া বোধ হয়। হস্তগত বস্তু অপেক্ষা হস্তচ্যুত বস্তুর জন্যই লোকের অধিক আক্ষেপ হয়। "যে পোলাটা পালিয়ে যায়, সেই পোলাটাই বড় হয়।"

যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে,
সে কুকুর কামড়ায় না।
যে কুকুর মানুষ দেখিলেই ঘেউ ঘেউ শব্দে চীৎকার করিতে থাকে, সে কুকুর কখন কামড়ায় না, তাহার চীৎকারই সার। যে মারিব মারিব বলিয়া আস্ফালন করে, সে মারিতে পারে না। "Barking dogs seldom bite." "His bark is worse than his bite."

যেখানে আঁটা আটি, সেইখানেই লটখটি।
যেখানে বেশী আঁটাআটি থাকে, সেইখানেই বেশী গোলযোগ উপস্থিত হয়।

যেখানে উৎপত্তি, সেইখানে নিবৃত্তি।
যেখান হইতে জন্ম, সেইখানে গিয়া শেষ। যে ব্যাপার হইতে কোন গোলযোগের উৎপত্তি হয়, সেই ব্যাপার হইতেই তাহার নিবৃত্তি হয়।

যেখানে গুড়, সেখানে পিঁপড়ে।
যেখানে গুড় থাকে, সেইখানেই পিঁপড়া সকল উপস্থিত হয়। যেখানে লাভের আশা থাকে, সেইখানেই সকলে যাতায়াত করিয়া থাকে।

যেখানে গৃহস্থের বাসা,
সেখানে অতিথির আশা।
যেখানে গৃহস্থ বাস করে, সেইখানেই অতিথিরা আতিথ্যলাভের আশা করিয়া থাকে।

যেখানে জল সেখানে মাছ,
যেখানে পাখী সেখানে গাছ।
যেখানে জল থাকে, সেইখানেই মাছ থাকে, মাছ ছাড়া জলাশয় প্রায় দেখা যায় না; আর যেখানে পাখী থাকে, সেখানে গাছও থাকে, গাছ না থাকিলে পাখী থাকিতে পারে না। আশ্রিত ও আশ্রয়স্থলের সম্বন্ধ বুঝাইবার স্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যেখানেতে নাই মান,
সেখানে ছাড়ি পাকা ধান।
যেখানে গেলে মান থাকে না, সেখানে পাকা ধান থাকিলেও তাহা ছাড়িয়া দিই। মান না থাকিলে যথেষ্ট লাভের আশাও ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, কারণ প্রাণ অপেক্ষা মান শ্রেষ্ঠ।

যেখানে ধন, সেখানে মন।
যাহার প্রচুর অর্থ আছে, সাধারণতঃ তাহার মনও উচ্চ। অথবা যেখানে ধনলাভের আশা আছে, লোকের মন সেই দিকেই ধাবিত হয়।

যেখানে নাই আসল মায়া,
সেখানেই বেশী আহা।
যেখানে প্রকৃত ভালবাসা নাই, সেইখানেই সহানুভূতিসূচক "আহা আহা" শব্দ বেশী শুনা যায়। আন্তরিক স্নেহ না থাকিলেই লোকে বেশী মৌখিক স্নেহ দেখাইয়া থাকে।

যেখানে না চলে ছুঁচ,
সেখানে চালাই বেটে।
যেখান দিয়া একটী সরু ছুঁচও চলে না, সেখান দিয়া কৌশলে মোটা বেটে দড়ি চালাইয়া দিই। যেখানে কাজ সিদ্ধ করিবার একটুও উপায় নাই, চতুর লোকেরা সেখানেও কৌশলে উপায়ের সৃষ্টি করিয়া কাজ সিদ্ধ করিয়া লয়।

যেখানে বসে, সেখানে কি চবে ?
যে স্থানে বসিতে হয়, সে স্থানের মাটিতে কি চাষ দিতে আছে ? তাহা হইলে বসিবার কষ্ট হয়। যেখান হইতে সাহায্য পাওয়া যায়, সে স্থানে বিঘ্নের সৃষ্টি করিতে নাই।

যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়।
যেখানে বাঘের ভয় আছে, সেই স্থানে আসিতেই সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। যাহাকে ভয় করিয়া চলা যায়, তাহাই উপস্থিত হইবার উপক্রম হওয়া।

যেখানে বাসনা-রথ, সেখানে সিদ্ধির পথ।
যেখানে ইচ্ছারূপ রথ আছে, সেইখানে সিদ্ধি লাভের উপায়ও থাকে। প্রবল বাসনা থাকিলে কার্য্য সাধনের উপায় আপনা হইতে বাহির হয়। "Where there is a will, there is a way."

যেখানে ভাই ভাই, সেখানে ঠাঁই ঠাঁই।
যেখানে অনেক ভাই থাকে, সেইখানেই তাহাদিগকে পৃথক্ হইতে হয়। ভাইয়ে ভাইয়ে প্রায়ই মিল থাকে না।

যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।
যেখানে যেমন ভাব দেখিবে, সেখানে সেই ভাবে চলিবে। "All things to all men." "Do in Rome as Rome does."

যে খেয়েছে তার জন্য ভাত রাঁধ়।
যাহার খাওয়া হইয়াছে, তাহার জন্য আবার ভাত রাঁধ়, কিন্তু যাহাদের খাওয়া হয় নাই, তাহারা উপবাসী থাক্। যে একবার পাইয়া আবার পাইবার আশা করে। "তেলা মাথায় তেল দেওয়া"।

যে খেলতে জানে,
সে কাণা কড়িতেও খেলে।
যে ভাল খেলিতে জানে, সে কাণা কড়ি লইয়াও খেলিতে পারে। যে যে কাজে দক্ষ, সে একটু অবলম্বন পাইলেই সে কাজ সিদ্ধ করিতে পারে।

যে গরু দুধ দেয়, তার চাট্ সহ্য হয়।
যে গরু দুধ দেয়, সে লাথি মারিলেও তাহা অসহ্য বোধ হয় না। যাহার নিকট উপকার পাওয়া যায়, সে দু'কথা বলিলেও তাহাতে কষ্টবোধ হয় না।

যেচে মান, কেঁদে সোহাগ।
যাচিয়া মানী হওয়া বা কাঁদিয়া ভালবাসা পাওয়া। মান পাইবার জন্য লোকের নিকট প্রার্থনা করিয়া যে মানী হয়, তাহার মানের কোন মূল্য নাই; আর কাঁদাকাটা করিয়া আদর পাওয়াতেও কোন ফল নাই।

যে ছা উড়ে, সে বাসায় ধড়ফড় করে।
যে পাখীর ছানা উড়িতে শিখিয়াছে, সে আর বাসায় থাকিতে চায় না, বাসায় বসিয়া থাকিতে হইলে সে ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। যে কাজের লোক, সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

যে জানে না উত্তর পূব,
তার মনে সদাই সুখ।
যে ব্যক্তি উত্তর পূর্ব্ব জানে না, তাহার মনে সর্ব্বদাই সুখ থাকে। অর্থাৎ যাহার ভাল মন্দ ভেদজ্ঞান নাই, সে সকল অবস্থাতেই সুখে থাকে।

যে জেতে সেই হাসে।
যে জয়লাভ করে, সেই হাস্য করিয়া থাকে। "He laughs best who laughs last."

যেটা রটে, সেটা বটে।
"যে কথা রটে সে কথা বটে" দেখ।

যে টিপ সেই কোঁড়।
(সূচাদি দ্বারা) যাহাকে টিপ বলে, তাহারই নাম কোঁড়। নামে পৃথক্, কিন্তু কার্য্যে এক হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যে ডাল ধরে, সে ডাল ভাঙ্গে।
কোন লোক গাছ হইতে পড়িবার সময় যে ডালটীকে ধরিতেছে সেই ডালটিই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। বিপন্ন হইয়া যাহার আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, তাহারই বিপদ্ উপস্থিত হওয়া বা যে কাজেই হাত দেওয়া যায়, সেই কাজেই ক্ষতি হওয়া।

যে ডালে বসে সেই ডাল কাটে।
নির্ব্বোধেরা যে ডালে বসিয়া আছে, সেই ডালেরই গোড়া কাটে; কাটা শেষ হইলে ডালের সঙ্গে তাহাকেও যে পড়িতে হইবে তাহা ভাবে না। যাহার নিকট সাহায্য পাওয়া যায়, তাহারই অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া।

যেতে ছাগল আসতে পাগল।
আসিবার জন্য লালায়িত, কিন্তু আসিয়াই আবার ফিরিয়া যাইবার জন্য ছাগলের মত ছট্‌ফট্ করা। অব্যবস্থিতচিত্ত।

যে দাম টানে সে কৈ খায়।
যে পুকুরের দাম (ঝাঁজি) পরিষ্কার করে, পুকুর পরিষ্কার হইলে সেই ব্যক্তিই কৈ মাছ খাইতে পায়। যে পরিশ্রম করে, সেই তাহার ফল পায়।

যে দিকে জল পড়ে, সেই দিকে ছাতা ধরে।
যে দিকে জল পড়িতেছে, সেই দিকেই জল নিবারণ জন্য ছাতা ধরিতেছে। যে দিক্ দিয়া যে বিপদ্ বা বাধা উপস্থিত হয়, সেই দিকে দিয়া তাহার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করা।

যে দিন যায় সে দিন আসে না।
যে দিনটী একবার চলিয়া যায়, তাহা আর ফিরিয়া আসে না

যে দিন অন্তরে ব্যথা, তার সঙ্গে কিসের কথা ?
যে কথা বা কার্য্য দ্বারা মনে বেদনা দিয়াছে, তাহার সহিত ভালই হউক বা মন্দই হউক, কি কথা কহিব ? অর্থাৎ তাহার সহিত কোন কথা কহিব না।

যে দেওয়ালে বো, তারেই দেখায় ভো।
যে যো অর্থাৎ উপায় দেখাইয়া দিল, শেষে তাহাকেই বুড়া আঙ্গুল দেখান। যে কাজ সিদ্ধ করিবার পথ দেখাইয়া দেয়, শেষে তাহাকেই ফাঁকি দেওয়া।

যে দেশে কাক নাই,
সে দেশে কি রাত পোহায় না ?
রাত্রি পোহাইবার সময় কাকসকল কা কা শব্দে চীৎকার করে, তাহাতে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে বলিয়া লোকে জানিতে পারে। কিন্তু যে দেশে কাক নাই, সে দেশের লোকে কাকের রব না শুনিয়াও রাত্রি পোহাইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারে না কি ? যাহার দ্বারা কিঞ্চিৎ সাহায্য পাওয়া যাইতেছে, তাহার অভাব হইলে কি সংসার আর চলিবে না ? অবশ্যই চলিবে।

যে দেশে বৃক্ষ নাই, সে দেশে এরণ্ডও বৃক্ষ।
যে দেশে বড় বড় গাছ নাই, সে দেশে এরণ্ড (ভেরেণ্ডা) গাছকেই লোকে বড় গাছ মনে করে। যেখানে কৃতবিদ্য পণ্ডিত নাই, সেখানে খুঁট আঁখুরে লোকও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হয়। "নিরস্ত পাদপে দেশে এরণ্ডোহপি দ্রুমায়তে।"

যেন সতা সতীনের ঘর।
এক ঘরে দুই সতীন থাকিলে সেখানে নিত্য কলহ বিবাদ হয়, এবং উভয়েই উভয়কে হিংসার চক্ষে দেখিয়া থাকে। এক বাড়ীতে দুইজন পরস্পরকে হিংসা করিলে এবং নিয়ত ঝগড়া বাধাইলে উদাহরণ স্বরূপে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যে না ভাবে আগে পিছে,
সে আবাগের বাঁচা মিছে।
যে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে না অর্থাৎ পরিণাম বুঝিয়া কাজ করে না, তাহার বাঁচিয়া থাকাই বৃথা, কেননা তাহাকে পদে পদে কষ্টভোগ করিতে হয়।

যে নারী সতীনে পড়ে, তারে বিধি ভিন্ন গড়ে।
যে রমণী সতীনের হাতে পড়ে, বিধাতা তাহাকে ভিন্ন উপাদানে নির্ম্মাণ করেন, অর্থাৎ তাহার প্রকৃতি সাধারণ স্ত্রীলোক হইতে ভিন্ন হয়।

যে পাতে খায়, সেই পাত ছিঁড়ে।
যে পাতে খাইতে হইবে, সেই পাতকে ছিঁড়িয়া নষ্ট করে। যাহার নিকট উপকার পায়, তাহারই অনিষ্ট করে।

যে পাতে খায়, সেই পাতে *।
যে পাতে খায়, সেই পাতে বিষ্ঠাত্যাগ করে। (পূর্ব্ববৎ)।

যে বনে যাই, সেই ফল খাই।
যখন যে বনে যাই, তখন সেই বনে যে ফল

পাওয়া যায় তাহাই খাই। যখন যেমন অবস্থা, তখন সেইরূপ চলিবে।
যে সয় তার পিঠে সবাই চাপায়।
All lay load on the willing horse.
যেমন উনুনমুখো দেবতা,
তেমন ঘুঁটের পাশের নৈবেদ্য।
দেবতাও যেমন উনুনমুখো, তেমনই ঘুঁটের পাশ দিয়া তাহার নৈবেদ্য দেওয়া হয়। যে যেমন লোক, তাহার তেমন বস্তুতেই রুচি।
যেমন কন্যা রেবতী,
তেমন পাত্র জোলাতাঁতি।
রেবতী যেমন সুন্দরী কন্যা, তেমনিই জোলা তাঁতি তাহার উপযুক্ত পাত্র হইয়াছে, অর্থাৎ কন্যাও যেমন কুরূপা, পাত্রও তেমনই কুৎসিত। কুৎসিতের সহিত কুৎসিতের মিলন।
যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, মশা মারতে গালে চড়।
যেমন কাজ তাহার উপযুক্ত ফলভোগ করিতে হয়। গালে মশা বসিলে সেই মশাকে মারিতে গেলে নিজের গালেই চড় পড়ে। কাহাকেও জব্দ করিতে গিয়া নিজে জব্দ হওয়া। "As you sow you shall reap."
যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর।
যেমন দুরন্ত কুকুর, তাহার উপযুক্ত মুগুরের আঘাত হইয়াছে। দুরন্ত লোক উপযুক্ত রূপ সাজা পাইলে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।
যেমন ক্ষেপা তেমনি ক্ষেপী।
নিজেও যেমন পাগল, স্ত্রীও সেইরূপ পাগলী, —উপযুক্তরূপ মিলিয়াছে। যে যেমন, তাহার সহিত ঠিক সেইরূপ প্রকৃতির মিলন হওয়া। "Like father, like son." "Like master, like man."
যেমন গাদন তেমনি নাদন।
যেমন রাশি রাশি খায়, তেমনি রাশীকৃত বিষ্ঠাত্যাগ করে।
যেমন গুরু তেমনি চেলা।
গুরুর অনুরূপ শিষ্য। শিক্ষকের স্বভাবানুরূপ শিষ্য। "Like master, like man." "Like priest, like people."
যেমন চুলোমুখো দেবতা,
তেমনি পাঁশের নৈবেদ্য।
দেবতা যেমন উনুনমুখো, তাহার জন্য তেমনিই পাঁশের নৈবেদ্য দেওয়া হয়। যে যে যেমন লোক, তাহাকে সেইরূপ বস্তু দান। "Like saint, like offering."
যেমনটী যায়, তেমনটী হয় না।
যেরূপ সুযোগ বা বস্তু নষ্ট হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ সুযোগ বা বস্তু আর পাওয়া যায় না।
যেমন তেমন গড়, চুণ বালি দিয়ে মোড়।
যেমন করিয়াই ঘর তৈয়ার কর, তাহাতে চুণ ও বালির কাজ করিবে; ইহাতে মন্দ গাঁথুনিও অনেক দিন টিকে, আর ভাল গাঁথুনিতেও চুণ বালির কাজ না করিলে তাহা বেশী দিন টিকে না।
যেমন তেমন চাকরি ঘি ভাত।
সাধারণের সংস্কার এইরূপ যে, ছোট বড় যেমনই চাকরী হউক না কেন, তাহাতে ঘি ভাত চলে, অর্থাৎ খাওয়া দাওয়া সুখে চলিয়া যায়।
যেমন তেমন বিয়ে, তিরিশ টাকার খিয়ে।
যেমন তেমন বিবাহ হইলেও অর্থাৎ কোন রূপে বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে গেলেও তিরিশ টাকা খরচ হইবেই হইবে। পূর্ব্বে এইরূপ ব্যয়েই বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।
যেমন দগ্ধানন দেবতা,
তেমনি ভস্মরাশি নৈবেদ্য।
দেবতা যেমন পোড়ামুখো, তাহার নৈবেদ্যও তেমনই রাশীকৃত ছাই। (পূর্ব্বে দেখ)।
যেমন দান তেমনি দক্ষিণা।
যেরূপ দান তদনুরূপ দক্ষিণা প্রদত্ত হয়। কেহ সোণার কলস দান করিয়া এক পয়সা দক্ষিণা দিতে পারে না; আবার মাটীর কলস দিয়া এক টাকা দক্ষিণা দেয় না। যেমন কাজ, তাহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দান বিধেয়।
যেমন দেব তেমনি বাহন।
যেমন দেবতা, তাহার তদুপযুক্ত বাহন হয়। যে যেমন লোক, তাহার সেই অনুরূপ অনুচর হয়।
যেমন দেবা তেমনি দেবী।
যেমন দেব তাহার উপযুক্ত স্ত্রী। যেমন কুৎসিত স্বামী তেমনই কুরূপা স্ত্রী হইলে বিদ্রূপচ্ছলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।
যেমন পাপ তেমনি প্রায়শ্চিত্ত।
যেমন পাপ; তাহার অনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত। কোন মন্দ কাজ করিতে গিয়া তাহার উপযুক্ত ফল পাওয়া।
যেমন বাঁদী তেমনি চরকা।
যেমন বাঁদী অর্থাৎ দাসী, তাহার উপযুক্ত চরকা হইয়াছে।
যেমন বাপ তেমনি বেটা।
পুত্র পিতার স্থায় উপযুক্ত। A chip of the old block." "বাপকি বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া, কুচ্ না হোয়ত থোড়া থোড়া।"
যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।
বুনো ওল যেমন কুটকুটে, তেমনি ভয়ানক টক্ তেঁতুল। তেঁতুলের টক্ রসে ওলের কুটকুটুনি নষ্ট করে। দুষ্টের উপর দুষ্টামি করিয়া তাহাকে জব্দ করা। "Desperate disease requires desperate remedies."
যেমন মতি তেমন গতি।
যাহার যেমন প্রবৃত্তি, সে সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।
যেমন মনিব তেমনি চাকর।
মনিব যে প্রকৃতির চাকরের প্রকৃতিও ঠিক সেইরূপ। "Like master, like man."
যেমন মা তেমনি ছা।
মা যেরূপ, তাহার সন্তানও সেইরূপ।
যেমন মা তেমনি ঝি, তার বাড়া নাতিনীটী।
যেমনি মা, তাহার তেমনই মেয়ে; আবার মেয়ের মেয়েটী সকলের অপেক্ষা কিছু বেশী।
যেমন শরা তেমনি হাঁড়ি,
গ'ড়ে রেখেছে কুমার বাড়ী।
যেমন শরা, তাহার উপযুক্ত হাঁড়ী কুমারেরা গড়িয়া রাখিয়াছে। যেমন মেয়ে, তাহার অনুরূপ বর বিধাতা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।
যেমন হাঁড়ি তেমনি শরা।
যেমন হাঁড়ি, তাহার উপযুক্ত শরা। যোগ্য পাত্রের সহিত যোগ্য পাত্রের মিলন।
যে মরবে আপন দোষে,
কি করবে তার পরামর্শে।
যে নিজের দোষে নিজে মরিবে, অপরে পরামর্শ দিয়া তাহাকে কিরূপে রক্ষা করিবে? নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিলে তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না।
যে মাছটা পালায় সেই মাছটাই বড়।
যে মাছটা জাল হইতে পলাইয়া যায়, তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া বোধ হয়। আয়ত্তের বাহির হইয়া গেলে অতি ক্ষুদ্র জিনিষকেও লোকে খুব বড় বা বেশী দরকারী মনে করে।
যে মূলটা বাড়ে,
তার এক পাতাতেই চেনা যায়।
যে মূলটা বাড়িবে, তাহার একটা পাতা উঠিলেই বুঝিতে পারা যায়।' কার্য্যের আরম্ভ দেখিলেই তাহার পরিণাম বুঝিয়া লওয়া যায়। "উঠন্তি মূল পত্তনেই চেনা যায়।"
যে মেয়ে সতীনে পড়ে, বিধি তারে ভিন্ন গড়ে।
'যে নারী সতীনে পড়ে' দেখ।
যে যত বড়, সে তত ছোট।
যে যত বড় হয়, সে তত ছোট অর্থাৎ নম্র হয়।
যে যা' খায়, তাই তাহার ঢেকুর উঠে।
যে যে জিনিষ খায়, তাহার সেই জিনিষেরই ঢেকুর উঠে। যে যেমন কাজ করে, তাহার আভাষ অনেকটা তাহার নিকটেই পাওয়া যায়।
যে যা' চায়, সে তা' পায়।
যে যাহা একাগ্রমনে প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়।

যে যা'তে রত, কহে তার মত।
যে যাহার প্রতি অনুরক্ত, সে তাহার পক্ষ হইয়া কথা কহে।

যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাক্ষস।
যে লঙ্কায় যায়, সেই রাক্ষস হইয়া যায় অর্থাৎ রাক্ষসের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। কেহ কোন স্থানে গিয়া সেই স্থানের অনুরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যে যার সে তার।
যে যাহার আপনার লোক, যতই বিরোধ হউক না কেন, সে তাহার আপনারই হইয়া থাকে।

যে যারে ধ্যায়, সে তারে পায়।
যে যাহাকে চিন্তা করে, সে তাহাকেই প্রাপ্ত হয়। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" Think of the devil, and he appears."

যে রক্ষক সেই ভক্ষক।
যে রক্ষাকর্ত্তা, সেই শেষে ভক্ষক হইল।

যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?
যে মেয়ে রন্ধন কার্য্য করে, সে কি নিজের চুল বাঁধে না, অর্থাৎ নিজের চুলটা বাঁধিতেও অবকাশ পায় না? কেহ কোন একটা বড় কাজ করিতে গিয়া নিজের একটা ক্ষুদ্র কাজ সম্পন্ন না করিলে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যে শোলটা পালায়, সেই শোলটা বড়।
যে শোল মাছটা জল বা বড়শী ছিঁড়িয়া পলাইয়া যায়, সেই শোলটাকেই বড় বলিয়া বোধ হয়। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার অপেক্ষা, যাহা পাওয়া যায় নাই, তাহাকেই ভাল বলিয়া মনে হয়।

যে সয় তার পিঠে সবই চাপায়।
যে সহ্য করে, তাহার পিঠেই সকলে বেশী ভার চাপাইয়া দেয়। সহিষ্ণু ব্যক্তিকেই সকলে অধিক উৎপীড়ন করে। "A willing horse is worked the most."

যে সয় সেই রয়।
সে সহ্য করে সেই টিকিয়া থাকে। যে ব্যক্তি দুঃখকষ্টে আত্মহারা না হইয়া সহ্য করিয়া যায়, সেই পরে সুখভোগ করে।

যে সর্ষেতে ভূত ছাড়ে,
সেই সর্ষের ভিতর ভূত।
যে সরিষার দ্বারা ভূত ছাড়ান হয়, সেই সরিষার ভিতরেই ভূত রহিয়াছে। যে উপায়ে বিপদের প্রতীকার করা যাইতে পারে, সেই উপায়ই বিপৎপূর্ণ।

যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।
"Like draws to like."

যো-ঘরে আগুন লেগেছে।
যো অর্থাৎ জতু—গালা দাহ্য পদার্থ, তাহার ঘরে আগুন লাগিলে সে আগুন নির্ব্বাপিত করা যায় না। অত্যন্ত রাগী লোককে কেহ রাগাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যৌবন জোয়ারের জল (পানি)।
জোয়ারের জল যেমন ক্ষণস্থায়ী, একবার বাড়িয়া অল্পক্ষণ পরেই কমিয়া যায়, মানুষের যৌবনকালও সেইরূপ অল্পকালস্থায়ী।

রক্ষকে ভক্ষণ করে,
কে রাখিতে পারে তারে।
যে রক্ষাকর্ত্তা, সেই যদি মারিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর কে রক্ষা করিতে পারে?

রঘু চৈয়া বলা, তিন কলির চেলা।
এক শ্রেণীর লোক বলেন, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, চৈতন্যদেব এবং বলরাম ভজা, এই তিনজন কলির চেলা (শিষ্য)। রঘুনন্দন স্মৃতিশাস্ত্রের সংগ্রহ করিতে গিয়া অনেক নূতন মতের স্থাপন দ্বারা দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন; চৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার দ্বারা এবং বলরাম ভজা এক নেড়া-নেড়ী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করিয়া দেশে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ "বলা" নামে বল্লালসেনকে অভিহিত করিয়া থাকে। তাহাদের মতে বল্লালসেন কৌলীন্য-প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশের অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

রঙ থাকলে রঙে কড়ি,
রঙ না থাকলে গড়াগড়ি।
যে জিনিষের রঙ দেখিয়া মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, তাহার যতক্ষণ রঙ থাকে, ততক্ষণই তাহা বিক্রয় হয়, আর রঙ না থাকিলে গড়াগড়ি যায়। যতক্ষণ রূপ থাকে ততক্ষণ আদর, রূপ না থাকিলে আর আদর থাকে না।

রণমুখো সেপাই।
সিপাহীরা যখন যুদ্ধে অগ্রসর হয়, তখন সম্মুখের কোন বাধাকেই গ্রাহ্য না করিয়া যুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়। সকল বাধাবিঘ্নকে উপেক্ষা করিয়া সঙ্কল্পিত কার্য্যে অগ্রসর হওয়া।

রণের ঘোড়া।
যুদ্ধের ঘোড়া যেমন যুদ্ধের বাজনা শুনিলেই নাচিয়া উঠে, এবং যুদ্ধাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ যে মনোমত কাজের কথা শুনিলেই আর স্থির থাকিতে পারে না, তাহাকে রণের ঘোড়া কহে।

রতনগর্ভের পেতন সন্তান।
যে গর্ভে রত্নের ন্যায় শ্রেষ্ঠ সন্তান জন্মে, সেই গর্ভে ভূতের ন্যায় সন্তান জন্মিয়াছে। প্রসূতি ও সন্তান উভয়েই কুৎসিত হইলে লোকে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। অথবা, সুন্দরী রমণীর কদাকার সন্তান হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

রতনে রতন চিনে।
গুণী ব্যক্তিই গুণীর গুণ বুঝিতে পারে।

রত্নগর্ভা।
যে রমণীর গর্ভে সাধু সুপুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে রত্নগর্ভা কহে। কোন কোন স্থলে কুপুত্র-জননীকেও শ্লেষে 'রত্নগর্ভা' বলা হইয়া থাকে।

রথ দেখা কলা বেচা।
এক চাষা নিকটস্থ গ্রামে রথ দেখিতে গিয়াছিল। তাহার গাছে কতকগুলি কলা হইয়াছিল, সেগুলিও সঙ্গে লইয়া গেল। ঘরে ফিরিবার সময় এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, রথ দেখা হ'ল।" সে উত্তর করিল, "হাঁ, রথ দেখা কলা বেচা দুইই হ'ল।" এক কার্য্যে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া। "Killing two birds with one stone."

রন্ধনের (ভাতের) চাউল চর্ব্বণে যায়।
রাঁধিবার নিমিত্ত সংগৃহীত চাউল চিবাইয়া খাইতেই ফুরাইয়া যায়।

রসাতলে দেওয়া।
কোন কিছুকে একেবারে নষ্ট করা হইলে তাহাকে 'রসাতলে দেওয়া' বলে।

রসুন বলে কাঁচকলা ভাই, তোমার বড় খোসা।
রসুন কেবল কতকগুলি খোসার সমষ্টি, খোসা ছাড়া তাহার আর কিছুই নাই। সেই রসুন কাঁচকলাকে বলিতেছে,—ভাই কাঁচকলা, তোমার গায়ে বড় খোসা। যে নিজের পর্ব্বতপ্রমাণ দোষের দিকে না চাহিয়া অপরের তিলপ্রমাণ দোষের দিকে লক্ষ্য করে। "চালুনী বলে ছুঁচ তোর পিছে কেন ছেঁদা।" "The pot calls the kettle black."

রসের ঘরেই গৌর নাচে।
ঘরে রস থাকিলেই অর্থাৎ চর্ব্যচোষ্য লেহ্য-পেয়ের ব্যবস্থা থাকিলেই সেখানে গিয়া গৌরাঙ্গ সংকীর্ত্তনে নৃত্য করে, যেখানে রস নাই, সেখানে নৃত্য করে না। হাতে পয়সা থাকিলেই 'ফূর্ত্তি' চলে, নতুবা চলে না।

রসের নাগর রূপের সাগর যদি ধন পাই;
আদর করে করি তারে বাপের জামাই।
অতিশয় রসিক ও রূপবান্ পুরুষ হইবে, অথচ তাহার ধন থাকিবে, এরূপ হইলে তাহাকে আদর করিয়া বাপের জামাই করি, অর্থাৎ নিজের পতিত্বে বরণ করি।

রাঁড়ের পুঁজি।
বিধবা বা বেশ্যার ধন অপরেই ভোগ্য হয়।

রাঁধতে দেরি সয় বাড়তে দেরি সয় না।
রাঁধিবার দেরি সহ্য হয়, কিন্তু বাড়িয়া দিতে যে দেরি হয় তাহা আর সহ্য করা যায় না।

কার্য্য সিদ্ধ হইতে বিলম্ব সহা যায়, কিন্তু কাজ হইয়া গেলে তাহার ফলভোগে বিলম্ব সহ্য হয় না।

রাঁধুনীর সঙ্গে ভাব থাকলে ভোজনেতে সুখ।

রাঁধুনীর সঙ্গে যদি ভাব থাকে, তাহা হইলে আহারে সুখ হয়, কারণ রাঁধুনীর হাতেই আহারীয়; সে ইচ্ছামত ভাল ভাল জিনিষ খাওয়ায়।

রাই কুড়িয়ে বেল।

এক একটী রাই (সরিষা) কুড়াইয়া তাহাকে বেল করা। অল্প অল্প সঞ্চয় করিয়া প্রচুর অর্থ জমাইলে তাহাকে রাই কুড়ায়ে বেল বলে। "Many a mickel makes a muckel." "Penny a day is a groat a year."

রাক্ষসের উপর খোক্কস।

রাক্ষসই সকলকে খায়, আবার খোক্কস সেই রাক্ষসকেও খায়। বলবানের উপর বল প্রয়োগ করিতে পারিলেই এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

রাখালের হাতে শালগ্রামের বিনাশ।

শালগ্রাম হিন্দুর পূজনীয় দেবতা; কিন্তু রাখাল তাহার মর্য্যাদা জানে না, সে তাহা পাইলেই নুড়ীজ্ঞানে তাহাকে লইয়া খেলা করিতে থাকে। মূর্খের হাতে পড়িলে গুণবান্ ব্যক্তিকে অপমানিত হইতে হয়। "Casting pearls before swine."

রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে।

ঈশ্বর যদি রক্ষা করেন, তাহা হইলে কেহই তাহাকে বিনাশ করিতে পারে না; আর ঈশ্বর যাহাকে মারেন, কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না।

রাগ করে নিজের ঘরে বেশী খ'রে খাবে।

যদি রাগ করে, তবে নিজের ঘরে গিয়া বেশী করিয়া ভাত খাইবে। যাহার রাগে নিজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তাহার প্রতি উক্তি।

রাগটীও আছে, সুখটীও আছে।

একদা জনৈক উদাসীন বৈষ্ণব যমুনাতীরে বালুকার উপর শুইয়াছিলেন। তিনি একখানি ইটকে উপাধানস্থানীয় করিয়াছিলেন। কতকগুলি স্ত্রীলোক জল আনিতে যাইতে যাইতে ইহা দেখিয়া বলিল, "বাবাজীর এখনও বালিশ মাথায় দিবার আশাটুকু আছে।" স্ত্রীলোকেরা চলিয়া গেলে বাবাজী ভাবিল, একখানা ইট মাথায় দিয়াছি, তাহাতেও লোকে আমার সুখের প্রত্যাশা দেখিতে পায়। দূর হউক, আর ইট মাথায় দিব না। বাবাজী ইটখানিকে ফেলিয়া দিয়া শুইয়া রহিলেন। স্ত্রীলোকেরা ফিরিবার সময় ইহা দেখিয়া বলিল, "বাবাজীর রাগটীও আছে, সুখটীও আছে।" অর্থাৎ ইনি সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা করেন, আবার কেহ তাহা বলিলে রাগও করিয়া থাকেন।

রাগ না চণ্ডাল।

রাগ অতি ভয়ানক শত্রু। চণ্ডালের যেমন হিতাহিত জ্ঞান নাই, রাগ হইলে লোকের সেইরূপ হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

রাঙ্গা মূলা।

রাঙ্গা মূলা বাহিরে দেখিতে বেশ, কিন্তু ভিতরে ভয়ানক ঝাল। যে ব্যক্তি দেখিতে রূপবান্, কিন্তু ভিতরে কোন গুণ নাই, তাহাকে রাঙ্গা মূলা বলে।

রাজা গেল পাটনে শূন্য হ'ল দেশ,
মাঝখানে বসে আছে নেড়া দরবেশ।

রাজা বিদেশ ভ্রমণে যাওয়ায় দেশ শূন্য হইয়াছে, কেবল দেশের মধ্যে নেড়া মুসলমান ফকির বসিয়া আছে।

রাজা তেজচন্দ্র।

বর্দ্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র সাতিশয় সৌখীন ও দাতা ছিলেন। এজন্য কেহ অতিরিক্ত সৌখীন বা দাতা হইলে তাহাকে রাজা তেজচন্দ্র বলা হয়। কেহ অত্যন্ত দর্পী হইলেও তাহাকে "রাজা তেজচন্দ্র" বলা হয়

রাজা থাক্‌তে কোটালের দোহাই।

রাজা উপস্থিত থাকিতে কোটালের দোহাই দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা। প্রভু থাকিতে ভৃত্যের দোহাই দেওয়া।

রাজাদের ঘুড়ী, এক বিয়ানে বুড়ী।

রাজাদের ঘোটকী একবার সন্তান প্রসব করিলেই বুড়ী হইয়া যায়, অর্থাৎ তাহাকে আর ব্যবহার করা হয় না বড় লোকেরা কোন জিনিস একটু মন্দ হইলেই তাহা আর ব্যবহার করেন না।

রাজা মারে, দোহাই দিব কার?

রাজা যখন নিজেই মারিতেছেন, তখন আর কাহার দোহাই দিব? অন্যে অত্যাচারণ করিলে লোকে রাজার দোহাই দেয়, কিন্তু রাজা নিজে অত্যাচারণ করিলে আর কাহার দোহাই দিবে, এবং তাহার প্রতীকারেরই বা উপায় কোথায়?

রাজায় রাজায় দেখা হয়,
তবু বোনে বোনে দেখা হয় না।

বরং রাজায় রাজায় দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে, কিন্তু দুই ভগ্নীর পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হওয়া দুর্ঘট। কারণ উভয়ে শ্বশুরবাড়ীতে থাকে, এবং এক সময়ে উভয়ের পিত্রালয়ে আসা ঘটিয়া উঠে না।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়,
উলু খাগড়ার প্রাণ যায়।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলে মাঝে হইতে সৈন্যদের চাপে নিরীহ উলুখড় এবং খড়িগাছ সকল মারা যায়। দুই বড় লোকে বিবাদ হইলে তাহাদের মধ্যে যে সকল গরীব লোক থাকে, তাহাদিগকে বিপন্ন হইতে হয়।

রাজারও রেয়ত নহে, সাধুরও খাতক নহে।

রাজার জমিতেও বাস করে না, এবং সাধুরও (মহাজনের) টাকা ধারে না। যে বিবাদশীল দুই দলের কাহারও কথায় থাকে না।

রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট,
স্ত্রীর দোষে স্বামীর কষ্ট।

রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট হয়, এবং স্ত্রীর দোষে স্বামী কষ্ট পায়।

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট,
গিন্নীর পাপে গৃহস্থের কষ্ট।

রাজা পাপ করিলে রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়, এবং বাড়ীর কর্ত্রী পাপ করিলে পরিজনবর্গ সকলে কষ্ট পায়।

রাজার ভালবাসা, গৃহস্থের খাসী পোষা।

গৃহস্থ যেমন খাসীকে সাদরে পালন করিয়া শেষে তাহাকে কাটিয়া খায়, রাজার ভালবাসাও সেইরূপ। রাজা আজ যাহাকে খুব ভালবাসেন, কাল হয় ত সামান্য ত্রুটিতে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

রাজার রাজপাট, গরীবের শাকভাত।

রাজা সিংহাসনে বসিয়া যেমন সুখ ভোগ করেন, গরীব লোক শাকভাত খাইয়াও তেমনই সুখ পায়।

রাজার রাজপাট, যোগীর ঝুলিকাঁথা।

রাজা রাজকার্য্য লইয়া সন্তুষ্ট, যোগী আপনার ঝুলিকাঁথা লইয়া সন্তুষ্ট।

রাজার রাণী, কাণার কাণী।

রাজার ভাগ্যে রাণী মিলে, আর কাণার ভাগ্যে কাণা স্ত্রীলোক মিলে। সকলেই আপনার উপযুক্ত বস্তু পায়। "Every jack has his jill."

রাজার সুখে অরণ্যে বাস।

রাজা যদি সুনিয়মে প্রজাপালন করেন, তাহা হইলে বনে বাস করিলেও সুখ আছে, নতুবা নগরে থাকিয়াও সুখ নাই।

রাজার হাল স্বর্গে বয়।

রাজার হাল অর্থাৎ লাঙ্গল স্বর্গে বাহিত হয় অর্থাৎ দেবতারা রাজার হাল চালাইয়া জমিতে শস্য উৎপাদন করিয়া দেন, রাজা বসিয়া বসিয়া তাহার ফল ভোগ করেন। ভাগ্যবানের কাজ আপনা হইতে সিদ্ধ হয়।

রাজ্যে নাই যা' ছেলে চায় তা'।

যে জিনিষ রাজ্যমধ্যে পাওয়া যায় না, ছেলে সেই জিনিষ পাইবার জন্য আবদার করে। কোন দুষ্প্রাপ্য বস্তু পাইবার জন্য আবদার করা।

রাত উপোসে হাতী পড়ে।

প্রত্যহ রাত্রিতে যদি উপবাসী থাকা যায়, তাহা হইলে হাতীকেও মারা যাইতে হয়, মানুষ কোন্ ছার।

রাতারাতি বামনা হইল মহারাজ।

হঠাৎ অবস্থার উন্নতি হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

রাতের বেলা ভূতের ভয়।
রাত্রিকালে অন্ধকারে ভূতের ভয় হইয়া থাকে।

রান্না খেয়ে কান্না পায়।
রান্না খাইলে চোখে জল আসে। অত্যন্ত খারাপ রান্না।

রাবণের চিতা।
প্রবাদ এইরূপ যে, রাবণের চিতা চিরদিন জলিবে, তাহা কখনও নিভিবে না। যে শোকরূপ আগুন চিরকাল হৃদয়কে দগ্ধ করে, তাহাকে রাবণের চিতা কহে।

রাবণের দোষে সমুদ্রের বন্ধন।
রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া আনিল, সেই দোষে সমুদ্রকে বন্ধন সহ্য করিতে হইল। একের দোষে অপরের কষ্ট।

রাবণের পুরী ছারখার।
রাবণের সোণার পুরী রামের শরে ছারখার হইয়া গিয়াছিল। কাহারও বৃহৎ বংশ অল্পকাল মধ্যে নির্ব্বংশ হওয়া।

রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ।
রাবণ সীতাকে হরণ করিবার অভিপ্রায়ে মারীচ রাক্ষসকে মৃগরূপে রাম-সীতার সম্মুখে উপস্থিত হইতে আদেশ করে। রামের সম্মুখে গেলে মৃত্যু নিশ্চয় বুঝিয়া মারীচ তাহাতে অস্বীকার করিলে রাবণ তাহাকে মারিতে উদ্যত হয়। তখন মারীচ উভয় দিকেই মৃত্যু দেখিয়া অগত্যা রাবণের প্রস্তাবে সম্মত হয়। কাহারও দুই দিকেই বিপদ্ উপস্থিত হওয়া।

রাম নামে ভূত পলায়।
কথিত আছে যে, রাম নাম করিলে ভূতযোনি ভয়ে পলাইয়া যায়।

রাম না হ'তে রামায়ণ।
কথিত আছে যে, রামচন্দ্রের জন্মগ্রহণ করিবার ষাট হাজার বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, এবং তিনি যেরূপ লিখিয়াছেন, রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়া সেইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে সেই ভাবী ঘটনার বিবরণ ব্যক্ত করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

রাম বলা ধুতি তোলা দু'দিক্ কি সাজে?
দুইটী লোক এক নদী পার হইতেছিল। একজনের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সে ভাবিল, রাম নামে জলে শিলা ভাসে ও রাম নাম করিয়া ভবসমুদ্র পার হওয়া যায়, আর আমি এই সামান্য নদী পার হইতে পারিব না? সে 'জয় রামচন্দ্র' বলিয়া জলে নামিল, এবং অনায়াসে নদী পার হইয়া গেল। নদীতে জল বেশী ছিল না, কিন্তু আশে পাশে অনেক খানখন্দ ছিল। প্রথম ব্যক্তিকে পার হইতে দেখিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিও রাম রাম বলিয়া জলে নামিল। কিন্তু তাহার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না, সুতরাং পাছে কাপড় ভিজে এই ভয়ে সে কাপড় তুলিয়া সন্তর্পণে চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে পাশের খালে পা পড়ায় তাহার কাপড় চোপড় ভিজিয়া গেল। তখন প্রথম ব্যক্তি হাসিতে হাসিতে বলিল, রাম বলা এবং কাপড় তোলা দুই দিক্ চলে না। হয় রাম রাম বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নির্ভয়ে অগ্রসর হও, নতুবা আপনার বস্ত্রাদি সাবধান করিয়া আইস। মুখে এক জনের উপর নির্ভর করিয়া, তাহার দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হয় কি না সন্দেহে গোপনে বা মনে মনে অন্য চেষ্টা দেখা।

রাম ভজি কি রহিম ভজি।
ধর্ম্ম সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচেতাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

রাম মারলেও মারবে, রাবণ মারলেও মারবে।
রাবণ সীতাহরণ কালে মারীচকে মৃগরূপ ধারণের আদেশ করিলে মারীচ ভাবিয়াছিল, রামের নিকট গেলেও মৃত্যু, না গেলে রাবণের হাতে মৃত্যু; রামে মারলেও মারবে, আর রাবণে মারলেও মারবে, আমার দুই দিকেই মরণ। উভয় সঙ্কটে পতিত হওয়া। "On the horns of a dilemma."

রামরাজ্য।
অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রজাগণ পরম সুখে বাস করিয়াছিল। রামের প্রজাপালন গুণে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু, রোগ, শোক, অন্যায়, অবিচার কিছুই ছিল না। এইজন্য যে রাজ্য সুনিয়মে পরিচালিত হয়, এবং যথায় প্রজাগণ সুখস্বচ্ছন্দে থাকে, তাহাকে রামরাজ্য বলিয়া থাকে।

রাম-লক্ষ্মণ দু'টি ভাই, রথে চ'ড়ে স্বর্গে যাই।
রাম ও লক্ষ্মণ এই উভয় ভ্রাতার যেরূপ ভ্রাতৃস্নেহ ছিল, সেরূপ ভ্রাতৃস্নেহ প্রায় দেখা যায় না। এরূপ ভ্রাতৃস্নেহের অধিকারী হইলে রথে চড়িয়া স্বর্গ গমনের সুখলাভ করা যায়।

রামের বাণে মরি সেও ভাল,
তবু বানরের দাঁতখিচুনি সহ্য হয় না।
লঙ্কাসমর কালে অনেক রাক্ষস বলিয়াছিল, রামের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহার বাণে মৃত্যু হয় সেও ভাল, কিন্তু এই বানরগুলার দাঁত খিঁচুনী সহ্য করা যায় না। ভাল লোকের হাতে মরণ হইলে তাহাও সহ্য করা যায়, কিন্তু নীচ লোকের কথাও অসহ্য বোধ হয়।

রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি।
লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ রামের সাতিশয় অনুগত ছিলেন। এইজন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের অনুগত হইলে তাহাকে লক্ষ্মণের সহিত তুলনা করা হয়। কোন কোন স্থলে জ্যেষ্ঠের বিবেচনাকারী কনিষ্ঠকেও শ্লেষ করিয়া রামের ভাই লক্ষ্মণ বলা যায়।

রামের হনুমান্।
হনুমান্ রামের সাতিশয় বাধ্য ও ভক্ত ছিল, এবং প্রাণপণ করিয়া রামের কার্য্য সাধন করিত। এই জন্য কোন ভৃত্য প্রভুর অতিশয় বাধ্য ও ভক্ত হইলে তাহাকে হনুমানের সহিত তুলনা করা হয়।

রাহুর দশা।
মানবের জন্ম সময় হইতে যতগুলি গ্রহের দশা ভোগ হয়, তন্মধ্যে রাহুর দশা অতি ভয়ানক। এই দশায় মানুষ নানাবিধ কষ্ট ভোগ করে, এমন কি, মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। এইজন্য মানুষ ভয়ানক কষ্টে পড়িলে তাহাকে 'রাহুর দশা' বলা হয়।

রুক্ষ মাথায় তেল দেয় না, তেলা মাথায় তেল।
তৈলাভাবে যাহার মাথার চুল রুক্ষ, তাহার মাথায় কেহ বড় একটা তেল দেয় না, যাহার মাথায় তেল আছে, তাহার মাথাতেই তেল দেয়। যে একমুঠা অন্নের জন্য লালায়িত, তাহাকে কেহ পেট পুরিয়া ভাল করিয়া খাওয়ায় না, যাহার খাওয়ার অভাব নাই, সর্ব্বদাই উদর প্রায় পূর্ণ থাকে, লোকে তাহাকেই নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষরূপে খাওয়ায়। অভাবগ্রস্তকে না দিয়া যাহার অভাব নাই, তাহাকেই লোকে দান করে। "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং।"

রুচে পুচে খা, মন চলে ত যা'।
যদি রুচি থাকে, তাহা হইলে খাও, তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না; এবং যে কাজে মন টানে, সেই কাজ কর।

রুয়ের মুড়ো কাঠ মুড়ো, দাও আমার পাতে;
আড়ের মুড়ো ঘৃত মুড়ো, দাও জামায়ের পাতে।
কোন জামাতা শ্বশুরবাড়ী গিয়া খাইতে বসিয়াছিল; তাহার সহিত শ্বশুরবাড়ীর এক ব্যক্তিও ভোজনে বসিয়াছিল। পরিবেষণের সময় একটী রুই মাছের মুড়ো এবং একটী আড় মাছের মুড়ো আসিলে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিয়াছিল, রুই মাছের মুড়ো কেঠো মুড়ো, উহাতে কোন সার নাই, সুতরাং উহা আমার পাতে দাও, আর আড় মাছের মুড়োর ভিতর ঘি আছে, সুতরাং উহা জামাতার পাতে দাও। বস্তুতঃ ইহা শ্লেষোক্তি; কারণ রুই মাছের মুড়োতেই সার আছে, আর আড় মাছের মুড়ো অসার কাষ্ঠবৎ।

রূপ নিয়ে ধুঁয়ে খা।
কেবল রূপ থাকিলে, এবং গুণ না থাকিলে কোনই ফল নাই; সেস্থলে বলে, রূপ নিয়ে

ধুয়ে খা, অর্থাৎ কেবল রূপ দেখ, এ রূপের দ্বারা কোন কাজ হইবে না।

রূপে মারি লাথি, গুণে ধরি ছাতি।
কেবল রূপ থাকিলে, কোন গুণ না থাকিলে সে রূপে লাথি মারি, আর রূপ না থাকিলেও গুণ থাকিলে সে গুণের উপর ছাতা ধরি। গুণই আদরণীয়, কেবল রূপ আদরণীয় নহে।

রূপের বালাই নিয়ে মরি।
রূপের যদি কোন আপদ্ বিপদ্ থাকে, তাহা লইয়া মরিয়া যাই, এই রূপ নিরাপদে থাকুক। অতিশয় সুরূপ হইলে তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত। কোন কোন স্থলে কুরূপ সম্বন্ধেও শ্লেষে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।
রূপে লক্ষ্মীর ন্যায়, এবং গুণে সরস্বতীর মত। অতিশয় রূপ ও গুণবিশিষ্টা রমণী।

রেওর স্বর্গেও চিঁড়া দই।
রেও ভাটজাতীয় এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; ইহারা অনাহুত হইয়া নিমন্ত্রণবাড়ীতে গমন করে, এবং অন্যের পক্ষে উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা থাকিলেও ইহাদিগকে চিঁড়া দই খাইতে হয়। বড় বড় নিমন্ত্রণবাড়ীতেও প্রায় এইরূপই ব্যবস্থা ঘটে। সুতরাং রেও স্বর্গে গেলেও তাহাকে চিঁড়া দই খাইতে হয়, উৎকৃষ্ট ভোজ্য তাহাদের ভাগ্যে নাই। "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।" "বরাত সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।"

রেঁধে বেড়ে ম'লো দুয়ো,
হাত নেড়ে পর্ণালো সুয়ো।
দুয়ো অর্থাৎ উপেক্ষিতা স্ত্রী রাঁধাবাড়া করিয়া খাটিয়া সারা হইল, আর সুয়ো অর্থাৎ স্বামীর আদরের পাত্রী স্ত্রী বসিয়া বসিয়া হাত নাড়িয়া সন্তান প্রসব করিল।

রোখা কড়ি চোখা মাল।
কড়িতে রোকশোধ, মালও সুন্দর। নগদ পয়সা দিয়া ভাল জিনিস দেখিয়া লইব।

রোগ কেবল মুড়িতে আর ভুঁড়িতে।
মুড়ি অর্থাৎ মাথা এবং ভুঁড়ি অর্থাৎ পেট হইতেই যত রোগ জন্মে। এই দুইটী স্থানের বিকৃতি ঘটিলেই রোগের উৎপত্তি হয়।

রোগা চড়ুয়ের মুলুক জুড়ে বাসা।
রোগা চড়ুইয়ের পক্ষে অতি অল্প স্থানই যথেষ্ট, কারণ সে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে পারে না, তাহার জন্য বিস্তৃত বাসার প্রয়োজন নাই। যাহার যতটুকু প্রয়োজন, তাহার অধিক অধিকার করিতে উদ্যত হওয়া।

রোগী এখন তখন, ঔষধ হয় মাসের পথ।
রোগীর মর মর অবস্থা, কিন্তু ঔষধ হয় মাসের পথে রহিয়াছে। সুতরাং ঔষধ আসিবার পূর্ব্বেই মৃত্যু নিশ্চয়। কাজে হাতাহাতি পড়িলে কিন্তু তাহার উপায় দূরগত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

রোগী তুষ্ট অম্বলে, সন্ন্যাসী তুষ্ট কম্বলে।
রোগী অম্বল খাইতে পাইলে খুব সন্তুষ্ট হয়, আর সন্ন্যাসী কম্বল পাইলে অতিশয় আনন্দিত হয়।

রোগের শেষ আর ঋণের শেষ রাখতে নাই।
রোগ আরাম হইয়া আসিলে তাহার শেষ টুকু রাখিতে নাই, কেননা পরে তাহা আবার বাড়িয়া উঠিতে পারে; আর ঋণের শেষ রাখিতে নাই। কারণ সামান্য ঋণ সুদে আবার বেশী হইয়া উঠে।

রোজার ঘাড়ে বোঝা।
চিকিৎসকের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়াছে। যে কোন বিষয়ের প্রতীকার করিবে, তাহারই আবার তদ্বিষয় লইয়া বিপন্ন হইয়া পড়া।

রৌদ্রের তাপ সয়, বালির তাপ সয় না।
রৌদ্রের তাপ সহ্য হয়, কিন্তু রৌদ্রতপ্ত বালির তাপ সহ্য হয় না। বড় লোকের দুই ঘা প্রহারও সহ্য যায়, কিন্তু তাঁহার আশ্রিতের একটা কথাও অসহ্য বোধ হয়।

ল

লক্ষ বাঁটুল পক্ষ তীর, তবে হয় হাত স্থির।
এক লক্ষ বাঁটুল ছুড়িলে, এবং একপক্ষ অর্থাৎ ১৫ দিন তীর ছোড়া অভ্যাস করিলে তবে হাতের নিশানা ঠিক হয়।

লক্ষ্মণের ফল ধরা।
রামচন্দ্র বনবাসকালে প্রত্যহ লক্ষ্মণকে 'ফল ধর' বলিয়া ফল দিতেন, লক্ষ্মণ তাহা না খাইয়া তুলিয়া রাখিতেন। পরে বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইলে লক্ষ্মণ সেই সকল ফল অগ্রজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। রাম তাহা না খাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন, "আপনি আমাকে 'ফল ধর' বলিয়া দিয়াছিলেন, 'ফল খাও' বলেন নাই, সুতরাং আমিও খাই নাই।" কাহাকেও কোন ব্যবহার্য্য সামগ্রী রাখিতে দিলে, ব্যবহার করিতে বলা হয় নাই বলিয়া সে যদি তাহা ব্যবহার না করিয়া তুলিয়া রাখে, তাহা হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

লক্ষ্মণের মত দেবর হউক।
লক্ষ্মণ ভ্রাতৃজায়া সীতার সাতিশয় প্রিয়কারী ছিলেন, এজন্য স্ত্রীলোকেরা তাঁহার ন্যায় গুণবান্ দেবর প্রার্থনা করে।

লক্ষ্মী আসতে কি দুয়ারে আগড়?
লক্ষ্মী যদি আসেন, তাহা হইলে ঘরের দরজা বন্ধ থাকিলে কি তিনি আসিতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। তিনি যে কিরূপে অলক্ষ্যে আসেন, এবং অলক্ষ্যে চলিয়া যান, তাহা কেহই [illegible] না।

লক্ষ্মীছাড়ার খাঁকি বড়।
লক্ষ্মীছাড়া লোকের উৎপাত কিছু বেশী হয়।

লক্ষ্মীছাড়ার দাঁতে বিষ।
লক্ষ্মীছাড়া লোকের দাঁতে বিষ থাকে, অর্থাৎ সে অত্যন্ত রূঢ়ভাষী হয়।

লক্ষ্মীছাড়ার ভকি বাড়া।
লক্ষ্মীছাড়া লোকের ক্ষুধা বড়ই বেশী হয়, সে সর্ব্বদাই খাই খাই করিতে থাকে।

লক্ষ্মীর ঘরে কালপেঁচা।
কালপেঁচা অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া প্রবাদ; ইহা কাহারও ঘরে বসিলে অর্থনাশ, মনস্তাপ প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু লক্ষ্মীর ঘরে বসিলে তাহাতে আর কি অশুভ ফল হইবে? কিছুই হইবে না।

লক্ষ্মীর পো ভিক্ষা মাগে।
যাঁহার মাতা ধনের অধীশ্বরী লক্ষ্মী, তিনি ভিক্ষা মাগিতেছেন। সঙ্গতিশালী লোকের আপনার অভাব জ্ঞাপন।

লক্ষ্মীর বরযাত্রী।
যাহারা সম্পদের সময় বন্ধুভাবে উপস্থিত হয়, কিন্তু দুঃখের সময় পলায়ন করে, তাহাদিগকে লক্ষ্মীর বরযাত্রী বলা হয়। "Fair weather friends." "Rats desert the sinking ship."

লক্ষ্মীর বেটী ফকি।
ধনবতীর কন্যা "ফকি" অর্থাৎ অর্থসারশূন্যা। ধনবানের কৃপণ সন্তান।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।
ধনী ব্যক্তির ভাণ্ডারকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কহে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হইতে যতই ব্যয় করা হউক, ভাণ্ডার শূন্য হয় না। "Horn of plenty."

লক্ষ্মী হ'লেন লক্ষ্মীছাড়া, শঙ্কর ভিখারী।
লক্ষ্মী লক্ষ্মীছাড়া অর্থাৎ দরিদ্রা হইয়াছেন, এবং মহাদেব—যিনি বিশ্বেশ্বর, তিনি ভিক্ষুক হইয়াছেন।

লঘুপাপে গুরুদণ্ড।
সামান্য অপরাধে গুরুতর শাস্তির বিধান।

লঙ্কাকাণ্ড।
রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড রামরাবণের যুদ্ধরূপ তুমুল ব্যাপারে পূর্ণ। এই জন্য তুমুল ঘটনাকে লোকে লঙ্কাকাণ্ড বলিয়া থাকে।

লঙ্কা ভাগ করা।
"মনে মনে লঙ্কাভাগ" দেখ।

লঙ্কায় গেলেন দরিদ্রা, লয়ে এলেন হরিদ্রা।
দরিদ্রা স্ত্রীলোক লঙ্কায় গিয়া সোণা হীরা প্রভৃতি বহুমূল্য জিনিষ ফেলিয়া হলুদ লইয়া আসিলেন। যে যেরূপ অবস্থার লোক, সে

সেই অবস্থার উপযোগী বস্তুকেই মূল্যবান্ জ্ঞান করে।

লঙ্কায় রাবণ ম'লো, বেহুলা কেঁদে রাঁড় হলো।
লঙ্কায় রাবণ মরিল, আর বেহুলা কাঁদিয়া বিধবা হইল। রাবণের সহিত বেহুলার কোনই সম্বন্ধ নাই, সুতরাং রাবণের মৃত্যুতে তাহার কাঁদা বা বিধবা হওয়া অসম্ভব। অসম্ভব ব্যাপারের উদাহরণ স্বরূপ এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষে এইরূপ ভাবের একটী কবিতা আছে ;—
"আমার নাম হীরে মালিনী।
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে কুব্জা আমার ননদিনী।
রাবণ বলে চন্দ্রাবলী, তুমি আমার কমলকলি,
শুনে কৃষ্ণ মেরে কীচক উদ্ধারিল যাজ্ঞসেনী।"
ঈশ্বরগুপ্তের রচিত একটি গান আছে; তাহার আরম্ভ এইরূপ ;—
"দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোহান ভার।
হোলো পূর্ণিমার দিন অমাবস্যা তের প্রহর অন্ধকার।"

লঙ্কায় সোণা সস্তা।
প্রবাদ এইরূপ যে, রাবণের লঙ্কা সোণা দিয়া প্রস্তুত, এবং তথায় কড়ির দামে সোণা কিনিতে পাওয়া যায়। সোণা পাওয়া গেলেও সমুদ্র পার হইয়া সেখানে যাওয়া অসম্ভব। দূরবর্ত্তী স্থানে কোন জিনিষ সস্তা হইলে, এবং সেখানে উহা সংগ্রহ করা সম্ভবপর না হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

লঙ্কায় বাণিজ্য ক্ষেতের কোণা।
পূর্ব্বে লঙ্কায় বাণিজ্য করিতে গিয়া লোকে প্রচুর লাভবান্ হইত, এবং সামান্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ মুক্তা প্রভৃতি পাইত। কিন্তু জমিতে যদি পুরা ফসল হয়, তাহা হইলে জমির এক কোণের ফসলে লঙ্কায় বাণিজ্য করার ন্যায় লাভ পাওয়া যায়। কৃষি-কার্য্যের লাভজনকত্ব প্রতিপাদনার্থ এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

লজ্জা নাই যার, রাজা হারে তার।
যাহার কিছুমাত্র লজ্জা নাই, তাহার কাছে রাজাকেও হারি মানিতে হয়। কারণ, রাজা যতই দণ্ড দিন, লজ্জাহীন ব্যক্তি তাহাতে লজ্জিত না হইয়া পুনঃ পুনঃ সেই কার্য্য করে। নির্লজ্জ ব্যক্তিকে কেহই আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

লম্বা কোঁচা কত্তো জারি।
কোঁচা লম্বা করিয়া দিয়া অসার বাহাদুরি প্রকাশ। ভিতরে কিছু নাই, বাহিরে লম্বা কোঁচা করিয়া বাবুগিরি প্রকাশ করে, এইরূপ লোক।

লম্বা কোঁচায় নমস্কার।
লম্বা কোঁচা দেখিলে নমস্কার করে, অর্থাৎ বড় লোক দেখিলে তাহার পদানত হয়, গরীবকে তুচ্ছজ্ঞান করে।

ললাটের লেখা বল কে খণ্ডাতে পারে ?
অদৃষ্টে যাহা লিখিত হইয়াছে, কেহই তাহার খণ্ডন করিতে পারে না। "অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই।" "কপালং মূলং।"

লাউ শাকের বালি আর অন্তরের কালি।
লাউশাকে বালি থাকিলে তাহা ধুইয়া পরিষ্কার করা বড় শক্ত ; আর মনে ময়লা অর্থাৎ পাপ থাকিলে তাহা দূর করাও কঠিন ব্যাপার।

লাখ কথা নইলে বিয়ে হয় না।
অনেক জায়গায় বিবাহের কথাবার্তা না হইলে, এবং অনেক কথা কাটাকাটি না হইলে প্রায়ই বিবাহ হয় না। এই জন্যই বলে, লাখ কথা না হইলে বিবাহ হয় না।

লাখ কথার উপর এক কথা।
বিস্তর তর্কবিতর্কের উপর মাঝে হইতে কেহ আসিয়া এক কথা বলিলে তাহাকে লাখ কথার উপর এক কথা বলে।

লাখ টাকা—লাখ টাকা, দু'কুড়ি দশ টাকা।
জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি একদা লাখ টাকা পাইলে সে কিরূপ ভাবে চলিবে, তাহাই বলিতেছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, লাখ টাকা কত বল দেখি। উক্ত ব্যক্তি অনেক-ক্ষণ ভাবিয়া উত্তর করিল, লাখ টাকা লাখ টাকা, দু'কুড়ি দশ টাকা, অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা। কোন লোক কোন বিষয়ের ব্যয় সম্বন্ধে অতিরঞ্জন করিয়া বর্ণনা করিলে, শ্রোতা অবিশ্বাস করিয়া বলে—"হাঁ হাঁ লাখ টাকা, লাখ টাকা, দুকুড়ি দশ টাকা। তুমি লাখ টাকা ব্যয়ের কথা বলিতেছ, কিন্তু পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে ত যথেষ্ট হইয়াছে।"

লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন।
সে কালে দেনার দায়ে যাহারা কারাবদ্ধ হইত, তাহাদের মুক্তির কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। যতদিন না ঋণ পরিশোধ হইত, ততদিন তাহাদিগকে জেলে আবদ্ধ থাকিতে হইত। আবার অনেকের জেলেই জীবন-লীলার অবসান হইয়া যাইত। বহরমপুরের গৌরী সেন (গৌরীকান্ত সেন) এই সকল হতভাগ্যের ভরসাস্থল ছিলেন। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি অনেককেই ঋণ-দায় হইতে মুক্ত করিতেন। ইহা হইতেই এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতা আহিরীটোলায় এখনও গৌরীসেনের বৃহৎ অট্টালিকা আছে। কেহ ধনী আত্মীয়ের সাহায্য পাইবার আশায় নির্ভর করিয়া যথেচ্ছ অর্থ ব্যয় করিলে, তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

লাগে তীর না লাগে তুক্কো।
যদি লক্ষ্যে লাগিয়া যায়, তাহা হইলে উহা তীর হইল ; আর যদি না লাগে, তাহা হইলে তুক্ক হইল। তুক্ক এক প্রকার তীর, ইহাতে ফলা নাই, অভ্যাসকালে ইহা ব্যবহৃত হয়। অন্ধকারে ঢিল মারা গোছ কাজ করিলে যদি অদৃষ্টগুণে উহা সফল হয়, তাহা হইলে উহা প্রকৃত কার্য্য হইল, আর নিষ্ফল হইলে উহা কেবল আমোদ বলিয়া পরিচিত হইল।

লাজের মাথায় পড়ুক বাজ,
সার গিয়ে আপন কাজ।
লজ্জার মাথায় বাজ পড়ুক, অর্থাৎ লজ্জা দূর হউক, আপনার কাজ সিদ্ধ কর। লজ্জা করিয়া আপনার কাজ নষ্ট করিতে নাই।

লাজে বউ ভাত খান না, চালতা হেন গ্রাস।
বউ লজ্জায় ভাত খাইতে পারিতেছেন না, কিন্তু চালতার মত এক একটী গ্রাস তুলিতেছেন। মুখে লজ্জা প্রকাশ করিয়া কার্য্যে তাহার বিপরীত ভাব দেখান।

লাট সাহেব।
লাট সাহেব দেশের শাসনকর্ত্তা, তাঁহার মতেই দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। কেহ অতিরিক্ত প্রভুত্ব প্রকাশ করিলে তাহাকে "লাট সাহেব" বলিয়া উপহাস করা হয়।

লাঠী যার মাটী তার।
"যার লাঠী তার মাটি" দেখ।

লাঠীর আগে ভূত ভাগে।
লাঠীর আঘাত বড় ভয়ানক ; ইহার ভয়ে ভূতও পলাইয়া যায়। লাঠীর জোর থাকিলে সকলেই ভয় করে।

লাথি চড়ে নাহি লাজ,
আমার নাম কবিরাজ।
লাথিই মার আর চড়ই মার, আমার কিছু-তেই লজ্জা নাই, আমি একজন কবিরাজ। হাতুড়ে কবিরাজদিগকে অনেক স্থানে প্রহার পর্য্যন্ত খাইতে হয়, তথাপি তাহারা কবিরাজী ছাড়ে না, ইহা হইতেই এই প্রবাদের উৎপত্তি।

লাথির ঢেঁকি কি চড়ে উঠে ?
পায়ের চাপ দিয়া যে ঢেঁকিকে তুলিতে হয়, সে ঢেঁকি কি হাতের চাপে উঠে ? এমন অনেক লোক আছে যাহাদিগকে বাপু বাছা বলিলে কাজ পাওয়া যায় না, গাল মার দিলে তবে তাহারা কাজ করে, ইহাদের সম্বন্ধে এই বাক্য প্রযোজ্য।

লাথির ঢেঁকি মাথায় চড়ে।
ঢেঁকিকে পায়ের চাপ দিলে সে উর্দ্ধে উঠে। যে নিতান্তই অবজ্ঞেয়, সে প্রশ্রয় পাইয়া যদি মাথায় চড়ে, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

লাথি মেরে পায়ে ধরা।
গোড়া কেটে জল ঢালা।

আগে লাথি মারিয়া পরে তাহার পায়ে ধরা, আর গাছের গোড়া কাটিয়া দিয়া আগায় জল ঢালা দুইই সমান। দুইটাই বৃথা প্রয়াস।

লাথি মেরে বিষ্ণবে নমঃ।
সমবয়স্ক বা অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণের গায়ে ব্রাহ্মণের পা লাগিলে "বিষ্ণবে নমঃ" বলা হয়। কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক লাথি মারিয়া "বিষ্ণবে নমঃ" বলা বৃথা। ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করিয়া পরে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

লাফিয়ে চাঁদ ধরা।
লাফাইয়া চাঁদ ধরা অসম্ভব। সম্ভবাতীত কার্য্যে অগ্রসর হইবার প্রয়াস।

লাভ লোকসান জেনে,
চাষ করে না বেণে।
সোণার বেণে অতিশয় হিসাবী জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহারা সুক্ষ্মানুসুক্ষ্মরূপে হিসাব করিয়া কাজ করে। চাষের কাজে কেবলই যে লাভ আছে এমন নয়, কখন কখন লোকসানও হয়। এই জন্য সোণার বেণে চাষের কাজে হাত দেয় না।

লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায়।
একজন সামান্য মূলধনে গুড়ের ব্যবসায় করিয়াছিল। সে এক কলসী গুড় কিনিয়া আনিয়া বিক্রয় করিল। বিক্রয়ে মূলধন গেলে যে গুড়টুকু অবশিষ্ট রহিল, তাহা নিজের লাভ বলিয়া রাখিয়া দিল। কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখিল, সে লাভের গুড় পিঁপড়ায় সমস্ত খাইয়া ফেলিয়াছে। একদিক্ দিয়া যে পরিমাণে লাভ হয়, অন্যদিক্ দিয়া সেই পরিমাণে লোকসান হওয়া।

লাভে লোভ বাড়ে।
যত বেশী লাভ হয়, ততই লোভও বাড়িতে থাকে।

লাভে লোহা বয়
লাভের আশা থাকিলে লোহাও বহন করা যায়। লাভ পাইলে লোকে দুরূহ কার্য্যও সম্পাদন করে।

লিখিব পড়িব মরিব দুঃখে,
মৎস্য ধরিব খাইব সুখে।
লেখা পড়া করিতে গেলে গুরুমহাশয়ের তাড়নায় কেবল কষ্ট ভোগ করিব; তাহা না করিয়া মাছ ধরিলে সুখে খাইতে পারিব। লেখাপড়ায় অমনোযোগী বালককে শ্লেষ করিয়া ইহা বলা হয়।

লিখ্তে লিখ্তে সরে,
হাগ্তে হাগ্তে মরে।
নিয়ত লিখিতে লিখিতে ক্রমে লেখায় হাত সরিয়া যায়, অর্থাৎ হাতের লেখা ভাল হয়; আর লোকে নিয়ত বাহ্যে করিতে করিতে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া মরিয়া যায়।

লুকিয়ে খেলে শুকিয়ে যায়।
লুকাইয়া কোন জিনিষ খাইলে তাহা হজম হইয়া যায়। ইহা রোগী বা বালকদিগের কুপথ্যসেবনে মনকে প্রবোধ দিবার কথা।

লেখা জোখায় ভুল নাই, ছেলে কেন ভাসে?
এক হিসাবনবীশ পাকা মুহুরী স্ত্রীপুত্রাদিসহ বিদেশে যাইতেছিল। তাহারা এক নদীতীরে উপস্থিত হইলে নদীতে জল কত তাহা স্থির করিবার জন্য মুহুরী অঙ্ক কষিতে লাগিল। অঙ্ক কষিয়া দেখিল, নদীতে যে জল আছে, তাহাতে ছেলেরাও হাঁটিয়া পার হইতে পারিবে। তখন সে ছেলেদিগকে পার হইতে বলিল। ছেলেরা জলে নামিয়া কিছু দূর গেলে বেশী জলে পড়িয়া ভাসিয়া চলিল। স্ত্রী চীৎকার করিয়া বলিল, "ওগো ছেলেরা যে ভেসে যায়।" মুহুরী বলিল সে কি কথা, লেখা জোখায় ভুল নাই ছেলে কেন ভাসে?" এই বলিয়া আঁকের কোথাও ভুল হইয়াছে কি না তাহা দেখিতে লাগিল, এদিকে ছেলেরা যে ভাসিয়া চলিল, সেদিকে লক্ষ্য নাই। শেষে জনৈক ধীবর এই ব্যাপার দেখিয়া ছেলেগুলিকে উদ্ধার করিয়া দিল।

লেখা পড়া করে যেই,
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।
যে বাল্যে মন দিয়া লেখাপড়া করে, সে পরে বিদ্বান্ হইয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করে, এবং গাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়।

লেখাপড়া যেমন তেমন,
কপাল মাত্র গোড়া;
চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ায়,
রামা চড়ে ঘোড়া।
চণ্ডীচরণ ও রামচরণ নামে দুই সহোদর ছিল। চণ্ডীচরণ মনোযোগ সহকারে বিদ্যাশিক্ষা করিত, কিন্তু রামচরণ লেখাপড়ার দিক্ দিয়া যাইত না। সে তাস খেলিয়া, গাঁজা খাইয়া, ইয়ারকি দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। ক্রমে চণ্ডীচরণ একজন কৃতবিদ্য লোক হইয়া উঠিল, কিন্তু রামচরণের কিছুই হইল না। এই সময়ে এক মুদ্দাফরাসের অনূঢ়া কন্যার সহিত রামচরণের প্রণয় সংঘটিত হয়। মুদ্দাফরাসজাতীয়া হইলেও মেয়েটী দেখিতে অতিশয় সুশ্রী ছিল। উহার পিতা প্রচুর ধনশালী, এবং তাহার ঐ এক কন্যা ব্যতীত অন্য সন্তানসন্ততি ছিল না। রামচরণের সহিত ঐ মুদ্দাফরাসকন্যার বিবাহ হইল, এবং সে গৃহজামাতা হইয়া প্রচুর ধনের অধীশ্বর হইল। কিছুকাল পরে রামচরণ একদা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে যাইতে দেখিল যে, তাহার ভ্রাতা মলিনবেশে পদব্রজে যাইতেছে। তখন সে ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, লেখাপড়া যেমন তেমন কপাল মাত্র গোড়া; চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ায় রামা চড়ে ঘোড়া। অর্থাৎ লেখাপড়ায় যেমনই হউক, একমাত্র কপালই সুখের মূল। সেই জন্য আজি বিদ্বান্ চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়াইতেছে, অর্থাৎ দরিদ্রাবস্থায় কালযাপন করিতেছে, আর মূর্খ রামা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে।

লেখার কড়ি বাঘে খায় না।
লেখাপড়া থাকিলে সে পয়সা বাঘেও খাইতে পারে না, অর্থাৎ হিসাব লিখিয়া রাখিলে তাহার এক পয়সা এদিক ওদিক হয় না।

লেঙটার ঘরে চুরি।
যে লেঙ্টা অর্থাৎ উলঙ্গ থাকে, চুরি করিয়া চোরে তাহার কি পাইবে? "লেংটাকে নাই বাটপাড়ের ভয়।"

লেফাফা দুরস্ত।
ভিতরে যাহাই থাকুক না, বাহ্য ব্যবহার ঠিক সমাজনীতি-সম্মত।

লেবু টেবু সব আছে।
এক চতুর ব্যক্তি বিদেশ যাইতে যাইতে পথে এক গৃহস্থের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিল। গৃহস্থ প্রথমে অসম্মত হওয়ায় সে বলিল, আমার লেবু টেবু সব আছে, কেবল একটু জায়গা দাও। গৃহস্থ ভাবিল, যদি একটু জায়গা দিলেই হয়, তাহাতে ক্ষতি কি, উহার কাছে রাঁধিবার সকল জিনিসই আছে। আশ্রয় পাইয়া পথিক বলিল, আমার কাছে লেবু টেবু সব আছে, কেবল কিছু চাউল ও ডাউল দাও। অগত্যা গৃহস্থ তাহাই দিল। সে এইরূপে গৃহস্থের নিকট হইতে তরকারী, তেল, নুন, প্রভৃতি সমস্তই চাহিয়া লইল। শেষে আহারের সময় গৃহস্থ বলিল, বাপু, তুমি বলিলে আমার লেবু টেবু সব আছে, কিন্তু দেখিতেছি তোমার কিছুই নাই। পথিক সহাস্যে বলিল, আমি মিথ্যা বলি নাই, এই দেখুন এই বলিয়া সে পুঁটুলীর ভিতর হইতে একটা লেবু বাহির করিয়া লইয়া খাইতে বসিল।

লেবু রগড়াইলেই তিত।
লেবু যত রগড়াইবে, তাহা তত তিক্ত হইবে এক কথার বার বার আলোচনা করিলে তাহা বিরক্তিকর হয়।

লোকে বলে আছে ভাল,
শালুক খেয়ে দাঁত কাল।
লোকে ভিতরের অবস্থা না জানিয়া বলে, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে; কিন্তু এদিকে অন্নাভাবে শালুকের ডাঁটা খাইয়া দাঁত কাল হইয়া গিয়াছে।

লোকে মানে না আপনি মোড়ল।
লোকে মোড়ল অর্থাৎ প্রধান বলে না, নিজেই নিজেকে প্রধান বলিয়া মনে করে। যাহাকে লোকে সামান্য জ্ঞান করে, কিন্তু নিজে আপনাকে বড়লোক বলিয়া ভাবে, তাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

লোটো না বল লোটো,
উল্টে ধরবে চুলের মুঠো।
লোটো অর্থাৎ লম্পটকে লম্পট বলিলে সে তোমার উপর রাগ করিবে। স্পষ্ট কথা বলিলে বিপন্ন হইতে হয়।

লোভেতে পাপের বৃদ্ধি হয় নিতি নিতি;
সময় পাইলে পাপ করে বিনশ্যতি।
লোভের বশীভূত হইলে নানাপ্রকার অসৎ কার্য্য করিতে হয়; তাহাতে নিত্যই পাপ বাড়িতে থাকে; পরে উপযুক্ত সময়ে পাপের ফলে বিনাশপ্রাপ্ত হইতে হয়।

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।
লোভ জন্মিলেই সেই লোভের পূরণ জন্য পাপ কার্য্য করিতে হয়, এবং পাপ হইলে শেষে ধ্বংস হয়।

লোহা জব্দ কামারবাড়ী,
মেয়ে জব্দ শ্বশুরবাড়ী।
কামারের বাড়ীতে লোহা শাসিত হয়, কারণ কামারেরা লোহাকে পিটিয়া নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করে; আর মেয়ে ছেলে শ্বশুরবাড়ীতে শাসিত হয়।

লোহা পাথরে যুদ্ধ করে,
শোলা মি.জ পুড়ে মরে।
লোহা এবং চকমকি পাথরে যুদ্ধ হয়, অর্থাৎ ঠোকাঠুকি হয়, তাহা হইতে যে আগুন বাহির হয়, তাহাতে শোলা পুড়িয়া যায়। বলবানে বলবানে যুদ্ধ হইলে মাঝে যে দুর্ব্বল থাকে সে মারা যায়। "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।"

লোহার কার্ত্তিক।
শান্তিপুরে কার্ত্তিক নামে এক বাগ্দীর ছেলে ছিল। সে দেখিতে যেমন জোয়ান, তেমনই ঘোর কাল। এক সময়ে চুরি অপরাধে তাহার জেল হইলে তাহার মাতা "ওগো আমার লোহার কার্ত্তিক কোথায় গেল গো" বলিয়া কাঁদিয়াছিল। তদবধি এই কথার প্রচলন হইয়াছে।

ব

বউ উঠতে স্থান পায় না, উঠানযোড়া দাসী।
বউ উঠিয়া দাঁড়াইবার জায়গা পায় না, এদিকে দাসীতে উঠান পরিপূর্ণ।

বউ গিন্নি হ'লে তার বড় করকরানি,
মেঘভাঙ্গা রদ্দুর হ'লে বড় চড়চড়ানি।
বউ গিন্নি হইলে তাহার অত্যন্ত করকরানি হয়, অর্থাৎ সে বেশী রকম গিন্নীপণা দেখায়; আর মেঘ সরিয়া গেলে যে রৌদ্র বাহির হয়, তাহা বড়ই তীব্র হইয়া থাকে।

বউ জব্দ কিলে, ঝি জব্দ শিলে;
পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে।
বউকে প্রহার দিলে তবে সে শাসনে থাকে, চাকরাণীকে বাটনা বাটিতে দিলে তবে সে জব্দ হয়; আর প্রতিবাসীদের চোখে আঙ্গুল দিয়া কথা কহিলে অর্থাৎ স্পষ্ট কথা বলিলে তবে তাহারা জব্দ হয়।

বউ ভাঙ্গলে সরা, গেল পাড়া পাড়া;
গিন্নি ভাঙ্গলে নাদা, ও কিছু নয় দাদা।
বউ যদি একখানি সরা ভাঙ্গে, তবে তাহা গিন্নি পাড়াময় রাষ্ট্র করে; আর গিন্নি যদি একটা কলসী ভাঙ্গে, তবে তাহাও ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। কর্ত্তার নিজের বড় দোষও গণ্য হয় না, কিন্তু অপরের সামান্য দোষও বেশী বলিয়া বোধ হয়।

বউয়ের রাগ বিড়ালের উপর,
বিড়ালের রাগ বেড়ার উপর।
বোয়ের বিড়ালের উপর রাগ, কেননা বিড়ালে মাছ খাওয়ায় তাহাকে তিরস্কার খাইতে হয়; আর বিড়ালের রাগ বেড়ার উপর, কারণ, বেড়া থাকাতেই মাছ খাইয়া সে তাড়াতাড়ি পলাইতে পারে না, মার খায়।

বক ধার্ম্মিক।
যে বাহিরে ধর্ম্মের ভাণ করে, কিন্তু মনে মনে পরের অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহাকে "বক ধার্ম্মিক" বলে। বক মাছ খাইবার আশায় বিলের ধারে গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকে।

বকবিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী।
ভণ্ড ধার্ম্মিক। বক ও বিড়াল উভয়েই মৎস্যাশী, কিন্তু বাহ্য আচরণে মনের ভাব গোপন রাখে।

বগলে কাস্তে দেশময় খোঁজে।
বগলে কাস্তে রাখিয়া দেশময় কাস্তে খুঁজিয়া বেড়ায়। কোন জিনিষ আপনার কাছে থাকিতে ভ্রমবশতঃ চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়ান। এমন অনেক লোক আছে, কাণে কলম রাখিয়া চতুর্দ্দিক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতেছে।

বচনসর্ব্বস্ব।
কেবল কথার পণ্ডিত। যে মুখে নানা কথা বলে, কিন্তু কাজে কিছুই করে না, তাহাকে বচনসর্ব্বস্ব বলে।

বচনে জগৎ তুষ্ট।
কথায় জগৎ সন্তুষ্ট হয়; মিষ্ট কথা বলিলে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।
বজ্রের ন্যায় শক্ত করিয়া কষিয়া শেষে আল্‌গা গেরো দেওয়া। একদিকে খুব আঁটাআঁটি করিয়া অন্যদিকে শিথিলতা দেখাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "কড়াক্কড় চৌকী আইন খারাপ, সদর বন্ধ খিড়কী ফাঁক।" Spare at the spiggot and spill at the bung.

বজ্রাঘাতে রামনাম।
যখন বাজ পড়ে, তখন ভয়ে রাম রাম বলা।

বড় বড় যাহাকে অল্প সময়ে উপেক্ষা করে, বিপদে পড়িয়া তাহার শরণাপন্ন হওয়া।

বড় কেও নয়, বড় কেটাও নয়।
বড় অবজ্ঞার বিষয় নয়।

বড় ক্ষুধায় পাটকেলে কামড়।
বেশী ক্ষুধার জ্বালা হইলে অন্ন খাবারের অভাবে লোকে পাটকেল কামড়াইয়া খাইতে চায়। বেশী প্রয়োজনের সময় ভালমন্দ যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাই লওয়া।

বড় গাঁ তার মাঝের পাড়া।
গ্রাম ত যথেষ্ট বড়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহাতে আবার মাঝের পাড়া থাকিবে। বৃহৎ কার্য্যে যাহা থাকা সম্ভব, ক্ষুদ্র কার্য্যে তাহা দেখাইতে যাওয়া।

বড় গাছেই ঝড় লাগে।
বনের মধ্যে যে গাছ সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তাহাতেই ঝড়ের বেগ আগে পড়ে। যিনি কর্ত্তা তাঁহাকেই বিপদ্ আপদের দায় ভোগ করিতে হয়।

বড় গাছে কাছি (দড়া) বাঁধা।
বড় গাছে নৌকা প্রভৃতির কাছি বন্ধন করা। বড় গাছে কাছি বাঁধিলে তাহা ভাঙ্গিবার বা উপড়াইবার ভয় থাকে না। বড়লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিলে নির্ভয় হওয়া যায়।

বড় ঘরের বড় কথা।
গরীবের ঘরে ছোট ছোট ব্যাপারই ঘটে, কিন্তু বড়লোকের ঘরে বড় বড় ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে, সামান্য ব্যাপারও তথায় বৃহৎ আকার ধারণ করে।

বড় নাক তার গোঁফের বাহার।
যাহার নাক খাঁদা, সে গোঁফ রাখিলে বিশ্রী দেখায়, এবং সে আবার গোঁফের শোভা বাড়াইতে গেলে আরও কুৎসিত হয়। যাহার যাহা সাজে না, তাহা করিতে যাওয়া।

বড় বড় বানরের বড় বড় পেট,
লঙ্কা ডিঙ্গাতে সবে মাথা করে হেঁট।
বড় বড় বানরের খুব উঁচু উঁচু পেট; কিন্তু সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া লঙ্কায় যাইতে বলায় সকলেই মাথা হেঁট করিল। দেখিতে শুনিতে যাহারা বড়লোক, কোন দুরূহ কার্য্যে তাহাদের পশ্চাৎপদ হওয়া।

বড় বড় হাতী গেল তল,
বেটে ঘোড়া বলে কত জল।
যে জলে নামিয়া বড় বড় হাতী তলাইয়া গেল, খর্ব্বকায় ঘোড়া আসিয়া সেই জলের পরিমাণ স্থির করিতে উদ্যত হইল। শক্তিশালী লোকেরা যাহাতে পরাভূত, শক্তিহীন লোক সেই কার্য্যে অগ্রসর। "Fools rush in where angels fear to tread."

বড় বাড় ভাল নয়।
অত্যন্ত বাড়িয়া উঠা ভাল নয়; কেননা বেশী বাড়িলেই পড়িতে হয়। "অত্যুচ্চঃ পতনায় চ।"

বড় বাড়ী তায় ঢেঁকিশালা।
বাড়ী ত একটুকু, তাহাতে আবার ঢেঁকিশালা কোথায় থাকিবে?

বড় বিয়ে তার দু'পায়ে আলতা।
বিবাহ ত ভারী জাঁকজমকের, তাহাতে আবার দুই পায়ে আলতা পরিবে। এক পায়ে আলতা পরিয়াছে ইহাই যথেষ্ট। যাহা বৃহৎ কার্য্যে থাকিতে পারে, সামান্য কার্য্যে তাহা দেখিবার আশা করা।

বড় মাছের কাঁটাও ভাল।
বড় মাছের যদি একটু কাঁটা পাওয়া যায় তাহা খাইয়াও সুখ আছে, ছোট মাছের বেশীও কিছু নয়। বড়লোকের এক কথার দ্বারাও উপকার পাওয়া যায়।

বড় মাছের কাঁটা,
আর ঘন দুধের কোঁটা।
বড় মাছের যদি একটু কাঁটাও পাওয়া যায়, তাহাও ভাল, আর ঘন দুধ যদি এক কোঁটাও খাওয়া যায়, তাহাতেও উপকার আছে। ভাল জিনিষের একটুও ভাল, মন্দের বেশীও কিছু নয়।

বড়র পীরিতি বালির বাঁধ,
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ।
বড়লোকের ভালবাসা বালির বাঁধের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। তাঁহারা ক্ষণপূর্ব্বে আকাশের চাঁদ হাতে তুলিয়া দেন, আবার ক্ষণপরেই হাতে দড়ি দেন, অর্থাৎ একটু প্রসন্ন হইলেই কত উন্নতির আশা দেখান, আবার একটু রুষ্ট হইলেই প্রাণ লইয়া টানাটানি করেন।

বড়লোকে কথা কয়, সবে বলে জয় জয়।
বড়লোকে যেমনই কথা বলুক, সকলে তাহাতে জয় দিয়া থাকে, অর্থাৎ সে কথায় বাহবা দেয়।

বড়লোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল।
"মহতের আঁস্তাকুড়ও ভাল" দেখ।

বড় হবে ত ছোট হও।
বড় হইতে ইচ্ছা থাকিলে ছোট অর্থাৎ বিনয়ী হও।

বন গাঁয়ে শিয়াল রাজা।
যে গ্রাম বনে পূর্ণ, সেখানে শিয়ালই রাজা হয়, কেননা মানুষ সেখানে বাস করিতে পারে না। যেখানে ভাল লোক নাই, সেখানে সামান্য লোকেই প্রাধান্য স্থাপন করে। "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।"

বন থেকে বেরুল টিয়ে,
সোণার টোপর মাথায় দিয়ে।
টিয়ে পাখী সোণার টোপর মাথায় দিয়া বন হইতে বাহির হইল, অর্থাৎ আনারসের সবুজ ডাঁটা মাথায় সোণার টোপরের ন্যায় আনারস মাথায় দিয়া পাতার ভিতর হইতে বাহির হইল। পাকা লঙ্কা সম্বন্ধেও এই হেঁয়ালীটি ব্যবহৃত হয়।

বন পোড়ে সবাই দেখে,
মন পোড়ে কেউ দেখে না।
বন পুড়িলে সকলেই তাহা দেখিতে পায়, কিন্তু শোকদুঃখে মন পুড়িলে তাহা কেহই দেখিতে পায় না।

বন মানুষের হাড়।
কথিত আছে, বনমানুষের হাড় লইয়া ভেল্কি খেলে। কেহ কাহাকে কুহকে ফেলিয়া প্রতারিত করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বন-রক্ষক শিব, শিব-রক্ষক বন।
শিব বনকে রক্ষা করেন, আবার বনও শিবকে রক্ষা করে। একজন অন্যজনের সাহায্যে রক্ষিত হওয়া। "বনের রক্ষক বাঘ, বাঘের রক্ষক বন।"

বন্ধ্যা নারী প্রসববেদনার কষ্ট জানে কি?
যে নারী বন্ধ্যা, সে প্রসব বেদনা যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা জানে না। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরেকে কেহ কোন বিদ্যার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। কষ্টের তীব্রতা ভুক্তভোগীই বুঝে। "None but the wearer knows where the shoe pinches."

বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চাঁদ দেখতে পায়।
নিতান্ত অসম্ভব স্থলেই এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। বন্ধ্যা নারীর পুত্রই ত হইতে পারে না, তাহার উপর অন্ধ পুত্রের চাঁদ দেখিবারও সম্ভাবনা নাই।

বয়সেতে বিজ্ঞ নয় বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।
বয়স বেশী হইলেই যে লোক বিজ্ঞ হয় তাহা নহে, জ্ঞান লাভ হইলেই লোকে বিজ্ঞ হইয়া থাকে, তাহাতে বয়সের বিচার নাই।

বয়সে নবীন, বুদ্ধিতে প্রবীণ।
বয়সে নবীন অর্থাৎ অল্পবয়স্ক বটে, কিন্তু বুদ্ধিতে বিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে।

বয়সের গাছ পাথর নাই।
এত অধিক বয়স যে, তাহার জন্মের সময় সে সকল গাছ পাথর হইয়াছিল, তাহারাও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অত্যধিক বয়সের উল্লেখ করিতে হইলে লোকে এই বাক্যের ব্যবহার করে।

বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসী।
যিনি বরের ঘরের মাসী, তিনিই আবার কনের ঘরের পিসী। একই ব্যক্তির দুইপক্ষে যোগ করা। "Hunting with the hound and running with the hare."

বর্ণচোরা আম।
আম পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয়, কিন্তু অনেক আম আছে তাহারা পাকিলেও সবুজ বর্ণ থাকে; ইহাদিগকে 'বর্ণচোরা আম' কহে। এমন অনেক লোক আছে, তাহাদের বয়সে আকৃতির বিশেষ বৈষম্য হয় না, তাহাদিগকেও বর্ণচোরা আম বলা হয়। কপটী লোককেও "বর্ণচোরা আম" বলা হইয়া থাকে।

বর্ষাকালে নদী, বুড়া হ'লে সতী।
বর্ষাকালে সকল নদীই কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠে, আর যৌবন বিগত হইলে সকল স্ত্রীলোকই আপনাকে সতী বলায়। গ্রীষ্মকালেও যে নদী জলপূর্ণ থাকে, তাহাই প্রশস্ত নদী, আর যৌবনে যে রমণী সতী থাকিতে পারে, সেই যথার্থ সতী।

বল বুদ্ধি (বৃদ্ধি) ভরসা, তিন তিরিশে ফরসা।
বল, বুদ্ধি অথবা বৃদ্ধি অর্থাৎ বাড় এবং সাহস, এই তিনটী ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাড়িতে থাকে, তাহার পর ক্রমশঃ কমিয়া যায়। "A man at forty is either a physician or a fool."

বলুতে গেলে জাত থাকে না।
সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে জাতিচ্যুত হইতে হয়। কোন গুপ্ত পাপকার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বল বল আপনার বল, জল জল ইন্দ্রের জল।
নিজের বলই যথার্থ বল, তাহাই কাজে লাগে, অন্যের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিলে তাহা প্রায়ই বিফল হয়; আর বৃষ্টির জলই প্রকৃত জল, সেই জলেই শস্যাদি বর্দ্ধিত হয়; সেঁচা জলের উপর নির্ভর করিলে শস্য রক্ষা দুষ্কর হয়।

বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা।
যাহার কোন দিকেই কোন আশ্রয় বা উপায় নাই, সেই ব্যক্তিই বলিয়া থাকে, "বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা।"

বলা সহজ, করা কঠিন।
সকল বিষয়ই মুখে বলা খুব সহজ, কিন্তু কাজে তাহা করা বড়ই শক্ত। "Easier said than done."

বলীর ঘাম নির্ব্বলীর ঘুম।
বলবান্ লোকের বেশী ঘাম হয়, আর দুর্ব্বল লোকের বেশী ঘুম হয়।

বলে আরে মোর তুমি,
তোমার জন্য চাল ভিজিয়ে খেয়ে মরি আমি।
তুমি আমার বড়ই আপনার; তোমার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া আমি চাল ভিজাইয়া খাই। যেখানে ভালবাসা কেবল মৌখিক, আন্তরিক নয়, সেইস্থলে ব্যবহৃত হয়।

ব'লে ছিলাম হ'লো না, ঘরে গিয়ে খাও।
তোমাকে খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না, এখন

তুমি নিজের ঘরে গিয়া খাওয়া দাওয়া কর। কাহাকেও আশা দিয়া পরে নিরাশ করা।

বলে না হয় ছলে।
যে কাজ বলে সিদ্ধ হয় না, তাহা কৌশলে সিদ্ধ করিতে হয়।

বল্লে মা মার খায়, না বল্লে বাপ এঁটো খায়।
এক ব্যক্তি খাইতে বসিয়াছিল। তাহার ভাতে পূর্ব্বে বিড়ালে মুখ দিয়াছিল, এবং তাহার ছেলেটী উহা দেখিয়াছিল। কিন্তু গৃহিণী অন্য ভাতের অভাবে তাড়াতাড়ি সেই ভাতগুলিই খাইতে দিয়াছিল। তখন ছেলেটী ভাবিল, 'যদি সত্য কথা বলি, তাহা হইলে মাকে বাবার হাতে মার খাইতে হয়, আর যদি না বলি, তাহা হইলে বাবাকে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট খাইতে হয়, সুতরাং উভয় সঙ্কট। যেখানে কথা বলিলেও দোষ, না বলিলেও দোষ।

ব'সে খেলে কুবেরের ভাণ্ডারও ফুরায়।
বসিয়া বসিয়া খাইলে যদি কুবেরের ভাণ্ডারের ন্যায় প্রচুর অর্থ থাকে, তাহাও ফুরাইয়া যায়। উপার্জ্জন না করিয়া কেবল সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিলে তাহা শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া যায়।

ব'সে খেলে কুলায় না,
ক'রে খেলে ফুরায় না।
উপার্জ্জন না করিয়া কেবল বসিয়া বসিয়া খাইলে যতই ধন থাক, তাহাতে কুলায় না, আর উপার্জ্জন করিয়া খাইলে সে অর্থ ফুরায় না।

ব'সে না থাকি বেগার যাই,
বেগার গেলে খেতে পাই।
বসিয়া থাকা অপেক্ষা কাহারও বেগার খাটিতে যাওয়া ভাল; কারণ বেগার খাটিতে গেলে বেতন না পাইলেও নিজের খাওয়াটাও ত চলিবে। নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা লাভহীন কার্য্যেও পরিশ্রম করা ভাল, তাহাতে অন্ততঃ শরীরের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

ব'সে ব'সে লেজ নাড়া।
উঠিবার শক্তি নাই, কেবল বসিয়া বসিয়া লেজ নাড়া দেয়। কাজে হাত না দিয়া কেবল বসিয়া বসিয়া কাজের সমালোচনা করা।

বসতে জানলে উঠতে হয় না।
উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া বসিতে পারিলে আর উঠিতে হয় না, নতুবা যেখানে সেখানে বসিলে কাহারও দরকার পড়িলেই সেখান হইতে উঠিতে হয়।

বসতে জায়গা পেলে, শোবার স্থান মিলে।
যদি বসিবার একটু জায়গা পাওয়া যায়, তাহা হইলে ক্রমে শুইবার জায়গাও পাওয়া যায়। কাজের একটু সূত্র পাইলে ক্রমে তাহার সকল উপায়ই আরম্ভ করা যায়।

বসতে পেলে শুতে চায়।
লোকে বসিবার একটু স্থান পাইলে ক্রমে সে তথায় শুইতে ইচ্ছা করে। একটু আশ্বাস পাইয়া ক্রমে অধিক আবদার করা। "Give one an inch, and he asks for an ell."

বসবিত ছেলে ধর, উঠবিত কাঠ কাট।
যদি বসিয়া থাকিবে, তাহা হইলে ছেলে লইয়া থাক, আর যদি উঠিবে, তাহা হইলে কাঠ কাট। বিশ্রাম না দিয়া সকল অবস্থাতেই একটা না একটা কাজের ফরমাস করা।

বহুৎ পীরিতের বহুৎ মজা।
যত বেশী প্রণয় হয়, তত বেশী মজা বাধে, অর্থাৎ তত বেশী ভোগ ভুগিতে হয়।

বহু সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
গাজনে অনেক সন্ন্যাসী হইলে সন্ন্যাসীদের মধ্যে নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত হইয়া শেষে গাজন নষ্ট হইয়া যায়। অনেক লোক মিলিয়া কোন কাজ করিতে গিয়া কাজ পণ্ড করা। "Too many cooks spoil the broth".

বাঁচলে কত দেখব আর,
ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার;
বিড়ালের কপালে টীকে,
বাঁদর বেড়ায় হলুদ মেখে।
বাঁচিয়া থাকিলে কালে কালে আরও কত মজাই দেখিব; ছুঁচো গলায় চন্দ্রহার পরিয়াছে, বিড়ালের কপালে রাজটীকা দেওয়া হইয়াছে, এবং বানর হলুদ মাখিয়া বেড়াইতেছে। যাহার যাহা সাজে না, সে সেইরূপ কাজ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বাঁজি জানে না প্রসববেদনা।
বন্ধ্যা রমণী প্রসব বেদনার কষ্ট বুঝিতে পারে না। "None but the wearer knows where the shoe pinches."

বাঁজির পুত্তকে হাঁচির ঘা সয় না।
বন্ধ্যার যদি পুত্র হয়, তবে সে অত্যন্ত আদুরে হইয়া থাকে; কেহ হাঁচিলে সেই শব্দেই সে মূর্চ্ছা যায়।

বাঁদরকে কলা দেখান।
বাঁদরকে কলা দেখাইয়া প্রলুব্ধ করা। কাহাকেও লোভ দেখাইয়া নিজের কাজ সম্পন্ন করিয়া লইয়া তাহাকে ফাঁকি দেওয়া।

বাঁদী পরের পা ধোয়াতে পারে,
নিজের পা ধোয় না।
বাঁদী পরের পা ধোয়াইয়া দেয়, কিন্তু সে নিজের পা ধোয় না। পরের যে কাজ করিতে পারে, নিজের সে কাজ না করা।

বাঁদী মারতে মঙ্গলবার।
বাঁদীকে মারিবে, তাহার আবার বারের

ভালমন্দ বিচারে কাজ কি? অতি নগণ্য কাজ করিতে গিয়া তাহার শুভাশুভ বিচার করিবার আবশ্যক নাই।

বাঁধা দেবে না বেচে খাবে,
উকীল পাঠাবে না আপনি যাবে।
যেখানে কোন জিনিষ বাঁধা দিলে তাহা ছাড়াইবার আশা অল্প থাকে, সেখানে বাঁধা না দিয়া তাহা বেচিয়া ফেলিবে। আর যেখানে নিজে যাইলে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা, সেখানে প্রতিনিধি না পাঠাইয়া নিজেই যাইবে।

বাঁশতলায় বিয়ল গাই,
সেই সম্পর্কে মামাত ভাই।
মামাদের বাঁশতলায় উহাদের গাই প্রসব হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে ঐ ব্যক্তি মামাত ভাই হয়। সম্পর্কহীন ব্যক্তি।

বাঁশ বাকস বামন, তিন জমি নেবার যম।
বাঁশ গাছ, বাকস গাছ ও ব্রাহ্মণ, এই তিনই জমি লইবার যমস্বরূপ। কোন স্থানে বাঁশ গাছ বসাইলে ক্রমে তাহা অনেক দূর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লয়; বাকস গাছও এই-রূপ। ব্রাহ্মণ যেখানে বাস করে, তাহার আশে পাশে জমিগুলি ব্রহ্মোত্তর করিয়া লইবার চেষ্টা করে, অথচ ব্রাহ্মণ বলিয়া ভয়ে কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে পারে না।

বাঁশ বাগানে ডোমকাণা।
বাঁশ বাগানে গিয়া ডোম কাণা হইয়া যায়, অর্থাৎ সে অনেক বাঁশকেই নিজের কার্য্যোপযোগী মনে করে, অথচ কোন্‌-টীকে ছাড়িয়া কোন্‌টীকে লইবে তাহা স্থির করিতে পারে না।

বাঁশ মরে ফুলে, মানুষ মরে বুলে।
বাঁশে ফুল হইলেই সে বাঁশ মরিয়া যায়; আর মানুষ কেবল ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইলে মারা যায়।

বাঁশ যদি পড়ে জলে, কি করতে পারে তালে?
বাঁশকে শুকাইয়া যদি জলে পচান যায়, তবে তাহা তালের কাঁড়ি অপেক্ষাও শক্ত হয়।

বাঁশী হারায়ে শিঙের ফু।
বাঁশী হারাইয়া ফেলিয়া শেষে বাজাইবার জন্য শিঙের ফু দেওয়া। প্রধান সম্বল নষ্ট করিয়া শেষে সামান্য উপায়ের উপর নির্ভর করা।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।
বাঁশের অপেক্ষা তাহার কঞ্চি শক্ত। বাপের অপেক্ষা ছেলে অথবা গুরুর অপেক্ষা শিষ্য অধিক চতুর বা দক্ষ।

বাউলের ঘরে গরু।
বাউল এক প্রকার উদাসীন সম্প্রদায়, তাহারা নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। সুতরাং সে কিরূপে গরু পুষিবে?

বাকস বামন বাঁশ, তিনে বাস্তু নাশ।
"বাঁশ বাকস বামন" দেখ।

বাক্যেতে পর্ব্বত কিন্তু কার্য্যে তুলাকার।
কথা কহিবার সময় পর্ব্বতের ন্যায় বিস্তর গুরুতর কথা বলে, কিন্তু কার্য্যকালে তুলার ন্যায় হয়, অর্থাৎ অতি সামান্যমাত্র কার্য্য করে। বেশী কথা বলিয়া কাজে অল্পমাত্র করা। "Great cry and little wool."

বাক্যের ডোঙ্গা।
কেবল কথায় ভরা, কাজে কিছু নয়; বচন-সর্ব্বস্ব।

বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।
বাঘে একটু কামড়াইলে বা আঁচড়াইলে আঠার জায়গায় ঘা হয়। এমন অনেক বিষয় আছে, তাহাতে একবার জড়ীভূত হইলে নানাদিক্ দিয়া নানা বিপদ্ উপস্থিত হয়।

বাঘে মহিষে যুদ্ধ হয়, নল খাগড়ার প্রাণ যায়।
বাঘ মহিষে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহাদের চাপে মাঝে হইতে নল খাগড়াগুলি মারা যায়। প্রবলে প্রবলে বিবাদ উপস্থিত হইলে মাঝে যে সকল দুর্ব্বল থাকে, তাহাদের প্রাণ লইয়া টানাটানি হয়।

বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়।
বাঘ বলদকে দেখিলেই মারিয়া ফেলে, কিন্তু রাজা বা অন্য কেহ সাতিশয় প্রতাপশালী হইলে তাহার ভয়ে উভয়ে এক ঘাটে একত্র জলপান করে, অথচ কেহ কাহারও হিংসা করে না। অতিশয় প্রতাপের পরিচয়স্বরূপে ব্যবহৃত।

বাঘের আড়ি।
বাঘের আড়ি হইলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন। কেহ কিছুতেই শত্রুতা ত্যাগ না করিলে এবং প্রতি পদে অনিষ্ট চেষ্টা করিলে তাহাকে বাঘের আড়ি কহে।

বাঘের আবার গোবধ।
বাঘ নিয়ত গরু মারিয়া খায়, গরু তাহার খাদ্য, সুতরাং তাহার গোহত্যারূপ পাপের ভয় থাকিতে পারে না। দুষ্কর্ম্ম যাহার অভ্যস্ত, তাহার পাপকার্য্যে ভয় থাকে না।

বাঘেরও চক্ষুলজ্জা আছে।
কথিত আছে, বাঘ কোন লোককে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে যদি তাহার উপর চাহিয়া থাকে, এবং সেই লোকও যদি সেই সময়ে বাঘের চোখের উপর নিজের দৃষ্টি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করে, তাহা হইলে বাঘ তাহাকে আক্রমণ না করিয়া সরিয়া যায়। নিতান্ত চক্ষুলজ্জাবিহীন ব্যক্তি সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।
ঘোগ এক প্রকার ক্ষুদ্র জন্তু, বাঘ তাহাকে পাইলেই খাইয়া ফেলে; সুতরাং সে বাঘের ঘরে বাস করিতে গেলে বাঘের কোন অনিষ্ট হয় না, তাহারই প্রাণ যায়। বাঘের নিকট দুর্ব্বল ক্ষমতা প্রকাশ করিতে গেলে বা অতি চতুরের সহিত চাতুরী করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বাঘের দেখা, সাপের লেখা।
বাঘের নজরে পড়িলেই মরিতে হয়, আর অদৃষ্টে লেখা থাকিলে সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়।

বাঘের পাছায় ঘা।
বাঘের পাছায় ঘা হইলে সেই ঘা যত সুড়-সুড় করে, বাঘ ততই তাহাকে গাছে ঘষিতে থাকে, এবং এইরূপে ঘা ক্রমেই বড় হইয়া পড়ে। সামান্য বিপদ্‌কে নিজের দোষে বেশী করিয়া ফেলা।

বাঘের পেছনে ফেউ।
বাঘ লোকালয়ে প্রবেশ করিলে ফেউ অর্থাৎ ছোট ছোট শিয়াল (খেঁকশিয়াল) সকল এক প্রকার শব্দ করিতে করিতে পিছনে পিছনে যায়। বাঘ বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে মারিতে যায়, কিন্তু তাহারা কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়া আবার পিছু লয়, কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ে না। কাহারও পশ্চাতে লাগিয়া থাকিয়া তাহার বিরক্তি উৎপাদন করা।

বাঘের ভয় যেখানে, সন্ধ্যা হয় সেখানে।
"যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়" দেখ।

বাঘের যোগ্য বাঘিনী।
যেমন বাঘ তাহার উপযুক্ত বাঘিনী। ভীষণ-স্বভাব পতির ভীষণস্বভাবা পত্নী হইলে উদাহরণস্বরূপে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

বাছার আমার এত বাড়ি,
ছ' আনার কাপড়ে ন' আনার পাড়ি।
বাছার এতদূর বাড়াবাড়ি যে, ছয় আনা দামের কাপড়ে নয় আনার পাড় বসাইয়াছে। অল্পদামের জিনিষে বেশীদামের উপকরণ দিয়া সাজান।

বাজাতে বাজাতে বা'ন, গাইতে গাইতে গা'ন।
বাজাইতে বাজাইতে ক্রমে ভাল বায়েন (বাদক) হওয়া যায়, এবং গাহিতে গাহিতে ক্রমে ভাল গায়েন (গায়ক) হয়।

বাজারে আগুন লাগ্‌লে পীরের ঘর মানে না।
বাজারে আগুন লাগিলে তাহার মধ্যে যদি পীরের ঘর থাকে, তবে তাহাও ভস্মীভূত হইয়া যায়, দেবতার ঘর বলিয়া তাহা এড়াইয়া যায় না। অসতের দলে পড়িলে সাধু-কেও শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

বাজি ভোর।
খেলায় বাজির হার জিত শেষ হইয়া যাওয়া।

বাজি মাত।
দাবা খেলায় রাজার চাল বন্ধ করিতে পারিলে তাহাকে 'মাত' বলে। কার্য্যে জয়লাভ করিলে তাহাকে 'বাজি মাত' বলা হয়।

বাড়া ভাতে ছাই।
খাইবার জন্য যে ভাত বাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, ছাই পড়িয়া তাহা নষ্ট হইলে তাহাকে বাড়া ভাতে ছাই কহে। কার্য্য সিদ্ধ হইয়া ভোগের সব সময়ে নষ্ট হইয়া যাওয়া।

বাড়াভাতে নেড়া গিন্নি।
ভাত প্রস্তুত করিয়া বাড়া হইলে নেড়া গিন্নি আসিয়া আপনার গিন্নিপনা জাহির করে। কাজ সিদ্ধ হইবার পর কেহ আসিয়া তাহার ফলভোগে বা তৎসম্বন্ধে প্রশংসালাভে উদ্যত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বাড়া ভাতে শত্রু বাড়ে।
ভাত বাড়া থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ খাওয়া উচিত, নতুবা নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া আহারের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। "There's many a slip, twixt the cup and the lip."

বাড়ীতে পায় না শাক সজিনা,
ডাক দিয়ে বলে ঘি আন না।
বাড়ীতে সাজিনা শাক খাইতে পায় না, আর অন্যত্র গেলে বলে ঘি লইয়া এস। নিজের বাড়ীতে ভাত জুটে না, কিন্তু পরের বাড়ীতে গিয়া বাবুগিরি প্রকাশ করা।

বাড়ীর আপদ্ বুড়ি, পেটের আপদ্ মুড়ি।
বুড়ি বাড়ীর আপদ্‌স্বরূপ, কেননা তাহার স্বভাব খিট্‌খিটে হওয়ায় সকলের সহিত ঝগড়া করে; আর মুড়ি পেটের আপদ্-স্বরূপ, কেননা বেশী মুড়ি খাইলে পেটের অসুখ হয়।

বাড়ীর কাছে কামার, দা গড়ে দে আমার।
বাড়ীর কাছে কামার থাকিলে নিয়তই দা গড়াইতে চায়। কাজের লোককে কাছে পাইলে তাহাকে দিয়া সকলে কাজ সারিয়া লইতে চায়। "পথে পেলাম কামার, দা গড়ে দে আমার।"

বাড়ীর গাছ, পেটের বাছা।
বাড়ীতে তরকারির গাছ থাকিলে, আর পেটের ছেলে থাকিলে তাহা হইতে সময়ে অসময়ে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

বাড়ীর মধ্যে এক ঘর, তার আবার অন্দর।
বাড়ীতে মোটে একটী ঘর, তাহাতে আবার সদর বা অন্দর কি? অল্পমাত্র সম্বলের নানা রূপে বিভাগ করা।

বাড়ীর শত্রু কাণা, পুকুরের শত্রু পানা।
কাণা লোক বাড়ীর শত্রুস্বরূপ, এবং পানা পুকুরের শত্রুস্বরূপ। কাণা অন্য কোথাও যাইতে না পারায় কেবল বাড়ীতে বসিয়া কোন্দল কিচকিচি করে, আর পানায় পুকুরের জল ও মাছ নষ্ট করে।

বাণিজ্য করিতে গেল দরিয়ার কুল,
কেউ করলে দুনো লাভ, কেউ হারালে মূল।

বাণিজ্য করিবার জন্য অনেকে মিলিয়া সমুদ্রের পারে গেল ; কেহ বাণিজ্যে লাভবান্ হইয়া দ্বিগুণ ধন পাইল, আর কেহ বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মূলধনও হারাইল। অনেকে এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কেহ লাভবান্, কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস।
ব্যবসায়কার্য্যে লক্ষ্মী বাস করেন, অর্থাৎ ব্যবসায়কার্য্য করিলে প্রচুর ধনাগম হয়। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।"

বাতাসে ফাঁদ পাতা।
অতিশয় চতুর লোকের আশ্চর্য্যজনক কৌশলকে বাতাসে ফাঁদ পাতা বলে ; যাহা হওয়া অসম্ভব, তাহাকে সম্ভব করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করা।
বিবাদের কোন সূত্র না থাকিলে বিবাদপ্রিয় লোক বাতাসকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করে, এবং তাহার কার্য্যের খুঁটিনাটি ধরিয়া তাহাকে গালাগালি দিয়া ঝগড়া বাধায়।

বাদল বামুন বান, দক্ষিণে পেলে যান।
বাদল, ব্রাহ্মণ এবং বন্যা দক্ষিণা পাইলেই প্রস্থান করে। দক্ষিণা বাতাস বহিলে বাদল থামিয়া যায়, এবং বন্যার হ্রাস হয় ; আর পুরোহিত ব্রাহ্মণ দক্ষিণা পাইলেই স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

বাদুড় চোষা তাল।
বাদুড়ে যে তাল খায়, তাহাতে আর কিছু মাত্র রস থাকে না। কেহ কোন জিনিষ একেবারে নীরস করিয়া ত্যাগ করিলে তাহাকে বাদুড়চোষা তাল বলে।

বাধা মানে না গাধা।
যে শুভাশুভ বিচার করে না, তাহাকে গর্দ্দভের সহিত তুলনা করিবার জন্য এই বাক্য প্রযুক্ত হয়। যে বাধা মানিয়া চলে না, সে সাতিশয় নির্ব্বোধ।

বানরের গলায় মুক্তার মালা।
বানর মুক্তার মর্য্যাদা কিছুই বুঝে না, তাহার গলায় মুক্তার মালা দিলে সে তাহা দাঁতে কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। কোন মূল্যবান্ বস্তু প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞতাবশতঃ তাহা নষ্ট করা। "Casting pearl before swine".

বানরের সম্পত্তি গালে।
বানরের কোন সঞ্চয় নাই, সে যাহা পায়, তাহাই গালে তুলিয়া দেয়, সুতরাং গালের ভিতরেই তাহার যাহা কিছু সম্পত্তি। সঞ্চয় না করিয়া যাহা পায় সকলই খরচ করে।

বানরের হাতে খন্তা।
বানর হাতে খন্তা পাইলে যাহা পায় তাহাই খুঁড়িতে থাকে। কেহ হাতে কোন অস্ত্র পাইয়া যাহা কাছে পায় তাহাই কাটিতে থাকিলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

বান্দুরে বুদ্ধি।
বানরের কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই, তাহারা বুদ্ধিদোষে নিজের কাজে নিজেকে বিপন্ন করিয়া থাকে। মানুষের এইরূপ বুদ্ধি দৃষ্ট হইলে তাহাকে "বান্দুরে বুদ্ধি" বলা হয়।

বানের আগে জেলে ডিঙ্গি।
নদীতে যখন বান বাড়ে, তখন তাহার সম্মুখে ক্ষুদ্র জেলে ডিঙ্গি তাহার স্রোতের মুখে ভাসিয়া যায়। প্রবল বাধার সম্মুখে ক্ষুদ্র প্রতীকার টিকে না।

বাপ্‌কা বেটা, সেপাইকা ঘোড়া ;
কুচ নহে ত রহে থোড়া থোড়া।
যেমন বাপ তেমনই ছেলে হয়, এবং যেমন সিপাহী, ঘোড়াও সেইরূপে শিক্ষিত হয় ; বাপের ও সিপাহীর সমগ্র ভাব ছেলে ও ঘোড়াতে দেখা না গেলেও কতকটা ভাব দেখা যাইবেই যাইবে। "A chip of the old block".

বাপ গুণে পো, মা গুণে ঝি।
ছেলে বাপের গুণ পায়, এবং মেয়ে মায়ের গুণ লাভ করে।

বাপ গুণে বেটা, সেপাই গুণে ঘোড়া।
'বাপ্‌কা বেটা, সেপাইকা ঘোড়া' দেখ।

বাপ জানে না, মা জানে না, হোগল বনে বিয়ে।
যাহারা বিবাহ দিবার কর্ত্তা, সেই বাপ মা জানিতে পারিল না, অথচ হোগলবনে বিবাহ হইয়া গেল।

বাপ জানে না সুরতী খেলা, বেটা তীরন্দাজ।
বাপ সামান্য সুরতী খেলাও জানে না, আর তাহার ছেলে তীরন্দাজ হইয়াছে। বাপের অপেক্ষা ছেলের অধিক বাহাদুরি প্রকাশ করিতে যাওয়া।

বাপ বলবার নাম নাই, হ'রে শুঁড়ীর নাতি।
বাপের নাম বলিতে পারে না, হ'রে শুঁড়ীর নাতি বলিয়া পরিচয় দেয়।

বাপ মা মরা দায়।
বাপ মা মারা গেলে যতদিন না শ্রাদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, ততদিন হিন্দুগণ আপনাদিগকে সমাজের নিকট দায়গ্রস্ত জ্ঞান করে, এবং সমাজের অনুগ্রহ না পাইলে সে দায় হইতে উদ্ধার হইতে পারে না। এজন্য সমাজের সকল লোকের নিকটেই হীনতা স্বীকার করিয়া দায় হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হয়। কোন কার্য্যে লোকের নিকট হীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বাপের উপরোধে সৎমার পায়ে পড়।
সৎ-মা (বিমাতা) প্রায়ই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হয় না, ইহা সকলেই জানে। জানিলেও কেবল বাপের মন রাখিবার জন্যই তাঁহাকে প্রণাম করিতে হয়। কোন লোকের বা কোন কার্য্যের অনুরোধে কোন কাজ করিতে বাধ্য হওয়া।

বাপের কালে নাইকো চাষ,
কার ধান কাটতে যাস্‌।
তোমার বাপ কখন জীবনে চাষ করে নাই, আর তুমি কাহার ধান কাটিতে যাইতেছ?

বাপের পাঁতি না ধাপের পাঁতি ;
যে রেখে খেতে পারে তারই পাঁতি।
পৈতৃক ধন ধনই নয়, পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জিত ধনই যথার্থ ধন ; আবার যে তাহা রাখিয়া খাইতে পারে অর্থাৎ পরিমিতরূপে তাহা খরচ করিয়া সঞ্চয় করিতে পারে, সেই ব্যক্তি ধন ভোগ করিতে পারে।

বাপের জন্মে চড়িনি ডুলি,
ভেঙ্গে গেল মোর পাছার খুলি,
নামা ডুলি, নামা ডুলি।
জীবনে কখন ডুলিতে চড়ি নাই, এখন ডুলিতে চড়িয়া আমার পাছার হাড় যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, সুতরাং ডুলি নামাও, নামাও, আমি নামিয়া যাই। অনভ্যাসবশতঃ কেহ কোন ভাল জিনিষ ব্যবহারেও কষ্ট বোধ করে। "অনভ্যাসের ফোঁটা, কপাল চড়্ চড়্ করে।"

বাপের জন্মে নাইকো চাষ,
ধানকে বলে দুর্ব্বাঘাস।
বাপ জীবনে কখন চাষ করে নাই, সুতরাং ছেলেও তাহার কিছু জানে না ; এজন্য সে ধান দেখিয়া তাহাকে দুর্ব্বাঘাস বলে। কোন ব্যবহার্য্য জিনিষ নূতন দেখিয়া চিনিতে না পারা।

বাবাজীকে বাবাজী, তরকারীকে তরকারী।
বেগুণের মাথায় টিকী (বোঁটা) থাকায় উহা বাবাজী অর্থাৎ বৈষ্ণবও হয়, আবার তরকারীর কাজও করে। কাহারও দ্বারা দুই জাতীয় কাজ সম্পন্ন হওয়া।

বাবা পেটে, মা হাঁটে,
আমি তখন বছর আটে।
বাবা যখন তাঁহার মার পেটে ছিলেন, এবং মা সবেমাত্র হাঁটিতে শিখিয়াছিলেন, আমার বয়স তখন আট বৎসর হইবে। অসম্ভাবিত কৌতুককর বিষয়ের উল্লেখে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বাবারও বাবা আছে।
যিনি আমার বাবা, তাঁহারও বাবা আছেন। বড়র উপরেও বড় বা প্রবলের উপর প্রবল আছে।

বাবার কালে নাইকো গাই,
চালুনী নিয়ে দুইতে যাই।
যাহার বাপ কখন গরু পুষে নাই, সে কেমন

করিয়া গাইএর দুধ দুইতে হয় তাহা জানে না, সুতরাং সে চালুনী লইয়া গাই দুহিতে যায়। কোন নূতন জিনিষ পাইয়া ব্যবহার করিতে না জানায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়া।

বাবু মরেন শীতে আর ভাতে।
গ্রীষ্মকালে সহজে অল্পখরচে বাবুগিরি করা যায়, কিন্তু শীতকালে শাল-দোশালাপ্রভৃতি মূল্যবান্ শীতবস্ত্র না হইলে বাবুগিরি হয় না। সুতরাং কতো বাবুরা শীতকালে মারা যান; আর ভাত খাইবার সময়েও তাঁহারা মারা যান, কেননা বাহিরে বাবুগিরি করিলেও ভিতরে কিছুই নাই, সুতরাং শাকভাত খাইতে হয়।

বামন গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর।
কোন কৃষাণ ব্রাহ্মণের জমিতে লাঙ্গল করিতেছিল; ব্রাহ্মণ যতক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, ততক্ষণ বেশ চাপিয়া লাঙ্গল করিতেছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ যেমনই ঘরে চলিয়া গেল, অমনই লাঙ্গল তুলিয়া আল্‌গা চাষ দিতে লাগিল। কর্ত্তা সরিয়া গেলে অধীন লোকেরা যথেচ্ছভাবে কাজ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "When the cat is away, the mice are at play."

বামণ চোষা কল্‌কে, কায়েত চোষা গাঁ।
ব্রাহ্মণ তামাক খাইলে সে কলকের আর কিছুমাত্র তামাক থাকে না, আর কায়স্থ যে গ্রামে বাস করে, সে গ্রামেরও কাহারও কিছু থাকে না, যত ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, পতিত প্রভৃতি জমি সব সে নিজের করিয়া লয়।

বামন বাদল বান, দক্ষিণা পেলেই যান।
"বাদল বামন বান" দেখ।

বামনে মন্ত্র পড়ে, পাঁঠার কলায় শুনে।
ছাগ উৎসর্গ করিবার সময় ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ করে, কিন্তু ছাগ তাহার কিছুই শুনে না। যাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, সে তাহাতে কর্ণপাত না করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বামনের গরু,—খায় অল্প বাদে বেশী,
দুধ দেয় কলসী কলসী।
ব্রাহ্মণ এমন গরু পোষে, যে অল্প খাইবে, বেশী নাদিবে, তাহাতে বেশী সার বা জ্বালানী ঘুঁটে হইবে, আর কলসী কলসী দুধ দিবে। অল্প শ্রমে বা অল্প ব্যয়ে অধিক কাজ পাইতে ইচ্ছা করা।

বামনের ভাতে আছে।
ব্রাহ্মণের প্রায় চাষের কাজ থাকে না। সুতরাং ব্রাহ্মণের ঘরে চাকর থাকিলে তাহাকে বেশী খাটিতে হয় না, এবং বেশ সুখে খায় দায়।

বামন হ'য়ে চাঁদে হাত।
বামন অর্থাৎ অতি খর্ব্বকায় ব্যক্তি হইয়া চাঁদ ধরিবার জন্ত হাত বাড়ান। ক্ষুদ্র হইয়া অতিশয় উচ্চ আশা করা।

বাম শেয়ালী।
যাত্রাকালে বামদিকে শিয়াল থাকিলে যাত্রা শুভ ও কার্য্যসিদ্ধি হয়।

বার করলাম ব্রত করলাম স্বর্গে দিলাম বাতি;
যুবাকালে পাপ ক'রে বৃদ্ধকালে সতী।
বিস্তর বার ব্রত করিয়া স্বর্গে বাতি দিলাম, অর্থাৎ স্বর্গের পথ আলোকিত করিলাম; আমি যৌবনে পাপ কার্য্য করিয়া এখন বৃদ্ধ বয়সে সতী হইয়াছি। কেহ যৌবনে পাপ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে ধার্ম্মিক সাজিলে তৎপ্রতি এই বাক্য প্রযোজ্য।

বার কাঁদি নারিকেল তের কাঁদি কলা;
আজ রাণীর উপবাসের পালা।
রাণী নামে এক রমণী ব্রত করিয়াছিল; ব্রতে ফল ব্যতীত অন্ত কিছু খাওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং রাণী বার কাঁদি নারিকেল ও তের কাঁদি কলা খাইল, তথাপি সে উপবাসে উঠিতে পারে না দেখিয়া তাহার অনেক আত্মীয় এই কথাগুলি বলিয়াছিল। কেহ অন্যান্ত দ্রব্য প্রচুরপরিমাণে খাইয়া কেবল অন্নাহার করে নাই বলিয়া আপনাকে উপবাসী মনে করা।

বার নারিকেলে তের বামুনের ঘাড় ভাঙ্গে।
তের জন ব্রাহ্মণ কোন স্থানে গিয়া ১২টী নারিকেল পাইয়াছিল। তাহারা প্রত্যেকে এক একটী নারিকেল হাতে করিয়া লইলে সহজেই নারিকেলগুলি চলিয়া যাইত; কিন্তু তাহা না করিয়া তাহারা সেই বারটী নারিকেল একসঙ্গে বাঁধিয়া এক এক জনে ঘাড়ে করিয়া বহিতে লাগিল। সেই ভারী বোঝায় ১৩ জন ব্রাহ্মণেরই ঘাড় ভাঙ্গিয়া গেল।

বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান;
এইবার তোমার আমি বধিব পরাণ।
এক ঘুঘু প্রত্যহ এক গৃহস্থের ধান খাইয়া পলাইত; শেষে গৃহস্থ একদিন ঘুঘুটীকে কৌশলে ধরিয়া বলিল, তুমি বার বার ধান খাইয়া পলাও, কিন্তু এইবার যখন তোমায় ধরিয়াছি, তখন তোমার আর রক্ষা নাই, এবার তোমায় মারিয়া ফেলিব। কেহ বার বার ক্ষতি করিয়া পলাইলে শেষে তাহাকে যখন হাতে পাওয়া যায়, তখন তাহার প্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বার মাসে তের পর্ব্ব।
হিন্দুদের বার মাসের ভিতর তেরটী পর্ব্ব অর্থাৎ উৎসব হইয়া থাকে।

বার রজপুত তের হাঁড়ী,
কেউ খায় না কারো বাড়ী।
এক স্থানে বারজন রজপুত থাকিলে তাহাদের তেরটী হাড়ি থাকে, অর্থাৎ তাহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ হাঁড়িতে রাঁধিয়া খায়, কেহ কাহারও ঘরে খায় না। পাঁচ জন লোকের সাত প্রকার মত হওয়া অর্থাৎ সকলেই ভিন্ন মতাবলী হওয়া।

বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচী।
কাঁকুড়টী বার হাত, কিন্তু তাহার ভিতরকার বিচী তের হাত লম্বা। মূল বিষয় অপেক্ষা তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় বৃহৎ হওয়া।

বার হাত কাপড়ের তের হাত দশী।
কাপড় বার হাত লম্বা, কিন্তু তাহার দশী অর্থাৎ ছিলার সুতা তের হাত (পূর্ব্ববৎ)।

বার হাত পুকুরে তের হাত মাছ।
বার হাত পুকুর, কিন্তু তাহাতে তের হাত লম্বা মাছ (পূর্ব্ববৎ)।

বারোটা ঝাড়লুম তেরটা মোলো,
তুই না মরে অপযশ হ'লো।
বার জন রোগীকে ঝাড়ফুঁক করিলাম, তাহাতে তেরটা রোগী মারা গেল; তোকেও ঝাড়িলাম, কিন্তু তুই না মরায় আমার অখ্যাতি হইল। নিতান্ত হাতুড়ে কবিরাজের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

বালকেই চাঁদ ধরিতে চায়।
ছেলে মানুষেই চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে; নির্ব্বোধ লোকেই দুষ্প্রাপ্য বস্তু পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে।

বালির বাঁধ।
বালি দিয়া বাঁধ প্রস্তুত করিলে তাহা বেশী ক্ষণ থাকে না, একটু জল লাগিলেই গলিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। যাহা একটু বাধা পাইলেই নষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে "বালির বাঁধ" বলা হয়। "A rope of sands."

বালির বাঁধ শঠের প্রীতি,
এ দু'য়ের একই রীতি।
বালির বাঁধ এবং শঠের ভালবাসা এই দুই-টাই একই প্রকার। বালির বাঁধ যেমন অস্থায়ী, শঠের ভালবাসাও সেইরূপ অস্থায়ী।

বাস করবে গাঁয়ের মাঝে,
জমি করবে যার মা বাপ আছে।
গ্রামের মধ্যস্থলে বাস করিবে, এবং যাহার মা বাপ আছে এরূপ জমি চাষ করিবে, অর্থাৎ যে জমিতে গ্রাম-ধোয়া জল গিয়া পড়ে, এবং যাহার পাশে জলাশয় আছে এইরূপ জমি চাষ করিবে।

বাস করবো নগরে, মরবো গিয়ে সাগরে।
নগরের মধ্যে বাস করিব, এবং সকল তীর্থ জলের সঙ্গমস্থান গঙ্গাসাগরে গিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিব। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা ব্রতবিশেষে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকে।

বাসনার অর্দ্ধেক ফল।
যতদূর কামনা করা যায়, ততদূর ফল

পাওয়া যায় না, চেষ্টা দ্বারা তাহার অর্দ্ধেক ফল হয়। "আশার অর্দ্ধেক ফল।"

বাস্তু ঘুঘু।
লোকের সংস্কার এইরূপ যে ঘুঘু পাখী বাস্তুতে বেড়াইলে তাহা শীঘ্রই উৎসন্ন হইয়া যায়। এমন অনেক লোক আছে, তাহারা প্রথমে সুহৃদ্‌রূপে আসিয়া শেষে কৌশলে লোককে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দেয়। তাহারা যেখানে একবার প্রবেশ করিতে পায়, সে গৃহের আর কিছুতেই ভদ্রস্থতা থাকে না। ইহাদিগকে "বাস্তু ঘুঘু" বলা হয়।

বাহিরে দেখ্‌তে সাদা সাজ,
ঢাকা আছে ঢাকাই কাজ।
বাহিরে দেখিতে সাধাসিধা, কিন্তু ভিতরে ঢাকার শিল্প কার্য্য ঢাকা রহিয়াছে। যাহার বাহিরে কোন আড়ম্বর নাই, ভিতরে কিন্তু যথেষ্ট সৌন্দর্য্য বা গুণ আছে।

বাহিরের জামাই মধুসূদন,
ঘরের জামাই মধো;
ভাত খাওসে মধুসূদন,
ভাত খেলরে মধো।
এক ব্যক্তির মধুসূদন নামে দুই জামাতা ছিল। তন্মধ্যে এক জামাতা ঘর-জামাই হইয়াছিল। এক সময়ে দুই জামাতাই উপস্থিত ছিল। তখন ঐ ব্যক্তি আহারের জন্য বাহিরের জামাতাকে ডাকিয়া বলিল, 'মধুসূদন ভাত খাইবে আইস।' আর ঘর জামাইকে বলিল, 'ওরে মধো, ভাত খাবি আয়।' ঘর জামাই হইলে তাহার কিছু মাত্র আদর থাকে না, ইহারই দৃষ্টান্তস্বরূপে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

বাহিরে হাসিখুসি, অন্তরে গরলরাশি।
এমন অনেক লোক আছে, তাহারা বাহিরে বেশ হাসিখুসি দেখায়, কিন্তু তাহাদের মনের ভিতর হিংসারূপ গরল রহিয়াছে ইহাদিগকেই 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ' বলে।

বিকারী রোগীর জলপান।
রোগীর বিকার উপস্থিত হইলে সে মুহুর্মুহুঃ জল খায়, কিন্তু যতই জল খাউক, তাহা তৃষ্ণার আর নিবৃত্তি হয় না। জীব মায়া দ্বারা অভিভূত হইয়া সংসারে নানাবি সুখের কামনা করে, কিন্তু সে যতই সুখ ভোগ করুক, তাহার কামনা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না।

বিক্রমপুর পাঠান।
বিক্রয় করা।

বিড়াল-তপস্বী।
যাহার বাহিরে তপস্বীর আকার, কিন্তু ভিতরে কামক্রোধাদি রিপুগণ সম্পূর্ণ প্রবল, তাহাকে বিড়াল-তপস্বী কহে।

বিড়াল-বৈরাগ্য।
বিড়াল মার খাইলেই সে স্থান হইতে পলাইয়া যায়, কিন্তু ক্ষণপরেই আবার তথায় উপস্থিত হয়। এই জন্য যে বৈরাগ্য ক্ষণস্থায়ী, অর্থাৎ একবার বৈরাগ্য হয়, আবার ক্ষণপরেই তাহা কোথায় চলিয়া যায়, তাহাকে "বিড়াল-বৈরাগ্য" বলে।

বিড়ালের আড়াই পা।
বিড়াল দোষের জন্য মার খায়, কিন্তু মার খাইবার পর আড়াই পা চলিলেই মারের কথা ভুলিয়া যায়, এবং আবার ফিরিয়া আসিয়া সেই দোষ করে। যে অল্পসময় মধ্যেই স্বীয় অপমানাদি বিস্মৃত হয়।

বিড়ালের ভাগ্যে সিকা ছেঁড়া।
সিকায় কোন জিনিষ তোলা থাকিলে বিড়াল তাহা খাইতে পারে না, কিন্তু তাহার ভাগ্যক্রমে সিকা ছিঁড়িয়া গেলে সে তাহা খাইতে পায়। যাহা পাইবার কিছু-মাত্র আশা নাই, দৈবক্রমে তাহা প্রাপ্ত হওয়া।

বিদুরের খুদ।
বিদুর রাজ-আত্মীয় হইলেও অতি দীনভাবে কালযাপন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ কৌরব পাণ্ডবের মধ্যে সন্ধি স্থাপনার্থ হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রদত্ত রাজভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধার্ম্মিক বিদুরের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, নিঃস্ব বিদুরের গৃহে তিনি ভক্তি-প্রদত্ত খুদ ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। এজন্য ভক্তিসহকারে কোন সামান্য বস্তু প্রদত্ত হইলে তাহাকে "বিদুরের খুদ" বলা হয়।

বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য।
দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ 'ভট্টাচার্য্য' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য বংশজাত নিরক্ষর ব্রাহ্মণও আপনাদিগকে ভট্টাচার্য্য বলিয়া পরিচয় দেন। যে বিষয়ের অধিকারী হইলে যে নাম ধারণ করা যায়, সেই বিষয়ের অভাবেও সেই নাম ধারণ করা।

বিধবার একাদশী।
বিধবাকে একাদশী করিতেই হয়। তাহাদের একাদশী করায় কোন পুণ্য হয় না, বরং না করিলে পাপ হয়। যে কার্য্য করিলে লাভ বা যশ নাই, না করিলে ক্ষতি বা অযশ আছে, তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত।

বিধাতার বাজী,
কেউ খায় পোলাও ভাত কেউ খায় কাজী
বিধাতার কৌশল অত্যদ্ভুত; তাঁহার কৌশলে কেহ পোলাও ভাত খায়, আবার কেহ বা আমানি খাইয়া দিন কাটায়।

বিধি যদি করে মন, পুত বিয়োতে কতক্ষণ।
বিধাতার যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে পুত্র প্রসব করিতে কতক্ষণ লাগে। বিধাতার ইচ্ছা হইলে সকলই সম্ভব হইতে পারে।

বিধির নির্ব্বন্ধ।
বিধাতার বিধান। অদৃষ্ট-লিপিকে বিধির নির্ব্বন্ধ কহে।

বিধাতার লেখা চর্ম্মে ঢাকা,
ফলুতে হ'বে কালে কালে।
কথিত আছে যে, বিধাতা জীবের কপালে তাহার শুভাশুভ ফল লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন; উহা চর্ম্মের ভিতর ঢাকা থাকে, কিন্তু ঐ ফল যথাসময়ে ফলিয়া থাকে, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা হয় না।

বিধির বিপাক।
দৈবদুর্ঘটনা। সহসা কোন বাধা উপস্থিত হইয়া আরব্ধ কার্য্যকে নষ্ট করিয়া দিলে তাহাকে "বিধির বিপাক" কহে।

বিধির মনেতে যা',
নিশ্চয় ঘটিবে তা'।
বিধাতার মনে যাহা আছে, তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে। মানুষ যতই চেষ্টা করুক, বিধাতা যাহা অদৃষ্টে লিখিয়াছেন, তাহার অন্যথা হয় না।

বিনয়েতে কি না করে?
বিনয় দ্বারা কোন্ কার্য্য সিদ্ধ না হয়? বিনয়ে অতি বড় শত্রুও বশীভূত হয়।

বিনা দানে মথুরা পার।
দান অর্থাৎ পারের মাশুল না দিয়া মথুরা পার হইয়া যাওয়া। শ্রীকৃষ্ণ নৌকার মাঝি সাজিয়া দধি বিক্রয়াভিলাষিণী ব্রজগোপী-দিগকে দান লইয়া পার করিতেন। বিনা ব্যয় বা আয়াসে কার্য্যসাধন করা।

বিনা বজ্রপাতে কেহ রামনাম লয় না।
বজ্রাঘাত না পড়িলে সহজ অবস্থায় কেহ রামনাম উচ্চারণ করে না। সম্পদ্‌কালে না মানিয়া বিপদে পড়িয়া দোহাই দিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "চাপ পড়লেই বাপ।" "সাধে কি বাবা বলি গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।"

বিনা বাতাসে পাতা নড়ে না।
বাতাস না বহিলে গাছের পাতা কখন নড়ে না। যাহার একেবারে মূল নাই এমন কথা প্রচারিত হয় না, যাহা প্রচারিত হয়, তাহার মূলে কিছু সত্য থাকে। কারণ বিনা কার্য্য হয় না। "No smoke without fire."

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।
মেঘ হইলেই তাহা হইতে বজ্রাঘাত হয়, কিন্তু মেঘ না থাকিলেও বজ্রাঘাত হইয়াছে। অপ্রত্যাশিত কোন দুর্ঘটনা সহসা উপস্থিত হওয়া। "A bolt from the blue."

বিনা মেঘে বর্ষণ।
মেঘ হইলেই বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু মেঘ না থাকিলেও বৃষ্টি হইতেছে। কারণ না থাকিলেও কার্য্য উপস্থিত হওয়া।

বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি।
মরণকাল উপস্থিত হইলে বিপরীত বুদ্ধি হয়, অর্থাৎ তখন ভাল কাজকে মন্দ ও মন্দ কাজকে ভাল বলিয়া মনে হয়। উৎসন্নগামী লোকের বুদ্ধি মন্দের দিকেই যায়। "আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি।"

বিনা সম্বলে পথ চল্‌তে নাই।
কিছু পাথেয় না লইয়া পথ চলিতে নাই, কারণ পথে কখন্ কি দরকার পড়ে তাহার ঠিক নাই, অথচ পথের মধ্যে দরকার পড়িলে কোথাও কিছু পাইবার উপায় নাই।

বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি, পুকুরের সৃষ্টি।
ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল জমিতে জমিতে একটা পুকুর তৈয়ার হইয়া যায়। অল্প অল্প সঞ্চয়ে প্রচুর অর্থ জমিতে পারে, "রাই কুড়িয়ে বেল।" "Little drops make the Ocean."

বিপত্তে মধুসূদন।
বিপদে পড়িলেই লোকে মধুসূদনকে স্মরণ করে, সম্পদ্ কালে কিন্তু ডাকে না। বিপদ্ উপস্থিত হইলেই লোকে অপর মানুষের শরণাপন্ন হয়, সম্পদে হয় না।

বিপদ্ একা আসে না।
বিপদ্ কখন একা উপস্থিত হয় না, একটা বিপদ্ উপস্থিত হইলে চারিদিক্ হইতে নানা বিপদ্ আসিয়া থাকে। "Misfortune comes not alone."

বিপদ্‌কালে ছাগলেও চাট্ মারে।
যখন বিপদে পড়া যায়, তখন ক্ষুদ্র ছাগলেও চাট্ মারিয়া থাকে। বিপদ্ উপস্থিত হইলে সামান্য লোকেও পাঁচ কথা শুনাইয়া দেয়।

বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা।
বিপদ্‌কালেই বন্ধুর পরীক্ষা হয়, অর্থাৎ বিপদেও যে বন্ধু পরিত্যাগ করে না, সেই প্রকৃত বন্ধু। "A friend in need is a friend indeed."

বিপদে শিবের গোঁড়া,
সম্পদে শিব ত নোড়া।
বিপদে পড়িলেই শিবের ভক্ত হয়, আর সম্পৎকালে শিবকে নুড়ি বলিয়া উপহাস করে। যে বিপদে পড়িলে আসিয়া পায়ে পড়ে, এবং বিপদ্ কাটিয়া গেলে আর মানে না, তাহার সম্বন্ধে প্রযুজ্য।
"The devil was sick, the devil
a monk would be,
The devil is well, the devil
a monk is he."

বিপাকে পড়ে রাম নাম।
সঙ্কটে পড়িয়া রাম নাম উচ্চারণ। সম্পদে যাহাকে অবজ্ঞা করা যায়, বিপদে পড়িয়া তাহার দোহাই দেওয়া। "চাপ পড়লেই বাপ।"

বিবাদের টেরা কথা, জ্বরের মাথা ব্যথা।
জ্বর হইলে যেমন মাথা ব্যথা করে, জ্বর ছাড়িলে মাথা ব্যথা থাকে না, তেমনিই বিবাদের সময়ে উভয় পক্ষই কটুভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে, বিবাদ ভঞ্জন হইয়া গেলে, কটুভাষার ব্যবহার আর থাকে না।

বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, সেটা কেবল পিত্তিরক্ষে।
তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করা কেবল পিত্তরক্ষা করা। পিত্ত পড়িবে বলিয়া যেমন একটু কিছু মুখে দিয়া পিত্তরক্ষা করা হয়, তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করাও সেইরূপ। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর নিকট ভালবাসা বা আদর-যত্ন কিছুই পাওয়া যায় না, অধিকন্তু তাহার মন যোগাইতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।

বিবি যখন বড় হবে, মিঞা তখন কবর লবে।
বিবি অর্থাৎ পত্নী বড় হইতে হইতে মিঞা অর্থাৎ স্বামী মরিয়া কবরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। অধিক বয়সে অল্পবয়স্কাকে বিবাহ করিলে বা বহু বিলম্বে কার্য্যের ফলভোগের সম্ভাবনা থাকিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বিমাতা বিষের ঘর।
সৎমা বিষপূর্ণ গৃহতুল্য। অর্থাৎ সৎমা প্রায়ই সপত্নীপুত্রের হিংসা করিয়া থাকে।

বিয়ে ফুরুলে ছাঁদলার লাথি।
যতক্ষণ না বিবাহ হয়, ততক্ষণই ছাঁদনা-তলার আদর, বিবাহ শেষ হইয়া গেলেই সকলে তাহার উপর পা দিয়া চলিয়া যায়। কাজ ফুরাইলেই যাহার দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে আর কেহ গ্রাহ্য করে না। "কাজের বেলা কাজি, কাজ ফুরালে পাজী।"

বিয়ের সময় ক'নে বলে হাগ্‌ব।
ঠিক বিবাহের সময় ক'নে বাহ্যে করিতে চায়। নির্দ্ধারিত কাজের সময় কেহ অন্য কোন কাজ করিতে চাহিলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

বিয়ের সময় বলিদানের মন্ত্র।
বিবাহ শুভকার্য্য, সে সময়ে বিভীষিকাজনক বলিদানের মন্ত্র বলা। শুভকার্য্যের মধ্যে কোন অশুভ ঘটনার উপস্থিতি।

বিয়ে হলে ঘর চলে না।
বিবাহ হইলে নববধূ ভিন্ন আর গৃহস্থালীর কাজ সম্পন্ন হয় না। যাহার অভাবে পূর্ব্বে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল, তাহাকে পাইবার পর তদ্দ্বারা সমস্ত কাজ সম্পন্ন করিতে যাওয়া।

বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি।
কেহ কোন কাজে গিয়া, বিলম্ব করিলে প্রায়ই কাজ সিদ্ধ হইয়া থাকে। অথবা ধৈর্য্য ধরিয়া কার্য্য করিলে সে কার্য্য সিদ্ধ হয়। "সবুরে মেওয়া ফলে।"

বিল শুখাবে যখন, বকের আমোদ তখন।
যখন বিল শুকাইয়া যাইবে, তখন বকের আমোদ হইবে, অর্থাৎ স্বল্পজলে সে অনায়াসে মৎস্য ধরিয়া খাইতে পারিবে।

বিশ্বকর্ম্মা যত কারিকর,
তা' জগন্নাথদেবে প্রকাশ।
বিশ্বকর্ম্মা কিরূপ কারিকর, তাহা জগন্নাথকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়; অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বিশ্বকর্ম্মা ভাল কারিকর নহে। কার্য্য দেখিয়া কাহারও অক্ষমতা বুঝিতে পারা।

বিশ্বকর্ম্মার বেটা বেয়াল্লিশকর্ম্মা।
বাপ অপেক্ষা বেটা অধিক বাহাদুরী দেখাইতে গেলে ব্যঙ্গচ্ছলে তৎসম্বন্ধে ব্যবহৃত।

বিশ্বকর্ম্মার ছুঁচ গড়া।
বড়কে দিয়া সামান্য কাজ করিয়া লওয়া।

বিশ্বাসেই সিদ্ধি।
দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেই কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করা যায়।

বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।
বিশ্বাস করিলে ঈশ্বরকে সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু তর্ক করিলে তাঁহাকে সহজে পাওয়া যায় না। বিশ্বাসে যাহা সুলভ, তর্কে তাহা দুর্লভ হয়।

বিষকুম্ভং পয়োমুখং।
Beneath the rose lies the serpent.

বিষদাঁত ভাঙ্গা।
সাপের সম্মুখে দুই দিকে দুইটী দাঁত আছে, এই দাঁত ফাঁপা; এবং ইহার নীচেই বিষের থলি থাকে। এই দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলে সাপের আর কোন তেজ থাকে না, এবং সে কামড়াইলেও আর কোন অপকার হয় না। যে যে শক্তি প্রভাবে অনিষ্ট করে, তাহার সেই শক্তি নষ্ট হওয়াকে "বিষদাঁত ভাঙ্গা" কহে।

বিষ নাই কুলোপানা চক্র।
বিষ নাই, কেবল কুলোর মত ফণা আছে। ক্ষমতাহীন ব্যক্তি আস্ফালন করিলে ইহা প্রযুজ্য।

বিষয় বুঝে ব্যবস্থা।
সকল বিষয়ের একরূপ ব্যবস্থা হয় না; যে যেমন বিষয় তাহার সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়।

বিষস্য বিষমৌষধং।
"Cunning outwinning cunning."

বিষহারা ঢোড়া, গর্জ্জন মুলুকজোড়া।
বিষশূন্য ঢোঁড়াসাপের দেশব্যাপী গর্জ্জন আছে। ক্ষমতাহীন লোকের মৌখিক আস্ফালন বেশী হইয়া থাকে।

বিষে বিষক্ষয়।
বিষের দ্বারা বিষ নষ্ট হইয়া থাকে। শরীরে বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে চিকিৎসকেরা বিষ খাওয়াইয়া তাহার প্রতীকার করেন। কোন মন্দ কার্য্য দ্বারা অপকার হইলে সেইরূপ কার্য্য দ্বারা তাহার প্রতীকার করা। "Like cures like." "বিষস্য বিষমৌষধং।"

বিষ্ঠায় ঢেলা মারলে
নিজের গায়ে ছিট্‌কে পড়ে।
বিষ্ঠার উপর ঢিল মারিলে সে বিষ্ঠা ছিট্‌কাইয়া নিজের গায়েই লাগে। নীচ লোকের সহিত বিবাদ করিতে গেলে আপনাকেই অপমানিত হইতে হয়।

বিসমোল্লায় গলদ।
ঈশ্বরেই দোষ। যাহার ঈশ্বর নিয়া সেই দোষ থাকে, সে ধর্ম্ম বৃথা হয়। কোন কার্য্যের মূল দোষযুক্ত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বিস্তর বাড়ে পতন।
বেশী বাড়িয়া উঠিলে শেষে তাহাকে পড়িতে হয়। অতিশয় গর্ব্বে ধ্বংস অনিবার্য্য। "অত্যুচ্চ পতনায় চ।" "Pride goeth before destruction."

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।
পৃথিবী বীরগণেরই উপভোগ্যা। যাহার ক্ষমতা বেশী, সেই রাজা হইয়া পৃথিবী অধিকার করে। "যার লাঠি তার মাটী।"

বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না।
বুক ফাটিয়া যায়, তথাপি যে জন্য বুক ফাটিতেছে, সে কথা মুখ দিয়া বাহির হয় না।

বুকে ব'সে দাড়ি উপড়ান।
যাহার বুকে বসা হইয়াছে, তাহারই দাড়ী উপড়ান হইতেছে। যাহার আশ্রয়ে থাকা যায়, তাহারই অনিষ্ট করা।

বুকের পাটা পাঁচ হাত।
ছাতি বেশী প্রশস্ত হইলে লোকে সাহসী হয়। অতিরিক্ত সাহস দেখান।

বুঝে আয়, কর ব্যয়।
আয় বুঝিয়া ব্যয় কর। যেমন আয়, সেইরূপ খরচ কর। "Ask thy purse what thou shoudst buy."

বুঝ্‌তে নারি সেক্‌রার ঠার,
বলে এক করে আর।
সেকরার ঠার অর্থাৎ সঙ্কেত বুঝা যায় না, সে মুখে এক রকম বলে, কিন্তু কাজে অন্যরূপ করে।

বুঝলাম তোমার গিন্নীপণা,
তেল থাকে ত নুন থাকে না।
কোন নূতন গিন্নীকে সম্বোধন করিয়া কেহ বলিতেছে, তোমার গিন্নীপণা খুব বুঝিয়াছি; গিন্নীকে সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়, কিন্তু তোমার তেল থাকে ত নুন থাকে না। কাহাকেও কোন কাজের ভার দিলে সে যদি সে কাজ সুশৃঙ্খলে চালাইতে না পারে, তাহা হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বুড় দাদাকে গায়ত্রী শেখান।
বৃদ্ধ দাদামহাশয়কে নাতির গায়ত্রী শিখাইতে যাওয়া। যে বহুদিন হইতে যে কাজে অভ্যস্ত, অল্পদিনের অভ্যস্ত কোন লোকের তাহাকে সে সম্বন্ধে কোন কথা শিখাইতে যাওয়া।

বুড় দিয়ে জরা শোধ।
বৃদ্ধের দ্বারা জরার ধার শোধ করা। বৃদ্ধ ত জরাগ্রস্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহার উপরেই জরাকে অধিকার করিতে বলা। যাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, এমন উপায়ে প্রতিজ্ঞা রাখা।

বুড় বয়সে চূড়াকরণ।
বালকেরই চূড়াকরণ-সংস্কার হয়, বৃদ্ধের আর চূড়াকরণ হয় না। বেশী বয়সে অল্প বয়সোচিত কার্য্য করিতে যাওয়া।

বুড় বয়সে ধেড়ে রোগ।
বুড় বয়সে বালকোচিত কার্য্য করা।

বুড় মেরে খুনের দায়।
বৃদ্ধের শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া থাকে, সে মরিয়াই আছে, তাহার উপর তাহাকে দুই ঘা মারিলেই সে মরিয়া যায়, সুতরাং তখন খুন করার দায়ে পড়িতে হয়।

বুড় হ'লে বক চিনে না।
বৃদ্ধ হইলে লোকের ভ্রম হইয়া থাকে, সুতরাং তখন বক দেখিয়া তাহাকে বক বলিয়া চিনিতে পারে না। বেশী বয়সে সাধারণ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করা।

বুড়ায় বুড়ায় কথা হয়, প্রতি কথায় কাশি;
যুবায় যুবায় কথা হয়, প্রতি কথায় হাসি।
বুড়ার সহিত বুড়ার কথোপকথন কালে তাহারা প্রতি কথায় কাশিয়া থাকে; আর যুবার সহিত যুবার কথাবার্ত্তায় তাহারা প্রত্যেক কথাতেই হাস্য করে।

বুড়া শালিক পোষ মানে না।
বেশী বয়সের শালিক পাখী ধরিলে সে আর আর পোষ মানে না। ছেলেবেলা হইতে প্রতিপালন করিলে সকলেই বাধ্য হয়, কিন্তু অধিকবয়স্ক লোককে প্রতিপালন করিয়া সহজে বাধ্য করা যায় না।

বুড়া শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।
ছোট শালিক পাখীরই ঘাড়ে রোঁয়া উঠিয়া থাকে, বুড়া হইলে তাহার ঘাড়ে আর রোঁয়া উঠে না। বৃদ্ধাবস্থায় যুবকজনোচিত কার্য্য করিতে উন্মুখ হওয়া।

বুড়া হ'লে বায়াতুরে পায়।
মানুষ বুড়া হইলে তাহার বায়াতুরে অর্থাৎ ভীমরথী হয়, এই অবস্থায় মানুষের মতিভ্রম প্রাপ্তি উপস্থিত হয়।

বুড়ার নাই কাজ, ভাঙ্গে আর বাঁধে;
বুড়ীর নাই কাজ, চালধান ফেলে আর বাছে।
বৃদ্ধের অন্য কোন কাজ না থাকায় সে কেবল এক স্থানের বেড়াকে একবার ভাঙ্গে, আবার বাঁধে, আবার ভাঙ্গে, পুনরায় বাঁধে; এইরূপে সময় কাটায়। আর বুড়ীরও কোন কাজ না থাকায় সে চাল ধানকে একবার ফেলে, আবার বাছিয়া তোলে, আবার ফেলে আবার বাছে।

বুদ্ধিগুণে হা ভাত, বুদ্ধিগুণে খা ভাত।
লোকের বুদ্ধি মন্দ হইলেই হা অন্ন যো অন্ন করিয়া বেড়ায়, আবার বুদ্ধি ভাল হইলেই সুখস্বচ্ছন্দে দিনপাত করে।

বুদ্ধিতে বৃহস্পতি।
দেবগুরু বৃহস্পতি সাতিশয় বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী হইলে তাহাকে তাঁহার সহিত তুলনা করা হয়। নির্ব্বোধকে শ্লেষ করিয়াও এই বাক্য বলা যায়।

বুদ্ধি না থাক্‌লে বাপের পুকুরে ডুবে মরে।
বুদ্ধি না থাকিলে বাপের খনিত পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরে, অর্থাৎ বুদ্ধিহীন ব্যক্তি আপনার কার্য্যে আপনি বিপন্ন হয়।

বুদ্ধি যার বল তার।
যাহার বুদ্ধি আছে, সে শারীরিক অবস্থায় যতই দুর্ব্বল হউক না, সেই সকল বলের অধিকারী হয়; কারণ বুদ্ধি প্রভাবে সে অতি প্রবলকেও পরাভূত করে।

বুনলাম ধান হ'লো তিল,
ফল্‌লো রুদ্রাক্ষ খেলাম কিল।
জমিতে ধান বুনিলাম, তাহাতে তিল গাছ জন্মিল; সেই গাছে রুদ্রাক্ষ ফল ফলিল; শেষে কিল খাইলাম। একরূপ কাজ করিতে গিয়া তাহার ফল অন্যরূপ হওয়া।

বৃক্ষের পরিচয় ফলে।
ফল হইলেই কে কোন্ গাছ এবং কিরূপ গাছ তাহা জানা যায়। ফলের ভালমন্দ দেখিয়াই কার্য্যের ভালমন্দ বিচার করা যায়। "ফলেন পরিচীয়তে।"

বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী।
"A young whore, a old saint."

বৃন্দে দূতী।
শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার মিলনকল্পে বৃন্দা অনেক সাহায্য করিয়াছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে বৃন্দা তথায় গমন করিয়া রাধিকার অনুযোগ জ্ঞাপন করিয়াছিল। এ জন্য কেহ কাহারও কথা পরস্পরের নিকট চালনা করিলে তাহাকে "বৃন্দে দূতী" বলে।

বৃহন্নলা সারথি যার, পরাভব কোথা তার।
অজ্ঞাতবাসকালে কঙ্ক নামধারী যুধিষ্ঠির

পুত্রের জন্য চিন্তিত বিরাটরাজকে বলিয়াছিলেন, বৃহন্নলা যাহার সারথি, তাহার পরাজয় অসম্ভব।

বেঁচে থাক্ আমার চূড়াবাঁশী,
মিল্‌বে কত রাজরাণী দাসী।
আমার চূড়া ও বাঁশী কুশলে থাকুক, ইহার প্রভাবে কত রাজরাণী আসিয়া আমার দাসী হইবে। চূড়া ও বাঁশীধারী শ্রীকৃষ্ণকে অনেক গোপী ভজনা করিত। আকর্ষণী শক্তি থাকিলে অনেকেই তাহাতে আকৃষ্ট হয়।

বেঁটে লোক হেঁট হয়।
যে লম্বা, তাহার পক্ষে হেঁট হওয়া কষ্টকর। বেঁটে লোকে সহজেই হেঁট হইতে পারে। যে বিনয়ী, সে সহজেই বিনয় দেখাইতে পারে।

বেঁড়েকে চমরা বলা।
বেঁড়ে অর্থাৎ লাঙ্গুলহীনকে চমরা অর্থাৎ সুন্দর লাঙ্গুলযুক্ত বলিলে তাহার অত্যন্ত গর্ব্ব হয়। নীচকে ভাল করিয়া প্রশংসা করিলে সে গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠে। কার্য্যসিদ্ধিকল্পে গুণহীনকে গুণ আরোপ করিয়া খোষামোদ করা।

বেঁড়ে গরুর ওকড়া বনে ভয় কি ?
যে গরুর লেজ আছে, সে ওকড়া বনে যাইতে ভয় করে, কেননা তাহার লেজে ওকড়া ফল জড়াইয়া যায়; কিন্তু যে গরু বেঁড়ে, অর্থাৎ লাঙ্গুলশূন্য, সে ওকড়া বনে যাইতে ভয় করে না। ভাল লোকেই কুস্থানে যাইতে ভয় করে, কিন্তু যে মন্দ লোক, যাহার দুর্নামের ভয় নাই, সে স্বচ্ছন্দে কুস্থানে যায়।

বেঁড়ে গরুর লেজ ধ'রে স্বর্গে যাওয়া।
বেঁড়ে গরু—যাহার লেজ নাই বলিলেই হয়, তাহার লেজ ধরিয়া স্বর্গে গমন করা। অকর্ম্মণ্যকে দিয়া কাজ উদ্ধার করিতে যাওয়া।

বেঁধে মারে, সয় ভাল।
এক ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া প্রহার করা হইতেছে, কোন উপায় নাই দেখিয়া অগত্যা সে চুপ করিয়া আছে। একজন আসিয়া তাহাকে বলিল—ওহে তোমাকে যে বাঁধিয়া মারিতেছে। সে বলিল, ইহা আমার বেশ ভাল লাগিতেছে। উপায়ান্তর না থাকায় কোন অসহনীয় বিষয় সহ্য করা।

বেকারের চেয়ে বেগার ভাল।
অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া থাকা অপেক্ষা অন্যের বেগার খাটা অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিয়া দেওয়া ভাল। কারণ অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিলে শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, আর বেগার খাটিতে পরিশ্রম করিলে স্বাস্থ্যেরও উপকার হয়।

বেগার খাটিবে ত বেকার থাকিবে না।
কাহারও বেগার খাটিবে, তথাপি অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া থাকিবে না।

বেগম চেনে না বেগুন।
উচ্চপদস্থ লোকে সামান্য বস্তু জানে না—এইরূপ ভাণ করিয়া থাকে।

বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান।
একজন অপরের বেগারে কোন স্থানে গিয়াছিল; সেই স্থানে গঙ্গা ছিল, উক্ত ব্যক্তি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল। তাহার এই বেগারের কাজে আর কিছু লাভ না হইলেও গঙ্গাস্নান জন্য পুণ্য লাভ হইল। যে কাজ করিতেছে তাহাতে লাভ না থাকিলেও অন্য প্রকারে কিছু লাভ হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বেগুন গাছে আঁকশী।
বেগুন গাছ অতি ক্ষুদ্র গাছ, তাহাতে আঁকশী দিয়া বেগুন পাড়িবার কোনই প্রয়োজন নাই। যে কাজ করিবার জন্য যে উপায়ের প্রয়োজন নাই, সেই কাজ করিতে সেই উপায় প্রয়োগ করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

বেঙ দেখে পুকুর কেটেছে, মুতে ভাসাবার তরে।
বেঙের প্রস্রাবের জলে পুকুর ভরিয়া উঠিবে, এই আশায় পুকুর কাটিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা অসম্ভব, এবং কেহ এরূপ আশাও করে না। কোন ক্ষুদ্র লোক কোন ক্ষুদ্র কার্য্যে সহায়তা করিতে অসম্মত হইলে তাহার সাহায্যের আশাতেই কার্য্য আরম্ভ হয় নাই, ইহা বুঝাইবার জন্য এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বেঙ মারতে সোণার কাঁড়।
সামান্য বেঙ মারিবার জন্য সোণার তীরধনু বাহির করা। ক্ষুদ্র কার্য্যসিদ্ধির জন্য বৃহৎ উপায়ের আবশ্যকতা নাই। "মশা মারতে কামান পাতা।" "Breaking a butterfly on the wheel."

বেঙের আড়াই হাত।
বেঙকে মারিলে সে আড়াই লাফ দিলেই সকল ভুলিয়া যায়। অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব্ব অপমান বিস্মৃত হওয়া।

বেঙের আধুলি।
এক বেঙ একটী আধুলি কুড়াইয়া পাইয়াছিল। বেঙ সেই আধুলিটির উপর সর্ব্বদা বসিয়া থাকিত, এবং পথ দিয়া যে যাইত, অহঙ্কারে তাহাকেই লাথি মারিত। একদিন একজন পথিককে এইরূপে লাথি মারায় পথিক ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিল যে, এই আধুলিটীই বেঙের গর্ব্বের কারণ, এবং তজ্জন্যই সে সকলকে লাথি মারে। তখন পথিক বেঙ নিদ্রিত হইলে ঐ আধুলিটী চুরি করিয়া লইয়া চলিয়া গেল, বেঙও আর হাতীকেও লাথি মারিবে না। সামান্য ধন পাইয়া ক্ষুদ্র ব্যক্তি গর্ব্বিত হইলে সেই লোককে "বেঙের আধুলি" বলে।

বেঙের আবার সর্দ্দি।
বেঙ সর্ব্বদাই জলে থাকে, সুতরাং ঠাণ্ডা লাগিয়া তাহার সর্দ্দি হইতে পারে না। যে যে বিষয়ে অভ্যস্ত, তাহার সে বিষয়ে কোন কষ্ট হয় না।

বেঙের নাকে নিবের নোলক।
বেঙ নাকে নিবের নোলক পরিয়াছে। যাহার নাক খাঁদা তার নোলক পরা।

বেঙের মাথায় সোণার ছাতি।
বেঙের মাথার উপর সোণার ছাতা ধরা হইয়াছে। নীচ লোকে বড়মানুষি করা।

বেটার ভেক ত নয়,
ভাঙলে দুখানা বোক্‌নো হয়।
কোন ভিক্ষুক এমন এক ভিক্ষাপাত্র আনিয়াছে যে, তাহা ভাঙ্গিলে দুইখানা বোক্‌নো হইতে পারে; ভিক্ষুক নিজের দিন চলার মত ভিক্ষা করিবে, কিন্তু সে দশ জনের মত ভিক্ষা পাইবার উপযুক্ত পাত্র লইয়া ফিরিতেছে। সামান্য প্রার্থীর অত্যুচ্চ আশা। "আতর নিতে বোক্‌নো আনা।"

বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বুঝা।
চোর চুরি করিতে আসিয়া প্রথমে বেড়া নাড়িয়া দেখে যে, গৃহস্থ সজাগ আছে কি না। যদি কেহ সতর্ক থাকিয়া সাড়া দেয়, তবে সে ভাল মানুষের মত চলিয়া যায়, নতুবা চুরি করে। কাহারও কোন ইষ্ট বা অনিষ্ট করিবার পূর্ব্বে কোন উপায়ে তাহার মন পরীক্ষা করা।

বেণের কাছে মেকি চালান।
বেণে সর্ব্বদাই টাকা নাড়াচাড়া করে, এবং সোণা রূপা হাতে পড়িলেই তাহা চিনিতে পারে। সুতরাং তাহার কাছে মেকি চালাইতে যাওয়া নির্ব্বুদ্ধিতা। যে যে কাজ ভাল জানে, তাহাকে সেই কাজে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করা।

বেণের কাছে সূচ চুরি।
বেণে জাতি স্বভাবতঃই কৃপণ ও সাবধান; সুতরাং তাহার নিকট হইতে সামান্য সূচটিও চুরি করা দুঃসাধ্য।

বেদে কি জানে কর্পূরের গুণ,
শুঁকে শুঁকে বলে সৈন্ধব নুণ।
বেদে জাতি কর্পূর কিরূপে চিনিবে? সুতরাং সে তাহা শুঁকিয়া শুঁকিয়া বলে, ইহা সৈন্ধব লুণ। সামান্য লোকে উচ্চ বস্তুর মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না, সে তাহাকে সামান্য বস্তুই মনে করে।

বেদে চিনে সাপের হাঁচি।
সাপে একটু হাঁচিলেও বেদে তাহা চিনিতে

পারে, কেননা সে সাপের বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ। যে যে বিষয়ে অভিজ্ঞ, সে সেই বিষয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম যে কোন একটু ঘটনা দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারে।

বেদের ছেলের নলের আগায় ভাত।
বেদের ছেলে একগাছা নল পাইলে তদ্দ্বারা সে অন্নের সংস্থান করিতে পারে অর্থাৎ নলের দ্বারা পাখী মারিয়া তাহা বেচিয়া ভাতের যোগাড় করে।

বেনাবনে মুক্তা ছড়ান।
বেনাবনে মুক্তা ছড়াইলে তাহাতে কোন লাভ নাই, তাহাতে মুক্তার ঔজ্জ্বল্য জঙ্গলের ভিতর পড়িয়া হ্রাস হইয়া যায়। অপাত্রে উপদেশ দেওয়া। "Casting pearls before swine." "বানরের গলায় মুক্তার মালা।"

বেয়ানে বাদল বাদল নয়,
মায়ে ঝিয়ে কোঁদল কোঁদল নয়।
বেয়ান—বিহান, প্রাতঃকাল। সকালে মেঘ করিয়া বাদল আরম্ভ হইলে তাহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, আর মায়ের সহিত কন্যার ঝগড়াও বেশীক্ষণ থাকে না; এই দুইএরই শীঘ্রই অবসান হইয়া যায়।

বেল পাকলে কাকের কি?
বেল পাকিলে কাকের তাহাতে কোন লাভ নাই, কারণ বেলের খোলা এত শক্ত যে, কাকের তাহা ঠোঁট দিয়া ভাঙ্গিয়া খাইবার ক্ষমতা নাই। যাহাতে নিজের কোন উপকার নাই, এমন ব্যাপার ভালই হউক, বা মন্দই হউক, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই।

বেল্লিকের নিমন্ত্রণ, না আঁচালে বিশ্বাস নাই।
বেল্লিক লোক আহারের নিমন্ত্রণ করিলে যতক্ষণ না খাইয়া আঁচান যায়, ততক্ষণ তাহার নিমন্ত্রণে বিশ্বাস নাই। যাহার কথার ঠিক নাই, সে কোন বিষয়ে আশা দিলে যতক্ষণ না তদনুরূপ কাজ শেষ হয়, ততক্ষণ তাহাতে আস্থাস্থাপন করিতে নাই।

বেশী কথায় পেট ভরে না।
কেবল বিস্তর কথা বলিলেই তাহাতে পেট ভরে না, পেট ভরাইতে হইলে আহারাদি করাইতে হয়। কেবল কতকগুলা বকিলেই কাজ হয় না।

বেহাই যত ঘি খায়, এক আঁচড়ে জেনেছি।
যে ঘি খায়, তার গা চক্‌চকে হয়; তাহাতে নখের আঁচড় লাগিলে খড়ির ন্যায় সাদা সাদা দাগ বসে না। যদি দেখা যায় যে ঐরূপ দাগ বসিয়াছে, তখন সে যে ঘি খায় না, তাহা বুঝা যায়। পরীক্ষা করিয়া কাহারও অসারতা প্রমাণিত হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

বেহায়ার নাই লাজ নাই অপমান;
সুজনকে এক কথা মরণ সমান।
যে বেহায়া অর্থাৎ নির্লজ্জ হয়, তাহাকে যতই তিরস্কার বা প্রহার কর, তাহার কিছুতেই লজ্জা বা অপমান বোধ হয় না; কিন্তু ভাল লোককে একটা মাত্র রূঢ় কথা বলিলে তিনি তাহা মৃত্যুতুল্য জ্ঞান করেন।

বেহায়ার বালাই নাই।
বেহায়া লোকের বালাই অর্থাৎ মান অপমানাদি কোন আপদ্ নাই; সে মান অপমান, তিরস্কার, গঞ্জনা কিছুতেই বিচলিত হয় না।

বৈদ্যনাথের ষাঁড় (এঁড়ে)।
বৈদ্যনাথের ষাঁড়ের কোন কাজ নাই, সে কেবল পরের খাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন লোক কাজকর্ম কিছু না করিয়া কেবল পরের স্কন্ধে খাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে তৎসম্বন্ধে ইহা প্রযুক্ত হয়।

বৈদ্যের বড়ি, ছুঁলে কড়ি।
কবিরাজের বড়ি খাওয়া হউক বা না হউক, তাহা স্পর্শ করিলেই পয়সা দিতে হয়।

বৈরাগীর রাগটুকুও আছে, সুখটুকুও আছে।
"রাগটুকুও আছে, সুখটুকুও আছে" দেখ।

বৈষ্ণব হইতে বড় হয়েছিল সাধ,
তৃণাদপি শুনে মনে লেগে গেছে বাধ।
বৈষ্ণব হইলে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা যায় বলিয়া বৈষ্ণব হইতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু বৈষ্ণব হইলে আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও হীন মনে করিতে হয়, অর্থাৎ সকলের নিকটেই হীনতা স্বীকার করিতে হয়, ইহা শুনিয়া মনোমধ্যে বড়ই খট্‌কা লাগিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ বৈষ্ণব হইবার ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইতেছে। কোন কার্য্যকে সুখকর জ্ঞানে অগ্রসর হইয়া পরে তাহার কষ্টের কথা শুনিয়া পশ্চাৎপদ হওয়া। "সাধ হয় বৈষ্ণব হ'তে, বুক ফাটে মোচ্ছব দিতে।"

বোঁচা কাণ চুল দে ঢাকা।
যাহার কাণ কাটা, সে লম্বা চুল দিয়া তাহা ঢাকিয়া রাখে। নিজের কলঙ্কের কথা কোন উপায়ে গোপন করিতে চেষ্টা করা।

বোঝার উপর শাকের আঁটি।
একটা বড় বোঝার উপর এক আঁটি শাক চাপাইয়া দিলে বোঝার গুরুত্ব বিশেষ বর্দ্ধিত হয় না, যদি বোঝা বহা যায়, তবে তাহার সহিত শাকের আঁটিটাও অনায়াসে বহা যাইতে পারে। একটা বৃহৎ কার্য্য সম্পাদনের সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র কার্য্যসাধনের ভার দেওয়া।

বোন সতীনের ঘর।
ভগ্নী যদি সতীন হয়, তবে তাহার সহিত ঘর করা বড় দায় হইয়া থাকে।

বোবার শত্রু নাই।
যে বোবা সে কাহারও সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বলিতে পারে না, সুতরাং কেহই তাহার শত্রু হয় না। পরের বিষয়ে কথা না কহিয়া চুপ করিয়া থাকিলে কাহারও বিদ্বেষভাজন হইতে হয় না।

বোবার স্বপ্ন দেখা।
বোবা স্বপ্নদর্শনকালে স্বপ্নে কথাবার্ত্তা কহে, কিন্তু স্বপ্ন ভাঙ্গিলে তাহার আর কথা কহিবার শক্তি থাকে না। যে আশা কিছুতেই পূর্ণ হইতে পারে না, কল্পনায় এমন আশাকে পূর্ণ হইতে দেখিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

বৌ না বোবা, বৌ না বাবা।
বধূরা প্রথম প্রথম স্বামিগৃহে আসিয়া বোবার মত থাকে, বেশী কথা কয় না; শেষে একটু গৃহিণী হইয়া উঠিলে যখন ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করেন, তখন সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে।

ব্যথার ব্যথী।
যে দুঃখে কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করে, তাহাকে "ব্যথার ব্যথী" কহে।

ব্যাসের কাশী নির্ম্মাণ।
কাশীতে কালভৈরব কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া ব্যাসদেব তপঃপ্রভাবে দ্বিতীয় কাশী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, এবং তথায় প্রাণত্যাগমাত্র জীব মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে এইরূপ বিধান করেন। শেষে ভগবতীর কৌশলে তথায় মরিলে গর্দ্দভ হইবে এইরূপ বিধান হইয়া যায়। ভাল কাজ করিতে গিয়া শেষে বুদ্ধিদোষে তাহাকে মন্দ কাজে পরিণত করা।

ব্রণ চুলকে ঘা করা।
ক্ষুদ্র ব্রণকে চুলকাইয়া তাহাকে বৃহৎ ঘায়ে পরিণত করা। একটা সামান্য ব্যাপারকে নাড়াচাড়া করিয়া অনিষ্টজনক ঘটনারূপে পরিণত করা।

ব্রাহ্মণে আর চণ্ডালে, হাতী আর বিড়ালে।
শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণের সহিত নিকৃষ্টজাতি চণ্ডালের, এবং বৃহৎকায় হস্তীর সহিত ক্ষুদ্রকায় বিড়ালের তুলনা হইতে পারে না। ক্ষুদ্র বস্তুর সহিত বৃহৎ বস্তুর তুলনা করিলে উহা যে অসঙ্গত, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

শ

শকুনি মামা।
দুর্য্যোধনের মাতুল শকুনি অত্যন্ত অসৎপ্রকৃতি ছিল। তাহারই প্ররোচনায় ও পরামর্শে দুর্য্যোধন বর্দ্ধিত পাণ্ডবগণকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতিত করে, ইহার ফলে দুর্য্যোধনের সর্ব্বনাশ হয়। এই জন্য লোকে

কুমন্ত্রণাদাতা সর্ব্বনাশকর ব্যক্তিকে "শকুনি মামা" বলিয়া থাকে।

শক্ত মাটীতে বিড়ালে আঁচড়ায় না ;
নরম না পেলে কেহ জোর করে না।
বিড়াল শক্ত মাটীতে আঁচড়ায় না, নরম মাটী পাইলেই আঁচড়ায়। নরম অর্থাৎ দুর্ব্বল লোক পাইলেই সকলে বল প্রকাশ করিয়া থাকে, প্রবলের কাছে যায় না।

শক্তের কুকুর, নরমের বাঘ।
শক্ত লোকের কাছে কুকুরের ন্যায় নত হইয়া থাকে, আর নরমের কাছে বাঘের মত হয়। যে প্রবলের নিকট নত হয়, আর দুর্ব্বল পাইলেই বল প্রকাশ করে।

শক্তের তিন কুল মুক্ত।
প্রবল ব্যক্তির তিন কুল মুক্ত থাকে, অর্থাৎ কেহ কোন দিক্ দিয়াই তাহার অনিষ্ট করিতে সাহসী হয় না।

শক্তের ভক্ত, নরমের যম।
শক্ত লোকের অনুগত, আর নরম লোকের যমস্বরূপ। যে প্রবলের অনুগত হইয়া থাকে, আর দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে।

শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে খেলে বাঘে,
অন্য লোক কোথায় লাগে।
শঙ্করচক্রবর্ত্তী মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সাতিশয় বলশালী ছিলেন। তাঁহাকেই যদি বাঘে খায়, তা হ'লে "অন্যে পরে কা কথা।"

শজনে শাক বলে আমি সকল শাকের হেলা ;
আমায় খোঁজ করে কেবল টানাটানির বেলা।
শজনে শাক বলে, আমি সকল শাক অপেক্ষা নিকৃষ্ট, কিন্তু লোকের যখন টানাটানি পড়ে, আর কোন শাকই জুটে না, তখনই আমায় খুঁজিয়া লইয়া যায়। যাহাকে অন্য সময়ে হেয় জ্ঞান করা যায়, কিন্তু অসময়ে যখন কাহারই সাহায্য পাওয়া যায় না, তখন তাহার সাহায্য লইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত।

শজনে শাকে নুণ জুটে না, মশুর ডালে ঘি।
এত অভাব যে, সজনে শাক রাঁধিয়া খাইতে গেলেও তাহাতে একটু নুণ দিবার সঙ্গতি নাই, সে আবার মশুর ডাল রাঁধিতে গিয়া তাহাতে ঘি দিতে চায়। যে একেবারে সঙ্গতিশূন্য, অথচ কোন কোন বিষয়ে আপনাকে সঙ্গতিশালী দেখাইতে চায়, তাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

শঠের মায়া, তালের ছায়া।
শঠ লোকের ভালবাসা, এবং তালগাছের ছায়া একই প্রকার ; তালগাছের ছায়া অতি অল্পমাত্র, তাহাও আবার ক্ষণস্থায়ী [illegible]

শঠে শাঠ্যং [illegible]
"[illegible]"

শত্রুর শেষ রাখতে নাই।
শত্রুর অবশেষ রাখিয়া দিতে নাই, কারণ কালে তাহা প্রবল হইয়া সর্ব্বনাশ করিতে পারে। সুতরাং শত্রুকে নিঃশেষে বিনাশ করিতে হয়।

শনিবারের মড়া দোসর চায়।
প্রবাদ এইরূপ যে, শনিবারে কেহ মরিলে সে আর কাহাকেও আপনার সঙ্গী করিতে চায়, অর্থাৎ আর একজন যাহাতে মরে, সেইরূপ চেষ্টা করে। অসৎ ব্যক্তি অপর ভাল লোককে আপনার দলে টানিতে চায়।

শনির দৃষ্টি হ'লে, পোড়া শোল পালায়।
শ্রীবৎস রাজা শনির কোপে পড়িয়া রাজ্যভ্রষ্ট ও পত্নীর সহিত বনবাসী হইয়াছিলেন। একদা তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে একটী শোল মাছ পাইলেন, এবং তাহা দগ্ধ করিয়া ভোজন করিবেন স্থির করিলেন। পরে মৎস্যটাকে দগ্ধ করিয়া তাহার গাত্রলগ্ন অঙ্গারাদি ধৌত করিবার জন্য এক জলাশয়ে গেলেন, এবং যেমন সেই পোড়া মাছটাকে জলে রাখিয়া ধুইতে লাগিলেন, অমনই শনির কৌশলে পোড়া মাছ জীবিত হইয়া পলায়ন করিল। অদৃষ্ট মন্দ হইলে অসম্ভব ঘটনাও সম্ভব হইয়া দুরদৃষ্টকে বিড়ম্বিত করে।

শমন-দমন রাবণ রাজা, রাবণ-দমন রাম।
লঙ্কেশ্বর রাবণ যমকেও দমন করিয়াছিল ; আবার রামচন্দ্র সেই শমনদমনকারী রাবণকে দমন করিয়াছিলেন। যে যতই প্রবল হউক, তাহারও দমনকর্ত্তা আছে। "বাবারও বাবা আছে।"

শয়তানের মায়া বোঝা ভার।
যে মানবকে পাপপথে প্রবৃত্ত করাইয়া অধঃপাতিত করে, তাহাকে শয়তান কহে। তাহার মায়া বুঝিতে পারা যায় না। সে কোন্ ছলে কখন্ আসিয়া পাপে প্রলুব্ধ করে, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না।

শরীরপাত কিংবা কর্ত্তব্যসাধন।
যে প্রকারেই হউক কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিব, অথবা তজ্জন্য দেহপাত করিব। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।"

শরীরের নাম মহাশয়, যা' সহাবে তাই সয়!
এই দেহের নাম মহাশয় ; মহাশয় লোক যেমন সকলই সহ্য করিতে পারেন, তেমনই এই দেহকে যাহা সহ্য করাইবে, তাহাই সহিয়া যাইবে। ইহাকে বিলাসী করিয়া রাখিলে বিলাসী হইবে, আবার কষ্ট সহ্য করাইলে কষ্টসহিষ্ণু হইবে।

শব থাকতে কুশ-পুত্তল।
[illegible]
মূল বস্তু সত্ত্বে নকলের দ্বারা কাজ করিতে যাওয়া।

শ ষ স হয়েছে, হ ক্ষ দেখব।
শ ষ স হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ বার বার তিনবার অত্যাচার সহ্য করা হইয়াছে, এক্ষণে পাপের পরিণাম কিরূপ হয়, তাহাই দেখিব।

শসা খেয়ে যেমন জলকে টান,
তেমনি ভায়ের বোনকে টান ;
চিনি খেয়ে যেমন জলকে টান,
তেমনি বোনের ভাইকে টান।
শসা খাওয়ার পর যেমন জল খাইতে ইচ্ছা হয়, ভাইও তেমনি ভগ্নীকে ভালবাসে, অর্থাৎ শসা খাইলে জল খাইতে বড় একটা ইচ্ছা হয় না, ভাইও ভগ্নীকে বড় একটা ভালবাসে না। আবার চিনি খাইলে যেমন জল খাইতে ইচ্ছা হয়, ভগ্নীও সেইরূপ ভাইকে ভালবাসে, অর্থাৎ চিনি খাইলে জল খাইতে বড়ই ইচ্ছা হয়, ভগ্নীও ভাইকে অত্যন্ত ভালবাসে।

শাঁখাহাতী শাঁখা নাড়ে,
বিড়াল বলে ভাত বাড়ে।
শাঁখা-হাতে-পরা স্ত্রীলোক হাতের শাঁখা নাড়িতেছে, সেই শব্দ শুনিয়া বিড়াল ভাবিতেছে, আমার জন্য ভাত বাড়িতেছে। কেহ কাহারও নিকট কোন বিষয়ের প্রত্যাশী হইলে যাহার নিকট প্রত্যাশা করা যায়, সে যদি অন্য কার্য্যে লিপ্ত থাকে, এবং প্রত্যাশী ভাবে যে, আমারই কাজ করিতেছে, তাহা হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

শাঁখের করাত, আসতে কাটে, যেতেও কাটে।
শাঁখ কাটিবার করাতে দুই দিকে ধার থাকে ; উহা আগু হইবার সময়ও কাটে, আবার পিছাইবার সময়েও কাটে। যে বিষয় দুইদিক্ দিয়াই ক্ষতি করে, তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত।

শাক অম্বল পান্তা, তিন ওষুধের হন্তা।
শাক, অম্বল এবং পান্তাভাত, এই তিনটী জিনিষ ঊষধের গুণ নষ্ট করিয়া দেয়। এজন্য ঊষধ খাইলে এই তিনটী খাইতে নিষেধ করা হয়।

শাককে শাক ও মূলো।
মূলা কিনিলে তাহার শাকও পাওয়া যায়, আবার নীচের মূলও পাওয়া যায়। এক কাজে দুইদিকে উপকার বা অপকার হওয়া।

শাক চোরকে শূল।
সামান্য শাক চুরির অপরাধে চোরকে শূলে দেওয়া। লঘু পাপে গুরুদণ্ড।

শাক দিয়া মাছ ঢাকা।
যাহাকে মাছ খাইতে দিই, সে মাছ খাইতে- [illegible]

ঢাকা দিল, এবং শাক দিয়া ভাত খাইতে লাগিল। পরে যখন শাক প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তখন মাছ বাহির হইয়া পড়িল। যাহা শেষে টিকিবে না এমন ছুতা দ্বারা কোন বিষয় গোপন করিতে যাওয়া।

শানাইয়ের পোঁ।

একজন শানাই বাজায়, আর একজন সুর ঠিক রাখিবার জন্য অপর একটা শানাইয়ে পোঁ ধরিয়া থাকে, এবং কেবল পোঁ শব্দ ছাড়া সে আর কিছুই বলে না। একজন কথা কহিলে অন্যে কেবল তাহার কথা বজায় রাখিয়া বা সায় দিয়া যাওয়া।

শান্‌কির উপর বজ্রাঘাত।

শান্‌কি অতি ক্ষুদ্র পাত্র, সামান্য আঘাতেই উহা ভাঙ্গিয়া যায়; উহাকে ভাঙ্গিবার জন্য বজ্রাঘাতের প্রয়োজন নাই। অতি ক্ষুদ্রকে সংহারের নিমিত্ত অতি ভীষণ আঘাত করা। "Breaking a butterfly on the wheel."

শাপে বর।

কোন কোন স্থলে শাপও বর হইয়া থাকে। অপুত্রক রাজা দশরথকে পুত্রশোকাতুর অন্ধ মুনি শাপ দিয়াছিলেন যে, তোমার পুত্রশোকে মৃত্যু হউক। পুত্র না থাকিলে পুত্রশোকে মৃত্যু হইতে পারে না, সুতরাং প্রকারান্তরে দশরথ পুত্রলাভের বর প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ অনিষ্টের মধ্যেও ইষ্টলাভ হইলে তাহাকে "শাপে বর" কহে।

শামুক দিয়ে সাগর ছেঁচা।

ক্ষুদ্র শামুক দিয়া সমুদ্রের জল ছেঁচিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা। বৃহৎ কার্য্যসাধনের নিমিত্ত অতি ক্ষুদ্র উপায় অবলম্বন।

শালগ্রাম পোড়ায়ে খেয়ে, নুড়ি দেখে ভয়।

আগে যে শালগ্রাম পোড়াইয়া খাইয়াছে, সে এক্ষণে নুড়ি দেখিয়া তাহাকে দেবতা বোধে ভয় করে। প্রথমে ভয়ানক ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম সাধন করিয়া পরে সামান্য কারণে পাপের ভয়।

শালগ্রামের শোওয়া বসা সমান।

শালগ্রামের আকার নুড়ির ন্যায়; তাহাকে শোওয়াইলে যে অবস্থায় থাকে, বসাইলেও সেই অবস্থাতেই থাকে। কোনরূপ পরিবর্ত্তনে যাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না।

শিং ভেঙ্গে বাছুরের পালে মেশা।

বুড় গরুর শিং ভাঙ্গিয়া গেলে সে শৃঙ্গহীন বাছুরের দলে মিশে। অধিকবয়স্ক ব্যক্তির অল্পবয়স্কদের সহিত মেশা।

শিকল কাটা টিয়া পোষ মানে না।

যে টিয়াপাখী শিকল কাটিতে শিখিয়াছে, সে আর কিছুতেই পোষ মানে না। যে শাসনের ভয় অগ্রাহ্য করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে, তাহাকে আর বাধ্য করা যায় না।

শিখলি কোথা? না, দেখলুম যেথা।

বুদ্ধিমান্ লোক কোন ব্যাপার দেখিয়া সে বিষয়ে শিক্ষালাভ করে।

শিখান কথা নিয়ে দরবারে যায়,
তা' ফুরালে কি কয়?

শিখান কথা মুখস্থ করিয়া কোন সভায় গেলে সেই শিখান কথাগুলি বলা হইলে তাহার পর কি বলিবে খুঁজিয়া পায় না। কেবল শিখান কথা দ্বারা কোন কাজ হয় না।

শিখান কথায় ক'দিন চলে?

যে নিজে কোন কথা বলিতে পারে না, তাহাকে কথা শিখাইয়া কয়দিন বলাইতে পারা যায়? অর্থাৎ বেশী দিন পারা যায় না।

শিখেছ কোথায়? না, ঠেকেছি যেথায়?

প্রশ্ন;—ইহা কোথায় শিখিলে? উত্তর;—যেখানে এইরূপ ঘটনায় পড়িয়াছিলাম। অনেক লোক দায়ে ঠেকিলে শিক্ষা লাভ করে। "ঠেকে শিখা।"।

শিঙ্গা ফোঁকা।

কেহ কোন সময়ে হয় ত শিঙ্গায় ফুঁ দিতে দিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তদবধি এই কথাটি মৃত্যু অর্থে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। "Kicking the bucket."

শিঙ্গে হারিয়ে কাঁকুড়ে ফুঁ।

শিঙ্গা হারাইয়া ফেলিয়া শেষে শিঙ্গার ন্যায় আকৃতিযুক্ত কাঁকুড়ে ফুঁ দেওয়া। আসল কাজ নষ্ট করিয়া শেষে বাজে কাজে ফললাভের চেষ্টা।

শিমুল ফুল।

শিমুল ফুল দেখিতে বড়ই সুন্দর, কিন্তু উহাতে কিছুমাত্র গন্ধ নাই। বাহিরে দেখিতে সুন্দর, কিন্তু ভিতরে কোন গুণ না থাকিলে তাহাকে শিমুলফুল বলা হয়।

শিয়রে রাজা, কোটালের দোহাই।

সম্মুখে রাজা থাকিতে আত্মরক্ষার জন্য কোটালের দোহাই দেওয়া। প্রধান লোক থাকিতে অপ্রধানের আশ্রয় গ্রহণ।

শিয়ালে শিয়ালে কোলাকুলি।

দুইজন চতুর লোক পরস্পরকে ঠকাইতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে শেষে পরস্পর কোলাকুলি করে। বাদী প্রতিবাদী উভয়েই বুদ্ধিমান্। "Greek meeting Greek."

শিয়ালের ডাক।

শিয়ালদের স্বভাব এই যে, একটা শিয়াল ডাকিয়া উঠিলে সকল শিয়ালই ডাকিতে আরম্ভ করে। দলের একজনকে কোন কাজ করিতে দেখিয়া বা কোন মত প্রকাশ করিতে শুনিয়া সকলের সেইরূপ করা।

শিয়ালের যুক্তি।

কোন শিয়াল ক্ষুদ্র গর্ত্তে বাস করিত। রাত্রিতে আহারাদি করিয়া প্রত্যূষে যখন গর্ত্তে ঢুকিতে যাইত, তখন উদরটা কিছু স্ফীত হওয়ায় গর্ত্তে ঢুকিতে কষ্ট হইত। তখন ভাবিত, কাল গর্ত্তটাকে বড় করিব। পরে সন্ধ্যাকালে যখন বাহির হইত, তখন সমস্ত দিনের অনাহারে শরীর ক্ষীণ হওয়ায় গর্ত্ত হইতে বাহিরে আসিতে কোন কষ্ট হইত না, সুতরাং গর্ত্ত বড় করিবার কথা ভুলিয়া যাইত। এইরূপে তাহার গর্ত্ত আর বড় করা হইল না। কেবল কোন কাজ করিবার পরামর্শ আঁটা এবং পরামর্শমত কাজ না করা।

শিরে করিলে সর্পাঘাত
তাগা বাঁধিবে কোথা?

দেহের কোন স্থানে সর্পাঘাত হইলে বিষ যাহাতে উপরে উঠিতে না পারে এই উদ্দেশে ক্ষত স্থানের উপরে কষিয়া তাগা বাঁধা হয়। কিন্তু মাথায় সর্পাঘাত হইলে আর কোথায় তাগা বাঁধিবে? যে একেবারে বিপদের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, সে আর বিপদের কি প্রতীকার করিবে?

শিরে সংক্রান্তি।

আসন্ন বিপদে কেহ মহাব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলে তাহার "শিরে সংক্রান্তি" বলা হয়?

শিবরক্ষক বন, বনরক্ষক শিব।

"বনরক্ষক শিব" দেখ।

শিব গড়্‌তে বানর।

শিব গড়িতে গিয়া শেষে গড়িবার দোষে বানর গড়া হইল। ভাল কাজ করিতে গিয়া তাহা মন্দ কাজে পরিণত হওয়া।

শিবের সঙ্গে খোঁজ নাইকো,
গাজনের ঘটা ভারি।

শিব কোথায়, তাঁহার পূজাদি হইতেছে কি না, সে বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য নাই, কিন্তু গাজনের খুব আড়ম্বর হইয়াছে। মূল বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়া আনুষঙ্গিক ব্যাপারেই মনোনিবেশ করা।

শীকারী বিড়ালের গোঁফ দেখ্‌লে চেনা য'য়।

যে বিড়াল শিকারী হয়, তাহার গোঁফের লোম খাড়া হইয়া থাকে; এ জন্য গোঁফ দেখিলেই বুঝা যায় সে বিড়াল শিকারী কি না। কাজের লোকের আকারপ্রকার দেখিলেই তাহাকে বুঝিতে পারা যায়।

শীন্নি দেখে এগোয়, কোঁৎকা দেখে পেছোয়।

শীন্নি দেখিয়া তাহার লোভে অগ্রসর হয়, কিন্তু কোঁৎকা (টিপুনি) খাইতে হয় দেখিয়া ভয়ে পশ্চাৎপদ হয়। লাভের আশায় অগ্রসর হইয়া পরিশ্রমের ভয়ে পশ্চাৎপদ হওয়া।

শুঁড়ীর নাই কাণ, মুচির নাই নাক।

"মুচির নাই নাক শুঁড়ীর নাই ক্যাণ" দেখ।

শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল।

মাতাল লইয়াই শুঁড়ীর কারবার। সুতরাং

তাহার কোন বিষয়ে সাক্ষীর প্রয়োজন হইলে সে মাতালকেই সাক্ষী মানে, এবং শুঁড়ী মদ যোগায় বলিয়া মাতাল তাহার দিকে টানিয়াই বলে। যে যে প্রকৃতির লোক সে সেই প্রকৃতির লোককে সাক্ষী মানিলে, এবং উক্তরূপ সাক্ষী তাহার দিকে টানিয়া বলিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

শুক্‌না কাঠ ভাঙলেও নোয় না।

শুক্‌না কাঠকে নোয়াইতে চেষ্টা করিলে কাঠ ভাঙ্গিয়া যাইবে, তথাপি নুইবে না। মূর্খ লোক আপনার সর্ব্বনাশ করিবে, তথাপি গোঁ ছাড়িবে না।

শুক্‌না গাছে জল সেঁচ।

যে গাছ শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাতে জল সেচন করা। যে কাজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্ত চেষ্টা।

শুক্‌নো ঘায় আকন্দের আঠা।

যে ঘা শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাতে আকন্দের আঠা লাগাইয়া আবার ঘা করা। যে বিপদ্ কাটিয়া গিয়াছে, বুদ্ধিদোষে আবার সেই বিপদ্‌কে ডাকিয়া আনা।

শুক্‌নো ডাঙ্গায় আছাড় খাওয়া।

যেখানে বিপদের কোন আশঙ্কা নাই সেখানে বিপন্ন হওয়া।

শুক্‌নো ডাঙ্গায় ভরা ডুবি।

শুক্‌না ডাঙ্গায় নৌকা সহিত সর্ব্বস্ব ডুবিয়া যাওয়া। অসম্ভাবিতরূপে কোন বিপদ্ উপস্থিত হওয়া।

শুধু কানাই নয়, দাদা বলাই।

একা কৃষ্ণ নয়, সঙ্গে আবার দাদা বলরামও আছেন। যেখানে একজনকেই আঁটিয়া উঠা ভার, সেখানে আবার সেইরূপ আর একজন থাকা।

শুধু গৌর নয় গৌরহরি।

কেবল গৌরাঙ্গ নয়, গৌরহরি উভয়ই (পূর্ব্ববৎ)।

শুধু হাত মুখে উঠে না।

খালি হাত মুখে উঠে না, হাতে কিছু খাবার থাকিলে তবে হাত মুখে উঠে। বিনা পারিশ্রমিকে কাজ হয় না, কিছু লাভ পাইলে তবে লোকে কাজ করিতে পারে।

শুনলে সাড়া ত ভাঙ্গলে (নিলে) পাড়া।

একটু গোলমালের শব্দ শুনিলেই পাড়াশুদ্ধ ভাঙ্গিয়া সেইদিকে চলিল।

শুষ্ককাষ্ঠে ব্রহ্মশাপ।

শুক্‌না কাঠের উপর ব্রহ্মশাপ আর কি করিবে? যে নিজেই মরার মত, তাহাকে নির্য্যাতন করিতে গেলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।" "Flogging a dead horse."

শূওরের গোঁ।

শূকরের গোঁ অর্থাৎ জেদ বড় ভয়ানক; সে গোঁ ধরিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিলে কোন বাধাই মানে না, এবং সহজে নিবৃত্ত হয় না। অতিরিক্ত জেদী লোকের জেদকে "শূওরের গোঁ" বলে। "Pigheadedness."

শূওরের কপালে গঙ্গামৃত্তিকার কৌটা।

শূকর বিষ্ঠা ভক্ষণ করে, এবং অপবিত্র স্থানে সর্ব্বদা থাকে, সুতরাং তাহার কপালে গঙ্গামাটীর কৌটা দেওয়া বৃথা। অপবিত্র থাকাই যাহার স্বভাব, তাহাকে পবিত্র বস্তু ধারণ করান।

শূকর চেনে কচু আর ঘেঁচু।

শূকর কচু এবং ঘেঁচুই ভালরূপ চিনে, কেন না এই দুইটী জিনিষ তাহার অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। মন্দ লোকে মন্দ জিনিষই ভাল চিনে, ভাল জিনিষ চিনে না।

শূন্ত অপেক্ষা সামান্ত ভাল।

একেবারে শূন্ত হওয়া অপেক্ষা স্বল্পপরিমাণে থাকাও ভাল। "নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।" "Something is better than nothing." "Better the small fish than none."

শূন্ত গোয়াল ভাল, দুষ্ট গরু কিছু নয়।

গোয়াল শূন্ত হয় তাহাও ভাল, তথাপি দুষ্ট গরু দ্বারা গোয়াল পূর্ণ থাকা ভাল নয়। দল শূন্ত হয় তাহাও মঙ্গল, তথাপি দলে মন্দ লোক থাকা ভাল নয়।

শেওড়া গাছের পেত্নী।

শেওড়া গাছ অতি কদর্য্য গাছ, তাহাতে অতি কদর্য্য পেত্নী বাস করে। এজন্ত অতি কুৎসিতা রমণীকে এই কথা বলা হয়।

শেয়াকুল কাঁটা।

শেয়াকুল কাঁটায় একবার কাপড় জড়াইলে সহজে ছাড়ান যায় না, এক দিক্ ছাড়াইতে আর দিক জড়াইয়া যায়। যে লোক একবার ধরিলে সহজে ছাড়িতে চায় না, তাহাকে শেয়াকুল কাঁটা বলে।

শেয়ান ঘুঘুর ছা, ফাঁদে দেয় না পা।

সুচতুর ঘুঘুর ছানা সহজে ফাঁদে পা দেয় না। সহজে কৌশল দ্বারা আয়ত্ত হয় না এমন লোক।

শেয়ান ঠকলে বাপকে বলে না।

চতুর লোক কোন কার্য্যে ঠকিলে তাহা অতি গোপনে রাখে, এমন কি বাপকেও সে কথা বলিতে লজ্জা বোধ করে।

শেয়ান পাগল।

যে পাগলামির ভাণ করে, অথচ নিজের কাজে বেশ চতুরতা দেখায়, তাহাকে শেয়ান পাগল বলে। "A cunning dolt."

শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি।

"শিয়ানে শিয়ানে কোলাকুলি" দেখ।

শেয়ানে ফাঁকি।

চতুরকে ফাঁকি দেওয়া।

শেষ বেশ।

যাহার শেষ পর্য্যন্ত ভাল হয়, তাহাকেই ভাল বলা যায়। "All's well that ends well."

শেষ রক্ষাই রক্ষা।

যে কোন কার্য্যের প্রথম বেশ চালান যায়, কিন্তু শেষ দিক্ রক্ষা করিতে পারিলেই তবে কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ পায়।

শেষ সুখই সুখ।

প্রথমে দুঃখ হইলেও যদি শেষে সুখ হয়, তবে তাহাই প্রকৃত সুখ; নতুবা প্রথমে সুখ হইয়া শেষে দুঃখ হইলে তাহাকে সুখ বলা যায় না, এবং তাহা বড়ই কষ্টকর হয়।

শোকে পাথর।

শোক ভোগ করিতে করিতে লোকের মন ক্রমে পাথরের ন্তায় কঠিন হইয়া যায়।

শোকে সাগর উথলে।

এত শোক যেন সমুদ্র উথলিয়া উঠে।

শ্তাম রাখি কি কুল রাখি।

রাধা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া ভাবিয়াছিলেন, এখন শ্তাম রাখি কি কুল রাখি? শ্তামকে রাখিতে গেলে কুলে কলঙ্ক হয়, আর কুল রাখিতে গেলে শ্তামকে ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু উভয়ই দুস্ত্যাজ্য। দুইটী বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ঘটনা চক্রে পড়িয়া কোন্‌টীকে রাখিবে, এবং কোন্‌টীকে ছাড়িবে স্থির করিতে না পারা। "On the horns of a dilemma."

শ্রদ্ধার ছাই, হাত পেতে খাই।

শ্রদ্ধাসহকারে কেহ ছাই দিলেও তাহা হাত পাতিয়া লইয়া খাওয়া যায়। শ্রদ্ধা করিয়া সামান্ত জিনিষ দিলেও তাহা ভাল লাগে।

শ্রাদ্ধ গড়ায়।

কোন কার্য্যে গোলমাল ও কেলেঙ্কারী হইবার সূত্রপাত হইলে, লোকে বলে এইবার বুঝি "শ্রাদ্ধ গড়ায়।"

শ্রীঘর।

শ্রীঘরের অর্থ শ্রীসম্পন্ন গৃহ। কিন্তু শ্লেষোক্তি হেতু শ্রীঘর বলিতে অতি কুৎসিত কারাগৃহ বুঝায়।

শ্বশুর বাড়ী।

কারাগারকে শ্লেষ করিয়া "শ্বশুর বাড়ী" বলা হয়, কেননা সেখানে বিনাব্যয়ে আহার পাওয়া যায়।

শ্বশুরবাড়ী মথুরাপুরী,

তিন দিন পরে ঝাঁটার বাড়ি।

শ্বশুরবাড়ী মথুরাপুরীর ন্তায় মনোহর স্থান, কিন্তু তথায় তিন দিনের বেশী থাকিতে নাই, থাকিলে ঝাঁটা খাইতে হয়, অর্থাৎ অপমানিত হইতে হয়। "One day a guest, two days a guest, three days a pest."

খেত চামর আর কোষ্ঠা পাট।
খেত চামর এবং কোষ্ঠা পাট উভয়ে দেখিতে একরূপ হইলেও উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ; খেত চামর উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্, আর কোষ্ঠা পাট নিকৃষ্ট ও স্বল্পমূল্য। বহিঃসাদৃশ্য দেখিয়া উৎকৃষ্টের সহিত নিকৃষ্টের তুলনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া।

ষ

ষট্‌কর্ণে মন্ত্রভেদ।
ছয়কাণ হইলেই অর্থাৎ তিনজনে শুনিলেই সে মন্ত্রণা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং তাহাতে আর কোন কাজ হয় না। "ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রঃ।"

ষড়্‌রিপু জয়ী বিশ্বজয়ী।
যে ব্যক্তি দেহস্থ কামক্রোধাদি ছয় রিপুকে জয় করিতে পারে, সে জগদ্বিজয়ী হয়।

ষণ্ডামার্ক গুরু।
গোঁয়ার মূর্খ গুরু। প্রহ্লাদের গুরু ষণ্ডামার্ক তাহাকে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে নিষেধ করণ অভিপ্রায়ে তৎপ্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়াছিল।

ষষ্ঠী রাগ করে ত, ছেলে ধ'রে খাবেন।
ষষ্ঠী যদি রাগ করেন, তাহা হইলে তিনি ছেলে ধরিয়া খাইবেন, ইহার অধিক আর কিছু করিতে পারিবেন না। "ষষ্ঠীই ছেলেদের অধিষ্ঠাত্রীদেবী।"

ষাঁড়ের গোবর।
বৃষোৎসর্গে উৎসৃষ্ট ষাঁড়ের গোবর কোন কাজেই লাগে না। তাহার গোবর স্থান পরিষ্কার করা বা ঘুটে প্রভৃতি জ্বালানীর কাজে কিছুতেই লোকে ব্যবহার করে না। অতিশয় অকর্মণ্য লোককে "ষাঁড়ের গোবর" বলা হয়।

ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে।
ষাঁড়ের সহিত এক মহিষের শত্রুতা ছিল। একদিন ঐ মহিষের সহিত এক বাঘের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বাঘের হাতে মহিষ মারা পড়িল, ষাঁড় নিষ্কণ্টক হইল। একের শত্রু অপরের দ্বারা শাসিত বা বিনষ্ট হওয়া।

ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ।
প্রবলের সহিত প্রবলের সংঘর্ষণ। "Greek meeting greek."

ষাটের বাছা ষষ্ঠীর দাস।
ছোট ছেলে সম্বন্ধে কেহ কোন অশুভ কথা বলিলে, ছেলের মা স্নেহবশতঃ বলিয়া থাকে "ষাটের বাছা ষষ্ঠীর দাস"—অর্থাৎ তাহার যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে। বয়স্ক ব্যক্তি সম্বন্ধেও ব্যঙ্গচ্ছলে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

ষোল কড়াই কাণা।
কেহ এক ব্যক্তিকে ষোল কড়া কড়ি দিয়াছিল। সে ঘরে গিয়া দেখিল যে, ষোল কড়াই কাণা কড়ি। সকলই ফাঁকি।

স

সংসার আনন্দময়,
যার মনে যা' লয়।
এই সংসার আনন্দময়; যাহার মনে আনন্দ সেই আনন্দ ভোগ করে, আর যাহার মনে নিরানন্দ, সে ইহাকে দুঃখময় বোধ করিয়া থাকে। "There is nothing good or bad, but thinking makes it so."

সকল চিল পালালো,
বেঁড়ে চিল ধরা পড়লো।
"যত চিল উড়ে গেল, বেঁড়ে চিল ধরা পড়লো" দেখ

সকল চুলে চামর হয় না।
সকলের চুলে চামর প্রস্তুত হয় না; চমরী গরুর চুলেই চামর হয়। সকল লোকই কাজ করিতে পারে না, কাজের লোক দ্বারাই কাজ হয়।

সকল দিন যায় হেসে খেলে,
সন্ধ্যাবেলা বৌ কাপাস ডলে।
সমস্ত দিন আলস্যে কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় বৌ কাপাস ডলিতে আরম্ভ করিল। সময় নষ্ট করিয়া অসময়ে কাজে হাত দেওয়া।

সকল নৈবেদ্যে ঠোকর মারে।
সকল নৈবেদ্যেই এক একবার ঠোকরান। কোন কাজ ভাল রূপে না করিয়া সকল কাজেই এক একবার হাত দেওয়া। "Jack of all trades and master of none." "Having one's fingers in every pie."

সকল নোড়াই যদি শালগ্রাম হয়,
তবে হলুদ বাটি কিসে?
যত নুড়ী আছে সকলই যদি শালগ্রাম হইয়া যায়, তাহা হইলে কিসে হলুদ বাটিব? সকলেই যদি ধার্ম্মিক হইয়া পড়িল, তবে সংসারের কাজ কিরূপে চলিবে।

সকল পথ দৌড়াদৌড়ি,
খেয়া ঘাটে গড়াগড়ি।
"যত কর তাড়াতাড়ি, খেয়া ঘাটে গিয়ে গড়াগড়ি" দেখ।

সকল পথ মাড়ায়ে চলা।
অতি ধীরে ধীরে চলা। খুব ধীরে ধীরে চলিলে পথের সকল স্থানই মাড়াইয়া চলা হয়।

সকল পাখীতে মাছ খায়,
মাছরাঙ্গার কলঙ্ক।
প্রায় সকল পাখীতে মাছ খাইয়া থাকে, কিন্তু কেবল মাছরাঙ্গা পাখীর নামে কলঙ্ক হইয়াছে, অর্থাৎ সে মাচ খায় বলিয়া তাহার নাম মাছরাঙ্গা হইয়াছে। অনেকেই যে কাজ করে, সে কাজে কেবল একজনই দোষী বলিয়া প্রচারিত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সকল ব্রত করলে ধনী,
বাকী আছে ভীম একাদশী।
ধনী অর্থাৎ যশোদা নাম্নী রমণী সকল ব্রতই করিয়াছে, কেবল ভীম একাদশী করিতেই বাকী আছে। যে কোন কাজই করে না, অথচ একটা কাজের উল্লেখ করিয়া বলে, এই কাজটা করিতে পারিলেই, অর্থাৎ এই কাজটা সম্পন্ন হইলেই যেন তাহার সকল কাজ সম্পন্ন হইল, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সকল বাঁশে বংশলোচন হয় না।
ঝাড়ে যত বাঁশ থাকে, সকল বাঁশেই বংশলোচন হয় না, দুই একটা বাঁশেই হয়। সকল লোকই সাধু হয় না, অনেকের মধ্যে দুই একজন সাধু হয়।

সকল শিয়ালের এক ডাক।
সকল শিয়ালই এক রকম রব করিয়া থাকে। একজনের যে মত, সকলেই সেই মতে সায় দিয়া গেলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সকলি কপালে করে।
অদৃষ্টানুসারেই সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

সকলেই আপনার কোলে টানে।
সকল লোকই নিজের কোলের দিকে টানিয়া থাকে, অর্থাৎ সকলেই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। "Looking after Number one."

সকলেই ত মেয়ে,
কেউ যাচ্চে পাল্কী চড়ে কেউ রয়েছে চেয়ে।
সকলেই স্ত্রীলোক, তবে কেহ পাল্কী চড়িয়া যাইতেছে, আর কেহ তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে কেন? অদৃষ্ট অনুসারে কেহ সুখভোগ করে, আর কেহ দুঃখভোগ করে।

সখি লো সখি,
আপনার মান আপনি রাখি।
সখি, নিজের মান নিজে রাখিয়া থাকি। নিজের মান নিজে বিবেচনা করিয়া রাখিতে হয়, নচুবা মান থাকে না।

সখের প্রাণ গড়ের মাঠ।
যাহার প্রাণে বেশী সখ থাকে, তাহার প্রাণ গড়ের মাঠের ন্যায় খোলা, অর্থাৎ তাহার প্রাণে অর্থব্যয়, ভালমন্দ প্রভৃতি কোন অন্তরাল নাই, যখন যাহা সখ হয় তাহাই করে।

সঙ্গ দোষে কিনা হয়, ছুঁচো ছুঁলে গন্ধ হয়।
সঙ্গদোষে কি না হইতে পারে, অর্থাৎ সকলই হইতে পারে; ছুঁচো ছুঁইলেই গায়ে দুর্গন্ধ হয়, অসৎ সংসর্গে থাকিলেই অসৎ বলিয়া খ্যাত হইতে হয়।

সঙ্গদোষে গ্রাম নষ্ট।
এক জন অসতের সংসর্গে থাকিলে গ্রাম শুদ্ধ লোক নষ্ট হইয়া যায়। সংসর্গদোষ এমনই ভয়ানক। "One sickly sheep

infects the flock". "A rotten apple injures its companions".

সঙ্গদোষে চোর হয়, সাধু সঙ্গগুণে।
লোকে চোর না হইলেও চোরের সঙ্গে থাকিলে চোর হইয়া যায়, এবং সাধু না হইলেও যদি সাধুর সংসর্গে থাকে, তাহা হইলে সাধু হয়।

সঙ্গদোষে লোহা ভাসে।
লোহা এত ভারী জিনিস যে, জলে পড়িলেই তাহা ডুবিয়া যায়; কিন্তু কাঠের সঙ্গে থাকিলে সেই লোহাও জলে ভাসিয়া থাকে।

সঙ্গী দেখে লোকের স্বভাব জানা যায়।
যে যেরূপ স্বভাবের লোক, সে সেইরূপ লোকের সহিত সঙ্গ করে, সুতরাং সঙ্গী দেখিলেই লোকের স্বভাব বুঝিতে পারা যায়। "A man is known by the company he keeps"

সতী নারীর পতি যেন পর্ব্বতের চূড়া;
অসতীর পতি যেন ভাঙ্গা নৌকার গুঁড়া।
সতী রমণীর পতি পর্ব্বতের চূড়ার ন্যায় অচল অটল, সহজে সে কোন বিপদে পতিত হয় না; আর অসতী রমণীর পতি ভাঙ্গা নৌকার গুঁড়ার ন্যায়, অর্থাৎ তাহার কোনই শক্তি নাই, অল্পেই নষ্ট হইয়া যায়।

সতীনের বাটীতে গু গুলে খাওয়া।
সতীন সতীনের বাটী অপবিত্র করিবার জন্ত তাহাতে বিষ্ঠা গুলিয়া ভক্ষণ করে। ইহাতে সে যে নিজে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিতেছে, তাহাতে তাহার লক্ষ্য নাই, সতীনকে যে বাটীটা ফেলিয়া দিতে হইবে ইহাই তাহার আনন্দ। নিজের অত্যন্ত অনিষ্ট স্বীকার করিয়াও অপরের যৎকিঞ্চিৎ অনিষ্ট করা। "Cutting off the nose to spite the face".

সতীবাক্য রক্ষাহেতু বিধিবাক্য নড়ে।
সতী রমণীর কথা রাখিবার জন্ত বিধাতার কথাও বিচলিত হয়। সতীত্বের এমনই প্রভাব।

সতীর জন্ত কোল; অসতীর জন্ত কীল।
সতী রমণীর জন্ত সকলেই কোল পাতিয়া দেয়, অর্থাৎ সকলেই তাহাকে সমাদর করে, আর অসতীকে সকলেই কীল মারিয়া থাকে, অর্থাৎ অবজ্ঞা করে।

সতী সাবিত্রী।
সাবিত্রী অতিশয় সতী ছিলেন, তিনি সতীত্ব প্রভাবে মৃত পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। এজন্ত লোকে সতী রমণীর দৃষ্টান্ত স্থলে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া থাকে।

সৎপুত্র কুলদীপক।
সুপুত্র জন্মিলে কুল উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

সৎমার শ্রদ্ধা পান্তা ভাতে ঘি,
মাথাটি মুড়ায়ে এস তেল জল দি।
[illegible] সতীনপোর মাথা মুড়াইয়া
সুমিষ্টও হয় না, পরন্তু অপকারী হয়; সৎমার ইচ্ছা সতীনপোর মাথা মুড়াইয়া তাহাতে তেলজল ঢালিয়া দেয়।

সত্যকথার ডালপালা নাই।
মিথ্যা কথা বলিতে হইলে তাহাকে ডাল পালা দিয়া অর্থাৎ কল্পিত অনেক কথা দিয়া সাজাইতে হয়; কিন্তু সত্য কথা বলিলে তাহাতে ডালপালা দিতে হয় না।

সত্যবাদী দুইজন, মূর্খ ও বালকগণ।
মূর্খ ও বালক এই দুইজন সত্যবাদী। কারণ ইহারা স্বল্পবুদ্ধি ও অচতুর বলিয়া ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিতে পারে না, সুতরাং সত্য কথা বলে।

সত্যের জয় সর্ব্বত্র।
সকল স্থানেই সত্যের জয় হয়, অর্থাৎ সত্য কথা বলিলে কখন কোন বিপদে পড়িতে হয় না। "সত্যমেব জয়তে।"

সত্যের দ্বারে আগড় নাই।
সত্যের দরজায় আগড় অর্থাৎ কোন আড়াল নাই, এজন্ত সত্য আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

সত্যের বাড়া ধর্ম্ম নাই,
মিথ্যার বাড়া পাপ নাই।
সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই, এবং মিথ্যা অপেক্ষা ভয়ানক পাপও আর নাই। "নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

সৎসঙ্গে কাশীবাস (স্বর্গবাস),
অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।
সজ্জনের সংসর্গে থাকিলে কাশীবাসের ফল হয় (অথবা স্বর্গবাসের সুখ পাওয়া যায়), আর অসতের সহিত থাকিলে নিজের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে।

সদরেতে ছুঁচ চলে না, মফস্বলে হাতী চলে।
সদর দিয়া একটী ছুঁচও চালান যায় না, কিন্তু মফস্বল দিয়া হাতী চালান যায়। বাহিরে আঁটাআঁটি ও ভিতরে আল্‌গা। "Straining at a great and swallowing a camel".

সদাশিব।
সর্ব্বদাই মঙ্গলকর বলিয়া, এবং সদা সন্তুষ্ট ও কিছুতেই বিরক্তি বা ক্রোধ নাই বলিয়া মহাদেবের একটী নাম সদাশিব। যে কাহারও ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট চিন্তা করে না, বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ করে না, সদাই প্রফুল্ল থাকে, তাহাকে লোকে 'সদাশিব' বলিয়া থাকে।

সন্দেশওয়ালা মুড়ি খায়।
যে সন্দেশ বেচে, সে সন্দেশ খায় না, মুড়ি খায়। যে যে জিনিষ লইয়া সর্ব্বদা নাড়া-চাড়া করে, তাল হইলেও সে জিনিষে তাহার রুচি থাকে না। অথবা, কোন দ্রব্য আয়ত্তের মধ্যে থাকিলেও তাহা উপভোগ করিতে না পাওয়া।

সন্দেশের খোসা ফেলে খাওয়া।
সন্দেশের খোসা নাই, কিন্তু ক্ষুধা না থাকিলে লোকে তাহার খোসা ফেলিয়া দিয়া খাইতে চায়। আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে ভাল জিনিসের প্রতিও মমতা থাকে না।

সন্নিপাতের তৃষ্ণা।
সন্নিপাত উপস্থিত হইলে এমন তৃষ্ণা উপস্থিত হয় যে, সে তৃষ্ণা কিছুতেই নিবারিত হয় না, ফলতঃ এইরূপে সন্নিপাতের বৃদ্ধি হইয়া মৃত্যু ঘটে। বিনাশকালে লোকের সর্ব্বনাশকর বস্তুর প্রতি অধিক আগ্রহ দৃষ্ট হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। যে আকাঙ্ক্ষা উপভোগেও কিছুতে পূর্ণ করিতে পারা যায় না, তাহাকে "সন্নিপাতের তৃষ্ণা" বলা যায়।

সন্ন্যাসী চোর না, বোচ্‌কায় ঘটায়।
জনৈক সন্ন্যাসী এক গাছের তলায় জপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক চোর চুরি করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে চুরির বোচ্‌কাটি সন্ন্যাসীর পাশে রাখিয়া সরিয়া গেল। পরে চৌকিদার আসিয়া সন্ন্যাসীর কাছে চোরাই মাল দেখিয়া তাঁহাকে চোর বলিয়া ধরিল। সন্ন্যাসী প্রকৃতপক্ষে চোর না হইলেও বোচ্‌কাটী তাঁহাকে চোর বলিয়া প্রতিপন্ন করাইল। যে প্রকৃত দোষী নয়, ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহার দোষী স্থির হওয়া।

সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র গায় সর্ব্বজন;
শুভ্রবস্ত্রে মসীবিন্দু দেখায় যেমন।
লোকে কত দোষ করিতেছে, সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই, কিন্তু সাধুসন্ন্যাসী একটু দোষজনক কাজ করিলেই সকলের সেই দিকেই দৃষ্টি পড়ে, এবং লোকে তাহার আলোচনায় ব্যস্ত হয়। ময়লা কাপড়ে বিস্তর কালীর দাগ থাকিলেও তাহা কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু ফর্‌সা কাপড়ে এক ফোঁটা কালি পড়িলেই তাহা আগে সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

সন্ন্যাসীর তুম্ব নাড়া।
জনৈক চোর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া পরে সন্ন্যাসী হয়। কিন্তু পূর্ব্বের অভ্যাসবশতঃ নিজের তুম্বটিকে একবার এক স্থানে আর একবার অপর স্থানে সরাইয়া রাখিয়া চুরি করার অভিনয় করে। পূর্ব্বসংস্কার বা অভ্যাস পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন।

সন্ন্যাসীর রাগটুকুও আছে, সুখটুকুও আছে।
"রাগটুকুও আছে, সুখটুকুও আছে" দেখ।

সব করলে ষষ্ঠী, বাকি কেবল ভীম একাদশী।
"সকল ব্রত করলে ষষ্ঠী" দেখ।

সব ভাল যার শেষ ভাল।
যাহার শেষ পর্য্যন্ত ভাল হয়, তাহাকেই সম্পূর্ণ ভাল বলা যায়। "All's well that ends well"

সব শরীরে ঘা, ওষুধ দিব কোথা ?
যাহার সর্ব্বাঙ্গেই ঘা হইয়াছে, সে আর কোথায় ঔষধ লাগাইবে ? যাহার সকলই দোষ, তাহার আর কোন্ দোষের সংশোধন করা যাইবে।

সব শিয়ালে খেলে কাঁটাল, বকের ঠোঁটে আঠা।
অনেক শিয়ালে মিলিয়া কাঁটাল খাইল, আর এক বক এক পাশ হইতে একটা ঠোকর মারায় তাহার ঠোঁটে আঠা জড়াইয়া গিয়াছিল বলিয়া সেই ধরা পড়িল। যাহারা প্রকৃত দোষী, তাহারা প্রমাণাভাবে অব্যাহতি পাইলে এবং যে দোষের সংস্পর্শে মাত্র আসিয়াছিল সে ধরা পড়িলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সব শিয়ালের এক রা।
"সকল শিয়ালের এক ডাক" দেখ।

সবাই কৃষ্ণের নাম করে,
আমি বল্লেই ধ'রে মারে।
সকলেই কৃষ্ণ নাম করে, তাহাতে কেহ কিছু বলে না, কিন্তু আমি কৃষ্ণনাম করিলেই আমাকে ধরিয়া প্রহার করে। যে কাজ অনেকে করিয়া পরিত্রাণ পায়, সেই কাজের জন্ত একজনকে শাস্তিভোগ করিতে হইলে ইহা প্রযুক্ত হয়।

সবাইকে পারা যায়,
পায়-পড়াকে পারা যায় না।
সকলকেই শাসন করিতে পারা যায়, কিন্তু যে কথায় কথায় আসিয়া পায়ে পড়ে, তাহাকে শাসন করা যায় না।

সবুরে মেওয়া ফলে।
সবুর করিতে পারিলে মেওয়া পাওয়া যায়, অর্থাৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিলে শেষে সুফল লাভ হয়। "Patience has its reward". "In space comes a grace". "Tarry long brings much home".

সবে কলির সন্ধ্যা।
এইমাত্র কলির আরম্ভকাল, এখনও অনেক বাকী। কোন বিষয়ে আরম্ভেই অস্থির হইয়া পড়া।

সবে ধন নীলমণি।
নীলমণিই একমাত্র ধন, ইহা ছাড়া আর কোন ধন নাই। প্রিয়বস্তু একটী মাত্র হইলে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সময় কাহারও নহে।
সময় কাহারও হাতধরা নয়, সে আপনি আসে আপনি চলিয়া যায়, কাহারও জন্ত অপেক্ষা করে না। "Time and tide wait for no man".

সময়গুণে আপন পর, ঘোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর।
সময়গুণে আপনার লোক পর হয়, আবার পরও আপনার হয়; সময়ের গুণে ঘোঁড়া গাধাও ঘোড়ার দরে বিকাইয়া যায়।

সময়ে এক কেঁড়ে, অসময়ে দশ কেঁড়ে।
সময়ে এক কেঁড়ে অসময়ে দশ কেঁড়ের সমান। অর্থাৎ অসময়ে দশগুণ পাইলে যে কাজ হয়, সময়ে একগুণ পাইলেই সেই কাজ হয়। প্রয়োজন কালে অল্পেও কাজ হয়।

সময়ে না দেয় চাষ, তার দুঃখ বার মাস।
উপযুক্ত সময়ে যে জমিতে চাষ দেয় না, সে বারমাস দুঃখ ভোগ করে, অর্থাৎ সময়ে চাষ না করায় ভাল ফসল হয় না, সুতরাং তাহার দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী।

সময়ের এক কথা, অসময়ে শত।
অসময়ে একশত কথা বলিলে যে কাজ হয়, সময়ে একটী মাত্র কথায় সেই কাজ হইতে পারে।

সময়ে সব বন্ধু হয়, অসময়ে কেহ নয়।
সময় ভাল হইলে সকলেই বন্ধু হইয়া থাকে, কিন্তু সময় মন্দ হইলে তখন আর কেহ বন্ধু থাকে না। "Fair weather friends."

সমানে সমানে।
A row land for an oliver.

সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য।
সমুদ্রে একটু পাদ্য অর্ঘ্যের জল দিলে তাহাতে সমুদ্রের কি বৃদ্ধি হইবে। যেখানে প্রয়োজন অত্যধিক, সেখানে অত্যল্পমাত্র অভাব পূরণ করিতে গেলে ইহা প্রযুজ্য।

সমুদ্রে বাস শিশিরে ভয়।
যে অসীম জলরাশি সমুদ্রের মধ্যে বাস করিতেছে, সামান্ত শিশির বিন্দুতে তাহার আর ভয় কি ? যে বহু বিপদ্ দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে, তাহার আর সামান্য বিপদে কি করিবে।

সমুদ্রে শয্যা তার শিশিরে কি ভয়।
"সমুদ্রে বাস শিশিরে ভয়" দেখ।

সম্পদে বন্ধু লাভ, বিপদে পরীক্ষা।
সম্পদ্‌কালে অনেক বন্ধু পাওয়া যায়, কিন্তু বিপদ্‌কালেই তাহাদের বন্ধুত্ব পরীক্ষা করা যায়; কারণ বিপদ্ উপস্থিত হইলে কৃত্রিম বন্ধুরা সরিয়া পড়ে, কিন্তু যে প্রকৃত বন্ধু, কেবল সেই বন্ধুত্ব ত্যাগ করে না। "A friend in need is a friend indeed."

সম্মুখ দিয়া কাণা কড়ি যায় না,
পিছন দিয়ে হাতী যায়।
সম্মুখ দিয়া একটা কাণা কড়িও নষ্ট হইতে পারে না, কিন্তু পিছন দিয়া হাতীর ন্যায় অর্থরাশিও নষ্ট হইয়া যায়। যে নিজে একটী পয়সা খরচ করিতে কাতর হয়, কিন্তু তাহার অগোচরে রাশি রাশি অর্থ অপব্যয়িত হইয়া যায়, তৎসম্বন্ধে প্রযোজ্য। "Straining at a gnat and swallowing a camel." "Penny wise pound foolish."

স'য়ে থাকলে র'য়ে যায়।
সংসারে যে সকল সহ্য করিয়া থাকিতে পারে, সেই টিকিয়া যায়; যে অধীর হইয়া পড়ে, সে বিনষ্ট হইয়া যায়।

সর্ব্বস্বের বাড়া দণ্ড নাই।
সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লওয়া অপেক্ষা কঠিন দণ্ড আর নাই।

সসেমিরা।
জনৈক রাজপুত্র অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়া মৃগের অনুসরণে একা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পথ হারাইয়া ফেলেন। পরে সন্ধ্যাসমাগমে রাত্রিযাপনার্থ এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক ভল্লুক ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিল। তদ্দৃষ্টে রাজপুত্র সাতিশয় শঙ্কিত হইলে ভল্লুক তাঁহাকে অভয় দিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিল। গভীর রজনীতে এক প্রকাণ্ডকায় ব্যাঘ্র ঐ বৃক্ষের তলদেশে উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার আহার্য্য বহু ঊর্দ্ধে থাকায় সে বৃক্ষমূলে বসিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। পরে একজন জাগিবে ও একজন ঘুমাইবে এই নিয়ম করিয়া রাজপুত্র ভল্লুকের ঊরুদেশে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইলেন। নীচে হইতে ব্যাঘ্র তাঁহাকে ফেলিয়া দিবার জন্ত অনেক প্রলোভন দেখাইল, কিন্তু ভল্লুক তাহাতে কর্ণপাত করিল না। রাত্রিশেষে রাজপুত্র জাগরিত হইলেন, ভল্লুক ঘুমাইতে লাগিল। এই সময়ে ব্যাঘ্রের প্রলোভন ও ভীতিপ্রদর্শনে মুগ্ধ হইয়া রাজপুত্র ভল্লুককে ঠেলিয়া দিলেন, কিন্তু ভল্লুক নীচে পড়িল না, মধ্যে একটা ডাল ধরিয়া আত্মরক্ষা করিল। প্রভাতে ব্যাঘ্র প্রস্থান করিলে রাজপুত্র গাছ হইতে নামিলেন। তখন ভল্লুক 'স-সে-মি-রা' বলিয়া তাঁহার গণ্ডদেশে চারিটী চপেটাঘাত করিল। ইহাতে রাজপুত্রের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গেল। তিনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু নিয়ত 'সসেমিরা' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বৈদ্যেরা উন্মাদ রোগ স্থির করিয়া বহু চিকিৎসা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন রাজার সভাসদ্ জনৈক পণ্ডিত (যিনি পূর্ব্বে কোন কারণে রাজার বিরাগভাজন হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন) আসিয়া রোগ আরোগ্য করিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। পণ্ডিত সভাস্থলে রাজপুত্রকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমার, আপনার কি হইয়াছে?" রাজপুত্র উত্তর করিলেন, "সসেমিরা।" তখন পণ্ডিত বলিলেন,—

"সদ্ভাবপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা।
অঙ্কে কুমারমারোপ্য হত্বা কিন্নাম পৌরুষম্।"

অর্থাৎ বন্ধুত্বহেতু যে তোমায় উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাকে বঞ্চনা করার ফল কি? শিশুকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া হত্যা করিলে তাহাতে কি পৌরুষ আছে? পণ্ডিতের কথা শুনিয়া রাজপুত্র 'স' অক্ষর ছাড়িয়া 'সেমিরা' বলিতে লাগিলেন। পণ্ডিত বলিলেন, "শুনুন রাজকুমার!—

"সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈর্মিত্রদ্রোহী ন মুক্তি॥"

অর্থাৎ সেতুবন্ধ, সমুদ্র, গঙ্গাসাগরসঙ্গম প্রভৃতি তীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তিও পাপ হইতে মুক্ত হয়, কিন্তু মিত্রদ্রোহীর মুক্তি নাই। রাজপুত্র দ্বিতীয় অক্ষরও ছাড়িয়া দিয়া 'মিরা' বলিতে লাগিলেন। পণ্ডিত বলিলেন,—

"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।
তিষ্ঠন্তি নরকে ঘোরে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥"

অর্থাৎ মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্ন ব্যক্তি, এবং যাহারা বিশ্বাসঘাতক, তাহারা চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ভীষণ নরকে অবস্থান করে। রাজপুত্র এবার কেবল 'রা' বলিতে লাগিলেন। পণ্ডিত বলিলেন,—

"রাজাহংসি রাজপুত্রোহংসি যদি কল্যাণমিচ্ছসি।
দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু॥"

অর্থাৎ হে রাজন্, আপনি, এবং হে রাজপুত্র, আপনি যদি মঙ্গলকামনা করেন, তবে দান ও দেবপূজাদি কার্য্য করুন। রাজপুত্র সম্পূর্ণ নিরাময় হইলেন।

সাধারণতঃ এই প্রবাদটী মন্দ অবস্থা জ্ঞাপন অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হয়। যেমন, "কেমন আছ হে?" উত্তর,—"অমনই সসেমিরা গোছ আছি।"

সস্তার তিন অবস্থা।

জিনিষ সস্তায় পাওয়া গেলে তাহার প্রতি তেমন আদর থাকে না, লোকে তাহাকে ফেলাছড়া করে। সস্তায় কেনা জিনিস ভাল হয় না, এবং শীঘ্রই অকার্য্যকর হয়, সুতরাং আবার সেই জিনিস কিনিবার প্রয়োজন হয়, এবং গৃহস্থের অর্থনাশের কারণ হয়। "Cheap goods are dear in the long run."

সস্তার মাটী কেনা ভাল।

সস্তায় পাইলে মাটীও কিনিয়া রাখা ভাল; এক সময়ে তাহাই বিক্রয় করিয়া লাভ করা যায়। অতি সামান্য জিনিষও সস্তায় কিনিয়া রাখিতে পারিলে পরে তাহা দ্বারা লাভবান্ হওয়া যায়।

সহজে যাহা হয়, তাহে জোর ভাল নয়।

যাহা সহজে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাতে বল প্রকাশ করিতে যাওয়া ভাল নয়।

সহরে আগুন লাগ্‌লে পীরের ঘর বাঁচে না।

আগুন লাগিয়া যখন সহরশুদ্ধ পুড়িয়া যায়, তখন পীরের ঘর দেবতার ঘর বলিয়া রক্ষা পায় না, তাহাও পুড়িয়া যায়। অসতের দলে সাধু থাকিলে অসতের সঙ্গে তাঁহাকেও শাস্তিভোগ করিতে হয়, সাধু বলিয়া তিনি পরিত্রাণ পান না।

সহিলে সম্পত্তি, না সহিলে বিপত্তি।

দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া থাকিতে পারিলেই উন্নতিলাভ হয়, আর দুঃখে অধীর হইয়া পড়িলে আরও বিপদ্ ঘটে।

সাঁতার দিয়ে সিন্ধু পার।

সাঁতার দিয়া অকূল সমুদ্র পার হওয়া। ক্ষুদ্র উপায়ে সুবৃহৎ কার্য্য সিদ্ধ করিতে যাওয়া।

সাঁতার না জান্‌লে, বাপের পুকুরে ডুবে মরে।

সাঁতার দিতে না জানিলে লোকে বাপের পুষ্করিণীতেও ডুবিয়া মারা যায়। কৌশল না জানিলে লোকে নিজের কাজে নিজে বিপন্ন হয়।

সাক্ষী গোপাল।

যাহার দ্বারা কোন কাজই সিদ্ধ হয় না, যে কেবল বসিয়া বসিয়া সকলের কাজ দেখে, তাহাকে 'সাক্ষী গোপাল' বলে।

সাগরও শুকায় না, পাপও লুকায় না।

সমুদ্র কখনও শুষ্ক হয় না, এবং পাপকার্য্যও কখন গোপনে থাকে না, এক সময়ে না এক সময়ে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

সাগর সেঁচা মাণিক।

সমুদ্রের জল সেঁচিয়া তাহার মধ্য হইতে উত্তোলিত মাণিক। বহু যত্নলব্ধ বস্তু।

সাজ্‌তে গুজ্‌তে দোল ফুরাল।

একজন দোল দেখিতে যাইবে বলিয়া সাজগোজ করিতেছিল; তাহার সাজসজ্জার এত বেশী ধুম যে, সাজগোজ করিতে করিতে এদিকে দোল শেষ হইয়া গেল। আয়োজন করিতে করিতে কাজ নষ্ট হইয়া যাওয়া।

সাজ্‌তে গুজ্‌তে ফিঙে রাজা।

কথিত আছে যে, এক সময়ে বিধাতা পক্ষীদিগকে বলিয়াছিলেন, কল্য প্রভাতে যে আমার নিকট অগ্রে উপস্থিত হইবে, তাহাকেই আমি পাখীদিগের রাজা করিব। শালিক প্রভৃতি পাখীরা প্রভাতের পূর্ব্ব হইতেই বিধাতার নিকট যাইবার জন্ত আপনাদের দেহ সজ্জিত ও চিত্রিত করিতে লাগিল। কিন্তু চতুর ফিঙে পাখী কোনরূপ সাজসজ্জা না করিয়া কেবল সর্ব্বাঙ্গে ঘন কালি তাড়াতাড়ি মাখিয়া বিধাতার নিকট উপস্থিত হইল। সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হওয়ায় সে পাখীদের রাজা হইল, অন্যান্য পাখীদের সাজসজ্জাই বৃথা হইল। কার্য্যে অগ্রসর হইবার আয়োজন করিতে করিতে আর একজন বিনা আড়ম্বরে সেই কাজ হাত করিয়া লইলে ইহা প্রযুক্ত হয়।

সাঁজার কাজ কেউ করে না।

সাঁজার অর্থাৎ ভাগের কাজ কেহই করিতে চায় না, সকলেই পরস্পরের উপর ঠেশ দিয়া বসিয়া থাকে। "ভাগের মা গঙ্গা পায় না।" "What is everybody's business is nobody's business." "Ass that is common property is always worse saddled."

সাঁজার মা গঙ্গা পায় না।

"ভাগের মা গঙ্গা পায় না" দেখ।

সাত কথার উপর এক কথা।

"লাখ কথার উপর এক কথা" দেখ।

সাত কাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে, সীতা কার ভার্য্যা।

সাত কাণ্ড রামায়ণ সমগ্র পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, সীতা কাহার ভার্য্যা? সমস্ত ব্যাপার আদ্যন্ত দেখিয়া শুনিয়া শেষে তন্মধ্যে কোন বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করা।

সাতকুড়ের ঘর, গোঁসাই রক্ষা কর।

ঘরের মধ্যে সাতজন, কিন্তু সকলেই অলস; সুতরাং কোন দায় পড়িলেই বলে, ভগবান্ রক্ষা কর। সকলেই কোন কাজে অলসতা করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সাত খুন মাপ।

সাতটা খুন করিলেও মার্জ্জনা করা হয়। আদুরে ছেলে বা সাধারণের প্রিয় ব্যক্তি কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া দণ্ডিত না হওয়া।

সাতগেঁয়ের কাছে মামদো বাজী?

"সাতগেঁয়ে" নামে একটি দুর্দ্দান্ত হিন্দুর প্রেতযোনি ছিল, তাহার নিকট "মামদো" (মুসলমানের প্রেতযোনি) ঘেঁসিতে পারিত না। কোন অল্পচতুর লোক অধিকতর চতুরকে ঠকাইবার চেষ্টা করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

সাত ঘাটের জল এক ঘাটে করা।

সাত ঘাট হইতে জল আনিয়া এক ঘাটে একত্র করা। অনেক কৌশলে কোন কাজ সিদ্ধ করিতে হইলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

সাত ঘাটের জল খাওয়ান।

সাত জায়গা ছুটাছুটি করাইয়া সাত পুকুরের সাত ঘাটের জল খাওয়ান। কাহাকেও কোনরূপ দায়ে ফেলিয়া নানাস্থানে ছুটাছুটি করান।

সাত চড়ে মশা মারা।

একটা ক্ষুদ্র মশাকে সাত চড়ে মারা। সামান্য কাজে অত্যন্ত বেগ পাওয়া।

সাত চড়ে রা বেরোয় না।

সাত চড় মারিলেও মুখ দিয়া রা অর্থাৎ কথা বাহির হয় না। অতি নিরীহ ও নাজুক ব্যক্তি।

সাত চোঙ্গার বুদ্ধি এক চোঙ্গায় ঢুকোবে।

সাতটা চোঙ্গায় বুদ্ধি আনিয়া একটা চোঙ্গার ভিতর প্রবেশ করাইবে। অন্যেকের

বুদ্ধির সাহায্য লইয়া কাজ করিতে হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সাত নকলে আসল খাস্তা।
কোন একটা জিনিষের কেহ নকল করিল, তাহা দেখিয়া আর একজন নকল করিল, আবার কেহ সেই নকলের নকল করিল। এইরূপে সাতবার নকল হইলে দেখা যায় যে, সেই নকলের সহিত আসলের আর কোন সাদৃশ্য নাই, তাহা আসল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু হইয়া গিয়াছে।

সাত পাঁচ খতিয়ে মনে,
চাষ করে না সোণায় বেণে।
"লাভ লোকসান জেনে, চাষ করে না বেণে" দেখ।

সাত পাঁচ ভেবে কর্ম্ম করা।
অনেক প্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করা।

সাত পুরুষে বিয়ে নাই, শ্বশুরবাড়ী যায়।
সাতপুরুষের মধ্যে যাহার বিবাহ হয় নাই, সে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে। কোন কালে যাহার যে বিষয় নাই, সেই বিষয় পাইতে ইচ্ছা করা।

সাত ভাই তাঁত বোনে,
আপন কোটে সবাই টানে।
সাত ভাই তাঁত বুনিতেছে, কিন্তু সকলেই আপনার দিকে টানিতেছে, অর্থাৎ আপনার বেশী লাভের চেষ্টা করিতেছে। সকলেই আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে।

সাত মণ তেলও পুড়বে না,
রাধাও নাচ্‌বে না।
"রাধাও নাচবে না, সাত মণ তেলও পুড়বে না" দেখ। "If the sky falls we will catch larks."

সাত রাজার ধন এক মাণিক।
সাধারণের সংস্কার এইরূপ যে, একটী মাণিকের মূল্য সাতজন রাজার ধনের সমান। সাতিশয় প্রিয় ও মূল্যবান্ বস্তু।

সাত সতীনে নড়ি চড়ি,
বেড়া আগুনে পুড়ে মরি।
যে ঘরে সাত সতীন থাকে, সে ঘরে আগুন লাগিলেও তাহারা না পলাইয়া পরস্পর বিবাদ করিতে থাকে, শেষে বেড়া আগুনে পুড়িয়া মরে। যাহারা পরস্পরকে হিংসা করে, তাহারা বিপদ্ উপস্থিত হইলেও সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে করিতে শেষে সকলেই বিপন্ন হয়।

সাত সমুদ্র তের নদী পার।
সাত সমুদ্র ও তেরটা নদীর পারে অবস্থিত। বহু দূরদেশ।

সাতেও হুঁ, পাঁচেও হু।
কোন কোন লোককে যদি বলা যায়, ইহা সাত নয়—পাঁচ; সে তাহাতেই হুঁ বলিয়া সায় দেয়; আবার যদি বলা যায়, না, ইহা পাঁচ নয়—সাত; তবে তাহাতেও হুঁ বলিয়া সায় দেয়। ন্যায় হউক অন্যায় হউক, কোন কথার প্রতিবাদ না করা।

সাদা মনে কালী দেওয়া।
সরল মনকে কুটিল করা। যাহার মনে কোন মারপেঁচ নাই, নানাপ্রকারে মন্ত্রণা দিয়া তাহার মনে কুটিলতা জন্মান।

সাদা মুলুকজাদা।
সাদা রঙ্ পৃথিবীর সকল রঙ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সাদার উপর কালির দাগ।
সাদা জিনিষের উপর কালীর দাগ দিলে তাহা সহজেই লোকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ভাল লোকে মন্দ কাজ করিলে সর্ব্বলেই তাহা আগে লক্ষ্য করে।

সাধ কত ছিলরে চিতে,
মলের আগে চুট্‌কি দিতে।
মনে বড়ই সাধ ছিল, মলের সামনে চুট্‌কী পরিব; কিন্তু সে সাধ আর পূর্ণ হইল না। অযুক্তিসঙ্গত আশা।

সাধ করে বৈষ্ণব হ'তে,
প্রাণ যায় মচ্ছব দিতে।
বৈষ্ণব হইতে বড়ই ইচ্ছা হয়, কিন্তু মহোৎসব দিতে প্রাণ যায় অর্থাৎ ব্যয়বাহুল্য জন্য ভয়ানক কষ্টবোধ হয়। সুখকর জ্ঞানে কোন বিষয় পাইতে ইচ্ছা করিয়া, পরে তাহার কষ্টের কথা স্মরণে তাহাতে বিরত হওয়া।

সাধ করে সেকেন্দর হ'তে,
খোদা দেয় না মেগে খেতে।
বাদসাহ হইতে মনে মনে ইচ্ছা হয়, কিন্তু এদিকে ঈশ্বর মাগিয়া খাইতেও দেন না, অর্থাৎ ভিক্ষাও জুটে না। যে অশেষ উচ্চ আশা করে, কিন্তু ক্ষুদ্র আশাটীকেও পূর্ণ করিতে পারে না, তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত।

সাধলে জামাই খান না,
না সাধলে পান না।
জামাইকে যখন খাইবার জন্য সাধাসাধি করা যায়, তখন তিনি খাইতে চাহেন না, আবার যখন না সাধা যায়, তখন তিনি নিজে সাধিয়া খাইতে পান না। কাহাকেও কোন কাজ করিতে সাধাসাধি করিলে সে যদি তাহা না করে, আবার পরে নিজেই সাধিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া অকৃতকার্য্য হয়, সেই স্থলে প্রযুক্ত।

সাধ হয় বাদসা হ'তে,
খোদা দেয় না মেগে খেতে।
"সাধ করে সেকেন্দার হ'তে" দেখ।

সাধ হয় বৈষ্ণব হ'তে,
মুস্কিল বড় মোচ্ছব দিতে।
"সাধ করে বৈষ্ণব হ'তে" দেখ।

সাধিলেই সিদ্ধি, অর্জ্জিলেই ঋদ্ধি।
সাধনা করিলেই সিদ্ধি লাভ হয়, এবং চেষ্টা করিয়া অর্জ্জন করিতে পারিলেই রত্ন পাওয়া যায়।

সাধিলে জামাই কাঁটাল খায় না,
শেষে জামায়ের ভোঁতায় আঁটে না।
"সাধলে জামাই খান না" দেখ।

সাধিলে মান বাড়ে।
কাহারও অভিমান হইলে তাহাকে যত সাধাসাধি করা যায়, ততই তাহার অভিমান বাড়িয়া যায়।

সাধু যাহার সঙ্কল্প, ঈশ্বর তাহার সহায়।
যাহার সঙ্কল্প ভাল, ঈশ্বর তাহার সঙ্কল্পিত কার্য্যে সহায়তা করেন।

সাধে কি বাবা বলি,
গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।
ইচ্ছা করিয়া বাবা বলি না, প্রহারের চোটে বাধ্য হইয়া বাবা বলিতে হয়। বাধ্য হইয়া কোন কাজ করা।

সাধে বিধালাম কাণ, কাঠি দিতে যায় প্রাণ।
মাকড়ি পরিব বলিয়া সাধ করিয়া কাণ বিধাইলাম, কিন্তু মাকড়ি না জুটায় এখন কাণের ছেঁদায় কাটি দিতে দিতে প্রাণ যায়। সাধ করিয়া কোন কাজ করিয়া, শেষে তাহার জন্য বতিব্যস্ত হওয়া।

সাধের কমল তুল্‌তে গিয়ে,
হাতে ফুটলো কাঁটা।
সাধ করিয়া পদ্মফুল তুলিতে গেলাম, পদ্ম তুলিতে পারিলাম না, লাভের মধ্যে হাতে কাঁটা ফুটিয়া গেল। সাধ করিয়া কোন সুখকর কাজ করিতে গিয়া শেষে তাহাতে কষ্ট উপস্থিত হওয়া।

সাধের কাজল পরতে গিয়ে, চক্ষু হ'লো কাণা।
সাধ করিয়া কাজল পরিতে গিয়া শেষে চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। (পূর্ব্ববৎ)।

সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে।
এমন ভাবে সাপকে মারিতে হইবে যে, সাপও মরিবে, অথচ লাঠিও ভাঙ্গিবে না। কার্য্যও উদ্ধার হইবে, অথচ যাহার দ্বারা কাজ হইবে তাহার কোন বিপদ্ ঘটিবে না।

সাপকে মারলেই শিবকে লাগে
সাপ শিবের অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সুতরাং সাপকে মারিতে গেলেই শিবকেও লাগিয়া থাকে। আশ্রিতকে মারিতে বা অবমানিত করিতে গেলে আশ্রয়দাতাকেও মারা বা অবমানিত করা হয়।

সাপ মলেই সোজা।
সাপ যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকে, ততক্ষণ আঁকিয়া বাঁকিয়া যায়, আর মরিলেই সোজা হইয়া পড়ে। খল জীবিত থাকিতে কুটিলতা ত্যাগ করে না।

সাপ যেখানে নেউল সেখানে।
যেখানে সাপ থাকে, সেইখানেই সাপ খাই-বার জন্য নেউল গিয়া থাকে

সাপ হ'য়ে কাটে, রোজা হ'য়ে ঝাড়ে।
সাপ হইয়া দংশন করে, আবার ওঝা হইয়া সাপের বিষ ঝাড়িতে আরম্ভ করে। যে শত্রুতাও করে, আবার মিত্রতাও দেখায়। "Hunting with the hound and running with the hare."

সাপ হ'য়ে কামড়ায়, রোজা হ'য়ে ঝাড়ে।
"সাপ হ'য়ে কাটে" দেখ।

সাপা ডরায় ব্যাঙ্গাকে,
ব্যাঙ্গা ডরায় সাপাকে।
খাদ্য ও খাদক পরস্পরকে ভয় করে।

সাপে ছুঁচো ধরা।
সাপ ইন্দুরজ্ঞানে ছুঁচোকে ধরিলে দুর্গন্ধের জন্য তাহাকে খাইতে পারে না, আবার অন্ধ হইবার ভয়ে তাহাকে ছাড়িতেও পারে না (প্রবাদ এইরূপ যে, সাপে ছুঁচো ধরিয়া ছাড়িয়া দিলে সাপ কাণা হইয়া যায়)। যেখানে ছাড়িলেও বিপদ্, না ছাড়িলেও বিপদ্।

সাপে নেউলে।
সাপের সহিত নেউলের চির শত্রুতার উদাহরণস্বরূপে প্রযুক্ত হয়। "Cat and dog."

সাপের পা দেখেছে।
সাপের পা থাকে না, কিন্তু দৈবাৎ কেহ সাপের পা দেখিতে পাইলে সে অত্যদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে (প্রবাদ—সে রাজা হয়)। কেহ সাতিশয় উচ্ছৃঙ্খলতা বা স্বেচ্ছাচার প্রদর্শন করিলে তৎপ্রতি এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

সাপের মুখে ঈষার মূল।
ঈষার মূলের তীব্র গন্ধ সাপেরা সহ্য করিতে পারে না, এজন্য সাপের মুখের নিকট ঈষার মূল ধরিলে সে একেবারে অবসন্ন হইয়া হইয়া পড়ে। অতিশয় দুর্দ্দান্তপ্রকৃতির লোক কোন উপায়ে একেবারে নত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "জোঁকের মুখে নুণ।"

সাপের লেখা, বাঘের দেখা।
অদৃষ্টে লেখা থাকিলে সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়, আর বাঘের সহিত সাক্ষাৎ হইলে মৃত্যু নিশ্চিত।

সাপের লেজে বাড়ি মারা (পা দেওয়া)।
সাপের লেজে যষ্টি প্রহার করিলে কিংবা পা দিয়া মাড়াইলে সাপ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। কোন দুর্দ্দান্তপ্রকৃতি লোকের অনিষ্টাচরণ করিয়া তাহাকে নিজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা।

সাপের হাঁচি বেদের চিনে।
বেদেজাতিই সাপের হাঁচি চিনে অর্থাৎ ভাবভঙ্গী দ্বারা তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারে। যে যে বিষয়ে দক্ষ, সেই সে বিষয়ের সামান্য সূত্র দেখিয়া তাহার অন্তর্গত ব্যাপার বুঝিতে সমর্থ হয়।

সাবধানের বিনাশ নাই।
যে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া থাকে, সে সহজে বিপন্ন হয় না। "A man forewarned is forearmed."

সারাদিন থাক্‌ব নায়,
কখন্ দিব খড়ম পায়?
সমস্ত দিন নৌকাতেই বসিয়া রহিলাম, অর্থাৎ নৌকা চালাইতে থাকিলাম, সুতরাং কখন্ আর খড়ম পায় দিব? এক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া অন্য কার্য্যে অসমর্থ হওয়া।

সারাদিন বঁড়শী হাতে,
সন্ধ্যাবেলা আমড়া ভাতে।
সারাদিন বঁড়শী হাতে ঘুরিয়া একটাও মাছ না পাওয়ায় শেষে সন্ধ্যার সময় আমড়া ভাতে ভাত খাইতে হইল। কোন কার্য্যকে উত্তমরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রমের পরেও তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়া।

সাহসের ভরা ডুবে না।
সাহস করিয়া কোন কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিলে তাহা প্রায় নিষ্ফল হয় না।

সাহসে লক্ষ্মী।
সাহস করিয়া কাজ করিতে পারিলেই লক্ষ্মীর কৃপা লাভ হয়।

সিংহের ভাগ শৃগালে খায়।
সিংহের জন্য যে ভাগ রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা শৃগালে খাইতেছে। ঘটনাচক্রে উত্তমের প্রাপ্য অধমে লইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সিংহের মামা ভোম্বল দাস,
বাঘ খেয়েছি গণ্ডা দশ।
এক বৃহৎকায় ছাগ বনের এক স্থানে চরিতেছিল। সহসা তাহার সম্মুখে এক বাঘ আসিয়া উপস্থিত হইল। বাঘ এই দীর্ঘ দাড়ী ও শৃঙ্গযুক্ত পশুকে দেখিয়া সহসা আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না, জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে হে?" ছাগ সাহসে নির্ভর করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "আমি সিংহের মামা, আমার নাম ভোম্বলদাস; আমি গণ্ডাদশেক বাঘ খাইয়াছি, এক্ষণে আরও খাইবার ইচ্ছায় এই স্থানে ভ্রমণ করিতেছি।" নির্ব্বোধ বাঘ ইহা শুনিয়া ভয়ে তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। বৃথা গর্ব্বকারী।

সিকি পয়সার মা-বাপ।
ছেলে যেমন মা-বাপের মমতার বস্তু, তেমনি সিকি পয়সার প্রতিও যাহার ভয়ানক মমতা, অর্থাৎ যে সিকি পয়সা খরচ করিতেও কাতর হয়, তাহাকে 'সিকি পয়সার মা-বাপ" কহে।

সিকেয় তোল।
রেখে দাও। ও কথায় আর প্রয়োজন নাই।

সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে,
গাঁজা খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে।
সিদ্ধি খাইলে বুদ্ধি বাড়িয়া থাকে, এবং গাঁজা খাইলে লক্ষ্মীছাড়া হইতে হয়। সিদ্ধি খাইলে বুদ্ধি বাড়িবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না, বরং জ্ঞান লোপ হইতেই দেখা যায়। সুতরাং ইহা সিদ্ধিসেবীদের গাঁজাখোরের প্রতি বিদ্বেষোক্তি বলিয়া বোধ হয়, অথবা গাঁজা খাওয়া অপেক্ষা সিদ্ধি খাওয়া বরং ভাল, এই ভাবে ইহা রচিত হইয়াছে।

সিদ্ধির ঝুলি।
তপস্যা দ্বারা যে সিদ্ধি লাভ করা যায়, তাহার ঝুলি; ইহা লাভ হইলে যাহা ইচ্ছা বাহির করিতে পারা যায়। কোন একটী আধারে নানাপ্রকারের বস্তু থাকিলে তাহাকে সিদ্ধির ঝুলি বলিয়া থাকে।

সিধা আঙ্গুলে ঘি উঠে না।
আঙ্গুল সোজা করিয়া ঘিয়ের পাত্র হইতে ঘি তোলা যায় না, আঙ্গুল একটু বাঁকাইলে তবে তাহাতে ঘি উঠে। কেবল নরম হইলে কেহ বশীভূত হয় না, কড়া হইলে তবে লোকে বাধ্য হয়।

সিন্দুকের কাছে ধার করা।
কোন কৃপণ আপনার টাকার সিন্দুককে পর মনে করিত, এবং উহার মধ্যস্থিত টাকাগুলিতে সিন্দুকেরই অধিকার, তাহার কোন অধিকার নাই, ঐ টাকা লইলে পরস্ব গ্রহণ করা হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিত। সে সহজে ঐ টাকা লইয়া পরস্বহরণরূপ পাপে লিপ্ত হইতে চাহিত না। যদি কখন কোন বিশেষ প্রয়োজনে কিছু টাকা লইতেই হইত, তবে সে উহা সিন্দুকের নিকট ধার করিয়া লইত, এবং যত শীঘ্র সম্ভব, সুদসহ ঐ টাকা সিন্দুককে ফিরাইয়া দিয়া আপনাকে ঋণমুক্ত করিত। ইহা হইতেই এই প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

সীতা সতী।
সীতা অত্যন্ত সতী ছিলেন; রাম তাঁহাকে অশেষপ্রকারে কষ্ট দিলেও তিনি কখনও পতির প্রতি বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। এজন্য সতীর উদাহরণস্থলে সীতার নাম সর্ব্বাগ্রে গৃহীত হয়।

সীতা সাবিত্রী।
সীতা ও সাবিত্রী উভয়েই পরমা সতী ছিলেন। এজন্য সতী রমণীর উল্লেখস্থলে ইঁহাদের নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সুখ চেয়ে স্বস্তি ভাল।
ধন ঐশ্বর্য্যাদি অপেক্ষা যদি ধনহীন হইয়া শান্তিতে থাকা যায়, তবে তাহাও ভাল।

সুখে থাকৃতে ভূতে কিলোয়।
সুখে অবস্থানকালে ভূতে আসিয়া কীল মারে। সুখে থাকিবার সুযোগ হইলেও নানাপ্রকার গোলযোগ ঘটাইয়া দুঃখকে ডাকিয়া আনা।

সুখের ঘরে রূপের বাসা।
যেখানে সুখ থাকে, সেইখানেই রূপ বাস করে। সুখী পরিবারের প্রায় সকলকেই রূপবান্ হইতে দেখা যায়।

সুখের পায়রা।
লোকে সুখের অবস্থাতেই পায়রা পুষিয়া থাকে; দুঃসময় উপস্থিত হইলে খাদ্য ও যত্নের অভাবে পায়রাগুলি আপনা হইতেই একে একে কোথায় উড়িয়া যায়। যে সকল লোক সম্পৎকালে আসিয়া অনুগত হয়, এবং বিপৎকালে সরিয়া দাঁড়ায়, তাহাদিগকে "সুখের পায়রা" বলে। "Fair weather friends." "Rats desert the sinking ship."

সুজনপিরীত সোণা ভেঙ্গে গড়া যায়;
কুজনপিরীত কাচ ভাঙ্গিলে ফুরায়।
সুজনের সহিত প্রণয় ও সোণার গহনা, ইহা ভাঙ্গিলেও তাহাকে আবার গড়িয়া পূর্ব্বের মত করা যায়, কিন্তু কুলোকের সহিত প্রণয় এবং কাচ একবার ভাঙ্গিলেই ফুরাইয়া গেল, তাহাকে আর পূর্ব্বের মত করা যায় না।

সুধু কথায় চিড়ে ভিজে না।
কেবল কথায় কাজ হয় না। "Soft words butter no parsnips."

সুধু পলুতা পায় না, ধনে পলুতা চায়।
শুধু পলুতাই পায় না, আবার ধনের সহিত পলুতা খাইতে চায়। যাহা কোনরূপে কষ্টে সৃষ্টে পাইবার সম্ভাবনা, তাহার সহিত আরও কিছু পাইতে ইচ্ছা করা।

সুধু মেঘে মাটী ভিজে না।
কেবল মেঘ করিলেই মাটী ভিজে না, বৃষ্টি হইলে তবে মাটী ভিজে। কেবল কথার আড়ম্বরে কাজ হয় না।

সুন্দর বনে বাঁদর রাজা।
সুন্দর বনে মনুষ্যসমাগম নাই, সুতরাং সেখানে বাঁদরই রাজা বলিয়া পরিগণিত হয়। যেখানে ভাল লোক না থাকে, সেখানে হীনলোকেই প্রভুত্ব করিয়া থাকে। 'নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।

সুযোগ পেলে সাধুও চোর হয়।
চুরি করিবার সুবিধা পাইলে অনেক সাধুও চোর হইয়া থাকে। "Opportunity makes the thief." "Open door will tempt saint."

সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়।
যখন সময় ভাল থাকে, তখন অনেকেই বন্ধু হইয়া থাকে, কিন্তু অসময়ে কাহাকেও পাওয়া যায় না। "Fair weather friends."

সূঁচ গড়িতে পারে না
বন্দুকের বায়না নেয়।
যে ছুঁচ গড়িতে পারে না, সে বন্দুক গড়িয়া দিব বলিয়া বায়না লয়। যে ক্ষুদ্র কাজ সম্পন্ন করিতে পারে না, তাহার বৃহৎ কার্য্যের ভার গ্রহণ।

সূঁচ চলে না, বেটে চালায়।
যেখানে সরু ছুঁচ চালাইবার মত ছিদ্র নাই, চতুর লোকে সেইখান দিয়া মোটা বেটে চালায়। যেখানে অতি ক্ষুদ্র কাজও সম্পন্ন হইতে পারে না, সেখানে কৌশলে বৃহৎ কার্য্যসাধন।

সূঁচ সোহাগা সুজন,
ভাঙ্গা গড়ে তিনজন।
সূঁচ, সোহাগা এবং সুজন, ইহারা ভাঙ্গা জিনিষকে নূতন করে। সূঁচ ছেঁড়া কাপড়কে সেলাই করিয়া নূতন করে; সোহাগা ভাঙ্গা ধাতুপাত্রকে জুড়িয়া নূতন করে, এবং সাধু ব্যক্তি চরিত্রপ্রভাবে শত্রুকেও মিত্র করে।

সূঁচ হ'য়ে সেঁধিয়ে
কাল হ'য়ে বের হওয়া।
প্রথমে সূঁচের ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়া প্রবেশ করিয়া, পরে কালের ন্যায় স্থূল হইয়া বাহির হওয়া। কেহ কাহারও সহিত প্রণয় সংস্থাপনপূর্ব্বক ভিতরের সকল কথা জানিয়া লইয়া পরে তাহার সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করা।

সেই এক দিন, আর এই এক দিন।
পূর্ব্বে সেই এক কি মন্দ বা ভাল দিন গিয়াছে, আর এক্ষণে এই এক কি ভাল বা মন্দ দিন উপস্থিত হইয়াছে। সুখের সময় অতীত দুঃখের দিন বা দুঃখের সময় অতীত সুখের দিন স্মরণে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

সেই কড়ি ক্ষয়, তবু বৌ সুন্দর নয়।
সেই পয়সা খরচ হইল, তথাপি বৌ সুন্দর হইল না। অর্থব্যয় বা বিপুল পরিশ্রমের পর কাজ ভাল না হওয়া।

সেই গাধা সেই ঘাস জল খায়,
তবু গাধা খুলিয়া যায়।
সেই গাধা পূর্ব্বের মত ঘাস জল খাইতেছে, তথাপি আর সেরূপ কাজ করিতে পারে না।

সেই ত মল খসালি,
লোকটা কেন হাসালি?
সেই মল খুলিতে হইল, তবে এতদিন মল পরিয়া বৃথা কেন লোক হাসালি? আগে কাজ করিতে অস্বীকৃত হইয়া পরে লাঞ্ছনা ভোগের পর সেই কাজ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

সেই বুড়ী নাচে, কত কাচ কাচে।
বুড়ী শেষে সেই নাচিল, আর আগে নাচিতে বলায় কত ছল দেখাইল। প্রথমে কাহারও অনুরোধ না রাখিয়া পরে সেই কাজ করা।

সেকরা বাড়ীর বিড়াল,
ঠুকঠুকনীতে ভয় পায় না।
সেকরার বাড়ীতে নিয়ত হাতুড়ীর ঠুক্ঠাক্ শব্দ হইতেছে, সুতরাং সেকরাবাড়ীর বিড়ালের তাহা সহ্য হইয়া যাওয়ায় ঠুক্ঠাক শব্দ শুনিয়া আর সে ভয় পায় না। যে যাহা নিয়ত দেখিতেছে বা ভোগ করিতেছে, সে তাহাতে আর ভীত বা বিস্মিত হয় না।

সেকরার ঠুক্ঠাক্, কামারের এক ঘা।
সেকরা ঠুক্ঠাক্ করিয়া হাতুড়ী পিটিয়া অনেকক্ষণে যে কাজ করে, কামারের এক আঘাতে সে কাজ হইয়া যায়। কেহ কাহারও একটু একটু অনিষ্ট করিতে থাকিলে শেষে অত্যাচারিত ব্যক্তি যদি এক উদ্যমেই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।
যে অনেক অধিক কথা কয়, সে অনেক মিছা কথা বলে।

সে কাল গেছে ব'য়ে,
এঁটে কচু খেয়ে।
কচুর এঁটে অর্থাৎ গেঁড় খাইয়া যখন দিন কাটাইতে হইয়াছিল, সে সময় এখন চলিয়া গিয়াছে। কেহ অবস্থার উন্নতিতে পূর্ব্বের দুঃখের অবস্থা বিস্মৃত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সে গুড়ে বালি।
যে গুড় খাইবার আশা করা গিয়াছিল, বালি পড়িয়া সে গুড় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে আশা করা গিয়াছে, সে আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

সেধে পেড়ে ভাব, আর মেজে ঘষে রূপ।
সাধাসাধি করিয়া যে প্রণয়, আর ঘষা মাজার দ্বারা যে রূপ, তাহা বেশী দিন থাকে না।

সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই।
সে বড় কঠিন জায়গা, সেখানে গুরুশিষ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ হইবার উপায় নাই। কোন স্থানে অতিশয় কড়াকড়ি থাকিলে ইহার প্রয়োগ হয়।

সেরকে পশুরি চুরি।
এক সের দিতে গিয়া পাঁচ সের চুরি করা। একেবারে ঠকান।

সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।
যখন রামচন্দ্র রাজত্ব করিয়াছিলেন, তখন অযোধ্যার সুখ সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। যাহার প্রভাবে যে স্থান বা যে বিষয় উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহার অভাবে সেই

স্থান বা সেই বিষয়ের অবনতি হইয়া পড়িলে তাহার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

সোজা আঙুলে ঘি বেরোয় না।
"সিধা আঙুলে ঘি উঠে না" দেখ।

সোণাদানা দুধের বাটী,
দুয়োর বেলায় গুঁড়ো মাটী।
সুয়ো স্ত্রীকে সোণা দানা পরান হয়, এবং বাটী-ভরা দুধ খাইতে দেওয়া হয়, আর দুয়ো স্ত্রীকে গুঁড়ো মাটীতে ফেলিয়া রাখা হয়।

সোণা ব'লে জ্ঞান ছিল, কষিতে পিত্তল হ'ল।
আগে সোণা বলিয়া ধারণা হইয়াছিল, কিন্তু কষিতে তাহা পিত্তল হইয়া গেল। আগে যাহাকে ভাল লোক বলিয়া জ্ঞান থাকে, ব্যবহারের পর তাহার মন্দ প্রকৃতির পরিচয় জানিতে পারা।

সোণা বাইরে (ফেলে) আঁচলে গিরো।
সোণাকে বাহিরে ফেলিয়া আঁচলে গাঁইট দেওয়া। যত্নের সামগ্রী ফেলিয়া অযত্নের সামগ্রীকে যত্ন করা।

সোণায় সোহাগা।
সোণাকে উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে সোহাগা ফেলিয়া দিলে উভয়ে গলিয়া এক হইয়া যায়। যাহাদের দুইটীর একীকরণে সম্পূর্ণ মিলন হইয়া যায়, তাহাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

সোণার অঙ্গ কালি হ'ল।
সোণার ন্যায় উজ্জ্বল অঙ্গ মলিন হইয়া গেল।

সোণার উপর মিনের কাজ।
সোণার গহনার সৌন্দর্য্যত আছেই, তাহার উপর যদি মিনের কাজ থাকে, তাহা হইলে সে গহনা আরও সুন্দর হয়। সৌন্দর্য্যের সহিত সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "মণিকাঞ্চন যোগ।"

সোণার ওজন কুঁচের সহিত।
অতি তুচ্ছ পদার্থ কুঁচের সহিত সোণাকে ওজন করা। নিকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের তুলনা।

সোণার থালে ক্ষুদের জাউ।
সোণার থালে করিয়া ক্ষুদের জাউ খাওয়া সাজে না। উত্তম আধারে নীচ বস্তু শোভা পায় না।

সোণার দাঁড়ে কাক বসান।
সোণার দাঁড়ে হীরে ময়নাই শোভা পায়, কাক শোভা পায় না। উত্তম স্থানে নিকৃষ্টকে স্থাপন।

সোণার পাথরবাটী।
পাথরবাটী পাথরেই প্রস্তুত হয়, সোণার সোণার বাটীই হইয়া থাকে, সোণার পাথরবাটী হইতে পারে না। যাহা হইতে পারে না এমন বিষয়ের উল্লেখ। "কাঁঠালের আমসত্ব।"

সোণার লঙ্কা ছারখার।
কথিত আছে যে, লঙ্কাপুরী স্বর্ণে নির্ম্মিত। রামচন্দ্র সেই সোণার লঙ্কাকে ছারখার করিয়া দিয়াছিলেন। সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ স্থানের সহসা বিনাশ।

সোণার হাতে যবের ছাতু।
সোণার হাতে যবের ছাতু সাজে না, উৎকৃষ্ট খাদ্যই তাহাতে শোভা পায়।

সোমে বুধে না দিও হাত, ধার ক'রে খেও ভাত।
বরং ধার করিয়া খাইবে, তথাপি সোমবার বা বুধবারে গোলায় হাত দিবে না, অর্থাৎ গোলা হইতে ধান পাড়িবে না।

সৌরভে ভ্রমর মজে।
পদ্মের সুবাসে ভ্রমর মুগ্ধ হইয়া তাহাতে বসে, পরে রাত্রিকালে পদ্ম মুদিত হইলে ভ্রমর আবদ্ধ হইয়া পড়ে। সুখের সাধ মিটাইতে গিয়া লোকে বিপন্ন হয়।

স্ত্রী গৃহের লক্ষ্মী।
ভার্য্যা গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপা।

স্ত্রীভাগ্যে ধন, পুরুষভাগ্যে জন।
স্ত্রীর অদৃষ্টবল থাকিলে ধনলাভ হয়, আর পুরুষের অদৃষ্ট ভাল হইলে পুত্র জন্মে।

স্ত্রীলোকের লজ্জাই ভূষণ।
লজ্জা স্ত্রীলোকের অলঙ্কারস্বরূপ।

স্নেহ নীচগামী।
স্নেহ নিম্নগামী হয়, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা কনিষ্ঠের উপরই অধিকতর স্নেহ হইয়া থাকে।

স্বদেশের ঠাকুর, বিদেশে কুকুর।
স্বদেশে যিনি দেবতা জ্ঞানে পুজিত হন, বিদেশে গেলে তাঁহার সে সম্মান থাকে না, পরন্তু অবমানিত হইয়া থাকেন। "Argus at home, but mole to abroad."

স্বপ্নেরও অগোচর।
স্বপ্নে নানা অসম্ভব ব্যাপারসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু এমন ঘটনা যে, তাহা কখন স্বপ্নেও দেখিবার সম্ভাবনা নাই। অতি অসম্ভব ঘটনা।

স্বভাব যায় না ম'লে, ইল্লৎ যায় না ধুলে।
যাহার যে স্বভাব, তাহা মরিলেও যায় না; আর অপবিত্র বস্তু ধুইলেও পবিত্র হয় না।

স্বর্গে দাসত্ব অপেক্ষা নরকে রাজত্ব ভাল।
স্বর্গে গিয়া যদি দাসত্ব করিতে হয়, তবে তাহা অপেক্ষা নরকে থাকিয়া রাজত্ব করা ভাল। পরাধীন হইয়া সুখভোগ করা অপেক্ষা স্বাধীন থাকিয়া দুঃখভোগ করাও ভাল। "Better to reign in hell than serve in Heaven."

স্বর্গে বাতি দেওয়া।
উত্তম কার্য্য দ্বারা স্বর্গগমনের পথ আলোকিত করা।

স্বর্গের অপ্সরী।
স্বর্গের অপ্সরাগণ সাতিশয় সুন্দরী বলিয়া খ্যাত। এজন্য শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে "স্বর্গের অপ্সরী" বলা হয়।

স্বামী নাই পুত্র নাই কপাল ভরা সিঁদুর;
ধান নাই চাল নাই গোলা ভরা ইঁদুর।
স্বামী পুত্র কেহই নাই, এরূপ স্ত্রীলোক কপালভরা সিন্দুর পরিয়াছে, আর গোলায় ধান চাল কিছুই নাই, কেবল গোলাভরা ইঁদুর রহিয়াছে। ভিতরে সার নাই, কেবল বাহিরের আবরণ আছে।

স্বামীর কিবা সুখ, পৌষমাসে ভাতের দুঃখ।
এমন সুখদায়ক স্বামী পাওয়া গিয়াছে যে, পৌষমাসে, যখন ধান চাল ছড়াছড়ি যায়, তখনও অন্নকষ্ট ভোগ করিতে হয়।

স্বামীর মা শাশুড়ী তারে বড় মানি,
কোথা হ'তে এলেন আমার
খুড়শেষ ঠাকুরাণী।
স্বামীর মা—নিজের শাশুড়ী, তাহাকেই গ্রাহ্য করি না, আর খুড়শেষ ঠাকরুণ (স্বামীর খুড়ী) আমায় নিকট কর্ত্তৃত্ব জাহির করিতে আসিলেন। যাহার অনুগত থাকা উচিত, তাহাকেই যে মানে না, তাহার নিকট অল্পসম্পর্কীয় কেহ সম্মান পাইবার আশা করিলে প্রযুক্ত।

স্বামীর হাতে ধন থাকলে স্ত্রীর নাম লক্ষ্মী।
স্বামীর হাতে যদি ধন থাকে, তাহা হইলে লোকে স্ত্রীকে লক্ষ্মী বলিয়া থাকে, অর্থাৎ স্ত্রীর গুণেই যেন স্বামী অর্থসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছে।

স্রোতে গা ঢালা।
স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া স্রোতের বশে যাওয়া। কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে 'যাহা হয় হউক' বলিয়া নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন করা।

হ

হউক না কেন কাঠের বিড়াল,
ইঁদুর ধরলেই হ'লো।
কাঠের বিড়াল হইয়াও যদি ইঁদুর ধরিতে পারে, তবে তাহাতে ক্ষতি কি? উপায় যেমনই হউক, কাজ সিদ্ধ হইলেই হইল।

হওয়া ভাতে কাটি।
ভাত যখন হইয়া গিয়াছে, তখন তাহাতে কাটি দিতে যাওয়া। কাজ শেষ হইয়া গেলে তাহাতে সাহায্য করিতে আসা।

হক্ কথাতে আহাম্মক রুষ্ট।
আহাম্মক অর্থাৎ নির্ব্বোধ লোকই যথার্থ কথা বলিলে রাগ করে; ভাল লোক যথার্থ কথায় সন্তুষ্ট হয়।

হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী।
যেমন রাজা তেমনি তাহার নির্ব্বোধ মন্ত্রী; নির্ব্বোধ লোকে নির্ব্বোধের পরামর্শে কাজ

করিয়া হাস্যাস্পদ বা বিপন্ন হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

হবু ছেলের অন্নপ্রাশন।
যে ছেলে এখনও গর্ভে আছে, তাহার অন্নপ্রাশনের উদ্যোগ। পরে কিরূপ ঘটিবে তাহা না জানিয়াই তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

হয়ত পুত, নয়ত ভূত।
ছেলে হয়ত পুত অর্থাৎ যথার্থ সুপুত্র হয়, নয়ত ভূত অর্থাৎ কুপুত্র হইয়া জ্বালাতন করে।

হ-য-ব-র-ল।
য র ল ব হ এইরূপ বলিলেই উহাদের পর পর উচ্চারণ হয়, কিন্তু হ য ব র ল বলিলে গোলমাল করিয়া ফেলা হয়। এইজন্য বিশৃঙ্খলা বা গোলমেলে ব্যাপারকে "হ-য-ব-র-ল" বলে।

হরিঘোষের গোয়াল।
বাস্তবিক ইহা গরুর গোয়াল নহে। হরিঘোষের একটী সুপ্রশস্ত বৈঠকখানা ছিল শত শত নিষ্কর্ম্মা লোক দিবারাত্র সেইখানে বসিয়া খোসগল্প করিত, এবং গল্লিকা ও তামাকু সেবন করিয়া সময় অতিবাহিত করিত। তাহাদের অন্নের চিন্তা ছিল না; হরিঘোষের অবারিত দ্বার, ভোজনাগারে যে যখন আসিত, তখনই সে খাইতে পাইত। এইজন্য যেখানে অনেক নিষ্কর্ম্মা লোক একত্র বসিয়া গোলমাল বা বৃথা গল্পে কালক্ষেপ করে, সেইখানে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়। কলিকাতায় হরিঘোষের ষ্ট্রীট আছে। সেইখানেই হরিঘোষের বাড়ী ছিল।

হরিণ শিঙ্গে মাছি বসে না।
হরিণ এত চঞ্চল যে, তাহার শিঙে একটী মাছি বসিলেও সে লাফাইয়া উঠে, সুতরাং মাছিকে তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যাইতে হয়।

হরিদ্বার ও গঙ্গাসাগর।
হরিদ্বার ও গঙ্গাসাগর এই দুইটী স্থান দুইটী বিভিন্ন দিকে বহুদূরে অবস্থিত। এজন্য বহুদূরবর্ত্তী অথচ বিপরীত দিক্ স্থিত স্থান বুঝাইতে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

হরিনামে খোঁজ নাই, স্ফটিকের রাঙ্গা খোপ।
মুখে কখন হরিনাম উচ্চারণ করে না, অথচ কতকগুলা স্ফটিকের খোপ ঝুলাইয়া সাধু সাজিয়াছে। কাজ করে না, কেবল কাজের লোক বুঝাইবার জন্য আড়ম্বর দেখান।

হরি বড় দয়াময়, কথায় বটে কাজে নয়।
ঈশ্বর বড়ই দয়াময়, ইহা মুখে বলা যায় বটে, কাজে তাহার কোন লক্ষণ দেখা যায় না (ইহা কোন অবিশ্বাসীর উক্তি)। কাহাকেও লোকে দয়ালু বলিলে, অথচ কাজে তাহার দয়ার পরিচয় না পাইলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

হরি বল্লে কাঁড়া চাল মেলে।
হরি বলিয়া গৃহস্থের দ্বারে দাঁড়াইলে কাঁড়া চাউল ভিক্ষা পাওয়া যায়।

হরি বাঁচান প্রাণ, বৈদ্যের বাড়ে মান।
পীড়া হইলে ঈশ্বরই পীড়া আরোগ্য করিয়া দিয়া প্রাণ রক্ষা করেন, কিন্তু বৈদ্যের চিকিৎসায় প্রাণরক্ষা হইল ভাবিয়া লোকে বৈদ্যকে সম্মান দেখায়, ইহাতে বৈদ্যের গৌরব বাড়ে। একজন কাজ করে, এবং অপরে তজ্জন্য সুখ্যাতি লাভ করে।

হরি মটর।
যে দিন আহার করিবার কোন দ্রব্যের সংস্থান নাই, উপবাস করিয়া থাকিতে হইবে, সেই দিন লোকে বলে আজ "হরি মটর" খাইয়া থাকিতে হইবে।

হরির খুড়ো মাধাই দাস।
নিঃসম্পর্কীয় অনধিকারচর্চ্চায় রত লোককে অবজ্ঞা করিয়া বলা হয় "কেহে তুমি হরির খুড়ো মাধাই দাস?"

হরিষে বিষাদ।
আনন্দজনক ব্যাপারের মধ্যে সহসা দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাকে "হরিষে বিষাদ" বলে।

হরিহর আত্মা।
বিষ্ণু ও শিব অভেদাত্মা, ইহাঁদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। দুইজনে এক মন এক আত্মা এইরূপ প্রণয়।

হরে দরে হাঁটু জল।
কোন স্থানে হাঁটুর উপর জল, কোন স্থানে হাঁটুর নীচে জল, মোটের উপর ইহাকে হাঁটু জল বলা যায়। কখন কিঞ্চিৎ লাভ, কখন কিঞ্চিৎ ক্ষতি, মোটের উপর আয় সমান।

হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা।
সংহারক, অধ্যক্ষ, এবং বিধানকারী। যিনি সর্ব্বতোভাবে প্রভুত্বের অধিকারী, তাঁহাকে "হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা" কহে।

হলুদ খেলে কি রাঙ্গা ছেলে হয়?
হলুদ খাইলেই হলুদের মত রাঙ্গা ছেলে হয় না। কারণ, ভক্ষিত দ্রব্যের সহিত বর্ণ সম্বন্ধে গর্ভস্থ সন্তানের কোন সম্বন্ধ থাকে না। বাহ্য উপায়ে আন্তরিক দোষ যায় না।

হলুদ জব্দ শীলে, বউ জব্দ কীলে,
পাড়াপড়শী জব্দ হয়, চোখে আঙুল দিলে।
শীলে ফেলিয়া নোড়ার ঘা দিলে তবে হলুদ জব্দ হয়, বউকে শাসনে রাখিলে তবে সে জব্দ হইয়া থাকে, আর চোখে আঙুল দিয়া কথা কহিলে অর্থাৎ স্পষ্ট কথা বলিলে তবে প্রতিবেশীরা জব্দ হয়।

হলুদের গুঁড়।
হলুদের গুঁড়া সকল তরকারিতেই লাগিয়া থাকে। যে লোক সকল কাজেই লাগে তাহাকে "হলুদের গুঁড়" বলা হয়।

হস্তিমূর্খ।
প্রকাণ্ড মূর্খ। হাতির চোখ ছোট, সুতরাং তাহার দ্বারা সে নিজের শরীরের আয়তন দেখিতে পায় না। যে আপনার শক্তি উপলব্ধি করিতে পারে না তাহাকে হস্তিমূর্খ বলা হয়।

হাঁ করলেই দেশের বার্ত্তা।
হাঁ করিলেই সকল সংবাদ বুঝা যায় — চতুর লোক একটা কথা শুনিলেই ব্যাপার বুঝিয়া লইতে পারে।

হাঁচি টিকটিকি বাধা,
যে না মানে সে গাধা।
যাত্রাকালে বা কোন কার্য্যের আরম্ভ কালে হাঁচি বা টিকটিকি পড়িলে তাহা হইতে নিরস্ত হইতে হয়, নতুবা তাহাতে বিপদ্ ঘটে, ইহাই হিন্দুসাধারণের বিশ্বাস। যে এই বাধা না মানে, সে অতিশয় নির্ব্বোধ।

হাকিম ফেরে, হুকুম ফিরে না।
বিচারকের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু বিচারক যে হুকুম দেন, তাহার কিছুতেই অন্যথা হইতে পারে না।

হাগা (হেগো) নাড়ী (রোগী) মুখে টন্কো।
উদরাময় রোগীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলেও কথাবার্ত্তা কহিতে পারে। কার্য্যে অপটু বাক্সর্ব্বস্ব লোকসম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

হাগারে নাই বাঘার ভয়।
কাহারও পেটের পীড়া উপস্থিত হইলে তখন আর তার বাঘেরও ভয় থাকে না। সে বনে জঙ্গলে যেখানে পায় বিষ্ঠাত্যাগ করিতে বসিয়া যায়।

হাগুন্তির লাজ নাই, দেখুন্তির লাজ।
যে সম্মুখে বসিয়া বিষ্ঠাত্যাগ করিতেছে, তাহার লজ্জা হইতেছে না, কিন্তু যাহার সম্মুখে বসিয়াছে, তাহার উহা দেখিতে লজ্জা বোধ হইতেছে। যে মন্দ কাজ করিতেছে, তাহার লজ্জা নাই, কিন্তু যে উহা দেখে, তাহার লজ্জা হয়।

হাট কাণা।
হাটে নানা প্রকারের জিনিষ দেখিয়া কোন্ জিনিষ লইবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারা। "বাঁশ বনে ডোম কাণা।"

হাটে কলা নৈবেদ্যায় নমঃ।
এক পুরোহিত ব্রাহ্মণ যজমানের বাড়ীতে তাড়াতাড়ি পূজা সারিতেছিল। যজমান বলিল, নৈবেদ্যে কলা দেওয়া হয় নাই, হাট হইতে কলা আনিতে গিয়াছে। পুরোহিত বলিল, তার জন্য আর কি হইয়াছে। এই বলিয়া 'হাটে কলা নৈবেদ্যায় নমঃ' বলিয়া নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া দিল। কার্য্যের প্রয়োজনীয় বস্তু উপস্থিত না হইলেও তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিয়া ফেলা।

হাটে কি দর চাউল,
না, মামার ভাতে আছি।
একজনকে জিজ্ঞাসা করা হইল, এখন হাটে চাউলের দর কিরূপ? সে উত্তর করিল, আমি মামার ভাতে আছি। অর্থাৎ মামার ভাত খাই, সুতরাং হাটের চাউলের দর জানিবার আমার প্রয়োজন নাই। যে পরের উপর দিয়া যে জিনিষ ভোগ করে, তাহার ঐ জিনিষের সুলভতা বা মহার্ঘতা জানিবার আবশ্যক নাই। "চালের কি দর, না বামুনের ভাতে আছি।"

হাটে গেছলো' যার মা, সে দেখেছে বাঘের পা।
শ্রুতকথার যাথার্থ্য পরীক্ষা না করিয়া তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

হাটের দুয়ারে আগড় নাই।
হাটের জিনিসের দর ছাপা থাকে না।

হাটের নেড়া হুজুগ চায়।
যে হাটে ঘুরিয়া বেড়ায়, সে কেবল হুজুগ চায়; একটা হুজুগ উপস্থিত হইলে সকলে তাহা লইয়া পড়ে, আর তাহার চুরির সুবিধা হয়। যে কেবল গোলমাল খুঁজিয়া বেড়ায়।

হাটের মাঝে হাঁড়ী ভাঙ্গা।
হাটের মাঝখানে হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সকলেই তাহা দেখিতে পায়। বহুলোকের সাক্ষাতে কোন গুপ্তকথা প্রকাশ করা।

হাড় এক ঠাঁই মাস এক ঠাঁই।
এমন জোরে আঘাত যে, তাহাতে হাড় হইতে মাংস খসিয়া পড়ে, সুতরাং হাড় ও মাস দুই ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পড়িয়া থাকে।

হাড় খাব মাস খাব,
চাম দিয়ে ডুগডুগি বাজাব।
কোন জন্তুকে মারিয়া তাহার হাড় ও মাস ভক্ষণ করিব, শেষে তাহার চামড়ায় ডুগডুগি তৈয়ার করিয়া তাহা বাজাইব। কাহারও সর্ব্বস্ব একে একে আত্মসাৎকরণ।

হাড় গোড় ভাঙ্গা দ।
হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে তাহাকে যে দিকে ইচ্ছা বাঁকান যায়। দ অক্ষরের তিন দিকে বাঁক আছে, সুতরাং উহার হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেহ নির্দ্দয়ভাবে প্রহৃত হইলে লোকে বলে— উহাকে মারিয়া "হাড়গোড় ভাঙ্গা দ" করিয়া দিয়াছে।

হাড়পেকের বোঝা।
কষ্টকর কার্য্য।

হাড়ীর লক্ষ্মী ছাড়ে, শূকরকে ঝাঁটা মারে।
হাড়ীজাতির শূকরই লক্ষ্মীস্বরূপ, কেননা উহার ব্যবসায়েই সে জীবিকানির্ব্বাহ করে কিন্তু যখন তাহার লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায়, তখন সে শূকরকে ঝাঁটা মারে। যে যদ্দ্বারা লাভবান্ হয়, তাহাকে অনাদর করা।

হাড়ীর ঘরের লক্ষ্মী শুঁড়ির ঘরে যায়।
হাড়ী জাতি ভয়ানক মদখোর; ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা সমস্তই মদে নষ্ট করে, সুতরাং হাড়ীর ঘরের লক্ষ্মী শুঁড়ির ঘরে গিয়া থাকে। বৃথা অপব্যয় করা।

হাড়ে দুর্ব্বো গজায়।
হাড় মাটীতে পড়িয়া ক্রমে মাটী হইয়া গেলে তাহার উপর দুর্ব্বাঘাস গজায়। এমন অবস্থায় মৃত্যু হইবে যে, দেহের সংকারাদি হইবে না, এবং হাড় মাটীতে পড়িয়া মাটী হইলে তাহাতে দুর্ব্বা জন্মিবে।

হাড়ে নাড়ে জ্বালান।
চারিদিক্ দিয়া নানাপ্রকারে জ্বালাতন করাকে "হাড়ে নাড়ে জ্বালান" কহে।

হাড়ে ভেল্কি খেলে।
প্রবাদ এইরূপ যে, কোন কোন মানুষের হাড়ের দ্বারা বাজীকরেরা নানারূপ ভেল্কী দেখায়। অত্যন্ত চতুর লোকের সম্বন্ধে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ সে এত চতুর যে, তাহার একখানা হাড় থাকিলেও তাহা কত ভেল্কী দেখাইতে পারে।

হাত আলস্যে গোঁফ নষ্ট।
গোঁফে 'তা' দিলে তবে গোঁফ ভাল থাকে, কিন্তু আলস্য করিয়া যদি গোঁফে হাত না দেওয়া যায়, তাহা হইলে গোঁফের বাহার নষ্ট হইয়া যায়। সামান্য পরিশ্রমের অভাবে কোন বিষয় নষ্ট হইয়া যাওয়া।

হাত করা।
কোন বস্তু বা ব্যাপারকে আয়ত্ত করা।

হাত ঝাড়িলে পর্ব্বত (বোঝা)।
শূন্য হাতটাও একবার ঝাড়িলে তাহা হইতে পর্ব্বত বা বোঝার ন্যায় বিস্তর পাওয়া যায়। যে কিছু নাই নাই বলিলেও যাহা দেয়, তাহা অন্যের পক্ষে প্রচুর, তৎসম্বন্ধে ব্যবহৃত।

হাত থাক্‌তে মুখোমুখি কেন?
ঝগড়ার সময় পরস্পর বচসা করিলে বিদ্রূপ করিয়া বলা হয়, যখন হাত রহিয়াছে তখন মুখে গালাগালি কেন? হাতাহাতি লাগিয়া যাও।

হাত দিয়ে জল সরে (গলে) না।
হাতে জল লইলে হাতের ফাঁক দিয়া জল গলিয়া পড়ে না। অতি কৃপণ।

হাত দিয়ে হাতী ঠেলা।
হাত দিয়া প্রকাণ্ডকায় হাতীকে ঠেলিতে যাওয়া। ক্ষুদ্র দ্বারা বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করা।

হাতী আড় হ'লে, চামচিকেও লাথি মারে।
হাতী পাঁকে আড় হইয়া পড়িয়া গেলে ক্ষুদ্র চামচিকা আসিয়াও তাহাকে লাথি মারিয়া যায়। প্রবল লোক বিপদে পড়িলে অতি দুর্ব্বলও তাহাকে অবমানিত করে।

হাতী গর্ত্তে পড়লে, বেঙেও লাথি মারে।
হাতী গর্ত্তে পড়িয়া গেলে তখন ক্ষুদ্র বেঙ আসিয়াও তাহাকে লাথি মারিয়া যায় (পূর্ব্ববৎ)।

হাতী ঘোড়া গেল তল,
ভেড়া (মশা) বলে কত জল।
যে অগাধ জলে হাতী ঘোড়া তলাইয়া গেল, ক্ষুদ্র ভেড়া আসিয়া সেই জলের পরিমাণ করিতে যায়। বড় বড় লোক যে কাজ করিতে পারিল না, ক্ষুদ্র আসিয়া সেই কাজ করিতে গেল। "Fools rush in, where angels fear to tread."

হাতী চ'ড়ে ভিক্ষা করি,
ইচ্ছায় না দেও ঘর ভাঙ্গি।
হাতী চড়িয়া ভিক্ষা করি; যদি ইচ্ছা করিয়া ভিক্ষা না দেও, তাহা হইলে হাতীর দ্বারা ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিব। অনুগ্রহপ্রত্যাশী ব্যক্তি জোর করিয়া অনুগ্রহ ভিক্ষা করিলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

হাতী পাঁকে পড়লে, হাতীই উদ্ধার করে।
হাতী পাঁকে পড়িয়া গেলে হাতীই তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে, আর কেহ পারে না। প্রবলের বিপদ্ উপস্থিত হইলে প্রবলই তাহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।

হাতী পোষা।
প্রচুর ব্যয়সাধ্য কার্য্যে রত হওয়া।

হাতী যেমন খায়, তেমনি নাদে।
হাতী যেমন অনেক খায়, তেমনি অনেক বিষ্ঠা ত্যাগ করে। বড় লোকের যেমন বেশী আয়, তেমনই বেশী খরচ।

হাতীর কাঁধে আসে যায়, হাম্বারবে মূর্চ্ছা যায়।
যে হাতীর কাঁধে চড়িয়া যাতায়াত করে, সে গরুর হাম্বারব শুনিয়া মূর্চ্ছা গেল। বড় কাজ নির্ভয়ে করিয়া ক্ষুদ্র কাজে ভয়।

হাতীর খোরাক।
হাতী যেমন প্রকাণ্ডকায় জন্তু, তেমনই বিস্তর খায়। কাহারও আহারে অধিক খরচ পড়িলে তাহাকে 'হাতীর খোরাক' বলে।

হাতীর গলায় ঘণ্টা।
বৃহৎকায় হাতীর গলায় একটী ক্ষুদ্র ঘণ্টা ঝুলান। বড়র সঙ্গে একটী ক্ষুদ্রকে যোগ করা।

হাতীর দর্প চূর্ণ হয় পাহাড়ের কাছে।
হাতী শুণ্ড বা দন্ত দ্বারা সকলই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু পাহাড় ভাঙ্গিতে পারে না, সুতরাং পাহাড়ের নিকট তাহার দর্প চূর্ণ হয়। অতি প্রবলের নিকট প্রবল পরাভূত হইলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

হাতীর মিন মিন, ঘোড়ার দৌড়।
ঘোড়া দৌড়িয়া যেখানে যায়, হাতী ধীরে ধীরে চলিয়াও সেইখানে যায়। কেহ তাড়া-

তাড়ি করিয়া যে সময়ে কার্য্য সম্পন্ন করে, অন্যে ধীরে ধীরে সেই সময়ে সেইরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

হাতে হাতী ঠেলা যায় না।
"হাত দিয়ে হাতী ঠেলা" দেখ।

হাতে কড়ি পায়ে বল, তবে যাই নীলাচল।
হাতে পয়সা এবং পায়ে যথেষ্ট বল থাকিলে তবে নীলাচল অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্রে যাওয়া যায়। পূর্ব্বে রেলপথ না থাকায় হাঁটিয়া জগন্নাথে যাইতে হইত, এবং প্রচুর অর্থব্যয়ও হইত; সেই সময়ে এই প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছিল।

হাতে কালি মুখে কালি,
বাছা আমার লিখে এলি।
ছেলে পাঠশালে যত লিখুক না লিখুক, হাতে মুখে কালি মাখিয়া আসিলে মা-বাপ বুঝে, ছেলে খুব লিখিয়া আসিয়াছে।

হাতে গোদ পায়ে গোদ গোদ কর্ণমূলে,
কোন্ পুরুষের ভাগ্যে গোদ ছিল না চুলে
হাতে গোদ হইয়াছে, পায়ে গোদ হইয়াছে, কাণের গোড়ায় গোদ হইয়াছে, এখন পিতৃ-পুরুষের ভাগ্যক্রমে কেবল চুলেই গোদ হয় নাই।

হাতে জল গলে না।
"হাত দিয়ে জল সরে না" দেখ।

হাতে দই পাতে দই, তবু বলে কই কই।
হাতে দই লাগিয়া আছে, পাতে দই রহিয়াছে, তথাপি বলিতেছে, দই কোথায়, দই ত খাই নাই। প্রমাণ বিদ্যমানেও দোষ অস্বীকার।

হাতে নাই কড়া কড়ি, ক'রে বেড়ায় বাড়াবাড়ি।
হাতে এক কড়া কড়ি সম্বল নাই, আর এদিকে আড়ম্বর করিয়া বেড়ান।

হাতে নাই কড়া বট, প্রাণ করে ছট ফট।
হাতে এক কড়া কড়ি নাই, সুতরাং পয়সার অভাবে প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

হাতে না মেরে ভাতে মারা।
প্রকাশ্যে হাতের দ্বারা না মারিয়া খোরাক বন্ধ করিয়া দেওয়া। প্রকাশ্য অনিষ্ট না করিয়া অন্নসংস্থানের উপায় নষ্ট করিয়া দেওয়া।

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার।
হাতে পাঁজি থাকিতে কবে মঙ্গলবার তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? পাঁজি খুলিয়া দেখিলেই যখন জানা যাইতে পারে তখন জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? সম্মুখে উপায় থাকিতে অন্যের নিকট উপায়ের পরামর্শ লইতে যাওয়া।

হাতে মাথা কাটা।
কেবল হাত দিয়া মাথা কাটা যায় না, সেজন্য অস্ত্রের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অধিকতর ক্রোধ উপস্থিত হইলে তখন আর অস্ত্র লইতে বিলম্ব সহ্য হয় না, হাত দিয়াই যেন মাথাটা কাটিয়া ফেলিতে চায়। প্রবল অত্যাচারী সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

হাতে যদি নাই ধন, পাঁচে হও এক মন।
যদি হাতে পয়সা না থাকে, তবে পাঁচ জনে একমতাবলম্বী হও, তাহা হইলে পয়সা না থাকিলেও কার্য্য উদ্ধার হইতে পারে।

হাতে যদি ফল পাই, তবে কি আঁকুসি চাই?
যদি হাত বাড়াইলে ফল পাওয়া যায়, তাহা হইলে আঁকুসির প্রয়োজন কি? সহজে কার্য্য সিদ্ধ হইলে কেহ কুটিল উপায় অবলম্বন করিতে চায় না।

হাতের খাড়ু বেচে এনেছি বাঁদী;
সে হ'লো গিন্নী আমি হলাম বাঁদী।
হাতের খাড়ু (গহনাবিশেষ) বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে যে দাসীকে কিনিয়া আনিয়াছি, আদর পাইয়া সেই দাসী এখন গিন্নী হইয়াছে, আর আমি তাহার দাসী হইয়াছি। যাহার জন্য ত্যাগস্বীকার করিলাম, সে আদর পাইয়া এক্ষণে অগ্রাহ্য করিল।

হাতের পাঁচ।
কেহ সৌভাগ্য লাভ করিলে, সে হাতের পাঁচ পাইয়াছে বলা হয়। প্রবাদটি তাস খেলা হইতে গৃহীত।

হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান নয়।
হাতের পাঁচটা অঙ্গুলির কেহ ছোট কেহ বড়। ঘরের পাঁচজন লোক একরূপ হয় না, সকলেই গুণে বা দোষে কম বেশী হইয়া থাকে।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।
যে লক্ষ্মী হাতে আসিয়াছিল, তাহাকে পা দিয়া ঠেলিয়া দেওয়া। সৌভাগ্যের সুযোগ উপস্থিত হইলে বুদ্ধিদোষে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলা।

হাতের শাঁখা দর্পণে দেখা।
হাতের শাঁখা ইচ্ছা করিলেই দেখা যায়, তাহাকে আরসী দিয়া দেখিতে যাওয়া। যাহা সহজে সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য কুটিল উপায় অবলম্বন করা।

হাবাতে ফকির হ'ল, দেশেও মন্বন্তর এল।
হাবাতে লোকের অন্ন জুটে না বলিয়া ফকিরী গ্রহণ করিল, কারণ ফকিরকে সকলেই ভিক্ষা দেয়; কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ তাহার ফকিরী গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই দেশে মন্বন্তর উপস্থিত হইল, সুতরাং তাহার ভিক্ষা পাইবারও উপায় রহিল না। কেহ সুবিধার্থ কোন উপায় অবলম্বন করিলে সহসা যদি তাহার প্রতিকূল ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

হাবাতে যত্তপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।
হাবাতে অর্থাৎ লক্ষ্মীছাড়া লোক তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সমুদ্রে জল খাইতে গেলে সমুদ্রও শুকাইয়া যায়। দুঃখীর কপালে কোথাও সুখ নাই।

হাবাতের ঘটি হ'ল, জল খেতে খেতে প্রাণ গেল।
যে চিরদিন ঘাটে জল খাইয়া আসিয়াছে, সে যদি একটা ঘটী পায়, তাহা হইলে নিয়ত সেই ঘটীতে জল খাইতে থাকে। কোন নূতন জিনিষ—যাহা কাহারও পক্ষে বহুমূল্য—পাইয়া নিয়ত তাহা নাড়াচাড়া করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

হাবাতের দুনো গ্রাস।
লক্ষ্মীছাড়া লোকের গ্রাস অন্যের অপেক্ষা দ্বিগুণ, অর্থাৎ কিছু পাইলে সে তাহা একেবারে খাইয়া ফেলিতে চায়।

হাম ছোড়া, লেকেন কম্‌লি নেই ছোড়তা।
একটা ভল্লুক জলে ভাসিয়া যাইতেছিল। ভল্লুককে একখানি কম্বল মনে করিয়া জনৈক লোক সেইটিকে লইবার জন্য জলে নামিল। যেমন সে ভল্লুককে ধরিল, ভল্লুকও তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল। শেষে লোকটির ডুবিয়া যাইবার উপক্রম দেখিয়া তীরস্থ জনৈক বন্ধু তাহাকে বলিল—"তুমি কম্বলখানি ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া আইস"। লোকটি উত্তর দিল—"আমি ত কম্‌লিকে (কম্বলকে) ছাড়িয়া দিয়াছি, কিন্তু কম্‌লি যে আমাকে ছাড়িতেছে না।" কেহ কোন বিরক্তিকর বিষয় ত্যাগ করিলেও ঘটনাক্রমে সেই বিরক্তিকর বিষয় যদি তাহাকে পুনঃ পুনঃ জড়াইয়া ধরে, তাহা হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "Catching a Tartar."

হায় রে আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া।
এক ব্যক্তি পাকা আমড়ার বাহ্যরূপ দেখিয়া ভাবিল, কি সুন্দর ফল! পরে খাইতে গিয়া দেখিল, উহাতে খোসা এবং বৃহৎ আঁটি ভিন্ন আর কিছুই নাই। বাহিরের চাকচিক্য দর্শনে কাহাকেও আদর করিয়া লইয়া শেষে তাহার অসারত্ব বুঝিতে পারা।

হারায়ে যারায়ে কাশ্যপ গোত্র।
যে গোত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে, অথবা গোত্র মনে নাই, সে আপনার কাশ্যপ গোত্র বলে।

হারিলে ঘরের ভাত, জিতিলেও তাই।
খেলায় হারিয়া গেলেও ঘরে আসিয়া ভাত খাইতে হইবে, আর জিতিলেও ঘরে আসিয়া ভাত খাইতে হইবে। যে কার্য্যে জয় পরাজয়ে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

হাল ছেড়ে দেওয়া (বা বসে থাকা।)
জোর তুফান দেখিলে নৌকার হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকা। বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া কাজ ছাড়িয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা।

হাল যদি ধরে ঠেসে,
যায় কি তরী তুফানে ভেসে?

যদি বলপূর্ব্বক ঠিক হাল ধরিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে নৌকা তুফানে ভাসিয়া যায় না। কর্ত্তা যদি ঠিক থাকে, তাহা হইলে কার্য্য নষ্ট হয় না।

হালে বয় না, তেড়ে গুঁতোয়।
লাঙ্গলে জুড়িয়া দিলে লাঙ্গল বহিতে পারে না, কিন্তু তাড়াইয়া গুঁতাইতে আইসে। কাজে কিছু নয়, এদিকে রাগও যথেষ্ট আছে।

হাসি কান্না বুঝা দায়।
হাসিতেছে কি কাঁদিতেছে তাহা বুঝা যায় না।

হাসি মুখে দান, হরে লয় প্রাণ।
হাসিমুখে দান করিলে যেন প্রাণ কাড়িয়া লয়, অর্থাৎ সাতিশয় মুগ্ধ করে।

হিংসা সব কর্‌তে পারে,
কেবল পুত বিয়োতে নারে।
হিংসায় সকল প্রকার কাজই করা যায়, কেবল পুত্র প্রসব করা যায় না, কেননা তাহা বিধাতার ইচ্ছাধীন।

হিতে বিপরীত।
হিত করিতে গিয়া শেষে বিপরীত অর্থাৎ অহিত হওয়া। ভাল করিতে গিয়া মন্দ হওয়া।

হিন্দুর গরু, মুসলমানের হারাম।
হিন্দুর পক্ষে গরু, এবং মুসলমানের পক্ষে হারাম অর্থাৎ শূকর। যাহা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই পরিত্যাজ্য।

হিন্দুর ঘরের বিড়ালেও আড়াই অক্ষর পড়ে।
হিন্দুর ঘরের বিড়ালও শাস্ত্রের আড়াই অক্ষর পড়িয়া থাকে, অর্থাৎ হিন্দুর ঘরের অতি মূর্খও কিছু না কিছু শাস্ত্র-মর্ম্ম জানে।

হুকুমে হাকিম চলে।
হাকিমও হুকুম অনুসারে অর্থাৎ আইন-মতে চলিয়া থাকেন; তাঁহারও স্বেচ্ছায় চলিবার উপায় নাই।

হুজুরের মজুরও ভাল।
বড়লোকের অধীনে মজুরগিরি করাও ভাল।

হুর্শ্মী দে সাগর ছাঁচে।
সামান্য উপায়ে বৃহৎ কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা করা। "Stop the Atlantic with a mop."

হেগো রুগী মুখে টন্‌ক।
"হাগা নাড়ী মুখে টন্‌ক" দেখ।

হেলায় কার্য্যনাশ।
আলস্য করিলে সকল কার্য্যই নষ্ট হইয়া যায়; আলস্য কার্য্যনাশের মূল।

হেলায় হারান।
আলস্য বা অমনোযোগবশতঃ অনায়াসসাধ্য কার্য্য সাধনে চেষ্টা না করিয়া তাহার ফললাভে বঞ্চিত হওয়া।

হেলে ধর্‌তে পারে না, কেউটে ধর্‌তে যায়।
সামান্য হেলে সাপ ধরিতে পারে না, আর বিষাক্ত কেউটে সাপ ধরিতে ছুটিয়া যায়। ক্ষুদ্র কাজ করিবার শক্তি যাহার নাই, তাহার বৃহৎ কাজ করিতে অগ্রসর হওয়া।

হেলে যায় চষ্‌তে, বামন যায় বস্‌তে।
চাষী লাঙ্গল করিতে যায়, আর ব্রাহ্মণ তাহার কাছে বসিয়া থাকিতে যায়। কাজের লোক কাজ করিতে চায়, আর নিষ্কর্ম্মা লোক বসিয়া থাকিতে চায়।

হেলে যায় হাল নিয়ে, বিধাতা যায় তুল নিয়ে।
চাষী লাঙ্গল লইয়া চাষ করিতে যায়, আর বিধাতা তাহাকে কিরূপ ফসল দিবে ঠিক করিবার জন্য তুলাদাঁড়ি লইয়া যায়। মানুষ চেষ্টা করে, কিন্তু কার্য্যের ফল বিধাতার ইচ্ছাধীন। "Man proposes, God disposes."

হেসে হেসে কথা কয়, এ মিন্‌সে ত পেয়াদা নয়।
পেয়াদা অতি রুক্ষপ্রকৃতির লোক, কিন্তু এই লোকটা যখন হাসিতে হাসিতে কথা কহিতেছে, তখন বোধ হয় এ পেয়াদা নয়। যাহার নিকট ভয়ের সম্ভাবনা, একটু মিষ্ট মুখ দেখিয়া তাহাকে ভয় না করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

হেসে হেসে কথা কয়, সে হাসি ত ভাল নয়।
দুষ্ট লোক যদি হাসিতে হাসিতে কথা কয়, তবে তাহার সে হাসিকে ভাল বলিয়া মনে করিতে নাই; কোন ভয়ানক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সে এইরূপে হাসিয়া থাকে।

হোঁচটে প'ড়ে পদ্মনাভ।
লোকে শয়ন করিয়া পদ্মনাভ স্মরণ করে। একজন হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়া 'পদ্মনাভ' 'পদ্মনাভ' বলিতে লাগিল। সে লোককে জানাইতে চায় যে, আমি পড়িয়া যাই নাই, ইচ্ছা করিয়াই শুইয়া পড়িয়াছি। দায়ে পড়িয়া কোন কাজকে আপনার ঈপ্সিত কাজ বলিয়া পরিচয় দেওয়া। "Making a virtue of necessity."

হোঁতা (থোঁতা) মুখ ভোঁতা হ'ল।
গর্ব্বিত মুখ ভোঁতা হইয়া গেল। গর্ব্ব চূর্ণ হইল।

হোসেন সার আমল।
পাঠানবংশীয় হোসেন সা এক সময়ে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বহুকালের কথা।

হ্যাপায় পড়ে স্রোতে ভাসা।
দম্‌বাজিতে পড়িয়া স্রোতে গা ভাসান দেওয়া। দায়ে পড়িয়া কোন কাজ করা।

১ম পরিশিষ্ট

-:o:-

ভাষাবিচার।

সংস্কৃত ভাষাই বাঙ্গালা ভাষার জননী। *তবে পূর্ব্বকাল হইতে ইহার সহিত আদিম নিবাসীদের ভাষা এবং প্রাকৃত ভাষা হইতে অনেক শব্দ মিলিত হইয়াছে।* মুসলমানদের রাজত্বকালে আরবী ও পারসী ভাষার অনেক শব্দ এবং অধুনা ইংরাজ-রাজত্বে বিস্তর ইংরাজী শব্দ ও তদানুষঙ্গিক ফরাসী, পর্টুগীজ প্রভৃতি ভাষারও অনেক শব্দ বাঙ্গালা শব্দের সহিত মিলিত হইয়াছে। বিজাতীয় শব্দের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা,—

আদিম নিবাসীদিগের ভাষাগত শব্দাবলী।

কুলো, কিচ্‌কিচ্, খামকা, খোকা, খুকি, চাক্‌নি, চালাক, চাটে, চোঞ্চা, চেওড়া, ছো, ঠেঁটা, ঠোঞ্চা, ঢেঁকি, ঢুঁদে, ধুচুনি, পো, ভিটে, মজা, মাঠ, মাঝি, মালা, লেপ, বেঙ, ধেটে, বেটে, বোকা, বোঁচা, বেদিনী, বালিশ, সড়্‌কি, সগড়ি, সেয়ান, হটে।

প্রাকৃত ভাষার অপভ্রষ্ট শব্দাবলী।

প্রাকৃত		অপভ্রষ্ট
অজ্জ	...	আজ
অত্থি	...	আছে
অহম্মি	...	আমি
কজ্জ	...	কাজ
ঘর্	...	ঘর
তুমস্	...	তুমি
পত্থর	...	পাথর
মিচ্ছা	...	মিছা
মজঝ	...	মাঝ
লট্ঠ	...	লাঠি
বাহির্	...	বাহির
বিজ্জুলী	...	বিজুলী
বড্ঢ	...	বুড়ো
বহু	...	বৌ

আরবী ও পারসী শব্দাবলী।

আইন, আমির, আখের, আতর, আদালত, আমলা, আমিন, আসল, আসামী, আমদানী, আবাদ, আস্তাবল, আরাম, আর্জি, আহ্লাতম, আতুর, আবদার, আমানৎ।

ইমারত, ইজ্জত, ইস্তাহার, ইর্শাল, ইস্তফা, ইস্তক।

উকিল, উস্থল, উমেদার, উজির। এলেকা, *এজেহার, এত্তেলা। ওমরা, ওয়ারিস, ওয়াশীল, ওলন্দে।*

কাছারি, কোমরবন্দ, কোমর, কব্জা, কৈফিয়ত, কয়েদ, কসুর, কাগজ, কিস্তি, কলম, কিসমিস, কাফি, কারীকর, কারখানা, কায়েমী, কোর্ফা, কবালা, কোরাণ, কবর, কিনারা।

খালাস, খোলসা, খত, খালি, খুসী, খাজনা, খিলান, খাজাঞ্চি, খোদাবন্দ, খোপসুরৎ, খোরাকী, খবরদার, খরচ, খরিদ, খরিদদার, খতিয়ান, খোরা, খাদ, খবর।

গমস্তা, গোয়েন্দা, গ্রেপ্তার, গরহাজির, গোলাপ।

চৌকীদার, চৌকি, চালাক, চাপরাস, চিঠা, চাপকান, চেহারা, চাপরাসী, চৌহদ্দী, চসমা, চাবি, চোগা।

জবর, জেরা, জারি, জরিমানা, জমা, জরুর, জরু, জবাব, জানোয়ার, জেয়াদা, জিম্মা, জিদ, জমা, জমি, জমিদার, জবানবন্দি, জবান, জুলুম, জবরদস্তি, জমাওয়াশীল, জরিপ, জমাবন্দী, জওজে।

তলব, তারিখ, তদারক, তামাসা, তকরার, তকীয়া, তবির, তাকিদ, তক্‌শীল, তরফ, তাজা, তুফান, তরাজু, তাজ, তলোয়ার, তায়দাদ, তামাদি।

থানা।

দেওয়ান, দেওয়ানি, দাওয়াই, দুরস্ত, দারোগা, দোয়াত, দস্তুর, দাওয়া, দায়রা, দলীল, দায়ের, দায়ি, দাবি, দাখিল, দাখিলা, দাওয়াত, দেমাক, দাগা, দরওয়ান, দোকান, দালান, দোকানদার, দপ্তরী, দপ্তরখানা, দুস্তরী, দরকার, দেরি, দস্তানা, দাবা।

নক্সা, নায়েব, নোকসান, নগদ, নজর, নালিশ, নরম, নহবৎ, নাবিক, নাজির, নীলাম, নকল, নকর, নিমক, নিমক্‌হারাম।

পত্তন, পাট্টা, পেয়াদা, পেস্কার, পেসাদার, পাজী, পাইক, পরোয়ানা, পাহারাওয়ালা, পেশা, পাহারা, পহেলা, পর্দ্দা, পনীর, পুয়া, পিরাণ, পিয়ালা, পয়মাল, পিকদানী, পর্দ্দানবীস, পোষ, পরগণা, পেস্তা।

ফরিয়াদী, ফানস, ফরাস, ফৌজ, ফৌত, ফেরার, ফয়সালা।

মোক্তার, মামলা, মাল, মুনিব, মাহিনা, মাসহরা, মোকর্দ্দমা, মিসিল, মশাল্চী, মজুদ, মহল, মতলব, মোকাবিলা. মজুর, মোরগ. মুর্গী, মর্দ্দ, মাৎ, মাশুল, মসজিদ, মহকুমা, মকুফ্, মুলতুবি, মজা, মজেদার, মজলিস, মুনসি, মৌলবি, মুনসেফ, মবলগ, মুসাবিদা, মেজাজ, মক্কেল, মারফত. মোরব্বা, মনকা, মেরামত, মাতব্বর, মালিক।

বকেয়া, বাদী, বদল. বার, বাহাদুর, বাবুর্চি, বাজেয়াপ্ত, বাজার, বন্দোবস্ত, বাহাল, বরতরফ, বারবর্দ্দারি, বালাখানা, বালাপোষ, বিঘা, বদ্, বদনাম, বজ্জাত, বেয়ারাম, বেয়াকুব, বদ্‌মাস্, বরখাস্ত, বেকসুর, বাদাম, বেদানা, বিবি, বন্দর, বেয়াদব্, বাদ্‌সা, বায়না।

রেস্‌বৎ, রং, রসিদ্, রোসনাই, রফ্‌তানি, রোখ, রদ্, রেহান, রায়, রোবকারি, রুজু, রাজি, রায়ৎ, রোজগার, রোয়দাদ্।

হিন্দী শব্দাবলি।

আন্দাজ, আচ্ছা। এলেকা, একেলা। কয়লা, কোয়াসা। খাওয়া, খোজে, খোলা, খিলান, খাড়া, খুড়ী, খালি, খিল। গোলা, গাঁজা, গাল, গাধা।

চুক, চওড়া, চমক, চেহারা, চাষা, চাল। জোয়ার, জুয়া, জঙ্গল, জল্‌দি। ঝর্ণা, ঝাড়। টানা। ঠিক, ঠাট্টা, ঠাণ্ডা।

ডাল। দুলা, দস্তুর,। নাগা, নরম, নটকান, নাওয়া। পৌঁছান, পেটা। ফর্ম্মা, ফাটা, ফটক, ফুল, ফশা। ভাল, ভুল, মির্গি, মালী, মসকরা, মামী, মাদী। রোজ, বিকাল, বাগান, বাঁদর, বাদুড়, বাচ্ছা।

ইংরাজী শব্দাবলি।

অফিস, অনরারি, অয়েল। আপিল, আউট, আরদালি। ইঞ্জিনিয়ার, ইন্‌সল্‌ভেন্ট, ইন্‌কম্ টেক্স, ইনস্পেক্টার, ইস্থ, ইয়ারিং, ইঞ্জিন। উইল, উল।

এটর্নি, একাউন্টেন্ট, এপ্রেন্‌টিশ, এসেসার, এসিস্‌ট্যান্ট, এলোপেথি, এজেন্ট, এসিড্, এঞ্জিন, একার, এগ্রিমেন্ট।

ওভারসিয়ার, ওয়ারেন্ট, ওয়েষ্টকোট।

কমিশনার, কালেক্টর, কর্ন্‌ষ্টেবল্, কলেজ, কোর্ট, কেশিয়ার, কনট্রাক্টর, ক্লার্ক, কপি, কম্যাণ্ডার, কম্পাউণ্ডার, কমিটী, কার্পেট, কোর্ট, কলার, কম্‌ফর্টার, কুইনাইন, ক্যাম্ফর, কড্‌লিভার, কলেরা, ক্রিকেট, ক্যাট্‌লেট্, কেক, কারি, ক্লাস্, কম্পাস, কেবিন, ক্লক, কমিশন।

গবর্ণর, গবর্ণমেণ্ট, গাউন, গ্লাস, গেলারি, গেট। চেয়ারম্যান, চেক্, চিক্, চার্চ্চ, চার্জ্জ, চেন্।

জজ, জষ্টিস্, জেনারেল, জেল, জুডিশিয়াল, জ্যাকেট, জিম্‌নাষ্টিক, জুবিলি, জুনিয়ার।

ট্রেজারি, টাউয়েল, টিংচার, টারপেনটাইন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ট্রেন, টিকেট, টিন, টাউন, টেবিল, টিফিন, ট্রাঙ্ক, টেপ।

ডেপুটী, ডিরেক্টর, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, ডিক্রি, ডিস্‌মিস, ডাক্তর, ডিস্‌পেনসারি, ডিপার্টমেণ্ট, ডিবিসন, ড্রেস, ডিপথেরিয়া। থিয়েটার। নম্বর, নুটাশ, নেটিব, নোট, নিব্।

পিন, পকেট, পার্শেল, পোষ্ট-অফিস, পেন, পেন্সিল, প্রিণ্টার, প্রাইমারি, পাশ, পুডিং, পেপার, পোষ্টকার্ড, প্যাসেঞ্জার, প্রেস, প্রাইজ, প্লীডার, পাউণ্ড, প্রিন্‌সিপ্যাল, প্রফেসর, পবলিক ওয়ার্কস, পুলিস, পিয়ন, পার্লিয়ামেণ্ট, প্রিভি কাউন্সিল, পুলটিস, পাউডার, প্রেসক্রিপসন, পোমেটম।

ফেল, ফিতার ফিল্ডচার, ফেশান, ফটোগ্রাফ, ফ্রেম, ফেরি।

বাইবল, বোর্ড, বেঞ্চ, বার, ব্যারিষ্টার, বিশপ, ব্যারিং, বডি, বেণ্ট, ব্রাণ্ডি, বল, বোতল, ব্যাগ, বেলুন; ব্লটিং, পেপার, বুট, বোট, ব্যাঙ্ক। ভাইস চেয়ারম্যান, ভোট।

ম্যাজিষ্ট্রেট্, মাইনার, মাষ্টার, মেম্বর, মিউনিসিপ্যালিটী, ম্যানেজার, মনিব্যাগ, ম্যাপ, মার্ব্বল, মটন, মনুমেণ্ট, মাইল।

রোডসেস, রোলার, রেজিষ্টার, রেল, রিপোর্ট, রিটার্ণ, রেপার, রোষ্ট, রনার।

লেক্‌চার, লোক্যাল, লর্ড বিশপ, লাইসেন্স, লিভার, লেভেণ্ডার, লেমনেড, লিথোগ্রাফ, লেন, ল্যাম্প। শমন্, স্লেট, শিলিং।

সব্ ইন্‌স্পেক্টর, স্কুল, সেক্রেটারী, স্কলারশিপ, সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, সার্টিফিকেট, সার্জ্জন, সিভিলিয়ান, সার্ভে, ষ্টেশন, সিনেট, সিণ্ডিকেট, সারকুলার, সার্ট, সার্জ্জ, সীন, স্পিরিট, সোডা, সুপ, সিনিয়ার।

হাইকোর্ট, হোমিওপ্যাথি, হ্যাট, হিষ্টিরিয়া, হপ, হোটেল, হল, হাণ্ডল, হাউস্।

ইংরাজী ভাষার সাহায্যে অপর ভাষা হইতে কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে যথা ;—

ফ্রেঞ্চ—জিম, জেইল, ফিরিঙ্গী, লেফ্‌টেন্যাণ্ট, ডিপো। প্রোগ্রাম, বন্‌বন্, বিস্কুট, ওডিকলন, পোর্টমেণ্ট।

স্পেনিশ্—কর্ক, নিগ্রো, প্লেট, সেরি, টর্পেডো, মেরুণো।

পর্ত্তুগীজ—বেহালা, ফিতা, সাবান, নীলাম, গীর্জ্জা, পাদ্‌রী, কেরাণী, চাবি, ইস্পাত, পেরু, বাতাবীলেবু, মর্ত্তমানকলা, প্রেমারা, পোর্ট, বারাণ্ডা, ইত্যাদি।

ডেনিশ—স্লুপ (চট্টগ্রামের নৌকা)।

ইটালিক্—পেণ্টালুন, ম্যাগ্‌নেশিয়া, গেজেট, সোডা, ব্রাস, ভেলভেট, কাপ্তান, কোম্পানী, পিস্তল, ইত্যাদি।

চীন—সাটিন, চা, চিনি, লিচু।

ওলন্দাজ—ডেক্, গ্যাশ।

আমেরিক্—তামাক, আল্‌পাখা, মেহগ্নি।

মালয়—সাগু।

হিব্রু—সয়তান।

গ্রীক্—টেলিগ্রাফ্, থিয়েটার।

২য় পরিশিষ্ট।

অর্থভেদে শব্দবিভাগ।

অর্থভেদে শব্দ সমস্ত চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যথা,—একার্থক, নানার্থক, ভিন্নার্থক ও বিপরীতার্থক।

বর্ণগত কিঞ্চিৎ বিভিন্ন একার্থক শব্দাবলী।

অগার ... আগার
অঙ্কুর ... অঙ্কূর
অন্তরীক্ষ ... অন্তরিক্ষ
অহিতুণ্ডিক ... আহিতুণ্ডিক
উলূক ... উলুক
উষা ... ঊষা
ঋষ্টি ... রিষ্টি
কপাট ... কবাট
কপিল ... কবিল
কলস ... কলশ
কিশলয় ... কিসলয়
কুরুবক ... কুরবক
কুশীদ ... কুসীদ
কৃমি ... ক্রিমি
কৈকেয়ী ... কৈকয়ী
কোষ ... কোশ
কৌশল্যা ... কৌসল্যা
ক্ষুর ... খুর
গাণ্ডিব ... গাণ্ডীব
গুগ্‌গুলু ... গুগ্‌গুল
গুবাক ... গূবাক
জম্বুক ... জম্বূক
জামাতৃ ... যামাতৃ
তন্তুবায় ... তন্ত্রবায়
তরি ... তরী
তনু ... তনূ
দাশ ... দাস
দেবকী ... দৈবকী
ননন্দ্ ... ননান্দ্
নারীকেল ... নারিকেল
নিমিষ ... নিমেষ
পদবী ... পদবি
পরীক্ষিৎ ... পরিক্ষিৎ
পরিষদ্ ... পর্ষদ্
পারাবার ... পারাপার
বন্ধুর ... বন্ধূর
ভগিনী ... ভগ্নী
মরীচ ... মরিচ
মন্থর ... মন্থর
মকুট ... মুকুট
মকুর ... মুকুর
মকুল ... মুকুল
মুসল ... মুষল
যবানী ... যমানী
রশনা ... রসনা
রুক্ষ ... রূক্ষ
লক্ষ্মণ ... লক্ষণ
বশিষ্ঠ ... বসিষ্ঠ
বারাণসী ... বানারসী
বাল্মীক ... বল্মীক
বাষ্প ... বাষ্প

বাহ্লিক ... বাহ্লীক
বিষদ ... বিশদ
শূকর ... সূকর
শৃগাল ... সৃগাল
শৈবাল ... শৈবল
ষণ্ড ... শণ্ড
সরযূ ... সরয়ূ
শূর্পণখা ... সূর্পণখা
হনূমান্ ... হনুমান্

নানার্থক শব্দাবলী।

গুণ—উৎকর্ষ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। বিশেষণ বা আদি। জ্ঞান। শীল। অপ্রধান। সূত্র। রজ্জু। জ্যা। মহত্ত্ব প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। ইন্দ্রিয়। অভ্যাস। সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি রাজগুণ।

তত্ত্ব—ব্রহ্ম। স্বরূপ। পদার্থ। মূল প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।

তন্ত্র—শাস্ত্রবিশেষ। বেদমন্ত্র। সিদ্ধান্ত। দৃঢ় প্রমাণ। ঔষধ। কারণ। প্রধান কার্য্য। উপায়। সৈন্য। রাজ্য। সূত্র। তাঁত।

ধর্ম্ম—শুভাদৃষ্ট। পুণ্য। স্বাভাবিক অবস্থা। গুণ। সৎকর্ম্ম। যম। রীতি। ভাব। শাস্ত্রানুযায়ী আচারব্যবহার।

রস—কটুতিক্তকষায় প্রভৃতি ছয় রস। শৃঙ্গার বীর করুণ প্রভৃতি নবরস। অভিপ্রায়। অনুরাগ। ভোগ্যবস্তু। যূষ। দ্রবদ্রব্য। গন্ধক। পারদ। স্বর্ণ। বিষ। আমোদ। শুক্রধাতু।

বেলা—সময়। সমুদ্রতীর। জলসীমা। জোয়ার ভাটা।

ভিন্নার্থক প্রায় সমোচ্চারণ শব্দাবলী।

অংশ ... ভাগ
অংস ... স্কন্ধ
অণু ... ক্ষুদ্রতমাংশ
অনু ... পশ্চাৎ
অনিল ... বায়ু
অ-নীল ... নীল নহে
অনিষ্ট ... অপকার
অ-নিষ্ঠ ... নিষ্ঠাবিহীন
অন্ন ... খাদ্য
অন্য ... অপর
অন্নদা ... অন্নপূর্ণা
অন্যদা ... অন্য সময়ে
অন্নপুষ্ট ... আহার-পুষ্ট
অন্যপুষ্ট ... কোকিল
অবিহিত ... নিন্দিত
অভিহিত ... কথিত
অযুগ্ম ... বিযোড়
অযোগ্য ... অনুপযুক্ত
অর্ঘ ... মূল্য
অর্ঘ্য ... পূজ্য
অর্ত্তি ... পীড়া
অর্থী ... যাচক
অলিক ... ললাট
অলীক ... মিথ্যা
অবদ্য ... অকথ্য, নিন্দিত
অবধ্য ... বধের অযোগ্য
অশন ... ভোজন
অসন ... ক্ষেপণ
অশিত ... ভক্ষিত
অসিত ... কৃষ্ণ
অ শীলতা ... অভদ্রতা
অসি-লতা ... তরবারি
অশক্ত ... অসমর্থ
অসক্ত ... অনাসক্ত
অশ্ম ... প্রস্তর
অশ্ব ... ঘোটক
আত্ত ... গৃহীত
আর্ত্ত ... পীড়িত
আপন্ন ... বিপন্ন
আত্ম ... স্বয়ং
আদি ... প্রথম
আধি ... মনঃ-পীড়া
আধ্মান ... স্ফীতি
আধ্যান ... চিন্তা
আপণ ... হট্ট
আপন ... নিজ
আস্তিক ... ঈশ্বরবাদী
আস্তীক ... জরৎকারু-পুত্র
আসক্তি ... রতি
আসত্তি ... সন্নিধি
আহুতি ... হোম
আহ্বতি ... আহ্বান
ইতি ... সমাপ্তি, ইহা
ঈতি ... ষড়্‌বিধ শস্যবিঘ্ন
ইষ ... আশ্বিনমাস
ঈশ ... স্বামী
উৎপত ... পক্ষী
উৎপথ ... কুপথ
উদ্ধত ... ধৃষ্ট
উদ্ভূত ... উদ্ভ্যক্ত
উপধি ... রথচক্র, কপট
উপাধি ... পদবী
উপাদান ... সমবায়ি-কারণ
উপাধান ... বালিশ
ঋতি ... গতি
রীতি ... প্রণালী
ঋষ্টি ... দ্বিধারখড়্গ
রিষ্টি ... অশুভ
একদা ... এককালে
একধা ... এক প্রকারে
কতক ... কিছু
কথক ... বক্তা
কল্য ... প্রত্যুষ
কল্ল ... বধির
কূট ... পর্ব্বত
কূট ... গিরি-শৃঙ্গ
কুল ... বংশ, গোষ্ঠী
কূল ... নদ্যাদির তীর
কৃত ... রচিত
ক্রীত ... ক্রয় করা
কৃত্ত ... ছিন্ন
কৃত্য ... কার্য্য
কৃষ্ট ... কর্ষিত
কৃষ্ণ ... বাসুদেব
কোণ ... বিদিক
কোন ... অনিশ্চিত
কটি ... কোমর
কোটি ... শতলক্ষ
কোমল ... নরম
কমল ... পদ্ম, জল
গড়ুর ... কুব্জ
গরুড় ... পক্ষিরাজ
গর্ভ ... ভ্রূণ, কুক্ষি
গর্ব্ব ... অহঙ্কার
গিরিশ ... শিব
গিরীশ ... হিমালয়, শিব
গুড় ... মিষ্ট দ্রব্য
গূঢ় ... সংবৃত
গোলক ... বর্ত্তুল, তারক
গোলোক ... স্বর্গ
চতুর্ ... চারি
চতুর ... কার্য্যদক্ষ
চাষ ... কর্ষণ
চাস ... নীলকণ্ঠ পক্ষী
চিৎ ... চৈতন্য
চিত ... সঞ্চিত
চিত্ত ... মনঃ
চিত্য ... অগ্নি
চির ... বিলম্ব
চীর ... বস্ত্রখণ্ড
চূত ... আম্র
চ্যুত ... স্খলিত
ছাত ... ছিন্ন
ছাদ ... আচ্ছাদন
জব ... বেগ
যব ... শস্য বা পরিমাণবিশেষ
জাত ... উৎপন্ন, সমূহ
যাত ... গত
জাল ... পাশ
জ্বাল ... অগ্নিশিখা

জিন ... বুদ্ধ, বিষ্ণু
জীন ... জীর্ণ, বৃদ্ধ
তত্ত্ব ... ব্রহ্ম
তথ্য ... যাথার্থ্য
তরণী ... নৌকা
তরুণী ... যুবতী
তুণ্ড ... মুখ
তুন্দ ... উদর
দ্বন্দ্ব ... যুগ্ম
দণ্ড ... লগুড়
দশন ... দন্ত
দশন্ ... দশ
দশাশ্ব ... চন্দ্র
দশাস্য ... রাবণ
দার ... স্ত্রী
দ্বার ... দুয়ার
দিষ্টান্ত ... মৃত্যু
দৃষ্টান্ত ... উদাহরণ
দিন ... দিবা
দীন ... দরিদ্র
দ্বিপ ... হস্তী
দ্বীপ ... জলমধ্যস্থ স্থল
দুকুল ... দুই বংশ
দুকূল ... ক্ষৌম বসন
দূত ... চর
দ্যূত ... পাশকক্রীড়া
ধ্রুব ... নিশ্চিত
দূর ... অসন্নিকৃষ্ট
দেবত্ব ... দেবভাব
দেবত্র ... দেবসেবার্থ ভূমি
দেশ ... রাজ্য
দ্বেষ ... ঈর্ষা
দোষ ... অপরাধ
দোস্ ... বাহু
ধন ... ঐশ্বর্য্য
ধ্বন ... শব্দ
নাক ... স্বর্গ
নাগ ... হস্তী, সর্প
নার ... জল
নাল ... নল, ডাঁটা
নিরাশ ... আশারহিত
নিরাস ... দূরীকরণ
নির্জ্জর ... দেবতা
নির্ঝর ... ঝরণা
নিবার ... নিবারণ
নীবার ... উড়িধান
নিশাত, ... শাণিত
নিষাদ ... চণ্ডাল
নিশিত ... শাণিত
নিশীথ ... অর্দ্ধরাত্র
নীড় ... কুলায়
নীর ... জল

পক্ষ ... মাসার্দ্ধ
পক্ষ্ম ... নেত্র-লোম
পদ্য ... ছন্দোময় বাক্য
পদ্ম ... কমল
পরশ্বঃ ... পরদিন
পরস্ব ... পরধন
পুষ্কর ... পদ্ম
পুষ্কল ... শ্রেষ্ঠ
পুৎ ... নরকবিশেষ
পূত ... পবিত্র
পৃষ্ট ... জিজ্ঞাসিত
পৃষ্ঠ ... পশ্চাৎভাগ
প্রতি ... লক্ষ্য
প্রীতি ... ভালবাসা
প্রোত ... গ্রথিত
প্রোথ ... অশ্বনাসিকা
প্রকৃত ... যথার্থ
প্রাকৃত ... স্বাভাবিক
বন্ধ ... বন্ধন
বন্ধ্য ... নিষ্ফল
বলি ... পূজোপহার
বলী ... বলবান্
ভাণ ... ছল
ভান ... প্রকাশ
ভাষণ ... কথন
ভাসন ... দীপ্তি
মণ ... চল্লিশ সের
মন, মনঃ ... অন্তঃকরণ
মহিত ... পূজিত
মোহিত ... মোহপ্রাপ্ত
মূক ... নির্ব্বাক্
মুখ ... বদন
মেদ ... মজ্জা
মেধ ... যাগ
যজ্ঞ ... যাগ
যোগ্য ... উপযুক্ত
যতি ... মুনি
জ্যোতিঃ ... দীপ্তি
যাত ... গত, গমন
জাত ... উৎপন্ন
রত ... ব্যাপৃত
রথ ... স্যন্দন
রিক্ত ... শূন্য
রিক্থ ... দায়, ধন
রুক্ম ... স্বর্ণ
রুক্ষ ... কর্কশ
লক্ষ ... শতসহস্র
লক্ষ্য ... দ্রষ্টব্য, শরব্য
বর্জ্য ... ত্যাজ্য
বর্য্য ... শ্রেষ্ঠ
বাণ ... শর
বান ... বন্যা

বিদুর ... জ্ঞানী
বিদূর ... অতি দূরস্থ
বিল ... আলবাল, হিং
বিল্ব ... শ্রীফল
বিবৃতি ... বিস্তৃতি
বিবৃত্তি ... বিবর্ত্তন
বিশ ... বৈশ্য
বিষ ... গরল, মৃণাল
বিস ... মৃণাল
বিস্মিত ... চমৎকৃত
বিস্মৃত ... ভ্রান্ত
বিনা ... ব্যতীত
বীণা ... বাদ্য
বিত্ত ... ধন
বৃত্ত ... গোলক
বৃন্ত ... বোঁটা
বৃন্দ ... সমূহ
বৃষ্টি ... বর্ষণ
বৃষ্ণি ... যদুবংশ
বেদ ... শ্রুতি
বেধ ... গভীরতা
ব্যসন ... বিপদ্
বসন ... বস্ত্র
শকল ... খণ্ড, শল্ক
সকল ... সমগ্র
শকৃৎ ... বিষ্ঠা
সকৃৎ ... একবার
শক্ত ... সমর্থ
সক্ত ... আসক্ত
শঙ্কর ... শিব
সঙ্কর ... মিশ্রণোৎপন্ন
শপ্ত ... অভিশাপগ্রস্ত
সপ্ত ... সপ্তসংখ্যা
শম্বর ... হরিণ
সম্বর ... সংবরণ
শবল ... নানাবর্ণযুক্ত
সবল ... বলবান্
শক্তি ... ক্ষমতা
সক্তি ... সংযোগ
সক্থি ... উরু
শারদ ... বৎসর
সারদ ... শ্রেষ্ঠত্ব-দায়ক
সিতি ... শুক্লবর্ণ
শিতি ... কৃষ্ণবর্ণ
শুক ... পক্ষিবিশেষ
শূক ... শস্যের সূক্ষ্মাগ্র
সুর ... দেবতা
শূর ... বীর
সূর ... সূর্য্য
শৃত ... পক্ব
শ্রিত ... সেবিত
শ্বশ্রূ ... শাশুড়ি
শ্মশ্রু ... দাড়িকা

স্বত্ব	স্বামিত্ব
সত্য	যথার্থ
সত্ত্ব	প্রাণী
সত্র	যজ্ঞ
সত্বর	শীঘ্র
সম	সমান
শম	যম, শান্তি
শর	বাণ
স্বর	উদাত্তাদি
সরল	অকপট
শরল	পীতদারু
শব	মৃত
সব	প্রসব
সর্গ	সৃষ্টি
স্বর্গ	সুরলোক
সামি	অর্দ্ধাংশ
স্বামী	প্রভু, ভর্ত্তা
শারদা	দুর্গা
সারদা	সরস্বতী
সার্থ	বণিক্
স্বার্থ	নিজপ্রয়োজন
সিক্ত	আর্দ্রীভূত
সিক্থ	মোম
সুত	পুত্র
সূত	সারথি
সুদ	কুসীদ
সূদ	পাচক
স্কন্দ	কার্ত্তিকেয়
স্কন্ধ	অংস
শ্রবণ	শ্রুতি
স্রবণ	ক্ষরণ
সহিত	সহ
স্বহিত	নিজমঙ্গল
হুতি	হোম
হূতি	আহ্বান

বিপরীতার্থক শব্দাবলী।

অণু	বৃহৎ
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি
অনুকূল	প্রতিকূল
অনুরাগ	বিরাগ
অনুলোম	বিলোম
অনৃত	সুনৃত
অন্তর্	বহিঃ
অন্ত্য	আদ্য
অর্থী	প্রত্যর্থী
অলস	শ্রমী
অলীক	সত্য
অন্ধকার	আলোক
অল্প	অধিক
আকর্ষণ	বিকর্ষণ
আগমন	গমন
আদি	অন্ত
আপদ্	সম্পদ্
আদান	প্রদান
আচার	অনাচার
আরম্ভ	শেষ
আলস্য	শ্রম
আবাহন	বিসর্জ্জন
আর্দ্র	শুষ্ক
আবির্ভাব	তিরোভাব
আবির্ভূত	তিরোহিত
আম্নায়	সিদ্ধান্ত
আহার	অনাহার
ইতর	ভদ্র
ইহকাল	পরকাল
ঈষৎ	অধিক
উচ্চ	নীচ
উৎকর্ষ	অপকর্ষ
উৎকৃষ্ট	নিকৃষ্ট
উত্তম	অধম
উদয়	অস্ত
উন্নতি	অবনতি
উন্মীলিত	নিমীলিত
উপকার	অপকার
উষ্ণ	শীতল
উর্দ্ধ	অধঃ
ঋজু	বক্র
ঐহিক	পারত্রিক
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
কর্কশ	কোমল
কু	সু
কুটিল	সরল
কুৎসা	প্রশংসা
কৃতঘ্ন	কৃতজ্ঞ
কৃশ	স্থূল
কৃষ্ণ	শুক্ল
ক্রন্দন	হাস্য
ক্ষয়	বৃদ্ধি
খেদ	আহ্লাদ
গরল	অমৃত
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
গুণ	দোষ
গুপ্ত	প্রকাশিত
গৃহী	সন্ন্যাসী
গৌরব	লাঘব
গ্রহণ	দান
ঘন	তরল
ঘাত	প্রতিঘাত
চঞ্চল	স্থির
জড়	চেতন
জাগরণ	নিদ্রা
জাগ্রৎ	সুষুপ্ত
জীব	নির্জ্জীব
জ্বলন	নির্ব্বাণ
ঝটিতি	বিলম্ব
তরল	কঠিন
তস্কর	সাধু
তরুণ	বৃদ্ধ
তাপ	শৈত্য
তিমির	আলোক
তিরস্কার	পুরস্কার
তেজঃ	ক্ষমা
দক্ষিণ	বাম
দাতা	কৃপণ
দিন	রাত্রি
দীর্ঘ	হ্রস্ব
দুর্লভ	সুলভ
দুষ্কৃতি	সুকৃতি
ধনী	দরিদ্র
ধর্ম্ম	অধর্ম্ম
ধর্ম্মিষ্ঠ	পাপিষ্ঠ
পুণ্যবান্	পাপী
নিরত	বিরত
নির্দ্দয়	সদয়
নির্ম্মল	মলিন
নূতন	পুরাতন
নৈসর্গিক	কৃত্রিম
পরকীয়	স্বকীয়
পরুষ	কোমল
পাপ	পুণ্য
পুষ্ট	ক্ষীণ
প্রকৃতি	বিকৃতি
প্রফুল্ল	ম্লান
প্রভু	ভৃত্য
প্রবীণ	অপ্রবীণ, অর্ব্বাচীন
প্রশংসা	নিন্দা
প্রাংশু	বামন
প্রাচীন	নব্য
বন্ধন	মুক্তি
বন্ধু	শত্রু
বন্ধুর	মসৃণ
বহু	অল্প
ভয়	সাহস
ভিক্ষুক	দাতা
মধুর	তিক্ত, কটু
মরণ	জীবন
মহৎ	নীচ
মিত্রতা	শত্রুতা
মিলন	বিরহ
মৃদু	তীক্ষ্ণ
মিথ্যা	সত্য
যশঃ	অপযশঃ
রুগ্ন	সুস্থ

রোষ …	হর্ষ
লঘিমা …	গরিমা
লঘু …	গুরু
বর্দ্ধমান …	হ্রসমান
বন্য …	গৃহপালিত, গ্রাম্য
বাদ …	প্রতিবাদ
বাল্য …	বার্দ্ধক্য
বালক …	বৃদ্ধ
বিনীত …	উদ্ধত
বিরল …	গাঢ়
বিষ …	অমৃত
বৃহৎ …	ক্ষুদ্র
ব্যর্থ …	সার্থক

ব্যষ্টি …	সমষ্টি
শত্রু …	মিত্র
শান্ত …	দুরন্ত
শিষ্য …	গুরু
শীঘ্র …	বিলম্ব
শীত …	গ্রীষ্ম
শুভ্র …	কৃষ্ণ
শোক …	হর্ষ
শুষ্ক …	নরম
শ্রম …	বিরাম, বিশ্রাম
সত্য …	মিথ্যা
সন্নিকৃষ্ট …	বি[illegible]কৃষ্ট
সংক্ষেপ …	বাহুল্য

সমাপ্ত …	আরব্ধ
সরস …	বিরস
সহযোগী …	প্রতিযোগী
সার …	অসার
সুপ্ত …	জাগরিত
সৃষ্টি …	প্রলয়
স্নিগ্ধ …	রুক্ষ
সঞ্চয় …	ব্যয়
সম্পদ্ …	বিপদ্
সুখ …	দুঃখ
সুরভি …	পূতি
স্মৃতি …	বিস্মৃতি
স্থির …	চঞ্চল
সংযোগ …	বিয়োগ

তৃতীয় পরিশিষ্ট।

সচরাচর ব্যবহৃত অশুদ্ধ পদের তালিকা।

নিম্নে সচরাচর ব্যবহৃত কতকগুলি অশুদ্ধ পদ শুদ্ধ করিয়া লেখা হইল।

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
অদ্যাপিও …	অদ্যাপি, অদ্যও
অধীনস্থ …	অধীন
অধীনী …	অধীনা
অধ্যায়ন …	অধ্যয়ন
অনাটন …	অনটন
অপমান হইবার …	অপমানিত হইবার
অপরাহ্ন …	অপরাহ্ণ
অপ্রতুলতা …	অপ্রতুল
অভরণ …	আভরণ
অর্পন …	অর্পণ
অলসপরতন্ত্র …	আলস্যপরতন্ত্র
আকণ্ঠ পর্য্যন্ত ভোজন …	আকণ্ঠ ভোজন, বা কণ্ঠ পর্য্যন্ত ভোজন
আতিশয্যতা …	আতিশয্য
আয়ত্তাধীন …	আয়ত্ত বা অধীন
আরক্তিম …	আরক্ত
আবশ্যকীয় …	আবশ্যক
উচ্ছন্ন …	উৎসন্ন
উচ্ছসিত …	উচ্ছ্বসিত
উচ্ছাস …	উচ্ছ্বাস
উচ্ছ্লিত ..	উচ্ছলিত
উজ্জল …	উজ্জ্বল
উৎকর্ষতা …	উৎকর্ষ, উৎকৃষ্টতা
উৎকল-রাজা …	উৎকলরাজ
উদগীরণ …	উদ্গিরণ
উপরোক্ত …	উপর্য্যুক্ত, উপরে উক্ত
ঋণগ্রস্থ …	ঋণগ্রস্ত
একত্রিত …	একত্র বা একত্রীভূত
ঐক্যতা …	ঐক্য বা একতা
ঔৎকর্ষ …	উৎকর্ষ
কত্রী …	কর্ত্রী
কম্পবান্ …	কম্পমান্
কর্ত্তাগণ …	কর্তৃগণ, কর্ত্তারা
কালীদাস …	কালিদাস

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কিম্বদন্তী …	কিংবদন্তী
কিম্বা …	কিংবা
ক্রেতাগণ …	ক্রেতৃগণ, ক্রেতারা
খ্যাতাপন্ন …	খ্যাত্যাপন্ন
গগণ* …	গগন
গদগদ …	গদ্গদ
গন …	গণ
গুণীগণ …	গুণিগণ, গুণীরা
গুন …	গুণ
গৃহস্থিনী …	গৃহস্থা
গৃহীতা (গ্রহণকর্ত্তা) …	গ্রহীতা
গ্রাহ্যযোগ্য …	গ্রাহ্য, গ্রহণযোগ্য
ঘনিষ্ট …	ঘনিষ্ঠ
চক্ষুঃদ্বারা …	চক্ষুর্দ্বারা, চক্ষু দ্বারা
চব্যচোষ্য …	চর্ব্ব্যচোষ্য
চোস্য …	চোষ্য বা চূষ্য
জগবন্ধু …	জগদ্বন্ধু
জাগরুক …	জাগরূক
জাগ্রত …	জাগ্রৎ
জাজ্জ্বল্যমান …	জাজ্বল্যমান
জীবাত্মাসংক্রান্ত …	জীবাত্মসংক্রান্ত
জ্ঞানমান্ …	জ্ঞানবান্
তত্রাচ …	তত্রচ, তথাপি
তাদৃশী অবস্থা দর্শনে	তাদৃশাবস্থাদর্শনে
তাদৃশী শোভাসম্পন্ন	তাদৃশ-শোভাসম্পন্ন
তির্য্যক্ ভাবে …	তির্য্যগ্‌ভাবে
তেজোময়ী ছটা …	তেজোময়ছটা
ত্রৈবার্ষিক …	ত্রিবার্ষিক
দম্পতি …	দম্পতী
দায়গ্রস্থ …	দায়গ্রস্ত
দারিদ্রতা …	দারিদ্র্য, দরিদ্রতা

* ফাল্গুনে গগনে ফেনে ণত্বমিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ। অর্থাৎ ফাল্গুন, গগন ও ফেন শব্দে মূর্খেরা 'ন' স্থলে 'ণ' ব্যবহার করিয়া থাকে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
দাশরথী …	দাশরথি
দিগম্বরী …	দিগম্বরা
দিবানিশি …	দিবানিশ
দিবারাত্রি …	দিবারাত্র
দুরাবস্থা …	দুরবস্থা
দুর্ণাম …	দুর্নাম
দ্বৈবার্ষিক …	দ্বিবার্ষিক
ধনবান্‌গণ …	ধনবদ্‌গণ, ধনবানেরা
ধর্ম্মাত্মাগণ …	ধর্ম্মাত্মগণ, ধর্ম্মাত্মারা
ধৈর্য্যতা …	ধৈর্য্য
নিন্দুক …	নিন্দক
নিরপরাধিনী …	নিরপরাধা
নিরপরাধী …	নিরপরাধ
নিরাশা হইয়াছি …	নিরাশ হইয়াছি
নিরোগী …	নীরোগ
নির্দ্দোষী …	নির্দ্দোষ
নিশি * …	নিশা
নিস্তেজভাবাপন্ন …	নিস্তেজোভাবাপন্ন
ন্যুনাধিক …	ন্যূনাধিক
পক্ক …	পক্ব
পক্ষীগণ …	পক্ষিগণ, পক্ষীরা
পন …	পণ
পরমাত্মাবিষয়ক …	পরমাত্মবিষয়ক
পরায়ন …	পরায়ণ
পরিত্যাজ্য …	পরিত্যাজ্য
পরিবেশন …	পরিবেষণ
পরিস্কার …	পরিষ্কার
পর্য্যাটক …	পর্য্যটক
পশ্বাধম …	পশ্বধম
পারিষদ্ …	পারিষদ
পার্ব্বতীয় প্রদেশ …	পার্ব্বত্য বা পর্ব্বতীয় প্রদেশ

* অধিকরণ স্থলে 'নিশি' ব্যবহার করা যাইতে পারে, অন্য স্থলে পারা যায় না।

অশুদ্ধ		শুদ্ধ
পিচাশসিদ্ধ	...	পিশাচসিদ্ধ
পিতামাতা	...	মাতাপিতা
পিতৃমাতৃবিয়োগনিবন্ধন		মাতাপিতৃ-বিয়োগনিবন্ধন
পিতৃমাতৃহীন	...	মাতাপিতৃহীন
পুরষ্কার	...	পুরস্কার
পুষ্প	...	পুষ্প
পৈত্রিক সম্পত্তি	...	পৈতৃক সম্পত্তি
প্রজ্বলিত	...	প্রজ্বলিত
প্রত্যুতঃ	...	প্রত্যুত
প্রনাম	...	প্রণাম
প্রহারিত	...	প্রহৃত
প্রাহ্ন	...	প্রাহ্ন
ফাল্গুণ	...	ফাল্গুন
ফেণ	...	ফেন
বনিক্	...	বণিক্
বাহুল্যতা	...	বাহুল্য, বহুলতা
বিধায়	...	তজ্জন্য, অতএব
শুভ্রতা	...	শুভ্রতা
ভাগ্যমন্ত	...	ভাগ্যবন্ত
ভাগ্যমান্	...	ভাগ্যবান্
ভাবিত		ভাবনাগ্রস্ত বা চিন্তিত
ভুজঙ্গিনী	...	ভুজঙ্গী
ভ্রাতাগণ	...	ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতারা
মধ্যাহ্ন	...	মধ্যাহ্ন
মনমোহিনী	...	মনোমোহিনী
মনহর	...	মনোহর
মনোকষ্ট	...	মনঃকষ্ট
মহতী মহিমা	...	মহান্ মহিমা
মহৎলোক	...	মহান্‌লোক বা মহালোক
মহদুপকার	...	মহোপকার বা মহান্ উপকার
মহাত্মাগণ	...	মহাত্মগণ, মহাত্মারা
মহারাজা	...	মহারাজ
মহারাজ্ঞী	...	মহারাজ্ঞী
মহিমাসাগর	...	মহিমসাগর
মান্যনীয়	...	মান্য, মাননীয়
মান্যের	...	মানের
মৃণ্ময়	...	মৃন্ময়
মৈত্রতা	...	মিত্রতা, মৈত্রী, মৈত্র
যোগিন্দ্র	...	যোগীন্দ্র
যোগীগণ	...	যোগিগণ, যোগীরা
যোগীবর	...	যোগিবর
রক্তিমতা	...	রক্তিমা
রাজচক্রবর্ত্তীগণ	...	রাজচক্রবর্ত্তিগণ, রাজচক্রবর্ত্তীরা
রাজাগণ	...	রাজগণ, রাজারা
লক্ষ্মীমান্	...	লক্ষ্মীবান্
লাঘবতা	...	লাঘব, লঘুতা
বক্ষোপরি	...	বক্ষ উপরি, বক্ষের উপরে
বয়ক্রম	...	বয়ঃক্রম
বয়স্ক	...	বয়স্থ, বয়ঃস্থ
বর্ণিতব্য	...	বর্ণয়িতব্য
বশম্বদ	...	বশংবদ
বান	...	বাণ
বারম্বার	...	বারংবার
বাহ্নিক	...	বাহ্য
বিদ্বান্	...	বিদ্বান্, বিদ্যাবান্,
বিদ্যামন্তা	...	বিদ্যাবত্তা
বিবিধ প্রকার	...	বিবিধ, নানাপ্রকার
ব্যবহার্য্যণীয়	...	ব্যবহার্য্য
শঙ্কট	...	সঙ্কট
শশীভূষণ	...	শশিভূষণ
শিরোশোভা	...	শিরঃশোভা
শৈশব ছিল	...	শিশু ছিল
শ্রীবান্	...	শ্রীমান্
ষষ্ঠম্ পাঠ	...	ষষ্ঠ পাঠ
সক্ষম (পারক)	...	ক্ষম
সখ্যতা	...	সখ্য
সত্ত্বেও	...	সত্ত্বেও
সত্ব (স্বামিত্ব)	...	স্বত্ব
সত্বাধিকারী	...	স্বত্বাধিকারী
সন্মত	...	সম্মত
সন্মান	...	সম্মান
সম্মার্জ্জনী	...	সম্মার্জ্জনী
সম্মিলন	...	সম্মিলন
সম্মুখে	...	সম্মুখে
সন্ন্যাসী	...	সন্ন্যাসী
সমতুল্য	...	সম, বা তুল্য
সমুদয় পক্ষীগণ	...	পক্ষিগণ, সমুদয় পক্ষী, পক্ষীরা
সম্বরণ	...	সংবরণ
সম্ভ্রান্তশালী	...	সম্ভ্রান্ত, সম্ভ্রমশালী
সম্রাজ্ঞী	...	সম্রাজ্ঞী
সবিতাদেব	...	সবিতৃদেব
সবিনয়পূর্ব্বক	...	বিনয়পূর্ব্বক, সবিনয়
সশঙ্কিত	...	শঙ্কিত বা সশঙ্ক
সাদরপূর্ব্বক		আদরপূর্ব্বক, সাদরে
সাপরাধী	...	সাপরাধ
সাব্যস্ত হইয়াছে	...	স্থিরীকৃত হইয়াছে
সাবকাশ নাই	...	অবকাশ নাই
সাবধানপূর্ব্বক	...	সাবধান হইয়া বা সাবধানতাপূর্ব্বক
সাহায্যকৃত বিদ্যালয়	...	সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়
সাষ্টাঙ্গসহকারে	...	সাষ্টাঙ্গে, অষ্টাঙ্গ-সহকারে
সিঞ্চন	...	সেচন
সিঞ্চিত	...	সিক্ত
সুবুদ্ধিমান্	...	সুবুদ্ধি বা বুদ্ধিমান্
সুরধনী (গঙ্গা)	...	সুরধুনী
সুলোচনী	...	সুলোচনা
সুস্পষ্ট	...	সুস্পষ্ট
সৃজন	...	সর্জ্জন, সৃষ্টি, সর্গ
সৌকার্য্যার্থে	...	সৌকর্য্যার্থে
সৌজন্যতা	...	সৌজন্য, সুজনতা
সৌন্দর্য্যতায় বিমূঢ়	...	সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ
সৌহৃদ্যতা	...	সৌহৃদ্য
স্থায়ীভাবে	...	স্থায়িভাবে
স্বরস্বতী	...	সরস্বতী
স্বীকৃত হইলাম	...	স্বীকার করিলাম
হরিণনয়নী	...	হরিণনয়না
হস্তীতুল্য	...	হস্তিতুল্য

৪র্থ পরিশিষ্ট।

হিন্দু-সঙ্গীত।

স্বরলিপি সঙ্কেত।

স্বর।

শুদ্ধ স্বর।

নাম		অধিষ্ঠাতৃদেবতা		সাঙ্কেতিক চিহ্ন
ষড়জ	...	অগ্নি	...	সা
ঋষভ	...	ব্রহ্মা	...	ঋ
গান্ধার	...	সরস্বতী	...	গ
মধ্যম	...	মহাদেব	...	ম
পঞ্চম	...	বিষ্ণু	...	প
ধৈবত	...	গণেশ	...	ধ
নিষাদ	...	সূর্য্য	...	নি

বিকৃত স্বর।

কোমল ঋষভ—স্বরের উপরে ত্রিকোণ।
কোমল গান্ধার—স্বরের উপরে ত্রিকোণ।
কোমল ধৈবত—স্বরের উপরে ত্রিকোণ।
কোমল নিষাদ—স্বরের উপরে ত্রিকোণ।
তীব্র মধ্যম—স্বরের উপরে পতাকা।

অতিকোমল—স্বরের উপরে ত্রিকোণ ও তাহার মাথায় শূন্ত।
অতিতীব্র—স্বরের উপরে পতাকা ও তাহার মাথায় শূন্ত।

সপ্তক।

তারা সপ্তক—স্বরের উপরে বিন্দু।
উদারা সপ্তক—স্বরের নীচে বিন্দু।
মুদারা—বিন্দুশূন্ত স্বর।

মাত্রা।

হ্রস্ব বা লঘু (একমাত্রা)—স্বরের মাথায় একটি ক্ষুদ্র দণ্ড।
দীর্ঘ * (দুই মাত্রা)—স্বরের মাথায় দুইটি ক্ষুদ্র দণ্ড।
প্লুত (তিন মাত্রা বা তাহার অধিক)—স্বরের মাথায় তিনটি বা তাহার অধিক ক্ষুদ্র দণ্ড
অর্দ্ধ বা দ্রুত ($\frac{1}{2}$ মাত্রা)—স্বরের মাথায় চন্দ্র বিন্দু।
অনু বা অনুদ্রুত ($\frac{1}{4}$ মাত্রা)—স্বরের মাথায় ডমরু।
এক মাত্রার $\frac{2}{3}$ অংশ—স্বরের মাথায় বাণ
এক মাত্রার $\frac{1}{3}$ অংশ—স্বরের মাথায় ত্রিশূল।
এক মাত্রার $\frac{1}{8}$ অংশ—স্বরের মাথায় যব।
এক মাত্রার $\frac{1}{16}$ অংশ—স্বরের মাথায় নক্ষত্র।

একমাত্র কাল মধ্যে সমভাবে উচ্চার্য্য দুইটি বা তদধিক স্বরগুলি একটি বন্ধনী দ্বারা সংযত থাকে।
দুইটা স্বর বন্ধনীযুক্ত হইলে প্রত্যেকের উচ্চারণ কাল
তিনটী স্বর বন্ধনীযুক্ত হইলে প্রত্যেকের উচ্চারণ কাল $\frac{1}{3}$
চারিটী স্বর বন্ধনীযুক্ত হইলে প্রত্যেকের উচ্চারণ কাল

সম—মাত্রাচিহ্নের মাথায় পতঙ্গ।
আঘাত—মাত্রাচিহ্নের মাথায় (১)
বিরাম বা ফাঁক—মাত্রাচিহ্নের মাথায় (০)।

সেতার এস্রাজ প্রভৃতির জন্য বিশেষ সঙ্কেত।

স্পর্শ—মাত্রাচিহ্নের মাথায় তুলক।
কৃন্তন—মাত্রাচিহ্নের মাথায় ক্ষুদ্ররেখা।

* একমাত্র কালের পর হইতে ত্রিমাত্রকালের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত সমুদায়ই গুরু। সুতরাং দীর্ঘও গুরুর অন্তর্গত।

স্পর্শ-কৃন্তন—মাত্রাচিহ্নের মাথায় তুলক ও ক্ষুদ্ররেখা।
বিক্ষেপ—মাত্রাচিহ্নের মাথায় দক্ষিণাভিমুখী কোণ।
প্রক্ষেপ—মাত্রাচিহ্নের মাথায় বামাভিমুখী কোণ।
গমক—মাত্রাচিহ্নের মাথায় গজমুণ্ড।
ঘর্ষণ (আশ)—স্বরের নীচে সরল রেখা।
মূর্চ্ছনা—স্বরের নীচে তরঙ্গিত রেখা।
সংযোগালঙ্কার (কর্ড)—একসঙ্গে প্রকাশ্য স্বরগুলির উপরে ধনু।
পিত্তলের তারে আঘাত—মাত্রাচিহ্নের পার্শ্বে চতুষ্কোণ।
শ্রেণ্যালঙ্কার (ছেড়)—অতিরিক্ত রেখা টানিয়া ছেড়ের তারের স্বর লিখিতে হয়।
তালের একমঙ্ক সমাপন—বিভাজক রেখা।
গীত বা গতের এক অংশ সমাপন—দুইটি বিভাজক রেখা।
গীত বা গতের সমাপন—পদ্ম।

তাল—অখণ্ড কালকে ছন্দের দ্বারা বিভাগ করা।
লয়—কালের অবিচ্ছেদ গতি।
তালের চারি অংশ—সম, বিষম, অতীত, অনাঘাত।
স্বরনিবন্ধনী—সেতারের "গৎ" বা এস্রাজের "লেহারা"।
সঙ্গত—কণ্ঠ বা যন্ত্র সঙ্গীতের সহিত মৃদঙ্গ, তবলা বা খোল ইত্যাদি বাদন।
ঠেকা—কেবলমাত্র ছন্দজ্ঞাপক বর্ণ সহকারে সঙ্গত।
বোল বা পরম—ঠেকার সহিত নানা অলঙ্কার সংযুক্ত বর্ণের প্রয়োগ।

যন্ত্র—চারি জাতীয়।

তত—তন্ত্রবিশিষ্ট, যেমন সেতার, বীণা।
শুষির—বায়ুসংযোগে বাদিত, যেমন বংশী, শৃঙ্গ।
অবনদ্ধ—চর্ম্মাচ্ছাদিত, যেমন মৃদঙ্গ, ডম্ফ।
ঘন—ধাতুনির্ম্মিত, যেমন মন্দিরা, করতাল।
ইহা ব্যতীত উপাঙ্গ নামধেয় একপ্রকার যন্ত্র আছে; যেমন ন্যাসতরঙ্গ।

রাগ রাগিণী।

আদি রাগ—ছয়টী।

	নাম	কোন্ ঋতুতে গেয়।
১।	শ্রী	শিশির
২।	বসন্ত	বসন্ত
৩।	ভৈরব	গ্রীষ্ম
৪।	পঞ্চম	শরৎ
৫।	মেঘ	বর্ষা
৬।	নটনারায়ণ	হেমন্ত

সদ্য, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান নামক মহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম ও মেঘ রাগ যথাক্রমে নির্গত হইয়াছে। নটনারায়ণ রাগটি পার্ব্বতীর মুখ হইতে নির্গত বলিয়া উল্লিখিত।

জাতিভেদ।

১। শুদ্ধ ... যে রাগে অন্য রাগের মিশ্রণ নাই।
২। সালঙ্ক বা ছায়ালগ যে রাগ দুইটি রাগের মিশ্রণে উৎপন্ন।
৩। সঙ্কীর্ণ ... যে রাগ দুইটির অধিক রাগের মিশ্রণে উৎপন্ন।

প্রকার-ভেদ।

১। ওড়ব (ওড়ো) ... যে রাগে পাঁচটি স্বর ব্যবহৃত হয়।
২। খাড়ব (খাড়ো) ... যে রাগে ছয়টি স্বর ব্যবহৃত হয়।
৩। সম্পূর্ণ (সম্পূরণ) ... যে রাগে সাতটি স্বর ব্যবহৃত হয়।

বাদী (জান) ... যে স্বরটি রাগবিশেষে বহুলভাবে প্রযুক্ত হয়।
সম্বাদী ... যে স্বরটি রাগবিশেষে বাদী স্বর অপেক্ষা কম এবং অন্য স্বরগুলি অপেক্ষা অধিক প্রযুক্ত হয়।
বিবাদী ... যে স্বরটী রাগবিশেষে আদৌ প্রযুক্ত হয় না, এবং প্রযুক্ত হইলে রাগটি ভ্রষ্ট হইয়া যায়।
অনুবাদী ... রাগবিশেষে উল্লিখিত তিনটি স্বর ব্যতীত যে সকল স্বর প্রযুক্ত হয়।

অংশ ... রাগবিশেষে বাদী স্বর।
গ্রহ ... রাগবিশেষে যে স্বর হইতে আলাপ আরম্ভ করা হয়।
ন্যাস ... রাগবিশেষে যে স্বরে আলাপ সমাপন করা হয়

আলাপ।

কল্পিত বর্ণ-সংযোগে নির্দিষ্ট স্বরবিন্যাস করিয়া রাগের মূর্ত্তি প্রকটন করাকে আলাপ কহে। আলাপ চারি ভাগে বিভক্ত; যথা—

আস্থায়ী (বা স্থায়ী) ... আলাপের প্রথম অংশ।
অন্তরা ... " দ্বিতীয় "।
সঞ্চারী ... " তৃতীয় "।
আভোগ ... " শেষ "।

বীণা, সুরবাহার প্রভৃতি যন্ত্রেও আলাপ বাদিত হয়। ধ্রুপদ গীতে আলাপের চারি অংশ, এবং খেয়াল ও টপ্পা গানে আলাপের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

শ্রুতি।

স্বরের মধ্যগত সূক্ষ্মাংশকে শ্রুতি কহে। শ্রুতি ২২টি।

স্বর	সংখ্যা	নাম।
সা	৪	তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী।
ঋ	৩	দয়াবতী, রঞ্জনী, রতিকা।
গ	২	রৌদ্রী, ক্রোধী।
ম	৪	বজ্রিকা, প্রসারিণী প্রীতি, মার্জ্জনী।
প	৪	ক্ষিতী, রক্তা, সন্দিপনী, আলাপিনী।
ধ	৩	মদন্তী, রোহিণী, রম্যা।
নি	২	উগ্রা, ক্ষোভিণী।

ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী।

আদি ছয় রাগের প্রত্যেকটির ছয়টি করিয়া ভার্য্যা কল্পিত হইয়াছে। নিম্নে এই ছয়টী রাগ ও ছত্রিশটি রাগিণীর সঙ্গীত-গ্রন্থোক্ত মূর্ত্তিবর্ণনার মর্ম্মানুবাদ দেওয়া গেল।

১। **শ্রী**—বিলাসবেশধারী দিব্যমূর্ত্তি শ্রী বধূসঙ্গে বনান্তরালে পুষ্পচয়ন করিতেছেন।

(ক) মালশ্রী—রসালবৃক্ষতলে আসীনা লতাবয়বধারিণী মালবশ্রী হাস্যান্তে হস্তস্থিত রক্তোৎপল প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছেন।

(খ) ত্রিবণী—তন্বঙ্গী, পীতবরণা, হারধারিণী, ত্রিবণী পতিসহ কদলীতরুতলে উপবিষ্টা আছেন।

(গ) গৌরী—গজমুক্তাগ্রথিত চারুহার পরিহিতা, ময়ূরপুচ্ছাঙ্কিতবেশা, মালা ও অনুলেপনাঙ্কিত-গাত্রা, পূর্ণেন্দুবদনা গৌরী বিরাজ করিতেছেন।

(ঘ) ভূপালী—সুশোভমানা বরকামিনী উল্লাসিতা, প্রেমমদাকুললোচনা ভূপালী স্বীয় নায়ককে পুষ্পভূষিত করিতেছেন।

(ঙ) বরাটী—সুকেশী, সুকর্ণা, সুর বৃক্ষপুষ্পাভরণকর্ণা, বরাঙ্গনা বরাটী চামরব্যজনে দয়িতের বিনোদন সম্পাদন করিতেছেন।

(চ) কল্যাণী—কবিগণ কল্যাণীকে কান্তানুরক্তা, মৃদুস্বভাবা, ঘূর্ণিতনয়না, গৌরবর্ণা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

২। **বসন্ত**—আম্রমুকুলভূষিতকর্ণ, ঘূর্ণমানরক্তপদ্মলোচন, পরিহিত-পীতাম্বর কাঞ্চনবর্ণদেহ বসন্ত রাগ যুবতীগণের প্রিয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

(ক) হিন্দোলী—সুরূপা, কৃশাঙ্গী, শুদ্ধভাবসম্পন্না, চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল-দৃষ্টিপাতা, কপোতকান্তি ও কলকণ্ঠী বলিয়া পণ্ডিতেরা হিন্দোলীকে বর্ণিত করিয়াছেন।

(খ) গুর্জ্জরী—মন্মথভাবযুক্তা গুর্জ্জরী মৃদুপল্লবযুক্ত বিবিধ পুষ্পভূষিত শয্যায় উপবিষ্টা।

(গ) মালবী—প্রিয়বিরহকাতরা, ধূলিধূসরিতাঙ্গা, বিনিদ্রনেত্রা মালবী পতিচিন্তায় নিমগ্না রহিয়াছেন।

(ঘ) পঠমঞ্জরী—নেত্রাম্বুসিক্তচারুদেহা, বিয়োগদুঃখানতচন্দ্রবদনা, প্রিয়ধ্যানরতা, সুদীনা পঠমঞ্জরী মুহুর্মুহুঃ শ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন।

(ঙ) সাবেরী—গজমুক্তাগ্রথিত-মালাভরণা, গৌরবর্ণা, বিচিত্রবেশপরিহিতা, হসিতবদনা সাবেরী হস্তে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিয়াছেন।

(চ) কৌশিকী—দয়িতবিচ্ছেদভীতা, লোহিতলোচনা, খেদযুতাননা, শ্যামা, সুবেশা ললিতাঙ্গযষ্টি কৌশিকী মুহুর্মুহুঃ ভ্রমণ করিতেছেন।

৩। **ভৈরব**—গঙ্গাধর, শশিকলা-তিলক, ত্রিনেত্র, সর্পবিভূষিত, গজকৃত্তিবাস, উজ্জ্বলশূল ও নৃমুণ্ডধারী, শুভ্রাম্বর ভৈরব জয়যুক্ত হইতেছেন।

(ক) ভৈরবী—জলাশয় মধ্যস্থিত স্ফাটিক-গৃহে বিশালনেত্রা, তারস্বরা, ভৈরবী বিশুদ্ধ গীত সহযোগে পদ্ম দ্বারা ভৈরবের অর্চ্চনা করিতেছেন।

(খ) তোড়ী—তুষার-কুন্দোজ্জ্বলদেহযষ্টি, কাশ্মীরকর্পূরবিলিপ্তদেহা তোড়ী বীণাবাদনে বনে হরিণীর বিনোদন করিতেছেন।

(গ) রামকিরী—স্বর্ণপ্রভা, উজ্জ্বলভূষণা, ইন্দ্রনীলপরিহিতা, রামকিরী কান্ত-পদপ্রান্তে অবস্থিতা হইয়াও মানভাবাবলম্বন করিয়াছেন।

(ঘ) গুণকিরী—দয়িতের দূরাবস্থান জন্য দীনদৃষ্টি, ধূলিধূসরিতগাত্রযষ্টি, আমুক্তকবরী, গুণকিরী মস্তক আনত করিয়া রহিয়াছেন।

(ঙ) বাঙ্গালী—কক্ষে পুষ্পকরণ্ডধৃতা, উজ্জ্বল ত্রিশূলহস্তা, জটাধারিণী ভস্মলিপ্তদেহা, আয়তলোচনা, তরুণতপনবর্ণা বাঙ্গালী শোভা পাইতেছেন।

(চ) সৈন্ধবী—ত্রিশূলকরা, রক্তাম্বরা, শিবভক্তিরক্তা, বন্ধুজীবভূষিতা, প্রচণ্ডকোপা, বীররসযুক্তা সৈন্ধবী ভৈরব-রাগিণী বলিয়া কথিতা হইয়াছেন।

৪। **পঞ্চম**—রক্তাম্বর, রক্তবিশালনেত্র, তরুণ, মনস্বী, যোষিৎপ্রিয়, কোকিলমঞ্জুভাষী পঞ্চম শোভা পাইতেছেন।

(ক) দেবকিরী—কাদম্বিনীশ্যামতনু, সুস্বভাবা, তুঙ্গস্তনী, সুন্দরহারভূষিতা, চিত্রাম্বরা, মত্তচকোরনেত্রা ও মদালসা বলিয়া দেবকিরী কীর্ত্তিতা হইয়াছেন।

(খ) ললিতা—প্রফুল্ল সুবর্ণপদ্ম ও সপ্তপর্ণমালাপরিহিতা, স্তনভারনম্রা, নিদ্রালসলোচনা ললিতা প্রভাতে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন।

(গ) বিভাষা—নিদ্রালসা, বিলাসবেশা, পরিতৃপ্তকামা, রসভাবযুক্তা, তাণ্ডব-লাস্যরক্তা বিভাষা প্রাতঃকালে জাগরিতা হইয়াছেন।

(ঘ) কর্ণাটী—ময়ূরকণ্ঠবর্ণা, চন্দ্রচূড়া, গজদন্তনির্ম্মিতভূষণকর্ণা, শুভ্রাম্বরা কর্ণাটী স্বীয় কণ্ঠস্বরে সুরগণের পরিতোষ বিধান করিতেছেন।

(ঙ) বড় হংসিকা—হাস্যবদনা, চারুবিলোলদৃষ্টি, বিলাসজনিত লোমাঞ্চিতদেহা বড়হংসিকা প্রিয়সঙ্গসুখে হৃষ্টচিত্তা বলিয়া খ্যাতা হইয়াছেন।

(চ) আভিরী—বাচাল কঙ্কণভূষিতা প্রস্ফুটিত চম্পকবর্ণদেহা, চন্দ্রশুভ্র-গজমুক্তামালাপরিহিতা আভিরী শ্রীকণ্ঠ শৈলশিখরে বিরাজ করিতেছেন।

৫। **মেঘ**—গাঢ় নীলবর্ণ, পিঙ্গলনেত্র, গভীরবাদী, বিহারশীল, কামিনী-প্রিয় মেঘ রাগ গজ আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন।

(ক) মধুমাধবী—প্রফুল্ল নীলনলিননেত্রা, কৃশাঙ্গী, নীলবসনাবৃতা, সতী মধুমাধবী তমাল তরুমূলে বেদিকার উপর উপবিষ্টা আছেন।

(খ) মল্লারী—নবকর্ণা, শরদিন্দুবর্ণা, কৌবেররাসা, পলিতকেশা, প্রশান্তচিত্তা বলিয়া মুনিগণ মল্লারীকে আখ্যাতা করিয়াছেন।

(গ) সৌরাটী—পীনোন্নতপয়োধরা, সুচারু-গৌরা, কর্ণপদ্মসন্নিহিতভ্রমরগুঞ্জন-শ্রবণরতা, মধবাহুলতা, সুশোভন হারবিভূষিতা সৌরাটী প্রিয়সন্দর্শনে গমন করিতেছেন।

(ঘ) গান্ধারী—জটাধারিণী, মুদিতনয়না, নীলবসনা, নম্র শান্তমূর্ত্তি, মেঘপত্নী গান্ধারী যোগাসনে উপবিষ্টা আছেন।

(ঙ) হরশৃঙ্গারা — নানাগীত-কলাভিজ্ঞা, কৌতুকী, প্রিয়ংবদা, গৌরাঙ্গী বলিয়া মেঘপত্নী হরশৃঙ্গারিকা অভিহিতা হইয়াছেন।

(চ) সারঙ্গী—দৃঢ়বদ্ধকবরী, সুরঙ্গিণী, সারঙ্গী বীণা করে লইয়া সখা-সহিত কল্পতরুমূলে উপবিষ্টা আছেন।

৬। নটনারায়ণ—খর্বপ্রভ, শোণিতাক্তগাত্র, প্রতাপী, বীরমূর্ত্তি নটনারায়ণ অশ্বস্কন্ধে হস্ত রাখিয়া রণভূমিতে বিচরণ করিতেছেন।

(ক) পাহাড়ী—রক্তবস্ত্র পরিহিতা, অতিসুন্দরী পাহাড়ী শ্রীনন্দন পর্ব্বতস্থ কদম্বমূলে অবস্থান করিয়া বীণা সংযোগে গান করিতেছেন।

(খ) দেশী—গৌরবর্ণা, মনোজ্ঞা শুকপুচ্ছবস্ত্রা, রসপূর্ণচিত্তা দেশী নিদ্রালস কান্তকে পরোক্ষভাবে জাগরিত করিতেছেন।

(গ) কেদারী—জটাধারিণী, শশিকলা-শোভিতমস্তকা, সর্পবিভূষিতাঙ্গী কেদারী যোগাসনে উপবিষ্টা হইয়া মহাদেবধ্যাননিমগ্নচিত্তা হইয়া আছেন।

(ঘ) কামোদী—সুবর্ণবর্ণা কামোদী ভর্ত্তৃ-সহ জলকেলি ও পদ্মপুষ্প চয়ন করিতেছেন এবং পুষ্পসৌরভে মোদিতা হইতেছেন।

(ঙ) নাটিকা—কৃশাঙ্গী, সালঙ্কৃতা, সুশাটিপরিহিতা নাটিকা রঙ্গরঙ্গে গীত-তালে অবহিতচিত্তা হইয়া নৃত্য করিতেছেন।

(চ) হাম্বিরী—শ্যামাঙ্গী, পুষ্পচয়নতৎপরা হাম্বিরী সখির হস্তধারণ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছেন।

মন্তব্য—এই পরিশিষ্ট প্রধানতঃ মিউজিক্-ডাক্তার রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের গ্রন্থাবলী অবলম্বনে লিখিত হইল।

৫ম পরিশিষ্ট।

ভিন্ন ভিন্ন টাইপের নাম ও আকৃতির পরিচয়।

বর্জাইস—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

স্মল পাইকা—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ইংলিশ—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

গ্রেট্—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

টু লাইন পাইকা—বিদ্যাসাগর।

ডবল গ্রেট্ কম্‌প্রেস্‌ড্-ঈশ্বরচন্দ্র।

৬ষ্ঠ পরিশিষ্ট।

প্রুফ-সংশোধন-প্রণালী।

যাদব নামে একটি বালক ছিল তাহার বয়স আট বৎসর যাদবের পিতা প্রতি দিন তাকেহী বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। লেখা পড়ায় যাদবেরযত্ন ছিল না।

সে, একদিনও, বিদ্যালয়ে যাইত না। পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইত। বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে সকল বালক যখন বাড়ী যাইত। তাহার পিতামাতা মাতা মনে করিতেন, যাদব বিদ্যালয়ে লেখার পড়া শিখিয়া শিখাকে। এইরূপে, প্রতিদিন সে বাপ মাকে ফাঁকি দিত।

একদিন যাদব দেখিল, ভুবন নামে একটি বালক পড়িতে যাইতেছে। সে তাহাকে বলিল ভুবন, তুমি আজ পাঠশালায় যাইও না।

মন্তব্য—২০ নম্বরের চিহ্নটি ভুল খোদিত (") এইরূপ অর্থাৎ সোজামুখী হইবে।

সংশোধিত প্রুফ।

যাদব নামে একটি বালক ছিল, তাহার বয়স আট বৎসর। যাদবের পিতা প্রতিদিন তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। লেখাপড়ায় যাদবের যত্ন ছিল না। সে, একদিনও, বিদ্যালয়ে যাইত না। পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইত।

বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে সকল বালক যখন বাড়ী যায়, যাদবও সেই সময়ে বাড়ী যাইত। তাহার পিতা মাতা মনে করিতেন, যাদব বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিয়া আসিল। এইরূপে, প্রতিদিন সে বাপ মাকে ফাঁকি দিত।

একদিন যাদব দেখিল, ভুবন নামে একটি বালক বহি লইয়া পড়িতে যাইতেছে। সে তাহাকে বলিল "ভুবন, আজ তুমি পাঠশালায় যাইও না।"

সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যাখ্যা।

১। কর্ত্তিত চিহ্ন, শব্দ, বা অক্ষরের পরিবর্ত্তে পার্শ্বে লিখিত চিহ্ন, শব্দ, বা অক্ষর বসাও।
২। এই স্থানে পার্শ্বে লিখিত চিহ্ন, শব্দ, বা অক্ষর বসাও।
৩। শব্দ দুইটির মধ্যে অযথা ব্যবধান রহিয়াছে; সংযত কর।
৪। পরবর্ত্তী শব্দ বা অক্ষর পূর্ব্বে বসাও।
৫। ছোট বা বড় টাইপ বসিয়াছে; উপযুক্ত টাইপ দাও।
৬। অক্ষরটি উল্টা বসিয়াছে; সোজা করিয়া বসাও।
৭। শব্দ দুইটি অযথারূপে সংযত হইয়াছে; মধ্যে ফাঁক দাও।
৮। নূতন প্যারাগ্রাফ হইবে না; পূর্ব্ববর্ত্তী পদের পরই পরবর্ত্তী পদ বসাও।
৯। এ চিহ্ন, শব্দ, বা অক্ষর থাকিবে না; তুলিয়া লও।
১০। এইখান হইতে নূতন প্যারাগ্রাফ হইবে; নিম্নের লাইনে বামে একটু ফাঁক রাখিয়া ইহাকে বসাও।
১১। উপরের লাইন ও নীচের লাইনের মধ্যে Space অল্প হইয়াছে; মধ্যে যথোপযোগী লেড্ বসাও।
১২। অনেকগুলি কথা বাদ পড়িয়াছে; কাপি দেখিয়া ঠিক করিয়া এইখানে বসাও।
১৩। যে শব্দের নীচে... এইরূপ চিহ্ন আছে, তাহা ভুলক্রমে কাটা হইয়াছিল; শব্দটি যেমন ছিল, তেমনই থাকিবে।
১৪। টাইপ পরিবর্ত্তন করিয়া উপযুক্ত টাইপ দাও।
১৫। Space উঠিয়া পড়িয়াছে; ঠিক করিয়া দাও।
১৬। একটু দাক্ষিণ দিকে সরাইয়া বসাও; কারণ এখানে নূতন প্যারাগ্রাফ আরম্ভ হইয়াছে।
১৭। অক্ষর নামিয়া পড়িয়াছে; যথাস্থানে বসাও।
১৮। এই কথাগুলি কাপিতে ছিল না, এক্ষণে নূতন বসান হইল।
১৯ উদ্ধার-চিহ্ন আরম্ভ; অক্ষরের বামে উপর দিকে বসিবে।
২০। উদ্ধার-চিহ্ন শেষ; অক্ষরের দক্ষিণে উপর দিকে বসিবে।
শব্দটি লাইনের বাহিরে পড়িয়াছে; সমান করিয়া বসাও।

সম্পূর্ণ।